বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্রঃ প্রথম খন্ড

পটভূমি
(১৯০৫-১৯৫৮)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-1

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ প্রথম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; ততুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ পটভূমি-১

‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯০৫ থেকে ১৯৫৮ সালের সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

১৯০৫ সালে বংগভংগ সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা এই খণ্ডে প্রথম দলিলরূপে স্থান পেয়েছে। এরপর সন্নিবেশিত হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল। তৃতীয় দলিলটি হলো শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্র। এই পত্রে বংগীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সংগে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠে।

এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নির্বাচিত দলিলপত্র (পৃঃ ২ থেকে ৪৬ পর্যন্ত)। এতে একদিকে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের চিত্র আছে, শেরেবাংলা কর্তৃক লিয়াকত আলী খানকে লিখিত পত্রে তা স্পষ্টরূপ লাভ করেছে; অন্যদিকে আছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত কিছু প্রস্তাব এবং তাঁদের প্রদত্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশের দলিল। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা সংক্রান্ত দলিলপত্রও এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ২২-৩৫)।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালের যেসব দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক (পৃঃ ৪৯, ৫৪, ৬৬-৭৮), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিভিন্ন ভাষণ (পৃঃ ৭৫-৯৩), পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের পক্ষে মাওলানা ভাসানীর একমাত্র সংসদীয় বক্তৃতা (পৃঃ ৭৪) এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ (পৃঃ ৯৪) ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিরোধী ভাবধারার রাজনৈতিক তৎপরতার দলিল (পৃঃ ১১৭-১৬৫)।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা বা ধারা-উপধারা পরিলক্ষিত হয় তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পৃষ্ঠা ১৩৪ থেকে ২২৭ পর্যন্ত। এই অংশে যেমন এসেছে পাকিস্তান গণপরিষদের অবজেকটিভ রেজুলিউশান (পৃঃ ১৩৭), মৌলিক অধিকার কমিটি রিপোর্ট (পৃঃ ১৫৬ থেকে ১৫৭), মূলনীতি সংক্রান্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলন (পৃঃ ১৬০ থেকে ১৬৯)- তেমনি সংযোজিত হয়েছে হাজং বিদ্রোহ (পৃঃ ১৪৪ থেকে ১৪৫), নাচোল বিদ্রোহ (পৃঃ ১৫১), ১৯৬০ সালের দাংগাবিরোধী বক্তব্য (পৃঃ ১৫৩) সংক্রান্ত দলিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলের মধ্যে রয়েছে নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা (পৃঃ ২২৮), তৎকালে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী (পৃঃ ২৩০ থেকে ২৩৬), বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া (পৃঃ ২৩৭ থেকে ২৩৯) এবং প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্য। গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব (পৃঃ ২৪৬ থেকে ২৫৯) এবং সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের দলিল দেওয়া হয়েছে ২৬০ থেকে ২৬৪ পৃষ্ঠায়।

২১শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য প্রতিষ্ঠিত এলিস কমিশন রিপোর্টটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পৃঃ ২৬৯ থেকে ৩০১)। সংযোজনী অংশে তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার আরও কিছু বিবরণ এবং রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন (পৃঃ ৩৭১), ২১ দফা কর্মসূচী (পৃঃ ৩৭২), ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের দলিল রয়েছে ৩৭১ থেকে ৩৮৮ পৃষ্ঠায়। ৯২-ক ধারার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের দলিল রয়েছে পৃঃ ৪০৩ থেকে ৪০৬ পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ বাতিল হবার (পৃঃ ৪০৭) পর থেকে ১৯৫৮ সালে

সামরিক আইন জারি হওয়া পর্যন্ত যেসব দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা যেমন বাংলাদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিচয় বহন করে তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা (পৃঃ ৪২০, ৬৮১ ও অন্যান্য), পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্যের ব্যাপারে মারী চুক্তি (পৃঃ ৪২৬), এক ইউনিট গঠন, খসড়া শাসনতন্ত্র ইত্যাদির বিবরণ দেয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব, কাগমারী সম্মেলনে তার বিশিষ্টি প্রকাশ (পৃঃ ৫৯২-৬০২) এবং এই মূল ধরে ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের (পৃঃ ৬১১) দলিলপত্র এবং পূর্ব বাংলার মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিবরণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বক্তব্যে (পৃঃ ৬১৫)। এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা এবং ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দলিল পাওয়া যাবে যথাক্রমে ৬২৩ ও ৬৩৩ পৃষ্ঠায়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সংবিধান রচনা, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন প্রণালী, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি সংক্রান্ত বিষয় সংসদীয় বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। এই খণ্ডে সংসদীয় বিতর্ক থেকে গৃহীত দলিলের সংখ্যা তাই বেশী। বলাবাহুল্য, আমরা যেসব দলিল সংগ্রহ করতে পেরেছি, তার থেকে নির্বাচন করেই এই সংকলন তৈরী করা হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Office.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Office.

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠ
১।	বংগভংগ প্রস্তাব	১
২।	লাহোর প্রস্তাব	২
৩।	মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মনোভাব ও ভূমিকার প্রতিবাদে লিয়াকত আলী খানকে লিখিত জনাব এ, এক, ফজলুল হকের চিঠি	৪
৪।	হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে জনাব এ, কে, ফজলুল হকের ভূমিকা	৮
৫।	পূর্ব পাকিস্থান রেনেসাঁ সোসাইটি	৯
৬।	মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সম্মেলনে এক-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব	১৫
৭।	ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব	১৭
৮।	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	২২
৯।	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	২৫
১০।	হিন্দু মহাসভা কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধাচরণের জবাবে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য	২৮
১১।	‘‘স্বাধীন বাংলা’’: অবাঙালী ও বৃটিশ কর্তৃক বংগভংগের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয়	৩১
১২।	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো	৩৩
১৩।	মিঃ গান্ধী কর্তৃক শরৎ বোসকে লিখিত চিঠি : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব	৩৪
১৪।	ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট	৩৫
১৫।	রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ব্যাখ্যা : গণপরিষদে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম বক্তৃতা	৪০
১৬।	র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ : পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ঘোষণা	৪৩
১৭।	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মসূচী	৪৭
১৮।	বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের পুস্তিকা (অংশ)	৪৯
১৯।	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	৫০
২০।	ঢাকায় গণপরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে বিতর্ক	৫২
২১।	গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রশ্নে বিতর্ক	৫৪
২২।	প্রথম জাতীয় বাজেট আলোচনাকালে পূর্ব বাংলার দাবীদাওয়ার প্রশ্নে বিতর্ক	৫৯
২৩।	সাপ্তাহিক নও বেলালে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ‘‘রাষ্ট্রভাষা’’ : পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করার সুপারিশ	৬৬

ষোল

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৪।	এগারই মার্চ, ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হরতাল সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য	৬৮
২৫।	পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণীর অংশ	৬৯
২৬।	পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার বাজেট বিতর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	৭৪
২৭।	১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে "নও বেলাল" প্রতিনিধির বক্তব্য	৭৭
২৮।	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি	৭৮
২৯।	জাতীয় সংহতি সম্পর্কে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ	৭৯
৩০।	জাতি গঠনের ছাত্রদের ভুমিকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল জানাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ	৭৬
৩১।	রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক জেনারেল জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	৯০
৩২।	জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান হতে বিদায়কালীন ভাষণ	৯১
৩৩।	গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রচার পুস্তিকা	৯৪
৩৪।	ভাষার স্বাধীনতার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষণ	১০৯
৩৫।	আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রস্তাবিত ম্যানিফেস্টো	১১৭
৩৬।	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ঘোষণা ও গঠনতন্ত্র	১২০
৩৭।	পাকিস্তান গণপরিষদে জনাব লিয়াকত আলী খান কর্তৃক উত্থাপিত অবজেকটিভস রিজোলিউশন	১৩৬
৩৮।	হাজং বিদ্রোহের উপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও সরকারী প্রেসনোট	১৪৩
৩৯।	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের রাজনৈতিক বক্তব্য	১৪৫
৪০।	উর্দুর পক্ষে তাত্ত্বিক বক্তব্য	১৪৭
৪১।	নাচোল অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের নেত্রীর উপর পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগ	১৫০
৪২।	সাম্প্রদায়িক দাংগার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যৌথ বিবৃতি	১৫২
৪৩।	পাকিস্তানের নাগরিক ও সংখ্যালঘু প্রশ্নে মৌলিখ অধিকার কমিটির রিপোর্ট	১৫৫
৪৪।	পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক এবং সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান-এর কাছে পেশকৃত প্রশ্নমালা	১৫৮
৪৫।	ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহা-সম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি ও প্রস্তাবসমূহ	১৬০
৪৬।	মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট	১৬৮
৪৭।	মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব	২০৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠ
৪৮।	পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঘোষণাপত্র	২০৭
৪৯।	বাংলা ভাষার সরলীকরণ প্রচেষ্টার একটি নমুনা ও তার প্রতিক্রিয়া	২১৪
৫০।	উর্দু ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে বক্তব্য	২১৭
৫১।	পূর্ব বাংলার লবণ সংকট	২১৯
৫২।	রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য	২২৮
৫৩।	একুশে ফেব্রুয়ারী : আন্দোলনের ঘটনাবলী	২৩০
৫৪।	আবুল কালাম শামসুদ্দিন কর্তৃক লিখিত দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়	২৩৭
৫৫।	ভাষা বিতর্কের উপর লিখিত প্রবন্ধ : সকল ভাষার সমান মর্যাদা	২৩৮
৫৬।	ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গতি প্রকৃতির সমালোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বক্তব্য	২৪০
৫৭।	যুব দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের রাজনৈতিক ঘোষণা	২৪৪
৫৮।	পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন	২৪৬
৫৯।	সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সম্মেলনে জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণ	২৬০
৬০।	বাংলা ভাষার পক্ষে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের ঘোষণা	২৬৫
৬১।	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনার উপর জাস্টিস এলিস-এর তদন্ত রিপোর্ট	২৬৯
৬২।	পাকিস্তান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশকালে জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন-এর বক্তৃব্য	৩০২
৬৩।	পাকিস্তান গণপরিষদে পেশকৃত মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট	৩০৮
৬৪।	মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট	৩১৫
৬৫।	মোহাম্মদ আলী ফর্মূলা	৩৫৬
৬৬।	মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর বিতর্ক	৩৬১
৬৭।	যুক্তফ্রন্ট গঠন	৩৭১
৬৮।	যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা	৩৭২
৬৯।	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সার্কুলার	৩৭৪
৭০।	মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রচার পুস্তিকা	৩৭৫
৭১।	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-পরবর্তী সাংগঠনিক সার্কুলার	৩৮৫
৭২।	নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়	৩৮৭
৭৩।	সাংগঠনিক বিষয় ও বিভিন্ন এলাকার সমস্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচার-পত্রের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর আহ্বান	৩৮৮
৭৪।	পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্বোধনী বক্তৃতা	৩৯০
৭৫।	পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান	৩৯৫
৭৬।	ড. হক কর্তৃক কেবলমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের আহ্বান	৩৯৬

আঠার

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠ
৭৭।	পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি	৩৯৮
৭৮।	নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রকাশিত পূর্ব বাংলার ‘‘স্বাধীনতার’’ পক্ষে জনাব এ, কে, ফজলুল হকের বিবৃতি	৩৯৯
৭৯।	জনাব এ, কে, ফজলুল হক কর্তৃক নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত বিবৃতির প্রতিবাদ	৪০১
৮০।	পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা প্রবর্তন	৪০৩
৮১।	সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা	৪০৪
৮২।	পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা	৪০৭
৮৩।	গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী দিবসে জনাব এ, কে, ফজলুল হকের ভাষণ	৪১০
৮৪।	মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরে আসতে দেয়ার দাবী	৪১৩
৮৫।	আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	৪১৪
৮৬।	পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৪১৭
৮৭।	৯২-ক ধারা প্রত্যাহার ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল	৪১৯
৮৮।	জনাব আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন	৪২০
৮৯।	যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান	৪২২
৯০।	আওয়ামী লীগ প্রচারিত মুসলিম লীগ বিরোধী বক্তব্য	৪২৩
৯১।	মারী মুক্তি	৪২৬
৯২।	পাকিস্তান গণপরিষদে এক ইউনিট প্রশ্নে বিতর্ক	৪২৭
৯৩।	বাংলা একাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্ব বংগের প্রধানমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের ভাষণ	৪৪৪
৯৪।	আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ	৪৪৭
৯৫।	পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৬ শাসনতন্ত্র বিল পেশ ও আইনমন্ত্রীর বক্তব্য	৪৪৯
৯৬।	১৯৫৬ সালের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উপর মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	৪৫১
৯৭।	পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৬ শাসনতন্ত্র বিল সংক্রান্ত বির্তক	৪৫৩
৯৮।	১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র	৪৮২
৯৯।	যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচার	৫৭৭
১০০।	আওয়ামী লীগ সরকার গঠন	৫৭৯
১০১।	আওয়ামী লীগ মুখ্যমন্ত্রীর নীতিনির্ধারণী বক্তব্য	৫৮১
১০২।	যুক্ত নির্বাচন বিল	৫৮৫
১০৩।	নির্বাচন প্রথা আইন পাস	৫৯০
১০৪।	মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক বক্তব্য	৫৯২
১০৫।	কাগমারী সম্মেলনের প্রচারপত্র	৫৯৩
১০৬।	কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	৫৯৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠ
১০৭।	কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য	৫৯৮
১০৮।	কাগমারী সম্মেলনে সম্পর্কে মুসলিম লীগ সমর্থক 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদকীয় বক্তব্য	৬০০
১০৯।	মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বক্তব্য	৬০২
১১০।	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব গৃহীত	৬০৩
১১১।	পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত	৬১১
১১২।	সাধারণ নির্বাচন বানচালের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী	৬১৩
১১৩।	পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণ	৬১৫
১১৪।	সামরিক আইন জারি ও জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল	৬২৩
১১৫।	প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ঘোষিত 'নিউ লীগাল অর্ডার' এবং এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি মুনীরের বক্তব্য	৬২৭
১১৬।	জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল	৬৩৫
	সংযোজন	
১১৭।	বংগভংগ সংক্রান্ত আরও সরকারী দলিল	৬৩৬
১১৮।	বংগভংগ রদ সংক্রান্ত সরকারী দলিল	৬৩৮
১১৯।	রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে একটি নিবন্ধ	৬৪৫
১২০।	অবজেকটিভ রেজুলিউশন সংক্রান্ত বিতর্ক	৬৪৮
১২১।	রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ও ২ শে ফেব্রুয়ারী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দুটি লিফলেট	৬৭৩
১২২।	১৯৫২ সালের ফেব্রয়ারী : ভাষা আন্দোলনে ঘটনাপঞ্জী	৬৭৫
১২৩।	ভাষা আন্দোলনকালীন দৈনিক আজাদ-এর দুটি সম্পাদকীয়	৭০৫
১২৪।	মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও মীর্জা গোলাম হাফিজের বিরুদ্ধে সরকারের আটকাদেশ সংক্রান্ত তথ্য	৭০৮
১২৫।	পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশ : পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবী	৭১১
১২৬।	পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দমননীতি : রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার	৭১৩
১২৭।	পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে তমিজুদ্দীন কানের রীট আবেদন	৭১৭
১২৮।	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার আতাউর রহমান খানের বাংলায় বাজেট বক্তৃতা	৭১৯
১২৯।	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক ও যুক্ত নির্বাচনের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ	৭২৭
১৩০।	নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বক্তৃতা	৭৫৪
১৩১।	পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদসমূহের তালিকা	৭৬৮
১৩২।	নির্ঘন্ট	৭৮৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ প্রস্তাব সম্পর্কিত দলিল	স্ট্রাগল ফর ফ্রিডমঃ আর, সি, মজুমদার, পৃষ্ঠা-২০	১৯শে জুলাই, ১৯০৫

PARTITION OF BENGAL

[The news that Assam with Dacca, Chittagong and Rajshahi Divisions of Bengal would be constituted as a separate province first appeared in the Calcutta Press on 6 July 1905 and next day it was officially announced from Simla.]

The resulting changes are summed up in para 7 of the resolution which runs as follows:

"7. The effect of the proposals thus agreed upon, and now about to be introduced will be as follows:

A new province will be created with the status of a Lieutenant-Governorship, consisting of the Chittagong, Dacca and Rajshahi Divisions of Bengal, the district of Malda, the State of Hill Tipperah, and the present Chief Commissionership of Assam. Darjeeling will remain with Bengal. In order to maintain associations which are highly valued in both areas, the province will be entitled Eastern Bengal and Assam. Its Capital will be at Dacca with subsidiary headquarters at Chittagong. It will comprise an area of 106,540 square miles and a population of 31 millions, of whom 18 millions is Mohammadans and 12 millions Hindus. It will possess a Legislative Council and a Board of Revenue of tow members and the Jurisdiction of the High Court of Calcutta is left undisturbed. The existing province of Bengal diminished by the surrender of these large territories on the east and of the five Hindu States of Chhota Nagpur but increased by the acquisition of Sambalpur and the five Uriya States before mentioned, will consist of 141,580 square miles with a population of 54 millions of whom 42 million are Hindus and 9 million Mohammadans. In short the territories now composing Bengal and Assam will be divided into two compact and self-contained provinces, by far the largest constituents of each of which will be homogeneous in character, and which will possess clearly defined boundaries and be equipped with the complete resources of an advanced administration."

Foot-Note: The revised scheme of Partition was conveyed to the public in the form of a Government Resolution, dated 19 July and published in the Calcutta Press no the 20th July 1905 (The full text to the Resolution is given by Bengal, op.cit App.G.P.L)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লাহোর প্রস্তাব	পাকিস্তান মুভমেন্ট-হিস্ট্রিরিক ডকুমেন্টস, পৃষ্ঠা-১৭২	২৩শে মার্চ, ১৯৪০

Resolution adopted by the All-India Muslim League at Lahore in its twenty-seventh Annual Session on 23rd March 1940, commonly known as "Pakistan Resolution" :

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in their resolutions, dated 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939, and 3rd of February 1940 on the constitutional Issue, this Session of the All-India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act, 1935, is totally unsuited to, and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's Government is re-assuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act, 1939, is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India, Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Musalmans are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This Session further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs, and such other matters as may be necessary.

Proposed by-	The Hon'ble Moulvi A K Fazlul Huqe. Premier of Bengal.
Seconded by-	Choudhuri Khaliquzzaman Saheb. M L A (U P.).
Supported by-	Maulana Zafar All Khan Saheb. M.LA. (Central).
"	Sardar Aurangzeb Khan Saheb. M L A (N. W. F Province)
"	Haji Sir Abdoola Haroon. M. L. A. (Central).
"	K B Nawab Ismail Khan Saheb. M L. C. (Bihar)
"	Qazi Mohammad Isa Khan Saheb, President of Baluchistan Provincial Muslim League
"	Abdul Hammed Khan Saheb. M L A (Madras).
"	I. I. Chundrigar Saheb. M L. A. (Bombay).
"	Syed Abdur Rauf Shah Saheb. M.LA. (C.P.)
"	Dr. Mohammed Alum, M. L. A. (Punjab).
"	Syed Zakir Ali Saheb. (U .P.).
"	Begum Sahiba Maulana Mohammad Ali.
"	Maulana Abdul Haimid Saheb Qadri. (U. P).
"	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মনোভাব ও ভূমিকার প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগের প্রশ্নে লিয়াকত আলী খানকে লিখিত ফজলুল হকের চিঠি	দৈনিক স্টেটসম্যান সূত্রঃ অমলেন্দু দে- পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক পৃঃ ১০৫ ও শীলা সেন, 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল'	৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

ফজলুল হক লিয়াকত আলির নিকট লিখিত পত্রে যে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ "But before I conclude I wish to record a most emphatic protest against the manner in which the interests of the Moslems of Bengal and the Punjab arc being imperiled by Moslem leaders of the Provinces where the Moslems are in a minority popularly known among Moslems as the minority provinces of India. Except in Bengal and the Punjab which together account for nearly 50 millions of Moslems and nearly 50 percent of the total Moslem population of India, the remaining 50 millions of Moslems are scattered throughout the continent in such a manner that they are in a most hopeless minority in the so-called minority provinces, in some cases the Moslem minority dwindling to about 4 or 5 per cent of the population. It is evident that these Moslem brethren of ours can never hope to be in the enjoyment of even an effective voice in the administration, leave alone the prospect of their ever being in power. It is conceivable that they cannot realize, nor even imagine, the advantages of the Moslem community being in a dominant position in the administration of Bengal and the Punjab. Nor do they realize the responsibilities of the Moslem premiers of those provinces. Naturally enough they think that just as all their own political prospects are bleak and barren, even so is the case with the Moslems of Bengal and the Punjab. Naturally, enough they do not care for the repercussions on the politics of the Moslems of Bengal and the Punjab of any decision they may take with regard to Moslem India as a whole. I would ask the Moslem leaders of the minority provinces to remember that if they meddle too much with the politics of the majority provinces, they will do so at the peril of the interest of the entire Moslem community of India. For my part, I will never allow the interest of 33millions of the Moslems of Bengal to be put under the domination of any outside authority however eminent it may be.

"At the present moment I have a feeling that Bengal does not count much in the counsels of political leaders outside our province, although we constitute more than 1/3rd of the total Moslem population of India. Even in this controversy, the leaders of the minority provinces never cared to take into in consideration my particular responsibilities and difficulties and wanted to drown my voice with meaningless slogans which may suit their own conditions of political helplessness, but which are utterly unsuited to the conditions prevailing in my province. I was condemned before I could put before the President my point of view."

Source: Letter of A.K Fazlul Huq, dated 8th September 1941, addressed to the Secretary of the All-India Muslim League. Vide statesman, 11 September, 1941

Fazlul Huq's Letter to Liaquat Ali Khan, Secretary, All-India Muslim League, dated 8 September, 1941.

Early in July Viceroy asked me through my Governor to serve on National Defense Council as Premier of Bengal representing this Province. 1 assented feeling this to be my duty. I knew I was selected in official capacity as Premier so no objection could possibly arise. I was surprised to read statement from League President as soon as personnel of Council was announced that he considered action of myself and other League members so objectionable that he must consider what action should be taken to express his disapproval of our conduct. I issued statement explaining position and contending that Premiers were selected in official capacity and therefore could not refuse to serve. I thought position was clear and clamour caused by President's statement would subside; but I was amazed to read President's statement dated 30th July declaring that it had been decided to take disciplinary action. There was no ambiguity in language and words used indicated accomplished fact. I maintain this action of President was highly unconstitutional. Despite Madras resolution he should never have done anything without hearing our explanation. I also maintain that his subsequent decision to refer matter to Working Committee was meaningless. Working Committee had no alternative but to endorse President's action as refusal would have amounted to vote of no confidence in President, contingency that Working Committee were not prepared to face. Committee therefore passed resolution calling upon me to resign unconditionally from National Defense Council.

2. President apparently received communication from Viceroy through Bombay Governor on 21st July intimating Premiers had been approached to serve on Defence Council in certain capacity. Whether we were selected as Premiers or as representative men, President knew of our selection at least one day before names were published. It was his clear duty to inform us by telegram or by telephone of his disapproval and that he would like us to resign from Defense Council; he might even have hinted that if we did not resign he would be obliged to take disciplinary action against us. But instead he waited till names were published and then announced decision to take disciplinary action; even ordinary courtesy required a warning before such announcement. His procedure placed us in extremely awkward position, he gave us an opportunity of explanation and took us unawares as if anxious to make public exhibition of his authority; he thus converted simple affair into complicated political problem.

3. I maintain that acceptance of membership of Defense Council in no way involves breach of League's principle or policy. League last year rejected Viceroy's offer to form expanded War Council composed of Indian states and representatives of various political parties but Defense Council consists of Indian states and representatives of various Provinces. This makes fundamental difference and membership of Defense Council therefore does not come within mischief of League resolution. Despite President's declaration that we were selected as Muslim representatives, I maintain that we were selected as Premiers. From this point of view also membership of Defense Council does not involve violation of League principles and policy. Further, since outbreak of war, I

have been taking keenest interest in promoting war efforts and using official and non- official position to induce people of Bengal to cooperate in support thereof. Hitherto President has not expressed disapproval of my extensive activities in aid of war efforts but has even allowed prominent Muslim League leaders to act likewise throughout India.

4. Having regard to my provincial war activities my membership of Defense Council pales into insignificance; I consider it absurd that I should be called upon to non- cooperate with Government of India at centre.. On merits I maintain President's action ratified by Working Committee was unjustified. I do not admit that my acceptance of membership of Council has disapproval of majority of Muslim community of India or of Bengal Muslims. Outside Province there is large volume of public opinion in my favor. President's action throughout has been unfair and unconstitutional and I have done nothing contrary to interests of Muslim community; charge that by accepting membership of Council I have created a situation which may lead to split in ranks of Muslim India is baseless. I therefore find no justification for resiling from my original decision to stick to membership of Council despite view of President and Working Committee.

5. But there are other matters to be taken into consideration. President's indiscreet and hasty announcement creating feeling in Muslim minds that we have accepted membership of Council from personal interests or to oblige high officials has produced most baneful consequences. Very few of present generation of Muslim politicians know services I have rendered to League of Muslim Community; without wishing to be boastful 1 have no cause to be ashamed of my record as a leader in cause of Islam and Indian Muslims. I emphatically declare that 1 am not being hampered in any way by high officials from exercising my independent judgment. I have been faced by embarrassing dilemma. I feel I ought to adhere to Council, but I also feel that continuance, therein especially after other Premiers have vacated their seats would lead to split in ranks of Indian Muslims. In such event I would be held responsible for situation and responsibility may also be thrown on other personage who have not had slightest desire to interfere in these matters but whose detachment is not within knowledge of public.

6. In these circumstances I feel that no useful purpose would be served by my being member of National Defense Council; I am therefore going to request Viceroy through Governor to give me leave to tender resignation. In taking this step I have had before me sole desire to avoid conflict in ranks not merely of Muslim League but also of Indian Muslim community. My reason for resignation thus differs from Sir Sikanders. He alleged to have resigned because he felt convinced he had acted under misconception of facts. I resign because though convinced I was right in accepting membership of Council, my continuance therein would jeopardize interests of community. Sir Sikander feels he was wrong and has rectified mistake; I feel I was right but cannot continue member in view of possible consequences. I am thus deliberately accepting position which militates against my own judgment, in desire to avoid greater evil of domestic feud at time when we should close our ranks for great task ahead of defending best interests of community and country.

7. I protest emphatically against manner in which Bengal and Punjab Muslim interests are being imperiled by Muslim leaders of ‘Minority Provinces'. Muslim brethren in minority provinces can never hope to enjoy effective voice in administration let alone

power. They cannot imagine advantages of dominant position of Muslim community in administration of Bengal and Punjab. They neither realize responsibilities of Muslim Premiers of these Provinces nor care for repercussions on politics of Bengal and Punjab Muslims of their decisions for Muslim India as a whole. They should not meddle too much with politics of majority provinces. At present I feel that Bengal does not count much in counsels of political leaders outside province, though we constitute more than one third of total Muslim population of India. My critics prejudge and condemn me without knowing facts and forgot my lifelong services to Muslim community. I confidently hope that political dictators in future will act with greater foresight so as to prevent creation of situation from which escape can be affected only by course of action which is revolting to sound sense or even conscience.

8. It follows that I cannot continue to be member of Working Committee of All India Muslim League. As mark of protest against arbitrary use of powers vested in President I resign from membership of Working Committee and Council of All India Muslim League. I cannot usefully continue to be member of body which shows scant courtesy to provincial leaders and arrogates to itself functions which ought to be exercised by provincial executive. In matters under discussion President should have referred question to decision of Provincial Muslim League. He has signally failed to discharge heavy responsibility of office in constitutional and reasonable manner. In tendering resignation I should like to enter caveat that recent events have forcibly brought home to me that principles of democracy and autonomy in All-India Muslim League are being subordinated to arbitrary wishes of single individual who seeks to rule as omnipotent authority even over destiny of 33 millions in Bengal who occupy key position in Indian Muslim politics.

Source: Government of India, Home Political File 17/4/41-Poll (1)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে ফজলুল হকের ভূমিকা	পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক-অমলেন্দু দে পৃষ্ঠা-২৪৯	২০শে জুন, ১৯৪২

Resolutions adopted at the Hindu-Muslim Unity Conference held at Calcutta on 20 June, 1942:

1. India and more particularly Bengal and Assam are facing to-day the gravest of perils. Foreign aggression threatens not only our security but also our hearths and homes, our hopes and aspirations, our social, economic and cultural stability, in a word everything that we hold dear and inviolable. In view of the daily deterioration of the international situation it has become imperative to harness all our available forces to fight despair and defeatism and prevent a breakdown of our social and economic structure. For such consolidation of our resources of men and money, of intellect, character and energy and to hold ourselves ready against all contingencies, the first condition is the establishment of better communal relations and the creation of an atmosphere of mutual goodwill and co-operation. The need for unity and solidarity of the people of Bengal has never been so pressing and immediate as to-day and it is only on the basis of such unity that we can hope to overcome the perils which threaten to engulf us.

While conscious of the differences in political programme and outlook among the different sections of the people of the province, this conference of the Muslims and the Hindus of Bengal is, therefore, of opinion that the people must unite in the common task of safeguarding internal security and order storage and distribution of foodstuffs and other essentials, and the provision of medical and other relief irrespective of differences in caste, community, creed or political affiliations, and for the purpose carry on an intensive propaganda to stress the overwhelming identity of interests if the people in this crisis and also constitute peace brigades for dispatch to areas where there is any apprehension of communal trouble.

2. This conference is of opinion that in order to create an atmosphere of communal harmony and co-operation, work must be carried on both on a long-term and a short-term policy and for the purpose a permanent Trust Fund must be created for publicity[1] through speeches and pamphlets, creation of a literature of communal harmony and dissemination among the masses of greater knowledge of the common achievement of the communities in the fields of cultural and spiritual activities.

3. In order to carry on the work of creating an atmosphere of communal harmony and co-operation and the consolidation of .the people in the tasks of safeguarding internal security, storage and distribution of foodstuffs and other essentials and the provision of medical and other relief, resolved that a permanent non-party and unpolitical organisation be set up and for the purpose the council of the Hindu-Muslim Unity Association be formed with direction to frame the constitution and work out a plan and programme of action for the organisation.

[Published in the Hindustan Standard, 21 Jun, 1942.]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি সংক্রান্ত দলিল	বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলনঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ	১৯৪৩ সাল

বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন

(সাবেক) পাকিস্তান-পূর্বকালেই মুজীবুর রহমান খাঁ তাঁর 'পাকিস্তান' শীর্ষক গ্রন্থে পাকিস্তানের (সাবেক) রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। হাবীবুল্লাহ বাহার, তালেবুর রহমান প্রমুখের পাকিস্তান-সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং আব্দুল হক, ফররুখ আহমদ প্রমুখ আরও অনেকের রচনায় বিভাগ-পূর্বকালেই (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৩৫০ সালে (১৯৪৩) একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৩৫০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীর্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বিভাগ-পূর্বকালেই বলেনঃ

''মুসলিম লীগ রাজনীতিতে 'জাতীয়তা' যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে।''

এই প্রেক্ষিতে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেবার বিপদ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৩ সালেই বলেছিলেনঃ

''এত করেও বাংলার চার কোটি বাঙলাভাষী মুসলিম জনসাধারণ হাজার বছরেও উর্দু-ভাষী হবে না... লাভের মধ্যে হবে একশ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগ থাকবে না, একথাও আগে বলেছি। কিন্তু এ'রা পশ্চিমাদের গলার সুর মিলিয়ে উর্দুর মাহাত্ম্য গেয়ে যাবেন। কারণ এরাই হবেন পশ্চিমাদের এ দেশী আত্মীয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসক শ্রেণী। শাসক শ্রেণীর ভাষা থেকে জনসাধারণের ভাষা পৃথক থাকার মধ্যে মস্ত বড় একটি সুবিধে আছে। তাতে অলিগার্কী ভেঙে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনদিন আসতে পারেনা; সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রোকাওট হিসাবে রাজনৈতিক মতলবে এই অভিজাত শ্রেণী উর্দুকে বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখবেন। শুধু চাকরীতেই নয়, আইনসভার মেম্বরগিরিতেও যোগ্যতার মাপকাঠি হবে উর্দু-বাগ্মিতা। সুতরাং সেদিক দিয়েও এই ভাষাগত আবিজাত্যের স্টীলফ্রেম ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা করবার চেষ্টার বিপদ এইখানে।... অথচ উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ও জাতীয় ভাষরূপে গ্রহণ করি তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বৃদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবে। জাতির যে অর্থ শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্য, শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।''

(পূর্ব-পাকিস্তানের জবান, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০)

'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীষক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, ''জিন্না-নেতৃত্বের বাস্তববাদী দূরদর্শিতার গুণে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে 'জাতীয়তা'র যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত রূপায়ণের ভাবী রূপ নিয়ে মুসলিম বাঙলার চিন্তানায়কদের মধ্যে এখন থেকেই আন্দোলন আলোচনা খুব স্বাভাবিকবাবেই শুরু হয়েছে।... পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক রূপায়ণ নিয়ে যথেষ্ট না হলেও অনেক আলোচনাই এরা করেছেন, আমরাও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কি হবে, এ নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা এঁরা আজো করেননি। করেননি বোধ হয় এই জন্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের 'জাতীয় দৈনিক আজাদ' বাঙলা ভাষার কাগজ এবং এরাও তাই ধরে নিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা যে বাঙলা হবে, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। হয়েই ছিল সত্য, বাঙলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হবে কি উর্দু হবে এ তর্ক খুব জোরেশোরেই একবার উঠেছিল। মুসলিম বাঙলার শক্তিশালী নেতাদের বেশীর ভাগ উর্দুর দিকে জোর দিয়েছিলেন, নবাব আবদুর রহমান মরহুম, স্যার আব্দুর রহিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ, সোহরাওয়ার্দী, মৌলভী আবুল কাসেম মরহুম প্রমুখ প্রভাবশালী নেতা উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাঙলার সৌভাগ্য এই যে, উর্দুর প্রতি যাদের বেশী সমর্থন থাকার কথা সেই আলেম সমাজই এই অপচেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন। বাঙলার আলেম সমাজের মাথার মণি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী উর্দু-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এঁদের প্রয়াসে শক্তি যুগিয়েছিলেন মরহুম নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। সে লড়াইএ এঁরাই জয়লাভ করেছিলেন। বাঙলার উপর উর্দু চাপাবার সে চেষ্টা তখনকার মত ব্যর্থ হয়। কিন্তু নির্মূল হয়নি। বাঙলার বিভিন্ন শহরে বিশেষতঃ কোলতাকায় মাঝে মাঝে উর্দুওয়ালারা নিজেদের আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ তাদের রাজনৈতিক আদর্শের বুনিয়াদে পরিণত হওয়ায় উর্দুওয়ালারা আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি 'মর্নিং নিউজ' ও 'স্টার অব ইন্ডিয়া' এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। জনকতক প্রবন্ধ লেখকও তাতে জুটেছেন। এরা বলেছেনঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা স্বভাবতই উর্দু হবে'।

১৩৫২ সালে (১৯৪৪) রচিত ও 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতায় ফররুখ আহমদ উর্দুপ্রেমিকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রূপবাণ হেনে লিখেছিলেনঃ

দুই শো পশ্চিম মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়ে উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
(বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা)
উর্দুনীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
খাটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে একসাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব তোর সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী-জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাজ আশা করি পাবে পুত্রগণ

(উর্দু বনাম বাংলা)

‘‘ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা’ সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়। উপরোক্ত বিদ্বজ্জনের আলোচনা সভার বিবরণ ১৩৪৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এটাই বাংলার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রথম দাবী। এখানে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল।

‘‘গত ১৯ শে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুন্দরী মোহন দাস ও দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনাটি কলিকাতার অন্ততঃ একখানি দৈনিক কাগজে বিস্তারিতভাবে বাহির হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হওয়ায় বাঙালী বিদ্বান ও সাহিত্যিকগণের এ-বিষয়ে মত ও যুক্ত সেদিন কি বিবৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে অবাঙালীরা সাধারণতঃ অজ্ঞ থাকিবেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিলঃ

১। এই সভার মতে বাংলা ভাষার বহুলতর প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিতঃ

(ক) বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালী মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা কর্তব্য।

(খ) বাংলাদেশে প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহিত যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময় কর্তব্য ।

(গ) অ-বাঙালীর মধ্যে ও বাংলার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যথা- পরীক্ষা গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ, বাংলা সাহিত্য আলোচনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রতিযোগিতা নির্ধারণ প্রভৃতি।

২। এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

৩। বর্তমানে যদি রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট করিতেই হয়, তবে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধি এবং ঐ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে রাখিয়া বঙ্গভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে নির্ধারণ করা উচিত।

৪। এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ও অন্যান্য বঙ্গসাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এ সম্বন্ধে একযোগে কার্য করিবার জন্য অনুরোধ ও আহবান করিতেছেন।

৫। উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া গঠিত কমিটির ওপর অর্পণ করা হইল। কমিটি প্রয়োজনমত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেনঃ

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আহবানকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ। সভ্যঃ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, পণ্ডিত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মাথ নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা প্রমুখ।

বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বক্তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। এইজন্য তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য নীচে দেওয়া হইলঃ

''ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সাহিত্যের গৌরব থাকিলেই ভাষার প্রসার হয় না। ইংরেজ জাতির আত্মপ্রসারের শক্তির ফলে ইংরেজী ভাষার প্রসার হইয়াছে। কয়লাওয়ালা, চাউলওয়ালা, মুদী দারোয়ান প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তার ভিতর দিয়া হিন্দী ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস উহাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সাহসী নহে। কারণ মুসলমানেরা কিছুতেই উর্দু ছাড়িবে না। সেই জন্য হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুস্থানী একাডেমী ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় অদ্ভুত হিন্দুস্থানী সৃষ্টি হইতেছে। তাহারা জোড়া জোড়া শব্দ ব্যবহার করিতেছে-একটি হিন্দু ও আর একটি উর্দু শব্দ। 'আন্তর্জাতিক' শব্দটির শেষের 'নৈতিক' শব্দের পরিবর্তে উর্দু 'কৌম' শব্দ দিয়া তাহারা হিন্দুস্থানী 'অন্তরাকৌম' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। বক্তা মনে করেন যে, বাঙালীদের এই সকল গোলমালে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে বাংলা ভাষাকে দাবাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশেও হিন্দুস্থানী চালু করিবার চেষ্টার আপত্তি হওয়া উচিত। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন যে, গয়ার ভাষা ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে, কিন্তু লিখিবার সময় সেখানকার হিন্দুরা হিন্দী ও মুসলমানেরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু ও হিন্দী ভাষা ছাড়া ভারতের সব ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক। কারণ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ হইতে যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।''

''বাংলার স্বাতন্ত্র্যের এই ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠিত হয়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং চারিত্র্য সম্পর্কে ১৯৪২ সালে বলা হয়েছিলঃ

''পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি চায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর বুদ্ধির মুক্তি তার চিন্তারাজ্যে অরাজকতার অবসান[১] আপনারা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে এবং চিন্তারাজ্যের অরাজকতার অবসান না হলে, মানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি না ঘটলে কোন জাতির বহিরাঙ্গিক মুক্তিও সাধিত হয় না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের বহিরাঙ্গিক মুক্তি, মানে রাজনৈতিক আজাদী সত্যিকারভাবে আসতে পারে না। ততক্ষণ, যতক্ষণ না তার অধিবাসীর মনের মুক্তি, মানে চিন্তারাজ্যের অরাজকতা দূর হচ্ছে।

আমাদের সোসাইটি জাতির এই মনের মুক্তি আনবারই সাধনা করছে। এই যে মনের মুক্তি, এ হচ্ছে রেনেসাঁর ব্যাপার। জাতির চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘনের নাম রেনেসাঁ। অতীতে প্রত্যাবর্তনের নাম রেনেসাঁ নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও রেনেসাঁর নেই। অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী তাই নিঃসন্দেহে রেনেসাঁর ভিত্তিভূমি। অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমানে অভিজ্ঞতার আলোকে রেনেসাঁ ভবিষ্যতকে বরণ করে। তাই রেনেসাঁ চিন্তারাজ্যের বিপ্লব। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অধিবাসীর চিন্তারাজ্যে এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই চাই। তাই আমাদের সঙ্ঘের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। জাতির রাজনৈতিক মুক্তির সর্বাঙ্গীণ জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা-নির্দেশই রেনেসাঁর একমাত্র কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, শৈক্ষিক মুক্তি না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনো জাতি সত্যিকার আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনেসাঁ

[১] বিভাগ-পূর্বকালেই ধরে নেয়া হয়েছিল যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে 'পূর্ব পাকিস্তান' হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি । ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই সাহিত্য, তমদ্দুন, শিা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উদ্ধুদ্ধ করে।... পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এ যাবৎ ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রথমে আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী সত্যকার আজাদীর কথা- রেনেসাঁর কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যিকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী।[২] একমুহূর্তে জাতি আপন স্বচ্ছতা ফিরে পেয়েছে- পুরানুকরণের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে। সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছু দিন বিজাতীয় উর্দু ভাষার মোহে কাটিয়েছি। তারপর শুরু হ'ল অনুকরণের পালা। সে অদ্ভুত কসরৎ এখনো চলছে। তবে সে কসরতের হাস্যকরতার উপলব্ধি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ-সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা আসবে না- কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা-রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোক-সাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যক কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে। তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে-তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক এবং অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। এসব ক্ষেত্রেও আমরা স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাঁদরে পরিণত হয়েছিলাম। কাজেই রেনেসাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে।''

[আবুল কালাম শামসুদ্দীন, রেনেসাঁ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১।]

দেশ বিভাগ এবং সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র উদ্যোগে আয়োজিত ১৩৫১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ-সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টতই বলেছিলেন:

''রাজনীতিকের বিচার (সাবেক) 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারে অটনমী। রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য-বাঁচাতো পরের কথা-জন্মাতেই পারে না। -পাকিস্তান (সাবেক) ও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? (সাবেক) পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর- বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছিলেন। তবুও এ-সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই। শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ

২ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও তৎকালীন 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' অনুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, এটাই ছিল নিশ্চিত।

আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়। প্রথমঃ এ-সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না- কিন্তু সত্যকথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানেরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ, ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তিপ্রেম যত উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। -সাহিত্যের স্পিরিট সম্বন্ধে যা' বলেছি, বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্মভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো তবে সে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরূপে? আমার ঐতিহ্য আমার ইতিহাস আমার ইতিকথা এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে-সাহিত্য আমার জীবন-উৎস হবে কেমন করে?... সব জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে, ততদিন সে-সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি আধুনিক নজীর দিচ্ছি। ইংরেজী সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন, শেক্সপিয়র, স্কট, শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অত বড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফট, বার্কলে, গোল্ড স্মিথ ও বার্নার্ডশ'র মত অনেক প্রতিভাবান আইরিশ এই ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যসেবা হয়েছে লন্ডনে বসে-আয়র্লন্ডের মাটিতে নয়। আয়র্লণ্ডবাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টিও করতে পারেনি। তাই পার্নলে, ড্যাভিট, রেড-মণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারেনি। অথচ যেদিন আয়র্লন্ডের জাতীয় কবি ডব্লিউ বি, ইয়েটস ইংরেজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরেজী কালচারের অনুকরণমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্যসাধনাকে কেলটিক সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপদান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল; নবজন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো; নিজের ভাগ্য-নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হয়ে গেল, তার ফল হল এই যে, আইরিশ জাতির দু'শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডিভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।'

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সভায় এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। প্রস্তাবকঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী	ইন রেট্রসপেকশান: আবুল হাসিম পৃষ্ঠা-১৭৯	৯ই এপ্রিল ১৯৪৬

The Delhi Resolution 1946*

(Text of the Resolution as adopted in the Legislators' Convention held at Anglo- Arabic College, Delhi, on April 9, 1946, popularly known as Delhi Resolution Mover: Mr. H. S. Suhrawardy of Bengal.)

"Whereas in this vast sub-continent of India 100 million Muslims are adherents of a Faith which regulates ever)' department of their life, educational, social, economic and political, which is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of the Hindu Dharma and Philosophy which has fostered and maintained for thousands of years a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation, if unnatural barriers between man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of the country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable Helots, socially and economically;

"Whereas the Hindu Caste System is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for:

"Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of single Indian nation inspired by common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

"Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on lines of Western Democracies based on a majority rule which means that the majority of the nation or society could impose its will on the majority of the other nation or society in spite of their opposition as amply demonstrated during the two and half years' regime of Congress Governments in the Hindu Majority provinces under the government of India Act 1935, when the Muslims were subjected to untold harassments and oppressions as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the so called safeguards provided in the constitution and in the instrument of Instructions to the Governors and were driven to the irresistible conclusion that in a United India Federation, if established, the Muslims, even in Muslim majority provinces, could meet with no better fate and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the Centre;

* লাহোর প্রস্তাব ‘States of Pakistan’ বা একাধিক পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ‘States’ শব্দ পরিবর্তন করে ‘State’ বা একটি পাকিস্তান করা হয়।

"Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North Hast zone and the Punjab, North-West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan in the North-West zone:

This convention of the Muslim League Legislators of India Central and Provincial, after careful consideration hereby declares that the Muslim nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution- making machinery set up for the purpose and any formula devised by the British Government for transferring power from the British to the people of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country will not contribute to the solution of the Indian problem:

(1) That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East, and the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan in the North-West of India, namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority, be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.

(2) That two separate constitution-making bodies be set up by the people of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective Constitutions.

(3) That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League Resolution passed on the 23rd March, 1940 at Lahore.

(4) That the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implementation without delay are the ***sine-quanon*** for the Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim Government at the Centre.

This convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a United India basis or to force any interim arrangement at the Centre, contrary to the Muslim demand will leave the Muslims no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব	দি ইভল্যুশান অব ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান : সি, এইচ, ফিলিপস পৃষ্ঠা-৩৭৮	১৬ই মে ১৯৪৬

THE CABINET MISSION

16 May 1946

1. On the 15th March last, just before the dispatch of the Cabinet Mission to India, Mr. Attlee, the British Prime Minister, used these words:

> 'My colleagues are going to India with the intention of using their, utmost endeavors to help her to attain her freedom as speedily and fully as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide; but our desire is to help her to set up forthwith the machinery for making that decision……?
>
> I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that she will find great advantages in doing so.......
>
> 'But if she does so elect, it must be by her own free will. The British Commonwealth and Empire is not bound together by chains of external compulsion. It is a free association of free peoples. If, on the other hand, she elects for independence, in our view she has a right to do so. It will be for us to help to make the transition as smooth and easy as possible.'

2. Charged in these historic words, we—the Cabinet Ministers and the Viceroy have done our utmost to assist the two main political parties, to reach agreement upon the fundamental issue of the unity or division of India After prolonged discussions in New Delhi we succeeded in bringing the Congress and the Muslim League together in conference at ***Simla***. There was a full exchange of views and both parties were prepared to make considerable concessions in order to try to reach a settlement, but it ultimately proved impossible to close the remainder of the gap between the parties and so no agreement could be concluded. Since no agreement has been reached, we feel that it is our duty to put forward what we consider are the best arrangements possible to ensure a speedy setting up of the new constitution. This statement is made with the full approval of His Majesty's Government in the United Kingdom.

3. We have accordingly decided that immediate arrangements should be made whereby Indians may decide the future constitution of India, and an interim Government may be set up at once to carry on the administration of British India until such time as a new constitution can be brought into being.

India, Statement by the Cabinet Mission and His Excellency, the Viceroy, Cmd-6821(1946)

We have endeavored to be just to the smaller as well as to the larger sections of the people and to recommend a solution which will lead to a practicable way of governing the India of the future, and will give a sound basis for defence and a good opportunity for progress in the Social, political and economic field.

4. It is not intended in this statement to review the voluminous evidence which has been submitted to the Mission; but it is right that we should state that it has shown an almost universal desire, outside the supporters of the Muslim League, for the unity of India.

5. This consideration did not, however, deter us from examining closely and impartially the possibility of a partition of India; since we were greatly impressed by the very genuine and acute anxiety of the Muslims lest they should find themselves subjected to a perpetual Hindu-majority rule. This feeling has become so strong and widespread amongst the Muslims that it cannot be allayed by mere paper safeguards. If there is to be internal peace in India it must be secured by measures which will assure to the Muslims a control in all matters vital to their culture, religion and economic or other interests.

6. We therefore examined in the first instance the question of a separate and fully independent sovereign state of Pakistan as claimed by the Muslim League. Such a Pakistan would comprise two areas: one in the North-West consisting of the provinces of the Punjab, Sind, North-West Frontier, and British Baluchistan; the other in the North-East consisting of the provinces of Bengal and Assam. The League were prepared to consider adjustment of boundaries at a later stage, but insisted that the principle of Pakistan should first be acknowledged. The argument for a separate state of Pakistan was based, first, upon the right of the Muslim majority to decide their method or government according to their wishes, and, secondly, upon the necessity to include substantial areas in which Muslims are in a minority, in order to make Pakistan administratively and economically workable.

The size of the non-Muslim minorities in a Pakistan comprising the whole of the six provinces enumerated above would be very considerable as the following figures show: North-Western Area:

North-Western Area:

Punjab ...	**Muslim**	**Non-Muslim**
North-West Frontier Province-	16,217,242	12,201,577
Sind-	2,788,797	249,270
British Baluchistan-	3,208,325	1,326,683
	438,930	62,701
	22,653,294	13,840,231
North-Eastern Area :		
Bengal	62.07 per cent	37.93 percent
Assam	33,005,434	27,301,091
	3,442,479	6,762,254
	36,447,913	34,063,345
	51.69 per cent	48.31 per cent

The Muslim minorities in the remainder of British India number some 20 million dispersed amongst a total population of 188 million.

These figures show that the setting up of a separate sovereign state of Pakistan on the lines claimed by the Muslim League would not solve the communal minority problem; nor can we see any justification for including within a sovereign Pakistan those districts of the Punjab and of Bengal and Assam in which the population is predominantly non- Muslim. Every argument that can be used in favor of Pakistan can equally, in our view, be used in favor of the exclusion of the non-Muslim areas from Pakistan. This point would particularly affect the position of the Sikhs.

7. We, therefore, considered whether a small sovereign Pakistan confined to the Muslim majority areas alone might be a possible basis of compromise. Such a Pakistan is regarded by the Muslim League as quite impracticable because it would entail the exclusion from Pakistan of (a) the whole of the Ambala and Jullundur divisions in the Punjab; (b) the whole of Assam except the district of Sylhet; and (c) a large part of Western Bengal, including Calcutta, in which city the percentage of the Muslim population is 23.6 per cent. We ourselves are also convinced that any solution which involves a radical partition of the Punjab and Bengal, as this would do, would be contrary to the wishes and interests of a very large proportion of the inhabitants of these provinces. Bengal and the Punjab each have its own common language and a long history and tradition. Moreover, any division of the Punjab would of necessity to divide the Sikhs, leaving substantial bodies of Sikhs on both sides of the boundary: We have therefore been forced to the conclusion that neither a larger nor a smaller sovereign state of Pakistan would provide an acceptable solution for the communal problem.

8. Apart from the great force of the foregoing arguments there are weighty administrative, economic and military considerations. The whole of the transportation and postal and telegraph systems of India have been established on the basis of a United India. To disintegrate them would gravely injure both parts of India. The case for a united defense is even stronger. The Indian Armed Forces have been built up as a whole for the defense of India as a whole, and to break them in two would inflict a deadly blow on the long traditions and high degree of efficiency of the Indian Army and would entail the gravest dangers. The Indian Navy and Indian Air Force would become much less effective. The two sections of the suggested Pakistan contain the two most vulnerable frontiers in India and for a successful defense in depth the area of Pakistan would be insufficient.

9. A further consideration of importance is the greater difficulty which the Indian States would find in associating themselves with a divided British India

10. Finally, there is the geographical fact that the two halves of the proposed Pakistan state are separated by some seven hundred miles and the communications between them both in war and peace would be dependent on the goodwill of Hindustan.

11. We are therefore unable to advise the British Government that the power which at present resides in British hands should be handed over to two entirely separate sovereign states.

12. This decision does not. However blind us to the very real Muslim apprehensions that their culture and political and social life might become submerged in a purely unitary India, in which the Hindus with their reality superior numbers must be a dominating element. To meet this the Congress have put forward a scheme under which provinces would have full autonomy subject only to a minimum of central subjects, such as foreign affairs, defense and communications.

Under this scheme provinces, if they wished to take part in economic and administrative planning on a large scale, could cede to the centre optional subjects in addition to the compulsory ones mentioned above.

13. Such a scheme would, in our view, present considerable constitutional disadvantages and anomalies. It would be very difficult to work a central executive and legislature in which some ministers, who dealt with compulsory subjects, were responsible to the whole of India while other ministers, who dealt with optional subjects, would be responsible only to those provinces who had elected to act together in respect of such subjects. This difficulty would be accentuated in the central legislature, where it would be necessary to exclude certain members from speaking and voting when subjects with whom their provinces were not concerned were under discussion. Apart from the difficulty of working such a scheme, we do not consider that it would be fair to deny to other provinces, which did not desire to take the optional subjects at the centre, the right to form themselves into a group for a similar purpose. This would indeed be no more than the exercise of their autonomous powers in a particular way.

14. Before putting forward our recommendations we turn to deal with the relationship of the India States to British India. It is quite clear that with the attainment of independence by British India, whether inside or outside the British Commonwealth, the relationship which has hitherto existed between the Rulers of the. States and the British Crown will no longer be possible. Paramountcy can neither be retained by the British Crown nor transferred to the new government. This fact has been fully recognized by those whom we interviewed from the states. They have at the same time assured us that the States are ready and willing to cooperate in the new development of India. The precise form which their co-operation will take must be a matter for negotiation during the building up of the new constitutional structure and it by no means follows that it will be identical for all the States. We have not therefore dealt with the States in the same detail as the provinces of British India in the paragraphs which follow.

15. We now indicate the nature of a solution which in our view would be just to the essential claims of all parties and would at the same time be most likely to bring about a stable and practicable form of constitution for All-India.

We recommend that the constitution should take the following basic form:

(1) There should be a Union of India, embracing both British India and the States, which should deal with the following subjects: foreign affairs, defense and communications: and should have the powers necessary to raise the finances required for the above subjects.

(2) The Union should have an executive and a legislature constituted from British Indian and States representatives. Any question raising a major communal issue in the legislature should require for its decision a majority of the representatives present and voting of each of the two major communities as well as a majority of all the members present and voting.

(3) All subjects other than the Union subjects and all residuary power should vest in the provinces.

(4) The States will retain all subjects and powers other than those ceded to the Union.

(5) Provinces should be free to form groups with executives and legislatures, and each group could determine the provincial subjects to be taken in common.

(6) The constitutions of the Union and of the groups should contain a provision whereby any province could by a majority vote of its legislative assembly call for a reconsideration of the terms of the constitution after an initial period of ten years and at ten-yearly intervals thereafter.

16. It is not our object to lay out the details of a constitution on the above programme but to set in motion machinery whereby a constitution can be settled by Indians for Indians.

It has been necessary, however for us to make this recommendation as to the broad basis of the future constitution because it became clear to us in the course of our negotiations that not until that had been done were there any hope of getting two major communities to join in the setting up of the constitution-making machinery....

We hope that the new independent India may choose to be a member of the British Commonwealth. We hope, in any event, that you will remain in close and friendly association with our people. But these are matters for your own free choice. Whatever that choice may be, we look forward with you to your ever increasing prosperity among the greatest nations of the world to a future even more glorious than your past.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	মর্নিং নিউজ, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্র: শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১	২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭

A. Extracts from the Press Statement of H. S. Suhrawardy, Chief Minister, in New Delhi, 27 April 1947

It must be a matter of greatest regret to all those who were eagerly looking forward to the welfare and prosperity of Bengal to find that an agitation for its partition is being vigorously pursued in some quarters. This cry would never have been raised had it not been due to a sense of frustration and impatience on the part of some Hindus inasmuch as the members of their community have not an adequate share in the Bengal Ministry in spite of their numbers in the province, their wealth, influence, education, participation in the administration of the province, their propaganda and their inherent strength.

This frustration is largely the result of a failure to realize that the present conditions in Bengal are not applicable to an independent sovereign state as I hope Bengal will be. Today we are in the midst of a struggle in India between contending factions of all-India importance each intent on enforcing its views on the other and neither willing to give way except at a price which the other is not prepared to pay.

Their disputes profoundly affect the politics of all the provinces and the problems are being treated as a whole. An entirely different state of circumstances will arise when each province will have to look after itself and when each province is sure to get practical, if not total, independence, and the people of Bengal will have to rely upon each other.

It is unbelievable that under such a set of circumstances there can exist a Ministry in Bengal which will not be composed of all the important elements of its society or which can be a communal party Ministry or where the various sections will not be better represented than they are now. I do not think that the fact that the Muslims will have a slight preponderance in the Ministry by virtue of their slender majority will be grudged by the Hindus as indeed this has hitherto been accepted by all as inherent in the nature of things in Bengal.

I have read the most fervid fulminations against the government of Bengal on its alleged treatment of the Hindu population. These denunciations have been built on the most slender and imaginary foundations. I by no means admit that the demand for the partition of Bengal is the demand of the majority of the Hindus even of West Bengal, let alone of the majority of the Hindus of Bengal.

The ties and culture of the Hindus of every part of Bengal are so much the same that it is not even to the advantage of the Hindus of one part of Bengal to sever those ties in the hope of grasping power.

Indeed by the same analogy the wishes of all the people of Bengal-Muslims, Hindus and Scheduled Castes and others ought to be ascertained on the question of partition of

Bengal which can only be undertaken if there is a substantial majority in its favour. It is these fundamental factors peculiar to Bengal which differentiate the question of partition of Bengal from the Muslim demand for the division of India, apart from such factors as economic integrity, mutual reliance and the necessity of creating a strong workable state.

The lead of partition has been taken by the Hindu Mahasabha which hopes that by whipping up agitation for the partition of Bengal, for the dismissal of the Bengal Ministry, imposition of Sec. 93, establishment regional ministries, by arousing fanaticism against the Muslims of Bengal, by creating disturbances through hartals and violence, they will be able to ingratiate themselves with the Hindu people and destroy the influence of the Congress. The Hindu Mahasabba wishes to stage a comeback, so do sundry politicians who have not been able to find an inch for themselves.

* * * *

But let us once more consider the validity of the demand itself. Why should the Bengalee Hindus demand a separate homeland?

Let me proceed on the assumption for the time being that the demand is not limited to a few but is put forward by all caste Hindus, Scheduled Caste and those who have not returned their castes. Nor has their culture, their religion, their language suffered under the present regime and how do they think that in a future set-up they will suffer so that they can only flourish and safeguard their culture and life if they have a small portion of Western Bengal. To my mind, I think, the demand is suicidal from the point of view of the Hindus. Even, if it did happen, an eventuality which I cannot conceive, that the rule passed solely into the hands of Muslims, and attitude which would combine the entire population of Hindus in opposition to Muslims, could such a policy possibly succeed or be put into effect, where any Government of Bengal would have to carry its own servants along with it and most of them belong to the Hindu community? Then again, the industry, business, the professions are in their hands. Their youths are well-advanced and know their rights and know how to achieve their claims. Not only is the present attitude due to sense of impatience, frustration, not only is it short-sighted but is a confession of a defeatism which one hardly expected from the great Hindu Community of Bengal.

Noakhali is constantly cited as an indication of what might happen in the future set-up of an independent state. I have already said that it would be ridiculous to draw conclusions for the future from the present set-up but let us pause here for a moment. Can Noakhali and the incident of that area be considered typical and an augury for the future, and are there not many other districts where the Muslims are in a convincing and overwhelming majority and yet has not peace been preserved in those districts and has not the Hindus carried on exactly as before with all their powers and privileges?

And let us pause for a moment to consider what Bengal can be if it remains united. It will be a great country, indeed the richest and the most prosperous in India capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time it will be one of the most

powerful and progressive states of the world. If Bengal remains united this will be no dream, no fantasy.

Anyone who can see what her resources are and the present state of its development will agree that this must come to pass if we ourselves do not commit suicide. I have visualized all along, therefore, Bengal as an independent state and not part of any union of India. Once such states are formed, their future rests with them. I shall never forget how long it took for the Government of India to realize the famine conditions in Bengal in the year 1943, how in Bengal's dire need it was denied food grains by the neighboring province of Bihar, how since then every single province of India has closed its doors, and deprived Bengal of its normal necessities, how in the councils of India Bengal is relegated to an undignified corner while other provinces wield undue influence.

No, if Bengal is to be great, it can only be so if it stands on its own legs and all combine to make it great. It must be master of its own resources and riches and its own destiny. It must cease to be exploited by others and shall Dot continue to suffer any longer for the benefit of the rest of India. ... To those, therefore, of the Hindus who talk so lightly of the partition of Bengal, I make an appeal to drop this movement so fraught with unending mischief. Surely, some method of government can be evolved by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revivify the splendor and glory that was Bengal's.

*(SOURCE: Morning News, 28 April 1947. The Hindu, 29 April 1947).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	মর্নিং নিউজ, ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৭। সূত্র: শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১	২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭

B. The Press Statement of Abu! Hashim, Secretary, Bengal Provincial Muslim League, Calcutta, 29 April 1947.

Time has come when truth must be told. Surrendering to vulgar thinking for cheap popularity and opportunist leadership is intellectual prostitution. Only around 1905 Bengal was the thought-leader of India and successfully challenges the might of the then British Government. It is a pity that Bengal today is intellectually bankrupt and is begging and borrowing thought and guidance from alien heroes. I wonder what has happened to the Hindus of Bengal who produced men like Surendranath Banerjee, Rabindranath Tagore, Ashutosh Mukherjee, Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose.

The present revolutionary thinking of India owes its birth to Bengal. True revolution does not lie in internecine killing but in creating revolution in thinking and feeling Bengal must shake off her inferiority complex and defeatist mentality, revert to her past traditions, rise again to the heights of her genuine and mould her destiny. Sentiments and emotions have no place in serious thinking. Temporary insanity should not be allowed to influence our future decisions.

Bengal today is standing at the cross roads-one leading to freedom and glory and the other to eternal bondage and abounding disgrace. Bengal must make a decision here and now. There is a tide in the affairs of men which taken at the floods leads on to fortune. Opportunity once lost may come no more.

Cent per cent alien capital, both Indian and Anglo-American, exploiting Bengal is invested in West Bengal. The growing socialist tendencies amongst us have created fears of expropriation in the minds of our alien exploiters. They have the prudence to visualize difficulties in a free and united Bengal. It is in the interest of the alien capital that Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part thereof may have strength enough to resist it in future.

From the nature of the communal disturbances in Bengal I am of the opinion that these are being engineered and encouraged by Anglo-Indian vested interests and their Indian allies. In the ordinary course of business, respectable and reliable parties find it difficult to secure license for fire arms. But immense quantities of dangerous weapons of British and American origin, left over in India, are being lavishly distributed among the Hindu and Muslim hooligans, conscious and unconscious agents of the partition of Bengal. A big gun of Bengal, who has developed an obnoxious craze for the Premiership of Bengal, once remarked to me that since he has no future and his everything was past, he has thus justified his opportunism. Fossils of Bengal may find immediate gain in her partition but what has happened to her youth, whose entire destiny lies in the future? Are

the going to barter away their future for the benefit of handful of careerists placed at a position of vantage by circumstances?

Partition of Bengal bears no analogy to the partition of India. The lamentable perversion in thinking which suggests that the movement for the partition of Bengal is convenient counterblast to Pakistan arises out of a colossal ignorance of the contents and implications of the Lahore Resolution to which and which alone and not this or that interpretation thereof, Muslims of India owe allegiance. That resolution never contemplated the creation of any 'Akhand' Muslim State or any artificial Muslim majority either by forcible importation of alien elements as is being done in Palestine or by any mass transference of population as was done between Turkey and Greece.

It rarely demanded complete sovereignty for those countries which are known to the world as Muslim majority countries and by implication demands complete sovereignty and self determination of all the nations and countries of India. It gives Bengal and other cultural units of India complete sovereignty while keeping open the possibility of creating an international (sic) purely on a voluntary basis for the benefit of all.

Pakistan never postulates that in Bengal or the Punjab Muslims shall be the ruling race and others reduced to the status of a subject nation. Quaid-e-Azam after the failure of Jinnah Gandhi talks at Bombay had declared in clear and unequivocal terms that free Pakistan states shall be governed and administered by the will and consent of the entire people on the basis of universal adult suffrage. I will like to add by system of joint electorate if the minorities do not demand separate electorate for their own protection.

In the absence of outstanding leadership the country is being rack rented by vulgar fortune hunters. Youths of Bengal, both Hindu and Muslim, must unite, liberate their country from the shackles of extraneous influence and make a bid for regaining Bengal's lost prestige and an honourable place in the future comity of nations, both of India and the world. Let the youths of Bengal build their character from their past traditions and derive inspirations for their present struggle from the glories of the future.

Hindus and Muslims of Bengal, preserving their respective entities, had by their joint efforts, in perfect harmony with the nature and climatic influence of their soil, developed a wonderful common culture and tradition which compare favorably with the contribution of any nation of the world in the evolution of man.

In the free state of Bengal, Hindus and Muslims as such shall have no right exclusively reserved for them except the right of Muslims to govern their society according to their own "shariat" and the right of the Hindus to govern their own society according to their "Sastras". These rights give the Muslims their spiritual need for Pakistan and the Hindus a real homeland for the free development of their own ideology and material realization of their particular outlook on life. It is unthinkable that in free Bengal, the Hindus of Bengal who constitute nearly half of its population will be denied their legitimate share in administration and in the enjoyment of her material resources. Hindu-Muslim population of Bengal is almost balanced. Neither community is in a position to dominate the other. If Bengal is permitted to harness all her resources for the

exclusive service of the children of her soil, both Hindus and Muslims shall be happy and prosperous for many a century to come.

But in a divided Bengal, West Bengal is bound to be treated as far-flung province, possibly colony, of alien Indian imperialism. However high they may pitch their expectation on partition, it is crystal clear to me that the Hindus of Bengal shall be reduced to the status of daily wage-earner of an alien capitalism.

It will be a tragic mistake to visualize the future in the context of the vicious present bondage and slavery. Hindus of Bengal have developed a suspicious complex from 10 years of one party Muslim Ministry in Bengal. But it must be told to all fairness that neither the Bengal nor the All India Muslim League ever stood in the-pray of coalition with the real representatives of the Hindus of Bengal. The Muslim League party in the Legislature made persistent efforts to affect such a coalition but failed in the attempt due to the interference of the Congress High Command. Mr. Suhrawardy before the formation of his ministry made honest efforts to secure the co-operation of the Congress.

I distinctly remember that Mr. Gandhi in course of his talks with us at 40, Theater Road, on the eve of his departure for Noakhali, had said "I am not enamored of coalition. I believe in one party government. Therefore, I do not insist on coalition in Bengal." I might mention here that Bengal was then the only place which had a Muslim ministry. Any coalition here would have envisaged coalition ministries in the rest of India. Thus Hindu-Bengal was left in the lurch as were Muslim League elsewhere.

Hindus and Muslims of Bengal left to themselves and freed from the menace of Indianism can settle their affairs peacefully and happily. Unfortunately, the paramount interests of Muslim parliamentarians have always been in shuffling the ministry like a pack of cards. They could hardly concentrate on any policy and programme good, bad or indifferent.

I am unfortunate inasmuch as I fail to appreciate what is there in the wretched ministry under the Act of 1935. Since, reasonably or otherwise there is a suspicion on the part of the Hindus against them, it is now up to Muslims to clear the deck and convince them, not merely by sermons and press statements but by action that they do not mean to be unfair to them. The present unrest perverse thinking and suicidal moves constitute a disease of the social organism. Intense patriotism for the creation of a united and sovereign Bengal having all the attributes of an independent country is the remedy and not partition.

Mr. C. R. Das is dead. Let his spirit help us in moulding our glorious future. Let the Hindus and Muslims of Bengal agree to his formula of 50:50 enjoyments of political power and economic privileges. I again appeal to the youths of Bengal in the name of her past traditions and glorious future to unite, make a determined effort to dismiss all reactionary thinking and save Bengal from the impending calamity.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হিন্দু মহাসভা কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধাচরণের জবাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	লুক ইন্টু দি মিরর: সিরাজুদ্দিন হোসেন পৃষ্ঠা-৯৫	৮ মে, ১৯৪৭

[Text of H.S. Shurawardy's rejoinder to criticism of his move for United Independent Bengal by Hindu Mahasabhites and others. Published in the press 011 May 8,1947]

Mr. Shyama Prasad Mukherjee and various other leaders have come out with rejoinders to my plea for a united sovereign Bengal. In the rejoinders one senses a great deal of suspicion and distrust of Muslims and a great deal of hope that in. one portion at least of Bengal the Hindus will be 50 overwhelmingly large in number that they will be able to dominate over Muslim minority.

Petty Show

This dream appears to have dazzled them into driving away all sane logic, all desire for compromise and co-operation with Muslims. They seem unable to realise how their Bengal will be a petty little show that will be accorded a backseat in the councils of their divided India.

Mr. Shyama Prasad Mukherjee has in particular unburdened himself in violent language and hyperbolic abuses. By constant reiteration of what he designates as to helpless position of the Hindus in Bengal, Mr. Mukherjee will like to convince the world at large and not the least himself that the Hindus in Bengal are really unfortunates if Bengal remains united.

He even likens the position of the Hindus in Bengal to a hell, a hell, however, so privileged, so replete with wealth, power and influence, that the Muslims consider it their aims and ambition and would deem themselves unfortunate if they could but dwell in a semblance of it.

Hard words

What is the use of hard words and vituperations? What is the use of vilifying me, attacking my bonafides, expatiating on my sins of omission and commission and holding me responsible for all the ills in Bengal? They cannot after the nature of things, but merely excite the passions of persons who have been taught to imbibe readily abuse and hatred of the Muslims and to believe the worst of every Muslim.

He and those who think like him have absolutely overlooked the irrefutable fact that the future independent Bengal which will not rely either on the 1935 Act or on any extraneous power but will have to rely on the willing co-operation of the people, particularly of a people so dominantly situated as the Hindus are the province cannot but have different politics. What have the alleged shortcomings of the present government or ministry, what have even my own position and individuality to do with what the people of Bengal can achieve if they remain united and co-operate with each other?

Short-sighted View

It is not I who am offering them anything; it is for the people of Bengal to make and transmute their destiny by remaining together. It is a very short sighted view to adopt the present, with its tremendous limitations, as a guide to the shape of things to come in Independent Bengal.

Further, cannot Mr. Mukherjee visualize that there is a vast difference between the problem of Bengal and of India; that because Bengalees are one race and have one language and have many points in common and are capable of understanding each other, and working for the common good, it does not follow that persons living within the sub-continent of India also belong to one race, speak the same language, have the same interests or even have the same history? In India, as well as in most of the provinces the Hindus are in a considerable majority, whereas in Bengal the majority margin of the Muslims is narrow and will be narrower still in greater Bengal.

The Hindus of Bengal by virtue of their position and their status and their numbers hardly stand in need of any protection or safeguards, whereas in India the Muslims with their inferiority in numbers and resources do stand in need of such protection as is given by a partition. In Bengal the Hindus have their own language, their culture, their system of education and a free exercise of their religion. In India the language of the Muslims it being tampered with, their literature is being distorted, their education is being affected and in place after place laws have been framed which prohibit the full and free exercise of their religion.

Big Share For Hindus

In India and in most of the provinces the Muslims will have a negligible share if any at all, in the administration but in Bengal the share of the Hindus is bound to be considerable and about equal to the share of the Muslims. Hence if there is a partition of India for the purpose of giving protection to the Muslims of India, it does not follow that there should be a partition of Bengal for the purpose of giving protection to the Hindus of Bengal.

I need not stress these obvious differences any further. Mr. Mukherjee is of opinion that two areas predominantly Hindu on the one hand and predominantly Muslim on the other are a solution. Far from being a solution this overwhelming predominance will give rise to a sense of submission, which will retard the growth of the moral stature of the minority and affect their very culture and mode of life.

Is not the alternative which I propose, namely, complete co-operation which is bound to exist where the majority and minority communities are almost equal in number and where the influence of the minority community balances its minority status, as in an undivided Bengal, is not this far better than a sense of repression brought about in the minorities of the two sections? There can be no one party rule under the scheme which I propose. The desire that the Bengal state should be linked to the centre seems to have been prompted by the belief that if it is linked to the centre, which will be predominantly Hindu, the life and liberty and culture of the Hindus of Bengal will be saved, otherwise they will perish in a united Bengal.

Moral Weakness

Is this not a doctrine of defeatism and a confession of a terrible moral weakness that the Hindus of Bengal should stand in need of protection from a loose centre?

I ask them, is domination possible any more anywhere, and what have the Hindus to fear in Bengal of all places on earth? The idea of domination has to disappear and is disappearing. The British that have dominated India so long have had to confess that domination is outmoded and no one race or party can dominate over the other in the face of determination and a will to assert. Where the British have failed, is it possible that any other people in India can succeed?

Once more I find that some Hindu leaders of Bengal are succumbing lo the pressure of the Hindus of India and are playing their game that the Hindu leaders, although they know fully well that a partition of Bengal means the doom of Hindus and Muslims alike, have subscribed to this partition under pressure from Hindu leaders of other parts of India who want to utilise Bengal as a pawn in their game and who do not care what happens to the people of Bengal.

Indeed they know fully well that Bengal divided will mean Bengal a prey to the people of other parts of India, a Bengal waiting to be exploited for their benefit.

After everything is said and done I am charged with having issued threats in the concluding paragraph of my statement where I have referred to Calcutta merely because I have pointed out the dangers. I have only been realistic. I have merely stressed what is well recognised that the cry for partition of Bengal was nothing but an attempt to get the rich prize of Calcutta and they deprive the Muslims of trade and commerce.

But I have equally attempted to point out that a rich prize like this is not easily attained merely by brow-beating statements and if Calcutta becomes a bone of contention what will remain of it? In order that it should be the hub of the economic life of Bengal, it is necessary to have peace and security.

Somewhere I have read it remarked that I have parried questions regarding adult franchise and joint electorate. I have never assumed the role of an' autocrat with power enough to bind the people of Bengal. I have suggested that the future shape of Bengal will be a matter for negotiation between the Hindu and Muslim leaders to sit down together at a conference to give concrete form to their hopes and aims.

I still extend that invitation to all. I beg of them not to destroy Bengal, not to be blinded by wrath and prejudice, or consumed by their hatred for their fellow Bengalees but to look ahead and grasp this wonderful opportunity to make Bengal free and independent, master of its own destiny and its own wealth, capable of a free will to form unions and treaties and alliances with whomsoever it will, respected amongst the nations of the world, rich, powerful and a heaven for the common man.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘স্বাধীন বাংলা’’ অবাঙালী ও বৃটিশ কর্তৃক বংগভংগের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক ‘মিল্লাত’	৯ই মে ১৯৪৭

<u>**সম্পাদকীয়**</u>

স্বাধীন বাংলা

দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর বাঙালী জাতি আজ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। আর তের মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে। বহু ত্যাগ ও সাধনার পর বাঙালীর জীবনে আসিয়াছে এই পরম বাঞ্ছিত শুভক্ষণ।

কিন্তু কি হতভাগ্য এই বাংলাদেশ-বহু প্রতীক্ষিত এবং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ এমন একটি শুভক্ষণকে ব্যর্থ করিতে অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় এই বাংলাদেশেরই একদল স্বার্থান্ধ লোক অতি জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি খণ্ডিত অংশকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তাঁবেদারূপে বাঁধিয়া রাখিতে এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তাহাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে মজবুত করিয়া বাঁধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করিয়াছিল। আর, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীই বা বলি কেন? বৃটিশের এদেশে আগমনের পূর্ব ভারতবর্ষ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদীর শাসনাধীনে আসিয়াছে তখনই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের লৌহ নিগড় ভারতের সকল দেশকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সকল দেশকে শৃংখলাবদ্ধ করিলেও অতীতে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। আর্য্যদের সাম্রাজ্য মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশ কখনও আর্য্যদের পদানত হয় নাই। এমন কি অত বড় বড় সব নামকরা সম্রাট মহারাজা অশোক, কনিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য তাহারাও কেহ বাংলাদেশকে তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। গুপ্ত আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা কোন বিদেশীর স্পর্শে কলুষিত হয় নই।

পালবংশ ও সেনবংশের স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন স্বাধীন বাংলা সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হইয়াছিল। মোহম্মদ বখতিয়ারের বংগ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস বলিতে স্বাধীন বাঙলার ইতিহাসই বুঝায়।

তারপর বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশ দখল করিয়া কালক্রমে ইহাকে যখন নিজের দেশ বলিয়া মানিয়া লইল তখন আবার শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের বন্ধন হইতে মুক্তির সংগ্রাম। দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরই গোড়েশ্বররা দিল্লীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে শুরু করেন। সুলতান আলতামস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর ‘বিদ্রোহী’ বাংলাকে পুনরায় শৃংখলিত করিলেন বটে কিন্তু গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিগড় ভাংগিয়া তুগরল খাঁ আবার বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিলেন। এই যে শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলাদেশের সংগ্রাম, গোটা পাঠান আমল ও মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বলিয়াছেন, ‘‘বাঙলার অধিবাসীদের বিদ্রোহী হওয়ার একটা মজ্জাগত স্পৃহা আছে।’’ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার এই স্পৃহা বাস্তবিকই বাঙালী চরিত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলার স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে বাংলাদেশ বরাবর যে লড়াই করিয়াছে সেই লড়াইয়ের ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। দিল্লীর সাম্রাজ্যকে বাংলাদেশ কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই, আর দিল্লীর

সম্রাটরাও বাংলার স্বাধীনতাকে কোনদিই সহজ চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও বাংলার মধ্যে চিরদিন বিরামহীন ও আপোষহীন লড়াই চলিয়াছে। এই লড়াইয়ে কখনও বা পরাজিত হইয়া কেন্দ্রের রাষ্টীয় বন্ধনে বাংলাদেশ বাঁধা পড়িয়াছে আর কখনও বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে সে উঁচু করিয়া ধরিয়াছে। দিল্লীশ্বর বারবার পাশবিক শক্তিবলে বাংলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছে তখনই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিঁড়িয়া বাঙলার আজাদীর পতাকা উড়াইয়াছে।

সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন তাহার একক স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে এই অনুভূতি বাংলার সহজাত অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই বাংলাদেশ দুনিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভ তাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। অপরপক্ষে, লড়াইয়ে পরাজিত না করা পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য পরাধীনতার শৃংখলে তাহাকে কখনও বাঁধিতেও পারে নাই।

বাঙালী যে সুমহান ট্র্যাডিশনের ধারক ও বাহক সেই ট্র্যাডিশনের প্রেরণাতেই বাংলার স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের বাসনা আজ তাহার মনে জাগিয়াছে। অতীতে পরাধীন বাংলা যখনই লক্ষ্য করিয়াছে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তখনই সে কেন্দ্রের তাঁবেদারী অস্বীকার করিয়া বাংলার সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। তাই ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সংগে সংগে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ তাহার ট্র্যাডিশনকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা, এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী দেশদ্রোহীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি অংশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে। অবাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাড়ীর পাশে বিহার ও আসামে কংগ্রেস ওজারতীর আমলে প্রবাসী বাঙালীর উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা, অবাঙালী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে বাংলার ধন-দৌলত শোষণের কথা, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাঙালী হিন্দু নেতাদের অপমানের কথা-সব কথাই ষড়যন্ত্রকারীদের জানা আছে; তবু তাহারা বিদেশী ধনিক-বণিকদের প্রেরণায় বাংলাদেশের একটি অংশকে বিদেশীর উপনিবেশে রূপান্তরিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালী হইয়াও যাহারা বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ও বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। বাঙালীর রক্ত শোষণ করিয়া যাহারা বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা আজ অকস্মাৎ এমন পরোপকারী হইয়া উঠিল কেন? বংগভংগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহারা দুই হাতে পানির মত অর্থ ব্যয় করিতেছে কেন? এই কেন'র কি কোন জওয়াব নাই ? জওয়াব আছে। আর সেই জওয়াবের ভিতরেই বংগভংগ আন্দোলনের সকল গূঢ় রহস্য নিহিত।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগীয় সাহিত্য সম্মেলনে যে সব তীব্র মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি পাশ করা হইয়াছে তাহা সবারই জানা আছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াও বাংলার ট্র্যাডিশনকে পদদলিত করিয়া অখণ্ড ভারতের তাঁবেদারূপে বাংলার একটি অংশকে বাঁধিয়া রাখার জন্য গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বাঙালী আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের এই ক্ষেপামীর ফলে বাঙালীর জীবনে যে কি ভয়াবহ অভিশাপ দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো	ইন রেট্রসপেকশন : আবুল হাশিম পৃষ্ঠা-১৫৮	২৩শে মে, ১৯৪৭

The following is the text of the tentative agreement signed by Sarat Chandra Bose and myself:

1. Bengal will be a free State. The free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. The Constitution of the free Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and scheduled caste Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The Constituencies will he multiple Constituencies and votes will be distributed and not cumulative. A candidate who gets majority of the votes of his own community cast during election and 25% of the votes of the other communities so caste will be declared elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected.

3. On the announcement by His Majesty's Government that the proposal of the free State of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new Interim Ministry brought into being consisting of an equal members of Muslims and Hindus (including scheduled castes Hindus) but excluding the Chief Minister. In this Ministry the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu.

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under the new Constitution, the Hindus (including scheduled castes Hindus) and the Muslims will have an equal share in the services including Military and Police. The services will be manned by Bengalees.

5. A Constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Muslims and 14 Hindus, will be elected by Muslims and non-Muslim members of the Legislature respectively, excluding the Europeans.

I, Woodburn Park,
Calcutta,.
20th May, 1947

Sd. Sarat Chandra Bose
Sd. Abul Hashim.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিঃ গান্ধী কর্তৃক শরৎ বোসকে লিখিত চিঠিতে প্রকাশিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব	ইন রেট্রসপেকশন : আবুল হাশিম পৃষ্ঠা-১৫৮	৮ই জুন, ১৯৪৭

Mr. Gandhi wrote to Mr. Sarat Chandra Bose on the 8th of June, 1947:

My dear Sarat,

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pundit Nehru and Sardar. Both of them are dead against the proposal and they are of opinion that - it is merely a trick for dividing Hindus and Scheduled Caste leaders. With them it is not a suspicion but almost a conviction. They feel also that money is being lavishly expended in order to secure Schedule Caste votes. If such is the case you should give up the struggle at least at present. For the unity purchased by corrupt practices, would be worse than a frank partition, it being recognition of the established division of hearts and the unfortunate experiences of Hindus. I see also that there is no prospect of a transfer of power outside the two parts of India. Therefore, whatever arrangement is come to, has to be arrived at by a previous agreement between the Congress and the League. This as far as I can see, you cannot obtain. Nevertheless, I would not shake your faith unless it is founded on shifting sand consisting of corrupt practices and trickery alluded to above. If you are absolutely sure that there is no warrant whatsoever for the suspicion and unless you get the written assurance of the local Muslim League supported by the Centre, you should give up the struggle for unity of Bengal and cease to disturb the atmosphere that has been created for partition of Bengal.

Lovingly,
Bapu

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডেন্স এ্যাক্ট	'দি ইভাল্যুশন অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাকিস্তানঃ সি, এইচ, ফিলিপ্স পৃষ্ঠা-৪০৭	১৮ই জুলাই, ১৯৪৭

THE INDIAN INDEPENDENCE ACT [1]

18 My, 1947.

Be it enacted....as follows;-

I. (1) As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty-seven, two independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively, as India and Pakistan.

(2) The said Dominions are hereafter in this Act referred to as 'the new Dominions', and the said fifteen day of August is hereafter in this Act referred to as 'the appointed day*.

II. (1) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of this section, the territories of India shall be the territories under the sovereignty of His Majesty which, immediately before the appointed day, were included in British-India except the territories which, under sub-section (2) of this section, are to be the territories of Pakistan.

(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of this section, the territories of Pakistan shall be-

(a) the territories which, on the appointed day, are included in the Provinces of East Bengal and West Punjab, as constituted under the two following sections;

(b) the territories which, at the date of passing of this Act, are included in the Province of Sind and the Chief Commissioner's Province of British Baluchistan; and

(c) if, whether before or after the passing of this Act but before the appointed day, the Governor General declares that the majority of the valid .votes cast in the referendum which, at the date of the passing of this Act, is being or has recently been held in that behalf under his authority in the North West Frontier Province are in favor of representatives of that Province taking part in the Constituent Assembly of Pakistan, the territories which, at the date of the passing of this Act, are included in that Province.

(3) Nothing in this section shall prevent any area being at any time included in or excluded from either of the new Dominions, so, however, that-

(a) no area not forming part of the territories specified in sub-section (1) or, as the case may be, sub section (2), of this section shall be included in either Dominion without the consent of that Dominion; and

(b) no area which forms part of the territories specified in the said sub-section (1) or, as the case may be, the said sub-section (2), or which has after the appointed day been included in either Dominion, shall be excluded from that Dominion without the consent of that Dominion.

[1] 10 & 11 Geo. VI, ch. 30

(4) Without prejudice to the generosity of the provisions of sub-section (3) of this section, nothing in this section shall be construed as preventing the accession of Indian States to either of the new Dominions.

III. (1) As from the appointed day-

(a) the Province of Bengal, as constituted under the Government of India Act, 1935, shall cease to exist; and

(b) there shall be constituted in lieu thereof two new Provinces, to be known respectively as East Bengal and West Bangal.

(2) If, whether before or after the passing of this Act, but before the appointed day, the Governor-General declares that the majority of the valid votes cast in the referendum which, at the date of passing of this Act, is being or has recently been held in that behalf under his authority in the district of Sylhet are in favor of that District forming part of the new Province of East Bengal, then, as from that day, a part of the Province of Assam shall, in accordance with the provisions of sub-section (3) of this section, form part of the new Province of East Bengal.

(3) The boundaries of the new Provinces aforesaid and, in the event mentioned in sub- section (2) of this section, the boundaries after the appointed day of the Province of Assam, shall be such as may be determined, whether before or after the appointed day, by the award of a boundary commission appointed or to be appointed by the Governor-General in that behalf, but until the boundaries are so determined-

(a) the Bengal Districts specified in the First Schedule to this Act, together with, in the event mentioned in subsection (2) of this section, the Assam District of Sylhet, shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of East Bengal;

(b) the remainder of the territories comprised at the date of the passing of this Act in the Province of Bengal shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of West Bengal; and

(c) in the event mentioned in sub-section (2) of this section, the district of Sylhet shall be excluded from the Province of Assam.

(4) In this section, the expression 'award' means, in relation to a boundary commission, the decision of the chairman of that commission contained in his report to the Governor-General at the conclusion of the commission's proceedings.

IV. (1) As from the appointed day-

(a) The Province of the Punjab, as constituted under the Government of India Act, 1935, shall cease to exist; and

(b) there shall be constituted two new Provinces, to be known respectively as West Punjab and East Punjab.

(2) The boundaries of the said new Provinces shall be such as may be determined, whether before or after the appointed day, by the award of a boundary commission

appointed or to be appointed by the Governor-General in that behalf, but until the boundaries are so determined-

(a) the Districts specified in the Second Schedule to this Act shall be treated as the territories to be comprised in the new Province of West Punjab; and

(b) the remainder of the territories comprised at the date of the passing of this Act in the Province of the Punjab shall be treated as the territories which are to be comprised in the new Province of East Punjab.

(3) In this section, the expression 'award', means, in relation to a boundary commission the decisions of the chairman of that commission contained in his report to the Governor General at the conclusion of the commission's proceedings.

(4) For each of the new Dominions, there shall be a Governor-General who shall be appointed by His Majesty and shall represent His Majesty for the purpose of the government of the Dominions:

Provided that, unless and until provision to the contrary is made by a law of the Legislature of either of the new Dominions, the same person may be Governor-General of both new Dominions.

VI. (1) The Legislature of each of the Dominions shall have full power to make laws for that Dominion, including laws having extra-territorial operation.

(2) No law and no provision of any law made by the Legislature of either of the new Dominions shall be void or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England, or to the provisions of this or any existing or future Act of Parliament of the United Kingdom, or to any order, rule or regulation made under any such Act, and the powers of the Legislature of each Dominion include the power to repeal or amend any such Act, order, rule or regulation in so far as it is part of the law of the Dominion.

(3) The Governor-General of each of the new Dominions shall have full power to assent in His Majesty's name to any law of the Legislature of that Dominion and so much of any Act as relates to the disallowance of laws by His Majesty or the reservation of laws for the signification of His Majesty's pleasure thereon or the suspension of the operation of laws until the significance of His Majesty's pleasure thereon shall not apply to laws of the Legislature of either of the new Dominions.

(4) No Act of Parliament of the United Kingdom passed on or after the appointed day shall extend, or be deemed to extend, to either of the new Dominions as part of the law of that Dominion unless it is extended thereto by a law of the Legislature of the Dominion.

(5) No Order in Council made on or after the appointed day under any Act passed before the appointed day, and no order, rule or other instrument made on or after the

appointed day under any such Act by any United Kingdom Minister or other authority, shall extend, or be deemed to extend, to either of the new Dominions as part of the law of that Dominion.

....

VIII. (1) In the case of each of the new Dominions, the powers of the Legislature of the Dominion shall, for the purpose of making provision as to the constitution of the Dominion, be exercisable in the first instance by the Constituent Assembly of that Dominion, and references in this Act to the Legislature of the Dominion shall be construed accordingly.

(2) Except in so far as other provision is made by or in accordance with a law made by the Constituent Assembly of the Dominion under sub-section (1) of this section, each of the new Dominions and all Provinces and other parts thereof shall be governed as nearly as may be in accordance with the Government of India Act. 1935; and the provisions of that Act, and of the Orders in Council, rules and other instruments made there under, shall, so far as applicable, and subject to any express provisions of this Act, and with such omissions, additions, adaptations and modifications as may be specified in orders of the Governor-General.

XI. (1) The orders to be made by the Governor-General under the preceding provisions of this Act shall make provision for the division of the Indian armed forces of His Majesty between the new Dominions, and for the command and governance of those forces until the division is completed.

(2) As from the appointed day, while any member of His Majesty's forces, other than His Majesty's Indian forces, is attached to or serving with any of His Majesty's Indian forces-

(a) he shall, subject to any provision to the contrary made by a law of the Legislature of the Dominion or Dominions concerned or by any order of the Governor-General under the preceding provisions of this Act, have, in relation to the Indian forces in question, the powers of command and punishment appropriate to his rank and functions; but

(b) nothing in any enactment in force at the date of the passing of this Act shall render him subject in any way to the law governing the Indian forces in question.

XVIII. (3) Save as otherwise expressly provided in this Act, the law of British India and of the several parts thereof existing immediately before the appointed day shall, so far as applicable and with the necessary adaptations, continue as the law of each of the new Dominions and the several parts thereof until other provision is made by laws of the Legislature of the Dominions in question or by any other Legislature or other authority having power in that behalf.

....

XX. This Act may be cited as the Indian Independence Act, -1947.

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE

BENGAL DISTRICTS PROVISIONALLY INCLUDED IN THE NEW PROVINCE OF EAST BENGAL

In the Chittagong Division, the districts of Chittagong, Noakhali and Tippera.

In the Dacca Division, the districts of Bakerganj, Dacca, Faridpur and Mymensingh.

In the Presidency Division, the districts of Jessore, Murshidabad and Nadia.

In the Rajshahi Division, the districts of Bogra, Dinajpur, Malda. Pabna, Rajshahi and Rangpur.

SECOND SCHEDULE

DISTRICTS PROVISIONALLY INCLUDED IN THE NEW PROVINCE OF WEST PUNJAB

In the Lahore Division, the districts of Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhupara and Sialkot.

In the Rawalpindi Division, the districts of Attock, Gujrat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi and Shahpur.

In the Multan Division, the districts of Dera Ghazi Khan, Jhang, Lyallpur, Montgomery, Multan and Muzaffargarh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ব্যাখা করে মোঃ আলী জিন্নাহ’র গণপরিষদে প্রথম বক্তৃতা	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহঃ স্পিচেজ এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা-৬	১১ই আগস্ট, ১৯৪৭

1947

Quaid-i-Azam's inaugural address to the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947, in his capacity as its First President:

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

I cordially thank you, with the utmost sincerity, for the honor you have conferred upon me-the greatest' honor that is possible for this Sovereign Assembly to confer-by electing me as your first President. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I sincerely hope that with your support and your co-operation we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task of framing our future Constitution of Pakistan and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. We "have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the Federal Legislature of Pakistan. You- know really that not only we ourselves are wondering but, I think, the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent Sovereign Dominions in this sub-continent. As it is, it has been unprecedented; there is no parallel in the history of the world. This mighty sub-continent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. And what is very important with regard to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character.

Dealing with our first function in this Assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this remember that you are now a Sovereign Legislative body and you have got all the powers. It, therefore, places on you the gravest responsibility as to how you should take your decision. The first observation that I would like to make is this: You will no doubt agree with me that the first duty of a Government is to maintain law and order, so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the State.

The second thing that occurs to me is this: One of the biggest curses from which India is suffering-I do not say that other countries are free from it, but, I think, our condition is much worse-is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this Assembly to do so.

Black-marketing is another curse. Well, I know that black-marketers are frequently caught and punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines only are imposed. Now you have to tackle this monster which today is a colossal crime against society in

our distressed conditions, when we constantly face shortage of food and other essential commodities of life. A citizen who does black-marketing commits, I think, a greater crime than the biggest and most grievous of crimes. These black-marketers are really knowing, intelligent and ordinarily responsible people, and when they indulge in black-marketing, I think they ought to be very severely punished, because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities, and cause wholesale starvation and want and even death.

The next thing that strikes me is this: Here again it is a legacy which has been passed on to us. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil-the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. Wherever I will find that such a practice is in vogue, or is continuing anywhere, low or high, shall certainly not countenance it.

I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. But you must remember as I have said that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. But the question is, whether, it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. A division had to take place. On both side, in Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution and I am sure future history will its verdict in favor of it. And what is more it will be proved by actual experience as we go on that, which was the only solution of India's constitutional problem. Any idea of a United India could never have worked and in my judgment, it would have led us to terrific disaster. May be that view is correct; maybe it is not; that remains to be seen. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of minorities being in one Dominion or the other. Now that was unavoidable. There is no other solution. Now what shall we do? Now, if we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well- being of the people, and especially of the masses and the poor. If you will work in co- operation, forgetting the past, burying the hatchest you are bound to succeed. If you change your past and work together .in a spirit that everyone of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first second and last a citizen of this State with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make.

I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit and in course of time all these angularities of the majority and minority communities-the Hindu community and the Muslim community-because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on and among the Hindus you have Brahmins, Vashnavas, Khatris, also Bengalees, Madrasis, and so on-will vanish. Indeed if you ask me this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the freedom and independence and but for this we would have been free people long long ago. No power can hold another nation, and specially a nation of 400 million souls in subjection nobody

could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed-that has nothing to do with the business of the State. As you know, history shows that in England conditions, some time ago, were much worse than those prevailing in India today. The Roman Catholics and the Protestants persecuted each other. Even now there are some States in existence where there are discriminations made and bars imposed against a particular class. Thank God, we are not starting in those days. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State. The people of England in course of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the government of their country and they went through that fire step by step. Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants do not exist; what exists now is that every man is a citizen, as equal citizen of Great Britain and they are all members of the Nation.

Now, I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.

Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill-will, in other words, partiality or favouritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and co-operation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest Nations of the world.

I have received a message from the United States of America addressed to me. It reads:

> "I have the honor to communicate to you, in Your Excellency's capacity as President of the Constituent Assembly of Pakistan, the following message which I have just received from the Secretary of State of the United States:
> "On the occasion of the first meeting of the Constituent Assembly for Pakistan, I extend to you and to members of the Assembly, the best wishes of the Government and the people of the United States for the successful conclusion of the great work you are about to undertake."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ঘোষণাঃ র‍্যাডক্লীফ রোয়েদাদ	পাকিস্তান রেজোলিউশান টু পাকিস্তানঃ পৃষ্ঠা-২৬১	১২ই আগস্ট, ১৯৪৭

REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE BENGAL BOUNDARY COMMISSION.

To

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR-GENERAL

1. I have the honor to present the decision and award of the Bengal Boundary Commission, which, by virtue of section 3 of the Indian Independence Act, 1947, is represented by my decision as Chairman of that Commission. This award relates to the division of the Province of Bengal, and the Commission's award in respect of the District of Sylhet and areas adjoining thereto will be recorded in a separate report.

2. The Bengal Boundary Commission was constituted by the announcement of the Governor-General dated the 30th of June. 1947, Reference No. D. 50/7/47 R. The members of the Commission thereby appointed were-

   Mr. Justice Bijan Kumar Mukherjee,

   Mr. Justice C.C. Biswas,

   Mr. Justice Abu Saleh Mohammed Akram, and

   Mr. Justice S.A. Rahman.

I was subsequently appointed Chairman of this Commission.

3. The terms of reference of the Commission, as set out in the announcement were as follows:

   "The Boundary Commission is instructed to demarcate the boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous areas of Muslims and non-Muslims. In doing so, it will also take account other factors".

We were desired to arrive at a decision as soon as possible before the 15th of August.

4. After preliminary meetings, the-Commission invited the submission of memoranda and representations by interested parties. A very large number of memoranda and representations were received.

5. The public sittings of the Commission took place at Calcutta, and extended from Wednesday the 16th of July 1947 to Thursday the 24 of July 1947, inclusive, with the exception of Sunday, the 20th of July. Arguments were presented to the Commission by numerous parties on both sides, but the main cases were presented by counsel on behalf of the Indian National Congress, the Bengal Provincial Hindu Mahasabha and the New

Bengal Association on the one hand, and on behalf of the Muslim League on the other. In view of the fact that I was acting also as Chairman of the Punjab Boundary commission, whose proceedings were taking place simultaneously with the proceedings of the Bengal Boundary Commission, I did not attend the public sittings in person, but made arrangements to study daily the record of the proceedings and all material submitted for our consideration.

6. After the close of the public sittings, the remainder of the time of the commission was devoted to clarification and discussion of the issues involved. Our discussions took place in Calcutta.

7. The question of drawing a satisfactory boundary line under our terms of reference between East and West Bengal was one to which the parties concerned propounded the most diverse solutions. The province offers few, if any, satisfactory natural boundaries, and its development has been on lines that do not well accord with a division by contiguous majority areas of Muslim and non-Muslim majorities.

8. In my view, the demarcation of a boundary line between East and West Bengal depended on the answers to be given to certain basic questions which may be stated as follows:

(1) To which State was the City of Calcutta to be assigned, pr was it possible to adopt any method of dividing the City between the two States.

(2) If the City of Calcutta must be assigned as a whole to one or other of the States, what were its indispensable claims to the control of territory, such as all or part of the Nadia River system or the Kultirivers, upon which the life of Calcutta as a city and port depended?

(3) Could the attractions of the Ganges-padma-Madhumati river line displace the strong claims of the heavy concentration of Muslim majorities in the districts of Jessore and Nadia without doing too great a violence to the principle of our terms of reference?

(4) Could the district of Khulna usefully be held by a State different from that which held the district of Jessore?

(5) Was it right to assign to Eastern Bengal the considerable block of non-Muslim majorities in the districts of Malda and Dinajpur?

(6) Which States claim ought to prevail in respect of the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri, in which, the Muslim population amounted to 2.42 per cent of the whole in the case of Darjeeling, and to 23.08 per cent of the whole in the case of Jalpaiguri, but which constituted an area not in any natural sense contiguous to another non-Muslim area of Bengal?

(7) To which State should the Chittagong Hill Tracts be assigned, an area in which the Muslim population was only 3 per cent of the whole, but which it was difficult to assign to a State different from that which controlled the district of Chittagong itself?

(8) After much discussion, my colleagues found that they were unable to arrive at an agreed view on any of these major issues. There were of course considerable areas of the Province in the south-west and north-east and east, which provokes no controversy on either side; but, in the absence of any reconciliation on all main questions affecting the drawing of the boundary itself, my colleagues assented to the view at the close of our discussions that I had no alternative but to proceed to give my own decision.

(9) This I now proceed to do: but I should like at the same time to express my gratitude to my colleagues for their indispensable assistance in clarifying and discussing the difficult question involved. The demarcation of the boundary line is described in detail in the schedule which forms Annexure A to this award, and in the map attached thereto, Annexure B. The map is annexed for purposes of illustration, and if there should be any divergence between the boundaries as described in Annexure A and as delineated on the map in Annexure B, the description in Annexure A is to prevail.

(10) I have done what I can in drawing the line to eliminate any avoidable cutting of railway communications and of river system, which are of importance to the life of the province: but it is quite impossible to draw a boundary under our terms of reference without causing some interruption of this sort, and I can only express the hope that arrangements can be made and maintained between the two States that will minimize the consequences of this interruption as far as possible.

New Delhi;   (Signed) CYRIL RADCLIFFE
12th August, 1947.

THE SCHEDULE

ANNEXURE A

1. A line shall be drawn along the boundary between the thana of Phansidewa in the District of Darjeeling and the Thana Tetulia in the District of Jalpaiguri from the point where that boundary meets the Province of Bihar and then along the boundary between the thanas of Tetulia and Rajganj; the Thanas of Pachagar and Rajganj, and the Thanas of Pachagar and Jalpaiguri, and shall then continue along the northern corner of the Thana Debiganj to the boundary of the State of Cooch Behar. The District of Darjeeling and so much of the District of Jalpaiguri as lies north of this line shall belong to West Bengal, but the Thana of Patgram and any other portion of Jalpaiguri District which lies to the east or south shall belong to East Bengal.

2. A line shall then be drawn from the point where the boundary between the Thanas of Haripur and Raiganj in the District of Dinajpur meets the border of the Province of Bihar to the point where the boundary between the Districts of 24 Parganas and Khulna meets the Bay of Bengal. This line shall follow the course indicated in the following paragraphs. So much of the province of Bengal as lies to the West of it shall belong to

West Bengal. Subject to what has been provided in paragraph I above with regard to the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri, the remainder of the Province of Bengal shall belong to East Bengal.

3. The line shall run a long the boundary the following Tbanas :-Haripur and Raiganj; Haripur and Hemtabad; Ranisankail and Hemtabad; Pirganj and Hemtabad; Pirganj and Kaliganj; Bochaganj and Kaliganj; Biral and Kaliganj; Biral and Kushmendi; Biral and Gangarampur; Dinajpur and Gangarampur; Dinajpur and Kumarganj; Chirirbandar and Kumarganj; Phulbari and Kumarganj, Phulbari and Balurghat. It shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the north-south line of the Bengal Assam Railway in the eastern corner of the Thana of Balurghat. The line shall turn down the western edge of the railway lands belonging to that railway and follow that edge until it meets the boundary between the Thanas of Balurghat and Panchbibi.

4. From that point the line shall run along the boundary between the following Thanas:

5. The line shall then turn south-east down the River Ganges along the boundary between the District of Malda and Murshidabad; Rajshahi and Murshidabad; Rajshahi and Nadia; to the point in the north-western comer of the District of Nadia where the channel of the River Mathabanga takes off from the River Ganges. The district boundaries, and not the actual course of the River Ganges, shall constitute the boundary between East and West Bengal.

6. From the point on the River Ganges where the channel of the Riyer Mathabanga takes off, the line shall run along that channel to the northern most point where it meet the boundary between the Thanas of Daulatpur and Khairpur. The middle line of the main channel shall constitute the actual boundary.

7. From this point the boundary between East and West Bengal shall run along the boundaries between the Thanas of Daulatpur and Khairpur; Gangani and Karimpur; Meherpur and Karimpur; Meherpur and Tehatta; Meherpur and Chapra; Damurhuda and Chapra; Damurhuda and Krishnaganj; Chuadanga and Krishnaganj; Jibannagar and Krishnaganj, Jibannagar and Hanskhali; Maheshpur and Hanskhali: Maheshpur and Ranaghat; Maheshpur and Bongaon; Jhikargacha and Bongaon; Sarsa and Bongaon; Sars and Gaighata; Gaighata and Kalaroa; to the point where the boundary between those Thanas meet the boundary between the districts of Khulna and 24 Parganas.

8. The line shall then run southwards along the boundary between the Districts of Khulna and 24 Parganas to the point where that boundary meets the Bay of Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মসূচি	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের খেদমতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী পেশ করিয়াছেনঃ

ছাত্র লীগের আর্দশ ও উদ্দেশ্য

১। (ক) পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্নমুখী প্রতিভা সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈয়ার করা (খ) বিভিন্ন রকমের কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা। ২। পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের কবলমুক্ত করা এবং সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। ৩। (ক) স্বার্থন্বেষী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম এবং ছাত্রসমাজকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে চালিত হইতে না দেওয়া (খ) ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা ৪। (ক) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা (খ) ছাত্রসমাজকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রীভূত করা (গ) ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা (ঘ) ছাত্রসমাজকে কৃষ্টি ও আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আনিয়া নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সৃষ্টি করা (ঙ) জাতি ও দেশের কল্যাণের জন্য ছাত্রসমাজের বিক্ষিপ্ত কর্মশক্তিকে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করা ৫। ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করতঃ জাতীয় দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা আনয়ন করা ৬। পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারে ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করা ৭। জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনকে সুদৃঢ় করা ৮। সরকারের জনকল্যাণকর কর্ম্মপদ্ধতিকে সমর্থন করা এবং গণস্বার্থবিরোধী কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ৯। প্রাপ্তবয়স্কদের সার্ববজনীন ভোটাধিকারের দাবী ১০। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাকারী ও চোরাকারবারীদের উচ্ছেদ সাধন এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র আন্দোলন পরিচালনার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার ধ্বংস সাধন।

ছাত্রলীগের দাবী

১। আজাদী লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য পুস্তকের আমূল পরিবর্তন ২। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ও বর্তমান শিক্ষাসঙ্কোচ নীতির প্রতিরোধ ৩। (ক) বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন (খ) পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুবকদের বিমান, নৌ, স্থল প্রভৃতি সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (গ) পাকিস্তান নৌ বিভাগের সদর দফতর চট্ট্রগ্রামে স্থানান্তরিতকরণ ৪। কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি প্রসারের অধিকতর সুবন্দোবস্তকরণ ৫। (ক) স্বল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সরকারী সাহায্য (গ) শিক্ষায়তনগুলিতে উপযুক্ত বেতন দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ (ঘ) পল্লী অঞ্চলকে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শিক্ষায়তনগুলির জন্য অধিকতর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা (ঙ) গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে অধিকতর ফ্রি ষ্টুডেণ্ডশিপ এবং বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা (চ) শিক্ষায়তনসমূহের পাঠাগারগুলিতে ইসলামিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যমুলক গ্রন্থের সমাবেশ (ছ) বিনাব্যয়ে ছাত্রদের চিকিৎসার উপযুক্ত

ব্যবস্থা ৬। নারীশিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ৭। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজসমূহে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণের আশু ব্যবস্থা ৮। শিক্ষায়তনগুলিকে স্বায়ত্তশাসনমূলক ক্ষমতা প্রদান ৯। শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসগুলিতে স্বায়ত্তশাসনমূলক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ১০। শিক্ষায়তনসমূহে পুলিশের অন্যায় ও অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া দিয়া শিক্ষায়তনগুলির পবিত্রতা রক্ষা করা।

নাইমউদ্দীন আহমদ
আহবায়ক
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ*

ছাত্রাবাস ও একোমোডেশন সমস্যাযুক্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রবন্ধুদের ''কেন্দ্রীয় একোমোডেশন কমিটি ও কমিটি অব একশনের'' সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে।

* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাংলাদেশ মুসলিম লীগের দুটি অংশ কাজ করতে থাকে। একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা শাহাবদ্দীন ও খাজা নাজিমুদ্দীন এবং অন্যটির নেতৃত্ব ছিলেন আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী সমর্থক। পরবর্তীকালে এই সংগঠন থেকেই আওয়ামী লীগের বহু কর্মী সৃষ্টি হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত তমদ্দুন মজলিশের পুস্তিকা (অংশ)	পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ	১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?- তমদ্দুন মজলিশ*

১। বাংলা ভাষাই হবেঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন। (খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। (গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি- উর্দু ও বাংলা।

৩। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশতজনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হইতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদশেগুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু ১ম ভাষা, বাংলা ২য় ভাষা, আর ইংরেজী ৩য় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলার উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি সেবা। বাংলা ভাষার পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদের ভূমিকা ছিল প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	১৯৪৭

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
আপনি সদস্যভূক্ত হইয়াছেন কি?

প্রত্যেক পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রসমাজ এক অপরিহার্য্য অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাকিস্তান হাসেলের পথে ছাত্রদের বলিষ্ঠ তৎপরতা, একনিষ্ঠ সাধনা, ত্যাগ ও প্রেরণা আজ ইতিহাসের বস্তু। জাতির ইতিহাস কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই থাকিয়া যায় না। বস্তুতঃ ‘‘দেওয়ানী আজাদী’’ লাভের ভিতর দিয়াই নূতন ইতিহাস গড়িয়া উঠে। আর প্রত্যেক নাগরিককেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্বভার বহন করিতে হয়। আমাদের অগ্রগামীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও ইনটেলিজেন্শিয়ার অভাববশতঃ ছাত্রসমাজের উপরেই আজ এই দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে। একটা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলিষ্ঠ জাতি গঠন আমাদেরই দায়িত্ব।

একটা রাষ্ট্রের পত্তন যত না কঠিন, তাহার চেয়েও কঠিন সেই রাষ্ট্রকে গড়িয়া তোলা। তাহার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংগঠন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং দৃঢ় সংগঠনও সামর্থ্যের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই সকল সমস্যার গোড়ার কথা হইতেছে সংগঠন। এক কথায় সংগঠনই শক্তি।

পূর্ব পাকিস্তানের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা আজ ভাঙ্গনের মুখে। ছাত্র আছে ছাত্রাবাস নাই, স্কুল-কলেজ আছে শিক্ষক নাই, শিক্ষা দপ্তর আছে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা নাই। বরং শিক্ষা সঙ্কোচের উৎসাহে সরকারী মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন দূরের কথা, শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিকতার প্রসার যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাঁহাদেরও আবার জীবন ধারণের মত বেতন নাই। যে কয়েকটি স্কুল-কলেজ তাহারও আবার কিছু অংশ সরকারী কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার উপর দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য সংকট আজ গোটা সমাজকে বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে।

এই সংকটে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের সাড়া দিতেই হইবে। সংহতির আহ্বান জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছাত্রসমাজের সকল দাবী-দাওয়া আদায়ের ভার গ্রহণ করিয়াছে। স্কুল-কলেজ ডি-রিকুইজিশন, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও প্রদেশের বিভিন্ন ছাত্র সমস্যার সমাধানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সুসংহত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সকলের, কাজেই সহযোগিতাও সকলেরই চাই। আসুন আমরা সকলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পতাকাতলে জমায়েত হইয়া ছাত্রসমাজের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয়া হইয়া উঠি।

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় ছাত্রলীগের নিজস্ব অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে ঢাকা সিটি কমিটির নির্বাচন হইবে। আপনারা ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আপনাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাইমারী ইউনিট গঠন করিয়া ছাত্রলীগকে সুদৃঢ় করুন। আমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী বিধায় প্রদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আজ রাজধানীতে শিক্ষালাভের জন্য জমায়েত হইয়াছেন। গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমস্যা আজ রাজধানীতে পুঞ্জীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। আসুন আমরা আজ সকলে এই নির্বাচনী অভিযানকে সফল করিয়া ছাত্রলীগের পতাকাতলে জড় হই এবং ক্ষতদুষ্ট দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে

থাকিয়া ছাত্রসমাজের তথা গোটা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল সাধনে ঐক্যবদ্ধবাবে অগ্রসর হই। আবার বলি, চলার পথে সংগঠনের প্রয়োজন, সংগঠনই শক্তি।

আজীজ আহমদ
চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি

আবদুল ওয়াদুদ
ভাইস চেয়ারম্যান, ঢাকা সিটি সংগঠনী কমিটি
নূরুল কবীর
ও
কাজী গোলাম মাহবুব
যুগ্ম আহবায়ক, সংগঠনী কমিটি

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ছাত্রলীগ অফিসে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য ছাত্রবন্ধুদের অনুরোধ জানান হইতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় গণপরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

Prof. Raj Kumar Chakravarty (East Bengal: General).

..................Sir, ours is a democratic state and it is our duty to respect the feelings and wishes of the majority of the people or a good number of the people of the State. You know, Sir, Eastern Pakistan consists of the two-third of the people of this vast Pakistan State. It is natural on the part of the people of Eastern Pakistan to have some of the sittings of the Committees of this Assembly and the sessions of this Assembly in their own capital. This amendment has two points in its favor along with other points. It has got its Psychological effect. There is a feeling that in this set-up-new set-up of the Pakistan State-Eastern Pakistan is being neglected. If we have some of the meetings of the Assembly and the Committees in its capital, well, that feeling will be removed and hat misconception also will have no place. Then secondly Sir, my amendment, if it is accepted, will have its educative. The sessions of the Assembly or the meetings of the committees, if they are held in the Capital of Eastern Pakistan, will be conducive to the best interests of the people. It will educate them in the matter of parliamentary procedure and will give them some idea as to the way how the Government of the country is carried n and how they feel about it.

If the leaders of the Pakistan State visit the capital of Eastern Pakistan on such occasions, the people there will have opportunities to come in contact with them and will e inspired by their presence and the people will feel the entire letter. I, therefore, say. Sir, hat the educative value of my amendment should not be minimized. I anticipate there may be objections to my proposal on the ground of practical difficulties; but if there is will, there is a way. Before the partition of India, the sittings of the Central Assembly were held in Delhi and Simla, and the Sessions of some of the Provincial Assemblies were held at different places. There are undoubtedly, some difficulties—I have to confess them; but they should not stand in our way if we want to give effect to the proposal for reasons that I have stated just now. Sir, my amendment is a very modest one. The rule as adopted and placed before the House is that "the business of the Assembly shall be conducted at Karachi unless the President otherwise directs". So there is the right of the president to direct otherwise. If the House accepts my amendment the right of the President remains unimpaired, but the very acceptance of this amendment will have a great effect upon the psychology and otherwise as regards the people of Eastern Pakistan. It is a very modest amendment and I hope fervently that the feelings and wishes of the people of Eastern Pakistan will be considered and the House will kindly accede to my modest proposal.....................

Mr. Tamizuddin Khan: I have a good deal of sympathy with many of the observations made by the Honorable the mover of this amendment, but I think there will

*Speech not Corrected by the Honorable Member

be obvious, practical difficulties. The question of finance is an all important question. How difficult it will be for the Government to transfer all the paraphernalia necessary for holding a session there, I do not know. There may be a good deal of difficulty so far as that is concerned. On the other hand, I see that if a session is desirable to be held at Dacca, the President has always got the authority under this rule to give direction to that effect. I, would, therefore, think that even without this amendment the purpose that the Honorable the mover has in view can be very well served, if the president is convinced about the practicability and feasibility of holding a session there. I, therefore, think that this amendment is not very necessary.

Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah (East Bengal: Muslim):

Sir, I do not think that the practical difficulties of members traveling from Western Pakistan to Eastern Pakistan could be greater than that of the Eastern Pakistanis coming to the West, for their number is greater.

As regards administration and accommodation, I am not suggesting any remote village in Eastern Pakistan but Dacca which, I presume has got sufficient arrangements to accommodate the House. Anyway, I think the psychological benefit for outweighs the practical difficulties. A feeling is growing among the Eastern Pakistanis that Eastern Pakistan is being neglected and treated merely as a "colony" of West Pakistan. We must do everything possible to eradicate this feeling. This narrow provincialism must be stated. Justified or unjustified, we must not give any province a chance of feeling that it is neglected. I have lived many years with the Western Pakistanis and I feel that they are grossly ignorant of the people of Eastern Pakistan. I, therefore, think that at least once a year a meeting should be held in Eastern Pakistan. At the moment, we are faced with far too many difficulties. So let there be a meeting of this House only in Western Pakistan now; later on when it becomes the Legislature only then let it meet at least once a year in Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভূক্তকরণের প্রশ্নে বির্তক	পাকিস্তান গণপরিষদ	২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

Mr. Dliirendranath Datta. (East Bengal: General)

Mr. President, Sir, I move:

"That in sub-rule (1) of rule 29, after the word "English" in line 2, the words "or Bengalee" be inserted."

Sir, in moving this - the motion that stands in my name - I can assure the House that I do so not in a spirit of narrow Provincialism, but, sir, in the spirit that this motion receives the fullest consideration at the hands of the members. 1 know, Sir, that Bengalee is a provincial language, but, so far our state is concerned, it is the language of the majority of the people of the state. So although it is a provincial language but, as it is a language of the majority of the people of the state and it stands on a different footing therefore. Out of six crores and ninety lakhs of people inhabiting this State, 4 crores and 40 lakhs of people speak the Bengalee language. So, Sir, what should be the State language of the State? The State language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the State, and for that, Sir, I consider that Bengalee language is a lingua franca of our State.

I know, Sir, I voice the sentiments of the vast millions of our State. In the meantime I want to let the House know the feelings of the vastest millions of our State. Even, Sir, in the Eastern Pakistan where the people numbering four crores and forty lakhs speak the Bengalee language the common man even if he goes to a Post Office and wants to have a money order form finds that the money order is printed in Urdu language and is not printed in Bengalee language or it is printed in English. A poor cultivator, who has got his son, Sir, as a student in the Dacca University and who wants to send money to him, goes to a village Post Office and he asks for a money order form, finds that the money order form is printed in Urdu language. He cannot send the money order but shall have to rush to a distant town and have this money order form translated for him and then the money order, Sir, that is necessary for his boy can be sent. The poor cultivator, Sir, sells a certain plot of land or a poor cultivator purchases a plot of land and goes to the Stamp vendor and pays him money but cannot say whether he has received the value of the money in Stamps. The value of the Stamp, Sir, is written not in Bengalee but is written in Urdu and English. But he cannot say, Sir, whether he has got the real value of the Stamp. These are the difficulties experienced by the Common man of our State. The language of the State should be such which can be understood by the common man of the State. The Common man of the State numbering four crores and forty millions find that the proceeding of this Assembly which is their mother of parliaments is being conducted in a language, Sir, which is unknown to them. Then, Sir, English has got an honored place, Sir, in Rule 29. I know, Sir, English has got an honored place because of the International Character.

But, Sir, if English can have an honored place in Rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English why Bangalee, which is spoken by four crores forty lakhs of people should not have an honored place, Sir, in rule 29 of the procedure Rules. So, Sir, 1 know I am voicing the sentiments of the vast millions of our State and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial Language. It should be treated as the language of the State. And therefore, Sir, I suggest that after the word 'English', the words "Bengalee" be inserted in Rule 29...

Mr. Prem Hari Barma (East Bangal: General): Sir, I whole-heartedly support the amendment moved by my Hon'ble and esteemed friend, Mr. Dhirendra Nath Datta. Sir, this amendment does not seek to oust English or Urdu altogether but it seeks only to have Bengalee as one of the media spoken in the Assembly by the Members of the Assembly.

So, it is not the intention of the amendment altogether to oust English or Urdu, but to have Bengalee also as the ***lingua franca*** of the State, Sir, as my Honorable friend has told the House, the majority of the people of the State of Pakistan speaks Bengalee. Therefore, Bengalee must find a place as one of the media in which the Members can address the Assembly. Another difficulty will be that if any member speaks in his mother tongue, but if it is not one of the media in which the members can address the House, the true speech will not be recorded, but only a translation of the speech in the proceedings of the House will be recorded. Therefore, it is necessary for the majority of the people of the State that the speeches which will be delivered in Bengalee should be recorded in Bengalee. With these few words I support the amendment moved by Mr. Dhirendra Nath Datta.

The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan (Prime Minister and Minister for Defence): Mr. President, Sir, I listened to the Speech of the Hon'ble the Mover of the amendment with very great care and attention. I wish the Hon'ble member had not moved his amendment and tried to create misunderstanding between the different parts of Pakistan. My Honorable friend has waxed eloquent and stated that Bengalee should really be the lingua franca of Pakistan. In other words, he does not want Bengalee only to be used as a medium of expression in this House, but he has raised indeed a very important question. He should realize that Pakistan has been created because of the demand of a hundred million Muslims in this sub-continent and the language of a hundred million Muslims is Urdu and, therefore, it is wrong for him now to try and create the situation that as the majority of the people of Pakistan belongs to one part of Pakistan, therefore the language which is spoken there should become the State language of Pakistan. Pakistan is a Muslim State and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation. My Honorable friend is displeased that Urdu should replace English. The intention is that instead of changing English as the State language which it has been so long, Urdu should be the State language, Sir, my honorable friend never minded it, never pressed for Bengalee as long as English was the State language. I never heard in the Central Assembly for years and years any voice raised by the people of Bengal that Bengalee should be the State language. I want to know why is this voice being raised today and I am sorry that he should feet if necessary to bring in this question. We do recognise the importance of Bengalee. There is no intention to oust Bengalee altogether from Bengal. As a matter of fact, it would be wrong for anyone to thrust any other language on the people of a province which is not their mother tongue, but, at the same time, we must

have a State language-the language which would be used between the different parts of Pakistan for inter-provincial Communications. Then, Sir, it is not only the population you have to take into consideration. There are so many other factors. Urdu can be the only language which can keep the people of East Bengal or Eastern Zone and the people of Western Zone joined together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.

Therefore, Sir, I am sorry I cannot agree to the amendment which has been moved. As a matter of fact, when the notice of that amendment was given, I thought that the object was an innocent one. The object to include Bengalee was that in case there are some people who are not proficient in English or Urdu might express their views in that language, but I find now that the object is not such an innocent one as I thought it was. The object of this amendment is to create a rift between the people of Pakistan. The object of this amendment is to take away from the Mussalmans that unifying force that brings them together.

Mr. Bhupendra Kumar Datta (East Bengal: General): Sir, we press this amendment in no frivolous spirit of opposition. I am surprised at the speech the Honorable the Leader of the House has just made. I wish he had not made some of the remarks he chose to make. They will have unfortunate repercussions elsewhere even in certain sections in Pakistan. Therefore it is all the more necessary that this amendment should be pressed.

I tour frequently in the part of the country to which I belong and I know the strength of the feeling there over this matter. Bengalee is the language of the overwhelming majority there, it is the only language spoken and understood there. It is also the language of the overwhelming majority of the entire State of Pakistan. I find in this House, sometimes a tendency to emulate or to draw parallels to things that happen in the other Union. Even yesterday, when the discussion on the question of redistribution of seats was going on, my friend Mr. Datta, was interrupted and asked: "What was taking place in the Indian Dominion?" But in this vital matter there is departure. In the Indian Union, they have adopted the language of the largest single section of population.

Several voices: question, question.

Mr. Bhupendra Kumar Datta: But here we are adopting Urdu. Urdu is not the language of any of the provinces constituting the Dominion of Pakistan. It is the language of the upper few of Western Pakistan. This opposition to the amendment proves an effort, a determined effort on the part of the upper few of Western Pakistan at dominating the State of Pakistan...

This is certainly not a tendency towards democracy: it is a tendency towards domination of the upper few of a particular region of the State. We are not yet pressing it to be the lingua franca of the State. We are merely demanding that it to be included as one of the three languages to be permitted here. Even the language, which unfortunately I am speaking at the moment - the English language-which remains with us as a souvenir of slavery is given a place of honor, but not the language of the common people, the majority of the common people. That is pity...

The Honourable Khwaja Nazimuddin (East Bengal: Muslim): Sir, I feel it my duty to let the House know what the opinion of the overwhelming majority of the people of Eastern Pakistan over this question of Bengalee language is. I think, there will be no contradiction if I say that as far as inter communication between the provinces and the centre is concerned, they feel that Urdu is the only language that can be adopted. But there is a very strong feeling that the medium of instruction should be Bengali in Educational Institutions and as far as the administration of the province is concerned, the language used in administering the province should also be Bengalee. I am glad to find that the Hon'ble the Leader of the House has made it clear that there is no question of ousting Bengalee from the province and I am sure that the overwhelming majority of the people are in favor of having Urdu as the State Language for the Pakistan State as a whole.

There is another point which I would like to correct. The previous speakers who have supported this amendment have made out that Hindi is the language of the majority of the people in the other Dominion. That, I think, is not correct. As far as Madras. Bombay, CP., Orissa, are concerned, in these provinces, Hindi is not their mother tongue. I think, I can state that even in U.P., the majority of the people in that province speak Urdu and those who advocated Hindi, find it very difficult to make a fluent speech in Hindi in the Assembly or in public meetings. So, Hindi is not the mother tongue of all the provinces in the Indian Dominion and yet Hindi has been accepted as the state language there. Therefore, on that analogy, Sir, there is no ground for supporting theory that Bengalee should be the state language of Pakistan, but I do feel very strongly over the question of language as far as the province of Bengal is concerned.

I would raise the question in proper time and like to press the case that so far as general administration and Government business in the provincial sphere is concerned, the language to be used should be Bengalee within Bengal.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya (East Bengal: General): Mr. President, Sir, it pains me to hear the Hon'ble the Leader of the House when he says that Pakistan is a Muslim State. So long my idea was that Pakistan is the Peoples' State and it belongs to the Muslims as well as to the non-Muslims. If today the statement of the Honorable the Leader to the House is accepted that it is a matter of serious consideration for the non-Muslims whether they have any right to take any part in the framing of the constitution as well. That is really very important question because in that case, Muslims only, and it is desirable, should frame their own constitution. I have already told you and told this House that so long in my speeches I asserted to the people of my part of the country that the Pakistan is not merely a Muslim state but it is a state of the Muslims as well as that of non-Muslims, i.e., it is people's state. That is a matter, I desire the Honorable the Leader of the House to clarify so that in future we may decide our line of action and know our position also in the state.

Here the amendment says-it never said about the state language-how the proceedings of the House are to be conducted. There is mention of Urdu as well as English. He only wants to add Bengalee. If the House accepts, well and good but so far as ***lingua franca*** is concerned, it is not a point at issue today but even if it is made Urdu, I have no objection

to accept it but nobody knows Urdu. We learned English and now we shall learn Urdu, if necessary.

I myself tried to learn Urdu with my Honorable friend, Mr. Tamizuddin Ahmad, when we were in Jail, but out of jail I have forgotten it. (Laughter) So the conducting of proceedings of this House is quite a different thing from the selection of ***lingua franca***. His amendment is as to how the proceedings of this House are to be conducted? In Urdu, in English or in Bengali? That is the only point raised by this amendment, and I am sure that by moving this amendment, he has done nothing to incur the displeasure of the Honorable the Leader of the House. With these words, I supported the amendment.........

"Mr. Tamizuddin Khan: Sir, I have very little to add to what has already been said against the amendment moved by my Honorable friend, Mr. Datta. One thing that has been said by the Honorable the acting Leader of the Congress Party here seems to me to be of some importance. He said that the Honorable the Leader of the House in the course of his speech stated that this is a Muslim state and his apprehension is that if that is so, where the minorities are. So far as that question is concerned, you, Sir, made it clear on the very first day and it has been made clear from a thousand platforms that all minorities in Pakistan will enjoy equal rights with the majority. They will have the same rights as the majority has. That position, I think, remains unaltered. The Honorable the Leader of the House has called it a Muslim State. There are people who call India a Hindu State. We call Turkey a Muslim country and also Egypt a Muslim country. But does that mean that there are no non-Muslims in those countries? So far as America is concerned, till recently, all Indians, irrespective of the fact whether they were Hindus or Muslims or Parsees or Christians, were called Hindus. The substance of the thing does not depend upon the name. It is absolutely clear, as clear as anything can be, that every citizen of Pakistan, who is loyal to Pakistan, has the same rights and privileges.

So far as the other question is concerned, I do not want to add anything to what has already been said.

Sir, 1 cannot accept the amendment.

Mr. President: The question is: "That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the word 'Bengalee' be inserted."

The motion was negatived.

---

* Speech not Corrected by the Honorable Member.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রথম জাতীয় বাজেট আলোচনাকালে পূর্ব বাংলার দাবীদাওয়ার প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ (আইন সভা)	১লা মার্চ, ১৯৪৮

THE GENERAL BUDGET-GENERAL DISCUSSION
Constituent Assembly (Legislature)
[1st March, 1948]
Constituent Assembly (Legislature) of Pakistan Debates
VOL. 1 of 1948

Prof. Rajkumar Chakravcrty (East Bengal: General):...... Sir, I congratulate the Honorable the Finance Member on his admirable speech with which he presented the Budget before this House. It was full of high sentiments and noble emotions for Pakistan which we all fully share. We have his assurance that not a single Pie would be spent so long as, according to the Finance Minister, it is an avoidable item of expenditure. We also learn that his maxim for the Finance Department is that inescapability must be the criterion of all future expenditure.

Sir, we fully share his difficulties also in presenting the first Budget of the Pakistan Government, as he has said that he has begun almost from scratch and he has to build up the future, worthy of Pakistan. But, Sir I cannot congratulate him on the contents of the Budget and the way in which he has presented the Budget before this House. The Budget lacks a sense of realism. I wish to add that in spite of his best intentions, he has not been able fully to avoid the old, outmoded way of presenting the Budget. The Budget should have been really a deficit Budget, but he has shown it to be a surplus one, and that too at the cost of poor men and the common men. Sir, the test of a Budget is not whether it is a deficit Budget or a surplus one. The test of the Budget lies in the fact whether it leads to the greatest good of the greatest member of people whether it has anything for the Common man and considered in that light the Budget has not came out as a successful one. Sir, the Honorable the Finance Member has continued the tax on the poor man's salt, which is a very essential commodity of the common man. He has increased the excise duty on hookah tobacco, which is the solace of the life of poor people. He has increased the rates of excise duty on betel nut which is another joy in the life of the Common man. He has increased the rates of the inland postcards which are very necessary in the life of the common man every day. He has increased the duty on kerosene, knowing very well that 99 per cent of the people of this land cannot do without kerosene and they have not got their houses electrically lit. He has increased the third class railway fares knowing very well that their journey is anything but comfortable while traveling in the third class. He has not only given no relief to the poor man and the common man, but he has hit them hard and he has kicked them too. The poor people will groan during the year to come under the measures of taxation he has proposed in the Budget. Sir, the Budget, he has presented follows the old bureaucratic method. He has

merely cut the t's and dotted the is. He has given up nothing new worth the name in any sphere of life, whether in the matter of education or medical relief or industry, but he has given us more promises and promises in abundance, but without any fulfillment. He has said that he has set up a development Board, but the Board has not developed anything. He has said that he has set up an Advisory Planning Board, but the Board has planned nothing as yet. He has proposed to set up an Industrial Finance Corporation, but it is yet to mature. He has stated that he is going to set up an Industrial Research Institute, but it is yet under consideration, and the Budget, therefore, Sir, is a Budget of speculation and of little actual performance. Six months have elapsed since the establishment of the free State of Pakistan and I regret to have to say that nothing has been done tangible in the way of Planning and time is essence of any Planning. He has pointed out, and we all know, that over 70 per cent of the produce of jute in this Sub-continent is from Pakistan and there no jute mills worth the name in Pakistan. While he has done nothing, he has not even taken any tangible steps to set up any jute mill to cope with the production of jute in Eastern Pakistan. He has told us, and you all know there are few cotton mills in Pakistan and the production of staple cotton there is a very large in quantity. I wish he did something to establish cotton mills or increase the number of cotton mills in Pakistan so that our resources might be better realized. These are, Sir, my first reactions to the Budget.

The next thing to which I take objection to in the Budget is -the encroachment on the rights of the Provincial Governments. He has proposed to take over in proceeds of the Estate duty from the Provinces. Sir, this raises very important issues, and on behalf of the Provincial Governments I think it is my duty to protest in this House against this encroachment by the Centre on the provincial sphere. Sir, we are going to have a Federation of the Autonomous States of Pakistan and these taxation proposals of the Honorable the Finance Minister strike at the very root of the autonomy of the federating units which we cannot look at with any sense of pleasure or equanimity. I must, therefore, sound a note of warning to the Central Government, that if they continue encroaching like this, the Provincial Government will took at these measures as a starting kick of the Honorable the Finance Minister and I hope he will consider the matter...

Mr. Abul Matin Choudhury (East Bengal: Muslim):. ... I congratulate, Sir, the Honourable the Defence Minister on the steps that he had already taken for the nationalization of the Pakistan Army, but I suggest to him. Sir, it in making recruit for the officers' rank in the Army, Navy and the Air Force of Pakistan, he should see to it, Sir, that the Eastern Pakistan makes the necessary contribution. Defence, Sir, is a responsibility common to all the citizens of the State and there is no dearth of suitable candidates from among the millions of people in the Eastern Pakistan for officer’s rank in the Army. When I speak of Eastern Pakistan, Sir, I do not speak in a spirit of provincialism. I hold the view, Sir, that interests of the State of Pakistan transcend every other consideration-sectional, parochial or provincial-and that we must suppress all disruptive in every sphere of life, if Pakistan is to survive as a compact and homogeneous State, but, Sir, that should not preclude as from ventilating the grievances of the part of the country with which we are familiar and about the conditions of which we have special knowledge.

Eastern Pakistan, Sir, is fortunate in having a large body of sea-faring population inhabiting the districts of Sylhet, Chittagong, Noakhali, Comilla, Dacca, Mymensingh and Faridpur. For years these districts have been supplying crew for all Ocean-going steams for the port of Calcutta, the Port of Bombay and even for the port of Mombassa. I hope, Sir, full opportunity should be taken of utilizing the services of these men in training for our Navy. Concentration, Sir, of the training Establishments in Karachi in my view, is hindrance, a drawback to the full utilization of our available manpower for the Navy. I hope. Sir, that in locating training centers, the Defence Department will bear all these considerations in mind..

Mr. Azizuddin Ahmed (East Bengal: Muslim) : . . . Sir, it is quite true that Pakistan as it is situated now requires a large defence force and a strong army, navy and also Air Force, and so the bulk of our revenue should go for Defence, but Sir, when I go into the Budget and find that nothing has been done for the isolated part of Pakistan, namely, the Eastern Bengal, which is surrounded on three sides by foreign Dominion and on the South by the Bay of Bengal. I feel really disappointed. Sir, it has been said that at one time Bengal was neglected and the other day our esteemed colleague, Begum Shaiesta Ikramullah, remarked that East Bengal is, if late, talked if patronizingly. It seems. Sir, that in the present scheme of things. East Bengal is really Very much neglected. Our friends over here who are in the compact area of Sind, N.W.F.P., Baluchistan and the Punjab do not give much time or thought, it seems, to the isolated position of East Bengal which is cut off from this part of Pakistan by at least 1,500 miles and surrounded on all sides by foreign, and even at times hostile, Dominion and the Bay of Bengal. Sir, I do not know what my friend, the Honourable the Defence Minister, may have to say - it may be a State Secret - for the defence of Eastern Pakistan, but. Sir, the people should be taken into confidence so that Eastern Pakistan may not be a sort of temptation to other people for aggression or for attack. So, Sir, this part of the Budget has been really very much disappointing to us, the people of Eastern Bengal.

Then, Sir, a lot of revenue of Pakistan certainly comes from the Jute Duty, but, Sir, in the present Budget we do not find any provision whatsoever for improving the port of Chittagong, so that this item of our duty might be increased. Jetties are there – they require a lot of improvement - but I feel, Sir, that the Honorable the Finance Minister altogether forgot Chittagong and its improvement for the purpose on exporting jute and to add additional revenue to our coffers.

Then, Sir, what is the provision we find in the Budget for improving the lot of the people who grow jute. The only luxury, Sir that they enjoy is hookah. They have got no Cinema, they have no theatre; no club life; the only luxury, Sir that these poor people enjoy is the hookah which also is being taxed...

Then, there is another luxury which the poor agriculturist enjoys and that is Pan. That, Sir, is also being heavily taxed, so that the poor man's lot is really unenviable. The poor men had already been faced with difficulties in getting kerosene and the heavy taxation which has been put on kerosene adds to them...

Then again, Sir, there is no provision whatsoever for any textile mills in Eastern Pakistan. Probably the Finance Minister sitting over here, 1,500 miles away, did not gather information regarding the shortage of cloth from which the poor people of East Bengal suffer. Whatever, my friend, Khwaja Nazimuddin, may say and give his good wishes and ***dooa*** for the masses and whatever Mr. Hamidul Huq Chowdhury, the Finance Minister of East Bengal, may say for his failure or for the matter of that he may throw the blame on somebody else in supplying their quota of cloth to the villagers, people really go naked. Now, Sir, if the difficulties were there before the advent of Pakistan, if the difficulties are now increased the common people, who have got no education, and for whom there is no provision for education in the Budget, would blame Pakistan all the more if they go naked, if they have got no cloth to cover their shame and even to bury their dead. These are instances in Eastern Pakistan where dead bodies have had to be buried without cloth...

So, Sir, I think this part of the Honorable the Finance Minister's Budget is also disappointing because there is no provision for giving us additional quota of cloth by having some sort of textile mills in Eastern Pakistan.

I am glad, Sir, that the Honorable the Finance Minister has put taxes on Cigars and Cigarettes, Motor cars and Wireless sets, but, Sir, I think that he could alleniate the difficulties and sufferings of the poor masses if he had also taxed cycles and bicycles. In Bengal, Sir, we have cycles and also rickshaws, but at the same time, Sir, I would request the, Honorable the Finance Minister, if he has this in his mind - to tax cycles also-not to make it a Central Subject. At least my friends from East Bengal have lost their sales-tax..

The Honourable Mr. Liaquat Ali Khan: No, Sir, you have not lost it. You are getting everything back.

Mr. Azizuddin Ahmed: But the compensation, Sir, would be so inadequate that it is as good as robbing Peter for paying Paul! So, Sir, if the sales-tax goes, if the income-tax goes, which was already out of the Province, and if the agricultural income-tax also goes what is to be done to improve the lot of these poor people and probably the Provincial Governments will have no more item to tax...

Mr. Ghyasuddin Pathan (East Bengal: Muslim):... Sir, while offering my sincere congratulations to the Honorable the Finance Minister for his honest efforts in strengthening and re-organizing the defence side, I should like to draw his attention to certain facts: There is no doubt that Pakistan needs complete re-organisation and strengthening of its defence in the context of new circumstances. It is needless to mention that of the two parts of the State, Eastern unit of Pakistan is surrounded by foreign countries on all sides. This is a plain country with not many natural barriers except at the time of rainy seasons when water serves the purpose of obstacles in the way of invasion. We have got the largest population both in number and in density. I will be borne out by pre-British History in India that Bengalis were a martial race and did win laurels in many battle fields. It was due to a mischievous policy of the British rulers that the raising of army from amongst the Bengalis was stopped. It must be admitted that in the freedom

movement Bengal was the first amongst other Indian provinces to plunge itself into the fight and this is one of the reasons for depriving the Bengalis from their right of participating in the Army. With the achievement of independence, the old outlook of our old masters has got to be changed. Besides, during the last war no difference was made between martial and non-martial races and the recruitment covered all the provinces of India including Bengal, which has contributed to the land and air forces. So far as Navy is concerned East Bengal is proud of having a sea-faring nation which has made name centuries ago. Indian Seamen which is mainly composed of East Bengal Seamen has entered every water on the globe, rough and smooth, and have got the appreciation and admiration of foreign admirals. It is, therefore, incumbent upon the Government to provide facilities immediately to the people of East Bengal for naval training and to develop Chittagong as a Naval Training Centre. As regards recruitment in the Air Force, East Bengal has been treated in a step motherly way. There are 6 or 7 recruiting centers in West Pakistan whereas there is only one in East Pakistan. This is not certainly giving equal facilities to all citizens of Pakistan. Again, no Training Centre has been opened in East Bengal and the Boys recruited there have got to travel at least two thousand miles to receive their first training. This is not encouraging. A training centre for Air Force must therefore be opened in East Bengal without further delay and though East Bengal is a part and parcel of the Pakistan State it must be developed into a self-sufficient unit on account of the great distance between East Pakistan and West Pakistan. In all matters of development and defense, East Bengal cannot be treated as a unit of the Pakistan State in its ordinary sense, applicable to West Punjab, Sind, Frontier and Baluchistan, because all these units in the West are a compact geographical area. East Bengal, physically situated as it is, must be regarded as a separate unit and defence and development should be made equally in the Eastern and Western zone of the Pakistan State. You must make East Bengal self-sufficient in every respect...

Sir, before I close discussion on defence, I must emphasize the immediate necessity of establishing an Ordnance Factory in the Eastern zone. It is foolish to think that in time of hostilities, Western part of the State will be able to help the Eastern counterpart with sufficient arms and ammunitions. Throughout the Budget speech recognition of the urgent necessity of East Bengal's defence is lacking. I am, however, glad to find that Pakistan Government contemplates starting a number of new training-institutions like the Military Academy, Technical and Administrative School, Electrical and Mechanical Engineering Centre and School and has provided a fairly good account for setting up machineries for certain essential factories during the next year. This will certainly include ordnance and ammunition depots. I must bring it to the notice of this House that some of these institutions must be set up in East Bengal for the reasons stated above. Such a step in my opinion will be an act of foresight and political sagacity. Difficulties, excuses or platitudes may be used for depriving East Bengal of the advantages already mentioned. But such a step will be most impolitic and may give rise to a sense of frustration amongst more than half the population inhibiting the State of Pakistan. The feeling is already there and the sooner the leaders at the helm of affairs realize and remedy the same, the better for all concerned...

Mr. Mahnuid Husain (**East Bengal: Muslim**) : ... To me, Sir, there are two things which are objectionable in the method by which the Budget has been balanced. One is very fundamental. And it is this that I find in it an encroachment upon the financial autonomy of the Provinces. It is a very fundamental question and a very large question and it requires very careful thought. I cannot possibly express fully on this subject within the short time available to me. But, Sir, the kind of Pakistan that I envisage consists of autonomous units. For reasons of geography, because of linguistic difference, because of racial differences, because we are many miles apart-1,500 miles divide Eastern Pakistan from Western Pakistan-and because even within Western Pakistan there are differences which cannot be ignored and which should not be ignored, I think, Sir, our future development should be on the lines of autonomous development of provinces, complete autonomy for Provinces. That is the only manner in which we can run Pakistan. That is fundamental. I think, Sir, in the Budget this principle has not merely not been observed but there are signs of encroachment upon the financial resources of the Provinces. It really does not help us, because all you do is that you take away some money from the provinces and spend it for the Centre. It does not really solve our economic problem. Our economic problem can be solved only when we can increase our national wealth. We can raise our standard of living not by just some sort of reshuffling of the sources of income, not by taking away some money from here and giving it there. It does not solve our economic problem. My complaint is. Sir that our economic problem has not been squarely faced by the Honorable the Finance Minister. He ought to have faced these difficulties and he ought to have produced a solution. He ought to have at lease made a beginning could have been made; at least he could have given us some idea that in future this was the kind of thing he was thinking of and this was the plan by which he was trying to solve our problem.......................

The Honorable Khwaja Nazimuddin (East Bengal; Muslim) [2nd March, 1948]:... Sir, I would point out that in the State where there are provinces, it is very necessary that the people of the provinces should develop and progress equally just as in the case of a carriage drawn by a pair of horses, it is no use if we have got one strong and powerful horse and the other lean and thin, the team never works. Similarly, provinces must develop and prosper together and if we are going to have one province which is economically and financially unsound, whose people are not wealthy, it is bound to affect the position of the whole state and purely from that point of view, I would like to place certain demands, if I may say so, suggestions before the Central Government. First and foremost among these is that as far as Eastern Pakistan is concerned, we must have a fair and proper share in the Armed Forces of Pakistan. This I consider very essential and it must be remembered that so long for various reasons the people of Eastern Pakistan have been almost kept out of the Armed Forces and if you are now going to place us in a position that we have got to get only a share of the new recruits, you can realize how long it will take for us to get anything like adequate representation. The Heads of the Armed Forces who have visited Eastern Pakistan have been impressed with the material that they have seen recruited in one or two battalions of the East Bengal Regiment...

They feel that there is a great possibility of East Bengal supplying a large number of people into the Armed forces of Pakistan. But unless special steps are taken to see that they get their fair and proper share, it will be difficult to ensure adequate representation of the people of Eastern Pakistan...

In conclusion, I would like again to congratulate the Finance Minister and would again ask him to remember that we in Eastern Pakistan are suffering from great handicaps. We are far away from the seat of the Central Government and we are apt to be forgotten. We are anxious to help in every possible manner to maintain the solidarity of the Pakistan State. We are mostly poor people and that is the special feature of the Pakistan State. The Pakistan State is for the poor people. It is a people's Government now and not the government of any other kind and their demands should receive the special attention of the Central Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাপ্তাহিক 'নও বেলালে' প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক 'নও বেলাল'। সূত্র: ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-৬২	৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮

এই পত্রিকাটিতে ৪ঠা মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব এবং তার সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের উপর 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সাথে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে তাতে বলা হয় :

> পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের ধারণা ছিল যে তাহাদের সংস্কৃতি, তহজিব, তমদ্দুন সকল অবস্থায়ই অক্ষুণ্ন থাকিবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলাকাধীন বিভিন্ন প্রদেশের অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান গতিকে, তাহাদের মধ্যে মজহাবী একতা ছাড়া ভাষাগত বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি এক ভাষার আধিপত্যে অন্য ভাষার প্রসার সংকুচিত হয় অথবা অন্য প্রদেশের সংস্কৃতি নষ্ট হইবার সূচনা দেখা যায় তাহা হইলে যে প্রদেশের ভাষার মর্যাদার হানি হইয়াছে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তুলনা করে পত্রিকাটি বলেন :

> সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আমলেও গভর্ণমেন্টের কারেন্সী নোটেও বাংলা ভাষার স্থান ছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের মনি অর্ডারের ফরম, ডাক টিকিট, পোষ্ট কার্ড ইত্যাদিতে বাংলার স্থান নাই।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উক্তি সম্পর্কে নওবেলাল বলেন :

> এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উজিরে আজম জনাব লিয়াকত আলী যে অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে মুসলিমদের ভাষা উর্দু। এই সব অপরিণামদর্শী ভাষণের আলোচনাও এক দুঃখজনক ব্যাপার। তবে এই সব ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে এতে বলা হয়:

> এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের উল্লেখ করিতে যাইয়া জনাব নাজিমুদ্দিন ও তমিজুদ্দিন খান যেসব অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করিয়াছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাহাদিগকে একদিন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিকট জবাবদিহি করতে হইবে। খাজা সাহেবের পারিবারিক ভাষা উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাহাদের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চায় এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করিলেন?

গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যদের উদ্দেশে পত্রিকাটি বলেন:

> এইভাবে আপনার মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারঘাত করিতেছেন, তাহারা কি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাংখা, সুখ-দুঃখ, আর্দশ প্রভৃতি রূপ পাইয়া

থাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কোন এক বিশেষ প্রভাবে পড়িয়া তাঁহারা হয়ত আপনাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিতে পারেন, তবে পূর্ব পাকিস্তানের চারি কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। কিছুতেই তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা বাংলার অবমাননা সহ্য করিবে না। তাই ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছে এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই নহে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। এই গনবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এইসব নেতাদের আসনও টলটলায়মান হইয়া পড়িবে।

সর্বশেষে পাকিস্তানের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে সম্পাদকীয়টিতে বলা হয় :

তাই পূর্বাহ্নেই আমরা কর্তৃপক্ষ মহলকে অনুরোধ করিতেছি যদি পাকিস্তানের সংহতি, ঐক্য ও সর্বোপরি শান্তি বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের মনে এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাহাদের কর্মের সংশোধন করুন। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করুন। তাহা না হইলে স্বভাবতঃই পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকিবে যে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের লোকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলাকে আস্তে আস্তে তার ন্যায্য আসন হইতে সরাইয়া ফেলা হইতেছে।*

* এই সময় ঢাকা থেকে কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত না। সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘নও বেলাল’-এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল ও বাংলা ভাষার পক্ষে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হরতাল সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-৮২	১২ই মার্চ, ১৯৪৮

১১ই মার্চের এই ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহূত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করবার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছুসংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ছিলো। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদেরকে কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসে সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যেরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিস যোগদানে ইচ্ছুক কিছুসংখ্যক লোকজনের উপর ইটপাকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হননি। খানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় কার্য বিবরণীর একটি অংশ	প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা	১৫ই মার্চ, ১৯৪৮

*   *   *   *

Mr. Dhirendra Nath Dutta: স্যার, Assembly-র বাইরে খুব গোলমাল চলছে, ছেলেদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা আমরা জানতে চাই।

Dr. Protap Chandra Guha Roy: সভাপতি সাহেব, যদিও আমাদের adjournment motion move করতে পারি নাই তাহলেও ঐ Adjournment সম্বন্ধে আমাদের House-এর Leader কোন statement দেবেন কি?

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin: Sir, the reason why I was delayed is that I was meeting the members of the Committee of Action. An agreement was signed between us and I have given orders for release of these people. There was an understanding that they would not come near the Assembly Chamber and the Secretariat; but I find that evidently they have come very near the Assembly Hall and are making demonstration. I have withdrawn all the police, under the agreement and they left them in front of the Assembly and the Secretariat building. I do not know what has been happening and I think nothing untoward will happen. This is the position, Sir, since they did not come on the road adjoining the Assembly, I do not think they will be molested.

Dr. Protap Chandra Guha Roy : Sir, ১১ তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে কোন Statement দিবেন কিনা?

The Hon’ble Mr. Khwaja Nazimuddin : এ সম্বন্ধে আলোচনা Parliamentary party meeting-এ হয়ে গিয়েছে এবং তার বিবৃতি করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা ভাল মনে করি না।

Mr. Provash Chandra Lahiri : মাননীয় সভাপতি সাহেব, House-এর বাইরে যে কি হচ্ছে এবং ছাত্র demonstrator-দের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা সেটা একবার দেখে এলে ভাল হোত।

The Hon’ble Mr. Khwaja Nazumuddin : With your permission, Sir, I would like to make a statement about what has happened (Interruption). Please listen to me. Please listen to what I have got to say (Interruption).

Mr. Speaker: I appeal to the members to follow the procedure of the House. The Hon’ble Leader of the House will make a statement on the subject and appeal to you all to listen to him.

Mr. Monoranjan Dhar : Sir, আমি নিজে দেখে এলাম এবং প্রধান মন্ত্রীর নিজে গিয়ে দেখা উচিত যে বাইরে কি হচ্ছে। সত্যই যদি এখানে ছাত্রদের উপর পুলিশের কোন অত্যাচার হয় তা হলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে।

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin : Sir, since this morning I have been in consultation with the Committee of Action which represent various organizations who have started this movement. As a result of our discussion certain agreements were arrived at and they were given permission to go to jail and see who were there. They came back and signed the agreement. I gave order for release of all people who have been in jails. They wanted me to withdraw all the police. I gave orders for the withdrawal of the police except in front of the Assembly and the Secretariat. I assured them and also gave orders that the police will be withdrawn. They should not come before the Assembly. They can go anywhere else they like provided they do not come before the Assembly. They can go to Ramna or any other place. I do not know what has happened. Why they are making demonstrations here? Here is a copy of the agreement. All the police have been withdrawn except in front of the Secretariat and the Assembly. I think the Committee of Action has been disowned, or what has happened I do not know. (Noise).

If you like 1 can read out the copy of the agreement.

"After discussion with the members of the Joint State Language Committee of Action it was agreed as follows:

1. All those who have been arrested in connection with the Bengali language issue from the 29,h February, 1948, will be released immediately.
2. The Hon'ble the Prime Minister will enquire into the alleged excesses by the police and issue a statement within a month.
3. In the first week of April, 1948 on a day reserved for the unofficial business of the East Bengal Legislative Assembly a special motion will be moved recommending that Bengali should also be one of the State languages and given the same status as Urdu in Pak Assembly and in Central Govt. examinations.

In today's party meeting this question will be discussed.

4. An official resolution will be moved in the Assembly in April proposing that as soon as English is replaced it will be by Bengali as the official language of the province, and the medium of instruction will be in Bengali but in schools and colleges the mother tongue of the majority of the students will have preference.
5. No victimization of anyone who has taken part in this movement.
6. The ban on papers will be withdrawn.
7. Wherever section 144 has been imposed in East Bengal in connection with the language question with effect from the 29th of February will be withdrawn.
8. After discussion with the Committee of Action, I am satisfied that this movement was not inspired by the enemies of the State."

Dr. A.M. Malik : মাননীয় সভাপতি সাহেব, আমাদের House-এর Leader এখন যে বল্লেন সব জায়গা হতে Police তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি দেখে এলাম Police তুলে নিয়ে Military বসান হয়েছে।

Mr. Abu Taiyab Mazharul Haque : স্যার, আপনি নিজে গিয়ে দেখুন।

The Hon'ble Mr. Khwaja Nazimuddin : এখানে Military প্রথম থেকে বসান ছিল। The military was posted here from the beginning and the police have been withdrawn from other parts. They were all over Ramna, but from all those places the police have been withdrawn and no arrests have been made, nobody is being interfered with. The arrangement was that they would not come before the Assembly or go to the Secretariat, but they could go anywhere else they liked. (Great uproar in the House).

Mr. Mafizuddin Ahmed: Sir, ১১ তারিখে যে সমস্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি?

Mr. Abdul Momin: একজনে বললে ভাল হয়।

Mr. Shamsuddin Ahmed: Sir, আমরা যখন আসি তখন বহু জায়গায় পুলিশ দেখেছি। কি agreement হয়েছে আমি তা জানি না। যাই হউক তিনি যে agreement-টা পড়লেন ওটা বহু গণ্ডগোলের ব্যাপার, তিনি যদি ব্যাপারটা নিজে গিয়ে একবার দেখে আসেন তা হলে ভাল হয়।

Mr. Muhammad Ali: Sir, fresh developments must have arisen by this time It seems the demonstrators want to come to this place because this is the only forum where the representatives of the people ventilate their grievances. Therefore the matter should be taken in session of the House. I do not suggest that the Premier should personally present and see that what their grievances are. It is better that you, Sir, your representative should find out what the demonstrators want and what their grievances are, so that we may understand what is the position, and how far it possible to redress their grievances.

Mr. Masihuddin Ahmed : সভাপতি সাহেব, আমি এই House-কে একটা সংবাদ দিচ্ছি, আপনারা জানেন যে একটা agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিন্তু এখনই শুনতে পেলাম যে Mr. Gafur ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গণে ঢুকে সেখানে মহিলা ছাত্রীদের উপর tear gas open করেছে, তার ফলে যে agreement হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তারই জন্যে বাহিরে demonstration হচ্ছে, আমি আশা করি Leader of the House বাহিরে গেলে সব বুঝতে পারবেন। মিঃ গফুর এই situation create করেছে।

* * * * * *

Mrs. Anwara Khatun : Sir, আমার একটা বক্তব্য আছে।

Mr. A. K. Fazlul Huq : On a point of order. Sir, I suggest that the Leader of the House should go out and see what is happening outside. Unless that is done we will not allow the proceedings of the house to go on. Our feelings cannot be trampled like this. This is not ছেলে খেলা।The Leader of the House must go outside just now. He must go, must go, must go.

Anwara Khatun: Sir, আমার একটা বক্তব্য আছে।

Mr. Speaker : Mr. Fazlul Huq, I am very sorry to say that what you have spoken was not on any point of order. As an old parliamentarian, you should know what a point of order is and what not a point of order is. The Leader of the House made a statement in connection with the language question. After this I cannot ask him to take any action in the matter. He is quite aware of his duties. If you so like you can request him to take further action in the matter outside the house.

Mr. Dhirendra Nath Dutta: Mr. Speaker, Sir, Mrs. Anwara Khatun কিছু বলতে চাচ্ছেন।

Mrs. Anwara Khatun : স্যার, গত ১১ই মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামি এখানে চলবে না। আমরা চাই Chief Minister সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।

* * * * *

Mr. Shamsuddin Ahmed : Sir, মেয়েদের গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই। এই মুহূর্তে সকলের resign করা উচিত।

Mr. Speaker: The House stands adjourned still 4.55 P.M.

* * * * *

After Adjournment

Mr. Mohammad Ali: Sir, I made a suggestion that you should take up the matter in your own hand as the demonstration is going on in front of the Assembly. Sir, this is the House of the representatives of the masses and when some people are demonstrating in front of us, we would like to know what are their grievances and how they can be redressed. You are the best person to take up the matter in your own hand by holding a conference in your Chamber with some of the members of the House and some representatives of the demonstrators. And then we would be in a position to know what are their grievances and whether it is within the competece of the House to redress them. I would, Sir, like to know what you propose to do with my suggestion.

Mr. Muhammad Rukunuddin : Mr. Speaker, Sir, ছেলেরা আমাদের প্রাণ; ছেলেদের শান্তি আমাদের শান্তি; তাদের অশান্তি আমাদের অশান্তি, গত ২/৩ দিন যাবৎ যা চলছে এবং আজও যা চলছে তা নিতান্তই অপ্রীতিকর। একটা compromise হওয়ায় আমরা আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়েছিলাম। কিন্তু সে compromise ভঙ্গ হয়েছে। আমাদের দেখা দরকার কি জন্য কাদের উস্কানিতে এমন একটা সুন্দর compromise ভঙ্গ হল, একটা enquiry হওয়া উচিত এবং যারা এর জন্য দায়ী তাহাদের উপযুক্ত বিচার হওয়া উচিত।

* * * * *

Point of Information Regarding Language Question (17th March, 1948).

Maulana Abdul Hamid Khan : জনাব সদর সাহেব, এখানে যাঁরা সদস্য আছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এটা বাংলা ভাষাভাষীদের দেশ, এই Assembly-র যিনি সদর তিনিও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলবেন। আপনি কি বলেন আমরা তা' কিছুই বুঝিতে পারি না, আপনি যা বলেন তার সহিত সদস্যদের discussion-এর কোন সংস্রব থাকতে পারে না। আপনি যদি বাংলায় Ruling না দেন তা হলে আমরা আপনার আলোচনার শরীক হ'ব কি করে, আমি আশা করি আপনি ruling দিবেন যেন সবাই বাংলাতে বলেন এবং আপনিও বাংলাতে ruling দিবেন।

Mr. Speaker : মাননীয় মেম্বর যা বলছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এখন পর্যন্ত এই Assembly-তে ঠিক হয় নাই যে কোন ভাষায় এই Assembly-র কাজ হবে, তা নির্ভর করে এই Assembly-র সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপর। এখনও এই রূপ কোন সিদ্ধান্ত এই Assembly-তে হয় নাই, যে পর্যন্ত এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত না হয় সে পর্যন্ত যিনি যে ভাষা জানেন তিনি সেই ভাষায় বলবেন, এটা Ruling-এর বিষয় নয়।

Moulana Abdul Hamid Khan : আপনি কোন ভাষায় বলবেন? সদর সাহেব, আমি আশা করি ইংরেজী বর্জ্জন করে বাংলা ভাষাতেই যাতে সকলে বলেন তার ব্যবস্থা করবেন।

*　*　*　*　*

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের ওপর বিতর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা	১৯ই মার্চ, ১৯৪৮

Maulana Abdul Hamid Khan : জনাব সদর সাহেব, দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শাসন ও শোষণ হ'তে মুক্তি লাভ করে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আশা করেছিল যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবে, তাদের হারান গৌরব ফিরে পাবে, তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি লাভে সক্ষম হবে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বড় আফসোসের বিষয় যে এই হাউসে জনাব অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করেছেন তা তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে করেননি। গভর্ণর জেনারেলের মনোনীত মেম্বর হিসাবে করেছেন। স্বাধীন দেশে, 'স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনও আশা করিনি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখ ও বেদনা বুঝবার তাঁর শাক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন সংশ্রব নাই। তিনি গভর্ণর জেনারেলের প্রেরিত প্রতিনিধি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল নাই। বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্ণর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত।

তারপর তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিক ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন। কিন্তু দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজুর যারা দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রাজস্ব যোগায়, তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। শতকরা ৪ জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয় জলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যুক্তবঙ্গে ১৯৪৩-৪৪ সালে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা।

পূর্ব্ব পাকিস্তান যারা হাসিল করেছে তাদের উপরই ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা করতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা শত্রুতা করে ইহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবণিতা কৃষক, মজুর, সকলে সংগবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানকে রক্ষা করার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়।

দেশের শিল্প, কৃষি, নৈতিক চরিত্র ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র দুই কোটি কয়েক লক্ষ টাকা। আমি আশা করি মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব পুলিশের ব্যয় সঙ্কোচ করে শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করবেন এবং এই বাজেট রহিত করে নূতন আকারে আনয়ন করবেন।

মাননীয় অর্থ সচিব সাহেব সেদিন বলেছেন যে জমিদারী প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাঁর ফিগার বুঝতে পারলাম না। পূবর্ব বাংলার মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষিজীবী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলে ১ কোটি লোক কি করে মারা যায়? এটা তিনি কি করে আবিষ্কার করলেন? গরীব কৃষকদের উপর জুট লাইসেন্স ফী বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবে যে এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকা সেস্ বাকি আছে। এক ময়মনসিংহ জেলায় ২৬ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত দিন ঘুমান আর সন্ধার সময় গিয়ে দস্তখত করেন। এই বাকি সেস্ আদায়ের কোন ব্যবস্থা করছেন না। যে সমস্ত গরীব কৃষক কৃষিঋণ

নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থ সচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়ীঘর নীলাম এবং জোতজমি ক্রোক করে উক্ত ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাবশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি টাকা বাকি সেস আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই হাউসে অনেক মিনিষ্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকা সেস্ বাকি পড়ে আছে। স্বয়ং অর্থ সচিব মাননীয় হামিদুল হক সাহেবেরও হয়ত সেস বাকী আছে। (হাস্য...)। যদি মন্ত্রীরা গরীব কৃষকদের মেরে মন্ত্রীত্ব করতে চান তাহলে তাহারা আর বেশী দিন মন্ত্রীত্ব করতে পারবেন না।

The Hon'ble Mr. Hamidul Huq Chowdhury : Mr. Speaker, Sir, will you ask the honorable member to take personal responsibility for the statement he has made that a large amount of cess remains in arrear so far as I am concerned?

(At this stage there was uproar in the House).

Moulana Abdul Hamid Khan: যদি মরণাপন্ন কৃষকদের প্রতি এই ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মন্ত্রীমণ্ডলীর সোনার চেয়ার ধ্বংস হবে। কৃষকদের উপর অত্যাচার করে মন্ত্রিত্ব করার অধিকার কারো নাই। আজ আর বৃটিশ শাসন নাই। আজাদ পাকিস্তানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। প্রত্যেক মানুষ চায় খাওয়া-পরা, রোগ ঔষধ, থাকার ঘর, চলাচলের রাস্তা, ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা এবং এগুলি তাদের সঙ্গত দাবী। আমি আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে জনপ্রিয়তা লাভ করবেন।

Co-operative Department-এর ঋণদান সমিতি সুদের টাকা আদায় করতে কি অত্যাচার না করে? এই Department একটি Bogus Department। গভর্ণমেন্টের কত টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক কোন কাজ হচ্ছে না। এর চেয়ে Trade Society করে Share বিক্রি করে গ্রামে গ্রামে Industry গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করলে অনেক ভাল হত।

বিনা বেতনে Civil Supply Department এ Superintendent-এর পদ পেলেও অনেকে দরখাস্ত করবে। আমি দেখেছি Civil Supply Department-এর ২০০ টাকার কর্মচারীর ঘরে Silk মশারী এবং দরজা জানালায় Silk-এর পর্দা। এরাই এই পাক পাকিস্তানকে নাপাকের Depot-তে পরিণত করেছে। এটা বড়ই আফসোসের কথা। এই নাপাকের Depot উচ্ছেদ করতে হবে। Civil Supply Deptt. দুর্নীতিপূর্ণ Department। এই Department-কে উচ্ছেদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই house-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। Muslim League-এর নির্দেশ অনুযায়ী দেশের জনসাধারণ লীগ মনোনীত কলা গাছকেও ভোট দিয়েছে। মুসলিম লীগ প্রার্থী ১ নয় ২ নয় শতকরা ৯৮টি আসন দখল করেছে। জনসাধারণ আপনাদের মুখপানে চেয়ে আছে-জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, দূনীতিপূর্ণ কন্ট্রোল প্রথা উঠে যাবে।

এই পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হচ্ছে। মদ বিক্রি করে, হারাম বিক্রির রাজস্ব দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনা হতে পারে না। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ছাড়া পাকিস্তানের উন্নতি হতে পারে না। আপনারা জানেন বহু টাকা ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আসাম গভর্ণমেন্ট মদ বিক্রি তুলে দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আলহাজ, আশা করি পাকিস্তানে নাপাক ডিপো, মদ-গাজার দোকান, বেশ্যাবৃত্তি এবং দুনীর্তিপূর্ণ Control ব্যবস্থা রাখবেন না। পাকিস্তানে পাক মানুষ বাস করবে। পাক Department থাকবে। মেম্বরদের জন্য ১০ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ আজ ৮ মাস যাবৎ সামান্য ১৫ টাকা বেতনও পাচ্ছেন না। অথচ মন্ত্রীদের বেতন ঠিক মাস মাস আদায় হচ্ছে।

Mr. Speaker: আপনার সময় হয়েছে, আপনি বসুন।

Maulana Abdul Hamid Khan: দুটি কথা। প্রাদেশিক গর্ভণমেন্ট এই যে sales-tax Central গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে Central Government-Subject করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র ১ কোটী টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমণ্ডলী কোন স্বাধীনতার বলে করলেন? Assembly-র member-দের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে? আমরা কি Central Government-এর গোলাম? বৃটিশ গভর্ণমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ Jute Tax, এমন কি Railway Tax, Income Tax, Sales Tax নিয়ে যাবে Central Govt. এই সব tax-এর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ Central Govt. কে দেওয়া হোক। এই বাজেটে মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী যাঁরা আজাদীর জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের জন্য সমস্ত জীবন উৎসগ করেছেন তাদের memorial-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই দিকে আমি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে ‘‘নও বেলালের’’ প্রতিনিধির বক্তব্য	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দিন উমর। পৃষ্ঠা-৮৩	২৫শে মার্চ, ১৯৪৮

১১ই মার্চ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক অমুসলমানদের দোকান বন্ধ ছিলো এবং ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও পাকিস্তানকে খর্ব করা, এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে সমগ্র আন্দোলনের একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজেই লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ‘নও বেলালের’ ঢাকাস্থ প্রতিনিধি প্রেরিত একটি চিঠিতে বলা হয়ঃ

> ১১ই মার্চের এত বড় ঘটনার পর পূর্ববঙ্গ সরকার যে প্রেসনোট বাহির করেন তাহা পড়িলেই বুঝা যায় প্রকৃত সংবাদকে ব্ল্যাক আউট করার জন্য সরকার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেসনোটে বলা হয় মাত্র কতিপয় বিভেদ সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের দুশমন এই ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল। শহরের সমগ্র মুসলিম এলাকা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ সরকারের মতে মুষ্টিমেয় কম্যুনিষ্ট এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মঘটে অংশ নিয়াছিল। অথচ কে না জানে ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঢাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ছাত্র পুলিশের গুলি ব্যায়নেট ও লাঠির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। অথচ সরকারের মতে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। প্রচারণার কি অপূর্ব্ব নমুনা!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও নাজিম উদ্দীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত ভাষা ও রাজনৈতিক সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি	পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দিন উমর। পৃষ্ঠা-৯০	১৫শে মার্চ, ১৯৪৮

সর্বসম্মত চুক্তিটির বিবরণ নিমণরূপঃ

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ শে ফেব্রূয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় সংহতি সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ : স্পিচেস এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান- ১৯৪৭-১৯৪৮ পৃষ্ঠা-৮২	২১শে মার্চ, ১৯৪৮

NATIONAL CONSOLIDATION

Speech at a public meeting
attended by over three lakhs of people at Dacca
on March 21,1948

Assalam-o-Alaikum! Assalam-o-AIaikum!! Assalam-o-Alaikum !!!

I am grateful to the people of this Province and, through you, Mr. Chairman of the Reception Committee, to the people of Dacca, for the great welcome that they have accorded to me. I need hardly say that it gives me the greatest pleasure to visit East Bengal. East Bengal is the most important component of Pakistan, inhibited as it is by the largest single bloc of Muslims in the world. I have been anxious to pay this Province an early visit, but unfortunately, other matters, of greater importance had so far prevented me from doing so.

About some of these important matters you doubtless know. You know, for instance, of the cataclysm that shook the Punjab immediately after Partition, and of the millions of Muslims who in consequence were uprooted from their homes in East Punjab, Delhi and neighboring districts and had to be protected, sheltered and fed pending rehabilitation in Western Pakistan. Never throughout history was a new State called upon to face such tremendous problems. Never throughout history has a new State handled them with such competence and courage. Our enemies had hoped to kill Pakistan at its inception. Pakistan has. on the contrary, arisen triumphant and stronger than ever. It has come to stay, and play its great role for which it is destined.

In your address of welcome you have stressed the importance of developing, the great agricultural and industrial resources of this province, of providing facilities for the training of the young men and women of this province for entering the Armed Forces of Pakistan, of the development of the port of Chittagong and of communications between this province and other parts of Pakistan, of development of educational facilities and finally you have stressed the importance of ensuring that the citizens of Eastern Pakistan get the due and legitimates share in all spheres of Government activity. Let me at once assure you that my Government attaches the greatest importance to these matters and is anxiously and constantly engaged in ensuring that Eastern Pakistan attains its full stature with the maximum of speed. Of the martial progress of the people of this province, history provides ample evidence and, as you are aware, Government have already taken energetic steps to provide facilities for the training of the youth of this province both in

the regular Armed Forces and as volunteers in the Pakistan National Guards. You may rest assured that the fullest provision shall be made for enabling the youth of this province to play its part in the defence of this State.

Let me now turn to some general matters concerning this province. In doing so, let me first congratulate you, the people of this Province and your Government, over the manner in which you have conducted yourselves during these seven months of trials and tribulations. Your Government and loyal, hardworking officials deserve to be congratulated on the speed and efficiency with which it succeeded in building up an ordered administration out of the chaos and confusion which prevailed immediately after Partition. On the 15th August, the Provincial Government in Dacca was a fugitive in its own home. It was faced with the immediate problem of finding accommodation for thousands of Government personnel in what was, after all, before Partition only a small mofussil town. Hardly had Government got to grips with administrative problems thus created when some seventy thousand Railways and other personnel and their families suddenly arrived in this Province, driven out of India partly by panic owing to the disturbances immediately following the Partition. There were further, owing to the wholesale departure of Hindu personnel, great gaps left in the administrative machinery and the entire transport and communication system had been disorganized. The immediate task that faced the Government, therefore, was hurriedly to regroup its forces and reorganise its administrative machine in order to avert an imminent administrative collapse.

This the Government did with extraordinary speed and efficiency. The administration continued to function unhampered, and the life of the community continued undisturbed. Not only was the administration speedily reorganized but the great administrative shortages were quickly made good, so that an impending famine was averted, and what is equally important, peace was maintained throughout the province. In this latter respect, much credit is due also to the people of this province, in particular to the members of the majority community, who showed exemplary calm and determination to maintain peace despite the great provocation afforded by the massacre and oppression of the Muslims in the Indian Dominion in the months immediately after Partition. Despite those horrible happenings, some forty thousand processions were taken out by the Hindu community during the last Puja in this province without a single instance of the breach of peace, and without any molestation from the Muslims of this province.

Any impartial observer will agree with me that throughout these troubles the minorities were looked after and protected in Pakistan better than anywhere else in India. You will agree that Pakistan was able to keep peace and maintain law and order; and let me tell you that the minorities not only here in Dacca but throughout Pakistan are more secure, more safe than anywhere else. We have made it clear that the Pakistan Government will not allow peace to be disturbed; Pakistan will maintain law and order at any cost; it will not allow any kind of mob rule. It is necessary to draw attention to these facts, namely, the building up of an orderly administration, the averting of an imminent famine and the maintenance of the supply of food to some forty million people in this

province at a time of overall food shortage and serious administrative difficulties, and the maintenance of peace, because there is a tendency to ignore these achievements of the Government and to take these things for granted.

It is always easy to criticize; it is always easy to go on fault-finding, but people forget the things that are being done and are going to be done for them, and generally they take those for granted without even realizing as to what trials, tribulations, difficulties and dangers we had to face at the birth of Pakistan. I do not think that your administration is perfect, far from it; I do not say that there is no room for improvement; I do not say that honest criticism from true Pakistanis is unwelcome. It is always welcome. But when I find in some quarters nothing but complaint, faultfinding and not a word of recognition as to the work that has been done either by your Government or by those loyal officials and officers who have been working for you day and night, it naturally pains me. Therefore, at least say some good word for the good that is done, and then complain and criticize. In a large administration, it is obvious that mistakes must be made not expect that it should be faultless; no country in the world can be so. But our ambition and our desire is that it should be as little defective as possible. Our desire is to make it more efficient, more beneficial, more smooth working. For what? What has the Government got for its aim? The Government can only have for its aim one objective - how to serve the people, how to devise ways and means of their welfare, for their betterment. What other object can the Government have and, remember, now it is your hands to put the Government in power or remove the Government from power; but you must not do it by mob methods. You have the power; you must learn the art to use it; you must try and understand the machinery. Constitutionally, it is your hands to upset one Government and put another Government in power if you are dissatisfied to such an extent.

Therefore, the whole thing is in your hands, but I advise you strongly to have patience and to support the men, who are at the helm of your Government, sympathize with them, try and understand their troubles and their difficulties just as they should try and understand your grievances and complaints and sufferings. It is by that co-operation and that good spirit and goodwill that you will be able not only to preserve Pakistan which we have achieved but also make it a great State in the world. Are you now, after having achieved Pakistan, going to destroy it by your own folly? Do you want to build it up? Well then for that purpose there is one essential condition, and it is this - complete unity and solidarity amongst ourselves.

But I want to tell you that in our midst there are people financed by foreign agencies who are intent on creating disruption. Their object is to disrupt and sabotage Pakistan. I want you to be on your guard; I want you to be vigilant and not to be taken in by attractive slogans and catchwords. They say that the Pakistan Government and the East Bengal Government are out to destroy your language. A bigger falsehood was never uttered by a man. Quite frankly and openly I must tell you that you have got amongst you a few communists and other agents financed by foreign help and if you are not careful, you will be disrupted. The idea that East Bengal should be brought back into the Indian Union is not given up, and it is their aim yet, and I am confident - I am not afraid, but it is better to be vigilant - that those people who still dream of getting back East Bengal into the Indian Union are living in a dream-land.

I am told that there has been some exodus of the Hindu community from this province. I have seen the magnitude of this exodus put at the fantastic figure often lakhs in the India Press. Official estimates would not put the figure beyond two lakhs at the utmost. In any case, 1 am satisfied that such exodus as has taken place has been the result not of any ill-treatment of the minority communities. On the other hand, the minority communities have enjoyed, and rightly so, greater freedom, and have been shown greater solicitude for their welfare than the minorities in any part of the Indian Dominion.

The causes of this exodus are to be found rather in the loose talk by some war-mongering leaders in the Indian Dominion of the inevitability of war between Pakistan and India; in the ill-treatment of the minorities in some of the Indian provinces and the fear among the minorities of the likely repercussions of that ill-treatment here, and in the open encouragement to Hindus to leave this province being sedulously given by a section of the Indian Press, producing imaginary accounts of what it calls the plight of the minorities in Pakistan, and by the Hindu Mahasabha. All this propaganda and accusations about the ill-treatment of the minorities stand belied by the fact that over twelve million non-Muslims continue to live in this province in peace and have refused to migrate from here.

Let me take this opportunity of repeating what I have already said: we shall treat the minorities in Pakistan fairly and justly. Their lives and property in Pakistan are far more secured and protected than in India and we shall maintain peace, law and order and protect and safeguard fully every citizen of Pakistan without distinction of caste, creed or community.

So far so good. Let me now turn to some of the less satisfactory features of the conditions in this province. There is a certain feeling, I am told, in some parts of this province, against non-Bengali Muslims. There has also lately been a certain amount of excitement over the question whether Bengali or Urdu shall be the State language of this province and of Pakistan. In this latter connection, I hear that some discreditable attempts have been made by political opportunists to make a tool of the student community in Dacca to embarrass the administration.

My young friends, students who are present here, let me tell you as one who has always had love and affection for you, who has served you for ten years faithfully and loyally, let me give you this word of warning: you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or other. Remember, there has been a revolutionary change. It is our own Government. We are a free, independent and sovereign State. Let us behave and regulate our affairs as free men: we are not suppressed and oppressed under the regime of a foreign domination; we have broken those chains, we have thrown off those shackles. My young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan do not be exploited and do not be misled. Create amongst yourselves complete unity and solidarity. Set an example of what youth can do. Your main occupation should be-in fairness to yourself, in fairness to your parents, in fairness to the State - to devote your attention to your studies. If you fritter away your energies now,

you will always regret. After you leave the portals of your universities and colleges then you can play your part freely and help yourself and the State. Let me warn you in the clearest terms of the dangers that still face Pakistan and your province in particular as I have done already. Having failed to prevent the establishment of Pakistan, thwarted and frustrated by their failure, the enemies of Pakistan have now turned their attention to disrupt the State by creating a split amongst the Muslims of Pakistan. These attempts have taken the shape principally of encouraging provincialism.

As long as you do not throw off this poison in our body politic, you will never be able to weld yourself, mould yourself, galvanize yourself into a real true nation. What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Baluchi, Pathan and so on. They are of course units. But I ask you: have you forgotten the lesson that was taught to us thirteen hundred years ago? If I may point out, you are all outsiders here. Who were the original inhabitants of Bengal - not those who are now living? So what is the use of saying "we are Bengalis, or Sindhis, or Pathans, or Punjabis". Now we are Muslims.

Islam has taught us this, and I think you will agree with me that whatever else you may be and whatever you are, you are a Muslim. You belong to a Nation now; you have now carved out a territory, vast territory, it is all yours; it does not belong to a Punjabi or a Sindhi, or a Pathan, or a Bengali; it is yours. You have your Central Government where several units are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a Nation, for God's sake give up this provincialism. Provincialism has been one of the curses; and so is sectionalism - Shia, Sunni, etc.

It was no concern of our predecessor Government; it was no concern of theirs to worry about it; they were here to carry on the administration, maintain law and order and to carryon their trade and exploit India as much as they could. But now we are in a different position altogether. Now I give you an example. Take America. When it threw off British rule and declared itself independent, how many nations were there? It had many races: Spaniards, French, Germans, Italians, English, Dutch and many more. Well, there they were. They had many difficulties. But mind you, their nations were actually in existence and they were great nations; whereas you had nothing. You have got Pakistan only now. But there a Frenchman could say 'I am a Frenchman and belong to a great nation', and so on. But what happened? They understood and they realized their difficulties because they had sense, and within a very short time they solved their problems and destroyed all this sectionalism and they were able to speak not as a German or a Frenchman or an Englishman or a Spaniard, but as Americans. They spoke in this spirit: I am an American' and 'we are Americans'. And so you should think, live and act in terms that your country is Pakistan and you are a Pakistani.

Now I ask you to get rid of this provincialism, because as long as you allow this poison to remain in the body politic of Pakistan, believe me, you will never be a strong nation, and you will never be able to achieve what I wish we could achieve. Please do not think that I do not appreciate the position. Very often it becomes a vicious circle. When you speak to a Bengali, he says: 'Yes you are right but the Punjabi is so arrogant'; when you speak to the Punjabi or non-Bengali, he says 'Yes, but these people do not want us

here, they want to get us out'. Now this is a vicious circle, and I do not think anybody can solve this Chinese puzzle. The question is, who is going to be more sensible, more practical, more states man-like and will be rendering the greatest service to Pakistan? So make up your mind and from today put an end to this sectionalism.

About language, as I have already said, this is in order to create disruption amongst the Mussalmans. Your Prime Minister has rightly pointed this out in a recent statement and I am glad that his Government have decided to put down firmly any attempt to disturb the peace of this province by political saboteurs or their agents. Whether Bengali shall be the official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants of this province at the appropriate time.

Let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed so far as your Bengali language is concerned. But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one State Language, no Nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State Language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu.' But, as I have said, it will come in time.

I tell you once again, do not fall into the trap of those who are the enemies of Pakistan. Unfortunately, you have fifth-columnists - and I am sorry to say they are Muslims-who are financed by outsiders. But they are making a great mistake. We are not going to tolerate sabotage anymore; we are not going to tolerate the enemies of Pakistan; we are not going to tolerate quislings and fifth-columnists in our State, and if this is not stopped, I am confident that your Government and the Pakistan Government will take the strongest measures and deal with them ruthlessly, because they are a poison. I can quite understand differences of views. Very often it is said, "why cannot we have this party or that party"? Now let me tell you, and I hope you will agree with me; that we have as a result of unceasing effort and struggle ultimately achieved Pakistan after ten years. It is the Muslim League which has done it. There were of course many Mussalmans who were indifferent; some were afraid, because they had vested interests and they thought they might lose; some sold themselves to the enemy and worked against us, but we struggled and we fought and by the grace of God and with His help we have established Pakistan which has stunned the world.

Now this is a sacred trust in your hands, i.e., the Muslim League. Is this sacred trust to be guarded by us as the real custodians of the welfare of our country and our people, or not? Arc mushroom parties led by men of doubtful past to be started to destroy what we have achieved or capture what we have secured? I ask you one question. Do you believe in Pakistan? (Cries of yes, yes). Are you happy that you have achieved Pakistan? (Cries

of yes, yes). Do you want East Bengal or any part of Pakistan to go into the Indian Union? (No, no). Well, if you are going to serve Pakistan, if you are going to build up Pakistan, if you are going to reconstruct Pakistan, then I say that the honest course open to every Mussalman is to join the Muslim League Party and serve Pakistan to the best of his ability. Any other mushroom parties that are started at present will be looked upon with suspicion because of their past, not that we have any feeling of malice, ill-will, or revenge. Honest change is welcome, but the present emergency requires that every Mussalman should come under the banner of the Muslim League, which is the true custodian of Pakistan, and build it up and make it a great State before we think of parties amongst ourselves which may be formed later on sound and healthy lines.

Just one thing more. Do not feel isolated. Many people have spoken to me that East Bengal feels isolated from the rest of Pakistan. No doubt there is a great distance separating the East from the West Pakistan; no doubt there are difficulties, but I tell you that we fully know and realize the importance of Dacca and East Bengal. I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for days, for weeks, and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact. They should come here and your leaders and members of your Government should go to Karachi which is the capital of Pakistan. But you must have patience. With your help and with your support we will make Pakistan a mighty State.

Finally, let me appeal to you-keep together, put up with inconveniences, sufferings and sacrifices, for the collective good of our people. No amount of trouble, no amount of hard work or sacrifice is too much or to be shirked if you individually and collectively make a contribution for the collective good of your Nation and your State. It is in that way that you will build up Pakistan as the fifth largest State in the world not only population as it is but also in strength, so that it will command the respect of all the other nations of the world. With these words I wish you God-speed.*

Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.

* এটিই ছিল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বাংলাদেশের একমাত্র সফর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতি গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ : স্পিচেস এ্যাজ গভর্ণর জেনারেল অব পাকিস্তান- ১৯৪৪-১৯৪৮ পৃষ্ঠা-৮২	২৪শে মার্চ, ১৯৪৮

STUDENT'S ROLE IN NATION-BUILDING
Speech at the Dacca University Convocation
on 24th March, 1948.
(Recorded by Radio Pakistan, Dacca)

Mr. Chancellor, Ladies and Gentlemen,

When I was approached by your Vice-Chancellor with a request to deliver the Convocation Address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which this University deals, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is fulfillment of that promise that I will address you now.

First of all, let me thank the Vice-Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. Vice-Chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussalman to serve his people honestly and selflessly.

In addressing you I am not here speaking to you as Head of the State, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Just as you have won the laurels in your University and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this University to enter life under a sovereign, independent State of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery; we are now a free people. Our State is our own State. Our Government is our own Government, of the people, responsible to the people of the State and working for the good of the State. Freedom, however, does not mean license. It does not means that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or the State. A great responsibility rests on you and, on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a Government. Let me tell you something of the difficulties that we

have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to findings ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new State come in to being when the Punjab and Delhi holocaust came. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over fifty lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well- established State. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the stock of that upheaval, but it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever.

There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your Province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Of late, the attack on your province, particularly, has taken a subtler form. Our enemies, among whom I regret to say, there are still some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the reabsorption of this province into the Indian Dominion. Those who are playing this game are living in a Fool's Paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of the Mussalmans of this State and inciting the people to commit acts of lawlessness. The recent language controversy, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the position, is only one of the many subtle ways whereby the poison of provincialism is being sedulously injected into this province. Docs it not strike you rather odd that certain sections of the Indian Press to whom the very name of Pakistan is anathema, should in the matter of language controversy, set themselves up as the champion of what they call your "just rights"? Is it not significant that the very persons who in the past have betrayed the Mussalmans or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the saviors of your just rights and incite you to defy the Government on the question of language? I must warn you to beware of these fifth-columnists. Let me restate my views on the question of a State language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can chose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can however, be only one lingua franca, that is, the language for inter-communication between the various provinces of the State, and that language should be Urdu and cannot be any other. The State language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this sub-continent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and above all, a language which, more than any other

provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of this State as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realizing, however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their official language if they so wished, these persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the State language of the Pakistan Centre and since they could not overlook the obvious claims of Urdu is the official language of a Muslim State; they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should be the State languages of Pakistan. Make no mistake about it. There can be only one state language, if the component parts of this State are to march forward in unison, and that language, in my opinion, can only be Urdu. I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this state or to discredit the Government. Those of you who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you, who have still to continue your studies for some time, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self seeking politician. As I said the other day, our main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents and indeed, in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your State. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world.

My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth-Columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only with to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the State who wish to serve the people with heart and soul and support them. Fourthly, consolidate the Muslim League Party which will serve and build up a really and truly great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan and it is the Muslim League whose duty it is now, as custodian of the sacred trust, to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their little fingers to help us in our struggle, May even opposed us and put every obstacle in our great struggle openly and not a few worked in our enemy's camp against us, who may now come forward and put their own attractive slogans, catch-words, ideals and programmes before you. But they have yet to prove their bonafides or that there has really been an honest change of heart in them, by supporting and joining the League arid working and pressing their views within the League Party organisation and not by starting mushroom parties, at this juncture of very great and grave emergency when you

know that we are facing external dangers and are called upon to deal with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of seventy millions of people. All this demands complete solidarity, unity and discipline. I assure you, "Divided you fall. United you stand".

There is another matter that I would like to refer to. My young friends hitherto you have been following the rut. You get your degrees and when you are thrown out of this University in thousands, all that you think and hanker for is Government service. As your Vice-Chancellor has rightly stated the main object of the old system of education and them system of Government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified Clarks Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, a state of mind that an average man, when he passed his B. A. or M. A. was to look for some job in Government. If he had it he thought he had reached his height. I know and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an M. A. earns less than a taxi driver and most of the so-called Government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality and especially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousands. Impossible. But in the competition to get Government service most of you get demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle dawn to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and field that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc; which provide so many opportunities now. Already you find that new industries arc being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will thereby benefit yourselves more than by merely going in for Government service and remaining there, in what I should say, circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your State. I can give you one instance. I know a young man who was in Government service. Four years ago he went into a banking corporation in two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is Manager in one of their firms and drawing fifteen hundred rupees a month-in just four years. These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.

Finally, I thank you again Mr. Chancellor and particularly you, Mr. Vice-Chancellor, for the warm welcome you have given me and the very flattering references made by you. I hope, may I am confident that the East Bengal youth will not fail us.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে প্রদত্ত ভাষার দাবী বিষয়ক স্মারকলিপি	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-১২১	২৪শে মার্চ, ১৯৪৮

এই সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহর কাছে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি* পেশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত এই কর্মপরিষদ মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ প্রথমতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, উহা পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা এবং পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র হওয়ার অধিকাংশ লোকের দাবী মানিয়া লওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগে কোন কোন রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটি দেশের নাম করা যায়ঃ বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), দক্ষিণ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকানারা ভাষা), মিসর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), শ্যাম (থাই ও ইংরেজী ভাষা), এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট রাশিয়া ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ এই ডোমিনিয়নের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ, সম্পদের দিক বিবেচনায় এই ভাষাকে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ আলাওয়াল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাসম্ভার দ্বারা এ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।

পঞ্চমঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, এবং এই ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পারসিক ও আরবী ভাষা হইতে গৃহীত।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে। কাজেই যে পর্যন্ত না আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত বাংলা ভাষার জন্যে এই আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া হইবে।

---

* এই স্মারকলিপিটির খসড়া তৈরী করেন কমরুদ্দীন আহমদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদায়-পূর্ব ভাষণ	কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ: স্পিচেজ এ্যাজ গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান, ১৯৪৭-৪৮। পৃষ্ঠা-১০৭	২৮শে মার্চ, ১৯৪৮

FAREWELL MESSAGE TO EAST PAKISTAN

Broadcast Speech from Radio Pakistan, Dacca on 28th March, 1948

During the past nine days that I have spent in your province, I have been studying your local conditions and some of the problems that confront East Bengal. Tonight, on the eve of my departure, I want to place before you some of my impressions. Before I do this, however, let me first cordially thank you for the great warmth and affection with which you have received me everywhere in your midst during my stay here.

From the administrative point of view, East Bengal perhaps more than any other province of Pakistan, has had to face the most difficult problems as a result of Partition. Before August 15, it existed merely as an hinterland to Calcutta, to whose prosperity it greatly contributed but which it did not share. On August 15, Dacca was merely mofussil town, having none of the complex facilities and amenities which are essential for the capital of a modern Government. Further, owing to Partition, the province's transport system had been thrown completely out of gear and the administrative machinery seriously disorganized at a time when the country was threatened with a serious food shortage. The new province of East Bengal thus came into being in the most unfavorable circumstances which might easily have proved fatal to a less determined and less tenacious people. That the administration not only survived but even emerged stronger from such setbacks as the Chittagong cyclone, is a striking tribute both to the sterling character of the people as well as to the unremitting zeal of the Government of the province. The position now is that the initial difficulties have to a great extent been overcome and, though there is no ground for complacency, there are at least reasons for quite confidence in the future. Though now undeveloped, East Bengal possesses vast potentialities of raw materials and hydro-electric power. In Chittagong you have the makings of a first-class port which in time should rank among the finest ports in the world. Given peaceful conditions and the fullest co-operation from all sections of the people, we shall make this province the most prosperous in Pakistan.

It is a matter for congratulation that despite the massacre and persecution of Muslims in the Indian Dominion in the months immediately following Partition, peaceful conditions have throughout prevailed in this province, and I have seen the minority community going about its normal day-to-day avocation in perfect security. Some migration of Hindus to the Indian Dominion there unfortunately has been, though the estimates mentioned in the Indian Press are ridiculous. I am satisfied, at any rate, that whatever movement there has been, has not in any way been due to their treatment here,

which under the circumstances has been exemplary, but rather to psychological reasons and external pressure. Indian leaders and a section of the Indian press have indulged freely in war-mongering talks against Pakistan. There has been persistently insidious propaganda by parties like the Hindu Mahasabha in favor of an exchange of population and disturbances in the Indian Dominion, in which Muslims have been persecuted, have not unnaturally given rise to fears in the mind of the minority community lest unpleasant repercussions should occur in East Bengal, even though such apprehensions have no foundation for they have been belied by actual facts. Over and above all these factors, the recent declaration by the Indian Dominion on Pakistan as a foreign country for customs and other purposes has involved the Hindu business community in serious economic difficulties and brought pressure to bear on many Hindu businessmen to remove their business to the Indian Dominion. I find that the Provincial Government have repeatedly given assurances and have at all times taken whatever steps were possible for the protection and well-being of the minority community and have done their best to dissuade them from leaving their ancestral homes in East Bengal for an unknown fate in the Indian Union.

I would like now to offer a word of advice to the people of this province. I notice a regrettable tendency on the part of a certain section of the people to regard their newly-won freedom, not as liberty with the great opportunities it opens up and the heavy responsibilities it imposes, but as license. It is true that, with the removal of foreign domination, the people are now the final arbiters of their destiny. They have perfect liberty to have by constitutional means any Government that they may choose. This cannot, however, mean that any group may now attempt by any unlawful methods to impose its will on the popularly elected Government of the day. The Government and its policy may be changed by the votes of the elected representatives of the Provincial Legislative Assembly. Not only that, but no Government worthy of the name can for a moment tolerate such gangsterism and mob rule from reckless and irresponsible people, but must deal with it firmly by all the means at its disposal. I am thinking particularly of the language controversy which has caused quite unnecessary excitement and trouble in certain quarters in this province and if not checked it might lead to serious consequences. What should be the official language of this province is for your representatives to decide.

But this language controversy is really only one aspect of a bigger problem-that of provincialism. I am sure you must realize that in a newly formed State like Pakistan, consisting moreover as it does of two widely separated parts, cohesion and solidarity amongst all its citizens, from whatever part they may come is essential for its progress, nay for its very survival. Pakistan is the embodiment of the unity of the Muslim nation and so it must remain. That unity we, as true Muslims, must jealously guard and preserve. If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis, Sindhis etc, first and Muslims and Pakistan's only incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate. Do not think that this is some abstruse proposition: our enemies are fully alive to its possibilities which I must warn you they are already busy exploiting. I would ask you plainly, when political agencies and organs of the Indian press, which fought tooth and nail to prevent the

creation of Pakistan, were suddenly found with a tender conscience for what they call the 'just claims' of the Muslims of East Bengal, do you not consider this a most sinister phenomenon? Is it not perfectly obvious that, having failed to prevent the Muslims from achieving Pakistan, these agencies are now trying to disrupt Pakistan from within by insidious propaganda aimed at setting Brother Muslim against brother Muslim? That is why I want you to be on your guard against this poison of provincialism that our enemies wish to inject into our State. There are great tasks to be accomplished and great dangers to be overcome: overcome them we certainly shall but we shall do so much quicker if our solidarity remains unimpaired and if our determination to march forward as a single united nation remains unshaken. This is the only way in which we can raise Pakistan rapidly and surely to its proper, worthy place in the comity of nations.

Here I would like to address a word to the women of Eastern Pakistan. In the great task of building the nation and maintaining its solidarity, women have a most valuable part to play, as the prime architects of the character of the youth that constitutes its backbone not merely in their own homes but by helping their less fortunate sisters outside in that great task. I know that in the long struggle for the achievement of Pakistan, Muslim women have stood solidly behind their men. In the bigger struggle for the building up of Pakistan that now lies ahead, let it not be said that the women of Pakistan had lagged behind or failed in their duty.

Finally, I would address a special word to Government servants, both Central and Provincial-that great body of pioneers, many of whom have been working under very difficult conditions in this province. Yours is a great responsibility. You must ensure that this province is given, not merely the ordinary routine services that you are bound to perform, but rather the very last ounce of selfless endeavour that you are capable of producing for your State. In the great task of building up this State, you have a magnificent opportunity. You must continue to face the future, handle your jobs with the same courage, confidence and determination as you have so far displayed. Above all, do not allow yourselves to be made the pawns of mischievous propagandists and self-seeking agitators who are out to exploit both you and the difficulties with which a new-State is inevitably faced. The Government of Pakistan and the Provincial Government have been anxiously devising ways and means whereby your housing and other difficulties, inescapable in a period of such rapid transition, may be relieved and I trust that these difficulties will soon disappear. You owe it to the great State to which you belong, to the people whom you serve and, indeed, to yourself not to be daunted by any difficulties, but to press on and go forward and maintain sustained efforts with single-minded devotion. Pakistan has a great future ahead of it. It is now for us to take the fullest advantage of what nature has so abundantly provided us with and build up a glorious and mighty State. Pakistan Zindabad !

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দাবী সম্বলিত গণতান্ত্রিক যুবলীগের পুস্তিকা	পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ	সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

গোড়ার কথা

গত ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার এক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে মিলিত হইয়া পাকিস্তান সংগ্রামে যাহারা পুরোভাগে ছিল সেই যুব সমাজ গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করিয়া পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যুবসমাজ দাবী করে সুখী ও স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে, পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং জনগণের সহযোগিতাতেই পাকিস্তান গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুবলীগ সরকারের সহযোগিতায় কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। বিগত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও খাদ্যসংকট সমাধান আন্দোলনে যুবলীগের নেতৃত্বে যুবসমাজ বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যুবসমাজ পুরোভাগে আগাইয়া আসিয়াছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বছর পার হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৭ কোটি জনসাধারণের উন্নতির জন্য যুবসমাজ কতটুকু করিতে পারিয়াছে এবং স্বাধীন সুখী পাকিস্তান গঠনের প্রতিজ্ঞা কতখানি সফল হইয়াছে যুবসমাজ তাহা আজ খতাইয়া দেখিবে।

পাকিস্তান আজও বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে আসিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষনা করে নাই। পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতার কবর দেওয়া হইয়াছে। সভা সমিতির অধিকার হরণ, বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং অর্ডিন্যান্স রাজের স্টীমরোলার আজ পাকিস্তানে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের ভাগ্যে জমি মিলে নাই। মজুরের মজুরী বাড়ে নাই। ছাঁটাইয়ের কবলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্য সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত সকলের জীবনেই সংকট গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বাধীন পাকিস্তানে খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার আকাঙ্খা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র এবং সুখী জীবনের পরিবর্ত্তে নূতন দাসত্ব এবং অনাহারের শৃংখলে জনগণ শৃংখলিত হইতেছে।

মুষ্টিমেয় লোক অগণিত জনসাধারণকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করিতেছে। মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীর স্বার্থকে পাকিস্তান এবং ইসলামের স্বার্থ বলিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইতেছে। পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি আজ মেহনতকারী মানুষের বিরুদ্ধে নির্ধারিত হইতেছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ধনিক দাসত্বই জনগণের জীবনে চরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য জনগণের সহযোগিতার আকাঙ্খা এবং যুবসমাজের পবিত্র প্রতিক্ষা আজ মেশিনগানের সামনে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সহযোগিতার আকাঙ্খাকে পাকিস্তানের দুশমনী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যুবসমাজ তাহাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞা কার্য্যকরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুবসমাজ জানে কোন একজন ব্যক্তির কৃতিত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সংগ্রামেই এই পাকিস্তান আসিয়াছে এবং সুখী পাকিস্তান গঠনের অধিকার তাহাদেরই, কোন শক্তিই জনসাধারণের পথ রোধ করিতে পারিবে না। জনসাধারণের শক্তিতে অটল বিশ্বাস লইয়াই যুবসমাজ অগ্রসর হইবে।

ঢাকায় প্রতিজ্ঞা লইবার এক বছর পরে রাজশাহী বিভাগের যুবকেরা ঈশ্বরদীতে বিভাগীয় সম্মেলনে মিলিত হইয়া সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছে। ধনিক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকে বানচাল করিয়া সুখী পাকিস্তান গঠনের জন্য নূতনভাবে প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। সম্মেলনে আন্দোলনের জন্য একটা ইস্তাহার এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কৃষক-মজুরকে তাহাদের শ্রেণী সংগঠন সংঘবদ্ধ করিয়া জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিবার জন্য যুবসমাজ প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। খাদ্য সংকট প্রতিরোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ছাঁটাই বন্ধ, জমিদারী উচ্ছেদ, চিকিৎসার পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সংকটের হাত হইতে শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে। সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাহার এবং প্রস্তাবাদী কার্য্যে পরিণত করিতে যুবসমাজ আপোষহীন সংগ্রাম করিবে। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে যুবলীগ যুবসমাজকে আহ্বান জানাইতেছে। দিকে দিকে যুব সংগঠন করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য যুবলীগ আবেদন জানাইতেছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয় নাই। জনগণের মুক্তি জন্য আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। বৃটিশের শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের সংগ্রাম। আজও শোষণ বন্ধ হয় নাই। নূতনভাবে শোষণ আরম্ভ হইয়াছে। দেশী বিদেশী কোন শোসককেই আমরা বরদাস্ত করিব না। সমস্ত রকমের শোষণ ধ্বংস করিয়া গণআজাদী প্রতিষ্ঠার জন্যই যুবসমাজ সংগ্রাম করিয়াছে। গণআজাদী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুবসমাজ থামিবে না। পূর্ণ আজাদী এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুবসমাজ যে প্রতিজ্ঞা নিয়াছিল সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবে পালনে করিবেই। কোটি কোটি মজলুম মানুষের জন্য পূর্ণ আজাদী হাসিল করিবেই। গণতান্ত্রিক যুবলীগ তাই এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যুবসমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

মোঃ একরামুল হক
প্রকাশক

ইস্তাহার

গত বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের সাতশত যুবক কর্মীর সহযোগিতা ও চেষ্টার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক ''যুবলীগ'' জন্মলাভ করে। যুবলীগের গঠনের পিছনে মূল প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন, সুখী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা। সেই জন্য গত যুব সম্মেলনে প্রগতিশীল আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি ''গণদাবীর সনদ'' রচিত ও গৃহীত হয়, সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যুবশক্তির নিকট আহ্বান জানান হয় এবং এই পথে রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার কাজে সরকারকে সকল রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পরে পুরা এক বছর চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের মজুর কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে গত যুব সম্মেলনে যে গণদাবীর সনদ রচিত হইয়াছিল, যে প্রেরণা ও চেতনা লইয়া যুবকগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল গত এক বছরে তাহার কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে? আমরা কি পূর্ণ স্বাধীনতা, সুখ ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছি, না ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পাকে জড়াইয়া পড়িতেছি, দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা কমিতেছে না আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দশা, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও বৃটিশ আধিপত্যের জন্য দায়ী কে এবং কোন পথেই বা ইহার আবসান হইতে পারে, ইহাই আজ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যুবকের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যে ''গণদাবীর সনদ'' আমরা গত ঢাকা সম্মেলনে গ্রহণ কায়িছিলাম তাহা কোন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব, বর্ত্তমান সরকার দ্বারা ঐ সনদকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা এবং তাহা সম্ভব না হইলে কোন কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে আমরা অগ্রসর হইব এই সকল মূল প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়ার ফলেই আমাদের ''গণদাবীর সনদ'' একটি আদর্শ পরিকল্পনাই মাত্র রহিয়া গিয়াছে, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সংগ্রাম আজও গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে প্রথম কিছুটা কর্ম্মচাঞ্চল্যের পরেই যুবলীগ ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। আমাদের এই ঝিমাইয়া পড়া অবস্থার কারণ ইহাই নয় যে পাকিস্তানের যুবলীগ আজ নির্জীব ও অকর্ম্মণ্য বরং একথা খুব জোরের সাথেই বলা চলে যে বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দশা আজ কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত যুবককে যত বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, যত বেশী কর্ম্মপ্রেরনা সৃষ্টি করিয়াছে অতীতে কোনদিনই এরূপ হয় নাই। যুবকগণ আজ একথা বুঝিয়াছে যে শুধুমাত্র একটা আদর্শ প্রোগ্রাম হাজির করিলে বা তাহাকে প্রচার করিলেই চলিবে না। তাহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সক্রিয় কর্ম্মপন্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের গত সম্মেলন সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ দিতে পারে নাই সে জন্যই আজ পাকিস্তানের যুবশক্তি বিপুল কর্ম্মক্ষমতা লইয়াও বর্ত্তমান অবস্থার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হইয়া রহিয়াছে। অতীতে দেখা গিয়াছে যখনই তাহাদের কাছে সংগ্রামের আহ্বান আসিয়াছে তখন তাহাতে সাড়া দিতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করে নাই।

গত বাংলা ভাষা আন্দোলন দুটি সত্য আমাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরে। প্রথমতঃ একথা পরিষ্কার ধরা পড়ে যে আমাদের গণদাবীর সনদের সর্ব্বনিম্ন দাবী বাংলা ভাষার অধিকার অর্জন করিতেও যুবশক্তি বর্ত্তমান শাসক শ্রেণীর কাছ হইতে লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস ও জেল পাইয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় আমাদের সনদের অন্যান্য মূলদাবী আদায় করিতে হইলে আমাদিগকে কি বিরাট বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দেখা যায় যে, পাকিস্তানের যুবশক্তি বর্ত্তমান শাসক শ্রেণীর সকল আঘাত উপেক্ষা করিয়াও আন্দোলনের আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়াছে।

''বাংলা ভাষা আন্দোলনের'' শিক্ষা আমরা ঠিকমত বুঝিয়া সময়মত নেতৃত্ব না দিবার ফলেই বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের যুব আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে। আমাদের গণদাবীর সনদ শুধুমাত্র কাগজপত্রের থাকিয়া গিয়াছে।

যুব আন্দোলনকে নূতন ও উচ্চস্তরে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইলে অবিলম্বে প্রয়োজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গত এক বছরের রাজনৈতকি ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া নূতন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। সামান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিলেই ''গণদাবীর সনদই'' যুব আন্দোলনের মূল প্রোগ্রাম হিসাবে এখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে কিন্তু মুহূর্ত্তের প্রয়োজন হইল উক্ত প্রোগ্রামকে কার্যকরী করিবার আন্দোলন গড়িয়া তোলার সম্বন্ধে কর্ম্মপন্থা নির্ধারণ করা।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৮-আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি

গত ঢাকা সম্মেলনে যে ''গণদাবীর সনদ'' গৃহীত হয় তাহাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, আর্থিক গণতন্ত্র, কৃষি পুনর্গঠন, শিল্প বিপ্লব প্রভৃতি মূলদাবীর কথা বলা হইয়াছে। এই সনদের অর্থই হইল পরাধীন দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বুনিয়াদের উপর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতে যে বদ্ধপরিকর গত এক বছরের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলেই তাহা ধরা পড়ে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

আমাদের দাবী ছিল পাকিস্তান বৃটিশ সাম্রাজের বাহিরে একটি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম গণরাষ্ট্র হোক অথচ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলী সার্বভৌম ঘোষণা না করিয়া ইংরাজ রাজার জন্ম দিবস পালন করিল। কায়েদ-এ-আজম পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন যে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকাই তাঁহার ব্যক্তিগত মত। এখনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কার্য্যে ইংরাজ গভর্ণর, উপদেষ্টা ও বড় বড় অফিসার নিযুক্ত থাকিয়া গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা লুটিতেছে, আমাদের রাষ্ট্রের উপর তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিতেছে। ইহাই কি স্বাধীনতা? এই সকল ঘটনা হইতেই পরিস্কার বোঝা যায় বর্ত্তমান প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, মেকি স্বাধীনতা মাত্র।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হউক। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অথচ বর্ত্তমান শাসক শ্রেণী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বদলে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের উপর জোর দিতেছে। খুশীমত যে কোন প্রদেশের অধিকার হরণ করিতেছে (সিন্ধু হইতে করাচীকে বিচ্ছিন্ন করা) সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করিবার এমন কি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার হাত হইতেও ক্ষমতা কাড়িয়া সমস্ত ক্ষমতা বড় লাটের হাতে কেন্দ্রীভূত করিতেছ। ইহাই কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা?

মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার?

আমাদের সনদে দাবী করা হইয়াছিল প্রত্যেক বয়স্ক লোকের ভোটাধিকার চাই কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সকল নির্ব্বাচনই ইংরাজ মার্কা পদ্ধতিতেই চলিয়াছে। অর্ডিন্যান্স করিয়া জনগণের অধিকার হরণ করা চলে কিন্তু অধিকার দান করা চলে না।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম ব্যক্তিস্বাধীনতা চাই অর্থাৎ মতামত প্রকাশের, সভা ও সমিতি, শোভাযাত্রা, সংগঠন গঠনের, পত্রিকা ও প্রকাশের, বিক্ষোভ ও প্রদর্শন ও ধর্ম্মঘটের, বিনা বিচারে আটক না রাখার স্বাধীনতা চাই। কিন্তু গত এক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে একথা জোরের সাথেই বলা যায় যে, আজ যেভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে এবং সকল রকমের বিরোধিতা ও সমালোচনার টুটি টিপিয়া বন্ধ করা হইতেছে, ইংরাজ আমলেও ইহার চাইতে বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ, গোয়েন্দা ও কায়েমী স্বার্থের দল হাত ধরাধরি

করিয়া আজ সকল রকম প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংস করিতেছে এবং তাহারাই পাইতেছে শাসকমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন। খুশীমত ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা সমিতি বন্ধ করা, যে কোন রকম মজুর কৃষক আন্দোলনকেই বে-আইনী কাজ হিসাবে দমন করা, যথেচ্ছাভাবে খানাতল্লাশী চালানো, গোয়োন্দা বিভাগের অঙ্গুলী হেলনে যে কোন ব্যক্তিকে যত দিন খুশী বিনা বিচারে আটক রাখা বা প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করা আজ প্রতিদিনের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত বৎসরের লড়াই ও ত্যাগের মধ্য দিয়া যতটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর হাতে তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ''পঞ্চম বাহিনী'', ''রাষ্ট্রের শত্রু'', ''কমিউনিষ্ট'' প্রভৃতি মামুলী আখ্যা দিয়া চরম দমননীতি প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমানে মন্ত্রীসভা সমস্ত ক্ষমতা নিজের মুষ্ঠির মধ্যে আনিয়া পুলিশ, গোয়েন্দা ও ধনিক শ্রেণীর খেয়ালের উপর পূর্ব্ব পাকিস্তানের পৌনে পাঁচ কোটি লোকের ভাগ্য ছাড়িয়া দিয়াছে। জমিদার, জোতদার, মিল মালিক প্রভৃতি ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগে এরূপ যে কোন আন্দোলনকেই দমন করা ও রাষ্ট্রের শত্রু আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের স্বরূপ ধরা পড়ে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর নির্ম্মম আঘাত হানার মধ্যে দিয়া ইহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারবিরোধী মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা দাবী করিয়াছিলাম বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলী তাহার কোন মর্য্যাদাই দেয়া নাই।

আর্থিক গণতন্ত্র?

কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কিরূপ তাহা ভালবাবে বুঝিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণ ও জুলুমের ভিত্তিতে গঠিত অর্থাৎ দেশের শতকরা ৯৫ জন লোককে শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের স্বার্থেই খাটিয়া মরিতে হয়, যে দেশে বড় বড় মোটা বেতনের আমলা পুষিয়া গরীব কেরানী ও মজুরকে ছাঁটাই করা হয়- এ কথায় বলিতে গেলে যে দেশে অর্থনৈতিক সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই সে দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। ইংরাজ সরকার তাহার শোষণ ও শাসন বজায় রাখিবার জন্য আমাদের দেশে একদিকে জমির উপর একদল পরগাছা সৃষ্টি করিয়াছে অপর দিকে শিল্পের দিক দিয়া আমাদের দেশকে অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছে। মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বার্থে কোটি কোটি কৃষককে শোষণ করা হইতেছে এবং অপর দিকে বেকারের দল সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের আজাদীর লড়াইয়ের মূল কথাই ছিল ইংরাজের তৈরী অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া সেই স্থলে নূতন গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করা। আমাদের নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই হইবে বিনা খেশারতে জমিদারী প্রথা ধ্বংস করিয়া কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা এবং যে সকল ক্ষেত্রে একজন লোকের হাতে অধিক পরিমাণে আবাদী জমি একীভূত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা গরীব কৃষক ও দিনমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা। যাহারা চাষের হাল-বলদ কিনিতে পারিতেছে না, জমিতে সার দিতে পারিতেছে না তাহাদিগকে সরকার হইতে সাহায্য করা। অথচ বর্তমান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের যে বিল আনিয়াছে তাহাতে ''শিশু রাষ্ট্রের'' পকেট হইতে ৪০ কোটি টাকা খেসারত ব্যবস্থা হইয়াছে, জোতদারকে ২০০ শত বিঘা জমি রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, জমিদারের ঋণ লাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, জমিদার জোতদারের জন্য সকল রকমেরই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু এই বিলের ফলে কৃষক কি পাইবে, আধিয়ার ও দিনমজুরের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন হইবে শুধু সেইটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বিল কৃষকের স্বার্থে রচিত হয় নই- জমিদারের স্বার্থেই রচিত।

কর্ম্মচারী, কেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নীতির অর্থ এই যে, যে দেশের কোটি কোটি লোকের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, ঘরে বাতি নাই সে দেশের মন্ত্রী বা উচ্চ অফিসারদের কখনও মাহিনা, ভাতা প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ হাজার টাকা মাসিক আয় বরদাশত করা চলে না। যাহারা একজন রেলমজুরকে ও একজন প্রাইমারী শিক্ষককে ১৫/২০ টাকা মাহিনা দিতে লজ্জা বোধ করে না তাহারা নিজেরাই বা

পাঁচ হাজার টাকা লয় কিভাবে ও ইংরাজ আমলের অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া পুষিতেছে কিভাবে? বর্ত্তমান অবস্থায় কোন মজুর ও কর্ম্মচারীর বেতন ও ভাতা ১০০ টাকার কম হইতে পারে না এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই বেতন ৫০০ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। অথচ আমাদের সরকার মুখে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের শোষণ ও অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখিতেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃটিশ আমলকেও লজ্জা দেয়।

শিল্প বিস্তারের ব্যাপারে সরকার মজুর ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে না জমিয়া কোটি কোটি টাকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে, যাহা দিয়া নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা, পুরাতন শিল্পকে প্রসার করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই পথেই তাহারা জনসাধারণের আয় বাড়াইয়াছে, জিনিষের দর কমাইয়াছে এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মুষ্টিমেয় ধনিক, রাজা, জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী তাহাদের শত্রু হইয়াছে বটে কিন্তু দেশের কোটি কোটি মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত রাশিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্যই দেখা যায় যুদ্ধের নিদারুন ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ কেবলমাত্র নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়াও পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করিয়া অতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আর মার্কিন ধনকুবেরগণের সাহায্য লাভ করিয়া পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, চিয়াংকাইশেকের চীন প্রভৃতি কেবল সম্মেলন করিয়া বেড়াইতেছে ও অর্থনৈতিক সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে।

যাহারা নিজের দেশের ধনিকদের তোষণ ও লালপালন করে অর্থের জন্য তাদেরই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হাত পাতিতে হয় এবং তদ্বারা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিদেশী প্রভুদের হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনিতে হয়। এইভাবেই অর্থনৈতিক গোলামী হইতে রাজনৈতিক গোলামীর সৃষ্টি হয়।

সেইজন্য পাকিস্তান সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ধনিক তোষণ ও কৃষক মজুর আন্দোলনে ধ্বংসের পথ গ্রহণ করিয়াও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বৃটিশ ও আমেরিকার লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলেই নেতারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদের বদলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার কথা বলিতেছেন, রাজার জন্মদিবস পালন করিতেছেন। ইহা আজাদীর পথ নয়, গোলামীর পথ, শিল্প বিস্তারের পথ নয়, বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের শিল্পবিস্তার বন্ধ রাখার পথ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বদলে অর্থনৈতিক দাসত্বের পথ।

সত্যিকারে, আজাদীর শিল্প বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে বর্তমানে শাসকমণ্ডলী অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করিয়া মিল মালিক, জমিদার, জোতদার, বিদেশী পুঁজিপতি, মুনাফাখোর, বড় ব্যবসায়ী ও মোটা বেতনের দেশী-বিদেশী অফিসারদের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া চলা আজ অসম্ভব। হয় ধনিকের শাসন ধ্বংস করিয়া মেহনতকারী জনসাধারণকে বাঁচাইতে হইবে আর না হয় মেহনতকারী জনসাধারণকে বুভূক্ষু রাখিয়া ধনিকের ধন-দৌলত বাড়াইতে হইবে। কোন দেশ কোন পথে যাইবে তাহা নির্ভর করে সেই দেশের শাসক শ্রেণী কোন দলের প্রতিনিধি তাহার উপর। সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহে কৃষক, মজুর ও গরীব মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিয়াছে সেই জন্যই সেখানকার জনগণ আজ খাঁটি আজাদী গণতন্ত্র ও সুখ ভোগ করিয়াছে, আর উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। গত এক বৎসরের কার্য্যকলাপের ফলে একথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করিতেছে এবং সেই জন্যই দেশবাসীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। সরকার বলে ‘‘সময় দাও’’ কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে এক বৎসর সময় আমরা দিলাম তাহা কাহার স্বার্থে কিভাবে ব্যবহার করা হইল? এই এক বৎসরে কি তাহারা বৃটিশ সম্পর্কোচ্ছেদ, ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ, চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরী ধ্বংস ও কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের উন্নতির

কাজে ব্যয় করিয়াছে, না দেশী বিদেশী ধনিক তোষণ ও গরীব হত্যার কাজে ব্যয় করিয়াছে? সময় পাইলেই যদি ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদ হইত, জনসাধারণ পেটে ভাত, পরনে কাপড় পাইত তাহা হইলে আমেরিকা ও ইংলেণ্ডে আজ কোটিপতিরা দেশের মালিক কেন? সেখানকার মজুরদেরও মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করিতে হয় কেন? আর মাত্র ২/৩ বৎসর সময়ের মধ্যে আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিল কেন?

সময় পাইলেই সব ঠিক হইবে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সরকারী কর্তৃপক্ষ কাহার স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছে-ধনিকের না গরীবের? এটাই হইল আসল প্রশ্ন। যে সরকার ধনিকের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহাকে সময় দেওয়ার অর্থ ধনিকের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সুযোগ দেওয়া মাত্র।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-

যে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের স্থান নাই; সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আশা করা বৃথা।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম সকলের কাজ করিবার অধিকার চাই, গ্রামে গ্রামে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার স্কুল চাই, প্রতি ইউনিয়নে সরকারী ডাক্তার চাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার কোনটাই আমরা পাইতেছি না এবং পাইবার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। প্রত্যেকের কাজের অধিকারের বদলে পাইতেছি বেকার সমস্যা; গ্রামে গ্রামে স্কুলের পরিবর্তে বর্তমানে সামান্য কয়টি স্কুল ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের খেয়ালমত ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি। স্বাস্থ্যের উন্নতি দূরের কথা সরকারী খরচে মাত্র যে কয়জন Health Assistant টিকা, ইনজেকশন দিবার জন্য রাখা হইয়াছে তাহাদেরও বরখাস্তের বন্দোবস্ত হইতেছে। শ্রমিক, কৃষক, নারী জাতি প্রভৃতির জন্য আমরা যে সকল অধিকার দাবী করিয়াছিলাম, একটি সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার যে আর্দশ, যে কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম বর্তমান শাসকমণ্ডলীর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। গত এক বছরে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা দূরে থাকুক পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নূতন অধিকার দানের বদলে পুরাতন অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বর্তমান শাসক শ্রেণী খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না অথচ খবরের কাগজে বিবৃতি দিতেছে যে দেশে খাদ্য সমস্যা নাই। কোন জিনিষেরই দর কমাইতে পারিতেছে না। সকল রকমের কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে বিরাট আকারে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে লোকের আয় ক্রমেই কমিতেছে আর ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ সরকারী কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু রেল শ্রমিক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যখন নিজ নিজ ইউনিয়ন মারফত বর্তমান ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতির দিকে আগাইয়া আসে তখন সরকার ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, বদলী, ১৪৪ ধারা জারী প্রভৃতি দ্বারা ইহার জবাব দেয়। কাপড় ও চিনির কলের মালিকরা যখন উৎপাদক মজুর শ্রেণী, ক্রেতা ও মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুট করে তখন সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করে। অথচ মজদুর শ্রেণী যখন বাধ্য হইয়া জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, ছুটি প্রভৃতির দাবী লইয়া আন্দোলন ও ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হয় তখন সরকার মিল মালিকের পক্ষেই হস্তক্ষেপ করাকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে। আমরা আজাদী পাইয়াছি, কিন্তু এখনও রেল শ্রমিক ও যাত্রীদের শোষণ করিয়া কোটি কোটি টাকা ইংরাজ পুঁজিপতিদের জন্য বিলাতে পাঠাইতে হয়। যে সকল ইংরাজ অফিসার আমাদের দেশে চাকুরী করার নামে শোষণ ও শাসনের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের বুকের রক্ত দিয়া হাত রাঙ্গাইয়াছে, সেলামীস্বরূপ তাহাদের পেনসনের টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। অথচ আমাদের দেশেরই গরীব মজুর ও শিক্ষকের দল না খাইয়া থাকে।

আমরা দাবী করিয়াছিলাম অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান। অথচ আমরা পাইতেছি একদিকে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অর্থনৈতিক একাধিপত্য, মোটা বেতনভোগী, ভোগ-বিলাস ও অপরদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন কঙ্কালসার দরিদ্র জনসাধারণ- ইহাই কি ইসলামী সমাজতন্ত্র? না সমাজতন্ত্রের নামে প্রবঞ্চনা?

শিল্প বিপ্লব

গত এক বছর হইল সরকারীমহল হইতে আশার বাণী শুনান হইতেছে যে পাকিস্তানে শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা প্রচুর। এক বিশেষ কমিটি গঠিত হইতেছে, ইংরাজ বিশেষজ্ঞদিগকেও মোটা টাকা দিয়া পরামর্শ দিবার জন্য আনা হইতেছে, কিন্তু অবস্থার একচুলও পরিবর্ত্তন হয়নি। বাস্তব কর্মপন্থা ভিত্তিতে একটি কাজও শুরু হয়নি। আমাদের সরকার যতদিন বৃটিশ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়া পাকিস্তানের শিল্প বিস্তারের চেষ্টা করিবে ততদিন পর্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে একধাপও অগ্রসর হইবে না। পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রয়োজনের চেয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনই তাহাদের কাছে ঢের বড় কথা এবং এইদিকে নজর রাখিয়াই তাহারা সব কিছু করিবে। মার্শাল পরিকল্পনা মারফৎ পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে যেভাবে পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে এই সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরেরা পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে মোটেই ছাড়িবে না। অথচ আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাদেরই দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। আমেরিকার কাছ হইতে তাহাদের শর্ত্তে টাকা ধার করা বা আমেরিকার পুঁজিপতিগণকে দেশে শিল্প বিস্তারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবারই শামিল হইবে একথা যে কোন সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে। অথচ চোখের উপরই দেখিতেছি পূর্ব্ব ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বসুলভ শর্তে দেওয়া ঋণ ঘৃণায় প্রত্যাখান করিয়া নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক দ্রুতগতিতে শিল্প বিস্তার করিতেছে। ১৯৭১ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের দেশের মত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা বিকাইয়া না দিয়া নিজ শক্তির উপর ভরসা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও অতি দ্রুত শিল্প বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করিয়াও গত এক বছরে এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারেন নাই কেন?

সোভিয়েট রাশিয়া পরাধীন দেশ শোষণ করিয়া বা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হইতে ঋণ করিয়া শিল্প বিস্তারের টাকা জোগাড় করে নাই। তাহারা টাকা জোগাড় করিয়াছে সকল কলকারখানা, খনি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক ও আভ্যন্তরীণ ও বহির্বার্ণিজ্য ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে দখল করিয়া রাষ্ট্রের হাতে আনিয়া জারের আমলের সকল ধার-দেনা অস্বীকার করিয়া। দেশী ও বিদেশী ধনিকদের হাতে মুঠা হইতে অর্থনৈতিক আধিপত্র কাড়িয়া লওয়ার ফলে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বাড়িয়াছে ও জিনিষের দর কমিয়াছে- এককথায় বলিতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক দিয়াই আমরা যেন আরও পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইতেছি। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ জোর করিয়া আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে- ইহাই হইল আমাদের গত এক বছরের অভিজ্ঞতা।

গণপরিষদ

স্বাধীন দেশের গঠনতন্ত্র রচনার ফলে যে মুষ্টিমেয় লোকের ভোটে এবং পরোক্ত নির্বাচন দ্বারা গণপরিষদ গঠিত হইয়াছিল এক বছরে একমাত্র পতাকা নির্ধারণ ছাড়া তাহা কোন কাজই করে নাই। জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য নামেমাত্র একটি গণপরিষদ খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের গণপরিষদের অগণতান্ত্রিক ভিত্তি ও স্থবিরতা একটি লজ্জার বিষয় হইয়াছে। এইরূপ একটি গণপরিষদের কাছ হইতে আমরা বিপ্লবী পরিবর্তন আশা করিতে পারি কিভাবে? সকলের মনেই আজ এ প্রশ্ন জাগিতেছে বর্ত্তমান পরিষদ কি কালের দাবীর সহিত তাল মিলাইয়া পুরাতন বৃটিশ

রচিত সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লবী পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবে? একথা আজ লজ্জার সাথে স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্ত্তমান গণপরিষদ পাকিস্তানবাসীকে সকল দিক হইতেই নিরাশ করিয়াছে।

আমাদের ভবিষ্যৎ

গত এক বছরের অভিজ্ঞতা আগামীকালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আশান্বিত করিয়া তুলিতেছে না। বরং এই আশংকাই আমাদের মধ্যে প্রবল যে, বর্তমান অবস্থার গতিরোধ করিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিবে। মাত্র কয়েকজন লোকের স্বার্থে পাকিস্তানের কোটি কোটি জনসাধারণের সকল অধিকার হরণ করিয়া একটিমাত্র গোষ্ঠীর একনায়কত্ব জাঁকিয়া বসিবে। ইহাদেরই স্বার্থে এবং খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের সকলের স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাদেরই সুখ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের সুখ বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদের অধিকার কায়েম রাখিতে আমাদের সকলের অধিকার হরণ করা হইবে। পাকিস্তানের যুবসমাজ শাসকমন্ডলীর এই গণবিরোধী নীতি, গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও শোষকমূলক ব্যবস্থা কখানো মুখ বুজিয়া মানিয়া লইতে পারে না। সরকার যদি মনে করিয়া থাকে একমাত্র দমন নীতির সাহায্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিব, কৃষক, মজুর, ছাত্র ও যুব সংগঠন ধ্বংস করিয়া দিব, তাহা হইলে তাহারা চরম ভুল করিয়াছে; ইতিহাস হইতে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে নাই। লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে কখনও গণআন্দোলন ধ্বংস করা যায় নাই। হিটলার-মুসোলিনী হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর কোন দেশের শাসক শ্রেণীই যে কাজে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই পাকিস্তান সরকারের সেই চেষ্টা করা বৃথা। পাকিস্তান সরকার যেন এ কথা না ভুলে যে, আজ যাহারা গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদেরই এক বিরাট অংশ বর্ত্তমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী। শুধুমাত্র ‘পঞ্চম বাহিনী’, ‘রাষ্ট্রের শত্রু’ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া লোক চক্ষে তাহাদের হেয় করিবার চেষ্টা বৃথা। যে প্রেরণা লইয়া আমরা একদিন পাকিস্তান হাসেল করার আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলাম যদি প্রয়োজন হয় তাহার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়াই বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে পাকিস্তানের যুবশক্তি ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সরকারের কোন হুমকি তাহাকে সফলচ্যুত করিতে পারিবে না।

যুবসমাজের প্রতি

বর্ত্তমান সরকারের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, কৃষক-মজুর আন্দোলন ও তাহাদের সংগঠন ধ্বংস করা ও জমিদার, মিল মালিক তোষণ, ছাঁটাই ও বেতন বৃদ্ধি না করা প্রভৃতি কার্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিবার জন্য আমরা পাকিস্তানের যুব সমাজের কাছে উদাত্ত আহবান জানাইতেছি, এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে সরকার তাহার গণবিরোধী নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে। না হয় মজুর, কৃষক, গরীব, মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বমূলক নূতন সরকার বর্ত্তমান সরকারের স্থান গ্রহণ করিবে। যে সরকার গণবিরোধী কার্য্যের দ্বারা আস্থা হারাইয়া ফেলে যে সরকার দেশের লোকের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু লাঠি ও জেলখানার সাহায্যে দেশ শাসন করে গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী তাহার একদিনও টিকিয়া থাকিবার অধিকার নাই।

যুবসমাজই জাতির মেরুদন্ড। সেইজন্য তাহাদের কাছে আমাদের আহবান আপনারাই আগাইয়া আসিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব দিন। কৃষক, মজুর, ছাত্র, কর্ম্মচারী প্রভৃতির যে সকল নিজস্ব শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান তাহার সাথে যুবলীগের কোন বিরোধিতা নাই বরং তাহাদের সহযোগিতাতেই একমাত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। যুবলীগের মধ্যে থাকিয়াও যেন কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সভ্যভূক্ত হন এবং কৃষক সমিতি ও মজুর ইউনিয়নের সংগে সহযোগিতা করেন। তাহাদের দাবী-দাওয়া লড়াই করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষক-মজুরের আন্দোলনকে বাদ দিয়া কোন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কোন

দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তাহার প্রকৃত প্রমাণ মিলে সেই দেশের শাসক শ্রেণীর কৃষক-মজুরের দাবী-দাওয়া ও তাহাদের আন্দোলনের প্রতি মনোভাবের মধ্য দিয়া। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় মুখে গণতন্ত্রের বুলি ও কার্যে নিগ্রো নির্যাতন ও কৃষক-মজুর শোষণ কখনো গণতন্ত্রের নীতি হইতে পারে না।

পাকিস্তানে এমন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন গড়িয়া উঠুক যাহা দুনিয়ার প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের পাশে সমমর্য্যাদা লইয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রাম, বন্দর ও কলকারখানায় যুবলীগের শাখা গঠন করিতে হইবে। তাহাদের দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কার্যসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহবান জানানো যাইতেছেঃ

১। অবলিম্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ আজাদী ঘোষণা করিতে হইবে। আগামী অক্টোবরের বৃটিশ উপনিবেশ সম্মেলনে যোগদান করা চলিবে না। বৃটিশ আমলের কোন ইংরাজ অফিসারের পেনসনের খরচ পাকিস্তান সরকার বহন করিতে পারিবে না। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের ষ্ট্রালিং পাওনা কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে- কোন রকম দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি করা চলিবে না।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে নূতন গণপরিষদ মারফৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৩। ভাষার ভিত্তিতে স্বয়ং শাসন অধিকার সম্পন্ন প্রদেশ গড়িবার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে।

৪। সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারর স্বীকার করিতে হইবে।

৫। জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে।

৬। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। কৃষকের ঋণ মকুব করিতে হইবে। ক্ষেত-মজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে হইবে।

৭। বড় বড় শিল্প, বড় ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি জাতীয়করণ করিতে হইবে। শ্রমিকদের খাটুনির সময় আট ঘন্টা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং বাঁচার মত মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ব্যাঙ্ক, চা বাগান, খনি ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। মার্শাল প্লান অথবা অন্য কোন বিদেশী মূলধন জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তে গ্রহণ করা চলিবে না।

৯। বিনা ব্যয়ে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালূ করিতে হইবে।

১০। রাষ্ট্রের খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। জনগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জনগণের সামরিক বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১২। নারীদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ একরামূল হক কর্তৃক এই ইস্তাহার উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

যুবসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও
আমলাতান্ত্রিক গাফিলতির মুখোশ খুলিয়া দাও
জনগণের প্রতিরোধ গড়িয়া তোল

পূর্বপাকিস্তানে খাদ্যসমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়া যশোহর জেলায় ৪০ টাকা, খুলনায় ৩৮ টাকা, পাবনা নদীয়ায় ৩৫ টাকার উপরে চাউলের দর চলিতেছে। ২২/২৪ টাকার নীচে কোন জেলাতেই চাউল পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় বলিতে গেলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে খাদ্যের মূল্য জনসাধারণের নাগালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা দ্বিতীয় খাদ্য সংকট।

এই সংকট সমাধানে সরকারের তরফ হইতে এক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনই চেষ্টা হইতেছে না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী নীতি খাদ্য সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত খাদ্য সংগ্রহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। বড় জোতদার ও মজুতদারদের স্পর্শ না করিয়া সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল সংগ্রহ করাই সরকারের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুতদার ও জোতদারকে তোষণ করিয়া কৃষকের ধান 'সীজ' করিবার নীতিতে খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীরও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। যে খাদ্য বর্ত্তমানে সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও সঠিকভাবে সরবরাহ হইতেছে না।

খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ এইরূপ চলিতে থাকায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের পূর্ব পাকিস্তান আজ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামনে উপস্থিত হইয়াছে।

রাজশাহী বিভাগীয় যুব সম্মেলন ভয়াবহ উদ্বেগের সঙ্গে এই পরিস্থিতি লক্ষ করিতেছে। খাদ্য সমস্যার আশু সমাধানের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী করিতেছেঃ

১। কৃষকদের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে ধান কাড়িয়া লওয়া চলিবে না। অবিলম্বে সমস্ত জোতদার ও মজুতদারদের বাড়তি খাদ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

২। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্য কালবিলম্ব না করিয়া ঘাটতি এলাকায় সস্তা দরে সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে এবং রেশনিং এলাকায় নিয়মিতভাবে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। যে সমস্ত লোক দুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং খাদ্যক্রয়ে অক্ষম তাহাদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে দ্রুত সরবরাহ পাঠাইতে হইবে।

৬। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমাইইতে হইবে।

৭। কৃষকের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থকারী ফসল যেমন পাট ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৪০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

৮। মজুর ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৯। জিন্নাহ তহবিল হইতে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হয় তজ্জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজ ও জনসাধারণের নিকট এই সম্মেলন আহবান জানাইতেছে।

২। জমিদারী উচ্ছেদের ভাঁওতা দিয়া কৃষক উচ্ছেদ চলিবে না। বিনা খেসাতে জমিদারী উচ্ছেদ ও কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিজের শাসন ও শোষণ কায়েম করিবার জন্য জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের অর্থননিতক জীবন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। দেশে চিরস্থায়ী খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলন বহুদিনের আন্দোলন। আজাদী পাইলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করা হইবে-ইহাই ছিল নেতাদের ওয়াদা। আজাদ পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার জমিদারী উচ্ছেদের এক বিলও উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই বিলে যে সমস্ত ধারা রহিয়াছে তাহা সমস্তই কৃষক স্বার্থের বিরোধী। এই বিলের মূলধারাগুলি হইতেছেঃ

(১) জমিদারদের জন্য ৪০ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতিপূরণ।
(২) জোতদারদের জন্য জমি।
(৩) জমিদারদের ঋণ মকুব।
(৪) ওয়াক্ফ্ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ইত্যাদি।

এই সম্মেলনের মতে উপরোক্ত সমস্ত ধারাগুলি কৃষক স্বার্থবিরোধী এবং বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিবার মূল দাবী গৃহীত হয় নাই। এই বিল পাশ হইলে জমিদারী উচ্ছেদের পরিবর্ত্তে কৃষক উচ্ছেদেরই ব্যবস্থা হইবে। জমিদারী উচ্ছেদের নামে এইরূপ কৃষক বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়া সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমতের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করিয়া বিনা ক্ষতিপূরণে ও ‘‘কৃষকই জমির মালিক’’ এই নীতির ভিত্তিতে জমিদারী উচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে।

এই সম্মেলন মনে করে যে তুমুল আন্দোল ব্যতীত সরকার কৃষকের দাবী অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিবে না। কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে জোরদার করিয়াই এই অন্দোলন সফল হইতে পারে। এই সম্মেলন পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুব সমাজকে কৃষকের শ্রেণী সংগঠনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া জমিদারী উচ্ছেদকে সফল করিবার জন্য আহবান জানাইতেছে।

৩। রেল শ্রমিকের বাঁচিবার লড়াইয়ে সাহায্য করিব। আসন্ন রেল ধর্মঘটকে কামিয়াব করেত সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিব।

পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতি পাকিস্তানের রেল মজুরদের ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। পাকিস্তান রেলওয়েতে প্রায় ১৬,০০০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মুখে। পে কমিশনের রায় চালু, গ্রেনশপের পাকা ব্যবস্থা,

বাসস্থান ইত্যাদি শ্রমিকদের কোন দাবীই সরকার পূরণ করে নাই উপরন্তু রেল শ্রমিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে। তাই রেলশ্রমিকরা বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি মূল দাবীর ভিত্তিতে সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতির জন্য ষ্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ করিতেছেঃ

(১) পুরাতন পে কশিশনের রায় চালু করিতে হইবে।
(২) ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে।
(৩) গ্রেনশপের তালিকাভূক্ত দ্রব্য পূর্ণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
(৪) বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
(৫) দমননীতি বন্ধ করিতে হইবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

এই সম্মেলন রেল শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ন্যায্য বলিয়া মনে করে এবং দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্তকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছে এবং তাহাদের সংগ্রাম সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দিতেছে। রেল ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করিবার জন্য এই সম্মেলন বিভিন্ন রেলশ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করিবার আহবান জানাইতেছে।

৪। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য লড়ো

আজাদ পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ চরম পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণে পাকিস্তান সরকার সাম্রাজ্যবাদীদেরও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা করিবার অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব্ব করা হইতেছে। ১৪৪ ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ, বিনা বিচারে আটক, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশ, গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দমননীতি, পুলিশ জুলুম ও অর্ডিন্যান্স-রাজ পাকিস্তানবাসী জনসাধারণের জীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সম্মেলন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সরকারী আক্রমণ এবং দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে সমস্ত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, অন্তরীণ ও বহিস্কার আদেশের আশু প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই সম্মেলন দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত যুবক ও জনসাধারণকে আহবান জানাইতেছে।

৫। যুব আন্দোলনের উপর হামলা বরদাস্ত করা হইবে না।

এই সম্মেলন গভীর উৎকন্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকার 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ইহার উপর হামলা শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি ঢাকায় যুবলীগের কেন্দ্রীয় অফিস খানাতল্লাশী করা হইয়াছে। যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত মিঃ আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্য মিঃ আবদুল আওয়ালের উপর ময়মনসিংহ জিলা হইতে বহিস্কার আদেশ জারী করা হইয়াছে।

এই সম্মেলন, যুবলীগের প্রতি সরকারী দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অবিলম্বে মিঃ আতাউর রহমানের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং মিঃ আব্দুল আউয়ালের উপর হইতে বহিস্কার আদেশ উঠাইয়া লইবার দাবী জানাইতেছে।

৬। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও

এই সম্মেলন বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পাকিস্তান সরকারের ছাঁটাই-নীতি দেশের মধ্যে এক ভয়ানক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ছাঁটাই নীতির কবলে পড়িয়া হাজার হাজার দরিদ্র কর্ম্মচারী ও মজুরের সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। এই সম্মেলন সরকারের এই ছাঁটাই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং সম্মেলন মনে করে যে, এইরূপে সমস্যা বাড়িবে কিন্তু কমিবে না। সুতরাং সম্মেলনের দাবী যে, ছাঁটাই নীতি অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে এবং যাহাদিগকে ছাঁটাই করা হইয়াছে তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে।

৭। ধ্বংসমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাও

পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। চট্রগ্রাম, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় বিদ্যালয়ে সরকারী দপ্তর স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন দ্বারাই সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পাকিস্তান লাভের আগে রাজশাহী জেলায় প্রাইমারী স্কুল ছিল ১২০০ শত, বর্ত্তমান সরকার তাহাকে ৮০০ শতে নামাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাইমারী শিক্ষকগণের মাহিনা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিঃৎকর কিন্তু তাহাও নিয়মিত পাইতেছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিলেবাস অনুযায়ী নূতন পুস্তক এখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে বাহির না হওয়ার জন্য ছাত্রদের পড়াশুনা ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে এবং বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাগুলি বন্ধ রহিয়াছে।

ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য খাতা, পেন্সিল, কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতির অভাবে ছাত্র জীবন বিপন্ন কিন্তু সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য তো করা হয় নাই বরং যাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় দাবী লইয়া আন্দোলন করিতেছে তাহাদের উপর সরকারী দমননীতি নগ্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আজ শিক্ষা জীবনে যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য এই সম্মেলন সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে; এবং এই সমস্ত দাবী সরকার যাহাতে কার্য্যকরী করেন তাহার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য ছাত্রসমাজকে আহবান জানান যাইতেছেঃ

(১) কোন প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা হাই স্কুল তুলিয়া দেওয়া চলিবে না।
(২) শিক্ষকগণকে মানুষের মত বাঁচিবার উপযোগী বেতন দিতে হইবে।
(৩) বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু করিতে হইবে।
(৪) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খাতা, পেন্সিল, বই, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য কলেজে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের যে সমস্ত পদ খালি রহিয়াছে তাহার পূরণ করিতে হইবে।

(৭) শিক্ষালয়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ইউনিয়ন চালু করিতে হইবে।

৮। জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারী উদাসীনতার প্রতিকার চাই

পূর্বপাকিস্তানে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়াছে। জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। ঔষধপত্র বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাও আসিতেছে অগ্নিমূল্যের জন্য জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। ঔষধপত্র

আমদানীর কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। স্বাধীন পাকিস্তানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা হওয়া দূরের কথা যেটুকু ব্যবস্থা আছে সরকারের অবহেলায় তাহাও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী হাসপাতালগুলিতে ঔষধ নাই, দুর্নীতিতে পূর্ণ। পল্লীর জনস্বাস্থ্য রক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাহাও জনস্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। এই সম্মেলন সরকারের জনস্বাস্থ্যবিরোধী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যকরী করিবার দাবী জানাইতেছে এবং এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে সরকার কার্য্যকরী করেন তার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এই সম্মেলন জনসাধারণ এবং যুবসমাজকে আহবান জানাইতেছেঃ

(১) হাসপাতালগুলিতে ঔষধ সরবরাহ করিয়া সক্রিয় ও দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে।
(২) প্রতি ইউনিয়নে হাসপাতাল খুলিয়া বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ, জি, হাসপাতালগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে।

(৩) মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।
(৪) জনস্বাস্থ্য বিভাগকে রাষ্ট্রীয়করণ করিতে হইবে এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হেলথ্ এ্যাসিসটেন্টদের চাকুরী স্থায়ী করিতে হইবে।

সাংগঠনিক প্রস্তাবাবলী

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়া সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়ে চারিটি সাংগঠনিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ

- রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটি গঠন।
- রাজশাহী শহরে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন।
- আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ হইতে 'যুব অভিযান' নামে পাক্ষিক প্রচারপত্র প্রকাশ।
- প্রাদেশিক যুবলীগ সম্মেলন আহবানের জন্য প্রাদেশিক কমিটিকে অনুরোধ।
-

যুব অভিযান

গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির তরফ হইতে 'যুব অভিযান' নামে একখানা পাক্ষিক প্রচারপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। এই প্রচার পত্রিকার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা এবং প্রাথমিক যুবলীগ কমিটিগুলিকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে। কেহ সরাসরি সাহায্য পাঠাইলেও সাদরে গৃহীত হইবে। যুব আন্দোলনকে বেগবান করিতে হইলে প্রচারপত্রের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা বলা বাহুল্য।

বিভিন্ন যুবলীগ কমিটি কতখানি 'যুব অভিযান' লইতে চান তাহা অবিলম্বে জানাইবেন। যেখানে যুবলীগ গঠিত হয় নাই সেখানকার কোন যুবকর্মী ব্যক্তিগতভাবে 'যুব অভিযান' লইতে ইচ্ছুক থাকিলে বিভাগীয় অফিসে জানাইবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে।

অর্থ পাঠাইবার ঠিকানাঃ মাহবুব আহম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ),
পোঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।

---

* ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই ঢাকা রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা খোলা হয়, কিন্তু তীব্র পুলিশী নির্যাতন ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গুন্ডাদের অত্যাচারের ফলে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে এই সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষার স্বাধীনতার পক্ষে ডঃ শহীদুল্লাহ	‘‘শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ এবং বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’’	ডিসেম্বর, ১৯৪৮

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণ ৩১-১২-১৯৪৮ইং

সমবেত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক বন্ধুগণ,

দয়াময় খোদাতায়ালার অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা আজ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রাদেশিক রাজধানীর বুকে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত-মানুষরূপে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছি। জাহাঙ্গীর, শায়েস্তা খান ও ইসলাম খান আযীমুশ শানের স্মৃতিবিজড়িত জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা আজ আযাদ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকার নিকটবর্ত্তী পূর্ববঙ্গের এলাকাধীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের পুণ্য স্মৃতি আজও বুকে ধরে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্ত্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, যেখানে একদিন লক্ষণ সেন, কেশব সেন ও মধু সেন রাজত্ব করেছিলেন। দূর স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতিচিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপন্ডিত শীলভদ্র, কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনা-বিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নিবির্বশেষে সকল নাগরিকের মিলনভূমি হয়। আমীন!

পূর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা। এই বঙ্গাল নাম পাই আমরা রাজেন্দ্র চোড়ের তিমরুলৈ লিপিতে (১০২৩ খ্রীঃ অব্দে)। বৌদ্ধযুগের কবি ভুসুকু একটি চর্য্যাগীতিতে বলেছেন-

‘‘বাজ-ণাব পাড়ী   পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ’’।।

-বজ্রযানরূপ নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মার খালে বাইলাম। অদ্বয়-রূপ বঙ্গাল দেশ লুট করলাম। -এতে বুঝতে পারি যে পদ্মা নদীর পারেই হ’ল বঙ্গাল দেশ। ‘‘বাঙাল’’ আমাদের নিন্দার কথা নয়, এই দেশবাসীর প্রাচীন নাম। শীরাযের অমর কবি হাফিয সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহকে যে গযল কবিতা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন-

‘‘শক্কর-শিকন শওন্দ হমা তূতীয়ানে হিন্দ।
যে কন্দে পারসী কে ব-বঙ্গালা মী রওদ।।’’

-ভারতের তোতা হবে চিনি খেকো সকলি।
পারসীর মিছরী এই যে বাঙ্গালায় চলিছে।

কেবল হাফিয নন, মিথিলার বিদ্যাপতিও বাংলার এই সুলতানকে প্রশংসা করেছেন- ‘‘মহলম যুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান’’।

মালব, কর্ণাট প্রভৃতি দেশের নামের ন্যায় এই বঙ্গাল দেশও সঙ্গীত শাস্ত্রের এক বিশেষ রাগের নামকরণ করেছে। ভুসুক একটি চর্য্যাগীতি এই বঙ্গাল রাগে রচনা করেছেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সনদ্বীপ বলে। ৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপালে উপস্থিত হন। তাঁর একটি কবিতা তাঁর পরদশন থেকে আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে-

"কহন্তি গুরু, পরমার্থের বাট
কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকই ন ভমরা।।"

অর্থ-কহনে গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মের রঙ্গ সমাধির পাট।।
কমল বিকসিল কহিওনা জোংড়াকে (শামুককে)।
কমল মধু পান করিতে ভুল করে না ভোমরা।।

এর শেষ দুই পদের সঙ্গে তুলনা করুন-

"গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকেত্বেকবাসোহপি।।"
(হিতোপদেশ)

মৎস্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কানু পা, কুক্কুরীপা, ডোম্বী, সরহ, শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচার্য্য চর্য্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্ব-পদের শেষে ভণিতা। যেমন ধরুন-

"সরহ গুঁণন্তি বর সূন গোহালী কি মো দুঠ বলদেঁ
একেলে জগা নাসিঅ রে বিহরহুঁ সুচ্ছন্দেঁ।।"

-সরহ ভণেণ বরং শূন্য গোয়াল, কি মোর দুষ্ট বলদে।
একেলা জগৎ নাশিয়া রে আমি বিহার করি স্বচ্ছন্দে।।

এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃতে যায়। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে। সমস্ত মহাজন পদাবলী চর্য্যাগীতির বৈষ্ণব সংস্করণ। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চর্য্যাগীতির রীতি পঞ্জাব পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের পারমার্থিক গানে চলতে তাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারস্যে যায়। পারসী গজল আরবীর অনুকরণে নয়। তা চর্য্যাগীতিরই অনুকরণে। আরবীতে রুসাদী আছে গযল নেই।

ত্রিপুরার মেহেরকুলের রাজা গোপীচন্দ্র গুরু জালন্ধরী পার নিকট নাথপন্থে দীক্ষিত হয়ে বৈরাগী হয়ে যান। নাথপন্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যান ভারতময় বিভিন্ন ভাষার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। সুদূর হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায় যে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত আছে, আমি তার প্রথম চার চরণ উদ্বৃতি করছি-

“চনন চৌকী বো রূপী ঝাড়িয়াঙ রাজা গোপীচন্দ নহাএ।
তা অম্বর ভোলা বো অঘণা চান্দী বর্ণা ঠন্ডী বুন্দ কতৌও আএ।
তা সজ্জে বো বৈঠী মাতা নৈনবন্তী নৈন-ভরী ভরী টোএ।
তা ফিরী উপড়হূঙ হেরে রাজা গোপীচন্দ তা মাতা নৈনবন্তী রোএ।।”

-চন্দনের চৌকিতে রূপার ঘড়ায় রাজা গোপীচাঁদ করে।
আকাশ পরিস্কার চাঁদীবর্ণ, ঠান্ডা বৃষ্টিবিন্দু কোথা থেকে আসে?
বারান্দায় বসে মা ময়নামতী চোখ ভ'রে ভ'রে কাঁদে।
তখন ফের উপর দিকে চেয়ে দেখে রাজা গোপীচাঁদ,
মা ময়নামতী কাঁদে।

এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্বোক, ঈসা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পূর্ববঙ্গের সাহসী সন্তানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীন কাল থেকে সমুদ্রযাত্রায় নির্ভীক। এরাই একদিন সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া এবং বর্ণিও পর্য্যন্ত সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌ বিদ্যায় দক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ প্রচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি সদাগরের জাহাজের মাঝি-মাল্লাদিগকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলার ছাপ রয়েছে। বাংলার উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাংলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে।

প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙ্গালা দেশ। রাঢ় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে আঁকড়ে ছিল। সেখানে শূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের আদিশূর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ আমদানী করে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখেন। শূর বংশের পর সেন বংশ এই রাঢ় থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। তাঁরাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলীণ্য প্রথা চালিয়ে আদিশূরের ধারাকেই স্থায়ী করেন। তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারিনি। বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল। তারা সনাতন পন্থীদের দ্বারা নির্য্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময়ে আসে তুর্কিদের হামলা। তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে ক'রে বোধ হয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় নিয়েছিল। তাই আজ পূর্ব পাকিস্তান হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। নাথপন্থীদের একটি ছড়ায় এই যুগের অহিন্দু জনসাধারনের মনের ছাপ রয়েছে-

“জাজপুর পুরবাদি সোল সঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জন
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ান ভুবন।।
* * *
বেদ করে উচ্চারণ বের‍্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান
মনেত পাইঅ মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান

****

ধম্ম হৈল্য জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাথে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভূবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে তদম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।।
*   *   *

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড়া পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞ্চি পন্ডিত খায় রঙ্গে
ই বড় বিষম গন্ডগোল।।’’’’ (শূন্য পুরাণ)

পরবর্ত্তীকালে কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমান যে বৌদ্ধ বংশজাত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার বৌদ্ধ ও নাথ পন্থীদের প্রধান উপাস্য ছিল শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জন। কানুপা তাঁর দোহায় বলেছেন-

‘‘লোঅহ গবব সমুব্বহই হউঁ পরমত্থে পবীন।
কোড়িহ মঙেঝ এক্কুজই হোই নিরংজন লীন।’’

অর্থাৎ- লোকগর্ব বয়ে বেড়ায় যে আমি পরমার্থে প্রবীণ।
কোটির মধ্যে একজন যদি নিরঞ্জনে লীন হয়।।

প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা কেহই ঈশ্বর বা ভগবান আল্লাহের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেননি। কিন্তু তাঁরা নিরঞ্জন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি বৌদ্ধ উৎপত্তির একটি বলবৎ প্রমাণ। ইসলাম জাত পাত মানে না। মানুষ মাত্রেই আদমের সন্তান এবং সমান। কুরআনের বাণী ‘‘ইন্না আকরামাকুম্ ইন্দাল্লাহি আতক্বাকুম’’- নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি ধার্ম্মিক, সেই আল্লাহের নিকট সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত। কাজেই আমরা বংশ দেখি না, আমরা দেখি গুণ। বাংলার মুসলমান যদি গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে আরব, পারস্য, তুর্কী, হিন্দুস্থান প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন মুসলমানের চেয়ে সে কেন নিকৃষ্ট হবে? কবি হাফিজ কেমন সুন্দর বলেছেন-

‘‘তাজে শাহী তলবী গওহরে যাতী বু-নামা।
ওয়ার খোদ আয় তুখ্মাএ চম্শীদ ও ফরীর্দু বাশী।’’

অর্থাৎ- রাজার মুকুট চাও যদি নিজ গুণের প্রকাশ কর।
হও ফরীদুন জম্শীদের বা যদি বংশধরও।

স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্বশাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমরা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যের চর্চা করেছিল। কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্য ছাড়েনি। তাই রুদাগী ফিরদৌসী, নিযামী, সাদী, হাফিয, উর্ফি, খাকানী, বুআলী সীনা, গাযালী, খায়্যাম প্রমুখ কবি, ভাবুক সুফী ও দার্শনিক লেখকগণের রচনায় পারস্য সাহিত্য গৌরব-সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের চর্চা আমাদের মধ্যে আজ নূতন নয়। বাংলাদেশ যখন দিল্লীর অধীনতা-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়ে এক স্বাধীন সুলতানত প্রতিষ্ঠা করে, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির দিকে রাজার মনোযোগ পড়ে। ইউসুফ শাহ্ হোসেন শাহ্, নসরত শাহ্, ফিরোয শাহ্, নিযাম শাহ্শূর, ছুটী খাঁ, পরাগল খাঁ প্রভৃতি রাজা ও রাজপুরুষগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দু কবিরা মুক্তকণ্ঠে তাদের যশ কীর্তন ক'রে গেছেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন-

''পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।''

এই গৌড়েশ্বর খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নন; কিন্তু তাঁর পুত্র উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্। রাজা গণেশের রাজত্বকাল অল্প এবং অশান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোথাও দেখি না। অন্যপক্ষ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-১৪৩১ খ্রীঃ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহাসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলন। কৃত্তিবাস স্বধর্ম্মত্যাগী বলে বোধ হয় এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর সুলতান আলীউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''কলিযুগ অবতার গুণের আধার
পৃথিবী ভরিয়া যাঁর যশের বিস্তার।
সুলতান আলাউদ্দিন প্রভু গৌড়েশ্বর
এ তিন ভুবনে যাঁর যশের প্রসার।''

শ্রীকর নন্দী নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''নসরত শাহ্ নামে তথি অধিরাজ
রাম সম প্রজা পালে করে রাজ-কাজ।''

কবি শেখর এই নসরত শাহের প্রশংসায় বলেছেন-

''কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি
রায় নসরত শাহ্ ভজলি কমলমুখী''।

(মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান হিন্দু অপেক্ষা কম নয়।)

পল্লীগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকল্প। পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে যে গাথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আরও বহু পল্লী-কবিতা পূর্ব্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের সরকার কি এদিকে মনোযোগ দিবেন? এহে পল্লীকাব্য সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলেছেন, ''এই বিরাট সাহিত্যের সূচনা আমি যেদিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশ-মাতৃকার মোহিনীমূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম-

তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল।'' এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫টি পল্লীগাথা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩টি মুসলমান কবির রচিত।

গত ব্রিটিশ যুগের ও বর্ত্তমানের সাহিত্য সাধনার কথা সকলের সুবিদিত। সুতরাং এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন আছে আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এবং প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করা। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরা কি এ দিকে অবহিত এবং অগ্রসর হবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য পূর্ববাংলার সকল স্থান থেকে পুঁথি, পল্লীগীতি, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ করে রক্ষা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগকে আর সমৃদ্ধ করতে হবে। মোটকথা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব্ববঙ্গের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দেখতে চাই, সরকারী নওকরখানারূপে নয়। এখানে আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ''নুরনামার'' লেখক নোয়াখালির সন্দ্বীপ নিবাসী আবদুল হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের একশ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি-

''যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুরায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়।।

যেমন আমরা বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও তেমনি এক মিশ্রিত ভাষা। বাংলার উৎপত্তি গৌড় অপভ্রংশ থেকে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অতিদূরের। তবুও যেমন কেউ বড় মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আবিস্কার বা উদ্ভাবন করেন আত্মগৌরবের জন্য, তা তিনি মেসো মশায়ের খুড়তুত বোনের মামাশ্বশুরের পিসতুত ভাই হোন না কেন, সেই রকমই আমরা বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কুটুম্বিতা পাতাই। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত হ'ল বটে। বিশেষ করে সংস্কৃতের ঋণ বাংলা ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে, সম্পর্কটা স্বীকার না করেই অনেকে পারেন না। ভাষাতত্ত্বামোদীদের জন্য একটা উদাহরণ দেই- ''তোমরা ঐ গাছটা দেখ''। এর গৌড় অপভ্রংশ হবে ''তুমহেলোআ ওহি গচ্ছং দেক্খহ''; এর সংস্কৃত হচ্ছে ''যূয়ং অমুং বৃক্ষং পশ্যত।'' যূয়ং- তোমার, অমুং- ঐ, বৃক্ষং- গাছ, পশ্যত- দেখ, -বাংলার কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে আসেনি। তবে বাংলার গোড়ায় যে আর্য্যভাষা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

সেই আর্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে পারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্ত্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজি। দু'চারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্রভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চলতি ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা-নির্ম্মাণ-সমিতি খাঁটি সংস্কৃতভাষার পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে এরূপ খাঁটি আর্য্যভাষা চলতে পারে; কিন্তু ভাষায় চলে না। বহুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ের স্থানে লৌহবর্ত্ম, টেলিগ্রাফের স্থানে তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রভৃতি সংস্কৃত প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলি পোরাণিক বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির মতই অচল হয়ে গেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁমার্গের কোনও স্থান নেই।

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোড়ামি গোড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে 'বলি' দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষার বলে Le style c'est I homme- ভাষার রীতি সেটা মানুষ- অর্থাৎ মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা, ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (Style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। এ সাধনার ধন। ঘসে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পীরিত যেমন, নিয়ম বেঁধে ভাষার রীতি শেখানও তেমন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে (খামখেয়ালিতে নয়) সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজি, জার্ম্মান, রুশ যে কোন ভাষা থেকে আমাদের শব্দ ধার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দু'টি কথা স্মরণ রাখা উচিত- ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য ভাব গোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়।

কিছু দিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যাঁরা পালী, প্রকৃত ও ধ্বনিতত্ত্ব সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। স্বাধীন পূর্ববাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্ত আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধ হয় না। ফলে যেমন উর্দু ভাষা না জানলে কেউ উর্দু পড়তে পারে না, তেমনই হবে বাংলা।

বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূর্বে ভাষাজ্ঞান- এমন অদ্ভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। মীম-য়া-নুন এই বানান মেঁ, মাঁয়, মিয়ন, মুয়িন, মুয়ুন, মীন, মেন, মুয়ন এই রকম বহুরূপেই পড়া যেতে পারে। যদি কোন বৈজ্ঞানিক অক্ষর নিতে হয়, তবে International Phonetic Script ব্যবহার করতে হয়। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শর্টহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা ও অসুবিধার কথা মনে করতে হবে। বিশেষ করে আজ যখন বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তখন বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English-এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়?

আমরা পূর্ববাংলার সরকারকে ধন্যবাদ দেই যে তাঁরা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার দাবীকে আংশিকরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারের ও জনসাধারণের এক বিপুল কর্ত্তব্য সম্মুখে রয়েছে। পূর্ববাংলা জনসংখ্যায় গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্ত্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি, প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জানে নয়, ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে-গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

বিট্রিশ আমলে অনুমোদিত ওল্ড স্কীম, নিউ স্কীম ও সাধারণ- এই তিন বিভিন্ন ধারার শিক্ষা-পদ্ধতিকে একই সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। ধর্ম্মে যেমন আমরা একত্ববাদী, শিক্ষায়ও আমাদিগে একত্ববাদী হতে হবে। এজন্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভার আশু প্রয়োজন হয়েছে। আযাদ পাকিস্তানে আমাদের অবিলম্বে শিক্ষা-তালিকার সংস্কার করতে হবে। এই নূতন তালিকায় রাষ্ট্র-ভাষা উর্দ্দুকে স্থান দিতে হবে। যারা এতদিন রাজ-ভাষারূপে ইংরেজির চর্চ্চা করেছে, তাদের উর্দ্দু শিখতে কি আপত্তি থাকতে পারে? দেশে গণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

আমাদিগে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য একটি পরিভাষা-সমিতির প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষা থেকে ইসলাম, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মুখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাজ' বলেই পাকিস্তান জীবিত থাকবে না; তাকে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে, চরিত্রে ও দৈহিক শক্তিতে উন্নত করে কৃষি ও শিল্পে, বাণিজ্যে ও রণকৌশলে, সাহিত্যে ও কলায় মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করতে হবে। যে দিন সে দিন হবে, সে দিন আমরা দ্বিধামুক্ত অযুত কণ্ঠে বলতে পারব-

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

---

* আমরা হিন্দু বা মুসলমান সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গী-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।

** ভাষনের শেষ যে অংশটি (তারকা চিহ্নিত) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি তা এখানে বদরুদ্দিন উমরের গ্রন্থ থেকে উদ্বৃত হলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শামসুল হক কর্তৃক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম প্রস্তাবিত ম্যানিফেস্টো	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি : বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা-২৪১	২৪শে জুন, ১৯৪৯

শামসুল হকের প্রস্তাব ও আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো*

পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বিবেচনার জন্যে শামসুল হক 'মূলদাবী' নামে একটি ছাপা পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। পুস্তিকাটির মুখবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বলেনঃ

ইং ১৯৮৯ সনের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন’’ মনে করে যে, সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বদেশের যুগ প্রবর্তক ঘটনাবলীর ন্যায় লাহোর প্রস্তাবও একটি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবের দেহ, মন ও মস্তিস্কের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশের দাস এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন। বিরুদ্ধ পরিবেশে পূর্ণ ইসলামিক মনোভাব এবং সমাজ বিধান গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামিক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হইলেও শুধু মুসলমানের রাষ্ট্র বা শুধু মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না।

রব বা স্রষ্টা হিসেবেই সৃষ্টির বিশেষ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সাথে আল্লাহ সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বস্তুতঃ রব বা স্রষ্টা, পালন বা পোষণকর্তা হিসাবে, বিশ্ব ও সৃষ্টিকে ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর, পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কতকগুলি স্থায়ী ও সাধারণ ক্রমবিকাশ ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে চরম সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে আগাইয়া নিবেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ শুধু মুসলমানের নয়- জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের। রবই আল্লাহ সত্যিকার পরিচয়। রব হিসাবে রবুবিয়াৎ বা বিশ্ব-পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সুতরাং দুনিয়ার উপর আল্লাহর খলিফা বা প্রতিভূ হিসাবে মানব এবং খেলাফৎ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ ও কর্তব্য হইল আল্লাহর উপায় ও পদ্ধতি অনুসারে বিশ্বের পালন করা এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামগ্রিক সুখ, শান্তি, উন্নতি, কল্যাণ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করা।

মুসলিম লীগ সম্পর্কে শামসুল হক পুস্তিকাটিতে বলেনঃ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনও দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ হিসাবে গড়িয়া তোলার।...

* ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি মওলানা ভাসানী, সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মুসলিম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানবের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগান হইতেছে। কোনও পাকিস্তান প্রেমিক এমন কি মুসলিম লীগের ঝানু কর্মিগণ পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না। কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে, মুসলিম লীগকে এইসব স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, মুসলিম লীগকে সত্যিকার শক্তিশালী মুসলিম লীগ বা মুসলিম জামাত বা মুসলিম জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় মুসলিম লীগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতি প্রভাবান্বিত দলবিশেষের পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অপরাপর সবাইকে সাধ্যমত দল গঠন করিবার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতে হইবে। মুসলিম লীগের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও উপদলের স্বাধীন মতামত, আদেশ, নীতি ও কর্মসূচী ব্যক্ত এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে হইবে। তদুপরি ছাত্র, যুবক, মহিলা, চাষী, ক্ষেতমজুর, মজদুর প্রভৃতি শ্রেণীসংঘ গড়িয়া তুলিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে তাতে বলা হয়ঃ

১। পাকিস্তান খেলাফৎ অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিক্স বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হইবে।
২। পাকিস্তানের ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।
৩। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
৪। গঠনতন্ত্র হইবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।

কৃষি পুনর্গঠন প্রস্তাবে বলা হয়ঃ

১। জমিদারী প্রথা ও জমির উপর অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করিতে হইবে।
২। সমস্ত কর্ষিত ও কৃষি উপযোগী অকর্ষিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে।
৩। তাড়াতাড়ি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া 'তেভাগা' দাবী মানিয়া লইতে হইবে।
৪। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অবিলম্বে সমবায় ও যৌথ কৃষি প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।...
৫। নিম্নলিখিত বিষয়ে কৃষকদের অবিলম্বে সাহায্য করিতে হইবেঃ

(ক) সেচ ব্যবস্থা সুবিধা ও সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা।
(খ) উন্নত ধরনের বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।
(গ) সহজ ঋণদান ও কৃষিঋণ হইতে মুক্তি।
(ঘ) ভূমি-করের উচ্ছেদ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভূমিকর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো।
(ঙ) ভূমি-করের পরিবর্তে কৃষি আয়কর বসানো।
(চ) খাদ্যশস্য প্রভৃতি জাতীয় ফসলের সর্বনিম্ন ও সর্ব-উর্ধ্ব দর নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং পাটের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইবে।

(ছ) খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকা উচিত। পাট ব্যবসা ও বুনানীর লাইসেন্স রহিত করিতে হইবে।

(জ) সকল রকমের সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে।

৬। কালে সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং সরকারের অধিনায়কত্ব ও তত্ত্বাবধানে যৌথ ও সমবায় কৃষিপ্রথা খুলিতে হইবে।

দেশীয় শিল্পকে নানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মূল দাবীতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়ঃ

১। প্রাথমিক শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে যেমনঃ যুদ্ধ শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন-জঙ্গল ইত্যাদি; এবং অন্যান্য ছোটখাটো শিল্পগুলিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সরাসরি রাষ্ট্রের তত্ত্বধানে আনিতে হইবে।

২। পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং পাট ও চা ব্যবসা সরকারের হাতে একচেটিয়া থাকিবে।

৩। কুটির শিল্পগুলিকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

৪। বিল, হাওর ও নদীর উপর হইতে কায়েমী স্বার্থ তুলিয়া দিয়া সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মৎস্যজীবীদের মাঝে যৌথ উপায়ে বন্টন করিয়া দিতে হবে এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যের চাষ ও মৎস্য ব্যবসার পত্তন করিতে হইবে। ফিশারী বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসার করিতে হইবে ও উন্নত ধরনের গবেষণাগার খুলিতে হইবে।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না।

৬। বৃটিশের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায় করিতে হইবে এবং তাহা দ্বারা যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। সমস্ত বৃটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

৯। শিল্পে বৈদেশিক মূলধন খাটানো বন্ধ করিতে হইবে।

১০। শিল্পে মুনাফা হার আইন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

মানবতার চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রাম যাতে বিলম্বিত না হয়, সেজন্য জনতাকে তাহাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া এক কাতারে সমবেত হইতে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আবেদন জানাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে-কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে- সেই ফোঁস-ফোঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত। আমাদের কওমী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) বলিয়াছিলেন : ‘যদি আমি ঠিক থাকি, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আর যদি আমি ভ্রান্ত হই, আমাকে সংশোধন কর।’ সেই অমর আদর্শকেই সামনে ধরিয়াই কওমী প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশবাসীকে সমতালে আগাইয়া আসিতে আহবান জানাইতেছে; আসুন আমরা কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত চেষ্টায় গণ-আজাদ হাসিল করিয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ঘোষণা ও গঠনতন্ত্র	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৯৪৯

Draft

CONSTITUTION AND RULES OF THE EAST PAKISTAN AWAMI MUSLIM LEAGUE

NAME

This Association shall be called "THE EAST PAKISTAN AWAMI MUSLIM LEAGUE", and shall be affiliated with the All Pakistan Awami Muslim League in due course.

Why Awami Muslim League was formed ITS AIMS AND OBJECTS

All-India Muslim League struggled for Independence and its main issue was the achievement of Pakistan. After Pakistan came into being, the leaders decided to dissolve the organization and in its stead brought into existence Pakistan Muslim League.

At the inception, Muslims of Pakistan accepted this organization as the successor of the All-India Muslim League which fought for Pakistan; but as days passed by, they were disillusioned. It became clear to them that, the Pakistan Muslim League which pretended to inherit all the glories of its predecessor was in fact not meant to be a popular organization but a party whose sole aim was to maintain the Ministry in power. People who actually sacrificed their everything in the struggle for freedom could not enter the organization, thanks to the machination by the organizers, while a large number of erstwhile 'nationalists' and anti-Pakistan elements and opportunists power-loving people became Muslim leaguers overnight and formed what is called 'Muslim League' by a coterie.

The burning problems of the country remained unsolved and for these long years Muslim League did not do anything to alleviate the distress of the people. The party proved to be completely Governmental machinery and in course of time turned into a Sarkari league. Voice of opposition was gagged and measures under various Safety Acts and Ordinances were adopted to incarcerate the real and natural leaders of the people who demanded just and legitimate rights.

The country has not progressed mainly because of the attitude of the Muslim League. Education of the people collapsed, refugees have not been rehabilitated. Industry has not been developed, by-election in the seats vacant for over two years have not been held; the

quality of administration almost in every branch has deteriorated and the list of safety acts is becoming bigger every day.

In this context, it was proposed to form an organisation of the people-the common
man, with the object of mobilising public opinion and ensuring economic freedom to the poverty-stricken masses and for trying to get all grievances redressed by the strength of popular will. The organisation is for all the people - the Awam - as opposed to the pocket or the Sarkari League, which is subservient to the present rulers. Awami Muslim League is distinctly a separate organisation.

Aims and Objects

The aims and objects of the East Pakistan Awami Muslim League shall be. inter alia, as follows:

1. To preserve the Sovereignty, integrity, dignity and stability of Pakistan.

2. To ensure that the constitution and the laws of Pakistan are founded on the principles of true democracy.

3. To promote and maintain the religious, cultural, social, educational and economic interests of the Muslims of Pakistan and to ensure similar rights to other non-muslim citizens of Pakistan.

4. To secure the basic necessities of life for every citizen of Pakistan namely, food, shelter, clothes, education, medical aid and the scope to earn an honest and honorable competence.

5. To improve the lot of the common man to raise his standard of living and to procure for him full remuneration for his labour.

6. To relieve sufferings, propagate knowledge, promote equality and justice, banish oppressions, eradicate corruptions, elevate moral and material standard of the people by organizing social service on the basis of self-help and co-operation.

7. To separate the judiciary from the Executive and maintain the independence of the Judiciary and the Public Service Commission's; to provide Judicial trial before any detention unless in emergencies, such as war or mutiny.

8. To safeguard civil liberties, such as individual and collective freedom of belief, expression, association and organisation.

9. To strengthen the bonds of brotherhood amongst Muslims all over the world; to establish and strengthen friendly and economic relationship with the neighboring countries as well as with the Muslim countries all over the world.

10. To disseminate true knowledge of Islam and its high moral and religious principles among the people.

11. To promote peace in International affairs.

Immediate Programme

1. Abolition of the system of Zamindary without compensation and equitable distribution of land among the tillers of the soil.

2. To nationalize the key Industries, essential to the life of the nation; to establish Industries on Govt. initiative and also to organise, expand and encourage cottage industries, etc.

3. To introduce free and compulsory primary education; to reorganise secondary and higher education on modern and scientific basis.

4. To eradicate corruption, favouritism, nepotism, and all other kinds of anti-social evils from the administration and social life.

5. To take bold and swift measures to rehabilitate the Muhajereen in the life of the country and make them useful citizens.

6. To utilise to the fullest advantage-JUTE-the golden fiber, in the interest of the State and to ensure the highest price for the GROWERS and to establish sufficient number of mills to assure proper market for Jute.

7. To adopt austerity measures and to curtail the expenses of administration to the necessary minimum and provide for honest living of the lowly-paid officers.

8. To provide a net-work of Govt. charitable dispensaries to afford free medical aid all over the country.

9. To fix a just and fair apportionment of all revenues between the Centre and the Provinces.

10. To eradicate the evil of begging and make provision for establishment of 'Work houses' and to undertake the maintenance education of the destitute orphans to make them useful citizen.

11. To improve the means of communication by roads, railways and river navigation.

Composition of the Organisation

3. The organisation of the East Pakistan Awami Muslim League shall consist of:-

(i) The Annual and Special Sessions of the Provincial Awami Muslim League.

(ii) The Council of the Awami Muslim League as constituted under section 9.

(iii) The Working Committee of the Provincial Awami Muslim League as constituted under section 11.

(iv) The District Awami Muslim Leagues as constituted under section 28 and affiliated to the East Pakistan Awami Muslim League.

(v) The Sub-Divisional Awami Muslim Leagues and City Leagues.

(vi) Primary Leagues.

Membership of the Awami Muslim League

4. Every member of a primary branch of the East Pakistan Awami Muslim League must be (a) a Muslim, (b) a citizen of East Bengal, and (c) not less than 18 years of age, provided that a candidate for membership who does not fulfill all or any of the above conditions, may be exempted from all or any of the said conditions by the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League.

5. Every member of a primary League shall declare in writing that he/she adhere to the objects and rules of the League mentioned herein. A member shall cease to be a member unless he/she renews his/her membership by signing membership form for the next following year within two months.

Office Bearers of the East Pakistan Awami League

6. There shall be the following office-bearers of the East Pakistan Awami Muslim League:-

(a)	President	1
(b)	Vice Presidents	5
(c)	Hony. General Secretary	1
(d)	Hony. Treasurer	1
(e)	Permanent Secretary	1
(f)	Asst. Secretaries	3

7. The office-bearers of the Provincial Awami Muslim League shall be elected every year by the Council of the Provincial Awami Muslim League from amongst its members at the first meeting, hitherto referred to as the annual meeting, to be held after the annual election to the Council by the different District Leagues and its reconstitution in accordance with Section 9 and they shall hold office until the next annual election but shall be eligible for re-election.

8. No person shall be an office-bearer of the East Pakistan Awami Muslim League unless he/she is a member of some primary branch of the organisation.

The Council of the East Pakistan Awami Muslim League

9. There shall be a Council of the East Pakistan Awami Muslim League constituted under the following rules:-

(i) The Council shall consist of 1043 members elected annually by the District Leagues from amongst the members of the Primary Leagues (other than

elected members of the legislature), who shall hold office till the next annual election to the Council by the District Leagues and shall be eligible for re-election. The District Awami Leagues shall, on giving fifteen days notice, elect their representatives at least one month before annual election of the office-bearers of the Provincial Awami League.

(ii) (a) The number of Council members from each District shall be fixed as follows:

Bakerganj	72	Khulna	32
Bogra	32	Mymensingh	135
Chittagong City	20	Kushtia	32
Chittagong District	40	Noakhali	50
Dacca City	50	Pabna	45
Dacca District	80	Rajshahi	45
Dinajpur	30	Rangpur	60
Faridpur	48	Saidpur City	10
Narayanganj City	10	Tippera	85
Jessore	40	Sylhet	50

(b) Over and above the numbers so fixed, all the elected Muslim members of the East Bengal Legislature and the elected Muslim members of the Central Legislature from East Bengal shall be Ex-officio members of the Council of the League, provided they are members of the East Pakistan Awami Muslim League.

(c) The elected and the ex-officio members shall, at the first annual meeting of the Council, co-opt 20 persons who are members of some primary branch of the East Pakistan Awami Muslim League.

(iii) In case a District Awami League fails to elect within the prescribed time its quota of members, the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League shall have power to nominate the requisite quota to represent the said District. Such nominated members shall be entitled to attend, to take part, and vote at meetings of the Council until the next annual meeting of the Council or the next annual election to the Council by the District for which they have been nominated.

(iv) The Council shall not be deemed to have been improperly constituted merely by reason of any defect in the election, nomination or cooption of members or for similar reasons.

10. Every member of the Council shall pay an annual subscription of Rs.2/- to the Provincial Awami Muslim League within one month from the date of notice by the East Pakistan Awami Muslim League. In any event the subscription must be paid before the

annual general meeting of the council. An ex-officio or co-opted member shall not be entitled to attend any meeting of the Council, if he or she has not paid the annual subscription of Rs. 2/-, but an elected or nominated member, who has not paid the said subscription within the above time limit, shall cease to be member of the Council. The Working Committee shall have power to nominate members to the Council in the vacancies created by the non-payment of subscription.

THE WORKING COMMITTEE OF THE EAST PAKISTAN
AWAMI MUSLIM LEAGUE

11. There shall be a Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League consisting of 35 members, besides the President, the Secretary and the Treasurer, the Permanent Secretary and Assistant Secretaries, who shall be ex-officio members as well as office-bearers of the Working Committee. Of the 35 members 30 will be elected by the Council members from amongst themselves, and 5 will be nominated by the President from amongst the members of the Council of the League. In case, of any vacancy occurring amongst the members elected by the Council, the same will be filled by election by the Working Committee, and in case of a vacancy occurring from amongst those nominated by the President, the same shall be filled by the President by nomination.

Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League.

12. The Annual and Special sessions of the East Pakistan Awami Muslim League shall be held at such suitable times and places as the Working Committee of the League may determine.

13. The Working Committee may convene a Special session of the League when it considers it necessary so to do, and shall convene within two months such a session when not less than 100 members of the Council of the League shall call in writing on the Hony. Secretary of the League to hold such a session.

14. The President of the Annual or Special Session of the Provincial Awami Muslim League shall be elected by the Council of the East Pakistan Awami Muslim League from amongst those who have been nominated by the different District Awami Muslim Leagues. The Working Committee may, instead of convening a meeting of the Council for this purpose, obtain in its discretion, the votes in writing of the members of the Council.

15. The quorum of the Annual and Special sessions of the League shall be 125.

16. (a) As the Annual and Special sessions of the League the members of the Council of the East Pakistan Awami Muslim League and delegates of all affiliated District Awami Leagues shall be entitled to attend take part and vote on payment of a fee of Rs.,2/- each for every such session.

(b) The delegates for such sessions shall be elected by each District League in numbers not exceeding three times the quota fixed for the Council from that particular

district. The District Leagues shall, in so doing, equitably distribute the numbers allotted to them among the sub-divisions. Where representatives of a District have been nominated to the Council by the Working Committee, the Working Committee shall be entitled to nominate the delegates to the sessions in accordance with the above principles.

17. The Council of the East Pakistan Awami Muslim League, together with such persons not exceeding 50 in number as the President may nominate from amongst the delegates, shall act as the Subjects Committee to frame and adopt the resolutions to be put forward at the Annual or Special sessions of the League. All resolutions that may be moved at the annual or special sessions of the League must be placed before the Subjects Committee. Only such resolutions may be moved in the open session as have been approved of by the Subjects Committee.

Meetings of the Council of the East Pakistan Awami Muslim League

18. Meetings of the Council of the League shall be held from time to time at the discretion of the Hony. Secretary with the approval of the President, but the Council shall meet at least twice a year. Besides on a written requisition by ICO members of the Council a Special meeting of the Council shall be convened within 30 days of the receipt of such requisition by the Hony. Secretary.

19. Forty members shall form the quorum of all meetings of the Council, provided that the requirement of a quorum shall not apply to adjourned meetings.

20. The Secretary shall issue to each member a notice with the agenda, stating the time and place of the meeting, not less than 15 days previous lo ordinary meetings and seven days previous to special meetings.

21. The meetings of the Council shall be held under the Chairmanship of the President and in his absence under one of the Vice-Presidents. In the absence of the President and the Vice-Presidents- the Council shall elect its own Chairman from amongst the members present, for the purpose of carrying on the business of that particular meeting.

Meetings of the working Committee

22. The Working Committee shall meet at least once a month or as frequently as may be necessary.

23. (a) Seven members shall form the quorum of the meeting of the Working Committee.

(b) The Secretary not less than seven days previous to an ordinary meeting, shall issue to each member a notice with the agenda stating the time and place of the meeting. Emergency meetings may be called at shorter notice.

24. All resolution of the Working Committee shall be placed before the Council of the League for approval.

Functions of the Council

25. The Council shall exercise the under mentioned functions:

(a) To elect office-bearers as provided for in Section 7;

(b) To elect a President for the Annual or Special Session of the League as provided for in Section 14;

(c) To consider and pass resolutions in regard to all matters relating to the object of the League;

(d) To take all necessary steps for giving effect to the resolution passed at the Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League or at the meeting of the Council of the Provincial Awami Muslim League;

(e) To control and regulate the expenditure of the funds of the Provincial Awami Muslim League;

(f) To appoint Auditors;

(g) To appoint Sub-Committee for carrying out its duties and exercising its powers with such limitations and conditions as it may deem fit to impose;

(h) To affiliate and disaffiliate Branch Leagues;

(i) To pass the Annual Budget;

(j) To elect members for the Council of the All Pakistan Awami Muslim League for the Province of East Pakistan (when affiliated);

(k) To take disciplinary action against members of the League and against Branch Leagues;

(1) To frame Rules for:

(i) Regulating the conduct of the Sessions of the East Pakistan Awami Muslim League and the meeting of the Council;

(ii) Regulating the conduct of the Sub-committees appointed under clause (g);

(iii) Such other and further matters necessary for carrying out the objects of the League:

Provided that no rule framed by the Council shall be valid if it is inconsistent with the principles embodied herein.

26. The Council may delegate one or more of its powers to the Hony. Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League with such limitation and conditions as it may deem tit to impose.

Functions of the working Committee.

27. The Working Committee shall exercise the following functions:-

(a) To prepare the Annual Budget for the approval of the Council and to authorize payments in accordance with it;

(b) To sanction all payment exceeding Rs. 50 not included in the Budget;

(c) To employ and dismiss employees;

(d) To appoint Sub-Committees for carrying out its duties and powers, with such limitations and conditions as it may deem fit to impose;

(e) To remove the name of such member of the Working Committee who absents himself from four consecutive meetings without sufficient grounds satisfactory to the Committee;

(f) Convene Annual and Special sessions at such suitable times and places as it may determine;

(g) To ascertain the views of the members of the Council regarding the election of the President of the Annual or Special session;

(h) To nominate representatives of the District on the Council where it has failed to elect its representatives;

(i) To nominate delegates from a District to the Annual or Special Session where the District has failed to elect representatives to the council;

(j) To perform all functions necessary to carry out the objects of the Awami League;

(k) To perform all functions of the Council except the powers conferred on the Council by Sections 7, 11, 14, 17, 25(f) (g) (i) (j) unless otherwise decided by the Council.

BRANCHES OF THE PROVINCIAL AWAMI MUSLIM LEAGUE
DISTRICT LEAGUE

28. There shall be a District League in each District, which shall be constituted as follows:-

(a) 25 members elected by each Sub-Divisional League within the District.

(b) 25 members elected by each City League Vide Sec. 31 (ii).

(c) 5 members per Sub-division and City co-opted by members elected under (a) and (b) before the Annual election of office-bearers.

(d) The quorum for a meeting of the District League shall be one-fifth of the total number of members of the District League.

29. Each member of the District League shall pay an Annual subscription of Re. 1/- to the District Fund. Members of the District League who have not paid such subscription

within one month of the receipt of notice from the office of the District Awami League calling upon them to pay their subscriptions, may be declared by the Executive Committee to have vacated their office as members of the District Awami League and the Executive Committee shall have power to fill up the vacancies so created.

30. (a) The District Awami League shall elect the following Office bearers :-

President	....	one
Vice Presidents	....	five
Secretary	....	one
Permanent Secretary	....	one
Assistant Secretaries	....	three
Treasurer	....	one

The number of office-bearers may be altered after obtaining the previous consent of the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League.

(b) The Office-bearers and 18 members elected from amongst them by the members of the District Awami League shall form the Executive Committee of the District League. The quorum of the Executive Committee shall be seven.

Sub divisional Awami League

31. (i) Every Subdivision shall have a Sub divisional Awami League, which shall be constituted as follows:

(a) Six members from each Union League.

(b) 20 members from each municipality within the Sub-division having less than 10,000 Muslim inhabitants.

(c) 20 members from each Sub-divisional Head Quarters which have no municipality.

(d) Ten members co-opted by the above elected members, before the annual election of office-bearers.

(e) The quorum for a meeting of the Sub-divisional Awami League shall be one-fifth of the total number of members of the Sub-divisional League.

(f) The following shall be the office-bearers of die Sub divisional League:-

President	...	.... one
Vice Presidents	....	.... five
Secretary	...	... one
Permanent Secretary		... one
Asstt. Secretaries	.	… three
Treasurer		…one

The Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League shall have power to alter the number of Office-bearers for any Sub divisional League.

(g) Each Sub divisional Awami League shall have Executive Committee which shall be composed of office bearers and 18 members, elected from amongst members provided for in Section 31 (a) (b) (c) (d).

The quorum of the Executive Committee shall be seven. Each member of the Sub divisional League shall pay an annual subscription of As. -|8|- (eight) to the Sub divisional Awami League Fund.

City Awami League

(ii) Every Municipality having a population of more than 10,000 Muslim inhabitants shall have a City League of a constitution similar to that of a Sub divisional League. Every Ward within the municipality shall have the constitution of a Union and the Ward Leagues shall be governed by the rules governing Union Leagues, except that each such Ward League will be entitled to elect 20 representatives to the City League.

(b) The City Leagues will be composed of 20 representatives from each Ward League and will be entitled to send 25 representatives to the District Awami League. The subscription payable by each member of the City League to the City League Fund shall be As. -|8|- per year.

Union Awami League

32. (a) (i) Every union shall have a Union League, and shall be entitled to elect an Executive Committee of not more than 50 members, exclusive of Office-bearers. The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be one-fifth of the members of the Committee.

(b) Every member of the Executive Committee of the Union League shall pay an annual subscription of As. -|2|- to its fund.

(c) Where the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League is of opinion that two or more unions shall be amalgamated into a unit for purposes of better organisation, it shall, in consultation with the District and Sub divisional Awami League, create such a unit which shall be governed by all the rules which govern a Union League.

(d) The Office-bearers of the Union League shall be as follows:-

President	... one
Vice-Presidents	... five
Secretary	.. . one
Permanent Secretary	... one
Asst. Secretaries	.. . three
Treasurer	. . . one

It will be open to the Executive Committee of a District Awami Muslim League to alter the number of office-bearers for any particular Union League, within its jurisdiction in consultation with the Sub divisional Awami League.

(e) Every Sub divisional Head-quarter without a municipality, and every Municipality having less than ten thousand Muslim inhabitants, shall have a League which shall be called a Town and a Municipal League respectively. A Town or municipal League shall be governed by the rules governing a Union League, and shall be constituted accordingly but shall be entitled to send 20 representatives to the Sub divisional Leagues.

(f)In any place where there is no Union Board, the area of a Union League Committee shall be co-extensive with its Panchait Committee.

Primary Awami League

33. The following shall be deemed to be Primary League:-

(a) Union League.

(b) Town or Sub divisional Head quarters Leagues.

(c) Municipal Leagues, with less than 10,000 Muslim inhabitants.

(d) Ward Leagues under City Leagues.

(e) Ward Leagues of Municipalities in the cities of Dacca & Chittagong.

FUNDS OF THE AWAMI MUSLIM LEAGUE

Primary League Fund

34. The Primary League Fund will be constituted as follows:- Donations and annual subscription by executive members.

Sub divisional or City Awami League Fund

35. The Sub divisional or City League Fund will be constituted as follows:-

(a) Special subscriptions at the rate of annas -|8|- paid by each members of the Sub divisional League.

(b) Affiliation fee Rs. 2 by each Union League.

(c) Donations.

District Awami League Fund

36. The District League Fund shall be constituted as follows:-

(a) Special subscriptions at the rate of Re. 1 paid by each member of the District League.

(b) Affiliation fee Rs.20 by each Sub divisional and City Leagues.

(c) Donations.

Central League Fund

37. The Central League Fund will be constituted as follows:-

(a) Special subscription at the rate of Rs.2 paid by the members Council of the Awami Muslim League as provided for in section 10(a).

(b) Monthly subscriptions paid by the ex-officio members of the Council of the East Pak. Awami League as provided for in Section 10(b).

(c) Affiliation fee at Rs. 30 by District Leagues.

(d) Donations.

38. Each of the above Funds shall be known as the Primary League Fund, the Sub divisional or City League Fund, the District League Fund and the Central League Fund, as (he case may be. The Funds shall be kept in the Post Office Savings Banks or any Scheduled Bank approved by the Working Committee of the Central Awami League in the joint names of the Treasurer and the Secretary.

39. The account of each Fund shall be audited at least once a year.

40. (a) The Funds deposited in the Banks shall be operated on the joint signatures of the Treasurer and the Secretary of the respective branch Leagues. In case of the Central Fund also the same rule shall apply.

(b) The Secretary of the Provincial or of a branch League shall be entitled to keep in his personal custody any sum of money for necessary expenses as may be decided by the Working Committee of the Provincial League or the Executive Committee of the branch League as the case may be.

POWERS AND DUTIES OF THE OFFICE-BEARERS

41. The Honorary Secretary shall exercise all the powers delegated to him by the Council of the Provincial Awami League or which may be entrusted to him by the Working Committee.

42. The Honorary Secretary shall exercise all the powers and discharge all duties laid down by, and incidental to the enforcing of these rules and generally to his Office.

43. The Honorary Secretary shall have power to appoint, punish, dismiss or grant leave of absence with or without pay to the paid employees of the Awami League, subject to the sanction of the Working Committee.

Assistant Secretaries

44. The Assistant Secretaries shall assist the Honorary Secretary and perform their duties under his guidance and instructions. The permanent Secretary will be in-charge of the Central Secretariat.

45. (a) The Office-bearers of the East Pak Awami Muslim League may attend and take part in discussions at meetings of the District and the Sub divisional or City Leagues, and their Executive Committees.

(b) The Office-bearers of the Provincial Awami Muslim League shall have power to examine the records, papers and accounts of all the branch Leagues in the Province.

GENERAL PROVISIONS

46. All casual vacancies arising in the ranks of the office-bearers or members of the Council shall be filled up by the Council by election.

47. The elections of the different Awami Leagues shall be held generally according to the following timetable:-

(a) All Primary Leagues will ordinarily hold the election of their respective Office-bearers and Executive Committees, and their representatives to the Sub divisional or City League in the month of January to March every year.

(b) All Sub divisional or City Leagues will ordinarily, hold the election of their respective Office-bearers and Executive Committees, and their representatives to the District Awami League (or Provincial Awami League) in the mondi of April every year.

(c) All District Leagues will ordinarily hold the election of their Office bearers and Executive Committees, and their quota of members to the Council of the Provincial Awami Muslim League in the month of May every year.

(d) The Council of the East Pak. Awami Muslim League will ordinarily elect its Office-bearers, and the Working Committee shall also be formed, in the month of June or July every year.

48. In exceptional cases any branch League may be granted temporary affiliation or recognition by the Working Committee for better organisation of the League in the Province.

49. (a) (i) Primary Leagues within the jurisdiction of a Sub divisional or a City League shall be granted affiliation by the Sub divisional or the City League as the case may be.

(ii) The sub divisional or the City Leagues shall be granted affiliation by the District League.

(iii) The District Leagues shall be granted affiliation by the East Pak. Awami Muslim League;

Provided that the Working Committee of the Provincial Awami Muslim League shall have power to grant direct affiliation to any branch League.

(b) All affiliated branch Leagues shall be deemed to be branches of the East Pakistan Awami Muslim League.

50. All disputes of branch Leagues relating to League matters shall be decided by the immediate Superior League with right of appeal to the next higher League.

It will, however, be open to the Working Committee of the East Pakistan Awami Muslim League to admit and decide any appeal or dispute.

Rules for the guidance of branch Awami Leagues

51. (a) The Office-bearers of the District League may attend, and take part in discussions at any meeting of the Sub divisional or City Leagues and their Executive Committees; and the Office-bearers of the Sub divisional or City Leagues shall have similar powers in respect of the meetings of their branch Leagues.

(b) The President and the Secretary of a District. Sub divisional or a City Awami League shall have similar powers with respect to all its subordinate branch Leagues as under section 45 (b).

52. The quota of members to be elected to the Council of the East Pak. Awami Muslim League by each District League should, as far* as practicable, be equitably distributed amongst the Subdivisions.

53. Where a Sub divisional or a City Awami League has failed to elect its quota of members to the District League, the Executive Committee of the District League shall have power to nominate the quota from amongst the League members of that particular Subdivision.

54. A District or a Sub divisional or City League shall meet at least twice a year. Besides, on a written requisition by 30 members of the District, Sub divisional or City League, a special meeting of the League concerned shall be called within 30 days of the receipt of such requisition by the Secretary.

55. The Executive Committee of the District, the Sub divisional or the City League shall meet at least once a month. Besides, on a written requisition by 10 members, the Secretary shall call a meeting of the Executive Committee of the League concerned within 15 days of the receipt of such requisition.

56. (a) Notice of meetings of the District, Sub divisional or City Leagues:- Section 20 of this constitution shall apply to all meetings of the District, the Sub divisional or the City Awami Leagues.

(b) At least 7 days' clear notice shall be given for ordinary meetings of the Executive Committees of the District, Sub divisional or the City Leagues.

57. All resolutions passed by the Executive Committee of the District and the Sub divisional or City Leagues shall be placed before the respective District and Sub divisional or City Leagues for approval.

58. Casual vacancies in the District League or in the District League Executive Committee shall be filled up by the Executive Committee by election, but vacancies in the ranks of office-bearers shall be filled up by the District Awami League. This rule shall apply *mutatis mutandis* Sub divisional and City Leagues.

59. (a) At District, Sub divisional or City League Conferences the members of the District or the Sub divisional or the City Leagues as the case may be, and the delegates shall attend, take part and vote on payment of a fee of Re. 1 each.

(b) The delegates, for the District, Sub divisional or City Awami Muslim League conferences shall be, elected by their respective branch Leagues, but the number of such delegates shall not exceed 5 times their quota of representatives fixed for the District, the Sub divisional or the City Leagues, as the case maybe.

(c) The members of the District Sub divisional or City Leagues shall form the Subjects Committee of the District and the Sub divisional or City League Conferences respectively with power to the President to nominate 10 members from amongst the delegates to the Subject Committee.

60. At conferences of the District, Sub divisional or City Leagues, the members of the Council of the East Pak. Awami Muslim League belonging to the respective District or Subdivision or City, shall be *ex-officio* delegate and members of the Subjects Committee.

61. Notices of the meetings of Primary Leagues:-

(a) Rule 56 shall apply to all ordinary meetings of the Primary Awami Leagues.

(b) In case of requisition meetings of Primary Leagues Rule 55 shall apply except that such requisition shall be signed by at least 20 members.

62. All vacancies in the ranks of office-bearers and members of the Primary League Executive Committees shall be filled up by the Executive Committees by election.

63. All branch Leagues shall submit quarterly reports of their activities to their respective immediate superior Leagues.

64. The Executive Committee of the District League shall have power to take disciplinary action against any member within its jurisdiction, who violates the decisions of the League or acts in contravention of the principles and policies of the League. Such members, against whom disciplinary action has been taken, shall have the right of appeal to the Working Committee of the Provincial Awami League and the decision of the Working Committee shall be final.

N. B.- this is a provisional constitution, which will be finally adopted at the first meeting of the elected Council of the East Pakistan Awami Muslim League, with such alterations, addition or modification as may- be deemed necessary by the said Council.*

❖ ,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লিয়াকত আলী খান কর্তৃক উত্থাপিত অবজেকটিভ রিজোলিউশন ও তার উপর বক্তৃতা	পাকিস্তান গণপরিষদ	মার্চ, ১৯৪৯

Speech of Liaquat Ali Khan on Objectives Resolution

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful"

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which He has delegated to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limit prescribed by Him is a sacred trust;

This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution for the sovereign independent State of Pakistan;

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the *Sunna;**

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practise their religions and develop their cultures;

Whereby the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a Federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed;

Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality;

Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured;

Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded;

---

* Tradition of the Holy Prophet

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the World and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity."

Sir, I consider this to be a most important occasion in the life of this country, next in importance only to the achievement of independence, because by achieving independence we only won an opportunity of building up a country and its polity in accordance with our ideals. I would like to remind the House that the Father of the Nation, Quaid-i-Azam, gave expression to his feelings on the matter on many an occasion, and his views were endorsed by the nation in unmistakable terms. Pakistan was founded because the Muslims of this Sub-continent wanted to build up their lives in accordance with the teachings and traditions of Islam, because they wanted to demonstrate to the world that Islam provides a panacea to the many diseases which have crept into the life of humanity today. It is universally recognized that the source of these evils is that humanity has not been able to keep pace with its material development, that the Frankenstein Monster which human genius has produced in the form of scientific inventions, now threatens to destroy not only the fabric of human society but its material environment as well, the very habitat in which it dwells. It is universally recognized that if man had not chosen to ignore the spiritual values of life and if his faith in God had not been weakened, this scientific development would not have endangered his very-existence. It is God-consciousness alone which can save humanity, which means that all power that humanity possesses must be used in accordance with ethical standards which have been laid down by inspired teachers known to us as the great Prophets of different religions. We, as Pakistanis, are not ashamed of the fact that we are overwhelmingly Muslims and we believe that it is by adhering to our faith and ideals that we can make a genuine contribution to the welfare of the world. Therefore, Sir, you would notice that the Preamble of the Resolution deals with a frank and unequivocal recognition of the fact that all authority must be subservient to God. It is quite true that this is in direct contradiction to the Machiavellian ideas regarding a polity where spiritual and ethical values should Play no part in the governance of the people and, therefore, it is also perhaps a little out of fashion to remind ourselves of the fact that the State should be an instrument of beneficence and not of evil. But we, the people of Pakistan, have the courage to believe firmly that all authority should be exercised in accordance with the standards laid down by Islam so that it may not be misused. All authority is a sacred trust, entrusted to us by God for the purpose of being exercised in the service of man, so that it does not become an agency for tyranny or selfishness. I would, however, point out that this is not a resuscitation of the dead theory of Divine Right of Kings or Rulers, because, in accordance with the spirit of Islam, the Preamble fully recognizes the truth that authority has been delegated to the people, and to none else, and that it is for the people to decide who will exercise that authority.

For this reason it has been made clear in the Resolution that the State shall exercise all its powers and authority through the chosen representatives of the people. This is the very essence of democracy, because the people have been recognized as the recipients of all authority and it is in them that the power to wield it has been vested.

Sir, I just now said that the people are the real recipients of power. This naturally eliminates any danger of the establishment of a theocracy. It is true that in its literal sense, theocracy means the Government of God; in this sens6, however, it is patent that the entire universe is a theocracy, for is there any corner in the entire creation where His authority does not exist. But in the technical sense, theocracy has come to mean a Government by ordained priests, who wield authority as being specially appointed by those who claim to derive their rights from their sacerdotal position. I cannot over-emphasize the fact that such an idea is absolutely foreign to Islam. Islam does not recognize either priesthood or any sacerdotal authority; and, therefore, the question of a theocracy simply does not arise in Islam. If there are any who still use the word theocracy in the same breath as the polity of Pakistan, they are either laboring under a grave; misapprehension, or indulging in mischievous propaganda.

You would notice, Sir that, the Objectives Resolution lays emphasis on the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, and further defines them by saying that these principles should be observed in the constitution as they have been enunciated by Islam. It has been necessary to qualify these terms because they are generally used in a loose sense. For instance, the Western Powers and Soviet Russia alike claim that their systems are based upon democracy, and yet, it is common knowledge that their policies are inherently different. It has, therefore, been found necessary to define these terms further in order to give them a well-understood meaning. When we use the word democracy in the Islamic sense, it pervades all aspects of our life; it relates to our system of Government and to our society with equal validity, because one of the greatest contributions of Islam has been the idea of the equality of all men. Islam recognizes no distinctions based upon race, color or birth. Even in the days of its decadence. Islamic society has been remarkably free from the prejudices which vitiated human relations in many other parts of the world. Similarly, we have a great record in tolerance, for under no system of Government, even in the Middle Ages, have the minorities received the same consideration and freedom as they did in Muslim countries. When Christian dissentients and Muslims were being tortured and driven out of their homes, when they were being hunted as animals and burnt as criminals-even criminals have never been burnt in Islamic society-Islam provided a haven for all who were persecuted and who fled from tyranny. It is a well-known fact of history that, when anti-Semitism turned the Jews out of many a European country, it was the Ottoman Empire which gave them shelter. The greatest proof of the tolerance of Muslim peoples lies in the fact that there is no Muslim country where strong minorities do not exist, and where they have not been able to preserve their religion and culture. Most of all, in this Sub-continent of India, where the Muslims wielded unlimited authority, the rights of non-Muslims were cherished and protected. I may point out, Sir that it was under Muslim patronage that many an indigenous language developed in-India. My friends from Bengal would remember that it was under the encouragement of Muslim rulers that the first translations of the Hindu scriptures were made from Sanskrit into Bengali. It is this tolerance which is envisaged by Islam, wherein a Minority does not live on sufferance, but it respected and give every opportunity to develop its own thought and culture, so that it may contribute to the greater glory of the entire nation. In the matter of social justice as well, Sir, I would point out that Islam has a distinct contribution to make, Islam envisages a society in

which social justice means neither charity nor regimentation. Islamic social justice is based upon fundamental laws and concepts which guarantee to man a life free from want and rich in freedom. It is for this reason, that the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice have been further defined by giving to them a meaning which, in our view, is deeper and wider than the usual connotation of these words.

The next clause of the Resolution lays down that Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the *Sunna.* It is quite obvious that not non-Muslim should have any objection if the Muslims are enabled to order their lives in accordance with the dictates of their religion. You would also notice. Sir, that the State is not to play the part of a neutral observer, wherein the Muslims may be merely free to profess and practice their religion, because such an attitude on the part of the State would be the very negation of the ideals which prompts the demand of Pakistan, and it is these ideals which should be the corner-stone of the State which we want to build. The State will create such conditions as are conducive to the building up of a truly Islamic society, which means that the State will have to play a positive part in this effort. You would remember, Sir, that the Quaid-i-Azam and other leaders of the Muslim League always made unequivocal declarations that the Muslim demand for Pakistan was based upon the fact that the Muslims had a way of life and a code of conduct. They also reiterated the fact that Islam is not merely a relationship between the individual and his God, which should not in any way, affect the working of the State. Indeed, Islam lays down specific directions for social behavior, and seeks to guide society in its attitude towards the problems which confront it from day to day. Islam is not just a matter of private beliefs and conduct. It expects its followers to build up a society for the purpose of good life-as the Greeks would have called it, with this difference, that Islamic "good life" is essentially based upon spiritual values. For the purpose of emphasizing these values and to give them validity, it will be necessary for the State to direct and guide the activities of the Muslims in such a manner as to bring about a new social order based upon the essential principles of Islam, including the principles of democracy, freedom, tolerance and social justice. These I mention merely by way of illustration; because they do not exhaust the teachings of Islam as embodied in the Quran and the *Sunna.* There can be no Muslim who does not believe that the word of God and the life of the Prophet are the basic sources of his inspiration. In these there is no difference of opinion amongst the Muslims and there is no sect in Islam which does not believe in their validity. Therefore, there should be no misconception in the mind of any sect which may be in a minority in Pakistan about the intentions of the State. The State will seek to create an Islamic society free from dissensions, but this does not mean that it would curb the freedom of any section of the Muslims in the matter of their beliefs. No sect, whether the majority or a minority, will be permitted to dictate to the others and, in their own internal matters and sectional beliefs, all sects shall be given the fullest possible latitude and freedom. Actually we hope that the various sects will act in accordance with the desire of the

Prophet who said that the differences of opinion amongst his followers are a blessing. It is for us to make our differences a source of strength to Islam and Pakistan, not to exploit them for narrow interests who will weaken both Pakistan and Islam. Differences of opinion very often lead to cogent thinking and progress, but this happens only when they are not permitted to obscure our vision of the real goal, which is the service of Islam and the furtherance of its objects. It is, therefore, clear that this clause seeks to give the Muslims the opportunity that they have been seeking, throughout these long decades of decadence and subjection of finding freedom to set up a polity, which may prove to be a laboratory for the purpose of demonstrating to the world that Islam is not only a progressive force in the world, but it also provides remedies for many of the ills from which humanity has been suffering.

In our desire to build up an Islamic society we have not ignored the rights of the non-Muslims. Indeed, it would have been un-Islamic to do so, and we would have been guilty of transgressing the dictates of our religion if we had tried to impinge upon the freedom of the minorities. In no way will they be hindered from professing or protecting their religion or developing their cultures. The history of the development of Islamic culture itself shows that cultures of the minorities, who lived under the protection of Muslim States and Empires contributed to the richness of the heritage which the Muslims built up for themselves. I assure the minorities that we are fully conscious of the fact that if the minorities are able to make a contribution to the sum total of human knowledge and thought, it will redound to the credit of Pakistan and will enrich the life of the nation. Therefore, the minorities may look forward, not only to a period of the fullest freedom, but also to an understanding and appreciation on the part of the majority which has always been such a marked characteristic of Muslims throughout history.

Sir, the Resolution envisages a federal form of government because such is the dictate of geography. It would be idle to think of a unitary form of Government when the two parts of our country are separated by more than a thousand miles. I, however, hope that the Constituent Assembly will make every effort to integrate the units closer and forge such ties as would make us a well-integrated nation, I have always advocated the suppression of provincial feelings, but I want to make it clear that I am not an advocate of dull uniformity. I believe that all the areas and units, which form Pakistan, should contribute to the richness of our national life. I do, however, want to make it clear that nothing should be permitted which, in any sense, tends to weaken national unity; and provision should be made for bringing about a closer relationship amongst the various sections of our population that exists today. For this purpose the Constituent Assembly will have to think a new as to what will be the best method for the distribution of subjects between the Centre and the units, and how the units should be defined in our new setup.

Mr. President, it has become fashionable to guarantee certain fundamental rights, but I assure you that it is not our intention to give these rights with one hand and take them away with the other. I have said enough to show that we want to build up a truly liberal Government where the greatest amount of freedom will be given to all its members.

Everyone will be equal before the law, but this does not mean that his personal law will not be protected. We believe in the equality of status of justice. It is our firm belief and we have said this from many a platform that Pakistan does not stand for vested interests or the wealthy classes. It is our intention to build up an economy on the basic principles of Islam which seeks a better distribution of wealth and the removal of want. Poverty and backwardness-all that stands in the way of the achievement of his fullest stature by man-must be eradicated from Pakistan. At present our masses are poor and illiterate. We must raise their standards of life, free them from the shackles of poverty and ignorance. So far as political rights are concerned, everyone will have a voice in the determination of the policy pursued by the Government and in electing those who will run the State, so that they may do so in the interests of the people. We believe that no shackles can be put on thought and therefore, we do not intend to hinder any person from the expression of his views. Nor do we intend to deprive anyone of his right of forming associations for all lawful and moral purpose. In short, we want to base our polity upon freedom, progress and social Justice. We want to do away with social distinctions, but we want to achieve this without causing suffering or putting fetters upon the human mind and lawful inclinations.

Sir, there are a large number of interests for which the minorities legitimately desire protection. This protection the Resolution seeks to provide. The backward and depressed classes are our special charge. We are fully conscious of the fact that they do not find themselves in their present plight for any fault of their own. It is also true that we are not responsible by any means for their present position. But now that they are our citizens, it will be our special effort to bring them up to the level of other citizens, so that they may bear the responsibilities imposed by their being citizens of a free and progressive State, and share them with others who have been more fortunate than themselves. We know that so long as any sections amongst our people are backward, they will be a drag upon society and, therefore, for the purpose of building up our State we must necessarily look to the interests of these sections.

Mr. President, in the end we firmly believe that by laying the foundations of our constitution on the principles enunciated in this Resolution, we shall be able to put Pakistan on the path of progress, and the day is not far distant when Pakistan will become a country of which its citizens, without distinction of class or creed, will be proud. I am confident that our people have great potentialities. Through their unparalleled sacrifices and commendable sense of discipline, displayed at the time of a grave disaster and crisis, they have earned the admiration of the world. Such a people, I am sure, not only deserves to live, but is destined to make a contribution to the welfare and progress of humanity. It is essential that it should keep alive its spirit of sacrifice, and its adherence to its noble ideals, and Destiny itself will lead it to its place of glory in the affairs of the world, and make it immortal in the annals of humanity. Sir, this people has traditions of great achievement to its credit; its history is replete with deeds of glory; in every sphere of life it has contributed its full measure of achievement; its heroism adorns the pages of military chronicles; its administrators created traditions which have withstood the ravages of time; in creative art, its poetry, architecture and sense of beauty have won their tribute

of appreciation; in the matter of spiritual greatness it has few parallels. It is this people which is again on the march, and given the necessary opportunities, it will surpass its previous record of glorious achievement. This Objectives Resolution is the first step in the direction of the creation of an environment which will again awaken the spirit of the nation. We, whom Destiny has chosen to play a part, howsoever humble and insignificant, in this great drama of national resurrection, are overwhelmed with the magnitude of the opportunities which are before us. Let us use these opportunities with wisdom and foresight, and I have not the least doubt that these humble efforts will bear fruit far in excess of our wildest expectations, through the help of a Providence which has brought Pakistan into existence. It is not every day that great nations come into their own; it is not every day that peoples stand on the threshold of renaissance; it is not every day that Destiny beckons the down-trodden and the subjugated to rise and greet the dawn of a great future. It is the narrow streak of light heralding the brilliance of the full day that we salute in the form of this Resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজং বিদ্রোহের ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও সরকারী প্রেস নোট	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী- মার্চ, ১৯৪৯

৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে লেঙ্গুরা হাটের সামনে যে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ হয় সে বিষয়ে ময়মনসিংহ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্যঃ

জানা গিয়াছে যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার আসাম-পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী হাজং ও আদিবাসীগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ও রামদা লইয়া লেঙ্গুরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। হাজংদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পুলিশদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশের পাল্টা আক্রমণ ও গুলি চালনার ফলে হটিয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে ১০ জন হাজং নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্তাধীন আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ হাজংদের কয়েকটি গ্রামে হানা দিয়া ২৮ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং বহু তীর, ধনুক ও বর্শা উদ্ধার করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টঙ্ক ও কর সংগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। 'টঙ্ক' ব্যবস্থা অনুসারে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্যের একটি নিদিষ্ট অংশ জমিদারগণকে দিতে হয়।

প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঘটনার পূর্বে উক্ত একই এলাকার অন্তর্গত বালিগঞ্জে সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়।

ময়মনসিংহ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত এবং 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ৯ই ফেব্রুয়ারী দুটি ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়ঃ

জানা গিয়াছে, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার পূর্ব পাক-আসাম সীমান্তবর্তী উত্তর এলাকার গারো হাজং কমিউনিষ্টগণ লাঠি, তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাপুর থানার নিকটস্থ 'সেঙ্গু' এবং হালুয়াঘাট থানার উপকণ্ঠস্থ 'পুলিশ ক্যাম্প' আক্রমণ করিলে, পুলিশ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া গুলি চালায়। ফলে, হালুয়াঘাট থানার নিকটস্থ ঘটনা কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পক্ষের ১ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লেঙ্গুরাস্থ ঘটনা কেন্দ্রের হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, পূর্ব প্রকাশিত সরকারের টঙ্ক ও খাদ্য সংগ্রহনীতির বিরুদ্ধাচারনই এই সমস্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। আর এক খবরে প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দী থানাত্রয়ে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ই, বি, রেজিমেন্ট রাইফেলস্ উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত।

ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে কৃষক-সিপাহী সংঘর্ষ এবং সিপাহীদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে এই সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড' ইত্যাদি পত্রিকায় মন্তব্যসহ কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সব সংবাদের প্রতিবাদ করে পূর্ব বাঙলা সরকার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারী করেনঃ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার একটি খবরের প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মোমেনশাহী জেলার আংশিক বহির্ভূত এলাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে ।

যে, বাধ্যতামূলক ধান্য সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিতে অস্বীকার করায় প্রায় একশত জনেরও অধিক কৃষককে গুলি করিয়া নিহত করা হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপঃ

উক্ত এলাকার হাজংদের আন্দোলন প্রায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যস্বরূপ : ১৯৪৬ সালে একবার তাহাদের আন্দোলন এত ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল যে, অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে বাংলা সরকারকে পুলিশ প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। জনসাধারণের অনুন্নত অবস্থার সুযোগে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে পুরাতন আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে হাজংরা কয়েকটি সভা ও শোভাযাত্রায় টঙ্ক প্রথা, খাজনা ও ধান্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। তাহারা বর্শা, দাও প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কয়েকবার তাহারা ধানও লুট করে। ২৮শে জানুয়ারী সীমান্ত পুলিশ দলের জনৈক নায়েক তাহাদের হস্তে নিহত হয়। একজন পুলিশ কনষ্টেবলকেও হাজংরা বেদম প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কম্যুনিষ্ট হাজংদের এক বিরাট জনতা বর্শা ও দাও প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লেঙ্গুরা থানার পুলিশ ক্যাম্পটি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া গুলি চালায়। দুই ঘন্টা পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আরেকটি জনতা ঐ স্থানে জমায়েত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আবার গুলি চালায়। ৯ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর ও হালুয়াঘাট থানায় দুইটি স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বারবার সাবধান করে। জনতা যখন ভীতি প্রদর্শন করে এবং অবস্থা যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পুলিশ গুলি করে। এ পর্য্যন্ত মোট ১৩ জন নিহত হইয়াছে। বর্তমানে অবস্থা শান্ত।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ফেডারেশনের* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও কৃষক হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভা আহবান করে। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হওয়ার পরই দেখা যায় একদল ছাত্র জোরপূর্বক সভা ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে একজন 'সভা কে আহবান করেছে' সেটা জানতে চায় এবং সভাপতির হাত ধরে টেনে তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেয় এবং অন্য একজন সভাপতির চেয়ারটি পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিক্ষেপ করে। এরপর সেই গুন্ডা ছাত্রদল সভাটির উদ্যোক্তাদের উপর ইচ্ছেমত কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি চালাতে থাকে। ফলে সভাস্থলে এক দারণ হট্টগোল গন্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং সভার কাজ চালানো আর সম্ভব হয় না। এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে অবশ্য সভাস্থলেই একদল ছাত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান। এঁদের একজনের একটি পত্র নওবেলালে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি বলেনঃ

সবাই বুঝিতে পারেন, যাহারা গুন্ডামি করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেন তাহারা শুধু ছাত্র ফেডারেশনেরই শত্রু নন, তাহারা প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলনেরই দুষমন। এরাই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সরকারের দালাল সাজিয়েছিলন। এরাই জমিদারী উচ্ছেদ ব্যাপারে সরকারের জমিদার পোষণ নীতির সমর্থন করেন। সর্বোপরি এরা হাজং চাষীদের উপর গুলিবর্ষণ নীতির দিক দিয়া সমর্থন করেন।***

---

* দেশ বিভাগের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী ও বেসরাকরী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে এমই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না এবং অল্পকাল পরেই তার বিলুপ্তি ঘটে। ব,উ।

** এই ধরনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান তখন ঢাকাতে একটিই ছিল। তার নাম নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। সরকার ও মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতার এই সংগঠনের ছাত্ররাই বিরোধী দলের সভাগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে গুন্ডামি করতো। এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই দবিরুদ্দিন, নঈমুদ্দীন, আহমদ, আজিজ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল মতিন প্রভৃতি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

*** সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকার হাজং আন্দোলনের সূত্রপাত হয় জমিদারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই হাজংদের আন্দোলন আবার নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে ধানের ওপর সরকারী লেভী ও টঙ্ক (ধানের মাধ্যমে খাজনা) প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে। এটি সর্বশেষে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয় এবং হাজংদের ওপর ব্যাপক অত্যাচারের ফলে এই আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি সর্মথিত কৃষক সমিতি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট	পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ	জুন, ১৯৪৯

অতি বামপন্থী বিভেদকারীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিবাদে ঢাকা- তথা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ১৭ই এপ্রিল থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছেন, বর্ত্তমানে তা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চেয়েছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রান্তনীতি ও অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের জন্যে সমাধানের দুয়ার বারবার রুদ্ধ হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের রাইফেলের গুলিতে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন; তারা ভেবেছিলেন যে ছাত্র নেতাদের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখলেই সংগ্রাম থেকে যাবে। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রসমাজ কোন জুলুমের মোকাবেলায়ই স্তব্ধ হয়ে যায়নি- বরঞ্চ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় তাদের আন্দোলন শতগুণ শক্তিশালী হয়েছে। চরম প্রতিকূল পরিবেমের মধ্যেও ছাত্রসমাজ মাথা উচু করে রেখেছে- তারা কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করেনি। সংগ্রাম পরিষদে লক্ষ্য ছিল- সমস্ত ছাত্রসমাজকে সমবেত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদ সফল হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের দালালরা ছাত্র সংহতির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ছাত্রসমাজের ঐক্য এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ জনগণের সম্মুখে ঐ দালালদের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই উদঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ এক নতুন আপদ এসে জুটেছে। এটা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত ছাত্র ফেডারেশন। আলস সংগ্রামের সময় গা ঢাকা দেওয়া এবং সুযোগ বুঝে মাটির তলা থেকে গলাটা বের করে দু'টারটি ''অতিবিপ্লবী'' বুলি কপচানই যাদের পেশা। ''অতিবিপ্লব'' যে ''প্রতিবিপ্লব''-এরই সামিল তা অবশ্য এরা নিজেরাও জানেন। এই অদলীয় ফেডারেশন নেতারা প্রতিটি বলিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেন এবং ঘোড়ার আগে গাড়ীজুড়ে বরাবরই আন্দোলনকে সাবোটাশ করেন। বলিষ্ঠ আন্দোলনের চেয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিই যাদের কাম্য, তারাই সাবোটাশ নীতি গ্রহণ করেন।

গতবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও এই ''অতিবিপ্লবী'' অদলীয় নেতারা উড়ে এসে জুড়ে বসে আন্দোলনটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ছাত্রসমাজের দৃঢ়তা ও সতর্কতায় তাদের অপচেষ্টা সফল হয়নি। এবারকার আন্দোলনেও এরা অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন- কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সতর্কতায় এর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এই অর্ব্বাচীন বামপন্থীরা এবার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযান শুরু করেছেন। সম্প্রতি এক ইশতাহারে এরা বলেছেন- ''পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বারে বারে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী জোয়ারে রাশ টেনেছে, নিখিল পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান খোলাখুলিভাবে নিখিল পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে হাত মিলাতে চান'' ইত্যাদি।

যে পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রিকুইজিশন বিরোধী আন্দোলন, হোষ্টেল-কমনরুম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, দমননীতি রিরোধী আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সাধারণ ধর্ম্মঘট পরিচালিত হয়েছে, দমননীতির চক্রতলে নিষ্পেষিত প্রায় জনমতকে যারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও জিয়ায়ে রেখেছ, প্রতিটি সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে যারা পুলিশের লাঠি, গুলি এবং কাঁদুনে গ্যাসের মোকাবেলা করেছে, যারা দলে দলে

অকাতরে কারাবরণ করেছে (কিন্তু পেছন দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গিয়ে মাটির তলায় আত্মগোপন করেনি) তাদের বিরুদ্ধে এই সব অপপ্রচার যে কতখানি হীন এবং উদ্দেশ্যমূলক তা বলাই বাহুল্য। যে সবার আগে কারাবরণ করেছে এবং আজও যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ আছে সেই মুজিবুর রহমান নিখিল পূর্ব্ব-পাক মুসলিম ছাত্রলীগের মত ভূইফোঁড়, প্রতিক্রিয়াশীল, দালাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যস্ত এরূপ প্রলাপোক্তি ফেডারেশনের ''আত্ম-প্রতারিত মুখরাই'' করতে পারেন এবং তারাই এটা বিশ্বাস করতে পারেন। ফেডারেশনী চমুবা এমনি ধরনের অনেক প্রলাপোক্তিই করেছেন। আমরা জানি ছাত্রসমাজ সেগুলোকে উপেক্ষাই করবেন। কিন্তু এই সব অপপ্রচারের মধ্যে ফেডারেশনের যে বিভেদ সৃষ্টিকারী রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে আমরা সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

- এই বিভেদ সৃষ্টিকারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ হুঁশিয়ার হউন।
- বিশৃঙ্খলাকামী তথাকথিক 'বামপন্থীদের' স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে বলিষ্ঠ আন্দোলনকে চালু রাখুন।
- সমবেত কণ্ঠে ছাত্র বন্দীদের মুক্তি এবং শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহারের দাবী করুন।
- জুলুম, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন।
- পূর্ব্ব পাকিস্তানের পতনোন্মুখ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের কবল থেকে রক্ষা করুন।
- সুশৃঙ্খল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে গড়ে তোলার শক্তি সঞ্চয় করুন।

পাকিস্তান- জিন্দাবাদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ- জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দ্দুর পক্ষে লেখা বাঙালীদের তাত্ত্বিক বক্তব্য	মাহে নও (আজাদী সংখ্যা)	১৪ই আগস্ট, ১৯৪৯

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম

মীজানুর রহমান

দুনিয়ার প্রত্যেক আজাদ রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্রভাষা রয়েছে এবং থাকা দরকার। এই বিষয়ে তর্ক-তকরারের গোনজায়েশ নাই।

তিক্‌সিমের পর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে নাগরী হরফে লেখা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সওয়াল স্বাভাবিকভাবে উঠেছিল। কায়েদে আজম নির্দেশ দিয়ে গেছেন- উর্দ্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

কায়েদে আজমের নির্দেশ যুক্তিসংগত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কবেলিয়াত উর্দ্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে গেছে। আনজামের এনতেজাম শুধু বাকী।

সমাধানের বিষয়গত আলোচনার দরকার নেই। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম নিয়ে আমরা কিছু সোপারেশ রয়েছে। এই সোপারেশটুকু পেশ করার জন্যই আজকের আলোচনা।

রাষ্ট্র বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে রাষ্ট্রভাষার নাম। হওয়াও সংগত এবং সুবিধাজনক। এই হিসাবে আমার মতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম হওয়া উচিৎ পাকিস্তানী। উর্দ্দু ভাষাকে ‘‘পাকিস্তানী’’ বলে অভিহিত করাই আমার প্রস্তাব।

‘‘উর্দ্দু মানে সামরিক ছাউনি (মিলিটারী ক্যাম্প) উর্দ্দু কেবল মুসলমানের ভাষা নহে। মুসলমান ও অমুসলমানদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই উর্দ্দু বিকশিত হয়েছে। উর্দ্দুর নামের সহিত মুসলিম তাহজীব তমদ্দুনের খাছ কোন তায়ালুক নেই। মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর কথায়- ‘‘উর্দ্দু ইসলামের তোহফা নহে। আরবী-ফারসী-তুর্কী জবান হতেও উর্দ্দুর উৎপত্তি নহে... আরবী-ফারসী জবানের কতকগুলি আলফাজই উর্দ্দু ভাষায় মুসলমানদের নিজস্ব।... আরবী কোন দিনই ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিলনা। ফারসী এবং তুর্কী এককালে ভারতের মুসলমানদের কথ্য ভাষা ছিল।

“Although the Court Language of the Muslims remained Persian. Hindustani had to come the vernacular of daily use long before the Mughals lost the rule of Delhi. It is this language which is called Urdu and in the advocacy of which Muslims are sometimes so vehement. To use the sneer or Mr. Lioyd George, it is not only Mr. Balfour who is hatching the Cuckoo’s egg for even though the Muslims of India know that it is not their own they are now as much attached to Urdu as they were attached to Persian before, and far more than they were ever attracted to Arabic”.

উর্দ্দু দৈনিক ‘হামদর্দের’ সম্পাদক এবং মশহুর উর্দ্দু কবি মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলীর পক্ষে উর্দ্দু হামদর্দীই স্বাভাবিক। তথাপি সত্যের খাতিরেই মওলানা উপরের মন্তব্য করেছেন। উর্দ্দুর বিকাশে মুসলমানের

দান অবশ্য প্রচুর। নিজস্ব শক্তি সৌন্দয্য এবং সাবলীলতার কল্যাণেই উর্দ্দু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এতটা প্রসার লাভ করেছিল।

মুসলিম হুকুমাতের মারকাজ দিল্লীর সামরিক ছাউনীতেই উর্দ্দুর পয়দায়েশ। রাজনীতিক কারণে বেচারা উর্দ্দুকে আজ জন্মভূমি হতে হিজরত করে আসতে হয়েছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের নানা প্রদেশে উর্দ্দু অবশ্য অপরিচিত নহে। বর্ণমালা ও ইসলামী অবধারার কল্যাণে এবং নিজস্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্যের দওলতে উর্দ্দু মুসলমানদের নিকট খুবই আদরণীয়।

মাগরেবী পাকিস্তানের বাসিন্দাগণের নিকট উর্দ্দুর মকবুলিয়াৎ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই। মাশরেকী পাকিস্তানেরও উর্দ্দুর কদরদামী ব্যাপক। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু শব্দ সম্পাদকে বলতে গেলে খালাতো ভাই। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত শব্দসমূহের শতকরা ৬০-৭০টি শব্দ উর্দ্দু ভাষাতেও প্রচলিত বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা। তথাকথিত সাহিত্যিক বাংলা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামী জবান এবং আদাবী জবানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামী জবানই আসলের মাদেরী জবান।

মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দুর আসল পার্থক্য লিখন প্রণালীতে। মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা জবানের লিখনরীতি পরিবর্তনের কথা উঠছে। আরবী হরফে লিখিত হলে মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দুর বর্তমান পাথক্য কালক্রমে বিলোপ পাওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমাদের জীবন অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আরও আসবে। রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাবধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে ভাষার পরিবর্তনও অবশ্যাম্ভাবী।

মুসলিম জাতীয়তা ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে। ভৌগোলিক জাতীয়তার সহিত ইসলামী জাতীয়তার মৌলিক মোখলেকাৎ ভৌগোলিক ব্যবধান যাহাই হোক না কেন, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের এক খোদা, এক নবী, এক মযহাব, এক মিল্লাত, একই তাহজীব-তমাদ্দুন। সুতরাং ভৌগোলিক ব্যবধানে মুসলিম মিল্লাতের সত্যিকার ভাবধারা বিভিন্নমুখী হতে পারে না। যেহেতু ভাবধারার উৎস এক, ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি রাষ্ট্র-ভাষার নাম দেশ বা জাতির নামানুসারেই হয়ে থাকে। এবং হওয়াও সংগত। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার স্বাভাবিক নাম "পাকিস্তানী"। উর্দ্দু নাম বদল করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষাকে "পাকিস্তানী" বলাই আমার মতে সঙ্গত। পাকিস্তানী গৃহীত হলে আমার বিশ্বাস মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু Ultimate fusion-এর পথ অধিতর প্রশস্ত হবে। মুসলমানী বাংলা এবং মুসলমানী উর্দ্দু সমবায়ে গঠিত হবে Common Script-এ লেখা পাকিস্তানী। মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের জবানী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই পথে।

স্বাভাবিকভাবেই সওয়াল হতে পারে উর্দ্দু যখন হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন উহার নাম বদলের দরকার কি? দরকার রয়েছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে সমুন্নত ভাষা উর্দ্দু এবং বাংলা। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা বাংলার ন্যায় একটা বিকশিত নহে। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমানী বাংলার সহিত উর্দ্দুর সামঞ্জস্যের কথা বলেছি। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার নাম পাকিস্তানী রাখা হলে মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের ভাষাগত সমন্বয়ের পথ সহজ ও কোশাদা হবে। পাকিস্তানী কথাটায় পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের প্রাণে যতটা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে অন্য কোন নামে তাহা সম্ভবপর নহে। অনুপ্রেরণার কথাটা বিশেষভাবে কাবেলে কদর।

নাম পরিবর্তনের উর্দ্দুর অন্তর্নিহিত ও সাবলীলতা ব্যাহত হবে না। আবশ্যক সংস্কার এবং পরিবর্তনের পর মাশরেকী পাকিস্তানের বাংলা ভাষার নাম পরিবর্তনেরও কথা উঠেছে। মুসলমানী বাংলার নাম পরিবর্তন করে

পাকিস্তানী হতে পারে। পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দ্দু স্বাভাবিকভাবেই চলবে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের পথে। ভারতীয় উর্দ্দু এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষা চলবে অন্য পথে। দুই বিভিন্নমুখী ভাষার এক নাম অসংগত নহে কি? এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও পাকিস্তানী বাংলা ও পাকিস্তানী উর্দ্দুর নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হবে।

Common Script এবং Common ideology সোনার কাঠির পরশে Common Language-evaluation খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। পাকিস্তানী হওয়া উচিৎ উক্ত Common Language-এর নাম। পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় Common Language তৈরী করার প্রচেষ্টা শুধু সংগত নহে, জরুরী। ইনশাআল্লাহ্ পাকিস্তান স্থায়ী হবার জন্যই এসেছে Common Language হবে পাকিস্তানের স্থায়ীতের অন্যতম সোনালী বন্ধন। নাম পরিবর্তনের উর্দ্দু ভাষার আসল হাস্তি বজায় থাকবে। অথচ নতুন নামের দওলতে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের কাছে খাছ করে মাশরেকী পাকিস্তানের বাশিন্দাগণের নিকট রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা এবং আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাবে। কারণ আগেই বয়ান করেছি।

একথা সত্য যে, উর্দ্দু সাধারণভাবে পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই মাদেরী জবান নহে যদিও উর্দ্দু পাকিস্তানের প্রচলিত জবানসমূহের মধ্যে পাকিস্তানের হুকুমতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক। রাজনৈতিক আবর্তনে উর্দ্দু নিজ বাসভূমে পরাবাসী হতে বসেছে। হিন্দুস্থানের ইউ,পি, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশেই ছিল উর্দ্দুর শক্তিশালী আস্তানা। নাগরী হরফে লেখা হিন্দীর হামলায় উর্দ্দু সাবেক আবাস হতে বহিস্কৃত হচ্ছে। পাকিস্তানী নামের বরকতে উর্দ্দু ভাষা পাবে পাকাপোক্ত আস্তানা এবং উচ্চতর আসন পাকিস্তানের পাক মাটিতে।

নাম বদলের প্রস্তাব পেশ করেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি উর্দ্দুর মোখালেফ। বাংলা আমার মাদেরী জবান হলেও আমি বরাবর উর্দ্দু ভাষার অধিকতর চর্চার পক্ষপাতী। পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ কামনায়ই আমি নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেছি। আমার প্রস্তাবে কায়া বজায় থাকবে, বদল হবে কেবল ছায়া। ছায়ার চেয়ে কায়াই আসলে কাম্য।

Common Script-এ লেখা Common Language রাষ্ট্রের পক্ষে নেহায়েত জরুরী ব্যাপার। ভাবালুতা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও মংগলের জন্য আমাদিগকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। পাকিস্তানের স্বচ্ছ দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি, পাক গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব গ্রহণ করবার কালে প্রস্তাবিত ''পাকিস্তানী'' নাম অনায়াসে গৃহীত হতে পারে। পাক-বাংলা, এবং পাক-উর্দ্দুর সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা সেরাতুল মোস্তাকীম, পাকিস্তানী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাচোল অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের নেত্রীর উপর পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত বক্তব্য	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

HOW HUMANITY ATTACKED UNDER

LIAKAT-NURUL AMIN REGIME?

Below in the statement of Sm. Ila Mitra made before the court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul Amin Feudal class :

Sm. Ila Mitra in her Statement Pleading "not guilty' to the charges said, I know nothing about the case. On 7-1-50 last I was arrested in Rahanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everything about the murder. As I had nothing to say all my garments were taken away and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S. I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me, and at about 12 midnight I was taken out of the cell and read possibly to the quarters of the S.I., but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between two sticks, and the people around.

I was being administered a 'Pakistani injection'. When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything, I was taken back to the cell carried by the sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a lot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious.

When I came back to my senses in the morning of 9-1-50 the S. I and some sepoys came into my cell and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S. I. muttering: we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10-1-50 when I became conscious again I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate received me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profuse bleeding I had he assured me, I would be treated with the help of a woman nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs.

On 11-1-50 the woman nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the bloodstained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time, I was in a cell of the Nawabganj P. S. under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding, and was unconscious from time to time.

On 16-1-50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination. On my protest that I was too ill to move about, I was, struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me to sign a blank paper. I was at time in a semi-conscious state with high fever. As my condition was going worse, I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital, and on 21-1-50when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the Jail Hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above.*

ইলা মিত্রের জবানবন্দী। এই জবানবন্দীই ইস্তাহার আকারে পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বিলি করা হয়। পৃষ্ঠা ২৯২-৯৪।

---

*১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন শেষ হয়ে গেলেও এর প্রভাব বাংলাদেশের রাজশাহীর নাচোল এলাকায় স্তিমিত হয়নি। যার ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই এলাকায় নতুন করে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই সব কৃষক প্রধানতঃ ছিলেন সাঁওতাল এবং এঁদের নেতা ছিলেন মাতলা সরদার। এই এলাকায় সরকারী প্রভাব প্রায় বিলুপ্তি হয়ে যায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সাঁওতাল কৃষক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষে অসংখ্য হতাহত হয়। এর পর সমগ্র এলাকায় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যৌথ বিবৃতি	পূর্ব বাংলার ভাষার আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরুদ্দীন উমর	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকগণের নিকট আবেদন

ভ্রাতৃগণ,

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে দুইশত বৎসরের গোলামীর পরে আমরা আজাদী লাভ করিয়াছি। এই আজাদী জিহাদের প্রধান সেনানী কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মরহুম আমাদিগকে বলিয়াছেন, ''আমি পাকিস্তানের ভিত্তি পত্তন করিলাম, তোমরা পাকিস্তানের নাগরিকগণ ইহার উপর ইমারত গঠন করিবে''। এই গঠন কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক দেশে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমুন্নতি সাধন। ইহার জন্য সর্বাগে প্রয়োজন দেশের শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় স্থানে বিশেষত কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে অথবা অন্য যে কনে কারণেই হউক আমাদের এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ পূর্ব বাঙ্গালাতেও অশান্তি দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন যেমন আমরা ঘৃণা করি, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি উৎপীড়ন আমরা সেইরূপই ঘৃণা করি। আমাদের মহামান্য কায়েদে আজম মরহুম, পাকিস্তানের বড় লাট মাননীয় জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব লিয়াকত আলী খান, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় জনাব নূরুল আমীন, পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মৌলানা আতাহার আলী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহোদয়গণ অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ আমাদের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নিঃসহায় শান্ত জনগনের উপর লওয়ার প্রবৃত্তিকে একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইগণকে সবিনয়ে দৃঢ়ভাবে বলিব যে, এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ভারতের ৪ (চারি) কোটি মুসলমানের ধনপ্রান বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং পাকিস্তানের অশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছেন। এ প্রকার কার্য্যের ফলে আকস্মিক লোক বিনিময়ে রাষ্ট্রের উপর এমন চাপ পড়িবে যে, তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গি পড়িবে। উচ্ছৃংখল কার্য্যকলাপের ফলে, শিল্প-বাণিজ্য এবং স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া উভয় রাষ্ট্রই অচল হইয়া পড়িবে যার ফলে আমাদের এই সাধের আজাদী বিপন্ন হইবে।

আল্লাহতা'আলা ধর্ম্মবিশ্বাসী মুমনিগণকে বলিতেছেন, ''ওহে ধর্ম্মবিশ্বাসী মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কথা মান, রসুলের, এবং তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাদাতা নেতাদের কথা মান''। (কুরআন, সুরা নিসা, রুকু ৮)। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ''যে ব্যক্তি হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে উৎপাতকারী ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হত্যা করে''। (কুরআন মাইদাঃ রুকু ৫)। হজরত রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ''উৎপীড়িত (মজলুম) যদিও বিধর্ম্মী হয়, তাহার আর্তনাদ হইতে সাবধান হও''। তিনি আরও বলিয়াছেন, ''যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমানকে) কষ্ট দেয়, সে নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেয়''।

পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ যে কলিকাতা বা হিন্দুস্তানের কোন অংশে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন অন্যায়ের জন্য এদেশের হিন্দুদের কিছুতেই দায়ী করা চলে না। মুসলমনাদের ন্যায় তাহারাও স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক এবং পাকিস্তান সরকার যখন তাহাদের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তখন জান-মালের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ দাবী আছে। একথা প্রত্যেক

মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের বিনিময়ে জামানত হিসাবে বাস করিতেছে না। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের বলেই বাস করিতেছে। অতএব একজন মুসলমানের যে তারই মত একজন পাকিস্তানের স্থানীয় নাগরিক এমন একজন হিন্দু উপর কোন অবস্থাতেই অন্যায় উৎপীড়ন করার অধিকার নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিবেচক মুসলমানের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গার প্রতিবাদে এখানে নিরপরাধ হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহাতে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোনই উপকার হইবে না। বরং বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এখনও যেসব কোটী কোটী মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দেশে শান্তি রক্ষার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার দ্বারাই একমাত্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আপনারা সত্যিকার উপকার করিতে পারেন।

হিন্দু ভাইগণকে আমরা বলিব, আপনারা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই জন্মভূমিকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা মহাত্মা গান্ধীর আর্দশ অনুসরণে হিন্দু-মুসলমানদের মিলনমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দ্বারা ক্রোধকে জয় করুন এবং সাহজ সহকারে বিপদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করুন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন রাষ্ট্রের সর্বাধিক সাহায্য ও সহানুভূতি সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল সময় আপনারা পাইবেন। পাকিস্তানের দৃঢ় অথচ সদয় বাহু সর্ব্বদা আপনাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে এবং রাষ্ট্রের সমস্ত হিতকামী নাগরিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান আপনাদের সহিত আছেন। ইহার প্রমাণ আপনারা বর্তমানে পাইয়াছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও পাইবেন। আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন, আপনাদের মধ্য হইতে আত্মীয়স্বজন ফেলিয়া যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা যেন সেখানে যাইয়া অতিরঞ্জিত কোন কথা না বলেন বা উত্তেজনামূলক কোন গুজব না রটান, অথবা এখান হইতে কেহ কোন মিথ্যা সংবাদ সংবাদপত্রে কিংবা চিঠি-পত্রের মারফতে কাহারও নিকট না পাঠান। কারণ, তাহাতে সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে এখানেও হইতে পারে এবং তার ফলে উভয় রাজ্যেই অশেষ অঘটন ঘটিতে পারে যদি কেহ তাহা করেন, তবে নিজের আত্মীয়-গোষ্ঠীরই অনিষ্ট করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন্য শান্তির পথই একমাত্র পথ।

আমরা আমাদের হিন্দু-মুসলমান ভাইগণকে এই বলিয়া সর্তক করিয়া দিতে চাই যে, অতীতে পরস্পরের প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ প্রচার ও ঘৃণা প্রদর্শনের ফলে আমরা বহু কষ্ট পাইয়াছি, বর্ত্তমানেও পাইতেছি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, কেন যেন দায়িত্বহীন সংবাদপত্রের প্রচারণায় কিংবা লোকের গুজব কথায় বিশ্বাস করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত বা উত্তেজিত না হন। সকল সময়ে আপনারা আমাদের সরকারের অনুমোদিত সংবাদের উপর নির্ভর করিবেন এবং আমাদের নেতাদিগের নির্দ্দেশের অনুসরণ করিবেন।

আমরা পুনরায় আমাদের দেশবাসী ভাইগণের নিকট আমাদের সবিনয় আরজ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সকলেই এখন হইতে নিজদিগকে পাকিস্তানী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পরিচয় দেন এবং ইংরেজের বিভেদাত্মক ভাবের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকেন। আমরা আরও জানাইতেছি যে, অন্য রাষ্ট্রে যাহাই ঘটুক না কেন আমরা পাকিস্তানে অখন্ড শান্তি বিরাজমান দেখিতে চাই যাহাতে আমাদের প্রিয় পাকিস্তান সর্ব্বপ্রকারে পৃথিবীর একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রেসিডেন্ট)

সূর্য্যকুমার বসু (ঢাকেশ্বরী কটন মিল)

ডঃ এস, এন, রায়

মীর্জা আবদুল কাদের

হামিদুল হক চৌধুরী এম.এল.এ		আলমাছ আলী
আলি আহমদ খান	” (সম্পাদক)	এম, এ. আউয়াল (প্রচার সম্পাদক)
বসন্ত কুমার দাস	”	এম, এ, ওয়াদুদ (সহ-সম্পাদক)
ফরিদ আহমদ চৌধুরী	”	কে, জি, মাহবুব (সহ-সম্পাদক)
আনোয়ারা খাতুন	”	
আবদুল খালেক	”	তফাজ্জল হোসেন (অফিস সম্পাদক)
খয়রাত হোসেন	”	খালেক নেওয়াজ খান (ই,পি,এম,এস,এল)
আবদুল হাকিম	”	এম,এ, আজিজ
সামছুদ্দিন আহমদ চৌধুরী	”	আজিজুল হাকিম
(প্রিন্সিপাল) এব্রাহিম খান (সদস্য)	পাক গণপরিষদ	উষা রায় (আনন্দবাজার)
ভবেশচন্দ্র নন্দী	”	আবদুল ওহাব (ষ্টেটসম্যান)
আতাউর রহমান, এডভোকেট	(প্রচার সম্পাদক)	এস, কে, চ্যাটাজিং (অমৃত বাজার)
		এন, সি, সাহা
মুঃ নুরুল হুদা	”	পি, কে, ব্যানার্জি
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	”	জাফর করিম
আলী আমজাদ খান	”	ক্ষেত্র মোহন বণিক
		রাধা বল্লভ সাহা
(খানবাহাদুর) আরফান খান	কোষাধ্যক্ষ	সামছুলক
(রায়বাহাদুর) আর, পি, সাহা	কোষাধ্যক্ষ	

পূর্ব-বঙ্গ শান্তি ও পূর্ণবসতি কমিটির পক্ষে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের নাগরিক ও সংখ্যালঘুদের বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নে মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	৬ই অক্টোবর, ১৯৫০

REPORT OF THE COMMITTEE ON FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN AND ON MATTERS RELATING TO MINORITIES.

(As adopted by the Constituent Assembly of Pakistan on the 6Ut October, 1950).

FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN

PART I

CITIZENSHIP

1. Citizenship at the date of commencement of the Constitution-At the dale on which this Constitution comes into force every person shall be deemed to be a citizen of Pakistan.

(a) Who or cither of whose parents or grand-parents was born in the territory comprising Pakistan and who after the fourteenth day of August. 1947, has not been permanently resident in any foreign State; or

(b) Who or cither if those parents or grand-patents was born in the territories which on the 31" March, 1937, comprised India and who has his domicile in Pakistan as described in Part II of the Indian Succession Act, 1925, had the provisions of the Part been Applicable to him:

Provided that in case of his having, before the date of the commencement of this Constitution, acquired the citizenship of any foreign State, he has renounced such citizenship by depositing a declaration in writing to this effect with an authority appointed for that purpose.

2. Legislature to regulate the Right of Citizenship-The Legislature of Pakistan may make further provision in respect of acquisition and loss of citizenship and all other matters pertaining thereto.

PART II

FUNDAMENTAL RIGHTS

1. Protection of life and personal liberty and equality before law-(*1*) (a) All citizens are equal before law; and

(2) No person shall be deprived of life or liberty, save in accordance with law.

2. **Protection in respect of conviction of offence-** No person shall be punished in respect of an act the doing of which was not punishable at the time when it was done.

3. Right to move High Court for writ of habeas corpus-The right of a citizen to move the High Court for a writ of habeas corpus shall not be suspended, except in case of an external or internal threat to the security of the State or other grave emergency.

4. **Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste or sex-** There shall be no discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to places of public entertainment, recreation, welfare or utility:

Provided that nothing in this Article shall derogate from the powers of the State to make special provision for the benefit of women and children:

Provided further that the provisions of this Article shall not apply to places of religious worship, shrines or other similar sacred premises.

5. **Prohibition of slavery and forced labor.-** (l) No one shall be held in slavery or servitude.

(2) All forms of forced labor are declared unlawful:

Provided that the State shall not be prevented from imposing compulsory service for public purposes.

(3) No one shall be subjected to torture or to cruel inhuman treatment or

punishment.

6. **Prohibition of employment of children in factories, etc.-** The Employment of children under fourteen years of age in a factory or a mine, or in occupations involving danger to life injury to health, is prohibited.

7. **Equality of opportunity in matters of public employment-** Every duly qualified citizens shall be eligible to appointment in the service of the State irrespective of religion, race, caste, sex, descent or place of birth:

Provided that it shall not be unlawful to make provision for the reservation of posts in favor of any minority or backward section of citizens in order to give them adequate representation :

Provided further that it shall be lawful to prescribe that only a person belonging to a particular religion or denomination shall be eligible to hold office in connection with any religions or denominational institution or governing body thereof.

8. **Compulsory acquisition of property-** (/) No person shall be deprived of his property except in accordance with law.

(2) No property shall be requisitioned or acquired for public purposes under any law authorizing such requisition or acquisition unless the law provides for adequate compensation.

Nothing in this clause shall affect the provisions of any existing law or the provisions of any law which may hereafter be made for the purpose of imposing or levying any tax or for the promotion of public health or for the prevention of danger to life or property.

9. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.-(l) Every citizen of Pakistan is guaranteed:

(a) freedom of speech, expression, association, profession, occupation, trade or business, acquisition and disposal of property and peaceful assembly without arms;

(b) the right to move freely throughout Pakistan and to reside or settle in any part thereof;

(c) the right to equal pay for equal work.

(2) Nothing in this Article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law relating to libel, slander, defamation, sedition or any other matter which offends against decency or morality or undermines the authority or foundation of the State; or from restricting or regulating, in the public interest or in the interest of public order, morality or health, any freedom or right guaranteed by this Article.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক এবং সামগ্রিক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত প্রশ্নমালার স্মারকলিপি	গণতান্ত্রিক ফেডারেশন	৩রা নভেম্বর, ১৯৫০

Will Janab Liaquat Ali Khan answer the following Questions?

1. In view of the fact that the Historic Lahore Resolution is the basis of Pakistan envisaging autonomous and sovereign states in different regions, why have the principles thereof been completely ignored in the recommendations of the B. P. C.?

2. Don't you admit that East Pakistan being separated from the other wing by two thousand miles of foreign territory must have complete autonomy in all its affairs for its stability and prosperity?

* 3. It has been stated in the Objective Resolution that the Sovereignty of Pakistan belongs to its people. Has not the provision of suspension of the constitution by the Head of the State nullified the very basis of the Objective Resolution and made the people Subservient to the whims of the Head of the State?

4. Don't you admit that the power to suspend the constitution is fraught with grave danger to the rights and liberties of the people as it is calculated to create a positive tendency in the Executive to lapse into dictatorship?

5. What is the idea behind creating an Upper House-the relic of medieval feudalism and of giving equal powers to both the houses of legislature? Is it not designed to curve the majority into a minority and to retard all progressive legislations?

6. Is it not absolutely arbitrary and in flagrant violation of the demand of sixty-two percent of the population to recommend Urdu as the only State language whereby the claim of Bengali has been completely turned down?

7. Is it not absolutely undemocratic to make provincial ministry responsible to the central cabinet instead of to the provincial legislatures?

8. Don't you admit that the suspension of the right of Habeas Corpus for persons detained without trial in court is absolutely incompatible with any concept of democracy?

9. Don't you admit that the usurpation of the control by the centre of the affairs of the East Pakistan for the last three years has caused disastrous consequences on the economic and cultural life of the people in the following amongst others?

(i) (a) Abnormal fall in the income of Jute-l14 crores in 1948, 75 crores in 1949 and only 35 crores in 1950?

(b) Fall in the price of jute available to the growers, much below the fixed minimum due to the bungling of the jute Rs.12 per maund in East Bengal, whereas it sells at Rs.55 on the other side of the border.

(c) Does not the Jute Board serve the only interest of the Ispahanis. Haroons and the Adamjees as against that of the growers?

(ii) Fall in the price of betelnut from Rs.75 to Rs.10 per maund whereas it sells at Rs.90 in the Indian Union.

(ii i) Complete collapse of the Primary, Secondary and University education for the inability of the provincial government to finance due to the taking over of all the sources of Revenue of East Bengal by the centre-whereas a number of Universities are being opened in West Pakistan at the cost of the Central Government.

(iv)Non-development of once-flourishing cottage industries such as hosiery, comb, conch and button manufacturing and brass and bell-metal wares due to the wrong Import and Export policy of the Government.

(v) Negligence in the development of Chittagong Port kept East Bengal subservient to Indian Union which seriously affected the industrial and commercial life of the people.

Central Committee of Democratic Federation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত মূলনীতি প্রস্তাবসমূহ	গণতান্ত্রিক ফেডারেশন	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

CONSTITUTION OF PAKISTAN
BASIC PRINCIPLES

AS ADOPTED IN
GRAND NATIONAL CONVENTION

THE PREAMABLE

Whereas this Grand National Convention of the people firmly believes that the Sovereignty of the heavens and the earth belongs only to Allah who out of His mercy created Pakistan for His people who are His true and real representatives on earth to rule over this territory and to enjoy all rights, comforts and amenities conferred by Him on the people of Pakistan; and

Whereas in the year 1940, the All-India Muslim League Council at its Session at Lahore passed a Resolution which contained the Basic Principles of the Constitution of Pakistan and the creation of Sovereign and Autonomous States in different regions having territorial contiguity; and

Whereas the Sub-committee of the Constituent Assembly of Pakistan has drafted the Basic Principles of the Constitution in flagrant and deliberate violation of the principles of the aforesaid Lahore Resolution which are the very Basis of the conception of Pakistan; and

Whereas in the opinion of this Convention the Basic Principle so formulated are clearly undemocratic and un-Islamic and tending towards the establishment of an autocratic form of Government in Pakistan which means the end of sovereignty of the people as representatives of Allah; and

Whereas the ultimate right to frame its constitution is inherently vested in the people and the members of the Basic Principle Sub-committee of the Constituent Assembly having lamentably failed to give just and proper Basic Principles of Constitution and fundamental rights: and

Whereas this Grand National Convention representing the voice of the entire people with a view to the implementation of the principles of the Lahore Resolution and establishment of real and true democracy based on the principles of Islamic justice and equity have assembled together for deliberations and drafting of the Basic Principles of the Constitution now therefore this Grand National Convention by and with the authority

of the people does hereby formulate the general outline of the basic principles and fundamental rights as follows :—

The name and character

1. The State should be called the United States of Pakistan.

2. The United States of Pakistan should consist of two regions.

3. There should be no area within the State as excluded, partially excluded, and centrally administered or any princely state. All areas in any one of the above forms should merge with the contiguous province or provinces or form into province or provinces themselves in accordance with feasibility of such merger and formation and according to the wish of the people concerned expressed by a referendum.

4A. United States of Pakistan shall be a Sovereign Socialist Republic.

The Head of the State

4. There should be a Head of the State of the U. S. P.

5. The executive power of the U. S. P. should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with the Constitution and the Law.

6. The term "Head of the State" should mean except where it is provided that he should act in his individual judgment or discretion the Head of the State acting on the advice of the Cabinet.

Election of the Head of the State

7. The Head of the State should be elected by the Central Parliament by an absolute majority. But he should not be a member of the House.

8. The Head of the State should be elected not earlier than 60 days and not later than 30 days before the expiry of the term of the out-going Head of the State.

Tenure of office

9. The term of the office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of the office.

10. In case of vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, incapacity or removal, the term of office of the new Head of the State should be five years.

Removal of the Head of the State

11. The Federal Parliament should be entitled to remove the Head of the State by a two-thirds majority of the total strength of the House, on grounds of treason and misdemeanor.

12. The Speaker of the House should assume the office of the Head of the State in case of vacancy caused by his removal, death, resignation, incapacity or otherwise, till the election of the new Head of the State.

13. The new Head of the State should be elected within ninety days of the falling of vacancy in the Head of the State.

Powers and functions of the Head of the State

14. The Head of the State should have power of clemency.

15. The Head of the State should have command on the Armed Forces of the United States of Pakistan.

16. He should appoint Election Commissioner, Judges of the Supreme Court and the Auditor-General of the U. S. P. in his individual judgment.

17. He should appoint as Prime Minister a person who commands the confidence of a majority in the House. Other ministers should be appointed by him on the advice of the Prime Minister.

18. He should accredit foreign diplomats, receive ambassadors, and represent the State on all ceremonial occasions.

Organisation of the Government of the U.S.P.

19. The Parliament of the U. S. P. should consist of one House.

20. The Parliament should sit alternately at the Federal capital and the capital of the Eastern Region.

21. The members of the Parliament should be elected by the people on the basis of equal representation from each region on universal adult suffrage and joint electorate system.

22. The life of the Parliament should be four years.

23. The members of Parliament should be liable to be recalled by Electoral College.

24. Not less than two sessions should be held every year and not more than six months should elapse between the last day of last session and the first day of next session.

25. The session of the Parliament should be called within three months of the appointment of the Prime Minister.

26. The Parliament should be prorogued by the Head of the State.

27. The Head of the State should give assent to all Money Bills within three days of the receipt of the same from the Parliament. Assent to other Bills should be given within thirty days.

28. The Election Commissioner, Judges of .the Supreme Court and the Auditor-General of Pakistan may be removed by the Parliament by a two-thirds majority on grounds of treason and misdemeanor.

29. Members of the Legislature shall not hold office of profit under the Government.

Note.-Office of profit does not include the remuneration of the members received as members of Parliament.

Speaker and Deputy Speaker

30. The Speaker and the Deputy Speaker should be elected in the first session of the Parliament.

31. The Speaker on his assuming the office of the Head of the State in case of vacancy should not lose his membership which should be kept suspended during the period he acts as the Head of the State.

Dissolution of the Parliament

32. The Parliament should be dissolved by the Head of the State on the advice of the cabinet to elicit the opinion of the people through General Elections on certain grave and important National issues.

33. If a contingency arises wherein no ministry as can command the majority of the Parliament can be formed the Head of the State should be entitled to dissolve the Parliament in his discretion and hold fresh election.

34. After the dissolution of the Parliament, General Elections should be completed with 45 days from the date of the seat or seats fall vacant.

The Cabinet

35. The members of the Cabinet should be jointly and severally responsible to the Parliament.

36. Any citizen who is a member of the Parliament may be appointed as a minister provided he is elected as member of the Parliament within six months of the date of his appointment as a Minister. This period of six months should not be extended under any device or pretence or legal fiction.

The Supreme Court

37. There should be a Supreme Court for the United States of Pakistan.

38. The Supreme Court should sit alternately at the Federal Capital and the Capital of the Eastern Region.

39. The Supreme Court should be Guardian of the Constitution.

40. There should be a Standing Election Committee of the Supreme Court for all electoral disputes of the General Legislature.

State Language

41. Bengali and Urdu should be the two State Languages of the U.S.P.

Central Subjects

42. (1) Foreign Affairs, (2) Defence : Provided that—

(a) There should be two units of Defence Forces with two Regional General Officers commanding in the East and the West under Supreme command at the Federal Capital.

(b) The Regional Defence Force should be raised from and manned by the people of the respective Regions.

(c) There should be a Regional Foreign Affairs office in Eastern Region.

(d) All other powers should be dealt with by the Regions.

Revenue of the U.S.P. Government

43.The Federal Government should be entitled to levy taxes on certain specified Subjects and Items only. New items or subjects for taxation may be added with the consent of the Regions to make up the deficit, if any.

Amendment of the Constitution

44. The Constitution should be the Supreme Law of the land.

45. The Constitution so far as it relates to the Federal Government or powers vested in the Federal Legislature, may be amended by a 2/3rd majority of the Federal Legislature; amendments affecting the relationships between the Federal and any or all of the Regional Government may only be made if a proposal to that effect is made by a resolution in the Regional Parliament or Parliaments concerned by 2/3rd majority of the respective legislatures and then passed by the Federal legislature by a 2/3rd majority. All other amendments to the constitution may only be made by the Regional Legislatures concerned by 2/3rd majority.

Suspension of the Constitution

46. There should be no power given to any authority to suspend the Constitution or any part thereof.

Regional Government of the East

47. There should be a Head of the Region.

48. The executive power of Region shall vest in the Head of the Region to be exercised by him in accordance with the Constitution and the Law.

49. The term "Head of the Region" should mean except where it is provided that he should act in his individual judgment or discretion the Head of the Region acting on the advice of his cabinet.

50. The Head of the Region should be elected by the Parliament of the Region by an absolute majority.

51. The Head of the region should be elected not earlier than sixty days before the expiry of the term of the out-going Head of the Region.

Term of Office

52. The term of the Head of the Region should be five years.

53. In case of a vacancy in the office of the Head of the Region as a result of death, resignation, incapacity, removal or otherwise, the term of the office of the new Head of the Region should be five years.

Removal of the Head of the Region

54. The Regional Parliament should be entitled to remove the Head of the Region by a two-thirds majority of the total strength of the House on grounds of treason and misdemeanor.

55. The Speaker of the Regional Parliament should assume the office of the Head of Region in case of vacancy caused by his death, resignation removal, incapacity or otherwise, till the election of the new Head of the Region.

56. The new Head of the Region should be elected within ninety days of the falling vacancy in the office of the Head of the Region.

Powers and Functions of the Head of the Region

57. The Head of the Regions should have powers of clemency.

58. The Head of the Region should appoint Election Commission, Judges of the Regional High Court and the Auditor-General of the Region in his individual judgment.

59. He should appoint as Prime Minister a person who commands the confidence of the majority in the Parliament. Other ministers should be appointed by him on the advice of the Prime Minister.

Organisation of the Government of the Region

60. The Parliament of the Region should consist of one House.

61. The members of the Parliament should be elected by the people on universal adult suffrage and on joint electorate system.

62. The life of the Parliament should be four years.

63. Not less than three sessions should be held every year and not more than four months should elapse between the last session and the first day of the next session.

64. The session of the Parliament should be called within three months of the appointment of the Prime Minister.

65. The Parliament should be prorogued by the Head of the Region.

66. The Head of the Region should give assent to all Money bills within three days of the presentation thereof. Assent to other bills should be given within thirty days.

67. The Election Commission, Judges of the High Court and the Auditor-General may be removed by the Parliament by a two-thirds majority of the total strength of the House on grounds of treason and misdemeanor.

Speaker and Deputy Speaker

68. Speaker and Deputy Speaker should be elected in the first session of the Parliament.

69. The Speaker on his assuming the office of the Head of the Region should not lose his membership which should be kept suspended during the period he acts as the Head of the Region.

Dissolution of the Parliament

70. The Parliament should be dissolved by the Head of the Region on the advice of the cabinet to elicit opinion of the people through general elections on certain grave and important issues.

71. If a contingency arises where no ministry as can command the majority of the Parliament can be formed the Head of the Region should be entitled to dissolve the Parliament in his discretion and hold fresh elections.

72. After the dissolution of the Parliament general elections should be completed within sixty days of the date of dissolution.

73. Casual vacancy of a member of the Parliament should be filled up within forty-five days from the date of the seat falling vacant.

Cabinet

74. The members of the cabinet should be jointly and severally responsible to the Parliament.

75. Any citizen who is not a member of the Parliament may be appointed as a minister provided he is elected as a member of the Parliament within six months of the date of his appointment as minister. This period of six months should not be extended under any circumstances.

Regional High Court

76. There should be Regional High Court of the Region.

77. The High Court should have original as well as appellate jurisdictions.

78. There should be a Standing Election Committee of the High Court to decide all election disputes of the Regional Legislature.

Regional Government of the West

Whereas the Western Region consists of administrative multi-units the Constitution of the Region should be different from that of the Eastern Region in some particulars.

It is therefore suggested that a Convention of the people of the Western Region should meet and decide the nature of the Government they would like to have for their regions in addition, modification, or alteration of the Government of the Eastern Region.

Fundamental Rights of Citizens

A. (1) All citizens are equal in the eye of Law.

(2) There should be no detention of a person without trial in a court of Law.

(3) Every citizen on attaining the age of 18 years and not being of unsound mind should become a voter and should be eligible for election as a member of Parliament on attaining the age of 21 years.

(4) There should be no provision for the suspension of the right of Habeas Corpus. B. Every citizen should have right to—

(1) Life.

(2) Education-with free and compulsory education up to a certain stage.

(3) Work and employment.

(4) Medical relief.

(5) Shelter.

(6) Wage in accordance with cost of living.

(7) Form Trade Unions and Trade Secretariat and to strike for collective bargaining.

C. The State should guarantee to its citizen the following:—

(1) Social, economic and political rights including freedom of speech, press movement, thought, action, association, expression, worship and conscience.

(2) Equality of status and opportunity.

(3) Dignity of individual.
(4) Old age provisions.
(5) Maternity Benefit.

(6) Forces of production shall be socialized.

(7) No Legislature shall enact any law which can contribute to any exploitation of labor, peasantry and common man.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭ই নভেম্বর, ১৯৫০

To

THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN,
KARACHI.

In accordance with the provisions of Rule 72 (1) of the Constituent Assembly Rules 1 submit herewith the Interim Report of the Basic Principles Committee regarding the Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers.

The Basic Principles Committee was appointed on March 12, 1949, by a Resolution of the Constituent Assembly to report, in accordance with the motion adopted by the Assembly on Aims and Objects, on the main principles on which the Constitution of Pakistan is to be framed; the text of the Resolution is given in Annexure I. The Chief Ministers of the Provinces of East Bengal, Sind and N. W. F. P. and the Honorable Mr. Justice Abdur Rashid were co-opted as Members.

The Basic Principles Committee appointed a Steering Sub-Committee to report on the scope, functions and procedure of the Committee, and in pursuance of its report the following three Sub-Committees were appointed to make recommendations embodying the main principles with regard to the subjects assigned to them:

(i) Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers.

(ii) Sub-Committee on Franchise.

(iii) Sub-Committee on Judiciary.

It was also decided to set up a Board of Talimaat-i-Islamia consisting of five members to advice on matters arising out of the Objectives Resolution and on such matters as may be referred to them by Basic Principles Committee or any other Committee or Sub-Committee.

The Board of Talimaat-i-Islamia began functioning in September, 1949, with four members. The Chairman, AI-Haj Maulana Sulaiman Nadvi, has not taken charge as yet. A Special Committee of the Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions held discussions with the Board of Talimaat-i-Islamia and their report along with the recommendations of the Board of Talimaat-i-Islamia was considered by the Sub-Committee.

The Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers Sub-Committee submitted its report on the 11th July, 1950, and the Committee considered this report during its meetings held on August 5, 9, 10 and 11, 1950. The reports of the other two Sub-Committees on Franchise and on Judiciary have not yet been submitted.

The Committee has not been able to finalize its recommendations in regard to several other matters, such as financial allocations, nomenclature, qualifications of the Head of the State, etc.

The recommendations of the Basic Principles Committee are accordingly presented to the Assembly in the form of an interim report. As envisaged in the terms of reference of this Committee, only the basic principles have been dealt with.

The recommendations of the Committee are given in Annexure II and III. The recommendations given in Annexure II cover the following field:

(1) Type of Federation;

(2) General features of the Federal Constitution;

(3) Powers and functions of the Legislatures;

(4) The Head of the State, his power and functions;

(5) Provision for residuary powers;

(6) Provision in case of conflict of Legislation; and

(7) Division of administrative, including financial powers.

Annexure III deals with the distribution of various subjects amongst the Centre and the Provinces for the purpose of Legislation and comprises the following lists, namely:

(1) List of powers to be assigned to the Federal Legislature;

(2) List of powers to be assigned to the Legislatures of the Provinces;

(3) Concurrent List.

The Committee has appointed Mr. Zahid Husain, Governor of the State Bank of Pakistan, as an expert to examine the question of financial allocations between the Centre and the Provinces.

The Basic Principles Committee has also appointed a special Committee consisting of Dr. Mahmud Hussain as convener and Dr. I. H. Qureshi and Dr. Maulvi Abdul Haq as members to report on appropriate nomenclature.

TAMIZUDDIN KHAN.
Chairman,
Basic Principles Committee.

KARACHI,
September 7, 1950.

ANNEXURE I

RESOLUTION

That this Assembly resolves that a Committee consisting of the President and the following Members, namely:

(1) The Hon'ble Sir Muhammad Zafrulla Khan,

(2) The Hon'ble Mr. Ghulam Mohammed,

(3) The Hon'ble Sardar Abdur Rab Khan Nishtar,

(4) The Hon'ble Khwaja Shahabuddin,

(5) The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar,

(6) The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman,

(7) The Hon'ble Mr. Jogendra Nath MandaJ,

(8) Dr. Omar Hayat Malik,

(9) Maulana Shabbir Ahmed Osmani,

(10) Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,

(11) Mr. Kamini Kumar Datta,

(12) Begum Jahan Ara Shah Nawaz,

(13) Malik Mohammad Firoz Khan Noon,

(14) Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya,

(15) Mian Mumtaz Muhammad Khan Daultana.

(16) Maulana Mohd. Akram Khan,

(17) Mian Mohammad Iftikharuddin,

(18) Khan Sardar Bahadur Khan,

(19) Dr. Mahmud Hussain,

(20) Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah,

(21) Mr. Prem Hari Barma,

(22) Mr. Nazir Ahmad Khan.,

(23) Shaikh Karamat Ali, and

(24) the mover (The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan)

be appointed, with powers to co-opt not more than ten Members who need not be Members of the Constituent Assembly, to report as early as possible in accordance with the motion adopted by this Assembly on Aims and Objects, on the main principles on which the Constitution of Pakistan is to be framed.

The presence of at least seven Members shall be necessary to constitute a meeting of this Committee.

ANNEXURE II

MEMORANDUM ON FEDERAL AND PROVINCIAL CONSTITUTIONS AND DISTRIBUTION OF POWERS

PART I

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

1. The Objectives Resolution

The Objectives Resolution should be incorporated in the Constitution as a Directive Principle of State Policy, subject to the provision that this will not prejudice the incorporation of Fundamental Rights in the Constitution at the proper place.

2. Education

Steps should be taken in many spheres of governmental activities to enable the Muslims, as laid down in the Objectives Resolution, to order their lives in accordance with the Holy Quran and the Sunna.

It is not possible to enumerate the details of such activities in the Constitution. The incorporation of the Objectives Resolution, however, as a Directive Principle of State Policy would guide the Governments of the Centre and the Units in this respect.

An important point in this connection is the provision of facilities for the Muslims to understand what life in accordance with the Holy Quran and the Sunna means and, therefore, the Committee, among other things, lays particular emphasis on the compulsory teaching of the Holy Quran to the Muslims.

3. Wakfs and Mosques

Wakfs and mosques should be organized on proper lines.

PART II

THE FEDERATION AND ITS TERRITORIES

4. Name and Territories of the Federation

The name of the State should be Pakistan, which should be a Federation of the Governors' Provinces, the Chief Commissioner's Province, the Capital of the Federation and such States as have acceded or may accede to the Federation.

All other territories not specified above which form part of Pakistan on thp dale of the enforcement .of this Constitution should be included in the territories of Pakistan.

5. Alteration of Boundaries and Names of Provinces

The Central Legislature may by law—

(a) increase the area of any Province;

(b) diminish the area of any Province;

(c) alter the boundaries of any Province; and

(d) alter the name of any Province:

Provided that no Bill for the purpose should be introduced in either House of the Central Legislature except by the Government of Pakistan and unless-

(A) *either-(i)* a representation in that behalf has been made to the Head of the Stale by a majority of the representatives of the territory in the Legislature of the Province from which the territory is to be separated or excluded; or

(ii) a resolution in that behalf has been passed by the Legislature of any Province whose boundaries or name will be affected by the praposal to' be contained in the Bill; and

(B) where the proposal contained in the Bill affects the boundaries or the name of any Province, the views of the Legislature of the province both with respect to the proposal to introduce the Bill and with respect to the provisions thereof have been ascertained by the Head of the State.

6. Establishment of New Provinces

The Central Legislature may, from time to time, by law, admit into the Federation or establish new Provinces on such terms and conditions as it thinks fit.

PART III
THE FEDERATION

CHAPTER I
THE EXECUTIVE

7. The Head of the State

(1) There should be a Head of the State.

(2) The executive of the Federation should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with the Constitution and the law.

(3) Except in those cases where it is provided that the Head of the State should act in his discretion or, unless there is something to the contrary in the context, the term "Head of the State" means the Head of the State acting on the advice of the Ministry.

8. Election of the Head of the State

(1) The Head of the State should be elected by a joint session of both the Houses of the Central Legislature and should not be a member of either House.

(2) A Member of either House, if elected Head of the State, should cease to be a member after his election.

9. Term of Office of the Head of the State

The term of office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of office. In case of a vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, in capacity or otherwise, the term of office of the new Head of the State should be five years.

10. Eligibility for Reelection

No person should be allowed to hold the office of the Head of the State consecutively for more than two full terms.

11.Deputy Head of the State

There should be no Deputy Head of the State.

12. Casual Vacancy in the Office of the Head of the State

(1) In case of any casual vacancy in the office of the Head of the State the following persons should act as Head ‘of the State till such time as a new Head of the State is elected and assumes office in the order given below:

(i) the President of the House of Units/

(ii) the President of the House of People.

(iii) the senior most Governor of a Province present in Pakistan.

(2) As long as the President of the House of Units acts as the Head of the State, he should not act as the President of the House of Units, or in any other way take part in its proceedings. He should not, however, on account of his acting as, Head of the State, lose his seat or hrs office in the House of Units. The same rule should apply mutatis mutandis to the President of the House of People or the senior most Governor if either of them has to act as Head of the State.

13. Oath by the Head of the State

The Head of the State should take oath of allegiance to the Constitution of Pakistan as well as oath of office and secrecy in the form and manner to be prescribed.

14. Discharge of the functions of the Head of the State in certain contingencies

The Central Legislature should be entitled to make provision for the discharge of functions of the Head of the State in certain contingencies not provided for in the Constitution.

15. Special Powers of the Head of the State

The Head of the State should possess special powers, such as running elections, and should be given authority to take all necessary steps to ensure free and impartial elections.

16. Supreme Command of the Armed Forces

The Supreme Command of the Armed Forces should vest in the Head of the State.

17. Appointment of Commanders-in-Chief and Officers of the Armed Forces

The Commanders-in-Chief of each of the three Armed Forces, the Supreme Commander of the Armed Forces, if any and officers in the Armed Forces should be appointed by the Head of the State.

---

* The Committee has preferred to name the Upper House, i.e., the House representing Provincial! Legislatures at the Centre as the House of Units'. In all other respects, the words "Province" and' 'Provincial" have been retained; the word "Unit" therefore, means Province.

18. Discretionary Powers of the Head of the State

The following powers should be exercised by the Head of the State in his discretion:

(1) powers of clemency, and

(2) appointment of Election Tribunals.

Explanation-Wherever the words "special powers" or "special responsibility" are used, they should mean the exercise of power by the Head of the State or the Head of the Province, as the case may be, in his discretion.

19. Pay and Allowances of the Head of the State

Suitable provision should be made for fixing the pay and allowances of the Head of the State according to his status and dignity.

The Committee accepted the principle that a reasonable sum in the form of pension or allowance may be allowed to the Head of the State for his life after his retirement. This allowance or pension will be deemed as suspended while he is holding any office of profit.

If the Head of the State is removed in accordance with the Constitution for misconduct, he should not be entitled to any allowance or pension.

20. Protection for the Head of the State

(1) The Head of the State should not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of these powers and duties.

(2) No criminal proceedings whatsoever should be instituted or continued against the Head of the State in any court as long as he holds office.

(3) No process for the arrest, imprisonment or appearance of the Head of the State should issue from any court as long as he holds office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the Head of the State should be instituted during his term of office in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity whether before or after he entered upon his office as Head of the State until the expiration of 60 days next after notice in writing has been sent to the Head of the State, or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefore, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

21. Bar against impeachment of the Head of the State and Others

No prevision should be made in the Constitution for the impeachment of the Head of the State or the Heads of Provinces, the Ministers of the Central and Provincial Governments and the Members of the Central and Provincial Legislatures.

22. Removal of the Head of the State

The Central Legislature should be entitled to remove the Head of the State from his office provided a requisition was received from a majority of the Members of each House to that effect and the resolution passed by a joint session of both the Houses of the Legislature by a majority of not less than two-thirds of the total strength, and not merely of the Members present and voting.

Further a month's notice would be necessary for the removal of the Head of the State.

COUNCIL OF MINISTERS

23. Council of Ministers to aid and advice the Head of the State

The Head of the State should appoint as Prime Minister a person who, in his opinion, commands the confidence of the majority of both the Houses of the Central Legislature jointly. The other Ministers should be appointed on the advice of the Prime Minister.

24. Other Provisions as to Ministers

Provision should be made for appointing as a Minister a person who is not a Member of either House, provided that a person should cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

25. Joint Responsibility to the Legislature

The Ministers in the Centre should be jointly responsible to the Legislature.

26. Oath of Ministers

The Ministers should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

THE ADVOCATE-GENERAL FOR PAKISTAN

27. Advocate-General for Pakistan

There should be an Advocate-General for Pakistan appointed by the Head of the State. The Advocate-General should be one who is qualified to' become a Judge of the Federal Court. There should be no age limit in his case.

CONDUCT OF GOVERNMENT BUSINESS

28. Conduct of Business of the Government of Pakistan

Provision should be made in the Constitution for framing rules by the Head of the State for the conduct of Government business.

29. Duties of Prime Minister as respects furnishing of information to the Head of the State.

Provision should be made whereby the Head of the State should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and the proposals for legislation. The Head of the State should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the State and the proposals for legislation as he might call for.

CHAPTER II
THE CENTRAL LEGISLATURE

30. Constitution, Powers and Functions of the Central Legislature

There should be a Central Legislature consisting of two Houses:

(1) The House of Units representing Legislatures of the Units.

(2) The House of People elected by the people.

31. Representation of Provinces

The existing Provinces, including Baluchistan, should have equal representation in the House of Units (Upper House).

32. Representation of the Centrally-Administered Areas

Although the centrally-administered areas cannot be given representation in the House of Units, for the reason that they are not Provinces, the Committee recommends that they must be represented in the House of People (Lower House) on the same basis as other Provinces.

33. Disqualification for Membership

No person should be entitled to remain at the same time a Member of-

(1) both the House of the Central Legislature, or

(2) any House of the Central Legislature and a Provincial Legislature.

34. Duration of the Houses of the Central Legislature

The life of either House of the Central Legislature should be five years.

35. Summoning of the Houses of the Central Legislature

(1) The Head of the State should summon the Legislature.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should elapse between the last day of the last session and the first day of the next session.

(3)A session of the Legislature should be called within three months from the date of appointment of the Prime Minister.

36. Summoning of Joint Session of the Houses of the Central Legislature

Power to convene a joint session should vest in the Head of the State. A joint should be summoned in the following cases:

(1) Conflict between the Houses of Legislature.

(2) Election and removal of the Head of the State.

(3) Consideration of the Budget and other money Bills.

(4) Consideration of a motion of no-confidence in the Cabinet.

37. Prorogation of the Central Legislature

The Central Legislature should be prorogued by ail order of the Head of the State.

38. Dissolution of the Central Legislature

(1) The first dissolution of the Legislature should be on the advice of the Prime Minister.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker Ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Legislature can be formed, the Head of the State should be authorized to dissolve the Legislature in exercise of his discretionary powers and hold fresh elections.

Explanation—As the Committee recommended that the Ministry should be responsible to both the Houses of the Legislature, it is necessarily implied that under the Constitution the dissolution of both the Houses should take effect simultaneously.

39. Powers of the two Houses inter se and provision for Conflict

The two Houses of the Central Legislature should have equal powers and, in case of dispute on any question, a joint session of both the Houses should be called for taking a decision thereon.

The Budget and other money Bills should be considered jointly by both the Houses.

40. Right of Ministers and the Advocate-General as respects the Central Legislature

The Ministers and the Advocate-General should have the right to address any House of the Legislature even though they' may not be Members of that House. The Advocate General should have no right of vote as he will not be a Member of the Legislature.

A Minister should not vote in the House of which he is not a Member.

41. The Chairman and the Deputy Chairman of the Central Legislature

Each House should have a Chairman and a Deputy Chairman.

Provision should be made in the Constitution regarding the election and the removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(i) Each House of the Central Legislature should, as soon as may be, choose two Members of the House to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the House concerned should choose another Member to be Chairman or Deputy Chairman as the case may be.

(ii) A Member holding office as Chairman or Deputy Chairman of any of the Houses should vacate his office, if he ceases to be Member of the House, and

may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the State and may be removed from his office by a resolution of the House passed by a majority of all the then Members of the House, but no resolution for the purpose of this sub-para should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

(iii) While the office of the Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such Member of the House as the Head of the State may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the House, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the House should act as Chairman.

(iv) The same rule should apply mutatis mutandis to the office of the Deputy Chairman. While acting as Chairman of the House concerned, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the Presiding Officer. There should also be provision for the delegation of powers by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman or the Deputy Chairman.

(v) In joint sessions the Chairman of the House of Units should preside. In his absence the Chairman of the House of people should preside and in case both of them are absent, such other person as may be determined by rules should preside.

42. The Secretariat of the Central Legislature

The Committee unanimously held the view that the Secretariat of each of the Houses of the Central Legislature should be absolutely independent and should be under the House as such. Also there was unanimity on the point that the Finance Committee of each House should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of its respective House and thereafter the Budget should be presented to the House.

The Chairman of each House should be the Chairman and the Finance Minister as ex officio Member of its Finance Committee; the Finance Committee of each House should exercise similar power of control and direction in matters relating to the finances of each House of the Central Legislature as are exercised by the Standing Finance Committee with regard to Government expenditure.

In view of the special nature of the work rules should be framed by the Finance Committee to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the House to which it relates.

43. Oath to Members: Failure or Refusal to take Oath

The Members of the Central Legislature should be required to take an oath of allegiance. No Member should take his seat in the House as long as he has not taken the

prescribed oath. Provision should be made that where a Member fails or refuses or declines to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the above mentioned period the Chairman may on good cause shown extend the period.

44.Voting in Houses and Quorum

Except for cases in which a specific majority is provided such as the removal of the Head of the State, all decisions in each of the Houses of the Central Legislature should be taken in accordance with rules framed by the House concerned. The presiding officer of any House of the Legislature should not exercise any vote except the casting vote in case of a tie. The Houses of the Legislature should be entitled to conduct their business even if there as a vacant seat and the proceedings should not be invalidated on that account.

The quorum for a meeting of each House, or for a joint meeting of both the Houses, should be one-seventh of the total number of the Members of each House or of both the Houses as the case may be.

45.Ordinances by the Head of the state

Ordinances passed by the Head of the State during the period the Legislature is not sitting should be laid before the Legislature at its next meeting. Some period should be fixed to restrict the operation of ordinances.

46.Joint Sittings of both Houses

Rules for joint sittings of the two Houses should be framed by a joint sitting of both Houses.

47.Assent to Bills

(1) When a Bill has been passed by the Central Legislature it should be presented to the Head of the State for his assent.

(2) The Head of the State should, within ninety days of the presentation of a Bill, either declare his assent or return the Bill, with or without message, to the Legislature concerned. In case the Legislature passes the Bill again, with or without any amendment, it should be assented to within thirty days.

(3) In the case of money Bills the Head of the State should either assent or return them for reconsideration to the House within three days. If the House sends them back, his assent must be given within three days.

48. Annual Financial Statement

There should not be any formal recommendation by the Head of the State regarding the annual financial statement. Such proposal should be placed before the Legislature only at the instance and on behalf of the Government.

49.The Budget

In view of the fact that the Committee has recommended that the Budget and certain financial matters should be placed before the joint session of both the Houses of the Legislature, the Committee further recommends that a special procedure should be laid down in the Constitution to deal with financial matters, the Budget and the way in which it should be presented to the Legislature.

50.Authentication of the Schedule of Expenditure

The Head of the State should authenticate the Schedule of Expenditure.

51.Rules of Procedure

Each House should determine its own rules of procedure for transacting business. Pending the framing of the new rules the existing rules, with such adaptions as may be necessary, should be applicable. Machinery should be provided for effecting such adaptations.

AUDIT AND ACCOUNTS AND APPOINTMENT OF AUDITORS-GENERAL

52. Auditor-General of Pakistan

Provisions should be incorporated in the new Constitution on the following lines:

(1) There should be an Auditor-General of Pakistan, who should be appointed by the Head of the State and should only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Federal Court.

(2) The conditions of service of the Auditor-General should be such as may be prescribed by an order of the Head of the State, and he should not be eligible for further office under the State after he has ceased to hold office:

Provided that neither the salary of an Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement should be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Auditor-General should perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Federation and of the Provinces as may be Prescribed by, or by rules made under, an order of the Head of the State, or by any subsequent Act of the Central Legislature varying or extending such an order:

Provided that no Bill, or amendment for the purpose aforesaid should be introduced or moved without the previous sanction of the Head of the State.

(4) The salary, allowances and pension payable to or in respect of an Auditor-General should be charged on the revenues of the Federation, and the salaries, allowances and pensions payable to, or in respect of, members of his staff should be paid out of those revenues.

53. Provincial Auditor-General

The appointment and removal of the Provincial Auditor-General should be in the same manner and by the same authority as in the case of the Auditor-General of Pakistan.

(1) If after the expiry of ten years from the date of the enforcement of the new Constitution a Provincial Legislature passes an Act charging the salary of the Auditor-General for the Province on the revenues of the Province, an Auditor-General for the Province may be appointed by the Head of the Province to perform the same duties and to exercise the same powers in relation to the audit of the accounts of the rovince as would be performed and exercised by the Auditor-General of Pakistan, if an Auditor-General of the Province had not been appointed.

(2) The provisions relating to the Auditor-General of Pakistan should apply to the Auditor General of a Province and his staff, subject to the following modifications, that is to say:

(a) A person who is, or has been, Auditor-General of a Province should be eligible for appointment as Auditor-General of Pakistan;

(b) in sub-paras (2) and (3) of the paragraph relating to the Auditor-General of Pakistan for the reference to the Central Legislature there should be substituted a reference to the provincial Legislature, and far the reference to the Head of the State there should be substituted a reference to the Head of the Province; and

(c) in sub-para (4) of the paragraph relating to the Auditor-General of Pakistan for the reference to the revenues of the Federation there should be substituted a reference to the revenues of the Province:

Provided that nothing in the preceding part of this paragraph should derogate from the power of the Auditor-General of Pakistan to give such directions in respect to the accounts of the Provinces as are mentioned in the succeeding part of this paragraph.

54.Power of Auditor-General of Pakistan to give directions as Accounts

The accounts of the Federation should be kept in such form as the Auditor General of Pakistan may, with the approval of the Head of the State, prescribe and, in so far as the Auditor-General of Pakistan may, with the like approval, give any directions with regard to the methods or principles in accordance with which any accounts of Provinces ought to be kept, it should be the duty of every Provincial Government to cause accounts to be kept accordingly.

55.Audit Reports

The report of the Auditor-General of Pakistan relating to the accounts of the Federation should be submitted to the Head of the State, who should cause them to be laid before the Central Legislature, and the reports of the Auditor-General of Pakistan or of the Auditor-General of the Province, as the case may be relating to the accounts of a Province should be submitted to the Head of the Province, who should cause them to be laid before the Provincial Legislature.

PART IV
THE PROVINCES

CHAPTER I
THE EXECUTIVE

56. Heads of the Provinces

There should be a Head of the Province for each Province.

57. Executive Power of the Province

The executive power of a Province should be exercised on behalf and in the name of the Head of the Province in accordance with the Constitution and law.

Except in those cases where it is provided that the Head of the Province should act in his discretion and unless there is something to the contrary in the context, the term "Head of the Province" means "Head of the Province acting on the advice of the Ministry".

In matters where the Head of the Province is to exercise his discretion and in matters of appointment and dismissal of Ministers, the Head of the Province should be under the supervision, control and direction of the Head of the State.

58. Appointment of the Head of the Province

The Head of the Province should be appointed by the Head of the State.

59. Term of Office of the Head of the Province

The Head of the Province should hold office during the pleasure of the Head of the State.

60.Oath of the Head of the Province

The Head of the Province should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

61. Discharge of the functions of the Head of the Province in certain contingencies.

The Provincial Legislature should have the power to make provision for the discharge of functions of the Head of the Province in certain contingencies not provided for in the Constitution.

62.Power of the Head of the Province to grant Pardon, Reprieve, etc.

The power to grant pardon, reprieve, etc., should vest in the Head of the Province to be exercised by him in his discretion.

(The Honorable Khan Abdul Qaiyum Khan dissented.)

63. Assumption of Powers by the Head of the Province

The Head of the Province should possess the same powers in an emergency as the Head of the State at the Centre, but those powers should be exercised by the Head of the Province under the direction and control of the Head of the State.

64. Special and Ordinary Powers of the Head of the Province

The running of elections within the Province should be a special responsibility of the Head of the Province and he should be empowered to take all necessary steps to ensure free and impartial elections.

The appointment of Election Tribunals should vest in the Head of the Province in the exercise of his discretion.

65. Protection for the Head of the Province

(1) The Head of the Province should not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties.

(2) No criminal proceedings whatsoever should be instituted or continued against the Head of the Province in any court as long as he holds office.

(3) No process for the arrest, imprisonment or appearance of the Head of the Province should issue from any court as long as he holds office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the Head of the Province should be instituted during his term of office in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity whether before or after he entered upon his office as Head of the Province until the expiration of 60 days next after notice in writing has been sent to the Head of the Province or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefore, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

COUNCIL OF MINISTERS

66. Council of Ministers to aid and advice the Heads of Provinces

The Head of a Province should appoint as Chief Minister a person who, in his opinion, commands the majority in the Provincial Legislature.

The other Ministers should be appointed by the Head of the Province on the advice of the Chief Minister of the Province.

In matters of appointment and dismissal of Ministers, the Head of the Province should act under the supervision and control of the Head of the state.

67. Oath of Ministers

The Ministers in the Provinces should be required to take oaths of allegiance office and secrecy.

68. Joint Responsibility of Ministers to the Provincial Legislature

The Ministers in the Provinces should be jointly responsible to their respective Legislatures.

69. Protection in respect of the act of choosing Ministers

The action of the Head of Province in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

70. Conduct of Business of the Government of a Province

Provision should be made in the Constitution for the framing of rules by the Head of the Province for the conduct of Government business in the Province.

71. Duties of a Chief Minister as respects the furnishing of information to the Head of Province

Provision should also be made whereby the Head of the Province should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and the proposals for legislation. The Head of the Province should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the Province and the proposals for legislation as he might call for.

THE PROVINCIAL ADVOCATE-GENERAL

72. The Provincial Advocate-General

The Advocate-General of a Province should be appointed by the Head of the Province. He should be a person qualified to become a judge of the High Court. There should be no age limit.

THE PROVINCIAL LEGISLATURE

73. Constitution of the Provincial Legislature

There should be one House of Legislature in each Province elected by the people.

74. Life of Provincial Legislature

The life of a Provincial Legislature should be five years.

75. Summoning of the Provincial Legislature

(1) The Head of the Province should summon the Provincial Legislature on the advice of the Cabinet.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should lapse between the last day of the last session and the first day of the next session.

(3) A session of the Provincial Legislature should be called within three months from the date of appointment of the Chief Minister of the Province.

76. Prorogation of the Provincial Legislature

The Provincial Legislature should be prorogued by an order of the Head of the Province.

77. Dissolution of the Provincial Legislature

(1) The first dissolution of the Provincial Legislature should be on the advice of the Chief Minister of the Province.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker Ministry which functions between the date of the dissolution of the Provincial Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Provincial Legislature can be formed, the Head of the Province should be authorized to dissolve the Provincial Legislature in exercise of his emergency powers and hold fresh elections.

78. Right of Ministers and the Advocate-General as respects Provincial Legislature

(1) Provision should be made for appointing as a Minister a person who is not a Member of the Provincial Legislature, provided that a person will cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

(2) The Ministers and the Advocate-General of the Province should have the right to address the Provincial Legislature even though they may not be Members of the Provincial Legislature. The Advocate-General should have no right of vote as he will not be a Member of the Provincial Legislature. Any Minister who is not a Member of the Provincial Legislature should also have no right of vote.

79. The Chairman and Deputy Chairman of the Provincial Legislature

Provision should be made for the election of a Chairman and a Deputy Chairman of the Provincial Legislature on the following lines:

(1) Every Provincial Legislature should, as soon as may be, choose two Members of the Provincial Legislature to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant the Provincial Legislature should choose another Member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

(2) A Member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Provincial Legislature should vacate his office if he ceases to be a Member of the Provincial Legislature and may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the Province and may be removed from his office by a resolution of the Provincial Legislature passed by a majority of all the then Members of the Provincial Legislature, but no resolution for the purpose of this sub-para should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the Provincial Legislature is dissolved, the Chairman should not vacate his office until immediately before the first meeting of the Provincial Legislature after the dissolution.

(3) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such Member of the Provincial Legislature as the Head of the Province may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the Provincial Legislature the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Provincial Legislature, or if no such personal so is present, such other person as may be determined by the Provincial Legislature should act as Chairman.

80. The Secretariat of the Provincial Legislature

The Secretariat of the Provincial Legislature should be absolutely independent and should be under the Provincial Legislature itself. The Finance Committee of the Provincial Legislature should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of the Provincial Legislature and thereafter the Budget should be presented to the Provincial Legislature.

The Chairman of the Provincial Legislature should be the Chairman and the Finance Minister of the Province, an ex officio Member of the Finance Committee. The Finance Committee of the Provincial Legislature should exercise similar powers of control and direction in matters relating to the finances of the Provincial Legislature as are exercised by the Standing Finance Committee of the Provincial Legislature with regard to Government expenditure.

In view of the special nature of the work rules should be framed by the Finance Committee to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the Provincial Legislature.

81. Oath of Members

The Members of the Provincial Legislature should be required to take an oath of allegiance. No Member should take his seat in the Provincial Legislature as long as he has not taken the prescribed oath. Provision should be made that where a Member fails or refuses or declines to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Provincial Legislature, his seat should be declared vacant: provided that before the expiry of the above-mentioned period the Chairman may, on good cause shown, extend the period.

82. Voting and Quorum

Except for cases in which a specific majority is provided all decisions in the Provincial Legislature should be taken in accordance with rules framed by the Provincial Legislature concerned. The presiding officer of the Provincial Legislature should not exercise any vote except the casting vote in case of a tie. The Provincial Legislature should be entitled to conduct its business even if there is a vacant seat and the proceedings should not be invalidated on that account.

The quorum for a meeting of the Provincial Legislature should be one-seventh of the total number of the Members of the Provincial Legislature.

83. Powers, Privileges and Immunities of the Provincial Legislature and of the Members and Committees thereof.

The Provincial Legislature should be entitled to legislate about privileges and immunities of its Members subject to the Rules and Standing Orders regulating the procedure of the Provincial Legislature. Freedom of speech and immunity from any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by a Member of the Provincial Legislature or a Committee thereof should be provided and no person should be liable in respect of publication by or under the authority of the Provincial Legislature concerned of any reports, paper, vote or proceedings. Similar privileges should be provided for those who, though not Members of the Provincial Legislature are authorized under the Constitution to attend, address and participate in the proceedings of the Provincial Legislature and its Committees.

Pending the passage of legislation with regard to such matters, the privileges and immunities enjoyed by the Members of the House of Commons in the United Kingdom should be enjoyed by the Members of the Provincial Legislature.

84. Assent to Bills

A Bill which has been passed by the Provincial Legislature should be presented to the Head of the Province and the Head of the Province should declare either that he assents to the Bill in the name of the Head of the State or that he withholds assent there from or that he reserves the Bill for the consideration of the Head of the State.

When a Bill is reserved by the Head of the Province for the consideration of the Head of the State, the Head of the State should declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent there from, provided that the Head of the State may, if he thinks fit, direct the Head of the Province to return the Bill to the Provincial Legislature together with a message and, when a Bill is so returned, the Provincial Legislature should reconsider it accordingly, and if it is again passed by the Provincial Legislature, with or without amendment, it should be presented again to the Head of the State for his consideration:

Provided that if the Head of the State thinks that he should not give his assent to the Bill for the reason that Central legislation is necessary on the subject he may withhold his assent until the said legislation is passed during the next session of the Central Legislature.

In the case of money Bill the Head of the Province should either assent or return them for reconsideration to the Provincial Legislature within three days. If the Provincial Legislature sends them back, his assent must be given within three days.

85. Annual Financial Statement

There should not be any formal recommendation by the Head of the Province regarding the annual financial statement. Such proposal should be placed before the Provincial Legislature only at the instance and on behalf of the Government.

86. Authentication of the Schedule of Expenditure

The Head of the Province should authenticate the Schedule of expenditure

87. Rules of Procedure

Every Provincial Legislature should determine its own rules of procedure for transacting its business. Pending the framing of new rules, the existing rules, with such adaptations as may be necessary, should be applicable. Machinery should be provided for effecting such adaptations. This machinery should also decide about the rules of procedure of any House which may be created under the present Constitution in any province where no Legislature exists at present.

88. Power of the Head of the Province to promulgate Ordinances during the recess of the Provincial Legislature

Provision should be made to empower the Head of the Province to promulgate ordinances during the recess of the Provincial Legislature, but these powers should be exercised under the direction and control of the Head of the State. Some period should be fixed to restrict the operation of the ordinances.

PART V

RELATION BETWEEN FEDERATION AND ITS UNITS

89. Subject-matter of Laws to be made by the Central Legislature and by the Provincial Legislatures

The Committee has prepared three comprehensive Lists of Subjects for the purpose of legislation

(1) exclusively by the Central Legislature;

(2) exclusively by the Provincial Legislatures; and

(3) both by the Central and the Provincial Legislatures.

These three lists-the Federal, the Provincial and the Concurrent-will be found in Annexure III.

The residuary powers of legislation should vest in the Centre.

90. Planning and Co-ordination in respect of matters in the Provincial and the Concurrent Lists

Provisions should be made for planning and co-ordination by the Centre in respect of matters in the Provincial and the Concurrent Lists, and the Central Legislature should be competent to legislate regarding this.

91. Power of the Central Legislature to legislate for one or more Provinces by consent and adoption of such legislation by any other Province.

If it appears to the Legislature or Legislatures of one or more Provinces to be desirable that any of the matters with respect to which the Central Legislature has no power to make laws for the Province or Provinces, except legislation in respect to any matter in the Provincial List in case of proclamation of emergency, should be regulated in such Province or Provinces by Central Legislature, by law, and a resolution or resolutions to that effect is or are passed by the Legislature of the Province or of each of the Provinces it should be lawful for the Central Legislature to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed should apply to such Province or Provinces and to any other Province by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the Legislature of that Province.

92. Repeal of the Laws made by the Centre

Any Act passed under the preceding paragraph by the Central Legislature may be amended or repealed by an Act of the Central Legislature passed or adopted in like manner but should not, as respects any Province to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that Province.

93. Inconsistency between Laws made by the Central Legislature and Laws made by the Provincial Legislatures

Provision should be made for the Federal Laws to prevail over the Provincial Laws in the case of a conflict.

94. Power to declare a Provincial Law ultra vires

The Head of the State should not possess powers to declare a Provincial Law ultra vires. The Federal Court alone should be given this power under the Constitution.

95. Delegation of Powers

Provision should be made authorizing the Centre to delegate its powers to a Province or some officer thereof, with the consent of that Province.

Provision should also be made authorizing the Centre to take legislative or executive action at the request of more than one Province with regard to matters that are in the Provincial List.

Notwithstanding anything in this list of recommendations the Head of the State may, with the consent of the Government of a Province or the Ruler of a Federal State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or Ruler, or to their respective officers, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

An Act of the Central Legislature may, notwithstanding that relates to a matter with respect to which a Provincial Legislature has no power to make laws, confer powers and impose duties or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon a Province or officers and authorities thereof.

An Act of the Central Legislature which extends to a Federal State may confer powers and

impose duties or authorize the conferring of powers and the imposition of duties upon the State or officers and authorities thereof to be designated for the purpose by the Ruler.

Where by virtue of this provision, powers and duties have been conferred or imposed upon a Province or Federated State or officers or authorities thereof there shall be paid by the Federation to the Province or the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, such sum as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan in respect of any extra costs of administration incurred by the Province or the State in connection with the exercise of those powers and duties.

96. Legislation in respect of any matter in the Provincial List in case of Proclamation of Emergency

Provision should be made authorizing the Centre to legislate in respect of any matter in the Provincial List in case of Proclamation of Emergency.

97. Machinery for the Adjustment of Boundaries

Provision should be made for the setting up of machinery for the adjustment of the boundaries of various Provinces.

Explanation—Adjustment of boundaries does not mean the abolition of any of the existing Provinces.

98. Obligation of Provinces and Federation and Control of Federation over Provinces in certain cases

(1) The executive Power of every Province should be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Central Legislature and any existing laws which apply to that Province and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Province as may appear to the Government of Pakistan to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of every Province should be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Federation and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Province as may appear to the Government of Pakistan to be necessary for that purpose.

(3)The executive power of the Federation should also extend to the giving of directions to a Province as to the construction and maintenance of means of communications declared in the directions to be of national or military importance;

Provided that nothing in this sub-para, should be taken as restricting the power of the Central Legislature to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Federation with respect to the highways or waterways so

declared or the powers of the Federation to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(4) The executive power of the Federation shall extend to the giving of directions to a Province as to the measures to be taken for the protection of railways within the Province.

(5) "Where, in carrying out any direction given to a Province under sub-para (3) as to the construction or maintenance of any means of communication or under sub-para (4) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the Province if such direction had not been given, there should be paid by the Government of Pakistan to the Province such sum as may be agreed, or in default of agreement, such sum as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan in respect of the extra costs so incurred by the Province.

99. Disputes regarding interpretation of Constitution

A dispute with regard to the interpretation of the Constitution between the Provinces inter se or between the Centre and one or more of the Provinces should always be referred to the Federal Court for decision.

100. Disputes in General

All other disputes between the Centre and the Provinces or the Provinces inter se should be settled by a Tribunal to be set up by the Chief Justice of Pakistan at the request of any party. The report of the Tribunal should be submitted to the Chief Justice of Pakistan to see that the purpose for which the Tribunal was set up has been carried out. The report should then be sent to the Head of the State for implementation.

101. Inter-Provincial Councils

The Head of the State should have the authority to set up one or more Councils for dealing with matters of common interest between more than one Province or the Provinces and the Centre with the consent of the parties concerned.

102. Borrowing by Government of Pakistan

The Centre should be competent to borrow money on its own credit for a Province if it likes.

103. Borrowing by Provinces

So far as borrowing by a Province on its own credit through the agency of the Centre is concerned, no provision is necessary.

PART VI

SERVICES UNDER THE FEDERTION AND FROVINCES

104. Protection of Services

Protection against suits, etc., should be provided to the public servants on the following lines:

No Bill or amendment to abolish or restrict the protection afforded to certain servants of the State in Pakistan by section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or by sections 80-82 of the Code of Civil Procedure, 1980, should be introduced or moved in the Central Legislature without the previous sanction of the Head of the State or in a Provincial Legislature without the previous sanction of the Head of the Province.

Where a civil suit is instituted against a public officer, within the meaning of that expression as used in the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of any act purporting to be done' by him in his official capacity, the whole or any part of the costs incurred by him and of any damages or costs ordered to be paid by him should, if the Head of the State so directs in the case of a person employed in connection with the affairs of the Federation, or if the Head of the Province so directs in the case of a person employed in connection with the affairs of a Province, be defrayed out of and charged on the revenues of the Federation or of the Province as the case may be.

105. Public Service Commissions for the Federation and for the Provinces

There should be a Public Service Commission at the Centre and a Public Service Commission in each of the Provinces provided that it may be permissible to set up a Joint Public Service Commission for two or more Provinces.

106. Appointment of Chairman and Members of Public Service Commissions

The appointment of the Chairman and the Members of the Public Service Commission at the Centre as well as in the Provinces should be made in accordance with the procedure which may be laid down for the appointment of the Judges of the High Courts.

PART VII

EXCLUDED AND PARTIALLY EXCLUDED AREAS

107. Excluded and Partially Excluded Areas

The expressions 'excluded area' and "Partially excluded area' mean respectively such areas as were excluded or partially excluded areas immediately before the establishment of the Federation, or such areas as may henceforth be declared by the Head of the State to be excluded or partially excluded areas.

(1) The executive authority of a Province extends to excluded and partially excluded areas therein, but notwithstanding anything in the Constitution, no Act of the Central Legislature or of the Provincial Legislature should apply to an excluded area or a partially excluded area, unless the Head of the Province by public notification so directs, and the Head of the Province in giving such a direction with respect to any Act may direct that the Act should in its application to the area, or to any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit.

(2) The Head of the Province may make regulations for the peace and good government of any area in a Province which is for the lime being an excluded area, or a

partially excluded area, and any regulation so made may repeal or amend any Act of the Central Legislature or of the Provincial Legislature or any existing law, which is for the time being applicable to the area in question. Regulations made under this sub-para shall be submitted forthwith to the Head of the State, and until assented to by him, should have no effect.

PART VIII

EMERGENCY PROVISIONS

108. Proclamation of Emergency

In case the State is threatened on account of external aggression or internal disturbances an emergency may be declared.

109. Power of the Head of the State to suspend Constitution in case of emergency or threat to the security of the State

In case of emergency or of threat to the security of the State or failure of the Constitution, the Head of the State should have power to suspend the whole or part of the Constitution, if he thinks necessary.

110. Power of the Head of the State to suspend Constitution or part of Constitution in case of failure of constitutional machinery in a Province.

In case of a failure of the Constitution in a Province the Head of the State should have the power to suspend such part of the Constitution as may be necessary for the purpose of carrying on the administration, but such power should not extend to the suspension of the Federal Court or the High Court itself or the powers that are vested in the Federal Court and the High Court's by the Constitution.

111. Power of the Head of the State to take necessary steps in case of threat to the economic life of the country.

The Head of the State should have power in all emergencies to take necessary steps in case the stability or the economic life of the country or any part thereof is threatened.

112. Power of Supervision, Direction and Control in case of threat to Financial Stability.

Authority should vest in the Head of the State to exercise the powers of supervision, direction and control with regard to matters that may be essential for the financial stability or the credit of the State or any part thereof.

113. Exercise of certain Powers by the Centre

The Centre should possess power to legislate in respect of any matter in the Provincial List in case of proclamation of an emergency.

Provision should be made to empower the centre to issue directions to the Provinces with regard to certain important matters when an emergency arises.

The Head of the State should have the power to legislate subject to the ultimate control of the Central Legislature.

In case it is not possible for the Legislature to sanction the Budget in time, a provision should be made authorizing the Head of the State to certify the expenditure.

114. Laying of Proclamation of Emergency before the Central Legislature

Provision should be made making it compulsory on the part of the Head of the State to lay the Proclamation of Emergency issued by him before the Central Legislature in case the Legislature is in existence and can meet.

PART IX

MISCELLANEOUS

115. Titles and Decorations

No titles should be granted by the State of Pakistan; no citizen of Pakistan should accept any title of any kind whatsoever from any King, Prince or Foreign State. This should not, however, bar the award by the Head of the State of decorations in recognition of service in its Defence services, Police and other similar organizations, or decorations for velour.

116. Treaty-Making Powers

All the treaties should be signed and ratified by the Head of the State.

All treaties except of those categories which might specifically be excluded from the operation of this clause should be subject to ratification by the Central Legislature. The treaties excluded may be ratified by the Government. The Committee is of the view that certain treaties may be of such an important nature that they should go for ratification to each House of the Central Legislature sitting separately. In the case of a difference, the matter may be considered in a joint session of both the Houses.

As a large number of treaties relating to day-to-day administration have to be excluded, the matter should be investigated by an Expert Sub-Committee of officer and a list of such categories of treaties should be prepared as soon as possible, and they should be included in a schedule to be attached to the Constitution Act.

117. Power to receive Diplomats

The Head of the State should have power to receive diplomats.

118. Power to declare war

The power to declare war should vest in the Head of the State.

119. Jurisdiction of the Federation in relation to Territories outside Pakistan

Suitable provision should be included in the Constitution for legislative executive and judicial jurisdiction of an extra-territorial nature.

120. Language of the State

Urdu should be the national language of the State.

121. Nomenclature

Nomenclature should be in the national language with English translation in the English version of the Constitution.

The Committee has appointed a special Committee consisting of Dr. Maulvi Abdul Haq, Dr. I. H. Qureshi and Dr. Mahmud Husain to suggest appropriate nomenclature.

122. Oaths

Wherever under the Constitution oath is required to be taken, the Muslims should lake it in the name of God and in the case of non-Mulsims it should be open to them either to take oath in the name of God or make an affirmation.

123. Interpretation of the Constitution

The interpretation of the Constitution should be left to the Judiciary. But while framing the details, care should be taken that the final interpretation by the highest Court in Pakistan is not unnecessarily delayed.

PART X

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

124. Procedure for Amendment of the Constitution

The Committee is of the view that the process of amending the Constitution should be made difficult. It is accordingly decided that the following procedure should be recommended.

If a notice is received signed by not less than one-third of the Members of a House seeking permission for the circulation of their motion for amendment of the Constitution amongst the Provinces for opinion, it should be placed on the agenda of the House concerned and considered. In case it is passed by a majority, the matter should be referred to the other House for consideration for the same purpose. When permission is granted by the second House, the proposal should be circulated to the Provinces by the Chairman of the House in which it is initiated. The Chairman of the Legislature of every Province, by whom the proposal is received for consideration, should convey the decision of the respective Legislature to the Chairman who circulated the proposal. The decision in the Central as well as the Provincial Legislature should be taken by majority of votes. If a majority of the Provinces support the consideration of the motion, it should be placed on the agenda of the originating House for consideration. In case it is passed by the House with two-thirds majority of the Members present and voting, it should be referred to the other House for similar action. If the latter House also passes the proposal by a like majority, the amendment should be deemed to have been passed.

PART XI

TRANSITIONAL PROVISIONS

125. Provision during the Transitional period

(1) Special provision should be made to enable the administration of the country to be run. as far as possible, in accordance with the present Constitution from the time of passage of the new Constitution till its implementation.

(2) Provision should be made to enable the existing administration to take all suitable steps towards the enforcement of the new Constitution.

ANNEXURE III

LIST I (Federal)

1. All matters necessary for ensuring the defence of the State in peace and war.

2. The raising, training, maintenance and control of naval, military and airforces and their employment for the defence of Pakistan and enforcement of the laws of Pakistan and its Provinces and any other force which may be needed for the protection of, and service on, the border.

3. Preventive detention in the territory of Pakistan for reasons connected with defence, external affairs or the security of Pakistan,

Persons subjected to preventive detention under the authority of the Federation.

4. Defence industries and atomic energy.

5.All work connected with services set up under Nos. 1 and 2 and Local Self-Government in Cantonment areas, powers and functions within such areas of Cantonment authorities, control of house accommodation in such areas and the delimitation of such areas.

6. Foreign affairs, all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

7. Diplomatic, consular and trade representation.

8. International organizations, participation in International conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

9. War and peace and making of treaties and implementation thereof.

10. Foreign and extra-territorial jurisdiction.

11. Trade and commerce with foreign countries.

12. Foreign loans.

13. Citizenship, naturalization and aliens.

14. Extradition.

15. Passport and visas.

16. Piracies and offences against the law of Pakistan and offences against the law of nations committed on the high seas and in the air.

17. Admission into, and emigration and expulsion from the territory of Pakistan.

18. Pilgrimages to places beyond Pakistan.

19. Pilgrimages by foreigners to places inside Pakistan.

20. Inter-Provincial and port quarantine, seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.

21. Import and export across customs frontiers as defined by the Government of Pakistan.

22. Communications which shall include the control of railways, airways, shipping, navigation on sea and air, national highways declared to be such by Central Legislature by law, national ports declared to be such by or under the law made by Central Legislature, posts and telegraphs, telephones, wireless, broadcasting and television.

Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and civil aviation and regulation of such education and training provided by the Provinces and other agencies.

22A. Airways, aircraft and air navigation; provision for aerodromes; regulation and organization of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training and regulation of such education and training provided by Provinces and other agencies.

Shipping and navigation 011 inland waterways, declared by Central Legislature by law to be national waterways, as regards mechanically-propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on such waterways.

23. Ancient and historical monuments declared by law to be of national importance, archaeological sites and remains, libraries and museums not financed by the Provinces.

24. Federal agencies and institutes for research, for professional or technical training or for the promotion of special studies.

25. Federal surveys and Federal meteorological organizations.

26. State Bank of Pakistan, banking, currency, foreign exchange, coinage, legal tender, cheques, bills of exchange, promissory notes, and other like instruments.

27. Insurance.

28. Company Laws.

29. Copyrights, designs, patents, inventions, trade and merchandise marks.

30. Development of industries, when development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

31. Iron, steel, coal, petroleum and mineral and any other such commodities, the control of which is declared by Federal law to be of national interest.

Regulation of mines and oil fields and mineral development to the extent to which such regulation and development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

32. Industrial disputes concerning the regulation of labor and safety in mines and oilfields.

33. Regulation of Inter-provincial trade and commerce.

34. Standards of weight and measure.

35. Opium so far as regards cultivation and manufacture or sale for export.

36. Constitution, organization, jurisdiction and powers of the Federal Court and fees.

37. Census.

38. Inquiries and statistics for the purpose of any matters in this List.

39. Central Intelligence Bureau.

40. Federal Public Service and Federal Public Service Commission.

41. Election to Central Legislature and of the President and all other Federal elections.

42. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

43. Salt.

44. Provision for dealing with emergencies in any part of the territory.

45. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

46. Corporation, that is to say, the incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporation’s other than Universities, co-operative societies and municipal corporations.

47. Inter-Provincial migration with Pakistan.

48. Acquisition and requisitioning of land or property for the purposes of the Federation.

49. Property of the Federation and the revenue there from, but as regards property situated in a Province subject always to legislation by the Province save in so far as Central Legislature by law otherwise provides.

50. Public debt of the Federation; borrowing of money on the Federal credit.

51. Zakat.

52. Decoration and titles of honor.

53. Intoxicating liquors and narcotic drugs.

54. Sanction of cinematograph films for exhibition.

55. Arms, firearms, ammunitions and explosives.

56. Post Office Saving Bank.

57. Admiralty jurisdiction.

58. Lighthouses, including lightships, beacons, and other provision for the safety of shipping and aircraft.

59. Petroleum and other liquids and substances declared by Federal law to be dangerously inflammable, so far regards possession, storage and transport.

60. The salaries of the Central Ministers and Deputy Ministers and of the Chairman and Deputy Chairman of the Central Legislature, the salaries, allowances, and privileges of the Members of the Central Legislature and the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of the Legislature.

61. The enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before Committees of Central Legislature.

62. The development of waterways for purposes of flood control, irrigation navigation and hydro-electric power when such development is required for the benefit of more than one Province.

63. Stock exchanges and future markets.

64. Extension of the jurisdiction of a High Court having its principal seat in any Province to an area outside that Province and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that Province.

65. Jurisdiction and powers of all Courts, other than the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list.

66. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any Province to any other area in Pakistan, but not so as to enable the police of one Province to exercise powers and jurisdiction elsewhere without the consent of the Government of the area concerned.

67. All other matters not enumerated in Lists II and III.

LIST II (Provincial)

1. Public order (but not including the use of armed forces in aid of civil power), administration of justice, constitution and organisation of all courts except Federal Court, and fees taken in preventive detention for reasons connected with maintenance of public order.

2. Prisons, Reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature and persons detained therein, arrangements with other Provinces for the use of prisons and other institutions.

Police.

3. Jurisdiction and powers of all courts except the Federal Court with respect to any of the matters in this List, procedure in rent and revenue courts.

4. Public debt of the Province.

5. Provincial pensions, i.e., payable by a Province.

6. Provincial Service and Provincial Public Service Commission.

7. Works, lands and buildings vested in or in the possession of a Province.

8. Acquisitioning and requisitioning of land or property for the purposes of Provinces or when so required for the Federation.

9. Universities, libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the Provinces.

10. Public health, sanitation, hospitals, registration of births and deaths.

11. Burials and burial grounds.

12. Election of Provincial Legislatures, salaries and allowances of Ministers, Chairmen, etc., the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of Legislatures.

13. Local Government, i.e., municipalities, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government.

14. Pilgrimages within the Province.

15. Education.

16. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not covered by List I, municipal tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List III with regard to such waterways, ports subject to the provisions in List I with regard to national ports; vehicles other than mechanically-propelled vehicles.

17. Water supplies, irrigation and canals, drainage and embankment, water storage.

17A. Water power.

18. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases; improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; pounds and the prevention of cattle trespass.

19. Land, rights in or over land, land tenures, relations of landlords and tenants, collection of rent; transfer, alienation and devolution of agricultural land, land improvement and agricultural loans; colonization; courts of wards; encumbered and attached estates; treasure trove; jagirs and inams chargeable to Provincial revenues.

20. Forests, protection of wild birds and animals.

21. Gas and gas works.

22. Regulation of mines and oilfields and mineral development subject to the provisions of List I.

23. Fisheries.

24. Control of inns and innkeepers, shops and saloons.

25. Trade and commerce in the Province, fairs and markets.

25A. Money-lending and money-lenders.

26. Production, supply and distribution of goods, development of industries subject to List I.

27. Adulteration of foodstuffs and other goods.

28. Intoxicating liquors and narcotic drugs subject to List 1.

29. Poor relief, unemployment, charities, charitable institutions, charitable and religious endowments.

30. The incorporation, regulation and winding up of corporations specified in List I or Universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations excepting those of Muslims; co-operative societies.

31. Betting and gambling.

32. Theatres, dramatic performances and cinemas excluding sanction of cinematograph films for exhibition,

33. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

34. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

35. Walks and mosques.

LIST III (concurrent)

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the date of the passing of this Act, but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military and air forces in aid of the civil power.

2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the date of the passing of this Act.

3. Removal of prisoners and accused persons from one Province to another.

4. Civil procedure, including the law of limitation and all matters, included in the Code of Civil Procedure at the date of the passing of this Act; the recovery in a Province of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arising outside that Province.

5. Evidence and oath; recognition of laws, public acts and records and judicial proceedings.

6. Marriage and divorce; infants and minors; adoption.

7. Wills, intestacy, and succession, save as regards agricultural lands.

8. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

9. Trusts and trustees.

10. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract but not including contract relating to agricultural land.

11. Arbitration.

12. Bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees.

13. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

14. Actionable wrongs, save in so far as included in laws with respect to any of the matters specified in List I or List II.

15. Jurisdiction and powers of all courts except the Federal Court with respect to any of the matters in this List.

16. Legal, medical and other professions.

17. Newspapers, books and printing presses.

18. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient’s.

19. Poison and dangerous drugs.

20. Mechanically-propelled vehicles.

21. Boilers.

22. Prevention of cruelty to animals.

23. Vagrancy, nomadic, criminal and migratory tribes.

24. Factories.

25. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employer's liability and

workmen's compensation; health insurance, including invalidity pensions; old age pensions.

26. Unemployment and social insurance.

27. Trade unions; industrial and labor disputes.

28. The prevention of the extension from one Province to another of infections or contagious diseases or posts affecting men, animals or plants.

29. Electricity.

30. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways, carriage of passengers and goods on inland waterways.

31. The principles on which compensation is to be determined for property acquired or requisitioned for the purposes of the Federation or a Province.

32. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

33. Fees in respect of any of the matters in this List.

34. Interest.

35. Higher technical education.

36. Scientific and industrial research.

37. Muslim religious societies excluding mosques and wakfs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বিবেচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব	পাকিস্তান গণপরিষদ	২১শে নভেম্বর, ১৯৫০

MOTION RE: POSTPONEMENT OF CONSIDERATION OF INTERIM REPORT OF THE BASIC PRINCIPLES COMMITTEE

The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan (East Bengal: Muslim): Sir, I beg to move:

"That with a view to give full opportunity to those who may be interested in offering suggestions regarding the basic principles of the constitution, the Constituent Assembly resolves not to take consideration during this session the Interim Report of the Basic Principles Committee, in order to enable the Committee to consider any concrete and definite proposals that are in conformity with the Objectives Resolution, which may be received by the office of the Constituent Assembly by the 31st of January, 1951, and to make such further recommendations as may be found necessary."

Mr. President, Sir, since the presentation of the Report of the Basic Principles Committee to this House and its publication, a large number of comments have been appeared in the press as well as from platform. These comments can be ‘classed into three categories. Some of them arc based on ignorance and inadequate appreciation of the recommendations contained in the Report. Some are deliberately intended to mislead people and create confusion. Some have been made with a genuine desire to see our constitution based on the principles laid down in the Objectives Resolution. Sir, when this House adopted the Objectives Resolution, I have no hesitation in stating that it did so without any mental reservations. It has been our earnest desire throughout to frame our future constitution in conformity with the principles that are laid down in the Objectives Resolution

...Mr. President, it is stated in the motion that this postponement is desired for the purpose of enabling the Basic Principles Committee to examine and consider any concrete and definite suggestions that may be sent by the people with regard to the basic principles of the constitution. I am fully aware of the fact that it means some delay, but there is no other alternative, if we are anxious and desirous to do our best in this direction.

Sir, a number of people while offering criticism on the Report have just stated that it is not in accordance with the Objectives Resolution and that there are a number of principles that should have been embodied in the Report. It is an invitation and an opportunity to those people to make concrete and definite suggestions with regard to the report as to which of its provisions are not in conformity with the Objectives Resolution and what are the reasons for their saying so. In the same manner, it is to ask people to tell us what other principles are there, which are in conformity with the Objectives Resolution, which have been left out and which can be and should be embodied in the

Principles which are laying down for the framing of our future constitution. I do hope that those who are genuinely and honestly interested in framing the kind of constitution we all desire will take the fullest opportunity that is being afforded to them. It is not in the nature of a challenge that I have moved this motion; it is with the desire for seeking co-operation from all those who have a genuine desire that we should have a constitution which is the best

Mr. Shahoodul Haquc (East Bengal: Muslim): Mr. President, Sir, I rise to lend my wholehearted support to this motion and to heartily felicitate Mr. Liaquat Ali Khan for the wisdom and sagacity he has displayed by initiating this opportune motion which I am sure will be welcomed and warmly appreciated by all sections of the people not only in this House but also outside, bearing possibly those who wanted to create disaffection and fish in troubled waters and were dreaming of getting into power, taking advantage of the widespread storm of discontent that raged all over Pakistan in its western as well as in its eastern wing over the widely resented Interim Report of the Basic Principles Committee. While this motion recognizes the fact that this House does not like to pose as the only repository of juristically wisdom on knowledge, nor its members of the Basic Principles Committee as the infallible constitutionalists, it offers a real opportunity to all those *people-bona fide* jurists, constitutionalists and well-versed Ulema-to offer concrete and definite proposals in connection with the basic principles keeping view the letter as well as the spirit of the Objectives Resolution that was adopted by this House. Let us hope they will all make good use of this opportunity.

* * * * * *

Mr. Nur Ahined (East Bengal: Muslim): Sir, I rise to extend my hearty congratulations to the leader of the House for bringing in this motion. The great leader of Pakistan, whom I call a man of destiny, has once more proved himself a true and great leader of humanity.

Unfortunately, with the Publication of the Interim Report of the Basic Principles Committee, there has been a great agitation and very hostile comments even against the Leader of Pakistan. Sir, in some quarters these principles enunciated in the Report, have been ascribed as most undemocratic, un-Islamic and most reactionary. It has been said that the principle disclose a picture of a constitution whereby dictatorship will be established in Pakistan. Sir, it has been said in some quarters that if these principles are implemented, there will be no democracy and no Islamic constitution in Pakistan. It has also been said that Provincial autonomy will disappear-there will be a Unitary Central Government in Pakistan.

Sir, in East Bengal there is a growing belief-I must say that it is wrong impression-that there are principles in the Report which, if adopted, will reduce the majority of East Bengal into a minority and it will turn East Bengal into a colony of Pakistan.

Sir, I must say, most of these criticisms are based on wrong impression and uninformed information of those who have not seriously studied the principles and have not applied their mind to them. They have only read the newspaper reports and comments

and unfortunately some newspapers have made comments which are not borne out by the Report. These comments have been made with some ulterior motives to create disintegration in Pakistan. Sir, from what I know of East Pakistan, I find that almost all of them have been told that the Provincial autonomy was to be abolished and that they will be made a colony of Pakistan. I have tried to wash off that feeling from the minds of the people of East Pakistan and have told them that there is no such intention of the Constituent Assembly and not this was the intention of the members of the Basic Principles Committee. Their intention was to draw up a constitution for Pakistan which will be Islamic and wherein everybody irrespective of caste, creed and race will be a free citizen. The centre will be only a guiding factor; Centre will regulate if necessary in case of emergency, but will, in no case and at no time, act against the best interest of the country.

Sir, the constitution when framed will be the best constitution in the world. Sir, by the motion that the Honorable the Leader of the House has moved, the agitation that is going on will disappear. I think the motion is a welcome measure and it will silence those critics who are now agitating or saying things to misguide the People of Pakistan. Sir, by this motion they are being asked to give their suggestions and if they fail, they will not be able to blame us. Sir, I support very strongly the motion under consideration.

Sayed Abul Basher Mahmud Husain: *(East Bengal: Muslim)*: Sir, I feel I am voicing the feeling of the whole House when I heartily welcome this motion and I am confident that the people of Pakistan would not only welcome it but congratulate the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan for his gesture in respecting their views.

Sayed Abul Basher Mahmud Husain: (East Bengal: Muslim): Sir, I feel I am voicing the feeling of the whole House when I heartily welcome this motion and I am confident that the people of Pakistan would not only welcome it but congratulate the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan for his gesture in respecting their views.

In a state like Pakistan whose fundamental basis is on Islam, the views of the people must deserve consideration even when the people have entrusted their works to be done by their representatives. It is such a healthy move that the disaffection that was sought to be created by interested parties likely to be quelled through it and this certainly a democratic stand. It appears some stalwarts who consider themselves as the mouthpiece of at least four and half crores of Pakistanis gave out that there would have been no agitation in whatever form the basic principles of the constitution are adopted.

I am afraid, if the problems of Pakistan are not approached on the basis of population, no solution can be arrived at for the good of the people…………… it may be good for a section only but that would be disastrous.

When an opportunity is given for offering suggestions regarding the basic principles of the constitution. I would request those who are interested in offering suggestions should come forward and put forth constructive suggestions in no time……..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ঘোষণাপত্র	পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ	১৭ই মার্চ, ১৯৫১

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
ঘোষণাপত্র
উদ্দেশ্য ও কার্য্যসূচি
[প্রচার দপ্তর কর্তৃক ৪৩/১ নম্বর যোগীনগর লেন, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা হইকে প্রকাশিত।]

ভূমিকা

দল-মত নির্বিশেষে পাকিস্তানের যুবশক্তি যাহাতে একটি সংগঠনে সমবেত হইয়া নিজেদের ও দেশের উন্নতির জন্য একটি প্রগতিশীল যুব আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য আমরা ঢাকায় গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ, ১৯৫১তে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নামে এক যুবসংঘ গঠন করিয়াছি। আমাদের এই সংঘ দল, মত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। যে কোন ধর্মের যুবক-যুবতী ইহাতে যোগদান করিতে পারেন। আমাদের এই সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচি দেশের যুবসমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আমরা কি চাহিয়াছিলাম এবং কি পাইয়াছি?

আমরা পাকিস্তানের যুব-সমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। প্রথম যেদিন পাকিস্তান কায়েম হয় সেদিন আমরা সমস্ত যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুই শত বছরের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের সোনার দেশ আবার শিল্পে, শিক্ষায়, ধনে, সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বৃটিশ পুঁজির কলংকময় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। এবং বৃটিশ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার অবসান হইবে, কৃষক জমি পাইবে, এবং আমাদের সমাজ জীবনে নূতন প্রাণের জোয়ার আসিবে।

কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হওয়ার প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর শিকলে বাঁধা। এখনও পাকিস্তানের ধন-সম্পদ, যেমন- পাট, চা প্রভৃতি ব্যবসার উপর সেই বৃটিশ পুঁজির কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত। আজও মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী ধনিক আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ভোগ-বিলাসে কাল কাটাইতেছেন।

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে আজও আমাদের শিল্পের বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমাদের দেশের বাজার বিদেশী মালপত্রে ছাইয়া গিয়াছে; এবং মুষ্টিমের ধনিকের সহায়তায় বিদেশী বণিকগণই আমাদের দেশের বাজারের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং একাধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

কৃষক যুবক

আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও রহিয়াছে সেই অনগ্রসর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পর্য্যায়ে। আমাদের দেশের যুবসমাজের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামের কৃষক। দেশের যুবশক্তির এই প্রধান অংশ আজও সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণে পিষ্ট। সরকার নামেমাত্র জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে। কার্য্যত জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র; চাষী জমির স্বত্ব পায় নাই। দেশের প্রাণ এই যুবসমাজ আজও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, জমি হইতে

বঞ্চিত। নিজেদের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার কোন পথই তাহাদের সম্মুখে নাই। এক মুঠা পেটের ভাতের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, চাকুরীর আশায় এদিক-ওদিক ছুটাছুটি, পরের বাড়ীর গোলামী এবং অকালে মৃত্যু, ইহাই আজ পাকিস্তানের গ্রাম্য-যুবশক্তির ভাগ্য। আমাদের অবস্থা উন্নত করার কোন চেষ্টাই বর্তমান সরকারের নাই। অর্থনৈতিক শোষণে, শিক্ষার অভাবে দেশের প্রাণ এই গ্রাম্য-যুবশক্তি দিনদিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া পাকিস্তানের জন্য লড়িয়াছিলাম- জমি পাইব, শিক্ষা পাইব; কিন্তু বর্তমান মুসলিম লীগ সরকারের কল্যাণে আমাদের কৃষক যুবশক্তির সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে।

শ্রমিক যুবক

আমরা যুবসমাজের যে অংশ রেলে কাজ করিয়া, চট্রগ্রাম ডকে গতর খাটিয়া, সূতাকল চালাইয়া, রিকশা চালাইয়া বা অনুরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিন-মজুর হিসাবে জীবিকা অর্জন করি- আমরা সেই যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানে আমরা জীবন-ধারণের উপযুক্ত মজুরী পাইব, পাইব চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং শিক্ষা। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমাদের আসল মজুরী কমিতেছে, খাটুনি বাড়িতেছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বেকারী ও ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা আমাদের সম্মুখে। অথচ আমাদিগকে শোষণ করিয়াই মুষ্টিমেয় ধনিক টাকার পাহাড় জমাইতেছে।

মধ্যবিত্ত যুবক

আমরা মধ্যবিত্ত যুবসমাজ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম- পাকিস্তানে আমরা চাকুরী পাইব, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সুযোগ পাইব, গৃহ পাইব, পাইব উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নততর জীবন-ধারনের মান। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে সে স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জরিত, শহরের বাসস্থানের অভাব আমাদের এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি আজ আমরা ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এক মুঠা ভাতের জন্য এখানে সেখানে ধর্ণা দিতেছি, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছি।

মোহাজের যুবক

আমরা, মোহাজের যুবকেরা, পাকিস্তানের জন্য আমাদের সর্বস্ব হারাইয়াছি। কিন্তু আজ পাকিস্তানে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। সরকার আমাদিগকে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং খবরের কাগজের মারফৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পুনর্বসতি ও পুনর্জীবন-যাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই তাহারা করেন নাই। বাস্তুহারা হইয়া পাকিস্তানে আসিয়া আমাদিগকে বেকার হইয়া, গৃহহারা হইয়া, অন্নহারা হইতে হইতেছে, এমনকি আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করিতে হইতেছে।

নারী যুব-সমাজ

আমরা নারী যুব-সমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের সরকার আইন করিয়া আমাদিগকে সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি দিবেন, শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন এবং দিবেন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদা ও অধিকার। কিন্তু আজও আমরা নিগৃহীতা এবং শিক্ষা ও সভ্যতার সামান্যতম অংশ হইতেও বঞ্চিতা। আমরা গভীর লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, পাকিস্তান হওয়ার পর আট বছর অতীত হইতে চলিল, দেশের সমগ্র যুবসমাজের অর্ধেক এই নারী-যুবশক্তির শতকরা একজনও লিখিতে-পড়িতে পারে না। তদুপরি সিলেট মেয়ে কলেজ ও কামরুন্নেসা মেয়ে কলেজ, ইডেন স্কুল, বরিশালের একমাত্র ছাত্রী নিবাস, জগন্নাথ কলেজে মেয়েদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকার এক বিরাট অভিযান চালাইতেছে। অথচ আলবেনিয়ার ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রের ১৯৪৫ সনে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ায় ১৯৪৬ সালের শেষে একমাত্র পেশার জেলায় শতকরা ৭৫ জনের নিরক্ষরতা দূর হইয়া যায়। স্কুটারী জেলায় ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি ২৩,০০০ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে। এই রূপে বিভিন্ন

স্বাধীন দেশে আমাদের বোনেরা যখন শিক্ষাদীক্ষার উন্নত হইয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তখন আমাদের, পাকিস্তানের নারী সমাজের ভাগ্যে জুটিতেছে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও সামাজিক দাসত্ব।

অর্থনৈতিক সংকট

পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হইতেছে কৃষি। পাকিস্তানের শতকরা ৯২ জন অধিবাসীই কৃষক। যে পাট তাহারা গড়ে ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে তাহা আজ ১২ টাকায়, যে সুপারি গড়ে ৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করিত তাহা আজ ১০ টাকা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তদুপরি সুপারির উপর প্রতি মণে ১০ টাকা। /০ আনা শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় সুপারি বিক্রয়ই হয় না। এভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীদের নগদ আয়ের পথ ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে, অন্যদিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি তাহাদিগকে অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে। বিগত কয় বছরে দ্রব্যমূল্য মানের সূচকসংখ্যা (**ওহফবী হঁসনবৎ**) হইতে এই তথ্য সহজেই জানা যায়।

১৯৩৯ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ১০০

১৯৪৮ সনে দ্রব্যের গড়পড়তা মুল্য ছিল ৩৭৪	পাকিস্তান পার্লামেন্টে প্রদত্ত
১৯৪৯ সদে দ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য ছিল ২১৪	অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে

আজ একদিকে পাট, সুপারি, তামাকের দাম দ্রুত কমিয়া কৃষকের আয় ভয়ানকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ও অপরদিকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাকিস্তানের অধিবাসীগণ আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার সমস্ত দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার প্রচলন করিয়া বৃটিশ আমলের কুশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করিবেন কিন্তু তার পরিবর্তে আজও দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১১ জন। প্রাইমারী স্কুল বাড়াইবার পরিবর্তে সরকার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ স্কুল- এক মাত্র চট্রগ্রাম জেলায় ৮৪৪টি, নাটোরে ৪০০টি- উঠাইয়া দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার সংকোচ করিতেছেন। সরকার আজ শিক্ষা খাতে ৫.৬ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যুদ্ধ খাতে দেশের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ ব্যয় করিতেছেন।

তদুপরি সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষত অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া উর্দু চাপাইতেছে এবং আরবী হরফে বাংলা শিখার উদ্ভট পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি উর্দূ ও বাংলা একত্রে রাষ্ট্রভাষা হইলে পাকিস্তান দুবর্বল হইবে না। এবং আমরা আরও বিশ্বাস করি যে আরবী হরফে বাংলা লিখার ব্যবস্থাকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমরা দেশের যুবক সমাজ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার ডুবিয়া যাইব; আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পথ রুদ্ধ হইবে।

স্বাস্থ্য

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বর্ত্তমান সরকার দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই, যুবসমাজের জন্য ব্যায়মাগার, ক্লাব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে টাকা খরচ না করিয়া মিলিটারী, পুলিশ ও বিদেশ ভ্রমণে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কুখাদ্য ও ভেজাল খাদ্য খাইয়া এবং কঠোর

পরিশ্রমের দরুন পাকিস্তানের যুবশক্তি আজ দৈহিক দিক দিয়া হীনবল, অকালমৃত্যু আমদের ভাগ্য। আমাদের গড়পড়তা আয়ু আজও ২৬ বছর। অর্থাৎ আমরা পরিণত যৌবন লাভ করার পূবের্বই মৃত্যুবরন করি।

দমননীতিতে বিভীষিকা

আমরা যুবসমাজ আশা করিয়াছিলাম পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আজ যখনই আমরা নিজেদের কোন দাবী বা সমাজের উন্নতির জন্য কোন আন্দোলন বা সংগঠনে সমবেত হই, তখনই সরকার আমাদের উপর দমন নীতি প্রয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান পুলিশের ধর্মঘট, লাহোর বাটা শ্রমিকের ধর্মঘট, করাচী ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ধর্মঘট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম বেতনভোগী কর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্রদের ধর্মঘট, মেডিকেল ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতি ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর সরকারী দমন নীতির তীব্র কশাঘাত আমরা পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের যুবসমাজ আজও ভুলি নাই। মেডিকেল ছাত্রদের ও ডাক্তারদের দাবীর প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ‘‘ভুখা’’ চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বরখাস্তের ব্যাপারও গভীর ক্ষোভের সহিত আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সরকারের দমন নীতির কোপে পড়িয়া আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবাদী শত শত যুবক-যুবতী কারাগারে আবদ্ধ। সরকারী দমন নীতির দরুন স্বাধীনভাবে সভা-সমিতি করার বা সংগঠন গড়ার অধিকার আমাদের নাই। নিষ্ঠুর সরকারী দমন নীতির ফলে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ বিপর্য্যস্ত। তাই আজ আমাদের পাকিস্তানের যুবসমাজের জীবনে সামাজিক অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক এই চতুবির্বধ সংকট নামিয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য আজও অব্যাহত। আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতিতে জমিদারী প্রথার নাগপাশ আজও অক্ষত। আমাদের দেশের শিল্প নাই, গণতান্ত্রিক অধিকার নাই। বেকারীর দুঃসহ জালায় আমরা জর্জরিত ও আমাদের দেহ মন স্বাস্থ্য আজ হীনবল। বর্তমান সরকারের নীতিই আমাদের দেশের যুবশক্তির এই মহা সংকটের কারণ।

যুদ্ধ সংকট ও আমলা

উপরন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী সংকট এড়াইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দুনিয়াব্যাপী আর এক মহাযুদ্ধ বাধাইতে সচেষ্ট। নিষ্ঠুর যুদ্ধের আঘাতে কোরিয়া আজ বিধ্বস্ত। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সারা এশিয়াতে এবং দুনিয়াব্যাপী এই যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া দিতে চায়। তাহারা দুনিয়াকে গ্রাস করিতে চায়। আমরা গভীর আতঙ্কের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহও আমাদের দেশকে এই যুদ্ধে জড়াইতে চাহিতেছে। আমাদের যুবসমাজের বেকারীর ও দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা আমাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের খোরাক হইবার জন্য সৈন্যদলে চাকুরীর লোভ দেখাইতেছে।

আমরা পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের যুবসমাজ নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য সবর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কখনও কামানের খোরাক হইব না। আমরা জানি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল, সেই ৫০ সনের মন্বন্তরে হইতেও ভয়াবহ মন্বন্তর যে মন্বন্তরে আমরা আমাদের ৩৫ লক্ষ মা-ভাই-বোনকে হারাইয়াছি। আমরা জানি যুদ্ধের অর্থ আমাদের স্কুল-কলেজে আবার মিলিটারীর আস্তানা, আমরা জানি, যুদ্ধের অর্থ ৫০ সনের মত আমাদের শত শত নারীর ইজ্জতহানি, আমরা জানি, এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুলি ও বোমার আঘাতে আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস হইবে। যুদ্ধের এই বিপদ সম্পর্কে আমরা যুবক সমাজ সচেতন হইয়াছি। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ চাই স্বাধীনতা; শান্তি, সুখ ও উন্নত জীবন।

সরকারী আত্মরক্ষা বর্ম

অথচ জাতীয় জীবনের এই সমুদয় পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সংকট সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন তুলিলেই সরকার আত্মরক্ষার একাধিক প্রকারের বর্ম পরিধান করিয়া থাকেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল শিশুরাষ্ট্রের দোহাই। কিন্তু

সেই দোহাই এর স্বরূপ আজ জনসাধারণের কাছে উদঘাটিত হইয়াছে। তাই আজ ''শিশু রাষ্ট্রের'' কথা আমরা শুনিতে পাই না। আজ আবার নূতন ধরনের বুলি তাহারা আওড়াইতেছেন। আমরা দেশের কোন সমস্যার কথাতুলিতে গেলেই আমাদিগকে আখ্যা দেওয়া হয়- ''রাষ্ট্রের শত্রু বা রাষ্ট্রদ্রোহী''। কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে কেন, এইরূপ প্রশ্ন করিলেই তর জওয়াব স্বরূপ সরকার হইতে বলা হয় ''ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে ইহা করিতে হইবে সে কারণে দেরী হইতেছে''। (এইখানে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছো করিঃ ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী এই কি রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য যে ভুখা কর্ম্মচারী তাহাদের ক্ষুধার কথা জানাইলে তিনি তাহাদের ক্ষুধা কমাইবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষুধা বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন?) পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে একাধিক সরকারী মুখপাত্র হইতে আমরা অনুরূপ জওয়াবই পাইয়াছি। তদুপরি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতক নাজিমউদ্দিন কায়েদে আজমের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই।

ইসলামের নামে আজ আট বৎসর যাবৎ আমাদের নেতারা জনসাধারণকে, অনেক ভাওতা দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম, তাহাদের ''প্রোগ্রামে'' তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের সাথে যোগাযোগ কতটুকু তাহা দিন দিনই আমাদের দেশবাসীর নিকট পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইসলামের প্রতি জনসাধারণের যে ভালবাসা আছে তাহা আমাদের নেতারা জানেন, তাই তাহারা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বারংবার ইসলামের বুলি আওড়াইতেছেন, অর্থাৎ ''ইসলাম'', ''রাষ্ট্রদ্রোহী'', ''রাষ্ট্রের শত্রু'' প্রভৃতি বুলি সরকার যে কোন আন্দোলনের মুখে আত্মরক্ষার বর্মরূপে এবং গণদাবীকে চাপা দেওয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ স্পষ্ট ভাষায় গোষণা করিতে চাই যে আমাদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, আত্মসর্বস্ব নেতাদের বাগাড়ম্বর দ্বারা নয়। পাকিস্তানের যে রঙ্গিন স্বপ্ন আমরা দেখিয়াছিলাম নেতাদের কার্য্যকলাপ তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্ব আমাদের যুবসমাজকেই লইতে হইবে।

আমরা ইতিহাসের ধারা হইতে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ কোন দিন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নাই। বরং মুষ্টিমের প্রতিক্রিয়াশীর সুবিধাবাদী নেতাদের এক অংশ বহিঃশত্রুদের হাতে দেশকে তুলিয়া দিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি ঐ সমুদয় লোকই দেশের স্বাধীনতাকে ফ্যাসিবাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। অপরদিকে দেশের যুবসমাজ তথা দেশের জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া আজাদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মিশর, পারস্য, তিউনিসিয়ার সংগ্রামী যুবসমাজ এই কথারই প্রমাণ দিবে।

আমাদের ঘোষণা ও দাবী

আমরা তাই ঘোষণা করিতেছি যে

১। আমরা যুদ্ধ চাই না। দুনিয়ার যুবসমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক।

এ কথাও আমরা ঘোষণা করিতে চাই- এটম অস্ত্র হইতেছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র। তাই আমরা দাবী করিতেছি এটম অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হউক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তারপর কঠোর আন্তর্জতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

যে সরকার প্রথম কোন দেশের বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করিবে, সেই সরকার মানবজাতির শত্রুতা করিবে, আমরা তাহাকে যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী মনে করিব।

আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে দুনিয়ার গুটিকয়েক রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীয়র আন্দোলন ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া ঐ সব দেশে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে নিযুক্ত আমাদের কোটি কোটি ভাই-বোনদের অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।

২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক এবং পাকিস্তানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম হউক, যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে; প্রত্যেকটি উপজাতি পাইবে কৃষ্টির স্বাধীনতা ও স্থানিয় স্বায়ত্তশাসন; জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করিবে সমান নাগরিক অধিকার এবং আরবী হরফহীন বাংলা হইবে রাষ্ট্রভাষা।

৩। আমরা চাই বেকারীর অবসান এবং জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক যুবক-যুবতীর চাকুরী ও সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা, বেকারদের জন্য সরকারী ভাতা।

৪। আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন।

৫। আমরা চাই দেশের নিরক্ষতা দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য বর্দ্ধিত হারে ব্যয় বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রয়োজন অনুসারে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত যুবসমাজের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসস্থল বৃদ্ধি ও ছাত্র-বেতন হ্রাস।

৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য শহরে ও গ্রামে সরকার কর্ত্তৃক প্রচুর পরিমাণে পাঠাগার, ক্লাব ও খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং বর্তমানে যে সমস্ত পাঠাগার ও ক্লাব আছে সেইগুলিতে সরকারী সাহায্য, মেয়েদের জন্য পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ- শহরে ও গ্রামে প্রচুর চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার স্থাপন।

৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ। শ্রমিক যুবকদের জন্য খেলাধূলা, পাঠাগার ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ, বড় বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার।

১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক রাখার কানুন নাকচ, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর- শ্রমিকের, কৃষকের, মধ্যবিত্তের, ছাত্রদের, মেয়েদের, চাকুরেদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ার, সভাসমিতি করার ও মত প্রকাশের পূর্ণ ও অবাধ অধিকার। প্রত্যেকটি দলের নিজ মতানুযায়ী কাজ ও মত প্রকাশ করিবার বৈধ অধিকার।

১৩। আমরা চাই দেশের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা।

১৪। আমরা চাই সকল প্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান।

উপরোক্ত দাবী দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলে দেশের সমস্ত যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববাংলা তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে, শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা প্রয়োজন

আমরা জানি যে, দেশের যুবসমাজের তথা সমস্ত সমাজের উন্নতির জন্য মূল প্রয়োজন- রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ও মৌলিক পুনর্গঠন। সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোক্ত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র যুবসমাজ যুবলীগে যোগদান করিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

আমরা জানি যে, আমাদের পথ সহজ নয়। বহু বাধা, কায়েমী স্বার্থের রক্ষচক্ষু ও অত্যাচার আমাদের এই জয়যাত্রার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে কিন্তু দেশের যুবসমাজ অসাধারণ শক্তির অধিকারী। মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তার জন্য চাই যুবসমাজের ঐক্য ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা।

দুনিয়ার যুবশক্তি ও আমরা

দুনিয়ার দেশে দেশে আজ যুবশক্তির অতুলনীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। দেহে অমিত শক্তি ও মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহারা আজ আগাইয়া চলিয়াছে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ দল-মত-ধর্ম-নির্বিশেষে তাহাদের সাতে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হই। আমাদের জীবনের সর্ববিধ উন্নতি ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য আমরা চাই স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্র। আমরা চাই দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান।

পাকিস্তানের যুবশক্তি জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানের যুবশক্তি ঐক্যবদ্ধ হউন।

বিশ্বের যুব আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষার বিভিন্ন সরলীকরণ প্রচেষ্টার একটি নমুনা ও তার প্রতিক্রিয়া	নও বাহার (সাপ্তাহিক)	মার্চ, ১৯৫১

সম্পাদকীয়ঃ

গণ-শীকখা পরীশদঃ*

আর কিছু হউক না হউক দুর্নীতি দমন বিভাগের ডি,আই,জি জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের কল্যাণে পূর্ব-পাকিস্তানে ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 'উশ্রী' জলপ্রপাতের মতই এই সংস্কারের ধারা গৈরিক নিস্রাবে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। 'উশ্রীরৎ পাদদেশই সম্প্রতি "গণ-শীকখা পরীশদ" স্থাপিত হইয়াছে। ভাষা, হরফ এবং বানানের সংস্কার শেষ হইয়া যাওয়ার পর জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব এখন "গণ-শীকখা" লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। এই পরীশদ হইতে তিনি নিম্নলিখিত এশতেহার জারী করিয়াছেন।

USREE, Ramna
DACCA

To

The Manager,
Presidency Printing Works
Dacca.

Dear Sir,

Kindly send 3 or 4 intelligent Compositors of yours to attend the evening classes at the headquarters of Council of Mass Education at 7-17 P.M. to get lessons from us regarding the use of the reformed Bengali Script. It is expected that if they attend these classes for only 3 days, the compositors will be able to compose correctly any matter in old Bengali by themselves.

This is very necessary as your press is on the way and work of the fortnightly, Kajer Katha, will start straightary-(?)

Yours faithfully,
Sd. ABUL HASANAT
Joint Secretary.
Council of Mass Education.

Copy forwarded to the Editor. Nao Bahar. with reference to your request in our request in our Memo, dated 7-3-51 and to the resolutions of the meetings requesting them to print at least some matter regularly in their papers or journals. It is requested that they should also send their compositors for lessons like-wise so that some columns of their papers or journals may be composed in reformed script.

Sd. ABUL HASANAT
Joint Secretary.
Council of Mass Education.

অন্য আর একটি এশতেহারে তিনি বলিতেছেন :

15-3-1951.

Dear Sir.

I'm quoting here-under copy of a report on two meetings of leading intellectuals and public men and Resolutions passed by them. I would request the favor of your lending support to the noble cause in all ways possible Your Co-operation will inspire us to go ahead.

The NEW SCRIPT may kindly be given a trial in columns of newspapers, journals, etc owned, edited or supported by you with IMMEDIATE FFFF.CT as per Resolution No. 2.

Further literature on our activities is also enclosed.

Yours faithfully.
Sd. ABUL HASANAT
7-3-1951.

পূর্ব পাকিস্তানে কে রাজা, কে প্রজা, কে শাসক, কে শাসিত- কিছুই বুঝা যায় না। গত ১৯৪৯ সালে গভর্ণমেন্ট একটি ভাষা-কমিটি (লেংগুয়েজ কমিটি) নিযুক্ত করেন, প্রায় দেড় বৎসর পর এই কমিটি নাকি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট এখনো সরকারের বিবেচনাধীন। কাজেই এই সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। দেশের কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যান্য চিন্তাশীল মনীষীরাও কমিটির সুপারিশগুলি সম্বন্ধে একমত নহেন। অথচ এই অবস্থায় জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব তাঁর এই খেয়ালী ভাষা, হরফ এবং নূতন বানান চালু করিয়া দিতেছেন এবং সরকারী হুকুমের ঢং-এ সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে নূতন হরফে এবং নূতন বানান পদ্ধতিতে ছাপা শুরু করিতে আদেশ দিতেছেন। ভাষা-সংস্কার কমিটির সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে সরকারই তখন তাহা চালু করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। তাহার আগেই কোন ব্যক্তিবিশেষ এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন, ইহা আমাদের জানা ছিল না। এরূপ কার্য্য শাসনতন্ত্রের নিয়মানুবর্তিতার বরখেলাফ। রিপোর্ট দাখিল করিবার সংগে সংগে ভাষা-কমিটির মেম্বারদিগের কার্য্য খতম হইয়াছে। বাকী কাজ গভর্ণমেন্টের। জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এইসব নির্দ্দেশের পিছনে গভর্ণমেন্টের কোন সম্মতি আছে কিনা, আমরা জানিতে চাই। যদি না থাকে, তবে আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেব কলিকাতা এবং ঢাকার প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সেই লাইব্রেরী হইতে নাকি পাক্ষিক পত্র ‘‘কাজের কথা’’ বাহির হইবে। এই সব কর্ম-তৎপরতার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি, বুঝা যাইতেছে না। একটা খামখেয়ালীর ভাব সর্বত্র বিরাজমান। উপরের উদ্ধৃত ইংরেজী অংশগুলির ভাষা, শব্দ-বিন্যাস এবং ব্যাকরণ রীতির মধ্যেও যথেষ্ট চন্দ্রালোকের ছাপ পড়িয়াছে। আবুল হাসানাৎ সাহেব বাংলা ব্যাকরণকে মানেন না বলিয়া ইংরাজী ব্যাকরণকেও বৃদ্ধাংগুলি দেখাইয়াছেন দেখিতেছি, প্রথম চিঠির শেষোক্ত প্যারাই তার প্রমাণ। তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা অধিকতর শালীনতা আশা করি।

এই প্রসংগে পূর্ব-পাক গভর্ণমেন্টের নিকটও আমাদের আরজ, জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবকে পুলিশের ডি,আই,জি, পদ হইতে অপসারিত করিয়া ভাষা সংস্কারে ও গণশিক্ষার ডি,আই,জি, পদে নিযুক্ত করুন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা যখন এই দিকেই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে কেন অনর্থক ডি,আই,জি পদের গুরুদায়িত্ব দিয়ো আটক রাখা হয়? ইহার ফলে তাঁহার নিজের সরকারী কাজও তিনি ভালভাবে করিতে পারেন না। তবে গভর্ণমেন্টের পলিসী যদি এমন হয় যে, এক পদে থাকিয়া অন্য পদের কাজ যিনি যত করিতে পারিবেন, তিনি ততই সুযোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোন আপত্তির কারণ রহিবে না। তখন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি লেখাপড়া জানেন না। শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর কাজ হইবে নাটক লেখা, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ হইবে সাহিত্য ও কাব্য লইয়া রসালাপ করা, ইনকামট্যাক্স অফিসারের কাজ হইবে মাসিক পত্র বাহির করা, আর পুলিশের কাজ হইবে ভাষা সংস্কার করা। সেই রূপ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এর কাজ হইবে কোন কিছু পাবলিশ না করা। এরূপ হইরে আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

গভর্ণমেন্টের নিকট আমরা জানিতে চাই জনাব আবুল হাসানাৎ সাহেবের এই সব কার্য্যের পশ্চাতে তাঁহাদের কোন সম্মতি (চেংসান) আছে কিনা। যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা জনাব হাসানাৎ সাহেবের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিব এবং অচিরেই ২-৪ জন কম্পোজিটার পাঠাইয়া দিব- যাহাতে নূতন হরফে ও বানান অনুযায়ী মাত্র তিন দিন কম্পোজিং শিখিয়া আসিয়াই নির্ভুলভাবে পূরাতন রীতি অনুসারেই তাহারা কম্পোজ করিতে পারে। কি অপূর্ব তেলেছমাৎ, কিন্তু আমাদের মনে হয়, কম্পোজিটারেরা ইহাতে রাজী হইবে না। ভুল বানান নির্ভুলভাবে শিখিবার ভুল তাহারা কেন করিবে?

*** পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা ভাষার উপর বিভিন্ন ধরনের আঘাত হানা হয়। ভাষাকে সরলীকরণ বা আরবী হরফে বাংলা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এখানে এই প্রচেষ্টাটিকে নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে।**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দূ ভাষাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে বক্তব্য	মাহে নও	জুলাই, ১৯৫১

উর্দূর ভূমিকা
ফজলুর রহমান

উর্দূ বিভিন্ন ভাষার উপাদানের একটা সংমিশ্রণ এবং যারা উর্দূকে মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি তাঁরাও উর্দূর তরাক্কীর পথে অনেক খোরাক জুগিয়েছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষার ক্ষেত্রে উর্দূ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে এক গ্রন্থিতে সংযুক্ত করেছে। বিরোধী সমালোচকরা যাই বলুক না কেন প্রথম উর্দূর মধ্যেই এই উপমহাদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে যে উর্দূ তার সার্বজনীন গ্রহণ ক্ষমতা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়েছে। উর্দূ সাহিত্যে যদিও কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ আছে, তবু উর্দূ ভাষার দেশের জনগণের সংগে অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তার জন্যই উর্দূ কৃতিত্বের সংগে ও হিন্দু শাসকদের মারাত্মক আক্রমণের মোকাবেলা বৃটিশ ও জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

আমাদের এই গোলযোগপূর্ণ ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ভাবী বংশধরগণ কতকগুলো অপূর্ব অবদানের জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের এই মুসলমান যুগটিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

প্রথমতঃ- স্থায়ী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী এই আদর্শ শাসন ব্যবস্থার ফলে দেশের পৃথক পৃথক অংশগুলো একই গ্রন্থিতে সংযোজিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ- দুনিয়ার কতকগুলো অতি সুন্দর স্থপতি শিল্পের জন্য।

তৃতীয়তঃ- উর্দূ ভাষার ক্রমবিকাশের জন্য এই ভাষা আঞ্চলিক বাধা বিদূরিত করে দূর-দূরান্তের জনগণের নৈকট্য সাধন করেছে ও স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করার সুযোগ দিয়েছে। শেষোক্ত দানটি প্রথমোক্ত দুইটার চাইতে অধিক স্থায়ী, কারণ শেষ পর্যন্ত বস্তুগত অলংকার অপেক্ষা সাহিত্য এবং কৃষ্টিই মনুষ্যজীবনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। বস্তুগত অলংকার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু আদর্শ ও ভাবধারা বেঁচে থাকে।

ভাষা স্বতন্ত্রভাবে সমৃদ্ধশালী হয় না। ব্যবহারকারী জনগণের বাণীই ভাষা। কাজেই মুসলমানদিগকে একটা জাতি হিসাবে টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দূকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম একই কথা। লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের ভাষা ছিল এই উর্দূ কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বে তারা উর্দূর দাবীকে প্রকাশ্যভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করতে থাকে ও ইহার মর্যাদাহীন করতে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রামে উর্দূই এই উপমহাদেশের মুসলিম তমদ্দুন ও তাহজীবের সাহিত্য ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়েছিল। যে সকল মুসলমান উর্দূকে তাদের মাতৃভাষা বলে দাবী করেননি, তাঁরাও এ বিষয়টা উপলব্ধি করেছিলেন এবং উর্দূই তাঁদের জাতিত্ববোধের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল।

ইতিহাস আজ উর্দূকে বিবিধ ভুমিকায় গ্রহণের ইশারা দিচ্ছে। উর্দূ আজ পাকিস্তান ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সেতু নির্মাণ করছে এবং পাকিস্তান তার নিজের তরফ থেকেও এই সেতু অটুট রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আশা করি, অপর দিক থেকে শুভেচ্ছাকারীরাও উর্দূর ঐতিহাসিক ও তামুদ্দুনিক বিশেষত্বের প্রশংসা করবেন।

পাকিস্তানে উর্দূর মাধ্যমেই আন্তঃপ্রাদেশিক আলাপ-আলোচনা ও সংবাদাদি আদান-প্রদান চলবে। উর্দূ যদিও এদেশের লোকের মাতৃভাষা নয়; তথাপি ইহা তাঁদের মৌলিক ভাবধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এক দলের মতে পাঞ্জাব এবং অন্য দলের মতে সিন্ধু উর্দূর উৎপত্তি স্থান। সে যাই হোক, উর্দূ সর্বদাই আমাদের দেশের শিক্ষিত

লোকদের নিকট নিজ ভাষারূপে প্রিয় হয়ে রয়েছে। যুগ যুগ ধরে লাহোর ও ঢাকা উর্দূকে সমৃদ্ধিশালী করে রেখেছে। দেশ বিভাগের বহু পূর্ব হতে একমাত্র সিন্ধু ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র স্কুল পর্যায় পর্যন্ত উর্দূকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশেও উত্তরোত্তর উর্দূর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দূকে তাদের দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, উর্দূ এবং বাংলা পরস্পরের সংমিশ্রণে উভয় ভাষাকেই সমৃদ্ধিশালী করবে।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উর্দূকেই আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগে বাবায়ে মিল্লাৎ মরহুম কায়েদে আজম পূর্ব বংগে শুভাগমন করেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। পাকিস্তান এডুকশেনাল কনফারেন্স এবং এডুকেশন এডভাইজারী বোর্ড আরো সুপারিশ করেন যে, যে সকল এলাকায় উর্দূকে অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব বংগ ও সিন্ধু প্রাদেশিক সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছেন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সমর্থনানুসারে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দূকে শিক্ষার বাহন করার জন্যও সুপারিশ করেছন।

এ প্রসংগে আমি এ কথা বলতে চাই যে, প্রত্যেক ভাষাই তার নিজস্ব গতিশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রত্যক ভাষার মান নির্ণীত হয় সাহিত্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান দ্বারা। সাহিত্যের প্রসার বিরাট হলেই চলবে না। মানুষের আত্মার সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য তার গভীরতার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তার দান থাকা উচিত।

আমাদের আজাদী লাভের পর থেকেই উর্দূর উপর নতুন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। উর্দূকে এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করতেই হবে। সর্বকালে গ্রহণীয় প্রাচীন উর্দূ সাহিত্য রক্ষার্থে আমাদের অনতিবিলম্বে যত্নবান হওয়া উচিত। পাকিস্তানেই প্রাচীন সাহিত্য পর্যায়ক্রমে মুদ্রিত হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রকাশকগণ এই মহৎ কার্য্যে সহযোগিতা করবেন।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মাপকাঠি দিয়েই অতীতের রূপ নির্ণয় করতে হবে। সাহিত্যকেও ঐতিহ্যপূর্ণ হতে হলে তা পারিপার্শ্বিকতাকে এবং বর্তমানকালকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে উঠতে হবে অথচ তাদের সংগে সম্বন্ধও রক্ষা করতে হবে। ভাষাকে প্রগতিশীল হতে হলে জনগণের অনুভূতির বাহন হতে হবে। উর্দূর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশের একাধিক ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয়নের দ্বারা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উর্দূর মাধ্যমে পাকিস্তানের জনশিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে তাতে বাংলা, সিন্ধি ও পোশত ভাষার শব্দেরও ছাপ থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা উর্দূর শুভাকাঙ্খী তারা উর্দূর এই সার্বজনীনতাকে সম্ভাষণই জানাবেন। আমি আশা করি, আমাদের দেশের লেখক এবং বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা এবং সমস্যা দ্বারা প্রভাবান্বিত হবেন এবং উর্দূ সাহিত্যের তরক্কী সাধনে ব্রত হবেন।

আঞ্জুমানে তরক্কীয় উর্দূ ও ইহার অধ্যবসায়ী সভাপতি মৌলবী আবদুল হক সাহেবকে শুকরিয়া আদায় করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি করতে চাই।

কথিত আছে যে, কোন একটা প্রতিষ্ঠান একটি ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্বস্বরূপ। আঞ্জুমান ও মৌলবী আবদুল হক সাহেবের মধ্যে যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক এই স্বতঃসিদ্ধ পুরোপুরিভাবেই প্রযোজ্য। এই আঞ্জুমানের মারফত উর্দূর তরক্কীর জন্য তিনি আজীবন যে সেবা করেছেন, তা আমাদের সাহিত্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তার যোগ্য পরিচালনায় উর্দূ কনফারেন্স উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের তরক্কীর জন্য নতুন পথের সন্ধান দেবে।

১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান উর্দূ কনফারেন্সে পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষাসচিব মাননীয় ফজলুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার লবণ সংকট	দৈনিক আজাদ ও পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার কার্যবিবরণী	অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫১

১৯৫১ সনের লবণ সঙ্কট সম্পর্কে ঢাকা বণিক সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন-এর বিবৃতিঃ

পূর্ব পাকিস্তানের লবণের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে প্রদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। লবণের অভাবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইহার আসল কারণ কাহারও জানা নাই। তবে করাচী হইতে অপর্যাপ্ত সরবরাহই যে ইহার মূল কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সরকার নিযুক্ত লোভী আড়তদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লোভই সম্ভবতঃ বর্তমান পরিস্থিতির কারণ। সরকারী হিসাব মতে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ সাধারণতঃ সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করে না। তথায় বৎসরে মাত্র ৬ লক্ষ মণ লবণ খরচ হয়। ইহাও সর্বজনবিদিত যে, সরকার দেশী শিল্পকে উৎসাহ দানের জন্যে বাহির হইতে লবণ আমদানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ৫টি লবণের কারখানা রহিয়াছে এবং তাহাতে বৎসরে ৫২ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও সেরূপ নামকরা কারখানা নাই। সুতরাং দেশে যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজন অপেক্ষা বৎসরে ৩৯ লক্ষ মণ লবণ ঘাটতি পড়ে। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। সুতরাং উপৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশ হইতে লবণ আমদানী ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে দেশের প্রয়োজন মিটানো সম্ভবপর নয়।

সরকার কর্তৃক লবণ আমদানী বন্ধ হওয়ার পর হইতেই আমি লবণের নিশ্চিত ঘাটতি অনুমান করিয়াছিলাম। আমি সরকারকে ভারত এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার প্রস্তাব অনুযায়ীই গত এপ্রিল মাসে বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন পরিষদ বিদেশ হইতে লবণ আমদানীর অনুমতি দানের সোপারিশ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ঢাকা বণিক সমিতি প্রায় একই সময় খাদ্য মন্ত্রীর নিকট অনুরূপ সোপারিশ জানাইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কেও এখন পর্য্যন্ত কিছু করা হয় নাই।

উৎপাদনের স্বল্পতা ছাড়া প্রদেশে লবণের বিলি ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালই রহিয়াছে। চট্রগ্রাম বন্দরে লবণ খালাস ও তাহা হইতে অন্যত্র চালান দেওয়ার ভার একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া।

এ সম্পর্কে আমি আরও জানাইতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তান চা ও পানের অভাব থাকায় তথাকার বাসিন্দাগণকে বিদেশ হইতে এই উভয়বিধ দ্রব্য আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

স্বদেশী দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে এক সের লবণের জন্য যখন ২.০০ টাকা হইতে ৩.০০ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের অদিবাসীগণ কোন যুক্তিতে বিদেশ হইতে পান ও চা আমদানী করিয়া নিজেদের ঘাটতি পূরণের অনুমতি পাইতেছে? একই পরিপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নীতি গৃহীত হইতে পারে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, করাচীতে বর্তমানে মাত্র দুই আনা সের দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। [দৈনিক আজাদ, ২২-১০-১৯৫১]

গদী ছাড়

এইবার লবণের দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। সারা পূর্ববঙ্গ জুড়িয়াই লবণের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু চড়াদর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সের প্রতি দুই টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানবিশেষে ষোল টাকায় পর্য্যন্ত লবণ

খরিদ করিতে লোক বাধ্য হইতেছে। এই অত্যাবশ্যকীয় এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে জনসাধারণের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তাই চারদিক হইতে কিছু কিছু সোরগোল উঠিয়াছে। আমাদের আফজল মন্ত্রী আবার বিবৃতি ঝাড়িয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারে শৈথিল্য ও অব্যবস্থার জন্যই নাকি এই বিড়ম্বনা। [সাপ্তাহিক নও বেলাল- এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়, ১-১১-১৯৫১]

Special motion regarding salt situation in the Province [2nd Nov., 1951]

The Hon'ble Mr. S. M. Afzal: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the salt situation in the province of East Bengal be taken into consideration.

Mr. Chairman, Sir, it was in August, 1950 that the Provincial Government noticed a rise in the price of salt. The rise in price appeared to be due to the monopolistic tendencies of the merchants supplying salt from Karachi. In order to counteract their activities the Provincial Government decided to promulgate statutory order to keep the price of salt at a reasonable level. Accordingly the East Bengal Salt Control Order was promulgated on the 30th August, 1950. The order provided for the fixation of wholesale prices and empowered the local dealers to distribute salt at prices fixed by Government, if this became necessary. The retail trade was excluded from the purview of this order on the ground that salt trade was being carried on by a very large number of persons of limited supplies in all the markets and hats of the province and that any attempt to control salt transactions may result in widespread corruption amongst the minor officials of the Civil Supplies Department. The above measure was considered by it self to be adequate. The Provincial Government, therefore, proposed that the Centre should increase the supply of salt within the Province and they should import salt on Government account. This could not be given effect to because the Central Government decided to trade in salt themselves. They promulgated the Sea Salt Control Order on the 13th November, 1950, under which the sale, purchase or procurement of salt came to be controlled by the Central Government.

Its import from foreign countries was also licensed. On the 14th December 1950, the Central Government launched the scheme for the monopoly procurement of sea-salt by them and for its shipment to East Bengal on their account. They also asked the Provincial Government not to take any action that the latter might be contemplating with respect to the supplies of salt to East Bengal. It was explained that there was a large accumulation of sea-salt in the Karachi Salt Works which was sufficient to meet the demand of East Bengal. We protested against the monopoly scheme because we were of the view that it was not a wise policy to supplant private importers altogether and assume the entire responsibility for supply. This was not heeded to.

Since December, 1950, the Provincial Government have been watching dispatches of salt from Karachi with considerable anxiety. During the period from January to May, 1951, 9,70,942 maunds of salt were received from Karachi against estimated requirement of 25 lakh maunds. This deficiency was brought to the notice of the Central Government in the middle of May and they were asked to plan dispatches in such a way that supplies exceeded 5 lakh maunds per month so that something was left over as reserve. Due, however, to difficulties in getting shipping space the Central Government could not speed up dispatches The deficiency noticed in May had been aggravated by July and

the Hon'ble Minister, Civil Supplies, accompanied by the Director-General personally discussed the matter with the Central Ministry and pressed for placing salt on O.G.L. Urgent reminders were sent to the Central Government to expedite dispatches from Karachi and to import from abroad. This was continued in September and the Central Government were asked again to place salt on O.G.L. The Director-General went to Karachi again in September to apprise the Central Government of the deteriorating position. Our suggestions for foreign import were turned down in the first week of October on the ground that foreign salt may not be cheaper and that the capacity for discharging the cargo at Chittagong and Chalna ports was strictly limited. They also informed us that arrangements were being made to charter foreign ships for the carriage of salt from Karachi to East Bengal even by paying higher freight.

Apart from departmental efforts the Hon'ble Prime Minster took up to question with the Central Government very strongly during his visit to Karachi. Salt ships began to arrive from the middle of October when the price of the commodity had already gone out of control. From the middle of October, we have been receiving salt ships in quick: succession and before the month was over we had 4 ships in Chittagong and 1 at Chalna with altogether 7,46,429 maunds of Karachi salt. We have also been informed that 6 other ships are sailing by middle of November with another 8,87,000 maunds. In addition, the Central Government are understood to be planning to import 10,00.000 maunds of salt from foreign countries and have assured the Province a regular supply of 7,00,000 maunds per month. According to this programme we will have received 16,33,000 maunds during the period of 6 weeks, from the 15th of October to the 30th November against a requirement of 9 to 10 lakh maunds. So we expect to have a reserve of over 5 lakh maunds by the end of November, 1951.

Meanwhile what supplies had been received in the month of October, 1951 were rushed to all the areas in the Province and the local officers were instructed to distribute salt at controlled prices. Some local officers had already been doing this others started distribution on receiving supplies. In all towns supplies were given through ration shops at prices ranging between As. 4 to As. 5 per seer and in rural areas supplies were sent through selected retailers and prices ranging between As. 4 to As. 6.were fixed. Due to the haste in which the distribution had to be organised there have been reports of black marketing even by merchants working under Government control. Every such case coming to the notice of Government was pursued and the offender punished.

Two employees of a wholesaler of Pirojpur have been arrested for selling salt in violation of the order issued by the Sub divisional Controller. Another wholesaler of Pirojpur was arrested for stealthily disposing of part of his stocks. Many more arrests had been made at other places. One wholesaler of Dacca who was found issuing salt on short weight has been blacklisted. Similar action has been taken in Mymensingh and other districts. All the officers have been instructed to take action against hoarders and have been told that good work done in this connection will be specially recognized by Government.

Apart from these measures action is being taken under the Public Safety Ordinance against merchants selling salt at scandalously high prices. We take the opportunity of

warning ail merchants against their unsocial activities and would inform the public that Government contemplate to take very strong action against black marketers.

We have now the latest reports received from Sub divisional Officers and Sub divisional Muslim Leagues. According to these reports nowhere the free market price was above Rs. 6 per seer. Now the situation is almost under control. I would like to take the indulgence of the House to read out the prices reported by some agencies.

This was when the price was very high but now the price has gone down.

Name of places.	*Price per seer*
Narayanganj..	Rs.2
Munshiganj..	Rs. 4 to 6.
Manikganj	Rs. 3 to 4.
Cox's bazar..	Rs. 6 to 8.
Rangamati..	Rs. 4 to 5.
Noakhali..	Rs.2
Feni...	Rs. 3 to 5.
Tippera..	Rs. 3 to 5.
Chandpur...	Rs. 3 to 4
Brahmanbaria..	Rs. 2 to 2-8.
Mymensingh town...	At the controlled rate.
Netrokona..	Rs. 4 to 5.
Jamalpur..	Rs. 2 to 4 or 5.
Tangail...	Rs.2 to 4.
Iswarganj...	Rs.2 to 2-8.
Sunamganj...	No report.
Habiganj..	Rs. 2 to 3.
Barisal...	No report
Pirojpur..	Rs. 3.
Patuakhali..	Rs. 2 to 5.
Faridpur...	Rs. 1-4 to 2-8.
Madaripur..	Rs. 6
Gopalganj...	No report.
Goalundo..	Rs.2.
Kushtia..	As. 4 to. Rs. 2.

Chuadanga..	As. 12 to. Re. 1.
Meherpur...	No. report.
Jessore..	As. 12.
Magura..	As. 6.
Jhenidah..	Re. 1-4.
Khulna...	As. 12 to. Re. 1.
Satkliira..	As. 10.
Bagerhat..	No. report.
Rajshahi..	Re. 1.

From Bogra I have not received any report. Rajshahi-Re. 1. Naogaon-12 annas. Natore-12 annas to. Re. 1, Chapai-Nawabganj 4 annas to.7 annas. Dinajpur-6 annas to. Re. 1. Rangpur-14 annas. Nilphamari-7 annas to 8 annas. Gaibandha-8 annas to Rs. 2. Kurigram-Re, 1, Pabna-4 annas to. Rs 2. Serajganj-Rs.2 to. Rs. 2-8. Bogra-8 annas to. Re.l. I asked the Subdivisional Officers and the Secretaries of the Muslim League to inform me as to the highest price of salt in their areas. They have said that now at the present moment the prices is under control and in every town control has been introduced and in the rural areas also this control system is going to be introduced. It has been suggested that the Provincial Government were responsible for distributing-salt that was supplied from Karachi. We do not shirk this responsibility. Supply was, however, so far below the requirement and so there was little salt available for distribution. During the months, January to September, we have received 25 lakh 78 thousand maunds against the minimum requirement of 45 lakh maunds per human consumption alone. With this meagre supply distribution could not possibly make salt available to all. With a view to increasing supplies further and to provide a reserve we have established Letter of Credit in Calcutta far the impart of 4 lakh maunds of salt from India. Unfortunately, however, export of salt from that country is under license and this is causing delay. We are also planning to import 15 lakh maunds of salt from foreign countries, an our own account, addition to Central Government's imports and, for that purpose, we are in touch with the Central Government.

Mr. Mir Ahmed Ali: Mr. Chairman, Sir, এত অল্প সময়ের মধ্যে ১৫ই অক্টোবর তারিখে কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর আমাদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল সেটা সবাই জানেন। সেটা গোপনীয় কথা নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত লবণের দাম এই রকম হয় নাই। গ্রামে গরীবদের দূর্দ্দশার সীমা নাই। তাদের বুক ভেঙ্গে গেছে। তাদের কান্না যে কেউ শোনে না সে কথা বলাই বাহুল্য। আগুনে ঝাঁপ দিলে যে পরিমাণ না জলে দুঃখীর আর্তনিনাদ তার চেয়ে বেশী জ্বলে। ১৬ টাকা সের লবণ বিক্রয় হ'ল তাতে গরীবের কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ হয়ে গেল।

আমি বলতে চাই যে, ঐ সময় আমার Premier সুযোগ্য Nurul Amin সাহেব করাচীতে চলে গেলেন। তিনি ৭/৮ লক্ষ মণ লবণের যোগাড় করে এসেছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে বলতে হবে যে কেন এই লবণ সঙ্কট হ'ল। এই Ministry গরীবের ministry, এটা বড় লোকের ministry নয়। গরীবকে কেন ১৬ টাকা সেরে লবণ কিনতে হ'ল? কেন সময়মত লবণ আমদানী করা হ'ল না। লবণ ত

আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয় না। নিজ দেশের লবণ কেন সময় মত আনা হ'ল না। যখন লবণ কমে আসছিল তখন Civil Supply Minister সাহেব কোথায় ছিলেন? করাচীতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে **বহয়ঁরৎু** হওয়া দরকার। বাঙ্গালী লবণ অভাবে মরে নাই তবে কষ্ট হয়েছে যথেষ্ট।

রসুলুল্লাহকে আল্লাহ বলেছেনঃ ‘‘হে মোহাম্মদ, পাল্লা ঠিক রাখ।’’ নেকি বদি পাল্লায় ওজন হবে। লবণের সের ১৬ টাকা হ'ল। আমার প্রধান মন্ত্রী পাগল হয়ে চলে গেলেন করাচীতে। আমি বলি আমার দেশে প্রচুর লবণ আছে। Search করুন। লবণ বের হবে। পুলিশ লাগিয়ে দিন। আমি প্রধান মন্ত্রী ও Civil Supply Minister সাহেবকে বলব যে লবণ Control করলে চলবে না। যেখানে control সেখানে অভাব। আমার কথা হচ্ছে যে, আপনারা ঈমান ঠিক রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। আপনারা চাষীর মন্ত্রী, গরীবের মন্ত্রী। আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করুন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে force করুন। আমি চাই যারা এই সমস্ত neglect করেছে তাদের সরিয়ে দিন Department থেকে। তাদের থাকবার দরকার নাই। তাদের জন্য আপনার বদনাম হয়। আমি জানি Civil Supply Minister সাহেব অনেক অফিসারকে punishment দিয়েছেন। কেন আজ দোষী অফিসারদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল? কেন ৫০ লক্ষ মণের জায়গায় ৫ লক্ষ মণ লবণ আসল?

যখন লিয়াকত আলী খানসাহেবের মৃত্যু হ'ল তখন লবণের মূল্য ১৬ টাকা সের হ'ল। সত্যিকারের বিপদ পাকিস্তানে হচ্ছে। ভয় করবেন না। আপনি ভয় করবেন না। এ বিপদ কেটে যাবে। লবণের অভাব দূর করুন। tax বাদ দিন। যাতে লোকে কম মূল্যে লবণ পায় সেই চেষ্টা করুন। এই আমার নিবেদন।

Mr. Benode Chandra Chakraborty : Mr. Chairman, Sir, আমাদের সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শুনে বাস্তবিকই আমার মনে হ'ল যেন তিনি ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনী বর্ণনা করছেন। তিনি লবণের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, Central government-এর অব্যবস্থার দরুন এই সংকট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর এই কৈফিয়ৎ শুনে দেশের লোক সুখী হতে পারবে না। এই দেশের কর্ত্তৃত্বভার যাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। এই বিরাট পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সুখ, দুঃখ অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু দেখাশুনা দায়িত্বভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আজ তাঁদের এই করুন কাহিনী শুনে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারবে না। লবণ সঙ্কট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা পূবের্ব যখন সরবরাহ সচিবকে বলেছিলাম তখন তিনি warning অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন যে লবণের সরবরাহ ব্যবস্থা তাঁরা যেভাবে টিক করলেন তাহা না করলে লবণ সঙ্কট দূর হবে না। আজ Central Government-কে দায়ী করলেও আমি বলতে বাধ্য যে Central এবং Provincial Government-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব Provincial Government-এরই উপর। সেজন্য আমি বলব যে Provincial Government তার দায়িত্ব পালনের অক্ষম হয়েছে। এই দারুণ লবণ সঙ্কটের দিনেও আমরা সরবরাহ সচিবের কোন **ঝঃধঃবসবহঃ** ইতিপূবের্ব পাই নাই- কাজেই বলতে হয় যে তিনি তার দায়িত্ব এ যাবৎ এড়িয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দোষ Central Government-এর উপর চাপান সত্ত্বেও স্বভাবত এই কথাই মনে হয় যে Provincial Government-ও তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই। পূর্ব বঙ্গে প্রতি বৎসর কত লবণের প্রয়োজন তা সরবরাহ সচিবের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমরা দেখছি অনবরত এটা না একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি। কোন সময় চাউলের অভাব, কোন সময় চিনির অভাব, আবার কোন সময় তেলের অভাব একটা না একটা অভাব লেগেই আছে। আমাদের অভাবের জন্য দায়ী কে? অনেক লোভী ব্যবসায়ী এই লবণের অভাবের সময় উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে অনেক অর্থলাভ করেছে। গভর্ণমেন্ট তাদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেন নাই। গভর্ণমেন্টের হাতে Public Safety Ordinance রয়েছে, যা তাঁরা সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া গভর্ণমেন্টের হাতে আরও অনেক ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা ইচ্ছা করলেই এইসব অতি লোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তা তাঁরা করেন নাই লবণ আমদানীর কথা অনেকদিন হইতে শুনছি কিন্তু লবণ আজও এসে পৌঁছায়নি। আমরা বুঝতে পারছি না লবণের দাম আরও বাড়বে কিনা। দেশে রীতিমতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ না করতে পারলে যে উদ্দেশ্যে¨ Civil Supply Department সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয়

Civil Supply Department– এর কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে না এবং অভাবও কখনও মিটবেনা। আমরা অনেক সময় দেখি, যে সব শহরে চিনির Rationing ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব শহরেও সময় সময় চিনির অভাব হয়, এমন কি ক্রমান্বয়ে ২/৩ সপ্তাহ চিনি পাওয়া যায়না। শহরেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের কথা সহজেই বুঝতে পারেন। যে জিনিষ Civil Supply-এর আওতায় নেওয়া হয় সেই জিনিষেরই অভাব হয়, এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা। Civil Supply Department-এর দ্বারা লবণ সরবরাহের ব্যাবস্থা করলে লবণের অভাব শীঘ্র মিটবে না। বরং যে পরিমাণ লবণ পূর্ব বঙ্গের জন্য প্রয়োজন তা পূর্বাহ্নে আমদানী করে বাজারে ছেড়ে দিলে ফল ভাল হবে। এতে জনসাধারণের হয়রানিও কমবে এবং গভর্ণমেন্টেরও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। আজ মাসাধিককাল যাবৎ লবণ সঙ্কটের দরুন দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদিও দেশে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে তাহলেও এমন একদিন আসবে যখন তারা চুপ করে থাকবে না। এখন হয়তো জনসাধারণের সংঘবদ্ধ হবার শক্তি নাই; কিন্তু এমন দিন চিরকাল থাকবে না। দেশের এই সঙ্কটকালে বর্তমান সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নাই। তাঁরা যে যুক্তি দিয়েছেন তাতে জনসাধারণ তুষ্ট হতে পারে নাই। গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে এমনভাবেই চেপে রাখতে চান যাতে কোন প্রকার অসুবিধাতেও তার মাথা যেন না তুলতে পারে। আজ লবণ সঙ্কটের দিনে যাদের হাতে কিছু টাকা আছে তারা, Black marketing করে বহু টাকা রোজগার করছে। এখনও শুনেছি অনেক স্থানে মুসলিম লীগের কোন কোন President এবং Vice-President- রাও Black marketing করেছে।

Mr. Chairman (Al- haj Janab Sharfuddin Ahmad): MR. Chakraborty, in course of your speech you cannot mention any political party. You need not say anything about Muslim League.

Mr. Benode Chandra Chakraborty: যা সত্য কথা, আমি তা বলেছি। আপনার চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই আমি এই কথা বললাম। গলদ যা আছে তা আপনারা শোধরাবার ব্যাবস্থা করুন। আমি Muslim League Organization- এর দোষ দেই নাই। আমি বলেছি এমন অনেক লোক আছেন যারা এই লবণ সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে বহু টাকা লাভ করেছেন। আমি জানি লবণ সঙ্কট চিরদিন থাকবে না। কিন্তু যদি জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়েই বসে থাকে তাহলে লবণ সঙ্কট পার হয়ে গেলে আবার নতুন এক সঙ্কট এসে উপস্থিত হবে। প্রাদেশিক সরকার যদি দেশের লোকের খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করতে না পারেন তা'হলে তাঁদের এ দায়িত্বভার ত্যাগ করে যারা সক্ষম তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এমনভাবে আর অধিককাল দেশের নিরীহ জনসাধারণকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার তাঁদের নাই।

Mr. Chairman (Al- haj Janab Sharfuddin Ahmad): Mr. Lahiri, will you able to finish within 5 minutes?

Mr. Provas Chandra Lahiri: No. Sir.

The Hon'ble Mr. Nurul Amin: If Mr. Lahiri cannot finish his speech within 5 minutes, he may finish it within 10 minutes. We may wait for another minutes at best.

Mr. Provas Chandra Lahiri: জনাব চেয়ারম্যান সাহেব, সরবরাহ সচিব লবণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিলেন তা আমরা শুনলাম। ব্যাপার দেখা যায় যে রাষ্ট্রের দুই প্রান্ত থেকে দুইজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দুই রকম কথা বলছেন। আমাদের সরবরাহ সচিব বলছেন যে, আমাদের যেটুকু লবণের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ লবণ সরবরাহ করেনি। লবণ সরবরাহে পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছেন অথচ সরবরাহ করতে পারেননি। ৩১শে অক্টোবর তারিখের পাকিস্তান অবজারভারে আছে Mr. Fazlur Rahman, Pakistan's Minister for Commerce told the *Pakistan Observer* about the shortage of salt

in East Bengal and its prices are very exaggerated. He said that the Central Government had a placed salt in a large quantity at the disposal of the Provincial Government for distribution. It is the responsibility of the provincial Government to arrange the fair and proper distribution of the salt in the Province, he added.”

জনাব ফজলুর রহমান Press Reporter- দের কাছে এই বিবৃতি দিয়েছেন । যদি এই বিবৃতি সত্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ববঙ্গ সরকারের। তিনি বলেছেন যে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গ সরকার Fair distribution করতে পারেননি, তাঁদের গাফিলতির জন্য দাম বেড়েছে। আর একটা কথা তিনি বলেছেন লবণের দাম exaggerate করা হয়েছে। একথা যদি সত্য হল তাহলে ফজলুর রহমান সাহেব এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম যে দাম কি পরিমাণ বাড়লে সেটাকে exaggerate বলা যেতে পারে। সরবরাহ সচিবের বিবৃতিতে সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৬ টাকা সের। যে লবণ দুই আনা ১০ পাই হতে চার আনা সের দরে বিক্রি হ’ত তার দাম যদি ৬ টাকা হয় তাহলে কত গুণ হয়েছে? সরবরাহ সচিব তাঁর বিবৃতিতে রাজশাহীতে লবণের সের ১ টাকা বলেছেন, আর নবাবগঞ্জে লবণের সের আট আনা বলেছেন। অনুসন্ধান করে দেখুন যে Border এলাকায় দাম কত, কারণ সেইসব জায়গায় লবণ অন্য রাষ্ট্র থেকে smuggled হয়ে আসে। রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে দাম কম বলে মন্ত্রী মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন; রাজশাহী বা নবাবগঞ্জে চোরাকারবারীরা smuggle করে এনে লবণ বিক্রি করছে, তাই দাম সস্তা। এতে যদি আমরা আনন্দ প্রকাশ করি তাহলে চোরাকারবারীদের সমর্থন করা হবে। অন্য জায়গা থেকে চোরাকারবার করে লবণ আনছে তারা অসাধু, তাদের যদি প্রশ্রয় দেন তাহলে তারা যখন অর্থের বিনিময়ে দেশের সমস্ত জিনিষ পার করে দেবে, তখন তাদের অসাধু বলার আর মুখ থাকবেনা।

সংবাদপত্রে দেখা যায় নানা জায়গায় লবণের দর ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। বেশী দূর নয় এই নরায়ণগঞ্জে লবণ ১৫/১৬ টাকা সের। শুনলাম নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে ২জন লোক লবণ খেয়ে মারা গিয়েছে- প্রকাশ হয়েছে লবণের ভিতর Bone dust মিশানোর ফলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। (Voice: কোথায়?) এ ঘটনা হয়েছে বেশী দূর নয় এই নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে। গর্ভণমেন্ট একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। আজ চট্টগ্রাম থেকে খবর এসেছে যে সেখানে ভেজাল লবণ খেয়ে লোকে পেটের অসুখে ভুগছে। সরবরাহ সচিবের দেশ বরিশালের রির্পোট সেখানে লবণের সঙ্গে চিনি মিশান হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল। এক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেখানে এক ঠাকুর মহাশয় থাকতো, খেতে পেতো না। তার এই অবস্থা দেখে তার এক শিষ্য তাকে বললো “ঠাকুর মহাশয়, আপনি আমাদের দেশে চলুন সেখানে জিনিষপত্র সস্তা।” এই কথায় ঠাকুর মহাশয় তার শিষ্যের বাড়ীতে গেল। শিষ্য বাজারে গিয়ে ঠাকুর মহাশয়ের জন্য নানা রকম জিনিষ কিনে আনলো। ঠাকুর মহাশয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলো এসব জিনিষের দাম কত। শিষ্য উত্তর দিল যে এখানে সব জিনিসের দাম এক আনা। চা’ল মুড়ি ও মুড়কি সব জিনিসের এক আনা দাম। ঠাকুর মহাশয় তো এই কথা শুনে তল্পীতল্পা গুটিয়ে রওনা হলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো যাচ্ছেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বলল যে যেখানে মুড়ি মুড়কির দাম একদর সেখানে থাকবো না। সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের এখানে-লবণে ভেজাল চিনি আর চিনিতে ভেজাল লবণ এবং গর্ভমেন্টকে গালাগালি করে লাভ নেই। আমার এই সম্পর্কে প্রস্তাব হচ্ছে যে ২টি scheme নিতে হবে। একটি short term আর একটি long- term । প্রথমে short- term নেওয়া দরকার, পরে long- term scheme হবে। short-term scheme বিষয়ে বলতে চাই যে, immediately পশ্চিমবঙ্গ হতে, ভারত হতে directly আনা হোক এবং পশ্চিম বঙ্গে লবণ এখানে আনতে গেলে করাচী হয়ে জাহাজ তারপর এখানে আসবে, এ নীতি বন্ধ করুন। সরাসরি লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করুন। আর স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে পুলিশ আছে। কার ঘরে লবণ মজুত আছে তা তাঁর জানা উচিত। পুলিশ দিয়ে মজুত লবণ বের করে জনসাধারণের মধ্যে যাতে বিলি হয় তার বন্দোবস্ত করা উচিত। long- term scheme সম্বন্ধে বলবো যে, এই পূর্ববঙ্গে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। এ সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বারবার বাজেট বক্তৃতায় বলে

আসছি। Proceedings তোলা ছাপা হয় না। (হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে) কয় বৎসরের হয়েছে? বাজেট অধিবেশনে আমরা যে প্রস্তাব করি তা তো আপনারা আর দেখেন না। আমরা যে সব প্রস্তাব দিয়েছি সেই অনুসারে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা করুন। নোয়াখালীতে বা সমুদ্র তীরে অনেক লবণ তৈরী হ'ত। কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি লবনের উপর tax তুলে দিয়েছিলেন; জানি না কে আবার tax বসান হয়েছে। Income- tax ইত্যাদির জন্য নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় যে, লবণ তৈরী হ'ত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলো receive করে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ তৈরী হতে পারে বা সরবরাহ হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন এবং সে জন্য long- term scheme করুন। সর্ব্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের control ভেঙ্গে দিন। আপনারা শক্ত হ'ন। আপনারা পূর্ববঙ্গের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলুন যে আমাদের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরীর জন্য তোমাদের লবণের উপর ট্যাক্স রহিত করতে হবে এবং লবণ decontrol করতে হবে। লবণের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

আজ লবণের সমস্যা দেখা দিয়েছে; এরপর সরিষার তেল, কেরোসিন তেল এবং নারিকেল তেলের সমস্যা এসে পড়্লো বলে। সরিষা তেলের দাম দিন দিন বাড়ছে। পরিষদের অধিবেশন আর থাকবে না। তখন আপনারা একভাবে না একভাবে চালিয়ে যাবেন। প্রকাশ্যভাবে বাইরে আমাদের কিছু বলবার উপায় নাই; Special Power Ordinance ঘাড়ের উপর ঝুলছে। আপনারা হয়ত নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যাবেন, কিন্তু তার বিষময় ফলের চিন্তা করবেন।

Mr.Chairman (Al-haj Janab sharfuddin Ahmed): The house stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

ADJOURNMENT

The Assembly was then adjourned at 8-10 p.m. on Saturday, the 3rd November, 1951.

.

শিরেনাম	সূত্র	তারিখ
নাজিমউদ্দিনের ভাষা সংক্রান্ত বক্তৃতা	দৈনিক আজাদ	২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫২

ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন

পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর আহবান। প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘আজও সীমান্তপারের হুমকির অবসান হয় নাই। পাকিস্তানকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।’’

গতকল্য অপরাহ্নে পুরানা পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতায় জনসাধারণের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান।

খওয়াজা নাজিমউদ্দিন মরহুম কায়েদে আযমের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে সকলকে জাতি ও দেশ গঠনের আহবান জানান।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বেতারে প্রচার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমউদ্দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কায়েদে মিল্লাত মরহুম লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর আমার স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব আরোপিত হইয়াছে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে পাকিস্তানের জনসাধারণের সহযোগিতাই আমার একমাত্র কাম্য। যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে সুদৃঢ় করিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন,যাঁহারা আমার সকল সময়ের সাথী হিসেবে আমার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের উপদেশে আমি উপকৃত হইয়াছি আজও আমি তাহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করি। আমার সহিত তাঁহারাও যে জাতির ও দেশের খেদমতের জন্য সবসময় প্রস্তুত আছেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক পাকিস্তানী যদি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন, আমার গুরুদায়িত্বভার অনেকখানি লাঘব হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবৎ যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন দৃঢ়তার সহিত বলেন,‘‘প্রাদেশিক সরকার প্রদেশে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ করিয়া মোসলেম লীগের নির্বাচনী ওয়াদা পালন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ সরকারকে এ জন্য আমি মোবারকবাদ জানাইতেছি।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমনকি কোন কোন সংবাদপত্রেও এইরূপ সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। এমনকি সফরে আগত বিদেশী প্রতিনিধিরাও পূর্ববঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রদেশের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই প্রদেশের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান বৎসরে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ববংগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে

প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দিন বলেন, পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি এবং যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সেই রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে?

তিনি বলেন যে, মরহুম কায়েদে আযম বলিয়াছেন যে প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন।

পাকিস্তানের ভাষা সম্পর্কে জনাব খওয়াজা নাজিমুদ্দীন মরহুম কায়েদে আযমের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, প্রদেশের ভাষা কি হইবে তাহা প্রাদেশবসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দূ। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্রভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না। সভার প্রারম্ভে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী জনাব খওয়াজা নাজিমুউদ্দিনকে সংবর্ধিত করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একুশে ফেব্রুয়ারী: আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী	একুশে ফেব্রুয়ারী (সংকলন)	ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

একুশের ইতিহাস

কবির উদ্দিন অহমদ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ সনে ঢাকার অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেদিনও ছাত্র সমাজ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সরকারের চূড়ান্ত দমননীতি নেমে এসেছিল তাদের উপর। ছাত্র জনতার দুর্বার শক্তির সন্মুখে বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দিন সরকার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে স্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন ও গণপরিষদের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এবং অন্যতম কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে ঢাকার অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় চার-চার বছর (১৯৫২) কেটে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সর্ম্পূণ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, নাজিমুউদ্দিন সরকার তার নিজের প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছে। লীগ সরকারের এমনি বিশ্বাসঘাতকতাই জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

২৬ শে জানুয়ারী

পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবর্তের প্রবাহচক্রে নাজিমুউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গ সফরকালে ২৬শে জানুয়ারী পল্টন, ময়দানে এক জনসভায় তিনি পুনরায় নির্লজ্জের মত ‘‘উর্দূই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা হবে’’ বলে ঘোষণা করলেন। এই বক্তৃতা প্রদেশের অসন্তোষ-ভরা জনমনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ঢাকায় এবং প্রদেশের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সংঘটিত প্রতিবাদ উঠতে লাগলো দিকে দিকে।

৩০শে জানুয়ারী

নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-সমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করলো। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সভা করে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীকে সামগ্রিক কণ্ঠে পুনরুত্থান করল। এই পুনরুত্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল ‘‘ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র-ভাষা কমিটি’’। ১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত ছাত্র-কর্মীরা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে ভাষা আন্দোলনকে জীইয়ে রাখার জন্যে জনাব আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে ‘‘বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি’’ গঠন করে। এই রাষ্ট্রভাষা কমিটিই প্রতি বৎসর ১১ই মার্চ ‘‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’’ উদযাপন করতে এবং এই কমিটিই ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ

সেই ৩০শে জানুয়ারী বৈকালে বার লাইব্রেরী হলে ঢাকার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক নিযুক্ত করে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবার পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক সুদীর্ঘ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জননেতা মওলানা ভাসানী, আবুল হাশেম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতারা লীগ সরকারের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই দিনই, ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহবান দেওয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র প্রদেশের জনমনে তখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে। স্বরাজোত্তর কালে সরকার বিভিন্ন উৎপীড়নমূলক নীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণধ্বংসী ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে জনসাধারণে সৃষ্টি খুলে গেছে, অন্ধ মোহ কেটে গেছে। এমনি পরিস্থিতিতে ভাষার কণ্ঠরোধ করার নতুন ষড়যন্ত্র তাদের অসন্তোষকে দ্বিগুণতর করে দিয়েছে। সমগ্র প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। দিন দিন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে ঐদিনই পূর্ববঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন উপলক্ষে গণ-শক্তির ভয়ে ভীত সরকার নিজেদের অসহায় মনে করে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের আবহাওয়ার অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ছাত্র, কেরাণী, অফিসার ও রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হলো। সকল মহলেই ১৪৪ ধারার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সারা শহরময় একটা থমথমে ভাব বিদ্যমান থাকে।

একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ-এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ''সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের'' এর জরুরী সভা আহবান করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররাও এক জরুরী বৈঠক সমবেত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংগ্রামের কৌশল নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারী দমননীতির নিকটও বশ্যতা স্বীকার করা হবে, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্রসাধারণের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সর্বসম্মত অভিমত জানিয়ে দেয়। এতদসত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র ও জনসাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্মপরিষদের এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী

এই দিন সকাল থেকেই শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কর্মীদের প্রবল প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কর্মীদের প্রচেষ্টায় শহরের সকল অঞ্চলের দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, যানবাহন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠীত হল। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায়ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শাসমসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তি পূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বৃক্ততা দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীগণসহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতঃপর ব্যাপকতম পর্যালোচনার পর ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সৃদৃঢ় আত্মচেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করল।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে ‘‘দশজনী মিছিল’’ বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগন দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আইবি ও পুলিশ বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম ‘দশজনী মিশিল’ শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার করে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে। দেখতে দেখতেই অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ল রাস্তার পাশে আর বিশ্ববিদ্যায়ের প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই আবার কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে, আর ধীরে ধীরে তারা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটি সময় এম,এল,এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকে। ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়া হানা দিতে থাকে। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ে। হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় এরপর ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই আবদুল জববার ও রফিকউদ্দিন আহম্মদ শহীদ হন, আর ১৭ জনের মত গুরুততভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটায় সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

গুলীচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরতে থাকে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবীও জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলীচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট ও বেতার কেন্দ্রের

কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরে সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতে-গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবল বেগে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে যখন শহীদানের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন সমস্ত ভয়-ত্রাস মুছে গেছে, চোখে- মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মুখের রেখায় রেখায়।

বাইরের এমনি তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নূরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলীচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবি রাখার দাবী জানান। নূরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘‘কয়েকজন ছাত্র গুরুতররূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি, তাই বলে আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।’’ পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, ‘‘আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদাত বরণ করেছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।’’ -এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

রাত্রে পূর্ব হতে জারীকৃত সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। শহর আর শহরতলীর হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ সেই রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণ দেখতে আসে। দেখে মনে হল যারা শহীদ হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্যভূমিকে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

এই দিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহবান জানান হয়।

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল মাত্র ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রদের উপর গুলীচালনার সংবাদ শুধু শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সমস্ত দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত, যান-বাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানী ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাশগুলিকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ভেতর ‘গায়েবী জানাজা’ পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিক হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, ‘‘হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে।’’

জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওলী আহাদ পরিস্থিতির সামগ্রিক গুরুত্ব বিচার ও কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করলেন। তাঁর মুখ থেকে এক-একটি কথা যেন আগুনের ফুলকির মত বেরুল। সভা শেষ করেই লক্ষাধিক জনতার বিশাল মিছিল বেরোয়। এই শোভাযাত্রার মধ্যখানে হঠাৎ লাঠিচার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলী চালায়। এখানে হাইকোর্টের কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হলের চত্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ তবুও ষ্টেশন ও নবাবপুর হয়ে এগুতে থাকে। শোভাযাত্রার এই অংশ সদরঘাট এলে পুনরায় তাদের

উপর লাঠিচার্জ করা হয়। অনেকেই আহত হয়ে পড়ে রইলো রাস্তায় দু'পাশে। মিছিলটি মিটফোর্ড হয়ে চকবাজার দিকে মেডিক্যাল হোষ্টেলে গিয়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং 'সংবাদ' অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।

এইদিন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলেও দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে, আর ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রাম থেকে গাড়ীওয়ালা, মাঝি-মাল্লা, আর কৃষক-মজুর ছাত্র-শিক্ষকের এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এইদিন সমস্ত অফিস-আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, যানবাহন বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ দিয়েছে। শহরের সকল প্রান্ত থেকে জনসাধারণ নিজেরাই মিছিল সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরাই রেলের চাকা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সবদিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং তার জন্য গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন গুলীচালনার প্রতিবাদে লীগ পার্লামেন্টারী দল বর্জন করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

গত দুই দিন ধরে পুলিশ-মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলী চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলি নিয়ে পর্য্যন্ত সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। লাশগুলি কোথায় নিয়ে গেছে তার কোন হদিসই মেলেনি। জনসাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে- তাদের মনের ক্ষত আরো দ্বিগুণতর হয়ে গেল। শহীদদের লাশ নিয়ে এ দুর্ব্যবস্থা দেখে 'দৈনিক মিল্লাত' সেদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল, ''ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলমানের লাশ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশ জুলুমের ফলে শাহাদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের ফেরত দেওয়া হয় নাই। শরিয়ত মোতাবেক তাহাদের শেষকৃত্য যদি সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবণের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।''

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল ৫ জন নিহত, ১৫০ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। ধর্মঘট-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে সর্বত্র গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে জেলায় জেলায়।

ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে এদিনও। নিরস্ত্র জনতার উপর নাজিরাবাজার ও রেল ষ্টেশনে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের মাইকটি মিলিটারী এসে জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে যায়।

মেডিক্যাল হোষ্টেলের গেটের পাশেই ছাত্ররা নিজেরাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলে। শহীদ শফিউর রহমানের পিতা এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। এইদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে আন্দোলন চালানোর জন্য আবার পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সভায় ৯ দফা দাবী স্থিরীকৃত হয় এবং নূরুল আমীনের জঘন্য মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় আর প্রদেশের ও কেন্দ্রের আন্দোলনে যোগসাধনের জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকার শত সহস্র মানুষকে এক একটি মাইকের সম্মুখে বসে বসে সারা দিন বক্তৃতা শুনতে দেখা যায়। রাত্রে আজিমপুর কলোনীর মেয়েরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় যোগদানের জন্য সেই আমলের সুদূর কমলাপুর থেকেও মেয়েরা আসেন। কয়েক হাজার মহিলা এই প্রতিবাদ সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান।

২৪শে ফেব্রুয়ারী

যতই সরকার দমননীতি চালাচ্ছিল ততই জনসাধারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হচ্ছিল। একটানা ৪ দিন তুমুল আন্দোলন চলেছে ঢাকা শহরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিয়েছে সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে। সমস্ত অফিস-আদালত, কল-কারখানা, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এক মিলিটারী ছাড়া আর কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সরকারের পতনের আশঙ্কা ছিলো। এমনি পরিস্থিতি দেখে গভর্নর অনন্যোপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর গুলী চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

মিলিটারী বাহিনী ফজলুল হক হল, জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সলিমুল্লাহ হলের মাইকগুলি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকস্থ দরজা ভেঙ্গে মিলিটারী বাহিনী প্রায় ৮০ জনের মত কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং সলিমুল্লাহ হলের ভিতরে আন্দোলনকারীদের যে সেক্রেটারিয়েট বসেছিল তার সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে নেয়। সন্ধ্যাবেলা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের স্মৃতিস্তম্ভটি মিলিটারী এসে ভেঙ্গে ফেলে।

জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ আবার সভা আহবান করে। সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেয়া হয় এবং ৫ই মার্চ প্রদেশব্যপী ''শহীদ দিবস'' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। ৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী করা হয়।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী

আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হল পরিত্যাগ করে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। তখন আন্দোলনের সমস্ত প্রচারযন্ত্র সরকার কেড়ে নিয়েছে। আন্দোলনকারীদের উপর একপক্ষীয় আক্রমণের ফলে চরম সন্ত্রাসের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল সারা শহরময়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনের মূল ৯ জন কর্মকর্তার উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। সরকার যথেচ্ছ গ্রেফতার শুরু করল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের। সংবাদপত্রগুলিও সম্পূর্ণরুপে সুর বদলিয়ে আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যা দিতে লাগল। শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ফলে আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই আপাতত স্তব্ধ হয়ে গেল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

রাত্রে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৯ জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে নেয়।

৫ই মার্চ ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অসংখ্য মিলিটারী সারা শহরের অলি-গলি বেষ্টন করে রেখেছিল। তবে মফস্বলে ৫ মার্চ শহীদ দিবস পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সরকার সারা প্রদেশের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে এক ভূয়া তদন্ত কমিশন বসান। কিন্তু যেহেতু আন্দোলনের নেতাদের বন্দী করে রেখে সরকারী লোক দিয়েই সে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সে জন্য সর্বদলীয় কর্মপরিষদ তা বর্জন করে। ভাষা আন্দোলন এমনি চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি চাপে আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি। তার প্রমাণ ১৯৫৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক সাফল্য। সারা প্রদেশের মানুষ এই দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসছে। ১৯৬৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তৎপরবর্তী গণ-আন্দোলনের ধারা তারই সাক্ষ্য বহন করে আসছে।

ভাষা আন্দোলনের ধৃত সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে ছেড়ে দেবেন বলে সরকার কর্তৃক বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, জনাব ওলী আহাদ, জনাব তোয়াহা, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শত্রু-গোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। আর অমর বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক একটি স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রয়েছে চিরকালের জন্য। এই স্মৃতিস্তম্ভই সকল প্রতিবন্ধকতার প্রচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এদেশের মানুষের মনে দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করে চলেছে।*

*** মার্চ ১৯৫৩**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক লিখিত দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়	দৈনিক আজদ	২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

‘‘গত দুই দিন ধরিয়া ঢাকা শহরের বুকে যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেসবকে শুধু শোকাবহই নয়, বর্বরোচিতও বলা চলে। জনাব নূরুল আমিন পুলিশি জুলুম সম্বন্ধে তদন্তের কথা বলিয়াছিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারির যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও ইতস্ততার ভাব প্রকাশ করিয়ছিলেন। কিন্তু সে তদন্তের কোন ব্যবস্থা হইল না এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ রহিয়াছে। ফলে গুলীতে মানুষ হতাহত হইতেছে এবং মানুষের রক্তে পথ রঞ্জিত হইতেছে। নূরুল আমিন মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছি।... ছাত্রেরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়াছে, এ দাবী জানাইবার তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু।... এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নাই। পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সদস্যগণকে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে। এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

গভর্ণরের কাছে প্রদত্ত তাঁর পদত্যাগপত্র

গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি লিখেনঃ

‘‘বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক- এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাষা বিতর্কের ওপর লেখা তৎকালীন সময় প্রচারিত প্রবন্ধ	নও বাহার	ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

সকল ভাষার সমান মর্যাদা

আলী আশরাফ

[ভাষা আন্দোলন কিভাবে লক্ষ্যহারা হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই প্রবন্ধে তাহার সুন্দর প্রমাণ মিলিবে। প্রবন্ধটি ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ''নও বেলাল'' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ইহা ''পূর্ব-বাংলা'' নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৩ই ফাল্গুন সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়ছে। ''নও বেলাল'' ও ''পূর্ব-বাংলা'' প্রগতিশীল তরুণ দলের মুখপাত্র। বাংলা ভাষার ইহারা পূর্ণ সমর্থক। কাজেই এই দুইখানি সংবাদপত্রে নূতন কথা শুনায় আমরা সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। লেখক যে গতানুগতিক চিন্তা-ধারায় ভাসিয়া যান নাই এবং সমস্যাটির উপর যে কিছুটা নূতন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা প্রবন্ধটির অংশবিশেষ সংকলিত করিয়া দিলাম]

....পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষা'' হবে বাংলা ও উর্দু- এ মতই বর্তমানে প্রগতিশীল মহলে প্রচলিত। এবং এ মতবাদ থেকেই দাবীও জানানো হচ্ছে যে (যেমন আওয়ামী লীগ নেতারা জানাচ্ছেন) পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ভাবে উর্দূকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলাভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক।

''অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজই আজ বিকশিত হয়ে ''বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা চাই''-এই সুস্পষ্ট আওয়াজেরই রূপ ধারণ করেছে। প্রগতিশীল মহল সাধারণভাবে ভাবছেন যে, এটাই হলো পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষার'' সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু সত্যই কি তাতে সমস্যার পরিপূর্ণ ও গণতন্ত্রসম্মত সমাধান হবে? ২১শে ফেব্রুয়ারী যে গৌরবময় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষা পাকিস্তানের ''রাষ্ট্রভাষা'' হলেই কি সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হবে এটাই কি গণতন্ত্র? না, এতে সমস্যার সমাধান হবে না, এটা গণতন্ত্রও নয়। কারণ, যে নীতি অনুসারে আমরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার চাইছি, সে নীতি অনুসারেই অন্যান্যকেও তাঁদের ভাষার অধিকার দিতে হবে। পাকিস্তানের জনগণ শুধু বাংলা ও উর্দু এ দুটি ভাষায় কথা বলে না। পাকিস্তানে শুধু যে বাংলা ভাষাভাষী জনগণই রয়েছে তা নয়, এ রাষ্ট্রের অধীনে আরো রয়েছে সিন্ধি ভাষাভাষী, পাঞ্জাবী ভাষাভাষী, পুস্তু ভাষাভাষী, বেলুচ ভাষাভাষী ও গুজরাটী ভাষাভাষী জনগণ। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি- যাদের রয়েছে স্থানীয় ডায়লেক্ট, মুসলিম লীগ সরকারও বাংলা, উর্দু, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পুস্ত, বেলুচী ও গুজরাটী- এই সাতটি ভাষাকে পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বস্তুতঃ পাকিস্তানের রয়েছে পাঁচটি প্রধান প্রধান জাতি- বাঙালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচী। এদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট, স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন বাসভূমি আছে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক জীবন আছে, প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিক গঠন ও কৃষ্টি রয়েছে এবং প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ মাতৃভাষা।

মুসলিম লীগ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে এক জাতি, এক তমদ্দুন, এক ভাষার প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তির অবতারণা করে উর্দুকে ''রাষ্ট্রভাষা'' করতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি গণতন্ত্রী কর্মীরাও শুধু বাংলা ও উর্দূকে ''রাষ্ট্রভাষা'' করতে চান, তা'হলে সিন্ধিভাষী পুস্তুভাষী, পাঞ্জাবীভাষী, বেলুচীভাষী ও গুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটো ভাষা চালিয়ে দেয়া হবে। এটাও স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রবিরোধী কাজেই ''বাংলা ও উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হোক''- এ দাবী কখনোই পরিপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত নয়। ''অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই''- এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজ, যে আওয়াজ থেকেই শুধু বাংলা ও উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী এসেছে, সেই আওয়াজ

আজ পরিত্যাজ্য আন্দোলনের প্রথমস্তরে জনগনের সে আওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর এক বৎসর পর যখন জনগনের অভিজ্ঞতা ও গনতান্ত্রিক চেতনা আরও বেড়ে গেছে, তখন আন্দোলনের মূল দাবীরুপে ঐ দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজের কোন আন্দোলনের ব্যপকতা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। তার প্রমাণ হলো, সে আওয়াজ সিন্ধিভাষী, প্রভৃতি জাতির গণতান্ত্রিক দাবীকে আমল না দিয়ে শুধু বাংলা ও উর্দুকে ''রাষ্ট্রভাষা''র আসনে বসাতে চাইছে এতে ভাষা আন্দোলনের পিছনে সিন্ধিভাষী, পুস্তভাষী, বেলুচীভাষী, পাঞ্জাবীভাষী প্রভৃতি সারা পাকিস্তানের সাধারন জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না। বরং তারা এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে। উর্দুকে পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার দাবীও অগণতান্ত্রিক। কোন ভাষাভাষী জনগনের উপর অন্য ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে চাপিয়ে দেওয়াটা স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি। এভাবে, এক ভাষা অপরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করলে জনগনের শিক্ষা ব্যাহত হয় ও জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলক করার আওয়াজ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই, এ আওয়াজ পরিত্যাজ্য।

বহু ভাষাভাষী জনগণের অর্থাৎ বহু জাতির মিলনক্ষেত্র পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার গণতন্ত্রসন্মত সমাধানের জন্য আমাদের আন্দোলনের মূলনীতি হবেঃ ছোট- বড় প্রত্যেকটি ভাষাভাষী জনগণের প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান মর্য্যাদা ও সমান অধিকার দেয়া। বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ জনগণ যাতে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায়, তার জন্য এ আন্দোলনের দাবী হবে নিম্নরূপঃ

(ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল, প্রভৃতি বাংলা, উর্দ্, সিন্ধি পাঞ্জাবী, পুস্ত ও বেলুচী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। গুজরাটী ভাষাভাষী জনসংখ্যা যদি যথেষ্টসংখ্যক হয়ে থাকে তবে সে ভাষায়ও প্রকাশ করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবেন ও দোভাষীরা সেগুলি বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে দেবেন। (জাতিসংঘে ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলছে।)

(গ) প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের) রাষ্ট্রকার্য্য, আইন আদালতের কার্য্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত অন্য ভাষাভাষীরা (যেমন পূর্ববঙ্গের উর্দূভাষীরা বা পাঞ্জাবের বাঙালীরা) সে সব প্রদেশের আইন- আদালতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবে।

(ঘ) বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সেসব উপজাতীয় ভাষায় আইন-আদালতের কাজ চলবে।

(ঙ) ছোটু বড় প্রত্যেক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘুরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার অধিকার ভোগ করবে।

এই সমস্ত দাবীগুলির সারমর্ম নিয়ে আমাদের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিরূপে মূল শ্লোগান বা আওয়াজ হবে।

''সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই''

আলী আশরাফ নামটি ছদ্মনাম। লেখকের আসল নাম খোকা রায়। তিনি তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলনে সরকারী আচরণ সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য	পাকিস্তান প্রচার বিভাগ	৩রা মার্চ, ১৯৫২

ভাষা আন্দোলনের অন্তরালে

নূরুল আমীন

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক দাবী দমাইয়া রাখার প্রশ্নই উঠে না। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে এই সম্পর্কে ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করা হয়; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে। আইন অমান্যের উদ্যোক্তাদের যদি ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য না থাকিতে তবে ব্যবস্থা পরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতেই তাহারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইত।

কিন্তু আমরা কি দেখিলাম....।

গত ৩রা মার্চ রাত্রে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা হইতে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতাঃ

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আপনাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলিতেছি। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছি। আমি আপনাদেরই একজন, আপনারাই আমাকে একজন খাদেম হিসাবে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ ও গৌরব দিয়াছেন। আমার বিবেকবুদ্ধি মতে আমার সাধ্যমত আপনাদের খেদমত করাই আমার কর্তব্য। এই কথা হয়তো না বলিলেও চলে যে, প্রত্যেক পাকিস্তানীর জীবন- সে ছাত্রই হউক বা অন্য অন্য কেউ হউক- আপনাদের কাছে যেমন প্রিয় আমার কাছে ঠিক তেমনি প্রিয়। প্রত্যেকটি পাকিস্তানীর জীবন পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ, তাই ঢাকায় দুর্ঘটনায় যে পাঁচজনের জীবন নাশ হইয়াছে তাহাতে আমি জাতীয় ও আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি বলিয়াই মনে করি। ঢাকার সাম্প্রতিক দূর্ঘটনায় যাহারা ভুক্তভোগী তাহাদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঢাকার গুলী চালানো সংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে এবং এ সম্পর্কে কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

যেহেতু অবস্থা ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে এবং গত কয়দিনের ঘটনার স্থানে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, এখন এ বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বার্থে আমার আগের বক্তৃতায় আপনাদের কাছে অনেক কিছুই খুলিয়া বলিতে পারি নাই। এখন আরও কিছু তথ্য প্রকাশ করিতে চাই এবং তাহা হইতে আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সরকার এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন যেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কম্যুনিষ্ট, বিদেশী চর এবং হতাশ রাজনৈতিকদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত অংকুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই চক্রান্তের পটভূমি, স্বরূপ এবং চক্রান্তকারীদের পন্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে অবগত করান আমার কর্তব্য। এ সমস্ত ব্যাপারে পর্দার আড়ালে থাকিয়া যে সকল শক্তি কাজ করিতেছিল তৎসম্পর্কে আমার পূর্ব বক্তৃতায় কিছু কিছু ইংগিত করিয়াছিলাম।

পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব হইতেই সরকার সংবাদ পাইতেছিলেন যে, যাহারা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে একটি অভিসম্পাত বলিয়া বিবেচনা করিত, পাকিস্তান অস্তিত্বকে যাহারা পথের কাঁটা বলিয়া মনে করিত এবং পাকিস্তান ধ্বংস করার চিন্তা যাহারা কখনও ত্যাগ করে নাই তাহারা পুনরায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে । এই দল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও কাজ করিতেছিল এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রকে ভুল পথে পরিচালিত করিতেছিল। দেশে উচ্ছৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জবরদস্তিক্রমে বানচাল করিয়া দিবার জন্য ইহারা ব্যাপক পরিকল্পনা করিতেছিল। তাহারা শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে লিপ্ত এই সকল লোক নীরব ছিল। কায়েদে মিল্লাতের শাহাদাতের পর তাহারা সুযোগের সন্ধান পায়। বাংলাভাষা প্রশ্নটি স্বভাবতঃই সকলের ভাবাবেগ আকর্ষণ করে বলিয়া উহার আড়ালে এই সকল লোক তাহাদের হীন প্রচেষ্টা লুক্কায়িত রাখিবার সুযোগ পায়।

সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশনের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন দরকার হয় তত দিন গোলমাল বাধাইয়া রাখিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সরকার খবর পাইয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক দাবীকে দাবাইয়া রাখিবার কোন প্রশ্নই ইহার মধ্যে ছিল না। ঘটনার মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় এই সম্পর্কে সভার অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোথাও কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া এ ধরনের সভা ও শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় নাই। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উহা করা যাইত। কিন্তু কেহ এইরুপ কোন অনুমতি চান নাই। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে সরকারের প্রাপ্ত সংবাদেরই সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় যে, যে সকল লোক গোলযোগ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করিতেছিল, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি তাদের এই হীন ষড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন লাভের একটি হাতিয়ার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভাষা-বিতর্ক

পাকিস্তানের অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের মত আমিও আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের দেশবাসী তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, ইসলাম-প্রীতি ও পাকিস্তানের প্রতি দরদবোধে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া যাইবেন এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ঢাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগের মত জাতীয় বিপদের প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইবেন। ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রুরা সাময়িকভাবে হইলেও কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আমাদের কোমলমতি যুবক ও জনসাধারণের মধ্যে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমি দুঃখিত। ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগের পিছনে যাহারা আছে তাহাদের কর্মপদ্ধতি ও তাহারা যেভাবে নিজেদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল। জনসাধারণের অনেকেই রাষ্ট্রের দুশমনদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ফাঁকে পড়িয়াছিলেন বলিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আরো বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা পাকিস্তানে চালু থাকিতে বাধ্য বলিয়া রাষ্ট্রভাষায় আশু মীমাংসা অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় নাই। এই অবস্থায় যথা সময়ে স্বাভাবিক অবস্থা বিবর্তনের ভিতর দিয়া এই সমস্যা সমাধান করাই সংগত বিবেচিত হইয়াছিল। আপনারা জানেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনে নবীন প্রাণধারা ও নূতন অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে এবং ফলে উর্দূ বাংলা উভয় ভাষারই নিত্যপরিবর্তন ঘটিতেছে। উর্দূভাষী ও বাংলাভাষী লোকদের পারস্পরিক মিলনের ফলে দুইটি ভাষার সমৃদ্ধ হইতে এবং এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকায় দুই ভাষাভাষী নাগরিকদের ব্যবধান ক্রমেই দূর হইতেছে। এই জন্যই মরহুম কায়েদে আজম এবং কায়েদে মিল্লাত অযথা তাড়াতাড়ি করিয়া এ সম্পর্কে গণপরিষদের নিকট হইতে কোন সিদ্ধান্ত করানের প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাংলাভাষা যথাসময়ে এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হইবে, ইত্যবসরে ইহা স্বীকার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিভা ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া তোলার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে সরকার উৎসাহ প্রদান করেন।

যাহা হউক, গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া আমি ভাষা বিতর্ককে রাজনীতি হইতে পৃথকভাবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আমার ধারণা অনুযায়ী প্রমাণ করিতে চাই যে ভাষার প্রশ্নটা মোটেই আসল প্রশ্ন নয়, বরং ভাষা বিতর্কের অন্তরালে একটি নিগূঢ় দুরভিসন্ধি রহিয়াছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ধ্বংস করার জন্য শত্রুর চর এবং দুশমনেরা একটি পরিকল্পনা করিয়াছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সোপারেশ করিয়া আমি ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যাহারা আইন অমান্যের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ভাষা সমস্যা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মতলব তাহাদের যদি না থাকিত তাহা হইলে এ ব্যবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইত।

ভীতি প্রদর্শন ও উচ্ছৃঙ্খলতা

কিন্তু আমি দেখিলাম, যাহারা হাংগামার সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা উক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সংগে সংগেই অন্যান্য দাবী উত্থাপন করিতে শুরু করিল। ক্রমে ইহা সবারই নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল (অবশ্য ইহা শুরু হইতেই সরকারের জানা ছিল) যে, ক্ষমতায় সমাসীন সরকারকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, ভীতি প্রদর্শন ও ষড়যন্ত্র দ্বারা বানচাল করা ব্যতীত হাংগামাকারীদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উপরন্তু সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে নিজেদের মতলব হাসিলের উপযোগী একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রান্তকারীরা চাহিয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গোলযোগের সময় নারায়ণগঞ্জে একটি শোভাযাত্রায় বিক্ষোভকারীরা খোলাখুলি ‘যুক্ত বাংলা চাই’ বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছিল। দেশ বিভাগের পর এই সর্বপ্রথম অকস্মাৎ তাহারা এইরুপ ধ্বনি উত্থাপন করিতে সাহসী হইল, ইহা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারের নিকট চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যেসব তথ্য আছে সেইগুলির সংগে ইহাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। ইহা সকলেই জানেন যে, তাহারা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে ভীতি প্রদর্শন করে এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনের ভয় দেখাইয়া কিছুসংখ্যক সদস্যকে মুসলিম লীগ পার্টি হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থনের জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিও অনুরুপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিকে ভয় দেখাইবার জন্য পরিকল্পনানুযায়ী "মর্নিং নিউজ" পতিকার ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যাহত করিবার জন্য অনেক সরকারী কর্মচারীকেও অনুরূপভাবে ভয় দেখাইয়া কাজে যোগদানে বিরত করা হয়। হুমকি প্রদর্শন দ্বারা অথবা বলপূর্বক সাধারণ যানবাহন ও দোকান-পাট প্রায় তিনদিন বন্ধ করিতে বাধ্য করা হয়। রেডিও পাকিস্তানের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। পরিশেষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে বাধ্য হইয়া সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হন। সুতরাং বিত্তশীল ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা প্রকৃত প্রশ্ন মোটেই ঠিল না, বরং সরকার একদল লোককে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতে দিবেন কিনা তাহাই ছিল সত্যিকারের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় সরকারের কি করা উচিত ছিল তাহাই বিবেচ্য। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া পৃথিবীর কোন দায়িত্বশীল সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন? অতি নগণ্যসংখ্যক লোক জনগণের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম সদস্যদিগকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা এবং এইভাবে মুসলিম লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা ঘটিতে দিলে আমরা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাস ভংগের অপরাধে দোষী হইতাম। যদি দৃঢ়তার সংগে এই অরাজকতা দমনে আমি ও আমার সহকর্মীগণ অগ্রসর হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে জনগণও ইসলামের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের আমরা আপনাদের সামনেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে নিশ্চয়ই অপরাধী সাব্যস্ত হইতাম। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের পতন ঘটান যাইতে পারে। কেবলমাত্র আইনসভার সদস্যগণই নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোট দিয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন। আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে ধীরস্থির ও স্বাধীনভাবে এই ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ

করিতে পারেন, তাহার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যেন সর্বপ্রকার ভয়ভীতির বাহিরে থাকয়িা তাহারা কাজ করিতে পারেন। এই রূপ পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে গণতান্ত্রিকতার বিলোপ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসনই কায়েম হয়। ভয় দেখাইয়া ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিপন্ন করিবার এই যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা ফলে যদিও সাময়িকভাবে সে বিপদের অবসান হইয়াছে তথাপি আমাদের আজাদীর বিরুদ্ধে যে বিপদ দেখা দিয়াছিল এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি আশা করি এই ব্যাপারে সরকার দেশপ্রেমিক সকল পাকিস্তানীরই পূর্ণ সমর্থন পাইবেন। আমি সকল পাকিস্তানীর কাছে আবেদন করিতেছি, সরকারের হাত মজবুত করিতে আগাইয়া আসুন, সমগ্র প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে সরকারকে সাহায্য করুন- দৃষ্কৃতকারীদের আতংক সৃষ্টি, মিথ্যা গুজব প্রচারণা এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ করুন।

ইসলামের আদর্শ

দেশবাসীর খেদমতে আমার আরও আরজ, আপনারা সীমান্তের ওপারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন বর্তমানে আমরা কি সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি। শুধু পাকিস্তান নয়-বরং ইসলামই আজ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন। আমরা দাবী করিয়া থাকি, জাতিগত, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত ব্যবধান দূর করিয়া ইসলাম একদিন যে স্বর্ণযুগের সূচনা করিয়াছিল, বর্তমানেও ইসলাম তাহা করিতে সক্ষম- যাহার ফলে মানব জাতির জীবনে আসিবে অশেষ সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি। আমরা পাকিস্তানে ইসলামের এই আদর্শই বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান হাসিল করিয়াছি শুধুমাত্র ইসলামকে কায়েম রাখিবার জন্যই। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক অদ্যাবধি ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ আমাদের এই পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশকে ইসলাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সংহতি ও সংঘবদ্ধতা শত্রুমিত্র সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। পাকিস্তান সমগ্র মুসলিম জাহানে নবজীবন আনয়ন করিয়াছে এবং সর্বত্রই ইসলামের এই নবজীবন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। দুনিয়ার নিকট আমাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, যদিও আমাদের পথ প্রদর্শন করার জন্য কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাত আজ আর নাই, তথাপি ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখিয়া আমাদিগকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বই বেশী। কারণ, এখানে যত মুসলমানের বাস দুনিয়ার আর কোথাও এক জায়গায় এত মুসলমান বাস করে না। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমের সংহতি রাখার দায়িত্ব বিশেষভাবে আমাদেরই। মুসলিম জাহানের এই সংকট মুহূর্তে আমরা কি পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি এই গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইব? পাকিস্তানের ও মুসলিম জাহানের প্রতি আমাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনে আমরা কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইব না।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

(পূর্ব পাকিস্তানের উজীরে আলা জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা। ৩রা মার্চ ১৯৫২) *

*** ভাষণটি 'মাহে নও''-এর ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৫২ থেকে উদ্বৃত।**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব দাবী দিবস উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের রাজনৈতিক ঘোষণা	পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ	২৭শে মার্চ, ১৯৫২

‘‘যুব দাবী দিবসে’’
পূর্ব পাক যুবলীগের ঘোষণা

আমরা পাকিস্তানের যুবসমাজ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর আমরা পাকিস্তানের সকল শ্রেণী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী আশা করিয়াছিলাম যে, ইংরেজ শোষকদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের সোনার দেশ আবার ধনেধান্যে শিক্ষায়-শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, আজ সাড়ে চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতেছি সে আশা সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হইয়াছে। এই সঙ্কটময় জীবনের অবসানকল্পে সমাজের সকল শ্রেণীর যুবক-যুবতীদের নিম্নলিখিত ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাক যুবলীগ ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়াছে। ঠিক এক বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজকে এক সংস্থায় সংঘবদ্ধ করার আহবান নিয়া যুবলীগের জন্ম হয়। আজিকার ‘‘যুব দাবী দিবসে’’ আমরা যুবলীগের সেই ১৪ দফা দাবীগুলিই জনসম্মুখে পেশ করিতেছিঃ

১। সর্বপ্রথম আমরা দুনিয়ার যুবসমাজের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ঘোষণা করিতেছি, আমরা মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ চাই না; এবং সকল প্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংস দাবী করি। আমাদের সাধের পাকিস্তানকে শান্তির মধ্যেই উন্নত করিতে পারিব। তাই দুনিয়ার মানুষের উন্নতিকে ব্যাহত করিবার ও তাহাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিবার যে সাম্রাজবাদী চক্রান্ত তাহাকে আমরা যে কোন মূল্যেই প্রতিহত করার শপথ লইতেছি।

২। আমরা চাই পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে মুক্ত হইয়া একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হউক এবং প্রত্যেকটি ভাষাভাষী প্রদেশের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কায়েম হউক এবং বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়া হউক।

৩। আমরা চাই, বেকারীর অবসান, এবং প্রত্যেকের সৎভাবে জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা।

৪। আমরা চাই, প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং যুক্ত নির্বাচন।

৫। আমরা চাই, সমস্ত নারী ও পুরুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং যুদ্ধ খাতে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ।

৬। আমরা চাই যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন এবং যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর ক্লাব, লাইব্রেরী ও খেলাধুলার সুবন্দোবস্ত।

৭। আমরা চাই জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রচুর ব্যয় বরাদ্দ ও যথেষ্ট চিকিৎসালয় ও ব্যায়মাগার নির্মাণ।

৮। আমরা চাই বিনা খেসারতে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি।

৯। আমরা চাই শ্রমিকের জীবিকা ধারণের উপযুক্ত মজুরী ও ৮ ঘন্টা হিসাবে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ।

১০। আমরা চাই সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত ও বড় শিল্পগুলির জাতীয়করণ।

১১। আমরা চাই যুবসমাজের জন্য সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র রাখার অধিকার।

১২। আমরা চাই সমস্ত দাসত্বমূলক আইনের প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সভাসমিতি ও মতামত ব্যক্ত করার ভিত্তিতে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধিকার।

১৩। আমরা চাই, সকলের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা।

১৪। আমরা চাই, পাকিস্তান হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার অবসান।

উপরোক্ত দাবীগুলি পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেসে প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর দাবী। উপরোক্ত মৌলিক দাবীগুলি কায়েম করিতে পারিলেই দেশের সকল প্রকার যুবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা হইবে এবং পূর্ববঙ্গ তথা সারা পাকিস্তান ধনে, জনে, শিল্পে ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

৪৬/১, যুগীনগর লেন, ঢাকা।
তারিখ: ২৭শে মার্চ, ১৯৫২।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন	পাকিস্তান গণপরিষদ	১০ই এপ্রিল, ১৯৫২

MOTION RE: BENGALI BEING ONE OF THE STATE LANGUAGES IN THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN, 10TH APRIL, 1952.

Mr. Nur Ahmed (East Bengal: Muslim): Sir, I move: "That the Assembly is of opinion that Bengali language shall be made the State Language of Pakistan."

Sir, my resolution is self-evident and clear to every Honorable Member of this House. I would not take the valuable time of the House by inflicting a speech in support of my motion.

Mr. President (to Mr. Nur Ahmed): Do you want to speak?

The Honourable Mr. Nurul Amin (East Bengal: Muslim): He has spoken.

Sardar Shaukat Hyat Khan (Punjab:Muslim): An official is stopping him from speaking.

Mr. President: Motion moved:

"That this Assembly is of opinion that Bengali language along with Urdu language shall be made the State language of Pakistan."

The Honourable Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman (Sind: Muslim): Sir, I move:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon, be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

Sir, the Amendment is very clear and it does not need any further clarification.

Mr. President: Motion moved:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon, be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

Sardar Shaukat Hyat Khan: 'Sir, I am both pained and surprised to see that one of the Government party's Members is first allowed to bring the resolution and then Government itself tries to postpone it. We have seen during the past two months that this language issue has taxed the minds of the people or our brethren in East Bengal.

* Speech not corrected by the Honorable Member.

The issue was then raised after the speech of no less a person than the Prime Minister of Pakistan and then after that there were trouble, there agitation, there were shootings', there were killings and there was lot of agitation, seeing which no less a person than the Chief Minister of East Bengal got up in his Legislature where he holds a majority to pass a resolution in keeping with the feelings of the people of East Bengal. Unless he was then in harmony with the ideas of the people of East Pakistan, he could not have passed that resolutions or was it only a political way in which he wanted to get out of the difficult situation? I would ask the Honorable Chief Minister from East Bengal, what was the reason that he passed that resolution in the Legislature of East Bengal. If there was no need for it then, there was no need for bringing this resolution here. If there was a need for that resolution to be passed, if there was a public feeling which had led him to pass that resolution in East Bengal Assembly, then surely, Sir, that need has not been done away with and therefore this issue should not be put in cold storage.

I being to a province where we have nurtured and brought up Urdu in the last 30 years or 40 years or more and Punjab is really proud for nurturing that language which was not its own. Then, Sir, after all these years we have been speaking that language and improving that language, in spite of the fact, I am today with the fullest responsibility standing here to support the issue of Bengali and I say that let us have Bengali as one of the State Languages, because it is the language of 4 crore and 9 lakhs of our people living in East Bengal. If we, from West Pakistan, are going to oppose that urge, of the people of East Pakistan, we will be responsible for starting trouble in East Pakistan, which may damage the very fabric of my country and my nation. Sir, I am one of those, therefore, who, though loving Urdu language, though speaking Urdu language, are today on their legs to support this issue with all sincerity and all seriousness because we do not want that by opposing the cause of the people of East Pakistan, we are going to do no good. Instead, by postponing the issue, by postponing the evil day once again, we will be starting trouble, which may result in the complete disruption of Pakistan. Therefore, Sir, in the interests of Pakistan, in the interests of our people, in the interests of our solidarity, in the interests of our future ties, in the interests of our future children and in the interests of our posterity, I am going to support the issue of Bengali. Let us not waste any time; let us support the resolution of Chief Minister of Bengal; let us have the Bengali language as one of our State languages. If we can have English, if English could be spoken here, if English could be treated as a language in which we can communicate with each other why cannot the Bengali language, the spoken language of 4 crores of people, be the State language. I am sure, Sir, that Urdu is neither so weak, nor Bengali language so weak, that by having them both as State languages, we are going to kill one or the other language. It is just trying to put oil on fire and this fire would spread, I assure you, Sir, if we do not take up this issue seriously and if we do not get over this petty Provincialism, if we keep on going; on Provincial lines of sentiments on which we have lived for past so many years, we, we are going to destroy this country. Sir, sentimentalism should be apart. We have been sentimental too long. We have been emotional too long. Let us be rational, let us ask 'ourselves, ask searching questions to yourselves.; I ask the Prime Minister here, let him ask a searching question to himself: Is it really the desire of East Pakistan people that they should have Bengali language as one of the State languages? If it is not, then for

God's sake get up and tell us that it is fraud, it is not the voice of the people, it is only the call of a few people and I will take back all my words which I have spoken in favour of Bengali. But if on the other hand, this is certain that this is the urge of people, this is the desire of the majority of the people of Pakistan, then I do not see any reason why you are putting back the issue and why you are adding to the troubles of the Government and the people of Pakistan. Sir we know and all of us know that here are countries in within there are three languages spoken. Take Switzerland, there is German, there is French and there is Italian spoken. Take the question of Canada. There is French and English both. Take the question of our country; why cannot we have two languages? Why should we oppose it? We, who have been speaking English for the last 200 years, we are going to oppose that language, the language of the majority of the people of this country? I have got no hesitation. Sir, in saying that we, in the Punjab, and we people who think sensibly about the future of Pakistan, we have got no desire to float the language issue and otheraspiration's of the people of East Pakistan.

Sir, I am sure, if we have Bengali as one of the State languages, it will lead to stronger ties and stronger friendship between the two wings of Pakistan. There will be people here in West Pakistan who will be learning Bengali and there will be people in Bengal who will be learning Urdu so that by this interchange of languages, by this compulsory learning of the languages of both wings of Pakistan, we are going to forge ties which it will be impossible to break by an artificial manner. Therefore, Sir, if we are going to have stronger ties and friendship and brotherhood between the two wings of Pakistan, we should give up this motionalism and came forward with open hands and say that we are accepting your language, not that you are in a majority but because we want to make Pakistan-stronger and our brotherhood stronger and a real and effective thing. We are coming forward to accept the language of your country as at par with Urdu which is the spoken language of certain people in West Pakistan. Sir, if we do not do that, if we do not come to rationalism, if we keep on being emotional, if we keep on putting it away for political reasons, then, Sir, I assure my friends opposite that they are not today shelving, the issue Bengali language, but they are shelving the very foundation of Pakistan being laid on a proper basis. By trying to put off this issue they are going to create trouble in the mind of the East Bengal people who might think-and think wrongly-that we, in West Pakistan, are trying to dominate them. We have got no desire whatever to dominate any one part or any Province or any people of this country. We want all the people and all the Province to get up together and with proper co-operation and friendship with each other, we should grow into a mighty nation which is our right to be.

Therefore, Sir, in the interest of Pakistan's solidarity, in the interest of our people, in the interest of Bengal, Punjab, Sind, Frontier and Baluchistan, I am going to ask my friends in the Government, do not keep on shelving these issues, do not keep on putting off the real issues of the country, do not keep on putting off the need of the day. Be brave, be the worthy followers of Quaid-i-Azam, the worthy successors of Quaid-i-Azam, behave like true successors of Quaid-i-Azam and get up and do as he would have done in a different situation like this and accept this language issue. Do not do a thing which is going to disrupt the very strength of our nation.

Sir, it is very well saying that when the Constitution is made, then we will take up this issue. Even, Sir, only yesterday a resolution was brought in about Islamic research. Many resolutions every day are brought in, some are about elections, some about amending the Government of India Act. When these small things can be discussed in this House and passed, why cannot these major issues, when they arise, be discussed and passed to that here is no trouble in the country, so that we can live happily, so that there is no inferiority complex any where that people here are conspiring against them or people there are trying to dominate the people in West Pakistan. Sir, with these few words, these inadequate words, I am going to once again appeal to the people to be sensible, do not try to be emotional and do not try to put off these issues. Let us go and help the Bengali culture to grow and if necessary, if you think and I am sure the people in East Bengal and people in West Pakistan may agree that we may try to have a common script so that Urdu and Bengali languages can be understood and read easily by the people of West Pakistan and East Pakistan. Therefore, Sir, with this prayer that you should coolly and calmly consider this issue and settle at once as all and take up the issue of the script and let us see if we can have a common script. Let us have this Quranic script which is understood by both the people in East Bengal and people in West Pakistan. This may be the common script of the two languages. Therefore, Sir, with these words and with these suggestions, I appeal to the House for God's sake give up your ideas of Provincialism of which you are accusing your opposition and rise above the present level and see that you are the real Statesmen of Pakistan and that you are going to preside over its funeral.

* * * * * *

Mr. A.K. Fazlul Iluque (East Bengal: Muslim):* Sir, while I had been listening to this debate, I felt it my duty to put forward my views before the House. I do not claim to be an orator. Nor can I claim to possess the vehemence of language with which my friend Mr. Shaukat Hyat Khan, can carry a motion before the House, but, Sir, I claim, through God's grace, to have had something of parliamentary experience. I have outlined three parliamentary generations in the whole of India and I know, Sir, what it is. When a question of the utmost importance to the State is being discussed, how people can play to the gallery and not look to the essential importance of the question itself. I do not for a moment impute to any of my friends here the charge that they do not realize the importance of the question itself. I do not for a moment impute to any of my friends, here the charge that they do not realize the importance of the motion, but I do say that they are not in a possession of all facts. Not only have I derived experience, Sir, of my thirty years either as a politician or as a member of the Bar. I am in close touch with the people from the mofussil who come to me on professional work. After my work is done, I just indulge in conversation with them to find out the real feelings of the people in connection with my burning question of the day. Now, Sir, I say it without any fear of contradiction that whatever the reasons may be, the feelings of the people of East Pakistan at the present moment are that Bengali should be at the least be given a place in the recognized State languages of Pakistan. Sir, I do not think there is any inhabitant of Eastern: Pakistan at present that can be expected to vote for Urdu only as the State language of Pakistan. It is not for me to say whether that feeling is well-founded or not. I am not saying that. Now,

---

* Speech not corrected by the Honorable Member.

Sir, at present the question that has come up before the House has not been the unseating of Government. Government did nothing, but some of our Members have tabled resolutions to the effect that Bengali should be recognized as one of the State languages of Pakistan. My friend, Mr. Nur Ahmed, who will pardon me if I say that he is a machine for turning out resolutions at the rate of 100 per hour and amendments at a similar rate. He could not have left this occasion to go without tabling a resolution. Moreover, being an inhabitant of Chittagong, for the feelings of the most violent character he has only done his duty in bringing this motion before the House. So let us now understand the position. What is that the Government have decided? Government have fully realized that there is behind this demand of Bengali being one of the State languages, the 'Voice of 90 million of the 'people of Pakistan. At the same time, the question can be looked at from various point of view. It takes time to consider and come to a definite decision. All that the Government proposes is that the question should not be decided here and now by the mere majority of votes, but that time should be taken into consideration to see that question is gone into in all its aspects and decided finally as to what should be the language or the languages of Pakistan. I do not very much like the phrase [4]in due course'. As things at present stand, I feel that; 'due course* may not come in the near future. It may be that the English language may continue to be the State language for five or eight years. We do not know what will happen, but whatever the reasons, if the Government motion is held today. We will not allow Government to sleep over this question. We will face an issue the next time when the Assembly meets. All this time we will have ample opportunities of mobilizing the public opinion in East Pakistan and if we succeed in showing to the world that the people of East Pakistan have not only got a very good case; but also they have got public opinion behind their demand, I am sure the Government will have to look into it, whatever may be any personal views in this matter.

Mr. President: I may remove a misconception. Here the Government is not represented. All members represent themselves.

Mr. A.K. Fazlul Haque: "Sir, that is theory. So whatever it may be, the remarks I make here apply to Honorable Pirzada. Whatever may be case, I am placing certain facts. I am saying that after coming to Karachi I looked at this question from various points of view. At present my estimate is that Government has got a majority in the House. If we force a decision we are likely to lose and if we lose we lose this cause for ever, because It is not only the members of the Constituent Assembly, but a member, of that section of the Constituent Assembly who dealt with the situation. But if we allow this question to remain open, get an opportunity of considering this question along Members of Government and have not a decision to the question we desire, I submit, Sir, then we will have great apprehensions. I do not wish to get a definite decision today, but I wish to have an opportunity of mobilizing public opinion there and inducing Government to accept our point of view. There is a beautiful couple that says: He who fights and runs away lives to fight another day, if that may be the position then that is to our advantage. Instead of taking a defeat just now, whatever may be the reasons, it is much better that the question should remain open and Government may have an opportunity of considering the questions from all its aspects and then coming to a decision.

* Speech not corrected by the Honorable Member.

Now, Sir, I will be very frank. The discussions that have taken place and the discussion that will take place will show that the Members of this Assembly from Eastern Pakistan-and If we will have the Members who come from Eastern Pakistan-will be put in a very awkward position, because their own feelings are that Bengali should be declared straight away here and now as one of the State languages of Pakistan.

Sardar Shaukat Hyat Khan : Why do not you say so?

Mr. A.K. Fazlul Haque: "Well, I want it. But I want to have proper initiative. Sir, I want to be frank. As I have said, I do not want to break it. I feel that if a division is taken in the present circumstances, we will lose, whatever reasons may be. I do not want to lose but I want to get an opportunity and as a matter of fact I do not want to shelve the question but I want to put off the defeat and see if I can get successfully out of unfortunate circumstances.

Sardar Shaukat Hyat Khan: Who can defeat you?

Mr. A.K. Fazlul Haque: *I cannot for a moment answer my friend's questions in the way he desires because it is not for me to change facts. I am not saying these things from the point of views of any particular section of the House. I am not holding any brief for anybody but I am only putting before the House the question from practical point of view. Does the amendment of Honorable Abdus Sattar go to this length that this question can never come before this House to consideration? It may be postponed for six months or eight months. These are all matters of procedure. So, Sir, I submit that it is not fair politics because some of the Members here have been placed in a very awkward position because there is a conflict between their duty towards their constituencies and the circumstances with which we are faced in this House today. I am only appealing to the House not to make provocative speeches but allow the Government to consider this question coolly and calmly and I feel sure that the time will come when we will be able to convince that the importance of Bengali must be properly weighed

Before I sit down I convey my grateful thanks to my friend Sardar Shaukat Hyat for the manner in which he has espoused the cause of Bengali I wish I had delivered that speech and not he. (Applause)

*   *   *   *   *   *

Shri Dhirendra Nath Dutta : Mr. President, Sir,...........today, it is rather difficult for me to speak as it has been enhanced by the fact that I am to speak after the Honorable and most learned friend, Mr. A.K. Fazlul Huq. I have the honor of being his colleague for a long period and I know the difficulty of speaking after him. He can place any case with abounding arguments. He has got that capacity. I shall confine myself to one fort only and that is this: Whether there is a necessity for postponing the consideration of this issue. It is now agreed. Sir, and it has been agreed by my Honorable and most esteemed friend, Mr. A.K. Fazlul Huq, that the claim of the Bengali language is genuine and it has got the opinion and the backing of all the population of

---

[*] Speech not corrected by the Honorable Member

East Bengal. If we look, Sir. to the resolution that have been tabled in this House, we shall find it. Not only Mr. Nur Ahmed, who has got a knack of moving resolution, and who comes from Chittagong. has moved this resolution but the resolutions have been moved by Mr. Shahoodul Haq coming from my place in the district of Tipperah and if you look to the resolution itself, it says that in view of the general opinion prevailing in East Bengal over the question of State language and also in view of the unanimous resolution of the East Bengal Assembly passed at its last session recommending adoption of Bengali as one of the State languages of Pakistan, the Constituent Assembly resolves to adopt Bengali as one of the State languages of Pakistan.

So, it has been said in the resolution itself that there is the general opinion prevailing on the question of State language and there is unanimous resolution of the East Bengal Assembly. Sir, I happen to be a Member of the East Bengal Assembly. I know, Sir, the leader of the East Bengal Assembly, I mean the Honorable the Chief Minister of East Bengal, himself moved that resolution. He himself got up and got it passed that the East Bengal Assembly recommends that the Bengali language shall be one of the State languages of Pakistan. Then, Sir, we get the resolution of Mr. Abdullah-al Mahmood who comes from Pabna who also says that Bengali be declared as one of the State languages. Then Mr. Abul Kasem Khan who also comes from Chittagong also say that. Then Moulvi Ebrahim Khan who, is the President of the Secondary Education Board of East Bengal, and who was the Principal of a College in the District of Mymensingh also says in his resolution that Bengali should be one of the State languages. So, Sir, it i's agreed and it cannot be denied that there is the backing of the whole population of Eastern Bengal that Bengali shall be one of the State languages. I have got the opportunity of mixing with children in the Districts. The children who can barely speak, they utter the slogan: "Bengali shall be a State language." ....

Sir, it is most regrettable that silence has been imposed upon my friends who come from East Bengal. Mr. Nur Ahmed has only moved the resolution and has not spoken a few words in favor of the resolution. Other Members, Sir, are also keeping mum. So, Sir, it is clear that the silence has been imposed upon them by the persons in authority and by the present ruling group. Then, Sir, Mr. A.K. Fazlul Huque says that it should be postponed and a better day shall come. In these matter. Sir, which have been agitating for the last 4 years and in which they have been silenced, no further mobilization is necessary. It is well known. Sir, and I do not understand how the present ruling group do not attach any importance to it. Let us decide it once for all. It is useless to ignore facts. I have paid due attention to the arguments that have been advanced by Mr. A.K. Fazlul Haq that the matter shall improve if the consideration is postponed. He has declared that he wants that Bengali shall be one of the State languages of Pakistan. But he has not given any argument in favor of the postponement of the consideration. But, I know. Sir, the reason for postponement. The reason is to shelve the matter today. It is clear, Sir, that a silence has been imposed upon member of East Bengal Legislative Assembly who role East Bengal, I mean my Muslim brethren. Silence has been imposed upon them and silence will be imposed upon the people and, therefore, it is not prudent today to postpone the consideration. The matter is of such importance that it cannot be shelved. Is it not a fact that the feelings of the Bengalis are not known to our Prime Minister who

happen to be a Bengali? My Chief Minister is present today, sitting up quite silent and mum. He knows the real situation. But he does not venture and the members of the Eastern Bengal, my Muslim brethren, do not venture today to utter an expression in favor of the Bengali language. I know their feelings and I know the feelings of the people of Eastern Bengal. Whatever may be said, but they have been compelled to be silent today. Face the question bravely and courageously. The demand that Bengali should be one of the State languages of Pakistan is in the interest of Pakistan. For the interest of Pakistan and for the integrity of Pakistan, the Eastern wing and the Western wing should be connected and they can be connected if my friend from Western Pakistan start to learn Bengali and we learn Urdu

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya (East Bengal: General): Mr. President, I rise to support the resolution moved by Mr. Nur Ahmed and oppose the amendment which has been moved by Mr. Pirzada with trepidation.

The first cause of my trepidation in this debate is that when Mr. Nur Ahmed brought this resolution before this House the words uttered by him looked to me like some Mantras on a Sradh ceremony. I know that Mr. Nur Ahmed, even when he gets up without moving any Resolution, talks much and it is always difficult for the President to stop him within time, but what did he do today? He got up and read the resolution like Mantras on a Shradh ceremony without a word in support. I think really, he was gagged…....

My second point is this that when there was an agitation in East-Bengal personally I do not know anything about that because I was absent from East Bengal at that time-the Chief Minister of East Bengal hurriedly went to the East Bengal Assembly and himself moved a Resolution supporting the Bengali Language and promising that he would see that it is accepted as one of the State languages or something like that.

The Honorable Mr. Nurul Amin (East Bengal: Muslim): Where did you get it from?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Did you not support it?

The Honorable Mr. Nurul Amin: Why do you put in a Sentence which was not uttered by me?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Did you move the Resolution or not?

The Honorable Mr. Nurul Amin: I said something else:

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: What is the Resolution which you moved?

The Honorable Mr. Nurul Amin: You can read yourself.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I was not there; I was not a Member of your Assembly. I did not get a copy but I saw it in newspaper.

The Honorable Mr. Nurul Amin: Then why do you quote me; why do you tread on the subject if you have not read the Resolution?

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: You moved that Resolution, and it is reported that you said that you would come here and have that Resolution supported by this Assembly.

Sardar Shaukat Hyat Khan: You are treading on his pet corn.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I know that. However, I had accepted that being the leader of the House in the East Bengal Assembly and having moved that Resolution, it would have been proper on his part himself to bring that Resolution beforethe House. I find, as he did not move the Resolution, nor has he said anything in support of the Resolution, that he may be against the Bengali language being made a State language. That is the second reason for my trepidation; so that it may not be said here after that there was a talk over the language question in the Assembly but it came more from the Hindu side and therefore it was only a Hindu agitation-and it may be circulated thereafter that it was merely a Hindu agitation-as I find, there is already the allegation that the language agitation in East Bengal was engineered by the Hindus-the dhotiwalas and others-and not by the Muslims and handy Safety Act was used against some of them. That is my difficulty. Then, Sir, my old friend, who was my colleague once-Mr. A.K. Fazlul Haq-in his old age is a very different man.

Mr. A.K. Fazlul Haq: You are senior to me.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: Mr. Fazlul Haq has asked for time. Sir, he who once wanted the Britishers to leave the shores of India, not giving them even 24 hours to do that, today comes forward to say that, though he knows this is an urgent matter, still be silent now and some time may come-it may be after the doomsday-when Bengali will become a State language.

Now, who has nurtured this agitation; who was responsible for this agitation? There was an agitation in 1948. There was no agitation afterwards in Bengal, until there was speech-somebody may say you are misquoting-but there was a speech by some big man in which he said Urdu was to be the State language and no other language. I was not there, but that set the ball rolling and that brought together all Muslim Students-Students of Fazlul Haq Hall and Salimullah Hall-who came forward and started that agitation, it is stated that they were going on with this agitation months before the 21st February. If it was in their knowledge that they were agitating about the language issue, why did Mr. Nurul Amin rush to the House on the 22nd at nightfall to move his Resolution? If he had moved that Resolution on the 20th the whole agitation would have fizzled out. There would have been no provocation for that agitation.. .

Mr. President: Mr. Chattopadhyaya, which is not the issue before us. You can speak in respect of the resolution and the amendment.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: I am on the amendment. I do not agree with these words of the amendment, these words, "that there being no immediate necessity of taking a decision here and now." I do not agree with that. I say it is a very urgent matter. Already people are in temper in East Bengal. Therefore, the sooner it is decided, one-way or the other, it is better at least for the people of East Bengal. Because in that case they

will not be back into the agitation and they will not give opportunity to the Government of East Bengal to use their Safety Act and other laws for terrorizing the people and it will not be necessary for them to use firing squads against the youth and boys, that would be very wrong for them to do. But if it is postponed in this way without a final decision that will give cause for fresh agitation and will not stop the people of East Bengal from pressing their claims for recognition of Bengali as a State language. I am afraid of this. Again they will say it is being engineered by Hindus. I think, in that case our only course would be to leave the town of Dacca for some time so that nobody can say Hindu are doing all this. Hindus had not taken part in agitation and will also remain aloof from any future movement on language question. We do not want to take any part in this agitation. We do not agitate for Bengali language outside this House. This House is our only forum. We have tabled motions and we support this issue here and we had agitated for Bengali in this House before; and there it ended. We do not go outside to agitate. Many things have been stated and said in support of Bengali language. In this connection 12 Muslim Editors of East Bengal issued a statement, one of them is the Editor of the Azad of which my friend, Maulana Akram Khan, is the proprietor, strongly supporting the demand for Bengali as a State language.. .

... I expected the mover to have spoken some words in support of his resolutions. I expected some of our Muslim members of this House from East Bengal would have spoken either way-either supporting or rejecting it. By keeping mum people there will understand they are not supporting the Bengali language. The people of East Bengal will be misled thereby.

The Honourable Mr. Nurul Amin: I rise to speak a few words more for giving a personal explanation on account of certain mis-statements made by no less a person than Mr. Chattopadhyaya who is the leader of the Opposition in the Legislature...

(Interruption)

I understand he is leader in the Constituent Assembly, as well, that puts him to a position of much higher responsibility than being a leader in the Legislature. When I heard certain provocative statements coming down from his lips-mis-statements, incorrect facts-I thought that it was not the Bengali language which has created a loss of balance in him but it was something else which was in his mind and which was coming up before the House. This is a bill which is going to be moved with regard to the arrangements that will be made in East Bengal for the coming general elections on the basis of separate electorates. As for myself, I did not speak because I thought the amendment which has been made by the Honorable member Mr. Abdus Sattar was not inconsistent with the resolution moved by me in the Bengal Provincial Legislative Assembly or with any of the motions tabled by my esteemed friends from East Bengali. But there was another reason for which I did not speak. I wanted to see how far the Honorable members sitting on my right can go to create a cleavage between us; what are the arguments, what are the provocations, what are the appeals to our sentiments, in which they are part-masters, by which they want to create a cleavage. In that I hope I have been successful in exposing them to the best. This was not such a motion on which such lengthy and emphatic speeches would have been made. It was not the denial of the

desire of the people of East Bengal; it was not the shelving of the question, but is was a very simple proposition by which it is expected that better results may emerge. There has been a demand from East Bengal for Bengali language, no doubt. The people of Bengal also want that people on this side-their brethren on this side should be educated and acquainted with their feelings, logic and justification. So, Sir, this postponement, to my mind, seems for the better and not for the worse as has been interpreted by my honorable friends on the opposition. Each one of them has spoken in the strain that they are the only advocates, fathers and forefathers of Bengali language; and the Muslims coming from East Bengal have no claim on Bengali language and have no love for that language. This is not their monopoly. They arrogate to themselves in certain matters to show to the world that they are the monopolists in these matters-in the matter of preservation of right in a democratic country; in giving rights to the people; in giving rights to the people for the freedom of speech and all that. But they should understand that we who are sitting here, who have got the responsibility to run the administration of the country, have got to be more responsible than those

(Interruption)

........Sir, what was the resolution that I moved in the East Bengal Assembly to

which several honorable members on this side, including the Leader of the Opposition, have referred. This is a simple resolution:

"The reason for moving this resolution is that there has been a good deal of confusion among a section of the members of the public that the action that was taken by the Government yesterday was on account of the demand by the students for Bengali to be one of the State languages. The issue have been confused because so far as that demand is concerned, the students brought out two peaceful processions on two occasions and the Government did not interfere."

That was the occasion on which this resolution was moved. Then there was an amendment by a member of that Assembly-Begum Anwara Khatoon-to the effect.

"That it should be finally decided in the next session of the Constituent Assembly of Pakistan."

That was the amendment and my reply was:

"Coming to the amendment of Begum Anwara Khatoon there also I find that it is not acceptable because we are not the persons, we are not the authority to decide whether this matter will be taken up in the next session of the Constituent Assembly or not."

So this amendment was also voted down. It was not accepted. So what I meant by this resolution-and I still stand by that-was that this resolution should be forwarded to the proper authority, the President of the Constituent Assembly, who will deal with this matter according to the rules governing such matters in the Constituent Assembly, and this has been sent to the President. I do not know what will happen to that, but when this matter comes up before this House in due time, certainly I will mention the resolution

passed by the Legislative Assembly of East Bengal. This is not the proper time. This matter has come up before this House because certain motions have been moved by some members of this House and there has been an amendment to that motion, and I do not see how the amendment is contradictory to any of the resolutions which has asked Bengali to be one of the State languages in Pakistan. So long as the question of Bengali language remains pending, so long as the demand of East Bengal is not decided adversely, I do not see any fear in that. Rather I am hopeful that better results may come out of it. 'But there are members in this House who want to fish in troubled waters when they get a certain opportunity, and this is one of them .. .

.... Sir, I have confined myself to the issue. Sir, the resolution is of the East Bengal Assembly there. I have read out the wording of the resolution of the East Bengal Legislative Assembly, as also its intention. So it is not the question why I do not move that resolution here A motive has been imputed by the Honorable the Leader of the Opposition. So there should not be a confusion which has been sought to be created amongst our people by the gentleman speaking from that side. I do not touch the points raised by Sardar Shaukat Hyat Khan who has spoken from the Bench over there, because I know that his party being so small, he has got to be in the lap of my friend Mr. Chattopadhyaya...

Mr. President: I am first putting the amendment to vote.

The question is :

That for the original motion the following be substituted:

"That in view of the fact that no decision has yet been taken in the matter of the State language and there being no immediate necessity of taking a decision thereon' be it resolved that the question be decided by this Assembly when it comes up before it in due course."

(The House then divided)

A YES-41

i. Mr. Abdulla-al Mahmood.
2. Maulana Md. Abdullah-el Baqui.
3. Maulana Md. Akram Khan.
4. The Hon'ble Mr. Azizuddin Ahmad.
5. Moulavi Ebrahim Khan.
6. The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman.
7. Mr. Ghayasuddin Pathan.
8. Mr. Shahoodul Huque.
9. The Hon'ble Dr. Ishtiaq Husain Qureshi
10. The Hon'hle Mr. Mafizuddin Ahmad.

11. The Hon'ble Dr. Mahmud Husain.
12. The Hon'ble Dr. A. M. Malik.
13. The Hon'ble Mr. Md. Habibullah Dahar.
14. Mr. Nur Ahmed.
15. The Hon'ble Mr. Nurul Amin.
16. The Hon'ble Khwaja Nazimuddin.
17. Mr. Asadullah.
18. H.E. Khwaja Shahabuddin.
19. The Hon'ble Mr. Abdul Hamid.
20. Sayed A. B. M. Husain.
21. Shri Dhananjoy Roy.
22. Mr. Akshay Kumar Das.
23. Mr. Abdul Monem Khan.
24. Mr. Choudhury Zahiruddin Moazzam Hossain (Lalmian).
25. H.E. Malik Md. Firoz Khan Noon.
26. The Hon'ble Mr. Mohamad Ali.
27. The Hon'ble Sir Muhammad Zafrulla Khan.
28. The Hon'ble Sardar Abdur Rab Khan Nishtar.
29. Khan IftlHv.r Hnrain Vh ,n nfMnmHnt
39. Syed Khalilur Rahman.
31. Sardar Amir Azam Khan.
32. Shaikh Sadiq Hasan.
33. Sayed Ghulam Bhik Nairang.
34. Malik Shaukat Ali.
35. The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman.
36. Mr. M. H. Gazder.
37. Mr. M. A. Khuhro.
38. Mr. M. H. Kizilbash.
39. The Hon'ble Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani.
40. Mr. P. D. Bhandara.
41. Mr. Ahmad E. H. Jaffer.

NOES-12

1. Mr. Prcm Hari Barma.
2. Sim Dhircndra Nath Duita.
3. Shri Kamini Kumar Duta.
4. Prof. Rajkunur Chakraveny.
5. Shri Sris Chandra Chattapadhyaya.
6. Mr. Bhupendra Kumar Datta
7. Mr. Jnunendra Chandra Majumdar.
8. Mr. Birat Chandra Mandal.
9. Mr Bhabesh Chandra Nandy.
10. Sardar Shaukat Hyat Khan.
11. Sardar Asadullah Jan Khan
12. Seth Sukhdev.

The motion was adopted.

Mr. President: So `all the other motions on the language issue full through.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ সম্মেলনে আতাউর রহমান খানের ভাষণ	সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ	২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা
কর্মপরিষদ-সম্মেলন
বার এসোসিয়েসন হল, ঢাকা
২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খানের ভাষণ

বন্ধুগণ,

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবী করার অপরাধে পূবর্ব পাকিস্তানে যে বিপর্যয় ও বিভীষিকার ঝড় বয়ে গেল তার একটা মোটামোটি ইতিহাস আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই।

ঊনিশ শ' আটচল্লিশ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রথম উৎপত্তি, ছাত্রসমাজের উপর মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন এবং শেষ পর্য্যন্ত তখনকার পূবর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, খাজা নাজিমউদ্দীনের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর- সবই আপনারা জানেন। আপনারা এও জানেন যে, উক্ত চুক্তির শর্ত্ত কখনও কার্যকরী করার চেষ্টা হয়নি, পক্ষান্তরে আরবী হরফে বাংলা ভাষা প্রচলনের এক উদ্ভট পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন।

তারপর চার বছর কেটে গেলো। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সবাই একরকম চুপচাপ। ঠিক এমনি সময় একদা জানুয়ারী শেষ ভাগে খাজা নাজিমউদ্দীন সাহেব, ঢাকার জনসভায় উর্দ্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করে বসলেন। বারুদে আগুন লাগলো। সাড়ে চার কোটি মানুষের দাবীকে উড়িয়ে দিয়ে, নিজের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গ করে 'নাজিমউদ্দীন সাহেব যখন এই ঘোষণা করলেন, তখন সারা পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়লো। চারদিক থেকে তীব্র প্রতিবাদের রোল পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হলো।

তারপর তিরিশে জানুয়ারী তারিখে ছাত্র ও জনসাধারণের বিরাট মিছিল, জনসভা, একত্রিশ তারিখে মৌলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সবর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন এবং চৌঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে শহরে হরতাল পালন ও স্কুল-কলেজ বন্ধ, এসব পর পর হয়ে গেলো। কর্মপরিষদের এক সভাতে একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশব্যাপী হরতাল, শোভাযাত্রা সভাসমিতি করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হলো। এগারো, বারো ও তেরো তারিখে পতাকা দিবস পালন করা হলো। চৌদ্দই তারিখে কর্মপরিষদের তরফ থেকে নুরুল আমিন সাহেবকে কর্মপরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্যে দিন, তারিখ ও স্থান ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দেওয়া হয়। সে চিঠির জবাব অবশ্য কোনদিনই পাওয়া যায়নি।

হঠাৎ বিশে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ঘোষণা করে শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি বন্ধ করার আদেশ দেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত। এর আগে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র ও জনসাধারণ সৃশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সভা, হরতাল ও মিছিল চালিয়ে গেছে- নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন

প্রয়োজন কোনকালেও হয়নি। ছাত্র ও জনসাধারণ এই হঠকারিতায় ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু কর্মপরিষদ সভা আহবান করে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করা হবে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার দরুন সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধ রাখা হবে।

একুশে তারিখের মর্ম্মন্তুদ ও শোকাবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের মনে কষ্ট দিতে চাই না। ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল সভা করার সময় চারিদকে সশস্ত্র পুলিশের পাহারা, সভা ভঙ্গের পর ইতস্তত গমনরত ছাত্রদের উপরে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, দলে দলে ছাত্রদের গ্রেফতার এবং শেষ পর্য্যন্ত মেডিকেল ছাত্রাবাসের ভেতর অনধিকার প্রবেশ করে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলী চালনা ও মৃত্যুর ঘটান এবং অসংখ্য ছাত্র জখম-এ দৃশ্য কারবালার দৃশ্যকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। সভ্য জগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল। সারা শহরের প্রত্যেকটি নর-নারীর মনে শোকের ছাড়া পড়ে গেলো। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নাগরিক প্রতিবাদ করে উঠলো।

পরদিন সারা শহরে শোকার্ত্ত মিছিল; বিক্ষুব্ধ জনতার তীব্র নিন্দা শহরের প্রতি কোণে ধ্বনিত হলো। এই দিনও পুলিশ গুলী চালিয়ে কতিপয় লোকের মৃত্যু ঘটায় ও অনেকগুলি লোককে জখম করে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শহরে কয়দিন ‘‘সরকার’’ ছিল বলে মনে হয় না। একুশে বাইশের ঘটনা যারা দেখেছেন তাঁরাও একথা মনে করেছেন যে কোন সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক সরকার তখন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কারণ নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় ও সুশৃঙ্খল তরুণ সরলপ্রাণ ছাত্রদের উপর কোন সরকার কোন অবস্থায়ই গুলী চালাতে পারে একথা চোখে দেখলেও অনেকে বিশ্বাস করতে রাজী হবেন না।

এত বড় অন্যায় কাজ করার ফলে সরকারের আসন টলমল করে উঠলো। চারদিক থেকে মন্ত্রিমণ্ডলীর গদী ছাড়ার দাবী তীব্রভাবে জানানো হতে লাগলো। মন্ত্রী সমর্থক সদস্যরাও পদে ইস্তফা দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এটা পরিস্কার বুঝা গেল যে এই মন্ত্রিত্ব আর একদিনও টিকে থাকতে পারছে না। ঠিক এমনি সময়ে পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মন্ত্রিমণ্ডলী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন- চাকরি রয়ে গেলো।

এর আগেই বেগতিক দেখে নুরুল আমিন সাহেব রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে একটি সোপারেশ প্রস্তাব পরিষদে পাশ করিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এর পর আন্দোলনের আর কোন দরকার নেই। বশংবদ পত্রিকাগুলিও সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগলো। পরবর্ত্তীকালের ঘটনাবলী পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করেছে যে আন্দোলনের কত প্রয়োজন ছিল এবং আছে সরকারের ঘোষণা ও মিষ্টিবুলি কত মারাত্মক ধোঁকাবাজী।

সরকার কিন্তু নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কোন কৈফিয়ৎই দিবার চেষ্টা করেন নি। পক্ষান্তরে মন্ত্রীত্বের সিংহাসন অবৈধ উপায়ে নিরাপদ করতে দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নানা প্রকারের কুয়াশার জাল সৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করে দিলেন। প্রথম থেকে বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। গোটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদোহী ও বিদেশী দালালদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তারাই ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা এর সাথে হাত মিলিয়ে সহায়তা করেছে, ফলে গোটা রাষ্ট্রটাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো- এই সব প্রচার করে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার হাওয়াই জাহাজে দেশময় ছড়িয়ে সরকার দেশে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে তোলেন। মুসলিম লীগও সময় বুঝে ঠিক ঐ মর্ম্মে প্রস্তাব পাশ করে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন, যেন কেউ এসব আন্দোলনে যোগ না দেন। সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। ছাত্র, যুব কর্মী, পরিষদের সদস্য, বিরোধী দলের নেতা ও কর্মী, এবং কতিপয় অধ্যাপককে জেলে ঢোকানো হলো। সলিমুল্লা মুসলিম হলে হামলা করে অনেকগুলি ছেলেকে ধরে আনা হলো। শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ছাত্রবন্ধুগণ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে যে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন সরকার তা নির্ম্মমভাবে ধূলিসাৎ করেন। ববর্বরতার এমন নজির কোথায়ও মিলে না।

সারা দেশের লোক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মুখ ফুটে কথা কইবার জো নেই। বশংবদ সংবাদপত্রগুলি আন্দোলনের কথা, কর্ম্ম পরিষদের বিবৃতি ইত্যাদি সব ছাপানো বন্ধ করে দিলো। তাদেরও নাকি টুটিঁ টিপে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু নাজিমউদ্দীন সাহেবের শ্যালক খাজা নুরুদ্দীন সাহেবের মর্নিং নিউজ শুরু থেকেই জঘন্য প্রচারণা শুরু করে। দেশের যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের সর্দ্দার সবাইকে রাষ্ট্রদ্রোহী, গুণ্ডা ইত্যাদি আখ্যা দিনের পর দিন দিয়ে যেতে লাগলো-এখানো দিচ্ছে। সারা দেশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সরকার এর কোন প্রতিকার করেন নি। পক্ষান্তরে সরকার মর্নিং নিউজের গল্পই বিশ্বাস করে তদনুযায়ী দমন নীতি চালিয়ে যান। এই পত্রিকাটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র সবাইকে ষড়যন্ত্রকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অতি জঘন্য ভাষায় গালি দেয়। সরকারও তা সমর্থন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগের নজির ইতিহাসে আর নেই।

কোথায় কোন বিদেশী পত্রিকা কি বলেছে, কোথায় কোন সিপাহীকে কে বা কাহারা নিহত করেছে, তার বিচার না করে, দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর। একথাও বলা হয়েছে যে নারায়ণগঞ্জেও 'জয়হিন্দ' ও যুক্ত বাংলার ধ্বনিও কেউ কেউ করেছিল।

আজ কিন্তু এ কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই সব অভিযোগ, কটাক্ষ, দৃষ্টান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে গলাটিপে মারার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এতো প্রচার সত্ত্বেও কয়েকটি সরকারী ধামাধরা কর্মচারী আর মুসলিম লীগের কোন কোন সভ্য ছাড়া পূবর্ব পাকিস্তানের কোন ব্যক্তিই এসব কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। গণপরিষদের দু'একজন সদস্য পরিষ্কার বলেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যারা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে গেল তারা কোনদিন কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী বা বিদেশী দালালদের অস্তিত্ব ভিতরে বাইরে কোথায়ও খুঁজে পায়নি। সরকারও আজ পর্য্যন্ত একটি রাষ্ট্রদ্রোহীকে গ্রেফতার করে তাদের বহু উচ্চারিত ভাষণের পোষকতা করতে পারেননি। বিদেশী সাহয্যের কোন দলিল বা প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত লোকসমক্ষে ধরতে পারেননি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পাহারারত কোন সিপাহীর হত্যার ব্যাপারে জড়িত হতে পারে এ কথা কোন বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না। পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে ''জয় হিন্দ'' বা ''যুক্ত বাংলা'' ধ্বনি উচ্চারণ করার মত দুঃসাহস কারো হতে পারে এ কথা কোন পাগলও বিশ্বাস করতে রাজী হবে না। অথচ নূরুল আমিন সাহেব ও তাঁর মুরবিব নাজিমউদ্দীন সাহেব অম্লান বদনে তা শুধু বিশ্বাসই করেননি, পরিষদ ভবনে ঐ মর্ম্মে বিবৃতিও দিয়েছেন। হলফ করে বলা যেতে পারে যে, তাঁরাও এ কথা অন্তরে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁরা নিজেরাই এ সমস্ত গল্প সৃষ্টি করে বারবার প্রচার করছেন- এটা তাঁদের স্বভাব। তাঁরা যেন বোঝাতে চান যে, গোটা পাকিস্তানটাই মূর্খের আবাসভূমি আর তাঁরা এবং তাঁদের কুক্ষিগত মুসলিম লীগ সমস্ত জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী।

নির্ম্মম দমন নীতির মুখেও আজ পূবর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি নর-নারীর মুখে এই ধ্বনিই স্পন্দিত হচ্ছে যে, মুসলিম লীগ ও তার সরকার কোনদিনই জনগণের কোন দাবী মেটাতে পারেনি ও পারবে না। চিরদিন যারা মিথ্যার বেসাতি করে এসেছে তাদের কাছে জনগণ কিছুই আশা করতে পারে না-করেও না।

সেদিন পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষার দরদীগণ যে নির্লজ্জ প্রহসনের পালা সাঙ্গ করলেন তার কালিমা ইতিহাসের পাতা হতে কোনদিনই মুছে যাবে না। সমগ্র জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে রইলো। যাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার ভান করে পরিষদের সোপারিশ প্রস্তাব পাশ করে জনগণকে আন্দোলন হতে বিরত থাকার নির্দ্দেশ দেন- তাঁরাই করাচী গিয়ে বোল বদলিয়ে মুরবিবদের খুশী করলেন। ফলে রাষ্ট্রভাষার দাবী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চাপা রইলো। সমস্যাটি জরুরী নয়- পূবর্ব বাংলার তরুণ-প্রাণ মাতৃভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েও সমস্যাটিকে জরুরী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে মুসলিম সংহতির নামে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তারা সমস্যার মোকাবেলা না করে ধামাচাপা দেবার সহজ পথই বেছে নিলেন।

পূবর্ব বাংলার প্রতিটি নাগরিক বুঝতে পারলো এ সমস্যার সমাধান তারা কখনও করবে না। এদিকে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা কেউ কেউ দেশে ফিরে এসে এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নতুন নতুন ভাঁওতা সৃষ্টি করলেন; জনসাধারণের ন্যায্য ও পবিত্র দাবী দাবিয়ে রাখার অপরাধের সাফাই গাইতে হবে ত!

পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ আজ জাগ্রত। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়ে তারা জগতকে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমগ্র জাতির ন্যায্য দাবী কোন স্বৈরাচারী সরকারই কোন হিংস্র উপায় অবলম্বনে দমিয়ে রাখতে পারে না। জীবন দিয়ে যে জাতি তার দাবীর সত্যতা ও পবিত্রতা প্রমাণ করেছে সে দাবীকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্যি কারো নেই।

বন্ধুগণ, মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারের কার্যাবলী আজ আয়নার মত আপনাদের চোখের সামনে-তার বিশ্লেষণ বা তফছিরের কোন প্রয়োজন নেই-বন্ধুবেশে এরা গত পাঁচ বছরে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে-প্রত্যেকটি সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার জন্য এরা চিরদিন চেষ্টা করে এসেছে। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনের ভিতরও ভাঙ্গন ধরাবার জন্য এরা নানা অলীক ও মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করেছে, দালাল লেলিয়ে দিয়েছে, মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকার ও মুসলীম লীগ জানে যে, পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমবেত কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তাই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যে তারা জনগণের বুকে দিয়েছে মারণ কামড়। যে উপায়ে হোক এ আন্দোলনকে দাবীয়ে দিতে পারলে-কিংবা অন্ততঃ ভাঙ্গন ধরাতে পারলেও তাদের খানিকটা লাভ। সেই লাভের আশায় তারা নতুন নতুন ফন্দী আবিষ্কার করে যাচ্ছেন। এদের অনেককে আমরা দেখেছি আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টাও করেছেন। তা’ না পেরে শেষে পাততাড়ি গুটিয়ে উল্টা সুর গাইতে শুরু করেছেন।

সবর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ দাবী জানিয়েছিল যে, সরকারের কার্য্যাবলী তদন্ত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা গঠিত প্রকাশ্য তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হোক। সে দাবী উপেক্ষা করে মাত্র একুশে তারিখের পুলিশের গুলীবর্ষণ আইনসঙ্গত হয়েছিল কিনা- এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে একটি গোপন তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে। বাইশে তারিখের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। একশ’ চুয়াল্লি ধারা জারি করার কোন আইনসঙ্গত কারণ ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। অথচ এই নিষেধাজ্ঞাই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। পূবর্ব পাকিস্তানের যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি সেখানে কোন গোলমালই ঘটেনি। সুতরাং কমিশন নিযুক্তির ব্যাপারেও সরকার যে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন-তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের দিক দিয়ে তদন্তের কোন মূল্যই নেই। তাই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ এতে যোগদান করেনি।

কথা এখন মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারকে নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে এখন আমাদের নিয়ে। সরকার প্রচার করছে যে, মুসলিম লীগ ও সরকারের রোপিত ‘বিষবৃক্ষ’ ফল দিতে আরম্ভ করেছে- জনসাধারণ দমে গিয়েছে, ছাত্র সমাজও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাংলা ভাষার দাবী মেটাবার ভার মুসলিম লীগ ও সরকার গ্রহণ করেছে- কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত বড় একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন কতকগুলি মিথ্যা ভাঁওতার চাপে দমে যাবে-যে জাতি জীবন দিতে শিখেছে সে জাতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে-এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। সাময়িক প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সরল মনে কিছুটা কুয়াশা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার অন্তরের অন্তঃস্তলে বাসা বাঁধতে পারে না। প্রয়োজন হলে সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে, বুক ফুলিয়ে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে।

বন্ধুগণ, জানি আপনাদের উপরও সরকারের আক্রোশ কম নয়-আপনারাও কম নির্যাতন ভোগ করেননি-কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন এতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সরকারের বুজরগী ব্যর্থ ও বিফল হয়ে গিয়েছে। তারাই যে পাকিস্তান ও ইসলামের একমাত্র রক্ষক আর পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ নেই- এ কথা বলে যে দুর্বিষহ অপমানের ভার আমাদের ঘাড়ে

চাপিয়ে দেয়- তার প্রতিবাদের দিন এসেছে। আপনারা প্রমাণ করে দিন- যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের একমাত্র জিম্মাদার বলে দাবী করে- তরা ভণ্ড। পাকিস্তানের অস্তিত্ব তাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর নির্ভর করে না- পাকিস্তান বেঁচে থাকবে, আর তার কোটি কোটি বাসিন্দা নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে- তাদের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, শক্তি ও সামর্থ্যের জোরে।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। বহু ছোট-বড় সমস্যা আমাদের জীবনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে- তারও সমাধানের প্রয়োজন। সমগ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ করে এসব সমস্যার সমাধান আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে, কারণ রাষ্ট্র আমাদের। কিন্তু তার জন্যে চাই শৃঙ্খলা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। আপনারা শক্তি অর্জন করুন, প্রতিটি মানুষের প্রাণে দেশাত্মবোধ, জীবন ধারণের প্রয়োজন বোধ জাগিয়ে তুলুন। ঘরে ঘরে একই আওয়াজ তুলুন- ''আমাদের দাবী মানতে হবে।''

আমাদের সংগ্রাম এক দিনের নয়। যে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বর্ত্তমানে আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা সহজে কাবু হবার নয়-তাড়াহুড়া করে হৈচৈ করে বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আমাদের কাজ উদ্ধার হবে না দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের নীতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। হট্টগোল করে যেন এর গুরুত্ব আমরা নষ্ট না করি এদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ধীর বিচারবুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। আপনারা সারা পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সারা দেশ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আপনারা নির্ধারণ করুন। প্রত্যেক শহরে, মহকুমায়, থানায় গ্রামে কর্মপরিষদ গঠন করে তুলুন। -এই হবে আপনাদের আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আর আওয়াজ তুলুন :

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

বন্দীদের মুক্তি চাই।''

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাভাষার পক্ষে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের ঘোষণা	ইসলাম ভ্রাতৃসংঘ	মে-১৯৫২

ইসলাম, ভাষা সমস্যা ও আমরা

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের প্রচার দপ্ত

৬নং নয়া পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

●

'আমাদের প্রেস'

১৯নং আজিমপুর রোড হইতে মুদ্রিত।

২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের গণজাগরণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি অধিবাসী এইদিন দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে : বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই হবে।

কিন্তু কেন এই দাবী? সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রাণের পরতে পরতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল কোন যুক্তির ভিত্তিতে?

সে যুক্তি একটি নয়, দু'টি নয়, অগণিত। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, জনসাধারণের সেই সব যুক্ত ইসলামের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রতিটি নাগরিকের দেহ এবং মনের সর্বাংগীণ বিকাশ ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া এ বিকাশ সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনের মধ্যদিয়ে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভাবের সময় হিব্রু ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষা হিসেবে পরিগণিত হতো; কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষা আরবীতে পবিত্র কোরান শরীফ নাজেল হয়। আরবীর পরিবর্তে সেদিন যদি অন্য কোন ভাষায় কোরান শরীফ নাজেল হতো তবে আরববাসীদের পক্ষে ইসলামের বাণী অতি অল্প সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঠিক তেমনি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে আজ ইসলামী সমাজবাদের বাণী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে এ চেষ্টা করার অর্থ হবে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করা।

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুদের তুলনায় ঘোর পশ্চাৎপদ ছিল। এর একমাত্র কারণ, ইংরেজ বাংলায় শাসন-বিস্তারের সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সংকট সৃষ্টি করে। রাজভাষা ফারাসীকে বিতাড়িত করে ইংরেজরা সেখানে নিয়ে এল ইংরেজী। সদ্য আজাদীহারা মুসলমানদের ইংরেজী ভাষার প্রতি অবহেলা এবং সর্বব্যাপী অসহযোগিতা ও অজ্ঞানতার সুযোগ

নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ স্বাভাবিকভাবেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে গেলেন।

এদিকে মুসলমানদের অবস্থা কি? তাঁরা হয়ে রইলেন 'না ঘরকা না ঘাটকা।' বাংলাভাষাও ভাল করে চর্চা করলেন না, ইংরেজীকেও বয়কট করলেন। ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিরাট মুসলিম জাতি অশিক্ষিত মৎসজীবীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হলেন।

অন্যদিকে একদল ''শেরিফ'' সম্পূর্ণভাবে বাংলাভাষাকে বর্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। একদিকে ইংরেজী বর্জন, অন্যদিকে ''শেরিফ'' দের বাংলা বর্জন করে উর্দু প্রচলিত করার প্রচেষ্টায় যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাতে সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হলো। বিশেষ করে গত ত্রিশ বছর ধরে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে মাতৃভাষার কদর বুঝতে শিখেছেন এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ নিশ্চিত পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বাংলা-ভাষাভিত্তিক একটি মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজও বাংলাদেশে গড়ে উঠল। সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বাংগালী মুসলমানের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা গেল এবং বলাই বাহুল্য, এই নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-সভ্যতার বাহন হল বাংলা-উর্দু বা ইংরাজী নয়।

এরপর এল দেশ বিভাগ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ আশা করে যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাথে সাথে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানের উন্নয়ন আরও ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়ে উঠবে। যে ভাষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই একটি মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই ভাষাকে কেন্দ্র করেই পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চলবে, এটা অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও স্বাভাবিক কথা; কিন্তু এখানেও একটা সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের শাসন হাতে নেবার সাথে সাথেই যেভাবে ভাষা-সংকটের সৃষ্টি করে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইংরেজ ফারসী তাড়িয়ে আমদানী করেছিল ইংরেজী, এবার বাংলাকে হটিয়ে দিয়ে আমদানী করার কথা চলছে উর্দু।

পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে বহিরাগত রাষ্ট্রভাষার স্থায়িত্বের নজীর নেই। ইরান ও তুরস্কের ইতিহাসে এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই ভারত ও পাকিস্তানেও ইংরেজী শিখে বহু ভারতীয় যশের শিখরে আরোহণ করেছেন সত্যি কথা, কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার সাথে সাথে ইংরেজী ভাষাকেও এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে। তার স্থান দখল করতে যাচ্ছে ভারতে হিন্দী এবং পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর লোকের কাছে একটা সস্তা যুক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতি ভাষা থেকে উৎপন্ন ও হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিপুষ্ট বলে এই ভাষা ইসলামী ভাবধারা প্রচারের উপযোগী নয়। যাঁরা এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, তাঁদের জানা আছে (এবং না জানলে জানা উচিত) যে ভারত ও পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ভাষা অল্পবিস্তর সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন। উর্দু ভাষায় অজস্র সংস্কৃত শব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ আছে কি? যদি না থাকে তাহলে কি উর্দু ভাষার জাত খোয়া গেছে বলতে হবে? আমাদের প্রশ্ন, পবিত্র কোরান শরীফ যে সময় অবর্তীণ হয়, সে সময় আরবী ভাষা কাদের ভাষা ছিল? পুতুল-পূজারী পৌত্তলিক নাসারাদের নয় কি? যদি তাই হয়, তাহলে আরবী ভাষাকে পবিত্র ভাষায় মর্যাদা দেওয়া হয় কেন? আসলে, ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র। ভাব যদি সমৃদ্ধ হয় এবং ভাষা যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে যে কোন সমৃদ্ধ ভাবধারা যে কোন শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশ করা চলবে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ ভাষা- এই ভাষায় যদি ইসলামী ভাবধারার প্রচার ও প্রসার ঘটা অসম্ভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় বাংলা ভাষা দুর্বল, নয় ইসলামী ভাবধারারই দুর্বলতা রয়েছে; কিন্তু এ দুয়ের যে কোন একটি স্বীকার করে নেবার প্রগলভতা কারুর আছে কি?

উর্দু ভাষাকে ইসলামী ভাবধারার অন্যতম বাহন বলা হয়ে থাকে; কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি কি, এই উর্দু ভাষাতেই নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিষ্ট কাব্য সাহিত্যের প্রচার সম্ভব হচ্ছে কি করে? উর্দু ভাষা যদি এতই সাফ-সুতরা ও পাক-পবিত্র হবে, তাহলে সে ভাষায় কম্যুনিষ্ট সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে কেন? বস্তুতঃ বাংলা ইসলামী ভাবধারা প্রচারের অনুকূল ভাষা নয় বলে যাঁরা মতামত দেন, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্তই একপেশে। ইসলামী ভাবধারা তার নিজস্ব আদর্শের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় যে কোন যুগে সার্থক রূপায়ণ চলতে পারে।

বাংলাভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বাংলাভাষার প্রাথমিক বিস্তারের মূলে ছিলেন মুসলমান, হিন্দুরা নয়। তৎকালীন বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের অস্তিত্ব ছিল। নবাব হোসেন শাহের আমলে প্রধানতঃ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কৃত-ঘেঁষা রূপ অতি অল্পদিনের ঘটনা। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা ভাষা থেকে আরবী ফারসী শব্দের প্রায় বিলোপ সাধন করেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার রূপ দেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাধন-ঘেঁষা বাংলা আজ হিন্দুসমাজও ব্যবহার করেন না। ভাব ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা ভাষায়ও বিবর্তন এসেছে- এই বিবর্তনের মুখে কাজী নজরুল ইসলামের আরবী-ফারসী মধুর আমেজ দেওয়া কাব্য ও ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরবী-ফারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগবিশিষ্ট কবিতা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনোজগতে এক বিরাট ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি যদি না করা হয় এবং উপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার কোন চেষ্টা যদি না হয়, তাহলে বাংলা ভাষা উর্দু ভাষা থেকেও তার আহরণী-প্রতিভার পরিচয় দেবে, নিঃসেন্দেহে এ আশা আমরা করতে পারি।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী করতে গিয়ে আমরা হীন প্রাদেশিকতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। আমরা বিশ্বাস করি, গোষ্ঠীগত ও দেশগত রূপ ছাড়াও প্রত্যেক মুসলমানের একটি বিশ্বজনীন রূপ আছে- প্রাদেশিকতার পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয়ে আমরা ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টভংগীর পরিপোষকতা করার বিরোধী। সাথে সাথে একথাও বলে রাখা দরকার যে উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে ভাববিনিময়ের প্রয়োজনে আমাদের উর্দু শিখতে হবে। তাই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর দাবীও আমরা সমর্থন করি।

ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে একের বেশী দুইটি রাষ্ট্রভাষার অস্তিত্ব থাকলে জাতির ঐক্যে ফাটল ধরবে, কেউ কেউ এই অভিমতও পোষণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিও ইসলামের আলোকে মেনে নেওয়া চলে না। ঐক্য (**"হরঃ)** ও সমতা (**"হরভড়ৎসরঃ)** এক হবে, একই ভাষায় কাজ-কারবার করতে হবে, একই ধারায় চিন্তা করতে হবেথ-এ যুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অচল। বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন- ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, **"হরঃ রহ ফরাবৎংরঃ**-সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোই ইসলামের আদর্শ। একমাত্র সাধারণ আদর্শ ও জীবন-নীতির মাধ্যমেই একটি জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ভাষা-ভাষী মুসলমানের এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশে লীগ ও পাকিস্তানের প্রচার চলেছিল বাংলা ভাষাতেই, মাদ্রাজে মাদ্রাজীতে, উড়িষ্যায় উড়িয়াতে। এতে পাকিস্তানের দাবী দূর্বল না হয়ে বরং জোরালোই হয়েছিল। পাকিস্তান সংগ্রামের অভাবিতপূর্ব সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানেরা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত এবং ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও একই আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হতে পেরেছিলেন। আজ পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর বাংলা-পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি সমান প্রেরণা নিয়ে হুকুমাতে রববানিয়াৎ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এগিয়ে আসেন, তাহলে ভাষার বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক দূরত্ব এবং অন্যান্য অসুবিধা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না। তা-ছাড়া আমরা বিশ্বাস করি আজকের যুগের ভাষার মাধ্যমে নয় বরং একমাত্র আদেশের মাধ্যমেই পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইরা যদি বাংলা শেখেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ

উর্দূ শেখেন তাহলে উভয় অংশের জনগণ একে অপরের ভাবধারা, সুখ-দুঃখ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হতে পারবেন এবং উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।

তাই উপসংহারে এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমরা ঘোষণা করতে চাই যে, বাংলাভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের ঐক্যে ফাটল ধরায়নি বরং এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে এ আন্দোলন আমাদের এগিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী ভ্রতৃসংঘ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে উপরে যেসব যুক্তি দেওয়া গেল, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের কর্মীবৃন্দ মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে বলেই সাংগঠনিক সমস্ত অসুবিধা অপেক্ষা করেও কর্মীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই আন্দোলনে কারাবরণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে তারা মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি বা উর্দু ভাষাভাষীদের প্রতি কোনরকম বিদ্বেষের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের জন্মদান করেনি। গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ব হয়েই পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি জনসাধারণ বাংলাকে আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন।

মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তাকে পার্টিগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ রুখে দাঁড়াবে।

ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে যারা রাষ্ট্রভাসানো আন্দোলনে পরিণত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে কাজ করে যাবেন পূর্ব-বাঙ্গলার প্রতিটি সন্তান।

তাই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার কাজে সহায়তা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিটি কল্যাণকামী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীকে আমরা উদাত্ত আহবান জানাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনার ওপর জাষ্টিস এলিসের রিপোর্ট	পাকিস্তান সরকার	২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২

Report of the Enquiry into the Firing by the police at Dacca on the 21st February 1952, by the Hon'ble Mr. Justice Ellis of the High Court of Judicature at Dacca.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
HOME (POLICE) DEPARTMENT

RESOLUTION
No. 2148PL, doled the 3rd June, 7952.

READ—Government Notification No. 943-PL., dated the 13th March, 1952, stating that with regard to the firing that took place at Dacca on the 21st February 1952, an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court, to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice, to ascertain whether—

(i) The firing by the police was necessary; and

(ii) The force used by the police was justified in the circumstances of the case.

READ—The Report, dated the 27th May, 1952, submitted by the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, who was nominated by the Hon'ble the Chief Justice and appointed by Government to hold the enquiry.

The Government of East Bengal are pleased to accept the findings of the Enquiring Judge that-

(i) The firing by the police was necessary;

(ii) The force used by the police was justified in the circumstances of the case.

Ordered that a copy of the Resolution be forwarded to the Enquiring Judge, the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, for information.

Ordered also that copy of the Resolution together with a copy of the Report be forwarded to the Commissioner of the Dacca Division and the Inspector General of Police, East Bengal, for information and necessary action.

Ordered further that the Resolution together with the Report be published in an extraordinary issue of the "Dacca Gazette".

AZIZ AHMED
C'hipf Secretary

FROM:

THE HON'BLE Mr. JUSTICE ELLIS.
HIGH COURT OF JUDICATURE.
DACCA.

To:

THE CHIEF SECRETARY.

To THE GOVERNMENT OF EAST BENGAL.

DACCA

Dated Dacca, the 27th May. 1952

Sir,

1 have the honour to submit herewith, my report on the Firing by the Police at Dacca on the 21st of February, 1952. in pursuance of Notification No 943PL. dated the 13th March, 1952, published in the Dacca Gazelle. Extraordinary, dated the 13th March, 1952.

1 have the honour to be.

Sir,
Your most obedient servant,
T H. ELLIS

Report of the Enquiry into the FIRING BY THE POLICE AT DACCA on the 21st February, 1952, in pursuance of Notification No. 943PL„ dated the 13th March. 1952. published in the Dacca Gazette, Extraordinary, dated the 13th March, 1952, by the Hon'ble Mr. Justice Ellis of the High Court of Judicature at DACCA.

I. On the 31sc of January. 1952. a Committee styled the "All-Party Committee of Action" was formed in order to direct the agitation which was being carried on in East Bengal for the inclusion of Bengali as a State Language. This Committee claimed to guide and control the agitation and announced through the medium of the Press that a mammoth demonstration would be staged in Dacca on the 21st of February. 1952 and called for a complete hartal on that date. The East Bengal Legislative Assembly would be in Session on the 21st of February. 1952. and the Provincial Muslim League Council had also arranged to hold a meeting on that date. In the circumstances the District Magistrate of Dacca apprehended that there might be a breach of the pcace and disturbance of public tranquility in the city; accordingly at about 5 o'clock in the afternoon of the previous day the 20lh of February, 1952, he duly promulgated an order under section 144 of the Code of Criminal Procedure prohibiting processions, demonstrations and the assembly of 5 or more persons in any public place or thoroughfare in the city except with the prior permission of the District Magistrate. The order was promulgated by beat of drum

throughout the city; a publicity van broadcast it through the microphone and copies were given to the various newspapers. Police arrangements were made to meet the expected emergency and by 7-30 a.m. on the 21st of Februrary 1952, the Control Room was manned and dispositions were made of the police forces in accordance with these arrangements. Reports were received at the Control Room and at the various police stations from an early hour in the morning that attempts were being made to enforce the hartal by closing down shops interfering with vehicular traffic and compelling passengers to dismount from buses, taxis, rickshaws and hackney carriages. Throughout the day the situation deteriorated and ultimately the Police opened fire at 3-20 p.m. at the Medical College gate with the result that one person was killed on the spot and three others subsequently succumbed to the injuries they received. One of the persons killed was a student named Abul Barkat.

2. On Thursday, March 13, 1952, a notification, being Notification No. 943-PL, dated the 13th March, 1952, was published in the Dacca Gazette, Extraordinary of that date

The notification is in the following terms :-

"With regard to the firing by police that took place in Dacca on the 21st February. 1952, the Government of East Bengal have decided that an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice. The terms of reference of the enquiry are as follows

To enquire and report—

(i) whether the firing by the police was necessary, and

(ii) whether the force thus used by the police was justified in the circumstances of the case or whether it was in excess of that necessary to restore order.

The enquiry shall be held in camera. The Enquiring Judge may at his discretion permit Advocates to assist him in the conduct of the enquiry.

The enquiry shall start on a date to be fired by the Enquiring Judge and shall be completed as soon as possible."

3. This notification recited that the Government of East Bengal had decided that the enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court nominated by the Hon'ble Chief Justice. Thereafter, I received a copy of an order, dated the 17th of March,1952, from His Excellency the Governor of East Bengal, directing that I should hold the enquiry. The order runs as follows:-

"His Excellency the Governor of East Bengal is pleased to direct the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, a Judge of the High Court of Judicature at Dacca to hold an enquiry into the firing by the police at Dacca on the 21st February, 1952, as required under Notification No. 943-PL., dated the 13th March, 1952, published in the Dacca Gazette. Extraordinary, dated the 13th March 1952.

A. O. RAZIUR RAHMAN
Secretary to the Governor of East Bengal

4. On receipt of the order I issued the following notice :-

NOTICE

"Statements in writing, preferably typewritten, of facts relevant to the firing by the Police at Dacca on the 21st of February, 1952, are invited from members of the public, members of the University, student groups or organisations from the Provincial Government and any other parties concerned.

The statements should be accompanied by a list of the full names and addresses of the witnesses cited in their support.

The statements should be addressed to the Hon'ble Mr. Justice Ellis at the High Court, Dacca, and should reach him on or before the 31st March, 1952."

T. H. ELLIS,

Judge, High Court, Dacca.

20-3-1952.

The notice was given wide publicity by publication in the Provincial newspapers and by broadcast announcement over Radio Pakistan.

5. The notice invited statements in writing from persons in a position to speak to facts relevant to the firing by the Police on the 21st of February 1952. In all I received 28 communications and of those 28 communications one related to the events of the 22nd of February, 1952, which did not fall within the scope of my enquiry and therefore did not call for consideration. Eleven of the communications were received from persons who thought that the firing by the Police was not warranted by the circumstances of the case. Two of the communications came from the convenor of the All-Party State Language Committee and from the acting General Secretary, East Pakistan Youth League respectively. They forwarded resolutions of those associations announcing that they did not propose to take part in the enquiry inasmuch as they objected to its scope and limitation. An anonymous petition purporting to come from the students and public complained that the students leaders and the leaders of the public who were aware of the material facts had been kept in jail and thus were not in a position to make any statements relevant to the Police firing. One communication was a letter signed by one Syedul Huq of Mymensingh who asked me to send his letter to the Press for publication. It appeared that he was labouring under a personal grievance, had a private axe to grind and was anxious for a little free and safe publicity. One statement in Bengali, dated the 28th March 1952, was received from a student of the Dacca College by name Mohd. Abdul Matin, but he subsequently withdrew in a letter of the 9th April, 1952 that statement on behalf of himself and the witnesses he had cited. A statement was sent by one Aktaruddin, President of the All East Pakistan Muslim Students' League, 24, S.M. Hall, Dacca, on the 27th of March, 1952. It did not reach me till the 1st of April 1952, one day after the date appointed for the reception of statements. I accepted it, however, as it had been despatched on the 27th of March, 1952. It contained the surprising statement that a

written order to fire was handed over to the Police officials from a private car from Burdwan House. It was accompanied by a letter expressing the students' mortification at the limited scope of the enquiry and then apprehension that it would prove impossible-or had been made impossible for me to gather the true facts of the occurrence.

6. The principal statement of the communicants who objected to the Police firing was received from one Dewan Harun Md. Maniruddin, a student of the Jagannath College, Dacca. He was the only person who claimed to have personally witnessed the Police firing. He submitted one statement on the 21st March, 1952, in which he gave the names of 5 witnesses but followed it up two days later by another statement, dated the 23rd of March, 1952, shorter but substantially on the same lines-in which he added the names of 17 more witnesses.

7. Sixteen statements were received from persons who complained that they had been the victims of lawlessness on the part of the student body on the 21st February, 1952. Some of them were bus conductors, drivers and rickshawalas, who had apparently gathered the impression that one of the functions of the enquiry was to assess damages and award compensation to persons whose vehicles had been damaged. The principal statement in justification of the firing was that submitted by the Government of East Bengal to which a list of 21 persons was attached as witnesses in a position to give evidence material to the enquity.

8. I considered it desirable to secure the statements of all the persons whose names had been given in the various statements submitted and accordingly had notices issued or requiring requesting them to attend the enquiry for that purpose. The addresses proved insufficient to reach 8 of the persons whose names had been given and so no notice could be served upon them. Seven of those who actually did receive notice did not put in an appearance. They replied either declining to give evidence or explaining that they were not in a position to give any evidence material to the scope of the enquiry.

9. The Government notification of the 13th March, allowed me at my discretion to permit Advocates to assist me in the conduct of the enquiry. Mr. Hamoodur Rahman appeared with my permission on behalf of certain of the Government officers concerned in the enquiry. No other Advocate applied for permission to appear, nor did any other party ask to be represented by an Advocate. Though the Government of East Bengal had submitted a statement it did not consider itself a party to the enquiry and was not legally represented. At my request, however, Mr. Syed Abdul Ghani appeared as appointed by Government to assist me in the enquiry.

10. The hearing in camera should have commenced on the 7th April, 1952, but on that date it proved impossible to examine any witness as certain preliminary arrangements were not completed in time. The examination of witnesses actually commenced on the 8th of April.

11. Witnesses whose statements were in support of the police claim that the firing was justified and was not in excess were examined on the 8th, 9th, 10th, 15th, 16th, 17th and 18th of April, i.e., for 7 days. Witnesses whose names figured in the statements

disapproving of the firing were examined on the 21st, 22nd, 24th, 25th, 26th, 28th and 30th of April, i e., for a similar period of 7 days. After the statements of the witnesses had been recorded two days were taken up in argument. Mr. Hamoodur Rahman presented the case for his clients on May 2nd, and Mr. Abdul Ghani argued his case on May 3rd. After the enquiry was concluded, although familiar with the topography of the scene of the firing I visited the locality to refresh my memory as to the position and lie of the buildings and landmarks figuring in the enquiry and to see for myself the bullet marks on the Medical College hostels.

12. Witnesses' statements recorded in the enquiry may conveniently be divided into 5 classes. The first class consists of official witnesses-1 to 21 and witness No. 36, Ashraf Ali Wahidi, a photographer attached to the firm of Messrs. Zaidi & Co., who took photographs at the instance of the police after the occurrence was over.

	Witness No.
Mr. Md. Idris, P.S.P., S.P., Dacca	1
Mr. S.H. Quraishi, C.S.P., District Magistrate, Dacca ...	
Mr. A.Z. Obaidullah, D.I.-G., Dacca Range	2
Mr. Md. Siddique Dewan, D.S.P., City, Dacca	3
Mr. Nuruddin Ahmed, S.D.O., Sadar South, Dacca	4
Mr. Masood Mahmood, P.S.P., Additional S.P., City, Dacca	5
Mr Nabi Sher Khan, then R.I. 2nd, Dacca. Now R.I., Faridpur.	6
Mr. Md. Yusuf, Special Superintendent of Police, I.B., East Bengal, Dacca.	7
Mr. Abdul Gofran, then O.C., Lalbagh, Dacca. Now Inspector of Police, BarisaL	8
Mr. Mir Ashraful Huq, Inspector of Police, D.D., Dacca ...	9
Mr. J.D' Mellow, Inspector of Police, Dacca	10
The Hon'ble Mr. Hasan Ali, Minister-in-charge of C.B.I.	11
Department, Government of East Bengal, Dacca.	12
Mr. Syed Abdul Majid, Director of Land Records and Surveys,	13
East Bengal, Dacca.	
Mr. Aulad Hossain Khan, Parliamentary Secretary to Hon'ble	14
Minister, Civil Supplies, Government of East Bengal, Dacca.	15
Dr. Altafuddin Ahmed, Civil Surgeon, Dacca	
Mr. Abdur Rahman, Sub-Deputy Magistrate, Dacca	16
Mr. A. Jabbar, Inspector of Police, Lalbagh Circle, Dacca	17

Dr. Hibibuddin Ahmed, Professor of Midwifery and Gynecology. Medical College. Dacca.	Witness No. 18
Dr. Ahmed Hossain. ElectroTherapisi attached 10 Medical College Hospital, Dacca.	19 20
Dr. Hammadur Rahman, Medical Practitioner, Dacca	21
Dr. Shaikh Abdus Shakoor. Medical Practitioner. Dacca	36
Mr. A&hraf Ali Wahidi, Photographer attached to Messrs. Zaidi & Co.	35 37
13 The second class of witnesses consists of the 3 University officials :	38

Dr. S.M. Hossain, Vice-Chancel lor, Dacca University ...
Dr. I. H. Zuberi. Dean of the Faculty of Arts, and Head of the

Department of English. Dacca University.
Dr. M.O. Ghani. Provost, Salimullah Muslim Hall, Dacca

14. The third class of witnesses consists of 10 students. 7 of them being, students residing in the Medical College Hostel and 3 of them being outsiders.

The students are-	Witness No.
Abdul Malik	42
Safiuddin Choudhury	47
Hurmai Ali ...	50
Md. Gholam Zulfiquar	52
Aminur Rahman	53
Rafiqur Raza Chaudhury	54
Sycd Abdul Malik	60
and Che 3 outsiders arc-	
Ahsanullah. Resident of Salimullah Muslim Orphanage. Dacca	58
Shaikh Md. Abdul Hye	62
Dewan Haroon Md. Maniruddin	64

15. The 4th class of witnesses may be described as witnesses hailing from the Medical College. Of their number, four are doctors-

	Witness No.
Dr. Zinnur Ahmed Chaudhury	39

Dr. Abdul Masood Khanmajlis	40
Dr. Nawab Ali	41, and
Dr. Abdus Samad Khan Chaudhury	55

Three of the witness arc nurses, viz.—

Sister Miss Eliza Kuruala	Witness No.
Miss Nur Jehan Begum	43
Miss Pulu Costa.	44, and
	48

Five of the witnesses are Ward boys Ambulance attendants, viz.—

Deedar Bux	Witness No.
Mohammed Mian	45
Sekander Ali	46
Muslim Khan	49
Ramzan Khondkar	59, and
	61

Witness No. 51, Mr. Abdus Sattar Dewan is connected with the Medical College Hospital being its Accountant and witness No. 63, Mr. Ekhlas Uddin Ahmed is a representative of the firm of Khondkar & Co., Contractors to the Medical College Hospital.

16. The 5th and the last class of witnesses consist of those persons who may be conveniently grouped together as witnesses belonging to the public.

They are—	Witness No.
Mir Muslim, Bus driver	22
Mansur, Bus conductor	23
Sona Mian, Rickshaw-puller	25
Pear Bux, Rickshaw-puller	27
Faku Mian, Rickshaw-puller	29
Kala Chan, Rickshaw-puller	30
Nawab Mian, Rickshaw-puller	31
Ashrafuddin, Rickshaw-puller	32
Abdul Hamid, Rickshaw-puller	33

Witness No 26, Khairullah, is a Rickshaw passenger.

In this class also come—	24
Dr. A. Musa A. Huq, a medical practitioner	
Mr. Md. Kamal, M.A. At present unemployed	28
Mr Abdus Sattar, A Technician of the A.P.P.	34
Matil Islam, an Assistant in the C.L. and I. Department, Government of East Bengal, Dacca	56, and
Mr. Noor Mohammed, an Assistant in the Air Custons Office, Tejgaon, Dacca	57

17. The witnesses who were represented by Mr. Hamoodur Rahman had already had their statements recorded and these were produced as each of the witnesses presented himself at the enquiry. As it was thought advisable to do so, each of the witnesses was examined by Mr. Hamoodur Rahman and was then cross-examined Mr. Ghani. When the witnesses who had been cited in disapproval of the firing presented themselves they were questioned by the presiding officer first of all and were then questioned by Mr. A. Ghani and Mr. Hamoodur Rahman in turn. It may be added that none of the witnesses deposed on oath as the enquiring officer had no power to administer an oath to any person appearing as a witness in the enquiry.

It may be here observed that the witnesses whose evidence is really immaterial in-this enquiry are the 8 official witnesses, 6 police officers—

	Witness No.
Mr. Md. Idris, P.S.P., S.P., Dacca	1
Mr A.Z. Obaidullah, D.I.-G., Dacca-Range	3
Mr. Md. Siddique Dewan. D.S.P., City Dacca	4
Mr. Mohammed Yusuf, Special Superintendent of Police, I. B., East Bengal, Dacca	8
Mr. Abdul Gofran, then Officer in Charge, Lalbagh P.S. Dacca, now Inspector of Police, Barisal.	9
Mr. Mir Ashrafu! Huq, Inspector of Police, Detective Department, Dacca; and two Magistrates	10
Mr. S.H. Quraishi, C.S.P., District Magistrate, Dacca	2
Mr. Nooruddin Ahmed, S.D.O., Sadar, South, Dacca	5
and non-official witnesses	
Mr. Md. Kamal, M.A.	28
Dewan haroon Md. Maniruddin	64

These are the only witnesses who claim actually to have seen police the firing. The evidence of the other witnesses is important only in so far as it is of assistance in assessing the situation as it developed from the early morning of the 21st of February up to the time when the police actually opened fire at 3-20 p.m.

19. With regard to the incidents in the morning the police witnesses claimed that the day opened with interference with vehicular traffic in the University area from 7-30 a.m. The Police had anticipated that the hartal declared for the 21st February would soon lead to trouble in the University area and had made arrangements to face the emergency. Accordingly the police forces took up their position according to the arrangements previously made by 7-30 in the morning. Md. Siddique Dewan, City D.S.P., Dacca, being detailed for duty in the University ground. Mr. Masood Mahmood, the Additional Superintendent of Police, City, went out on his rounds and visited the Police Outposts from the early morning. In the University area he saw that students were stopping vehicular traffic, forcing passengers to alight from buses, taxis, rickshaws and cars and the tyres of those conveyances were deflated in order to prevent them from being used subsequently. The Police officers intervened in order to keep traffic moving and were abused in filthy language and in particular-the Additional S. P. City, was made the target of the students' attack. The Superintendent of Police, Mr. Idris, at 7-45, a.m. received information that a large number of students had collected inside and outside the University premises and the Medical College Hostel compound and, they were compelling drivers of vehicles to stop and passengers to alight in order to enforce the declared hartal. The Superintendent of Police hurried to this troublous spot at. 8-15 in the morning and found that the students were actually using violence in order to stop vehicular traffic as had been reported to him. The S. P. tried his best to dissuade the students from carrying on these activities but he found that his protests were not having any effect and as he anticipated trouble he stationed police in that particular area. At 9 a.m. at the University gate he had in position the D.S.P., City, one Inspector, two head constables and 20 constable of the S.A.F., one Inspector, one Sub-Inspector, one Sergeant, two head constables and 14 constables armed with lathis. At the Medical College gate he had one head constable, and 10 constables of the S.A.F. and near the Salimullah Muslim Hall he had one head constable, and 10 constables and the constables were armed.

20. At about this time people began to collect in the University compound in driblets, small groups of students and outsiders filtering into the compound until by 10 a.m. a large number of persons had assembled in the University compound and preparations were being made for a meeting. The situation by 10 a.m. had become so tense that a message was sent to Mr. Quraishi, the District Magistrate, and he immediately proceeded to the University gate. When he reached the spot, Mr. Quraishi found that a very large crowd had gathered at the gate and inside the University compound which was indulging in abuse of the police and preparing for a mass defiance of the orders under section 144 of the Code. Mr. Quraishi got the Registrar of the University to telephone to the Vice-Chancellor, asking for the University authorities to persuade the students not to violate the order under section 144, Cr.P.C. Shortly after the arrival of the District Magistrate the Vice-Chancellor, together with Dr. Zuberi and Dr. Ghani had arrived on the scene. The

District Magistrate Mr. Quraishi, requested them to prevail upon the students to stop their unlawful activities, to refrain from interference with traffic on the public highway and to refrain from violating section 144 of the Code of Criminal Procedure. When the Vice-Chancellor approached the students whose number he estimated at 1,000 or so. at first they asked him to lead their procession in violation of the order. He proposed that they might hold a meeting, pass a resolution and then disperse. The students met this proposal with a request for him to give them a lead in the matter and preside over the meeting. He did not agree. But he said he was prepared to associate with them if they gave him a guarantee that they would behave peacefully and disperse peacefully after the meeting. The guarantee was never given though some of the leading students tried without success to prevail upon the general body of students. The Vice Chancellor refused to accept the students- suggestion that he should act according to the decision of the meeting. It was abundantly clear that the students were in no mood to listen to any reasonable suggestions and had obviously made up their minds to violate the orders under section 144 of the Code.

21. The meeting which was held inside the University compound broke up at about 11 a.m. The students then "terribly excited" according to Dr. Zuberi, took possession of the University gate and according to the statements of the Vice-Chancellor and his two colleagues they began to emerge from the gate in small batches of 5, 7 or 10 at a time in order to court arrest by the Police. The police witnesses stated that they came out in batches of 25 or 30. The University authorities stated that the students went out of the gate as their names were called from a roster-list in a note-book-a circumstance which establishes beyond doubt that the "meeting" was merely a specious pretence, the students had made all preparations beforehand for their defiance of section 144 and had selected the names of the students who were to defy the order and had arranged the order in which particular students were to leave the University premises for that purpose. As the students emerged through the University gate the Police arrested them-ignoring the girl students- and indeed some of the students of their own accord climbed into the vehicles, which were to convey them to the police stations. In all 91 persons were arrested and by that time all available accommodation in the police vehicles had been filled up and the Police were in the embarrassing position of not being able to remove any more persons under arrest. Sensing this embarrassment the crowd became more truculent and began to throw brickbats at the Police. The Police had to make further arrangement in the disposition of their forces. Some constables had to be sent in order to escort the students who had been arrested. The Additional S.P, City, was sent to the Assembly House in order to guard the same as it was reported that the students intended to stage a march on the Assembly House and a gas squad was brought to the University gate. At this time the disposition of the police force was as follows:-

At the University gate one Inspector, one Sub-Inspector, one head constable, 6 constables of the S. A. F., one head constable and 4 constables armed with lathis and 14 constables of the gas squad. At the Madical College gate there was the D. S. P., City, one head constable and the 10 constables of the S.A.F. At the Assembly House corner there was the Additional S.P., City, 3 Sergeants, one Sub-Inspector and 2 head constables and

18 constables armed, one head constable and 4 constables with lathis and one head constable and 6 constables of the gas squad.

22. After the arrest of the 91 offenders who violated section 144 of the Code there was a general rush from the University compound. The mob began to run in the direction of the Assembly buildings shouting slogans such as, "Rastra Bhasa Bangala Chai", "Police Zulum Chalbe Na". Its members were informed by the S. P. and the District Magistrate that they constituted an unlawful assembly and unless they dispersed force would be used to disperse them. They did not disperse and so the police fired gas shells and threw gas grenades in order to disperse them. The result of the gas attack was that the students scattered only to reassemble in the Medical College area and on the other side of the Secretariat Road in the University playground. The students could pass from the University compound area into the Medical College compound area because the wall which separates the two at that time was breached and it was physically possible to pass from one compound to the other within the University area without coming out on to the Secretariat Road. The gas attack temporarily dispersed the crowd but by that time the Additional S. P., City, Mr. Masood Mahmood had already been injured, a jeep had been smashed and there was intermittent brickbatting on the police force from the University premises and from the Medical College area. The situation was regarded as serious enough to call for the presence of the Deputy Inspector-General of Police, Dacca Range, Mr. A. Z. Obidullah. He arrived on the spot at about 1 p.m. There he met the District Magistrate and the Superintendent of Police and found that a crowd was collected on the road in front of the University and the Medical College extending almost up to the Assembly House. Warnings by the District Magistrate, the Deputy Inspector-General of Police and the Superintendent of Police went unheeded and the crowd intensified its attack on the police and showers of brickbats were hurled at them. When dispersed by gas attacks, they merely retreated temporarily into the University area-their "sanctuary" and gathered for a fresh attack. It appeared that the focus of the trouble was at the gate of the Medical College and accordingly it was decided to concentrate the police force at the Medical College gate, where it appeared, to be more urgently needed. Between 2 and 2-30 p.m. the situation developed more serious and the police were forced to take shelter behind the shops on the western side of the Secretariat Road. A member of the Legislative Assembly Maulvi Aulad Hossain, was actually intercepted on his way to the Assembly and was forced to drive into the Medical College Hostel compound. He was compelled to sign a paper that Bengali should be one of the State languages-and, under threats, that he had witnessed lathi charges were being made and had seen the injuries on some boys though as a matter of fact he had not done so. He was unable to come out until 9 p.m. At about this time also the D.S.P., City, Mr. Md. Siddique Dewan, was manhandled and one of the two determined lathi charges which took place on the afternoon of the 21st February was made to effect his rescue from the hands of the crowd. The Police made repeated use of tear gas grenades and shells but the effect produced was not lasting and the mob quickly recovered the initiative. They played what one witness has described as a "cat and mouse" game with the Police, put the grenades and shells out of action by pouring water upon them and' then continued their attacks on the Police and passers-by with showers of brickbats.

23. It was at this stage that the Hon'ble Mr. Hassan Ali passed by that way in his car on his way to the Assembly together with Maulana Abdullah-al-Baqui, M.L.A., M.C.A.-President of the Provincial Muslim League, who was travelling with him in the same car. The car was stopped by the crowd and put out of action by having the tyres deflated. Two young men got into the car, one by the left door, the other by right door. They wihsed the Hon'ble Minister and his companion to go with them into the Medical College Hospital and pressed them hard. His companion got out of the car in order to do so, but the Hon'ble Minister and his orderly pulled him back into the car as he considered it highly unsafe for him to go as so many brickbats were flying about the place. The Police put the Hon'ble Minister and his companion into a Police car and drove them off to the Assembly House but the Hon'ble Minister was injured on his head by a brick as the jeep drove away. But this time the Police had sustained a considerable number of casualties and the D.I.G., the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Additional Superintendent of Police, City, had all been injured with brickbats. Other members of the Police force had also sustained injuries but they were carrying on in spite of that handicap.

24. It was about this period from 3 p.m. onwards that the Police found the situation was slipping beyond their control. A second and last determined lathi charge was made by the Police at 3 p.m. on the mob on the road. This time, however, the lathi charge did not have the desired effect and the Police found that instead of the mob falling back they themselves had to fall back as they could not face the heavy showers of brickbats rained upon them. According to estimates of the District Magistrate and Police Officials, the mob at this time consisted of over 5,000 men. It was closing in on the Police force from two sides-from the University playground corner and from the Medical College Hostel, in a menacing fashion and finding that the Police party was in danger of being encircled and overpowered, the District Magistrate, the D.I.G. and the S.P. agreed that the situation was so desperate that it was necessary to open fire. As a last resort, a final warning was given but as this had no effect, under the direction of the District Magistrate and under the direct orders of the Superintendent of Police, the Police party fired on the rioters. The firing party consisted of 3 head constables and 30 constables who formed a square on the road between the Medical College gate and the Medical College Hostel gate. Five men on each flank faced the University ground and the Medical College Hostel in a kneeling position. The rest remained facing the north-west. The D.I.G's recollection of the exact formation does not agree with that of the S.P.-but as the S.P. was in actual command his recollection is more likely to be accurate. Other members of the Police party and the S.P. himself took up their position inside the square. The S.P. ordered the two flanks to fire one round each and they did so. The mob on the University playground side fell back but the mob on the Medical College Hostel side halted momentarily and again advanced throwing brickbats. And then the S.P. ordered the flank facing the Medical College Hostel to open fire a second time. As soon as the mob on this side began to fall back the Superintendent of Police ordered the "cease fire". After the firing the ammunition was checked and it was found that 27 rounds in all had been fired. Five towards the rioters on the University playground side and 22 rounds towards the ioters on the Medical College Hostel side. At the time of the firing one man dropped dead near the corner of the

University ground and was removed to the hospital in an ambulance but as the rioters were still in an excited and turbulent mood, it was impossible for the Police to discover what were the casualties on the Medical College Hostel side. It was ultimately discovered that there were nine casualties as a result of the firing, of whom three were students and six outsiders. Two died in the hospital that night at about 8 p.m., one being a student and a third succumbed to his injuries during the course of the enquiry. Even after the firing the crowd did not stop throwing brickbats-a microphone was set up in the Medical College Hostel compound and fiery speeches were made against Government and the Police. Bloodstained clothes were displayed to the crowd to keep its excitement high. And the Police had to make a lathi charge to prevent another concerted rush on the Assembly at 4-30 or 5 p.m.

25. Mr. Homoodur Rahman has contended that the statements of the Police officers with regard to the development of the situation in and around the University area have been corroborated by the evidence of the witnesses of the University itself. These witnesses, namely, the Vice-Chancellor, Dr. Zuberi and Dr. Ghani were in a position to corroborate the position inside the university compound and to speak of the excitement and commotion amongst the students although they did not see what was actually happening outside on the road, save on their visits to the University gate. They did admit, however, that complaints were made to them by the officials that brickbats were being thrown from the University area and those brickbats had actually injured personnel of the Police force and had damaged some of the Police transport Dr. Zuberi (Witness No. 37) was questioned with regard to the brickbats:

Question No. 140-"Please try to remember if you had noticed whether while these arrests were being made any brickbats were coming from the University compound and hit policemen and the jeep?"

Answer-"When the arrests were being made I do not think any brickbats were thrown."

Question No. 141-"Later?"

Answer-"But after the firing of the tear gas shells the Police complained to the Vice-Chancellor that brickbats had been thrown at them."

Question No. 142-"Was any attempt made by the Vice-Chancellor to ascertain whether brickbats were thrown from that place across the railings?

Answer- "I do not think that the Vice-Chancellor made any attempt to find that out. But I think some brickbats were thrown. I was outside the railings. I tried to dissuade the students myself that they should now throw any brickbats. I remember that very well"

26. Although the Vice-Chancellor and Dr. Ghani did not themselves see any brickbats being thrown, yet the Vice-Chancellor in answer to questions 59, 64 and 245 admitted that he saw brickbats on the streets when he came out of the University and in answer to question No. 246 he admitted that as he left the University brickbats fell near him and caused him hurriedly to leave that particular place. The doctors who gave evidence also speak of seeing brickbats scattered about on the road as they entered or left

the premises on their duties. Witness No. 39, Dr. Zinnur Ahmed Chaudhury, No. 40, Dr. Abul Masood Khanmajlis, No. 41, Dr. Nawab Ali, and all the male nurses, namely, No. 46, Mohammed Mian, No. 49, Sekander Ali made mention of brickbats in the course of their statements and so does witness No. 63, Ekhlasuddin Ahmed, a Contractor's representative. That brickbats were thrown and were to be found scattered about the street is also apparent from the photographs exhibited and from the statements of witnesses who belong to the class of the general public, the bus drivers, the doctors, the rickshawalas who wanted to claim compensation for damage done to their vehicles (Witnesse Nos. 22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34). Perhaps even more impressive is the statement of witness No. 24, Dr. A. Musa A. Huq, a medical practitioner of Dacca who deposed that he was stopped on his way to attend a patient while driving in his car past the Medical College. He spoke on the sudden swelling of the crowd at that particular junction, the crowd being composed of boisterous elements and he also spoke of the brickbats being thrown at the Police. This doctor is a gentleman whose word there is no reason to doubt and if his statement is accepted as true then certainly at 2 p.m. the situation in front of the Medical College gate was serious.

27. It has been suggested by Mr. Ghani that as a matter of fact the incidents prior to the firing by the Police have been exaggerated and the numbers of the crowd magnified in order to give a veneer of truth to the police statements that they were in danger of being overwhelmed. It was suggested for example that the crowd in the University and the Medical College areas has been estimated by the police witnesses as being somewhat 4,000 or 5,000 strong while according to the Vice-Chancel lor the total number of University students is only 2,500. It is claimed therefore that even if the whole body of students and Medical College Hostel boarders were involved in the disturbances the number falls short of the estimate given by the Police. It is also claimed that only two outsiders, Mr. Shamsul Huq and Mr. Oli Ahad were mentioned as having been seen within the University area on that morning. The high officials of the University, the Vice-Chancellor, Dr. Zuberi and Dr. Ghani, according to their own statements estimate the crowd in the University precincts at about 1,000 and Mr. Ghani points out that they say that after the meeting was over a large number of the persons who had attended the meeting dispersed peacefully. The ranks of the students thinned out and some merely listened to the meeting and left shortly thereafter. It is also pointed out that the police raised no objection at all to these students who wished to leave and allowed them to do so and therefore if the University officials figure of 1,000 is approximately correct and if a considerable number of these dispersed peacefully, then it is difficult to accept the Police figure of 4,000 to 5,000 at about 1-45 p.m. This argument, however, does not really carry conviction because the police opened fire at 3-20 p.m. and it is possible that the crowd augmented in the interval between the termination of the meeting and the actual firing. Indeed if the evidence of P.W. 28, Mr. Mohammed Kamal be believed-that would seem to be what actually happened and as has already been noticed-it was not difficult for students and outsiders to pass from one part of the University and the Medical College compound to another without coming out on the road at all. And that there were outsiders within the University compound at this particular time admits of no dispute on the statements of witnesses and on the casualty lists.

28. The Vice-Chancellor spoke of the students as being "Exasperated" after the police used tear gas on them and it is perhaps not without significance that one witness. No. 55, Dr. Abdul Samad Khan Chaudhury, Assistant Surgeon in the Ear, Nose and Throat Department stated that after he had heard the explosion of the first gas attack to disperse the students, they were excited and shouting and he told the Resident Surgeon that they might expect trouble. In answer to the President's enquiry as to why he expected trouble the witness stated that as a result of his own Calcutta experiences in 1947, he knew that when student's excitement clashed with the Police, trouble always broke out and the students really were very excited. As a result of his Calcutta experiences he expected a large number of casualties. That this really was so is shown by the fact that he told the Resident Surgeon to draw up a list of doctors to cope with the influx of cases which heexpected.

29. It has been suggested that the University authorities were amiss in that they failed to take steps to check outsiders from the University premises and to close the University gates. The Vice Chancellor stated that any attempt to remove outsiders would have worsened the situation and an invitation to the Police to enter the premises of the University to remove the outsiders would have only complicated matters. He was supported by his colleagues who also stated that no such steps were possible and it was not physically possible to any close the gates because the students were in command of the gates.

30. It has also been suggested by Mr. Ghani that the Police did not handle the situation properly from the earlier stages and when they saw that the University area was proving a focus of trouble on that had particular day perhaps the Police officers could have avoided the firing by assembling a larger police force on the spot, or shutting it off by a cordon. This does not seem to be a very convincing argument. Obviously, the Police arrangements to deal with any possible trouble he had to cover the whole city and not any particular area and the police might well consider that it would have been inviting disaster elsewhere to denude the rest of the city of necessary police forces in order to concentrate them in the University area.

31. This, however, is not really the question which arises for determination in this enquiry. What has to be decided is whether with the police force available at the spot at 3-20 p.m. on the 21st of February, firing could have been avoided.

32. On the Police statements it is their case that the situation rapidly deteriorated and although the Police expended a huge quantity of tear gas firing in all 39 gas grenades and 72 tear gas shells they were by 3 p.m., not in a position to cope with the riotous mob that kept assembling and reassembling in front of the Medical College gate and in the compound and across the road, in the University playing ground. It is only too obvious that the students regarded the University compound, the Medical College compound and the Hostel area as "sanctuary" from which they could with safety sally out and attack the Police. This is perhaps the reason why the students who have made statements all claim that they were inside the compound behind the railings engaged in their peaceful pursuits.

33. It will at this point be appropriate to quote the statements of the official witnesses with regard to the position of the police force at 3-20 and with regard to the necessity for firing on the crowd.

34. Mr. Idris was questioned with regard to the situation at the time when he opened fire as follows: -

Question No. 75- "Now to return to the determined lathi charge would you tell my Lord what was the effect of the lathi charge?"

Answer - "The lathi charge failed completely. Instead of the crowd receding and stopping brickbatting they started advancing with more showers of brickbats, mainly from two directions" from the university playground corner and from the Medical College Hostel side."

Question No. 76-"What would be your estimate of the crowd, you say, advancing from these directions?"

Answer - 'Five to six thousand."

Question No. 77: -"What was the strength of the Police Force at that place at that time?'

Answer - "In all at that time there were 3 head constables, 30 constables of the armed branch, two head constables and 14 constables of the unarmed branch, and one head constable and 14 constables of the gas squad, one Inspector and two Sergeants."

Question No. 78- "When the crowd was advancing, you said that lathi charge had no effect. Would you tell my Lord what steps did you consider necessary at this time?"

Answer-'The crowd was advancing with shower of brickbats and I had to come with armed forces and put them in position. When the situation came to such a pass that we were being almost encircled and overpowered, I consulted the D.M. and the D.l.G. who had all along been present there. We decided to open fire."

Question No. 79-"Could you tell my Lord how fire was opened by you and under whose command?"

Answer-Tiring was done under my command. I put my men in position and formed them in flanks of 5 men each facing the university ground corner and Medical College Hostel side. I ordered my men on both flanks to fire one round each. They did so. The crowd near the University playground, at the corner of the University playground-was held back and I found one man dropping down there, but the crowd from the Medical College Hostel side fell back momentarily and again advanced towards us with heavy showers of brickbats. I ordered the 5 men in the flank to fire a volley of rounds. Then I ordered them to stop as soon as I saw this mob falling back. I ordered cease fire and then checked up ammunitions and found that in all 27 rounds were fired."

Question No. 80 - "Prior to the opening of the fire was any warning given to the crowd ?"

Answer - "Yes, we warned them repeatedly."

Question No. 81 - To Court: "Who gave the warning?"

Answer - "We all."

Question No. 82 - "What do you mean by 'all*?"

Answer-"D.I.G., D.M. and myself all warned them and ultimately firing was opened."

Question No 83 - To Mr. H. Rahman: "Would you give us the approximate time of the firing?"

Answer- "At about 3 p.m."

Question No. 84- "What was the effect?"

Answer - "One man dropped down that was at the university playground."

Question No. 85 - "What was further casualty?"

Answer - "We could not ascertain that."

Question No. 86 - "Why not?"

Answer-Because the attitude of the mob was very violent. To make any attempt to recover the dead and the injured persons from amongst the rioters would have been a severe fight. That was my reading of the situation at that time because even after the firing throwing of brickbats continued."

Question No. 87 - "You have said that after the second firing the mob fell back and you ordered 'cease fire'. When the mob fell back did you see any injured person in the street?".

Answer - "No."

Question No. 88 - "What happened to that person who died?

Answer-The dead body was removed by ambulance."

Question No. 89 - "By whom?"

Answer-"I could not tell you."

Question No. 90 - "You have told my Lord the situation in which you opened firing. Would you now tell my Lord what would be the result had you not ordered open firing?"

Answer - "Had I not opened firing all the forces could have been over powered."

Question No. 91-"Is it your case then that firing was necessary for your protection and for the protection of your force?"

Answer-That was my object; otherwise firing would have been done long ago. It was only when we were being overpowered we fired to save ourselves."

Question No. 305 - "In one word, Mr. Idris, is it not a fact that the firing was rather excessive and was not called for by the exigency of the situation? "

Answer- "The firing was not excessive. The firing was most essential. Unless we opened fire I would not have been here to give evidence today. 1 had two alternatives before me, either to run away with my force or to allow myself to be overrun and killed."

35. The District Magistrate (witness No. 2) was also questioned in the same manner: -

Question No. 59 - "At about 3 p.m. what would be your estimate of the crowed that was collecting there round about the crossing?"

Answer-"The crowd was spread over-it must have been about 5,000".

Question No. 60-"Have you got any idea of the strength of Police force to deal with the situation there?

Answer-"The total strength of the Police force was 50-some of them were armed and some of them were with tear gas."

Question No. 61-"Please tell my Lord what steps you took?"

Answer-"We tried to dissuade the crowd from throwing brickbats but all that failed. Some policemen were manhandled by the crowd. Still we were trying to keep .the crowd away from the gate by continued lathi charge whenever possible and in doing so the number of casualties on the side of the police, was mounting until the position became such that lathi charge was done but it did not have any effect on the crowd. It rather increased the casualties on our side. Use of tear gas also had no effect, and actually at one stage showers had become so intensive that the Police party had been collected and put near the shops in order to have some protection against the missiles and brickbats. That was all happening after 3 p.m. but even in this position the crowd won't stop. They advanced again on the spot where the police was posted and came within the striking distance and concentrated their shower of brickbats."

Question No. 62-"What did the Police do then?"

Answer-'Almost the cry was that the police party might be overwhelmed. All efforts to keep the mob away had been exhausted. Our attempt to keep a bit away from the crowd again became fruitless. We discussed the situation -Deputy Inspector-General, the Superintendent of Police and myself-and we were strongly of opinion that firing had to be opened; otherwise the police party would be overwhelmed. This was about quarter past three. We again decided that there must be a final attempt to disperse the crowd by determined lathi charge and we did so. Our men had advanced, the lathi charge failed because before we could come in contract with them we were almost littered with stones and the police party which was now posted on the road found itself in an awfully hopeless position. The crowd seeing this again converged and started brickbatting with increased severity. To meet the situation, in my opinion, there was no way left to disperse the crowd or to extricate the police force from being overwhelmed except by opening fire. The S. P. asked me for permission and I gave permission for opening fire.

Question No. 63-"Under whose command this firing was started?"

Answer-"The order was mine and the command was of the S. P. "

Question No. 64-"Do you know in which direction the firing was opened?"

Answer-'The firing was against two formations of the crowd, one towards the crossing and in front of the hospital gate and the other towards the gate and the road in front of the Medical College Hostel"

Question No. 65-"Do you know how many rounds were fired?"

Answer-'After firing was over I was told that 27 rounds had been fired in all. I must mention here that while firing was ordered it was stopped after hardly any round had been fired to see if it was sufficient to disperse the crowd but the crowd came again".

Question No. 66-To court: "Under whose orders was the firing stopped, yours or the S.P.s?"

Answer-"S.P.'s. A few rounds more were fired. This 2 includes all the rounds fired".

Question No. 67-To Mr. Rahman: "Prior to giving the order of firing, did you give any warning"

Answer-"Repeated warnings were given by me and other police officers to the crowd to disperse and to keep away from the Police or firing will be done".

Question No. 68-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"I noticed only one at the comer of the University ground".

Question No. 69-"What happened to that?"

Answer-"It was being removed by members of the crowd and put in a van which was there or it came from somewhere-I do not exactly remember-after the firing was opened."

Question No. 70-"What did you do after the firing had been opened?"

Answer-"Cease fire had been ordered."

Question No. 71-"Did you remain on the spot or you went anywhere else?"

Answer-"We went to the Assembly buildings having been sent for."

Question No. 153-"Did you order firing for disobeying section 144 or for protection of police or for both?"

Answer-"I ordered firing to save the police force from being overwhelmed".

Question No. 154-"They sought your permission to fire for protecting themselves or for saving themselves from being overwhelmed?"

Answer- "I was myself seeing the position of the police".

Question No. 155-"Did they seek orders from you?"

Answer- "Yes".

Question No. 156-To court: "Who sought orders?"

Answer-"The S. P. told me that the situation was such that the police party was almost at the point of being overwhelmed. I found the position exactly so, and I was

satisfied that firing has to be ordered."

36. Then the Deputy Inspector-General of Police (Witness No. 3) was questioned:

Question No. 20-"In this situation what was the action that was taken by the Police?"

Answer-'Finding the situation getting almost out of control a determined lathi charge was ordered at about 3 p.m.

Question No. 21-"What was the effect of the lathi charge?"

Answer-'The crowd fell back but reassembled again and showered brickbats".

Question No. 22-"In which particular directions or place was the mob concentrated at that point of time?"

Answer-'The mob concentrated in the Medical College Hostel compound and in the University playground."

Question No. 23-"Have you any idea of the strength of the crowd?"

Answer-'Tt must have been about 5 to 6 thousand."

Question No. 24-"Finding the lathi charge not having any effect, did you do anything else ?"

Answer- "We were by this time completely surrounded and we took shelter behind the shops near the Medical College Hostel gate. The S. P. formed up his men andtook firing position. I warned the mob that unless they stopped hurting the policemen with bricks they will be fired upon."

Question No. 25-"Did that have any effect?"

Answer- "It had no effect. The crowd started advancing towards us throwing brickbats while advancing."

Question No. 26-"Then what did you do?"

Answer-'About this time the S. P. in consultation with me and the District Magistrate and after shouting the final warning ordered the opening of fire.

Question No. 27-"Under whose command or order the firing was done?"

Answer-'The firing was done under the direct supervision of the Superintendent of Police."

Question No. 28-"And were you satisfied that the firing was justified?"

Answer-"! was satisfied that he was giving the correct order for firing."

Question No. 29-"Where were you then?"

Answer-"I was between the S. P. and D. M. and other officers"

Question No. 30-"In which direction did the firing take place?"

Answer-"In the direction of the Medical College Hostel and the University playground."

Question No. 31-"Could you give my lord an idea of the exact position in which the firing party was formed upon the road?"

Answer-"It was formed up in front of the shops in two lines facing the opposite direction at an angle with the shops."

Question No. 32-" At that point of time did you consider the firing necessary?"

Answer-" Most essential. Otherwise the police party would have been overwhelmed".

37. Witness No. 4, the City D.S.P., who was manhandled by the crowd was questioned;

Question No. 30-"Do you know how much tear gas was used?"

Answer-'Three or four times tear gas was used before the University compound and Medical College Hostel compound-several times tear gas was used. "

Question No. 31-"What happend after that?"

Answer-'The situation was grave and the agitators came from all directions and brickbats came like showers and we had no place to take shelter and many police officersn including constables were injured. The situation was so grave that the D.M. passed order to open fire".

Question No. 32-"Who ordered the firing?"

Answer-"D. M."

Question No. 33—."Was the firing opened?"

Answer-"Yes."

Question No. 34-"What was the time when firing was opened?"

Answer-"At about 3-30."

Question No. 35-"Where Were you when firing was opened?"

Answer—"I was between the Medical College gate and the Medical College Hostel gate, just in front of the shops."

Question No. 36-"Not behind the shops?"

Answer- "In front of the shops on the road."

Question No. 37-"Do you know in which direction the firing was opened ?"

Answer-'Tn all directions the firing was opened-one towards the University playground and another towards the Medical College Hostel compound."

Question No. 38-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"Actually I saw one man dropping down just in front of the University ground. I did not see any other casualty."

Question No. 39-"Did the police try to ascertain what was the casualty after firing?"

Answer-"Yes, we tried but it was not possible for us to do so, to get into the compound."

Question No. 40-"Why do you say it was not possible for you?"

Answer-"Because still after the firing was opened the students were inside the Hostel compound and the Medical College compound. They were still there and throwing brickbats." h

Question No. 130-"And this condition of the mob, as you say, you found at about 3, and from what time, from 2 or 1 or 1-30?"

Answer-'They were encircling us by that time and before that wc used tear gas and lathi charged."

Question No. 131-"They were receding and again proceeding?"

Answer-"Yes".

Question No. 132-"Now when you first came you found them at what place? Were they getting nearer?"

Answer-'They were gradually coming nearer. They were sometimes running away when we used lathi charge and used tear gas and then again they came. "

Question No. 133-"These people were on one side, as you said, 40 to 45 ft. away and on the other side 25 to 30 ft. away. Were they in that position before you came?"

Answer-'They were gradually coming towards us."

Question No. 134-"How long, ten minutes or 15 minutes?"

Answer-"They were gradually coming to this side; it was about 10 minutes."

Question No. 135-"When did they start throwing brickbats and coming nearer and nearer?"

Answer-"At about 3. Of course, it is not possible to say the exact time."

Question No. 136-"And the firing in your estimation was made at 3-30?" Answer-'Between quarter past 3 and 3-30."

Question No. 137-"And the last determined lathi charge was made at what time, sav, before 3?" J

Answer-"Before 3."

Question No. 138-"That was the last thing that was done, I mean the last lathi charge, and after that the firing. After the last determined lathi charge there was firing?" Answer-"Yes, there was firing."

38. The answers of Mr. Nuroddin Ahmed, S.D.O., Sadar South (Witness No. 5) are as follows :

Question No. 29-"At this point of time when you returned what was the situation like there?"

Answer-"There I found a very large crowd assembled on the road in front of the Medical College gate and by the side of the University playground and also on the road that leads towards, probably, the Fuller Road."

Question No. 30-"What would be your estimate of the crowd at this point?"

Answer-'Crowds from all sides would amount to 5,000 but bulk of the people were in front of the Medical College Hostel gate and the Medical College gate."

Question No. 31-"Did you notice as to what was the attitude of the crowd at this point of time?"

Answer-'They were very threatening and brickbats were showered incessantly from all directions, mostly from the direction of the Medical College Hostel gate and I also noticed that a large number of the policemen were injured. The S.P. himself was bleeding from his collar bone."

Question No. 32-"What, according to you, was the position of the police force at this point of time?"

Answer-'The Police was surrounded on all sides by the crowd and they were standing and looking awkward; they had arms in their hands but they could not take action. At the same time, they were being brickbatted and being injured. That being the position the D.I.G. asked the District Magistrate to give orders for opening fire. The District Magistrate who was present there ordered lathi charge."

Question No. 33-"Was the lathi charge made?"

Answer-"Yes, it was made."

Question No. 34-"Did that have any effect?"

Answer-'Tt had its effect for two or three minutes; the crowd dispersed for the time being but again they converged from all directions towards the police and brickbats were being thrown incessantly towards the Police. The whole road was full of brickbats. I myself took shelter behind a shop."

Question No. 35-"After the lathi charge, was any other action taken by the Police?"

Answer-'After the lathi charge, when it was found that the police were going to be overwhelmed, repeated warnings were given. But as that produced no effect, the District Magistrate ordered opening of fire."

Question No. 36-"Was firing done?"

Answer "Yes".

Question No. 37-"Have you any idea as to how many rounds were fired?"

Answer-'Tt was counted a little later and found that 27 rounds were fired. Just after warnings and firing of few rounds it was stopped to see the reaction."

Question No. 38-"What was the reaction?"

Answer-'The first firing had no effect; the people came again and were throwing brickbats. Firing was done in two directions-one towards the Medical College Hostel and another towards the University playground corner."

Question No. 39-[11]And did you notice when firing was stopped ?"

Answer-"Firing was stopped after the people had dispersed as a result of the second firing."

Question No. 40-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"! saw one man falling down in the University playground and inside the Medical College Hostel compound were some casualties. I could not say what was the number because I did not dare to go there for the students were very furious."

39. Mr. Md. Yusuf, Special Superintendent of Police, Intelligence Branch, (Witness No 8) stated:

Question No. 24-" While you were at the Medical College gate please tell my lord, what action was taken by the police party to disperse these people?"

Answer-'While I went there some policemen with lathis were brought to the place and they were collected in front of the University gate. Then a lathi charge was made, under orders of the D.M. I saw the students and other demonstrators who were there. They fell back a little in the compound of the Medical College Hostel. But they retaliated with heavy shower of brickbats and were charging the police party and literallythepolicecould not stand the attack. They fall back to the place where they werestanding.Thestudents rushed out all the time throwing brickbats on the police. Brickbats were coming from practically all sides and mostly from the direction of the University playground and the Hostel compound, and these students and demonstrators were closing on the place. The situation was awfully bad and the District magistrate decided to open fire. A number of policemen had been injured also and some of them had injuries on the head. I saw the D.I.G., S.P. and the D.M. getting brickbats and they were also hit with brickbats."

Question No. 25-"Was fire opened?"

Answer.-"Yes. Then fire was opened."

Question No. 26-"At about what time?"

Answer'-'Tt would be at about 3-15 or. 3-10".

Question No. 27-"In which direction was the fire opened?"

Answer-'Tt was opened in two directions-one party facing the University ground and the other the Hostel gate."

Question No. 28-"How far were you at that time?"

Answer-"! was between the two flanks of the firing parties and behind the roadside shops in front of the Medical College Hostel compound."

Question No. 29-"And do you know how many rounds were fired on how far the firing was controlled?"

Answer-'Tn all about, I think, 20 or 25 rounds were fired. The firing was done by two parties as I said before. Only one round was fired on the 1st occasion by both the parties and there was an interval of a few minutes."

Question No. 30-" Why".

Answer-"Because after this firing the demonstrators had fallen back a bit but after this firing they rushed out again towards the police throwing brickbats again, and then firing was ordered second time by S.P."

Question No. 31-"Did you notice any casualties as a result of the firing"?

Answer'-'! could not actually see any casualty except one man whom I saw being carried on the arms of two or three followers who were in the compound of the Medical College Hostel. That was a little after the firing had ceased."

40. While Mr. Abdul Gofran who was then O. C., Lalbagh (witness No.9) stated:

Question No. 32-"Now what was the position at 3 O'clock or just a little before that?"

Answer-'The students began to brickbat the police in this way from inside the Medical College Hostel, Medical College and also from the University playground and all of us had to take shelter twice by the eastern side of the shops, on the western side of the Secretariat Road in order to save us and a number of us including the Range D.I.G. and S.P. were injured by brickbats. "

Question No. 33-"Were you injured?"

Answer'-"No, perhaps I was the only man who was not injured."

Question No. 34-"At this time did the police do anything?"

Answer-"Yes, they used tear gas repeatedly and lathi charged to disperse them but there was no sign of retreat. Rather they became more vigorous with brickbats and were about to encircle the police party on duty there from the Medical College Hostel side and the University playground and the Medical College gate side."

Question No. 35-"And then what happened?"

Answer-'The situation was totally out of control when repeated warning were given and then a determined lathi charge was made to disperse them but all this failed and they showed no sign of retreat, rather they were advancing towards the police with brickbats. Ultimately finding no other alternative to save ourselves order for opening firing was given by the authorities and firing was done at about 3-30 p.m."

Question No. 36-"Do you know in which directions the firing was opened?

Answer-'Towards the Medical College Hostel gate and the University playgrounds side."

Question No. 37-"Where were you at that point of time?"

Answer-"I was in front of the shops at the junction."

Question No. 38-"How many times firing was done?"

Answer-'Twice."

Question No. 39-"Did you notice any casualties as a result of the firing?"

Answer-"One man was seen dropping down near the University playground and he was then and there removed in an ambulance."

41. Lastly Mr. Mir Ashraful Huq, Inspector of Police (Witness No. 10) was questioned as to the situation:

Question No. 15-"Then what happened, and what did you do."

Answer-'Brickbats still continued and at about 15:00 hours strong lathi charge was made, but to no effect. Instead of falling back they started brickbatting heavily."

Question No. 16-"And then?"

Answer-"By this time D.I.G., D.M., S.P., myself and other police officers were injured. Showers of brickbats still continued and police men were being injured."

Question No. 17-"Please tell us if the Police took further action if you know."

Answer-The Police and D. M. warned them repeatedly but without any result. After that S. P. ordered to open firing. It might be at about 15.20 hours. "

Question No. 18-"Do you know in which direction the firing was done?"

Answer-'The first was done towards the University ground and the Medical College Hostel. And after a little while the rioters again attacked the Police party with double vigour."

Question No. 19-"What happened?"

Answer-"After two or three minutes again the rioters were fired at toward the Medical College Hostel."

Question No. 20-"Did that have any effect?"

Answer-There was a pause for some time, but after a little while was brickbatting continued".

Question No. 21-"After the firing where the brickbatting continued from?"

Answer-"From the Medical College Hostel and mainly concentrated near the Assembly corner."

Question No. 22-"Did you notice any casualty as a result of the firing?"

Answer-'! saw one man dropping near the University ground."

Question No. 23-"What happened to him?"

Answer-"He was taken by some rioters."

Question No. 24-"Where to?"

Answer-"In an ambulance."

Question No. 25-"Were any attempts made to ascertain what the casualties were as a result of the firing?"

Answer-'The situation was still hot and the students were excited and so nothing could be done at that time, for any attempt to ascertain casualties would have caused more casualties".

Question No. 67-"And this state of things continued from the time you reached there till the firing was actually resorted to?"

Answer-'Since my arrival and in between the firings there were two lathi charges also."

Question No. 68-"Excepting these two lathi charges do you mean to say that there was no brickbatting?"

Answer-'There were brickbats all the time; and after the lathi charges it increased heavily."

Question No. 69-"And the District Magistrate, the D.I.G, S.P., D.S.P., all of them were exposed to the shower of brickbats?"

Answer-"Yes, Sir."

Question No. 70-"Where were you when the D.M. was actually giving the firing order, at what distance were you from the District Magistrate?".

Answer-'That I did not hear. I did not hear the D.M. giving the order of firing."

Question No. 71-"When the actual firing was resorted to where were you?"

Answer-"I was outside, in front of the shops on the road."

Question No. 82-"The firing continued for what length of time?"

Answer-'The first firing for a minute or two or so and after that there was a pause for two or three minutes and it might not be more than two minutes."

42. The responsibility for the firing rests of course on the shoulders of three officials, viz., the District Magistrate, the Deputy Inspector-General of Police and the Superintendent of Police. It was suggested in criticism that the constables who actually fired were not examined as witnesses in the course of the enquiry. Had the police case been that the constables fired on the mob in self-defence without any order, then it would have been necessary to examine all the constables who opened fire in order to see from their own statements whether their action was justified in the exercise of their right of private defence. This question, however, does not arise because the constables admittedly fired under orders and the only point for decision is whether the persons who gave the order were justified in doing so by the circumstances obtaining at that particular time.

43. Witness No. 28 is an important witness (he is Mr. Md. Kamal, M.A.) inasmuch as he is the only independent witness to the firing on the police side who arrived on the scene immediately before the police opened fire. This witness stated that he had been to the High Court on the afternoon of the 21st February and left the High Court at 2-30 p.m. on his way to the Assembly House to see one Maulvi Najibullah. He went on foot proceeding along the Fuller Road. On the Fuller Road he ran into a mob on the northwest side of the University field near the pumping station. A mob was gathering round the University playing field and it consisted, in his opinion, of 1,000 people who were shouting slogans and throwing brickbats on the police. The police was throwing tear gas on them and the tear gas was effective for a short while and drove the crowd back. The crowd recovered and once more came to attack the police. Witness stated that he

remained at that particular place on the Fuller Road because when he saw the mob he thought it was quite impossible for him to get through. He actually heard the police open (ire and saw one-person shot through the head near the pumping station. On seeing this witness took to his heels and ran away along the Nazimuddin Road. This witness is one of the two non-official witnesses who speak to the actual firing. He said that he was behind the crowd 100 yards from the pumping station but it appears that this is not an accurate estimate and he probably meant that he was 100 ft. away from the station. But he was actually prevented from proceeding towards his destination, the Assembly, and as he said in answer to Question Nos. 74 and 75 he was afraid to pass by that way because he thought he risked his life if he did so. He added that he might be injured either by the police or by the mob; and it is his evidence that one person was shot through the head by the side of the pumping station on the road when the police opened fire Mr. Hamoodur Rahman relies on his statement as supporting the police witnesses estimate of the gravity of the situation at 3-00 p.m. at the Medical College gate. As an independent gentleman with no obligations to the police his word is valuable as supporting their assessment of the then position.

44. The statements of the witnesses who came forward to condemn the police firing did not carry conviction. Many of them had no material contribution to make to the objects of the enquiry, and it was only to clear that the student elements were concerned to disclaim all knowledge of inconvenient facts and circumstances. Mr. Hamoodur Rahman points out that in the statements which they made in the enquiry they studiously avoided all mention of the events on the road outside the University and the Medical College gates and following the same pattern they spoke of events within the fencing -which was to them an area forbidden to the police-and they one and all knowledge of the microphone which was set up in the compound after the police firing was over-the microphone through which fiery speeches were broadcast over that particular area. Mr Ghani suggests that the students were "stampeded" and thought it was better in their own interest to disclaim all knowledge of anything that happened outside the compound and to confine to their statements to what had happened inside the gates. In answer to this explanation Mr. Hamoodur Rahman points out it inevitably follows that the statements cannot be relied upon and that if the students avoid mentioning any events in the streets and try to deny their presence as participants in the meeting on that day the statements which they do make should not be accepted as carrying any weight against the police. A witness who economises truth when it suits his personal ends stands discredited.

45. Of all the statements that the general public made the most important one is that of Dewan Harun Md. Maniruddin (witness No. 64), the only witness who claims actually to have witnessed the firing. This witness stated that he was a student of the Jagannath College, Dacca, and admitted that he submitted two representations in response to the President's invitation. In his first statement he began by saying that he was a student of the Jagannath College, Dacca, who went to the University premises on the call of the All Party State Language Committee to raise a demand for Bengali as a State language at about 10-30 a.m. and the main aim of the assembled students was to let the M.L.A.'s and M.C.A.'s know their demand. So he himself in one statement admitted that he had gone to the University premises at the call of the All Party State Language Committee.

Subscribed to his second statement appear the following words: -"Dewan Harun Md. Maniruddin, 23-3-52-a student of the Jagannath College, Dacca who was present at the time of firing and who took part in the State Language movement of the students." When he appeared before the enquiry he changed his tune and stated that he had actually gone on that morning, not to the University but to the Outdoor Department of the Medical College Hospital for treatment, and he disclaimed the position which he had assumed for himself in his written statement as one who took part in the State Language movement of the students. As to the witnesses he named, he admitted that he never consulted them to see if they knew anything about the firing-he put their names as he thought they would be "good witnesses." In this spirit he put down the names of Mr. Fazlul Huq and Mr. Shamsuddin and he named Matiul Islam (Witness 56) who was in Chandpur and Noor Mohammed (Witness 57) who was in Noakhali on the date of the firing. In course of his evidence this witness stated that he actually saw the Police entered the Medical College Hostel premises take up their position alongside the path running through the Hostel and from there fire at the people in the compound as a result of which one man fell on one of the Hostel verandahs, and 7 or 8 other persons were injured-

Question No. 52-"Then what happened?"

Answer-'Then after half-an-hour or a bit more I saw a few Police going inside the hostel and taking their position by the path which runs through the hostel".

Question No. 53-"Then what did they do?"

Answer- 'They fired at the people."

Question No. 54-"What were the people doing at that time?"

Answer- 'They were standing on the premises of the hostel and also on the

College premises."

Question No. 55 "Where were you standing then?"
Answer- "I was standing in the Medical College compound."
Question No. 56-"How many times did the Police fire?"
Answer- "I did not count it"

Question No. 57-"Did the Police hit anybody with the firing?"

Answer- "I did not see, when they fired, who was wounded, but after that I saw a man falling down on a verandah."

Question No. 58-"Was he dead?"

Answer- "Yes, Sir."

Question No. 59-'.'You saw one man shot dead, did you see anybody being shot at?"
Answer-"Afterwards I saw."

Question No. 60-"Did you see anybody else being hit?"
Answer- "I saw 7 or 8 people."

Question No. 61-"Killed'

Answer-"Not killed, but injured. I saw them when they were being carried by people to the hospital"

Question No. 62-"Did you go inside the hospital?"

Answer-"No, Sir."

Question No. 63-"You saw 7 or 8 people being carried to the hospital, after that what did you do?"

Answer-Then I went to Dewanji Bazar Road through the torn wall at the back of the E.N.T. Department and crossing the University premises."

Question No. 64-"Where did you go to?"

Answer-"From Dewanji Bazar Road and Nazimuddin Road I went to Aga Mashi Lane and then I went straight to my house."

I am not prepared to accept the statement of so irresponsible a witness as being a statement of truth. It was never suggested in cross-enquiry he changed his tune and stated that he had actually gone on examination of any of the police witnesses that any Police constable actually trespassed into the' Medical College Hostel compound and from inside the compound opened fire on the students and others assembled there. What was suggested was that one of the constables advanced up to the "Master Cabin" the double storied shop at the corner of the Medical College Hostel gate and from there fired into the compound. This suggestion was denied by the Police officers who claimed that the firing party never broke the square and fired from the position, which they took up under the orders of the Superintendent of Police (Vide witness No.l Q. 281 to 284).

Question No. 281-"I put it to you that your constables were taking cover under the two storied hostel on the right hand side of the road and they were coming up and shooting and then going away?"

Answer-"My men never moved from their position."

Question No. 282-"It is suggested to you that they moved and took cover under the two-storied hotel?"

Answer- "I brought them to the position as shown by me and after that they did not move an inch"

Question No. 283-"And they fired from that position one by one?"

Answer- "No my lord, they did not go one by one and fire."

Question No. 284-"Your men fired within the Hostel compound?"

Answer- "Bullets might go inside the Hostel compound which is only about a few hundred yards."

The bullet marks which are to be found on Hostel No. 12 and Hostel No. 20-two hostels built "en echelon" -two in the east-end wall of Hostel No. 12 and one in the east-end wall of Hostel No. 20 and a glancing shot on the north wall of Shed No. 12, in my

opinion clearly indicate that the line of firing was that as stated by the Superintendent of Police and that the Police did not leave their appointed positions at the time of firing and certainly did not enter into the Medical College hostel compound for that purpose.

46. Mr. Ghani has suggested that the mere fact that shots actually landed inside the compound of the Medical College Hostel itself disproves the Police case that they merely fired along the road on one side and in the direction of the University playground on the other. It cannot be denied that shots did land in the Medical College Hostel compound but it does not appear to me from the statements that have been made in this case from my personal inspection of the hostels that the Police deliberately entered the Hostel com-pound and fired from the path. It is possible that a portion of that compound came within the range of fire as the Police, from the position which they took up in front of the Medical College gate, fired along the direction of the road.

47. Once more with regard to the firing it is claimed that the Magistrate under whose direction the actual order was given (P.W.2-Mr. Quraishi) is a new Magistrate of limited experience who had only assumed charge as District Magistrate the day before and who was immediately under the necessity of promulgating orders under section 144 of the Code of Criminal Procedure. It is true that the District Magistrate has so far had very little experience as a Magistrate but nothing has transpired in the enquiry before me to show that he lost his head in the emergency with which he was confronted or that he allowed himself to be prevailed upon by the D.I.G, and the S.P. to give them permission to open fire. It was suggested to the S.P. that he opened fire because he was exasperated at the continuous brickbatting and because the Police force had been stoned by the students and others. He denied that this was the case and stated that he fired because neither of the two alternatives, which presented themselves to him was feasible. He had used a large quantity of tear gas on the crowd facing him with no effect. His last deter-mined lathi charge had proved a failure. He could either run away with his force or leave the field in possession of the persons whose declared object was to violate the orders under section 144 of the Code or could be stand still and allow his force to be overwhelmed. As a Police officer he could accept neither alternative. That the position was serious is shown by the fact that not only were the District Magistrate, the D.I.G, the S.P., the D.S.P. injured by brickbats but 24 out of the total Police force of 60 had, by 3.20 p.m.. become casualties. In these circumstances if the Superintendent of Police gave the order to open fire in order to prevent his force from being overwhelmed by the crowd I do not think that it can, on the almost uncontested statements which have been made before me in this quasi ex-parte enquiry, be held that he was not justified in opening fire.

48. I have now to see whether the firing was excessive or not. It has already been pointed out that at first the Police stationed on both flanks of the firing squad fired one round. One man fell dead on the University playground side and the rush on that side was promptly stopped. The rush on the other side, the Medical College Hostel side, was temporarily stopped, but the advance began again and brickbats were thrown at the Police and so firing was opened for the second time on that flank. I have satisfied myself from the relevant entries in the registers that 27 rounds were fired in all and that as a result of those 27 rounds 9 casualties were caused which have resulted in four deaths. Remembering that when the Police open fire they do so with the deliberate intention of

killing I cannot hold from the number of casualties shown taking in conjunction with the number of rounds fired that there was any use of excessive force. The firing was controlled and was effective.

49. I have also satisfied myself from the registers of Medical College Hospitals that the casualties caused by the Police firing are as stated in the enquiry before me. It is true that the registers show that a large number of persons was affected by tear gas and also injured by lathis or by falling on the ground but that is not unexpected in view of the fact that the Police expended a large quantity of gas grenades and shells and made two determined lathi charges.

50. I cannot part with this enquiry without recording the astonishment with which I learned that the East Bengal Police Force is not equipped with steel helmets and has only a few ancient A.R.P. helmets to draw on. It seems incredible that a force required maintaining law and order should have to take up "action stations" wearing cloth caps and stand its ground under showers of brickbats, stones and similar weapons, and Dacca, in its present state of constructional activity, presents potential law-breakers with a veritable arsenal of ammunition. Had the Police force under Mr. Idris been properly equipped, it is more than probable there would never have been any occasion for this enquiry.

51. In conclusion I must find, on a consideration of the statements made in this enquiry, that—

(i) the firing by the police was necessary;

(ii) the force used by the police was justified in the circumstances of the case.

52. It is unfortunate that certain Associations and Organizations decided to boycott the enquiry as they disapproved of its limitations. Had they taken part in the proceedings, the official witnesses would undoubtedly have been subjected to a more knowledgeable and therefore more effective cross-examination while the presentation of the case against the Police would have been more effective because better informed. I have, however, gratefully to acknowledge the assistance of Mr. Hamoodur Rahman and his scrupulous fairness in presenting the case of his clients, and the help afforded by Mr. Abdul Ghani in the face of great difficulties and serious handicaps. I must also place on record my appreciation of the sterling work of Mr. A.R. Osmani, B.L., Assistant Registrar, High Court, Dacca, who acted as my Secretary in the Enquiry; and of the ungrudging hard work of Mr. Mohabbat Ali, Senior Reporter of the East Bengal Legislative Assembly, who in addition to putting in long hours transcribing the statements of the witnesses along with his colleagues, (Messrs Md. Lutfur Rahman, Syed Bazlur Rahman. Abdus Samad, Abdul Mohaimen and Osman Ali) was solely responsible for typing this report, and of Mr. Din Mohammed of the Secretariat staff who assisted Mr. R.A. Osmany in the Secretarial work of the Enquiry.

T. H. ELLIS*

---

* জাস্টিস ইলিস ১৯৫৪ সালের ২৫ শে অক্টোবর থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ইংরেজ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাজিমউদ্দিন কর্তৃক মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

Speech delivered by the Hon'ble Al-haj Khwaja Nazimuddin at the time of presenting the report of the Basic Principles Committee to the Constituent Assembly on the 22nd December, 1952.

Mr. President,

Sir,

I beg to present the report of the Basic Principles Committee appointed by a resolution of this Assembly dated the 12th March, 1949. You would recall Sir, that the late Shahid-i-Millat Mr. Liaquat Ali Khan presented an interim report of this Committee on the 28th September, 1950. This Assembly resolved to refer the report back to the Committee to enable it to consider any concrete and definite proposals in conformity with the Objectives Resolution which might be received by the office of the Constituent Assembly by the 31st January 1951 and to make such further recommendations as might be found necessary. The number of suggestions received was very large and, therefore, the Basic Principles Committee set up a sub-committee to examine these suggestions. This subcommittee submitted its report on the 8th July, 1952. The Basic Principles Committee considered the report of this sub-committee and also the reports of the sub-committees on franchise and judiciary. All these reports were received during this year. When the first draft of the report was ready, a number of legal points arose as the result of the expert legal examination of the draft. The Talimat-i-Islamia Board also made certain further observations. The Committee sat in the month of November to take into consideration the various memoranda. For these reasons it was not possible to present the report on the 22nd November as I explained on that date.

The delay in the presentation of this report has been criticized in certain quarters. It should, however, be remembered that the office was to receive suggestions from the public up to an extended date. After that all these suggestions had to be tabulated, printed and circulated to the members who needed time to examine them, and if you read the Introduction of the report you will find that the various committees met at regular intervals and there was no undue delay in their deliberations. It is quite true that the committees could not sit continuously but that was not possible since their personnel necessarily included a number of central and provincial ministers who otherwise as well had heavy duties to perform. We should also remember that the Objectives Resolution laid certain heavy responsibilities upon us in so far as the principles enunciated by Islam had to be interpreted in terms of the democratic constitutional practice of the 20th century. Such a course needed careful thinking, discussion and deliberation so that we could bring about a synthesis not only of the fundamental teaching of our faith and the requirements of progressive democracy but also of the requirements of the 20th century and the best elements in our own tradition and history. This, you would recognize. Sir,

was a delicate and grave responsibility and when the country reads the recommendations of the Committee, I have not least doubt, it will agree with me that the Committee have discharged this great and historic responsibility in a most admirable manner.

The Objectives Resolution which truly embodies our political faith and aspirations has been the guiding light in the deliberations of the Committee. The late Shahid-i-Millat in proposing the adoption of that Resolution compared it, in his historic pronouncement, to the first streak of light in which we saluted the dawn of glorious day. Permit me to compare this report as the first golden ray of the sun which illumines the sky. Herein are presented for the acceptance of this Assembly the basic principles on which we think that our constitution should be based. The constitution of a country is the mould through which its political energy shapes itself into creative effort; it is true that the mould by itself cannot provide the spirit, but it is equally true that the spirit finds it easier to achieve its destiny if the channels for its working are properly defined. I am presenting this report with the faith that the recommendations of the Committee do achieve that object. In my opinion they correspond not only to our aspirations but also to our needs and our genius.

I do not expect that there will be no criticism of these suggestions. It is easier to achieve unanimity on the objectives than on the recommendations for their implementation. If you look at the records of the Assembly, you would find that the Objectives Resolution also was criticized; but when its scope and significance were explained to the people it received remarkable unanimity of support. A constitution may implement the objectives which embody the aspirations of a nation and yet it may not receive unanimous support, because a constitution is only an imperfect method of fulfilling the aspirations which must necessarily be too sublime for easy attainment. It is easier to agree upon the ultimate goal than upon the various means and ways of reaching it. But I have not the least doubt that these recommendations will receive the maximum support which any recommendations could achieve in this country. There may be disagreement on certain points. Some of these differences may be smoothed out as the result of our deliberations, others may be more fundamental, but I do think that it would have been difficult to produce a report which would have been more acceptable to the vast majority of our people.

You would perhaps like me to explain some of the more outstanding recommendations. I will first of all take up those provisions which, if adopted, would make our country an Islamic democracy. The teachings of Islam have been the guiding principles in formulating these recommendations at every stage and not one of our recommendations would be found to transgress the limits laid down by the Quran and the Sunnah. I would draw the attention of the House to the important recommendation regarding the prevention of any legislation coming into conflict with the teachings of Islam. You would notice that machinery has been created to ensure that no legislation under the new constitution should be repugnant to the dictates of the Quran and the Sunna. A Board consisting of persons learned and well versed in Islamic law will be available to the Head of the State for consultation in cases where objection is raised to a bill or a portion thereof in the Legislature on the ground that it is repugnant to the Quran and the Sunnah. In case the Board unanimously supports the objection, the Head of the

State has been empowered to refer the bill back to the Legislature for reconsideration. The final decision will not only require a majority of the Legislature; it will also need the support of the majority of the Muslim members, because the decision in such case will involve an interpretation of the Quran and the Sunnah.

The possibilities of a wrong decision on account of ignorance having thus been eliminated, the only doubt that may arise in the mind can be that the majority of the Muslim legislators themselves may be hostile to the teachings of Islam. Such a contingency, in my opinion, cannot arise, but, if God forbid, this country can return at any stage of its history a majority of Muslim members who, not out of ignorance but deliberately in open revolt against Islam, legislate un-Islamic laws, then no constitutional safeguards can save the country from deviation from the Islamic faith. Indeed Islam can thrive in this country only so long as the people are sincerely Muslim. If at any time the majority of Muslim legislators betray the interests of Islam, they should lose the confidence of their constituencies which in accordance with our recommendations will consist of Muslims alone. We were bound in this regard by the Objectives Resolution which emphasizes that "the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people". This resolution, as I have already said, received unanimous support not only of the country but also of eminent Ulema like the late Maulana Shabbir Ahmed Usmani, who was one of its authors. This principle of the authority of the people we had to safeguard by vesting their representatives in the Legislature with final authority.

In this way the recommendations provide for building up a truly Islamic democracy conscious of its great mission of interpreting the progressive nature of Islam to the modern world unhampered in its work by short-sighted narrow mindedness or reaction masquerading in the garb of religion. The interests of true religion have been properly safeguarded, and religion has itself been given the fullest scope for its beneficent activities.

Another important recommendation is that the Head of the State will be elected, and it has been laid down that he must be a Muslim. This is in keeping with Islamic usage. It is no less democratic. It may be said that in a country where the entire population is not Muslim, it is not proper to lay it down that the Head of the State must belong to a particular religion. Such criticism would be merely superficial. If we look at the law and the practice of some of the foremost democracies of the world, we find that the provision which the report recommends is by no means extraordinary. In a democracy like the United Kingdom the monarch must not only be a Christian but he should also belong to the Church of England. This is because the British monarch is also the Head of the British Church. In the United States of America I am not aware of anyone having been elected President who was not a Protestant. I do not know if anyone who does not profess the more popular faith can ever be elected President in that great democracy. I have mentioned only two of the leading democracies of the world. Outside the democratic world no one who does not belong to the Communist Party in the Union of Soviet Socialist Republics possesses the franchise; the possibility of being elected to an Office is, of course, beyond imagination. Therefore, if we say that the Head of the State of Pakistan

can be only a Muslim, we cannot be accused of any departure from recognized democratic practice.

There are other elements in these recommendations which in the long run may perhaps prove to be even more potent than any specific machinery which a constitution can provide. I would refer you to the directive principles of the State policy wherein are enshrined, along with the Objectives Resolution, the ideals which the State of Pakistan should pursue as well as some of the more immediate objectives which should form part of its policy. Herein you will find the enumeration of such principles as in the opinion of the members of the Committee would be conducive to the maintenance of the Islamic nature of our State and its progressive growth into a truly Islamic democracy, in which the Muslims will be enabled to order their individual and collective lives in accordance with the Quran and the Sunna and the non-Muslims will find all their rights and interests fully safeguarded and secured.

I would in particular draw your attention to the provision that facilities should be provided for the Muslims to understand what life in accordance with the Holy Quran and the Sunna means and that the teaching of the Holy Quran to the Muslims should be made compulsory. I want to make it clear in this connection that the interpretation of the Holy Quran and the Sunna by one sect shall not be imposed upon another and that endeavor will be made to organize this education in a way that it not only does not militate against the beliefs and the traditions of any particular sect but that its own views in these matters are given the fullest recognition. I am not unaware of the feeling in certain sections that some aspects of Muslims personal law, for instance the injunctions regarding divorce, should be enforced and adjudicated upon by specially constituted courts. I would explain that this is not a constitutional matter and can be properly dealt with by legislation. I understand that this question is already being examined by the Law Commission which was appointed to make recommendations for bringing the existing laws in conformity with the Objectives Resolution.

In accordance with the mandate of the Objectives Resolution the report recommends a federal form of government. In its proposals the autonomy of the provinces has been fully respected without weakening the federation. This, in our opinion, will give all the opportunity that the people of a province may need to attain their full stature as participants in the fuller life of the country. One of the problems was to bring about a constitutional balance of power as well as responsibility between the two wings of Pakistan. This report seeks to achieve by providing parity of representation in the two houses of the legislature in the federal government. This, in our opinion, will bring about a happy interdependence between the two wings and will foster the growth of the feelings of unity. The representation of the various provinces in the Central legislature has been so arranged as to give weight age to the smaller provinces for creating confidence and trust. I hope that all the units will realize the importance and the fairness of such an adjustment.

The other important features of the report are recommendations regarding the conduct of elections, the stability of the permanent services and the independence of the Public Service Commissions. You would find that every care has been taken to make the

elections impartial and to provide for a fair adjudication of any complaints that might arise. Similarly effort has been made to make provision for the stability of the services whose rights and privileges will be duly safeguarded and victimization of honest public servants for political reasons will not be possible. Similarly at the Centre and in the Provinces the institution of fully independent Public Service Commission's has been recommended and care has been taken that the Commissions should be free from any political or executive pressure. The report provides for the absolute independence of the judiciary and for the ultimate separation of the judiciary from the executive. The recommendations to ensure the independence of the judiciary are not only positive but also uncompromising. The supremacy of law has been established; no one can claim exemption or privilege in this regard. If the recommendations of the report are accepted in their essence by the Constituent Assembly, the executive shall be fettered on the one hand by the control of Parliament and on the other by the supervision exercised by an independent judiciary. It may be argued that the executive should have been more powerful but in our opinion that would not have been fully democratic.

I now come to the structure of the Government. Both in the Provinces and at the Centre the executive will be responsible to popular Houses and will be liable to dismissal on their withdrawal of confidence. The Provinces will have unicameral legislatures; at the Centre there will be two Houses. The House of the People, however, will have all the real authority. The second House will enjoy only the privilege of recommending revision in hasty legislation. As I have said before, the Central Ministry will be responsible only to the House of the People and all money bills will originate there. The Provincial legislatures and the House of the People at the Centre will be elected by universal adult franchise. There is no reservation of seats for any special interests, nor has any weight age been provided to any class either by nomination or by the creation of special constituencies. The rights and privileges of the minorities form part of the report of another committee and need not be mentioned here; but in the matter of their representation, the Basic Principles Committee, being solicitous of their welfare, thought that their best political safeguard would be that they should elect their own representatives to the various legislatures without any outside interference. Ultimately all power will vest in the popular Houses elected on the basis of universal adult franchise. I may add with a feeling of genuine pride that the recommendations of the Basic Principles Committee envisage a constitution which is fully democratic, even more democratic than the constitutions of many an old democracy. The will of the people under the proposed constitution will know no fetters except those which it may itself accept in the form of its faith and its ideals. I pray to God that great power may be exercised beneficently and wisely in accordance with the highest ideals and the best interests of the country; the recommendation of such a constitution is an act of faith in the wisdom of our people which at present may not seem justified because of the lack of political maturity among our masses but which, let us hope, will be the harbinger of that political experience which alone can tutor a nation in the ways and means of exercising democratic authority. We have made these recommendations because we believe and trust that God in His great wisdom will guide our people at every step and lead them to their goal of happiness,

prosperity and service to Islam and humanity. If we keep the ideals inculcated by our faith constantly before ourselves, I have not the least doubt that our efforts will be rewarded.

A constitution should not be judged from any preconceived notions based upon school-book maxims of political science; it should be judged from the point of view of the achievement of maximum compromise between the different sections of the nation. Judged purely as a political document as well, this report will not be found wanting, but as the Embodiment of major agreement between the different sections of our nation, this report should be welcomed as a remarkable achievement. It sets out the principles of a democratic Islamic constitution safeguarding the interests on non-Muslim minorities; the proposed constitution will create a closely integrated federation with autonomy to the Provinces; it will confer for the first time the fullest political power upon millions of our citizens and vest the highest authority, in their directly elected representatives. It will embody principles of social justice and economic freedom; it will ensure the inculcation of righteous living and the maintenance of moral standards; it will abolish all forms of coercion and privilege. In short it will remove all fetters which had put into shackles our nation and stunted its growth; it will be for the nation, after the promulgation of the constitution, to use the liberties so gained and freedom so unfettered for positive good and progress. The destiny of the nation will be in the hands of the people; they will have only to use their great powers with wisdom and for sight to build up a-future worthy of their great past.

With these words, Sir, I commend this report to this House.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

[REPORT OF THE COMMITTEE ON FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF PAKISTAN AND ON MATTERS RELATING TO MINORITIES: CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN-22ND DECEMBER, 1952.]

TO:

THE PRESIDENT,

CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN.

On behalf of the "Committee on Fundamental Rights of Citizens of Pakistan and on Matters relating to Minorities" I have the honor to submit this the Final Report on Fundamental Rights and on matters relating to minorities.

The Committee was constituted by the following Resolution which was adopted by the Constituent Assembly at its meeting held on the 12th August, 1947:-

"That this Assembly resolves that a Committee consisting of the President and the following members, namely:

The Honorable Sardar Abdur Rob Khan Nishtar,

Dr. Muhammed Husain,

Mr. Bhim Sen Sachar,

The Honorable Mr. M.A. Khuhro,

Sheikh Karamat Ali,

Prof. Rajkumar Chakraverty,

The Honorable Mr. Ghazanfar Ali Khan,

Mr. Prem Hari Barma,

The Honorable Mr. Fazlur Rahman,

Begum Shah Nawaz,

Mr Birat Chandra Mandal,

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi,

Mr. Abul Kasem Khan,

The Honorable Mr. Jogendra Nath Mandal and the mover, be appointed to advise this Assembly on fundamental rights of citizens of Pakistan and on matters relating to the minorities with power to President to nominate not more than seven other members who need not be Members of the Constituent Assembly".

The President, in exercise of the power conferred by the Resolution, subsequently nominated the following persons as Members of the Committee:-

1. Mr. C. E. Gibbon,
2. Diwan Bahadur S.P. Singha,
3. The Hon'bie Sir Muhammad Zafrullah Khan,
4. Mr. Jamshed Nusserwanjee Mehta,
5. Chaudhuri Nazir Ahmad Khan,
6. His Excelleney Khwaja Shahabuddin, and
7. Babu Phani Bhushan Barua.

APPOINTMENTS TO CASUAL VACANCIES

Later on the Honorable Khan Sardar Bahadur Khan and Qazi Muhammad Isa were appointed by the President under Rule 70 of the Constituent Assembly Rules of Procedure vice Mr. Ghazanfar Ali Khan and Mr. Bhim Sen Sachar, who resigned their seats in the Assembly and ceased to be members of the Committee under Rule 71-A (2). In November 1949, Mr. Rallia Ram was appointed by the president in the vacancy caused by the death of Dewan Bahadur S.P. Singha.

The Honorable Khwaja Nazimuddin and Captain Syed Abid Hussain were appointed in the vacancies caused by the demise of Khan Liaquat Ali Khan and Sheikh Karamat Ali.

The Honorable Dr. A.M. Malik and Mr. Yahiya Bakhtiar were appointed vice His Excellency Khwaja Shahabuddin and Qazi Muhammad Isa, who resigned their membership of the Committee.

VICE CHAIRMAN

The Committee had elected the late Quaid-e-Millat Khan Liaquat Ali Khan as Vice-Chairman of the Committee but after his death it was not considered necessary to elect any other person as Vice Chairman.

PROCEDURE AND WORK OF THE COMMITTEE

The Sub-Committees:- The Committee at its first meeting held on the 26th May, 1948, appointed the following two Sub-Committees to deal separately with matters which their names indicate:

(1) Sub-Committee on Fundamental Rights of citizen of Pakistan; and

(2) Sub-Committee on matters relating to Minorities.

Sub-Committee on Fundamental Rights.-In respect of matters dealt with by the former Sub-Committee the Committee presented its Interim Report on Fundamental Rights of Citizens of Pakistan to the Constituent Assembly which was adopted the same of the 6th October, 1950.

This Report is the final report of the Committee and deals with additional fundamental rights and with the safeguards for minorities.

Sub-Committee on matters relating to Minorities.- As already stated matters relating to minorities had been referred to the Second Sub-Committee. That Sub-Committee issued the following questionnaire to important individuals and organizations in the country with a view to ascertaining the views of the Public.

QUESTIONNAIRE

(1) What should be the political safeguards of a minority-

(a) in the Centre, and

(b) in the Province?

(2) What should be the economic safeguards of a minority-

(a) in the Centre, and

(b) in the Province?

(3) What safeguards should be provided for a minority with regard to matter-

(a) religious,

(b) educational, and

(c) social and cultural?

(4) What methods are suggested to make the safeguards effective?

(5) Should any of the safeguards be eliminated later, and if so, how, when and under what circumstances?

(6) Any other remarks or suggestions with regard to safeguard for a minority.

The views received from the public were circulated to the members of the Sub-Committee in a consolidated form and subsequently, the members of the Sub-Committee made their own suggestions in respect of the various kinds of electorate and in view of the great importance of the question it decided to refer it to this Committee. The Committee fully discussed the question and came to the conclusion that with a view to ensuring real representation to all communities, particularly the minorities, it should recommend to the Assembly the adoption of the system of separate electorate. Its recommendation on this point is contained in Article I of Part I of the Annexure. It further decided that, in the interest of expeditions completion of work, the Sub-Committee on matters relating to Minorities be dissolved and that the work pending before it should be disposed of by this Committee. Accordingly all matters in the nature of special provisions and safeguards for minorities were considered by this Committee.

The Committee's recommendations are in three parts:

PART I- Deals with Safeguards of minorities.

PART II- Contains additional Fundamental Rights.

PART Ill- Gives additional directive principles of State Policy.

The Committee has taken into consideration all the suggestions which had been made in the Sub-Committee on matters relating to Minorities as well as our suggestions made before this Committee and has after careful consideration and through deliberation arrived at the conclusions which are given in the Annexure and which the committee recommends to the Assembly for acceptance.

The Committee has authorized me to place on record their appreciation of the valuable assistance which the members of the Committee received from Mr. K. Ali Afzal, Joint Secretary of the Constituent Assembly, and the members of the Staff of the Constituent Assembly Secretariat who were associated with the work of the Committee.

Your obedient Servant,

22nd May, 1952. **A. R. NISHTAR**

ANNEXURE

RECOMMENDATIONS

PARTI

SAFEGUARDS FOR MINORITIES

The following safeguards should be provided for the Minority Communities of Pakistan:

1. **Representation in the Legislatures.-** The Minority Communities of Pakistan specified below shall be represented in the Central Legislature and the Legislatures of the federating Units of Pakistan through separate electorates for everyone of them:

Scheduled Castes,
Hindus other than Scheduled Castes,
Buddhists, and
Pakistani Christians including Anglo-Pakistani Christians:

Provided that the question whether any community in view of its small number is or is not entitled to be represented in a particular Legislature and the quantum of representation for such a community is a matter to be determined by the Franchise Committee.

2. Safeguards for language, etc.- Any minority residing in the territory of Pakistan or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall not be prevented from conserving the same.

3. Safeguards in respect of educational institutions. - The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution merely on the ground that it is mainly maintained by a religious minority.

4. Portfolios for Minority Affairs:- There shall be a Minister for Minority Affairs both at the Centre and in the Provinces to look after the interests of the minorities and to see that the safeguards provided in the Constitution for the minorities are duly observed.

PART II

FUNDAMENTAL RIGHTS

To the Fundamental Rights already adopted by the Constituent Assembly, the following Articles may be added:

1. No discrimination in admission to educational institutions. No citizen shall be denied admission into any educational institution wholly maintained by the State on the ground only of religion, race or caste:

Provided that nothing in this Article shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens.

2. Safeguards against discrimination of religious institutions in taxes:- There shall be no discrimination against any community in the matter of exemption from or concessions of taxes granted with respect to religious institutions.

PART III

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

The following may be provided as Directive Principles of State Policy:

1. Protection to places of worship, etc:-Protection shall accord to all duly established places of worship, burial and disposal of the dead.

2. Promotion of educational and economic interests:- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the backward classes and, in particular, of the scheduled castes and the people of the Tribal Areas.

TAMIZUDDIN KHAN
ZAFRULLA KHAN
A.R. NISHTAR
FAZLUR RAHMAN
YAHYA BAKHTIAR
PHANI BHUSHAN BARUA
JAMSHED NUSSERWANJEE
C. E. GIBBON

*RAJKUMAR CHAKRAVERTY
*PREMHARI BARMA
ABID HUSSAIN
M. A. KHUHRO
*B1RAT CHANDRA MANDAL

I. H. QURESHI
MAHMUD HUSAIN
A.K. KHAN
J. A. SHAH NAWAZ
B.L. RALLIA RAM

K. ALI AFZAL,

Secretary to the Committee.
22nd May, 1952.

£Note of Dissent

We strongly dissent from the decision of the majority that the Caste Hindus, the Scheduled Castes, the Buddhists and the Pakistani Christians should have separate electorates in the constitution of Pakistan. This is good neither for any of the above sections of the public nor for the State. While during the British rule there were two divisions among the people, now in their place there will be at least five divisions. Members elected by such separate electorates are likely to have sectional and communal outlook which will impair the unity among the different communities and the solidarity of the State. Such electorates will cause a perpetual communal majority and communal minority, most unsuitable for a democratic country as also for the freedom, growth and self-expression of its component pans. Under separate electorates, the minorities will live under permanent sense of insecurity and inferiority, as they will feel that they live on sufferance. We are in favor of a joint and common electorate for all sections of the people with reservation of seats for a limited period for the backward classes like the Scheduled castes, Buddhists and others. All separate electorates, whether for a limited period or otherwise, should be given up.

B1RAT CHANDRA MANDAL
PREM HARI BARMA
RAJK UMAR CHAKRAVERTY

24th April, 1952.

---

*Subject to Notes of Dissent.

N.B.-Signatures of the Honorable Khan Sardar Bahadur Khan and Chaudhuri Na2ir Ahmed Khan could not be obtained up to the time the Report was sent to press.

£This Note of dissent was tendered soon after the meeting held on 22nd April 1952 and it was circulated to members along with the draft report of the Committee containing the recommendation. Mr. C. E. Gibbon, a representative of the Pakistani Christians including Anglo-Pakistanis, and Mr. Phani Bhushn Barua, a representative of the Buddhists, dissociated them from the Note of dissent and appealed to the members Concerned to withdraw their Note of Dissent. This, they further explained, they were doing as they were not member of the Constituent Assembly and as such may not get an opportunity to express their views on it.

Note of Dissent

We sign this report subject to this note of dissent. We consider the safeguards for the minorities, embodied above, are inadequate.

1. There should have been recommendation giving due weight age to the minorities in (a) all Legislatures, Central and Provincial, and in (b) Services, both in the Central and Provinces. In pre-partition days under a system of separate electorates, the Muslim minority enjoyed such weight age. (*Vide* the Lucknow Pact, the Communal Award and the Government of India Act, 1935).

2. There should have been a recommendation that there should be in some part of the Constitution or the Schedule an exhortation to the Central and Provincial Governments to keep in view the claims of the minorities in the formation of the Cabinet, as it can be found in paragraph VII of the Instrument of Instructions issued to the Governors under the Government of India Act, 1935, and reproduced below:

> "VII. In making appointments to his Council of Ministers our Governor shall use his best endeavors to select his Ministers in the following manner, that is to say, to appoint in consultation with the person who in his judgment most likely to command a stable majority in the Legislature those persons (including so far as practicable members of important minority communities) who will best be in a position collectively to command the confidence of the Legislature. In so acting, he shall bear constantly in mind the need for fostering a sense of joint responsibility among his Ministers."

3. There should have been a recommendation that no Bill or Resolution or any part thereof which operates against the interests of the minorities shall be passed in any Legislature if three-fourths of the minority representatives in that Legislature oppose such Bill or Resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the religious, cultural or social interests of the minorities. In pre-partition India the Quaid-e-Azam claimed such a right for the Muslim minority.

We beg to add with a view to safeguards for the minorities, it was proposed by us in a meeting of the Committee that there should also be a recommendation that "no Bill, unless it is supported by three-fourths majority should be moved in the Legislature which adversely affects any .of the Safeguards provided for the minorities in the Constitution." The Committee did not vote it down, but opined that the matter might be more appropriately considered when we consider the provisions for the amendment of the Constitution. We hope and trust, it will receive due consideration.

RAJKUMAR CHAKRAVERTY
PREM HARI BARMA
BIRAT CHANDRA MANDAL

22nd May, 1952.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খাজা নাজিম উদ্দিন কর্তৃক মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ (সংক্ষিপ্ত)	পাকিস্তান গণপরিষদ	২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫২

Report of the Basic Principles Committee

To
THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN,
KARACHI.

The Basic Principles Committee was appointed by a resolution of the Constituent Assembly, dated 12th March, 1949, to report, in accordance with the Objectives Resolution, on the main principles on which the future Constitution of Pakistan should be framed. The text of the Resolution is given in Annexure I of the Report.

The Committee has authorized me to present this report to the Assembly under Rules 72(1) of the Constituent Assembly Rules of Procedure.

KH. NAZIMUDDIN

REPORT

The Basic Principles Committee, of which we the signatories of this Report are members, was constituted by the Constituent Assembly of Pakistan by a resolution, dated 12th March, 1949. The Committee was charged with the task of recommending the principle on which the future Constitution of Pakistan should be based. These principles have been settled after considerable discussion and are now being submitted to the Constituent Assembly in the form of recommendations.

The Committee was empowered to co-opt not more than ten other members. In pursuance of this authority the Chief Ministers of East Bengal, Sind and N.W.F.P. and the Hon'ble Mr. Justice Abdur Rashid, Chief Justice of Pakistan, were co-opted as members. The Chief Minister of the Punjab was already a member of the Committee.

A little before the conclusion of the deliberations of the Committee Mr. M. A. Khuhro, who was an *ex-officio* member of the Committee, ceased to be Chief Minister of Sind and for that reason he ceased to be a member of the Committee. As it became necessary to have a representative from Sind the Committee decided on 12th May, 1952, to co-opt in his place the Legal Remembrance of the Sind Government.

For the purpose of facilitating the progress of its work the Committee appointed a Steering Committee to report on the scope, functions and procedure of the Committee and in pursuance of the report of the Steering Committee the following three Sub-Committees were appointed to make recommendations to the main Committee on the subjects assigned to them, viz. :-

(i) Sub-Committee on Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers;
(ii) Sub-Committee on Franchise;
(iii) Sub-Committee on Judiciary.

It was also decided to set up a Board of Talimat-i-Islamia to advice the Committee on matters arising out of the Objectives Resolution and on such other matters as might be referred to it by the Basic Principles Committee or by any other Committee or Sub-Committees.

The Federal and Provincial Constitutions and Distribution of Powers Sub-committee submitted its report on the 11th July, 1950, and the Basic Principles Committee considered this Report at its meetings held on 5th, 9th, 10t.h and 11th August, 1950. The Interim Report of the Basic Principles Committee was presented to the Constituent Assembly on the 28th September, 1950. In accordance with a Resolution of the Constituent Assembly, dated the 21st November, 1950, the Interim Report was published for inviting suggestions from the public. The text of the Resolution is given in Annexure II. These suggestions were to be received in the Secretariat of the Constituent Assembly by 31st January, 1951. As the number of suggestions received was enormous the Basic Principles Committee appointed a Sub-Committee on the 13th April, 1951, to examine these suggestions. This Sub-Committee after necessary examination of the suggestions submitted its report to the Basic Principles Committee on the 8th July, 1952. This report was considered by the Committee at its meetings held from 1st to 9th August, 1952.

The Judiciary Sub-Committee submitted its report to the Basic Principles Committee on the 24th April, 1952, and the Committee considered this report during its meetings held from the 12th to the 16th May, 1952, and again on 1st to 9th August, 1952.

The Report of the Franchise Sub-Committee was submitted to the Basic Principles Committee on the 17th May, 1952, and was considered by it at its meetings held from 1st to.9th August, 1952.

The recommendations annexed to the Report are the basis on which, in our opinion, the future Constitution of Pakistan should be drafted. There are certain matters which are still outstanding, such as financial allocation between the Centre and the Units, nomenclature and the position of the acceding States in the new set-up. A special Sub-Committee has been appointed under the chairmanship of the Honorable Khwaja Nazimuddin to report on matters relating to the position of acceding States in the future Constitution.

A Supplementary Report on financial provisions and on such other matters as may be found to be outstanding will be submitted to the House when decision on these matters will be reached.

We regret that it was not so destined that this Report should appear under the signature of all those members who were originally appointed on this Committee. Three of our members, the late Quaid-i-Millat Mr. Liaquat Ali Khan, Maulana Shabbir Ahmad Usmani and Shaikh Karamat Ali, whose contribution to the deliberations of the

Committee were of inestimable value, were snatched away from us by the hand of Death. Maulana Mohammad Abdullah-el Baqui who remained associated with the Committee up to its final stages died only a few weeks before he could have appended his signature to the Report.

TAMIZUDDIN KHAN
KH. NAZIMUDDIN
SRIS CHANDRA CHATTOPADHYAYA
F AZLUR RAHMAN
A. R. NISHTAR
ABDUS SATTAR PIRZADA
ABDUL RASHID
M. IFTIKHARUDDIN — subject to the note' of dissent which has been submitted by me on the first meeting of B.P.S.C. after the Final Report has been given to us today.
I. R. QURESHI
PREM HARIBARMA
MAHOMED HANIF
ABDUL QA1YUM
JAFFAR SHAH
SHAUKAT ALI MALIK
GHYASUDDIN PATHAN
K. SHAHABUDDIN
MAHMUD HUSAIN
SYED KHALIL-UR-REHMAN
KAM1NI KUMAR DUTIA
MOHAMMUD AKRUM KHAN
MUMTAZ DAULTANA
S. ALI HUSSAIN GARDEZI
J. A. SHAH NAWAZ
NURUL AMIN

RECOMMENDATIONS

*   *   *   *   *

PART III

THE FEDERATION

CHAPTER I

The Executive

The Head of the State

12. The Head of the Slate- (1) There should be a head of the State.

(2) The executive power of the Federation should vest in the Head of the State to be exercised by him in accordance with Constitution and the law.

---

* The note referred to was found not to conform to the requirements of a minute of dissent and therefore could not be appended to the Report.

(3) Except in cases where it is provided that the Head of the State should act in his discretion, the Head of the State, when he is to act under the Constitution, should act, unless the context otherwise requires, on the advice of his Minister or Ministers.

13.Election of the Head of the state. -(1) The Head of the State should be a Muslim and should be elected at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislature.

(2) A member of the Legislature, if elected as Head of the State, should cease to be such member.

14. Rules for the election of the Head of the State-(I) The Federal Legislature should at a joint sitting frame rules for the election of the Head of the State and until rules are so framed the first election of the Head of the State should be conducted in accordance with the rules framed by the Governor-General of Pakistan.

(2) The election of the Head of the State should not be called in question in any court of law.*'

15.Qualification for election of Head of the State.- (1) No person should be eligible for election as Head of the State unless he-

(a) is a citizen of Pakistan;

(b) has attained the age of forty years; and

(c) is qualified for election as a member of the House of the People.

(2) A person should not be eligible for election as Head of the State if he holds any office of profit under the Federal Government, or the Government of a Unit, or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation-For the purpose of this paragraph a person should not be deemed to hold any office of profit by the reason only that he is the Head of the State or the Head of a Unit, or is a Minister of the Federal Government or of the Government of a Unit.

16. Term of office of the Head of the State. -The term of office of the Head of the State should be five years from the date of his assumption of office. In case of a vacancy in the office of the Head of the State as a result of death, resignation, incapacity or otherwise, the term of office of the new Head of the State should be five years.

17. Eligibility for re-election. -No person should be allowed to hold the office of the Head of the State; consecutively for more than two full terms.

18. Casual vacancy in the office of the Head of the State. -(1) In the event of the occurrence of any casual vacancy in the office of the Head of the State, one of the following persons, if otherwise qualified for election as Head of the State, should act as Head of the State until such time as he resumes office or a new Head of the State is elected-

---

* Messrs S. C. Chattopadhyaya, Prcm Han Banna, K. K. Dulta and Begum Shah Nawaz dissented.

* Mr. S.C. Chattopadhyaya dissented.

(i) The Chairman of the House of Units;

(ii) The Chairman of the House of the People;

(iii) The Head of a Unit present in Pakistan in order of seniority from the date of appointment.

(2) As long as the Chairman of the House of Units acts as the Head of the State, he should not act as the Chairman of the House of Units, or in any other way take part in its proceedings. He should not, however, on account of his acting as Head of the State, lose his seat or his office in the House of Units. The same rule should apply mutatis mutandis to the Chairman of the House of the People and to the Head of the Unit, if either of them has to act as Head of the State.

19. Oath by the Head of the State.-The Head of the State should be required to take the following Oath.

"I____________, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the duties of the office of the Head of the State of Pakistan according to law, that I will preserve, protect and defend the Constitution, that I will do right to all manner of people according to laws and usages of Pakistan without fear or favor, affection or ill-will and that, in my public and personal life, I will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah."

20. Powers of the Head of the State in certain contingencies. -The Federal Legislature should be entitled to make provision for the discharge of the functions of the Head of the State in certain contingencies not provided for in the Constitution, and enactment of any of law by the Federal Legislature for this purpose should not be deemed to be an amendment of the Constitution.

21. Supreme Command of the Armed Forces. -The supreme command of the Armed Forces should vest in the Head of the State.

22. Appointment of Supreme Commander, Commanders-in-Chief and Officers of the Armed Forces. -The Supreme Commander, if any, of the Armed Forces, the Commander-in-Chief of each of (he three Armed Forces, and officers in the Armed Forces should be appointed by the Head of the State.

23. Discretionary powers of the Head of the State. - The following powers should be exercised by the Head of the State in his discretion.

(1) Powers of clemency throughout Pakistan where the exercise of this power is not forbidden by the Holy Quran and the Sunnah.

(2) Appointment of the Election Commission and Election Tribunals.

24. Salary and Allowance of the Head of the State: -(1) Suitable provision should be made by Act of the Federal Legislature for fixing the pay and allowances of the Head of the State according to the status and dignity of the Office, and until a provision in that behalf is so made by the Federal Legislature, the Head of the State should be entitled to

such pay, allowances and privileges as were payable to and enjoyable by the Governor-General of Pakistan immediately before the commencement of the Constitution: provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

(2) A reasonable sum in the form of pension or allowance may be allowed to the Head of the State for life after his retirement. This allowance or pension should be suspended while he is holding any office of profit under the Government.

(3) If the Head of the State is removed, in accordance with the Constitution for misconduct, he should not be entitled to any allowance or pension.

25. Removal of the Head of the State. -(1) The Federal Legislature should be entitled to remove the Head of the State from his office provided a requisition to that effect is received from a majority of the members of either House and a resolution is passed at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislature, by a majority of not less than two-thirds of the total strength of the two Houses.

(2) A month's notice should be necessary or moving a motion for the removal of the Head of the State.

26. Extent of the executive authority of Federal Government. -Subject to the provisions of the Constitution, the executive authority of the Federation should extend-

(a) to the matters with respect to which the federal legislature has power to make laws;

(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Federal Government by virtue of any treaty or agreement:

Provided that the executive power referred to a sub-paragraph (a) should not, save as expressly provided in the Constitution or in any law made by the Federal Legislature, extend in any Unit or Federated State to matters with respect to which the Legislature of the Unit or of the Federated State has power to make laws.

Council of Ministers

27. Council of Ministers to aid and advise the Head of the State.:-(1) There should be a Council of Ministers, with the Prime Minister at the head, to aid and advise the Head of the State in the exercise of his functions, except on those cases where he is empowered to act in his discretion.

(2) The question whether any, and if so what, advice has been tendered by Ministers to the Head of the State should not be enquired into in any court.

28. Other provisions as to Ministers. -(1) The Prime Minister should be appointed by the Head of the State and other Ministers, including Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, should be appointed by the Head of the State on the advice of the Prime Minister.

(2) The Prime Minister who, for a period of six consecutive months, is not a member of the House of the People should at the expiration of that period cease to be the Prime Minister.

(3) Provision should be made for appointing as Minister a person who is not a member of either House: provided that a person should cease to be a Minister unless he gets elected within a period of six months from the date of his appointment.

(4) Ministers of State. Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should not be members of the Council of Minister.

(5) The Ministers, including Ministers of State. Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should hold office during the pleasure of the Head of the State.

29. Salaries and allowances of Ministers, etc.-The salaries and allowances of Ministers. Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be such as the Federal Legislature may from time to time by Act determine, and until the Federal Legislature so determines, should be the same as were payable immediately before the commencement of the Constitution: provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

30. Joint responsibility.-The Council of Ministers should be collectively responsible to the House of the People only."

31. Oath of Ministers.-The Ministers should be required to take oaths of allegiance, office and secrecy.

Provided that in the case of a Muslim Minister the oath of office should include an affirmation to the effect that both in his personal and public life he will endeavor to fulfill the obligation enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

32. Protection in respect of choosing Ministers. -The action of the Head of the State in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

The Advocate-General for Pakistan

33. Advocate-General for Pakistan - (1) There should be an Advocate General for Pakistan to be appointed by the Head of the State. He should be a person qualified to become a Judge of the Supreme Court. There should be no age limit.

(2) The Advocate-General should hold office during the pleasure of the Head of the State and should receive such remuneration as may be determined by Act of the Federal Legislature, and until so determined, such remuneration as was payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that it should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

---

* The Honorable Dr. I. H. Qureshi dissented and was of the view that both Houses of the Legislature should have equal powers in respect of no confidence motions.

Conduct of Government Business

34. Conduct of business of the Federal Government: -Provision should be made for framing rules by the Head of the State for the conduct of Government business.

35. Duties of Prime Minister as respects furnishing of information to the Head of the State. -Provision should be made whereby the Head of the State should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and proposals for legislation. The Head of the State should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as he might call for.

CHAPTER II
The Federal Legislature

36. Constitution of the Federal Legislature: -There should be a Federal Legislature consisting of two Houses which will in these Recommendations be called the House of Units and the House of the People.

37. Right of sending messages to the Federal Legislature: - The Head of the State may send messages to either House of the Federal Legislature, whether with respect to a Bill then pending in the Federal Legislature or otherwise, and the House to which any message is so sent should, with all convenient dispatch consider any matter which they are required by the message to take into consideration.

(A) The House of Units

38. Composition of the House of Units: - The House of Units should consist of 120 members who should be elected in the following manner.

(i) The Legislature of East Bengal should elect 60 members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.

(ii) Seats in the House of Units should be allocated to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan as follows:

Punjab	27
Sind	8
N.W.F.P.	6
Tribal Areas	5
Bahawalpur	4
Baluchistan	2
Baluchistan States	2
Khairpur State	2
Capital of the Federation	4
Total.	60

(iii) In the case of a Unit, having a Legislature, members of the House of Units should be elected by the Legislature of a Unit according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.

(iv) In the case of a Unit, other than the Capital of the Federation, not having Legislature at the time of the commencement of the Constitution, the manner of filling the seats allocated to it should be determined by an Act of the Federal Legislature.

(v) In the case of the Capital of the Federation four members should be elected by an electoral college composed of the elected members of the Karachi Corporation and the members of the House of the People representing the Capital of the Federation.

(vi) In the case of merger of one area with another or re-adjustment of areas, re-distribution of seats should be made in accordance with the provisions of paragraph-39

39. Re-allocation of seats in the House of Units : - Notwithstanding anything in the Constitution, the Federal Legislature may, by law, re-allocate seats in the House of units to the various Units and the Capital of the Federation subject to the following limitations :-

(a) that parity between East and West Pakistan should not be a disturbed;

(b) that subject to the provision in paragraph 38 (vi), relating to reallocation on account of merger,

(i) such re-allocation should be done not more than once after each new census and only on the ground of increase or decrease of population,

(ii) such re-allocation should, as far as possible, reflect the then existing ratio of population inter se between the different Units of West Pakistan including the Capital of the Federation, and

(iii) the principle of weight age, namely, the smaller the population the greater the weight age to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan having smaller populations adopted in the allocation of seats shown in paragraph Iron (ii) should be maintained.

40. Qualifications for membership of the House of Units. -A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of Units unless he-

(i) is a citizen of Pakistan;
(ii) has attained the age of thirty years;
(iii) is able to read and write in some language; and
(iv) is entitled to vote in the choice of a member to fill a seat in the Legislature of the Unit by which he seeks to be elected:

(1) Provided that the provisions of clause (iv) should not apply in the case of a Unit which has no legislature of its own. In that case he must be a voter in a territorial constituency in that unit for the House of the People.

(2) Members of the Legislature of a Unit electing members for the House of Units as well as persons who are not members of that Legislature should be equally eligible for election to the house of Units if they are otherwise duly qualified.

41. Vacation of seats by members: -(1) No person should be

(1) a member of both the Houses of the Federal Legislature; or

(ii) a member of the Federal Legislature as well as of the Legislature of a Unit or of a Federated State; or

(iii)a member of the Legislature of a Unit and of a Federated State; or

(iv)a member of the Legislature of two or more Units.

(2) If a person is elected to more than one seat in contravention of the provisions of sub-paragraph (1), he should vacate his seat or seats except one. If he fails to do so within thirty days of his election to the seat to which he has been elected last he should be deemed to have vacated all his seats.

42. Disqualifications for membership of the House of Units: -A person should be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the House of Units- .

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; •

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit, or under any other Government except an office declared by an Act of the Federal Legislature not to disqualify its holder:

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government, or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Government of a Unit.

(d) if he has been found guilty, by a competent court in Pakistan, of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules, for the time being in force, to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence, other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(f) if, having been nominated as a candidate for the Federal Legislature of the Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner

required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which .the return ought to have been lodged or the Head of the State has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should no take effect until the expiration of one month from the date by which the return ought to have been lodged or such longer period as the Head of the State may in any particular case allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service or from a post in connection with the affairs of the Federation or of a Unit unless at period of five years or such less period as the Head of the State may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h)if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to. or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to, a foreign State.

(B) The House of the People

43. Composition of the House of the People: -(i) The House of the People should consist of 400 members of whom 200 should be directly elected by voters in East Bengal from single member territorial constituencies, and 200 should be elected in like manner by voters in the Units and other areas of West Pakistan including the Capital of the Federation: provided that the total number of members so elected should be as follows:

Punjab	90
Sind	30
N.W.F.P.	25
Tribal Areas	17
Bahawalpur	13
Baluchistan	5
Baluchistan States	5
Khairpur State	4
Capital of the Federation	11
Total	200

(ii) The single-member territorial constituencies should be drawn in such a manner as to ensure that within a Unit or the Capital of the Federation all the constituencies of a particular community have, as far as possible, equal number of voters.

(iii) For the purpose of ensuring uniform representation in the House of the People, the areas of all the constituencies should be re-adjusted after every new census by such authority and in such manner as the Federal Legislature may by law determine, subject to the provisions of sub-paragraph (1) relating to parity and the total strength of the House.

(iv) In the case of merger of one area with another or re-adjustment of areas, re-allocation of seats should be made in accordance with the provisions of paragraph 45.

44. **Representation of Kashmir and Junagadh.-** The representation of Kashmir and Junagadh in the House of the People and the House of Units should be determined by the Federal Legislature by law, but not so as to affect the parity between the East and West Pakistan in either House.

45. **Re-allocation of seats in the House of the People:-** Notwithstanding anything in the Constitution the Federal Legislature may by law, re-allocate seats in the House of the People to the various Units and the Capital of the Federation subject to the following limitations:

(a) that parity between East and West Pakistan should not be disturbed;.

(b) that subject to the provision in paragraph 43 (vi) relating to re-allocation on account of merger-

(i) such re-allocation should be done not more than once after each new census and only on the ground of increase or decrease of population,

(ii) such re-allocation should, as far as possible, reflect the then existing ratio of population inter se between the different Units of West Pakistan including the Capital of the Federation, and

(iii) the principle of weight age, namely, the smaller the population the'greater the weight age to the Capital of the Federation and the Units of West Pakistan having smaller populations adopted in the allocation of seats shown in paragraph 43(i) should be maintained.

46. **Allocation of seats to communities:-** Seats should be allocated to communities in the House of the People, in accordance with the table appearing in Schedule II of these Recommendations/

47. **Qualifications for membership of the House of the People:-** A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People unless he-

(i) is a citizen of Pakistan:

(ii) has attained the age of twenty-five years:

(iii) is able to read and write in some language; and

(iv) is entitled to vote in the choice of a member to fill Legislature of the Unit from where he seeks election:

Provided that the provision of clause (iv) should not apply in that case of a Unit which has no legislature of its own. In that case he must be a voter in a territorial constituency in that Unit for the House of the People.

48. **Disqualification for membership of the House of the People:-** A person should be disqualified for being chosen as, and for being a member of the House of People.

---

* Messrs. S. C. Chattapadhyaya, K. K. Datta and Prem Hari Barma dissented.

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit, or under any other Government except an office declared by act of the Federal Legislature not to disqualify its holder:

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Government of a Unit;

(d) if he has been found guilty, by a competent court in Pakistan, of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent Court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his released;

(0 if having been nominated as a candidate for the Federal Legislature or the Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a reurn of election expenses within the time and in the manner required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which the return ought to have been lodged, or the Head of the State has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should not take effect until the expiration of one month from the date by which the return ought to have been lodged, or such longer period as the Head of the State may, in any particular case, allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service or from a post in connection with the affairs of the Federation, or a Unit, unless a period of five years or such less period as the Head of the State may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h) if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to, a foreign State.

49. (I) Every citizen of Pakistan who has attained the age of twenty-one year should be entitled to vote at elections to the House of the People:

Provided that he should be entitled to vote only in the constituency in the electoral roll of which his name is for the time being included.

(2) A person should not be qualified to be included in the electoral roll of any constituency unless he has a place of residence in that constituency.

In the sub-paragraph "a place of residence" means a place where a person ordinarily resides during the greater part of the year:

Provided that in the case of persons holding parliamentary offices such as Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the federal Government and Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the Government of the Unit, and Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature and the Legislature of the Unit, the non-fulfillment of the condition relating to residence should not have a disqualifying effect:

Provided further that a person who holds a public office or is employed in connection with the affairs of a Unit or the Federation or is a member of the defense services and who in the discharge of his official duty or on account of such employment or membership is absent from the place of ordinary residence should be deemed to be resident in the constituency in which he would have been qualified to vote immediately before the commencement of his absence:

Provided further that where a person becomes qualified to be entered on the electoral roll of a constituency under the proviso immediately preceding, his wife should also be deemed to have become so qualified if she is otherwise qualified.

(3) No person should vote at a general election in more than one territorial constituency and provision should be made for the purpose of preventing persons from being included in the electoral roll for more than one territorial constituency.

(4) Even if the name of a person appears on the rolls of more than one constituency he should exercise his right of vote only in one constituency.

(5) If a person votes in more than one constituency in contravention of this paragraph, his votes in each of the constituencies should be void.

(6) Notwithstanding anything in the foregoing provisions, separate electoral rolls should be maintained for Muslims as well as for every minority community for whom seats have been reserved and no person who does not belong to the community for which the electoral roll purports to be, should be included in that electoral roll/

50. Disqualifications for franchise- No person should be included in the electoral roll for, or vote at any election in, any constituency-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent Court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he has been found guilty by a competent Court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disfranchisement;

---

* Messrs. S. Chattopadhyaya, K. K. Dutta and Prem Hai i Barma dissented.

(d) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (c) above before on after the commencement of the Constitution by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release.

51. Decision on questions as to disqualification of members. -If any question arises as to whether a member of either House of the Federal Legislature has become subject to any of the disqualifications mentioned in paragraphs 42 and 48, the Chairman of the House concerned should obtain the opinion of the Election Commission and should act in accordance with such opinion.

52. Penalty for sitting and voting by persons not qualified or when disqualified—

If a person sits or votes as a member of either House of the Federal Legislature, before he has taken the prescribed oath, or when he knows that he is not qualified or is disqualified for membership thereof, or when he is prohibited from so doing by the provision of any law made by the Federal Legislature, he should be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Federal Government.

53. Absence without leave: -Provision should be made that a member should vacate his seat if he absents himself from the Legislature for sixty consecutive sitting days without leave of the House.

54. Term of the Federal Legislature: - The life of either House of the Federal Legislature should be five years, unless sooner dissolved.

55. Summoning of the Houses of the Federal Legislature: -(I) The Legislature should be summoned by the Head of the State.

(2) Not less than two sessions should be held every year, and not more than six months should elapse between the last day of one session and the first day of the next.

(3) The Legislature should be summoned within three months from the date of the appointment of the Prime Minister.

56. Summoning of joint session of the Houses of the Federal Legislature: -(1) The Legislature, should be summoned for a joint sitting in the following cases:

(a) conflict between the two Houses of the Federal Legislature;

(b) election and removal of the Head of the State;

(c) framing of rules for joint sittings and for certain Secretariat appointments common to both Houses;

(d) in any other case for which provision has been made in the Constitution.

(2) The power to convene a joint sitting should vest in the Head of the State except in the case of sub-paragraph (1) (b) above, when the authority to summon the Legislature to

meet in a joint sitting should vest in the person who is entitled to preside over the joint sittings.

57. **Prorogation of the Federal Legislature:-** The Federal Legislature should he prorogued by an order of the Head of the State.

58. **Dissolution of the Federal Legislature.** -(1) Authority to dissolve the House of the People should vest in the Head of the State.

(2) No dissolution should take place on the advice of the Caretaker ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the House of the People can be formed, the Head of the State should be authorized to dissolve the House of the people in exercise of his discretion and hold fresh elections.

59. **Powers of the two Houses inter se and provision for conflict:-**In all matters, other than the Budget, Money Bills and motions of confidence or no-confidence, the two Houses of the Federal Legislature should have equal powers, and in case of conflict on any question, a joint sitting of both the Houses should be called for taking a decision.

60. **Right of Ministers and Advocate-General as respects the Federal Legislature:** -(I) The Ministers including Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should have the right to address either House of the Legislature even though they may not be members of that House. A Minister including a Minister of State, a Deputy Minister and a Parliamentary Secretary should not vote in the House of which he is not a member.

(2) The Advocate-General should have no right of vote in either House, but he should be entitled to address either House or a joint sitting of the two Houses of the Federal Legislature.

61. **The Chairman and the Deputy Chairman of the Federal Legislature:-** (1) Each House of the Federal Legislature should have a Chairman and a Deputy Chairman.

(2) Provision should be made regarding the election and removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(a) Each House of the Federal Legislature should, as soon as may be, choose two members of the House to be, respectively, Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the Office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the House concerned should choose another member to be Chairman or Deputy Chairman as the case may be.

(b) A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of any of the Houses should vacate his office if he ceases to be a member of the House, and

---

* The Honourable Dr. I. H. Qurcshi dissented and was of the opinion that the two House should have equal powers in all respects including the Budget and Money Bills,

may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the State and may be removed from his office by a resolution of the House passed by a majority of all the then members of the House, but no resolution for the purpose of this sub-paragraph should be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

(c) While the office of the Chairman is vacant the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such member of the House as the Head of the State may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the House, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the House should act as Chairman.

(d) While acting as Chairman of the House concerned, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the Chairman. There should also be provision for the delegation of powers relating to admissibility of questions, resolutions, bills and motions by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman and the Deputy Chairman.

(e) In joint sittings the Chairman of the House of Units should preside. In his absence the Chairman of the House of the People should preside and in case both of them are absent, such other person, as may be determined by rules.

62. Salary and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman : -There should be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of each House of the Federal Legislature such salaries and allowances as may be determined by Act of the Federal Legislature and until provision in that behalf is so made such salaries and allowances were as payable immediately before the commencement of the Constitution to the President and the Deputy President of the Constituent Assembly of Pakistan; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

63. The Chairman and the Deputy Chairman not to preside when a resolution for his removal is under discussion -At any sitting of either House of the Federal Legislature while a resolution for the removal of the Chairman or of the Deputy Chairman from his office is under consideration the Chairman or the Deputy Chairman, as the case may be, should not preside though he is present but he should have the right to speak in of otherwise take part in the proceedings of the House.

64. The Secretariat of the Federal Legislature:- (1) The Secretariat of either House of the Federal Legislature should be independent and should be under the House concerned.

(2) Nothing in this paragraph should prevent the creation of posts common to both the House of the Federal Legislature.

(3) Recruitment and conditions of service, including punishment of and disciplinary action against the officers and staff of the Secretariat of the Federal Legislature should be at par with the corresponding services of the Federal Government, but the recommendations of the Public Service Commission, instead of going to the Federal Government, should go to the Chairman of the House concerned.

65. The Finance Committee. - (1) The Finance Committee of each of the Federal Legislature should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of that House and thereafter the Budget should be presented to the House.

(2) The Chairman of each House should be the Chairman and the Finance Minister, an *ex-officio* member of the Finance Committee. The Finance Committee of each House should exercise powers of control and direction in matters relating to finances of that House similar to those as were exercisable by the Standing Finance Committee of the Central Government in relation to the affairs of the Government immediately before the commencement of the Constitution.

(3) Each House of the Federal Legislature should have power to make rules of procedure for the timely completion of business relating to its Budget.

(4) The Finance Committee should frame rules to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the House to which it relates.

66. **Oath of Members: failure or refusal to take oath. -** (1) A member of the Federal Legislature should be required to take an oath of allegiance to Pakistan. No member should take his seat in either House of the Federal Legislature until he has taken the prescribed oath.

Provided that in the case of a Muslim member the oath should state that he would endeavor to fulfill the duties and obligations enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

(2) Where a member fails to take the oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature, or refuses to take the oath, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the said period the Chairman may on good cause being shown, extend the period.

67. **Privileges of (he Federal Legislature and of the Members and Committees thereof:-** Provision should be made empowering each House the Federal Legislature to legislate in regard to privileges of the House and its members. Pending such legislation the present position should continue.

68. **Salaries and allowances of members.-** Members of either House of the Federal Legislature should be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Act of the Federal Legislature and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as were payable immediately before the

commencement of the Constitution to the members of the Constituent Assembly of Pakistan; provided that these should not be varied to the disadvantage of the members during their term of membership.

69. **Voting and quorum in the House of the Federal Legislature.-** (l) Except in cases in which a specific majority is provided, all decisions in each of the Houses of the Federal Legislature should be taken in accordance with the rules framed by the House concerned. The presiding officer of any House of the Federal Legislature should not exercise any vote excepting a casting vote in case of a tie.

(2) The Houses of the Federal Legislature should have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in either House of the Federal Legislature should be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(3) The quorum for a meeting of each House or for a joint sitting of both the Houses, should be one-seventh of the total number of the members of each House or of both the Houses as the case may be.

70. **Ordinances by the Head of the State.-** The Head of the State should have power to promulgate ordinances during the period when the Legislature is not sitting. An ordinance promulgated under this paragraph should be laid before the Federal Legislature at its next meeting and should cease to operate-at the expiration of six weeks from the re- assembly of the Federal Legislature.

71. **Joint sittings of both the Houses.-**Rules for joint sittings of the two Houses should be framed at a joint sitting of both the Houses of the Federal Legislative.

72. **Assent to:-** When a Bill has been passed by the Houses of the Federal Legislature, it should be presented to the Head of the State and the Head of the State should declare within ninety days either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefore:

Provided that the Head of the State may, as soon as possible after presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill, to the Houses with a message requesting that the Houses should reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, should consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses should reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the Head of the State for assent, the Head of the State should not withhold assent therefrom.

* * * * * *

PART IV

THE UNITS

CHAPTER 1
THE EXECUTIVE
The Head of the Unit

81. **Head of the Units.-** There should be a Head of the Unit for each Unit.

82. **Executive power of the Unit.-** (l) The executive power of the Unit should vest in the Head of the Unit to be exercised by him in accordance with the Constitution and law.

(2) Except in cases where it is provided that the Head of the Unit should act in his discretion, the Head of the Unit when he is to act under the Constitution should act, unless the context otherwise requires, on the advice of his Minister or Ministers.

(3) In so far as the Head of the Unit is required to act in his discretion he should be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may from time to time be given to him by the Head of the State. But the validity of anything done by the Head of a Unit should not be called in question on the ground that it was done otherwise than in accordance with the provisions of this paragraph.

83. **Appointment of the Head of the Unit:-** The Head of a Unit should be appointed by the Head of the State. He must be a citizen of Pakistan.

84. **Term of office of the Head of the Unit:-** The Head of a Unit should hold office during the pleasure of the Head of the State. The term of office of the Head of a Unit should not exceed five years at a time.

85. **Salary and allowances of the Head of the Unit.-**Suitable provision should be made by Act of the Federal Legislature for fixing the pay and allowances of the Head of a Unit according to the status and dignity of the office and until provision in that behalf is so made, he should be entitled to such pay, allowances and privileges as were payable to the Governor of the Province concerned immediately before the commencement of the Constitution; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

86. **The Head of the Unit should he required to take the following oath:**

"I, ...do swear in the name of God that I will faithfully discharge the duties of the office of (the Head of the Unit) of (…........) according to law, that I will preserve, protect and defend the Constitution, that I will do right to all manner of people according to the laws and usages of Pakistan without fear or favor, affection or ill-will and that in my public and personal life I will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah."

87. **Emergency power of the Head of the Unit-** The Head of the State should have the power to declare emergency in Pakistan or in a part thereof, and when a declaration of

emergency has been made, the Head of the Unit should exercise such powers in the Unit as may be conferred upon him by the Head of the State.

Council of Ministers

88. **Council of Ministers to aid and advise the Head of a Unit.-** (l) There should be a Council of Ministers, with the Chief Minister at the head, to aid and advise the Head of the Unit in the exercise of his functions except in those cases where he is empowered to act in his discretion.

(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Head of the Unit should not be enquired into in any courted law.

89. **Other provisions as to Ministers.-** (1) The Chief Minister should be appointed by the Head of the Unit and the other Ministers including Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be appointed by the Head of the Unit on the advice of the Chief Minister.

(2) A Minister including a Chief Minister and a Deputy Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the Unit Should at the expiration of that period cease to be a Minister.

(3) Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should not be members of the Council of Ministers.

(4) The Ministers including the Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should hold office during the pleasure of the Head of the Unit.

90. **Salary and allowances of Ministers, etc:-** The salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries should be such as the Legislature of the Unit may from time to time by Act determine, and until the Legislature of the Unit so determines, should be the same as were payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

91. **Oath of Ministers, Oath of allegiance.-** The Ministers for the Unit should be required to take oaths of allegiance, office and secrecy:

Provided that in the case of a Muslim Minister the oath of office should include an affirmation to the effect that both in this personal and public life, he will endeavor to fulfill the obligations and duties enjoined by the Holy Quran and the Sunnah.

92. **Joint responsibility of Ministers to the Unit Legislature:-** The Ministers in the Units should be collectively responsible to the Legislatures of the Units.

93. **Protection in respect of the act of choosing Ministers:-** The action of the Head of the Unit in appointing or dismissing a Minister should not be called in question in any court of law.

94. **Extent of the Executive authority of the Government of the Unit-** Subject to the provisions of the Constitution the executive authority of the Unit should extend to the matters with respect to which the Legislature of the Unit has power to make laws:

Provided that in any matter with respect to which the Legislature of Unit and also the Federal Legislature have power; to make laws, the executive power of the Unit should be subject to and limited by the executive power expressly conferred by the Constitution or by any law made by the Federal Legislature upon the Federal Government or authorities thereof.

Conduct of Government Business

95. **Conduct of Business of the Government of a Unit: -** Provision should be made for framing rules by the Head of the Unit for the conduct of Government business in the Unit.

96. **Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to the Head of the Unit. -** Provision should be made whereby the Head of the Unit should be kept informed of all the decisions of the Council of Ministers and proposals for legislation. The Head of the Units should also be furnished with such information relating to the administration of the affairs of the Unit and proposals for Legislation as he might call for.

The Advocate-General of a Unit

97. **The Advocate-General of a Unit: -** (1) There should be an Advocate-General of the Unit to be appointed by the Head of the Unit. He should be a person qualified to become a Judge of the High Court. There should be no age limit.

(2) The Advocate-General should hold office during the pleasure of the Head of the Unit and should receive such remuneration as may be determined by an Act of the Legislature of the Unit and until so determined, such remuneration as was payable immediately before the commencement of the Constitution; provided that it should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

CHAPTER II

The Legislature of a Unit

98. **Constitution of the Legislature of a Unit:** - (I) For each Unit there should be a unicameral Legislature composed of members chosen by direct election.

(2) The members of the Legislature of a Unit should not be less than 75 and not more than 350.

(3) The Federal Legislature may by law determine.

(i) the total number of seats for the Legislature of a Unit subject to the limits specified above; and

(ii) the actual number of seats to be reserved for various communities on the basis of population as far as practicable.

99. Representation in the Unit Legislature: -(1) The members of the Legislature of a Unit, should be elected from single-member territorial constituencies drawn in such a manner as to ensure, as far as possible, equal number of voters in all the constituencies of a particular community.

(2) For the purpose of ensuring uniform representation of all the areas of a Unit the constituencies should be re-adjusted after every new census by such authority and in such manner as the Federal Legislature may by law determine.

(3) If any area which does not at present form part of any Unit is subsequently merged in a Unit, it should be represented in the Legislature of that Unit on the same basis, as regards ratio of the number of seats to the total population, as will be applicable to the other parts of the Unit.

100. Right of sending messages to the Legislature of the Unit: -The Head of the Unit may send messages to the Legislature of the Unit whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and the Legislature with all convenient dispatch consider any matter which they are required by the message to take into consideration.

101. Qualifications for membership of the Legislature of a Unit: -A person should not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a Unit unless he-

(i) is a citizen of Pakistan;

(ii) has attained the age of twenty-five years;

(iii) is able to read and write in some language; and

(iv) is qualified to vote in the choice of a member to fill the seat to which he seeks election or another seat of a similar class in the Unit.

102. Disqualifications for membership of the Legislature of a Unit: -A person should be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislature of a Unit-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he holds an office of profit under the Federal Government under the Government of a Unit, or under any other Government, except an office declared by Act of the Legislature of the Unit not to disqualify its holder;

Provided that for this purpose a person should not be deemed to hold an office of profit under the Federal Government or under the Government of a Unit by reason only that he is a Minister, Minister of State, Deputy Minister or a Parliamentary Secretary for the Federal Government, or a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary tar the Government of a Unit;

(d) if he has been found guilty by a competent court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules for the time being in force to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the Legislature;

(e) if he has been convicted of any offence other than those specified under sub-paragraph (d) above, before or after the commencement of the Constitution by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(f) if, having been nominated as a candidate for the Federal Legislature or Legislature of a Unit or having acted as an election agent of any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner required by any rules or orders for the time being in force or by a law of any legislative authority in Pakistan, unless five years have elapsed from the date by which the return ought to have been lodged or the Head of the Unit has removed the disqualification:

Provided that a disqualification under this sub-paragraph should not take effect until the expiration of one month from the date by which the return; ought to have been lodged, or of such longer period as the Head of the Unit may in any particular case allow;

(g) if he has been dismissed for misconduct from service, or from a post, in connection with the affairs of the Federation or a Unit, unless a period of five years or such less period as the Head of the Unit may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal;

(h) if he is not a citizen of Pakistan or having been a citizen of Pakistan has voluntarily acquired the citizenship of, or owes allegiance to, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to, a foreign State.

103. Decision on question as to the disqualification of the Members: - If any question arises as to whether a member of the Legislature of a Unit has become subject to any of the disqualifications mentioned in paragraph 102, the Chairman of the Legislature of the Unit should obtain opinion of the Election Commission and should act in accordance with such opinion.

104. Penalty for sitting and voting by persons when not qualified or when disqualified:- If a person sits or voles as a member of the Legislature of a Unit before he has taken the prescribed oath, or when he knows that he is not qualified or is disqualified for membership thereof, or when he is prohibited from so doing by the provision of any law made by the Federal Legislature or the Legislature of the Unit, he should be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Government of the Unit.

105. Franchise.- (l) Every citizen of Pakistan who has attained the age of twenty-one years should be entitled for vote at elections to the Legislature of a Unit.

Provided that he should be entitled to vote only, in the constituency in the electoral roll of which his name is for the time being included.

(2)A person should not be qualified to be included in the electoral roll of a constituency unless he has a place of residence in that constituency.

In this sub-paragraph a "place of residence" should mean a place where a person ordinarily resides during the greater part of the year:

Provided that in the case of persons holding parliamentary offices such as Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries for the Federal Government and Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries for the Government of the Unit and Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature and the Legislature of the Unit the non-fulfillment of the condition relating to residence should not have a disqualifying effect.

Provided further that a person who holds a public office or is employed in connection with the affairs of a Unit or the Federation or is a Member of the defense services and who in the discharge of his official duty or on account of such employment or membership is absent from the place of ordinary residence, should be deemed to be resident in the constituency in which he would have been qualified to vote immediately before the commencement of his absence:

Provided further that where a person becomes qualified to be entered on the electoral roll of a constituency under the provision immediately preceding, his wife should also be deemed to have become so qualified if she is otherwise qualified.

(3)No person should vote at a general election in more than one electoral constituency, and provision should be made for the purpose of preventing persons from being included in the electoral roll for more than one territorial constituency in a Unit.

(4) Even if the name of a person appears on the rolls of more than one constituency he should exercise, his right of vote only in one constituency.

(5)If a person votes in more than one constituency in contravention of this paragraph, his vote in each of the constituencies should be void.

(6) Notwithstanding anything in the foregoing provisions separate electoral rolls should be maintained for Muslims as well as for every minority community for whom seats in a particular Unit have been reserved and no person who does not belong to the community for which the electoral roll purports to be should be included in that electoral roll."

106. Disqualification for franchise: - No person should be included in the electoral roll for, or vote at any election in, any constituency-

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undercharged insolvent;

(c) if he has been found guilty by a competent court in Pakistan of any offence or illegal practice relating to elections which has been declared by any law or rules

---

* Messrs S, C, Chattophadhyaya, K. K. Dutta and Prem Hari Barma dissented.

for the time being in force to be an offence or practice entailing disfranchisement;

(d) if he has been convicted of any offence, other than those specified in sub-paragraph (c) above, before or after the commencement of the Constitution, by a competent court in Pakistan and sentenced to life imprisonment or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release.

107. **Life of the Legislature of a Unit -** The life of the Legislature of a Unit should be five years unless sooner dissolved.

108. **Absence without leave -** Provision should be made that a person should vacate his seat if he absents himself from the Legislature for sixty consecutive sitting days without leave of the House.

109. **Summoning of the Legislature of a Unit.-** (1) The Legislature of a Unit should be summoned by the Head of the Unit.

(2) Not less than two sessions should be held every year and not more than six months should elapse between the last day of one session and the first day of the next session.

(3) The Legislature of the Unit should be summoned within three months from the date of appointment of the Chief Minister of the Unit.

110. **Prorogation of the Legislature of Unit -** The Legislature of a Unit should be prorogued by an order of the Head of the Unit.

111. **Dissolution of the Legislature of a Unit:-** (1) Authority to dissolve the Legislature of a Unit should vest in the Head of the Unit.

(2) No dissolution should take place on the advice of the caretaker ministry which functions between the date of the dissolution of the Legislature of a Unit and the formation of a new Ministry after fresh elections.

(3) If a contingency arises wherein no such Ministry as can command the confidence of the Legislature of a Unit can be formed, the Head of the Unit should be authorized to dissolve the Legislature of the Unit in his discretion and hold fresh elections.

112. **Right of Ministers and the Advocate-General as respects the Legislature of a Unit -** The Ministers and the Advocate-General of .the Unit should have the right to address the Legislature of a Unit even though they may not be members of the Legislature of the Unit. The Advocate-General should have no right of vote. Any Minister who is not a member of the Legislature of a Unit should also have no right of vote.

113. **The Chairman and Deputy Chairman of the Legislature of a Unit-**

(1) The Legislature of a Unit should have a Chairman and a Deputy Chairman.

(2) Provisions should be made regarding the election and removal of the Chairman and the Deputy Chairman on the following lines:

(a) The Legislature of each Unit should, as soon as may be, choose two members of the Legislature of the Unit to be, respectively, Chairman, and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of the Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Legislature of the Unit should choose another member to be Chairman or Deputy .Chairman, as the case may be.

(b) A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of the Legislature of a Unit should vacate his office if he ceases to be a member of the Legislature of the Unit, and may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Head of the Unit and may be removed from his office by a resolution of the Legislature of the Unit passed by a majority of all the then members of the legislature of the Unit, but no resolution for the purpose of this sub-paragraph should be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution.

(c) While the office of the Chairman is vacant, the duties of the office should be performed by the Deputy Chairman, or if the office of the Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Legislature of the Unit as the Head of the Unit may appoint for the purpose. During the absence of the Chairman from any sitting of the Legislature of the Unit, the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Legislature of 'the Unit, or if no such person also is present, such other person as may be determined by the Legislature of the Unit, should act as Chairman.

(d) While acting as Chairman of the Legislature of the Unit, the Deputy Chairman should exercise similar powers as the presiding officer. There should also be provision for the delegation of powers relating to admissibility of questions, resolutions, bills and motions by the Chairman to the Deputy Chairman or to the person who acts as Chairman of the meeting in the absence of the Chairman and the Deputy Chairman.

114. Salary and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman – There should be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislature of a Unit such salaries and allowances as may be determined by Act of the Legislature of the Unit, and until provision in that behalf is so made such salaries and allowances as were payable immediately before the commencement of the Constitution to the Speaker and the Deputy Speaker of the Provincial Legislature, provided that these should not be varied to the disadvantage of an incumbent during his term of office.

115. The Chairman and the Deputy Chairman not to preside when a resolution for his removal is under discussion.-At any sitting of the House of the Legislature of a Unit while a resolution for the removal of the Chairman or of the Deputy Chairman from his office is under discussion, the Chairman or the Deputy Chairman, as the case may be, should not preside though he is present; but he should have the right, to speak in or otherwise take part in the proceedings of the House.

116. The Secretariat of the Legislature of a Unit- (1) The Secretariat of the Legislature of a Unit should be independent and should be under the Legislature of the Unit.

(2) Recruitment and conditions of service, including punishment and disciplinary action against the officers and staff of the Secretariat of the Legislature of a Unit, should be at par with the corresponding services of the Government of the Unit, but the recommendations of the Public Service Commission instead of going to the Government of the Unit should go to the Chairman of the Legislature of the Unit.

117. The Finance Committee.- (l) The Finance Committee of the Legislature of a Unit should scrutinize all the financial proposals relating to the expenditure of the Legislature of the Unit and thereafter the Budget should be presented to the Legislature of the Unit.

(2) The Chairman of the Legislature of a Unit should be the Chairman and the Finance Minister of the Unit, an ex-officio member of the Finance Committee. The Finance Committee of the Legislature of the Unit should exercise powers of control and direction on matters relating to the finances of the Legislature of the Unit similar to those as were exercisable by the Standing Finance Committee of the Legislature of a Province in the relation to the affairs of the Government immediately before the commencement of the Constitution.

(3) The Legislature of the Unit should have power to make rules of procedure for the timely completion of business relating to its Budget.

(4) The Finance Committee should frame rules to secure to itself closer contact and effective voice in regulating the finances of the Legislature of the unit

118. Oath of Members, failure or refusal to take oath.- (l) A member of the Legislature of a Unit should be required to take an oath of allegiance to Pakistan. No member should take his seat in the Legislature until he has taken the prescribed oath:

Provided that in the case of a Muslim member the oath should state that he will endeavor to fulfill the duties and obligations enjoined by the Holy Ouran and the Sunnah.

(2) Voting quorum in the Legislature of a Unit.-Where a member fails to take an oath of allegiance within a period not exceeding six months from the date of the first meeting of the Legislature or refuses to take the oath, his seat should be declared vacant, provided that before the expiry of the said period the Chairman may, on good cause being shown, extend the period.

119. (1) Except in cases in which a specific majority is provided, all decisions in the Legislature of a Unit should be taken in accordance with the rules framed by it. The Presiding Officer of the Legislature of the Unit should not exercise any vote excepting a casting vote in case of a tie.

(2) The Legislature of the Unit should have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislature of the Unit

should be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(3) The quorum for a meeting of the Legislature of the Unit should be one-seventh of the total number of the members of the Legislature of the Unit.

120. Privileges of the Legislature of a Unit and of the Members and Committees thereof:- Provision should be made empowering the Legislature of a Unit to legislature in regard to the privileges of the Legislature and its members. Pending such legislation the present position should continue.

121. Salaries and allowances of Members-Members of the Legislature of the Unit should be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Act of the Legislature of the Unit, and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as were payable immediately before the commencement of the Constitution to the Members of the Provincial Legislature: provided that these should not be varied to the disadvantage of the Members during their term of membership.

122. Assent to Bills:- When a Bill has been passed by the Legislature of a Unit, it should be presented to the Head of the Unit and the Head of the Unit should declare, within ninety days, either that he assents to the Bill or that he withholds assent there from or that he reserves the Bill for the consideration of the Head of the State:

Provided that the Head of the Unit may, as soon as possible, after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill, if it is not a Money Bill, to the Legislature of the Unit with a message requesting that the Legislature of the Unit should reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, should consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and when a Bill is so returned, the Legislature of the Unit should reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Legislature of the Unit with or without amendment and presented to the Head of the Unit for assent, the Head of the Unit should not withhold assent there from:

Provided further that the Head of the Unit should not assent to, but should reserve for the consideration of the Head of the State, any Bill which in the opinion of the Head of the Unit would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by the Constitution designed to fill.

* * * * * *

PART VI

Relations between the Federation and the Units.

133. Subject-matter laws to be made by the Federal Legislature and by the Legislature of a Unit: -(1) There should be three lists of subjects for the purpose of legislation—

(a) exclusively by the Federal Legislature;

(b) exclusively by the Legislature of a Unit; and

(c) both by the Federal Legislature and the Legislature of a Unit.

(2) These three lists to be respectively called the Federal, the Unit and the Concurrent Lists are in Schedule of these Recommendations.

(3) The residuary powers of legislation should vest in the Federation.'

134. **Planning, and coordination in respect of matters in the Unit and the concurrent Lists. -** Provisions should be made for planning and coordination by the Federal Government in respect of matters in the Unit and the Concurrent Lists, and the Federal Legislature should be competent to legislate in such Cases, with the prior consultation of the government at the Units concerned.

135. **Power of the Federal Legislature to legislate for one or more Unit by consent and adoption of such Legislation by any other Unit.-** If it appears to the Legislature or Legislatures of one or more Units to be desirable that any of the matters' with respect to which the Federal Legislature has no power to make laws for the Unit or Units, except legislation in respect of any matter in the Unit List in case of proclamation of emergency should be regulated in such Unit or Units by the Federal Legislature by law and resolution or resolutions to that effect is or are, passed by the Legislature of the Unit or of each of such Units it should be lawful for the Federal Legislature to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed should apply to such 'Unit or Units, and to any other Unit by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the Legislature of that Unit.

136. **Repeal of the laws made by the Federal Legislature: -** Any Act passed under the preceding Paragraph by the Federal Legislature may be amended or repealed by an Act of the Federal Legislature passed in like manner but may, as respects any Unit to which it applies, be amended or repealed also by an Act of the Legislature of that Unit.

136. **Repeal of the laws made by the Federal Legislature: -** Any Act passed under the preceding Paragraph by the Federal Legislature may be amended or repealed by an Act of the Federal Legislature passed in like manner but may, as respects any Unit to which it applies, be amended or repealed also by an Act of the Legislature of that Unit.

137. **Provisions as to legislation for giving effect to International Agreements.** - Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part the federal Legislature has power to make law for the whole or any part of Pakistan for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference association or other body.

138. **Inconsistency between laws made by the Federal Legislature and laws made by the Legislatures of the Units. -** Provision should be made for the Federal Laws to prevail over the Unit Laws in case of a conflict.

139. **Rules relating to previous sanction of Bills by the Head of the State or the Head of the Unit.-** (l) Where under any provision of the Constitution the previous sanction or recommendation of the Head of the State or the Head of the Unit is required

* The Hon'ble Mr. Nurul Amin the Hon'ble Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana and the Hon' Mr. Abdul Qaiyyum khan dissenied from the recommendation as to the, residuary power.

to the introduction or passing of a Bill or the moving of an amendment the giving of the sanction or the recommendation should not be construed as precluding him from exercising subsequently in regard to the Bill in question any powers conferred upon him by the Constitution with respect to the withholding of assent to or reservation of Bills.

(2) No Act of the Federal Legislature or the Legislature of a Unit and no provision in any such Act, should be invalid by reason only that some previous sanction or recommendation was not given, if assent to that Act was given-

(a) where the previous sanction or recommendation required was that of the Head of the Unit, either by the Head of the Unit or by the Head of the State;

(b) Where the previous sanction or recommendation required was that of the Head of the State, by the Head of the State.

140. Enforcement of Federal Laws in the acceding States. -Provision should be made for the enforcement of the Federal Laws in the acceding States in accordance with the agreements.

141. **Delegation of powers. -** (1) Provision should be made authorising the Federal Government to delegate executive powers to a Unit or any officer thereof, with the consent of that Unit.

(2) When the Federal Legislature makes a law in respect of a matter-falling in the Unit List at the request of a Unit or Units executive authority of the Federal Government should extend to the issuing of executive instructions to the Unit or Units concerned in respect of the matter.

(3) Notwithstanding anything in the Constitution the Head of the State may with the consent of the Government of a Unit or the Ruler of a Federated State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or Ruler, or to their respective officers, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

(4) An Act of the Federal Legislature may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of a Unit has no power to make laws, confer powers and imposes duties, or authorizes the conferring of powers and the imposition of duties, upon a Unit or officers and authorities thereof.

(5) An Act of the Federal Legislature which extends to a Federated State may confer powers and impose duties or authorize the conferring of powers and imposition of, duties upon the State or officers and authorities thereof to be designated for purpose by the Ruler.

(6) Where, by virtue of the aforesaid provisions, powers and duties have been conferred or imposed upon a Unit or a Federated State or officers or authorities thereof, there should be paid by the Federation to the Unit or the State such sum as may be agreed or in default of agreement, as may determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of dispute between the Federation and the Units in paragraph 143.

142. **Obligation of Units and Federation and control of Federation over Units In certain cases. -** (I) The executive power of every Unit should be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the Federal Legislature and any existing laws which apply to that Unit and the executive power of the Federation should extend to the giving of such directions to a Unit as may appear to the Federal Government to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of every Unit should be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Federation, and the executive power of the federation should extend to the giving of such direction to a Unit as may appear to the Federal Government to be necessary for the purpose.

(3) The executive power of the Federation should also extend to the giving of directions to a Unit as to the construction and maintenance of means of communications declared in the direction to be of national or military importance:

Provided that nothing in this sub-paragraph should be taken as restricting the power of the Federal Legislature to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Federation with respect to the highways or waterways so declared, or the powers of the Federation to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(4) The executive power of the Federation should extend to the giving of directions to a Unit as to the measures to be taken for the protection of railways within the Unit.

(5) Where, in carrying out any direction given to a Unit under sub-paragraph (3) as to the construction or maintenance of any means of communication or under sub-paragraph (4) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the Unit if such direction had not been given, there should be paid by the Federal Government to the Unit, such sum as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of disputes between the Federation and the Units in paragraph 143.

143. **Disputes other than disputes relating to interpretations of Constitution. -** All disputes between the Federation and the Units or between the Units inter se, other than those specified in paragraph 175, including disputes relating to supply of water or national sources of supply of water and disputes for contributions towards the expenditure incurred in connection with the needs of the Federation and the Units or more than one Unit, should be settled by a tribunal to be set up by the Chief Justice of Pakistan at the request of any party. The report of the tribunal should be submitted to the Chief Justice of Pakistan, who should see that the purpose for which the tribunal was appointed has been carried out. The report should then be submitted to the Head of the State for decision.

144. **Inter-Unit Councils. -** The Head of the State should have the authority to set up one or more Councils for dealing with matters of common interest between more than one Unit or the Unit and the Federation, with the consent of the parties concerned.

145. Borrowing by the Federal Government -The executive authority of the Federation extends to borrowing upon the security of the revenues of the Federation within such limits, if any, as may from time to time, be fixed by Act of the Federal Legislature and to the giving of guarantees within such limits if any, as may be so fixed.

146. Acquisition of land for Federal purposes. -The Federation may, if it deems necessary to acquire any land situated in a Unit for any Federal purpose, require the Unit to acquire land on behalf and at the expense of the Federation; or if the land belongs to the Unit to transfer it to the Federation on such terms as may be agreed, or, in default of agreement as may be determined in accordance with the procedure prescribed for the settlement of disputes between the Federation and -the Units in paragraph 143.

* * * * * *

SCHEDULE I

List—I (Federal)

1. All matters necessary for ensuring the defense of the State in peace and war.

2. The Naval, Military and Air Forces of the Federation and any other armed force raised or maintained by the Federation; any armed forces which are not forces of the Federation but are attached to or operating with any of the armed .forces of the Federation; any other armed forces of the Federation.

3. Preventive detention in the territory of Pakistan for reasons connected with defense, external affairs or the security of Pakistan; persons subjected to preventive detention under the authority of the Federation.

4. Defense industries; atomic energy and mineral resources necessary for its production.

5. All works connected with services set up under Nos. 1 and 2, and Local Self-Government in Cantonment areas, powers and functions, within such areas, of Cantonment authorities, control of house accommodation in such areas, and the delimitation of such area.

6. Foreign affairs, all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

7. Diplomatic, consular and trade representation.

8. International organizations, participation in International conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

9. War and peace and making of treaties and implementation thereof.

10. Foreign and extra-territorial jurisdiction.

11. Trade and commerce with foreign countries.

12. Foreign loans.

13. Citizenship, naturalization and aliens.

14. Extradition.

15. Passport and visas.

16. Federal Pensions.

17. Piracy and offences against the law of Pakistan and the law of nations committed on the high seas and in the air.

18. Admission into, and emigration and expulsion from, the territory of Pakistan.

19. Pilgrimage to places outside Pakistan.

20. Pilgrimages by foreigners to places inside Pakistan.

21. Inter-Unit and port quarantine, seamen's and marine hospitals, and hospitals connected with port quarantine.

22. Import and export across customs frontiers as defined by the Federal Government.

23. Communications which shall include the control of railways, airways, shipping, navigation on sea and air, national highways declared to be such by the Federal Legislature by law, national ports declared to be such by or under the law made by the Federal Legislature, posts and telegraphs, telephones; wireless, broadcasting and television.

24. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and civil aviation; and regulation of such education and training provided by the Units and other agencies.

25. Airways, aircraft and air navigation; provision for aerodromes; regulation and organization of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training; and regulation of such education and training provided by Units and other agencies.

26. Shipping and navigation on inland waterways declared by the Federal Legislature by law to be national waterways, as regards mechanically- propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on such waterways.

27. Ancient and historical monuments declared by law to be of national importance, archaeological sites and remains; libraries and museums not financed by the Units.

28. Federal agencies and institutes for research, for professional or technical training or for the promotion of special studies.

29. Federal surveys and Federal meteorological organizations.

30. State Bank of Pakistan; banking; currency; foreign exchange; coinage, legal tender; cheques; bills of exchange; promissory notes; and other like instruments.

31. The law of Insurance and Government Insurance

32. Company Law.

33. Copyright; designs; patents; inventions; trade and merchandise marks.

34. Development of industries, when development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

35. Iron, steel, coal, petroleum and mineral and any other such commodities the control of which is declared by Federal law to be of national interest.

36. Regulation of mines and oilfields and mineral development to the extent to which such regulation and development under Federal control is declared by Federal law to be expedient in the public interest.

37. Industrial disputes concerning the regulation of labor and safety in mines and oilfields.

38. Regulation of Inter-Unit trade and commerce.

39. Standards of weight and measure.

40. Opium, so far as regards cultivation and manufacture or sale for export

41. Constitution, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court and fees taken therein.

42. Census

43. Inquiries and statistics for the purpose of any matters in this List.

44. Central Intelligence Bureau.

45. Federal Services and the Federal public Service Commission.

46. Election to the Federal Legislature and all other Federal elections.

47. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

48. Salt.

49. Provision for dealing with emergencies in any of the territory.

50. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

51. Corporation, that is to say, the incorporation, regulation and winding up of trading corporations including banking, insurance and financial corporation’s other than Universities, cooperative societies and municipal corporations.

52. Inter-unit migration within Pakistan.

53. Acquisition or requisitioning of land or property for the purposes of the Federation.

54. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the Federal Government for purposes of the Federation (not being naval, military or air force works) but as regards property situate in a unit subject always to legislation by unit, save in so far as Federal law otherwise provides; and as regards property in a Federated State held by virtue of any lease or agreement with that state, subject to the terms of that lease or agreement.

55. Public debt of the Federation; borrowing of money on the Federal credit.

56. Zakat.

57. Decorations.

58. Intoxicating liquors and narcotic drugs.

59. Arms, firearms, ammunitions and explosives.

60. Post Office Savings Bank.

61. Admiralty jurisdiction.

62. Lighthouses, including lightships, beacons, and other provision for the safety of shipping and aircraft.

63. Petroleum and other liquids and substances declared by Federal law to be dangerously inflammable, so far as regards possession, storage and transport

64. The salaries and allowances of the Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries of the Federal Government, and of the Chairman and Deputy Chairman of the Houses of the Federal Legislature; the salaries, allowances and privileges of the members of the Federal Legislature; and powers and privileges of the Federal Legislature.

65. The enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before Committees of the Federal Legislature and the punishment of persons who refuse to give evidence or produce documents before Committees of the Federal Legislature.

66. The development of waterways for purposes of flood control, irrigation, navigation and hydro electric power when such development is required for the benefit of more than one Unit.

67. Stock exchanges and futures markets.

68. Constitution and organization of High Courts.

69. Extension of the jurisdiction of a High Court having its principal seat in any Unit to an area outside that Unit and exclusion of the jurisdiction of any such High Court from any area outside that Unit.

70. Jurisdiction and powers of all Courts, other than the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list.

71. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any Unit to any other area in Pakistan, but not so as to enable the police of one Unit to exercise powers and jurisdiction elsewhere without the consent of the Government of the area concerned.

72. Election to the Legislatures of the Units; the Election Tribunals and the Election Commission.

73. All other matters not enumerated in Lists II and III.

List-II (Unit)

1. Public Order (but not including the use of armed forces in aid of civil power), administration of justice; constitution and organization of all courts, except High Courts and Supreme Court, and fees taken in such courts.

2. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature and prisoners detained therein, arrangements with other Units for the use of prisons and other institutions.

3. Police including railway and village police.

4. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this List, procedure in rent and revenue cases.

5. Public debt of the Unit; borrowing of money on the credit of a Unit

6. Unit pensions, i.e., pensions payable by a Unit.

7. Unit Services and Unit Public Service Commission.

8. Works, lands and buildings vested in or in the possession of a Unit.

9. Acquisition or requisitioning of land or property for the purposes of Units or when so required for the Federation.

10. Universities, libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the Units.

11. Public health, sanitation, hospitals, dispensaries, registration of births and deaths.

12. Burial, burial grounds and places and manner of disposing of human dead bodies.

13. Elections to the Legislature of a Unit, subject to the provisions of any law made by the Federal Legislature.

14. Salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries and Chairman and Deputy Chairman of the Legislature of a Unit; the salaries, allowances and privileges of the members of the Legislature of a Unit; powers and privileges of the Legislature of the Units.

15. Local Bodies, municipalities improvement trusts, district boards, village administration, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of the Government of local bodies.

16. Pilgrimages other than pilgrimage beyond Pakistan.

17. Education.

18. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not covered by List I; municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List III with regard to such waterways; ports subject to the provisions in List I with regard to national ports; vehicles other than mechanically-propelled vehicles.

19. Water supplies; irrigation and canals; drainage and embankment; water storage.

20. Water power.

21. Land revenue including the assessment and collection of revenue, maintenance of land records; survey for revenue purposes and records of right, and alienation of revenue.

22. Agriculture, including agricultural education and research; protection against pests and prevention of plant diseases; improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; pounds and the prevention of cattle trespass.

23. Land, rights in or over land; land tenures; relations of landlords and tenants; collection of rent; transfer, alienation and devolution of agricultural land; land improvement; and agricultural loans; colonization; courts of wards encumbered and attached estates; treasure trove; jagirs and inams chargeable to Unit revenues.

24. Forests; protection of wild birds and animals.

25. Gas and gas works.

26. Regulation of mines and oilfields and mineral development subject to the provisions of List I.

27. Fisheries.

28. Control of inns and innkeepers, shops and saloons.

29. Trade and commerce in the Unit, fairs and markets.

30. Money-lending and money-lenders.

31. Production, supply and distribution of goods; development of industries subject to List I.

32. Adulteration of foodstuffs and other goods.

33. Intoxicating liquors and narcotic drugs subject to List. I.

34. Poor relief; unemployment; charities; charitable institutions; charitable and religious endowments.

35. The incorporation, regulation and winding up of corporations not specified in List I or Universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations excepting those of Muslims; cooperative societies.

36. Betting and gambling.

37. Theatres; dramatic performances and cinemas including sanction of cinematograph films for exhibition.

38. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this list.

39. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

40. Waqfs and Mosques.

41. Surveys other than Federal Surveys.

42. Any other matter in respect of which a Legislature of the Unit is, by the Constitution, given power to make laws subject to the provisions of the Constitution.

List—III (Concurrent)

1. Criminal law, including all matters included in the Penal Code at the commencement of the Constitution, but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military and air forces in aid of the civil power.

2.Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of the Constitution.

3. Preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.

4. Removal of prisoners and accused persons from one Unit to another.

5. Civil procedure, including the law of limitation and all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of the Constitution the recovery in a Unit of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arising outside that Unit.

6. Evidence and oath; recognition of laws, public acts and records and judicial proceedings.

7. Marriage and divorce; infants and minors; adoption.

8. Wills, intestacy, joint family property and succession, save as regards agricultural lands.

9. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

10. Trust and trustees.

11. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract but not including contract relating to agricultural land.

12. Arbitration,

13. Bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees.

14. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.

15. Actionable wrongs, save in so far as included in laws with respect to any of the matters specified in List I or List II.

16. Jurisdiction and powers of all courts accept the Supreme Court with respect to any of the matters in this List.

17. Legal, medical and other professions.

18. Newspapers, books and printing presses.

19. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient.

20. Poisons and dangerous drugs.

21. Mechanically-propelled vehicles.

22. Boilers.

23. Prevention of cruelty to animals.

24. Vagrancy, nomadic, criminal and migratory tribes.

25. Factories.

26. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employer's liability and workmen's compensation; health insurance, including invalidity pensions; old age pensions and maternity benefits.

27. Unemployment and social insurance.

28. Trade unions; industrial and labor disputes subject to the provisions of List II.

29. The prevention of the extension from one Unit to another of infections or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.

30. Electricity;

31. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the rule of the road on such waterways, carriage of passengers and goods on inland waterways.

32. The principles on which compensation is to be determined for property acquired or requisitioned for the purposes of the Federation or a Unit.

33. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

34. Fees in respect of any of the matters in this List.

35. Higher technical education, vocational and technical training of labor subject to the provisions of List I.

36. Scientific and industrial research.

37. Muslim religious societies excluding mosques and waqfs.

38. Relief and rehabilitation of the displaced persons.

39. Price control.

SCHEDULE II

(vide paras 43 and 46)

Table of Seats- House of People.

Provine	Total Seats.	Seats reserved for Muslims	Seats reserved for scheduled Castes.	Seats reserved for Hindus other than scheduled Castes.	Seats reserved for Christians.	Seats reserved for Buddhists and others.	Seats reserved for Parsis.
East Bangal	200	153	24	20	1	2	--
Punjab	90	88	--	--	2	--	--
Sind	30	27	2	1	--	--	--
N.W.F.P.	25	25	--	--	--	--	--
Tribal Areas	17	17	--	--	--	--	--
Bahawalpur State	13	13	--	--	--	--	--
Baluchistan	5	5	--	--	--	--	--
Baluchistan State	5	5	--	--	--	--	--
Khairpur State	4	4	--	--	--	--	--
Federation	11	10	--	--	--	--	1

1. For filling up the two seats of Scheduled Castes and one seat of Caste Hindus in Sind, the Scheduled Castes and Caste Hindus of other areas in West Pakistan should also be entitled to vote and should be eligible for membership.

2. For filling up two seats of Christians in Punjab, the Christians of other areas in West Pakistan should be entitled to vote and should be eligible for membership.

3. For filling up the seat of Parsis in the Capital of the Federation the Parsis of other areas in Pakistan should be entitled to vote and should be eligible for membership.

4. For filling up the two seats of Buddhists and other in East Bengal the Buddhists and others of other areas in Pakistan should also be entitled to vote and should be eligible for membership.

---

* Mr. Kamini Kumar Dutta dissented.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭ই অক্টোবর, ১৯৫৩

Excerpts from the Speech of the Prime Minister Mohammad Ali of Bogra on the Third Draft Constitution delivered on the 7th October 1953.

MR. PRESIDENT :

Sir, constitution-making is always a difficult and complicated matter. It is more so in our case because of certain features of the country's geography and population, which are peculiar to Pakistan. First our country consists of two parts, separated by a thousand miles of foreign territory. Secondly, one of these parts, namely, the Province of East Bengal, has a population, which exceeds that of all the other provinces and States put together, which compose the other part commonly called West Pakistan. This phenomenon has no parallel in any other country. The constitutional provisions made by other democratic countries therefore offer no guidance on what constitutional arrangements will be appropriate in such a situation. It is obvious that a special situation of this nature calls for special treatment, one that will give East Bengal the importance it deserves by virtue of its population strength, will take due notice of the geography of the country and will nevertheless conform to the universally recognized federal principle that it must be acceptable to all Units constituting the Federation and must ensure to each Unit an equitable share in the governance of the country.

The Basic Principles Committee grappled with this problem for four years and considered a number of proposals that would secure this result. Its final report which the House is now being invited to consider, was presented to the House in December last year. The proposals contained in the Committee's Report which deal with the composition of the Federal Legislature and the division of powers as between the Upper and the Lower House failed however to satisfy all Units. Progress with further constitution-making had therefore to be abandoned. There arose as regards the structure of the Federal Legislature a deadlock which defied solution. Strenuous efforts were made to resolve this deadlock. They all proved abortive. As this deadlock continued, provincial misunderstandings began to grow and threatened to undermine the solidarity of the nation. A sense akin to frustration began to spread among the people.

Happily, out of this frustration there eventually grew a recognition on all hands ot the fact that the constitutional deadlock can and must be broken. People all over the country began to grow restive over the delay in the framing of the country's constitution. When this session of the Constituent Assembly was called, there was a strong desire among all members of the House that it must precede with constitution-making and that difficulties which had hitherto held it up must be resolved.

The members of the Muslim League Parliamentary Party in particular were determined that a formula regarding the composition of the Federal Legislature, which would be acceptable to all Units, must be solved. Efforts were, therefore, intensified by my colleagues and me, by the Chief Ministers of the Provinces and by the members

of the Muslim League Parliamentary Party to find a way out of the deadlock and, fortunately, I am in a happy position today to announce to the House that such an acceptable formula has at last been evolved. (Applause.)

Sir, this is the formula the Federal Legislature should be composed as follows:

(I) Upper House. -Membership 50 to be divided equally among five Units which will be (i) East Bengal, (ii) Punjab, (iii) N.W.F.P., Frontier States and Tribal Areas, (iv) Sind and Khairpur, (v) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.

(II) Lower House. -Membership 300 to be divided amongst the five Units in accordance with their population.

The two Houses will thus be constituted as follows:

Unit.	Upper House.	Lower House.	Total
(1) East Bengal	10	165	175
(2) Punjab	10	75	85
(3) N.W.F.P., Frontier States and Tribal Areas.	10	24	34
(4) Sind and Khairpur	10	20	30
(5) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.	10	16	26
Total ...	50	300	350

N. B. -In respect of Units No.3, 4 and 5 distribution of seats as between the constituent areas of each of these Units shall be in accordance with their respective populations.

(Ill) *Equal powers for both houses.*

N. B. -A vote of confidence/no-confidence/election of the Head of the State can be passed only if a majority of the two Houses sitting jointly vote for it, provided however that the members voting for it must include at least 30 per cent of the members from each zone.

Explanation. -For the purpose of this clause and the succeeding two clauses, the State shall consist of two Zones:

(i) Western Zone-Consisting of 4 Units, namely, (1) Punjab, (2) N. W. F. P.. Frontier States and Tribal Areas, (3) Sind and Khairpur, (4) Baluchistan, Baluchistan States Union, Bahawalpur and Karachi.

(ii) Eastern Zone-The province of East Bengal.

IV. In the case of a difference of opinion between the two Houses in respect of any measure, the following step will be taken:

A Joint Session of the two Houses will be called; the measure may then be passed by a majority vote, provided the minority includes 30% of the members present and voting from each zone.

If the measure is not passed with the majority as provided in the preceding sub-clause, then:

(a) the measure fails, but

(b) If the measure is of such nature that the administration cannot be carried on unless it is passed, or that its failure will gravely imperil the security of the country or the financial stability or credit of the Federal Government, the Head of the State shall have the power in such an event to dissolve both the Houses and order fresh elections.

Explanation. -In doing so the Head of the State will act on and be bound by the advice of the Ministry.

V. The Head of the State will be elected from a zone different to that to which the Prime Minister belongs.

The provisions of this formula will be moved at the appropriate time as amendments to provision relating to the Federal Legislature contained in the Basic Principle Committee's Report.

The House will be pleased to learn that the formula has been unanimously accepted by my colleagues, by the Chief Minister of East Bengal, the Punjab, Sind, the N. W. F. P. and Bahawalpur and by all members of the Muslim League Parliamentary Party. This unanimity of opinion is in itself a remarkable feature. It serves to underline basic unity and cohesion of the country - a unity which transcends all provincial boundaries.

Throughout, our discussions were marked by a strong desire to place the interests of the country above the interests of the various provincial and territorial units. The interests of Pakistan must come first the interests of its individual units must take a second place (Hear, hear). This was the first principle that those who worked out this formula unanimously and wholeheartedly endorsed. The House will agree that there can be no two opinions in this matter.

Our next step was, consistently with this overriding principle, to devise a Federal structure which would ensure a just and equitable share to each Unit in the governance of the country. The proposals that we have placed before the House do in our unanimous opinion, fully ensure this.

The principal features of the proposals are as follows:

The Central Legislature will be bicameral. For the purpose of representation in these Houses the State has been divided into five Units. There will be a Lower House in which the Units will be represented on a population basis and a smaller Upper House in which each of the Units will enjoy equal representation. This is the essence of any Federation. The Lower House, which will be directly elected will represent the people; the Upper House, who’s Members will be elected by the respective Legislatures of the Units, will

represent the Units. A federation is a free association of Units in the governance of the country. The equality of representation in the Upper House is, therefore, designed to give each Unit, big or small, an equal voice in the Upper House. Thus far these proposals follow, the generally accepted federal pattern adopted by most progressive countries.

We then proceeded to make special provision to ensure that neither of the two parts of Pakistan may apprehended domination by the other. For this purpose the following mechanism has been devised. First, both Houses have been given equal powers. Every measure introduced and passed in the Lower House which is constituted on a population basis, must also be passed by the Upper House where each unit is equally represented. Similarly every measure introduced and passed in the Upper House has also to be passed by the lower House. Should there be a difference of opinion between the two Houses in respect of the measure or any clauses thereof, it shall be placed before a Joint Session of the two Houses. The measure may then be passed by a majority vote, but this majority vote must include at least 30 percent of the members present and voting from each zone. For this purpose, East Bengal constitutes one zone and the four Units of what is commonly known as West Pakistan constitute another zone. Further it has been provided that a vote of confidence or of no-confidence may be moved only in a joint session of the two Houses, may be passed by a majority vote provided only that the majority includes at least 30 per cent of the total members belonging to each zone. A similar majority is required also for the election of the Head of the State in a joint session.

The effect of these special provisions is that no vote of confidence/no-confidence and no controversial measure can be passed unless it receives substantial support from both zones, since its passing will require support of at least 30 per cent of the members from each zone in the case of a confidence/ no-confidence motion and 30 per cent of the members present and voting from each zone in other cases. Similarly no person may be elected the Head of the State without the support of at least 30 per cent of the members of each zone.

There are a number of checks and balances provided. You will notice that, firstly the Central Government will be responsible to both Houses jointly, since a confidence motion can be moved only in a joint session of the two Houses, and secondly, that any measure over which there is disagreement between the two Houses, can only be passed in a joint session of the two Houses. The representation of the various Units in the two Houses is so arranged as to give an overall equality of representation to the two Zones. You will recall that this principle of what came to be known as parity between East Bengal on the one hand and the Provinces composing West Pakistan on the other is contained in the Basic Principles Committee's Report. Fears were expressed, however, that it might in practice result in the domination of West Pakistan by East Bengal or vice versa. In order to prevent such a contingency the safeguard has been provided that any measure to be discussed in a joint session which gives East Bengal parity of representation vis-a-vis the units composing the Western zone can be passed only if a substantial percentage of the members for each zone support that measure. What we have thus ensured is not merely parity between the two zones, but, what is far more important, inter-dependence of these two parts of Pakistan. No Government can be formed or can

continue in office at the Centre unless it has amongst its supporters at least 30 per cent of the members from each zone and no controversial measure may be passed until it has the support similarly of at least 30 percent of the members present and voting from each zone.

It is important to remember that this additional safeguard is merely another expression of the same principle of parity. It imposes an equal obligation on each zone to secure a minimum measure of support from the other zone. It gives an equal assurance to each zone that without its support to that minimum degree, the other zone will not be able to form a Government or to pass any controversial motion. It is also proposed that the Head of the State must be elected from a zone other than that to which the Prime Minister belongs.

* * * * * *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	৭-২৩শে অক্টোবর, ১৯৫৩

CONSTITUENT ASSEMBLY OF PAKISTAN DEBATES ON THE REPORT OF THE BASIC PRINCIPLES COMMITTEE, 7TH OCTOBER, 1953.

SHRI DHIRENDRANATH DUTTA : Sir,……

If you look to the report itself, Sir, in the recommendations annexed to the Report on which our future Constitution is to be based, it has been stated that certain matters are still outstanding such as financial allocations between the Centre and the Units; nomenclature and the position of the acceding States in the new set up. A special subcommittee had been appointed under the Chairmanship of the Honorable Khwaja Nazimuddin to report on matters relating to the position of the acceding States in the future Constitution. These are matters really which are still outstanding; financial allocations between the Centre and the Units are very important. This Committee, Sir, has not yet submitted its report and it has not been placed before us. This I consider, one of the most important things to be considered. In this connection, I must tell this House if you look to the lists mentioned in the report. List No.I is the Federal List; List No. II is Provincial List or the Unit List; and List No. Ill is Concurrent List. If you look to these Lists, you will see that there are subjects included in both the Central List and as well as Provincial List and this, I should say, amounts that the Provinces are not but glorified Union Boards. If you look to the Lists, Sir, you will find that there is nothing which ....

Mr. Chairman: Order! Order! The time is up. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

* * * * * *

(8th October, 1953)

Shri Dili rend ra Nath Dutta (East Bengal: General): I was just referring yesterday to List No. II appended to this report. If you read List No. II, you will find that the Provincial Government-the Government of the Uniti- will not be able to run the administration at all. As I was submitting yesterday that the provinces will be nothing better than the glorified Union Boards. The Union Boards after paying the salaries of the chowkidars and dafadars, have not any fund whatsoever to carry on the administration and do its duties to the Public. So, it seems to me strange -I do not know whether the List is complete or not but if the list is complete- there is no provision anywhere in it for raising any fund whatsoever. Therefore, the most important thing to be considered is that funds should be given to the Provinces-Units - to carry on the administration in the best possible way. While making amendments to the Basic Principles Committee's Report, I had suggested for raising certain taxes. It seems to me that the present source of raising the revenue has all along been denied to the Provinces.

You are aware that the tax on agricultural income is a provincial matter but this has also not been mentioned in the report. Therefore, I suggest that taxes on agricultural income, duty in respect of succession to agricultural land, estates duty in respect of agricultural land, taxes on lands and buildings, taxes on the consumption of electricity, taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, taxes on goods and passengers carried by road or inland waterways, taxes on vehicles whether mechanically propelled or not suitable for use on roads including tram-cars, taxes on animals and goats should be mentioned in List No. II, otherwise it would be impossible for the Provinces to raise any fund to carry on their administrative duties. This is indeed a very important matter to be considered

Prof. Raj Kumar Chakraverty (*East Bengal: General*): .... Sir, there has been great joy and beating of drums over the latest formula regarding this representation of the two wings of Pakistan. No doubt, the Honorable the Prime Minister has done it with the best intentions, but I am afraid. Sir, he has failed to see the seed of mischief inherent in his proposal which is merely a patch-work. I do not think the members of the Muslim League party in coming to this settlement have shown sufficient vision or sufficient foresight or sufficient democratic spirit which was expected of them. They have failed to grasp that the future parties in this country and this legislature will be not on provincial considerations but on economic programme and ideological back-ground. This formula, which is unnatural and merely artificial, indicates suspicion and mistrust between the two wings of Pakistan as indicated by a previous.speaker, Mr. Dhirendra Nath Dutta. Our future generations might forget the present provincial feelings but when the Constitution is going to put down in black and white this parity formula, saying that "this is the Eastern Wing and this is the Western Wing, these are the checks and balances of each other", I am afraid. Sir, these provincial feelings will be revived in the people and the future generations on account of our putting down these "checks and balances." Rather than discouraging these provincial feelings, I am afraid, Sir, this will encourage provincial feelings. Therefore, Sir, there is nothing to be overjoyed on this formula.

As regards the co-existence of the two Houses with equal powers, my friend has already pointed out that it is most undemocratic. The combined wisdom of 300 persons who will be elected directly on adult franchise and who will enjoy a fuller confidence of the general public and the masses should never be overridden by 50 persons coming by indirect election in the Upper House. That is very undemocratic. It should be realized that many of these 50 persons are likely to be men with long purses, and vested interests. They are likely to be, as it has been the history in many other countries, mere clogs on the wheels of legislation. They may very often bring about deadlocks on account of their natural predilections. If this House would like to abolish zamindari system in the West Wing of Pakistan, I am afraid, it will not be possible to do so, because of these 50 representatives in the Upper House if they happen to be capitalists, will never be abolished from the soil of Pakistan on account of these fossils with vested interests adorning the seats in the Upper House of the Centre. And I am afraid, Sir, all progressive legislation will be held up.

* * * * * *

(9th October, 1953)

Sir, next I take up the question whether the Constitution is a federal one. It is federal in name only. Like the Unitary System of Government the Centre has usurped many of the powers of the Units and the Provinces. It is neither Federal nor Unitary but it is a hotchpotch. It is a curious amalgam. Scrutinize the three lists given in the report and you will find that even under the bureaucratic British administrations, Provinces had many powers which have been taken away from them under the proposed Constitution. Situated far away as East Bengal is, the autonomy of that Province and the autonomy of other provinces also, except in certain important matters like the Defense, Foreign Affairs, and Currency should have been conceded and granted. This question of the autonomy for the provinces has been the claim of the Muslim League Parliamentary Party of East Bengal. They passed a resolution in 1949 in which this was included. It is supported by the Lahore Resolution of Muslim League passed in 1940. It is in the objectives Resolution which the late Qaid-i-Millat moved. It is the scheme that was placed before the Cabinet Mission by the late Qaid-i-Azam in 1946. What we have got, Sir, today, is a truncated provincial autonomy. It is a negation of federalism and we cannot touch it even with a pair of tongue.

*　　*　　*　　*　　*　　*

(14th October, 1953)

The Honourable Mr. Nurul Amin: (East Bengal: Muslim):................Sir. there are people who thinks in terms of confederation. They think that the Lahore Resolution which gave a sort of an inkling of the two zonal independent States, should be given effect to. One has got to take into consideration the time factor between the Lahore Resolution and the achievement of Pakistan. The idea behind that resolution was to include the whole of Bengal in the eastern zone with Assam and the whole of Punjab and the rest which now comprises Western Pakistan, including Kashmir State, in the Western Zone. That was the idea when the Lahore Resolution was passed, but what did we get? In the words of the late Quaid-i-Azam, we got a truncated Pakistan, not the Pakistan which was envisaged in the Lahore Resolution, but a truncated Pakistan, and this very fact alone is sufficient to abandon the idea of two independent States. East Bengal with a load of 4Vi crores of population, has no area to expand. I do not see how it is possible for those, who think in terms of two independent States, to think of East Bengal existing as an independent State, unless they in their heart of hearts feel that by doing so they shall make East Bengal a satellite of India. Of course, then that is possible. The less we think in terms of a confederation the better it is for all of us in Pakistan.

Now, Sir, we have got to frame a constitution which should inspire confidence among the people of both the zones and for that purpose certain figures have been prepared, as this can be achieved only by figures. That is not the main consideration. The main consideration is that we must all work for the consolidation of Pakistan. We must have the same idea which imbibed us at the time of Lahore Resolution, that we must have a Pakistan of our own, so that the people irrespective of their place of birth or place of residence must have a common ideal, we must have a common State of their own and

must work together hand-in-hand. That was the ideal that was kept before those who framed the formula which has been published in the press and placed before the House by the Honorable Prime Minister.

Sir, it is within the knowledge of everybody that on account of this difference of opinion between East Bengal and West Pakistan in the matter of composition of the Houses, the work of constitution-making was stopped......................The deadlock, which was created on account of the difference and which has persisted for the last few months, is working as a dead weight on the nation. The nation is going to lose confidence in the leaders, in those who are at the helm of the Administration. They have been disappointed and frustrated; one has got to realize that those who have the love of the country at their hearts must find out some solution of the tangle. It has been done and it has been hailed all over the country, except those who do not see eye to eye with the Muslim League and I know the reason. They are those people who opposed Pakistan; they are, again, those people who do not want that there should be a strong Pakistan and that constitution should take another step to make it stronger. I have read in the press that a meeting was held in Dacca, which was attended by several parties. I will just name those persons rather parties who are said to have rejected this formula. The meeting was addressed by representatives of the Jinna Awami League, the Communist Party; the Krishak Sramik Party, the Gangatari Dal, the Khilafat-i-Rabbani Party and ex-Finance Minister, Mr. Hamidul Haq Chowdhury and it was presided over by the former Bengal Premier, Mr. A. K. Fazlul Huq. All these disgranted gentlemen and organizations, which are ideologically opposed to Pakistan have joined hands and are trying to gather strength against the Muslim League. I am sure the People of Pakistan, far more the people of East Bengal, are quite conscious of their duties and their obligations and their rights. They can understand who are their friends and who are not. They know who have achieved Pakistan which is the organisation which has given millions of Muslims a State of their own. I am sure that such combination of these heterogeneous elements will not cut any ice with the people of East Bengal.

* * * * * *

Sir, it has been suggested that the Upper House has been given more powers. So far as powers are concerned, certain powers have been given according to the formula to the joint House-neither to the Lower House nor to the Upper House. Certain other powers-Legislative measures-are equal as are to be found in many other countries. Even in undivided Bengal the Upper House had independent power with regard to legislation. That is also to be found in various other federal systems of Government. The only deviation that has been made is that certain power has been given to the joint House and that is, as I have said, to create a feeling of confidence amongst all sections of the people, amongst all people living in different parts of Pakistan, in the Constitution of Pakistan. And, I think that no sacrifice for achieving that end is too great. We must first of all see that Pakistan's foundations are made strong; that there is no fissiparous tendency to weaken the foundations of Pakistan.

Then, Sir, comes the question of Autonomy which has been raised by some of the members. So far as provincial autonomy is concerned, I have always held the view that

provinces should be given the maximum autonomy. The Central Government should not be undermined but still there are many subjects which can be assigned to the provincial Governments for administration. In the committee stage I had also my difference of opinion and I shall try to express my opinion both in this House and elsewhere. I feel that without affecting the integrity of Pakistan, a larger number of subjects can be given to the provinces. That would be good both for the Centre and the Provinces. It is difficult for the Central Government to administer many subjects from here-from the seat of the Federal Capital. The Secretariat, the Staff and the Ministers who cannot have first-hand knowledge of the difficulties and sufferings of the people on those matters cannot dispose of things quickly and properly from the seat of the Central Government. So far as East Bengal is concerned, the geographical position has got to be given a special consideration. It has been found very very difficult by experience of these six years that some subjects which can easily and without affecting the authority of the Central Government be transferred to the Provincial Governments, could not be dealt with properly and quickly as they could have been done if the subjects were administered by the Provincial Governments.

I am also in favor of having one list instead of having three lists. Make one list of subjects for the Central Government and no more. The rest of the subjects will be administered by the provinces. We had three lists in the Government of India Act; we have suggested three lists in the reports; but I think the best course would be to have only one list, namely, subjects to be administered by the Central Government and there should not be any other list.

Shri Dhirendra Nath Datta: Provinces must have funds to administer the subjects.

The Honorable Mr. Nurul Amin: The question is as the responsibilities will be transferred the sources of revenue will follow. That goes without saying. If the responsibilities are transferred the sources of revenue will also follow.

Now, certain references have been made with regard to the language question and I was surprised that Honorable Members of this House who know the history of the language could raise this question at this stage. After a resolution which was adopted by this House, the Basic Principles Committee had no jurisdiction to make any recommendation with regard to the language. It was decided by this House that the question of language will be taken up when the report is taken up. So this has got to be considered by this House as a proposal or an amendment. The report could not have contained this recommendation. So this issue was out of place. We stand by that resolution which was passed by this House, and I am sure the time will come when the members of this House will give due weight to the claim and sentiments of the people of East Bengal and a solution, as we have been able to find with regard to other matters, will be found for the language also. Sir there was another point on which most of the time of the Honorable Members belonging to the opposition was taken that is with regard to the separate electorates. This very question was discussed threadbare and a full-dress discussions (lasting for several days) took place in this House, when separate electorate was acceded to the scheduled castes on account of their demand. You might have noticed that the other day Mr. Bhandara, who belongs to the schedule Castes………..

Shri Dhirendra Nath Datta: He is not a scheduled caste. He belongs to minority community.

The Honorable Mr. Nurul Amin: Yes I am sorry. I withdraw.

Shri Sris Chandra Chattopadhyaya: He is a Parsi.

The Honorable Mr. Nurul Amin: May be a Parsi but he belongs to minority community.

Shri Dhirendra Nath Datta: He does not belong to East Bengal.

The Honorable Mr. Nurul Amin .... has welcomed separate electorate. The provision of separate electorates is made for the benefit of the minority community; but I know, Sir, I shall not be able to convince these honourable gentlemen here about the justice and fairness of separate electorates because they have got a set idea about that. But I am speaking for the people at large and out side this hall. I am sure that no amount of reasoning, 110 amount of argument, however, cogent it may be, will be able to remove the prejudice from their mind against separate electorates. These gentle men are not the people who represent the entire minority community.

(Interruption from Congress Benches)

The Honorable Mr. Nurul Amin: They do not represent the entire 'minority community. Here, Sir, you will find that the Scheduled Castes who have come in this House have come with a certain mandate from the Congress and some of them are stooges of the Congress people. They have come here by the votes of Caste Hindus who are against separate electorates.

Mr. Bhupendra Kumar Datta (East Bengal: General): It is only worthy of Mr. Nurul Amin to say so!

The Honorable Mr. Nurul Amin: Sir, only the other day there was a meeting in Dinajpur ......

A Congress Member: He can engineer such things.

The Honorable Mr. Nurul Amin: If I can engineer things then I must be a super-human being; let me have that satisfaction.

(Interruption)

The Honorable Mr. Nurul Amin: The motive behind the giving of separate electorates is far from creating division amongst Hindus. It is the demand of scheduled Castes. It is for the creation of better scope for progress of the Schedule Castes Community which has been so long kept backward and down trodden.

Mr. A.K. Fazlul Hague (East Bengal: Muslim) 24th October, 1953:

...Sir, I felt it my duty to approach all political parties and extend invitation to the Leaders of all political thought to come and stand on the same platform, consider the

whole situation and decide whether we should support these proposals reject them, or support them partially or reject them partially, whatever was the decision of the majority. On the 9th of October, Sir, I may told the House, that I collected nearly three lakhs of persons in Dacca-the biggest meeting that was ever held in Dacca. There, Sir, after discussion over six hours, a resolution was adopted unanimously by all the parties. It is printed and with your permission, I would read it to the House. The question is, Sir, is East Bengal behind these proposals, or is East Bengal opposed to these proposals? What is the opinion of the people of East Bengal regarding these proposals? There is no doubt that there are many members of the House from East Bengal who are supporting the proposals. Sir is it the support of the few members here that is wanted or do you want the support of the people of East Bengal? Have any of my friends here, who talk so loud about the support given, consulted a single person-man, woman or child-as regards these proposals and ascertained their views. They are giving their personal views. This is not representative and in the face of this unrepresentative character of the opinion that is being pressed here, let me read out to the House the Resolution adopted when I addressed about three lakhs of people, followed by a meeting at Mymensingh-a couple of lakhs-and another meeting at Comilla-a couple of lakhs, and so on. I have addressed these meetings already and when I go back and address more such meetings I will send number of persons who may have come forward to give their opinion. You copies of more Resolutions passed at meetings attended by a colossal. Sir, this is the opinion of East Bengal recorded at that mammoth gathering:..,

East Bengal's Reaction to the Constitutional proposals before the Constituent Assembly at Karachi.

Whereas the so-called agreed solution of Constitutional deadlock announced by the Prime Minister of Pakistan gives no indication of East Bengal's universal demand for complete zonal Autonomy on the basis of the historic Lahore Resolution of 1940 and recognition of Bengali as one of the State languages;

And whereas the proposed Constitutional Solution deals only with composition and power of Federal Legislature and the election of the Head of the State and. Prime Minister, to the exclusion of all other aspects of a Constitution;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is majority commanding confidence of the people to implement their policy and programme and by providing mandatory 30 per cent zonal support for acceptance of any measures gives constitutional sanction to undesirable zonal distrust and suspicion instead of encouraging mutual confidence and good-will and sanctions separate communal electorate stensively to safeguard communal interest but really designed to perpetuate reactionary leadership thriving upon communal hatred and jealousy;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is deliberately designed to put a constitutional clog on popular and progressive schemes in the guise of checks and balances;

And whereas the House of Units is given powers co-extensive with the powers of the House of peoples;

And whereas in the composition of the House of Units East Bengal has not been given the status of zone but East Bengal with a population of four and a half crore has been put on equal footing with Baluchistan and Karachi and other very small Units, the population of which will not exceed even forty lakhs;

And whereas the creation of an undemocratic and retrograde Upper House is silent about other reactionary recommendations of the Basic Principles Committee Report such as suspension of the constitution by the Head of the State according to his sweet will and behest and giving autocratic powers to the Head of the State to appoint or dismiss the Unit Cabinets without referring to wishes of legislature and the impediments placed by Basic Principles Committee on the independence of judiciary and the inviolability of the fundamental rights of the citizens;

And whereas the Basic Principles Committee Report fails to equalize the advantages of administration and justice and arranging alternative sittings of the government and federal court in Karachi and Dacca;

And whereas East Bengal during the last six years of consideration of constitutional problems has declared unequivocally in favor of a unicameral Federal Legislature directly elected by the people having two specified reserve subjects, namely Defense and Foreign Affairs, which means powers to raise Army, Navy and Air Force and maintain them in time of war and peace and deal with political relations with foreign countries and formulate the foreign policy;

And whereas a country's constitution cannot be considered and accepted piecemeal, but has to be placed before the people as a composite whole for their considerations;

It is hereby resolved that this meeting of the citizens of Dacca convened under the joint auspices of all political and cultural parties except the Muslim League to do hereby reject the constitutional formula announced by the Prime Minister and warns the Central Authority not to hazard imposition of any constitution unacceptable to the people.

It is further resolved that the people of the country have no confidence in the authors and supporters of the constitutional schemes and solutions announced by the Prime Minister on behalf of Muslim League Parliamentary Party and demands immediate dissolution of the consumable for fresh election of a constitutional Assembly directly by the people on the basis of universal adult franchise and on joint electoral system.

This meeting calls upon the people of the country to express their views! On this issue through press and platform from all districts, sub divisional and rural centres.

Now, Sir, as I have said, after this several meetings were held. What then, Sir is the position? Sir, I have got great respect and regard for all my friends who come from East Bengal-who are Members of this House-but let me remind them how we have been elected. The elections of 1946 were something like a miracle in disguise. In 1946, Pakistan had not been announced, nor had the British left, but it was known that the British would go and that Pakistan was in the offing. The Muslim League at that time was at the height of its glory and as a matter of fact it was the most disciplined party at that

time in politics, and last but not least, the whole movement was headed by no less a person than the Quaid-i-Azam, who was at that time the most powerful political factor in the whole world. Sir, the position then was that the people knew that a ticket from the Muslim League would ensure their election.

* * * * * *

The point is that my friends who thus came into the House represented none but their own selves. He got the ticket. He came here. He conquered and took his seat. Can he say:

"My view is that of the people of 16 districts of Eastern Pakistan?"'He cannot say that.

* * * * * *

This is the position. Sir, The best thing that can be done is that this Assembly should be adjourned until the Members of this House come in contact with the people of the country and then let them come and give their opinion. As regards Western Pakistan, the report is that it is all in their favor and I have no doubt about it.

* * * * * *

Now, Sir, so far as this Report is concerned, it is a matter of great importance that if you could wait for 6’/2 years, why not waits for ten years or more, Let another generation come, and so on, till perhaps India itself will not be recognizable in this context. There is no need of constitution till then. Let us carry on as hitherto. Why should these constitutional reforms be shelved down our throat? I object, because, as I have already submitted, I have ascertained the views of the people of East Pakistan and they are definitely against it.

* * * * * *

I do not know whether I can make suggestions but there are one or two of a very vital character so far as East Bengal is concerned. I ask the House, especially my friends from Western Pakistan, to consider the geographical position of Eastern Pakistan vis-a-vis the Centre, the seat of Government. We are in Eastern Pakistan; the Central Government is at Karachi. The Centre is on the circumference and consider, Sir, the disadvantages of the governed people who are governed from 2,000 miles away without any communications whatsoever which can bring the governed into close contact with the governors. It means coming by aero plane, in addition to the risk of your being through a crash and losing your life, you have to spend Rs.500 or 600. How many of us can afford this sum? If you want to file an appeal in the Federal Court, you have to go to Lahore and spend thousands of rupees. What harm have the people of East Pakistan done that 4Vi crores of them be put to this disadvantage. Why advantage should be given to Western Pakistan so as to make the people of Eastern Pakistan feel that they are not being fairly treated and you expect them to say that everything is quite all right in Pakistan. The fact is that, it is not all right in Pakistan. There is no>meaning in it. The least that can be done is that if the Centre is located at Karachi, the judiciary should be located in East Pakistan at Dacca or some other place. If the Army is located in Karachi, then the Navy should be located in East Pakistan. I need hardly say that East Pakistan has produced the best sailors whose feats

of velour are known the world over. They have been engaged in increasingly large numbers by the Western countries, particularly British Merchant Shipping. These men hail mostly from Noakhali, Sylhet and Chittagong, who in turbulent waters, and days of war got up the ropes and can be trusted to keep the Ships afloat. Times without number they have proved their worth by their perseverance and presence of mind and everything that goes to make a good sailor. These are the only suggestions I can offer at the present moment. It is impossible to satisfy reasonable men in East Pakistan if you have the Federal Government at Karachi to administer East Pakistan from a distance of 2,000 miles. I will be asked if I criticize so much to give what my alternative suggestions are to the Basic Principles Committee's recommendations. I make only one suggestion: Let us feel in actual practice that we arc fully autonomous: we have our own government; we make our own laws. Only we will not cut ourselves adrift from the other position. We will be cemented with the other position with as strong ties as are possible but we must have our own laws. It is quite evident, Sir, that if you frame a constitution which suits Baluchistan, the tribal areas of Baluchistan, Bahavvalpur and other states, it is likely that they may not suit Eastern Pakistan. Four and a half crores of inhabitants are there in East Pakistan. Twenty-five percent of this population happens to be non-Muslim. The position is quite different from Baluchistan where everybody is Muslim. You cannot have the same constitution for all the different units of Pakistan. It must be different from unit to unit. Leave East Pakistan to work out its own destiny.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্ট গঠন	দৈনিক ‘আজাদ’	৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩

আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠন

মাওলানা ভাসানীর ও জনাব ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য মোছলেম লীগের বিরোধী দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।’’

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব এ, কে, ফজলুল হক (শুক্রবার) এক যুক্ত বিবৃতিততে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীল মোছলেম লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব এ, এক, ফজলুল হক গতকল্য আওয়ামী লীগ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মোছলেম লীগের বিরুদ্ধে ‘‘যুক্তফ্রনট’’ গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর নেতৃদ্বয় নিমণলিখিত যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেনঃ

‘‘আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মোছলেম লীগকে পরাজিত করিবার জন্য এবং বর্তমান সরকারের স্থলে জনসাধারণের সত্যকারন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য আমাদের সভাপতিত্বে গঠিত দুইটি প্রধান বিরোধী দল-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে- একথা জানাইতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেছি। আমরা এক্ষণে মোছলেম লীগের বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের সহিত সংযোগ স্থাপনের এবং ঐ সকল দলের সহযোগিতায় একটি সম্প্রসারিত সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করিব। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমরা অতঃপর সিলেকশন কমিটি অথবা পার্লামেন্টারী বোর্ডের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিব এবং বিস্তারিত কার্য্যসূচী নির্ধারণ করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভোটারগণ এই যুক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন এবং যে মোছলেম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত কয়েক বৎসরে কুশাসনের দ্বারা দেশকে প্রায় দেওলিয়া এবং জনসাধারণকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহার মনোনীত প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিবেন।’’

জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতির নিকট টেলিগ্রাম

জনাব এ, কে, ফজলুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে তিনি এবং ভাসানীর মওলানা এক তারে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে এছলামের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীকে এই যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অনুরোধ করিয়াছেন।

মওলানা আতাহার আলী যুক্তফ্রন্টে যোগদানের অমত করিবেন না বলিয়া জনাব ফজলুল হক আশা প্রকাশ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা	যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর	জানুয়ারী, ১৯৫৪

একুশ দফা

নীতিঃ কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজানা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যববসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধান করা হইবে।

৫। পূর্ববংগকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পেরও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহার্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসে অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীতের বেতন কমায়ইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীতের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপর ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২২ শে ফেবব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণকরতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার-বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সার্কুলার	যুক্তফ্রন্ট পার্টি	২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

OFFICE OF TIIE UNITED FRONT PARTY

56, Simpson Road, Dacca.

Dear Sir,

Will you kindly send to us information’s and report on the following points as early as possible :

1. The names of the other candidates in your constituency with notes on their influence, names of their principal supporters and their chances of success.
2. A note of your own work; for instance, how many unions there are in your Constituency; how many you have covered yourself; in how many are your workers working; what are the difficulties in your way; should we write to any particular person to help you; your own chances of success, etc;
3. Nature of the propaganda against you e.g., are there any candidate misusing the name of the United Front Party or that they will join Mr. Haq's party if they succeed, are they defaming you or threatening the voters with hell-fire or are there any Maulvis and Pirs working against you and for the Muslim League.
4. Are there any leaflets in circulation in favor of other candidates alleged to have been signed by any of the leaders.
5. What is your symbol? If you have not got "BOAT" as your symbol, you have time up to February 17th to apply to the Election Commissioner for the symbol. If, however, any other candidate has got the "BOAT" symbol, you must obtain his consent to the transfer. So you should try to get that consent.
6. Detailed report of the progress you have made so far. Have you met with any difficulties? If so, suggest means to get over the same, if you have not been able to surmount them already.

Yours truly,

(H.S. SUHRAWARDY)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রচার পুস্তিকা	যুক্তফ্রন্ট পার্টি	৪ঠা মার্চ, ১৯৫৪

জালেম-শাহীর ছয় বৎসর

প্রচার বিভাগ

যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় দফতর

মুসলীম লীগের জাঁদরেল নেতা সরদার আবদুল রব নিশতার বলিয়াছেনঃ

''মুসলিম লীগ এখন সরকারের আজ্ঞাবহ''

কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ করিতে। সর্ব্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে। এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গোলাম এখন জালেমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনগণকে কিভাবে শাসনের নামে শোষণ ও দমন করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন, তাই আমরা মজলুম জনগণের হাতে মুসলিম লীগের জালিম-শাহীর ছয় বৎসর তুলিয়া দিলাম।

-যুক্তফ্রন্ট প্রচার দফতর

কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহান জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই নূতন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মহান জাতি পূর্ণ আজাদী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, জাতির পিতা কায়েদে আজমের এমেত্মকালের পর দেশের নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া গেল, যাহারা নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে যাহারা অগ্রনায়ক ছিলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রামেত্ম তাহারা রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন অথবা নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কলুষিত চরিত্র ব্যক্তিগণ, যাহাদের এই রাষ্ট্র গঠনে কোন প্রকার ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, তাহারা রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ পাকিস্তানের পুণ্যভূমি কলুষিত হইল এবং পাকিস্তানের কোটি কোটি জনগণের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় দেখা দিল।

লীগ নেতৃত্বের স্বরূপ

পাকিস্তানের বর্ত্তমান নেতাগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের পশ্চাতে কোন ত্যাগ নাই। জনগণের জন্য দরদ নাই এবং ইহাদের ধর্ম্ম ও ঈমানের সঙ্গে তাহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। অথচ ইহারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশবাসীগণকে প্রতারিত করিবার জন্য মুখে ঘন ঘন ইসলামের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, খলিফাদের সহিত নিজেদের তুলনার স্পর্ধা দেখাইতেছেন এবং ইহাদের কুকীর্তির সমালোচনা করিলে সমালোচকদের ইহারা রাষ্ট্রদ্রোহী, কমুনিষ্ট এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা রকম বেআইনী আইনের কবলে ফেলিয়া তাহাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা ইসলামকে পাকিস্তান হইতে নির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর। ঈমানের নাম করিয়া ইহারা বে-ঈমানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, জনগণকে মিথ্যা সেত্মাক দিয়া দুঃখ ভোগের প্ররণা দিতেছে, অথচ নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থাকার প্রয়োজনে নানা অসদুপায়ে নিজেদের ধন-দৌলত বৃদ্ধি করিয়া কিসমৎ ফিরাইতেছে।

জাল মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছে কিন্তু সেই মুসলিম লীগ আর বর্ত্তমান মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান অর্জ্জন করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু পাকিস্তান অর্জ্জনের পর সে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা চলে এবং পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করিবার কায়েমী স্বার্থ বজায় থাকে তজ্জন্য একদল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিবাজ লোকের চেষ্টায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হয়। ইহারা মুসলিম লীগের পুরাতন গৌরবের উত্তরাধিকারী সাজিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নির্লজ্জের মতো প্রচার করিতেছে যে, মুসলিম লীগ কায়েদে আজমের আমানতস্বরূপ এবং কায়েদে আজম ইহাদের হাতেই লীগকে আমানত রাখিয়া গিয়াছেন। জনসাধারণ ইহাদের ধাপ্পাবাজীতে গত বৎসর ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছে। কায়েদে আজম ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলা এই তিনটি মূলমন্ত্র আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এই তিনটি মূলমন্ত্র অদ্ভুতভাবে তাহাদের কাজে লাগাইতেছে। তাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে, প্রতিবাদ করিলে একতা ও শৃঙ্খলার দোহাই পাড়িতেছে।

মুসলিম লীগের নামে বর্তমান শাসক সম্প্রদায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে শ্রেষ্ঠতম কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও সস্কৃতি বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। আজ যদি ধর্ম্মের অবমাননাকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আইনে থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনেতাদের অনেককেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে অথবা কারাগারে পচিয়া মরিতে হইত। আল্লাহ ও ইসলামের নাম করিয়া ইহারা এমন কাজ করিয়া থাকে, যাহাতে আল্লার অবমাননা এবং ইসলামের অমর্যাদা করা হয় আমরা প্রথমে বর্ত্তমান লীগের শাহীর ধর্ম্ম-বিরোধী কার্যকলাপের যে পরিচয় দান করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে ইহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমৎ কোন কালে কায়েম হইবে না, এমনকি মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব ইহাদের দ্বারা বিপন্ন হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই মৌলনা আতাহার আলীর নেতৃত্বে পূবর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নায়িয়াছেন। জনদরদী শেরেবাংলা ও দেশপ্রেমিক ভাষানী মওলানা হাতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের ইসলাম প্রীতির বিষয় লইয়া আলাপে আসিবার পূবের্ব খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলিম লীগ খলিফাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

খলিফাদের ত্যাগ ও লীগের নেতাদের অর্থলোভ

ইসলামী রাষ্ট্র অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে বেতন রাষ্ট্রনায়কেরা লইতেন, তাহার সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের বেতনের এক তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেখানো হইলঃ

১ম ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত আবুবকর ও হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) মাসিক ২২৫ দেরহাম বেতন লইতেন। তাঁহারা খলিফা কার্যভার গ্রহণের পূবের্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক পূর্ণ তালিকা সরকারে পেশ কয়িয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, খলিফার কার্যভার ত্যাগের পর তাঁহাদের সম্মত্তি, নিজেদের পদাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন কিনা, তাহা দেখাইবার সুযোগ জনসাধারণকে দান করা। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) সরকারী কোষাগার হইতে আদৌ কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) বৎসরে ৫শত দেরহাম বেতন গ্রহণ করিতেন।

কায়েদে আজমের পর

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সরকারী তহবিল হইতে কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই।

কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্যার নজিমুদ্দীন যখন পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হন, তখন হইতেই পাকিস্তানের হৃদয়মূলে প্রথম আঘাত হানা শুরু হয়। তিনি আজাদীর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, অথচ আজাদীর পর তিনি কায়েদে আজমের শূন্য আসন দখল করিলেন। পাকিস্তানের এই নয়া খলিফার মাসিক বেতন ১২,৫০০ টাকা নির্ধারিত হইল। বার্ষিক ভাতা হিসাবে তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারী ব্যায়ে সজ্জিত ২০০০ টাকা মাসিক ভাড়ার বিরাট প্রসাদ বিনা খরচে ভোগ করিতে লাগিল। তাহার সফরের ব্যয় রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইত এবং তাঁহার নিজস্ব বিমান চালনার ব্যয় প্রতি মাইল১০০ টাকা। তাঁহার পোষাকের ব্যয় হিসাব বার্ষিক ৩,০০০ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাঁহার সকল ব্যয় রাষ্ট্র হইতে বহন করিয়াছিল এবং বৎসরে তাঁহার আড়াই লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন এবং বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পোষাকের খরচ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী, গাড়ী, বিমান, ট্রেন ও তৈজসপত্র, ভৃত্য, সব খরচই সরকার হইতে বহন করা হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণও সকলে এই সুযোগ পাইয়া থাকেন।

প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীগণ-পূর্ববঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বেতন- ১,৮০০ টাকা

ভাতা- ১,২০০ টাকা

বাড়ী, গাড়ী এবং চাকর-বাকরের ব্যয় সরকারী কোষাগার হইতে বহন করা হয়। তিনি ৬ বৎসর ওজারতী করিয়া ঢাকা ও ময়মনসিংহে কয়েকখানা প্রাসাদ নির্ম্মান করিয়াছেন। এক এক খানি প্রাসাদেও নির্ম্মাণ ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লীগ শাহীর পূবের্ব তিনি ময়মনসিংহের একজন সামান্য উকিল ছিলেন।

প্রদেশের অন্যান্য মন্ত্রীদেও মাসিক বেতন ১,৫০০ টাকা। ইহাদিগকে সুসজ্জিত প্রাসাদ এবং গাড়ীর ভাতা দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া পূবর্ববঙ্গে কয়েকজন ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্মণ্য মন্ত্রীকে অনর্থক বসাইয়া বেতন দেওয়া হয়। এইসব ব্যাধিগ্রস্ত অপদার্থ মন্ত্রী বাহাদুররা মাসের পর মাস সরকারী খরচে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়াছেন। মন্ত্রীদেও স্বাস্থ্য ভাল করিতেই সরকারী তহবিলের বিরাট অংশ ব্যয়িত হইত। অবশ্য এই সব বেতন ও খরচপত্রাদি মজলুম দেশবাসী বহন করিয়া থাকে।

বিদেশের দূতাবাসের মদের প্লাবন

বিদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক শ্রেণীর লোকদিগকে পাঠানো হইয়া থাকে, ইহাদেরও অনেকে বিদেশে পাকিস্তানের ইজ্জতের এবং ইসলামের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দূতাবাসসমূহে মদেও জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহাতে একটি প্রদেশের কোন এক বিভাগীয় ব্যয় সম্পন্ন হইতে পারে।

খেলাফত যুগের রাষ্ট্রনায়কদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সহিত নয়া ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের ব্যয় ও বেতনের এই তুলনামূলক হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে যে ইহারা ইসলামকে বরবাদ করার জন্যই যেন ঘন ঘন ইসলামী জিগির তুলিতেছে।

পাকিস্তানের সহিত অন্যান্য অমুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের তুলনামূলক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

চীন

চীনা গণ-সরকার প্রধানমন্ত্রী মাও সে তুং ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মাসিক ২০০ টাকা পাইয়া থাকেন। ইহাদের গাড়ী, বাড়ীর খরচ নিজেদেরই বহন করিতে হয়।

ভারত

বৃটিশ আমলে বড়লাটের বেতন ছিল মাসিক ২৫,০০০ টাকা।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির বেতন ধার্য্য হয় ১২,৫০০ টাকা। প্রথম রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজা গোপালচারী মাসিক ৭০০ টাকা রাষ্ট্র দান করিতেন, ২,৫০০ টাকা দরিদ্র ছাত্রদের তহবিলে দিতেন এবং নিজে লইতেন মাসিক ৩,০০০ টাকা।

মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী হইয়াও রাজ্য গোপালচারী এখনও রিকশা চড়িয়া বেড়ান। নাজিমদ্দিন ও রাজা গোপালচারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে নাজিমুদ্দিন চিরকাল বৃটিশের দালালী করিয়াছেন। আর রাজাজী আজাদীর সংগ্রামে চিরকাল নির্যাতিত হইয়াছেন।

বড় লাট হিসাবে বিদায়কালীন ভাতা পাইয়াছেন রাজা গোপালাচারী মাসিক ১,০০০ টাকা এবং নাজিমউদ্দিন মাসিক ২,০০০।

ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়া

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূবের্ব পূবর্ববঙ্গে যে পরিমাণ মদ বিক্রয় হইত, পাকিস্তান হওয়ার পর তাহা যে কতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা য়ায় না। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ঢাকা ক্লাবে মাসে ৭০ হইতে ৮০ গ্যালন মদ বিক্রয় হইত। পাকিস্তান হওয়ার পর আইন করিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ এক ঢাকা ক্লাবেই মাসে ৭০০ গ্যালন মদ বিক্রয় হয়। ইহা ছাড়াও জনাব নূরুল আমীন সাহেবের মেহেরবানীতে ঢাকা শহরের বুকে আরও ৬টি মদের দোকান খোলা হইয়াছে এবং তাহাতেও বিপুল পরিমাণে মদ বিক্রয় হয়।

ইসলামী আইন অনুসারে লাট সাহেবেরা খলিফাদের শামিল। অথচ সেই খলিফাদের বাসভবনে মদ মওজুদ রাখা নেহায়েত জরুরী ব্যাপার। অনেক সময় লাট প্রাসাদে কক্টেল্ পার্টি এবং মেয়েদের কোমর ধরিয়া নাচ (বল নাচ) হইয়া থাকে। ইসলামী বিধানের কোথাও এইরূপ কক্টেল্ পার্টি ও বল নাচের হদিস পাওয়া যায় নাই।

দেউলিয়া পাকিস্তান

পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল, পরের কয়েক বৎসরে তাহার বিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অনেকেই তাহা অবগত নন। কাজেই তাহার হিসাব সংক্ষেপে দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তানের মওজুদ তহবিলে ১০৮ কোটি টাকার সোনা বাড়তি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তানের দেনা হয় ৬৮ কোটি টাকা। বিদেশ হইতে বিলাতী মদ, নখের রং, মুখের পালিশ, ঠোঁটের রং এবং পুতুল কিনিতে রাষ্ট্রের তহবিল উজাড় করিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই সকল জিনিষ গরীবের কোন কাজে লাগে না। বড়লোক এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের খেয়াল মিটাইবার জন্য গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দেশকে ফতুর করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র কোথায়?

পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রাষ্ট্রের কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। ইংরেজের গড়া শাসনতন্ত্র লইয়া এই রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে, অথচ ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র এক বৎসর পরেই তাহার নূতন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়াছে। আমেরিকার মত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে মাত্র নয় মাস সময় লাগিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা এবং গৃহীত হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা, আমেরিকার ব্যয় হইয়াছিল ১৯ লক্ষ টাকা, অথচ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এখনও রচনা করা হয় নাই, কিন্তু, ইতিমধ্যে এই বাবদ ৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। হায়রে গরীব রাষ্ট্র পাকিস্তান।

গত ৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি মাসিক ৪ হাজার টাকা করিয়া বেতন এবং বাড়ী ও গাড়ী সরকারী খরচায় পাইতেছেন। গণ-পরিষদের সদস্যগণের যাতায়াতের ভাড়া ও করাচী অবস্থানের জন্য

প্রত্যহ ৪২ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়া হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ যে দরিদ্র জনসাধারণই দিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য।

ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপনণ

পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র না থাকয় এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। সারা পাকিস্তানে দেড় হাজারের অধিক অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র-ছাত্রী ও দেশপ্রমিক যুবকগণ জেলের মধ্যে বিনা বিচারে আটক ছিল, অথচ ইসলামের বিধান অনুসারে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা যায় না। বন্দীদিগের প্রতি জেলে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা মনুষ্যোচিত বলা যায় না। প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দীদের জন্যে দৈনিক ১ টাকা ২ আনা ৫ পয়সা খাদ্যের বরাদ্দ করা আছে, কিন্তু মুসলীম লীগের পোষা কণ্ট্রাকটরদের চুরি করার পর বন্দীদের ভাগ্যে ৮ আনা হইতে ১০ আনার অধিক খাদ্য জোটে না।

খুনীর ভূমিকায় মুসলিম লীগ

জার্ম্মানীতে হিটলারের আমলে সামান্য কারণে বন্দীদিগকে যেভাবে হত্যা করা হইত, মুসলিম লীগ শাসনে পাকিস্তানে তাহা হুবহু অনুসৃত হইতেছে। ইহার ফলে বহু মেধাবী ছাত্র লীগ-শাহীর অত্যাচারে জ্ঞান দিয়াছে। রাজশাহী জেলে যে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকজন হতাহত হয়। নিহতের মধ্যে ছিল খুলনা জেলার এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র আনোয়ার, সে দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল।

ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সময় নূরুল আমীন সরকার গুলী করিয়া কয়েকজন নওজোয়ানের জীবনলীলার অবসান করে। নিহত ব্যক্তিদের দাফন পর্যন্ত ইসলামী কানুন মত করা হয় নাই। তদানীন্তন মুসললিম লীগের মুখপত্র দৈনিক মিল্লাত (২৩ ফেব্রুয়ারী) ১৯৫২ সন এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঢাকার লালবাগের পুলিশ ব্যারাকে নূরুল আমীন সরকার গুলী চালাইয়া প্রায় তিনশত পুলিশকে হতাহত করেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের কি দোষ ছিল, তাহা সরকার বলেন নাই। এবং গুলী চালনার ব্যাপারও বহুদিন গোপন রাখা হইয়াছে।

মুসলিমর লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলী চালানো।ছাত্রদের অপরাধ ছিল যে তাহারা বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। এই সামান্য কারনে ১২ জন ছাত্রকে যে মুসলিম লীগ সরকার গুলী করিয়া মারিতে পারে, দেশ শাসনের কোন অধিকার তাহাদের থাকা উচিত নয়।

চট্টগ্রামে বাঁধ কাটা লইয়া গুলীবর্ষণ ও নবীনগরে মসজিদের মধ্যে গুলীবর্ষণ লীগ-শাহীর অন্যতম অপকীর্তি হইয়া রহিল। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আহমাদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সময় সামরিক আইন জারী করিয়াও বহুসংখ্যক লোককে লীগ সরকার খুন করিয়াছে। বহুসংক্যক সম্মানিত উলামায়ে-কেরামকে উলঙ্গ করিয়া বীভৎসভাবে প্রহার করিবার ইতিহাস লোকে মুখে মুখে প্রচারিত।

মুসলিম লীগ সরকার জনগণের প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই, ফলে তাহাদের দাবী-দাওয়ার সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগ্রাম শক্তির দ্বারা দাবাইয়া রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশী ব্যয় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়াছে। যুক্ত বাংলার আমলে বাংলাদেশে একজন আই.জি. পুলিশের অধীনে মাত্র ৬ জন সহকারী আই,জি, থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে একজন আই,জি থাকিতেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বাংলার আয়তন অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এখানে আই,জি, পুলিশের অধীনে কমপক্ষে ১১ জন ডি,আই,জি, বহাল করা হইয়াছে। অথচ অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫৪৫৬৬, কিন্তু ১৯৫০ সালে এই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় ২১৮৬৭০। এই হিসাব হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসলিম লীগ দেশ শাসনের নামে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পুলিশ বিভাগকে ব্যয়বহুল করা সত্ত্বেও যখন অপরাধের সংখ্যা কমে নাই তখন বুঝিতে হইবে যে পুলিশ বিভাগে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোকদিগকে স্থান দেওয়া হয় নাই।

খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে জনগণ বঞ্চিত

ছয় বৎসরের মুসলিম-লীগ শাসন পাকিস্তানকে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা হইয়াছে, লীগ সরকারের বন্ধ্যা নীতির ফলে ১৯৫১ সাল হইতে '৫৩ সাল পর্যন্ত খুলনা ও বরিশালে দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান ছিল। এক খুলনা জেলায়ই প্রায় ২০ হাজার লোক দুভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। সারা জেলা যখন কবরস্থানে পরিণত হইয়াছিল, তখনও মুসলিম লীগের নির্লজ্জ মন্ত্রীরা বালিয়া বেড়াইতেছিল যে দুর্ভিক্ষ আদতেই হয় নাই। মুসলিম লীগের অন্যতম চাঁই ও খুলনার এম, এল এম, এ, সবুর তখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষে ২০ হাজার লোক মারিয়াছে এবং বহু লোক পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্তানে হিজরত করিয়াছে। অবশ্য সেই সবুর সাহেবই এখন মুসলিম লীগের দালাল হইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

লবণ সংকট

১৯৫১ সারের লবণ সঙ্কট মুসলিম লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি। পূর্ব পাকিস্তানে লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের কেহ কেহ নিজেদের আত্নীয় পোষণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের লবণ তৈয়ারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করান এবং আত্নীয়-স্বজনকে লবণ ব্যবসায়ের একচ্ছত্র সুযোগ দেন। তাহাদেরই চক্রান্তে ফলে দুই আনা মূল্যের লবণ ১৬ টাকা সের দরে পূর্ব পাকিস্থানীরা ক্রয় করিয়াছে। লীগ সরকারের দমননীতির ভয়ে জনগণ প্রতিবাদ করারও তেমন সাহস পায় নাই।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন খাদ্যভাবে মানুষ মরিতেছে, তখন মুসলিম লীগের নেতারা কিভাবে চাউলের ব্যবসা করিয়া লাভবান হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার করাচী হইতে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তারের খামার হইতে ৮ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিয়া আনেন। সেই চাউল এখানে তাহারা ২০ টাকা মণ দরে, কোন কোন সময় ২১ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রয় করিয়া সরকারের কোষাগারে বিরাট অঙ্কের লাভ দেখাইয়া থাকেন। এবং এই লাভের টাকা দিয়া মন্ত্রী এবং সরকারী চাকুরিয়াদের জন্য গাড়ী কেনা হইয়া থাকে। দরিদ্রের ভাগ্য লইয়া এমন পরিহাস কেবলমাত্র মুসলিম লীগের পক্ষেই শোভা পায়।

বস্ত্রের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া রাখা হইয়াছে। মুসলিম লীগ সরকার এদেশে নূতন বস্ত্রমিল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করে নাই। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে গত কয়েক বৎসরে ৭/৮ টি নূতন মিল স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হইতেছে। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ মিটাইবার জন্য ওয়াহিদুজ্জামান নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তিকে দুই কোটি টাকার ভারতীয় কাপড় আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। সেই কাপড়ের বেশীর ভাগ কলিকাতায় বিক্রী হয়। সামান্য কাপড় ঢাকায় আনিয়া কালোবাজারে চালান দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশ এই চরম অসাধুতার বিষয়ে তদন্ত শুরু করার উজিরে আজম নুরুল আমীন উহা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছেন। নুরুল আমীন সরকারের অবশ্যই জানা আছে যে ওয়াহিদুজ্জামান নামক এই ব্যক্তিটি অবিভক্ত বাংলায় কো-অপারেটিভ কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী। বাংলা বিভাগ হওয়ার ফলে সে আত্নরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভাগ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই ব্যক্তিটি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নাকি সে এখন মুসলিম লীগের একজন বড় চাঁই।

রোগীর পথ্য ও ঔষধের অব্যবস্থা

ঔষধের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দুইজন মন্ত্রী বেনামে ঔষধের আমদানী-রপ্তানীর লাইসেন্সের সিংহ ভাগ পাইতেছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণেই পূর্ব পাকিস্তানে ঔষধ পাওয়া যায় না, অথচ পাকিস্তান হইতে ভারতে ঔষধ চালান যায়। এখানে জেলাবোর্ড, মিউনিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসাগুলিতে

ঔষধ নাই; দরিদ্র রোগীর ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। হাসপাতালে ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যুসংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাহার সাহেব কোন কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া মোটা বেতন লইতেছেন। দরিদ্র দেশ বাসী যখন ঔষধ ও পথ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে, তখন সামান্য অসুখের অজুহাতে লীগের মন্ত্রীরা এবং নেতারা চিকিৎসা করাইবার জন্য লন্ডন আমেরীকা, সুইজারল্যান্ড,ভিয়েনা প্রিভৃতি ইউরোপীয় মুলুকে পাড়ি দিতেছেন। জনগণের প্রতি বে-ঈমানির ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? এ সেদিনের কথা অর্থ সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যখন বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকায় সরকারী খরচে চিকিৎসিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় মওলানা ভাষানীর স্ত্রী এক ফোঁটা ঔষধের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ

শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যেন জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখলের পর পূবর্ব পাকিস্তানকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অশিক্ষিত রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার ফলে লীগ হুকুমতের প্রথম বৎসরেই পূবর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলগুলি চলিতেছে, তাহা বন্ধ করার অভিপ্রায়ে শিক্ষকগণকে অপর্যাপ্ত বেতন অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। স্কুলে আসবাবপত্রাদির নাম-গন্ধ নাই। উচ্চশিক্ষার জন্য লীগ সরকার মাঝে মাঝে মোটা বরাদ্দ করিয়া থাকেন, অথচ প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁহারা অত্যন্ত চতুরতার সহিত পঙ্গু করিয়া দিতেছেন। ইহার ফলে অদূরভষ্যিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আর অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে না।

নাজিমুদ্দিন-নরুল আমীন চক্র প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রীর মসনদে এমন এক অযোগ্য ব্যক্তিকে বসাইয়া রাখিয়াছেন যাহার পেটে বোমা মারিলেও শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞতামূলক কথা বাহির হইবে নাই। ইহার উপর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামক এমন এ অপূবর্ব চীজ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, অথচ শিক্ষা-ব্যবস্থা পন্ড করার যোগ্যতা যথেষ্ট আছে এবং এই বোর্ডের প্রেসিডেন্টরূপে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়ায়েছ তিনি কয় বৎসরে কেবলমাত্র নিজের ব্যবসায় বেনামে চালাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য মন্ত্রিসভা গত ছয় বৎসরে শিক্ষা ব্যাপারে কতটা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

পশ্চিম পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	..	..	..	৪টি
মেডিকেল কলেজ	..	..	..	৫টি
ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ	..	..	..	৩টি
টেক্সটাইল কলেজ	..	..	..	৮টি
ফরেস্টারী কলেজ	..	..	..	২টি
হাসপাতাল	..	..	..	৯টি

পূর্ব পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	..	..	..	২টি
মেডিকেল কলেজ	..	..	..	১টি
ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ	..	..	..	১টি

অদ্যাবধি পূর্ব পাকিস্তানে একটিও সরকারী পাঠাগার বা ষ্টেট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক পূবর্ব পাকিস্তানে বাস করে।

স্ত্রী শিক্ষার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ ও আধুনিক ছাত্রীনিবাস পূবর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে নাই। মহিলাদের কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য বিরাট ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লীগ মন্ত্রিসভা নির্লজ্জের মত সেক্রেটারিয়েট ভবন হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও আত্মীয় পোষণ নীতি অনুসারে উজিরদের আত্মীয়স্বজনকে রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে শিক্ষার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছাত্রীদের বাসের ভাড়া ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া বহু ছাত্রীকে পড়া ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে যে পুস্তক নিবর্বাচন কমিটি ঘুষ ছাড়া কথা বলে না। অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক অপাঠ্য পুস্তক করা যায় এ কথা পূবর্ব পাকিস্তানের লীগ ওজারতের আমলেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

পূবর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৯৪৭ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু বিদ্যাদিগগজ মন্ত্রীরা প্রাথমিক স্তরে উর্দ্দু ভাষাকে এদেশে বাধ্যতামূলক করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার চরম সবর্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

পূবর্ব বঙ্গের প্রথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র হইতে বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে কথা রক্ষিত হয় নাই। এবং পূবর্ব বঙ্গের অযোগ্য মন্ত্রীরা উহা আদায় করিতে পারেন নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রথম কয়েক বৎসর কেন্দ্রের নিকট সাহায্য চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, অথচ সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও করাচীর জন্য আবার একটি ফেডারেল ইউনিভারসিটি করা হইয়াছে।

এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমত্মানরা যখন অর্থাভাব এবং সরকারী অব্যবস্থায় শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তখন ধনী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমত্মানগণের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এক ভিকারুন্নিসা স্কুলেরর জন্যই সরকার এ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই স্কুল তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রীর বেতন ১৫।০ আনা। এই ব্যয়বহুল শিক্ষার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রীরা বলেন যে এদেশের শাসক তৈয়ারীর জন্য এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজন আছে। ইসলামী হুকুমতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় সৃষ্টির বাসনা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাকে গায়েব ইসলামী কান্ড-কারখানা বলা যাইতে পারে।

পূবর্ব বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পার্থক্য বজায় রাখিয়া শিক্ষার প্রসারের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। পূবর্ব-বাংলার মোট আদায়ী রাজস্ব ২৭ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা সিভিল ও পুলিশ খাতে ব্যয় হয়। আর সরকারী স্কুল ও কলেজে যে খরচ করা হয়, তাহার অর্ধেকও বেসরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করা হয় না।

জমিদারী প্রথা বিলোপের ভাঁওতা

মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন জনগণের নিকট ইহার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে বিনা খেসারতে জমিদারী দখল করিয়া ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে। কিন্তু পাকিস্তার প্রতিষ্ঠার পর কায়েমী স্বার্থে দালালরূপে মুসলিম লীগ ৬০ কোটি টাকা খেসারত দিয় জমিদারী খরিদ করিল। এই টাকা যতদিন না শোধ হয়, ততদিন চক্রবৃদ্ধি হারে জমিদারকে সুদ দিতে হইবে। ইহাতে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা মোট ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

জমিদারী ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক জমিদারীর নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে বৃটিশ শাসকের নিকট হইতে দেশদ্রোহিতার এনাম-স্বরূপ জমিদারী পাইয়াছিল। ইহারা হেষ্টিংসের আমল হইতে নাজিমুদ্দিনের আমল পর্যন্ত প্রজাদের নির্ম্মমভাবে শোষণ করিয়া নিজেরা ভোগ বিলাসের মত্ত থাকিত। ইহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগ তাহার ঐতিহ্য ভুলিয়া জমিদার ও মহাজনের খবরদারী আরম্ভ করিয়াছে, সেহেতু পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতেছে। কাহারও সম্মত্তি বিনা খেসারতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লওয়া ইসলাম বিরোধী, এইরূপ হাস্যকর যুক্তি তাহারা দিতেছেন।

পাট কেলেঙ্কারী

ডুনিয়ায় যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পূবর্ব বাংলায় জন্মে। কিন্তু চাষীরা যেমন পাট উৎপাদন করিয়া তাহাদের ক্ষুধার অন্ন পায় না, তেমনি পাট ব্যবসায়ী যদি পূবর্ব পাকিস্তানী হয়, তাহারও অন্ন জোটা দায়। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমানের ষড়যন্ত্রে মাত্র ১৪টি কোম্পানী বিদেশে পাট চালান দেওয়ার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১টি পূবর্ব পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান।

চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে লীগ সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে। যখন পাট বাজারে উঠে, তখন সুকৌশলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় বন্ধ রাখে। ফলে যে এক মন পাট উৎপাদন করিতে চাষীর ১৯.০০ টাকা খরচ লাগে, সেই পাট তাজাকে ৩.০০ টাকা মন দরেও বিক্রয় করিতে হয়। অথচ যখনই সেই পাটচাষীর হাতছাড়া হইয়া ইস্পাহানী, আদমজী, রালী ব্রাদার্স প্রমুখ বড় বড় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়ে তখনই পাটের দাম কমপক্ষে ৪০/৪৫ টাকা ওঠে। চাষীর এই অবস্থার সঙ্গে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের নীল চাষীদের দুর্ভাগ্যের তুলনা করা যায়। নীলের ব্যবসায়ে বিদেশী বণিকেরা ধনকুবের হইত, আর দেশী চাষীরা শ্মশান-গোরস্তানের প্রতীক্ষা করিত। চাষীগণকে বাঁচাইবার ইচ্ছা যদি লীগ সরকারের থাকিত, তাহা হইলে পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হইত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের দালাল বলিয়া মুসলিম লীগ গণস্বার্থের খবরদারী করিতে পারে না। গণ দরদী দেশনায়কবৃন্দের যুক্তফ্রন্টের নিবর্বাচনী ওয়াদার অন্যতম প্রধান ওয়াদা হইতেছে পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণের ওয়াদা।

করভার পীড়িত দরিদ্র চাষী

পাটের চাষ করিয়া যে চাষী সবর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর যদি আরও করভার চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার আশা কোথায়? চাষের ফসলে হইতে পয়সা পায় না, দুই চারিটি সুপারী গাছ আছে, সেই সুপারী বিক্রয় করিয়া হয়তো তাহার কয়েকদিন গুজরান হইতে পারে, কিন্তু তাহাও লীগ সরকারের সহ্য হইল না। সরকার চাষীর উপর সুপারী কর ধার্য্য করিলেন। এই কর তিন প্রকারে আদায় হইতেছে। প্রথমতঃ প্রতি সুপারীগাছে দু-আনা, প্রতি কুড়ি সুপারীর উপর ছয় পয়সা ও প্রতি মণে ১০ টাকা ২ আনা কর দিতে হয়।

গরীবের উপায়ের আর একটি পথ তামাক বিক্রয়। কিন্তু তাহার উপরও ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। চাষী তার ক্ষেতে উৎপাদিত তামাকের উপর প্রতি সের ১২ আনা, প্রতি মণে ৩০ টাকা ১৪ আনা ট্যাক্স দিতেছে। ইহার উপর লাইসেন্সের ঝামেলা তো আছেই। বিনা লাইসেন্সে তামাক বিক্রয় করা যায় না অথচ লাইসেন্স লইতে গেলেও চাষীকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ১৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে রংপুরে প্রতি মণ তামাক ৪০ টাকা ৮ আনা হইতে ৪০ টাকা মন দরে বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু চাষীরা পাইয়াছিল খরচা সমেত মাত্র ১০ টাকা ৮ আনা।

পূবর্ব পাকিস্তানে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনের কেন্দ্র। এই গাঁজার পয়সায় চাষীরা সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার গাঁজার প্রতিসেরে ৬৩।. আনা ট্যাক্স বসাইয়া দেন। ইহার ফলে

বিদেশে গাঁজা বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে এবং চাষীরা অনাহারে মরিতেছে। সরকারেরও এই বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা বার্ষিক লোকসান যাইতেছে। এইরূপে মুসলিম লীগ সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচা পোষাইবার জন্য দেশবাসী একটির পর একটি নূতন করভোরে জর্জরিত হইতেছে।

বিচার বিক্রয়

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লীগের চাঁইরা যখন চীৎকার করিতেছেন, তখন ইসলামী নিয়মে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম না করিয়া বিচার বিক্রয় শুরু করিয়াছেন। ইসলামী হুকুমতে আসামী ও ফরিয়াদী কাজীর দরবারে হাজির হইলে বিনাব্যয়ে সুবিচার পাইত। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সরকার কাজীর বিচার প্রবর্ত্তন তো দূরের কথা, কোর্ট ফীর হার শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে গরীবের পক্ষে অত্যাচারিত হইয়াও বিচার পাওয়া আশা নাই।

মুখের ভাষা কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র

সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন্য অধিবাসীর মুখের ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগের জালেমরা এই ভাষাটুকুও কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। গোপনে গোপনে তারা আরবী ও উর্দ্দু ভাষা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। আরবী ও উর্দ্দু ভাষার প্রতি পূবর্ব-পাকিস্তানীদের কোন বিদ্বেষ নাই এবং ছিল না। তথাপি কেন এই গোপন ষড়যন্ত্র? ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা। পূবর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিল। তাই যখন পূবর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাওয়ার দাবী জোরদার করিল, তখনই জালিম মুসলিম লীগের টনক নড়িল। লীগ-শাহীর পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের বুকের রক্তে রাজপথ লালে লাল হইয়া গেল। শহীদ ছাত্র ও যুবকদের রক্তপান করিয়াও জালেমদের তৃপ্তি লাভ হইল না, তাহারা দেশভক্ত তরুণদের কম্যুনিষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিল।

বর্ত্তমানে নিবর্বাচনের সময় এই মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া মিথ্যা সেত্মাক দিতেছে এবং জাগ্রত জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জনগণ জানে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা যদি নুরুল আমীন সরকারের থাকিত তাহা হইলে অনর্থক এতগুলি ছাত্র ও তরুণের রক্তপান করিয়া নুরুল আমীন তাহার রক্তপিপাসা মিটাইত না। আর তাছাড়া সদিচ্ছা তাহাদের থাকিলে তাহারা এতদিনে জাতির ইচ্ছা কার্যকরী করিতে পারিত, যেহেতু এতদিন তাহারাই পরিষদসমূহে নিরঙ্কুশ সংব্যক্তিত্বের সুবিধা ভোগ করিয়াছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক সার্কুলার	যুক্তফ্রন্ট দপ্তর	১৫ই মার্চ, ১৯৫৪

UNITED FRONT PARTY OFFICE

56, SIMPSON ROAD, DACCA

Dated, 15th March, 1954

Dear Sir,

Now that the elections are over and matters must still be fresh in your minds, it is very important that we collect for future reference some important data. We would request you to devote some time and attention to the collection of material and to let us know the replies as soon as possible. The replies may be sent in two batches, one batch in regard to questions which you can immediately answer and the other in regard to questions which may require some time to reply.

We would like to have information on the following points:

(1) Names of contestant candidates with particulars of whether-

(a) they had applied to the Muslim League,

(b) whether they had applied to the United Front,

(c) whether they claimed to be nominees of any particular person,

(d) whether they issued pamphlets signed or purporting to have been signed by any particular Leader of the United Front or any other Party,

(e) any important particulars.

(2) Can you send the leaflets produced by all parties particularly-?

(a) leaflets containing a Fatwa or recommendation of the Pir of Furfura. This was actually issued by the late Pir Sahib in 1946 and has been re-issued by the Muslim League on this occasion to mislead the people,

(b) the Fatwas of Maulana Shamsul Huq and the Pir Sahib of Sarsina stating that a Vote against the Muslim League is against the Quoran and the Sunnah,

(c) any other leaflets calculated to mislead the people.

(3) The names of those who worked on behalf of yourself and on behalf of the Muslim League and on behalf of other candidates. Union by Union and preferbly village by village. Names of important and influential people need only be given (This information is required).

(4) Names of important workers not associated with the Union or Village but working in the Centre may also be given.

(5) Particulars of persons arrested before the elections-whether under Public Safety Act or in any specific case; if in detention when election held also, who amongst them are Communists, and who are your workers?

(6) Names of persons who should have supported us but did not do so.

(7) Of the workers of the Muslim League many were violent characters and Goondas. Their names may also be supplied with short notes.

(8) Some information regarding Polling-where any difficulties were placed in the way.

(9) Any comments regarding female voting.

(10) Was the Polling Station placed where it should have been or was there anything wrong with its location?

(11) Has your Constituency been properly constituted or should your Constituency have been differently constituted in the interests of contiguous or Polling facilities.

(12) Was the Muslim League candidate rich? What were his antecedents and did he spend much money? Give any particulars regarding his method of work.

I would very much like a note regarding-

(a) Partial or impartial officers in your Constituency and their behavior,

(b) a note on the requirements of your Constituency and its grievances and what should be done to improve your area and give some satisfaction to the people.

Please consider this to be of the utmost importance and reply as soon as possible.

Yours Sincerely,
SHAHEED SUHRAWARDY

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বিজয়	দৈনিক ‘আজাদ‘	২রা এপ্রিল, ১৯৫৪

নূতন পরিষদে দলীয় শক্তি

পূর্ব বঙ্গের সর্বশেষ দুইটি মোছলেম নির্বাচন কেন্দ্রের ফল গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র দুইটি হইতেও দুইজন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন। ফলে সরাসরি যুক্তফ্রন্ট টিকেটে নির্বাচিত মোছলেম সদস্যদের সংখ্যা হইল ২১৫। ইহার মধ্যে জনাব ফজলুল হক ২টি কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়া একটি কেন্দ্র হইতে পদত্যাগ কারিয়াছেন। ফলে কার্য্যতঃ যুক্তফ্রন্ট টিকেটে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা এখন ২১৪ হইয়াছে।

এতদ্ব্যাতীত স্বতন্ত্র যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৭জনের যুক্তফ্রন্টে যোগদানের আবেদন ইতিমধ্যে ফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ২ জনের আবেদন বিবেচনাধীন আছে। উপরোক্ত ৭ জনসহ এখন পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ২২১ হইয়াছে। অতঃপর নয়া পরিষদে বিভিন্ন দলীয় শক্তি নিম্নলিখিত হইবেঃ

যুক্তফ্রন্ট	..	..	..	..	২২১
মোছলেম লীগ	..	..	..	..	৯
স্বতন্ত্র	..	..	..	..	৫
খেলাফতে রববানী	..	..	..	..	১
			মোট	..	২৩৬

সংখ্যালঘু আসন-

কংগ্রেস	..	..	..	..	২৪
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	..	..	..	..	৯
গণতন্ত্রী দল	..	..	..	..	২
কম্যুনিষ্ট	..	..	..	..	৫
তফসিলী ফেডারেশন ও স্বতন্ত্র		..	..	..	২৮
বৌদ্ধ	..	..	..	..	২
খৃষ্টান	..	..	..	..	১
			মোট	..	৭১

সর্বশেষ ঘোষিত দুইটি মোছলেম কেন্দ্রের ফলাফল নিম্নরূপঃ

দক্ষিণ সিলেট-কাম-হবিগঞ্জ মোছলেম-কেরামত আলী

(যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত)

....

মোমেনশাহী সদর উত্তর মোছলেম যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী মওলানা ফয়জুল রহমান এই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

গতকাল নিম্নোক্ত তফসিলী কেন্দ্রের ফলও ঘোষিত হইয়াছেঃ

ঢাকা পূর্ব তফসিলী-

সঞ্জীব চন্দ্র দাস (নির্বাচিত)*

* ১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল সরকারীভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৫৪ সনের ২রা এপ্রিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাংগঠনিক বিষয় ও বিভিন্ন এলাকার সমস্যা অবগত করার আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানীর লিফলেট	আওয়ামী মুসলীম লীগ	এপ্রিল, ১৯৫৪

জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের নিকট

জরুরী আবেদন

জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্ম্মকর্তাবৃন্দ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ আওয়ামী লীগের ৫৬, সিম্পসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা, কেন্দ্রীয় অফিসে অগৌণে প্রেরণ করিবেন। লক্ষ রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত তথ্য যেন ভুল সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত না হয়।

১। নিজ নিজ এলাকার থানাম সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, ফরেষ্ট অফিস, কৃষি অফিস, সেনেটারী অফিস, পাটের লাইসেন্স অফিস, ফিশারী অফিস, ভেটেরিনারী চিকিৎসালয়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গভর্ণমেন্ট চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে কিরূপ দুর্নীতি চলিতেছে তাহা বিস্তৃত রিপোর্ট।

২। যে সমস্ত জমিদারী সরকার নিজ দখলে লইয়াছেন তাহাতে প্রজাদের বকেয়া খাজানার দরুন এখনও সার্টিফিকেট হইতেছে কিনা- হইয়া থাকিলে কোন গ্রামে কত নম্বর হইয়াছে- কৃষি লোন আদায়ের নামে কোন জুলুম হইতেছে কি না- জমিদারী বহাল থাকা অবস্থায়ই প্রজাদের উপর অত্যাচার বেশি হইত- না সরকারী আমলেই বেশী অত্যাচার হইতেছে, জমিদারী আমলে খাজানার সুদ আদায় হইত- কি বর্ত্তমানে আদায় হয় ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট।

৩। হিন্দু-মুসলমান, মাঝি, মাইমন, ডাইটা বা তাঁতী, মাছ ধরার জাল অথবা কাপড় বুনাইবার জন্য সূতা পায় কি না, সূতার ডিলার অথবা পাইকারগণ কালোবাজারী করে কি না তাহার রিপোর্ট।

৪। বর্ত্তমান বৎসরের শুরু হইতে স্কুল, কলেজ অথবা মাদ্রাসার ছাত্রগণ অর্থের অভাবে পড়াশুনা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে কিনা অথবা হইলেও তাহাদের সংখ্যা কিরূপ তাহার উল্লেখপূবর্বক বিস্তারিত রিপোর্ট।

৫। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবর্বাচনী এলাকাসমূহে পাকভারত ভিসা ও পাসপোর্ট সিষ্টেম বহাল থাকা অবস্থায় ও কি প্রকারে কি কি জিনিষ সীমান্তে অপর পারে চালান করিতেছে এবং কি কি জিনিষ আমদানী করিতেছে তাহার বিস্তারিত তথ্য।

৬। যুক্তফ্রন্টের নব-নির্বাচিত পরিষদ সদস্যগণ নিজ নিজ নিবর্বাচনী এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় অভাব-অভিযোগসমূহের নিরসন কল্পে কোন প্রকার সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে কিন্তু অথবা এ সম্পর্কে তাহারা ওয়াকিফহাল আছেন কিনা তাহার রিপোর্ট।

৭। সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণ করা হইতেছে কিনা অথবা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র বিতরণের কোন সরকারী দোকানে কোন প্রকার কালোবাজারী চলিতেছে কিনা তাহার রিপোর্ট।

৮। নারিকেল তৈল, হল্দী, মরিচ ও অন্যান্য মশলা, কাগজ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের বর্ত্তমান মূল্য কত এবং ধান পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত অর্থকরী ফসলের বর্ত্তমানে কি মূল্য এবং কোথাও এই সাবের অত্যাধিক মূল্য হ্রাস ঘটিবার ফলে চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কি পরিমাণে কমিয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের কি কি সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার রিপোর্ট।

৯। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহে ব্যাপক ছাঁটাই নীতি কার্যকরী করা হইয়াছে কি না, কোন অফিসে কি পরিমাণ কর্ম্মচারী ছাঁটাই হইয়াছে এবং কর্মচ্যুত সেই সব কর্ম্মচারীরা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে তাহার রিপোর্ট।

১০। রাস্তা-ঘাট, রেললাইন ও যুদ্ধের ঘাঁটির জন্য কি পরিমাণ জমি সরকার লইয়াছিলেন এবং সেই সব জমির জন্য সরকার কোন ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন কি না তাহার হিসাব।

১১। বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য

১২। যে সমস্ত কৃষক, যুক্তফ্রন্ট সরকার পাটের লাইসেন্স ফি মওকুফ করার পূর্ব্বেই লাইসেন্স ফি দিয়াছেন তাহাদের নাম ও দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ।

১৩। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, প্রভৃতি স্থান হইতে দুদর্শাগ্রস্ত আগত মহাজেরদের সংখ্যা এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, পুনর্বসতি ও রোজী-রোজগারের ব্যবস্থার জন্য এ পর্যন্ত সরকার কি কি করিয়াছেন।

১৪। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ স্কুল বোর্ড হইতে নিয়মিত ভাবে বেতন পান কি না। না পাইয়া থাকিলে কতদিন হইতে পান না এবং কাহার কত টাকা বাকী।

১৫। কোন্ কোন্ স্থানে কি পরিমাণ রাজনৈতিক কর্ম্মী এখনও আটক এবং অন্তরীণ আছে তাহাদের নামের তালিকা এবং কর্ম্মীদের উপর নিবর্বাচনকালীন ফৌজদারী মামলার পূর্ণ বিবরণ।

-মোঃ আব্দুল হামিদ খান (ভাসানী)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতাঃ ডঃ শহীদুল্লাহ	সাহিত্য সম্মেলন প্রচার কমিটি	২৩ শে এপ্রিল, ১৯৫৪

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

উদ্বোধনী বক্তৃতা

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

কার্জন হল, ঢাকা

২৩শে এপ্রিল, ১৯৫৪

সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী বন্ধুগণ,

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে বহু দিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে, এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী পারসী শব্দের অবাধ আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা ব'লে তার পরিবর্ত্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসলে। তাঁরা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হ'তে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ ক'রেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা উস্কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব'লে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এ এসে মিলিত বঙ্গের ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আবল-তাবল বকতে শুরু ক'রে দিলেন এবং বেজায় হাত-পা ছুড়তে লাগলেন। করাচীর তাঁবেদর গত লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করা দূরে থাক, বাঙ্গালী বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবী হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করছেন। এইরূপ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ১৯৪৮ সালের পর আর কোনও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভবপর হয়নি। আজে জনপ্রিয় পূবর্ব বাঙ্গালার গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি।

পূবর্ব বঙ্গবাসীদের উদারতা যে তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী না ক'রে বরং উর্দুকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলছেন যে, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করে তারা পাকিস্তানের দুশ্মন। আজ পূর্ব বঙ্গবাসী সমস্বরে বলবে যে এই রকম উর্দু পূজারীরাই পাকিস্তানের দুশ্মন। আমরা পাকিস্তানের জানী দোস্ত, তার জন্যে আমত্মঃপ্রাদেশিক ঐক্য চাই; সেই ঐক্যের খাতিরে আমরা বাংলার সঙ্গে উর্দুরও দাবী মেনে নিয়েছি। যারা

জবরদস্তি ক্রমে সমস্ত পাকিস্তানের ওপর কোন একটি ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তারাই পাকিস্তানের দুশ্মন; তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করবে।

সুখের বিষয়, মুসলিম লীগ পার্লিমেন্টারী পার্টির কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা উর্দু ও বাংলা উভয়কে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, যদিও অন্য কতকগুলি ভাষার বিষয় তাঁরা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে আসীন দেখলেই আমরা চরিতার্থ হব না, যদি না সেই সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিকেও না পাই। তার জন্য সবর্বপ্রথম প্রয়োজন পুবর্ববঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সাহিত্যের উন্নতি প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পন্থা নির্দ্দেশ করা। এই জন্য এইরূপ সাহিত্য সম্মেলনের আজ বিশেষ গুরুত্ব দাঁড়িয়েছে। আশা করি সমবেত সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

আমরা চাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি যার পরিচালনাধীনে প্রতি বৎসরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনীর অধিবেশন হবে। যাতে সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্যের উন্নতির পন্থা নির্ধারণ ও ভাবের আদান প্রদানে সমর্থ হবেন। এই জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপনের বা গ্রহণের কথাও এই সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করবেন এই আশা করি। ঘরে ঘরে সাহিত্য সভা মন্দ কথা নয়; কিন্তু চাই একটি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি, যার নিজস্ব কার্য্যালয় থাকবে আর মুখপত্র থাকবে। আমরা অভিভক্ত পরাধীন বঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপন ক'রেছিলুম। এখন স্বাধীন পূর্ববঙ্গে কি একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি স্থাপন করতে পারব না?

বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ববঙ্গ সরকারের কার্য্যত সহানুভূতি ভিন্ন আমরা আমাদের সাহিত্যিক অভাব দূর ক'রে তাকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারি না। সেই জন্য একটি বাংলা একাডেমী বা বাংলা সাহিত্য নিকেতনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের জনপ্রিয় পূবর্ব বাংলা সরকার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলের হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই জন্য আমি এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলতে কি বুঝি, তা গত অক্টোবর মাসে সিলেটের এক জনসভায় যা বলেছিলুম, এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

''এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে আমি বুঝি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় বরং তদপেক্ষা উন্নততর ও ব্যাপকতর একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আধুনিকভাবে সজ্জিত একটি প্রশস্ত দ্বিতল গৃহ। তাহার সংলগ্ন পুস্তকালয়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় মুসলমান রচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সমস্ত বই ও পুঁথি থাকিবে। তাহাতে পাকিস্তারের ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, ডাচ, স্পেনিস এবং রুশ ভাষায় লিখিত পুস্তক এবং সাহিত্যিক পত্রিকাগুলি রক্ষিত হইবে। ইহার একটি অনুবাদ বিভাগ থাকিবে। তাহার কার্য্য হইবে বিভিন্ন ভাষা হইতে পাকিস্তানের ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কীয় মূল্যবান পুস্তকগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা। ইহার একটি পুস্তক প্রকাশ বিভাগ থাকবে তাহা হইতে বিভিন্ন ভাষায় এবং মুসলমান রচিত মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। এই বাংলা সাহিত্য নিকেতনের সহিত পাঠকক্ষ, গবেষণা প্রকোষ্ঠ এবং গবেষণাকারীদের জন্য বাসভবন থাকিবে।

''সৌভাগ্যক্রমে আমরা মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহিত্যসাগর সাহেবের সংগৃহীত অমূল্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পাইয়াছি এবং তাঁহার অবশিষ্ট পুঁথিগুলিও পাইতে আশা করি। কিন্তু আরও অনেক মুসলমান লিখিত প্রাচীন পুঁথি অযত্নে, গৃহদাহ, জলপ্লাবন বা কীটদষ্ট হইয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ব্যাপকভাবে এই সকল পুঁথি আহরণের জন্য কর্মচারী নিয়োগ এবং অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই পূবর্ববঙ্গ হইতেই ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে লোক-সাহিত্য এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

অর্থাভাবে এই সকল আবশ্যকীয় কাজ করিতে পারিতেছেন না। এই অর্থাভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ ছাপাইতে পরিতেছেন না।

.... সুতরাং এখন আমাদের একমাত্র ভরসা যে প্রস্তাবিত বাংলা সাহিত্য নিকেতন পূবর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়া এই সমস্ত সাহিত্যিক অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইবে।''

আমি সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালের সাহিত্য সম্মেলনে এই একাডেমী কথা বলেছিলুম। ''আমাদিগকে একটি একাডেমী (পরিষদ) গড়তে হইবে, যার কর্তব্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ। এজন্য এক পরিভাষা সমিতি প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষা থেকে পাকিস্তানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বইগুলির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়।''

প্যারিসে **অপধফবসরব ঋৎধহপধরংব**-এর নিয়ন্ত্রনাধীনে ফরাসী অভিধান সংকলন করা হয়েছে, তাতে যেসব শব্দ আছে তাছাড়া ফরাসী সাহিত্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করবার কারো অধিকার নেই। আমাদের এই সাহিত্য নিকেতনেরও কাজ হবে এইরূপ একটি অভিধান সংকলন করা। কিন্তু দক্ষ কর্ণধার না হলে নৌকা যেমন মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায় সেইরূপ এই সাহিত্য নিকেতনের যদি উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত না হয় তবে তাঁর দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ঠ হবারই আশঙ্কা বেশী আছে। আশা করি আমাদের জনপ্রিয় সরকার বিশেষতঃ শিক্ষামন্ত্রী আমাদের এই মন্তব্যটি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

ভূতপূবর্ব লীগ সরকারের আমলে বাংলা ভাষা ও অক্ষর সম্বন্ধে যে কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় সাহিত্য সম্মেলনে যা বলেছিলুম এখানে তা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন মনে করছি।

''মূল আর্য্যভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগে কোল, মধ্যযুগে ফারসী ও পারসীর ভিতর দিয়ে কিছু আরবী ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ আর ইংরেজী। দুচারটা দ্রাবিড়, মোঙ্গলী, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলায় আছে। মিশ্র ভাষা বলে আমাদের কিছু লজ্জা নেই। পৃথিবীর সবর্বাপেক্ষা চলিত ভাষা ইংরেজির প্রায় দশ আনা শব্দসমষ্টি বিদেশী। পশ্চিম বাংলার পরিভাষা নির্ম্মাণ সমিতি খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় পরিভাষা রচনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকে এইরূপ খাটি আর্য্য ভাষা চলতে পারে কিন্তু ভাষায় চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।''

''ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।''

''নদীর গতিপথ যেমন নির্দ্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দ্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না। ফরাসী ভাষায় বলে Le style c'est I' homme- ভাষার রীতি সেটা মানুষ-অর্থাৎ মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফুর্ত্ত, সুন্দর ও মধুর। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ভাষা ভাব প্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়, আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, গোঁড়ামি নয়।

‘‘কিছুদিন থেকে বানান ও অক্ষর সমস্যা দেশে দেখা দিয়েছে। সংস্কারমুক্তভাবে এগুলির আলোচনা করা উচিত এবং তার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যারা ধ্বনিতত্ত্বের সংবাদ রাখেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংলা বানান অনেকটা অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং তার সংস্কার দরকার। কেউ কেউ আরবী হরফে বাংলা লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি পূবর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাক্ত আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নূতন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে না।

‘‘বিদেশীর জন্য অক্ষর জ্ঞানের পূবের্ব ভাষাজ্ঞান এমন অদভুত কল্পনা এ বৈজ্ঞানিক যুগে খাটে না। অক্ষর সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলে ছাপাখানা, টাইপ-রাইটার, শটহ্যান্ড এবং টেলিগ্রাফের সুবিধা অসুবিধার কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে যখন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হচ্ছে তখন বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা চিমত্মা করারও প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য Basic English- এর মত এক সোজা বাংলার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ৮৫০টি ইংরেজী কথায় সমস্ত প্রয়েজনীয় ভাব প্রকাশ করতে পারা যায়, তবে বাংলায় তা কেন সম্ভব নয়?

পূবর্ব বাংলার জনসংখ্যা গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশী। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে-ধ্যান্যে, জ্ঞানে-গুনে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সত্য দেশের সমকক্ষ হতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাদে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ‘নুরনামার’ লেখক নোয়াখালী সন্দ্বীপ নিবাসী আব্দুস হাকিমের একটি কথা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে শুনিয়ে রাখছি :

‘‘যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।

সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।

দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥’’

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি পুরানো হয়েছি, আমার কথাও পুরানো হয়েছে। কিন্তু আমার সব কথা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু উদ্বোধনী বক্তৃতার সীমা লংঘন করে আপনাদের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করতে চাই না, তাই করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি এবং এই সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ ও শান্তিময় পরিসমাপ্তি কামনা ক’রে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

‘‘আল্লাহুমা-ফতাহ্ লনা আবওয়াবি রহমতিক’’

হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য দয়ার দ্বার উন্মুক্ত কর।
বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ
পাকিস্তান জিন্দাবাদ

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যনির্বাহক সমিতি

১৯৫২-১৯৫৩

সভাপতি	ঃ	ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন	
সহ-সভাপতি	ঃ	বেগম সুফিয়া কামাল	
		অধ্যাপক সরওয়ার মুর্শেদ	
		আবদুল গনি হাজারী	
		মোস্তফা নূরউল ইসলাম	
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	ফয়েজ আহমদ	
সহ-সম্পাদক	ঃ	হাসান হাফিজুর রহমান	
		বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
বিভাগীয় সম্পাদক	ঃ	আলাউদ্দিন আল আজাদ	(সাহিত্য)
		ফজলে লোহানী	(সাহিত্য)
		আবদুল্লাহ আলমুতী	(বিজ্ঞান)
		আমিনুল ইসলাম	(চিত্রকলা)
		এম, আর, আখতার	(প্রচার)
সদস্য	ঃ	শামসুর রহমান	
		আনিস চৌধুরী	
		দৌলতেন নেসা খাতুন	
		লায়লা সামাদ	
		সরদার জয়েন উদ্দিন	
		আতাউর রহমান	
		আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	
		আনিসুজ্জামান	
		শেখ লুৎফর রহমান	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উর্দ্দু বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি	দ্য ডন	৮ই মে, ১৯৫৪

URDU AND BENGALI OFFICIAL LANGUAGES

A new eight clause chapter-'Language of the Republic'-was added to the Basic Principles Committee Report by the Constituent Assembly of Pakistan yesterday.

The chapter "Language of the Republic" was brought before the House by Prime Minister Mohammad Ali and accepted without any amendment. It reads as follows:

(1) The official languages of the Republic should be Urdu, Bengali and such other Provincial languages as may be declared to such by the Head of the State on the recommendation of the Provincial Legislatures concerned.

(2) Members of Parliament shall have a right to speak in Urdu and Bengali in addition of English.

(3) Notwithstanding anything in the above article, for a period of 20 years from the commencement of the constitution the English language should continue to be used for all official purposes of the Republic for which it was# being used immediately before such commencement.

(4) For examinations for the central services, all provincial languages should be placed on an equal footing.

Additional Language

(5) Provision should be made for the teaching of Arabic, Urdu, and Bengali in Secondary schools to enable students to take either one or two of them in addition to the language used as the medium of instruction.

(6) The state should take all measures for the development and growth of common national language.

(7) A commission should be appointed 10 years after the commencement of the constitution to make recommendations for the replacement of English.

On a point of information Khan Abdul Gaffar Khan wanted to know if there were any decisions on provincial languages.

The Prime Minister explained that:

(1) All Provinces were free to use the provincial languages of their choice.

(2) The Head of State also had the powers to declare any provincial language as official language of the Republic on the recommendation of the Provincial Legislature concerned.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেবলমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের আহবান-ডঃ হক	দ্য ডন	১১ই মে, ১৯৫৪

URDU ALONE MUST BE OUR STATE LANGUAGE

Dr. Haq's statement

The following is the full text of Dr. Abdul Haq's statement on the state language formula issued yesterday.

"The language formula proposed by the Muslim League Party and subsequently approved by the Constituent Assembly merits careful examination. The authors of the formula have drafted it with great ingenuity and skill, and every word has been so meticulously chosen as destroy the chances of Urdu and disable it from gaining any strength anywhere in Pakistan. In this sedulous care to weaken Urdu the whole formula has been rendered vague contradictory and meaningless.

"The first clause of the formula lays down to State Language for Pakistan-Bengali and Urdu. This is entirely unacceptable to us. To juxtapose two such languages as are opposed to each other in genius and farm is highly objectionable. The Bengali language has Nagri or Sanskrit script. Whereas Urdu is written in Arabic script. Bengali is written from left to right and Urdu from right to left.

"Bengali has been nurtured by famous poets and authors of Bengali and Urdu has had its growth and development in the tradition of Islamic culture and learning. The simile and metaphors, symbols and references of Bengali are mostly taken from the Hindu mythology, while Urdu derives its material and motive force from Arabic and Persian and is steeped in Islamic lore and religious tradition.

Before Partition

"Our demand for Pakistan was based on the argument that we wanted to safeguard our religion, culture and language. It was for this reason that the Architect of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah had categorically declared in the most unequivocal terms that the state language of Pakistan would be Urdu and Urdu alone, and no other language could be made the state language of Pakistan. We stand by this declaration firmly and consider any deviation from the Quaid's command a betrayal of Pakistan.

Our Ideal

(1) "There can be only one national and state language of Pakistan, and that in the words of the Quaid-i-Azam is Urdu and Urdu alone, and no other language can claim its place.

(2) "Within a year the process of replacing English by Urdu should be so begun that before the end of two years all government offices and courts carry on their business in Urdu. Urdu is fully capable of fulfilling the requirement of an official language for the country.

(3)"Urdu should be made the medium varsities. Beginning with 1955, all stages should be completed with five years, and the books and syllabi required for the purpose should prepared in the meantime.

(4) "The Anjuman Traqqi-e-Urdu is ready to offer any assistance in implementing 2 and 3 above. What is mentioned in clauses.

(5)"Finance should be found for the institution of an Urdu University and Government should also come forward with generous assistance in this connection.

To achieve this aim, we need sincere workers from the various parts of the country. Associations should be formed and money should be found for the many allied tasks. The An juman has not been able to make much headway in this behalf for lack of funds.

No Compromise

"In the end I would say that we are not prepared to make any compromise in this connection. We will not rest content until Urdu is made the state language of Pakistan, for no other language of the subcontinent can compare with the Urdu in respect, of its vastness, its richness of resources, its effectiveness and comprehension in communication of ideas and feeling and its unlimited receptivity. It is, therefore, our claim that Urdu alone can be the national and state language of Pakistan. All other languages .used in one part of the country of the other are regional languages or dialects, which are neither understood nor spoken beyond their limited frontiers.

"Urdu alone has the University to be spoken or understood through continent, and is, therefore, equal to its claim to be the state language of the country."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী	দ্য ডন	১১ই মে, ১৯৫৪

Bhashani Rejects Constituent Assembly's Decision on State Languages

Maulana Bhashani said. "I am surprised to note that two Ministers of East Pakistan have welcomed the language resolution of Pakistan Constituent Assembly. I consider that no member of the United Front Parliamentary Party should give such opinion on a highly controversial matter like this without referring it to that party.

Maulana Bhashani added, "The resolution of the Constituent Assembly on the demand of the State language of Pakistan is unacceptable to us its entirety as it has completely failed to meet the popular demand of the country. It is an attempt to sidetrack the real issue and to divert the attention of the people to other controversial matters not at all connected with the issue.

"The demand to make Bengali as one of the Slate languages of Pakistan is categorical and unequivocal. All well-wishers of Pakistan demand that Bengali should be adopted as one of the Slate languages here and now it can brook on delay but the resolution adopted by the Constituent Assembly says that it will be given effect after 20 years. Twenty years is a long and far away cry for us and we do not know what will happen to issues like this within the period.

"So this resolution is of no interest to us and it will not help to ease the situations at all rather it will complete the issue. I hope all our countrymen will protest against this mischief with one voice. Resolutions and the movement for making immediately Bengali as one of the Slate languages of Pakistan should be intensified throughout the long and break of the land."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত 'স্বাধীনতার' পক্ষে ফজলুল হকের বিবৃতির পুনঃপ্রকাশ	পাকিস্তান অবজারভার	২৫শে মে, ১৯৫৪

East Bengal wishes to he Independent: Fa/lul Haq's Interview with New York Times.

Centre's Attitude to Province Deplored.

New York, May 23: The New York Times today published an interview with East Bengal's Chief Minister, Mr. A.K. Fazlul Huq, quoting him to say that East Bengal "wished to become an Independent State".

The dispatch filed by the Newspaper's Karachi correspondent, who displayed on the front page and also credited Mr. Huq as saying that "independence will be one of the first things to be taken up by Ministry."

Dispatch said: "Leaders of East Pakistan, the largest province of Pakistan, said today it wished to become an Independent Stale."

Mr. Fazlul Huq. Chief Minister of province, made this statement a few hours after a closed-door meeting with the Prime Minister Mohammad Ali.

Mr. Huq, an octogenarian with 50 years of political experience including Chief Minister ship of his present domain, when it was part of Bengal in Undivided India, said: separation of West and East Pakistan by more than one thousand miles of India was one reason for 42 million Bengalees wanting their freedom.

At two-hour interview, he reviewed several cultural and economic points of disagreement between the two zones. These included the language difference (Bengali is used in East Pakistan and Urdu in most of West Pakistan), lack of corridor across India other than by air and lack of revenue balance.

During the election campaign earlier this year in which Mr. Huq's United Front Party defeated the nation-founding Muslim League, Mr. Huq frequently referred to Foreign Exchange earning of East Pakistan jute which provides Centra! Government with most of its dollar and pound revenues. East Pakistan produce about 70 percent of world's raw jute.

Colonial Status

Mr. Huq, who is known as the "Lion of Bengal" (East Pakistan) rented colonial status. He referred to what he described as 'favoritism' in the Central Government offices, particularly preferences given to people of the Punjab province to the exclusion of Bengalees.

After announcing today that he would complete the formation of his Ministry early next month, Mr. Huq, said a cabinet of 20 would lake up the issue of autonomy for East Pakistan.

Discussing possible partition which would be the great blow to the two-nation theory in the sub-continent and conversely victory for Prime Minister Jawaharlal Nehru of India. Mr. Huq talked about building a Bengali navy and spoke of the province's natural defenses.

"He said he had no idea of how soon autonomy could be accomplished. However, independence' will be one of the first things to be taken up by my Ministry."

Centre's Reaction

Asked what reaction would be in the Central Government to a move for partition, Mr. Huq said, "Undoubtedly they will try to resist such a move. But when a man wants freedom, he wants it."

Pakistan was distracted last Saturday by the worst labor riot in her seven-year history. More than 400 persons died, following an outbreak of fighting in the Adamjee Jute Mill in Narayanganj in East Pakistan.

A few days after the Prime Minister accused communists of instigating the riot, Mr. Huq asserted that communists had nothing to do with it. He said, he had asked the Central Government to help the province to investigate into the cause of the riot.

Mr. Huq arrived here for meeting with Central Government officials to discuss the riot and for the meeting of Chief Ministers of provinces. -APP

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফজলুল হক কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতির প্রতিবাদ	পাকিস্তান অবজারভার	২৬শে মে, ১৯৫৪

"Deliberate Falsehood and Perversion of Facts"

Fazlul Huq Contradicts 'New York Times' Report: Provincial Autonomy for East Pak. pleaded.

Karachi, May 24: "The notes taken by the Karachi correspondent of the New York Times, of my conversation with him contains nothing but deliberate falsehood and perversion of facts," said Mr. A.K. Fazlul Huq, Chief Minister of East Bengal while contradicting a statement published under his name by the New York Times.

He said, "what I actually stated at the interview to the correspondents was, East Pakistan should be an autonomous unit of Pakistan. This is our ideal and we will fight for it."

The following is the full text of Mr. Fazlul Huq's statement, issued to the Press late tonight:

"Today at about 4 p.m. I have had the advantage of having read some of the notes taken by the Karachi correspondent of the New York Times, of my conversation with him on Monday. I regret to have to say that the statement as taken down by him containing nothing but deliberate falsehood and perversion of facts which it is impossible to believe, has been made deliberately. Every word of the statement is baseless, falsehood and every sentence is perversion of truth. It is impossible to contradict such a statement peacemeal, so, I am making the following statement as a whole to give the public an idea of what I said and how much my statement has been mutilated.

What I actually stated at the interview to the correspondents are as follows:

"East Pakistan should be an autonomous unit of Pakistan. This is our ideal; and we will fight for it." I never said for a moment that our ideal is "independence."

I extremely regret that I am so much misunderstood and misreported. Perhaps people come to me with preconceived notions about me. I am not a coward. If I said something I will own it up.

There were two correspondents, the Reuters and the New York Times, at the interview.

They asked me about the defense of East Pakistan. I told them that in the case of aggression, we would expect help from West Pakistan but if no help was forthcoming from West Pakistan we will help ourselves.

I did say that East Pakistan has a fine manpower for a first class Navy.

There was a discussion about this interview at the Prime Minister's House where the correspondents were called in. The correspondent of the New York Times admitted that I did not talk of independence. He said that he had gathered it from my talks.

The New York Times correspondent in Karachi is famous for his notoriety in reporting. Many a sensational stories sent by him from Karachi were ultimately proved baseless. The most ridiculous item published by the paper from its Karachi correspondent is the Language Firing of Dacca in February 1952, in which the double column headline said, "Indian police open fire on Dacca, students: 4 Killed and several injured," but the story following was more ridiculous still. It said that "there were two English Language daily newspapers in Dacca, the Pakistan Observer and the Morning News. The Government banned the Pakistan Observer in protest of which the students organized a strike and the press of the Morning News was gutted down. The Indian police had to open fire to bring the situation under control as a result of which 4 students died and several others were injured. - (Ed., P.O.)

Ali, Huq and Times Reporter confer.

It is understood that on reading the text of Mr. Fazlul Huq's interview with Mr. John D. Challahan of the New York Times, the Prime Minister got together both Mr. Huq and Challahan and put before them the published report of the interview, reports A.P.P.

Mr. Fazlul Huq denied having made some of the statements ascribed to him Mr. Challahan of "New York Times" however struck to his version of the interview and did not retract any part of it.-(A.P.P.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পকিস্তান কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তন	পাকিস্তান অবজারভার	৩১শে মে, ১৯৫৪

Section 92-A Promulgated in East Bengal: Maj-Gcneral Iskander Mirza Sworn in as new Governor: "A Grave Emergency Exists."

Karachi, May 30: The Governor-General of Pakistan today promulgated Governor's rule in East Pakistan. His Excellency the Governor-General made the following proclamation on May 29, 1954 which has been published in a Gazette, Extraordinary, dated May 30, 1954 issued by the Ministry of Interior, Government of Pakistan.

"Whereas the Governor-General is satisfied that a Grave Emergency exists and thereby the security of East Bengal is threatened and that a situation has arisen in which the Government of East Bengal can't be carried on in accordance with the provisions of Government of India Act of 1935.

"Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 92-A of the Act, the Governor-General is pleased to direct the Governor of East Bengal to assume on his behalf all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature."

The proclamation also suspends the operation of certain sections of the? Act.

Major-General Iskander Mirza was sworn in as Governor of East Pakistan at 6 p.m. today.

The oath of office and allegiance was administered by the Chief Justice of Dacca High Court, Sir J. H. Ellis.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা	পাকিস্তান অবজারভার	৩১শে মে, ১৯৫৪

Action taken to preserve integrity of Pakistan: Prime Minister's Broadcast

Karachi, May 30: Pakistan Prime Minister Mr. Mohammed Ali told the nation over the radio this evening, "Our sole aim in taking over the administration of the province is to save East Bengal and preserve the integrity of Pakistan."

The Prime Minister in a 29-minute broadcast immediately after the imposition of section 92-A in East Bengal gave a graphic survey of the situation leading to this drastic step by the Central Government. He said, the administration of East Bengal had "virtually broken down" and the Fazlul Huq Ministry was not able to secure the lives and properties of the people of the province.

Mr. Mohammed Ali -assured the nation that in coming to this decision we have not been influenced in the slightest degree by the fact that the provincial ministry was not a Muslim League Ministry but a United Front Ministry. He added the centre did not hesitate to dismiss the Muslim League Ministries in Sind and the Punjab when similar situation arose in the past

Centre's Information

Mr. Mohammed Ali said that in the light of information in possession of the Government two factors stood out clearly, Firstly, disruptive forces and enemy agents were actively at work in East Bengal to undermine the integrity of Pakistan by setting Muslim against Muslims, class against class and the province against the centre. The second factor was that Mr. Fazlul Huq and his colleagues were "not prepared to made the action necessary to cope with this situation".

The Prime Minister detailed the tragic events resulting from the nefarious activities of subversive elements in East Bengal and referred to the troubles in the industrial centers of Chittagong, Narayanganj and Khulna immediately after the results of the United Front Victory which came to be gradually announced.

He proceeded to mention the "Serious riot" at the Chandraghona Paper Mills where 13 persons were killed, the disturbance between the jail staff and the public at Dacca and Finally the "proudly tragic" riot at Adamjee Jute Mill in which over four hundred persons including innocent women and children were killed.

The Prime Minister asserted that the modus operandi in all these disturbances was identical. He declared, "no government could afford to ignore a situation pregnant with such disastrous possibilities for the well being of the province and the future of Pakistan".

He disclosed that on 17th May directives were issued to the Provincial Government requiring them to take certain actions to cope with the situation that had arisen. At the

same time the Provincial Government was assured that Centre would give them "every assistance in the restoration and maintenance of order in the province."

Centre's Directive Ignored

Mr. Mohammed Ali pointed out that the action suggested by the Central Government, Mr. Fazlul Huq publicly repudiated the suggestion that communists or other subversive elements had any hand in the disturbances. He added the United Front leaders made the fantastic allegation that the centre and the Muslim League had instigated these riots to discredit the United Front. "This", he said, "was of course a deliberate falsehood and wicked attempt to mislead the people and make political capital out of a great tragedy."

Mr. Mohammed Ali declared that Mr. Huq's recent statements viewed against the background of his Calcutta Utterances had convinced him and his colleagues that they had to deal with a political leader who was fundamentally opposed to Pakistan. It was clear that neither he nor his cabinet was Fit to administer the Province or could be trusted to restore peace and confidence and work for the prosperity of 42 million people. The centre had, therefore, no other alternative but the dismissal of the Huq Ministry.

The Prime Minister gave no indication in his broadcast as to how long the Governor's rule would continue in the province but added that section 92-A would remain in force "until such time as normal conditions have been restored in the province and ministry representative of the people and worthy of the people's confidence can function successfully".

Warning to people

He warned the people against the internal enemies and dangers of provincialism and appealed to the youth not to be misled by the enemies. He also told the members of services to do their duty in accordance with their duty in freedom from fear of victimization and restore social and administrative order.

Referring to Mr. Fazlul Huq's talks with the Central Government Mr. Mohammed Ali said that he and his colleagues were solely disillusioned and were left in no doubt that the United Front Ministry would not and could not be depended upon to take effective measures to meet the situation. "It was clear that since his last visit to Karachi Mr. Fazlul Huq's psychological makeup had undergone a remarkable metamorphosis."

The Prime Minister disclosed that during his previous visit here Mr. Huq had expressed concern over the growth of communism in his province and even favored a strong centre but during his second visit he maintained that there were no communists and no communism in East Bengal.

New York Times Again

Mr. Mohammed Ali also, made a reference to Mr. Fazlul Huq's interviews with Reuter and the New York Times in which he was reported to have stated that his objective was to secure independence for East Bengal and later issued a denial to this

statement. "Three days later, however," said Mr. Mohammed Ali, "Mr. Fazlul Huq had again changed his mind and in the coarse of certain discussions plainly told us that his objective was an independent East Bengal".

Mr. Mohammed Ali also quoted Mr. Huq's statements made in Calcutta to which he later issued "evasive explanation" and declared "I leave Mr. Fazlul Huq and his various statements to the contemplation and judgment of my countrymen. I have no doubt that their verdict will be that Mr. Fazlul Huq is a traitor to Pakistan." He also quoted the opinions publicly expressed by the Qaaid-e-Azam about Mr. Fazlul Haq whom he had called "a curse."

Full Text

Following is the full text of the Prime Minister's broadcast

"My colleagues and I have recently had under careful consideration the present situation in East Bengal. We have gratefully come to the conclusion after discussion with the Chief Minister, East Bengal, and his colleagues, in Karachi, that the administration in the province has virtually broken down, that the present Ministry is not able either to secure the lives and properties of the people of East Bengal or to inspire that confidence in the administration and the people which is a essential prerequisite to the working of an orderly and progressive Government. We have therefore, decided to assume the provincial administration under section 92-A of the Government of India Act 1935, as adopted by Pakistan. Accordingly, necessary orders under section 92-A dismissing the Provincial Ministry have been promulgated.

"They will remain in force for the minimum time necessary to restore law and order and public confidence so that parliamentary Government."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষনা	পাকিস্তান অবজারভার	২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৪

G-G Dissolves Constituent Assembly: State of emergency proclaimed: Ali heads new 8-member cabinet: Ayub Khan Defense Minister and Commander-in-Chief.

Karachi: The Governor-General of Pakistan has declared State of Emergency throughout Pakistan today.

The constituent Assembly has been dissolved.

The Proclamation said that the ultimate authority vests in the people who will decide all issues including constitutional issues through the representatives to be elected afresh. Elections will be held "as early as possible".

Until fresh elections are held the administration of the country will be carried on by a reconstituted cabinet.

Prime Minister has been called upon to reform the cabinet. The invitation has been accepted.

A press Communiqué issued by Cabinet Secretariat said, "The following proclamation has been issued by the Governor-General and published in a *Gazette, Extraordinary*, today:

The Governor-General having considered the political crisis with which the country is faced with deep regret has come to the conclusion that the constitutional machinery has been broken down. He, therefore, has decided to declare a state of emergency throughout Pakistan. The Constituent Assembly as at present constituted has lost the confidence of the people and can no longer function.

The ultimate authority vests in the people who will decide all issues including constitutional issues through their representatives to be elected a fresh. Elections will be held as early as possible.

Until such time as elections are held, the administration of the country will be carried on by a Constituent Cabinet. He has called upon the Prime Minister to reform the Cabinet with a view to giving the country a vigorous and stable administration. The invitation has been accepted.

The security and stability of the country are of paramount importance. All personal, sectional and provincial interests must be subordinated to the supreme national interest."

NEW CABINET

Karachi: An eight member cabinet with Mr. Mohammed Ali as Prime Minister was sworn in at the Governor-General's House this evening.

The new ministers with their portfolios allotted to them are:
General Ayub Khan-Defense.

Mr. Ghyasuddin Pathan-Food and Agriculture and Parliamentary Affairs

Mir Ghulam Ali Khan Talpur-Information, Broadcasting and Education.

Mr. M. A. H. Ispahani-Industries and Commerce.

Maj-Gen. Iskander Mirza-Interior, States and Frontier region.

Choudhury Mohammed All-Finance, Kashmir Affairs and Refugee and Rehabilitation

Mr. Mohammed Ali, Prime Minister-Foreign Affairs and Communications.
Dr. A. M. Malik-Health and Works.

Two State Ministers

Mr. Murtaza Reza Choudhury and Sardar Ameer Azam Khan will continue as Ministers of state for Finance and Defence respectively-APP.

General Ayub Khan will also continue as Commander-in-Chief, Pakistan Army.

ALI'S BROADCAST.

Karachi: Prime Minister Mohammed Ali, a few minutes after the swearing in ceremony of his 8-men new Cabinet told the Nation over Radio Pakistan that the People will be given an opportunity to elect a fresh Constituent Assembly "as early as possible".

Mr. Ali said that some of the actions of the Constituent Assembly were questioned by the majority of the people and that it had failed to inspire confidence in them. In fact, its actions had the contrary effect.

He declared that the constitution making has not more important than the security of the country.

Following is full text of the Prime Minister's broadcast:

"Fellow countrymen, most of you have no doubt heard that the Governor-General has issued a proclamation today declaring a State of Emergency throughout Pakistan. He considers that the Constituent Assembly as at present constituted has lost the confidence of the people can no longer function. The ultimate authority vests in the people who must decide all issues including constitutional issues through representatives to be elected afresh. For that purpose elections will be held as early as possible. Until such time as the elections are held, the administration of the country has to be carried on. The Governor- General, therefore, called upon me to reconstitute the Cabinet so as to give the country a vigorous and stable administration. This invitation I accepted. It was a duty which in this hour of crisis I owed to the country and to you, my beloved countrymen. I have accordingly reconstituted the Cabinet which was sworn in about 15 minutes ago. Certain

actions of the Constituent Assembly have provoked a storms of indignations throughout the country. Recently by far the majority of you have seriously questioned its confidence to speak for them, with result that its decisions have ceased to command that general acceptance by the people which is sin quo non of a workable and stable constitution. It has failed to inspire confidence in the country as to consolidate our people.

Growing Concern

In fact, some of its recent decisions have had quite the opposite effect. Under the circumstances, it became manifest that it no longer was in a position to function effectively. Some indication of these distressing developments began to reach me soon after 1 left for the United States. Since then I have watched with growing concern the progressive deterioration in the political situation in the country following a rapid decline in the prestige and authority of the Constituent Assembly. On my return I found that a situation has developed in which the Governor-General had to take the action he has taken in the larger interest of Pakistan. The destiny of the country could no longer be left to the caprices of an assembly which, instead of safeguarding the interests of Pakistan, was becoming increasingly subject to internal strain and bickering. Constitution making is important but more important by far is the security and stability of our country. These must at all times be fully assured. Constitution making by the present Constituent Assembly has resulted in developments which threatened to imperil our national unity. It was provoked personal, sectional and provincial rivalries and suspicions. *

These have to be curbed and Pakistan's interest must be put above everything else. This is what the Governor-General's action envisages. This is what my new Cabinet and I, your servant, will always have in view. In this 1 am fully confident of your whole hearted support. The only course open under the circumstances is to appeal again to you who are the true custodians of Pakistan. Therefore as early as possible you will be given an opportunity to elect your new representatives. They will have a fresh mandate from you to frame a Constitution such as I trust, will advance not reverse the process of welding our people into a single, united, progressive and strong nation. -APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী দিবসে ফজলুল হকের ভাষণ	যুক্তফ্রন্ট	১০ই এপ্রিল, ১৯৫৫

১০ই এপ্রিল রবিবার

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানের জনসভায়

সভাপতি শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হকের ভাষণ

আমার প্রিয় পাকিস্তানী ভাইগণ,

আজ দেশ ও জাতির অতি সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে আমি আপনাদিগকে এই ‘‘গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস’’ প্রতিপালনে আহবান জানাইয়াছি। ইংরাজ শাসনের ১৮২০ সাল হইতে আরাম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সাল পযর্ন্ত সোয়া শত বৎসর ধরিয়া পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকগণ বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন তাহারই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে আমরা আজাদ পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। এই আজাদীর সংগ্রামে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক জানমাল কোরবান করিয়া যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্মরণ করিলে উক্ত ত্যাগী বীরদের জন্য স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া আসে। শাহদত বরণ করিয়া, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া, কারাবরণ করিয়া এবং যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যে আজাদী হাসিল করিয়াছে সেই আজাদীর ফল কি আমরা ভোগ করার সুযোগ পাইয়াছি? কিরূপ আজাদীর জন্য সংগ্রাম করিয়া ঐ সব মনীষীগণ নিজদিগকে কোরবানী কারিয়াছিলেন এবং সেই আজাদী কাহাকে বলে? যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ তাহার জন্মগত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিতে পারে এবং সেই অধিকারের বলে দেশবাসীর জন্য জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে উহারই নাম প্রকৃত আজাদী। আপনারা সকলে সেই আজাদীর জন্যই সংগ্রাম করিয়াছেন, আমরাই সেই আজাদীই চাহিয়াছি। কিন্তু আফসোস আজ পর্য্যন্ত আমরা সেই আজাদীর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হই নাই। আমাদের আজাদী প্রাপ্তির পর প্রায় ৮ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া চলিল-ইংরাজ জাতির সৃষ্ট ভারত শাসন আইন দ্বারাই আজও আমাদিগকে শাসন করা হইতেছে, আমাদের আজাদ পাকিস্তানের উপযোগী শাসনতন্ত্র আজও আমরা পাই নাই। বিগত ৭ বৎসরের শাসন পাকিস্তানকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছে।

অতীতের কথা বেশী ঘাটিয়া লাভ নাই-আমি বর্তমান সম্পর্কে এখন আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। গত বৎসর এই এপ্রিল মাসের ৩রা তারিখে আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কায়েম হয় এবং উহার ৫৭ দিন পরই উক্ত মন্ত্রিসভা বাতিল করতঃ গভর্ণর পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়। জনসংখ্যার শতকরা সাতানববই জনের ভোটে নিবর্বাচিত আইন পরিষদের সভ্যগণকে সাসপেন্ড করতঃ আইন সভাকে অকেজো করিয়া রাখা হয়। বহু যুক্তফ্রন্ট এম,এল,এ-সহ শত শত কর্মীকে নিরাপত্তা আইন বলে গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক রাখা হয়, আজও উহাদের অনেকে কারাগারে পচিতেছেন। আমরা জনসাধারণের ভোট লইয়া আসিয়াছি, মানুষ আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, আশা করিয়া রহিয়াছেন আমাদের হাত দিয়া আল্লাহ তাহাদের দুঃখ মোচন করাইবেন। কিন্তু আমরা কোন কাজ করার সুযোগ ও সময়ই পাইলাম না। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের ফলে পাঞ্জাবে হাজার হাজার লোক মারা যাওয়ার পর দওলতানা মন্ত্রিসভা ডিসমিস করা হইয়াছিল সত্য কিন্তু ৯২(ক) ধারা জারী করিয়া আইন পরিষদকে অকেজো করিয়া রাখা হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই পূর্ব বাংলার বেলায় ঐরূপ অভূতপূর্ব কার্য্য দ্বারা পাকিস্তানের অত্রাঞ্চলের জনগণের মনে ভীষন আঘাত করা হইয়াছে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ডিসমিস করিবার পর হইতে আজ পর্যন্ত দশ মাসের বেশী সময় চলিয়া গিয়াছে আমরা এবং আমাদের দেশবাসী তদবধি শামিত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ রাখিয়া চলিয়াছি উচ্চপদস্থ সরকারী লোকেরাও এ কথা বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। কোথাও কোন গোলমাল বা কোন জরুরী অবস্থা আদৌ দেখা দেয় নাই, তথাপি ৯২(ক) ধারা শাসনের অবসান হইতেছে না, জনগণের শাসন জনপ্রতিনিধিদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে না। কিছুদিন যাবৎ যুক্তফ্রন্ট দলের ভিতর বিভেদের অজুহাত দেখাইয়া গণ-শাসনকে দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অল্পবিস্তর মতান্তর সব দেশে সব পার্টিতেই থাকে কিন্তু উক্তরূপ মতান্তরের অজুহাতে কোন স্বাধীন দেশে কোনকালে পার্লামেন্টারী শাসন আটকাইয়া রাখার রীতি নাই। ইউরোপীয় বহু দেশে কোন দলের যথোযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবেই মন্ত্রিসভা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গাগড়া হইয়া থাকে কিন্তু তথাপি ঐ অজুহাতে পার্লামেন্টারী শাসন হইতে দেশবাসীকে বহির্গত করা হয় না। কোন কোন মহল হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইয়ায়ে- আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য নই বলিয়া এখানে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন সম্ভব হইতেছে না। এইরূপ অহেতুক উক্তির তাৎপর্য আমি বুঝিতে অক্ষম। কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার নিয়োজিত প্রাদেশিক গভর্ণর যাহাকে আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন বলিয়া মনে করিবেন তাহাকেই আইনানুসারে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আবেদন করিতে পারেন সুতরাং কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য বা কোন ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নয় ইহা যাচাই করার গভর্ণরের নিকট একমাত্র মাপকাঠি হইতেছে পরিষদ সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। নিবর্বাচনের প্রাক্কালে আমি পূর্ব বাংলার সবর্বত্র ঘুরিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। যে যুক্তফ্রন্ট দলের সভ্যদের ভোট দেওয়া হইলে সেই ভোট আমাকেই দেওয়া হইবে। দেশবাসী আমার সেই আহবানে আশাতীত সাড়া দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার দেশবাসী আমাকে ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য পার্লামেন্টারী শাসন আটকিয়া থাকার কোনই কারণ নাই। প্রাদেশিক গভর্ণর যদি মনে করেন আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে দিয়া জনগণের ও পরিষদের গরিষ্ঠসংখ্যক সভ্যদের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব তিনি বিলক্ষণ তাহা করিতে পারেন। আমি আজ এই প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিতেছি যে আমি চাই জনগণের আস্থাভাজন পার্লামেন্টারী শাসন কোন ব্যক্তির জন্য তাহা রহিত হইয়া থাকিতে পারে না কারণ ব্যক্তি চেয়ে দেশ ও জাতি অনেক বড়। যে যুক্তফ্রন্ট দল শতকরা সাতান্নববইটি ভোট পাইয়া জয়ী হইয়াছে সেই দলকে তথা সাড়ে চারি কোটি পূর্বপাকিস্তান বাসীকে তাহাদের জন্মগত গণতান্ত্রিক শাসনাধীকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার কোন অধিকার কোন সরকারের বা কেহরই নাই।

এতক্ষনে শুধু পার্লামেন্টারী শাসনের কথা আমি বলিয়াছি এখন উহা হইতেও গুরুতর একটি বিষয়ের কথা আপনাদিগকে বলিব। আপনার জানেন গত বৎসর ২৪শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা গণপরিষদ বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত ঘোষণায় বলিয়াছিলেন যে জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং জনগণের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু করা হইবে। সারা দেশের লোক গভর্ণর জেনারেলের উপরোক্ত ঘোষণা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিল। গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে জনাব তমিজদ্দিন খার মামলা পরিচালনার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োজিত কৌসুলি মিঃ ডিমপলক আদালতের নিকট উক্ত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে নিবেদন করিয়াছিলেন যে গভর্ণর জেনারেল বর্ত্তমান প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মাধ্যমে নিবর্বাচনের সাহায্যে একটি নূতন গণপরিষদ গঠন করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনাপ্রবাহের ফলে জনগণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ এই যে ইদানীং সরকার সভ্য মনোনয়ন দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটি গঠন করিতে চান বলিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, আবার এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে অর্ডিন্যাসের সাহায্যেও সরাসরি একটি শাসনতন্ত্র জারী করা সম্ভব। এইভাবে জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে যদি কোন শাসনতন্ত্র রচনাকরী কমিটি গঠন করতঃ উহার সাহায্যে বা সরাসরি কোন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্বাধীনতার মূলনীতিকেই অস্বীকার করা হইবে এবং উহা কিছুতেই জনগণের গ্রহণযোগ্য হইবে না।

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া মানুষের জন্মগত নাগরিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি অদ্যকার দিবসটি ঘোষণা করতঃ আমার দেশবাসীকে যথাযথভাবে ইহা প্রতিপালন করিবার অনুরোধ জানাইয়াছি। গভর্ণর জেনারেলের ২৪শে অক্টোবর ঘোষণার ভাষায় চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিকারী আপনারা

জনগণই; তাই আপনাদের সমবেত অভিমত জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনারা দলমত নির্বিবশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সাড়ে সপ্তকোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন গণতন্ত্র বিরোধী কোন কার্য্যকলাপ আমরা এই আজাদ পাকিস্তানে বরদাস্ত করিব না। দেখিবেন আপনাদের সমবেত আওয়াজের ফলে গণতন্ত্র বিরোধী সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। মনে রাখিবেন গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচি, বাঙ্গালী সকলেরই সমান।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী আজ দেশের বাহিরে। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে সরকারী কোন বাধানিষেধ আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। পাকিস্তানের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্পূর্ণ অধিকার মওলানা ভাসানীর রহিয়াছে। প্রকৃতই যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিয়া থাকে তবে তাঁহার বিচার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কে কোন বাঁধানিষেধ থাকিতে পারে না। ঐরূপ বাঁধা-নিষেধ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমি বহুবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। আজ পর্যন্ত বহু রাজবন্ধীকে জেলে পচান হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ আমি এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি। সরকার আমাদের কথায় কানই দিতেছে না। উপসংহারে আমি পুনরায় আমার দেশবাসীকে আজাদ পাকিস্তানের আজাদ নাগরিক হিসাবে সবর্বপ্রকার গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে আহবান জানাইতেছি। আপনারা আজ ওয়াদা করুন এবং সমস্বরে আওয়াজ তুলুন পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না। আমীন!!

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ!!

গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!!!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাসানীকে দেশে প্রবেশ করতে দেবীর দাবী	ঢাকা রাজনৈতিক কর্মবৃন্দ	এপ্রিল, ১৯৫৫

দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী ঢাকায় আগমন কররিতেছেন। রোগমুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যোগদানের পর শহীদ সাহেবের এই আগমনী সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক হইতে যদি না এই তথাকথিত কনভেনশনে পূবর্ববঙ্গ হইতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পুলিশ মন্ত্রী মিঃ এস্কান্দার মির্জাসহ ঢাকায় আগমন করিতেন। তিনি যে তথাকথিত কনভেনশনের সদস্য মনোনয়নের জন্য পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন তাহাকে ইতিমধ্যেই বেআইনী ও গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এই কনভেনশনে গণতন্ত্র বিরোধী সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ববঙ্গের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে পদদলিত করা হইয়াছে। এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদের আসন বন্টনের যে মূলনীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া সেই নীতিকেই হত্যা করা হইয়াছে। আর আট কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত একটি দেশের শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিবর্বাচিত গণপরিষদ ছাড়া অন্য কোন কনভেনশন, কনফারেন্স দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া পূবর্ব-বঙ্গের সাড়ে চার কোটি নির্যাতিত মানুষ আকুল আগ্রহে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছি। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হামিদ খান ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূবের্ব এবং পরে বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মওলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূবর্ববঙ্গে আগমন করিবেন কিন্তু কার্যত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি মাওলানা সাহেবকে কম্যুনিষ্ট, দেশদ্রোহী এবং দেশের সমগ্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নানারূপ জঘন্য উক্তি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়াই শহীদ সাহেব পূবর্ববঙ্গে আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহারা এই যুগল আগমনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

দীর্ঘ পাঁচ মাস জনাব শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। মওলানা ভাসানীর যেখানে আজ পর্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন নাই সেখানে তাহার (শহীদ সাহেবের) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই উচিত হয় নাই বলিয়া জনসাধারণ মনে করে। গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর ন্যায্য অধিকারকে তিনি কার্য্যকরী করিবেন ইহাই দেশবাসী তাঁহার নিকট চায়। কোনরূপ আপোস আলোচনা অথবা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের জন্য আহুত সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কাহারও নাই।

এই অবস্থায় আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছি যে মওলানা ভাসানীকে জাতির মাহসঙ্কটক্ষণে দূরে সরাইয়া রাখিয়া যদি কোনরূপ অবৈধ কার্য্যকলাপ দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে দেশবাসী তাহা কখনও বরদাস্ত করিবে না। দেশবাসী গণতন্ত্র ও আইনের শাসন চায়। ডিক্টেটরী ও জবরদস্তির নিকট আট কোটি অধিবাসী কখনও পরাজয় স্বীকার করিবে না, করিতে পারে না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ।
গণতন্ত্র জিন্দাবাদ।
২১ দফা কায়েম কর।
রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
ভাসানীর প্রত্যাবর্ত্তন চাই।

ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ

*১৯৫৪ সালের মে মাসে মওলানা ভাষানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের পর ভাসানীর পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দেন যে মওলানা ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক প্রচারপত্র	মাওলানা ভাসানী	মে, ১৯৫৫

দেশের ডাক! **মুক্তি ডাক!!**

পূর্ব-বঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

কৃষক-মজদুর, ছাত্র-যুবক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী দলে দলে যোগদান করিয়া সুষ্ঠু কর্ম্মসূচী গ্রহণ করুন।

তাং- ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, কর্মী সম্মেলন

২৭শে নভেম্বর, ১১ অগ্রহায়ন, রবিবার, বিরাট জনসভা

স্থানঃ কাগমারী (টাঙ্গাইল)

আগামী ১ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহবান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ২১ দফা পালন করিতে ধর্ম্মত ও আইনতঃ বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণ আন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে।

১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে), মুদ্রা প্রস্তুত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূবর্ব পাকিস্তানে থাকিবে); এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা এবং যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সোপারেশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

৩। নূরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নামে যে প্রজা উচেছদ আইন করিয়া রাখিয়াছে, সেই আইন বাতিল করিয়া সত্বর আইন সভা আহবান করিয়া বিনা ক্ষতিপুরনে ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করিতে হইবে। খাজনার হার কম, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদী সিকস্তি জমির নজরানা মওকুব করিতে হইবে।

৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদান চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্ত্তমান বেতনের হার এবং হোষ্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহের খাতক নির্দ্ধরিত কিস্তিবন্দী মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করিতে হইবে। ঋণসালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক মাফ দেওয়া সুদ (কনট্রিবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাহাদের জন্য কিস্তি নির্দ্ধারণ করিতেই হইবে।

৭। (ক) পাটের মূল্য ন্যূনপক্ষে প্রতিমণ ৩০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ীকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়া বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাহাতে লাইসেন্স পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করিতে হইবে।

(গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৮। (ক) বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গড়িমসি করা চলিবে না- সত্বর নির্মাণ করিতে হইবে।

(খ) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারী ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করিতে হইবে।

৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করিতে হইবে।

(খ) সর্বহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। ৯২(ক) ধারার আবরণে ৯৩ ধারা কার্য্যকরী করা চলিবে না।

বাংলার যে সমস্ত গণপরিষদ সদস্য ৯৩ ধারা, বেঙ্গল রেগুরেশন এ্যাক্ট ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস আইন পাস করিতে ভোট দিয়াছেন তাহারা সমাজের ও গণতন্ত্রের শত্রু-ইহা সর্বত্র প্রচার করা হইবে।

১১। (ক) পাকিস্তান হইবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আশু সংস্কার চাই।

(খ) নদী, খাল, বিল ইত্যাদি সংস্কার করিয়া প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) মুসলমানের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হইতেছে না; ইহার প্রতিকার চাই!

১২। মাথাভারি শাসন অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদ লোপ করিয়া নি বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই। রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিভার্সন বন্ধ করিতে হইবে।

১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সত্বর কার্য্যকরী করিতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাদ্রসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় চাষী-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন তেল, নালী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য লোহা, জমির সার, কাপড়, তাঁতের সুতা, কর্ম্মকারের কাঁসা, পিতল, করাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের জালের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ ও কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই।

১৬ (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মূল্য চাই।

(খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সূক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১৭। মগ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। মুসলমানগণ যাহাতে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সংগত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯। ঘুষ ও স্বজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুঁটিকে শাস্তি দিলে চলিবে না, বড় বড় রুই-কাতলাকেও কঠোর শাস্তি দিতে হইবে।

২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফেরখানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিপদে উপযুক্ত পরিমাণে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে হইবে।

২২। গরীব কৃষকদের ঘরদরজা ও নৌকা নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করিতে হইবে।

২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীসংখ্যা ৯ জনের বেশী কিছুতেই রাখা চলিবে না, ডেপুটি মন্ত্রী, পালামেন্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ২১ দফার ওয়াদানুযায়ী (মাথা ভারী শাসন মান) মোটেই নিযুক্ত করা চলিবে না।

২৪। বর্ত্তমানে বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিসপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হইতেছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে উহাতে চোরাকারবারী ও মোনাফাখোরীদের বৃটিশ ও মুসলিম লীগ আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। একজন্য সত্বর ইহার প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দিষ্ট দর বাঁধিয়া সুষ্ঠুভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ- কিছু দিনের মধ্যেই গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাশ হইয়া যাইবে। অতএব, সারাদেশময় আন্দোলন করিয়া যদি ২১ দফা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করাইতে না পারি তাহা হইলে পাকিস্তান ও আমাদের বংশধরগণের সর্বনাশ হইবে। তাই দলে দলে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ২১-দফাকে বাস্তবে রূপদান করিতে সুষ্ঠু কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

*ময়মনসিংহ হইতে মটর-বাসে, ঢাকা হইতে লঞ্চ-ষ্টিমারে, সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে লঞ্চ ও নৌকা যোগে যাতায়াত করা যাইবে।

আরজ গোজার

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সভাপতি পূবর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	পাকিস্তান অবজারভার	১লা জুন, ১৯৫৫

CONSEMBLY ELECTION RESULTS

Single party majority for U. F. in E. Bengal: Top point preference vote for Fazlul Huq: Hoq Chowdhury Suhrawardy Ali and Rahmans among elected.

* * * * * *

Forty persons were declared elected to the Pakistan Constituent Assembly from East Bengal after a little over 13 of counting votes ended at 11 p.m. last night (Wednesday).

Of 40 elected, 16 are from United Front, 12 are from Awami League, 4 Congress, 2 United Progressive Party, 3 Scheduled Caste Federation, 1 Muslim League, 1 Communist and 1 Independent.

Twenty-four candidates (19 Muslims and 5 Hindus) did not receive any vote and as such they were out. Mr. Fazlur Rahman, former Commerce Minister of Pakistan who had resigned from the Muslim League returned as an independent candidate.

The counting at votes started shortly after 10 a.m. yesterday in the presence of the representatives of the contesting parties and continued till 11.10 p.m. Candidates Finally declared elected are as follows:

United Front-16

Messrs. A. K. Fazlul Haq; Maulana Atahar Ali ; Hamidul Haq Chowdhury; Yusuf Ali Chowdhury; Abdul Latif Biswas ; Nurul Haq Chowdhury;Abdul Karim; Abdul Wahab Khan; Abdus Sattar; Lutfar Rahman Khan; Mahfuzul Haq; Mahmud Ali ; Abdul Aleem; Syed Mesbahuddin Hussain;Adeluddin ; Farid Ahmed

Awami League-12

Out of the 16 candidates nominated for election the Awarni League secured 12 seats: Messrs. H. S. Suhrawardy ; Ataur Rahman Khan; Abul Monsur Ahmed; Zahiruddin; Shaikh Mujibur Rahman; Nurur Rahman; Deldar Ahmed; Abdur Rashid Tarkabagish; Abdur Rahman Khan; Mozaffar Ahmed; Muslem Ali Mollah; Abdul Khaleque.

Pakistan National Congress-4

Mr. Basanta Kumar Das; Bhupendra Kumar Datta; Konteswar Barman and Peter Paul Gomez.

U.P.P.P. -2

Dr. Sailendra Kumar Sen and Mr. Kamini Kumar Dutta.

Scheduled Caste Federation-3

Mr. Akshay Kumar Das ; Rasaraj Mondal and Gour Chandra Bala.

Muslim League-1

Mr. Mohammed Ali (Prime Minister of Pakistan).

Communist-l

Mr. Sardar Fazlul Karim.

Independent-1

Mr. Fazlur Rahman (Former Commerce Minister of Pakistan)!

According to the first preference Mr. A. K. Fazlul Huq, leader of the United Front party topped by securing 104 votes. He was the first to be declared elected from East Pakistan to the new Constituent Assembly.

Pakistan Law Minister Mr. H. S. Suhrawardy secured 93 first preference votes.

Prime Minister Mohammed Ali secured 18 first preference votes, Sardar Fazlul Karim received 9, Akshay Kumar Das received 11 and Basanta Kumar Das secured 7 first preference votes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯২-ক ধারা প্রত্যাহার ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল	পাকিস্তান অবজারভার	৬ই জুন, ১৯৫৫

United Front Ministry to be sworn in today."
Lifting of Section 92-A approved by G.G.

The Governor-Genera! has by a proclamation approved the removal of section 92-A regime from East Bengal according to a Karachi message received here yesterday (Sunday).

A new Ministry headed by the nominee of Mr. A. K. Fazlul Huq will be sworn in today at 11-30.

Since the Governor-General by a proclamation on May 30, 1954, suspended the then Ministry the old Ministry still holds office and Mr. Huq it appears will resign his office as the Chief Minister before the new Ministry is sworn in today.

---

* ইসকান্দার মীর্জা ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট পার্টির মধ্যে ভাংগন ধরাতে সফল হন যার ফলে কে, এস, পি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে আওয়ামী লীগ ছাড়াই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন	পাকিস্তান অবজারভার	৭ই জুন, ১৯৫৫

Sarkar heads 5 man United Front Cabinet. Priority to release politicians.

Ministry expansion soon. Minorities to hold seats.

The five-men second United Front Cabinet headed by Mr. Abu Hussain Sarkar was sworn in yesterday (Monday) at Government House of 11.30 in the morning. East Bengal Governor Mr. Shahabuddin administered the oath of office and secrecy at the Durbar Hall.

As required by law, Mr. A. K. Fazlul Huq whose old Ministry came to life as soon as the Governor General by his proclamation lifted 92-A from East Bengal resigned his office before the swearing in ceremony was held.

Mr. Abu Hussain Sarkar also tendered his resignation from the Pakistan Cabinet to P.M. Mohammad Ali yesterday. Both the resignations have been accepted.

All the five men sworn in minister happen to be ex-ministers of the deposed Fazlul Huq Cabinet. The Ministry Consists of Mr. Abu Hussain Sarkar of the Krishak Sramik Party of which Mr. A. K. Fazlul Huq is the President. Mr. Abdus Salam Khan and Mr. Mashamuddin Ahmed of that group of the Awami League which break away from the parent organization and joint hands with Mr. Fazlul Huq, Mr. Syed Azizul Huq (K. S. P.) and Mr. Ashrafuddin Chowdhury of Nizame-Islam, the only political organization within the United Front party left unrepresented in the skeleton cabinet is the Pakistan Ganatantri Dal.

All the five Ministers signed the oath of office and secrecy in Bengali. Mr. A. K. Fazlul Huq was also present in the ceremony.

With the entrance of the Governor in the Durbar Hall the ceremony started. The Chief Secretary Mr. N. M. Khan then requested permission to open the proceedings and on permission being granted presented Mr. Abu Hussain Sarkar to the Governor. After the oath of office and secrecy being read along they signed the oath forms in Bengali in turn.

At 3 in the afternoon the Cabinet met the Governor and the portfolios were allocated Mr. Abu Hussain Sarkar, Chief Minister (Home and Chief Ministerial Department), Mr. Ashrafuddin Chowdhury (Finance and Education), Mr. Syed Azizul Huq (Commerce. Labour, Industries and Revenue), Mr. Abdus Salam Khan (Communication, Building and Irrigation, Local Self-Government and Public Health) and Mr. Mashamuddin Ahmed (Food and Agriculture and Judicial).

Sarkar Explains Broad Programme

East Bengal's new Chief Minister Mr. Abu Hussain Sarkar told presssmen here yesterday that he would enlarge the skeleton cabinet soon.

He announced that release of political prisoners will be given first priority and added that his Ministry would make efforts to implement the 21point mandate of the United Front as far as practicable during the tenure of his office.

Mr. Sarkar was talking to the pressmen in the drawing room immediately after the swearing in ceremony was over.

In his Ministry Mr. Sarkar will include no representative of the dissident group of Awami League which has disobeyed Mr. Fazlul Huq's leadership unless they rejoin the United Front party. He said "let them first come to our party and then we shall consider the position." But for the Minority he expressed willingness to include two members, one from the scheduled caste and one from the rest. But he was not certain as to the time he will be taking for the expansion of the cabinet. The Chief Minister said, his Ministry would make all out efforts to increase the standard of living of the people of East Bengal. He observed that the problem of enhancing the lamentable low standard of living of the masses was one of great magnitude and that his cabinet will approach it in a planned and systematic moreover.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান	পাকিস্তান অবজারভার	৯ ও ১১লা জুন, ১৯৫৫

P.O., June 9,1955

Detained MLAs released on second day of UF office.

Cases of other detunes to come up today.

Only after 48 hours of assumption of his office as Chief Minister of East Bengal Mr. Abu Hussain Sarkar passed orders for immediate release of 4 political prisoners, all MLAs including two communists, of the eleven persons 7 are of the Gonotantri Dal, two communists, one of the Minority United Front and one Independent. Ten of them were arrested after the imposition of the section 92-A rule in East Bengal. Release orders have been passed for the following persons:

Pakistan Ganatantri Dal:

Mr. Mahmud Ali (Sylhet), Secretary.
Haji Md. Danesh (Dinajpur), President.
Khalifa Ahmed (Noakhali).
Ataur Rahman (Rajshahi), Joint Secretary.
Dewan Mahboob Ali (Tippera), Joint Secretary.
Azizul Huq (Rangpur).
B. C. Chatterjee (Dacca).

Communists:

Mr. Akhay Burman (Rangpur) and Mr. Purnendu Dastidar.

The other two M.L.As. are Mr. Phani Majumdar of the Minority United Front and Prasun Kumar Ray, Independent. Mr. Ray was arrested in 1954 and returned as an M.L.A. from Jail.

It will be recalled that Mr. Abu Hussain Sarkar gave a solemn pledge that his Ministry's first task would be to release the security prisoners and one political detenue was released on June 7 last.

Cases of other politicians are understood to be taken up today.

P.O., June 11, 1955

500 detenues to be set free by June. Talk with Centre likely over complicated cases.

About 500 security prisoners who were arrested before and after the imposition of 92-A rule in East Bengal are to be released within this month it is reliably learnt. A majority of them may be set free within a week's time. The government will consider the issue very seriously and cases of those prisoners against whom no specific charges have been brought will be taken up immediately. As regards others the Centre is likely to be consulted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ প্রচারিত মুসলিম লীগ বিরোধী বক্তব্য	পাকিস্তান অবজারভার	জুন, ১৯৫৫

<u>সালতামামী</u>

মুসলিম লীগের ৭ বৎসরের শাসনকালে খতিয়ান

- তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে মওলানা ভাসানীসহ শত-সহস্র দেশদরদী, ছাত্র, যুবক ও কর্ম্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ।
- নিজেদের দলীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে লবণ সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ১৬ টাকা সের দরে লবণ ক্রয় করিতে বাধ্য করা।
- কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবী-দাওয়া বিকাইয়া দেওয়া।
- আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার উদ্ভট পরিকল্পনা করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের প্রাণের দাবী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীকে নস্যাৎ করা।
- বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীদার জাগ্রত ছাত্র-জনতার উপর নৃশংস গুলি চালনা ও হত্যা।
- কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া খুলনায় লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর কবলে ঠেলিয়া দেওয়া।
- উর্দ্ধতন পাট ব্যবসায়ীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সম্পদ পাটকে নূন্যতম দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
- দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।
- নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি বিতরণ।
- ৭ বৎসর পর্যন্ত অসংখ্য উপ-নির্বাচন বন্ধ রাখা।
- পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পুলিশী জুলুম চালাইয়া অসংখ্য দেশদরদী কর্ম্মীদের হাজতবাসে বাধ্য করা।
- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূবর্ব পাকিস্তানের সম্পদে সৃষ্ট ও পুষ্ট কলিকাতা নগরীকে বিনা বাধায় হিন্দুস্থানের নিকট ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি চলিয়া আসা।
- চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বঞ্চিত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণ।

যুক্তফ্রন্টের ১৪ মাসের শাসনের খতিয়ান

- ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবর্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করিবার পর পরাজিত ও পর্যুদস্ত মুসলিম লীগ যখন জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করিবার জন্য ৯২(ক) ধরা জারী করিয়া ১৫শত দেশ কর্ম্মীকে হাজতে পাঠাইয়াছিল, মওলানা ভাসানীর উপর নির্বাসন আদেশ জারী করিয়াছিল, দেশদরদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করিয়াছিল, ষড়যন্ত্র করিয়া আদমজী মিলে দাঙ্গা বাধাইয়া শত শত গরীব চাকুরীজীবিকে হত্যা করিয়াছিল, সেই কুখ্যাত মুসলিম লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ।
- পূবর্ব বাংলার প্রাণের দাবী ২১ দফাকে ঘরোয়া বলিয়া উহাকে কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের উপর দুই-দুইবার বন্যার প্লাবন হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করা।
- পূবর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত খাদ্য ঘাটতি অস্বীকার করিয়া আওয়ামী লীগের পুনঃ পুনঃ সতর্ক বাণীকে উপেক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না করা।
- পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১৪ মাস কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন উপ-নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখা।
- দেড় বৎসর কাল পর্য্যন্ত সভা আহবান না করিয়া জনগণের নিবর্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্রে বসিয়া দেশের সমস্যাদি আলোচনা ও সমাধানের সুযোগ না দেওয়া।
- নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যে জনগণের জন্য সংগৃহীত ৩৩ লক্ষ মণ চাউল নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিয়া স্বজনপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।
- পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় পূবর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া।
- ২১ দফার খেলাফ করিয়া এক হাজার টাকার উর্ধ্বে মন্ত্রিগণের বেতন গ্রহণ করা।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে ১২০০ কোটি টাকা দিয়া এবং পূবর্ব পাকিস্তানকে মাত্র ২শত কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া পূবর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা।
- ২১ দফা ওয়াদাকে খেলাফ করিয়া শত শত দেশকর্ম্মকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা।
- নিজেদের দলীয় কোনদের মধ্যে লাইসেন্স, পারমিট এবং অন্যান্য সবর্বরকম সুবিধা বিতরণ করিয়া দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রদর্শন করা।

আওয়াম লীগ কোয়ালিশন সরকারের আড়াই মাস কাল শাসনের খতিয়ান

১। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও নিরাপত্তা আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা মোকদ্দমায় জড়িত সমস্ত রাজবন্দীদের খালাস দান।

২। শাসনভার গ্রহণের মাত্র ১১ দিনের মধ্যে আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান, বাজেট পাস ও নিরাপত্তা আইন বাতিল।

৩। পাটের লাইসেন্স ফি উঠাইয়া দেওয়া।

৪। বকেয়া খাজনা সুদ সমেত মওকুফ।

৫। সার্টিফিকেট প্রথা উচ্ছেদ।

৬। কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ।

৭। প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দেওয়া।

৮। লক্ষ লক্ষ মণ চাউল গরীব জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ।

৯। গুরু, বাছুর ও কৃষির অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ মঞ্জুর।

১০। খালবিল খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, মেরামত ও জলাভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফ বাবদ মঞ্জুর।

১১। নিবর্বাচনের সময় মন্ত্রীদের সফরকালে সরকারী অর্থ ব্যয় ও যানবাহন ব্যবহার না করিবার আদেশ।

১২। অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ।

১৩। প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিকে উন্নীত করিয়া ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৪। কোর্ট ফি ও রেফ কাগজের দান কমান।

১৫। দুর্নীতি, ঘুষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগের মারফত সংগ্রাম ঘোষণা।

১৬। ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য পাঠাইবার জন্য বিমানযোগে খাদ্য নিক্ষেপ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মারী চুক্তি	পাকিস্তান অবজারভার	১লা জুলাই, ১৯৫৫

CA Adjourns Tomorrow-To Reopen in Karachi
M. L. Acceptance of Regional Autonomy Reported.

(From our Murree Correspondent)

Murree, July 10: An agreement virtually reached here tonight at the Governor's house among leaders of the three main Political Parties in the Consumable concluded to adjourn the constituent Assembly after its session on Tuesday next and to reassemble its next session in Karachi on August 5

Today's meeting was also reported to have discussed constitutional matters relating to One Unit and regional autonomy. The M. L. is further reported to have accepted the principle of provincial autonomy which will be the major item to be raised by U. F. in the Assembly when it resumes in Karachi.

Mr. Hamidul Haq Chowdhury and Mr. Yusuf Ali Choudhury along with other U. F. leaders will have further parley in this matter and also in the repeal of 92-A and 223-A after the Session is adjourned on Tuesday.

That agreement was based on five points and it was agreed that the draft constitution will conform to those fundamental points. With your permission, Sir, I will enumerate the points; Point No.l; One Unit affair for West Pakistan. Point No.2 related to the question of parity; then the third principle was full regional autonomy for the Units. Principle No. 4; Joint Electorate. Principle No.5; Bengali to be accepted as one of the State languages of Pakistan along with Urdu.*

* মারী চুক্তির শর্তসমূহ পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৬ সালের খসড়া শাসনতন্ত্র বিল বিতর্কে আতাউর রহমান খানের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এক ইউনিট প্রশ্নে বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

Excerpts from the Speech by Sheikh Mujibur Rahman 011 one-Unit Bill in the Constituted Assembly of Pakistan, 25th August 1955.

.... Sir, you will see that they want to place the words "East Pakistan instead

of "East Bengal". We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of one-Unit is concerned it can come in the Constitution. Why do you want it to take up just now? What about the State Language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider one Unit with all these things. So I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the .form of referendum or in the form of plebiscite. Let the people of Frontier say that they want one Unit. At the moment they say that they are against it But Dr. Khan Sahib said the other day that people were in favor of one Unit, but his brother Khan Abdul Ghaffar Khan and Pir Shahib of Manki Sharif said that they were against it. Now, who will judge it? Who should be the judge? If the people of the Frontier say that they are in favor of one-Unit, we have no objection to that. Similarly in Sind, Mr. Khuhro says that they are in favor of it, while Mr. G.M. Syed and others say that people are against one-Unit. All right, if they are in favor let a referendum be held and let the people decide themselves and we will accept it.

As far as Karachi is concerned, there should be no referendum in Karachi because it is the Federal Capital made by Quaid-e-Azam and we will not allow people to insult Quaid-e-Azam and the late Mr. Liaquat Ali Khan. We have no right to take Karachi from the people of Karachi and from the people of East Pakistan. It belongs to us also as it belongs to other parts of Pakistan. We have spent so much money for its development. Why do you want to make another capital and spend hundreds and thousands of rupees and for which you will require at least 50 years.

For these reasons, I appeal to my friends "Zulum mat karo Bhai" (Do not be so cruel). If you will force it upon us then we have to adopt unconstitutional means. You must proceed constitutionally. If you do not allow the people to follow constitutional means, they will perforce adopt unconstitutional means. That is what has happened all over the world and it can be seen from the history of world. So I appeal to them: if you love Pakistan: though unfortunately after the achievement of Pakistan, you are at the helm of affairs and those people who fought for its establishment are no more with us.

So, I will appeal to you, although you have got force at your disposal, that for the sake of Pakistan, for the sake of democracy, for the sake of humanity, for the sake of Quaid-e-Azam, go to the people, let the people give their verdict and we will accept it.

26th August, 1995

Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana (Punjab: Muslim).......... Now, Sir, there is another argument which I really hesitate to deal with; it is a perverse and malicious argument; it is an argument that the integration of West Pakistan is a counterblast against Bengal. Now, Sir I think it was some vague realization, some confused apprehension of some such fear that gave rise to the curious argument presented by my dear friend, Mr. Fazlur Rahman. Mr. Fazlur Rahman's mathematics is, in fact, a type of mathematics which I have not learnt in my school. He said that if you want unity in Pakistan, you can have it through one Pakistan, that is, through Unitary government or you can equally well have it through a Pakistan divided in eleven Units, but if you only have two parts, then Pakistan is demolished, disrupted, broken up. Sir, this is something which I cannot really understand. But I think at the back of his mind was some fear like this: Bengal is one united province; now by consolidating West Pakistan in one Province, is there some design, some desire to fight out battles, to grapple issues by marshalling one united unit against another already united unit. Sir, if you begin to think in these terms, there is no end to it. But I can tell you, Sir, that in all honesty T view the establishment of one Unit, amongst other things, as a deliberate attempt to meet the national demand of Bengal for Provincial autonomy. It has its other advantages but to a political man, to the members of this Constituent Assembly, particularly, perhaps one of the advantages that will most clearly present itself, perhaps the most happy consumption of all will be that it will provide a solution which will enable us to form a Constitution, strictly in accord with the demands and wishes of the people of Bengal. Then, Sir, our Bengal members must realize that the prosperity of a part is the prosperity of the whole. If a part withers away, if a part falls into internecine turmoil, if a part lives in conflict, if a part ultimately succumbs to disorder, confusion and decay, then the effect of that will also have its consequences for the solidarity and strength of Bengal. I assure you Sir, that if the integration of West Pakistan will make the people of West Pakistan more prosperous, if it will make as more capable of developing our resources, of responding to our potentialities, then the wealth gained, the strength achieved will really be the wealth and strength of Bengal. I assure my Bengali brothers that all of us when we think in political terms, we think in terms that completely include them as part and parcel of ourselves. In fact, I think that we who live in West Pakistan may not be able to see things with the same clear vision, we may not be able to rise so completely above provincial, parochial and racial jealousies, and in fact, we look to the people of Bengal who can show that larger vision which comes from grappling a problem sym-pathetically from a distance and I am sure that very soon, in this spirit the integration of West Pakistan will become as much a national slogan for the people of Bengal as it is for the people of West Pakistan.

31st August, 1995

Mr, Abul Mansur Ahmed: There is a suspicion also in the minds of the people of East Pakistan. You remember, Sir, that the people of East Pakistan accepted the principle of parity in all respects. This was a great sacrifice on the part of the people of East Pakistan because they are actually in a majority and they shall continue to remain in a majority for another two or three decades. There was an apprehension in the minds of some people in the West that the people of East Pakistan would dominate over West Pakistan merely on account of their numerical superiority. That is the apprehension which was allowed to grow in the minds of the people of West Pakistan including the political leaders by the shortsighted policies of the Muslim League leaders of East Pakistan. They behaved in such a way that suspicion was bound to grow in the minds of the people here as well as in the minds of their leaders, that these people from East Pakistan wanted to dominate over them by their numerical superiority. In order to clear the minds of the people and political leaders of West Pakistan we from East Pakistan at once came forward with this liberal offer: if you want us to accept parity, we accept it, We never wanted to dominate over you by our numerical "superiority," Sir when we accepted parity, we believed that it is the genuine demand of the leaders and the people of West Pakistan that we should accept parity in all respects. We wanted to remove the suspicion of domination from the minds of the people of West Pakistan. That is what prompted us to accept that parity. Now in a House of 80 we are 40. Previously we were 44 in a House of 74. We sacrificed this superiority only to show that we did not want domination. But, Sir, what has been done by our Punjabi brothers at the first opportunity got by them? What they have done is to give a go-bye to all the sense of propriety, all sense of fair play and well established convention, now they have taken both of the two highest posts in the State into their pocket.......................... Sir, I was just referring to the fact how the suspicion has arisen in the minds of the people. It has arisen in their minds due to this haphazard way in which this bill is being rushed through. They say, Sir, which the people are behind it, the entire people are behind it and therefore they do not like to refer it back for circulation. Why don't they hold public meetings anywhere within a short period of time I charged my learned erstwhile leader Dr. Khan Shahib in Murree to go to the Frontier Province and address public meetings I know he is not afraid of the people; he has been a veteran leader and is held in high esteem by the people of the Frontier province.......... I am very glad to see that Dr. Khan Shahib has begun to feel the importance of my argument and has begun to address his people, but other leaders occupying Ministerial *gaddi*, as also the Honorable Sardar Amir Azam Khan who is piloting this Bill don't go to their own provinces and address public meetings..................

I have already referred Sir, why the people of East Bengal have become suspicious of late about the bonafides of the ruling Junta of Karachi. Sir, we have seen very recently how the interest and wishes of the people of Bengal have been ignored on the question of division of powers and parity; how the salutary convention that had grown in Pakistan for the last eight years with regard to the appointment of Governor-General and the Prime Minister from two wings has been broken at the very first opportunity Sir, apart from the all that has been struck on the head of the people of East Pakistan on many issues, again, Sir, Karachi is being taken away from them and is being handed over to

West Pakistan.......................... I shall refer you to a statistical bulletin published by the Central Government-not the East Bengal Government because when my honorable friend Mr. Abdul Rahman Khan was referring to a Statistical Bulletin of East Bengal there was laughter on the other side as if East Bengal Government is not a Government at all. Sir, I am this time confronting them with the Statistical Bulletin, Government of Pakistan, Ministry of Economic Affairs, Central Statistical Office. April 1955, Vol. 3, No. IV, published by the Manager of Publication, Karachi

In today's report it has come out that the Muslim League Party has agreed that for the time being Karachi City will remain to be centrally administered but other parts will be merged in West Pakistan.

Mr. Speaker: Honorable Member is not entitled to refer to any newspaper reports in this House.

Mr. Abul Mansur Ahmad: All right. I will not refer to it. Sir, what is Karachi City? We are concerned with the Province of Karachi, Chief Commissioner's Province of Karachi. We are not concerned with the Karachi City. We are not concerned with some buildings here or there. We are concerned with the factories, mills, workshops, ammunition factories, etc that have grown up around Karachi during these eight I am referring to pages 361, 434, 453 and 454. I have typed these pages for anybody's consultation. East Pakistan has during these four years earned 312 crores in the shape of foreign exchange, whereas West Pakistan has earned only 295 crores. This is the figure which was given by my friend Mr. Abdur Rahman. It may appear that the difference is not very wide. Difference between 312 crores and 295 crores is only 17 crores. That is not all ....Sir, what is shocking is that East Bengal was allowed to spend 163 crores whereas West Pakistan spend 468 crores........... The entire wealth of East Pakistan is controlled from Karachi. Imports of Commodities, Consumers' articles are ordered from Karachi. The part of East Pakistan representatives that this integration was a counterblast against East Pakistani numerical Superiority.

Sir, I would have been very glad, in fact I was glad to believe in the sincerity of most of the leaders of West Pakistan, that there is no attempt at counterblast. We never said that it was a counterblast. But, Sir, when Mian Mumtaz Daultana uncalled for says that it is not a counterblast it reminds me of a Bengali Proverb:

Thakur Gharey Kay? Ami Kala Khai Na.

An Honorable Member: Please translate

Mr. Abul Mansur Ahmad: I would translate it for the benefit of my non Bengali brothers but, Sir, I would remind you that Mr. Mumtaz Daultana refused to translate an Urdu Poem for our benefit.

The English translation is this: There was someone inside the temple; the priest or someone asked: "Who is there?" The person inside replied, "I do not eat bananas." Sir, as in his story, it gives rise to suspicion in our minds that when Mian Mumtaz Daultana says that it is not a counterblast it reminds me today of that banana-eater and I feel that it must

be a counterblast. Therefore, Sir, it is a counterblast. Sir, I submitted yesterday that this is against all sense of fairness, all sense of fair play, all sense of justice, that a convention which was allowed to grow around the practice of filling the two highest positions in the State from two religions has been broken. All this has been given a good-bye by this recent act-unjust, unfair, improper and undemocratic act-which has given rise again to that suspicion which all patriotic Pakistani Citizens want to eliminate and remove from the minds of all concerned.................

Sir, it has been contended by the other side that Karachi has been built from the wealth of West Pakistan. I shall not refer in this connection to the bulletin published by the East Bengal Government which appears to have been ridiculed by my friends opposite. Therefore, with your Permission, I condemned this book published by Central Government to my friends on the other side which will show that out of 312 crores of Foreign Exchange earned by East Pakistan, East Pakistan was allowed to spend only 163 crores, the balance was brought to the credit of West Pakistan and spent here, and this has continued for four years..................

Sir, in considering the case of Karachi, we should not only consider the money spent and money earned. But, Sir, we should take into consideration that while we partitioned ourselves away from India we had practically no Muslim Industrialists; industrialists used to be Hindus. Muslims were only tradesmen or businessmen. These pepple came to Karachi;' they assembled at Karachi, began business as tradesmen and earned profit, not only 6 or 25 % but 300, 400 or 500 percent in the beginning or three or four years, i.e., 1947, 1948, 1949 and 1950. These profits were earned by black marketing and otherwise and they became big capitalists and with that capital they have erected mills-Cotton Mills, Jute Mills-near and around Karachi. Where did this profit of 500 percent come from? This evidently came from the consumers, and, Sir, where are those consumers? They are mostly East Pakistanis. Not only this, Sir, but our foreign exchange earnings were spent on the imports of foreign consumer goods, meant certainly also for East Pakistan. But you know, Sir, all such imports were brought in Karachi at the first instance and then they were re-exported to Chittagong and for this terrible state of affairs I will refer you to page 434 of this bulletin. It shows that during one period alone 18 lakhs and 12 thousand tons of goods were exported from Karachi to Chittagong and from Chittagong to Karachi only 2 lakhs 55 thousands were exported leaving a margin of 16 lakhs. What, Sir, will you think those commodities were? 16 lakh tons of articles exported from Karachi to Chittagong, were they manufactured articles, or were they salts? No Sir, we have eaten salt at Rs. 16 per seer in East Pakistan. You remember it well. Thanks to those in authority now who were also then in power. What I want to point out is this that these were the consumer goods which were imported from foreign countries for the benefit of the people of Pakistan, both East and West but they were at the first instance brought to Karachi because the dealers and. the permit holders here all known to the officials of Government. You must remember, Sir that on the eve of our departure from Dacca for Karachi the other day on the 22nd of last month, we purchased Scissors Cigarettes at 71/2 annas at Dacca whereas it was selling at Karachi at 51/2 annas. This is the difference in price of commodities in two wings of Pakistan............. Then Sir, I would cite you another instance of most essential articles, such as medicines; Scots

Emulsion and Glaxo are sold at Dacca at a much higher rate than at Karachi. The whole sale rate at Chittagong and the wholesale rate at Karachi varies from 6 per cent to 12 per cent. That is the variation that is the difference. Why, Sir? Because articles imported from foreign countries by the exchange, by our foreign exchange earned by our jute, are in the first instance brought to Karachi for the benefit not of the people but for the benefit of some dealers who earn profit here in one point and then in another point at Chittagong. They earn twice, while the Government earns customs duty only once. Therefore, Sir, this Karachi has been built up from the wealth earned by East Pakistan. Now, Sir, I will refer you to another point. Step-motherly treatment has been moted out to the majority people of Pakistan by persons who were in power and who are in power now the people as you know, Sir, by their free franchise have dislodged them from East Pakistan *gaddi* but they have not been able to do that here. They continue to be in power and, Sir, we do not know what we shall get from them. There has been no re-orientation of their policy towards East Pakistan, towards the People of West Pakistan. We are greatly suspicious about their movements. We were rightly and sincerely inspired by a genuine feeling of equality which brought us together and closer to each other and, Sir, we on the East, this time after accepting parity, showed to our friends on the West that we are ready to accept the Constitution on the basis of equality in every respect and we accepted that the capital can remain away from us leaving all the benefits accruing from the neighborhood and the nearness to the Capital to our Western brothers. We are always deprived of that benefit physically and geographically Sir, we are unanimous in voicing our demand that regional autonomy should be given both to West Pakistan and East Pakistan. Sir, again I bring you back to the provisions made in clause 4 which, as I have already submitted, is a replica of section 9 of Indian Independence Act, 1947 that all powers should be given to Governor-General for an indefinite period. No mention of autonomy has been made. There is no possibility of having it if this Bill is accepted by this House. Sir this has given rise to a suspicion, a bona fide and genuine suspicion, in the minds of the people of East Pakistan because we believed the demand of integration of West Pakistan was a demand of the people for they said that this would enable West Pakistan to put themselves on the same footing with ourselves of the East Pakistan. We are one region, the entire East Pakistan is one compact geographical and political unit, let West Pakistan also get itself into one compact political area so that we should be two brothers, two eyes of Pakistan, two ears of Pakistan, two hands of Pakistan. How beautifully said, how nicely described- that let us be two hands, two eyes, two nostrils, two ears of Pakistan So that we may depend on each other. How beautiful! But, Sir, we find that arrangements have been made, attempts are being made, to give no democratic rights, no autonomy to West Pakistan People. Instead of democracy they are giving to West Pakistan people an "officiocracy". West Pakistan people must think that if they are not granted regional autonomy, naturally East Pakistan people will not get autonomy. We cannot claim autonomy alone we cannot take ourselves away from our West Pakistan brethren and say that leave aside the question of granting autonomy, for the present, to West Pakistan, but give us autonomy. Or we cannot say that let it be decided afterwards. No; Sir, we are not one of those. We, the East Pakistan people, shall not have autonomy unless we can make those in power grant autonomy to West Pakistan people also....... One wing of Pakistan to have democracy and the other "officiocracy"-that cannot be the position.

Therefore, Sir, these two wings must be put on the same level, with the same rights and same powers. As soon as this Bill is passed, as soon as the integration is pushed through this packed House with its steam-roller of the majority, then what happens? It is finally imposed upon the unwilling people of West Pakistan. Imposition means force; force means power. Therefore, the Governor-General must be endowed with power-without any semblance of democracy and for an indefinite period to give effect to this plan. Therefore, as soon as this is done there will be utterances made towards East Pakistan people by our learned leaders, the Prime Minister and the Governor-General over Radio Pakistan: "Oh! ye people of East Pakistan! Wait for some time; we are busy managing West Pakistan. As soon as we shall have finished this, we shall surely grant whatever you want." That is the scheme of things that they want to rush through. Therefore, we have grown suspicions and we cannot in the interest of democracy and autonomy of both the wings of Pakistan and in the interest of the people allow this Bill to be rushed through in this manner without reference to public opinion.

6th September 1955

Mr. Ataur Rahman Khan (East Bengal: Muslim): Mr. Speaker, Sir, at the outset I want to congratulate Sardar Abdur Rashid for the brave and the most sincere speech that he has delivered today in this House. (Hear, hear). He has exposed the ruling *Coterie's* game for the last few months. He has exposed to the House the nature of those people who are at the helm of affairs of this country. .Sir, Mr. Daultana had said the other that the integration of West Pakistan provinces into one Unit will revolutionize the mind but I think myself completely revolutionized after have heard Mr. Rashid this morning. I feel that all the ideas and all the thoughts that came into my mind before have all changed and we have got to restart afresh our thinking and our working in this August House.... when we have heard Sardar Rashid, each and every member should think 100 times as to whether he should go on with this work of integrating the provinces of West Pakistan into one unit? Because, what is it? .It is the outcome of a conspiracy, a plan well laid out for the purpose of vested interests, for the purpose of the benefit of the Coterie which has been ruling or misruling the country for the last eight years. Sir, I tell you a few things also, a few assurances that were given to us by which we have had to change our views in East Pakistan. You, Sir, know that for the last eight years, we have been fighting against the idea of parity. We do not believe in parity. We believe in democracy. We believe in representation of the people, the principle that we possess and preached in East Bengal. Be it majority or minority they should rule the country. Now, Sir, I address you personally to think as a man of Bengal. Can you say that a man of Bengal has got any confidence in the leaders of West Pakistan, I mean the Central leaders? No, not one soul, you will find, who has any confidence in these leaders. For the last eight years they have broken all the provinces, they have shattered all their hopes and aspirations and they have shattered the very root of our confidence. No one has got any confidence in them. Now, Sir, after long eight years, when the Constituent Assembly was dissolved and a new Constituent Assembly has come into existence we are trying to think in a different manner, trying to remove all the mistrust that we and people in East Bengal have had and trying to start with fabula rasa, a clean state, in order to hurry up with the framing of the Constitution, all our hopes have again been shattered during the last few days. Why? It is very clear. The same game which has been pervading the minds of the leaders for the last eight years is being played again. They have not forsaken that game You know. Sir,....... very well what were our demands. All our demands have been legitimate, reasonable. I take one example. For instance, this question of state language- Bengali to be one of the State languages of Pakistan................ It is the desire and will, legitimate and reasonable claim of 4 crores and 20 lakhs of people of East Bengal, which has been trampled down. Nobody had shown any regard for that. Not even a good gesture has ever been made. People have died for that. People have been killed by the Muslim League coterie there. A large number of youthful, valiant, chivalrous young boys laid their lives on the 21st or 22nd of February, 1952, in support of the language, their mother tongue. They did not disregard Urdu. They did not refuse Urdu as one of the State languages of Pakistan as was misunderstood by so many people here also, that these gentlemen are against Urdu. Urdu was never disregarded by us. We say Urdu and Bengali should be the State languages of Pakistan. Even after the great and supreme sacrifice that the young people of our country have made, the movement is going on. This idea is in the heart of

everyone, every child, every boy, every man and woman in Bengal shall have Bengali as one of the State languages of Pakistan. Now what is the attitude of the people here-a complete condemnation and disregard. They did not consider it worthwhile. I will tell you one single instance about the attitude of the mind of the people. I was in Lahore with Moulana Bhashani. Moulana Bhashani was lying on a Khat and I was just saying my prayers by the side of his Khat. In the meantime three or four gentlemen came. They were leaders of the Punjab-not leaders like Mr. Gurmani or Mr. Daultana. They were leaders of the public opinion in Punjab. They came to me and said, "Mr. Ataur Rahman, it seems that you are a Muslim because you are saying prayer and:

" To yell Bangla wangla ki bat chhoro."

(Then brother, give up this talk of Bengali.)

I was surprised to find this. That means that if I am a Musalman and say my prayers and call the name of Allah, I should not be allowed to talk about Bengali language. You say that Bengali is a language of Hindu culture. Who told you that? I had a long discussion on this issue with Nawabzada Liaquat Ali Khan, lasting for ninety minutes; I had almost a fight with him for about 90 minutes. He was also saying the same thing. I said that you have been completely misinformed about it; you do not know anything about it. Our people who came to Karachi must have misreported and must have been given a wrong impression about the Bengali language, its development, its origin and its culture and its exposition. He said it might be.

Don't you realize when you go over to East Bengal, how we are neglected; how that language is trampled down; no regard is paid to that language. Take even small things. At the Airport of Dacca the announcements are made in English and Urdu as if no Bengali travels by air; have 'you ever marked it? Not a word is uttered in Bengali and things are announced either in English or in Urdu. Then look at the Passports. I think, Sir, you have got a passport yourself. There is inscription in English, in Urdu and even in French but, there not a word in Bengali.......... Then take the forms and records. They are either in English or in Urdu-not a word of Bengali language. In the matter of currency apologetically one word is written in Bengali. What do we find in the National Anthem-not one word is there of Bengali! No translation is possible! What do we find in the official gazette? In the Dacca Gazette also there is not a word of Bengali. In this office we have the Seal of "Majlis-i-Dastur Saz" and the "Constituent Assembly of Pakistan" and again there is not a word of Bengali. If there is English as also Urdu, why not an additional language......... All this shows a complete disregard to the sentiments of the people and a total absence of sympathy for the language as also to those people who fell as martyrs and whom you prefer to call as rioter. Call them by any name but you did not dare to hold a proper enquiry into the matter. You know how that matter came up before Mr. Ellis. A tribunal was set up and the terms of reference said whether the firing was justified. We appealed to the Government and to all other persons to bring within the scope of the enquiry all the relevant matters. Nothing was done and the judgment of Mr. Ellis was that firing was justified. That is all. That was not the point of issue. The point at issue was

whether section 144 or any other Government order passed on that memorable day, whether that was justified and a legal order. That was never done It was said that the claim of the Bengali language will be recognized before we actually frame the constitution; the fullest regional autonomy to East Bengal; the question of one Unit; Joint electorates. It was said all these things will be done together as the basis for Constitution.

Dr. S. K. Sen (East Bengal: General): There was an agreement on the Point.

Mr. Ataur Rahman Khan: That agreement has not been signed by the people in Power. They refuse. It does not behove them. Now it does not lie in their mouth to say that you agreed to a thing and now you are going back. Mr. Aziz Din's strongest argument was that Mr. Suhrawardy had supported it. Is that a crime? He says that such and such gave this statement or that statement. Yes, Sir, we have a right to refuse under the changed circumstances-when the very basis of the agreement has broken down. We have now no legs to stand. We have got to revise our decision. A scheme-whatever it may be-cannot be good or bad in absolute terms. You have to see to the attendant circumstances...

As I was telling you about parity, I must mention, Sir, that for the last eight years we fought against parity; we did not want parity; it is no basis of democracy; it is an arrangement we have been fighting against. Ultimately when we found we must have an agreed Constitution and that Constitution was to be based on federal scheme. We came to the conclusion that we must have parity; we agreed to it. We thought parity is the basis of federation and so we agreed to parity. But parity in what respect ? Having 40:40 in this House and not in other matters at all. I now sincerely believe that they just put us into trap. They just got us agreed to that parity of 40 in this House from East Bengal and 40 from West Pakistan and then they forgot about all those assurances that parity was to be in all respects. Parity indicates Justice and fair play; parity means parity in all respects in all walks of life, in the total wealth of the country; in all things; in matters of appointments; in matters of posts; in matters of Industry and Commerce; in all matters possible there must be parity and equality. Have we done it Sir, Not at all. You, from West Pakistan, have usurped to yourself the two highest posts of Pakistan at the first opportunity that you got-the Governor-Generalship and the Premiership

.... Sir, you know very well the position about Hast Bengal. Last year we had committed the greatest crime of routing the Muslim League there in East Bengal completely. That was very unfortunate. Had we given them a greater member of seats there in East Bengal, of course the calamity that came over there and is still persisting, would not have come. After the routing and complete dissolution of Muslim League, whose leaders in West Pakistan started thinking in different manner it has been said in this House repeatedly that the scheme of integration of Provinces in West Pakistan is one of the most momentous and most memorable, and many other mosts, movement plan or scheme, for the welfare of the people of Pakistan. You know Sir, the Quid-i-Azam that mighty brain, did not conceive this idea; neither during the struggle for Pakistan nor after the achievement of Pakistan this benevolent and beneficial project was thought of by the Quaid-i-Azam and if it was so good, could it never have escaped this mighty brain. Then

three Basic Principals Committee Reports, one after the other in the name of three successive Prime Ministers, even did not consist of this plan. Then Sir, where did it come from? After the first defeat of Muslim League in East Pakistan I can tell you, Sir, in all sincerity that it came about from the fertile brain of an official in spite of the claim of Malik Firoz Khan who afterwards were taken in as associate sponsors or co-sponsors of that movement. It came in the brain of one gentleman who had been an official and the attitude of officials you know very well. Their attitude first and foremost is to disregard the public opinion; and these officials do not agree to anything that Public says. So that scheme was conceived and brought out by the gentleman and he brought some other people like Mr. Firoz Khan Noon and Mr. Gurmani and others to support this scheme. The rest we have heard from Sardar Rashid.

Now, Sir, if that is the origin and development of that scheme the earlier it dies the better for the country; the earlier it is abandoned the better for the country. Let us get rid of all conspiracies; let us get rid of all secrecies; let us be plain people. We have got the most sacred task of framing the Constitution for the people of the country. People on the other side have become intolerant and Mr. Aziz Din has shouted out all sorts of things. Even Mian Abdul Bari, the wisest man, is saying: "Why are you taking time and delaying things." I tell them, "Do not give sermons. We know the value of time; we know more than you do the urgency and necessity of Constitution. We feel more than you do. It is you people who have been responsible for all these troubles for the last so -many years. We are not to blame for this. Did we delay things for eight years? We have not delayed for years; even if it takes one or two days it is not tolerated by you; at least we must say what we have to say on these important matters in this House." People should know, the world should know what our attitude is towards the scheme. Our attitude to the scheme, I may tell you briefly, Sir. In the context of the scheme there is lack of confidence in the mind of the people in East Bengal which is still persisting. When the Basic Principles Committee's Report in the year 1950 for the first time came up, you know. Sir, there was conflagration in the whole of East Bengal; hundreds and thousands of meetings were held in every village, in every home, in every thana, subdivision and in every district against the Basic Principles Committee's Report. We also held a conference at Dacca called the Grand National Convention over which I had the honor to preside. Mr. Fazlul Haq also delivered speeches in that meeting; we held that conference for three days in the month of November, 1950, and there we discussed that the Constitution of Pakistan should be based on regional territories, regional autonomy. One region is East Pakistan and the other should be West Pakistan. We did not want to impose anything on these people; we just left it at that. We said it will be the desire of our brethren in West Pakistan to frame the pattern of Government that they want to have, either federation or confederation, zonal or sub-federation, whatever they like, but it must be entirely left to the people, left to the free will of the people. That was our position in the year 1950, five years ago, and we still persist on that idea, Sir. You know, Sir, what were the Basic principles on which we got our elections-the historic 21-point programme which have been described by our leaders here in this House. Some of them have said that they do not know about 21-point programme and Mr. Daultana has said in his speech that if you want to place your autonomy on 21-point programme, then we will also have to reconsider our position; if

that is going to be on the pattern of Soviet Russia, we have got to reconsider our position. Do it by all means; we will also consider our position. Let us both start considering our position in this House. Let us not go on the basis on which we actually came into this House. Let us completely detach ourselves from other considerations and from another kind of basis on which we shall have to frame the Constitution. So, you know very well, Sir, this 21-point programme is an article of faith with the people of East Pakistan, but these other people have no regard for it and they say that it is not workable. That is their contempt towards Bengal. Even if we talk in Bengali in the lobby they deride at us and say:

Kya yeh cheeni zaban hai;

Kalian Se lae yeh zaban, bhai.

(Is this Chinese? Whence did you bring it, brother?)

As if we have no right to talk our language; that is the attitude. This is the frame of mind that precludes the possibilities of attaining unity between East and West Pakistan. Well, Sir, if I am sincere, I have got to be sincere from tomorrow because I cannot work with you in that frame of mind. If you want that we should be sincere towards you, you must also have the reciprocity of being sincere towards us. It cannot be one-sided or *exparte*. What have we been doing? Maulana Bhashani, our reverend leader, said in London "if the people of West Pakistan give their verdict in favor of the one-Unit scheme, then there will be not a single voice against it. I tell you not a single word of protest will come from East Bengal. The emphasis has been laid on the will of the people"; it is the will of the people they have to find out; it is the will of the people on which everything should be done. Now, Sir, things were not clear for so many days. After Sardar Rashid has spoken, the necessity of sending this Bill for eliciting public opinion has become all the more important.. You cannot avoid it now, in spite of the fact that Mr. Daultana has told so many things in a beautiful way of expression-all these arguments were useless and not at all convincing...

Sir, you know, one of the arguments that have been advanced by Mr. Daultana and others also is that the germ of provincialism will be completely rooted out after the integration of all the provinces of West Pakistan into one unit. Sir, before we were not accustomed with to this word of provincialism. We never knew what the word "Provincialism" was, what was its meaning? It was first introduced and exported to East Pakistan from outside. A bogie of Provincialism was raised. When I demand my things, and demand my legitimate rights, you say "you are provincialist". I say, "I am". This is exactly following the Congress People. They actually started the bogie of communalism whenever the question of demand of seats was raised. They always said that you will get these seats by your efficiency alone. Exactly in the same way the poison of provincialism has been spread. Sir, the attitude of the people of East Pakistan is to live and let others live. It is a question of self-determination of East Bengal has come out of the leaders of West Pakistan, the leaders of Central Government. We know this since our arrival here in Karachi. Sir, I have come to know from the highest quarter, from responsible quarters and a very reliable quarter that these leaders of the Central Government who think that

East Bengal will not remain with West Pakistan, they say that it is not worthwhile spending a farthing in East Pakistan; it will be thrown in the gutters. I actually quote it here: "Money sent to East Bengal will be thrown into gutters because East Bengal is not going to stay with us."

Malik Mohammad Firoz Khan Noon: Who said it?

Mr. Ataur Rahman Khan: I have heard it from the highest authority and it is not a matter of document. I do not know whether I shall be able to prove it here in this House.

The Honourable Mr. M.R. Kayani (N.W.F.P.: Muslim): You cannot accuse us.

Mr. Ataur Rahman Khan: I am not accusing you. It will be very difficult for me to present that personality here in this House to give evidence on Oath.

Sir, I have had the opportunity of mixing with the Industrial Community, the Commercial Community, going lo bazaars and other places also telling them to start business in East Pakistan also, to open one branch there, but they say:

Bat to theek hai magar Mashriqi Pakistan agar alaihda ho jae to?

(Its a good suggestion; but what if East Pakistan secede?)

I said, "Who says?" They say: *Log kahte hain "Mashriqi Pakistan alaihdh ho jae ga."*

(People say: "East Pakistan will go out of Pakistan.)

Sir, how is this that this sort of thing has come into their ears.

At this stage Mian Abdul Bari rose in his seat and the Honorable Member noticed it.

Mr. Ataur Rahman (addressing Mian Abdul Bari): While you were speaking I gave you a patient hearing. I have given you the highest verdict that you were supposed to be the wisest man in the country. I have not said a single word against you. Why are you becoming so much nervous?

Mian Abdul Bari: I include myself in you.

Mr. Ataur Rahman Khan: If you include yourself in us, then fall in line with us.

Sir, that is the attitude here. We have got to think seriously and very sincerely about our position; we have got to revise our whole attitude because there is a complete change of outlook here and we have got to change our outlook completely because we began with certain assurances given by the leaders of the Central Government, by the leaders of the Muslim League here in this House. We are now not going to rely on your mere assurances. We don't believe in the promises anymore because you have completely shaken the sentiments out of mind. We must have now everything done here and nothing more. As I told you, five demands of East Pakistan must be conceded to, must be ensured, not by mere mouth or word, but it must be ensured in the Bill that you have brought here, namely, the West Pakistan Merger Bill ...

[Extracts from the Speech of Mr. H. S. Suhrawardy.]

Mr. H. S. Sulirawardy (12th September, 1955): It may be said that since I was in favor of the One-Unit Scheme, why today there is so much opposition to it. In short, it is due to the fact that the people have lost confidence in the good faith of Government. Sir, I was dilating upon the attitude of various parties regarding political issues; what transpired thereafter is also well known, and is not a Cabinet Secret. What transpired in Murree is well, known and it was talked about all over the place. What had been told to me in private by the Honorable Prime Minister and his colleagues I shall not refer to. Private conversations should be kept out of this House. The trend of events the logical trend of events of what they were leading to was well known and I pointed this out to you, not because as I said yesterday, I was not elected or selected as the Prime Minister. That is a very very minor matter, as the Honorable Prime Minister himself will find out in due course. The situation is such that Office does not carry with it that prestige or power which it should carry in a democratic country. Why then I am referring to it here which I shall have to refer at a later stage because it has resulted in not only myself, very unimportant, extremely unimportant, not my party which is extremely unimportant, but I think that those who have followed the trend of events in losing complete confidence in the present Ministry and in the provinces of these persons who sit on the other side. Yes, you have got one friend now and that is that self-saying gentleman and those who are with him who will co-operate with you. How far they will carry you will depend upon the course of events and possibly, Sir, with them behind you as I said you have been able to manufacture a Steam-roller which will crush all opposition. Well, Sir, I, therefore, ask the Honorable Prime Minister that will he please see that when this One-Unit Scheme is ignorable in its conception, when it has got so many advantages, when he thinks that if this is adopted, we shall proceed on the lines of true nationalism and perhaps, will be able to bring the two Units together, if there is not that intrigue entered into the Scheme of things, namely, the intrigue for the purpose of capturing power, if that does not enter into, if the work is done honestly and sincerely. Why is it then that today there is so much opposition to it/ Does not the Honorable Prime Minister hear the rumbling or voices in the districts and the growing opposition? Why is it so? I will tell you the reasons a little bit later, but I would like before I do that to search your own hearts, everyone of you sitting on the other side and see whether you have behaved honorably within these last days and you deserve the confidence of the people, a confidence of the people that you will abide by your promises? That is the fundamental of the success of this One-Unit scheme. The One-Unit scheme cannot succeed if the people have not got confidence in you and if it fails it will disintegrate Pakistan. Sir, consequently you have got to search your heart and if after searching your heart you are satisfied that you have behaved in such a way that the people can have confidence in your promises, come then and make these promises over here. At least your conscience will be clear although other persons may not agree with you, although other persons may think that possibly a further searching of the heart may lead to finding nooks and corners and skeletons which may lead you to alter your views regarding your position in the country. Now, Sir, as I said, we have unhappily to go into the motive to some extent although I would much rather

have not done so. Before I do that however, I would like to place before the Honorable the Prime Minister the four principles which hang together and for which we can support the One-Unit Scheme. If any of these principles are destroyed, you destroy the support to your Scheme. These principles are: Firstly the integration of West Pakistan-that integration can be in various forms, it does not necessarily mean unification. You can have unification, you can have zonal sub-federations, or you can even bring some provinces together and instead of having ten or eleven provinces, you may have three or four provinces just as suits your administrative convenience keeping in view the views of the people whom I would request you to consult. Secondly, then, Sir, Parity between East and West Pakistan. This is the important part of the principle. Thirdly, division of the offices of the Governor-General and the Prime Minister between East and West Pakistan which forms a principle of that parity, because the principle of that parity is again a question of division of powers. The principle of that parity is : no domination by one over the other. The principle of that parity is: Co-operation between the two wings. Consequently this question of the division of powers between East and West Pakistan is of a fundamental importance. It is a question which requires considerable thought. It must be said that there was a particular time, as you know, it has been said in the papers, when the matter was raised, I said what does it matter I am prepared to give in-that was a personal matter; the Honourable Prime Minister knows it perfectly well that if you ask my coat over here I shall hand it over to you, with all that it contains-but the question here is that of principle, Sir. And, that principle was thrashed out-there is no" doubt about it-that it was ultimately before you come to your conclusions and decisions, it was told, it was brought home to you that the question of division of power between East and West Pakistan was fundamental and if there was a Governor-General who came from West Pakistan, it was necessary to a Prime Minister of East Pakistan, and consequently inasmuch as this Governor General was adopted by West Pakistan-let there be no mistake regarding that-I cannot understand why your Protagonists go round and try to mislead the people? I have said that over and over again in this House, I have said that over and over again in public and it is not a Cabinet Secret, Mr. Prime Minister, because this question, you will agree with me, was never raised in the Cabinet, it was outside the Cabinet, and, therefore, it was understood that there should be a Prime Minister from Bengal. You had to make your own choice, if you wanted to work with a United Front. there was the ex-Prime Minister Mohammad Ali who had delivered the United Front bound hand and foot, who told you that the United Front led by Mr. Fazlul Haque was prepared to accept all your conditions blindfold. You could have had him. No, you get rid of him. Probably, at that moment, you had some other ideas in your sub-conscious mind. Then, later on you changed those ideas and for the sake of principle which thereafter, as I said, I do not know something was enunciated which was so horrific that I quaver before it that if this is going to be the principle underlying your administration, then God help us! You should not forget that it is not a thing that I shall leave untold and unsaid in this connection. So, the forth principle also thereafter was: regional or zonal autonomy. All these principles hang together. You have destroyed on principle and with that you have destroyed the principle of parity. The main basis of the unification of Pakistan, viz., that we as equal partners will work together, has been destroyed by you. Therefore, Sir,

think about it sincerely when you place this before you. I know what I have said, and there will be papers who may support you here and there, who will say, "Ah, it is a voice of a disappointed man who speaks" because he has not been the Prime Minister. What do these papers know about me? I do not like to say anything on this but I would say this much definitely and I speak from my conscience that this was no charm for me. As a matter of fact, at a particular time you, Sir, thought that I could be the Prime Minister of Pakistan. I do not put it further than that. I was engrossed with that idea. I said: can one fail shoulder carry that burden-this great burden of trying to rescue Pakistan from the morass into which it has fallen? I am glad, Sir, that the Honorable Prime Minister has undertaken that colossal task and I humbly pray that may be succeed in this task because after all it is one and one aim before us whether we are on that side or on this side, namely, that Pakistan should succeed. Sir, it is on this account that the question of motives becomes somewhat relevant. I understand, Sir, that the idea which first germinated in the mind or at least so far as I know-I do not know where it germinated but Malik Firoz Khan Noon claims the credit for the first germination-it germinated in his mind. It was somehow or other to find a scheme which will destroy the domination of East Bengal-'the domination of East Bengal", I use the word adversely. Therefore, they decided that let us have parity. They were always thinking all the time on that line, not on political lines; they were thinking all the time of provincial lines. But it happened so that the majority in East Bengal did not believe by virtue of this majority to do things in the manner in which it was unpleasant to the persons who came from this side, and they felt it necessary that this should be made away with. I do not know whether at that particular time there was any idea at the back of their mind that this would result in ultimately the domination of the Punjab both in the Centre and in the Unit. I do not want to deal with that point. All that I wish to fell you now that there are reasons for suspicion regarding that and that suspicion has got to be alloyed. I would ask the Honorable Prime Minister please to consider it because I think he is a gentleman who is able to think clearly whether the act which has recently been done, namely, for capturing both the offices for the Punjab, not for West Pakistan alone but for Punjab because you have adopted the Governor-General from the Punjab, whether this will alleviate that suspicion that Punjab was out to dominate the Centre and the Unit. Do you not think that it would have been far wiser, far wiser for you to restrain your hand from it. Even it that was your idea, would it not have been far wiser, if for the sake of One-Unit, you had showed yourself to be self- sacrificing and that you should have restrained yourself from taking up the position which has been handed over on a platter by somebody. Do you think that it would not have been far better for the sake of parity that you should have given it up and showed the world, "Look at our bona fide, we were offered but we refused". But alas! You could not see that how we were jeopardizing all these principles for which we had been fighting and which will make for the stability of Pakistan. Alas! You could not see that you were antagonizing a very large section. Now the whole section of East Bengal is against you. You could not see that suspicion will be aroused on that side regarding your bona fides. You could not see that the result of this could be that the people and the papers and your supporters in West Pakistan, who are short-sighted, will consider this a West Pakistani victory. You could not see that they will consider that East Bengal has been denied its

rights. I think it was Mr. Haroon who said here-and I think he did it very unwisely-'why are you objecting today a Punjabi gentleman taking office when on the last two occasions you have had Bengali Prime Ministers, The question is not that although these Bengali Prime Ministers were thrown out by neck: that is a different matter.

Mr. Yusuf A. Haroon: On a point of a further explanation, Sir.

Mr. Speaker: Kindly resume your Seat.

Mr. H. S. Suhrawardy: Now, Sir, what I wish to place before you is this that I have got no grievance against any Punjabi as such or against Punjab. That is what I intended to state. I have got very highest regard for them. They are men, they are persons who give us army, soldiers, give us strength and they are people who, if properly led, would rise to the pinnacle of patriotism. But what you have done for them? You have put them behind, you have guillotined them, you have ruined them, you have stopped all the places for them, all for the sake of coterie. On account of your short sightedness you have allowed people to think that all that is being done here and there is for the sake of capturing power for the Punjab. So this is the state of affair in which we find ourselves today and with which we are faced today and that is the reason why the Opposition to the One-Unit Bill is growing. And how hive you gathered support for it, I do not want to go into the history of all these things which I have already dealt with to some extent. But you did so somewhere by force.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা একাডেমীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবু হোসেন সরকারের ভাষণ	পাকিস্তান সরকার	ডিসেম্বর, ১৯৫৫

বাংলা একাডেমীর উদ্বোধীন অনুষ্ঠানে
উজীরে আলা
জনাব আবু হোসেন সরকারের
ভাষণ

সমাগত সুধীজন,

একুশ দফা কার্যসূচীতে পূর্ববাংলার জনগণের কাছে আমরা যে সব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ তাহারই একটি ওয়াদা পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং তাহাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার যে সার্বজনীন দাবী, মূলতঃ তাহা হইতেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম লইয়াছে। কাজেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার ভাষার শাশ্বত দাবী ও ঐতিহাসিক আন্দোলনেরই প্রথম বাস্তব স্বীকৃতি। যাঁহাদের মহান ত্যাগে এই দাবী প্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আজিকর এই দিনে সকলের আগে আমরা তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। বাংলা একাডেমী স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন আমাদের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতালাভের অব্যবহিত পরেই করিয়াছিলেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে আয়োজন তখন স্থায়ী ও বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা আপনারা ভাল করিয়াই জানেন। যাহা হউক আমরা এখন সেই ওয়াদা পালনের সুযোগ পাইয়ছি; এজন্য কোন কৃতিত্বের দাবী আমরা করিতে পারি না-কৃতিত্ব তাঁহাদেরই, যাহাদের বিপুল ত্যাগের বুনিয়াদে জাতীয় গর্বের বস্তু এই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলা ভাষার ঐতিহ্য

বাংলা ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা। কোন কোন মহল হইতে বলা হইয়া থাকে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলার জন্ম এবং ইহা পৌত্তলিক ভাষা। বলাবাহুল্য, এই কথা মিথ্যা ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার যে সামান্য ধারণা আছে তাহা হইতে আমি বলিতে পারি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোন বিশেষ ভাষা হইতে উদ্ভুত নয়। পালি, প্রাকৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি হইতে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বহু মিশ্রণের ভিতর দিয়া বাংলার উদ্ভব। এই ভাষা একান্তই এ দেশের 'প্রাকৃতজন' তথা সাধারণ মানুষের ভাষা। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই সমবেত প্রচেষ্টা ইহার সমৃদ্ধির মূলে কাজ করিয়াছে। আমার এই মতামত ঐতিহাসিক সত্যকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য যুগের বাংলার নৃপতি হোসেন শাহ্ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ইহার মানোন্নয়নে যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যে এক সোনালী অধ্যায়। এই আসল বাংলা পদ্য সাহিত্যের এবং পুঁথি-সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়, তাহা দেশের মানুষের হৃদয়ের বস্ত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের নাড়ী ও রক্তের সম্পর্ক আছে। নৃপতি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতার কাল হইতে শুরু করিয়া এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে দান তাহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অভূতপূর্বরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের আন্দোলনের পরে যে সমস্ত বৌদ্ধরা পূর্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের দানেও এই ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদ, আমার মতে, এক বিশেষ শ্রেণীর গরীব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহারাও বাহন ছিল এই সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা সাহিত্যের খৃষ্টান সমাজেও দান অপরিসীম। উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, এন্টনী এবং আরও বহুজনের দানে এই ভাষা আরও গতিশীল এবং সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রথম বাংলা গদ্য-

গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উইলিয়াম কেরীর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। আমি মোটামুটিভাবে এই সত্যটির কথা বলিতেছি যে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের দানে এই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমানকালে ইহার খ্যাতি দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজা বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন-দিবসে আমি তাই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই ইহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে আহবান জানাইতেছি।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা

আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি- তাহা আমরা করিবই। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আমাদের প্রিয় নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের কথাতেই বলিব যে, যে-শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিব না। তাই এখন সেই মর্যাদা দানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

ভাষার সমৃদ্ধি-সাধন

বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও পরিণত করিতে হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু পূর্ব হইতে এই ভাষা রাষ্ট্রীয়-স্বীকৃতি লাভ করিলে যত উন্নত হইত, তাহা হইতে পারে নাই। আমদের পরিভাষা প্রণয়ন, অভিধান প্রণয়ন, ব্যাকরণ-গবেষণা, বর্ণমালার উন্নতি বিধান, মুদ্রণ কার্যকে সহজতর করা সাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধতর করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি বহু কর্তব্য বাকী আছে। যে সব প্রবাদ ব্যক্তিগত জীবনের দশন হিসাবে মুখে মুখে হাটে-মাটে-ঘাটে ছড়াইয়া আছে তাহার মধ্যে দেশ সংস্কৃতির ও চারিত্রের যে রূপ-তাহা উদ্ধার করিবার দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। আমি আশা করি এই বাংলা একাডেমী এই অভাব পূরণ করিবে।

পূর্ববঙ্গের ভাষার স্বাতন্ত্র্য

তাহা ছাড়া পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। রংপুর হইতে চট্রগ্রামে, যশোহর হইতে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে নানারকম কথ্য-ভাষা আছে। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় কোন ষ্ট্যান্ডার্ড বা সাধারণ কথ্য-ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইহা সম্ভব কি না, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদরাই বলিবেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারেও বাংলা একাডেমীর বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি স্বীকার করি, যে-কোন ষ্ট্রান্ডার্ড ভাষা উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ভাষা আপনা হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু একেবারে আপনা আপনিই উৎপত্তি লাভ করে- তাহা আমি স্বীকার করি না। সব কিছুর মত ভাষার রূপ রূপান্তর, গতিধারাও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জনগণের প্রয়োজনের দিক হইতে আমাদের ভাষার একটা ষ্ট্যান্ডার্ড রূপ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টির ব্যাপারে বাংলা একাডেমী অনেক কিছু করিতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যাহা কিছু এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা দূর করিয়া একটা শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি; আমাদের ভাষা ও সাহিত্যক তাহার আনুকূল্য করিতে হইবে। সুতরাং বাহির হইতে প্রয়োজন অনুসারে আহরণ করিয়া এই ভাষা সমৃদ্ধতর করিলেও আমাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে আমরা কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব না।

আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থক বাহন হিসাবে এই ভাষা ও সাহিত্য জগৎ সভায় মর্যাদার আসন পাইবে।

সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-সাধন

আমার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমি আমাদের কবি সাহিত্যিকদের লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়িয়া থাকি। ইহার ভিতর বহু মূল্যবান রচনাও আমার চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু বাহিরের দুনিয়ার এইগুলি উপযুক্ত আদর পাইতেছে না। এমনকি দেশের ভিতরেও অনেক সময় এইগুলি ব্যাপক প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ

লাভ করে না। শক্তিশালী সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশের বাধ্যবিপত্তি এই সব সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু দেশেই ইহার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, দুনিয়ার সর্বত্র অনুবাদ পৌছাইয়া দিতে হইবে। এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও জীবনের দূত হিসাবে আমাদের প্রাণের কথা দুনিয়ার সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের কবি ও সাহিত্যসেবীদের দুরবস্থা সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। যে পৃষ্ঠপোষকতা শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করে, তাহার খুবই অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয়। কেবল উপযুক্ত প্রকাশক প্রতিষ্ঠানই নহে যথেষ্টসংখ্যক পাঠকেরও অভাব আছে। সাহিত্যিকদের শোষণ করিয়া অন্যে লাভবান হন, এমন নজিরেরও অভাব নাই। এই শোষণ বন্ধ করিয়া সাহিত্যিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের কাজ করিতে হইবে। বাংলা একাডেমী এই বিষয়ে সক্রিয় থাকিবে।

একাডেমীর কর্তব্য ও জনগণের সহযোগিতা

এই একাডেমীর কর্তব্য বহুবিধ। আমি সংক্ষিপ্তবাবে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এইসব কর্তব্য পালনের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। আমি আশা করি, দেশের সকল সাহিত্যিক, কর্মী এবং জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে এই একাডেমী দুনিয়ার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ একাডেমী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এই একাডেমী দুনিয়াকে যেমন আমাদের নিকটতর করিবে, তেমনি এই একাডেমীর কর্মের মারফত আমরা বহির্জগতে নিকটতর হইব। আমি বিশ্বাস করি, ভাষা ও সাহিত্যসেবীরা এই একাডেমীকে কেন্দ্র করিয়া এমন এক মধুচক্র রচনা করিবেন-

বঙ্গজন যাহে-
'আনন্দে করিবে গান
সুধা নিরবধি'।

আপনাদের সকলের প্রতিই এই আহবান জানাইয়া আমি এই বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করিতেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ	পাকিস্তান অবজারভার	২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৫

Awami League open to non-Muslims non-denominational move accepted by over-all majority

(By Staff Reporter)

The six-year old all-Pakistan Political Party, the 'Awami League' chose to become non-denominational in character when the full session of its council yesterday accepted the recommendation of the subject committee and decided to drop the word 'Muslim' from its title, throwing the organisation open to membership of all sects and communities in Pakistan.

The amendment to the organization’s constitution............was moved by its President Mr. H. S. Suhrawardy.

Both he and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, who presided are understood to have made impassioned appeals to the councilors to realize that it was only fair to allow the members of the minority communities to exercise their just right to partake in the Political life of the country and that it was only when such opportunities were available to them, would they be able to give that loyalty to Pakistan which every citizen of a country was expected to give.

Moulana Bhasani's address to the Councilors in understood to have been so convincing and moving that the element of opposition to the proposal, which was there earlier, practically disappeared and in a house of about six hundred councilors there were only five to vote against the proposal.

When the fateful decision of the party was taken, the councilors’ meeting in the Rupmahal Cinema Hall, burst into enthusiastic slogans of Shaheed Bhasani Zindabad, Hindu-Muslim Bhai-Bhai.

This is the first time a Political Party, dominated by Muslims and of considerable significance in the Political life of the country, has decided to throw its doors open to members of all communities residing in Pakistan.

The Party will now be known as "East Pakistan Awami League" and any citizen of Pakistan, above 18 years of age, who signs a pledge of allegiance to the aims and objects of the organisation and pays its membership fee is now eligible for its membership.

On Friday when the proposal for the fundamental change on the character of the organisation was being debated in the Subject Committee and influential sections were reported to have been opposed to be moved on grounds of inopportune timing; it was not certain which way the votes would go. Moulana Bhasani who during the Subject Committee meeting was resting in an anti-room in the Awami League Office, was still the most powerful influence.

In his speech yesterday the Moulana Bhasani said that the proposal that the 'Awami League' should be an organisation of the people of all communities had been mooted sometime back; but it was feared so long that if that step were taken before the party had gathered sufficient strength to withstand the onslaughts which might be lunched on it. The party might go under. In this connection the Moulana referred to the lengths to which the Muslim League Politicians went during the Language movement engineered by the Hindus. The Awami League had now grown into a powerful organisation and it could not die. It was; therefore, felt that the step which they had hesitated in taking so long could now be taken safely.

We are fully with them

Mr. Suhrawardy, moving the amendment to the constitution earlier, said "Give them (the minorities) the opportunity to realize that you as well as your Government are fully with them in their desire to get their due share in every walk of life. Only then can you, in fairness, claim loyalty from them".

Mr Suhrawardy, who spoke for about fifty minutes, further said that without justice, there was bound to be distrust and disaffection. Muslims in India had demanded Pakistan because the Hindu Congress had denied them their just rights. If the same treatment were be meted out to the Hindus here, would not the councilors agree that the condition of the minorities here would be the same as that of the Muslims in Pre-Partition India, he enquired. ,

Proceedings Mr. Suhrawardy referred to the doubts, with regard to the propriety of the move, which had assailed some minds because of the fact that though if was the Awami League which had fought for the cause of the minorities during the last 8 years, they had joined hands with the party in power. This Mr. Suhrawardy explained might be due to apprehension that if they fell in step with the party in oppositions, they would get the same treatment as they got under the Muslim League Government.

East-West Uniformity

Mr. Suhrawardy further added: 'We had the Jinnah-Awami Muslim League in West Pakistan whereas you had the East Pakistan Awami Muslim League in this wing. Realizing the position in trade unionism, recognition was given by us to the East Pakistan Awami Muslim League though there were differences in name and perhaps other details. Now, we in West Pakistan have the Pakistan Awami League and for the sake of unanimity in name, it would, in my opinion, be fair and fine to get your organisation into that line, but it rests entirely with you the House to pass a verdict on this point.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পেশ ও তৎসংক্রান্ত বক্তব্য	পাকিস্তান গণপরিষদ	৯ জানুয়ারী, ১৯৫৬

Excerpts from the speech of the Law Minister on the Fourth Draft Constitution delivered on 9th January 1956.

The Honorable Mr. I. I. Chundrigar: Mr. Deputy Speaker, Sir. . . . The Constitution Bill, which is placed before you, is the outcome of prolonged discussions in the Coalition Party. The Hon'ble Prime Minister had invited the Leader of the Awami Muslim League Party.

The Leader of the Opposition and the leader of the Awami League Party to join in these discussions. Unfortunately, this party did not accept the offer of the Honorable Prime Minister. Other political parties remained in opposition in the day-to-day running of the Government. The constitution-making is a matter above party politics and it should be the endeavor of every member of the Constituent Assembly to appraise the constitution-making on national and not on a party basis.

I am sure all the members of this House will rise to the occasion and approach the task of constitution-making in a really national spirit. If any party or individual formulate their attitude on constitution making with a view to gaining a political advantage over rival political parties they will in my humble opinion, be rendering great disservice to the country and the nation. Future elections to Parliament must be fought on the programmes of political parties and not on what attitude any political party took in respect of constitution making. As an earnes' of what I say, 1 can give the Honorable Members of this House an assurance that if any member of the Constituent Assembly were to make a useful suggestion for improving the Bill, I shall have no hesitation in accepting his suggestion…..

Sir, the constitution of a country may be of a unitary type or of federal type. We have in this bill provided for a federal type of constitution.

If you will look into it closely, you will find that it is of federal type and your criticism is unjustified.

The Leader of the Opposition say that if I look into it more closely I will find it of a unitary type. Well, I never expected the Leader of the Opposition to betray such a colossal ignorance of constitutional law. In the case of a country where there are provinces with certain legislative powers and certain executive powers and there is a Federal Government or a Central Government call it by whatever name you will – which has also legislative powers and executive powers, then it automatically becomes a federal form of government.

The Honorable Member should know that the Government of India Act, 1919, was not the Constitution of a free country. The Constitution of 1935 was passed on a Federal pattern.

It was a federal Form of government and it provided for a Federation and the Provinces.

It is no use copying my expression when the case fits you.

The 1935 Act contained a chapter on Federation and contained a chapter relating to the Provincial Governments. As there was a provision in the Government of India Act, 1935, that the federal part of the constitution shall come into force only if the number of native States prescribed therein to the Federation before the 15th August, 1947 when we became independent, therefore, that put of the Federal Constitution did not come into operation.

But if that part had come into operation, if had been put into force, it would have been as much as federation as we have contemplated here (*interruptions by Honorable Members of Opposition*). I know how the mind of the Leader of the Opposition is running. I do not propose at this stage to quote from some draft to which he was a party.

But at the proper stage I may quote from that if you will be pleased to give me the opportunity. And I will show that the Federation which is contemplated in this Bill is more federal in character and distributes the functions of Government between the Federation and the Provinces in a far better way than the draft which was formulated.

I was only submitting that a constitution may be of a unitary or federal type. This constitution is of a federal type and this is in consonance with the resolution which was passed at the sessions of the All-India Muslim League and which was adopted and which provided autonomous provinces and here also provinces have been given autonomy as appears from the Fifth Schedule to the draft constitution.

If you try to understand the Fifth Schedule you will understand what improvement it had made.

You will find that it is a great improvement on any distribution which I have come across in any constitution.....................

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ সালের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উপর মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৬

খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণকে শৃংখলিত করার এক মহাষড়যন্ত্রঃ পল্টনের সভায় মওলানা ভাসানীর ঘোষণা........

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারণকে চির-শৃঙ্খলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচিত এই গণরিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।’’ নির্যাতিত জননেতা মওলানা ভাসানী গতকল্য অপরাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

মওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত সাতদিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে কালোব্যাজ ধারণ করিতে বলেন এবং আগমী ২৯শে জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী ‘অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস’ পালনের আহ্বান জানান।

প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খান এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে ‘কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের মুখে রচিত পূর্ব বাংলায় মৃত্যুপরওয়ানা’ বলিয়া অভিহিত করেন।

সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে এরূপ দফর ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দাবী করা হইয়াছে-ইহাতে স্পষ্টতঃ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান, যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

সভায় আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ ও যুবলীগ প্রভৃতি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ খসড়া শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ সকলেই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, অথনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। মওলানা ভাসানী কর্তৃক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামের আহবানে উপস্থিত জনসাধারণ সমস্বরে হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

মওলানা সাহেব তাঁর ভাষণে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, গত আট বৎসরের কেন্দ্র পূর্ব বাংলাকে শোষণ করিয়া এবং ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব বাংলায় বেকারত্ব বাড়িয়াছে, শিক্ষিত যুবক রোজগার হইতে বঞ্চিত। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাইতে চলিয়াছে। কৃষক শ্রমিকের রোজগারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা বর্তমানে বাড়ীঘর বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমনকি আজ তাহারা একসংগে দশ সের ধান ক্রয় করার ক্ষমতা রাখে না। সরকার একশ দফায় ওয়াদা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সরকার গরীব জনসাধারণের নিকট হইতে ৬০ কোটি টাকা শোষণ করিয়া জমিদারদের খেসারত দিবেন, বর্তমানে এই প্রদেশে আশি লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার রহিয়াছে।

মওলানা সাহেব শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রের হাতে সমস্ত অর্থকরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বাংলার সেলট্যাক্স, সুপারি, তামাক ও পাটের উপর ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ও পার্চেজ ডিউটি ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্তই কেন্দ্রের হাতে দিয়া পূর্ব বাংলা প্রদেশকে অর্থনৈতিক দিক হইতে অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, নৌ-সদর দফতরের ডেপুটি প্রধান সেনাপতির অফিস এই প্রদেশে স্থাপনের দাবী আমরা করিয়াছিলাম- আনসার বাহিনীকে নিয়মিত সৈন্য বাহিনীতে সংযুক্ত করা হয় নাই। সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে পূর্ব বাংলাকে সর্বদিক দিয়া স্বায়ত্তশাসন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

মাওলানা সাহেব দাবী করেন যে, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বঞ্চিত অর্থ দেওয়া না হইবে ততদিন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র হইতে কোন অর্থ মঞ্জুর করা চলিবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গত আট বৎসরে কেন্দ্র হইতে ব্যয়ের একটি সমতাহীন তুলনা বর্ণনাকালে শ্রোতৃবর্গ 'শেম' 'শেম' ধ্বনি তুলিতে থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না থাকায় সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আমি ইউরোপেও বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গৌরব দেখিয়াছি। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ প্রাণের রক্ত দিয়া যে ভাষাকে ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারে না।

মওলানা সাহেব সর্বজনগ্রহণযোগ্য একুশ দফার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি 'সর্বদলীয় কনভেনশন' আহবানের জন্য প্রস্তাব করেন।

তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাইয়া বলেন, আসুন আমরা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য একটি যুক্ত বৈঠকে বসি- যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ আপনারা আসুন একত্রে মিলিয় আমরা একটি মীমাংসামূলক শাসনতন্ত্র রচনা করি।

তিনি নেতৃবর্গকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। জনমত আগ্রাহ্য করার ফলে ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নেতাদের যাহা ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাস- পাঠে প্রত্যক্ষ করা উচিত।

আমি আশঙ্কা করিতেছি, পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ শাসনতন্ত্র বিল সংক্রান্ত বিতর্ক	পাকিস্তান গণপরিষদ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬

Mr. Abul Mansur Ahmad (16th January, 1956):................ In framing a constitution, generally speaking, two patterns are kept in view-one is federal and the other unitary type. If we have a federal type we shall have quite a different structure even to the minute's details from what we shall have if we have a unitary form of government. If we think there is one people and one country then we must have one language and one capital, and as a matter of course the capital goes to that wing where the majority of the nation lives. There cannot be any question of the capital being at Karachi and Dacca. There cannot be any question of parity between the two wings. You cannot think in those terms. The entire Pakistan is one country and its peoples are one nationality, then there cannot be any discrimination between the people of the two wings. That is the only logical conclusion. But, Sir, that will entail several natural consequences. If you proceed with one-people theory, if you proceed on the unitary-form of government basis you must have one franchise, one economy, one calendar, one language, one standard time and one capital. The capital then automatically goes to Dacca. Sir, do you want to raise and re- open this question again -Does anybody: let us have a unitary form of government and the Capital of -Pakistan shifted from Karachi to Dacca by the people's vote? Now, Sir, which will be creating new problems and more problems. In that case instead of solving problems we shall be creating problems. In fact, we have had the taste of a unitary form of government for the last eight years and you already know what consequences have followed. I repeat that this will be the natural consequence if you proceed with one-state theory, with an unitary form of government. In that case we must proceed on the basis that the only State language must be the language spoken by the majority of the people, i.e. Bengali, and Bengali alone is entitled to be the State language of Pakistan. Then why do you talk of two wings? Why do you think of parity? Why two languages? Why do you talk of the capital being here for six months and there for six months? Let us go by the vote of the people. If we go that way geography will be ignored. The people of West Wing instead of the East will be sufferers. Therefore, Sir, in consideration of these things we should not be theoreticians. The Lahore Resolution was drafted by a Divine hand-the hand that drove the pen which drafted that Resolution was really that of God. It set the fate of Pakistan. Even if Pakistan were created after the entire demands of the All-India Muslim League were conceded by the Congress and the British Government, still Pakistan would have remained divided into two widely separated parts. That was visualized in that Resolution. The leaders of Pakistan and framers of a Constitution for it were confronted with this extraordinary geographical position. For eight years the framers of the Constitution tried their utmost-and in all sincerity-to frame a Constitution. I am not one of those who will abuse our old Muslim League friends who were in charge of framing the Constitution; I shall not challenge their bona fides. I am not one of those who move about with self-satisfaction that anybody other than themselves is worthless and useless. I concede that they exhausted their genius in an effort to give the country a constitution. But why did they fail? Did they not try this method and that method-adding

something here and subtracting something there? They did. Even then they failed. They took long eight years and failed in the end. They failed to give the country a constitution. They failed not because they lacked a sincere desire. No, Sir. They had sincere desire to frame a constitution. They were actuated by good motive and possessed all the anxiety that was, needed and yet they failed. They failed because they lacked imagination.

When we found that our leaders were failing to give the country a constitution whereas our twin brother, the elder brother, rather the younger brother-India-had given a constitution to the country (with so great a territory in their possession and with so many people inhabiting that country-India is practically a multi-nation country), even though we were not members of that Constituent Assembly, we the lovers of Pakistan, the patriots who fought for Pakistan, who were soldiers of Pakistan and who were lieutenants' of the Quaid-i-Azam, we put our heads together and tried our very best to help the leaders give a 'constitution to the country. And what was that? We reminded them to revert to the Lahore Resolution: the sheet-anchor of Pakistan Movement. We asked them to follow the heritage of Quaid-i-Azam and not to ignore his last testament. We said: "Do not depart from those principles. If you do, you will go on failing to give the country a Constitution. And this did happen. Now, that we have come here in a new Constituent Assembly we are saying the same thing: take the geographical position into consideration because that is the principal factor. The basis of Pakistan will have to be looked into far more in the economics of the country than in the political questions that confront it. The difficulties that are faced by the framers of the Constitution are more economic than political.

Sir, the principle of modern democracy is based more upon the economics of a country than its politics. The well-established axiom of economics is: "Income of one is the expenditure of another." Extending this theory to political economics you will find that the expenditure of the Government is the income of the people; and the income of the Government is the expenditure of the people. That is the principle on which Democracies-whether republican or monarchical, federal or unitary-are functioning.

Sir, by that standard what do we find in Pakistan? Due to this geographical anomaly money does not circulate in its two wings. The money that is brought from East Pakistan never goes back to East Pakistan. This is natural economics. You cannot help it; I cannot help it. Even if I was the Prime Minister of this country I could not help this situation and make the money circulate. If I were the Finance Minister even then I could not have solved the issue ignoring the geography of the country. It does stand in the way. Money will never circulate. Money is collected through Government agencies but it is not spent-the whole of it-through Government agencies. Sir, at a glance you will find that the money that is coming from East Pakistan is being spent either in your salary or on the salary of the Speaker, including your chaprassi and the Honourable Ministers, including. Mr. Chundrigar and of High Court Judges, Federal Court Judges including their chaprassi Our Bengali Ministers including Mr. Hamidul Huq Choudhury and my reverend friend, Mr. K.K. Dutta, are getting salaries. But all this money is being spent in Western Pakistan and you should not forget that East Pakistan is contributing in equal proportion to the federal structure and its economics. This is geography!

I shall show, Sir, from statistics published by our Government that the share of East Pakistan to the Federal revenues from 1947-48 to 1954-55 has been 168 crores and 14 lakhs. During this period West Pakistan contributed 553 crores and 53 lakhs to the Federal Revenues. These figures may make our West Pakistani brothers, like Mr. Gurmani, boast and say: "Look! East Pakistan is contributing only 18 percent. West Pakistan contributes more than treble." That will make them very glad. But. Sir, look at the expenditure side. This is the expenditure. The Central Government has spent during these nine years 42 crores and 66 lakhs in East Pakistan as compared to 790 crore and 67 lakhs spent in West Pakistan. Therefore, Sir, we have got back much less than what we have contributed. Sir, we have got a shortfall of expenditure to the extent of 125 crores 50 lakhs and this money has been spent in West Pakistan and even then there was a deficit of 237 crores 14 lakhs in the Central Budget during these eight years. This has been paid from loans for which East Bengal is paying interest. Thus we are being doubly penalized. Sir, this is how the economic position of East Pakistan versus the West stands. Now, this shortfall has reduced the national income and per capita income of the people of East Pakistan and has led to their impoverishment to that extent. There is another pamphlet given by Government and 1 am quoting from that pamphlet published by Central Government. I am referring to page 34, and anybody can look into that book.

Honorable Deputy Speaker: Where is that book?

Mr. Abu! Mansur Ahmad: This is the book called "Pakistan 1954-55:"

Honorable Deputy Speaker: I have not got it.

Mr. Abul Mansur Ahmad: You have not got a copy?

Honorable Deputy Speaker: Did you give a copy?

Mr. Abul Mansur Ahmad: This shortfall to the extent of 125 crores, 50 lakhs is an unrequited drain upon East Pakistan. The drain is a one-way traffic as it only comes and never goes back. As I have enunciated Government expenditure is the income of the people, in this case the expenditure of the Central Government of Pakistan is not, the income of the people of East Pakistan. It is one-way traffic. It comes from East Pakistan but does not go back to East Pakistan but is absorbed in West Pakistan. Therefore, gradually East Pakistan is going to be impoverished very rapidly. I will quote another figure from this book.

Honorable Deputy Speaker: What book is this?

Mr. Abul Mansur Ahmad: It is a book published by the Pakistan Information, Advertisement and Film Department.

Honorable Deputy Speaker: Put it on the table.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Sir, I am putting it on the table; I will place it on the table and I will quote from my notes.

Honorable Deputy Speaker: Quote from the book but later on put it on the table of the House.

Mr. Abul Mansur Ahmad: I am quoting from it. In 1947-48 East Pakistan's contribution to the Central revenue was 28 per cent, in 1948-49 it came down to 26 per cent; in 1949-50, to 25 per cent; in 1950-51, to 24.57 per cent; in 1951-52 to 24.7 per cent; in 1952-53 to 20.8 per cent; in 1953-54 to 19.4 percent; in 1954-55 to 14.7per cent; in 1955-56 to 12.47 per cent.

Honourable Deputy Speaker: Where have you taken all these figures from?

Mr. Abul Mansur Ahmad: From this book.

Honourable Deputy Speaker: From this book?

Mr. Abul Mansur Ahmad: Yes Sir. I leave the book with you and in the meantime let me proceed according to the calculations. You will find that for coming down from 28 per cent to 12 per cent,' we have taken only nine years. In the course of nine years our contribution from East Pakistan to Central Revenues has been reduced from 28 to 12 per cent. By this process how long do you think East Pakistan will take to come down to zero-only another eight years, Sir. If this process goes on in the year of our Lord 1965 East Pakistan shall come to zero. East Pakistan will then contribute a zero to the Central Revenues. This is arithmetic; this is the result of geography. How does it happen Sir? Because, as I have said it must happen due to the geography. Our geography cannot be altered. This geography is the hardest fact to be taken into consideration in framing our Constitution; geography is the basis on which a country is located, a "language is described, a state is demarcated and a people is defined Sir, it is an extraordinary situation that we are confronted with

Now, Sir, according to the figure that I have given you, if calculated, it comes to this that people of East Pakistan in eight years got from Central Revenues 2 crores, or equivalent of 10 rupees per head which comes to Re.1-2 per head per year.

Honourable Deputy Speaker: How did you arrive at that figure?

Mr. Abul Mansur Ahmad: 42 crores rupees divided by 4 crores 21 lakhs people, etc., pure mathematics, Sir. People of West Pakistan during the same period have got 235 crore rupees in eight years which is equal to Rs. 32 per head per year.

Honourable Deputy Speaker: What?

Mr. Abul Mansur Ahmad: Rs. 32 per head per year. Sir, this is the result of geography; rather this is the punishment of geography. Geography must assert and must have its own way. Sir, you have heard so much of Bengal, which was known in history as "Golden Bengal" and which was said to be full of honey and milk. Where has it gone after the achievement of Pakistan? Has it been so poor a country that it has contributed to the Central Revenues only this meagre sum of 12 per cent.

Honourable Deputy Speaker: Are you putting this question to me?

Mr. Abul Mansur Ahmad: No Sir. People may ask me this question. Had the learned Speaker been present they would certainly have put this question to him also.

We should not run with the idea that East Pakistan is contributing only this figure to the Central Revenues. There is, Sir, what is known in Bengali as: *Shubhankarer fanki*. It means "mathematical deception". Money collected in West Pakistan and in the Capital of the Federation which is in West Pakistan, is deemed to be the money contributed by West Pakistan. In political economy there are two clear terms "contributed by" and "collected in". "Collected in", does not necessarily mean "contributed by". Money that is collected in Karachi does not necessarily mean that it is contributed by the people of Karachi or the people of West Pakistan. There lies the whole mathematical deception. Sir, this deception has brought us to this that the taxes collected from' industry, business, customs which means export and import taxes and income-tax and central excise-these are the four biggest items which constitute 90 per cent of the revenues of the Central Government-are collected in Karachi. Now, what is industry and what is business unless it is contributed by the people? Industries grow in a country by surplus earnings of the Nation. That means that the producers here consume less and save money for the purchase of machinery from outside. It is they who are really the founders of industry in a country. What is their contribution, Sir?

The Honorable Mr. I.I. Chundrigar (West Pakistan: Muslim): May I raise on a point of order as to whether this relates to the general discussion of the Bill. At the first reading only the general principles of the Bill may be discussed and the Honorable Member is going into the details and is repeating the facts which he has already mentioned.

Honorable Deputy Speaker: Your point of order is perfectly correct. I have been trying to deal with the Honorable Member myself

Mr. Abul Mansur Ahmad: I beg your pardon.

Honorable Deputy Speaker: The point of order raised by the Honorable Mr. Chundrigar is perfectly relevant and in order.

Mr. Abul Mansur Ahmad: What I am putting to the House is quite relevant.

Honorable Deputy Speaker: I say that the point of order is quite relevant.

Mr. Abul Mansur Ahmad: You have held that what I am saying is quite relevant.

Honorable Deputy Speaker: Well, carryon, but only keep those in mind that you are going into details which are quite unnecessary ....

Mr. Abul Mansur Ahmad: Now, Sir, I was submitting that 90 per cent of the Central Revenues is contributed by industry, trade, income-tax and central excise and, Sir, industry and business are nothing but a surplus of our earnings which are left over after consumption. Now sir, what is industry? We send articles to foreign countries and for that to get foreign exchange and with that we bring in some commodities for consumers or industrial. If it is consumers' good, it is consumed; industrial, it becomes the basis of further production. Now, Sir, that the excesses of East Pakistan and West Pakistan separately, you come to this figure; exports and imports, you find that the more

that East Pakistan gets out of exports, is not expended there; it is expended in and it helps the growth of industry and it helps the building up trade and business.

Honourable Deputy Speaker: You can discuss them when we are to the Schedule.

Mr. Abul Mansur Ahmad: I am discussing the entirety of the and it matters

little if I speak on schedule first or on clause 1 first.

This Bill is against the pledges that we have given to the people.

Sheikh Mujibur Rahman (21st January, 1956): My friends say, why you want regional autonomy. It is not in the 21-Point Programme. It is a vague thing. I wish my friend Mr. Farid Ahmad could say this thing to the people who have elected him. You know, Sir, when elections come people give you a manifesto and this 21-Point Programme was given by the people. They voted for us on the basis of this 21-Point Programme. They never voted for Mr. Suhrawardy or for Mr. Fazlul Huq or for Maulana Bhashani. The people voted for these 21-points, otherwise these people who have been elected and come here would not have come to this Constituent Assembly in the whole of their life time. This thing is categorically said in clause 1 and if you will permit me to read it as you have permitted others, I shall show it to you

Honorable Deputy Speaker: This has been read before.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, with Defense, Foreign Affairs and Currency, the Central Government can be a strong Central Government.

Honorable Deputy Speaker: We have heard this argument from Mr. Abul Mansur. We want some new arguments.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am not going into details. I am only referring to it. Our friends say that with the three subjects, it will be a weak Centre, but Sir, we can prove that it will be a strong Centre. Sir, why are the people of East Bengal for the last eight years fighting for regional autonomy. Sir, unfortunately there is no more time at my disposal but if you permit time 1 can show you what injustice they have done to the people of East Bengal. Sir, according to Mr. Gurmani, East Bangal used to pay 25 per cent of revenues to the Central Government. They say that it later decreased to 20 per cent and now it is only 14 per cent. This is what they say. So, it is decreasing day by day. According to this decrease, Sir, in 1960 it will be nil. East Bengal is so ruined.

Honorable Deputy Speaker: So, Mr. Abul Mansur also informed us (*Laughter*).

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, I am only pointing it out to you. Sir, it is like this: there are two hands to the body of Pakistan. One is West Pakistan and the other is East Pakistan. They are making one hand strong and the other hand weak. Sir, this policy is wrong and will ruin the country. In the Central Government Services, those who form 56 per cent population are not getting 5 per cent share. The East Bengal people are educated, but they are not getting their share. Sir we do not blame the West Pakistan people. In fact we want autonomy for them also. If East Pakistan gets autonomy, the West Pakistan people will also get autonomy. We blame the ruling *junta*. These jagirdars zaminders,

these big landlords and ruling junta of West Pakistan has suppressed the peoples opinion of West Pakistan. They are so much suppressed, they cannot cry, they cannot demand, but the people of East Pakistan are politically conscious. They challenge anybody and everybody. They challenge Mr. Fazlul Haq, Mr. Suhrawardy, Moulana Bhashani; they challenge their leaders. They tell their leaders "You have done this wrong and we will not vote for you, but they have been suppressed, persecuted and they have been economically ruined. They have no land; no shelter. But, Sir, we have nothing against the people of West Pakistan, but against the ruling junta, who have entered the Constituent Assembly through the backdoor, one who were not even in the District Board and have become Foreign Minister of Pakistan and such people want to speak on behalf of the people of East Pakistan and say that the people of East Bengal support this draft Constitution. Sir, I have just come from East Pakistan and know the mind of the people there. I know that they have rejected this un-Islamic, undemocratic and dictatorial Constitution, and it cannot be accepted by the people of Pakistan, particularly the people of East Pakistan. These people are thinking that they will sit in Karachi like Mr. Pathan-he will never go back to East Pakistan; he is domiciled here. So these people are also thinking that they will earn some money and make a house here. They cannot go back because they are going against the demand of full regional autonomy which is the demand of the people. You can kill us, you can jail us. Sometimes we hear that our lives are in danger, but we are not afraid. We have been elected by the people on the basis of 21-Point Programme, on the basis of regional autonomy. They can betray but we cannot.

Mr. Abdul Aleem: We have never betrayed.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, the people of East Bengal will never accept the draft Constitution. You can arrest us. You have already arrested our friends and you will arrest more. I would appeal to my friends, Hon'ble Mr. Chundrigar, who fought in the Federal Court about the dissolved Constituent Assembly and who has fortunately become the Law Minister now, to frame the Constitution on the basis of 21-Point Programme. If you want to push through the Constitution you could do so, but if you press this Constitution, then you are playing with fire. I have just now come from East Bengal, and I know the sentiments of the people there, of the agriculturists, the poor business men and other people of East Bengal. If you push through this Constitution, God alone knows what will happen. We want that Pakistan should be saved with the ruling junta for the poor masses, who have achieved Pakistan after great sacrifices. These people who are now ruling were not 2-anna members in the struggle for Pakistan. They want to destroy Pakistan in the name of Islam. If you frame the Constitution on the basis of 21-Point Programme, we will cooperate with you, we will join you, but if you go against the wishes of the people, we will mobilize opinion not only in East Pakistan but also in West Pakistan against this dictatorial and undemocratic Constitution. If you agree to pass a democratic Constitution we will help you to pass it within seven days, even within three days but that Constitution should be on the democratic basis, on the basis of 21-Point Programme, otherwise wewill oppose it tooth and nail.

Mr. Ataur Rahman Khan (27th Jan., 1956): Sir............If the people of East Bengal feel that they are a different people, it is these people here who have forced them to do so

and nobody else. It is they who have created this situation. For the last 8 years they have crippled the people in such a way that they cannot but think like this. For instance, the statement of Maulana Bhashani has created a fuss here, it has created a row here. So has the statement of Mr. Abul Mansur Ahmad. He has been recommended for being tried for high treason.

Honourable Deputy Speaker: But we are not discussing this.

Mr. Ataur Rahman Khan: No, Sir, I am just saying about the reaction of the people. Mr. Abul Mansur Ahmed has made a statement. What was his statement?

Honorable Deputy Speaker: I do not know what his statement was, but I know what the business of the House is for today.

Mr. Ataur Rahman Khan: Sir, he said it in the House.

Mr. Yosuf A. Haroon: What did he say?

Mr. Ataur Rahman Khan: He said all that in the House, and if you do not know what he said....

Mr. Yosuf A. Haroon: Come out with it.

Mr. Ataur Rahman Khan: Sir, he said we are two geographical and Economic units; we are two people; we have got two cultures; we have got two ideas; we have got two languages. All this has astounded these people. It has shocked them. I wonder if the injustice of the last eight years has shocked their conscience or not. Sir, they do not possess any conscience. Their exhibition of love for the country is nothing; they just raise a slogan to cover up the faults that they have committed. It is only to cloud the real issue. Sir, has any paper of West Pakistan till now discussed or written a word about the injustices that have been done to East Bengal; has any paper written exposing the ruling coterie; has any paper here expressed regret, expressed sorrow and said that they are ashamed to find this disparity?

Sir, Mr. Abul Mansur Ahmad has already given a list showing this disparity. Out of 151 crores that they have raised as revenue for the Centre, they have spent only 46 crores on East Bengal. Similarly out of about 600 crores of export, only 293 crores have been spent on East Pakistan in import and so mach more has been given away to West Pakistan. Sir, they have done this in all the matters. Out of 12 crores that they have spent on Central services, they have spent only 60 lakhs for East Bengal people. Sir, is there any comparison. Sir, out of the 42, thousand employees of the Central Government, only 2,900 are of East Bengal and that too in the lowest categories and very few, almost nil, in the top grades. Out of 12 crores on the Central Services, only 60 lakhs have been spent on East Bengal. That is the position, Sir, that is five per cent in money as well as service, and 95 per cent for them; and with this, Sir, they are calling us brothers. They have sucked the blood of our body, leaving us dry skeleton and crippled and still they say they are brothers. If we say anything against it, they say, you are traitors, you are not worthy to live, you deserve to be shot". Sir that is their attitude.

Sir, now that we are welded into one nation-and we must live as one nation till eternity-there are methods of going that. Sir, it is the fault of geography. Even one people may separate on account of geography. The history of America, the history of Australia, the history of New Zealand is there. The same blood has been running in the vains of these people, but they are separated on the account of geography. Sir, we have been two countries. There is no denying the fact. It is sacrilege to you, to us it is not. We have been two countries; as a matter of fact we have been welded into one nation and there are necessary things to be done. The union must be a happy one. The union mast be a cordial one. There are certain methods of doing it; let us try for it. A single Act, Government of India Act, or the Independence Act, cannot unite two hearts. Only the hearts themselves meet. Have you done anything for this?

....I will tell you, Sir, one small thing, a very insignificant thing though. Sir, about three months ago in this House I had narrated that at the Dacca Aerodrome on the arrival of aircraft for and to various distances announcements are not made in Bengali, although they are made in English and Urdu. It does not cost a farthing; it does not cost a penny to anybody-there are Bengali boys sitting there who could very easily make an announcement in Bengali that such and such a plane is leaving for Karachi and those who are to go there will please, come to the lounge etc. Now, Sir, in spite of my request three months ago nobody took any notice of it. Now what is this? Is this the way you regard our sentiments? It could have made a tremendous effect on the people. It would have made a tremendous effect on the minds of the people if this announcement could have been made in Bengali also, because the country which has boon pleading for the last eight years for the Bengali language would have found one line of solace, that after all they have had some regard for our sentiments. That would have carried much further our cordial regard for each and wiped out much of the frustration from the minds of the people of East Bengal. It does not cost a farthing, one pie, as you make an announcement in English and Urdu already and you could very well also make an announcement in Bengali also, but, Sir, this could not be done...

So, Sir, that is the attitude of our brothers on this side. Then, Sir, we must have our economic freedom, economic liberty, because the two Units are altogether different. Our economic structure is also altogether different. We must have separate things. If you do not attach any importance to what I say then you have only to beat me; you don't love me. It is just like a child, who is always beaten by his mother who loves him also, but in this case you may beat me but you do not show any love towards me! I made the small suggestion three months ago and I do not understand what has debarred you from implementing this. This, Sir, shows the attitude. So, how can we expect them, to do bigger things when they cannot agree to do such a small thing? This gives an idea of the attitude of these people. Those people who have been in the coterie ruling this country for the last eight years will God willing, or God forbid, continue for some time more, Sir, and God alone knows what will happen to 'East Bengal thereafter. The injustice, the disparity, the misdeeds that have been committed on East Bengal are going to be legally and constitutionally perpetuated by this Constitution, Sir. No-where there is any provision in this Constitution for amending those things or making amends for those things and so it will continue under the authority of the Constitution after the Constitution is passed.

.... Sir, in this present context I will tell you that so far as the people of East Bengal are concerned, I mean the people of Pakistan as a whole. I divide them into two groups-autonomists and the Centralists.

Honourable Deputy Speaker: What are they?

Mr. Ataur Rahman Khan: They are the Centralists and the autonomists, and about 6½ crores of people are autonomists who believe in the autonomy of the respective regions, and against this background, as I understand, there are four divisions of people also. These four divisions are enumerated as follows:

Firstly, Common Pakistanis are generally autonomists, and they are always dubbed as provincialists.

Secondly, Indo-Pakistani capitalists. They are Centralists in view of the fact that their intention is truly to exploit the resources unhampered and uncontrolled of the producer of the raw materials.

Thirdly, Pakistani feudal lords-their interest is not against Defense and Foreign Affairs. They want to have some job and also for defense purposes.

Fourthly, the common Indo-Pakistan. -This group is generally known as Muhajirs, who are in a miserable plight. They are generally utilized for certain political purposes and when their purpose does not suit them, they are sometimes dubbed as Indian agents unfortunately. If I am in power I want to utilize some of them and if he does not line up with me or my ideas, I call him an Indian agent, saying that he has one leg there and the other leg here, and as such what can be expected of him. So, there are four classes of people. You will find from this division that autonomists are about 90 per cent of people, because common Pakistanis are autonomists. They want to live and let others live. It is the right, of self-determination of the people to be autonomous. By autonomy understand not in the context in which Pir Mohammad Ali Rashdi or Mr. Hamidul Huq Choudhury has said....

I have already told that it is going to be a charter of perpetual slavery. It contains provisions which are anti-Islamic and anti-democratic and I will analyze these. (Interruption) Who else can do it better than one who feels for autonomy? One who has skipped 1,500 miles to become a Minister by fluke, he cannot think of autonomy. So I will have to give an analysis of autonomy.

Sir, political terms have their own connotations against certain backgrounds. In this House ten persons can give ten definitions of democracy and all of them will be accepted by certain number of persons. We should not be bothered about connotations. The most vital question is the geography of the country and the last eight years of the sufferings of the people of East Bengal. Had the two zones been contiguous I would have preferred a unitary form of Government-one country, one Government, one vote, one economy…..

So, Sir, but for the geography of the country, unitary form of government would have been an ideal arrangement. Situated as we are, we must have a federation and federation postulates strong regional autonomous wings in the country. Unfortunately, our friends

starting with the idea of federation incorporated all the provisions that will be found in a unitary form of Government, or even in a dictatorial form of government. They have not considered, it wise to incorporate any provision on the lines of autonomous federated units. When we are a federation, the provinces must be federated and provinces must be autonomous. You have not given any autonomy to the provinces and you have not given any safeguards............

I was telling you about the case of Autonomists-demands of autonomists - and why they demand it. As I told you earlier the geographical position of the country is so peculiar and on that account the economic division of the country is so perfect that East Bengal must have its own economy apart from the economy of West Pakistan or it cannot live. The last 8 years of our existence have shown that unless and until we have separate and distinct economy in East Bengal within the next eight years we will be completely impoverished and it will bring our annihilation. So it is a determination to live and live as an integral part of Pakistan and also contribute to the pros parity of Pakistan. There is a feeling in the minds of the Centralists, who are mostly in the ruling coterie that if the Provinces become stronger the Centre will also become weak. My theory is altogether different. I hold altogether different opinion and I feel that unless and until you make the two wings of Pakistan stronger than before you cannot have a strong Pakistan. You cannot have a prosperous Pakistan. Pakistan will have no future. So in the interests of the prosperity and solidarity and the strength of Pakistan it is necessary that the further Wing of Pakistan, namely East Bengal, must be as strong as the Central Government here. This has not been done for the last 8 years and there is no provision also in the Constitution which will make this part of Pakistan a bit stronger than before. My learned friend Mr. Hamidul Huq Choudhury yesterday told that a greater amount of autonomy has been given to East Bengal and that East Bengal should be satisfied with that. I strongly repudiate this view and hold that this is absolutely incorrect and that what *prime facie has* been shown as strength of the Provinces is not really the strength of the provinces. You have actually cut down from the autonomy by adding a few more subjects which are not power creating or money producing. You have actually swelled the provincial list and thereby you want to show that regional autonomy has been given to the country. I do not really understand the attitude of Mr. Choudhury so far as regional autonomy for East Bengal is concerned. The last eight years of Central Government have shown that although for these 8 years we were told that a sort of federal Government was existing for all practical purposes there was a unitary Government. There is unitary control over economy, over industry, over finance, over commerce and all these things are in the hands of the Centre, practically everything. Provinces, particularly East Bengal did not get any benefit out of that. Now, Sir, regarding defense I will tell you one thing that out of 40 crores that has been spent in the last few years in the country on account of defense, only 14 crores have been spent in East Bengal, which means about 2 crores of rupees or less than that per year. Why it has been done in this manner, why this step-motherly treatment, why this wild arrangement. Is it just, is it brotherly, do they want to say that they are our brothers and we are their brothers. Is it really a brotherly feeling that they do not look to the interests of East Bengal? They do not equip East Bengal militarily for all and every eventualities thinking that there should not be any defence so far as East Bengal is concerned. They think that the defence of West Pakistan alone would mean the

defence of whole of Pakistan. Sir, the Central coterie, the ruling coterie, has never understood the strategic position of East Bengal and once our Commander-in-Chief had told that East Bengal is indefensible. If it is indefensible. Sir, why bother about it at all leave it where it is. Do not bother about it at all. Throw it away if you do not want to have it. Do not say that it is indefensible and on that plea you will not spend a farthing for East Bengal..................

Now, I come to the financial aspect of the Constitution. 172 crores were raised from revenue in East Bengal and out of this 45 crores were spent in East Bengal during the last 8 years. The economic policy of any country in the world is to spend the entire amount in the same area from where the revenue has been raised.

Honorable Deputy Speaker: What provision of the Constitution are you referring?

Mr. Ataur Rahman Khan: I am referring to the clause relating to Finance Commission. It is Section 114 of this Draft Constitution Bill. Mr. Hamidul Huq Choudhury on behalf of the Government has told us that all the remedies have been provided for and all the amendments have been made up in such novel innovations that they have been able to set up a National Finance Commission and that is a remedy for all our difficulties and no more injustice will be done to East Bengal after that. In reply to that I say how the remedy cannot be measured by this National Finance Commission. I will presently show how this is another hoax. But he has said it as 'novel'. I say it is a drama and I will show how it is a hoax. I told you earlier that this refined policy has made out confusion and it must have been their plan. Good intention is as easily discovered at the first view as a fraud is detected, at the last. This is how it has been detected and that it is a fraud on the people and a fraud on the intelligence' of the people. It will be shown by me just now. Let me tell you about the financial position of East Bengal. I have already told you that out of 172 crores, only 45 crores have been spent in East Bengal and 124 crores have been taken away from East Bengal and the money went to the Central coffer and there has been practically a double-edged drain. If this amount of 124 crores would have been spent in East Bengal, that would have brought further income to the country but instead of doing it, they made that Province drier and this part prosperous. So the disparity was going to. be more and more, because the money spent from there never came back to its source. It is just like the heart and the body, Sir. Heart transmits the blood to the body and after going through the body, the blood returns back to the heart. Unless it comes back, the heart becomes dry. So here also it is exactly the same position. Unless that income comes back, further incomes will dry up. Therefore, Sir, if this course of action that was taken by the Central coterie here continues for another 8 years, Bengal will become totally bankrupt and it will face complete financial annihilation. That is what should have been stopped. But it has not been stopped and the proposition, therefore, has been accepted that so far as finance is concerned, Bengal has suffered a lot. In connection with this finance, Sir, I may tell you about the State Bank. Now State Bank in the country controls the foreign exchange. Finance is collected by commerce and industry and in the matter of commerce you will find that goods that were exported from East Bengal and imports that were brought did not have any ratio of balance. Sir, the greater the export of the country, the greater chance there is of goods going away unless it is balanced by import. It has not been so, so far as East Bengal is concerned. The total trade balance for

the last 8 years is 664 crore exports and 292 imports, leaving a balance of 372 crores. In West Pakistan 586 crores exports and 826 imports-leaving an unfavorable balance of 239 crores of rupees. These 372 crores which could have been brought to East Pakistan have not been brought and the goods of the country have gone away by way of export leaving the country poorer so far as the material goods are concerned. But in proportion to that, that amount of goods did not come by way of imports giving no incentive to the producer, the labor and all other classes of the people who are interested in this and the country has become poorer. It works in this way, Sir, that when the country becomes poorer in production of goods, the labor suffers because they have no incentive to produce more and the producer of raw material cannot produce raw material on account of the fact that income of the country has become less and in that way, it goes on diminishing every year and at the end of another 8 years, the economists have calculated it, the position of East Bengal will come to zero.

Honorable Deputy Speaker: I have heard that before.

Mr. Ataur Rahman Khan: All right, Sir. This is the position and a solution to this should have been found by the division of foreign exchange. There is no harm in it. It would not have made the Centre weak in any way. Nobody should be shocked at that. What is actually the position here? The entire amount of foreign exchange is controlled by the State Bank of Pakistan. The State Bank could have been divided also as it is done in other countries. As my friend Mr. Mansur has said that there are countries which merely on account of sheer distance have divided the State Bank in two parts. Even in the neighboring country India, in the month of January, 1955, I read a statement of Mr. Nehru that they are going to create five or six zones of the Reserve Bank with a federating Reserve Bank over all of them at the Centre.

Honorable Deputy Speaker: You want this provision in the Constitution.

Mr. Ataur Rahman Khan: Yes, Sir. There should be two State Banks for the two wings for State Bank controls foreign exchange. There should be one Federating unit situated at Karachi and two branches-one at Lahore and another at Dacca…

I have been telling this House about facts of economy that we want to order out things there. So far as Commerce, Industries, and other things are there, it is necessary for us to put up a strong case and show that it is on account of the defective policy of the Commerce Department of the Centre that we have suffered so much. Had it been with us, we would not have suffered. Sir, non-devaluation decision of the Government was a sort of course for East Bengal and this revaluation decision is serving as a nightmare. I will show you just how it is so. At the time of non-devaluation, large exports bring in large machinery, heavy plants and installations and other things and the country is benefited. Bui the machinery which came in lieu of those large exports at the time of non- devaluation did not benefit East Bengal a little. Exports at that time were very very heavy and Pakistan was in a very good position so far as the currency of the country was concerned. But West Pakistan was entirely benefited thereby. Now, Sir, West Pakistan has become completely industrialized, so much so that a stage has reached, as my friend Mr. Abul Mansur said, that industries are in a position to produce surplus which they can export. In East Bengal the industrial progress is at the low ebb and there is no possibility

in future for East Bengal to industrialize itself. Now this revaluation has brought the industrialization of East Bengal to a stop and there will never be any chance unless there is an upheaval and upsurge of any kind in the whole world.

Honorable Deputy Speaker: What do you propose?

Mr. Ataur Rahman Khan: I have told that these subjects should have been wirh he Provinces-Commerce and Industry should be in the provinces.

The Honorable Mr. M.A. Khuhro (West Pakistan Muslim): What about foreign trade?

Mr. Ataur Rahman Khan: I told about foreign trade also. I have said that there should be three subjects with the Centre-Defense, Foreign, Affairs and Currency. Now if you like you can I bring everything under Defense. If you. go on amplifying the position, Defense has got a demand on everything in the country. For instance, the anvil on which a man is mending shoes may also be requisitioned for Defense in case of war and you can say that it is required for the man in the Army. So in this way everything and all the subjects can be brought under Defense. So also with Foreign Affairs you can bring anything you like within its scope. Foreign Affairs mean the relations that exist between Pakistan and other foreign countries but if Mr. Hamidul Huq Choudhury wants to cover up everything under it, he can do so. For instance, if I write a letter in London that also can be covered by Foreign Affairs. Similarly if I have got a friend in Australia and he sends me a parcel, Mr, Hamidul.,Huq. Choudhury opens it and sees what it contains because all these matters are connected with Foreign Affairs for the reason that it has come from a foreign country and everything that is connected with any foreign country comes under Foreign Affairs. Now that is not our intention. Mr. Hamidul Huq Choudhury has been one of the authors of the 21-point programme in the year 1950 when we held that Grand National Convention in Dacca over which I had the honor to preside against the Basic Principles Committee's Report brought out by the late-lamented Liaquat Ali Khan. He was one of the sponsors and there we decided that these three subjects should be given to them in the Centre. Now Mr. Hamidul Huq Choudhury must have clearly understood every word of it and every meaning and connotation of it. He cannot now say that Defense, Foreign Affairs and Currency include all these things. I will give instances and show how people have been bluffed and things from heaven to earth can be taken there in the name of a particular subject. Sir, if Mr. Hamidul Huq Choudhury remains the Foreign Affairs Minister, he can bring all these things there. He can gather up everything under Foreign Affairs. But, Sir, if I happen to become the Foreign Minister, I may hold that these things are not Foreign Affairs. They can be safely dealt with by the Provinces. The Foreign Trade and Foreign Exchange can be controlled by the State Bank of Pakistan, having two State Banks in two places-one in Dacca and Lahore and the Federal Bank having its headquarters in Karachi. This can be provided in the Constitution. There would be no difficulty about it.

Now, Sir, it is said that in the economic field something has been done to East Bengal, It is said that, the National Finance Commission has been established as a panacea, for all the injustices .done to East Bengal in all the departments. Sir, the Ministries and other things have been there before also, but they would not rectify the

injustice. I do not know what novel thing, what miracle this National Finance commission will do.................

Sir, you will find that one very important thing which actually determines the character of autonomy for province is the election. The election of the Provincial Assemblies, which was in the Provincial Lists, has now been taken away in the new scheme of things. That has actually crippled any amount of autonomy that East Bengal enjoyed before this. It is not saying that we have given you so many subjects, twenty or thirty subjects. All the subjects are there, but that does not make the country autonomous; in fact, the principle of democracy has been taken away-a very important thing, namely, the election-because judging from the things that are going on in the country, it is a party government which is running the country's administration. East Bengal may have a Government of one Party opposed to a party which is in power in the Central Government. Therefore, it is necessary that the election of the Provincial Legislature must be under the control of the Provincial Government and not under the control of the Central Government here, but it has been taken away, so that autonomy, even if it is given, or even if it were there, has been completely, in a way, taken away by that provision.

Under item 23 of the Government of India Act, the Provincial List contained oilfields, which could give some amount of revenue to a unit, that too has been taken away very carefully, because there is a chance of discovery. So the province has been made poorer. A number of subjects have been given, but what of that. For instance, Railways has been given in the Provincial List, which is a great hoax that has been committed. What do you find in the Constitution itself? In the body of the Constitution it is not in the Provincial List; it is given to the Central Authority and that Authority has to decide whether it should be given or not. It may not be under the control of the Provincial Government. Sir, this is the Provincial List, showing a number of subjects. I cannot understand the subjects. I cannot understand what the estate duty in respect of agricultural land is. I cannot understand Capitation taxes. Lotteries, betting and gambling, fisheries, treasure trove, electricity, gas and gas works, professions, inns and inn-keepers, liquor and a number of other subjects are there to show that autonomy has been granted by making these provisions in the Provincial List, but Provincial autonomy is not there. As I told you, the root of the Provincial Autonomy has been cut down however you may try to pour water over it. This will not give provincial autonomy.

Extracts from the Speech of Mr. H. S. Suhrawardy as Leader of the Opposition on "The 1956 Constitution".

31st January, 1956

..Sir, I had recently been to East Bengal for the purpose of assessing for myself

whether the opposition that we heard in the papers and voiced on the floor of this House was a mere paper opposition or was it really grounded in the will of the people. I have, Sir, no hesitation in stating that people of Bengal are greatly perturbed.

The people in East Bengal have no confidence in the Ministry here or in the Constitution prepared by them and they desire that adequate provision should be made in

the Constitution for their welfare and development and this matter should not be left to the administration or maladministration of the Ministry. The feeling there is of such a nature that it is extremely doubtful if the Ministry of that place can withstand the pressure, as is borne out by the fact that it hesitates to call a meeting of the Legislature and put its confidence to the test......... in approaching constitutional proposals, I do so with only and objective. It must ensure and promote the stability and integrity of Pakistan. To me and my party, all of us residing within Pakistan as its citizens and subjects are one nation, namely, Pakistani Nation, irrespective of the provinces or the regions from which we come, irrespective of the origin, of our race, and tribe, irrespective of the religion, caste or creed. We are one State and we are one people. ... To my mind. Sir, as a Pakistani, I say that I cannot visualize any period of time when there will be secession between the two wings of Pakistan. I cannot conceive even the idea of secession. We have got to live together. . . . What keeps us together is this: the realization that neither part of Pakistan can live without the other. We are dependent upon each other in a hundred thousand ways and therefore it will be fartuous on the part of any one to say "Let us seek our own destiny elsewhere without the help and co-operation of the other".. . . . . . To me the development and the understanding is necessary on both sides. East Pakistan is as much concerned with the welfare of West Pakistan and Pakistan as I hope the West Pakistan is concerned with the welfare of East Pakistan and Pakistan as a whole, but then if you really have a genuine desire to reach a mutual settlement which is absolutely essential for the governments of East Pakistan and West Pakistan, we must get together as soon as possible, instead of fighting each other, even on the floor of this House There is no denying the fact that there has hardly been any development in East Bengal worth the name, compared to the development on this side of the country. We wish this country well. We are happy that it has been developed. After all whole Pakistan is being strengthened it is advisable if both the wings are developed equally and it would certainly be weakened if one side is developed only and the other remains undeveloped. But surely the people from East Bengal too have the right to come forward and claim some consideration from you. Surely, they have got the right to come and say that during all these years East Bengal has been impoverished in several ways. I do not want to juggle with figures. These things are facts which are before us. There has hardly been any development in that part of the country. By putting a jute mill or a paper mill in that wing you think that is sufficient development for 4 crores of the population that are living between wind and water, whose subsistence is so low that the slightest alteration in prices pushes them to starvation. Mind you the British Government did not take a pice out of India for the administration of India. They took nothing from here to England for that purpose and the money that went from here went as interest on the capital in business or trade. Has it been forgotten that the main brunt of our charge against the British was that our country was getting impoverished because money was being sent out of the country to England? 'And this is exactly what, unfortunately, is happening in East Pakistan. Money is going out from there and it is not being replenished; our people, there, are getting poorer and poorer.

.... Sir, there resources of East Bengal have been utilized for the purpose of the development in this part of the country but the development of East Bengal could proceed side by side. East Bengal is riverine. Canals have been dug here but we have got natural

rivers. What is the position of the rivers there? Could not attention be paid to cleaning the silted rivers and canals? Today the position in East Bengal is very distressing and I am very much alarmed.

.... And, after all, can it be denied that we have received considerable foreign aid from various sources, and that we are receiving that foreign aid and can it be denied that hardly a small percentage of it has been spent on East Pakistan.

If it is a case of foreign aid, surely both the wings have a right to take the benefit of it. Then, Sir, there is another matter over which the people of East Bengal feel and that is the question of defence and of bases. Sir, I would not go into the question of strategy; that is a matter that the army should look after. But I will maintain that the people in East Bengal can be trained to be a fine military force as they were in the old days. It was the Bengal regiment that created a reputation for itself long before the other regiment, possibly about the same time as the Madras Regiment, created a name for itself. Now here something could be done; some attention could be paid to the military training and whether you produce soldiers or not, whether East Bengal can be defended or not against aggression in East Bengal, whether West Pakistan can be defended only in West Pakistan, these are matters into which 1 will not enter but this much I am certain that every patriotic citizen desires that he should be associated with the defense of his country.

. . . After all East Bengal is not such a backward area as to have justified all this under-development, that you say, that people are not coming forward and there is nothing there as if the people are primitive or something to that effect. There is absolutely so justification for this view.

. . . Now, let us come to the provisions of this Constitution. Is it really honestly and improvement on the 1935 Act? I can hardly see that it is so in any respect. The lists are there as they were before; powers are there, just as they were before. You have merely called if Federal Constitution, whereas it was not federal previously. But same lists existed; there had been some modification but the same List I, List II and List III are there. In the days when India was a unitary Government you still had the same Lists I, II and III and so what is the difference that you can show from the Government of India Act. You can say that the residuary powers have been given to the Provinces under this constitution. But what are residuary powers? Do they ever come in for exercise? . . . . Where, Sir, You have differed from the 1935 Act, it has always been done to the detriment of democracy and against the interests of this country. May I just point out a few instances and then ask you whether you should not make some efforts to bring it into line with progressive thought?

Take the case of the powers of the President..........You have given to the President the powers of the British sovereign as they stand of late. The British sovereign has supreme powers, but there is, in Britain a Convention, Convention which no sovereign may dare to break, it is an unwritten convention and the powers of the sovereign are unwritten. No sooner you put that down in your book, no sooner you put that down in the Constitution, no sooner that that becomes justiciable, that convention will be thrown

overboard. You cannot rely upon them in law and in order to enforce conventions you cannot rely upon them in law; you have got to go through the process of chaos, disturbances and revolution and I would certainly not like to go through that process. Better far that you should not define the powers of the President in so far as that of the British sovereign, or if you define them, then also define them with those conventions by which those powers are circumscribed. I think, Sir, with regard to the dissolution, viz., the power of the President to dissolve an Assembly when he is of the opinion that the Ministry has lost the confidence of the country, I think Sir, that this thing is so obviously ridiculous that I am sure that the Government will either withdraw it, or place something else a bit more reasonable. To leave it to the President to judge about the possibilities that you have lost the confidence of the country is fantastic in a democratic Constitution. Yes, if he thinks that a present Ministry has lost the confidence of the legislature over which that Ministry presides, then, some powers might be invoked, but to go and dissolve the legislature 011 that ground because they have lost the confidence of the people is a vastly different matter. Then, Sir, a very very important power has been given to the President which will override the entire Constitution, viz., power to declare emergency. All the power to declare and emergency is vested in the President....

. . . Then, Sir, let us take another provision in this Constitution, viz., that of fundamental rights. Why these fundamental rights have been absolutely put down in the Constitution if provisos were a necessary attachment of them. If these fundamental rights have got to be hedged round with all kinds of provisos, circumscribed by this under these circumstances that under those circumstances, and so on, what is the use of these fundamental rights? You have taken them from the Indian Constitution...

The Honorable Mr. I. I. Chundrigar: I have taken them from some other document.

Mr. H. S. Suhrawardy; Some other document, possibly, but, then the Indian Constitution must have borrowed them also from some other document, and therefore, they are of the same pattern and same origin, but I have very great doubts whether the Constitution from which the Honorable Member took these fundamental rights contains all those provisos and hindrances which have been enshrined here. I have compared it even with the Indian Constitution. The then Constitution has certain provisos, had certain restrictions but it is very very important word, viz., "reasonable". There were reasonable restrictions and as soon as that word is put in well, that word "reasonable" has been left out-nobody can do anything which the rights guarantee in so far as they can be invoked in a court of law, but, if in the Constitution you have reasonable restrictions and the work "reasonable" becomes justiciable, at once the courts will then be in a positions to say-if the legislature put down the reasonable restrictions in the fundamental rights-that these are unconstitutional because they are not reasonable. Therefore, Sir, please do no delude us by putting this word that you have been able to put in the fundamental rights. The fundamental rights are of no value at all...

. . . But then, Sir, there are also certain hiatuses in these Fundamental Rights and Directive Principles which I hope will be filled up. I do not find anything either in the Rights of Directive Principles to look after the interest of the agriculturists and labor,

and to prevent them from exploitation. There is a general clause; an attempt. I believe, will be made to promote the social and economic well being and so on. of people. And to adjust relationship between landlords and tenants and between employers and labor Sir, that is not enough either as a Directive Principle or a Fundamental Right because we do maintain that the cultivator, the man who produces the food grains should be the owner of the land which he is tilling (*Applouse*). This should be provided for in our Constitution, At least this should be the aim of this Government..,,

.... Now Sir, there were other problems that came up. There was nothing in the Constitution regarding them, not even in the Directive Principles-regarding the principle of giving military training and establishing military bases for purposes of giving to the people of East Bengal encouragement to come forward and to take part in the defense of their country. There is nothing regarding foreign exchange, There is no provision to say that there shall be development side by side and in equal measure. There is nothing regarding Services and so on. What is the use of this Constitution? This Constitution hits shelved all the problems and all that it has got a certain number of clauses taken from c Government of India Act, 1935 and wherever they have departed from it, woe to this country I

.... Now, Sir, we come to the question of provincial autonomy. It is a matter on which you cannot come to finality here. At the same time you have to consider that if the two wings-East and West do not come to an agreement, what should be done, I feel, as I have pointed out, that the ruling party of West Pakistan want to have and eat the cake.

They have taken their parity in the constitution over and over again. They have pointed it out that this shall stand even if the number of members increases in the National parliament. I am sorry to state that all that goes with parity has been ignored by them. I maintain that the people of Bengal would not have accepted parity had it not been coupled with regional autonomy. This was the thing which was placed before them; One group in one part should not dominate over another group in another part: everything should be done by agreement and by a process of give and take and not by force. For that reason there should be equality obviously, West as a nation, as a group was piched against the East as a nation or as a group. I am using the word "nation" in the loose sense and not in the sense of Pakistani nation. Therefore, inasmuch as they were separated on account of distance they must have regional autonomy. That was the basis of parity and the further basis of parity was that if Bengal was to speak it should speak together and for that we must have joint electorate…..

[Excerpts from the speech delivered by Mr. Mohammad Ali, Prime Minister, on the Fourth Draft Constitution]

1st February, 1956,

Sir, Pakistan came into existence as the result of a struggle by the Muslims of the sub-continent to win a homeland for themselves in which they would be free to live their own way of life and develop their own culture.

Mr. H. S. Suhrawardy: Hear, hear. We agree.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That struggle culminated in an agreement between the main political parties of the sub-continent: to partition the sub-continent so that - the majority Muslim-areas of the North-East and the North-West would form the State of Pakistan. This is how Pakistan came into existence-and on its establishment, the object of the Pakistan movement was not completely fulfilled. If I might quote the Quaid- i-Azam:

"The establishment of Pakistan for which we had been striving for the last ten years is by the grace of God an accomplished fact today," (This was in October, 1947). "For the creation of a State of our own was a means to an end and not an end in itself. The idea was that we should have a State in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our own way of life and culture and wherein the principles of Islamic social justice could find free-play."

Mr. H. S. Suhrawardy: Quite right. I entirely agree.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That was the reason for the establishment of Pakistan. And the urge to develop our culture, to realize our potentialities to the utmost to find an atmosphere in which the spirit of Islam can flourish, that urge is there in the nation today. It has been the reason for its existence and it remains the driving force of the people of Pakistan. That freedom and that urge we must safeguard; we can ignore it only at our peril. No man of honor repudiates his parentage. Every tree springs from its seed; it grows an it flowers. It may stay as a small seed but, over a period of years, it shoots out branches, it bears fruit and people recognize its worth. We, Sir, shall be in that process for many years before the true spirit of Islamic culture finds fruition here. The freedom which the Muslims of Pakistan wanted for themselves, they do not want to deny to other communities living in Pakistan. It is an essential part of our faith that the non-Muslims living here should be equally free to develop their culture; to practice and propagate their religion; should be equal and honored citizens of Pakistan. It is on these basic concepts that the whole structure of Pakistan should be built.

And how did we, the people of North-West and the people of North-East come together even though separated by a distance of 1,500 miles, how did we overcome the handicaps of geography? It is partly a tribute to the spirit of Islam which rises above geography and partly recognition of the fact that we need each other: that it is only living and working together that we can survive. The remark which the Honorable Leader of the opposition made on that subject, I can endorse whole-heartedly. There can never be any question of secession. No such thought must ever be entertained. Mr. Suhrawardy excused the people who talked about it as indulging "in intellectual exercise". I do hope that these intellectual gymnasts will not go through their contortions in public but that they would devote their surplus intellectual energies to innocent pursuits such as solving cross-word puzzles, certainly not doing things which injure the very foundations of our State. And those of my friends who use phrases carelessly, who talk of "nationalities" in a loose way which can lead to misunderstandings, I would earnestly request them to desist. We are yet in a formative stage and even though the idea

of Pakistan Nationalism, the idea of our common culture of one country and one people, shines bright, yet there are spots here and there, dark spots, where germs of disruption can thrive. Let no patriotic man do anything which would help these germs to survive. Let him not, by inadvertence, or in any other manner, lend support to any such, tendency in our body politic. Let us, once and for all, make up our mind and be absolutely clear that East and West Pakistan are one; they must be welded into an indivisible whole. That way lies our survival. The freedom for which our people struggled is our most precious possession. I maintained that our people have made tremendous sacrifices for winning freedom and that they are continuing to those sacrifices. (I shall turn to this matter later.) Any attempt to cause misunderstanding, between East Pakistan and West Pakistan, anything that creates a gulf between the two, endangers that freedom, because it endangers the integrity of the State. It would mean in other words that the freedom, to develop our culture, to have an environment in which the Islamic spirit could flourish would be dead and gone; we have therefore, continually to remind ourselves of this. We cannot live one without the other. It may be remembered by many that at the time of partition a large number of experts thought that even the combined resources of East Pakistan and West Pakistan would not be enough to make a stable state with a viable economy. These prophets of gloom claimed and prophesied that Pakistan would disintegrate and come to an end within a period of months. These prophesy included both East and West Pakistan. They thought Pakistan would not be able to provide for its defense and that if, at all, it made some half-hearted attempt towards that end it would have no resources left for development. That was the forecast by some eminent experts at that time. This forecast has been belied and Pakistan is here-strong and flourishing. But that is so because the resources of East Pakistan and West Pakistan together are available to it in every way. Alone neither East nor West Pakistan can hope to survive. We have, in safeguarding our freedom together, made extreme sacrifice. Let me give an illustration. The bulk of our revenue goes towards the maintenance of our defense forces because it is essential to maintain our freedom and to preserve our independence. The security of the State occupies the foremost place in our polity. Defense expenditure is unproductive expenditure; it takes away a lot from the resources of the country but it does not give anything back to it. And precious resources, which could have been used for the development of the country and for raising the standards of living, have been year after year allocated for defense, so that our independence and our freedom might be preserved. I remember the late Honorable Mr. Liaquate Ali Khan saying that he would rather see the people of this country go naked and hungry than jeopardize its security. That is the spirit of the people of the country and let us not tamper with that spirit. Let us not weaken it in any way. Let us not in any way undermine our will and survive and to grow strong and prosperous in unison together............

At the time of partition Pakistan was a poor country, producing raw materials, having very little industry and not much control over commerce and not fully developed administratively or economically. It still is a poor, under-developed country with one of the lowest national incomes in the world. And this is true of both East Pakistan and West Pakistan. We have to go a very very long way, indeed, before we can raise the standard of living of our people to what may be regarded as an adequate level in the modern world. One of the impulses that led to the creation of Pakistan arose out of the feeling that the

Muslim majority are both in the North-East and North-West i.e. both East Pakistan and West Pakistan were far more under-developed than the rest of India. There had been very little industrialization in these areas, very little economic development. And if 1 may be permitted a comparison as between East and West Pakistan, East Pakistan was still more under-developed. Compared with the advanced countries, we might say that both East Pakistan and West Pakistan are somewhere in the Kindergarten class, but as being in Kindergarten class II, West Pakistan stands a bit higher than East Pakistan. That was the position at the time of partition. In East Pakistan all the means of communication converged on Calcutta. Centers of culture, commerce, and industry everything was concentrated in Calcutta. East Pakistan was nothing but the producer of raw materials, of jute in the main for which it had no baling presses; it simply passed the jute on to Calcutta, There had been 200 years of neglect. For one hundred years a trading company exploited the resources of East Bengal for commercial profit. Later, I need not go into details, but anyone who has read Hunter's Book "The Mussalmans of India", knows well that the plight of the Muslims of East Bengal. Culturally, economically and in every way they were very very under-developed. With partition, Calcutta going to India, this situation came to the fore and the first task that confronted the Pakistan Government was to win economic independence for East Bengal whose economy was totally dependent upon Calcutta, The port of Chittagong had to be developed; communications had to be re- organized; inland river transport had to be planned and developed; jute baling presses had to be set up and hundreds of things, big and small, had to be done just to win economic independence. There were no banking facilities, no commerce and industry, all had been concentrated in Calcutta, All had to be built anew. A new Capital had to be built in Dacca. In the matter of administration, the Muslims of East Bengal has been very poorly represented in the service. I have always regarded it as one of the great misfortunes of Pakistan that at the time of partition, there were not a large number of trained administrators from the Muslims of East Pakistan.

Malik Mohammad Flroz Khan (West Pakistan, Muslim): One I, C. S. Officer only.

The Honorable Mr, Mohammad Ali: Just one I.C.S, Officer-I am talking only of the Muslims of East Pakistan because most of the Hindus had opted for India. Had they remained in East Pakistan, the position would have different. That was the condition. The food economy was in a very precarious condition and, as I said, there was no industry and very little of commerce. It was these deficiencies that had to be made up. They were of the first importance because without basic services relating to communications, port, banking, commerce, administration, it is impossible to develop. They are the essential preliminary conditions, the sub-structure on which you can raise an economy. West Pakistan, as it happened, was more developed In these respects. True, it had the impact of those large disturbances which led to the migration of millions and for some months, the economy of West Pakistan was disrupted, but the gap that was left by the migration of Hindus was very soon filled by the refugees coming from various parts of India bringing with them knowledge, skill, trade connections and capital. West Pakistan did not suffer the loss of any capital city. The canal water dispute with India did create problems for West Pakistan and very large expenditure has had to be incurred-not for development as is mistakenly said but merely to preserve the status quo as it was at the time of partition.

In the administrative services, among engineers, technicians and others there were a fairly large number of Muslims in West Pakistan and many of those who came from the minority Provinces of India were perhaps, if I may say so, more easily assimilated hen. Therefore the economy of West Pakistan-though in an undeveloped state and though disrupted by the conditions I have described-was in a stronger position, Also a number of schemes like Malakand Hydro-electric Project, the Lower Sind Barrage Project, the Rasool Hydro-electric Project had already reached a very advanced stage of planning and were even in the process of execution. Banking, commerce, industry also were at the time of partition in a more advance state in West Pakistan. Higher taxation in West Pakistan at the time of partition is also indicative, to some extent; of the difference in the level of the two economics-taxation both Central and Provincial was about three times as high in West Pakistan as it was in East Pakistan. The disparity is still large enough though not so great now as it was then.

These were the conditions in which the Central Government had to operate. It necessarily had to go by priorities and the first priority, as I have said, was to win economic independence for East Pakistan. The development of the Chittagong Port, the development of jute baling and manufacturing capacity, the organisation of the E.B.R. all uses tasks were taken in hand first of all. The re-organisation of the Armed Forces could only be accomplished where there were Cantonments, Ordnance and supply-depots, etc., and the re-organisation of the Armed Forces was a matter of the highest importance for the State. Let us remember that we got bits and pieces of Units, True, most of the preparation army was stationed in what is now known as West Pakistan. That had been happening over a whole century as a result of strategic requirements. There were no Cantonments and no facilities for the re-organisation of the Armed Forces in East Pakistan. One must view all these factors objectively. Objectivity is essential for only men can one get a true understanding of the actual state of affairs existing at the time. It is true that development in West Pakistan has been more rapid than in East Pakistan. But it is completely untrue to say that East Pakistan has been impoverished and that in it is a poorer state than it was at the time of partition.

Sheikh Mujibur Rahman (East Bengal: Muslim): The facts are there.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: It has developed not at the same rate as West Pakistan but it has made, In my humble opinion, very considerable progress.

Sheikh Mujibur Rahman: No progress,

The Honorable Mr, Mohammad Ali: A great deal more needs to be done and we are determined to do it. We are determined to raise the rate of development in East Pakistan so as to bring it to parity with West Pakistan. It is essential that every part of the country be developed uniformly.

An Honorable Member: Have it in the Constitution,

Honorable Deputy Speaker: Please be quiet.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: As I said the allegation that East Pakistan has been impoverished is completely wrong. Figures have been cited to show that the contribution of East Pakistan to the Central revenues has been progressively coming down in terms of percentage. Now that is not quite so. It started going up and why did it come down? Because during the Korean boom when jute prices went up, jute duty was increased and the revenue resources of the Central Government were thereby enhanced. When these prices came down, the jute duty was brought down very considerably. That has in the main accounted for this decrease. Another factor was that the duty on betel-nuts which are grown in East Pakistan was removed. Looking at these statistics, one must carefully examine the underlying factors. A great many figures have been quoted in this House. I regret to say that most of them are incorrect not by a small margin but by a wide margin.

Sheikh Mujibur Rahman: We can prove that it is correct.

Honorable Deputy Speaker: You can prove it later on. But in the mean time you hear what the Prime Minister has to say.

Sheikh Mujibur Rahman: We are patiently hearing. We know the Prime Minister is speaking.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: May I say one thing? I never interrupt any member of the House, however great the provocation might be. There have been the occasions when statements have been attributed to me which were completely false. Nevertheless, I never stood up to intervene. I request that the same courtesy be extended to me.

Sheikh Mujibur Rahman: Sir, we always extend that courtesy.

Mr. Fazlur Rahman: Sir, the word 'false' is un parliamentary.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: All right, I say incorrect. Now, Sir what is the policy that one has to follow? First of all economic independence for the country which is a matter of the highest importance. That means, in effect, that whatever we can produce from our own resources, for the basic necessities of life, food, cloth, shelter, etc., we must produce ourselves. And we must do so treating the economy of the country as a single economy wherever with the presence of raw materials or other advantages we can most advantageously and most economically develop it, we develop it there in the interest of the whole country. We must ensure that there is uniform development all over the country. There may be some raw materials available here, some raw materials available there but we must try so to develop them that we are able to make the fullest use of the potential which is available both in East Pakistan and in West Pakistan. This policy will be seen reflected in the plans that the Planning Board is preparing and which will be placed before the country very soon. It is not a matter in which I am holding out some personal assurance to be fulfilled or not to be fulfilled at some future indefinite date. For the last two years the Planning Board, with the assistance of eminent experts from outside as well as from inside the country, has been engaged in preparing a plan for the whole of the country. I have insisted that these plans should ensure uniform development all over

the country, that they should be prepared in consultation with the Provincial Governments of East Pakistan and West Pakistan and to their satisfaction and should ensure that there is maximum utilization of the resources of the country in the shortest possible time. These plans will be placed before the National Economic Council. I maintain that in that body we have the means of bringing unity and harmony in this very important and vital field. In this Council will be associated Ministers of the Central Government and Ministers of the Provincial Governments and they will work together. It may be said they may disagree; possibly they might, but I have no doubt that reasonable men sitting round the table objectively examining the facts and figures before them and determined to do the best that is possible for the country, will reach an agreement. That has been my own experience, today we sit in the Cabinet Ministers from East Pakistan and Ministers from West Pakistan we examine each proposal on merits in the interest of the whole country, East Pakistan as well as West Pakistan. I have no doubt that if one works in that spirit; one can achieve most valuable results.

There are one or two figures of a general kind, which I would like to mention although I had no intention of entering into this area of controversy. It has been said that the wealth of East Pakistan is being drained away. This is not correct. What does the Centre get from East Pakistan-the contribution from East Pakistan to Central revenues plus the part of the Central loans which comes out of East Pakistan. What is put into East Bengal by the Central Government is through the disbursements of the Central Government on revenue account and capital account plus the loans advanced by the Central Government to the Provincial Government. The outgoings from the Centre are in excess of the Centre's receipts.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Question.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: By many crores. This is the first thing. Secondly about Foreign Exchange. In thinking of Foreign Exchange one has to look not merely at the balance of trade or the balance of merchandise with the rest of the world, but also with the rest of Pakistan. It makes no difference from that point of view whether the goods come from West Pakistan or from any outside sources. From 1949-50 to 1954-55, East Pakistan has had a trade surplus of 136 crores and West Pakistan had a deficit of 40 crores.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Incorrect.

The Honourable Mr. Mohammad Ali: That is the trade deficit taking into account the trade with foreign countries as well as inter-zonal trade. But the balance of trade as everyone knows is a very different thing from what is known as balance of payments. The Balance of Payment takes into account many other items, shipping, insurance, movement of capital, movement of gold and so on. Within a country there are not exact statistics for these movements. It is because of this that no one is in a position to prepare the balance of payments for separate parts of the same country having the same currency system and belonging to a single economy. Remittances and transfers are continually being made and there is no statistical record of this. In the one field in which for some time statistics have been kept namely, gold, the movement has been continually from West Pakistan to East Pakistan. Further, one has to consider the payments made outside

the country for stores, defense equipment; and they come to a very very considerable amount. Then there is the expenditure on Foreign Missions. Import of defense stores into West Pakistan confers no benefits on the economy of West Pakistan. The fact that guns, fire ammunition for training, or vehicles move on the roads of West Pakistan confers no benefit of any kind.

Mr. Abul Mansur Ahmad: Question.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Unproductive defense expenditure which takes away from the resources of the country is not an economic benefit.

The fact of the matter is this, taking a broad view; the bulk of the revenues of the Central Government is raised from West Pakistan and is spent on unproductive defense services. That is the real position. Why does one spend it in a particular place? Not to confer economic benefits. It is spent where forces arc located on strategic considerations. There is another class of unproductive expenditure on the Civil Armed Forces in the Frontier. That again is considerable-and again is unproductive. Now it is maintained that salaries paid to armed forces confer a benefit on West Pakistan. For the last hundred years or so, salaries have been paid to the men drawn from certain districts in West. Pakistan and these districts remains the poorest district in West Pakistan, to this day. In fact, before partition, one used to hear complaints-very frequent complaints-that the British Government deliberately refrained from developing these districts economically, kept them poor, in order to be able to recruit men from there/Money which goes into productive activity is fruitful. The payment of salaries merely in certain poor districts without adding to the productive development in those places confers no benefit and, this can be seen by making a comparison between the districts from which most recruitment is made and the districts, like Lyallpur, Multan and others, where practically no recruitment takes place and which are the richest districts in West Pakistan. Now this is not to say that recruitment should continue to be confined to those areas. I agree wholly with those who maintain that citizens all over the country have a right to take part in the defense of the country. (Hear, hear).

His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani: Duty.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: I agree wholly with that, efforts are being made, and I have intensified those efforts, to make up deficiencies in that respect. When some years ago, a Committee was appointed to go into the question of accelerating recruitment in East Pakistan, the most important recommendation it made was that a Military Academy should be set up in East Pakistan for the training of young men there. Unfortunately, no action had been taken on that, or rather a half-hearted attempt had been made at one time and thus not pursued. I have now sanctioned Rs. 40 lakhs for the construction of the Military Academy and work is being taken in hand immediately.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: The Honorable Leader of the Opposition asked why a Naval Base was not set up in East Pakistan? He perhaps was not aware that I had already passed orders for the establishment of a Naval Base at Chittagong.

Mr. Zahiruddin: Abul Mansur's speech is bearing fruit.

Mr. Abu! Mansur Ahmad: After my speech?

Some Honorable Members: No, no (Laughter).

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Much earlier.

Mr. Zahiruddin: It is after that speech that we have heard about this Rs.40 lakhs.

His Excellency Mr. Mushtaq Ahmad Gurmani: This is unearned credit.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: It was over a month ago or so that I had passed orders about Rs.40 lakhs.

Honourable Deputy Speaker: He was drafting his speech at the time; (Laughter).

The Honourable Mr. Mohammad Ali: Sir, I have given an indication of the firm determination of this Government to do everything possible to develop East Pakistan economically and to do everything that lies in our power, so that East Pakistan may play its due part in the Defense Services.

One incidental advantage I might mention of the unification of West Pakistan is that it has reduced five Provinces to two. Previously, East Pakistan was one of five Provinces and therefore, was competing in demands with the five Provincial Governments. Today, with only, two Provincial Governments, inevitably the demands of East Pakistan and West Pakistan must receive equal consideration. (Hear, hear).

Mr. Abul Mansur Ahmad: With Capital in one.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: This aspect of the matter may not be present to the minds of the members of but it is an evitable consequences and I think it is a good consequence of the unification of West Pakistan.

Mr. Zahiruddin: Just put down parity in the Constitution-honestly.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: Now about Services. I have referred already to the fact that at the time of partition, there were very few officers from Bengal. The policy followed since then has been to recruit on the basis of 20 per cent.-I am talking of the Central Services-20 per cent, on merit; 40 per cent from East Pakistan; 40 per cent from West Pakistan, and the results are that in most of the Superior services today where the ratio was same where near zero at the time of Partition, it ranges from 20 to 25 percent now.

In the Central Secretariat itself, taking Under Secretaries and Deputy Secretaries, East Pakistan officers from about 25 per cent of the total and I am taking special steps to increase the representation of East Pakistan officers in the Central Secretariat. I have no doubt in my mind that within, say, seven years or so, this problem will be forgotten.

Mr. Zahiruddin: We hope you will be there.

The Honorable Mr. Mohammad Ali: That is to say, there will be an adequate number of officers from East Pakistan and from West Pakistan in all the Services and, therefore, any uneasiness or heart-burning that might arise from this disparity which was infinitely more marked the time of partition, will disappear. It is the earnest desire of all of us that it should go. It is only when East Pakistan feels that it is adequately represented in the Administration that it will feel that it is receiving fair treatment. Otherwise, even if there is fair treatment, there is always the suspicion that it is not so. In this matter I recognize that the situation of the Capital in West Pakistan does make a difference and it does lead to difficulties for the people of East Pakistan. We must therefore take steps, by decentralizing administration, to remove or reduce those difficulties as much as possible (Interruptions).

The Honorable Pir All Mohammad Rashidi: The running commentary has become a great nuisance.

Honourable Deputy Speaker: Order, please.

His Excellency Mr. Mustaq Ahmad Gurmani: Pakistan Radio should take advantage of it. This is a useful source.

The Honorable Pir Ali Mohammad Rashidi: No doubt, we shall take advantage of it (Interruptions).

The Honorable Mr. Mohammad Ali: One inevitable consequence is that because of the distance, the feeling of isolation and neglect grows sharp. Exactly the same conditions may prevail in West Pakistan as in East Pakistan and yet the feeling will be greater neglect there. As I have said before, both East Pakistan and West Pakistan are poor. You go inside the country here. Do not look at Karachi. You go inside the country into the villages and you will find that people are living in as great poverty, misery and squalor as anywhere in Pakistan. Karachi gives a misleading picture and those people who merely look at the buildings and mills here are likely to be lead away by the impression that West Pakistan is prospering mightily. But we have, as I said, to develop and to raise the standard of living not merely in the big cities, but in the remotest villages both in East Pakistan and West Pakistan. Our people have to learn Sciences and new techniques and methods of production. They have to receive education. 90 per cent of our people are illiterate. Health services have to be improved. A thousand and one things have to be done. And that is one reason amongst others, why I am very impatient that we should pass the Constitution as early as possible. Let the country concentrate on the real social and economic problems that confront us. Undoubtedly we must provide the basic constitutional framework for the country, but the real problems are those concerned with the welfare of the masses, whether in East Pakistan or in West Pakistan and it is to these problems that all of us have to apply our minds.

If I might, Sir, now turn to some aspects of the Constitution. The dictates of geography make it inevitable that we should have a federal constitution. There is the disability in the situation of the capital. A unitary form of Government would multiply the disabilities a thousand-fold. Therefore, a federal constitution, where the spheres of

activity of the Provincial Government and the Central Government are earmarked, is essential. Even now with the clear ear-marking of these responsibilities in the Government of India Act, 1935, there is a good deal of confusion. The Honorable Leader of the Opposition referred yesterday to projects for improving inland waterways, and for the setting up of canning factories and charged the Central Government with neglect. In fact, they all fall within the provincial sphere. Unfortunately the federal system is not a very easy system of government for people to understand. A unitary government makes it much easier for people to place responsibility. However, our geographical situation is such that a federal constitution is inevitable for us, and in that federal constitution for reasons of geography there must be the maximum of provincial autonomy. But provincial autonomy has meaning and significance only within the framework of a country. Provinces are parts of a country and, therefore, provincial autonomy has to be consistent with the integrity and security and stability of the country. On that matter I am in full agreement with the Leader of the Opposition. I could not improve upon the remarks he made on this subject, and I think anybody looking at the problems of this country in a rational manner would come to the same conclusion.

*   *   *   *   *   *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র	পাকিস্তান গণপরিষদ	২রা মার্চ, ১৯৫৬

THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

Preamble

[2nd March, 1956]

In the name of Allah, Beneficent, the Merciful

WHEREAS sovereignty over the entire Universe belongs to Allah Almighty alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust;

WHEREAS the Founder of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinpah, declared that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice;

AND WHEREAS the Constituent Assembly, representing the people of Pakistan have resolved to frame for the sovereign independent State of Pakistan a constitution;

WHEREIN the State should exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

WHEREIN the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, should be fully observed;

WHEREIN the Muslims of Pakistan should be enabled individually and collectively to order their lives in accordance with the teachings and requirements of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah;

WHEREIN adequate Provision should be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture;

WHEREIN the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan should form a Federation, wherein the Provinces would be autonomous with such limitations on their powers and authority as might be prescribed;

WHEREIN should be guaranteed fundamental rights including rights such as equality of status and of opportunity, equality before law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, and social, economic and political justice, subject to law and public morality;

WHEREIN adequate provision should be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

WHEREIN the independence of the Judiciary should be fully secured;

WHEREIN the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, including its sovereign rights over land, sea and air should be safeguarded;

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

Now, THEREFORE, we the people of Pakistan in our Constituent Assembly this twenty-ninth day of February, 1956, and the seventeenth day of Rajab, 1375, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.

PART I

The Republic and its Territories.

1. **The Republic and its territories-** (l) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan, and is hereinafter referred to as Pakistan.

(2) The territories of Pakistan, shall comprise-

(a) the territories of the Provinces of East Pakistan and West Pakistan;

(b) the territories of States which are in accession with or may accede to Pakistan;

(c) the territories which are under the administration of the Federation but are not included in either Province; and

(d) such other territories as may be included in Pakistan.

Explanation.- In the Constitution, the Province of East Pakistan shall mean the Province known immediately before the Constitution Day as the Province of East Bengal, and the Province of West Pakistan shall mean the Province of West Pakistan set up by the Establishment of West Pakistan Act, 1955.

2. **Administration of territories outside the Provinces. -** Until Parliament by law otherwise provides the President may, by Order, make provision for the government and administration of the territories specified in sub-clauses (b), (c) and (d) of clause (2) of Article 1.

PART II

Fundamental Rights.

3. **Definition of the State.-** In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" include the Federal Government, Parliament, the Provincial Government, the Provincial Legislatures and all local or other authorities in Pakistan.

4. **Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights to be void.-**

(1) Any existing law, or any custom or usage having the force of law, in so far as it is inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part, and any law in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void.

(3) Nothing in this Article shall apply to any law relating to the members of the Armed Forces, or the Forces charged with the maintenance of public order, for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them.

5. **Equality before law.-** (l) All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.

(2) No person shall be deprived of life or liberties save in accordance with law.

6. **Protection against retrospective offences or punishment.-** No person shall be punished for an act which was not punishable by law when the act was done, nor shall any person be subjected to a punishment greater than that prescribed by law for an offence when the offence was committed.

7. **Safeguards as to arrest and detention.-** (l) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply to any person-

(a) who for the time being is an enemy alien; or

(b) who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(4) No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a period exceeding three months unless the appropriate Advisory Board has reported before the expiration of the said period of three months that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention.

Explanation.-In this clause "the appropriate Advisory Board" means, in the case of a person detained under a Central Act or an Act of Parliament, a Board consisting of persons appointed by the Chief Justice of Pakistan, or, in the case of a person detained

under a Provincial Act or an Act of a Provincial Legislature, a Board consisting of persons appointed by the Chief Justice of the High Court for the Province.

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order:

Provided that the authority making any such order may refuse to disclose facts which such authority considers it to be against the public interest to disclose.

8. **Freedom of speech.-** Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the security of Pakistan, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

9. **Freedom of assembly.-** Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order.

10. **Freedom of association.-** Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the. interest of morality or public order.

11. **Freedom of movement and right to hold and dispose of property -** Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, every citizen shall have the right-

(a) to move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof;

(b) to acquire, hold and dispose of property.

12. **Freedom of trade, business or profession.-** Every citizen, possessing such qualifications, if any, as may be prescribed by law in relation to his profession or occupation, shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business:

Provided that nothing in this Article shall prevent-

(a) the regulation of any trade or profession by a licensing system, or

(b) the carrying on, by the Federal or a Provincial Government or by a Corporation controlled by any such Government, of any trade, business, industry or service, to the exclusion, complete or partial, of other persons.

13. **Safeguards as to educational institutions in respect of religion, etc.-** (l) No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction, or take part in any religious ceremony, or attend religious worship, if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own.

(2) No religious community or denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination.

(3) No citizen shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste, or place of birth:

Provided that nothing in this Article shall prevent any public authority from making provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizens.

(4) In respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation.

(5) Every religious community or denomination shall have the right to establish and maintain educational institutions of its own choice, and the State shall not deny recognition to any such institution on the ground only that the management of such institution vests in that community or, denomination.

14. **Non-discrimination in respect of access to public places.-** (l) In respect of access to places of public entertainment or resort, not intended for religious purposes only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex or place of birth.

(2) Nothing in this Article shall prevent the making of any special provision for women.

15. **Protection of property rights.-** (l) No person shall be deprived of his property save in accordance with law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or taken possession of save for a public purpose, and save by the authority of law which provides for compensation therefore and either fixes the amount of compensation or specifies the principles on which and the manner in which compensation is to be determined and given.

(3) Nothing in this Article shall affect the validity of-

(a) any existing law, or

(b) any law permitting the compulsory acquisition or taking possession of any property for preventing danger to life, property or public health, or

(c) any law relating to the administration or acquisition of any property which is or is deemed to be evacuee property under any law, or

(d) any law providing for the taking over by the State for a limited period of the management of any property for the debenefit of its owner.

(4) In clauses (2) and (3), "property" shall mean immovable property, or any commercial or industrial undertaking, or any interest in any such undertaking.

16. **Slavery and forced labor prohibited.-** (l) No person shall be held in slavery.

(2) All forms of forced labor are prohibited, but the State may require compulsory service for public purposes.

17. **Safeguard against discrimination in services.-** (l) No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth:

Provided that for a period of fifteen years from the Constitution Day, posts may be reserved for persons belonging to any class or area to secure their adequate representation in the service of Pakistan:

Provided further that in the interest of the said service, specified posts or services may be reserved for members of either sex.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent any Provincial Government or any local or other authority from prescribing, in relation to any class of service under that Government or authority, conditions as to residence in the Province prior to appointment under that Government or authority.

18. **Freedom to profess religion and to manage religious institutions.-** Subject to law, public order and morality-

(a) every citizen has the right to profess, practice and propagate any religion; and

(b) every religious denomination and every sect thereof has the right to establish, maintain and manage its religious institutions.

19. **Preservation of culture, script, and language.-** Any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve the same.

20. **Abolition of untouchability. -** Untouchability is abolished, and its practice in any forms forbidden and shall be declared by law to be an offence.

21. **Safeguard against taxation for purposes of any particular religion.-** No person shall be compelled to pay any special tax the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own.

22. **Remedies for enforcement of rights conferred by this Part**.- (l) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by his Part.

(3) The right guaranteed by this Article shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution.

(4) The provisions of this Article shall have no application in relation to the Special Areas.

PART III

Directive Principles of State Policy.

23. **Definition of State.-** (1) In this Part, unless the context otherwise requires "the State" has the same meaning as in Part II.

(2) The State shall be guided in the formulation of its policies by the provisions of this Part, but such provisions shall not be enforceable in any court.

24. **Promotion of Muslim unity and international peace.-** The State shall endeavor to strengthen the bonds of unity among Muslim countries, to promote international peace and security, to foster goodwill and friendly relations among all nations, and to encourage the settlement of international disputes by peaceful means.

25. **Promotion of Islamic principles.-** (l) Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the Holy Quran and Sunnah.

(2) The Stale shall endeavor, as respects the Muslims of Pakistan-

(a) to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah ;

(b) to make the teaching of the Holy Quran compulsory;

(c) to promote unity and the observance of Islamic moral standards; and

(d) to secure the proper organization of zakat, wakfs and mosques.

26. **Parochial and other similar prejudices to be discouraged.-** The State shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian, and provincial prejudices among the citizens.

27. **Protection of minorities.-** The State shall safeguard the legitimate rights and interests of the minorities, including their due representation in the Federal and Provincial Services.

28. **Principles of social uplift.-** The State shall endeavor to-

(a) promote, with special care, the educational and economic interests of the people of the Special Areas, the backward classes and the Scheduled Castes;

(b) remove illiteracy, and provide free and compulsory primary education with the minimum possible period:

(c) make provision for securing just and humane conditions of work, ensuring that children and women are not employed in avocations unsuited to their age and sex, and for maternity benefits for women in employment;

(d) enable the people of different areas, through education, training and industrial development, to participate fully in all forms of national activities, including employment in the service of Pakistan;

(e) prevent prostitution, gambling and the taking of injurious drugs; and

(f) prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than for medicinal and. in the case of non-Muslims, religious purposes.

29. **Promotion of social and economic well-being of the people.-** The State shall endeavor to-

(a) secure the well-being of the people, irrespective of caste, creed, or race, by raising the standard of living of the common man, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of the interest of the common man, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees, and tenants;

(b) provide for all citizens, within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure;.

(c) provide for all persons in the service of Pakistan and private concerns social security by means of compulsory social insurance or otherwise;

(d) provide basic necessities of life, such as food, clothing, housing, education and medical relief, for all such citizens, irrespective of caste, creed or race, as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment;

(e) reduce disparity, to a reasonable limit, in the emoluments of persons in the various classes of service of Pakistan; and

(f) eliminate riba as early as possible.

30. **Separation of the Judiciary from the Executive.** — The State shall separate the Judiciary from the Executive as soon as practicable.

31. **Provisions for equal participation in national activities by people of Pakistan.** — (1) Endeavour shall be made by the State to enable people from all parts of Pakistan to participate in the Defense Services of the country.

(2) Steps shall be taken to achieve parity in the representation of East Pakistan and West Pakistan in all other spheres of Federal administration.

PART IV
The Federation.

CHAPTER I.-THE FEDERAL GOVERNMENT

32. **The President.-** (I) There shall be a President of Pakistan, in the Constitution referred to as the president, who shall be elected by an electoral college consisting of the members of the National Assembly and the Provincial Assemblies, in accordance with the provisions contained in the First Schedule.

(2) Notwithstanding anything in Part II, a person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim; nor shall he be so qualified-

(a) if he is less than forty years of age; or

(b) if he is not qualified for election as a member of the National Assembly ; or

(c) if he has previously been removed from the office of President by impeachment under Article 35.

(3) The validity of the election of the President shall not be questioned in any court.

33. **Term of office of President.-** (1) Subject to clause (3) and Article 35 the President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that notwithstanding the expiration of his term, the President shall continue to hold office until 1 his successor enters upon his office.

Provided that notwithstanding the expiration of his term, the President shall continue to hold office until 1 his successor enters upon his office.

(2) No person shall hold office as President for more than two terms.

(3) The President may resign his office by writing under his hand addressed to the Speaker of the National Assembly.

(4) When a vacancy occurs in the office of President by the death, resignation or removal of the President, or by the expiration of the terms of his office, it shall be filled, as soon as may be, in accordance with clause (1) of Article 32.

34. **Promotion of Islamic principles.-** (1) The President shall not hold any office of profit in the service of Pakistan, or any other position carrying the right to remuneration for the rendering of services, but nothing in this clause shall prevent him from holding or managing any private property.

(2) The President shall not be qualified for election as a member of the National or a Provincial Assembly; and if a member of any such Assembly is elected as President his seat in that Assembly shall become vacant on the day on which he enters upon his office.

35. **Impeachment of the Presidents.-** (1) The President may be impeached on a charge of violating the Constitution or gross misconduct.

(2)No such charge shall be preferred unless not less than one-third of the total number of members of the National Assembly give to the Speaker of that Assembly notice of their intention to move a resolution for the impeachment of the President, and no such resolution shall be moved in the Assembly unless fourteen days have expired from the date on which notice of such resolution is communicated to the President.

(3) The President shall have the right to appear and be represented during the consideration of the charge.

(4) If, after the consideration of the charge, a resolution is passed by the National Assembly, but the votes of not less than three-fourths of the total number of members, declaring that the charge has been substantiated, the President shall vacate his office on the day on which the resolution is passed.

(5) Where the Speaker of the National Assembly is exercising the functions of the President under Article 36, the provisions of this Article shall apply subject to the modification that the reference to the Speaker in clause (2) shall be construed as a reference to the Deputy Speaker, and that the reference in clause (4) to the removal from office of the President shall be construed as a reference to the removal of the Speaker from this office as Speaker; and on the passing of a resolution such as is referred to in clause (4) the Speaker shall cease to exercise the functions of President.

36. **Speaker of National Assembly to act as President.-** (1) If a vacancy occurs in the office of President, or if the President is absent from Pakistan or is unable to discharge the duties of his office owing to illness or any other cause, the Speaker of the National Assembly shall exercise the functions of President until a President is elected, or until the President resumes the duties of his office, as the case may be.

(2) For any period during which the Speaker of the National Assembly exercises the functions of President he shall be entitled to the same remuneration and privileges as are admissible to the President, but he shall not, during any such period, exercise any of the functions of the office of the Speaker of a member of the National Assembly, or be entitled to the remuneration and privileges admissible to the Speaker or such a member.

37. **The Cabinet.-** (l) There shall be a Cabinet of Ministers with the Prime Minister at its head, to aid and advice the President in the exercise of his functions.

(2) The question whether any, and if so, what, advice has been tendered by the Cabinet, or a Minister or Minister of State, shall not be inquired into in any court.

(3) The President shall, in his discretion, appoint from amongst the members of the National Assembly a Prime Minister, who, in his opinion, is most likely to command the confidence of the majority of the members of the National Assembly.

(4) Other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers shall be appointed and removed from office by the President, but no person shall be appointed a Minister of State or Deputy Minister unless he is a member of the National Assembly.

(5) The Cabinet, together with the Ministers of State, shall he collectively responsible to the National Assembly.

(6) The Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly.

(7) In the exercise of his functions, the President shall act in accordance with the advice of the Cabinet or the appropriate Minister or Minister of State as the case may be, except in cases where he is empowered by the Constitution to act in his discretion, and except as respects the exercise of his powers under clause (6).

Explanation.- Fox the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of clause (4) the appropriate Minister shall be the Prime Minister.

(8) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the National Assembly shall, at the expiration of that period, cease to be a Minister, and shall not before the dissolution of that Assembly be again appointed a Minister unless he is elected a member of that Assembly.

(9) Nothing in this Article shall be construed as disqualifying the Prime Minister or any other Minister, or a Minister of State or Deputy Minister, for continuing in office during any period during which the National Assembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Prime Minister or other Minister, or as Minister of State or Deputy Minister, during any such period.

38. **Attorney General.-** (1) The President shall appoint an Attorney-General for Pakistan, who shall hold office during the pleasure of the Precedent, shall receive such remuneration as may be determined by the President, and shall perform such duties as may be assigned to him by the President..

(2) No person shall be qualified for appointment as Attorney-General for Pakistan unless he is qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court, but no person shall be appointed as Attorney-General if he is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court.

(3) In the performance of his official duties the Attorney-General shall have a right of audience in all courts in Pakistan.

39. **Extent of executive authority of the Federation.** — (1) The executive authority of the Federation shall vest in the President and shall be exercised by him, either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the Constitution.

(2) The executive authority of the Federation shall extend to all matters with respect to which Parliament has power to make laws:

Provided that, save at expressly provided in the Constitution or in any Act of Parliament which Parliament is, under the Constitution, competent to enact for a

Province, the said authority shall not extend in any Province to any matter with respect to which the Provincial Legislature also has power to make laws.

40. **Supreme Command of the Armed Forces.-** (l) The Supreme Command of the Armed Forces shall vest in the President, and the exercise thereof shall be regulated by law.

(2) Until Parliament makes provision by law in that behalf, the President shall have the power-

(a) to raise and maintain the Naval, Military and Air Forces of Pakistan and the Reserves of such Forces;

(b) to grant Commissions in such Forces; and

(c) to appoint Commanders-in-Chief of the Army, Navy and Air Forces and determine their salaries and allowances.

41. **Conduct of business of the Federal Government.-** (l) All executive actions of the Federal Government shall be expressed to be taken in the name of the President.

(2) The President shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated, and the validity of any order or instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the President.

(3) The President shall also make rules for the allocation and transaction of the business of the Federal Government.

42. **Duties of Prime Minister in relation to President-** It shall be the duty of the Prime Minister-

(a) to communicate to the President all decisions of the Cabinet relating to the administration of the affairs of the Federation and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Federation and proposals for legislation as the President may call for; and

(c) if the President so requires, to submit, for the consideration of the Cabinet any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Cabinet.

CHAPTER II.-THE PARLIAMENT OF PAKISTAN

43. **Parliament of Pakistan.-** There shall be a Parliament of Pakistan consisting of the President and one House, to be known as the National Assembly.

44. **Composition of the National Assembly.-** (1) Subject to the succeeding clauses, the National Assembly shall consist of three hundred members, one half of whom shall

be elected by constituencies in East Pakistan, and the other half by constituencies in West Pakistan.

(2) In addition to the seats for the members mentioned in clause (1), there shall, for a period of ten years from the Constitution day, be ten seats reserved for women members, only of whom five shall be elected by constituencies in East Pakistan, and five by constituencies in West Pakistan; and constituencies shall accordingly be delimited as women's territorial constituencies for this purpose:

Provided that a woman who, under this clause, is a member of the Assembly at the lime of the expiration of the said period of ten years shall not cease to be a member until the Assembly is dissolved.

(3) Parliament may by Act alter the number of members of the National Assembly, provided that equality of representation between East Pakistan and West Pakistan is preserved.

(4) Parliament may by Act provide for the representation in the National Assembly of any territory which is included in a Province after the Constitution Day, but no such Act shall alter the number of members to be elected by constituencies in that Province.

45. **Qualifications and disqualifications for membership.-** (l) A person shall be qualified to be elected to the National Assembly-

(a) if he is not less than twenty-five years of age, and is qualified to be an elector for any constituency for the National Assembly under Article 143; and

(b) if he is not disqualified for being a member by the Constitution or an Act of Parliament.

(2) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Speaker of the National Assembly shall obtain the opinion of the Election Commission and, if the opinion is that the member has incurred any disqualification, his seat shall become vacant.

(3) If any person sits or votes in the National Assembly knowing that he is not qualified for or is disqualified for, membership thereof, he shall be liable in respect of every day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees, which may be recovered from him as a debt due to the Federation.

46. **Bar against double membership.**— (1) No Person shall at the same time be a member of the National Assembly for two or more constituencies.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a Person from being at the same time a candidate for two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within thirty days of his election by the constituency by which he has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Speaker specifying the constituency which he wishes to represent.

all his seats in the National Assembly shall become vacant; but so long as a person is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in the Assembly.

(3) If a member of the National Assembly for one constituency permits himself to be nominated as a candidate for election by another constituency for the Assembly, his seat in respect of the former constituency shall become vacant.

47. **Absence from the National Assembly.-** If a member of the National Assembly is absent from the Assembly, without leave of the Assembly, for sixty consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

48. **Oath of members.-** If a member of the National Assembly fails to make and subscribe an oath or affirmation in accordance with the provisions of the Constitution within a period of six months from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker may, before the expiration of the said period for good cause shown, extend the period.

49. **Resignation of members.-** A member of the National Assembly may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

Meetings and Procedure of the National Assembly.

50.**Duration, summoning, prorogation and dissolution of the National Assembly.-** (1) The President may summon, prorogate or dissolve the National Assembly and shall, when summoning the Assembly, fix the time and place of the meeting:

Provided that at least one session of the National Assembly in each year shall be held at Dacca.

(2) Whenever a Prime Minister is appointed, the National Assembly, if, at the time of the appointment, it is not sitting and does not stand dissolved, shall be summoned so as to meet within two months thereafter.

(3) Unless sooner dissolved, the National Assembly shall stand dissolved on the expiration of five years from the date of its first meeting.

51. **Session of the National Assembly.** — There shall be at least two sessions of the National Assembly in every year, and six months shall not intervene between the last sitting of the Assembly in one session and its first sitting in the next session.

52. **President's address and messages to the National Assembly-** The President may address the National Assembly and may send messages thereto.

53. **Right of Ministers and the Attorney General to address the National Assembly.-** Every Minister and the Attorney-General shall have the right to speak in, and

Other wise take part in the proceedings of the National Assembly, and of any committee thereof of which he may be named a member, but shall not by virtue of this Article be entitled to vote.

54. **Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly.—** (1) The National Assembly shall, as soon as may be, choose two of its members to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

(2) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall vacate his office if he ceases to be a member of the National Assembly, may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the President, and may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of the total number of members thereof; but no resolution for the purpose of this clause shall he moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the National Assembly is dissolved, the Speaker shall not, by virtue of the dissolution, vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

(3) While the office of Speaker is vacant, or the Speaker is acting as President, or is otherwise unable to perform the duties of his office, those duties shall be performed by the Deputy Speaker, or if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the President may appoint for the purpose; and during any absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker, or if he also is absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall act as Speaker.

55. **Rules of procedure, quorum, etc.** — (1) Subject to the provisions of the Constitution—

(a) the procedure of the National Assembly shall be regulated by rules of procedure framed by the Assembly;

(b) a decision in the National Assembly shall be taken by a majority of the members present and voting^ but the person presiding shall not vote except when there is an equality of votes, in which case he shall have and exercise a casting vote;

(c) the National Assembly shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in 'the Assembly shall not be in valid only for the reason that some person who was not entitled to do so, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(2) If at any time during a meeting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than forty members are present, it shall be

the duty of the person presiding either to adjourn the Assembly, or to suspend the meeting until at least forty members are present.

56. **Privileges, etc., members of the National Assembly-** (1) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be questioned in any court.

(2) No officer or member of the National Assembly in whom powers are vested for the regulation of procedure, or the conduct of business, or the maintenance of order in the Assembly, shall, in relation to the exercise by him of any of those powers, be subject to the jurisdiction of any court.

(3) No member of the National Assembly, and no person entitled to speak therein, shall be liable to any proceedings in any court in respect of any thing said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof.

(4) No person shall be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(5) Subject to this Article, the privileges of the National Assembly, the committees and members thereof, and the persons entitled to speak therein may be determined by Act of Parliament.

57. **President's assent to Bills.—** (1) When a Bill has been passed by the National Assembly it shall be presented to the President, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) declare that he withholds assent there from; or

(c) in the case of a Bill, other than a Money Bill, return the Bill to the Assembly with a message requesting that the Bill, or any amendment specified by him in the message be considered.

(2) When the President has declared that he withholds assent from a Bill the National Assembly shall be competent to reconsider the bill, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, it shall be again presented to the President, and the President shall assent thereto.

(3) When the President has returned a Bill to the National Assembly it shall be reconsidered by the Assembly, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by a majority of the total number of members of the Assembly, it shall be again presented to the President, and the President shall assent thereto.

Financial Procedure.

58. **Money Bills.-** (l) In this Part, "Money Bill" means a Bill containing only provisions dealing with all or any of the following matters that is to say-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the borrowing of money, or the giving of any guarantee, by the Federal Government, or the amendment of the law relating to the financial obligations of that Government;

(c) the custody of the Federal Consolidated Fund, the payment of moneys into or the issue or appropriation of moneys from, such Fund;

(d) the imposition of a charge upon the Federal Consolidated Fund, or the abolition or alternation of any such charge;

(e) the receipt of moneys on account of the Federal Consolidated Fund, or the Public Account of the Federation, or the custody or issue of such moneys, or the audit of the accounts of the Federal or a Provincial Government; and

(f) any matter incidental to any of the matters specified in the aforesaid sub-clauses.

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that-

(a) It provides for the imposition or alteration of any fine, or other pecuniary penalty, or for the demand or payment of a license fee, or a fee or charge for any service rendered; or

(b) It provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) Every Money Bill, when it is presented to the President for his assent shall bear a certificate under the hand of the Speaker that it is a Money Bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be questioned in any court.

59. **President's recommendation required for financial measures.-** No Bill or amendment which makes provision for any of the matters specified in clause (1) of Article 58, or which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the revenues of the Federation, shall be introduced or moved in the National Assembly except on the recommendation of the President.

60. **No taxation except by an Act of Parliament.-** No tax shall be levied for the purposes of the Federation except by or under the authority of an Act of Parliament.

61. **Federal Consolidated Fund and the Public Account of the Federation.-** (l) All revenues received by the Federal Government, loans raised by that Government and all moneys received by it in repayment of any loan, shall form part of one consolidated fund, to be known as the Federal Consolidated Fund.

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Federal Government shall be credited to the Public Account of the Federation.

62. **Custody of public moneys of the Federation.-** (l) The custody of the Federal Consolidated Fund, the payment of moneys into such Fund, the withdrawal of moneys there from, the custody of public moneys other than those credited to such Fund received by or on behalf of the Federal Government, their payment into the Public Account of the

Federation and the withdrawal of moneys from such Account, and all matters connected with or ancillary to matters afore said, shall be regulated by Act of Parliament and, until provision in that behalf is so made, by rules made by the President.

(2) All moneys received by or deposited with-

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Federation in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Federal Government;

(b) any court to the credit of any cause, matter, account or person in connection with the affairs of the Federation; shall be paid into the Public Account of the Federation.

63. **Annual Financial Statement.-** (l) The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the National Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the Federal Government for that year, in this Part referred to as the Annual Financial Statement.

(2) The Annual Financial Statement shall show separately—

(a) the sums required to meet expenditure described by the Constitution as Expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Federal Consolidated Fund; and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

64. **Charges on the Federal Consolidated Fund.-** The following expenditure shall be charged upon the Federal Consolidated Fund.

(a) The remuneration payable to the President and other expenditure relating to his office, and the remuneration payable to-

(i) The Judges of the Supreme Court;

(ii) The members of the Federal Public Service Commission;

(iii) The Comptroller and Auditor General;

(iv) The Election Commissioners and Regional Election Commissioners;

(v) The Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly; and

(vi) The members of the Delimitation Commission;

(b) The administrative expenses, including the remuneration payable to officers and servants of the Supreme Court, the Federal Public Service Commission, the department of the Comptroller and Auditor-General, the Election Commission, the Secretarial of the National Assembly, and the Delimitation Commission;

(c) All debt charges for which the Federal Government is liable, including interest, sinking fund charges, the repayment or amortization of capital, and other

expenditure in connection with the raising of loans, and the service and redemption of debt on the security of the Federal Consolidated Fund;

(d) any sums required to satisfy any judgment, decree or award against Pakistan by any court or tribunal; and

(e) any other sums declared by the Constitution or by an Act of Parliament to be so charged.

65. **Procedure relating to Annual Financial statement.-** (l) So much of the Annual Financial Statement as relates to expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund may be discussed in, but shall not be submitted to the vote of the National Assembly.

(2) So much of the Annual Financial Statement as related to other expenditure shall be submitted to the National Assembly in the form of demands for grants, and that Assembly shall have power to assent to, or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President

66. **Appropriation Bill.—** 1) As soon as may be after the grants under the last preceding Article have been made by the National Assembly, there shall be introduced in the Assembly a Bill to provide for appropriation out of the Federal Consolidated Fund of all moneys required to meet- -

(a) the grants so made by the National Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Federal Consolidated Fund, but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the National Assembly.

(2) No amendment shall be proposed in the National Assembly to any such Bill which shall have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made.

(3) Subject to the provisions of the Constitution, no money shall be withdrawn from the Federal Consolidated Fund except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this Article.

67. **Supplementary and Excess Grants.-** If in respect of any financial year it is found-

(a) that the amount authorized to be expended a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the Annual Financial Statement for that year; or

(b) that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year;

the President shall have power to authorize expenditure from the Federal Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon that Fund or not and shall cause to be laid before the National Assembly a Supplementary Financial Statement, or as the case may be, an Excess Financial Statement, setting out the amount of that expenditure, and the provisions of Articles. 63 to 66 shall apply to the aforesaid statements as they apply to the Annual Financial Statement.

68. **Votes on Account, votes of Credit, etc.-** (l) Not withstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the National Assembly shall have power-

(a,) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 65 for the voting of such grant and the passing of law in accordance with the provisions of Article 66 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the Federation when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be specified with the details ordinarily given in an Annual Financial Statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and Parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Federal Consolidated Fund for the purposes for which the said grants are made.

(2) The provisions of Articles 65 and 66 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the Annual Financial Statement and law to be made for the authorization of appropriation of money out of the Federal Consolidated Fund to meet such expenditure.

Legislative Powers of the President.

69. **Promulgation of Ordinances when National Assembly is not in session.-** (l) If at any time, except when the National Assembly is in session, the President is. Satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary, he may make and promulgate such Ordinances' as the circumstances appear to him to require, and any Ordinance so made shall have the like force of law as an Act of Parliament, but the power of making Ordinances under this clause shall be subject to the like restrictions as the power of Parliament to make laws, and any Ordinance made under this clause may be controlled or superseded by any such Act.

(2) An Ordinance promulgated under clause (I) shall be laid before the National Assembly, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the next meeting of the assembly, or if a resolution disapproving it is passed by the Assembly, upon the passing of that resolution.

(3) At any time when the National Assembly stands dissolved, the President may, if he is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, make and promulgate an Ordinance authorizing expenditure from the Federal Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending compliance with the provisions of Articles 63, 65 and 66.

(4) As soon as may be after the date of the reconstitution of the National Assembly, any Ordinance promulgated under clause (3) shall be laid before the Assembly, and the provisions of Articles 63, 65 and 66 shall be complied with within six weeks from that date.

PART V
The Provinces

CHAPTER 1-THE PROVINCIAL GOVERNMENT

70. **The Governors—** (1) There shall be a Governor for each Province who shall be appointed by the President and shall hold office during the pleasure of the President.

(2) No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of Pakistan and is not less than forty years of age.

(3) A Governor may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

(4) Subject to the foregoing provisions of this Article, a Governor shall hold office for a period of five years from the date on which he enters upon his office.

(5) A Governor shall not be a member of the National or a Provincial Assembly, and if a member of any such Assembly is appointed a Governor, his seat in that Assembly shall become vacant on the date on which he enters upon his office.

71. **The Cabinet—** (1) There shall be a Cabinet of Ministers with the Chief Minister at its head, to aid and advise the Governor in the exercise of his functions.

(2) The question whether any, and if so, what, advice has been tendered by the Cabinet or a Minister to the Governor shall not be inquired into in any Court.

(3) The Governor shall, in his discretion appoint from amongst the members of the Provincial Assembly a Chief Minister, who, in his opinion, is most likely to command the confidence of the majority of the members of the Provincial Assembly.

(4) Other Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries shall be appointed and removed from office by the Governor, but no person shall be appointed a Deputy Minister or Parliamentary Secretary unless he is a member of the Provincial Assembly.

(5) The Cabinet shall be collectively responsible to the Provincial Assembly.

(6) The Chief Minister shall hold office during the pleasure of the Governor, but the Governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Chief Minister does not command the confidence of the majority of the member of the Provincial Assembly.

(7) In the exercise of his functions, the Governor shall act in accordance with the advice of the Cabinet or the appropriate Minister, as the case may be, except in cases where he is empowered by the Constitution to act in his discretion, and except as respects the exercise of his powers under clause (6).

Explanation—For the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of clause (4) the appropriate Minister shall be the Chief Minister.

(8) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Provincial Assembly shall at the expiration of that period, cease to be a Minister, and shall not before the dissolution of that Assembly be again appointed a Minister unless he is elected a member of that Assembly.

(9) Nothing in this Article shall be construed as disqualifying the Chief Minister or any other Minister, or a Deputy Minister or Parliamentary Secretary, for continuing in office during any period during which the Provincial Assembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Chief Minister or other Minister or as Deputy Minister or Parliamentary Secretary, during any such period.

72. **The Advocate-General for the Province.-** (l) The Governor shall appoint an Advocate-General for the Province, who shall hold office during the pleasure of the Governor, shall receive such remuneration as may be determined by the Governor, and shall perform such duties as may be assigned to him by the Governor.

(2) No person shall be qualified for appointment as Advocate-General unless he is qualified for appointment as a Judge of a High Court, but no person shall be appointed as Advocate-General if he is or has been a judge of the Supreme Court or of a High Court.

(3) A person shall not hold office as Advocate-General after he has attained the age of sixty-five years.

73. Extent of executive authority of a Province.-(l) The executive authority of a Province shall vest in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him, in accordance with the Constitution.

(2) Except as expressly provided in the Constitution, the executive authority of a Province shall extend to all matters with respect to which the Provincial Legislature has power to make laws.

74. **Conduct of business of the Provincial Governmental.-** (1) All executive actions of the Government of a Province shall be expressed to be taken in the name of the Governor thereof.

(2) The Governor shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated, and the validity of any order or instrument so authenticated shall not be questioned in any court on the ground that it was not made or executed by the Governor.

(3) The Governor shall also make rules for the allocation and transaction of the business of the Provincial Government.

75. Duties of Chief Minister in relation to Governor.-It shall be the duty of the Chief Minister of each Province-

(a) to communicate to the Governor of the Province all decisions of the Cabinet relating to the administration of the affairs of the Province and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Province and proposals for legislation as the Governor may call for; and

(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Cabinet any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Cabinet.

CHAPTER II-THE PROVINCIAL LEGISLATURE

76. The Provincial Legislature.-There shall be a Provincial Legislature for each Province consisting of the Governor and one House, to be known as the Provincial Assembly.

77. **Composition of Provincial Assembly.—** (1) Subject to the succeeding clauses each Provincial Assembly shall consist of three hundred members.

(2) In addition to the seats in each Provincial Assembly for the members mentioned in clause (1), there shall, for a period of ten years from the Constitution Day, be ten seats reserved in each Provincial Assembly for women members only; and constituencies shall accordingly be delimited as women's territorial constituencies for this purpose:

Provided that a women who, under this clause, is a member of a Provincial Assembly at the time of the expiration of the said period of ten years, shall not cease to be a member until the Assembly is dissolved.

(3) Parliament may by Act alter the number of the members of the Provincial Assemblies, provided that the number of members of the two Assemblies shall remain equal.

(4) Parliament may, with the consent of a Provincial Assembly, by Act provide for the representation in that Assembly of any territory which is included in the Province after the Constitution Day but no such Act shall alter the number of members of the Assembly.

(5) Until the fourteenth day of October, 1956, the number of members of the Provincial Assembly of the Province of West Pakistan elected by constituencies in the territory which, immediately before the commencement of the Establishment of West Pakistan Act, 1955, constituted the Province of Punjab shall not be more than two-fifths of the total number of members of that Assembly.

78. **Qualifications and disqualifications for membership-** (1) A person shall be qualified be he elected to a Provincial Assembly-

(a) if he is not less than twenty-five years of age and is qualified to be an elector for any constituency for the Provincial Assembly under Articles 143; and

(b) if he is not disqualified for being a member by the Constitution or an Act of Parliament.

(2) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Speaker of the Provincial Assembly shall obtain the opinion of the Election Commission and, if the opinion is that the member has incurred any disqualification, his seat shall become vacant.

(3) If any person sits or votes in a Provincial Assembly knowing that he is not qualified for, or is disqualified for, membership thereof, he shall be liable in respect of every day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees, which may be recovered from him as a debt due to the Province.

79. **Bar against double membership**— (I) No person shall at the same time be a member of the National Assembly and of a Provincial Assembly, and if a person has been elected as a member both of the National Assembly and of a Provincial Assembly, and does not, within thirty days of his election to the Assembly to which has been elected last, resign one of his seats, his seat in the Provincial Assembly shall become vacant.

(2) No person shall at the same time be a member of both the Provincial Assemblies, and if a person has been elected as a member of both the Assemblies and does not, within thirty days of his election to the second Assembly, resign one of this seats, his seats in both the Assemblies shall become vacant.

(3) No person shall at the same time be a member of a Provincial Assembly for two or more constituencies; but nothing in this clause shall prevent a person from being at the same time a candidate for two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within thirty days of his election by the constituency by which he has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Speaker specifying the constituency which he wishes to represent, all his seats in the Assembly shall become vacant; but so long as a person is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in the Assembly.

(4) If a member of a Provincial Assembly for one constituency permits himself to be nominated as a candidate for election by another constituency for the Assembly, his seat in respect of the former constituency shall become vacant.

80. **Absence from Provincial Assembly.-** If a member of a Provincial Assembly is absent from the Assembly, without leave of the Assembly, for sixty consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

81. **Oath of Members-** If a member of a Provincial Assembly fails to make and subscribe an oath or affirmation in accordance with the provisions of the Constitution within a period of six months from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker may before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

82. **Resignation of members.-** A member of Provincial Assembly may resign his seat by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

Meetings and Procedure of Provincial Assembly.

83. **Duration, summoning, prorogation and dissolution of a Provincial Assembly.—** (1) The Government may summon, prorogue or dissolve the Provincial Assembly and shall, when summoning the Assembly, fix the time and place of the meeting.

(2) Whenever a Chief Minister of a Provincial Government is appointed, the Provincial Assembly, if, at the time of the appointment, it is not sitting and does not stand dissolved, shall be summoned so as to meet within two months thereafter.

(3) Unless sooner dissolved, a Provincial Assembly shall stand dissolved on the expiration of five years after the date, of its first meeting.

84. **Sessions of Provincial Assembly.-** There shall be at least two sessions of a Provincial Assembly in every year, and six months shall not intervene between the last sitting of the Assembly in one session, and its first sitting in the next session.

85. **Governor's address and messages to the Provincial Assembly.-** The Governor of a Province may address the Provincial Assembly and may send messages thereto.

86. **Right of Ministers and the Advocate-General to address a Provincial Assembly.-** Every Minister and the Advocate-General of a Province shall have the right to speak in, and otherwise take part in the proceedings of, the Provincial Assembly, and of any committee thereof of which he may be named a member, but shall not by virtue of this Article be entitled to vote.

87. **Speaker and Deputy Speaker.-** (1) Every Provincial Assembly shall, as soon as may be, choose two of its members to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

(2) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall vacate his office if he ceases to be a member of the Provincial Assembly, may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Governor, and may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of the total number of members thereof; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided that whenever the Provincial Assembly is dissolved the Speaker shall not, by virtue of the dissolution, vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

(3) While the office of Speaker is vacant, or the Speaker is for any reason unable to perform the duties of his office, those duties shall be performed by the Deputy Speaker, or if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose; and during any absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker, or if he also is absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall act as Speaker.

88. **Rules of procedure, quorum etc.-** (l) Subject to the provisions of the Constitution-

(a,) the procedure of a Provincial Assembly shall be regulated by rules of procedure framed by the Assembly;

(b) a decision in a Provincial Assembly shall be taken by a majority of the members present and voting; but the person presiding shall not vote except when there is an equality of votes, in which case he shall have and exercise a casting vote;

(c) a Provincial Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceeding in the Assembly shall not be invalid only for the reason that some person who was not entitled to do so sat or voted, or otherwise took part in the proceedings.

(2) If at any time during a meeting of the Provincial Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than forty members are present, it shall be the duty of the person presiding either to adjourn the Assembly, or to suspend the meeting until at least forty members are present.

89. **Privileges, etc., of the members of the Provincial Assembly.-** (I) The validity of any proceedings in a Provincial Assembly shall not be questioned in any court.

(2) No officer or member of a Provincial Assembly in whom powers are vested for the regulation of procedure, or the conduct of business, or the maintenance of order in the Assembly, shall, in relation to the exercise by him of any of those powers, be subject to the jurisdiction of any court.

(3) No member of a Provincial Assembly, and no person entitled to speak therein, shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof.

(4) No person shall be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by or under the authority of a Provincial Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(5) Subject to this Article, the privileges of a Provincial Assembly, the committees and members thereof, and the persons entitled to speak therein may be determined by Act of the Provincial Legislature; but such privileges may not exceed those conferred on the National Assembly, its committees and members, and the persons entitled to speak therein.

90. **Governor's assent to Bills.—** (1) When a Bill has been passed by a Provincial Assembly it shall be presented to the Governor, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) reserve the Bill for the consideration of the President; or

(c) declare that he withholds assent from the Bill; or

(d) in the case of a Bill other than a Money Bill, return the Bill to the Assembly with a message requesting that the Bill or any specified provision thereof, be reconsidered, and that any amendments specified by him in the message be considered.

(2) When the Governor has reserved a Bill for the consideration of the President it shall be presented to the President, who shall, within ninety days,-

(a) assent to the Bill; or

(b) declare that he withholds assent there from.

(3) When the Governor has declared that he withholds assent from a Bill, the Provincial Assembly shall be competent to reconsider the Bills, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, it shall be again presented to the Governor, and the Governor shall assent thereto.

(4) When the Governor has returned a Bill to the Provincial Assembly it shall be reconsidered by the Assembly, and if it is again passed, with or without amendment, by the Assembly, by a majority of the total number of members of the Assembly, it shall be again presented to the Governor, and the Governor shall assent thereto.

Financial Procedure

91. **Money Bills.—** (1) In this Part "Money Bill" means a Bill containing only provisions dealing with all or any of the following matters, that is to say-

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the borrowing of money, or the giving of any guarantee, by the Provincial Government, or the amendment of the law relating to the financial obligations of that Government;

(c) the custody of the Provincial Consolidated Fund, the payment of moneys into, or the issue or appropriation of moneys from, such Fund;

(d) the imposition of a charge upon the Provincial Consolidated Fund, or the abolition or alteration of any such charge;

Ce) the receipt of moneys on account of the Provincial Consolidated Fund, or the Public Account of the Province, or the custody or issue of such moneys; and

(f) any matter incidental to any of the matters specified in the aforesaid sub-clauses.

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that-

(a) it provides for the imposition or alteration of any fine or other pecuniary penalty, or for the demand or payment of a license fee, or a fee, or charge for any service rendered; or

(b) it provides for the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) Every Money Bill, when it is presented to the Governor for his assent shall bear a certificate under the hand of the Speaker that it is a Money Bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be questioned in any court.

92. **Governor's recommendation required for financial measures.-** No Bill Of amendment which makes provision for any of the matters specified in clause (1) of Article 91, or which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Province, shall be introduced or moved in a Provincial Assembly except on the recommendation of the Governor.

93. **No taxation except by Act of the Provincial Legislature.-** No tax shall be levied for the purposes of a Province except by or under the authority of an Act of the Provincial Legislature.

94. **Provincial Consolidated Fund and the Public Account of the Province.-** (l) All revenues received by a Provincial Government, all loans raised by that Government, and all moneys received by it in repayment of any loan, shall form part of one consolidated fund, to be known as the Provincial Consolidated Fund.

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Provincial Government shall be credited to the Public Account of the Province.

95. **Custody of public moneys in a Province.—** (1) The custody of the Provincial Consolidated Fund, the payment of moneys into such Fund, the withdrawal of moneys

there from, the custody of public moneys other than those credited to such Fund received by or on behalf of the Provincial Government, their payment into the Public Account of the Province, and the withdrawal of moneys from such Account, and all matters connected with or ancillary to matters aforesaid, shall be regulated by Act of the Provincial Legislature and, until provision in that behalf is so made, by rules made by the Governor.

(2) All moneys received by or deposited with-

(a) any officer employed in connection with the affairs of a Province in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Provincial Government;

(b) any court to the credit of any cause, matter, account or person in connection with the affairs of the Province;

shall be paid into the Public Account of the Province.

96. **Annual Financial Statement.-** (1) The Governor shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the Provincial Assembly a statement of the estimated receipts and expenditure of the Provincial Government for that year, in this part referred to as the Annual Financial Statement.

(2) The Annual Financial Statement shall show separately

(a) the sums enquired to meet expenditure described by the Constitution as expenditure charged upon the Provincial Consolidated Fund; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Provincial Consolidated Fund;

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

97. **Charges on the Provincial Consolidated Fund.-** The following expenditure shall be charged on the Provincial Consolidated Fund:-

(a) the remuneration payable to the Governor other expenditure relating to his office, and the remuneration payable to—

(i) the Judges of the High Court;

(ii) the members of the Provincial Public Service Commission; and

(iii) the Speaker and Deputy Speaker of the Provincial Assembly;

(b) the administrative expenses, including the remuneration payable to officers and ervants, of the High Court, the Provincial Public Service Commission, and the Secretariat of the Provincial Assembly;

(c) all debt charges for which the Provincial Government is liable including interest, sinking fund charges, the repayment or amortization of capital and

other expenditure in connection with the raising of loans and the service and redemption of debt on the security of the Provincial Consolidated Fund;

(d) any sums required to satisfy any judgment, decree or award against the Province by any court, or tribunal; and

(e) any other sums declared by the Constitution or by an Act of the Provincial Legislature to be so charged.

98. **Procedure relating to Annual Financial Statement.-** (1) So much of the Annual Financial Statement as relates to expenditure charged upon the Provincial Consolidated Fund may be discussed in, but shall not be submitted to the vote of, the Provincial Assembly.

(2) So much of the Annual Financial Statement as relates to other expenditure shall be submitted to the Provincial Assembly in the form of demands for grants, and that Assembly shall have power to assent to, or to refuse to assent to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

99. **Appropriation Bill.-** (l) As soon as may be after the grants under the last preceding Article have been made by the Provincial Assembly there shall be introduced in the Assembly a Bill to provide for appropriation out of the Provincial Consolidated Fund of all moneys required to meet-

(a) the grants so made by the Provincial Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Provincial Consolidated Fund; but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the Provincial Assembly.

(2) No amendment shall be proposed in the Provincial Assembly to any such Bill which shall have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made.

(3) Subject to the provisions of the Constitution, no money shall be with drawn from the Provincial Consolidated Fund except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this Article.

100. **Supplementary Excess Grants.-** If in respect of any financial year it is found-

(a) that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the Annual Financial Statement for that year; or

(b) that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year;

the Governor shall have power to authorize expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not and shall cause to be laid before the Provincial Assembly a Supplementary Financial Statement, setting out the amount of that expenditure, and the provisions of Articles 96 to 99 shall apply to the aforesaid statements as they apply to the Annual Financial Statement.

101. **Votes on Account, votes of Credit, etc.-** (l) notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the Provincial Assembly shall have power-

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 98 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 99 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the Province when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be specified with the details ordinarily given in an Annual Financial Statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and the Provincial Legislature shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Provincial Consolidated Fund for the purposes for which they said grants are made.

(2) The provisions of Articles 98 and 99 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the Annual Financial Statement and law to be made for the authorization of appropriation of money out of the Provincial Consolidated Fund to meet such expenditure.

Legislative Powers of the Governor

102. **Promulgation of Ordinances when Provincial Assembly is not in session.—** (1) If at any time, except when the Provincial Assembly is in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary, he may make and promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require, and any Ordinance so made shall have the like force of law as an Act of the Provincial Legislature; but the power of making Ordinances under this clause shall be subject to the like restrictions as the power of the Provincial Legislature to make laws, and any Ordinance made under this clause may be controlled or superseded by any such Act:

Provided that the Governor shall not, without previous instructions from the President promulgate any such Ordinance if an Act of the Provincial Legislature containing the same provision would, under the Constitution, have been invalid unless it had received the assent of the President.

(2) An Ordinance promulgated under clause (1) shall be laid before the Provincial Assembly and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the next meeting of the Assembly, or if a resolution disapproving it is passed by the Assembly, upon the passing of that resolution.

(3) At any time when the Provincial Assembly stands dissolved, the Governor may, if he is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, make and promulgate an Ordinance authorizing expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending compliance with the provisions of Articles 96, 98 and 99.

(4) As soon as may be after the date of the reconstitution of the Provincial Assembly, any Ordinance promulgated under clause (3) shall be laid before the Assembly; and the provisions of Articles 96, 98 and 99 shall be complied with within six weeks from that date.

Excluded and Special Areas

103. **Excluded Areas.-** (l) In this Article the expression "excluded area" means an area which was an excluded area immediately before the Constitution Day.

(2) The executive authority of a Province shall extend to any excluded area therein but, notwithstanding anything in the Constitution, no Act of a Provincial Legislature shall apply to an excluded area unless the Governor by public notification so directs, and in giving such a direction with respect to any Act he may direct that the Act shall in its application to the area, or any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the direction.

(3) The Governor may make regulations for the peace and good government of any excluded area in the Province, and any such regulations may repeal or amend any Act of Parliament, or of the Provincial Legislature, or any other law in force in the area:

Provided that no regulation repealing or amending an Act of Parliament shall take effect until it has been approved by the President.

(4) The President may by Order direct that the whole or any specified part of an excluded area shall cease to be an excluded area, and any such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper.

104. **Special Areas.-** (l) The executive authority of the Province of West Pakistan shall extend to the Special Areas, but notwithstanding anything in the Constitution, no Act of Parliament or of the Provincial Legislature shall apply to a Special Area or to any part thereof unless the Governor, with the previous approval of the President, so directs, and in giving such a direction with respect to any Act the Governor may direct that the Act shall, in its application to a Special Area, or to any specified pait thereof, have effect subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction.

(4) Parliament shall have power to make laws with respect to matters enumerated in the Provincial List, except for a Province or any part thereof.

107.Power (2) The Governor may with the previous approval of the President, make regulations for the peace and good government of a Special Area, or any part thereof, and any regulation so made may repeal or amend any Act of Parliament, or of the Provincial Legislature, or any other law in force in the Area.

(3) The President may, from time to time, give such directions to the Governor relating to the whole or any part of a Special Area as he may deem necessary, and the Governor shall, in the exercise of his functions under this Article, comply with such directions.

(4) The President may, at any time, by Order, direct that the whole or any part of a Special Area shall cease to be a Special Area, and any such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper:

Provided that before making any Order under this clause, the President shall ascertain, in such manner as he considers appropriate, the views of the people of the area concerned.

PART VI

Relations between the Federation and the Provinces.

CHAPTER I-LEGISLATIVE POWERS

105. **Extent of Federal and Provincial laws.-** Subject to the provisions of the Constitution, Parliament may make laws, including laws having extraterritorial operation, for the whole or any part of Pakistan, and a Provincial Legislature may make laws for the Province or any part thereof.

106. **Subject matter of Federal and Provincial laws.-** (l) Notwithstanding anything in the two next succeeding clauses, Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Federal List.

(2) Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and subject to clause (1) a Provincial Legislature also, shall have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent List.

(3) Subject to clauses (1) and (2) , a Provincial Legislature shall have exclusive power to make laws for a Province or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in the Provincial List.

(4) Parliament shall have power to make laws with respect to matters enumerated in the provincial list, except for a province or any part thereof.

107. **Power of Parliament to legislate for Provinces by consent.-** If it appears to the Provincial Assemblies to be desirable that any of the matters enumerated in the

Provincial List, or any matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule should be regulated in the Provinces by Act of Parliament and if resolutions to that effect are passed by the Provincial Assemblies, it shall be lawful for Parliament to pass an Act regulating that matter accordingly, but any Act so passed may, as respects any Province, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that Province.

108. **Power of Parliament to give effect to International agreements, etc.-** Parliament shall have power to make laws for the whole or any part of Pakistan for implementing any treaty agreement or convention between Pakistan and any other country, or any decision taken at any international body, notwithstanding that it deals with a matter enumerated in the Provincial List or a matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule:

Provided that no law under this Article shall be enacted except after consultation with the Governor of the Province to which the law is to be applied.

109. **Residuary Power of Legislation -** Subject to the provisions of Articles 107 and 108, the Provincial Legislature shall have exclusive power to make laws with respect to any matter not enumerated in any list in the Fifth Schedule, including any law imposing a tax not mentioned in any such list; and the executive authority of the Province shall extend to the administration of any law so made.

110. **Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Provincial Legislature.-**(1) If any provision of an Act of a Provincial Legislature is repugnant to any provision of an Act of Parliament, which Parliament is competent to enact, or to any provision of any existing law with respect to any of the matters enumerated in the Concurrent List, then subject to the provisions of clause (2), the Act of Parliament, whether passed before or after the Act of the Provincial Legislature, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the Act of the Provincial Legislature shall, to be extent of the repugnancy, be void.

(2) where an Act of a Provincial Legislature with respect to any of the matters in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier Act of Parliament or an existing law with respect to that matter, then if the Act of the Provincial Legislature, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent, the Act of the Provincial Legislature shall prevail in the Province concerned, but nevertheless Parliament may at any time enact any law with respect to the same matter, amending or repealing the law so made by the Provincial Legislature.

111. **Provisions as to recommendations.—** (1) Where under any provision of the Constitution the previous recommendation of the President on of a Governor is required to the introduction of a Bill or the moving of an amendment, the making of the recommendation shall not preclude him from exercising subsequently in regard to the Bill in question any powers conferred on him by the Constitution with respect to the withholding of assent to, or the returning or reservation of Bills.

(2) No Act of Parliament or a Provincial Legislature, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some previous recommendation was not made, if assent to that Act was given—

(a) where the previous recommendation required was that of the Governor, either by the Governor, or by the President; and

(b) where the previous recommendation required was that of the President, by the President.

CHAPTER II—FINANCIAL PROVISIONS.

112. **Property of the Federal and Provincial Governments exempted from taxes.-** (l) The Government of a Province shall not be liable to taxation under any Act of parliament in respect of land or buildings situated in Pakistan, or income accruing, arising or received in Pakistan:

Provided that where a trade or business of any kind is carried on by or on behalf of the Government of a Province outside that Province, nothing in this Article shall exempt that government from any Federal Taxation in respect of that trade or business, or any operation connected therewith, or any income arising in connection therewith, or any property occupied for the purposes thereof.

(2) Property vested in the Federal Government shall, save in so far as an Act of Parliament may otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by, or by any authority within a Province.

(3) Nothing in this Article shall prevent the imposition of fees for services rendered.

113. **Exemption from taxes on electricity-** Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no Act of a Provincial Legislature shall impose or authorize the Imposition of a tax upon the consumption or sale of electricity which is consumed by the Federal Government, and any Act a Provincial Legislature imposing or authorizing the imposition of a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Federal Government for consumption by that Government shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

114. **Grants-in-aid to Provinces -** Parliament may by law make grants-in-aid of the revenues of a Province which may be in need of assistance.

115. **Borrowing by the Federation.-** The executive authority of the Federation shall extend to borrowing upon the security of the Federal Consolidated Fund within such limits, if any, as may be determined by Act of Parliament, and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so determined.

116. **Loans to and borrowing by the Provinces:-** (l) Subject to the provisions of this Article the executive authority of a province shall extend to borrowing upon the security of the Provincial Consolidated Fund within such limits, if any as may be determined by Act of the Provincial Legislature, and to the giving of guarantees within such limits, If any, as may be so determined.

(2) The Federal Government may, subject to such conditions if any, as it may think fit to impose, make loans to, or, so long as any limits determined under the last preceding Article are not exceeded give guarantees in respect of loans raised by, a Province and any sums required for the purpose of making loans to a Province shall be charged on the Federal Consolidated Fund.

(3) A Province may not without the consent of the Federal Government borrow outside Pakistan, nor without the like consent raise any loan if there is still outstanding any part of a loan made to the Province by the Federal Government or in respect of which a guarantee has been given by the Federal Government.

(4) A consent under this Article may be granted subject to such conditions if any as the Federal Government may think fit to impose, but no such consent shall be unreasonably withheld, nor shall the Federal Government refuse, if sufficient cause is shown, to make a loan to, or to give a guarantee in respect of a loan raised-by, a Province, or seek to impose in respect of any of the matters aforesaid any condition Which is unreasonable; and, if any dispute arises whether a refusal or consent, or a refusal to make a loan or to give a guarantee or any condition insisted upon, is or is not justifiable, the dispute shall be settled in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

117. **Taxes on professions, trades, callings and employments.-** (l) Notwithstanding anything contained in Article 106, no Provincial law relating to taxes for the benefit of a Province or of a municipality, district board, local board, or other local authority therein in respect of professions, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

(2) The total amount payable in respect of any one person to a Province or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the Province by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed fifty rupees per annum.

(3) The fact that a Provincial Legislature has power to make laws as afore said with respect to taxes on professions, trades, callings and employments shall not be construed as limiting in relation to professions, trades, callings and employments, the generality of the entry in the Federal List relating to taxes on income.

118. **National Finance Commission.-** (l) As soon as may be after the Constitution Day, and thereafter at intervals not exceeding five years, the President shall constitute a National Finance Commission consisting of the Minister of Finance of the Federal Government, the Ministers of Finance of the Provincial Governments, and such other

persons as may be appointed by the President after consultation with the Governors of the Provinces.

(2) It shall be the duty of the National Finance Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the distribution between the Federation and the Provinces of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3);

(b) the making of grants-in-aid by the Federal Government to the Governments of the Provinces;

(c) the exercise by the Federal Government and Provincial Governments of the borrowing powers conferred by the Constitution; and

(d) any other matter relating to finance referred to the Commission by the President.

Explanation.—In this Article "net proceeds" means, in relation to any tax, the proceeds thereof reduced by the cost of collection.

(3) The taxes referred to in paragraph (a) of clause (2) are the following taxes raised under the authority of Parliament namely:-

(a) export duty on jute and cotton, and any other specified export duty;

(b) taxes on income other than corporation tax;

(c) specified duties of Federal excise;

(d) taxes on sales and purchases; and

(e) any other specified tax.

(4) As soon as may be after receiving the recommendations of the National Finance Commission, the President shall by Order specify, in accordance with the recommendations of the Commission under sub-clause (a) of clause (2), the share of the net proceeds of the taxes mentioned in clause (3) which is to be allocated to each Province, and that share shall be paid to the Government of the Province concerned, and shall not form part of the Federal Consolidated Fund.

(5) The recommendations of the National Finance commission, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, shall be laid before the National Assembly and the Provincial Assemblies.

119. **Inter-Provincial trade-** No Provincial Legislature or Provincial Government shall have power-

(a) to pass any law, or take any executive action, prohibiting or restricting the entry into, or export from, the Province of goods of any class or description; or

(b) to impose any taxes, cesses, tools or dues which, as between goods manufactured or produced in the Province and similar goods not so manufactured or produced, discriminate in favor of the former, or which, in the case of goods manufactured or produced outside the Province, discriminate between goods manufactured or produced in any locality and similar goods produced in any other locality:

Provided that no Act of a Provincial Legislature which imposes any reasonable restriction in the interest of public health, public order or morality shall be invalid under this Article if it is otherwise valid under the Constitution; but any Bill for this purpose passed by the Provincial Assembly shall be reserved for the assent of the President, and shall not become law unless the President assents thereto.

CHAPTER III. —AUDIT AND ACCOUNTS

120. **Comptroller and Auditor-General of Pakistan.-** (l) There shall be a Comptroller and Auditor-General of Pakistan, who shall be appointed by the President.

(2) The terms and conditions of service and the term of office of the Comptroller and Auditor-General shall be determined by Act of Parliament, and until so determined, by rules made by the President.

121. **Removal of the Comptroller and Auditor-General and ineligibility for further service.-** (l) A person who has held office as Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further appointment in the service of Pakistan.

(2) The Comptroller and Auditor-General shall not be removed from office before the expiration of the term of his office except on the like grounds and in the like manner, as a judge of a High Court.

122. **Duties and powers of Comptroller and Auditor-General.-** The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers, in relation to the expenditure and accounts of the Federation and of the Provinces, as may be provided by Act of Parliament.

123. **Form of public accounts.-** The accounts of the Federation and of the Provinces shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor-General may, with the approval of the President, prescribe.

124. **Reports of Comptroller and Auditor-General.-** The reports of the Comptroller and Auditor-General relating to the Accounts of the Federation shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the National Assembly, and his reports relating to the accounts of a Province shall be submitted to the Governor, who shall cause them to be laid before the Provincial Assembly.

CHAPTER IV -ADMINISTRATIVE RELATIONS BETWEEN THE FEDERATIONS AND THE PROVINCES.

125. **Protection of Provinces by Federation.-** It shall be the duty of the Federal Government to protect each Province against external aggression and internal disturbance, and to ensure subject to the provisions of Part XI, that the Government of every Province is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

126. **Directions to Provincial Governments in certain cases.-** (l) The executive authority of every Province shall be so exercised-

(a) as to ensure compliance with Acts of Parliament and existing laws which apply to that Province, and

(b) as not to impede or prejudice the exercise of the executive authority of the Federation.

(2) The executive authority of the Federation shall extend to. the giving such directions to a Province as may appear to the Federal Government to be necessary for the purposes of clause (1), and the said authority shall also extend to the giving of directions to a Province-

(a) as to the construction and maintenance of means of communication declared in such direction to be of national or military importance;

(b) as to the measures to be taken for the protection of railways within the Province;

(c) as to the manner in which the executive authority of the Province is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace of tranquility or economic life of Pakistan, or any part thereof; and

(d) as to the carrying into execution in the Province of any Act of Parliament which relates to a matter enumerated in Part II of the Concurrent List and authorizes the giving of such directions.

(3) Where in carrying out any direction given to a Province under sub. clauses (a) and (b) of clause (2), costs have been incurred in excess of those which would have been incurred by the Provincial Government in the discharge of the normal duties of that Government if such direction has not been given, there shall be paid by the Federal Government to the Provincial Government such sums as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

127. **Delegation of Powers to Provinces.—** (1) Notwithstanding anything in the Constitution, the President may, with the consent of a Provincial Government, entrust either conditionally or unconditionally to that Government, or to any officer thereof, functions in relation to any matter to which the executive authority of the Federation extends.

(2) An Act of Parliament may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which a Provincial Legislature has not the power to make laws, confer powers and impose duties, or authorize the conferment of powers and the imposition of duties, upon a Province or officers or authorities thereof.

(3) Where by virtue of this Article powers and duties have been conferred or imposed upon a Province, or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Federal Government to the Provincial Government such sums as may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129, in respect of any extra costs incurred by the Provincial Government in connection with the exercise of those powers and duties.

128. **Acquisition of land for federal purposes.-** The Federal Government may, if it deems it necessary to acquire any land situates in a Province for any purpose connected with a matter with respect to which Parliament has Power to make laws, require the Provincial Government to acquire the land on behalf, and at the expense of the Federal Government or, if the land belongs to the Province, to transfer it to the Federal Government on such terms may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

129. **Settlement of disputes.-** (l) Any dispute between the Federal Government and one or both Provincial Governments, or between the two Provincial Governments, which under the law or the Constitution is not within the jurisdiction of the Supreme Court, may be referred by any of the Governments involved in the dispute to the Chief Justice of Pakistan, who shall appoint a tribunal to settle the dispute.

(2) Subject to the provisions of any Act of Parliament, the practice and procedure of any such tribunal, including the fees to be charged and the award of costs, shall be determined by rules made by the Supreme Court and approved by the President.

(3) The report of the tribunal shall be forwarded to the Chief Justice who shall determine whether the purpose for which the tribunal was appointed has been carried out, and shall return the report to the tribunal for re-consideration if he is of opinion that the purpose has not been carried out, and when the report is in order the Chief Justice shall forward the report to the President who shall make such order as may be necessary to give effect to the report.

(4) Effect shall be given in a Province to any order made under this Article by the President, and any Act of the Provincial Legislature which is repugnant to the order shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(5) An order by the President under this Article may be varied by the President in accordance with an agreement made by the parties concerned.

130. **Inter-Provincial Council.-** If at any time it appears to the President that the public interest would be served by the establishment of an Inter Provincial Council charged with the duty of-

(a) Investigating and discussing subjects in which the Provinces, or the Federation and one or both of the Provinces, have a common interest; or

(b) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject;

the President may, with the consent of the Governors of the Provinces establish such a Council and define the nature of the duties to be performed by it, and its organization and procedure.

131. **Broadcasting.-** (l) notwithstanding anything in the Constitution it shall be competent to the Provincial Government to construct and use transmitters with respect to broadcasting in the Province:

Provided that when a Provincial Government constructs and uses transmitters in the Province, it shall be entitled to a part of the net proceeds of the fees received by the Federal Government in respect of the use of any receiving apparatus in the Province, in such proportion as may be agreed or, in default of agreement, as may be determined in accordance with the procedure prescribed in Article 129.

(2) Any Act of Parliament with respect to broadcasting shall be as to secure that effect can be given to the foregoing provisions of this Article.

(3) Nothing in this Article shall be construed as restricting the powers conferred on the President by the Constitution for the prevention of any grave menace to the peace or tranquility of Pakistan or any part thereof.

132. **Transfer of railways to Provincial control.-** (l) Parliament may by law provide for the transfer of the railways in each Province to the Government of the Province or to an authority constituted in the Province for that purpose, and for all conditions, reservation and other matters appertaining to the said transfer; and until a transfer made by or under any such law takes effect railways shall remain within the purposes of the Government of the Federation, and Parliament shall, notwithstanding anything contained in Article 106, have exclusive power to make laws with respect thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in Article 196, a Provincial Legislature shall not have power to make any law affecting any provisions of a law made under clause (1).

PART VII
Property Contracts and Suits

133. **Property accruing by escheat or lapse or as *bona vacantia*.—** Any property which has no rightful owner or which but for the enactment of the Constitution, would have accrued to Her Majesty by escheat or lapse, or as ***bona vacantia*** for want of a rightful owner, shall if it is a property situates in a Province, vest in the Provincial Government, and shall, in any other case, vest in the Federal Government:

Provided that any property which at the date when it would have accrued to Her Majesty was in the possession or under the control of the federal Government or a Provincial Government shall, according as the purposes for which it was then held were purposes of the Federation or of a Province, vest in the Federal Government or the Provincial Government, as the case may be.

134. **Power to acquire and dispose of property and make contracts.-** (l) The executive authority of the Federation and of each Province shall extend to the purchase or acquisition of property for their respective purposes, and any such property shall vest in the Federal Government or, as the case may be, in the Provincial Government.

(2) the executive authority of the Federation and of each Province shall extend to the transfer by grant, sale, mortgage or otherwise of property vested in the Federal Government or the Provincial Government, as the case may be, and to the making of contracts.

(3) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters of Pakistan shall vest in the Federal Government.

135. **Contracts.—** (1) All contracts made in the exercise of the executive authority of the Federation or of a Province shall be expressed to be made by the President or the Governor of the Province, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that authority shall be executed on behalf of the President, or the Governor, by such person and in such manner as he may direct or authorize.

(2) Neither the President nor the Governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed in pursuance of any provisional of the Constitution, or of any Federal or Provincial law, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof:

Provided that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Federal Government or the Government of a Province.

136. **Suits and Proceedings.-** The Federal Government may sue and be sued by the name of Pakistan, and the Government of a Province may sue and be sued by the name of the Province.

PART VIII
Elections

137. **Composition of Election Commission and Regional Commissions.-** (l) There shall be an Election Commission consisting of a Chief Election Commissioner, who shall be the Chairman of the Commission, and such number of other Election Commissioners as the President may determine.

(2) The Chief Election Commissioner and every other Election Commissioner shall be appointed by the President.

(3) The President may, after consultation with the Election Commission, appoint such Regional Election Commissioners as he may consider necessary, to assist the Election Commission in the discharge of its functions under this Part.

(4) In the exercise of his functions under this Article the President shall act in his discretion.

138. **Conditions of service of Election Commissioners and Regional Election Commissioners.-** (1) The conditions of service of the Election Commissioners and Regional Election Commissioners shall be determined by act of Parliament, and until so determined, by rules made by the President.

(2) The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except on the like grounds and in the like manner as a Judge of a High Court, But any other Election Commissioner or a Regional Election Commissioner may be removed from his office by the President, in his discretion, after consultation with the Chief Election Commissioner.

(3) The term of office of the Election Commissioners and Regional Election Commissioners shall be five years:

Provided that no such Commissioner shall continue to hold office after he has attained the age of sixty-five years.

(4) On the expiration of his term of office-

(a) the Chief Election Commissioner shall be eligible for re-appointment for one further term of office, but shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan.

(b) any other Election Commissioner shall be eligible for re-appointment as Chief Election Commissioner, But shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan; and

(c) a Regional Election Commissioner shall be eligible for re-appointment for one further term of office, or for appointment as an Election Commissioner, but shall not otherwise be eligible for any appointment in the service of Pakistan.

139. **Assistance to election Commission.-** (I) it shall be the duty of all executive authorities in the Federation and in the Provinces to assist the Election Commission in the discharge of its functions, and for this purpose the President may, after consultation with the Election Commission, issue such directions as he may consider necessary.

(2) When so requested by the Election Commission, it shall be the duty of the Federal Government and of each Provincial Government to make available to the Commission, such staff as may be necessary for the discharge of its functions, and in the event of any

disagreement as to what staff is necessary for this purpose the question shall be decided by the President in his discretion.

140. **Function of Election Commission.-** The Election Commission shall be charged with the duty of-

(a) preparing electoral rolls for elections to the National Assembly and the Provincial Assemblies, and revising such rolls annually; and

(b) Organizing and conducting elections to the National Assembly and the Provincial Assemblies.

141. **Time of election and by-election.-** Whenever the National Assembly or a Provincial Assembly is dissolved, a general election for the reconstitution of the Assembly shall be held not later than six months from the date of dissolution; and whenever a casual vacancy occurs in any such Assembly, a by-election to fill the vacancy shall be held not later than three months from the date of the occurrence of the vacancy:

Provided that the Chief Election Commissioner may, if in his opinion climatic conditions so require, hold a by-election at any time after three months, but not later than six months, from the date of the occurrence of the vacancy.

142. Delimitation Commission (1) The President may from time to time constitute a Delimitation Commission consisting of a Chairman who is, or has been a Judge of a High Court, and two other members who shall not be members of the National Assembly or of a Provincial Assembly.

(2) The Chairman and other members of the Delimitation Commission shall be appointed by the President for such period as the President may fix, shall hold office during the pleasure of the President, and shall be entitled to such remuneration and privileges as may be determined by the President.

(3) In the exercise of his functions under the two preceding clauses the President shall act in his discretion.

(4) The Delimitation Commission shall have power to delimit territorial constituencies for election to the National Assembly and Provincial Assemblies and shall publish lists of such constituencies by public notification.

(5) The validity of anything done by or under the authority of the Delimitation Commission shall not be called in question in any court.

143. **Qualifications of electors.-** (l) A person shall be entitled to be an elector in a constituency if-

(a) he is a citizen of Pakistan;

(b) he is not less than twenty-one years of age on the first day of January in the year in which the preparation or revision of the electoral roll commences;

(c) he is not declared by a competent court to be unsound mind;

(d) he has been resident in the constituency for a period of not less than six months immediately preceding the first day of January in the year in which the preparation or revision of the electoral roll commences;

(e) he is not subject to any disqualification imposed by the Constitution or Act of Parliament.

(2) Until Parliament by Act otherwise provides, the word "resident" for the purposes of this Article, shall have the same meaning as in the Fourth Schedule.

144. **Electoral laws.-** Subject to the provisions of the Constitution, Parliament may by Act provide for-

(a) the delimitation of constituencies, the preparation of electoral rolls, the determination of objections and the commencement of electoral rolls;

(b) the conduct of elections and election petitions; the decision, of doubts and disputes arising in connection with elections;

(c) matters relating to corrupt practices and other offences in connection with elections; and

(d) all other matters necessary for the due constitution of the National assembly and Provincial Assemblies;

but no such law shall have the effect of taking away or a bridging any of the powers

of the Election Commission under this Part.

145. **Principal of electorate-** Parliament may, after ascertaining the views of the Provincial Assemblies and taking them into consideration, by Act provide whether elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of joint electorate or separate electorate, and may in any such Act provide for all matters incidental and consequential thereto.

146. **Election Tribunals-** No election to the National Assembly or a Provincial Assembly shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided by Act of Parliament.

147. **Special provisions for Special Areas-** Nothing in this Part shall apply to the Special Areas; but the President may by Order make such provision for the representation of the Special Areas in the National Assembly and the Provincial Assembly of West Pakistan as he may think fit.

PART IX
The Judiciary

CHAPTER I.-THE SUPREME COURT

148. **Establishment and constitution of the Supreme Court-** There shall be a Supreme Court of Pakistan consisting of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan and not more than six other Judges:

Provided that Parliament may by Act increase the number of other Judges beyond six.

149. Appointment of Judges of Supreme Court.-(l)A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan, and-

(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or two or more High Courts in succession: or

(b) has been for at least fifteen years an advocate or a pleader of a High Court, or of two or more High Courts.

(3) For the purpose of computing any such period as is referred to in sub clause (a) of clause (2) there shall be included any period during which a person has been a Judge of a High Court in Pakistan before the Constitution Day.

(4) For the purpose of computing any such period as is referred to in sub clause (b) of clause (2) there shall be included any period during which a person was an advocate or a pleader of a High Court in Pakistan before the Constitution Day or of any High Court in British India.

150. **Age of retirement and disabilities of Judges of Supreme Court.-** (l) Subject to Articles 151 and 173, a Judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of sixty-five years.

(2) A person who has held official as a permanent Judge of the Supreme Court shall not plead or act before any court or authority in Pakistan.

151. **Removal of Judges of Supreme Court -** (1) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President made after an address by the National Assembly, supported by the majority of the total number of members of the Assembly and by the votes of not less than two-thirds of the members present and voting, has been presented to the President for the removal of the Judge on the ground of proved misbehavior or infirmity of mind or body:

Provided that no proceedings for the presentation of the address shall be initiated in the National Assembly unless notice of the motion to present the address is supported by not less than one-third of the total number of members of the Assembly.

(2) Parliament may by law prescribe the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of misbehavior or infirmity of mind or body of a Judge, and until such a law is made the President may by order prescribe the said procedure.

152. **Temporary appointment of Chief Justice.-** If the office of Chief Justice of Pakistan becomes vacant, or if the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the Chief Justice has resumed his duties, as the case may be, be performed by such one of the other Judges of the Supreme Court as the President may appoint as Acting Chief Justice.

153. **Temporary appointment of acting puisne judges.-** When any Judge of the Supreme Court is appointed to act temporarily as Chief Justice of Pakistan, or when any such Judge is unable to perform his duties on account of absence through grant of leave or for any other reason, the President may appoint a Judge of a High Court, who is qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court, to act temporarily as a Judge of that court, and the person so appointed shall be deemed to be a Judge of the Supreme Court until the President revokes the appointment.

154. **Appointment of adhoc Judges.-** If at any time for want of a quorum of the Judges of the Supreme Court it is not possible to hold or continue any sittings of the Court, the Chief Justice of Pakistan may, in writing, require a Judge of a High Court qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to attend the sittings of the Court as an adhoc Judge for such period as may be necessary; and while so sitting such as hoc Judge shall have the same power and jurisdiction as a Judge of the Supreme Court;

Provided that no Judge shall be so nominated by the Chief Justice of Pakistan without previous consultation with the Chief Justice of the High Court concerned.

155. **Scat of the Supreme Court.-** The Supreme Court shall sit in Karachi and at such other places as the Chief Justice of Pakistan may, with the approval of the President, from time to time appoint:

Provided that toe Court shall sit in Dacca at least twice in every year, for such period as the Chief Justice of Pakistan may deem necessary.

156. **Original jurisdiction of the Supreme Court.-** (1) Subject to the provisions of the constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other Court, have original jurisdiction in any dispute between-

(a) the Federal Government and the Government of one or both Provinces; or

(b)the Federal Government and the Government of a Province on the one side, and the Government of the other Province on the other; or

(c) the Governments of the Provinces, if and is so far as the dispute involves

(i) any question whether of law or of fact, on which the, existence or extent of a legal right depends; or

(ii) any question as to the interpretation of the Constitution.

(2) The Supreme Court in the exercise of its original jurisdiction shall not pronounce any judgment other than a declaratory judgment.

157. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in matters involving interpretation of Constitution.-** (l) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment decree or final order of a High Court in civil, criminal or other proceedings if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution.

(2) Where High Court has refused to give such a certificate, the Supreme Court may, if it is satisfied that the Case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, grant special leave to appeal for such judgment, decree or final order.

(3) Where such a certificate is given or such leave is granted, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided, and with the leave of the Supreme Court, on any other ground.

158. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in civil matters.-** (l) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in civil proceedings-

(a) if the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was, and also in dispute on appeal is, not less than fifteen thousand rupees or such other sum as may be specified in that behalf by Act of Parliament; or

(b) if the judgment, decree or final order involves directly or indirectly some claim or question respecting property of the like amount or value; or

(c) if the High Court certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court.

(2) Notwithstanding anything in this Article, no appeal shall, unless an Act of Parliament otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of a Judge of a High Court sitting alone.

159. **Appellate jurisdiction of the Supreme Court in criminal matters.-** An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence of a High Court in criminal proceedings, if the High Court-

(a,) has on appeal reversed an order to acquittal of an accused person and sentenced him to death or to transportation for life; or

(b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority, and has in such trial convicted the accused person and sentenced him as aforesaid; or Court; or

(c) certifies that the case is a fit one for appeal the Supreme Court; or

(d) has imposed any punishment on any person for contempt of the High Court:

Provided that where a certificate is issued under paragraph (c) of this Article an appeal shall lie subject to such rules as may be made in that behalf under paragraph 3 of the Third Schedule, and to such other rules, not inconsistent with the aforesaid rules, as may be made in that behalf by the High Court.

160. **Appeal to the Supreme Court by Special leave of the Court.-** Notwith-standing anything in this Part, the Supreme Court may grant special leave to appeal from any judgment, decree, order or sentence of any court or tribunal in Pakistan, other than a court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

161. **Review of judgments or orders by the Supreme Court.-** The Supreme Court shall have power, subject to the provisions of any Act of Parliament and of any rules made by the Supreme Court, to review any judgment pronounced, or order made, by it.

162. **Advisory Jurisdiction of Supreme Court.-** If any time it appears to the President that a question of law has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report its opinion thereon to the President.

163. **Enforcement of the decrees and orders of the Supreme Court and powers of the Supreme Court.-** (I) The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts in Pakistan.

(2) All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court.

(3) The Supreme Court shall have power to issue such directions, orders, decrees or writs as may be necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any such direction, order, decree or writ shall be enforceable throughout Pakistan, and shall be executed as if it had been issued by the High Court of the appropriate Province.

(4) If a question arises as to which High Court shall give effect to a direction, order, decree or writ of the Supreme Court, the decision of the Supreme Court hereon shall be final.

(5) The Supreme Court shall have power to issue any order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document.

(6) Any order of Her Majesty-in-Council made before the Constitution Day on an appear or petition shall be enforceable as if it were an order issued by the Supreme Court.

164. **Interpretation.-** In this part, references to any substantial question of law as to the interpretation of the Constitution shall include references to any substantial question

of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935, or the Indian Independence Act, 1947, including any enactment amending or supplementing the said Acts or any Order made under the said Acts.

CHAPTER II-THE HIGH COURTS

165. **Constitution of High Courts.-** (l) There shall be a High Court for each Province.

(2) The High Court for the Provinces of East Bengal and West Pakistan functioning immediately before the Constitution Day shall be deemed to be High Court, under the Constitution, for the Provinces of East Pakistan and West Pakistan, respectively.

(3) A High Court shall consist of a Chief Justice and such number of other Judges as the President may determine.

166. **Appointment of High Court Judges.-** (l) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President, after consultation with the Chief Justice of Pakistan the Governor of the Province to which the appointment relates, and if the appointment is not that of the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court of that Province. .

(2) Subject to Articles 169 and 173, a Judge of a High Court shall hold office until he attains the age of sixty years.

(3) A person who has held office as a permanent Judge of a High Court shall not plead or act before that court or any court or authority within its jurisdiction.

167. **Qualifications of High Court judges.-** (l) A person shall not be qualified for appointment of a Judge of a High Court unless he is a citizen of Pakistan and-

(a) has been for at least ten years, an advocate or a pleader of a High Court, or of two more High Courts; or

(b) is a member of the Civil Service of Pakistan of at least ten years standing, who has for at least three years served as, or exercised the powers, of a District Judge; or

(c) has for at least ten years held a Judicial office in Pakistan:

Provided that a person shall not be qualified for appointment as a permanent Chief Justice of a High Court unless-

(i) he is, or when first appointed to a Judicial office, was, an advocate or a pleader in a High Court; or

(ii) he has served for not less than three years as a Judge of a High Court in Pakistan;

Provided further that a person who was immediately before the Constitution Day a Judge of a High Court shall not be disqualified from continuing as such on the ground only that he is not a citizen of Pakistan.

(2) For the purpose of computing any period referred to in sub-clause (a) of clause (1) there shall be included-

(a) any period during which a person has held Judicial office after he became an advocate or a pleader; and

(b) any period during which a person was an advocate or a pleader of a High Court in British India.

(3) For the purpose of computing any period referred to in sub-clause (c) of clause (1) there shall be included any period during which a person held Judicial Office in British India.

168. **Temporary appointment of Chief Justice and judges of High Court.-** (l) If the office of the Chief Justice of a High Court becomes vacant, or if any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, those duties shall, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the Chief Justice has resumed his duties, as the case may be, be performed by such one of the other Judge of the Court the President may appoint as acting Chief Justice.

(2) If the office of any other Judge of a High Court becomes vacant, or if any such Judge is appointed to act temporarily as a Chief Justice or is by reason of absence, or otherwise, unable to perform the duties of his office, the President may appoint a person qualified for appointment as a Judge of a High Court to act as a Judge of that Court, and the person so appointed shall unless the President revokes his appointment, be deemed to be a Judge of that Court, until some person permanently appointed to the vacant office has entered on the duties thereof, or until the permanent Judge has resumed his duties.

169. **Removal of Judge of High Courts.-** A Judge of a High Court shall not be removed from his office except by an order of the President made on the ground of misbehavior or infirmity of mind or body, if the Supreme Court on reference being made to it by the President, reports that the Judge ought to be removed on any of those grounds.

170. **Power of High Courts to issue certain writs, etc.-** Notwithstanding anything in Article 22, each High Court shall have power, -throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority including in appropriate cases any Government, directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, ***quo warranto*** and ***certiorari,*** for the enforcement of any of the right conferred by Part II and for any other purpose.

171. **Power of High Court to transfer cases to itself from subordinate courts:-** If a High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a

substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case from that court and may:-

(a) either dispose of the case itself; or

(b) determine the said question of law, and return the case to the court from which the case has been so withdrawn, together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

172. **Transfer of High Court judges.-** (l) The President may transfer a judge of a High Court from one High Court to the other High Court, but no such Judge shall be transferred except with his consent and after consultation with the Chief Justice of Pakistan and the Chief Justice of the High Court of which he is a Judge.

(2) When a Judge is so transferred, he shall during the period for which he serves as a Judge of the High Court to which he has been transferred, be entitled to such compensatory allowance, in addition to his salary, as the President may by order determine.

CHAPTER III-GENERAL PROVISIONS AS TO THE SUPREME COURT AND HIGH COURTS.

173. **Resignation of judges of Supreme Court and High Courts.-** A Judge of the Supreme Court or of a High Court may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

174. **Ineligibility of Supreme Court and High Court judges for employment as Governor-** A person who is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court, shall not be eligible for appointment as Governor of a Province.

175. **Remuneration, etc., of judges of the Supreme Court and High Courts.-** (l) The remuneration and other conditions of service of a Judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be varied to his disadvantage during his tenure of office.

(2) Subject to Article 151, the conduct of a Judge of the Supreme Court or of a Judge of a High Court shall not be discussed in the National or a Provincial Assembly.

176. **Supreme Court and High Courts to be courts of record.-** The Supreme Court and each High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the power to make any order for the investigation or punishment to any contempt of itself.

177. **Application of Third Schedule.-** Until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the Third Schedule shall apply in relation to the Supreme Court and High Courts in respect of matters specified therein.

178. Exclusion of the Supreme Court and High Court jurisdiction from Special Areas.-Notwithstanding anything in the Constitution, neither the Supreme Court nor a High Court shall, unless Parliament by law otherwise provides, exercise any jurisdiction under the Constitution in relation to the Special Areas.

PART X

CHAPTER I. —SERVICES

179. **Conditions of service of persons in the service of Pakistan.-** (l) No person who is not a citizen of Pakistan shall be eligible to hold any office in the service of Pakistan :

Provided that the President, or in relation to a Province, the Governor, may authorize the temporary, employment of a person who is not a citizen of Pakistan :

Provided further that a person who is, immediately before the Constitution Day, a servant of the Crown in Pakistan shall not be disqualified from holding any office in the service of Pakistan on the ground only that he is not a citizen of Pakistan.

(2) Except as expressly provided by the Constitution, the appointment and conditions of service of persons in the service of Pakistan may be regulated by Act of the appropriate legislature.

180. **Tenure of office of persons employed in public services.-** Except as expressly provided by the Constitution-

(a) every person who is a member of a defence service, or of a civil service of the Federation, or of an All Pakistan Service or holds any post connected with defence, or a civil post in connection with the affairs of the Federation, shall hold office during the pleasure of the President; and

(b) every person who is a member of a civil service of a Province or holds any civil post in connection with the affairs of a Province, other than a person mentioned in paragraph (a) of this article, shall hold office during the pleasure of the Government.

181. **Dismissal, disciplinary matters, etc.-** (l) No person who is a member of a civil service of the Federation or of a Province or of an All-Pakistan Service, or holds a civil post in connection with the affairs of the Federation, or of a Province, shall be dismissed or removed from service, or reduced in rank, by an authority subordinate to that by which he was appointed.

(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed from service, or reduced in rank, until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him:

Provided that this clause shall not apply—

(a) where a person is dismissed or removed from service or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(b) where an authority empowered to dismiss or remove from service a person, or to reduce him in rank, is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority, it is not reasonably practicable to give that person an opportunity of showing cause; or

(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied, for reasons to be recorded by him, that in the interest of the security of Pakistan or any part thereof, it is not expedient to give to that person such an opportunity.

182. **Recruitment and conditions of service.-** (l) Except as expressly provided by the Constitution or an Act of the appropriate legislature, appointments to the civil services of, and civil post in the service of, Pakistan shall be made-

(a) in the case of services of the Federation and posts in connection with the affairs of the Federation, by the President or such person as he may direct;

(b) in the case of Services of a Province and Posts in connection with the affairs of a Province, by the Governor of the Province, or such person as he may direct.

(2) Except as expressly provided by the Constitution, or an Act of the appropriate legislature, the conditions of service of persons serving in a civil capacity shall, subject to the provision of this Article he such as may be prescribed-

(a) in the case of persons serving in connection with the affairs of the Federation, by rules made by the President, or by some person authorized by the President to make rules for the purpose;

(b) in the case of persons serving in connection with the affairs of a Province, by rules made by the Governor of the Province, or by some person authorized by the Governor to make rules for the purpose:

Provided that it shall not be necessary to make rules regulating the conditions of service of persons employed temporarily on the constitution that their employment may be terminated on one month's notice or less; and nothing in this clause shall be construed as requiring the rules regulating the conditions of service of any class of persons to extend to any matter which appears to the rule-making authority to be a matter not suitable for regulation by rule in the case of that class:

Provided further that no such Act as is referred to in this clause shall contain anything inconsistent with the provisions of clause (3).

(3) The rules under clause (2) shall be so framed as to secure-

(a) that the tenure and conditions of service of any person to whom this Article applies shall not be varied to his disadvantage; and

(b) that every such person shall have at least one appeal against any order which-

(i) punishes or formally censures him; or

(ii) alters or interprets to his disadvantage any rule affecting his conditions of

service; or

(iii) terminates his employment otherwise than upon his reaching the age fixed for superannuation:

Provided that when any such order is the order of the President or the Governor, the person affected shall have no right of appeal, but may apply for review of that order.

183. **All-Pakistan Services.-** (I) In the Constitution "All-Pakistan Services" means the services common to the Federation and the provinces which were the All-Pakistan Services immediately before the Constitution Day.

(2) Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to the All-Pakistan Services.

(3) Articles 182 and 188 shall apply to the All-Pakistan Services as they apply to Services of the Federation.

(4) No member of All-Pakistan service shall be transferred to a Province to serve in connection with the affairs of that Province, or be transferred from that Province, except by order of the President made after consultation with the Governor of that Province.

(5) While a member of an All-Pakistan Service is serving in connection with the affairs of a Province his promotion and transfer within that Province find the initiation of any disciplinary proceedings against him in relation to his conduct in that Province, shall take place by order of the Governor of that Province.

CHAPTER II—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

184. **Public Service Commission's-** (l) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Federation, and a Public Service Commission for each Province.

(2) The Public Service Commission for the Federation, if requested so to do by the Governor of a Province, may with the approval of the President exercise all or any of the functions of the Public Service Commission of the Province.

(3) Where the Federal Public Service Commission is exercising the functions of a Provincial Public Service Commission in respect of any matter, references in the Constitution or in any Act to the Provincial Public Service Commission shall, unless the context otherwise requires, be construed, in relation to that matter, as reference to the Federal Public Service Commission.

185. **Composition of Public Service Commissions.-** In the case of the Federal Public Service Commission the President, and in the case of a Provincial Public Service Commission the Governor, may by regulations determine-

(a) the number of members of the Commission and their conditions of service; and

(b) the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service.

186. **Appointment, etc., of members of Public Service Commissions.-** (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Public Service Commission by the President in his discretion, and in the case of a Provincial Public Service Commission by the Governor of the Province in his discretion.

(2) Not less than one half of the members of a Public Service Commission shall be persons who have held office in the service of Pakistan for not less than fifteen years.

Explanations.—For the purposes of this Article the service of Pakistan shall be deemed to include the service of the Crown in British India, and the service of the Crown in Pakistan before the Constitution Day.

(3) The term of office of the Chairman and other members of the Provincial Public Service Commission shall be five years.

(4) Any member of a Public Service Commission may resign his office by writing under his hand addressed, in the case of the Federal Public Service Commission to the President, and in the case of a Provincial Public Service Commission to the Governor.

(5) On ceasing to hold office-

(a) the Chairman of the Federal Public Service Commission shall not be eligible for further employment in the service of Pakistan;

(b) the Chairman of a Provincial Public Service Commission shall be eligible for appointment as Chairman or other member of the Federal Public ervice Commission, or as Chairman of another Provincial Public Service Commission, but shall not be eligible for any other employment in the service of Pakistan; and

(c) a member of a Public Service Commission, other than the Chairman thereof, shall be eligible for appointment as Chairman or other member of any Public Service Commission other than that on which he has already served, but shall not be eligible for any other employment in the service of Pakistan:

Provided that a person who is a member of a Public Service Commission may be appointed as Chairman of that Commission for the unexpired term of his office.

187. **Removal of the members of Public Service Commissions.-** (l) A member of a Public Service Commission shall not be removed from office except on the ground of misbehavior or infirmity of mind or body.

(2) A member of the Federal Public Service Commission shall not be removed from office except in the manner applicable to a Judge of a High Court.

(3) A member of a Provincial Public Service Commission shall not be removed from office except by an order of the Governor of the Province made in a case where the Supreme Court, on reference having been made to it by the Governor, has reported that the member ought to be removed on a ground such as is mentioned in clause (1).

188. **Function of Public Service Commissions.-** (l) It shall be the duty of the Federal Public Service Commission and a Provincial Public Service Commission to conduct examinations for appointment to the services and posts connected with the affairs of the Federation, or the Province, as the case may be.

(2) The President, in respect of services and posts in connection with affairs of the Federation, and the Governor of a Province, in respect of services and posts in connection with the affairs of the Province, may make regulations specifying the matters in which generally or in any particular class of case, or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted; but, subject to such regulations, the appropriate Public Service Commission shall be consulted

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and posts, and qualifications of candidates for such services and posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another, and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;

(c) on all disciplinary matters affecting a person in the service of the Federal or a Provincial Government in a civil capacity, including compulsory retirement whether for disciplinary reasons or otherwise, and memorials or petitions relating to such matters;

(d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Federal or a Provincial Government in a civil capacity that any costs incurred by him in defending any legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purported to be done in the execution of his duty should be paid out of the Federal Consolidated Fund or the Provincial Consolidated Fund, as the case may be;

(e) on any proposal to withhold a special or additional pension or to reduce an ordinary pension; and

(f) on any claim for the award of a pension or allowance in respect of injuries sustained while serving under the Federal or a Provincial Government in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award;

and it shall be the duty of the Public Service Commission to advise on any matter so referred to them, and on any other matter which the President or the Governor, as the case may be, may refer to the Commission.

(3) Where under the Constitution or any law, rules are made for regulating the appointment or conditions of service of persons in the service of Pakistan, but not under the control of the Federal Government or a Provincial Government, such rules may provide for consultation with the appropriate Public Service Commission; and, subject to any express provision of the Constitution or of the said law, clause (2) shall apply mutatis mutandis.

189. **Power to extend functions of Public Service Commissions.**- An Act of Parliament may provide for the exercise of additional functions by the Federal Public Service Commission, and an Act of a Provincial Legislature may provide for the exercise of additional functions by the Provincial Public Service Commission.

190. **Reports of Public Service Commissions.-** (1) It shall be the duty of the Federal Public Service Commission to present to the President annually a report on the work done by the Commission, and the President shall cause a copy of the report to be laid before the National Assembly; and it shall be the duty of each Provincial Public Service Commission to present to the Governor annually a report on the work done by the Commission, and the Governor shall cause a copy of the report to be laid before the Provincial Assembly.

(2) The report shall be accompanied by a memorandum setting out- .

(a) the cases, if any, in which the advice of the Commission was not accepted and the reasons therefore;

(b) the matters, if any, on which the Commission ought to have been consulted, but was not consulted, and the reasons therefore.

PART XI

Emergency Provisions.

191. **Proclamation of emergency account of war, internal disturbance, etc.-** If the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security or economic life of Pakistan, or any part thereof, is threatened by war or external aggression, or by internal disturbance beyond the power of a Provincial Government to control, he may issue a Proclamation of Emergency in this Article referred to as a Proclamation.

(2) While Proclamation is in operation notwithstanding anything in the Constitution-

(a) Parliament shall have power to make laws for a Province, or any part thereof, with respect to any matter not enumerated in the Federal or the Concurrent List;

(b) the executive authority of the Federation shall extend to the giving of directions to a Province as to the manner in which the executive authority of the Province is to be exercised; and

(c) the President may by Order assume to himself or direct the Governor of a Province to assume on behalf of the President, all or any of the functions of the

Government of the Province, and all or any of the powers vested in, or exercisable by anybody or authority in the Province other than the Provincial Legislature, and make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the Constitution relating to any body or authority in the Province:

Provided that nothing in sub-clause (c) shall authorize the President to assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on his behalf, any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend either in whole or in part the operation of any provisions of the Constitution relating to High Courts.

(3) The Power of Parliament to make laws for a Province with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Federation, of officers and authorities of the Federation, as respects that matter.

(4) Nothing in this Article shall restrict the power of a Provincial Legislature to make any law which under the Constitution it has power to make, but if any provision of a Provincial law is repugnant to any provision of a Federal law, which Parliament has under this Article power to make, the Federal law, where passed before, or after the Provincial law, shall prevail and the Provincial law, shall, to the extent of the repugnancy, but so long only as the Federal law continues to have effect, be void.

(5) A law made by Parliament which Parliament would not but for the issue of a Proclamation have been competent to make, shall, to the extent of the incompetencey, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation has ceased to operate, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

(6) A Proclamation shall be laid before the National Assembly as soon as conditions made it practicable for the President to summon that Assembly, and if approved by the Assembly, shall remain in force until it is revoked, or if disapproved, shall cease to operate from the date of disapproval.

(7) A Proclamation declaring that the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression may be made before the actual occurrence of war or any such aggression if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.

192. **President's power to suspend fundamental rights etc., during emergency period.-** (1) While a Proclamation issued under Article 191 is in operation, the President may. by Order, declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by Part II as may be specified in the Order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so specified, shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force.

(2) While a Proclamation issued under Article 191 is in operation, the President shall have power, by Order, to suspend the operation of the Proviso to clause (1) of Article 50.

(3) Every Order made under this Article shall, as soon as may be, be laid before the National Assembly.

193. **Proclamation of assumption of power by the Federation in case of failure of constitutional machinery in provinces.-** (1) If the President, on receipt of a report from the Governor of a Province, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the Province cannot be carried on in accordance with the Provisions of the Constitution, the President may by Proclamation

(a) assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on behalf of the President, all or any of the functions of the Government of the Province, and all or any of the powers vested in, or exercisable by, anybody or authority in the Province, other than the Provincial Legislature;

(b) declare that the powers of the Provincial Legislature shall be exercisable by, or under the authority of, Parliament;

(c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of the Constitution relating to anybody or authority in the Province :

Provided that nothing in this Article shall authorize the President to assume to himself, or direct the Governor of the Province to assume on his behalf, any of the powers vested in, or exercisable by a High Court, or to suspend either in whole or in pan the operation of any provisions of the Constitution, relating to High Courts.

(2) A Proclamation under this Article (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) shall be laid before the National Assembly, and shall cease to operate at the expiration of two months, unless before the expiration of that period it has been approved by a resolution of the National Assembly, and may by a like resolution be extended for a further period not exceeding four months; but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than six months:

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the National Assembly stands dissolved, or if the dissolution of the National Assembly takes place during the period of two months referred to in this clause, the Proclamation shall cease to operate at the expiry of thirty days from the date on which the National Assembly first meets after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of thirty days, a resolution approving the Proclamation has been passed by that assembly.

(3) Where by a Proclamation issued under this Article it has been declared that the powers of the Provincial Legislature shall be exercisable by or under the authority of Parliament, it shall be competent-

(a) to Parliament to confer on the President the power of the Provincial Legislature to make laws;

(b) to Parliament, or the President, when he is empowered under sub-clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Federation, or officers and authorities thereof;

(c) to the President, when the National Assembly is not in sessions, to authorize expenditure from the Provincial Consolidated Fund, whether the expenditure is charged by the Constitution upon that Fund or not, pending the sanction of such expenditure by Parliament;

(d) to the National Assembly by resolution to sanction expenditure authorized by the President under sub-clause (c).

(4) Any law made in exercise of the power of the Provincial Legislature by Parliament or the President, which Parliament or the President would not, but for the issue of a Proclamation under this Article have been competent to make, shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation under this Article has ceased to operate, except as to things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

194. **Proclamation in case of financial emergency.-** (l) If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of Pakistan, or any part thereof is threatened, he may after consultation with the Governors of the Provinces or with the Governor of the Province concerned, as the case may be, by Proclamation make a declaration to that effect, and while such a Proclamation is in operation, the executive authority of the Federation shall extend to the giving of directions to any Province to observe such principles of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary for the financial stability or credit of Pakistan or any part thereof.

(2) Notwithstanding anything in the Constitution any such directions may include a provision requiring a reduction of the salary and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of a Province.

(3) While a Proclamation issued under this Article is in operation, the President may issue directions for the reduction of the salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Federation, including the Judges of the Supreme Court and High Courts.

(4) The provisions of clause (2) of Article 193 shall apply to a Proclamation issued under this Article as they apply to a Proclamation issued under that Article.

195. **Revocation of Proclamation, etc.-** (I) A Proclamation issued under this Part may be varied or revoked by a subsequent Proclamation.

(2) The validity of any Proclamation issued or Order under this Part shall not be questioned in any court.

196. **Parliament to make laws of indemnity etc.-** Nothing in the Constitution shall prevent Parliament from making any law indemnifying any person in the service of the Federal or a Provincial Government, or any other person, in respect of any act done in connection with the maintenance or restoration of order in any area in Pakistan where martial law was in force, or validating any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

PART XII
General Provisions

CHAPTER I-ISLAMIC PROVISIONS

197. **Organization for Islamic research and instruction.-** (1) The President shall set up an organization for Islamic research and instruction in advanced studies to assist in the reconstruction of Muslim society on a truly Islamic basis.

(2) Parliament may by Act provide for a special tax to be imposed upon Muslims for defraying expenses of the organization set up under clause (I), and the proceeds of such tax shall not, notwithstanding anything in the Constitution, from part of the Federal Consolidated Fund.

198. **Provisions relating to the Holy Quran and Sunuah.-** (l) No law shall be enacted which is repugnant to the Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, hereinafter referred to as Injunctions of Islam, and existing law shall be brought into conformity with such Injunctions.

(2) Effect shall be given to the provisions of clause (I) only in the manner provided in clause (3).

(3)Within one year of the Constitution Day, the President shall appoint a Commission-

a) to make recommendations-

(i) as to the measures for bringing existing law into conformity with the Injunctions of Islam, and

(ii) as to the stages by which such measures should be brought into effect; and

(b) to compile in a suitable form, for the guidance of the National and Provincial

Assemblies, such Injunctions of Islam as can be given legislative effect.

The Commission shall submit its final report within five years of its appointment, and may submit any interim report earlier. The report, whether interim or final, shall be laid before the National Assembly within six months of its receipt, and the Assembly after considering the report shall enact laws in respect thereof.

(4) Nothing in this Article shall affect the personal laws of non-Muslim citizens, or their status as citizens, or any provision of the Constitution.

Explanation.-In the application of this Article to the personal law of any Muslim sect, the expression "Quran and Sunnah" shall mean the Quran and -Sunnah as interpreted by that sect.

CHAPTER II-APPOINTMENT OF SPECIAL COUNCILS AND BOARDS

199. **National Economic Council.-** (l) As. soon as may be after the Constitution Day, the President shall constitution National Economic Council, hereinafter to be called the Council, consisting of four Ministers of the Federal Government, three Ministers of each Provincial Government, and the Prime Minister, who shall be ex officio Chairman of the Council.

(2) The Council shall review the overall economic position of the country and shall, for advising the Federal and Provincial Governments, formulate plans in respect of financial, commercial and economic policies; and in formulating such plans, the Council shall aim at ensuring that uniform standards are attained in the economic development of all parts of the country.

(3) The Council may, from time to time, appoint such committees or expert bodies as it considers necessary for the discharge of its functions.

(4) In the implementation of the aforesaid plans, the President shall take suitable steps to decentralize the administration by setting up, in each Province necessary administrative machinery to provide the maximum convenience to the people; and expeditious disposal of Government business and public requirements.

(5) Nothing in this Article shall affect the exercise of the executive authority of the Federation or the Provinces.

(6) The Council shall submit every year to the National Assembly a report on the results obtained and the progress made in the achievement of its objects, and copies of the reports shall also be laid before each Provincial Assembly.

200. **Appointment of Advisory Boards for Posts and Telegraphs Department** (1) The President shall appoint a Board for each Province consisting of representatives of the Federal Government and the Government of the Province, to advise the Federal Government on matters relating to Posts and Telegraphs 'in the Province.

(2) Notwithstanding anything in the Constitution, recruitment to posts and services, other than Class I, in the Posts and Telegraphs Department in a Province shall be made from amongst persons domiciled in that Province.

Chapter III -Provisions Relating to States And rulers

201. **Territories in accession with Pakistan.-** Notwithstanding anything in the Constitution, the President may, by Order, make provision for representation in the National Assembly of the territories mentioned in sub-clauses (b), (c) and (d) of clause

(2) of Article I, provided that equality of representation between East Pakistan and west Pakistan is preserved.

202. **Agreements relating to Rulers.-** (I) Where, under any agreement made at any time before or after the Constitution Day between the Government of Pakistan and the Ruler of a State which at that time was in accession with Pakistan, the payment of any sums free of tax has been guaranteed or assured by the Government of Pakistan to that Ruler as his privy purse, those sums shall be charged on the Federal Consolidated Fund and shall be paid out of that Fund to the Ruler free of tax.

(2) Where the territories of any such Ruler as aforesaid are comprised within a Province, there shall be charged on the Consolidated Fund of that Province, and be paid out of that Fund to the Federal Government, any sum which that Government has paid to the Ruler under clause (1).

(3) In the exercise of any power to make laws, and in the exercise of the executive authority of the Federation or a Province, due regard shall be had to the guarantees or assurances given under any such agreement as is referred to in clause (1) with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of any such State as is referred to in that clause.

203. **Provision relating to the State of Jammu and Kashmir.-** When the people of the State of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan the relationship between Pakistan and the said State shall be determined in accordance with the wishes of the people of that State.

Chapter iv-Scheduled Castes and Backward Classes

204. **Definition of Scheduled Caste.-** The castes, races and tribes, and parts or groups within castes, races and tribes which, immediately before the Constitution Day, constituted the Scheduled Castes within the meaning of the Fifth Schedule to the Government of India Act, 1935, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be the Scheduled Castes until Parliament by Law otherwise provides.

205. Promotion of the interests of Scheduled Castes and backward classes.-The Federal and Provincial Government shall promote, with special care the educational and economic interests of the Scheduled Castes and backward classes in Pakistan, and shall protect them from social injustice and exploitation.

206. **Appointment of Commission to investigate the conditions of Scheduled Castes and backward classes.-** (I) The President may appoint a Commission to investigate the conditions of Scheduled Castes and backward classes in Pakistan and make recommendations as to the steps to be taken and grants to be made by the Federal or Provincial Governments to improve their conditions.

(2) The Commission appointed under clause (1) shall investigate the matter referred to them and submit a report to the President with such recommendations as the

Commissions thinks fit, and copies of the report shall be laid before the National Assembly and the Provincial Assemblies.

207. **Special Officer for Scheduled Castes and backward classes.-** (1) There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and backward classes in Pakistan, to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and backward classes by Article 205, to investigate the extent to which any recommendations of the Commission appointed under Article 206 are carried out, and to report this findings to the President at such intervals as the President may direct and the President shall cause all such reports to be laid before the National Assembly.

Chapter v-Miscellaneous

208. **Titles, honors and decorations.-** (l) No title, honor or decoration shall be conferred by the State on any citizen, but the President may award decorations in recognition of distinguished military or public service.

Explanation.-In this clause "the State" has the same meaning as in Part II.

(2) No citizen of Pakistan shall accept any title, honor or decoration from any foreign State except with the approval of the President.

209. **Pardons, reprieves, etc.-** The President shall have power to grant pardons, reprieves and respites, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or authority established by law.

210. **Special provisions relating to major ports and aerodromes.-** (I) Not-withstanding anything in the Constitution, the President may, by public notification, direct that, for a period not exceeding three months from such date as may be specified in the notification-

(a) any law made by Parliament, or by a Provincial Legislature shall not apply to any major port or aerodrome, or shall apply thereto subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification; or

(b) any existing law cease to have effect in so far as it applies to any major port or aerodrome, except as respects things done or omitted to be done before the aforesaid date, or shall in its application to such port or aerodrome, have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.

Explanation.-In this Article "aerodrome" means an aerodrome as defined in any law relating to airways, aircraft or air navigation.

211. **Federal Capital.-** (l) Parliament shall by law provide for the determination of the area of the Federal Capital, and until such a law is passed the area which immediately

before the Constitution Day was comprised in the Capital of the Federation shall continue to be the Federal Capital.

(2) The administration of the Federal Capital shall vest in the President who may, by Order, make such provisions as he may deem necessary or proper-

(a) for its government and administration;

(b) with respect to the laws which are to be in force therein;

(c) with respect to the jurisdiction, expenses or revenues of any court exercising the jurisdiction of a High Court therein;

(d) with respect to apportionments and adjustments, of and in respect of assets and liabilities;

(e) for authorizing expenditure from the revenues of the Federation; and

(f) with respect to other supplemental, incidental and consequential matters.

(3) Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament shall have power to make laws for the Federal Capital with respect to matters enumerated in the Provincial List and matters not enumerated in any List in the Fifth Schedule, other than matters relating to the High Courts.

212. **Remuneration of President, Ministers, etc., not to be varied during their terms of office.-** The remuneration and other privileges of a person holding the office of President, Minister of the Federal or a Provincial Government, Speaker or Deputy Speaker of the National or a Provincial Assembly, Governor, Comptroller and Auditor General, member of a Public Service Commission. Election Commissioner, or Regional Election Commissioner, or member of the Delimitation Commission shall not be varied to his disadvantage during this term of office.

213**. Protection to the President and the Governor.-** Neither the President nor the Governor of a Province, shall be answerable to any court for the exercise of powers and performance of duties of his office, or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those duties:

Provided that nothing in this Article shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Federal Government or a Provincial Government.

214. **State languages.-** (l) The State languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali:

Provided that for the period of twenty years from the Constitution Day English shall continue to be used for all official purposes for which it was used in Pakistan immediately before the Constitution Day, and Parliament Day by Act provide for the use of English after the expiration of the said period of twenty years, for such purposes as may be specified in that Act.

(2) On the expiration of ten years from the Constitution Day, the President shall appoint a Commission lo make recommendations for the replacement of English.

(3) Nothing in this Article shall prevent a Provincial Government from replacing English by either of the State languages for use in that Province before the expiration of the said period of twenty years.

215. **Oaths and affirmations.-** A person elected or appointed to any office mentioned in the Second Schedule shall before entering upon the office make and subscribe an oath or affirmation in accordance with that Schedule.

216. **Amendment of the constitution** (l) The Constitution or any provision thereof may be amended or repealed by an Act of Parliament if a Bill for that purpose is passed by a majority of the total number of members of the National Assembly, and by the votes of not less than two-thirds of the members of that Assembly present and voting, and is assented to by the President:

Provided that if such a Bill provides for the amendment or repeal of any of the provisions contained in Articles 1, 31, 39, 44, 77, 106, 118, 119, 199, or this Articles, it shall not be presented to the President for his assent unless it has been approved by a resolution of each Provincial Assembly, or if it applies to one Province only, of the Provincial Assembly of that Province:

Provided further that the Schedules, other than the Fifth Schedule and part VI of the Fourth Schedule, may be amended or repealed if a Bill for that purpose is passed by a majority of the members present and voting and is assented to by the President:

Provided further that Provincial Legislature may by law make provision with respect to matters specified in Part IV of the Fourth Schedule.

(2) A certificate under the hand of the Speaker of the National Assembly that a Bill has been passed in accordance with the provisions of clause (I) shall be conclusive, and shall not be questioned in any court.

217. **Application of Fourth Schedule.-** Until other provision in that behalf is made by law; the provisions of the Fourth Schedule shall apply in respect of the matters specified therein.

Chapter vi-Interpretation

218. **Definitions, etc.-** (l) In the Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say-

"Act of Parliament" means a Bill passed by the National Assembly and assented to by the President, and includes an Ordinance made by the President in accordance with the Constitution;'

"Act of a Provincial Legislature" means a Bill passed by a Provincial Assembly and assented to by the Governor or the President, and includes an Ordinance made by the Governor in accordance with the Constitution;

"Agricultural income" means agricultural income as defined for the purpose of the enactments relating to income-tax;

"Article" means an Article of the Constitution;

"borrow" includes the raising of money by the grant of annuities and loan shall be construed accordingly;

"casual vacancy" means a vacancy arising in the National or a Provincial Assembly otherwise than by reason of the dissolution of the Assembly;

"citizen" or "citizen of Pakistan" means a person who is a citizen of Pakistan according to the law relating to citizenship:

"clause" means a clause of the Article in which the expression occurs ;

"Concurrent List" means the Concurrent List in the Fifth Schedule;

"Constituent Assembly" means the Constituent Assembly of the Dominion of Pakistan;

"Constitution Day" means the day fixed by the Constituent Assembly under clause (4) of Article 222;

"corporation tax" means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled:—

(a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;

(b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorized to be made from dividends payable the companies to individuals; and

(c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of income-tax the total income of individuals receiving such dividends or in computing the income-tax payable by, or refundable to such individuals.

"court" does not include the National or a Provincial Assembly or any committee of such an Assembly;

"debt" includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and "debt charges" shall be construed accordingly;

"elector" means a person whose name is included in an electoral roll prepared in accordance with the Constitution;

"estate duty" means a duty to be assessed on, or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or and, or any Act of Parliament relating to the duty of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said Act, so to pass;

"existing law" means any Act, Ordinance, order, bye-law, rule, regulation or notification which immediately before the Constitution Day has the force of law in the whole or any part of Pakistan.

"Federal Court" means the Federal Court established under the Government of India Act, 1935, and functioning as such immediately before the Constitution Day;

"Federal List" means the Federal List in the Fifth Schedule;

"Federation" means the Islamic Republic of Pakistan;

"Governor-General" means the Governor-General of the Dominion of Pakistan;

"guarantee" includes any obligation undertaken before the Constitution Day to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;

"legal proceedings" include a suit, an appeal or an application, or any cause or matter pending before a court of law for adjudication;

"Part" means a Part of the Constitution;

"pension" means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to, or in respect of any person, and includes retired pay so payable, or gratuity so payable, and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon, or any addition, thereto, of subscriptions to a provident fund:

"Provincial List" means the Provincial List in the Fifth Schedule;

"Public notification" means, in relation to the Federation, a notification in the Gazette of Pakistan, and in relation to a Province, an notification in the Official Gazette of the Province;

"remuneration" includes salary, allowances and pension;

"Schedule" means a Schedule to the Constitution;

"Scheduled Caste" means a Scheduled Caste determine in accordance with the provisions of Article 204;

"securities" includes stock.

"service of Pakistan" means any service or post in connection with the affairs of the Federation or of a Province, and includes any defence service, and any other service declared as a service of Pakistan by or under an Act of Parliament or a Provincial Legislature, but does not include service as Governor-General, President, Governor

Speaker or Deputy Speaker, of the National or a Provincial Assembly, Minister of the Federal or a Provincial Government, Minister of State or Deputy Minister of the Federal Government, Deputy Minister or Parliamentary Secretary of a Provincial Government, Judge of the Supreme Court or a High Court, or Comptroller and Auditor-General; and "Servant of Pakistan" shall be construed accordingly;

"Special Areas" means the areas of the Province of West Pakistan which immediately before the commencement of the Establishment of West Pakistan Act, 1955, were-

(a) the tribal areas of Baluchistan, the Punjab and the North-West Frontier, and

(b) the States of Amb, Chitral, Dir and Swat;

"Sub-clause" means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;

"taxation" includes the imposition of any tax or impost, whether general local or special and "tax" shall be construed accordingly;

"tax on income" includes a tax in the nature of an excess profits tax, or business profits tax.

(2) Where under the Constitution something is required to be specified it shall be specified, if no specifying authority has been prescribed, by the President.

(3) For the avoidance of doubt it is hereby declared that a session of the National or a Provincial Assembly shall be taken to commence at the beginning of the first meeting of the Assembly after a general election or prorogation and to end with the prorogation or dissolution of the Assembly, and references in the Constitution to an Assembly's being in session shall be construed accordingly.

219. **Application of General Clauses Act, 1897.-** (1) Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall apply for the interpretation of the Constitution as it applies for the interpretation of a Central Act, as if the Constitution were a Central Act.

(2) For the application of the General Clauses Act, 1897, to the interpretation of the Constitution, the Acts repealed by the Constitution shall be deemed to be Central Acts.

Chapter vii-Commencement And Repeal

220. **Commencement.-** This Article and Articles 218, 219 and 222 shall come into force at once, and the remaining provisions of the Constitution shall come into force on the Constitution Day.

221. **Repeal.-** The Government of India Act, 1935, and the Indian Independence Act, 1947, together with all enactments amending or supplementing those Acts, are hereby repealed:

Provided that the repeal of the provisions of the Government of India Act, 1935, applicable for the purposes of Article 230 shall not take effect until the first day of April, 1957.

Part. XIII
Temporary and Transitional Provisions

222. **Provision as to President.-**(1) As soon as may be after the National Assembly has been constituted after the first general election held for the purposes of that Assembly, the Chief Election Commissioner shall take the steps necessary for the election of a President under Article 32.

(2) The Constituent Assembly shall, in accordance with the provisions contained in the Sixth Schedule, elect a person to serve as President until such time as a President elected under Article 32 has entered upon his office, and the election shall take place within thirty days of the coming into force of this Article, on a day fixed by the Constituent Assembly.

(3) A person shall not be qualified for election as President under this Article unless he is a citizen of Pakistan and has attained the age of forty years.

(4) The Constituent Assembly shall fix a day to be the Constitution D3y, and the person elected as president under this Article shall, after taking an oath or affirmation in the form set out in paragraph 1 of the Second Schedule enter upon his office on that day.

(5) The validity of the election of a President elected under this Article shall not be questioned in any court.

(6) If a vacancy occurs in the office of the President elected under this Article, by reason of his death, resignation or removal from office, it shall be filled by a person elected by the National Assembly in accordance with the provisions contained in the Sixth Schedule.

223. **Provision as to the National Assembly and its officers.-**(I) Until the first meeting of the National Assembly constituted in accordance with the provisions of the Constitution, the body functioning as the Constituent Assembly of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, be the National Assembly of Pakistan.

(2) Any casual vacancy in the National Assembly under this Article shall be filled in accordance with such rules as may be made in that behalf by the President.

(3) Persons holding office immediately before the Constitution Day as Speaker and Deputy Speaker of the Constituent Assembly shall, as from that day, hold office respectively as Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly under this Article, on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to them immediately before the Constitution Day.

224. **Continuance in force of existing laws and their adaptation.** (1) Notwithstanding the repeal for the enactments mentioned in Article 221, and save as is otherwise expressly provided in the Constitution, all laws (other than those enactments), including Ordinances, Orders-in-Council, Orders, Rules, Bye-laws, Regulations, Notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof, or having extra-territorial validity, immediately before the Constitution Day, shall, so far as applicable and with the necessary adaptations, continue in force until altered, repealed or amended by the appropriate legislature or other competent authority.

Explanation /.—The expression "laws" in this Article shall include Letters (Patent constituting a High Court.

Explanation 2.—In this Article "in force", in relation to any law, means having effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(2) For the purpose of bringing the provisions of any law in force in Pakistan o(3) The President may authorize the Governor of a Province to exercise, in relation to that Province, the powers conferred upon him by clause (2) in respect of laws relating to matters enumerated in the Provincial List.

(4) The powers exercisable under clauses (2) and (3) shall be subject to the provisions of any Act of the appropriate legislature.

225. **Provincial Legislature.-**(l) Until a Provincial Assembly for the Province of East Pakistan has been duly constituted under the provisions of the Constitution, the Provincial Legislative Assembly for the Province of East Bengal functioning immediately before the Constitution Day shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed upon, the Provincial Assembly of East Pakistan by or under the provisions of the Constitution; and a person holding office immediately before the Constitution Day as Speaker or Deputy Speaker of the Provincial Legislative Assembly for the Province of East Bengal shall, as from that day, hold office as Speaker or, as the case may be, Deputy Speaker of the Provincial Assembly of East Pakistan.

(2) Until a Provincial Assembly for the Province of West Pakistan has been duly constituted under the provisions of the Constitution, the Legislative Assembly of that province consisting of persons elected thereto under section 11 of the Establishment of West Pakistan Act, 1955 (hereinafter referred to as the Legislative Assembly) shall exercise the Powers conferred, and perform the duties imposed upon, the Provincial Assembly of West Pakistan by or under the provisions of the Constitution; and such person as may have been elected as Speaker or Deputy Speaker of the Legislative

Assembly before the Constitution Day shall, as from that day, hold office as Speaker, or as the case may be, Deputy Speaker of the Provincial Assembly.

(3) Any casual vacancy in a Provincial Assembly functioning under clause (1) or clause (2) shall be filled in accordance with such rules as may be made in that behalf by the President.

(4) The provisions of clause (1) of Article 79 shall not apply to a provincial Assembly functioning under clause (1) or clause (2).

226. **Continuance in office of Governors, Ministers and Advocate General.-**(l) A person holding office as Governor of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to hold that office until a Governor appointed under the Constitution enters upon his office.

(2) A person holding office as Prime Minister or Minister of the Governor-General, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Prime Minister or other Minister of the Federal Government, as the case may be.

Explanation.-In this clause, the word "Minister" includes a Minister of State.

(3) A person holding office as Chief Minister or other Minister of the Governor of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold-office as Chief Minister or other Minister of the Provincial Government, as the case may be.

(4) The person holding office as Advocate-General of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Attorney-General for Pakistan on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

(5) The person holding office as Auditor-General of Pakistan, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Comptroller and Auditor-General of Pakistan on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

(6) A person holding office as Advocate-General of a Province, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to hold that office on the terms and conditions applicable to him immediately before the Constitution Day.

227. **Judges, Courts and legal proceedings.-**(l) A person holding office as Chief Justice or other Judge of the Federal Court, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, hold office as Chief Justice or other judge of the Supreme Court, as the case may be, on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to him immediately before the Constitution Day.

(2) A person holding office as Chief Justice or other Judge of a High Court, immediately before the Constitution Day, shall as from that day, hold office as Chief Justice or other Judge of that court, as the case may be on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable, to him immediately before the Constitution Day.

(3)All legal proceedings pending in the Federal Court, immediately before the Constitution Day, shall on such day, stand transferred to, and be deemed to be pending before, the Supreme Court for determination; and any judgment or order of the Federal Court delivered or made before the Constitution Day shall have the same force and effect as if it had been delivered or made by the Supreme Court.

(4) Without prejudice to the other provisions of the Constitution, the Supreme Court shall have the same jurisdiction and powers as were, immediately before the Constitution Day, exercisable by the Federal Court, and references in any law to the Federal Court shall be deemed to be references to the Supreme Court.

(5) Without prejudice to the other provisions of the Constitution, each High Couii shall have the same jurisdiction and powers as were exercisable by it immediately before the Constitution Day.

(6) Subject to the provisions of the Constitution—

(a) all civil, criminal and revenue courts exercising jurisdiction and functions, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to exercise their respective jurisdictions and functions and all persons holding office in such courts shall continue to hold their respective offices;

(b) all authorities and all officers, judicial, executive, and ministerial throughout Pakistan exercising functions, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day, continue to exercise their respective functions.

228. **Legal proceedings by or against the Federation of Pakistan.-**(l) Subject to clause (2),. if any legal proceedings in which the Federation of Pakistan is a party were pending in any court, immediately before the Constitution Day, then in those proceedings, for "the Federation of Pakistan", "Pakistan" shall as from that day, be deemed to be substituted.

(2) Any legal proceedings which, but for the Constitution, could have been brought by or against the Federation of Pakistan' in respect of a matter which, immediately before the Constitution Day, was the responsibility of the Federation and has, under the Constitution, become the responsibility of a Province, shall be brought by or against the province concerned; and if any such legal proceedings were pending in any court, immediately before the Constitution Day, then, in those proceedings for the Federation of Pakistan the Province concerned shall, as from that day, be deemed to be substituted.

229. **Public Service Commission.-**A person holding office as Chairman or other member of the Federal Public Service Commission or of a Provincial Public Service Commission, immediately before the Constitution Day, shall, as from that day continue to hold his respective office on the same terms and conditions as to remuneration and other privileges as were applicable to him immediately before the Constitution Day, until the expiration of his term of office as determined by the law under which he was appointed.

230. **Provisions as to financial matters:-**(l) The provisions of the Constitution relating to the Federal consolidated Fund, or a Provincial Consolidated Fund, and the appropriation of moneys from either of such Funds, shall not apply in relation to moneys received or raised, or expenditure incurred, by the Federal Government or the Government of a Province in the financial year which includes the Constitution Day or in the next succeeding financial year; and notwithstanding anything in the Constitution any expenditure incurred during those financial years by the Federal Government or the Government of a Province shall be deemed to have been validly incurred if it is incurred in accordance with the provisions of the Government of India Act, 1935.

(2) For the purposes of clause (1), the provisions of the Government of India Act, 1935, and of any statement, demand, schedule or other document made there under, shall have effect in relation to any time after the Constitution Day, subject to the modification that references therein to the holder of any office, or to any body, service or other matter, shall be construed' as references to the holder of the corresponding office, or, as the case may be, to the corresponding body, service or matter, under the Constitution.

(3) For the purposes of clause (1), if, at any time when the National Assembly stands dissolved, the President is satisfied that circumstances exist which render such action necessary, he shall have power to authenticate a schedule of authorized expenditure under the Government of India Act, although no Annual Financial Statement has previously been laid before the Assembly, and although no grants have been made by the Assembly.

(4) Clause (3) shall apply to the Governor of a Province, subject to the modification that references therein to the President and the National Assembly shall be construed as references to the Governor and the Provincial Assembly respectively.

(5) In relation to accounts which have not been completed or audited before the Constitution Day, the Comptroller and Auditor-General shall exercise the functions of the Auditor-General of the Dominion of Pakistan; but reports relating to the accounts of the Federal Government shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before the National Assembly, and reports relating to the accounts of a Province shall be submitted to the Governor, who shall cause them to be laid before the Provincial Assembly.

(6) Notwithstanding anything in the Constitution all taxes and fees levied under law in force, immediately before the Constitution Day, shall continue to be levied until they are varied or abolished by Act of the appropriate legislature.

231. **Succession to property and assets, rights, liabilities and obligations-**(I) All property and assets which immediately before the Constitution Day were vested in Her Majesty for the purposes of the Federal Government shall, as from that day, vest in the Federal Government, unless they were used for purposes which on the Constitution Day become purposes of the Government of a Province, in which case they shall, as from that day, vest in the Provincial Government.

(2) All properly and assets which immediately before the Constitution Day were vested in Her Majesty for the purposes of the Government of a Province shall, as from that day, vest in the Government of that Province.

(3) All rights, liabilities and obligations of the Federal Government or the Government of a Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall as from the Constitution Day. be respectively the rights, liabilities and obligations of the Federal Government, and of the Government of the corresponding Province:

Provided that all rights, liabilities and obligations relating to any matter—

(a) which immediately before the Constitution Day was the responsibility of the Federal Government, but which under the Constitution has become the responsibility- of the Government of a Province, whether arising out of a contract or otherwise, shall devolve upon the Government of that Province;

(b) which immediately before the Constitution Day was the responsibility of the Government of a Province, but which under the Constitution has become the responsibility of the Federal Government, whether arising out of a contract or otherwise, shall devolve upon the Federal Government.

232. **Transitional provision as to servants of the Crown.-**Subject to the provisions of the Constitution, every person who was, immediately before the Constitution Day, a servant of the Crown in Pakistan, whether serving in connection with the affairs of the Federation or of a Province, shall, as from that day, become a servant of Pakistan on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before the Constitution Day.

233. **Transitional provision as to conditions of service of persons appointed by the Secretary of State.-**Except as otherwise expressly provided by the Constitution, every person who, having been appointed by the Secretary of State or the Secretary of State-in-Council, to a civil service of the Crown in India, continues, after the Constitution Day, to serve under the Federal Government I or the Government of a Province, shall be entitled to receive from the Federal Government or the Government of the Province which he is from time to time serving, the same conditions of service as regards salary, allowances, leave and pensions and the same rights in disciplinary matters, or rights as similar thereto as the change circumstances may permit, as he was entitled to receive immediately before the Constitution Day.

234. **Power of President to remove difficulties.-**(I) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935 and the Indian Independence Act, 1947, together with Acts amending or supplementing these Acts, to the provisions of the Constitution, by Order, direct that the provisions of the Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect, subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such Order shall be made after the first meeting of the National Assembly constituted after the first general election held for the purposes of that Assembly.

(2) Every Order under this Article shall be laid before the National Assembly and may be amended or repealed by Act of Parliament.

FIRST SCHEDULE
(Articles 32 and 33)
Election of President

1. The Chief Election Commissioner shall hold and conduct any election to the office of President, and shall be the Returning Officer for such election.

2. The Chief Election Commissioner shall appoint Presiding Officers to preside at the meeting of the members of the National Assembly, which shall be held at Karachi, and at the meetings of the members of the Provincial Assemblies of East Pakistan and West Pakistan, which shall be held at Dacca and Lahore, respectively.

3. The Chief Election Commissioner shall by public notification fix the time and place for depositing nomination papers, holding a scrutiny, making withdrawals, if any, and holding the poll, if necessary.

4. At any time before noon on the day fixed for nomination any member of the National Assembly or of a Provincial Assembly may nominate for election as President a person qualified for elections as President by delivering to the Presiding Officer of the Assembly of which he is a member, a nomination pa per, signed by himself as proposer and by another member of that Assembly as seconder, together with a statement signed by the person nominated that he consents to the nomination:

Provided that no person shall subscribe, whether as proposer or as seconder more than one nomination paper at anyone election.

5. The scrutiny shall be held by the Chief Election Commissioner at the time and place fixed by him, and if after scrutiny only one person remains validly nominated, the Chief Election Commissioner shall declare that person to be elected, or if more than one person remains validly nominated, he shall announce, by public notification, the name, of the persons validly nominated to be hereinafter called the candidates.

6. A candidate may withdraw his candidature at any time before noon on the day fixed for this purpose by delivering a notice in writing under his hand to the Presiding Officer with whom his nomination paper has been deposited, and a candidate who has given a notice of withdrawal of his candidature under this paragraph shall not be allowed to cancel that notice.

7. If all but one of the candidates have withdrawn, that one shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

8. If there is no withdrawal, or if, after withdrawals have taken place two or more candidates are left, the Chief Election Commissioner shall announce by public notification the names of the candidates, and their proposers and seconders and shall proceed to hold a poll by secret ballot in accordance with the provisions of the succeeding paragraphs.

9. If a candidate whose nomination has been found to be in order dies after the time fixed for nomination, and a report of his death is received by the Presiding Officer before the commencement of the poll, the Presiding Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and report the fact to the Chief Election 'Commissioner, and all proceedings with reference to the election shall be commenced anew in all respects as if for a new election:

Provided that no further nomination shall be necessary in the case of a candidate whose nomination was valid at the time of the countermanding of the poll:

Provided further that no person who has under paragraph 6 of this Schedule given notice of withdrawal of his candidature before the countermanding of the poll shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

10. The poll shall be taken at the meetings of the members of the National Assembly and of each Provincial Assembly, and the respective Presiding Officers shall conduct the poll with the assistance of such officers as they may, with the approval of the Chief Election Commissioner, respectively appoint.

11. A ballot paper shall be issued to every member of the National Assembly, and of each Provincial Assembly, who presents himself for, voting at the meeting of the members of the Assembly of which he is a member (hereinafter referred to as a person voting), and he shall exercise his vote personally by marking the paper in accordance with the provisions of the succeeding paragraphs.

12. The poll shall be by secret ballot by means of ballot papers containing, the names of all the candidates in alphabetical order who have not withdrawn, and a person voting shall vote by placing a cross against the name of the person for whom he wishes to vote.

13. Ballot papers shall be issued from a book of ballot papers with counterfoils, the ballot papers and each counter foil being numbered; and when a ballot paper is issued to a person voting his name shall be entered on the counterfoil and the ballot paper shall be authenticated by the initials of the Presiding Officer.

14. A ballot paper having been marked by the person voting shall be deposited by that person in a ballot box to be placed in front of the Presiding Officer.

15. If a ballot paper is spoiled by a person voting he may return it to the Presiding Officer, who shall issue a second ballot paper, canceling the first ballot paper and marking the cancellation on the appropriate counter foil.

16. A ballot paper shall be invalid if—

(i) there is upon it any name, word or mark, other than the official number, by which the person voting may be identified; or

(ii) it does not contain the initials of the Presiding Officer; or

(iii) it does not contain a cross; or

(iv) a cross is placed against the names of two or more candidates; or

(v) there is any uncertainty as to the identity of the candidate against whose name the cross is placed.

17. After the close of the poll each Presiding Officer shall, in the presence of such of the candidates or their authorized representatives as may desire to be present, open and empty the ballot boxes and examine the ballot papers therein, rejecting any which are invalid, count the number of votes recorded for each candidate on the valid ballot papers, and communicate the number of the votes so recorded to the Chief Election Commissioner.

18. If there are only two candidates, the candidate who has obtained the larger number of votes shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

19. If there are three or more candidates, and one of those candidates has obtained a large number of votes than the aggregate number of votes obtained by the remaining candidates, he shall be declared by the Chief Election Commissioner to be elected.

20. It there are three or more candidates, and the last preceding paragraph does not apply a further poll shall be held in accordance with the preceding provisions of this Schedule at which the candidate who obtained the smallest number of votes at the previous poll shall be excluded.

21. The three last preceding paragraphs shall apply in relation to the further poll and any subsequent poll which may be necessary under the provisions of these paragraphs.

22. Where at any poll any two or more candidates obtained an equal number of votes, then-

(a) for if there are only two candidates for election, or

(b) if one of the candidates, who obtained equality of votes is required to be excluded from a further poll under paragraph 20 of this Schedule, the selection of the candidate to be elected, or, as the case may be, excluded, shall be by drawing of lots.

23. When, after any poll, the counting of the votes has been completed, and the result of the voting determined, the Chief Election Commissioner shall forthwith announce the result to those present, and shall report the result to the Federal Government, who shall forthwith cause the result to be declared by a public notification.

24. The Chief Election Commissioner may, by public notification, with the approval of the President make rules for carrying out the purposes of this Schedule.

THIRD SCHEDULE

(Articles 159 and 177)

The .Judiciary

PART I

The Supreme Court.

1. Salary and allowance of Judges.-(I) There shall be paid to the Chief Justice of Pakistan, a salary of Rs.5, 500 per mensem and to every other judge of the Supreme Court, a salary of Rs.5, 100 per mensem.

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled to such other privileges and allowances, including allowances for expenses in respect of equipment and traveling on first appointment, and to such rights in respect of leave of absence and pension, as may be determined by the President, and until so determined to the allowances, privileges and rights which immediately before the Constitution Day, were admissible to the Judges of the Federal Court, and for this purpose the provisions of the Government of Indian (Federal Court) Order, 1937, shall, subject to the provisions of the Constitution, apply.

2. Officers and servants of the Supreme Court.-(l) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of Pakistan, or such other Judge or officer of that court as he may direct and shall be in accordance with rules framed by the Supreme Court, with the previous approval of the President.

(2) The conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Supreme Court:

Provided that the rules, in so far as they relate to remuneration or leave, shall require the previous approval of the President.

3. Rule-making power of the Supreme Court.-(l) The Supreme Court may, with the previous approval of the President, make rules for regulating the practice and procedure of the court, including rules as to-

(a) the persons practicing before the court;

(b) the conditions subject to which any judgment pronounced, or order made, by the court may be reviewed, and the procedure for such review, including the time within which applications for such review are to be entered;

(c) the procedure for hearing appeals and applications to the court, including the time within which such appeals and applications are to be entered;

(d) the entertainment of appeals under paragraph (c) of Article 159;

(e) the costs of, and incidental to any proceedings in the court;

(f) the fees to be charged in respect of the proceedings in the court;

(g) the procedure for summary determination of any appeal which appears to the court to be frivolous or vexatious, or brought for the purpose of causing delay;

(h) the number of Judges who are to sit for any purpose, and the powers of Judges sitting alone and in any division of the court;

(i) the stay of proceedings, and the granting of bail;

(j) the procedure for enquiries and investigations referred to the court for opinion or report.

(2) No judgment shall be delivered and no report shall be made by the Supreme Court save in open court and with the concurrence of the majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing shall prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

(3) Subject to the provisions of any rules made under this paragraph, the Chief Justice of Pakistan shall determine which Judges are to constitute any division of the court and which judges are to sit for any purpose.

PART II

The High Courts

4. **Salaries of Judges.-**(l) There shall be paid to the Chief Justice of a High Court a salary of Rs.5, 000 per mensem, and to very other Judge of that Court a salary of Rs. 4,000 per mensem.

(2) Every Judge of a High Court shall be entitled to such other privileges and allowances, including allowances for expenses in respect of equipment and traveling upon first appointment, and to such rights in respect of leave of absence and pension, as may be determined by the President, and until so determined to the allowances, privileges and rights which immediately before the Constitution Day, were admissible to the Judges of the High Court, and the provisions of the Government of India (High Court Judges) Order, 1937, shall, subject to the provisions of the Constitution, apply.

5. **Administrative function of High Courts.-**(l) Each High Court shall have superintendence and control over all courts subject to its appellate or revisional jurisdiction.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may-

(a) call for returns;

(b) make and issue general rules, and prescribe forms for regulating the practice and procedure of such courts;

(c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts; and

(d) settle tables of fees to be allowed to the sheriffs, attorneys, and all clerks and officers of such courts;

Provided that such rules, forms and tables shall not be inconsistent with the provisions of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.

6. Officers and servants and expenses of the High Courts.-(l) Appointments of officers and servants of High Courts shall be made by the Chief Justice of the High Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct, and shall be in accordance with the rules framed by the High Court with the previous approval of the Governor.

(2) Subject to the provisions of any Act of the Provincial Legislature, the conditions of service of officers and servants of a High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the High Court: Provided that rules in so far as they relate to remuneration or leave shall require the previous approval of the Governor.

7. **Right to practice in High Court.-**An advocate on the rolls of a High Court shall be entitled to act and plead in both the High Court and in all other courts subordinate thereto:

Provided that an advocate who has been struck off the rolls of a High Court shall not be entitled to act or plead in that court or in any other court subordinate thereto.

FOURTH SCHEDULE

(Article 217)

Temporary provisions

PART I

Remuneration and Privilege

1. Until Parliament by law otherwise provides, the remuneration and other privileges of persons holding offices mentioned in column 1 of the Table below shall be the same as were admissible, immediately before the Constitution Day, to persons holding offices mentioned in the corresponding entries in column 2 of that Table.

Table

Column I	Column 2
President	Governor-General.
Speaker of the National Assembly	Speaker of the Constituent Assembly
Prime Minister	Prime Minister.
Minister of the Federal Government	Minister of the Governor-General.
Minister of State of the Federal Government.	Minister of State of the Governor-General.
Deputy Minister of the Federal Government.	Deputy Minister of the Governor-General.
Deputy Speaker of the National Assembly..	Deputy Speaker of the Constituent Assembly.
Member of the National Assembly	Member of the Constituent Assembly.
Governor of a Province	Governor of the corresponding Province.

PART II

Provisions relating to Elections.

2. **Residence.-**(1) A person shall be deemed to be a resident in a constituency if he ordinarily resides in that constituency or owns or in possession of a dwelling house therein:

Provided that-

(a) any person who holds the office of Minister of the Federal or a Provincial Government, or Speaker, or Deputy Speaker of the National or a Provincial Assembly shall be deemed, during any period in which he holds such office, to be a resident in the constituency in which he would have been resident if he had not held such office;

(b) any person who holds a public office, or is in the service of Pakistan, shall during any period for which he holds such office or is employed in such service be deemed to be a resident in the constituency in which he would have been a resident if he had not held such office or had not been so employed.

(2) Where a person becomes qualified to have his name entered the electoral roll of constituency under the proviso to paragraph 2, his wife, if otherwise qualified, shall become so qualified.

3. (1) A person shall be qualified to be elected to the National Assembly if his name appears on the electoral roll of any constituency for that Assembly.

(2) A person shall be qualified to be elected to a Provincial Assembly if he his name appears on the electoral roll of any constituency for that Assembly.

4. **Disqualifications for election to the National Assembly or a Provincial Assembly.-**(l) A person shall be disqualified for being elected or for being a member of the National Assembly or a Provincial Assembly-

(a) if he is of unsound mind, and stands so declared by a competent court;

(b) if he is an undischarged insolvent:

Provided that this disqualification shall cease after the expiration of ten years from the date on which he has been adjudged insolvent;

(c) if he holds any office of profit in the service of Pakistan;

(d) if he has been convicted or has, in proceedings for questioning the validity or regularity of an election, been found guilty of any offence or corrupt or illegal practice relating to elections which has been declared by law to be an offence or practice entailing disqualification for membership of the National Assembly or a Provincial Assembly, unless such period has elapsed as may be specified - in that behalf by the provisions of that law;

(e) if having been nominated as a candidate for election to the National Assembly or a Provincial Assembly, or having acted as election agent to any person so nominated, he has failed to lodge a return of election expenses within the time and in the manner required by law:

Provided that his disqualification shall not take effect until one month after the date on which the return ought to have been lodged, or until such time as the President in the case of a return relating to an election to the National Assembly, and the Governor, in the case of a return relating to an election to a Provincial Assembly, may allow:

Provided further that this disqualification shall cease when-

(i) five years have elapsed since the date on which the return ought to have been lodged; or

(ii) the disqualification is removed by the President, in the case of a return relating to an election to the National Assembly, and by the Governor, in the case of a return relating to an election to a Provincial Assembly;

(f) if he has been convicted of any offence before the date of the establishment of the Federation by a court in British India, or on or after that dale by a court in Pakistan, and sentenced to transportation or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the President in the case of election to the National Assembly and the Governor in the case of election to a Provincial Assembly may allow in any particular case, has elapsed since his release;

(g) if he has been dismissed for misconduct from the service of Pakistan on the recommendation of the Supreme Court, or a Public Service Commission:

Provided that this disqualification shall cease after the expiry of five years from the date of the dismissal, or may, at any time within that period be removed by the Governor in the case of dismissal from a service of a Province, and by the President in any other case;

(h) if he has ceased to be a citizen, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or has made a declaration of allegiance or adherence to a foreign State.

(2) For the purpose of clause (c) of sub-paragraph (1) of this paragraph, the Judges of the Supreme and High Courts, and the Comptroller and Auditor-General shall be deemed to be holding offices of profit in the service of Pakistan.

PART III

Procedure and Privileges of the National Assembly

5. **Rules of Procedure.-**Until rules have been framed by the Assembly under Article 55, the procedure of the National Assembly shall be regulated by the Rules of the Constituent Assembly functioning as Federal Legislature, in force immediately before the Constitution Day, subject to such amendments as may be made therein by the President.

6. **Privileges.-**Until an Act of Parliament is made in that behalf under Article 56, the privileges of the National Assembly, the committees and members thereof and the persons authorized to speak therein shall be same as those of the Constituent Assembly in force immediately before the Constitution Day.

7. **Finance Committee.-**(I) The expenditure, of the National Assembly within the limits sanctioned under the Government of India Act, 1935, or within the limits of the Appropriation Act for the time being in force, shall be controlled by that Assembly, acting on the advice of its Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall consist of the Speaker as Chairman, the Minister of Finance, and such other members as may be elected thereto by the National Assembly.

(3) The Finance Committee may make rules regulating its own procedure.

8. **Secretariat of the National Assembly.-**(1) The National Assembly shall have its own secretarial staff.

(2) Parliament may be law regulates the recruitment and conditions of service of person s appointed to the secretarial staff of the National Assembly.

(3) Until provision is made by Parliament, the President may, after consultation with the Speaker of the National Assembly, make rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the National Assembly, and any rules so made shall have effect subject to the provision of any law.

PART IV

A-Remuneration and Privileges in the Provinces

9. Until a Provincial Legislature by law otherwise provides, the remuneration and other privileges of persons holding offices mentioned in column I of the table below shall be the same as were admissible, immediately before the Constitution Day, to persons holding offices mentioned in the corresponding entries in column 2 of that table.

Table

Column 1	Column 2
Chief Minister of a Provincial Government	Chief Minister of the Governor of the corresponding Province.
Minister of a Provincial Government	Minister of the Governor of the corresponding Province.
Deputy Minister of a Provincial Government.	Deputy Minister of the Governor of the corresponding province.
Parliamentary Secretary of a Provincial Government.	Parliamentary Secretary of the Governor of the corresponding Province
Speaker of a Provincial Assembly	Speaker of the Legislative Assembly of the corresponding Province.
Deputy Speaker of a Provincial Assembly	Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the corresponding Province.
Member of a Provincial Assembly	Member of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

B-Procedure and Privileges of a Provincial Assembly

10. **Rules of Procedure.-**Until rules have been framed by the Assembly under Article 89, the procedure of a Provincial Assembly shall be regulated by the Rules of the Corresponding Provincial Legislative Assembly in force immediately before the Constitution Day, subject to such amendments as may be made therein by the Governor.

11. **Privileges.-**Until an Act of the Provincial Legislature is made in that behalf under Article 89, the privileges of a Provincial Assembly, its shall members and committees, and the persons taking part in its proceedings shall be the same as those of the Legislative Assembly of that Province in force immediately before the Constitution Day.

12. **Finance Committee.-**(l) The expenditure of a Provincial Assembly, within the limits sanctioned under the Government of India Act, 1935,. or within the limits of the Appropriation Act for the time being in force, shall be controlled by that Assembly acting on the advice of its Finance Committee.

(2) The Finance Committee shall consist of the Speaker the Minister of Finance, and such other members as may be elected thereto by the Provincial Assembly.

(3) The Finance Committee may make rules regulating its own procedure.

13. Secretariat of the Provincial Assembly.-(1) The Provincial Assembly shall have its own secretarial staff.

(2) The Provincial Legislature may by law regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the staff of the Provincial Assembly.

(3) Until provision is made by the Provincial Legislature, the Governor may after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretarial staff of the Assembly, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law.

FIFTH SCHEDULE

(Article 106)

Federal List

1. Defense of Pakistan and of every part thereof, and all acts and measures connected therewith.

The Naval, Military and Air Forces of the Federation and any other armed forces raised or maintained by the Government of the Federation; armed forces which are not forces of the Federation but are attached to or operating with any of the armed forces of the Federation; any other armed forces of the Federation, including civil armed forces.

Naval, Military and Air Force works.

Industries connected with defense; nuclear energy and mineral resources necessary for its production.

Delimitation of cantonment areas; local self-government in cantonment areas; constitution, powers and functions, within such areas, of cantonment authorities; control of house accommodation (including control of rents) in such areas.

Manufacture of arms, firearms, ammunition and explosives.

2. Foreign affairs, including all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country.

Diplomatic, consular and trade representation

International organizations; participation in international bodies and implementing of decisions made thereat.

War and peace; making and implementation of treaties, conventions, declarations and other agreements with foreign countries.

Foreign and extra-territorial jurisdiction; offence against the laws of nations; Admiralty jurisdiction; piracy and offences committed on the high seas and in the air.

Admission into and emigration and expulsion from Pakistan; extradition; passports; visas, permits and other such certificates; pilgrimages to placcs outside Pakistan, and by persons from outside Pakistan to places inside Pakistan, quarantine, including hospitals connected therewith; seamen's and marine hospitals.

3. Citizenship, naturalization and aliens.

4. Trade and commerce between the provinces, and with foreign countries import and export across customs frontiers.

5. Currency, coinage and legal tender; foreign exchange and negotiable instruments; State Bank of Pakistan; banking (excluding co-operative banking) with objects and business not confined to one Province.

6. Public debt of the Federation, and the borrowing of money on the security of the Federal Consolidated Fund; foreign loans.

7. Stock exchanges and future markets with objects and business not confined to one Province.

8. Insurance and corporations that is to say, incorporation, regulation and winding-up of corporations, whether trading or not (but not including co-operative societies or universities, or municipal and local bodies), with object and business not confined to one Province.

9. Copyright, patents, designs and inventions; trade and merchandise marks; standards of quality for goods to be exported out of Pakistan.

10. Establishment of standards of weight and measure.

11. Navigation and shipping, including coastal shipping (but excluding coastal shipping confined to one Province); airways ; aerodromes; aircraft and air navigation, and all matters connected therewith; lighthouses and other provisions for the safety of shipping and aircraft.

12. Major ports, that is to say, the declaration and delimitation of such ports and. the constitution and powers of port authorities therein; fishing and fisheries outside territorial waters.

13. Posts and all forms of telecommunications, including broadcasting and television; Post Office Savings Bank.

14. Industries, owned wholly or partially by the Federation, or by a corporation set up by the Federation.

15. Mineral oil and natural gas.

16. The constitution, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court (including contempt of such Court) and the fees taken herein; persons entitled to practice before the Supreme Court.

17. Elections to the National Assembly, to the Provincial Assemblies and to the office of President; the Election Commission.

18. Central intelligence and investigating organization; preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs, or the security of Pakistan; persons subjected to such detention.

19. Census; the survey of Pakistan; the Geological Surveys of Pakistan; Meteorological organizations.

20. Property of the Federation situated in any Province and the revenue therefrom.

21. Federal agencies and Federal institutions for the promotion of special studies and special research; libraries and museums financed by the federation.

22. Federal Services and the Federal Public Service Commission; Federal Pensions.

23.Remuneration of the President, Ministers, Ministers of Stale and Deputy Ministers of the Federal Government, Members, Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, remuneration of Comptroller and Auditor-General, Attorney General and the Governors of Provinces.

24. Privileges and immunities of the President and Governors.

25. Powers, privileges and impunities of the National Assembly and of the members and the committees thereof, enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the National Assembly.

26. Duties of customs (including export duties); duties of excise (including duties on salt, but excluding alcoholic liquor, opium and other narcotics) corporation taxes and taxes on income other than agricultural income; estate and succession duties in respect of property other than agricultural land; taxes on the capital value of assets exclusive of agricultural land; taxes on sales and purchases; terminal taxes on goods or passengers carried by sea or air taxes on their fares and freights; taxes on mineral oil and natural gas.

27. Fees in respect of any of the matters in the List excluding fees taken in courts.

28. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

29. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this list; offences against laws with respect to any of the matters in this List.

30. All matters which under the Constitution are within the legislative competence of Parliament, and matters incidental thereto.

Concurrent List

PARTI

1.Civil and Criminal law, including the law of evidence and procedure, limitation, marriage and divorce, minors and infants; adoption, joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the Constitution Day subject to their personal law; will intestacy; succession, and transfer of property (excluding succession to and transfer of agricultural land); registration of deeds and document; arbitration; contract; partnership; agency; bankruptcy and insolvency; actionable wrongs; legal and medical professions contempt of court; trusts and official trustees.

2. Scientific and industrial research

3. Poisons and dangerous drugs.

4. News papers books and printed publications; printing presses.

PART II

5. Relations between employees and employees; trade unions; industrial and labor disputes welfare of labor including conditions of work; provident fund; employers' liability; workmen's compensation; invalidity and old age pensions and maternity benefits; vocational and technical training of labor; social security and social insurance.

6. Measures to combat corruption.

7. Price control.

8. Relief and rehabilitation of refugees; custody, management and disposal of evacuee property.

9. Economic and social planning.

10. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.

11. Inter-provincial migration and quarantine.

12. Iron, steel, coal and mineral products, except mineral oil and natural gas.

13. Banking, insurance and corporations, subject to Federal List

14. Stock exchanges and future markets, subject to Federal List.

15. Ancient and historical monuments declared to be of national importance

16. Arms, firearms, ammunition and explosives, subject to Federal List.

17. Inquiries and statistic; for the purpose of any of the matters in this List.

18. Fees in respect of any of the matters in this List.

19. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List; offences against laws with respect to any of the matters in this List.

Provincial List

1. Public order (but not including the use of naval, military or air forces, or any other armed forces of the Federation in aid of the civil power);

2. Administration of justice; constitution and organization of all except the Supreme Court; procedure in Rent and Revenue courts; fees taken in all courts, except the Supreme Court.

3. Police, including Armed Police, Railway and, Village Police.

4. Extension of the powers and jurisdiction of members of a Police force belonging to any province to any area outside that province.

5. Preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order; persons subjected to such detention.

6. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other provinces for the use of prisons and other institutions.

7. Removal from one province to another province of prisoners; vagrancy; criminal and nomadic tribes.

8. Land, that is to say, rights in or over land; land tenures, including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer, alienation and devolution of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization.

9. The incorporation, regulation, and winding-up of corporations, subject to Federal List; unincorporated trading; literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies.

10. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights and alienation or revenues.

11. Courts of Wards.

12. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the Province.

13. Compulsory acquisition or requisitioning of property.

14. Agriculture, including agricultural education and research; protection against pests and prevention of plant diseases.

15. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, minning settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.

16. Preservation, protection and improvement of stock, and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

17. Pounds and the prevention of cattle tress pass.

18.Prevention of the extension from one Province to another of .infectious or contagious diseases.

19. Water, including water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power; flood control.

20. Education, including Universities, technical education and professional training.

21. Libraries, museums and ancient and historical monuments.

22. Botanical, zoological and anthropological surveys.

23. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

24. Theatres; cinemas; sports; entertainments and amusements.

25. Sanctioning of cinematograph films for exhibition.

26. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.

27. Registration of births and deaths.

28. Railways.

29. Communications not specified in the Federal List; roads, bridges, ferries and other means of communication, minor railways; tramways; ropeways; inland waterways and traffic thereon.

30. Shipping and navigation on tidal waters.

31. Coastal shipping confined to ports within one Province.

32. Vehicles, including mechanically-propelled vehicles.

33. Ports, subject to entry No. 12 in Federal List.

34. Burials and burial grounds; cremations and cremation grounds.

35. Relief of the disabled and unemployed.

36. Pilgrimages, subject to Federal List.

37. Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.

38. Cultivation, manufacture and sale of opium.

39. Industries.

40. Factories and boilers.

41. Regulation of mines and mineral development, subject to Federal List and Concurrent List.

42. Trade and commerce within the Province.

43. Production, manufacture, supply and distribution of goods.

44. Markets and fairs.

45. Weights and measures, except establishment of standards.

46. Manufacture, supply and distribution of salt.

47. Money-lending and money-lenders; relief of indebtedness.

48. Forests.

49. Protection of wild animals and birds.

50. Prevention of cruelty to animals.

51. Adulteration of food-stuffs and other goods.

52. Lotteries.

53. Betting and gambling.

54. Fisheries.

55. Treasure trove.

56. Electricity.

57. Gas and gas works.

58. Professions.

59. Inns and inn-keepers.

60. Provincial Public Services; Provincial Public Service Commission.

61. Provincial pensions.

62. Public debt of the Province.

63. Administrator-General.

64. Zakat.

65. Charities and charitable institutions; charitable and religious endowments.

66. Lunacy and mental deficiency including places for reception or treatment of lunatics and mental deficient.

67. Salaries and allowances of members, the Speaker and the Deputy Speaker of the Provincial Assembly; salaries and allowances of Ministers of the Provincial Government, and the Advocate General.

68. Powers, privileges and immunities of the Provincial Assembly and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committee s of the Provincial Assembly.

69. Waqfs and mosques.

70. Orphanages and poorhouses.

71. Taxes on agricultural income and on the capital value of agricultural land.

72. Duties in respect of succession to agricultural land.

73. Stamp duty, including stamp duty on negotiable instrument and insurance policies.

74. Estate duty in respect of agricultural land.

75. Taxes on lands and buildings.

76. Taxes on mineral rights, subject to Federal List and to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development.

77. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the Province and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in Pakistan-

(a) alcoholic liquors for human consumption;

(b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics; non-narcotic drugs;

(c) medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

78. Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.

79. Taxes on the consumption or sale of electricity.

80. Taxes on advertisements.

81. Taxes on the sale or purchase of newspapers.

82. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland water ways.

83. Taxes on vehicles, whether mechanically-propelled or not, suitable for use on a road; on boats, launches and steamers on inland waters; on tram-cars.

84. Taxes on animals and boats.

85. Tolls.

86. Taxes on professions, trades, callings and employments.

87. Capitation taxes.

88. Taxes on luxuries, including taxes on entertainment amusements, betting and gambling.

89. Terminal taxes on goods or passengers carried by railway.

90. Rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of Federal List with regard to rates of stamp duty.

91. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

92. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.

93. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

94. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

SIXTH SCHEDULE

(Article 222)

Election of President under Article 222

1. At any time before noon on the day preceding the day fixed for the election of the President, any member of the Assembly may propose a person for election by delivering to the Secretary of the Assembly a nomination paper signed by that member and stating that person consents to the nomination.

2. Any person who has been nominated may withdraw his candidature at any time prior to the holding of the election.

3. On the day fixed for the election the person presiding over the Assembly shall read out to the Assembly the names of the persons who have been duly nominated and have not withdrawn their candidature, together with the names of their proposers, and, if there is only one such person, shall declare that person to be duly elected. If there is more than one such person, the Assembly shall proceed to elect the President by secret ballot. The ballot shall be held in such manners as the person presiding over the Assembly may direct.

4. Where there are only two candidates for election, the candidate who obtains at the ballot the larger number of votes shall be declared elected. If two candidates obtain an equal number of votes, the determination of the election shall be by drawing of lots.

5. Where the number of persons who have been duly nominated and have not withdrawn their candidature exceeds two, and at the first ballot no candidate obtains more votes than the aggregate votes obtained by the other candidates, the candidates who has obtained the smallest number of votes shall be excluded from the election. Balloting shall then proceed, with the candidate obtaining the smallest number of votes at each ballot being excluded from the election until one candidate obtains more votes than 'the remaining candidate or than the aggregate votes of the remaining candidates, as the case may be, and such candidate shall be declared elected.

6. Where at any ballot any two or more candidates obtain an equal number of votes and one of them has to be excluded from the election under paragraph 5, the determination of the question as to which of the candidates whose votes are equal is to be excluded shall be by drawing of lots.

7. The meeting of the Assembly at which the election takes place shall be presided over by the Speaker, or, if the Speaker is unable to preside, by the Deputy Speaker, or if the Deputy Speaker is also unable to preside, by such person as may be determined by the Rules of the Assembly.

8. In this Schedule, "the Assembly" means, as respects the period before the Constitution Day the Constituent Assembly, and as respect the period commencing on the Constitution Day, the National Assembly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচার	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	আগস্ট, ১৯৫৬

যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করুন
পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রতি আওয়ামী লীগের আবেদন

আমাদের দেশের নির্বাচন পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত যুক্ত নির্বাচন, না পৃথক নির্বাচন, সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমরা পূর্বে আপনাদের নিকট দ্বার্থহীন ভাষায় ও বিভিন্ন যুক্তি দিয়া বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য আমরা যুক্ত নির্বাচন প্রথা চাই। এ সম্পর্কে এখন আরও দু' একটি কথা আপনাদের খেদমতে হাজির করিতে চাই। কারণ, জনবিরোধী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি নানা অপপ্রচার দ্বারা যুক্ত নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে।

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম বলিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালূ হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইবে।

ভাইসব, ইহাদের এই কথার জবাবে আমরা শুধু একটি বিষয় আপনাদের সামনে হাজির করিতেছি। কায়েদে আজম হইলেন আমাদের পাকিস্তানের জন্মদাতা। তিনি পাকিস্তানের অমঙ্গল চাহিবেন এমন কথা কোন পাকিস্তানীই মুখে আনিতে পারে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিবসেই ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীন পাকিস্তানের সার্বভৌম গণপরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সারা দুনিয়ার সামনে ঘোষনা করিয়াছিলেন "কালে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে না এবং মুসলমান থাকিবে না; অবশ্য ধর্মীয় অর্থে নহে; কারণ ধর্ম হইতেছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কথাটা হইতেছে রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে।"

কায়েদে আজমের উপরোক্ত ঘোষণা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ঐ মহান নেতা সম্প্রদায় নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিককে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি নূতন পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যই আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই। যুক্ত নির্বাচন প্রথার মধ্য দিয়াই আমাদের রাষ্ট্রের মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি রাজনৈতিক ভেদাভেদ দুর হইবে এবং মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সমস্ত নাগরিকদের নিয়া পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট হইবে।

আজ যাহারা যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা কায়েদে আজমের বাণীকে উপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা কায়েদে আজমের স্মৃতিকে অবমাননা করিতেছেন এবং তাহারা পাকিস্তানের সংহতি আরও অটুট করিয়া তুলিবার পথে বাধা জন্মাইতেছেন।

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম আর এক জিগীর তুলিয়াছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু হইলে হিন্দুরা মুসলমানদের ভুলাইয়া আইন পরিষদের সমস্ত আসন দখল করিয়া নিবে।

অভিভক্ত ভারতে- যেখানে হিন্দুরা ছিল শতকরা ৭৫ জন এবং যেখানে হিন্দুরা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারীও ছিল, সেক্ষেত্রেই যদি হিন্দুগণ মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী হইবে বিচ্যুত করিয়া থাকিতে না পারে, তবে আজ পাকিস্তানে- যেখানে হিন্দুগণ সংখ্যায় শতকরা ১০ জনের বেশী নয়, সেখানে তাহারা কি করিয়া কোটি কোটি মুসলমানকে ভুলাইয়া পরিষদের সব আসন দখল করিয়া নিবে? ইউনিয়ন বোর্ডে ও জেলা বোর্ডে

যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে কি হিন্দুরা সব আসন দখল নিয়াছে? শতকরা ১০ জন হিন্দু কোটি কোটি মুসলমানকে বোকা বানাইয়া দিবে- এরূপ আজগুবি কথা আজ যাহারা বলিতেছেন, মুসলমান সমাজের উপর তাহাদের কো আস্থা নাই। কাজেই মুসলমান সমাজও তাহাদের বিশ্বাস করিতে পারে না।

সরল, ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমান ভাইদের মনে বিভ্রান্তি জন্মাইবার জন্য ঐ মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম গলাবাজি করিতেছে যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ হইলে ইসলামের খেলাপ হইবে।

কিন্তু, ভাইসব! মিসর, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ আছে। তাহাতে সে সব দেশে ইসলামের খেলাপ হয় নাই। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় ভোট দিতেছি। তাহাতেও আমাদের ধর্মের হানি হয় নাই। আজ আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালূ হইলেই ইসলামের খেলাপ হইবে কেন?

পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের দিকটাও আজ আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। গত ৯ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এই অবিচার করিয়াছে। আজ কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন বন্টনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর সংখ্যাসাম্য নীতিও চালু রহিয়াছে। এই অবস্থায় যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা চালূ থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের ভিতর ভেদাভেদের সুযোগ নিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি কয়েকজন দালালকে হাত করিতে পারে, তবে তাহারা চিরদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর অবিচার চালাইয়া যাইবে। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে দমিত করিয়া রাখার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা পৃথক নির্বাচন চাহিতেছেন ইহাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

যে মুসলিম লীগ গত ৯বৎসর যাবৎ সব দিক দিয়াই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে সেই মুসলিম লীগ ও তার দোসর নেজামে ইসলাম এখনও সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছে। সেজন্যই তাহারা পৃথক নির্বাচন চাহিতেছে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দেশের বহু ক্ষতি করিয়াছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সাম্প্রাদায়িকতার বিষয়ে আজ দূর করা প্রয়োজন। সেজন্যই, আমরা চাই যুক্ত নির্বাচন। যতদিন দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে, হিন্দু-মুসলমানে রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকিবে, ততদিন দেশে সুস্থ গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও আজ যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করা অপরিহার্য। সকলে ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা যুক্ত নির্বাচনের দাবীকে অমোঘ করিয়া তুলুন। সকলে মিলিয়া আওয়াজ তুলুন-

- কায়েদে আজমের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- পাকিস্তানের সংহতি অটুট করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- সাম্প্রদায়িকত ভেদাভেদ দুর করার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।
- পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য যুক্ত নির্বাচন চাই।

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব আব্দুল হাই কর্তৃক ৫৬ নং সিমসন রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সরকার গঠন	পাকিস্তান অবজারভার	৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

ATAUR RAHMAN CALLED TO FORM MINISTRY:

AW AMI'S AGREE TO ACCEPT:
CABINET NAMING TODAY

(By a Staff Reporter)

The Governor Mr. A.K. Fazlul Huq yesterday formally commissioned the leader of the opposition in the East Pakistan Assembly, Mr. Ataur Rahman Khan to form a Ministry in the province.

Mr. Khan when contacted last night said that he would accept the invitation to form a cabinet and would inform the Governor accordingly today.

The Governor's letter commissioning Mr. Khan to form a Ministry, it is learnt, was delivered to the latter soon after 5 p.m. when he was in the meeting of the Awami League Parliamentary Party.

The Awami League Parliamentary Party meeting which was being held, according to previous schedule from 4 p.m. it is learnt, discussed the question whether the party should accept office. There was some opinion in the party that they should not accept office at the present moment.

Moulana Bhashani who addressed the Parliamentary Party advised that unless there was assurance from the Centre that all the food which was required for meeting the deficit, irrespective of how much that might mean in terms of money, would be supplied, the party should not assume Governmental responsibility.

Both the Parliamentary Party and the Working Committee, which met immediately after, however, decided in favor of accepting office.

Mr. Ataur Rahman told pressmen last night that when he met the Governor today, he was likely to submit a list of names of those who wanted to include in his cabinet. Asked what the strength of the cabinet was likely to be he said that he could not yet give a definite idea.

It is, however, understood that the cabinet might consist of about eleven members.

According to present indications five ministers may come from the Awami League, two from the congress, one from the Ganatantri Dal, one from the U.P.P., one from the Scheduled Castes and one other.

There were faint rumours last night of some other parties seeking an alignment with the Awami League. No confirmation was, however, available of such a move.

Soon after Mr. Rahman would submit his list of proposed ministers to the Governor, President's rule will be lifted from the province to allow the formation of a Parliamentary Government.

Till last night, the leaders of all the opposition groups were closed at the Circuit House in Mr. Suhrawardy's room where matters related to the formation of a Ministry were discussed among those who took part in the discussions were Mr. Suhrawardy, Mr. Ataur Rahman, Mr. Basanta Kumar Das, Mr. Mahmud Ali, Mr. Sheikh Mujibur Rahman and others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা	পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগ	৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

আমাদের নীতি ও কার্যক্রম
পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী
জনাব আতাউর রহমান খানের
বেতার ভাষণ
(৭ই সেপ্টেম্বর-১৯৫৬)

গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এক বেতার বক্তৃতায় নূতন মন্ত্রী-সভার নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। তিনি সকল রাজবন্দীর মুক্তির ঘোষণা প্রচার করেন এবং বলেন যে, খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহার এই বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বিবরণ দেওয়া গেল:-

ইতিমধ্যেই আপনার সম্ভবতঃ জানতে পেরেছেন যে কেবলমাত্র সাড়ে ছাবিবশ ঘন্টা আগে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেছি। সরকার গঠনের কাজ এখন পর্যন্ত সম্পূর্ন হয়নি। শীঘ্রই এ কাজ সম্পূর্ণ হবে। ইত্যবসরে আমি ও আমার অপর চারজন সহকর্মী যে সব সমস্যা শাসন-ব্যবস্থা ও জন-কল্যাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে রেখেছে, সাহস ও সংকল্পের সাথে সেগুলির সমাধানের জন্য এগিয়ে যাব বলে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছি।

আর অধিক কিছু বলার পূর্বে আমার এবং আমার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভুতি প্রকাশের জন্য আমি দেশবাসী জনগনের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমরা এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি সঙ্কট মুহূর্তেই কার্যভার গ্রহণ করেছি। আমরা বেশ ভালরূপেই অবগত আছি যে, আমাদিগকে কতকগুলো ভয়াবহ সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা' করতে হবে। আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতা ও গদি দখলের লোভে দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই। উপরন্ত কর্তব্যের চরম আহবানেই তা করেছি। আমাদের কার্যতার গ্রহণ করার মাত্র একদিন আগে পুলিশের গুলী চালনার ফলে ঢাকা শহর এক ভীষণ গোলযোগের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা এই দুর্ঘটনার জন্য একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব করেছি এবং সরকার নিহত ও আহতগণের উত্তরাধিকারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও দেবেন।

খাদ্য সমস্যা

খাদ্য ব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করছি। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ বহু বৎসর যাবৎ যে অবহেলা সহ্য করে আসছে, তা প্রকৃতই অবর্ণীয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সোজা ভাষায় বলতে গেলে হয় যে, প্রদেশ দুর্দশার শেষ সীমার গিয়ে পৌছেচে। যা হোক খাদ্য সংকট সব সমস্যাকে ছাড়িয়ে উঠেছে। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, অগ্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে খাদ্যই সর্বোচ্ছ স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে সমগ্র খাদ্য সমস্যার পর্যালোচনা করা। এ সম্পর্কে আজ লাট-ভবনে প্রেসিডেন্ট মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয়ে

গেছে। এই সম্মেলনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অংশ গ্রহণ করায় আমরা সৌভাগ্য বলেই মনে করি; কারণ, খাদ্য ব্যবস্থায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনারা সবিশেষ ওয়াকেবহাল আছেন। তীব্র খাদ্য সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানকল্পে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং খাদ্য ব্যবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবনম্বন করেছি, তা এই:-

১. ইতিপূর্বে যে ১ কোটি ১০ লাখ মণ খাদ্য-শস্য আমদানীর আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ছাড়াও প্রেসিডেন্টের মহানুভবতায় আরো ২৭ লাখ মন চাউল আমদানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরগুলো ও রেল প্রান্তে যাতে খাদ্য বোঝাই জাহাজগুলো তাড়াতাড়ি পৌছতে পারে, তার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বছর অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই ১ কোটি ৩৭ লাখ মণ চাউল আমদানী করতেই হবে।

৩. আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্যাট ও জেলার কন্ট্রোলারদের এক সম্মেলন বসছে। এ সম্মেলনে খাদ্যবস্থা পর্যালোচনা করে তাদের স্বস্ব এলাকার প্রয়োজন নির্ণয় করা হবে- এতে করে খাদ্য-শস্যের দ্রুত বিলি ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যাবে। এসব অফিসারদের বলা হয়েছে যেন তাঁরা তাঁদের মজুদ শস্যের পরিমাণ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন এবং গ্রামাঞ্চলে কিভাবে খাদ্য-শস্য তাড়াতাড়ি বিলি করা যায় তার প্রস্তাবসহ ঢাকায় আসেন।

৪. আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, খাদ্য সমস্যার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে। তাঁদের কাজ অধিকতর সহজ ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই সব অফিসারদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে করে ঢাকার সদর দফতরের সঙ্গে পত্রালাপে বৃথা সময় নষ্ট না করে তারা সরাসরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। খাদ্য সংক্রান্ত অপরাধে বিশেষ করে মওজুদকারী, চোরাচালানকারী, কালোবাজারী এবং মুনাফাখোরদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হবে।

৫. এখনও ফুড কমিটি গঠিত হয়ে না থাকলে উহাদের আশু গঠনের আদেশ দেওয়া হবে। যেসব ফুড কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে, অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সেগলোকে পুনর্গঠন করা হবে।

৬. যেখানে লঙ্গরখানার প্রয়োজন হবে, সেখানে লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী এর যে-কোন নীতিরই সাফল্য নির্ভর করে কর্মচারীদের দক্ষতা, কার্যক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উপর। এজন্য আমরা শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে সর্বপ্রকার দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই। স্থায়ী কর্মচারীদের সততা এবং সাধুতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। অসৎ এবং অকর্মণ্য কর্মচারীদের আমরা সরিয়ে দিতে চাই। সৎ কর্মক্ষম এবং মনোযোগী কর্মচারীদের জন্য অমনোযোগী এবং বেয়াড়া কর্মচারীদের জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। কর্মচারীরা হয় কাজ করবেন, না হয় কাজ ছেড়ে চলে যাবেন; কালগুণে জনসাধারণের অর্থ অপচয় করা চলবে না। আমাদের কর্মসূচী এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সরকারী কর্মচারীরা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন পাবেন।

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যা কিছু আমরা করব, জনসাধারণের সেবাই হবে তার ভিত্তি, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। দৈনন্দিন শাসনকার্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। সাধু এবং দক্ষ কর্মচারীদের মনোবল রাখতে ও অটুট রাখতে ও যথাসম্ভব তাদের পুরস্কৃত করতে এবং অসাধু ও

অক্ষম কর্মচারীদের শাস্তি বিধান করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবন্ধ। কর্ম দ্বারাই আমরা কর্মচারীদের যোগ্যতার বিচার করব।

রাজবন্দীদের মুক্তি

রাজনৈতিক বন্দীদের দুঃখ-কষ্টে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত তাদের মুক্তির জন্য বরাবর দাবী করা হচ্ছে। তাদেরে মুক্তি আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে ২১-দফা কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত করেছিলাম। জনসাধারণের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা ও আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষার জন্য আমরা আজ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত সমুদয় বাধা-নিষেধও আমরা তুলে দিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত সমূদয় বাধা-নিষেধও আমরা তুলে নিয়েছি। নিরাপত্তা আইন বাতিলের জন্য যথাযথ আইন রচনা ব্যবস্থাও করা হবে।

দূর্নীতি দমন

আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের যাবতীয় অনাচার ও দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য আমরা বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করব। সন্দেহজনক উপায় এবং জনগণের রক্তের বিনিময়ে যারা ধনসম্পদ অর্জন করেছে, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এসব বিবেকহীন ভাগ্যন্বেষীদের অচিরে দমন করা প্রয়োজন এবং ওদের দমন করা হবে।

শিক্ষা সংস্কার

জনগণের প্রতি আমাদের ওয়াদা অনুযায়ী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও আমরা করব। আজাদী লাভের পর দেশের সর্বস্তরেই অধোগতি দেখা গিয়েছে; কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের মান হ্রাসের কোন তুলনাই হয় না। শিক্ষার মান ছাড়াও, শিক্ষার ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সাধারণ সঙ্গতির লোকদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমরা মনে করি, নাগরিকদের যে শিক্ষা দেয়া হবে, তার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো শিক্ষাকেও আমরা জীবনের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন বলে মনে করি। এই অনুভূতিতে অনুপ্রানিত হয়েই আমরা জনসাধারণের জন্য কম ব্যয়সাপেক্ষ ও উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কাজে ব্রতী হব।

সংখ্যালঘুদের প্রতি আশ্বাস

আমি এখন দেশবাসীর এক অংশ সম্বন্ধে বলছি- যারা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু নামে পরিচিত কিন্তু তাঁদের আমরা দেশ ও জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করি। তাঁদের সেবায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা তাঁদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, সরকারী কাজে ও দেশের সেবায় তাঁরা কেবল সমান সুযোগ সুবিধাই পাবেন না; অধিকন্ত এমন এক পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যাতে তাঁরা মুসলমান ভাইদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তার সংগে তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ ও পালন করতে পারেন।

মোহাজের সমস্যা

এখন আমি আমার সেই সব দেশবাসী সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি যারা দুর্ভোগ্যবশতঃ আমাদের আজাদীর দশম বর্ষে ও'মোহাজের' নামে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব নরনারী যাঁরা পাকিস্তান হাসেলের জন্য

সব কিছু কোরবান করেছেন। এটা আশা করা যাচ্ছিল তাঁরা বহু আগেই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত হবেন। তার পরিবর্তে তাঁদের বহু লোক ক্যাম্পে, মালগাড়ীতে, নোংরা ও জীর্ণ কুটিরে মানুষের অনুপযুক্ত অবস্থায় বাস করছেন। তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনই আমাদের সংকল্প । এতে করে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সন্মানজনকভাবে সুষ্ঠু এবং সাধারণ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতেই হবে।

পর্যাপ্ত খাদ্য-শস্যের সরবরাহের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এবং আমার সহকর্মীগণ খাদ্য সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখার জন্য মপস্বলে যাব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভাকাংখীগণকে অনুরোধ করছি-যখন আমরা সফরে বের হই, তখন যেন তাঁরা আমাদের জন্য পার্টি, অভ্যর্থনা ও খানাপিনার বন্ধোবস্ত না করেন। আমরা বিশেষভাবে বুঝতে পারছি যে, যখন আমাদের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ অর্ধানশন অবস্থায় রয়েছেন, তখন আমাদের জাঁকজমকপূর্ণ আতিথেয়তা গ্রহণ করবার অধিকার নেই।

আজকে আপনাদের নিকট থেকে বিদায় নেবার আগে আমি এটাই বলতে চাই যে, আমরা জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই সরকারী কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের আস্থাভাজন থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমরা সরকারী কার্য পরিচালনা করব। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, যে মুহূর্তে আমরা বুঝব যে, আমরা জনসাধারণের খেদমত করবার মত অবস্থায় নেই, তারপরে আর এক মুহূর্তে আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকব না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচন বিল	পাকিস্তান গণপরিষদ	১০ ও ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৬

Joint Electorate Bill in National Assembly in Pakistan
10th and 11th October, 1956.

Excerpts from the speech of Mr. H. S. Suhrawardy: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the principle of electorate in elections to the National Assembly and Provincial Assemblies be taken into consideration."

It may appear strange to those who have not been able to adapt themselves to the change in political outlook resultant on the creation of Pakistan, that I, who was an advocate of the two-nation theory in undivided India, and whose contribution to the creation of Pakistan was perhaps not insignificant, and who believed in separate electorate in undivided India, should advocate joint electorate in Pakistan as a salutary constitutional principle. Undoubtedly separate electorate formed the cardinal creed of the Muslim of undivided India, and was strongly advocated with irrefutable logic by Sir Abdulla Suhrawardy in his minute of dissent to the Simon Report as early as 1918-19, but it was not based on the two-nation theory as such a theory advocated as late as 1940 in the political document known as the Lahore Resolution. Separate electorate was a device to secure proper representation in the Legislatures for the Muslim minority; it took something away from the majority population; it was certainly never meant to be a device to safeguard the interests of a majority population. Although the Lahore Resolution appeared to endorse the two-nation theory, it actually never did so; it threw it overboard when it visualized in the same Resolution that minorities would be left behind in the two countries of Pakistan and India. The two-nation theory carried to its logical conclusion would have connoted total exchange of population-the creation of a completely Hindu nation in India and the creation of a completely Muslim nation in Pakistan.

Of course, by a strange illogicality all the non-Muslim nations were lumped together as one Hindu nation. The two-nation theory was advanced by the Muslims as a justification for the partition of India and the creation of a State made up of geographically contiguous units where the Muslims were numerically in a majority. Once the State was created, the two-nation theory lost its force even for the Muslims. If it is still persisted in, it will logically lead to the partition of Pakistan and the creation of a State made up of contiguous areas where non-Muslims are. in a majority; a contingency from which every Pakistani must recoil with horror. The Muslims, who were a nationality in undivided India, are now citizens in their own country, Pakistan, in which every citizen, whatever may be his religion, is a member of the Pakistani nation. All of the Muslims and non-Muslims are Pakistanis first and last and we take pride and glory in our having achieved nationhood. There is, thus, a radical difference between the conception

of the Millat-i-Islam which transcends geographical boundaries, and the conception of a Pakistani nation or qaum which has boundaries and has a peculiar entity which differentiates it from other nations. Circumstances thus have changed, and so must our political outlook change with the establishment of Pakistan. Today we do not want to develop fissiparous tendencies within the country but must create one nation. I, therefore, avocate joint electorate because this will help in welding all the people together into one great Pakistani nation, in creating mutual confidence and co-operation in the service of the country and in destroying the seeds of suspicion, distrust and hatred between the citizens professing different religions. I want to help in the creation of a Pakistani nation. I want the citizens to have only one ideal, namely, service to Pakistan each according to his own religious convictions but all united to advance the stability, integrity and the glory of Pakistan and all dedicated to their motherland. Surely, this is an ideal worth struggling for a worth achieving.

It is said by some that joint electorate is contrary to the tenets of Islam and that if our National Assembly passes it, it will be doing something un-Islamic. Apart from the conviction which I hold, a conviction which is supported by all the Muslim countries of the world that- there are no injunctions regarding electorates in Islam and that it is wholly wrong to drag Islam into this controversy. I maintain that under our constitution, labeled as Islamic by those gentlemen who consider joint electorate to be un-Islamic, the final word as to what is Islamic or not rests with the State and its organ, the National Assembly.............

It is said that joint electorate is un-Islamic. Joint Electorate implies that Muslims and non-Muslims vote for a particular person. Are we not always doing that in our Legislatures? Have you not jointly voted for the President of the Islamic Republic of Pakistan? Do we not, Muslims and non-Muslims, vote jointly for every measure in our Legislature? Have we not voted jointly for your venerable self when we elected you as our speaker? How do these gentlemen, who consider that joint electorate is un-Islamic and a sin, remain members of a Legislature and vote with non-Muslims for individuals and for measures? Indeed the Members of this very National Assembly have been returned by a joint electorate, namely, the Provincial Legislatures composed of Muslims and non-Muslims. The argument that joint electorate is un-Islamic should hardly appeal to the members here who by their very association in the Legislature must be groveling in sin.

Then again, is Pakistan the only Muslim country in the world? Are there not other Muslim countries like Saudi Arabia, Egypt, Syria, Iran, Lebanon, Jordan and even Afghanistan where they declared law is the Shari at law, and is there separate electorate in any of these countries? In the days of colonialism, in the days of their subjugation one or two of them had separate electorate. This was a device to divide the people. No sooner did they attain independence than they had one electorate and made no difference between Muslims and non-Muslims. What will these countries think of the thesis that joint electorate is un-Islamic? What will those countries think of Pakistan and its divines? I leave the people to ponder.

Let us go nearer home. In East Pakistan members are returned by joint electorate to all the self-governing bodies, like Union Boards, District Boards, the Municipalities, the School Boards and so on. No one up till now has doubled the system un-Islamic or should it be said that it is only when it comes to electing representatives to a Legislature that the joint electorate becomes un-Islamic, but is absolutely Islamic in all other cases even in the election of our President.

In my opinion this problem must be viewed only from one angle, namely, what is in the interest of Pakistan? As I have pointed out, joint electorate will help to create one country and one nation and destroy all fissiparous tendencies. Separate electorate will keep alive the flame of difference based on religion, which will in their turn lead to differences in outlook and even discrimination between citizens and citizens. However, much we shall endeavor to avoid it. Separate electorate is unhealthy if we want to create a nation. It IS useful if we wish to divide. It is a powerful weapon for division. If we search Our hearts sincerely, we shall find that the present Muslim demand for separate electorate is based on deep suspicion and distrust and even hatred of the non-Muslim element. I know that the scars resultant on the partition has not yet healed. Generations will pass before they will heal, but the process of healing must begin, and, living as we must, side by side, with the realistic conviction that the transfer of population is impossible, that the migration of the 4.5 crores of Muslims in India may well result in Pakistan being swept into the sea, we have to accept the fact that Pakistan will remain a country inhabited by Muslims and non-Muslims all of whom must have equal rights and are entitled to be treated as equal citizens. This can only be produced by a feeling, that all are entitled equally to participate in the future of the country through the political institutions of a democratic state. I know that the protagonists of separate electorate will loudly deny that they have any such feeling of distrust, suspicion and hatred against non-Muslims but we cannot escape basic facts and the only way to prove that they entertain no such feeling is to accept joint electorate.

Those who support separate electorate declare that in the system of joint electorate, the Hindus will dominate over the Muslims, capture all the seats, corrupt the Muslims and so on. It is strange that this has been voiced in an area of Pakistan where there are not more than 2 percent Hindus. Strange that these people in West Pakistan, who know nothing at all about. East Pakistan, should try and impose on it this political panacea, and pose as its saviors, as if the Muslims of East Pakistan understand nothing. Do they not realize that it constitutes a slanderous condemnation of the Muslims of East Pakistan, where Hindus still dwell in significant numbers? Let me tell those who think in this manner that there is no such danger. Muslims of East Pakistan, who have not lost their faith in themselves and who basically, are true Muslims, know how to perform their duty to their country. Whether we have joint or separate electorate matters little in West Pakistan where the non Muslims are in such a negligible minority, but it does matter a lot in East Pakistan and the Muslims of East

Pakistan pray to be saved from those who consider them so contemptible that they will sell the interests of the country for the money of non-Muslims. In view of this it is hardly relevant to point out that the wealthy Hindus have migrated from this country, for I do not admit that the Muslims of East

Pakistan are in danger, but I point this out for the benefit of those who entertain such contemptuous ideas regarding their brother Muslims. Let me give you a few instances of joint electorate in action in East Pakistan to show how incorrect is the view of its so-called saviors.

In the district of Khulna, where the Hindus and Muslims are almost equally divided, and from wherein the Provincial Assembly which is based on separate electorate, there are 8 Muslims and 7 Hindus, there are in its District Boards of 30 Elected members, where there should have been on the same basis 16 Muslims and 14 Hindus, 28 Muslims and 2 Hindus. In the Faridpur District Board, where on the basis of separate electorate, there should have been 25 Muslims and 11 Hindus, 32 Muslims and 4 Hindus have been returned. In Dinajpur, where On the basis of electorate, based on population, there should have been 12 Muslims and 9 Hindus, 21 Muslims have been returned and no Hindu. These figures speak for themselves, and show that in a system of joint electorate Hindus have little chance of being returned unless they cooperate with the Muslims and identify themselves with them. Indeed, joint electorate if it does any harm at ail in the matters of representation will harm the Hindus. I deliberately use the words "in the matter of representation", for I think they will gain otherwise from the point of view of creating identity of interest and a sense of common endeavor in a common cause for a common country, which is so vital for a minority community, for its safety, for its dignity and for its future progress, more particularly if the majority community is willing and prepared to be just and to live with the minority community as equal partners and share with its hopes and its fears. It may, therefore, well be asked why, if the Hindus stand to loose so much in representations, do they advocate joint electorate. I have already given the answer but there are other answers as well. It is difficult for the Hindus, who, when they were citizens of undivided India, denied to the Muslims the right of separate electorate as a proper method or representation to claim that right for themselves now that they are in the position of a minority. Apart from this the Hindus find that in a system of separate electorate they will remain for all time a constitutional minority subject to a minority complex and at the whim of a majority complex. It is always to the interest of the minorities if there these complexes are removed and the idea of one nation takes its place and the term minority community loses significance. In the system of separate electorate, the Hindus will be entitled to such a large number of seats that they will always hold the balance of power between the contesting Muslim groups. It is a political and logical phenomenon that the minority community closes its ranks and stands solid as a group, while the majority community that wields power will always be divided. It is to the credit of the Hindus of East Pakistan that they realize that it will be fatal for their future if they place themselves in the position of being able to playoff one group against the other. Their position can become so dominant that they can place the smaller Muslim party in power by combining with it and oust the larger party. This while giving to the Hindus minority some temporary advantage will build up against it forces of distrust and the major Muslim group cannot but entertain unfriendly feelings towards it. It speaks greatly for the political insight of the Hindu community that they prefer to reap the benefits of trust and cooperation and one nationhood rather than scramble for representation on the basis of numbers. A time will come, I hope, when Muslims and non-Muslims will forget

the difference of religion in the service of the country, and we shall find ourselves working together, side by side and shoulder to shoulder, in all nooks and corners of the country, and through such work attain a common nationhood, and take our rightful place in representative institutions, in local bodies and in legislatures according to the service we render to our fellow creatures.

I beg the House, therefore, and the people outside the country to view this problem only from one angle, namely, the interest of Pakistan. It is so easy to mislead our people who are prepared to sacrifice everything in the way of Islam, to mislead them in the name of Islam. It is so easy to excite passion, so easy to kindle fires, so easy to destroy, so difficult to build, that I would beg of those who are utilizing this controversy, for the sake of opposition, not to fan the flames of fanaticism and bigotry and hatred but to pause and build Pakistan on the solid foundation of trust and unity between all the peoples inhabiting this beloved country of ours.

I commend my motion to the house..,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্ত নির্বাচন প্রথা আইন পাশ	পাকিস্তান অবজারভার	১২ই অক্টোবর, ১৯৫৬

NATIONAL ASSEMBLY PASSES ELECTORATE BILL (48-19)

Unparalleled All-night Marathon Session.

BEST POSSIBLE SOLUTION: PM

(***By S.C.)***

After a more than 14-hour debate which commenced yesterday morning and concluded in the small hours of to-day the National Assembly passed the Bill providing for joint electorate in East Pakistan and separate electorate in the country's Western wing. The Electorate Bill was passed at 4 a. m. (East) by 48 votes to 19. But this was not before several divisions had been pressed by the opposition and lost including one by 48 votes to 20.

Animated debate marked the sessions proceedings and other points of interest included defection of one member from the republican party over the electorate issue, declaration of a member of the United Front that he believed in joint electorate regarding which he said his party had given him freedom of conscience and the ending-up speeches of Mr. Suhrawardy, Prime Minister and Mr. Chundrigar, leader of the Muslim League party.

Mr. Suhrawardy's concluding words while commending the bill for enactment were that it constituted under the circumstances the best possible solution and that it would bring the two wings of Pakistan closer together. This was also the best solution until such time as West Pakistan of its own volition changed its view point.

Earlier, he appealed to the opposition that if they wanted to save the people from bigotry and fanaticism, then they should have the guts to go and tell them that the question of electorate had nothing to do with religion.

Mr. Chundrigar marshalling the case for separate electorate said that he would submit that this system of voting was in the best interest of both Hindus and Muslims.

He also stated that equality of rights for the minorities had already been provided for in the constitution.

As regards the Government Party's contention that under a system of separate electorates 72 non-Muslims in East Pakistan had held the balance of power, he said that the particular method of voting could not be blamed for this but the Muslims themselves.

Yesterday afternoon Pir Ali Mohammad Rashidi of the Muslim League held out a threat that a movement for separate electorate would be launched to which Mr.

Suhrawardy interjecting replied that he would break this by a bigger movement based on annihilation of all suspicion and distrust.

In his vinding up speech, Mr. Suhrawardy said that he would like to join with Mr. Chundrigar in condemning the hooliganism that might have taken place here on October7. He hoped that leaders of all political parties will enjoin that there be no disturbance in political meetings.

Among those who participated in this session's debate also were Dr. Khan Saheb and Mian Iftekharuddin; the West Pakistan Chief Minister said that it was not possible for him, to understand why the issue of the electorates was worrying the members. But as Mian Saheb had told them they were worried because they did not represent the public.

Whether he believed in joint or separate electorate did not matter. The point was that representatives of West Pakistan had supported separate electorate and his party and himself had no right to go back on it without referring the matter to people.

In Pakistan, he said, will had always been imposed from the top and politics directed from drawing rooms. He would request all members of the House in clearing the country of fortune hunters but mere speeches would not do.

Referring to East Pakistan he said that they had voted for joint electorate and had every right to do it and also propagate their viewpoint but they should do it peacefully and violently.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মাওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত রাজনৈতিক বক্তব্যভিত্তিক লিপলেট	মাওলানা ভাসানী	১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৭

পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রতি-আমার আবেদন

ভাইসব,

এ দেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার, সরকারী কর্মচারীদের নহে-এ দেশ অগণিত জনগণের দেশ। যাহারা এ দেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব, কামার কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের টাকা দিয়াই চলেন। এ দেশের সরকার জনগণেরই সরকার। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভয়ভীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকী ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐকৃবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে সপ্তাহব্যাপী সন্তোষ কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহবান করিয়াছি। দল মত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়া জনগণের দাবী আদায়ের আন্দোলন জোরদার করুন।

কর্মসূচী

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী- পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা।

৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে-কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রদর্শনীর জন্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনয়নের এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিল্পীগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে। থাকার ব্যবস্থা করা হইবে, বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

জনগণের নগণ্য খাদেম
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
১৩-০১-৫৭

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- সম্মেলনের জন্য চাউল, পাতা, ডেকচী, কড়াই, গরু-বকরী যে যাহা দান করিতে চান সম্মেলনের পূর্বেই পৌছাইয়া দিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলন সংক্রান্ত প্রচারপত্র	মাওলানা ভাসানী	৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

কাগমারীর ডাক

- সারে চার কোটি বাঙ্গালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ডাক।
- ঐতিহাসিক মহান ২১-দফা আদায়ের ডাক।
- চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সকল শ্রেনীর মিলনের ডাক।
- সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে এশিয়া আফ্রিকার মুক্তির ডাক।
- পূবর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।
- ‘‘২১-দফার পূণ রূপায়ণের জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহা সারা পাকিস্থানের সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তির মহান সনদ, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।’’

--মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর উপস্তাপিত মওলানা ভাসানীর বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	৬ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্থানের জনগণের প্রকৃত মুক্ত ও শান্তির প্রস্তাব করিবে বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট পরিত্যাগ ও যুদ্ধচুক্তি বাতিলের দাবী

(সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি)

কাগমারী (টাংগাইল), ৫ই ফেব্রুয়ারীঃ- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য সন্ধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ‘‘আমি কোন প্রকার যুদ্ধাজোটে বিশ্বাস করিনা। বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী যে-কোন প্রকার যুদ্ধজোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাধাস্বরূপ’’।

তিনি ঘোষণা করেন, ‘‘যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির জন্য সংগ্রাম করে যাব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই শক্তিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে’’ ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের ২০শে মে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রকার যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করা হইয়াছিল এবং বাগদাদ, সিয়াটো ইত্যাদি যুদ্ধ-চুক্তির বাতিল দাবি করা হইয়াছিল।

‘সংবাদ’ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

৭ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাউনন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীঃ

দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে ক্রমাগত সংগ্রাম করার পর এই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ণ পাকিস্তানে ক্ষমতা পেলো। এ-ক্ষমতা নিরংকুশ নয়, অন্যান্য পার্টির সহযোগিতা নিতে হয়েছে এ ক্ষমতা পেতে, তবু অনেকের মনে হতে পারে, আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি, মন্ত্রীরা দেশ শাসন করুক, আমরা বাড়ীতে বিশ্রাম নেই।

যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভূল। এ ভূল যত শিগগির ভাংগে ততই মঙ্গল। আপনারা মুসলিম গীগের ইতিহাস বিস্মৃত হবেন না। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । পাকিস্তান কায়েম হবার পর তার ক্ষমতা ও মান-মর্যাদা আর ও বৃদ্ধি পায়। বস্তত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান কায়েম হবার সময় পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই ছিল না। আমি নিজেত বটেই, আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুন্দর ও দূর্নীতি- কালোবাজারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্তি করার অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মপন্থা সকল-

দেশের সকল শ্রেনীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মাত্র ৯টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সে রূপ হার পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে কোন ক্ষমতাসীন দলের হয়নি।

কেন এমন হলো? কেন মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় মৃত্যু হলো? আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্রে ও প্রদেশে আংশিক ক্ষমতা অধিকারের পর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে, অতন্দ্র দুষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শিগগির ডেকে আনে তত শিগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু'একটা ভূল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভূল করলে সে ভূলের ক্ষমা নেই।

মুসলিম লীগ কি কি ভূল করেছিল তার একটি হিসাব নিলেই আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া সহজ হবে বলে নিম্নে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত মুসলিম লীগের ভূলগুলি একে একে বলছিঃ

প্রথমঃ ক্ষমতা তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের মতামত না নিয়ে মুসলিম লীগ করাচীতে রাজধানী নিয়ে গেল, উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করল এবং সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ ও চাকরি বন্টনে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে চললো।

দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলেন। নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যার জন্ম সেই মুসলিম লীগের দোষক্রটির ন্যায্য সমালোচনাকে তারা ইসলাম বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনমনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করার প্রচেষ্টায় মত্ত হলো।

তৃতীয়তঃ মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন রক্ষিত হওয়ার নামমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত না হলেও তারা রাজনৈতিক সভাসমিতিকে প্রধানতঃ ধর্মমূলক ওয়াজ-নসিহতের জলসায় পরিণত করলেন।

চতুর্থতঃ মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রসূল এবং এবং কেতাব এক-এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক বলে প্রচার চালালেন তারা। একই যুক্তিতে তারা বলে যেতে লাগলেন বিরোধী দল মাত্রই রাষ্ট্রদ্রোহী।

পঞ্চমতঃ মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী মনে করে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের ধন ও সম্পদ নির্লজ্জ লুণ্ঠনে মত্ত হলেন। লীগের উপরের স্তরের লোকগণ চরম দুর্নীতি, চোরাকারবারি এবং স্বজনপ্রীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন, এ অবস্থা যখন সরকারী কর্মচারীগণের কাছে ধরা পড়লো তখন তাদেরও অনেকে পাকিস্তান লুণ্ঠনের কার্যে অবতীর্ণ হলেন (গোলাম মুহম্মদের জামাতা হোসেন মালিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগন কেনার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬লাখ টাকা ৭/৮ বৎসর ধরে ব্যাক্তিগত অহবিলভুক্ত করে রেখেছেন)। পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগের নেতা, উপনেতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। তাদের সম্পত্তি কিভাবে অর্জিত হলো যদি তার তদন্ত কোন দিন হয় তবে পাকিস্তান লুণ্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুর্নীতি, ফেরেববাজি ও চুরিচামারিকে হার মানাবে।

ষষ্ঠতঃ পাকিস্তানের মালিক হওয়ামাত্র মুসলিম লীগ নেতাগণ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমারেখা ভূলে গেলেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর মুসলমানদের সমাজ জীবন গোমরাহী ও মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। সেই গোমরাহী ও মূর্খতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা

প্রচেষ্টা করতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে। ভারতীয় মুসলমানদের সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। সে গড়া আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও তা আজ অনেকটা সুদৃঢ়; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা আজও গড়েনি। মুসলিম লীগ নেতাগণ এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গেলেন, তারা নিজেদের মনে করতে লাগলেন পরম ও চরম বিজ্ঞতার অধিকারী ও নির্ভুল। ফলে মূর্খতার সংগে অহমিকা বা ইংরেজীতে যাকে বলে এরোগেন্স, তার মিশ্রণ হলো। মূর্খ নিজের মূর্খতা স্বীকার করে কার্যে অবতীর্ণ হলে এবং অপরের গঠনমূলক উপদেশাদি গ্রহণে রাজী হলে তা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার মিশ্রণ একেবারেই অসহ্য।

সপ্তমঃ মুসলিম লীগ অর্থনৈতিক রাজনীতি সংগে মিশিয়ে ফেললেন। রাজনীতিতে অনেক সময় জনগণের ভাবালুতা কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি বর্তমানে জগতে বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং ভাবালুতাভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক জগতে একেবারেই অচল। বাণিজ্যের মূল কথাই হলো লাভ-লোকসান। চরম শত্রুর সংগেও লাভ হলে ব্যবসা করতে হয়। কিন্তু লীগ কর্ণধাররা বাণিজ্যের মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে ভারতের সংগে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তান থেকে ৪০ লাভ বেল পাট ও ১৫ লাখ বেল তুলা কিনত, কিন্তু আজ কেনে মাত্র দশ লাখ বেল পাট। ভারত পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করল, আমরা অবলম্বন করলাম ‘‘পাট উৎপাদন কমাও নীতি’’। মুসলিম লীগ সরকার চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্কে স্থাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছে। এখানেই শেষ নয়, দুনিয়ার সব দেশ যখন মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেয় তখন এই একাউন্টেট অর্থনীতি বিশারদরা পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান পূর্ব হারেই রেখে দেন, কিন্তু এর থেকে যে লাভ হলো তার এতটুকুও দেশের জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা করলেন না। এরা দেশের দুই অংশের মধ্যে স্বর্ণের দু’রকম মূল্য নির্ধারণ করে কার্যত পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বীকার করেও, নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ও পূর্ব পাকিস্তানকে লণ্ঠনের জন্যে উভয় পাকিস্তানকে এক অর্থনীতির জোয়ালে আবদ্ধ করে লাঙ্গল ধরলেন। এই অশ্রুতপূর্ব মূর্খতার ফলে আজ পাকিস্তানী অর্থনীতি বিপর্যস্ত; জনসাধারণ আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন, পূর্ব পাকিস্তান আজ ভিখারীর দেশে পরিণত: অপর যে-কোন সভ্য দেশে রাষ্ট্র পরিচালকগণের মধ্যে মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার এরূপ সমাবেশ হলে দেশের লোকের বিচারে তাদের গুরুতর শাস্তি হতো।

অষ্টমতঃ ইংরেজ আমলে মাথাভারি শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা দূরের কথা, মুসলীম লীগ তাকে পূর্বাপেক্ষাও মাথাভারি করতে প্রস্তুত হলেন। যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ একশত টাকার উর্ধ্বে নয়, সেই দেশে বার্ষিক দু’তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের পদ রাখার নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নেই। গ্রেট বৃটেনের মত উন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের চাইতে বেশী এদেশের অনেকের মাসিক বেতন। পাকিস্তানের মত দরিদ্র দেশের বৈদেশিক দূতাবাস, ট্রেড কমিশন, ডেলিগেশন প্রভৃতির সংখ্যা কানাডা ও বৃটেনের মত উন্নত রাষ্ট্রের চাইতেও সম্ভবতঃ অনেক বেশী, অথচ অতি সহজেই একটি বৈদেশিক দূতাবাস থেকে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক দেশে কাজ করতে পারে।

মোট কথা, মুসলিম লীগ মুখে ধর্মের জিগির এবং কার্যত দেশের জনসাধারণকে ইংরেজ আমল অপেক্ষাও দারিদ্র নিমজ্জিত করে দেশকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করার যে অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মত্ত হলো, তার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ দৈনন্দিন খরচের জন্য পরমুখাপেক্ষী। বিদেশের অর্থ সাহায্য ছাড়া আজ পাকিস্তান অচল। এজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে দেশ।

বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সরকারী দলের মতই সমান প্রয়োজন বলে মনে করতে হবে। বিরোধী দলের ‘শির কুচল’ দেওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। বিরোধী দলের কারও দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করার

নীতি বর্জন করতে হবে। মোট কথা, পূর্ণ পালামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের লক্ষ্যস্থল।

ইতিহাস সাক্ষী, কোন দেশের জনসাধারণ কোন কালেই ভুল করেনি। যারা বলেন যে, নিরক্ষরতা বা অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ ভুল করতে পারে, সুতরাং জনসাধারণের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না, তাদের সংগে জনসাধারণের কোন পরিচয় কোন পরিচয় নেই। সমবেতভাবে জনসাধারণ যদি ভুলই করত, তবে তারা পাকিস্তান আনতে পারত না। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারন নির্বাচনে জনতা যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা নেই।

এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী। একুশ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোরও প্রধান কথা হল পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না পূর্ব পাকিস্তান তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছে, যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছে- ততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভব নয়।

বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ আর একটি ওয়াদা। সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের খেসারত দিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপই দিতে হবে, টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নেই। যে টাকা জমিদার-তালুকদারকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান আইনে আছে, সে টাকা দ্বারা এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষম জমিদার-তালুকদারদের যোগ্যতামত নিয়োগ করা যেতে পারে। সংগত মনে হলে ঐ সকল শিল্পের কিছু শেয়ারও তাদের দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা-পূর্ব পাকিস্তানে ১৬% মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ওয়াদার আমরা আবদ্ধ। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার এখন ৩০-৩৫ হাজার; হাইস্কুল ও হাই-মাদ্রাসা মিলে ছিল প্রায় ২ হাজার, এখন কাগজেপত্রেই মাত্র ১৪ শত। মধ্যে ইংরেজী ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এখন নেই বললেই চলে। শিক্ষকের সমস্যা আরো গুরুতর- প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সরকারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়েও কম।

সামরিক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন থাকবে আমরা বলেছি: কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সামরিক বিভাগের নিয়োগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে। সামরিক বিভাগের ২ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৫% জনও পূর্ব পাকিস্তানী নয়। পাকিস্তান সরকার দেশরক্ষা খাতে বৎসরে রাজস্ব খাত থেকেই প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করেন, এছাড়া বৈদেশিক সাহায্য তো আছেই। এই টাকার পনেরো আনাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ দেশ রক্ষার অধিকার সকলের সমান। জাপান ও চীনাদের মত খর্বকায় ব্যক্তিরা যুদ্ধের উপযোগী হতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা সামরিক বিভাগের জন্য উপযোগী কেন হবে না তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছি দেশের সকল ব্যাপারে সংখ্যাসাম্য ভোগ করব বলে- কেন্দ্রীয় সরকারের মোট খরচের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয়শত লোক বাস করে; পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা এক শতেরও কম। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে শত ইচ্ছা করলেও কৃষির খুব উন্নতি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হল পশ্চিম পাকিস্তানে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার কার্যে এ পর্যন্ত চরম অবহেলা প্রদর্শন করে আসছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা সমস্ত ভারী শিল্প কেন্দ্রীভূত করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত এবং এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কর্তৃত্বাধীন একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগেই এই শ্রেণীর একটি ব্যাংক অনতিবিলম্বে সহাপিত হওয়া দরকার।

পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসারত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর অফিস করাচীতে করে অনেক ব্যবসায়ী ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছে। অপর দিকে পূর্ব বাংলার ছোটখাটো শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকগণ একতরফা ইনকামট্যাক্সের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে অনেকে কারবার গুটাতে বাধ্য হচ্ছে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার দরকার। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প গড়ে ওঠে তজ্জন্যে পূর্ব পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে- প্রয়োজনমতো বিশেষ সুবিধাও দিতে হবে।

পাকিস্তানের গণতন্ত্রও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূল হ'ল না। ইহা সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে সক্রিয় হতে হবে।

আমলাদের বেতন ৪-৫ হাজার টাকা। এর প্রতিকারের জন্য আওয়ামী লীগকে আন্দোলন চালাতে হবে। এ আন্দোলন গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার আন্দোলন।

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য- 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর'- শত শত বৎসরের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, আফ্রিকার ব্যর্থ হউক- দুনিয়ার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠুক।*

* ভাষণটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দরি বক্তব্য	দৈনিক সংবাদ	৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

সময়ের উপর নির্‌ভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের আবেদন
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বত্তৃতা প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ‘‘সময়ের উপর নির্ভর করিয়া বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের’’ পক্ষে মত দেন। তিনি বলেন আমাদের কেন্দ্র হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হইতেছে না। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের আমাদের উপর সামান্য হইলেও আস্থা রহিয়াছে। ১৯৫৫ সালে যে পররাষ্ট্রনীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধি চলিতে পারে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমাদের কেন্দ্রে একটি মাত্র পার্টির জন্যই পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করিতে হয় না। সমগ্র দেশের জন্য তাহা করিতে হয়।

তিনি মওলানা সাহেবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার মনে হয় শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার যেমন বৈদেশিক সাহায্য, কেন্দ্রীয় অর্থ বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন রহিয়াছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের অত্যাবশকীয় সংহতি ও জনসাধারণের মৌলিক দেশপ্রেমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দাবীর বাস্তব ভিত্তি নাই। কারণ স্বায়ত্তশাসন মোতাবেক এই দাবীর শতকরা ৯৮ ভাগই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরক্ত কেবলমাত্র জাতীয় পরিষদে আইন পাস করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। এই সম্পর্কে কাউন্সিলে তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের আবশ্যকীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের কমিটি গঠন করিতে বলেন এবং এই প্রসংগে তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইতেছে। এই সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র প্রবনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে।

পররাষ্ট্রনীতি

ইতিমধ্যেই ইহার (পররাষ্ট্রনীতি) সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতি কখনই স্থিতিশীল হইতে পারে না। তবে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত ইহাকে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হইবে। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকালে অবশ্যই যথাথ সময়ের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইহা ফলদায়ক হইয়াছে।

মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা প্রসংগে- মওলানা ভাসানী সামরিক জোটের বিরোধী হইলেও দেশের জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধী নহেন।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার সহিত তাহাদের পার্থক্য আমার প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আমি তাহাদের রাজী করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।*

* ভাষণটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে মুসলিম লীগ সমর্থক ‘দৈনিক আজাদ’- এর সম্পাদকীয় মন্তব্য	দৈনিক ‘আজাদ’	১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

কাগমারী সম্মেলন

সম্প্রতি মোমেনশাহীর কাগমারীতে আওয়মী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হইয়া গেল। তার সাথে একটা তথাকথিত ‘সাংস্কৃতিক’ সম্মেলনের অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ‘তথাকথিত’ বলিয়া অভিহিত করিলাম এই জন্য যে, পাক-বাংলার সাহিত্য তমুদ্দন লইয়া যাঁরা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁদের অধিকাংশই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। কারণ তাহাদিগকে যোগদানের আহবানই জানানো হয় নাই। যে কিছুসংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী এ-সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁদের আবার বেশীর ভাগই ছিলেন এক বিশেষ দল ও মতের ধারক ও বাহক। কাজেই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিমূলক বলা চলে না।

পাক-বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি যত উপেক্ষা দেখানো হোক না কেন, ভারতীয় বাংলায় সাহিত্যসেবীদের প্রতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। মনে হয় সম্ভব হইলে ভারতীয় বাংলা উজাড় করিয়া সাহিত্যিকদিগের কাগমারী লইয়া আসিতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তা তো সম্ভব ছিল না, তাই গুটি কয়েকজনকে আনিয়াই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইয়াছে।

যাহা হোক ‘‘সাংস্কৃতিক’’ সম্মেলন সম্পর্কে আমরা অন্যদিন আলোচনা করিব। আজ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সম্পর্কেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য এই আওয়ামী কাউন্সিলে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেইসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না। আমরা শুধু এই অধিবেশনের কার্যক্রমের ভিতর দিয়া যে সুর ফুটিয়াছে সে সম্পর্কে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, এই সুরটি বড় ভয়ানক- ইহাতে পাকিস্তানের অশুভ পরিনামের ইংগিতই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের যে মারাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছিল সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। যারা এই অপচেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট ভাষা ঘোষণা করেনঃ ‘‘দেশের বৃহত্তম স্বার্থে, সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। কূটনীতির উপরই পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির নির্ভর করে। এই কারণেই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বছরের পর বছর ধরিয়া আকড়াইয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপারে বর্তমান সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, হাতে হাতে তার ফল পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান আজ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জন করিয়াছে।’’

বলাবাহুল্য, জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই ঘোষণায় প্রতিবাদীদের সমস্ত চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার সমর্থনে আট শতাধিক কাউন্সিলারের করতালিতে অধিবেশন কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তুব এই অপচেষ্টাকারীরা দমিয়া গিয়াছিলেন কি? মনে তো হয় না। ‘‘ষ্টেটসম্যানের’’ রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ইহারা আবার মাথা জাগাইয়াছিলেন এবং তাঁদের অপচেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাস করাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ কথা সত্য হইয়া থাকিলে এবং এ প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে আওয়ামী লীগে ভাঙন রোধ করা কঠিন হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে করার কারণ আছে।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা করা অবশ্য আমাদের কাজ নয়, এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যাঁরা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বদলাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁরা পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইতে চান? পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা মানে বন্ধুহীনতা, শুধু তাই নয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় 'ব্ল্যাকমেলিং'। এই বাদুড়নীতি আজ ভারতকে বন্ধুহীন করিয়াছে, কাশ্মীর প্রশ্নের আজ একজনও তার সমর্থক নাই। এসব দেখিবার পরও তারা পাকিস্তানকে ভারতের অনুসরণ করিতে বলিতেছেন কোন সদুদ্দেশ্যে? কাশ্মীর সমস্যার সুসমাধান যতদিন না হইতেছে, ততদিন প্রতিবেশী হইলেও, ভারতকে পাকিস্তান বন্ধরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে না। কাজেই এই সময় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বাদুড়নীতির অনুকরণ করিতে যারা বলেন, পাকিস্তানের মঙ্গল তাদের কতটুকু কাম্য?

তাছাড়া মওলানা ভাসানীর ভাষণে এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাতে সত্যভাবে পাকিস্তানী মাত্রই শঙ্কিত না হইয়া পারেন না। মোছলেম লীগের নিন্দায় মওলানা ভাসানী তার ভাষণে একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তা হোন, কিন্তু বেসামল হইয়া তিনি এমন কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেনঃ "প্রাক- স্বাধীনতা যুগেরও মোছলেম লীগের কোন অস্তিবাচক জীবনদর্শন ছিল না। প্রধানতঃ বিদ্বেষকে অবলম্বন করে সেদিন আমাদের রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে। জীঘাংসার নিবৃত্তি হলে আমরা কি গড়ে তুলব সেদিন একথা আমাদের কোন নেতা চিন্তা করেননি এবং চিন্তা করেননি বলেই পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত সত্যকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল না।"

উপরোক্ত উক্তির সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে কায়েদে আজমের নেতৃত্বে যে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল তাহা ছিল নিতান্তই নেতিবাচক হট্রগোল মাত্র, জীবনদর্শন বলিয়া কেন গঠনমুলক ব্যাপার তাতে ছিল না, আর বিদ্বেয় ছিল এই হট্রগোলের ভিত্তি। এবং মার-কাটের ভিতর দিয়া পাকিস্তান আসিয়াছে বলিয়াই পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না।

পাকিস্তান আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের নেতা কায়েদে আজম সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসীরা অনেক কুকথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু এমন কথা তারাও বলিতে পারেন নাই। কায়েদে আজমের মোছলেম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী, মওলানা ভাসানীর মতে ছিল নেতিবাচক কথামাত্র। কায়েদের আজম চাহিয়াছিলেন বড়- ছোটর ভেদাভেদ ঘুচাইয়া শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে। তাঁর এ উক্তিও তাহা হইলে জীবনদর্শনহীন বাজে কথামাত্র। বস্ততঃ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা সম্পর্কে এমন প্রশস্তি (!) আর কোন দেশে কখনো উচ্চারিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পাকিস্তানের উৎপত্তি সম্পর্কে এমন ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য উক্তি শুনিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইবে এরূপ কল্পনাও আমাদের ছিল না। পাকিস্তান সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই কি মওলানা ভাসানী ইহাকে আজ রসাতলে লইয়া যাইবার মতলব আঁটিয়াছেন?

তাঁর এই মতলব ধরা পড়িয়াছে তাঁর আর একটি উক্তিতে। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়ত পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে 'আসসালামো আলায়কুম'। অর্থাৎ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন মাত্র তাঁরাই, যাঁরা পাকিস্তানের সংহতির কোন গুরুত্বই উপলব্ধি করিতে পারেন না। পাকিস্তানের উভয় অংশ যদি খোদা না করুন, পৃথক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকিবে কি? আর থাকিলেও বিশ্ব রাজনীতিতে তার কোন গুরুত্ব থাকিবে কি? পশ্চিম পাকিস্তান-বিদ্বেষে এমন কথা কোন পাকিস্তানী উচ্চারণ করিলে তাতে তার পূর্ব পাকিস্তান নীতি হয়ত প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহকর উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর দলই যখন বর্তমানে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার তখন এমন উক্তির মাত্র একটি অর্থই হইতে পারে, এবং তা হইতেছেঃ যিনি এমন উক্তি করেন, পাকিস্তান হিসাবে এই রাষ্ট্রের টিকিয়া থাকা তাঁর কাম্য নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাসানীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বক্তব্যভিত্তিক লিফলেট	মাওলানা ভাসানী	২৬শে মার্চ, ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন

ভাইসব,

উভয় পাকিস্তানের সংহতি ও মিলন নির্ভর করে একমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের উপর।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সারে চার কোটি বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের মুক্তি অসম্ভব।

আওয়ামী লীগের মাধ্যমে নোও-জওয়ান, ছাত্র, চাষী, মজুর, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষক সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ২১ দফার অন্যতম দফা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করুন।

গদীর মোহে মুসলিম লীগের সহিত হাতে মিলাইয়া যাহারা সাড়ে ৪ কোটি বাঙ্গালীকে চিরকালের জন্য কৃতদাস বানাইতে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিসর্জন দিয়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস করিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় সাম্রাজ্যবাদীর ও কোটিপতি শোষকদের সহিত হাত মিলাইয়া বর্তমানে আমারও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি, পোষ্টার, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সারাদেশময় মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছে। এই সব কুচক্রীদের দেশবাসী ভাল করিয়াই চিনে। তাহারাই গত নয় বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব পাক তথা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? মিথ্যা প্রচারে কর্ণপাত না করিয়া ২১ দফা দাবী আদায়ের জন্য সারা দেশময় আন্দোলন করুন।

পাকিস্তানের রাজধানী করচী হইতে স্থানান্তরিত করা হইল, পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর দাবী পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে হইবে। ইতি-

আরজ গুজার-

মঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব গৃহীত	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভা	১লা ও ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৭

Mr. Mohiuddin Ahmed (3rd April, 1957) : Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that Government of East Pakistan should represent to the government of Pakistan for taking suitable steps for providing full Regional Autonomy for East Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense.

Mr. Syed Quamrul Ahsan: I beg to move the amendment of which notice has already been given.

This Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan the necessity of making regional autonomy as envisaged in the Constitution a reality.

Mr. A. K. Rafiqul Hossain : Sir, I beg to move by way of amendment that form the words "Full up to (3) Defense" in the resolution moved by Mr. Mohiuddin Ahmed be omitted and the following be substituted :-

"autonomy to the Provinces with a view to better and more effective administration considering the geographical peculiarly between the two regions of Pakistan and for setting up an independent commission consisting of Federal and High Court Judges to determine the extent of autonomy necessary for the purpose so that the solidarity and integrity of Pakistan cannot be at jeopardy."

Mr. Mohiuddin Ahmed : মিষ্টার স্পীকার, স্যার আমি এখানে যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি তার জন্য আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তার কারণ গত ১৯৫৪ সালে যে নিবর্বাচন হয়ে গিয়েছে এবং যার মারফৎ একটা প্রতিক্রিয়াশীল যুগের অবসান ঘটিয়ে নবযুগের সূচনা করেছিলাম সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ভিতর সবর্বশ্রেষ্ঠ যে দফা ছিল সেটা হল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।.... এটা পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র দাবী নয়, এটা সমস্ত পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির দাবী। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের এই দাবীকে বানচাল করার জন্য বহু রকমের ষড়যন্ত্র, বহু রকমের প্রচার বিভিন্ন দিক থেকে হচ্ছে। আমরা জানি গত ৯/১০ বৎসর পর্য্যন্ত পূবর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের নামে পূবর্ব পাকিস্তানকে গুটি কয়েক একচেটিয়া মুনাফাখোরের হাতে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবে তুলে দিয়েছিল এবং আজকে পূবর্ব পাকিস্তানকে লুণ্ঠন করার অবসর ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কতিপয় লোক দেশের ভিতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা বলছে পূবর্ব পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হচ্ছে পাকিস্তান থেকে পূবর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। এ কথা নূতন কথা নয়। এ কথা আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে মুসলিম লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন থেকেই শুনে আসছি। আমরা গত নিবর্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্ট মারফৎ পরিষদে প্রতিযোগিতা করেছিলাম তখন আমাদের বিরুদ্ধে কতিপয় লোক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রচার করেছিল

যে যুক্তফ্রন্টের অর্থ যুক্ত বাংলা। এই রকম প্রচার আমাদের বিরুদ্ধে এই জন্যই করেছিল যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে যদি জনসাধারণের মনে অশান্তি, সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই যুক্তফ্রন্টের ফাঁকে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরা আবার ক্ষমতাসীন হতে পারবে।

স্যার, আমি মনে করি যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী একটি যুক্তি সঙ্গত দাবী এটা পাকিস্তানের প্রত্যেক অঙ্গকে শক্তিশালী করবে। যদি একটা মানুষের একটা হাত বা একটা পা শুকিয়ে যায় তা'হলে তাকে একজন স্বাস্থ্যবান লোক বলা চলে না। পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা এই পূবর্ব পাকিস্তানে। আমাদের পূবর্ব পাকিস্তান সোনার দেশ। এখানকার মাঠে ফসল ফলে। মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করত। সেই পূবর্ব পাকিস্তান আজ ধ্বংসের পথে। পূবর্ব পাকিস্তানের আজ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের লোকের আজ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এরা আজ সামান্যতম মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। আজকে পূবর্ব পাকিস্তানের মানুষকে না খাইয়ে শুকিয়ে মেরে যারা পাকিস্তানের মুক্তি কামনা করে তারা পাকিস্তানের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। আজ পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ২১ লক্ষ লোক যদি তাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং চাষাবাদের সম্পূর্ণ মুক্তি পায় তাহলে এখানে এক একটা সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার গড়ে উঠবে এবং সেই সমস্ত পরিবার হবে পাকিস্তানের একটা অখন্ড শক্তি। অন্যদিকে কথা হচ্ছে যে পাকিস্তানের একটা অঙ্গকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, দুবর্বল করে রাখা হয়, নানা রকম অত্যাচারের মধ্যে রাখা হয়। তাহলে সেটা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ নয়। আজকে সমগ্র পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হচ্ছে। এটা কেবল পূবর্ব পাকিস্তানের বিষয়ই নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা গিয়াছে যে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণের বুকের উপর চেপে আছে। এক ইউনিট করে সেখানকার প্রত্যেকটি প্রদেশের সত্তা বিলুপ্ত করে দেবার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে সেখানে আজ ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের এই আন্দোলন শুধু পূবর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন নয়, এ আন্দোলন সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো নাই।.... আমার প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমার বন্ধু জনাব কামরুল আহছান সাহেব। যাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করেছেন জনাব কামরুল আহছান সাহেব তাঁদের মধ্যে একজন। শাসনতন্ত্রে কি দেওয়া হয়েছে, মিষ্টার স্পীকার স্যার, আপনি তা জানেন। আপনি একজন বিশেষ আইনজ্ঞ ব্যক্তি। আমি শাসনতন্ত্র পড়েছি, তাতে দেখেছি কতকগুলো অপদার্থ ক্ষমতা পূবর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে জনাব কামরুল আহছান সাহেবও একজন ছিলেন। আজকে তাঁরা সেগুলো আমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমি আশা করি এত আলোচনার পর, এত বক্তৃতার পর জনাব আহছান সাহেব তাঁল সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন।

Mr. Khandaker Mushtaque Ahmed: আপনারা একেবারে স্বাধীন হতে চান?

Mr. Mohiddin Ahmad: মিষ্টার স্পীকার স্যার, জনাব রফিকুল হাসান সাহেব যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। আমরা সবাই যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নিবর্বাচিত হয়ে এসেছি। আমরা জনগণের কাছে ওয়াদা করে এসেছি। আমি আশা করি আমার বন্ধু জনাব রফিকুল হাসান তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন।.........................

Mr. Muzaffar Ahmed: Sir, it was not the only demand of our leader Maulana Bhasani as regards the form of address "Assalamo-Alaikum". Our resolution on regional autonomy is in accordance with the 19th point of the 21-point programme on the basis of which the last general election was faught and to which the various components of the then United Front Party, namely, the Awami League. Krishak Sramik Party, Nizame Islam Party, Ganatantri Dal. are committed. The Muslim League is also committed to this by their Lahore Resolution of 1940 where in it is clearly laid down that the units of

Pakistan are to be autonomous and sovereign. Today this resolution of demand for regional autonomy is not a demand of our Leader Maulana Bhasani alone or any particular party. This is a national demand; this is a demand of 42 million people of East Pakistan. The demand for regional autonomy is based on facts, reasons and history; and it is not an outburst of sentiments and emotions nor is it neither a vote-catching slogan nor an outcome of frustration and disappointment. It means complete freedom of the regions in internal affairs from the control of the Central Government in spheres other than Defense, Foreign Affairs and Currency. The demand for regional autonomy is not undemocratic. It is democratic because at least 56 per cent of the total population of East Pakistan demands it. It is geographically inescapable because the two wings of Pakistan are based on two different economies. It is politically sound. There can be 'union without unity' and unity cannot be achieved through coercion, threat or force. There is no necessity of unity so long as there can be "union without unity'. History confirms it; because Political History is replete with such instances...

After August, 1947 political independence we have achieved no doubt, but economic liberation is yet to be achieved. Containing 56 per cent of the population of Pakistan, East Pakistan has all through these 10 years been smarting under numerous grievances relating to uphold their national rights. East Pakistan has suffered under the discriminatory treatment met out to her economic filed.

Mr. Speaker, Sir, the improvement of the lot of our backward and poverty-striken people will not be possible without regional autonomy. The real solution of the food problem of the country which is suffering from permanent deficiency lies either in the import of foodstuffs from foreign countries or in the increase of yield per acre by the application of scientific appliances. How can we import foodstuffs and scientific appliances from other countries without exporting goods to those countries? Export of a country pays for its import. East Pakistan has nothing today to be called industrial or manufactured goods to export and thereby to earn foreign earnings. The little foreign earnings that she has every year by exporting jute that also she is deprived of. Our agriculture has been very much neglected...

You know, vSir, in the field of industrial development, tariff laws play a great part and East Pakistan has got no control over it. Another important factor is freight charges which again arc under the control of the Central Government. In the name of currency and foreign exchange is controlled by the Central Government and the step-motherly treatment of the Central Government is well known to all of us. The Central Government also on account of its economic subordination to some foreign countries and signing the various military pacts labors under serious handicaps in the field of industrial development.

Mr. Speaker, Sir, in the field of our agriculture, industry, commerce, internal transport, education and health, no development can be conceived of by a Government silting 1,400 miles off at Karachi. In the present pattern of our State, it is regional autonomy and regional autonomy alone that can guarantee an all round development of this wing of Pakistan ...

Mr. Ashabuddin Ahmed : স্যার, স্বায়ত্তশাসনের দাবীর উপরেই পাকিস্তানের ভিত্তি। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেও স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। তাই এখন স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধী করা লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তানেরই বিরোধিতা করা হবে। আমার আর একটা কথা হ'ল স্যার যে, মুসলিম লীগের পতন হ'ত না- চরম ব্যর্থতায় মুসলিম লীগ শাসন পর্যবসিত হ'ত না যদি পাকিস্তান লাভের পর তারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতেন এবং সচেষ্ট হতেন। তা না করে প্রদেশের হাতে বিভিন্ন কর আদায়ের যে ক্ষমতা ছিল সেগুলিও কেন্দ্রের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন। যে পরিমাণ ক্ষমতা তাঁরা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন সে পরিমাণ ক্ষমতা আমাদের এ প্রদেশ হারিয়েছে। তার ফলে হয়েছে দেশবাসী তাদের ক্ষমা করেননি- তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ২১ দফা জাতির মহাসনদ। এই সনদে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব, জনাব এ, কে, ফজলুল হক সাহেব ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব স্বাক্ষর করেছিলেন। সে সনদেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হয়েছিল। **(ঠেড়রপব:** মওলানা আতাহার আলী সাহেবও সে ২১-দফা সনদে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন)। আমি মনে করি যে আমাদের ২১-দফা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ১৯নং দফায় যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দাবী আদায় করতে না পারলে আমাদের অন্যান্য দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না। আমি একথা বলতে পারি যে যদি এই ১৯নং দফর পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায় করতে না পারি তাহলে আজকে এই আইন পরিষদে যারা সদস্য হয়ে এসেছে জনসাধারণ তাদের দফা রফা করে দেবে।... একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি বাস্তব না হয় তাহলে আমরা জাতি হিসাবে বাঁচতে পারব না। একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমাদের পাকিস্তান দু'অংশ পরস্পর শত মা ল দূরে অবস্থিত। এই বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত কিছু নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী অস্বাভাবিক কিছু নয় আজ আমাদের দেশের একটা খাল-বিল কাটতে হলে করাচী থেকে সম্মতি আনতে হয়। এই প্রদেশের খাল-বিল, নদী-নালা, স্বাভাবিক এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই নদী-নালা আকাশ পথে সংস্কার অনুমোদনের জন্য করাচী প্রেরণ এটা অস্বাভাবিক না অতিপ্রাকৃত। জনাব স্পীকার সাহেব, গত কয়েক বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের এ প্রদেশ কিরূপ ব্যবহার পেয়েছে সেটা আপনি জানেন। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবে ব্যয় করা হয়েছেঃ

[কোটি টাকার অঙ্কে]

	পূঃ পাকিস্তান।	পঃ পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে	১৮৮	১,০০৮
কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি	৫৪	২১৯
সাহায্য খাতে	১৮	৫৪
বিদেশী সাহায্য	১৫	৭৩
কৃষি খাতে	৯	৯৭
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সামরিক খাতে	৩৭	৬১২
ডাক ও তার	৩	১৩

তারপর ১৯৪৭-১৯৫৫ সন পর্যন্ত রপ্তানীর জন্য অনুমুতি দেওয়া হয়েছে এই ভাবে-

	[কোটি টাকার অঙ্কে] আমদানী	রপ্তানী
পূর্ব পাকিস্তান	২৮৯	৫৬২
পশ্চিম পাকিস্তান	৭৭১	৫৮১

Mr. Syed Quamrul Ahsan : Mr. Speaker, Sir, I must make it clear at the very outset that I am not opposed to regional autonomy as such by my approach to the problem is fundamentally different from that of the sponsors of the resolution on regional autonomy. To me it appears that the real trouble lies in our failure to implement the provisions of the Constitution. ... To begin with Article 118. It relates to the establishment of a National Finance Commission. Article 199 provides for a National Economic Council. Between these two articles I maintain with the fullest sense of responsibility we have fiscal autonomy of the right type. What do these two articles profess to give us? The representatives of the Provincial and the Federal Governments are to meet, to put their heads together, to chalk out plans relating to the distribution between the Federation and the Provinces of the net proceeds of the taxes, the making of grants-in-aid by the Federal Government of the Governments of the Provinces, the exercise by the Federal Government and Provincial Governments of the borrowing powers conferred by the Constitution and the review of the overall economic position of the country formulating schemes aiming at the attainment of uniform standards in the economic development of all parts of the Country. That is not all. In the implementation of aforesaid plans, Article 199 enjoins the President to take suitable steps to decentralize the administration by setting up in each Province Necessary administrative machinery to provide the maximum convenience to the people and expeditious disposal of Government business and public requirements. I would ask, Sir, cannot we then ensure legitimate economic demand of East Pakistan by implementing Articles 118 and 199?

Article 132 provides for the transfer of railways to the Governments to the Provinces or to the authority constituted in the Province for that purpose.

Then I come to the question of control of All Pakistan Service. Article 183(5) lays down that while a member of All Pakistan Service is serving in connection with the affairs of a Province, his promotion and transfer within that Province, and the initiation of any disciplinary proceedings against him in relation to his conduct in that Province, shall take place by order of the Governor of that Province.

Then Article 200. It relates to the appointment of Advisory Bards for Posts and Telegraphs Department. It is laid down that recruitment to Posts and Services other than class I, in the Posts and Telegraphs Department in a Province shall be made from amongst persons domiciled in that Province.

These are salutary provisions deserving commendation.

Sir, industries, shipping and navigation on tidal waters, coastal shipping confined to ports within one Province-these and many other items, all told 94 in number figure in the Provincial list where as the Federal and the concurrent lists contain 30 and 19 items respectively. I believe that the Constitution offers the possible opportunity of working out our own destiny keeping in fact at the same time the integrity and unity of Pakistan. We cannot conceive anything better under Federal system of Government. To take regional autonomy in the sense, that Bhashani Saheb does, will be putting a premium on disintegration and chaos...

Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, এ রিজলিউশনের উপর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা রিজলিউশনটির আদৌ কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হবে না। শুধু ইহার ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যাই করা হবে। (হৈচৈ) আমার বন্ধুরা অনেকে সন্দেহ পোষণ করতে আরম্ভ করেছেন যে এ সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে না আবার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করা হয়। আমার অতি উৎসাহী বন্ধুরা শুধু স্বায়ত্তশাসনের যোশেই হাঁকছেন না, তাঁদের মনের ভিতরে হয়তো ইহা ছাড়াও অন্য কিছু থাকতে পারে। আমার এ সংশোধনী প্রস্তাব তাদের সেই অব্যক্ত উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করে বলে সন্দেহ পোষণ করলে আমার কিছু আসে যায় না। স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী আমি কখনও নই। কারণ, আওয়ামী লীগের মৌলিক দাবী স্বায়ত্তশাসন (হৈচৈ)।

Mr. Speker: অর্ডার, অর্ডার।

Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain : জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বন্ধুরা নিজেদের বিবেচনা নিজেরা করে আমার সময়টা নষ্ট না করলেই মেহেরবানী করে ভাল করবেন। (হৈচৈ) মিঃ স্পীকার, স্যার যে ১০/৫ জন লোক গোড়া থেকে আওয়ামী লীগকে গঠন করেছে আমি তাদের মধ্যে একজন। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যে জায়গায় সংশোধনী দিয়েছে ওসেটুকু আমার বন্ধুরা অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন যে, এ সংশোধনী স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী নয়। সে জায়গায় আমি বলেছি...... আমার বন্ধুদের যদি এর কোন শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি করার থাকে, তবে এক-একটি শব্দ করে বলতে পারেন। স্বায়ত্তশাসন আছে, প্রদেশ আছে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্ববভৌম ও অখন্ড (হৈচৈ) পাকিস্তানও আছে। শুধু বন্ধুদের অতি-উৎসাহের ফলে পাকিস্তানের উপর যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহাই নাই।......

....

Mr. Ashutosh Singha : মিঃ স্পীকার, স্যার, যে প্রশ্নটা আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেটা আমাদের ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করা উচিত- বিষাদপূর্ণ মন নিয়ে নয়, মুক্ত মন নিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থক সম্মুখে রেখে আলোচনা করা দরকার। এ সম্পর্কে আমাদের পাকিস্তানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের প্রিএম্বল আছে। সে প্রিএম্বলের একটা ধারার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Where in the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan should form a federation, where in the provinces would be autonomous with such limitations on their powers and authority as might be prescribed.

আমি মনে করি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একই অর্থবাচক, আর আমরা দলমত নির্বির্বশেষে সকলেই এই প্রিএম্বল গ্রহণ করেছি। তাহলে এটা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যারা এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারা এ কথা বলতে চায় না যে, পূবর্ব পাকিস্তান কখনও স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে তারা একথা বলে যে পূবর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। সৈন্যবাহিনী হচ্ছে আসল জিনিস। যদি সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে থাকে তা'হলে যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করছেন তারা দেশকে কিভাবে ভাগ করতে চান সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।... দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ এই নয় যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাচ্ছি। আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।...

Mr. Sheikh Mujibur Rahman: মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আমরা যে শুধু এই পরিষদে পাস করছি তাই নয়, এটা সমগ্র পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই দাবীর ভিত্তিতে আমরা

গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলাম। পূবর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর লোক এই দাবী সমর্থন করেছে। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র তৈরী হচ্ছিল তখন আমরা আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। এটা করেছিলাম পাকিস্তানকে দুবর্বল করবার জন্য নয়, বরং পাকিস্তানকে সবল করার জন্য। দীর্ঘ ৯ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেন আমরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই। অর্থ, বৈদেশিক নীতি সমস্ত কেন্দ্রের হাতে। পূবর্ব পাকিস্তান যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন রাজ্য হতো তাহলে আমরা এ দাবী নাও করতে পারতাম। আজ আমরা দেখতে পাই যে পাকিস্তানে দুইটা অর্থনীতি চলছে- একটা পশ্চিম পাকিস্তানে আর একটা পূবর্ব পাকিস্তানে। শ্রম শিল্পের উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে হয়েছে, পূবর্ব পাকিস্তানে হয় নই। মুসলিম লীগের আমলে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে জরিপ করার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে পূবর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হোক। মুসলিম লীগ গভর্ণমেন্ট সে রিপোর্ট চাপা দিয়েছে, আমাদের এ সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। আমরাও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। এ দাবী হ'ল পূবর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী, এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী রাজনৈতিক দাবী নয়, এই দাবী আমাদের বাঁচা-মরার দাবী। প্রদেশের বিক্রয় করের টাকা আমরা পুরাপুরি পাই না। অর্থের অভাবে আমরা উন্নতিমূলক কাজ করতে পারি না। বৈদেশিক মুদ্রাকর পাওনা অংশ পাইনা। অবস্থা কি-

‘‘আপন ধন পরকে দিয়ে

দৈবজ্ঞ মরে কাঁথা বয়ে।’’

ট্যাক্স যা দরকার তা ধরা হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু স্বায়ত্তশাসন আমাদের দরকার যাতে আমরা প্রদেশের সবর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ২১ দফার অন্যতম দাবী। আজ আমরা মন্ত্রী আছি কিন্তু কাল নাও থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের ২১ দফার দাবী থাকবে এবং আমরা ২১ দফার দাবী সমর্থন করে যাব। যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের বিরোধী করবে তাদের জনসাধারণ ক্ষমা করবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আজ আমাদের নূতন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে।

স্যার, এই দাবী শুধু এই পরিষদের দাবী নয় এটা জনসাধারনের দাবী। জনসাধারণ বাঁচতে চায়। এ দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের দাবী। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে সেখানকার জনসাধারণের কোন পার্থক্য নাই। পূবর্ব বাংলার জনসাধারণ বুভুক্ষু এবং সর্বহারা, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ না খেয়ে মরে। জনসাধারণের মধ্যে কোন বিভেদ নাই। আমি নির্দিষ্ট করে বলতে চাই যে পাকিস্তানের মুক্তির জন্য, পাকিস্তানের উন্নতির জন্য আমরা এই স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করি। জনসাধারণ বুঝে যে এ দাবী তাদের ন্যায্য দাবী। এ দাবী আমাদের বাঁচার দাবী, জনসাধারণের বাঁচার দাবী। এ দাবী কারো বিরুদ্ধে দাবী নয়। এই কথা বলেই আমি মহিউদ্দিন সাহেবের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing autonomy to the Provinces with a view to better and more effective administration considering the geographical peculiarity between the two regions of Pakistan and for setting up an independent commission consisting of Federal and High Court Judges to determine the extent of autonomy necessary for the purpose, so that the solidarity and integrity of Pakistan cannot be at jeopardy, was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing

full regional autonomy for east Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Finance,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the Government of Pakistan for taking suitable steps for providing full provincial autonomy for East Pakistan leaving the following subjects to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and negatived.

The question that this Assembly is of opinion that the Government of East Pakistan should represent to the government of Pakistan for taking suitable steps for providing full Provincial Autonomy for East Pakistan leaving the following subjects only to be the concern of the Centre :

(1) Currency,

(2) Foreign Affairs, and

(3) Defense

was then put and agreed to.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত	দৈনিক সংবাদ	২৬শে জুলাই, ১৯৫৭

পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত

ঢাকায় অনুষ্ঠানরত গণতান্ত্রিক সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্যঃ বারো শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশে জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি

বিষয় নির্বাচন কমিটিতে খসড়া ম্যানিফেষ্টো গৃহীতঃ প্রতিনিধি সভায় সাময়িকিভাবে অনুমোদন দান

সারা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামের একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছে। সমগ্র পাকিস্তান গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল সংগ্রামী অধ্যায় সূচনা হইল।

গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাকিস্তানের উভয় অংশের বারো শতাধিক কর্মী ও নেতা যোগদান করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইহাই বৃহত্তম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংস্থা। আশা ও আকাঙ্খার আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিটি প্রতিনিধি নয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবটির প্রতি সমবেতভাবে সমর্থন জানাইয়াছেন। গণতন্ত্রী দল, ন্যাশনাল পার্টি এবং ভাসানীপন্থীগণ এই নয়া পার্টিতে যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বজনমান্য নেতা আবদুল গফফার খান, জি এম সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, মাহমুদুল হক ওসমানী, আবদুল মজিদ সিন্ধী, আবদুস সামাদ খান আচাকজারী (আচাকজাই), আবরার আবদুল গফুর, গোলাম মোহাম্মদ লাগারী, হাশিম খান গীলরাই; মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার কমান্ডার ঝাঞ্জুয়া প্রমুখ এক শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মঞ্চটি জনসাধারণের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত বহুসংখ্যক পোষ্টার দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নের অধিবেশনে সীমান্তের গান্ধী খান আবদুল গফফার খান এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী যোগদান করেন। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সহিত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক গণতান্ত্রিক কর্মী সদরঘাটস্থ রূপমহল সিনেমা হলে সমবেত হন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কোরান শরীফ তেলাওয়াতের পর সারা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান অতিথি ও কর্মীদের স্বাগত জানাইয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বত্তৃতা দেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় বর্তমান আওয়ামী সরকারের কার্য্যক্রম ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

ইহার পর সভাপতি মওলানা ভাসানী মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনির সংগে ভাষণ দান করিতে উঠেন। তিনি বিভাগপূর্ব কাল হইতে শুরু করিয়া আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভ এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বক্তৃতা উর্দুতেও অনুবাদ করিয়া পাঠ করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতার পর জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান নয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়: পাকিস্তানের

উভয় অংশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকরেদ প্রতিনিধিবৃন্দদের এই সম্মেলনকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা পর এবং (১) পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ, (২) জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, (৩) নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করিয়া সম্মেলনে পাকিস্তানবাসীর সেবায় উৎসর্গীকৃত নতুন একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করিতেছে। এই নতুন দলটির নাম হইবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

এই পার্টি একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন একটি সংগঠনী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

উক্ত প্রস্তাবক্রমে গঠিত নয়া পার্টির ম্যানিফেষ্টোতে বলা হইয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের সমন্বয়ের এক নয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলন এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, এক নয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পূর্বাঞ্চলের গণতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই নতুন দলে যোগদান করিতেছে।

নয়া দলের ঘোষণাপত্রে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলা হয় আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া চলিব। আমাদের জাতীয় স্বার্থের আদর্শে এই পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতার শক্তি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাই পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হইবে।

এই ম্যানিফেষ্টোতে ভূমি সংস্কার, জমিদারী উচ্ছেদ, শিল্পায়ন, দুর্নীতি বন্ধ, শিক্ষার প্রসার, শ্রম মূল্য দান, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ ভাগের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিষয় নির্বাচনী কমিটি ম্যানিফেষ্টোটি গতকল্য অপরাহ্নের এক বিশেষ সভায় সংশোধনীয় গ্রহণ করে এবং সাধারণ প্রতিনিধি সভা কর্তৃক অস্থায়ীভাবে গ্রহীত হইয়াছে। অদ্য সকাল সাড়ে আটটায় পুনরায় সম্মেলন শুরু হইবে। যদি কোন প্রকার দুর্বিপাকে অদ্যকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয় তবে প্রতিনিধি সম্মেলনে স্থিরীকৃত সময় অনুযায়ী অস্থায়ী অনুমোদিত ম্যানিফেষ্টো এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নয়া পার্টি পরবর্তী সভা পর্যন্ত কাজ করিয়া যাইবে। গতকাল নয় ঘন্টাকাল অধিবেশন অপরাহ্নে ছয়টা পর্যন্ত চলে। সম্মেলনে গুন্ডা আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তা এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বক্তৃতা

সম্মেলনে জনাব আব্দুল মজিদ সিন্ধী বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তির সংগ্রাম নিয়োজিত হইবে। কিন্তু আমরা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের হিসাবে থাকিতে চাইনা। সমস্ত প্রকার যুদ্ধজোট আমাদের ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মানবতাকে রক্ষা করিতে চাই।

তিনি বলেন, বিরোধী দল আমাদের নেতাদের উপর আজ আক্রমণ করিয়াই আমাদের এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া দিয়াছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাধারণ নির্বাচন বানচাল	সাপ্তাহিক 'সৈনিক'	২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৭

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব জনগণ বরদাস্ত করিবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংকট: রিপাবলিকান দলের সুবিধাবাদিতা : বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পূর্বাভাস?

পৃথক নির্বাচন মারফত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে কেন্দ্রে মুসলীম লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যার ফলে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রণীত ভোটার তালিকা ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরী বিল অদ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উজিরে আজম জনাব চুন্দ্রীগরের উথাপনের কথা। বলা বাহুল্য এই জন্যই ঢাকার পরিবর্তে করাচীতে তাড়াহুড়া করিয়া এই অধিবেশন আহবান করা হইয়াচে।

কিন্তু কোয়ালিশনের প্রধান অংশ দল রিপাবলিকান পার্টির সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় জাতীয় পরিষদে এই বিল উত্থাপন না করার জন্য উজিরে আজমকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং পার্টি সদস্যগণ যাহাতে এই প্রস্তাবের নির্দেশ মানিয়া চলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য পার্টির নেতাকে ভার দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি আজ যা সিদ্ধান্ত করেন কাল তার বিপরীতে একটি কিছু করিয়া বসেন।

এই মন্ত্রিসভা যদিও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কায়েম হইয়াছে তবুও রিপাবলিকান দল যখন জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করে তখন তিনি পদত্যাগ করেন। এই সময় রিপাবলিকান দলের উদ্যোগেই বর্তমান মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আবার মন্ত্রিসভা ভাংগাগড়া হইতে পারে। হয়ত আওয়ামী লীগেরও আবার গদী লাভ সম্ভব হইতে পারে। রিপাবলিকান পার্টির এই সুবিধাবাদী নীতি পাকিস্তান রাজনীতি মোড় কোন দিকে নিয়া যায় বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে গদীকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত রিপাবলিকান দল বেশ কিছুদিন ক্ষমতায় থাকিবে। এই দলের নেতৃত্ব পঃ পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ সারা পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সোপারিশ করিয়াছিল। আবার তারাই ঢাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচনে সমর্থন করিয়াছিল। তখন অবশ্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আবার তারা জাতীয় পরিষদে বিল পাস করাইয়া সারা পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন চালু করার ব্যবস্থা করে।

সকলেই আশা করিয়াছিলেন পৃথক নির্বাচনের শর্তে যে মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছে রিপাবলিকান পার্টি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটির সভায় তাহারা তার বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করিয়াছে। তবুও শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে অথবা সলাপরামর্শ মারফত সুবিধাবাদী দর্শন অনুযায়ী তাহারা আবার মত বদলাইতেও পারে।

রিপাবলিকান দলের এই সুবিধাবাদিতার পিছনে কোন গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে কিনা বলা যায় না। কারণ উক্ত পার্টির নেতা কিছুদিন যাবৎ ‘‘বিপ্লবী পরিষদ’’ অন্তবর্তীকালীন সরকার’’ ইত্যাদির যে সব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন সেই সুবিধাবাদিতা তারই পূর্বাভাস কিনা জানি না।

গদীতে যেই থাকুক না কোন পূর্ব ঘোষণা মত ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান আজ জনগণের দাবী। এই দাবী মোতাবেক কাজ না হইলে দেশ এই অশুভ শক্তির হাত হইতে মুক্ত হইবে না এবং বাহির বিশ্বেও পাকিস্তানের কলংক বাড়িয়া চলিবে। জনগণ সাধারণ নির্বাচনে বিরুদ্ধে কোন প্রকার সরকারী-বেসরকারী চক্রান্ত বরদাশত করিবে না। বিপ্লবী পরিষদ বা অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের অগণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্র বিরোধী অশুভ প্রচেষ্টাকে সকল পাকিস্তান দরদীর রুখিতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের ভাষণ	পূর্ব পাকিস্তান সরকার	৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৮

পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক দুর্গতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান এক মারাত্মক রকমের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগে আসছে, তা থেকে সে আজও মুক্ত হতে পারেনি। বর্তমানে তার অবস্থা আরও চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক জীবনের কতকগুলি সমস্যাকে মূলধন করে কোন কোন পত্রিকা ও রাজনৈতিক দল এমন সব প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেবহাল নন তাঁরাও স্বভাবতঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তাই, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কি, জনসাধারণ সহজেই যাতে তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, তার জন্য আজ পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই।

নিম্নলিখিত খাতগুলি মোট ১৪ কোটি ১৬ লাখ টাকার দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয় :-

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে দেনা,

(২) প্রভিডেন্ট ফান্ড,

(৩) বে-সামরিক আমানতাদি,

(৪) অনাদায়ী ট্রেজারী বিলসমূহ,

(৫) খাদ্য ক্রয় খাতে ঘাটতি জমা ও

(৬) সরকারী চাকুরীয়াদের পাওনাসহ চুক্তিগত দেনা।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পাওনা ও অবিভক্ত বাংলার অনাদায়ী ট্রেজারী বিল বাবদ আমাদের যে দেনা ছিল, তা পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গোড়াতেই ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। কিন্তু অন্যান্য খাতের দেনা থেকেই যায়। ফলে, কার্যভার গ্রহণের পর থেকে প্রাদেশিক সরকারকেই বছরের পর বছর ধরে এসব খাতের দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। সেই সংগে প্রাদেশিক সরকারকে প্রদেশের রাজধানীতে সদর দফতরসমূহের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বহু সংখ্যক দালান-কোঠা নির্মাণ করতে হয়।

৪ কোটি ১৯ লক্ষ লোকের বাসভুমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব খাতে ১৯৪৮-৮৯ সালের বার্ষিক আয় ছিল ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। অপর পক্ষে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব বাবদ আয় ছিল সে সময় ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রের সাহায্য-

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানেরই অনেক বেশী আর্থিক সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সত্যটি কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই উপেক্ষিত হয়েছে এবং গত ক'বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে উভয় অংশের জন্য যে সাহায্য মঞ্জুর করেছেন, দুই অংশের

আনুপাতিক প্রয়োজনের সংগে তার কোন সঙ্গতি নেই। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ সাহায্য করেছেন, তা থেকেই এ কথার সত্যতা নিরূপণ করা যায়। আলোচ্য সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে যে ক্ষেত্রে ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সরাসরি সাহায্য দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানকে সে ক্ষেত্রে দিয়েছেন ২৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশ বিভাগের আগে পূর্ব পাকিস্তানেও কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছিল। বাংলা প্রদেশের এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকার ৭০ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই অর্থের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হতো অন্যূন ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে বলেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

ঋণ দানের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ঋন পেয়েছে ৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, পূর্ব পাকিস্তান সেখানে পেয়েছে মাত্র ৪৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হয়েছে, তার আনুপাতিক হার সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যে সকল আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য অংশ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে শূন্যের কোঠা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রার শুরু। এমতাবস্থায়, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্নমুখী ঘাটতি পূরণের জন্য এখানকার জনসংখ্যা এবং বৈষয়িক ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সরাসরি সাহায্য, বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন খাতে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পূর্ব পাকিস্তানেরই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হওয়া তো দূরের কথা- এই প্রদেশ কেবল অবহেলাই পেয়ে এসেছে। প্রদেশের বর্তমান শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এই অবহেলারই ফল।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত এই খাতের ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক বিবরণ থেকে এটা পরিস্কার হয়ে পড়েছে। আলোচ্য সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যেখানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৬৩ কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় ৮১ কোটি টাকা।

দেশরক্ষা-

দেশরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দের চিত্র আরও নৈরাশ্যজনক। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় কিঞ্চিদধিক ১৮ কোটি টাকা, অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৪৮০ কোটি টাকা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশ বিভাগকালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা সব দিক দিয়েই সন্তোষজনক ছিল। সুতরাং এ প্রদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামের পথেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, তার পক্ষে জাতি গঠনমূলক কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ক'বছরে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন বড় রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ায় এখানকার আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। আমি আগেই বলেছি, এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন খাতের আয় বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বিগত ১০ বছরে ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছেন অথচ সাধারণের আর্থিক মানের উন্নতি না হওয়ায় অধিক করভার বহনের ক্ষমতাও তাদের নেই। যে পরিমাণ সাহায্য করা উচিত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি। সিএসপি অফিসারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং গভর্ণরকে আর বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর কতিপয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ায়

প্রাদেশিক কোষাগার থেকে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলির বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে সুবিচারের জন্য প্রাদেশিক সরকার দাবী জানিয়ে এসেছে। এতদসত্ত্বেও ১৯৪৮-৮৯ সালে রাজস্বের একমাত্র সম্প্রসারণশীল উৎস ‘‘বিক্রয়-কর’’ ও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেয়া হয়। রাজস্ব-উৎসগুলির পুনর্বিন্যাসের জন্য বারংবার দাবী জানাতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২-৫৩ সালে এ সম্পর্কে একটি কমিটি গঠনে সম্মত হন, যাকে রেইসম্যান কমিটি বলা হয়। দুঃখের বিষয়, এই কমিটিও প্রদেশকে সাহায্য না করে কেন্দ্রকেই জোরদার করে গেছেন। পাট রফতানী শুল্কের অংশ বন্টন ব্যাপারে রেইসম্যান কমিটির রোয়েদাদ প্রদেশের সত্যিকার কোন উপকারের পরিবর্তে বরং অপকারই করেছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আর ছিল যথাক্রমে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ও ৬ কোটি টাকা। কিন্তু রেইসম্যান রোয়েদাদের পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ও ৪ কোটি টাকা।

প্রদেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত এই অবনতির আর একটি কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রাদেশিক সরকার যে সব কাজ করেছেন, সে সকল ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করেননি। ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর জন্য মোট যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার শতকরা ৬০ ভাগ বহন করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত টাকা দেননি। ফলে, এই একটি খাতেই বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা।

বেসামরিক দেশরক্ষা বাবদ যা ব্যয় হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের তারও শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করার কথা। এ খাতেও পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা। বারংবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রী সরকার এই খাতে কোন সাহায্যই মঞ্জুর করেননি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তা আজও বিদ্যামান রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে ‘‘অধিক খাদ্য ফলাও’’ আন্দোলন জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণের অংশ যদি পর্যাপ্ত হতো, তা হলে অধিকাংশ অসুবিধাই আমরা এড়িয়ে যেতে পারতাম। রাজস্বের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ক্রমাগত ঘাটতি এরও অন্যতম কারণ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব উৎস বন্টনের ব্যাপারে অনুসৃত অসম ব্যবস্থা।

ব্যয় সঙ্কোচ-

কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব খাতের আয় পরীক্ষা ও ব্যয়-হ্রাসের জন্য আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আগেই আমি বলেছি যে, গত ১০ বছরে আমরা ৩০টি নয়া কর ধার্য করেছি। কিন্তু প্রদেশবাসীর বৈষয়িক অবস্থা অতীব শোচনীয় হওয়ায় আমাদের রাজস্ব খাতে আয় তেমন বাড়েনি। পক্ষান্তরে ব্যয় কমানোও সম্ভব হয়নি। কেননা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে সরকারী চাকুরিয়াদের আয় বা বেতনের সামঞ্জস্য নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যয় আনুপাতিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সে সব-ক্ষেত্রেও ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অতীতে যে সব অবিচার করা হয়েছে তার আশু প্রতিকার এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব আদায়ে উৎসগুলির ন্যায্য ও সুষম বন্টনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের এসব অভাব-অসুবিধার বাস্তব সমাধান নিহিত।

রিলিফের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যে সাহায্য চেয়েছি সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

বিশেষ করে খাদ্য মূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত-এই চার মাস পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সব সময়ই সঙ্কটকাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সময় অবস্থা বিশেষে খাদ্যশস্যের মূল্য

কম-বেশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তদুপরি ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের সর্বগ্রাসী বন্যা প্রদেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তোলে। এরপর ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে প্রদেশের কতকগুলি জেলায় আউস আমন ও রবিশস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং অপর কতকগুলি জেলায় আংশিক শস্যহানি, উপকূল এলাকায় লোনাপনির প্লাবন ও কীটের উপদ্রবে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

এর উপর আবার মড়কে বিভিন্ন জেলায় বহু গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। আর সেই সঙ্গে কালেরা ও বসন্তের ভয়াবহ মহামারী সমগ্র প্রদেশ ছেয়ে ফেলে। এর দরুন-গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের কর্মসক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ধান, চাল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে এখন জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে, এখন সর্বত্র শোচনীয় দুরবস্থা বিরাজ করছে। দুর্গত এলাকায় বিপন্ন জনসাধারণ জান বাঁচানরো তাগিদে গরু, বাছুর, বীজ এমনকি কৃষির যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তাদের কাছে এমন কোন সম্পদই নেই, যার উপর তারা নির্ভর করে থাকতে পারে। এ অবস্থায় এখন সরকারকে কেবল এদের চাষাবাদের ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে না- বরং এই সঙ্কটকালে তাদের বেঁচে থাকবার মত সংস্থানও করে দিতে হবে।

এসব প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে প্রদেশের শতকরা সাড়ে ১২ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের সকলেরই সাহায্যের দরকার এবং তাদের তা পাওয়া উচিত। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকের (৬ লক্ষ পরিবার) কৃষি ঋণ প্রয়োজন। এই ৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৫ লক্ষ পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫০ টাকা হারে কৃষি ঋণ ও পরিবার প্রতি ১৫০ টাকা হারে দুই লক্ষ পরিবারকে গবাদিপশু ক্রয় ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। এ বাবদ প্রয়োজন হবে সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

টেষ্ট রিলিফ-

ভূমিহীন যে সব শ্রমিক সহজে কাজ পাচ্ছে না, টেষ্ট রিলিফের মারফত তাদের কাজ দিতে হবে। দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ১৫ লক্ষ লোক অর্থাৎ ৩ লক্ষ পরিবারের জন্য এই ধরনের রিলিফের প্রয়োজন। টেষ্ট রিলিফের কাজ জুন মাসের শেষ কিংবা জুলাই মাসের মাঝামাঝি এমনকি, কোন কোন জেলায় এর পরেও চালু রাখতে হবে। পরিবার পিছু দুইজন হিসাবে মাথাপ্রতি ২ টাকা করিয়া হিসাব করিলে ছয় লক্ষ লোকের এক মাসের কর্মসংস্থান করিতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলার এক-ফসলী অঞ্চলের প্রায় এক লক্ষ লোকের সাহায্যার্থে টেষ্ট রিলিফের কাজ নভেম্বর মাসের শেষভাবে আমন ফসল না ওঠা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং এজন্য অতিরিক্ত ৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টেষ্ট রিলিফের জন্য মোট প্রয়োজন প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ভূমিহীন অক্ষম লোকদেরও খয়রাতি সাহায্য দিয়ে যেতে হবে। আগষ্টের প্রথমভাগে আউস কাটা শুরু হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রদেশে ৫ লক্ষের মত। স্বাভাবিক হারে মাসপ্রতি মাথাপিছু ১০ সের চাল জোগালেও দু'মাসে (জুন ও জুলাই) চাল প্রয়োজন হবে ২,৫০,০০০ মণ যার দাম হবে যাবতীয় খরচসহ মোট ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মনপ্রতি ২২ টাকা ৮ আনা। এ ছাড়া এক-ফসলী এলাকার ১ লক্ষ লোককেও আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ৪ মাস খয়রাতি সাহায্য দিতে প্রয়োজন হবে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ নিয় খয়রাতি সাহায্যের জন্য মোট দরকার ৭৮ লক্ষ টাকা।

চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও অন্যান্য জায়গায় ঘূর্ণিবাতায় ক্ষতিগ্রস্ত ২ লক্ষ পরিবারকে তাদের ঘরবাড়ী মেরামতের জর্ন গৃহনির্মাণ সাহায্য মঞ্জুর করতে হবে। পরিবার-পিছু স্বাভাবিক হবে ৩০ টাকা করে ধরে হলেও ৬০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও দাতব্য চিকিৎসালয় ভূমিসাৎ হয়েছে। এগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মেরামতের জন্য এককালীন দান

হিসেবে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা দরকার। নানা দুর্বিপাকে উত্তরবঙ্গের ছাত্র সমাজ খুবই অসুবিধায় পড়েছে। স্কুল-কলেজের বেতন পরিশোধের সামার্থ্য তাদের নেই। এদের সাহায্য দেওয়া জন্য কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকার মত প্রয়োজন।

এসব মিলিয়ে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মোট সাড়ে ১৩ কোটি টাকারও অধিক প্রয়োজন। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১১ কোটি টাকার এখনও বিশেষ প্রয়োজন। অবিলম্বে এ টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া না যায়, তা হলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জানুয়ারী মাস থেকে এ ক'মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের নিজ তহবিল থেকে বিভিন্নমুখী সাহায্য ব্যবস্থা বাবদ ৬০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করেছেন।

খাদ্য আমদানী-

১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর মোট ব্যয়ের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে এসেছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা এ ধরনের আর কোন সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। আলোচ্য দু'বছরে এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ও ৯ কোটি ৪১ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সাহায্য সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারকে ১৯৫৬-৫৭ সলে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধান-চাল সংগ্রহের ব্যাপারেও কতিপয় অনাবশ্যক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাবাসায়গণ লারকান, দাদু, জ্যাকোবাদ ও শুককুরের স্থানীয় মোকামে মাল ডেলিভারী দিয়েই খালাস পাচ্ছে। সেখান থেকে সেই মাল আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে করাচীতে চালান দিতে হচ্ছে।

এভাবে একই মাল দুবার উঠানো-নামানো প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এজন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই রাখতে হচ্ছে। এর জন্য আনুষঙ্গিক যে ব্যয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে প্রাদেশিক সরকারেরই উপর চাপছে। সাবেক সিন্ধু সরকারের আমলে এবং যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ধান-চাল সংগ্রহ করতেন তখন ঐসব এলাকায় ধান-চাল সরাসরি করাচী বন্দরেই ডেলিভারী দেয়া হতো এবং সেখানে জাহাজে বোঝাই করা হতো। সে সময় মণপ্রতি আট আনার বেশী অতিরিক্ত ব্যয় পড়ত না। কিন্তু বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আমাদের কাছ থেকে এ বাবদ মণপ্রতি ১ টাকা আদায় করছেন। এর ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানী চাল কিনতে গিয়ে আমাদের বর্মার চাল অপেক্ষা মণপ্রতি ৩ টাকা বেশী দাম দিতে হচ্ছে। মণপ্রতি এই ১ টাকা বাড়তি খরচ আদায় করে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের গরীব ক্রেতাদের স্বার্থের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করা হচ্ছে।

ক্রুটিপূর্ণ নীতি-

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত এই ক্রুটিপূর্ণ সংগ্রহ নীতির দরুন তাদের অনাবশ্যক কতকগুলো খরচের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। আর সেই অস্বাভাবিক রকমের বাড়তি খরচের চাপ গিয়ে পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানেরই দরিদ্র ক্রেতাদের উপর। এর আগে সিন্ধু সরকারের সংগৃহীত চালের স্টক পূর্ব পাকিস্তানকে যে চাল সরবরাহ করা হত তার বাবদ তাঁরা টনপ্রতি মাত্র ১ টাকা ২ আনা হবে তদারকী ফিস আদায় করতেন। এতে করে মণপ্রতি বাড়তি খরচ পড়তো তিন পয়সাও কম।

এদিকে, আমদানীকৃত ও সংগৃহীত চালের আনুষঙ্গিক খরচসহ মণপ্রতি গড়ে মূল্য দাঁড়ায় ২৩ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই। বিক্রয় করা হয় মণপ্রতি ২১ টাকা ৫ আনা মূল্য। ফলে, মণপ্রতি সরকারের লোকসান হয় ২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই। এই হিসেবে বার্ষিক অনুমান ১,০৮,৮৮,৮০৯ মণ চাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ সরকারকে মোট লোকসান দিতে হয় ২,৮৯,৮০,৩২৪ টাকা।

সমাধানের উপায়-

যে ব্যাপক ও মারাত্মক রকমের দুরবস্থা প্রদেশবাসীকে গ্রাস করেছে তাতে করে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চালের বিক্রয় মূল্য কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যেসব প্রস্তাব করা যেতে পারে সেগুলি হচ্ছেঃ

(১) প্রদেশের জন্য চাল সংগ্রহ বাবদ যে মোট ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তদ্দরুন ২ কোটি টাকার মত সাহায্য করতে হবে। অবশ্য, লোকসানের পরিমাণ যদি প্রকৃতপক্ষে কম হয় তবে এই সাহায্যের পরিমাণ কিছুটা কমও করা যেতে পারে। অথবা, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৫৭-৫৮ সালের ন্যায় যে কোন স্থানে সংগৃহীত হোক না কেন সে চাল চট্রগ্রামে মণপ্রতি ১৮ টাকা দরে ডেলিভারী দিতে হবে।

(২) পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চালের উপর যে বাড়তি খরচ আদায় করেন, হয় তা প্রত্যাহার করতে হবে নতুবা সাবেক সিন্ধু সরকারের মত এই খরচ মণপ্রতি ৮ আনা ধার্য করতে হবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ক্রটিপূর্ণ সংগ্রহনীতির দরুন যে আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রাদেশিক সরকারকে বহন করতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তা প্রত্যাহার করতে হবে। অতীতে তদারকী ফিস হিসেবে টনপ্রতি ১ টাকা ২ আনা হারে যে খরচ আদায় হতো, বড়জোর কেন্দ্রীয় সরকার সেই হারেই আদায় করতে পারেন।

অসত্য প্রচারণা-

এবার আমি পূর্ব পাকিস্তানের মহামারীজনিত পরিস্থিতি উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। পূর্ব পাকিস্তানের বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব বরাবরই ঘটে আসছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এ বছর পূর্ব পাকিস্তানে মহামারী এমন ভয়াবহরূপ পরিগ্রহ করে যে, প্রাদেশিক সরকার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। গত বছরের শেষ দিকে বসন্ত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার উপদ্রুত এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও সর্বরকমের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এই রোগ মহামারী আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার জাতীয় জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে তার মোকাবেলা করতে সর্ব-প্রযত্নে প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমন্ত্রণ জানান হয়। সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, স্বাস্থ্য ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রাদেশিক মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মহামারী পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরী যে দলে আছেন, সেই দলসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরে থাকেন। এখন দেখছি জনাব চৌধুরী এই পরিস্থিতির পুরা সুযোগই গ্রহণ করছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মহামারীতে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি যে হিসাব দিয়েছেন তা কেবল অতিরঞ্জিতই নয় আজগুবিও বটে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করেও একথা সরাসরি বলা যায় যে, সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের মত কোন ব্যবস্থাই জনাব ইউসুফ আলি চৌধুরীর হাতে নেই। অবশ্য কল্পনার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামত তিনি যে কোন সংখ্যাই উল্লেখ করতে পারেন। গত দশ বছরে প্রদেশে বসন্ত ও কলেরায় কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, তার হিসাব প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে এবং অতীতের যে ব্যবস্থাধীনে এই সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করা হতো, আজও তাই চালু আছে। মজার বিষয় এই যে, কিছুদিন আগে জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও অপর দুজন কেএসপি নেতা প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির কয়েকজন সদস্যের সামনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিকা বীজ চান। আলাপ-আলোচনার পর আমি তাঁকে জানাই যে কমিটির কাছ থেকে কিছু টিকাবীজ আদায় করে বিক্ষিপ্তভাবে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক কোথাও পাঠান আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে আমি তাঁর দলের কতিপয় সদস্যকে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে

পাঠাতে বলি। কেননা, এই কমিটির অভিযান পরিচালনা বোর্ডটি প্রত্যেক দিনই বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রদেশের মহামারীজনিত সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করায় তাঁর দলের সদস্যগণও দৈনন্দিন অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমি তাঁকে তাঁর দলের স্বেচ্ছাসেবকদের একটা তালিকা পাঠানেরা জন্যও অনুরোধ করি এবং বলি যে, এসব স্বেচ্ছাসেবককে মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটির পরিচালনাধীনে উপদ্রুত এলাকায় পাঠানো যাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে তাঁর দলের কোন সদস্যের নাম তো দাখিল করেনইনি-এমনকি, স্বেচ্ছাসেবকদের কোন তালিকাও পাঠাননি। এতে করে আমি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি যে, প্রদেশের মহামারী পরিস্থিতিকে তিনি রাজনৈতিক মূলধনই করতে চেয়েছিলেন- সত্যিকার জনসেবার কোন উদ্দেশ্যই তাঁকে তখন প্রেরণা যোগায়নি। সমাজ সেবার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ করবার কিছু না থাকলেও আমার মতে, এ ধরনের কোন কাজে আত্মনিয়োগের মত কোন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান তাঁর নেই।

প্রদেশের সাম্প্রতিক মহামারীজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশের জন্য আমি ইতিমধ্যেই একজন বিভাগীয় কমিশনারকে নিয়োগ করেছি। তাঁর কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা স্থির করব এ সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে তদন্তের জন্য একটি পূর্ণ কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়ত আছে কিনা। এ প্রসঙ্গে আমি বিগত কয়েক বছরের সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করতে চাই। কলেরা ও বসন্তে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭,৯২০ ১৯৫৪ সালে ১০,৯১২, ১৯৫৫ সালে ১৫,০৭৫, ১৯৫৬ সালে ২০,৭৯৯, ১৯৫৭ সালে ১৬,২৫০ ও ১৯৫৮ সালে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ১৯,০০৬। বিভিন্ন সময়ে প্রদেশে কি পরিমাণ টিকা বীজ বিতরণ করা হয়েছে তারও একটি তুলনামুলক হিসাব দেয়া যেতে পারে। ১৯৫৪-৫৫ সালে যে টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় তার পরিমাণ ছিল ১৪,১১৯,৩০০ মাত্র, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৫,৯৪৪,৪৩০ মাত্রা ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৮,৪৮৯,৯১০ মাত্র, ১৯৫৭ সালে ২৭,৮১৯,৯৭০ ও এ বছর ২৪ মে পর্যন্ত ২৬,০৫৭,৬২০ মাত্র। এস হিসাব থেকে প্রদেশের মহামারী ব্যাপকতা ও তা নিরসনের জন্য অতীত ও বর্তমান সরকার কতদূর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে। টিকাবীজ বিতরণের সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মহামারী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পূর্ববর্তী যে কোন সরকারের ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বিদেশ থেকে প্রাপ্ত টিকাবীজ ও দেশের অভ্যন্তরে টিকাবীজ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রদেশের অন্যূন ৪ কোটি লোকে টিকা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মহকুমা সদর দফতরগুলিতে টিকাবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। ঢাকা থেকে বিশেষ বাহকের মারফত এ সকল কেন্দ্রে টিকাবীজ পৌঁছে দেয়া হবে।

ভবিষ্যতে মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেনঃ সরকার জেলা বোর্ডের পরিচালনায় প্রতি ডুইটি ইউনিয়নের জন্য একজন করে হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট, প্রতি থানার জন্য একজন স্যানিটারী ইনসপেক্টর ও ৩ জন হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট নিয়োগ করেছেন। জেলা বোর্ডের কর্মচারী ও ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলিকে সাহায্যের জন্য ৪৭৮ জন গভর্ণমেন্ট হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালের মে মাস থেকে অতিরিক্ত ২০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ড এবং ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে আরও ৩০০ হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ৫০ জন সাব-ডিভিশনাল হেলফ অফিসার ও ১০টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিটও নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নেও মহামারী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের পরিচালনাধীন শত শত স্বেচ্ছাসেবক উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে দুর্গত মানবতার সেবায় ঝাপিয়ে পড়েছেন।

অতীব পরিতাপের বিষয়, জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীগণ যখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে টিকাদান অভিযান পরিচালনা করেন তখন গ্রামবাসীদের অনেকেই টিকা নিতে অসম্মত হন। আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে যারাই টিকা নিয়েছেন, তাঁরা হয় এই রোগে আদৌ আক্রান্ত হয়নি, অথবা আক্রান্ত হলেও তাদের মৃত্যু ঘটেনি। কিন্তু যাঁরা টিকা নেননি তাঁদের প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ও শেষ পর্যন্ত অনেকে মারা গিয়াছেন। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় গত ও বর্তমান বছরে অনেক বেশী পরিমাণ টিকাবীজ সরবারাহ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে,

যখন বসন্ত ও কলেরা মহামারীতে মৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশী (যথাক্রমে ৩৮,৮৭১, ও ১৭,৮১৭) তখন সংশ্লিষ্ট ৪ মাসে টিকা দেয়া হয় মাত্র ৭০ লক্ষ লোককে। অপরপক্ষে, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাসে মোট ২ কোটি ৫১ লক্ষ মাত্রা টিকাবীজ সরবরাহ করা হয় ও টিকা দেয়া হয় মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোককে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহামারী প্রতিরোধের জন্য প্রাদেশিক সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

[পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান কর্তৃক করাচীতে অনুষ্ঠিত সাংবদিক সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণঃ তারিখ ৪ঠা জুন, ১৯৫৮]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক আইন জারি ও জেনারেল মীর্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল	সরকারী	৭ই আক্টোবর, ১৯৫৮

IMPOSITION OF MARTIAL LAW

President's (*Iskander Mirza*) Proclamation

October 7, 1958

For the last two years, I have been watching, with the deepest anxiety, the ruthless struggle for power, corruption, the shameful exploitation of our simple, honest, patriotic and industrious masses, the lack of decorum and the prostitution of Islam for political ends. There have been a few honorable, exceptions. But, being in a minority, they have not been able to assert their influence in the affairs of the country.

These despicable activities have led to a dictatorship of the lowest order Adventurers and exploiters have flourished to the detriment of the masses and are getting richer by their nefarious practices.

Despite my repeated endeavors, no serious attempt has been made to tackle the food crisis. Food has been a problem of life and death for us in a country, which should be really surplus. Agriculture and land administration have been made a handmaiden of politics, so that, in our present system of Government, no political party will be able to take any positive action to increase production.

In East Pakistan, on the other hand, there is a we 11-organized smuggling of food, medicines and other necessities of life. The masses there suffer due to the shortages so caused in, and the consequent high prices of these commodities. Import of food has been a constant and serious drain on our foreign exchange earnings in the last few years, with the result that the Government is constrained to curtail the much needed internal development projects.

Some of our politicians have lately been talking of bloody revolution. Another type of adventurers among them think it fit to go to foreign countries and attempt direct alignment with them which can only be described as high treason.

Disgraceful Scene

The disgraceful scene enacted recently in the East Pakistan Assembly is known to all. 1 am told that such episodes were common occurrences in pre-partition Bengal. Whether they were or not, it is certainly not a civilized mode of procedure. You do not raise the prestige of your country by beating the Speaker, killing the Deputy Speaker and desecrating the National Flag.

The mentality of the political parties has sunk so low that I am unable any longer to believe that elections will improve the present chaotic internal situation and enable us to form a strong and stable Government capable of dealing with the innumerable and complex problems facing us to-day. We cannot get men from the moon. The same group of people who have brought Pakistan on the verge of ruination will rig the elections for their own ends. They will come back more revengeful, because, I am sure, that the elections will be contested, mainly, on personal, regional and sectarian basis. When they return, they will use the same methods which have made a tragic farce of democracy and are the main causes of the present widespread frustration in the country.

Shifting Loyalties

However, much the Administration may try, I am convinced, judging by shifting loyalties and the ceaseless and unscrupulous scramble for office, that the election will neither be free nor fair. They will not solve our difficulties. On the contrary, they are likely to create greater unhappiness and disappointments leading, ultimately, to a really bloody revolution. Recently, we had elections for the Karachi Municipal Corporation. Twenty-nine per cent of the electorate exercised their votes, and, out of these, about 50 per cent were bogus votes.

We hear threats and cries of civil disobedience in order to retain private volunteer organizations and to break up One Unit. These disruptive tendencies are a good "indication of their patriotism and the length up to which politicians and adventurers are prepared to go to achieve their parochial aims.

Our foreign policy is subjected to unintelligent and irresponsible criticism, not for patriotic motives, but from selfish viewpoints, often by the very people who were responsible for it. We desire to have friendly relations with all nations, but political adventures try their best to create bad blood and misunderstanding between us and countries like the USSR, the UAR and the Peoples Republic of China. Against India, of course, they scream for war, knowing full well that they will be nowhere near the firing line.

In no country in the World do political parties treat foreign policy in the manner it is done in Pakistan. To dispel the confusion so caused, I categorically reiterate that we shall continue to follow a policy which our interests and geography demand and that we shall honor all our international commitments, which, as is well-known, we have undertaken to safeguard the security of Pakistan and as a peace loving nation to play our part in averting the danger of war from this troubled world.

For the last three years, I have been doing my utmost to work the Constitution in a democratic way. I have labored to bring about coalition after coalition, hoping that it would stabilize the Administration and that the affairs of the country would be run in the interests of the masses. My detractors, in their dishonest ways, have, on every opportunity, called these attempts as palace intrigues. It has become fashionable to put all the blame on the President. A wit said the other day: "If it rains too much it is the fault of the President and if it does not rain it is the fault of the President" If only I alone is

concerned, I would go on taking these fulminations with the contempt they deserve. But the intention of these traitors and unpatriotic elements is to destroy the prestige of Pakistan and the Government by attacking the Head of the State. They have succeeded to a great extent, and if this state of affairs is allowed to go on, they will achieve their ultimate purpose.

People Disillusioned

My appraisal of the internal situation has led me to believe that a vast majority of the people no longer have any confidence in the present system of Government and are getting more and more disillusioned and disappointed and are becoming dangerously resentful of the manner in which they are exploited. Their resentment and bitterness are justifiable. The leaders have not been able to render them the service they deserve and have failed to prove themselves worthy of the confidence the masses had reposed in them.

The Constitution which was brought into being on March 23, 1956, after so many tribulations, is unworkable. It is so full of dangerous compromises that Pakistan will soon disintegrate internally if the inherent malaise is not removed. To rectify them the country must first be taken to sanity by a peaceful revolution. Then it is my intention to collect a number of patriotic persons to examine our problems in the political field and devise a Constitution more suitable to the genius of the Muslim people. When it is ready and at the appropriate time, it will be submitted to the referendum of the people.

Foremost Duty

It is said that the Constitution is sacred. But more sacred that the Constitution or anything else is the country and the welfare and happiness of its people. As Head of the State, my foremost duty before my God and the people is the integrity of Pakistan. It is seriously threatened by the ruthlessness of traitors and political adventurers whose selfishness, thirst for power and unpatriotic conduct cannot be restrained by a Government set up under the present system. Nor can I any longer remain a spectator of activities designed to destroy the country. After deep and anxious thought, I have come to the regrettable conclusion that I would be failing in my duty, if I did not take steps, which in my opinion are inescapable in present conditions, to save Pakistan from complete disruption. I have therefore, decided that—

(a) The Constitution of March 23, 1956 will be abrogated.

(b) The Central and Provincial Governments will be dismissed with immediate effect.

(c) The National Parliament and Provincial Assemblies will be dissolved.

(d) All political parties will be abolished.

(e) Until alternative arrangements are made. Pakistan will come under Martial Law. I hereby appoint General Mohammad Ayub Khan, Commander in-Chief, Pakistan Army, as the Chief Martial Law Administrator and place all the Armed Forces of Pakistan under his command.

Call to Armed Forces

To the valiant Armed Forces of Pakistan, I have to say "That having been closely associated with them since the very inception of Pakistan, I have learnt to admire their patriotism and loyalty. I am putting a great strain on them. I fully realize this but I ask you Officers and men of the Armed Forces on your services depends the future existence of Pakistan as an independent Nation and a bastion in these parts of the free World. Do your job without fear or favor and may God help you.

To the people of Pakistan, I talk as a brother and fellow compatriot. The present action has been taken with the utmost regret but I have had to do it in the interests of the country and the masses, finer men than whom it is difficult to imagine. To the patriots and the law-abiding, I promise you will be happier and freer. The political adventurers, the smugglers, the black-marketeers, the hoarders will be unhappy and their activities will be severely restricted. As for the traitors, they had better flee the country, if they can and while the going is good.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ঘোষিত 'নিউলীগ্যাল অর্ডার' এবং এ প্রসংগে প্রধান বিচারপতি মুনিরের বক্তব্য	ডকুমেন্টস এ্যান্ড স্পীচেস অন দি কনষ্টিউশন অফ পাকিস্তান, জি, ডব্লিউ, চৌধুরী, পৃঃ ৪৮৯-৪৯৬	১০ইং অক্টোবর, ১৯৫৮

NEW LEGAL ORDER

Text of the order

1. (1) This order may be called the Laws (Continuance in Force) Order, 1958.

(2) It will come into force at once and be deemed to have taken effect immediately upon the making of the Proclamation of October 7, 1958, hereinafter referred to as the Proclamation.

(3) It extends to the whole of Pakistan.

2.(1) Notwithstanding the abrogation of the Constitution of March 23, 1956, hereinafter referred to as the late Constitution, by the Proclamation and subject to any Order of the President or regulation made by the Chief Administrator of Martial Law the Republic, to be known henceforward as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

(2) Subject as aforesaid all courts in existence immediately before the Proclamation shall continue in being and, subject further to the provisions of this Order, in their powers and jurisdictions.

(3) They law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts in Pakistan.

(4) The Supreme Court and the High Court's shall have power to issue the writs of *habeas Corpus, mandamus, prohibition, quo warranto* and *certiorari.*

(5) No writ shall be issued against the Chief Administrator of Martial Law or the Deputy Chief Administrator of Martial Law or any person exercising powers or jurisdiction under the authority of either.

(6) Where a writ has been sought against an authority which has been succeeded by an authority mentioned in the preceding clause, and the writ sought is a writ provided for in clause (4) of this Article, the Court notwithstanding that no writ may be issued against an authority so mentioned may send to that authority its opinion on a question of law raised.

(7) All orders and judgments made or given by the Supreme Court between the Proclamation and the promulgation of this Order are hereby declared valid and binding on all Courts and authorities in Pakistan, but saving those orders and judgments no writ

or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have effect unless it is provided for by this Order, and all application and proceedings in respect of any writ which is not so provided for shall abate forthwith.

3. No Court or person shall call or permit to be called in question

(1) The Proclamation;

(ii) Any Order made in pursuance of the Proclamation or any Martial Law Order or Martial Law regulation;

(iii) Any finding, judgment or order of a special Military Court or a summary Military Court.

4. (1) Notwithstanding the abrogation of the late Constitution, and subject to any order of the President or regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, all laws, other than the late Constitution, and all ordinances, orders-in-Council, orders other than orders made by the President under the late Constitution, such orders made by the President under the late Constitution as are set out in the Schedule to this Order, rules, by-laws regulations, notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof or having extra-territorial validity, immediately before the Proclamation, shall, so far as applicable and with such necessary adaptations as the President may see fit to make, continue in force until altered, repealed or amended by competent authority.

(2) In this Article a law is said to be in force if it has effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(3) No Court shall call into question any adaptation made by the President under Clause (1).

Governor's Powers

5. (1) The powers of the Governor shall be those which he would have had the President directed him to assume on behalf of the President all the functions of the Government of the Province under the provisions of Article 193 of the late Constitution and such powers of making Ordinances as he would have had and within such limitations had Article 106 and clauses (1) and (3) of Article 102 of the late Constitution been still in force.

(2) In the exercise of the powers conferred by the previous clause the Governor shall act subject to any directions given to him by the President or by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator.

(3) Nothing in this Article shall prejudice the operation of any regulation made by the Chief Administrator of Martial Law or by any person having authority from the Chief Administrator of Martial Law to make martial law regulations and where any ordinance or any provision thereof made under clause (1) of this Article is repugnant to any such regulation or part thereof the Regulation or part shall prevail.

(6) All persons who immediately before the Proclamation where in the service of Pakistan as defined under Clause (1) of Article 218 of the late Constitution and those persons who immediately before the Proclamation were in office as Governor, Judge of the Supreme Court or a High Court, Comptroller and Auditor-General, Attorney-General or Advocate-General, shall continue in the said service or in the said office on the same terms and conditions and shall enjoy the same privileges, if any.

7. Any provision in any law providing for the reference of a detention order to an Advisory Board shall be of no effect.

Schedule

1. The Karachi Courts Order; 1956.
2. The Federal Capital (Essential Supplies) Order, 1956.
3. The Adaption (Security Laws) Order 1956 (Except so far as concerns of a detention order to an Advisory Board).
4. The Stamp Act (Amendment) Order, 1956.
5. The Essential Services (Maintenance of Powers) Order, 1956.
6. The Hoarding and Black Market Order, 1956.
7. The Karachi Courts (Amendment) Order, 1956.
8. The Karachi Rent Restriction Act (Amendment) Order, 1956.
9. The Requisitioned Land (Continuance of Powers) Order, 1956.
10. The University of Karachi (Amendment) Order, 1956.
11. The High Court's (Bengal) Adaptation Order, 1956.
12. The Karachi Development Authority Order, 1957.
13. The Karachi Development Authority (Amendment) Order, 1958.
14. The High Court Judges (Daily Allowances) Order, 1958.
15. The Federal Capital (Powers and Duties of the Chief Commissioner) (Declaration) Order, 1958.
16. The Federal Capital Essential Supplies (Amendment) Order, 1958.
17. The Gwadur (Government and Administration) Order, 1958, except clause (2) of Article 2.
18. The Gwadur (Government and Administration) (Application of Laws) Order, 1958.

Chief Justice Md. Munir's Comment on the New Legal Order.

[Extract from his judgment. *State vs. Dossa,* Dacca Law Report. Vol. XI.)

By the Proclamation of October 7, the President annulled the Constitution of 23rd March, 1956, dismissed the Central Cabinet and the Provincial Cabinets and dissolved the National Assembly and both the Provincial Assemblies. Simultaneously, Martial Law was declared throughout the Country and General Mohammad Ayub Khan, Commander-in-Chief of the Pakistan Army, was appointed as the Chief Martial Law Administrator. Three days later was promulgated by the President the Laws (Continuance in Force) Order, the general effect of which is the validation of laws, other than the late Constitution, that were in force before the Proclamation, and restoration of the jurisdiction of all Courts including the Supreme Court and the High Courts. The Order contained the further direction that the Government of the Country, thereafter to be known as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

As we will have to interpret some of the provisions of this Order, it is necessary to appraise the existing constitutional position in the light of the juristic principles which determine the validity or otherwise of law-creating organs in modern States which, being members of the comity of Nations, are governed by International Law. In judging the validity of laws at a given time, one of the basic doctrines of legal positivism, on which the whole science of modern jurisprudence rests, requires a jurist to pre-suppose the validity of, historically, the first Constitution whether it was given by an internal usurper, an external invader or a national hero or by a popular or other assembly of persons, Subsequent alterations in the Constitution and the validity of all laws made there under is determined by the first Constitution. Where a Constitution presents such continuity, a law once made continues in force until it is repealed, altered or amended in accordance with the Constitution. It sometimes happens, however, that a Constitution and the national legal order under it is disrupted by an abrupt political change not within the contemplation of the Constitution. Any such change is called a revolution, and its legal effect is not only the destruction of the existing Constitution but also the validity of the national legal order. A revolution is generally associated with public tumult, mutiny, violence and bloodshed but from a juristic point of view the method by which and the persons by whom a revolution is brought about is wholly immaterial. The change may be attended by violence or it may be perfectly peaceful. It may take the form of a *coupd'etat* by a political adventurer or it may be effected by persons already in public positions. Equally irrelevant in law is the motive for a revolution, inasmuch as a destruction of the constitutional structure may be prompted by a highly patriotic impulse or by the most sordid of ends. For the purposes of the doctrine here explained, a change is, in law, a revolution if it annuls the Constitution and the annulment is effective. If the attempt to break the Constitution fails, those who sponsor or organise it are judged by the existing Constitution as guilty of the crime of treason. But if the revolution is victorious in the sense that the persons assuming power under the change can successfully require the inhabitants of the country to conform to the new regime, then the revolution itself becomes a law-creating fact because thereafter its own legality is judged not by reference

to the annulled Constitution but by reference to its own success. On the same principle the validity of the laws to be made thereafter is judged by reference to the new and not the annulled Constitution. Thus the essential condition to determine whether a Constitution has been annulled is the efficacy of the change. In the circumstances supposed no new State is brought into existence though Aristotle thought otherwise. If the territory and the people remain substantially the same, there is, under the modem juristic doctrine, no change in the corpus or international entity of the State and the revolutionary Government and the new Constitution are, according to International Law, the legitimate Government and the valid Constitution of the State. Thus a victorious revolution or a successful coup *d'etat* is an internationally recognized legal method of changing a Constitution.

After a change of the character I have mentioned has taken place, the national legal order must for its validity depend upon the new law-creating organ. Even Courts lose their existing jurisdiction, and can function only to the extent and in the manner determined by the new Constitution. While on this subject, Hans Kelson, a renowned modern jurist, says:

"From a jurist's point of view, the decisive criterion of a revolution is that the order in force is overthrown and replaced by a new order in a way which the former had not itself anticipated. Usually, the new man whom a revolution brings to power annul only the Constitution and certain laws of paramount political significance, putting other forms in their place. A great part of the old legal order remains valid also within the frame of the new order. But the phrase remains valid does not give an adequate description of the phenomenon. It is only the contents of these norms that remain the same, not the reason of their validity. They are no longer valid by virtue of having been created in the way the old Constitution prescribed. That Constitution is no longer in force; it is replaced by a new Constitution, which is not the result of a constitutional alteration of the former. If laws which are introduced under the old Constitution continue to be valid under the new Constitution, this is possible only because validity has expressly or tacitly been vested in them by the new Constitution.

The laws which, in the ordinary inaccurate parlance, continue to be valid are, from a juristic view-point, new laws whose import coincides with that of old laws. They are not identical with the old laws, because the reasons for their validity are different. The reason for their validity is the new, not the old Constitution, and between the two, continuity holds neither from the point of view of the one nor from that of the other. Thus it is never the Constitution merely but always the entire legal order that is changed by a revolution.

This shows that all norms of the old order have been deprived of their validity by revolution and not according to the principle of legitimacy. And they have been so deprived not only de facto but also de jure. No jurist would maintain that even after a successful revolution the old Constitution and the laws based thereupon remain in force, on the ground that they have not been nullified in a manner anticipated by the old order itself. Every jurist will presume that the old order too to which no political reality any longer corresponds has ceased to be valid, and that all norms, which are valid within the new order, received their validity exclusively from the new Constitution. It follows that.

from this juristic point of view, the norms of the old order can no longer be recognized as valid norms." (*General Theory of Law & State*, translated by Anders Wedberg, 20th Century Legal Philosophy Series, pp. 117-118).

Bearing in mind the principle just stated, let us now approach the question involved in these cases. If what I have already stated is correct, then the revolution having been successful it satisfies the text of efficacy and become a basic law-creating fact. On that assumption, the Laws (Continuance in force) order, however, transitory or imperfect it may be, is a new legal order and it is in accordance with that Order that the validity of the laws and the correctness of judicial decisions has to be determined. The relevant provisions of this Order are:

"**Article 2-(l)** Notwithstanding the abrogation of the Constitution of the 23rd March. 1956, hereinafter referred to as the late Constitution, by the Proclamation and subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, the Republic, to be known henceforward as Pakistan, shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution.

(4) The Supreme Court and the High Courts shall have power to issue the writs of *habeas corpus, mandamus, prohibition,, quo warranto and certiorari.*

Article 4-(l) Notwithstanding the abrogation of the late Constitution, and Subject to any Order of the President or Regulation made by the Chief Administrator of Martial Law, all laws, other than the late Constitution, and all Ordinances, Orders-in-Council, Orders other than Orders made by the President under the late Constitution, such Orders made by the President under the late Constitution, as are set out in the Schedules to this Order, Rules, by laws. Regulations, Notifications, and other legal instruments in force in Pakistan or in any part thereof, or haying extra-territorial validity, immediately before the Proclamation, shall, so far as applicable and with such necessary adaptations as the President may see fit to make, continue in force until altered, repealed or amended by competent authority.

(2) In this Article a law is said to be in force if it has effect as law whether or not the law has been brought into operation.

(3) No Court shall call into question any adaptation made by the President under clause (1)."

The Order applies to the situation that came into existence under the President's Proclamation of October 7. The laws that are in force after that date are enumerated in Article 4, but from the list of such laws the constitution of 23rd March, 1956, has been expressly excluded. This means that when under clause (4) of Article 2 of the order the Supreme Court or the High Court is moved for a writ, the ground for the writ can only be the infraction of any of the laws mentioned in Article 4, or any right recognized by the Order and not the violation of a right created by the late Constitution. The so-called fundamental rights which are described in part II of the late Constitution are, therefore, no longer a part of the national legal order and neither the Supreme Court nor High Court has under the new Order the authority to issue any writ on the ground of the violation of

any of the fundamental rights. The very essence of a fundamental right is that it is more or less permanent and cannot be changed like the ordinary law. In Jibendra Kishore Acharya Chowdhury and 58 others vs. The Province of East Pakistan Secretary, Finance and Revenue (Revenue) Deptt. Govt, of East Pakistan (1), I had occasion to point out that the very conception of a fundamental right is that it, being a right guaranteed by the Constitution, cannot be taken away by the law and that it is not only technically inaccurate but a fraud on the citizens for the makers of a Constitution to say that a right is fundamental but that it may be taken away by the law. Under the new legal order, any law may at any time be changed by the President and, therefore, there is no such thing as a fundamental right there being no restriction of the President's law-making power. Under Article 4 of the late Constitution there was a restriction on the power of the Legislature to make laws involving breaches of fundamental rights and invalidity attached to all existing laws, customs and usages and having the force of law if they were inconsistent with any of the fundamental rights; This test to determine the validity of the laws and the fetter on the power of the Legislature to make laws have both disappeared under the new order. Unless, here fore, the President expressly enacts the provisions, relating to fundamental rights, they are not a part of the law of the land and no writs can issue on their basis. It is true that Article 2 provides that Pakistan shall be governed as nearly as may be in accordance with the late Constitution but this provision does not have the effect of restoring fundamental rights because the reference to Government in this Article is to he structure and outline of Government and not to the laws of the late Constitution which have been expressly abrogated by Article 4. Article 2 and Article 4 can, therefore, stand together and there is no conflict between them. But even if some inconsistency be supposed to exist between the two, the provisions of Article 4 which are more specific and latter must override those of Article 2.

The position in regard to future application for Writs, therefore, is that they lie only on the ground that anyone or more of the laws mentioned in Article 4 or any other right preserved by the Laws (Continuance in Force) Order has been contravened.

As regards pending applications for writs already issued but which are either sub *judice* before the Supreme Court or require enforcement, the relevant provision is clause (7) of Article 2, which provides:

"All orders and judgments made and given by the Supreme Court between the Proclamation and the promulgation of this order are hereby declared valid and binding on all Courts and authorities in Pakistan, but saving these orders and judgments no writ or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have effect unless it is provided for by this Order, and all applications and proceedings in respect of any writ which is not so provided for shall abate forthwith."

Analyzed, this provision means that, excepting the writ issued by the Supreme Court after the Proclamation and before the promulgation of the Order, no writ or order for a writ issued or made after the Proclamation shall have any legal effect unless the writ was issued on the ground that anyone or more of the laws mentioned in Article 4 of any other right kept alive by the new Order had been contravened. And if there be a pending application or proceeding in respect of a writ which is not covered by clause (4) of

Article 2 or any other provision of the new Order, that is to say, the application or proceeding relates to a writ sought on the ground that a fundamental right has been contravened, then the application or the proceeding shall abate forthwith. This means that not only the application for the writ would abate but also the proceedings which require the enforcement of that writ. The abatement must, therefore, be held to govern all those writ which were the subject-matter of appeal before the Supreme Court either on certificate or by special leave. No judgment, order or Writ of a High Court can be considered to be final when either that Court has certified the case to be a fit one for appeal and proceeding for appeal have been taken or when the Supreme Court itself has granted special leave to appeal from that Judgment, order, or writ, I am, therefore, of the view that the writs issued by the High Court in this case are not final writs, and that all proceedings in connection with such writs including the original applications in the High Court, have abated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনারেল আউয়ুব খানের ক্ষমতা দখল	পাকিস্তান অবজারভার	২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৮

PRESIDENT MIRZA STEPS ASIDE

ALL POWERS HANDED OVER TO GEN. AYUB KHAN.

Karachi, October 27: President Iskander Mirza to-night announced he had decided to "Step aside and hand over all powers to General Mohammad Ayub Khan".

President Iskander Mirza has made the following declaration to-night:-

Three weeks ago, I imposed Martial Law in Pakistan and appointed General Mohammad Ayub Khan as Supreme Commander of the Armed Forces and Martial Law Administrator. By the grace of God this measure which I had adopted in the interest of our beloved country has been extremely well received by our people and by our friends and well wishers abroad.

Since the imposition of Martial Law I have done my best to assist Geperal Ayub Khan and his administration in the difficult task of arresting further deterioration and bringing order out of chaos.

In our efforts to evolve an effective structure for the future administration of this country and based on our experience of the last three weeks, I have come to the conclusion that:

(a) Any semblance of dual control is likely to hamper the effective performance of this immense task which is of emergent nature.

(b) An unfortunate impression exists in the minds of a great many people both at home and abroad that General Ayub and I may not always act in union. Such an impression, I can't help feeling, if allowed to continue, would be most damaging to our cause. I have, therefore, decided to step aside and hand over all powers to General Ayub Khan.

I wish General Ayub Khan and his colleagues the best of luck.

Pakistan Paindabad

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ সংক্রান্ত আরও সরকারী দলিল	ইষ্টার্ণ বেংগল এন্ড আসাম গেজেট	১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

GOVERNMENT GAZETTE

EASTERN BENGAL AND ASSAM

Extraordinary
The 16th October 1905.

[No. 1 C-The following is republished for general information:-

GOVERNMENT OF INDIA

HOME DEPARTMENT
PUBLIC

Simla, the 1st September 1905.

No. 2832. -The following proclamation, to which the sanction of His Majesty the King, Emperor of India, has been signified by the Secretary of State for India in Council, is hereby published:-

PR OCL A M ATION

The Governor General is pleased to constitute the territories at present under the administration of the Chief Commissioner of Assam to be, for the purposes of the Indian Council Act, 1861 (24 and 25 Vict., C.67), a province to which the provisions of that Act touching the making of laws and regulations for the peace and good order of the presidencies of Fort St. George and Bombay shall be applicable, and to direct that the said province shall be called and known as the Province of Eastern Bengal and Assam, and further to appoint the Honorable Mr. Joseph Bampfylde Fuller, C.S.I, C.I.E., of the Indian Civil Service, now Chief Commissioner of Assam, to be the first Lieutenant-Governor of that province with all power and authority incident to such office.

2. The Governor General in Council is pleased to specify the sixteenth day of October, One thousand nine hundred and five, as the period at which the said provisions shall take effect and fifteen as the number of Councilors whom the Lieutenant-Governor may nominate for his assistance in making laws and regulations.

3. The Governor General in Council is further pleased to declare and appoint that upon the constitution of the said province of Eastern Bengal and Assam the Districts of Dacca, Mymensingh, Faridpur, Backergonge, Tippera, Noakhali, Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri Rangpur, Bogra, Pabna and Malda which now form part of the Bengal Division of the presidency of Fort William, shall

cease to be subject to or included within the limits of that Division, and shall thenceforth be subject to and included within the limits of the Lieutenant-Governorship of the Province of Eastern Bengal and Assam.

H. H. RISLEY

Secretary to the Government of India.

[Extract from the proceedings of the Lieutenant Governor of Eastern Bengal and Assam in the General Department No. 2C, dated Shillong, the 16th October-, 1905./

READ-

The Resolution of the Government of India, Home Department, Public, No. 2491, dated the 19th July 1905.

Proclamation No. 2832, issued by the Government of India, Home Department, dated the T' September, 1905.

RESOLUTION

By the proclamation issued by the Government of India on the 1st September, 1905, the Province of Eastern Bengal and Assam has been declared to comprise the territories included within the Chief Commissionership of Assam, together with certain districts which have hitherto formed part of the Bengal Division of the Presidency of Fort William, and in the resolution cited above, the Governor General in Council has indicated the circumstances in which the new province has been founded. By the same Proclamation the Honorable Mr. J.B. Fuller has been appointed Lieutenant Governor of the province of Eastern Bengal and Assam, and by Act VII of 1905, the Bengal and Assam Laws Act, the required legal status has been given to the new administration.

2. The Lieutenant Governor proceeds to appoint the officers who will constitute the headquarters staff of the new Government, and to arrange for the administration of the territories that have thus come under his Jurisdiction. Nominations to the Legislative Council will be made hereafter.

5. The new province has been created with the object of improving the moral and material conditions of over 30 millions of people; and to the responsibilities which attach to so onerous a charge are added the difficulties which must accompany the inception of a new administration. The Lieutenant Governor realises very clearly that success is only attainable if all officers of his Government, European and India, will work together with him for the welfare of the people and the province with whose interests they will now be identified, and he confidently relies upon their earnest co-operation. Not less confidently does he hope that their effort will be appreciated by those to whose benefit they will be directed, and that the new local Government will secure the general goodwill, assistance and support which are required to give vitality to its measures.

By order of the Lieutenant-Governor of
Eastern Bengal and Assam,
P. C. LYON,

Chief Secretary to the Government of eastern Bengal and Assam.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বংগভংগ রদ সংক্রান্ত সরকারী দলিল	গেজেট অব ইন্ডিয়া	১২ ডিসেম্বর, ১৯১১

THE GAZETTE OF INDIA

Extraordinary
DELHI, TUESDAY, THE 12TH DECEMBER, 1911.

HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Delhi, the 12th December, 1911.

The Announcement graciously made by His Imperial Majesty, the King Emperor, at the Imperial Durbar is republished below and beneath it are printed' for general information the dispatch of the Government of India of the 25th August 1911,...]

ANNOUNCEMENT BY HIS IMPERIAL MAJESTY

"We are pleased to announce to Our people that on the advice of Our Ministers tendered after consultation with Our Governor-General in Council. We have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from Calcutta to the ancient Capital of Delhi, and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at as early a date as possible of a Governorship for the Presidency of Bengal, of a new Lieutenant-Governorship in Council administering the areas of Behar, Chota Nagpur and Orissa, and of a Chief Commissionership of Assam, with such administrative changes and redistribution of boundaries as Our Governor-General in Council, with the approval of Our Secretary of State for India in Council, may in due course determine.

"It is our earnest desire that these changes may conduce to the better administration of India and the greater prosperity and happiness of our beloved people."

THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, DECEMBER 12,1911. GOVERNMENT OF INDIA HOME DEPARTMENT

To

THE RIGHT HON'BLE THE MARQUESS OF CREWE, K. G.

His Majesty's Secretary of State for India.

Simla, the 25th August, 1911

MY LORD MARQUESS,

1. We venture in this despatch to address Your Lordship on a most important and urgent subject, embracing two questions of great political moment, which are in our opinion indissolubly linked together. This subject has engaged our attention for some time past and the proposals which we are about to submit for Your Lordship's consideration are the result of our mature deliberation. We shall in the first place attempt to setforth the circumstances which have induced us to frame these proposals at this particular juncture and then proceed to lay before Your Lordship the broad general features of our scheme.

2. That the Government of India should have its seat in the same city as one of the Chief Provincial Governments, and moreover in a city geographically so ill-adapted as Calcutta to be the Capital of the Indian Empire, has long been recognized to be a serious anomaly. We need not stop to recall the circumstances in which Calcutta rose to its present position. The considerations which explain its original selection as the Principal Seat of Government have long since passed away with the consolidation of British Rule through the Peninsula and the development of a great inland system of railway communication. But it is only in the light of recent developments, constitutional and political, that the drawbacks of the existing arrangement and the urgency of a change have been fully realized. On the one hand, the almost incalculable importance of the part which can already safely be predicted for the Imperial Legislative Council in the shape it has assumed under the Indian Council Act, of 1909 renders the removal of the capital to a more central and easily accessible position practically imperative. On the other hand, the peculiar political situation which .has arisen in Bengal since the Partition makes it eminently desirable to withdraw the Government of India from its present provincial environment, while its removal from Bengal is an essential feature of the scheme we have in view for allaying the ill-feeling aroused by the partition amongst the Bengali population. Once the necessity of removing the seat of the supreme Government from Bengal is established, as we trust it may be by the considerations we propose to lay before Your Lordship, there can be, in our opinion, no manner of doubt as to the choice

of the new capital or as to the occasion on which that choice should be announced. On geographical, historical and political grounds, the Capital of the Indian Empire should be at Delhi, and the announcement that the transfer of the seat of Government to Delhi had been sanctioned should be made by His Majesty the King-Emperor at the forthcoming Imperial Durber in Delhi itself.

7. The only serious opposition to the transfer which may be anticipated may, we think, come from the European Commercial Community of Calcutta who might, wc fear not regard the creation of a Governorship of Bengal as altogether adequate, compensation for the withdrawal of the Government of India. The opposition will be quite intelligible, but we can no doubt count upon their patriotism to reconcile them to a measure which would greatly contribute to the welfare of the Indian Empire. The Bengalis might not of course be favorably disposed to the proposal if it stood alone, for it will entail the loss of some of the influence which they now exercise owing to the fact that Calcutta is the headquarters of the Government of India. But as we hope presently to show they should be reconciled to the change by other features of our scheme which are specially designed to give satisfaction to Bengali sentiment. In these circumstances we do not think that they would be so manifestly unreasonable as to oppose it, and if they did, might confidently expect that their opposition would raise no echo in the rest of India.

8. Absolutely conclusive as these general considerations in favour of the transfer of the capital from Calcutta to Delhi in themselves appear to us to be there are further special considerations arising out of the present Political situation in Bengal and Eastern Bengal which, in our opinion, renders such a measure peculiarly opportune at such a moment, and to these we would now draw your Lordship's earnest attention.

9.Various circumstances have forced upon us the conviction that the bitterness of feeling engendered by the partition of Bengal is very widespread and unyielding and that we are by no means at an end of the troubles which followed upon that measure. Eastern Bengal and Assam has, no doubt, benefited by the Partition, and the Mohammedans of Province, who form a large majority of Population, are loyal and contented, but the resentment amongst the Bengalis in both Provinces of Bengal, who hold most of the land, fill the Professions, and exercise a preponderating in hence in public affairs, is as strong as ever, though somewhat less local.

10.The oppositions to the Partition of Bengal was at first based mainly on sentimental grounds, but, as we shall show late in discussing the proposed modification of the Partition, since the enlargement of the Legislative Councils and specially of the representative element in them, the grievance of the Bengalis has become much more real and tangible, and is likely to increase, instead of to diminish. Everyone with any true desire for the peace and prosperity of these countries must wish to find some manner of appeasement if it is in any way possible to do so. The simple rescission of the portion and a reversion to the *stat as quarrante* are manifestly impossible both on political and on administrative grounds. The old province of Bengal was unmanageable under any form of Government, and we could not defraud the legitimate expections of the Mohammedans of Eastern Bengal, who form the bulk of the population of that Province and who have

been loyal to the British Government throughout the troubles, without exposing ourselves to the charge of bad faith. A settlement to be satisfactory and conclusive must-

(1) Provide convenient administrative units;

(2) satisfy the legitimate aspirations of the Bengalis;

(3) Duly safeguard the interests of the Mohammedans of Eastern Bengal and generally conciliate Mohammedan sentiment; and

(4) be so clearly based upon broad grounds of political and administrative expediency as to negative any presumption that it has been exerted by elamour or agitation

11. If the headquarters of the Government of India be transferred from Calcutta to Delhi, and if Delhi be thereby made the Imperial capital, placing the city of Delhi and part of the surrounding country under the direct administration of the Government of India, the following scheme, which embraces three inter-dependent proposals, would appear to satisfy all these conditions:-

(i) To reunite the five Bengali-speaking divisions, viz., the Presidency, Burdwan, Dacca, Rajshahi and Chittagong divisions forming them into a presidency, to be administered by a Governor-in-Council. The area of the province will be approximately 70,000 square miles and the population about 42,000,000.

(ii) To create a Lieutenant Governorship-in-Council to consist of Behar, Chota Nagpur and Orissa, with a Legislative Council and a capital at Patna. The area of the province would be approximately 113,000 square miles and the population about 35,000,000.

(iii) To restore the Chief Commissionership of Assam. The area of that Province would be about 56,000 square miles and the population about 5,000,000.

12. We elaborated at the outset our proposal to make Delhi the future capital of India, because we consider this the key-stone of the whole project, and hold that according as it is accepted or not, our scheme must stand or fall But we have still to discuss in greater detail the leading features of the other part of our scheme.

13. Chief amongst them is the proposal to constitute a Governorship-in Council for Bengal. The history of the Partition dates from 1902. Various Schemes of territorial redistribution were at that time under consideration and that which was ultimately adopted had at any rate the merit fulfilling two of the Chief purposes which its authors had in view. It relieved the overburdened administration of Bengal and it gave the Mohammedan population of Eastern Bengal advantages and opportunities of which they had perhaps hitherto not had their fair share. On the' other band, as we have already pointed out. it was deeply resented by the Bengalis. No doubt sentiment has played a considerable part in the opposition offered by the Bengalis, and, in saying this, we by no means wish to underrate the importance which should be attached to sentiment even if it be exaggerated. It is. however, no longer a matter of mere sentiment but, rather, since the enlargement of the Legislative Councils, one of undeniable reality. In pre-reform scheme

days the non-official element in these Councils was small. The representation of the people has now been carried a long step forward, and in the Legislative Councils of both the provinces of Bengal and Eastern Bengal, the Bengalis find themselves in a minority, being out membered in the on by Beharis and Oriyas, and in the other by the Mohammedans of Eastern Bengal and the inhabitants of Assam. As matters now stand, the Bengalis can never exercise in either province that influence to which they consider themselves entitled by reason of their numbers, wealth and culture. This is a substantial grievance which will be all the more keenly left in the course of time, as the representative character of the Legislative Councils increases and with it the influence which these Assemblies exercise upon the conduct of Public affairs. There is therefore only too much reason to fear that, instead of dying down, the bitterness of feeling will become more and more acute.

14. It has frequently been alleged in the press that the Partition is the root cause of all recent troubles in India. The growth of political unrest in other parts of the country and notably in the Dacca before the Partition of Bengal took place disproves that assertion and we need not ascribe to the Partition evils which have not obviously flawed from it. It is certain, however, that it is, in part at any rate, responsible Jar the growing estrangement which has now unfortunately assumed a very serious character in many parts of the country between Mohammedans and Hindus. We are not without hope that a modification of the Partition, which we now propose, will, in same degree at any rate, alleviate this most regrettable antagonism.

15. To sum up, the results anticipated from the partition have not been altogether relished, and the scheme, as designed and executed, could only be justified by success. Although much good work has been done in Eastern Bengal and Assam and the Mohammedans of that Province have reaped the benefit of a sympathetic administration closely in touch with them, those advantages have been in a great measure counterbalanced by the, via lent hostility which the Partition has aroused amongst the Bengalis. For the reasons we have already indicated we feel bound to admit that the Bengalis are laboring under a sense of real injustice which we believe it would tie sound policy to remove without further delay. The Durbar of December next affords a unique occasion for rectifying what is regarded by Bengalis as a grievous wrong.

16. Anxious as we are to take Bengali feeling into account we cannot overrate the importance of consulting at the sometimes the interests and sentiments of the Mohammedans of Eastern Bengal. It must be remembered that the Mohammedans of Eastern Bengal have at present an overwhelming majority in point of population and that if the Bengali speaking divisions were amalgamated on the lines suggested in our schemes, the Mohammedans would still be in a position of approximate numerical equality with, or possibly of small superiority aver the Hindus. The future province of Bengal, more over will be a compact territory of quite moderate extent. The Governor-in- Council will have ample time and opportunity to study the needs of the various communities committed to his charge. Unlike his predecessors, he will have a great advantage in that he will find ready to hand at Dacca a see and capital with all the conveniences of ordinary provincial headquarters. He will reside there from time to time, just as the Lieutenant-Governor of the United Provinces, frequently resides in Lucknow, and he

will in this way be enabled to keep in close touch with Mohammedans sentiments and interests. It must also be borne in mind that the interests of the Mohammedans will be safeguarded by the special representation which they enjoy in the legislative councils; while as regards representation on local bodies they will be in the same position as at present. We need not therefore trouble your Lordship with the reasons why we have discarded the suggestion that a Chief Commissionership, or a semi-independent Commissionership within the new province might be created at Dacca.

24. Before concluding this despatch we venture to say a few words as regards the need for a very early decision on the proposals we have put forward far Your Lordship's consideration. It is manifest that if the transfer of the capital is to be given effect to the question becomes more difficult the longer that it remains un salved. The experience of last two. sessions has shown that present Council Chamber in Government House, Calcutta fails totally; to meet the needs of the enlarged Imperial Legislative Council, and the proposal to acquire a site and to construct a Council Chamber is already under discussion. Once a new Council Chamber is built, the position of Calcutta as the capital of India will be further strengthened and consolidated and, though we are convinced that a transfer will in any case eventually have to be made, it will then be attended by much greater difficulty and still further expense. Similarly, if some modification of the Partition is. as we believe, desirable, the sooner it is effected the better, but we do not see how it can be safely effected with due regard for the dignity of Government as well as for the public opinion of the rest of India and more specially for Mohammedan sentiment, except as part of the larger scheme we have outlined. In the event of these far reaching proposals being sanctioned by His Majesty's Government, as we trust may be the case, we are of opinion that the presence of dig Majesty the King Emperor at Delhi would offer an unique opportunity for a pronouncement of one of the most weighty decisions ever taken since the establishment of British rule in India. The other two proposals embodied in our scheme are not of such great urgency but are consequentially essential and in themselves of great importance. Half measure will be of no avail, and whatever is to be done should be done so as to make a final settlement and to satisfy the claims of all concerned. The scheme which we have ventured to commend to Your Lordship's favorable consideration is not put forward with any spirit of opportunism but in the belief that action on he lines proposed will be a bold stroke of statesmanship which would give unprecedented satisfaction and will forever associate to unique an event as the visit of the reigning sovereign to his Indian dominions with a new era in the history of India.

25. Should the above scheme meet with the approval of Your Lordship and His Majesty's Government, we would propose that the King Emperor should announce at the Durbar the transfer of the capital from Calcutta to Delhi and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at an early date of a Governorship in Council for Bengal and of a new Lieutenant-Governorship in Council for Behar. Chota Nagpur and Orissa, with such administrative changes and redistribution of boundaries as the Governor General-in-Council would in due course determine with a view to removing any legitimate causes for dissatisfaction arising out of the Partition of 1905. The formula of such a pronouncement could be designed after general sanction had been given to the scheme. This sanction we now have the honor to solicit from Your Lordship.

26. We should thus be able after the Durbar to discuss in detail with local and other authorities the best method of carrying out a modification of Bengal on such broad and comprehensive lines as to form a settlement that shall be final and satisfactory to all.

We have the honor to be,

MY LORD MARQUESS

Your Lordship's most obedient, humble servants,

(Signed) HARDINGE OF PENSHURST
" O' MOORE CREAGH.
" J. L. JENKINS.
" R. W. CARLYLE.
" S. H. BUTLER.
" SAIYID ALI IMAM.
" W. H. CLARK.

Printed at the foreign office and Coronation Durbar Press, for the Government of India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে একটি নিবন্ধ	'ইত্তেহাদ'	২০ জুলাই, ১৯৪৭

রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

মাহবুব জামাল জাহেদী

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, ইহা লইয়া প্রচুর আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল বিভিন্নমুখী চিমত্মাধারার প্রকাশ হইতেছে, তাহা মুসলিম বাংলার জনগণের প্রাণ প্রাচুর্য্যেরই পরিচয় বহন করে। আলোচনার আলোকেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং এই তর্ক-বিতর্কে আশংকিত হইবার কোন কারণ নাই।

প্রধানতঃ বাংলা ও উর্দ্দুকে লইয়াই এখন বিতর্কের উদ্ভব হইয়াছে। এবং প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার সমর্থনেই অনেকে অনেকে জোরালো যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করিয়াছেন। এবং এই প্রসংগে যে বিতর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে উচ্ছ্বাসও প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রশ্নটি আদৌ উচ্ছাস-সাপেক্ষে নহে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাষার দাবী বিচার করিতে হইবে। এ জন্যই প্রথমেই রাষ্ট্রীয় ভাষার উপযোগী গুণাবলীর নির্ণয় প্রয়োজন। নিমণলিখিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার আসন পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা যইতে পারেঃ-

(১)ভাষাভাষীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে চলিবে না।

(২)দুই ভাষাভাষীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে।

(৩)এই ভাষার মাধ্যমে ইসলামের ভাবধারাকে ভাষাভাষীর মধ্যে পরিসস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে।

(৪)এই ভাষার ব্যাকরণ, বর্ণমালা ও লিপি জটিলতা বর্জিত হইবে।

পাকিস্তানের জনসংখ্যায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, সুতরাং উপরোক্ত আদর্শে বাংলার দাবীই অগ্রগণ্য। গনতান্ত্রিক যুগে যদি গণভোট এই ভাষা সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব উঠিত, তবে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় হইত সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হয়। রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অংশের সুবিধার্থে অন্য অংশে অসুবিধা সৃষ্টি করা কোন রাষ্ট্রেরই কাম্য নহে এবং হওয়া উচিত নহে। প্রাদেশিক প্রভৃতির রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগনিত হইবার দাবিকে নিতান্তই জিদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এবং উর্দু ভাষা-ভাষীর সংখ্যাও বাংলার তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। ইহা ব্যতিত উর্দু ভাষা বাংলার অধিকাংশ জনগণের নিকটই যে কোন বিদেশী ভাষার ন্যয়ই দুবের্বাধ্য ঠেকিতে বাধ্য। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার করিলে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইবার কোন দাবিই যুক্তিযুক্ত হয় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীর প্রতিপত্তি প্রচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সববজন-বিদিত প্রতিপত্তি দর্শনেই মহামতি গোখেলে বলিয়াছিলেনঃ What Bengal things today, India things tomorrow.

হৃত-গৌরব ফিরিয়া পাইবার জন্য বাংলার মুসলমান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রভুত প্রমান পাওয়া যাইতেছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে কিছুকাল পূবের্ব উর্দু ভাষার কোস দাবীই খাটিতে না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা-বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ ভাষাভাষীরা তাহাদের দাবীকে শক্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ইংরেজী ভাষার দাবী অবশ্যই অগ্রগন্য, কারণ এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজীরই প্রাধান্য ছিল। তবে বৈদেশিক কোন ভাষাই পাকিস্তানের কোনও রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে না-এই জন্য ইংরাজীর দাবী মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং উর্দু এবং বাংলার দাবীই মাত্র এখন আমাদের বিচার্য্য। কিন্তু উর্দুও যে প্রকৃতপক্ষে এই দেশীয় ভাষা এই কথাও বলা চলেনা। উর্দু হইল তুর্কী শব্দ-মানে 'শিবির'। সৈন্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুবিধার্থে সম্রাট আকবর এই ভাষার উদ্ভাবন করেন-শিবিরজাত বলিয়াই এই ভাষার এই নাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উর্দু ভাষা প্রকৃতপক্ষে দেশের ভাষা নয়।

বিভিন্ন দেশীয় শব্দভান্ডার হইতে চয়ন করিয়া এই ভাষায় শব্দসম্ভার সমৃদ্ধিশালী করা হইয়াছে। স্বকীয়ত্ব বলিতে এই ভাষার কিছুই নাই। এই ভাষার দাবী অগ্রগণ্য হইতে পারেনা।

আবার কেহ কেহ এই ভাষাকে মুসলমানী ভাষা হিসাবে দাঁড় করাইয়া ইহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা যে নিতান্তই ভাবপ্রবণতা, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ মুসলমানী ভাষা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে মুসলমানগণ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকেই মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে পারে যে, ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি যে-ভাষার মাধ্যমে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই মুসলমানী ভাষা বলা চলে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা মতে আরবী ভাষাকেই একমাত্র মুসলমানী ভাষা বলা যাইতে পারে। সুতরাং মসলমানী ভাষা পূবর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে এই যুক্তি বলে আরবী ভাষাকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে, উহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইসলামের ঐতিহ্যিক বহনের দাবীতে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা বাংলারও নাই, উর্দুরও নাই। তবে পূর্ব প্রদর্শিত কারণে উর্দু হইতে বাংলার দাবীই বেশী যুক্তিসংগত।

দেখা যাইতেছে যে, ইসলামের ভাবধারাকে বাংলার সাহায্য নিতেই হইবে। কিন্তু এই কথা অনস্বীকার্য্য যে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক ভাবধারা ও কৃষ্টির প্রচার করিতে হইলে বাংলা ভাষাই কার্যকরী হইবে বেশী। কারণ মাতৃভাষার সাহায্যে কোন কিছু শিক্ষা না দিয়া একটা নূতন ভাষা শিখাইয়া ঐ ভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দিতে যাওয়া বোকামী হইবে মাত্র। নূতন কোন ভাষা শিক্ষা করিতেই এখন আমাদের অন্ততপক্ষে ৮/১০ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং ইতিমধ্যে এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ স্বীয় ঐতিহ্যিক চেতনোপলব্ধির ক্ষেত্র হইতে বহু পিছনে পড়িয়া থাকিবে। তাছাড়া বাংলাভাষায় বহু পূর্ব হইতে আরবী ও ফারসী ভাবধারার চর্চা হইতেছে। প্রাচীন যুগে রচিত পুঁথিগুলি ছিল এই বিষয়ের পুরোধা; বর্তমানেও বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ নানা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া এই প্রচারকার্য চালইতেছেন। অবশ্য এই কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই প্রচারকার্য্য বাংলা ভাষায় যথেষ্ট কম হইয়াছে। কিন্তু এতদিন এইলপ না হইয়া উপায় ছিল না। একে তো আমাদের রাজভাষা ছিল বিজাতীয় ও বিধর্মীয়, তার উপর বাংলা ভাষার উপর কর্তৃত্ব করিত হিন্দুগণ; সুতরাং নিজ ইচ্ছামত প্রচারকার্য্য চালাইতে পারা যাইত না। এখন যদি আবার বাঙ্গালীর উপর উর্দু ভাষাভাষীদের কর্তৃত্বভার আনিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়, তবে উহাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বই আর কিছুই বলা চলিবে না।

ইহা ব্যতীত ব্যাকরণের দিক দিয়াও উর্দু অপেক্ষা বাংলার দাবী যুক্তি সাপেক্ষে। প্রকৃত উর্দু অর্থাৎ সাহিত্যিক উর্দু অত্যন্ত জটিল। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অন্যান্য জটিলতা এত অধিক যে, স্বল্পায়াসে এই ভাষা শিক্ষা করা যায় না। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষার জটিলতা উর্দু হইতে বহু অংশে কম। একথা অবশ্যই ঠিক যে, বাংলা শিক্ষার্থীর পক্ষে র, ড়, ষ, স, শ, ন, ণ প্রভৃতির পার্থক্য সঠিক অনুধাবন করা কষ্টকর। কিন্তু ইদানীং ভাষাবিদগণ প্রাচীন বর্ণমালা, ব্যাকরণ ও বানান প্রথার আমুল পরিবর্তনের প্রবৃত্ত হইয়াছেন,যাহার ফলে আশা করা যায়, সুসংস্কৃত হইয়া বাংলা ভাষা, বর্ণমালা, ব্যকরণ ও বানানের দিক হইতে ইংরাজীর ন্যায়ই সহজ এবং সকলের বোধগম্য হইবে। ইতিমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে, ফলে ফলে বানান এখন যথেষ্টসহজ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই প্রথা এখনও ব্যাপকভাবে সাহিত্য ও পাঠ্য-পুস্তকে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আবশ্যকবোধে প্রচলিত করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবারও কোন কারণ নাই। অপরদিকে উর্দুর ব্যাকরণের জটিলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ণমালাগত দুবের্বাধ্যতাও উপেক্ষণীয় নয়। রে, ড়ে, দাল, যাশ প্রভৃতি শব্দের বাক্ ছলতার দরুন প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উর্দু শিক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। এবং এই সব দুবর্বহ দুরূহতাকে সরল করিবার কোন প্রয়াসই অদ্যাবধি ঐ ভাষার পন্ডিতগণ করেন নাই। উর্দু অর্থাৎ চলতি বাজারী উর্দুর ব্যাকরণগত জটিলতা অপেক্ষকৃত কম হইলেও উহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উহা কোন ভাষাই নয়- বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর সমাহারে গঠিত এক আজব চিজ বলা যাইতে পারে। যে ভাষার কোস স্বকীয়ত্ব নাই, কোন সাহিত্য নাই, যে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা জাতির বা দেশের পক্ষে কলংকজনক বই কি। এমতাবস্থায় বাংলা ভাষর দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোও কারণ নাই।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভা বাংলা হইলে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই রাষ্ট্রের যোগসূত্র কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর। কোন কোন বিষয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে সেই বিষয়টি পরিষ্কার হইলেই এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা মতে অর্থাৎ দেশরক্ষা, অর্থ বিভাগ

এবং পররাষ্ট্র বিভাগের উপর যদি কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকে, তবে অসুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না। কেন্দ্রের সহিত দোভাষী অনবাদকের সাহায্যে কাজ অনায়াসেই সমাধা করা যায়। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক সরকারের অনুবাদ বিভাগের মত একটি বিভাগ খুলিলেই সব গোলমাল চকিয়া যাইবে এবয় অন্যান্য প্রদেশের সহিতও এই উপায়েই যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখা যাইবে। শুধু যে বায়লা দেশের জন্যই কেন্দ্রীয় অফিসে অনুবাদকের দফতর খলিতে হইবে, এমন নয়। কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা যে উন্নত উর্দু কিংবা বাংলা হইবে একথা অবধারিত। সুতরাং বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে হইবে, তাহার জন্যও অনুরূপ দফতরের প্রয়োজন হইবে। এবং হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের মধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে কারণ হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দি বা হিন্দুস্তানী।

আপাতঃদৃষ্টিতে আরও একটি বিষয়েও আমাদের অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। সেটি হইল সৈন্য বিভাগে ভাবের আদা-প্রদান। পূর্ব পাকিস্তানের সেবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীরা স্ব স্ব প্রদেশের স্বীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষায়ই কথাবার্তা বলিতে পারিবে। কিন্তু যখন এই দুই প্রদেশের সেনাবাহিনী প্রয়োজনানুসারে একত্রিত হইবে, তখনই অসুবিধা হইবে বেশী। পারস্পারিকভাবে আদান-প্রদান ছাড়াও আদেশ ওেয়া (কমান্ড) লইয়াও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে মনে হয়। কারণ, বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় সেনানী লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হইলেও আদেশকার্য্য চালানো হয় ইংরাজীতে। কিন্তু তখন ইংরাজী বর্জন করা হইবে। এই সমস্যা গরম্নতর হইলেও অতি সহজেই ইহার সমাধান করা যায়। যদি আমরা আদেশবিধিগুলির (Commandments) আরবী ভাষা প্রচলন করি, তবেই অসুবিধার নিরসন হয়। আরবীতে আদেশ দিলে উহা ইংরাজী হইতেও শক্তিশালী হইবে। কারণ আরবী ভাষায় যে ঝংকার, যে দ্যোতনা আছে, সে দ্যোতনা ও ঝংকার ইংরাজী ভাষার নাই। দুই রাষ্ট্রের অবিাসীগণ পরস্পরের সহযোগিতা করিলেই এই সমস্যা এবং অনুরূপ সকল মসস্যারই সমাধান সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। নিজস্ব জিদ বজায়া রাখিবার জন্য গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করা কাপুরুষোচিত ব্যবহার বলিয়াই অবিহিত হইবে। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য না থাকিলে কোন রাষ্ট্রেরই উন্নতি বিদান সম্ভবপর হইবে না, একথা সুনিশ্চিত।

প্রথম প্রথম অসুবিধা হইবেই, কিন্তু ধীরে ধীরে যখন জনসাধারণ এবং কর্মীগণ নূতন পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন, তখন কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে না।

পশ্চিম বংগের হিন্দুগণ পূর্ব বংগ হইতে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়া যেমন স্বয় সত্তা বিসর্জন দিল, পূর্ব বংগের মুসলমানগণও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবে, যদি উর্দুকেই সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দুস্তানী হইবে, ইহা নিশ্চিত এবং তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবংগের যা দান তাহাও নিঃশেষে লোপ পাইবে। তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের আভিজাত্য সকলই খবর্ব হইয়া যাইবে। পূর্ব পাকিস্তানেরও অবস্থা ইহাই হইবে, যদি রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলার মুসলমানগণ কখনই ইহা ঘটিতে দিবে না...।

উর্দূও আমরা শিখিব আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের শিক্ষা-সংস্কৃতি জানিতে হইবে বলিয়া। কিন্তু তাহাদিগকেও বাংলা শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা এক দেশদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

---

* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুকাল আগে থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এই প্রবন্ধটি বাংলায় সপক্ষে একটি প্রস্তাব। প্রবন্ধটি কলকতা হতে প্রকাশিত ‘ইত্তেহাদ’ পত্রিকায় ২০শে জুলাই, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অবজেকটিভ রেজলিউশন সংক্রান্ত বিতর্ক!	পাকিস্তান গণপরিষদ-এর কার্যবিবরণী	৭-১২ মার্চ, ১৯৪৯

[*Excerpts from the Official Report of the Fifth Session of the Constituent Assembly of Pakistan Debates.]*

Monday, the 7th March, 1949

Mr. Prem Hari Barma (East Bengal General): Mr. President, Sir I beg to move:

"That the Motion" be circulated for eliciting public opinion there on by the 30th April, 1949".

Sir, the Objectives Resolution which we shall pass shall be the foundation stone of the structure of the constitution of the Pakistan State. The constitution which will be framed by this august body will govern the people of Pakistan not only for generations but for centuries to come, because the constitution of a country, once framed, is scarcely changed or modified. The foundation of the constitution must be strong, sound and solid so that the structure built upon it may last long and may not give way after some time. For this purpose, not only the Members of the Constituent Assembly, who entrusted with this noble work, should have time to carefully examine the pros and cons of the proposed Objectives Resolution, but the public also whom we have the honor to represent here, must have an opportunity of expressing their opinion on it. If we get the opinion of the public and if the opinion of the public is in support of it then our task and responsibility will be mush lighter.

I do not think that we shall be right in passing the Resolution in hot haste, without giving any opportunity to the public to express their opinion. It took about ten years to frame the constitution of the United States of America. It will not, therefore, matter much if it is taken up and considered after seven or eight weeks.

We must not forget that our State of Pakistan consists of peoples professing various religions and having different social customs and cultures. We must not proceed with the work of framing the constitution in such a way as may cause apprehension, distrust or anything of the kind to any section of the people. The members of the Constituent Assembly, irrespective of the community to which they may belong, have the sacred duty and trust imposed upon them to look equally to the rights and interests, whether political, social or religious of all section of the people of Pakistan. We should give opportunity and time to all sections of the people of Pakistan to examine and see whether this Objectives Resolution is acceptable to all of them or not. If we see that some portion of the, Objectives Resolution is not acceptable to any section of the population, then we should try to amend or modify that portion of the Resolution to make it acceptable to all.

* The motion refers to the Motion on Arms and Objects.

There is no doubt that the Constituent Assembly has every right and authority to pass any resolution concerning the constitution or any constitution it likes, but I think that it will not be fair for the Constituent Assembly to pass hurriedly any resolution of a vital character, on which will solely depend the destiny of people of Pakistan for generations and nay for centuries to come.

Tuesday, the 8tli March, 1949.

MOTION RE: AIMS AND OBJECTS-Contd.

Mr. Bhupeudra Kumar Datta (East Bengal: General): Sir, I beg to move "That the paragraph beginning with the words whereas sovereignty over the entire universe and ending with the words is a sacred trust be omitted."

Sir, let me make it clear at the outset that I am not moving this amendment because I happen to be in the Opposition. I am moving it in no spirit of opposition; nor am I moving it as a member of the minority community. Whatever the minorities are to get under the constitution is indicated, in the substantive clauses of the Resolution. Sir. I feel, even if I were among the majority in the House, both by religious and political persuasion, I would move this amendment at this hour of the day.

Sir, we are hereby the will of the people of our newly-won independent State of Pakistan to draw up a constitution for its future governance. Although all powers of an independent Slate emanate from the sovereign powers of its people, certain laws, rules and regulations must guide and control the relations between the people and the State. Such laws, rules and regulations have in the modern world come within the domain of matters, political. The relations between a State and its citizens may be, and have been throughout the ages, of diverse forms, but whatever the forms, they are subjects properly of politics. On the other hand, the relation between man and God comes within the sphere of religion. In all ages, there have been men and women who have believed that not a grass grows, not a leaf falls, not a star shows itself except by the will of God. Similarly, whatever takes place there in human affairs is guided and controlled by God. Many in this House, I have no doubt in my mind, do believe that we could not be assembled here except by the will of the Creator. But even if they do believe it, they go about their business, even about the business of this House, with that tacit, albeit, deep faith, with that un-exhibited background of the mind-they go about it in all devoutness, all humility, without making a flourish of it.

Thus even in a world where vast numbers of men had a more living faith than today in the omnipresence and omnipotence of God, they found it more convenient, more suitable, more methodical to assign proper spheres to their relation with their Maker and to their relation with their ruling power of governing apparatus.

Nay, Sir, let me go further, Politics and religion belong to two different regions of the mind, even if it be held that these two regions are inter-related by the presence of God, or

even if, say, by the unity, integrity or indivisibility of the human mind or human personality. For the special study, development and working of each region, we get them more conveniently separated. Thus separated-even without denying the unifying bond either of God or of the human personality-politics comes within the sphere of reason, while religion within that of faith.

The two-reason and faith-may blend together perfectly. But we allow each to work separately in order that each may grow to its fullest maturity so that a higher synthesis of the two may be attained-a mellower blending Even in the evolution towards that ultimate end, the two may be working hand in hand but unobtrusively.

We know, Sir, whenever either has become obtrusive at the cost of the other either in individuals or in groups, convulsions have taken place-convulsions, that in the case of groups, have caused infinite human misery, that have flung States as under, that have debased men. We need not look to Europe in the Middle Ages or for the other side of the picture to the Worship of Reason during the French Revolution. We may look to various chapters of the history of this subcontinent. I need not mention periods. Even two years earlier, we did not behave as if we were rational human beings. We so behaved because on each side, faith became predominant over reason, what normally should have remained unobtrusive became obtrusive.

I feel, Sir, in this House I am treading on exceedingly delicate grounds. But let me put it to you, Sir in all humility.-whatever relation most of us may think or feel, subsists between us and our Maker or between this great State and its people and God Almighty, need we be obtrusive with it, need we make a flourish of it on this occasion when we have met here for a political purpose-for framing the constitution of the State?

Politics, as I have said, Sir, belongs to the domain of reason. But as you intermingle it with religion, as this Preamble to this nobly conceived Resolution does, you pass into the other sphere of faith. The same is done in the paragraph on "Sovereignty" on page 13 of the 1st volume of Select Constitutions of the World, circulated by the Constituent Assembly Office. Thereby, on the one hand, you run the risk of subjecting religion to criticism, which will rightly be resented as sacreligious; on the other hand, so far as the State and State policies are concerned, you cripple reason, curb criticism, Political institutions-particularly modern democratic institutions-as we all know, Sir grow and progress by criticism from broader to still broader basis. As long as you remain strictly within the region of politics, criticism may be free and frank, even severe and bitter.

But as you bring in religion, or things as matters of faith, you open the door ajar for resentment of criticism. You then leave it to absolutism to fling it wide open. Sir, I feel-I have every reason to believe-that were this Resolution to come before this House within the life-time of the Great Creator of Pakistan, the Quaid-i-Azam, it would not have come in its present shape. Even with you Sir, the Honourable Mover of this Resolution at the helm of affairs in the State, I have no fear that criticism will be stifled or absolutism will find a chance to assert itself.

But, Sir, we are framing a constitution, which will outlive us, may be, even many of our succeeding generations. So, as far as human reason can guard against it, let us not do

anything here today that may consign our future generations to the furies of a behind destiny. May be, may God forbid it, but some day, perhaps even within our lifetime-extremely troublous times as we live in-a political adventurer, a Yanshikai, or a Bachcha-i-Sakao may find a chance to impose his will and authority on this State. He may find a justification for it in this Preamble. To people of our State, he may justify his claim on the clause in it that refers to the delegation of the Almighty's authority to the State through its people. He has only to forge a further- link and get it delegated through the State to himself and declare that he is the Ruler of Pakistan, anointed by his Maker.

Besides, Sir, shall we not be prudent to avoid the deification of the State that the Preamble implies? In recent history, Hitler did it. But I am sure, Sir, the Honorable Mover of this Resolution found no merit in that act of Hitler's. Nor the world very much appreciated it. And at the hour when we have come so very near to the rest of the world, we, in this House, shall not be wise to ignore it.

Prof. Raj Kumar Chakraverty: Sir. I beg to move:

"That in the paragraph beginning with the words 'This Constituent Assembly' after the words 'independent' the word 'democratic' be inserted."

So that with the amendment, the paragraph will read thus:

"This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves t6 frame a constitution for the sovereign, independent, democratic State of Pakistan."

Sir, I take it that this paragraph states the character of the constitution that we shall have. In the first paragraph of the Preamble we have been told that the authority which God has delegated to the State of Pakistan for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust, and this paragraph proposes to give us the character of the constitution. It says that the constitution would be a sovereign constitution, it will be independent, but the word 'democratic' is not there. I want to add the word "democratic" in this connection, just after the word 'independent'. My arguments will be very short. I consider the description of the constitution in this paragraph is not all perfect. It is not the complete description. The word 'democratic' should have been here. While telling about the constitution, we should tell the public and the world that the constitution or the form of Government that we shall have will be of this kind or that kind. Whether the Government will be ruled by one man or it will be ruled by a few persons or the Government will be in the hands of many persons, we should state clearly. It may be monarchy; it may be despotism; it may be oligarchy; or it may be democracy. I believe that our Government will be a democratic one, but that is not stated here. That is my complaint and that is why I move the amendment.

Sir, to day, there is a great unrest throughout the world and you know the reasons of this unrest. One of them is that the common men-ordinary people-have no voice in the administration of their Government. They are the producers of the means of our livelihood. They are the workers on the fields and in the factories and unless voice is given to them in the affairs of the State, this unrest of the world will not subside. Up till now, of all the forms of Government that have been evolved, democracy with all its

imperfections of the best sort of Government. Therefore, Sir, we ought to put the word is 'democracy' here, so that we might cure the world of all the unrest and of all the undesirable elements that have crept into our administration. If the word 'democratic' is put here, the Resolution will go before the world with a message of hope, with a message of cheers that we are going to have a rule by the people, a Government of the people, for the people and by the people. No doubt, Sir, in the fourth paragraph which says that "the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed", the word 'democracy' occurs, but I submit that in that paragraph the word 'democracy' is used in a very vague and loose sense and that the principle of democracy is to be applied generally in all our institutions, in all our affairs of life, so in this paragraph, where we are going to characterize the constitution of this State, I want to clinch the issue and say definitely now and here that we shall have a democratic form of Government an no other.

MOTION RE: AIMS AINU OBJECTS-*contd.*

9th MARCH, 1949

Mr. President: The Resolution and amendments are now open to discussion,

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi (East Bengal: Muslim): Mr. President Sir, I would like to complement the movers of the various amendments on the excellent speeches that they have made. Most of these speeches were thought provoking and I am sure that the sentiments of patriotism which have been expressed by various movers of the amendments have been most welcome, not only to us on this side of the House, but. I believe, to the entire nation. Sir, it is in the spirit of the patriotism shown by the movers of the amendments that I would like to make a few comments upon the speeches-and the arguments contained therein-which were made in support of the various amendments. Sir; I divide those speeches into two categories. The first category reveals a fundamental difference of outlook between the mover and the supporters of the Resolution, on the one hand, and the movers of the amendments, on the other. The other speeches, which to my mind fall into the second category, are based upon a fear, a fear which cannot be justified by a close study of the wordings of the Resolution and the principles which are embodied therein. With your permission, Sir, I would like to deal first with the fundamental difference of opinion that seems to exist between certain movers of the amendments and some of us.

Sir, it has been said that politics and religion should be completely divorced from each other, that politics and religion belongs to different aspects of human activity and indeed, it has been said that one being founded on reason and the other on faith, they should be related to different compartments of the human mind. I would submit most humbly that this is impossible. They cannot be divorced from each other for the simple reason that our reason is fashioned by our faith and our faith is fashioned by our reason. Unless we can think cogently we cannot possibly have faith in any ideal, and unless we have some faith, it would be absolutely impossible for us to chalk out the channels into which our thought should run. Therefore, I would say that it is absolutely impossible to accept the theory of a split personality. It is impossible to accept the view that we should keep our faith apart from our political behavior and that certain aspect of our behavior should be fashioned purely by reason and certain other aspects purely by faith. I would leave the further discussion of this abstruse problem to the psychologists who may have studied it. I would submit that we, in any case, cannot subscribe to the view advocating divorce between faith and reason. To us religion is not like a Sunday suit which can be put on when we enter a place of worship and put off When we are dealing with day-to-day life. This conception is absolutely foreign to us. Let us examine this a little further. What does the Resolution say? The Resolution says that our policy should be based upon God consciousness. It has been said that God may be there, but do not bring him into your lives. I am reminded of a song which was fashionable amongst the Epicurean philosophers during the later period of the Roman Empire, which said: "There are no gods, but if there be, they do not meddle, with the affairs of humanity." This deity epitomized the attitude which took the Roman civilization to its undeserved end. Are we to repeat the same mistakes today? Are we really to divorce politics completely from

ethical and spiritual principles?; It has been said that if we permit religion to enter the realm of politics, there may be convulsions, there may be revolutions and wars. It is quite true that sometimes humanity has erred and waged wars on the basis of religion. But is it not a fact that the wars which have been fought in the lifetime of all of us were not fought for religion? I challenge anybody to prove that there was any war that was ever fought in the history of the world for religion which was so disastrous as these wars. Let us not bring such confused thinking into the consideration of this Resolution. Vast convulsions are not caused by faith they are caused by the lack of faith. It is when we de not work within the limits set down by ethics, by religion, by spiritual truth that we really get so narrow-minded, so jealous of the good things that others possess that we enter into the realm of war. I would go even further and say that whenever politics has been completely divorced from ethical principles, the sanction for which lies in our faith and not in anything else, humanity has been overtaken by disaster. I am quite willing to quote chapter and verse that various convulsions that have overtaken humanity have been the result of lack of faith. Was it not that the Goddess of Reason was enshrined at Paris? Is it not a fact that bloodshed came in the wake of her enthronement? Has humanity forgotten the days of Red Terror followed by the White Terror? Therefore, for Heaven's sake, do not confuse matter. Whenever the emotions of people exercised very deeply and whenever these emotions are not controlled by ethical principles*which should govern the life of humanity, there has been a disaster. Therefore, Sir, I am afraid, it will not be possible at least for me to describe to the idea that religion and politics should tie completely divorced. If anybody were to say that religious prejudice should not be permitted to effect our relation with humanity, I would certainly say, ‘Yes’.

....

A large number of other arguments have been advanced. It has been said that so far as the fundamental principles of Islam are concerned, they may be as they have been explained by the Honorable the Mover of the Resolution, but then it is asked, "How can you guarantee the fact that tomorrow there will not arise interpreters who will interpret these very terms in a different manner" Well, Sir, who can ever guarantee that? Can any constitution of the world guarantee such a thing? So long as you lay down a law, there is always scope for interpretation. Humanly speaking, who can promise that any limits laid down today or any constitution adopted today may not be interpreted in a different manner tomorrow? But we are laying down at least one limit which cannot be provided simply by constitutional methods, and it is this. This constitution may be interpreted, as it will be, by people who come after us. We cannot bind our successors; but these interpretations must at least follow the fundamental principles which have been embodied for anybody to study in our Scriptures. Besides, it is said that simply by bringing in religion and by recognizing the principles of the sovereignty of God, we are laying the foundation of absolute authority. Not only that but we are also accused of laying the foundations of the deification of the State. I am afraid nothing could possibly betray a greater ignorance of the very words of the Preamble. The Preamble recognizes right in the beginning that all authority is delegated through the people to the State and that authority really belongs to God and to none else. If that is so how can a person believing in the existence of God simultaneously believe in the deification of the State?..........

Sir, it has been said that the secular parliamentary form of government is the only form of democracy. What is meant by 'secular'? I would like my friend to consult the dictionary. The dictionary lays it down that secular is on-monastic, anything which is not dependent upon the sweet will of the priests. When we say that no priesthood is recognized by Islam, we do not know why it is said again and again that our democracy is not secular. Is it to be run by any priesthood? There is such a considerable amount of confusion in the use of the word 'secular', that one gets sick of it. Of course, if the word "secular" means that the ideals of Islam, that the fundamental principles of religion, that the ethical outlook which religion inculcates in our people should not be observed, then I am afraid, Sir, that kind of secular democracy can never be acceptable to us in Pakistan. (Hear, hear)...........

10th MARCH 1949

The Honourable Sardar Abdur Rab Khan Nishtar (West Punjab: Muslim): Sir, the criticism that has been leveled against this Resolution by the Members of the Opposition Party and also by my friend who just spoke, seems, with all respect to them, to be based on some misunderstanding. I will deal with the main amendments that were proposed by some Honorable Members and will endeavor to show whether they are really necessary in view of certain paragraphs of the Resolution where similar thoughts are expressed in a different language, or the suggestions made are such which should be accepted by this House.

The first and the main Opposition was voiced against the Preamble of the Resolution and the basic idea that was put forward in support of this adverse criticism was that politics is different from religion, politics should be divorced from religion and politics should have nothing to do with the religion. Both have different spheres and therefore they should not be mingled together in the affairs of the state. Well, Sir, so far as this point is concerned, the world knows, and particularly those who belong to the Indo-Pak continent know it very well, that on this point there is fundamental difference between the Muslims and the non-Muslims. I can well understand the reason for that difference. May be that the non-Muslims who advocate divorce between religion and politics look at this point from the point of view of their own religion. May be that their religion lays down that religion is only a matter which concerns the relations of a man with his Creator and thus far and no further. But we, the Muslims and our Leader, the foremost Leader of the Muslims, the Quaid-i-Azam, have declared it from thousands of platforms that our outlook on life and of life is quite different from the outlook of our friends. We believe that our religion governs not only our relations with God, but also our activities in other spheres of life. We have always described it, and rightly described it, as a complete code of life. Therefore, if in spite of this knowledge and in spite of the controversy that has been going on for years in the Indo-Pak sub-continent, it is expected of us to-day to accept that philosophy which has been advanced by my friends who have opposed the Preamble, I would submit it is too much. That is not our belief. Our view about this point is quite different. So, let there be no misunderstanding on that point. But this in no way

affects them. They should examine it from this point of view whether this philosophy or this outlook of life in any way adversely affects their legitimate interests. If on account

of this, legitimate interests of minorities suffer one could understand their position. But submit that they have no ground for complaint. As a matter of fact, when we say that our code of life is Islam and we want that we should live as Muslims and our Constitution should be based on Islamic principles, it give the minorities a very great guarantee, a guarantee which no other Constitution would had given to them. It saves them from the tyranny of the majority. They know that in constitutions, which are known as democratic constitutions what the tyranny of the majority means. When we say that the authority that is to be exercised in this state is an authority conferred by the Almighty, who is the Sovereign of the whole Universe and it is a sacred trust from Him to be exercised through the people of Pakistan, they should try to understand the implications of this declaration. What a responsibility this declaration lays upon the shoulders of the majority. It gives the minorities a very great guarantee, a very strong security, against the tyranny of the majority, because the majority who happens to be in power will have to exercise this authority as a sacred trust from one who is the Sovereign of the minorities and of the majority. Therefore, when we say that the constitution shall be based on Islamic principle and the authority of State is derived from the Almighty who is not only the sovereign of Pakistan but of the whole universe, the minority should welcome it. I think it was due to some misunderstanding that they have opposed it. When we say that the Almighty is the sovereign of the whole universe and not only of Pakistan, it is a statement of fact and whether we say it or not, it is true. This declaration implies a very very important principle and_ that is the principle of brotherhood of man all over the world. Therefore, I would submit that it is a principle and a declaration, which everybody should welcome.... It has been said why has it been laid down that the authority has been delegated to the state of Pakistan through its people? It was remarked that it is just possible that it may be misinterpreted by somebody. 1 would submit that anybody who properly studies it will not misinterpret it: only one who has just read it and not understood it will misinterpret it. This sentence has got a very important principle behind it. My friend, Mr. Chakraverty and my other friend, Mr. Kamini Kumar Datta themselves defined "State" as the organized will of the people. That is correct. We say that the authority is conferred upon the organized will of the people through the people. Where does the objection lie: Let me tell my friends what it means, and I hope after they come to know the real meaning of it, they will withdraw their objections. It means that Pakistan does not envisage anarchy. It means that Pakistan does not believe in a chaotic land, a land where there is no Government, where there is mere anarchy-Islam believes in an organized existence-and, therefore, when we say this Resolution that the authority has been delegated to the State of Pakistan through its people it means that the authority has been conferred upon the people but is to be exercised by the people through their own organized will and in an organized manner. It is not that you have to live Just like people of the jungle under the law of the jungle. This is what is meant by this particular phrase. It does not in any way detract from the powers of the people. This position has been again and again explained, in the Resolution. Several amendments that have been put forward by my Honorable friend are all directed to one point because there is some misunderstanding in their minds that probably the State of Pakistan-the constitution of

Pakistan-will not be based on democratic principles. They have proposed the words should be "conferred upon the people". Another gentleman said the word democratic should be inserted. Another gentleman said that we should insert a clause applying the principle of Government of the people, for the people and by the people and so on and so forth. All these amendments were directed to one and one point: that the Constitution of Pakistan shall be a representative constitution, a constitution where the will of the people will be supreme and where no particular individual in the words of one of my friends will be able to arrogate authority to himself. I would submit. Sir, that if a man has, just a cursory glance of this Resolution no doubt will be left in his mind that all these thing had been safeguarded, not only safeguarded but effectively secured. There are at least five portions in this Resolution which relate to this particular point and I would just draw the attention of my Honorable friends to these five points and would ask them to keep the overall picture of this Resolution before their minds and then decide for themselves whether this particular principle has been safeguarded or not.

In the first paragraph, Sir in the Preamble it has been clearly stated that the authority has been "delegated to the State of Pakistan through its people". Then in the second paragraph that immediately follows it, it is stated that:

"This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution".

Again emphasis has been laid on the representation by the people. Then in the third paragraph it has been stated very clearly-

"Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people".

Then in the fourth Clause it is sated-

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice. as enunciated by Islam shall be fully observed,"

And then ultimately the object of all these steps is stated to be-

"So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world.............."

In view of this emphasis upon the people: the right of the people, the representation of the people, the prosperity of the people and the exercise of power and authority by the chosen representatives of the people, I do not think. Sir, there can be genuine doubt in the mind of any person about the fact that what is meant by the Mover of this Resolution is a democratic constitution in the real sense of the term. It might be said then: Why don't you accept the word "democratic"? Let me tell my friends that it is I think very right on the part of the Mover of the Resolution that he has avoided this word. As I see the Resolution, Sir, there appear to be two reasons for this. First of all, while describing the Pakistan State, the nature of the state has not been described in any particular term. The status of the state has been described as the sovereign independent state of Pakistan". It was necessary to use the word "Pakistan"-of course, the name of the state is there-and

further the status of the state has been explained that it is to be "independent and sovereign" and that would, I hope, meet the point of Mr. Kamini Kumar Datta about "national sovereignty" because he had proposed an amendment on that point. It is not only the sovereignty of God that has been referred to in the Resolution but within certain limits prescribed by Him: the sovereignty and independence of the Pakistan state has also been declared. So, so far as the "national sovereignty" is concerned that has been secured. The status has been declared but the nature of the state has not been described, and rightly so. The word "democratic" 'has lost all its meaning in the present day world as was stated by one of my friends just now. The state of England with a king-who is there "by the grace of God" is "democratic". The people of America with an all-powerful President have a "democratic" State. France, with peculiar system of Government that is known to all of us is a "democratic" State, So is the case with Holland. Russia also claim to be a "democratic" State and although it was not stated by one Honorable Member probably he meant by "democratic state" the Russian democracy. Now how to interpret this word "democratic" in the present day world? How to interpret it when Kings and no Kings, presidents and no presidents. Parliamentary system of Government and non-parliamentary system of Government and even a state like Russia, which is accused by the so-called democracies to be a dictatorship-all claim to be democratic states. I think it was better to avoid the word "democratic" to give the real features of the state and leave it to the people to judge for themselves whether ours is a good constitution or a bad constitution. And after all what is in a name? Call the rose by any name and it will smell sweet. The nature of the state has not been described but the features-the important features have-been given. If the word "democratic" had been used it would have been interpreted in the light of the present-day multifarious interpretations of this word that exist in the world in different manners by different people.

Sir, the Mover has given as the real features of the State and these features clearly, right at first sight, prove, show and disclose that the state that we shall have, the constitution that is intended to be framed, will be a constitution which will provide for a government of the people and by the people. The last clause says that the constitution is for the purpose of making the people of Pakistan prosper. This shows that it will be for the people also. Therefore, it is unnecessary for us to borrow a sentence from Abraham Lincoln and put it in our Objectives Resolution. It is necessary to borrow a word and put it in this Resolution which has lost all its meaning; I mean the word "democratic". Lookat the provisions of the Resolution, look at the main features that have been given in the Resolution and the emphasis upon the people, the right of the people and the representatives of the people and the authority of the people. After that I do not see any justification for the suspicion that the Resolution, that we have, would mean that the voice of the people will not be supreme. As I understand it, Sir, it will be constitutions which will be purely democratic constitution in that meaning of the term which the Muslims know. It means that even the humblest will have the right to criticize the highest....

12™ MARCH 1949

Mr. Sris Chandra Chattopadhvaya (East Bengal: General): Mr. President, I thought after my colleague, Mr. Bhupendra Kumar Datta, had spoken on the two amendments on behalf of the Congress Party, I would not take any part in this discussion. He appealed, he reasoned and made the Congress position fully clear, but after I heard some of the speakers from the majority Party viz, Muslim League Party, the manner in which they had interpreted the Resolution, it became incumbent on me to take part in this discussion.

I have heard Dr. Malik and appreciate his standpoint. He says that "we got Pakistan for establishing a Muslim State, and the Muslims suffered for it and therefore it was not desirable that anybody should speak against it". I quite agree with him. He said: "If we establish a Muslim State and even if we become reactionaries, who are you to say anything against it?" That is a standpoint that I understand, but here there is some difficulty. We also, on this side, fought for the independence of the country. We worked for the independence of the entire country When our erstwhile masters, Britishers, were practically in the mood of going away, the country was divided -one part became Pakistan and the other remained India. If in the Pakistan State there would have been only Muslims, the question would have been different. But there are some non-Muslims also in Pakistan. When they wanted a division, there was no talk of an exchange of population. If there was an exchange of population, there would have been an end of the matter, and Dr. Malik could establish his Pakistan in his own way and frame constitution accordingly. It is also true that part of Pakistan in which Dr. Malik lives is denuded of non-Muslims. That is clear.

Dr. Omar Hayat Malik: On a point of order, Sir, I never said that. He has understood me quite wrongly.

Mr. President: You may say something as a matter of personal explanation if you like.

Dr. Oniar Hayat Malik: I never said that Pakistan was denuded of non-Muslims. My friend on the opposite has misunderstood me.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: I say the part in which Dr Malik lives is denuded of non-Muslims. I did not say that Dr. Malik had said that Pakistan was denuded of non-Muslims. That is clear.

But we belong to East Bengal. One-fourth of the population is still non-Muslim. Therefore, what constitution is to be framed, it is our duty, it is in our interest to look to. We are not going to leave East Bengal. It is our homeland. It is not a land by our adoption. My forefathers, founder of my family, came to East Bengal thousand years back on the invitation of the King of Bengal. I am 27th in decent from him. Therefore, East Bengal is my land. I claim that East Bengal and Eastern Pakistan belongs to me as well as to any Mussalman and it will be my duty to make Pakistan a great, prosperous and powerful State so that it may get a proper place in the comity of nations because I call myself a Pakistani. I wish that Pakistan must be a great State. That will be covetable

to Muslims as well as to non-Muslims who are living in Eastern Bengal. A few people from East Bengal have left-may be five per cent, and my calculation is not even that. Of course, there are other calculations too-somebody says ten lakhs. We are living in East Bengal peacefully in peace and amity with our Muslim neighbors as we had been living from generations to generations. Therefore, I am anxious to see that its constitution is framed in such a way which may suit the Muslims as well as the non-Muslims. I have gone carefully through this Resolution and I have carefully, read made-to-order, nicely-worded statement of my esteemed friend, Mr. Liaquat Ali Khan. But after reading the Resolution carefully and reading the statement, even after hearing the speeches of my friends, both the Doctors and others, I cannot change my opinion. I cannot persuade myself to accept this Resolution and my instruction to my party would be to oppose this Resolution.

Now, as for the first paragraph:

"Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which He has delegated to the State of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust".

This part of the Resolution, I think, ought to be deleted. All powers, in my opinion, rest with the people and they exercise their power through the agency of the State. State is merely their spokesman. The Resolution makes the State the sole authority received from God Almighty through the instrumentality of ***people-Nemittamatrorui***, "Merely instruments of the State". People have no power or authority; they are merely post boxes according to this Resolution. The State will exercise authority within the limits prescribed by Him (God). What are those limits, who will interpret them? Dr. Qureshi or my respected Maulana Shabbir Ahmad Osmani? In case of difference, who win interpret? Surely they are not the people. One day a Louis XIV may come and say "I am the State, anointed by the Almighty" and thus paving the way for advent Divine Right of Kings of afresh. Instead of State being the voice of the people, it has been made an adjunct of religion. To me voice of people is the voice of God "Jatra jiba tatra shiva" The people are the manifestation of God.

In my conception of State where people of different religion live, there is no place for religion in the State. Its position must be neutral: no bias for any religion. If necessary, it should help all the religions equally. No question of concession or tolerance to any religion. It smacks of inferiority complex. The State must respect all religions no smiling face for one and askance look to the other. The State religion is a dangerous principle. Previous instances are sufficient warn us not to repeat the blunder. We know people were burnt alive in the name of religion. Therefore, my conception is that the sovereignty must rest with the people and not with anybody else.

Then about the Constituent Assembly representing the people of Pakistan. This Constituent Assembly was created by a Statute-Indian Independence Act-allotting one member for ten lakhs of people to be elected by the members of the Provincial Assemblies. The members were not elected by the people themselves. They are for the purpose of framing a constitution. They have the legal right to do so but they cannot say that they are the representatives of the people. They are merely a Statutory Body.

Then I come to the fourth paragraph:

"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed".

Of course, they are beautiful words: Democracy, freedom, equality, everything. Now about this portion I had some discussion with some Maulanas from the Punjab. What they told me must be from their religious books. I shall repeat here. If I commit any blunder, I wish to be corrected.

In this connection, you say "equal rights", but at the same time with limitations as enunciated by Islam. Is there any equal right in an Islamic country? Was there any… An honorable Member: "There was in Islamic countries" It was not between Muslims and non-Muslims. We are now divided into Congress Party and Muslim League Party here for framing constitution and suppose after framing of this constitution we face election, and parties are formed on different alignment, there may not be Congress, there may not be Muslim League, because the Congress has fulfilled its mission of attaining independence and Muslim League has also got Pakistan. There may be parties of have and have-nots-and they are bound to be-and have-nots party may have a leader coming from non-Muslims. Will he be allowed to be the head of the administration of a Muslim State? It is not a fact that a non-Muslim cannot be head of the administration in a Muslim State? I discussed this question and I was told that he could not be allowed to be the head of the administration of a Muslim State. Then what is the use of all this? The question is whether there can be Juma Namaz in a country with a non-Muslim as its head. I am told that a country where a non-Muslim is the Head of the administration-as was, in India, the Britishers were the head of the administration-according to the interpretations of Muslim rules and I do not know much of them-Muslims cannot say their Juma Namaz, As an instance, I cite a case and I think, the Honorable President also knows about it-in the District of Faridpur, Dudu Mea's party. They do not say Juma Namaz. His grandson, Pir Badshah Mea, told me that "in a country where the head is a non-Muslim, there cannot be Juma Namaz". Therefore, the words "equal rights as enunciated by Islam" arey-I do not use any other word-a camouflage. It is only a hoax to us, the non-Muslims.

There cannot be equal rights as enunciated by Islam. If the State is formed without any mandate of the religion, anybody whether Hindu, Muslim, Christian, Buddhist who can get votes can become its head, as such there would be difficulty if we accept this Resolution as it is. It cuts at the root of equal rights. I read out a portion of a book-it is not my book, it is not a Congress book, it is a Jamat-i-Islam publication from Lahore and it was handed over to me. I read a few lines from this book-Page 30:

"The preceding statement makes it quite clear that Islam is not democracy; for democracy is the name given to that particular form of Government in which sovereignty ultimately rests with the people, in which legislation depends both in its form and content on the force and direction of public opinion and laws are modified and altered, to correspond to changes in that opinion. If a particular legislation is desired by the mass of people steps have to be taken to place it on the Statute Book if the people dislike any law

and demand its removal, it is forthwith expunged and ceases to have any validity. There is no such thing in Islam which, therefore, cannot be called democracy in this sense of the term".

My friend, the Honorable Sardar Abdur Rab Nishtar, the other day said, 'What is in the name? I also say, what is in the name? Name may be given to mislead people but it will smell theocracy.

The Honorable Sardar Abdur Rab Khan Nishtar (West Punjab:Muslim): Do you know what treatment was meted out to this man by the Government? He is in jail.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: That is a different matter. Further he goes on:

"A more apt name for it would be the kingdom of God which is described in English as 'theocracy'."

I do not know much of your theocracy or *Surma*. But he told me many things about Islam.

And then you will also find this:

"No law can be changed unless the injunction is to be found in Gods *shariat*. Laws are changed by the consensus of opinion amongst the Muslims."

So, if any law is to be changed, it is to be changed by the vote of the Muslims only. Where are we then? We are not Muslims. There are, I find, many safeguards in the Resolution. I do not attach much importance to them words are there but there is no law which will allow them to be put into practice. That is the limitation. If the non-Muslims cannot vote, then what is the good of our coming here for framing the constitution? Even if we have the right to vote for legislation but if some non-Muslim wants to be the President of the State, he will not be able to do so. If we want to elect somebody who is a non-Muslim, he cannot be elected by us to be a member of the legislature. We may vote, but we can vote for Mr. Nishtar only and not for Mr. Sris Chandra Chattopdhyaya, who is a non-Muslim. I know you can pass this Resolution because you are in the majority and 1 know the tyranny of the majority. But we cannot be a consenting Party to it; we must oppose it in order to safeguard our interests and not to commit suicide by accepting this Resolution. If that is so, what is the position of non-Muslims in a Muslim State? They will play the part of the second fiddle-the drawers of water and hewers of wood. Can you expect any self-respecting man will accept that position and remain contented? If the present Resolution is adopted, the non-Muslims will be reduced to that condition excepting what they may get out of concession or pity from their superior neighbors. Is it equality of rights? Is it wrong if we say that the non-Muslims will be in the position of Plebeians? There may not be patricians and plebeians in the Muslim community, but the question is between the Muslims and non-Muslims.

[Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya.]

The much about this Resolution. Now, Dr. Qureshi has attributed fear complex to the non-Muslims and has found a new dictum of behavior for the minority. He has given a

warning to the non-Muslims and has asked them to discard fear and behave well. What does our conduct show? We are not afraid of anybody. We, the Congress people, were

not afraid of anybody or any power. We are still living in Eastern Pakistan and we are not running away. We are telling our brothers not to leave Eastern Pakistan and not to give up one inch of land. The position in the Western Pakistan is different. There the non- Muslims have left. But we are determined to stay on. As for behavior, it depends upon the majority community by their behavior to get the Confidence of the minority people. The minority people cannot create by their conduct confidence in the majority. The majority people should behave in such a way that the minority people may not be afraid of them and may not suspect them....

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi: On a point of personal explanation, Sir, I never said, or implied in my speech that my friends on the opposite side were suffering from the fear of the seen. Unfortunately, they have been suffering from the fear of the unknown and my point was that the Objectives. Resolution does not embody any principle which might make them afraid, I know that my friends are very brave and they would certainly not run away and I also know....

Mr. President: This much will do for your explanation.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: It goes without saying that by introducing the religious question, the differences between the majority and the minority are being perpetuated, for how long, nobody knows. And. as apprehended by us, the difficulty of interpretation has already arisen. The accepted principle is that the majority, by their fail-treatment, must create confidence in the minority. Whereas the Honorable Mover of the Resolution promises respect, in place of charity or sufferance for the minority community, the Deputy Minister, Dr. Qureshi, advises the minority to win the good-will of the majority by their behavior. In the House of the Legislature also we find that, while the Prime Minister keeps perfectly to his dictum, others cannot brook that the Opposition should function in the spirit of opposition. The demand is that the Opposition should remain submissive. That is Dr. Qureshi's way of thinking. The minorities must be grateful for all the benevolence they get and must never complain for the malevolence that may also be dealt out to them. That is his solution of the minority problem.

Dr. Ishtiaq Husain Qureshi: Sir, I again rise on a point of personal explanation. I never said that. My words are being twisted. What I said was this that the best guarantee of a minority's rights is the good-will of the majority and those words cannot be twisted into the way my friend has been twisting them.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: My esteemed friend, Mr. Nishtar, speaks that there is difference of outlook between the two parties. It is true that before the division of India into two States, India and Pakistan, we opposed the division on the ground that the people of India consisted of one nation, and the Muslim League supported the division on two-nation theory, the Muslims and the non-Muslims. There was this fundamental difference in our outlook and in our angle of vision. India was divided without the division of the population. So, in both the States there are Muslims and non-Muslims no exchange of population and even no exchange of population under contemplation. We,

the non-Muslims of Pakistan, have decided to remaining Pakistan, as the loyal citizens of Pakistan. Of course, some non-Muslims from East Bengal and practically the majority of non-Muslims from West Pakistan left the place. We call ourselves the nationals of Pakistan and style ourselves as Pakistanis. But this Resolution cuts at the root of it and Mr. Nishtar's speech makes it clear. We, the Congress people, still stick to our one-nation theory and we believe that the people of Pakistan, Muslims and non-Muslims, consist of one nation and they are all Pakistanis. Now, if it is said that the population of Pakistan consists of two nations, the Muslims who form the majority party and the non-Muslims who form the minority party, how are they to be described? No where in the world nationality is divided on the score of religion?

Even in Muslim countries there are people of different religions. They, do not call themselves a majority or minority party. They call themselves as members of one nation, though professing different religions. If the Muslims call themselves Pakistanis, will the non-Muslims call themselves non-Pakistanis? What will they call themselves?

Some Honorable Members: Pakistanis.

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: Will they both call- themselves Pakistanis? Then how will the people, know who is Muslim and who is Non-Muslim? I say, give up this division of the people into Muslims and non-Muslims and let us call ourselves new nation. Let us call ourselves one, people of Pakistan. Otherwise, if you pall me non-Muslim and call yourselves Muslim the difficulty will be if I call myself Pakistani they will say you are a Muslim. That happened when I had been to Europe. I went there as a delegate of Pakistan. When I said "I am a delegate of Pakistan" they thought 1 was a 'Muslim. They said "But you are a Muslim". I said, "No, I am a Hindu". A Hindu cannot remain in Pakistan that was their attitude. They said: "You cannot call yourself a Pakistani". Then I explained everything and told them that there are Hindus and as well as Muslims and that we are all Pakistanis. That is the position. Therefore, what am I to call myself? I want an answer to that. I want a decision on this point from my esteemed friend, Mr. Liaquat Ali Khan.

I request my Honorable friend, Mr. Nishtar, to forget this outlook, this angle of vision. Let us form ourselves as members of one nation. Let us eliminate the complexes of majority and minority. Let us treat citizens of Pakistan members of one family and frame such a constitution as may not break this tie so that all communities may stand shoulder to shoulder on equal footing in time of need and danger. I do not consider myself as a member of the minority community. I consider myself as one of seven crores of Pakistanis. Let me have to retain that privilege.

I have stated about this Resolution. Now what will be the result of this Resolution? I sadly remind myself of the great words of the Quaid-i-Azam' that in state affairs the Hindu will cease to be a Hindu; the Muslim shall cease to be a Muslim. But alas, so soon after his demise what you do is that you virtually declare a State religion! You are determined to create a Herrenvok. It was perhaps bound to be so, when unlike the Quaid-i-Azam-with whom I was privileged to be associated for a great many years in the Indian National Congress-you felt your incapacity to separate politics from religion, which the

modern world so universally does. You could not get over the old world way of thinking. What I hear in this Resolution is not the voice of the great creator of Pakistan-the Quaid-i-Aazm (may his soul rest in peace), nor even that offer Prime Minister of Pakistan, the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan, but of the Ulemas of the land.

When I came back to my part of the country after several months absence in Europe, the thing that I saw there depressed me. A great change for, the worse has come over the land. I noticed that change this side also. I told His Excellency Khwaja Nazimuddin of it. I told the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan about it and now that spirit of reaction has overwhelmed this House also. This Resolution in its present form epitomizes that spirit of reaction. That spirit will not remain confined to the precincts of this House. It will send its waves to the countryside as well. I am quite upset. I have been passing sleepless nights pondering what shall I now tell my people whom I have so long been advising to stick to the land of their birth? They are passing a state of uncertainty, which is better seen and felt than imagined from this House. The officers have opted out, the influential people have left, the economic conditions are appalling, starvation is wides-spread, women *are* going naked, and people are sinking without trade, without Occupation. The administration is ruthlessly reactionary; a steam-roller has been set in motion against the culture, language and script of the people. And on the top of this all, by this Resolution you condemn them to a perpetual state of inferiority. A thick curtain is drawn against all rays of hope, all prospect of an honorable life.

After this what advice shall I tender? What heart can I have to persuade the people to maintain a stout heart? But I feel it is useless bewailing before you, it is useless reasoning with you. You show yourselves incapable of humility that either victory or religion ought to generate. You then go your way, I have best wishes for you. I am an old man not very far from my eaternal rest. Personally I am capable of forgetting all injuries. I bear you no ill will. I wish you saw reason. Even as it is, may no evil come your way. May you prosper, may the newly-born State of Pakistan be great and get its proper place in the comity of nations. (Applause.)

The Honorable Mr. Liaquat Ali Khan (East Bengal: Muslim): I have listened to the speech of my Honorable friend, the Leader of the Congress Party, with great care. I assure him that whatever I say will be with full sense of responsibility and in all sincerity...........

Sir, my Honorable friend, the Leader of the Congress Party, had a visit from some Ulemas. He did not tell us whether it was that they had come in search of knowledge to him or whether he had gone in search of knowledge to them. But I presume that this visit was paid by certain Ulemas according to him from Lahore on their own initiative and they left certain literature with him, which seems to have upset my Honorable friend, who is very seldom upset. I can quite understand why this visit and why this handing over of this literature was done. There are some people here who are out to disrupt and destroy Pakistan and these so-called Ulemas who have come to you, they have come with that particular mission of creating doubts in your mind regarding the bonafide as of the Mussalmans of Pakistan. Do not for God's sake lend your ear to such mischievous propaganda. I want to say and give a warning to this element, which is out to disrupt

Pakistan that we shall not brook it any longer. They have misrepresented the whole ideology of Islam to you. They are in fact enemies of Islam while posing as friends ;and supporters of Islam.

Sir, my honorable friend said that according to these people, the Muslims will not offer their *Juma* Prayers if there was a non-Muslim as the head of the State. Well, Sir, till yesterday-when I say yesterday I am only talking figuratively-we had non-Muslim rulers here. Were not the Muslims offering prayers? Were they not offering *Juma* Prayers ? Can you say they have never offered *Juma* Prayers in this country? How can, then, anybody come to you and how easily you get taken in by a statement of this kind?

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: They did not tell me. I mentioned Dudu Mea's party whose grandson is Pir Badshah Mea.

The Honourable Mr. Liaquat Ali Khan: Supposing there are some maniaces in this country or amongst the Mussalmans, are you going to be guided by what they say or are you going to be guided by what a vast majority Mussalmans believe in ? If my friend wants that we should succeed in persuading every Mussalman in Pakistan to think in the same way on every matter. Well that is a task which is not possible for any organization or leader of any people to do.

Sir, my Honorable friend said that you have talked of equality and again he has been misled by these so-called Ulemas because according to these people there can tie no equality. I am really surprised that a man of his ripe experience should really be taken is so easily and should put it all his belief in what these two people have told him and not believe in what we and men like Maulana Shabbir Ahmad Osmani have been telling him about Islam. Sir, as I said when you have made up your mind it is very difficult to try and convince you.

Sir, my friend said that these people told him that in an Islamic State that means a State which is established in accordance with this Resolution no non-Muslim can be the head of the administration. This is absolutely wrong. A non-Muslim can be the head of administration under a constitutional government with limited authority that is given under the constitution to a person or an institution in that particular State. So here again these people have indeed misled him.

Sir, my Honorable friend's last peroration I very much regret. But for the fact that I have great regard for him and a belief that whatever he says is out of sincerity I would have said it was a most mischievous statement to have been made by any responsible citizen of Pakistan. He has interpreted the Resolution in a most undesirable manner. He has by his remarks told the non-Muslims here that if this Resolution is passed there is no place for them in Pakistan. This, Sir, as I said is not the type of statement that one would expect from one who professes to be a true and real Pakistani, Sir let me tell my Honorable friend that the greatest guarantee that the non-Muslims can have, they will get only through this Resolution and through no other manner and therefore I would request him not to be misled by interested persons and do not think, for a moment that this Resolution is really intended, or will really result, In driving out the non-Muslims from Pakistan or reducing them to the position of-as he described-hewers of wood and

drawers of water. In real Islamic society let me tell you, Mr. President, there are no classes of hewers of wood and drawers of water. The humblest can rise to the highest position. Of Course, I can quite understand his believing it because my friend has been brought up in a society where there are condemned people who are born as hewers of wood and drawers of water and remain as such. But let me tell him that there is no such thing in Islamic society or in Islam. When we say social justice we mean social justice. And when we say democracy-as a matter of fact the propounded some other theory that he had learned from the so-called Ulemas that there is no such thing as democracy in Islam-we mean democracy in the real sense and nothing else. I think, Sir, even the bitterest opponents of Islam have never made such an astounding statement. As a matter of fact it has been recognized by non-Muslims throughout the world that Islam is the only society where there is real democracy.

Sir, there was another astounding statement that he made and for this statement he did not get his inspiration from the Ulemas from Lahore, but I do not know from where he got it. He said, "Your Resolution is a misstatement of facts, because you say here that this Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves: This Constituent Assembly does not represent the people of Pakistan". Then, Sir, whom does this Constituent Assembly represent? If it does not. represent the people of Pakistan, then why are my friends wasting their time here ,and sitting in this Constituent Assembly? Then what are we talking about? Either this Constituent Assembly represents. The people of Pakistan or it does not? If It does not represent the people of Pakistan, then this Constituent Assembly has no right to frame any constitution for the people of Pakistan. Is that what he expects me to accept? Sir, I do not know why he made that statement

Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya: I gave them.

The Honorable Mr. Liaquat Ali Khan: He said he gave those reasons. They may be in his mind, but they were never uttered.

Sir, my Honorable friend said that Muslim League has fulfilled its mission because it has achieved Pakistan. I submit, Mr. President, that the Muslim League has only fulfilled half of its mission. The other half of its mission is to convert Pakistan into a laboratory where we could experiment upon the principles of Islam to enable us to make a contribution to the peace and progress of mankind. Therefore, he is not right when he says that the Muslim League has completed its mission.

Sir, my Honorable friend said: "Are the Pakistani nationals only Hindu or Muslims?" I say we are both. There are Hindus and Muslims in Pakistan and everyone of us is a national of Pakistan. I do not see any contradiction in this statement. You can be a national of a State, with equal rights, equal privileges and equal responsibilities and yet remain Muslims and Hindus. I really do not see, Mr. President, what is the difficulty about that. My Honorable friend said that when he went to England and Europe last year, they would not believe that there was any non-Muslim in Pakistan and they all took him to be a Muslim. It is not the fault of Pakistan, Mr. President; it is the fault of the Honorable Member's erstwhile friends and co-workers! The propaganda that they have

been carrying on throughout the world against Pakistan with regard to this very particular matter is responsible for this misunderstanding, not that the Muslims have ever said that there are no non-Muslims in Pakistan or that we do not want that there should be no non- Muslims in Pakistan. As a matter of fact, let me tell you, Mr. President, what we have provided here for minorities I only with that the sister Dominion of India had provided similar concessions and similar safeguards for the minorities in India. Here, we are guaranteeing you your religious freedom, advancement of your culture, sanctity of your personal laws and equal opportunities, equality in the eye of law. What have they done on the other side? No question of culture. As a matter of fact, the personal law of Muslims is not to be recognized in India. That is the position. Does my friend really want me to create a state in Pakistan like what his erstwhile friends are doing in India? Does he really want me to create a State like that? I shall not, Mr. President. I want a State where every community will be free to live its own life and not be forced to act, as the majority wants to it to act.

Sir, my Honorable friend said towards the end of his speech which I call- I think e will pardon me, I am not used to using strong language, but I think on this occasion I must say-a mischievous portion of his speech. He said that in Bengal it is communal rule. The position of non-Muslims is pitiable. Who is responsible for this communal rule, may I ask him? Did we turn out the non-Muslim Officers from our administration? Was it not due to the fact that it was a part of the plen to destroy Pakistan administratively and all the non-Muslims were made to opt for India and not serve Pakistan? Is it my fault today if there are no non-Muslims in the administration of Pakistan? My friend knows what the position in Bengal was and, therefore, I think that it was not really right for him to have made this a grievance against the Pakistan Government or the Muslims of Pakistan. I hope, in due course of time, there will be non-Muslims in the services of Pakistan, because we are leaving the doors open for everyone, Muslim or non-Muslim, to enter Pakistan services.............

Mr. President: First I shall put the amendments. The question is:

"That the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe .... 'and ending with the words'... .is a sacred trust' be omitted."

The House then divided.

AYES-10

Mr. Prem Hari Barma
Prof. Raj Kumar Chakraverty
Mr. Sris Chandra Chattopadhyaya
Mr. Akshay Kumar Dass
Mr. Bhupendra Kumar Datta
Mr. Jnancndra Chandra Majumdar
Mr. Birat Chandra Mandal
Mr.Bhabesh Chandra Nandy
Mr. Dhananjoy Roy
Mr. Harendra Kumar Sur

NOES-21

Mr. A.M.A. Hamid
Maulana Mohd. Abdullah-el-Baqui
Mr. Abul Kasem Khan
Maulana Mohd. Akram Khan
The Hon'ble Mr. Fazlur Rahman
Prof. Ishtiaq Husain Qureshi
The Hon'ble Mr. Liaquat Ali Khan
Dr. Mahmud Husain
Mr. Nur Ahmed
Mr. Serajul Islam
Maulana Shabbir Ahmad Osmani
The motion was negatived.

The Hon'ble Khwaja Shahabuddin
Begum Saista Suhrawardy Ikramullah
Mr.Nazir Ahmed Khan
Sheikh Keramat Ali
Dr. Omar Hayat Malik
Begum Jahan Ara Shah Nawaz
The Hon'ble Sir Muhd. Zafrullah Khan
The Hon'ble Sarder Abdur Rab Khan Nishtar
Khan Sarder Bahadur Khan
The Hon'ble Pirzada Abdus Sattar Abdur Rahman

Maulana Shabbir Ahmad Osmani

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe...." for the words 'State of Pakistan through its people' the words 'people of Pakistan' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Whereas sovereignty over the entire universe....' the words 'within the limits prescribed by Him' be omitted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words. 'This Constituent Assembly '

after the word 'independent' the word .democratic' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That after the paragraph beginning with the words This Constituent Assembly...." the following new paragraphs be inserted:

'Wherein the National Sovereignty belongs to the people of Pakistan;

Wherein the principle of the State is Government of the people, for the people, and by the people'.

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That for the paragraph beginning with the words 'Where in the State shall exercise..... the following paragraph be substituted:-

'Wherein the elected representatives of the people-in whom shall be centered and to whom shall belong legislative as well as executive authority-shall exercise their powers through such persons as are by law authorized to do so. The elected representatives shall control acts of Government and may at any time divest it of all authority'."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy..."the words 'as enunciated by Islam' be omitted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

'That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy..." after the words 'as enunciated by Islam' the words and as based upon "eternal principles, be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy...after the words 'as enunciated by Islam' the words 'and other religions' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

6 p.m.,

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the principles of democracy............. after he words 'as enunciated by Islam' the words 'but not inconsistent with the Charter of the Fundamental Human Rights of the United Nations Organization' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the Muslims shall be."... for the words 'Muslims shall' the words 'Muslims and non-Muslims shall equally' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words, 'Wherein the Muslims shall be............,' for the word 'Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna the words 'their respective religions' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is :

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein the Muslims shall be ....,' after the words 'Holy Quran and the Sunna' the following be added :-

'in perfect accord with non-Muslims residing in the State and in complete toleration of their culture and social and religious customs'."

The motion was negatived.

Mr. President: - The question is:

"That for the paragraph" beginning with the words 'Wherein adequate provision shall be the made for the minorities', the following paragraph be substituted :-

'Wherein shall be secured the minorities, the freedom to profess and practise their religions and develop their cultures and adequate provision shall be made for it,"

The motion was negatived:

Mr. President: The question is:

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein shall be guaranteed ....,' after the word 'guaranteed' the words 'and secured to all the people of Pakistan, be inserted'."

The motion wag negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'wherein adequate provision shall be made to safeguard …,' for the words 'and depressed classes the words 'classes and Scheduled Castes' be substituted."

The motion was negatived.

Mr. President: The question is:

"That in the paragraph beginning with the words 'Wherein adequate provision shall be made to safeguard ,' between the words 'backward' and 'depressed classes' the words 'and laboring' be inserted."

The motion was negatived.

Mr. President: That finishes all the amendments. I now put the main Resolution. The que8tion is that the following Resolution be adopted:

"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful;

Whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone and the authority which he has delegated to the State of Pakistan throug its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust;

This Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolves to frame a constitution for the sovereign independent State of Pakistan ;

Wherein the State shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people;

Wherein the principles of democracy, freedom, quality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed;

Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunna ;

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practise their religions and develop their cultures;

Whereby the territories now included in or in accession with Pakistan and much other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a Federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed;

Wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality;

Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes;

Wherein the independence of the Judiciary shall be fully secured;

Wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its 'rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded;

So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the World and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity."

The motion was adopted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ও ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দুটি লিফলেট	পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি	২০-২ ফেব্রুয়ারী,১৯৫২

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবানে সাড়া দিন

সকল ভাষার সমমর্যাদা

ও

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে

২১ শে ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশব্যাপী

ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা করুন।

আওয়াজ তুলুনঃ

0 ইংরেজী ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না।

0 পাকিস্তানের সকল ভাষার মসমমর্যাদা চাই।

0 বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী, উর্দভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই।

0 বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।

বাংলার জন্য আন্দোলন, উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়্ ইংরেজীর বদলে উর্দু, বাংলা সকল ভাষাকে রাষ্ট্র সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।

ইংরেজ পাকভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষ হিসেবে চালু রাখয়াছে । এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন।

একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিরে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফরে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যহত হইবে।

অতএব পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমমর্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালী, পাহজাবী, পাঠান, সিন্ধী ,বেলুচী উর্দুভাষী সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি- পাকসিত্মান
কমিউনিস্ট পার্টি।

অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে

সারা পূর্ব বংগব্যাপী তুমূল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যার কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বার বার গুলি, টিয়ার গ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলূমবাজ নুরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন।

নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুদ্ধ জনসাধারণ নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের জবাব দেবার জন্য আগাইয়া আসুন।

লীগ সরকার জনগণের জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই বরং তাহাদের জীবনের সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে নুরুল আমিন সরকর রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচারও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নেই্

দলমত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণেরা একই সংগে আওয়াজ তুলুনঃ

- **0** নাজিম-নুরুল আমিন সরকার গদী ছাড়।
- **0** অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।
- **0** হত্যাকারীর শাস্তি চাই, বেসরকারী তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই্
- **0** অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দদদের মুক্তি চাই।
- **0** নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই।

জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবীতে, হত্যাকরীর শাস্তির দাবীতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে সারা প্রদেশব্যাপী ধমঘট, সভা, শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন পড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।

পূর্ববংগ সাংগঠনিক কমিটি-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীঃ ভাষা আন্দোলনের ঘটনালী	দৈনিক আজাদ	২১-২৮ ফেব্রুয়রী, ১৯৫২

ফেব্রুয়ারী ২১

ঢাকায় ১৪৪ ধরা জারী একমাসে জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গতকল্য (বুধবার) ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আদেশজারীর কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, একদল লোক শহরে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রয়াস পাওয়ায় এবং তদ্বারা জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকায় এই ব্যবসস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সমুদয় এলাকায় ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী ২২

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদে মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আংশকাজনক

স্কুলের ছাত্র সহ ৬২ জন গ্রেফতারঃ গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাস দান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪টায় ঢাকা মেডিক্যার কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন (২৬) ঘটনাস্থলে নিহত এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত্রি ৮ টার পর আহতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০) আবুল বরকাত (২৫) ও বাদামতলি কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন আহমেদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

এইদিন সকাল ৯টা হইতে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীতে ও শহরে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন করে। পরিষদে চলতি অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদিগকে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূবর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করানোই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সভার উদ্যেক্তাদে নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলার ও বিভাগীয় ডীনগণ ঘটনার সময় বিশ্বাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপসিস্থত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশগণ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফরে কিছুসংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহন করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিকেল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত অবিশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাদানে গ্রাস নিক্ষেপের রিুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাসস্থলে উপস্থিত ছিলেন) নিকট পুলিশের এই আচরনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

গুলী চালনা সম্পর্কে তদমেত্মর আশ্বাসঃ পরিষদে জনাব নুরুল আমিনের বিবৃতি

গতকল্য (বৃহস্পতিবর) পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে পরিষদে সংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দারী করেন যে, পরিষদের নেতাকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা আহতদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া পরিষদে বিকৃতি দিতে হইবে।

মিঃ দত্ত বলেন যে, ১৪৪ ধারা ভংগ না করিয়া ছাত্রগন যখন মেডিক্যল কলেজ হোষ্টেলের সীমানার মধ্যে দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল পুলিশ তখন তাহাদের উপর গুলিচালায়। মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) ও জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (মোছলেম লীগ) মিঃ মনোরঞ্জন ধরের দাবী সমর্থন করেন।

জনাব নুরুর আমীন জওয়াব প্রদানের জন্য দন্ডায়মান হইলে জনাব তর্কবাগীশ দাবী করিতে থাকেন যে, প্রদানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাসস্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াই বিবৃতি দিতে হইবে-তৎপূর্বে নহে। জনাব তর্কবাগীশ স্বীয় আসন গ্রহনে অসম্মত হন।

স্পীকার জনাব আবদুল করিম হাঁহাকে বলেন যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যকে তাহার (তর্কবাগীশ) সুযোগদান করা কর্ত্তব্য অন্যথায় তাহাকে বাধ্য হইয়া নিয়মানুযায়ী ব্যবস্তা অবলম্বন করতে হইবে। অন্যান্য সদস্রের অনুরোধে তিনি (তর্কবাগীশ) আসন গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন পরিষদ সদস্যের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি নিশ্চয়ই বিক্ষোভ প্রদর্শনকরী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার দতন্ত করিবেন।

ভাইস চ্যান্সেলরে বিবৃতি

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চাত্রদের উপর পুলিশ কর্তৃক কাঁদানে গ্রাস প্রয়োগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আজাদের প্রতিনিধির এ প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, ছাত্রদল তাঁহার নিকট আসিয়া পুলিশ কর্তৃক কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে অভিযোগ করিলে তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট কারন জানিতে চাহেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভাইস-চ্যান্সেলরকে বলেন যে, ছাত্রদর তাহাদের প্রতি প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করায় এবং তাহাদের গাড়প্রিস্তর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহারা কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ভাইস-চ্যান্সেলর বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁহার উপস্থিত থাকাকালে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কোন...।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন স্থগিত

ঢাকা, ২১ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অভাবিত পূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। তাহা স্থগিত রাখাহইয়াছে, সমাবর্তনের তারিখ পরে ঘোষনা করা হইবে। এ, পি, পি

ফেব্রুয়ারী ২৩

শুক্রবার শহরে অবস্থার আরও অবনতিঃ সরকর কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব

পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ৪জন নিহত ও শাতাধিক ব্যক্তি আহতঃ সাত ঘন্টার জন্য কারফিউ জারী

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বর্তস্ফুহর্ত হরতাল পালন

পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পরিষদ সদস্যপদে এস্তেফা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বৃহস্পতিবারের শোচনীয় ও ভায়াবহ ঘটনা বিস্মৃত হইতে না হইতে গতকল্য (শুক্রবর) জুম্মার দিন আর একবার ঢাকার মাটি শিশু ও ছাত্রের রক্তে লাল হইয়া উঠে। সেদিনকার ঘটনার নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শান্তিপূর্ণ মিছিল বাহির করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের গুলীর আঘাতে নাগরিকদের ৪ জনকে প্রাণ বিসর্জন দতে হয় এবং শতাদিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহাদের ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য সমস্ত ঢাকা শহরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করিতে থাকে। সারা শহরটি আপাতঃদৃষ্টিতে একটি সামরিক ছাউনী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে্ বিভিন্ন সস্থানে ছাত্র ও জনসাধারণের মিলিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী বারম্বার লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ করে। সকাল হইতেই মৃত, আহত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে লইয়া এম্বুলেন্স গাড়ীগুলি মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে আসিতে থাকে। কয়েকটি স্থান হইতে মৃত ও গুরুতররূপে আহত কয়েকজনকে পুলিশ ভ্যানে তুলিয়া লইতে দেখ যায় বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

এইদিন সমগ্র শহরে সমস্ত দোকানপাট বাজার ঘাট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। অফিস-আদালত এমনকি সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে যোগদান হইতে বিরত থাকিয়া বিভিন্ন সস্থানে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে।

শহীদ ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহরের আবার বৃদ্ধ সকলে অবিরামভাবে বিভিন্ন মসজিদে জমায়েত হন এবং গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করেন। পূর্বদিনের ঘটনায় শহরবাসী প্রতিটি নর-নারী বিষন্ন মনে গতকল্যকার প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা-দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে থাকে। পুলিশ এইদিন মোট ৫২ জনকে গ্রেফতার করেন।

এইদিন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টের প্রাঙ্গনে জনাব এ কে, ফজলুর হকের উপস্থিতিতে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনার পর বেলা প্রায় সাড়ে ৩ টায় ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা হোস্টেল প্রাংগন হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছিলে পুলিশ ও সৈন্যরা তাহাদের উপর লাঠিচার্জ ও পরে গুলীবর্ষণ করে্ ফলে ঘটনাস্থরে কয়েকজন আহত হয়্ ছত্রভংগ ছাত্রগণ পুনরায় নাজিমুদ্দিন রোডে সমবেত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর হইয়া সদরঘাটে জগন্নথ কলেজের নিকট পৌঁছিলে পুলিশ শোভাযাত্রার উপর পরপর তিনবার লাঠি চার্জ করে। চকবাজার এলাকা দিয়া যাইবার সময় স্থানীয় দোকানদার ও জনসাধারন দলে দলে যোগদান করায় শোভাযাত্রার কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বেলা দুইটার দিকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা লালবাগের দিক হইতে ‘আজাদ’ অফিসের সম্মুখ দিয়া মুসলিম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছু সংখ্যক লোক ‘আজাদ’ অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে । ‘আজাদ’ কর্তৃপক্ষ ও র্কচারীগন কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যাসাধ্র চেষ্টা করা কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহাদের পরামর্শে বিক্ষোভকারীগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। পলাশী লেবেল ক্রসিং-এর নিকট পৌঁছিলে পুলিশ হাতাদের উপর লাঠিচার্জ করে।

মেডিক্যাল কলেজ

গতকল্য (শুক্রবার) সকাল অনুমান দশ ঘটিকার সময় মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে গত পরশুর নিহত ছাত্রদের গায়েবানা জানাজা সমাপন করা হয় । এই অনুষ্ঠানে জনাব এ, কে, ফজলুল হক উপস্থিত চিলেন। অতঃপর সেখান হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণের একটি মিছিল শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শাভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণভাবে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখবস্থা রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ প্রথম দিকে উক্ত শোভাযাত্রাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই । ছাত্র ও নাগরিকদের এই শোভাযাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ উচ্ছৃংখলতা দেখা যায় নাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে এবং পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে নানারূপ ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রাকারীগণ হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইরে সেখানকার প্রহরারত সৈন্যবাহিনী তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে।

এই শোভাযাত্রার সহিত বহু সরকারী কর্মচারীকেও অংশ গ্রহন করিতে দেখা যায়। হাইকোর্টের নিকট পুলিশ ও সামরিক বাহিনী শোভাযাত্রার পর লাঠি ও গুলী চালায় এবং তাড়া করিয়া হাইকোর্টের ভিতর লইয়া যায়। এখানে কয়েকজন গুরুতররূপে আঘাত পান। ইহা সত্ত্বেও শোভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণভাবে নওয়াবপুরের দিকে যাইবার চেষ্টা করে এবং শোভাযাত্রাটি সম্মুখভাগ ফজলূল হক হলের পাশ্ববর্তী রাস্তা ধরিয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হয় এই সময় পুলিশ বাহিনী তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বাধা প্রদান করে।

শোভাযাত্রাটির সম্মুখভাগে নিহত ও আহতদের রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি দেখান হইতেছিল। শোভাযাত্রাটি প্রতিকারের দাবীসূচক ধ্বনি করিতে করিতে নওয়াবপুর রোড দরিয়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রগণ কর্তৃক আহত গায়েবানা জানাজায় যোগদানের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। পথে রায়সাহেব বাজারের নিকটস্থ মসজিদে বহুসংখ্যক নাগরিককে শহীদদের গায়েবানা জানাজা সমাপনের জন্য জমায়েত হইতে দেখা যায় ।

গতকল্যকার ঘটনার বিশেষত্ব হইল এই যে, সৈন্যগণকে অনেকক্ষেত্রে সঙ্গীনের খোঁচার বিক্ষোভকারীগনকে যালে করিতেও দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে দলে দলে সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। পরিষদ ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে সৈন্যগণকে দুইটি মেশিনগান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে এব অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। একদল সৈন্যকে একটি মেশিনগান, কতকগুলি করিয়া টমিগান, ব্রেনগান ও বেয়নেটসহ রাইফেল লইয়া মেডিক্যার কলেজ হাসপাতালের সম্মুখে টহল দিতে দেখা যায়।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন স্বরূপ শহরের প্রতিটি ছাত্রাবাসে, এমনকি কোন কোন গৃহেও পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং শহরবাসী কালোব্যাজ পরিধান করেন।

নওয়াবপুর রোডের ঘটনা

গতকল্য সকার হইতেই শহরের প্রদান রাস্তা নওয়াবপুরের উপর লোকের ভীড় জমিতে থাকে। মোড়ে মোড়ে জনসমাগম হয় নওয়াবপুর রোডে যান চলাচলেও বাধা দেওয়া হয়।

সাইকেল ও মোটর-সাইকেলের চাকার হাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় পরে দশটা সাড়ে দশটার সময় তথায় সামরিক যান ব্যতীত বেসামরিক যান চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

এই রাস্তায় পুলিশের পরিবর্তে সামরিক লোকদের নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহারা অস্ত্র শস্ত্রসহ পায়ে হাঁটিয়া এবং ট্রাকে করিয়া রাস্তায় টহল দিত থাকে। রথখোলার মোড়ে এক ট্রাক সশস্ত্র রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়। এদিকে নওয়াবপুরের জনতা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ''রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' শ্লোগান দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কাপ্তান বাজারের মোড়ে পৌঁছিলে ঐ সস্থানে অপেক্ষারত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এক রাউন্ড গুলী ছুড়ে। প্রকাশ, ঐ গুলবির্ষণের ফলে কেহ হতাহত হয় নাই।

নওয়াবপুর রাস্তার উভয় দিকের সমস্ত দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। প্রতিটি বাড়ীর বারান্দা ও পথিপার্শ্বে জনসাধারণ শান্ত ও বিষাদপূর্ন নেত্রে দাঁড়াইয়া রাস্তার হালচাল লক্ষ্য করিতে দেখা যায়। বেলা প্রায় এগারটার সময় রথখোলা ও নিশাত সিনেমা হরের মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চলতি সামরিক ট্রাক হইতে অপেক্ষামাণ নিরীহ পথচারদদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালান হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং দুইজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একটি বালককে বেয়নেট দ্বারা মাথায় আঘাত করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে । আরও প্রকাশ, সামরিক ট্রাকে করিয়া তাহাদের লইয়া যাওয়া হয়। সকালের দিকে নওয়াবপুরের বিভিন্ন স্থানে সামরিক লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে গুলী চালায়।

গতকল্য সেক্রেটারিয়েট ভবনে অতি অল্পসংখ্যক কর্মচারী কার্য্যে যোগদান করেন। যাহারা উপস্থিতি ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেককে কোন কাজ করিতে দেখা যায় না।

গতকল্য রেল হাসপাতালের নিকট একখানি এ্যাম্বুলেন্সে চাপা পড়িয়া এক যুবকের মৃত্যু হয়।

অপরাহ্নে মুসলিম হল হইতে এক বিরাট জনতা পরিষদ ভবনের দিকে নানা প্রকার ধ্বনি সহকারে শান্তি পূনভাবে অগ্রসর হয়। তাহারা পরিষদ ভবনের নিকটবর্তী হইলে পুলিশ তাহাদের উপর তীব্রভাবে লাঠিচাজ করে। তাহার তখন ইঞ্জনিয়ারিং কলেজ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ও পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোপ প্রদশন করিতে থাকে। বৈকালে মুসলিম হলের নিকটও লাঠিচার্জ হয়।

অপরদিকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের মধ্যে বহু ছাত্র জমায়েত হয় এবং মাইকযোগে বক্তৃতা করিতে শোনা যায়। বৈকালে যখন তাহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় পুলিশ এবং সৈন্যগণ হোস্টেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুমের অধিকারী জনাব আবুল হাশেমকে বেয়নেটের খোঁচার ভয় দেখাইয়া মাইক কাড়িয়া লয় এবং কামরায় প্রবেশ করিয়া পেন, ঘড়ি ও রেডিও সেট লইয়া যায় বলিয়া উক্ত কামরার মালিক জনাব আবুল হাশেম জানান। পুলিশ ও সৈনিক দলের এই জুলুমের প্রতিবাদে গতকল্য সার্জেন জেনারেলের সভাপতিত্বে মেডিকের কলেজে এক সভা হয়। জানা গিয়াছে যে, উক্ত সভায় সার্জেন জেনারেল পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ছাত্রদিগকে আশ্বাস দেন। আরও জানা গিয়েছে যে, গতকল্য সার্জেন জেনারেল ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ এ,কে, এম আবদুল ওয়াহেদ এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ

গতক্যল জনসন রোডস্থ জুবিলী প্রেসে অগ্নিসংযোগ করার দরুন উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভহহ হইয়া যায়। দমকল প্রায় দেড়ঘন্টাকাল আগুন নিবাইবার কার্যে নিয়োজিত থাকে। উক্ত প্রেস হইতে মর্নি নিউজ পত্রিকা মুদ্রিত হইত।

শহীদদের রুহের মাগফেরাৎ কামনা

গতকল্য শুক্রবার শহরে প্রত্যেক সমজিদে জুম্মার নামাজের পর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় হাজার হাজার মুসল্লী শরীক হন। অপরাহ্নে প্রায় ৩/৪ জন মুসল্লী করবস্থান হইয়া সলিমুল্লা মুসলিম হরে জমায়েত হয়। জুম্মার নামাজের পর সলিমুল্লা মুসলিম হলে এক বিরাট জনতার উপস্থিতিতে কোরান তেলাওয়াতের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা সকাল বেলায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক এক বিরাট মিলিলে শান্তিপুর্ণভাবে যোগদানকারী জনতা উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালানোর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তাঁহারা গতকল্যকার শোচনীয ও মর্মন্তদ দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জনসাধারণকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বহু ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে । তাহাদের চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন্ ব্লাড ব্যাংকে অকাতরে রক্তদান করিতে হাঁহারা অনুরোধ জানান। অতঃপর বক্তাগণ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনা সম্পর্কে শহরে প্রবল গুজব রটে যে, ঐদিন ৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়, কিন্তু ঘটনার সংগে সংগেই তাহাদের মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হয় । একটি কিশোর বয়স্ক বালক সম্বন্ধে অনুরূপ গুজব শনিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে বালকটি মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদ ভবনের মধ্যে ফুলার রোডে গুলীর আঘাতে নিহত হয় এবং তার লাশ অপসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর নিকট হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

পুর্ববংগ সরকারের এশতেহার

শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঢাক, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । -অদ্যকার ঢাকা শহরের অবস্থা সম্পক্তে পূবর্ববংগ সরকারের এক এশতেহারে কলা হইয়াছে যে অদ্য অপরাহ্নের পরে শহরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে। অদ্য নওয়াবপুর রাস্তায় পুলিশের গুলী চালনার পর মোট ৪৫ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতারে স্থানান্তরিত করা হয়। ২ জন নিহত হয়।

এশতেহারে বলা হইয়াছেঃ অদ্য সকালের দিকেই অবস্থা খারাপ হইয়া উঠে এবং ইসলামপুর ও নওয়াবপুর এলাকায় লোকজনের ভীড় হয় গুন্ডা শ্রেণীর লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহন করিয়া লুটতরাজের উদ্দেশ্যে জনতার সহিত মিশে। অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীর সাহার্য্যার্থে সৈন্য বাহিনী আনয়ন করা হয়

মর্নিং নিউজ প্রেসটি জনতা পোড়াইয়া দেয়।

কার্জন হল, হাইকোর্ট, নওয়াবপুর রোড, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রভৃতি স্থানে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলী চালনার ফলে আহত মোট ৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ ব্যক্তি নিহত হয়।

নিরস্ত্র ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা

গত ২১ শে ফেরুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্রসমাবেশের উপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিষ্ঠানের সভায় নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় প্রস্তাব ও কয়েকজনের বিকৃতি নিমেণ প্রদান করা হইলঃ

হইকোর্ট বার-এসোসিযেশনের সভা

গতকল্য (শুক্রবার) জনাব এ,কে, ফজলূল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশেনের এক জরুরী সভায় গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে উদ্ভহত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিনা কারণে শহরে ১৪৪ ধারা জারী করায় এই সভা সরকারের নিন্দা করিয়া ও অবীলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবী করিয়াও প্রস্তাব গ্রহন করে।

এই সভা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের অপসারণ এবং রিপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সভা নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ ও গনপরিষদের এই প্রদেশের সদস্যদের নিকট বাংরাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানায়।

জনাব আবুল হাশেমের বিবৃতি

যুক্তবাংলার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশেম এক বিবৃতিতে বলেন যে আজিকার সভ্যজগতে কোন সভ্যদেশের সরকরী অফিসারগণ কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বারংবার নিষেধ সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে নিরস্ত্র ছাত্র ও যুবকদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলী চালাইয়া তাহাদের হত্যা করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারে বিবৃতি হইতে পরিস্কারভাবেই জানা যায় যে, পুলিশই প্রথমে আক্রমন চালায়। ছেলেদের বুলেটের আঘাতে দাবাইয়া রাখার সরকারী সিদ্ধান্তকে নগ্ন বর্বরতারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মার্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নির্লজ্জ সরকরী জয়ঢাক ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উপর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ দেওয়ার জন্য জঘন্যভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য পূর্ববংগের হিন্দু এম-এল-এ রাই দায়ী এবং হিন্দু মারোয়াড়ী ও অন্যান্য ভরতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবেই নারায়ণগঞ্জে হরতাল সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে। সত্যকে সাহসের সহিত জনসাধারনের সম্মুখে তুলিয়া দেওয়ার জন্য আমি মিল্লাত, আজাদ ও ইনসাফ পত্রিকার প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি।

এই দুই দিনে আমরা দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ তরুণ ও ছাত্রকে হারাইয়াছি। তাহাদের পবিত্র স্মৃতি পূর্ববংগের জনসাধারনকে চিরদিনই অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাহার বিবৃতিতে বলেন, কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এ্রপ নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কালে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না।

এই বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী করিতেছি।

নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘটঃ

স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী

নিরাপত্তা বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পক্তে মওলানা আবদুল হামিদ খান বাসানী নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়েছেনঃ

‘‘আমি জানিতে পারিয়াছি যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীন আহমদ অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। জনসাধারণ অবগত আছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন হইতে মারাত্মক রোগে বুগতে ছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে রোগ মুক্তির পূর্বেই আবার জেরে প্রেরণ করা হয়। মহীউদ্দীনের স্বাস্থ্যও দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে। এমতাবস্থায় আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই অনশন ধর্মঘট তাঁহাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কি পরিনতি ঘটাইবে। তাঁহাদিগকে আটক রাখার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া আমি অতন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি মানবতার নামে সরকারের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, অন্ততঃ আশংকাজনক স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়াও যেন তাঁহারা মুজিবুর রহমান ও মহীউদ্দীনকে মুক্তি দান করেন।

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কুমিল্লায় জনসভা

কুমিল্লা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী । ঢাকয় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে অদ্য কুমিল্লা টাউনহল প্রাঙ্গনে জনাব জহিরুল হক বিএল সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় পুলিশের বর্বরোচিত তীব্র সমালোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া কুমিল্লায় শোভাযাত্রী ছাত্রদের উপর স্থানীয় মোহাজেরদের আক্রমন ও ছাত্রদিগকে মারপিটের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সভায় নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাসার মর্যাদা দান, মোহাজেরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন দাবী করা হয়। সভায় মোহাজেরদের সামাজিকভাবে বয়কটের সিদ্ধান্ত করা হয়।

ঢাকায় সান্ধ্য আইন

ঢাকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট লালবাগ, কোতোয়ালী ও সূত্রাপুর থানায় শুক্রবার রাত্র ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূবর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের সুপারিশ

গতকল্য (শুক্রবার)অপরাহ্নে ব্যবস্থা পরিষদে সবর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণপরিষদের নিকট বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার সুপারিশ করা হয় প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এই সম্পর্কে আনীত সমুদয় সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়।

উক্ত সুপারিশ সংক্রান্ত দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদে ভোট গৃহীত হয় । ইহার মধ্যে একটি মিঃ মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) এবং অপরটি জনাব শামসুদ্দিন আহমদ (অদলীয়) উত্থাপন করেন।

এই সময় জনৈক সদস্য জনাব নুরুল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, পরিস্থিতিদৃষ্টে প্রয়োজন হইলে সরকার সান্ধ্য আইন জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দুস্কৃতকারীরা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ কে কাজে লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং নাগরিকদের জানমাল রক্ষা করা দরকার।

পূর্বাহ্নে জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব...হোসেন ও আলী আহমদ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু পরিষদ উহার অনুমতি দেন নাই।

আগামী সোমবার বেলা ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবী আছে।

প্রস্তাব পাশ করিয়া জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, বৃহস্পতিবার সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করায় নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেনঃ সরকার জানিতে পারিয়াছে যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অচল করিয়া ফেলিতে চায়। তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী অন্যান্য সময়ে ছাত্ররা যখন মিছিল বাহির করে সরকার তখন উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি বলেন যে, উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভংগ না হয় তৎপ্রতি সরকারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্য সচিব জনাব হাবিবুল্লাবাহার এবং জনাব সরফউদ্দিন আহমদ জনাব নুরুল আমীনের বিষেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। জনাব আহমদ বলেন যে, প্রস্তাবটি পাশ হইলে বিক্ষোভ প্রশমিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

মিঃ মনোরঞ্জন ধর তাঁহার সংশোধনীতে বলেন যে, গণপরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে সমস্যাটি সম্পর্কে চাপ দেওয়ার নির্দেশ দিতে হইবে। জনাব শামসুদ্দীন আহমদের সংশোধনীতে বলা হয় যে, গণপরিষদ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করিলে পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণকে পদত্যাগ করিতে বলিতে হইবে।

মিসেস আনোয়ারা খাতুনও একটি সংশোধনী পেশ করেন। তাঁহার সংশোধনীতে বলা হয় যে গণপরিষদকে ইহার পরবর্তী অধিবেশনেই সুপারিশ গ্রহণ করিতে বলিতে হইবে।...

মিঃ ধরের সংশোধনী সমর্থন করিয়া বিরোধীদলের নেতা মিঃ বসন্তকুমার দাস বলেন যে, ভাষা আন্দোলনকে দমন করিবার জন্যই ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

পরিষদ হইতে আজাদ সম্পাদকের পদত্যাগ

"আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন অদ্য পূর্ব-পাক পরিষদের সদস্যপদে এস্তেফা দিয়াছেন।

গভর্ণর ও পরিষদের স্পীকারের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে তিনি বলিয়াছেনঃ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদে আমরা সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থক-এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্টিত এই দলের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।

বার এসোসিয়েশনের সভায় নিন্দা

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের সভায় নিমেণাক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিশের অমানুষিক ও বর্বরোচিত গুলীবর্ষণ দ্বারা শত শত নিরস্ত্র ও নিপরাধ ছাত্রকে হত্যা ও আহত করার তীব্র নিন্দা এই সভা করিতেছে।

(খ) এই সভা দাবী করিতেছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিটি এস,পি,ডি, আই, জি, ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে চাকুরী হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিয়া বেসরকারী তদন্ত কমিটি দ্বারা ঘটনার তদন্ত করা হউক।

(গ) এই সভা ঢাকা শহরে বিনা কারণে ১৪৪ ধারা জারীর তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে উহার প্রত্যাহার দাবী করিতেছে।

(ঘ) এই সভা অপদার্থ নূরুল আমীন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করিতেছে এবং বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে দাবী জানাইতেছে।

(ঙ) যাহারা পুলিশের গুলীতে শহীদ হইয়াছেন এই সভা তাহাদের শোকার্ত পরিবাবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছে।

এই সভা শহীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে এক মিনিটকাল নিঃশব্দে দন্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে।

নিখিল পূর্ব-পাক ছাত্রলীগ কর্মীদের নিন্দা

নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব শামছুল হুদা অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এস, এম, তওমিদ উদ্দিন, ঢাকা সিটি মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী আওলাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মনজুরুল হক ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহার এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত ও এই বর্বরতা কার্যের জন্য যাহারা দায়ী তাহদের সমুচিত শাস্তির দাবী করে।

<u>ফেব্রুয়ারী ২৪</u>

গুলিবর্ষণ সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী
প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
নিহত ছাত্র ও নারিকদের আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন
লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী

ঢাকা ২৩ ফেব্রুয়ারী।- আজ পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পুলিশের সাম্প্রতিক গুলি চালনা সম্পর্কে হাইকোর্টের জজের দ্বারা তদন্ত অনুষ্ঠান ও অপরাধীদের শাস্তির দাবী করা হইয়াছে।

ছাত্র ও নাগরিকদের মধ্যে যাহারা শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে নিমণলিখিত মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছেঃ

পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা পুলিশের গুলী চালনার ফলে যে সকল ছাত্র ও নাগরিক শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে তাহাদের জন্য গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা তদন্ত, অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদান এবং নিহতদের পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ও যথোচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য এই সভা সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

বাংলা ভাষার সমর্থনে লাহোরের ছাত্রবৃন্দ

লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের ১৪৬নং নিউ হোষ্টেল হইতে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংঘের লাহোর শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ ''আজাদ'' সম্পাদকের নিকট লিখিত এক পত্রে জানাইয়াছেন,''আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বিতরিত কতকগুলি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ব্যাজ আমি পাইয়াছি এবং ঐগুলি আমি আমার লাহোরস্থ বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি। আজ প্রাতে বিশ্ববিদ্যলয়ের কতকগুলি অ-বাঙালী ছাত্রকেও এই ব্যাজ পরিহিত দেখিতে পাই। কৌতুহলবশতঃ আমি এ ব্যাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে তাঁহারাও ঐ সকল ব্যাজ ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত''

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিতেছেন তা না বরং জাগ্রত অবাঙ্গালীরাও আজ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

গভর্ণমেন্ট দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, সামরিক বাহিনীর লোকে জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ এবং লুটতরাজ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকশিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ পর্যন্ত কোন দল বা জনসাধারণের সহিত সামরিক বাহিনীর কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই।

বিশ্বস্ত মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, এ যাবৎ শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার যেসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে সবের সাথে সারিক বাহিনীর কোন সংশ্রব নাই। শুধু পুলিশই তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলাকে উর্দুর সমমর্যদা দিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তি নাই-
ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনার পর্যালোচনাকালে 'ডন' পত্রিকার মন্তব্য

করাচী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী।- আজ ডন পত্রিকার ''ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা'' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দেওয়া হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মোটেই আপত্তি থাকিতে পারে না। বাংলা ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দাবী অবশেষে আদায় হইয়াছে।

উহাতে বলা হইয়াছে, ঢকার এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে সমগ্র পাকিস্তান দুঃখভারাক্রান্ত হইবে এবং আমাদের শত্রুরা উল্লসিত হইবে। এক দিকে আপন আপন বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা এবং অপরদিকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা- এই দুই-এর সংঘর্ষে যাঁহারা প্রাণ হারাইল, তাঁহাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সমস্ত তরুণ যে দাবী বলিয়া আন্তরিকতা সহিত বিশ্বাস করিত তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য। অন্যান্য অনেকে যাহারা আহত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যও আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছাত্র সমাজের একটা বিরাট অংশ তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে এবং সত্যিকার পাকিস্তানী হিসাবে তাহারা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে প্ররাচনাদানকারী হিসাবে কিছুসংখ্যক লোক থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুঃখজনক

ঘটনাবলীর মধ্যেও একটা আশার আলো দেখা যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে আত্মীয়স্বজনেরা ভাষাগত সমস্যাটিকে কিরূপ গভীরভাবে অনুভব করে, তাহার পরিচয় আমরা এই সকল ঘটনাবলীর মধ্য হইতে লক্ষ্য করিতেছি। উর্দুর ন্যায় বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব এক্ষণে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী পাশ করাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা সমস্যার এইভাবে একট মীমাংসা হইয়াছে। গণপরিষদও যথাসময়ে ইহা অনুমোদন করিবেন এবং বাংলা ভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দানের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানেরও কোন ক্ষোভের কারণ থাকিবে না বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

গুলী চালনা সংগত হইয়াছে কিনা, তৎসম্পর্কে প্রতিশ্রুত তদন্ত কার্যের ব্যবস্থা দ্বারা এই মর্মান্তিক ব্যাপারে এইখানেই যবনিকাপাত হউক। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পুলিশ গুলীবর্ষণ না করিলে মোটেই গণপ্রাণহানী ঘটিত না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ জন্য জওয়াবদিহি করিতেই হইবে।

নিতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবীঃ
জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীর বিবৃতি

পূর্ব পাক মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্বাচন উপলক্ষে আমি ফরিদপুর থাকালে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হই। ছাত্রদের উপর কি কারণে যে গুলীবর্ষণ ও লাঠিচার্জ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার জানা ছিল না।

আমি অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুলিশী জুলুমের তদন্তের নির্দেশ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি। আমি নিহতদের পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপুরণ দানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও সরকারকে জানাইয়াছি।

বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবীঃ
বিভিন্ন স্থানে জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত

মোমেনশাহী ২৩শে ফেব্রুয়ারী গতকল্য মোমেনশাহীর জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী অদ্য সর্বদলীয় একটি ''রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'' গঠিত হয়। অপরাহ্নে সদর মহকুমা মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব ফখরুদ্দীন আপমদের সভাপতিত্বে ঢাকায় পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা ও সদর মহকুমা লীগের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভার শুরুতেই জনতাকে খুব উত্তেজিত দেখা যায়। তাহারা বর্তমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবীতে নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে থাকে। সভাপতির অনুমতিতেই জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সভায় কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা জনসাধারণের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করে এবং তাহা সভায় গৃহীত হয়। সৈয়দ সুলতান আহমদ বি-এস, রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, আলতাফুদ্দীন তালুকদার, জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক জনাব শামসুল হক, মোফাজ্জল হোসেন বি-এস, প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকার নানা স্থানে সভা অনুষ্ঠান
নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাৎ কামনাঃ
ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী

ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকল্য (শনিবার) ঢাকার নানা স্থানে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহারের ও নিপেক্ষ তদমেত্মর দাবী জানান হয়। সভায় পূর্ব বঙ্গ

সরকার আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করতঃ তাঁহাদের শোকসন্ত ও পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

গতকল্য (শনিবার) অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগ ওয়াকিং কমিটির এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রম নিমণলিখিত প্রস্তাব কয়েকটি গৃহীত হয়ঃ-

(1) সরকারের যে কার্যকলাপের ফলে বহু ছাত্রের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং সরকারের নিকট হইতে ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেছে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী, এই সভা অবিলম্বে তাহাদের অপসারণ দাবী করিতেছে।

মওলানা তর্কবাগীশের পদত্যাগ

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ অদ্য শনিবার লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছে। পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া অদ্য (রবিবার) তিনি এক বিবৃতি দান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শনিবার পূর্ণ হরতাল পালনঃ
সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

গতকল্য (শনিবার) নাজিরাবাজার পশু হাসপাতালের নিকট এক জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ৪ ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে ২ ব্যক্তি আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহা ছাড়া শহরের আর কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পওয়া যায় নাই।

পূর্ব দিনের ন্যায় গতকালও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঢাকা রেলষ্টেশনের কর্মচারীরাও এদিন হরতাল পালন করেন।

কর্মচারীগণ যথারীতি উপস্থিত হইলেও কোন কাজ করেন না। অনেক বিভাগের লোক আদৌ কাজে যোগদানও করেননি। তাদের এই হরতালের বেলা ১টা পর্যন্ত চলে এবং আপডাউন মিলাইয়া মোট ৪টি ট্রেন যাতায়াত করে। প্রাতে যে সকল রেল ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছিল, পরে তাহাও ইঞ্জিন হইতে ফেলিয়া দেওয় হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাত্রি ৮টি হইতে সকাল ৫টা পর্যন্ত সন্ধা আইন জারী হইয়াছে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইহা চলিবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে।

পুলিশ ও সামরিক পাহারা পূর্বের ন্যায়ই আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোড়ে উহার শক্তি কিছু বৃদ্ধিও করা হইয়াছে।

পূর্ব বঙ্গ পরিষদের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুকূল দাবী গৃহীত হইলে শহীদদের বিয়োগব্যথায় ব্যথিত ছাত্রগণের মধ্যে কোনও উল্লাসের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শহরে ১৪৪ ধারর নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকিলেও হাজার লোককে রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমবেত লোকগণকে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিতে দেখা যায়। কালব্যাজ পরিধান করিয়া শত শত লোক সলিমুল্লা মোছলেম হল প্রঙ্গণে সমবেত হইয়া শুক্রবারের নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য গয়েবী জানাজা আদায় করেন।

সকাল হইতেই হলে লাউড স্পীকার যোগে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভাষা সমস্যার প্রকৃত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করা হয়। বিভিন্ন বক্তা পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং জনসাধরণের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

কতিপয় উর্দুভাষী ছাত্রও বক্তৃতা দান করেন। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা জনসাধারণের নিকট এই বলিয়া আবেদন জানা যে, তাঁহাদের পথকে কেহ যে ভুল ধারণা না করেন এবং কল্পিত বিরোধের ধুয়া তুলিয়া দুই দলে বিভেদ বাধাইয়া না দেয়।

গায়েবানা জানাজা

বেলা ২টায় উক্ত হল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা আদায় হয় এবং তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক যোগদান করেন। তন্মধ্যে বিশববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, সলিমুল্লা মোছলেম হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন।

জনাব ফজলুল হকের আবেদন

অপরাহ্নে জনাব এ, কে, ফজলুল হক মোছলেম হলের সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগকে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখিতে বলেন। ছাত্রদের দাবীকে জয়যুক্ত করাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন।

গুলী চালানোর হুকুম আমি দেই নাইঃ
মফিজুদ্দিন

পূর্ববঙ্গের সাহায্য সচিব জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ

''ছাত্রদের উপর গুলী চালনার জন্য আমি পুলিশকে হুকুম দিয়াছি বলিয়া বাহিরে গুজব উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ কি করিয়া রটিতে পারে, তা ভাবিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রেসের নামসহ একটি প্রচারপত্র আজ আমার হস্তগত হইয়াছে।

প্রচারপত্রটিতে বলা হইয়াছে, আমার আদেশেই পুলিশ গুলী করে। ইহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নাহে সুতারং জনগণ যাহাতে ভুল না বুঝেন তার জন্য সত্য বিকৃত করিতেছি।

আমি মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়া মোটেও যাই নাই, ঘটনাস্থলেও ছিলাম না...কোন পুলিশ কর্মচারীর সাথে আমার সাক্ষাৎকাও হয় নাই। সাধারণত যে পথে পরিষদে যাইয়া থাকি ঐ দিনও সেই অর্থাৎ...(রেসকোর্সের পশ্চিম দিক) পূর্ব দ্বার দিয়া পরিষদ ভবনে প্রবশ করি। পরিষদের অধবেশন ৩-৩০ মিঃ শুরু হয়। পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যগণ ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী করার কথা বলিলে প্রথম আমি সংবাদ জানিতে পারি।...

গুলীবর্ষণের দুঃখজনক ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছেল করিবার জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনাকে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হইবে ইহা আমি ভাবিতেই পারি নাই।''

আজাদ সম্পাদক অভিনন্দিত

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদে এস্তেফা দেওয়ায় আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে অভিনন্দন জানাইয়া আগামসিহ লেনের জনাব কাজী হেদায়েত হোসেন যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

''এই বর্তমান সন্ধিক্ষণে আপনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া যে মমত্ববোধ ও কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আপনার এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত শোকর-

গোজরী কারার ভাষা আমার নাই। খোদার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করেন এবং জনগণের সংকটের দিনে তাদের পশ্চাতে দাঁড়াইবার তৌফিক দেন।

কুমিল্লায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত

কুমিল্লা, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী। -ঢাকায় পুলিশের গুলীর আঘাতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অদ্য এখানে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। যানবাহন, দোকানপাট, বাজার-ঘাট এমনকি, নিয়মিত বাস সার্ভিসও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ জনশূন্য এবং সিনেমা হলগুলি বন্ধ থাকে। কুমিল্লার ইতিহাসে এই ধরনের ধর্মঘট ও হরতালের কোন নজীর নাই। সকালে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও জনপদ প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে ৫ হাজার লোকের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মীর জহীরুল হক।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক প্রফেসর আবুল খায়ের ঢাকার শহীদদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সমিতির পক্ষ হইতে প্রয়োজন হইল যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার প্রস্তুতি প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক শওকত আলী, জনাব হাসান ইমাম, জনাব আবদুল গনি, জনাব আবুল হোসেন প্রমুখ বক্তা পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করেন।

সভায় গ্রহীত একটি প্রস্তাবে শহীদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি পুলিশের গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং চীফ সেক্রেটারী ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব কোরায়েশীর অন্যত্র অপসারণ দাবী করা হয়।

জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আজীজুর রহমান এক বিবৃতি ঢাকার ছাত্রদের প্রতি গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মত হইয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জে বিরাট জনসভায় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী

নারায়ণগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। অদ্য-নারায়াণগঞ্জ সিটি মোসলেম লীগ একটি শান্তি স্কোয়াড লইয়া সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে এবং ঢাকার ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

অপরাহ্নে চাষাড়ার তুলারাম কলেজের রিকুইজিশন করা জমিনে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা জনাব ফয়েজ আহমদ। শ্রমিক নেতা জনাব সোলায়মান, এফ, রহমান, শফীকুল হোসেন খান, খোরশেদ আহমদ প্রমুখ বক্তাগণ প্রদেশের বর্তমানে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী করেন।

পুলিশের গুলীতে নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল

বগুড়া, ২৩শে ফেবব্রুয়ারী। -সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মপরিষদের আহবানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ছাত্র ও জনসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে ও ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’’ প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে।

বৈকালে স্থানীয় আলতাফুন্নেছা ময়দানে এক জনসভা হয়। বিভিন্ন বক্তা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করা হয়।

আগামী মঙ্গলবার সমগ্র শহরে পূর্ণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের প্রস্তাবও সভায় গ্রহীত হয়।

সভায় গ্রহীত এক প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের বিচার দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঢাকার শহীদ বীরদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয় এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট তীব্র দাবী জানানো হয়।

নূরুল হোসেন খানের প্রতিবাদ

হবিগঞ্জ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। -হবিগঞ্জের এম-এল-এ জনাব নূরুল হোসেন খান জানাইতেছেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সম্প্রতি ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ‘‘পুলিশের কাজে নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা নাই।’’

পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমি কখনও বিশ্বাস করি না। এই গুলী চালনার জন্য যে বা যাহারা দায়ী হউন না কেন অবিলম্বে তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা উচিত এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ও এম-এল-এদের দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

এ যথেচ্ছ ও নিষ্ঠুর কাজের জন্য বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের লজ্জিত হওয়া উচিত।

তমদ্দুন মজলিম কর্তৃক নিন্দা

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতিযোগে বলিয়াছেনঃ ২১শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুস্কার্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিবজনবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।......

<u>ফেব্রুয়ারী ২৫</u>

অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ববংগ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গভর্ণর অদ্য হইতে পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। বাজেট সম্পর্কে আগামীকল্য যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল, তাহা অনুষ্ঠিত হইবে না। -এ,পি,পি

শহীদ বীরদের স্মৃতিতে

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যেসব শহীদ বীর গত ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের নিষ্ঠুর গুলীর আঘাতে বুকের রক্তের ঢাকার মাটি রাঙ্গাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের কলেজ প্রাঙ্গণে নিজ হস্তে এক রাত্রির মধ্যে ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

পুলিশের অনধিকার চর্চা

গতকল্য রবিবার, জনৈক প্রফেসর যখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণের সভায় যোগদানের জন্য আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে জনৈক পুলিশ তাঁহাকে তাঁহার জামায় লাগানো কালো ব্যাজটি খুলিয়া ফেলিতে বলে। তিনি তাঁহাতে অসম্মত হইলে পুলিশটি বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে উহা ছিনাইয়া লয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছা সরকারের নাই-

পূর্ববংগের প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের বেতার বক্তৃতা

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন অদ্য রাত্রে বলেন যে, ‘‘ভাষা বা অপর কোন সমস্য সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার কোন ইচ্ছাই সরকারের নাই।’’ তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন ‘‘সরকারের নিকট প্রমাণাদি রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে, যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, বহির্দ্দিক অপেক্ষা তাহার ভিতরে আরও গূঢ় অর্থ রহিয়াছে এবং পরিকল্পনাকারীরা পাকিস্তানের বাহির হইতে প্রেরণা পাইতেছে।’’

ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে বক্তৃতাদানকালে জনাব নুরুল আমীন ‘‘পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের’’ পূর্ণ সমর্থন কামনা করেন এবং বলেন যে, ‘‘এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য এবং দেশের নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাঘাতকের ন্যায় যে হুমকী দেওয়া হইতেছে তাহা দমন করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সরকার সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী বেতার বক্তৃতার বিবরণ নিমেণ প্রদত্ত হইলঃ

আজ ঢাকায় কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা হয় নাই।

ঢাকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে যে ঘটনা-দুর্ঘটনা হইয়াছে ও সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সরকারী এতেশহারে এ যাবৎ তাহার সত্য বিবরণই কেবল প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রে সাধারণতঃ দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার এবং তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টাই করা হইয়া থাকে, কিন্তু শুধু কলিকাতার সংবাদপত্রে নয়, ঢাকায়ও কোন কোন মহলে বলা হইয়াছে যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও কতিপয় উত্তেজনাকর এবং বস্ততঃপক্ষে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় কতিপয় সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, শুক্রবার-এ সেনাবাহিনী নিরপরাধ জনসাধারণের উপর গুলীবর্ষণ করে, কয়েকজনকে বেয়নেট দ্বারা ঘায়েল করে এবং লুঠতরাজে যোগদান করে এই বিবরণী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

গোলযোগের ফলে, দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা আহত বা নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য যানবাহন অচল করিয়া দেওয়ার, দোকানদারগণকে হরতাল পালনের জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করায় এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে কাজে যোগদান হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় বলিয়া সরকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া সরকার মনে করেন এবং আশা করেন যে, গত বৃহস্পতিবার হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের শুধুমাত্র বিবরণ দান করিলেই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারী করাসহ যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন জনসাধারণ তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য উদঘাটন এবং যাহারা উহার প্ররোচনা দান করিতেছিল তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জনমত চাপা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। ১৪৪ ধারা জারী করার সহিত ভাষা সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। একদল স্বার্থান্বেষী লোক প্রাদেশিক আইন পরিষদ অধিবেশন আরম্ভের দিন এবং যতদিন উহার অধিবেশন চলে ততদিন শৃঙ্খলা নষ্ট করার পরিকল্পনা করিয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্কতা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারী করার সিদ্ধান্ত নেন। আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার যে কোন প্রয়াসের মোকাবেলা করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। সরকার আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ভাষা বা অন্য যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত প্রকাশে বাধাদানের কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। এক পক্ষেরও অনধিককালে পূর্বে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে নাই। ভাষার প্রশ্নে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে মিশিল বাহির করিতে এবং সভা শোভাযাত্রার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ভাষা আন্দোলনের দাবী কিছু নয়, আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া শান্তিও নষ্ট করার জন্য যে একটা ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল ১৪৪ ধারা জারী করার পরবর্তী ঘটনা পরিস্থিতিই তাহার প্রমাণ। এই যুক্তির সমর্থনের দুইটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শোভাযাত্রা ও জনসভা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ১৪৪ ধারা জারীতে তেমন কোন কথা ছিল না। নিষেধাজ্ঞায় বলা হইয়াছিল যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া শোভাযাত্রা ও জনসভা অনুষ্ঠান করা অথবা শোভাযাত্রা বাহির করার যদিও তাহাদের ইচ্ছা ছিল তবে তাহার জন্য এই অনুমতি লওয়ার পথে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যদা দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের সোপারিশ সত্ত্বেও এখনও দৃঢ়তার সহিত ছাত্র ও জনসাধারণকে হিংসাত্মক কাজে উত্তেজিত করার ও আইন ভংগের জন্য সংঘবদ্ধ করা প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সকল যুক্তির এবং হাঙ্গামাকারীদের কার্যকলাপ হইতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভীষণ রকমের কোন একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিল তাহাদের প্রধান মতলব, শুধু জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের জন্যই তাহারা ইহার সহিত ভাষার প্রশ্ন যোগ করে। ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মিথ্যা ও ভীষণ উত্তেজনামূলক গুজব শুধু ঢাকা শহরেই প্রচার করা হইতেছে না- সমস্ত প্রদেশেই ইহা ছড়ানো হইতেছে। আইন ভংগকারীদের সমর্থন জানানোর জন্য মোছলেম লীগ এম-এল-এ গণকে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে। স্বাভাবিক শাসন পরিচালন কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় ছাত্র মহলকে উত্তেজিত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে। তাহাদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করা হইতেছে যে ইহা তাহাদের জাতীয় আন্দোলন। আইন ভংগের জন্য তাহাদিগকে চাপ দেওয়া হইতেছে। অনুরূপ প্রচেষ্টার জন্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাহার দল প্রেরণ করিতেছে।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি এবং সরকারের হাতে যে সমস্ত প্রমাণ রহিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং ষড়যন্ত্রের নেতাগণ পাকিস্তানের বাহির হইতে উৎসাহ পাইতেছে। এমতাবস্থায় এই সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার কখনও ইতস্ততঃ করিবেন না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের শুভার্থীগণও এই কাজে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন।

হাসপাতালে আর একজনের মৃত্যু

অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, ঘটনার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ গত শুক্রবার পুলিশের গুলীতে আহত এক ব্যক্তি গত শনিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে...... রাজেউন)।

ইহাছাড়া, গতকল্য (রবিবার) লালবাগ পুলিশ হাসপাতাল হইতে পূর্ব দুই দিনের আহত ৫ ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অদ্য প্রতিবাদ দিবস পালন

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাব গৃহীত

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীঃ শহীদ ছাত্রদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

গতকল্য (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধ্যাপকদের বৈঠক হয়। উভয় বৈঠকের প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান হয়। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া এবং গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অধ্যাপকের বৈঠকের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত অধ্যাপকই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে সলিমুল্লা, মোছলেম হল, ফজলুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টগণ, কলা, বিজ্ঞান ও আইন বিভাগের ডীন এবং ডাঃ জিলানী, মেসার্স প্যাটেল, রিজভী হোসেন, সিদ্দিকী প্রমুখ বহুসংখ্যক অবাঙ্গালী অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। একটি প্রস্তাবে কাউন্সিল ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুলীবর্ষণের ফলে হতাহত ছাত্রদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

অপর একটি প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সমস্ত ছাত্র পুলিশের গুলীবর্ষণে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও তাহাদের শোসসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবং পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে কাউন্সিল ২৫শে ফেব্রুয়ররী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৈঠকে আসন্ন আইন পরীক্ষাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অপর একটি প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য গণপরিষদের নিকট দাবী করা হয়।

অধ্যাপকদের বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ডাঃ আই, এইচ, জুবেরী সভাপতিত্বে গতকল্য (রবিবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এক বৈঠক হইয়াছে। বৈঠকে সরকারকে অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করার দাবী জানানো হইয়াছে। বৈঠকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যথাসম্ভব বাংলা প্রবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দিনসমূহের পুলিশ ও মিলিটারীর নির্বিচারে ছাত্র সমাবেশের উপর গুলীবর্ষণ এবং 'নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের' তীব্র নিন্দা করা হয়। পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লংঘন সম্পর্কেও বৈঠকে নিন্দা করা হয়।

একটি প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মিলিত অধ্যাপকগণ হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বের গঠিত একটি বিচার বিভাগীয় কমিটির দ্বারা ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর তদমেত্মর দাবী করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ঢাকার শোচনীয় ঘটনাবীলর জন্য দায়ী অফিসারদের অপসারণ, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং পুলিশ ও মিলিটারী পাহারা উঠাইয়া দানের জন্য এবং অবিলম্বে বিনা শর্তে বন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রবিবারে শহরের অবস্থার আরো উন্নতি

দুই স্থানে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জঃ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ হ্রাস

গতকল্য (রবিবার) ঢাকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। তবে ইছলামপুর রোড ও ঢাকা রেল স্টেশনের আর-এম-এস অফিসের নিকট এক জনতার উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। দুজনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দিন শহরে সান্ধ্যা আইন কিছু শিথিল করিয়া রাত্রি ৮টার বদলে ১০টা হইতে ভোর ৫টা করা হয়। সর্বত্র পুলিশ ও সামরিক প্রহরা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।

এইদিনে শহরের নানাস্থানে সরকারের সমালোচনামূলক নানান নতুন ধরনের প্রচারপত্র বিলি করা হয়। বহু গৃহ ও প্রাচীরপত্র সংলগ্ন অনুরূপ বহু প্রাচীরপত্র পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুসংখ্যক পুলিশকে এই দিন বিভিন্ন রাস্তা হইতে প্রাচীরপত্রগুলি তুলিয়া ফেলিতে ব্যস্ত দেখা যায়।

এই দিন শহরে রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। নওয়াবপুরের কয়েকটি ছোটখাটো দোকান ব্যতীত শহরের অন্যান্য এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ থাকে। এই দিন শহীদানের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেকে রোজা রাখেন।

গত চারি দিবস ঢাকা বেতার কেন্দ্রে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবলমাত্র সংবাদ বুলেটিন ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নাই।

গতকল্য সকাল হইতে সলিমুল্লা মোছলেম হলে মাইকযোগে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই বক্তৃতায় উর্দু ভাষার ছাত্ররাও অংশ গ্রহণ করেন। উর্দু ভাষার ছাত্রগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলনকে মোবারকবাদ জানান এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অনতিবলিম্বে ঘোষণা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান। এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী বাংলা ও উর্দুভাষীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এই আন্দোলনকে বানচাল করিবার যে চেষ্টা করিতেছে; উর্দুভাষী ছাত্রগণ তাহার বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

করাচীর ছাত্রদের সমবেদনা

করাচী মেথরান হোষ্টেলের ছাত্রগণ এক তারযোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামী কর্মীদের উপর পুলিশের গুলী চালনায় তীব্র প্রতিবাদ ও শহীদ ছাত্রবৃন্দের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন। এই ঘটনায় তদন্ত করিয়া প্রকৃত দোষীর শাস্তির বিধানের জন্য এই তারে সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

পুলিশের কাজের প্রতিবাদঃ বিশিষ্ট লীগ সদস্যদের বিবৃতি

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। -গাইবান্ধা লীগের সেক্রেটারী জনাব সৈয়দুর রহমান, বগুড়া লীগের সেক্রেটারী জনাব ফজলুল বারী, নীলফামারী লীগের প্রেসিডেন্ড কাজী আবদুল কাদের, বগুড়া লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল বারী, যশোর লীগের সেক্রেটারী জনাব শামছুর রহমান এবং বগুড়া লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব

হাবিবুর রহমান অন্য এক যুক্ত বিবৃতিতে গুলীবর্ষণে নিহত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী সমর্থন করেন।

শহীদ ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

করাচীর পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধঃ গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী

এখানকার 'ইভনিং স্টার' ও 'ইভনিং টাইমস'- এই দুইটি দৈনিক পত্রিকাও ঢাকার সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্ত দাবী করিয়াছেন। গুলীবর্ষণের ফলে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহাদের জন্য পত্রিকা দুইটিতে গভীর শোক প্রকাশকতরঃ তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও এই গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য সর্বসম্মত দাবী জানাইয়া ছাত্র শহীদদের জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

''ইভনিং টাইমস''-এ বলা হইয়াছে ''উর্দুর সহিত বাংলা ভাষাও যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং যত শীঘ্র এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়, ততই মঙ্গল। বাংলা ভাষার দাবীর সমর্থকগণ দেশপ্রেমিক নন বলিয়া অপবাদ দেওয়া অন্যায়। এই দাবীর জন্য সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, সেই বীর শহীদদের জন্য আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই বীর শহীদগণ যে আদর্শে বিশ্বাস করিতেন, সেই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। বাংলার এই তরুণগণ আত্মদানের ভিতর দিয়া যে সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন, তাহাতে আমরা ইহাই আশা করিতে পারি যে, পাকিস্তান স্থায়ী হইবে। ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের জন্যও পত্রিকায় তীব্র সংশ্লিষ্ট সরকার ও সরকারের ভ্রান্ত নীতির নিন্দা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিরস্ত্র ছাত্রগণের উপর অহেতুক ও অন্যায় জুলুম এবং বেপরোয়া গুলী চালনার ফলে যে তরুণ ছাত্র নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা জানাইতেছে। তাহাদের মৃত্যুতে আমরা আমাদের পরমাত্মীয়দের মৃত্যুজনিত শোক অনুভব করিতেছি। আমরা নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশের অহেতুক ও বেপরোয়া আক্রমণে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়াছে।

এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদন করিতেছে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট ভবিষ্যতে ইহার পুনরুক্তি যাহাতে না হয়, তাহার প্রতিশ্রুতি দিতে এবং সরকারকে তাহাদের কৃতকার্যেল জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিতেছে।

এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

এই ঘটনার জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীগণকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হউক এবং.... অন্যায়ভাবে আটক ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হউক।

ছাত্রদের প্রতি অন্যায় জুলুম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা নষ্ট করার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ রবিবার কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকেন।

লাহোরেও তদন্তের দাবী

লাহোর, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী।- গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অদ্য এখানে ঢাকার ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

সভায় নিহতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানায়।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী

হায়দারাবাদ, ২৪ শে ফেব্রুয়ারীঃ জনাব এইচ, এম, সোহ্‌রাওয়ার্দী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ঢাকায় গুলীবর্ষণের ফলে নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, ‘‘আমি একদিকে শুনিতেছি ছাত্ররা শান্ত ছিল এবং আর একদিকে শুনিতেছি, তাহারা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছিল। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করিতেছিল এবং আইনসংগতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কেন শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করিতে দেয় নাই।

তিনি বলেন, ঘটনা বর্তমানে ঘটিলেও বহু পূর্বেই পূর্ববংগে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। আমি সেই সময় একটি জনসভায়ও এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলাম, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদনুসারে উর্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেই সময় আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, বাংলা পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশের মাতৃভাষা প্রকৃতপক্ষে ইহা জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশের মাতৃভাষা।

বাংলার বুকে উর্দুকে অবশ্য জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তবে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়ান হইবে এবং যথাসময়ে এই প্রদেশবাসীগণ এই ভাষার সহিত পরিচিত ইহয়া উঠিলে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী কর্মচারীগণ আপনা হইতেই ইহা পড়িতে ও লিখিতে শুরু করিবে। তখন উর্দু তাহাদের নিকট গৌরবজনক মর্যাদা লাভ করিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীরাও দুই ভাষাভাষী হইবে। পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির ভাব রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেরও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত..... ইহাই সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বারংবার জেদ করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটিয়াছে। মোট কথা বাংলায় বা পশ্চিম পাকিস্তান উর্দুর প্রসারের জন্য যখন কোন চেষ্টা কর হইতেছে না তখন এই প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু কি? ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্কে কিছুই অবগত নহে। তজ্জন্য অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক ফাঁদে পড়িয়াছেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রচার বিভাগের মতামত অবগত হইবার জন্য আমি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের অভিমত জানিতে পারিলে একটি বিবৃতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন জওয়াব পাই নাই। বর্তমান পরিস্থিতির দরুন আমাকে বাধ্য হইয়া এই ক্ষুদ্র বিবৃতি দিতে হইল।

ফেব্রুয়ারী ২৬

সোমবার ঢাকা শহরে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত

পাঁচদিন পর অদ্য স্বাভাবিক নাগরিক জীবন পুনরারম্ভ

জননিরাপত্তা আইন অনুসারে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে ঢাকা শহরে সর্বত্র পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। ঐদিন সকল প্রকার যানবাহন, বাজার, দোকান-পাট, ব্যাংক, সিনেমা ও খেলাধুলা বন্ধ থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলি ও আদালতসমূহ জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সোমবারে শহরে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজমান থাকিলেও কোনরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এবং ছাত্রদের মধ্যে কেহ গ্রেফতার হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায় নাই। অদ্য মঙ্গলবার হইতে শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়।

সকাল হইতে সলিমুল্লা মুসলিম হল প্রাঙ্গণে ছাত্র ও জনসাধারণকে জমায়েত হইতে দেখা যায় এবং বহু বক্তা মাইকযোগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে বক্তৃতা করেন।

বেলা প্রায় ১১টার সময় পুলিশ বাহিনী, ই,পি,আর দল সলিমুল্লা মুসলিম হল হইতে মাইক ছিনাইয়া লইবার জন্য হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া হলগৃহ ঘিরিয়া ফেলে। কিন্তু হলের ভিতরে গেট বন্ধ থাকায় পুলিশ বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না।

এই সময় সলিমুল্লা হলের প্রভোষ্ট ডঃ ওছমান গণি দুইজন অধ্যাপকসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। আলোচনার পর ছাত্রগণ ডঃ গণির অনুরোধক্রমে মাইকটি তাঁহার (ডঃ গণির) হাতে দেয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনী ঘটনাস্থলে হইতে চলিয়া যায়।

তারপর অনুমান ৪ হাজার লোকের এক সভা হয়.....।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী আদায়ের আশ্বাসঃ

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্ক কমিটির প্রস্তাব

ধ্বংসাত্মক কার্য্য হইতে বিরত থাকার উপদেশ

পূবর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনসাধারণকে দৃঢ় আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, গণপরিষদ কর্তৃক যাহাতে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তজ্জন্য লীগ পার্লামেন্টারী দলের সুপারিশ আদায়ের অভিপ্রায়ে ওয়াকিং কমিটি সবর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন।

প্রাদেশিক লীগ ওয়াকিং কমিটির তিন দিনব্যাপী বৈঠক গতকল্য (সোমবার) সমাপ্ত হইয়াছে।

ওয়াকিং কমিটি ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত লোকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সাবর্বভৌমত্ব হরণের জন্য যে সকল শত্রু চেষ্টা করিতেছে তাহাদের আক্রমণাত্মক মতলব হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করিতে জনসাধারণ এবং ছাত্রবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

মুছলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্যও ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে আবেগময় আবেদন জানান হয়।

ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইয়াছেঃ পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে কয়েকজন ছাত্র ও সাধারণ লোক নিহত হওয়ার গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পুলিশের কাজের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থ্যা গ্রহণের দাবী জানাইয়া ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গঠন করিয়াছিলেন, তাহার পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় নাই; আইন ও শৃঙ্খলা ভংগের জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে প্ররোচিত হইতেছে এবং পরিস্থিতিকে আর অবনত করার জন্য আতঙ্ক ও হিংসাংত্মক কাজ অবাধে চলিতেছে বলিয়া কমিটির গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

গভীর উৎকন্ঠার সহিত কমিটি আরও লক্ষ্য করিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট এবং বিদেশী দালারগণ প্রচুর উপকরণ লইয়া পূর্ব্ববংগে অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অসন্তুষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া চেষ্টা করিতেছে।

তাহারা ট্রেন লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া এবং জনসাধারণকে মৃত্যু অথবা মারপিটের ভয় দেখাইয়া সরকারকে অচল করিয়া ফেলার জন্য পরিকল্পনা করিতেছে।

দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিয়া পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে ও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে তাহারা ধ্বংসাত্মক অভিযান ও শুরু করিয়াছে......।

অদ্য শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন

অদ্য (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে নয়টায় মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ''আজাদ'' সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন ''শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'' উদ্বোধন করিবেন।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে না পারিলে পদত্যাগ করিবঃ

গণ-পরিষদের সদস্য জনাব এ, এম, এ, হামিদের প্রতিশ্রুতি

পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিষদ ও পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য এ, এম, আবদুল হামিদ সাংবাদপত্রে প্রকাশনার্থে নিমণলিখিত বিবৃতি দিয়াছেনঃ

''আমি সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছি যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই আমার কর্তব্য। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা মর্যাদাদানের জন্য আমি পাক গণ-পরিষদে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।''

''আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আমি ইহাতে অসমর্থ হই, তবে আমি অবশ্যই গণ-পরিষদে পদত্যাগ করিব।''

সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার নিন্দা

ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি নহে বলিয়া আহবায়কের উক্ত

জনাব ফজলুল হক সংক্রান্ত সংবাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার

প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন তাঁর সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে সর্ব্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর জনাব কাজী গোলাম মাহবুব এক বিবৃতি দান করিয়াছেন। মওলবী এ, কে, ফজলুল হককে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া সম্প্রতি যে এশতেহার প্রচারিত হইয়াছে জনাব কাজী গোলাম মাহবুব তাহার উল্লেখ করতঃ জানাইয়াছেন যে, ঐ এশতেহারের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব নাই।

জনাব কাজী গোলাম মাহবুব বলেনঃ

‘‘প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন বেতার বক্তৃতায় ভাষা আন্দোলনের উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করি। আমরা জনসাধারণের কাছে তাঁর বক্তব্যের আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

জনাব নুরুল আমীন বলিয়াছেন যে, ভাষা বা অপর কোন সমস্যা সম্পর্কে শাসনতন্ত্র মোতাবেক জনমত প্রকাশ করা হইলে তাহার কণ্ঠরোধ করার কোনও ইচ্ছা সরকারের নাই। তাঁর কার্যকলাপ এবং ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা এবং পুলিশ ও মিলিটারী আচরণই প্রমাণ করিতেছে যে, এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। যে শাসনতন্ত্রের উপর নুরুল আমীন সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাহা বৃটিশ আমলের কুখ্যাত দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্সেরই সমষ্টি। এই দমনমূলক আইনের বলেই তিনি তাঁহার স্বৈরচারী শাসন কায়েম রাখিয়াছেন।

জনাব নুরুল আমীন আরও বলিয়াছেন যে, আন্দোলনকারীর পাকিস্তানের বাহির হইতে প্ররণা পাইতেছেন। এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি। বর্তমান আন্দোলন সমগ্র দেশবাসীর আন্দোলন এবং ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বী কর্মীবৃন্দ। জনাব নুরুল আমীন তাঁহার ঘৃণ্য কার্যকলাপ আজ আর গোপন রাখিতে পারিতেছে না, তাই তিনি এবং লীগ নেতৃবন্দ মিথ্যা রটনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যে জনতা গুলির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে তাহারা এই সমস্ত অপপ্রচার বিভ্রান্ত হইবে না।

তৃতীয়তঃ আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বিনষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ ও জনসাধারণের উপর তিনি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, সরকারের পুলিশ ও মিলিটারীই শান্তিভঙ্গ করিয়াছে এবং বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য সরকারই দায়ী। সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলিয়াছেন এবং এখনও শান্তিপূর্ণ হরতালের নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার বিরোধী।

জনাব নুরুল আমীন আর বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ জনসভা ও শোভাযাত্রা করার অনুমতি চাহিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐরূপ অনুমতি দিতেন। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, সংগ্রাম পরিষদ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

অতঃপর জনাব নুরুল আমীন ‘‘ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষার দাবী স্বীকৃত হওয়ার পরও হরতাল পালন’’ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট... আমাদের দাবী মানিয়া লইলেই আন্দোলন ক্ষান্ত হইবে। অন্যথায় শহীদানের বুকের রক্ত-রঞ্জিত শপথ লইয়া জনসাধারণের আগাইয়া চলার অভিযান কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন তাঁহার বক্তৃতায় মিলিটারীর কাজের সমর্থনে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের তীব্র ঘৃণারই উদ্রেক করে।

এই ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে সর্তক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

প্রথমতঃ জনাব এ, কে, ফজলুল হককে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাইবার আহবান জানাইয়া প্রকাশিত এশতেহার। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সহিত এই এশতেহারের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের আন্দোলন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে কেন্দ্র করিয়া নহে, আমাদের আন্দোলন সর্বদলীয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক লীগ ও বিভিন্ন লীগ নেতৃবৃন্দ এখন কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তাঁহারা ভাষা আন্দোলনের সমর্থক। জনগণ লীগের এই চালে বিভ্রান্ত হইবে না। শহরে যে নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে পুলিশ-মিলিটারী যে জঘন্য আচরণ করিয়াছে তাহার জন্য দায়ী মুসলিম লীগ ও লীগ সরকারই। এই হত্যাকান্ডের জওয়াব মুসলিম লীগকেই দিতে হইবে। সেই কারণেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্য পূবর্ববঙ্গ লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমস্ত পদত্যাগী সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

<u>ফেব্রুয়ারী ২৭</u>

সলিমুল্লা মুসলিম হলে পুলিশ কর্তৃক তল্লাসী

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র গ্রেফতার

মেডিক্যাল হোস্টেলে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের বিলোপ

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রায় বেলা আড়াই ঘটিকায় সলিমুল্লা মুসিলম হলে খানাতাল্লাসী হয়। বহু পুলিশ হলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি কামরা তল্লাসী করে। এই তল্লাসী প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ চলে। পরে অনুমান ৩০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মুসলিম হলের হাউস টিউটর ডঃ মফিউদ্দিন আহমদকেও পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

তল্লাসীর সময় ভাইস চ্যান্সেলর, মুসলিম হলের প্রভোষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে গেটের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় নাই। মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ পুলিশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

এই দিন ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও অধ্যাপক ডঃ পি, সি, চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ইহাদের ছাড়াও জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর আজিত কুমার গুহ এবং বরিশালের এম, এল, এ মিঃ সতীন্দ্রনাথ সেনকেও পুলিশ গ্রেফতার করে।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ মুসলিম হলের গেটের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। এই তল্লাসীর সময় ছাত্রগণ কোন প্রকার বাধা দেন নাই। ছাত্রগণ অভিযোগ করেন যে, তল্লাসীর সময় পুলিশ বহু পুস্তক ও অন্যনায় জিনিসপত্রও লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক ছাত্রের অভিভাবক একটি বন্দুক আনিয়াছিলেন, পুলিশ সেই বন্দুকটিও লইয়া যায়।

গতকল্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে শহীদানের যে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করা হইয়াছিল, পুলিশ সন্ধ্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

গতকল্য (মঙ্গলবার) শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। একমাত্র শিক্ষায়তনসমূহ ছাড়া শহরের প্রতিটি দোকান ও অফিস কাছারী পুনরায় খোলা হয় এবং সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কাজ-কর্ম চলে। শহরের রাস্তায় অন্যান্য দিনের চাইতে গতকল্য যানবাহন এবং জনতারও অধিক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। শহরে সিনেমা গৃহসমূহ ও সার্কাস পার্টি এই কয়দিন বন্ধ থাকিবার পরে পুনরায় খোলা হয়। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলাও এইদিন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক এবং পোষ্ট অফিস গত কয়েক দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিবার ফলে সেখানে গতকল্য অধিক জনতার ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন গণপরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচনা- জনাব নূর আহমদ কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দান

চট্রগ্রাম, ২৬শে ফেব্রুয়ারী- আগামী ২০শে মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের যে অধিবেশন হইবে, জনাব নূর আহমদ তাহাতে উর্দুর সহিত বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

জনাব নূর আহমদ ইতিমধ্যেই পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতির নিকট এ সম্পর্কে একটি নোটিশও পেশ করিয়াছেন।

লাহোরস্থ পূর্ব পাক ছাত্রদের প্রস্তাব

লাহোর, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী।- গত শনিবার লাহোরের উইং হলে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাহোরস্থ পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের এক সভায় ঢাকার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ও ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় শহীদ দেশপ্রেমিক যুবকদের রুহের মাগফেরাত ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এবং পুলিশের ও সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশন কর্তৃক ঢাকার এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত এবং হত্যার জন্য দায়ী কর্মচারীদিগকে অনতিবিলম্বে স্থায়ীভাবে পদচ্যুতি ও বিচার দাবী করা হয়।

সভায় পাকিস্তান গণপরিষদকে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অনুরাধ জানান হইয়াছে।

পুলিশ জুলুমের নিন্দা

ঢাকার মহিলাদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঢাকার নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশের গুলি সম্পর্কে প্রতিবাদে ১২ নং অভয় দাস লেনে মহিলাদের এক বিরাট সভা হয়। সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে, শহরে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহুদূর হইতে পায়ে হাঁটিয়া বৃদ্ধা ও বয়সী মহিলারা পর্যন্ত এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী দুইদিনের ছাত্র ও জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারী ‘নিষ্ঠুর’ গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস বর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং হাসপাতালে আহতদের দ্রুত নিরাময় কামনা করা হয়।

সভায় ঢাকার হত্যাকান্ডের তদমেত্মর পর দোষী কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি দাবী করা হয়।

শহরে অকারণে ১৪৪ ধারা জারী করার তীব্র নিন্দা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নুরুল আমীনের কাজের সমালোচনা
জনাব এ, সবুরের বিবৃতি

প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য ও খুলনা জেলা লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সবুর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আছেন। তিনি পুলিশের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের নিন্দা করিয়া নিন্মোক্তরূপ বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ-

গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী হইতে ঢাকায় যে সকল কান্ড ঘটিয়াছে, তাহা হাসপাতালের রোগশয্যায় থাকিয়া আমি কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছে। ছাত্রদের উপর যে জুলুম চালিয়াছে তাহা অমানুষিক এবং আকারণে এই জুলুমের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সরকার ও ছাত্ররা সবাই যখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়, তখন বিরোধ কোথায়? ১৪৪ ধারারই বা প্রয়োজন কেন হইয়াছিল?

জনাব নুরুল আমিন গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার বেতার বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা জারীর যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহার উৎস কোথায়, অনুমান করা শক্ত নহে। গত কয়েকদিন ধরিয়া ঢাকার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিক বিদেশী গুজব ও ভারতীয় এজেন্ট-এর এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু ষড়যন্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া ছাত্র ও জননেতাদের উপর জুলুমের রথচক্র চালাইবার যে হীন পরামর্শ দিতেছিল, নুরুল আমীন সাহেব তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ক্ষমতালোলুপতা ত্যাগ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, অহমিকার বশে দেশকে তিনি কোথায় লইয়া যাইতেছেন।

জনাব মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতার সমালোচনা

অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন শিক্ষা সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের সর্বশেষ বেতার বক্তৃতায় মনে হয়, যে, ছাত্রগণ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে উন্মুখ হইয়া আইন ও শৃঙ্খলা ভংগ করিবার ফলেই পুলিশ গুরি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ছাত্রগণ বাহিরের উস্কানীতে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, তবে তাহাদিগকে পশুপক্ষীর মত হত্যা না করিয়া যথার্থ ব্যবস্থা অবলম্বন বিধেয় ছিল।

তিনি আরও বলেনঃ জনাব প্রধানমন্ত্রীর মতে এই আন্দোলন ও বিক্ষোভের পিছনে অন্যের উস্কানী রহিয়াছে। একমাত্র ছাত্রগণই এজন্য দায়ী নহে। যদি তাহাই হয় তবে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের হুকুম জারী করা নেহায়েত বিকৃত মস্তিস্কেরই পরিচায়ক মাত্র।

জনাব নুরুল আমীন যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দ্বারা জনসাধারণকে আর বিভ্রান্ত করা চলিবে না। গত দুই সপ্তাহে সংবাদপত্র পাঠে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটি বিশেষ জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ ও স্থানীয় অধিকাংশ সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পাইতেছে। এই আন্দোলন শুরু করিবার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণ বাহির হইতে কোন উস্কানী পায় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সরকার আশংকিত কোন অশান্তি দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন নাই।

জনাব সোহারাওয়ার্দীর সাম্প্রতিক বিবৃতিঃ
পূর্ব পাক আওয়ামী মোছলেম লীগ সেক্রেটারীর তীব্র সমালোচনা

ঢাকা, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক এক বিবৃতি প্রসংগে বলেন, “অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এক বিবৃতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য ওকালতী করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিবৃতি দিয়াছেন কিনা তাহা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু

আমরা ইহা সঠিকভাবে অবগত আছি যে, গত বৎসর আরমানীটোলার এক বিরাট জনসভায় তিনি পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা উচিত। এখন কি করিয়া তিনি ইহার বিপরীত বিবৃতি দিতেছেন, যাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা এ সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি উপরোক্ত মর্মে বিবৃতি দিয়া থাকেন, তবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করে এবং পাক গণপরিষদে বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকার কর্তৃক কার্যকরী না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসতেছি।

<u>ফেব্রুয়ারী ২৮</u>

প্রদেশের শান্তি ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদনঃ

জনসাধারণের প্রতি লীগ নেতৃবৃন্দের আহবান

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সমর্থন দানের আশ্বাস

গুলিবর্ষণ সম্পর্কে তদমেত্মর জন্য কমিটি গঠনের সোপারেশ

‘‘গত সপ্তাহে ঢাকা শহরে গুলি চালনার ফলে যে বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিশ লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি লইয়া একটি নিরপেক্ষ উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সরকারের নিকট দায়ী জানাইয়াছেন। ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সংগে সংগেই ১৪৪ ধারা এবং সান্ধ্যা আইন তুলিয়া লওয়ার জন্যও সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।’

প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল্লাহের বাকী, সেক্রেটারী জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট খাজা হাবিবুল্লা, পাকিস্তান মোছলেম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান ও প্রাদেশিক লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহ আজিজুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে উপরোক্তরূপ আবেদন করেন।

তাঁহারা আরও বলেন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি এবং প্রাদেশিক আইনসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যাহাতে গণপরিষদে গৃহীত হয় তার চেষ্টা করিব।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সমর্থনে প্রতিশ্রুতিঃ

সাহায্য সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদের বিবৃতি

ঢাকা, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য ও পুনর্বাসিত সচিব জনাব মফিজুদ্দিন আহমদ অদ্য এখানে এই আশ্বাস দেন যে, গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের দাবীকে তিনি পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন।

জনাব মফিজুদ্দিনের বিবৃতি

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে দেখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।.... পাকিস্তান গণপরিষদ এইরূপ একটি জনপ্রিয় দাবীকে এড়াইয়া চলিবে, তাহা মুর্হূর্তের জন্যও আমি ধারণা করিতে পারি না। খোদা না করুন যদি গণপরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে গণপরিষদের পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যগণের উপরই পরবর্তী দায়িত্ব পালিত হইবে।

জনাব মফিজুদ্দিন আরও বলেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ যখন ভাষা সংক্রান্ত দাবী গৃহীত হইয়া গণপরিষদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, তখন শহরে পূর্ণ শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ না করার কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না।

তিনি আরও বলেন যে, শহরে পূর্ণ শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ এই অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান থাকিলে পাকিস্তানের দুশমনরাই কেবল আনন্দিত হইবে।

জনসাধারণ ও ছাত্রগণের রাষ্ট্রানুগত্যের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। তাহারা কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে বলিয়া আমি মনে করি না।

পাকিস্তান অবজারভার-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীঃ

সম্পাদক পরিষদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণঃ পূর্ব বংগ সরকারের আচরণের নিন্দা

লাহোর, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী- অদ্য এখানে ‘ডন’ সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সম্পাদক পরিষদের সভায় ঢাকার ‘পাকিস্তান অবজারভার’ পত্রিকা সম্পর্কে অবলম্বিত সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।......

চাঁদা দাতাদের প্রতি হুঁশিয়ারী

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দফতর হইতে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নাম করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতেছে। এই জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাহারা যেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক (কে,জি মাহবুব)-এর দস্তখতযুক্ত ছাপা রসিদ না লইয়া বা সীলবিহীন চাঁদার বাক্সে চাঁদা না দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভাষা-আন্দোলনকালীন দৈনিক আজাদ-এর দুটি সম্পাদকীয়	দৈনিক আজাদ	২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

(১)

তদন্ত চাই

গতকাল ঢাকার বুকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নিকটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমন মর্মভেদী তেমনি অবাঞ্চিত। আইন অমান্য, নিয়মভংগ, উচ্ছৃংখলতা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই সংগে এ কথাও সত্য যে, আইন অমান্য হওয়ার মত ক্ষেত্র সৃষ্টি করাও কোন গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত নয়।

বিগত দুই দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর সমর্থনে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রায় একপক্ষ পূর্বে ধর্মঘট পালন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। গত পরশু তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেন। গতকাল এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র বিক্ষোভ হইয়াছে, টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলিয়াছে, কতকগুলি হতাহতও হইয়াছে।

১৪৪ ধারা জারী করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা, এই প্রশ্নই সকলের আগে মনে হয়। কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ঢাকার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট পালন এবং বিরাট শোভাযাত্রা করিয়াছিল, তখন শহরে শান্তিভংগ হয় নাই। গতকল্য ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা হইলে শান্তি ভংগের আশংকা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন, বর্তমান মন্ত্রীসভা দেশবাসীকে তাহা জানাইতে বাধ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

গতকল্যকার ঘটনার মধ্যে গুলি চালাইয়া কতকগুলি ছাত্রকে হতাহত করার ব্যাপার সব চাইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই- দেশের জনসাধারণও আশা করে নাই। গুটিকতক বালক ও যুবক যদি নিয়মবিরোধী কার্য করিয়াই থাকে, এমন কি যদি তাহারা কর্তৃপক্ষকে উত্তেজনার কারণও দিয়া থাকে, তাহা হইলেও গুলি চালাইবার মত সংকটাপন্ন অবসস্থা হইয়াছিল কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য, হতাহতদের অনেকের আহত স্থান সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নির্বিচারেও গুলি চালান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। কেবল টিয়ার গ্যাস ছাড়িয়া জনতাকে ছত্রভংগ করা কি সম্ভব ছিল না? দেহের উর্ধ্বাংগে গুলি চালান সুবিবেচনা সংগত কিনা, অথবা উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কিনা, তাহাই আজ আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। উর্ধ্বাংগে গুলি চালানোর কথা দূরে থাক, মোটেই গুলি চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, একটা নিরপেক্ষ শক্তিশালী ও জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটির দ্বারা এই ঘটনার বিশদ ও প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া আবশ্যক। হাইকোর্টের জজ এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের নাগরিকগণের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই তদন্ত দাবী করিতেছি। তদন্তকালে প্রধানতঃ নিমেণাক্ত বিষয়গুলির বিচার করা আবশ্যক-(১) ১৪৪ ধারা জারী করিবার প্রয়োজন কি ছিল? (২) বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ এলাকার মধ্যে পুলিশের আক্রমণ চলিয়াছিল কি? (৩) গুলি চালাইবার মত অবস্থা ঘটিয়াছিল কি? উপরে আমরা

যে তদন্ত দাবী করিয়াছি, উক্ত প্রস্তাব কার্যকরী করিলে সমস্ত ঘটনা এবং জনকয়েক তরুণের মৃত্যুর জন্য কাহারা দায়ী, তাহাও প্রকাশ হইবে বলিয়া আমরা ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিলাম না।

গতকল্যকর দুর্ঘটনায় যে সমস্ত পরিবার শোকসন্তপ্ত, তাহাদের শোককে আমরা নিজেদের শোক বলিয়া গণ্য করি, আমরা সেই সব পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

(২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)

(২)

ভুলের মাশুল

গত শুক্রবার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করার জন্য পাক-গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ব্যবস্থা পরিষদে এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন; উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বহু বিলম্বে এবং অবাঞ্ছিত ঘটনার পর মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের আংশিক শুভবুদ্ধি উদয় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করণে মন্ত্রিসভা ও তাদের সমর্থক দল কতটা দৃঢ়তা দেখাইবেন, এ সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের অবসান হয় নাই। বিশেষতঃ যেসব ঘটনার পর উক্ত প্রস্তাব পেশ ও গ্রহণ করা হয় উহাই মন্ত্রিসভার উপর জনসাধানণের আস্থা-হ্রাস করিয়াছে।

প্রস্তাব পেশ কিরবার সময় জনাব নুরুল আমীন বলেন যে, গত বৃহস্পতিবারে সরাকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর বিরোধী বলিয়া মনে করার নানরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সেরূপ বিরোধিতা করার ইচ্ছা সরকারের নাই। ইহাই যদি প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভার প্রকৃত বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ২১শে তারিখের পূর্বেই উহা প্রকাশ না করার কারণ দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইতেছে। এমন কি ২১শে তারিখের সমাল বেলাতেও এরূপ একটা বিবৃতি মন্ত্রিসভার তরফ হইতে প্রকাশিত হইলে পরবর্তী মর্মন্তুদ ঘটনা হইত না এবং আমাদের বিশ্বাস, কতকগুলি অমূল্য জীবনেরও অবসান হইত না। সুতরাং নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াই থাকে, তাহা হইলে সেজন্য জনসাধারণকে দোষ দেওয়া যায় না।

শহরে ১৪৪ ধারা জারীর কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, কোনও কোনও লোক শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অচল করিতে চায়। ২২শে তারিখে প্রকাশিত সরকারী বিবৃতিতেও এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে সকল তথ্য আছে তাতে জানা যায়, বেআইনী কার্যকলাপের দরুন আজকের (অর্থাৎ ২১ শে তারিখের) অবাঞ্ছিনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, যাহাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নাই। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এতদিন জনসাধানণের নিকট এসব তথ্য যতদূর সম্ভব উদঘাটন করা হয় নাই কেন? যদি পূর্বাহ্ণেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার মনোভাব প্রকাশিত হইত এবং দেশবাসীর নিকট রাষ্ট্র-বিরোধীদের কার্যকলাপ প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে গুলি চালান বন্ধ হত। ১৪৪ ধারার প্রয়োজন হইত না। মন্ত্রিসভা আজ নিজেদেরে যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাকে কেবল সুস্পষ্ট অভিযোগ দ্বারা দেশের জনসাধারণকে স্বীকৃতি বা তাহাদের আস্থা অর্জিত করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশে জনসাধারণ শান্তি ও শৃংখলাকারী বা রাষ্ট্রবিরোধীদের কখনও সহ্য করিবে না। ছাত্রসমাজের দেশাত্নবোধের উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সুতরাং সরকার আজ তাঁহাদের খোলা ঢেল টেবিলে রাখুন। সব তথ্য হয়ত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু

যথাসম্ভব প্রকাশ করুন। আমরা তাহদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের ছাত্রসমাজ, আমাদের দেশের জনসাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভা ভুলের পর ভূল করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নিজেদের গণনেতা বলিয়া দাবী করেন। সর্বজনবিদিত যে, জননেতা তাহারাই, যাদের পরিপূর্ণ যোগাযোগ আছে জনতার অন্তরের সঙ্গে, সংকটকালে তাঁহারা ‘সঙ্কটকালে তাঁরা.........জনতাকে সুষ্ঠুপথে চালিত করিতে পারেন। এই মাপকাঠিতে জনাব নুরুল আমীন ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিচার করিলে তাহাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তা নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহাই হোক বর্তমান মন্ত্রিসভার বিচার দেশের জনসাধারণই করিবে। কিন্তু আজ তাহারা যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সমাধান তাহাদেরই করিতে হইবে। এখন তাহাদেরই ভুলে যে অবাঞ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার সমাধানের জন্যই তাহাদেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। এটা তাহাদের ভুলের মাশুল এবং তাহা দেওয়া হইবে যদি তাহারা অহেতুক প্রেষ্টিজ ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন এবং উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ আস্থাভাজন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে এবং দেশের কল্যাণের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

(২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ও মীর্জা গোলাম হাফিজের বিরুদ্ধে সরকারের আটকাদেশ সংক্রান্ত তথ্য	সরকারী	২৪ মার্চ ও ৪ এপ্রিল, ১৯৫২

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
Home Department
Special Branch
ORDER

No. 842-U.S. Dacca, the 24th March, 1952.

Whereas the person known as Muzaffar Ahmad Chaudhuri, son of Moulvi Obaidullah of lbrahimpur, P. S. Lakshmipur, Dist. Noakhali, and of University Quarters at the gate of the Dacca University, Dacca, is detained in the Dinajpur Jail under the provisions of section 41 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951).

And whereas having considered the materials against the said person the Governor is satisfied that with a view to preventing the said person from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order, it is necessary to make the following order for the purpose of continuing his detention:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the said Act the Governor is pleased to direct:

(a) that the said person shall subject to the provisions of section 18 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act be detained until further orders;

(b) that, subject to the provisions of clause (a) of this paragraph the said person shall until further orders, continue to be detained in the Dinajpur Jail; and

(c) that during such detention the said person shall be subject to the conditions laid down in the East Bengal Public Safety (Security Prisoners) Rules, 1951.

By order of the Governor
M. F. BAR1
Asstt. Secy, to the Govt, of East Bengal.

[Communication of grounds of detention under section 19 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws 1951<East Bengal Act No. XXXVIII of 1951).]

In pursuance of section 19 of the East Bengal Public Safety Ordinance 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951), as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act XXXVIII of 1951), you Prof. Muzaffar Ahmad Chaudhuri, son of Maulvi Obaidullah of Ibrahimpui, P.S. Lakshmipur, Dist. Noakhali and of University Quarters at the gate of the Dacca University, Dacca, at present detained in the Dinajpur Jail under Order No. 842-H.S., dated 24th March 1952, made under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 17 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act are hereby informed that your detention has been considered necessary on the following grounds:

1. That you have been and are associated with the illegal activities of a secret association in the district of Dacca, the object of which is to overthrow this Govt. (i.e. Govt, of East Bengal) by violent means and that during the years 1947, 1948, 1951 and 1952 (till your arrest you were concerned in prejudicial and disruptive activities in the district of Dacca against the Govt, and particularly in the months of December 1947; January, February and March, 1948; June 1951 and February 1952 (till your arrest you along with some anti-State elements held meetings and made prejudicial propaganda amongst the people of Dacca district as well as the students of the Dacca University and incited them against the Govt, with the ultimate object of overthrowing the Government of East Bengal. Furnishing any more facts and particulars other than those given above would be against public interest.

2. That all your activities mentioned above threaten and are likely to endanger the existence of public order and safety in this province.

3. You are further informed that you have a right to make a representation in writing to this Govt, against the order of detention made against you, and should you wish to do so you should send the representation to the undersigned through the Superintendent of Dinajpur Jail, where you are at present detained.

By order of the Governor
M.F.BARI,
Asstt. Secretary to the Govt, of East Bengal
Home (Special) Department.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL
Home Department
Special Branch
ORDER
No. 1220 H.S. Dacca, the 4th April, 1952.

Whereas the person known as Mirza Golam Hafiz, son of late Mirza Asimuddin, of Atwari, District Dinajpur and of 40/1, Abdul Hadi Lane, P. S. Kotwali, District Dacca, is detained in the Dacca Central Jail under the provisions of section 41 of the East Bengal Public Safety Ordinance, 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951 (East Bengal Act No. XXXVIII of 1951)

And whereas having considered the materials against the said person the Governor is satisfied that with a view to preventing the said person from acting in any manner prejudicial to the public safety and the maintenance of public order, it is necessary to make the following order for the purpose of continuing his detention:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 17 of the East Bengal Public Safety Ordinance,. 1951 (East Bengal Ordinance No. XXI of 1951) as enacted and continued in operation by the said Act the Governor is pleased to direct:

(a) that the said person shall subject to the provisions of Section 18 of the said Ordinance as enacted and continued in operation by the said Act be detained until further orders;

(b) that, subject to the provisions of clause (a) of this paragraph the said person shall until further orders, continue to be detained in the Dacca Central Jail; and

(c) that during such detention the said person shall be subject to the conditions laid down in the East Bengal Public Safety (Security Prisoners) Rules, 1951.

By order of the Governor,
M. F. BARI
Asstt. Secy, to the Govt, of East Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশঃ পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবী	দৈনিক আজাদ	১৭ ও ১৮ জানুয়ারী ১৯৫৩

১৭ জানুয়ারী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) আরমানীটোলা ময়দানে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন উদ্বোধন হয়। সম্মেলনে প্রদেশের নয়টি জেলা হইতে আগত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, দেশের বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনকল্পে অবিলম্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি মন্ত্য করেন যে, দেশের বর্তমান গঠনতন্ত্র ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রেরই নামান্তর মাত্র। মুসলিম লীগ সরকার ধনী শ্রেণীর ধন বৃদ্ধিকেই সহায়তা করিয়াছে শুধু। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের কোন চেষ্টাই করে নাই। দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া পাকিস্তানের সমৃদ্ধিতে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্যই গণতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

গনতন্ত্রী দলের আহবায়ক জনাব মাহমুদ আলী তাঁহার বক্তৃতায় গণতন্ত্রী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন যে, দেশ শাসনে মুসলিম লীগ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। গত পাঁচ বছর লীগ শাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশবাসীর দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করিয়া তিনি কবলেন যে, উহা নিরপেক্ষ নীতি নয় এবং উহা প্রাশ্চাত্য সাম্রজ্যবাদী ব্লকের প্রভাবাধীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত পাকিস্তানের জড়িত থাকবার কথা উল্লেখ করেন।

১৯ জানুয়ারী

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। অপরাহ্নে বিপুল জনসমাবশে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব দবিরউদ্দীন আহমদ চৌধুরী। সভায় গণপরিষদের সদস্য পাঞ্জাবের জনাব সর্দার শওকত হায়াত খান, জনাব আবদুস সালাম, জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

জনাব শওকত হায়াত খান তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান সরকার ও মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের সমালাচনা করিয়া বলেন যে, উক্ত রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে। পাকিস্তানে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান। তিনি বলে যে পশ্চিম পাকিস্তানের গদীতে আসীন থাকিয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের সঠিক সন্ধান রাখা এবং তাহা নিরসনের উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কল্পনা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা এই প্রদেশের বিবিধ উন্নতির উপয় নির্ধারণ একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দ্বারই সম্ভব। এই কারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে সম্মিলিতভাবে কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন শুরু করিতে উপদেশ দেন।

গণপরিষদে পূর্ব বংগের যে সকল সদস্য মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের আশু পদত্যাগের দাবীতে জনমত গঠনের জন্যও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীকে উপদেশ দেন।

সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠন করা হয় নাই। মুসলিম লীগ সরকারের গদীর নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা গঠন করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্থান পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দলের উদ্দেশ্যে ও কর্মপদ্ধতি ভবিষ্যতে একইরূপ হইবে বলিয়াও তিনি তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

সভায় জনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলের সভাপতি, জনাব মুজিবর রহমান খান (সম্পাদক, 'চাষী'), জনাব আব্দুল জববার (খুলনা), জনাব দবির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (সিলেট), জনাব মহিউদ্দীন আহম্মদ (সম্পাদক, 'আমারদেশ'), ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে (চাঁদপুর) সহসভাপতি; জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক এবং জনাব আতাউর রহমান (রাজশাহী) ও দেওয়ান মাহবুব আলীকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। ইহা ছাড়া ২১ জনকে সভ্য নির্ধারণ করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্তান পার্টির সহিত একযোগে কাজ করিবার উদ্দেশ্য উভয় পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপন্থা স্থির করিবার জন্য আজাদ পাকিস্থান পার্টির সহিত আলা-আলোচনা চালাইবার ক্ষমতাও নবগঠিত কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দমন নীতি: রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	১-১৫ জুন, ১৯৫৪

PAKISTAN OBSERVER

June 1,1954

About 190 persons arrested throughout Province, Promulgation of Section 92-A welcomed in West Pakistan.

(By A Staff Reporter)

General sense of disappointment and frustration prevails among the people in the city since the imposition of 92-A in Province. Contingents of Army continue to patrol the city through-fates and guard the strategic points. It may be mentioned that since the Adaiujee disturbances Armymen were posted in the city as a precaution against any possible breach of peace.

About 190 arrests were made throughout the province yesterday (Monday) evening which include Mr. Shaikh Mujibur Rahman, one of the members of the former Huq Cabinet, Mirza Gholam Hafiz, MLA, Mr. Gholam Quader Choudhury, MLA.

Chittagong Arrests

A report received here from Chittagong says that 17 persons were arrested on Monday among whom Mr. Zahur Ahmed Choudhury, MLA and Mr. A. Aziz, Secretary of the District Awami League, are prominent.

At Sylhet

Mr. Mahmud Ali, MLA, Secretary -General, Pakistan Ganatantri Dal was reported to have been arrested at Sylhet on Sunday night.

At Bogra

As a precautionary measure section 144 has been promulgated at Bogra and some arrests have been made according to reports received in Dacca.

APP adds : The situation in East Pakistan was quiet and normal and no untoward incident has occurred anywhere in the districts according to reliable reports received here till this evening.

Dacca city life was queit normal and people were seen busy in Eid purchase.

Tension existing since the recent rioting in the Adamjee Jute Mills has also died down and the Mill is expected to restart functioning from June 6.

188 person have been arrested under Public Safety Act and other specific charges all over the province till this evening.

Pre-sensorship has been imposed on all the local papers.
Another A.P.P. report from Karachi, dated May 31 says:

Mr. Ghulam Ali Talpur, Speaker, of the Sind Legislative Assembly and Vice-President of All-Pakistan Muslim League has issued the following statement to the press:
"I sincerely congratulate His Excellency the Governor-General and Hon'ble the Prime Minister of Pakistan for their timely action of removing the Fazlul Huq Ministry in East Bangal.

1 condemn with all emphasis the attitude of Mr. Fazlul Huq in non-cooperating with the Central Government and his design of breaking the solidarity of East and West Pakistan.

I assure His Excellency the Governor-General and the Prime Minister that the entire people of Sind are behind them".

Frontier Chief Minister

Peshawar, May 31: The Frontier Chief Minister Sardar Abdur Rashid, who returned here from Karachi this morning after about ten days, declared that people of the Frontier Province would stand by the Centre in any action that they might take to preserve the integrity and solidarity of the State.

Commenting on the imposition of section 92-A in East Bengal the Chief Minister said on his arrival. 1 am sure that every true Pakistani has received the news with great relief and will laid and endorse this wise decision of the Governor-General and the PrimeMinister of Pakistan. To us no price can be too dear for keeping the integrity and solidarity of Pakistan. We shall stand by and support the centre in any action that they may consider necessary towards that end.

(By A Staff Reporter)

According to latest information received from the Police Control, Dacca at 2.30 a.m. this morning (Tuesday), the number of arrests throughout the province is 209. Of these, 144 were arrested in Dacca City and Narayanganj and the rest in the districts.

June 3, 1954.
2 more M.L.A's arrested. Total arrests: 484.
(By a Staff Reporter)

According to information received from the Dacca Police Control at 2 a.m. (Thuesday), the total number of arrest made throughout the Province following the Imposition of section 92-A rose up to 484.

With the arrest Mr. Altaf Hossain (Mymensingh) and Mr, Azizur Rahman Khondoker (Rangpur) the number of M.L.A's so far arrested totals 9.

Mr. Sajid Ali, Assistant Secretary of the former Chief Minister Mr. A.K. Fazlul Huq is also among those arrested.

The situation in Dacca remains quiet. No untoward incident anywhere in the Province was reported till late hours on Wednesday night.

An earlier APP message said: Total number of persons arrested so far is 435 states a Press note here yesterday.

June 6, 1954.
More arrests in Districts.

Barisal, June 6 : Five persons including Mrs. Monoroma Bose, Mrs. Sujata Das Gupta and Mr. Nurul Islam, B.L, have been arrested under the East Bengal Public Safety Ordinance on May 3I-UPP.

Khulna, June 6: Several persons including Mr. Nepal Das of the Communist Party have been arrested under the Public Safety Ordinance on May 31.

Dr. Atulendra Nath Das was also arrested under the Safety Ordinance on June 1-UPP.

(*From a Correspondent)*

Kliulna, June 1: Mr. Devendra Nath Das, MLA and two Communist workers have been arrested by local police under the East Bengal Special Power Ordinance.

Chittagong, June 6: 17 persons were arrested here under the East Bengal Public Safety Ordinance on May 31. -UPP.

Rajshahi, June 6: Several persons including Mr. Ataur Rahman, MLA, Sri Santu Bhaduri, Srimati Sonamani Lahiry and Mr. Momtazuddin have been arrested under the East Bengal Public Safety Ordinance on June 1.

The District Magistrate has promulgated Section 144 Cr. P.C. since the beginning of this week. -UPP.

(From our own correspondent)

Faridpur, May 31: It is reported that three Communist workers named Mokhlesur Rahman, Liaqat Hossain and Monawar Hossain were arrested today as a preventive measure taken by Government to maintain peace and under.

June 11, 1954.
772 arrested so far.

Another 38 persons have been arrested on June 10, making the total 772 says a Press note issued last night (Thursday) by the Government of East Bengal.

Mr. Khair Ahmed. MLA, has been arrested at Feni on June 8, under Safety Act, it is learnt and on the same day Mr. Mohammed Ullah, Secretary, Tippara District Youth League has also been arrested.

June IS, 1954.

890 persons detained so far.

(By a Staff Reporter)

Nine hundred and ten persons were arrested till yesterday (Monday) evening throughout the Province according to the information received from Official sources.

These figures also include 20 students who had already been released.

APP adds: The number of persons detained so far in the Province is 910 including 20 students who had already been released according to information received from official source last night (Monday).

Mrs. Selina Banu, United Front, MLA, was arrested in Pabna recently according to the same source.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে তমিজ উদ্দিন খানের রীট আবেদন	ঢাকা ল'রিপোর্ট পশ্চিম পাকিস্তান ৭ম খন্ড	..........১৯৫৫

154 TAMIZUDDIN KHAN VERSUS FEDERATION OF PAKISTAN
(W.P.C. SIND) VII. D.L.R.

[Excerpts from the Writ petition by Tamizuddin Khan against the dissolution of Constituent Assembly of Pakistan]

...............The petitioner's case is stated in para 11 which is reproduced below :

"The petitioner is advised that the alleged Proclamation is unconstitutional, illegal, ultra vires, without jurisdiction, inoperative and void on the following among other grounds:

(a) That His Excellency the Governor-General has no authority either under the Indian Independence Act of 1947 or under the Government of India Act, 1935 (as adapted by Pakistan or under any law for the time being in force in Pakistan) for issuing the alleged proclamation.

(b) It is denied that the Constitutional Machinery had broken down. It is submitted that the said allegation was made in the alleged proclamation merely with a view to justify the promulgation thereof. In any case the insertion of assertion of such allegation therein does not empower His Excellency the Governor-General to issue the alleged proclamation.

(c) Under the provisions contained in the India Independence Act 1947 the Constituent Assembly performs dual functions. It is invested with the higher overriding functions of acting as a supreme, sovereign, unfettered legislature and is also empowered to act as the Federal Legislature for the purposes of the Government of India Act 1935 (as adapted by Pakistan).

(d) The said proclamation recites that the Constituent Assembly could no longer function. If thereby it is purported or otherwise intended to dissolve the Constituent Assembly the said petitioner submits that the Proclamation is void as His Excellency the Governor-General has no power to dissolve the Constituent Assembly.

(e) It is denied that the Constituent Assembly has ceased to function. The Constituent Assembly cannot be dissolved by the Governor-General or any other authority except by the Assembly itself.

(f) The constituent Assembly even in its capacity as the Federal Legislature cannot be dissolved by the Governor-General. The power to dissolve the Federal Legislature was contained in section 19(2) (c) of the Government of India Act

1935 prior to August 15, 1947. Thereafter the said sub-section was omitted by and under the Pakistan (Provisional Constitution) Order of 1947. The Governor-General, therefore, does not possess any power to dissolve the Federal Legislature.

(g) As regards the Constituent Assembly exercising the powers of the Legislature of the Dominion, His Excellency the Governor-General has no jurisdiction, authority or power to dissolve it. The provisions regarding the summoning, adjourning a meeting, proroguing or dissolving the Constituent Assembly are contained in the rules framed by the Constituent Assembly. The President alone has the power to summon, adjourn a meeting of and to prorogue the Constituent Assembly. So far as dissolution is concerned it is provided that the Assembly could not be dissolved except by a Resolution assented to by at least two thirds of the total number of Members of the Assembly.

(h) It is therefore submitted that by virtue of alleged proclamation the Constituent Assembly could not be dissolved.

(i) His Excellency the Governor-General had no control over the Constituent Assembly (Constitution). In fact the acts passed by the Constituent Assembly in that capacity do not require his assent. It is provided that when a bill is passed, a copy thereof shall be signed by the President and it shall become law on being published in the Official Gazette of Pakistan under authority of the President." ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় আতাউর রহমান খানের বাংলায় বাজেট বক্তৃতা	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যবিবরণী	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

EAST PAKISTAN ASSEMBLY PROCEEDINGS

OFFICIAL REPORT OF THE THIRD SESSION, 1956

Volumne XV, No. 1.

17th September, 1956

BUDGET ESTIMATES, 1956-57

MR. ATAUR RAHMAN KHAN: আমি ১৯৬৫ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ পেশ করিতেছি। পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে গণপরিষদ গত মার্চ মাসে একটি আইন পাস করিয়া চলতি আর্থিক বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার জন্য গভর্ণরকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেন। তদানুসারে গভর্ণর এপ্রিল ও মে মাসের বরাদ্দকৃত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ২৬শে মে তারিখে শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা প্রচার করেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতাবলী পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তখন জাতীয় পরিষদের কার্য বন্ধ থাকার দরুন প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারার (৩) উপ-ধারার (গ) দফায় এবং ২৩০ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৫৬ সালের ১ লা জুন হইতে ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ব্যয় মঞ্জুর করেন। অনুরূপভাবে ৩১শে আগষ্ট তারিখেও প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হইতে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এইসব কারণ আমি এখন চলতি আর্থিক বৎসরের অবশিষ্ট ছয় মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাবই পেশ করিতেছি মাত্র। এই সঙ্গে আমি সভার সদস্যদের অবগতির জন্য গভর্ণর এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসাব-নিকাশ পাশাপাশি দেখাইয়াছি এবং মঞ্জুরীকৃত টাকা সমেত সারা বৎসরের মোট ব্যয়ের হিসাবও প্রদর্শন করিয়াছি।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার সবেমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মাফিক এই সরকার ২১ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। বিগত কয়েক বৎসরে দেশের সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই বরং নতুন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রদেশের জনগণ তাই আজ অন্তহীন। সমস্যার সম্মুখীন; আমাদের সরকার এইসব সমস্যা সমাধানে বর্তমান তৎপর রহিয়াছে। প্রকৃত সমাধান যদিও সময়সাপেক্ষ তবুও আশা করা যায় যে সত্বরই দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইবে। নূতন মন্ত্রীসভাকে কার্যভার গ্রহণ করিয়া পক্ষকালের মধ্যেই বাজেট পেশ করিতে হইতেছে। এই স্বল্পকালের ভেতর কোন বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। আগামী জানুয়ারী মাসে যখন বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেট ও ১৯৫৭-৫৮ সনের জন্য নূতন বাজেট পেশ করা হইবে, তখন মন্ত্রীসভা দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের জন্য পরিষদের সম্মুখীন হইবে।

জনকল্যাণই এই সরকারের একমাত্র লক্ষ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য মন্ত্রীসভা পাঁচসালা পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রয়ী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ খুবই অল্প। এই প্রদেশ অতীতে ভয়ানক রকমে অবহেলিত হইয়াছে। পাকিস্তানের লোকসংখার শতকরা ৫.৬ ভাগ এই প্রদেশে বাস করে। তাঁহাদের দারিদ্র প্রবাদ বাক্যে পরিনত হইয়াছে। তথাপি পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া উক্ত পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বরাদ্দ

বর্তমান বাজেটে নিমণরূপ বরাদ্দ ধার্য করা হইয়াছেঃ

বাজেট ১৯৫৬-৫৭

আয়

গতবৎসরের উদ্বৃত্ত	১,৫২
রাজস্ব	৩২,৬৫
ঋণ খাত হইতে প্রাপ্তি	১,২২,৮৪

ব্যয়

	১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে মে পর্যন্ত গভর্ণর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়	১৯৫৬ সালের জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়	১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ব্যয়	সমগ্র বৎসর ১৯৫৬-৫৭
রাজস্ব খাতে ব্যয়	৪,৬৬	৯,৩০	১৮,৯৪	৩২,৯০
মূলধন খাতে ব্যয়	২,৯৫	৬,৩৩	১২,৩৭	২১,৬৫
ঋণ খাতে ব্যয়	১৪,৮২	৬৩,৭৬	৫২,৬৮	১,০১,২৬
উদ্বৃত্ত	...	...	...	১,২০

১৯৫৫-৫৬ সালের শেষ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট-জেনারেলের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাবে, ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব খাতে আদায় হয় মোট ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই সকল সংখ্যার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে; কারণ দেখা যায় প্রারম্ভিক হিসাবে কোন কোন কেন্দ্রীয় ট্যাক্সর প্রাদেশিক সরকারের হিস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় মঞ্জুরীকৃত সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা হয় নাই। গত বৎসরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে পূর্ব সালের তুলনায় এই বৎসরে আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ ভূমি রাজস্ব। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় এবং ইহাতে প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের বিধান করা হয়। গত ছয় বৎসরে এই আইন পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। বর্তমান আর্থিক সারের সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব দখলের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যসূচিতে দখলকৃত জমিদারী হইতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট রফতানী শুল্কের হিস্যা বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এবং বিক্রয় করের হিস্যা বাবদ আরও ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জমিদারী দখল করার দরুন ‘‘স্ট্যাম্প’’ খাতে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কৃষি ‘‘আয়-কর’’ বাববদ ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

ব্যায়ের খাতে যদিও আইন পরিষদকে ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাব বিবেচনা করিতে হইবে, তথাপি তুলনা করিয়া দেখার সুবিধার্থে গোটা বৎসরের হিসাবই আলোচনা করা হইতেছে। মার্চের প্রাথমিক হিসাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের রাজস্ব ব্যয় ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, তদস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট বাবাদ ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন খাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে হিসাবের বিসত্মৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজস্ব খাত হইতে ব্যয় করা হয়। উহাদের জন্য ২ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিভিল ওয়ার্কসে ৯৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। বস্ত্ততঃ প্রায় সমস্ত জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে মোট ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। জনকল্যাণমূলক কার্যের চাহিদা মিটাইতে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। কিভাবে রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, মন্ত্রীসভা সেই বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। আবশ্যক হইলে নতুন করা ধার্য করিয়া জাতীয় গঠনমূলক কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিল পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

গত বৎসরের মূলধন খাতে খরচ হইয়াছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অথচ এই বৎসর আমরা ঐ খাতে বরাদ্দ কারিয়াছি ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা, কর্ণফুলী পরিকল্পনা, বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ইত্যাদি দেশের ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি বাবদ ব্যয় মূলধন খাত হইতে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত কয়েক বৎসরের মূলধন খাতে গড়পড়তা ব্যয় ছিল বার্ষিক ৫ কোটি টাকার মত। ১৯৫৬-৫৭ সারের বাজেটে ২১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কাজ ত্বরান্বিত করিয়া সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করাই সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারের গৃহীত ঋণ রাষ্ট্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিভিন্ন প্রকারের ডিপোজিট ও এ্যাডভান্স, যথা-সিভিল, রেভিনিউ এবং ক্রিমিনাল কোর্ট ডিপোজিট, ডিপোজিট অব লোকাল বডিজ ইত্যাদি ঋণ খাতে হিসাব দেখানো হয়।

চলতি বৎসরের বাজেটের কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয় নিমেণ বর্ণনা করা হইতেছেঃ

ভূমি রাজস্ব

ভূমি রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রদেশের সমস্ত খাজনা আদাযকারী স্বত্ব দখলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী দখল ও

প্রজাস্বত্ব আইনের সরাসরি দখলের বিধান অনুযায়ী সরকার প্রদেশের মোট ৫০,০০০ টাকা ও তদূর্ধ্বের বার্ষিক আয়বিশিষ্ট বড় বড় জমিদারগুলি দখল করার পর এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, অতঃপর সরাসরিভাবে দখল করা আর সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং, অবশিষ্ট সমস্ত রাজস্বভোগীদের স্বত্ব বর্তমান বৎসরে দখল করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

বন

চলতি আর্থিক বৎসরে এই প্রদেশের রক্ষণ ও বন সম্পদের উন্নতির জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বর্তমান স্টক সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগ কর্তৃক বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের বন হইতে কাঠ সংগ্রহ পরিকল্পনার জন্য ২১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান বেসরকারী বন আইন মোতাবেক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনীত বেসরকারী বনসমূহ বেসরকারী বন সংরক্ষণ পরিকল্পনা মতে পরিচালিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বনসমূহের সংস্কার পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সেচ

সেচ কার্যের জন্য ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সেচ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কর্ণফুলী পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহার জন্য বাজেটের ৪ কোটি বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজ সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি ভাগে এই পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইবে।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা আকেরটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। ইহার জন্য ক্যাম্প, অফিস গৃহ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ প্রায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রধান এবং শাখা খাল খননের কাজ অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহের ভিত্তি স্থাপনের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য বাজেটে ৭০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় বাকী অংশের সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা তৈয়ারীর উদ্দেশে জাতিসংঘ প্রেরিত একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চল জরীপ করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে উহার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ পরিকল্পনা। উহার জন্য আনুমানিক ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। বাজেটে উহার জন্য ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী একটি উপ-পরিকল্পনা (তিস্তা পরিকল্পনা প্রথম পর্যায়ে) তৈরী করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনায় আনুমানিক ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হইবে। উহার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উপ-পরিকল্পনাটির জন্য বাজেটে ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত অধিক খাদ্যশষ্য উৎপাদনের জন্য অনেকগুলি জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি উন্নয়ন ও বার্ষিক ৮০ লক্ষ মণ অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনই এই পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্য। উহাদের জন্য বাজেট ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

প্রদেশের বন্যা সম্যার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ জরীপে কার্যের কর্মসূচী প্রণয়ন, তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত কার্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা কমিশন গঠন করিয়াছেন। একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হইয়াছে। জরীপ ও তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য বন্যা কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধামেত্মর পরিপ্রেক্ষিতে দশটি স্বল্পমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বন্যা কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অতঃপর উহা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরীর জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। পাকিস্তান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দুইটি, যথা (১) জরীপ ও তদন্ত এবং (২) রংপুর জিলার কালাপনী বাঁধ সম্প্রসারণ কার্যের আশু ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয় কার্যই আরম্ভ করা হইয়াছে।

কালাপনী বাঁধ নির্মাণের কাজ বেশ অগ্রসর হইতেছে। এই বাঁধ নির্মিত হইলে যমুনা নদীর বন্যার ব্যাপক ধ্বংলীলা হইতে প্রায় ৫২ বর্গমাইল পরিমিত শস্য উৎপাদনকারী এলাকা রক্ষা পাইবে। পাকিস্তান সরকার এ যাবত অন্যান্য আরও বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও ১২টি সেচ ও জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা রহিয়াছে। বর্ষা শেষে এইসব পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইবে। জল নিষ্কাশনের সুবিধার্থে সরকার খাল সংস্কার করিবার জন্য বহুসংখ্যক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব পরিকল্পনা বন্যার তীব্রতা হ্রাসে সাহায্য করিবে।

শিক্ষা

শিক্ষার খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সাধারণ প্রয়োজনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনারদির জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশে বাংলা একাডেমী স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই একাডেমী কালক্রমে শুধুমাত্র অন্যান্য ভাষায় লিখিত দর্শন, কারিগরী বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ কেন্দ্ররূপেই গড়িয়া উঠিবে না, বরং ইহা বাংলা ভাষার অভিজ্ঞ পন্ডিত ও শিক্ষার্থীগণের একটি গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্ররূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ঢাকা কলেজ ধানমন্ডাই এলাকায় নতুন গৃহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কলেজের ছাত্রাবাসের নির্মাণ কার্যও শুরু করা হইয়াছে।

ইকবাল হলের বর্তমান গৃহের স্থলে একটি নূতন গৃহ নির্মাণের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইডেন গার্লস কলেজ ও হোষ্টেলের জন্যও নতুন গৃহ নির্মাণ করা হইবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যাহাতে দেশের বালকগণ নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য সরকার চট্টগ্রামে একটি ক্যাডেট কলেজ স্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে ব্যয় হইবে উহার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রাদেশিকসরকার জমি প্রদান ও এককালীন খরচের অংশ বহন করা ছাড়াও এই পরিকল্পনা বাবদ বার্ষিক পুনঃপৌনিকভাবে যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে উহা বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিবেন। কারিগরী শিক্ষা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকার বর্তমান বৎসরের জন্য গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি ও সাহায্য বাবদ ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৎসর সরকার এই বাবদ মোট ৬ লক্ষ

৫৩ হাজার টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে এই বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার যাহাতে ত্বরান্বিত হয়, সেই জন্য সরকার খুব উদ্বিগ্ন। তদুদ্দেশ্যে ৪ লক্ষ টাকার স্বাভাবিক বরাদ্দ ছাড়াও বাজেটে আরো অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য স্বাভাবিকভাবে বরাদ্দকৃত ১০,০০০ টাকা ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

এই খাতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান পরিকল্পনার জন্য বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বহনযোগ্য নূতন এক্সরে যন্ত্র এবং ষ্টেরিলাইজার ক্রয় বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ক্লাশ খোলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ কলেজের গৃহনির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে। সরকারী হাসপাতালসমূহে ঔষধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সরকার প্রদেশের মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করিবার দাবী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। কাজেই আর্থিক বৎসরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯৪৯-৫০ সালে বি,সি,জি, টিকা প্রদান কর্মসূচী গৃহীত হয়। এবং ক্রমাগত বাধিত হারে ইহার কাজ অগ্রসর হইতেছে। চলতি সনের বাজেটে এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া মশক নিবারণী ও ম্যালেরিয়া নিরোধ অভিযান চালান হইতেছে এবং বন্যাপীড়িত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। গৃহীত ক্রমসম্প্রসারণ কর্মসূচী অনুয়ায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য ৫০ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়া রোগমুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সুতরাং এই বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। শহর এলাকায় ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত আংশিকভাবে চারিটি জেলায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থ্যাবলী প্রাদেশিক সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পদে চাকুরীর বাবদ প্রতি বৎসর ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আরো কতকগুলি ডিসপেন্সারী প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আনার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট স্থাপন করিবার জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বহু পূর্বেই প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইয়াছে।

কৃষি

কৃষিখাতে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি স্কুল ও কৃষি কলেজের জন্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা বাদে কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অধিকতর ব্যাপকভাবে কৃষি গবেষণা চালাইবার জন্য বর্তমান বৎসরের বাজেটে বর্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ এই বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মৎস্য

এই খাতে বাজেটে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকাংশ প্রোটিনজাত খাদ্য মাছেই পাওয়া যায় এবং প্রদেশের মৎস্য সম্পদকে প্রকৃত ‘সোনার খনি’ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সম্পদকে এ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হয় নাই। ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য পালন ও সংরক্ষণ আইন এ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চালু করা হয় নাই। বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নীতি হইতেছে এই আইনের বিধানসমূহকে কার্যকরী করা এবং মৎস্য, ডিম্বও পোনা মাছ ধ্বংস বন্ধ করা।

সেই মতে মৎস্য ডিরেক্টরেটকে (১) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ দ্বারা দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ও (২) মাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং নষ্ট মাছের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার পদ্ধতি নিরুপণের জন্র ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে অধিক পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিভিল ওয়ার্কস

রাস্তাঘাট এবং সরকারী ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ বাবদ ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই খাতে পূর্বে গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যায়ের অঙ্ক ছিল ৪ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই খাতে আমরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। বাজেটে বহুসংখ্যক জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

খাদ্য

বর্তমান বৎসরের আনুমানিক খাদ্য ঘাটতি ৭ লক্ষ টন। বর্তমান বাজেটে এই ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার নিমেণাক্ত স্থানসমূহ হইতে খাদ্রশস্য পাইবার আশ্বাস পাইয়াছেনঃ

পশ্চিম পাকিস্তান	..	..	৯৪,৩৭৫
ব্রহ্মদেশ	..	..	৬১,৪৫০
যুক্তরাষ্ট (আমেরিকা)	..	..	৪,১৪,৭১৩
ভারত	..	..	২৫,০১৯
সিংহল	..	..	১,০০০
জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল	..	..	৩,২২৩
সোভিয়েট রাশিয়া	..	..	৪০,০০০
চীন	..	..	৬০,০০০
		মোট-	৬,৯৯,৭৮০

ইহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিপুর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাদবাকী খাদ্যশস্য হয় আসিবার পথে, না হয় উক্ত দেশগুলিতে জাহাজে বোঝাই হইতেছে। এতদুপরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সাহেব গত ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরও ১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত দেশ হইতে খাদ্যশস্য জাহাজে আনয়ন করার বিশেষ অসুবিধা বিধায় আমরা অন্যান্য দেশ হইতেও খাদ্যশস্য অতি সত্বর আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। যখন সমস্ত আমদানীকৃত খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিবে তখন খাদ্যাবস্থা শুধু স্বাভাবিকই হইবে না বরং সঞ্চয়ের জন্য যতেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য হাতে রহিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী

এতদুদ্দেশ্যে বাজেটে ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পল্লী উন্নয়ন কার্যসূচী ১৯৫৫-৫৬ সালে বিশেষ কার্যকরী করা হয় এবং বর্তমানে উহা সমেত্মাষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। তেজগাঁও, দৌলতপুর ও গাইবান্ধার অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনদল কর্মী তেজগাঁও, দৌলতপুর, ফুলতলা ও গাইবান্ধা থানাসমূহে তিনটি বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা সমেত্মাষজনকভাবে কার্য করিতেছেন। যে দুই দল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী এই বৎসর পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নূতন উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৫ জন মহিলার একটি দলও তেজগাঁও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বর্তমানে তিনটি উন্নয়ন এলাকায় নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানের ব্যবস্থা মাফিক ৬০-এর পরিবর্তে ১২০ জন কর্মীকে শিক্ষা দিতে পারে; সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কথাও চিন্তা করা হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক কর্মী তৈয়ার করা-যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র প্রদেশে উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মচারীদের ভিতরে পল্লীমুখী মনোভাব সৃষ্টির জন্য এবং যে সমস্ত কর্মচারী সরাসরি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের নূতনভাবে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি ‘‘একাডেমী’’ প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সিভিল সার্ভিস কর্মচারীদিগকে এই ‘‘একাডেমীতে’’ কিছুকাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এই প্রদেশে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী গ্রহণ করিবার আগে এই কর্মসূচী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারেন। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনার সাহায্যে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কার্য ত্বরান্বিত হইবে।

উপসংহারে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া আমি বলিতে চাই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব সবেমাত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রেও আমাদের সুযোগ্য নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বন্যা ও খাদ্য সমস্যায় বিপন্ন দেশবাসীর খেদমত পূর্ণভাবে করা প্রকৃতই সুকঠোর কর্তব্য। আশা করি, পরিষদের মাননীয় সদস্যবর্গ ও দেশবাসীর সহযোগিতায় এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে দেশকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন প্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক ও যুক্ত নির্বাচনের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ	পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় কার্যবিবরণী	১২ অক্টোবর, ১৯৫৬

ELECTORATE ISSUE
(29th September)

MR. SPEAKER: Ladies and Gentlemen, we are now upon the threshold of the most momentous issue, namely, the electorate issue. The destiny of the millions of the people of Pakistan hangs in the balance in this respect. Whether there is a volume of demonstration on this side or on that side is beside the point. We, the legislators here, as the true representatives of the country in exercise of our freedom, in response to the voice of conscience-not in response to slogans and demonstrations should exercise our votes freely and conscientiously. We should conduct the proceedings of the House coolly, calmly and in a peaceful atmosphere. Now Mr. Khurshiduddin Ahmad of the Nizame Islam Party would move his resolution on Separate Electorate first.

(1st October)

Mr. KHURSHIDUDDIN AHMAD: Sir, I beg to move that the East Pakistan Assembly is of the views that elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of Separate Electorate.

সভাপতি মহোদয়, পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী এখানে কোন নূতন কথা নয় এবং আমার প্রস্তাবও নূতন কথা নয়। আপনি এক সময় বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী নূতন কথা এবং স্বাভাবিক বস্তু বিপরীত-আমি এ কথার দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করি। আল্লাহর সার্ববৌমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তানের জন্ম সম্ভবত ও সার্থক হয়েছিল। পাকিস্তানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ধর্মভিত্তিক এবং আদর্শভিত্তিক। যে আদর্শ রূপায়ণের জন্য পাকিস্তান এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছিল সে আদর্শ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ। পৃথিবীর অপরাপর ইসলাম বিরোধী যা কিছু শক্তি বা আদর্শ আছে তার প্রতিকূলে একথা বলা চলে যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়বোধ একটি নূতন কথা নয়। এটি কোরান শরীফের শাশ্বত বাণী-হাদিস এর ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে মতবাদ তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি। যদি এই পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অস্বীকার করা হয় তাহলে পাকিস্তানের দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়া হবে। ‘‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র’’ বিশিষ্ট মতবাদের রূপায়ণকে কেন্দ্র করে সম্ভব হয়েছে। ভৌগলিক মতবাদ বা বস্তান্ত্রিক মতবাদ থেকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ পৃথক। Secular State-সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মুখেবন্ধে প্রথমেই সমস্ত জগতের উপর এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যে জাতীয়তাবাদ তারই উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা অস্বীকার করা হয় আজ তাহলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করা হবে এবং তার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এবং কাশ্মীর, জুনাগড় ইত্যাদির দাবি প্রত্যাহার করতে হবে।

এই পাকিস্তানের জন্ম এই স্বাতন্ত্রবোধ থেকে হয়েছিল সেটা প্রমাণ করবার জন্য বেশী দূরে যেতে হয় না। কোরান থেকে দু'একটি কথা উদ্ধৃত করে আমার কথা যে অন্যায়ও কৌতূহলপ্রসূত নয় সেটা প্রমাণ করব। কোরান বলেছে যে সমস্ত মানবজাতি এক মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত। বিশ্ব মানব একই মানবতার শৃংখলে আবদ্ধ। এই ভিত্তিকে-এই আদর্শকে যদি আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি তাহলে মানব জাতির বিভেদ সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কেহ সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে- কেত সম্পুর্ণ অস্বীকার করেছে আবার কেহবা ২/৪/৭ আনা স্বীকৃতি দিয়েছে। এই প্রকার স্বতন্ত্রবোধ বৈষম্যের দরুন পৃথিবীতে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যুগে যুগে অবতার বা মহাপুরুষ বলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছিল এবং জাতিভেদ দূর করাই ছিল ইসলামের প্রচেষ্টা। ইসলাম প্রচার করল যে মানবজাতি এক। কিন্তু অস্বাভাবিক ভৌগলিক জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর মানুষকে বিভক্ত করেছে। China for chinese, India for Indians and Russia for Russians, এ কথা প্রমাণিত হতে চলেছে যে নিরাপত্তা কাউন্সিল মানব জাতির সার্বভৌমত্বের যোগসূত্র খুঁজে পায় নাই। মানবতার ধর্মভিত্তিক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সকল মর্যাদাকে যদি স্বীকার করি তাহলে মানব জাতির এই অধিকার লাভ সম্ভব হবে। কোরানের এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যও সে আদর্শকে পরিপূর্ণ করা জন্য পাকিস্তানের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, পাকিস্তানের দাবী ছিল দ্বিজাতি ভিত্তির উপর। এই দ্বিজাতিবাদ ভিত্তি করে দুটো আদর্শের সংগ্রামের উপর পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে অর্থাৎ বিশ্ব মানব সভায় পাকিস্তান বা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে পাকিস্তান জন্মলাভ করেছে। তখন ভারত বিভাগকে মাতা বিভাগ করবার সমপর্যায় মত বলা হয়েছিল। যারা পাকিস্তানের বিরোধীবাদী ছিল তাদের সঙ্গে সক্রিয় agreement, সমঝোতা করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। তারা পাকিস্তানের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আজকে যদি এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করা যায় তাহলে বলতে হবে যে পাকিস্তান দাবীর মূলে ধোঁকাবাজী ছিল। একথা কোন মানুষ বলতে পারে না যে কায়েদে আযম আমাদের ধোকা দিয়েছেন। সুতরাং আজকে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখান হয় তা অচল। (Noise) ....

আজ দ্বিজাতির ভিত্তি যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক body-র চাপে পড়ে সে আদর্শকে মুসলমান জাতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা সে আদর্শবাদ কি কারণে জলাঞ্জলী দিতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই হচ্ছে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের উৎস। আমাদের কোরান ও সুন্নাহ তাই বলে। সেটাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে আর একটি কোরান ও হাদিস পাওয়া গিয়াছে এবং মুসলমানদের বিশ্বমানব পরিকল্পনা আদর্শকে পরিত্যাগ করতে হবে। বলাবাহুল্য আমাদের কোরান ও হাদিস এই ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ কখনো সমর্থন করে না। আমি আপনার মাধ্যমে বন্দুদের জানাচ্ছি...

এই রকম নবকল্পিত ভৌগোলিক, সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জনাব ইকবাল মরহুম যা লিখেছেন আমি তা থেকে দু'একটি কথা উল্লেখ্য করছি- If Turky is left to seek forces of energy in the cretion of new loyal, such a patriotism and nationalism nourishes the strongest force against that culture. তুরস্ক, মিসর ও ইরানের আধুনিক মুসলমানদের দেশ কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদ নূতন জীবন শক্তির কল্পনায় লিপ্ত হয়েছে। এই দেশ কেন্দ্রীক জাতীয়তাবাদ সভ্যতার প্রকৃষ্ট প্রতিবন্ধকরূপ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, জাতীয়তাবাদের নামে যা বলা হয় সেটি অযৌক্তিক বলে জগতের মনীষীগণ একবাক্যে বলেছেন। জনাব ইকবাল মরহুম মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের এক নূতন সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কস বলেছেন, এটা unreasonable, তার মানে কৃষ্টি ও কালচারের বিরুদ্ধে মানব সভ্যতায় এটা একটি অপশক্তি ও অপকৌশল। এই অপকৌশল বর্তমান পৃথিবীকে দুটি যুযুৎসু শিবিরে পরিণত করেছে। একটি হচ্ছে রাশিয়ার communism বা সমাজতন্ত্রবাদ আর একটা হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ। এই দুটি মতবাদে সংঘর্ষ হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ যত সংগ্রামই করুন না কেন এ লড়াই

পৃথিবীকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। এই সংগ্রামের শেষ করতে হলে দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে মানব জাতির সীমার ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ আসবে সেটি। তাহলে দু'টি মতবাদের সামঞ্জস্য হতে পারে। জগতের শান্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে। পৃথিবী শান্তির দিকে অগ্রসর হবে। পৃথিবীর শান্তি আমাদের শান্তি যোগাবে। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রের Preamble-এ বলেছি যে পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা আমরা করব। আমাদের শাসনতন্ত্রের এই কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি ও মেনে চলি তাহলে বিশ্বমানবের শান্তির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবীর দরকার আছে। আর একটা কথা অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের Local Board, District Board, Municipality প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এবং National Assembly-র স্পীকার নির্বাচনে আংশিকভাবে Joint Electorate প্রথা আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমি বলতে চাই যে, Head of the state হচ্ছে Titular figure head যেমন English king হচ্ছে constitutionalt figure head, তাঁর নিজের কার্যাবলী কিছু নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Municipality, Local Board,-এর নির্বাচন আদর্শের সংগ্রাম নয়। সেখানে হচ্ছে আইন সভার সিদ্ধান্তের-Distic Board, Union Board- Lical Self Govt. Act যে সিদ্ধান্ত আছে তার রূপায়ণ।

একটা রাস্তা হিন্দু করল কি মুসলমান করল, একটা জলাশয় হিন্দু করল না খৃষ্টান করল এতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং সেখানে স্বতন্ত্র বা যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আইন সভার নির্বাচন একটা স্বতন্ত্র জিনিস। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সাংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের তাহজীব, তমুদ্দুন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন গোষ্টি, বিভিন্ন পরিবারের লোক দ্বারা এই আইনসভা গঠিত হয়।

আমি বলেছিলাম যে আমাদের বর্তমান সরকারকে আসি সেই সমস্ত নির্দেশের পথে আকৃষ্ট করতে চাই। সরকার গঠনের মধ্যে তিনটি বিভাগ থাকে- একটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিষদ, যাকে আমরা বলি বিধান পরিষদ। সেটা হল Legislative Body, সেখানে আইন প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইনের বিধান ঠিকমত প্রতিপালন করবার জন্য Executive Body বা শাসন কর্তৃপক্ষ। তৃতীয়টি হচ্ছে এই আইনের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তাদের যথাযোগ্য ন্যায়ের তুলাদন্ডের বিচার করে শাস্তি বিধান করে তা হচ্ছে Judiciary.

আমরা আজ এই আইন সভায় যে সমস্ত লোক এসেছি তারা বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন আদর্শের প্রতীকরূপেই এখানে মেম্বার হয়ে এসেছি। আমাদের নিজেদের constituency অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, তাহজীব, তমুদ্দুন বিভিন্ন, একথা স্বীকৃত সত্য। এই বৈষম্য থাকার কারণ হল আমাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের নিজের কথা বলবার জন্য আজ প্রতিনিধি হিসেবে এই আইন সভায় এসেছি। পৃথকভাবে নির্বাচন হওয়া একান্ত দরকার কারণ, কোন খৃষ্টান কোন মুসলমানের তাহজীব, তমুদ্দুন, প্রকাশ করতে পারে না, কোন হিন্দু জাতির মঙ্গলের রূপায়ণ মুসলমান প্রতিনিধিরা করতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং নানা দিক দিয়েই বৈষম্যের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিভিন্ন সমাজ হতে আগত মেম্বাররা সকলেই যে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী এ কথা স্বীকৃত সত্য। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় সত্তা কথার জন্য আইন পরিষদের নির্বাচন যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়াই বিধেয়। স্পীকার মহোদয়, একটা কথা শুনতে পাই যে আমাদের কায়েদে আযম যুক্ত নির্বাচনের সমর্থক ছিলেন। এটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা এবং স্বদেশ বিরোধী কথা। কায়েদে আযমের সমস্ত জীবনের দৃষ্টান্ত থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। তখন তিনি দুইটি জাতিকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের খামখেয়ালির জন্য তিনি পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। এই দাবী স্বীকৃত হবার পর আমার নূতনভাবে একথা উঠা নিতান্তই অসঙ্গত। আমি এই প্রসঙ্গে কায়েদে আযমের শেষ বাণীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের National Parliament- এর বক্তৃতায় যে কথা বলেছিলেন সেকথাবিজয়ী মুসলমানদের নিকট তার একটা শাশ্বত বাণী এবং বিজিত অমুসলমানদের প্রতি পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যাওয়ার একটা মস্তবড় আশ্বাসের বাণী। এই বাণীর আমরা তুলনা করতে পারি। আমাদের রাসুলুল্লাহ বলেছিলেন, তাঁর

বিজয়ের দিনে, ‘‘হে আমার বিজয়ী বন্ধুগণ! তোমরা যে জাতিই হওনা কেন, মনে রেখ, আজ প্রতিশোধ নেওয়ার দিন নয়; আজ শুধু প্রেম বিতরণ করা এবং দোষ ভুলে যাওয়ার দিন।’’ সুতরাং সেই যে কায়েদে আযমের বাণী সেটি অমুসলমানদের নিকট তৃপ্তি এবং আশ্বাসের বাণী এবং মুসলমানদের নিকট গৌরবের বাণী। বিজয়ী উৎফুল্ল মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোমরা হিন্দু মুসলমান একসাথে বসবাস কর। আমি এরূপ কল্পনা করতে পারি না যে এর অর্থ হতে পারে যে তিনি পৃথক নির্বাচনের দাবী নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। জুনাগড় সম্বন্ধে, কাশ্মীর সম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে নজর দিলেই সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে তাঁর সমগ্র জীবন প্রমাণ দিচ্ছে যে তিনি পাকিস্তানের যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। একথা সর্ববাদী সত্য। সভাপতি মহোদয়, গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয় যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন কায়েম হলে গণতন্ত্র ব্যাহত হবে। এ কথা মোটেই সত্য নয় ....

স্পীকার মহোদয়, আমি উপসংহারে বলতে চাই, যদি স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাক্ত হয় তাহলে সর্বপ্রথম কতা হচ্ছে, মুসলমানদের সনাতন, শাশ্বত মানবতার যে আদর্শ আছে সে আদর্শ হল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, তা ব্যাহত হবে। পাকিস্তানের মুসলমানদের দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচন পরিত্যক্ত হলে পূর্বোক্ত আদর্শকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়া হবে। যদি এই স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করা হয় তাহলে পাকিস্তানের সমাধি আজ নাহোক কাল রচিত হবে। যে বিশাল সংস্কৃতি এবং মানসিকতার বলে এই নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলমান জনগণ আজ সে আদর্শ বিস্মৃত হতে চলেছে। সেই বিস্মৃত আদর্শকে পুনরায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আজ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশে নব জাগরণের তূর্যনিনাদে মহাজাগরণের বাণী উঠেছে, আত্মাহুতির দাবী এসেছে। আজ পাকিস্তানে সে আদর্শের পরিপন্থী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই পরিবেশ নষ্ট করে দিতে হবে। পাকিস্তানে আমরা একজাত হয়ে যদি পাকিস্তানের থিওরী ভুলে যাই তাহলে কলকাতা আর সীমামেত্মর কোন ব্যবধান থাকবে না। অনাগত ভবিষ্যতে হিন্দু মুসলমানের ভোটে এবং মুসলমান হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হবেন কিন্তু তারা প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারবেন না। যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচন হয় তাহলে তারা সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। যদি হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে ভোট দেয় সেটা অত্যন্ত অন্যায় এবং মারাত্মক হবে। তার ফল সব দিক দিয়েই খারাপ হবে। আরও একটা কথা হচ্ছে যে পাকিস্তান যে বিশ্বমানবের মংগল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছে, সেই সার্বভৌম মানবতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে।

Mr. ABUL BASHAR MOHD. SULTANUL ALAM CHOWDHURY: Mr. Speaker. Sir, the question of electorate wliich is being mooted and debated here, I think, is one of the most outstanding and serious subjects that have been placed before this House in the last nine years of its splendid existence. I call it an outstanding and serious subject because, to me, it is not a political question pure and simple, as is often explained and interpreted by the exponent of Joint Electorate but with it are interlinked the very important religious and culture, questions and above all the safety and security of the state itself. Before entering deep into the main theme, sir, I think it behaves me to give in nutshell the genesis and history of separate Electorate in the undivided subcontinent of India.

In 1906 a deputation consisting of Nawab Mohsinul Mulk, Nawab Vikarul Mulk, Sir Syed Ali Imam, Hakim Azmal Khan, Mr. Justice Shahi Din and others under the leadership of the Aga Khan waited upon Lord Minto, the then Viceroy of India and demanded among other things the right of separate Electorate for the Muslims and that was agreed to and was in view of the political backwardness of the Muslims embodied in the Minto-Morley Reforms.

The period extending from 1915 to 1918 may be called the dawn of political consciousness in the Indian sub-continent. In that period the Indian Home Rule Movement gained momentum; Hindus and Muslims came on the same platform, so much so that a joint session of the Indian National Congress and the All India Muslim League was held at Lucknow to press united demand for self-Government and the Muslim and Hindu leaders hammered out a pact as a land mark in the history of the Hindu-Muslim unity known as the Lucknow Pact which later on formed the basis of Montague- Chelmsford Reform and the Government of India Act of 1919. Even in that historical Lucknow Pact the principle of separate Electorate was recognised and adopted. Again in the year 1935 the Report of the Joint Select Committee of the British Parliament also recommended separate Electorate and that was later on embodied in the Government of India Act of 1935. The first election under the Act was held in 1937. Mussalmans were elected on legislatures in large number; a ware of enthusiasm and political activity surged over the country inflaming the Mussalmans to hope and action. In that election the seed of the future Pakistan Movement was imperceptibly sown to bear the golden fruit eleven years later.

Then again, sir, election came in 1946 and that election was also held according to the principle of Separate Electorate envisaged in the Government of India Act of 1935. In that election the two main political parties of the Sub-continent had two distinct issues before them. The National Congress with a microscopic minority of muslim exponents stood for an undivided India on the principle of United Nationalism and the All India Muslim League stood for Pakistan or divided India on the principle of an ideological nationalism better known as the Two Nation Theory. The non-muslims voted for the Congress or the united nationalism and Mussalmans en masse voted for the Muslim League or the Two Nation Theory.

Then the Cabinet Mission visited India to find out a compromise between the two extremely contradictory and militant political ideologies and demands. The plan, they suggested, though accepted by the Muslim League, was intransigently rejected by the Congress on the question of grouping and as a result India was divided under the Mountbatten plan and Pakistan came into existence symbolising the hopes and aspirations of ten million Mussalmans of the Indian Sub-continent. So, Sir, Pakistan is a creature and off-spring of the Two Nation Theory.

What is that Two Nation Theory? I beg to explain that with the words of the Father of the Nation himself.

"We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or test of a nation. We are a nation of a hundred million and what is more we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion. Legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we area nation."

Mr. Speaker:, Sir, the conception of the two nation theory is not an invention or innovation of the Quaid-e-Azam in the political theories of Islam, the main springhead of

that conception is the Holy Quoran, the book of Allah. In illustration, therefore, I am giving the English translation of a verse of the Quoran.

"O. believers do not take the people other than you into confidence in your own affairs, they will have no stone unturned to destroy you, they love. What pains you, their hatred against you has found expression through their mouth and what their heart conceals is much more dangerous; I have shown you the signs if you can understand them.'"

There are many other verses in the Quoran which also substantiate and justify the two nation theory on which stands the superstructure of the mighty edifice of Pakistan.

Now 1 wish to observe that separate Electorate is the living symbol of the Two Nation Theory and the pith and marrow of our political Philosophy. The words of the Quaid-i-Azam will further illustrate this matter. He said, "we (the Hindus and Muslims) are different in everything. We differ in our religion, our civilization and culture, our history, our language, our architecture, music, jurisprudence and laws, our food and our society, our dress-in everyway we are different. We cannot get together only in the ballot box."

In view of these facts, I say acceptance of Joint Electorate will be tantamount to violating the eternal principles of Islam, subverting the very cause for which Pakistan stands, ignoring the evolutionary history of our political growth and forgetting the struggles and sacrifices undergone by our predecessors to secure for us a place of honour in the comity of nations.

Many of our friends on the treasury bench often endeavoured to convince us that secularism and nationalism are the order of the day and a state to be progressive and to keep pace with the dynamic forces of time has no other alternative but to take recourse to these two "isms" as the Summum Bonum or the highest good of political life. Let us, Mr. Speaker, sir, examine this preposition, secularism or laicism may be the guiding principles of that state which had no predetermined or premeditated programme or policy before its emergence. But the case of Pakistan was absolutely different. The policy and programme of Pakistan were chalked out beforehand. Quaid-i-Azam declared:

"Our bedrock and sheet anchor is Islam." He again said, "Pakistan not only means freedom and independence but the muslim ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure and which we hope, others will share with us.

These words falling upon a people proned to quick impulses, worked a mighty revolution, solidified the Mussalmans from Cape Camorin to the Himalayas and electrified them to heroic sacrifices and actions. Had secularism been the main idea there would have been no necessity of carving out an independent sovereign state under the name of Pakistan; the undivided Indian Subcontinent would have been wide and spacious enough for the cultivation and materialization of that idea.
So in the face of all these speaking of secular National State and Joint Electorate is tantamount to throwing into oblivion the memories of the great heroes and architects of

Pakistan, forgetting the untold miseries and in describable affections which befalls the muslims of India just before and after the birth of Pakistan and, in fact, it will be equivalent to passing a vote of censure on Pakistan herself

MR. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN:

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ আমরা পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ থেকে জাতীয় পরিষদের নিকট আমাদের opinion পাঠায় যে আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই, না পৃথক নির্বাচন চাই- যিনি পৃথক নির্বাচনের পথে resoultion move করছেন তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। তাঁর points শুনেছি। জনাব সুলতানুন আলমের বক্তৃতাও শুনেছি। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন তেকে আলোচনা শুরু হয়েছে যুক্ত নির্বাচন হবে কি পৃথক নির্বাচন হবে। Constitution এ এই provision আছে যে সকল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন প্রথা স্থির করে জাতীয় পরিষদের নিকট জানাবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, অনেক আলোচনা আপনি শুনছেন, ইসলামী principle-এর কথা শুনেছেন। পাকিস্তান কেন চেয়েছিলাম? আমার একটি কথা মনে পড়ে; পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যারা এক জাতিত্বে বিশ্বাস করতঃ পাকিস্তান হওয়ার পর তারা দুই জাতিত্বে বিশ্বাস করছে। মিঃ স্পীকার, স্যার ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্বভ্রাতৃত্বে। আজকে একদল লোক খোদাকে ছোট করতে চায়। একমাত্র মুসলমানের আল্লাহ? দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ নয়? এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। এইটুকু আলোচনা করতে চাই, যিনি দুনিয়ার মানুষের আল্লাহ, তিনি সমস্ত মানুষকে এক চক্ষে দেখেন। দুই জাতি, থিওরীর কথা বলতে বলতে কেউ বলেছেন পাকিস্তানে দুই জাতি আছে। জাতি হিসাবে যদি ধরা হয় তাহলে আমরা পাকিস্তানে ৫/৬/৭ জাতি আছি। মুসলমান জাতি, খৃষ্টান জাতি, শেখ জাতি, বৌদ্ধ জাতি, হিন্দু জাতি, পার্শী জাতি ইত্যাদি। অনেকেই বলেন তপশীলভুক্ত এক জাতি আছে। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান যে হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। আজকে আমাদের এই পরিষদ থেকে opinion দিব যে এই প্রদেশ যুক্ত নির্বাচন চায়, কি পৃথক নির্বাচন চায়। জাতীয় পরিষদে যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন হয় তখন সভাপতিত্ব করেছেন মিঃ গিবন। তিনি ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বিশ্বাস করেন না। তিনি আমাদের ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করে দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, একসঙ্গে ভোট দিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করেছে। এটা জায়েজ কিনা? মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা ধর্মের নামে যুগে যুগে exploit করেছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। আমি practical দিক দিয়ে আলোচনা করতে চাই। যুক্ত নির্বাচন জায়েজ, কি না জায়েজ তা প্রমাণ করবার মত মৌলানা ওদিকে আছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুসলমানেরা একটা পৃথক জাতি এবং পৃথক নির্বাচন ছাড়া ইসলাম থাকতে পারে না, ইসলাম বাঁচতে পারে না। ইসলামের নীতি উপেক্ষা করলে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। আমরা সারা দুনিয়ার ৫০ কোটি মুসলমান বাস করি। পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে চার কোটি লোক বাস করে। ইন্দোনেশীয়ার ৭ কোটি মুসলমান বাস করে; সেখানে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ইজিপ্টে মুসলমান ও খৃষ্টান আছে, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। টার্কীতে প্রেসিডেন্ট মুসলমান, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। ভারতে তিন কোটি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে ভোট দেয়, সেখানে যুক্ত নির্বাচন। রাশিয়ার মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। দুনিয়ার সমস্ত জায়গায় মানুষ যুক্ত নির্বাচনে ভোট দেয়। আমরা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিলে কাফের হয়ে যাব?

যখন জনাব সুলতানুল আলম চৌধুরী বক্তৃতা করছিলেন তখন আমরা চুপ করে ছিলাম। আমি এখন যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বলছি। আশা করি opposition আমার কথা শুনলেন। পৃথক নির্বাচন প্রস্তাব যদি পাশ হয়ে যায় আমরা দুনিয়ার সামনে হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাব। এক বন্ধু বলেছেন, যখন আমরা ভারতে দশ কোটি মুসলামান ছিলাম তখন দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান পেয়েছিলাম। ভাল কথা, যখন দেশ ভাগ হয়ে গেল তখন

দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে আসা হলো। যারা এক জাতিতে বিশ্বাস করেন তারা কেমন করে চার কোটি মুসরমানকে হিন্দুস্তানে পেলে আসলেন? তাঁরা বে-ঈমানী করে চার কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্তানে ফেলে এসেছেন।

দুই জাতির ভিত্তিতে পাকিস্তান এসেছে, তা নয়। এর পিছনে আর একটি জিনিষ ছিল। সেটা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানের আর্থিক দুরবস্থা। এই আর্থিক দুরবস্থা হতে মুক্তি লাভের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলন এসে পড়ে। চার কোটি মুসলমান ভারতে যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। আমরা এক জাতি দাবী করতে পারি, পৃথক নির্বাচন দাবী করতে পারি যদি চার কোটি মুসলমানকে এখানে আনতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন আছে, তারা তা মুসলমান বলে গর্ব অনুভব করে, তারা non-muslim হয়ে যায়নি। ইসলামের নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এবং দুনিয়ার বহু মুসলমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং third grade, fourth grade জাতিতে পরিণত হয়েছে।

আজ দুনিয়ার প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্র 3rd grade, 4th grade রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। টার্কী, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া- সব ইসলামী রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত। সে সমস্ত দেশের মুসলমানদের কথা চিন্ত করুন। পাকিস্তানে কথায় কথায় ইসলামের দেহাই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের দুঃখের সীমা নাই। মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, গৃহহারা সর্বহারাথ-মিথ্যা bribery বেদম চলছে। ইসলাম তা নয়। প্রকৃত ইসলাম হ'ল যেখানে জুলুম থাকবে না, ঘুষ থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না, মানুষে মানুষে ভোদভেদ থাকবে নাথ- সকল মানুষে খেতে পাবে, পরতে পাবে, শিক্ষা পাবে, থাকবার বাসস্থান পাবে, রোগে ঔষধ পাবে। আমার নাম মুজিবর রহমান- আমাকে কাজে দেখাতে হবে যে আমি মুসলমান এবং ইসলাম আমার ধর্ম।

আজকে এই হাউসে ৭২ জন minority সদস্য আছে। স্যার, আমি জানতে চাই যে, যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কি পাকিস্তানে একটি Assembly-তে চলবে? পাঁচটা Assembly করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিলে যদি un-Islamic হয় তাহলে এই Assembly-তে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এক সঙ্গে ভোট দেয় কেমন করে? স্যার আমরা হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে আপনাকে এই হাউসের স্পীকার করেছি, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে ভোট দিয়ে Islamic Republic of Pakistan করেছি- আজ পর্যন্ত যত আইন পাশ করেছি সবই হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ভোট দিয়ে করেছি- আমি জানতে চাই, এই সমস্তই কি ইসলাম বিরোধী হয়েছে? আমার দেশের লোক অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু মুর্খ নয়। বুঝেই জনসাধারণ আজ যুক্ত নির্বাচনের পথে সমর্থন জানাচ্ছে। আমি বলতে চাই, স্যার এই হাউসে আমরা বসে আছি- আমরা আইন পাশ করছি- আমরা debate করছি- হিন্দু-মুসলমান ভোট দিচ্ছি- খৃষ্টান ভোট দিচ্ছে-বৌদ্ধ ভোট দিচ্ছে- একত্রে আইন পাশ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি যে এই যে আইন সকল সম্প্রদায়ের লোক একসঙ্গে ভোট দিয়ে পাশ করলাম এটা কি Islamic আইন বল, না un-Islamic আইন হল? এই আইন সভায় যদি হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসে, একত্রে ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারি, জনসাধারণ কেন একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না- জনসাধারণ কোন অপরাধে তা করতে পারবে না? স্যার, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই- যারা যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেছেন, তাদের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই- বিশেষ করে মুসলিম লীগ বন্ধুদের কাছে জানতে চাই যে, এই যে National Assembly-র নির্বাচন হল- পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হুকুম দিলেন নির্বাচন যুক্তভাবে হবে। পূর্ব বাংলার ৪০ জন হিন্দু-মুসলমান মেম্বার আমরা যুক্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। সেটা কি জায়েজ, না না-জায়েজ কাজ হয়েছে? তখন যদি মৌলানা আতাহার আলী সাহেব ঘোষণা করতেন যে এটা ইসলাম, কোরান এবং হাদীসের বিরোধী কাজ- এতে আমি শরীক হব না। তাহলে বুঝতাম যে তাঁরা সত্যিকারের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছেন। আজকে মৌলানা আতাহার আলী ফরিদ আহম্মদ সাহেব সেই National Assembly-র মেম্বার। স্যারআমার দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে পৃথক নির্বাচন সমর্থকদের হিন্দু-মুসলমান একসাথে ভোট দিতে আপত্তি আছে, কিন্তু একসঙ্গে

মন্ত্রিত্ব করতে আপত্তি ছিল না। যেখানে অক্ষয় কুমার দাস, কামিনী কুমার দত্ত মন্ত্রী ছিল সেখানেই নিজামে ইসলামের নুরুল হক চৌধুরী মন্ত্রী ছিল। এখানে বসন্ত কুমার দাসের সঙ্গে নিজামে ইসলামের আশরাফউদ্দীন চৌধুরী একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করেছেন। একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের শাসন করা জায়েজ, কি না-জায়েজ? এই কথার উত্তর দিবেন। আলোচনা করবার যথেষ্ট রয়েছে। নিজেদের গরজের সময় দরকার হয় Separate Electorate-এর। আবার যখন মানুষ দলে আসতে চায় তখন বলে যে যুক্ত নির্বাচন কর। দুর্বল যারা-জনসাধারণের সুখ-দুঃখের ভাগী নয়- যারা জনগনের রক্ত শোষণ করে- যারা সমস্ত বৎসর Arm chair politics আওড়ায় এবং সাধারণ নির্বাচনের সময় ধর্মের ধুয়া তুলে জনসাধারণের মন ভাঙ্গিয়ে নির্বাচিত হতে চায়, কেবলমাত্র তারাই পৃথক নির্বাচন চায়। জনদরদী, জনকল্যাণকামী, কোন দল বা লোক পৃথক নির্বাচন চায় না এবং চাইতে পারে না।

আমারা এক বন্ধু বলেছেন, যে তারা minority-দের সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কিভাবে সমানভাবে দেখবেন-Islamic Republic নাম change করে দিয়ে? Islamic Republic না হয়ে Pakistan Republic হোক আমরা একথা fight করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিতে হিন্দু, মুসলমান,বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব সমান হবে- সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। যেখানে মিথ্যা, ঘুষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অবিচার, অনাচার, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ চলছে- যেখানে মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, থাকবার গৃহ পায় না সেখানে ইসলাম কি করে থাকে? আর যদি দেখতে পেতাম প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে খেতে পাচ্ছে, শিক্ষা পাচ্ছে, বে-ইনসাফ নাই, অনাচার নাই, অত্যাচার নাই মিথ্যা নাই, তখন নাম না থাকলেও Islamic Republic হবে। স্যার, আর একটা কথা বলতে চাই। ... আমি আমার বন্ধুদের বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, Minority, Majority, মোহাজের, আনছার, হিন্দু এবং মুসলমান মানুষ হিসাব এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। একথা সত্য যে আমি মুসলমান হিসাবে আমার ধর্ম পালন করব- সে হিন্দু হিসাবে তার ধর্ম পালন করবে- খৃষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। কিন্তু স্যার, আজ পাকিস্তানে আইন করে যদি কোন tax ধরে সে tax হিন্দুকেও দিতে হবে, মুসলমানকেও দিতে হবে, চুরি যদি করে, হিন্দুও করবে, মুসলমানও করবে- হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বিচার হয়ে শাস্তি হবে। গরীব হিন্দু-মুসলমান না খেয়ে মরে, বড়লোক হিন্দুও আরাম করে, মুসলমানও আরাম করে- একথা সত্য। আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই পাকিস্তানের সাত কোটি হিন্দু মুসলমান মিলে এমন রাষ্ট্র কায়েম করব যেখানে থাকবে না ভেদাভেদ-inority, majority প্রশ্ন থাকবে না, মোজাহের, আনছার প্রশ্ন থাকবে না। আজ যদি একথা বলি তা সত্য নয়। আমরা সাড়ে চার কোটি লোকের জীবন নিয়ে খেলা করছি। Mr. Speaker, Sir আজকে আমরা হিন্দুস্তানের হিন্দু মহাসভাকে প্ররোচনা দিচ্ছি। আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, সাড়ে তিন কোটি মুসলমান যারা এই পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা আজও হিন্দুস্তানে পড়ে আছে। আমাদের দেখা উচিত যে ইন্ডিয়ার সাম্প্রদায়িক দলগুলি এমন ক্ষমতায় না আসে যাতে তারা সে জায়গার মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে পারে। সেখানে যদি আজ হিন্দু মহাসভা বরে যে Head of the Republic অর্থাৎ হিন্দু প্রেসিডেন্ট হবে, সেখানে মুসলমান স্থান পাবে না তাহলে আজ ৫০ কোটি মুসলমানদের বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠবে। ভারতে ইনসাপ বলে কিছু থাকবে না। আজ যদি আমরা হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমানভাবে গ্রহণ করে বিচার করি, দুনিয়ায় তাহলে বলতে পারবথ- হিন্দুস্তানের মিঃ নেহেরু এবং রাজেন্দ্র প্রসাদকে বলতে পারব, “Do justice to the minority of your country”.

Sir, আমরা Head of the State মুসলমান করে দিলাম। Islamic Republic of Pakistan নাম করলাম। এইভাবে দুই জাতি তো করেই দিলাম তার উপরেও যদি Spearate Election হয় তাহলে কি হয়? দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে এরপরও যদি আজকে আলোচনা করা হয় যে পাকিস্তানে আমরা দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে এরপরও যদি আজকের আলোচনা করা হয় যে পাকিস্তানে আমরা দুই জাতি, একটা হিন্দু আর একটা মুসলমান তাহলে Provocation একটা দেয়া হয়। আজ যদি পূর্ব বাংলার এক কোটি হিন্দু বলে যে আমাদের আলাদা জায়গা অর্থাৎ একটা Hindu State দিতে হবে তাহলে কি হবে?

পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্তানের ইনসাফের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাতিরে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই Separate Electorate- এর প্রস্তাব withdraw করেন। হিন্দুরা যদি যুক্ত নির্বাচন চায় তাহলে মুসলমানদের আপত্তি থাকার কি আছে? আজ একজন লোক যদি তার অঞ্চলের গরীবের জন্য খাবার বন্টন করে, মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আর খৃষ্টানই হোক, সে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে। জনসাধারণ তাঁকেই ভোট দেবে। সেইজন্য আমি বলছি যে আজ যখন minority যুক্ত নির্বাচন চায়, তখন মুসলমান জনসাধারণের আপত্তি থাকার কোন কারণ নাই। আজ মুসলমানরা যদি জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন হয়েও বলে যে আমাদের safe guard-এর জন্য Spearate Electorate হওয়া উচিত তাহালে দুনিয়ায় আর মুখ দেখানো যাবে না। ভারতে আমরা ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মুসলামান ছিলাম। সেখানে আমরা minority ছিলাম সেইজন্য আমরা Spearate Electorate চেয়েছিলাম। আজ যদি আমরা শতকরা ৯০ জন হয়ে হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য Spearate Electorate চাই তাহলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো যাবে না। আজ হিন্দুরা Spearate Electorate. তারা তাদের safe guard-এর জন্য, তাদের অধিকার রাখার জন্য Spearate Electorate চাইতে পারে, majority হয়ে তা চাইতে পারি না। যদি চাই তাহরে দুনিয়ায় হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাব। আমি চাই পাকিস্তান একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে, পাকিস্তানে, পাঁচটি জাতি হবে না। যদি পাকিস্তানে পাঁচটি জাতি হয় তাহলে পাঁচটি Assembly House করতে হবে, পাঁচটি Speaker করতে হবে এবং ভোটাভুটি করে হিন্দুরা হিন্দু আইন, মুসলমানরা মুসলমান আইন, খৃষ্টানরা খৃষ্টান আইন আর বৌদ্ধরা বৌদ্ধ আইন করবে। Sir, আমরা বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমরা মানুষ এবং আমরা জানি যে ইসলাম একথা বরাবর বলে গেছে এবং কোরান মজিদের ভিতরও আছে যে do good to the people অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল কর। মানুষের মঙ্গল করতে হলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তাই আমি বলি, দেশের জন্য, পাকিস্তানের জন্য, যে পাকিস্তানকে আপনারা ভালবাসেন, আমরা ভালবাসি, পাকিস্তানে দুই জাতির কথা বলে, তাই আজ Spearate Electorate চায়।

আমি বলতে চাই যে, যুক্ত নির্বাচন দেশ, জাতি এবং পাকিস্তানের মঙ্গল করবে। কাজেই আপনারা Spearate Electorate-এর প্রস্তাব withdraw করুন এবং Joint Electorate support করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. A.K.M. FAZLUL QUADER CHOUDHURY: Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for allowing me the opportunity of participating in this momentous issue which concerns everybody in Pakistan. It is needless to repeat here that the history of electorate dates back to the first decade of this Century

Now what is the background of this demand? In 1940 the All India Muslim League at Lahore passed a resolution demanding Pakistan as the Muslims were a separate nation. Quid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah who presided over the conference sad in his presidential speech that the Mussalmans of India were a separate nation. He also declared from many political platforms that Muslims were a separate nation. In 1946 election was sought on definite and distinct issues-Pakistan or no Pakistan-whether the Muslim League represented Muslim India or the Congress represented the whole of India and the verdict was that the Muslim League represented Muslim India and the verdict was for the establishment of Pakistan-Muslim homeland.

The Congress wanted Akhand Bharat. Sir, had there been joint Electorate the Congress-Muslim would have returned to the Assembly in the 1946 election and no Pakistan could have been dreamt of. Sir, it will be confirmed by the fact that in the plebiscite that was conducted in the North-West Frontier Province the majority of Muslims voted for Pakistan. Had there been Joint Electorate many of us would not have the privilege to talk with authority here in this House and there would not have been any Pakistan. So, Sir, Separate Electorate is the mother of Pakistan.

Now, Sir, I come to Pakistan itself. Quid-i-Azam was the leader of the whole movement. He came to preside over this country. In March, 1948, Quide-i-Azam came out with these words not very long before his death that Pakistan was the embodiment of the Muslim nation and it must remain so. Sir, arguments are advance that Quid-i-Azam said that 'the Mussalmans will cease to be Muslims, Hindus cease to be Hindus'. Yes, Sir, it is correct. So far as rights and privileges are concerned, all citizens of Pakistan both HindusjantfMusIims are equal before law. They will get equal protection. That is correct but that does not improve the case of joint electorate.

Sir, my learned friend, Mr. Mujibur Rahman has tried to draw analogy of the other Muslim countries of the world. My reply to his argument is that the background of the creation of Pakistan is unique in the annals of the world. So, you cannot compare Pakistan with any other country of the world. No nation of the world has been curbed out on religious basis. So the question of comparison does not arises, Sir. In Egypt 95 per cent of the people are Muslims. In Iraq the population is 50 Lakhs of which 98 per cent are Muslims. In Lebanon it is not 35 lacs as Mr. Mujibur Rahman has said. It is only 13 lacs of which 7 lacs are Muslims. So, Sir, in the absence of the background of the creation of Pakistan the question of electorate in those countries is no problem. There is reservation in Lebanon. In Syria they have divided the people into different nationalities. Our case is altogether different from those countries. Those countries do not have a neighbour like India by their sides. Take the question of Indonesia. Is there a neighbor like India by their side? Was Indonesia curbed out on religious basis? Was Indonesia curbed out of a country where everybody cried, form Akhand Bharat? No. So, Sir, that analogy cannot stand.

Now, Sir, let us examine what joint Electorate can offer to them. You have already put a seal on the question of electorate in the constitution of Pakistan. The word 'minority' exists nowhere in any constitution of the world, even not in India. What is written there is "backward people". The preamble of the constitution of Pakistan presupposes two nations in the Sub-continent (VOICES of hear, hear from the opposition). In the preamble it is written that adequate provision must be made for the protection of minorities and back- ward and the depressed classes. The word 'minority' presupposes the existence of two nations. Muslim India wanted Pakistan and Hindu India wanted Akhand Bharat. Hindu India included many members of the treasury benches to-day also. (VOICES from the opposition: yes, yes,). Sir they said 'No, ভারত মাতাকে দ্বিখন্ডিত করা যাবে না, এটা অসম্বভ কথা।' May I tell you why the congress wanted Joint Electorate? Sir, Pakistan was achieved on Two Nation Theory and the Congress wants to kill the Two Nation Theory. So that India and Pakistan is united. Sir, a responsible Muslim member in the House of Parliament said

East Bengal is a distinct country and West Pakistan is a distinct country; they are two completely separate countries. If that is so, Sir, then why remain with West Pakistan, go to West Bengal. (Interruptions from the Government benches) Sir, I did not interrupt them. Why should they interrupt me now?

Sir, it has been said by a Muslim colleague of mine from Comilla to the effect, if you introduce separate Electorate the Hindus will be just wiped out and they cannot do anything. May I remind those friends of mine that our friends of the Congress at least are no fools to vote for their liquidation? They are sacrificing their to-day only for their tomorrow. (ries of yes, yes from the opposition.) I asked a non-Muslim friend of mine who happens to be a member of the opposition as to why they were voting for joint Electorate. He said that this was an investment for his son (Laughter).

Sir, it is said the minority member of the House hold the balance. The proportion is 72 out of 309. What is the population of East Pakistan to-day? 4 crores 22 lacs. What is the non-Muslim population? 1 crore. The proportion of their representation is more than what they are to-day. They do not want to be M.L.As ; they want to get their purpose served and they have realised by experience that the purpose can be best served not by the Hindus but by the Muslims.

Mr. SPEAKER: Order, Order, this is casting reflection on the other section of the House.

Mr. A. K. M. FAZLUL QUADER CHOWDHURY: Sir, the Ottoman Empire which comprised states like Syria, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia and Egypt and which was a solid rock of Muslim nation was disintegrated and dismembered by the machination of designing power. Now Syria is again thinking of re-union with Egypt. Sir, Pakistan is an experiment of Islamic Ideology-an unique experiment in history and separate electorate is the bedrock of Pakistan. If the bottom ceases to exist, Pakistan will also cease to exist. Sir, after the great debates in the round Table Conference and after the great debates in Delhi and Simla, to-day in the year 1956 again debate has started in Pakistan Whether we should have separate electorate or joint electorate in Pakistan, i.e.. Whether Muslims are a separate nation or not. Unfortunately we have come to that stage

Mr. SPEAKER: Speak about the effects of separate Electorate.

Mr. A. K. M. FAZLUL QUADER CHOWDHURY: All right, Sir, the Scheduled Castes have no ulterior motive. They have been ousted from political life by the caste Hindus wedded to Brahmanical cult; and who will dieted them? In the case of joint Electorate, Scheduled Caste will have no voice. They will only be dictated by the Caste Hindus.

You say that Muslims and non-Muslims are one nation. In that case how do you go to Security Council for Kashmir case? How do you then claim Kasmir? You have seen. Sir, in this morning's paper, Mr. Justice Din Mohammad, Adviser on Kashmir Affairs to the Government of Pakistan's statement. He says that Muslims are in majority in Kashmir and by usage, religion and culture they form one nation, and are linked up with Pakistan. They must be allowed freedom too. If you say that two Nation Theory goes then with what arguments you will face the nations in the Security Council.

Sir, it is advocated that joint Electorate will bring communal harmony. But look at the joint Electorate and Secularism of India. Riots are almost occurring everyday there and Muslims are being persecuted and killed. So, Sir, instead of bringing communal harmony it will raise communal frenzy and instead of solving communal problem, this country will be landed into turmoil and communal fire.

It is being urgued; good and efficient people will be elected in joint Electorate. Sir. Dr. Ambedker. the author of the Indian constitution could not get himself elected because, he belong to schedule caste. He was defeated and he could not have a seat in the parliament. Any way, Sir, those who advocate for joint Electorate, they ought to know that joint Electorate will cut at the very root of Pakistan. Separate Electorate does not harm anybody. Sir, this country has been on religious basis, and this country must observe the ideology, for which Pakistan came into being as the Homeland of the Muslims. Pakistan did not come into being for making ministers. It came into being for making experiments with the ideologies of Islam. It is the last foothold of the Muslims in the world. Pakistan is the only country in the world which is called Islamic Republic. If our friends start bartering away our ideology for political expediency and for capturing power only, then their loyalty to Pakistan will be questioned; that will be no service to Pakistan. Their names will go down in the history as one who parted with the ideology of Pakistan for temporary gains.

Sir, East Pakistan and West Pakistan are the two integral parts of Pakistan. They are linked with each other on the basis of Muslim nationhood. If you have the feeling that Bengalees arc one nation and if you have joint Electorate, then East Bengal will be separated from Pakistan. In the absence of any common ideological basis there is the feeling of Bengali nationalism what would be the objection of getting East Bengal linked up with West Bengal. Sir, I can prove that joint Electorate will end in joint Bengal,i.e., East Pakistan will be united with West Bengal.

Mr. BASANTA KUMAR DAS: Mr. Speaker, Sir, after the debate has proceeded so far, I do not think that I should take much time of the House. Many Points which I wanted to stress have been stressed and spoken in support of Joint Electorate System and against the motion. I have listened with interesf and attention to the Speeches that have been delivered in support of Joint Electorate System and against their motion and 1 really congratulate the members who have spoken for the manner in which their speeches have been delivered. Those members who have spoken in support of the motion have shown their great enthusiasm and they have placed before the House the sentiments that are working in their minds; but, Sir, I regret to say that all these sentiments and enthusiasm have made them forget the real point at issue. However, Sir, I shall place my viewpoints against the motion in as dispassionate a manner as possible and I would appeal to this august House through you. Sir, to examine the viewpoints I shall place in the light of reason and with a vision unblurred and undeemed by any sentiment and prejudice. Sir, the question before the House is that there should be separate Electorate for election to the National Assembly and the provincial Assemblies. Now, I would remind the House that this question has come before us. after the Constitution has been framed and put into operation. All the speeches that have been delivered in suppprt of the motion have given

the background of how the question of Joint Electorate verses Separate Electorate arose in India before partition. They have also given the Historical background why Pakistan was necessary for the Muslims and how Pakistan came to be created. But Sir, after the Constitution has been framed and accepted and that specially by my friends of the majority Community, as an Islamic Constitution, I would submit that all that has been said in those speeches are now irrelevant and would have been pertinent when the Constitution was being framed for giving an Islamic Constitution to Pakistan. All this is now a reiteration of the demand which now stands embodied in the Constitution. So I would appeal to them to examine the various provisions of the Constitution and judge for themselves whether the issue of Separate Electorate can be considered to be a live issue and whether Separate Electorate System can at all come and be adopted for future elections. This morning, Sir, you very rightly said as the reason for deciding that this motion should be first moved, that "Joint Electorate is the natural thing and the separate Electorate is an exception". (MR. FARID AHMED: No, Sir, you didn't say like that). Yes Sir, you said it, and it is so, because if the provisions of the Constitution are analysed it will be found that all that has been said about Two-nation Theory Stands negatived in the Constitution and that an Islamic Constitution giving effect to, what was demanded in that behalf, and that all matters that were necessary to make the members of the Majority Community lead their lives according to the Quoran and Sunnah have been embodied in the Constitution, along with the matters for making it a Democratic Constitution. Now what are the provisions of the Constitution? Islamic provisions lave been embodied in the Constitution and that has made the Muslims of Pakistan to acclaim it as an Islamic Constitution. From the provisions in the directive principles you will find that the State will take all care to see that the Mussalmans would endeavour to lead their lives according to the Quoran and Sunnah., and that the state would help the Mussalmans in that behalf. Then there are come specific provisions as to how the provisions of the Quoran and Sunnah are to be enacted into law. A Commission will be appointed under articles 197 and 198 by the President within a year from the Constitution day to examine the provisions of the Quoran and Sunnah and then report to the President what provisions of the Quoran and Sunnah are enactable and should be enacted into law. When such laws would be brought before the National Assembly, the members of the National Assembly composed of Muslims and non-Muslims will have to take a decision. Here the Two-nation Theory was not adhered to by debarring non-Muslim members from taking any part in such, a decision. Now, Sir, here I submit that by these provisions jointness is established in the very Constitution. Then with, regard to the other matters take for instance the case of election of the President. The President is to be elected through the Electoral College composed of the members of the National Assembly and members of the provincial Assemblies of both the wings. Then they will have to vote together and elect one for the Presidentship. Here also the Two-nation Theory stands abandoned. Of course, there is a provision that none but a Muslim should be elected as the President. That is another matter. I will come to that later on if time permits.

The other provisions in the Constitution are to enable the members of the Provincial Assemblies and of the National Assembly to take such measures as will aim at establishing a Welfare State-a Socialistic State-as would do away with the disparity of wealth and all existing inequalities in the economic field that hamper the growth of the

nation. In enacting those provisions the Muslim and non-Muslim members of the Constituent Assembly took part. There was thus jointness of action of the members as equal citizens. Then for enacting legislations for working the Constitution in the National Assembly and in the Provincial Assemblies all members thereof will act conjointly and no question of a Muslim Nation or a non-Muslim Nation would ever arise. Sir. this being the position, there should be also jointness i.e., equality, with regard to the franchise that has to be exercised by the people of Pakistan. Now, Sir, what is this Electorate Issue? This Electorate issue is connected with franchise and how that franchise is to be exercised? Here the franchise we are considering is the right to elect members for the National Assembly or the Provincial Assemblies. Should we introduce the Two-nation Theory here in deciding the question of Electorate? One of my friends, who spoke in favour of the motion, said that there is mention of Minorities in the Constitution which is not to be found in any other onstitution and that indicates two nations. That, I think, is wrong. However, Sir, in the Constitution it has been provided that all Minorities and Majorities are equal citizens and all shall have equal rights. So the Minorities and the Majorities have been placed on the same footing. Now if there is equal right, then the Minority has got equal right to elect his representative. He has got equal right. How can you curtail his right? He has got equal right to elect anyone, anyone of the citizens, be he a non-Muslim or a Muslim. This is the very fundamental right in a Democratic Country and that is a right which is one of the human rights that have been declared by the United Nations. Now ne of my friends, I think it was Mr. Sinha referred to the declaration of human rights formulated by the United Nations Organisation of which Pakistan is also a member. Now that declaration was framed on the 10th of December, 1948 and Quaid-i-Azam made his memorable declaration in the Constituent Assembly while inaugurating the Assembly on the 11th August, 1947. Just after the creation of Pakistan, Pakistan became a member of the U.N.O. and the representatives of Pakistan were sent there. They went there as members of the Nation of Pakistani People and she was a party to this declaration. If you read the Preamble of this declaration and if you read the intention that was expressed while promulgating this declaration you will find what impelting necessity was felt for preparing the declaration and there was a perfect unanimity in framing the declaration. So far as this question is concerned the Pakistani Representative did not stress that Pakistan did stand on a different footing. It was not stressed that there were two nations in the country, and that the declaration No. 21, which relates to the question of franchise in a democratic country would not be possible to be applied.

Now, my friend, Mr. Sinha read some portion of the declaration. I shall read this declaration in full and that would give you an idea as to what this declaration is. Now, Article 21 says, "Everyone has the right to take part in the Government of his country directly or through freely chosen representatives. Everyone has the right of equal access to public service in the country. The will of the people shall be the basis of the authority of Government. This will be expressed in periodic and genuine elections which stall be on Universal and Equal Suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure".

Now, Sir, I would draw your attention to the words "Universal" and "Equal". What do these two words "Universal" and "Equal" signify? "Universal" means that all people

should vote, of course, excluding minors, for obvious reasons. It comes to this then that all adult members of the people should vole and everyone should have equal right to vote. What is .the meaning of Equal? It is to be equal in extent and equal in value. Otherwise equality would not really be equality. Now if one territorial constituency is to elect its representative, every citizen thereof would try to select the best man possible and if he wants to select a person who does not belong to his faith he has got that right. How can you put a restriction on that right? If you do it you will destroy the totality of the citizens of the territory, from amongst whom a citizen is to elect his representative. Hindus to elect Hindus from particular area and Muslims of that area to elect Muslims would lead to create compartments and thereby destroy the equality which the underlying intention of the declaration. That will affect his fundamental right. Take for instance a simple case. Can you legislate that when there is illness of a member of a Muslim family he will have to call in only a Muslim doctor? To exercise his right of franchise he should elect the best man to represent his cause in the National or Provincial Assemblies. He would like to choose anyone from the territory from which he is to elect. He has equal right, and that equal right cannot be curtailed in anyway. What is the separate Electorate? It means that the Hindus should elect members for the Provincial or National Assembly only from the Hindus and Muslims should elect members for the Provincial Assembly and the National Assembly only from the Muslims. That would go against what has been stated in the United Nations declaration and it will be an infringement of this declaration. It is the natural right of a citizen that stands recognized in the declaration, which he should be allowed to exercise. Now, having regard to the provisions of the Constitution and having regard to what has been declared in the declaration of Human Rights by the United Nations this motion, I think, is really irrelevant being not in conformity both with our Constitution and the Declaration of Human Rights. The jointness is there and a citizen is to exercise his right, on the basis of the jointness of the right, whether he be a Muslim or a Hindu. That is the position. This motion has come before us in compliance with Article 145 as enacted in the Constitution. Let me give a brief history how it came to be nacted. I was a member of the Constituent Assembly and we the non-Muslim members fought tooth and nail that this question of Electorate should be there and then in the Constituent Assembly. My friends of the United Front who wanted to support us did not give us support although they were pledge bound to support us and our demand was for Joint Electorate with reservation of seat for the backward classes including the Scheduled Castes. But they could not agree. So this matter had to be postponed. My esteemed friends Mr. Abu Hossain Sarkar and Mr. Hashimuddin rang me up from here over the phone. My esteemed friend Mr. Datta, now the Health and Medical Minister, was also with them at Dacca, when I was rung up. They all said, "well do not try to have the matter decided in the Constituent Assembly. Bring it down to the Province and we shall give you Joint Electorate." Not only that, along with Mr. SarkaT, my esteemed friends Messrs. Ashrafuddin Choudhury and Abdus Salam Khan went to Karachi requested me to agree to the said proposal. But what do we see now today? I told them then that I anticipated trouble if we brought this matter to the Provincial Assembly, because in that case there would be commotion in the country, and communal hatred and communal frenzy will be roused, and that is what actually has happened today round about Dacca. Not only so, we are getting information of such happening from the districts also. You

have rightly said that Joint Electorate is natural and we say why there should be an exception made by accepting this exception. My friend Mr. Mujibur Rahman has rightly said that, everywhere there is jointness. He has very clearly and impressively shown 10 the House that there is jointness everywhere and that this motion, if accepted, would be inequitable. Now, Sir, what does the two-nation theory mean? When Quaid-i-Azam made his memorable declaration he took a realistic view of the whole situation. He was faced by the realities. Two-nation theory was propounded for getting the Indo-Pakistan continent partitioned in order to get Pakistan, for which he strenuously fought. But what Pakistan did he fight for? He fought for a Pakistan in which the population would be exclusively Muslims. There will be no minorities and really that was the original scheme. Therefore, along with this scheme there was the logical demand for exchange of population. Now, the date of Independence was fixed to August, 1948, but after the advent of Lord Mountbatten, as the Viceroy of India, the date was altered and independence came to us on the 14th August, 1947, by creating Pakistan and the demand for exchange of population was abandoned. This question of Pakistan and India was settled and it was settled in a manner by which in Pakistan there were not only Muslims, but also there were Hindus, Christians, Jains, Buddhists and many other backward classes. That is the Pakistan that was created. Quaid-i-Azam thought over this and in his very first inaugural address delivered in the Constituent Assembly he said, "After all we have got Pakistan. We wanted to avoid the Minorities but there are Minorities. What are we to do now the perceived that the two-nation theory was inapplicable as it was created. Therefore, lie exhorted the people to forget the past and bury the hatchet. "Do not raise religious cries in connection with political rights." He pointed out that in England there was now no Presbyterian, there was no Catholic although they fought for rights on religious grounds. They are now all British citizens. Similarly he asked the people to forget the past and remember that they are all one nation and he very significantly said that a time might come when there will be no Hindu and no Muslims; meaning that there would be one nation composed of all religious groups. Now, Sir, that inaugural speech of Quaid-i-Azam came to be scrutinized by eminent Judges, in connection with the Punjab disturbances and one of the Judges was the Chief Justice of the present Supreme Court of Pakistan, I mean Mr. Justice Munir. They said, "if we realised the real meaning of the utterances of Quaid-i-Azam in his inaugural speech we would find that it meant that he stressed the creation of one nation in Pakistan." He dreamt that all the people of the various religious groups would unite to form one nation to have one political life and that in that lay the overall welfare of the country, which would be hampered if religious differences art actuated even in regard to political rights. One nation composed of various religious groups merged together, working together for the amelioration of the condition of the people and to create a Pakistan of peace, prosperity and happiness, so that the country might lake its rightful place in the comity of Nations, was what he emphasised. But whal do we find now? That speech is now distorted and misinterpretation by reference to some of his previous statements in which he made mention of Two nations- non- Muslims and Muslims. The criteria for determining the nationality of the two nations are differences of dress, food, manners and language. But he did never say that these differences should make them politically to be two different nations. His idea was that religious faiths should be kept apait from political affairs of the country of Pakistan.

And if he mentioned two nations he really emphasised that Muslims might remain a nation by ordering their lives according to Quoran and Sunnah and by maintaining their distinctive manners and language and other things. Let them follow the Quoran, let them follow the Sunnah in the right way. No one of the other communities will obstruct them and even no objection will be there from anyside. Let the Hindus and the followers of other faiths also follow their religions in the rightway in order to order their life according to the tenets of their respective religions.

Therefore, Sir, so far as the political life of the people of Pakistan is concerned, from what I have shown, Two-nation Theory has vanished. To stick to that even now is to land us to an absurd position. We are not two nations in the United Nations. We are one Pakistani Nation there. As a member of the Commonwealth of Nations, we are also one Nation. But so far as the question of Electorate is concerned, we are to remain two nations and so, there cannot be Joint Electorate. What would be the effect of this? It would mean that we are to act as one nation when working the Constitution even for giving effect to all Islamic provisions and we are to be known as one nation to the outside world, but that at the base, we are to remain two nations on account of the differences in the faiths that different groups of us profess. This a position, besides affecting our prestige to the outside world, would be fruitful of many evils affecting our life at home. It would be accentuating religious difference to such an extent as will be detrimental to the very best interests of Pakistan by making the non-Muslims to remain a perpetual minority and a subordinate political entity. The people are to be welded into one nation and to merge together, work together for the upliftment of Pakistan. But, Sir, we feel that creation of such compartments, as Separate Electorate means, would tend to do would grievously hamper it.

Now, Sir, many of my friends have said many things by which they have imputed some motives to us. Of course, Sir, I can very well reply to those in the same way as they have done. But I submit that I will not do so. I submit, Sir, that the imputation of motives is the weakest part of an argument. I can hit back with a greater show of reasons. But I will not do that. Yet I would like to submit one matter which may supply a cue to the claim for Separate Electorate. Now, Sir, there is one Moulana-I mean Maulana Maududi who toured East Pakistan and preached for Separate Electorate. He said that Pakistan would be destroyed if Joint Electorate was accepted. He bas written a book in which he has given fantastic ideas. He had mentioned in the book that non-Muslims in Pakistan have no right to be placed in responsible positions and even women have no right to be so placed. If the women are to be given any right to be elected for legislatures then there should be a Separate Assembly for them so that in that Assembly they might discuss matlers which affect them. They might discuss also other matters and submit their decisions to the men's Assembly. There is another paragraph in which he has said that the Separate Electorate for minorities is the only thing, as by giving to them Separate Electorate, the minority will never be placed in a responsible position and the result will be that in order to get that right they will gradually become Muslims. That is the statement in the book. If any friend of mine wants to see that, I can show it. So, if you impute motive we can also say that, the claim for Separate Electorate is motivated by the same motive as that of Moulana Moududi. It is said that if Joint Electorate is given,

Pakistan will be destroyed. It is a fantastic idea without any valid ground. Sir, much abuses have been hurled on us, the Congressmen, in so vociferous a language as carries its own weakness. Sir, I have got to tell you. that we here believe that Pakistan was created on account of the demand of the Muslims, and the Congress of India stressed that there was one nation throughout India and for the unity. Congressmen opposed partition; but ultimately the Congress yielded and they agreed to the creation of Pakistan. If the Congress had not agreed, there would have been no Pakistan. They agreed and Pakistan was created. (Cries of "No, No. We fought out Pakistan."). Yes, you Ibught out Pakistan. That cannot be denied. So, we who have remained in Pakistan, feel it our moral duty to see that Pakistan should emerge as a country to take its rightful place in the Comity of Nations. And Sir, I feel in my heart of hearts that Pakistan was justified. When I took round, I find that the administration is being mainly manned and run by the Muslims. I feel that my Muslim brethren are really coming into their own. When I see there very many young men going about with a glow of great enthusiasm in their activities and even going abroad in large number for higher education, I feel that the creation of Pakistan was justified. Whether Pakistan is being managed in a good way or in a badway or in an indifferent way, that is quite another matter. But Pakistan has come and Pakistan will stay. Nobody can dispute that. It has been said that those who want Joint Electorate want to unite East Pakistan with West Bengal. I submit, Sir, that it is only mere imagination and fiction. There cannot be any union between West Bengal and East Bengal Pakistan that they so glibly talk about.

Now, Sir, in one of the debates in the Constituent Assembly when this was asserted by the then Prime Minister, Mr. Mohammad Ali of Bogra, my friend Mr. Bhupendra Datta said to Mr. Mohammad Ali, "You go to your elder brother (meaning Mr. Nehru) and make a present of Pakistan in a platter of gold and see what he does." So, that is the position. It is only misleading the people when they say that there is the intention of bringing about an annexation of East Pakistan with West Bengal. I say that, that is a fantastic idea.

Now Sir, with regard to the historical backgrounds, I referred to earlier I shall point out certain inaccuracies. It has been said that the Quaid-i-Azam always wanted Separate Electorate for Pakistan. It is not so. Sir, I had the privilege of associating myself with Quaid-i-Azam in the Indian Legislative Assembly from 1935 to 1937. At the time when he discussed the mailer in a convention on the Nehru Report on India's claim for self-Government in the Congress Session, 1928, I came to know his mind. He clearly said in some of his speeches, "I am not wedded to Separate Electorate." That was in 1927. Four years after that, after the formation of his well known 14-points, addressing the U.P. Conference at Allahabad on the 8th of August, 1931, just when the Constitutional proposals to be embodied in the Government of India Act of 1935 were being considered, he said, "The next question that arises is one of Separate Electorate versus Joint Electorate. I myself believe that if majority is conceded in the Punjab and Bengal. I would personally prefer a settlement on the basis of Joint Electorate." He added, "My position is that I would rather have a settlement even on the fooling of Separate

Electorate hoping and trusting that when we have our constitution, and both the Hindus and Muslims get rid of the distrust, suspicion and fear and when they gel their freedom, they would rise to the occasion and probably separate Electorate will go sooner than most of us thought." Now, Sir, in Pakistan Muslims and Hindus are not to get rid of the distrust, suspicion and fear are not to go, but are to be perpetuated by Separate Electorate.

Now, Sir, that is the position. Here the majority community are the Muslims. They were wanting Separate Electorate. That is a position which no one can understand. These are my submissions and I appeal to the House to consider this matter dispassionately and come to their considered decision in a calm way on the question whether Separate Electorate is to be the desideratum in the present context of things.

Mr. MOHIUDDIN AHMEDP: Mr. Speaker, Sir, যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন লইয়া পাকিস্থানের রাজনীতিতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এই জটিল ও বিতর্কমূলক বিসয়টাকে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ রাজকঃনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে তারা গোড়াতেই বলিয়া রাখা দরকার যুক্ত নির্বাচন অথবা পৃথক নির্বাচন এই প্রশ্নটি কতিপয় বুদ্ধজীবীর মস্তিষ্কপ্রসূত এককদিনের একটি ঘটনা নহে, অথবা উহাকে খেয়ালীর খেয়াল বলিয়াও আখ্যা দেওয়া চলে না পাকিস্তান লাভের পর পাকিস্তানে;বিশেষ করিয়া পূর্বাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মুক্তি সাধনার যে কঠোর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছেল, সেই কঠোর সংগ্রামের স্বাভাবকি নিয়মেও প্রয়োজনের তাগিদে এই বিতর্ক বীজ জন্ম দিয়াছে । পাকিস্থানঃলাভের সাথে সাথে নির্বচন পদ্ধতির প্রসঙ্গটি কাহাকেও তত ভাবাইয়া তুলিতে পারে নাই । তাহার কারণ ছিকল এই যে; পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিজয় পতাকা মুসলিম লীগ বহুদিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে উড়াইতে পারিয়াছিল । কিন্তু দীর্ঘৃ নয় বচরে পাকিস্তানের জনঘণ হতাশা, দু:খ লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া অনেক শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনগণ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতেও শিখিয়াছে। জনগণের চিন্তার এই বিকাশ প্রতিফলিত হইয়াচে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে, ইতিমধ্যে পাকিস্থানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওামী লীগ তাহার দ্বার জাতি ধর্ম বির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছে।অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান Repubican party, আজাদ পাকিস্থান পার্টি, গণতন্ত্রীদলের জন্ম হইয়াছে। এইঃঅসাম্প্রদায়িক কারণের ধারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে নাই ছাত্র ও যুব পতিষ্ঠানের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। যবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রীসংসদ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র প্রতিস্ঠান ছাত্রলীগকেও অসাম্প্রদায়িক করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এই উভয় অঞ্চলের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অম্প্রদায়িক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার বিরোধী দলসমূহের কোয়ালিককশন গঠনে যুক্ত নির্বাচন গ্রগণ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। পাকিস্থানের জাতীয় পতাকা নির্বাচনের সময় পতাকার চার অংশের এক অংশ সাদা রং এ রঞ্জিত করিয়া শাসকবর্গ এই সাম্প্রদায়িককতার সমাধান চাহিয়াছিলেন । সুতরাং যুক্ত নির্বচন প্রশ্নটি নিছক একটি পরিষদ ভবনের বিতকের্কর পরিণতি বলিলে ভুল হইবে। পাকিস্থনের জনগণের্ওক্যের সূচনা এই যুক্ত নির্বাচন। এই দীর্ঘ নয় বৎসরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতলদ্ধ জনগণের যাত্রাপথে ইহা একটি শুব ইঙ্গিত। পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের ইহা এক নব অধ্যায়।

পৃথক নির্বাচন যে সমস্ত দল সমর্থন করিয়াছে, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ; জামাতে ইসলাম, জামায়তে ইসলাম প্রভৃতি দল তাহাদের অন্যতম। ইহা ছাড়াও কতিপয় গ্রুপ ও ব্যাক্তি পৃথক নির্বাচনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। অসংখ্য পুস্তিকা ও যুক্তির জাল দ্বারা পৃথক র্বিাচনের সমর্থনে জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের প্রধান যুক্তি এই যে, পাকিস্তান লাভের পিছনে যে দুই জাতিততত্ব ছিল, পৃথক নির্বচন মনিয়া না লইলে, এই জাততত্ত্ব ধ্বংস হইয়া পাকিস্থান লাভের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর আঘাত হানিবে। অর্থাৎ পাকিস্থানের হিন্দু ও মুসলমান, এদের পাকিস্থানের দুইটি জাতি হিসেবে বিভক্ত করিয়া

না রাখিলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না। ''পাকিস্তান লাভের জন্য তাহা হইল আমাদের সংগ্রাম করা বৃথা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান যদি এক জাত হিসাবে পরিগণিত হয়, তাহা হইল অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এক হইয়া যাইবে'' ইত্যাদি। এইখানেই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই, ইতিমধ্যে তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ''যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকরা বাহিরে স্বার্থেই রাষ্ট্রের এই শত্রুতা করিতেছে- ইসলামকে বিপন্ন করিতেছে''। ইহাই পৃথক নির্বাচনের সমর্থকদের সবচয়ে ''মূল্যবান'' বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে, যুক্তি তাহারা দিয়া থাকেন সেগুলো হইতেছে ''মুসলমানরা বোকা; সুতরাং হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প হইলেও যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান, সেহেতু মুসলমানদের নির্বাচনে জয়লাভ করার কোনই আশা নাই। মুসলমানদের উপর ইসলামের রক্ষকদের কি অপূর্ব শ্রদ্ধা! পৃথক নির্বাচনের সমর্থকগণ তাদের দাবীর সমর্থনে যে সমস্ত যে যুক্তি দিয়া থাকেন, তাহা মোটামুটিরভাবে এরূপ। এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাদের দাবীগুলো পূরণ করা হইলে পাকিস্তানের মঙ্গল হইবে কিনা।

যুক্ত নির্বাচনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোপ ও সন্দেহ সৃষ্টি করার আয়োজন চলিতেছে, তাহা নিছক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একথা সত্য যে পাকিস্তান লাভের পিছনে কায়েদে আযম জিন্নাহর দুই জাতিতত্ত্ব কাজ করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান লাভের পিছনে উহাই সব নহে। পাসিত্মান লাভের পর কায়েদে আযম জিন্নাহও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, ''আজ আর হিন্দু , হিন্দু নহে; মুসলমান; মুসলমান নহে, সকলে মিলিয়াই আজ আমরা পাকিস্তানী।'' বাস্তব দ্রষ্টা, কায়েদে আযম জিন্নাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার অবসান না হইলে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দীর্ঘ দুই শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জনগণের জীবনে যে চরম সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল, জনগণ সেই সংকট হইতেই মুক্তি চাহিয়াছিল। এবং জনগণের এই মুক্তির আকাঙ্খাই জনগণকে পাকিস্তান লাভের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগও খাদ্য সমস্যা, জমিদারী প্রথা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি জনসমস্যার মূল দাবীগুলিকে উত্থাপন করিতে হইয়াছিল। জনগণ ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিল মুসলিম লীগ আজ পর্যন্ত দুই জাতিতত্ত্বকে প্রচার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জনগণ মুসলিম লীগকে তবুও নির্মূল করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলিম লীগ জনগণের মূল সমস্যার কোনই সমাধান করে নাই। ইহা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জনগণের সমস্যার সমাধান হইবে পাকিস্তান লাভের পিছনে জনগণের এই বিশ্বাস কাজ করিয়াছে। এই বিশ্বাসর তাৎপর্য লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাই জনগণের মুক্তি এই তীব্র আকাঙক্ষা অদূর ভবিষৎতে শোষক নেতৃত্বের শোষণ যন্ত্রকে নির্মূল করিবার পথে পরিচালিত হইতে পারে সেই আশংকা ''মুসলিম জমিদার,'' হিন্দু জমিদার'' মুসলিম শোষক'' হিন্দু শোষক'' মুসলিম অত্যাচারী, হিন্দু অত্যাচারী'' প্রভৃতি শ্লোগান দ্বারা জনগণকে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িতকার পথে পরিচালিত করিয়া লোক দেখানো ধর্মের কর্মে নিজ স্বার্থকে বজায় রাখার প্রয়াস পাইয়াছে।

পাকিস্তান লাভের পরে দুই জাতিতত্ত্ব দ্বারা পাকিস্তানের জনগণকে দুইটি ভিন্ন জাতিতে পরিণত করা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উহাকে রূপদান করার প্রয়াস পাকিস্তানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। দুই জাতিতত্ত্ব পাকিস্তান লাভের মূল দাবী হইলে পাকিস্তান লাভের সাথেই সাথেই সেই দাবী পূরণ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। নতুবা হিন্দু ও মুসলমানকে যদি পাকিস্তানের ভিতর দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিগণিত করা হয় তাহা হইলে দুই জাতিতত্ত্বের পন্ডিতবর্গের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা থাকিবে। সেইটি হইতেছে , এই ''হিন্দু জাতির'' জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানে একটি অংশকে ছাড়িয়া দেওয়া, হিন্দুরা এই ''ইসলামের রক্ষকদের''নিকট ন্যায়তঃ ও যুক্তসঙ্গতভাবে দুই জাতিতত্ত্বে ভিত্তিতে তাহাদের আবাসভহমি দাবী করিতে পারে। এর পরিণতি, পাকিস্তান খন্ড-বিখন্ড হওয়া ও পাকিস্তারে বিলুপ্তি। যুক্তি নির্বাচনে সমর্থনকারীদের যাহারা পাকিস্তানের শত্রুআখ্যা দিয়া নিজেদের দুই জাতিতত্ত্বকে পেশ করিবার ভূমিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের দাবী পূরণ করিতে হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন না করিয়া উপায় নাই।

এইসব পন্ডিতদের বিজ্ঞোচিত তত্ত্বের এই ভয়াবহ পরিণতি ও যুক্তি অসারতা আজ জনসাধারণের নিকট ধরা পরিয়াছে। সুতরাং জাতি বাদ দিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের মুখ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই সকল সংখ্যালঘুকে রক্ষাকবচ দেওয়ার নামে পৃথক নির্বাচনের ওকালতি করিতেছেন। সংখ্যালঘুদের অবশ্যই রক্ষাকবচ দিতে হইবে, ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। একটি রাষ্ট্রে এমন কয়েকটি গোষ্ঠী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাষ্ট্রের উন্নত নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়িয়া তোলার সুযোগ পায় নাই। এই ক্ষেত্রে তাহাদের ঐ সমস্ত সুযোগদানের জন্য রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে তদুপযোগী বিধান সন্নিবেশিত করিয়া মনগড়া বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই রক্ষাকবচদিতে হইবে, ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি কৌতুকপূর্ণ। অন্যদিকে রক্ষাকবচ অর্থ পৃথক নির্বাচনে, এই উদ্ভট যক্তি তাহারা কোথায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। যাহাদিগকে একবার ‘‘জাতি’’ বলা হইতেছে, মুখের এক কথায় আবার তাহাদিগকে ‘‘ সংখ্যালঘু’’ বানান হইতেছে। ইহার কারণ ‘‘জাতি’’ ‘‘সংখ্যালঘু’’ রক্ষাকবচ’’ ও ‘‘পৃথক নির্বাচন’’ প্রভৃতি সামঞ্জস্যহীন যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের মুখ বাচাঁনোর ছাড়াতাদের আর গত্যন্তর নাই।

সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকবচ ব্যবস্থাকে সংখ্যালঘুদের মতামত নিয়াই কায়েক করা উটিত এবং কি ধরনের রক্ষাকবচদরকার, তাহাও তাদের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইতে। সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ তাদের মতের বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। পাকিস্তানে এই ‘‘ সংখ্যালঘুরা’’ তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মারফতে যুক্ত নির্বাচনে স্বপক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবুও তাহাদিকে পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ নিতেই হইবে’’ এই মনোভাব পরিহার করা উচিত।

কায়েমী স্বার্থের সাম্প্রদায়িতকা বিদ্বেষকে কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই, ইহার বিষক্রিয়াকে সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চালানো হইয়াছে। এই সেইদিনও পাঞ্জাবের কাদিয়ানী-আহরার পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হইয়াছে। পাঞ্জাবী-বাঙ্গালী বিদ্বেষ আদমজী পাটকলের দাঙ্গায় নিরীহ শ্রমিকদের রক্ত বহিয়াছে। শিয়াদের ইমামতিতে সুন্নীরা নামাজ পড়িতে রাজী নহে। খোঁজ করিলে যেখানে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এই ‘‘পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচের’’ ব্যবস্থা কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। এই পৃথক নির্বাচনের রক্ষাকবচ পরিণামের এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে যে অদূরভবিষৎতে নিজের দেওয়া ছাড়া অন্যকে ভোট দেওয়ার আর উপায় থাকিবে না।

সাম্প্রদায়িকতার সীমা নাই। এই বিদ্বেষ বর্তমান সমাজব্যবস্থারই একটি অভিশাপ, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে তাগিদে এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয় নাই। ইহা কতিপয় মানুষের স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই পৃথক নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনে না লাগিলেও তাহাদের রক্ষাকবচের নামে তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এত আড়ম্বর ।

এই রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা তুলিয়া সংখ্যালঘ দের রক্ষাকবচের নামে পৃথক নির্বাচনের দাবীকে খর্ব করার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিলে ভুল করা হইবে। অতীতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিতর দিয়া হিন্দু মুসলমানদের ভিতর বিভেদের ‘‘বাস্তবতার ’’ জিগীর তুলিয়া যাহারা পৃথক নির্বাচনের যৌক্তিকতা দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানে মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাহাদের চাইতেও মর্মান্তিক রক্ত ক্ষয় হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ভিতরে একটি বিদ্বেষভাব ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহার অবসান, এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়া হইতে পারে না। ইহার অবসান হইতে পারে মানুষের মহা মিলনের পথে।

ইহা সত্য যে, সাম্প্রদায়িকততা পাকিস্থানের গণজীবনে একটি সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে। উহার অবসানের সর্বরকমের আয়োজন করিতে হইবে । কিন্তু পৃথক নির্বাচন দ্বারা এই সমস্যাকে কিছুতেই দূর করা সম্ভব নহে। উহা দ্বারা এই সাম্প্রদয়িকতাকে উস্কানিই দেওয়া হইবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বপনে অতী উৎসাহী প্রচারকের এই পৃথক নির্বাচনের অভিযানে যাঁহাদিগকে বিভ্রান্তির ফাঁদে ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অসীম সর্বনাশা পরিণতি সম্বন্ধে ভাবিয়া উহার অবসান করা যায় না । রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক, সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্প্রদায়ের সকল ধর্মের সকলের অবাধ অধিকার এই মহান প্রীতির দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারে।

পৃথকভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে পরিষদের সদস্যরা যে কোন আইন পাশ করাইতে যুক্তভাবেই ভোট দিতে পারেন। অন্যদিকে সুপারীর ট্যাক্স হ্রাস, পাটের মূল্য বৃদ্ধি, রেশন ব্যবস্থা, খাজনা হ্রাস, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল প্রভৃতি জনহিতকর আইনগুলি গৃহীত হইলে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়েরই উপকার হয় না, প্রত্যেকটি পাকিস্তানী উহার দ্বারা উপকৃত হয় । ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোন সদস্যই যে কোন আইনের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ইচ্ছামত নিজ ভোট দিতে পারেন। ধর্মীয় কূটতর্কের মীমাংসার জন্য রক্ষাকবচ নামে পৃথক নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা নাই, অথবা মন্ত্রী হওয়ার বেলায় এই সংখ্যালঘু সদস্যদের ভোটকে বর্জন করা হয় না। অথচ জনগণ সম্মিলিত ও যুক্তভাবে ভোট দিয়া নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবেন না, এই যুক্তি সম্পূর্ণ অচল ।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গুলি যন্ত্র রহিয়াছে: তাহার কোথাও পৃথক নির্বাচন নাই। ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড: জিলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাকালিটি: পার্লামেন্ট প্রভৃতিতে যুক্ত নির্বাচন চালু রহিয়াছে। নেজামে ইসলামের সভাপতি ও পৃথক নির্বচনের অন্যতম নেতা মাওলানা আতাহার আলী এই যুক্ত নির্বাচনেই জাতীয় পষিদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ গিবনের সভাপতিত্বে তাহারা ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ করাইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সকল সদস্যের ভোটে জনাব ইস্কান্দার মীর্জা ’’সদরে রিয়াসত’’ প্রেসিডেনট নির্বাচিত হইয়াছেন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় যেখানে নেজামে ইসকলামের জনাব আশরাফউদ্দীন চৌধুরী মন্ত্রী চিলেন, সেইখানে তিনজন হিন্দু মন্ত্রী মন্ত্রীদের সমান অধিকার লইয়া বিরাজ করিয়াছেন,। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে এই হিন্দু মন্ত্রীদিগকে ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই , এইরুপ খবর আজ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। শাসক শ্রেণী ভালোভাবেই জানেন যে; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মিলিত হইয়া কাজ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। তাই মুখে বিভেদের বাণী যতই প্রচার করুক না কেন, উহা কেবল জনসাধারণের বেলায়।

পাকিস্তানের সর্বত্রই যেখানে আজ যুক্ত নির্বাচন চালু রহিয়াছে, সেখানে জনগণকে সেই যুক্ত নির্বাচনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান লাভের সাথে সাথে জনগণকে তখনকার শাসকগোষ্ঠী শিক্ষা দিয়াছেন যে, এদেশের জনগণ দুই জাতি-হিন্দু আর মুসলিম। একটি অত্যাচারী আর একটি অত্যাচারিত, এরা কোনদিনই এক হইতে পারে না। এই প্রচার জনগনের মনে সামকিয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও তাহাদের শোষকদের চিনাইয়াছে। ট্যাক্সের জ্বালায় আর অনাহারে যাহারা মরিতেছে গুলী, জেলখানা যাহাদের মুখের ভাসা কারিয়া নিতেছে, দূর্গাপুরে যাহাদের বুকের রক্তে মাটি লাল হইয়াছে তাহারা সর্বহারা পাকিস্তানী। ব্যথা, দুঃখ আর সংগ্রাম সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লৌহদৃড় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া এই ঐক্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা জনগণকে প্রতারিত করিয়াছে, যাহারা জনগণকে অনাহারে মারিয়াছে, সোনার পাকিস্তানি যাহারা সর্বনাশ করিয়াছে সাধারণ মানুষের ঐক্য ধ্বংস করিয়া মানসে পৃথক নির্বাচনের নামে একটি অবাস্তব কল্পিত সমসর দিকে ধাবিত করার জন্যই শাসক শ্রেণীর এত উদ্যোগ আর আয়োজন। মাত্র নয় বৎসরের নূত জাতির পক্ষে এতবড় সাম্প্রদায়িক কলুষতার বিরুদ্ধে এত অল্প

সময়ের মধ্যে রুখিয়া দাঁড়ানো অসাধারণ মনে হইলেও পাকিস্থানের জনগণ আজ সাফল্যের সহিত সেই অসাধারণ কাজ করিতে পারিয়াছে ।

জনগণের এই বিরাট ঐক্যকে শোষক শ্রেণী ও তাহাদের তাঁবেদারেরা ভীতির চক্ষে দেখিতেছে।পৃথক নির্বাচনের সমর্থনকারীদের যুক্তির অসারতা ও অসামঞ্জস্যতা সত্বেও কেন তাহারা তাহাদের দাবীর সমর্থনে অজস্র অর্থ ও জনবল ব্যয় করিতেছে তাহা আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। শোষকযন্ত্রকে নিরঙ্কুশভাবে পরিচালিত করার উপযোগী ক্ষেএ সৃষ্টি করিতে সর্বপ্রথম দরকার মেহনতী জনতার ভিতরে ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দেওয়া ।এই ঐক্যকে ধবংস করিতে হইলে প্রয়োজন মেহনতী জনতার ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং সেই বিভ্রান্তি র ফাটল পথে অত্যাচারীর আসন কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এই বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য শোষক গোষ্ঠীর হাতে যতগুলি অস্ত্র্ রহিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা তাহাদের মধ্যে অন্যতম ।কিন্তু গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক কারখানা মজুর পাকিস্থানের অসংখ্য অত্যাচারিত নরনারী যদি এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকত কে দূর করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মেহনতী জনতার বিরাট ঐক্য শোষক শ্রেণীর সকল শোষণ যন্ত্রকে নিমূল করিয়া দিবে।ইতিহাসের নির্ধারিত গতিকে কেহই রোধ করিতে পারে নাই।জনতা তাহার নির্ধারিত্ঐক্যের পথকে বাছিয়া নিয়াছে।জনগণ গতিপথের প্রতিটি বাধা তাহারা অতিক্রম করিবেই।

সর্বশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার কিছু কিছু জের রহিয়া গিয়াছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা দরকার।কেহ কেহ যুক্তি দিয়া থাকেন যে,যদি যুক্ত নির্বাচন হয়,তবে হিন্দুদের বর্তমানে বিশেষ সুবিধাজনক ভূমিকা থাকিবে না ।এমনকি সব কয়টি আসনই মুসলিম নির্বাচন প্রার্থীগণ দখল করিতে পারিবে,এই ধরনের যুক্তি দিতে যাওয়া ভুল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর।একই ভুল হইতেছে সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচন দাবী।গণতান্ত্রিক জনতা এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের উপরই ভার দেওয়া্উচিত,যাহাতে সকল স্তর হইতে জনতার নিজস্ব লোক পরিষদে প্রেরিত হইতে পারে।

(Nothing was audible due to the continuous thumping of tables by the opposition.)

Mr. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN: Sir, I beg to move that the question be now put:

The question that the question be now put, was put and agreed to.

The question that the East Pakistan Assembly is of the views that elections to the National Assembly and Provincial Assemblies shall be held on the principle of Separate Electorate was then put and negatived.

Mr. ATAUR RAHMAN KHAN: Sir, I beg to move that the East Pakistan Provincial Assembly is of the view that election to the National Assembly and Provincial Assemblies should be held on the principle of Joint Electorate.

The question that the East Pakistan Provincial Assembly is of the view that election to the National Assembly and Provincial Assemblies should be held on the principle of Joint Electorate, was then put and a division called.

Mr. PRAVAS CHANDRA LAHIRY: Sir, I express my desire.

Mr. SPEAKER: Not now. You will do so after the voting is closed.*(Thumping of desks was continuing)*

AYES-159

Ahmed, Abul Mansur
Ahmed, Aftabuddin
Ahmed, Dabiniddin
Ahmed, Jasimuddin
Ahmed, Khawja
Ahmed, Mafiz Uddin
Ahmed, Maizuddin
Ahmed, Md. Muzafar
Ahmed, Mohammed Ashabuddin
Ahmed. Mohiuddin
Ahjned, Momtaz
"Ahmed, Rahimuddin
/ Ahmed, Haji Ramizuddin
Ahammad, Raisuddin
Ahmed, Serajuddin
Ahmed, Syed
Ahmed, Taj uddin
Ahammad, Zamiruddin
Ali Abu Md. Younus
Ali, Dewan Mahboob
Ali, G.M. Okalai
Ali, Mahmud
Ali, Mohammad Munsoor
Ali, M. Korban
Ali, Syed Akbar
Awal, Abdul
Bala, Gour Chandra
Banu, Selina
Barman, Abhoy Chandra
Barman, Canteswar
Begum, Amena
Begum, Bad run Nessa
Begum, Toftunnessa
Bhattacharjee, Munindra Nath
Bhuiya, Aftabuddin
Biswas, Kshitish Chandra
Chakravarty, Trailokya Nath
Chatterjee, Bejoy Bhusan
Choudhury, Abdul Hamid
Choudhury, Abdul Wazed
Choudhury, Akbar Ali Khan
Choudhury, Aminul Huq
Choudhury, Habibur Rahman
Choudhury, Khoda Baksh
Choudhury, Mohammad Harunur Rashid (alias Khushu Mia)
Choudhury, Dr. Nuruzzaman
Choudhury, Prafulla
Choudhury, Sakhawatul Ambia.
Choudhury, Tohur Ahmed
Choudhury, Zahur Ahmed
Danish, Haji Md
Das, Basanta Kumar
Das, Braja Madhab
Das, Debendra Nath
Das, Gour Kishore
Das, Radha Madhab
Das, Sanjiban Chandra
Das, Choudhury Kali Prasanna
Das . Gopta, Sures Chandra
Dastidar, Purnendu
Datta, Bhupendra Kumar
Datta, Dhirendra Nath
Datta, Ramesh Chandra
Datta, Sudhanshu Bimal
De, Pulin Behari
Deb Roy, Jogendra Chandra
Dhar, Monoranjan
Ghose, Debendra Nath

Gomes, Peter Paul
Hafez, Mirza Gholam
Hussain, Abul Khair Rafiqul
Hossain, Altaf
Hossain, Khairat
Hussain, Maqbul
Hussain, Md. Moazzam
Hussain, Syed Altaf
Hossain, Syed Sharfuddin
Huq, Farmuzul
Haque, Fazle
Huq, Serajul
Hoq, Shamsul (Dacca)
Huq, Dr. Zikrul
Islam, Azharut
Islam. Iqbal Anwarul
Jaladas, Satish Chandra
Jaiil, A. F. M. Abdul
Joardar, Ohid Hossain
Kanchu Uddin
Karim, Abdul (Patuakliali)
Kazi, Rokonuddin Ahmed
Khoddar, Abdul Jabbar
Khaleque, Mohammad Abdul
Khan, Abdul Ghani
Khan, Abdur Rahman
Khan, Achmat Ali
Khan, Ahmed Ali
Khan, Aktaruzzaman
Khan, Ataur Rahman
Khan, Faizur Rahman
Khan, Haiem Ali
Khan, Yar Mohammad
Khandakar, A. Hamid
Khandakar, Azizur Rahman
Khatun, Meherun Nessa
Khoda Baksha
Khondker, Abul Quasem
Lakitullah, S. W.
Majumder, Muhammad Abdul Hamid
Majumder, Phani
Majumder. Sarat Chandra
Miah. Abdul Avval
Miah, Abdul Hakim
Miah, Azizul Haque
Mia, Mohammad Toaha
Mitra, Khetra Nath
Mohiuddin, Dewan
Molla. Abul Kalam Azad
Molla, Moslem Ali
Mandal, Rasaraj
Mondal, Sural Ali
Mallik, Hyder Ali
Quamaruzzaman
Quazi, Kafiluddin Ahmed
Rahman, Ataur
Rahman, Azizur
Rahman, Mojibar (Rajshahi)
Rahman, Mashihur
Rahman, Mohammad Abdur
Rahman, Hafez Mohammad Habibur.
Rahim, Zillur
Rashid, Md. Abdur
Roy, Amorendra Nath
Roy, Bejoy Chandra
Roy, Bibhuti Bhusan
Roy, Dhananjoy
Roy, Durga Mohan
Roy, Prasun Kanti
Roy, Rai Chandra
Roy Choudhury, Gazendra Nath
Saha, Dhirendra Nath

Saha, Sudhansu Sekliar
Samad, Abdus
Samad, Mahibus
Santal, Jiban
Sarkar, Abdur Rashid
Sarkar, Nil Kamal
Sarkar, Rajendra Nath
Sen, Pran Kumar
Sen Gupta, Purnen Kishore
Sen Gupta Nellie
Serajuddin
Shaikh, Abdul Aziz
Shaikh, Mujibar Rahman
Singha, Bhabesh Chandra
Sutar, Chitta Ranjan
Talukdar, Md. Ismail
Talukdar, Nagendra Nath
Tarkabagish, Moulana Abdur Rashid
Waliullah, M.

NOES—I

Bhuya, Islam

The Ayes being 159, and Noes 1, the question was agreed to.

(The Opposition Party Members did not participate in the voting.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা	সম্মেলন কমিটি পুস্তিকা	২৫-২৬ জুলাই, ১৯৫৭

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ!

আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন। সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপনারা সকল প্রকার অসুবিধা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের সকলের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানই।

বন্ধুগণ!

দশ বছর পূর্বে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। সংগ্রামের দিনগুলি ছিল আমাদের স্বপ্নে ও কল্পনায় ভরপুর। আমরা পাকিস্তানে এক সোনার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম সুখী সমৃদ্ধ একটি দেশ। আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ত্যাগ ও সাধনার ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত একটি জাগ্রত জাতি। সে জাতি বিশ্বে অধিকার করিবে এই গৌরবময় আসন।

কিন্তু দশ বছরের স্বপ্ন আমাদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর কল্পনার সৌধ আজ বিধ্বস্ত। অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও দিকভ্রান্ত জাতি আজ পথের সন্ধান চায়, সন্ধান চায় মুক্তির।

সে পথ নির্দেশের পবিত্র দায়িত্ব আজ আপনাদের সকলের উপর। সুদূর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া চট্রগ্রামের কক্সবজার পর্যন্ত আমাদের দেশের সকল মানুষ আপনাদের উপর সে মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। দেশের আহবানে আপনারা সাড়া দিয়াছেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আপনারা যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আবার আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধ্যনবাদ।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতার মর্মকথা সকল দেশে ও সকল কালে প্রায় এক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, আর্থিক দুর্গতির নিরসন এবং মানুষের সংস্কৃতি ও মননশীলতার উন্নতি ও ব্যাপ্তিই স্বাধীনতার প্রাণকথা। মানুষের জীবন হইতে এই বস্ত দুইটিকে বাদ দিলে মানুষে-পশুতে ব্যবধান তাকে না। তাই মানুষ তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় যুগে যুগে আত্মহুতি দিয়াছে: নিজের জানমাল কোরবানী করিয়াছে। এমন একটি গুণে গুণান্বিত বলিয়াই বিশ্ব স্রষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা মানুষকে বলিয়াছেন- আশরাফুল মখলুকাত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ সকল যুগেই নিজদের ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে গোলাম বানাইয়া স্রষ্টার 'আশরাফা'কে 'আতরাফে' পরিণত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কিন্তু এই অস্বাভাবিক বিভেদ মানুষ কোন কালেও মানিয়া লয় নাই। এ জন্যই যুগে যুগে মানুষ করিয়াছে বিদ্রোহ। দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোল ও গণ-অভ্যুত্থান সেই বিদ্রোহেরই অপর নাম।

নিপীড়িত মানুষের ইজ্জত ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তো সেদিন আমার রসুল আরব মরুভূমির বুকে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সংগ্রাম ছিল জালেম কোরেশদের বিরুদ্ধে। আরবের মানুষকে কৃতদাসে পরিণত করিয়া কোরেশরা জাজিরাতুল আরবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও দুর্নীতির এক বিভীষিকা কায়েম করে।

রাসুলুল্লাহ আবির্ভাব না ঘটিলে সেখানকার ইতিহাস হয়তো মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হইয়া থাকিত।

আরবের নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা আজও সম্ভবপর হয় নাই, সত্য কথা, কিন্তু রসুলুল্লাহ প্রদর্শিত মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামও তাদের থামে নাই। দেশী ও বিদেশী জালেমদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরবের মজলুম জনসাধারণ সংগ্রাম করিতেছে। তাদের পশ্চাতে আছে সারা পৃথিবীর মজলুম জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও নৈতিক সমর্থন।

বন্ধুগণ!

পাক-ভারতের আজাদীর সংগ্রামের ইতিহাস অন্য দেশের সংগ্রামের ইতিহাস হইতে ভিন্ন নয়। যেদিন হইতে বিদেশী শক্তি ভারতে তাদের রাজত্ব কায়েম করে সেদিন হইতেই সেই বিদেশী শক্তির নির্যাতনের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিল ভারতের মুসলমান। প্রাণ দিল ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে সমানভাবে। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতাকামী জনসাধারনের এক ঐতিহাসিক জাগৃতি, এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বার্ম্মায় নির্বাসিত হইলেন। আর তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন ঝান্সির রানী, অযোধ্যার বেগম, তাঁতিয়াটোপী, নানা সাহেব, মাওলানা আহমদুল্লাহ এবং আরও লক্ষ লক্ষ নাম না জানা মুসলমান ও হিন্দু।

পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে জীবন দান করেন মীর মদন, মোহন লাল। সেদিন বাংলার স্বাধীনতাকামীদের প্রথম এবং মহান পরীক্ষা। কিন্তু কতিপয় দেশদ্রোহীর চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতার রবি অস্তমিত হইল। যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দেশদ্রোহী তাহাদের কোন ধর্মীয় পরিচয় নাই। তাই অতীতের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদেশী শক্তির চক্রান্তে যোগ দেয় মুসলমান মীর জাফর, আগাইয়া আসে হিন্দু উমি চাঁদ, রাজবল্লভ। স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিয়া একদিকে অগ্রসর হইলেন সিরাজ, মোহন লাল ও মীর মদন। অপরদিকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ। বিশ্বাসঘাতকরাই সেদিন জয়লাভ করিল। বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশদ্রোহীরাই প্রমাণিত হইল অধিকতর শক্তিশালী।

সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশে আবারও কি ঘটিবে?

বন্ধুগণ! পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ সরকার একটি নতুন দেশীয় শোষক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই শোষকের দলে মুসলমান ছিল নগণ্য; কারণ মেকিয়াভেলির নীতি অনুসারে ইংরাজ পরাজিত মুসলমান সমাজের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিয়াছিল। মোট কথা ইংরেজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিরাচরিত পথ অবলম্বন করিল।

কিন্তু বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সুর ছিল। সে ঐক্য ধ্বনি শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ। সে ঐক্যের পতাকা উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে খেলাফত আন্দোলন। বিদেশী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মীর জাফর, উমিচাঁদের ন্যায় ভারতের গণদুশমন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আতংকিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন থামিয়া যায় নাই। স্বাধীনতার প্রেরণা ও আদর্শ নিয়াই আমরা আমাদের স্বাধীন আভাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ি। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব মজলুম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় নাই। তাই আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সে সংগ্রামের মূল কথা ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবসন ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন করা। স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদশেই সেদিন ভারতের কোটি কোটি মুসলমান উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

বন্ধুগণ!

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। আমাদের স্বাধীন বাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুনিয়ার কাছে সে স্বাধীনতার স্বীকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরেও দেশবাসীর জীবনে কি সে স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভ ঘটিয়াছে? আপনারা শুনিয়া লজ্জিত হইবেন যে আজ পর্যন্ত গ্রামে এমন কথাও শোনা যায় যে দেশের অবস্থা প্রাক-স্বাধীনতার আমলেই নাকি অধিকতর ভাল ছিল। পল্লী পরিভ্রমণে সে সত্য নির্মমভাবে চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তার অর্থনীতির মূল ভিত্তি নিহিত কৃষকের জীবন আর কৃষকের জমিতে। বর্তমানে পৃথিবীর কৃষিপ্রধান কোন দেশের অগ্রগতিই সম্ভবপর নয়, যদি না দেশের কৃষি ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

আমাদের কৃষি ব্যবস্থা অতিশয় পশ্চাৎপদ। সেই মান্ধাতা আমলের ভাঙ্গা লাঙ্গল আর আধমরা গুরু আজিও পাকিস্তানের কৃষকের একমাত্র পুঁজি।অনাহারে, অর্ধাহারে,সে আজ জীবন্মৃত।সরকারি হিসাব মতেই পূর্বপাকিস্তানের কৃষকের ভিতর শতকরা ৩৬ জন হইল ভূমিহীন এবং শতকরা ৪০ জন হইল গরীব কৃষক। এই হিসাব ১৯৪৮ সনের হিসাব। তারপর গত ৯ বৎসর উপর্যুপরি সংকটে আরো কত কৃষক যে জমিহারা হইয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। আমাদের এই প্রদেশের চাষীগণ দুনিয়ার সেরা পাট পয়দা করে; কিন্তু গত দশ বৎসরের ভিতর তাহার ন্যায্য মূল্য তাহারা পায় নাই। উত্তরবঙ্গের পটল, তামাক, দক্ষিণবঙ্গের মাদুর, পূর্ববঙ্গের বেত ও চাটাই শিল্প আজ মরোনোন্মুখ। ইহা ছাড়া, কৃষকের ট্যাক্স ও খাজনার বোঝা বাড়িয়াছে। অনাহার ও দুস্থতাই হইয়াছে আমাদের কৃষকদের নিত্যসঙ্গী এবং কৃষকের দুস্থতার ফলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমিয়া চলিয়াছে। কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীব্র খাদ্য সংকট আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সুজলা সুফলা পূর্ব পাকিস্তান এবং শস্যভান্ডার বলিয়া বিখ্যাত, পশ্চিম পাকিস্তান আজ বিদেশী খাদ্য সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীতে আজ আমাদের বৈদেশিক তহবিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে, দেশের শিল্পোন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে এবং ভিক্ষার ঝুলি হস্তে আমরা বিদেশের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সরকার কৃষকদের এই দুরবস্থার প্রতিকার করে নাই। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সরকার প্রথম দিকে কয়েকটি প্রসংশনীয় কাজ- যথা, গত তীব্র খাদ্য সংকটের সময় লঙ্গরখানা খোলা, সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং যুক্ত নির্বাচন প্রথা কায়েম করেন। সম্প্রতি এই সরকার সার্টিফিকেট প্রথা রদ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়ছেন।

কিন্তু কৃষকদিগের মৌলিক সমস্যা- যথা, ভুমি সমস্যা, খাজনা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বেকার কৃষকের নিয়োগ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা দেখাইয়াছেন। সময় মত বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ, প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পূর্ণ রেশনিং, গ্রাম্য ঘাটতি এলাকায় সংশোধিত রেশনিং, মওজুত উদ্ধার প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সময় মত অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রদেশে এখনও তীব্র খাদ্য সংকট বিরাট করিতেছে এবং গরীব কৃষক জনসাধারণের ঘরে অর্ধাহার ও অনাহার চলিতেছে। মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক রচিত ভূমিদখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের যতাবিহিত সংস্কার না করিয়া এই সরকার ঐ আইন চালু করিতেছেন। ইহার ফলে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্নীতিপরায়ণ আমলঅ আমিনদের অকথ্য জুলুম ও দুর্নীতির রাজত্ব। বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদের সার্বজনীন দাবী সত্ত্বেও এই সরকার কৃষকদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া জমিদারগণকে খেসারত দানের ব্যবস্থাই বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া ২১-দফা মোতাবেক খাজনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বহুক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে।

আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ভাইদের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের চাইতে উন্নত তো নয়ই, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রে তাহাদের দুরবস্থা আরো বেশী। সেখানে মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান সরকার কৃষকদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই প্রাক্তন সিন্ধুর বিশ লক্ষ হারী (ভূমিহীন কৃষক) আজও জায়গীরদার জমিদারদের অধীনে গোলামের জীবন যাপন করিতেছে। এবং প্রাক্তন পাঞ্জাবের লাখ লাখ মজলুম কৃষক বর্বর বাটাই ও বেগারী প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় তিওয়ানা, মালিক, খিজির, মিয়া, নুন প্রভৃতি জমিদার জায়গীরদার পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জমি দখল করিয়া ভোগবিলাস করিতেছে।

মোট কথা, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে স্বাধীন পাকিস্তান কায়েম হইলেও, পাকিস্তানের জনসাধারণের যারা শতকরা ৮৫ জন সেই কৃষক সমাজ স্বাধীনতার কোন আস্বাদন পায় নাই। তাহারা আজও ভূখা। অনাহারে কৃষকদের পেট আর পিঠ আজ এক হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ!

পাকিস্তান মধ্যবিত্তের অবস্থা কৃষকের চেয়ে বেশী ভাল নয়। খাদ্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য এবং দেশের এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াচে। সরকারই এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহারা এমন একটি অর্থনীতি অনুসরণ করিলেন যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হইয়া এক অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। অবস্থা আজ আয়ত্তের বাহিরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক মেরুদন্ডও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এরূপ পরিস্থিতি ঠেকাইবার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নেই। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনে আজ বিরাটকায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

শিক্ষা সংকটঃ

পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা জীবনে মুসলিম লীগ সরকার এক ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। তাদের শাসনকালে সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যায়তনগুলি হ্রাস পাইয়া অর্ধেক দাঁড়ায়। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষা-নীতি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। গ্রামে বহু স্কুল পাঠশালা গরুর খোঁয়াড় ও ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার খাতায় পড়িয়া থাকে। এইরূপ কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রায় এগারো মাসের বেতন বকেয়া রাখিয়া তদানীন্তন অর্থ সচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ দেশবাসীর সামনে পেশ করেন এক তথাকথিত উদ্বৃত্ত বাজেট। আশ্চর্যের বিষয়, দেশবাসী আন্দোলন এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার শিক্ষা জীবনে তাদের ধ্বংসাত্মক নীতি চালাইয়া গেলেন।

লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে নীতির কোন পরিবর্তন করেন নাই এবং বর্তমান আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। সোহরাওয়ার্দী সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষা ব্যবস্থা উপর চরম আঘাত হানিলেন ৭৭৭১টি প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিবার পরিকল্পনা করিয়া। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশবাসীকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার পরিকল্পনাকে ধ্বংসাত্মক কার্য্য ছাড়া আর কি বলা যায়?

শিল্পোন্নয়ন :

বন্ধুগণ!

সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত একটি দেশের বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের মত একটি অনুন্নত দেশে অর্থনীতর উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। খোদাতায়ালা আমাদিগকে প্রচুর সম্পদ দিয়াছেন। কাজেই সরকার পক্ষের যদি

যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকিত তাহা হইলে গত দশ বৎসরে আমাদের এই দেশ বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিতে পারিত। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে পূর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। সুতিবস্ত্র, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহাতে এখনও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইতেছে না- বিদেশে রফতানি তো দূরের কথা। অবশ্য আমাদের শিল্পজাত কিছু কিছু মাল বিদেশে রফতানি হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশ শিল্পে প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশে বস্ত্র পায় না। অথচ সামান্য কিছু কাপড় বিদেশে পাঠাইয়া সরকার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়ন হইয়া গিয়াছে।

দেশে শিল্পের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্পের এই অবস্থার জন্য দায়ী সরকার। আমাদের পাট, তুলা প্রভৃতির বিনিময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর যে সুবিধা ছিল মুসলিম লীগ সরকার বা লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার সে সুযোগ কাজে লাগান নাই। আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারও এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে নূতন কিছু করেন নাই। শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির জন্য সরকার নির্ভর করিতেছেন যাহাদের উপর তাহাদের নিকট হইতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। অথচ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও সরকার নারাজ। ফলে আমাদের দেশের শিল্পোন্নতির পথে আজ নানাবিধ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। এবং যাহারা শিল্প গড়িতে চান তাহারা পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পাইতেছেন না। তাই স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর কাটিয়া গেলেও আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতা কাটে নাই।

আমরা বার বার দাবী করিয়া আসিতেছি পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা হউক। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্ট লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী বিবেচনা করা তো দূরের কথা ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া প্রচার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইগণকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পরেও দেশকে শিল্পায়িত করার প্রশ্নে পূর্বকার নীতি অনুসৃত হইতেছে। এই সরকার ২১ দফা ওয়াদা অনুসারে দেশকে শিল্পায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে ওয়াদা তাঁহারা পালন করেন নাই। তাঁহারা দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য কোনরূপ সুষ্ঠু নীতি এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন নাই।

শ্রমিক সমস্যাঃ

বন্ধুগণ, মাত্র যে কয়েকটি শিল্প-কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সরকারী অব্যবস্থার দরুন তাদের কয়েকটি বছরের অনেক সময় কাঁচামালের অভাবে অসুবিধা ভোগ করে। বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলগুলির কথা বলিতেছি।

শ্রমিক শোষন ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কতটা নীতিগত ব্যাপার। কাজেই শ্রমিক-মালিক তিক্ততা সেসব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের মত একটি অনগ্রসর দেশে যাহাতে শ্রমিক মালিকের তিক্ততা বৃদ্ধি না পায় দেশকে শিল্পায়িত করার শর্ত হিসাবে সরকারের সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরী, তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কোন বিষয়েই কিছু করেন নাই। ন্যায্য দাবীর জন্য শ্রমিক বৈধ আন্দোলন করিলে সরকার শ্রমিকদের উপর শুধুমাত্র দমন নীতি চালাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে মজুরী পাইয়া থাকেন তদ্বারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়া জীবনধারণ করাই কঠিন। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এমন সব বস্তিতে

বাস করিতে বাধ্য হয় যাহা মানুষের বাসোপযোগী নয়। বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিক আইন ভঙ্গ করিয়া শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত খাটাইয়া লওয়া হয়। পাকিস্তানের শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই অবর্ণনীয়।

বর্তমানে নিত্যব্যবহার্য্য প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ২১ দফা ওয়াদা মোতাবেক শ্রমিকদের বেতন ও মাগগী ভাতা বৃদ্ধি করা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া শ্রমিকগণের বৈধ ধর্মঘটের অধিকার হরণ করিয়াছেন। কৃষকদের অবস্থা বর্ণনার সময় আমি বলিয়াছি এবং শ্রমিকদের ব্যাপারে পুনর্বার আমি সেই কথাই বলিতে চাই যে, আমাদের আযাদী লাভের দশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকদের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়া লাগে নাই। কঠোর পরিশ্রম, মালিকদের জুলুম ও স্ত্রী-পুত্রসহ কায়ক্লেশে জীবনধারণ ইহাই পাকিস্তানী শ্রমিকদের নসিব।

দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতাঃ

এরপর আসে দুর্নীতির কথা।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও দেশে দুর্নীতি ছিল। কিন্তু উহা অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ বৈদেশিক সরকার বহু প্রকারের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া থাকে। তাহাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য চাই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ। তাদের শোষণ কায়েম রাখিতে হইলেও প্রয়োজন দুর্নীতির। কাজেই শাসন ক্ষমতা হাতে রাখার এক বিরাট হাতিয়ার তাদের দুর্নীতি।

উদাহারণস্বরূপ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই ‘মহান ব্যক্তিরা’ যে দেশেই গিয়াছেন সেখানেই দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে। তাদের আগমনও দুর্নীতিমূলক এবং তাদের অবস্থানও দুর্নীতিমূলক। আমেরিকার প্রিয় পাত্র চিয়াং কাইশেকের দেশ চীন একদা দুর্নীতিবাজদের আখড় হইয়া দাঁড়ায়। বৃটিশের অধীনে থাকাকালে ভারতেও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আজ বৃটিশ, আমেরিকা ও ফরাসীর যুক্ত অভিযানে গোটা মধ্যপ্রাচ্য দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর জাপান ও তুরস্কও আমেরিকার কল্যাণে দুর্নীতিবাজির আখড়ায় পরিণত হইয়াছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তানের শাসকগণও বৃটিশের নিকট হইতে দুর্নীতির পদ্ধতি আয়ও করেন। মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুক্তফ্রন্ট-লীগ কোয়ালিশন সরকারের আমলে উহা আরো প্রসারলাভ করে।

আওয়ামী-কোয়ালিশন সরকার বহু ঢাকঢোল পিটাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা দুর্নীতির মূল্যোৎপাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে, দুর্নীতি আজ প্রায় সমগ্র সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

দুর্নীতি দমন করা যায় না আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি দূর করিতে না পারিলে পাকিস্তানের কোন উন্নতি হইতে পারে না। তাই সমাজ জীবন হইতে দুর্নীতি উৎখাত করিবার জন্য আমি সমস্ত পাকিস্তানবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

আমি বিশ্বাস করি যে, সরকার যদি উদ্যোগী হইতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে এদেশের সমাজ জীবন ও শাসনযন্ত্রকে তাঁহারা দুর্নীতিমুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টারই অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাই দুর্নীতিরোধ সম্পর্কিত সরকারের কথাবার্তা আজ অন্তসারশূন্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা :

মুসলিম লীগ সরকার, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম আমাদের দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিয়া গিয়াছিল। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার প্রথম দিকে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইন বাতিল করিয়া দিয়া হৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সরকার অর্ডিন্যান্স দ্বারা কেন্দ্রীয় কালাকানুন পুনরায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের পাসপোর্ট ইত্যাদি কাড়িয়া লইয়া এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটক করিয়া মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ কারণে গণতন্ত্রকামীদের দায়িত্ব শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ তাঁদের কায়েম রাখিতেই হইবে। এজন্য যে কোন মূল্য দিতে হইলেও তাকে করিতে হইবে।

স্বায়ত্তশাসনঃ

এবার আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাই। পাকিস্তানের যে বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানহেতু আমরা ২১-দফা কর্মসূচীতে এই প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছিলাম এই দাবী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ দাবী। আমাদের এই দাবী আজও পূরণ হয় নাই। আজও শিল্প, বাণিজ্য আবগারী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদেশের নিকট দেওয়া হয় নাই। অথচ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিতেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে না-কি শতকরা ৯৮ ভোগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সনে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন নিয়া দেশে বিতর্কের সময়ে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজে হাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্বে থাকাকালে তিনি ২১-দফা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়া শহীদ সাহেব কি তাঁহার নিজ হাতে লিখিত সেই দায়িত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসের অধিবেশনে এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে জবরদস্তিমূলকভাবে এক ইউনিট গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয় এবং ঘোষণা করা হয়।

‘‘যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় এবং যখনই যাইবে তখনই ইহা সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত সংগ্রহ করিয়া এবং জনসাধারণে মতামতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া এক ইউনিট পুনর্বিচেনা করিবেন।’’ এই প্রস্তাব এখানো বলবৎ আছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসিয়াছে আজ দশ মাস। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। হওয়ার কোন লক্ষণও নাই।

আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম চূড়ান্ত উপেক্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। সেজন্য দেশবাসী তাহাদিগকে ক্ষমা করে নাই। আমাদের সেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও আজ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। দেশবাসী উহা বরদাশত করবেন কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবীর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলিত শক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হউক।

বৈদেশিক নীতি :

বন্ধুগণ!

গভীর উদ্বেগের সহিত আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার মুসলিম লীগ সরকার মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুসৃত সামরিক চুক্তিগুলিকে সমর্থন করিয়া আমাদের পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের সামনে এক বিপন উপস্থিত করিয়াছে।

মুসলিম লীগ সরকার আমেরিকা বৃটেন প্রভৃতির সাথে যেসব সামরিক চুক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেসব চুক্তি যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি সে কথা বলিতেছি না। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময় মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ১৯শ’ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আজ পর্যন্ত আরব জাহানে বৃটিশ শাসকবর্গের কার্যকলাপ হইল একমাত্র প্রতিশ্রুতি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্যকলাপ। পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আমাদের প্রতি বৃটিশ শাসকবর্গ যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা হইল শুধু বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সময়েও কি বৃটিশ শাসকবর্গের ছলচাতুরীর জন্যই পাকিস্তান ‘‘বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট’’ রাষ্ট্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে নাই? আর জাহানের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃটিশ ও আমেরিকার শাসকবর্গই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তন করেন নাই?

বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমেরিকার ডলার সাহায্য প্রয়োজন। শর্তহীন বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বরং সেরূপ সাহায্য আমরা চাই। শর্তহীন সাহায্যই বন্ধুত্বকে গাঢ় করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার শর্তাধীন ডলার সাহায্যে কোন দেশ উন্নতি করিয়াছে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন কি? পক্ষান্তরে, আমরা দেখিয়াছি যে, শত শত কোটি ডলার সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং শাসিত চীনের আর্থিক অবস্থা অবনতির চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়ছিল। তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি দেশ বহুদিন হইতে ডলার সাহায্য পাইতেছে। অথচ আমেরিকার শাসকবর্গের মুখ হইতেই শোনা যায় যে, ঐ সব দেশের আর্থিক সংকট বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। আমরাও ডলার সাহায্য পাইতেছি ১৯৫৪ সন হইতে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশের আর্থিক সংকট দিন দিন গভীর হইতেছে এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আজও অনাহারে ও অর্ধহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

ডলার সাহায্য দ্বারা কোন দেশের আর্থিক উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ হইল যে, যেসব চুক্তি মারফত আমেরিকা ঐ সব সাহায্য দান করে সেসব চুক্তিতে এমন সব শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির শর্তাবলীর কিছু উপস্থিত করিতেছি।

১৯৫৪ সনের প্রথম ভাগে ঐ সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমার তারবার্তার জওয়াবে ঐ চুক্তির কতকগুলি শর্ত জানাইয়াছিলেন। সেগুলি তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সে শর্তাবলীর দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ঐ চুক্তির শর্তাবলীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে,

‘‘পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যেসব কর্মচারী পাইবেন, তাহারা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীরূপে পাকিস্তানে আগত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ পাকিস্তান সরকারের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসেরই অংশ বলিয়া

গরিগণিত হইবে এবং কূটনৈতিক মিশনের ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান সরকার উচ্চপদস্থ মার্কিনী, বিমান ও স্থল বাহিনীর অফিসারদিগকে কূটনৈতিক মর্যাদা দান করিবেন।’’

এই শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানে আগত আমেরিকার অফিসারগণ আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করায় যে ‘‘কর্তৃত্ব ও সবাধ সুযোগ’’ লাভ করিলেন, উহার ফলে স্বাভাবতই আমাদের সেনাবাহিনীর উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার হইতেছে। আমাদের দেশে ঐ বিদেশী অফিসাররা হইলেন, ‘স্বাধীন’! কারণ তাহারা আমাদের দেশে থাকিয়া ‘‘যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব পালন করিবেন’’; ‘‘কূটনৈতিক মর্যাদা’’ ভোগ করিবেন এবং তাহাদের উপর আমাদের দেশের সরকারের কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। এমনকি তাহারা সাধারণ অপরাধ করিলেও আমাদের কোর্ট তাহাদের বিচার করিতে পারিবে না। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে পাক- মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তির ঐ শর্তের ফলে যে প্রভাব বিস্তার হইতেছে তাহাতে কি আমাদের সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? ইহাই কি আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নমুনা? আর আমাদের সেনাবাহিনীর সার্বভৌমত্বই যদি ক্ষুণ্ণ হয়; তাহা হইলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব থাকিবে কি?

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ডলার সাহায্য ও অন্যান্য বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আমেরিকার সহিত আর্থিক সাহায্যের যতগুলি চুক্তি আমাদের সরকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকটিতেই শর্ত আছে যে, ঐ ডলার সাহায্যের ব্যবহার তদারক প্রভৃতির জন্য আমেরিকার যেসব অফিসার আমাদের দেশে আসিবেন তাহারা সবাই ‘‘যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী’’ বলিয়া গণ হইবেন এবং কূটনৈতিক মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করিবেন তাহাদের উপর আমাদের সরকারের এক্তিয়ার খাটিবে না।

অর্থাৎ আমেরিকার ডলার সাহায্যের সাথে সাথে আমাদের দেশে যে শত শত আমেরিকান অফিসার আসিতেছেন, তাহাদের সমবায়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে একটি ‘স্বাধীন’ সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, যে সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট দায়ী। ইহার দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য একটি রাষ্ট্রের কি সৃষ্টি হইতেছে না? ইহার পরিণাম দেশবাসীই বিচার করবেন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির আরও একটি শর্তে পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে;

‘‘পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুসারে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে এমন সব কাঁচা মাল বা আংশিকভাবে নির্মিত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করিবেন যাহা পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব।’’

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, চুক্তির ঐ শর্ত দ্বারা কি আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে না এবং আমাদের অর্থনীতির উপর আমেরিকার আধিপত্য বিস্তার হইতেছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে আমি কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব জনাব আমজাদ আলীকে সাক্ষ্য হিসেবেও উপস্থিত করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে (গত মে মাসের শেষ ভাগে) পেশোয়ারে ও করাচীতে দুইটি বক্তৃতায় জনাব আজমাদ আলী বলিয়াছেন যে, আমাদের অর্থনীতি দ্রুত আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং তজ্জন্য ভাংগিয়া পড়িতেছে। অর্থ সচিবের এই মন্তব্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কি?

১৯৫৪ সনের প্রথমভাগে পাক-মার্কিন সামরিক সাহায্যচুক্তি অনুষ্ঠানের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নব নির্বাচিত ১৬৭ জন সদস্য এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঐ চুক্তি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

‘‘আমরা মনে করি যে, এই চুক্তির ফলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িবে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হইবে।

এই বিবৃতিতে বহু আওয়ামী লীগ নেতা যথা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রের বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ প্রমুখ নিজ হাতে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন।

যাহা হোক, আমি ইহাই বলিতেছি যে, বৃটেন ও আমেরিকার শাসকবর্গের নীতি ও কার্যকলাপ, বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ডলার সাহায্যের ফলাফল এবং সামরিক চুক্তিগুলির শর্তাবলী বিচার বিবেচনা করিয়াই আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিল যে, ঐ চুক্তিগুলো ‘‘দেশের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতার পরিপন্থী’’ এবং আওয়ামী লীগ ‘‘সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে’’।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুকাল পর হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করিতে থাকেন। এই কাজ দ্বারা তিনি যেমন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমি এবং আওয়ামী লীগের বহু কর্মী প্রথম হইতে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঐ কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা সময়ও দিয়াছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। তিনি নিজ ইচ্ছা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন।

কাশ্মীর ও খালের পানি :

মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত সামরিক চুক্তিগুলি সমর্থনে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি প্রধান যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের কাশ্মীর লাভ করার পক্ষে সহায়তা হইতেছে। কাশ্মীরে অবোধ গণভোট অনুষ্ঠিত হউক এবং কাশ্মীর পাকিস্তানে আসুক ইহা আমাদের সকলের অকুণ্ঠ দাবী। ভারত সরকারের বাধা এবং একগুয়েমিপূর্ণ নীতি সত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও আমাদের ঐ দাবী হাসিল করার জন্য যথাযোগ্য পথও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে; মুসলিম লীগ সরকার প্রথমবধি বৃটেন আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া ও পরে সামরিক চুক্তিগুলিতে যোগ দিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা সুদীর্ঘকাল যাবৎ চালাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী আরও দক্ষতার সহিত গত দশ মাস যাবৎ সেই নীতি ও সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু, পর্বত মুষিক প্রসব করিয়াছে। কাশ্মীর যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই আছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ১লা জুন করাচীতে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, ‘‘খালের পানি বিরোধ ও কাশ্মীর সমস্যা আমাদের উপর সাঁড়াশি অভিযানের দুইটি দিক।’’... কিন্তু, ‘‘আমরা কিছুই করিতে পারি না। ভারত এতই শক্তিশালী যে, আমেরিকাসহ প্রত্যেকেই তাহারা বন্ধুত্ব কামনা করে।’’

এই খেদোক্তির ভিতর দিয়া জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ নীতির ব্যর্থতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিসের মোহে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই বন্ধ্যা নীতি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফর করিতেছেন। সেখানে গিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মার্কিন সিনেটে বক্তৃতা করেন এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সংগে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী যেসব উক্ত করিয়াছেন এবং যে যুক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি আমেরিকা বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে পাকিস্তান কি পাইয়াছে? পাক-মার্কিন যুক্ত ঘোষণার দেখা যায় যে, কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধের মত পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যাকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার 'আঞ্চলিক সমস্যা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু এসব সমস্যায় পাকিস্তানের সমর্থনে তিনি কোন স্পষ্টোক্তি করেন নাই। অথচ জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা সমর্থনের কথা বলিয়াছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী মার্কিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকার শাসকবর্গের ''অনুরোধে'' আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী নাকি তাহার বক্তৃতা হইতে কাশ্মীর ও খালের পানি বিষয়ক, কতিপয় বিষয় শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়া দেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়ার্দী কাশ্মীর ও খালের পানি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই।

বন্ধুগণ!

আমাদের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়া যদি নিজের কথা অবাধে বলিতে না পারেন, সেখানে যদি তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয়, তাহা হইলে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ''বন্ধুত্বের'' বিনিময়ে আমরা আমাদের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেছি?

কাশ্মীর পাওয়ার জন্য সম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভর করার যে নীতি মুসলিম লীগ সরকার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এবং যে নীতি বর্তমানে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনুসরণ করিতেছেন; সেই নীতি আজ বাস্তবে বন্ধ্যা ও দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ঐ বন্ধ্যা ও দেউলিয়া নীতিতে যে সুদীর্ঘ সময় নষ্ট করা হইয়াছে তাহার সুযোগে ভারত সরকার কাশ্মীরে তাহার অবস্থানকে সুদৃঢ় করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের সরকার কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে, কাশ্মীর পাওয়ার যুক্তিতে সরকার যেসব সামরিক চুক্তিকে যোগদান করিয়াছেন তাহার শর্তগুলির ফলে পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাশ্মীরও পাইলাম না এবং আমাদের আজাদী ও সার্বভৌমত্বও বিনষ্ট হইতেছে। ইহাই মুসলিম লীগ সরকার ও জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতির ফল!

আমাদের চলার পথ

বন্ধুগণ!

পরিশেষে আমি ইহাই বলিতে চাই যে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মুক্তি ও গণতন্ত্রের যে আদর্শ নিয়া সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা পাকিস্তান সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। আমাদের স্বাধীন পাকিস্তান অর্জনের পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও মজলুম জনসাধারণের জীবনে স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লাগে নাই। পাকিস্তানের কোটি কোটি মজলুম নরনারী আজও নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত ও শোষিত।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি নিরসনের সওয়াল নিয়াই একদা আওয়ামী লীগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই আওয়ামী লীগের নেতারাও আজ ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাঁহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি খেলাফ করিতেছেন। এবং আওয়ামী লীগ সংগঠনকে উহার নীতি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

বার বার প্রতারিত হইয়া দেশের জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগিতেছে এবং তাহারা নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছেন।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, জমিদার ও প্রজার, সুদখোর মহাজন ও খাতকের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম-অধর্মের লড়াই, বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে তাহাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করিত তাহাদের ত্যাগ, কোরবানী, নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উহার নজীর বিশ্বনবী ও তাঁহার ছাহাবদের জীবনের ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তি উন্নতির ইতিহাস আমাদের সম্মুখে মওজুত।

পাক-ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু লোকের বহু ত্যাগ ও কোরবানীর ইতিহাসও আমাদের সম্মুখে মওজুত আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ত্যাগী দেশ প্রেমিকদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার পূর্বে অথবা কিছুদিন পরেই আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তাহাদের সাধনা ও আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া আল্লাহর ইচ্ছায় পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ যাহারা পাকিস্তানের কর্ণধার ইহাদের মধ্যে যখনই যে দল ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন প্রকারের কোরবানী বা নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। নির্যাতিত নেতা যেরূপভাবে দেশের নির্যাতিত জনসাধারণের প্রতি দরদ রাখে যাহারা জীবনে কখনো জালেমের জুলুমে পতিত হন নাই তাহাদের পক্ষে দেশের লোকের প্রতি সেরূপ দরদ রাখা সম্ভবপর নহে।

তাই আজ আমার মনে হয় যদি মরহুম কায়েদে আজম, মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী, হেকিম আজমল খাঁ, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি ত্যাগী মহাপুরুষগণ জীবিত থাকিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের কর্ণধাররূপে শাসন পরিচালনা করিতেন তাহা হইলে আজ দশ বৎসরে আল্লাহর মর্জি পাকিস্তানের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইত। বিশেষ করিয়া প্রায় দুইশত বৎসরকাল বিদেশী ইংরেজের শাসন ও শোষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিলে পাকিস্তানের বর্তমান কর্ণধারগণ যেভাবে পুনরায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের নিকট সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য সামরিক চুক্তি করিয়া পুনরায় দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া উপায় নাই। উপরোল্লিখিত মরহুমেরা রাজনীতি করিতেন দেশ ও জাতিকে দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর শোষকদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেশ ও জাতিকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য। বর্তমানে যাহারা রাজনীতি করেন তাহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যক লোকই ক্ষমতা লাভ ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। তাই দেখা যায় ক্ষমতা লাভের পূর্বে যাহাদের বিশেষ কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল না, তাহারাও যখন ক্ষমতায় যান তখন কিছুকালের মধ্যেই নিজের জন্য ২৩ মনজেলা বাড়ী গাড়ী, আত্মীয় স্বজনের চাকুরী, পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদির সাহায্যে নিজ নিজ দলীয় মোসাহেব ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের অবস্থা আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলে। ইহা লক্ষ্য করিয়া পর পর বিভিন্ন দল গদী দখল করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশ জাতি ধ্বংস হইল কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার দৃষ্টিভঙ্গি এখন পর্যন্ত যত দলের লোক ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে কোন দলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক দলের নেতারাই প্রতিযোগিতামূলকভাবে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসেল করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার প্রতিকার না হওয়ার একমাত্র কারণ পাকিস্তানের মেরুদন্ড পল্লীবাসীদের ভিতর সত্যিকার কর্মসূচী লইয়া আমরা সংগঠন স্থাপন করিতে পারি নাই। বর্তমানে যে কোন রাজনৈতিক দলই হউক না কেন তাহাদের শাখা, সমিতি, সামান্য যাহা কিছু কায়েম হইয়াছে তাহাতে গ্রাম্য প্রতিনিধি নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশই শহরের উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোক। গ্রামে বাস করে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ জন লোক, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলেই তাহাদের সংখ্যানুপাত প্রতিনিধি নাই।

তাই আমার মনে হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কৃষক সমিতি অধিক পরিমাণে কায়েম করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ হাজার গ্রামের ৪ কোটি কৃষক, ভূমিহীন, মজুর, বিড়ি শ্রমিক, অন্যান্য ছোট ছোট কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, ব্যবসায়ী, প্রাইমারী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী কলেজ প্রভৃতির শিক্ষক, মৎসজীবী প্রভৃতির হাড়-ভাংগা পরিশ্রমের ফলেই আজও পাকিস্তান টিকিয়া আছে। তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিলেই পাকিস্তান বাঁচিবে, তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের দ্বারাই কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি গঠনমূলক কাজে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর। উভয় পাকিস্তানের পল্লীতে ভ্রমণ করিলে দেখা যায় একশত টাকার নোট তো দূরের কথা, দশ টাকার একখানা নোট ভাংগাইতে পঁচিশ ত্রিশ বাড়ী ঘুরিয়াও খুচরা টাকা পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারাই পরিস্কারভাবে বুঝা যায় দেশের সম্পদ ও অর্থ ক্রমেই বিদেশী শোষক ও দেশীয় চোরাকারবারী, বড় বড় অফিসার, মন্ত্রী, মেম্বার প্রভৃতি কতিপয় অতি অল্প সংখ্যক লোকের নিকট জমা হইতেছে। জীবনে যাহাদের চট্রগ্রাম, লাহোর, ঢাকা, করাচী প্রভৃতি শহর ও বন্দরে ছোট-খাটো বাড়ীও ছিল না তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ ১০/১৫টা বাড়ী উঠাইয়া উচ্চ হারে ভাড়া আদায় করিয়া হাজার হাজার টাকা আয় করিতেছে। ইহাতেও পল্লীবাসীর লোক হিংসার কারণ হইতো না যদি তাহাদের নিকট যে অর্থ আছে সেই অর্থ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দেশের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন মজুর ও বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করিয়া দিয়া মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস, আজ সমস্ত পাকিস্তানের চোরাকারবারী ও পারমিট শিকারীদের হাতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আছে। এই টাকার কোন হিসাব-নিকাশ সরকারকে দিতে হয় না। ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা নাই, ঢাকা হইতে করাচী বা করাচী হইতে ঢাকা আনা-নেওয়া করিতে কোন ব্যাংকের ড্রাফট গ্রহণ করিতে হয় না, সুটকেস ভরিয়া প্লেনে বা গাড়ী, স্টীমারে চড়িয়া পারাপার করা যায়। ইহার ফলে আমাদের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অপিরহার্য্য কর্তব্যটি ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যাহারা আমাদের শাসক গোষ্ঠীর পরম বন্ধু তাহাদের তৈরী মাল আমাদের দেশের বাজারে বিক্রি করিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে দেশ ও জাতির আর্থিক দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী মুদ্রা একমাত্র কৃষকদের হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রমে উৎপাদিত কাঁচামাল দ্বারাই সংগৃহিত হইতেছে, শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে পৌঁছিয়া ভিন্ন দেশের স্বর্ণ পাকিস্তানের আনার ব্যবস্থা খুবকমই হইতেছে। ইহার জন্য শুধু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বসিয়া খাকিলে হইবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে এবং যখন যে দল জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি হইয়া গদী দখল করিবে তাহারা যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চোরাকারবারী পারমিট শিকারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে না পারে এবং দেশের জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য সারা দেশময় গণ-আন্দোলন জোরদার করিতে হইবে। এবং দেশের প্রকৃত দেশদরদী ও চরিত্রবান লোকের যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারেন তাহার দায়িত্ব জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মোটেই ভাল যোগ্য লোক নাই ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ভাল লোক যাহারা আছেন তাহারা নির্বাচন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোটেই অগ্রসর হইতে চান না। ইহার প্রধান কারণ এ দেশের প্রত্যেকটি নির্বাচনে টাকা খরচের যে ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহাতে একমাত্র চোরাকারবারী ঘুষখোরেরাই এরূপ টাকা খরচ করিতে পারে। আদর্শবাদী ও সৎ লোক যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে বর্তমানে ছেলেমেয়েসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন। তদুপরি নির্বাচনের জন্য ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ করা শুধু অসম্ভবই নয় আকাশ কুসুম। তাই চোরাকারবারী ও ঘুষখোর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক ২০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকা খরচ করিয়া যদি জয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার খরচের টাকা মুনাফাসহ উশুল করিতে এবং ভবিষ্যতে আর একবার নির্বাচনে প্রার্থী হইলে সে টাকাও অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে দেশের সৎ ও আদর্শবাদী লোককে আইন সভায় পাঠান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

বন্ধুগণ!

তাই আজ পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে নূতন আশা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এবং আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত গণতন্ত্রকামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন জানাইতেছি। আমি আবেদন জানাইতেছি যে, কৃষক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও অন্যান্য মজলুম জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, সমাজ সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি খাদ্য সংকটের সমাধান শিল্পোন্নয়ন ও শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে সুদৃঢ় করা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত প্রকার সামরিক জোট হইতে আমাদের দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম ও জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়া পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ একটি মঞ্চে মিলিত হউন। আমি বিশ্বাস করি যে, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ ও জনসাধারণের প্রতি যত বিশ্বাসঘাতকতাই করিয়া থাকুক না কেন পাকিস্তানের উভয় অংশের গণতন্ত্রকামীগণ যদি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হন, তাহা হইলেই পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুক্তি আসিবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে এবং আমাদের পাকিস্তান সেদিন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সেই মহান দিনের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। নাছরুম মেনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারীব।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ হতে ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত

CENTRAL CABINET OF PAKISTAN SINCE I5TH AUGUST 1947 TO 20TII DECEMBER 1971
(E. P. indicates East Pakistan Minister)

Name	Period	Portfolios
(I) MR. LIAQUAT ALI KHAN		
Prime Minuter		
1. Mr. Liaquat Ali Khan	15-8-47 to 16-10-1951	Defence (15-8-1947 to 16-10-1951) Foreign Affairs and Commonwealth Relations (15-8-1947 to 27-12-1947) Kashmir Affairs (31-10-1949 to 13-4-1950) State and Frontier Regions (12-9-1948 to 16-10-1951)
Ministers		
1. Mr. 1.1. Chundrigar	15-8-1947 to 7-5-1948	Commerce, Industries and Works (15-8-1947 to 7-5-1948)
2. Mr. Ghulam Mohammad	15-8-1947 to 19-10-1951	Finance (15-8-1947 to 19-10-1951), Economic Affairs (12-3-1948 to 19-10-1951). Commerce and Work (18-5-1948 to 29-5-1948)
3. Sardar Abdur Rab Nishtar.	15-8-1947 to 2-8-1949	Communications
4 Raja Ghazantar Ali Khan.	15-8-1947 to 30-7-1948	Food and Agriculture, Health, Refugees and Rehabilitation.
5 Mr. Jogindra Nath Mandal (H. P.)	15-8-1947 to 16-9-1950	Law, Labour and Works.
6 Mr. Fazlur Rahman (E. P.)	15-8-1947 to 24-10-1951	Interior, I & B, Education
7 Sir Mohammad Zafrullah Khan	27-12-1947 to 24-10-1951	Foreign Affairs and Commonwealth Relations.
8 Mr. Abdus Sattar Pirzada	(30-12-1947 to 24-10-1951)	Food, Agriculture, Health, Law and Labour.

	Name	*Period*	*Portfolios*
9.	Khawja Shahabuddin (E.P)	8-5-1948 to 24-10-1951	Interior, Information and Broadcasting, Refugees and Rehabilitation
10.	Mr. M.A. Gurmani	(i)3-1-1949 to 30-10-1949 (ii)13-4-1950 to 24-10-51	(i)Minister withour Portfolio. (ii) Kashmir Affairs
11.	Sardar Bahadur Khan	10-9-1949 to 24-10-1951	Communications, Health and Works
12.	Choudhury Ahmad Nazir Khan	10-9-1949 to 24-10-1951	Industries
13.	Dr. A.Malik (E.P)	20-9-1949 to 24-10-1951	Health, Works and Minority Affairs
	Minsiters of State		
1.	Dr. Mahmud Hussain	24-10-1950 to 24-10-1951	States and Frontier Regions.
2.	Dr. I.H.Qureshi	24-10-1950 to 24-10-1951	Refugees and Rehabilitation
3.	Azizuddin Ahmed (E.P)	23-4-1951 to 24-10-1951	Minority Affairs
	Deputy Ministers		
1.	Dr.Mahmud Hussain	3-2-1949 to 24-10-1950	Defence and States and Frontier Regions.
2.	Sardar Bahabdur Khan	17-2-1949 to 10-9-1949	Foreign Affairs and commonwealth Relations and Communications.
3.	Dr.I.H. Qureshi	17-2-1949 to 24-10-1950	Interior, Information and Broadcasting, Refugees and Rehabilitation.
4.	Sardar Mohamad Nawaz Khan	10-9-1949 to 30-6-1950	Defence and States and Frontier Regions.
5.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	23-4-1951 to 24-10-1951	Finance.

(2)AL-HAJKHAWJA NAZIMUDDIN

	Prime Minister		
	Al- Haj Khawja Nazimuddin (E.P)	19-10-1951 to 17-4-1953	Defence
	Ministers		
1.	Sir Zafrullah Khan	24-10-1951 to 17-4-1953	Foreign Affairs and Commerce, Relations.
2.	Mr. Fazlur Rahman	14-10-1951 to 17-4-1953	Commerce, Education and Economic Affairs.
3.	Mr.Mohammad Ali	24-10-1951 to 17-4-1953	Finance.

	Name	Period	Portfolios
4	Mr. A.S. Pirzada	24-10-1951 to 17-4-1953	Food, Agriculture and Law.
5.	Khawja Shahabuddin (E.P)	24-10-1951 to 26-11-1951	Interior, Information and Broadcasting.
6.	Mr.M.A. Gurmani	24-10-1951 to 17-4-1953	Kashmir Affairs, Interior States and frontier Regions.
7.	Sardar Bahadur Khan	24-10-1951 to 17-4-1953	Communacations
8.	Dr.A.M.Malik (E.P)	24-10-1951 to 17-4-1953	Labour, Health and Works
9.	Sardar Abdur Rab Nashtar	26-11-1951 to 17-4-1953	Industries
10.	Dr. Mahmud Hussain	26-11-1951 to 17-4-1953	Kashmir Affairs
11.	Dr. I.H. Qureshi	26-11-1951 to 26-11-1953	Refugees and Rehabilitation, I&B
	Ministers of State		
1.	Dr. Mahmud Hussain	24-10-1951 to 26-11-1951	Defence, States and Frontier Regions
2.	Dr. I.H. Qureshi	24-10-1951 to 26-11-1951	Refugees and Rehabilitation
3.	Mr. Azizuddin Ahmed	24-10-1951 to 17-4-1953	Minority Affairs
4.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	19-8-1952 to 17-4-1953	Finance and Parliamentary Affairs.
5.	Syed Khanlilur Rahman	19-8-1952 to 17-4-1953	Defence
	Deputy Ministers		
1.	Mr.Ghyasuddin Pathan (E.P)	24-10-1951 to 19-8-1952	Finance

(3) MOHAMMAD ALIBOGRA

	Prime Minister		
	Mr. Mohammad Ali Bogra (E.P)	17-4-1953 to 24-10-1954	Commerce, Defence and I& B
	Ministers		
1.	Sir Mohammad Zafrullah KHan	17-4-1953 to 24-10-1954	Foreign Affairs and Commonwealth Relations.
2.	Mr. Mohammad Ali	17-4-1953 to 24-10-1954	Finance and Economic Affairs.
3.	Mr.M.A. Gurmani	17-4-1953 to 24-10-1954	Interior, States and Frontier Regious
4.	Sardar Bahadur Khan	17-4-1953 to 24-10-1954	Communications
5	Dr. A.M. Malik (E.P)	17-4-1953 to 24-10-1954	Labour, Health and Works.
6.	Dr.I.H. Qureshi	17-4-1953 to 24-10-1954	Education.

	Name	Period	Portfolios
7.	Mr.A.K. Brohi	17-4-1953 to 24-10-1954	Law. Parliamentary Affairs Monority Affairs and I& B
8.	Khan A.Q. Khan	18-4-1953 to 24-10-1954	Food and Agriculture Industries and Commerce.
9.	Mr. Shoaib Qureshi	18-4-1953 to 24-10-1954	Information and Broadcasting Refugees and Rehabilitation and Kashmir Affairs.
10.	Mr. Tafazzul Ali	7-12-1953 to 24-10-1954	Commerce
	Ministers of State		
1.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	7-12-1953 to 24-10-1954	Agriculture, Minority Affairs and Parliamentary Affairs.
2.	Sardar Amir Azam Khan	7-12-1953 to 24-10-1954	Defence
3.	Mr. Murtaza Reza Ch. (E.P)	7-12-1953 to 24-10-1954	Finance

(4)MOHAMMAD ALIBOGRA (Reconstituted Cabinet)

	Prime Minister		
	Mohammad Ali Bogra (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Foreign Affairs Communications and Health
	Ministers		
1.	Mr. Mohammad Ali	24-10-1954 to 11-8-1955	Finance, Economic Affairs, Refugees and Rehabilitation and Kashmir Affairs.
2.	Dr. A.M.Malik (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Labour, Health and Commerce.
3.	Mr. M.A.H. Ispahani	24-10-1954 to 11-8-1955	Industries and Commerce.
4.	Maj-Gen, Iskander Mirza	24-10-1954 to 7-8-1955	Interior, States and Frontier Regions and Kashmir Affairs.
5.	General Mohammad Ayub Khan	24-10-1954 to 11-8-1955	Defence
6.	Mr. Ghyasuddin Pathan (E.P)	24-10-1954 to 11-8-1955	Food and Agriculture Affairs and Law.
7.	Mir Ghulam Ali Talpur	24-10-1954 to 18-3-1955	Information and Broadcasting and Education.
8.	Dr. Khan Sahib	24-10-1954 to 11-8-1955	Communications
9.	Mr.H.I.Rahimtoola	20-11-1954 to 11-8-1955	Commerce

	Name	Period	Portfolios
10.	Mr.H.S. Suhrawardy	20-12-1954 to 11-8-1955	Law
11.	Syed Abid Hussain	18-12-1954 to 11-8-1955	Food and Education
12.	Sardar Mumtaz Ali	22-12-1954 to 11-8-1955	Information and Broadcasting and Kashmir Affairs
13.	Mr. Abu Hussain Sarkar (E.P)	4-1-1955 to 6-6-1955	Health
	Ministers of State		
1.	Sardar Amir Azam	24-10-1954 to 11-8-1955	Refugees and Rehabilitation and Defence
2.	Murtaza Reza	24-10-1954 to 11-8-1955	Finance

(5)MR.(CHAUDHURY)MOHAMMAD ALI

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Mr. Choudhury Mohammad Ali	11-8-1955 to 12-9-1956	Defence, Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Finance,Economic Affairs, Kashmir Affairs and State and Frontier Regions
	Ministers		
1.	Dr. Khan Sahib	11-8-1955 to 14-10-1955	Communication and States Frontier Regions.
2.	Mr.A.K.Fazlul Haq (E.P)	12-8-1955 to 9-31956	Interior and Education.
3.	Mr.H.I Rahimtoola	11-8-1955 to 12-9-1956	Commerce and Industries.
4.	Dr.Abid Hussain	11-8-1955 to 14-10-1955	Kashmir Affairs and education
5	Mr.Kamini Kumar Dutta. (E.P)	11-8-1955 to 12-9-1956	Law and Health
6.	Pir Ali Mohammad Rashidi	11-8-1955 to 27-8-1956	Information and Broadcasting.
7.	Mr. Mohammad Noorul Huq Ch. (E.P)	11-8-1955 to 12-9-1956	Labour, Works. and Minority Affairs.
8.	M.A.L. Biswas (E.P)	11-8-1956 to 27-8-1956	Food and Agriculture
9.	Mr. I.I. Chundrigar	31-8-1955 to 12-9-1956	Law
10.	Mr.Hamidul Haq Ch. (E.P)	26-9-1955 to 12-9-1956	Foreign Affairs and Commonwealth Relations.
11.	Syed Amjad Ali	17-10-1955 to 12-9-1956	Finance and Economic Affairs.
12.	Mr.M.R. Kayani	17-10-1955 to 12-9-1956	Communications.

	Name	Period	Portfolios
13.	Mr.Abdus Sattar	17-3-1956 to 12-9-1956	Interior and Education
	Ministers of State		
1.	Sardar Amir Azam	18-8-1955 to 12-9-1956	Refugees and Rehabilitation and Parliamentary Affairs.
2.	Mr.Lutfur Rahman Khan (E.P	11-8-1955 to 12-9-1956	Finance
3.	Mr. Akshay Kumar Das (E.P)	26-9-1955 to 12-9-1956	Economic AFfairs

(6) MR. H.S.SUHRAWARDY

	Prime Minister		
	Mr. H.S Suhrawardy (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Defence, Kashmir Affairs, States and Frontier Regions, Economic Affairs, Law, Refugees and Rehabilitation, Eucation and Health.
	Ministers		
1.	Malik Feroze Khan Noon	12-9-1956 to 18-10-1957	Foreign Affairs, Commonwealth Relations.
2.	Mr.Abul Mansoor Ahmed (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Commerce and Industries.
3.	Syed Amjad Ali	12-9-1956 to 18-10-1957	Finance
4.	Mr. M.A. Khalique (E.P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Labour and Works
5.	Mir Ghulam Ali	12-9-1956 to 18-10-1957	Interior
6.	Mr. A. H Dildar Ahmed (E. P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Food and Agriculture
7.	Sardar Amir Azam Khan	12-9-1956 to 5-9-1957	Information and Broadcasting. Parliamentary Affairs and Law.
8.	Main Jaffar Shah	12-9-1956 to 18-10-1957	Communications.
9.	Mr. Zaheeruddin (E. P)	12-9-1956 to 18-10-1957	Education and Health
	Ministers of State		
1.	Mr.Rasa Rasa Raj Mandal (E.P)	26-9-1956 to 18-10-1957	Economic Affairs
2.	Haji Maula Bakhsh Soomro	9-3-1957 to18-10-1957	Rehabilitation.
3.	Mr. Abdul Aleem (E. P)	9-3-1957 to 18-10-1957	Fiance

	Name	Period	Portfolios
4.	Mr.Noorur Rahman	13-3-1957 to 18-10-1957	Commerce

(7) Mr. I.I. CHUNDRIGAR

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Mr. I.I Chundrigar	18-10-1957 to 16-12-1957	Economic Affairs. Labour Works and Rehabilitation
	Ministers		
1.	Malik feroze Khan Noon	19-10-1957 to 16-12-1957	Foreign Affairs & Commonwealth Relations.
2.	Mr. Fazlur Rahman	18-10-1957 to 16-12-1957	Commerce and Law.
3.	Syed Amjad Ali	18-10-1957 to 16-12-1957	Finance
4.	Mian Mumtaz Mohammad Khan Daulatana	18-10-1957 to 16-12-1957	Defence
5.	Mr. Muzaffar Ali Khan Qizilbash	18-10-1957 to 16-12-1957	Industries
6.	Mr. A. L Biswas (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Food & Agriculture
7.	Mr. Ghulam Ali Talpur	18-10-1957 to 16-12-1957	Interior.
8	Syed Misbahuddin Hussain (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Communications.
9.	Mian Jaffar Shah	18-10-1957 to 16-12-1957	States & Frontier Regions, Information’s and Broadcasting.
10.	Mr. Abdul Aleem (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Rehabilitation and works.
11.	Mr. Yusuf A. Haroon	18-10-1957 to 16-12-1957	Kashmir Affairs and Parliamentary Affairs.
12.	Mr. Lutfur Rahman Khan (E.P)	18-10-1957 to 16-12-1957	Health Education
13.	Mr. Farid Ahmad (E.P)	23-10-1957 to 16-12-1957	Labour
Ministers of State			
1.	Haji Maula Bakhsh Soomro	24-10-1956 to 16-12-1957	Rehabilitation.
2.	Mr.Akshay Kumar Das (E.P)	5-11-1957 to 16-12-1957	Commerce.

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Malik feroze Khan	16-12-1957 to 7-10-1958	Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Defence, Economic Affairs, Rehabilitation, Information, Broadcasting, Kashmir Affairs, Law & Parliamentary Affairs.
	Ministers		
1.	Syed Amjad Ali	16-12-1957 to 7-10-1958	Finance
2.	Mr.Muzaffar Ali	16-12-1957 to 7-10-1958	Industries, commerce ana Parliamentary Affairs
3.	Mir Ghulam Ali Talpur	16-12-1957 to 7-10-1958 8-4-1958 to 7-10-1958	Interior and Supply
4.	Main Jaffar Shah	16-12-1957 to 7-10-1958	Food and Agriculture
5.	Mr. Abdul Aleem (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Works and Labour, Minority Affairs and I & B
6.	Mr. Ramizuddin Ahmed (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Communication.
7.	Mr. Kamini Kumar Dutta.	16-12-1957 to 7-10-1958	Health, Education and Law.
8.	Haju Maula Bakhsh Soomro	22-1-1958 to 7-10-1958	Rehabilitation
9	Mr. Mahfoozul Haq (E.P)	24-1-1958 to 7-10-1958	Health, Social Welfare and Community Development Division
10.	Mr. Basant Kumar Das (E.P)	7-2-1958 to 7-10-1958	Labour and Education
11.	Sardar Abdur Rashid Khan	29-3-1958 to 7-10-1958	Commerce and Industries
12	Sardar Amir Azam Khan	29-3-1958 to 7-10-1958	Economic Affairs and Parliamentary Affairs.
13	Mr. M.A Khuro	8-4-1958 to 7-10-1958	Defence
14.	Mr. Hamidul Haq Ch. (E.P)	16-9-1958 to 7-10-1958	Finance
15.	Mr. Zaheeruddin (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
16	Mr. A. H Dildar Ahmad (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
17	Mr. Noorur Rehman (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	

	Name	Period	Portfolios
	Ministers of State		
1.	Haji Maula Bakhsh Soomro	16-12-1957 to 7-10-1958	Defence, Economic Affairs, Rehabilitation, Information & Broadcasting, Kashmir Affairs, Law and Parliamentary Affairs.
2.	Mr. Akshay Kumar Das (E.P)	16-12-1957 to 7-10-1958	Finance
3.	Khan Mohammad Jalauddin Khan	5-4-1958 to 7-10-1958	Interior and Finance
4.	Syed ahmad Nawaz Shah Gardezi	5-4-1958 to 7-10-1958	Food and Finance
5.	Sardar Mohammad Akbar Khan Bugti	20-9-1958 to 7-10-1958	Interior
6.	Mian Abdus Salam	20-9-1958 to 7-10-1958	Information and Broadcasting
7.	Abdur Rahman Khan	2-10-1958 to 7-10-1958	
8.	Mr. Peter Paul Gozmez (E.P)	2-10-1958 to 7-10-1958	
9.	Mr. Adiluddin Ahmad	2-10-1958 to 7-10-1958	
10.	Syed Alamdar Hussain Shah gilani	2-10-1958 to 7-10-1958	

GENERAL MOHAMMAD AYUB KHAN-CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR
(8-10-1958 TO 26-10-1958)

President
Iskandar Mirza together with advisory council consisting of central Secretaries.

	Name	Period	Portfolios
	Prime Minister		
	Gen. Mohammad Ayub Khan	27-10-1958	Defence & Kashmir Affairs
	Ministers		
1.	Lt. Gen. Mohammad Azam Khan	27-10-1958	Rehabilitation
2	Lt. Gen. W. A Burki	Do	Health & Social Welfare(Labour)
3.	Mr. Mohammad Ibrahim (E.P)	Do	Law
4.	Lt. Gen. K. M Shaikh	Do	Interior
5.	Mr. Abul Qasim Khan (E.P)	Do	Industries & works, Irrigation & Power.
6.	Khan F.M Khan	Do	Communications
7.	Mr. Z.A Bhutto	Do	Commerce.
8.	Mr. Mohammad Hafizur Rahman (E.P)	Do	Food & Agriculture

GENERAL MOHAMMAD AYUB KHAN-PRESIDENT

1st CABINET

President

Name	Period	Portfolios
General Mohammad Ayub Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Cabinet Division, Defence, Kashmir Afairs, establishment Division

Ministers

	Name	Period	Portfolios
1.	Lt. Gen. Mohammad Azzam Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Rehabilitation,Food & Agriculture, Works, Irrigation & Power
2.	Lt. Gen W.A Burki	28-10-1958 to 17-2-1960	Health & Social Welfare.
3.	Mr. Manzoor Qadir	29-10-1958 to 17-2-1960	Foreign Affairs & Commonwealth Relations.
4.	Mr. Mohamad Ibrahim (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Law.
5.	Lt. Gen K.M. Shaikh	28-10-1958 to 17-2-1960	Interior (Home Affairs division) States & Frontier Regions, Establishment division.
6.	Mr. Mohammad Shoaib	15-11-1958 to 17-2-1960	Finance
7.	Mr. Abul Qasim Khan (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Industries, Works, Irrigation & Power.
8.	Mr. F. M Khan	28-10-1958 to 17-2-1960	Railways & communications
9.	Mr. Habibur Rahman	29-10-1958 to 17-2-1960	Education, I & B and Minority Affairs
10.	Mr. Z.A Bhutto	28-10-1958 to 17-2-1960	Commerce
11.	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	28-10-1958 to 17-2-1960	Food, Agriculture and commerce

2ND CABINET

President

Field Marshal M. Ayub Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Kashmir Affairs, Defence, President's Secretarial (cabinet division, Establishment division), S& F R, economic Affairs division, National reconstruction and Information, Planning.

Ministers

1.	Lt. Gen Mohammad Azam Khan	17-2-1960 to 15-4-1960	Rehabilitation, Food & Agriculture, works and Water Resources.
2.	Mr. Manzoor Qadir	17-2-1960 to 8-6-1962	Foreign Affairs and Commonwealth Relations, (External Affairs) Law and Parliamentary Affairs

	Name	Period	Portfolios
3.	Lt. Gen W.A Burki	17-2-1960 to 8-6-1962	Health and Social Welfare. Education and Scientific Research, Kashmir Affairs and Minotiry Affairs.
4.	Mr. Mohammad Ibrahim (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Law
5.	Lt. Gen K.M. Shaikh	17-2-1960 to 8-6-1962	Home Affairs, Rehabilitation, food and Agriculture, Works, Housing and Water Resources, States and Frontier Regions and Establishment Division
6.	Mr. Mohammad shoaib	17-2-1960 to 8-6-1962	Finance, Economic Coordination
7.	Mr. abul Qasim Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Industries
8.	Khan F.M. Khan	17-2-1960 to 8-6-1962	Railways & Communication.
9.	Mr. Mohammad Habibur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Education and Scientific Research, Minority Affairs National Reconstruction and Information
10	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	National Reconstruction and Information, Minority Affairs, Fuel, Power and Natural Resources, Kashmir Affairs, and works.
11.	Mr. Hafizur Rahman (E.P)	17-2-1960 to 8-6-1962	Commerce.
12.	Mr. Akhtar Hussain	1-6-1960 to 1-3-1962	National Reconstruction and Information, Kashmir Affairs, Minority Affairs, Education and Scientific Research
13.	Mr. Zakir Husain (E.P)	14-6-1960 to 8-6-1962	Interior (Ministry of Home Affairs.)
14.	Mr. Abdul Qadir	30-1-1962 to 8-6-1962	Finance and commerce.
15.	Mr. Mohammad Munir	22-5-1962 to 8-6-1962	Law and Parliamentary Affairs.

3RD CABINET

President

Field Marshal M. Ayub Khan	8-6-1962 to 23-3-1965	President's Secretariat, Cabinet division, S. & F. R Division Economic Affairs division. Planning division Defence, I & B.

Ministers

1.	Mr. Mohammad Munir	8-6-1962 to 17-12-1962	Law and Parliamentary Affairs.

2	Mr. Mohammad Ali (E.P)	13-6-1962 to 23-1-1963	External Affairs
3	Mr. Abdul Qadir	8-6-1962 to 15-12-1962	Finance
4.	Mr. Abdul Monem Khan (E.P)	13-6-1962 to 7-11-1962	Health, Labour and Social Welfare.
5	Mr. Habibullah Khan	13-6-1962 to 23-3-1965	Home Affairs, Kashmir Affairs.
6.	Mr.Wahid-uz-Zaman (E.P)	13-6-1962 to 20-3-1965	Commerce, Health Labour and Social Welfare.
7.	Mr. Z.A Bhutto	13-6-1962 to 23-3-1965	Industries, Natural Resources, Rehabilitation Works, External Affairs.
8.	Mr. Abdus Sabour Khan (E.P)	13-6-1962 to 23-3-1965	Communications.
9.	Mr. A.K.M Fazlul Qadir Choudhry (E.P)	13-6-1962 to 28-10-1963	Food and Agriculture, Rehabilitation I & B Labour and Social Welfare, Health
10.	Sh. Khurshid Ahmad	17-12-1962 to 23-3-1965	Law and Parliamentary Affairs.
11.	Rana Abdul Hamid	17-12-1962 to 23-3-1965	Health, Labour and Social Welfare, Rehabilitation and works, Food and Agriculture
12.	Mr. Mohammad Shoaib	15-12-1962 to 23-3-1965	Finance
13.	Mr. A.T. M. Mustafa (E.P)	4-9-1963 to 23-3-1965	Education, I & B
14.	Mr. Abdullah-al-Mahmood (E.P)	4-9-1963 to 23-3-1965	Industries, Natural Resources.
15.	Abdul Wahid Khan	9-1-1963 to 23-3-1965	Information and Broadcasting
16.	Al-Haj abdullah Zahiruddin Lal Miah (E.P)	20-1-1964 to 22-3-1965	Health Labour and Social Welfare.

4TH CABINET (After Elections)

President

Field Marsha M. Ayub Khan	23-3-1965 to 25-3-1969	Cabinet Division Establishment Division, S and F. R. Division Planning Division, Defence Division, scientific and Technological Research, Home and Kashmir Affairs,

Ministers,

1.	Kh. Shahabuddin (E.P)	24-3-1965 to 25-3-1969	Information and Broadcasting

2.	Mr. Mohammad Shoaib	24-3-1965 to 25-8-1966	Finance
3.	Mr. abdus Sabour Khan (E.P)	24-3-1965 to 25-8-1969	Communications.
4.	Mr. Z. A Bhutto	24-3-1965 to 31-8-1966	Foreign Affairs.
5.	Mr. Ghulam Farooq	29-3-1965 to 15-7-1967	Scientific and Technological Research, Commerce.
6.	Mr. Altaf Hussain (E.P)	29-3-1965 to 15-5-1968	Industries and Natural Resources.
7.	Mr. S.M Zafar	29-3-1965 to 25-3-1969	Law and Paliamentary Affairs
8.	Qazi anwar-ul Haq (E.P)	29-3-1965 to 25-3-1969	Education, Health, Labour and social Welfare.
9.	Ch. Ali Akbar Khan	17-8-1965 to 30-11-1966	Home and Kashmir Affairs
10.	A.H.M.S Doha (E.P)	17-8-1965 to 25-3-1969	Food and Agriculture Rehabilitation and Works.
11.	Syed Sharifuddin Pirzada	20-7-1966 to 01-05-1968	Foreign Affairs
12.	Mr. N.M Uqaili	25-7-1968 to 25-3-1962	Finance
13.	Vice-Admiral A.R Khan	21-10-1966 to 25-3-1969	Decence, Home and Kashmir Affairs.
14.	Nawbzada Abdul Ghafur Khan Hoti	5-7-1968 to 25-3-1969	Commerce
15.	Mr. M. Arshad Husain	7-5-1968 to 25-3-1969	Foreign Affairs
16.	Mr. Ajmal Ali Choudhury (E.P)	6-7-1968 to 25-3-1969	Industris and Natural Resources.

GENERAL A.M. YAHYA KHAN-PRESIDENT

COUNCIL OF ADMINSTRATION
President

Gen. Agha Mohammad Yahya Khan — 26-3-1969 to 3-8-1969

1.	Vice-Admiral A.R. Khan	26-3-1969 to 3-8-1969	
2.	Mian Arshad Hussain	26-3-1969 t 4-4-1969	Foreign Affairs
3.	S.Fida Hassan	26-3-1969 to 31-3-1969	General Administration and Coordination.

President and Chief Martial Law Administrator

Gen. Agha Mohammad Yahya Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Cabinet Division, Establishment Division, I & B Law and Parliamentary Affairs, Defence, Foreign Affairs.

	Name	Period	Portfolios
Duputy Chief Martial Law Administrators and Advisors (Second Martial Law)			
1	Lt.Gen. Abdul Hamid Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Home and Kashmir Affairs, States and Frontier Regions.
2.	Vice-Admiral S.M. Ahsan	5-4-1969 to 3-8-1969	Planning Commission including Planning and Economic Division, Finance, Commerce, Industries, Natural Resources, Food and Agriculture, Scientific and Technological Research Division
3	Air Marshal Noor Khan	5-4-1969 to 3-8-1969	Communications, Health, Labour and Social Welfare, Education, Rehabilitation and Works, Family Planning, Scientific and Technological Research Division.

PRESIDENTIAL CABINET
President

Gen.Agha Mohammad Yahya Khan	4-8-1969 to 20-12-1971	Agriculture and Works Communications (4-8-1969) to (14-8-1969); Cabinet Division (4-8-1969) to (20-12-1971); Defence (4-8-1969) to 20-12-1971); Economic Affairs (4-8-1969) to 20-12-1971); Establishment Division (4-8-1969) to 20-12-1971); Foreign Affairs (4-8-1969)to 20-12-1971); Law (4-8-1969) to 16-9-1969); Parliamentary Affairs (4-8-1969 to 4-8-1969 to 20-12-1971); Ministry of Information and National Afairs (15-12-1970 to 20-12-1971)

Council OF Ministers

1	Dr. A.M.Malik (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Health, Labour and Family Planning, Communications (15-8-1969 to 7-10-1969);
2	Sardar Abdur Rashid	4-8-1969 to 22-2-1971	Home and Kashmir Afairs, Sates and Frontier Regions.
3	Mr. Abdul Khair Mohammad Hafizuddin (E.P.)	4-8-1969 to 22-2-1971	Industries and Natural Resources.

	Name	Period	Portfolios
4	Nawab Muzaffar Ali Qizbilash	4-8-1969 to 22-2-1971	Finance
5	Mr.Mohammad Shamsul Haq (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Education and Scientific Research.
6	Nawabzada Mohmmad Sher Ali Khan	4-8-1969 to 22-2-1971	Information and National Affairs.
7	Mr. Ihsanul Haq (E.P)	4-8-1969 to 22-2-1971	Commerce.
8	Mr. Mahmood A. Harron	8-10-1969 to 22-2-1971	Agriculture and Works.
9	Mr. A.R. Cornelius	17-9-1969 to 22-2-1971	Law
10	Dr. Ghulam Wahid Choudhury (E.P)	8-10-1969 TO 22-2-1971	Communications.

PRESIDENTIAL ADVISERS

1	Mr. M.M.Ahmad	8-9-1970 to 20-12-1971	Economic Co-ordination and External Assistance Division, Finance Division
2	Mr. A.R. Cornelius	22-2-1971 to 20-12-1971	Law and Parliamentary Affairs.
3	Mr. M.R. Soofi	13-3-1971 to 29-12-1971	Agriculture and Works, Kashmir Affairs Division
4	Mr. S.Ghyasuddin Ahmed	2-9-1971 to 28-12-1971	Defence

নির্ঘন্ট

'অ'
অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস, ৪
অর্থনৈতিক নীতিতে বৈষম্য, ২১৯-২০, ৩৮০,
৪৫১-৫২, ৫৯২-৯৮, ৬০৩-৬০৮, ৬১৫-২২,
অর্থনৈতিক নীতি, ৯৮-১০০, ৩৮২-৮৪,
অমৃতবাজার (দৈনিক পত্রিকা), ১৫৫,
অশোক, ৩১

'আ'
আউয়াল, এম এ ১৫৫,
আওয়ামী লীগ, ৪১৪-১৬, ৪২৩-২৫, ৪৪৭-৪৮,
৪৫১, ৪৭৩-৮১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৩, ৫৯৫, ৫৯৬,
৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৮,
৬১১, ৬১৩
আওয়ামী মুসলিম লীগ, ম্যানিফেষ্টো, ১১৭-২০,
প্রথম গণতন্ত্র ১২০-৩৫, ৩৭১, ৩৮৮-৮৯,
আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার, ৪২৪-২৫,
আখতার, এম, আর, ৩৯৪,
(প্রচার সম্পাদক), সাহিত্য সংসদ, (১৯৫২-৫৩)
আচাকজারী, আব্দুস সামাদ খান, ৬১১,
আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ১০, ১৪৪-৪৫, ৩৭১,
৩৮৭, ৬০০
আজাদ, আলাউদ্দিন আল, ৩৯৪,
(সাহিত্য সম্পাদক), সাহিত্য সংসদ, (১৫২-৫৩)
আজিজ, এম, এ, ১৫৫
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ৪৫১-৫২, ৫৯২, ৫৯৩,
৫৯৯, ৬০২, ৬০৩-১০
আদমজী, ৩৮৩
আদিশূর ১১১
আনন্দবাজার (দৈনিক পত্রিকা), ১৪৫, ১৫৫,
আনিসুজ্জামান, ৩৯৪,
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
আনোয়ার (ছাত্র, রাজশাহী জেলে) গুলিতে নিহত,
৩৭৯
আঞ্জুমানে তরককীয়ে, ২১৮
আঞ্জুমানে তরককীয়ে উর্দু ২১৮,
আফজল, এস, এম, ২২০
আবদুল্লাহ ১০
আমীন নুরুল, ১৫৩, ২২৮, ২২৯, ২৩৩, ২৩৫,
২৩৭, ২৪০-২৪৩, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ৩৭৮,
৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪, ৪১৪
আযীমুশ-শান, ১০৯
আরবী ভাষা, ৯০, ১১৬, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭,
৩৮৪, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩
আর্য্য, ৩১
আর্য্য ভাষা, ৩৯২
আলমুতী, আবদুল্লাহ, ৩৯৪
(বিজ্ঞান সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
আলাওল, ৯০
আলী, আলমাছ, ১৫৫
আলী, আশরাফ (ছদ্মনাম-আসল নাম খোকা রায়,
তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্য), ২৩৮-৩৯,
আলী, ওয়াজেদ, ৯০,
আলী কেরামত, ৩৮৭,
আলী, মওলানা মোহাম্মদ (উর্দু কবি এবং উর্দু
দৈনিক হামদর্দ-এর সম্পাদক), ৭৬, ১৪৮, ১৪৯
আলী, মওলানা শওকত, ৭৬,
আলী মাহমুদ ৬১১
আলী, মীর আহমেদ, ২২৩-২৪
আলী মোহাম্মদ (বগুড়া), ৪১৯
আলী, সৈয়দ এমদাদ, ৯০
আহছান, কামরুল ৬০৪
আহমদ, আজীজ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম)
ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), ৫১, ১১৪
আহমদ, কমরুদ্দীন, ৯০
আহমদ, আবুল মনসুর ৯-১০, ১৪
আহমদ, নঈমুদ্দীন (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিশ
ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), ৪৮, ১৪৫
আহমদ ফররুখ ৯, ১০
আহমদ, ফয়েজ, ৩৯৩
(সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
আহমদীয় বিরোধী আন্দোলন, ৩৮০
আহম্মেদ, রফিক উদ্দিন (ভাষা আন্দোলনের
শহীদ), ২৩৩
আহাদ, ওলী, ২৩৪, ২৩৬

‘ই’

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২৩২, ২৩৫
ইতালিয়ান, ৩৯১
ইয়েটস, ডব্লিউ বি, ১৪
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ৩৮৩
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রাইফেলস ১৪৫
ইসলাম আমিনুল (চিত্রকলা সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩), ৩৯৪
ইসলাম নজরুল ৯০, ২৬৭
ইসলাম মোস্তফা নূরউল (সহ-সভাপতি, সাহিত্য সংসদ ১৯৫২-৫৩), ৩৯৩
ইসলামাবাদী, মওলানা মনিরুজ্জামান, ১০
ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, বাংলা ভাষার পক্ষে ঘোষণা ২৬৫-৬৮
ইস্পাহানী, ৩৮৩
ইংরেজী ভাষা, ১২, ৪৯, ২৬৬, ৩৯১, ৩৯২

‘উ’

উড়িয়া ভাষা, ২৬৮
উমর, বদরুদ্দীন (পাঃ টী), ৬৬, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ৯০, ১১৬, ১১৭, ১৪৪, ১৫১, ১৫৩
উর্দু ভাষা, ৯, ১০, ১২, ১৩, ৪৯, ২১৭-২১৮, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪২৬, ৫৯৫
উর্দূ কমিটি ২১৮
উর্ফি, ১১৩
উশ্রী, ২১৪

‘ঊ’

ঊনিশ (১৯) নং দফা ৬০৬

‘ঋ’

ঋণ শালিসী বোর্ড, ৪১৫

‘এ’

এক ইউনিট, ৪২৭-৪৪৩
একুশ (২১) দফা, ৩৭২-৭৩, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৬, ৪২ ৪৪৪, ৪৫১, ৪৫২, ৫৮৩, ৫৯৩, ৫৯৭, ৬০২, ৬০৩, ৬০৬, ৬০৯
একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী (১৯৫২) ২৩০-৩৬, ২৩৮-৩৯, ২৪০-৪৩, ২৬০-৬২
তদন্ত কমিশনের দাবী ২৬৩, ২৬৫, ৪১৫
এডুকেশন এডভাইজারী বোর্ড, ২১৮
এন্টনি, ৪৪৫
এলিস কমিশন রিপোর্ট ২৭০-৩০১

‘ও’

ওবায়েদুল্লাহ, আবু জাফর, (সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩), ৩৯৪
ওলন্দাজ ভাষা, ৩৯২
ওসমানী, মাহমুদুল হক, ৬১১
ওহাব, আব্দুল ১৫৫
ওয়াকফ, ৪১৫
ওয়াদুদ, আব্দুল ৫১
ওয়াদুদ এম, এ ১৫৫
ওয়াহিদুজ্জামান ৩৮০

‘ক’

কংগ্রেস (পূর্ববাংলার), ৩৮৭
কফিঙ্ক, ৩১
কমলশীল (বৌদ্ধ মহাপন্ডিত) ১০৯
কমিউনিষ্ট পার্টি, ৭৭, ৯৮, ১৪৪, ১৪৫, ২৩৯, ২৬১, ২৬৭, ৩৭৫, ৩৮৪, ৩৮৭, ৪১৩
কমিটি অব একশন (পাদটীকা)ম, ৪৮
করিম, আব্দুল (সাহিত্য বিশারদ), ৩৯২
করিম, জাফর, ১৫৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৯২
কবি হাফিস, ১০৯, ১১২, ১১৩
কবি শেখর, ১১৩
কবিন্দ্র পরমেশ্বর ১১৩
কাগমারী সম্মেল (১৯৫৭), ৫৯২-৯৩, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০০
কাজের কথা (পাক্ষিকপত্র), ২১৬
কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন, ৪১১
কাদের, মীর্জা আবদুল, ১৫৫
কার্জন হল, ২৩৪, ৩৯০
কালিদাস (মহাকবি), ১১১
কানু পা (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য ও চর্যা গীতিকার), ১১০, ১১২
কাশুরী, মাহমুদ আলী, ৬১১
কাশেম আবুল ১০
কায়দে আজম, ৭৬, ১৪৮, ১৫৩, ২১১, ২১৮, ২২৯, ২৩০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৯৪, ৬০১

কায়েদে মিল্লাত, ২২৩, ২৪১, ২৪২, ২৪৩
কায়কোবাদ, ৯০
কুতুবউদ্দীন, ৩১
কুকফুরী পা (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য ও চর্যাগীতিকার), ১১০
কৃত্তিবাস, ১১৩
কৃষক সম্প্রদায়, ৭৪-৭৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪-০৫, ১০৬, ১১৮-১৯, ১৪৫, ১৫২, ২০৮, ৩৭২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪৫১, ৪৫২, ৪৮৮, ৪৮৯, ৬০২
কৃষক বিদ্রোহ ১৪৪-৪৫, ১৫২
কৃষক-শ্রমিক পার্টি, (কে,এস,পি) ৩৭১, ৪১৯, ৬২১
কৃষক সমিতি, ১০৩, ১৪৫
কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ৫৯২, ৬০০
কেলটিক সংস্কৃতি, ১৪
কেন্দ্রীয় একোমোডেশন কমিটি, (পাদটীকা) ৪৮
কেরী উইলিয়াম, ৪৪৫
কোলভাষা, ৩৯২

‘খ’
খাকানী, ১১৩
খাজা, নাজিমুদ্দীন (পাঃ টীঃ) ৪৮, ৬৬, ১৫৩, ২২৪, ২২৮-২৯, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৩
খাজা, নুরুদ্দীন ২৬২
খাজা, শাহাবুদ্দিন, (পাদটীকা) ৪৮
খাতুন, আনোয়ারা, ১৫৫
খাতুন, দৌলতেন নেসা, ৩৯৪
(সদস্য সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
খান, আতাউর রহমান, ২৬০-৬৫, ৪২৬, ৪৫১, ৫৭৯-৮১
খান, আব্দুল গাফফার ৬১১
খান, আলী আমজাদ ১৫৫
খান, আলী আহমদ, খান, আরফান ১৫৫
খান, ইসলাম ১০৯
খান, ঈসা, ১১১
খান, ইয়ার মোহাম্মদ ৬১১
খান, এব্রাহিম ১৫৫
খান, খালেক নেওয়াজ, ১৫৫
খান, তমিজুদ্দিন, ৬৬, ৪১১
খান, মাহবুব আহম্মদ ১০৮
খান, মওলানা আব্দুল হামিদ (ভাসানী) বাজেটের উপর বির্তক, ৭৪-৭৬
খান লিয়াকত আলী, ৬৬, ১৫৩, ২২৪, ২২৭,, ২২৮,
খান শায়েস্তা, ১০৯
খালেক, আবদুল, ১৫৫
খায়্যাম, ১১৩
খাঁ, ছুটি, ১১৩
খাঁ তগরল, ৩১
খাঁ পরাগল, ১১৩
খাঁ মুজীবুর রহমান, ৯
খাঁ, মোহাম্মদ আকরাম, ১০
খেলাফত রববানী ৩৮৭
খৃষ্টান, ৩৮৭, ৪৪৪, ৪৪৫

‘গ’
গংগোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্ধু কুমার, ১১, ১২
গংগোপাধ্যায়, উপেন্দা কুমার, ১১, ১২
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস, ৪১০
গণতান্ত্রিক ফেডারেশন, ১৫৮-৫৯
গণতান্ত্রিক ও সামগ্রিক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশকৃত স্মারকলিপি (১৯৫০) ১৫৮-৫৯, ১৬০
গণতন্ত্রীদল, ৩৮৭, ৪৫১, ৬১১
গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন, ৬১১
গণদাবীর সনদ, ৯৬-৯৭
গণ-শিক্ষা পরীশদ, ৪১২
গফুর, আবরারর আব্দুল, ৬১১
গাযালী, ১১৩
গীলরাই, হাশিম খান, ৬১১
গুপ্ত, অতুল চন্দ্র ১১, ১২
গূহ, অজিত ২৩৬
গোলাম, মুহম্মদ, ৫৯৫
গোপীচন্দ্র (ত্রিহরার মোরেদুলের রাজ)), ১১১
গোল্ড স্মিথ, ১৪
গ্রাম্য সমবায় সমিতি ৪১৫

‘ঘ’
ঘোষ, জ্যোতিশ চন্দ্র ১২

‘চ’
চক্রবর্তী, বিনোদ চন্দ্র, লবণ সংকট প্রশ্নে, ২২৪-২৫,

চন্দ্র গুপ্ত ৩১
চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, ১২
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ১১, ১২
চাষী (কৃষক) ৩৮২-৮৩
চুন্দ্রীগর (প্রধানমন্ত্রী) ৬১৩,
চৌদ্দ দফা (১৪), ৫৯২
চৌধুরী আনিস, ৩৯৪
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
চৌধুরী, আব্দুর রহমান (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), ১৪৫
চৌধুরী ইউসুফ আল, ৬২১
চৌধুরী কফিল উদ্দিন ১৫৫
চৌধুরী জি, ডব্লিউ ৬২৭
চৌধুরী নবাব আলী ১০
চৌধুরী, ফরিদ আহমদ ১৫৫
চৌধুরী, মোজাফফর আহমেদ ২৩৬
চৌধুরী মুনীর, ২৩৬
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (অর্থ সচিব) ৩৮০
চৌধুরী, সামছুদ্দিন আহমদ, ১৫৫
চৌধুরী, হামিদুল হক ১৫৫
চ্যাটার্জি, এস, কে ১৫৫

‘ছ’
ছাত্র ইউনিয়ন ৪৫১
ছাত্র সমাজ ও আন্দোলন ৪৯, ৫০-৫১, ৬৭, ৬৮ ৬৯, ৭১, ৭২, ১৪৫, ১৪৬-৪৭, ২৩০-৩৬, ২৪১, ২৬০-৬৪, ৩৭৯-৮০, ৩৮৪, ৪১৪-১৬, ৫৯২, ৬০২, ৬১৯
ছাত্র লীগ, ৪৫১
ছাত্র ফেডারেশন ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

‘জ’
জগন্নাথ কলেজ, ২৩৩, ২৩৫
জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স, ৩৭৩, ৪১০
জববার, আব্দুল (ভাষা আন্দোলনের শহীদ), ২৩৩
জয়দেব (গীতগোবিন্দ রচয়িতা), ১১০
জমিদার, ৩৮২-৮৩, ৫৯৭
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, ৭৪-৭৫, ৯৫, ১০৫-০৬, ১১৮, ২২৮, ৩৮২-৮৩, ৩৮৮, ৪১৪, ৪৫২, ৫৯৭
জসিম উদ্দীন ৯০
জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম, ৩৭১
জম্মু ও কাশ্মীর, ৬০১
জার্মান ভাষা, ৩৯১
জালন্ধরী পা (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য), ১১
জাষ্টিস এলিস (ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক, একুশে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে সরকারী তদন্ত কমিশনের প্রধান এবং ১৯৫৪ সালের ২৫মে অক্টোবর হতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর), ২৬৯-৭২, ৩০১
জাষ্টিস এলিস কমিটি রিপোর্ট, ২৬৯-৩০১
পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য
জাহাঙ্গীর (সম্রাট), ১০৯
জাহাংগীর, বোরহানউদ্দিন খান, ৩৯৩
(সহ-সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, ৭৬, ৭৯-৯৩,
পৃঃ ৩৭৭ দ্রষ্টব্য

‘ঝ’
ঝাঞ্জুয়া (এয়ার কমডোর), ৬১১
‘ট’
টঙ্ক প্রথা ও বিরোধী আন্দোলন, ১৪৪-৪৫

‘ড’
ডন (দৈনিক পত্রিকা), ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৮
ডাচ, ভাষা, ৩৯১
ডিপলক (মিঃ) ৪১১
(পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত কৌসুলী)
ডি-ভেলেরা, ১৪
ডোম্বী (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য ও চর্যাগীতিকার), ১১০
ড্যাভিট, ১৪

‘ঢ’
ঢাকা ক্লাব, ৩৭৮
ঢাকা বণিক সমিতি, ২১৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯, (পাদটিকা) ৬৭, ৯০, ১০৭, ১১৪, ১৪৫, ১৪৬, ২৩০-৩৫, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৯২,

‘ত’
তদন্ত কমিশন (কমিশন (একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী সম্পর্কে), ২৬৩
তফসিলী ফেডারেশন ৩৮৭
তবলীগ বিভাগ ৪১৬

তর্কবাগীশ, ২৩৩
তালুকদার, ৫৯৭
তেভাগা (কৃষক আন্দোলনের দাবী), ১১৮, ১৫২
তোয়াহা, মোহাম্মদ, ২৩৬, ৬১১

'দ'
দওলতানা মন্ত্রীসভা, ৪১১
দত্ত, সত্যেন্দ্রণাথ ২৬৭
দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ ১১, ১২
দবিরুদ্দীন (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), ১৪৫
দশজনী মিছিল, ২৩২
দাস, বসন্ত কুমার, ১৫৫
দাস, সঞ্জীব চন্দ্র, ৩৮৭
দাস, সুন্দরী মোহন, ১১
দিবেবাক, ১১১
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অশীশ (বৌদ্ধ মহাপন্ডিত) ১০৯
দে, অমলেন্দু, ৮
দেব রাজা নরেন্দ্র, ১১০
দেবী, অনুরূপা ১২
দেবোত্তর, ৪১৫
দৈনিক আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ১৪৪, ২১৯, ২২৮, ২৩৪, ২৩৭
দ্রাবিড় ভাষা, ৩৯২

'ধ'
ধর্মনিরপেক্ষ ২০৭

'ন'
নও বাহার (সাপ্তাহিক), ২১৪, ২৩৮
নও বেলাল (পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল তরুণ দলের মুখপত্র) ৬৬, ১৪৫, ২২০, ২৩৮
নন্দী, শ্রীকর, ১১৩
নাজিমউদ্দিন, ২১১, ৩০২
নিউইয়র্ক টাইমস, ৩৯৯, ৪০১
নিখিল পাকিস্তান উর্দু কনফারেন্স, ২১৮

'প'
পররাষ্ট্র নীতি (পাকিস্তানের), ৫৯৪, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬১২
পর্তুগিত ভাষা, ৩৯২
পল্টন ময়দান, ২২৯, ২৩০, ৪১৩, ৪৫১
পাক-বাগদাদ চুক্তি, ৪১৪
পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, ৪১৪
পাকিস্তান অবজার্ভার, ২২৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৩, ৪০৭, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৬, ৪৪৭, ৪৮২, ৫৭৯, ৫৯০, ৬৩৫
পাকিস্তন এডুকেশনাল কনফারেন্স ২১৮
পাকিস্তান গণ-পরিষদ, ৭৮, ১০২, ১৫৫, ১৫৬, ১৬ ২০৪, ২৩০, ২৪৬, ২৬৩, ৩০২, ৩০৮, ৩০৯, ৩০৭, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৯৮
বাতিল ঘোষণা ৪০৭-০৯, ৪১১, ৪১৩, ৪১৫, ১৪৬, ৪১৭, ৪২৬, ৪২৭, ৪৪৯, ৪৫৩, ৪৮২, ৫৮৫-৮৬,
পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে সমর্থন, ৪৯
পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৬১১-১২
পাকিস্তন পরিকল্পনা ১৩
পাকিস্তান সরকারের দমন নীতি, ২১০
পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কার্যনির্বাহক সমিতি, ২৯৩
পার্নলে ১৪
পালি ভাষা, ৪৪৪
পীরজাদা আবদুস সাত্তার, ৩৮০
পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন (দাবী ও কার্যক্রম) ৩৭৩, ৬০৩-১০,
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য
শিক্ষা ক্ষেত্রে, ৩৮১-৮২, ৫৩৭-৩৮
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ৪৫১-৫২, ৫৯৫-৯৮, ৬০৩-০৮, ৬০৫-১০, ৬১৫-২২
পূর্ব পাকিস্তান ৯২-ক ধারা প্রবর্তন, ৪০৩, সরকারী ব্যাখ্যা, ৪০৪-৬, ৪১০-১২, ৪১৩, ৪১৫, ৪২৪
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৪১৪-১৬, ৪১৯, ৪২৩, ৫৭৭-৮৪
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৩৭১
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা, (৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭), ৫৯২, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০০
পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ ৯৪-৯৫, ইস্তাহার ৯৬-১০৪
যুব সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ১০৪-০৮, ১০৯
পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ১৫৩, ৩৭১, ৩৭৬

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, কর্মসূচী, ৪৭-৪৮
সাংগঠনিক তৎপরতা ৫০-৫১
রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট ১৪৫, ১৪৬-৪৭
পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, (উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী) ২০৭-১৩
রাজনৈতিক ঘোষণা ও দাবী (১৯৫২), ২৪৪-৪৫
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সোসাইটি, ৯-১৪
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ১০৯-১৬, ৩৯০-৯৪
পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক দুর্গতি ও কেন্দ্রীয় নীতি, ৬১৫-২২
পূর্ব বংগ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি, ১৫৫
পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান প্রগতিশীল তরুণদলের সাপ্তাহিক মুখপত্র), ২৩৮
পৃথক নির্বাচন, ৫৭৮, ৬১৩
পৌত্তলিক ভাষা ৪৪৪
প্রবাসী ১১
প্রবাসী বংগসাহিত্য সম্মেলন, ১১, ৩২
প্রাকৃত ভাষা, ৪৪৪
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ, ৪৫১
প্রাদেশিক মহামারী নিয়ন্ত্রণ কমিটি, ৬২১-২২,
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৩-১০, ৬১২
প্রাদেশিকতা, ২১৩, ২৬৭-৬৮, ৬১২

‘ফ’
ফজলুল হক হল, ১৩৩, ২৩৫
ফন্টিয়ার ক্রাইমস আইন, ৪১৫
ফরাসী ভাষা, ৩৯১-৯৩
ফরাসী ভাষা, ৯০, ২৬৫-৬৭, ৩৯১-৯৩
ফিরদৌসী, রুদানী ১১৩
ফেডারেল ইউনিভারসিটি, ৩৮১

‘ব’
বঙ্কিম চন্দ্র ১১
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, ৩৯১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সভা ও গৃহীত প্রস্তাব, ১১-১২, ৩৯১
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১১, ৩৯০
বনিক, ক্ষেত্রমোহন, ১৫৫
বরকত আবুল (ভাষা আন্দোলনের শহীদ), ২৩৩
বর্ধমান হাউজ, ৩৭৩, ৪১৫
বলবন, গিয়াসউদ্দিন, ৩১
বসু মন্মথনাথ, ১২
বসু সূর্য কুমার, ১৫৫
বাকী, আব্দুল্লাহেল, ১০
বাগদাদ চুক্তি ৫৯৪
বাংলা ভাষা, ৯-১২, ৪৯, ৩৯০-৯৫, ৪১৫, ৪২০, ৪২৬, ৪৪৪-৪৬, ৪৫২, ৬০০
বাঙ্গালী, ২৬১, ৩৯০, ৪১৬, ৫৯৩
বাংলা একাডেমী, ৩৯১, ৪৪৪-৪৬
বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সাম্প্রদায়িক দাংগার বিরুদ্ধে, ১৫৩-৫৫
বাংলা ভাষা- অন্যতম রাষ্ট্রবাষা করার দাবী, ২৪৪;
সংসদে ব্যবহারের দাবী, ৭৩ প্রথম ভাষা, ৪৯;
সরলীকরণ প্রচেষ্টা, ২১৪-১৫;
প্রচেষ্টার প্রতিবাদ, ২১৫-১৬
আন্দোলনের ইতিহাস, ২৩০-৩৬; রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমান মর্যাদা দানের দাবী, ২৩৮-৩৯;
নূরুল আমীনের মতামত, ২৪১-৪২,
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের প্রশ্নে সংসদে বির্তক, ২৪৬-৫৯ বাংলা ভাষা- পূর্ণ মর্যাদা দানের জন্য জিন্নাহ সাহেবের নিকট স্মারকলিপি পেশ, ৮০, ২০৯-১০, ২৬০-৬৪
ইসলামী ভাতৃসংঘের সমর্থন; ২৬৫-৬৮
২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে সরকারী তদন্ত রিপোর্ট, ২৬৯-৩০১, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৯০-৯৪
সরকারীভাবে স্বীকৃত, ৩৯৫, ৪২৩
রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, ৪৪৫, ৪৫১
বাবর, ১০
বার-এসোসিয়েশন হল, ২৬০
বার লাইব্রেরী হল, ২৩১
বারানী জিয়াউদ্দীন, ৩১
বার্কলে, ১৪
বার্ণার্ডশ, ১৪
বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ, ১৪৫
বাহার, হাবীবুল্লাহ, ৯
বিক্রমাদিত্য, ৩১
বিদ্যাপতি, ১০৯

বিদ্যাভূষণ, অমূল্য চরণ, ১২
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ১৪, ২৬৭
বিপ্লবী পরিষদ, ৬১৩-১৪
বিরোধী দল, ৫৯৫-৯৭, ৬১২
বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ, ৪৫১
বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি, ২২৩০, ২৩২
বিশ্ব শান্তি পরিষদ, ৪১৩
বুদ্ধিজীবী, ৫৯৩
বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন, ৯-১৪
বেগম সুফিয়া কামাল, ৩৯৩
(সহ-সভানেত্রী সাহিত্য সংসদ) (১৯৫২-৫৩),
বেঙ্গল রেগুলেশন এ্যাক্ট, ৪১৫
বৈষ্ণব বাদ, ৪৪৫
বৌদ্ধ, ৩৮৭, ৪৪৪, ৪৪৫
ব্যানার্জি পি কে ১৫৫
ব্রজভাষা, ৪৪৪
ব্রহ্মোত্তর, ৪১৫,

'ভ'
ভরত মল্লিক, ১১৩
ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)
৯২-ক ধারী জারী, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪১১,
৪১৩, ৪১৫, ৪১৯, ৯৩ ধারা, ৪১৫
ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও গতিপ্রবাহ, ৯-১২,
৬৬-৭৩, ৭৭-৯০, ৯৬-৯৭, ৯৮, ১০৯-১৭, ১৪৮-
৫০, ২২৯, ২৩০-৩৯, ২৪০-৪৩, ২৪৪, ২৪৬-
৫৯, ২৭০-৩০১, ৩৭৩, ৩৭৯, ৩৬৭, ৪২৩, ৪৪৪
ভাষা সংস্কার, কমিটি, ২১৫-১৬
(ভাষা কমিটি)
(ভাসানী) মওলানা আব্দুল হামিদ খান, ১১৭
(পঃ টীঃ), ২৩১, ২৬০, ২৬৯, ২৭৪, ৩৭৬,
৩৮০, ৩৮৮, ৩৮৮-৮৯, ৩৯৮, ৪১২, ৪১৩,
৪১৪-১৬, ৪২৩, ৪২৪, ৪৫১-৫২, ৫৯২-৯৯,
৬০১, ৬০২, ৬০৬, ৬১১
ভিকারুন্নিসা স্কুল ৩৮২
ভীম, ১১১
ভুসুক (বৌদ্ধ যুগের কবি), ১০৯, ১১০

'ম'
মজুর ইউনিয়ন, ১০৩
মজুর শ্রমিক ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩-
০৬, ১১৮-১৯, ৫৯২-৯৩, ৬০২
মতিন আব্দুল (আহবায়ক বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা
কমিটি) ১৪৫, ২৩০, ২৩২
মৎসেন্দ্রনাথ (বাংলার আদি লেখক ও নাথ হন্থার
প্রবর্তক), ১১০
মনিং নিউজ, ১০, ২৩৪, ২৪২, ২৬২
মল্লিক, কল্যাণী, ১২
মল্লিক, ভরত, ১১৩
মহাজন ৩৮৩
মাও সে তুং ৩৭৮
মাতৃভাষা, ৩৭২. ৪৪৪
মাদ্রাজী ভাষা ২৬৮
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ৩৮১
মার্শম্যান, ৪৪৫
মারী চুক্তি ৪২৬
মাসিক মোহাম্মদী ৯, ১০
মাহবুব গোলাম (আহবায়ক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা
কর্মপরিষদ), ২৩১
মাহবুব, কাজী গোলাম, ৫১
মাহে নও (পত্রিকা), ১৪৮, ২১৭, ২৪৩
মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, ২৩৩, ২৩৫
মিত্র, ইলা, (নাচোল কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী) ১৫২
মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, ১১, ১২
মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ১১
মির্জা ইস্কান্দার, ৪১৩, ৪১৯, ৫৮২, ৬২৩-২৬,
৬২৭
মিয়া, ইফতেখার, উদ্দিন, ৬১১
মিলটন, ১৪
মিল্লাত (দৈনিক সংবাদপত্র), ২৩৪, ৩৭৯
মুর্শেদ, সারওয়ার ৩৯৩
(সহ-সভাতি, সাহিত্য সংসদ) ১৯৫২-৫৩)
মূল দাবী (আওয়ামী লীগ পুস্তিকা), ১১৭
মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট, ৩০২-০৭
মুসলমান সম্প্রদায় ৯, ১০, ১২, ১৪, ৩১, ৬৬, ৬
৭৭, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬,
১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ২১৭, ২২৮, ২৬৫,
২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১৫,
৪১৬, ৪৪৪, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৮৩, ৫৯৪
মুসলিম লীগ, ১০, ১১৮, ১১৯, ১৪৫, ২২৫,
২২৮, ২৪২, ২৪৩, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪,
৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯-৩৮৪,

৩৮৭, ৩৯০, ৩৯২, ৪১৬, ৪২৩, ৪২৪, ৪৫২, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৪, ৬০৬, ৬০৯,
৬১৩
মুসলিম লীগ, পার্লামেন্টারী পার্টি, ৩৯১
মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন, ১১
মেডিক্যাল কলেজ, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৬২
মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, ২৩২, ২৩৩-২৩৫, ২৬১
মৈথিলী ভাষা, ১২
মোংগলীয় ভাষা, ৩৯২
মোহাজের সমস্য, ৫৮৪
মোহাম্মদ আলী ফর্মুলা ৩৫৭-৬১
মৌলিক অধিকার কমিটির রিপোর্ট (১৯৫০), ১৫৬-৫৭, ৩০৮-১৪

'য'
যুক্ত নির্বাচন, ৪১৪, ৪৫১, ৫৭৭-৭৮, ৫৮৫-৯১, ৬১৩
যুক্তফ্রন্ট গঠন, ৩৭১ একুশ দফা ৩৭২-৭৩, নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচার, ৩৭৪, ৩৭৫-৮৪, ৩৮৫-৮৬, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪১০-১২, ৪১৯, ৪২৪-২৫, ৪৫২, ৬০৩, ৬০৪
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভা ৪১০-১২, ৪১৯
যুক্তফ্রন্ট সরকার, ৪২০-৪২১, ৪২২, ৪২৪-২৫, ৪৪৪
যুক্ত বাংলা, ২৪২, ২৬২, ৩৮০, ৬০৪
যুব অভিযান- গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগের একখানা পাক্ষিক প্রচারপত্র), ১০৮
যুবলীগ, ৪৫১

'র'
রবীন্দ্রনাথ, ১১, ১৪, ৩৯০
রহমান, আতাউর ১৫৫, ৬১৫-২২
রহমান, আতাউর, ৩৯৪
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
রহমান, আবদুর ১০
রহমান, তালেবুর ৯
রহমান, ফজলুর (পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষা সচিব), ২১৭, ২১৮, ২২৬, ৩৮৩
রহমান, ফয়জুর ৩৮৭
রহমান, মিজানুর উর্দু ভাষার পক্ষে বাঙালী সমর্থন, ১৪৮-৫০
রহমান, শামসুর ৩৯৪,
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
রহমান, শেখ মুজিবুর (পাঃ টীঃ) (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), ১৪৫, ৬০৯-১০
রহমান, শেখ লুৎফুর ৩৯৪
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
রহমান, হাসান হাফিজুর ৩৯৩ (সহ-সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
রহিম, আব্দুর ২০
রাজবন্দী, ৪২৩, ৪২৪, ৫৮১, ৫৮৩
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭৩
রাজা, গোপালচারী, ৩৭৮
রামপাল রাজা ১০৯
রায়, উষা, ১৫৫
রায়, কেদার, ১১১
রায় খোকা (ছন্দ নাম আলী আশরাফ তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য), ২৩৮-৩৯
রায় চাঁদ ১১১
রায়, এস এন ১৫৫
র‍্যালী বার্দাস, ৩৮৩
রাষ্ট্রভাষা, ১৪৮-৫০, ২০৯-১০, ২১১, ২১৪-১৮, ২২৮-২৯, ২৩০-৩৫, ২৩৭, ২৩৮-৩৯, ২৪০-৪৩, ২৪৪, ২৪৬-৩০১, ২৬০-৬৪, ২৬৯-৩০১, ৩৭৩, ৩৯০-৯৪, ৪২৩, ৪৪৪, ৪৫১, ৫৯৫
রাষ্ট্রভাষা দিবস ২৩০
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ৭৮, ৯০
রিপাবলিকান দল, ৬১৩, ৬১৪
রূপমহল সিনেমা হল, ৬১১
রুশ ভাষা, ৩৯১
রেইসম্যান কমিটি, ৬১৭
রেডমন্ড, ১৪
রেডিও পাকিস্তান, ২৪০, ২৪২
র‍্যাডক্লীফ রোয়েদান, ৪৩-৪৬

'ল'
লবণ সংকট ও সরকারী নীতি, ২১৯-২৭, ৩৭২, ৩৮০
লাগারী, গোলাম মোহাম্মদ, ৬১১
লাহা, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ, ১২
লাহোর প্রস্তাব, ২, ১২, ১৩, ৩৭৩

লীগ পার্লামেন্টারী দল, ২৩৩, ২৩৪
লোহানী, ফজলে, ৩৯৪
(সাহিত্য সম্পাদক, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)

‘শ’
শঙ্করাচার্য, ৪৪৫
শবরী (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য ও চর্যাগীতিকার), ১১০
শরৎচন্দ্র, ১৪, ৩৯০
শহীদ দিবস, ২৩৬, ৩৭৩
শহীদ মিনার, ২৬২, ৩৭৩, ৪১৫
শহীদুল্লাহ মুহম্মদ, ১০৯, ১৫৫, ৩৯০
শামসুদ্দীন, আবুল কালাম, ১৩, ২৩৪, ২৩৭
শাসনতন্ত্র, ১৯৫৬ সালের খসড়া ও বিতর্ক, ৪৪৯, ৫৭৬
শাহ্, গিয়াসুদ্দিন আযম, ১০৯
শাহ্, আলাউদ্দীন হোসেন ১১৩
শাহ্, ইউসুফ, ১১৩
শাহ্, জালাল উদ্দীন মুহম্মদ, ১১৩
শাহ্, নসরাত ১১৩
শাহ্ ফীরোজ, ১১৩
শাহ্ হোসেন, ১১৩
শাহ্ সুলতান হুসেন, ৯০, ২৬৭, ৪৪৪
শাহ্ শূর নিয়াম, ১১৩
শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, ২১৮
শিক্ষানীতি ও দাবী, ১০৭, ২০৮-১০, ২১৮, ৩৭২, ৩৮১-৮২, ৪১৪-১৫, ৫৮৩, ৫৯৭
শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ৩৮২
শীলভদ্র (বৌদ্ধ মহা পন্ডিত), ১০৯
শেরেবাংলা, ৩৭৫, ৪১০
শেলী, ১৪
শ্রমিক মজুর, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪-০৫, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪৫১
শ্রী চৈতন্য, ৪৪৫

‘ষ’
ষ্টার অব ইন্ডিয়া, ১০
ষ্টেটসম্যান (দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা), ১৫৫, ২৩৯, ৩৮৭, ৪৫২, ৫৭৮, ৫৮৩, ৬০১,

‘স’
সংস্কৃত ভাষা ও শব্দ, ৯০, ২৬৬, ২৬৭, ৩৯২, ৪৪৪
সংখ্যালঘু, ১০৩, ১৫৩-৫৪, ১৫৬-৫৭
সংগ্রাম পরিষদ (ছাত্রদের নিয়া গঠিত), ১৪৫
সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা), ৪৫১, ৫৯৯, ৬১১
সফিউর রহমান (হাইকোর্টের কেরানী ও ভাষা আন্দোলনের শহীদ), ২৩৪, ২৩৫
সবুর, এম, এ, ৩৮০
সমুদ্র গুপ্ত, ৩১
সরকার, আবু হোসেন, ৪২০-২১, ৪৪৪-৪৬
সরকার, প্রফুল্ল কুমার, ১১, ১২
সরদার মাতলা (সাঁওতাল কৃষকদের নেতা), ১৫২
সরদার, জয়েনউদ্দিন, ৩৯৪
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
সর্বদলীয় কনভেনশন, ৪৫২
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬
সম্মেলন (২৭শে এপ্রিল, ১৯৫২), ২৬০-৬৪
সরহ (নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য ও চর্যাগীতিকার), ১১০
সলিমুল্লাহ হল, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫
সাদী, ১১৩
সাপ্তাহিক মিল্লাত, ৩১
সামাদ, লায়সা, ৩৯৪
(সদস্য, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
সাম্প্রদায়িকতা, ৫৭৮-৬১২
সাহা, আরঃ পিঃ, ১৫৫
সাহা, এন, সি, ১৫৫
সাহা, রাধাবল্লভ, ১৫৫
সাহিত্য সম্মেলন প্রচার কমিটি, ৩৮৯
সিদ্দিকী, আবু বকর (রাঃ), ১১৯
সীনা, বু আলী, ১১৩
সিন্ধি, আবদুল মজিদ ৬১১, ৬১২
সিয়াটো চুক্তি, ৪১৪, ৫৯৪
সুইফ্ট, ১৪
সুলতান আলতামস, ৩১
সুহরাওয়ার্দী হোসেন শহীদ, ১০, ২৮, ৪১৩, ৫৮২, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০৬, ৬১১, ৬১৩,
সেক্সপিয়র, ১৪
সেন, কেশব, ১০৯
সেন, দীনেশ চন্দ্র, ১১৩
সেন, বল্লাল, ১১১
সেন, মধু, ১০৯
সেন লক্ষ্মণ, ১০৯

সৈনিক (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৬১৩
সৈয়দ, জি, এম, ৬১১
স্কট, ১৪
স্বতন্ত্র ইউনিট, ৫৯৭
স্পেনিস, ৩৯১
হক, ডঃ আবদুল, কেবলমাত্র উর্দূকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবী, ৩৯৬-৯৭
হক, একরামুল, ৯৫, ১০৪
হক একরামুল (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক সাব-কমিটির সেক্রেটারী), ৯৫, ১০৪
হক, গাজীউল, ২৩২
হক ফজলুল, ১০, ৩৭১, ৩৮৭, ৩৯৯, ৪০১, ৪১০-১২, ৪৪৫, ৬০৬
হক মৌলভী সভাপতি)
হক, শামসুল, ১১৭; মুসলীম লীগ প্রসঙ্গে, ১১৮, ২৩২
হক, সামছুল, ১৫৫
হক, সৈয়দ আজিজুল, ৪৪৪
(শিক্ষামন্ত্রী)
হযরত আবুবকর (রাঃ), ৩৭৬
হযরত আলী (রাঃ), ৩৭৭
হযরত ওমর (রাঃ), ৩৭৬
হযরত ওসমান (রাঃ), ৩৭৭
হযরত মোহাম্মদ (দঃ), ২৬৫
হাই, আবদুল, ৫৭৮
হাকিম আবদুল ১১৪, ১৫৫, ৩৯৩
হাজারী, আবদুল গণি, ৩৯৩
(সহ-সভাপতি, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫২-৫৩)
হাকিম, আজিজুল, ১৫৫
হাজং বিদ্রোহ (ময়মনসিংহ), ১৪৪-৪৫
হামদর্দ (উর্দু দৈনিক), ১৪৯
হাশিম, আবদুল, ৩৩, ৩৪, ২৩১
হাসনাৎ, আবুল, ২১৪-১৬,
হাসান, রফিকুল, ৬০৪
হিটলার, ৩৭৯
হিন্দী ভাষা, ১২, ২৬৬, ৩৯১
হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি, ৮
হিন্দী সম্প্রদায়, ১২, ১৪, ৬৮, ৭৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪১৫, ৪১৬, ৪৪৪, ৫৭৭, ৫৭৮
হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড (দৈনিক পত্রিক), ১৪৫
হিব্রু ভাষা, ২৬৫
হুদা, মুহম্মদ নুরুল, ১৫৫
হেষ্টিংস, ৩৮২
হোসেন, কাজী মোতাহার, ৩৯৩
(সভাপতি সাহিত্য সংসদ), ১৯৫২-৫৩
হোসেন, খয়রাত, ১৫৫
হোসেন তফাজ্জল, ১৫৫
হোসেন, মালিক, ৫৯৫
হোসেন, সাখাওয়াত, ২১৯
হোসেন, সিরাজুদ্দিন, ২৮

INDEX

"A"
Act. Govt. of India (1919). 449
Act. Govt, of India (1935). 2. 15. 27. 28. 36. 38. 314. 366.449.450.461.467.469. 471.481.530.545. 551.555-56
Scction 92-A Promulgated in Rut Pakistan. 403-6; Proclamation lifted. 420
Act. Indian Independence (1947), 35-39. 43.432.461.530.551
Academic Francaise. 392
Adamjecs, 159
Adamjee Jute Mill. 400. 4(U
Adcluddin (Elected M. P. from United Front. 1955.417
Advisory Planning Board. 60
Afzal K. All (Joint Secretary of the Constituent Assembly). 311.313
Afzal. S. M 222
Ahad Oh. 283
Ahmed. Abul Monsur (Fleeted M. P. from A»ami League. 1955). 417,429-33.453-59.460.465.476-77.478.479
Ahmed. Altafuddin (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the firing on 21 si February. 1952). 274
Ahmed. Ashabuddin. 606.607
Ahmed. Am (Chief Secretary. Home Department). 269
Ahmed. Azizuddin. 62.63. 257
Ahmed. Dcldar. (Elected M. P. from Awami League. 1955). 417
Ahmed. E. H. Jaffur, 258
Ahmed. Ekhlas Uddin (4th claw witness), 276. 2S2
Ahmed. Fund (Elected M. P. from United Front. 1955). 417.458
Ahmed, Ilabiboddin (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the firing on 21st Feb.. 1952). 274
Ahmed. Hussain (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the firing on 21st Feb. 195Z 274
Ahmed, Khalifa. 426 (Member. Ganatuntri Dal).
Ahmed, Khandaker Muslaque. 604
Ahmed. Mafizuddin.7l. 257
Ahmed. Masihuddin. 71.420
Ahmed. Mohiuddm 603.604
Ahmed. MozafTar. (Elected M P. from Awami League. 1955) 417.605.606
Ahmed. Nur. 246. 249. 251. 252. 257
Ahmed. Nuruddin (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the firing on 21st Feb . 1952). 274.277
Ahmed. Shamsuddin. 71.72
Ahmed. Sharfuddin (Chairman of the House). 225. 226. 227
Ahsan. Syed Quamnil. 603.607. 608
Ahsanullah (Student witness). 275
Air Force of Pakistan. 60.64-65. 79. 493
Akram Abu Saleh Mahammed. 43
Aktaruddin (President of all East Pakistan Muslim Students league). 272
A lam Mohammad 3
Aleem Abdul (Elected M P. from United Front. 1955). 417. 459
Ali Dewan Mahbood (Joint Secretary. Ganatantn Dal). 422
Ah Hasan (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the Filing on 21st Feb 1952.274
Ali Hassan. 280-81
Ali Hurmut (Student Witness) 275
Ali Mahmud (Electcd M. P. from United Front. 1955). 417
Ali Mahmud (Secretary, Ganatantn Dal). 422
Ali, Kalik Shuukat. 258
Ali Maulana Atahar (Elected M P. from United Front. 1955)417
Ali. Mir Ahmed. 223
All Mohabhat (Senior Reporter of East Bengal Legislative Assembly). 301
Ali. Mohammad (Pnme Minister) 357-61, 363. 395. 399. 400. 404. 405.407. 408. 409. 418, 420. 441.442.471-81. 580
Ali. Muhammad 71.72. 258
Ali. Nowab (4th Class Witness...) 275, 282
Ali. Osman. 301,
Alt. Sekander (4th class witness) 276, 282
All. Shaikh Karamat. 170. 308. 309. 317

Ali. Syed Zakir. 3
All East Pakistan Muslim Students" league. 272
All India Muslim l.eague 2. 4-7. 16. 17. 18. 19.27.34.43. 120.450.453
All India Muslim league Council. 160
All Pakistan Aw ami Muslim League. 120
All Party Committee of Action (an Organisation of the State language Movement). 270
All Partv State Language Committee 272. 298
Ann, Nurul, 224. 226. 246. 253.254. 255-56.257.317.344. 364-67
Anglo-Aratooc College. 15
Anglo-Pakistani Christians. 311. 313
Appropriate Advisory Board. (Advisory Board) 484.607
Arabic language. 395. 396
Amtotle. 630-31
Armed Forces or Pakistan. 64-65.173. 319. 474. 484. 492-93. 625.626. East Pakistan. 474
Asadullah. 257
Ashrafuddin (5th class witness...) 276
Assembly House. 279-80. 280-81. 281-82. 289. 297
Att lee. 17
Autonomy. 19,432-33,437.603
Autonomist 462.463
Awami Muslim league Party. 449
Awami league 417,420. 421 447-48. 449. 475-77.605
Awami lx-aguc Parliamentary Party, 579
The Azad (Daily newspaper). 254

"B"

Bihar. Md Habibullah. 257
Bakhtiar Yahia. 309.312
Bala Gour Chandra (Elected M. P. from Scheduled Caste Federation. 1955). 418
Balfour. 148
Baneqec Surcndranath. 25
Baqui. Ma.liana Md Abdullah. (President of the Provincial Muslim League). 257, 280.317
Ban. Mian Abdul 437. 439
Barkat. Abul (A Martyr of (he State Language Movement of Bangladesh), 272
Barma, Prem Man 55. 170. 258. 308. 313. 314.317. 318. 326. 328.338-39
Barman. Konteswar. (Elected M. P. from Pakistan National Congress. 1955). 417
Bonus. Ptuwi Bhuihon. 309. 312. 313
Baste Principles Committee (1949). appointment. 168. Interim report (1950) 168-69 Recommendations. 171-203; motion for postponement of report. 204-06; report presented by Khwaia Nazimuddin. 302-307. report (abridged),
315-356. 357.359,362 debate on. 362-370.395.437.466
Begum Maubma Mohammad Ah. 3
Begum Nur Jahan (4th Class witness...) 276
Bengal Partition of 1905.1. agrocmen for independent Bengal. 33
Bengal Boundary Commission Repon. 43-46
Bengal Provincial Hindu Mahasabha.43
Bengal Regiment. 469
Bengali Language, 54. 55.70. 214-15. 246. 254. 250. 255-56. 395. 396. 398. 399. 427.434.435.436.438.461
Benglis (Bengalees). 29. 30.33.42,62 399
Bhandra. P. D. 258. 366
Bkishani. Vlaulana Hanvd Khan 398.435. 438,447. 448. 458.459.460. 579.605. 608
Bhik Nairang. Syed Ghulam. 258
Biswas. Abdul Latif (Elected M. P. from United Front. 1955). 417
Biswas. C. C 43
Bose. Sam Chandra. 33. 34
Bose. Subhash Chandra. 25
Bntish Merchant Shipping. 370
Buddhists. 311.313.355-56.
Burdwan House 272
Burman. Akhay. 422 (Communist)
Bux. Dcedar (4th Class Witness..) 276
Bux. Pcur (5th Claw Witness) 276

"C"

Cabinet Mission Plan. 17-21. 364
Central Committee of Democratic Federation (memorandum). 158-59
Central Statistical Office. 430
Centralist. 462-63
Chakraborty. Benode Chandra 224-25
Chakraborty. Raj Kumar. 52.259.308. 313-14. 363-64
Challahan, John D. (Reporter of New York Times). 402
Chandraghona Paper Mill. 404
Chan. Kala (5th Class Witness...) 276
Chatterjee. B. C. (Dacca). 422 (Member. Ganatantn Dal).
Chattopadhyaya. Sins Chandra. 57-58, 170. 252-56. 259, 317-18. 326. 328.338-39. 366
Chowdhuri. Nazir Ahmed Khan. 309. 313
Chowdhury'. Abdus Samad Khan (4th Class Witness...) 275.283
Chowdhury. Rafiqur Re/a (Student Witness...) 275
Chowdhury. Zinur Ahmed (4th Class Witness....) 275.282
Chinese. 438
Chittagong Port. 473-74
Chowdhun. Khaliquuaman. 3
Chowdhury. Abul Matin. 60-61
Choudhury. Muhumnud All. 408
Choudhury, Murtaza Reza, 408
Chowdhury. Safiuddin (Student Witness...) 275
Chowdhury. Ashrafuddin (A member of Ni/anve-lslam) 420
Chowdhury. Hamidul Huq. (Minister of E.
Bengal). 61.75.365.417.426.454.462-64.466
Chowdhury. Jibendra Kishore Acharya. 633
Chowdhury, Yousuf Ali (Elected M. P. from United From. 1955), 417.426
Chowdhury. Nurul Haq (Elected, M. P. from United Front Party. 1955). 417
Chundngar, 1.1. (Law Minister) 3.449. 454. 457.470. 590-91
Civil Armed Force in the Frontier 478
Coalition Party. 553
Colonialism. 587-88
Committee of Action. 70
Committee of Fundamenlal Rights of Citizens of Pakistan and Matters relating to Minorities (Report). 308-14
Communal Award. 43-46, 314
Communal distrubances, 25
Communalism. 438
Communalism and Communist Party. 365. 386.400.405.418. 422
Congress. 17. 19. 23 . 34. 367. 580
Constituent Assembly Election, results. 417-18
Constitutional development, 160-67. 168-203. 204 06. 302-70.427-43.449-72. 585-91
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 482-576
ConsUtution Bill (1956) 449-50; debate on 453-81
Constituent Assembly (Sessions and issues). 33.40-12, 52-53. 59-65. 142. 156-57. 160-168. 170-71. 204. 206. 250-51, 255-56. 301.305-06.308-13, 315-56, 357, 362-370. 395-96. 398.407-09.417-18. 426.427-43. 449. 454. 458-59. 482-83
Control Room. 271
Co-operative Department. 75
Costa PulU (4th Class Witness...) 276
Council of Mass Education. 214-15

"D"

Dacca College. 272
Dacca Gazette*. 269-71
Dacca University. 54. 86. 275. 278-85. 288. 293-95. 298-301
Dacca University Convocation, 86
Dacca High Court. 269.270. 271. 297. 301.403
Darbar Hall. 420
Dus. Akshav Kumar. 258. 418.
Dxs. Basanta Kumar. (Elected M. P. from Pakistan National Congress. 1955). 417. 418, 580
Das. Chittaranjan, 25. 27
Daslidar. Pumcndu (Communist). 422

Dhar. Monoranjan, 69,
Dancsh Md. Haji (Dinajpor) (Pakistan Ganatantn Dal). 422
Datta. Bhupendra Kumar. 56. 57. 258. 367.417
Datta. Dhirendrunuth, 54-55.69. 72. 251-52, 258. 362-63. 366
Daulatana. Mian Mumtaz Muhammad Khan. 170. 317. 344. 42$. 430.434.435. 437. 438
Declaration ot' Emergency. 403-09
Delhi Resolution, 15-16
Delimitation Commission. 499-500. 547
Dewan. Abdus Sullur (4th Class Witness...) 276
Dewan. Haroon Md. Maniruddtn (Student Witness....) 275. 277. 298
Dewan. Md Siddique (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the flriag 00 2I« Feb 1952). 274. 277.278-79. 280-81
Din Aziz. 436.437
Din Mohammed, 301
D"Mellow. J (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274
Dutta. Kamini Kumar. 170. 259. 318. 326. 328. 338-39.355-56.418.454
"E"
East Bengal Legislative Assembly. 247. 251. 252. 253, 255-56. 270. 301
East Bengal Police Force. 301
East Bengal Railway (F-. B. R). 474
East Bengal Regiment. 64-65
East Bengal Salt Control Order (1950). 220
East Pakistan Awami Muslim League Rules aims and objects. 120-21 Immediate Programme. 121-22. Composition. 122. Rules Regarding membership. 122-23; Office bearers.123.
Council. 123-24; Working Committee. 124-25. Session. 125. Meetings 125-26; function of Council, 126-27 functions of working committee, 127; branches. 128-30. funds 130-31; powers and duties of office bearers 131-32; general provisions. 131-35.447.448
East Pakistan Youth Language Committee. 272
Economic grveivancex of Eusi Bengal. 59 65. 399-400.427 33. 436 43. 454-81. 605-10
Education and education policy. 473.485-86
Electrical and Mechanical Engineering Centre. 63
Ellis. J. H. (Chief Justice. Dacca High Court, later appointed as Governor of East Pakistan) Report of the enquirt into the finng by the police at Dacca on 269-301. 403.435.436
Emergency (Proclained in 1954). 407-09
English language. 395. 396.461
Evacuee Property. 486

"F"
Fazlul Huq Cabmer. 420
Fazlul Haq Hall. 254
Fazlul Huq Ministry. 404. 405
Federal Consolidated Fund. 499-500. 500-01.543. 545
Federal Form of Government. 444. 483. 485.489-93
Fundamental basis of Pakistan, 206.
Fundamental rights. 136 report on 156-57, 167.171.308-14. 368.470. 483-88.633-34

"G"
Gafur. 71
Ganatantn Dal. 580
Gandhi, M. K. 26. 27.34
Gardegi. S. Ah Hussain. 317
Gtzder. M. H. 258.
Gazette of Pakistan. 550
Geographical Configuration and its impact. 19.43-46. 366. 370. 432. 454. 456. 460. 461
George Loyed. 148.472.480-81. 585-86. 603. 605
Ghani. M. O. (Second Class). 275. 277. 278-79. 282. 283
Ghani. Sycd Abdul. 273. 283. 284. 298. 301

Gibbon, C. E. 309.313
Gofran, Abdul (Official Witness of the Govt. Enquiry-Com mission into the firing
on 21st Feb 1952). 274. 277.294
Golden Bengal. 456
Gomez. Peter Paul (Elected M. P. from Pakistan National Congress. 1955). 417
Govt, of India Act. 1935 Section 92-A Promulgated. 403. 404. 406.411.413. 419. 426
Grand National Convention (held at Dacca). 437.466
Gurmani. Mushtaq Ahmad. 258.435.437. 455.458.478.479.480

"H"
Hamid. Abdul (5th Class Witness). 276
Harnid. Maulana Abdul. 257
Hanif. Mohomed. 317
Haq. Abdul. 3%. 397
Haq. Mahfuzul (Elected M. P. from United Fromier. 1955). 417
Haq. Maulvi Abdul. 195
Haque. A. K. Fazlul. 3.4.5-7.71. 249-52. 254. 365. 367. 374. 399. 402. 404. 405.406.417, 418, 419. 420. 421. 437. 441. 458. 459. 475
Haque. A. T Mazhaml, 70
Haque. Shahoodul. 205. 251. 257
Huroon. Abdoola. 3
Huroon. Yousuf A 442. 460
Haroons, 159
Hartal. 23. 270. 278-79
Hasan. Shaikh Sadiq, 258
Hasnat. Abul (Joint Secretary. Council of Mass Education). 214-13
Hashim. Abul (Press siatement on independence of Bengal). 25-27. 33
Hindu Congress. 448
Hindu Muhasabha. 23. 43. 82.92
Hindu Vlahasabhitcs. 28
Hindu-Muslim Unity Conference. 8
Hindu-Muslim Unity Association. 8
Hindu Community. I. 8. 15. 16. 18 . 19.22-30. 33. 34. 41.42. 58. 80. 81. 82.91.92. 253. 254. 311.313. 355-56. 363. 396. 417. 431. 435. 447.448. 474. 585-86. 588. 589. 590
Hossain. A. K. Rafiqul, 603. 608
Homin. Chowdhury Zahiruddin Muazzam. 238
Hossain. Maulvi Aulad. 280-81
Houain, S. M. (Secood Clau). 275
Hunter (W. W.)473
Huq. Azizul (Rangpur)
(Member. Ganatantn Dal) 422
Huq. Ashraful (Official Witness of the Gost. Enquiry Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274. 277. 295
Huq. Dr. A Musa (5th Class Witness). 277. 282
Haq. Fazlul. 298
Huq. Maulana Shamsul. 385
Huq. Maulvi abdul 169. 195
Huq. Syed Azizul. 420
Huq. Sycdul (from Mymensmgh). 272
Huq. Shamsul. 283
Husain. Mahmud. 195.317
Husain. Dr. Mahmud. 63-65. 169. 170. 195. 257.308.313
Husain. Syed A. B. M. 257
Husain, Zahid (Governor of the Stale Bank of Pakistan and appointed later as an Expert of examine the question of financial allocations between the Centre and provinces of Pakistan)^ 169
Hussain. Syed Abid (Caplain). 309. 313
Hussain. Syed Mesbahuddin. (Elected M. P. United Front. 1955). 417
Hye. Shaikh Abdul (Student) Witness...) 275

"I"
Idnes. Muhammad (Official Witness of the Govt. Enquiry Commission into the firing on 21si Feb 1952). 274. 277.278-79. 284. 285-86. 301
Iftikharuddin, Mian Muhammad, 170, 317.591
Ikramullah. Begum Shaista Suhrawardy. 53.170
Indian Air Force. 19
Indian Army, 19
Indian Constitution. 470
Indian Independence Act. 35-39.43

Indian National Congress. 17, 19. 23. 34.43
Indian Navy, 19
Indian Police, 402
Indo-Pakistani Capitalist. 462
Industrial Finance Corporation 60
Industrialisation. 473
Isa. Qazi Muhammad. 309
Inter-Provincial Council. 521-22
Inter-Provincial Trade. 518-19
Islam. Matil (5th Class Witness). 277. 298
Islamic Provision
(Constitution of 1956). 543-44
Ispahan. M. A. H.. 408
Inspahanis. 159

"J"

Jabbar. A. (Official Witness of the Cost. Enquiry Commission into the finng on 21s«Fdj 1952). 274
Jagannath College. 273. 298
Jagirdars. 459
Jmnah-Awami Muslim League. 448
Jinnah Awami Ixague. 365
Jinnah-Gandhi Talks. 26
Jinnah. Muhammad All. 79-89,91-93. 396.482
Joint Electorate. 30. 426.427. 436.470. 526. 585-91
Joint State language Committee
Action. 70
Jute Board. 170

“K”

Kajer Katha (Fortnightly Journal). 214
Kamal. Muhammad (5th Class Witness). 277. 283. 301.
Kanm. Abdul. (Elected M P. from United
Fron. 1955)417
Kanm. Sardar Fazlul. (Elected M P. from Communist Party. 1955)418
Kayani. M R., 439
Kalson. Hans (a renowned Jurist). 631-32
Khainillah (5th Class Witness). 277
kaleque. Abdul. (Elected MP. Awami League. 1955)417
khan. Abdul Gaffar Khan. 395. 427
Khan. Abdul Hammed. 3
Khan. Abdul Moncm. 258
Khan. Abdul Qaiyum Khan. 182. 344
Khan. Abdul Wahab. (Elected M P. from United Front. 1955). 417
Khan. Abdur Rahman (Elected M P. from Awami League. 1955). 417.430
Khan. Abdus Salam. 420
Khan. Abdul Kasem. 252. 308. 313
Khan. Ataur Rahman (Elected M.P. from Awami league. 1955). 417.434-39. 459-67. 579-80
Khan Aulad Hossain (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274
Khan. Ayub. 407. 408.625.630-31.635
Khan. Ghaznafar All 308. 309
Khan. Golam Ali Talpur. 408
Khan. Iftikhar Hussain Khan. 258
Khan. Liakat Ali. 4. 5. 55.62. 137-43. 170. 20W)5. 206. 302.303. 309. 317.435. 466.473
Khan. Lutfar Ruhman
(Elected M. P. from United Front. 1955).. 417
Khan. Malik Firoz. 427.432,474
Khan. Maulana Abdul Hamid. 73: On budget. 74-76
Khan. Maulana Akram. (Editor of the Daily Azad). 170.254
Khan. Maulana JafarAli.3
Khan Mohammud Akram. 317
Khan. Moulvi Ebrahim. 252. 257
Khan. Muhammad Zafnillah. 170. 258. 309
Khan. Muslim (4th Class Witness) 276
Khan. M. N. 420
Khan. Nabi Sher (Official Witness of the Gow Enquiry-Commission into the finng on 21 $t Feb 1952). 274
Khan. Nowah Ismail. 3
Khan. Nazir Ahmad. 170
Khan. Qazi Mohammad Isa. 3
Khan. Sardar Amir Azam. 161. 408. 429
Khan. Sardar Asadullah Jan. 259
Khan. Sardar Aurangzeb. 3
Khan. Sardar Bahadur. 170. 309. 313

Khan. Surdar Shaukat Hyat. 246-49. 230. 251. 253. 255-56. 259
Khan Tamizuddin. 52.57.58, 169. 312, 317
Khan. Zafrulla. 312
Khanmajlitt Abdul Masood (4th Class Wintncss...) 275. 282
Khatun. Anwara. 71.72. 255-56
Khilafat-i-Rabbani Party. 365
Khondkar. Ramzan (4th Class Witness...). 273
Khuhro. M A. 258. 308. 313. 315.427. 466
Kuulbash, M. H. 258
Krishak Sranak Party. 365.420.605
Korean boom. 475
Kuruala. Eliza (4th Class Witness...) 276

"L"
I-ahiri. Provash Chandra. 69. 226
l-ahore Resolution (1940) 2-3. 26. I5S. 160. 364. 368.453. 444. 585-86.605
Law Commission. 305-06
Legislator's Convention. 15
Lucknow Pact. 314
labour nix. 400.404

"M"
Madras Council. 5
Madras Regiment. 469
Mahmood. Abdullah-al. 252. 257
Majid. Syed Abdul (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274
Majlis-i-Dastur Saz. 435
Majumdar, Jnanendra Chandra. 259
Majumdar. Phani. 422
Malakand Hydro-Elcctnc Project. 474
Malik. Abdul (Student Witness...) 275
Malik. A. M. 70. 257. 309.408
Malik. Omar Hayat. 170
Malik. Shaukat. 317
Malik. Syed Abdul (Student Witness ...) 275
Mandal. Mint Chandra. 259, 31. 313. 314
Mandal, Jogendra Nath. 308
Manour (5th Class Witness...) 276.
Martial Law. 623-35
Masood. Mahmood (Offic ial Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the firing on 21st Feb 1952). 274. 278-79. 280-81
Matin. Mohd, Abdul (a student of Dacca College). 272
Maulvis. 374.
Medical College. 271, 278-79. 279-80. 280-81. 282. 283. 284. 291. 294. 297. 298. 299.300
Medical College Hostel. 273. 27. 275. 276.278-79, 2SI-82.283. 284. 28. 286-87. 289. 290. 291. 292. 293. 29. 295. 296. 398. 300. 301
Mchta. Jamshed Nusserwanjee. 309
Mian. Abdul Ban. 439
Mian. Mohammed (4«h ("lass Witness...). 276.282
Mian. Nawab (5th Class Witness...) 294
Mian. Faku (5th Class Witness .) 294
Mian Sona (5th Class Witness .) 294
Military Academy. 63.479
Millat-i-Islam, 585-86
Minority. 18. 29.41. 58. 82.91. 137. 139-40. 142. 153-54. 156-58. 205. 307. 308-14. 366. 367,422. 429. 447. 482 585
Minonty United Front. 422
Mir, Muslim (5th Class Witness...) 276
Mirza. Lskander, (Governor of East Bengal) 403.408.419.623-26.635
Mitra. ila (a leader of Nachole Feasant Movement) Statement against Police Oppcrsswn.. 151-52
Mohammad. Ghulam. 170
Mohaimen. Abdul. 301
Mollah. Moslem All 417
(Elected M. P. from Awami league, 1955). 71
Momin. Abdul, 170
Mondal. Jogendra Naih.
Mondal. Rasaruj, (Elected M P. from Scheduled Caste Federation. 1955). 418
Morning News (Daily Newspaper). 402
Muhajire. 462
Muhajereen. 122
Mukherjee. Ashutosh. 25
Mukheiyee. Bijay Kumar. 43

Mukherjee. Shyoma Prasad. 28-29
Mumr. Mohammed. 630-34
Murree Agreement,426,440
Muslim India. 2, 4, 6. 7
(Moslem)
Muslim Community, 1.2.3.4-7.8.15. 16.18. 19. 22-30,33.41. 83.44. 55.56. 57. 58. 79. 80. 82. 83. 84. 87.89.92.93. 121. 122. 138-42. 148. 171. 2044)6. 253-55. 303-06. 314. 318. 321. 328. 332.334-35. 338-39. 342. 355-56. 365.40». 417. 431.435. 447 .448. 471.472. 473.474. 482.488 490. 543. 544. 585-590
Muslim league (All-India) Legislation Convention. 15-16
Muslim League. 2. 6. 34. 84. 88. 120. 140-41. 225. 270. 363, 364. 365. 369. 374. 385. 386. 3%. 399.405. 417.429.430. 434. 436. 437. 439, 448. 453. 590.605
Muslim League Ministry. 404
Muslim league Parliamentary Party 357. 358. 359. 364. 369
The Mussalmuns of India.
(A book written by W. W. Hanler in 1876). 473

"N"
Sachole. 151
Nadvi. Maulana Sulaiman (Chairman of Talimaat-i-Islamia) 168
Nagn Script (Language). 396
Najibullah. Maulvi. 297
Nandi. Bhabesh Chandra. 259
Nao Bahar (Weekly Journal). 215
National Anthem. 435
National Dcfoncc Council 5-6
National Economic Council. 476-77. 544. 607
Nauonal Finance Commission. 464.466. 517-19
Naval Base at Chiitagong. 479
Naval force 493
Naval Tramng Centre. 63
Nazimuddm. Khawaja 56-57.61. 64-65. 69-71. 257. 302-7. 309. 316-56. 362
Nehru. Jawaharlal
(Prime Minister of India), 34. 400. 465
New Bengal Association. 43
New legal Order, 627-35. 630-34
New-yort Time*. 399.401.402.405
Nineteen (19) Point. 605
Nishtar, Sarder A. Rab Khun. 170.258. 308.311.312.317
Nizame-Islam.. 420.605
Noor. Mohammed (5th Class Witness...). 277.298
Noon. Malik Mohammud Firoz Khan. 170. 258. 437.438
Nur. Ahmed. 205-06
Nusserwanjee. Jamshed. 313

"O"
Obaidullah. A. Z. (Official Witness of the Govt. Enquiry -Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274. 277, 280-81
Objective Resolution. 137-43, 158, 170. 204. 302. 303. 304. 305 06. 315. 316. 364
One Unit 426.427-43
Ordnance Factory. 63
Osmani A R. (Assistant Registarof Dacca High Court) and Secretary of the Govt. Enquiry Commission into the Finng on 2lst Ferb. 1952). 301
Osmani Maulana Shabbir Ahmed. 170

"P"
Pakistan 1954-55
(A Pamphlet Published by Central Govt.). 455
Pakistan Awami lxaguc. 448
Pakistan Ganatantn Dul. 365. 420. 422. 580.605
Pakistan Muslim League. 120
Pakistan National Congress. 417
The Pakistan Observer (Daily News Paper) 226.402
Pakistan Resoluuon. 2-4
Pakistan Chnsoans. 311.313. 355-56
Panty. 426.429.436. 441. 446. 471.475. 479
Parsis. 355-56. 366.
Partition of bengal (1905). I. 26. 34.
Pathan. Ghyasuddin. 62. 63. 257. 317. 408.459.
Persian Language 396
7Pir. 374

Pir of Furfura. 385.
PirofSarsina. 385
Pir Shahib of Manki Sharif. 427
Pirzada Abdus Sattar. 170.246.250.251. 252. 255.317.
Pirzada. A. S. A Rahman. 258
Planning Boards. 476-77
Principle* of blame Social Justice. 471-72
Provincial Assembly. 490. 502-10. 543. 545. 585-86. 588.
Provincial autonomy. 365. 366. 368. 401-2.428.432.443. 561-62.459.462.467. 471.481.603-10.
Provincial Coasolidated Fund, 509. 510.
Provincial. 54.60.82. 83. 92.93. 247. 249. 363.438.442.
Provmcialist. 462,
Provincial Government. 476-77.479. 483.485.487.501-10. 524.
Provincial Legislature. 403.483.484. 504-10.587-88
Provincial Muslim League (E Pak). 280-81.
Provincial Muslim league Council 270
Public Safety Act & Ordinance. 221.253. 254. 386
Punjab Boundary Commission. 44
Punjabi. 429, 443

"Q"

Quaid-I-Azam. 40-42.138. 140-41.248. 314. 364. 369. 396. 405. 427. 437, 454. 471.482
Quaid-i-Millai (Liakat All Khan). 364.
Quiyum. Abdul. 317.
Qureshi. Ishuaq Husain. 169. 170. 195. 257. 308.313. 321.330.
Qureshi. I- R 320. 317
Quraishi. S. H. Official Witness of the Govt Enquiry-Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274. 277. 278-79. 300

"R"

Radio Pakistan. 272. 408. 433. 480.
Radeliffc. Cynl.45
Rahaman. Ahdur Official Witness of the Govt Enquiry-Commission into the firing on 21st Feb 1952). 274
Rahman Ammur. (Student Witness) 275
Rahman. Ataur (Ra>»hahi) (Joint Secretary. Ganatantn. Dal).422
Rahaman. A. O. Raziur (Secretary to the Governor of East Bengal). 271
Rahman. Fazlur. 170. 226. 257. 308 , 312. 317.417.428.475.
Rahaman. Hammadur (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng on 21st Feb 1952). 275. 288
Rahman. Hamoodur (An advocate). 273. 277.281-82.297.298
Rahaman. l-utfar. 301
Rahman, Nurur (Elccted M. P. from Awami league. 1955). 417
Rahman, Shaikh Mujibur (Elected M P. from Awami league. 1955)417.427.458-60.475.580. 609-10
Rahman. Syed Bazlur. 301
Rahman. S)«d Khalilur. 258
Ramna. 70. 71
Rum Rallia, 309. 313,
Rashid. Abdur (Chief Justice of Pakistan). 168.315,317
Rashid, Sardar Abdur, 334-35.437.438,
Rashdi. Pir Mohammad Ali. 462.480.590.
Rusool Hydro-electric Project. 474
Regional Autonomy. 426.432.433.436. 437.458.459.462. 467.471.481. 603.605.
Rehman. S>ed Klialil-ur. 317.
Religious Community 485-86
Rcpoci on fundamental rights of citizens and on matters relating to minoriues. 55-57
Renter. 405
Roy. Dhananjoy. 258
Roy Prasun Kumar 422
Roy. Protap Chandra Guha. 64-65
Rukunuddin. Muhammad. 72
Rupmahol Cinema Hall. 447

S"

Sachar Bhim Sen. 308. 309
Safety Acts and Ordinance. 120

Salimullah Muslim Hall. 254. 272.278-79
Sartan League. 120
Salimullah Muslim Orphanage. 275
Sail Situation a policy in East Bengal. 219-227
Samud. Abdul. 301.
Sanskrit language. 396
Sarkar. Abu Hussain. 420421. 422
Saiiar. Abdus (5th Class Witness) 277
Sattar. Abdus. 255.417
Scheduled Caste. 23. 33. 34. 311.313., 355-56. 367.488. 545-46. 550. 580
Scheduled Caste Federation 417.418.
Sen. Sailendra Kumar. (Electcd M P. fromU. P. P. P. 1955).. 418.436.
Separate Electorate. 310. 313. 314. 328. 338-39. 453. 366. 367. 368. 526. 585-91
Seth. Sukdev. 259
Shahabuddin. Khawaja. 170. 257. 309. 317, 321
Shah.Jaffar. 317
Shah Nawaz. Begum Jahan Ara, 170. 308. 313.317.318.
Shah. Syed Abdur Rauf. 3
Shakoor. Shaikh Abdus (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng oo 21st Feb 1952). 275
Shamsuddin. 298
Shanat Law, 587-88
Shubhankater fanki. 457
Sikander (Sir). 6
Simon Report (1918-19). 585-86.
Sind Barrage project. 474
Singha. Ashutosh. 608. 609
Singha. S. P 309
Slogan
(a) Police Zulum Chalbe Na 279-80.
(b) Rastra Bhasa Bangla chai- 279-80
(c) Zulum mat Kuro Bhui 427
(d) Shaheed Bhasam-Zindabad- 447
(e) Hindo-Muslim Bhai-Bhai 447
Special Power Ordinance, 227
State language Movement 9-14.58.66-73,77-90,92. 158. 246-59. 269-301. 368. 395-97, 398. 399.402. 426. 427. 434. 435-36, 443.448.453
Statistical Bulletin of East Bengal. 430
Student Community ol Bengal. 82. 271. 272. 273. 275. 278-79. 279-80. 283. 296. 298. 300. 395. 402
Suhrawardy. H. S. 15. 22-24,27. 28-30. 374. 380.417. 418.436.440-43.447.448. 458. 459. 467-71.472. 580. 586-89. 590. 591
Syed G. M 427

"T"
Tagore. Rabindranath. 25
Tahmaat-i-Islamia Board. 168. 302. 316
Tarfcabagish. Abdur Rashid. (Elected M. P. from Awami League 1955). 417
Traqqi-e-Urdu (An)uman). 397
Twenty one Point Programme. 437.438. 458.459. 466. 605
Two-Nution theory. 585-86

"U”
Undivided India. 585-86
Union of India. 20-21, 23-24.
United Bengal. 23.25. 27.28-29
United Front Cabinet, 420-21
United Front Ministry. 4(M, 400.419. 420-21
United Front Parliamentary Pany. 398
United Front Puny. 374.385-86. 399.405. 417.418.419.420-21.422, 441. 590 605,
United Indian Federation. 15
United Pakistan People's Party. 418
United Progressive Party. 417.476-77
Urdu Language. 54. 55. 395. 396-97. 399 430.435.461
Usmani. Moulana Shabbir Ahmed. 304-05.317
USREE. 214

"W"
Wahidi. Ashraf Ali (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng on 2lst Feb 1952). 274. 275
Wakf. 488.
Waibcrg. Anders. 631-32,
West Pakistan Act of 1955. 483
West Pakistan Merger Bill. 439

"Y"
Yusuf. Muhammad (Official Witness of the Govt. Enquiry-Commission into the finng on 21st Feb 1952). 274. 277 293

-Z"
Zahiiuddin
(Elected M. P. from Awami League. 1955). 417.479.480

Zakat. 488
Zamindars. 459

Zubcn. 1 H. (Second Class witness of the Govt. Enquiry-Commission into the firing
on 21 si Feb 1952). 275.278-79. 279-80. 282.283
zulfiquar. GhoJam (Student witncss).275

সংযোজন

অ

অবজেকটিভ রেজলিউশন, ৬৪৮-৭২
অযোধ্যার বেগম, ৭৬৫

আ

আইসেনহাওয়ার, ৭৬৪
আওয়ামী লীগ, ৬৯৮, ৭৪৬, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬৩, ৭৬৫
আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার, ৭১৯, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬৩
আকবর (সম্রাট), ৬৪৬,
আজাদ পাকিস্তান পার্টি, ৭১২, ৭৪৬,
আমার দেশ (পত্রিকা), ৭১২
আমীন, নুরুল, ৬৭৪, ৬৭৬, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৯০-৯২, ৬৯৯-৭০০, ৭০২, ৭০৬-০৭
আরবী (ভাষা), ৬৪৬, ৬৪৭,
আফলাতুন্নেছা ময়দান (বগুড়া), ৬৮৯
আলী, আমজাদ, ৭৬৩
আলী, তোফাজ্জল, ৬৮৯,
আলী, মওলানা শওকত, ৬৭০, ৭৬৬,
আলী, মওলানা আতাহার, ৭৪৯,
আহমদ, আলী, ৬৮৩
আহমদ, খোরশেদ, ৬৮৯
আহমদ, নূর, ৭০১
আহমদ, ফখরুদ্দীন, ৬৮৬
আহমদ, মফিজউদ্দন, ৬৮৮, ৭০৪
আহমদ, মহীউদ্দিন, ৬৮২, ৭৪৬-৫০
আহমদ, মোসলেহউদ্দীন, ৬৮৫
আহমদ, শামসুদ্দীন, ৬৮৩-৮৪
আহমদ, সরফউদ্দীন, ৬৮৪,
আহমদ, সৈয়দ সুলতান, ৬৮৬
আহমদুল্লাহ্‌, মওলানা ৭৫৫
আহম্মদ, আবুল মনসুর, ৭৬৩
আহম্মদ, মহিউদ্দীন ৭১২
আহমেদ, নূর ৭০১
আহমেদ রফিকুদ্দীন, ৬৭৫

ই

ইকবাল (মরহুম), ৭২৮, ৭২৯
ইকবাল হল, ৭২৪
ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট, ৬৩৬
ইত্তেহাদ (পত্রিকা), ৬৪৫
ইনসাফ (পত্রিকা), ৬৮২
ইভনিং টাইমস, ৬৯৫
ইমাম, হাসন, ৬৮৯
ইংরেজী (ভাষা), ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৭৩
ইসলাম, রফিকুল, ৭১২
ইসলামবাদী, মওলানা মনিরুজ্জামান, ৭৬৬

উ

উর্দু (ভাষা), ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৭৩, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৯৫, ৬৯৬-৯৭, ৭০১
উনম চাঁদ....

এ

এক ইউনিট, ৭৬০-৬১
একুশ (২১) দফা কর্মসূচী, ৭১৯, ৭৫৮, ৭৬০
একুশে ফেব্রুয়ারী, ৬৭৩-৭৪, ৬৭৫

ও

ওহাবী আন্দোলন, ৭৫৫
ওহায়েদ, এ, কে, এম, আবদুল, ৩৮০, ৭৩০

ক

কংগ্রেস, ৬৭৬

কমিউনিষ্ট, ৬৯৮,
করিম, আবদুল ৬৭৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৪৭
কাদের, কাজী আবদুল, ৬৯৪
কায়দে আজম, ৭৩০, ৭৪৭
কাশ্মীর সমস্য, ৭৬৩-৬৫
কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৭৫৫, ৭৬০, ৭৩১

খ
খাঁ, হাকিম আজমল, ৭৬৬
খাতুন, মিসেস আনোয়ারা, ৬৮৪
খান, আতাউর রহমান, ৭১৯-২৬, ৭৫৮, ৭৬৩
খান, তামিজউদ্দিন, ৭১৭
খান, নুরুল হোসেন, ৬৮৯-৯০
খান, মুজিবর রহমান, ৭১২
খান, শফীকুল হোসেন, ৬৮৯
খান, সর্দার শওকত, ৭১১
খায়ের, আবুল ৬৮৯
খৃষ্টান, ৭৩৩, ৭৩৫, ৭৩৬

গ
গণতন্ত্রী ছাত্র ফেডারেশন (লাহোর), ৬৯৬-৯৭
গণতন্ত্রী দল, ৭৪৭
গনি, ওছমান (ডঃ), ৬৮৯, ৬৯৭-৯৮
গিবন (মিঃ), ৭৪৯
গুহ, অজিত কুমার, ৭০০
গেজেট অব ইন্ডিয়া, ৩৬৮
গোখেলে, ৬৪৬
গোলাম, মোহাম্মদ, ৭৫৭

চ
চক্রবর্তী, পি, সি, ৭০০
চাষী (পত্রিকা), ৭১২
চিয়াং কাইশেক, ৭৫৯, ৭৬১
চৌধুরী, আশরাফুদ্দিন, ৭৪৯
চৌধুরী, ইউসুফ আলী, ৬৮৬, ৭০৪
চৌধুরী, দবিরুদ্দিন আহমদ, ৭১১-১২
চৌধুরী মুনির ৭০০
চৌধুরী মোজাফ্ফর আহমদ, ৭০০, ৭০৮
চৌধুরী, সুলতানুল আলম, ৭৩৪

ছ
ছাত্র ইউনিয়ন, ৭৪৬,
ছাত্রী সংসদ, ৭৪৬

জ
জগন্নাথ হল, ৬৯৩
জননিরাপত্তা আইন, ৬৯৭-৯৮
জববার, আবদুল, ৬৭৫
জববার আবদুল (খুলনা), ৭১২
জমিয়তে ইসলাম, ৭৪৭
জাহেদী, মাহবুব জামাল, ৬৪৫,
জিলানী (ডঃ), ৬৯৩
জুবেরী, আই, এইচ, ৬৯৩

ঝ
ঝান্সীর রাণী, ৭৫৫

ড
ডন (পত্রিকা), ৬৮৫, ৭০৪

ঢ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজিকিউটিভ কাউন্সিল, ৬৯২
ঢাকা ল’ রিপোর্ট, ৭১৭-১৮
ঢাকা সিটি মুসলীম ছাত্রলীগ, ৬৮৪

ত
তওমিদ উদ্দীন, এ, এস, এম, ৬৮৪
তর্কবাগীশ, আবদুর রশিদ, ৬৭৬, ৬৮৩, ৬৮৭
তাঁতিয়া টোনী, ৭৫৫
তালুকদার, আলতাফুদ্দীন, ৬৮৬

দ
দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ, ৬৭৬
দানেশ, হাজী মোহাম্মদ, ৭১২
দাস, চিত্তরঞ্জন, ৭৬৫
দাস, বসন্ত কুমার, ৬৮৪
দ্বিজাতিতত্ব ৭২৮-৫০
দেওয়ান, মাহবুব আলী, ৭১১, ৭১২
দৈনিক আজাদ, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮২, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৯, ৭০৫, ৭১১

ধ
ধর, মনোরঞ্জন, ৬৭৫, ৬৮৩, ৬৮৪

ন
নাজিমউদ্দীন, খাজা, ৬৭৪, ৭০৫

নানা সাহেব, ৭৫৫
নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন, ৭৫৪-৬৭
নিখিল পূর্ব-পাক ছাত্র লীগ, ৬৮৪
নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগ ওয়াকিং কমিটি, ৬৮৬
নিরাপত্তা আইন, ৬৭৪
নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা, ৬৮০, ৬৮৩, ৬৮৪
নেজামে ইসলাম, ৭৪৭, ৭৪১, ৭৪৯, ৭৫৫, ৭৬০, ৭৬১
নেহেরু, ৭৩৬

প

পলাশীর যুদ্ধ, ৭৬১
পাক-মার্কিন চুক্তি (১৯৫৪), ৭৬২-৬৩
পাকিস্তান অবজারভার, ৭০৪, ৭১৩
পাকিস্তান তমুদ্দন মজলিম ৬৯০
পাকিস্তান মোছলেম লীগ, ৭০৪
পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি, ৬৭৩-৭৪
পাঠান, ৬৭৩
পাঠান, গিয়াসুদ্দিন, ৭০৪
প্যাটেল, ৬৯৩
পাঞ্জাবী, ৬৭৩
পার্শী, ৭৩৩
প্রাদেশিক লীগ ওয়াকিং কমিটি, ৬৮৪, ৬৯৭-৯৮, ৭০৩-০৪
প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি, ৭০২-৭০৪
পূর্বপাক মোছলেম লীগ, ৬৮৬
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, ৬৮২, ৭০৪
পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতি, ৬৮৯
পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, ৭১১-১২
পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি, ৬৮৪, ৬৯৭-৯৮
পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ, ৬৮৫
পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংঘ (লাহোর শাখা), ৬৮৫

ফ

ফজলুল হক হল, ৬৯৩
ফরাসী (ভাষা), ৬৪৬

ব

বঙ্গ ভঙ্গ, ৬৩৬-৪৪
বাংলা একাডেমী, ৭২৩
বাংলা (ভাষা), ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৭৩-৭৪
বাংলা ভাষা আন্দোলন, ৬৪৫-৭০৭,
বাকী, মওলানা আবদুল্লা হেল, ৬৮৪, ৭০৪
বরকত, আবদুল, ৬৭৫
বারি, আবদুল, ৬৯৪
বারী, ফজলুল, ৬৯৪
বাহাদুর শাহ (সম্রাট), ৭৫৫
বেলুচী, ৬৭৩
বৌদ্ধ, ৭৩৩, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৫৫, ৭৬৫

ভ

ভাসানী মওলানা আবদুল হামিদ খান, ৬৮২, ৭৫৪-৬৭
ভূঁইয়া, রফিকউদ্দীন, ৬৮৬

ম

মনিং নিউজ, ৬৮১
মহবুব, কে, জি, ৭০৪
মার্কস, ৭২৯
মাহবুব, কাজী গোলাম ৬৯৯
মিল্লাত (পত্রিকা), ৬৮২
মীরজাফর, ৭৫৫
মীর মদন, ৭৫৫
মীর্জা, ইস্কান্দার, ৭২৫, ৭৪৯,
মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট, ৭১২
মুসলমান, ৬৪৬, ৬৪৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৪৮৯, ৭৫৫, ৭৬৫
মুসলীম লীগ, ৬৭৬, ৬৮১, ৬৯২, ৬৯৪, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৫৫, ৭৫৭
মুসলীম লীগ সরকার, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬৩, ৭৬৪
মোছলেম হলের সভা, ৭৭৯
মোহন লাল, ৭৫৫

য

যুবলীগ, ৬৯৮, ৭৪৬
যুক্ত নির্বাচন, বিতর্ক, ৭২৮-৫৩, ৭৫৬

র

রহমান, আজীজুর, ৬৮৯,
রহমান, এফ, ৬৮৯,
রহমান, এফ, ৬৮৯
রহমান, মুস্তাফিজুর, ৭০১

রহমান শেখ মুজিবর, ৬৮২, ৭৩৩-৩৭, ৭৫৮, ৭৬৩
রহমান, শামছুর, ৬৯৪
রহমান, শাহ আজিজুর, ৭০৪
রহমান, সৈয়দুর, ৬৯৪
রহমান, হাবিবুর, ৬৯৪
রাজবল্লভ, ৭৫৫
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬৪৫-৪৭, ৬৭৩-৭৪, ৬৬৫-৭০৭
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ৬৮৬, ৬৯৯-৭০০

ল

লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি, ৬৮৭
লীগ পার্লামেন্টারী সভা, ৬৮৪
লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকার, ৭৫৭, ৭৫৮
লীগ সরকার, ৬৭৪

শ

শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ, ৭০০, ৬৯৮
শামসুদ্দিন, আবুল কালাম, ৬৭৭, ৬৮৪, ৬৮৯
শিখ, ৭৩৩

স

সবুর, এ, ৭০২
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কর্মপরিষদ, ৬৮৯
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, ৭০৪
সলিমুল্লা মোসলেম হল, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৭-৯৮, ৭০০
সালাউদ্দীন, মোহাম্মদ, ৬৭৫
সালাম, আবদুস, ৭১১
সিটি মোছলেম লীগ (নারায়ণগঞ্জ), ৬৮৯
সিদ্দীক, ৬৯৩
সিন্ধী, ৬৭৩
সিপাহী বিদ্রোহ, ৭৫৫
সিরাজদ্দৌলা, ৭৫৫
সেন, সতীন্দ্রনাথ, ৭০০
সোলায়মনা, ৬৮৯
সোহেলী, মওলানা, হযরত, ৭৬৬
সোহরাওয়ার্দী, এইচ, এম, ৬৯৬-৯৭, ৭০৩, ৭০৭, ৭৫৭, ৭৬০, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫
সোহরাওয়ার্দি সরকার, ৭৫৭

হ

হক, এ, কে, ফজলুল, ৬৭৮, ৬৮১, ৬৮৮, ৬৯৯-
হক, জহিরুল, ৬৮২
হক, মনজুরুল, ৬৮৩
হক, শামসুল, ৬৮৬, ৭০৩
হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন, ৬৮১
হাফিজ, মীর্জা গোলাম, ৭০৮
হাবিবুল্লা, খাজা, ৭০৪
হাবিবুল্লাহ, বাহার, ৬৮৪
হামিদ, এ, এম, আবদুল, ৬৯৮
হাশেম, আবুল, ৬৮০, ৬৮১
হিন্দী (ভাষা), ৬৪৭
হিন্দু, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৮২, ৭০২, ৭২৯, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫৫, ৭৬৫
হিন্দু মহাসভা, ৭৩৬
হিন্দুস্তানী, ৬৪৭
হুদা শামছুল, ৬৮৪
হোসেন, আবুল, ৬৮৯,
হোসেন, আলতাফ, ৭০৪
হোসেন, কাজী আওলাদ, ৬৮৪
হোসেন, কাজী হেদায়েত, ৬৮৯
হোসেন, মোজাম্মেল, ৬৮৬
হোসেন, রিজভী, ৬৯৩
হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম, ৭০২-০৩

A

Act. VII 1905.637
Adamiet Disturbance, 71)
Ahmad. Adiluddin 777
Ahmnd. Abdu!Mansw. 750.774
Ahmad. Afltbuddin. 750
Ahmad. A.H dildar. 774. 777
Ahmad. Amuddin. 769. 770
Ahmad. Dabiruddin. 750
Ahmad.Farid. 740. 776
Ahmad. Hazi Ramizuddin. 751
Ahmad. Jasimuddin. 750
Ahmad. Khair.710
Ahmad. Khawja. 750
Ahmud. Khurshidduddn. 727
Ahmad. Mafizuddin. 750
Ahmad. Maizuddm. 750
Ahmad. Mohiuddin. 746-50
Ahmad. Mohammed Ashbuddin. 750
Ahmad. Md .Muzfar. 750

৭০০ |

Ahmad. M. M 782
Ahmad. Montaz, 751
Ahmad. Nur. 668
Ahmad. Rahimuddin. 751
Ahmad. Raisuddin.75!
Ahmed. Ramuuddin 776
Ahmad. Scrajuddin, 751
Ahmad. Sh Ghyasuddin. 782
Ahmad, sh. Khuishid. 779
Ahmed. Sycd.75I
Ahmad. Tajuddm. 751
Ahmad. Zamiruddin. 751
Ahsan.S M.78I
Aleem. Abdul. 775.776
Ali. Abu Md Younus. 751
Alt. Dewan Mihboob. 751
Ali, G. M. Okaiai.751
Ali Mahmud.713.745.751 .765. 771,772. 779
Ali. M Morban. 751
All. Mahmud. 751
Ali. Mohammad Mansoor, 751
Ali.Sajid.715
Ali Sheikh Keramat. 668
Ali. Sycd Akbar. 751
Ali. Syed Arnjad 773. 774.775 . 776
All. Tafazzul. 771,
All India Muslim league. 731-37
All Pakistan Muslim league. 714
Ambcdker (Dv.) 739
Asimuddm, Mirza. 710
Awal. Abdul. 751
Adz, A 713

B

Bachcha i Sakao. 650
Bala. Gour Chandra. 751
Banu. Selimi. 716, 751
Baqi. Abdullah-el. 668
Bah. M A 708. 709. 710
Barma. Prero llan. 648.668
Barman. Abhoy Chandra. 751
Barman. Cantes*ar. 751
Begum. Amena. 751
Begum. Badrun Ne«a. 751
Begum. J. A. S Nawaz. 668
Begum. S. S lkramullah. 668
Begum. Taftuneua, 751
Beharis. 641-42
Bhadun. Saniu. 715
Bhattacharjee munindra Naih. 751
Bhuiya. Aftabuddin. 751
Bhutto Z.A. 778 . 774.779. 780.
Bhuya. islam. 753
Biswas, A. L. 773. 775
Biswas. Kshitish Chandrara. 751
Bow. Monoroma, 715
Brohi, A K. 771
Buddhist. 661, 743
Bugti Sardar Moiummad Akbar. Khan 777
Bulter. S- H 644
Burki. W. A.. 778.779.

C

Cabinet Mission. 731.
Carlyle, R. W.. 644
Chokravarty. Raj Kumar 652. 656,668
Chakravarly. Tralakya Nath. 751
Chatterjee. Bejoy Bhusan. 751
Chattopadhyaya. Siris Chandra 658-65. 667.67
Choudhury. Abdul Hamid. 75!
Choudhury. Abdul Wazed. 751
Choudhary. A. B M Sultanul Alam. 731-33
Choudhwy A. K. M Fazlul Quader.737-40.779
Choudhuy. Akbar All Khan.751
Choudhury. Ali Akbar Khan. 780
Choudhury. Aminul Huq. 75I
Choudhury Ashrafuddin. 743
Choudhury. Gholam Quader. 713
Chnudhury. Ghulm Wahid (Rd 782
Choudhury. Habi bur Rahman. 751
Choudhury. Hamidul Haq. 773.777
Choudhur. Khoda Baksh. 751
Choudhury. Mohammad Ali. 773
Choudhury. Md. Harunur Rashid. 751
Choudhury, Mohammad Nurul Huq. 773
Choudhury . Murtaza Reza.771, 773
ChouAury, Muzaffar Ahmed. 708. 709
Choudhury. Nazir Ahmed Khan. 769
Choudhury. Nuzmaman. (Dr) 751
Choudhury. Prafulla 751
Choudhury. Sakhawatul Ambia. 751
Choudhury. Tohur Ahmed.751
Choudhury'. Zahur Ahmed, 713.751
Chistian.661. 743
Chundrigar. 1.1 768.773. 775
Clark. W. H.. 644.
Communistrarty. 715

Congress Party. 658.659
660,662.665.671
Cornelius. A. R. 782
Crcagh. OMoore. 644
Crew. Marques. 639
D
Dacca Law Reports ID. 1. R) 717
Danish. Haji Md.. 751
Das. Akshay Kunur 774.776 777
Das. Basanta Kumar. 740-»6. 751.777
Das. BrajaMadhab. 751
Das. Choudhury Kali Prasanna, 751
Das. Dewxira Nath. 715.751
Das. Gour Kishore. 751
Das. Nepal. 715
Das. Radha Madhab. 751
Das. Sanjiban Chandra. 751
Das. Gupta. Sures Chandra. 751
Das. Gupta. Sujau. 715
Das. Akshay Kuamr. 668
DaModar. Purnendu. 751
Dana. Bhupcndra Nath. 649-52.658.668.
745.751
Datta. Dhirendra Nath, 751
Datta. Kamini Kumar. 656.773.776
Daulatana. Mian Mumtaz. Mohammad
Khan. 775
Dr.. Pulin Hchari. 751
Deb Foy. Jogendra Chandra. 751
Democratic form of Government, 652
Dhar. Monoranjan. 752
Din Mohammad (Justice). 739
Distnct Awami League (Chittagong). 713
Doha. A H M S 780
Dudu Mea. 661,665
Dudu Mea's Party . 661
Dutta. Ramesh Chandra. 751
Dutta. Sudhanshu. 751
E
Lost Bengal Expiring Laws Act (1951).
708.709.710
East Bengal Publtc Safety Ordinance
(1951).708.709.710.714.715
Fast Bengal Special Power Ordinance. 715
F
Farooq. Ghualam. 780
Fazlul Huq Ministry. 714
Fourteen (14) Points. 746
French Revolution. 650
Puller. Joseph Bampfylde. 636
Fundamental Principle, 654
Gurdezi. Syed Ahmed Nawaz Shah. 777
Gazette of India . 63S. 639
Ghose. Debendra Nath. 752
Gbulam. Mohammad. 768
Gilam. Syed Alamdar Hussain Shah. 777
Gomez, Peter Paul. 752.777
Government of India Act of 1935 717
Gurmani, M A . 769.770.771
H
Hafiz Mirza Golam. (Hafez). 710.713.752
Hafizuddin. A K. M . 782
Hamid. A. M A.. 668
Hamid. Rana Abdul. 779
Haq. Ihsanul. 782
Haq. Mahfoozul. 777
Haq. Qazi Anwar-ul, 780
Haque. Fajle. 752
Haroon. Mahmood A . 782
Haroon. Yusuf A..775
Hasimiddin (Mr.) 743
Hassan. S Fida. 780
Hindus. 642-43.661.667.731.732.736.
737.738 739742.743 744
Hindu India. 738
Hindu Muslim Unity. 731
Hitler .652
Hoq. Shamsul (Dacca). 752
Hossain. Altaf.714.752
Hossain. Liaqat. 715
Hossain. Monawar. 715
Hofi. Nawabazada Abdul Ghafar Khan. 780
Huq. A K Fazlul.714.715.773
Huq. Cabinet. 782
Huq. Farmazul, 752
Huq. Mohammad Shamsul. 782.
Huq. Serajul. 752
Huq. Zikrul (Dr.)752
Husain. M. Arshad. 780
Husain. Mahmud. 668
Husain. Zakir. 779
Hussain. Abul Khair Rafiqul. 752
llussatn, Akhtar.779
Hussain. Altaf. 780
Hossain. Khairat. 752
Hussain, Mahmud.769-70
Hussain. Maqbul, 752
Hussain. Md Moazzam.752

Hussain. Syed Abid.772. 773
Hussain. Syed Altaf. 752
Hussain. Syed Misbaluddin. 775
Hossain. Syed Sharfuddin, 752

I
Ibrahim. Mohammad. 778.778.779
Imam. Saiyid Aii. 644
Imperial Durbar 638.639. 342-43.644
Imperial Ugulativc Council. 642-43.
India Act of 1935.731
India Council Act (1861). 636
Indian Council Act (1969). 639
Indian Home rule Movement. 731
Indian Independence Act of 1947.717
Indian Nbonl Congress. 731.737.738.745
Islam. Azharul. 752.
Islam. Iqbal anwarul. 752
Islam. Nurul. 715
Islam. Serajul, 668
Ispahan. M A H 772

J
Jamait-i-lslam. 661
Jain. 743
Jaladas. Satish Chandra. 752
Jalil. A. F. M Abdul.752
Jenkins. J. 1..644
Jinnah Mohammad Ali. 737
Joardar. Ohid Hssain.752
Joint Electorate. 731. 732, 733.737.738. 739.740.743. 744 .745, 746
Joint Select Committee of the Bantish Parliament. 731

K
Kanchu Udd in. 752
Karim. Abdul. 752
Kayam. M R . 774
Kazt. Rokonuddin Ahmed, 752
Khaleque. Mohammad Abdul. 752
Khan. Abul Qasim.778. 778.774
Khan. Abdul Gani. 752.
Khan. Abdul Hamid. 780
Khan. Abdul. Kasem, 668
Khan Abdul Monem Khan. 779
Khan. Abdul Wahid.780
Khan. A Q Khan 771
Khan. Abdur Rahman. 752. 777. 780
Khan. Abdus Sabour. 779. 780
Khan. Abdus Salam.743
Khan. Achmat All. 752
Khan. Aga, 731
Khan. Aga Mohammad Yahya. 789. 790. 780.781
Khan. Ahmed Ali, 752
Khan. Aktaruzzanun. 752
Khan. Ataur Rahman. 750. 752
Khan. Faijuf Rahman. 752
Khan. F M Khan.778. 778. 774
Khan. Habibullah. 779
Khan. Hakim Azmal.731
Khan. Haiem Ali, 752
Khan. Kiaquat Ali 659.664.665-68.768
Khan. Lutefar Rahman. 774.776
Khan. Mohd Akram. 668
Khan. Mohammad Ayub, 772 . 778.778. 779.780
Khan Mohammad Azam. 778. 778
Khan Mohammad Jalaluddin Khan. 777
Khan Mohammad Zarrullah.668. 769. 770.771
Khan. Nawaha Zada Mohammad Sher Ali.
782
Khan. N'azjr Ahmed.668
Khan. Noor.78I
Khan. Reja Ghazanfcr Ali.768
Khan. Safeb (Dr.) 772. 773
Khan. Sardar Abdur Rashid. 777
Khan. Sardar Amir Azam. 771. 773. 774.777
Khan. Sardar Bahadur. 668. 769. 770.771
Khan. Sardar Mohammad. 769
Khan. Sardar Mumtaz Ali 772
Khan. Tamijuddin. 717-18
Khan. Yar Mohammad. 752
Khandakar. A. Hamid. 752
Khatun. Meherun Nessa. 752
Khoda. Bakiha, 752
Khoddar. Abdul Jabhar. 752
Khondakar. Abul Quasem. 752
Khondker. Azizur Rahman. 714. 752
Khuro. M. A.. 777
KhushaMia. 751

L
Lahiry. Pravas Chandra. Lahiry. 750
Sonamam. 715
Lahore Resolution. 737
l-akitullah. S. W.. 752

Lakitullah. S. W
Lai Miah. A. A Zahiruddin. 780
Local Self Government Act. 729
Louis XIV.660
Lucknow Pact. 731
Lyon. P. C.. 630

M
Moha mood. Abdullah al. 780
Mojumdar. Jnanendra Chandra. 668
Majumder. Md. Abdul Hamid. 752
Majumdar. Phani. 752
Majumder. Sarat Chandra. 752
Malik. A. M. 769.770.771.772.781
Malik. Omar Hayat.658. 659.668
Malik. Hyder Ali. 752
Mandal. Birat Chandra. 668
Miah. Abdul Awal. 752
Miah. Abdul Hakim. 752
Miah. Azizul Itaquc. 752
Miah Mohammad Toha. 752
Minoriues.655.662.663.667.735,336. 738.741.743.745
Minto. Lord. 731
Mirza. Iskander. 772.778
Mitra. Khetra Nath.752
Mohammadullah (Mr) 715
Mohiuddin. Dewan. 752
Molla. Abu! Kalam Azad. 752
Molla. Moslem Alt. 752
Momtazuddin (Mr.) 715
Mondal. Jogindra Nath. 768
Mondal. Ra&araj. 752
Mondal. Sarat Ali.752
Moududi. Maulana. 745
Montague Chclms Ford Reform, 731
Mount Batten. Lord 743
Mourn Batten Plan. 731
Mulk. Mohsinul, 731
Mulk. Vikarul, 731
Munir (Chief Jusnce) 743
Mumr. Mohammad. 779. 779
Muslim. 641 -42 .642-43655.658.660. 661.662.663, 664.665, 667.671. 771.741. 742.743.744 745
Muslim India, 738
Muslim League. 658.660.663.667
Mustafa. A. T. M. 780

N
Nandy. Bhabesh Chandra, 668
Nazimuddin. Khawaja. 664, 770
Nehru. J. I_ 745
Nishtar. Sardar Abdur Rab Khan.655 - 658. 661.663.664.668.768.770
Nizame Islam Party. 727
Malik Feroze Khan. 774. 775.776
Obaidullah. Maulavi. 708. 709.
Objective Resolution. 668-672
Osmam. Maulana Shabbir Ahmed. 660, 666.668
Ottoman Entire, 738

P
Pakistan Ganatantri Dal. 713.
Pakistan Observer 713
Parliamentary Form of Government. 654, 658
Partition of Bengal. 636-644
Pathar, Ghyasuddin. 769.770.771.772
Penshurst. Hardinge. 664
Pir BadshahMea. .661.665
Pirzadar. Abdus Saoar Abdur Rahman. 668. 769.770
Pirzada. Syed Sharifuddin. 780
PleBeiaus. 662
Provisional Constitutional Otder of 1947. 717
Punjab diaurbances 743.

Q
Qudir. Abdul.779. 779
Qadir, Manzoor, 778
Qizilbash. Muzaffar Ali Khan. 775.776. 782
Quaid-i-Azam. 650-51.655.664. 732.737. 743. 744.745
Quamaruzzaman. 752
Quazi. Kafiluddin Ahmed. 753
Qureshi. Ishliaq Hussain. 663-55.660.662. 663.668.764.770.771
Qureshi. Shoaib. 771

R
Rahim. Zillur, 753
Rahimtoola. II 772.773
Rahman. Ataur. 715.753
Rahman. Azizur 753
Rahman. Fazlur.l 668. 768. 770.775

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :দ্বিতীয় খন্ড

পটভূমি
(১৯০৫-১৯৭১)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে-
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
বাড়ি # ৭, রোড # ৪
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২
ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪
E-mail : info@paramabd.com

কপিরাইট : তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮২
অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৩
অগ্রহায়ণ, ১৪১০

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০০৯
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬

প্রচ্ছদ : বকুল হায়দার

মুদ্রাকর : মোঃ আবুল হাসান
হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১
ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-2

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :দ্বিতীয় খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।
এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালযে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্‌ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গ : পটভূমি-২

এই খন্ডে সংগৃহীত দলিলপত্রের কালসীমা ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর থেকে ১৯৭১ সানের ২৬ মার্চ পর্যন্ত।

সামরিক আইন জারির পর থেকে ১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইনের অবসান পর্যন্ত সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে এই সময়ের দলিলপত্রে মুখ্যত সামরিক সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডই প্রতিফলিত হয়, বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি, যথা-এবডো (১৬ পৃষ্ঠা), লেজিসলেটিভ পাওয়ার অর্ডার (২৮ পৃষ্ঠা), মৌলিক গণতন্ত্র আইন (৩০ পৃষ্ঠা), তার অধীন নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট (৪৮-৬১ পৃষ্ঠা), শাসনতন্ত্র কমিশন রিপোর্ট (৭৭-১২৬ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত সরকারী প্রতিবেদন (১৫৮-১৭২ পৃষ্ঠা)। এর সংগে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন রাজনৈতিক নেতার গ্রফতারের সংবাদ (২, ৩ পৃষ্ঠা), শহীদ দিবস পালনের প্রতি সরকারী মনাভাব (৬৩-৭০ পৃষ্ঠা), এবং ছাত্ররাজনীতির তৎকালীন পরিস্থিতি (১২৮ পৃষ্ঠা)।

সরকারী কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত একটি দলিল পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত পরিকল্পনার একটি দলিল এই অংশে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং জেনারেল আজম খানের ব্যক্তিগত পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকদের অন্তর্দ্বন্ডের পরিচয় ফুটে উঠেছে (১৪৭-১৫৬ পৃষ্ঠা)।

১৯৬২ সনে সামরিক আইন অবসানের পরপরই তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদশের নতৃবৃন্দের প্রতিবাদ (১৭৩ পৃষ্ঠা) এবং বিভিন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রীক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে ১৮৯ পৃষ্ঠায়। ১৯৬২ সনের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রদেশব্যাপী হরতাল ও প্রতিবাদের দলিল সনিবেশিত হয়েছে ১৮৩-১৮৮ পৃষ্ঠায়।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত যেসব দলিল অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট (১৯৬-২১৫ পৃষ্ঠা), সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ (২২০-২২২ পৃষ্ঠা), বাংলাদেশের জনসাধারণ কর্তৃক দাংগা প্রতিরোধ (২২৫ পৃষ্ঠা), সর্বদলীয় ভিত্তিতে ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবী (২৬২ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬৫ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এ নির্বাচন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরোধী প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ কে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারকামী রাজনৈতিক দলই সমর্থন জানায়। এর দলিল পাওয়া যাবে ২২৮ থেকে ২৫৫ পৃষ্ঠায়।

নির্বাচনের ফলাফলের পর বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি দেশের মানুষের সামনে নতুন কর্মসূচী প্রদান করে। ১৯৬৫ সনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৪-দফা কর্মসূচী প্রদান করে (২৫৭-২৬৬ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৬৬ সনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচী দেয় (২৬৭-২৭৬ পৃষ্ঠা); ৬ দফার সমর্থনে ৭ই জুনে অনুষ্ঠিত হরতাল, পুলিশের গুলিবর্ষণ (২৭৭ পৃষ্ঠা) এবং সর্বব্যাপী প্রতিবাদের চিত্র (২৭৭-২৮৩ পৃষ্ঠা) দলিলসমূহে পাওয়া যাবে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী শাসকবর্গের আক্রমণাত্মক নীতির বিরাধিতার দলিল সংযোজিত হয়েছে ২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠায়। পরবর্তীকালে বাংলা বর্নমালার ওপর হস্তক্ষেপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যাবে ৩৭২-৩৭৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত দলিলসমূহে।

১৯৬৮ সনের ৬ জানুয়ারী কিছুসংখ্যক বেসামরিক বাঙালী নাগরিক এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় (৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা)। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বলে কথিত এই মামলায় প্রধান আসামী হন জেলে আটক অবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। এই মামলা সংক্রান্ত দলিল রয়েছে ৩০৪-৩৬৮ পৃষ্ঠায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আবহাওয়া পাকিস্তান বিরোধী হয়ে ওঠ। এই সময় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরবর্তীকাল সর্বহারা পার্টি) প্রণীত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বানের দলিল সংযোজিত হয়েছে ৩৮২-৩৯৬ পৃষ্ঠায়।

গণ-অসন্তোষের এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৮ সনের ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ঘেরাও ও হরতালের ডাক দেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠন কর্তৃক এই আন্দোলনকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করার দলিল পাওয়া যাবে ৩৯৮-৪৩৮ পৃষ্ঠায়। "সংগ্রামী ছাত্র সমাজের" ১১-দফা আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত দলিল সংযোজিত হয়েছে ৪০৮-৪১২ পৃষ্ঠায়।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, গোলটেবিল বৈঠক এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল পাওয়া যাবে ৪৩৮-৪৫০ পৃষ্ঠায়। ১৯৬৯ সনের ২৬ মার্চ ক্ষমতা দখলের পরবর্তী সময় থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন, বিভিন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ও নির্বাচনী প্রচারণা, আইনগত কাঠামো আদেশ এবং তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিবাদ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশ্যে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখার দলিল দেয়া হয়েছে ৪৫১-৫৯২ পৃষ্ঠায়।

১৯৭০ সনের নির্বাচনে পাকিস্তানের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা সম্পর্কে সংশয়ের এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতার দলিল রয়েছে ৫৫২-৬৬১ পৃষ্ঠায়। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক দল যারা গণপরিষদে যোগদান করতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি অন্তরায় সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিভিন রাজনৈতিক দল স্বাধীন বাংলাদশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করন সেসব বিষয়ের উপর দলিলও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই অংশ।

১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদে অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা সংযোজিত হয়েছে ৬৬৪ পৃষ্ঠায়।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলাদেশে যে অনস্তোষ পরিলক্ষিত হয় তার দলিলও রয়েছে ৬৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও সর্বব্যাপী প্রতিবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অস্ত্র ব্যবহার করে (৬৯১ পৃষ্ঠা) এবং ১৯৭১ -এর ৬ ই মার্চ ইয়াহিয়া খান গণ-অসন্তোসকে পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন (৬৯৩ পৃষ্ঠা)।

১৯৭১ সনর ৭ ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে ৭০৩-৭৪৫ পৃষ্ঠায়। অসহযোগ আন্দোনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং অন্যান্য পাকিস্তানী নেতার ঢাকা আগমন একং ১৬ ই মার্চ থেকে এই আলোচনা সংক্রান্ত দলিলাদিও রয়েছে। আলোচনার সমাপ্তির পূর্বেই ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনী জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।

এ খন্ড ৩ টি সংযাজনী দেয়া হয়েছে। প্রথমটিতে (৭৯৩-৮০৮ পৃষ্ঠা) ৬ দফার নিরিখ আওয়ামী লীগের সংবিধান কমিটি-প্রণীত পাকিস্তানের ফেডারেল শাসনতন্ত্রের খসড়ার অংশবিশেষ, দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশের একটি দৈনিকের ১৯৬৪-৬৫ সনের দুটি উপসম্পাদকীয় সহ ১৯৭১ সনের ১ লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার আনুপূর্বিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় জ্ঞাপক কয়েকটি দলিল(৮০৯-৮৩৩ পৃষ্ঠা) সনিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় সংযোজনীটি হচ্ছে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন (৮৩৪-৮৪৩ পৃষ্ঠা)।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated : 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা	১
২।	আটকের কারণ জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তান সরকারের চিঠি।	২
৩।	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার	৩
৪।	বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন নিযুক্ত স্টাডি গ্রুপ কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি	৪
৫।	পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে লেখা চিঠি	১৩
৬।	নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ ঘোষিত	১৬
৭।	এবডো অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সরকারী চিঠি	২২
৮।	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'লেজিসলেটিভ পাওয়ারস অর্ডার' ঘোষণা	২৮
৯।	'মৌলিক গণতন্ত্র আইন' ঘোষিত	৩০
১০।	পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর সরকারী গোপন প্রতিবেদন	৩৩
১১।	মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিবেদন	৪৮
১২।	শহীদ দিবস উদ্ যাপন সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন	৬২
১৩।	বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারী গোপন প্রতিবেদন	৭২
১৪।	শাসনতান্ত্রিক কমিশন- এর রির্পোট	৭৭
১৫।	পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	১২৮
১৬।	অধ্যাপক রহমান সোবহান কর্তৃক দুই প্রদেশের জন্যে দুই অর্থনীতির সুপারিশ	১৩০
১৭।	নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার	১৩২
১৮।	সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদঃ ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট	১৩৪
১৯।	১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলন মোকাবেলার পরামর্শঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন	১৩৫
২০।	সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন	১৩৮
২১।	শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিশটি নাম চেয়ে পাঠানোর প্রেক্ষিতে একটি চিঠি।	১৪২
২২।	কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির অভিযোগ জানিয়ে লিখিত চিঠির মাধ্যমে আইউব কর্তৃক গর্ভনর আজম খানের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ	১৪৭
২৩।	আইউবের অভিযোগের জবাবে আজম খানের চিঠি।	১৫০
২৪।	সামরিক শাসনের অবসান	১৫৭
২৫।	১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তিকা	১৫৮
২৬।	নয় নেতার বিবৃতিঃ শাসনতন্ত্র অকেজো, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী	১৭৩
২৭।	১৯৬২ সনের রাজনৈতিক দলবিধি	১৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলের দাবীতে সারা প্রদেশে হরতাল পালিতঃ ঢাকায় গুলি, লাঠিচার্জ ও কাদুঁনে গ্যাস নিক্ষেপঃ একজনের মৃত্যু, শতাধিক আহতঃ অসংখ্য গ্রেফতার	১৮৩
২৯।	গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে দশজন রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি।	১৮৭
৩০।	গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের আহবানে তিন দিন ব্যাপী সারা প্রদেশে শোক দিবস।	
৩১।	জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন	১৮৯
৩২।	সবার আগে গণতন্ত্র- সোহারাওয়ার্দীর ঘোষণা	১৯০
৩৩।	দুাই প্রদেশের বৈষম্য সম্পর্কে ডঃ এম.এস.হুদার অভিমত	১৯২
৩৪।	ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট	১৯৬
৩৫।	সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের বক্তব্য	২১৭
৩৬।	প্রেস এন্ড পাবলিকশন অর্ডিন্যান্স	২২০
৩৭।	সাংবাদিকদের হরতাল	২২১
৩৮।	১৭ই সেপ্টেম্বর ‘শিক্ষা দিবস’ পালন করুন	২২৪
৩৯।	ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা ও দাংগা প্রতিরোধ কমিটি	২২৫
৪০।	সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতৃবৃন্দের আবেদন	২২৬
৪১।	প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ মনোনীত	২২৮
৪২।	জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ	২৩০
৪৩।	অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান	২৪২
৪৪।	মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোটদানের জন্য কৃষক-জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	২৪৩
৪৫।	গনতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতেমা জিন্নাহকে নির্বাচিত করুন	২৪৬
৪৬।	‘রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ- দশজন আলেমের বিবৃতি’	২৪৯
৪৭।	নির্বাচনোপলক্ষে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের সরকারী ব্যবস্থা সর্ম্পকে ঘোষণা	২৫৫
৪৮।	ন্যাপের ১৪ দফা	২৫৭
৪৯।	৬- দফা কর্মসূচী	২৬৭
৫০।	৭ই জুনের হরতালঃ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহতঃ সরকারী প্রেসনোট	২৭৭
৫১।	গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান	২৭৮
৫২।	পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন	২৮৩
৫৩।	দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল	২৮৪
৫৪।	পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করবে বলে আইয়ুব খানের বিবৃতি	২৮৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫।	রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরোধিতা	২৮৮
৫৬।	রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি	২৮৯
৫৭।	হামুদুর রহমান কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ	২৯০
৫৮।	৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহবান	২৯১
৫৯।	ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ	৩০০
৬০।	রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার	৩০৪
৬১।	সরকারী তথ্য বিবরণীর অভিযোগঃ শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম হোতা	৩০৭
৬২।	সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জশীট	৩০৮
৬৩।	আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি	৩৬৪
৬৪।	পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব	৩৬৯
৬৫।	বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বক্তব্য	৩৭২
৬৬।	বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	৩৭৫
৬৭।	বাংলা ভাষা বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত	৩৭৭
৬৮।	বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে হাসান হাফিজুর রহমানের খোলা চিঠি	৩৭৮
৬৯।	আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা	৩৮০
৭০।	স্বাধীনতার আহবান সম্বলিত শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস	৩৮২
৭১।	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের মিছিল ও সভা	৩৯৭
৭২।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক গণ-আন্দোলনের ডাক	৩৯৮
৭৩।	গণ-আন্দোলনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানঃ বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না।	৩৯৯
৭৪।	বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট	৪০১
৭৫।	আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে সাত জন ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতি	৪০৩
৭৬।	আটটি বিরোধী দলের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ড্যাক) গঠিত-আন্দোলনের আহবান	৪০৪
৭৭।	চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	৪০৬
৭৮।	আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীঃ ‘প্রয়োজনে খাজনা বন্ধ করা হবে’	৪০৮
৭৯।	১১ দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান	৪০৯
৮০।	বিক্ষোভকালে ছাত্রদের উপর লাটিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	৪১৩
৮১।	ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	৪১৫
৮২।	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় ছাত্রদের ওপর হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন	৪১৮
৮৩।	আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোভসভা ও মিছিল	৪১৯
৮৪।	প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল	৪২১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৫।	১১-দফার ভিত্তিতে ছাত্র গণ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ	৪২২
৮৬।	ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস	৪২৪
৮৭।	২৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার	৪২৬
৮৮।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা এবং ১১-দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান	৪২৯
৮৯।	পল্টনের জনসুদ্রে গৃহীত ছাত্রসমাজের প্রস্তাবাবলী	৪৩০
৯০।	আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু	৪৩৩
৯১।	পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর চরমপত্র	৪৩৪
৯২।	জনগণের দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসকে সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা	৪৩৫
৯৩।	রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইনঃ ডাঃ শামসুজ্জোহাসহ ৬ জন হতাহত	৪৩৬
৯৪।	তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃতঃ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ	৪৩৮
৯৫।	রেসকোর্সর সম্বর্ধনা সভার মুজিব কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী	৪৩৯
৯৬।	রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান এবং ১১-দফা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রাহণের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান	৪৪২
৯৭।	গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা	৪৪৩
৯৮।	প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকারঃ বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত	৪৪৯
৯৯।	পদত্যাগ করে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ লিখিত চিঠি।	৪৫০
১০০।	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির স্বাধীন পূর্ব বাংলার কর্মসূচী	৪৫১
১০১।	জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকর ও সার্বভৌম পালামেন্টের আহবান	৪৬৫
১০২।	ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষানীতি এবং বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের সমালোচনা করে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	৪৬৮
১০৩।	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নীতি ও কর্মসূচী	৪৭০
১০৪।	বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশন রির্পোট	৪৭৮
১০৫।	গনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা	৪৮৩
১০৬।	ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	৪৮৮
১০৭।	পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণের পক্ষে বক্তব্য	৪৯২
১০৮।	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী	৪৯৩
১০৯।	প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির বক্তব্য	৪৯৬
১১০।	ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের হয়রানি	৪৯৭
১১১।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা	৪৯৮
১১২।	লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	৫০৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৩।	আইনগত কাঠামো আদেশ	৫০৫
১১৪।	আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহবানঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	৫২৪
১১৫।	আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ এবং ৬ ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার দাবী দিবস	৫২৫
১১৬।	আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবী	৫২৭
১১৭।	বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস	৫৩০
১১৮।	' আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট'	৫৩০
১১৯।	ছাত্রলীগ আহূত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী	৫৩৫
১২০।	' শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া'	৫৩৭
১২১।	'পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিলের দাবীতে ছাত্র জমায়েত	৫৪৩
১২২।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন	৫৪৪
১২৩।	১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার আহ্বান	৫৪৬
১২৪।	শিক্ষা দিবসে ছাত্রলীগের সভার প্রস্তাবাবলী	৫৪৮
১২৫।	পূর্ব -পাকিস্তানের দাবীর সমর্থনে সম্পাদকীয়	৫৫১
১২৬।	জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	৫৫৩
১২৭।	নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবে	৫৫৬
১২৮।	শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ	৫৫৮
১২৯।	মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী ভাষণ	৫৬২
১৩০।	আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের ওপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য	৫৬৭
১৩১।	আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	৫৭২
১৩২।	জলোচ্ছ্বাস কবলিতদের প্রতি উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে ১১ জন নেতার তারবার্তা	৫৭৭
১৩৩।	''নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে আন্দোলন হবে''- সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব	৫৭৯
১৩৪।	নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান	৫৮১
১৩৫।	জলোচ্ছ্বাসের পর কেন্দ্রের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর আহ্বান	৫৮৪
১৩৬।	শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন	৫৮৭
১৩৭।	মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা	৫৯০
১৩৮।	পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেষিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৫৯২
১৩৯।	'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তানতরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই'	৫৯৩
১৪০।	'পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না' বলে ভুট্টোর ঘোষণা	৫৯৫
১৪১।	ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য	৫৯৭
১৪২।	জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ''স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা''	৫৯৮
১৪৩।	রেসকোর্স ময়দানে গণপ্রতিনিধিদের শপথ	৬১২
১৪৪।	৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোস হবে না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাওয়া হবেঃ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	৬১৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৫।	স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে পুর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৬১৮
১৪৬।	শহীদ আসাদ দিবস পালনোপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান	৬২২
১৪৭।	আওয়ামী লীগের সাথে তিন দিনের আলোচনা শেষে ভুট্টোর বিবৃতি	৬২৪
১৪৮।	হাইজ্যাককৃত বিমান ধ্বংসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	৬২৭
১৪৯।	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের বিলম্বের সমালোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান	৬২৯
১৫০।	৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	৬৩১
১৫১।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের রাজনৈতিক ঘোষণা	৬৩৩
১৫২।	পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরিষদে না যোগদানের আহবান	৬৩৫
১৫৩।	ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য	৬৪০
১৫৪।	জাতীয় পরিষদে যোগদানের আহবান জানিয়ে নূরুল আমিনসহ উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ	৬৪১
১৫৫।	৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের বিপক্ষে জনাব ভুট্টোর মন্তব্য	৬৪৩
১৫৬।	বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবেন না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা	৬৪৫
১৫৭।	স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	৬৪৬
১৫৮।	স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বাংলা ছাত্রলীগ	৬৪৯
১৫৯।	শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ১৪-দফা দাবী	৬৫২
১৬০।	প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক	৬৫৫
১৬১।	তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব	৬৫৬
১৬২।	৬-দফা চাপিয়ে দেওয়া হবে নাঃ শেখ মুজিব	৬৫৮
১৬৩।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	৬৬২
১৬৪।	জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবানসহ শেখ মুজিবুর রহমনের ঘোষণা	৬৬৪
১৬৫।	শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৬৬৬
১৬৬।	স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৬৬৮
১৬৭।	ঢাকায় গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৬৭১
১৬৮।	ঢাকায় জসভায় ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব	৬৭৪
১৬৯।	ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	৬৭৮
১৭০।	ব্যাংক ও সরকারী অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী	৬৮৫
১৭১।	সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎঃ দেশব্যাপী আন্দোলন	৬৮৭
১৭২।	প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের ওপর প্রতিবেদন	৬৯১
১৭৩।	সংহতিবিরোধী তৎপরতার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে বক্তৃতা	৬৯৩
১৭৪।	‘আপোষের বাণী আগুনে জ্বালীয়ে দাও’- লেখক শিল্পীদের আহবান	৬৯৬
১৭৫।	টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ	৬৯৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৬।	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহবান	৬৯৯
১৭৭।	পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা প্রস্তাব	৭০০
১৭৮।	রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানেন ভাষণ	৭০৩
১৭৯।	মুজিব কর্তৃক দশ-দফার ঘোষনা	৭০৬
১৮০।	স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবানে ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক	৭০৮
১৮১।	গেরিলা যুদ্ধ করার নিয়ম সংক্রান্ত একটি বেনামী লিফলেট	৭১০
১৮২।	স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম গঠনের আহবান	৭১১
১৮৩।	স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	৭১২
১৮৪।	মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবানে মওলানা ভাসানী	৭১৫
১৮৫।	নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ- একটি সম্পাদকীয় অভিমত	৭১৭
১৮৬।	অসহযোগ আন্দোল ত্যাগ করে গেরিলা লড়াইয়ে আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	৭১৮
১৮৭।	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত খবর	৭২০
১৮৮।	‘শেখ মুজবের সঙ্গে এক হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করবোঃ পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী	৭২১
১৮৯।	মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা	৭২৪
১৯০।	সরকারী ও আধা-সরাকরী সংস্থাসমূহের প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজউদ্দিনের নির্দেশাবলী	৭২৬
১৯১।	অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে একটি সম্পাদকীয়	৭২৮
১৯২।	ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনায় ঢাকার সংবাদপত্র	৭২৯
১৯৩।	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সচল রাখার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী	৭৩১
১৯৪।	স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রামের আহবান	৭৩৪
১৯৫।	আওয়ামী লীগের প্রতি জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ট দলগুলির সমর্থন	৭৩৬
১৯৬।	দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান জানিয়ে ভূট্টো	৭৩৮
১৯৭।	শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা	৭৩৯
১৯৮।	সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিত্তিক সরকার, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভূট্টোর ঘোষণা	৭৪৭
১৯৯।	সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ কর্তৃক ভূট্টোর ভূমিকার সমালোচনা	৭৪৯
২০০।	মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ওপর ঢাকার সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন	৭৫৪
২০১।	ইয়াহিয়া-মুজিবের আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে মওলানা ভাষানীর ঘোষণা	৭৫৬
২০২।	অসহযোগ আন্দোলনের ১৬ দিন	৭৫৮
২০৩।	আন্দোলন চলবেঃ ইয়াহিয়ার সাথে প্রথম দিনের আলোচনার পর শেখ মুজিবের ঘোষণা	৭৬০
২০৪।	শেখ মুজিব কর্তৃক সেনাবহিনীর হত্যাকা- সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখান	৭৬৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৫।	মুজিব ইয়হিয়া আলোচনার ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন	৭৬৫
২০৬।	জয়দেবপুরে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রতিরোধের সংবাদ	৭৬৭
২০৭।	মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে	৭৬৯
২০৮।	''সব ঠিক হয়ে যাবে''-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার পর ভুট্টোর মন্তব্য	৭৭১
২০৯।	প্রতিরোধ দিবস পালন	৭৭২
২১০।	২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	৭৭৪
২১১।	মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠক	৭৭৫
২১২।	ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন আইনগত বাধা নাই বলে এ, কে, ব্রোহীর অভিমত	৭৭৭
২১৩।	লেখক সংগ্রাম শিবিরের কবিতা পাঠের আসর	৭৭৮
২১৪।	স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সব জায়গায় উড়তে দেখার উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	৭৭৯
২১৫।	''বাংলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে''	৭৮০
২১৬।	আলোচনায় অগতি হচ্ছে বলে ভূট্টোর ঘোষণা	৭৮১
২১৭।	সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী	৭৮২
২১৮।	সারাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক আচরণের উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	৭৮৪
২১৯।	ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য শেখ মুজিবের আহবান	৭৮৬
২২০।	শেখ মুজিব কর্তৃক ২৭ তারিখে বাংলাদেশের হরতালের আহবান	৭৮৬
২২১।	ঢাকার গণহত্যার উপর সায়মন ড্রিং-এর প্রতিবেদন	৭৮৮
	সংযোজন	
২২২।	আওয়ামী লীগ সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত পাকিস্তানের খসড়া সাশনতন্ত্র (অংশ)	৭৯৩
২২৩।	ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক মোসাফির ছদ্মনামে লিখিত রাজনৈতিক মঞ্চ শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়	৮০৯
২২৪।	ইত্তেফাক পত্রিকার 'মিঠো-কড়া' শীর্ষক আরও একটি উপ-সম্পাদকীয়	৮১৩
২২৫।	অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান সম্বলিত ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক 'আর সময় নাই' শিরোনামে প্রকাশিত যৌথ সম্পাদকীয়	৮১৫
২২৬।	ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র	৮১৭
২২৭।	ঢাকায় বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অসহযোগ আন্দোলনকালীন কর্মসূচী	৮২৩
২২৮।	মার্চ '৭১-এর অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৮৩৪
২২৯।	নির্ঘন্ট	৮৪৫

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা	সরকারী	৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

সামরিক আইন ঘোষণা

[পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৭৭/৫৮, তারিখ ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮সাল। গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৮]

১। যেহেতু আমি জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানার অভ্যন্তরে এক্তিয়ার প্রয়োগ করা অপরিহার্য বিবেচনা করছি, সেহেতু আমি, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক, এতদ্বারা নিম্নোক্ত নোটিশ প্রদান করছি।

২। সম্ভাব্য সুবিধাজনক পন্থায় সামরিক আইনের রেগুলেশন ও হুকুমনামা প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘন করলে যে কোনও ব্যক্তি সামরিক আইন অনুসারে এসব রেগুলেশনে বর্ণিত দন্ড ভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩। সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের জন্য উল্লেখিত রেগুলেশনসমূহ বিশেষ দন্ডের বিধান প্রদান করা যেতে পারে।

৪। উল্লিখিত রেগুলেশন ও হুকুমনামা লংঘনের অপরাধ এবং সাধারণ আইন অনুসারে নির্ধারিত অপরাধের বিচার করার ও শাস্তি প্রদান করার জন্য উল্লিখিত রেগুলেশনের মাধ্যমে বিশেষ আদালত নিয়োগ করা যেতে পারে।

মুহম্মদ আইয়ুব খান, এইচ.পি., এইচ.জে.
জেনারেল,
সর্বাধিনায়ক ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ
সামরিক আইন প্রশাসক।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
আটকের কারণ জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তান সরকারের চিঠি।	সরকারী	১০ অক্টোবর, ১৯৫৮

967/57-DS (P)
Karachi, the 10th October, 1958.

To

Abdul Hamid Khan Bhashani,
son of Haji Sharafat Ali Khan.

REASONS OF DETENTION

The Government of Pakistan has reliable information that you have been engaged in activities which are prejudicial to the security of Pakistan and its external affairs. In pursuance of certain disruptive and subversive purposes you have in speeches and through other actions tried to make certain countries outside Pakistan to believe that Pakistan was inimical to them knowing full well that this was untrue and that the foreign policy of Pakistanis one of friendship towards all countries of the world. You have also been engaged in activities aimed at creating hatred between different sections of the people of Pakistan and thereby affected its solidarity and national unity. You have in furtherance of these designs received assistance and guidance from certain powers and parties unfriendly to Pakistan. The Government of Pakistan, being satisfied that your activities have been and are prejudicial to the security of Pakistan and its external affairs, has, therefore, made an order directing that you be detained under the Security of Pakistan Act, 1952. In pursuance of section 6 of that Act you are hereby informed of the abovementioned reasons for your detention to enable you to make, if you so wish, a representation in writing against the order of detention. You are also hereby informed that you have a right to make such a representation.

Sd./- HAMEEDUDDIN AHMED
Joint Secretary to the Government of
Pakistan.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার	পাকিস্তান অবজারভার	১৩ অক্টোবর, ১৯৫৮

PAKISTAN OBSERVER
OCTOBER 13, 1958

4 Ex-Ministers, 3 Ex-M.P.A.s, 3 Officers arrested.

Charge of Corruption
BHASHANI DETAINED -UNDER SAFETY ACT

East Pakistan Bureau of Anti-Corruption arrested Sunday Morning ex-Ministers Mr. Abul Mansoor Ahmed, Mr. Mohammad Abdul Khaleque, Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Hamidul Huq Chowdhury, Reports A.P.P.

They are alleged to have acquired vast properties disproportionate to their known sources of income.

Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani was arrested yesterday morning al Mirzapur in the district of Mymensingh under Pakistan Safety Act. He was then brought to Dacca and was lodged in the Dacca Central Jail.

Mr. Nuruddin Ahmed, ex-MPA and Managing Director of Green and White Limited. Mr. Asghar Ati Shah, C.S.P., Industrial Development Commissioner and ex-officio Secretary, Commerce, Labour and Industries Department, Government of East Pakistan, Mr. Aminul Islam Choudhury, C.S.P., Under Secretary, Commerce, Labor and Industries Department and Mr. M. A. Jabber, Chief Engineer, Communications and Buildings were also arrested under the East Pakistan Anticorruption Act, 1957 and Ordinance LXXII of 1958.

Abdul Hamid Chowdhury, ex-M.P.A. was also arrested in the course of Bureau of Anti-Corruption drive.

The persons arrested under Anti-Corruption Act were produced before Mr. E. Kabir. Subdivisional Officer, Sadar (South), Dacca, who rejected their bail petitions.

Later in the evening, Mr. Qurban Ali, ex-M.P.A. was also arrested on charges of corruption. He will be produced before a Court today pending further enquiry. -A.P.P.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন নিযুক্ত স্টাডী গ্রুপ কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি	সরকারী	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

SECRET

REPORT OF THE STUDY GROUP APPOINTED BY THE BOARD OF NATIONAL RECONSTRUCTION

* * * * *

3. The Study Group considered the general situation in the count 17 in the light of a comprehensive note prepared by D.I.B. It came early to the conclusion that mete publicity was not enough, and that there were major problems affecting the welfare of the people which had to be recognized and tackled before a satisfactory climate of opinion could be obtained. Publicity could only be a means for keeping the people informed of Government's activities and intentions, and could not take the place of "performance". The Group was also of opinion, that if the Revolution was to mean anything it was desirable that apart from the determination of main "objectives" of National Guidance major "tasks" of National Reconstruction should also be formulated, along with the "means" to secure them, so that these goals are kept in view and sustained efforts are made to attain them.

The Study Group devoted its first three sittings to the determination of these objectives, tasks and means, and after discussion with the Board of National Reconstruction formulated the following proposals:

PRINCIPAL OBJECTIVES OF NATIONAL GUIDANCE

4. The following should be the principal objectives of National Guidance:

(i) To build Pakistan into a well-knit nation, and develop a national outlook.

(ii) Inculcation of ethical and civic values and development of an enlighten and realistic attitude amongst the people of Pakistan.

(iii) To interpret the conception of the Revolution to out people, to explain its ideals and achievements, and to inspire the nation to a major constructive effort.

(iv) To prepare public opinion to expect and accept what they can get within our limited resources, instead of entertaining unreal and exaggerated hopes.

(v) To divert public mind into healthy and constructive channels through measures, including promotion of cultural and sports activities, displays tatoos.

(vi) To effectively counter hostile activities, adverse propaganda and negative influences emanating from abroad and within.

MAJOR TASKS AND MEANS OF NATIONAL RECONSTRUCTION

5. The following are the major tasks of National Reconstruction:

(1) To overhaul the government machinery so as to obtain an honest and efficient administration;

(2) To ensure clean, rational and honest business methods;

(3) To stabilize and strengthen the national economy and to control inflation;

(4) To inculcate simplicity and austerity in living standards;

(5) To arrange for consultation with enlightened public opinion, pending evolution of suitable machinery for giving direct effect to the wishes of the people;

(6) To make an all-out effort to solve special problem of East Pakistan and to promote amity between "the two wings";

(7) To raise the cultural and intellectual level of Pakistan, promote cultural activities connected with various parts of the country and to assist in the growth of a national culture;

(8) To enable women of Pakistan to overcome the handicaps, at present confronting them, and play their proper role in the life of the nation;

(9) To deal with the problems connected with various minorities in Pakistan;

(10) To evolve a suitable policy and initiate action regarding subversive activities emanating from foreign sources, especially India, Afghanistan, U.S.S.R,U.A.R.;

(11) To develop healthy national spirit and loyalty to Pakistan amongst the citizens of Pakistan, and to eradicate sectarianism, regionalism and provincialism;

(12) To make an early, equitable and final settlement of the refugee problem;

(13) To formulate and implement a suitable labor policy;

(14) To strive for a just settlement of Kashmir and Canal Waters Disputes:

(15) To emphasize the role of foreign policy, in ensuring security, consolidation and progress of Pakistan, and to obtain public support for it.

6. The following are the important means for accomplishing some of the Tasks set out above:

(1) Land reform.

(2) Rehabilitation of rural life and economy.

(3) Provision of the basic requirements of common man as a producer and consumer, such as implements, and other requirements on the one hand, and food, shelter and medical facilities on the other.

(4) Reform of the educational system, so as to make it really suited to the needs of the country.

(5) Reform of the judicial system.

(6) Strengthening and re-organization of publicity resources in the country.

(7) Rationalization and nationalization of transport and public utility economy.

(8) State trading in selected items.

(9) Planning and rationalization of agricultural production with a view to achieving self-sufficiency in food.

(10) Appointment of Commissions for re-organization and streamlining of Services with a view to meet the changed conditions and to effect economy.

(11) Shifting of the capital from Karachi to a suitable place.

(12) Introduction of Family Planning with a view to stoppage of reckless growth of population.

(13) Establishment of an organization for co-ordination of work, and Implementation of the Objectives of National Guidance and Reconstruction.

Most of the items listed above are self-explanatory and it is not proposed to deal at length with them. Only a few items, connected mainly with National Guidance and calling for immediate action will be dealt with here.

NATIONAL INTEGRATION

The most urgent Objective of National Guidance is "to build Pakistan into a well-knit nation". This is, in fact, the biggest problem before the country. The Study Group devoted considerable time to the examination of the question and came to the following conclusions:

(a) The problem of national integration is not peculiar to Pakistan. Most countries have had to face it at various stages of their normal history, and some seemingly well-knit countries (e.g. Canada) have even now got it in some form. Pakistan has some very special difficulties in this connection, due to the geographical situation of East and West Pakistan and existence of strong linguistic groups in West Pakistan, but it has also certain strong counteracting positive forces, and during the last 11 years some progress has been made in several directions.

The position, however, is far from happy even now, and reopening of constitutional and other controversial questions, unless these are handled with the greatest care, will have an unsettling effect, and major efforts are needed to make Pakistan a well-knit nation. The issues are partly political, but the "Group" is of opinion that the limited success achieved so far has also been due to the absence of well coordinated and comprehensive arrangements to deal with the problem. There has been plenty of empty slogan-mongering without a well-planned and sustained effort to face and solve the problem on a methodical basis. The "Group", for example, is not aware of any organization, within the Government of Pakistan which gives the question detailed attention, and studies the steps which have been taken in other countries, e.g. U.S.A... U.S.S.R. and bilingual or tri-lingual states like Switzerland and Belgium to weld heterogeneous elements into a harmonious whole.

(b) The Group believes that the building of Pakistan into a well-knit nation will need an all-out effort on the part of the entire Government organization, but it should be made one of the principal responsibilities of three Ministries of the Central Government Interior, Education and Information and Broadcasting, and they should take well- coordinated and effective steps to achieve the same.

(c) The Group further recommends the immediate setting up of an organization on the lines of the Canadian Citizenship Department, which is entrusted with a similar task in regard to "assimilation of different ethnic, linguistic, and cultural groups of the people in Canada into an integrated Canadian nation". This organization should carry on research in psychological, cultural, linguistic and other problems, which have a bearing on national integration in Pakistan. It should study regional cultures and group habits in different parts of the country, and the causes of inter-group and inter-regional tensions, and should suggest measures to resolve them. It should have carefully selected psychological and other experts' in charge of its researches, and their conclusions should provide a basis for suitable action by the different departments of Government. The "Group" recommends that the newly organized Bureau of Reconstruction should be entrusted with this work, and should utilize existing agencies for implementation of its findings.

(d) The national integration is partly psychological and emotional in character but it will be promoted by developing a sense of inter-dependence and complementing economies. Suitable steps for the same may be taken by appropriate organizations.

CULTURAL AFFAIRS

An important aspect of national integration relates to cultural questions. This is a delicate and complex matter, and should be approached with caution, broad-mindedness and understanding. For one thing, in our society, there is no shortage of those bigots and fanatics who would like to throttle all cultural activity, under one excuse or another. Again, in the name of the evolution of national culture, it is possible to discourage regional cultures and deny people's self-expression through modes to which they are accustomed. Both these temptations should be scrupulously avoided. Achievement of freedom should mean fulfillment of spirit and not frustration. Besides, Pakistan consists of areas, which at the time of Partition were not only "have-nots" in the material sense, but were also comparatively unknown, and their history, culture, and group habits were largely unstudied. If, therefore, full play is not given to the cultural activities of different areas and the study of their history and group habits is not encouraged, the human element in these areas will remain unknown. No harmonized national life is possible, without a study and understanding of the component groups. It is, therefore, imperative that full play should be given to traditional cultural activities associated with different areas, and these variations should be approached in a spirit of broad-mindedness, respect and understanding.

On the other hand, the Central Government of Pakistan cannot escape its responsibilities for assisting the growth of a national culture, as a basis for harmonization of different groups in the country. This responsibility is increased very considerably, as previous studies of our regional cultures have very often been made by non-Muslims, who even when they approached the question with an open mind were not very well- equipped to discern and appreciate the Islamic and other common elements in various regional cultures, which provide the common thread running in these cultures. This difficulty is very greatly increased by the fact that in some areas, foreign governments and institutions- e.g. Afghanistan in Pushto-speaking areas of West Pakistan and the institutions at Calcutta, etc., in case of East Pakistan-are constantly trying, in many ways, to influence cultural activity within Pakistan on lines which must create problems for the nation.

In these circumstances, it will be a major failure of duty on the part of Government of Pakistan to take the line of least resistance, and to enable disruptive elements, with or without inspiration and assistance from across the border, to damage Pakistan's solidarity. The line on which Government should face the problem has been indicated above. The Ministries of Education and Information and Broadcasting should clearly realize their responsibilities and take suitable steps, after very careful consideration, to achieve them. They should assist cultural activity in all parts of Pakistan and give full play to cultural expression through traditional and local modes. They should, however, be held responsible for making a careful study of the cultural trends and history of the country in various regions, and discovering and fostering those trends which make for a harmonized

national culture. For this it will be necessary-

(1) to re-write history from the national angle,

(2) collect indigenous literature and folk songs,

(3) encourage local arts and crafts,

(4) to promote music, dancing and drama, on proper national lines.

The Group took note of the fact that dancing, as practiced in some parts of the country, is under strong Hindu and Indian influences, and many cultural institutions are frequented and assisted by personnel of Indian diplomatic missions or by persons in touch with these missions. The activities of the foreign missions are altogether a separate question, but so far as the cultural pattern is concerned, the proper solution lies in evolution of a Pakistani school of dancing. The late Bulbul Chaudhuri was working on this, but even the Academy bearing his name has not maintained these efforts. Early and adequate efforts should lie made to encourage experiments in the evolution of Pakistani dancing.

* * * * *

EAST PAKISTAN

The Group cannot too strongly impress upon Government the need for the consideration and solution of the special problems of East Pakistan. Unless this is done in a business-like manner and an answer is found, the very integrity of Pakistan will be in danger. The Group devoted much time to the study of these problems and paid a visit to Dacca where a large number of senior representative officers were interviewed. An impression unfortunately seems to exist in the minds of the people of East Pakistan, including the intelligentsia and even some officials, that East Pakistan has not had a fair deal from the Central Government. Misapprehensions also exist about the people of West Pakistan and their intentions. While it is true that certain mistakes, were made in the past, and a lot remains to be done, the Group could not help feeling that certain interested parties (mainly from amongst politicians, civil servants and businessmen) have aggravated the situation. It has become fashionable to blame the Central Government for all and sundry failures. The politicians, including those in power, contributed to this state of affairs. Much grass has since grown and while the problems are not impossible of solution, provided a well-planned and sustained effort is made, further procrastination will make the situation worse and an effective solution will then be much more difficult to find.

2. There are many aspects of the problem in East Pakistan-psychological, economic, administrative and Political but in the opinion of the "Group" the two most important facets are psychological and economic. The area has been so badly neglected for at least two centuries, and its general development is so poor in comparison with the growth of population that living standards are very low and continue to be further threatened, with the increase in population. Unemployment particularly amongst the educated is very high

and with the provision of cheap college education by private institutions, without a corresponding increase in industrial development and opportunities for employment, the position is steadily worsening. The "Group" strongly recommends that action to deal with the economic problem in a big way should be undertaken. All the genuine grievances of East Pakistan in the economic field should be assuaged. All schemes which will help to improve the lot of the common man and to dispel the sense of frustration from which he, at present, suffers, should be examined with a view to their implementation with utmost speed. Special priority should be given to this task so that the people can see, within the next few months the spirit and intentions of the new Government. It is not for this "Group" to recommend specific schemes. All it can suggest is that such schemes should be given priority as promise to confer benefit on the largest section of the people and can be implemented quickly and will not require much technical know-how. We were told of many fancy schemes involving crores which had been sponsored in the past and which, according to experts, promise to bring in very little. On the other hand, the immediate needs of the common man in the shape of adequate credit facilities to provide him with his working capital, measures for improvement of agriculture and cottage industries so necessary to improve his lot, and for which there is ample scope, have not received the attention they deserve. Schemes suited to the area should receive highest priority.

While the 'Group' urges very special attention to the economic problems it cannot help recording that the problem in East Pakistan is, to a great measure, psychological also. While, therefore, every effort should be made to deal with the economic side of the problem, the psychological aspect should also receive adequate attention. The publicity effort should be stepped up and while the good policies and the good work done by the Government and the handicaps which militate against their achievement should be made known, those who may be creating hatred and confusion for ulterior motives should be debunked and firmly dealt with

On the administrative side, much leeway will have to be made and the administration toned up. Government servants, imbued with a sense of patriotism and duty, could achieve a great deal. Mutual recriminations, far from helping the situation, make it more difficult. Among the matters concerning the development of the Province, which were listed before us, were many which the Provincial Government, aided by a good Civil Service, could have adopted on its own initiative without the support of the Central Government.

The old Constitution made a provision for at least two sessions of the National Assembly being held in East Pakistan. It will go a long way in inspiring confidence and neutralizing the efforts of subversionists if the Presidential Cabinet met in East Pakistan, say at least once a quarter. There is also a feeling that Ministers, with their homes in West Pakistan, confine their tours mainly to the province of their origin. The same applies to senior Central Government officials. Both wings must receive equal attention.

The Chief Secretary was of the opinion that the Police Service of Pakistan should be centralized in the same way as the C.S.P. This measure will certainly lead to standardization of administrative traditions and will also promote better understanding.

There are practical difficulties but the proposal should be examined and the extent, to which it can be implemented, carefully worked out. Its adoption on suitable lines will promote national cohesion, and the "Group" attaches great importance to an early implementation of this proposal on proper lines.

Inter-wing transfers of C.S.P. officers have not been worked in the spirit of the manner which the authors of the scheme originally envisaged. If the tenure rules could be more rigidly applied and reasonable facilities were given in the form of accommodation, furniture etc., the resistance would be considerably broken down. Perhaps the Army arrangements could be followed as an example.

The "Group" had a very useful discussion with the Education Secretary and the Director of Public Instruction East Pakistan. In the course of these discussions, the "Group" was struck by the fact that, although a lot of attention has been given in East Pakistan to the primary education, very little has been done for the secondary education. Out of nearly 14(X) High Schools, Government runs only 37 and spends very little on the assistance of the others. To us the emphasis seems to be completely wrong. The problem of primary education is so big that it is not possible to be effective without huge financial outlay which the province or the Central Government cannot afford, and the obvious need is for concentration on more important and fruitful sectors. The "Group" feels that the general standard of education, administration and business in the province will rise if first consideration is given to the task of building up leadership in business, industry, professions, Government service-by giving special attention to the secondary schools and to the colleges. The "Group" would recommend the opening of an adequate number of public schools. At the same lime the proposal to shift the Dacca University to a suitable place, away from the busy city life and the provincial headquarters at Dacca, should be revived, and implemented as early as possible.

The "Group" was informed that the influence of Indian nationals or others, who. although technically Pakistani nationals, have their families and all interests in West Bengal, is no longer decisive in a vast majority of private schools, but even now it is considerable and is a source of subversion. The D. P.I. indicated that the proposals for screening of staff were under consideration. While there should be no witch hunt, it is a fair proposition that in institutions which mould the youth, influence public opinion and which receive assistance in one form or another from Government, nobody whose loyalty to Pakistan is suspect should be allowed to hold an important position. This would apply not only to educational institutions but also to publicity organizations and cultural bodies.

One of the causes of the frustration of the intellectuals and writers is the fact that there are no facilities for publishing their works and they receive no assistance from the State. Actually, the publishing arrangements in East Pakistan have been so inadequate that even at present books from West Bengal dominant the market. It is necessary that the State should promote cultural activity and lake up publication of books etc., on a large scale.

Publicity arrangements in East Pakistan should be strengthened and the Unity Fund should be administered by the Ministry of Information and Broadcasting.

MEANS FOR NATIONAL GUIDANCE AND RECONSTRUCTION

A number of media are available for National Guidance and Reconstruction, but the principal agency for influencing public opinion will be Ministries of Education and Information and Broadcasting.

In the last analysis the policy guidance has to come from the President, but subject to his overall direction, the Board of National Reconstruction is in charge of the policies and mechanics of National Guidance and Reconstruction. The newly set up Bureau of Reconstruction will be a useful agency not only with regard to certain special items, but also for reviewing the overall picture and submitting proposals before the Board.

These arrangements for overall guidance and research seem adequate, but the machinery available for implementing the policies of the Board of National Reconstruction will also have to be strengthened. The lines on which the Ministry of Education should be strengthened have been indicated in the body of this report. The Ministry of Information and Broadcasting has also prepared detailed proposals for strengthening publicity in the country, and is taking them up with the Ministry of finance.

This report was approved by the Group at its meeting held on the 3rd December. 1958.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে লেখা চিঠি	সরকারী	২১ মে, ১৯৫৯

SECRET

D. O. No. 325-S9(l)/59

Minister for the Interior,
Government of Pakistan,
Karachi, (he 2 1st May, 1959.

My dear Mr. Zakir Hussain,

You might be interested to see the attached report regarding the situation in East Pakistan.

2. It seems to bring out the need to boost up the morale of the people generally and to counter hostile propaganda which, partially at least, is responsible for it. It also seems to bring out the immediate need for the Administration to establish effective contact with the people so that spontaneous enthusiasm is generated for the Armed Forces Day on the 7th of October.

3. While, 1 am sure, the above situation will receive your personal attention in dealing with it, may I suggest, you also consider the various small and easily remediable matters that affect the daily life of the common man and bring about immediate improvements in them. For instance, it should be possible to effect immediate improvements in municipal services, in the speedier disposal of the complaints of the public, and in the early redress of the grievances of the common man. Suitable publicity can then be given to the achievements in the above fields as also in the field of Village Aid and what is being achieved in the Province by the people through mutual cooperation and self-help.

4. I hope to see you in the near future

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd./-K.M. SHEIKH
Lt.-Gen

Zakir Hussain, Esqr.,
Governor, East Pakistan
DACCA.

The morale of Government servants in East Pakistan is apparently pretty low. Senior officers, particularly those who have received notices have been, heard to express the view that the Martial Law has been interfering in civil administration and that the Martial Law should be withdrawn leaving the Civil services free. They resent particularly "interference" or suggestions by military officers on civil matters.

2. There is no sign of steady improvement in matters that affect the lives of the people daily. Municipal services have deteriorated. Contact between the administration and the people are ineffective. These may be due to lack of any organization to take note of the small and easily remediable factors that affect the morale of the people.

3. High officials express the view that without the assistance of political parties it was difficult to maintain the morale of people in a place like East Pakistan. Apparently politicians have been able to get this point of view across. Apart from this the argument is being put across that while in West Pakistan the Army can take over the civil administration and run it successfully it would not be able to do so in East Pakistan and that civil administration should, therefore, have greater freedom in East Pakistan. It is essential that the regime and the armed forces are brought closer to the people in East Pakistan and the people made to feel that the regime is doing all that is possible for them, particularly in view of the reported decision to observe 7th October as Armed Forces Day. If on that day sufficient enthusiasm is not spontaneously expressed by the people, it is bound to be interpreted as a silent vote of no confidence on the regime which will be fully exploited by subversive elements and by hostile foreign press.

4. In creating the present mood and temper in East Pakistan, hostile forces are certainly at work. The political parties have been banned but their working has not stopped in practice. Political leaders talk in private meetings and discuss political problems. The subversive forces are spreading hostile views and propaganda in their usual way. Incidentally, the article that was written by Marshall in the "Foreign Affairs" was, it is said, circulated from hand to hand to foster opinion against the new retiree. All this is happening because there is little activity to foster opinion in favor of the regime and to counter hostile propaganda. Countering hostile propaganda cannot be effective unless they are based on concrete evidence of day-to-day improvements, however small, in the affairs of the people.

5. In the town of Barisal there is a Hall (a tin-shed) called Aswini Kumar Hall. Aswini Kumar was a great social worker of this district and exercised great influence in moral regeneration of the society about 60 or 70 years ago. He was held in esteem not as a Hindu but as a great social leader. The present District Magistrate thought it fit to rename the Hall as Ayub Hall. One local Hindu is reported to have told the District Magistrate that it was a wrong thing to do and suggested to the D M. to do something else than rename an old institution if he was really keen to have the President s name associated with any public institution and offered to work and raise funds for such a new institution. It is stated that the District Magistrate got angry with the gentleman and with the support of allegedly concocted police reports of subversive activities arrested him under the Safety Act. Complaints were allegedly made right up to the Provincial

Government but the gentleman is still languishing in security detention. If what is alleged is true the D.M. has not the necessary outlook to hold charge of a district. It is indeed a pity that when matters like this were reportedly brought to the notice of the Provincial Government the administration failed to take the necessary remedial steps.

6. Complaints were heard about the keenness of V.I.P.s for personal publicity. Personal publicity unless strictly controlled can have very damaging effect on the reputation of the regime as such. Our Ministers were alleged to be paying frequent visits to their home towns, which was furnishing materials for hostile propaganda.

7. As against this rather distressing background there is considerable enthusiasm amongst the younger elements (not of the pro-communist groups but definitely pro-Pakistan and rightist group) to be able to do something for building up of the nation. No effort has been made to harness this enthusiasm. Unless this is done quickly, these elements will feel discouraged and the enthusiasm itself may die down in the absence of a suitable outlet.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ ঘোষিত	সরকারী	৬ আগষ্ট, ১৯৫৮

THE GAZETTE OF PAKISTAN.
EXTRA ORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

Karachi, Friday, August 7,1959
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF LAW
President's Order No. 13 of 1959.

THE ELECTIVE BODIES (DISQUALIFICATION) ORDER, 1959.

In pursuance of the Proclamation of the seventh day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Order:

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Order may be called the Elective Bodies (Disqualification) Order. 1959.

(2) It extends to the whole of Pakistan, and applied to all citizen of Pakistan, not being citizens in the service of Government wherever they may be.

(3) It shall come into force at once and shall remain in force until the thirty-first day of December, 1960, whereupon it shall stand repealed.

2. Definitions.—In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(a) "Appropriate Government" means, in relation to a Tribunal appointed by the President or named by him under clause (4) of Article 4. the President, and in other cases the Governor concerned;

(b) "elective body" means any assembly, board, committee or similar other body, by whatever name called, established or to be established by or under any law, of which the constituent members are wholly or partly chosen by means of election, and includes a legislature, a municipal corporation, a municipal committee, a cantonment board, a district board, a notified area committee, a town area committee, a sanitary committee or any other local body or electoral college formed for election to a legislature;

(c)"misconduct" refers to conduct after the fourteenth day of August, 1947, and includes any subversive activity, the preaching of any doctrine or the doing of any act which contributes to political instability, bribery, corruption or having a general and persistent reputation for being corrupt, jobbery, favouritism, nepotism, willful maladministration, willful misapplication or diversion of public moneys or moneys collected whether by public subscription or otherwise and any other abuse of whatsoever kind of power or position, and any attempt at, or abetment of, such misconduct;

(d)"respondent" means the person in respect of whom a reference is made under clause (1) of Article 6; and

(e)"Tribunal" means a Tribunal appointed under Article 3.

3. **Appointment of Tribunals-** (1) The President, the Governor of West Pakistan and the Governor of East Pakistan may each appoint, by notification in the official Gazette, one or more Tribunals for the purposes of this Order.

(2) Each such Tribunal shall consist of three members, one of whom shall be notified to be the Presiding Member:

Provided that the Presiding Member shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court, the Federal Court, or a High Court, or a District and Sessions Judge who is or was qualified to be appointed as a Judge of a High Court.

(3) The Tribunals appointed as aforesaid shall respectively be known as the Central (Elective Bodies Disqualification) Tribunal, the West Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal and the East Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal.

4. **Functions of Tribunals.** - (1) Save as provided in clause (4), the Central (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of—

(a) person who have held any office, post or position, including the membership of any elective body under, or in connection with the affairs of, the Federation; and

(b)persons ordinarily resident in the Federal Capital at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(2) Save as provided in clause (4), the West Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of-

(a) persons who have, on or after the fourteenth day of October, 1955, held any office, post or position, including the membership of any elective body, in or in connection with the affairs of the Province of West Pakistan, or, before that day, in or in connection with the affairs of any of the Provinces, Acceding States or other areas, incorporated on that day into the said Province; and

(b) persons ordinarily resident in or in the territories now comprising the Province of West Pakistan at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(3) Save as provided in clause (4), the East Pakistan (Elective Bodies Disqualification) Tribunal shall enquire into and report upon cases relating to the misconduct of-

(a) Persons who have held any office, post or position including the membership of any elective body, in or in connection with the affairs of the Province of East Pakistan or East Bengal; and

(b) Persons ordinarily resident in the aforesaid Province at the time of committing the misconduct, or at any time thereafter.

(4) Where, in pursuance of the provisions of clauses (1), (2) and (3), enquiry and report, as respects any person may be made by more than one Tribunal, by reason of his residence, or on account of the charges being related to more than one office, post or position, then, notwithstanding anything in this Order, the President may, on a reference by any of the Tribunals, or otherwise, name the Tribunal by which the enquiry and report shall be made on all the charges against such person.

5. **Disqualification of certain persons.** - (1) Notwithstanding anything contained in this Order, or in any other law, a person shall stand disqualified until the thirty first day of December 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body. -

(a) If he is dismissed, removed or made to retire from the service of Government or of a public statutory corporation, on a charge other than that of inefficiency; or

(b) If an order under section 3 of the Security of Pakistan Act, 1952 (XXXV of 1952), or a similar order under any other law relating to the prevention of acts prejudicial to the defense, or the external affairs, or the security of Pakistan or any part thereof, or to the maintenance of supplies and ervices essential to the community or the maintenance of public order, has ever been made against him; or

(c) If he was found guilty by the Federal Court, a High Court or a Tribunal under the Public and Representative Offices (Disqualification) Act, 1949; or

(d) If he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment for more than two years or to transportation for any term.

6. **Reference to Tribunal.** - (1) A Tribunal shall not proceed to enquire into any charge of misconduct except on a reference in writing made to it by such officer, committee or authority as the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

(2) On receiving a reference under clause (1), the Tribunal shall scrutinize the necessary records relating to the charge mentioned in the reference, and

(a) If, as a result of such scrutiny, it is of the opinion that no charge can be established, forward the reference to the appropriate Government together with its opinion thereon; and

(b) In other cases, issue notice to the respondent requiring him to show cause why a recommendation should not be made against him under this Order.

(3) Nothing in sub-clause (a) of clause (2) shall bar any subsequent reference to the Tribunal.

7. **Offer to retire from public life, etc.** - (1) A notice under sub-clause (b) of clause (2) of Article 6 shall, among other things, contain an offer that the respondent may, if he so chooses, retire from public life until the thirty first day of December, 1966.

(2) If the respondent accepts the offer made under clause (1) further enquiry in respect of the charge against him shall be stopped forthwith, and he shall stand disqualified until the thirty first day of December 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body.

8.**Enquiry by Tribunal, etc.-** (1) If the respondent does not accept the offer made to him under clause (1) of Article 7, the Tribunal shall, after such further scrutiny of records and such enquiry as it thinks fit, and after giving the respondent an opportunity of being heard, record its findings and report them to the appropriate Government, and in case the respondent is found guilty, the Tribunal shall also make its recommendation to the appropriate Government as regards the sum to be paid, or the action to be taken, by the respondent, for making good any loss which might have been caused by the misconduct of which he is found guilty.

(2) In case the respondent is found guilty, the appropriate Government shall pass an order disqualifying the respondent until the thirty first day of December, 1966, for being a member or a candidate for the membership of any elective body and may pass such further order or orders as regards the sum to be paid or the action to be taken by the respondent for making good any loss which might have been caused by the misconduct of which he is found guilty.

9. **Powers of Tribunals.-**A Tribunal shall have the power of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, namely, -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any documents;

(c) receiving evidence on affidavits; and

(c) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

10. **Further Powers of Tribunals-**(l) Tribunal shall have power to require any person, subject to any privileges which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish such information as in the opinion of the Tribunal, may be of assistance to it in the carrying out of its scrutiny.

(2) A Tribunal may, by an order in writing, direct any gazetted police officer to enter any building or place where it has reason to believe that any books of account or other documents (whether they have to do with accounts or not) relating to any matter before it may be found, and may in the said order direct him to seize such books or documents or to take copies thereof or of any part thereof, and the provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), shall, so far as may be, apply to the proceedings of such officer.

(3) A Tribunal shall have the powers of a High Court to punish its own contempt.

(4) The proceedings before a Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings for the purposes of provisions contained in Chapter XI of the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860), in so far as they may be applicable.

(5) A Tribunal shall have the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure. 1908 (Act V of 1908), in respect of requisitioning any public record or copy thereof from any court or office.

11.**Procedure to be followed by Tribunals.** -(I) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force except the provisions of this Order and the rules made there under, a Tribunal shall have power to conduct its proceedings and regulate its procedure in all respects as it deems fit.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing clause, the Tribunal may refuse to examine any witness or summon any document in its discretion.

(3) The proceedings before the Tribunal shall be open to the public unless otherwise adjudged by the Tribunal.

(4) Whenever any respondent appears before a Tribunal he shall appeal personally and by himself and no friend or adviser or legal practitioner shall assist him during the proceedings.

12. **Power to make rules.** -The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Order.

13. **Bar of jurisdiction.** -No provision of any rules made under this Order, and no order, proceeding, finding, report or recommendation of a Tribunal, and no order of the President or Governor made or purporting to have been made under this Order shall be questioned in any court.

14. **Sums not paid recoverable as arrears of land revenue.** -Any sum payable under Article 8 and not duly paid shall be recoverable as arrears of land revenue.

15. **Provisions of this Order to be in addition to and not in derogation of other laws. -** The provisions of this Order shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force and nothing in this Order shall prevent or prejudice the trial and punishment of any person under any other such law.

MOHAMMAD AYUB KIIAN, HP. HJ.
GENERAL,
President.

Karachi..
The 6th August. 1959.

MUJIBUR RAHMAN KHAN.
Joint Secretary.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
এবডো অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সরকারী চিঠি	সরকারী	৩-৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

<u>TOPSECRET</u>

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

OFFICE OF THE DIRECTOR-GENERAL, BUREAU OF ANTI-CORRUPTION EAST PAKISTAN, DACCA.

FROM

S.A. Chaudhuri, Esqr., P.S.P.,
Director-General, Bureau of Anti-Corruption, E.P., Dacca.

To

A. Q. Ansari, Esqr.,
Additional Secretary to the Government of East Pakistan.
Anti-Corruption Department, Dacca.

Date the 3rd/4th September, 1959.

SUBJECT:—

List of persons for action under the E.B.D.O.

In a recent conference held in Karachi under the Chairmanship of the Minister of the Interior, the following persons of East Pakistan have been vetted for action under the E.B.D.O.

Out of 19 persons submitted in my list, except those who stand disqualified, 18 were vetted as noted below:

SI . No. (1)	Name . (2)	Office held. (3)	Grounds of Disqualification (4)	Ref. to IBs list (5)
1	Mr. Ataur Rahman Khan	Ex-Chief Minister	Wilful maladministration & Corruption.	SI.4
2	Mr. Abu Hussain Sarker	Ex-Chief Minister	Wilful maladministration & corruption.	SI.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Mr. Yusuf Ali Chowdhury	Ex-Minister	Caused political instability & corruption.	SI.7
4	Mr. Md. Mansoor Ali	Ex-Minister	Corruption	SI 1 of 'B' List
5	Mr. Masihur Rahman	Ex-Minister	Maladministration and Diversion of public money	
6	Mr. Kafiluddin Choudhury	Ex-Minister	Corruption & Jobbery	SI. 1 of' C List
7	Mr. Abdul Latif Biswas	Ex-Minister	Corruption	SI 2 of 'B' list
8	Mr. Mohammadan-Nabi Chowdhury.	Ex-Minister (Businessman)	Corruption	SI. 10
9	Mr. Abdul Hakim	Ex-Speaker E.P.Assembly.	Nipotism & Jobbery	SI. 5
10	Mr. A. Hamid Chowdhury	Ex-M.P.A.	Corruption	
11	Mr. Moslem Ali Molla	Ex-M.P.A.	Corruptions	
12	Mr. M. Korban Ali	Ex-M.P.A	Corruptions.	
13	Mr. Nooruddin Ahmed	Ex-Minister (Businessman)	Corruption	
14	Mr. Abdul Matin	Ex-M.P.A.	Corruptions	
15	Mr. Fazlul Karim	Ex-M.P.A.	Corruption	SI. No. 12 of "B" List
16	Mr. Abdus Salam Muktear	Ex-M.P.A.	Corruptions	
17	Mr. Wahiduzzaman	Ex-M.P. (Businessman)	Wilful misapplication of public money	
18	Mr.Devvan Mohiuddin	Ex-M.P. (Businessman)	Corruptions	
	The Following person of	the I.B. list	('B') were also vetted:-	
19	Mr. Syed Azizul Haque	Ex-Minister		Serial. No.3
20	Mr. Bhupendra -Kumar Dutta.	Ex-M.P.A., Jessore		,, 14
21	Mr. Proyas Chandra Lahiri	Ex-Minister		,, 15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Mr. Suresh Chandra Das Gupta	Ex-M.P'A,. Bogra		" 16
23	Mr. Dhirendra Nath Dutta	Ex-Minister		" 17
24	Mr. Bijoy Chandra roy	Ex-M-:P.A.,		" 18
25	Mr. Basanta Kumar Das	Ex-Minister		SI.No.19 and Also the list Of SPE
26	Mr. Trailakhya Chakraborty	Ex-Minister		SI. No 20
27	Mr. Proffessor Muzaffer Ahmed	Ex-M.P.A Tippera		SI. No.27 And 18 of 'c'

The Following M.Ps. and M.Ps. have Changed the Parties after the Provincial Election in1954. They were also vetted for action Under the E .B.D.O. vide 'c' list of I.B.:-

28	Mrs. Begum Anwara Khatun	Ex-M.P.A., Dacca		SI. No. 4-'C' List
29	Mr. Yar Mohammad Khan	Ex-M.P.A., Dacca		" 6
30	Mr. Almas ali	Ex-M.P.A., Dacca		" 7
31	Mrs. Rezia Banu	Ex-M.P.A., Bakargang		" 9
32	Mr. Moulana Altaf	Ex-M.P.A.,Mymensingha Hossain		" 14
33	Mr. Mohammad Toha	Ex-M.P.A.,Noakhali		" 17
34	Mr. Shamsul Haque	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 21
35	Mr. Latif Hussain	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 22
36	Mr.Ataur Rahman Muktear.	Ex-M.P.A., Rajshahi		" 24
37	Mr. Abul Hussain Mia, Son of late Maniruddin.	Ex-M.P.A., Rangpur		" 25
38	Mr. Azizur Rahman Khondker	Ex-M.P.A., Rangpur		" 28
39	Mr. Akbar Hossain Khan Chowdhury.	Ex-M.P.A., Bogra		" 31
40	Mr.Akbar Hossain Akhand.	Ex-M.P., Bogra		" 32

The following persons are to be checked up if they stand disqualified as Security Prisoners otherwise they will be dealt with under the E.B.D.O.:-

41	Mrs. Selina Banu	Ex-M.P.A.,Pabna	SI. No. 21 of'B' list.
42	Mr. Dabiraddin Ahmed	Ex-M.P.A., Rangpur.	SI. No. 22 of'B' list.
43	Mr. Syed Altaf Hossain	Ex-M.P.A., Kutiash	SI. No. 23 of'B' list.

Sd/ Director-General,
Bureau of Anti-corruption. E.P..
Dacca.

TOP SECRET.

Office of the Director-General,
Bureau of Anti-corruption,
East Pakistan, Dacca, the 4th
September, 1959.

Memo. No………A.B………..

Copy forwarded to:

(1)K.A. Haque, Esqr., P.S.P., Director,
Bureau of National Reconstruction, E.P.,

(2)A.K.M. Hafizuddin, Esqr., P.S.P., J.P., SQA,
Inspector-General of Police, E. Pakistan,

(3)A.M.A. Kabir, Esqr., P.S.P.,
Dy. Inspector-General of Police, Intelligence Branch, E. Pakistan,
Dacca for information

Sd/ *Director-General.*
Bureau of Anti-Corruption, E.P.,
Dacca.

TOP SECRET

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
OFFICE OF THE DIRECTOR-GENERAL
BUREAU OF ANTI-CORRUPTION
EAST PAKISTAN

D. O. No.4. A. B.(E) *Dacca, the 5th September. 1959.*

My dear Kabir,

The list of persons vetted for action under the E.B.D.O. in the recent conference at Karachi under the Chairmanship of the Minister of the Interior has been forwarded to you under my Top Secret No.3 A.B. (E)/(3), dated 4-9-59. Some of these persons on the list may stand automatically disqualified under Article 5 of the E.B.D.O. I would request you kindly to have their records carefully scrutinized if any of them stand disqualified.

2. It was decided that action under the E.B.D.O. will proceed against the "big fries" having substantial materials of misconduct against them, and who are likely to be "big enough nuisance" in the political life of the province. Our delegation to the conference has pointed out that the list submitted by us was not exhaustive; it contained the names of those persons against whom materials were readily available. We shall, therefore, have to prepare a list of other important persons against whom there are good instances of misconduct. This may be taken up after materials against the vetted persons have been processed and submitted to the referring authority.

3.1 shall be grateful if full materials as available in your office be carefully processed in the form of Memo of Evidence, for the purpose of prosecution against the vetted persons and passed on to me for submission to the Referring Authority constituted under Article No.6 of the E.B.D.O. which consists of the G.O.C., Chief Secretary and the Home Secretary.

4. Two Tribunals headed by High Court Judges are going to be set up for hearing and disposal of cases of this province. Advantages are likely to be taken of the High Court vacation. As such, we are to get ready with materials of some cases at least, for submission to the Referring Authority immediately.

5. The following persons of East Pakistan will be dealt with by the Tribunal to be established by the Central Government. Materials against them will be processed and submitted by the S.P.E. If you have got any materials against them, kindly pass them on to the Inspector-General of Police, S.P.E., and Karachi:

(1) Abdul Aleem,
(2) Abdul Wahab Khan,
(3) Deldar Ahmed,
(4) Fozlur Rahman, and
(5) H.S. Suhrawardy.

6. (a) Regarding automatic disqualification under Article 5 a note for West Pakistan has been prepared in the office of the I.G.P., S.P.E. A copy of this note has been obtained from the S.P., S.P.E., Dacca. It is enclosed for your perusal.

(b) Mr. K.A. Haque pointed out in the Conference at Karachi that in East Pakistan police have powers of arrest under the East Pakistan Public Safety Act and Government orders for detention are passed within 30 days of arrest. During 92 'A' regime in 1954, when arrests were made on a large scale, in a number of instances police could not finish investigation and submit materials to furnish grounds of detention to arrested persons concerned within 30 days of arrest. For completion of investigation Government orders were passed for detention of these persons for 2/3 months, after which a bulk of them was released. He, therefore, suggested that only those persons who were supplied with grounds of detention should stand disqualified under Article 5(b) of the E.B.D.O. Mr. Haque is to submit a note on the subject for decision of the Government.

(c) Regarding disqualification under Article 5(d) of the E.B.D.O., the opinion of the Karachi Conference in general was that it may not refer to cases disposed of prior to the Partition, as it may affect some of the 'fighters for freedom'. Decision will issue from the Ministry of the Interior.

(d) I suggested in the Conference that if a candidate to an Elective Body gives a certificate in his application/nomination form that he does not stand disqualified under Article 5 of the E.B.D.O., the problem will be materially solved. It was accepted.

I hope, the foregoing will be helpful to you for preparation of cases under the E.B.D.O.

Yours sincerely.
S.A. CHAUDHURI

A.M.A. Kabir, Esqr., P.S.P.,
D.I.G. of Police,
Intelligence Branch, Dacca.

TOP SECRET

Office of the Director-General.
Bureau of Anti-corruption,
E. Pakistan.

Memo. No.4 A.B. (E)/3 *Dacca, the 5th September. 1959.*

Copy forwarded for information to:—

(1) A Q. Ansari, Esqr., Add. Secretary to the Govt. of E. Pakistan. A.C. Department, Dacca,
(2) K.A. Haque, Esqr., P.S.P., Director, Bureau of National Reconstruction, East Pakistan, Dacca, and
(3) A.K.M. Hafizuddin, Esqr, P.S.P., J.P., S.Q.A., Inspector-General of Police, East Pakistan, Dacca.

Sd-/ Director-General,
Bureau of Anti-Corruption. E.P.,
Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'লেজিসলেটিড পাওয়ারস অর্ডার' ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

LEGISLATIVE POWERS ORDER (1959). AMENDED:
CONCURRENT LIST COVERS SUBJECTS OTHER
THAN THOSE RESERVED TO CENTRE.

Karachi, September 23. - The President has today promulgated an Order amending the Legislative Powers Order, 1959, which will have the effect of giving the Centre and the Provinces Concurrent Powers of legislation in all fields outside those specifically reserved to the centre under the Constitution of 1956.

The Order has been devised in such a way that no existing laws of a Province will be affected by the mere coming into force of the Order unless they conflict in any way with a law made by the President since the Proclamation of the 7th October, 1958. and then only to the extent of the conflict.

A further consequence of the Order is that if need be the conflict can be resolved by resort to the usual procedure for resolving conflict in the concurrent sphere.

Following is the President's Order No. 17 of 1959:

President's Order No. 17 of 1959 Karachi, the 23rd September, 1959.

The Legislative Powers (Amendment) Order, 1959 in pursuance of the proclamation. ----------Seventh day of October, 1958, and in exercise of all powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order: -

1. This Order may be called the Legislative Powers (Amendment) Order 1959.
2. It shall come into force at once.

In the Legislative Powers Order, 1958, the following new article shall be deemed always to have formed Part of that Order, namely:—

"4. (1) In applying the provisions of clause (I) of Article 2, clause (1) of Article 4 and clause (1) of Article 5 of the laws (Continuance in Force) Order. 1958.

(A) The matters enumerated in the Provincial list in the fifth schedule, including any situation shall be deemed to have been included in the concurrent list of that schedule; and

(B) The power to make laws with respect to any matter not enumerated in any list in the fifth schedule, including any law imposing a tax not mentioned in any such list shall be deemed to be a power to make laws with respect to a matter enumerated in the concurrent list;

And the power of the Federation and of a Province to make laws shall be deemed to be regulated and the executive authority of the Federation and of a Province shall be deemed to be extended accordingly."

3. (1) Subject to the provisions of the next succeeding clause nothing in this Order shall effect the validity of the Provincial law or part thereof in force immediately before the day on which this Order comes into force.

(2) If any Provincial law or part thereof in force at the time of this Order comes into force, is by reason of this Order rendered repugnant to the provisions of any law made by the President since the seventh day of October, 1958. It shall lo the extent of the repugnancy be void. -A.P.P.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
‘মৌলিক গণতন্ত্র আইন’ ঘোষিত	পাকিস্তান অবজারভার	২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯

BASIC DEMOCRACIES ORDER PROMULGATED
Adult Franchise for Council Polls
Fundamentals of Five Tiers Explained.

Karachi, Oct. 26.—"The basic democracies Order. 1959" was promulgated today by the President "To provide for the constitution of basic democratic institutions throughout Pakistan and to consolidate and amend certain laws relating to local Government."

The first article (short title, extent and commencement) and article III (Definitions) come into force at once and the remaining provisions of the Order come into force "In such areas on such dates as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf."

The Order extends to the whole of Pakistan but "should be circumstances of any local areas be such that any of the provisions of the Order are unsuited thereto Government may accept the local areas or any part thereof, from the operations of those provisions." While such exception remains in force, Government may make rules for the regulation of the matters so excepted….

The Order provides for the Constitution of basic democratic institutions ranging from Union Councils to the Provincial Development Advisory Councils. It lays down that elections to Union Councils (In Rural Areas); Town Committees (For Town) and Union Committees for urban areas shall be held on the basis of adult Franchise.

The total number of appointed members of a Union Council (rural areas) "shall not be more than one-half of the total number of its elected members" and no official shall be a member of a Union Council, Union Committee or Town Committee.

Except within the jurisdiction of the municipal bodies or Cantonment Boards at Karachi, Dacca and Lahore the number of elected and appointed members in Union or Town Committee as the case may be, determined by the commissioner of the division concerned. In Karachi, Dacca and Lahore the number of elected and appointed members will be determined by the Government.

Village Police Force.

Government may establish a village police force in such rural areas as may be notified from time to time for discharge of duties specified in the third schedule with the village Kotwal as its head with powers going up to arresting "without an order from a Magistrate and without a warrant" any person concerned in any cognizable offence.

Where the head of the district administration is convinced that special measures are required to secure village defense of public security, he may by order require that all or any of the able bodied adult male inhabitants of the union shall be liable to patrol duty for such period as may be specified in the order.

Second Tier.

The second tier in the basic democracies is the Thana Council for East Pakistan and the Tehsil Council for West Pakistan. These will coordinate the activities of all Union Councils and Town and Union Committees in their jurisdiction. In the discharge of their functions the Thana Councils shall be responsible to the District Council concerned.

The Thana Council shall consist of representative members with such number of official and nominated non-official (appointed) members as may be fixed by the Commissioner. The chairman of the union councils and union and town committees shall be *ex-officio* (representative) members of Thana Councils. The total number of official and appointed members of the council will not be more than one half of the total number of its representative members. The Subdivisional Officer, an *ex-officio* member, will be its chairman.

Third Tier.

The third tier will be the District Council. The chairman of the Thana or Tehsil councils and of the Municipal Bodies and the Vice-Presidents of the Cantonment Boards within the district and such representatives of departments as may be specified by the Government and appointed by the Commissioner of the Division shall be *ex-officio* (official) members of the District Council. The total number of appointed non-official members of a District Council shall not be less than the total number of its official members and at least one half shall be chosen from amongst the chairmen of the union councils and of the town and union committees in the district. The Collector of the district shall be an *ex-officio* member and chairman.

Fourth Tier.

The fourth tier Divisional Council will consist of chairmen of the District Councils (Collectors in their new capacity in the basic democracies) and such representatives of Government Departments and Cantonment Boards and of Municipal Bodies as may be appointed by the Government who will be *ex-officio* official members of the Divisional Council. The total number of appointed non-official members of a Divisional Council shall not be less than total number of its official members and at least one half of the appointed members shall be chosen from amongst the chairmen of union councils, union committees and town committees in the Division. The Commissioner of Division shall *ex-officio* be one of the official members of the council and its Chairman.

ADVISORY COUNCILS

Then there will be two Provincial Development Advisory Councils. Each of them will consist of such number of official and appointed members as may be fixed by the

President. The total number of appointed non-official members shall not be less than total number of official members.

The terms of office of all these councils and committees will be five years commencing from the day on which the concerned committee or council assumes office.

For the purpose of election to a union council or to a town or union committee, the union or town will be divided into wards. The number of members to be elected from each ward will be determined by the commissioner or Government as the case may be. Candidates must not be less than 25 years of age on the first day of January preceding the election. Persons disqualified from membership of an elective body under the EI3DO or similar laws shall be disqualified from being candidates at these elections though they may still exercise their vote.

Members who have ability to render service to the people may be appointed to union councils and union and town committees.

Special consideration will be given to minorities and women and organizations concerned with agricultural, industrial or community development in such appointments to Union Councils and Union and Town Committees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর সরকারী গোপন প্রতিবেদন	সরকারী	**১৯৫৯**

১

[একটি নাম আলী আছাদ। সে আজ আমাদের ধ্রুবতারা। তার দিকে চেয়ে আমাদের পথ চলতে হবে। চলবো আমরা কাফেলাকে পথ দেখিয়ে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে যেকোন মূল্যে। আলী আছাদ (ওরফে কালো খোকা) ছিল সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। ১৯৪৮ সন থেকে সে ছাত্রলীগে যোগদান করে এবং বাংলাভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে জামালপুর মহকুমায় ঘুরে ঘুরে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার তাকে ১৯৫২ সনে গ্রেফতার করে এবং বিনা বিচারে ময়মনসিংহ কারাগারে আটকে রাখে। এর পর যতগুলি আন্দোলন হয় প্রত্যেকটিতে সে পুরোধারে ছিল। জামালপুর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সেই ১৯৫৬ সনে কাগমারী সম্মেলনে মরহুম প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহারাওয়ার্দী বাংলাদেশ প্যারিটি মানার কথা বললে প্রথম সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করে সে। আলী আছাদ জামালুপর আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ছিল। যখন আওয়ামী লীগ করতে সবাই ভয় পেতো তখন সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সারা মহকুমা তথা দেশময় আওয়ামী লীগের বাণী ছড়িয়েছে।

পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট, ১৯৫৮*

আঃ জামান

১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব খান গণতন্ত্রকে হত্যা করে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে ডিক্টেটর হন। ডিক্টেটর হয়েই উনি সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং দেশপ্রেমিকদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তন্মধ্যে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশে তখন নীরব নিশ্চুপ অবস্থা। কারো টু শব্দ করার উপায় নেই। এই সময়ে বিপ্লবী বীর আলী আছাদ ঢাকা গিয়ে তরুণদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলে এলো জামালপুরে। এই অসীম সাহসী তরুণের দল একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন, তার নামই হলো 'পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট'। আলী আছাদ তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ঐতিহাসিক জামালপুরেই দলের গোপন সেল স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তখন আলী আছাদ একদল তরুণকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে উচ্চতর ট্রেনিং নিতে। প্রথমে পশ্চিম বাংলা সরকার তাদেরকে প্রবেশ করতে দিয়েছিল। পরে যখন তারা কাজ শুরু করে তখন হঠাৎ করে সরকার গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে কারাগার আবদ্ধ করে। পরে এখান হতে আইয়ুব সরকার যে তাদের উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করেছিল তা পাঠান হয়। এই সকল কাগজপত্র দেখে পশ্চিম বাংলা সরকার তাদের জেল হতে ছেড়ে দেয়। সেখানে বসে তরুণ বিপ্লবীরা অন্যান্য দশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে পূর্ব বাংলায় যে কি উৎপীড়ন শুরু হয়েছে তা জানায় এবং তাদের সপক্ষে সহানুভূতি কামনা করে।

অতঃপর তারা গারো পাহাড়ের সীমান্ত দিয়ে প্রথমে শ্রীবর্দ্দী থানার পাখীমারা গ্রামে এসে পৌছায়। সেখানে এক সদস্যের বাড়ীতে তারা আস্তানা গাড়ে। হঠাৎ করে সামরিক জান্তার গুপ্তচর বাহিনী তাদেরকে অবরোধ

* পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সম্পর্কিত এই নিবন্ধটি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জামালপুরের একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়।পরবর্তীকালে আর কোন সংখ্যা বের হয়নি।

করতে চেষ্টা করে কিন্তু পলকে তারা চলে যেতে সমর্থ হয়। বাড়ীওয়ালা সদস্য মিঃ আশরাফ হুসেনকে পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ময়মনসিংহ নিয়ে গেলো। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

অনেকদিন পর পুলিশ ময়মনসিংহের আবদুর রহমান সিদ্দিক ও আর,এম,সাইদকে গ্রেপ্তার করলো কিন্তু কোন তথ্য না পাওয়ার দরুন শেষে নিরাপত্তা আইনে তাদের আটকিয়ে রাখে।

আলী আছাদ তখন সম্পূর্ণভাবে ক্ষেতমজুরের বেশ ধরে সারা পূর্ব বাংলা ঘুরে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করে ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তখন সে দিবারাত্রি কাজ করতো। দাড়ি-গোঁফ এরূপভাবে রাখলো যে, কেউ আর তাকে আলী আছাদ বলে চিনতে পারে নাই। আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন উঠিয়ে রাজনৈতিক দল আবার পুনরুজ্জীবিত করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব পার্টির কাজে ময়মনসিংহ সদরে আসেন। আমরা তখন আলী আছাদের কথা তাকে জানালাম। মুজিব ভাই আলী আছাদকে প্রকাশ্যে বের হয়ে কাজ করার কথা বলে দিয়েছিল। আমরা এ সংবাদ বন্ধু আলী আছাদকে জানালাম কিন্তু সে প্রকাশ্যে বের হলো না। সে বললো যে রক্তস্বাক্ষরে শপথ নিয়েছি দেশকে মুক্ত করবো কিন্তু বেঈমানী করতে পারবো না। সে তখন ছদ্মবেশে সহানুভুতিশীল সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সাহায্য কুড়াচ্ছিল। একদিন আসাম হতে তার লেখা পত্র পেলাম। তার খোঁজে আসামে লোক পাঠালাম কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। লোক এসে বললো যে, সে তখন দিল্লীর পথে পাড়ি জমিয়েছে। এর পর হ'তে সে নিরুদ্দেশ। কথা ছিল যে ভারতে সুবিধে না করতে পারলে সে চলে যাবে সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন অথবা রাশিয়াতে সাহায্যের জন্য। আমরা আশা করেছিলাম সে ফিরে আসবে কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। কোনদিন হয়তো আর আসবে না। সে হারিয়ে গেছে। তার বীরত্ব ত্যাগ, তিতিক্ষাই আমাদের পাথেয়। ধ্রুবতারার মত সে আমাদের চোখের সামনে জ্বলছে।- তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরাছোঁয়া যায় না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে কিন্তু হারিয়ে গেছে একটি সৈনিক। আমরা অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে স্মরণ করবো- সে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য। (অসমাপ্ত)

২

To be kept in personal custody and return to Sir. Munir Hosain, Deputy Secretary to cabinet immediately after the Conference is over.

SECRET
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTE FOR GOVERNORS' CONFERENCE

SUBJECT: *The poster campaign in East Pakistan.*

The discovery, from time to time, of posters, leaflets and other material in East Pakistan advocating overthrow of the Martial Law regime, the assassination of its leaders, the establishment of an independent and an autonomous state of East Pakistan with its own army, air force and navy, the breaking of connection with West Pakistan, the announcement of the deadline after which violence must be resorted to and other war cries, has naturally, given rise to serious misgivings and fears. What reinforces these fears is that there is no cessation of this activity and new leaflets with new slogans couched in even stronger language continue to be discovered. Bitter and strong language is the keynote of these posters and if they truly represent the state of mind of the people or even a part of it, their appearance is ominous and full of evil forebodings. The purpose of this study is to assess their real strength and to analyze the danger which they present.

Posters ominous

Before we proceed with the study, it is pertinent to point out that even in normal and healthy societies and countries, there is criticism of the Government and the ruling class and misgivings expressed against it, laws are broken and gloomy pundits make disquieting sermons about the future. They are of little significance if with all its faults and differences the social order is generally accepted as a going concern and not one which is vicious and must, therefore, be destroyed and replaced by some other system. Posters against the regime and its leaders have been found in West Pakistan and two conspiracies to overthrow the regime by causing violent commotion unearthed and action taken under the Martial Law. Nevertheless, they made little impact upon the mind of the general public and were not taken serious notice of; on the other hand, they were dismissed as the individual pranks of megalomaniacs and fools. In West Pakistan, the attack was against this or that individual or this or that policy of the Government. In no poster or conspiracy was the idea of Pakistan attacked. In East Pakistan, the posters reflect a more uncompromising and fundamentally different note: they cut across the very concept of Pakistan. They make a plea for an independent East Pakistan completely separated from West Pakistan. To one who believes in the ideology of Pakistan and fears that the Muslim peoples will find it difficult to survive otherwise, the idea is abhorrent. An independent East Pakistan will be as vulnerable to Hindu attack as West Pakistan and

neither may find it easy to survive. This is why cries of independence and absolute autonomy in East Pakistan raise fears and cannot be brushed aside as acts of misguided individual charlatans. Whether the pamphlets reflect the minds of their authors only or a larger number of people, one thing is very clear and that is that the people who write them want to destroy Pakistan. Demands by East Pakistanis of autonomy with powers to decide most matters at the provincial level, provincialization of Services and freedom to regulate industry and commerce are not new. Before each Provincial election, such demands were made vigorously and among programmes of each political party, these demands figured prominently. In fact, success depended upon the length to which a party offered to go. The concept of provincial autonomy was progressively enlarged but however tenuous the connection with the Centre as conceived by an individual or a party. East Pakistan was to continue to be an integral and vital part of Pakistan. For the first time now, since 1947 demands for an independent East Pakistan with no connexion with West Pakistan have begun to be made openly. There was a small group of East Pakistanis which favored an independent, undivided Bengal even in 1947. Mr. Suhrawardy was an ardent supporter of this idea and this ultimately led to his expulsion by the Quaid-i-Azam from the first Constituent Assembly of Pakistan. Pro-Pakistan opinion was so strong at that time that Mr. Suhrawardy had to take refuge in Calcutta. Mr. Fazlul Huq's loyalty to Pakistan, at that time, was also questionable (his close relations for long lived on both sides of the border) and. perhaps, left to himself, he would have voted for an independent undivided Bengal. Such persons were, however, few and far between and they did not dare make their views public. Today, posters advocating complete independence are being broadcast in large numbers with impunity and the reactions which they rouse are surprisingly mild. In West Pakistan, on the other hand, any talk of undoing Pakistan even today would arouse violent feelings and emotions. Is one right in guessing that in East Pakistan the thought of undoing Pakistan does not raise the same pitch of feelings which it did at one time? In face of this apathy, would not the cessationalists' forces become desperately confident and aggressive and decide to deliver a harder blow?

III-will growing in West Bengal against Delhi

The true implications of the posters should be assessed in relation to two important developments. Today both in East Pakistan and in West Bengal, a feeling is growing that the Central Governments in Rawalpindi and Delhi are unsympathetic, step-motherly and even hostile and that the hopes and aspirations of the people in the two Provinces are suffering as a result of that connexion. This feeling is fairly widespread and is much more pronounced in West Bengal, where there is greater ill-will against Mr. Nehru, the Congress high command and the Government of India. The mood of the people in West Bengal is .one of sullen resentment and despair with the Central Government. The disturbances in Assam caused a further invasion of Calcutta by destitute refugees and aggravated the uneasiness. The West Bengalees demonstrated their anger against the Central Government by refusing to take part in the independence celebrations in August last and they blamed Nehru and the Congress high command for not acting firmly against the Assamese who had wrought such havoc to their Bengali compatriots. West Bengal and particularly Culcutta is explosive. The administration is weak and ineffective and the Congress high command has even been flirting with the idea of making a Bengalee as the

President or Prime Minister of India and various other sops have been offered but the hostility and suspicion continue unabated. In East Pakistan, the abrogation of the Constitution eliminated the army of East Pakistani Ministers, M.Ps and with them the camp followers and persons who battened on their patronage and the powers of government shifted to Karachi. Martial Law became synonymous with the rule of the Punjabis and the Pathans sitting in Rawalpindi. Although corrupt practices were stopped, political tyranny ended and economic conditions improved, mischief makes and subversive groups, continued to encourage a belief that the East Pakistanis were cheated of their erstwhile position and powers. Thus on both sides of the border, the feeling that the people have been wronged has manifested itself and is being assiduously fostered by pressure groups. In Calcutta not only are the grievances and the complaints of West Bengalis propagated and aired but newspapers devote special space to the alleged grievances of East Pakistan. The Hindustan Standard, Calcutta, runs a special column under the caption 'Pakistan X-Rayed' in which the grievances of East Pakistanis are publicized.

Posters Advocating Reunion in West Bengal

The second development is that posters advocating a reunion of the two Bengals have begun to appear in West Bengal in increasing numbers. There is, of course one difference and that is that while posters in West Bengal generally envisage a United Bengal with large autonomous powers as a part of India, although the extremists have also been advocating an independent re-united Bengal though in much smaller numbers, in East Pakistan, on the other hand the main demand is that East Pakistan should become independent and separated. There are no suggestions except again in the minds of the extremist that an independent East Pakistan should combine with West Bengal. A significant development however, is that differences in approach on the two sides of the border, as reflected by the posters, seem to be progressively narrowing. In West Bengal the movement for re-union is being organized by Sanjib Chaudhury (father-in-law of the notorious Nepal-Nag-East Pakistan communist absconder) who is an advocate of the Supreme Court of India. He works on a platform which is known as the World Congress. The plan originally was to effect a re-union by peaceful means. Lately, however, even the World Congress has begun to advocate an aggressive line and recommends the use of violence. Marches to the borders of East Pakistan arc planned in order to rouse popular interest, and one such inarch to the border of Khulna district was made in November last.

Posters in East Pakistan not by Organized Party

The answer to the question whether the pamphleteering in East Pakistan is the result of inspiration from West Bengal or vice versa must remain a matter of guess work. The earlier posters which appeared in East Pakistan, in fact, seem to have little connation with each other and at least three of the most important ones appear to have been conceived and written purely as a result of local inspiration. One of the persons who is responsible for the pamphlets issued under the name of the East Pakistan Liberation Party was arrested and interrogated. Although he made a trip to Calcutta and met some persons there, his story is that the posters were prepared at the instance of an ex-minister of the

Awami League, a professor and other local persons. The letter making a plea for an independent East Pakistan with its own army, air force and navy, in which the persons who were to occupy the top posts were listed and whose copies were sent to USA. UK and USSR officials, appears to be the handi-work of a disgruntled East Pakistani airman posted at Peshawar. The third lot of posters put up recently outside the Secretariat at Dacca, in which a D-Day was named and a general uprising against the regime advocated, appear to have been written by some Secretariat employee. It is, therefore, probable that while in West Bengal the activity is centralized and organized, in East Pakistan it, at any rate now, is the work of individuals, who have, probably, no contact with each other. As the appearance of the posters has become more widely known, it is not unlikely that in future there will be a tendency on the part of different groups concerned to make contact with each other and to put the activity on a more systematic basis. In fact, it is not unlikely that the groups working on the two sides of the border may before long join hands and draw up a common plan of action. As there are indigenous elements ready to take the queue and as the police have, unfortunately, not been able to establish even in a single case the clear responsibility of any group or individual we must be ready for further intensification of the activity. With feelings of despondency and despair being spread mischievously on both sides of the border, a sense of community in adversity may be created.

Posters Directed Against Vulnerable Groups

The posters which contain slogans and catch-words must poison the public mind and arouse latent feelings of hatred and suspicion. They are aimed at vulnerable groups. The East Pakistan Liberation Party had a striking design of the posters with a red star and addressed the posters to secretaries and members of the Bar Associations, journalists and students in several districts. Their contents ponder to and excite feelings of regional chauvinism. For the common ills a scapegoat is offered. Such posters must, therefore, do a great detail of damage and unless checked, may affect the thinking of a large number of simple and well meaning people. Big movements have small beginnings and unless forces which can counter and neutralize their evil efforts can be generated, the atmosphere will continue to be vitiated and the public mind poisoned against West Pakistan.

The Role of India

There are reasons to believe that while India blesses this activity and would like East Pakistan to secede from Pakistan, it has not done anything concrete lately at the higher official level. India did, at one stage, support and encourages Bhashani, Mujibur Rahman and several others. At the movement, India has numerous troubles of her own and she is fighting a losing battle against the forces of regionalism. Her authority in Bengal is weak, and while she must be tempted to create trouble, she knows that such tactics will ultimately recoil on her and her own headaches will increase. A united Bengal with its enormous resources of foreign exchange and a rich and fertile soil may opt out of the Indian Federation or make demands which may prove too costly. The presence of communists subscribing to the Chinese line in West Bengal, Assam and Tripura and the

physical contiguity of this area to Tibet holds the Indians back, at any rate for the time being. At the lower Government levels, however, the operation may already have been mounted. The discovery of information that in the office of the Indian High Commission at Karachi, a large pile of pamphlets on the subject of differences between East and West Pakistan were seen recently is evidence of this belief. The Indian intelligence and the staff of the Indian High Commission in Karachi and at Dacca do not have clean hands. In the higher levels, the Indians may even be thinking that even without their active participation things are moving satisfactorily and that for the time being there is no need for them to step in openly.

Factors which will provide Resistance

Let us now turn to the forces in East Pakistan which will provide the natural buffer to the separations and other subversive trends. These forces may be described as the administration, the intellectuals, the middle class and the groups which are conservative, most of whom were wedded to the ideology of Pakistan. Economic improvement is an over-rated factor and even if it is achieved to any substantial extent, it cannot hold back a demand for a change. Revolutions or changes do not "occur in societies economically backward, of in societies undergoing widespread economic misery or depression", but on the country, they take place "in societies which are economically progressive". In fact, it is a safe generalization to make that the more prosperous the peasantry, the more discontented it becomes. Violent changes in a political order or system are brought about by other factors.

Revival of ideas which led to Pakistan Demand

The demand for a separate homeland for the Muslims of India was pressed by the last generation which had suffered first-hand from Hindu chicanery, pettiness and tyranny. That generation of men and women remembers the tricks which the Hindus used to practice vividly and knows what a calamity it will be if the Muslims are again exposed to the tender mercies of the Hindus. The younger generation which grew up since the partition is oblivious of these honors and is more magnanimous towards Hindus and is sympathetic to a move for a rapprochement between Muslims and Hindus. The majority of the older generation will stand by Pakistan at all cost. This generation, however, partly through inertia of age and partly through apathy is not so assertive so as to make its voice heard. The Muslim League which gave shape to the demand for Pakistan and brought the Muslim on a common platform is, unfortunately dead, its leaders having taken to bad ways. In East Pakistan the Muslim League, which stood for a united and closely-knit Pakistan, was killed much earlier and its place taken by parties consisting of slogan raising jingoes and Chauvin’s and emotion curdles. If resistance is to be put up against the advocates of independent East Pakistan, the ideals and beliefs which the older generation stood for, must be re-generated.

The Ruling Class

"A mixture of military virtues, of respect for established ways of thinking and behavior and of willingness to compromise and, if necessary, to innovate is, probably,

an adequate rough approximation of the qualities of a successful ruling class-qualities clearly possessed by the Romans of Punio war time and the English in the nineteenth and early twentieth century's." Rebellious radical Is who lack faith in themselves and their positions or who hold that they have power unjustly or who begin to feign refinement and the cultural graces, are markedly unsuited to perform the functions of a ruling class. I naturally refrain from offering comments but leave it to the reader to decide the extent to which these conditions are fulfilled. In East Pakistan, political activity is bound to spun out after the lifting of the Martial law, and the capability of the Administration will come in for a severe trial. An examination of the capabilities and behavior of officers in key positions should be made and reshuffling done, if necessary. There are reports of subversive trends on the part of a few officers and suitable action should be taken against them.

Desertion of Intellectuals

In a society which is ready for big changes, the intellectuals begin to desert. There is no evidence that there is so in East Pakistan, at any rate, to any large extent. The Universities, have ever since 1947 exercised a powerful influence upon successive regimes. The Muslim League used the students to support the Pakistan demand and later the students became so powerful that they used the Governments which became pawns in their hands. There is a small group of intellectuals in the Dacca University with a strong parochial and regional bias. The record of preventive action against professors and teachers at Dacca and outside is far from glorious and there is no doubt that student thinking has been adversely influenced by this group. While some intellectuals have deserted, the majority is still with the Government. The effort should, therefore, be aimed at cultivating the sympathetic intellectuals and in converting those who are hostile. The Bureau of National Reconstruction has done considerable work in this behalf. The re- generation of the older group will, as mentioned in earlier paragraphs, make the intellectuals in this class more assertive.

Middle Class

A strong middle class in a society is a guarantee of its stability. In the past, unfortunately, owing to power and wealth having remained concentrated for generations in the hands of the Hindus, a powerful middle class consisting of the Muslims was non- existent. New economic and service opportunities have opened up and a middle class is fast in the process of formation. It is, however, not conservative as in West Pakistan. The next generation of the middle class will tend to be conservative and will, therefore, exert its influence against rash and ill-advised attempts to bring about violent and ill-conceived changes. The middle class which is now in the course of formation must be helped at all costs and strengthened. The emphasis on mass welfare should, if necessary, be reduced to develop this class. In West Pakistan, the much maligned feudal society of the middle class, which economic conditions are tending to break up, were responsible for stability.

More Vitality on the part of Police Needed

The authorities, I am sorry to say, have been somewhat apathetic toward the poster campaign. Every effort should be made to trace the writers and the organizations, if any,

which are at the back of it. If staff and other resources are lacking, a special staff of selected hands should be appointed. The failure to discover and bring to book the offenders is an invitation to them and to others to continue with their activities. The intelligence authorities should find out to what extent the activity is individual, group-inspired or directed from outside. The role of the communists and the extent of support and the strategy of the Indians must also be discovered. What will also need watching is the possibility of disgruntled elements who feel that they are being wronged and that their salvation lies in forgoing a common front with similar elements on the other side of the border. The people must be convinced that their future and well-being is linked with Pakistan and finally, the fears and apprehensions of East Pakistanis must not be dismissed as imaginary and psychological. The geography of Pakistan and the fact that the seal of the Central Government, the headquarters of the army, navy and air force are all in West Pakistan, the shortage of East Pakistanis in the higher ranks of the services although (they cannot blame West Pakistan for it), the distrust which they have for the Presidential form of Government under which power will tend to become concentrated in the Central Government in West Pakistan, are factors which tend to accentuate differences and make the East Pakistanis suspicious. I have no doubt that if the seat of the Government was shifted from Rawalpindi to Dacca or Chittagong, the equanimity of West Pakistanis would not be the same. It must not also be forgotten that in India regional chauvinism is playing havoc with the unity and the solidarity of the country. Provincialism also exists in West Pakistan and seems to have become the order of the day in the Indo-Pakistan Sub- continent. One of the ways of which Indians propose to solve it is that in future the police and the High Courts shall have not more than two-thirds of its personnel from the Province, the rest being imported from outside. Why can't some similar arrangement be made in Pakistan? The rail link will help to break the isolation of Eat Pakistan and then Dacca will be nearer to Lahore than Amritsar is from Madras.

In conclusion, I repeat that the appearance of the posters is ominous and reflects the state of mind of the extremists in East Pakistan whose faith in Pakistan appeal's to have been shaked. The developments in West Bengal which cause the people in that Province to feel nostalgic and bitter against the Government of India do not augur well as attempts may be made .to forge a common front. There is a feeling that when the Martial Law is lifted, the floodgates of anger and hostility will break out. West Pakistan business executives working in East Pakistan have expressed some nervousness. Their fears may be exaggerated but the fact remains that the poster campaign will certainly unnerve the West Pakistanis now in East Pakistan.

Sd/ M. ANWER ALI
Secretary.

SECRET

PART I

SUB : ***Pestering and leafleteering campaign in East Pakistan.***

In East Pakistan, one of the means adopted to ventilate individual and group opinion is through posters and leaflets, which are generally anonymous. This is almost a traditional feature in this province. In 1957 alone about 600 posters and leaflets were issued. This sort of activity was generally indulged in by individual members or workers of NAP and other political parties opposed to Awami League, the party-in-power. A significant feature in these was that the slogans contained were against the country's foreign policy, military pacts, demands for regional autonomy, lower prices of the essential commodities, etc. None of the leaflets and posters ever suggested independent East Pakistan or unification with West Bengal though during the Parliamentary regime the people had greater latitude to express their opinion. This indicates that none of the political parties and their supporters ever desired to undo or undermine Pakistan.

2. Since Martial Law, about 44 leaflets and posters have come to notice. Of these, 33 are internal and 11 external. The 11 leaflets received from outside were sent by post from Calcutta by Sanjib Chaudhuri, General Secretary, World Congress for World Federation. All the leaflets centered round the theme of re-unification of Pakistan and India. The World Congress is an old organization and protest at Government level against its activities was lodged in 1957. This movement may be traced back to the immediate post- independence period (1947-48) when an organization styled as The Council for the Protection of the Rights of Minorities was sponsored by Mr. J.P. Mitra, Bar-at-Law. Of Calcutta with the identical object of the re-unification of Pakistan and India. Influence of the World Congress for World Federation party in East Pakistan is nil. Some people to whom the leaflets were addressed from Calcutta, themselves made over the papers to the local security authority.

3. Of the 33 internal leaflets and posters, 3 were issued by the East Bengal Liberation Party (E.B.L.P.), 12 by Jana Sangha and the rest came from miscellaneous sources. The E.B.L.P. held that the people of East Pakistan was a separate nation and aimed at complete secession of this province. The party could not achieve the status of any organization and only 5 or 6 persons were behind it. As in the case of World Congress for World Federation, the recipients of this party's papers also made over their finds to the local authorities for necessary action against the sponsors. The party was not also backed by the subversive groups like the Communist Parties of Pakistan and India on the grounds that the move would create a rift among the working class which includes people from both wings. Thus the E.B.L.P. could make no impression either upon the public or upon the subversive political parties.

The organizers of E.B.L.P. were traced out within a short-time, two of them made security prisoners and other action taken with the result that since July, 1960 there has been no activity of this party.

4. The Jana Shangha has put forward 16-point demands which include Parliamentary form of Federal Government with autonomous provinces, parity in all matters, release of security prisoners, etc. The Sangha threatens that if their demands are not conceded within six months from 1-9-1960. it would resort to armed revolution from 14-4-1961 for the liberation of East Pakistan from West Pakistan. All the leaflets issued by the Sangha were manuscript and written in the same hand indicating that possibly a few individuals only are associated with this move. The activities of the party have so far remained confined to the clandestine posting of letters to a few people. There has been no reaction amongst the public who do not know about the move. Some who got the letters, made them over voluntarily to the authorities. The Sangha is about six months old and some clues have already been obtained which are being cautiously worked out.

5. Two cases of miscellaneous posters and leaflets, one in Comilla and the other in Noakhali districts, were the outcome of personal enmity. The writers of leaflets, in order to get their enemies involved in a case under the Martial Law Regulation engineered this device and they are being legally prosecuted for this malicious activity. Another pestering was suspected to have been resorted to by some disgruntled Class IV Government Employees who want interim relief, increment of pay. etc. It may be mentioned here that the last interim relief given only to Class IV Government employees of West Pakistan created some resentment and frustration among the same class of employees in this wing.

The language of the posters was not refined indicating that it was not engineered by any educated person. Vigorous enquiries are being made to locate the author..

6. Most of the posters and leaflets originated in Dacca City. In Bogra town, four posters were detected. These were suspected to have been written by a few students against the implementation of the Education Commission's recommendations. Two cases of pestering in which some persons belonging to the defunct NAP were involved have been detected. In one of them which took place at Bhola (district Barisal). the culprits were detected and the case against them is subjudice. The other was at Sylhet and is under investigation.

7. It is found that all cases of postering since Martial Law were the aberrations of individuals and no well organized group worked behind them. To cite a concrete example, that of Hayat Khan of Dacca may be mentioned here. In March, 1960 he alone wrote out some posters and pasted a few of them in Dacca town just at the lime when people were busy in celebrating the Eid-ul-Fitr. He was arrested red-handed. The case has ended in his conviction.

8. Fostering or leafleteering do not pose a serious threat to the security of the State as they did not emanate from any organized body. At best they may be called small pin- pricks coming from some self-seeking and disgruntled elements who hardly represent anyone but themselves. The security forces in the province have not allowed grass to grow under their feet. The leaflets and posters sent through post are quickly intercepted and those pasted at public places are promptly removed and enquiries started to locate the authors. They do not therefore have any chance to influence the mind of the public at large.

SECRET

PART II

From the above factual analysis it will be clear that the Posters do not represent the mind of even a small section of the people of East Pakistan. Some of these represent the continued efforts of extremist Hindus of West Bengal who still find it difficult to reconcile themselves to Pakistan but who have failed over the past decade to build up any support in East Pakistan. The others were the work of individuals who do not represent anyone except themselves. These therefore are neither "ominous" nor "full of forebodings". On the basis of such manifestations as these posters dark prophesies were made of impending trouble in East Pakistan which, even with the lapse of several months and with no repressive measures of any kind to forestall the prophesied doom, have shown no signs of proving true. It is the duty of any administration worthy of its name to keep itself posted with everything that goes around and ensure the safety and integrity of the State. In order to discharge this onerous responsibility it must, however, maintain a breadth of vision, ability to shift the chaff from the grain, possess equanimity which is not complaisancy, so that it does not create problems for itself by being jittered by small and insignificant things that inevitably happen in any State anywhere. Nothing would please the enemies of the present Regime more than to see it get bogged down with petty matters and in panic take false steps which will create genuine irritation to the people so that such irritation could be exploited for their own ends.

As the paper circulated by the Ministry of the Interior have taken an unrealistic view of the significance of these posters, which does not stand the test of objective scrutiny, the opinion expressed and recommendations made in the paper suffer from the fact of having been made on fundamentally wrong premises. The major issues raised in this paper may be enumerated as follows:

(a) Reaction to the advocacy for secession of East Pakistan from Pakistan in the posters has been "surprisingly mild" by which it is implied that the idea is generally acceptable to the people of East Pakistan.

(b)East Pakistanis are dissatisfied with the Central Government and the present regime, West Bengal Hindus are dissatisfied with Delhi, therefore, the two will gradually come together and form an united Bengal whether in or outside the Indian Republic.

(c)When Martial Law is lifted the "flood gates of anger and hostility" will break out.

(d)Loyalty of officers in key positions in East Pakistan should be examined and actions taken.

(e)Emphasis on mass welfare should, if necessary, be reduced to develop the new middle class in both East and West Pakistan.

3. Before considering these issues it may be useful to state some of the fundamentals in the attitude of East Pakistanis and a brief background of their history. Situation in East Pakistan cannot be correctly understood without this background.

(a) East Pakistanis have suffered the most at the hands of the British and the Hindus hut they did not submit to any of them since the battle of Plessey. They were crushed economically but spiritually never. Their devotion to Islam is intense. It is this devotion which made them walk all the way in the early part of the last century to the present northern areas of Pakistan to fight against the Sikhs and later against British to save the honor of fellow Muslims and their religion.

(b)Their opposition to the British and the Hindus were so intense that by refusing to learn the language of the "Kafir" they later found themselves in a very disadvantageous position they never allowed themselves to be identified with a Hindu even in such small matters as that of dress though they spoke the same language but as far as possible they had a distinct vocabulary.

(c) East Pakistanis never once faltered ever since the demand for Pakistan was voiced. So much so that when Mr. Fazlul Huq, who was the political idol of the Muslims of Bengal, left the Muslim language he was despised and ignored by them. Mr. Suhrawardy was the popular chief Minister of Bengal at the time of independence and to him must go the credit of saving Muslim lives in August 1946 riots in Calcutta. Yet when he championed a sovereign Bengal outside Pakistan the people of East Pakistan behaved as if he did not exist. (Both these political leaders were rehabilitated with the people of East Pakistan only when the politicians made a complete mess and sense of values had definitely changed for mere expediency and opponents of Pakistan in other parts of the country were also accepted in the Political life of the country).

4. With this background East Pakistanis will never contemplated joining hands with Hindus against Pakistan. They have demonstrated this when there was need to do so. Maulana Bhashani was the most popular leader in 1954 and his mass meetings were attended by thousands. This was a time when feelings against West Pakistan were at its height. Yet, when at the Kagmari conference the Maulana said that if justice was not done to East Pakistan, East Pakistan may have to say goodbye to Pakistan, the Maulana lost his mass-popularity. Could there have been greater and more convincing demons- traction of the passion that East Pakistanis have for Pakistan?

5. One of the bitterest grievances in East Pakistan is that some of the influential people in West Pakistan suspect the loyalty of East Pakistanis to Pakistan and propagate that suspicion with impunity. They cannot understand it. The only explanation they can think of is that these persons want to prevent the economic development of East Pakistan and deprive them of opportunities to share in the running of the country. They sometimes wonder whether the enemies of Pakistan are not working on two fronts to destroy Pakis- tan by trying to create an unbridgeable gulf between the two wings. In the Eastern wing they exploit the grievances of East Pakistanis and propagate cultural unity with West Bengal. In the Western Wing they create the impression that East Pakistan will one day go out of Pakistan so they should not bother to build up too close economic and other ties with East Pakistan.

6. The point has been made that the reactions to the seditious posters have been "surprisingly mild". As a matter of fact that there was no reaction. It would be surprising

if there was any. These posters were generally picked up before anyone saw them. Reactions happen in such matters only when the people feel that what is propagated is intended to be executed. This was so in the case of Maulana Bhasani's speech at Kagmari. If anything Hast Pakistanis are intelligent-they know what these posters represent and would have ignored them though they would have felt burnt and unhappy. If there is a rape they feel shocked but they do not publicly demonstrate their sense of shock they expect the culprit to be dealt with according to law.

7. From what has been slated in the preceding paragraphs it can be confidently asserted that East Pakistanis will never join the West Bengal Hindus unless they are remorselessly pushed by forces beyond their control to do so. East Pakistani altitude is governed both by emotional and material reasons. They arc clever enough to fully understand that they have really large slakes in Pakistan and that they can never have the position they have in Pakistan, in spite of all their grievances, outside Pakistan. Their grievances, however, are far less acute today than in the past years. They have no grievance against the regime or its leaders they know that they are trying Their best to do justice to East Pakistan. The grievance they have today is against the Central Government machinery as distinct from the regime. They complain of lack of participation in the running of the Central Government machinery. They do not expect that overnight a large number of East Pakistanis will fill the central secretariat and attached departments. They do, however, feel that very little is being done to take in a steadily larger number of people from this wing into the Central Government services so that in as short a time as possible East Pakistan has adequate representation in the Central services.

8. It is slated in the paper that once Martial Law is lifted "anger and hostility" will break out. The question is whose anger and hostility and will it be confined to East Pakistan only? The politicians and their henchmen, the black marketers, the anti-social elements in both the wings and the feudal class in West Pakistan have all suffered under the present regime. They are certainly quiet today because of Martial Law. They will not be quiet when the Martial Law is lifted and they will certainly try and create confusion, most of the newspapers are directly or indirectly controlled by this group of people. The "anger and hostility" that is likely confined to East Pakistan. It is a national problem and ways and means to provide a cushion against it will have to be carefully thought out. This should be a matter of urgent priority.

9. A screening of officers in key position in East Pakistan has been suggested. A comprehensive screening was done and all undesirables have been eliminated. No grounds have been furnished which would justify such a measure again. As with the people in general in East Pakistan the officers in East Pakistan get infuriated when their loyalty to Pakistan is suspected unfortunately they know that this is so in certain quarters of the Central Government. As they value their jobs the only way they can react is to recoil into them, thread the path of least resistance, be afraid of taking any initiative. A Government servant is of little use unless he has confidence acts fearlessly and expresses himself in his official work without restraint. The tremendous national mischief that has resulted from such unthinking suspicion of a fellow countrymen's

loyalty to his country is incalculable. The sooner this is emphatically and effectively stopped the better it will be for to the solidarity and progress of the country.

10. The last point relates to the suggestion that the new middle class should be looked after adequately even by sacrificing mass welfare if necessary. It is of very great importance that the middle-class should be looked after. On account of high prices low income and lack of adequate employment for the educated this class has been hard-hit, particularly the lower income group with fixed income. Enough attention has not been paid to their welfare but to suggest that this should be done even at the cost of the masses is dangerous. Such an approach will lead to the triumph of communism and not of Islamic ideals to which we profess loyalty. In any case it would be hypocritical for any government to rule in the name of the people, to profess democratic and Islamic values and neglect the poor masses just because they cannot create mischief.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

REPORT ON ELECTION TO BASIC DEMOCRACIES

Election to the Union Councils, Committees Town Committees, the base of the 4-tier basic democracies commenced under Chapter IV of the Basic Democracies Order, 1959 as pledged by the President and the Government on December 26, 1959. While the elections finished earlier in most wards the notification of completion of the first general election was issued on February 1.

Election Rules:

Rules were framed by the Provincial Government for conducting and election in which unprecedented keenness and expectation from the public was anticipated The administration provided through these rules for delimitation of constituencies at the rate of one elected member per 1,050 persons so that the size and the nature of Union Councils and Union and Town Committees remain suitable for efficient administration.

Following were the principal features of the election procedures as shaped by these rules:

(1) electoral rolls prepared under the Election Rolls Act, 1957 was the authorized voters list,

(2) secrecy of ballot was ensured,

(3) single-member wards were constituted wherever administratively possible,

(4) men and women were to cast votes separately,

(5) ballot box were supplied by candidates.

(6) votes were counted daily immediately at the end of the poll and result announced them and there,

(7) Election Rules also provided for Rules for election of chairman within 30 days of the notification of names of elected and appointed members.

(8) Commissioners and Collectors were invested with powers to dispose of election petitions. This was in consonance with past practice under the Bengal Village Self-Government Act, 1919.

Declaration of Unions and Towns:

The rural areas of the province were divided into 4,056 Unions. 28 of the 56 Municipalities were declared as Towns and remaining 28 Municipalities were divided

into 183 Urban Unions. Transforming the number and boundaries of Unions so as to form a local council per every 10,500 persons, specially in a short period and in a manner that the area may be feasible unit, strained administrative resourcefulness of local officers to the fullest extent. Care was, province was 40,000. This included the mouzas which came to Pakistan on 15th January 1959 as a result of implementation of Bagge Award in disputes I and II and it also included in theory areas within Pakistani enclaves in India, though for reasons of administrative difficulty people of such enclaves could not participate in voting, as no electoral rolls for them were prepared in 1957, nor could be prepared in 1959. Generally this was achieved by-

(a) fixation of number of Union in a subdivision by dividing its population by 10,500,

(b)bringing the population of as many unions as possible to 10,500,

(c)disturbing the boundaries of as few unions as possible.

The resultant increase or decrease was, therefore, achieved, by joining small unions, dividing big unions and rearranging others so as to ensure continuity, compactness and administrative feasibility.

Originally there were 3,583 Unions under the Bengal Village Self-Government and a few Panchayati Unions in 15 districts other than Sylhet and Chittagong Hill Tracts, about 1,000 chowkidari circles in Sylhet district and 56 Municipalities in the province. The area of the new units was, therefore, small enough for all candidates to be personally known to each voter. This intimacy was one of the reasons for a record vote.

The delimitation of Unions and Town and Union Committees, as well as the division of the electoral rolls, were effected with commendable speed and finalized before the end of the month of November. Figures of wards are as follows:

Single-member wards	16,689
Two-member wards	5,765
Three-member wards	3,049
Multi-member wards (More than three members)	509

Special mention may be made here of two districts namely. Sylhet and Chittagong Hill Tracts where union boards did not exist. In Sylhet district which had no union hoards unlike other districts of this province, 2,860 elective seats were allotted to rural unions on the same basis of one seat per 1,050 populations. The tea gardens were also included in these set up. In actually delimiting the union boundaries, the existing chowkidari circles were grouped conveniently to conform to the above standard, as far as possible.

In Chittagong Hill Tracts also which is the only district with the majority of the non- Muslim population (Tribal and Buddhist) the seats were allotted on the same basis and a total number of 270 seats were allotted to this district. The entire district with a population of nearly 3 lakhs was divided into 31 unions spread over three subdivisions each of which was declared a thana for the purpose of Basic Democracy.

It was desired of the Government to have single-member wards but the authorized electoral list was prepared for national elections and was not readily adaptable for these primary elections, specially in the short time at our disposal. There was thus in many cases no alternative but to have multiple-member wards.

A schedule giving the unions and wards is attached.

Nomination papers and their scrutiny:

Following figures give the salient features:

(a)No. of nomination papers originally field 87,190

(b)No. of nomination papers withdraw 6,040

(c)No. of nomination papers rejected 2,274

Instructions were issued to Returning Officer not to reject nomination papers on flimsy ground. The grounds of rejection were:

(a) the candidate having any of the disqualifications mentioned in Pan II of the Second Schedule of the Basic Democracies Order.

(b) Nomination papers were not signed by candidate, proposer or seconder.

(c) Signature of candidate proposer or seconder challenged and could not be proved to be genuine.

(d) the age of the candidate was below 25 years.

(e) Names of the candidates not found in the Electoral Roll of the Union.

(0 Declaration on the nomination paper not signed by the candidate.

(g) Candidates were teachers of educational institutions.

The Total number of candidates elected without contest, was 7,083.

In 14 constituencies, no nomination papers were filed ten of which were in Bogra district, three in Rajshahi and one in Khulna.

Publicity Campaign:

Basic Democracies was a radical departure from the old institutions and that too in a fundamental sphere. A massive publicity campaign had to be mounted to satisfy the public need for information. In this province special effort had to be made to ensure that public did not assume the basic democracies to be union and district boards in a new form.

Publicity campaign on Basic Democracies was touched off by the Radio Broadcast of the President from Dacca Radio Station on 2nd September. A number of articles on Basic Democracies were issued to the press by the Reconstruction Bureau which were published both in English and Bengali in all the daily newspapers.

In November 1965, 50,000 posters in Bengali and Urdu on Basic Democracies were issued and distributed through the province. Four special pamphlets containing songs on Basic Democracies were widely distributed. They were written and composed by eminent Bengali writers.

Nine other pamphlets containing talking points on Basic Democracies prepared by eminent writers on political science were written and widely distributed.

Forty-three Radio sets were sent to publicity units in districts to step up publicity campaign on Basic Democracies.

Articles on Basic Democracies were frequently published by newspapers. Besides, hundreds of photographs, news reports describing the public lectures and publicity campaign about Basic Democracies undertaken by Government officials in districts were issued.

In December, 1959, district mobile units of Rangpur, Rajshahi, Bogra, Jessore. Mymensingh, Bakarganj, Kushtia, Chittagong Hill Tracts and Noakhali were supplied with 16 m.m. projection outfit for screening Basic Democracies films. Other districts were equipped with 35 m.m. projectors.

Two Bengali plays, namely, 'Gramer Maya' and 'Shanko' were written and staged in Dacca and Chittagong.

Two booklets containing Basic Democracies Order and Election Rules in Bengali were issued. A poster containing instructions to candidates for Basic Democracies was issued.

Publicity materials issued by Provincial and Central Governments were issued and distributed-number 12, 08,337. Besides majority of the press releases out of 202, related to Basic Democracies campaign.

A number of popular songs were composed on the theme of Basic Democracies and well-known artistes were employed to compose the tune and teach singers who later on toured the districts.

The Reconstruction groups played a dynamic role in organizing and implementing the publicity campaign.

Administrative arrangements:

The circle, generally consisting of two or three thanas, was the unit for conducting the elections. The Circle Officers were gazette. Returning Officer excepting in Sylhet and Chittagong Hill Tracts where none existed and magistrates were appointed. In Dacca and Chittagong magistrates were also appointed.

In many places Sub-Registrars, Food Inspectors. Sub-divisional Inspectors of Schools, Inspectors of Co-operative Societies, and Relief Officers were appointed Assistant Returning Officers.

Non-gazette Government officers, e.g.. Circle Inspectors of State Acquisition, Sub- Inspectors of Schools, Assistant Inspectors of Co-operative Societies, Assistant Adjutant of Ansars, etc., were appointed as Presiding Officers. Tehsilders and Assistant Tehsildars of State Acquisition, Primary School Teachers, Union Agricultural Assistants and in some cases clerks of Collect orate and Sub-divisional Officers were appointed Assistant Presiding Officers and Polling Officers.

Law and order was maintained by two police constables and 3 Ansars posted at each polling station. Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors toured through the union to supervise the former officials.

Administrative arrangements at the polling stating were made through the officers-in- charge of the different Union Boards, mostly Union Agricultural Assistant and Tehsildars. Additional clerical staffs were deputed to the Sub divisional Officers and Second Officers from the district headquarters for the additional work involved. Process Servers and in some cases temporary persons were appointed for serving notices, etc. The rural populace was also utilized for the same purpose.

Every ward was provided with one polling station and separate arrangements were made for female voters. In the urban areas female presiding and polling officers were provided but in the rural areas this specifically could not be given.

The elections for their magnitude and speed were unprecedented. Simultaneous elections were held in over 15,000 polling stations to elect 40,000 members. The following statistics will show the magnitude of the task:

(a)Total No. of polling stating in the province	....	15,821
(b)Total No. of polling booths	....	28,909
(c)Total No. of Returning and Asstt. Returning Officers about		400
(d)Total No. of Presiding Officers	....	16,000
(e)Total No. of Asstt. Presiding Officers and Polling Officers	...	50,000
(f)Total No. of police constables, chowkidars and Ansars employed.		80,000

Every Returning Officer was to return about 300 members of 25-30 Unions and this work was discharged by them without any relief or additional hands.

As no relief was provided officials had to work round the clock causing great strain on them and hampering other but in many cases important work.

Considerable difficulty was experienced with regard to electoral rolls also. These rolls which were prepared for elections to National Parliaments were not up to date and contained large number of mistakes mostly relating to entries of names and age of voters. Adoption of these rolls, prepared alphabetically for every village, mouza or street, for election to Basic Democracies led to stupendous difficulties in a number of places where

the village or mouza population was above manageable size. Splitting up of these rolls into convenient size was not always possible, particularly in view of the short time at our disposal; this task also involved much cost and labor. Thus in spite of Government's desire to have single-member wards, in many places wards had to be created with two, three or even more members; in some cases the number of members in a ward was as high as 16 even.

In some reverie areas some village or parts of village were diluviated and new areas were formed after the Census of 1951 and in some cases seats had to be allotted towards on the basis of figures in the electoral roll but neither the census figures nor the voter's list did reflect the actual position.

Some instructions, particularly about disqualification of candidates were received rather late. This also caused some administrative difficulty. As the list of persons who incurred disqualification under the EBDO was not a available in time, a number of nomination papers had to be rejected at a very late stage.

The requirement of production of ballot box by the candidates at least one hour before the polling created some difficulty to illiterate candidates in some places.

Political effect of Basic Democracies Order and the first election under it :

Initially the Communists and many of the prominent leaders of the defunct NAP and Awami League wanted to boycott the election. They carried on a whispering campaign alleging that the Basic Democracies were merely a camouflage to support the present regime and that the powers vested in it are illusory. Nominations and power of control by the Government were specifically criticized.

In the beginning there was ignorance of the concept and there was general apathy. The absence of political parties and the late finalization of union and ward boundaries reduced the number of those who usually are interested in spotlighting the political and administrative problems at the time of election. A massive publicity campaign was mounted and exceptionally keen election ensured. The interest of the people in the new institutions slightly in the beginning gained in momentum rapidly. When the detractors and the critics of the New System saw this swing in public opinion they also changed their tactics and decided to sponsor candidates or lend support to those who in their opinion could be amenable to their influence or brain washing at a later stage. The prevarication in their attitude, however, placed them in a disadvantageous position because they had little time left to organize them and to mobilize it. 216 persons with know leftist leadings have been elected. This very small number and this failure is due to the leftist parties having divided mind and lack of opportunity of open propaganda.

The extensive participation of the people in the elections and resultant heavy polling was due, among others, to the following reasons:

(a) Smaller constituencies and proximity of polling centers.

(b) Wider powers of the new Union Councils and the consequent desire of a larger number of people to share the power and fruits thereof.

(c) These institutions being the only elective bodies for the present the normal democratic urge of the people was intensified.

(d) Social or family rivalries played a great part in making the contest keen.

(e) That section of the population which used to remain passive and neutral for fear of political reprisals or victimization could also exercise the right of franchise under the present tranquil atmosphere.

(e) The Female voters went to the polls in larger number because of the proximity to polling centers and the elimination of women-teasers.

Role of various groups of in the election:

Minorities.- The Hindu Mahasavha fought the elections in an organized manner and put up their candidates in Hindu majority areas and also in places where Hindu had a balancing vote. The Congress perhaps did not put up candidates as a party but they either lent support to other Hindu candidates or engineered election alignments on the quiet with defunct NAP and other miscellaneous disgruntled elements. In comparison with the past Union Board elections the number of Hindu candidates elected uncontested is larger as also the number of candidates elected after contest. This was due to two main reasons:

(a) in multi-member wards they only put one candidate and they all voted for him. Generally, there was no contest among Hindu candidates and they maintained solidarity of their votes against rival Muslim candidates.

(b) In areas where they had a balancing vote they lent support to candidates other than those who belong to rightist groups. (This has all along been the attitude of the Hindus in the province. They support among Muslims the leftist and the disgruntled elements).

Communist. -- The Communists did not put up marked party members as candidates. In some cases they put up unmarked and unknown party supporters but in most cases they lent support to such candidates who had no affiliations in the past with any rightist group. Such candidates have also the support of Hindus, although for different reasons.

NAP. — The NAP ultimately decided to contest the elections and they join hands both with the Communists and the Hindus as it suited them. They were not however able to put up their own candidates in substantial numbers, but like the communists they lent support to those who from their point of view were less unacceptable to them.

The likely intention of both the communists and the NAP in trying to find a foothold in the Union Council is to have a group of people whom they could utilize in creating disaffection against Government when the Councils start functioning. The line they would probably take will be to pinpoint the inadequacy of funds at the disposal of the Councils and the absence of any real powers in them. They will try to shift the scene of

acrimonious criticism against non-availability of fund for development of the province from the defunct legislature to the Union Councils.

Awami League.— The defunct Awami League has not been able to play any effective role during the elections. They have already been discredited and therefore could not influence the elections to any extent. The leftist group in the Awami League aligned itself with the NAP or the Communist. Some of the prominent supporters of the Awami League, however, contested the elections.

K.S.P. —The K.S.P. was always a loose and shifting party. After the dissolution of political parties it just melted away. As most of the members of the defunct K.S.P. belonged originally to the Muslim League they probably mentally re-identified themselves with the party and supported League-minded candidates during the elections.

Muslim League.— The defunct Muslim League generally supported the concept of Basic Democracies. As they had no well-knit party organization even before the dissolution of political parties they have not been able to exercise much influence during the elections. One the other hand, however, as most of the people in the rural areas until a few years ago subscribed to the ideology of the Muslim League the majority of persons elected are more or less Muslim League-minded.

Nizam-e-Islam. — The ex-Nizam-e-Islam Party also generally supported the concept of Basic Democracies but were not able to get many candidates elected to the Councils.

Types of persons elected:

About 40 per cent of the members elected are of the type that used to be elected in the old Union Boards. Others are of a better type and more educated. Less than 3 per cent of the elected representatives are illiterate. Among the rest, majority arc under-Matriculate and some with higher educational qualifications.

The largest group consists of Agriculturists. The number of people from small business and trade is the highest after the Agriculturists. In the past a much smaller percentage of elected members belonged to this category.

A small number of lawyers and professional men have also been elected particularly in the urban areas.

On the whole, the persons elected in the Union Councils are of a better type than those who used to be elected in the Union Boards. A few persons who have been elected in the Union Councils in Dacca are of high stature and status, viz., one retired Inspector- General of Police, one retired Principal of the Medical College and one retired Judge.

In the Union Committees however the type of persons, with few exceptions is inferior to those who used to be elected in the Municipalities, The reason for this is that the functions and powers of the Union Committees are practically nil, and if any, too vague and nebulous. The only attraction for the Union Committees was that one of the members of the Committees will be elected as Chairman who will be an ex officio

member of the Municipal Board. The prospect of election as Chairman being on the average one in ten, many people did not feel inclined to contest the elections in these Committees.

In Sylhet and Chittagong Hill Tracts where there where were 110 Union Boards previously, there was a general tendency to reject sarpanches and Headmen respectively. Contrary to expectations tribal bonds were not so strong as to transcend local loyalties in certain case. A decline in the influence of Headmen and chiefs was noticeable.

(Confidential)

Answers to the Questionnaire for eliciting information's on the elections to the Basic Democracies in Pakistan-Ref. letter No. 50-19(5)/59-Res., dated the 1st January, 1960 from Bureau of National Reconstruction, Karachi to Bureau of National Reconstruction, Dacca.

1. *Name of District:*	All the 17 districts of East Pakistan
2. Constituencies and nominations:	
(a) Total number of seats:	40,000
(b) Total number of nomination papers filed in the district.	87,190
(c) Total number of nomination papers rejected in the district with reason there of.	2,274 (Mainly on the ground of irregularity and disqualifications.)
(d)Total number of seats contested in the districts.	32,917
3. Contestants:	
(a) Average age	Between 35 and 40
(b) Educational qualifications	Metric and above 4,298 Below Metric 34,814 Illiterate 888
(c) Professional and Financial status	Mostly agriculturists and businessmen with a few retired Government servants. Ex- servicemen and legal medical practitioners. High percent of literate people among the elected members indicate that the agriculturists who were returned belonged mostly to middle class farmer families

Agriculturists	…	32,986
Businessmen	…	5,810
Contractors	…	434
Retired Govt. servants	…	257
Lawyers	…	298
Ex-servicemen	…	215
With political party	…	2,800

(d) Their Previous activities in social and political fields.	It is estimated that about 7.5 percent of the elected members had some association with political parties before the revolution; about 40 percent of the members elected are of the type that used to be elected in Old Union Boards. Majority of them were associated with social activities in the rural areas in some form or other.
(e) The manner in which the candidate carried on their election propaganda.	Personal door to door approach to individual voters stating their social activities and propaganda, mentionable attributes. Although public meeting for electioneering were held by the candidates at some places, by and large, canvassing was confined to door to door approach by the candidates and supporters.
(f) What was thenature of appeal madeby the candidates to their elections?	Personal appeals to the voters based on public service rendered, integrity, and capacity for service, which the candidates claimed for themselves.
(i) Did they put forward any programme?	No. With the banning of parties, election on the basis of programmed was perhaps out of place.
(ii) Did they merely state their personal qualifications to deserve the confidence to their voters?	Yes, Appeal was mostly personal and no programmed was set-forth [See column 3(i)].

4. *Attitude of the voters to the election:*

(a) Did the People come forward Yes. This was due to several factors, namely
to vote in large numbers? If

so. what factors were responsible for this?	(a) Smaller constituencies and proximity of polling centers (b) Wider powers of the new Union Councils and the consequent desire of a large number of people to share the power and fruits thereof. (c) These institutions being the only elective bodies for the present, the normal democratic urge of the people was intensified. (d) Social or family rivalries played a great part in making the contest keen. (e) That section of the population which used to remain passive and neutral for fear of political reprisals or victimization could also exercise the right of franchise under the present tranquil atmosphere. (f) The female voters went to the polls in larger number because of the proximity to polling centers and the elimination of women tensors.
(i) Was it due to political consciousness?	Yes.
(ii) If so, what contributed to this political consciousness?	People of this Province are more or less conscious of their political rights to a certain level. Their consciousness was further aroused by planned and sustained publicity campaign launched by the Bureau of National Reconstruction, with the help of officials and leading non-officials on the weight, gravity, importance and consequence of this first unique Basic Democracies Scheme.
(iii) Was it due to sectional or group interest?	Sectional or group interest had very little chance to rear their heads. Some secret under- ground groups tried to push the candidates of their choice here and there, but their success was limited. The extent of their participation and success is under enquiry by appropriate

agencies. By far, the largest number of seats were contested on individual basis where sectional or group interest had no place.

(iv) If so, what were the reasons for the group or sectional interest?

As mentioned in the last paragraph, the political parties, with secret party organizations were only in a position to operate with group interest as, their objective. In the absence of any rival organization to oppose them as a group or party they assumed that they had a good chance to win. Their group interests were actuated by their desire to propagate their ideology and some immediate objectives, such as obtaining a foothold in the election machinery in case the Union Councils function as electoral colleges for the election of the President and members of Parliament under future constitution. (Para on political effects, and the role of the minorities in the note attached to this report may be seen.)

5. Administrative arrangements for the election:

a. Average No. of voters in each polling booth was required to cater for?

530 on an average.

b. Were the arrangements adequate for this purpose? If not, omissions and commissions in this respect.

Arrangements were adequate, conducts of election was orderly and complaints and petitions were very few. A spirit of co-operation and good will prevailed all round. (Para on administrative arrangements in the attached note, may be seen.)

c. What effect did these good or faulty arrangements have on the voting?

Greater percentage of votes was recorded within a much shorter space of time in comparison with any election in the past. Besides the result of the election could be declared before sun-set in almost all centers.

d. What was the average size of each constituency for the election?

1.25 sq. miles

e. Was it possible to have smaller constituencies; if so, how on the basis of existing electoral rolls?

It was difficult to reduce further the size of the constituencies. Elections were held on the existing electoral roll everywhere. There were a small number of multi-member

	constituencies but with single vote where splitting up was impracticable. By far the largest numbers were single-member constituencies.
6. *Results of elections* :	(See the enclosure in print of detail)
(a) Type of people elected.	In general, type of people elected to the Union Councils/Committees may be looked upon of acceptable caliber but in such areas people of questionable character with shady antecedent are reported to have returned. (Also please sec the Para under the heading "Type of persons elected", in the attached note for details).
(b) Educational Qualifications.	(See Paragraph 3). About 97; 8 % of those elected are literate people. Members with educational qualifications higher than of Matric standard constitute about 10.8 %. Illiterates constitute only 2.2 % of the members elected.
(c) Professional and financial status.	Majority are middle class agriculturists, a few are retired Government servants. Ex-servicemen, Lawyers, medical practitioners and businessmen. Financial position of almost all the elected persons is of mid and lower-income group with some exception.
(d) Previous activities in social and political field.	Mostly local social workers and a small number with past political career.
(e) Programme which the successful candidate or candidates put forward for his or their elections.	No definite programme, except a general appeal to serve the people.
(f) How many seats remained uncontested and what were the reasons for lack of any contest in seats?	Total number of uncontested seats was 7.083; reasons being rejection, withdrawal and compromise.
(i) Was it due to the over- whelming popularity of the candidates?	Mostly because of popularity and influence of the candidate returned uncontested. In some places rejection of nomination papers left only one man in the field. Dearth of men of means and uncertainties of the future, prevented contests at some places.

(ii) Was it due to lack of interest in contesting elections?	Instances of uncontested return, due to lack of interest were small.
(iii) Was it due to manipulation of any kind before filling nomination paper or after ?	No
(g) The number of seats for which no one came forward to contest at all and reasons thereof.	14-Ten of which were in Bogra district, 3 in Rajshahi and one in Khulna. One Union of Bogra which failed to return 7 members consisted mostly of railway employees and refugees who were not voters. Another Union who were to return 3 members did not do so due to some dispute over the delimitation of constituencies. The causes in the 3 wards of Rajshahi and one in Khulna have not yet been reported.
7. *Average and percentage of voters and votes cast:*	
(a) No of votes in each constituency.	530 on an average
(b) No. of votes cast...	Total-11,790,927 Male-7,658,881 Female-4,132,046.
(b) Comparative figures of votes cast (male and female) during the previous Municipal/Assembly elections.	Mate-50 per cent. Female-20 Percent.
(d) Percentage of vote cast in all the district. (Basic Democracies).	Male-67 per cent. FemaIe-42 per cent. } On average.
8. *Any other special feature which the local authorities like to mention:*	A large number of voters turned up to exercise their rights of franchise. Perfect peace and order prevailed and there were no reports of outward incident; but sometime difficulties were faced due to frequent changes of decision in the upper level as reported by some District Magistrates.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উদযাপন সম্পর্কে সরকারী প্রতিবেদন	সরকারী	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

FROM : ZAFAR IQBAL, EsQ., Csp, **Immediate.**
Deputy Director.

GOVERNMENT OF PAKISTAN
BUREAU OF NATIONAL RECONSTRUCTION
PAKSECTT. No.3,
Old Forest Office Building, Jail Road.

NO. 704/61-DPUI, Rawalpindi, dated the 25th February, 1961.

DEAR MR. AHMED.

D.B.R. desires that a report on the celebration of 'Shaheed Day' (21st February), may please be sent immediately to him along with your comments.

With best regards.

Yours sincerely.
ZAFARIQBAL

A.M.S. AHMED, EsQ., Psp.,
Director,
Bureau of National Reconstruction
Government of East Pakistan
DACCA.

<u>Secret/Immediate</u>
Bureau of National Reconstruction.
East Pakistan, Dacca

D.O. No. 125-D.B.N.R. The 1st March, 1961.

MY DEAR ZAFAR IQBAL,

I am enclosing herewith a report on the observance of 'Shaheed Day'. 'Shaheed Day' has assumed a very great sentimental and emotional importance with the students of East Pakistan. The Communist had always exploited this sentiment for their own purpose by introducing ideas which serve their objectives that are apparently acceptable. This year's celebration of the 'Shaheed Day' was intended by them to be used for the purpose of bringing the students into a clash with the authorities. If they had succeeded in doing so they would have further exploited the situation by calling it the beginning of resistance against the present regime. I consider that they have failed in their objective. The observance of the day was peaceful, disciplined and orderly and this in spite of the fact that there was no obtrusive police arrangement on account of the wise decision of the Government let the students celebrate the day as usual without giving them any unnecessary provocation.

2. It will be noticed from the attached report that though the communist wanted regional autonomy for East and West Pakistan and Parliamentary Government to be included in the demands to be made by the students these topics were not raised by them at any stage.

3. The passion that are roused immediately before the celebration of 21st February die down as quickly thereafter. This has been so this year also. There have been no repercussions of the celebrations of the 21st February.

4. These mischievous elements who egged on the students this year are known and the Government are considering suitable measures that might be taken to deal with these mischievous elements who number only about half-a-dozen….

<u>SECRET</u>

Intelligence Branch, East Pakistan
Lalbagh, Dacca.
Dated the 23rd February. 1961.
No. 3582

TO
A.Q. ANSARI, EsQ.,
Secretary to the Govt, of East Pakistan,
Home Department, Dacca.

SUB J .—Observance of' Shaheed Day' on 21st February, 1961.

1. As in previous years, all sections of students jointly observed the 'Shaheed Day' this year in different parts of the province.

The celebration was on a large scale, as usual, in Dacca, where some of their elders also look part in the symposium etc.

2. A Bengali circular, dated 12th January 1961, issued by the Communist Party, East Pakistan contained a directive to the party workers to raise the following demands during the observance of' Shaheed Day' this year :—

(1) Regional Autonomy for East and West Pakistan.
(2) Parliamentary Government.
(3) Bengali as medium of instruction.
(4) 21st February as a holiday.
(5) Completion of' Shaheed Minar'.

It also suggested that if united attempts were made to observe the 'Day' by mobilizing the people in spite of the opposition of the Government, it will be a successful 'Resistance Day'.

The District Organizing Committee. Dacca also issued a circular suggesting the following demands to be raised by the students before the Govt.

(1) To declare 21 st February as a public holiday.
(2) To complete the work or 'Shaheed Minar'.
(3) To introduce Bengali as the medium for Higher education and all official work in East Pakistan.

3. It may be mentioned here that at a secret meeting on 1-1-61 the National Awami Party, Narayanganj town decided to observe the 'Day' in a befitting manner with the active co-operation of youths and public and not to leave it to the students alone.

4. The East Pakistan Youth League workers of Dacca also held a secret meeting on 27-1-61 to discuss the observance of the Day' in a befitting manner and decided ***interalia*** to approach students for the decoration of 'Shahid Minar' and also to approach the local Bengali and English papers to publish supplements in observance of the 'Day'.

5. The papers were accordingly approached but they declined to issue any supplement. The Daily 'Ittefaq' and Sangbad', however, came out with editorials. The latter also published a picture of the incomplete 'Shaheed Minar'. The Pakistan Observer, the Ittefaq and the Sangbad formally closed their offices for the day but arranged to issue the paper on the following morning.

6. As East Pakistan Students' Union (EPSU) holds a predominant position in the Dacca University Central Students' Union (DUCSU) and different Halls, its supporters look the lead in the matter of preparation for the observance of the 'Day'.

7. The EPSU workers of Dacca University held a secret meeting on 1st February 1961 to chalk out the programme. It was decided to convene a general meeting of the Vice-Presidents and General Secretaries of DUCSU and other Hall Unions and as well as of the representatives of different educational institutions of Dacca to take a final decision on a proposed programme to print pamphlets and posters, take out ***Probhat Pheri***, place wreaths on the graves, submit a memorandum to the Chancellor for the completion of 'Shaheed Minar' and making Bengali the medium of instruction and arrange cultural shows in the evening.

8. Accordingly, on 8th February 1961 a meeting of the student representatives was held in the DUCSU office with Jahan Ara Akhtar (EPSU), Vice-President, DUCSU in the chair. The meeting thus also included the few representatives belonging to the rightist groups, viz. NSF, SF and EPSL, though the majority were from EPSU. The meeting decided to observe 'Shahid Day' in a befitting manner, to issue a press statement under the signatures of V.Ps. and G.Ss. of various Halls of Dacca University, urging upon the students to observe the 'Day', to urge upon the Govt. to declare 21st February as a Govt. holiday, to complete the construction of 'Shahid Minar and to introduce Bengali in all spheres of national life and administration.

A detailed programme was also chalked out for the observance of the 'Day' including ***Probhat Pheri*** in small groups, visit to the graveyard and placing of wreaths on Central Shahid Minar. It was published in the press on the following day (9-2-61).

Publicity was also given by widely distributed printed leaflets. A few anonymous manuscript posters in Bengali urging observance of Shaheed Day in a befitting manner were also found pasted on the Notice Boards of Jagannath College, Curzon Hall, on the University gate and near the auditorium of Dacca Hall. Another poster urging completion of the Shaheed Minar was also found pasted on the wall of National Bank building in Ramna area.

9. In pursuance of the programme, the students had assembled at dawn on 21-2-61 in their respective Halls and institutions to offer prayer for the souls of those who lost their

lives during the language movement and placed wreaths on the Shaheed Minars in their respective institutions.

Black flags were hoisted at the top of Salimullah Muslim Hall, Iqbal Hall,. Abdur Rahman Khan Hall and at the compound of Jagannath College.

Then the students in small groups and batches started streaming into the Azimpur graveyard in bare-foot and wearing black badges. The Badges were cither of paper bearing inscriptions in Bengali "Shaheed Smriti Amar Hauk" and "Ekushe February Zindabad" or of cloth (plain).

On their way, the students sang Probhat Pheri and shouted the following slogans:

1. “২১শে ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ”
   (Long live 21st February).
2. “শহীদ স্মৃতি অমর হোক”
   (Let martyr’s memory be immortal).
3. “রোমান হরফে বাংলা লেখা চলবে না”
   (Writing Bengali in Roman script will not be tolerated).
4. “২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা কর”
   (Declare 21st February a Govt. holiday).
5. “শহীদ স্মৃতি অমর হোক”
   (Complete Shaheed Minar).
6. “ছাত্র জনতা এক হও”
   (Students and people be united).

৭.“ধোঁকাবাজী চলবে না”
(Bluffing will not do).

10. On arrival at Azimpur graveyard, they placed floral wreaths on the graves of Barkat and Salam, who had lost their lives as a result of the police firing in 1952.

Some of them left a poster mounted on bamboo post bearing the following inscriptions on red paper:

“ হে আমার দেশ, বন্যার মত, প্রচন্ড অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে সরিয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি- এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবন সমাধি।”

(Oh my countrymen, we have like a flood enriched the consciousness by brining together the alluvial deposit of experiences-Here lies our death and end of life.)

Some other students left papers written thereon

“ আমার ভাষা বাংলা, আমি বাঙ্গালী এই মহান বার্তা নিয়ে বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল- বঙ্গ জননীর সেই শহীদ প্রিয় সন্তান।”

(My language is Bengali, I am a Bengalee, with these words they faced the bullets- This is in memory of those dear sons of Bengal (mother).

(Remember those who defied death to save their language).

" মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করেছে ভাষা বাঁচার তরে, আজিকে স্মরিও তারে।"

11. From the graveyard, nearly three thousand students including about one hundred girls formed into a long procession in two single files and proceeded towards the Shaheed Minar at about 07-45 hrs. shouting the usual slogans and carrying a few black Hags. A black banner bearing the demands in Bengali viz 'declaration of holiday on 21st February, completion of Shaheed Minar and application of Bengali in all spheres of national life' and another having the inscription "Let martyrs' memory be immortal" were also carried. The former was brought by the students of Jagannath College and the latter by the students of Dacca Hall.

12. The procession moved slowly through Peelkhana Road, Fuller Road, Nilkhet Road, Mymensingh Road, Old Govt. House Road, Abdul Ghani Road, Jinnah Avenue, Rly. Staff Quarter Road, Secretariat Road (before Medical College) and terminated at the Central Shaheed Minar near Medical College Gate at about 10.00 hrs. The processionists placed floral wreaths at the Central Shaheed Minar and assembled at the foot thereof.

They were addressed there by Taheruddin Thakur (EPSU), General Secretary. Dacca Hall Union, who urged the students to observe the Day regularly in future. A.K.M. Zeauddin (EPSU) read out a message purported to have been sent by the parents of Barkat (victim of police firing). Thereafter following resolutions were read out by Jahanara Akhtar, Vice-President, Dacca University Central Students' Union and passed by show of hands:

(i) Completion of Shaheed Minar construction.

(ii) Declaration of 21st February as Govt. Holiday.

(iii) Application of Bengali in all spheres of national life and administration.

(iv) Urging the Bengali Academy to make all efforts in furtherance of the language, etc.

The processionists started dispersing from 10-15 hours.

13. The Central Shaheed Minar was decorated with flowers. A big black flag was hoisted over the Minar and the floor was covered by a long piece of black cloth. A poster on red paper bearing the demand for completion of the construction of the Shaheed Minar was displayed at the central place. At the foot of the Minar a number of manuscript wall papers in Bengali were hung containing articles dwelling on the observance and significance of the Day. The papers were as follows:

(1) Chatushkone by Dacca Hall Union.

(2) Sikha by Fazlul Huq Muslim Hall Union.

(3) Padakhep by Dacca Medical College Union.

(4) Rakta Akthar by Salimullah Muslim Hall Union..

14. The following students were found taking leading pari in organising and in the observance of the Day:

(1) Badrul Huq (EPSU) of Iqbal Hall.
(2) Maudud Ahmad (P.S.F.) of Dacca University.
(3) Taheruddin Thakur (EPSU), General Secretary., Dacca Hall Union.
(4) Dhirendra Nath Haldar (EPSU-supporter), Vice-President of Jagannath Hall Union.
(5) A.K.M. Zeauddin (EPSU), Dacca University.
(6) Amulya Kumar Ray (EPSU-supporter), General Secretary, DUCSU.
(7) Miss Jahanara Akhtar (EPSU-supporter), Vice-President, DUCSU.
(8) A.Z. Enayetullah Khan (EPSU).
(9) Abdul Latif Mallick of Medical College.
(10) Jahangir Khalid (EPSU-supporter), Vice-President, Dacca Mcdical College Union.
(11) Aminul Islam (EPSU), Ex-Vice President. DUCSU.
(12) Ashrafuddin Maqbul (EPSU), Ex.-General Secretary, DUCSU.
(13) A.N.M. Shahid alias Shahid Singh (EPSU), Vice-President. Dacca Hall.

A.R. Yusuff (N.S.F.) was also found participating in the observance of the Day.

15. Besides the students who came to the Central Shaheed Minar in the procession, quite a number of other students and people were found visiting the Minar individually or in small groups to place wreaths thereon. Amongst the outsiders who similarly visited the Minar were (1) Kazi Zahirul Huq (C.P.Ex-security prisoner) with children, (2) K.M. Illias (CP.), (3) Dr. A. Karim (Y.L./N.A.P.), (4) Abdur Rahman (EPSU), (5) Mizanur Rahman (Y.L.), (6) Abdur Rashid (Y.L.), (7) Shamsul Arefin (EPSU), (8) Shah Azizur Rahman (EPSU), (9) Alauddin A1 Azad,. Professor, Jagannath College, Dacca, and (10) Anwar Zahid (Y.L).

16.In the afternoon symposium were held in Bengali Academy, Curzon Hall. Salimullah Muslim Hall, Fazlul Huq Muslim Hall, Jagannath Hall and in a few other educational institutions.

17. The symposium at Bengali Academy was organized by the same institution and held between 15-30 and 17-00 hrs. under the president ship of its Director, Dr. Saiyid Ali Ahsan. It was attended by nearly 60 persons interested in literature and addressed

amongst other by some prominent litterateurs including Dr. Md. Shahidullah, Prof. Munir Chaudhury, Prof. Ashraf Siddiqui. Prof. Hasan Zaman (T.M), Prof. Abul Kasem and Raushan Ara Begum. All the speakers including the president spoke on the improvement and enrichment of Bengali language in fulfillment of the cause for which some lives were lost.

18. In the largely attended symposium held in Curzon Hall at the instance of the Dacca University Central Students' Union. Dr. Kazi Motahar Husain, presided. The Vice- Chancellor was also present. Mr. Ataur Rahman Khan (defunct A.L.), Ex-Chief Minister. East Pakistan and Mr. Mahmud Ali (defunct N.A.P.), Ex-Minister, East Pakistan and a few other erstwhile political leaders were also found among the audience.

Prof. Ajit Guha of J.N. College,. Prof. Mofazzal Haider Chaudhuri. J. Prof. Anisuzzaman, Dr. G.C. Dev and Mr. Nurul Momen, Proctor-all of Dacca University delivered speeches. They all dwelt on the significance of the Day and exhorted the students to work hard to improve the language. In the meeting the following resolutions were passed:

(1) Early completion of the construction of Shaheed Minar.
(2) Declaration of 21st February as Govt. Holiday.
(3) Introduction of Bengali in all spheres of national life and administration.
(4) Activisation of Bengali Academy in promoting the language.
(5) Introduction of Roman script in Bengali or any new language not to be tolerated.
(6) Pucca construction over the graves of the victims of police firing at Govt. cost.

Dr. Kazi Motahar Husain expressed his difference with the DUCSU official in the matter of the language used in the resolutions but the resolutions were passed by the audience by raising of hands.

The symposium was rounded off by a cultural programme featuring some Bengali songs eulogizing the Bengali language and the Day.

19. The symposium in S.M. Hall was presided over by the Provost of the Hall, Dr. M. Huq and those in F.H. Hall and Jagannath Hall by the Vice-Presidents of the respective Hall Unions. Speeches on the same trend were delivered in these symposia and resolutions similar to those adopted in Curzon Hall were passed.

The symposium held by Dacca Medical College Students' Union at the Dacca Medical College Lecture Gallery was said to have been presided over by Ranesh Das Gupta (C.P./Ex.-security prisoner), Asstt. Editor, the Daily Sangbad. This is being verified.

20. In the evening the Central Shaheed Minar was illuminated by candle sticks by some students.

21. It will be seen that the programme chalked out on 8-2-61, as mentioned in paragraph 8 above, did not include hoisting of black flags, taking out of procession, shouting of slogans and holding of meeting at Shaheed Minar.

The slogans shouted this year were almost the same us those of the last year. A procession was also taken out last year. But it was confined between the graveyard and the Central Shaheed Minar. This year it was on a large scale and paraded even through the restricted road in front of the Secretariat.

22. The Public Prosecutor, Dacca was consulted by the Addl. Supdt. of Police, D.I.B., Dacca whether the procession and the meeting at the Central Shaheed Minar constituted a violation of M.L. Orders. A copy of the former's opinion is enclosed. This has not been found to be fully helpful.

23. The Govt, of East Pakistan in Memo. No. 11 l(17)-Poll/S(l), dated 6th February 1961 had laid down the policy to be followed in respect of the Day'. Though no evidence has yet been found of active inspiration from the subversionists or from the politicians. 1 recommend that the names of the students who took a prominent pan in the procession and in the meeting held at the Central Shaheed Minar be brought to the notice of the Vice-Chancellor with a suggestion that he may administer a stern warning to them.

Though, by and large, no outsiders were seen taking a leading part in the procession and at the meeting of the Central Shaheed Minar, we are further examining the reports. If any of them are found having taken an active part, they would be prosecuted according to law.

Sd/ (A.M.A. KABIR)
Deputy Inspector-General of Police, I.B.
East Pakistan, Dacca.

Opinion of the Public Prosecutor

Discussed the matter with one of the officers of the D.I.B. Department and gone through a relevant paper.

Shahid Day of 21 February was sponsored by a section of students under the patronage of some political parties for some ulterior motives. Political parties have already been banned by the present Govt. That the students who led the procession yesterday (21 February) I think had no connection with a political organisation. If the members of the procession had no ulterior motive for any political end and if it was their spontaneous expression of deep sympathy for the departed soul, in that case, it cannot be said that the procession was of political nature. But if they had some political end. in that case it is surely of political nature and fall under the purview of M.L.R. No. 55. A.

From the police report it appears that in the meeting held at the foot of the Shahid Minar there was no President, but actually there was a meeting of the students and the public at the public place and that meeting was an unauthorized one and contravenes the provision of M.L.R. No. 55.A.

As regards printed leaflets, it contains the programmes of the observance of Shahid Day. In it there are some demands for redress of some of their grievances.

Sd/ MD. ABDUL ALIM,
P.P., Dacca.
22-2.61.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে সরকারী গোপন প্রতিবেদন	সরকারী	২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

SECRET

CONFIDENTIAL REPORT FOR THE FORTNIGHT ENDED THE 28TH FEBRUARY, 1961.

PART I

Political

1. The President held informal discussion with two groups of citizens at the Government House during his visit to Dacca.

2. The observance of Shahid Day on 21st February was more vocal this year. The procession in Dacca on Shahid Day was about a mile long. We quote from some of the descriptions:

"A direct reaffirmation of the popular demand for more positive identification of Bengali as State Language of Pakistan and outright rejection of the proposal for adoption of the Roman Script were the main feature."

"Completion of the memorial by the Government was one of the demands, failure to do so being considered a source of disgrace and a symbol of national failure."

"Attempt to evolve a new language for Bengali or the adoption of Roman Script on the plea of national cohesion and unity was described as an attack on our language and culture."

The proposal for adoption of Roman Script has mixed response from the people. On account of the sensitiveness of local feelings on all questions regarding the language, requires examination and may be made the subject of a quarry to the Bengali Academy. The discussions will have to be raised to an academic level. The appointment of a committee to examine the question and for devising a workable scheme, promoting discussion in the press for and against adoption of Roman Script, laying stress on the fact that a large percentage of the literate population is already familiar with the Roman Script are some of the steps which may be taken. The introduction of English at the primary stage, say in the second year, on the grounds of its international importance may perhaps be considered so that those children who do not go beyond the primary stage acquire a working knowledge of the script and do not have to learn it at a later stage in case the Roman Script is adopted.

3. The question of higher prices and effective decentralization of administration are also uppermost in the mind of the public. The general feeling seems to be that both the

questions require greater attention by the Government. Early action for keeping prices in check and ensuring that the recommendations of the administrative commission for decentralizations are implemented both in letter and in spirit is being advocated.

4. The press has criticized the Indian authorities for their inability to prevent communal riots. The emotional tone in many of the news items and editorials produced considerable reaction specially among the refugee population. Following these a number of incidents took place in Jessore, Khulna, Rajshahi and Rangpur. The press did not play up the reports and the situation was quickly brought under control.

The role of papers like Jhong and Dawn which arc published from Karachi needs to be examined in this connection.

5. There is continued speculation regarding the future constitution. It is more or less accepted that the future constitution will be presidential in form. The questions which are still being discussed arc:

(i) whether the union councils will form electoral colleges.

(ii) what kind of general election will be held.

(iii) the future of nominated members.

(iv) the composition of the provincial government and the future of Provincial Advisory bodies.

Following upon the statement of the Education Minister Mr. Habibur Rahman at New Delhi that elections will be held towards the end of the year. Mr. Zakir Hussain. The Minister for Home Affairs, expressed doubts about the possibility of holding general election this year. A report appeared to the effect that when the President was pressed to state whether the time indicated for general election was too short to allow the framing of a constitution he said "if we are ready we shall hold it, otherwise we shall have to wait".

6. The resolution of the Security Council authorizing the U.N. troops to use forces to prevent civil war and to restore parliamentary government in Congo was welcomed. The general opinion seems to be that this action had it been taken earlier would have prevented the deterioration of the situation.

7. The reported refusal of China to recognize Kashmir as part of India was welcomed as giving fresh importance to this unsolved problem. To the Indian press this has come as a great shock.

PART II
Economic

1. The rise in prices following the decision of decontrol continues to be commented upon. The Pakistan Observer wrote "As expected immediately after the lifting of controls the prices began to show a rising tendency. In the circumstances as apprehended.

consumers are going to suffer more. The present rise may not be short-lived as similar assurances were given many times but never honored and turned out to be false. Eid purchases will start shortly and the timing of the lifting of controls and the consequent repercussion on the price level are rather disturbing. Correct estimate of the situation prevailing in the market was not taken and the decision was inopportune." The Morning News wrote, "Prices of meat, fish, vegetables and fruits have shot up and recorded and all-time high— the impression that the market are being manipulated is inescapable." **Ittefaq** questioned the propriety of the recent decontrol measures, which according to it. led to the present rise in prices. **Azadi** considered that the rise of prices in all commodities was as a result of rise in prices of the decontrolled items.

There is considerable criticism in regard to the increase of the price of the imported goods of C.I. sheets and Iron rods. It is argued that the talk of an "economic price" when import of these articles is restricted does not carry much sense. It only helps to increase the profits of those importers who are lucky to get licenses with no benefit either to the Government or to the consumers. It is the general feeling that at this stage of unsatisfactory industrial expansion and unsatisfactory supply the decision to decontrol prices was premature. The sellers of other goods like fish, eggs, chickens, meat, vegetables, etc., have also raised the prices in sympathy with the prices increased in cloth, etc.

2. The replacement of the Agricultural Development Finance Corporation and the Agricultural Bank of Pakistan by the Agricultural Development Bank of Pakistan was welcomed. It is expected that this will promote efficiency and reduce the cost of administration by saving on overheads. There is a general feeling that the existence of joint holdings makes it difficult for needy cultivators to prove clean title and so they cannot get loans from the Bank. It may be possible for the Agricultural Development Bank to conduct an inquiry and to try and find out some means of advancing short-term credit on the basis of current possession of particular plots of land even though the ownership may be recorded as joint.

It is also reported that the present credit facilities have not solved the problem of exorbitant rates of interest prevailing in the rural areas. An inquiry into the practice and the prevailing rates of interest is also long overdue. The extent of rural indebtedness was included in the Agricultural Census enumeration but the rates of interest were not inquired into.

3. The references to Cooperative farming made by the President had been noted by the press. The question needs examination in the two wings with particular attention to local conditions. As nothing detailed has yet come out, no definite views are available.

PART III

Administration

1. The launch disaster at Shaitnal on 15-2-1961 has dominated the press.

The press has pleaded for an enquiry into the matter, payment of compensation to the affected families, drastic action against the launch which ran away after the collision

without coming to the rescue of the sinking one, better and effective control of the reverie traffic in East Pakistan and for prevention of similar accident in future, the feeling is well conveyed in the following quotation "in a highly competitive condition in which it is conducted today. East Pakistan's inland river transport industry has become more and more a daily gamble with human life in which the public pays dearly for the privilege of flirting with death", The IWTA has yet no power to remedy the situation, because the certification of a vessel's fitness, licensing of its crews, determination of its routes, passenger-carrying capacity, etc., lie with the Government. It was proposed that one agency should be made responsible with sufficient legal powers to enforce compliance with time tables and safety requirements. More launches may also be required for which an assessment of the volume of passenger traffic should be undertaken.

PART IV

Work done by the Bureau.

1. A detailed scheme for promotion of fine arts in East Pakistan has been prepared and sent to the Ministry of Education for their approval and part implementation during the current financial year. The scheme has 3 parts, viz., (1) Establishment of an Academy of fine Arts having 4 departments namely, Departments of Dance, Vocal Music, Instrumental Music and Dramatics, (2) Construction of a national theatre and (3) Re- organization of Art Council and improvement of fine arts. In this connection, we are also preparing another scheme on Art Gallery which will be a part of the over-all scheme for the promotion of fine arts in the province.

2. To celebrate the Pakistan Day on 23rd March, 1961 in a befitting manner, all the Deputy Commissioners of the districts have been requested to organize cultural shows in their respective district headquarters with the help of local talents and cultural groups. In the city of Dacca, the Bulbul Academy of Fine Arts and Jago Art Centre have been specifically requested to put up good shows on the occasion.

3. We have addressed as many as 88 different institutions of higher education and cultural and literary organizations in the province to organize seminars on themes relating to national reconstruction and character-pattern with a view to creating "interest among the intelligentsia in the national affairs in the positive manner, so that in stead of being frustrated they develop a sense of belonging and participation in the national effort". We have also sent money to these different institutions to meet the cost involved in holding the seminars.

We are receiving proceedings of the symposia held by them. On 26-2-1961 the Islamic Academy, Dacca held a symposium on the 'Islamic way of life in the modern world' at the Curzon Hall, attended by the University teachers including the Vice-Chancellor. Two important papers were read-one by the Head of the Department of English and the other by a Lecturer of the Department of Arabic of the University of Dacca. The symposium on the "meaning of Islamic culture" was held on 14-2-1961 at Dinajpur under the auspices of the Naoroz Shahitya Mazlis. It was attended by local educationists and intellects. The A.P.W.A., Dacca also organized a seminar on "Role of

Women in National Reconstruction" on 24-2-1961. It was attended by the leading ladies of the city. Similar symposia have been held or are being held in other institutions and organizations.

4.Six journalists from East Pakistan have gone to West Pakistan to attend the seminar-organized by the International Press Institute from February 26 to March 4, 1961 in Lahore.

5. It was decided to prepare a series of articles on Pakistani nationalism to be used in connection with the training of officers in the Pakistan Academy for Village Development, Comilla. We have received a set of articles on the subject from one of our selected writers of the University of Karachi.

6. To get dramas on our national heroes, 4 eminent writers of the province have been commissioned to write on the topics, viz,, "The third battle of Panipath", "Bibi Azizan", "Alauddin Husain Shah" and "Modern changing society keeping in view national reconstruction and character-pattern".

7. With a view to forging better understanding between the people of the two wings of the country, we have undertaken the translation and publication of some noted Bengali books into Urdu. In this connection, the following books have been selected (1) Islamic songs and poems (some 30 poems) by Nazrul Islam; (2) 'Momener Jabanbandi' by Mr. Mahbubul Alam, and (3) Matir Prithibi' by Mr. Abul Fazal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শাসনতান্ত্রিক কমিশন- এর রির্পোট	সরকারী	২৯ এপ্রিল, ১৯৬১

[Report of the Constitution Commission in Excerpts-29th April, 1961.]

CHAPTER I

CAUSES OF THE FAILURE OF THE PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT

Was There a Failure?

8. This chapter relates to the first of the terms of reference which assumes that the parliamentary pattern of government has failed in Pakistan. This means that it could not be successfully worked in this country and not, as misunderstood in some of the opinions, as meaning that the system itself was a failure. Institutions do not work of themselves but become what they are made by those who function under them. A large majority of the opinions, accepting the assumption on which this question is based, formulated various causes of the said failure. In some of the opinions, however, the correctness of the assumption was doubted on the ground that as, till the beginning of 1956, the Government of India Act of 1935 as adapted by Pakistan was in force and when a new Constitution was framed, only its transitional provisions were brought into effect, there was no real parliamentary government in Pakistan and that therefore, the question of its failure did not arise. A very small minority (15 in number) asserted that the parliamentary form of government was a success in this country.

9. Neither of the last mentioned two views, we think, can be accepted. The form of government in force, prior to Independence, was not wholly of the parliamentary pattern as the Governors in the provinces had discretionary powers with regard to certain sections of the services and in certain other matters, and the Governor-General at the Centre was all-powerful and not answerable to the Central Legislature. But when the subcontinent was divided into two self governing dominions, the Government of India Act, 1935 with adaptations (which is referred to hereinafter as the Constitution Act), introduced in Pakistan a type of government which was undoubtedly parliamentary. As for the Quaid-i-Azam as Governor-General being also the President of the Constituent Assembly, it is within the personal knowledge of one of us, who as a judge of the Lahore High Couit, was at the time engaged in the work of adoption of laws, that the Quaid assumed the Presidentship of the Assembly only at the request of the Prime Minister. It is said that he held the portfolio of the States, but we have no reason to think that he did so against the wishes of the ministry. If his Cabinet felt the need for his guidance, it was but natural for him to guide them, especially when the circumstances were so very extraordinary. Keith, in his "British Cabinet System", points out that a sovereign is not, by constitutional practice, expected to play the role of a mere formal head of the stale who accepts all proposals automatically, that he is, 011 the other hand, entitled to be kept informed of the course of all important business and has the right of expressing his

opinion to which ministers arc bound to give careful consideration but what they advise finally is binding on him. That being so. if the ministers themselves accept the sovereign's opinion, the system docs not cause to be parliamentary. The will of the majority party, as represented by the Cabinet, has to prevail and if it is their desire that they should be guided by the Head of the State, we fail to see how such a course is opposed to the parliamentary practice. The dominant position of the Quaid was a tower of strength to the ministry and it was our great misfortune that we could not have his guidance longer than a year after we became independent. After him, power passed entirely into the hands of the Prime Minister. There was no specific provision in the Constitution Act that the advice given by the ministers was binding on the Governor- General and the Governors, but the accepted position was that that advice was binding on them. It was held in 1948, by the tribunal which tried the first Chief Minister of Sind. who had been dismissed for mal-administration, misconduct and corruption, that aid and advise', as used in sections 9 and 15 of the Constitution Act, made the advice of the council of ministers binding on the Governor-General and the Governor in federal and provincial affairs respectively. After examining the position of the Governor in the said Act, it was observed that his position in respect of his ministers was analogous to that of the British sovereign under the British Constitution. The late Constitution, following, in the main, the pattern of the Constitution Act as far as the relations of the President and the Governors with the ministers were concerned, added a specific provision that the advice of ministers was binding on the President and the Governors. The legislatures which were to be elected under this Constitution had not come into existence but that fact by itself did not change the pattern of government. It is, therefore, not correct to say that the system of government in force in Pakistan, during the period under review, was not parliamentary. That this pattern was not worked successfully by us in the past is clear from even a cursory perusal of the political history of the period particularly from 1953 on wards.

Views on Causes of Failure

10. The various views expressed with regard to the nature, and causes, of the failure to work successfully the parliamentary form of government, can broadly be grouped as follows:

(1) Lack of proper elections and defects in the late Constitution.

(2) Undue interference by the Heads of the State with the ministries and political parties, and by the Central Government with the functioning of the governments in the provinces.

(3) Lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, the general lack of character in the politicians and their undue interference in the administration.

Conclusions and Reasons

11. In our opinion, the real causes of the abovementioned failure are to be found more in the last mentioned group of opinions than in the first two groups. Before

discussing the reasons for this conclusion, we should like to make it clear (hat we are not looking into this matter with a view to holding an inquisition against the former President or his predecessor, or the ministers who held office during the years preceding the Revolution, but that our endeavor, on the other hand, is only to consider those facts which afford us some guidance in making recommendations for providing for Pakistan a form of government which is firm and stable and at the same time democratic. We shall, therefore, refer only to some of the incidents in the political history of this country during the period under review.

12. As for lack of proper elections which is slated by some as one of the causes, if by 'proper is meant 'direct', the first Constituent Assembly was indirectly elected as it was intended mainly for the purpose of framing the constitution. It continued in office till it was dissolved in October 1954, and its successor Assembly was also elected indirectly but that election was after the elections in the provinces, and from the complexion of the new Assembly it was clear that a new element had come in. However, elections held, on universal franchise, in the provinces did not bring in a better type of representative. It cannot be said that all the provincial elections were not properly held. The election of 1954 in East Pakistan was undoubtedly properly conducted but its result was that the position of parties in East Pakistan grew worse, as, instead of one Muslim majority party, there were many smaller groups, and a stage was reached when the Hindu minority block could hold the balance. In West Pakistan also, group rivalry had started in the majority party which was, however, sufficiently strong, till the integration, to form the government. As for the defects in the late constitution, which has also been mentioned as one of the causes of the failure, we do not see any that could have effectively prevented its being worked successfully. What is referred to here is perhaps the fact that the question, whether the electorate should be joint or separate, was left over in the late constitution for decision by the parliament in consultation with the provincial legislature; but this was obviously due to the Assembly being unable to make up its mind, and we do not think that the object was to delay elections. However, as indicated already, even if general elections had been held, we do not think the right type of leadership would have emerged.

13. Regarding interference by the Heads of the State, reference is, obviously to the former President and his predecessor. It cannot be said that they did not interfere, or that they were not responsible for the confusion we have had in the political field, or that they were free from personal, or provincial, considerations. But history shows that power passed effectively from the Head of the State to the people's representatives only when the latter became disciplined and stood together to oppose autocracy. Till that stage was reached, the Head of the State could always interfere with impunity. Our not accepting the interference by the Heads of the State as one of the real causes of the failure of the parliamentary form of government does not amount to their exoneration. As we have already observed, we are not holding an inquisition against them or against the politicians. What we should like to point out is that interference by these Heads of the State would not have been possible if there had been discipline and solidarity in the parties in power. This would be clear from the discussion that follows with regard to some of the instances of interference to which our attention has been drawn.

14. One instance referred to before us was the abrupt dismissal, in April 1953. of a Prime Minister who had just got his budget through without any difficulty and also had, after the Punjab disturbances, in his capacity as the President of the Muslim League party, succeeded in getting his nominee elected as leader of the Muslim League party of the Punjab Assembly. The point of criticism was that the Governor-General acted against the conventions of the parliamentary form of government in dismissing a Prime Minister who had such strong popular support. In the communique issued in this respect, reasons are given for the dismissal, but it is not necessary for our purpose to determine if they are valid or not. The fact which concerns us is that the Governor-General took a grave risk in dismissing a Prime Minister who had the confidence of the House, and we think that he would not have ventured to do so had he not the support of some of the members of the party in power. That he did have such support is clear from the fact that six of the members of the outgoing ministry joined the new ministry, and. what is more significant, he appointed, as Prime Minister, his personal choice, the then Pakistan Ambassador at Washington, who had been out .of the country in the Foreign Service since 1948; and yet the very party which had supported the dismissed Prime Minister in the budget session accepted the new Prime Minister as its leader. Some of the politicians who appeared before the Commission, when questioned in this regard, explained that it was in the larger interests of the country that this Muslim League party acquiesced in what the Governor- General did. It was hinted that there was a threat of military action. This explanation is hardly convincing because when a more serious step was taken in 1954, viz., the dissolution of the Constituent Assembly, its President was free to fight out the matter in the courts and, in fact, the Chief Court of Sind gave a decision in his favor. In our opinion, the Governor-General was able to make the appointment of the new Prime Minister because of the lack of solidarity in the party which was in a majority in the Constituent Assembly. He must have assessed the situation before taking the drastic step, for, had the party declined to accept the new Prime Minister as its leader, the Governor- General would have been in a very awkward position.

15. Another instance indicating the lack of solidarity of the party in power was the manner in which the amendment of the Constitution Act, curtailing the powers of the Governor-General in the matter of appointment and dismissal of ministers, was moved and carried in the Assembly. This step was taken so suddenly, and with such extraordinary haste, that it was characterized in some quarters as a 'constitutional coup'. From the information before us it is clear that in spite of the objection taken in the steering committee by the Leader of the Opposition that sufficient notice of such an important amendment should be given, the President of the Assembly decided to dispense with the usual notice of three days required under the rules. The notices of the amendment appear to have reached the houses of the members very late in the night preceding the session, which was fixed only the previous evening. From the proceedings of the Assembly it appears that the motion went through without any serious debate. Reactions to this amendment were mixed. While some welcomed the change in the law as it could prevent the abrupt dismissal of a Prime Minister, and the appointment to that office of an outsider, others took the view that this measure was aimed at the then

Governor-General personally and was not based on principle, as it was passed only in respect of the Governor-General and not the Governors and at a lime when the draft of the new Constitution was ready. However, the manner in which the amendment was moved and effected clearly shows that those who sponsored it were not sure of the attitude of the rest of their own party.

16. As regards the dissolution of the Constituent Assembly, it was, no doubt, held in a majority decision of the Federal Court that on the facts stated in the reference, made to it by the Governor-General, his action was legal and justified, but that conclusion was based on the assumption that the facts alleged in the reference were correct. However, this decision was given only in April, 1955. The immediate reaction to the dissolution was one of surprise and yet there seems to have been no organized opposition by the parties. On the other hand, some of the members of the Muslim League passed resolutions in Sind and the Punjab approving of the action of the Governor-General which was welcomed by the parties other than the Muslim League.

17. After the new Constituent Assembly was elected in July, 1955, there was a change in the Head of the State and in respect of the new Governor-General, who with the late Constitution coming into force became the first President of the Republic, it was stated before us that he also unduly interfered with the political situation in the country. The criticism leveled against him was that he forced, on the Muslim League party, which was the majority party at the time of the integration of the provinces of West Pakistan into One Unit, a leader who was not prepared to join that party. He was notified by the Central Government to be the Chief Minister of the integrated province before the One Unit Assembly was constituted-a step entirely opposed to the parliamentary practice. In the ordinary course, the party should have elected him as its leader after the Assembly came into existence. It appears that some of the members of the Muslim League party had promised to support the said leader, but, when the Assembly was formed, this support was not forthcoming from the party as a whole. The result was that that leader formed the Republican Party, which consisted mostly of those members of the Muslim League party who left it not on any principle but on personal grounds.

18. As regards the interference by the Central Government, reference may be made to the attitude of the Muslim League party which was in the majority in the Constituent Assembly at the time the Muslim League in East Pakistan suffered a crushing defeat in the election of 1954. The imposition of the Governor's rule, soon after the United Front ministry took office, was an indication of the reluctance on the part of the majority party at the Centre to allow any other party to take office in the province of East Pakistan. Further reference to this interference will be made presently. There were also instances of interference by the Centre in West Pakistan, both before the integration into One Unit and after it, but it does not appear to us necessary to deal with those incidents. Suffice it to point out that such interference shows that the members of the party in power at the Centre were concerned more with maintaining their own position than with working the Constitution.

19. Sir Winston Churchill' is reported to have described the duties of a member of parliament as follows:

"The first duty of a Member of Parliament is to do what he thinks in his faithful and disinterested judgment is right and necessary for the honor and safety of Great Britain. His second duty is to his constituents, of whom he is the representative but not the delegate. Burke's famous declaration on this subject is well known. It is only in the third place that his duty to the party organization or programme takes rank. All these three loyalties should be observed, but there is no doubt of the order in which they stand under any healthy manifestation of democracy."

The members of the legislatures in Pakistan, on an average, with a few honorable exceptions, did not regard anyone of these duties as binding on them. They were, on the other hand, mainly concerned with their individual interests. Even in the first year of Pakistan, when the enthusiasm of the people for building up the new country was at the highest, personal rivalry started amongst the members of the party in power. This was more evident in the former Punjab and Sind provinces, where changes look place within the same ministry even in the early stages. In East Pakistan, the situation was a little better, but even there by the end of 1949, one of the ministers had to resign, and a tribunal, appointed to inquire into the allegations of misconduct, maladministration and corruption, recorded several findings against him. Earlier, in 1948, the Chief Minister of Sind was dismissed on similar charges, nearly half of which were held by a tribunal, appointed to try him, to have been established. Two other ministers of Sind, who were proceeded against under the Public and Representative Offices Disqualification Act, were found guilty of misconduct. The East Bengal Police Committee, in its report of 1953, refers to an instance; it had come across, of undue interference with the police and magistracy, by a minister in a case of rioting and theft. The minister who interfered was not in charge of Law and Order and yet he sent for the police and the District Magistrate to the Secretariat and had a long discussion with them regarding the grant of bail to the ac accused who was ultimately released on bail owing to the interest shown by the minister. Obviously, the person accused in that case had influence with the party in power. In 1948, the Muslim League party, which was in power throughout Pakistan, lost a bye- election in East Pakistan. Since then there were as many as 34 vacancies, but no other bye-election was held though the party remained in power (ill the beginning of 1954. Keeping these seats vacant was clearly due to the apprehension that the party would lose in the bye-elections. This was an example of a party contravening the conventions and principles of representative government in order to keep itself in power.

20. The administration of East Pakistan, in the days of the Muslim League ministry, was, on the whole, not as unsatisfactory as during the period of the other ministries which came into power as a result of the 1954 election. At that election there was a United Front consisting of different parties, the common object of which appears to have been only to drive the Muslim League out of power. In this they succeeded but as the union was not on any solid basis the United Front showed signs of disunity soon after its success. Within a

---

* Parliamentary Affairs, Vol. 9 (1955-56), p. 238.

few weeks of their taking office, however, the Central Government, which was still a Muslim League government as already pointed out, imposed the Governor's rule. The ground on which this step was taken was that the Chief Minister (the leader of the United Front) had made a speech, in Calcutta, which amounted to treason. Bui curiously enough, when the Governor's rule was lifted, the said gentleman was asked, by the very Prime Minister who had dismissed him earlier branding him a traitor, to nominate a member of his party to form the government in the province, though his was not the largest party in the House. By then, the United Front had broken up and several parties were ranged separately, with the result that no single party could, without aligning itself with some other groups, form a ministry. One would have expected the largest party to be asked to take office but that course was not followed, apparently because it did not suit the Central Government. Subsequently, the party so favored failed to get its budget through, but the Centre, instead of calling upon the leader of the largest party, which with others had formed the opposition, to take office, imposed Governor's rule for certification of the budget. After this was done, the same favorite party was again installed into office but it could not last beyond the period of certification (being three months), and had ultimately to resign. The solution lay in bringing the Muslim parties together so that a stable government could be formed, but the parties would not merge their differences as none was willing to give up its position of vantage. If these representatives of the people had the interests of the country at heart they would have settled their differences and not remained so divided that a section of the minority community could hold the balance As has already been seen, in West Pakistan the creation of the Republican party was again not on any principle but only on personal considerations. There also, in 1957, Governor's rule was imposed to save the Republican party from defeat. It was lifted only when the Republicans could safely be reinstated. These instances clearly establish what we have observed already viz., that members of the legislatures, with a few exceptions, were not imbued with the spirit of service to the country, or even to the constituency, but were concerned only with their own interests. As. in the parliamentary form of government, the Head of the Executive, i.e., the Prime Minister or Chief Minister, as well as the ministers depend solely on the support to the majority party, they had to keep that majority satisfied and for that purpose did interfere in the administration, and in some cases their interference was also for their personal advantage.

21…………………….

22............................

23. In the Constituent Assembly, which passed the late Constitution there was not a single party which could by itself command a majority, although to every patriotic Pakistani it must have occurred that the time had come for a merger of the various interests in order to work the new constitution successfully. Provincialism and personal advantage had such a strong hold on the politician that he forgot his duty to the country, with the result that, even in spite of the accord which enabled the constitution to be passed, the party groups continued to exist and only coalition ministries could be formed. After the Constitution was passed one would have expected the Prime Minister, who was successful in piloting it, to be able to continue in office for some time, but hardly six

months passed when he resigned. The explanation given by him was that it had become increasingly clear to him that a section of the leadership of his party the Muslim League, was determined to create difficulties for him and he considered it a point of honor that he should vacate office as well as resign the membership of the Muslim League, though, in fact, a majority in the Parliament, consisting of members of other parties, was prepared to support him. The next Prime Minister who took office was dependent on sections of the House other than the one of which he was the leader. Hardly had he remained in office for about year when the members of a party other than his own, on whose support he was a dependent, dropped him. Blame for this state of affairs was laid at the door of the former President, but, as we have already indicated at the outset, it could not have been possible for anyone person to create a split, unless the party in which the split was created was itself vulnerable and did not have the real interests of the country at heart. This instability affected adversely not only the administration but also the prestige of the country in the international sphere.

24. A very small percentage of opinions (2.2 %) blame the Services for the failure of the parliamentary form of government. The allegation, however, was in quite general terms. It is quite possible that this criticism is based on the fact that the former President and his predecessor were both retired members of permanent Services, and in fact, a few of the opinions were to the effect that members of permanent Services should be debarred from standing for election to any office within five years of their retirement. If, on the other hand, it was meant that officers who should have stood firmly against the ministerial acts of mal-administration, misconduct and corruption even to the extent of threatening to resign, did not do so, that by itself hardly justifies the accusation that the Services were responsible for the acts of the ministers. Even in advanced countries, instances of such drastic action on the part of the officers can, in the nature of things, be very few, for, it is not easy for senior officers with families and commitments to change their occupation at a late stage in life. According to the statement about the nature and causes of the failure of the parliamentary form of government presented to us by the official delegation: "Government servants were victimized or favored in the personal interests, or on the recommendation, of the ministry's supporters, leading to complete demoralization of the services." There were, of course, cases of officers playing up to the ministers order to exploit the situation to their own advantage, but it cannot be said that they contributed to the failure of the parliamentary form in particular, as corrupt officers of that type would contribute to the failure of any form of government. The Services, in general, cannot, therefore, be condemned as having contributed to the failure of the parliamentary form of government.

25. We, therefore, conclude, as we began, with the observation that the real causes of the failure of the parliamentary form of government in Pakistan were mainly the lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, the general lack of character in the politicians and their, undue interference in the administration.

CHAPTER III

FORM OF GOVERNMENT - PARLIAMENTARY OR PRESIDENTIAL

Analysis of Opinions expressed

34. As for the form of government with which we are concerned in this chapter, only 21.3 % of the opinions favor the pure parliamentary pattern while 29.3 % want to have that form modified materially. 47.40% favor the presidential type of government and of the remaining 2 % who suggested dictatorship on the lines of the Khilafat. most of the witnesses added that, if that were not practicable, they would prefer the presidential system. It is remarkable that even those who advocated the pure parliamentary form in their statements before us admitted that, for the successful working of that system, well organized and highly disciplined parties were necessary and that for such parties to emerge in Pakistan it would take time. They also admitted that stability of government could be secured only with such parties; but they were hopeful that if elections were held regularly, the right type of representatives would be returned. According to some of these opinions we are so used to the parliamentary system, and such strangers to the presidential, that the safer course is to revert to the parliamentary type. In some of the statements made before us, fear was expressed that the presidential form would create deadlock, if it did not deteriorate into dictatorship as in the Latin American Slates. Some of the opinions in favor of the parliamentary form seem to us to have been influenced by an impression that India has been able to work that system satisfactorily, and that, therefore, there is no reason to doubt its success here.

35. Those who wished to modify the parliamentary form, while sharing with the pure parliamentarians their apprehension about the presidential type admitted that the right type of parties were not in existence prior to the Revolution and their emergence would take time, but they hoped that the system would work successfully if the changes they proposed were adopted. Their main proposals, which are indicated below, are however, ineffective, as shall be seen when they are discussed in detail. They are restrictions and control to be imposed on the number of parties and freedom of party affiliation incorporating the conventions into the constitution, statutorily prohibiting interference by the ministers with the administration, enactment of stringent laws against the misbehavior of the ministers and, finally, the President taking over the administration in emergencies and a few months prior to elections.

36. Those in favor of the presidential form appeared to be convinced that the parliamentary form, which had once failed, could not succeed unless disciplined parties emerged, which, according to them, would take a long time. Some of them recommended the presidential system only for a decade and suggested that provision should be made in the constitution for a revision thereof every ten years, while others were of the view that the parliamentary form did not suit our genius as the history of the Islamic countries shows that there was always only one person at the head of affairs. In this connection it was stated that the system of having a head of the state as well as a Prime Minister was bound to end in a clash of personalities, In addition to these views, a few opinions were also expressed, mostly in the statements made before us, suggesting blending of the two systems of government but these suggestions can be conveniently considered while dealing with the system of checks and balances.

Suitability of Parliamentary Form: Discussed

3..... 7 In our opinion, we shall be running a grave risk in adopting the parliamentary form, either in its purity or with the modifications suggested, and we do not think that we can afford to take such a risk at the present stage.

38.........

39. It is not correct to say that we have been used to the British type of parliamentary form from a long time, for, prior to the coming into force of the Government of India Act, 1935, the government was in effect more of the presidential type. A certain amount of ministerial responsibility have, no doubt, been introduced in 1919, by what was known as Diarchy, in a few subjects of less importance, but even in those fields the Secretaries to Government, who were of the Secretary of State's Services, were given the right of audience with the Governor over the head of the minister whenever there was difference of opinion. When the Act of 1935 came into force in 1937, it brought in ministerial responsibility in the whole of the provincial field, but the Secretary of State's Services were still outside the control of the ministers. Governors in the provinces were given special powers and responsibilities with regard to these Services, while at the Centre the Viceroy remained supreme. Government of the parliamentary pattern was introduced only when independence was gained and how this system has not been worked successfully has already been explained in the first chapter. It is, therefore, in our opinion, idle to say that we have been so much used to the parliamentary type of government that we should continue to work it patiently, regardless of the fact that its immediate results will not be different from the recent ones.

40. As for the impression that this system has been a success in India, and, therefore, it ought to succeed here we can do no better than quote the following from The Approach to Self-Government by Sir Ivor Jennings'*:

"One of the reasons which enabled the British Constitution, suitably adapted, to work in India is that Indian politics are dominated by the Indian National Congress, a body which enjoys great prestige because it was the party of Mahatma Gandhi and is the party of Jawaherlal Nehru. What is more, it was the party which brought independence to India. During the struggles for that independence many Indian leaders obeyed the decisions of the Congress and suffered severely for their political views. It is a universal trait of human nature that one should feel greater loyalty to an institution for which one has had to make sacrifices than to one which has heaped honors on one's head in consequence of these factors, and in spite of all the conflicts of personality and power, which have been numerous since 1947, the Congress still dominate the Union and the great majority of the States. The absence of a strong Opposition is at this stage less relevant, though India may run into difficulties if the Congress either becomes corrupt or breaks up, because there is no Opposition ready to form a Government.

'pp 16-18

"If Pakistan had been able to produce a Constitution as quickly as India it might have followed the same road. Its leaders had. However a much more difficult task. It took over only three complete Provinces, Sind, Baluchistan and the North-West Forntier. It also had the larger slice of the Punjab including the capital city, Lahore, in Last Bengal, which contains more than half the population it did not even have the Provincial capital. Completely new administrations had to be built up in Karachi and Dacca. Even in Peshawar, Lahore, Hyderabad and Quetta, however, large numbers of public employees had been Hindus who migrated to India as soon as partition occurred. The new Central and Provincial administration had to be built up from a miscellaneous collection of local people and refugees from other parts of the subcontinent. What is more, while these organizations were being established extensive rioting broke out in many cities and all along the new frontier with India. The police were disorganized and there was no Pakistan army, for the battalions of the pre-partition Indian army had, as a matter of policy, been mixed racially, so that a battalion stationed at, say, Rawalpindi might contain a company of Muslims and companies of Dogras and Sikhs as well.

"The first year, therefore, had to be occupied in organization, and at the end of it Mohammad Ali Jinnah, whose position in the Muslim League was even more powerful than that of Nehru in the Congress, died. There was nobody of his status left in the League, but Liaquat Ali Khan kept the machine working until he was assassinated in 1951. Theoretically the Muslim League continued to dominate; but its lack of outstanding personalities, and the conflicts which arose among the lesser men, made it a mere shadow of what it might have been in the East Bengal election of March. 1954 it was practically wiped out and it became plain-even before the League failed to obtain a majority in the second Constituent Assembly elected in June, 1955—that Pakistan would follow a different road from India. It would not have two strong parties, as in Britain, nor one strong party with a variety of Opposition groups, as in India, but a handful of competing groups".

41. The dearth of leadership in our country, referred to by Sir Ivor, was due to a chain of adverse circumstances that hampered our progress in the past. After 1857, the Muslims of this sub-continent had to face hardships as it was thought by the government of the day that, unless they were put down ruthlessly, there might be another mutiny. This policy completed the degeneration of the Muslims, which had already started after the break-up of the Mughal rule. As long as Persian was the court language, Muslims had occupied high offices, but with the introduction of English they were at a disadvantage, as they would not learn anything that came from a foreigner who had crushed them, whereas the Hindus forged ahead in education and business and, in course of time, came to occupy almost all the best places in the administration and the professions which were open to Indians. Though the advance in education was confined to the higher castes amongst the Hindus, yet the progress made by that class was phenomenal, and ideas of self- government spread and the Nationalist movement gathered momentum. The Muslims did not join the Hindus in their movement not because they had no desire for independence, but because they feared domination by the Hindus. This apprehension was fully justified

as all attempts to persuade the Hindu majority community to deal fairly with the Muslims had failed. The Quaid-e-Azam, who himself was once an ardent Congress-man. came to the conclusion that the interests of the Muslims would not be safe in the hands of the Congress though that body had professed to be entirely non-communal. The result was that the Muslim community as a whole did not participate in the freedom movement to the same extent as the Congress which, on account of its continuous effort for gaining independence, had to organize itself and consequently acquired experience of leadership and party discipline. It was only from 1937 onwards that the Muslim League came to the forefront under the leadership of the Quaid-e-Azam. This was too short a period for any substantial leadership to emerge. Therefore, at the time Pakistan came into being, we did not have a sufficient number of persons experienced in the political field.

If the Quid-e-Azam had lived for a few more years or at least that Quaid-e Millat, who had been trained by the Quaid-e-Azam, had not been snatched away from us, we might have fared better. A strong opposition, which can form an alternative government, is one of the requisites for successfully working the parliamentary form, and, as Sir Ivor Jennings has pointed out, even in India, owing to the lack of an effective opposition, difficulties might arise the moment the Congress loses its position as did the Muslim League here. That all is not well with the Congress in the Indian States appears from the following extract from a speech of the Speaker of the Lok Sabha reported in the 'Statesman' of January the 2nd, 1961:

"Though we have settled down within a short period comfortably and have been working democratic institutions pretty well in our country since we attained freedom and have given unto ourselves a democratic constitution, the affairs in all the States arc not what they should be or could be desired.

"People may soon become sick of the changes in Governments caused by the manipulations of support for persons or groups to gain or regain power. If there is a constant fight for power, the people will get nothing from the Government of the day. The ruling party, as a whole, may get into disrepute on account of the factions.

"The only remedy seems to be that once .a leader is elected, he ought not to be disturbed so long as that party continues to have a majority in the legislature, except for gross misconduct.

"Otherwise his rival who had been defeated in the elections for leadership of the party would go on trying to gather support for himself and try to overthrow the successful candidate and the vicious circle will continue".

42. The modifications suggested by the second group of parliamentarians, to which reference has already been made, include the suggestions in the opinions expressed with regard to question No.2 in the questionnaire, namely, the steps to be taken to prevent the causes that led to the failure of the parliamentary system, which we, in the second chapter, promised to consider here. The said modifications may be grouped in the main as follows:—

(a) control of parties by restricting their number and requiring their registration;

(b) restriction of the change of party affiliation by imposing the obligation to resign and stand for re-election;

(c) conventions obtaining in the United Kingdom should be incorporated in the constitution;

(d) statutory prohibition of interference by the politicians and the ministers in the day-to-day administration, and stringent laws for punishing them for misconduct;

(e) provision against interference by the President except during an emergency and a few months preceding the elections, when he should have the power to take over.

Some of these changes would materially alter the parliamentary form of government; and none of them, as shall be seen presently, would give us the desired result, namely, the stability of government and firmness of administration.

43. The proposal to restrict the number of parties is apparently based on the desire to secure a two-party system, but the question is: on what principle can this restriction be imposed? How are the two parties, which can be recognized, to be defined? If it is said that there shall not be more than two parties and a number of parties apply for registration, on what ground is the officer, authorized to register them, to prefer two and reject the rest? In England and America, there is no restriction as to the number of parties, but the electorate divides itself mainly between the Conservatives and Labor in England and the Republicans and the Democrats in the United States. As regards the control on parties, it could be only with regard to the number of members, finance and accounts and policy, but that does not secure stability of its support. A party may satisfy the registering officer in the matter of organization and policy, etc., and yet, at the crucial moment, its members may so withdraw support from the leader as to make him fall, not on any principle, but on purely personal considerations.

44. As for the restriction on party affiliation, a person, who is discontented with the leader of his party, if prevented from openly going over to another group can easily circumvent that restriction by absenting himself at the crucial moment. In the past, not only did individuals cross the floor but parties also became divided. For instance, in the old Punjab Province in 1949, some of the members of the Muslim League formed, with the Chief Minister who was dismissed, a separate Party called the Jinnah Muslim League. Similarly in East Pakistan, the Awami League, which was the largest party in the House at the time the Governors rule was lifted in 1955, ran into difficulties because some of its members formed a new party called the National Awami Party. Now, if such divisions in parties are to be prevented by law, then a member of the legislature will lose freedom of party affiliation, which is necessary for the satisfactory discharge of the duties of a member of parliament to which reference has already been made in the first chapter. Some of the members may justly feel that the policy proposed to be followed by the majority party is harmful, and a declaration by them that they would leave the party may have the desired effect of preventing that policy being followed. But if the proposed restriction is imposed, it is most unlikely that an average member of the legislature would

think of giving up his seat, however strongly he may feel against the policy followed by his party.

45. Regarding the proposal of embodying in the constitution, the conventions observed in England, the first thing that has to be pointed out is that conventions are only usages and understandings which, as Lard Bryc observes, "no writer can formulate." Secondly, a convention is not a precedent which is always followed, for, as painted out by Keith* in his "British Cabinet System."

"It may be departed from, because it no longer accords with development of the constitution, when a new usage may be created and itself be followed until circumstances alter."

That being so, adoption, as statutory provisions, of usages which are liable to change with the circumstances, would create difficulties. In 1932, when there was a coalition government in England, it was agreed by the members of the cabinet that they had the right to speak and vote against a proposal of the majority which became the proposal of the government. This "agreement to differ" was a clear departure from the rule of collective responsibility, but Sir Ivor Jennings regards it as an exception capable of application only where conditions are similar. This agreement was not considered un- constitutional in England. In the late Constitution, Article 37(5) adopted the English convention, of the collective responsibility of the cabinet, as a statutory provision, but not long after the coming into force of this constitution, the members of the central cabinet started making speeches in public over the One Unit question which indicated that they were no longer of one opinion on that important issue. The then Prime Minister supported the One Unit while some of the members of his cabinet made speeches clearly indicating that One Unit should be broken up. This disagreement stands on the same footing as the "agreement to differ" referred to above, but, while in England it did not become unconstitutional because the collective responsibility there was only a convention, here the disagreement in the cabinet, on the question of One Unit, was clearly unconstitutional as it was a breach of a provision of the constitution. This instance indicates how unwise it is to incorporate, in the constitution, usage which spring out of peculiar circumstances and are likely to be changed when the circumstances change. Apart from these difficulties, we fail to see how, by adopting certain known conventions as statutory provisions we would secure stability of government when, as we have said above, we do not have the type of leadership as well as membership of the legislature required to successfully work the parliamentary form. Till the average member of the legislature develops a sense of political responsibility and ceases to put political pressure on the ministry for his own ends, even definite provisions of the constitution are likely to be disregarded.

46. Statutory prohibition of ministerial interference with the day-to-day administration would create difficulties, as circumstances may arise requiring the minister's attention, to be given to an administrative detail. In England, there is no such prohibition, but no minister thinks of interfering in the day-to-day administration unless

---

* P-7

questions of principle arise. Normally, the administrative details are left to the permanent Civil Service and the experts. If a doubt arises, the point is referred to the minister who, before taking a decision, is advised by his office and experts as to the likely consequences of different courses of action. It thus depends on the sense of responsibility of the ministers and members of the legislature as to when, and to what extent, there should be interference. In England, an average member of the parliament would not think of asking a minister to interfere where questions of principle do not arise, and, if any member does so, disobliging him would not affect the position of the minister as the other members would be with him. But here, it would be otherwise. Further, when allegations of interference are made against ministers, subtle questions, as to where policy ends and its implementation starts are raised. This was the experience of the Tribunals which tried some of the ministers in the past for maladministration, misconduct and corruption. The tendency of the ministers was to interfere in matters of transfers, promotions and such other details, in order to keep their political supporters satisfied. It would be of little comfort to an average member of the legislature, who approaches a minister to interfere in the matter of a transfer or appointment as a favor, to be told that there is a prohibition against it. He would prefer to support a minister who would not hesitate to disregard such prohibitions and, therefore, there would be instability, if the minister refuses to interfere or undue interference if he yields to such requests.

47. As regards an enactment for punishing ministers for misconduct and corruption, past experience shows that such a statute was used as a political weapon against those ministers whom the party in power wished to remove. Previous sanction of the Governor- General was made necessary, for institution of such proceedings, because to give the right of initiation direct to every citizen was not in the interests of administration. However, enactments of this type would be a deterrent only against a minister being corrupt and not in respect of interference and mal-administration to keep himself in position. Even if he is so deterred, instability cannot be avoided, as the member of the legislature concerned would cease to support him. Further a minister bent on interference can find many ways of exerting his influence without leaving a trace of it on the file.

48. It now remains to consider the suggestions made with regard to the head of the state in a parliamentary form of government. One of the suggestions is that there should be a specific provision in the constitution preventing interference by the President. Such a general prohibition may not be conducive to the welfare of the country, for, the party in power, though in a majority in the House, may have lost completely the confidence of the nation, and, if the head of the state cannot interfere, there would practically be a rule of the few as against the wishes of the electorate according to Dicey, the sovereign in England does possess the right to dismiss a ministry if it has lost the confidence of the people despite its retaining a majority in the Parliament However, no head of the state would flagrantly disregard a constitutional provision; as that would make him liable to impeachment, but, occupying the position he does, it would always be possible for him. If he is so inclined, to interfere behind the scenes. After the late Constitution came into force, it was often alleged that the first President of the Republic was indulging in such activities, and we cannot say that that allegation had no basis. Another suggestion made in this regard was that the President should take over the entire administration three

months prior to the expiry of the term, of the legislature which would end in a general election. This proposal, which came from an ardent parliamentarian, for securing fair and free elections, implies that a Prime Minister who has held office for over four years cannot be trusted to act honestly just preceding the elections. If that be so. how can one rely on him to act honesty in the earlier part of his tenure whenever his position is threatened. If, at the close of his tenure, his desire, to get re-elected and also to facilitate the re- election of his party, is going to lead him away from the path of rectitude, there would be nothing preventing him, even at an earlier stage to act dishonestly whenever danger to his position arises. As regards the period during which the President is to be in charge of the entire administration, it has to be borne in mind that, according to this proposal, there would be no legislature to restrain him during that period. The question, therefore, arises: what is to be done should the President, after taking over the entire administration, feel tempted to continue as the sole ruler for a period longer than three months? It was, no doubt, proposed by the same ardent parliamentarian that, to avoid such a contingency, it should be provided in the constitution that the President can hold office only for one term and, thereafter, he should retire from active life in lieu of an adequate pension. We think that it is very difficult to secure a person to hold office just for a term of four or five years and then to disappear from active life altogether. In this connection, it is convenient to consider the opinion expressed by some of the presidentialists that in our country if there are two persons at the head of affairs, one as the constitutional head and the other as the actual head of the executive, there is bound to be a clash between them. In our opinion, there is considerable force in this view. What is required for the successful working of the parliamentary form of government is an impartial head of the state, who keeps himself above party politics, but an elected head of the state is hardly likely to remain aloof. The well-known Labor leader, Herbert Morrison,' in his. "Government and Parliament", while dealing with the question whether the head of the state in England should be the hereditary sovereign or an elected President, points out:

"Popular election would give the President too much authority at the expense of the Government and Parliament. In any case there would be every possibility of friction and party bargaining of the kind seen in the election of the French President in 1953."

It is remarkable that British parliamentary form has worked well in the monarchical countries in Europe, while, in the republics of Europe where it was adopted, it has undergone a change. A constitutional monarch is trained to play the role of an impartial head of the state and, as far as his position and privileges are concerned, they are above controversy as he is the first citizen and this position continues till he either abdicates or dies. An elected head of the state must naturally be a person who commands the confidence of the people, and if he happens to be a strong person and the Prime Minister, who equally should have the confidence of the people, is also equally strong, clashes between them, particularly in a country like ours, where the sense of political responsibility has yet to be developed fully, are bound to occur. Our past political history, short as it is, bears this out. As long as either the Prime Minister or the Governor-General was not a strong personality, there was only one person, for all practical purposes, at the

*p. 88.

head of affairs. But, after the late Constitution came into force, there was friction, as both the President and the Prime Ministers were strong personalities. It is note-worthy in this connection that in India, where the parliamentary system is in force, the present Prime Minister has, from the day of Independence until now, completely eclipsed the head of the state, who, it is significant, has himself raised the question whether he has not. Under the present Indian constitution more powers than the sovereign in England. However, as long as the parties are not disciplined and organized enough to stand together against autocratic acts, an elected head of the state in the parliamentary form of government has much scope to indulge in party politics if he is so inclined.

Suitability of Presidential Form : Discussed

49. It, therefore, appears to us that we should have a form of government where there is only one person at the head of affairs, with an effective restraint exercised on him, by an independent legislature members of which, however, should not be in a position to seriously interfere with the administration by exercising political pressure for their personal ends. Such a system is available in the presidential form of government which has been successful in the United States of America. Under this system, the President, who is directly elected for a fixed tenure, is vested with executive powers which he exercises independently. The legislature, on the other hand, is entirely independent of the President and at liberty to criticize his administration. It can assemble according to its own programme and rules and need not wait for a summons from the President, and the Upper House has to approve of the appointments and treaties made by the President with regard to legislation, it has this power that two-thirds of its members can overrule the veto of the President. This is the barest outline of the system as practiced in America. As to whether this system in its entirely, would suit us, or it is necessary to modify it, will be the subject of another chapter. Suffice it to indicate at this stage that whatever modifications we may adopt, we cannot, if we want to have a democratic form of government, make the legislature ineffective. It should be in a sufficiently strong position to act as a check on the exercise by the executive of its extensive powers, without at the same time affecting the firmness of administration. It is quite a legitimate question to ask as to how this system can work when the ordinary politician is not likely to change his outlook in the immediate future. The answer is that, once the opportunity of exploiting the membership of the legislature for extracting advantages from the executive is removed, persons who would stand for election would be those who are capable of understanding, and desirous of performing, the legislative duties and not those who, as in the past, regard their election as an investment for drawing dividends from the executive. It must, of course, be pointed out that, even in a presidential form, a member of the legislature does have influence with the administration; for example, in the United States of America instances of Senators having wielded influence with the White House are not rare. But the fundamental difference between this system and the parliamentary form is that while, in the latter, the head of the executive is solely dependent on the continued daily support of his majority party, the President, in the presidential who form is also a representative of the people, is not dependent, for this continuance in office, on the legislature. If the legislature goes against him, he may have to yield if he wishes to avoid a deadlock, but a Prime Minister, however, strong his position can easily be shaken out of

office on the very next day without justification, if something untoward happens and the majority of his party withdraws support over-night. It was this compelling necessity of keeping the majority of his party satisfied that made many a minister in the past depart from the straight path. We think that many of the ministers, who held office during the period under review, would have acted on the right lines if they were not so utterly dependent on their supporters. Further, under the presidential form, administrators can be selected from amongst the ablest of men available and not necessarily from amongst the members of the Parliament, while the Prime Minister under the parliamentary form may not be a man of great merit, nor can he, in his turn, select his ministers only on merit. There the criterion would be the support one gets from the party. But it must not be overlooked that the President under the presidential form cannot ignore the members of the legislature. On the other hand, he must have influence in the House sufficient to afford facilities required for the purposes of legislation, especially the passing of the appropriation bill. In the nature of things, he will be the leader of a party and he must also carry the other representatives of the people with him, as he is both the Head of the State and Prime Minister rolled into one. A very heavy responsibility, therefore, rests on him. Franklin D. Roosevelt* is reported to have stated before his first election:

"The presidency is not merely an administrative office. That is the least of it……..It is pre-eminently a place of moral leadership. All our great Presidents were leaders of thought at times when certain historic ideas in the life of the nation had to be clarified………without leadership, alert and sensitive to change, we are all bogged up or lose our way".

It is, therefore, necessary for the President, under the presidential form, not only to lead the people but also to be led by them by responding to public opinion. These heavy responsibilities, we think, can be discharged only when the President is capable of acting with both courage and humility. As far as the administration goes, he is the government and is responsible for the acts of its ministers. It becomes his duty to see that his ministers do not, as did the ministers in the past, lose themselves in administrative detail instead of giving prominence to policy which is their principal domain. Having regard to the extent of responsibility that rests on the shoulders of the President, we feel that it is essential that he should have a Vice-President, with definite duties, to relieve him. We, therefore, consider that there should be a Vice-President to whom the President can delegate some of his functions.

50. The role which the legislature, under the presidential form, has to play is no less in importance as it controls the purse, legislates for the country and can criticize the administration. These duties of the members of the legislature should discharge with a sense of responsibility. Many of the parliamentarians examined before us laid stress on the possibility of deadlocks arising between the President and the legislature under the presidential system. They went to the extent of characterizing this possibility as more disastrous than the instability of government under the parliamentary form. The presidentialists on the other hand, were quite hopeful that, with a system of checks and balances, smooth government would be possible. As shall be seen in the chapter dealing

*"President and Congress: The Conflict of Powers" by Joan Coyne Maclean. P-18.

with checks and balances, it is possible to make suitable provisions in the constitution to avoid deadlocks as far as possible.

51. It was also stated by the parliamentarians that the presidential form has greater propensities for deteriorating into dictatorship. As the President under that form is not removable except by impeachment before his term of office expires, it is said that there are greater chances of his becoming a dictator than under the parliamentary form which affords facilities for a quiet change of government. Under either system, the President can be removed only by impeachment and he has to have control of the armed forces. If, therefore, he wants to play the role a dictator, completely disregarding the will of the legislature as well as the public opinion in the country, he must have the support of the armed forces, and if once he is able to secure that support, he can become a dictator whether the form of government is parliamentary or presidential. As a matter of fact, the civil government was dismissed, and the present regime installed, by the President of a parliamentary form of government; and the acts of interference, alleged against the former President and his predecessor as being dictatorial, were also performed under the parliamentary form.

52. As already stated, the parliamentarians, while opposing the presidential system, referred to the Latin American Republics in support of their contention that the presidential form can easily deteriorate into a dictatorship, but the conditions in those countries are entirely different from ours. Lord Bryce, in his "Modern Democracies", while dealing with these Republics observes as follows:-

"The inhabitants of these Spanish colonies began their career as independent Slates without political training or experience. There had been no national and very few local institutions through which they could have learnt how to manage their own affairs. Spain had not given them, as England had given to her North American colonies, any town meetings, any municipal council any church organizations in which the laity bore a part. Associative bonds to linkmen together did not exist, except the control of the serf by his master. There were regions in which society, hardly advanced from what it had been in mediaeval Europe, did not possess even tribal communities much less any feudal organizations, such as those out of which European kingdoms developed. There was, in fact, no basis whatever for common political action the brand new constitutions which a few of the best-educated colonial leaders had drafted on the model of the United States Constitution did not correspond to anything real in the circumstances of these new so- called republican States.

The long guerilla warfare, in the course of which the insurgent colonists had worn out the resources of Spain till she gave up the contest in despair, had implanted in all these countries military habits, had made the soldier the leader, had accustomed the inhabitants to the rule of force. No one thought of obeying the law, for there was no law except on paper. Force and force only counted. The constitutions had provided elected presidents and elected legislatures, and courts of law, but what were such institutions without the

* Vol. 1, pp. 211-212.

sense of legal right, the means of enforcing it, and the habit of obedience to legally constituted authority?"

It certainly cannot be said that the conditions in Pakistan are the same as those in the Latin American Republics. In this sub-continent, after the government of Great Britain took over from the East India Company, self-governing institutions and the rule of law were introduced. Municipalities and Union Boards come into existence, and the civil administration was kept entirely separate from the military and, therefore, military habits were not implanted in this country. On the other hand, one of the institutions for which the people, including the armed forces, have always had the greatest respect, is the judiciary. That being so, it is not correct to compare our position with that of the above- said Republics, in which the presidential system was introduced at a time when there was no respect for law and order. If the British had not introduced the rule of law and the self- governing institutions when they took over from the East India Company, perhaps, in this sub-continent also military habits might have developed. The armed forces in this country have been, from the beginning, in favor of a democratic form of government. It has been explained by the present President that he, as the head of the army, was, on more than one occasion, asked to take over by the then heads of the state and still he desisted, and when he did take over in 1958. he promised to restore popular government after stabilizing the conditions in the country, and the fact that this Commission was appointed indicates that he is going to carry out that promise. It is heartening to find that the opinion of the armed forces placed before the Commission is in favor of a representative form of government.

Note of Warning

53. We should, however, like to sound a note of warning. Our recommendation that the presidential form of government may be adopted does not mean that we regard it as a fool-proof scheme, which would avoid any constitutional breakdown in future. We recommended that form of government because, on a careful consideration of the possibilities and the probabilities of the situation and the experience we have gained during the past few years since Independence, we consider that it is a safer form to be adopted in our present circumstances. We are certainly not pessimistic about the future but we are convinced that unless we evolve a system of checks and balances, which, while preventing deadlocks between the legislature and the President, provides a healthy restraint on the exercise by the executive of its powers, there will be difficulties in working this form of government also. In order to determine the question of checks and balances it is necessary first to deal with the question whether the system of government should be unitary or federal and whether he legislature should be unicameral or bicameral……………………………….

CHAPTER IV

FORM OF GOVERNMENT-UNITARY OR FEDERAL

54…………………………………………………………………………….

Analysis of View

55. In the questionnaire, the difference between federal and quasi-federal was not pointed out, but the trend of opinion clearly shows that the federal form was regarded, by those who replied to the questionnaire, as equivalent to the form adopted in the late Constitution, and that was also the standard kept in view by those who made statements before us.

On an analysis of the various opinions, both in the statements recorded by us and the replies to the questionnaire, we find that the preponderance of view is in favor of the federal form with a centre as strong as, if not stronger than, that of the late Constitution. Tabulating the opinions, irrespective of their being in favor of a parliamentary or a presidential pattern, we find that 65.5% were in favor of the federal and 34.5% in favor of the unitary form. Regarding the units of the federation, 88. 4 % were for the two units as they existed at the time of abrogation of the late Constitution-East and West Pakistan- while 8.6% favored the breaking up of the One Unit. 2.3% wanted to break up both East and West Pakistan into several units, while 7% suggested that East Pakistan should be broken up into units but the One Unit of West Pakistan should be preserved. As regards the distribution of powers, which gives an indication as to whether it should be a federation of a strong, or a loose type, the opinions were as follows. Distribution of powers as per the late Constitution was favored by 53.5%; while 8% were for giving the Centre more subjects than as in the late Constitution; 3.2% were for giving the residuary powers also to the Centre, while 1.2% wanted to empower the Centre to withdraw powers from the provinces. Thus 61.5% were in favor of a Centre as strong as, if not stronger than, that of the late Constitution, while 38.5% opined that the provinces should be autonomous; the powers of the Centre being confined to Defense, Foreign Affairs and Currency. Of the witnesses examined before us, however, there were only 23 who were in favor of such a weak Centre-18 from East Pakistan and 5 from West Pakistan. The rest of the opinions of this subject came from the replies-765 out of a total number of 1,357 from East Pakistan and 194 out of 974 from the West.

56. Views expressed in favor of a unitary government may be stated as follows, Pakistan was demanded, and achieved, on the fundamental basis that the Muslims of the sub-continent constituted a nation and were, therefore, entitled to the right of self-determination in areas where they were in a majority. That being so, it is but necessary to have one government though the two wings are separated by over a thousand miles of foreign territory. The differences in language and the regional interests, which have existed and unfortunately been encouraged during the past years, can best be subordinated to the national interest only by having a unitary form of government. The official delegation strongly advocated this type and, is doing so. pointed out that a very disquieting feature of the political development in this country over the past years was the growing power of the provinces in opposition to the authority of the Centre, resulting in

administrative friction. It was also slated that, in the provincial legislatures, the Centre used 10 be attacked by the provincial ministers in order to divert the attention of those who were inconvenienced by the faulty administration of the province.

57. As against the unitary form, the following views were expressed for a federal form. A unitary form of government is practicable if the country is one compact area. The geographical position of the two wings of Pakistan makes the federal form inevitable as, otherwise, administrative difficulties would arise apart from confirming the people of the East wing, in their present feeling of being treated as a Colony, as the Capital is situated in West Pakistan. As regards administration, a high degree of decentralization would be necessary and, if there be no provincial legislature, with powers of criticizing the administration, the officers would become autocratic. One parliament would find it difficult to legislate for the entire country, especially during emergencies. The manner in which the development of East Pakistan was handled in the past has shaken the confidence of that province in the Centre, and to overlook the distrust and suspicion that has crept in would be extremely unwise.

Discussion of the Problem

58. There is no part of the subject of our enquiry which seems to us to present greater difficulties than the question whether the form of government should be unitary or federal as, in the controversy, feelings appear to run high. That was apparently the reason why 959 replies took the extreme view in favor of a very weak Centre while, during our enquiry, when the several aspects of the question were fully discussed with the witnesses, only 23 favored that view. It will be convenient to consider this minority view after dealing with the main question of a unitary form of government versus the federal variety of the late Constitution.

59. It is necessary, at the outset, to refer to certain facts which constitute the background to the main issue. After 1957, when the British Sovereign took over from the East India Company, a unitary form of government was established in British India. As a result of the reforms introduced in 1919, the provinces were given certain powers and, very soon, the demand for more powers for the provinces assumed an important role in the general scheme of agitation till at last provincial autonomy became the objective. Though the majority community, while referring to the future Constitution of India, had expressed itself in favor of a unified strong Central Government, yet its immediate objective was provincial autonomy as the first practical step towards independence. The Muslim community was all along for provincial autonomy in order to avoid domination by the majority community. Thus political activity centered round the provinces getting all the powers to manage their provincial affairs, but this goal was not reached though the Government of India Act, 1935, except in certain matters, gave the provinces extensive powers. When, out of the undivided India, two self-governing dominions emerged, the system of government was still of a federal variety with a very strong Centre. The people of East Pakistan, who had worked wholeheartedly for the achievement of Pakistan, finding themselves free from the domination of the Hindus, were quite prepared to follow the Quaid-e-Azam for strengthening their newly won independence. In spite of the

country being divided into two parts, separated by more than a thousand miles of foreign territory with the capital located in West Pakistan, a feeling of oneness was very much in evidence when the Quaid-e-Azam visited Dacca for the first time after Pakistan was, achieve. During his stay in East Pakistan, people came from remote places in the interior to see the Father of the Nation. Addressing them, the Quaid-e-Azam amongst other things, referred to East Bengal's feeling of isolation from the rest of Pakistan and said:

"I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for days, for weeks and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact."

These were the words of a statesman, and, had he lived longer, he would have not only implemented them but would have brought about such a change of heart that the present feeling, amongst the people of East Pakistan, that their province is regarded as a colony would not have arisen. It is regrettable that, after his death, his proposal of the Head of the State or ministers staying in East Pakistan for longer periods, was not given effect to. The visits of the Heads of the State, and the central ministers" were only for short periods and at no time did any minister of the Centre stay there for even a month continuously. It is a matter for serious consideration whether the President and the Vice- President should not stay in Dacca, by turns, for at least a few weeks at a stretch, and that it should also be arranged amongst the ministers, that one or two of them, by turns, should similarly, stay there at least during that portion of the year when the President, or the Vice-President, does not do so. The object of the suggestion is to have a part of the central administration working in the province so that the people may not feel that they are isolated because the capital is located in West Pakistan. We understand that there is a proposal to set up a subsidiary capital at Dacca but we have not, before us, any definite scheme and we do not know as to what exactly would be the effect of such a capital. We suggest that there should be a section of the Central secretariat, especially of those departments dealing with nation-building activities, stationed at Dacca so that delays in administration may be avoided. We do not propose to draw up a scheme ourselves but we feel that, if the suggestions that we make in this regard are accepted, and, as a result thereof, a machinery is always available to the people of the province, it will have a healthy effect on the public mind and will go a long way to remove the feeling of isolation. As regards the session of the Parliament, we would adopt article 50(1) of the late Constitution, under which at least one session in each year was to be held at Dacca. We understand from one of the members of the Commission that a scheme for establishing a marine academy in Chittagong, which had been previously sanctioned, is now being given up. If this is so, we would suggest that government should reconsider that decision.

60. However the fact of the location of the capital of the country in the Western part, far away from the Eastern province, and the striking disparity between the two wings in the matter of industrialization, was exploited by the politicians of the day, and by certain non-Muslim elements. The latter being unable to reconcile themselves to the idea of Pakistan, created, amongst the people of East Pakistan, the impression that, as a result of

*Speeches by Quaid-e_Azam Mohammed Ali Jinnah, Governor-General of Pakistan, P.63.

neglect by the Central Government their province, in spite of its superiority in numbers as well as its capacity to earn more foreign exchange, was far behind the other part of the country in the field of development. Such propaganda met with success, as the people, having emerged out of a condition of utter dependence, saw and heard that in West Pakistan the progress in the industrial field was greater than in their own province. During the British days, the policy of the undivided Bengal government seems to have been not to industrialize East Bengal. It is remarkable that, although that province is the main jute growing area, ali the jute mills, were, at the time of Independence, in and around Calcutta. In the Punjab, on the other hand, industrial development had gone on and a number of non-Muslims, who had established factories, migrated to India when the division took place and the evacuee property was occupied by the refugees as well as by local persons who started working the existing industries. As a result of there already being industries in existence in West Pakistan, further industrial progress was quicker in that area than in the East where they had to make a start for the first time. Having regard to the fact that the work of industrialization could be handled more rapidly in the West than the East, larger amounts were allocated by the Centre to the Western wing. From information laid before us it is seen that in 1948-49 and 1949-50 though 8 crores and 21 lacs were allotted to East Pakistan as against 13 crores and odd given to the West, nothing was drawn by the East Pakistan government whereas West Pakistan utilized about 11 crores out of the amount allotted to them. In 1950-51,1951-52 -and 1952-53, East Pakistan utilized fully the amount given to them, but in 1953-54, 1954-55 and 1955- 56, the amount that was actually drawn by the government or East Pakistan out of the amount allotted came up to only about 50%. In 1956-57, while 20 crores and 69 lacs was the amount sanctioned, the amount drawn was only 8 crores 47 lacs. In 1957-58, it was a little higher. It is significant that, in the budget speeches for 1949-50 and 1950-51, there was no real complaint against the Centre with regard to these allotments. On the other hand, speaking on the budget estimates of 1951-52 the then Chief Minister acknowledged the help rendered by the Central Government to meet the financial difficulties, but in the speeches of the subsequent years there was a note of discontent.

61. There is a feeling in East Pakistan that the Centre delayed the financial sanction of the schemes in order to prevent the province utilizing the allotments fully. The official point of view, on the other hand, is that there were, no doubt, cases of delay by the Centre, but the main reason for the province not having been able to use the full amount allotted to it was the delay in the preparation of schemes coupled with the fact that the provincial ministers did not consider promptly those schemes in which they, or their party, were not interested. In this connection, it was pointed out that the development of North Bengal was so badly neglected in the past by the party in power that the people of that region went to the extent of demanding that their part of East Pakistan should be made a separate province with a separate Governor. It was explained that schemes submitted to the Centre were defective owing to the dearth of experienced officers and that, on account of those defects, sanction was naturally delayed as the Centre could not allow expenditure without the central co-coordinating authority certifying that the schemes were in accordance with the plan.

62. As the witnesses examined in East Pakistan gave us the impression that they had very strong feelings in this matter and felt very much aggrieved. We, at first, thought of going into the question fully in order to determine which of these versions was true. But, on further consideration, we gave up that idea, as we felt that an inquiry at this stage would do greater harm than good. Prejudice which seems to have taken root, can, we think, be removed more by practical steps taken to dispel doubt and suspicion than by any verdict we can record on the events in the past. As for the work of development here is the second five year plan, in which the respective spheres of development in the East and the West are clearly indicated, and we have been told on behalf of government that a scheme of devolution of funds had already been drawn up which would speed up the sanctioning of expenditure. The idea, which seems to have gained ground in some quarters in West Pakistan that the people of East Pakistan would ultimately secede from the West should be dispelled as, in the nature of things, the average Muslim of East Pakistan cannot be thinking of placing himself in the position in which he was prior to Independence. Similarly, East Pakistanis should be assured that it is no true that West Pakistan does not care for them or their interests: Unfortunately, a few instances of indiscretion, on the part of a few officers in the early years of Pakistan, created this impression amongst the intelligentsia, which seems to have been kept alive by certain parties bent on promoting friction between the two wings. To restore mutual trust and confidence between these wings, a system facilitating frequent visits by the various strata of intelligentsia from one side to the other would be, in our opinion, of great help. Similarly, frequent visits by the students, of either wing to the other, will also help in the removal of misunderstanding.

63. But ail these measures will take time to produce results and, till that stage is reached, the present state of feeling cannot possibly be ignored. Persons who advocated the unitary form of government regard the adoption of the federal form that existed at the time of the Revolution, or even before the late constitution, as an adverse step as far as the relations between the two provinces are concerned, and they think that the unitary form is the solution. According to them, these prejudices will disappear if there is one uniform administration all over the country, whereas, if the old system is revived, the provincial feeling well gain strength. We are unable to agree with this view. There are two points which the framers of a constitution should always keep in view. One is that the scheme devised should be workable and the other that those for whom it is intended should be prepared to make it work. Any constitution lacking in these qualities will not be successful. It is our considered opinion that if we impose a unitary form ignoring the state of feeling in East and West Pakistan we would be driving the average Muslim of East Pakistan into the arms of the extremists and the disruptive elements which are active in that province. A veteran political leader, who is respected in all circles, stated before us-

" .... if the Centre can satisfy the people and remove the distrust then unitary form of government may work, but so long as this lack of trust remains, the federal form is the proper form."

He was in favor of following the late Constitution as regards the distribution of powers. The fact that 65.5% of opinion is in favor of a federal form is an indication of

the inclination of the people and we feel that to ignore this preponderance of view would be an extremely rash step, specially when, even apart from the doubt and suspicion we have dealt with, the unitary form of government is not practicable in Pakistan.

64. Under a unitary form of government, there would be decentralization on an extensive scale without a provincial legislature to act as a check on the officers in order that they may not become autocratic. When this aspect of the matter was put by the Commission to the witnesses who advocated the unitary form, including those who appeared on behalf of government, our attention was drawn to the Governor's Council constituted under the Basic Democracies scheme, and it was said that that body could be utilized by persons having grievances against officers for bringing their facts to the notice of the Governor. But the Governor's Council, even if its members happen to be bold enough to criticize the officers of the province before the Governor, being a nominated body, will not command the confidence of the people, and, consequently, that body would not give satisfaction to the province. As for the parliament, where the representatives of both the regions will be present, it would hardly have time for question to be asked with regard to administration as would be the only legislature in a unitary from and, therefore, busy the whole time with legislation for the whole of Pakistan. In this respect, the case of West Pakistan is more in point. This province consists of four former provinces and the people of these regions complained to us that sufficient decentralization had not yet been made, though, at the time of integration of these provinces into One Unit, it had been decided to decentralize the administration. As stated already the majority opinion is in favor of retaining the One Unit and it is only 8.6% of the opinions that recommend the breaking up of the integrated province. We think that, whatever the defects in the present management and however objectionable the methods of integration were, it would open the flood-gates of provincialism if we break up the integrated province at this stage. Decentralization is the only remedy, and that would satisfy the majority who are only anxious for an arrangement that would avoid the inconvenience of their having to go to the headquarters of the province in matters in which, prior to the integration, they could get relief nearer home. If the administration on this account is de-centralized on a large scale, then a provincial legislature becomes indispensable as a check on the arbitrary exercise by the executive of its extensive powers, but the unitary form does not provide for it.

65. The further proposals put before us on behalf of the government acknowledge the difficulty of the Central Parliament dealing with legislation for the entire country while sitting at the Capital. It was conceded that provincial matters could be better dealt with by the province concerned, and the suggestion was that powers should be given to the provinces, more or less on the lines of the late Constitution, subject to Railways and Industries being excluded from the Provincial List, and that the Centre should be empowered to legislate in respect of all subjects including those of the Provincial List. It was further suggested that, instead of provincial legislatures, each half of the parliament representing a province should act as a provincial committee to deal with provincial affairs at the headquarters of the province, and that the legislation passed by such committees should receive the assent of the President and not of the Governor concerned. It was said that this would save time and. expense while retaining the appearance of a

unitary form of government. In the same strain, it was proposed that there should be ministers appointed for the province but that their appointment should also be made by the President and not by the Governor.

66. Having given our anxious consideration to the above proposal, we find ourselves unable to recommend it. In our opinion, this scheme, besides creating difficulties, is the surest way of making the central legislature provincial minded. What is required for the progress of our country is the inculcation of the habit of considering every question from a national point of view. This would need the members of the central legislature to be trained to look at Questions affecting the country from the point of view of the whole of Pakistan. That being so if, for nearly half of the year, each half of the parliament, instead of continuing to deal throughout with subjects of all-Pakistan importance, has to go back to the respective provinces to deal with provincial matters, what hope can there be of ever developing an All-Pakistan point of view? The result of these persons acting in the regional committees would be that, in course of time, everything they handle would be approached from the provincial angle. Apart from this, in the practical working of the scheme, there will be difficulties. For instance, if these regional committees have already legislated on any of the items of the Concurrent List and nullified even the veto by reiterating the legislation by a two-thirds majority, and it is considered by the President that the Centre should then legislate on that very subject, or in a cognate matter, the said committees, who have already committed themselves to one point of view, are least likely to change their mind and legislate to a different effect. When this aspect of the matter was put to the official delegation, the answer received by the Commission was that the provincial committees would not pass all measures unanimously, and that, if they pass a measure unanimously, the Centre should not venture to legislate again. But even if the local committees are not unanimous, they would at least have been in a majority and. if so, the minorities of the two committees cannot constitute a sufficient majority, when sitting together in the Parliament to pass a different legislation. We are unable to understand the position that, if the provincial legislation has been passed unanimously, the Centre should not venture to legislate. If the Centre wants to legislate contrary to the provincial legislation, it must be because it considers such a course necessary in the interests of the country as a whole. We fail to see why we should adopt a system which could, under such circumstances, render the Centre helpless.

67. The establishment of the provincial committees, it was stated, would save expense and time. Separate provincial legislatures were objected to on the ground that they would give the people of the province an opportunity of criticizing the Central Government, without justification, merely on provincial prejudice. We have considered these aspects very carefully. As far as expense is concerned, a democratic form of government is certainly more expensive than an autocratic one, and on the ground of expenditure alone we cannot refuse to have a legislature. But in this case, there will be no saving of expense or time by the system of local committees, for the members of the Parliament would be wholly occupied, either in the Parliament with central legislation or in the provincial committees with provincial legislation and, wherever they may be they will have to be paid. From this point of view, separate legislatures will not be costlier than the provincial committees. But the more serious objection is what we have already

stated, namely, that we will, by this system, be forcing every member of the central legislature to become thoroughly provincial minded. As regards the tendency to be provincial in criticism we think that, having regard to the feelings that prevail at present, which would take some time to subside, it would be safer to provide for a safety valve in the provincial field. We should like to emphasize that, for the safety, as well as the progress of this country, it is essential to have an Assembly with a broad national perspective. If there be no provincial legislature where provincial matters can be discussed from a provincial angle, the Parliament itself would be converted into a Provincial Assembly and a member, who while sitting in the committee has approached the questions from a provincial point of view and spoken in that connection with a provincial bias, would be inclined to do the same in the Central Parliament, even with regard to a matter which concerns the entire country. If the system of government we were recommending were parliamentary, the objection to having separate provincial legislatures might have been on stronger grounds as, in that case, the majority party in the legislature would be able to interfere with the administration. There were instances of the provincial government discouraging outside capital from coming into the province of East Pakistan during the period under review. But under the system we are recommending, the Governor, not being elected by the province but appointed by the President, would act as his agent and the administration would be run under his direction. Even with these provincial legislatures, the character of government will not be strictly federal as there will be some control by the Centre both in the legislative and the executive fields. It would be a federal government of the Indian pattern. As for the proposal regarding the appointment of provincial ministers, and the giving of assent to provincial legislation, it will be convenient to discuss it in the chapter dealing with checks and balances.

68. We, therefore, recommend that the government should be of the same pattern as that of India and Canada and not unitary as in Great Britain. The next question is whether there should be two units as at the time the late Constitution was passed, or, the One Unit should be broken up into its former provinces. As has been set out in the analysis of opinions, the preponderance of view is in favor of retaining the two units, East and West Pakistan and as already staled, only a small minority advocated the breaking up of the One Unit. As we have already observed, whatever defects the One Unit scheme may have it is safer to continue it. We, therefore, consider that the units should be as they were at the time the late Constitution was abrogated.

Minority View for a Weak Centre

69. It is convenient at this stage to consider the view that the Centre should be given only three subjects-Defense, Foreign Affairs and currency and that the provinces should have the rest of the powers. As explained already, this is the opinion expressed in 41.1% of the replies to the questionnaire but, amongst the witnesses favoring a federal form, with whom the various aspects of this question were discussed by the Commission, only 23 out of 229 questioned on this point were for such a weak Centre. One of the main grounds for this view was that the Lahore Resolution of 1940 speaks of independent states and, that therefore, the provinces should be autonomous. But the East Pakistan

envisaged in the Lahore Resolution was the whole of Bengal and Assam which could have been an autonomous province as it would have had industries and large economic resources. It could not have been anticipated at that stage that the former Bengal and Punjab provinces would be divided and Pakistan would get, as its eastern half, the unindustrialized portion of Bengal. The partition of these provinces was a later development arising from the last minute efforts of the majority community of undivided India to avoid partition of the sub-continent. If, at the time of the Lahore Resolution, it could have been foreseen that ultimately a division would take place and that the present East Pakistan would be the only portion of Pakistan in the East, the Muslim League would not have thought of regarding it as an autonomous province because, without industrial development, it is impossible for East Pakistan to sustain itself as an independent unit. At the time the Lahore Resolution was passed, partition of the sub- continent into two independent countries was not within the pale of practical politics. It seems to us extremely unwise and unrealistic to insist on a literal following of the said Resolution regardless of whether the present units of Pakistan can develop themselves, and manage their own affairs, without a strong Centre.

70. There has been, even in countries which have a strictly federal form, a general tendency towards increasing the powers of the Central Government. This is noticeable in the United States, Australia, Canada and Switzerland. It is so, because, for working successfully a programme of economic development, concentration of power should be in the Centre as that alone can be regarded as a unit in the international field. There are several projects undertaken in Pakistan in both the wings, which are being financed from loans taken from foreign countries. If the Centre had only limited powers confined to the three subjects stated above, these projects could not have been started. The Centre must have the power to control the working out of these projects and then alone it would be a position to deal with the other countries which have come to our help. If each province has to deal with development on its own, it would not be practicable to obtain assistance from outside, because neither East nor West Pakistan by itself would be in a position to enter into agreements with other nations. Wherever economic planning is urgently required as in Pakistan, it is impracticable to have a form of government with autonomous units joined together for a limited purpose. The extreme view, of limiting the powers of the Centre to three subjects, we think, has been largely influenced by the doubt and suspicion entertained against West Pakistan and also by the insidious and unremitting propaganda carried on by the subversive elements which are hostile to Pakistan. That the extreme view is based more on passion than on reason is seen from the fact that one of the witnesses who expressed it in East Pakistan, while admitting, that in the past, the Centre was helping that province in times of need, added that, in his opinion, it could get on without such help and that, after all, it should depend on itself to become self- sufficient. He further stated that he was not despondent about the capacity of East Pakistan to manage its affairs without guidance or support from the Centre. This altitude is surcharged with emotion but we understand the feelings of the witness as we are fully aware of the background of doubt and suspicion, to which we have already referred. We have no reason to doubt his sincerity but we shall be failing in our duty if we do not keep our approach to the question realistic, rational and impartial. Neither East nor West

Pakistan can develop itself without guidance and assistance from the Central Government. Apart from getting help from abroad, a strong Central Government alone can, enable one province to share the resources available in the other on such terms as are advantageous to the country as a whole. There are differences between the various states, in India and, as recent events have shown, those differences are sometimes far more serious than those that exist between the two wings of our. country, yet we see that the states in India arc willingly working the constitution which gives the Centre far greater powers than what the people eager to have provincial autonomy would agree to. It is significant that, when the undivided Constituent Assembly meet in 1946, it was resolved that there should be autonomous units with a weak Centre but. when once it was announced that there would be partition of the sub-continent, the Constituent Assembly of India decided in favour of a strong Centre. The reason for this was, obviously, the urgent need for economic development which can be effected only by the concentrated effort of a Central Government having full control over the resources of the entire country. We cannot, therefore, with any sense of responsibility, agree with the view that the Centre should have only the three subjects mentioned above.

Suggestions of the Official Delegation

71. We are unable to accept the suggestion of the official delegation that the Centre should not have a list of subjects on which it could legislate but that the constitution should provide that it can legislate on every subject including those of the Provincial List, as it would aggravate the suspicion and doubt already existing in East Pakistan which, as we have indicated above, it is extremely unwise, if not hazardous, to ignore. Further, such an omnibus power for the Central Government would be unnecessary as in the nature of things, it would interfere in the provincial affairs only when it is absolutely necessary. If such a necessity, to interfere with the powers of a province, arises with regard to any subject in the Provincial List the parliament (which shall consist of two Houses) can do so provided two-thirds of members of both the Houses present and voting at a joint session pass a resolution to that effect. It should also be provided that the power so conferred can last only for one year and, if it is to be continued thereafter, there should be a fresh resolution by a similar majority. When it is decided to give the provinces certain powers, it is but fair that the Centre should also restrict its own power and resort to the extraordinary provision referred to above only when it is necessary. As stated already ordinarily the Centre would not find it necessary to legislate on any subject of the Provincial List. If the object of the suggestion is that the appearance of a unitary form of government should be maintained, enough has been said to indicate that such a government is not a practical proposition. In these circumstances, it seems to us extremely imprudent to resort to any scheme which will further increase the suspicion of people in East Pakistan that, as far as possible, the Centre does not wish to give it any freedom of action even in provincial matters. We, therefore, consider that there should be a Federal List containing the subjects in which the Centre alone can legislate, another list of subjects in respect of which both the Centre and the provinces have concurrent powers and a third list of subjects on which the provinces alone can legislate subject, however, to the general provision stated already, of the Centre taking to itself power, through a

resolution passed by a two-thirds majority of the members, of both the Houses of Parliament, present and voting at joint session, for a period of one year, to legislate on any of the subjects of the Provincial List. We are also in favor of retaining the provision of the late Constitution that, if a state of emergency is declared by the President, the Parliament shall have the power to legislate on any of the subjects of the Provincial List. A further provision of the late Constitution that, in case of inconsistency between laws made by parliament and laws made by the provincial legislature, the former shall prevail and the latter became void to the extent of repugnancy, should be adapted. We are also in favor of empowering parliament to legislate in respect of any matter not covered by the Concurrent, or Provincial List, as has been done in the Indian Constitution. These general provisions, we think adequately safeguard the position of the Centre and keep it as strong as is necessary for the economic progress of Pakistan.

Distribution of Powers.

72. But with regard to the subjects of the Federal List, we agree with the view of the official delegation that Railways should be included in it. Means of communication are very closely allied with defense. That being so, it was a matter of some surprise when the late Constitution made Railways a provincial subject. That this was not done without hesitation is indicated by the fact, that while mentioning Railways in the Provincial List, it was also Provided that parliament may by law provide for the transfer of the Railways in each province to the government of that province, and, until a transfer is so made. Railways shall remain within the purposes of the government of the Federation and Parliament shall, not withstanding the Article restricting its power to legislate only in subjects of the Federal List, have exclusive power to make laws in respect of Railways. This clearly indicates a compromise in a difficult situation rather that a decision on merits. However, considering the importance of Railways in matters of defense, we are for putting them exclusively in Federal List.

73. As regards Industries, which also the official delegation would like to exclude from the Provincial List, we are not in favor of a total exclusion of this subject from that List. We prefer to follow the Indian Constitution in this respect and adopt entry 52 of the Union List thereof which is as follows:

"Industries the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest".

A similar addition should, we think, be made in the Federal List, leaving the entry of Industries as it is in the Provincial List of the late Constitution. In this connection, we should like to point out that the Federal List of the late Constitution refers to industries connected with Defense and does not give an indication as to what those industries are. We fear that, if this entry is allowed to remain as it is, it might give rise to unnecessary controversy between the Centre and the Provinces. In this respect, the corresponding entry of the Union List of the Indian Constitution is quite clear and we would adopt it. Entry 7, of the Union List of the Indian Constitution, states:

"Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defense or for the prosecution of war".

The subject of Mines, which has been included in the Provincial List of the late Constitution, should we think, be put in the Concurrent List. In respect of Education, which was a provincial subject in the late Constitution, we think it is necessary that the Central Government should have power to legislate within the limits indicated in the Indian Constitution (entries 64 to 66 of the Union List of the Indian Constitution). We would recommend for the Centre also the power to acquire or requisition property in the provinces for the purposes of the Central Government. Local Government has been in the Provincial List, exclusively, even from 1919 onwards and normally we would have given it the same place, but as the Basic Democracies scheme which deals with this subject is in its infancy and so far has been directed by the Centre, we consider it necessary to retain the Centre's power in this regard. We would, therefore, include this subject in the Concurrent List. As regards adulteration of foodstuffs and other goods which is in the Provincial List of the late Constitution, we consider that the Centre also should have power to legislate. We would, therefore, include this subject in the Concurrent List as has been done in the Indian Constitution. Under the late Constitution, the Centre was given the power of preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs or the security of Pakistan; and to the provinces power was given in respect of preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order. We are of the opinion, that, as far as, preventive detention is concerned, the Centre should also have control. We would, therefore, prefer to follow the provision made in this regard in the Indian Constitution where preventive detention, for reasons other than those connected with defense, foreign affairs or the security of the country, is mentioned in the Concurrent List. The relevant entry runs as follows:

"Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention. "

We would, therefore, omit the entry relating to preventive detention from the Provincial List of the late Constitution and include in the Concurrent List a provision to the same effect as the provision of the Indian Constitution quoted above. In this connection, there is another entry in the Concurrent List of the Indian Constitution relating to removal, from one state to another state, of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in the entry already quoted. In the late Constitution, there is no entry in any of the Lists about the removal of persons under preventive detention. On the other hand, the Provincial List contains an entry which relates to the removal of prisoners from one province to another. This would include an accused person who is confined in a prison and, from this point of view, 'prisoners' may include accused persons also, but it is doubtful if the same expression can be taken to refer to a person under preventive detention. We, therefore, consider that there should be a provision with regard to the removal from one wing to the other also of persons under preventive detention and, having regard to the fact that it will be an inter- provincial matter, we think that this subject as well as removal of prisoners should be mentioned in the Concurrent List. To mention removal of prisoners from one province to another in the Provincial List does not seem to us appropriate because legislation by one province that its prisoners will be sent to the other province will be practically one-

sided. We would, therefore, remove entry 7, so far as it relates to removal of prisoners, from the Provincial List of the late Constitution and include the same in the Concurrent List. In view of our proposal, which will be discussed in a later chapter with reference to Question 34 of the Questionnaire, we consider it necessary to include in the Concurrent List Zakat, Auqaf and Mosques, which appear as entries 64 and 69 of the Provincial List of the late Constitution.

74. Subject to what has been stated in the above paragraphs of this chapter, the three lists of the late Constitution should, in our opinion, be adopted in the future Constitution. We would, however, like to point out that, for reasons which are not clear to us, in the lists of the late Constitution there are entries where distinct subjects not connected with each other have been lumped together. We suggest that, in the drawing up of the lists in the new Constitution, distinct subjects should be mentioned as separate entries.

CHAPTER V

LEGISLATURE-UNICAMERAL OR BICAMERAL

Necessity of An Upper House and its Composition.

75. In view of our conclusion that this country needs a strong central government in a quasi-federal structure, the question whether the central legislature should be unicameral or bicameral is of considerable importance. 74.1% of the opinions favor a unicameral legislature, while 25.2% support a bicameral legislature and a very small percentage of 7% arc for an advisory council. The opinion in favor of a unicameral legislature has apparently been influenced by the late Constitution, for the reaction of the witnesses, examined before us, with whom the question was discussed in all its aspects, was different. For instance, while 46.29% of the witnesses examined on this point were in favor of a bicameral legislature, 49% favored the unicameral, while 19 witnesses wanted only an advisory council at the Centre. With the last mentioned opinion we do not agree, as we consider that it is necessary to have a legislature with effective powers. As for the other question, it is significant that no great state of the present day, especially of the federal or quasi-federal pattern, is satisfied with a unicameral legislature. Lord Bryce* points out that the two defects frequently charged upon the legislative bodies are:

(1) that they "contain too little of the stores of knowledge, wisdom and experience which each country possesses" and

(2)............ that they are likely to be controlled by one political party "disposed to press through, in a hasty or tyrannical spirit measures conceived in the interests of that party or a particular class in the community often without allowing sufficient time for debate…….. "

He suggests that, where such defects exist with little prospect of curing them by improving the directly elected legislature, a remedy may be found in an Upper Chamber. For reasons, which shall be stated at the appropriate place in the chapter dealing with the electorate, it is not possible to work representative government without political parties. The defects mentioned above do exist in an average legislature of the present day, particularly in countries like ours. As pointed out already, there is lack of public opinion which can serve as a great corrective as far as the legislature and the executive are concerned. In these circumstances, it seems to us necessary to have an Upper Chamber so constituted that it will be able to act as a check on the impetuosity of legislation by the Lower House, and also exercise a healthy influence, by its utterances, both on the members of that House and the public. When the official delegation, at its first interview, pressed for a unicameral legislature, we suggested to them that they might consider the advisability of having a House elected on the basis of functional representation, as at that stage, we thought that such a House would meet our requirements. In their further memorandum, the official delegation suggested an Upper House consisting of persons elected from special constituencies demarcated on the basis of various professions like Legal. Medical, Industry, Commerce, Labor, etc. But, in view of our conclusion in the

" "Modern Democracies". Vol. II, P. 451

second chapter that the lack of discipline and sense of responsibility noticed in the average politician in the past was but a reflection of similar deficiencies in an average member of society, including the educated as well as the politically relevant sections, we re-examined the position. Our considered opinion now is that it is rather risky to have a House elected on the basis of various professions, as it is likely to promote conflict between different interests, with the result that the question which have been discussed in the Lower House by representatives elected on a broader basis, might be considered in the Upper House from a narrow angle, and thus the Upper House, instead of being a healthy check on the Lower, may have just the opposite effect. We also fear that a system of functional representation would make the Assembly a debating society instead of a law-making body, and reduce its efficiency in proportion to the variety of interests it represents. Finally, there is the practical difficulty of apportioning equitably the representation among the various intervals. We have, therefore, abandoned the idea of having functional representation, but we remain convinced that an Upper House is necessary.

76. The main objection put forward to an Upper House in that it would delay legislation, and there would be rivalry between the members of the two Houses to gain popularity. As regards the first point, it has already been shown why a check by an Upper Chamber is required to make up for the deficiencies in the Lower. Regarding the second objection, there may be rivalry if the Upper House is elected on the same basis as the Lower, but our proposal is to have an Upper House of a different composition altogether. It should be based on mature age groups of meritorious personalities. A House, consisting of persons who have reached maturity in age as well as experience, having attained the zenith in their respective walks of life, and who can, therefore, be reasonably expected to remain unmoved by political currents which normally affect the average politician, would be an effective means of creating the required public opinion. Views expressed by persons of this class, who will naturally be regarded by the nation as disinterested, are bound to have a great effect on the public and the Lower House. Herbert Morrison* points out, in his "government and Parliament", that the House of Lords is not devoid of either importance or utility. Referring to its active members, who include men of ability and extensive public experience, he observes.

"Whilst I certainly would not say that debates in the Lords are more important than those in the Commons, debates in the Lords have a character and importance of their own and are not without their influence on public opinion and government policy."

We, of course, cannot hope to bring into existence, immediately or in the near future, a body consisting of very eminent persons like the members of the House of Lords, but we are quite confident that we can have a small House consisting of men of proved merit, undoubted integrity, ripe judgment and rich experience. We, therefore, recommend that there should be an Upper House known as the SENATE, and that is should have 48 members: 40 elected by an electoral college, consisting of the Lower House at the Centre and the two Provincial Houses, on the basis of parity, i.e., 20 from each province, from amongst meritorious personalities, aged 50 years and above, not being members of any of

*P. 173.

the said legislatures, the remaining eight to be nominated by the President. There should be no canvassing for election, and anyone found canvassing shall stand disqualified. The Senate shall be elected from amongst the following categories :

(a) Former Presidents, Governors, Prime Ministers, Chief Ministers and Ministers of Central or Provincial Governments;
(b) Retired judges of the Supreme Court and of the High Courts;
(c) Members of recognized professions having a minimum standing of 15 years;
(d) Retired government officers, not below the rank of Secretaries or heads of departments of the Central, or a Provincial Governments;
(e) Person who have made notable contribution to any branch of learning or research; and
(f) Prominent citizens who have contributed to social welfare activities.

None of the persons of the above categories would be eligible for election, if he is disqualified, for the time being, for election to any office under any law or having been a judge, or a government servant, has been removed from office. There shall be at least two representatives from each of the categories and not more than ten from categories (e) and (f) taken together. The Central Lower House will frame the necessary rules for the purpose of this election. As for nominations, the President shall have full discretion, that is to say, he shall not be confined to the categories mentioned above, but he shall be bound by the minimum age qualification of fifty years and also the, disqualifications attacking to the election mentioned above. Having regard to the role this body of experienced men has to play, it seems to us that its term of office should be longer than that of the President and the Lower House at the Centre, which shall be named the HOUSE OF THE PEOPLE. We, therefore, fix a term of six years for the Senate and a term of four years each for the President, Vice-President, the House of the People, and each of the provincial legislatures, which shall be known as the LEGISLATIVE ASSEMBLIES OF EAST AND WEST PAKISTAN. The names of persons proposed for election to the Senate should be submitted within a period fixed for the purpose, to the Speaker of the House of the People, who will constitute a small committee of representatives of that House and the two Assemblies, to scrutinize the nominations in order to see whether the persons proposed for election are eligible.

Powers of the Senate.

77. The next question for consideration is as to what legislative powers should be given to the Senate. Should it be as powerful as the Senate in the United States of America, or should its legislative powers be similar to those of the House of Lords in England? We do not think we should follow the House of Lords in England. We do not think we should follow the pattern of the United States in this regard, as far as legislative powers are concerned, because the Senate there represents the various States equally and, on the basis of that representation, it has been given the same powers as the House of Representatives. We cannot possibly have such a representation, as the units of our quasi- federations are only two. Further, the object of having this House is to have a sobering effect on the Lower House elected from the general constituencies, and the composition

of the House clearly indicates that it is meant more as a guide. From this point of view, we think it appropriate to give the Senate legislative powers more or less on the lines of those of the House of Lords. We propose to give this body other powers also to which we shall refer at a more appropriate place; here, we are concerned only with the legislative powers. As regards these powers, a distinction should be made between money bills and other pieces of legislation. As for a money bill, we are of the opinion that it should be initiated only in the House of the People, and the Senate should have the right to consider its provisions and express its opinion within one month of its receipt. If it fails to do so or agrees with the House of the People, the bill should go to President for assent. In case of amendment, the bill will be returned with suggested changes to the House of the People, to be submitted to the President with those changes if the latter House accepts them or without they if it reject them. As regards other pieces of legislation, the procedure, we think, should be as follows: Bills may be introduced in either House. A bill introduced in the House of the People, if accepted by the Senate, should go up to the President for assent. If it is rejected or amended by the Senate, it will go back to the House of the People for reconsideration. In case of agreement, the House of the People will drop the measure if the Senate has rejected it, or submit it to the President for assent with the amendments proposed, but, if there be disagreement, the House of the People will have to reconsider the measure at its next session and, thereafter, the measure need not go to the Senate again. As for legislation initiated and passed in the Senate, if it is rejected by the House of the People, there should be a joint sitting of the two Houses at which the matter should be reconsidered. If, on the other hand, the House of the People amends such a measure, it should be treated as if it was initiated in its amended form in that House, and the course already indicated for bills initiated in the House of the People should be followed. Bills, which the President has vetoed, would become law only if they are again passed by a two-thirds majority of each of the Houses of Parliament.

78. In the case of impeachment of the President, Vice-President, Governors, Ministers (central and provincial) and Chief Justice and Judges of the Supreme Court, we recommend the following procedure: The resolution for impeachment should be signed by not less than one-fourth of the total number of the House of the People and fourteen days notice thereof should be given before it is moved in the said House and, if the resolution is passed by a majority of the total number of the said House, the trial on the charges alleged in the resolution should be held by the Senate presided over by the Chief Justice of the Supreme Court in the case of the President, the Vice-President, Governors and Ministers (central and provincial), and by the Vice-President in all other cases. The person impeached will have to vacate his office, in case he is found guilty by two-thirds of the total number of the members of the Senate. In addition to these powers, the Senate shall also have the power of approving some of the appointments made by the President, to which detailed reference will be made in the next chapter. It will also participate, in a joint session with the House of the People, in matters of declaration of war and ratification of treaties.

The House of the People

79. With regard to the House of the People. 58.77% of opinions favor its being elected on population basis, while 41.23% advocate parity. They principle of parity was

adopted by both the Constituent Assemblies after considerable debate and, in view of our conclusion that the unitary form of Government is not practicable in the present circumstances, we are unable to accept the majority opinion in this respect. We therefore, recommend that the House of the People should be elected on the principle of parity and. as for its strength, we suggest that it should consist of 200 members. As regards the qualification of the members of this House 42.5% of the opinions are in favor of minimum educational qualification higher than mere literacy, while 33.5% favor the qualifications prescribed in the late Constitution which did not include educational qualification at all. As regards age, 12.5% favor a minimum of 30 years. A mere literacy qualification is suggested by 6%, while 1.9% suggested property qualification and 3. 6 % fear or God. The last mentioned qualification it is impossible to adopt, as there is no means by which we can determine as to whether a candidate has the fear of God or not. With regard to age, we accept the suggestion that it should be a minimum of 30 years, as it is necessary to eliminate the professional politicians as far as possible; we think this minimum qualification would give us a large number of members who have already adopted a profession or settled in life and do not intend to be solely dependent on politics as a means of living. As for the other qualifications, if they are to be adopted, it must be to ensure that the proceedings of the House are understood by all its members. From this point of view, property qualification would be of no help. A minimum educational qualification may appear to be desirable, but generally the principle adopted in most of the constitutions is to make every person possessing the qualification required for an elector, eligible for election as a member of the legislature. We, therefore, do not recommend either a minimum property or a minimum educational qualification for membership of the House of the People or of the provincial legislatures. We should however, prohibit double membership that is to say that the same person should not be allowed to be a member of more than one House, either central or provincial.

PROVINCIAL LEGISLATURES

80. It now remains to consider the composition of the Legislative Assemblies (provincial legislatures), their strength and the qualifications of their members. The preponderance of view is in favor of the provincial legislatures being unicameral and we share this opinion. We do not think it either necessary or feasible to have an Upper House in the province. As regards their strength, we think that each Assembly should have 100 seats, three of which should be reserved for election from amongst women. Six seats of the House of the People should be similarly reserved for women, but we are not for such reservation in the Senate. The reservation of seats for women, in both the central and the provincial legislatures, would not debar their election from the general constituencies, but we think that the chances of their being so elected are rather slender. That is the reason why we have accepted the opinion of the majority that there should be reservation of seats for women. The qualification for membership of the Legislative Assemblies should, in our opinion, be the same as for the House of the People.

81. As regards West Pakistan, it was decided, at the time of integration, that the seats in the House should be so divided as to give adequate representation to the various

regions comprising the integrated province. For instance, out of 310 seats, which was the strength fixed for the provincial legislature, 10 were reserved for women and the remaining 300 were divided as follows:

1.	Former Punjab	…	120 plus 4 women's seats.
2.	Former Sind	…	56
3.	Former N. W.F.P	…	43
4.	Former Baluchistan and States	…	11
5.	Former Bahawalpur State	…	22
6.	Former Khairpur State	…	4
7.	The Federal Capital	…	14
8.	Special Areas (including Swat)	…	30

It was provided that this arrangement should continue for a period of ten years. The idea obviously was that, by the time that period expired; there would be sufficient fusion of interests and. thereafter, it would not be necessary to mark off the seats on the basis of regional representation. We have already indicated in the preceding chapter that the One Unit should continue, and the preponderance at view is to the same effect. If, therefore, the integrated Province is to be continued, it is but reasonable that it should continue on the basis agreed upon at the title it came into existence. They, therefore, do not wish to interfere with the above allocation of seats, and we consider that the arrangement should continue for a period of seven years computed from the date of promulgation of the new Constitution.

82. This scheme also gives the Tribal Areas and the States some seats, though these areas are not liable to taxation. The majority opinion is in favor of these areas, remaining as they are. With regard to the Tribal Areas 83.26% are in favor of keeping them separate, while 15. 6% want them to be merged and 1.14% aims at a gradual merger. As regards the States, 58. 82% want them to remain as they are, while 41.18% want their immediate merger. We have been through the Tribal Areas and we have visited one of the States, Swat. We are in favor of accepting the majority opinion that at present the Tribal Areas and the States should be left as they are. We favor the view that the Tribal Areas should be gradually merged. They desire that, before such merger, they should be materially helped in the matter of education and that their economic conditions should also be improved. From this point of view, their continuance in the Provincial Assembly, irrespective of their not being liable to be taxed, is necessary, as It would give them the necessary training and experience. With regard to the States also, the representation given to them should be continued. As we have recommended only a hundred seats for the province, there should be a proportionate reduction in the number of seats to be given to the various regions, including the Tribal Areas and the States.

General

83. The Senate, the House of the People and the legislative Assemblies will be independent of the executive in the sense that they will have their own programme and rules about the conduct of business; but neither they, nor the Committees appointed by them, shall have power to summon or question any minister or officer. They can call for information and it will be the duty of the executive to supply it. In emergencies, these legislative bodies shall be liable to be summoned to a special session by the President or the Governor as the case may be. All doubts and disputes, arising out of or in connection with the elections to these Houses, will be dealt with under the law relating to elections in force for the time being.

CHAPTER VII
THE ELECTORATE
Various Views

103..........

104. Opinion, expressed mainly with regard to the election of the legislatures, was in favor of universal franchise, apparently influenced by a provision to that effect in the late Constitution. The official delegation, however, took the stand that the country was not ripe for a direct election of the President, the Vice-President and the legislatures, on universal franchise. They advocated election through an electoral college of Basic Democracies, which have in turn been elected on universal franchise. Their argument was that an average adult, owing to the widespread illiteracy, is not capable of discriminating between the candidates living outside his village, town or neighborhood and that, at the time of the election of the Basic Democrats, it was made known that the persons elected might be called upon to elect the President and the Parliament. They, therefore, suggested that the elected members of the Basic Democracies should form the Electoral College for the election of the President and the Parliament. The majority of opinions, as regards the President, was in favor of indirect election through an electoral college, like the Basic Democracies, or any other college, obviously because, in the late Constitution, a similar mode of election had been prescribed for the President (which election was however, to be under a parliamentary form). For reasons, which shall be seated in their appropriate place, our considered opinion is that the President, owing to the extraordinary position he occupies under the presidential system, bearing very heavy responsibilities, should command the confidence of the people, and that such confidence would be forthcoming only by a direct election.

Suffrage: Universal or Qualified

105. We shall first take up the question of universal suffrage. One of the theories, as to the nature of suffrage, is that it is a natural and inherent right of every citizen who is not disqualified by reason of his own reprehensible conduct or unfitness, while the other view is that it is not an inherent right but a public office or function conferred by the State upon only such persons as are believed to be most capable of exercising it for the public good and not a natural right which belongs without distinction to all citizens of the State. The latter views seem to have been adopted by practically all writers on political science and we agree with it. The very fact that, even according to the former view, a voter should be an adult indicates that maturity of judgment is required for a voter as he has to make a selection from amongst the several candidates. From this it follows that the right to vote is not an inherent right like the right to liberty. It is; therefore, correct to say that suffrage is an office or function, conferred, not on all, but only on those who are able to discharge its obligation.........................

Supporters of universal franchise, however, contend that some of the liberate people are shrewd enough to judge persons better than the educated. It may be so in some cases, but, on an average, it is safer, in our opinion, to prefer a man with knowledge sufficient to

enable him to learn about the antecedents of the various candidates, as, these days, candidates can reach all the elector far more through the Press than directly at meetings. If the representative form of Government had been in existence here, with two well- defined parties, for as long a time as in England and America, one might have relied on the innate shrewdness of the average adult living in towns and villages, because, in that case, there would have been long established traditions, of families attached to one or the other leading parties, to guide him. For instance, in the United States, there are families known to have belonged for years to the Republican or to the Democratic Party, and the normal tendency for an average elector there is to support the party to which his father belonged, as from his boyhood he would have been hearing about that particular party. This kind of a division of families in every locality, in favor of either of the major parties, does influence the opinions of even those who do not know how to read and write, but, in Pakistan, the representative form or government, on a full scale, can be said to have come into force only since 1947 and even if the earlier stages are taken into consideration, elections on a fairly extensive scale were held only in 1937. This period has been too short for any traditions to grow. In these circumstances, a person who cannot read or write, and has no compelling necessity to acquaint himself with the merits of the various candidates, cannot be trusted to discharge the functions of a voter merely because he is shrewd in local matters.

106……………..

The percentage of literacy in our country, according to the recent census, is only 15, and the means of spreading information, compared to the conditions in England, are very rudimentary indeed. There is a very small percentage of persons who read newspapers, and, as regards the interest taken by the people at the time of elections, the figures furnished by the Government of East Pakistan show that, at the last election held in that Province on universal franchise, only 37.2% polled. Figures about West Pakistan are not readily available, but we have no reason to think that the percentage that polled in that province was larger.

107. It was urged before us that, as the late Constitution conferred universal suffrage on the people of this country, it would be unwise to take away that right, especially when elections in the provinces had once been held on that basis. But we find that what happened at those very elections indicates that this type of franchise is too premature for us. This is amply illustrated by the 1954 election in East Pakistan. We have had occasion to observe in the first chapter, while dealing with the causes of the failure of the parliamentary form of government, that the administration by the Muslim League government in East Pakistan was better than what followed after their crushing defeat. There was stability of government from August 1947 till the beginning of 1954 in that province. If is, no doubt, true that the party in power had not kept itself in touch with he trend of public opinion in the province and, therefore, was hesitant to hold by-elections, though the number of vacancies was going up and ultimately ended at 35, but is did not deserve the crushing defeat which it suffered. From information laid before us, it seems clear that this defeat was inflicted in an upsurge of emotions, strong prejudice against the Muslim League, having been created in the minds of the people by extravagant and fantastic propaganda. One of the witnesses examined before us in East Pakistan, who was

a minister in the Muslim League ministry, stated that one of the points urged against it was that that government had imposed three taxes on a tree: one on the roots, a second on the trunk and a third on the leaves! The statement made before us by the Election Commissioner in charge of those elections is as follows:

"The elections were fair and free as far as the mechanics of elections were concerned, but, with regard to the methods adopted by the candidates and their supporters, it was just the opposite of what an election ought to be. The programme presented was. even at first sight, incapable of implementation and passions were named. There was a campaign of hatred against the party in power. Judging from what was seen in those elections, I cannot advocate universal adult suffrage for the election cither of the President or the Parliament. The unpopularity of the Muslim League Government was due mainly to its having taken an all-Pakistan view in the matter of development. The public was misled. The Muslim League was misrepresented to be not interested in the Province. In an election of adult suffrage, there is the danger of the public being easily misled into electing people, not on a consideration of their programme but merely in an emotional state of mind created by inflaming passions by misrepresentation."

We have no reason to consider this account as inaccurate or exaggerated.

108. One more argument for universal franchise was that, if it was not given, the communists, who are very active in East Pakistan in creating discontent, would exploit this dissatisfaction; but we feel that if universal franchise is given, the communists, or any other group hostile to Pakistan, would find it much easier to exploit the ignorance of the masses to our disadvantage. Therefore, the fact that we had universal franchise in the past, for one election in each of the Provinces, should not deter us from correcting ourselves at the earliest possible opportunity. There is no force in the view expressed by some that restricted franchise would be considered, by the outside world, as a reactionary move. As stated at the outset, we have to devise a scheme to suit our genius and not to the satisfaction of other countries. It. therefore, outside opinion is to be considered, indirect election also would be regarded as reactionary. The present generation, in countries having universal education and universal franchise can hardly realize what it means to have universal franchise with widespread illiteracy. As pointed out already, the view of the government, represented by the official delegation, also is that the country is fit to elect only their local representatives on universal franchise. The low percentage of persons who polled in the past clearly indicates that, if universal franchise is not granted, an average person is not so keenly interested in elections as to feel the disappointment which, according to the supporters of universal franchise, parties hostile to Pakistan are likely to exploit. We, therefore, consider that we would be taking a grave risk if, in the matter of the election of the President, the Vice-President, the House of the People and the provincial Assemblies, we adopt universal franchise in our present state of widespread illiteracy amongst the people, whose passions can easily be inflamed. In our opinion, the extension of franchise should, as in England, go hand in hand with the spread of education and, in our present circumstances, we should restrict the suffrage to those citizens of Pakistan who :

(a) have attained a standard of literacy, which enables them to read and understand what is published about the candidates, so that they may form their own judgment as to their respective merits; or

(b) possess sufficient property, or stake in the country, which would give rise to a keen desire in them to acquaint themselves with the antecedents, and the qualifications, of the various candidates, so that they may select the proper representative.

… … … … … … … … … … … …

Election: Direct or Indirect

109. As regards the second question, the main ground on which an indirect election can be justified is that it eliminates, to some extent, the ignorance of a universal suffrage, by restricting the ultimate choice to a body of select persons possessing a higher average of ability and, consequently, a keener sense of responsibility. The chief objection to this system, however, is that the voter, in the nature of things, will not be satisfied with the right of selecting persons who are to select the representatives instead of himself making the selection. This dissatisfaction, in our opinion, would be keener in the matter of selection, of such an important personage as the head of the state, or his deputy, under the presidential form of government. In the words of Franklin D. Roosevelt* which have already been quoted in Chapter III:

The presidency "is not merely an administrative office", but, "It is pre-eminently a place of moral leadership"…..……

We have in the same chapter pointed out the heavy responsibilities that would rest on a President under the presidential form of government in our country. He is, as Herbert Morrison points out, the Head of the State and Prime Minister and Party Leader, all rolled into one. We have also referred to the relief to be given to him in view of the tremendous responsibility he has to bear. That being the position of head of the state under the system of government we are recommending it seems to us absolutely necessary that the election, as far as he and his deputy are concerned, should be direct. When we are adopting a system under which there is going to be only one person at the head of affairs, and that person is going to be the chief executive inextricably connected with the administration that affects the common man. it is necessary that he should command the confidence of the people, and such confidence would, we think, be forthcoming only in a direct election. As the Vice-President is next only to the President, in rank and prestige, and has on occasions to act for him, he should also, we think, be elected directly, and we hold the same view with regard to the legislatures also. We have, in the third chapter, pointed out the important role which the members of the legislature have to play. Further, to reduce the chances of a conflict, between the head of the state and the legislatures, it is desirable that both be elected at the same time and by the same electorate. Therefore, we consider that the President, the Vice-President, the House of the People and the Provincial Assemblies should all be directly elected.

Basic Democracies

110. As for the proposal that the Basic Democracies should be the electoral college, besides our conclusion that the election should be direct, we feel the following difficulty. The principle, on which the average adult is excluded, under this scheme, from electing, directly, the President and the legislatures, is that he is incapable of discriminating amongst the various candidates, who live outside his neighborhood, which according to the scheme has been circumscribed both in territorial limits as well as the number of inhabitants. The reason given for this view is that an average adult is capable of making a selection only from amongst those in whose neighborhood he lives because he can reasonably be presumed to know them personally, or have the means of acquainting himself with regard to their fitness to represent him. There are. However, no restrictions, by way of any educational or other qualifications imposed on the candidates standing for election for Basic Democracies. Therefore, any adult in these small constituencies, who can command the confidence of the majority to the inhabitants of that constituency, will be elected. In these circumstances, we are unable to sec how a person, who may not be better qualified than the average adult in the area concerned, merely because he commands the confident of the Majority of the people of that area can become capable of judging as between the various candidates who stand for Presidency and Vice-Presidency and for membership of the legislatures. A person, though illiterate, may. as regards the local needs, be effective, but. for the election of the President and the member* of the Parliament, he may be as incapable as his electors. As already stated. the justification for an indirect election is that it eliminates the ignorance of a universal suffrage by restricting the ultimate choice to a body of select persons. This assumes that the electoral college, which is elected on universal franchise, should be of such a caliber that the ignorance of the average adult is successfully eliminated, but this standard cannot be said to be attained by an average Basic Democrat It is not practicable to impose any high educational qualifications on the candidates for Basic Democracies, because, under the scheme, the constituency must necessarily be a very restricted one and, therefore, may be several constituencies where we may not get persons, with the minimum educational qualification, to stand for election, if persons from other constituencies are allowed to stand, the main principle of the scheme, vi:. that the average adult elector can elect only from amongst those with whom he moves and can reasonably be expected to be acquainted, is violated. Then again, an average adult person who is incapable of selecting the President, the Vice-President and the members of the parliament, will, in the nature of things, be mainly concerned with selecting a representative for looking after his local needs. The fact that the representatives so elected have to elect also the President, and the members of the parliament, would normally not be his main consideration The mere fact, (hat the electorate of the Basic Democrats was told that their representatives might also elect the President and the parliament, would not normally create any interest in an average elector, for. he himself is not to nuke that selection and. secondly, he is. both in fact and on the presumption in the scheme, interested primarily only in his local affairs. However, as we have stated above, the prune consideration with us is the necessity for a direct election, having regard to the role which the President plays in the country. As he is the government, and the people would naturally look up to him for redress of

grievances, or the removal of difficulties he should have the confidence of the people, and, as we have already said, confidence can be engendered only by a direct election which for reasons already given, should be by a restricted franchise.

111. The Basic Democracies scheme, however, is of considerable importance and very useful as far as local government is concerned. Those who were against Basic Democrats forming as electoral colleague, apparently to add force to their contention, minimized the importance of the scheme by stating that Basic Democracies were only an elementary step towards local self-government. There was an inclination, on their part, to brush this scheme aside with a causal remark that it was no better than that of the old Union Boards of East Pakistan. We are not in agreement with this view. In our opinion, the Basic Democracies Scheme is a more advanced system of local government than the former Union Boards. The difference between the latter and the Basic Democracies is quite fundamental. For instance, the Union Boards in East Pakistan, though their functions were several, were mainly concerned with the rural police. The members of those Boards were never trained, nor was there many personal contact between them and the organization of government. Their financial resources were very limited. But under the Basic Democracies scheme, there is close association between the non-official members and the officers of government of various grades, both in development and non- development matters. This system, in our opinion, would be of great help in educating the general mass of people in the art of managing their own affairs by coordinated effort. We would have included it in the constitution under the heading 'local government', had it not been for the act that, even for minor changes, which may become necessary as experience of the working of the scheme is gained, amendment of the constitution would be required. We would, therefore, regard it only as an existing law. We should, however. Not be understood to endorse the conferment of judicial powers on the Basic Democracies under the recent Ordinance. It may be mentioned here that the success of this system depends on the amount of cooperation given by the officers. We have interviewed a few of the members of some of the Basic democracies, and also inspected the records of some of them, and our opinion is that the members as well as the Chairman, we have come across, are quite enthusiastic about the duties assigned to them but, unless they receive real cooperation from the officers who are supposed to work with them, the scheme cannot be a success......

Electorate: Joint or Separate

112………………………………………………………..

113. As regards opinions on this subject, 55.1 % are in favor of joint electorate without reservation for any section of the minorities, while 1.3% favor reservation for scheduled castes and 1.6% reservation for every minority, while the percentage in favor of separate electorate is 40.2; 4% was for separate electorate with reservation for scheduled castes, and 5% advocated separate electorate for each of the minorities; .2% were for joint electorate in East Pakistan and separate in West Pakistan, while 7% would not give franchise to non-Muslims. As far as the last mentioned opinion is concerned, we have no hesitation in rejecting it because it is based on an entire misconception.

Apparently, those who expressed this view were thinking of the non-Muslims who had been conquered by Musalmans in the past and on whom a special tax was levied in consideration of being exempted from military service. But in the case of Pakistan, there was no conquest and Partition was the result of an agreement, and it is one of the essential principles of Islam that when we enter into an agreement with another person, or persons, whether Muslim or non-Muslim, we should abide by it and Pakistan has all along acted on this principle. The opinion that non-Muslims should not be given the right to vote, though of a very microscopic minority and based on complete misconception, is, nevertheless, sufficient to give the enemies of Islam and to those who are not yet reconciled to the idea of Pakistan, opportunities to carry on malicious propaganda. We, therefore, consider that we should deal with this point in some detail.

114. It cannot be denied that Pakistan is based on Islamic ideology nor can there be any doubt that the main bond between the two wings of Pakistan is this ideology. This state cannot be in the nature of things, secular, as Islam pervades the life of a Muslim in all its aspects and does not allow politics to be kept apart from ethics as is the case in countries with secular constitutions. The moment it is stated that Pakistan is an ideological, and not a secular. State, our critics at once think of Theocracy which, in its widely accepted sense, is rule by priests in the name of God; but there is no priesthood in Islam and we are for a representative form of government. We are. therefore, theocratic only to the extent that we hold that real sovereignty belongs to God, which no non- Muslim of Pakistan disputes. Those who are anxious for establishing a class of society based on social justice should not be scared way by the malicious propaganda made against Islam, and by indiscreet and fanatical statements made by some of the doctrinaire Musalmans, giving the general impression that a non-Muslim is at a disadvantage in a Muslim State; for, the very basis of Islam, the Quran, has given a charter of equal civil liberties to humanity where under merit and not birth counts. A distinction, no doubt, exists between subject loyal to the State and those who are not. But this obtains in a secular form as well. History is replete with instances of non-Muslims having received just and generous treatment in Islamic countries. It cannot be denied that there were some instances of persecutions of non-Muslims in some stages of Muslim history, but they were mostly for political purposes. Muslim rulers have been more tolerant, and just, to non-Muslims than other have been to those who did not belong to their faith……….

The minorities in Pakistan have been quite happy and there has been no interference with their rights or liberty. As Cantwell Smith in his book "Islam in Modern History", points out, the rights and treatment, accorded to any minority or non-powerful group in any state depend on the ideals of those in power. A mere enumeration of the rights in the constitution and a declaration that the state is secular, by itself, is not a practical guarantee of the rights of the minorities. The minorities in Pakistan cannot complain that they have, in any way, been tyrannized over by the majority community. Whether the minorities feel secure, or not, depends on the attitude of the majority towards them and no non-Muslim in Pakistan can, with justification, complain that the attitude of the majority has not been one of friendliness.

115. It thus being our duty to safeguard the rights of the minorities, it is necessary to take into consideration their wishes in declining whether we should have separate, or joint, electorates. One would normally expect the minorities, especially in a country where people are basically religious, to ask for separate electorates and that was what we did when we were a minority in West Pakistan asked for separate electorates and. Though the National Assembly, acting under the late Constitution; once granted their demand at the end of 1956, it ultimately decided in favor or joint electorates for the whole country, mainly because, in East Pakistan, the caste Hindus were for joint electorate and the then Prime Minister apparently did not like to displease them, and it was considered that it would not be proper to have separate electorates in one part of Pakistan and joint in the other. As regards East Pakistan, the speeches delivered in National Assembly at its Dacca session of 1956 give the impression that the entire Hindu population of East Pakistan was desirous of having a joint electorate, but the following account in 'Constitutional Development in Pakistan' by Dr. G. W. Chowdhury* of the Dacca University, clearly points out that, in 1952, the scheduled castes asked for an electorate separate from that of the Caste Hindus:-

"Before the establishment of Pakistan, Quaid-i-Azam on several occasions extended his support to the scheduled-caste Hindus in their demand for separate electorates. The scheduled-caste Hindus who constituted the largest minority group in Pakistan naturally expected that their grievance would be redressed by the Constituent Assembly of Pakistan. The matter came up for discussion in 1952 when the election in East Bengal was due and it was demanded that the original provisions of the Act of 1935 should be changed and a separate electorate should be granted to the scheduled-caste Hindus. The proposal naturally met with vehement opposition from the Hindu members of the Constituent Assembly who could see in it a threat to their hold over the scheduled castes. They began to describe it as an attempt to divide Hindu society. It may he pointed out here that out of sixteen districts of East Bengal in ten districts the scheduled-caste Hindus outnumbered the caste Hindus. Yet they had few real representatives in the Constituent Assembly and in the provincial legislature of East Bengal. This was the effect of the joint electorate system under the Act of 1935. Very few real leaders of the scheduled-caste Hindus could expect to be elected under the system of joint electorates. In India no less a person than Dr. Ambedkar himself was defeated under India's new electoral system. If one confines oneself only to the debate of the Constituent Assembly where the caste Hindu members were very vocal it would appear that separate electorates were opposed by all Hindus in Pakistan. But this is far from true. Various memoranda and representations were submitted by the scheduled-caste Hindus of East Bengal, outside the Constituent Assembly, in favor of a separate electorate for themselves. They demanded a separate political entity."

Considering the observations made by Dr. Ambedkar, the accredited leader of the scheduled castes, time and again, with regard to the place or that section of the Hindu community in the hierarchy of the caste system and the fact that, since 1952, there has been no change in the Hindu social structure in East Pakistan, we have no reason to think that the scheduled castes changed their attitude on this question. We have it from one of

their leaders, Mr. D. N. Barori, who is a member of this Commission, that 90% of his community want separate electorates even today, and that only a small minority of 10% .which seems to be under the influence of Congress, are desirous of joint electorate. That the scheduled castes form a decided majority of the non-Muslim minorities in East Pakistan is clear from the figures of the last census and, considering the social disabilities of this class of Hindus owing to caste restrictions, we think that they, in the nature of things, would like to have separate electorates and not reduce the number of their representatives in the house by advocating the system of joint electorate. The demand, for a joint electorate, by the minorities in East Pakistan, which, as we have indicated, is not natural, was explained by the then Prime Minister as due to a high sense of citizenship and a keen desire to merge themselves in the majority and it was also said that, because in the past, the Hindus of undivided India denied to the Muslims the right of separate electorates demanded by them as a minority community, the Hindu members of the Assembly felt that they should not demand a similar protection, although their offer to merge themselves in the nation would cause them disadvantage by reducing the number of their representatives in the House. This seems to us to amount to expiration for the majority party, in undivided India, denying, before Independence, the protection then asked for by the Muslims. Otherwise, it is difficult to understand the attitude of this section of the minorities. The speeches made in favor of joint electorate by the minority members, we take it, represented mainly the Congress point of view. It is significant that when the Muslim League members pointed out that several members of the minority community were living alone in Pakistan, keeping their families in India and that, consequently, they were not reconciled to the idea of Pakistan, a Caste Hindu member of the Assembly, while asking for joint electorate, gave an explanation which is hardly convincing. He said that they kept their families in India as their sons had not chances of getting employment in Pakistan. To quote his own words*.

"............ brilliant young men who are coming out of the University, have no avenues for careers for themselves in East Bengal. They are not getting any employment here. Should they remain here and roam about in the streets to be clapped in jail as communists? Naturally, they go to other places. The whole of the world is open to them; and every citizen of a country has got the right to go out of his country if that is necessary for procuring employments". One would pause at this stage and ask as to whether it is natural for any person entertaining such feeling, about Pakistan, which imply not only its inability but also its unwillingness to provide employment for his sons, to have at the same time, a burning desire to form a single nation in his country. On the other hand, under the circumstances as stated by him, he should, if he is prudent (we have no reason to doubt that he is), be anxious for separate electorates so that there may be a sufficient number of the representatives of the minorities who could speak in the House for these brilliant young men who are anxious to serve Pakistan and yet do not get employment, but on the other hand, run the risk of being clamped in jail, branded as communists. As a matter of fact, it appears to us that these "brilliant young men" are not anxious to work for Pakistan. There have been, we understand, cases of persons, of the Hindu community, who had been abroad on scholarships earned in Pakistan, going away to India after being

---

" "Parliamentary Debates", dated 10th October, 1956; P 201 (Speech by Basania Kumar Das).

fully qualified This indicates that these young men are not seen in employment in our country not because they are unable to secure it, but because they are not desirous of serving this country. They apparently do not feel happy here, which indicates that they are not reconciled to the idea of Pakistan. Soon after the abrogation of the late Constitution, when the present regime took effective steps against persons evading income tax and foreign exchange restrictions, a Caste Hindu judge of the Dacca High Court, who had gone to West Bengal for the vacation, failed to return and ultimately resigned. A Hindu CSP officer, who was transferred to West Pakistan, left the country and settled down in India. As long as these members of the minority community have The feeling, that their families will not be happy in Pakistan, it cannot be said that they sincerely want a merger with the majority, in the sense that there should be only one electorate, sharing with us our advantages and disadvantages. In Chapter I, we have stated how the provincial government of East Pakistan was constrained, on account of pressure by the Hindu members of the Assembly, on whose support it mainly depended, to abandon the "closed- door operation" scheme against smuggling, though those operations have been so successful that, in the course of one month, goods worth over a crore of rupees were seized. This is hardly consistent with the high sense of citizenship, in this section of the minorities, to which the then Prime Minister paid a tribute In these circumstances, their demand for joint electorate seems clearly to be for some ulterior purpose other than the welfare of Pakistan. Some of the witnesses, while referring to this aspect of the matter, stated that the Caste Hindus who lived in Pakistan, leaving their families in West Bengal, are under the influence of that part of India, and that their demand was due to a desire to influence the elections against the ideology of Pakistan. Having regard to the course of probable human conduct, we are not prepared to say that this view is not amply justified. As for the fact that in Other Muslim countries there arc joint electorates, which was one of the points urged for a joint electorate, in the Assembly debates, it appear to have been overlooked that, by the time a representative form of government, requiring elections to he held, came into force in those countries. The minorities (here had. for centuries, settled down as the nationals of those countries and had no reason to look for guidance from outside. They have, generation after generation, been living, with their families and their young men have been serving in those countries But in Pakistan, the tendency of the Caste Hindus has been otherwise, and. till we can reasonably be certain that they have reconciled themselves to the continuance of Pakistan, it docs not appear safe to have joint electorate, apart from the fact that the majority of scheduled castes are not in its favor. Another reason given by one of the advocates of separate electorates. ... an experienced politician. ... is that, in case joint electorate is adopted, there is likelihood of the Muslims doing propaganda against Hindus being elected, which might lead to communal friction In our opinion, there is considerable force in this view.

116……………………………

Conclusion Regarding Electorate

117. We. therefore, recommend that the President, the Vice-President, the House of the People and the Legislative Assemblies of East and West Pakistan should be elected directly on a restricted adult franchise which should be determined by a Franchise

committee. The elections to the House of the People and the Legislative Assemblies should be held on the basis of separate electorates, i.e., one electorate for Muslims, and separate electorates for the scheduled castes, caste Hindus, and other communities provided their numbers come up to what the Franchise Committee may fix as the minimum for constituting a constituency. As regards the distribution of seats in each of these legislatures as between the said communities, the basis should be their respective populations so as to ensure their due representation. The Senate will be elected, as indicated in Chapter V, by the Electoral College consisting of the House of the People and the provincial Assemblies.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	২৩ জুন, ১৯৬১

D. O. No. 11247 (1/1), Dacca, the 23-6-1961.

MY DEAR

1. I am writing to you on the subject of preventing the students, particularly the clever ones, from getting involved in undesirable activities which later on may affect their career. This subject was discussed at a meeting of the Intelligence Co-ordination Committee at the Govt. House and a decision was taken for considering the counter measures.

2. In examining the verification rolls of candidates who are considered for, commissions in the armed forces, for superior civil services, for international scholarships and the like, we have sometimes to declare some of the brilliant ones as unsuitable in view of their being involved in undesirable political associations. It is for this reason, I have in my, D.O. No. 5241(17)/169-59/G. dated 25th March, 1961 drawn your, personal attention to follow rule 109, of the D.I.B. Manual so that the parents/guardians of students who get involved in such activities are cautioned at the initial stage. This warning to the parents/guardians is given in the hope that they would be able to restrain their wards from persisting in such activities. This rule, therefore, applies after a student has already got involved in an un-healthy group. We should now think of making at least the bright un-committed students beware of the machinations of the undesirable associations who would try to lure them into the fold.

3. It is, therefore, suggested that at least the clever senior students say the best 4/5 by the examination results in each batch, may be called at the beginning of each session by the Deputy Commissioner who, as the appropriate authority, may explain the position to them.

4. This may best be done by inviting the students to tea in a sort of a social gathering where officials concerned such as, the senior educationists, the Supdt. of Police, the Civil Surgeon and a few respected non-officials also may be invited. The function would then be to congratulate the talented students and to encourage them to improve further. There should be no formal discussion but in course of small talks, beginning with appreciation of the successes of the students, the Deputy-Commissioner may mention what the country expects of them for future progress in various fields. This may be followed by explaining to them that whatever may be their individual views, while one should take interest in what is going around in political and other fields, the student should refrain from any action which may connect them with political groups. Even in educational institutions, association with groups affiliated to political parties such as East Pakistan

Students' Union may leave a mark which will adversely affect them in obtaining any Government service. Then, there should be a brief exposition of the nature of the various political groups which try to misguide the students from academic activities and towards wrong channels including sometimes extra territorial loyalty. After this, the talk may veer round to subjects of general interest in order to retain a pleasant atmosphere and the feeling that the authorities are concerned with the best interests of the students and the youths.

5. I would request you kindly to discuss the above suggestion with your Deputy Commissioner, who may be shown this letter and let me know if there is any alternate suggestion to achieve the desired result. If the Deputy Commissioner proposes to try this next month, I would be willing to draft and send the talking points on this subject, if necessary.

6. As we cannot allow to get into the public services people who have adverse political records, it is also our duty to try and place the facts before them at the initial Stages in their students career, once a year, as proposed above.

If even after this they get into any bad political company they have to thank themselves when they are left out of Government services and other important jobs.

7.1 shall appreciate a reply by 8-7-61,

Yours sincerely,
A. M. A. KABIR
23-6-61

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অধ্যাপক রহমান সোবহান কর্তৃক দুই প্রদেশের জন্যে দুই অর্থনীতির সুপারিশ	পাকিস্তান অবজারভার	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

TWO WINGS SHOULD DEVELOP EQUITABIUTY

Rahman Sobhan's Case for Two Economies

Lahore, Sept. 22; Professor Rahman Sobhan of the Department of Economics, Dacca University, suggested here today that instead of having one economy for East and West Pakistan and "two regions perpetually quarrelling over the share of resources" it would be split up functionally into two separate economies.

Professor Sobhan was reading a paper on invisibility of national economy of Pakistan at a seminar organized by the Bureau of National Reconstruction.

The seminar is being attended by the scholars from all parts of country. Professor Barkat Ali Qureshi of Agriculture College, Layallpur and Dr. S. M. Akhter also took part in proceedings of the seminar.

Professor Sobhan suggested that the policy of separate economies should be implemented within the framework of regional autonomy giving each wing full control over all its resources both domestic and foreign. All incomes from regional and foreign exchange should be under the control of regional administration. Contribution should be made to the centre, under the scheme suggested by Professor Sobhan for maintenance of Foreign Affairs, General Administration and Defense.

He said that given economic backwardness of East Pakistan it should follow that for some years to come she would give a much smaller contribution to the centre than that of the West wing. However, as investments multiply and income expands here share would automatically increase until such time as when she may be able to pay full 50 per cent of the budget.

Explaining his contention Professor Sobhan said that the first part of the statement which questioned oneness of economy of the country involves economic difference arising out of the completely different natural conditions. Whereas East Pakistan had a population density of 140 per square mile East Pakistan and a figure of 930 per square mile. This called for considerable change in techniques of production in both Agriculture and Industry in the two wings of the country. Prima facie evidence he said indicated a case for accelerated industrialization in East Pakistan as an antidote to excessive pressure of population on land.

Professor Sobhan said that various factors contributed to the bringing up of West Pakistan as a region which had attracted new investment and skill and profits made from

trade and investment in East Pakistan were in fact reinvested in West Pakistan due to great attractiveness of the region.

Benefit

He did not agree with the declaration of the Planning Commission that East Pakistan would be ultimately benefited from prosperity in West Wing. He said there was no real evidence to think that East Pakistan will ultimately receive direct benefit from investments being made in West Pakistan.

Monopoly

Giving reasons for West Pakistan's industrialization Professor Sobhan said that policy of giving import licenses to West Pakistani businessmen had created an artificial monopoly and had enabled them to accumulate fortunes within a very short period. These fortunes here invested by them mainly are textile industry and willingness of the Government to sanction mills in West Pakistan played an important part too. He categorically stated that had the government at that stage insisted that 50 percent of all textile mills should be in East Pakistan economic picture today would have been different, similarly, when Government planned its own investments targets it also turned to West Pakistan.

He assented that the second five year plan existence of regional economic imbalance had been acknowledged, but in its investment targets only Rs. 950 crore was allocated to East Pakistan as agreement Rs. 1,350 crore to the West Wing. In addition to this amount of Rs. 500 crore was to be spent in West Pakistan for replacement works and Rs. 517, crore for anti-water logging and salinity campaign.

He said, as the country moved into second plan disparity between two wings will be seriously accentuated.

He also stressed that allocation of foreign aid had also acted as a factor in widening the gap between the two wings as the bulk of the aid allocation had been in West Pakistan and tendency was likely to continue due to need to keep on-going projects.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	৩১ জানুয়ারী, ১৯৬২

Former Prime Minister of Pakistan Mr. Hossain Shahid Suhrawardy, 69 was arrested and detained in the Karachi Central Jail this morning under the Security of Pakistan Act. The order of internment was served by the Karachi D. I. G. of Police Mr. Bashir Ahmed at 7. a. m.

The order said that "with a view to preventing from acting in the manner prejudicial to the security and defense of Pakistan" it was necessary to detain him and order his internment in any jail in West Pakistan.

This is for the first time in his life that Mr. Suhrawardy has been arrested for under Security Act or any other law.

Mr. Suhrawardy recently returned from a one month's tour of East and West Pakistan. He has, according to press reports, met friends and political associates during the tour.

The former Prime Minister was still in his bed when the order was served on him. He was reading a book till 2 a. m. His daughter Begum Sulaiman and his Secretary reached Mr. Suhrawardy's residence a little after the police party. Mr. Suhrawardy was calm and composed and did not ask any questions to the police when the detention order was served.

The police gave him all the time needed for dressing up any having his break-fast before he was removed to the Central Jail in the D. 1. G's car. He carried with him a record player, long playing records and two suitcases. He has been given "A" class in jail and his record player has been properly installed in the jail room.

According to reports here he had one or two meetings with Mian Mumtaz Daulatana. Mr. Suhrawardy had sent out invitations to a number of persons for a farewell party in honor of the retiring American Ambassador, William Rountree on February 3. The party has been cancelled and intimations are being sent out.

He was taken from his house in 7-55 a. m. Before he left he took leave of his daughter Suiaiman, his elder brother Mr. Shahed Suhrawardy, his grand daughter and his Secretary.

One of his several friends who came to visit him this morning on being told he was arrested was heard saying, so there would be no case today. He was apparently referring to some law suit in which Mr. Suhrawardy was appearing as counsel. Mr. Suhrawardy had visited Dacca recently in connection with the case of former colleague Sk. Mujibur Rahman.

He returned here last Sunday and attended a party for Mr. Rountree, the outgoing American Ambassador.

Mr. Suhrawardy who is the founder of the new defunct Awami League was tried under the EBDO by the present government. He has debarred under the EBDO rules from holding any office for a period of six years (Excerpt).

Government explains arrest.

The Government of Pakistan has been compelled to effect the arrest and detention of Mr. H. S- Suhrawardy under the Security of Pakistan Act, in the larger interest of the country says a press note issued by the Government of Pakistan.

It is already well known that Mr. Suhrawardy ever since the inception of Pakistan had been for reasons of personal aggrandizement, indulging in activities which were of a highly prejudicial nature and it would not be unfair to say in a large measure he along with several others was responsible for the predicament in which Pakistan found itself in the later half of 1958.

The role played by Mr. Suhrawardy and the people of his like brought the country to the brink of a major disaster led to the revolution. With the commemoration of the revolution the root that had set in was stemmed. Not only was it stemmed but positive gains were achieved in the last three years and more.

Throughout this period it had been the avowed policy of the government not to victimize or punish anyone for his past misdeeds even though they bordered oh the criminal and it was for this reason that even the politicians whose conduct had been scrutinized by the EBDO Tribunals were treated generously. Mr. Suhrawardy was one of such persons.

But Mr. Suhrawardy misunderstanding this generosity and as his ambitions knew no bounds he continued to indulge in activities prejudicial to the integrity and the safety of Pakistan. It is a sad thought that a man of his intelligence and experience instead of saving the country in the manner of a good patriot has taken it upon himself to play a destructive role even after the revolution. Mr. Suhrawardy has openly associated with anti-Pakistan elements within and outside the country.

It was in these circumstances that the government, has been reluctantly compelled to order the detention of Mr. Suhrawardy whose activities in the recent past has been fraught with such danger to the security and safety of Pakistan that one could fairly describe them as treasonable.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদঃ ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট	পাকিস্তান অবজারভার	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

Government Press Note on the Incidents

Following press note was issued last night by Government:

"A section of Dacca Students have been acting, over the last few days, in a manner prejudicial to law and order culminating in some unhappy incident on Tuesday.

"The administration, which acted with utmost restraint and patience and refrained from taking any action during the earlier incidents in the hope that saner counsel will prevail, were compelled to intervene today.

"Some students absented themselves from the classes on February- 4, and incited others. On February 3 they staged an unruly demonstration against a Central Minister who was invited to talk to them at Dacca University.

'This morning a number of Students of the Dacca University again abstained from attending their classes and about 500 of them gathered at the University premises. At 11 a. m. they came out in a procession shouting slogans, passing through the Curzon Hall they came out of opposite the High Court and started moving towards tl»e Secretariat.

"They reached near the entrance gate of the High Court where they were stopped by the police. The students tried to force their way through when the police held them back.

"At this the students started pelting brickbats at the police as a result of which several policemen were injured. A mild lathe charge was then made by the police forcing the students back inside the Curzon Hall compound. During the lathicharge two persons who were in the forefront received minor injuries.

"In the melee, two policemen were dragged inside the Curzon Hall compound by the students and badly manhandled necessitating their admission into the hospital".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলন মোকাবেলার পরামর্শঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন	সরকারী	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
HOME (POLL.) DEPARTMENT
Section 1.
D. O. No. 163-Poll/S(I), dated the 14th February 1962.

My DEAR SULEAIN

The recent demonstrations by students in Dacca have given ample indication of what is likely to be attempted with the announcement of the Constitution. It is essential that the situation as it is likely to develop, is foreseen and adequate steps taken to ensure that law and order is effectively maintained.

2. Adherents of some of the banned political parties particularly the Communists and other extremist elements are apparently bent on creating a serious law and order situation so that they could reap personal benefit and serve the interest of their party out of the confusion that would arise. Even without any idea of its form and contents, the Communists and this section of the Awami leaguers have been giving out that the Constitution is completely unacceptable and should be thrown out. It, appears that their modus operandi would be to work through rousing the passion of the students, instigate the student to take out processions, insult the president by burning or destroying his photographs, provoke the authorities to an extent which would necessitate use of force and then exploit the use of force by the authorities to build up wider support. They are also believed to have decided to carry on a vile campaign against members of the Basic Democracies and force them to resign.

3. So far as the incidents at Dacca are concerned the people in general were completely indifferent. The processions that were taken out in Dacca, were participated in by a section of the students only and by gouda elements who hoped to profit from looting and arson. Actions have already been initiated to ensure that the ring-leaders of the disturbance at Dacca are detained and whenever possible under Martial law.

4. As usually happens such incidents are taken advantage of by subversive elements to circulate fantastic rumours with a view to alienate the sympathy of the people for the administration as well as to create despondency and panic. The commendable patience and cool-headedness displayed by the Police and the Army authorities in dealing with the situation in Dacca have earned widespread praise for them from even amongst the extremist sections. To counteract this, rumours have been set afloat to say that large number of students were killed by the Police and kept in the Medical College Mortuary and later on secretly disposed of Rumours also have been set afloat to foster a feeling that

there are sharp differences of opinion among those in authority as to the line of action to be taken so as to create confusion and encourage others to perpetrate illegal acts.

5. In order to win the support of the people in general and particularly of the student community the point that is being stressed by the agitators is disparity in the economic development of the two wings of Pakistan. It is quite easy to confuse people on this issue as in fact disparity does exist. But the fact that the previous regimes during the period prior to Martial Law had failed not only to do anything to increase the tempo of development in East Pakistan but had no clear-cut policy as to how the disparity with regard to the development of the two wings could in course of time, be overcome, is either ignored or glossed over. A disparity that has arisen over a period of 11 years cannot be overcome overnight. It has to take time. The point that is important is that the economic development in East Pakistan during the last three years compared to the 11 years prior to October Revolution is many times more than what was achieved during the previous 11 years. The present Government have acted as a matter of policy to remove disparity in the economic development of the two wings. Your attention is invited to the broadcast talk of the President on the economic development in East Pakistan. Copies of this broadcast talk have been printed in thousands and are being distributed both in Bengali and in English so that people are aware as to what has been done during the last three years in the field of economic development of the province and of the definite policy that is being pursued by the Government with a view to bringing East Pakistan on the same level of development as West Pakistan in course of time.

6. Factual statements of the happenings in Dacca and elsewhere were published in the Press covering all incidents. I am also enclosing a brief statement showing the genesis of these incidents and its course so that coupled with the factual statements published in the papers you may have the fullest picture of the situation and place you in a position to counteract any false rumours that might be spread.

7. There is one aspect which is of vital importance to East Pakistan and about which all East Pakistanis must be acutely conscious. One of the reasons why East Pakistan lagged behind in development was the fear on the part of investors of riots and disorders in the province organized by extreme parochial or communist elements. The Adamjee riots of 1954 definitely made investment very shy in East Pakistan. Those willing to invest were either too anxious to take away the money invested as quickly as possible or refrain completely from investing in East Pakistan. It was with very great difficulty that during the last three years a climate has been created which is conducive to attracting large scale investors. East Pakistan cannot be developed by East Pakistani entrepreneurs alone. If we want East Pakistan to develop we must make sure that people both from West Pakistan and from foreign countries who have money and technical know-how do come here and invest. The incident in Dacca is bound to have repercussions on them and make them pause. If some more incidents like this take place the economic development in this province will suffer an irreparable set-back. Those who invest money are overcautious and unless they are certain of stable administration and political climate they are not likely to invest their money in an area where troubles are likely to occur.

ANNEXE
SECRET

A section of the Awami League and the NAP had, in the past, good hold on the students and utilized them extensively for political agitation. Some of those ho had worked as leaders amongst students in those days had continued to maintain contact with the students and others have even continued to be student by taking admission in the Law- College and having their names on the rolls for years together without bothering to sit for any examination as it has been their intention to continue to be students for political purposes. In the last elections to the various hall unions in the University, however, these professional students found very little support. They had, however, been carrying on a campaign amongst the students to the effect that East Pakistan has been economically hard hit and that injustice has been done to East Pakistan on this score. They were preparing on the basis of such propaganda to build up an agitation on the 21st of February and then maintain that agitation for carrying on demonstrations against the forthcoming Constitution. The arrest of Mr. Suhrawardy precipitated their plans of action and forced them to show their hands immediately. The vast majority of the students was completely unconcerned about the arrest of Mr. Suhrawardy and as a matter of fact opposed the strike sponsored by these Ex-Awami leaguers. As usually happens in such cases it is the extremist elements, however small they arc in number, that win the day. Even then the strike in the Dacca University was a partial success. The vast majority of the students out of desire to avoid trouble did not attend their classes. They were planning to observe an indefinite strike where a chance opportunity presented itself to them when Mr. Manzoor Qader went to address the students of History Department on an invitation which was extended to him some months back. The rowdy elements made it impossible for Mr. Manzoor Qader to speak and even damaged the car of the Vice-Chancellor who is very high esteem by the students. The University was closed for the Ramzan along with all other educational institutions. The agitators felt that the ground was slipping under their feet and took the desperate step of organizing the students to violate the law by taking out processions in protest against the Ramzan holidays. This brought them into inevitable dash with the Police as they tried to force their way towards the Secretariat in a procession. The number of students participating in this was small (300). They were, however, later joined by a large number of outside elements. The incidents following from this have been fully reported in the press from day to day. The vast of the students felt unhappy at these developments and did not participate in these. It is, however, certain that amongst those who returned home were a number of those who actively participated in rowdyism and might have been instructed to organize strikes etc. by students in their respective areas. The activities of the agitators need careful watch. Preventive measures should be taken as considered appropriate.

- - - - - - - - - - - - - -

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন	সরকারী	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

Situation on the Eve of Mr. Suhrawardy's Arrest.

The political climate in East Pakistan is dominated by a general and universal desire to return to constitutionalism and withdrawal of martial law. The politicians are more concerned with the form of the Constitution which is the subject of keen speculation. The extremist section has presumed that Constitution will not meet the aspiration of the Province, and as such the announcement would provide a powerful platform for agitation.

The average intelligentsia considers the constitution as the instrument for the implementation of the national policy. They are more concerned with the policy and programme in the economic field and the scope which the Constitution will provide for effective participation, rather than the abstract question of its form. Simultaneous announcement of economic policy consistent with the aspirations of the province may go a long way to allay the apprehensions of the average man who are in a receptive mood because of the general desire for return to constitutionalism. It would be an appropriate occasion to give a comprehensive picture of the economic policy, which has so far been announced piecemeal.

The average man, particularly in the mofussil areas, was satisfied with the speed and extent of economic development that was being done in this province under the present regime. They were confident that the province will continue to progress in the economic field with increasing tempo. The setting up of the Finance Allocation Committee and proposal for decentralization of credit agencies and bifurcation of such institutions as the PIDC had given further strength to this confidence. A general feeling of contentment and confidence was evidenced everywhere particularly in the rural areas. The intellectuals had, however, been debating on the question as to how the disparity in the development between the two wings of Pakistan will be overcome and what precise programme would be undertaken to remove the disparity. Regarding the Constitution, they were expressing views disapproving of the B.Ds as electoral college.

The attitude of the various political parties differed according to their Party requirements. The Muslim Leaguers were generally happy and were anxious to participate in the forthcoming political life in the country.

The Awami Leaguers naturally could not be happy with the progress made since the present regime took over and very often claimed that development work done by the present Government was initiated by them. The ban on political activities had more or less cut off the Awami League from its touch with the people. The party leaders and most of the workers, however, remained loyal to the party and on occasions exchanged notes amongst themselves on political issues. Such contacts were limited to towns and cities

concerned. It was only occasionally that such party workers had an occasion to come to Dacca and meet the leaders here.

The party paper Ittefaq' has been subtly trying to create a feeling of resentment against the present regime on the issue of disparity in the economic developments in the two wings.

After the announcement by the President that the Constitution would be declared shortly, the reaction among the different political groups has been somewhat confused as to whether the Constitution should be opposed or whether they should form an alliance and fight the elections. The attitude of the senior and disqualified leaders of the Awami League under EBDO towards the Constitution is one of hostility and non-cooperation. They were inclined to boycott the coming general elections. On the other hand, the younger group of leaders in the ranks of the Awami League held that by not participating extensively in the elections to the Basic Democracies, they had committed a mistake and that if they boycott the ensuing general elections they would be finished forever. They held that it is only by participating in the ensuing elections that they would be able to survive as a political party.

During the recent stay of Mr. Suhrawardy in Dacca Messrs Ataur Rahman Khan. Abul Mansur Ahmad, Sk. Mujibur Rahman, Abdul Jabbar Khaddar and a few others frequently visited him and held informal discussions. The Constitution and the coming general elections were reported to have been the topics of their discussions. It is reported that Mr. Suhrawardy was more inclined to support the views of the Ebdoed group. He, however, asked the other group to assess their chances in their respective constituencies after which a decision as to whether the Constitution should be opposed or not could be taken. They thus did not even appear to have formulated a clear-cut policy or line of action to be followed after the announcement of the Constitution. In fact, they appeared to have been very much divided amongst themselves.

The Councilors of Basic Democracies have been smarting under the feeling that ex- political workers particularly of the Awami League and National Awami Party, looked down upon them. As a consequence there has been a feeling amongst them that they should think of electing representatives for the future Parliament and Assembly from amongst themselves as far as possible. An analysis of the composition of Basic Democrats shows that out of 40,000 elected Basic Councilors, only 290 have past political records. A rough survey has shown that over 29% are pro-Muslim Leaguers, 22% pro-Awami Leaguers and 26% independent and the rest belong to various other political and communal groups. In view of this it was unlikely that followers of the Awami League would be able to receive a large number of seats in the forthcoming elections.

The Communists in spite of large number of preventive detention had continued to work underground. Their potentialities have considerably declined. Even with their weakened strength they exhibited determination to try to do everything possible to create an agitation against the Constitution on the score of its being undemocratic and

dictatorial. Their latest move was to organize a united front to oppose the proposed Constitution but they had so far failed to draw other political parties to its point of view.

The students of the Dacca University had been the handy weapon for the political parties in the past to embarrass the Government in power. The Communists were unable to secure a stable foothold amongst the office-bearers of the various Unions in the Dacca University in the recent elections. The faction of the Awami League led by Mr. Mujibur Rahman, however, succeeded in securing some influence in the students unions. It was expected that this group of students would be made political use of by them on the issue of Constitution.

Situation anticipated before Mr. Suhrawardy's arrest.

In view of the general feeling of the people and the attitude of the various political parties as outlined in the paragraphs above there were apprehensions that observance of 21st February by the students would be utilized by the Communists and the Awami League to deprecate the Constitution and if the students could be sufficiently roused to try to build up an agitation on the issue of the Constitution. As against this, there was on the whole a keenness to have Constitution so that the Martial Law could be withdrawn and normalcy restored in this country. Even the politicians who had been harping on parliamentary form of government did not take any decision to oppose the Constitution. They thought that the Constitution could be amended by the future Parliament to suit their political aspirations. The people in general were, therefore, anxiously expecting the announcement of the Constitution. The postponement of the announcement of the Constitution caused certain amount of misgivings but did not produce any visible resentment. There was thus a receptive climate for the Constitution which is going to be announced shortly.

In order to meet the probable use of the students for creating an agitation on the issue of the Constitution, it was proposed that the Government should consider announcing a decision to construct the ‘Shaheed Minar' and make arrangements for constructive and befitting observance of the 2Jst February. It was hoped that such a measure would have made it difficult for the students being utilized for subversive purposes. It was proposed not to resort to arrests unless absolutely necessary.

Situation after Mr. Suhrawardy's arrest.

The sudden arrest of Mr. H. S. Suhrawardy has caused surprise to many and shock in the minds of the Awami Leaguers. The students in general and the A. L. in particular have now become suspicious and apprehend that an unacceptable Constitution is going to be thrust on East Pakistan and the arrest of Mr. Suhrawardy is a prelude to the arrest of more political leaders with a view to suppressing opposition to the Constitution in any form. The industrial labor and the general mass of the people are unaffected so far. Participation of very large crowds at various functions in connection with the East Pakistan Week and lack of any protest even by students in the rest of the province (except in Barisal district) will tend to show that the influence of Mr. Suhrawardy in this province had considerably declined.

Though no definite information is available the various groups in the Awami League like that of Mujibur Rahman, Ataur Rahman and Manik Miyan, arc bound to unite. The differences mentioned earlier regarding participation in the elections are likely to disappear resulting in unified approach to the issue which might result in a boycott of the Constitution and the coming elections. The Muslim Leaguers, who were inclined of participate in the elections, are likely to find themselves in an embarrassing position of having to contest in elections with their opponents out of the field and being accused of various political offences inimical to the interests of East Pakistan.

Mr. Suhrawardy had lost his political position in East Pakistan on account of his failures as a prime Minister. This arrest has helped in rehabilitating him, however, partially, in the eyes of the people.

The only visible reaction to Mr. Suhrawardy's arrest has been amongst the students of the Dacca University, Dacca Medical College and Jagannath College in the city of Dacca and by students of two institutions in Barisal and Patuakhali. The students of the Dacca Medical College and of the University abstained from attending their classes as a protest on February 1, 1962. There was a rift between the students of the Dacca University 011 the issue. It generally happens that whenever there is a question of strike, students generally abstain from attending their classes for fear of getting into trouble with those supporting strike. In spite of this general attitude, the strike of the University students was a partial success. Some examination which was being held were not interfered with.

The rift amongst the students was quickly patched up. This was because of the peculiar nature of politics in the Dacca University. Rational and sensible attitude often becomes difficult for fear of losing leadership. It was because of this, when Mr. Manzur Qadir went to address the students on 3rd February rowdism was perpetrated by both the sections of the students. Those' who opposed going on strike played a more important and vehement role to retrieve their leadership position in the eyes of students.

Future course of action.

So far the Awami Leaguers have not taken any overt step either to protest against the arrest of Mr. Suhrawardy nor are they known to be planning any step in this connection, except to go ahead with preparations for demonstrations in a big way on the 21st of February and follow up as soon as the Constitution is announced.

The situation amongst the students is the most serious problem that has arisen as the result of Mr. Suhrawardy's arrest. Efforts were made to persuade the students to be more sensible by the Vice-Chancellor and by some student elements as well. This persuasion has failed. It was decided that the University should be closed on account of the Ramzan. Closing of the University caught the agitators by surprise and finding that the opportunity to utilize the students and whip up agitation was slipping away, they organized a protest meeting this morning and led out a procession. The next step to be taken is to pick up student agitators and other leaders who are behind this agitation to deprive it of its leadership.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিশটি নাম চেয়ে পাঠানোর প্রেক্ষিতে একটি চিঠি	সরকারী	২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

DEAR MR. HASH IM RAZA,

I received a telephonic message from Rawalpindi requesting for 30 names who might be addressed by the President personally regarding the Constitution. I am enclosing herewith a list of 30 names which has been drawn up in consultation with the Chief Secretary, Commissioners and Deputy Commissioners who happened to be here in a Conference. The Commissioners and Deputy Commissioners were of the view that it would be extremely difficult to find the person who is held in respect throughout the district. They felt that it would serve more useful purpose if at least one prominent citizen per subdivision could be addressed. I am enclosing herewith a list of names from Subdivisions at Appendix B.

I personally am not in favor of this idea for the following reasons.

(a) The Head of State should write personally only to persons who are of national or all-Province importance. 1 cannot think of more than five or six persons in East Pakistan who are of such stature. It may be a good gesture on the part of the President to write to them.

(b) As most of the persons mentioned in the list are not of all-Pakistan or of all-East Pakistan stature and as they may be interested in the future elections the letters from the President, I fear, will be used as indications of President's preference for these gentlemen. This would invariably give rise to hard heart-burning and jealousy.

(c) The gentlemen named in the list are by no means the most outstanding personalities even in the Subdivisions. There will be two/three other such persons in each Subdivision or district. President's writing to these gentlemen would certainly offend those to whom letters will not be sent and unnecessarily make them feel as if they have been ignored.

There is another very serious objection to this idea. The non-official members of the various tiers of Basic Democracies-particularly of the P.A.C. will feel extremely hurt if all of them were not in receipt of letter from the President when somebody else at Subdivision/District level did. The list sent herewith did not include name of all members of the Provincial Advisory Council. The nonofficial members of the Divisional Council and District Council would certainly expect to be included in a list like this. For obvious reasons they cannot be included as their numbers are far larger than thirty.

With kindest regards,

Yours sincerely,
A. M. S. AHMAD
Director.
27-2-1962.

S.H. RAZA, ESQ., C. S. P.
Secretary to the Government of Pakistan,
Ministry of National
Reconstruction and Information
Camp, Dacca

APPENDIX B

Barisal District.

1. Mr. Asadul Haq, B.L., Chairman, Patuakhali Municipality, Barisal.
2. Syed Md. Afzal (M.L), son of late Mvi. Abdur Rahim of Pirojpur, Bakerganj (President, Bakerganj District Muslim League).

Mymensingh District.

3. Khan Bahadur Fazlur Rahman of Jamalpur, Mymensingh.
4. Syed Moazzamuddin Hossain (N.I), ex-Minister, M.L.A., son of late Faizuddin Hossain of Astagram, P. S. Astagram, Mymensingh.
5. Dr. Lutfur Rahman, son of Abdul Hakim of Chaksheora, Mymensingh town.
6. Mr. A.K.M. Fazlul Haque of Netrokona, Mymensingh.

Chittagong.

7. Mr. Farid Ahmad Choudhury, M.A., L.L.B., ex-M.L.A., M.P. (N.I., A.M.L.), son of Nadiruzzaman of Dehlirchar, P.S. Ramu, Cox's Bazar, Chittagong.

Pabna.

8. Mr. Tariqul Alam (M.L.), News Editor, Daily Azad, Dacca, of Sirajganj Subdivision, Pabna.

Khulna.

9. Dr. Mozammel Hossain, Chairman, Town Committee of Bagerhat Subdivision.
10. Mr. M. A. Ghafur, Chairman. Town Committee, Satkhira.
11. Khan Sahib Kamaruddin Ahmad. Chairman, Jaigir Mahal Union Council, Paikgacha.

Rangpur.

12. Mr. Saidur Rahman of Gaibandha, Rangpur.
13. Mr. Paniruddin Ahmad (M.L), ex-M.P.A. of Kurigram, Rangpur.
14. Mr. Matiur Rahman Chaudhury (K.S.P) of Nilphamari town, Rangpur.

Dacca.

15. Mr. Abdul Hakim (ex-M.L.A.) of Bikrampur, Dacca.
16. Mr. Masiuddin Ahmad, alias Raja Miyan, of Manikganj. Dacca.

Kushtia.

17. Mr. Rezwanul Haq, LL.B. (M.L.) of Kushtia Sadar subdivision.
18. Mr.: Asghar Ali Molla, B.L., Member, District Council, Kushtia.
19. Mr. Abdur Rahim Mukhtear, Chairman, Meherpur. Town Committee, Member. Divisional Council.

Faridpur.

20. Mr. Adiluddin Ahmad (A.M.L.) of Faridpur Sadar.

21. Dr. Aszad, M.B. of Rajbari, Faridpur.

22. Mr. Ahmad Ali of Rajbari, Faridpur.

23. Mr. Faikuzzaman, B.L. (M.L) of Gopalganj, Faridpur.

24. Lai Miayn alias Mujibur Rahman of Gopalganj town.

25. Mr. Iskandar Ali, B.L. (ML), son of Jonab Ali Khan of Dhagdi, Madaripur, Faridpur.

26. Dr. G. Maula alias Dr. Ghulam Maula, M.B.B.S., son of Abdul Ghafur Dhali of Pargacha and of Muktarchar, P.S. Nana and of Madaripur town, Faridpur.

Rajshahi.

27. Dr. A. Aziz, Vice-Chairman, Rajshahi Municipality of Sadar.

28. Mr. A. Majid of Natore. District Counsellor, Rajshahi.

29. Mr. Tahur Ahmad Choudhury (A.L) of Nawabganj, Rajshahi.

30. Mr. Muzaffar Ahmad Choudhury (ML), son of Mufizuddin Choudhury of Naogaon, Rajshahi Divisional Council.

Noakhali.

31. Rai Sahib N.K. Sur (Nagendra Kumlar Sur), ex-Congress of Sadar, Noakhali.

32. Mr. Rashid Ahmad Jayagi (ML) of Nayag, P.S. Ramganj. Noakhali.

33. Mr. Mahmudul Haq, B.L.. of Sadar. Noakhali.

Camilla.

34. Mr. Reazur Rahman. B.L. (ML), son of late Siddiqur Rahman of South Charta, Camilla town, Comilla.

35. Mr. Fariduddin Ahmad, B.L. (ML), son of Gyasuddin of Camilla town.

35\. A. Mr. Abdus Salam Muktear (ML), ex-M.P.A., P.S. Matlabganj of Chandpur town.

Jessore.

36. Mr. Matlubur Rahman (ML), Chairman. Jhenaidah Town Committee.

Chittagong Hill Tracts

37. Maung Shoe Prue, Bhomang Chief of Bandarban, C.H.T.

38. Babu Lai Behari Chakma of Ramgarh, C.H.T.

Dinajpur.

39. Dr. Abdul Aziz, Chairman, Panchagarh Union Council, Thakurgaon Subdivision. Dinajpur.

Sylhet.

40. Mr. Ajmal Ali Choudhury (ML) of Sylhet Town.

41. Mr. Md. Abdul Khaleque (ML) B.L., Member District Council, P.O. Sunamganj, Sylhet.

42. Saiyid Sarfaraz Ahmad. Chairman, Town Committee, P.O. Moulvi Bazar. Sylhet.

Saiyid Qamrul Ahsan, ex-M.L.A. (NI) of Habiganj, Sylhet and of 50, Nazimuddin Road, Dacca.

1. Mr. Abdur Rob, B.L. (M.L), son of late Abdul Hamid of Barisal town, Bakerganj (Vice-Chairman, Barisal Municipal Committee and Member, Provincial Advisory Council.

2. Principal Ibrahim Khan (ex-M.C.A), son of late Shahbar Khan of Piramdi, Gopalpur, Mymensingh.

3. Mr. A. A. Rejaul .Karim Chaudhuri, Principal, Night College, Chittagong, son of Ali Ahmad Chaudhuri of Sharupbatta, P.S. Rangunia, Chittagong.

4. Mr. Torab Ali, P.P. (M.L), son of Rafiq Uddin of Pabna town.

5. Mr. S.M.A. Majeed, LL.B. of Khuna.

6. Mr. Mahtabuddln Khan (P.N.C), son of late Naharuddin of kamalkashna Rangpur town (Chairman, Rangpur Municipality).

7. Mr. H.N.S. Doha (ex-I.G.P.) of Tejgaon, Dacca.

8. Khwaja Khairuddin of Ahsan Manzil. Vice Chairman. Dacca Municipality.

9. Khan Bahadur Jasimuddin of Narayanganj, Dacca.

10. Mr. Mahbubur Rahmran. Chaudhuri Aljaj alias Putu, son of late Hafizur Rahman Chaudhury of Bogra town.

11. Mr. Shamsuzzoha (M.L), Advocate, son of late Abdur Rahim of Thanapara, Kushtia town (Member, Divisional Council).

12. Khan Bahadur Ismail of Faridpur Sadar.

13. Mr. A. Samad, District Councillor. Rajshahi.

14. Khan Bahadur Rezzaqul Haider Choudhury (K.S.P.A.L.) of Gopalpur. Noakhali (ex-Minister).

15. Mr. Shahidul Haq, B.L. (M.L.), ex-M.C.A., son of Kana Miyan of Brahmanbaria town, Comilla.

16. Mr. Suhrab Hossain (A.L.), son of Ghulam Taher Chopdar of Maina, Magura. Jessore.

17. Capt. Tridip Kumar Ray, son of late Raja Nalinakhya Ray of Rangamati, Chakma Chief of Rangamati, Chittagong Hill-tracts.

18. Hafizuddin Choudhury of Dinajpur Sadar. Member, Dinajpur District Council.

19. Dewan Taimur Reza Chaudhury (M.L.), son of Eklimur Reza.

20. Khwaja Naziumuddin, 27, Eskaton Road, Ramna, Dacca.

21. Dr. M. Husain, Vice-Chancellor, Dacca University, Dacca.
22. Dr. M. Ahmed, Vice-Chancellor, Rajshahi University
23. Dr. M.A. Rashid, Vice-Chancel lor, Engineering University, Dacca.
24. Dr. M.O. Ghani, Vice-Chancellor, Agricultural University, Dacca.
25. Mr. Nurul Amin, ex-Chief Minister, Eskatan Road, Ramna, Dacca.
26. Mr. Tamizuddin Khan, ex-Speaker, Constituent Assembly, C/o Dr. M.N. Huda. Head of the Department of Economics. Dacca University, Dacca.
27. Mr. Zahiruddin, Advocate, 23, Kailash Ghosh Lane. Dacca.
28. Dr. M. Huq Provost, Salimullah Muslim Hall.
29. Dr. F. Rahman, Provost, Dacca Hall.
30. Dr. Sajjad Husain, Provost, Iqbal Hall. 31. Dr. Saifullah, Provost, Fazlul Huq Hall.
32. Dr. G. C. Dev, Provost, Jagannath Hall.
33. Mrs. Akhtar Imam, Provost, Women's Hall.

জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর (বি-এন-আর) মূল দলিলে এভাবেই সংযোজিত ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির অভিযোগ জানিয়ে লিখিত চিঠির মাধ্যমে আইউব কর্তৃক গর্ভনর আজম খানের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ	আজম খানের কাগজপত্র	৭ জুন, ১৯৬২

CONFIDENTIAL PERSONAL

PRESIDENT'S HOUSE,
RAWALPINDI
7th June, 1962.

FROM: FIELD MARSHAL MOHAMMAD AYUB KHAN, N. Pk., H. J.

MY DEAR AZAM,

Your letter of the 11th of March needed a detailed reply in order to keep the record straight. But an attempt to put the record right at that stage might possibly have created a situation in which a smooth transition from Martial Law to a constitutional form of government could become more difficult. Since I was determined that individual rule should be replaced by government through institutions as early as possible, I could not take the risk of doing anything which might interfere with or delay that process. Now that by the grace of God, the Constitutional institutions have come into being, I feel free to do what in the national interest, I had to omit doing for nearly three months.

You have great energy, zeal and enthusiasm. You also have initiative and drive. But you have no idea of financial discipline or distribution of resources. When you take a project in hand you desire that the resources of the whole country should be diverted to your project even at the cost of all other activities if need be. I have always appreciated your energy and drive, and have tried to use them in the best interest of the country.

Attaching the great importance I do to the developmental effort in East Pakistan, when the question of appointing someone to succeed Mr. Zakir Husain arose-as you know, he was going away for a prolonged treatment-I picked you as the Governor of East Pakistan. You declined to go because you did not wish to leave the Cabinet. I explained to you the enormous need for a real effort to improve the absorption capacity of East Pakistan. You said that you would prefer to resign rather than go to another post outside the Cabinet. This coming from a soldier and life-long comrade in the time of national emergency was a shock. Had it not been for fact that the country was being run without a Constitution and the necessity for avoiding an impression of disunity among those associated with the task of Government at the top, was consequently much greater and for personal regard for yourself. 1 would have accepted your offer of resignation. As it was, 1 had almost to force you leave for East Pakistan on a special plane.

I gave you detailed instructions emphasizing that I was most anxious that everything possible within our means should be done to place East Pakistan on a sound economic

footing and to prepare it to shoulder its own responsibility. You did put in your full energy with your usual zeal and made a tremendous effort in economic development. You helped the people in their calamities and earned their gratitude. For this you deserve great credit. But you did something else as well. Wittingly or unwittingly you made it a point never to say "no" to (any demand, however, impossible or manifestly unreasonable that demand might be, thus taking credit for whatever was accomplished and passing on the blame to the Centre for whatever had to be denied. You took the least line of resistance.

You were the agent of the Centre. The popularity of the agent should have meant the popularity of the principal. Your conduct, however, brought about the opposite result. It created the impression among the population of East Pakistan that to get anything for them, a continual battle had to be waged against an unwilling and an unsympathetic Centre. Not once did you mention to them my real feelings in regard to the development of East Pakistan, and the urgency and importance I give to it. Not once did you try convincingly to explain to them the limitations of our resources, the struggle we have to put up to get resources from abroad, the restrictions that other countries placed on trying up their grants and loans, to particular projects, or the implications of an integrated economy planned on a national basis. You say that you worked with "utmost loyalty and devotion". May I modify it by saying that you worked with utmost energy and zeal. I am afraid, loyalty and devotion' to the higher cause got sacrificed at the altar of personal property. The results were inevitable. I warned you repeatedly of the dangers inherent in your approach. The anti-Pakistan elements were quick to exploit this situation, and by their activities were making a bid to loosen discipline in East Pakistan to jeopardize the national interest. When this happened you started evading controversial issues connected with law and order.

You have said that "your sincerest advice was ignored in several matters including the Constitution." The only advice you gave with reference to the constitution was that Martial law was the right answer for the country at present and that the question of making a change to a constitutional form of government should remain in abeyance. My own belief being that institutions and not individuals are the proper instruments of governments, I felt that the sooner we make a start in establishing institutions that will work in our conditions, the better. I did not ignore your advice. I carefully considered it but did not accept it.

In the course of the discussion on the recommendations of the Constitution Commission and the Cabinet Committee, in the Governor's Conference when detailed discussions were taken, you expressed certain views as being in accordance with the opinion in certain sections of the intelligentsia in East Pakistan. Those views were already known and were duly considered. You did not attempt to advance any reasons in support of them.

You next say that I took a decision on a most important matter without consulting you as a Governor. I believe you are referring to the arrest of Mr. 'Suhrawardy.

Mr.' Suhrawardy was in West Pakistan at the time. His arrest was based on information given through the Central Intelligence agencies. He was actively engaged in preparing anti-Pakistan elements in East Pakistan to resist the constitution whatever its form. It was your duty to take steps against it, but you did not, as you were more concerned with your personal popularity and were not * concerned with carrying out my policy which was your duty. I however could not evade my responsibility to the country. He was therefore taken into custody in Karachi and you were informed of the situation by a Minister who was sent to Dacca by the first available plane. I don't know what more could I do.

The impression I got during this period was that you found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness. I found it my duty to express my dissatisfaction on it. So when you resigned and you seemed to be in a hurry to leave, I had no option but to accept it.

I regret having to recount all this, but your letter of resignation containing spurious arguments demanded that a full reply be given.

With best wishes.

Lt-Gen. Mohammad Azam Khan.

Yours sincerely.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইউবের অভিযোগের জবাবে আজম খানের চিঠি।	আজম খানের কাগজপত্র	১৬ জুন, ১৯৬২

REGD/A.D.

(TRUE COPY)

PERSONAL/ CONFIDENTIAL

Lahore Cantt.
16 June, 62.

No: MAK/X/P.

To

FIELD MARSHAL MOHAMMAD AYUB KHAN. N.Pk., H.J..
President of Pakistan,
Rawalpindi.

SIR,

I am extremely surprised and pained at the contents of your letter No. 374-PAP/62. dated 7th June, 1962. Before dealing with it, may I remind you of your letter, dated 12th April, 1962 wherein you have observed-

"Whilst regretfully accepting your resignation I repeat my appreciation of the excellent work you have done and say that I shall always entertain the highest of regard for you besides wanting to assist you in any legitimate manner I can."

This I took to be a genuine appreciation of my services on your part-not realizing that you were playing politics with me. As I now find from your letter of 7th June, 1962 that you did not mean what you said in your former letter and desisted from expressing your dissatisfaction so that I might not leave the Province at once and thus deprive you of the opportunity of using me to complete your programme of elections. As you have now come out with serious allegations against my work in East Pakistan for the purpose of as you say 'keeping the records straight, I feel, I should in fairness to myself and to the people do some plain speaking and request you to keep this my reply on record, in order to complete it.

I simply fail to understand why, if you really thought I had the defects now imputed to me, you insisted on appointing me as the Governor of East Pakistan, kept me on for two years and when I resigned instead of accepting my resignation, sent General Burki to persuade me to stay on and then you yourself did your utmost to dissuade me from leaving the Governorship. The aspect of the matter by itself is sufficient to show that there is no force in the points now alleged against me and your letter of 7th June. 1962 is clearly an after-thought. However, I shall meet your points individually.

The first point against me is-

"You have no idea of financial discipline or distribution of resources. When you take a project in hand you desire that the resource of the whole country should be diverted to your project even at the cost of all their activities if need be."

"Wittingly or unwittingly you made it a point never to say 'no' to any demand, however, impossible or manifestly unreasonable that demand might be, thus taking credit for whatever was accomplished and passing on the blame to the Centre for whatever had to be denied. You took the least line of resistance."

At no time did the people of East Pakistan push me into accepting impossible and manifestly unreasonable demands for which, according to your statement, I am supposed to have taken credit whilst passing all the blame to the Centre. Nor have I at any stage been devoid of financial discipline and sense of proper distribution of resources, as to have desired that the resources of the whole country should be diverted to any particular project. If anyone is trying to make you believe such stories it must be out of sheer malice and complete disregard for your own sense of reasoning. You yourself are fully aware of the policy and procedures followed with regard to scrutiny, sanction, allocation of funds and implementation of all projects and demands of Provinces. According to the policy decided between the Centre and the Provinces it was my duty to put up the maximum projects, subject to approval, with the object of increasing the absorbing capacity of the Province for allocations made. Once the Centre makes annual allocations there is no scope for further demands by the Provinces and at the same time the Centre should not change allocations once commitments have been made to the Provinces. There is no doubt that we had sometimes to fight tough battles at the Governors' conferences with the Central Economic Council and other Agencies over our sanctions but it was in the normal course and should have been taken in the best of spirit and appreciated and not brought as allegations.

Another point raised against me relates to my resignation when you asked me to go to East Pakistan as Governor. This matter was fully discussed several times and also in my letter or resignation written on that occasion which is a complete answer to your remarks in the third paragraph of your letter under discussion. To refresh your memory, 1 am enclosing herewith a copy of that letter of resignation. Your statement that you had almost to force me to leave for East Pakistan on a special plane surprises me. It was only after you sent General Burki to say that you were coming to apologies to me for having lost your temper and accused me of being afraid to go to East Bengal, that I left for Dacca without waiting to meet you. I did this to save you the embarrassment and also to prove to you that I was not afraid to go to East Pakistan although my work at the Centre and specially that of rehabilitation of refugees in West Pakistan was incomplete and my going away at that time was to the detriment of the people as explained in detail in my letter of resignation dated 14th April '60. No one forced me to leave; in fact, you were not even aware that I had left for Dacca; nor was any special plane arranged by you. In order to be there in time, I had to do over 12 hours of night flying during Nor-Wester period in a small plane, the only thing available. It is extremely unfair that you should now refer to this incident as a point against me when after I took over you made appreciative remarks about my having done so.

Another point raised against me is-

"You were the Agent of the Centre. The popularity of the Agent should have meant the popularity of the principal. Your conduct, however, brought about the opposite result. It created the impression among the population of East Pakistan that to get anything for them, a continual battle had to be waged against an unwilling and an unsympathetic Centre. Not once did you mention to them my real feelings in regard to the development of East Pakistan and the urgency and importance I gave to it. Not once did you try convincingly to explain to (hem the limitations of our resources, the struggle we have to put up to get resources from abroad, the restrictions that other countries placed on tying up their grants and loans, to particular projects, or the implications of an integrated economy planned on a national basis. You say that you worked with 'utmost loyalty and devotion". May I modify it by saying that you worked with 'utmost energy and zeal. I am afraid, that ‘loyaity and devotion' to the higher cause got sacrificed at the altar of personal popularity. The results were inevitable. I warned you repeatedly of the dangers inherent in your approach. The anti-Pakistan elements were quick to exploit this situation, and by their activities were making a bid to loosen discipline in East Pakistan to jeopardize the national interest. When this happened you started evading controversial issues connected with law and order."

All your policies were duly projected and implemented by me, but wherever I honestly disagreed with your views 1 did not hesitate to express them frankly and fully. Throughout my attempt has been to look to the interests of the people and the country and not to those of any particular individual. It is absolutely clear in everyone's mind without any doubt that the credit for the work done by me in both wings of Pakistan has all gone to the credit of the Regime and to you. It was not necessary for me to go out of my way to flatter you as you are personally aware that I am not given to flattery, a fact which I have repeated to you on many occasions. If you feel dissatisfied with this policy, I am not disturbed in mind as I have done what God and the country expected me to do.

I see no justification whatsoever in your remark about my loyalty and devotion. When you managed to get three extensions in the tenure of your Command as C-in-C, although it was against army traditions and considerably prejudiced my chances of promotion, I did not apply for release but continued to serve with the same energy and zeal' sacrificing personal interest at the altar of 'loyalty and devotion to the higher cause'.

I also hope that you have not forgotten when in 1958 I was drawn into the Revolution I had to go to the extent of risking my life and sacrificing my army career for the cause of the country and the nation. Again when you deprived me of my permanent commission in the Armed Forces ordering my premature compulsory retirement in February, 1960, according to army regulations 1 was perfectly fit for a much longer tenure. I did not question your action but made a personal sacrifice, rather than create a situation whereby the nation might have suffered, as we were at the time passing through a very delicate period.

Unfortunately you always seem to lake counsel from your imaginary fears. Although I have resigned, my popularity seems to be haunting you. Judging from the contents of

your letter I am constrained to observe that the Editorial captioned Task before Faruque' appearing in the Pakistan times of Lahore on 14th May, 1962, and the subsequent distorted and controversial letters to the Editor were all inspired.

As an old soldier and a comrade it was the bitterest shock to me to find you so unsporting as to twist the facts leading to my resignations on both the occasions. These facts have been brought out in both my letters of resignations clearly. In both instances you sent General Burki to apologies on your behalf and you made every effort personally to appeal to my sentiments on the basis of old family friendship and professional comradeship and praise for me and my work, persuading me to withdraw my resignations. These false and unjust allegations were not even hinted at in your previous conversations or correspondence throughout my career.

In reply to my complaint that I was not consulted in some of the matters seriously affecting the work I had to do, and my sincerest advice was ignored in several matters including the Constitution-your statement that the only advice I gave on the Constitution was that you should not be in a hurry to bring the Constitution is, I am sorry to say, inaccurate and incorrect. It was in 1959 when you first informed us about your scheme of Basic Democracy with an outline of the type of Constitution you wanted, that I suggested that we should concentrate on completing our programme of refugee resettlement and urgent and vital development schemes and leave the Constitution making to experts and various representatives of the people as we were no authorities on the subject.

In the very next paragraph of the same letter you yourself state that I did express my views with regard to the provisions of the new Constitution when it was being discussed at the Governor's conferences. But here again, the statement that those views were duly considered, or that I did not attempt to advance any reasons in support of the points I raised, I am sorry to say is not correct. In fact on one occasion in the mids of a heated argument on the provisions of the Constitution when I repeatedly argued in favor of Fundamental Rights being made justifiable, supremacy and powers of the Judiciary, and revival of the political parties etc., you went to the extent of shouting at me saying why are you worrying-I have to sign the Constitution not you Azam.' Thereafter, I was taken into full confidence with regard to the provisions of the Constitution. I would, therefore, repeat that I did give you advice with regard to the Constitution and you were not prepared to accept it or even consider it.

Referring to my strong protest on my not being consulted as a Governor when you took a decision on a most important matter, your letter reads as follows

> "I believe you are referring to the arrest of Mr. Suhrawardy. Mr. Suhrawardy was in West Pakistan at the lime. His arrest was based on information given through the Central Intelligence agencies. He was actively engaged in preparing anti-Pakistan elements in East Pakistan to resist the Constitution whatever its form. It was your duty to take steps against it. but you did not as you were more concerned with your personal popularity and were not concerned with carrying out my policy which was your duly. I, however, could not evade my responsibility to the country. He was, therefore, taken into custody in Karachi

and you were informed of the situation by a Minister who was sent to Dacca by the first available plane. I do not know what more could I do."

The elementary principle of Governance is that on the law and order situation the man on the spot should be consulted before any drastic action is taken. If there was information against Mr. Suhrawardy it must have been with the Central government for some time. It could not have been gathered within a few hours before arrest, so as to say that you had no time to consult me. If it was a case of my having failed in my duty in such an important matter, you should have directed me to take action or replaced me. The manner in which this matter has been dealt with by you and your government was decidedly unfair to me as Governor. If I had been consulted or at least been given adequate notice that the arrest would be made, I would have taken in time precautionary measures to prevent situations, like the one which actually arose consequent on the arrest and during your presence in the Province. In this connection I would remind you of my telling you that what you had done was a stab in the back; and I need hardly and that nothing more could have been done to meet the situation than what was actually done by me, to which you were witness. Had I not handled the situation as I did with restraint, the consequences would, as I have already pointed out to you, been disastrous. Hence there is no justification for your statement that—

"The impression I got during this period was that you found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness. I found it my duty to express dissatisfaction on it. So, when you resigned and seemed to be in a hurry to leave, I had no option but to accept it."

If you thought at the time that I found it distasteful to deal with an awkward situation demanding firmness being on the spot yourself you should have assumed complete control of the situation and issued definite orders to me shouldering the entire responsibility yourself. You did not do so. On the other hand, as long as you were in Dacca, you did not express dissatisfaction at the action that was being taken. It was only after going back to West Pakistan that you gave the impression that you were not satisfied with my way of handling the affairs of East Pakistan.

Your remark that I was in a hurry to leave is hardly fair. I wrote the letter of resignation on the 11th March and ultimately I agreed to stay on till the 10th May. If you really were under the impression that because of my inability to manage the situation, and as you were also dissatisfied with the action I took, I was anxious to leave the Province, you would not have asked me to stay. You should have consistently with your duty to the country relieved me immediately and not persuaded me to stay. Far from your being dissatisfied with my work, your insistence on my continuing as governor clearly showed that you felt at the time that I alone could handle the situation. The arguments in my letter of resignation were not 'spurious'.

It is very well known to all of us that this country has suffered because individual whims and moods, undue interference with the administration and personal ambitions were often catered for at the cost of firm principles and policy. The object of the Revolution would have been defeated if we were to compromise on those very principles.

I had, therefore, on option but to resign when certain fundamental principles were violated, as already pointed out in my letter of resignation dated 11th March 1962. to which you sent me an immediate signal to say that as the matter required personal discussion you proposed discussing it with me during your visit to Hast Pakistan, which you did but I declined to continue as Governor and stuck to my decision to resign, wishing to be relieved at the earliest.

A month later you sent me a letter appreciating my work and whilst regretfully accepting my resignation you made the following suggestion: - "Regulations permit me to give you four months' leave minus 19 days that you have availed of. Will you, therefore, please let me know if you wish to avail of it. This is urgent as I propose to make a formal announcement of these changes soon so as to slop unnecessary speculations. "

My immediate reply may kindly be noted—

"Thanks for your letter of 12th April. I appreciate the kind remarks which you have made about my services to the country during my tenure of office. As 1 have repeatedly emphasized both in correspondence and discussions, my resignation is motivated by my very strong views on matters of principle, which, for me effectively outweigh the attractions of high office, and my anxiety is thus to be relieved with the least possible delay, although if it proves impossible to arrange for my successor to join before the 10th May, I shall in deference to your request stay on until then. As regards your enquiry whether I should like to take leave after handing over charge, I am fully aware of my rights under the regulations, but, since I am resigning on point of principle. I did not intend to avail myself of my leave concessions."

You must not lose sight of the fact that I went to East Pakistan as your representative, and under the extraordinary circumstances prevailing during the Martial Law. I had also to represent and fight for the problems and just demands of the people at the Governors' conferences which were held for this very reason. If I had behaved like the glorified Agent of a bureaucratic Government of the British times, East Pakistan would have been justified in their oft repeated complaint that they were treated like a colony.

I tried my best to bring you close to the people. I very well remember that when you visited East Pakistan after the great cyclone to assess the situation for yourself, I naturally thought that you would be more anxious than myself to see the affected area and say a word of cheer to the men, women and children to raise their morale. So I arranged a tour for you, but in that part of the world the only means of getting to the Islands is by helicopter and I have never regretted anything so much as asking you to visit these places because for months I had to correspond with your Military Secretary and Air Marshal to explain as to why I had taken the risk of putting you on a helicopter.

I did not desire to seek popularity. My anxiety was only to help the afflicted in their hours of distress during the natural calamities that overtook the Province, as well as in the implementation of the development plans. My sincere effort regardless of my personal

safety and comfort especially in coming to the aid of the people in their hours of extreme distress and danger was deeply appreciated by them. To say that I was trying to sacrifice loyalty and devotion at the altar of personal popularity or that I tried to gain popularity through 'financial indiscipline' is not only a grave injustice to me but a hard blow to the sentiments and prestige of the people of East Pakistan. There can be no greater ignominy inflicted on them than to say that they could be bribed into shedding tears for me or that the anti-Pakistan elements were able to exploit their sentiments for the purpose of loosening discipline in East Pakistan to jeopardize national interest.

At no time was that part of Pakistan closer to the Centre than it was during my tenure. In the interest of national unity and prosperity, the sincere and selfless work that I have put in those two years cannot be denied by you or anybody else as the whole nation is witness to it.

I shall conclude by saying let my God and my nation be my judge. Individual opinion can never be regarded as reliable, no matter how highly placed the individual may be.

It is not a pleasure to me to recount these facts but your letter has left me no alternative and in fairness to myself I cannot leave these serious allegations in your letter dated 7th June 1962 unanswered.

(MOHAMMAD A2AM KHAN)
Lieut General.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক শাসনের অবসান	পাকিস্তান অবজারভার	৮ জুন, ১৯৬২

MARTIAL LAW ENDS TODAY
National Assembly meets this morning.

Rawalpindi, June 7-The 44-month-old Martial law ends tomorrow morning with the inauguration of the 156-member National Assembly, the nation's third "Parliament" since its birth 15 years ago, reports-APP. Technically the Martial Law imposed on the country on October 7th in "a bloodless revolution" will come to an end some minutes past nine in the morning as members from both the wings of Pakistan are administered Oaths by the Chief Election Commissioner.

This will also mark the induction of the National Assembly which had earlier been addressed by President Ayub.

Presidential cabinet Resigns.

Rawalpindi, June 7-Members of the Presidential Cabinet formally tendered their resignation here this evening as a Prelude to the enforcement of the new constitution………..tomorrow morning.

The President has accepted their resignation and was understood to have addressed letters of appreciation to them individually thanking them for their services during 44 months of Martial Law regime.

Two Ministers-Mr. Mohammad Munir and Mr. Abdul Qadir who have also been named for inclusion in President's new Council of Ministers under the constitution will be sworn in probably tomorrow evening.

Earlier, the Ministers present in the city attended their offices for the last day.

The Ministers present in the Capital today are Lt. Gen. W. A. Burki, Mr. Manzur Qadir. Lt. Gen. K. M. Sheikh, Mr. F. M. Khan. Mr. Habibur Rahman. Mr. Zakir Husain and Mr. Z. A. Bhutto.

The head of the State will be sworn in as President under the new constitution some eight hours later in the President's House in a simple ceremony.

The Oath will be administered by the Chief Justice of Pakistan Mr. Cornelius.

Messrs. Mohammad Munir and Abdul Qadir; first to be named as members of the President's Council of Ministers under the new constitution, will be formally sworn in at the President's House tomorrow evening. The ceremonies will mark the beginning of "the new constitutional rule" in the country.

Disposal of Martial Law cases.

Another message adds, President Ayub Khan today promulgated an Ordinance dealing with the technicalities and removing difficulties for the disposal of Martial Law cases after the withdrawal of Martial Law in the country with the commencement of the new constitution on June 18.

The Ordinance provides that all sentences passed during the Martial Law period by a Martial Law authority shall be deemed to have been lawfully passed and shall be carried on execution according to their tender.

Regarding the death sentence passed during the Martial Law period by a Martial Law authority the ordinance provides that it may be executed under the order of the Central Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারী পুস্তিকা	সরকারী	মার্চ, ১৯৬২

AN EXPLANATION OF THE SALIENT FEATURES OF THE CONSTITUTION OF 1962 FROM A BOOKLET ENTITLED "A PLEDGE REDEEMED."

Published by the Bureau of National Reconstruction, Government of Pakistan.

INTRODUCTION

Democracy, in the classic phrase of Abraham Lincoln, is government of the people, by the people, and for the people. As a form of government it rests upon the consensus of public opinion, aims to promote the happiness of the citizens and postulates equality of all men before law.

Though it has not always been fully reflected in the political system prevailing in various phases of Muslim history, Islam's concept of the- universal brotherhood of man and equality of all men in the sight of God is at the heart of all democratic processes. In its external expression, Islam places emphasis on the society rather than the individual, which is the first step towards any organisation based on the benefit of the community. An important democratic element to which history bears witness is Islam's general attitude of tolerance towards other faiths. The divine commandment of Shura which places an obligation on the ruler to consult the people is the only explicit attempt by any major religion to underline the basic principle of democratic government. Finally, the principle of Ijma which gives a religious sanctity to the opinions and views held by the community as a whole signifies the democratic essence of the Muslim faith. In the context of today, therefore, the only manner in which societies attempting to be Islamic can express themselves in their political life is through democratic forms and institutions.

In the West, democracy made its first appearance in a somewhat rudimentary form (since it was based upon slavery in the city states of ancient Greece, in which every 'free citizen' was entitled to participate in the government. These so-called direct democracies were in fact egalitarian oligarchies in which the right of slaves had never been equated with the rights of the ruling classes. The identification of the collective and individual interests which finds an expression in the system of political representation and is the essence of a democratic form of government was missing. Democracy as understood today should be considered the contribution of Great Britain. As a form of government, it has only attained universal popularity over the last hundred years or so, but it is now generally accepted as the only form of Government which ultimately liberates and releases the energy of the people towards constructive ends.

The trouble with democratic forms of government, however, is that unless the people working them are trained and experienced in the conventions of democratic rule, it is difficult to make a success of the institutions. Democracy is not something which has

been attained by any people overnight. The British who are considered the pioneers in the creation of durable democratic institutions required almost 700 years from the first point in time when the nobles of England made the monarch commit himself to certain checks on royal power by the Magna Carta in 1215. Until 1928 when woman above the age of 21 for the first time were given the right of vote. Relatively slow processes of political, social and economic evolution and growth led ultimately to the creation of democracy in Britain.

But very often in disregard of this lesson of history, there is a temptation to adopt practices which have succeeded elsewhere but which may not necessarily suit other social environments, or meet the political needs of other climes. Under such an imposition, the borrowed political institutions give way under the strain of inept handling and lead to a situation of instability, political self-seeking and corruption which militates against the larger national interest. In such a situation, unless a strong leadership emerges to stabilize the situation there is inevitably a prolonged period of chaos. But in a relatively politically conscious community it is also necessary that as soon as the position has been stabilized by the new leadership, effective and suitable political institutions must be created without unnecessary loss of time. It was in recognition of this fact that in his very first broadcast to the nation, the President said quite clearly that his intention was to restore Constitutional Government as soon as possible.

The manner in which Martial Law has operated during the last 3½ years is an index of this aim. So much so that it has often been remarked by foreign observers that Pakistan is much nearer real democracy under Martial Law than many countries who ostensibly claim to have democratic forms of government. The reasons for this are not far to seek. It would, far instance, have been expected that the press would be completely gagged, and all expression of opinion forbidden. But few, if any, checks have been put upon the press and expression of opinion have been relatively free and subject to only minimal and, under the circumstances, unavoidable restraints. Arbitrary exercise of authority has been conspicuously missing from the action of the Government and judicial processes have continued to operate in the normal manner. The administration has been conducted by the civil machinery and the Army has not intruded into public affairs beyond an unavoidable minimum.

Nor are the actions of the past 3½ years rooted in any mere superficial concern for democracy. For, in Pakistan, there has existed, since the Government of Great Britain look over from the East India Company, an unbroken regard for the rule of law. People have also had experience with working democratic institutions at the local and also the national level. We have a relatively developed professional and middle class which is daily expanding. Reinforcing the egalitarianism inherent in Islam is the liberal humanism imbibed from the West by the thinking sections of the people, and which can find political expression only through democratic institutions, civil and military administration has been kept entirely separate and one institution for which the people have had and continue to have great respect is the judiciary. This complex of enlightened opinion, respect for the rule of law and a clear cut division between civil and military responsibilities makes ours a society essentially oriented towards a democratic form of

government. But in order to make a success of constitutional government we must learn from our past mistakes. Before selling out on our new Constitutional venture, it is, therefore, imperative that we identify the causes of failure of the previous Constitution and avoid repeating them in the new one.

The growth of Parliamentary Government in Britain

The principal forms of democracy which are in operation today can be classified as the parliamentary form and the presidential form. Of these we have so far been familiar with the parliamentary form which is sometimes also called the cabinet system. In this system the executive is chosen from among the group or groups of representatives who are in majority in the legislature and remains in office only so long as it retains the support of that majority.

The British Constitution, often referred to as the mother of parliament embodies the principles of parliamentary government. A fundamental reason for the gradual evolution of this system there was the hereditary character of the monarchy which left this as the only peaceful way of enforcing the general will. Bit by bit, the entire power was concentrated in the hands of the people's representatives. The system took shape by an extremely gradual process of accretion. The classes which enjoyed the right of consultation with the king altered and expended with economic changes till the idea of people's government quietly crept in. In the 20th century the right of the common people to choose their rulers was fully, firmly and finally established.

The habit of the English people to alter things by evolution and not by revolution expressed itself in the political compromise which transferred effective power to the people and retained ceremonial grandeur for the king. The relationship between the King and the Crown which has thus been established functions so smoothly that the need for any further major change in the structure of government seems to have been obviated.

In Britain, parliamentary government has been a great success, but a brief survey of the working of the system will immediately show that its success depends on certain conditions that do not obtain in many countries including Pakistan. It depends upon number of factors which are intimately interrelated and form a complex of social and political behavior.

Enlightened Electorate

There is, for instance, the presence of an enlightened electorate capable of forming an opinion on the various issues of national policy. Education has been compulsory for 75 years. The average adult, unless he is mentally deficient, if capable of forming an opinion on matters of policy and is likely to do so at least in so far as it affect him personally. Every household buys a paper. Nearly every household has a radio or television set. The population is, therefore, capable of taking an active interest in political questions. That it does take interest is reflected in the fact that seventy-five to eighty-five per cent of the electorate participate in every election and many of those not voting do so because they disagree with the views of all the parties.

Gradual Growth

The system has attained full maturity after centuries of growth. Its delicate and sensitive nature is, therefore, not likely to suffer any set-back by inept handling at the hands of the electorate or the leaders.

The role of information media

There is a vigilant and vocal press which informs and educates all sections of the people. Newspaper reading is a national habit in Britain. The channels of dissemination of news and views arc numerous and widespread. The executive has to be very careful lest it incur public indignation.

Two-party system

The two-party system which is largely an accident of history, forms a part of settled political habit in that country. The parliamentary mechanism would lose much of its' efficiency and vitality if it were to work with more than two parties, as has been witnessed in France. The Constitution of the Third French Republic (1870-1940), drafted in 1870, closely followed the British model, but the existence of a large number of groups in the French Parliament precluded all chances of single-party ministries like those of Britain. The composite cabinets based on heterogeneous majorities crumbled one after another. The parliamentary history of France under the 3rd and the 4th Republic is a panorama of phantom ministries. That is why parliamentary government means different things to the French and the British.

Public opinion

British leadership is very sensitive to public opinion. Clear indications of this sensitivity have been provided many a time in British history. Mr. Mc. Donald with a comfortable majority in the parliament had to yield of the Unemployment Assistance Regulations in 1934. Mr. Baldwin again with a majority had to sacrifice Sir Samuel Hoare in the Abyssinian Crisis of 1935. In 1940 the futile attempt to defend Norway against German invasion and the dangers posed by the German military's infiltration into Western Europe led to the fall of a majority Government by sheer force of public opinion. As recently as 1956 Sir Anthony Eden had to resign after his Suez venture though there was no formal vote of censure, the firm and forceful expression of adverse opinions compelled the Prime Minister to go.

The British temper

The remarkable ability of the British people to adapt and compromise provides a common ground on which politics can operate without social upheavals. As Lord Balfour has said. "Democracy presupposes a people so fundamentally at one that they can safely afford to bicker and so of their own moderation that they are not dangerously disturbed by the never ending din of political conflict. The most remarkable instance of this adaptability in the British people is the Welfare Legislation of the Labor Government in 1945- 50. The programme implied a virtual revolution in property relationships and political

pundits like Laski could easily have held that any attempt to introduce these reforms would wreck the entire system. But the system has survived. Such capacity for adaptation to changed conditions is evidenced in very few societies.

Conventions of the Constitution

Finally, the system presupposes that the holders of power submit themselves to a code of honor. This unwritten code is embodied in precedent and usages, collectively called the conventions of the Constitution. Conventions are not laws and can be discarded when they are no longer in conformity with changed needs. They embody both the do's and the don'ts of political behavior and very often fulfill functions which no code of laws would be able to meet. And although not legally enforceable, their force is nevertheless almost as compelling as that of laws regularly enacted by Parliament. They give substance to the principle of the sovereignty of the people. Politicians are bound to observe them even if it brings them loss of office and authority. Some of the conventions are: members of Parliament do not desert their parties whatever the temptation; no Minister cares to cling to power if he cannot pull on with his colleagues; no Cabinet evades the consequences of an adverse parliamentary vote. The opposition in this system is part of Government. It does not oppose merely for the sake of opposing. It offers a clear alternative in ideology and leadership. It “takes over" as soon as a Government loses its hold over the country.

The failure of British parliamentarism in other countries can be easily understood if we recognize the springs of its success in Britain. The system is so sensitive that it cannot nourish under unhelpful conditions. In Pakistan many pitfalls could have been avoided, had this been realized in time.

FAILURE OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT IN PAKISTAN

Before any new pattern of constitutional government can be evolved it is first necessary to examine the causes of failure of Constitutional Government in Pakistan leading to the abrogation of the Constitution of 1956, and to determine how far the nature of this Government contributed to failure.

Some friends of the parliamentary system insist that there was no failure of the parliamentary government as it did not exist and would only have been ushered in when the Constitution of 1956 would have flourished in full bloom after general elections. According to them, it is, therefore, unfair to speak of the failure of a constitutional system which had not been enforced in its entirety and was really buried without trial. This view is based on the dubious assumption that the Constitution of 1956 gave a brand new system to the country. This was not the case.

In August, 1947, when Pakistan came into being as an independent State the Government of India Act, 1935 was adapted to provide an interim Constitution. This 'adapted Act, introduced in Pakistan a type of government which generally resembled the constitutional structure of parliamentary government in the Dominions. The Constitution of 1956 generally followed the pattern of the adapted Act of 1935. It enacted a few curbs

on the powers of the Governor General and gave wider authority of Provincial governments. It contained an elaborate statement on the Directive Principles of State Policy and carried some provisions designed to bring the legal code of the country into conformity with the laws of Islam. But the originality of this Constitution remained confined to matters of secondary importance. It had nothing new to offer in the nature of constitutional fundamentals. Even its language was much the same as that of the 'adapted Act'. It left the existing parliamentary institutions undisturbed.

To give a clear picture of what is meant by the Parliamentary or Cabinet system, its chief characteristics are enumerated below:

(1) The Head of State is largely a ceremonial figure-although he authenticates the actions of the executive-the advice of the Ministers is binding upon him. His discretion, if any, is extremely circumscribed and limited.

(2) The Executive comprises a group of Ministers who act in Cabinet as a unit. (This presupposes two things, First there is collective responsibility and secondly one man in the team plays a predominant role and acts as a captain-this is the Prime Minister).

(3) The Ministers are members of the Legislature.

(4) The Ministers are members of the majority party (in cases of a coalition of the parties combining to form a majority).

(5) Ministers hold office only if they retain the confidence of the Assembly

(6) The Minister is personally responsible for the portfolio under his charge and is constantly answerable to the Assembly for its proper functioning.

It will be clear that the system of government operating in Pakistan until October 1958 followed this pattern. From even a cursory glance at events particularly from 1953 onwards, it would also be quite clear that this pattern was not successfully worked. The Constitution Commission also came to the same conclusion.

Causes of failure

The Constitution Commission examined the question of the failure of Parliamentary Government in considerable detail. It issued a questionnaire and conducted a large number of interviews. The views expressed before the Commission with regard to the nature and causes of failure of the parliamentary form of Government were summed up by them as follows:

"(1) Lack of proper elections and defects in the late Constitution.

"(2) Undue interference by the Head of State with the Ministries and political parties, and by the Central Government with the functioning of the government in the Provinces.

"(3) Lack of leadership resulting in lack of well-organized and disciplined parties, a general lack of character in the politicians and their undue interference in the administration."

In the opinion of the Commission, the real causes of the failure were to be found in the last-mentioned group of opinions, rather than in the first two. A study of event leading to the final break-down of Constitutional Government in October. 1958. Would prove this point.

(1) **Lack of proper election**—It cannot be said that the Assemblies were not elected. The first Constituent Assembly was indirectly elected as it was intended mainly to frame the Constitution. It continued in office till it was dissolved in October 1954, and succeeded by a second Constituent Assembly indirectly elected from the Provincial legislatures. Since this Assembly was formed after elections had taken place in the Provinces, it had many new members, who came to office through direct elections in the Provinces on the basis of universal suffrage. But such elections held on the basis of adult franchise in the Provinces did not bring in worthier or particularly different representatives. After general elections at the national level the same pattern would undoubtedly have been repeated.

(2) **Interference by the Head of the State**—The view of the Constitution Commission in this instance was that although the Head of State interfered, the reason why he could do so with impunity was because of lack of discipline and solidarity in the parties in power. They have also pointed out that parliamentary government has succeeded only in countries with a Constitutional monarchy, where the Head of the State is not a member of a party or is elected but comes to office by inheritance. An elected Head of State first, belongs to some political, party, and secondly comes to office because he commands the confidence of the people. In such cases, if both the Head of State and the Prime Minister are strong personalities, friction between them is inevitable. As the Constitution Commission pointed out that in India, where the parliamentary system is in force, "the present Prime Minister has from the day of Independence been able to completely eclipse the Head of the State, who it is significant, has himself raised the question whether be has not, under the present Indian Constitution, more powers than the sovereign in England". In a parliamentary form of government, an elected Head of the State will always have considerable scope of indulging in party politics if he is so inclined and the political parties accept the interference-this is a defect inherent in the system.

(3) **Lack of party discipline and lack of character in the politician-**A cursory glance at events from 1953 onwards will show that it was lack of leadership and well-organized and disciplined parties in general lack of character in the politicians and the undue interference in the administration which caused the ultimate breakdown of Constitutional Government in Pakistan.

Dismissal of the Prime Minister in 1953

(a) It is a well-known convention that a Prime Minister cannot lose his office without first losing his parliamentary majority. The Prime Minister of Pakistan in April, 1953,

was in undisputed command of his party. He had experienced little difficulty in getting his budget approved by the Parliament and securing removal of the Punjab Chief Minister after the Lahore disturbances. Yet the Head of State ejected him from office abruptly and placed his own nominee at the Head of the Government. The new Prime Minister was an unknown quantity. He had been absent from the country for about 5 years preceding his elevation lo this office. Yet the Muslim League Parliamentary Party which had supposedly stood behind the late Prime Minister till the moment of his "dismissal" endorsed the Governor-Generals choice without even the formality of a discussion. It could have created an awkward situation for the Governor-General by rejecting the new leader of Government. Had the late Prime Minister enjoyed solid party support, it is unlikely that the Governor-General would have contemplated such a course of action. The fact that the majority of the new Cabinet was drawn from the previous administration indicated that the Governor-General had his friends in the Cabinet who were prepared to side with him as against their nominal chief.

Dissolution of the Constituent Assembly (1954)

(b) Divisions within the ranks of the leading party enabled the Governor-General to make another and a more dramatic assertion of his authority. This was the dissolution of the Constituent Assembly which came about in October. 1954. It confounded the parties and took the country by surprise. It ended the long dominance of the Muslim League in our national politics. The Leaguers were naturally bitter about it, but they made no organized move against what they believed to be abuse of power on the part of the Governor-General. It is curious that some members of the aggrieved party in the Punjab and Sind voted thanks to the Governor-General and hailed him as the savior of the country.

Chief Ministership of West Pakistan (1956)

(c) A somewhat different situation developed in West Pakistan on the eve of integration. The Governor-General was known to be keen on securing the Chief Ministership of the integrated province for one of his personal friends. He canvassed in this behalf and obtained promises of support from some prominent leaders of the majority party. This was contrary to parliamentary practice. In a parliamentary system, custom forbids the Head of the State from making known his political preferences and pressing the claims of politicians.

The right of choosing the Chief Minister of the Province was constitutionally vested in the majority party of the Provincial legislature which had not yet been 'called into existence. The Chief Minister designate was not prepared to join the party on whose support his government rested. The leader formed his own party by enticing away disgruntled members of the majority party. The strategy worked because its authors were aware of the discontent brewing within the party that had refused to fall in with their wishes and were confident of their own ability to profit from the situation.

Some other irregularities

(d) Lesser leaders of government bypassed, twisted or contravened elementary principles of representative government whenever they sensed danger to their power. A provincial ministry 'was so frightened by the unfavorable results of a single by-election that it decided not to hold elections in anyone of the 34 constituencies whose representatives had vacated their seats in the Legislature for one reason or another in the course of a few years. In the same province, a Governor defied constitutional usage in showing partiality to one of the minority groups by sending for its leaders to form the government. As a result, the Ministry was powerless in the Legislature. It could not survive the outcome of a single division. It was deprived by a suspension of the Constitution and restored after the Governor had 'certified' the budget. Similarly, President's rule was imposed in the province of West Pakistan when he desired to humiliate the opponents of his favorite party, a party that had violated every item of its creed and gone back on each one of its commitments in a desperate effort to keep control of government.

Facts, therefore, lend on support to the colorfully dressed arguments in favor of the abrogated institutions or anything resembling them. To a man in the street they are synonymous with corruption, jobbery, double-dealing and absence of orderly government. Even if some of us still pin their faith on the revival of the old political system as the only mean of teaching democracy to our millions, their dream can only come true in a leisurely and tolerant world which would permit us to work out our salvation by a process of trial and error spread over decades, if not centuries. After careful consideration of all the evidence produced before them the Constitution Commission were also of the view that.

“............ We shall be running a grave risk in adopting the parliamentary form, either in its purity or with the modifications suggested and we do not think we can afford to take such a risk at the present stage".

THE PRESIDENTIAL SYSTEM

As an alternative to parliamentary government the other well-known and established pattern of democratic government is the presidential system. Just as the most well known example of the Parliamentary system are the institutions developed by Great Britain, the United States of America presents in its political institutions the oldest and most famous example of the Presidential system.

In a Presidential system of government, as exemplified by the American Constitutional pattern, there is a separation of powers, between the Executive, the Legislature and the Judiciary. This separation of powers is based upon the assumption, in the words of Madison, that in a government to be administered by men over men the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself. It is to oblige the government to control" itself that this separation of powers and corresponding checks and balances are considered necessary. The fundamentals of the Presidential system may be stated as follows:

(1) The President is elected independently of the Legislature and has direct mandate from the electors to perform the executive functions of government.

(2) He holds office for a fixed term and cannot be removed from office by an adverse vote in the Legislature against any of his policies but only by a special process of impeachment.
(3) The Legislature is elected independently and holds office for a fixed term.
(4) The Legislature functions independently of the Executive and cannot be dissolved by the Executive of the Head of State, as is the case in the Parliamentary system.
(5) The Legislature is the supreme law-making body of the country and no proposal can become law unless voted by this body.
(6) The Judiciary is responsible for the interpretation of laws and executive orders in the light of the principles embodied in a written constitution.

In practice, a complete separation of powers between the Executive and the Legislature would make the system impossible to work, and in actual fact, there is no absolute separation of powers in the United States system. There is in practice some merging of powers and the "jurisdictions" of the three branches of government, to some extent, overlap.

From the survey of the cause of failure of Parliamentary Government, given in the previous chapter, it will be recalled that Parliamentary Government failed due to the following reasons:
(1) A conflict between the Head of State and the Chief Executive, the Prime Minister.
(2) Lack of party discipline and irresponsible behavior of politicians in forming and destroying governments.
(3) Interference by members of the Legislature with day to day administration by exercising political pressure on the Executive for their personal ends.

After taking these into account, the Constitution Commission recommended that:

'We should have a form of government where there is only one person at the head of affairs, with an effective restrain exercised on him, by an independent Legislature members of which, however, should not be in a position to seriously interfere with the administration by exercising political pressure for their personal ends. Such a system is available in the Presidential form of government which has been successful in the United States of America…. The fundamental difference between this system and the parliamentary form is that while in the latter, the head of the- executive is solely dependent on the continued daily support of his majority party, the President, in the Presidential form, who is also a representative of the people, is not dependent for his continuance in office, on the Legislature. If the Legislature goes against him, he may have to yield if he wishes to avoid a deadlock, but a Prime Minister, however, strong his position, can easily be shaken out of office on the very next day without justification if

something untoward happens and the majority of his party withdraws support overnight. It was the compelling necessity of keeping the majority of his party satisfied that made many a minister in the past depart from the straight path. We think that many of the ministers, who held office during the period under review, would have acted on the right lines if they were not so utterly dependent on their supporters.

From this it can be seen that the Presidential system is more suited to the conditions prevailing in Pakistan. The case for the Presidential system cannot, however, be confined to its merely being the only alternative to the parliamentary form which has failed in this country. As a nation which has just emerged out of a colonial past, whose major requirement is political unity and which is embarking on an ambitious programme of social reform and economic development, the presidential system has special advantages to offer.

On the political plane, the growth of unity amongst a people thrown together for the first time as a distinct political entity is a problem of considerable magnitude. In our case the geographical separation of the two wings has made it more acute. To carry us over this arduous Period of transition the government must be effective and it must be able to create and foster a concept of national unity. The new system by giving executive authority to one individual with a mandate from the entire nation should make this possible.

Secondly, our political growth is still in its initial stages. The Presidential system with a separate Executive and Legislature, each with fixed terms of office would be better able to stand up to the strains inevitable in times when political institutions are still taking shape. As the executive is not directly dependent upon the immediate support of the Legislature, crossing the floor in search of power would be meaningless. Party alignments will, therefore, not make or unmake governments. Members of the Legislature, instead of being engaged in the pursuit of power, would be able to devote more of their attention to their real task of reflecting the national will.

Thirdly, the challenge of economic growth which faces us can only be met by an effective executive which would be able to work independently of day-to-day pressures and would be in position to implement its economic policies with speed and vigor. It should not have to keep a constant eye on the shifting loyalties of vested interests and pressure groups. In short, the executive should be responsible to the nation, but though retaining sensitivity to public opinion, it should be relatively free from unnecessary harassment by the Legislature.

FRANCHISE

The city stales of ancient Greece functioned as direct democracies, in which, every free citizen gave counsel and contributed to decisions. But this is possible only in small communities living in compact blocks. On account of their relatively large populations and areas, the magnitude and complexity of modern state craft and the ever-increasing responsibilities of government, modern democratic nations have now adopted the method of representative democracy", by which the people authorize citizens possessing particular qualifications of age, literacy, property, etc., lo carry on the task of government

in accordance with the wishes of the people. Elections are the mechanics for the authorization.

Concerning the right to elect there are in the main two theories. One theory is based upon the assumption that it is the natural and inherent right of the citizen unless disqualified by reasons of his own conduct or other manifest unfitness. The other view is that it is not an inherent right but a public office of function conferred by the state upon persons who can be considered capable of exercising it for the public good. According to the Constitution Commission the latter view appears to be generally accepted by political scientists today. In any case, it will be seen that the concept of universal adult franchise is a relative new comer on the political stage. In nearly every country the franchise has extended gradually over a period of time. In England, for instance, it will be seen that the extension of the franchise went hand in hand with education.

Literacy and Adult Franchise

As the Constitution Commission pointed out:

"The percentage of literacy in our country, according to the recent census, is only fifteen, and the means of spreading information compared to the conditions in England, are very rudimentary indeed. There is a very small percentage of persons who read newspapers and, as regards the interest taken by the people at the time of elections, the figures furnished by the Government of East Pakistan show that, at the last election held in that Province on universal franchise, only 37.2 per cent polled. Figures about West Pakistan are not readily available, but we have no reason to think that the percentage that polled in that Province was larger."

Under such conditions, about franchise imposes a choice upon people which in many cases they are not in a position to make. Even if the mechanics of election are free and fair the methods adopted by the candidates and their supporters to win these elections are based upon exploitation of the electorates ignorance, and its susceptibility to the demagogue s appeal. It is obvious that opinions upon national issues cannot be formed by individuals, unaware of what is happening outside their own village.

The Constitution Commission, therefore, suggested that, because of the time required for preparing fresh electoral rolls, the present elections should be held with the Basic Democracies as an electoral college, but for the future they advised that the suffrage should be restricted to those citizens of Pakistan who:

(a) have attained a standard of literacy, which enables them to read and understand what is published about the candidates so that they may form their own judgment as to their respective merits; or

(b) possess sufficient property, or stake in the country which would give rise to a keen desire in them to acquaint themselves with the antecedents, and the qualifications of the various candidates, so that they may select the proper representative.

Literacy and property qualifications

Very often it will be seen that such qualifications do not necessarily enfranchise people who are considered leaders in their own community. Also, the interests of the educated and propertied classes do not always coincide with general mass of the people, whereas our attempt should be to evolve a form of government which should ultimately be rooted in acceptance by the large mass of the people and should be designed to promote their well-being and happiness.

These conditions are also such that they could easily give rise to dispute and manipulation in their application in practice. Literacy tests can become formalities and political groups could man oeuvre to obtain a registration on this basis for as many of their supporters as possible. For property qualification we would need some standardized yard-stick to cover the country. Problems similar to those confronted in the case of literacy tests would be encountered in this also.

Elections through Basic Democracies

In many respects the system of Basic Democracies fulfils these needs much better than the suggestion made by the Constitution Commission. In the first place, it is based upon universal adult suffrage. Secondly, it puts a premium upon the election of people interested in the welfare of and service to their community. The groups are small enough for the candidate to be personally known to the electors and a wise choice can be made by the electorate from amongst competing candidates.

Under such conditions the people returned are likely to be the public spirited and superior individuals in the community. This fact is borne out by the last elections to the Basic Democracies. In a country where the literacy is barely 15 per cent, more than 84 per cent of the people elected are literate the bulk of them are from the lower middle class or higher strata of society. Such a body of people is certainly going to take a much keener interest in the affairs of the nations and will be far severer critics of the government if they feel that its policies are not in the best interests of the country that the average inhabitant of a country with a low percentage of literacy and inadequate means for the dissemination of news and information. This, we must remember, has happened when Basic Democracies were as yet new and untried institutions, and some people did not participate in the elections as they had not fully appreciate their importance: otherwise the results would have been even more appressive. Future elections will no doubt illustrate this.

Effect of indirect elections on Local Government Institutions

Objections have been voiced by people that this method of linking indirect elections with local government, while having all the disadvantages of such a system, would also wreck the local government institutions, by involving them in party politics. This is not only somewhat far-fetched apprehension, it is also erroneous. The issues before such institutions invariably are of a local nature and of local importance, affecting only their own small communities. National policies are not likely to cut across interests at the level

of the Union Councils/Union Committees. The bias of these institutions as far as their own work is concerned will be towards development, social service and improving the lot of the people within that small area.

As a matter of fact, the great strength of the system of Basic Democracies lies in the fact that by creating electoral colleges comprising groups of people whose main object would be to promote the welfare of the communities in which they live, such people would look for similar attitudes and qualities in the representatives at the national level also.

On the other hand, when the electoral college is divorced from the affairs of local government, it becomes purely political forum and there is no means, especially for an unsophisticated electorate, to judge the members of the electoral college on the basis of their concern for the public interest. The elections for such an electoral college do not possess any sense of immediacy or importance for the mass of the people, as the purpose for which the electoral college is formed is relatively remote from their own needs. These elections tend to become a mere formality and such a system invariably becomes a vehicle for political intrigue and corruption.

Small size of Constituencies

The second objection which people have to indirect elections is the limited size of the constituency in terms of voters. As regards the elections of the President, this objection cannot apply as the electoral college, which at present consist of about 80,000 people and would in the future probably increase to 1, 20,000 can by no means be considered small or capable of easy manipulation.

In the case of elections to the legislature, each constituency would comprise about 500 voters at present and about 750 in future, this objection would seem to stand. It must, however, be remembered that in a Presidential form of government the legislature does not have the power to directly influence the executive. The motive for election, to the legislature which operated under the Parliamentary system where the executive was directly dependent upon the legislators, would no longer apply. In the case of Parliamentary Government elections to the Legislature were considered an investment in the power to influence the government to take actions, which would benefit, or omit to take actions which would adversely affect the interests of the legislator, his party men or this supporters. Under the new system, elections to the legislature would bring no such promise of immediate gain and. therefore, such elections will not be regarded as a direct financial investment in a business venture. Also, the type of people likely to be elected to the Basic Democracies will be those anxious to serve, and the whole climate of opinion prevailing in these institutions will be one of service to the community. Under such conditions, by and large, corruption and intrigue within the Electoral College are no likely to be the dominant forces in deciding the outcome of election.

It must also be remembered that each member of the electoral college have been elected by a relatively small group of people, say 500 adults, which the normal ward of 800—1200, would probably have. The elector would, therefore, be under the watchful eyes of his neighbors and if he compromises his integrity by accepting a bribe for

casting his vote, it is likely to get generally known, and he will be running a serious risk of being discredited in his own community, and of losing its trusts and his representation in the next election.

Feeling of exclusion amongst the intelligentsia

However, by confirming the electoral right to Basic Democracies, it is possible that certain sections of the intelligentsia may feel excluded from national and provincial elections. But the present constitutional system is not fixed or rigid and some method can undoubtedly be worked out in due course which would give them a feeling of greater participation. In doing so, too heavy a weight age of the leadership in favor of the towns and cities, which a literacy or property qualification is likely to bring about, should be avoided. The Basic Democracies should continue to play an important part in the selection of leadership at the national and provincial levels as these institutions represent the most effective way of associating the bulk of our people who live in the villages, and for whom an indirect system of elections is the best method of representation.

Need for immediate elections

Our most pressing need today is an immediate restoration of constitutional government. If some other electoral system were to be adopted, it would take at least a couple of years to prepare fresh electoral rolls and hold elections. This delay must be avoided. The electoral college formed by the elected members of Basic Democracies gives us the most convenient and easy method for holding elections immediately. For these reasons, the Constitution Commission also advised that this method should be adopted for the present elections.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয় নেতার বিবৃতিঃ শাসনতন্ত্র অকেজো, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী	পাকিস্তান অবজারভার	২৫ জুন, ১৯৬২

Nine National Leaders Say
Present Constitution Unworkable
Special Body be Elected to Draft A New One

(By a Staff Correspondent)

Mr. Hamidul Huq Chowdhury, Mr. Nurul Amin. Mr. Abu Hossain Sarker. Mr. Ataur Rahman Khan. Mr. Mahmud Ali, Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Yousuf Ali Choudliury (Mohon Mia), Syed Azizul Huq and Pir Mohsenuddin Ahmed (Dudu Mia) yesterday urged that steps should be taken "lo have a special body elected as soon as possible to give the country a constitution to make its acceptance unquestioned by the People."

Enumerating the essential qualities that go to make a permanent constitution six of the nine leaders of East Pakistan said that "The present Constitution lacked such basic strength as popular consensus enshrined in basic laws framed by Peoples' representatives entrusted with that mandate".

The present constitution, the statement said, was framed on a distrust of popular will, whatever the justification put forward for that. Citing the incapacity of the members of newly setup Assemblies and the restricted suffrage on which the members were elected the statement said that "experience of barely three weeks have already demonstrated that the present Scheme is unworkable unless it is radically changed and remodelled."

For the interim period till such a new constitution could be adopted the leaders suggested that administration should be carried on under the present constitution with some essential changes.

One such suggestion for change was to incorporate the fundamental rights as enumerated in the 1956 Constitution in the present constitution making these rights justifiable. This can be done through a Presidential order or a legislative process.

The statement mentioned at length the necessity for doing away with growing imbalance in the economic progress of the two wings. It also advocated for removal of all obstacles against the growth of political parties, the very breath of representative democracy.

The leaders said that political prisoners detained without trial should be set at liberty to restore an atmosphere of confidence in the country and all penal actions regarding politicians should be done away with.

Following is the text of the joint statement of the nine leaders:

Rule of Martial Law has at least been ended. Gloom that enveloped the country for long 45 months has been partially lifted. Door of progress towards a democratic system

seems to be in the process of opening but democracy has yet to come. The constitution promulgated by Field Marshal Ayub Khan only holds out a hope but does not under it.

The main subject that agitates public mind deeply today is again the constitution of the country. This was the main topic during the recent elections though the election was limited to a small section of the people. Practically every candidate pledged his support for getting a democratic Constitution. During the last six weeks since election the volume of opinions for a workable constitution has increased considerably.

We will go falling in our duty if we do not express ourselves on this vital question through only means available to us; we believe, in this, we share the opinion held by most in the country.

Only evolution can ensure real progress:

The Country can make real and abiding progress through the method of evolution by changes peacefully brought about. This can happen only where free debate and free discussion are fully assured.

A durable and abiding constitution is the precondition for national consolidation and stability.

We are convinced that no durable Constitution can be adopted unless it is framed by the direct representatives of the people. All authority must emanate from people.

We say so because whatever type of constitution is drawn up. it has to be democratic both in form and spirit. In a democracy sovereignty, belongs to the people. All authority must emanate from the people. Anything to be stable and enduring must be in the first place be the expression of the will of the people. That will must be a collective will, an organized will, and such as is freely expressed without any lot or hindrance, direct or indirect.

Constitution to meet all Contingencies:

A constitution is framed with a view that it endures the vicissitudes of time, for as long as human intelligence and foresight can see, capable of feeling all situations, and contingencies as can be predicted. Each and every constitution must have such basic qualities as would make it permanent. Such basic laws cease to be basic if there are stresses and strains within it which in time are bound to below it to pieces.

To have the character and quality of permanence it has to be the expression of the will and Judgment of the entire community. A set of laws possessing such character alone can evoke the emotional loyalty of this generation and generations to come. Such loyalty and emotion are its strongest buttress and its impregnable defense. A document which depends on external forces other than the will of the people will have no chance of popular support, when in Jeopardy.

Present Constitution lacks basic strength:

The present constitution lacks the basic strength stated above viz popular consensus enshrined in basic laws framed by the people's representatives entrusted with that mandate and this without reference to its other merits.

Besides, the present documents are framed on a distrust of popular will, whatever be the justification put forward for that. A body of 80 thousand electors has been provided for as the base of the system in a population of more than 80 million.

Assemblies practically gave no powers:

The assemblies created on the vote of these electors have practically been given no power to decide anything. Nothing can be done by these bodies unless the President agrees. Whereas the President after the initial start can rule without any agreement of the Assembly, both in the legislative and in the executive fields.

Experiences of barely three weeks working have already demonstrated that the present scheme is unworkable unless it is radically remodeled and changed.

It is impossible to expect any genuine co-operation between the Government and the Assemblies on the present basis. The members will be tempted only to demonstrate their usefulness by turning to acute and extreme critic of the Government as they have neither any power of shaping directly the policy of the Government nor its activities. The distrust will spread into the country rendering Government more unpopular. Men of ability and independence will hardly be attracted to join such Government and administration will completely pass into the dead and soulless hands of bureaucracy.

We, therefore, urge that steps be taken to have a special body elected as soon as possible to give the country a constitution to make its acceptance unquestioned by the people.

Suitable constitution possible in six months:

With all the materials on the subject that have accumulated during the last 15 years, a constitution can be hammered out as will be suitable and will meet the peculiar problems of the country, in the course of six months at the longest.

In the circumstances of the above recommendation we purposely do not enter into the question as to whether the constitution to be so framed should be of the presidential type or parliamentary type. We are conscious that by far the largest volume of opinion is for the Parliamentary forms, The reasons are historical, far long association and experiences of the working of this system predisposes us to it.

Similarly we need hardly say much over the question whether it should be Federal or Unitary in character. This question is not so controversial either. More or less it is accepted by all shades of opinion that it has to be Federal with a majority of subjects being with the units particularly in view of our peculiar geography.

Inter-wing imbalance in progress:

The other burning topic to be dealt with is the glowing imbalance in the economic progress in the two wings. We believe that there is no want of good will in the people of West Pakistan and East Pakistan for each other. Public men once entrusted with real responsibility is bounds to rise above all narrowness and we sure to concentrate on developing the economy of the country as a whole giving greater attention to the backward areas wherever they are.

People had little say in policy-making:

All narrow and parochial interests that are responsible for the unequal progress of the two wings had free play as the people had very little say in the policy making of the state so long. Once public opinion can assert itself through their elected representatives all reactionary forces and vested interests will be in the retreat. Much of the disparities between the wings have arisen out of the fact that East Pakistan had rarely shared effective political power in the country's policy making particularly on economic affairs and scarcely has or had a say in the executive organization responsible for carrying out the economic policies into practice. In fact since independence all political powers were concentrated into the hands of a small group of permanent services, there having been not one single election in the country by which the people could have a say in the country and affairs.

The next important matter or consideration is what needs be done during the interim period.

Administration should be close to people:

The good-will generated by the lifting of the Martial law needs to be strengthened by further statesmanlike acts. The distance between the people and the organs of administration should not be allowed to grow. It is a great .responsibility for President Ayub and we have every hope that it is fully appreciated.

Pending the adoption of a permanent constitution by the method proposed by us, the Government of the country has to be carried on.

But even in the interim period some essential changes need be made in the document under which the Government is being carried on.

Fundamental rights an integral part:

It is necessary that Fundamental rights as enumerated in the 1956 Constitution be incorporated as such in the present constitution arid made justifiable, instead of enumerating them as "principles of law making" as in the present document.

These can be easily incorporated in the present document either by Presidential order or through the legislative process as provided for in the constitution.

Assemblies should be trusted:

What is more necessary is that the executive should trust the Assemblies brought under existence under this constitution. All temptation to fill the house with persons holding office of profit should be checked. Otherwise, whatever little freedom the House have will vanish. We should not forget that trust begets trust.

Political prisoners have to be freed:

Political prisoners detained without trial should be set at liberty to restore an atmosphere of confidence in the country and all penal actions regarding politicians should be done away with.

Parties needed for discipline in politics:

Political parties are the very breath of representative democracies. As life without breath is unthinkable so the elective system without the disciplined parties is unworkable. Party means discipline. No representative body can function with a large body of individuals without any kinds of ties binding them and controlling their conduct and behavior within and without. No obligation except that of self-interest will influence members of party less House.

Finally, regular periodic elections are a must in as much as it is the ultimate check on individuals as a parties against irresponsible conducts. So all obstacles against the growth of the party should be done away with. Till the democracy is ushered in.

However, we must think in terms of the national issues now facing the country as a whole people from all walks of life be lie a private citizen, a member of the profession, on the services must make their contributions jointly to its solution.

Harmony essential for national unity:

Finally, we feel found to say that we are passing through very trying and unsettled times. It is not peculiar to us alone. We need all the organs of the state and the nation to act in harmony, in full understanding and co-operation as a united people to be able to face all the unforeseen contingencies.

Those in whose hands destiny had placed the fate of the country shoulder the greatest responsibility to bring about that unity and to lay the foundation of a Nation united on a firm and sound footing. Let us complete the task of constitution making as quickly as possible and free ourselves from this controversy and concentrate on the nation building task as a united people determined to fulfill the destiny which is ours.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬২ সনের রাজনৈতিক দলবিধি	সরকারী	১৫ জুলাই, ১৯৬২

Political Parties Act, 1962 with Subsequent Amendments
NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN
Rawalpindi, the 15th July, 1962.

The following Act of .the National Assembly received the assent of the President on the 15th July, 1962, and is hereby published for general information.

ACT No. III of 1962.

An Act lo provide for the formation and regulation of political parties.

WHEREAS Article 173 of the Constitution provides that no person shall hold himself out at an election as a member of a political party unless permitted by Act of the Central Legislature;

AND WHEREAS it is expedient to provide for the formation of political parties and to permit persons to hold themselves out at elections as members of political parties;

AND WHEREAS the national interest of Pakistan in relation to the achievement of uniformity within the meaning of clause (2) of Article 131 of the Constitution required Central legislation in the matter:

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title and commencement.**-(I) This Act may be called the Political Parties Act, 1962.
(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context. -

(a) "Constitution" means the Constitution of the Republic of Pakistan enacted on the first day of March, 1962.
(b) "foreign aid party" means a political party which—

(i) has been formed or organized at the instance of any Government or political party of a foreign country; or

(ii) is affiliated to or associated with any Government or political party of a foreign country; or

(iii)received any aid, financial or otherwise, from any Government or political party of a foreign country, or a substantial portion of its funds from foreign nationals;

2. Amendment of section 2, Act III of 1952. -In the Political Parties Act 1962, hereinafter referred to as the said Act, in section 2, for clause (c) the following shall be substituted, namely:

(c) "Political Party" includes a group or combination of person who are operating for the purpose of propagating any political opinion or indulging in any other political activity.

(Amendment by Ordinance No. 1 of 1963)

3. **Formation of certain political parties prohibited.**— (1) No political party shall be formed with the object of propagating any opinion, or acting in a manner, prejudicial to the Islamic ideology, or the integrity or security of Pakistan.

(2) No person shall form, organize, set up or convene a foreign aided party or in any way be associated with any such party.

4. **Lawful political activities.** -Subject to the provisions of section 3, it shall be lawful

(1) for anybody of individuals or association of persons to form, organize or set up a political party;

(2) for any person to be a member or office bearer of, or be otherwise associated with, a political party; or

(3) for any person, for the purpose of an election to be held under the Constitution, to hold himself out or any other person as a member, or to have the support, of a political party, the formation, organization or setting up of which is not prohibited by this Act.

3. **Amendment of section 5, Act III of 1962.**—In section 5 of the said Act, for sub- section (1) the following shall be substituted, namely:

"(1) No person who is disqualified under sub-section (2) shall be a member or office bearer of, or otherwise associate himself with any political party."

(Amendment by Ordinance No. 1 of 1963)

2. A person shall be disqualified for being a member or office bearer of a political party-

(a) if he has been convicted of any offence and sentenced by an ordinary court of law to transportation or to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years has elapsed since his release;

(b) if he has been disqualified from holding public office under Article 121 or Article 122 of the Constitution, unless the period of his disqualification has expired;

(c) if he has been dismissed from the service of Pakistan, unless a period of five years has elapsed from the date of his dismissal; or

---

From Pakistan Gazette, Extraordinary, Monday. July 16. 1962.

1. Substituted by Ord. No. 1 of 1963. Section 1 and 3.
2. Subs., ibid. See. 3.
3. Substituted by Ordinance No.l or 1963. Section 123.

(d) if he is, for the time being, disqualified for membership of an elective body under clause (2) of Article 7 or clause (2) of Article of the Elective Bodies (Disqualification) Order, 1959 (P.O. No. 13 of 1959).

6.**Reference to Supreme Court regarding certain parties.**— (1) Where the Central Government is of the opinion that any political party has been formed or is operating in contravention of section 3, it shall refer the matter to the Supreme Court, and the decision of the Supreme Court on such question, given after hearing the person or persons concerned, shall be final.

(2) Where the Supreme Court, upon a reference under sub-section (1), has given a decision that a political party has been formed or is operating in contravention of section 3, the decision shall be published in the official Gazette, and upon such publication, the political party concerned shall stand dissolved and all its properties and funds shall be forfeited to the Central Government.

7. **Penalty**— If any person who is disqualified under sub-section (2) of section 5 becomes a member or office bearer, or holds himself out as a member or office bearer, of a political party, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(2) Any person who, after the dissolution of a political party, under sub-section (2) of section 6, holds himself out as a member or office bearer of that party, or acts for, or otherwise associates himself with that party, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(2) Any person who, after the dissolution of a political party, under sub-section (2) of section 6, holds himself out as a member or office bearer of that party, or acts for, or otherwise associates himself with that party, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

8.**Certain disqualifications for being a member of the National Assembly or a Provincial Assembly** - (I) A person who has been an office bearer of the Central or a Provincial Committee of a political party dissolved under sub-section (2) of section 6 or who has been convicted under section 7 shall be disqualified from being elected as a member of the National Assembly or a Provincial Assembly for a period of five years from the date of such dissolution or conviction, as the case may be.

(2) If a person, having been elected to the National or a Provincial Assembly as a candidate or nominee of a political party, withdraws himself from it, he shall, from the date of such withdrawal, be disqualified from being a member of the Assembly for the unexpired period of his term as such member unless he has been re-elected at a bye- election caused by his disqualification.

9.**Sanction for prosecution**-No prosecution under this Act shall be instituted against any person without the previous sanction in writing of the Central Government.

10. **Repeal**- The Political Organizations (prohibition of Unregulated Activity) Ordinance, 1962 (XVIII of 1962), is hereby repealed.

W. B. KADRI
Secretary

Published in the Dacca Gazette, Part V, dated the. 31st January, 1963.
Republished from the Gazette of Pakistan, Extraordinary,
dated the 7th January, 1963.

GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
Law Division.
NOTIFICATION
Rawalpindi the 7th January 1963.

No. F. 32(l)/62-Pub.-The following Ordinance made by the President on the 6th January, 1963, is hereby Published for general information:-

ORDINANCE No. 1 OF 1963.
AN
ORDINANCE

to amend the Political Parties Act, 1962.

Whereas it is expedient to amend the Political Parties Act. 1962 (III of 1962), for the purposes hereinafter appearing;

And whereas the National Assembly is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate legislation necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 29, read with Article 173 of the Constitution, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:

1. **Short title and commencement-** (1) This Ordinance may be caned the Political Parties (Amendment) Ordinance, 1963.
(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 2, Act III of 1962-**In the Political Parties Act, 1962, hereinafter referred to as the said Act, in section 2, for clause (c) the following shall be substituted, namely:-

"(c) "Political Party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion for indulging in any other political activity."

3. **Amendment of section 5, Act III of 1962**—In section 5 of the said Act, for sub- section (1) the following shall be substituted, namely: -

"(1) No person who is disqualified under sub-section (2) shall be a member or office bearer of, or otherwise associate himself with any political party."

4. **Amendment of section 7, Act Ill of 1962**—In section 7 of the said Act, after sub- section (2), the following new sub-section (3) shall be added, namely:—

"(3) If any person disqualified under section 5 participates in, or otherwise associates himself with, the political activities of a political party or of any other person similarly disqualified, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

5. **Insertion of new section 8A, Act III of 1962** — After section 8 of the said Act. the following new section 8A shall be inserted, namely:

"8A. (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this Act, where the Central Government is of the opinion that a person disqualified under sub- section (2) of section 5 is indulging, or is likely to indulge, in any political activity, it may by order in writing, direct such person to refrain, for any period not-exceeding six months, from

(a) addressing any meeting including a press conference; or (b) is using any statement of a political nature to the press.

(2) An order made under sub-section (1) shall, before the expiry of the period for which it was made, be reviewed by the Central Government, and if the Central Government, after such review, considers it necessary so to do. it may extend the period for a further period not exceeding six months.

(3) Whoever contravenes an order under sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(4) An order under this section shall not in any way affect the liability of the person in respect of whom such order has been made for contravention of any other provisions of this Act"

MOHAMMAD AYUB KHAN, N. Pk.. H.J .
Field Marshal.
President.
ABDUL HAMID.
Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলের দাবীতে সারা প্রদেশে হরতাল পালিতঃ ঢাকার গুলি, লাঠিচার্জ ও কাদুঁনে গ্যাস নিক্ষেপঃ একজনের মৃত্যু, শতাধিক আহতঃ অসংখ্য গ্রেফতার	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
Tuesday September 18, 1962.

Firing: Tear Gas and Lathi-Charge:
One Dies: Over Hundred Injured:
Compete Hartal: Army Called In : Sec. 144.

(By a Staff Correspondent.)

One person was killed and over hundred injured after Police firings preceded by tear- gassing and lathi charge on demonstrating crowds in different parts of the city yesterday (Monday).

The demonstrations followed procession by students and members of the public on the city observed complete hartal in support of the Students demand for scrapping of the Education Commission s Report.

Army was called in about mid-day to help the civil authorities "in maintaining peace and order in the city", Section 144 was re-clamped in all areas under five Police Stations of the city and, the suburbs.

Meanwhile, reports of observance of the general strike continued to pour into this office from all over the province till late hours. In Jessore, Police were reported to have opened fire on demonstrators. In Chittagong, the Army was called into and the civil authorities following clashes between the Police and the Public.

The Govt. in a press note issued last evening admitted one death and 73 injuries. The Govt. further admitted that up to 6 p.m. Yesterday 59 persons had been arrested.

In the city, Shops, Bazars and educational institutions and Semi-Govt. Offices remained closed. The response: to the general strike was spontaneous. Attendance in the Govt. Offices was also reportedly thin.

At about 10-30 a.m. some of the picketers had concentrated on the Topkhana Road in front of the Secretariat urging people to join in the strike. They were also stopping passing car. Meanwhile a small contingent of police arrived at the spot and opened lathi- charge. The students replied with brickbats. The police rushed in the Secretariat and closed the gate.

A procession was taken out from within the Arts Building of the D. U. a few minutes before 11 a.m

Meanwhile, reports of a heavy police cordon at Dacca College and Jagannath College and tear-gassing upon Jagannath College students reached the assemblage of Students and public at the University. The different processions that converged at the University Arts Building surfed forward towards the Court, shouting slogans.

The gathering clouds

The first Major Police action was to follow shortly in front of the main entrance of the High Court, The Govt. House Road running between the High Court and the Curzon Hall was already seething with tension. The strikers had earlier intercepted a member of cars and punctured their tyres, while battered and up turned automobiles by all over the street, stray fracas between the Police, armed with lathis, and the strikers marked the preceding hours.

Large groups of excited demonstrators in front of the Curzon Hall main gate had already set fire on a Mercedes Benz of a Provincial Minister, Khawaja Hasan Askari. The Minister's car was coming toward the Secretariat when it was interrupted by the picketers. The Minister was made, to gel down from the car after which it was set a fire. The Minister then walked down to the Secretariat.

The procession then purshed its way without any resistance from the police. Several hundreds of Students from Jagannath College, in the meantime, caught up with the main procession. Police pickets were posted near the main entrance to the High Court Building. Motor cade of the Fire Brigade which had rushed to rescue the ill-fated car failed to reach the spot in the face of the huge procession.

And then the thunder

The procession avoided clash with the Police and turned towards Abdul Ghani Road in front of the Secretariat. Half of the procession took this route without any visible resistance from the Police. After some pelting by the precisionists, the police force jumped out of their trucks and attacked the demonstrators. A stampede followed. Two rounds of shots were fired. I found a man bending over his knees in acute pain. He was forced inside the Commissioner’s office. A young boy, hardly 10, was also injured. The demonstrators at this stage retaliated with brick batting. The Police also charged them with lathis and dispersed the procession.

The percussionists, however, re-assembled and regaining their depleted strength forced their way through Abdul Ghani Road. Although brick batting from both sides were frequent, the procession proceeded unhindered towards the Nawabpur Tailgate through Jinnah Avenue.

A good turn by Students

The procession which been swelling all the time reached Rathkhola peacefully at 12 noon. It was then that a pick-up-load of Traffic Police approached it from the southern direction. The vehicle could not proceed any further because the whole width of the road was covered by the procession. Some of the percussionists pelted it with bricks. But a group of students claimed the car and but a stop to the brick batting.

With Students escorting the car at full speed drove in back gear towards the District Judges Court. There the Students left the car and policemen safe inside the Court premises. By how the precisionists had also reached the Court area. The advance column of the procession crossed the Court Buildings peacefully. It was then that Police rushed out of the Court Compound with lathis and charged the Students- this cut the procession into two.

The processionists also started brick batting the police and the court building. The police made further lathi-charges on the same spot until the whole procession was thrown helter-skelter. Many were injured among them a small boy.

Processionists start retaliating.

The road was littered with stone' and bricks and empty tear-gas shells; it wore the look of a minor battlefield.

Meanwhile, a contingent of the EPR waited at the Victoria Park Camp. A fire brigade van rushed towards the Court House premises. A group of excited processionists heavily pelted it with bricks. The Fire Brigademen, some of them injured, abadoned the Car and took shelter wherever they could find any.

This incident was followed by a fierce lathi-charge and heavy shelling of tear-gas by the police, within minutes the road was empty.

And then came the thing.

It was now 12.45 p.m. when police opened fire by now scattered procession. The firing was preceded by the usual warning. A few rounds were fired. The Govt. Press Note issued letter said that three rounds were fired.

A few demonstrators threw stones at the police picket amid protests from amongst the members of the procession. Police lathi charged all around including on those onlookers on the northern gate of collect orate, so indiscriminate was the lathi-charge at this stage that even minor boys were not spared, neither was a journalist covering the incident. He was hit by a late 011 his hand. At this stage, a Medical College Hospital ambulance rushed back to the spot and took away some persons injured by the lathi charge.

As the dispersed procession reassembled in front of the church and the Mukul Theatre, police tear-gassed them at 12-30 p.m. A few minutes later on armored car of the

E.P.R. patrol arrived on the scene. Another few minutes elapsed and exactly at 12-55 I heard rifles cracking. A stampede followed on the northern side of the northern gate of the collect orate building.

After the stampede had calmed down a bit. I saw a man clad in genji and lungi and with his belly ripped lying on the veranda of the State Acquisition Office opposite the collect orate building. He was however lifted by a Dacca Medical College ambulance at 1-5 p.m. A steady stream of people poured into the Dacca Medical College, Mitford and National Medical Institute Hospitals throughout the afternoon, evening and the whole night.

By 2-30 p.m. Army men had taken their positions along all the roads in and around the University campus. A strong Army contingent was posted near the Dacca Medical College Hospital. A 20-minute shower in the late afternoon drove both the onlookers and soldiers to save shelters.

Jessore.

A.P.P. From Jessore says: Forty-three persons, including 41 police constables and the Superintendent of Police were injured yesterday following a clash between a large number of demonstrating mob and police at Jessore.

Chittagong.

Army was called into help the civil authorities following clashes between demonstrating students and police in which over 100 persons including 50 policemen were injured. About 100 persons including 27 students have been arrested.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে দশজন রাজনৈতিক নেতার বিবৃতি।	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
September 18, 1962.
Leaders Want Judicial Inquiry.
(By A Staff Correspondent)

It is with a strong sense of resentment and indignation we condemn the wanton police atrocities that have been perpetuated upon peaceful and unarmed student demonstrators in Dacca yesterday (Monday). We are extremely shocked at the unproved and wreck less acts, Eyewitness account of the incident discloses that the police took the offensive in attacking unarmed students and members of the public and abruptly opening fire on them.

The peaceful intention of the students was amply demonstrated when they did not violate section 144 Order that was earlier imposed on September 10.

'We felt that the Govt. cannot justify why under such peaceful circumstances the military was called in and why before the promulgation and public announcement of section 144, peaceful proccssionists were chased, beaten and brutally assaulted, and fired upon and why in the early morning the various halls, hostels and colleges surrounded by police and members of EPR, and teargas thrown in educational institutions.'

The indiscrete acts of the Government have created widespread resentment in the country. We urge upon the Government to order an immediate judicial inquiry presided over by a High Court judge to enquire into tragic happenings. We further demand immediate release of the detained persons and payment of adequate compensation lo the families of the deceased and injured.

We feel constrained to remind the Government to realize the gravity of the situation and the frightful consequences of such indiscrete acts and urge upon the Government to accept the just demand of the students and their guardians."

The statement was signed by Messrs. H. S. Suhrawardy, (2) Nurul Amin, (3) Ataur Rahman Khan, (4) Abu Hussain Sarkar, (5) Sk. Mujibur Rahman, (6) Yousuf Ali Choudhury (Mohan Mia), (7) Mahmud Ali, (8) Mohsenuddin Ahmed (Dudu Mia), (9) Syed Azizul Huq, and (10) Shah Azizur Rahman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের আহবানে তিনদিনি ব্যাপী সারা প্রদেশে শোক দিবস।	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

THE PAKISTAN OBSERVER
September 18, 1962.

Three Days' Mourning: General Strike Today

The Observance of three days' mourning, starting from today (Tuesday) has been decided upon by the students in view of the tragic consequences of the lathi-charge and firing by the Police yesterday, reports P.P.A.

They have also decided that the province-wide general strike be continued today (Tuesday).

During these three days of mourning, the students will wear black badges. Black (lags will be hoisted on all educational institutions and hostels.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

Parties Pledge Support to National Front

(From our Correspondent)

Lahore. September 27 : Mr. H.S. Suhrawardy said here today that as a result of talks he had held with the Political Leaders in West Pakistan the almost all Political Parties had pledged support to the National Front.

In an interview with me Mr. Suhrawardy said that long before he had come to Lahore to hold talks: Chowdhury Mohammad Ali of Nizam-e-Islam Party had assured him of support of his party in democratization of the constitution.

He said that Jamat-e-Islami had also decided to join hands with the National Front.

Awami League which he said was the most important organisation had unflinching loyalty towards the Front and the National Awamy Party was also dedicated to the objective of National Front.

He also said that it might seen surprising, but the fact was that most of the leaders in the non-conventionist Muslim League Circle had also decided to work for the aims and objects of the National Front.

When Mr. Suhrawardy's attention has pointedly drawn to the stand taken up by Mian Mumtaz Mohammad Khan Daultana in respect of the National Front and democratization of constitution, Mr. Suhrawardy said that he could not say except that he was hoping Mian Daulatana and his group to support National Front.*

*১৯৬২ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর, আওয়ামী লীগ,ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে ‘ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’ গঠিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সবার আগে গণতন্ত্র- সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ সেপ্টেম্বর,১৯৬২

Democracy First: Says Shahid.
National Fronts Main Task Explained.
(From our Correspondent)

Lahore, September 27 : Mr. H. S. Suhrawardy declared here today that opposition or support to one unit was not a part of National Democratic Fronts Programme. He said some leaders from former provinces of Sind, Baluchistan and North-West Frontier had insisted that the one unit issue should be incorporated in the programme of the Front, but a t this stage the main task before the Front was to achieve a democratic constitution reflecting sovereignty of the people in Pakistan.

Mr. Suhrawardy made this statement at a reception held by Pakistan Legal Centre of which he is President and members of High Court and District Court Bar Associations.

Mr. Suhrawardy said that it was a fact that there were many who opposed one unit and there were also its supporters. It was one of many problems confronting the country and its solution like those of others lay in the establishment of a democratic constitution which should enable leaders of popular support to sit down together, exchange views and adjust themselves to each other's demands. That was how problems in a democratic system were settled.

He strongly deprecated the attitude of the ignoring opposition point of view on one unit and said, those who were its supporters should try to understand opposition point of view. In the Punjab, he said, he knew there was preponderance of open on in favor of one unit. But in other areas there had been its opposition as well, "you cannot thrust it (one unit) down their throat, because, by doing so you will disinteratement". "It would be the policy of the front to ensure justice and fair-play to people of all regions," he further said.

PPA adds: The National Democratic Front leader Mr. H.S. Suhrawardy declared here today that the preservation or breaking of the one unit did not from part of the Front's Programme.

He said this was a question which could only be decided through mutual contacts and consultation among the representatives of the people in a democratic atmosphere.

Mr. Suhrawardy, who was distressing the Pakistan Legal Centre at a reception given in his honor at the High Court Bar Association, said that democracy was the fundamental creed of the National Democratic Front and democracy would prove to be the solution of all problems.

Personal Opinion does not matter

Mr. Suhrawardy, who is President of the Pakistan Legal Centre, was asked by a questioner whether he was not harming his own cause by giving 'Confusing' statements about the one unit. The Awami League Chief replied that there was no 'ambiguity' in his statements and that he had made it clear had the one unit-either its breaking or preservation-did not form part of the National Democratic Front's Programme.

"Do we want democracy or we don't-that is the question before us" Mr. Suhrawardy stated.

He added; "I beg to all those who arc in favor of the one unit to try and understand the view point of those who are not. If there is no mutual understand, there would be a great danger of disintegration.

Mr. Suhrawardy said his personal opinion on the one unit did not matter, "I had a view point and I am not going to tell you whether I still have that" said Mr. Suhrawardy.

Earlier, the gathering of distinguished lawyers faced some interruption when a few of those present insisted on asking questions as soon as Mr. Suhrawardy stood up to speak. The questioners were shouted down by the rest of the gathering.

Mr. Suhrawardy himself then asked those who wanted to hear him to raise their hands. And there was a general flourish of raised hands.

Mr. Suhrawardy: "Those who do not want to hear me please raise their hands". There was not a single dissenting hand raised.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দুই প্রদেশের বৈষম্য সম্পর্কে ডঃ এম. এস. হুদার অভিমত	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ ডিসেম্বর,১৯৬২

PAKISTAN OBSERVER
28 December. 1962
"DISPARITY NOT A DEAD HORSE"

Disparity in per capita income between East and West Pakistan was not a "dead horse". It was very much alive, big and growing and would never die a natural death.

This was stated in Dacca on Thursday by Professor M. N. Huda, Member. Planning Commission, when contacted by our special correspondent on the controversy raised by the Radio talk of Mr. Saeed Hasan. Deputy Chairman. Planning Commission.

When declining to be dragged into unnecessary public controversy on settled issues Professor Huda. however, agreed to answer any specific question on the issues as such on many of which his views had already been expressed several times.

Questioned first as to the status of the statement of Mr. Saeed Hasan, Professor Huda mentioned that this was his (Mr. Hasan's) own statement and not a policy statement on behalf of the Planning Commission.

Disparity has to be killed deliberately:

Professor Huda who is currently touring East Pakistan to review the progress of development work, said in reply to a question that realizing this disparity would never die a natural death, the Government had decided to kill it deliberately. Since this killing could not be done outright, the decision was to inject a slow process of poisoning over a period of time "shortest possible" according to the constitution.

Elaborating, Professor Huda stated that the essence of this process lay in formulating and implementing our future national development plan in such a way as to ensure a much larger share of expenditure in East then in West Pakistan. This was the cure of the matter; and how soon disparity in income would be removed would depend on (a) how much larger the East Pakistan programme would be both in public and private sectors relatively to West Pakistan and (b) how the so-called non-development expenditure of various types incurred by the Government was distributed between East and West Pakistan.

Parity in per capita income is the goal:

Questioned further, Professor Huda identified three possible parties in this connection-parity in rate of growth, parity in total expenditure and parity in per capita income. "Parity in per capita income is our agreed objective, and it is this parity, and either of the other two which is 'co-terminus' with our perspective plan.

Parity in income will have to be attained by deliberately creating disparities in the rate of growth and total expenditure in favor of East Pakistan relatively to West Pakistan-an exact reversal of what had been done in the past'. How big these induced to remain disparity indeed; disparities in other two factors had to be would again depend on how soon we wanted to remove disparity in income.

Past policy in Pakistan had significantly (may be unconsciously) contributed to creating and aggravating disparity in income) a feature which made our disparity different from such disparity in other countries. Present and future policy must consciously and significantly contribute towards removing this disparity in income by creating and inducing wide disparities in the rate of growth and total expenditure in favor of East Pakistan, he added.

Meaning of total expenditure:

Asked to explain his use of the terms 'total expenditure' as against 'total investment' Professor Huda emphasized that what mattered was total expenditure in the economy and not development expenditure called investment. All expenditure created and generated income development expenditure did it more, non-development expenditure less.

"Therefore if we want to remove inter-wing disparities in income, we have to plan all expenditure with that object in view," he said. It was found that a portion of total expenditure had to be located in a particular wing of the country on grounds other than economic, we should maneuvered the rest of the expenditure in such a way that it not only made its own contributions towards parity, but it is also country-acted any adverse effect on parity of the distribution of non-development expenditure.

"Only when the entire volume of expenditure is kept in view and thus planned, shall we make any progress towards attaining parity.

East wing must have the bigger plan.

Questioned on the efficacy of the maximum feasible development programme for East Pakistan on this task of remaining disparity. Professor Huda re-emphasised that the East Pakistan programme would not only have to be maximum possible in an absolute sense, but what was more important, it would have to be as much larger as possible than the West Pakistan programme. This was the logical consequence of the constitutional obligation and there was no room whatsoever for any debate or opinion on the matter.

Will determine feasibility:

Asked whether such a large development programme as required for East Pakistan was feasible. Professor Huda expressed the view that feasibility* was more a function of human volition and determination than of Natural limitations. "If we are determined to implement a programme because it is necessary in National interests, human ingenuity can surely find ways of doing so.' Pakistan itself would never have come into existence if it were based on feasibility studies and not on people's determination.

The hollowness on the feasibility argument had been more than proved by the experience of East Pakistan in absorbing development funds during the last two years. If

we are a little more determined thus we have been in the past two years' we can Inshah- Allah surely implement programne in East Pakistan. It is needless to say that all Government policies; will have to be geared to this supreme need, Professor Huda said.

Duplications of some industries are vital:

Asked to comment on the alleged trend of economic separatism' Professor Huda regretted the use of this highly surcharged term to mean an attempt to duplicate; in East Pakistan industries which had been set up in West Pakistan. He thought duplication of certain industries was essential for development, pase including iron and steel; cement; fertilizer; etc. Duplication was also necessary in order to avoid wastage of national resources; in such commodities as textiles; which cannot stand the heavy natural cost of transport from one wing to other. Duplication was also unnecessary; in order to avoid wastage of national resources; in such commodities as textiles; which cannot stand the heavy natural cost of transport from one wing to other. Duplication was unnecessary; he added- and therefore should not be tried-only in cases where transport cost was low in relation to the value of the product. "It is bad to condemn all duplications and worse still to call it separatism;" he added,

A project's economic justification:

On the question whether such duplication (or any new Industry) in East Pakistan could be justified on economic grounds; Professor Huda stated that they surely had their economic justification, if only a dynamic view was taken of the costs and benefits; both material; in place of the present tendency to consider only state cost and benefits what should be considered; he added; was not merely today's money cost and money-return; but what would be the real cost and real return of a particular project in future in the context of the whole complex of a developing economy.

Implifications of geographical fact:

Questioned of the usefulness other wise of the two economy concept; Professor Huda mentioned that this concept was never meant to be the "redrag" that has deliberately been seen in it.

The proponents of the concept sought to suggest that development plans in Pakistan should be so formulated as to adjust to the requirements of the peculiar geography of the country; under which men do not move from one wing to the other in search of employment; and materials can move only at a prohibitive natural cost to the nation. Therefore realistic development plans in Pakistan, should, recognize there facts and formulate and implement activities in the two regions more or less separately and yet as integral parts of the total national economy.

This point of view of theirs has at long last been accepted by the policy-makers. Parity in income as an objective to be attained within the shortest possible time is a clear and unequivocal recognition of the fact of the existence of two economics in Pakistan. One only wishes that this was done when the suggestions were first made. The two economy concept was never meant to be a policy decision of directive by itself.

It was instead a pioneer to the peculiar facts of the national economy and an indication of wherein lay wisdom and realism in formulating over all economic policies in Pakistan.

Original sources of now-accepted ideas:

When Professor Huda's attention was drawn to the belief in certain quarters that the proponents of the two economy concept were not practical he merely requested the policy makers lo dig down the original sources of the now accepted ideas of (a) parity in income as an objective (b) a second Federal Capital in Dacca, (c) discriminating tax holiday and import duty on machinery between East and West Pakistan (and within each region); (d) special credit institutions for East Pakistan and for small and medium industries; and so on. If their other suggestion regarding allocation of foreign exchange: making the second capital big and effective; creating in East Pakistan a 'federal area' of development; locating in East Pakistan the headquarters of some of the national institution; etc., were accepted Pakistan would have been a happier nation with much less problems than they face today.

Unbiased theoretical an analysis necessary:

As to the allegation that University, economic indulge only in theories and live in an Ivory tower; Professor Huda asserted that they are meant to be so. That does not; however; mean that their suggestions for practical policies are not workable. In fact they are capable of making better practical suggestions than the average administrator; because they have the advantage of being able 'sanctify' their practical suggestions by their experience of theoretical analysis. Such analysis alone can make policies intrinsically sound and realistic and this is an experience through which the average administrator and policy maker does not pass not is he capable of grasping and understanding theoretical analysis which the ivory tower mean alone can do.

Revilement will not solve problems:

When Professor Huda's attention was drawn to the allegation that the advocates of the two economy concept were "minions of certain foreign power" he said that the statement was entirely unwarranted. It's effect has been seen to be extremely unfortunate. It has given offence to undoubted patriots and coming as it does from so high a quarter; the Government has been placed in an extremely embarrassing position. "It was an irony of fate" he said; that the people who voted to a man for Pakistan and have had an unfair deal all these years are called ante Pakistanis the moment they want to have a fair deal. Such loose talk evades real issues and adds more problems to existing ones what we need to day is to stop abusing East Pakistanis or questioning their patriotism. Instead we should honestly work out the implications of the constitutional obligation and adopt all measures necessary for attaining parity in per capita income within the shortest possible time."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফ্রান্সাইজ কমিশন রিপোর্ট	সরকারী	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

[Excerpt from the report of the Franchise Commission]

……………………………………………………………………………………

MAIN POINTS INVOLVED IN THE TERMS OF REFERENCE

9. The terms of reference involve mainly three things namely; (i) nature of franchise, (ii) method of election of the President and Assembly members, and (iii) maintenance of parity of voters between the two wings of the country in the case of election of the President. Two kinds of franchise- universal adult franchise and restricted adult franchise- are referred to in the terms of reference. Under the former, every citizen of Pakistan who has attained the age of maturity (21 is the age of maturity under Article 157 of the Constitution) is entitled to vote at an election, if he is not otherwise disqualified from becoming a voter. Under the latter, every such adult citizen who is possessed of certain qualifications based on property, education and the like, if not otherwise disqualified, would be entitled to vote at an election. Method of election, as envisaged in the term" of reference, is also of two kinds- direct and indirect. In the direct method, a candidate at an election is elected directly by the votes of eligible voters. In the indirect method, however, a primary election is held first whereas secondary voters are elected by the votes of eligible voters. The secondary voters elected at the primary election from an electoral college, and they alone are to elect candidates at another election to be held for the purpose. This indirect method is what is provided in the Constitution for the election of the President and members of the National and Provincial Assemblies. The Constitution further provides that the number of members of the Electoral College in each Province shall be the same. The terms of reference require that, in the case of election of the President, parity in the number of electors shall have to be maintained in any case. The points that arise for determination, therefore, are.

(i) Whether there should be universal adult franchise or restricted adult franchise for election of the President and members of the National and provincial Assemblies. In the latter case, what should be the qualifications of electors?

(ii) Whether the President and members of the three Assemblies should be elected direct by the electors or indirectly through an electoral college. In the latter case, what should be the composition of the Electoral College?

(iii) How can parity of voters between the two wings of the country be maintained in the case of election of the President, whatever be the method of his election?

NATURE OF FRANCHISE

10. **Universal or restricted adult franchise;** -Let us deal with the question of franchise first, the same being the common basis of all elections with which we are concerned here. Article 157 of the Constitution provides that every citizen who has attained the age of 21, and is not of unsound mind, shall be entitled to vote at election to

be held indirectly through an electoral college. Thus adult franchise having been conceded by the Constitution itself, the same does not appear to be a matter of serious controversy. As, however, one of the terms referred to the Commission is whether elections should be held on the basis of restricted franchise as recommended by the Constitution commission, it is necessary for us to deal with the question of franchise.

Franchise in the Indo-Pakistan sub-continent all along developed with universal adult franchise as the ultimate objective. The idea of franchise during alien rule had a different connotation from what it implies now. While the then Government was not dependent on the will of the people, a certain amount of political satisfaction, specially of the vocal classes, was aimed at, so that there might be as little friction between the rulers and the ruled as possible Therefore, no serious consideration was given to associate the people in general with the governance of the country, as long as the educated and propertied persons could be kept satisfied by allowing them to participate in election to legislatures. It was this class of people that were first given the right of vote, and the right was gradually extended. Besides, it was stressed that extension of franchise beyond that limit was not administratively practicable. Adult suffrage was not, therefore, allowed to be fully achieved during the pre-Independence days.

Franchise plays a very important role in a democracy which means a regime in which those who govern are chosen by those who are governed by means of free and fair elections. Franchise is thus the very basis of a system of representative government and has, therefore, supreme importance in the political life of this country where there are three representative governments one at the Centre and two in the Provinces.

…………………………………………………………………………………………….

Franchise is a very valuable political right of a citizen, for, it is only by the exercise of this right that he is able to get his views expressed in the Legislature through his elected representative on all matters connected with the government and administration of the country. It is again this right that makes the status of a citizen different from that of a foreigner who has no right to vote, although he usually enjoys other rights under the general law of the country equally with a citizen. Moreover, denial of franchise to a citizen will offend as much against the principle of equality between citizens as against the accepted principle of the people's ultimate authority in a democracy. Besides, such a denial will be repugnant to the very preamble of the constitution which ensures that "the State shall exercise its power and authority through representatives chosen by the people", (Here, 'people' does not exclude the illiterate or the poor). It is only through adult suffrage that the equality of political rights of citizens can be ensured consistent with the principle of the people's ultimate authority in a democracy, the Legislatures are to represent the people as a whole and this can be achieved only by means of universal adult suffrage. Another advantage of universal adult suffrage is that lists of voters numbering crores can be more easily prepared with less expense, for, under this system, it would not be necessary, as in the case of restricted franchise to inquire into and determine the voting qualifications of such a huge number of electors. Furthermore, universal adult franchise will offer opportunities of political education to people and will thereby facilitate development of political parties on the basis of political ideology and on

sound lines.

The main objection against the introduction of adult suffrage is that the common people, on account of their illiteracy and ignorance, cannot appreciate any important issue objectively and are, therefore, incapable of casting votes with understanding and a sense of responsibility. The other objection is that the electorate, under adult suffrage, will be so huge that it will be administratively difficult to manage it. Both the Simon Commission and die Indian Franchise Committee, who successively examined the question of franchise more than 30 years ago. also took these points into consideration and expressed their views in favor of universal adult franchise as the ultimate objective, but could not then recommend it mainly due to practical difficulties, in the part of the then inadequate and inexperienced staff, lo manage a huge electorate and partly on the ground of mass illiteracy and lack of political education. Mass poverty, like mass illiteracy, was not, however, expressly taken, by the said Commission and committee, as one of the grounds against adoption of universal adult franchise in India, although they favored properly qualification as a basis of franchise. Even illiteracy was not considered, by them, to be a serious obstruction ....

It is, therefore, expected that it will now be possible on the part of the adequate and experienced election machinery to cope with a huge electorate resulting from introduction of universal adult suffrage and hold and conduct elections smoothly. As a matter of fact, this has been fully established in the general elections held in West Punjab and East Bengal, on the basis of universal adult franchise.

……………………………………………………………………………………………….

The next argument against universal adult suffrage is that at an election on such suffrage, there is the danger of the public being easily misled into electing people, not on a consideration of their programme but merely in an emotional state of mind created by the inflaming of passions by misrepresentation. An instance of the inflaming of passions of illiterate masses cited before us and also before the Constitution Commission is the crushing defeat of the Muslim League in the 1954 general election in East Pakistan. While it may be true that many a voter was carried away by the inflammatory speeches of the opponents of the Muslim League, it is not correct to say that the defeat of the Muslim League was solely, or mainly, due to such speeches. The Muslim League, the then party in power, appeared to have lost its popularity for various reasons. No general election was held in East Pakistan for about seven years preceding 1954. Even a large number of bye-elections, which had fallen due during the said period, was withheld. Moreover, the Muslim League, which was also in power at the Centre, was unable to give the country a constitution for several years. It seems that these facts coupled with the language controversy made the Muslim League unpopular and that its defeat in the general election of 1954 was really attributable to its own unpopularity. However, the danger, if any, well be there even in the case of election on the basis of restricted adult franchise. We have already seen that, with the inauguration of Provincial autonomy in 1937, voting qualifications based on property, education or tax were so liberally lowered that all persons aged 21 or above, whether male or female, literate or illiterate, rich or poor, became entitled to vote, if they possessed any of the prescribed minimum qualifications.

Although franchise was still restricted, the number of electors in every constituency increased enormously.

..... The apprehension that illiterate voters, in the case of adult suffrage are likely to be misled by their passions and sentiments being roused through false propaganda and misrepresentation, will hold in no small measure in the case of election on the basis of restricted adult suffrage inasmuch as the number of illiterate voters under the system of restricted franchise will be enormous, and their number is bound to go up appreciably with further lowering of voting qualifications………………..

Some opponents of adult suffrage contend that the poor and illiterate masses cannot always freely cast their votes as their actions are often controlled by the influence wielded by landlords, industrial magnates, tribal chiefs and heads of Baradari. This, far from being a ground against universal suffrage, is in itself a justification for such suffrage, because the right to vote is the only effective weapon with which the poor and illiterate masses can counteract the influence of those other persons. This will cause inter- dependence of one class on the other hand is, therefore, likely to lead to accord, harmony and good will between the two classes.

…………………………………………………………………………………………….

The last argument against adult suffrage is that the right to vote should not be given to those who do not possess sufficient property or have no stake in the country. The reason advanced in support of this contention is that those who have no such stake cannot exercise their right to vote with a sense of responsibility. It is not quite correct to say that a person who has no sufficient means has no stake in the country. He still pays indirect taxes on the necessaries of life at any rate. Moreover, his own freedom as a citizen or his rights under the personal law by which he is governed constitute no less a stake than his ownership of a piece of land. Unless such a citizen has say in the selection of his representative in the legislature, he shall have no scope to get his views expressed even on a matter affecting his liberty, which is so valuable to him. The argument not only runs counter to the preamble of the Constitution which assures franchise to people in general, but is also against the principles of Islam which do not discriminate between .the rich and the poor………………..

It appears from the foregoing discussions that the weight of evidence and the circumstances and conditions obtaining in the country are all in favor of universal adult franchise. We, therefore, recommend that universal adult franchise should be the basis of election of the President and Members of the National and Provincial Assemblies and that every citizen who is not less than twenty-one years of age and is not of unsound mind shall, if not otherwise disqualified by or under law, have a right to vote at such elections.

METHOD OF ELECTION-DIRECT OR INDIRECT

11. Method of election of members of Assemblies.-We shall now deal with next question with regard to the method of election. Universal adult franchise having been conceded in the Constitution itself, the real controversy centers round the method of election. In other words the controversy is whether the election of the President, and of

members of the Assemblies, should be direct or indirect. Opinions differ on this question also, but the views expressed through Press and from the platform and the mass of evidence received by us are, as in the case of universal adult franchise, in favor of direct election of the members of the three Assemblies. A large section of these opinions favors direct election also for the office of President. Let us first deal with the question of the method of election of members of the National and Provincial Assemblies, because that will help us in forming a correct opinion on the other question relating lo the mode of election to the office of President.

As we have already seen, the people of this country had the practical experience of partly direct and partly indirect elections after the Reforms of 1909. But all elections to legislatures, and to various local bodies, held after the introduction of the 1919 Reforms were direct throughout. During the last 40 years, the people have thus become accustomed to the system of direct voting, and they may not willingly accept any reversal of this long-standing electoral system at this stage; rather any reversal of the direct system may arouse their resentment. In no country where there is a truly representative government, members of the legislature, or, in the case of a bicameral legislature of the Lower House, are, so far as is known, chosen indirectly through an electoral college constituted for the purpose. This, is yet another reason why the system of indirect election may not be readily acceptable to our people. In the system of direct election, every voter gets the satisfaction of participation in the election of his representative to the legislature. Such direct participation in the election gives not only satisfaction to the voter but is also a means for his political education, besides an opportunity for him to have his views expressed in the legislature on matters connected with the government and administration of the country.

In the indirect system, the elected representative is twice removed from primary voters and. therefore, remains out of touch with them with the result that neither the representative is aware of the wishes of the primary voters, nor have such voters any means to judge if their wishes are carried out by the representative. This is a great drawback of the indirect method and is likely to retard the spread of political education among the masses which is so essential for the development of representative government on sound lines. Such a system may be characterized as not truly representative in character as it fails to secure the representation of the views of primary voters

Referring to the Report of the Electoral Reforms Commission appointed in

1955, it has been pointed out that the general election in the former Province of West Punjab held in 1950-51 was unfair on account of interference by officials. If this is, at all, true, the fault did not lie in the direct system itself, nor were the voters responsible for it. Official interference in election, whether the method adopted is direct or indirect can always be prevented, and this cannot be a ground for giving preference to the indirect method of election over the direct system.

According to the simple majority-single ballot system obtaining in the country, the contesting candidate who polls the highest number of votes at an election is declared elected. The highest number of votes polled by the returned candidate may, in fact, represent a small minority of the total number of voters. For example, if there are five

candidates at an election and the votes polled by them are respectively 30%, 25%, 20%, 15%, the candidate who has polled only 30% votes is returned although this represents less than one-third of the total number of voters. While this may happen in both the direct and indirect systems of elections, the chances of a person representing the minority of the adult population as a member of an Assembly in the direct system are far less than such chances in an indirect system for the reason that elections in the latter system being held at two stages the returned candidate at each such stage may be representing the minority of the electors.

The main ground on which the system of indirect election is sought to be justified is that the average adult being illiterate and ignorant, his knowledge is limited only to local affairs of his area, and does not possess the capacity to appreciate provincial and national issues so as to be able to cast vote with understanding and a sense of responsibility and is also incapable of judging the suitability or otherwise of candidates hailing from outside his area and, as such, it is desirable that, for a realistic representation of the people, members of the Assemblies should be elected by a select body of persons of higher caliber, ability, and sense of responsibility. This argument, though apparently attractive, is not really sound. No adult is debarred under the Constitution from becoming a candidate at a primary election, or for that matter, at any other election only on the ground of his being illiterate or ignorant. Therefore, illiterate and ignorant adults who can command confidence of primary voters of their areas or secure the voters' support by reason of their wealth and influence may succeed at the primary election and become secondary voters to elect members of the Assemblies..

................It is argued that, in the case of direct election, the number of voters in each constituency will be so large and the means of approach to them will be so limited that a large number of voters will remain indifferent and abstain from voting. In support of this contention an instance is cited that while as many as 70% of the voters cast their voters at the last election to Basic Democracies, the votes polled in the Provinces at the last general election in the direct method was hardly ever more than 40%. The percentage of votes polled at an election depends on various factors, but not necessarily on the method in which the election is held. The interest created among voters by the programmes of. and persuasions by. the candidates, and the distances between the polling stations and the voters' places of residence are the main factors on which the attendance of voters largely depends. It is a known fact that the voters in general took keen interest in the general election held in 1945-46 because vital issues were involved in it. In spite of restricted franchise obtaining at that time, the number of voters in each constituency was enormous. Besides, the means of communication and transport facilities were hardly adequate. Even then, a large number of voters in each constituency, on account of the interest taken by them, attended the polling stations and cast their votes. This is borne out by the fact that in the 1945-46 general election in the undivided Punjab, as many as 60.32 per cent of voters cast vote, in the contested constituencies, vide the Election Commission's Report on the said election. In undivided Bengal, in the same year, in contested Muslim constituencies the percentage of voting ranged between 28.3 and 80. 6 the average being 54.9 vide the official Report on that election. Even in the case of the general election in the former Province of West Punjab in 1950-51. The percentage of the votes cast ranged

between 53 and 65, the average being 50, ***vide*** para 64 of the Report on that election. It may be true that the percentage of votes cast at the last election to Basic Democracies was comparatively high, but this was not so at all places inasmuch as in the city of Karachi the percentage of voter cast in the Basic Democracies election, according to reply No. 3902 of the Research Officer of the Bureau of National Reconstruction, was as low as 35 in spite of high percentage of literacy of the voters and adequate communication facilities thus bringing down the all-Pakistan average to 55% : even in East Pakistan the average was 56% only. However, the higher percentage of voting at the election of Basic Democracies was mainly due to the location of polling stations generally within the voters' own areas and within reasonable distances from the voters' actual places of residence. If polling stations, in the case of direct election, are similarly located, and same result is likely to be achieved.

One more argument in favor of the indirect system is that it is less costly and simple to administer whereas, apart from being highly expensive, an election under the direct system is difficult to manage on account of a huge electorate in each constituency. On an examination of the detailed procedures of the two systems, it will appear that these supposed advantages of the indirect system are unreal. In the indirect method, primary election will be held first throughout the country. For holding the primary election, the following items of work, among others, shall have to be done:

(i) Preparation and printing of electoral rolls.

(ii) Preliminary publication of electoral rolls.

(iii) Revision of electoral rolls after hearing objections and suggestions.

(iv) Final publication of electoral rolls is revised.

(v) Invitation of nominations.

(vi) Scrutiny of nomination papers and hearing of appeals against rejection of nominations.

(vii) Publication of names of validly nominated candidates.

(viii) Printing of ballot papers, envelopes and statutory forms, ballot being secret under the Constitution.

(ix) Making of ballot boxes.

(x) Setting up of poling stations and polling booths.

(xi) Other matters incidental to the actual holding of election and publication of election results.

In the direct system as well, it shall be necessary to carry out only the aforesaid items of work and no more. The volume of the important item of work, namely, preparation and printing of electoral rolls will be, more or less, the same in both the systems. In either system, it shall be necessary to include the names of about 4 1/2 crores of adult's of Pakistan in the rolls after preliminary enquiry, and those rolls, after revision thereof, shall have to be printed and published. On an average, there are ten wards in the Union Council, each

ward having one scat in the Union Council. The number of contestants for each such scat may be 4 to 5, with the presence of political parties in the field in future, the number of contestants for an Assembly seat as well is not likely to exceed five on an average. Thus, the number of copies of the rolls required by the contestants in both the systems will be. more or less, the same. Again the agencies to be employed for the preparation and printing of electoral rolls may be the same in both the systems. It is true that the last elections to Basic Democracies were held throughout the country with ease and at less expense. This was mainly due to the fact that the old electoral rolls, prepared and printed in 1957 for Assembly elections, were used in connection with the elections to Basic Democracies after necessary adjustment, and it was not necessary to prepare and print electoral rolls afresh. The other reason was that no ballot box was supplied by the election authorities, and the candidates themselves were required to bring their own ballot boxes. But in a future primary election for the constitution of an electoral college such easy methods can no more be employed without facing public criticism. To hold and conduct election to the office of President and that of members of the Assemblies, including a primary election in the indirect system is the sole responsibility of the Election Commission under Article 153 of the Constitution. The primary election being very important in the indirect system, it shall be necessary for the Commission to carry out every item of work in connection with such election with meticulous care strictly according to laws and rules as in the case of direct election, Besides, secrecy of ballot, as enjoined by the Constitution, shall have to be maintained, Accordingly, printing of electoral rolls and ballot papers and supply of ballot boxes by the election commission shall be necessary in both the systems. It. therefore, seems direct election on the basis of adult suffrage is not likely to be costlier than indirect election on the basis of such suffrage: rather the costs of the secondary election added to those of the primary election may make the indirect system more expensive..........................

The last argument against the direct system is that there are greater chances of false personation and consequently of bogus voting in this system. This, if true, is likely to be present also in the indirect system, the difference being only one of degree. The remedy against possible personation in the direct system does not lie in the rejection of that system on that score. All that is necessary is to take appropriate steps so that it may be very difficult for anyone to personate….

The question of direct election on the basis of universal adult franchise being the most controversial, an endeavor has been made to state precisely the possible arguments for and against it. Having carefully considered the merits and demerits of both the systems of election, the voluminous evidence received by the Commission and the long- standing practice of direct election to which people have become accustomed, it seems to us that the reasons in support of the system of direct election on the basis of universal suffrage are far more weighty in spite of widespread illiteracy and backwardness in the country. We, therefore, recommend that members of the National and Provincial Assemblies should be elected direct on the basis of universal adult franchise.

This recommendation is unanimous, but two of us, while arriving at the same conclusion, approached the question from a different angle which they have explained in a separate note.

12. Method of election to the office of President. -Coming, now, to the method of Presidential election, we find that opinions with regard thereto have been expressed differently. A substantial section is in favor of indirect election of the President through an electoral college. Another section which is no less substantial, favors direct election. It appears that all the arguments in favor of direct election and against the indirect method in the case of election of Assembly members, with the exception of one. apply in the case of President's election with equal force. The exception is that the Presidential electors, on account of their huge number and the fact of their remaining scattered throughout the country, cannot perhaps be corrupted like the secondary electors of Assembly members. Moreover, the Presidential candidates who are expected to be men of high stature and integrity are unlikely to resort to corruption. This, of course a redeeming feature in favor of indirect election of the President. But there are more important reasons in support of direct election for the office of President, besides the other general reasons in favor of direct election and against the indirect system. The President's position under the Constitutions is exalted. As the Head of the State and its Chief Executive, he has very wide powers and has to bear tremendous responsibilities in the governance and administration of the country. He and his Council of Ministers are not responsible to the National Assembly and the Ministers hold office during his pleasure. He has unfettered power to dissolve that Assembly. The dissolution of a Provincial Assembly is subject to his concurrence. The President can refuse to give assent to a Bill even if it is passed by the votes of two-thirds of the total number of members of the National Assembly and refer it to the electorate by way of referendum for a decision whether the Bill so passed should or should not be assented to. The provisions with regard to his removal from office, are so rigid that it may be indeed very difficult to apply them. Such being the unique position and powers of the president, it is necessary that he Should command the confidence of the people, and such confidence is not likely to be forthcoming except through a direct election. In the direct system, all adults shall have the satisfaction of participation in the president's election and are therefore, expected to hold elected President in very high esteem and acknowledge him as their foremost national leader which consciousness in the masses is so essential for the proper functioning of a strong presidential form of government. It cannot be gainsaid that the National Assembly is a comparatively weak representative body. If the members of this week Assembly according to the great mass of evidence received by the Commission, are to be elected direct by the votes of all adults, it is all the more desirable that the President who occupies a unique position and possesses wide powers should be similarly elected. Therefore, in the case of election of the President no less than in that of election of members of Assemblies, direct election on the basis of universal adult suffrage is the more appropriate method. This opinion is not however, shared by two of us who. for reasons recorded in their separate note, favor indirect election.

13. **Parity of Presidential electors.** -It now falls to be considered how parity of voters between the two Wings can be maintained in the case of election to the office of President in the direct method. The terms of reference require that this parity shall have to be maintained. A fairly large number of persons who sent replies and gave evidence- particularly from the West Wing- have rather strongly opposed the idea of parity mainly on the following grounds:

(i) That the idea of parity of voters is based on distrust against the Wing that has majority of population and is, therefore, bad in principle if such distrust is allowed to take roots, there shall grow a vicious circle which, in its wake, will create further distrust and suspicion of the people of one Wing against that of the other with the result that national solidarity is likely to be undermined.

(ii)That the idea of parity of voters is also based on the wrong assumption that the voters from one Wing will vote for a Presidential candidate coming from hat Wing. A Presidential candidate is expected to be a person of very high caliber, towering personality and integrity. Voters will usually vote for a candidate who possesses these high qualities, wherever he comes from.

(iii) If (here are three candidates for the office of President two of them unless all the three belong to the same Wing, will be from one Wing and the third from the other. This will mean a triangular fight, for the office of President which will really render the provision of parity nugatory.

(iv)With the emergence of political parties commanding following in both the Wings, the voters, irrespective of their residence in one Wing or the other, will normally vote for the candidates sponsored by the parties according to their respective party affiliations. In such a case, the idea of parity is meaningless.

There is, no doubt, a good deal of substance in some of these contentions, but it is not open to the Commission to examine the question of parity on merits. The Commission, according to the terms of reference, must accept two things as settled fact. These are: (I) the presidential form of government as envisaged in the Constitution and (2) equal number of Presidential electors in each Province, whatever be the method of election of the President- direct or indirect,

Coming back to the question as to how parity of Presidential electors can be maintained in the system of direct election of the President, it seems to us that it is possible to devise a method by which the principle underlying parity can be maintained even in this system. Excluding the seats for women there are at present 150 general seats in the National Assembly. Of them 75 seats are allotted to the East Wing and 75 to the West Wing. Consequently there are 75 single-member constituencies in each Wing, let us take that each such Constituency has one electoral vote. Thus the number of electoral votes in each Wing shall be equal. Election in each of this150 constituencies shall be direct and on the basis of adult suffrage. Of the Presidential candidates whoever wins election in one of these constituencies shall get one electoral vote. In this way whoever secures the largest number of electoral votes out of the total of 150 shall be deemed to be

elected to the office of President. Thus it is by having recourse to this method that both direct election to the office of President on the basis of adult suffrage and maintenance of the principle of parity are possible at the same time …….

14. **For maintaining parity electoral college on a permanent basis not necessary.** It may possibly be argued that while the method suggested in the preceding paragraph secures parity of electoral votes between the two Wings of the country, each Wing having 75 such votes, parity in the number of electors in case of the Presidential election as required by the terms of reference is not maintained in that method and, therefore, it shall be necessary to constitute an electoral college with equal number of members from each Wing for maintaining parity in the number of Presidential electors. Technically this may be correct, but there is no doubt that the principle underlying parity is ensured by the method suggested in paragraph 13. The principle underlying parity is that the voting strength of the two Wings in the case of Presidential election should be equal so that one Wing, on account of its numerical superiority, can have no commanding position over the other Wing having less population. The number of electoral votes in the two wings being equal in the said method (75 in each Wing), the voting strength of the two Wings in the case of Presidential election remains exactly the same although the number of presidential electors of one Wing may exceed that of the other. In other words, the greater number of Presidential electors in one Wing shall have no affect whatever on the voting strength of the other Wing. That being so the question of one Wing's getting commanding position over the other will not arise at all in the case of Presidential election in that method. We do not, therefore, see any necessity for an electoral college on a permanent basis for the purpose of securing parity in the number of Presidential electors and the President's in direct election through that college. We are, however, in favor of the President's indirect election through an interim electoral college only for one term the reasons for which are given in the next succeeding paragraph.

… … … … …

15. **Indirect election of President as an interim measure.** -While we have already expressed our opinion in paragraph 12 that the President with all his wide powers under the Constitution should be elected direct on the basis of Universal adult Franchise, we are not unmindful of the conditions now prevailing in the country and the practical difficulties likely to be faced by Presidential candidates in those conditions in running their candidatures in the direct system at the next Presidential election which will fall due within a short period of 2 years from now. We, therefore, think that election to the office of President in the direct system needs to be considered also from the aspect of its practicability.

The country is divided into two parts each being separated from the other by a foreign territory of over 1,000 miles, The means of communication between the two Wings are hardly adequate The question then naturally arises as to how a Presidential candidate will be able to contact the masses throughout the length and breadth of country, project his views before them, and prove his fitness and suitability in order to obtain their support for his candidature. Left to himself, this is almost an impossible task for an individual candidate for the office of President. Here, comes the necessity for political

parties for this only with the support and assistance of a political party or a combination of such parties that a Presidential candidate can be capable of successfully running his candidature. The same, however, is not true in the case of a candidate for membership of an Assembly in as much as a constituency for Assembly being comparatively small in size and compact in area, it is possible for such candidate to project his candidature before the small electorate by organising and addressing much meetings at places within the constituency and also by issuing manifestos, pamphlets, booklets, and brochures, etc. But the support and assistance of political party for a Presidential candidate is indispensable in the existing conditions of the country……………

However regretful it may be the fact remains that none of the existing political parties has yet become fully organized and attained the national stature with roots among the masses. With the imposition of Martial Law in 1958, all political parties were banned. It is only by the enactment of the very recent political Parties Act that the revival of the hitherto banned political parties has been permitted. Besides, sanction for the formation of new political parties within the ambit of that Act, has been given. In spite of the opportunity available under said Act, certain political leaders have declared that they would not revive their parties until the present Constitution has been further democratized. True, the all-Pakistan Muslim League which had once a large following in both the Wings of the country has since been revived, but it is split up into two groups with different out-look. The blocked funds of the parents. Muslim League have not been given to either group. None of these two groups appears to have contacted the masses as yet for enrolment of members on the basis of any programme. One or two other old political parties have also been revived but they could not as the number of their representatives in the former legislatures indicates, attain the stature of a national political party, and it is to be seen how far they will be able to attain that stature in future. In order to achieve country-wide popularity and importance thereby to wing the support of the people in favor of the candidate sponsored by a political party, what is essential is to get itself rooted first in the hearts of the people by constant mass contact and sustained work on the basis of a good programme. The revived political parties are now only in their formative stage, and it may lake some time before they become firmly established will adequate funds. Since their revival, no election or bye-election to any representative institution has been fought on the party system. The strength and stature of these parties will crystallize only after the next Presidential election and the general election for Assemblies. Until a political party has fought at least one Presidential election and one general election, it cannot be taken for certain that it has become we 11-organised on a national basis with roots among the masses. Since a political party of that stature is yet to come into existence and the media of publicity and transport facilities in the country are inadequate. Presidential candidates at the next election may find it difficult to project their candidatures before the adult population of about 41 crores scattered all over the country. In consideration of these practical difficulties alone, the next Presidential election may, as an interim measure, be held indirectly through an electoral college, but all successive Presidential election thereafter should be held direct on the basis of universal adult franchise……………

… … … … …

16. **Electoral College composed of Assembly members not suitable-** There are fundamental objections against the President's indirect election through an electoral college composed of the members of the three Assemblies. Firstly, if the President who is invested with immense powers is to be elected by the members of the three Assemblies acting jointly, those members to whom the President is not at all responsible, may be in a position to bargain with him and thereby render him less effective in the exercise of his constitutional powers and even on matters of policy and principle. Such a situation will be hardly conducive to good government and smooth administration. In a Parliamentary form of government where the Ministers are more powerful and the Head of the State has very little discretionary powers, election of the Head of the State by members of the Assemblies may be well-suited. But the position in the Presidential form of government is different altogether. In this pattern of government, election of the President by Assembly members is clearly unsuited the same being repugnant to the underlying principle that the President, in order to be effective, should not be made to depend on the Assembly members. Secondly, if the President dissolves the National Assembly for any reason under Article 23 of the Constitution, the President himself ceases to hold office upon the expiration of 120 days after the date of dissolution. In that event, a general election of the members of the Assembly has to be held within 90 days after the dissolution under Article 168 of the Constitution. When a recommendation is being made by us for the direct election of Assembly members on the basis of adult suffrage, it will be hardly possible to complete the general election within the said sort period of 90 days. Experience has shown that even the last indirect election of Assembly members through a small electorate, took three months to complete in spite of the Election Commission's best effort. If the dissolved National Assembly cannot be reconstituted within ninety days after its dissolution, there shall be no National Assembly to re-elect the President who went out of office with the dissolution of that Assembly or to elect another President within the prescribed time limit. This may result in a vacuum in the office of President which, however, cannot be ruled out altogether, but there shall be no such vacuum if the Assembly members are not to form an electoral college for the purpose of electing the President. Lastly, the Constitution provides that if the number of candidates for election to the office of President exceeds three, the members of the three Assemblies shall jointly select three of the candidates for election. When the Assembly members have already a say in the selection of Presidential candidates it is not correct in principle to give these members the further' right to elect one of their selected candidates to the office of President.

17. **Electoral college as envisaged in the Constitution with increased strength suitable.** The Constitution of an electoral college composed of the members of the Assemblies being ruled out, it shall be necessary to have a college as envisaged in the Constitution with or without an increase in the number of members thereof. Opinions as regards the composition of an electoral college for Presidential election are divided. Some are in favor of retaining the number of Presidential electors at 80,000 as envisaged in the Constitution. Some others desire an increase of that number by 2 to 5 times or even more. Taking the population of Pakistan in 1959, at 8 crores, each union

under the Basic Democracies Order, has been allotted, on an average, 10 elected and 5 nominated members. The basis of the allotment appears to be that 15 members are sufficient to represent one union. The indication is that the system of nomination in unions will be abolished, and the nominated element will be replaced by elected members. This again means that one union can be sufficiently represented by its 15 elected members. However, for the composition of an electoral college, it is immaterial whether or not the system of nomination in unions is replaced by election, the college being an organisation different from unions. What, however, is important is that the area under one union will be sufficiently represented by 15 persons. Taking this as a basis for the com position of an electoral college, the strength of an electoral college comes to 1, 20,000 in place of 80,000 hitherto fixed on the basis of 10 elected representatives per union on an average. Thus the said figure of 1, 20,000 appears to realistic in that while it has a positive basis, it is not unmanageable either. Therefore, the strength of the Electoral College should be fixed at 1, 20,000. For the purpose of maintaining parity of voters between the two wings in the case of Presidential election, the exact half of the said 1,20,000 electoral votes should be allotted to each wing.

According to Chapter 2 of Part VII of the Constitution, there shall be delimited as many electoral units in the country as there are members of an electoral college. This means that only one member shall be elected from one unit. On the basis of the total strength of the electoral college, there shall be one member for every 750 people on an average. In areas where there are concentrations of population particularly in cities, it may not be feasible to delimit such small electoral units for the simple reason that even two or three buildings together may have residents numbering 750 or more. Therefore, for facilitating the constitution of the Electoral College, we suggest that Chapter 2 of Part VII of the constitution should be suitably amended so as to permit delimitation of multi- member electoral units, wherever necessary.

In this connection, we may point out that there has been some misunderstanding with regard to the functions of an electoral college. Some witnesses including officials are under the impression that members of an electoral college shall be necessarily invested with the functions of local government and that they shall have to discharge such functions, in addition to their function or casting votes at an election. This impression is not correct. Under the Constitution, members of an electoral college are invested with the sole function of casting votes at an election or a referendum. But Article 158(4) of the Constitution provides that functions of local government as well may be conferred on members of an electoral college by law. This is merely an enabling provision. The correct position, therefore, is that, in addition to their normal function of casting votes, members of an electoral college shall be required to perform functions of local government only if such functions are conferred on them by law made for the purpose.

18. Qualification and disqualification of members of the electoral college. Every citizen of not less than 25 years of age who possesses the other qualifications prescribed in Article 157 of the Constitution and is not subject to any of the disqualifications mentioned in clause (2) of Article 103 thereof should be eligible for membership of the

proposed electoral college. In order to prevent undesirable persons' entry into the electoral college as members thereof, it is necessary to prescribe the disqualifications mentioned in that Article. This recommendation is in keeping with the provision of Article 158(1) of the Constitution.

SELECTION OF PRESIDENTIAL CANDIDATES

19. **Desirability of restricting the number of Presidential candidates and their selection by Assembly members.** -Article 167 of the Constitution provides that if the number of candidates for election to the office of President exceeds three excluding the person holding the office of President for the time being the members of the National and Provincial Assemblies shall, at a joint sitting, select three of the candidate for election. If, however, the National Assembly stands dissolved at the relevant time, the selection of three candidates shall be made by the two Provincial Assemblies sitting jointly. The fixation of the number of Presidential candidates at three and the selection of such candidates in the above manner appear to be arbitrary. It is most unlikely that a person who has not earned name and fame throughout the country by his patriotism, selfless work, meritorious service, caliber, ability and personality and has neither sufficient means nor the backing of a strong political party will secure nomination for the high office of President. Persons of such high stature being limited in number, it can be reasonably inferred that the number of the Presidential candidates will not ordinarily exceed three or four. With the emergence of stronger political parties in course of time, their number may be reduced to two only as in the United States of America. Therefore, it seems to us that it is not necessary to fix the number of Presidential candidates arbitrarily nor is it desirable that the candidates should be selected by the members of the Assemblies. If the right of the members of the Assemblies to select the Presidential candidates is retained, the right itself will offer an opportunity to them to bargain with the candidates. This may cause dependence of the selected President on the Assembly members which, however, is undesirable for the reason already stated. The provision of Article 167 with regard to selection of Presidential candidates by the Assembly members is not absolute either, for, the said Article shall not apply during the period of dissolution of a Provincial Assembly. If a Provincial Assembly stands dissolved at a time when nomination of presidential candidates falls due, there shall be no restriction as to the number of candidates and, as such, political parties shall then be free to sponsor candidates in which case the question of their selection will not arise. Without the support of a strong and well-organized political party, it would be difficult for any candidate to run his candidature for the high office of President. That begin so, the number of Presidential candidates is hardly likely to exceed the number of such parties whose number may not, in fact, be more than two or three. Thus, the number of Presidential candidates is likely to be restricted to two or three in the normal course for which no constitutional restriction is necessary- Regard being had to all these facts and circumstances, we think that the provision restricting the number of Presidential candidates and their selection by Assembly members should be omitted.

The Chairman does not agree with the views expressed in this paragraph and has appended a separate note.

20. **Whether the out-going or the newly elected members of Assemblies should select the Presidential candidates**—If the system of selection of Presidential candidates in the manner provided by the Constitution is retained, we would recommend that the selection should be made by the newly elected members of the three Assemblies and not by the out-going members thereof. The reason for this is to obvious to be stated at length. Suffice it so say that at a time when nomination of Presidential candidates will fall due the representative character of the out-going members of the Assemblies will be almost lost because of the impending expiration of the term of the Assembles. At least, the out- going members may not then have as much as that of the newly-elected members. If the recommendation for selection of Presidential candidates by the newly elected members of Assemblies is accepted, it may be necessary to extend the term of office of President by about two months for enabling the Election Commission to complete the Presidential election within the period of 120 days mentioned in Article 162 (2) of the Constitution.

21. **The procedure of ballot for selection of Presidential candidates**-The Constitution itself does not prescribe the procedure of ballot for selection of Presidential candidates by the members of the three Assemblies sitting jointly for the purpose. The number of candidates for the office of President being restricted to three, a ballot shall be necessary if more than three persons file nominations for that office. In case of a ballot, there may be adopted either plural-voting or single voting system. In the first case, each Assembly member may cast three votes-one for each the three candidates of his choice. In the second case, each Assembly member may cast only one vote in favor of one of the candidates of his choice. In either case, those three candidates who secure the first place as respects the number of votes polled would be declared eligible candidates for the office of President. Of these two systems of voting the first one, i.e. the system of plural- voting is wholly undesirable in as much as under this system the majority groups in three Assemblies may combine thereby get all the three candidates selected according to their choice, leaving no chance to the minority groups in the Assemblies to secure the selection of any of their nominees. If the majority groups belong to the same political party, as is usually the case, it is almost certain that none of the nominees of the minority groups will be selected. In the single-voting system, however, both the majority and minority groups may be able to secure the selection of their nominees in spite of wide difference in the number of votes polled by them. As the single-voting system will offer fair opportunity to both the majority and minority groups in the Assemblies, we recommend that in the matter of selection of Presidential candidates each Assembly members should have only one vote to be cast in favor of the candidate of his choice.

22. **Time for selection of Presidential candidates**-The time for selection of Presidential candidates is pertinent in the indirect system of election. If the President is elected indirectly through an electoral college, it shall be necessary to hold election at two stages. At the first stage, the primary voters will elect the secondary voters who, at the second stage, will elect the President. Thus, the secondary voters drive their authority from the primary ones. It is, therefore, desirable that the primary voters with whose authority the President is really elected and whom the elected President will really represent should know the names of the Presidential candidates at the time of the primary

election. This is desirable for making the delegation of authority by the primary voters to the secondary ones real and effective. This is what is exactly done in the case of Presidential election in the United States of America. We, therefore, recommend that the selection of Presidential candidates, if at all necessary, should be made before the holding of the primary election. If, however, selection of Presidential candidates by Assembly members is done away with, but the provision for indirect election of the President through an electoral college is retained, then, for the very reasons stated above the names of validly nominated candidates should be similarly made known even if the operation of Article 167 of the Constitution is not attracted, the number of Presidential candidates being not more than three.

HOLDING OF SIMULTANEOUS ELECTIONS AND ELECTION EXPENSES

23. **Feasibility of holding simultaneous elections and expenses. -**If the recommendation for direct election of Assembly members and to the office of President on the basis of adult suffrage is accepted and the provision for selection of Presidential candidates by the Assembly members is omitted as suggested by us, it will be possible to hold all these elections simultaneously by the same election machinery by providing three separate booths within the same polling station- one for the Presidential election, one for election to the National Assembly and the third for the Provincial Assembly election. The holding of all these elections at the same time and place will necessarily entail less expenses. If, however, members of the Assemblies are elected by the direct votes of all adults and the President is elected indirect through an electoral college, it shall be necessary to hold three separate elections- one for electing Assembly members, the second for electing members of an electoral college and the third for the election of President through that college, for, it would be administratively impracticable to hold elections of Assembly members and of a very large number of members of an electoral college simultaneously. Obviously, the cost of holding three separate elections will be more than the cost of the elections in the direct method as explained in Appedix-V.

ELECTION OF WOMEN MEMBERS

24. **Election of Women members of National Assembly from reserved seats.-** The Constitution provides for indirect election of women of Legislatures by members of Provincial Assemblies. For this purpose, five seats are reserved for women in each Provincial Assembly and six in the National Assembly. Such reservation of seats for women does not, however, stand in the way of their contesting the general seats. Women are elected to the five reserved seats in a Provincial Assembly by the members of that Assembly. As regards the six reserved seats in the National Assembly, women are elected to three such seats by the members of each Provincial Assembly. On the principle of co-option, election of women to reserved seats in a Provincial Assembly by the members of that Assembly may be justified, but election of women to the National Assembly by the members of Provincial Assemblies has no such justification and is subject to valid criticism. In fairness, each Assembly should form the electorate for the seats reserved for women in that Assembly. We, therefore, recommend that those members of the National

Assembly who are elected from the general constituencies in East Pakistan should elect three women from East Pakistan to the National Assembly. Similarly those members of the National Assembly who are elected from the general constituencies in West Pakistan should elect three women from West Pakistan to that Assembly.

TRIBAL AREAS

25. **Special treatment to Tribal Areas. -** The Tribal Areas of West Pakistan where special and tribal conditions prevail deserve special treatment in the matter of election of the President and Assembly members. The Tribal Areas are sparsely populated, and the population in some areas is nomadic. Means of communication and transport facilities within the Tribal Areas being very unsatisfactory, it is difficult to have access to many a place within those areas for contact with the people living therein. The Tribal people are conservative and strictly adhere to their customs and usages. The Tribal Maliks who wield much influence over the Tribal people of their respective areas guide them in almost all important affairs. The Tribal people adhere to the system of Jirga and abide by the decisions of the Jirga composed of elders and Tribal Maliks. The women folk of the Tribal Areas are very conservative, and their conservatism is rigidly guarded by the menfolk. The conservatism is so rigid that no one can even utter the name of a women without the risk of being reprimanded or punished. It is on account of these special tribal conditions that it may not be feasible to constitute electoral units within the Tribal Areas as required under Chapter 2 of Part VII of the Constitution and hold and conduct elections within those Areas in the same manner as in the settled areas of West Pakistan. It is, therefore, necessary that the constitutional provisions with regard to the formation of electoral units and the method of holding elections should be relaxed in the case of Tribal Areas, and the Election Commission should be empowered by law to make such arrangements in these matters as it may deem fit and proper for a realistic representation of the people of those Areas.

………………………………………………………………………………

SUMMARY OF THE CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

27. This Report answers fully the points involved in the terms of reference. The conclusions and recommendations which are partly unanimous and partly divided, as explained in the next succeeding paragraph are summed up as follows:-

(i) That the electoral system prescribed by Chapter 2 of Part VII of the constitution is not an efficacious and appropriate instrument for realistic representation of the people for reasons given in paras 11, 12, and 13.

(ii) That universal adult franchise should be the basis of election of the President and members of the National and Provincial Assemblies (Para 10).

(iii) That every citizen who is aged 21 years or above and is not of unsound mind shall, if not otherwise disqualified, have a right to vote (Para 10).

(iv) That the election of members of the National and Provincial Assemblies should be direct and on the basis of universal adult suffrage (Para 11).

(v) That direct election to the office of President on the basis of universal adult suffrage is the more appropriate method (Para 12).

(vi) That in order to maintain parity as required by the term of reference election to the office of President should be held in the method suggested in paragraph 13 of the Report.

(vii) That in view of the practical difficulties resulting from the conditions now obtaining in the country, the next Presidential election alone may be held indirectly through an electoral college, but all successive Presidential elections thereafter should be held direct on the basis of universal adult suffrage (Para 15).

(viii) That the Electoral College should not be composed of the members of the National and Provincial Assemblies (Para 16).

(ix) That the electoral college should consist of 1,20,000 members, 60,000 in each Wing for wider representation of the people in that college (Para 17).

(x) That every citizen of not less than twenty-five years of age who possesses the other qualifications prescribed in Article 157 of the Constitution, and is not subject to any of the disqualifications mentioned in clause (2) of Article 103 of the constitution should be eligible for membership of the electoral college (Para 18).

(xi) That there should be no restriction as to the number of Presidential candidates and consequently the provision of Article 167 of the Constitution with regard to selection of such candidates by the members of the National and Provincial Assemblies should be omitted (Para 19).

(xii) That if the constitutional provision restricting the number of Presidential candidates and their selection by the Assembly members is retained, the selection should be made by the newly elected members of the three Assemblies and not by the out-going members thereof (Para 20).

(xiii) That if the Presidential candidates are selected by the newly elected members of Assemblies, the term of office of the President should be extended by about two months for enabling completion of the Presidential election within the period mentioned in Article 165 (2) of the Constitution (Para 20)

(xiv) That in the matter of selection of Presidential candidates, if any, each Assembly member should have only one vote to be cast in favor of the candidate of its choice (para 21).

(xv) That in order to make the delegation of authority by the primary voters to the Presidential electors real and effective, the selection or, as the case may be, nomination of Presidential candidates should be made before the holding of the primary election at this before the election of members to the electoral college (para 22).

(xvi) That if the provision with regard to formation of an electoral college is retained, then, Chapter 2 of Part VII of the Constitution should be suitably

Amended so as to permit delimitation of multi-member electoral units, wherever necessary (Para 23).

(xvii) That the members of the National Assembly elected from the general constituencies in East Pakistan should elect three women from East Pakistan to the National Assembly. Similarly, the members of the National Assembly elected from the general constituencies in West Pakistan should elect three women from West Pakistan to that Assembly (Para 24).

(xviii)That the constitutional provisions with regard to the formation of electoral units and the method of holding elections should be relaxed in the case of Tribal Areas, and the Election Commission should be empowered by law to make such arrangements in these matter in the said Areas as it may deem fit and proper (Para 25).

EXPLANATIONS OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

28. Our conclusions and recommendations on all points except with regard to the method of election to the office of President and some of the matters incidental thereto are unanimous. We are all in favor of universal adult franchise, but one of us, Mr. Hassan Ali, is of the view that the voters' age-limit should be raised to 25, because, in his opinion, a person does not attain the requisite sense of responsibility and full maturity of understanding before attaining that age. He is also of the opinion that the age of a voter should not be less than that of a member of an electoral college whose minimum qualifying age is 25 under Article 158(1) of the Constitution.

We are also unanimous that election of members of the National and Provincial Assemblies should be direct and on the basis of universal adult franchise, but two of us, while arriving at the same conclusion, have in their separate note, approached the question from a different angle.

As regards the method of Presidential election, we regret that we have not been able to reach a unanimous conclusion. In the opinion of three of us, while direct election to the office of President is the more appropriate method, the next Presidential election alone may be held indirectly through an electoral college for reasons given in paragraphs 11 to 13 and 15. The remaining two hold the view that indirect election of the President through an electoral college is the appropriate method in the Presidential form of government for reasons given by them in their separate note. However, there has been unanimity as regards some of the matters incidental to the indirect method of Presidential election. The incidental matters on which there has been unanimity are stated in items (viii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xiv) and (xvi) of paragraph 27 of the Report. As regards the incidental matters relating to restriction of the number of Presidential candidates dealt with in paragraph 19 and summarized in item (xi) of paragraph 27, all of us, except the Chairman, are agreed. The Chairman has given his reasons for dissent in a separate note. We are also unanimous with regard to the election of women to the National Assembly from reserved seats and the necessity for according special treatment to Tribal Areas of

West Pakistan in the matter of elections. Our recommendations on these two matters are made in paragraphs 24 and 25 and summarized in items (xvii) and (xviii) of paragraph 27 of the Report.

………………………………………………………………………………………

Sd/- AKHTER HUSAIN

Sd/- M. R. KHAN
Sd/- MASUD AHMAD
SALAHUDDLN
Sd/- A. MAJEED, Secretary.
February 18, 1963.

Sd/- HASSAN ALI
Sd/- CRAUDHARY

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের বক্তব্য	ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র	১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী
শহীদ দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত অমর একুশে ফেব্রুয়ারী বৎসরান্তে আমাদের দ্বারে সমাগত। শহীদের রক্তরঞ্জিত এই পবিত্র দিবস আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও চেতনার এক মহৎ অংশকে জুড়িয়া আছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা আমাদের শহীদ-ভাইদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি; আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত এই মহান দিবস উদযাপন করিব।

মুখের ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগার বৎসর পূর্বে ১৯৫২ সালের এই দিনে যাহারা অকুতোভয় প্রাণ বির্সজন দিয়াছিলেন, তাহারা সশরীরে আমাদের মধ্যে নাই বটে, তবে তাঁহারা যে অবিনশ্বর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। ভাষার দাবী মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবী। এগার বৎসর পূর্বে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বুলেট আর বেয়নেট সেই দাবীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিয়া সেই চক্রান্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, জববার এবং অনেক নাম-না-জানা শহীদ ভাইরা। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই এদেশের ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক দিবস। এই ঐতিহাসিক দিবসকে কেন্দ্র করিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীর গণতান্ত্রিক স্বাধীকারের আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিবস আজ তাই আমাদের সুমহান জাতীয় দিবসে পরিণত হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের চাইতে এ বৎসর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর আগমন ঘটিতেছে। চুয়াল্লিশ মাসব্যাপী সামরিক শাসনের অবসান দেশে গণতন্ত্রের মুক্তবায়ু প্রবাহিত হইবে এবং ছাত্র-জনতার সর্বব্যাপী সমস্যা সমাধানের বাস্তব চেষ্টার সূত্রপাত হইবে বলিয়া এবং আশা সৃষ্টি হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশময় চলিতেছে এক ঘোরতর অনিশ্চয়তা - যে অনিশ্চয়তা গণবিরোধী শাসকচক্রের গণতন্ত্র-বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপেরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। গত ফেব্রুয়ারী হইতে এই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দলে দলে ছাত্র গ্রেফতার করা হইতেছে, জেলে পাঠান হইতেছে, তাহাদের উপর পুলিশের লাঠি-বন্দুক-বেয়নেট ব্যবহৃত হইতেছে, অনেককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা হইতেছে, অনেককে রাস্টিকেট করা হইতেছে, অনেকের বৃত্তি বাতিল করা হইতেছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাজের উপর সশস্ত্র গুন্ডাদল লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে, এক কথায় নির্বিচারে ছাত্র-দলন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর নজিরবিহীন হামলায় এ দেশের শিক্ষা শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। দেশের এই ঘন-তমসাময় পরিস্থিতিতে শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারীর পুনরাবির্ভাব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিকে গণবিরোধী সরকার শহীদ মিনারের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিয়াছেন। হয়তো এবারে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। ইহা নিশ্চিন্তভাবেই ছাত্র-জনতার আপোষহীন সংগ্রামের জয়ের সূচনা। কিন্তু যে গৌরবময় মহান আন্দোলনের ঐতিহ্যের প্রতীক এই শহীদ মিনার, বর্তমান শাসকচক্র সেই আন্দোলনকেই গলা টিপিয়া

হত্যা করার জন্য যাবতীয় দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই আজিকার মহান দিবসে শহীদ স্মৃতি তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অটল থাকার ব্যাপারে আমাদের অধিকতর সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা ও কর্মে, শপথে ও সংকল্পে, আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই মহান দিবসের আদর্শকে স্বার্থক করিয়া তুলি।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক

শহীদ দিবসের কর্মসূচি

* সকাল ৫-১৫ মিনিটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাক উত্তোলন।
* সকাল ৫-৩০ মিনিটে প্রভাত ফেরী।
* সকাল ৬-৩০ মিনিটে কবর জিয়ারত।
* কবরস্থান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ ও শোভাযাত্রা শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ।
* কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা।
* দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জার শহীদানদের আত্মার মাগফিরাত কামনা।
* বেলা ২-৩০ মিনিটে কার্জন হলে আলোচনা সভা ও একুশে স্মরণে গীতি-নক্সা।
* সন্ধ্যা ৭টায় কার্জন হলে মিলাদ মাহফিল।

স্বাক্ষরকারীগণ

১। শ্যামাপ্রসাদা ঘোষ, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন।
২। ওবায়দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন।
৩। এ,কে,এম ফজলে হোসেন, সহ-সভাপতি, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ।
৪। মোহাম্মদ আনিস, সাধারণ সম্পাদক, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ।
৫। সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি, মেডিক্যাল কলেজ।
৬। হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক, মেডিক্যাল কলেজ।
৭। চৌধুরী সফি সামিহ, সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
৮। আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।
৯। এনায়েতুর রহমান, সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল।
১০। শাহ আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক হল।
১১। আসমত আলী শিকদার, সহ-সভাপতি, ঢাকা হল।
১২। মীর্জা মোজাম্মেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল।
১৩। এ,এস, সওগাতুল আলম, সহ-সভাপতি, ইকবাল হল।
১৪। এ,কে,এম ওয়াহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল।
১৫। আনন্দ মোহন দাস, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ হল।

১৬। ধীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল।
১৭। সেয়দা শমসে আরা, সহ সভানেত্রী, মহিলা হল।
১৮। রওশন আক্তার বানু, সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা হল।
১৯। বদরুদ্দোজা, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ কলেজ।
২০। আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ কলেজ।
২১। ফোরকান মিয়া, সহ-সভাপতি, কায়েদে আজম কলেজ।
২২। হাবিবুল্লাহ খান, সাধারণ সম্পাদক, কায়েদে আজম কলেজ।
২৩। নাসির উদ্দিন আহম্মদ, সহ-সভাপতি, ঢাকা কলেজ।
২৪। কাজী আফজালুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা কলেজ।
২৫। মোঃ জাকারিয়া, সহ-সভাপতি, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট।
২৬। মতিয়া চৌধুরী সহ-সভাপতি, সহ সভানেত্রী, ইডেন কলেজ।
২৭। জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ।
২৮। তাহমিদা খানম, সহ সভানেত্রী, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন)।
২৯। মাজেদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ (ইন্টারমিডিয়েট সেকশন)।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স	পাকিস্তান অবজারভার	৩ সেপ্টেম্বর,১৯৬৩

MEASURES TAKEN BY PROVINCIAL GOVERNMENT PRESS CURBS ANNOUNCED.

Some new curbs are sought to be placed by the Press in West Pakistan by a new Ordinance which comes into force at midnight on Tuesday, reports APP from Lahore.

The Ordinance makes six major additions and amendments to the existing Press and Publications Ordinance, 1960 in its application to West Pakistan.

In Dacca the East Pakistan Governor has promulgated a similar Ordinance on Monday, amending the Press and Publications Ordinance, 1960 which is to come into force immediately, reports PPA.

The Ordinance seeks to ensure correct reporting of the proceedings in the National Assembly, Provincial Assembly and different courts of justice. There are similar provisions with regard to Press notes and handouts issued by the Government. It provides for the maintenance of correct accounts by newspapers.

In Lahore, West Pakistan Law Minister Mr. Golam Nabi Memon made the announcement at a crowded Press Conference on Monday evening. None of the newsmen asked the Minister any questions to register their protest against the new restrictions although the Minister repeatedly invites questions.

In the East Pakistan Ordinance provision has also been made for enquiry into the affairs of any printing press or newspapers particularly as regards their source of income, efficient running of their Press and the relation between the employers and the employees.

The Ordinance further provides for filing appeals against orders passed by the Government to a tribunal which is to comprise of a judge of the Supreme Court for High Court, two representatives- one from the Government and another from the working journalists or editors..........................

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাংবাদিকদের হরতাল	পাকিস্তান অবজারভার	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

Protest Cry Throughout Pakistan
JOURNALISTS STRIKE

Unprecedented in the history of Journalism, Journalists, newspaper, pres workers and other newspaper employees all over the country struck work and demonstrated on Monday to protest against the imposition of fresh curbs by the Government in the form of two Provincial Ordinances. There was no newspaper on Tuesday in the country.

From Khyber Pass to Chittagong in all principal cities slogan chanting black-flag-waving journalists held protest meetings and paraded city streets to raise their voice of indignation against the "black laws".

In East Pakistan at the call of the East Pakistan Union of Journalists, Pressmen and all other newspaper workers observed the protest day and lent their wholehearted support to the four-point demands, namely-repeal of two press Ordinances of East and West Pakistan, revision of all existing Press laws, withdrawal of black-listing of three Dacca dailies and release of arrested journalists, which had earlier been formulated by the E. P. U. J. Committee of Action.

In Dacca the journalists and newspaper workers held a protest meeting at the Press Club, adopted resolutions and brought out huge procession.

The black-band-wearing demonstrators, visibly swayed by a fighting spirit, started assembling at the local Press Club much earlier than 9-30 a.m the scheduled time of the protest meeting.

Akram Khan speaks

In the assembly were Editors of local newspapers, among them was octogenarian Maulana Muhammad Akram Khan of Azad, the oldest living Editor in the Indo-Pak subcontinent. Mr. Justice Ibrahim, former Central Law Minister, came to the Press Club, the venue of the protest meeting, wore a black-band and expressed full support to the 'fight against regimentation of thought' ?

Maulana Muhammad Akram Khan set the tone of the day by his speech before the protest rally. Choked with emotion he said, 'My age and failing strength requires me to lie in bed, but what is happening in the country compels me to rise and add my voice to your protest cry'.

He wondered if he would not after serving the profession of journalism for over 65 years under different regimes; breathe his last in a prison. 'I shall not be unhappy to do so’; he declared.

Maulana Akram Khan said that the Press curbs were not shackles on the Press alone; these were ‘directed against the whole nation’.

The Maulana had a word of caution for the demonstrators. He said that there might be many provocations from many quarters. But we shall have to be constantly on guard against these and maintain peace at any cost.

He concluded by quoting from Tagore: ‘The more they tighten the fetters on us. The more these shall fall off. The more they redden their eyes, the more our eyes see into the things’.

Mr. Tafazzal Hossain, Editor, Ittefaq, who is also the Chairman of the IPI, Pakistan branch pointed out the Silver lining in the black clouds that hang ominously over the press and said that the unity that had been forged among the profession and industry of newspapers, consequent upon the injuries inflicted by the press curbs, indicated a bright future of the nation.

This conflict, he said; revolved round the life and death question of a free nation and not only the life and death of journalists and their profession. He said that the solid unity of journalists, newspaper employees and owners as demonstrated that day was the most effective shield of the freedom of Press.

Preparedness for protracted struggle.

Mr. Abdus Salam, Editor, the Pakistan Observer, said it was a day to take fresh oaths to be in the fight: for, this struggle would be long and protracted. The Government seemed to have closed its eyes and had prepared to go a long way with their doings he said and added, hence we will have to prepare ourselves to fight to the day we have achieved Press freedom.

The Chairman of the EPUJ Committee of Action, Mr. Sirajuddin Hossain, who presided over the meeting, thanked the striking journalists, newspaper employees and local Editors, for their participation in the day's programme. He stressed the need for maintaining peace and discipline in the procession which was about to start.

Resolutions.

The meeting adopted the following resolutions:

1. This meeting of journalists. Press workers and other newspaper employees denounces the black Acts of the Government directed against the national Press of Pakistan.

A gagged press is a national disgrace and is essentially anti-national in character. Press freedom is the basis of all freedoms. Press curbs are a clear denial of the fundamental rights of the people. There can be no free people without a free Press. The repressive and restrictive measures taken against the Pressmen and the newspaper industry as a whole are inflicting deep wounds on the nation. The

voice of the people is being throttled and democratic aspiration of the people strangulated.

The situation was grave and called for action by all who have the well-being of the country and the people in their hearts. Freedom of Press must be defended whatever the price.

The newsmen demanded the repeal of the Press and Publications (Amendment) Ordinances promulgated by the Governors of East and West Pakistan on September 2, 1963.

Revision of all laws relating to Press in order to bring them in conformity with the principles of fundamental rights, especially the freedom of Press.

A commission comprising a Supreme Court or High Court Judge and representatives from the profession of journalism, newspaper industry and the Government to deal with the matter.

Withdrawal of 'black-listing' of three Dacca dailies and release of arrested Journalists and newspaper workers and withdrawal of all warrants of arrests and restrictive orders against them.

The journalists, Press workers and all other newspaper employees reiterated their determination to continue their fight till the realization of these demands and till such time as press could breathe free air again in Pakistan.

The meeting expressed its gratitude to all those who extended their sympathy and cooperation for the struggle for freedom of Press and also felt proud of the great unity demonstrated by the working Journalists, press workers and other newspaper employees and called upon them to further consolidate and preserve this unity.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
১৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করুন	পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র	সেপ্টেম্বর,১৯৬৩

সতেরই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করুন

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

স্বৈরাচারী সরকারের চরম নির্যাতনের মুখে শিক্ষা জীবন আজ বিপর্যস্ত। শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন করার জন্য আজ অসংখ্য ছাত্র বন্দী, অসংখ্য ছাত্র বহিষ্কৃত, কাঁদুনে গ্যাস আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অমর শহীদের রক্তে রাঙ্গা ১৭ই সেপ্টেম্বর আজ আগত। ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও ছোট ভাই বাবুলের রক্তে রাঙ্গা এই ১৭ই সেপ্টেম্বর।

কিন্তু সতেরর দাবী আজও পূরণ হয় নাই। তাই এই দিনে শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রতিহত করিতে হইবে সরকারের চরম নির্যাতন।

ছাত্রসমাজের ২২- দফা দাবীকে কেন্দ্র করিয়া আসুন তাই ১৭ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালনের মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলি।

কর্মসূচী : (১) ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালোপতাকা উত্তোলন ও কালোব্যাজ পরিধান, (২) প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা, (৩) ঢাকায় আমতলায় বেলা ১১ টায় ছাত্রসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ।

পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজ

ছাপাখানা হইতে পুলিশ কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রচারপত্র ছিনাইয়া লওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাংগা ও দাংগা প্রতিরোধ কমিটি	দৈনিক 'ইত্তেফাক'	১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমনকি জনাব আমির হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুন্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুন্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকূল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুন্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের ওপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমার পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহবান জানাইতেছি।

- প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন,
- গুন্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন,
- পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন,

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতাদের আবেদন	সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদের প্রচারপত্র	মার্চ, ১৯৬৪

আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ ভোটাধিকার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সভা শোভাযাত্রা ও হরতাল

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

সুদীর্ঘ দুইশত বছর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করিয়া আমরা যে স্বাধীনতা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছিলাম, আজ ছয় বছর সেই অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত। আবার সেই অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছে এমনই এক শাসক শ্রেণী যারা দেশবাসীকে ভোটাধিকার লাভের যোগ্য বলিয়া মনে করে না; বরং ''গরু-ভেড়ার'' সমতুল্য বলিয়া মনে করে। আজ বিশ্বের দিকে দিকে যখন নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করিতেছে ঠিক সেই সময় আমাদের শাসকবর্গ দেশবাসীকে ভোটাধিকার লাভের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া চরম স্বৈরাচারী পন্থায় দেশ শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জাতীয় জীবনের এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে আজ আমরা অবস্থান করিতেছি। একবার আপনার পরিবারের, আপনার সমাজের, আপনার দেশের কথা ভাবিয়া দেখুন। সমাজের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরে আজ এক চরম হতাশা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ বিরাজমান। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আকাশ চুম্বী মূল্য বৃদ্ধিতে সমাজ ধ্বংসের পথে। নগরশুল্ক হইতে আরম্ভ করিয়া হাজারো রকম ট্যাক্স ও বর্ধিত খাজনার চাপে দেশবাসীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড আজ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উন্নয়নমূলক কাজের নামে কোটি কোটি টাকার ঘুষ ছড়াইয়া দেশে এক নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্স -এর যাঁতাকলে বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত। গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্ব আজ দেশের বুকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভাইসব, পাকিস্তান অর্জিত হয় জনগণের ভোটে। আর আজ সেই পাকিস্তানের জনগণকে ভোটাধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। উহার নজীর কোন স্বাধীন ও সভ্য দেশে নাই-এমনকি বৃটিশ আমলে ও ছিল না। আইয়ুব সরকার স্বয়ং যে কমিশন নিয়োগ করিয়া ছিলেন, সেই কমিশন ও সার্বজনীন ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু সকল সুপারিশ, গণদাবী উপেক্ষা করিয়া স্বৈরাচারী সরকার দেশবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে চিরতরে নস্যাৎ করিবার জন্য জাতীয় পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে আইন পাসের চক্রান্ত করিতেছেন।

যে দেশবাসী রাষ্ট্র পরিচালনায় রসদ যোগাইতেছে, খাজনা-ট্যাক্স যোগাইতেছে, রাষ্ট্র পরিচালানার ব্যাপারে তাঁদের কোন অধিকার থাকিবে না, মতামত প্রকাশের অধিকার থাকিবে না, তাদের দেওয়া টাকা কিভাবে খরচ হয় তাহাতেও তাঁহাদের মতামতের কোন সুযোগ নাই- কোন স্বাধীন দেশে এ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। অথচ, বর্তমান সরকার উক্ত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করিতে চাহিতেছেন এবং ক্ষমতাবিহীন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে এক তামাসায় পরিণত করিয়া অর্ডিন্যান্স- এর দ্বারা দেশ শাসন করিয়া চলিয়াছেন।

ভাই-বোনেরা,

সুদীর্ঘ ছয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনে নিস্পিষ্ট আমাদের জাতীয় মানসে আজ এই একটি সত্যই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, হয় দাসত্ব বরণ, নয় সুদৃঢ় গণ-ঐক্য ও গণ-আন্দোলন দ্বারা স্বৈরাচারের প্রতিরোধ-এই দুই ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জন্য তৃতীয় কোন পথ খোলা নাই।

আমরা জানি, গণঐক্য ও দুর্বার গণ-আন্দোলনই আমাদের পথ। আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই। দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্তদানের আত্মদানের সুমহান ঐতিহ্য আমাদের রহিয়াছে। তাই আমরা জানি, স্বৈরাচারী শাসকবর্গের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র রুখিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। সুতরাং বর্তমান স্বৈরাচারী ব্যবস্থার রাহুমুক্ত হইতে হইলে ছাত্র, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী, আইনজীবী তথা সকল শ্রেণীর, সকল পেশার, সকল দল ও মতের মানুষের নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি, সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার আদায়ের দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ও আগামী ১৮ই মার্চ বুধবার সারা প্রদেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা অনুষ্ঠান ও খন্ড মিছিল বাহির করুন এবং ১৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার প্রদেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও শোভাযাত্রা করুন।

আমাদের আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতে হইবে, সার্বভৌম ক্ষমতা দেশের জনগণের উপর ন্যস্ত, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে নয়। নির্ভীকচিত্তে বলিতে হইবে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নয় এমন কোন সরকার দেশবাসী গ্রহণ করিবে না। যতদিন আমাদের এই সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গণদাবী আদায় না হইবে ততদিন সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

ঢাকার কর্মসূচী

- ১৮ই মার্চ, বুধবারঃ রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা ও খন্ড মিছিল
- ১৯শে মার্চ, বৃহস্পতিবারঃ হরতাল
- বিকাল চারটায় পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভা
- সভাশেষে শোভাযাত্রা।

সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদ

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ।

শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

মহিউদ্দিন আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

মওলানা সৈয়দ মোসলেহউদ্দিন, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টি।

মওলানা সিদ্দিক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী পার্টি।

মওলানা আবদুল আলী, এম, পি, এ (ভূতপূর্ব জামাতে ইসলাম)।

মওলানা আখতার উদ্দিন আহমদ, এম, এন, এ (ভূতপূর্ব জামাতে ইসলাম)।

দি মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ, ৩৭, হাটখোলা রোড, ঢাকা।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ মনোনীত	দৈনিক 'আজাদ'	১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

সম্মিলিত বিরোধীদলের ঐক্য-জিন্দাবাদ
গণতন্ত্রের সংগ্রাম- জিন্দাবাদ
পাকিস্তান-পায়েন্দাবাদ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে মিস জিন্নাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতা
লাখাম হাউসের বৈঠক শেসে বিরোধীদলীয় নেতার ঘোষণা
সমগ্র করাচী শহরে আনন্দের হিল্লোলঃ মিস জিন্নাহ কর্তৃক সানন্দে সম্মতি দান

(আজাদের করাচী অফিস হইতে)

১৭ই সেপ্টেম্বর মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ আনন্দের সহিত আগামী নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট পদে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হিসাবে তাঁহার মনোনয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য লাখাম হাউসে সম্মিলিত বিরোধীদলের বৈঠকের পর বিরোধীদলের নেতা সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। আজ লাখাম হাউসে পাঁচটি বিরোধীদলের সভা বিকাল ৫টায় শুরু হয় এবং রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলিতে থাকে।

অতঃপর বিরোধীদলের পাঁচজন নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা ভাসানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান মোটরযোগে মোটরযোগে মিস ফাতেমা জিন্নাহর বাসভবনে গমন করেন এবং তাঁহাকে বিরোধীদলের সিদ্ধান্ত জানান।

তাঁহারা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মাল্যভূষিত করেন এবং তাঁহার সহিত ৪৫ মিনিটকাল অবস্থান করেন।

অতুঃপর মিস জিন্নাহ অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বিরোধীদলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের সেবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

মিস জিন্নাহ সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী হিসাবে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সম্মত হইয়াছেন এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর সমগ্র করাচী শহরে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়। লাখাম হাউজের সম্মুখে সমবেত হাজার হাজার লোক এই সংবাদে, মিস জিন্নাহ্ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সম্মিলিত বিরোধীদলের ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

মিস জিন্নাহকে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত করার জন্য করাচীর সরকারী মহল ও সরকার সমর্থক সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃক যে অপচেষ্টা ও অপপ্রচার চালানো হয় পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আযমের ভগিনীর নির্ভীক মনোভাবের ফলে এই মহলটি হতাশ হইয়া পড়ে।

বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্ গৃহে যখন বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ গমন করেন তখন হইতেই রাস্তার দুই পার্শ্বে লোক জমায়েত হইতে শুরু করে।

অদ্য সমগ্র করাচী শহরের সকলের মধ্যে এই একই বিষয়ে আলোচনা চলিতে থাকে।

মিস জিন্নাহ বিরোধীদলের প্রস্তাব শুনিয়া আলহামদুলিল্লাহ্ বলিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে মিস জিন্নাহ উহাতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রতিনিধিগণ আগামীকল্যকার অধিবেশন শেষে মিস ফাতেমা জিন্নাহ সহিত তাহার বাসভবনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার মনোনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

অদ্যকাল সম্মিলিত বিরোধীদলের বৈঠক কাউন্সিল মোসলেম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও সাবেক জামাতে ইসলাম অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সভায় কাউন্সিল লীগ সভাপতি খওয়াজা নজিমুদ্দীন সভাপতিত্ব করেন।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে হাজী মোহাম্মদ দানেশ	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পুস্তিকা	অক্টোবর, ১৯৬৪

জনাব আইয়ুব খাঁর জবাবে

*এক নায়কত্বের অবসান হোক

* গণতন্ত্রের জয় হোক

হাজী মোহাম্মদ দানিশ

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কনভেনশন লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী অভিযানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহে তাঁহার শাসন আমলের অনেক গুণগান বয়ান করিয়া গণমনে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ বৃটিশ আমলে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়া তাঁহার কর্মজীবন শুরু করিয়াছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে দেশের জনগণ যখন বিদেশী শাসকদের পুলিশ ও সেনা বাহিনীর গুলিতে নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেছিলেন, তখন জনাব আইয়ুব খাঁ বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন অফিসাররুপে নিষ্ঠার সহিত ঐ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সেবা করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার কোন অবদান নাই; বরং তখন তিনি ছিলেন বৃটিশ একান্ত অনুগত।

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের রাষ্ট্র নেতারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিক্ষিত ও পদলেহনকারী অফিসারদের অপসারণ করিয়া সে স্থলে নূতন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা গৃহীত হইলে আজিকার অনেক বড় বড় 'রাষ্ট্র-নেতা' স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই দেশ-বিরোধী বলিয়া সমাজের আঁস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতা পাওয়ার পরও পুরাতন আমলতন্ত্রকেই অটুট রাখা হয়। সামরিক বাহিনীতে কোন রদবদল করা হয় নাই।

সেই সূত্রে জনাব আইয়ুব খাঁও স্বাধীনতার পরও সামরিক বাহিনীর একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর পরই পাকিস্তানের জি.ও.সি হিসাবে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে তিনি পরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন।

এই চাকুরীতে বহাল থাকাকালে তিন তিনবার তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। মরহুম খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁহার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে লাহোরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে জনাব আইয়ুব খাঁ তাঁহার (জনাব আইয়ুব খাঁ'র) চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তদ্বির করিয়াছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন উহাতে অস্বীকৃতি জানাইলে জনাব আইয়ুব খাঁ তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের শরণাপন্ন হন। ইহার কিছুদিন পরই গোলাম মোহাম্মদ মরহুম খাজা নাজিমুদ্দিনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী উপায়ে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ হইতে অপসারণ করেন। অপরদিকে, জনাব আইয়ুব খাঁ'র চাকুরীর মেয়াদও বৃদ্ধি পায়।

'এবডো'র অধীনে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তথাকথিত 'বিচারের' সময় যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অফিসারদের পদোন্নতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা 'অপব্যবহারের' 'অভিযোগ' আনা হয় তখন তিনি

বলিয়াছিলেন যে, অফিসারদের চাকুরী সম্পর্কে তিনি যে সকল হুকুম দিয়াছিলেন তার ভিতর একটি হুকুম সম্পর্কেই ঐ কথা উঠিতে পারে। সে হুকুম হইল সেনাবাহিনীর জনাব আইয়ুব খাঁ'র চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির হুকুম। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা।

দেখা যায় যে, গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন তখনই বার বার জনাব আইয়ুব খাঁর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনের ঐ দুইটি অশুভ গ্রহেও সাথে জনাব আইয়ুব খাঁর 'বন্ধুত্বের' আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ১৯৫৫ সনে, যখন গোলাম মোহাম্মদ গায়ের জোরে তদানীন্তন গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহার কুখ্যাত 'ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভা' গঠন করেন। তিনি তাহার ভিতর জনাব আইয়ুব খাঁকে আনিয়া তাঁহাকে দেশরক্ষামন্ত্রী পদে বহাল করেন। সেনাধিনায়ক আইয়ুব খাঁ সেই প্রথম পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে আর্বিভূত হন।

প্রকাশ যে, গোলাম মোহাম্মদ যখন 'অসুস্থা'বশতঃ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়া পড়েন তখন 'ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভার' বৈঠকে জনাব জনাব আইয়ুব খাঁই গোলাম মোহাম্মদের স্থলে ইস্কান্দার মীর্জার নাম প্রস্তাব করেন। জনাব আইয়ুব খাঁ নাকি সেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, 'Army wants General Iskander Mirza to be the head of the State ' (সেনাবাহিনীর ইচ্ছা যে, জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা রাষ্ট্রের প্রধান হউন)। কেহ নাকি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই বরং জনাব আইয়ুব খাঁর সমর্থনে ইস্কান্দার মীর্জার মত ব্যক্তি পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল পদে বসিতে পারিলেন।

ইহার পর ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে ঐ ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বেই সেনাধিনায়ক জনাব আইয়ুব খাঁ ও তাঁহার সহচরগণ পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম করেন এবং বহু কষ্টে রচিত ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন।

ইহার মাত্র ২০ দিন পর জনাব আইয়ুব খাঁ ইস্কান্দার মীর্জাকেই দূর করিয়া দেন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইয়া বসেন।

এইভাবে, বৃটিশ আমলের সামরিক অফিসারের পদ হইতে জনাব আইয়ুব খাঁ বৃটিশ শিক্ষিত আমলা কুখ্যাত গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের সাথে বন্ধুত্বের পথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে আরোহণ করেন।

ভূতের মুখে রাম নাম

সেই জনাব আইয়ুব খাঁ আজ আবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইয়া 'গণতন্ত্রের' কত কথাই না বলিতেছেন! তিনি বলিতেছেন যে, তাহার 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' নাকি গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক 'অভিনব অবদান', তিনি নিজে ভোটের জন্য জনগণের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। বিরোধী পক্ষকে 'অবাধে' র্নিবাচনের অভিযান চালাইতে দিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ১৯৫৮ সনের অক্টোবরে যে ''বিপ্লব'' তিনি করিয়াছিলেন সেই ''বিপ্লবের'' প্রথম কাজই ছিল গণতন্ত্রকে জবেহ করা। সামরিক শাসন জারির প্রথম ঘোষণাতেই আইনের শাসন উচ্ছেদ করিয়া সামরিক আইনে দেশ শাসন করার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণাতে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করিয়া, সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করিয়া, বাকস্বাধীনতা হরণ করিয়া, জনগণের সভা-মিছিল করিবার অধিকার পদদলিত করিয়া এক নিমিষে সারা দেশে সামরিক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। মওলানা ভাসানী, খান আবদুল গফফার খানের মত দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দসহ শত শত দেশপ্রেমিককে কারাগারে বিনা বিচারে আটক করা হয়, বহু কর্মীর বিরুদ্ধে

হুলিয়া জারি করা হয় এবং তাঁহাদের আত্মগোপনে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সামরিক সন্ত্রাসের সময়ে ন্যাপ কর্মী হাসান নাসিরকে লাহোর দূর্গে প্রাণ দিতে হয়। বহু কর্মীকে সরকারের ‘‘আইন” ভঙ্গ করার অপরাধে চাবুক মারা হয়।

তখন বাড়ী-ঘর ‘পরিষ্কার’ না রাখার জন্য শহরে ও গ্রামে বহু নিরপরাধ নাগরিককে পুলিশের হাতে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেককে জরিমানা দিতে হইয়াছে। জামার আস্তিন গুটাইয়া রাস্তায় চলার ‘অপরাধে’ বহু যুবককে আমলা পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রাস্তার ডাইনে না চলিয়া হঠাৎ চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে বামে চলিতে গিয়া বহু নিরীহ পথচারীকে পুলিশের ব্যাটনের গুঁতা খাইতে হইয়াছে।

সামরিক সন্ত্রাসের সেই সময়ে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন দাবী করিবার জন্য সাবেক বেলুচিস্তানে শত শত কর্মীকে বন্দী শিবিরে আটক করিয়া তাঁহাদের উপর নাৎসীসুলভ অত্যাচার চালানো হইয়াছে, ঐ অঞ্চলের জনগণের উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলা হইয়াছে, সাবেক সীমান্ত প্রদেশের শত শত নেতা ও কর্মীকে বেত্রদন্ড দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং ঢাকা নগরীর রাস্তায় জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বেপরোয়া লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালান হইয়াছে।

জনাব আইয়ুব খাঁ আজ ভোটের জন্য ‘গণতন্ত্রের' যত কথাই বলুন, বহু দেশপ্রেমিকের পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, বহু দেশপ্রেমিক কর্মী ও রাজবন্দীর পরিবারবর্গেও উপবাস, বহু কর্মীর পিঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন, হাসান নাসিরের মায়ের চোখের পানি প্রভৃতি জনাব আইয়ুব খাঁ’র সামরিক শাসনের সীমাহীন বর্বরতার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সে সময়কার বর্বরতার সব কাহিনী লিখিতে গেলে মহাভারত রচিত হইয়া যাইবে।

সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর কাল ধরিয়া পাকিস্তানের জনগণ ঐ বর্বরতার অধীনে নিস্পেষিত হইয়াছেন। যদি আরও অধিককাল ঐ সামরিক শাসন রাখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জনাব আইয়ুব খাঁ তাহাও করিতেন। কিন্তু সামরিক জুলুমের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ যেভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বিদেশে, এমনকি বর্তমান শাসকবৃন্দের ‘পীঠস্থান’ খোদ আমেরিকাতেও ইহার যে সমালোচনা হইতেছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া তখন সামরিক শাসন বেশিদিন চালু রাখা সম্ভব ছিল না। তাই, বাধ্য হইয়া জনাব আইয়ুব খাঁ’ ১৯৬২ সনে এক তথাকথিত ‘শাসনতন্ত্র’ জারি করেন।

১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে জনগণকে ‘ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন’ পার্লামেন্টারী শাসন, মৌলিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ইত্যাদি কতকগুলি অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু, জনাব আইয়ুব খাঁ’র শাসনতন্ত্রে জনগণের সেই ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। আইন সভাগুলির কার্যতঃ কোন অধিকার নাই। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির স্বায়ত্বশাসন অস্বীকৃতি হইয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দেশ শাসনের সমস্ত ভার দেওয়া হইয়াছে প্রেসিডেন্টের হাতে। ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন। প্রকৃতপক্ষে এই শাসনতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব কায়েম রহিয়াছে।

তাছাড়া দল গঠনের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ জারি হইয়াছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইতেছে। এখনও বহু দেশপ্রেমিক কর্মীকে প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হইতেছে, এখনও অনেক কর্মী ও নেতার উপর হুলিয়া ঝুলিয়া আছে, এখনও জনগণের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালান হইতেছে এবং শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য গুন্ডা লেলাইয়া দিয়া বহু শ্রমিককে হতাহত করা হইতেছে। বস্তুতঃ জনাব আইয়ুব খাঁ’র ‘শাসনতন্ত্রের' জামানতেও গণতন্ত্রকে গলাটিপিয়া হত্যা করা হইতেছে।

তীব্র দমননীতির এই পরিবেশে এবং জনাব আইয়ুব খাঁ’র একনায়কত্বমূলক শাসনতন্ত্রের অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা এই গণবিরোধী সরকারের ‘গণতন্ত্রের' চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইতেও পারে না। আজ মিস

জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযানে দমননীতি প্রয়োগ করা হইতেছে না বলিয়া এই সরকারের 'গণতন্ত্র প্রীতি' জাহির করার ও কোন কারণ নাই। কারণ, কায়েদে আজমের ভগিনীর নির্বাচনী অভিযানে দমননীতি দ্বারা বাধা দেওয়ার মত দুঃসাহস এই দেশে কাহারও থাকিতে পারে না। ওটা নিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ'র বড়াই না করাই ভাল।

তাছাড়া আজ নির্বাচনী অভিযানে সরকার সরাসরি দমননীতি প্রয়োগ করিতেছে না বলিয়া এই সরকারের পূর্বেকার বর্বরতা ও হিংস্র দমননীতি জনগণ ভুলিতে পারে না। রাতারাতি সরকারের গণ-বিরোধী চরিত্র পরিবর্তিত হইতে পারে না।

সর্বোপরি এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় যেগুলি আসল নির্বাচন, সেই প্রেসিডেন্ট ও আইন সভাগুলির নির্বাচনে জনগণের কাছে কোন ভোটই নাই। খাজনা-ট্যাক্স দেওয়ার বেলায় জনগণ, কিন্তু ভোটের বেলায় শূণ্য। সেই ভোটের অধিকারী সারা দেশে শুধু ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী'।

'মৌলিক গণতন্ত্রী' সংস্থা গ্রামের ও শহরের উন্নয়ন কাজের জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরুপে কাজ করাক ইহা সবাই চায়। কেহই ইহাকে বিলোপ করিতে চায় না। কিন্তু দেশের দশকোটি লোকের ভিতর শুধু ঐ ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রীকে' প্রেসিডেন্ট ও আইনসভাগুলির নির্বাচনের অধিকার দান করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ এই নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিণত করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রের মূলেই কুঠারঘাত করিয়াছে।

এহেন জনাব আইয়ুব খাঁর মুখে গণতন্ত্রের কথা 'ভূতের মুখে রাম নামের' মত শুনাইতেছে।

কবরের 'স্থিতিশীলতা'

জনাব আইয়ুব খাঁ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ও পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাকে লোকচোখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নজির দেখাইতেছেন যে, পূর্বে পার্লামেন্টারী শাসনের আমলে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার কাড়াকাড়ি করিয়া দেশে এক এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া দেশকে জাহান্নামে পাঠাইতেছিলেন। তিনি উহা হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। এবং তাঁহার শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন চালু করিয়া দেশে 'স্থিতিশীলতা' আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু আসল সত্য হইল যে, আমাদের দেশে প্রকৃত পার্লামেন্টারী প্রবর্তিতই হয় নাই। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে ঐ পার্লামেন্টারী শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল মাত্র। ইহা বাস্তবায়িত করার জন্য যখন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছিল তখনই ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বে জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখ সামরিক নেতারা সামরিক শাসন কায়েম করিয়া সে নির্বাচনকে অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। আইয়ুব ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ ভভ

জাতীয় পরিষদে একথাও বলিয়াছিলেন যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরাও ঐ সামরিক শাসন জারিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। কাজেই সত্য ঘটনা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং ইস্কান্দার মীর্জা ও জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার জন্মের পূবেই উহাকে হত্যা করিয়াছেন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে বৃটিশের যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্র) দেশ শাসিত হইতেছিল তাহাতে মূলতঃ পার্লামেন্টারী ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা হইলেও দেখা যায় যে ঐ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী মুসলিম লীগ দল একটানাভাবে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত দেশ শাসন করিয়াছে। তখন কেহই ইহাকে অকেজো বা দেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করেন নাই।

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, ১৯৫৩ সনে একবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে এবং ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগেম শোচনীয় পরাজয় ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর হইতে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে বার বার পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব ঘটনার জন্য দায়ী কাহারা?

সকলেই জানেন যে, ১৯৫৩ সনে ওয়াশিংটনের পরামর্শে গোলাম মোহাম্মদ চক্র খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ হইতে অপসারণ করেন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসাইয়া দেন। ঐ গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার মীর্জা চক্রই ১৯৫৪ সনে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথের পরামর্শে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে; ঐ গণবিরোধী চক্রই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সরাইয়া চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রিত্বের গদীতে বসায়। ঐ গণবিরোধী চক্রই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা গঠন করে; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটায়; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় মারামারি বাধাইতে মন্ত্রিসভার পতন ঘটায়; ঐ গণবিরোধী চক্রই পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় মারামারি বাধাইতে ও মরহুম শাহেদ আলীর হত্যার উস্কানি দেয়; এবং পরিশেষে সামরিক শাসন কায়েম করে। ইহা সত্য যে, কতিপয় রাজনৈতিক নেতা গদীর লোভে বা গদী রক্ষার জন্য ঐ গণবিরোধী চক্রের উস্কানিতে ও প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছিলেন। সেই রাজনৈতিক নেতাদের দেশবাসী তীব্র ভাবে নিন্দা করে। কিন্তু মন্ত্রিত্বের ঐসব ভাঙ্গাগড়ার প্রধান দায়িত্ব তাহাদের ছিল না। কিন্তু মন্ত্রিত্বের সব ভাঙ্গাগড়ার আসল হোতা ছিল দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখপাত্র । ঐ গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্র এবং মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা। জনাব আইয়ুব খাঁ কি উহাদের ঐসব কু-কর্মে তাঁহার সহযোগিতা অস্বীকার করতে পারেন? তিনি নিজেও কি ঐ সব কু-কর্মে উহাদের সাথে জড়িত ছিলেন না?

যাহা হউক,১৯৫৩ সন হইতে পাকিস্তানে মন্ত্রিসভার বার বার পরির্বতনের আসল তথ্য ইহাই প্রমাণ করে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার ফলে ঐ সব ঘটনা ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তনগুলি শুধু ১৯৫৮ সনে চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পরির্বতে নূন মন্ত্রিসভার গঠন ব্যতীত আর কোন পরিবর্তন পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে, পার্লামেন্টে ভোটাভুটির ফলে সাধিত হয় নাই। ঐ সমস্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে পর্দার আড়ালে উপরতলার চক্রান্তের ফলে। ইহার জন্য পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা দায়ী হইতে পারে না। বরং উপরতলার ঐ চক্রান্ত ভাঙ্গার এবং দেশে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ ছিল সাধারণ নির্বাচন করিয়া জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা। নূন মন্ত্রিসভার আমলে দেশ সেই পথেই যাইতেছিল। কিন্তু, সামরিক শাসন জারি করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ-ই সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনিই দেশের সত্যিকারের স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেন নাই।

আজ যে ‘স্থিতিশীল’ শাসনের বড়াই তিনি করিতেছেন, সেই ‘স্থিতিশীলতার’ প্রকৃত অর্থ কি? যদি তিনি বলিতে চান যে, গত ছয় বৎসরে তাঁহার রাজত্বের কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া উহা ‘স্থিতিশীল’, তাহা হইলে বলিতে হয় স্পেনের ফ্র্যাঙ্কোর এবং পর্তুগালের সালাজারের সরকার আজ দুনিয়াতে সবচাইতে ‘স্থিতিশীল’ সরকার। কারণ গত প্রায় ৩০ বৎসরেও ফ্র্যাঙ্কোর এবং সালাজারের রাজত্বের পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু দুনিয়ার জনগণ ফ্র্যাঙ্কোর ও সালাজারের সরকারকে জঘন্য মানবতাবিরোধী নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব বলিয়া নিন্দা করে ও ঘৃণা করে।

জনাব আইয়ুব খাঁ’র স্থিতিশীল এবং প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ও নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের শাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। জনগণের উপর হিংস্র দমন নীতির স্টীম রোলার চালাইয়া এবং জনগণকে ভোটের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ’র স্থিতিশীল এবং প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ‘স্থিতিশীলতা’ হইল মানুষের কবরের ‘স্থিতিশীলতা’

সামরিক শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল করিয়া পরে জনগণকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া গদীতে টিকিয়া থাকিলেই উহাকে ‘স্থিতিশীল’ সরকার বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ‘স্থিতিশীল’ সরকারের আসল ভিত্তিই হইল দেশের জনগণের সমর্থন। যখন কোন দেশের জনগণ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় ও নিজেদের ভোটে কোন সরকার গঠন করে তখনই সে দেশের সরকার সত্যিকারের ‘স্থিতিশীলতা’ লাভ করে।

আমাদের দেশে এরুপ স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য আজ জনাব আইয়ুব খাঁ'র প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন তথা একনায়কত্বের অবসান করিয়া পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তিত করিয়া জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার গঠনের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্বে বহু মন্ত্রিসভার নাটকীয় পরিবর্তন প্রভৃতি দেখিয়া অনেকের হয়ত এরুপ আশংকা হইতে পারে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা চালু হইলে আবার ঐসব ঘটনা ঘটিবে।

কিন্তু, গত সংখ্যার আলোচনাতেই ইহা দেখান হইয়াছে যে, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার জন্য ঐসব ঘটনা ঘটে নাই। ঐ ঘটনার মূল কারণ ছিল গণবিরোধী শক্তিগুলির চক্রান্ত।

আমাদের দেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন মত ও আদর্শের অনুসারী দলসমূহের ভিতর ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারে এবং চলিবেও। বিভিন্ন সময়ে সরকারের পরিবর্তনও হইতে পারে।

কিন্তু, ইহাতে দেশের কোন ক্ষতি হইবার কথা নয়। কারণ বিভিন্ন দল ক্ষমতার জন্য যত কিছুই করুক না কেন, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু থাকিলে বিভিন্ন দলকে পরিশেষে ভোটের জন্য জনতার দুয়ারে উপস্থিত হইতে হইবে। জনগণই তখন বিচার করিবেন কোন দল ভাল, কোন দল মন্দ এবং এই বিচার করিয়াই জনগণ বিভিন্ন দলের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দিবেন। যে দল জনগণের অধিকাংশের ভোট পাইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবে সেই দল সরকার গঠন করিবে। এই পন্থা হইল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। ইহাতে দেশের অনিষ্ট হইতে পারে না। বরং বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া জনগণ বিভিন্ন দলকে রাজনৈতিকভাবে বিচার করিবেন, জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা হইবে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বাড়িবে এবং দেশে 'চক্রান্তের রাজনীতির' বদলে একটা সুস্থ রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিবে। দেশের প্রগতির জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজন।

ঐ পন্থায় সরকার পরিবর্তিত হইলেও দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভাঙ্গে না। কেননা, যে কোন দলই সরকার গঠন করুক, উহাকে দেশের জনগণের সমর্থন ও ভোট নিয়া ইহা করিতে হইবে। ইহার ফলে সরকার পরিবর্তিত হইলেও, নূতন সরকারও স্থিতিশীল হইয়া দেশ শাসন করে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি বৃটেনে।

তাছাড়া, ইহাও উপলব্ধি করা দরকার যে আজ 'স্থিতিশীলতার' নাম করিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ যে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন উহার মূল কথা হইল একনায়কত্ব। সহজ কথায় উহা হইল একের শাসন।

পার্লামেন্টারী প্রথায় যে শাসন চালু হইবে উহার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে। ইহা হইল গণতন্ত্র। সহজ কথায় ইহা হইল দলের শাসন।

এই দুই শাসন ব্যবস্থার ভিতর কোনটি দেশের পক্ষে ভাল- একনায়কত্ব না গণতন্ত্র? একের শাসন, না দলের শাসন? ইহা জনগনকে বিচার করিতে হইবে।

আইয়ুবী 'উন্নয়নের' চেহারা

জনাব আইয়ুব খাঁ শাসনের আমলে দেশের নানাবিধ 'উন্নয়ন' করা হইয়াছে বলিয়া রেডিও, সরকারী দলের সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে অহরহ প্রচার করা হইতেছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে দেশে শিল্পের অগ্রগতি হইয়াছে এবং কলকারখানার সংখ্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৭ বৎসরেই ইহা ঘটিয়াছে। ইহা বিশেষ কোন সরকারের কৃতিত্ব নহে। তবে এই সঙ্গে ইহাও

স্মরণ রাখা দরকার যে, গত ১৭ বৎসরে দেশে শিল্পের যে অগ্রগতি সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। আজও ইস্পাত শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। দেশের মূল সম্পদ এখনও আসে কৃষি হতে। আজও দেশ অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশই রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া, শুধু সারা দেশের কলকারখানার সংখ্যা দ্বারা পাকিস্তানের মত দেশের উন্নয়নের পরিমাপ করা চলে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে- দেশের এই উভয় অংশে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও একই পর্যায়ে উন্নয়নকার্য চলিতেছে কিনা তাহা একটি প্রধান বিচার্য বিষয়।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখ যায় যে যদিও পূর্ব পাকিস্তান সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে তথাপি উহার অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত না হইয়া উহার সিংহভাগ ব্যয় করা হয় আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের স্বার্থে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এখানে গণনির্বাচিত সরকারের হাতে না দিয়ে উহা রাখা হইয়াছে সুদূর রাওয়ালপিন্ডিতে- বড় ধনিকগোষ্ঠীর পেটোয়া একটি চক্রের হাতে। তদুপরি,পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা প্রভৃতির উপর অবাধ অধিকার আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়েছে। এ সবের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কাজ অবেহেলিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর বৈষম্য বিরাজ করিতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কতকগুলি অঞ্চল বিশেষতঃ সাবেক বেলুচিস্তান ও সিন্ধু সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

বস্ততঃ আইয়ুব সরকার ‘উন্নয়নের’ নামে আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বড় ধনিকদের স্বার্থরক্ষায় যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, তাহার ফলে দেশে এক বৈষম্যমূলক ও অসম অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিমাণ হইবে মারাত্মক।

দ্বিতীয়তঃ দেশের উন্নয়নের প্রধান নিরিখ হইল জনগণের জীবন ধারণের উন্নয়ন। এদিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, আদমজী, দাউদ, সায়গল, গান্ধারা প্রমুখ সামান্য কয়েকটি ধনিক পরিবার শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া বৎসরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। ইহাদের মুনাফার হার হইল শতকরা ২০০-৩০০ ভাগ, যা সভ্য দুনিয়ার কোন দেশেই নাই, কোন কোন কোম্পানী- যেমন গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রীজ গত ৪/৫ বৎসরে কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছে। অপরদিকে সমস্ত কল-কারখানা যাঁহাদের শ্রমে চালু থাকে, সেই শ্রমিকের শ্রেণী থাকে উপবাস।

মুষ্টিমেয় বৃহৎ ব্যবসায়ী বাজারের কারসাজি দ্বারা জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়াইতেছে। এই ফটকাবাজ দ্বারা ইহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে। অপরদিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার ফলে জনগণের ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণবিরোধী আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় জোতদারদের জমির সিলিং ১০০ বিঘা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৭৫ বিঘায় স্থির করিয়াছে। অপরদিকে, কৃষকদের ভিতর শতকরা ৭৬ জন হইল ভূমিহীন ও গরীব। পশ্চিম পাকিস্তানে বড় বড় ভূস্বামীদের জমির সিলিং ১৫০০ বিঘায় স্থির করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সেখানে শতকরা প্রায় ৮০ জন ভূমিহীন ও গরীব। সারা পাকিস্তানে কৃষকদের উপর খাজনা ও ট্যাক্স বহুগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণবিরোধী সরকারের এইসব নীতি ও কাজের ফলে আমাদের দেশের কৃষকগণ, যাহারা জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ, তাঁহারা অভাব, উপবাস ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন।

ইহাই হইল আইয়ুবী ‘উন্নয়নের’ আসল চেহারা। গ্রামের ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম হইয়াছে দুর্নীতির এক আখড়া। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আসে পি,এল ৪৮০ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আমেরিকার দেওয়া গম বিক্রী হইতে।

মার্কিনীদের এই টাকা ঢালা হইতেছে গ্রামে গ্রামে। ইহাতে গ্রামের রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন যতটুকু হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী 'উন্নতি' হয় কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ লোকের। এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলিই হইতেছে গ্রামে গ্রামে আইয়ুব সরকারের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা ছড়াইয়া দুর্নীতির মাধ্যমে সরকার গ্রামে গ্রামে তাহার সমর্থক একদল টাউট সৃষ্টি করিয়াছে। দেশ আজ দুর্নীতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

বস্ততঃ আইয়ুব সরকারের 'উন্নয়নের' বদৌলতে সারা পাকিস্তানে আজ আদমজী, দাউদ, সায়গল প্রমুখ গুটিকয়েক ধনিক পরিবারের শোষণের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় ভুস্বামীরা অবাধে কৃষকদের শোষণ করিতেছে, ব্যবসায় মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অবাধ কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে দুর্নীতিপরায়ণ টাউটদের রাজত্ব চলিতেছে। পক্ষান্তরে শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ দিন যাপন করেন অভাবে ও উপবাসে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ

এহেন আইয়ুব সরকার বৈদেশিক নীতি নিয়াও আবার গর্ব করে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিতে গত তিন-চার বৎসরের ভিতর কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইল দুনিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশের অভ্যন্তরে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ। দুনিয়ার রাজনীতিতে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে মার খাইতেছে এবং ভারতের অস্ত্র সাহায্য ও অন্যান্য অভিজ্ঞতায় পাকিস্তানের জনগণ যেভাবে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানের কোন সরকারের পক্ষেই আর পূর্বের মত নির্লজ্জভাবে মার্কিনীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নহে। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনগুলির মূল কারণ হইল কতকগুলি ঘটনা প্রবাহ। যাহার ভিতর আইয়ুব সরকারের কেরামতি নগণ্য।

জনাব আইয়ুব খাঁ আজ যদি সত্যি সত্যিই বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি কেন 'সিটো' ও 'সেন্টো' বাতিল করিতেছেন না? মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত অনুষ্ঠিত অন্যান্য অসম দ্বিপক্ষীয় সামরিক চুক্তিগুলিও তিনি নাকচ করিতেছেন না কেন?

মার্কিনীদের সহিত সামরিক চুক্তিসমূহ অনুষ্ঠানের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, পাকিস্তানের যে চারজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বার বার আমেরিকা গিয়ে মার্কিনীদের সামরিক ও অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ জনাব আইয়ুব খাঁ ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৯৫১-৫৩ সনের মধ্যে গোলাম আযম, ইস্কান্দার মীর্জা, জনাব আইয়ুব খাঁ প্রমুখরা বার বার মার্কিনী মুল্লুকে গিয়া ঐসব চুক্তি রচনার জন্য দেন-দরবার করিয়াছেন। ঐ সব চুক্তির আসল রচিয়তা তাঁহারা।

যেসব চুক্তি রচনাতে জনাব আইয়ুব খাঁ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন, সেই সব চুক্তি তিনি স্বেচ্ছায় বাতিল করবেন, সে আশা করা বৃথা।

আইয়ুব সরকারের আমলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মার্কিনী পুঁজির শোষণও বিন্দুমাত্র কমে নাই। বরং মার্কিনী পুঁজির অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে এবং বর্তমানে মার্কিনী ঋণের পরিমান ১০০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। দু'এক বৎসরের মধ্যেই ইহার সুদ হিসাবে বৎসর বৎসর প্রায় ৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করিতে হইবে। দেশটাই যেন মার্কিনী ঋণের নিকট বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন হইতে যে বৃটিশ পুঁজি নিয়োজিত ছিল তাহা এখনও রহিয়াছে। অন্যান্য সাম্রজ্যবাদী পুঁজিও নূতন করিয়া অনুপ্রবেশ করিতেছে। ইহারাও দেশের সম্পদ শোষণ করিয়া নিতেছে।

যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে গণবিরোধীদের আক্রমণ

পূর্ব পাকিস্তানের গণমানসে বিভ্রান্ত সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট পদের কনভেনশন লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব আইয়ুব খাঁ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সনের 'যুক্তফ্রন্ট' যেমন 'নেতাদের কোন্দলে' ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' অবস্থাও তাহা হইবে।

জনাব আইয়ুব খাঁ এই বক্তব্য দ্বারা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করিতেছেন মাত্র। ইহা অনস্বীকার্য যে, একটি পর্যায়ে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গ দলগুলির নেতৃত্বের ভিতর নানারূপ বিরোধও দেখা দিয়াছিল। 'যুক্তফ্রন্টে' ভাঙ্গনও ধরিয়াছিল। কিন্তু 'যুক্তফ্রন্টের' বিজয়ের পর হইতে শুরু করিয়া পূর্বাপর সব ঘটনা গোপন রাখিয়া শুধু ঐ বিভেদের কথা উল্লেখ করা সত্যের বিকৃতি মাত্র।

১৯৫৪ সনের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচকোটি অধিবাসী একবাক্যে 'যুক্তফ্রন্ট' ও উহার ২১-দফা কর্মসূচী সমর্থন করিয়া প্রদেশের শাসনভার 'যুক্তফ্রন্টের' হাতে তুলিয়া দেয়, তখনই কেন্দ্রীয় শাসক মহলে বিষম দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়। দুনিয়ার সামনে ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ দলের কোন পাত্তাই নাই। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বাস করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় লীগ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও ইহার পুনর্গঠনই ছিল একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিংবা অন্ততঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিভূরুপে পূর্ব পাকিস্তানের যে সব লীগ নেতা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের পদত্যাগ অপরিহার্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তান হইতে সেই দাবীও উঠিয়াছিল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ বিশেষ করিয়া তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গোলম মোহাম্মদ ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বা জনমতের কোন তোয়াক্কা করেন নাই। গণসমর্থন হীন মুসলিম লীগ দলই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রহিয়া গেল। পূর্ব পাকিস্তানের লীগ নেতারাও উহা হইতে পদত্যাগ করিলেন না। গণতন্ত্রের এই চরম খেলাপ ও পূর্ব পাকিস্তানের লীগ নেতাদের যেন তেন প্রকারের ক্ষমতার গদী আঁকড়াইয়া থাকার নির্লজ্জ অভিলাষকে 'যুক্তিসঙ্গত' বলিয়া জাহির করার জন্য বড় বড় ধনিকের মুখপাত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন একটা 'প্রাদেশিক নির্বাচন' মাত্র, সেই হেতু ইহার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের কোন প্রয়োজন নাই। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা ও ইহার সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছিল। পাকিস্তানে তদানীন্তন মার্কিনী রাষ্ট্রদূত মিঃ হিলড্রেথও কূটনৈতিক শীলতা বিসর্জন দিয়া এবং আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাইয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের প্রয়োজন নাই'।

এই সব ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের সহযোগী দেশের বৃহৎ ধনিক চক্রের স্বার্থে, পরামর্শে ও সমর্থনে জনগণের রায় উপেক্ষা করিয়া কেন্দ্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে বহাল রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে ইতিমধ্যে 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভা কায়েম হইয়াছিল। এই মন্ত্রিসভা ২১ দফা কর্মসূচী পূরণে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। 'যুক্তফ্রন্টের নবনির্বাচিত আইন পরিষদ সদস্যদের অধিকসংখ্যক এক প্রকাশ্য বিবৃতি মারফত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (তখন এরূপ চুক্তি অনুষ্ঠানের আলোচনা চলিতেছিল) অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিলেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা বিদেশী-দেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের পক্ষে জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

শুরু হইল পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্র। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর করাচীস্থ ভাড়াটিয়া সংবাদদাতা কালাহান এক আজগুবী খবর পরিবেশন করিল যে, 'পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক তাঁহার (কালাহনের) সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানেরও পশ্চিম বঙ্গের একত্রীকরণ কামনা করেন।'

সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া কালহানের পরিবেশিত ঐ মিথ্যা খবরকে সম্বল করিয়া কেন্দ্রীয় শাসকচক্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে 'গাদ্দারের' মন্ত্রিসভা বলিয়া উহার বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী এক বিরাট প্রচার অভিযান শুরু করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হইল আদমজী মিলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিকদের ভিতর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। ঐ দাঙ্গার সহিত জড়িত কয়েকটি মামলায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, আদমজী মিলের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুপরিকল্পিতভাবে ঐ দাঙ্গা বাধাইয়াছিল। করাচীর নির্দেশেই ঐ দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐ দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই 'আইন ও শৃঙ্খলার' অজুহাতে গণনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্রের নির্দেশে পদচ্যুত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জারি হয় ৯২(ক) ধারার সন্ত্রাস এবং পূর্ব পাকিস্তান শাসনের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয় ইস্কান্দার মীর্জার হাতে। গোলাম মোহাম্মদ তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, জনাব আইয়ুব খাঁ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং মার্কিনীদের পরম সুহৃদ, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এইসব 'উজ্জ্বল রত্নের' সমাবেশের পটভূমিকাতেই গণবিরোধীদের আক্রমণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকেও ভাঙ্গা হয়। ইহাই 'যুক্তফ্রন্ট' ভাঙ্গনের প্রথম পর্ব। উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির কয়েকদিন পরেই প্রথম পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বিভেদের ষড়যন্ত্রের জাল

'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভার অপসারণেও কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের সমস্যার সমাধান হইল না। মন্ত্রিসভা গদীতে না থাকিলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অটুট সমর্থন রহিয়া গেলো 'যুক্তফ্রন্টের' পিছনে। এখানে প্রশাসনিক বিভাগ কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের হাতে থাকিলেও জনগণের ভিতর তাহাদের কোন সমর্থনই ছিল না। ইহাই ছিল কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের বিষম সমস্যা। কেননা, করাচী হইতে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানকে এরূপভাবে শাসন করা যায় না। তাই 'যুক্তফ্রন্টের' বিভিন্ন অঙ্গদলের নেতাদের মন্ত্রিত্বের গদী দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের হাত করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হইল।

উপরতলার ষড়যন্ত্রের উপযোগী ক্ষেত্রও তখন বিরাজ করিতেছিল। পূর্ব পাকিস্তান তখন ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। হাজার হাজার গণতান্ত্রিক কর্মী ও নেতা তখন কারারুদ্ধ, সভাসমিতি করার অধিকার হইতে জনগণ বঞ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিতেছিল না। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে গোলাম মোহম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের দূতগণ দেশে ও বিদেশে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের দুয়ারে ধর্না দিয়া আলাদা আলাদাভাবে তাঁহাদেরকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে লাগিল। যে নেতাদের একদা 'গাদ্দার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল, সেই নেতাদের নিকট শাসকবর্গের গোপন দূত আনাগোনা করিতে লাগিল।

'যুক্তফ্রন্টের' অনেক নেতা তখনই ঐ ফাঁদে পা দিয়াছিল। মন্ত্রিত্বের গদীর জন্য তাহারা অনেকে গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্রের সাথে আপোস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ দুর্বলতা, ঐ নীতিবিগর্হিত কাজ হাজারবার নিন্দনীয়। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে ও সাহায্যে এবং দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার চক্র শুধু পশুশক্তিবলে গণনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া যে ভাঙ্গনের পালা শুরু করিয়াছিল এবং 'যুক্তফ্রন্টের' ঐক্য চুরমার করিয়া দেওয়ার জন্য ঐ গণবিরোধী চক্র ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করিয়াছিল এবং 'যুক্তফ্রন্টের' অনেক নেতা উহার শিকারে পরিণত হইয়াছিল। 'যুক্তফ্রন্ট' ভাঙ্গনের প্রধান দায়িত্ব ছিল মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত এবং দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখপাত্র ঐ গণবিরোধী চক্রের। জনাব আইয়ুব খাঁ আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তিনিও ঐ চক্রের অন্যতম মধ্যমণিরুপে কাজ করিয়াছিলেন। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গনের কাজে তাহার হাত ও কলংকিত।

গণতন্ত্রই অগ্রগতির পথ

১৯৫৪ সনে গণবিরোধীরা চক্রান্ত করিয়া যেভাবে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল, তাহার পুনারবৃত্তি যাহাতে ঘটিতে না পারে, সেই জন্যই আজ সম্মিলিত বিরোধীদলের পক্ষ হইতে পূর্ণ গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী শাসনের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। ‘যুক্তফ্রন্ট’ ভাঙ্গনের যে বাস্তব কারণসমূহের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তখন যদি গণবিরোধীদের চক্রান্তের রাজনীতির বদলে দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করা যাইত, তাহা হইলে যুক্তফ্রন্টে ঐ ভাঙ্গন আসিত না। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের ভিতর দলাদলি হইলেও মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য তাঁহাদের উপরতলার গণবিরোধী চক্রের শরণাপন্ন না হইয়া জনগণের দুয়ারে উপস্থিত হইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার চেষ্টা করিতে হইত। কিন্তু, গোলাম মোহাম্মদ- ইস্কান্দার চক্র তখন ঐ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই হত্যা করিয়াছিল। গোলাম মোহাম্মদ-ইস্কান্দার মীর্জা যাহা শুরু করিয়া গিয়াছিল, জনাব আইয়ুব খাঁ তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে।

সেই অবস্থা হইতে আজ গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্মিলিত বিরোধীদল নির্বাচনী সংগ্রামে নামিয়াছে। যদি বিরোধী দলের এই প্রচেষ্টা সফল হয়, যদি জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তখন সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদলগুলি নিজেদের ভিতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা করিলেও, সেই অবস্থায় যে সরকারই গঠিত হউক, তাহাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। ইহার ফলে দেশের কোন অমঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে। বস্ততঃ আধুনিক পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসনের মূল কথাই হইল বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতর প্রতিদ্বন্দিতা এবং জনগণের ভোটে যে কোন দলের সরকার গঠিত হওয়া। কাজেই পার্লামেন্টারী শাসনের অধীনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও থাকিবে, ঐ দলগুলির ভিতর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতাও থাকিবে।

সম্মিলিত বিরোধীদল ঐরূপ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিয়া জনগণের হাতে সরকার গঠনের দায়িত্ব দিতে চায়। এরূপ গণতান্ত্রিক পরিবেশেই দেশের সত্যিকারের অগ্রগতি হইতে পারে। ইহাতে আবার ১৯৫৪ সনের মত নোংরা দলাদলি হইবে- এরূপ কোন কথাই আসিতে পারে না। তখন আসিবে নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা- যা ভালমন্দ বিচার হইবে জনগণের সুউচ্চ দরবারে।

ব্যক্তির প্রশ্ন নহে -- প্রশ্ন আদর্শের

সম্মিলিত বিরোধীদলকে জনসমক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য জনাব আইয়ুব খাঁ আরও বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ সনের ‘যুক্তফ্রন্টের’ নেতৃত্ব ছিল মরহুম ‘ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান নেতাদের হাতে’ আজ ইহাদের তুলনায় ‘সম্মিলিত বিরোধীদলের’ বর্তমান নেতারা ‘ বামন’ মাত্র।

জনাব আইয়ুব খাঁর কথার কোন ঠিকই নাই। কোন কোন স্থানে তিনি যুক্তফ্রন্টের সব নেতাদের কসিয়া গালি দিতেছেন, আবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন। ইহার নাম চরম সুবিধা বাদ।

যাহা হউক. মরহুম শেরে বাংলা ও সোহারাওয়ার্দীর তুলনায় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রভৃতি দিক দিয়া আজিকার ‘সম্মিলিত বিরোধীদলের’ নেতৃত্ব দুর্বল না সবল সে প্রশ্ন এখানে প্রধান নয়। জনাব আইয়ুব খাঁর জানা দরাকার যে, মরহুম শেরে বাংলা ও সোহারাওয়ার্দী সারা জীবন গণতন্ত্রের যে আর্দশের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন, সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতৃত্ব একযোগে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইয়াছেন। এখানে প্রশ্ন ব্যক্তির নহে এখানে প্রশ্ন হইল আদর্শ ও কর্মসূচীর, জনগণের নিকটও ব্যক্তির চাইতে আদর্শ ও কর্মসূচীর প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। তাই, দেখা যাইতেছে যে, মরহুম ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত 'যুক্তফ্রন্টের' আহবানে জনগণ যেরূপ সাড়া দিয়াছিলেন, আজও 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' আহবানে জনগণ সাড়া দিয়াছেন।

সম্মিলিত বিরোধী দলের সপক্ষে এই গণজাগরণ দেখিয়া জনাব আইয়ুব খাঁ একেবারে বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। অন্য কোন পথ না পাইয়া তিনি এখন 'সম্মিলিত বিরোধীদল' জয়ী হইলে আবার সামরিক শাসন জারির হুমকি পর্যন্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

কিন্তু দেশের জনগণ জানেন যে, কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই গণতন্ত্রের সংগ্রাম জয়ী হইবে। কোন হুমকি জনগণকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবী

জনাব আইয়ুব খাঁর একনায়কত্বের অধীনে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হইয়াছে, ভোটাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। জাতিসমূহের স্বায়ত্বশাসন পদদলিত হইয়াছে এবং দেশপ্রেমিক কর্মীগণ কারাগারে পচিতেছেন। এই একনায়কত্বের অধীনে সারা দেশে গোটা কয়েক ধনিক পরিবার ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণের রাজত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। এই একনায়কত্বের অধীনে মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দেশের ধন-সম্পদ লুট করিয়া নিয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশ এখনও সিটো ও সেন্টোর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এই একনায়কত্বের অধীনে সুবিধা হইয়াছে শুধু দেশী ও বিদেশী শোষকদের। জনগণের ভাগ্যে জুটিয়াছে শুধু জুলুম, নিপীড়ন, অনটন ও উপবাস। স্বাধীন দেশের নাগরিক হইয়াও দেশের জনগণ জনাব আইয়ুব খাঁর শাসনে সব অধিকার হারাইয়াছে।

এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য নির্বাচনে 'সম্মিলিত বিরোধীদল' একনায়কত্বের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী বুলন্দ কন্ঠে উত্থাপিত করিয়াছে। 'সম্মিলিত বিরোধীদল' আরও দাবী করিয়াছে যে, (১) জনগণের ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তিত হোক; (২) জনগণের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হোক; (৩) সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক; (৪) সমস্ত দমনমূলক আইন নাকচ করা হোক; (৫) খাজনা-ট্যাক্স কমান হোক এবং (৬) দুর্নীতি উচ্ছেদ করা হোক ইত্যাদি। 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' পক্ষ হইতে দেশবরেণ্য মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্ আজ প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থিত হইয়াছেন।

'সম্মিলিত বিরোধীদলের' মূল কথাই হইল যে, দেশের প্রগতির জন্য আজ সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল জুলুমবাজ একনায়কত্বের অবসান করা এবং পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের হৃত অধিকারগুলি ফিরাইয়া দেওয়া এবং জনগণের হাতে দেশের সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া। 'সম্মিলিত বিরোধীদল' জনগণের এই মৌলিক অধিকারের দাবীই উত্থাপন করিয়াছে।

তাই দেশের জনগণের নিকট আমাদের আবেদন-

- একনায়কত্ব অবসানের জন্য
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য
- আপনাদের অধিকারগুলি ফিরিয়া পাইবার জন্য
- আপনাদের দুর্দশা লাঘব করিবার জন্য মিস জিন্নাহকে জয়যুক্ত করুন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান	সংযুক্ত বিরোধীদলের প্রচারপত্র	নভেম্বর, ১৯৬৪

অপপ্রচারের জবাবে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের প্রতি প্রাদেশিক সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেন-

নির্বাচকমন্ডলীর নবনির্বাচিত সদস্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য বর্তমান সরকার ও সরকারী সাঙ্গপাঙ্গরা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার অভিযান চালাইয়াছে। জাতীয় পরিষদে মনোনয়ন প্রথা বিলোপ করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও খান এ সবুর খান ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটিতে সদস্য মনোনয়নের প্রলোভন দেখাইতেছেন। নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নিরুৎসাহিত করার জন্য জনাব আইয়ুব খান ও তাঁহার তোষামোদকারীরা প্রচার করিতেছেন যে, বিরোধী দল জয়লাভ করিলে মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা ও ওর্য়াকস কর্মসূচী বাতিল করিবে। নবনির্বাচিত সদস্যদের সদস্য পদ খারিজ করিয়া দিয়া তিন মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে। অথচ মাদারে মিল্লাত বার বার এসমস্ত অলীক প্রচারণার সত্যতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার কর্মসূচী ও নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও সরকার পক্ষের গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রহিয়াছে। তাই সরকার পক্ষের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণার জবাবে আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যেঃ

১। বর্তমান আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিল বা কমিটিতে কোন প্রকার মনোনয়ন চলিতে পারে না।

২। মাদারে মিল্লাত ও সম্মিলিত বিরোধী দল মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা বাতিল করিবে না। কারণ ইহা কোন নয়া পদ্ধতি নয়। ইউনিয়ন বোর্ড নামে ইহা কয়েক দশক পূর্ব হইতেই বহাল রহিয়াছে। কেহই এই প্রথা বাতিলের কথা কষনও চিন্তাই করে নাই।

৩। নবনির্বাচিত সদস্যরা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পর ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটি সদস্য হিসাবে পূর্ণ পাঁচ বছর বহাল থাকিবেন।

৪। নির্বাচকমন্ডলীর বর্তমান সদস্যদের স্থলে মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নূতন করিয়া কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হইবে না। নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদেরকেই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যে পরিণত করা হইবে।

৫। ওয়ার্কস কর্মসূচী বাতিল করা হইবে না। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও কমিটিগুলিকে পরিকল্পিতবভাবে ওর্য়াকস কর্মসূচী কার্যকরী করার ভার দেওয়া হইবে।

মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের উপর হইতে অহেতুক ও অবমাননাকর সরকারী নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহার করা হইবে। মৌলিক গণতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হইয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবাধ পরিবেশে কাজ করিবে। তাহার পূর্ণ আত্মমর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইবে।

টাঙ্গাইল মহকুমা সম্মিলিত বিরোধীদল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত নবযুগ প্রেস, টাঙ্গাইল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোটদানের জন্য কৃষক-জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রচার পত্র	নভেম্বর, ১৯৬৪

কৃষক-জনতার প্রতি পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আহবান

ভাইসব,

নির্বাচনের প্রথম পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। আপনারা নির্বাচনী সংস্থার সভ্য তথা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভা নির্বাচন করিয়াই আপনাদের সরাসরি ভোটের অধিকার পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। এখন আবার নির্বাচনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ আগামী ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী ধার্য্য হইয়াছে। একমাত্র আপনাদের নবনির্বাচিত সভ্যদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। এই প্রেসিডেন্ট হইলেন এমন এক ব্যক্তি যাহার হাতে থাকিবে পাকিস্তানের প্রশাসনিক যন্ত্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা। তাহারই উপর নির্ভর করিবে এদেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। আপনাদের ভাগ্য নির্ধারণের কলাকৌশলও তিনিই উদ্ভাবন করিবেন। এই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছেন জনাব আইয়ুব খান ও মিস ফাতেমা জিন্নাহ। একজন অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ও শোষণ-উৎপীড়নের উলঙ্গ প্রতিভূ আরেকজন গণতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী সরকারে বিশ্বাসী। পূর্ণ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় আপনাদের ভোটাধিকারসহ সমস্ত মৌলিক অধিকারেরই স্বীকৃতি থাকিবে। আপনাদের দাবী আদায়ের পথকেও সুগম ও সহজ করিবে। আপনারা প্রতিমূহুর্তেই অনুভব করিতেছেন আইয়ুব সরকারের শাসনের স্বাদই এই সরকারের পুলিশের গুলিতে সম্প্রতি কুমিল্লার বাতাকান্দি গ্রামে নিরীহ কৃষাণ/কৃষাণীর জীবন দিতে হইয়াছে। এই প্রকার আরও কত মর্মান্তিক ঘটনাই না রহিয়াছে।

কাজেই আপনাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই আপনাদিগকে এখন এমন সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে যাহাতে আপনাদের কাছে ওয়াদাবদ্ধ আপনাদেরই নির্বাচিত সভ্যরা প্রেসিডেন্ট পদে মিস জিন্নাহকে ভোট দিয়া তাহাদের ওয়াদা পালন করেন। একদিকে যেমন মিস জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য আপনাদিগকে অনলস প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে অপরদিকে তেমনই আপনাদের দাবী আদায়ের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করিয়া ইস্পাত কঠিন কৃষক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নির্বাচনে আপনাদের ঐক্যের শক্তিতে ভয় পাইয়াই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানাভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া এই ঐক্যে ফাটল ধরাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। যেখানে যেখানে কৃষক সমিতি আছে সেইগুলিকে শক্তিশালী করিয়া এবং যেখানে যেখানে নাই সেইখানে কৃষক সমিতি গঠন করিয়া দুর্বার কৃষক ঐক্য গড়িয়াই এই শয়তানের শয়তানীর সম্যক ও সঠিক উত্তর দিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ সংগঠনই আপনাদের শক্তি। আপনাদের দাবীর আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য এখন হইতেই প্রতি ইউনিয়নে, থানায়, মহকুমায় ও জিলায় মিছিল ও সভা প্রভৃতি গড়িয়া তুলুন এবং ঐ সমস্তে আপনাদের নির্বাচিত সভ্যকেও অংশীদার করুন। ছাত্র মেহনতি জনতাসহ রাজনৈতিক সংযুক্ত বিরোধীদলের সক্রিয় সহযোগিতায় এই আন্দোলনকে দুর্বার করিয়া তোলার জন্য কৃষক কর্ম্মী ও দরদীদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে মিছিল করিয়া আপনাদের নির্বাচিত সভ্যকে ভোটকেন্দ্রে নিয়া মিস জিন্নাহকে ভোট দেওয়ানও আপনাদের অবশ্য করণীয় কাজ। আমি বিশ্বাস করি তাঁহারা দেশ ও সমাজের কাজের জন্য তাহাদের এই

গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করিবেন। সংযুক্ত বিরোধীদলের গৃহীত কর্মসূচীতে কৃষকের মৌলিক দাবীর স্বীকৃতি আছে বলিয়াই কৃষক সমাজকে সংযুক্ত বিরোধীদলের সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেই হইবে। এইরূপ মিথ্যা জনরব উঠিয়াছে যে মিস জিন্নাহ এই নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিলে মৌলিক গণতন্ত্র সংস্থা ভাঙ্গিয়া দেবে এবং পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। এই মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করিবেন না। মাদারে মিল্লাত ঘোষণা করিয়াছেন যে, মৌলিক গণতন্ত্র সংস্থাকে আরও ক্ষমতা দিয়া শক্তিশালী করিবেন।

পথে-ঘাটে-বাজারে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলুন

১। পূর্ণ গণতন্ত্র ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটসহ সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকার কায়েম কর।

২। সমস্ত প্রকার নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

৩। সার্টিফিকেট প্রথাসহ নতুন রাজস্ব আদায়ের বিল বাতিল করুন।

৪। ৯৩ কোটি টাকা ঋণ হইতে কৃষককে রেহাই দিতে হইবে।

৫। ভুল রেন্ট রোল সংশোধন ও এজমালি খতিয়ানে বাটা-খতিয়ান পরিণত করিতে হইবে।

৬। বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্স কমাইতে হইবে এবং নগর শুল্ক বাতিল করিতে হইবে, খাজনার সুদ নেওয়া চলিবে না।

৭। উৎপাদিত ফসলের উদ্ধৃত্তের উপর হারাহারি খাজনা বা কর ধার্যেও প্রথা চালু করিতে হইবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ধার্য চলিবে না। ১০০ বিঘার উপর কাহাকেও জমি রাখিতে দেওয়া চলিবে না।

৮। অল্প জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারী খাস জমি ও উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করিতে হইবে।

৯। মোহাজীরদের নামে যে ট্যাক্স আদায় হইতেছে তাহা দিয়া অচিরে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে।

১০। হাট-বাজারের ও জলার ইজারা প্রথা বাতিল করিয়া সরাসরি খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হউক।

১১। পাটের নিম্ন দর চল্লিশ টাকা, আখের নিম্ন দর ৪ টাকা ধার্য করিয়া কৃষকের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

১২। শিক্ষার ব্যয়ভার কমান হউক, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হউক।

১৩। ক্রুগ-মিশনের সুপারিশ মোতাবেক বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হউক।

১৪। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প বিস্তারের ব্যবস্থাসহ দিনমজুরদের পল্লী উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করিয়া দৈনিক ৩ টাকা হইতে ৩ টাকা আট আনা দেওয়া হউক, কৃষি সমস্যার সম্যক সমাধান করিয়া ফসল উৎপাদনে কৃষককে সাহায্য ও সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতে হইবে।

১৫। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমাইতে হইবে।

১৬। সংখ্যালঘুদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার দিতে হইবে।

১৭। সমস্ত প্রকার পুলিশী জুলুম বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। পল্লী উন্নয়নের নামে বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকের জমি কাটা বন্ধ করিতে হইবে। সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্মানজনক শর্তে বন্ধুত্ব ও ব্যবসা করিতে হইবে।

১৯। সাম্প্রাদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

২০। ধ্বংসের মুখ হইতে কুটির শিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতিমা জিন্নাহকে নির্বাচিত করুন	পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচার পত্র	ডিসেম্বর, ১৯৬৪

আইয়ুবকে পরাজিত করিয়া
গণতন্ত্রের প্রতীক মিস ফাতিমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করুন
নির্বাচনী কলেজের সদস্য ও দেশবাসীর প্রতি ছাত্র সমাজের আহ্বান

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্নঃ

ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার বুকের রক্তে যে আইয়ুবশাহীর হাত এখনো রহিয়াছে সিক্তকলঙ্কিত, সেই জুলুমশাহীকে সমূলে নিপাত করিবার দিন আসিয়াছে। আজ দিন আসিয়াছে বিগত ছয় বছরের অত্যাচার-নির্যাতন আর নির্মম শোষণের জবাব দান করিবার। ছয় বছর পূর্বে যে ডিক্টেটর আইয়ুব দেশবাসীকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজের একনায়কত্বকে চিরস্থায়ী করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, যে আইয়ুব দেশবাসীকে ‘গরু-ছাগল’ আখ্যা দিয়া নিজেকে ‘‘সর্বশ্রেষ্ঠ’’ রাষ্ট্রপরিচালক ও ‘‘মহাশক্তিশালী’’ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল সেই ‘‘মহাশক্তিধর’’ আইয়ুবের পদতলে আজ ভূমি কাঁপিতেছে থর থর। শোষিত-নির্যাতিত পাকিস্তানের দশ কোটি নর-নারী আজ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিসুভিয়াসের মত। জনতার রুদ্ররোষের লেলিহান বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মত পুড়িয় ভস্মীভূত হইবে দুষমন সব, পাপী-তাপী, অত্যাচারী, শোষক-শাসকের দল। আজ আসিয়াছে সেই দিন। ঘোষিত হইবেই স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় আর গণতন্ত্রের মহান বিজয়।

আগামী ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। শুধু এ দেশবাসীরই নয়, সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ এই নির্বাচনের প্রতি হইয়াছে নিবদ্ধ। কেননা এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্নে- স্বাধীনতা ও মুক্তি বনাম গোলামী ও জুলুমবাজীর প্রশ্নে। এই নির্বাচনই নির্ধারিত করিবে পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিধারা। সুতরাং আসন্ন নির্বাচন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পাকিস্তানবাসীদের নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু জনগণের সুনিশ্চিত বিজয়ের মুখে, ক্ষমতার মোহে অন্ধ জুলুমবাজ আইয়ুবশাহী মরণ কামড় হানিতে পারে। তাই সর্তকতাই জনগণের বিজয়ের গ্যাঁরান্টি।

নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের প্রতি আবেদনঃ

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ঠুটো জগন্নাথ করা হইয়াছে। আজ আপনাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবে। আপনারাই আজ জনগণের আশা পূরণের মালিক। দেশবাসী চায় গণতন্ত্র, চায় মিস ফাতেমা জিন্নাহর বিজয়। তাই ফাতেমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করাই আজ আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু ক্ষমাতাসীন চক্র আজ মিথ্যা প্রচারের বাণ ছুটাইয়াছে। আইয়ুবশাহী আপনাদের বিভ্রান্ত করিতেছে যে, মিস জিন্নাহ জয়যুক্ত হইলেই বুনিয়াদী গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা পবিত্র ধর্মের নামেও মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছে। দেশপ্রেমিক ছাত্রসমাজের উপর ভরসা থাকিলে এইসব মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইয়া উপযুক্ত জবাব দান করুন মিস জিন্নাহকে ভোট দিয়া। শাসকশ্রেণী আজ আপনাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে নামিয়াছে। ভয়ভীতি, প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা আপনাদের বিপথগামী করিতে চায়। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে জানিবেন যে, আপনাদের সাথে রহিয়াছে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও জাগ্রত দেশবাসী। তাই প্রলোভনের ফাঁদে না পড়িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দায়িত্ব

পালন করুন-''জিন্নাহকে' জয়যুক্ত করুন। এই মহান কর্তব্য পালনে সফল হইলে ইতিহাসে আপনারা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে, কিংবা দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে ইতিহাস প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ভুলিবে না, ক্ষমা করিবে না পূর্ব বাংলার বিপ্লবী ছাত্রসমাজ। আর জবাব দিতেই হইবে সেদিন জনতার দরবারে। আমরা সুনিশ্চিতভাবে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি -আইয়ুবশাহীর উচ্ছেদ হইবেই হইবে। আপনাদের কাছে আবেদন, এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে আপনারা অকুতোভয়ে সামিল হউন।

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন। শোষকদের উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। গত ছয় বছর ধরে জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে আইয়ুব সরকার। কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়াছে, মূল্য বাড়িয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। খাজনা, ট্যাক্স বাড়িয়াছে বহুগুণ। ধনিকের ধন বাড়িয়াছে, গরীব হইয়াছে আরো নিঃস্ব। তাহার উপর চলিয়াছে অত্যাচার, জুলুম-জবরদস্তি। আজ তাই এই অত্যাচারী শোষকদের পরাজিত করিবার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষকে সর্বশক্তি দিয়াই চালাইতে হইবে প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের ভোট দিয়া বসিয়া থাকিলেই চললেবে না। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সকল মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যেই। নিজ প্রচেষ্টা দ্বারাই করিতে হইবে ভাগ্যের পরিবর্তন। মরিবার পূর্বেও আইয়ুবশাহী জনগণের বিরুদ্ধে সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে। আইয়ুবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া মিস জিন্নাহকে জয়যুক্ত করিতেই হইবে। ইহাই আমাদের বাঁচিবার পথ। তাই আসুন, আজ সকলে মিলিয়া নিমেণর কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিয়া মিস জিন্নাহর বিজয়কে সুনিশ্চিত করিয়া তুলি। আসুন, আজ বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করিঃ শোষণের দিন শেষ, দিন শেষ জুলুমবাজীর।

ছাত্রসমাজের কর্তব্যঃ

ছাত্রসমাজ আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, গ্রহণ করিতেছে বলিষ্ঠ শপথ। গণতন্ত্রের প্রতীক ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করিবই করিব। এই শপথকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিটি ছাত্রকে আজ চারণের বেশে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে গ্রাম বাংলার পথে পথে। হাটে-মাঠে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র চালাইতে হইবে প্রচার। ছাত্রসমাজকে যাইতে হইবে জনতাকে সংঘবদ্ধ করিবার কাজে। নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের নিকট পৌঁছাইতে হইবে দেশবাসীর ম্যান্ডেট : ''ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দাও। পালন কর দায়িত্ব।'' যে কোন মূল্যেই আজ উচ্ছেদ করিতে হইবে আইয়ুবশাহকে। এই আইয়ুবশাহীর উচ্ছেদের জন্যই গত তিন বছর ধরিয়া শত নির্যাতনের মুখে বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া, বেয়নেটের নীচে দাঁড়াইয়া আমরা-ছাত্রসমাজ নির্ভীকভাবে চালাইয়া আসিয়াছি সংগ্রাম। আইয়ুবশাহীর বুলেটে নাম জানা -অজানা শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দিয়াছে আমাদের কানে কানে ডাক। ডাক দিতেছে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দী ভাইরা। আজ আসিয়াছে দেশের ডাক-মায়ের ডাক। এই ডাকে আমরা সাড়া দিবই, উচ্ছেদ করিবই স্বৈরাচারী শাসকদের। তাই প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে পালন করিতে হইবে নিম্নের কর্মসূচী। ইহাই ছাত্রসমাজের কর্তব্য।

কর্মসুচীঃ

o সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে সকল ইউনিটে 'ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী' কমিটি গঠন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে ইহা গঠন করা।

- সকল ইউনিটে অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসভা করিয়া নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের উপর মিস জিন্নাহর সমর্থনে ম্যান্ডেট প্রদান ও শপথ গ্রহণ।
- শহরে-গ্রামে. গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্র প্রচার, জনসভা, পথসভা, ছোট এবং বড় মিছিল অনুষ্ঠান।
- ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের উপস্থিত করা ও ক্ষমতাসীনদের কব্জা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করা।
- ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নিষিদ্ধ সীমার বাহিরে হাজার হাজার গণজমায়েতের ব্যবস্থা।
- শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সর্বসময়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা।
- মিস্ জিন্নাহর নির্বাচনী তহবিলে অর্থ প্রদান ও অর্থ সংগ্রহ।

পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ
ঢাকা।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পাকিস্তান ছাত্রশক্তি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস,২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ- দশজন আলেমের বিবৃতি’	সংযুক্ত বিরোধী দল	ডিসেম্বর, ১৯৬৪

বর্তমান পরিস্থিতিতে
রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ

(বিশ্ববিখ্যাত ও দেশবরেণ্যে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া)

- মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
- মরহুম মাওলানা সৈয়দ সোলেমান নদভী
- মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী
- মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
- মাওলানা আতাহার আলী
- মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী)
- মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী
- মাওলানা তাজুল ইসলাম
- শর্ষিনার পীর শাহ মাওলানা মোহম্মদ ছিদ্দিক
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) বলেনঃ

রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিন প্রকার,- রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সদস্যদের সমবায়ে গঠিত পরিষদই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। রাষ্ট্রপ্রধান এ পরিষদের একজন সদস্য মাত্র। তিনি জাতি কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত হলেও তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব এখানে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মত একজন পরামর্শদাতা মাত্র যদিও তাঁর মত অন্যান্য একক সদস্যের মতের তুলনায় অগ্রধিকার লাভ করে থাকে তথাপি এতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদি তাই হতো তবে অন্যান্য সদস্যদের সমবেত মতের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতই প্রাধান্য লাভ করতো; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না।

কোরান মজিদে হজরত বিলকিসের রাজত্ব কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ...‘‘মা কুনতু কাতেয়াতান আমরান হাত্তা তাশ্হাদুন’’ অর্থাৎ বিলকিস তাঁর সভাসদগণকে বলেন, ‘‘আপনাদের উপস্থিতি ব্যতীত আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না’’- এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি শাসনতন্ত্র অনুসারেই হোক বা বিলকিসের স্বাভাবিক অনুসৃত রীতি অনুসারেই হউক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুরূপই ছিল।

হজরত বিলকিসের মুসলমান হবার পর তাঁর রাষ্ট্রাধিকার কেড়ে নেবার কোন প্রমাণ নেই বরং তার রাজ্য যে আগের মতই বহাল ছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিলকিসের রাজত্বে ও রাজ্য শাসন পদ্ধতির প্রতি কোরানে কোনরূপ অবজ্ঞা ও অসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়নি। উসুলে ফেকাহর সুবিদিত বিধান হচ্ছে, কোরান বা হাদিছে যদি অতীতের কোন ঘটনা বা ব্যবস্থাকে কোনরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন প্রকাশ না করে বর্ণনা করা হয়

তবে তা শরীয়তে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মহিলার নেতৃত্ব চলিতে পারে।

(ইমদাদুল ফাতাওয়া তাতিম্মায়ে ছানিয়া ১৬৯-৭০: ৫৪ বৎসর পূর্বে প্রদত্ত)
(দৈনিক আজাদ, ২২শে অক্টোবর ১৯৬৪ ইং)

মাওলানা সৈয়দ সোলেমান নদভী ছাহেব বলেনঃ

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম যেসব শর্তারোপ করেছে তা পালন করা কোন মহিলার পক্ষে দুঃসাধ্য। এ জন্যই নারী জাতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু এই একমাত্র কারণে যদি কেহ মনে করেন যে কোন অবস্থায়ই মহিলা মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন না, তবে তা ভুল হবে। কারণ যখন জাতি কোন ফেতনা- ফাসাদের সম্মুখীন হয় এবং সে ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তিত্ব জনগণের দৃষ্টিতে কোন মহিলা ব্যতীত আর না থাকে, তবে উক্ত মহিলাকেই জাতির নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।

(সীরাতে আয়েশা, ৩য় খ- ১১৩ পৃঃ)

হজরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী ছাহেব বলেনঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্যের খেলাপ নহে।

(দৈনিক জঙ্গ, ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৪ ইং)

হজরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ছাহেব বলেনঃ

এখন আমি এমন একটি বিষয়ে বলবো, যা খুব জোরে-শোরে তোলা হচ্ছে এবং কিছুসংখ্যক আলেম ও পীরদের দ্বারাও তা লোকসমক্ষে প্রচার করানো হচ্ছে- তা হলো রাষ্ট্রপ্রধান মহিলাকে নিযুক্ত করা। বলা হচ্ছে যে, ইসলামে কোন নারীকে মুসলমানদের নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যায় না। এই ব্যাপারে বিশেষ করে আমার লেখা বই থেকে নানা উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আর আমি সময় ও সুযোগ দেখে ইসলামের নীতি পরিবর্তন করে ফেলি বলে আমার নামে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এর জওয়াবে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীকে মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূত বানানো যায় কি? ছেলে ও মেয়েদের সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা কি ইসলামসম্মত? পুরুষ ও মেয়েলোকের একত্রিত হয়ে একই অফিসে কাজ করা কি জায়েজ? স্টেজে নেমে মেয়েদের নাচ, গান করা কি ইসলাম সমর্থন করে? উড়োজাহাজে যুবতি মেয়েরা সেবিকা হয়ে পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে মদ পরিবেশন করে, তা কি জায়েজ.... আর এসব যদি না-জায়েজ কাজই হবে, তাহলে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ মেনে কাজ করা হয়নি কেন? এ সব ব্যাপারে ইসলামের কথা স্মরণ করা হয়নি কেন? আর আজ নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার প্রশ্নেই কেবল ইসলামের দোহাই দেয়া হয় কেন? এ হচ্ছে পাল্টা প্রশ্ন। এর পরে আমি আসল বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভংগী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইসলামে রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ নীতিগতভাবে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রের আওতার মধ্যে রাখা হয়েছে, এসবের দায়িত্ব পালনে মেয়েলোকদের শরীক করা হয়নি। মুসলমানদের আমীর বা নেতা হবার জন্যে যেসব শর্ত করা হয়েছে তার মধ্যে পুরুষ হওয়াটাও একটা শর্ত, একথা অস্বীকার করা যায়

না । আমি নিজেই এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণ সহকারে বলিষ্ঠভাবে ইতিপূর্বে কয়েকবারই বলেছি, আর আজও আমি এই কথারই পুনর্ঘোষণা করছি।

কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সামনে বিষয়টি এ সাদাসিধেভাবে উপস্থিত হয়নি যে, নারী মুসলমানদের আমীর হতে পারে কিনা তা নিয়েই আমরা মাথা ঘামাতে বসবো। বরং আমরা বর্তমানে এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আছি, তা হচ্ছে এইঃ

- দেশে এক জবরদস্তিমূলক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে রয়েছে, তা আমাদের ধর্ম, চরিত্র, তাহজীব-তামাদ্দুন, অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

- এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পরিবর্তন করার জন্য আগামী নির্বাচনে খোদার দেয়া এক মহা সুযোগ পাচ্ছি।

- দেশে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিত্ব এমন নেই যাকে কেন্দ্র করে দেশের বিরাটসংখ্যক লোক একত্রিত হতে পারে, আর নির্ব্বাচনে সফলতা লাভ করতে পারে ও এ উপায়ে বর্ত্তমান স্বৈরতন্ত্রী জালেম শাসন ব্যবস্থাকে খতম করে দেওয়ার কোন সম্ভাবনা হতে পারে।

- মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহর প্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ জনতা তাঁর সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

- তাঁর পরিবর্তে অপর কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করানো কিংবা এই নির্বচনী সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার মানে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকেই সাহায্য কর।

এমতাবস্থায় আমাদের সামনে আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, একজন মেয়েলোকের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কি শরীয়াতে এতই আপত্তিকর যে তাঁকে সমর্থন না করে তার বিপরীত বর্তমান জবরদস্তি আর অত্যাচার জুলুমের শাসনকে মেনে নিতে হবে? আমার মতে ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তিই বলতে পারে না যে, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করার পরিবর্তে এই স্বৈরাচারী ও জালেম শাসনকে কবুল করা উচিত। বরং আমি তো বলবো, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যদি এক আনা দোষের কাজ হয় তা'হলে তার মুকাবিলায় বর্তমান অত্যাচারী ও জালেম শাসনকে বাঁচিয়ে রাখলে কমপক্ষে দশগুণ বেশী গুনাহ হবে। আর খোদার শরীয়াত তো অনেক বড়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির একটি বালকও এক টাকা বাঁচানোর জন্যে দশ টাকার ক্ষতি স্বীকার করাকে পছন্দ করতে পারে না।

এছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হওয়া একটি শর্ত বটে, কিন্তু নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শরীয়াতে সম্পূর্ণ হারাম- এমন হারাম যে, অত্যন্ত ও সাংঘাতিক প্রয়োজন দেখা দিলেও তা জায়েজ হবে না, এমন কথা কেউই বলতে পারে না। কোরআন-হাদিস থেকে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে পারেন তবে করুন, আমরাও দেখব। আসলে ইসলামের সাধারণ নিয়মের মধ্যে আমরা কোনই পরিবর্তন করছি না, না তার কোন সংশোধন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্তমানের এই বিশেষ ধরনের অবস্থার কতিপয় প্রয়োজন দেখা দেওয়ার কারণে একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা জায়েজ মনে করছি মাত্র। কেননা, এ কাজ যে চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে হারাম- এ কথা প্রমাণ করার কোন দলিলই আমরা শরীয়াতে পাইনি, এখন একজন নারীকে যদি আমরা, মেনে না নেই, তা'হলে তার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বড় অন্যায়কে মেনে নিতে হয়, এবং তা এত বড় যে, শুধু নৈতিক দৃষ্টিতেই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতেও তা অত্যন্ত বড় অন্যায় কাজ হয়ে পড়ে।

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা' হচ্ছে এই যে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে কেবল পুরুষ হওয়াই কি একমাত্র শর্ত? ... না সেই সঙ্গে আরো অনেক কয়টি শর্ত আছে? কোন এক বিশেষ সময়ে আমাদের সামনে

যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়, দুজনের একজনকে অনিবার্যভাবে কবুল করে নিতে হয়, আর তাদের একজনের মধ্যে কেবল নারী হওয়া ছাড়া অন্য কোন আপত্তিকর জিনিষ না থাকে এবং অপর জনের মধ্যে কেবল পুরুষ হওয়া ছাড়া অন্য সব দিকই হয় মারাত্মকভাবে আপত্তিকর, তা'হলে ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি আমাদিগকে নারীকে গ্রহণ না করে সেই পুরুষকেই গ্রহণ করার জন্যে বলতে পারে?

ভাইগণ, নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের শরীয়াতের দৃষ্টিতে এ-ই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। এই কারণেই আমরা আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষণে আমি দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন করতে চাই, আপনারা দেশের অধিবাসীরা - কেউই যেন এই নাজুক ও জটিল সংকটের সময় গাফিল হয়ে বসে না থাকেন- এই সুবর্ণ সুযোগকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কাটিয়ে না দেন। খুব শান্তভাবে ঠান্ডা মনে চিন্তা করে ফয়ছালা করুনঃ বিগত ছয় বছর ধরে দেশবাসী যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিষ্পেষণের তলে নিষ্পেষিত হচ্ছে তাকেই কি স্থায়ী করে রাখতে চান?..... না, এ-কে পরিবর্তন করে এমন এক শাসন -ব্যবস্থা কায়েম করার ইচ্ছা রাখেন, যাতে দেশবাসী এক স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে ও নিজেদের যাবতীয় গুরুতর ব্যাপারে নিজেরাই ফয়ছালা গ্রহণ করতে পারেন? প্রথম অবস্থা গ্রহণ করিতে যদি আপনারা রাজী না হন, বরং দ্বিতীয় অবস্থাকেই দেশে বহাল রাখতে চান, তা'হলে খোদার ওয়াস্তে বলছি এই সুযোগকে কিছুতেই হারাবেন না। আপনার ভোট পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে কেবলমাত্র সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে- মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহর নামে-ব্যবহার করুন। এই সুবর্ণ সুযোগ যদি আপনারা হেলায় হারিয়ে ফেলেন, তা'হলে আপনাকে এবং আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের এর কুফল দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ করতে হবে।

আমি খোদার নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখান এবং ভুল পথে যাওয়া থেকে যেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন- আমীন।

(২৯শে নভেম্বর পল্টন ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে)

মাওলানা আতাহার আলী ছাহেব বলেনঃ

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া একশ্রেণীর আলেম ও পীর নামধারী স্বার্থবাজ ব্যক্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের যে ধরনের বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যা দান করিতেছেন তাহা আমি গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার কুমতলবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ হইতে সেইসব বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যামূলক তথ্যের ভিত্তিতে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা ঘরে ঘরে বিলিবণ্টন করা হইতেছে।

এমতাবস্থায় খাঁটি সচেতন কোন আলেম ও পীরের পক্ষে কিছুতেই নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা উচিত নহে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও এইরূপ পরিস্থিতিতে গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি।এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া জায়েজ নহে বলিয়া যাহার দাবী করিতেছেন, তাহাদিগকে উহা প্রমাণিত করার জন্য আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি।

পক্ষান্তরে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সাহেব যিনি পবিত্র কোরানকে বিকৃত করিয়া বিভিন্ন ধরনের বিধান জারি করতঃ পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘‘তাঁহাকে ভোট দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ হারাম’’।

এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত থাকিলে তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ এমদাদুল উলুম মাদ্রাসার ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

স্বাঃ আতাহার আলী- **১০-১২-৬৪**।

মাওলানা শামছুল হক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ছাহেবদ্বয় বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর শাশ্বত চিরন্তন দ্বীনকে আধুনিকীকরনের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন, যিনি মুসলিম পারিবারিক আইনের নামে স্বরচিত আইনের দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের পবিত্র শরীয়তকে বিকৃত করিয়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক ও বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কোরানের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েজ হইতে পারে না।

এইরূপ ব্যক্তির মোকাবেলায় এমন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট করা কোনরুপেই অন্যায় হইবে না, যিনি এইরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ কখনও করেন নাই।

স্বাঃ নূর মোহাম্মদ আজমী
সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল ওলামা, পূর্ব পাকিস্তান।
স্বাঃ নাচিজ শামসুল হক (ফরিদপুরী)
প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কোরআনীয়া, লালবাগ, ঢাকা।
(১৯৬৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর দৈনিক আজাদে প্রকাশিত)

মাওলানা তাজুল ছাহেব বলেনঃ

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি প্রধান পুরুষ প্রার্থী-

১। তিনি জনসাধারণের ভোটাধিকার হরণ করিয়া পাকিস্তানের গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছেন।

২। তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথ হইতে সরাইয়া একনায়কত্বের পথে লইয়া যাইতেছেন।

৩। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করিয়া শরীয়তকে বিকৃত করায়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক, ইসলামের আধুনিকীকরণের চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে পবিত্র কোরানের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না, এতদসত্ত্বেও যাহারা তাঁহাকে সমর্থন করিবে, তাহারা ঐ ব্যক্তির যাবতীয় কৃতকর্মের গুণাহের সমঅংশী হইবে।

অপরপক্ষে যিনি মহিলা প্রার্থী-

১। তিনি পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে ও পরে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

২। তিনি জনগণের ভোটাধিকার ফিরাইয়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ।

৩। তিনি একনায়কত্বের অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিতেছেন।

৪। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মুসলিম পারিবারিক আইনের অনৈসলামী ধারাসমূহ সংশোধন করার ওয়াদা করিতেছেন এবং পবিত্র শরীয়তকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করিতেছেন।

জাতির এই পূর্ণ সংকটময় মুহূর্তে কোরআন বিকৃতকারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারীদের অপসারণ কর অপিরহার্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই কার্য সম্পাদন করিতে যদি কোন মহিলার আশ্রয় লওয়া হয়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহা নাজায়েজ হওয়ার কোনই কারণ নাই। বরং তাঁহাকে জয়যুক্ত করার সব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাঃ তাজুল ইসলাম, ৮-১২-৬৪

প্রিন্সিপ্যাল, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া মাদ্রাসা।

শর্ষিনার পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দীক ছাহেব বলেনঃ

একনাকত্বমূলক সরকার কর্তৃক ইছলাম ও শরিয়তে ইছলামের খেলাফ কতকগুলি কাজ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরাম ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই সরকার সে সবের প্রতি কর্ণপাত না করায় দেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হককানী ওলামায়ে কেরামের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ও অসন্তোষের ফলে বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইছলাম জনসাধারণের স্বার্থে এই সরকার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শরীয়তের দাবীতে একান্তই সময়োপযোগী এবং শরীয়তসম্মত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি। এবং আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে আবেদন জানাইতেছি যে, জনসাধারণ কর্তৃক অকুণ্ঠ ভাবে সমর্থিত সম্মিলিত বিরোধী দলকে ইছলামের মহান স্বার্থে কমিয়াব করুন।

(দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর,১৯৬৪ইং)

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম ছাহেব বলেনঃ

নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া জায়েজ নাই বলিয়া শর্ষিনা হইতে সম্প্রতি যে ফতোয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনগড়া কথায় পূর্ণ। তাহাতে যেসব দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোন একটি দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় না যে, নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়াও কোন সময়ই নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করা সম্মত নহে।

হাজী মোহাম্মদ দানি কর্তৃক ৪৬, কাপ্তান বাজার হইতে প্রকাশিত ও আরফান প্রেস, ১৬/২০ নবরায় লেন হইতে মুদ্রিত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনোপলক্ষে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের সরকারী ব্যবস্থা সর্ম্পকে ঘোষণা	সরকারী	জানুয়ারী, ১৯৬৫

সরকার কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রাক্কালে দেশে ব্যপকভাবে শান্তি ভঙ্গকরার পরিকল্পনা করিতেছে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশৃঙ্খলাজনিত র্দুঘটনা, শান্তি ভঙ্গ ও ভীতি প্রর্দশনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং দেশে যাহাতে মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সে জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা যাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত তাহাদের ভোট প্রদান করিতে পারেন, উহার নিশ্চয়তা বিধানে সরকার স্থিরসংকল্প। এই উদ্দেশ্যে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক র্নবাচন কেন্দ্রে কড়া পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইতেছে। নির্বাচন কেন্দ্রের বাহিরে যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য ভ্রাম্যমাণ প্রহরার বন্দোবস্ত করা হইবে। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন, অন্যায়ভাবে কোথাও আটক বা কোনরূপ বলপ্রয়োগ করিলে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। প্রদেশের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা হইয়াছে।

প্রয়োজনবোধে বেসামরিক কতৃপক্ষ তলব করিলে শান্তিরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীও আগাইয়া আসিবে। নির্বাচন কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্থানীয় কতৃপক্ষ প্রয়োজন -বোধে উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবেন।

নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে বাধা দানের জন্য নির্বাচনের পূর্বে বা নির্বাচন চলাকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অথবা ভোট কেন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কোন সদস্যের প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রেসিডেন্ট নির্বচনের ফলাফল	সরকারী	৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৫

পরিশিষ্ট ৭
নির্বাচনী রিটার্ন, ১৯৬৫
রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিলযোগ্য

প্রদেশ	ক্রমিক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	অবৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত, বৈধ ও অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা	প্রত্যেক প্রার্থীর লব্ধ ভোটের শতকরা হার
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১। ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	২১,০ ১২			৫৩.১২
	২। জনাব কে,এম,কামাল	৯৩	২৭৪	৩৯,৮২৪	.২৩
	৩। মিয়া বশীর আহমদ	১১			.২
	৪। মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	১৮,৪৩৪			৪৬.৬০
		৩৯,৫৫০	২৭৪		৩৯,৮২৪
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১। ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	২৮,৯৩৯			৭৩.৫৬
	২। জনাব কে,এম,কামাল	৯০	৫৩৬	৩৯,৮৭৬	.২৩
	৩। মিয়া বশীর আহমদ	৫৪			.১৪
	৪। মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	১০,২৫৭			২৬.০৭
		৩৯,৩৪০	৫৩৬		৩৯,৮৭৬
পূর্ব পাকিস্তানে মোট	১। ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান	৪৯,৯৫১			৬৩.৩১
	২। জনাব কে,এম,কামাল	১৮৩	৮১০	৭৯,৭০০	.২৩
	৩। মিয়া বশীর আহমদ	৬৫			.০৮
	৪। মিস্ ফাতিমা জিন্নাহ্	২৮,৬৯১			৩৬.৩৬
		৭৮,৮৯০	৮১০		৭৯,৭০০

আমি, ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বচনী আইনের ৩৮(১) ধারা অনুসারে, এস্নারা ঘোষণা করছি যে, ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান সবোর্চচসংখ্যক ভোট লাভ করে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের এই রিটার্ন এতদ্বারা নির্বাচনী কমিশনের নিকট পেশ করা হল।

স্থানঃ রাওয়ালপিন্ডি
তারিখঃ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৫ সাল।

স্বাক্ষরঃ জি,মঈনুদ্দীন,
রিটার্নিং অফিসার।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ন্যাপের ১৪ দফা	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫ জুন,১৯৬৫

ন্যাপের ১৪ দফা-জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী

(ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই জুনের সভায় গৃহীত)

স্বাধীনতা লাভের ১৮বছর পর পাকিস্তান আজ বিগত দিনের পুঞ্জীভূত সমস্যায় জর্জরিত হইয়া এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটির পর আরেকটি সরকার আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে প্রতেকেই পুরাতনের সহিত নতুন সমস্যা যোগ করিয়াছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যাই দূর হয় নাই, উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশের সম্মুখে এক ভয়াবহ ইঙ্গিত বহনকারী সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। এই সঙ্কটের গুরুত্ব আরও প্রকটিত হইয়াছে সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় আমরা যে পরীক্ষায় সম্মুখীন হইয়া ছিলাম তাহার ফলে আমাদের বহু ভুল ধারণা পরিবর্তন হইয়াছে, বহু ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ক্ষমতাসীনেরা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন যে-সমস্ত মৌলিক সমস্যা হিমাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নূতন গুরুত্ব লইয়া অকস্মাৎ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং অবসাদগ্রস্ত সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়াছে। বিগত সময়ের যে সকল সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা স্পর্শই করা হয় নাই, উহা আজ অধিকতর গুরুত্ব লইয়া হাজির হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, সমস্যা আজ সমগ্র জাতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সমাধানের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহনের আওয়াজ তুলিয়াছে।

পূর্বের যে-কোন সময় অপেক্ষা এখন আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ত্রূটি ও বৈসাদৃশ্যসমূহ প্রকটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আজিকার অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল আমাদের সামগ্রিক জাতীয় গঠন প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করা। এবার দেশের অর্থনৈতিক পদ্ধতি, প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্রনীতি, প্রত্যেকটিই সত্যকার পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্তমানে অনুসৃত নীতির কোনটাই আমাদের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বর্তমান সরকার পদ্ধতি

বর্তমান পদ্ধতির সরকার পাকিস্তানের জনগণের জন্য সমপূর্ণ অনুপযোগী; এমনকি মারাত্মক ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানে যে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রহিয়াছে, তাহা আমাদের দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এক হাজার মাইল বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা বিছিন্ন ইহার দুইটি অংশ লইয়া পাকিস্তান এমন একটি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রাখিতে পারে না, যেখানে সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর মতো অবিকল একটি কেন্দ্রীয় সরকার, বাজেট ও আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতাহীন একটি জাতীয় পরিষদ, প্রেসিডেন্টের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে দুইজন প্রাদেশিক গভর্নর ও তাঁহাদের নিজস্ব বাছাই করা ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত মন্ত্রপরিষদদ্বয় ও কার্যতঃ ক্ষমতাহীন দুইটি প্রাদেশিক পরিষদ পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইতে মোটেই সক্ষম নহে। বর্তমানে যে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু রহিয়াছে তাহা পাকিস্তানের অদ্ভুদ ভৌগলিক বৈশিষ্ট ও ইহার বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে সুষ্ঠুভাবে শাসন করিতে পারে না; কারণ ইহা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে অক্ষম; যেহেতু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন, যাঁহারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিবর্তে একপেশে, উপজাতীয়, পারিবারিক ও অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর স্থানীয় অবস্থার

ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, সেইহেতু রাজনৈতিক দিক দিয়া প্রেসিডেন্ট কিংবা জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, এমন কথা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা

১। খাদ্য সমস্যাঃ পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছে, এবং এই খাদ্য পরিস্থিতি এখন এত তীব্র রুপ ধারণ করিয়াছে যে, প্রদেশব্যাপী বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। চাউল প্রতিমণ ৪০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মূল্যে বিক্রয় হইতেছে- যাহা শতকরা অন্ততঃপক্ষে ৯৫ জন লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। গ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণ আরও অতিরিক্ত দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছে লেভী ব্যবস্থার ফলে। লেভী ব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকরী করা হইয়াছে যে, ইহা জুলুমে পরিণত হয়েছে এবং ইহার সহিত সার্টিফিকেট প্রথা মিলিত হইয়া এই জুলুমকে গ্রামীণ জনসাধারণের নিকট আরও অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই সব কিছুই খাদ্য সমস্যাকে আরও তীব্রতর করিয়াছে এবং জনসাধারণের দুর্দশাকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে।

২। পাটচাষী প্রসঙ্গেঃ পাটচাষীদের উপর শোষণ অবাধভাবে অব্যাহত রহিয়াছে, উপরন্তু ইহা আরও তীব্র হইয়াছে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তাহারা পাইতেছে মণপ্রতি ১৩ টাকা। ইহা তাহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। ইহার ফলে পাটচাষীরা কোনক্রমে তাহাদের শ্রমমূল্য লাভ করিতে পারে- বাঁচার মত মজুরী তাহারা পায় না । পাটের ন্যায্য মূল্য বাধিয়া দেওয়া উহা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে বাস্তব কোন কিছু করা হয় নাই। ফলস্বরূপ, পাট চাষীরা ১৮ বৎসর আগে যেখানে ছিল বস্ততঃ এখনও সেই একইস্থানে রহিয়াছে- পক্ষান্তরে, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের তুলনায়ও বর্তমানে বহুগুন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের বর্ধিত মূল্য হইতে পাটচাষীরা বঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু পক্ষান্তরে মুনাফা করিতেছে ফড়িয়া, মিল মালিক ও রফতানীকারকরা।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের অবস্থাঃ সামরিক শাসনামলে বহুল প্রচারিত ভূমি সংস্কার আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাক্তন ভূ-স্বামীরা সামরিক শাসনামলের এই সংস্কারকালে হারানো তাহাদের অধিকাংশ জমির উপর অধিকার পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে এবং তাহারা পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন শস্য নির্ভয়ে ও অবাধে নিজেদের গোলায় লইয়া তুলিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া ভূমি মালিকেরা যেভাবে ভূমিহীন কৃষকদের উপর শোষণ চালাইয়া আসিতেছে সেই শোষণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাহারা এখনও পূর্ব অধিকার ভোগ করিতেছে।

ভূমিহীন কৃষকদের এই দুর্দশার সহিত যোগ হইয়াছে ‘অদৃশ্য ভূস্বামী’ হিসাবে আমলাতন্ত্রীদের নির্যাতন। বাঁধ এলাকায় বা অন্যান্য সরকারী জমি এই সকল সরকারী কর্মচারীদের সুবিধাজনক দামে বা ‘ইনাম’ হিসাবে প্রদান করা হইতেছে। এইভাবে একটি ‘অদৃশ্য ভূস্বামী’ গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া চিরন্তন ভূমিহীন চাষীদের উপর তাহাদের চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। এবং তাহারাও এই ‘অদৃশ্য ভূস্বামী’ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে।

ইক্ষুচাষীদের অবস্থা

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশেই ইক্ষুচাষীরা শোষিত হইতেছে। চিনি মিল মালিকেরা উচ্চ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিয়া যখন প্রচুর অর্থ উর্পাজন করিতেছি তখন ইক্ষুচাষীরা বিভিন্ন ধরনের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া তাহাদের ন্যায্য উর্পাজন হইতে বঞ্চিত। মিল মালিকেরা তাহাদের মর্জিমাফিক ইক্ষুর মূল্য

নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে। ইক্ষুর উপর তাহারা তাহাদের নিজেদের নির্ধারিত মূল্য চাঁপাইয়া দেয়। বেশী মূল্যে তাহারা ইক্ষু ক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া ইক্ষুচাষীদের বাধ্য করে কম মূল্যে তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতে। ইক্ষুচাষীকে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা কৃষকের পণ্য বিক্রয়ের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করে। ইক্ষুর পরিবর্তে তাহারা মিলে কাঁচামাল হিসেবে 'গুড়' ব্যবহার করে। এইভাবে বিভিন্ন পন্থায় তাহারা ইক্ষুচাষীদের অনাহারে এবং করুণার পাত্র করিয়া রাখে।এই অবস্থায় মিল মালিকরা যে শর্ত আরোপ করে তাহা মানিয়া লইয়া নতি স্বীকার করা ভিন্ন ইক্ষুচাষীদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। ইক্ষুচাষীদের এই অবস্থার প্রতিকার বিধানের ব্যাপারে কাহারও মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। ডেপুটি কমিশনারদের ন্যায় সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্ন ও অযোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা প্রায়শঃই মিল মালিকদের লোভের শিকারে পরিণত হইয়া তাহাদের প্রতি সমর্থন প্রদান করিয়া থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিদিনই কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততায় বিনষ্ট হাজার হাজার একর জমি চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলার কৃষকরা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়াছে। অসংখ্য কৃষক আজ এই দুর্যোগময় ভবিষ্যতের মুখোমুখি হইয়াছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা ও অনাবৃষ্টি কৃষকদের একইরূপ অভিশাপের মত কাজ করে।

ইহারই ফলশ্রুতি দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথম ক্ষেত্রে, কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষক অধিকহারে ভূমিহীন ও কর্পদহীন হওয়ার দরুন শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ, বাজার সম্প্রাসরণের পরিবর্তে দ্রুত সংকুচিত হইতেছে- যাহার ফলে গুরুতর জাতীয় সংকটের সৃষ্টি হইতেছে।

শ্রমিকদের অবস্থা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনধারণ ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল-কারখানার মালিকগণ স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে শ্রমিকদের শোষণ করিয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু শ্রমিকগণ কয়েক বছর আগে যে বেতন পাইতেন, এখনও কার্যতঃ সেই বেতনই পাইতেছেন। ধর্মঘট ও যৌথ দরকষাকষির মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া শ্রমিকদিগকে মালিকেরা খেয়ালখুশীর তাঁবেদার এককক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হইয়াছে। তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগতবৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, অথচ তাঁহাদের বেতনের হারের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তদুপরি তাঁহাদের অধিকারসমূহকে খর্ব ও পদদলিত করা হইয়াছে। বিড়ি শ্রমিকগণ বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। টেন্ডু পাতার ব্যবহার ও আমদানী নিষিদ্ধকরণের ফলে তাঁহার বেকারত্ব ও অনাহারের সম্মুখীন হইয়াছে।

ছাত্রদের অবস্থা

শিক্ষা ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবসায় পরিণত হইতেছে। স্কুল- কলেজের বেতন প্রদান করা অধিকাংশ পিতামাতার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অধিকহারে স্কুল, কারিগরি ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে অধিকাংশ পিতা-মাতা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি করাতে পারেন না। পাঠ্য পুস্তকের ব্যবসায় চরম জালিয়াতি চলিতেছে। প্রতি বছর পাঠ্য-পুস্তক বদল করার ফলে পুরনো বই আর ব্যবহার করা যায় না। বহু অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য নিয়মকানুনের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাধীন ও অবাধ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া এবং দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলশিক্ষকগণ এক বিশেষ দুর্দিনের মধ্যে কালযাপন করিতেছেন, তাহাদের কার্যকলাপের উপর গোপন খবর রাখা হইতেছে ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হইতেছে।

শিল্পখাত

একচেটিয়াবাদ ও কার্টেলের স্বার্থে পুঁজির একত্রীকরণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা পাকিস্তানের জন্য শুভ ইঙ্গিত নয়। ইহা আরও বেশী ভয়াবহ এই কারণে যে, এই নতুন ধারাটি সরকারের আনুকূল্য ও উৎসাহ লাভ করিতেছে। ইহা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক যে, সম্প্রতি অনুমোদিত ৪৮টি নতুন শিল্প রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সকল উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মুখচেনা রাজনীতিক, আমলা, বর্তমান ও অতীতের বহু মন্ত্রী ও পরিষদ সদস্য রহিয়াছেন। এই সমগ্র নীতিটিকে রাজনৈতিক ঘুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা সকলেই জানেন যে, এই সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যাঁহাদিগকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই এই পারমিটগুলো খোলা বাজারে বিক্রী করিতেছেন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী একটি টেক্সটাইল মিলের (সুতা কল) পারমিটের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নয়। সরকারী খাত হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর মনোপলির স্বার্থে কাজ করিতেছে। জরুরী সম্পত্তি আইনের সাহায্যে দখলকৃত চা-বাগানসমূহ বিশেষ সুবিধাভোগী একচেটিয়া পুঁজির মালিকদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পাক-ভারত যুদ্ধের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল পাইয়াছে। ইহা একদিকে আমাদের সকলের মধ্যেকার দেশপ্রেমের চেতনা প্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। তুরখাম হইতে টেকনাফ পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিটি পাকিস্তানী দেশ রক্ষার কাজে সামিল হইয়াছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি ভূমির স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষাকল্পে মহতী ত্যাগের প্রস্তুতিতে জনগণ নতুন সত্তা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পাকিস্তানের উভয়াংশ ও ইহার দূর অঞ্চলের জনগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্তান, ইহার সংহতি ও ঐক্যের স্বপক্ষে। সাধারণ মানুষের কোন রাজনৈতিক চেতনা নাই- জনগণের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকারের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া ব্যক্তিগত শাসন চিরস্থায়ী ও সীমাহীন সম্পদ কুক্ষিগত করিতে যাহারা অভিলাষী জনগণ তাহাদের এই হীন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। আর বেশী দিন জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহকে অস্বীকার করা যাইবে না এবং জনগণ আর অধিক দিন স্বৈরতন্ত্রকে সহ্য করিবে না কিংবা এক-নায়কত্ববাদকেও গ্রহণ করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে,এই অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর অধীনে পাক-ভারত উপ-মহাদেশে একটি যৌথ প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমেরিকার টাকা ও অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের উত্তর অঞ্চলের প্রতিবেশীগণকে প্রতিহত করিবার এবং তদ্বারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের সাম্রাজ্যবাদীদের মহাপরিকল্পনা নিদারুণভাবে মার খাইয়াছে।

পাকিস্তান ও ইহার জনগণ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ভারতের সাথে সরাসরি একত্রীকরণ বা কনফেডারেশন গঠন কিংবা যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অথবা যৌথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরীকরণের সম্ভাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল সাময়িকভাবে হইলেও তাহার অবসান ঘটিয়াছে।

ইহা দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারের বিভিন্ন প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রচারের সাথে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় র্নিবিচার আক্রমণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

১৯৫৮ সালে কতিপয় সমর নেতা কর্তৃক পাকিস্তানের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বাতিল, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন, জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলাফল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছাসহ ১৯৫৭ সালে ন্যাপের জন্মলগ্ন হইতে এ যাবৎ সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৯৫৭ সালে আমরা সুস্পষ্টভাবে যে বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহার সত্যতাই প্রমাণ হইয়াছে। ইতিহাস আমাদের চিন্তাধারার যৌক্তিকতা ও ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ নির্ভুল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদলের লইয়া গঠিত ফেডারেল সরকারের সাথে জনগণের সরাসরি যোগাযোগকে অস্বীকার করার ফলে সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরে এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তাঁহার দলের যে কোন জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নাই তাহা উদঘাটিত হইয়াছে। এবং জনগণের বিরুদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন ব্যতিরেকে কোন বিস্ফোরণোন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে তাহারা অক্ষম। ইহা অত্যন্ত দুভার্গজনক, গত ৮ বছর যাবৎ দেশ যে গণপ্রতিনিধিত্বহীন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাঁতাকালে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।

খাদ্যের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট আমাদের অর্থনীতির দুর্বল চরিত্রকে প্রকট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। চড়া হারের সুদে কোটি কোটি ডলারের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াও সরকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক সম্পদ দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান ভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠা এবং আমলাতন্ত্রের একটি নূতন ও শক্তিশালী ভূস্বামী ও শিল্প অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তর এমন এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ছাড়া যাহারা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

বহুদিন পূর্বেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা উচিত। শিল্প উন্নয়নের সুফলগুলি ও অর্থনৈতিক উন্নতি কতিপয় এলাকায় অথবা মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না হয়, তাহার নিশ্চয়তা বিধানও একান্ত আবশ্যক। যাহাদের বুঝিবার সদিচ্ছা আছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সর্ম্পকের রূপরেখা বর্ণিত রহিয়াছে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক ও অন্যান্য আফ্রো- এশীয় দেশ প্রমাণ করিয়াছে যে, পাকিস্তান তাহাদের মৈত্রিক উপর নির্ভর করিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বৈদেশিক সর্ম্পকের এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা ঘেঁষা রূপরেখা নূতন করিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। ঘটনা প্রবাহ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভূমিকার অকাট্য যৌক্তিকতা হাজির করিয়াছে।

অনেক মূল্যের বিনিময়ে দেশ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাওয়ালপিন্ডি হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করা হইবে, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত এই তত্ত্ব বাস্তব অথবা কার্যোপযোগী নয়। পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং প্রতিরক্ষা নীতির সমন্বয় সাধনজনিত প্রয়োজনাদিসাপেক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-সদর দফতর স্থানান্তরের অত্যাবশ্যকতার কথা ১৯৫৭ সালের প্রণীত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারী খাতে মূল ও ভারী শিল্প স্থাপনের দাবীও করিয়াছিলাম। যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত এবং আমলাতন্ত্র উহাকে উপেক্ষা না করিত তবে

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থা এবং অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উভয় অংশ কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র নিজ নিজ চাহিদাপূরণের ব্যাপারে অক্ষমতা, যাহা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল, এড়ান সম্ভব হইত।

পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে যাহা প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে, আমরা শুরু হইতেই উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা ১৯৫৭ সালে দাবী করিয়াছিলাম যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত দুইটি ইউনিটের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং জনকল্যাণমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র' হিসাবে গড়িয়া তোলা উচিত। আমরা পাকিস্তানকে এইরূপ একটি রাষ্ট্র হিসাবে দেখিয়াছি যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার জনসাধারণেরই উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপরিষদ উহা প্রয়োগ করিবে। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি আঞ্চলিক ফেডারেশন হিসাবে পুনর্গঠনের দাবী করিয়াছি, যাহার আইন পরিষদে কোন একটি প্রদেশ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক আসনের অধিকারী হইবে না এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি।

পাকিস্তানের উভয়াঞ্চলের জনসাধারণ দরিদ্র, নির্যাতিত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা হইতে বঞ্চিত। আমরা মনে করি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে গ্রহণ করাই ইহার জবাব। বিভিন্ন দেশে মানুষের অর্জিত শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পরিহার করা উচিত। সকল পাকিস্তানীকেই আমাদের জাতীয় সম্পদের অংশীদার বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইহাদের পূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার রহিয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অধীনে সম-সুযোগের অধিকার রহিয়াছে।

বর্তমানে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক আরোপিত শাসনতন্ত্র ও সরকারী নীতিসমূহ শুধু যে একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এক ব্যক্তির হাতের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া দিয়াছে তাহাই নয় ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়াছে। সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হইবে এমন একটি প্রতিনিধিত্বশীল ও গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলা যেখানে ক্ষমতা একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম আইন পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। পাকিস্তানে সকল অংশের ঐক্য রক্ষায় ও সকল পাকিস্তানীর অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকল নাগরিকের সমান সুযোগ, বিভিন্ন এলাকা ও জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ হইতেছে আমাদের সামনে যে সমস্যাবলী রহিয়াছে উহার প্রত্যুত্তরে আমাদের জবাব। সকল পাকিস্তানীর জন্য জনগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আমাদের লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার সমাধান অবশ্যই করিতে হইবে এবং উহার জনগণের উপর বিদেশী, পূর্ব পাকিস্তানী বা পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি যেই হউক না কেন তাহাদের শোষণ খর্ব ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। দেশের সকল অংশকে যথাযথভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের জনসাধারণকে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। সেনাবাহিনীকে জাতীয় ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ উহার গঠন জনসংখ্যার আনুপাতিক হইতে হইবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা এবং এই সকল বিষয়ে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এবং এইগুলি ছাড়া অপরাপর সকল বিষয়কেই প্রাদেশিকীকরণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীকে ভিত্তি করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানকে প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হইবে। গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চল- ইহাই হইতেছে আমাদের শ্লোগান।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

আমরা একথা বলিতে পারি না যে, একটা দেশের মধ্যে যেমন একদল বঞ্চিত ও একদল বিত্তশালী রহিয়াছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়াছে। সর্বপেক্ষা ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি সহ একটি নূতন ধরনের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, অর্থ ও ক্ষমতার উপর তাহার একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখার জন্য, মনুষ্য জাতির উপর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ভিয়েৎনামে যুদ্ধ সম্প্রসারণ, চীনের বিরুদ্ধে নয়া মোকাবেলা, ভারতকে দ্রুত অস্ত্রসজ্জিতকরণ, সেন্টো ও সিয়েটো ধরনের সংস্থা গঠনের নয়া প্রচেষ্টা- এইসব কিছুই ঐ অভিসন্থি নির্দেশ করে। পাকিস্তান সম্প্রতি উহার বাণিজ্যিকে বহুমুখী করার এবং চীন, সোভিয়েথ ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আফ্রো-এশীয়-লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির সহিত সর্ম্পক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমরা এখনও সেন্টো-সিয়োটা হইতে বাহির হইয়া আসি নাই। এবং এখনও আমাদের দেশে মার্কিন সরকারের ঘাঁটি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ, ইহারা আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে উৎসুক মিত্র খুঁজিয়া পায়, বর্তমানে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পূবাহ্নে প্রুতিশ্রুত অর্থ সাহায্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও আমলাতন্ত্রীরা এই সকল ব্যাপরে গভীর উৎকণ্ঠিত এবং আমাদের জাতীয় স্বার্থ আর একবার বিক্রয় করিবার হুমকি দিতেছে। ইহাকে প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং আমাদের পরিকল্পনাবিদদের অবশ্যই আমাদের জাতীয় সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হইবে। আমাদের ত্যাগ স্বীকার এবং নূতন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে রাষ্ট্রীয় খাতে স্থানান্তরকরণ মার্কিনী হুমকীর প্রতিক্রিয়াকে আংশিকভাবে ঠেকাইতে সক্ষম হইবে।

সঠিকভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য অবশ্যই আমাদের শত্রুদের অবস্থান, তাহাদের বর্তমান রণনীতি ও কৌশল সর্ম্পকে অবহিত হইতে হইবে। আমরা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সাম্রাজ্যবাদই আমাদের প্রধান শত্রু আর তাই, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ কি রণনীতি ও কৌশল গ্রহণ করিতেছে সে সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত কয়েক বৎসর এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। এই সকল নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দেশের সহয়াতায় অনেকটা স্বাধীন অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতেছে। কিছু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র মুক্তি অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ইতিমধ্যোই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত এক তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সবই পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে গভীরতর করিতেছে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। এই অবস্থা হইতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা, মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রজ্যবাদী চক্র, বারবার যুদ্ধোন্মদনাসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ধৃত প্ররোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু করিয়াছে। তাহারা লাওসে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং কম্বোডিয়াকে হুমকি প্রদান করিতেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে বারংবার নাজেহাল হইয়া তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করিতে চায়। তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে চীন। চীনা ভূখন্ডের উপর সাম্প্রতিককালে মার্কিন বিমানের বেআইনী উড্ডয়ন ইহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ব্যাপারে ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হাত মিলাইয়াছে। 'নেফা' কে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সামরিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্ব সমধিক। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানের উপর পতিত হওয়ার কথা। অধিকন্তু, যখনই সম্ভব সাম্রাজ্যবাদীরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। তাহার বিভিন্ন সামাজিক, জাতীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের প্ররোচণা দেয় এবং বিভিন্ন রাজনীতিককে পরস্পরের

বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া সব চাইতে প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ এমন সকল রাজনীতিককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করায়, যাহাদের উন্নতি বৈদেশিক পুঁজির সাথে সহযোগিতা ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দরদ প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ম্যাকনগী পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সাহায্য করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একদা মার্কিন শিখন্ডী নগো দিন দিয়েমের অপসারণ ও হত্যা ইহাই প্রমাণ করে যে, যদি তাঁবেদার তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সেই তাঁবেদারকে হত্যা করিতেও সাম্রাজ্যবাদীরা এতটুকু দ্বিধা করে না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বের এই অঞ্চলে মার্কিন বিশ্বরণপরিকল্পনাকে সাহায্য না করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানের উপর মার্কিনীরা সন্তুষ্ট নহে।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

আমাদের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ততটা সচেতন নহে। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধ জনগণকে অন্ততঃ মার্কিনবিরোধী করিয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন এই মার্কিনবিরোধী মনোভাবকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবে পরিণত করা সহজতর হইয়াছে। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের ফলশ্রুতি হিসেবে জনগণ অধিক ট্যাক্স, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য, বিভিন্ন ফসলের নিম্নমূল্য ও চরম দুর্নীতির চাপ নিশ্চয় অনুভব করিয়া থাকেন। ট্যাক্স, ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যার উপর আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে বর্তমান অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল করার ও তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী করিয়া তোলার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

কাশ্মীর

এই সমস্যার দ্বারা যে ব্যাপক আবেগের সৃষ্টি হইয়াছে এই কমিটি তাহা পরিপূর্ণরুপে অনুধাবন করে এবং তাহার সহিত ঐকমত্য। কাশ্মীরবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থন বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই আমরা মনে করি। যে পর্যন্ত কাশ্মীরবাসী তাঁহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে এমন একটি সরকারী ব্যবস্থার অধীনে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকিবেন এবং তাঁহাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার প্রদান সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে ভারত, পাকিস্তান ও জাতিসংঘের মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা হইবে ততদিন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় অনিশ্চয়তা বিরাজ করিবে এবং ভারত ও পাকিস্তান তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের জনগণের দুখ-দুর্দশার অবসানকল্পে সর্বতোভাবে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে না।

উপসংহার

জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া একটি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে দেশ আজ নিষ্পিষ্ট হইতেছে। দুর্নীতি জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। পুঁজিপতি ও সমাজবিরোধীরা তাহাদের জীবনের চরম সুযোগ লাভ করিতেছে। এক রাজনৈতিক শাসরুদ্ধকর ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতার পরিবেশে মানুষের মন আজ দ্বিধাগ্রস্ত, মৌলিক স্বাধীনতার অস্বীকৃতি দেশের মূলে আঘাত হানিতেছে এবং সন্দেহ ও হতাশার এক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করিতেছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় র্কাযনির্বাহী সংসদ জনগণের ঐক্য, প্রদেশসমূহের স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তানের সংহতি, ফেডারেল ধরনের র্পালামেন্টারী গণতন্ত্র, বর্তমান স্বৈরাচারী একনায়কত্বের উচ্ছেদ সাধন ও

সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে, পার্টি ও জনগণকে সংগঠিত করার জন্য পার্টির সকল সদস্যের প্রতি আহবান জানাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত দাবীসমূহ আদায়ের জন্য সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল পাকিস্তানীকে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহবান জানাইতেছিঃ

১। বর্তমান আইন পরিষদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইন পরিষদ নির্বাচন করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবেনঃ

(ক) ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান। পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান। কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অন্যান্য সকল বিষয়ের দায়িত্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(খ) সংস্কৃতি ও ভাষার সমতা এবং ভৌগলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে পুনর্গঠন।

পশ্চিম পাকিস্তানের পুনর্গঠিত প্রদেশসমূহের গণতান্ত্রিক গঠন কাঠামো একইরূপ হইবে এবং তাহারা (প্রদেশসমূহ) একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হইবে। এই ফেডারেশনের আইন পরিষদে কোন প্রদেশই নিজের সংখ্যাধিক্যের বলে একত্রে অবশিষ্ট প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বেশীসংখ্যক আসনের অধিকারী হইতে পারিবে না এবং প্রদেশসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যে সকল বিষয়ে একমত হইবেন,পরিষদ সেই সকল সাধারণ বিষয় কার্যকর করিবে। একটি আঞ্চলিক ফেডারেশনের দ্বারা বর্তমান এক-ইউনিট ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার উপরোক্ত লক্ষ্য শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা হইবে। বর্তমান উপজাতীয় এলাকা, দেশীয় রাজ্য, ইজারাধীন এলাকা, এজেন্সী সমূহ ও অনুরূপভাবে এলাকাসমূহকে সন্নিহিত প্রদেশগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত করিতে হইবে। যাযাবর, আধা-যাযাবর ও উপজাতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহার উন্নত নাগরি জীবনের সুযোগ- সুবাধাদি ভোগ করিতে পারে।

সকল পাকিস্তানীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বোধের বিকাশকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করিতে হইবে। এবং উভয়াঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও স্বল্পব্যয়সাধ্য করিতে হইবে।

(গ) পরিষদগুলিকে আইন ও বাজেট পাশের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রেসিডেন্ট ও

গভর্নরগণের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিত করিতে হইবে।

(ঘ) জনগণকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৮ সালে গৃহীত

মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে।

২। পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে। সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। প্রিন্স করিম, আবদুস সামাদ খান আচাকযাই, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল,মণিকৃষ্ণ সেন, আবদুল হালিমসহ রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল

বন্দীকে আশু মুক্তি দিতে হইবে। রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা প্রর্ত্যপণ করিতে হইবে

৪। পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে হইবে। পাকিস্তানে সকল মার্কিন ঘাঁটির বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং এই ধরনের আর কোন চুক্তিতে জড়িত হওয়া চলিবে না।

৫। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা কাঠামোকে পুর্নগঠন করিতে হইবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে এখানকার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে পুঁজি পাচার বন্ধ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই হউক না কেন, জনসাধারণকে শোষণের এবং গুটিকয়েক পরিবার কর্তৃক দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার চেষ্টাকে বন্ধ করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিল্পগুলি সরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৭। দেশরক্ষা শিল্প সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উহা দেশের উভয়াংশে স্থাপন করিতে হইবে।

৮। আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং ব্যাঙ্ক,বীমা কোম্পানী ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৯। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমান পূর্ব পাকিস্তানে ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। সরকারের খাস জমির মজুরী অথবা হস্তান্তর শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১২ একর পর্যন্ত জমি খাজনা মওকুফ করিতে হইবে। সামরিক শাসনামলে বর্ধিত খাজনা, ট্যাক্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। শ্রমিক সংগঠনের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং আই.এল.ও কনভেনশনে যে সকল অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। জীবনধারণের নূন্যতম মজুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

১১। সকল স্তরে সকলের নিকট মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। হাডুমুর রহমান কমিশনের রির্পোট বাতিল করিয়া একটি নূতন গণতান্ত্রিক কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে।

১২। বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং সর্দারী প্রথা বাতিল করিতে হইবে।

১৩। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। সাধারণ মানুষের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাসের জন্য কর ধার্য করার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদ,যুগ্ম-সম্পাদক পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত এবং আরফান প্রেস ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

পৃ ২৬৭

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬- দফা কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

আমাদের বাঁচার দাবী
৬-দফা কর্মসূচী

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬- দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবী, যুক্ত-নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ স্বল্প-ব্যয় শিক্ষা-লাভের দাবী, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬- দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি- তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬- দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬- দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা,গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তুপূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা প্রতিটির দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতে এবিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই সব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতার অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরাণ দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁতকাইয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন ও ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্যসংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে ‘প্ল্যান’ দিয়াছিলেন এবং যে ‘প্ল্যান’ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারনে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিগত কারণও

আছে। অখন্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখন্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখন্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাঁটগাঁও পর্যন্ত একই রেলে চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোষ্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে ‘প্রদেশ' না বলিয়া ‘স্টেট’ বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, ‘স্টেট’ অর্থে আমি ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট’ বা ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’ বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র বড় বড় ফেডারেশনেই ‘প্রদেশ’ বা ‘প্রভিন্স’ না বলিয়া ‘স্টেটস’ বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল র্জামানী, এমন কি আমাদের প্রতেবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে ‘স্টেট’ ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পাশ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা ‘প্রদেশ’ নয় ‘স্টেট’। এর যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া ‘স্টেট’ হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবেঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক, সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ‘স্টেট’ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানের পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রে হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোন সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজীব

হইবেন। আমরা তাঁহাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি,তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবে তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্ক দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভেঙ্গে পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দন্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরেই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগ হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন ও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোন পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই।মুদ্রা ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানি দরকার হইলে টিউবয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছেন। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্ল্যাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তর জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্ল্যাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পরিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরুপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ও অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ আর একটা কথাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুন্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই টাকা ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকায় হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকার আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না । প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ট্যাক্স ধার্য্যের ক্ষমতা ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য্যে ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চর্তুথতঃ ট্যাক্স ধার্য্যে ও

অদায়ের একত্রীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছিঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক।

পাকিস্তানের আঠারো বছরের বার্ষিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যেঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্রেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলে আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি

ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারে না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীরা ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি । এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়। আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নূতনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করেছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই,পি,আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোর্য়াটার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজ হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির কারণে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর চাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারি অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছে। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন যদি, পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনার জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথাঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়ছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তান হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণ ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠারো বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম. জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করেতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের

হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদেরে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবেঃ

(1) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(2) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়া ছিলাম।

(3) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(4) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(5) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-সেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল,আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিক ভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গর্ভনর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি-আই-ডি-সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই-টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট,আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরেপক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে

পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাতি দাঁত, দুই হাত,দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া- শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী।কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপারেজয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও আসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয়-দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয়-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬- দফা দাবি একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধবংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আম যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন,এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন।দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুবিবদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি একাজে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি! আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহারাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রোঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাইবোনেরা আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রকাশকঃ আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২।

গ্লোরি প্রিন্টার্স, ঢাকা-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭ই জুনের হরতালঃ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহতঃ সরকারী প্রেসনোট	দৈনিক ইত্তেফাক	৮জুন,১৯৬৬

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত
(সরকারী প্রেসনোট)

ঢাকা ৭ই জুন, আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত হরতাল ৭-৬-১৯৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক ধার সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। ইপিআরটিসি বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যানবাহনের অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রানী করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজার নিকট গুন্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

তেজগাঁও ডুই-ডাউন চট্টগ্রম মেইল তেজগাঁও রেল ষ্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ তথায় গমন করে। জনতা তাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমূলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যবার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহার গুলি বর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং- এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতি সাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুন ক্ষতি এবং বন্দুকের গুলীতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।....... টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে।..............ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

ডুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া শোভাযাত্রাসহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর ডুই মাইল দূরে ইপিআর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেন্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে, চট্টগ্রামগামী গ্রীন-এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও ষ্টেশনে আটক করা হয় ।............সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছশৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে ষ্টেট ব্যাঙ্ক আক্রমন করে। রক্ষীগন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণ করে।

বেলা ১১ টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া হয় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরে অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেও প্রচারপত্র	৮জুন,১৯৬৬

দমননীতি, গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হউন

ভাই ও ভগিনীগণ,

জালিমশাহীর গুলিতে আবার জনতার রক্ত ঝরিয়াছে। গত ৭ই জুন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে এ দেশের শান্তিকামী মানুষকে আবার জীবন বির্সজন দিতে হইয়াছে। সরকারী হিসাব মতেই গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা এগারো।

অগণিত মানুষ আহত হইয়াছেন। দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। জনতাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সামরিক ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দমননীতির প্রয়োগে দেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

রাজবন্দীদের মুক্তি পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগের আহবানে গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ন হরতার পালিত হয়। হরতালের সাফল্য শাসকচক্রকে হকচকিত করিয়া তোলে এবং ইহাকে বানচাল করার জন্য সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশ বাহিনী লেলাইয়া দেয় ও পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে।

রুটি, রুজি, ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জনতার উপর গুলিবর্ষণ ইহাই প্রথম নয়।

১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের মাদারশায় কৃষকদের উপর, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্রদের উপর, টংগী, খুলনা ও চট্টগ্রামে কালুরঘাটে শ্রমিকদের উপর, সুশং, সানেশ্বর, নাচোল, মাগুরা ও বালিশিরায় কৃষকদের উপর এবং ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া ইতিপূর্বে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারের চারসাদ্দার জনসভার উপর গুলিবর্ষণ এবং বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও করাচীতে ছাত্র হত্যা করা হইয়াছে- বেলুচিস্তান ও সরহাদের ন্যাপ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হইয়াছে।

৭ই জুনের দমননীতি এই নির্মম দমননীতিরই অন্যতম বীভৎস নজির। গত ১৯ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের স্বরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে মোটামুটি একই রূপ হইলেও নৃশংসতায় বর্তমান সরকার তার পূর্বসূরীদের অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। গদি রক্ষার তাগিদে ঈদের জামাত অথবা রাজপথের শান্তিপূর্ণ জনতার উপর পাশবিক হত্যালীলা চালাইতেও এই সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।

নবজীবনের স্রোত

একদিকে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তস্বার্থের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাহীর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার আজ চরমে পৌঁছায়াছে, অপরদিকে তখন নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনতার বুকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আজ শান্তিপূর্ণ হরতালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্তানের জীবনেতিহাসে এমন হরতাল আর দেখা যায় নাই। পিকেটিংয়ের প্রয়োজন হয় নাই, স্বেচ্ছাসেবকের কথা কেউ চিন্তাও করে নাই- তবুও ৭ই জুন ভোরবেলা দেখা গেল লক্ষ কোটি জনতা নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবক, চোখেমুখে তাঁদের দৃপ্ত শপথ, আত্মশক্তিতে গভীর আস্থা-কোনও ভ্রূকুটি, কোনও চন্ডনীতিই তাঁহাদিগকে টলাইতে পারিবে না- প্রত্যেকেই সৈনিক- মঞ্জিলে পৌছাইতে হইবে। কাপিঁয়া উঠিল জুলুমশাহীর বুক, টলিয়া উঠিল এতদিনের পাকাপোক্ত আসন- আর গর্জিয়া উঠিল পুলিশের বুলেট। শহীদানের রক্তে বিভিন্ন রাজপথ লাল হইয়া উঠিল। শোকের ছায়া নামিয়া আসিল সমস্ত শহরে, পথে-প্রান্তরে। তবে মাতম নয়-বজ্রকঠোর শপথ-শহীদানের রক্তের ডাক এ দেশের জনতার রক্তেও আগুন ধরাইয়া দিল। শহীদানের রক্তপাত বৃথা যায় না।

সাম্রজ্যবাদের সহযোগী এই জালিম সরকার সাম্রজ্যবাদেরই সহযোগিতায় ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারির মারফত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি কব্জা করিয়া নিয়াছে। আপামর জনসাধারণের সুখী-সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের আশা-আকাঙ্খা মাটিচাপা দিয়াছে। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছে।

একনায়কত্ব বনাম সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন

শোষকশ্রেণী কর্তৃক একচেটিয়া মুনাফা লুণ্ঠন ও শোষণ ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে চাপাইয়া দেওয়ার গরজেই সুপরিকল্পিত উপায়ে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাকিস্তান কায়েমের পর পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। প্রতিটি নাগরিকের খেয়ে-পরে সুখে শান্তিতে বাঁচার সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে- (১) শোষণ ব্যবস্থা খতম করা প্রাথমিক কাজ এবং (২) শিল্প-কৃষির দ্রুত উন্নতির জন্য সকল বিদেশী পুঁজি, ব্যাঙ্ক, পাট, তুলা ইত্যাদি ব্যবসা জাতীয়করণ, (৩) সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করিয়া প্রকৃত চাষীর হাতে জমি প্রদান- জাতীয় উন্নতির জন্য এই ত্রিবিধ কর্মধারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তিমূলকেই উৎপাটিত করিবে।

দেশী-বিদেশী শোষকচক্র এই কর্মপন্থাকে বানচাল করিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ কৃষি- শিল্পের দ্রুত উন্নতির সাধনের জন্য সাম্রজ্যবাদীদের আওতামুক্ত স্বাধীন অর্থনীতির বুনিয়াদ অপরিহার্য শর্ত। এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে দেশে ইস্পাত, লোহা ও যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলা। বিগত দশ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিয়া দিবার প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন দিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দেশে ইস্পাত তৈরী হইলে পাকিস্তানে মার্কিনীদের শত শত কোটি টাকার লোহার সরঞ্জাম বিক্রয়ের বাজার নষ্ট হইবে। এইজন্য মার্কিনীদের নির্দেশে ও দেশীয় বড় ধনিকদের কারসাজিতে পাকিস্তানে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইতেছে না।

এইভাবে দেশী-বিদেশী শোষকচক্র ষড়যন্ত্রের মারফত জোর করিয়া পাকিস্তানকে গরীব অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ কৃষিপ্রধান পাকিস্তানে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই অতি মুনাফাখোরদের স্বার্থে দেশে খাদ্য, বস্ত্র ঔষধপত্র ইত্যাদির দাম সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তদুপরি, খাজনা, ট্যাক্স দিন দিন বাড়িতেছে। আগামী বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেটে আরো ৩৭ কোটি টাকা নতুন ট্যাক্স বসানো হইয়াছে। টেন্ডুপাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে ভাতে মারার যোগাড় হইয়াছে। ধর্মঘটের অপরাধে শত শত রেল শ্রমিক চাকুরী হারাইয়াছেন।

মোট কথা, কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তের জীবন আজ বেকারী, স্বল্প আয়, অগ্নিমূল্য ও ট্যাক্সের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জনাব শোয়েব নয়া ট্যাক্সে সাধারণ মানুষের কোন কষ্ট হইবে না এই আশ্বাস বাণী শুনাইয়া-কাপড়, সাবান, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ধার্য করিয়াছেন। শোষণ ও শাসনের যাঁতাকলে পড়িয়া আজ সাধারণ মানুষের বাঁচিয়া থাকাই দায় হইয়াছে। তাই আজ দিকে দিকে শোষিত নিপীরিত মানুষের গগনবিদারী আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- সংহতির একমাত্র পথ

ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আসন পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। মূলধন, মাল-সামান বা লোকজনের আমত্মঃ আঞ্চলিক স্বাভাবিক চলাচলের কোন উপায় নাই।

পাক-ভারত যুদ্ধ মানুষের চক্ষু খুলিয়াছে। বৈমাত্রেয় আচরণের বদৌলতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যায্য হিস্যা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই। প্রদেশবাসী দেশরক্ষায় আত্মনির্ভরশীলতা দাবী করিলে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক শক্তি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার পক্ষেও যথেষ্ট বলিয়া যুক্তি দেওয়া হইত। কিন্তু যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় এই যুক্তির অন্তসারশূন্যতা উদঘাটিত হইয়াছে। পারস্পারিক বিচ্ছিন্নাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কোন সামরিক সাহায্য প্রেরণ করা দূরের কথা, এমনকি যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য কি ঘটিতেছে তাহা সরেজমিনে তদারক করিয়া দেখা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের পক্ষেও সম্ভবপর হয় নাই।

শত্রুর উদ্যত আক্রমণের মুখে এ দেশবাসী নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায়তা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া সুবিধাভোগী বড় ধনিক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে অনুন্নত রাখিয়া চিরকাল শোষণ করিবার গরজে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে নস্যাৎ করিতে চায়। ফলস্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আজ পর্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বৈষম্যনীতি জাতীয় সংহতির ভিত্তিমূলকেই কমজোর করিতেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানেও সরহদ, বেলুচিস্তানে ও সিন্ধুর বাসিন্দারা নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টির বিকাশ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ক্রমাগত অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তান ফেডারেল সরকারের প্রতিটি ইউনিটের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের মধ্যেই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় সংহতি নির্ভরশীল-এই বাস্তব সত্যকে শাসক শক্তি যত তাড়তাড়ি উপলব্ধি করিবে, ততই মঙ্গল।

জালিমশাহীর হামলা ও গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্তব্য

জালিমশাহী আজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানের উভয় অংশে শোষিত মানুষ রুটি-রুজি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে। উত্তাল গণ-আন্দোলনের মোকাবেলায় গণবিরোধী সরকার অস্ত্রের ভাষাকেই সম্বল করিয়াছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের উত্তাল জনসমুদ্রে উত্থিত 'রাজবন্দীদের মুক্তি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের' দাবীর জওয়াব আসিয়াছে পূর্ব পাকিস্তান কামান-বন্দুকের ভাষায়-মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়ায়।

এই বর্বর দমননীতি ও গণহত্যার বিরুদ্ধে আজ সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা আমাদের নাই। খুনী জালিমের বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলকে দুর্বার ও জোরদার

করিয়া তোলাই প্রতিবাদের একমাত্র পথ। 'রাজবন্দীর মুক্তি' ও 'স্বায়ত্তশাসনের' জনপ্রিয় দাবীর আওয়াজ তুলিয়াছিলেন- এই অপরাধে আমাদের ১১ জন শহীদ ভাইয়ের বুকের তাজা খুনে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রাজপথ লাল হইয়াছে। তাঁহাদের এই দেশাত্মবোধ ও কোরবানী সকল কালের সকল মানুষের মুক্তি-পথের আলোকবর্তিকারূপে চিরকাল বিরাজ করিবে। শহীদানের অমর স্মৃতির প্রতি আমরা লাখো তসলিমাত জানাই। দুঃখভারাক্রান্ত তাঁহাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। বাংলা ভাষার দাবীতে যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, যাঁহারা শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের রুটি-রুজির লড়াইয়ে জীবন দান করিয়াছেন-তাঁহাদের সে আত্মহুতি ব্যর্থ হয় নাই। আজ গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে যে নির্ভীক সেনানীরা আত্মহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের মহান ত্যাগও বিফল হইবে না। শহর-বন্দর-নগর-পল্লীর ঘরে ঘরে আজ প্রতিটি নরনারী শহীদ স্মরণে গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক শপথ গ্রহণ করিবে।

৭ই জুনের নির্মম হত্যাকান্ড জালিমশাহীকে জনগণ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রতিটি লোক আজ শাসকচক্রের গণবিরোধী চরিত্র সর্ম্পকে ওয়াকেবহাল ও অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ৭ই জুন আরো প্রমাণিত করিয়াছে যে, জনগণ আজ জালিমশাহীর মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে পা দিয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে আজও অনৈক্য বিরাজিত। জনতার এই ঐক্য গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাই আমরা আশা করি রাজনৈতিক দলসমূহ জনতার এই চ্যালেঞ্চ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের ভিতরকার অনৈক্য দূর করিয়া ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনপূর্বক জনতার সংগ্রামকে সফল পরিণতির দিকে আগাইয়া নিবেন। জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বৈরাতন্ত্রী সরকারের এই নির্মম হামলার মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক দল ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের উপর এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ না হইলে গণআন্দোলনের সফল পরিণতি সুদূরপরাহত। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের বর্তমান অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই সহায়ক হইবে। কোন দলের একক প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বর্তমান মুহূর্তের ঐতিহাসিক কর্তব্য হইতেছে ঐক্য- গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য।

আমরা নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে সকল দলের স্বীকৃত নিম্নতম কর্মসূচী প্রণয়ন ও দলমত নির্বিশেষে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল রাজনৈতিক দল, গণ-প্রতিষ্ঠান ও জনগণের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

দাবীসমূহঃ

(1) দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ ও সত্যিকার গণপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিশন মারফত ৭ই জুনের গুলিবর্ষণ ও আনুপূর্বিক ঘটনার তদন্ত, দোষীদের আদর্শ শাস্তির ব্যবস্থা, নিহত আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান। এই উপলক্ষে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত সকলের মুক্তি, ১৪৪ ধারাসহ আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার।

(2) সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, হুলিয়া প্রত্যাহার, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা, দমনমূলক সকল বিধি-নিষেধ বাতিল করা।

(3) পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনঃ

দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা- মাত্র এই তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিয়া বাকি সকল ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান আঞ্চলিক সরকারদ্বয়ের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। এক ইউনিট রদ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষা, কৃষ্টি ও ভৌগলিক ঐক্যের ভিত্তিতে সরহদ, বেলুচিস্তান, সিন্ধ ও পাঞ্জা- এই চার পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা।

(4) ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

(5) সকল নাগরিকের ভোটের অধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

(6) (ক) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও জনগণের মালিকানায় মূল ও ভারী শিল্প যথা - ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখান প্রতিষ্ঠা।

(খ) ডলার ঋণ বর্জন করিয়া জাতীয় সম্পদের ভিত্তির উপর স্বাধীন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

(গ) সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, ব্যাঙ্ক বীমা ও পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ।

(7) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা।

(8) কৃষকের বর্ধিত খাজনা-ট্যাক্স কমানো, বকেয়া খাজনা-ঋণ ইত্যাদি মকুব, পাট-তামাক-ইক্ষু ইত্যাদির ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা। প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি।

(9) শ্রমিকের বাঁচার মত উপযোগী নিম্নতম মজুরী, শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল, ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বরখাস্ত রেল শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক ও অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদিগকে কাজে পুনর্বহাল। টেন্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স বাতিল।

(10) যুদ্ধজোট বর্জন ও স্বাধীন নিরেপক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম।

বিনীত-

হাজী মোহাম্মদ দানেশ
সহ-সভাপতি, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
মহীউদ্দীন আহমদ,
যুগ্ম -সম্পাদক, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
সৈয়দ আলতাফ হোসেন
সম্পাদক, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
দেওয়ান মাহবুব আলী,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
পীর হাবিবুর রহমান,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
মোজাফফর আহমদ,
সদস্য,কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
হাতেম আলী খান
সম্পাদক, পূর্ব পাক কৃষক সমিতি ও সদস্য, কেন্দ্রীয় ন্যাপ।
ওসমান গনি
সম্পাদক, ঢাকা শহর ন্যাপ।
গোলাম মর্তুজা
সহ-সম্পাদক, ঢাকা শহর ন্যাপ।
নুরুল ইসলাম
সহ- সভাপতি, ঢাকা শহর ন্যাপ।
ডঃ এম,এ, ওয়াদুদ।

[তাং ৮-৬-১৯৬৬ইং]

ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন	দৈনিক‘ সংবাদ’	৯ জুন, ১৯৬৬

পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব বাতিলের বিরোধী দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয়ই পরিষদ কক্ষ বর্জন

রাওয়ালপিন্ডি, ৮ই জুন (এ,পি,পি)ঃ অদ্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলি বর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মূলতবি প্রস্তাব স্পীকার জনাব আব্দুল জববার খান বাতিল করায় উ হার প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। স্পীকার তাহার চেম্বারেই মূলতবি প্রস্তাব তিনটি অগ্রাহ্য করেন।

স্পীকারের মূলতবি প্রস্তাব তিনটি অগ্রাহ্য করার নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা জনাব নূরুল আমীন পরিষদে বক্তব্য পেশ করিতে ওঠেন। তিনি বলেন, বাহিরে যে সমস্ত গুলি বর্ষিত হইতেছে, সেই মুহূর্তে তাহাদের জাতীয় পরিষদে বসিয়া থাকার কোন যেৌক্তিকতা নাই। তিনি ইহাকে ‘‘ অবাস্তব পরিস্থিতি’’ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। স্পীকার জনাব নুরুল আমীনকে বারংবার বসার অনুরোধ জানান এবং বলেন রুলিং চ্যালেঞ্জ করিতেছেন না, তবে মুলতবি প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন। অতঃপর স্পীকার বলেন যে, তিনি মূলতবি প্রস্তাবের উপর কোনরূপ আলোচনা গ্রহণ করিবেন না।

এই সময় পরিষদ কক্ষে প্রবল হৈচৈ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই সময় বিরোধীদলীয় নেতা জনাব নূরুল আমীন উহার প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় সদস্যদের পরিষদ কক্ষ বর্জনের আহবান জানান। তিনি আরোও বলেন যে, জনগণের মনোভাব প্রতিফলনেরই নিমিত্তেই তাহার পরিষদে প্রেরিত হইয়াছেন। গুলীবর্ষণের উপর উত্থাপিত মূলতবি প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার অধিকার হৃত হওয়ার পর পরিষদে আসন গ্রহণ করার আর কোন যৌক্তিকতা নাই।

এই সময় কতিপয় স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যসহ বিরোধীদলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদ

ঢাকা, ৮ই জুন (এ,পি,পি): নারায়নগঞ্জে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত মুলতবি প্রস্তাব স্পীকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিবাদে অদ্য প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র গ্রুপের সদস্যবৃন্দ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। বিষয়টি বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া স্পীকার উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

আমাদের নীরব প্রতিবাদ

যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেওয়া যায় না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য ‘সংবাদ’ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরা ও শরিক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।

-কর্মাধাক্ষ্য, ‘‘সংবাদ’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা বাতিল	পাকিস্তান অবজারভার	১৮ জুন, ১৯৬৬

EPUJ Condemns Action

ITTEFAQ'S PRESS FORFEITED

Ittefaq a Bengali daily, on Friday ceased publication following the forfeiture of the New Nation Printing Press to the Government under orders of the East Pakistan Governor.

The action was taken under sub-rule two of rule 52 of the Defense of Pakistan Rules for alleged violation of the restrictive orders. Two week lies of Dacca, namely, the English language Dacca Times and Purbani, a Bengali Cinema magazine which were allied Publications, were affected by this forfeiture as they were being printed at the same New Nation Printing Press.

The order which was issued early Friday morning in the name of Mr. Tafazzal Hosain, Editor, Printer and Publisher of Ittefaq, however, provided for a representation to the provincial Government for canceling, amending or rescinding this order within a month.

The newspaper was charged with alleged contravention of prohibitory order in having published reports, comments, views and statements which were likely or intended to infringe the sovereignty of the State of Pakistan or undermine its integrity.

It was also alleged that the newspaper had carried such material as was likely or intended to create feelings of enmity or hatred between different classes of citizens.

Other charges related to publication of material, concerning students' strike, agitation, unrest etc., and observance of protest day by Awami League on June 7 last.

It was stated that the newspaper had allegedly violated the restrictions on a number of occasions.

It may be mentioned here that the Editor of Ittefaq, Mr. Tofazzal Hosain. was arrested on Thursday from his residence under the Defence of Pakistan Rules.

EPUJ move

An extended emergency meeting of the Executive Council of the East Pakistan Union of Journalists viewed with serious concern the arrest of Mr. Tafazzal Hossain. Editor the Ittefaq on Thursday and the forfeiture by the Government of the New Nation Printing Press.

The meeting considered the Government measure as calculated blow at the freedom of the Press, at the newspaper industry as a whole and at the means of livelihood of the

working journalists, a large number of press workers, office employees, hawkers and agents.

The meeting condemned the drastic Government measure in the strongest possible terms and demanded that the forfeiture order served on the New Nation Printing Press be rescinded forthwith.

The meeting was of the considered opinion that the consistent attacks by the Government on the freedom of the press under the Defence of Pakistan Rules obviating the recourse to even the special press laws which were put under moratorium under the so-called "Gentlemen's Agreement" between the Government and the newspaper proprietors and the editors are attacks directed against all section of the Newspaper industry-the working journalists, the Press workers, the editors and the newspaper proprietors.

In view of the above the meeting called upon the newspaper editors, proprietors, press workers and the working journalists throughout Pakistan to forge strong unity among themselves and take up the most serious challenge thrown by the Government by its attack on the freedom of the press and the newspaper industry in right earnest.

The meeting also demanded immediate release of Mr. Tafazzal Ilussain, Editor of Ittefaq and other journalists detained under the Defense of Pakistan Rules.

The meeting called upon the Pakistan Federal Union of journalists to meet in emergency session of its Executive Council to draw up a detailed programme for action.

After adopting the resolutions the meeting was adjourned to meet again on Saturday at 6 p.m. to review the situation and to chalk out further course of action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করবে বলে আইয়ুব খানের বিবৃতি	দৈনিক 'আজাদ'	৩১ মার্চ, ১৯৬৭

মোমেনশাহীর জনসভায় প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারী
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দেশে বির্পযয় সৃষ্টি করিবে

মোমেনশাহী, ২৯ শে মার্চঃ- অদ্য বিকালে মোমেনশাহী সার্কিট হাউস ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, বর্তমান সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে।

সভায় পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর জেনারেল আব্দুল মোনায়েম খানও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব আব্দুল জববার খান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাহার বক্তৃতায় বলেন, নিজস্ব বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ই,পি,আই, ডি,সি, রেলওয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সীসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতেই ন্যস্ত করা হইয়াছে। এ দেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে একটি মাত্র ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা হইতেছে প্রাদেশিক গভর্নরের নিযুক্তি। তিনি বলেন, এই ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত হইতে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের দুইটি অংশ একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, যাহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে চেঁচামেচি করিতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের দুইটি অংশের বিচ্ছিন্নতা কামনা করে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই কুমতলব স্বীকার করার মতো সৎসাহস তাহাদের নাই। এই জন্যই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে।

বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে

তিনি এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্তন সাধন করা হইলে বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব কামনা করে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অগ্রাধিকার লাভ করিতেছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রদেশ বর্তমানে বার্ষিক ২ শত টাকা লাভ করিতেছে, কিন্তু সসামরিক শাসনপূর্ব কালে ইহার ৬ কোটি টাকা ব্যয় করার ক্ষমতাও ছিল না। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানীর কর্তব্য হইতেছে নিজেকে আরও খাঁটি পাকিস্তানী হিসাবে প্রমাণ এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

বিস্ময়কর অগ্রগতি

প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, ৮ বৎসর পূর্ব পাকিস্তান শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতির দরুন পাকিস্তান বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সামরিক শাসনের পূর্বে দেশ চরম অবনতির গহবরে পতিত ছিল। দেশে তৎকালে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় নি। রাজনীতিকরা শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন।..........

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র

বিরোধী দলসমূহের প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিপ্লবের পূর্বে দেশে এই ব্যবস্থা চালু ছিল এবং জনসাধারণের এই ব্যবস্থাসমূহের পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বচনপূর্ব যুক্তফ্রন্টের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ইহা দেশে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ, বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ সময় দেশে দ্রুত সরকার পরিবর্তন হইত। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইলেই বা ইহার পক্ষে জনসাধারণের কি কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। ....

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের বিরোধিতা	বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ	৩১ মার্চ, ১৯৬৭

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্তঃ
১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এত সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র -সংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

(দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে জুন ১৯৬৭)

ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, জনাব এম,এ,বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

* ‘সংবাদ’ পত্রিকায় বিবৃতিটি শহীদুল্লাহ কায়সারের নাম যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি	দৈনিক ‘পাকিস্তান’	২৮ জুন, ১৯৬৭

রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত
মওলানা ভাসানীর বিবৃতি

রেডিও পাকিস্তান হতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

‘‘তথ্যমন্ত্রী জনাব সাহাবুদ্দিন ঘোষনা করেছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐতিহ্য পরিপন্থী বিধায় আর বেতার ও টেলিভিশন মারফত পরিবেশিত হইবে না।’’

‘‘কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব সবুর খানও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

তাঁদের এই বক্তব্য পাকিস্তান সরকারের মনোভাবেরই প্রকাশ কিনা, ইহাই সরকারের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য।’’

রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্য, সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস ও সংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অবদান সার্বজনীন।

ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জন্ম ঘোষনা করেছেন। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তাই, যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমন চালাচ্ছেন তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।

তাই আমি এই দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হামিদুর রহমান কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ	দৈনিক 'পাকিস্তান'	১৪ই আগস্ট, ১৯৬৭

লাহোরে পাকিস্তান কাউন্সিলে হামদুর রহমান আরবী হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ

লাহোর।- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান বলেছেন যে দুটো জাতীয় ভাষার জন্যই আরবী হরফ চালু করা হলে তা জাতীয় সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গতকাল এখানে পাকিস্তান কাউন্সিলে বাংলা সাহিত্যের ২০ বছর শীর্ষক আলোচনা সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, আরবীই একমাত্র ভাষা যাকে সাধারণ হরফ ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলা ভাষা সহজেই আরবী হরফে লেখা যেতে পারে। অপরদিকে উর্দু ভাষাকে আরবী হরফে লেখা হচ্ছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, কয়েক বছর আগে থেকে হুফে-উল-কোরান নামক একটি বাংলা সাময়িকী আরবী হরফে প্রকাশিত হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে এই সাময়িকীটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিচারপতি হামুদুর রহমান এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তার বাণী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ঢাকা কলেজের অধ্যাপক জনাব শওকত ওসমানের প্রতি আহবান জানান।

তিনি পাকিস্তানের লেখকদের প্রতিও সুস্থ মস্তিষ্কে ব্যাপারটি চিন্তা করে তাদের সাহিত্যে আরবী হরফ ব্যবহার করার জন্য আহবান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহবান	দৈনিক 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুস্তিকা	সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

পি ডি এম

পি ডি এম

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন

গণতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে

৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে

৫টি বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের

ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন

পি ডি এম-এর অংগদলসমূহঃ

- পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
- পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)
- জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান
- পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি
- জাতীয় গণতান্ত্রিক ফন্ট (এন ডি এফ)

ঘোষণাপত্র

জনগণের অধিকারের উপর বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের অবিরাম অন্যায় হস্তক্ষেপ ১৯৫৮ সন হইতে অপ্রশমিতভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। প্রত্যেক সভ্য দেশে গণ-অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত এবং স্বাধীন ও সভ্য সমাজের অস্তিত্বটুকু প্রয়োজনেই তাহা অলংঘ্য ও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু এই দেশে ইহার কোন একটি বিষয়ও দমননীতির হাত হইতে রেহাই পায় নাই।

এই অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিকার, জনগণকে সরকারের ভ্রান্তনীতি ও কুশাসনজনিত দুর্ভোগ হইতে মুক্ত করা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক দলসমূহ ‘‘পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন’’ নামক একটি সংস্থা গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান, পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফন্ট ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।

এই অংগদলসমূহ উপলব্ধি করিয়াছে যে জনগণের হৃত অধিকার পুনর্বহাল করিবার জন্য দৃঢ়, ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন।

পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বসম্মত কর্মসূচী ও ইহার সাংগাঠনিক কাঠামো এই ইস্তাহারের সহিত সংযোগ করা হইল।

সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এই কর্মসূচী জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীভূত করিয়া গোটা দেশের সুষম উন্নয়নের নিশ্চিয়তা বিধান করিয়াছে।

অংগদলসমূহ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের বিরাট অংশ আজ পর্যন্ত জীবনধারণের নিম্নতম মানও অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। অনুগ্রহপুষ্ট অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যতীত মাঠে কর্মরত কৃষক, কারখানার শ্রমিক এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেপে সকলেই চরম ক্লেশ ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে।

অংগদলসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার নিশ্চিত করিতে হইলে ঐসব অন্যায় ও অবিচার অবশ্যই দূরীভূত হওয়া উচিত।সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই এমন ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত নাগরিকের অবাধ কর্মসংস্থান এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়।

এই লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে নীতির ফলে সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-শক্তি বর্তমানে অল্পসংখ্যক লোকের কুক্ষিগত রহিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। সকলকে সমান সুযোগ প্রদান এবং সম্পদের সম্ভাব্য ব্যাপকতম বণ্টনের ব্যবস্থা করা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিঘোষিত উদ্দেশ্যে।

অংগদলসমূহ এই মতও পোষণ করে যে পাকিস্তানের স্বীয় স্বার্থেই আদর্শ ও মতবাদ নির্বিশেষে সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে একমাত্র জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন করা উচিত।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংগদলসমূহ জাতির এই সর্বসম্মত দাবী সম্পর্কে সচেতন যে একমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থাপিত সরকার দ্বারাই একমাত্র মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান হইতে পারে। শুধু এই উপায়ে পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুখী, সুসংহত ও অখন্ড জাতিতে করা যাইতে পারে। পাকিস্তানের জনগণের জন্মগত অধিকার অস্বীকার করিবার যে কোন প্রচেষ্টাই নিশ্চিতরুপে মারাত্মক পরিণাম ডাকিয়া আনিবে ।

জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সকল গণতন্ত্রমনা নাগরিকদের প্রতি এই আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইতেছে।

৮ দফা কর্মসূচী

[এক]

শাসনতন্ত্রে নিম্ন-বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবেঃ

(ক) পার্লামেন্টারী পদ্ধতির ফেডারেল সরকার,
(খ) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদে প্রাধান্য,
(গ) পূর্ণাংগ মৌলিক অধিকার।
(ঘ) সংবাদপত্রের অবাধ আযাদী ও
(ঙ) বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

[দুই]

ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ঃ

(ক) প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স)

(খ) বৈদেশিক আয়

(গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা

(ঘ) আন্তপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

[তিন]

পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত উভয় আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকিবে।

[চার]

উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দশ বৎসরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবেঃ

(ক) এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা নিরংকুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

(খ) দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে।

(গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ পূর্ব-পাকিস্তানে করিবেন যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

[পাঁচ]

(ক) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং,

(খ) আমত্মঃআঞ্চলিক বাণিজ্য

(গ) আমত্মঃআঞ্চলিক যোগাযোগ

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচ বৈদেশিক মুদ্রান করিবেন।

[ছয়]

সুপ্রীম কোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

[সাত]

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমর-সজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দ্বায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যেঃ

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র-নির্মাণ কারখান, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

(গ) নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

[আট]

এই ঘোষণায় ‘শাসনতন্ত্র’ শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়- যাহা অবিলম্বে জারী করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচীর দুই হইতে সাত নম্বর দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

সাংগাঠনিক কাঠামো

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের এবং অগণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দল ওসংস্থাসমূহ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধমে সক্রিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ও গণমনে আবেদন সৃষ্টির জন্য একটি কর্মপ্রবণ ঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।এই আন্দোলন সুপরিচিত গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত হইবে এবং কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না।

১।সংশ্লিষ্ট দলের সভাপতি ও চেয়ারম্যানসহ প্রত্যেক অংগদলের ৬ জন করিয়া সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিষদ গঠিত হইবে। এই কর্মপরিষদ সর্বসম্মত কর্মসূচী সম্পর্কে অংগদলসমূহের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব করিবার ও কার্য পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কর্মপরিষদ সর্বসম্মতভাবে অনূর্ধ্ব ৬ জন সদস্য কো-অপট করিতে পারিবে।

২।জাতীয় কর্মপরিষদ আপন সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর নিম্ন কর্মকর্তগণকে নির্বাচন করিবেন। সভাপতি ১ জন, সহসভাপতি ২ জন, সাধারন সম্পাদক ১ জন, যুগ্ম সম্পাদক ১ জন, কোষাধাক্ষ্য ১ জন।

৩।জাতীয় কর্মপরিষদের অনুরূপ উভয় প্রদেশের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক কর্মপরিষদ থাকিবে। আঞ্চলিক কর্মপরিষদ আবার জিলা ও নিম্ন পর্যায়ে অনুরূপভাবে কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই শাখাসমূহ উক্ত কর্মসূচী ও জাতীয় কর্মপরিষদের গৃহীত নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৪।প্রত্যেক প্রদেশের অন্ততঃ ৫ জন সদস্যসহ ১৫ জন সদস্য দ্বারা জাতীয় কর্মপরিষদের কোরাম গঠিত হইবে।

৫।জাতীয় কর্মপরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। অবশ্য সর্বসম্মত কর্মসূচী পরিবর্তন করিতে হইলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হইবে।

আজ ১৯৬৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল ঢাকায় ৫টি দলের পক্ষ হইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দস্তখত করিলেনঃ

১।জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টঃ নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান।

২।পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল): মোমতাজ দৌলতানা, সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন ও তাফাজ্জল আলী।

৩। জামাতে ইসলামী পাকিস্তানঃ তোফায়েল মুহম্মদ, মুহম্মদ আব্দুর রহীম ও গোলাম আযম

৪।পাকিস্তান আওয়ামী লীগঃ নাছরুল্লাহ খান, আবদুস ছালাম খান ও গোলাম মুহম্মদ খান লুন্দখোর।

৫।পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টিঃ মুহাম্মদ আলী, ফরীদ আহমদ ও এম.এর.খান ।

১৯৬৭ সালের মে মাসে নির্বাচিত
জাতীয় পরিষদের কর্মকর্তাগণ

সভাপতি- নওয়াব জাদা নাছরুল্লাহ খান (আঃ লীগ)
সহসভাপতিদ্বয়- (১) এডভোকেট নাসীম হাসান (নেঃ ইস)
(২) সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন (মুঃ লীগ)
সাধারণ সম্পাদক- জনাব মাহমুদ আলী এম,এন,এ (এন,ডি,এফ)
যুগ্ম সম্পাদক- সাইয়েদ ছিদ্দীকুল হাসান জিলানী (জাঃ ইস)
কোষাধ্যক্ষ- ব্যারিস্টার এম, আনোয়ার (স্বতন্ত্র)

১৯৬৭ সালের আগষ্টে নির্বাচিত
পূর্ব পাক আঞ্চলিক কর্মপরিষদের কর্মকর্তাগণ

সভাপতি- এডভোকেট আবদুস ছালাম খান (আঃ লীগ)
সহসভাপতিদ্বয়- (১) মাওলানা সাইয়েদ মুছলেহুদ্দীন (নেঃ ইস)
(২) এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ (মুঃ লীগ)
সাধারণ সম্পাদক- অধ্যাপক গোলাম আযম (জাঃ ইস)
যুগ্ম সম্পাদক- মাওলানা নুরুজ্জামান (আঃ লীগ)
কোষাধ্যক্ষ- জনাব এম, আর, খান (নেঃ ইস)

গণতান্ত্রিক শিবিরে ঐক্যের গুরুত্ব

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের প্রতিকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দাবী করিয়া বিভিন্ন দফা সম্বলিত কর্মসূচী পেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ৫-দফা, আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) ৭-দফা উল্লেখযোগ্য। এন-ডি-এফ এবং নেজামে ইসলাম পার্টিও ঐ সব বিষয়ে বলিষ্ঠ দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত দাবীতে এই সব দল পৃথক পৃথকভাবে যতই আন্দোলন করিতেছে ততই স্বৈরাচারী সরকার এক একটি দলের উপর নির্যাতন চালাইয়া, কর্মী ও নেতাগণকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া, কোন কোন দলকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া একে একে বিরোধী দলসমূহকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন আন্দোলন দ্বারা ডিক্টেটরী শাসন দিন দিন আরও মজবুত হইবার সুযোগ পাইতেছে।

এই কথা উপলব্ধি করিয়াই গণতন্ত্রকামী ৫টি বিরোধী দল তাঁহাদের বিভিন্ন-দফা দাবীর ভিত্তিতে ''৮ দফা কর্মসূচী'' প্রণয়ন করিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের যাবতীয় অধিকার আদায় করার বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত মুক্তির কোন পথই যে নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

এই স্বীকৃতির ফলেই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহে বিরোধী দলের সদস্যগণ তাঁহাদের দলীয় কর্মসূচীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও একজোট হওয়া অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যেসব দল আইন সভার ভিতরে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে জনগণের ময়দানে বিভিন্ন থাকাই অস্বাভাবিক। গণতন্ত্রের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা রহিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক শিবির হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৮ দফার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ৮-দফা সকল দলের বিভিন্ন দফার ভিত্তিতে রচিত হইলেও কোন দলেরই সমস্ত দফা ইহাতে সামিল হইতে পারে নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল এত সব দফা পেশ করিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ৮-দফা দ্বারা পূর্ণ হইবে মনে করিয়াই তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে এই নূন্যতম কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যেক দলেরই নিজ দফাসমূহের বাকী অংশের জন্য আন্দোলন করিবার অধিকার রহিল।

বিভিন্ন দলের দফাসমূহকে বিষয় ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১।রাজনৈতিক
২।সামরিক
৩।অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক

রাজনৈতিক বিষয়

এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপরই অন্যান্য সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। সামরিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও রাজনৈতিক পন্থায় করিতে হইবে।

সামরিক বিষয়

পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন দল যত দাবী পেশ করিয়াছে তাহার সবগুলিই ৮-দফা কর্মসূচীর ৪র্থ দফায় শামিল করা হইয়াছে। উপরন্তু এই দফাটিকে আরও কার্যকরী করিবার জন্য ৭ম দফায় ডিফেন্স কাউন্সিলের মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বিষয়

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দফাসমূহে বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতীয় সংহতি বজায় রাখিয়া ইহার চেয়ে বলিষ্ঠ কোন কর্মসূচী প্রণয়ন সম্ভব কিনা তাহা দেশবাসীরই বিবেচ্য।

৮-দফার বৈশিষ্ট্য

১। ২য় দফা হইতে ৮ম দফা পর্যন্ত ৭ টি দফায়ই শুধু পূর্ব পাকিস্তানের দাবী সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইহাতে স্বাক্ষর করায় এই আঞ্চলিক দাবীসমূহ এখন জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে।

২। সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত যে সব কারণে বৈষম্যের প্রতিকার হয় নাই সেই সব কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচীতে একটি বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি বাস্তবায়িত করাইবার জন্য উভয় প্রদেশের সমান সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে এক একটি বোর্ডের উপর দ্বায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে বোর্ডসমূহে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণকে জাতীয় পরিষদ পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণই নির্বাচন করিবেন।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের দাবীসমূহ লইয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইহাকে ঐ প্রদেশের বিরুদ্ধে এই প্রদেশের বিদ্বেষ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ৮-দফা একটি জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানেও এই সব দাবীর পক্ষে জনমত সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একই ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা জাতীয় সংহতিকে মজবুত করা যাইবে।

ঐক্যের স্থায়িত্ব

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্য সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে এই ধরনের ঐক্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন কোন মহল হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই পিডিএম-কে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ত্রুটি হইতে মুক্ত রাখিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই ঐক্যজোট গঠিত হইয়াছে তাহা হাসিল না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে ঐক্য বজায় থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

১। বিগত সম্মিলিত বিরোধী দলের (কপ) ন্যায় পিডিএম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই। সম্মিলিতভাবে গণআন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যেই পি ডি এমের সৃষ্টি।

২। পূর্বে সম্মিলিত দলের (কপ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে কোন অংগদল 'ভেটো' প্রয়োগ করিতে পারিত। কিন্তু পিডিএম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। অংগদলসমূহের কোন 'ভেটো' ক্ষমতা নাই।

৩। পূর্বে সম্মিলিত সংস্থায় (কপ) কর্মকর্তাগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হইতেন। কিন্তু পি ডি এমের কাঠামোকে একটি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গঠন করার ফলে ইহার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ হইতে নিম্নতম শাখা কমিটি পর্যন্ত সর্বস্তরেই বৎসরে একবার নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবেন।

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পি ডি এম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তা অংগদলগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

দেশবাসীর নিকট আবেদন

পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমান যে ভোটের সাহায্যে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছে,- আজ পাকিস্তানে তাঁহারা সেই ভোট হইতেও বঞ্চিত। তাঁহারা শুধু ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করাই যথেষ্ট মনে করে নাই- সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপ হইতেও তাঁহার স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল। ভাগ্যের পরিহাস যে আজ তাঁহারা মৌলিক মানবিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত।

আজ ব্যক্তিস্বাধীনতার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জরুরী অবস্থা অপ্রয়োজনীয়ভাবে চালু রাখা, কথায় কথায় ১৪৪ ধারা জারী করা, সভা-সমিতি ও মিছিলের সুযোগ না দেওয়া, বিনা বিচারে আটক রাখা, প্রতিরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ করা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ইত্যাদির ফলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ উঠিয়াছে।

তদুপরি সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য নৈতিকতা ও চরিত্রবিনষ্টকারী কার্যকলাপের অবাধ প্রসার, বেকার সমস্যা, ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স ও খাজনার চাপ, শ্রমিক নির্যাতন, ছাত্র দলন, শিক্ষা সংকোচ নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি সর্বস্তরে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন গোটা দেশবাসী, বিশেষভাবে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের নিকট গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছে যে,-

(1) জনগণের অন্তর হইতে এই হতাশা দূর করিতে না পারিলে স্বাধীন জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

(2) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনই এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ।

(3) বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি ওদলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত জনগণের ভোটাধিকার আদায় করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

(4) অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে একনায়কত্বের পরিবেশে কোন দলের একক প্রচেষ্টা গণতন্ত্র কায়েমের পথকে আরও দুর্গম করিয়া তোলে।

(5) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সর্বশেষ সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং ইহাই বর্তমানে একমাত্র সম্বল। গোটা পাকিস্তানে গণতন্ত্র কায়েম ও পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায় করিতে হইলে এই আন্দোলনে শরীক হওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথই নাই।

পি ডি এমের পতাকাতলে সমবেত হোন

এবং

বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন

গণ-ঐক্য

- গণতন্ত্রকামী জনতা- এক হও।
- সকল বিরোধী দল- এক জোট হও।
- ঐক্য বিরোধী মনোভাব- ত্যাগ কর।
- জাতির মুক্তির সনদ-আট দফা।
- পি ডি এমে- শামিল হও।

রাজনৈতিক দাবী

১। জরুরী অবস্থা- প্রত্যাহার কর।
২। গণতন্ত্র- কায়েম কর।
৩। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন- দিতে হবে।
৪। মৌলিক অধিকার- বহাল কর।
৫। বিচার ও শাসন বিভাগ- পৃথক কর।
৬। বিনা বিচারে আটকনীতি- বন্ধ কর।
৭। সার্বজনীন ভোটাধিকার- ফিরিয়ে দাও।
৮। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা- স্বীকার কর।
৯। সভা ও মিছিলের- সুযোগ দাও।
১০। স্বৈরাচারী শাসন- চলবে না।

অর্থনৈতিক দাবী

১। আঞ্চলিক বৈষম্য- দূর কর।
২। পুঁজিবাদ- ধবংস হোক।
৩। অর্থনৈতিক সুবিচার- কায়েম কর।
৪। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য- রোধ কর।
৫। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা- চালু কর।
৬। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী- মানতে হবে।
৭। কৃষকদের হক- আদায় কর।
৮। পাটচাষীদের ন্যায্য দাবী- মানতে হবে।
৯। সার্টিফিকেট প্রথা- রহিত কর।
১০। বেকার সমস্যার- সমাধান কর।

অন্যান্য দাবী

১। ইসলাম বিরোধী আইন- বাতিল কর।
২। শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ- বন্ধ কর।
৩। শিক্ষক বেতন- বৃদ্ধি কর।
৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা- চালু কর।
৫। অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা- প্রচলন কর।
৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- স্বায়ত্তশাসন চাই।
৭। ছাত্রদের সমস্যা- সমাধান কর।*

---

*আওয়ামী লীগের একটি অংশ, এন,ডি,এফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর সমন্বয়ে ১৯৬৭ সনের মে তে ‘‘পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গঠিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পুস্তিকা	৩০ নভেম্বর, ১৯৬৭

রংপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাপের বিশেষ অধিবেশনে উপলক্ষে
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ
রংপুর শহর, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭ সাল

সমাগত কাউন্সিলার বন্ধুগণ,

এক কঠিন রোগ ভোগের পর আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি সত্যিই আনন্দিত। অসহ্য যন্ত্রণাময় সেই দিনগুলিতে বার বার এই কথাই আমার মনে হইয়াছিল হয়ত আর একবার শেষবারের মত আপনাদের সাথে মিলিত হইতে পারিব না। কিন্তু পরম করুনাময় আল্লাহতালার অপার দোয়া এবং আমার প্রতি আপনাদের অসীম ভালবাসা এবারও আমাকে মৃত্যুর পথ-যাত্রা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। জানি না আবার ভবিষ্যতে এমনি একটা মহতী সমাবেশে আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব কিনা। দেশবাসীর প্রতি আপনাদের প্রগাঢ় ভালবাসার প্রতি অবিচল আস্থা নিয়াই হয়ত এই শেষবারের মত আপনাদরে সামনে আমি হাজির হইয়াছি। আপনাদের অকুণ্ঠ দেশপ্রেমের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম আপনারা গ্রহণ করুন।

বন্ধুগণ!

আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এক গভীর সংকটময় মুহূর্তে আপনারা আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমাদের সংকট যতই গভীর এবং ব্যাপক হউক না কেন, জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অন্তদৃষ্টি এবং বিশ্বজোড়া পরিসরে সুপ্রসারিত স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া আন্তর্জাতিক প্রতিটি সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণে আপনারা যে সক্ষম এই বিশ্বাস আমার আছে। আপনাদের সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা রাখিয়াই আজ আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা উপস্থিত করিতে চাই।

এক সর্বগ্রাসী গভীর সংকট

আমাদের দেশ আজ এক বর্ণনাতীত সর্বগ্রাসী সংকটে নিমজ্জিত। স্বাধীনতা লাভের পর বিগত বিশটি বছর ধরিয়া একটানা ক্রমবর্ধমান গতিতে সংকট বৃদ্ধি পাইয়া স্তূপীকৃত সংকট দেশবাসীকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়াছে।

কৃষককুলের অবস্থা

সংকটগ্রস্ত দুস্থ জনতার কথা উল্লেখ করিতে হইলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয় আমাদের শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত কৃষক সমাজের কথা। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮২ জন লইয়া যে কৃষক সমাজ, তার জীবনে বিগত ২০ বছর কি আনিয়াছে? মনে পড়ে সামরিক শাসনামলের গোড়ার দিকে এই প্রদেশের জনৈক গর্ভনরের তেজগাঁও বিমানবন্দরের একটি কথা। করাচী থেকে প্রত্যাগত গর্ভনর বাহাদুর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জওয়াবে গ্রীবা উন্নত করিয়া দিগন্তের সবুজ বনানীর দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেনঃ

‘‘চারিদিকে আমি দেখিতেছি এক প্রাচুর্যের সমারোহ’’। সামরিক শাসকদেরহ কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় থাকিয়া সেদিন এই কথাগুলিই সেই গর্ভনরকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিলঃ

হে গর্ভনর বাহাদুর এ দেশের কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের রক্ত নিংড়াইয়া বিমানবন্দরের যে অনুপম প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তার শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জে দাঁড়াইয়া কৃষকের সৃষ্ট দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল বনানীর শ্যামলিমাই তুমি দেখিয়াছ। তুমি দেখ নাই তার অন্তরালের নিরন্ন বিবস্ত্র আর তিলে তিলে মৃত্যুপথযাত্রী শীর্ণ কৃষকেরা শোষণ জর্জর পান্ডুর চেহারা। যাহারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে নয়নাভিরাম প্রাচুর্যের সমারোহ তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজনীয়তাও তোমরা অনুভব কর নাই। তোমাদের আরাম-আয়েশ আর বিলাস বাসনের স্বার্থে তোমরা শোষক গোষ্ঠী এ দেশের কৃষককুলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছ ৯৩ কোটি টাকার ঋণের বোঝা। তোমাদের শিল্পপতি গোষ্ঠী বিগত ২০টি বছর ধরিয়া এদেশের কৃষক-শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে গড়িয়া তুলিয়াছে বিরাট বিরাট পুঁজি আর মুনাফার পাহাড়। কৃষককে তোমরা দাও নাই তার অর্থকরী ফসল-পাট, তামাক আর কুসাইয়ের মূল্য। কৃষকের দীর্ঘকালের দাবী পাটের ন্যায্যমূল্য ৪০ টাকার দাবীকে তোমরা প্রহসনে পরিণত করিয়াছ। বাহ্যিক লোক দেখানো কায়দায় তোমরা পাটের তথাকথিত সর্বনিম্ন মূল্য ২৬ টাকা থেকে ২৮ টাকা ধার্য্য করিয়াছ কিন্তু ঐ নিধারির্ত মূল্যে পাট ক্রয়ের জন্য কলকারখানার মালিক আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা তোমরা কর নাই। তোমরা সুকৌশলে কৃষক সমাজকে ১৫ / ১৬ টাকা মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীর সস্তা দরে পাট ক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছো।

অন্যদিকে তোমরা দিনের পর দিন জমির খাজনা-ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া টাকা প্রতি তের আনা দশ পাই অতিরিক্ত করের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তোমাদের শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিলাস ব্যসনের সুবন্দোস্ত করিয়াছ। চলতি সনেও তোমরা একর প্রতি ৫০ পয়সা জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছ। তারপরেও তোমাদের শোষণ লিপ্সার কমতির কোন লক্ষণ আমরা দেখি না। তোমাদের রাজস্ব মন্ত্রী এই সেদিনও বলিয়াছেন যে, এ দেশের জমির খাজনা নাকি অন্য দেশের তুলনায় কম। তোমরা এ দেশের কৃষক সমাজের ঘাড়ে আরও ট্যাক্স খাজনার বোঝা চাপাইতে চাও। কী ধৃষ্টতা! কী দুঃসাহস তোমাদের। ৪০/৫০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা যখন দেশের শতকরা ৯২টি কৃষক পরিবারের নাই তখন তাদের প্রাসাচ্ছাদনের কথা তোমরা একবারও ভাব না। তোমরা তোমাদের লগ্নির টাকা আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর যখন লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট জারি কর এমনকি তাদের বিরুদ্ধে বডি-ওয়ারেন্ট পর্যন্ত জারি করিতে তোমরা দ্বিধা কর না। তখন কি তোমরা মুহূর্তের জন্যও ভাবিয়া দেখিয়াছ যে তোমাদের জীবনে প্রাচুর্যের সমারোহ সৃষ্টি যে কৃষক সমাজ, সেই কৃষক সমাজ আজ তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে।

বন্ধুগণ! আমি জানি কৃষক জীবনের এই দুরাবস্থার চিত্র আজ শোষক গোষ্ঠীর সামনে তুলিয়া ধরা নিরর্থক। তাই আমাদের কৃষককুলের সমস্যাবলী আমি আপনাদের সামনেই উপস্থিত করা সঙ্গত মনে করি।

ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকারঃ

ন্যাপের দৃষ্টিতে আইয়ুব সরকার হইতেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট বড় বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণী-একনায়ক সরকার, একই শ্রেণী স্বার্থের প্রতিরক্ষক সরকার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশী বড় বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদ এই ত্রিশক্তি এক এবং অবিভাজ্য। এই তিন শক্তির শাসনের অবসানের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের জনগণ তাহাদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করিতে পারে।

আজিকাল মূল রাজনৈতিক প্রশ্নঃ

বন্ধুগণ, দেশী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী ও তাহাদের সহযোগী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আমাদের গণতান্ত্রিক মহলের কিছুটা মোহমুক্তি ঘটিলেও আজিকার কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহাদের বিভ্রান্ত কাটে নাই।

দেশের গণতন্ত্রকামীদের যে অংশ পূর্বে মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের বন্ধু মনে করিতেন বর্তমানে তাহারা সাম্রজ্যবাদ সম্পর্কে কিছুটা নিরপেক্ষতার ভাব দেখান। এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রে মার্কিন বিরোধিতার প্রসঙ্গটি অবতারণা করিয়া তাহারা মার্কিনদের বিরাগভাজন হইতে চান না। তাই তাহারা প্রস্তাব করেন- আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাক তারপর সাম্রজ্যবাদ বিরোধিতার প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা যাইবে। কাজেই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে- কোন কাজটি আগে করিতে হইবে? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা , না সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন?

আমার মতে প্রশ্নটিকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং সাম্রজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক এবং অবিভাজ্য। কেননা আমি ইতিপূর্বেই আলোচনাতে দেখাইয়াছি যে আমাদের দেশের মার্কিন সাম্রজ্যবাদী স্বার্থ এবং দেশী বড় পুঁজি ও সামন্তবাদী স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আঁতাতকে যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না তেমনি এই আঁতাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে ও দুই অংশে ভাগ করা যায় না। ইহাদের একটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গেলে সেই সংগ্রামে অপরটিও জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য। অতএব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক এবং অবিভেজ্য।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নেঃ

ন্যাপের সাথে মতপার্থক্যের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমাদের বন্ধুরা বলিয়াছেনঃ

‘‘বিভেদপন্থী গ্রুপটি ৬-দফা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া প্রকারন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরোধিতা করিয়াছে।’’

বন্ধুদের এই অভিযোগে হাসি সম্বরণ করা সত্যি কঠিন। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের স্বাধিকারসহ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সাম্রজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্র নীতির দাবীতে যে ন্যাপের জন্ম সেই ন্যাপ স্বায়ত্তশাসন দাবীর বিরোধিতা করিতেছে, ইহার চাইতে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে? তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের বন্ধুদের ন্যায় ন্যাপ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগেরও কম উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন যে ৬- দফা, তাহাকে ‘‘জাতীয় মুক্তিসনদ’’ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের নামে জনতাকে বিভ্রান্ত করিতে চায় নাই। স্বায়ত্তশাসন বলিতে ন্যাপ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা শতকরা ৯৮জন মেহনতী মানুষের স্বায়ত্তশাসনই বুঝিয়াছে এবং তার ১৪-দফা কর্মসূচী মারফত দেশবাসীর সামনে তাহাদের করণীয় তুলিয়া ধরিয়াছে।

আমাদের বন্ধুরা বলিয়াছেন যে, ‘‘তাহারা মনে করেন ৬-দফা কর্মসূচী লাহোর প্রস্তাব ও ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯ দফার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ।’’ বেশ ভাল কথা। এক্ষেত্রে তাহাদের উদ্দেশ্যে এক প্রশ্ন করিতে চাই। ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যখন ১৪-দফা কর্মসূচী গৃহীত হয় তখন তাহারা উক্ত ১৪-দফা কর্মসূচীকে লাহোর প্রস্তাব ও ২১-দফা কর্মসূচীর ১৯নং দফার সহিত সঙ্গতিপূণ মনে করিয়াই উহার সহিত একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁহারা এই ১৪-দফার মধ্যে কি কি অসঙ্গতি আবিষ্কার করিলেন? এবং কেনই বা আজও সে সম্পর্কে তাঁহারা নীরব রহিলেন?

বন্ধুগণ! আসল কথা হইতেছে এই যে, আমাদের বন্ধুরা হইতেছেন উদীয়মান বাঙ্গালী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ। পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সহিত আমাদের বাঙ্গালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দকে ‘‘৬-দফার’’ নামে স্বায়ত্তশাসনের লেবাস পরাইয়া তাহারা হাজির করিয়াছেন। আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইতেছে- কয়েকজন অবাঙ্গালী আদমজী দাউদের স্থলে কয়েকজন বাঙ্গালী আদমজী দাউদ সৃষ্টিই যদি ৬-দফার লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে স্বায়ত্তশাসনের নামে বাংলার কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষ কোনদিনই তার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে যাইবে না। কেননা, যে ৬-দফা কর্মসূচীতে বাংলার কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের অধিকারের কোন

স্বীকৃতি নাই স্বায়ত্তশাসনের নামে সেই ৬-দফা ভিত্তিক তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনিবার্যভাবেই উদীয়মান বাঙ্গালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে বাংলার কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের উপর শোষণ-পীড়ণ চালাইবার অধিকারে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। কাজেই আজ প্রশ্ন ওঠেঃ কোন নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসন তথা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জিত হইবে।

নেতৃত্বের প্রশ্নঃ

বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে ন্যাপের এই অংশের ভুল উপলব্ধির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার মনে করি। প্রশ্নটি হইতেছে নেতৃত্বের প্রশ্ন। অর্থাৎ গণতন্ত্রের সংগ্রাম কোন নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে।

আমার সমগ্র পর্যালোচনা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে যে মূল রাজনৈতিক কাজটি বহির হইয়া আসে তাহা হইতেছে দেশে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ। বর্তমান সরকারের পরিবর্তে এইরূপ একটি সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় পুঁজির কবলিত অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করিয়া পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণের স্বায়ত্তশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং তাহাদের জীবনযাত্রার গণতান্ত্রিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করিতে পারি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহা একটি অত্যন্ত সুকঠিন কাজ। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক সজাগ, সচেতন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পোড়-খাওয়া অবিচল নেতৃত্ব। আমাদের বিগত দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা সুস্পষ্ট দেখিয়াছে যে ন্যাপ ব্যতীত আমাদের দেশের বর্তমান অন্য সব রাজনৈতিক দলই সেই নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। তার প্রধান কারণ ঐ সমস্ত দলের নেতৃত্বে আসিয়াছে দোদুল্যচিত্ত দুর্বল বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী ও সামন্তবাদী শ্রেণী হইতে। অতীতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই দুর্বল নেতৃত্ব দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তর জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়াছে। আমি তাই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজিকার দিনে আমাদের ন্যাপই একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দল কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা মেহনতী মানুষের মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। ন্যাপ তাই তার কর্মসূচীকে বাতিল করিয়া অপর কোন শ্রেণীর কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তার লেজুড়বৃত্তি করিতে পারে না।

ইদানীং আমাদের বন্ধুরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং আমাদের সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া ন্যাপের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় মাতিয়াছেন। আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা ন্যাপের সাম্যজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও বড় বুর্জোয়াবিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রামী পতাকাকে সমুন্নত রাখুন এবং বিভেদপন্থীদের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া ন্যাপের ঐক্য -সংহতি রক্ষা করুন। এবং এই পতাকাতলে সকল শোষিত মানুষকে সমবেত করিয়া বর্তমান স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর অপসারন এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নের সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নিন।

জয় আপনাদের অবশ্যম্ভাবী।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জিন্দাবাদ

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

স্বৈরাচারী নিপাক যাউক

সাম্রাজ্যবাদ ধবংস হউক

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার	দৈনিক পাকিস্তান	৭ জানুয়ারী, ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রঃ ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কারঃ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আগরতলার সামরিক অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠকঃ মোটা অংকের অর্থ লাভ হীন চক্রান্ত সম্পর্কে দেশের উভয় অংশে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই জানুয়ারীঃ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ভারত সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একজন সরকারীমুখপাত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে প্রকাশিত তালিকাটি এ যাবৎ ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা।

আজিকার ঘোষণার সরকারের ইতিপূর্বেকার একটি প্রেসনোটকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগের প্রেসনোটে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার দায়ে কতিপয় লোককে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেশে নান ধরনের জল্পনার সৃষ্টি করেছিল। আজকের ঘোষণায় ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করায় সব রকম জল্পনার সমাপ্তি ঘটেছে।

এদের সবাইকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই ষড়যন্ত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগরতলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।

তবে আজ যে ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বের কোন ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে ভরতের নেই। কাশ্মীর বিরোধ এবং অন্যান্য বিরোধগুলো পাকিস্তানের প্রতি একটি গভীর শত্রুতারই প্রকাশ।

ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দু'জন সি,এস,পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সামরিক শাসনামলে স্ক্রিনিং কমিটি এদের দু'জনের প্রতি নোটিশ দিয়েছিল। পরে প্রেসিডেন্ট উভয়কেই ক্ষমা করেন এবং আর একবার সরকারী কাজ করার সুযোগ দেন।

এপিপি পরিবেশিত সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের আসল উদ্দেশ্যে ছিল। এরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তেমন সাক্ষাৎ প্রমাণও পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী সহ ধৃত আরো কতিপয় ব্যক্তির মারফত তারা টাকা পেয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাসহ (যার কথা আগরতলায় আলোচিত হয়েছে) বহু দলিলপত্র সরকারের হস্তগত হয়েছে।

প্রেসনোটে বলা হয়, বিশৃংখলা সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে সরকার সে সম্পর্কে সচেতন। তাই সরকার তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।

প্রেসনোটে বলা হয়, এ ব্যাপারে তদন্ত সমাপ্তির পথে এবং বিচার শীঘ্রই শুরু হবে।

ধৃত ব্যক্তিদের তালিকাঃ

প্রেসনোটে ধৃত ব্যক্তিদের তালিকা দেওয়া হয়েছে এরা হলেনঃ আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থায় কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ডাক্তার সাঈদুর রহমান, সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এম, আলী রাজা, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি (স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৬ সাল থেকে ছুটি ভোগ করছেন), জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি (অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি ছুটি ভোগ করছিলেন এবং একটি ট্রেনিং কোর্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), জনাব মুহিবুর রহমান (প্রাক্তন ন্যাভাল স্টুয়ার্ড), জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল পেটি অফিসার), জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল লিডিং সী-ম্যান), মীর্জা এম,রমিজ (পিআইএতে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), জনাব আমীর হোসেন (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), এ,বি,এম,এ সামাদ (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), জনাব খুরশীদ আলম (প্রাক্তন ন্যাভাল লীডিং সী-ম্যান), লীডিং সী-ম্যান পদের প্রাক্তন সার্জেন্ট ইত্যাদি পদের জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আলী, জনাব এ,বি,এম ইউসুফ, জনাব তাজুল ইসলাম, জনাব খুরশিদ মিয়া, জনাব দলিলুদ্দিন, জনাব মাসুদ আর চৌধুরী, জনাব আনোয়ার হোসেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ডাক্তার ক্যাপ্টেন খুরশিদুদ্দিন, এ,এম সি, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (পাকিস্তান সেনাবাহিনী), সার্জেন্ট, এ,এম,এফ,হক (বিমান বাহিনী), সার্জেন্ট শামসুদ্দীন (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) এবং হাবিলদার ইনসাফ আলী।

ওঝা বহিষ্কৃতঃ

অপর এক খবরে প্রকাশ, পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র এখানে জানান যে, আজ বিকেলে ভারতীয় হাইকমিশনকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে আনা হয়। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ ওঝাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করতেও তাঁকে বলা হয়েছে। মুখপাত্র আরো বলেন, মিঃ ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে তাঁকে বলা হয়েছে।

রয়টার্স পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতের একজন সরকারী মুখপাত্র আজ রাতে নয়া দিল্লীতে বলেন যে, পাকিস্তান ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মি:পি,এন ওঝাকে বহিষ্কার করেছে।

মুখপাত্র আরো বলেন, মি: ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

এম, আহমদকে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশঃ

নয়াদিল্লী ৬ই জানুয়ারী (এ,এফ,পি): পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার বহিষ্কারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারত আজ পাকিস্তানের নিকট নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের উপদেষ্টা জনাব এম, আহমদের অপসারণ দাবী করে....।

জনাব আহমদকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রাত্রে নয়াদিল্লীতে পাকিস্তানী হাইকমিশনের নিকট প্রেরিত এক নোটে ভারত জনাব আহমদের অপসারণ দাবী করে। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও ভারতের নিরাপত্তা বিরোধী ধবংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ভারতের জাতীয়তা বিরোধী চক্রকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়।

---

*খান শামসুর রহমানকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ডেকে আনিয়ে পরে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
সরকারী তথ্য বিবরণীর অভিযোগঃ শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম হোতা	দৈনিক 'পাকিস্তান'	১৮ জানুয়ারী, ১৯৬৮

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট
শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারী (এ,পি,পি): আজ এখানে স্বারাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বারাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হয়েছেঃ-

আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে ছয় জনের নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এ যাবৎকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনবলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তাদের আটকের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৮/৯ই মাঘ ১৩৭৪, সংবাদঃ

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায়
"আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবী"

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬ দফা কর্মসূচী ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখন্ডতা ও বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিরুদ্ধে ফর্মাল চার্জশীট	সরকারী	১৯ জুন, ১৯৬৮

FORMAL CHARGE

[with two heads]

[The statement of the case, called the complaint, the list entitled the "List of the Accused Persons" which contains the name s of the persons to be tried, and the list entitled "List A" which contains the names of the accomplices to whom pardon has been tendered, are appended to this charge-sheet and will be read out at the commencement of the proceedings.]

Pak/72324, Sgt. Zahoorol Haq, accused No. 17, is charged as follows:

First: That he, between the beginning of the year, 1964 and the end of the year, 1967 conspired with his co-accused whose names are included in the "List of the Accused Persons" appended herewith, and the persons whose names are mentioned in "List A", appended herewith as well as with certain citizens of India, to wage war against Pakistan, and to deprive Pakistan of its sovereignty over a part of its territory, namely, the Provi nce of East Pakistan, by means of criminal force, in an armed revolt which was to be carried out mainly with weapons, ammunition and funds provided by India through his Indian co-conspirators:

And that in pursuance aid and furtherance of the aforesaid conspiracy, he did and said what is attributed to him in the complaint, appended herewith, at the times and places mentioned therein;

And thereby committed an offence punishable under section 121-A of the Pakistan Penal Code.

Secondly: That he abetted the committing of mutiny by those of his co-accused and the persons mentioned in "List A", who are members of the Army, Navy, or Air Force of Pakistan and that he attempted to seduce them from their allegiance and duty by doing and saying what is attributed to him in the complaint at the times and places mentioned therein;

And thereby committed an offence publishable under section 131 of the Pakistan Penal Code;

And since some of the persons with whom he engaged in the committing of these offences are subject to a service law while others are not, he is triable under section 3 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance, 1968, by this honourable Tribunal, for these offences.

[The list of witnesses intended to be produced in support of this charge is submitted as required by section 5 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance. 1968. In addition, lists of documents and articles intended to be produced in support of this charge are also submitted. These lists bear, the headings "List of Witnesses", "List of Documents" and "List of Articles" respectively, as explained in Annex T. Supplementary lists may be submitted later.]*

Before the Special Tribunal setup u/s 4 of the Criminal Law Amendment (Special Tribunal) Ordinance, 1968. by Notification S.R.O. 59/R /68, dated the 21st of April) 1968.

THE STATE
versus
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN AND OTHERS-Accused.
This

Statement of the Case on behalf of the prosecution (herein-after referred to as the complaint) submitted by the Central Government u/s 5 of the aforesaid Ordinance, Rcspcctfully sheweth that:

1. In pursuance of secret information received as to the existence of a conspiracy to deprive Pakistan of a part of its territories by an armed revolt with weapons, ammunition and funds provided by India, and to establish therein an independent government recognised by India, some persons were arrested in December, 1967, under the Defence of Pakistan Rules and some others under the laws relating to the Defence Services.

2. Documents produced by or recovered from some of those persons contain code names for some of the important participants in the conspiracy specifications and quantities of arms and ammunition required for the purposes; of the conspiracy, instructions for tasks to be done before the 'D' Day, instructions for the 'D' Day, and other memoranda.

3. The main plan of action was to capture the armories of military units so as to paralyse them. The action was to be carried out in commando style and surprise was to compensate for the lack of manpower. The tasks to be performed in this connection included:

(i) enlisting of men from among the Armed Forces, ex-Servicemen and civilians who could be effectively subverted to build up an armed spearhead;

(ii) securing of arms and funds from local source in addition to those to be provided by India;

(iii) creating of general Political disaffection by propaganda; and

(iv) fixing an opportune moment as the 'D' Day to take over strategic points by force.

* ১৯৬৮ সনের ১৯ শে জুন আগরতলা মামলা শুরু হয়েছিল।

4. In pursuance of their objective, a meeting was arranged between the representatives of those who had to conduct the operations in Pakistan with the representatives of India who were to supply the funds, arms and ammunition. This meeting took place at AGARTALA in INDIA on the 12th of July. 1967.

5. The more important incidents in the development of this conspiracy and the more significant details of those incidents, arc given in the paragraphs that follow. While giving the gist of the discussion at a meeting the reiteration of the general aims and objects of the conspiracy, which took place practically in every meeting, has been mostly omitted. The five lists that accompany this complaint entitled respectively, ‘List A’. ‘List of the Accused Persons’. ‘List of Witnesses’. ‘List of Documents’ and ‘List of Articles’ are explained in Annex ‘I’. The code names of the accused persons are explained in Annex ‘II’. Where a name appears for the first time in this complaint, it is set out in full, but where it occurs again only so much of it is mentioned as is necessary to distinguish it from others. For the sake of complete identification, however, each time a name that is included in the 'List of the Accused Persons', or a name that is included in the ‘List of Witnesses’ is mentioned, the serial number at which that name occurs in the relevant list is specified along with the word 'accused' or ‘witness’ depending on the list in which that name is included. Similarly, where a place is mentioned for the first time, its description is set out in full, but where it appears again, only so much of that description is mentioned as is necessary to distinguish it from others.

6. Between the 15th and the 21st of September, 1964, Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, was on a visit to Karachi. He was invited to attend a meeting convened by Lt. Muazzam Hussain of Pakistan Navy (now Lt. Commander Muazzam Hussain) accused No.2 who, at an earlier meeting, at his own residence. Bungalow No. D/77, K. D. A. Scheme No. 1, Karachi, in the beginning of 1964, in agreement with Steward Mujibur Rehman, accused No.3, Ex- Leading Seaman Sultan-ud-Din Ahmad, accused No.4, Leading Seaman Noor Muhammad, accused No.5, and Lt. Muzzammil Hussain, witness No.l, had decided to consult Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l in connection with a plan to form a revolutionary organisation for taking over East Pakistan. This meeting was held at the house of Mr. Kamal-ud-Din Ahmad, witness No.2, at No. 3/47, M. S. G. P. School Teachers' Co-operative Society (popularly known as Maalama Abad) Karachi, and was attended by :—

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l’
(ii) Muazzam, accused No.2,
(iii) Steward Mujib. Accused No.3,
(iv)Sultan accused No.4,
(v)Noor Muhammad accused No,
(vi)Mr. Ahmad Fazlur Rehman, C.S.P., accused No.6, and
(vii)Muzzamil, witness No. 1,

Muazzam, accused No.2, said that the East Pakistani clement in the Navy had formed a militant force for making East Pakistan into an independent state, and that the East

Pakistani personnel from the Army and the Air Force would also be inducted into that group. He explained that for the successful propagation of the project the support and cooperation of political leaders and Civil Service officials from East Pakistan was needed He further explained that funds would be needed to finance the group. Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, not only agreed, but said that his own idea was the same. He promised his full support and undertook to provide the requisite funds. A. F. Rahman, accused No.6, while agreeing with Muazzam, accused No.2, that an armed revolt was the only answer to the disparity existing between the two wings of Pakistan, said that he was not sure as to what the reaction of India would be to such action. Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l, said that that was his (Sheikh Mujibur Rahman's) concern. He added, however, that they might go slow for the time being because this action might not be necessary if the opposition won the Presidential election, which was then about to be held.

7. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, again visited Karachi, after the Presidential election and was there from the 15th to the 21st of January, 1965. On a day between those dates, meeting was held at the aforesaid house of Muazzam, accused No.2, which was attended by:—

(i) Sheikh Mujibur Rahman accused No.l,
(ii) Muazzam accused No.2,
(iii) Noor Muhammad accused No.5,
(iv) A. F. Rahman accused No.6,
(v) Flight Sergeant Mahfizullah, accused No.7, and
(vi) Lt. Muzzamil Hussain, witness No. 1,

and some others who have not been identified.

Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, said that the only way in which the people of East Pakistan could live honourably was to separate themselves from West Pakistan. He promised full support and monetary assistance and urged Muazzam, accused No.2 to shift his headquarters to East Pakistan and to expedite the activities of the revolutionary group.

8.Mr. Mohammad Amir Hussain Mia, witness No.3, who was employed in the Central Statistical Office at Karachi, was on intimate terms with Steward Mujib, accused No.3, Sultan, accused No.4 and Ex-Corporal Abul Bashar Mohammad Abdus Samad, accused No.8. Some time in January, 1965, Steward Mujib, accused No.3, introduced Amir Hussain, witness No.3 to Muazzam, accused No.2. Amir Hussain, witness No.3, was greatly impressed, and became an active member of the group.

9. Between January, 1965 and August, 1965 several meetings were held at the house of Muazzam, accused No.2, which were normally attended by :—

(i) Muazzam accused No.2,
(ii) Steward Mujib accused No.3,
(iii) Sultan accused No.4,

(iv) Noor Muhammad accused No.5,
(v) Hav. Dalil-ud-Din, accused No.9, and
(vi) Amir Hussain, witness No.3.

who were active members of the organisation. The aims and objects, and the methods to be adopted for their achievement, were discussed at these meetings.

10. To initiate activities in East. Pakistan, it was found necessary to arrange that some of the active members should be there permanently. Accordingly, Steward Mujib. Accused No.3 and Sultan, accused No.4, went on leave to Dacca at the instance of Muazzam, accused No.2. Attempts were being made to have them permanently transferred to East Pakistan. In August, 1965, Muazzam accused No.2. in consultations conducted through Steward Mujib, accused No.3 and Sultan, accused No.4 with Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, arranged a group meeting at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at No. 677, Road 32, Dhanmandi Residential Area, Dacca. Sultan, accused No.4 sent Rs. 1,500 in an insured envelope-addressed to Amir Hussain, witness No.3 and Rs. 500 by telegraphic money order addressed to Noor Muhammad, accused No.5 for delivery to Muazzam, accused No.2, to cover the traveling expenses of the group members proceeding from Karachi to Dacca for attending the meeting. These amounts were sent and were delivered to Muazzam, accused No.2, in due time.

11. The aforesaid meeting was fixed for the 29th of August, 1965. Muazzam, accused No.2, and Amir Hussain, witness No.3, left Karachi for Dacca by a P.I.A. flight to attend it.

12. The aforesaid meeting was held at the appointed place on the appointed day at 3 p.m. and was attended by:—

(i) Sheikh Mujibur Rahman accused No.l,
(ii) Muazzam accused No.2,
(iii) Steward Mujib, accused No.3,
(iv) Sultan accused No.4,
(v) Mr. Ruhul Quddus, C.S.P., accused No. 10. and
(vi) Amir Hussain, witness No.3.

Muazzam, accused No.2, reviewed the progress made, claiming that under the guidance and blessing of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, he had enlisted a large number of serving and released personnel of the Armed Forces, who had undertaken to make East Pakistan an independent state. All the participants expressed their satisfaction with the progress made. Muazzam, accused No.2, stressed the need of funds, arms and ammunition. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, assured them of the requisite help from India. For the time being, he undertook to provide rupees one lac to Muazzam. accused No.2, in installments of Rs. 2,000 to Rs. 4,000 to be collected by Steward Mujib. accused No.3, and Sultan, accused No.4.

13. On the 1st of September, 1965, Steward Mujib, accused No.3, obtained a sum of Rs. 700 from Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at his house in Dhanmandi, Dacca, and made it over to Amir Hussain, witness No.3.

14. On the 9th of September, 1965, Steward Mujib, accused No.3 obtained from Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, a sum of Rs. 4,000 at his house in Dhanmandi, Dacca, and made it over to Amir Hussain, witness No.3, who gave back Rs. 300 to Steward Mujib, accused No.3 and Sultan, accused No.4, for their personal expenses, and retained the balance with himself for being made over to Muazzam, accused No.2.

15. On the outbreak of Indo-Pakistan War, the defence personnel on leave or on temporary duty in East Pakistan were unable to return to the places of their postings in West Pakistan. They were, recalled to duty in East Pakistan. Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were accordingly attached to the Naval Base at Chittagong in September 1965. They continued their activities in connection with the conspiracy during the period of their attachment.

16. In December. 1965, a meeting of the group was held at the residence of A. F. Rahman, accused No.6, Flat No. 21, llaco House, Victoria Road. Karachi, which was attended by:—

(i) Muazzam accused No.2,

(ii) Noor Muhammad accused No.5,

(iii) A. F. Rahman accused No.6,

(iii) Samad, accused No.8, and

(iv) Amir Hussain, witness No.3.

The progress made was discussed and the role played by Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, was praised. A. F. Rahman, accused No.6, undertook to procure transistorised transmitters, from the United Kingdom. It was decided that efforts be made to have Muazzam, accused No.2, transferred to Hast Pakistan. In this connection, the good offices of Mr. K. G. Ahmad, witness No.4, who was then staying as a guest with A. F. Rahman, accused No.6, were to be utlised.

17. In the same month (December, 1965), another meeting was held at the house of Muazzam, accused No.2, Officers' Quarters, Karsaz, Karachi, which was attended by the persons mentioned in paragraph 16. Muazzam, accused No.2, explained that Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were operating in East Pakistan and that Samad, accused No.8 and Amir Hussain, witness No.3 would be sent soon to Dacca for expediting the group work. Muazzam, accused No.2, claimed to have recruited 3.000 volunteers and maintained that if they were equipped and led properly by a few officers of the Defence Services they in no time oust the West Pakistan personnel from East Pakistan. The points discussed in the meeting mentioned in paragraph 16 were brought under discussion.

18. In the same month (December, 1965) another meeting was convened by Mahfizullah, accused No.7, at his Quarter No. 329/2, Korangi Creek, Karachi, which was attended by:—

(i) Sultan, accused No.4.

(ii) Mahfizullah, accused No.7,

(iii) Fit. Sgt. Muhammad Fazlul Haq, accused No. 11,

(iv) Warrant Officers Musharaf H. Sheikh, witness No.5,

(v) Sgt. Shamsuddin Ahmad, witness No.6, and a few others who have not been identified.

Mahfizullah, accused No.7, and Sultan, accused No.4. reiterated that East Pakistan could be saved only by separating it from the Central Government, which could not be achieved without staging an armed revolt. The progress under the leadership of Muazzam, accused No.2, was mentioned.

19. On the departure of Amir Hussain, witness No.3, from Karachi on the 2nd February, 1966, Muazzam, accused No.2, gave him three table diaries, on some of the pages of which he had written down instructions and memoranda, for his guidance. Muazzam, accused No.2, told him that he had copied those instructions in the said diaries from his note-book. It is in one of those diaries that the code names explained in Annex 'II'. .are to be found. He also gave him a map and two lists of arms and ammunition to be handed over to Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l. on his demand.

Muazzam, accused No.2, told Amir Hussain, witness No.3. to be the treasurer, and authorised him to collect and receive funds for the group and asked him to send the amounts so received to him (Muazzam, accused No.2) in Karachi through merchantships, after deducting the expenses incurred in East Pakistan.

20, After his arrival at Dacca, Amir Hussain, witness No. 3, went to Chittagong. Where Steward Mujib, accused No.3, and Sultan, accused No.4, were busy propagating the insurrectionist aims, to assess progress in that area. On 6th February, 1966. He convened a party meeting in his room in Mishka Hotel, which was attended by :—

(i) Steward Mujib, accused No.3,
(ii) Sultan accused No.4,
(iii) Mr. Bhupati Bhusahn Chaudhury (popularly known as Manik Chaudhury), accused No. 12,
(iv) Mr. Bidhan Krishna Sen, accused No. 13,
(v) Subedar Abdur Razzaq E.B.R. accused No. 14,
(vi) Dr. Saeedur Rahman Chaudhury, witness No.7, and
(vii) Ex-Lt. Commander Muhammad Shaheedul Haq (P.N.V.R.), witness No.8.

Manik Chaudhury, accused No. 12 and Saeed-ur-Rahman, witness No.7, told Amir Hussain, witness No.3, that Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l. had directed them to

extend their whole-hearted support to the group. They were aware of its aims and objects. Manik Chaudhury, accused No. 12, gave a sum of Rs. 3,000 in cash lo Amir Hussain, witness No.3. in aid of the conspiracy.

21. In February, 1966 Samad. accused No.8, was sent to Dacca by Muazzam, accused No.2, to strengthen the ranks of the groups in East Pakistan. His release from service having come through, it was necessary to arrange for his livelihood. Muazzam, accused No.2, accordingly wrote a letter to Amir Hussain, witness No.3, directing him to pay Rs. 300 per month to Samad, accused No.8, till a job could be found for him. In that letter which is dated 25th February, 1966. Muazzam, accused No.2, further said that he had discussed everything with "Parash" (code name of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.-l), and that there was nothing to worry about.

22. In the same month, Samad, accused No.8, recruited four new members, namely:-

(i) Mujibur Rahman, Clerk, E.P.R.T.C., accused No. 15,
(ii) Ex-Flight-Sergeant Muhammad Abdur Razzaq, accused No. 16.
(iii) Ex-Naik Subedar Asraf Ali Khan, witness No.9, and
(iv) Ex-L. Naik A. B. M. Yousaf, witness No. 10.

They were indoctrinated by Amir Hussain. Witness No.3.

23. On the 25th February, 1966, Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l visited Chittagong and held a public meeting at Lai Dighi Maidan. After that meeting, he convened a meeting of the group at the residence of Saeed-ur-Rahman, witness No.7, located at 12, Rafiq-ud-Din Siddiqi by-lane, Inayet Bazar, Chittagong, which was attended by :-

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accused No. I,
(ii) Steward Mujib, accused No.3.
(iii) Manik Chaudhury, accused No. 12, and
(iv) Saccd-ur-Rahman, witness No.7.

Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l asked Saeed-ur- Rahman, witness No.7 to provide a place for holding the meetings of the group.

24. In the same month (February, 1966). Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l. tapped another source for obtaining financial assistance for the group. Mr. Muhammad Mohsin, witness No. 11, who is a cousin of Ruhul Quddus, accused No. 10 had been providing funds to Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, previously. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, asked him for money for the group. As Mohsin, witness No. 11, was coming out of the sitting room of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l’ Sultan, accused No.4, told him to deliver the amount requested by Shiekh Mujibur Rahman, accused No.l to "Murad" (Murad is the code name of Steward Mujib, accused No.3). Accordingly after 2 or 3 days. Steward Mujib, accused No.3, obtained Rs. 700 from Mohsin. witness No. 11, in two installments.

25. In March, 1966 on the instructions of Muazzam, accused No.2, Samad. Accused No.8, was employed by A. F. Rahman, accused No.6 as the Manager of a Petrol Pump belonging to his wife which is located close to the residence of Indian Deputy High Commissioner in Dacca. The name of this Petrol Pump is Green View Petrol Pump. The arrangement was a cover for providing a liaison between the officials of the Indian High Commission and the members of the group through A. F. Rahman, accused No.6. The Indian High Commission personnel visited that pump, ostensibly for the purpose of drawing petrol.

26. On the 4th March, 1966, Muazzam. accuscd No.2, wrote a letter to Amir Hussain, witness No.3, directing him to approach K. G. witness No.4, to expedite his secondment to Inland Water Transport Authority, Dacca. He also directed Amir Hussain, witness No.3, to rent premises where the expected arms and ammunition from India could be stored.

27. In the same month (early March. 1966) Amir Hussain, witness No. 3. convened a meeting of the group at Mohakhali, Dacca, which was attended by :—

- (i) Samad, accuscd No.8,
- (ii) Mujib, Clerk, accused No. 15,
- (iii) M. A. Razzaq, accused No. 16.
- (iv) Sergeant Zahurul Haq, accused No. 17,
- (v) Ashraf Ali, witness No.9, and
- (vi) Yousaf, witness No. 10.

as well as by certain other persons whose names have been mentioned as follows :-

- (i) L.A.C.M.A. Nawaz,
- (ii) L.A.C.Z.A. Choudhury, and
- (iii) Sergeant Mia, P.A.F.

(In the course of the investigation it has not been possible to establish the identity of these persons).

It was emphasised that the only way of achieving their objective was an armed revolt. It was explained that the Government of India were going to supply arms and ammunition to the organisation.

28. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, convened a meeting of the conspirators on the 12th of March, 1966, which was a Saturday, to suit the convenience of Muazzam, accused No.2, who could only come during a week-end from Karachi without obtaining leave. The meeting was held at about sunset at the house of Mr. Taj-ud-Din, No. 617, Road No. 18, Dhanmandi, Dacca. Mr. Taj-ud-Din, who is a political associate of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, had lent his premises for the meeting but was not himself present in it. Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, collected most of those who had to attend the meeting from a bus stop and took them in a car to the aforementioned house. This meeting was attended by :-

(i) Sheikh Mujibur Rahman, accuscd. No. I,
(ii)Muazzam, accused No.2,
(iii)Steward Mujib, accused No.3,
(iv)Ruhul Qudus, accuscd No. 10, and
(v)Amir Hussain, witness No.3.

Muazzam, accused No.2, expressed the hope that on the D' Day, the entire public of East Pakistan would be behind them. All the participants were agreed that the stage had arrived when the members of the conspiracy should be provided with, and trained in, the use of arms. Arrangement for sending some of their representatives to India to discuss the arms deal with the Indian officials were also considered.

29. A few days later, Ashraf Ali, witness No.9, delivered to Amir Hussain, witness No. 3, what purported to be a sketch of the layout of one of the Cantonments in East Pakistan.

30. By a letter, dated the 19th March, 1966. Muazzam, accused No.2, informed Amir Hussain, witness No.3, that A. F. Rahman, accused No.6, had telephoned to say that the transfer of Muazzam accused No.2, to Dacca had been arranged. He also informed Amir Hussain, witness No.3. that Noor Muhammad, accused No.5, would go to Dacca within a few days and would apprise him of the work of the group in West Wing. In the same letter, he also wrote, in disguised language, that he would send him small arms through his servant Shaft (not available so far) and that Amir Hussain, witness No.3, should procure more money for purchasing weapons.

31. After about a week Mauzzam. accused No.2, wrote another letter to Amir Hussain, witness No.3, asking him to obtain money from A. F. Rahman, accused No.6, and to send it to him through a bank draft. Accordingly, Amir Hussain, witness No.3, obtained Rs. 5,500 in cash from A. F. Rahman, accused No.6. He despatched Rs. 5,000 to Muazzam accused No.2, through a bank draft on the 31st March, 1966, and retained Rs. 500 with himself for expenses.

32. On the 3rd April. 1966, Steward Mujib, accused No.3, and Amir Hussain, witness No.3, went to the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, at Dhanmandi, Dacca and told him that more funds were needed for purchasing small arms and ammunition, for the group. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, gave Rs. 4,000 in cash to Steward Mujib, accused No.3, who had been nominated by Muazzam, accused No.2, to collect funds for the group from Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1. Steward Mujib, accused No.3, delivered the amount to Amir Hussain witness No.3.

33. The following day. Amir Hussain, witness No.3, received a letter from Muazzam, accused No.2, in disguised language, expressing the urgency for the procurement of more funds. Accordingly, Amir Hussain, witness No.3, sent Steward Mujib, accused No.3, to Ruhul Qudus, accused No. 10, for more funds. Steward Mujib, accused No.3, collected Rs. 2,000 from Ruhul Qudus, accused No. 10, and delivered the said amount to Amir Hussain, witness No.3. Thereafter, Amir Hussain, witness No.3, sent Steward Mujib, accused No.3, with Rs. 6,000 to Chittagong for despatch to Muazzam. accused No.2. through a merchantship.

34. About the same time, Amir Hussain, witness No.3, hired house No. 107-Dina Nath Sen Road, Dacca, at the expense of the group. This house was fitted with a telephone bearing the number 82452.

35. On the 6th of April, 1966. Muazzam, accused No. 2, wrote a letter to Amir Hussain. witness No.3, acknowledging the receipt of the bank draft that was sent to him earlier. In that letter, in disguised language, he mentioned the financial and other requirements for the purposes of the conspiracy and asked Amir Hussain. witness No. 3. to prepare a budget. Amir Hussain, witness No.3, not being conversant with the technical details of arms, decided not to prepare the budget until it was demanded by Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1.

36. Soon after, Amir Hussain. witness No.3, received another letter dated the 8th of April, 1966, from Muazzam, accused No.2, asking him to inform "Tusar" (code name for A. F. Rahman, accused No.6) that he would be coming on transfer to East Pakistan about the 22nd of April. 1966.

37. In the same month (April. 1966). Manik Chaudhury, accused No. 12, called at the residence of Sheikh Mujibur Rahman, accuscd No.l. at Dhanmandi, Dacca. He found Sultan, accused No.4, already present there. Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, asked Manik Chaudhury, accused No. 12, to give money to Sultan, accused No.4. Three or four days later, Sultan, accuscd No.4, called at the residence of Manik Chaudhury, accused No. 12, at 41-Ramjoy Mohajan Lane. Chittagong Town and Manik Chaudhury, accused No. 12, gave him Rs. 1,500 for the purposes of the conspiracy.

38.In the same month (April, 1966), Mohsin, witness No. 11, called on Sheikh Mujibur Rahman, accused No. 1, at his residence in Dhanmandi, Dacca. Sheikh Mujibur Rahman, accuscd No. 1, told Mohsin, witness No. 11, in confidence that he had formed a revolutionary group which included members and ex-members of the Armed Forces, and, requested him to provide monetary assistance for the activities of the group.

39.Sometime in the end of April. 1966, or the beginning of May, 1966, after his transfer to Chittagong, Muazzam, accused No. 2, visited Amir Hussain, witness No. 3, at his residence, 107-Dina Nath Sen Road. Gandaria, Dacca. The details of the money received on behalf of the group and the expenses incurred by the group were discussed. Muazzam, accused No.2, could not justify the huge expenses he had incurred in the name of the organisation. Amir Hussain, witness No.3, and Muazzam, accused No. 2, exchanged hot words. Amir Hussain, witness No.3, lost faith in the leadership of Muazzam, accused No.2. The same evening. Amir Hussain witness No.3, handed over Rs. 8,000 in cash along with two cash books, and other papers relating to accounts, to Muazzam, accused No.2, at the house of Dr. Khaleque, Road No.2, Dhanmandi Residential Area. Dacca, where Muazzam, accused No.2, was staying. That house is called "Aleya". Muazzam, accused No.2. paid Rs. 1,500 out of that sum to Amir Hussain. witness No.3, for clearing the rent of the house in which he was living on Dina Nath Sen Road. Amir Hussain, witness No.3, thereafter severed his connection with the conspiracy.

40. On the 1st of May, 1966. Muazzam, accused No.2, was posted to the Naval Base. Chittagong. Soon after his posting there, he convened a meeting of the group. This meeting was held in the "outer house" of Saeed-ur-Rehrnan, witness No.7, who had

agreed to allow it to be used as the meeting place for the group. This "outer house" is located in Inayat Hussain Market, Chittagong. This meeting was attended by:—

(i)Muazzam, accused No 2,
(ii)Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Manik Chaudhury, accused No 12,
(v)Mr. Muhammad Khurshid, accused No. 18, and
(vi)Saeed-ur-Rchman. witness No 7.

Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saced-ur-Rehman, witness No 7 were excluded from the proceedings of this meeting.

41 On the 6th of May, 1966, Sheikh Mujibur Rahman, accused No 1, was arrested under the Defence of Pakistan Rules in connection with certain activities which are unconnected with this conspiracy. He remained in detention under the Defence of Pakistan Rules till he was arrested and taken into custody in connection with this conspiracy (During his detention under the Defence of Pakistan Rules, he was put on his trial in several cases).

42 After the aforesaid arrest of Sheikh Mujibur Rahman, accused No 1, an emergent meeting of the Political Party to which he belongs, was held at his residence on the 20th of May, 1966. Manik Chaudhury. accused No 12, went from Chittagong to Dacca, to attend that meeting. Before attending the meeting, Manik Chaudhury, accused No 12, took Saeed-ur-Rehman, witness No.7, to Mr. P. N. OJHA, 1st Secretary to the Deputy High Commissioner for India in Pakistan, at the offices of the High Commission in Dacca. Mr. P. N. Ojha noted down the particulars of Saeed-ur-Rehman, witness No 7, and asked him to visit him some time afterwards. Saeed-ur-Rehman, witness No 7, came out of the office while Manik Chaudhury, accused No 12, stayed behind for some time.

43. On the night between the 20th and 21st May, 1966, Manik Chaudhury, accused No. 12, was arrested under the Defence of Pakistan Rules at Chittagong in connection with certain activities unconnected with this conspiracy.

44. In the same month (May, 1966), after the arrest of Manik Chaudhury, accused No. 12, Muazzam, accused No.2, convened two more meetings of the conspirators in the aforesaid "outer house" which were attended by:

(i)Muazzam, accused No.2,
(ii)Steward Mujib, accused No.3.
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Khurshid, accused No. 18. and
(v)Saeed-ur-Rehman, witness No.7.

The tasks to be assigned to different members and the methods to be adopted for the successful execution of their plan, were discussed. Layout of Dacca, Comilla, Jessore and Chittagong Cantonments and of the Naval Base at Chittagong were evaluated. The need for collecting more funds and arms was emphasised.

45. In the same month (May, 1966), at Chittagong, Mr. M.M. Rameez witness No. 12, who was the District Manager of the. P.LA. at Chittagong, came into contact with Muazzam, accused No.2, and Joined the conspiracy.

46. Soon afterwards Rameez, witness No. 12, attracted Mr. K. M. Shamsur Rehman, C.S.P., accused No. 19, into the conspiracy. He was then functioning as the Chairman of the Chittagong Development Authority. Chittagong.

47. To the same month (May, 1966), Ashraf Ali, witness No.9, and Samad, accuscd No.8, hired a house called "Psyche" at No. 100/3, Azimpur Road Dacca, at the expense of the group. These two persons thereafter shifted to the new house from the house of Amir Hussain, witness No.3, where they were previously living.

48. In June, 1966, Muazzam, accused No. 2, at his residence, Nasirabad Housing Society, Chittagong, gave his diary, a note-book and a folder to Rameez, witness No. 12, and asked him to go through their contents. The aforesaid documents disclosed the objects and the pattern of the government of the proposed independent state. All property was to be acquired by the state; industry was to be nationalised and currency was to be replaced by coupons. Muazzam, accused No.2, also showed him the proposed flag of the new state which was in green and gold.

49. Later in the same month (June, 1966), Muazzam, accused No.2 convened a meeting at the house of Rameez, witness No. 12, P.I.A. House 60, Panchlaish, Chittagong, which was attended by:—

(i) Muazzam, accused No. 2,
(ii) Steward Mujib, accused No. 3,
(iii)Khurshid, accused No. 18,
(iv)Risaldar Shamsul Haq, A.C. accused No. 20,
(v)Havaldar Azizul Haq, S.S.G., accused No. 21,
(vi)Rameez, witness No. 12.

The object of this meeting was to introduce Rameez to the front-line workers of the group. In addition to those whose names are mentioned above, some other workers also attended this meeting, but their identity has not been established.

50. Later in the same month (June 1966), Muazzam, accused No.2, convened a meeting of the group at his residence, Nasirabad Housing Society, Chittagong which was attended by:

(i) Muazzam, accused No.2,
(ii) Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No.4,
(iv)Subedar Razzaq accused No. 14,
(v) Zahoorul Haq, accused No. 17,
(vi)Khurshid, accused No. 18,

(vii)Risaldar Shamsul Haq, accused No. 20,
(viii)Ashraf Ali, witness No. 9, and
(ix) Yousaf, witness No. 10.

(Another person whose name was given as Sgt. Shafi, also attended this meeting but his identity has not been established).

Muazzam, accused No. 2, displayed his diary and a notebook that contained the main features of the proposed new independent state to be called. "Bangladesh". The proposed national flag was also displayed.

51. In June/July, 1966, Mahfizullah, accused No.7 convened a meeting of the conspirators among the personnel of the Air Force, in his Quarter No. 25/3 Abyssinia Line, Karachi, which was attended by:-

(i)Noor Muhammad, accused No 5,
(ii)Mahfizullah, accused No 7,
(iii)SAC Mahfoozul Bari,- accused No 22,
(iv)Musharaf, witness No 5,
(v)Corporal Jamaluddin Ahmad, witness No 14, and
(vi)Corporal Sirajul Islam, witness No 15.

This meeting was also attended by a few others, who have not been traced. Much was made in this meeting of the importance of Noor Muhammad, accused No.5, because he had come from the Navy. At the request of Mahfizullah, accused No.7, Corporal Jamah witness No. 14, who had recently returned from Dacca, apprised the audience of the progress made by the conspirators in East Pakistan and said that Sheikh Mujibur Rahman, accused No.l, and some highranking civil officers had vitalised their activities. Mahfizullah, accused No.7, told Siraj, witness No. 15, who was to proceed on leave to East Pakistan, to contract Fazlul Haq, accused No. 11 and Sergeant Shamsul Haq of the P.A.F. accused No. 23, at P.A.F. Station, Dacca, to maintain liaison with the rest.

52. Sometime in June/July, 1966, it was arranged that Muazzam, accused No.2. and Rameez, witness No. 12, should visit Comilla. Accordingly, Steward Mujib, accused No.3, was sent to Comilla to inform Major (then Captain) Shamsul Alam, A.M.C., accused No. 24. Muazzam, accused No.2, and Rameez, witness No. 12, left Chittagong in car- HILLMAN IMP No. EBA-9591 of Muazzam, accused No.2. They went to the resi- dence of Shamsul Alam, accused No. 24, at Comilla Town, where the were also joined by Capt. Muhammad Abdul Mutalib, Baluch Regiment Shamsul Alam, accused No. 24, would act as the Sector Commander for Comilla. He explained that at the time of the action, the plan would be to capture the armories of military units and thus to paralyse their ability to fight. He observed that surprise would compensate for the lack of manpower. He asked Shamsul Alam, accused No. 24, to increase his contacts with the Service and Ex-Service personnel. Mutalib, accused No. 25, said that he was enlisting members of the East Pakistan Rifles. Later, the five of them drove in the same car to the house of Capt. Muhammad Sawkat Ali Mian, A.O.C., accused No. 26, in Comilla

Cantonment where Steward Mujib, accused No.3, also joined them. Sawkat, accused No. 26, informed Muazzam, accused No.2, that he had contacted Capt. Muhammad Abdul Aliin Bhuiyan, A.O.C., witness No. 13, and Capt. Khundkar Najm-ul-Huda, A.S.C. accused No. 27, at Dacca and that the said two officers wanted to know more about the organisation. Muazzam, accused No. 2, promised to arrange a meeting at Dacca soon afterwards.

53. In the same month, i.e., July, 1966, Saeed-ur-Rehman, witness. No.7, happened to visit Muazzam, accused No.2, at the latter's residence at Chittagong. On that occasion, Muazzam, accused No.2, disclosed to Saeed-ur-Rehman, witness No .7, that Manik Chaudhury, accused No. 12, before his arrest had promised to deliver a list of arms to P. N. Ojha, the First Secretary to Deputy High Commissioner for India in Dacca, for procuring arms for the conspiracy. Muazzam, accused No. 2, asked Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, if he knew P. N. Ojha. Saeed-ur-Rehman, witness No. 7 answered in the affirmative, whereupon Muazzam, accused No. 2, requested Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, to deliver the arms list to P. N. Ojha. Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, expressed his inability to do so, on account of the surveillance imposed upon him.

54. After a few days, one morning, P. N. Ojha appeared at the residence of Saeed-ur- Rehman, witness No.7, at Chittagong and complained to him that in spite of his request, he (Saeed-ur-Rehman. witness No.7), did not call at his office in Dacca. On that occasion, Saeed-ur- Rehman, witness No. 7, conveyed to P. N. Ojha the message of Muazzam, accused No. 2, regarding the arms' list which Manik Chaudhury, accused No. 12, was to deliver to P. N. Ojha.

55. The next day under the instructions of P. N. Ojha, Saeed-ur-Rehman,_witness No.7, obtained the said list from Muazzam, accused No. 2, and delivered the same to P. N. Ojha at Chittagong Railway Station. At that time, P. N. Ojha, gave a code word to Saeed-ur-Rehman, witness No.7, for contacting him in Dacca and asked that Muazzam. accused. No. 2 should visit P. N. Ojha, in Dacca.

56. A few days later, Muazzam, accused No.2, through Saeed-ur-Rehman, witness No.7, arranged a meeting with P. N. Ojha at the official residence of the Deputy High Commissioner for India in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha assured Muazzam, accused No.2, that he would forward the arms' list to the Indian Government for their approval. He, however, expressed his inability to deliver money to the conspirators for the time being.

57. Sometime in August, 1966, Sawkat, accused No. 26, visited Dacca and stayed with Alim, witness No. 13 in the Ordnance Mess. The same evening Muazzam, accused No.2, visited Alim. witness No. 13, and Sawkat, accused No. 26, in the said Mess. On that occasion, Muazzam, accused No.2, announced that he would hold a meeting the following morning in the flat of Rameez., witness No. 12, in Muhammadpur Housing Estate in Dacca. The following attended the aforesaid meeting:—

(i)Muazzam accused No.2,
(ii)Steward Mujib accused No.3,

(iii)Sultan, accuscd No.4,
(iv)Najmul Huda, accused No. 27,
(v)Sawkat, accused No. 26. and
(vi)Alim, witness No. 13.

Muazzam, accused No.2. showed the conspirators a diary and a notebook containing plans of action. Muazzam, accuscd No.2, claimed that he had already contacted the Indian authorities for the procurement of arms and ammunition for the conspiracy. He expressed his desire that the members should induct a few more Army Officers into the group to lead the men in Jessore and Rangpur area. He claimed that Capt. A. N. M. Nuruzzaman, E.B.R., accused No. 28, and his own Naval Force were sufficient to carry out the task at Chittagong. Muazzam, accused No.2, commended the work done by Mutalib, accused No. 25, and Shamsul Alam, accused No. 24, at Comilla.

58. In the same month (August, 1966), Najmul Huda, accused No. 27, Shamsul Alam, accused No. 24, Alim, witness No. 13, and Sawkat, accused No. 26. met at the Daudkandi Rest House. They felt that the leadership of the conspirators should be vested in some senior Army Officer. They decided to enquire from Muazzam, accused No. 2, the antecedents of the organisers.

59. In the same month (August, 1966), Muazzam, accused No.2, paid Rs. 5,000 from the group-funds to Rameez, witness No. 12, to enable him to buy a car for the group-work.

60. Sometime in September, 1966, Muazzam, accused No. 2, held a meeting of the conspirators in the flat of Rameez, witness No. 12, at No. 12-8-/8, Mohammadpur Housing Estate, Dacca. The following attended the meeting :-

(i) Muazzam, accused No.2,
(ii) Steward Mujib, accused No.3,
(iii)Sultan, accused No. 4,
(iv)Shamsur Rehman, accused No. 19,
(v)Shamsul Alam, accused No. 24,
(vi)Mutalib, accused No. 25,
(vii)Najmul Huda. accused No. 27,
(viii)Rameez, witness No. 12, and
(ix)Alim. witness No. 13.

Muazzam, accused No. 2, disclosed to the conspirators that the Indian authorities had agreed to supply the requisite arms and ammunition. He detailed Mutalib, accused No. 25, to organise the ex-servicemen in various groups and to train them in the use of different type of weapons. Muazzam, accused No. 2, undertook to satisfy the financial needs of the Sector Commanders. Najmul Huda, accused No. 27, Shamsul Alam, accused No. 24. and Alim, witness No. 13, interrupted the proceedings by proposing that the leadership should be vested in some senior officer of the Army. Shamsur Rehman,

accuscd No. 19, cut short the arguments by undertaking to contact Col. M. A. G. Osmani (Retired), in that connection. He explained that India and the block supporting it would readily recognised the new independent state and that international considerations would restrain India from encroaching upon the territories of the new state. Muazzam, accused No. 2, declared that soon after securing independence. Martial Law would be promulgated in the country and on the restoration of normal conditions, general elections would be held. Rameez, witness No. 12, expressed the view that during the armed revolt communication would be maintained by using P.l.A. and P.A.F. planes and the radio sets. One of the conspirators came out with the suggestion that East Pakistanis in West Pakistan would be exchanged with the West Pakistanis captured during the revolt in East Pakistan.

61. In the same month September, 1966. for the second time, Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, arranged a meeting between Muazzam, accused No. 2, and Mr. P. N. Ojha at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha told Muazzam, accused No. 2, that the Indian Government had agreed to supply arms to the conspirators and that he would inform Muazzam, accused No. 2, in due course, of the date on which the arms and ammunition would be delivered.

62. In October, 1966, Muazzam, accused No.2, arranged a meeting at his residence "Anchorage" at Chittagong, on the suggestion of Shamsur Rehman, accused No. 19, to ascertain the response of senior Army Officers to the group. Col. M. A. G. Osmani (Retired), was invited. The following were present :-

(i)Muazzam, accused No. 2.
(ii)Shamsur Rehman, accused No. 19.
(iii)Rameez, witness No. 12.

Muazzam, accused No.2, mentioned the salient features of the conspiracy. He also disclosed that "a gentlemen's agreement" had been reached with India to the effect that she would not violate the existing boundaries of East Pakistan on the declaration of independence and that she would support the revolt by blocking sea and air against any intervention from West Pakistan. Col. M. A. G. Osmani merely listened to the discourse.

63. In October, 1966, Saeed-ur-Rehman, witness No. 7, for the third time arranged a meeting between Muazzam, accused No. 2, and P. N. Ojha at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha regretted that due to the then impending general elections in India, the date for supply of arms and ammunition could not be fixed. P. N. Ojha advised the conspirators to wait for the supply of arms till the conclusion of the general elections of India.

64. In the same month (October, 1966), Steward Mujib, accused No.3, approached Mohsin, witness No. 11, for monetary help. Mohsin, witness No. 11, paid him Rs. 2,000. Steward Mujib, accused No. 3, said that Rs. 3 to 4 lacs were needed for procuring arms and ammunition. Mohsin, witness No. II, got scared, and turned out Steward Mujib. accused No.3, immediately from his house.

65. On or about 23rd January, 1967, Manik Chaudhury, accused No. 12, was released from detention.

66. In February, 1967, Mahfizullah, accused No. 7, also reached Dacca and held a meeting of the Air Force personnel in the group, in the shop of M. A. Razzaq, accused No. 16, located in Awlad Hussain Market in Dacca. The following attended the meeting:-

(i)Mahfizullah, accused No. 7,
(ii)M. A. Razzaq. accused No. 16,
(iii)Sgt. Shamsul Haq, accused No. 23, and
(iv)Siraj, witness No. 15.

A few others also attended this meeting but they have not been traced. The general aims and objects of the conspiracy were discussed.

67. In March, 1967, Muazzam, accused No. 2, was seconded to the East Pakistan Inland Water Transport Authority and was posted to Barisal.

68. In March, 1967, both Siraj, witness No. 15 and Mahfizullah, accused No. 7. .returned to Karachi.

69. In the same month (March. 1967), Muazzam. accused No. 2, arranged his fourth meeting with P. N. Ojha through Manik Chaudhury, accused No. 12, at the residence of P. N. Ojha in Dacca. On 10th March, 1967, Muazzam, accused No.2, Manik Chaudhury. accused No. 12, and Saecd-urRahman, witness No 7, met P. N. Ojha, who informed them that till the election of the Prime Minister of India, the date for the supply of arms and ammunition could not be fixed. P. N. Ojha enquired about their progress. At the conclusion of the meeting., P. N. Ojha gave them Rs. 5,000 in cash.

70.On 31st March, 1967, Muazzam, accuscd No.2, along with Manik Chaudhury, accuscd No. 12, and Saced-ur-Rahman, witness No.7, met P. N. Ojha for the fifth time at the residence of P. N. Ojha in Dacca. In that meeting P. N. Ojha disclosed that Indian Government felt that prior to the supply of arms and ammunition, a meeting between the representatives of the conspiratorial group and some officials from India was necessary. P. N. Ojha suggested Agartala (India), which is not far from the Pakistan border as the venue for the meeting. He asked Muazzam. accused No. 2, to propose the names of three representatives. P. N. Ojha gave them Rs. 10,000 on this occasion.

71.In the same month (March, 1967), Muazzam, accused No. 2, Steward Mujib, accused No. 3, and Rameez, witness No. 12, assembled in the flat of Rameez, witness No. 12, in Muhammadpur Housing Estate, Dacca. Muazzam, accused No. 2, told Rameez, witness No. 12, that he had ample funds available with him. and that they were receiving financial aid from P. N. Ojha. He also said that they were receiving financial support from Ruhul Quddus, accused No. 10, and A. F. Rahman, accused No.6. Steward Mujib. accused No. 3, confirmed those facts. In that meeting the conspirators decided to hire another house for holding meetings and to provide accommodation to the whole time workers. In order to provide cover for the activities of the conspirators, it was also decided that some funds be provided to set up an ostensible business. Rameez, witness

No. 12, recommended the name of his friend Abu Shams Lutful Huda, witness No. 16. for setting it up.

72. In the same month (March, 1967), another party meeting was held in the aforementioned flat. The following attended the meeting:-

(i)Muazzam, accused No 2,
(ii)Steward Mujib, accused No. 3,
(iii)Samad, accused No. 8,
(iv)Shamsur Rahman, accused No. 19,
(v)Mutalib, accused No. 25,
(vi)Rameez, witness No. 12, and
(vii)Lutful Huda, witness No. 16.

In that meeting issues concerning the procurement of transmitter sets and the training of operators were discussed. It was also decided that a substantial amount should be placed at the disposal of Rameez, witness No. 12, for conducting the group's cover business under the supervision of Lutful Huda, witness No. 16.

73. A few days later (March, 1967), Rameez, witness No. 12, received Rs. 25,000 from Muazzam, accussd No. 2, through Steward Mujib, accused No. 3, Out of the said amount Rameez, witness No. 12, paid Rs. 5,000 in cash to Lutful Huda, witness No. 16, for the business. Out of the balance of Rs. 20,000 Rameez, witness No. 12, spent Rs. 18,689 to meet the miscellaneous expenses incurred by the conspirators.

74. On 14th March, 1967, Steward Mujib, accused No. 3, deserted from Pakistan Navy in order to devote his full time to the conspiratorial work.

75. After about a fortnight in the same month (March, 1967), Shamsur Rahman, accused No. 19, wrote a letter to Mr. Siddique-ur-Rahman, Deputy Commissioner, Faridpur, requesting him to help "his friend Mr. Mujibur Rahman". Steward Mujib, accused No. 3, along with Lutful Huda, witness No. 16, went to Faridpur and delivered the letter to Mr. Siddique-ur-Rahman.

76. In April, 1967, house No, 13, Green Square, Dacca, was hired for the group. It was occupied on 1st May, 1967. The following whole time workers were accommodated therein:-

(i)Steward Mujib, accused No. 3,
(ii)Samad, accused No. 8,
(iii)Daliluddin, accused No. 9,
(iv)Ex-Subedar, Jalaluddin Ahmed, witness No. 17,
(v)Mr. Mohammad Ghulam Ahmad, witness No. 18.

Muazzam, accused No. 2, also placed his HELLMAN car No. EBA— 9591 at the disposal of Steward Mujib, accused No. 3, for the groups* work at 13, Green Square.

77. Some time in April, 1967, Mahfizullah, accused No. 7, visited Corporal Hai. A. K. M. A., witness No. 19, at his quarter in Domestic Area, P.A.F. Korangi Creek,

Karachi. Mahfizullah, accused No. 7, finding a dummy hand grenade kept there as a decoration piece, obtained the said hand grenade from Hai, witness No. 19.

78. In May, 1967, a meeting was convened by Mahfizullah, accused No. 7, in the house of Sgt. Jalil, accused No. 29, in 14/4-G, Clayton Quarters, Karachi. The undermentioned members attended the meeting:—

(i) Mahfizullah, accused No. 7,
(ii)Bari, accused No. 22,
(iii)Sgt. Shamsul Huq, accused No. 23,
(iv)Sgt. Abdul Jalil, accused No. 29,
(v)Muhammad Mahbubuddin Chaudhury, accused No. 30,
(vi)Shamsuddin, witness No. 6,
(vii)Corporal Jamal, witness No. 14, and
(viii)Siraj, witness No. 15.

In that meeting, Sgt. Shamsul Haq, accused No. 23, who had recently returned from East Pakistan and was one of the leading figures in the group there, informed the participants that Muazzam, accused No. 2, had succeeded in persuading the Indian authorities to provide arms and financial aid for the conspiracy. He explained to the conspirators that the entire public of East Pakistan would support the armed revolt on the 'D' Day. At the conclusion of the meeting Mahfizullah, accused No. 7, took out a dummy hand grenade from his pocket and gave a demonstration of its throwing. He asked the group members to practice the same. He left the hand grenade for that purpose in the house of Jalil. accused No. 29. He said that he would start training the use of small arms on receipt of the same.

79. Some time in May, 1967. Mahfizullah, accused No. 7, revealed to Siraj, witness No. 15, that Shamsuddin, witness No. 6, was also a member of their organisation and that the Air Force personnel were being led by Lt. M.M.M. Rahman, accused No. 31. Mafizullah, accused No. 7, directed Siraj. witness No. 15, to bring Shamsuddin, witness No. 6, and Mahboobuddin, accused No. 30, for attending the group meeting at the residence of Lt. Rehman, accused No. 31, in officers quarter in Karsaz, Karachi.

80. In the same month (May. 1967), on the appointed date, the following assembled in the house of Lt. Rehman, accused No. 31 :—

(i) Mahfizullah, accuscd No. 7,
(ii)Lt. Rehman, accused No. 31,
(iii)Mahboobuddin, accused No. 30,
(iv)Shamsuddin, witness No. 6,
(v)Siraj, witness No. 15.

and a few others who have not been traced.

After reiterating the aims and objects, Lt. Rehman. accuscd No. 31, asked the participants to enlist more and more Bengali servings-servicemen into the organization and to find out ways and means for despatching suitable workers to East Pakistan.

81. Some time in the end of June, 1967, Muazzam, accused No. 2, had sent Jala), witness No. 17, and Samad, accused No. 8, on a recruiting tour. In that connection, the aforementioned witness and the accused visited Comilla, Chittagong, Khulna and Jessore. They met Ex-Sub. A. K. M. Tajul Islam accused No. 32, at Khulna and discussed with him the progress of the group in that area. Tajul Islam, accused No. 32, introduced the conspirators recruited by him to the visiting team.

82. In the 2nd or 3rd week of June, 1967, Lt. Rehman, accused No. 31, who was one of the leading figures in the aforesaid group, held a meeting at this residence. Bungalow No. E/16, Officers' Quarters near Karsaz, Karachi.

The following conspirators attended the mecting:-

(i)Mahfizullah, accuscd No, 7,
(ii)Bari, accused No. 22,
(iii)Mahboobuddin, accused No. 30,
(iv)Lt. Rehman, accused No. 31,
(v)Sgt. Shamsuddin. witness No. 6, and
(vi)Siraj, witness No. 15,

and a few others, who have not been traccd.

Lt. Rehamn, accused No. 31, told the participants that Muazzam, accuscd No. 2, had given instructions to stop further recruitment of the conspirators. On the suggestion of Mahboobuddin, accused No. 30, and Bari, accused No. 22, Lt. Rehman, accused No. 31, directed Shamsuddin, witness No. 6 who was proceeding on transfer to Dacca, to contact Muazzam, accused No. 2, at Dacca and to enquire from him if he wanted his (Lt. Rehman's) presence at Dacca and if so, Shamsuddin, witness No. 6, should send him a telegram stating "Bazloo serious admitted in Medical College". At the instance of Bari, accused No. 22, and Mahboobuddin, accused No. 30, it was decided that the members should only raise funds for the group at Karachi, for the time being.

83. In June, 1967, Muazzam, accuscd No. 2, convened a few meetings in 13-Green Square, Dacca, which were attended by:-

(i) Muzazzam, accused No. 2,
(ii) Steward Mujib, accused No. 3,
(ii) Sultan, accused No. 4,
(iv)Daliluddin, accused No .9,
(v) Ris. Shamsul Haq, accused No. 20,
(vi)Mr. M. Ali Reza, accused No. 33,
(vii)Captain Khurshiduddin Ahmad, A.M.C., accused No. 34,
(viii)Rameez, witness No. 12,
(ix)Jalaluddin, witness No. 19, and
(x) Mr. Anwar Hussain, witness No. 20.

The main object of these meetings was to select delegates for going to India. In this connection telegrams were sent to Shams-ur-Rehman, accused No. 19. at Djakarta and Mutalib, accused No. 25, at Peshawar, but they did not come.

Khusrshid, accused No. 34, had recently arrived at Dacca from Karachi. Khurshid accused No. 34, discussed in detail the plan for sending delegates to Agartala (India). The following decisions were taken in the aforementioned meetings:—

(a) That Reza, accused No. 33, along with Steward Mujib, accused No. 3 would represent the group in the forthcoming meeting with the Indian officials across the border;
(b) that Reza, accused No. 33, would lead the delegation;
(c) that a list of required arms and ammunition as shown to the conspirators and handed over to Reza, accused No. 33, would be delivered to Indian officials.;
(d) that the arms deal would be finalised and increase of financial aid would be asked for in the meeting at Agartala;
(e) that the delegates would sneak through the Feni border to Agartala (India); and
(f) that Jalaluddin, witness No. 17, would supervise the crossing and would use his influence and if needed would bribe the E.P.R. personnel manning the border outpost, to ensure safe crossing of the delegates across the border .

84. In the 3rd or 4th week of June, 1967, Muazzam, accused No. 2, called Manik Chaudhury,- accused No. 12, to Dacca and gave him an envelope for delivering the same to P.N, Ojha. Manik Chaudhury, accused No. 12, did so on the same evening. The envelope contained the code words, names of the crossing places and the names of the aforementioned delegates.

85.On the 11th July, 1967, according to the pre-arranged plan, the following conspirators along with the two delegates, namely Reza, accused No. 33. and Steward Mujib, accused No. 3, reached Feni (District Noakhali in order to enable the delegates to slip across the border on their way to Agartala (India):

(i) Steward Mujib, accused No. 3,
(ii) Samad, accused No. 8,
(ii) Daliluddin, accused No. 9,
(iv) Reza, accuscd No. 33, and
(v) Jalal, witness No. 17.

The above named conspirators stayed in Hotel Dcnofa, located near Feni Railway-station. The same evening. Steward Mujib, accused No. 3, asked Rameez witness No. 12 on the telephone to come to Feni, who in response to the message reached Feni the same niglu along with Anwar Hussin, witness No. 20 in a P.I.A. Staff car.

86. Between 2.30 and 4.30 a.m. on 12th July, 1967, Rameez, witness No. 12, Along with Anwar, witness No. 20, drove the party except Daliluddin, accused No. 9, in the

P.I. A. Staff car dropping them on the main road near Indo Pakistan border and after doing so both Rameez, witness No. 12, and Anwar, witness No. 20, returned to Chittagong the same night. Jalal, withness No. 17, supervised the crossing of the two delegates into the Indian territory.

87. On 13th July, 1967, sometime at night, the two delegates, namely, Reza, Accused No. 33, and Steward Mujib accused No. 3, returned to Denofa Hotel from Agartala in a truck.

88. On 15th July, 1967, they left for Barisal to apprise Muazzam, accused No. 2, of the outcome of the aforementioned meeting.

89. Later in the same month i.e., July, 1967, Muazzam, accused No. 2, along'with Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saeed-ur-Rahman, witness No. 7, met P.N. Ojha for the sixth time at the latter's residence in Dhanmandi, Dacca. P. N. Ojha pretended to Muazzam, accused No. 2, that he had not received the result of the Agartala meeting from his government till then. He, however, quietly confided to Manik Chaudhury, accused No. 12, that the Indian officials were not satisfied with the calibre of the delegates.

90.In the same month (July. 1967), Sultan, accused No. 4, visited Karachi. A meeting of the conspirators operating in Karachi, was held in the house of Mahboobuddin, accused No. 30, at 14/4-G, Martin Quarters, Karachi. The following attended the meeting: -----

(i) Sultan, accused No. 4,
(ii) Mahfizullah, accused No. 7,
(iii) Zahurul Haq, accused No. 17,
(iv) Sergeant Shamsul Haq, accused No. 123,
(v) Lt. Rehman, accused No. 31, and
(vi) Siraj, witness No. 15.

Three other persons whose names arc given as Pilot Officer Mirza, S.M. Ali and Ch. Zainul Abideen also attended this meeting. The identity of the last two could not be established, while the first is in hospital and was not allowed to be questioned.

Sultan, accused No. 4, said that he had witnessed the revolution in Cuba and as such he was alive to the sacrifices warranted in staging an armed revolt. He expressed his disappointment on finding the chief workers lacking in revolutionary spirit. He concluded by asking the participants to take an oath to sacrifice their lives for the cause.

91.After about 15 days, in July / August, 1967, Lt. Rehman, accused No. 31 convened another party meeting in the house of Mahboobuddin, accused No. 30, at 14/4- G,Martin -Quarters, Karachi. The following conspirators attended the meeting :-

(i) Lt. Rehman, accused No. 31,
(ii) Lt. Abdur Rauf, accused No. 35,
(iii) Zahurul Haq, accused No. 11,

(iv) Sultan, accused No. 4,
(v) Mahfizullah, accused No. 7
(vi) Bari. accused No. 22,
(vii) Siraj witness No: 15,

Two other persons whose names are mentioned as Ch. Zainul Abidecn and S.M. Ali and some others whose names were not ascertainable also attended this meeting, but their identity was not established.

In that meeting Lt. Rehman, accused No. 31, directed the members to function in close Co-operation with the main organisation functioning in East Pakistan under the leadership of Muazzam, accused No. 2.Lt. Abdur Rauf, then, administered an oath in Bengali to the participants. In the same meeting it was decided that:—

(a) Sirajul Islam, witness No. 15, would collect money and enlist members from Mauripur area.
(b) Mahfizullah, accused No. 7_f would collect money and enlist members from Drigh Road area.
(c) Zahurul Haq, accused No. 17, would collect money and enlist members from Korangi area and would also visit Chaklala, Peshawar, Kohal and Sargodha for the same purpose.

92. In August, 1967, Manik Chaudhury, accused No. 12, and Saeed-ur-Rahman, witness No. 7, visited Dacca and met Steward Mujib, accused No. 3. The latter told them that he and Reza. accused No. 33, had gone to Agartala.

93. In August, 1967, Lt. Rauf, accused No. 35, called an emergent meeting in the house of Jalil; accused No. 29, in Clayton Quarters. The following attended the meeting:-
(i) Mahfizullah, accused No. 7,
(ii) Bari, accused No. 22,
(iii)Jalil, accused No. 29,
(iv)Lt. Rehman, accused No. 31,
(v) Lt. Rauf, accused No. 35,
(vi)Shamsuddin, witness No. 6,
(vii)Siraj, witness No. 15.

The identity of three other persons whose names are given as Cpl. Aftab, Choudaury. Zainul Abideen and Siddiqur-Rahman was not established.

Lt. Rauf, accused No. 35 and Lt. Rehman, accused No 31, appeared somewhat worried. They suspected that they were under surveillance. Lt. Rauf. accused No. 35, directed the participants to stop the recruitment of new members. Lt Rauf, accused No. 35, asked the members to obtain leave and to proceed to East Pakistan. Accordingly the members started obtaining leave and going to their home towns in East Pakistan.

94. Under the direction of Sgt. Shamsul Haq accused No. 23, sometime in September 1967, Zahurul Haq, accused No. 17, visited P.A.F. Station. Chaklala, where he met Sgt. Rajab Husain, witness No. 21. Zahurul Haq. accuscd No. 17, informed Rajab witness No. 21, that a group had been formed for achieving independence for East Pakistan by means of an armed revolt and invited Rajab witness No. 21, to join the conspiracy. Rajab, witness No. 21, however, declined to associate himself with this activity.

95. In October, 1967, Reza, accused No. 33, obtained a P.I.A. credit ticket from Rameez, witness No. 12, and proceeded to Lahore and Peshawar to tell Ruhul Quddus, accused No. 10, who in the meantime had been posted to Lahore and Capt. Mutalib, accuscd No. 25, who had been posted to Peshawar, about the misappropriation of funds that he felt Muazzam. accused No. 2, was committing.

96. In November, 1967, Siraj, witness No. 15, arrived in Dacca on privilege leave. By then, Mahbooouddin, accused No. 30, Lt. Rauf, accused No. 35, and Lt. Rehman, accused No. 31, had already reached Dacca on leave.

97. In November, 1967, the following attended a meeting at the residence of

Ex-Sqn. Leader Muazzam Hussain Chaudhury, witness No. 24;

(i) Fazlul Haq, accused No. 11.
(ii) M. A. Razzaque, accused No. 16,
(iii) Corporal Jamal, witness No. 14,
(iv) Jakir Ahmed, witness No. 22,
(iv) Sgt. M. Abdul Haleem, witness No. 23, and
(vi) Chaudhury, witness No. 24.

In this meeting, it was felt that the group should be revitalised as it was dying out due to the selfishness of Muazzam, accused No. 2, and his proteges.

98. In November, 1967, Jakir, witness No. 22, reported to Wing Commander Ashfaq Mian, witness No. 25, that a few day previously Haleem, witness No. 23. took him to the house of Chaudhury, witness No. 24, where he found the following assembled:

(i) Fazalul Haq. accused No. 11,
(ii) M. A. Razzaque, accused No. 16,
(ii) Chaudhury. witness No. 24,
(iv) Corporal Jamal, witness No. 14, and
(v) Haleem, witness No. 23.

Jakir witness No. 22, complained to Ashfaq, witness No. 25, that the aforementioned persons were talking about separating East Pakistan from the Centre.

99.In the first week of December, 1967, the under mentioned met in the house of one Mr. Malik, a friend of Siraj, witness No. 15, which is located in Sukrabad, Dacca:—

(i) Lt. Rauf, accused No. 35,

(ii) Mahboobuddin, accused No. 30,

(iii) Siraj, witness No. 15,

and a few others who have not been traced.

A proposal to open a technical School at Dacca to serve as a cover for the activities of the group was discussed. Lt. Rauf, accused No. 35, undertook to contact Muazzam, accused No. 2, and Col. M.A.G. Osmani for revitalising activity.

100. Soon afterwards arrests of the members or the conspiracy began to take palace, and thus their activities came to an end.

It is respectfully prayed that the accused be tried on the charges framed against them which are submitted herewith.

ANNEX "I"
(Reference Paragraph 5)

1. The names and particulars of the citizens of Pakistan who in .the course of investigation have been found to have been among those who were engaged in this conspiracy are listed, either in the list entitled "List of the accused persons", or in the list entitled "List A".

2.List 'A' contains the names and particulars of the persons to whom person has been tendered in order to provide sworn testimony as to the details of the conspiracy. The list of the accused persons contains the names particulars of the persons who are to be placed on their trial on the charges framed against them.

3. The names and particulars of the persons whom it is intended to produce as witness at the trial are listed serially in the list bearing the heading "List of Witnesses". The names and particulars of the persons to 'whom pardon has been tendered, are included in the "List of Witnesses".

4. The documents and articles intended to be produced in evidence, are listed in the lists entitled respectively 'List of Documents' and 'List of Articles',

5. Supplementary lists may be submitted later, if necessary.

ANNEX II
(Paragraphs 5 ami 19)

SI No.	Code Name			Person for whom intended
1	2			3
1.	ALO	..	..	Lt.Comd. Muazzan Hussain Accused No. 2.
2.	ULKA			Muhammad Amir Hussain Mian, Witness No. 3.
3.	TUHIN			Catering Lt. Mozammil Hussain Witness No. 1.
4.	KAMAL			Ex-L/S Sultan-ud-Din Ahmed, Acussed No. 4.
5.	MURAD			Steward Mujib-ur-Rahman, Accused No. 3.
6.	PARASH			Sheikh Mujib-ur-Rahman, Accused No. 1.
7.	TUSHAR			A.F. Rahman, C.S.P., Accused No.6.
8.	SABUZ			L/S. Noor Muhammad, Accused No. 5.
9.	SHEKHAR			Ruhul Quddus, C.S.P., Accused No. 10.

LIST ‘A’

(Persons to whom pardon has been tendered u/s 337 of the Criminal Procedure Code.)

[Reference Paragraph 53]

1. Lt. Muzammal Hussain. s/o. Late Moulvi Menhanjuddin Myan, r/o Fulki West, Police Station Basail, District Mymensingh.

2. Ex-Corporal Mohammad Amir Hassain Mian, s/o Moulvi Fazil Mollah r/o Village Rupbabur Char Darikandi, Police Station Janzira, District Faridpur.

3. Sergeant pak/54272, Shamsuddin Ahmad, s/o Mohammad Aftab Uddin r/o Village Nizkalpa, Police Station Kotwali, District Mymensingh.

4. Dr. Saeed-ur-Rahman, s/o Moulvi Abul Khair Chowdhury, r/o Village Enayet Bazar, Police Station Kotwali, District Chittagong.

5. F /Lt. Mirza Mohammad Rameez, s/o M. M. Seraj, r/o Village Dhanun Police Station Rupganj, Dacca at present 60-Panchlaish, Chittagong.

6. Capt. P.A/6632, Mohammad Abdul Alim Bhuiyan, s/o Alhaj Nijam Uddin Bhuiyan, r/o Village Paramtala, Police Station Muradnagar, Comilla.

7. Corporal Jamal Uddin Ahmed, s/o Basir Uddin, r/o Village Birampur, Police Station Sujanagar, Pabna.

8. Pak Corporal Sirajul Islam, s/o Moulvi Amin Uddin, r/o Village Shilai, Police Station Burichang, District Comilla.

9. Mr. Mohammad Ghulam Ahmed, s/o Abdul Jabbar, r/o Village Jafarabad, Police Station Madaripur, District Faridpur.

10. Mr. Abul Bashar Mohammad Yusuf, s/o Munshi Mohammad Ali Howladar of Village Daksin Mithkhali, Police Station Matbaria, District Barisal.

11. Sergeant Mohammad Abdul Halim, s/o late Munshi Abdul Aziz, r/o Shohilpur. Police Station Chandina, District Comilla.

LIST OF THE ACCUSED PERSONS

[*Reference paragraph 5 and the Annex*]

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
1	Mr. Sheikh Mujibur Rahman	Maulvi Sheikli Lutfur Rahman	(1)Vill. Tongipara, P.S. Gopalganj, Dist. Faridpur. (2)No. 677, Dhanmandi, Residential Area. Road No. 32, Dacca.	
2	P. No. 574, Lt. Commander Muazzam Hussain.	Maulvi Mofazzal Ali	Vill. Dhunurital, P.S. Perojpur, Dist. Barisal.	
3	O. No. 66508, Steward Mujibur Rahman	Munshi Abdul Latif	Vill, Ghatmajhi, P.S. Madaripur Dist. Faridpur.	
4	Ex-L/S. Sultanuddin Ahmed	Maulvi Shamsuddin Ahmed.	Vill. Uttara Khamar, P.S. Kapasia, Dist. Dacca.	
5	O. No. 64672 L/S. C.D.I. Noor Muhammad.	Mr. Tumizzuddin Akhond	Vill. Kumar Bough, P. S. Lauhajang, P.O. Lauhajang. Tehsil Halidia. Dist, Dacca.	
6	Mr. Ahmed Fazlur Rahman, C. S. P.	Mr. Imamuddin Ahmed	(1)Vill. Kachishar. P.S. Debidwar, Comilla (2)No. 708, Dhandmandi, Residential Area. Road No. 30, Dacca.	
7	Pak/51301, F/Sgt. Mahfizullah	Haji Muhammad Ismail	Vill. Muradpur. P.O. Nayaliat. P.S. Begumganj, Dist, Noakhali.	

8 Ex-Corporal Abdul Bashar Muhammad Abdus Samad.	Mr. Ente Ali Mridha	Vill. Milthakhali, P. S. Mathbaria, Dist, Barisal.
9 Ex-Hav. Daliluddin	Mr. Afizuddin	Vill. and P.O. Shyampur, P.S. Bakerganj, Dist. Barisal.
10 Mr. Ruhul Quddus, C.S.P.	Mr. Raisuddin Ahmed..	(1)Vill. Panchrikhi, P. O. Kakdanga, P.S. Satkhira, Dist. Khulna. (2)No. 618-A, Dhanmandi, Residential Area. Road No. 18, Dacca.
11 Pak/72870, F/Sgt. Muhammad Fazlul Haq.	Maulvi Syed Ali Talukdar	Vill. and P.O. Shaistabad, P.S. Kotwali, Dist. Barisal.
12 Mr. Bhupati Bhushan Chaudhury alias Manik Chaudhury.	Mr. Dhirendra Lal Chaudhury.	Vill. Habilashdwip P. O. Boalkhali, P.S. Patiya, Tehsil and District Chittagong and of 41. Ramjay Mohajan Lane, Chittagong Town, P. S. Kotwali.
13 Mr. Bidhan Krishna Sen ..	Mr. Rajendra Narayan Sen.	Vill. Saroatala, P.S. Boalkhali Dist. Chittagong.
14 P.j.0.-2068, Sub. Abdur Razzaque.	Mr. Situ Sarkar..	(1) Vill. and P. O. South Barosharcher, P. S. Motlib Jang, Teh. Chandpur, Dist. Comilla. (2)A/P.Chota Gobindapur, P.S. Kotwali Dist. Jessore.
15 Ex-Hav/Clk. Mujibur Rahman, EPRTC.	Mr. Abdur Rehman..	Vill. and P.O. Gopalpur, P.S. Nabinagar. Dist. Comilla.
16 Ex-F/Sgt. Muhammad Abdur Razzaque	Mr. Munshi Askar Ali ..	Vill. Bandarampur, P. O. Daudkandi, P.S. Daudkandi. Dist. Comilla.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
17	Pak/72324, Sgt. Zahoorul Haq	Mr. Kazi Mujibul Haq ..	Vill. Sonapur, P. O. Sonapur P. S. Shudharm, District Noakhali.	
18	Ex-A/B Muhammad Khurshid..	Mr. Abdul Jabbar..	Vill. Saber Cottage, P. O. Faridpur Town, P. S. Kotwali, Dist. Faridpur.	
19	Mr. Khan M. Shamsur Rchman, C. S. P.	Mr. Emteazuddin Khan	Vill. and P. O. Lamubari, P. S. Manikganj, Teh. Manikganj. Dist. Dacca.	
20	PJO. 768, Ris. A. K. M. Shamsul Haq, A. C.	Mr. Abdul Samad..	Vill. Putal, P. O. Lamubari, P. S. Mankiganj, Teh. Manikganj, Dist. Dacca.	
21	No. 3031018. Hav.Azizul Haq, S. S. G.	Mr. Serajul Haq..	Vill. Kachia, P. O. and P. S. Baranadi, Dist. Barisal.	
22	Pak/73040, S. A.C. Mahfuzul Bari.	Maulana A. K. Mornazzad	Vill. Charlakshmi, P. 0. Ramgati Hat, P. S. Ramgati, Dist. Noakhali.	
23	Pak/70415, Sgt. Shamsul Haq..	Haji Sadiq Ali ..	Vill. Nairajpur, P. O. K. M. Hat, P. S. Feni. Dist. Noakhali.	
24	PSS-100520, Major Shamsul Alam, A. M. C.	Mr. Shamsuz Zoha..	No. 16, Khajedewan, Second Lane, Dacca.	
25	PSS-6100, Captain Muhammad Abdul Mutalib.	Mr. Hafizuddin ..	Vill. Darunbai Rati, P. S. Parbadhala. P.O. Samganj, Tehsil Netrokona. Dist. Mymensingh.	
26	PTC-5727. Captain M. Shawkat Ali Mian.	Munshi Mubarik Ali	Vill. Chakdha, P. O. Lonsing, P. S. Naria, Dist. Faridpur.	

27 PA-6561, Captain Khondkar Najmul Huda, ASC.	Late Mr. Khondkar Muazzam Hussain.	Vill. Barisal Town, West Bogra Road. Dist. Barisal.
28 Captain A. N. M. Nuruzzaman E. B. R.	Maulvi Abu Ahmed..	Vill. and P.O. Saidabad, P. S. Raipura, Dist. Dacca.
29 Pak/70704. Sgt. Abdul Jalil..	Maulvi Abdul Kadir..	Vill. Sarrabad (Haji Bari), P.O. Narayanpur, Dist. Dacca.
30 Mr. Muhammad Mahbobuddin Chaudhury.	Alhaj Maulvi Azizuddin Muhammad Chaudhury.	Vill. Pyaim. P. O. Chaitian, Dist. Sylhet.
31 P. No. 958,1/Lt. M. M. M. Rahman.	Mr. Molla Muhammad Sulaiman.	Vill. and P.O. Makrail, P.S. Lohagra, Dist. Jessore.
32 Ex-Sub. A. K. M. fajul Islam	Maulvi Daliluddin Ahmed	Vill. Sreepur. P. S. Bhandaria. Dist. Barisal.
33 Mr. Muhammad Ali Reza ..	Maulvi Zahur Ali Ahmed	Vill. Lahini, P. O. Kushtia, P. S. Kotwali, Dist. Kushtia.
34 PSS-200471, Captain Khurshiduddin Ahmed, A.M.C.	Maulvi Abdul Rahman..	Vill. and P. O. Banshia, P. S. Gaffargaon, Dist. Mymcnsingh.
35 P. No. 944,1/Lt. Abdur Rauf..	Alhaj Abdul Latif.	Pakistan House, P. O. and P. S. Bhairab, Dist. Mymensingh.

LIST OF WITNESS

[Reference paragraph 5 and the Annex]

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
1	Lt. Muzammal Hussain	Maulvi Menhajuddin	Vill. Fulkoi West, P.S. Kotwali, Dist. Mymensingh.	
2.	Mr. Kamal-ud-Din Ahmed	Late Lai Mian	29/3, Outer Circular Road, Mogh Bazar, Dacca and of village Ruhthia, P. S. Feni, Dist. Noakhali.	
3	Ex-Corporal Amir Hussain Mian	Maulvi Fazil Mollah	Vill. Rupbabur Char, Darikandi, P. O. Janjira, P.S. Janjira, Dist. Faridpur.	
4	Mr. K. G. Ahmed	Late Maulvi Abdul Kariin	139, R.K. Mission Road, Dacca and of Vill. Cheora, P. S. Chouddagram. Dist. C'oinilla.	
5	Warrant Officcr Musharaf Hussain Sheikh.	Sheikh Jalaluddin Ahmed	Vill. East Nizra, P. O. Boultali. Dist. Faridpur.	
6	Pak/54272. Sgt. Sharasuddin Ahmed	Mr. Muhammad Aftabuddin	Vill. Nizkalpa, P. O. and P. S. Mymensingh, Dist. Mymensingh.	
7	Dr. Saeed-ur-Rahman	Maulvi Abul Khair Chowdhury.	12, Rafiuddin Siddique by lane, Enayet Bazar, P.S. Kotwali. Chittagong.	
8	Lt. Commandar Shaidul Haq	Dr. Khurshid Alam	Road No. 25, Dhanmandi. Residential Area, Dacca and of Vill. Bitghor, P. S. Nabinagar. Dist. Comilla.	

9 Naib-Sub. M. Ashraf Ali Khan	Mr. Amzad Ali Khan	Vill. Kaonia, P. S. Kotwali, Dist Barisal.
10 A. B. M. Yousaf..	Munshi Muhammad Ali..	Mithkhali, P. S. Matbaria. Dist. Barisal.
11 Mr. Muhammad Mohsin ..	Maulvi Tasimuddin Ahmed	No.854. Road No. 19, Dhanmondi Residential Area, Dacca and of Vill, Panchroki. P. S. Satkhira, Dist. Khulna.
12 F/Lt. Mirza Muhammad Rameez	Mr. M. M. Siraj..	60, Panchlaish, Chittagong and of Vill. Dhano, P. S. Rupganj, Dist. Dacca.
13 PA-6632, Capt. M. Abdul Alim Bhuiyan.	Alhaj Nuzomuddin Bhuiyan.	Vill. Paramatala, P. O. Brindarampur, P. S. Muradnagar. Dist. Comilla.
14 Corporal Jamaluddin Ahmed	Mr. Bashiruddin..	Vill. Barampur, P. S. Shujanagar, Dist. Pabna..
15 Pak/72795, Corporal Sirajul Islam	Munshi Aminuddin ..	Vill. Shilai, P. O. Shilai, P. S. Burichang, Dist. Comilla.
16 Mr. Abu Shams Lutful Huda	Mr. Muhammad Shamsul Huda.	Vill. Hotoria, P. O., Hotoria, P. S. Goshairhat, Dist. Faridpur.
17 Ex-Sub. Jalaluddin Ahmed	Mr. Abdul Mulalib Sikdar	Vill. Alaipur, Dist. Khulna.
18 Mr. Muhammad Ghulam Ahmed	Maulvi Abdul Jabbar..	Vill. Jafarabad, P. S. and P. O. Madaripur, Dist. Faridpur.
19 Corporal Hai, A. K. M. A.	Mr. Anwarullah Bhuiyan	Vill. And P. O. Pathanagar. Dist. Noakhali.
20 Mr. Anwar Hussain ..	Dr. Rahim Bakhsh..	Vill. Par Panchil, P.O. Bhatpairy, P. S. Serajganj, Dist. Pabna.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks
21	Sgt. Abdul Halim	Mr. Munshi Abdul Azia	37, Arambagh, Motijheel, Ramna, Dacca and Vill. Shohilpur, P.O. Hlliotganj Dist. Comilla.	
22	Warrant Officer Jaker Ahmed	Mr. Abdul Majid Meah	Of Dist. Noakhali, Present Address-Junior Engineer, Deptt. of Plant Protection, Government of Pakistan, Dacca Airport, Dacca.	
23	Sqn. Ldr. (Retired) Muazzam Hossain Chowdhury.	Maulvi Muzaffar Hossain Chowdhury.	117, Tejkunipara, P.S. Tejgaon, Dist. Dacca.	
24	Wing Commander M. Ashfaq Mian.	Mr. Mian Abdul Majid	Scetaram Building, Opposite Block No. 13, Sargodha (West Pakistan), Present Address O. C. Maintenance Wing, H Q. East Pakistan P. A. F., Dacca.	
25	Mr. Abul Hussain	Mr. Jamshed Mistri..	Kamargaon, P. S. Sreenagar, Dist. Dacca.	
26	Mr. Ali Ahmed	Mr. Muhammad Yasin Mian	Vill. Madhupur, P. S. Ramganj, Dist. Noakhali.	
27	Mr. Iftikhar Ahmed	Mr. Sayeed Ahmed	Manager, Motor Corporation of Pak. Ltd.. Love Lane, Chittagong.	
28	Chaukidar Rehmat Ali	Late Najumuddin Akanda	C. S. O. Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca, and of Vill Goalmari. P. S. Daudkandi, Dist. Comilla.	
29	A. S. I. Abdul Latif	…	Ramna P. S., Dacca	

30 Mr. Ashrafuddin Ahmed	…	Survey Office C. S. O. Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca.
31 Mr. M. A. Karim, Field Co-ordinator.	…	Survey Office C. S. 0., Regional Office, 28, Naya Paltan, Dacca.
32 Mr. M. A. Mannaf, Dy. Supdt. of Police.	…	Special Branch, Dacca.
33 Mohammad Afzal Bashan, Accountant.	…	National Bank of Pakistan, Local Office, Jinnah Avenue, Dacca.
34 Mohammad Azharul Islam, Accountant.	…	National Bank of Pakistan, Local Office, Jinnah Avenue, Dacca.
35 A. Hashim, S-L	…	Police Station, Kotwali, Dacca.
36 Montazuddin Sikder	….	Assistant Manager. Dacca Hotel, Dacca.
37 Mohammad Zahir	L. Shahabuddin ..	79/1, Lutfur Rehman Lane, P. S. Kotwali, Dacca.
38 S-L Mujibur Rahman	….	Ramna P. S., Dacca.
39 Oman Fateh Khan	L. A. Rahim Khan ..	Manager, Hotel Arzoo, Dacca.
40 Anwarul Islam	L. tMuhammad Faruque	109, Nawabpur Road, Dacca.
41 Muhammad Hushmat Ali. A. S. L	…	Tejgaon P. S. Dacca.
42 Muhammad Abdul Bahsar	Muhammad Bclayet	C/O. Anwaruddin Khan, Manager, I. D. B. P., Motijhcel, Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
43	Mr. Aftab Hussain Munshi	L. Zahiruddin	225, Dhanmandi, Residential Area, Dacca.	
44	S-I Raghu Nandan Saha	…	Ramna P. S., Dacca.	
45	Abdus Salam	Abdul Gafur	Bardhampura P. S. Nawabganj of Dacca, A/P 106, Nakhalpara, P. S. Ramna, Dacca.	
46	Mr. Mostaque Ahmed	Muhammad Hanif	29/1-A, New Circular Road, Ramna, Dacca.	
47	Selamat Ullah Mia	Muhammad Denat Ullah Bhuiyan.	488, Nayatala, Dacca.	
48	Muhammad Wali Ullah	L. Hasan Ali	335, Nayatala, Dacca.	
49	S.-I. K. S. Islam	Abdul Karim	Lal Bagh P. S., Dacca.	
50	Abdul Rashid	Mofizuddin Ahmed	1-Sec, Mirpur Block, P. S. Tejgaon, Dacca.	
51	Muhammad Noorul Islam ..	M.M. Syed	Green View Petrol Pump, Shentralpur, P.S. Chandina, Dist. Comilla.	
52	Ali Ashraf Malik	Abdur Rehman Mian	Hotel Green, Dacca.	
53	Muhammad Nazarul Islam	…	Telephone Operator of Hotel Green. Dacca.	
54	S.-I. Jalaluddin	…	Ramna P. S.. Dacca.	
55	Mr. Biswcshar Sikdcr	Late Nikunja Bihari Sikder	Kadhur Khil, P. S. Boal Khali, Dist. Chittagong, A/P Acct.	

56	Mr. B. P. Dev.	Khitish Chaudhury	Akilpur, P. S. Sonagazi, Dist. Noakhali.
57	S.-I. Moniruddin Ahmed	….	Kotwali P. S., Chittagong.
58	Hajee Ahmadur Rehman Choudhurv.	Late Hajcc Abdur Rehman Chowdhury.	No 3, Rcazuddin Road, Chittagong.
59	Muhammad Saleh Ahmed	Late Ahmed Hussain Miah.	Agrabad D. M., P. S. A/P. Manager, Hotel Miska, Chittagong.
60	A. S.-I. A. Hussain	Late Hussain Jan Chowdhury..	Ramna P. S. Dacca.
61	Mr. Golam Mustafa Choudhury	Late Rashed Miah	Bulai Lodge. Pabna Town A/P Hotel Casirina, Dacca.
62	Mr. Babu Miah ..	Alhaj Musarraf Hussain	52, Kakrail, Dacca.
63	Mokarram Hussain	…	Chief Accountant-General of Banking, N.B. P., Jinnah Avenue, Dacca.
64	Zillur Rehman, Acctt.	…	Incharge of Saving Branch, N. B. P. Jinnah Avenue, Dacca.
65	Yousufuddin Ahmed, E.P. C. S.	…	Assistant Commissioner, Relief and Rehabilitation, Dacca.
66	A. B. Badaruddin (died on 24-2-68)	Late A. Hasrat	25/E, Staff Quarters, New Colony, Ayub Gate, Dacca.
67	Amjid Ali	Wazed Ali	35. Azimpura, P. S. Lai Bagh, Dacca.
68	Muhammad Lokman	Kala Khan	4, Green Road, Lai Bagh. Dacca.

Sl No. Name	Father's Name	Address	Remarks.
69 Mr. Golam Mehdi Choudhury	…	D. S. P. H. O., Bakerganj.	
70 Mr. M. A. Mabud	…	Regional Accounts Officer, I. W. T. A.	
71 Syed Montazuddin Ahmed	…	Administrative Officer, E. P., L W. T. A.	
72 Mr. Noorul Islam	Late Abdur Rehman ..	I. W. T. A., Barisal.	
73 Makhfaruddin Ahmed	Mr. Sultan Miah..	Gaguria, P. S. Mehndiganj. Dist. Barisal.	
74 Mr. A. Latif	…	Saikhpur, P. S. Begumganj, Dist. Noakhali.	
75 Mr. M. U. Ahmed	Motahar Ali Khan	99. Peel Khana Road, 2nd Floor. China Building, Dacca.	
76 Mr. Habibur Rahman	…	Singer Katri, P. S. Kotwali, Barisal.	
77 Muhammad Abdul Bashan	…	Accountant, N. B. P., Jinnah Avenue, Dacca.	
78 Muhammad Yuosaf Yunus	…	Accountant N. B. P. Jinnah Avenue, Dacca.	
79 Ziaur Rahman	…	Accountant, N. B. P. (Local Office), Jinnah Avenue, Dacca.	
80 S. I. Altaf Hussain	…	Feni P. S,, Noakhali.	
81 Mr. Tajul Islam	…	Telegraphist of Feni Telegraph Office.	
82 Mr. A. K. M. Sahabuddin	Alhaj Fazlul Karim	Aziz Fazilpur, P. S. Feni.	

83 Muhammad Noor Ahmed	Badsha Mia	Chak Hakdi, P. S. Feni, Dist. Noakhali.
84 Nazir Ahmed	Ebadullah	Kazipur, P. S. Feni, Dist. Noakhali.
85 Abdul Wahab Chowkidar	…	Feni Rest House.
86 Mukhtar Ahmed, Assist. Acctt.	Abdul Khaliq	Motor Corporation Pakistan Ltd., Chillagong Branch.
87 Nooruddin	Late Abdul Latif	Officer, Habib Bank, Chittagong, Lal Dighi.
88 Momtazuddin	Muhammad Fouzder Khan	Officer, Habib Bank, Chittagong, Lal Dighi.
89 Khokhan Barua	Hriday Roy Barua	Boy of Hotel Miska, Chittagong
90 Mr. S. Rashid Ali Rizvi	…	Sales Supervisor, P. I. A.. Chittagong.
91 Farid Ahmed	Late Siddique Ahmed	Contractor.
92 Siddique Ahmed Shamsul A lam	Late Siddique Ahmed	Chandgaon, P. S. Panchlaish, Chittagong.
93 Muhammad Sulaiman	Murad	Management Manager, Hotel Shahjahan, Chittagong.
94 Mr. Someshor Naha..	Late Iswar Chandra Naha	Receptionist. Hotel Shahjahan, Chittagong.
95 Mr. M. Razvi, S. A.S	…	Acting District Manager, P.I.A.. Chittagong.
96 Mr. Roshanuddin	…	Assistant District Manager. P.I.A., Chittagong.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
97	S.-I. Nomanuddin Chaudhury	…	Spl. Branch (Special Team), Dacca.	
98	Muhammad Mokhlesur Rahman	Haji Abbas Ali	Joydevpur, P. S. Laksham, Dist. Comilla A. P. 13/B, Abhoy Das Lane, Dacca.	
99	Muhammad Wali Ahmed	Abdul Aziz	Norahoripur, P. S. Laksham, Dist. Comilla.	
100	Mr. A. K. M. Moslehuddin. S. I.	…	Spl. Branch (Special Team). Dacca.	
101	Mr. M. A. Quyum	…	Officer National and Grindlays Bank. Motijheel, Dacca.	
102	A. Tahid	…	National and Grindlays Bank, Dacca.	
103	Mr. Habibui Rehman Khan	…	Junior Officer. N. B. P., Jinnah Avenue, Dacca.	
104	S.-I. Riazul Karim	…	Spl. Branch, (Special Team), Dacca.	
105	Z. B. M. Baksh	…	Executive Asstt., I. W. T. A.	
106	A. A. Khan Af'ridi	…	Engineer Supdt., Dacca.	
107	S.-I. Wazcd Ali	…	Lal Bagh P. S., Dacca.	
108	Khairul Huda	Mr. N. Hud a	113/A. R. A. Dhanmandi Road. No. 5, Dacca.	
109	Dr. K. A. Khaleque	…	Professor, Medical College.	

110 A. K. Wazedul Haque	Saddat Ali Khan ..	13, Cireen Square, Dacca.
111 Kudrat Ullah Bhuyan	…	13, Green Square, Dacca
112 Abdul Jabbar Howladar	Hajee Sabaruddin Howladar.	Madaripur Town P. S. Madaripur. Dist. Faridpur
113 Anwar Hussain	…	Manager, N. B. P. Madaripur. P. S. Madaripur.
114 Muhammad Shafiuddin Miah..	…	Sub-Accountant, N. B. P.. Madaripur. Dist. Faridpur.
115 S.-I. Mokabbar Ali	…	P. S. Double Mooring, Chittagong.
116 S.M.A.Tahir	…	Manager, Eastern Mercantile Bank. Chittagong (Agrabad Branch).
117 Azharul Haque	…	Acctt., Eastern Mercantile Bank, Chittagong (Agrabad Branch).
118 A. B. M. Abdul Khaliquc	Alhaj Abdul Jabbar Pandit	Chatar Piyer, P. S. Hajeeganj, Dist. Comilla. And Senior Accounts Officer of Deputy Comptroller. P. & T. and Telegram of East Pakistan.
119 B. K. S. Reasat Ali	S. Aliah Bakhsh	Assistant Accountant P. & T. Department.
120 Mr. Zahur Elahi Beg	…	Inspector, Security Special Branch, Lahore.
121 AbdurRashid	Mahammad Imamuddin	Senior Clerk. M.T. Section. P.I.A.. Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name	Address	Remarks.
122	Abdul Mannan	Kala Khan	Technical Clerk. M. T. Section, P. I. A., Dacca.	
123	Mr. Abdul Mannan	…	S. D. E. Bhiti Kandi, Sub-Division of Construction Division No. 3, under R. & H. Kajpur, P. S. Bayedder Bazar, Dacca.	
124	M. Siddiqur Rehman	…	S. A. E., Bhiti Kan Sub-Division at Kajpur, P. S. Bayedder Bazar, Dacca.	
125	Mr. Muhammad Abul Hussain	Mr. Pashia Ali	Uzanchar, P. S. Goalunda. Dist. Faridpur.	
126	Musirul Islam	Hajee Mohammad Meher	Uzanchar.. P. S. Goalunda. Dist. Faridpur.	
127		Mofizuddin Mian	Vill. P. S. Shivalaya, Dist. Dacca.	
128	T. idi Ahmed	Majiruddin Ahmed	Vill. Nihatpur, P. S. Dist. Dacca.	
129	Mr. Jamaluddin	…	A.D.C., Regional C.S. 3, 28, Nayapaltan, Dacca.	
130	H.M. Ury	…	Dy. S. P.. H. O. Khulna.	
131	Sk.	Late Sk. Azizuddin	No. 1, Raipura Road, ad Dist. Khulna.	
132	Hafizuddin Miah	Taheruddin	Vill. Khana, P. ajanj, Dist. Dacca.	

133 ack	Abdul Hakeem	37, Sadarghat Road, Chittagong.
134 Lal Das	Shyam Charan Das	Probartakshanga High School, Panchlaish, Chittagong.
135 Mr. Nurul Islam	Mofizuddin Ahmed	Vill. Rangur, P.S. Chandina, Dist. Comilla.
136 A. K. Ray	Jamini Mahan Ray	Clerk, Green View, Filling and Serving Pump, Lalbagh, Dacca.
137 Mr. Reza Rabbani	Mr. Hussainuddin	81, Laboratory Road, Lalbagh, Dacca.
138 Dr. S. M. Anwarul Islam	S. M. Syedul Islam	113, Elephant Road, Dacca.
139 Pak/40378 Iqbal Osmani	…	Provost No. 2, Provost, and Security, Korangi Creek, Karachi.
140 Mokim U. Kirmani, Flit. Lt.	…	Orderly Officer, Pakistan Air Force Station, Korangi Creek, Karachi.
141 Mr. Zahid Bashir Anson, B.D. Member.	…	Unit No. 406, 19/5 Clypton Quarters, Karachi-5.
142 Mr. Muhammad Jabir Siddique	Wazir Hussain	5/16, Taj Mohal Road, 'C' Block, Muhammadpur, Dacca.
143 Kazi Mesbahuddin	…	Dy. Chief Manager, Eastern Banking Corporation, Motijheel Commercial Area, Dacca.
144 Daulal Khan	Sarwar Khan	Electric shop of Babupura, Dacca.
145 Abdus Sobhan	Himmat Ali	37/12, F. Block. Mohammadpur Colony. Dacca.

Sl No.	Name	Father’s Name	Address	Remarks.
146	Mr. Ali Reza Khan.	Muniruddin Khan	Vill. Nayasoree. P.S. Nikli. Dist. Mymensingh. A/P. Staff Photographer. E. P. WAPDA.	
147	Naziruddin	Ernrat Ali	193. Motijheel. P. S. Ramna. Dacca.	
148	Mukul Chanda Daita	Kahindra Prushad Datta	Amlapra, P.S. Jamalganj, Dist. Mymensingh. A/P. Prop. Arts and Photography, 193 Motijheel Road, Dacca.	
149	Mr. Zeynul Abcdin	Munshi Samiruddin	10, Aga Machhi Lane, Dacca.	
150	Mohammad Nurul Islam	Mofizuddin Ahmed	Vill. Ranipur, P.S. Chandpur, Dist. Comilla. A/P. Green View Petrol Pump. Lalbagh, Dacca.	
151	Mohammad Hanif	Rahim Baksh Munshi	Vill. Naya Nanda, P. S. Tangi Bari. Dist. Dacca. A/P. Asstt. M.V. Deptt.. Dy. Commissioner's Office, Dacca.	
152	Mr. M. Siddique Khan	K.B Major Oli Mohammad Khan.	Sgt. M. V. Section, Dacca.	
153	S-I. Moniruddin Ahmed	…	P. S. Kotwali, Chittagong.	
154	Muhammad Safiqur Rahman	Kader Bakhsh	Vill. Barantaii. A/P. Assistant M. V. Department Collectorate, Chittagong.	

155 Mr. Abdul Quddus	Hajee Guramia	VilL Koraldanga. P. S. Boalkhali. Chittagong A/P Assistt- M. V. Deptt. Collectorate. Chittagong.
156 A. S.-I. Mamrul Haque	…	P. S. Kotwali, Chittagong.
157 Mr. S. M. Haider	Mr Hussain	Manager M/S. Habib Bank, Laldighi East. Chittagong.
158 Mr. Ata Haris	Mr. Ismail ilaris	Katalganj Residential Area, Chittagong. A/P. Senior Dy. Controller of Branches of Habib Bank.
159 Muhammad Yousuf	Nur Ahmed	Vill. Goshail Danpur. P. S. Double Moorring. Chittagong.
160 Muhammad Waliullah	Hachan Ali	543. Nayatala. P. S. Tejgaon. Dacca.
161 Rohul Amin	Abdus Salam	Manager Dinofa Hotel, Fcni. Dist. Noakhali. A/P. Near Appyaee Restaurant. College Road. Feni. Dist. Noakhali
162 Mr. Muhammad Siddique (Husband of Khurshida Begum).	Golam Mohammad Siddique.	16/10. Rankin Street. P S. Sutrapur, Dacca 2/21, Block ‘D’ Taj mahal Road. Dacca.
163 Mr. Reza Rabbani	Mr. Hussainuddin	81. Laboratory Road. P.S. Lalbagh. Dacca.
164 Daliluddin Ahmed	Gagan Ali Matbar	Vill. Illa. P. S. Gournadi. Dist. Bakerganj.
165 U. Col. Sher Ali Baz	…	I. S. I. Directorate Camp. Dacca.
166 Mr. M. M. Syeed	A. Waheed	Manager. Hotel Green. Dacca.

Sl No.	Name	Father's Name.	Address	Remarks.
167	Makhan Lai Ghosh	Abhi Mannay Ghosh	Cashier, Hotel. Arzoo, Dacca.	
168	Mr. Suhrawardy	…	Inspr of Police, S. B.. EP. Dacca	
169	Sukhu Moy Biswas	Darika Nath Biswas	Muhira, P. S. Patiya. Dist. Chittagong. A/P 41, Ramjoy Mohajan Lane. Kotwali. Chittagong.	
170	Bantam Ch. Datta	Late Parcsh Chandra Dana	Havilash-Dvip P S. Patia, Dist. Chittagong.	
171	Mr. Slutjahanuddin Ahined	…	Section Office, C. D. A., Chittagong.	
172	Mr. Monoranjan Talukder	…	Steno to Chief Engineer. C. D. A., Chittagong.	
173	Abdul Kader	Muhammad Ishaquc	67. Battali Road. P. S. Kotwali, Chittagong.	
174	AlamKhan	Lal Khan	Reazuddin Road. JL/L Singer Machine Repairing Shop. Chittagong Town.	
175	Michcal Dhar	D. C. Dhar.	3, Mohim Das Road. Kotwali, Chittagong.	
176	Shambu Das	Hari Prasanna Das	3, Mohim Das Road. Kotwali, Chittagong.	
177	Mr. Abdul FatirSiddiq	…	Assistant Accounts Officer. Telephone, Revenue, Dacca.	

178 Mr. Muhammad Aminuddin	…	Supervisor, Teleplione Revenue, Dacca
179 Mr. G. M. Kadri	…	A. D. C, Dacca.
180 Mr. Ejaz Muhammad Khan	…	Additional District Magistrate, Rawalpindi, West Pakistan
181 Mr. A. Q. Chaudhury	…	Magistrate, 1st Class, Dacca.
182 Afsanxklin Ahmed	…	Magistrate, 1st Class, Dacca.
183 Mr. Abdul Majid Quaraishi	…	Handwirting Expert. A. D. Intelligence Bureau, Rawalpindi, West Pakistan.
184 Mr. Abdul Kader	…	Inspr. of Police, S- B., E.P. (H.W. Expert), Dacca.
185 Lt. Commander A.B. Saycd	…	Naval Headquarter, Karachi.
186 Mr. H. R. Malik, C. S. P.	…	Secretary. R. W. and R. T. Deptt.. Govt, of East Pakistan, Dacca.
187 Mr. Fazlur Rahman	…	Inspr. of Police. C. I. A. (S. B., Karachi).
188 Mr. S. M. Mukhtar Ahmed	…	Inspr. of Police, S. H. O.. Artillery Maidam P. S., Karachi.
189 Muhammad Jan Siddiqui	…	State Officer, Karachi.
190 Mr. Abrar Ahmed. Dy. S.P.	…	D. S. P., Spl. Branch, Lahore.
191 Mr. A. Khaleque, (2) P.P.M., P.S.P.	…	Spl. Supdt. of Police, Spl. Team, Dacca

Sl No.	Name	Father's Name.	Address	Remarks.
192	Mr. A. Majid, Q. P. M.. P.P. M	…	Spl. Supdt. of Police, S. B., Dacca.	
193	Mr. A. K. M. Absanullah ..	…	Dy. Supdt. of Police, Spl. Bianch, S. T., Dacca.	
194	Mr. Abdus Samad Talukdcr, P. MJ	…	Inspr.. of Police, S. B.(Spl. Team), Dacca.	
195	Mr. Zeaul Haque Khan Lodi..	…	Inspr. of Police, S. B. Spl. Team, Dacca.	
196	Mr. Sirajul Islam..	…	Inspr. of Police. S. B.. Spl. Team, Dacca.	
197	Mr Muhammad lsrail..	…	Inspr. of Police, S. B.. Spl. Team, Dacca.	
198	Muhammad Abdus Sattar Chaudhury	…	Inspr. of Police. S. B., Spl. Team. Dacca.	
199	Lt- Commander Syed Fazal Rab	…	S. O. N. A. Naval Headquarter, Karachi.	
200	Waicher F. C. Muhammad Ismail	…	C/O. Supdt of Police, Special Branch, Karachi.	
201		…	…	
202		…	…	
203		…	…	
204		…	…	

205	...	...	…
206	…	…	…
207	…	…	…
208	…	…	…
209	…	…	…
210	…	…	…
211	…	…	…
212	…	…	…
213	…	…	…
214	…	…	…

LIST OF DOCUMENTS
(Reference Paragraph 5 and the Annex.)

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court us	Remarks.
1	I.etter of Sultan from Dacca, dated 13th August, 1965, to Mian Sahib (Muhammad Amir Hussain Mian) at Karachi.	…	…
2	Letter of Sultan dated Nil from Dacca to Mian Sahib at Karachi.	…	…
3	Letter of M. Rehaman, dated 29th November, 1965, from Chittagong to Hussain Sahib at Karachi.	…	…
4	Letter signed "M' (dated portion torn off from Chittagong to Hussain Sahib at Karachi).	…	…
5	Letter of "Alo", dated 9th February, 1966 from Karachi to Ulka at Dacca.	…	…
6	Letter of "Alo" (Lt. Comd. Moazzam) from Karachi to "Ulka" (Amir Hussain) at Dacca (Dated 25th February, 1966).	…	…
7	A copy of Telegram from Karachi by "Alo" to Amir Hussain to his Dacca address, dated 14th February, 1966).	…	…
8	Letter of "Alo" from Karachi to Mian Sahib a: Dacca, dated 4th March, 1966.	…	…
9	Letter of Lt. Comd. Moazzam Hussain from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated 19th March, 1966.	…	…
10	Letter of Moazzam from Karachi, dated 1st April, 1966, to Amir Hussain at Dacca.	…	…
11	Letter of Mcazzam from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated 6th April, 1966.	…	…
12	A copy of Telegram from Moazzam to Amir Hussain from Karachi, dated 6th April, 1966.	…	…
13	Letter of Moazzam from Karachi to Amir Hussain at Dacca, dated Sth April, 1966.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
14	A piece of paper containing "Bangladesh", "Betar Bani" etc.. dated Nil.	…	…
15	A piece of paper containing the words "Bengal Air force", "Bangla Sarkar".	...	…
16	Four sheets of papers giving description of arms and ammunition, etc.	…	…
17	One Provincial Map of East Pakistan Mounted and Folded.	…	…
18	Letter from M. Rahman to Amir Hussain dated Nil.	...	…
19	Notes regarding oath, etc., (Written on Diary papers).	…	…
20	Notes regarding the code names.	…	…
21	Burmah Eastern Diary for 1967, written by Ali Raza, accused.	…	...
22	Bill No. 18, dated 4th November, 1967, of Jan's Hotel, Peshawar.	…	...
23	Certificate of discharge from P.A.F. of A. B. M.A. Samad.	...	…
24	Service and Pay Book of A. B. M. A. Samad.	…	…
25	Rupali Diary of 1967, of A. B. M. A. Samad.	…	…
26	Application of M. M. Rameez, dated 24th February, 1962.	…	…
27	Issue Register of the office of the D. C., Relief and Rehabilitation, Dacca, dated 25th June. 1962.	…	…
28	"Daily Ittefaque", dated 18th November, 1965, Paper cutting.	…	…
29	Dacca Hotel Register, dated 2nd February, 1966	…	…
30	Joining Report of Amir Hussain.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
31	Hotel Register of Hotel Miskha, Chittagong, dated 5th February, 1966.	…	…
32	Register of Hotel Green, dated 15th March, 1966 and 24th April 1966.	…	…
33	Bill book of Hotel Shahajahan, dated 25th March, 1966 to 27th march, 1966.	…	…
34	Draft Application of Amir Hussain, dated 31st March, 1966 for Rs. 5,000.	…	…
35	Draft issue of Register, dated 31st March, 1966.	…	…
36	Draft for Rs. 5,000 dated 31st March, 1966.	…	…
37	Green View Filling and Servicing Petrol Pump Sale Register, dated 1st April, 1966.	…	…
38	Green View Petrol Pump Staff Register, dated 1st April, 1966.	…	…
39	Character Certificate of Nowab Ali Driver, dated 30th April, 1966.	…	…
40	Tenancy agreement, dated 2nd May, 1966, for hiring a house.	…	…
41	Ledger Book, dated 19th August, 1966.	…	…
42	S. B. Account Pay-in-Slip for Rs. 4,000 dated 19th August, 1966.	…	…
43	Habib Bank Cheque for Rs. 11,000 dated 24th August, 1966.	…	…
44	Provisional receipt showing payment of Rs. 5,000 dated 24th August, 1966.	…	…
45	S. B. Account of St. Mujibur Rehman, dated 31st August. 1966.	…	…
46	Provisional Receipt for Rs. 11.000 dated 2nd September, 1966.	…	…
47	Cancelling provisional receipt book, dated 2nd September, 1966 and Cheque of Habib Bank, dated 24th August, 1966.	…	…

Serial	Descriptive Particulars.	Exhibited in Court as	Remarks.
48	Cheque for withdrawal of Rs. 4.500 by St. Mujibur Rahman, dated 10th September, 1966.	…	…
49	Certified copy of the register of Motor Vehicles Chittagong, dated 10 September, 1966.	…	…
50	Cheque for withdrawal of Rs. 450 by Mujibur Rahman, dated 20th September, 1966.	…	…
51	Blue Book of Jeep 9199.	…	…
52	Bill Register of Green View Petrol Pump.	…	…
53	Cargo Invoice Book of different dales in the Ferry.	…	…
54	Cargo Invoice Book of different dates in the Ferry.	…	…
55	Log Books of Ferryghat between Dacca and Daudkandi.	…	…
56	Receipt Register Part II, Vol. I of Madaripur P.s.	…	…
57	T. A. Bills of different dates of Lt. Moazzam Hussain in all 12.	…	…
58	One negative of a photostat of a letter of K. M. S. Rahman, C. S- P.	…	…
59	Pay-in-Slip of Rs. 5,000 dated 8th October. 1966.	…	…
60	Blue Book of Hillman Car No. 9591, dated 17th January, 1967.	…	…
61	Personal file of Mr. M. M. Rameez, dated 24the February, 1967.	…	…
62	Original Joining Report of Lt. Moazzam to I. W.T. A. Dacca, dated 1 Ith March, 1967.	…	…
63	Once French bound book of Arts and Photography (Negative book), dated 27th March. 1967.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Courts as	Remarks.
64	Rent bill issued by M.R. Rabbani to Ali Reza for house-rent, dated march, 1967 to August, 1967.	…	…
65	Deserter roll of St. Mujibur Rahman, dated 3rd April. 1967.	…	…
66	A deed of agreement between Kudratulkih and M. Rahman, dated 4th April, 1967, for hiring a house.	…	…
67	Cash Memo, book, dated 14th April. 1967.	…	…
68	P. I. A. Invoice, dated 21st April, 1967.	…	…
69	Account opening form for S. B. Account No. 10999 (51) by Mujibur Rehman. dated 4th May, 1967.	…	…
70	Fitness and Registration Certificate of Risaldar A. K. M. Shamsul Haq, dated 4th May, 1967.	…	…
71	Hotel Register of Hotel Denofa. dated 11th July. 1967.	…	…
72	Toll collection Book of Shovapur Bridge.	…	…
73	Show cause notice issued hy Asstt. Commissioner, Relief and Rehabilitation to Mr. M. Rameez, dated 19th July, 1967.	…	…
74	Account Opening from P. 58 current account No. 3251, dated 24th July, 1967.	…	…
75	Rent receipts issued to Manik Chaudhury, dated August, 1967 to December, 1967.	…	…
76	Lease agreement between Khurshida Begum and Ali Reza, dated 1st September, 1967.	…	…
77	Bearer cheque for Rs. 500 drawn by St. Mujibur Rchman.	…	…
78	Counterfoil of a cheque for Rs. 500 in favour of Mujibur Rahman, dated 12th October, 1067.	…	…

Serial No.	Descriptive Particulars	Exhibited In	Remarks
79	Visitor Register of Jan's Hotel, Peshawar, dated 4th November, 1967.	…	…
80	Original passenger Manifesto of P.l.A. flight Containing the name of Ali Reza, dated 8ih November, 1967.	…	…
81	Note sheet of C.S.O., Dacca with the notings of Amir.Hussain, dated 17th November, 1967.	…	…
82	Cheque for withdrawal of Rs, 45 by M Rahman, dated 18th November, 1967.	…	…

LIST OF ARTICLES

(Reference Paragraph 5 and the Annex.)

Serial No.	Descriptive Particulars.	Exhibited in Courts as	Remarks.
1	MOSCOVITCH CAR No. EBC 7976, P.I. A. Car No. 2668, previous No. KAE 3194.	…	…
2	One Jeep bearing No. 9139.	…	…
3	One Fiat Car 110/D (Model) bearing No. EBA 9100.	…	…
4	Fill man Imp, Car No. 9591.	…	…
5	One telephone set bearing No. 6829/6.	…	…
6	One Hand Grenade.	…	…
7	One blue coloured Rexin hand bag	…	…
8	Small Lock.	…	…
9	One key of the said Lock.	…	…
10	One polythene bag.	…	…

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবের জবানবন্দি	শেখ মুজিবুর রহমান (পুস্তিকা)	জুন, ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাবাইয়া রাখাইয়া জন্যই এই ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবুর রহমান

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে লিখিত জবানবন্দি পাঠ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেনঃ

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হয়। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকিন্তুআমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহার পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু ঐ আমি সকল অভিযোগ হইতে সম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তিলাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারী করা -হয়ঃ ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সর্বদা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওর্য়াদীকে গ্রেফতার করা তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। সোহরাওর্য়াদীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন

দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কতৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান- আমরা বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান- ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান- উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমাকে ‘অস্ত্রের ভাষায়’ ‘গৃহ যুদ্ধ’ ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে একডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানী করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোর আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে এইবারের মত প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোর মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাতেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস

সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা রাজশাহী হইতে প্রেরিত হইয়া ছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একই ভাবে ময়মনসিংহ মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে- সম্ভবত আটই মে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'- এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনবা তাজউদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম,এন,এ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মূসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম.এন.এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী,ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ ফিরোজ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষাবিধির ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরলে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষপুত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্যে কোরারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফাতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনর জনাব মোনেম

খান প্রায়শঃই তাহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সম্মুখে বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়েছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহিঃজগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়।এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল,এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মাদ শামসুর রহমান- এই তিনজন সি,এস,পি অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারী কার্য সম্পাদনকালে তাহদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহার ও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহার চট্টগ্রাআমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম,এন,এ, ও এম,পি,এ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রাম ও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম,এন,এ, ও এম,পি,এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল,এম,এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মেদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাক্তার সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল- দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম- ছয় দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গন্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে- তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকিন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব	দৈনিক পাকিস্তান	৪ জুলাই,১৯৬৮

পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব

আগামীকাল থেকে পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে পাক-ভারতের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবির স্মরণোৎসব শুরু হবে। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবে ৫ই জুলাই রবীন্দ্র দিবস, ৬ ই জুলাই ইকবাল দিবস,৭ ই জুলাই গালিব, ৮ ই জুলাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৯ ই জুলাই নজরুল দিবস প্রতিপালিত হবে।

জুলাই ৬, ১৯৬৮ দৈনিক পাকিস্তান

লেখক সংঘের মহাকবি স্মরণোৎসব আরম্ভ

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব গতকাল শুক্রবার থেকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে শুরু হয়েছে। গতকল্য ছিল রবীন্দ্র দিবস। সহজ সুন্দরভাবে রচিত মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান।

সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর জনাব আবুল হাশিম। প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আনিসুজ্জামান.. .. .. ..। অনুষ্ঠানে জনাব আবুল হাশিম বলেন, রবীন্দ্র সাহিত্য বা যে কোন সাহিত্য সম্পর্কে আমি সবসময় একটি কথা বলি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। সাহিত্য এক শিল্প। যে কোন শিল্পকেই যে কোন আদর্শের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। জনাব হাশিম বলেন যে, একে আমরা সব সময় স্মরণ রাখি না- একের সাথে অপরকে মিলিয়ে দিয়ে সংস্কৃতির সঙ্কট সৃষ্টি করি। তিনি বলেন, এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আস্বাদ নেবো। বাংলা ভাষাকে একটি শিল্প হিসাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে, তিনি বলেন, গত এক'শ বছরের বাংলা সাহিত্যকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ মত ও পথের ঊর্ধ্বে পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সারা জীবনে ছিলেন তাহলো স্বাধীন চিন্তা।

ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, চলতে চলতে রবীন্দ্রনাথ মত বদলেছেন, পথ বদলেছেন; ক্রমেই সকল সংকীর্ণতার গন্ডি ভেদ করে তিনি মানুষের পৃথিবীর নাগরিক হতে চেয়েছেন।

আশি বছর ধরে তাঁর মধ্যে একই ব্যক্তি বাস করেন নি। এই নানা রবীন্দ্রনাথের সহযোগ ঘটেছিল বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষার শক্তিকে শতগুণে বৃদ্ধি করা।

আর যা ছিল প্রাদেশিক সাহিত্য তাকে বিশ্বসভায় সগর্বে স্থান দেয়া।

তিনি বলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ নির্মাতা সে কথার গুরুত্ব কারো পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।........

প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ দর্শকের সমাবেশ ঘটে। কবিতা পাঠের আসরে গোলাম মোস্তফা, মোঃ মনিরুজ্জামান ও সিকান্দার আবু জাফর কবিতা পাঠ করেন।

- অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, আতিকুল ইসলাম।

জুলাই ৭, ১৯৬৮। দৈনিক পাকিস্তান

মহাকবি স্মরণোৎসবের দ্বিতীয় দিনঃ

আল্লামা ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের ডিরেক্টর ডঃ এনামূল হক গতকাল শনিবার মহাকবি স্মরণোৎসবে বলেন যে, আনন্দ-সৌন্দর্য সব কবিই সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু জাতিকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ ও চলার পাথেয় দেওয়ার মত কবি খুব বিরল।

আল্লামা ইকবাল ছিলেন এমনি এক বিরল কবি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা আমাদের মাঝে এমন এক কবিকে পেয়েছি। ডঃ এনামূল হক বলেন, এদেশে দুজন কবি ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বাণীতে দিলেন বজ্রকণ্ঠ। তাঁদের একজন ইকবাল, অন্যজন নজরুল ইসলাম। এরা আমাদেরকে আপন সত্তায় জাগ্রত করে দিয়েছেন।

আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন মোঃ মাহফুজুল্লাহও জনাব মনিরুদ্দিন ইউসুফ। হল ভর্তি দর্শককে গতকালের অনুষ্ঠানও যথেষ্ট আনন্দ দেয়।

জুলাই ১০, ১৯৬৮। দৈনিক পাকিস্তান

মহাকবি স্মরেণোৎসব সমাপ্ত

নজরুল দিবসের মধ্য দিয়ে হত মঙ্গলবার ঢাকার ইঞ্জিনির্য়াস ইন্সটিটিউটে সমাপ্ত হয়েছে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী মহাকবি স্মরনোৎসব।............

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল কাদির। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জনাব রফিকুল ইসলাম। মহাকবি স্মরণোৎসবের শেষ দিনের এই অনুষ্ঠানে উৎসবের সর্বাধিক দর্শকের সমাবেশ ঘটেছিল।

....

শেষদিনের অনুষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

মঞ্চে রাখা হয়েছিল সাদা থোকাসহ পুষ্পগুচ্ছের একটি সেপ্গুরী ফ্লাওয়ার। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব আলী লেখক সংঘের এই অনুষ্ঠানের ফুলটি উপহার দেন।

....
....

গতকালের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে আলোচনা সভায় আবদুল কাদির বলেন যে, নজরুল ছিলেন নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামী কবি। বাংলা সাহিত্যে তিনি গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা।তিনি নজরুলের কাব্য সাধনাকে ৪ ভাগে ভাগ করেন।.......তিনি বলেন, নজরুলের আগেও অনেক কবি হয়েছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, নবীন চন্দ্র, কিন্তু নজরুলের মত তাদের সাহিত্যে এত মানবিক আবেদন নেই।.........

তৃতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতকার নজরুল রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়।

....

সাহিত্য নজরুলের আর্বিভাব সম্পর্কে তিনি (জনাব কাদির) বলেন, নজরুল যখন সাহিত্যে নেমে এলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর-তাঁর তখন পূর্ণ দীপ্তি। কিন্তু তাঁর যখন আবির্ভাব হলো- দেখা গেলো যুগের যৌবনের সব ধর্ম তার কাব্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তখন রবীন্দ্রনাথের কথা অনেকেই ভুলে গেলেন। নজরুল সাহিত্যে স্ববিরোধিতা করেছেন বলে কেউ কেউ যে অভিযোগ করেন তার বিরোধিতা করে জনাব কাদির বলেন, তার সাহিত্যের সুরটি হলো 'জনগণের স্বাধিকার'- গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এ সুরটি যারা বুঝতে পারেন না, তাদের নজরুল সাহিত্য পাঠ পন্ডশ্রম মাত্র।

....

....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বক্তব্য	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৬৮

বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার প্রসঙ্গ-
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ

বাংলা বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বলা হয় যে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে তার অবসান এবং উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যাখ্যা হিসেবে বাংলার উন্নয়নকে সুগম করার জন্যে এই সংস্কার অনুমোদন করা হয়েছে। বানান-বিশৃংখলা অব্যাহতভাবে এগিয়ে গেলে তা ভাষাকেও দুর্বল করে ফেলবে। বাংলা ভাষার উন্নয়নকে ব্যাহত করা এই সংস্কারের উদ্দেশ্য বলে কোন ইঙ্গিত প্রদান করা হলে একাডেমিক কাউন্সিলের মহৎ উদ্দেশ্য ভুল বোঝা হবে। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একাডেমিক কাউন্সিল একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলা হলেও ভুল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ জানান ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজেই এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কমিটির সব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির রিপোর্টে যেসব সুপারিশ স্থান লাভ করেছে সেসব সুপারিশ গ্রহণের ব্যাপারে কমিটির বৈঠক সমূহে তিনি জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন রিপোর্টে ডঃ শহীদুল্লাহ স্বাক্ষর দিতে পারেন নি, এই সত্যকে বিকৃত করা চলে না। কতৃপক্ষ জানান যে, অনুমোদিত সংস্কারের বিস্তারিত প্রয়োগের ব্যাপারটি ঠিক করার উদ্দেশ্যে নয় সদস্যবিশিষ্ট আর একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারেও একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কর্তপক্ষ জানান, একাডেমিক কাউন্সিলের উক্ত বৈঠকে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন অনুমোদনের বিরোধিতা করেন। কমিটির তিনজন সদস্যের বিরোধিতামূলক বক্তব্যসহ রিপোর্টটি একাডেমিক কাউন্সিলের ৩রা আগষ্টের বৈঠকের আগেই সদস্যদের কাছে পাঠান হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল-এর গত বৈঠকে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট রদবদলের রায় গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় বানান, ব্যাবরণ ও বর্ণমালা সংস্কার ও সহজকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সর্বস্তরে যতশীঘ্র সম্ভব বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ, অফিস আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য প্রস্ত্ততির গতিকে দ্রুততর করা। কমিটি গঠনের ব্যাপারে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ নিজেই প্রস্তাব দেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ ছাড়া আরও ১০ জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করেন।

কমিটির এই সদস্যরা হলেন, (১) বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর ডঃ কাজী দীন মোহম্মদ, (২) প্রাদেশিক জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব ফিরদৌস খান, (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাই, (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, (৫) ঢাকা টির্চাস ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মোহাম্মদ ওসমান গনি, (৬) বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবুল কাসেম, (৭) অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, (৮) ডঃ এনামূল হক, (৯) জনাব মুনীর চৌধুরী (১০) চৌমুহনী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব টি, হোসেন।

১৯৬৭ সালের ২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে কমিটিকে বলা হয় যে, কমিটি তাদের মত প্রণয়নের সময় বাংলা একাডেমী ও অনুরূপ সংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন তাকে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়। গত ডিসেম্বরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ কমিটির বৈঠকসমূহে সভাপতিত্ব করেন।

এ বছরের ২২ শে মার্চ রেজিস্টার তিনজন সদস্যের বিরোধী মন্তব্যসহ কমিটির রির্পোটটি পান।

বিরোধী সদস্যত্রয় হলেন, জনাব এম, আবদুল হাই, জনাব মুনীর চৌধুরী, ডঃ এনামুল হক। ৪ঠা মে রির্পোটটি একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে রির্পোট এবং বিরোধী বক্তব্যের কপি সব সদস্যকে সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অতঃপর ৩রা আগষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল কিছু সংশোধন ও রদবদলের পর নীতিগতভাবে রির্পোটটি গ্রহণ করেন। এর বিস্তারিত প্রয়োগের ব্যাপারটি ঠিক করার জন্য অপর একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন পূর্ব পাকিস্তানের ডি,পি,আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ওসমান গনি, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা, জনাব নুরুল মোমেন এবং ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

কাউন্সিল কমিটির রির্পোটটি যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বানানের সুবিধার জন্য শুধু কয়েকটি অক্ষর বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অক্ষরগুলো হলো ঙ, ণ,ৎ, ষ, ঈ, ঐ, ঔ। এগুলো বাদ দিলে কোমলমতি বালক-বালিকাদের পাঠ গ্রহণে যে বিরাট সুবিধা লাভ করবে সেটাই কাউন্সিলের সামনে ছিল। বর্ণমালার ঐ সব বাড়তি অক্ষর শিক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছে।

কাউন্সিল একটি বহুল প্রচলিত প্রয়োগ বাংলা একাডেমী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ,

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা এবং অন্যান্যের সুপারিশ ও প্রস্তাবকে আইনসিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

পরিতাপের বিষয়, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি সহজ-সরল উদ্যমের ভুল ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। অসুখের জন্য ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ এত স্বাক্ষর দিতে পারেন নি। অথচ এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ নাকি এরূপ সংস্কারের বিরোধী।

আগেই বলা হয়েছে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহর কথা অনুযায়ী এই কমিটি নিয়োগ করা হয়। তিনি কমিটির বিভিন্ন সভায় রির্পোটে উল্লিখিত মর্মে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ সুপারিশ গ্রহণের জন্য জোর সংগ্রাম চালান। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ। তাঁরা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শিক্ষার সাথে যুক্ত এবং আগ্রহী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই কাউন্সিলের সদস্য। একাডেমিক কাউন্সিলের যে সভায় রির্পোটটি গৃহীত হয় তাতে উপস্থিত ৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন সদস্য অধ্যাপক আবদুল হাই এবং আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষ এ,কে,এম, কবির বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এই যুক্তিতে রির্পোটের প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করেন।

গোটা একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা ভাষার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এ অভিযোগ দ্বারা সদস্যদের দেশপ্রেম ও উদ্দেশ্যও সত্যতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

………………………

অতীতে প্রশ্ন একটাই ছিল কোন পদ্ধতিতে এই সংস্কার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তরফ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমতের অভাবে বাংলা বানান ক্রমেই জটিল হয়ে পড়েছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলা বান নের সংস্কার সাধনের দাবীর কথা সবার জানা আছে।

এই জনদাবী পূরণের জন্য ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতিপয় সংস্কার সাধন করেন, যা প্রায় সবাই গ্রহণ করেছেন। এসব সংস্কার ছিল অসম্পূর্ণ ও আংশিক।

একই ধ্বনির একাধিক অক্ষরের (স শ ষ অথবা জ য) উচ্চারণের দরুন সমস্যা তার সমাধান হয়নি। অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ও কদাচিৎ ব্যবহৃত প্রতীক অথবা বিশেষ চিহ্নবাহীযুক্ত স্বরধ্বনি (অউ এর স্থলে ৌ, কই এর স্থলে কৈ) সমস্যার সমাধান হয়নি।

আজও আগামীতে বাংলা ভাষা যে প্রদেশের প্রধান ভাষা সেই প্রদেশে উচ্চতর শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে সমাসীন একটি সংস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বাস, বানান সংস্কারের পথ নির্দেশ দানে তার ব্যর্থতা দায়িত্ব এড়ানোর শামিল হবে। বাংলা বানানের জটিলতা অব্যাহত রাখার অর্থ হবে বাংলা ভাষাকে দুর্বল রাখারই নামান্তর।

প্রস্তাবিত সংস্কারের পিছনে বাংলা ভাষার বিকাশ ব্যাহত করার মতলব আছে এরূপ ইঙ্গিত হবে মারাত্মক। এভাবে দেখলে কাউন্সিলের সামগ্রিক উদ্দেশ্যই ভুল বোঝা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বর্ণমালা সংস্কারের প্রতিবাদে ৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

৪২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিঃ
বর্ণমালা সংস্কারের সমালোচনা

গতকাল শনিবার ঢাকায় ৪২ জন সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী ও সাংবাদিক এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত বাংলা বর্ণমালা লিখনরীতি ও বানান সংস্কার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তারা বলেন যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন গ্রহণ করা হলে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে, শব্দ তার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবার্থেও অনুষঙ্গ হারিয়ে ফেলবে, কবিতার ছন্দ প্রকরণের নিয়মাদি বির্পযস্ত হবে এবং ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্র করায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হবে, এছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিদারুন বন্ধ্যাত্ব দেখা দেবে এবং ভাষা ও সাহিত্য পঙ্গু হয়ে পড়বে। ধ্বনি বিজ্ঞানের বিচারেও বাংলা বর্ণমালা অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে বিন্যস্ত বলে স্বীকৃত। এই সংস্কার এর বিজ্ঞান ভিত্তিকেও নষ্ট করবে। তারা বলেন, জনশিক্ষার প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশলমাত্র। তারা বলেন, ভাষা ও বর্ণমালার প্রকৃত মালিক দেশের জনসাধারণ, তাদের অগোচরে এর মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কতিপয় ব্যক্তির অধিকারই নেই। বিবৃতিকারীরা এই সংস্কার প্রত্যাখানের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন যে, কেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এককভাবে ভাষার এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন তা জানা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল আজ অবধি তাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের পূর্ণ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, জনসাধারণের অজান্তেই টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমে তাঁরা প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী করতে অগ্রসর হয়েছেন। যতদূর জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, বর্ণমালা হতে তারা ঈ, ঊ, ঐ, ঔ,ঙ, ণ, ষ, এর ঈ-কার, উ-কার, ঐ-কার ঔ-কার ইত্যাদি বর্জন, যুক্তবর্ণেও উচ্ছেদসাধন ব-ফলা , ম-ফলা, য-ফলা ইত্যাদির পরিবর্তে বর্ণ গ্রহণ শ-ষ, জ-য নবোদ্ভাবিত নিয়মে প্রয়োগ, এ-কার বর্ণের ডানদিকে আনয়ন, ঈ-কার দ্বার ই-কারের কাজ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন যে, তথাকথিত সরলকরণের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারই যদি এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে-

(ক) প্রচলিত বর্ণমালা এবং বানান পদ্ধতি যে জনশিক্ষা প্রসারের অনুপযোগী তা প্রমাণ হয়নি।

(খ) প্রস্তাবিত লিখনরীতি যে জনশিক্ষা প্রসারের মন্ত্রসিদ্ধ উপায়ের মত কার্যকরী হবে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

(গ) যে সকল রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা বিস্তারে সফলকাম হয়েছেন, তাঁরা ভাষা বা লিপি সংস্কারের দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন করেন নি-জনশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত উপায় সর্বস্তরে অপরিহার্যরুপে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধন এবং সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ সকল উপায় অবলম্বন না করে জনশিক্ষা প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশলমাত্র।

বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে গৃহীত বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতি চালু হলে বর্তমানে যারা শিক্ষিত তাদের বেলায় এবং যতটুকু শিক্ষার প্রসার হয়েছে তার ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হবে। শিক্ষিতদের নূতন করে ভাষা লিখন ও পাঠ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আরেকটি অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি হবে, যা দ্রুত অগ্রগতি সাধন তো দূরের কথা সাধিত অগ্রগতিকে অনেকাংশে ব্যাহত করবে। এর ফল বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণররুপে বানচাল হয়ে যাবে।

বিবৃতিতে তারা বলেন যে, ব্যুৎপত্তি গত অর্থের সাথে সংগতি রেখে বাংলা শব্দ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। শব্দগুলি এমন প্রতীক যা দেখামাত্রই ব্যুৎপত্তির ভাষানুষঙ্গে সে সর্বের মর্ম উপলব্ধি করা যায়। নূতন শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনাও এর ফলে উন্মোচিত থাকে। ভাষা সচল ও বিকাশমান থাকার পক্ষেও অত্যন্ত সহায়ক। আলোচ্য সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই শব্দকে ব্যুৎপত্তি হতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ভাষা শিক্ষা জটিলতর হয়ে পড়বে এবং ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশমানতার ক্ষেত্রেও অন্তরায় দেখা দেবে। তারা আরো বলেন যে, কৃত্রিম হস্তক্ষেপের দ্বারা বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কার সম্ভব নয়। ভাষা এবং লিখন প্রণালী আপন প্রবণতা অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হয়, বর্ণমালার সংস্কারদের এই সংগোপন প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তারা হলেনঃ-

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব আবুল হাশিম, জনাব মোঃ মনসুর উদ্দিন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, জনাব মোঃ নাসিরুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, কাজী মোঃ ইদ্রিস, জনাব সিকান্দার আবু জাফর, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী, জনাব আবদুল গনি হাজারী, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দিন, জনাব শামসুর রহমান, জনাব আহমেদ হুমায়ুন, সানাউল্লাহ নুরী, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আফলাতুন, মিসেস লায়লা সামাদ, শহীদ কাদরী, কালাম মাহমুদ, কে.জি.মোস্তফা, আতাউস সামাদ, আনোয়ার জাহিদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, রোকনুজ্জামান খান, নূর জাহান বেগম, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফয়েজ আহমেদ, আলী আকসাদ, খালেদ চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, কাজী মাসুম, ইসহাক চাখারী, শওকত আলী মোঃ সালেহউদ্দীন, আবদুল আওয়াল, জামালউদ্দিন মোল্লা, গোলাম রহমান, আবু কায়সার, আহমদ নূরে আলম, শহিদুর রহমান।

কবি জসীমউদ্দীন পৃথক এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে এই বানান সংস্কার হতে নিবৃত্ত থাকার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, তা না হলে জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে দেশের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রদর্শিত হবে।

তিনি বলেন যে, উ-কার, ঊ-কার এবং দুই ন,ণ এবং তিনটি শ, ষ, স-ও অত্যাচারে সারাজীবন আমাকে ভুগতে হয়েছে। যারা এখন বানান সংস্কার করতে চান, তাদের সাথে আমি কতকটা একমত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হরফ ও বানান সংস্কার মেনে নিলে আমাদের বংশধরদের এক চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলা ভাষা বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের প্রচারপত্র	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে সম্প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের ধুয়া তুলে মূলতঃ বহুল ব্যবহৃত ঙ, ণ, ঞ, ঈ, উ, ঐ, ঔ, ষ,ৎ প্রভৃতি হরফ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদদের বিরোধীতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রচলিত যুক্তাক্ষর যথা ঙ্ক, ক্ত, এবং সমুদয় ফলা যথা দ্ম, য্য, স্ম, প্রভৃতি বর্জন, '' ও '' কার বর্জন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত উক্ত কাউন্সিলে গৃহীত হয়।

এই বর্ণমালা বর্জনের দ্বারা ভাষা সহজ হবে এবং তা শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল বর্ণ বর্জনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূলতঃ তা বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করবে।

বর্ণমালা বর্জন বা বানান পরিবর্তনের ফলে শব্দ তার মূলগত অর্থ এবং ব্যবহারগত অনুষঙ্গ থেকে বিচ্যুত হবে। ভাষার যে সচল প্রবাহ রয়েছে এই সংস্কার দ্বারা তা ব্যাহত হবে। আমরা জানি সরকার শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির ধারক। সেক্ষেত্রে এই বর্ণমালা- সংস্কারের দ্বারা ভবিষ্যতে শিক্ষা বিস্তারের ধুয়া তুলে মূলতঃ জনগণের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যুৎপত্তিকেও নাকচ করতে চাইছে, এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ বাঙালী স্বতন্ত্র্যবোধ তথা বাঙালী সংস্কৃতির যে জাগরণ আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেই জাগরণকে স্তিমিত করার জন্যই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' এই দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে। আজকের এই হীন প্রচেষ্টা এ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা সরকারের আর নেই। আজ তাই পরোক্ষে বাংলা বর্ণমালা বর্জন করে নতুন 'লেখ্যরীতির' সূচনা দ্বারা এই প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানা হচ্ছে। নতুন লেখ্যরীতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাঙলাকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা আরও পশ্চাৎপদী হবে।

এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করেই দেখা যাবে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকরী। বাংলা ভাষার ওপর এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের আজ প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

-সংস্কৃতি সংসদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সংস্কৃতি সংসদ সাধারণ ছাত্রসভায় যোগ দিন। ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল চারটায় মধুর রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গণ।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে হাসান হাফিজুর রহমানের খোলা চিঠি	দৈনিক পাকিস্তান	১১ অক্টোবর, ১৯৬৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সমীপে
একটি খোলা চিঠি
হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলা বর্ণমালা এবং বানান সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এমন উৎসাহে এবং কর্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা তাঁদের সক্রিয়তার ইতিহাসে অভিনব বলে অনায়াসেই আখ্যায়িত হতে পারে। অবশ্য কি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে তার স্বাক্ষরিত বিবরণ জনসাধারণের সম্মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত পেশ করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তবে নান সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যমের পেছনে যে অন্ততঃ বাংলা ভাষার বর্তমান লিখিত রুপের খোল-নলচে পাল্টাবার আয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে কি সুবিধা-অসুবিধা হবে প্রশ্ন বাদ দিলেও একথা তর্কাতীত যে, প্রস্তাবিত সংস্কারটি বহুমুখী, ভয়াবহভাবে জটিল ও ব্যাপক এবং এর বাস্তবায়ন একা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম নয় এবং একে স্বার্থক করে তুলতে বহুজনের হাত লাগলেও কয়েক বছরের গন্ডিতে তা সম্পন্ন হবে কিনা এবং তারপরেও নানা বিভ্রান্তি ও জটিলতার জড় এড়িয়ে উক্ত ফরমূলার নির্দেশিত মান একককভাবে এদেশের ভাষার লিখনরীতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

অন্যদিকে জানা গেছে, কোন প্রকার সংস্কার ছাড়াই উর্দ্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বস্তরে পুরোপুরি চালু করার বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে এবং অচিরেই তা চালুও হবে, যদিও উর্দ্দু বর্ণমালায় তথাকথিত জটিলতা বাংলার তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। তাদের এই প্রশংসনীয় ও দৃষ্টান্ত মূলক উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের একটি মাত্র জিজ্ঞাসা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে শিক্ষার সর্বস্তরে চালু করার ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন? বাংলা ভাষার বর্ণমালা এবং বানান সংস্কারের বেলায় যে উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা তার দেখাচ্ছেন, বাংলাকে শিক্ষার সার্বিক মাধ্যম করার ক্ষেত্রে তা আদৌ স্পষ্ট নয়। তবে কি এই ভাবতে হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বেই বাংলা ভাষার বর্তমান রূপকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একেবারেই উপযুক্ত মনে করতে পারছেন না এবং সেই সংস্কারের সাহায্যে একে যোগ্য করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? এবং সে কারণেই কি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা চালু করার আশু কর্তব্য পালনের পরিবর্তে বাংলা ভাষার সংস্কার তাদের কাছে অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে? তাই যদি হয়, এ সংস্কারের মহান দায়িত্ব তারা সম্পন্ন তারা কিভাবে করবেন, এতে কত সময়ই বা তারা নেবেন এবং অতঃপর কবে নাগাদ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বস্তরে চালু করতে সক্ষম হবেন কিংবা পরিণামে আদৌ তার প্রয়োজন হবে কিনা- এসব বিষয়ে অবশ্যই তাঁদের দেশবাসীকে সঠিক ও সৎভাবে জানানো উচিত।

পক্ষান্তরে বাংলাকে অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত আমাদের এই সন্দেহ যদি অমূলক হয়, তাহলেও বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার এবং বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরুপে সর্বস্তরে পুরোপুরি চালু করার মতো দুটি আপাতবিরোধী দুরুহ ও জটিল দায়িত্ব একই সঙ্গে বাস্তবায়নের অনুকূল কি অলৌকিক মন্ত্রসিদ্ধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ লাভ করে বসে আছেন, সে বিষয়েও দেশবাসীকে জানানো তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য। বিশেষতঃ বাংলা ভাষা এবং শিক্ষার

মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলনের ভবিষ্যত শঙ্কাকুল এবং উদ্বেগজনক করে তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মুখে তালা এঁটে চুপ করে থাকার কোন অধিকারই নেই।

সর্বসাধারণের ঘনিষ্ঠ ও অপরিহার্য স্বার্থের সাথে জড়িত এমন একটি বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষই এককভাবে সারা দেশব্যাপী এক অসময়োচিত বিভ্রান্তি, বিতর্ক, ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তাজনিত তোলপাড়ের সূত্রপাত করেছেন।........... স্বাভাবিকভাবেই তার নির্মূল তথ্যেও ভিত্তিতে জনসাধারণের পরিষ্কারভাবে জানার অধিকার রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে চালু করার ক্ষেত্রে কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কবে তা বাস্তবায়িত হবে এবং তাদের গৃহীত বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের তৎপরতা দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় উক্ত আশু কর্তব্য পালনে আদৌ কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে কিনা?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৬৮

ঐক্য প্রচেষ্টা আলোচনা
মওলানা ভাসানী সকাশে মীজানুর রহমান

গণআন্দোলন তথা জনসাধারণের দাবী-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সংগ্রামের জন্য বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে গতকাল বুধবার ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এক বৈঠকে মিলিত হন।

ন্যাপপ্রধান গতকাল রংপুর থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তিনি আজ বৃহস্পতিবার সুন্দরবন এক্সপ্রেসে সরিষাবাড়ী সফর করবেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ ও ধরপাকড়ের ফলে দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান রিকুইজেশন ন্যাপ- এর পক্ষে থেকে মওলানা ভাসানীর কাছে গতকাল ১টি পত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সৈয়দ আলতাফ হোসেন স্বাক্ষরিত অনুরূপ পত্র ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ও পিডিএম-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বৈঠকের স্থান ও তারিখ সম্পর্কে পত্রে কোনকিছু উল্লেখ হয়নি।

মওলানা ভাসানী গতকাল এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথ সব সময় খোলা রয়েছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেও সকল দলের নিকট আলাপ আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ন্যাপ এখনও এ ধরনের আলোচনায় বসতে রাজী আছে।

এয়ার মার্শাল আজগর খান ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস,এম, মুর্শেদের রাজনীতিতে প্রবেশের ফলে বিরোধীদলীয় ঐক্য জোরদার হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এরূপ কতিপয় অরাজনৈতিক ব্যক্তির আর্বিভাবে রাজনীতিতে এমন কি পরিবর্তন সূচিত হতে পারে?

বর্তমান সরকার নিজেই নিজের সর্বনাশের পথ খোলাসা করেছেন। ছ'দফাপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে জানা গেছে যে, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী জনসাধারণের দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে গণআন্দোলনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণে তার দল সম্মত আছে বলে জানিয়েছেন। নির্বাচনের ব্যাপারে কোন যুক্তফ্রন্ট গঠনে তারা রাজী নন। আগামী ১লা ডিসেম্বর ৬- দফাপন্থী আওয়ামী লীগের কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই আলোচনার ফলাফল তারা মওলানা ভাসানীকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী রিকুইজেশন পন্থী ন্যাপকে আমন্ত্রণ না করায় ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানীর ঐক্যের আহবানে সাড়া দিতে পারে না বলে গতকাল মওলানা ভাসানীকে জানান। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপকে একত্রিত করার জন্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ন্যাপপ্রধান আগামীকাল শুক্রবার সরিষাবাড়ীতে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। তিনি ৩০শে নভেম্বর শনিবার ঢাকায় ফিরে আসবেন।

মওলানা ভাসানী সম্প্রতি বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, ডোমার, হোতনাই, শঠিবাড়ী, গুডডবাড়ী, কাউনিয়া, কাকিনা, তুষাভান্ডার, হাতীবান্ধা ইত্যাদি অঞ্চল সফর করেছেন। তিনি তাঁর এইসব অঞ্চলে সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সর্বত্রই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনিসপত্রের দাম জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

তিনি জনসাধারণের নিদারুন আর্থিক সংকটের উল্লেখ করে বলেন, ৫টি গ্রাম ঘুরেও তিনি ৫০ টাকার ১টি নোট ভাঙ্গাতে পারেননি।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন নদী পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এতে নৌ-পরিবহন নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে বলে তিনি জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতার আহবান সম্বলিত শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস	পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক আন্দোলনের পুস্তিকা	১০ডিসেম্বর, ১৯৬৮

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস

[পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারীতে গৃহীত এবং ১৯৬৮ সালের ১লা ডিসেম্বরে পরিবর্ধিত ও পুনঃলিখিত এ দলিলটি সভাপতি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গড়ে ওঠার তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তর। এ ঐতিহাসিক প্রতিভাদীপ্ত দলিল এমন এক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যখন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন সংশোধনবাদ বা নয়া সংশোধনবাদের কানা গলিপথে পথ হাতড়াচ্ছে, আন্তরিকভাবে সর্বহারা বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এ সময় আন্তরিক সর্বহারা বিপ্লবীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য হয়ে পড়েছিল পূর্ব বাংলার সমাজ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতার একটি ঐতিহাসিকভাবে আনা সঠিক বিশ্লেষণ ও সারসংকলন, একটি সঠিক কর্মনীতি এবং এগুলোর ভিত্তিতে একটি সঠিক পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা। এ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটায়‘ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস’ যা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিটি সচেতন কর্মী, সহানুভুতিশীল ও সমর্থকের অবশ্য পাঠ্য। - স, বি, প]

ভূমিকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আমরা কিভাবে প্রয়োগ করবো, আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা হবে ‘তীর’ যা আমাদের নিক্ষেপ করতে হবে পূর্ব বাংলার বিপ্লবকে লক্ষ্য করে। যারা আজ লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছোঁড়েন, এলোপাতাড়ি তীর ছোঁড়েন, তারা সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন। মার্কসবাদী নামধারী বহু ব্যক্তিই ‘এলোপাতারি তীর’ ছুড়ে সুবিধাবাদীববববকিকিকিv়োযা ও প্রতিবিপ্লবী ভুমিকা পালন করছেন।

সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, ‘‘অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। অতীতের খারপ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতের কাজ আরো সতর্কভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানোর অর্থ।’’

‘পাক স্বাধীনতা’কালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্বে গ্রহণ করতে এবং ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে?

‘স্বাধীনতা’ উত্তরকালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হলো উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরী করতে? এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদঘাটন করতে হবে, যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে!

সারা দুনিয়ার সর্বহারা - এক হও!

‘প্রাক-স্বাধীনতা’ কাল

1. বৃটিশ শাসনকালে ভারতের সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো দায়ী ছিলঃ
2. ভারতীয় জনগণের সাথে বৃটিশ উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।
3. ভারতের বিশাল কৃষক জনগণের সাহে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।
4. ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।
5. ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাথে অমুসলিম বিশেষতঃ হিন্দু বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠী ও শ্রমিক-কৃষকদের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব।

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী (মুসলিম ও অমুসলিম বুর্জোয়া) নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার দাবী করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখন্ড স্বাধীন ভারতে অপেক্ষাকৃত বিকশিত অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী কর্তৃক বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা নিজেদের বিকাশের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দাবী করে। এভাবে শ্রেণীস্বার্থ তাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। একটা পর্যায়ে এ দ্বন্দ্ব বৈরীরূপ নেয় এবং মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করে এবং অবাধ বিকাশের জন্য পৃথক স্বাধীন ভূখন্ড পাকিস্তানের দাবী করে।

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী তাদের দাবীর পেছনে মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয় এবং তাদের মাঝে জঘণ্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায়। অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠী অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মানসে এবং ভারতের মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তগোষ্ঠীর পাকিস্তান আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য অমুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের মাঝে জঘণ্য সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র চালায় যাতে তারা অমুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র চালায়।

এ সকল কারণে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় এবং অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বৈরী রূপ নেয়। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিধাবিভক্ততে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার সুবিধা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের অংশগ্রহণ এবং শ্রমিক-কৃষকদের চেতনার বিকাশ উপনিবেশবাদীদের বাধ্য করে তাদের সমর্থক ও সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর (মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস) নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে যাতে তারা এ নয়া শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ উপমহাদেশকে আধা উপনিবেশ পরিণম করতে সক্ষম হয়। এভাবেই পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অবিভক্ত ভারতকে যুক্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

‘প্রাক-স্বাধীনতার’ কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল উপনিবেশিক, সামন্তবাদী ও আধা সামন্তবাদী। উপনিবেশিক শক্তি সামন্তবাদকে জীবিত রেখে সামন্ত শ্রেণীর মাধ্যমে বিশাল কৃষক শ্রেণীকে শোষণ ও নিপীড়ন

করতো। কাজেই উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় বিপ্লব এবং সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল এদেশের বিপ্লবের চরিত্র। এ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পন্ন করতে অক্ষম। কাজেই ঐতিহাসিকভাবে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টির দায়িত্ব এ বিপ্লব সম্পন্ন করা। কাজেই এ বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। বিশ্ব বিপ্লবের ইহা একটি অংশ।

এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির নিম্নলিখিত শর্ত পালনের প্রয়োজন ছিলঃ

(ক) ‘‘সুশৃংখলিত, মার্কসবাদ লেনিনের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে সংযুক্ত এমন একটি পার্টি;

(খ) এমন একটি পার্টিরনেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী;

(গ) এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট।’’

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি উপরোক্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়; ফলে বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে অবৈরী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে নিজেদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ভারতকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় !

[সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, ‘‘বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথ প্রদর্শক; বিপ্লবী পার্টি যখন তাদেরকে ভ্রান্তপথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই স্বার্থক হতে পারে ন।]

‘স্বাধীনতা’ উত্তরকাল

পূর্ববাংলার সামাজিক বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত মূল দ্বন্দ্বগুলো বিদ্যমানঃ

(1) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(2) পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক জনতার সথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব।

(3) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে-

(ক) সাম্রজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রজ্যবাদের,

(খ) সাম্রজ্যবাদ বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রজ্যবাদের ও

(গ) ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব।

(4) পূর্ববাংলার বুর্জোয় শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষণ

প্রথমঃ পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী ঔপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের মাঝে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ সমর্থক বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা বাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের (যারা খুবই অল্পসংখ্যক) চেয়ে বহুগুণ বিকশিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে।

পূর্ববাংলার হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেনী ও সামন্তবাদীরা মুসলিম বুর্জোয়া, কৃষক শ্রমিকের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও ধর্মীয় নিপীড়িন চালাতো। বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা একটি আলাদা প্রদেশ হলে অর্থনৈতিক শোষণ ও ধর্মীয় নিপীড়িন এর কিছুটা লাগব হবে জেনে বাঙালী মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা তা সমর্থন করে । কিন্তু নিজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা এ বিভাগের বিরোধীরা করে; ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কাজেই মুসলিম বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর বিকাশের দুটি বাধা ছিল, একটি হল বৃটিশ উপনিবেশবাদ আর একটি হিন্দু বুর্জোয়া ও সামন্তবাদিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় নিপীড়ন। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত না হওয়ায়, পূর্ববাংলার সৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা পাকিস্তানের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম মনে করে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে এবং মুসলিম শ্রমিক-কৃষকদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা পাকিস্তানে যোগ দেয় এবং এভাবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে অবাঙালী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীদের হাতে থাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের নিকট হস্তান্তর করে। কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে স্থাপন, বৃটিশ উপনিবেশবাদের সামরিক আমলা দ্বারা রাষ্টযন্ত্রের প্রধান উপাদান সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং বেসামরিক আমলা দ্বারা রাষ্টযন্ত্রের অন্যান্য অংশ চালু করা (এই সকল সামরিক আমলাদের অধিকাংশই বৃটিশ উপনিবেশবাদ সমর্থক অবাঙালী ছিল) প্রভৃতির মাধ্যমে এই অবাঙালি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা রাষ্টযন্ত্রের একচ্ছত্র মালিকানা লাভ করে এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের অবাধ সুযোগ পায়।

এ শাসক শ্রেণী পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র জাতিয় ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য স্বয়ত্তশাসন কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের পরিবর্তে একে অবাধ শোষণের জন্য প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসে। এ শাষকশ্রেণী রাষ্টক্ষমতার মাধ্যমে পূর্ববাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভূতির অর্থ দ্বারা বিকাশ লাভ করে এবং এ বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতির সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে পাকিস্তান আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্প্রতি এ শাসক শ্রেণী সংশোধনবাদ বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে নানা প্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদক করেছে।

পূর্ববাংলায় পাট, চা, চামড়া, কাগজ প্রভৃতির অর্থ দ্বারা, সস্তা শ্রমশক্তি দ্বারা, প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার এবং সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে পাকিস্তানী বুর্জোয়া শ্রেণী একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। তারা পূর্ববাংলাকে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত করে।

পূর্ব বাংলাকে শাষন ও শোষণের একটি বিরাট বাধা হলো তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং ভাষা ও স্বাতন্ত্রের প্রধান উপাদান। জাতি হিসাবে পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র মুছে দেয়ার জন্য এ পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের হীন প্রচেষ্টা চালায়। এ হীন প্রচেষ্টাকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়। বর্তমানেও এ শাসক শ্রেণী বাংলাভাষা পরিবর্তনের হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ পাকিস্তানী বুর্জোয়া এ সামন্তবাদী শ্রেণীর বিকাশের জন্য ক্রমশঃ পূর্ববাংলার সম্পদ, সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রায় সাত কোটি মানুষের বাজার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।এভাবে বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হিসাবে কিছু কালের জন্য আধা-উপনিবেশ পরিণত হলেও এখানে প্রথম থেকেই পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় নিপীড়ন ও শোষণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসকশ্রেণী নিজেদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের বিকাশ একচেটিয়া রূপ

গ্রহণের পর্যায়ে এলে তারা শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য তাদের শাসন ব্যাবস্থাকে ক্রমেই অধিকতর সময়বাদি করে এবং এভাবে পূর্ববাংলার ওপর জাতীয় নিপীড়ন উপনিবেশ শোষণের রূপ নেয় এবং পূর্ববাংলা পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকশ্রেনীর উপনিবেশে পরিণত হয়। এ উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদেও স্বার্থ রক্ষা করছে। এ কারণে পাকিস্তান নিজেই একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশ।

এই পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ববাংলার পাকিস্তানবাদী দালাল বুর্জোয়াদের মাধ্যমে এবং গ্রামে সামন্তবাদকে জীবিত রেখে এদেশে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এ উপনিবেশিক শোষণের ফলে পূর্ববাংলার মাঝারী ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমানে বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য, বিদেশে ঋন হ্রাসের ফলে কলকারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রাম্য শোষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাজেই পূর্ববাংলার শ্রমিকঃ কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ তথা সমগ্র পূর্ববাংলার জাতি এ শোষণে শোষিত। এ পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণী অখন্ড পাকিস্তান, ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি, তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি, পূর্ববাংলা একটি প্রদেশ প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে । পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তি শোষণের উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করার জন্য এক দেশ, এক জাতি প্রভৃতি প্রচারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস তার ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাথ্য।

দ্বিতীয়ঃ পূর্ববাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্বঃ

গ্রামে সরকারি কর্মচারি (পুলিশ, সার্কেল অফিসার), মৌলিক গণতন্ত্রী (বি,ডি), জমিদার, ধনীচাষী, অসৎ ভদ্রোলক (টাউট) ও মাঝারি চাষীর উপরের স্তর, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী ও মাঝারি চাষির ব্যাপক অংশের ওপর সামন্তবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শ্রেণী গ্রামের সামন্তবাদীদের জিইয়ে রেখেছে এবং তাদের বিকাশের সর্বময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ শাসক শ্রেণী তাদের বিকাশের নিমিত্ত পুঁজি ও সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহের জন্য সামন্তবাদী শোষণ তীব্রতর করছে।

গ্রামে সামন্তবাদী শোষণের প্রকাশ হলো ভূমিকর ও অন্যান খাজনা বৃদ্ধি, গ্রামে রেশন চালু না করা, বুনিয়াদী গনতন্ত্র সৃষ্টি করা, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে চাষীদের শৃংখলে আবদ্ধ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রন না করা, সেচ প্রকল্প কার্যকরি না করা, বিভিন্ন ধরনের ইজারাদারী প্রথা, পোকা ধ্বংশের ব্যবস্থা না করা, অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যাবস্থা না করা প্রভৃতি।

তৃতীয়ঃ (ক) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, অন্যদিকে পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের এক অংশের সাথে আঁতাত রাখছে এবং তাদের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা ঋণ, প্রতক্ষ ব্যবসায় প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণকে শোষণ করছে। তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী কমিউনিষ্ট বিরোধী ঐক্যজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় সম্পসারণবাদের সাথে বর্তমানে আঁতাত করতে পারছে না এবং নিজেদের শ্রেণী বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষতঃ চীনের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববাংলার উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সুযোগে নিয়ে তাদের সমর্থক পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সমর্থন করছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক এই দালাল বুর্জোয়ারা উপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ আন্দোলনকে মূলধন করে দুইভাবে ব্যবহার করছে- একদিকে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে চীন বিরোধী পাক-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য; অন্যদিকে এই দালাল বুর্জোয়াদের দ্বারা পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে চীন বিরোধী পূর্ববাংলা-ভারত যৌথ চুক্তি সম্পাদন ও পূর্ববাংলাকে প্রত্যক্ষ মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার যখন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বর্তমান মার্কিন সমর্থক পূর্ববাংলার দালাল বুর্জোয়ারা ছয় দফা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদেশের সামন্তবাদীদের স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মীয় পার্টিগুলোকে সাহায্য ও সমর্থন করছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র।

(খ) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে সংশোধনবাদ, বিশেষতঃ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের নিয়ে চীন বিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তারা সমর্থন করে না। কারণ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাথে আতাঁত রেখে পাকিস্তানসহ তার উপনিবেশকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য তারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের সাহায্য করবে যাতে পূর্ববাংলাকে শোষণের একটা ভাগ তারা পায়।

প্রসঙ্গক্রমে বায়াফ্রা, বামা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখযোগ্য। বায়াফ্রার জনগণ সংগ্রাম করছে জাতীয় অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজেরীয় সামরিক সরকারকে অস্ত্র, অর্থ ও লোক সরবরাহ করে বায়াফ্রার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা সমগ্র নাইজেরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ চালাতে পারে। তারা বার্মার মুক্তি সংগ্রামক দাবিয়ে রাখার, ভিয়েতনামের মহান সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

(গ) পূর্ববাংলার জনগণের সাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্বঃ

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজীবাদী ও সামন্তবাদী সরকার সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়ার নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ববাংলাকে শোষণ করা এবং চীনবিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী একটি মিত্র পাওয়া। কিন্তু সর্বহারার নেতৃত্বে যুক্ত পূর্ববাংলা সহায়ক হবে আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির। এ কারণে ভারতের সম্প্রসারণবাদ শ্রমিক-কৃষকের পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার চেষ্টা করবে।

চতুর্থ: পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বঃ

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এদের মাঝে একটি অংশ পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ববাংলাকে শোষণ করছে। অপর অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। একটি অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ উভয়েরই বিরোধী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা, যারা সত্যিকার জতীয় বুর্জোয়া। পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের প্রথম অংশ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয় অংশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা ভারতের সাথে আতাঁত রেখে নিজস্ব শ্রেণী বিকাশের জন্য যতটুকু অধিকার প্রয়োজন তার জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। পূর্ববাংলার বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ বর্তমানে এদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ। এদের নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। এদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ পাকিস্তানী

উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করে ততক্ষণ জনগণের সাথে একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর তৃতীয় অংশ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে জনগণের শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়াও তারা যতক্ষণ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম করে ততক্ষণ একটা মিত্রতার সম্পর্কও রয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক দালাল বুর্জোয়াদের হাতে। এ নেতৃত্বেও অবসান তিন প্রকারে হওয়া সম্ভবঃ (ক) সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি দৃঢ়ভাবে জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে কৃষক-জনতাকে উপনিবাশবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে; (খ) উপনিবেশিক শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে চীন বিরোধী কমিউনিষ্ট বিরোধী জোট কমিউনিষ্ট স্থাপন করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাহায্য ও সমর্থনে দালাল বুর্জোয়াদের জাতীয় সংগ্রাম ধংশ করতে সক্ষম হবে; (গ) ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়াদের সাথে আপোসে আসলে এই দালাল বুর্জোয়াদের আসল বিশ্বাসঘাতকতা ও গণবিরোধী চরিত্র প্রকাশ পাবে।

প্রধান দ্বন্দ্ব

উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলো ছাড়াও পূর্ববাংলার সমাজে আরো দ্বন্দ রয়েছে। কিন্তু এই চারটি মূল দ্বন্দ্ব। সভাপতি মাও বলেছেন, "কোনো প্রক্রিয়াতে যদি কতকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নিবে। তাই দুই বা দুয়ের অধিক দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোন জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেশে আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আকড়ে ধরলে সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়।" পাকিস্তানী উপনিবাশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া মাঝারি বুর্জোয়ার এক অংশ এবং দেশপ্রেমিক ধনী চাষী ও জমিদারদের অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। কাজেই বর্তমান সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব।

কিন্তু উপনিবাশবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শ্রেণীকে রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ একযোগে অথবা আলাদাভাবে নিজেদের সৈন্য দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাবে। এ অবস্থায় পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ গণসংগ্রাম বিরোধীর প্রধান ভূমিকা থেকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পূর্ববাংলার গণবিরোধী সংগ্রামের গৌণ পূর্ববাংলার ভূমিকা থেকে ক্রমশঃ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তিসংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে হবে।

পূর্ববাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র

পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ও সামন্তবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্য পাকিস্তানে যোগ দেয়। কিন্তু পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শ্রেণী পূর্ববাংলার বুর্জোয়া বিকাশের জন্য যে সুবিধা প্রয়োজন তা নিজেদের বিকাশে ব্যবহার করে। ফলে এদেশের বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি অর্থাৎ সামন্তবাদ ও উপনিবাশবাদদের অবসান প্রয়োজন।

সামন্তবাদের অবসান সম্ভব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্ভব জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে। কাজেই, পূর্ববাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়ারা এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে না। নিজেরাই কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যায়। এ বিপ্লব সম্পূর্ণ করার মত একটি শক্তিই রয়েছে, তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টি। সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের লক্ষ্য ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র। বিপ্লব সর্বহারার নেতৃত্বে পরিচালিত বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে পরিচিত হবে, যা বিশ্ববিপ্লবের একটি অংশ।

এ বিপ্লবের একটি চরিত্র হলো সশস্ত্র বিপ্লব। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উপাদান সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আইন এবং এদের সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করছে। এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধবংস করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সমন্বয়ে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। সভাপতি মাও-এর ভাষায় বন্দুকের নলের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটা চরিত্র হলো দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এ বিপ্লবে দ্রুত বিজয়ের সম্ভাবনা খুব কম। কারণগুলো হচ্ছে পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক জনগণের অনৈক্য অবস্থা, সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী পার্টির অভাব, সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদী পার্টি কর্তৃক জনগণকে বিপথে পরিচালনা, জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অভাব।

পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক শক্তি একত্রিত, শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়, বিডি প্রথার মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত তাদের শাসন ব্যবস্থা বিস্তৃত এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, এবং সম্প্রসারণবাদ তাদের সাহায্য করবে। তাই বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের পক্ষে। এ অবস্থা পরিবর্তন করতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কাজেই পূর্ববাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী দুরুহ যুদ্ধের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো গ্রাম্য এলাকা দ্বারা শহর ঘেরাও এবং পরে শহর দখল। সভাপতি মাওসেতং বলেন, ''নিয়ম অনুসারে বিপ্লব আরম্ভ হয়, গড়ে ওঠে এবং জয়ী হয় ঐ সকল স্থানে, যেখানে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল।'' কাজেই, গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে এবং ঘাটি স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং পরে শহর দখল করতে হবে।

এ বিপ্লবের আর একটি চরিত্র হলো ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

জাতীয় পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে, জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা অপিরহার্য।[১]

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ বিরোধী সকল দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যফ্রন্টের মাঝে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি অবশ্যই আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা রক্ষা করবে এবং 'স্বাধীনতা' ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতিতে অটল থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য জিদ ধরবে।

কাজেই ঐক্যফ্রন্টে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব ,স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণ থাকতে হবে আর তা থাকার একটি মাত্র গ্যারন্টি হচ্ছে সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে একটি গণফৌজ। সভাপতি মাও বলেছেন, '' গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।'' কাজেই ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে গণফৌজ।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কর্মনীতি

১। সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এমন স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে যেতে হবে। [২]

২। গ্রাম্য মজুর, গরীব চাষী ও মাঝারি চাষীকে উজ্জীবিত করতে হবে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধে।

৩। কৃষি বিপ্লবঃ উপনিবেশবাদ সমর্থক জমিদার, ধনী চাষীদের জমি দখল করে তা ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। সরকার কর্মচারী (পুলিশ, সার্কেল অফিসার) এবং বি,ডি-দের মাঝে উপনিবেশবাদ সমর্থকদের ধ্বংস করতে হবে।

দেশপ্রেমিক জমিদার, ধনী চাষী ও অন্যান্যের বর্গা বদলানো বাতিল, পত্তনি বদলানো বাতিল, বর্গা শোষণ ও পত্তনি শোষণ কমানো প্রভৃতি কার্যকর করতে হবে। সুবিধাজনক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ভূমি সংস্কার করাতে হবে।

৪। গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি ও ঘাটি এলাকা তৈরী করতে হবে।

৫। ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬। গ্রাম্য এলাকা দখল করে তা দিয়ে শহর ঘেরাও শেষ পর্যন্ত শহর দখল করতে হবে।

৭। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ ও তার দালাল পূর্ববাংলার বুর্জোয়া, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্য যে সকল বৈদেশিক শক্তি ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীকে সমর্থন করে (যদি তাদের সম্পত্তি এ দেশে থাকে) এবং বৈদেশিক শক্তিসমূহের দালালদের (যখন তারা জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৮। দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও স্তরের সহযোগিতায় শত্রুর উপর একনায়কত্ব ও জনগণের মাঝে গণতন্ত্র কায়েম করবে।

৯। বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন ও বিভিন্ন উপজাতিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

১০। সকল বাঙালী দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

১১। জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

বিপ্লবী যুদ্ধের সাধারণ কর্মনীতি

১। নিয়মিত বাহিনী গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান রূপ;
২। প্রধানতঃ চাষীদের নিয়ে গঠিত লালফৌজ প্রধান সংগঠন;
৩। গেরিলা যুদ্ধের গতিপথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠবে;
৪। দীর্ঘস্থায়ী দুরুহ যুদ্ধ চলবে।

প্রধান কাজঃ মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

অনুপূরক কাজঃ (১) সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদেরকে গেরিলা উজ্জীবিত করা; (২) প্রধানতঃ চাষীদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী করা গেরিলা যুদ্ধ করা; (৩) কৃষি বিপ্লব করা; (৪) নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরী করা।

আন্তর্জাতিক বক্তব্য

বর্তমান বিশ্বের মূল দ্বন্দ্বগুলো নিম্নরূপঃ

(1) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্ব;

(2) একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদের মাঝে দ্বন্দ্ব।

(3) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্ব।

(4) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ

(1) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনাবাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার পথে এবং বিশ্বকে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে পুনর্বন্টনের পথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক চীনকে প্রধান বাধা বলে মনে করা হয়। কারণ, চীন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে সর্বদা সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী শোষণের স্বরূপ তুলে ধরেছে। এ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বিপ্লবের পতাকাকে চীন ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে। চীনের বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবের দেশ ও জাতিসমূহের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে ও বাস্তব সাহায্য করছে। চীন বিশ্বের শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ এ প্রতিবন্ধককে ধবংস করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সামা্রজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের পক্ষে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দ্বন্দ্বের অবসান করাতে অক্ষম। সভাপতি মাও বলেছেন, '' আজকের দিনে দু'ধরনের বাতাস-প্রবাহিত-পূবালী বাতাস ও পশ্চিমী বাতাস। চীনে একটি প্রবাদ আছে, 'হয় পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিমী বাতাস পূবালী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে।'' আমাদের মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে। এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করছে। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ, ব্লাকমেইল এবং আভ্যন্তরীণ দালালদের প্রভৃতির মাধ্যমে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন ঘটিয়ে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সভাপতি মাওসেতুঙ কর্তৃক সূচিত ও পরিচালিত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধবাদী ও আভ্যন্তরীন পুঁজিবাদী দালালদের চীনে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার রঙীন স্বপ্নকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। এ সাংস্কৃতিক বিপ্লব পথ দেখিয়েছে কিভাবে বিপ্লবীরা সংশোধনবাদী দেশসমূহে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(২) একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব সংশোধনবাদীদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলোর মাঝে দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহকে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সামরিক জোটে আবদ্ধ করছে এবং এভাবে তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষণ করছে। এ কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বন্দ্ব রয়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের শাসক শ্রেণীগুলোর মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সংশোধনবাদী দেশগুলোকে শাসন ও শোষণ করছে এবং যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জোটে আবদ্ধ রেখেছে যাতে তার খপ্পর থেকে কেউ বেরুতে না পারে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থে সংগ্রাম ও সহযোগিতা করে। তারা নয়া ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের জন্য ক্রমশঃ পৃথিবীকে নিজেদের প্রভাবের এলাকা হিসেবে ভাগ করে নিচ্ছে। এ এলাকা বণ্টনের বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আবার নিজেদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য তারা সহযোগিতা করে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান। কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণীর সাথে নিজেদের দেশের জনগণের দ্বন্দ্বঃ

সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশসমূহের শাসকশ্রেণী নিজেদের দেশের আপামর জনসাধারণকে শোষণ করছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এ কারণে তাদেরকে বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয়েছে। এ সামরিক ব্যয়ভার আসে দেশের জনগণের কাছ থেকে ফলে জনগণের ওপর শাসন ও শোষণ তীব্রতর হচ্ছে। কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদী দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু জাতির ওপর শাসন ও শোষণ অধিকভাবে চালানো হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফ্রো-আমেরিকানদের (নিগ্রো) ওপর জাতিগত শোষণ করছে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ গুটিকয় বিশ্বাসঘাতক দালালদের সহায়তায় সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে শোষণ করছে।

কাজেই এ দ্বন্দ্ব বর্তমান; কিন্তু এটা প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।

(৪) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের দ্বন্দ্বঃ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ শাসন ওশোষণ করছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহকে ঔপনিবেশ ও আধা ঔপনিবেশ পরিণত করে। এ শোষণের ওপর নির্ভর করছে তাদের বিকাশ। এ কারণে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো হচ্ছে পৃথিবীর

গ্রামাঞ্চল। তাদের লুণ্ঠন করে বেঁচে আছে পৃথিবীর শহরাঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এই গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুদৃঢ় নয় এবং অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল, সেখানেই বিপ্লবের সূচনা করতে হবে এবং কালক্রমে সমগ্র গ্রামাঞ্চল দখল করে শহর অবরোধ করা এব শেষে শহর দখল করা মাওসেতুঙের চিন্তানুসারী নীতি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে নিজেদের দেশ ও জাতিগুলোকে মুক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের এটা একটা বড় বিজয়। কিন্তু এই বুর্জোয়া শ্রেণী, শ্রেণী বিকাশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ দেশকে নয়া-ঔপনিবেশে পরিণত করছে। এ অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত তৈরি করা সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

ভিয়েতনামের বীর জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধ যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতিত দোসর সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ শান্তি আলোচনার প্রহসনের ভেতর দিয়ে এ মহান মুক্তি সংগ্রামকে মুছে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

তবু ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বার্মা, নক্সালবাড়ী, বিহার, কঙ্গো, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, আজানিয়া, প্যালেস্টাইন, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু

এ দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং ইহাই প্রধান দ্বন্দ্ব।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান বিপদ হলো সংশোধনবাদ ও নয়া সংশোধনবাদ। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা কু-দেতা ঘটিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে কয়েকটি সমাজতন্ত্রী দেশে। যে সকল কমিউনিষ্ট পার্টি এখনো ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়নি সেগুলোর মাধে বুর্জোয়া দালালদের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবী কাজ পরিচালনা করছে এবং কোনো কোনো পার্টির ক্ষমতা এই দালালরা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাম্যাজ্যবাদের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জঘন্য চক্রান্ত করছে।

কোনো কোনো পার্টি সংশোধনবাদীদের এ চক্রান্তের খপ্পরে পড়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দেলনে স্বাধীন পথ অনুসরণ করছে, ঘোষণা করে প্রকৃত পক্ষে সুবিধাবাদী পথ অনুসরণ করছে, সংশোধনবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ মার্কস-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা আর সংশোধনবাদের মাঝে কোন মাঝারি পথ নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও আলবেনিয়ার শ্রমিক সঠিক মার্কস-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী হয়ে সমাজতন্ত্রেও পথে এগিয়ে চলছে। সভাপতি মাওসেতুঙ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেনিনবাদী, বর্তমান দুনিয়ার সর্বহার শ্রেণীর মহন নেতা ও পরিচালক। [৩]

‘‘সভাপতি মাওসেতুঙ প্রতিভার সঙ্গে সৃজনশীলভাবে ও সামগ্রিকভাবে মাকর্সবাদ লেনিনবাদকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, রক্ষা করেছেন এবং বিকাশ করেছেন, মাকর্সবাদ-লেনিনবাদকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত

করেছেন।'' মার্কর্স ও এঙ্গেলস মাকর্সবাদের প্রতিষ্ঠাতা। লেনিন মার্কসবাদকে সাম্রাজ্যবাদী যুগে সর্বহারা বিপ্লবে পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন, সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিষ্ঠা করেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। স্তালিন লেনিনবাদকে রক্ষা করেন ও সর্বহারা বিপ্লবের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করেন। সভাপতি মাওসেতুঙ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংসের যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকাশ করেছেন। তিনি সমাধান করেছেন কিভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা যায় এবং যে সকল দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার সর্বহারা বিপ্লবীরা কিভাবে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। তিনি প্রতিভার সঙ্গে দুনিয়ার প্রথম মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও পরিচালনা করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদকে এই সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নীত করেন, যে স্তর হলো মাওসেতুঙ চিন্তাধারার স্তর।

'বিশাল সাগর পার হবার জন্য নির্ভর করি কর্ণধারের ওপর, বিপ্লব করার জন্য নির্ভর করি মাওসেতুঙ চিন্তাধারার ওপর। কাজেই বর্তমান যুগের বিপ্লবীদের চেনার উপায়- মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তার ভাল সৈনিক হওয়ার ওপর। বর্তমান আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দেলনে এক নতুন ধরনের সংশোধনবাদ দেখা দিয়েছে। এরা মুখে মাওসেতুঙ-এর বুলি ঝাড়ে এবং কাজে তার বিরোধিতা করে; কথায় ও কাগজে মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী পথ অনুসারী। মাওসেতুঙ চিন্তাধারার মুখোশ এঁটে জনগণকে ও বিপ্লবীদের ধোঁকা দেয়ার বুর্জোয়া দালালদের এ এক অভিনব কারসাজি ও ইহাই নয়া সংশোধনবাদ।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরাট পুনর্গঠন পুনর্বিন্যাসের সময়। বিভিন্ন দেশে যেখানে সংশোধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদীরা নেতৃত্ব কুক্ষিগত করছে, সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা নতুন পার্টি সৃষ্টি করে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করছে।

নয়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুবাদী সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক

পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সভাপতি মাও বলেছেন, ''যদি বিপ্লব করতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে। বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বেও ও বিপ্লবী রীতিতে গড়ে ওঠা, একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্ব দান করা অসম্ভব।'' আমাদের দেশে গতানুগতিক যে মার্কসবাদী নামধারী পার্টি ছিল তা 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' নামধারী দুই উপদলে বিভক্ত হয়, তাদেরকে, তাদের থেকে বেরিয়ে আসা অথবা বিতাড়িত এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল ও উপদলগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী সংশোধনী পার্টি

এই পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদের সকল মূল তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষকশ্রেণী অর্থাৎ উপনিবেশবাদী, সামন্তবাদী পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হয়ে পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করছে। এই অধঃপতিত দলদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থনীতিবিদ, বার্ণাষ্টাইনবাদের অনুসারী। শ্রমিক-কৃষক জনগণকে বিভ্রান্ত করে শোষকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি এদের লক্ষ্য। এরা 'মস্কোপন্থী' নামে পরিচিত। এরা পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক জনগণের জাতীয় শত্রু

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)নামধারী নয়া সংশোধনবাদী পার্টি

এরা কথায় ও কাগজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী। অর্থাৎ এরা লাল পতাকা ওড়ায় লাল পতাকার বিরোধিতা করার জন্য। এরা পূর্ববংলার ওপর পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ববাংলার জনগণের নিকট ঔপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসেবে পরিচিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একটিকে ঔপনিবেশিক

শাসকশ্রেণীর হাত শক্ত করছে এবং অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিনের দালাল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে। 'পিকিংপন্থী' নাম ধরে তারা বিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে। এরা নয়া সংশোধনবাদী।

নতুন দল, উপ-দল ও বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী

পূর্ববাংলার বিপ্লবের ফুটন্ত অবস্থা হওয়ায় বর্তমানে দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। মার্কসবাদী নামধারী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী চরিত্র, দালালী ক্রমশঃ পার্টি কর্মী ও বিপ্লবীদের সামনে প্রকাশ হওয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহ করছে। এ অবস্থায় কিছু সুযোগ সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে নেমেছে।

মোটামুটি অনুসন্ধানের ফলে তাদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

নয়া সংশোধনবাদী পার্টির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে বিতাড়িত একটি চক্র নিজেদেরকে সঠিক মার্কসবাদী, নক্সালবাদীর অনুসারী বলে জাহির করে। তবে এ গ্রুপটি সকল কর্মী ও জনসাধারণের নিকট ঔপনিবেশিক শক্তির দালাল বলে প্রকাশ্যভাবে পরিচিত।

অপর একটি গ্রুপ বর্তমানে নয়া সংশোধনবাদীদের সাথে আতাঁত করছে। অধঃপতিত ভাগ্যন্বেষী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর একটি ভগ্নাংশ। সচেতন কর্মীদের গ্রুপটি একটি জোট বা সুবিধাবাদী, নেতৃত্বলোভী ও হীনমনা গ্রুপটি সুযোগসন্ধানী ও পদলোভী মেরুদন্ডহীনদের একটি প্রতিক্রিয়াশীল আতাঁত।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দল মার্কসবাদী নামধারী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রুণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত, বক্তব্যের দিক দিয়ে তারা নয়া সংশোধনবাদী পার্টি থেকে অভিন্ন। জাতীয় বক্তব্যে এরা অস্পষ্ট, তত্ত্বগতভাবে দুর্বল।

আরেকটি বিপ্লবী গ্রুপ কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদে বুর্জোয়াদের একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা ধার করা বক্তব্য এলোপাতাড়ি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাওসেতুঙ চিন্তাধারার কথা বলে তাদের সত্যিকার ক্ষুদে বুর্জোয়া চরিত্র গোপন করার প্রয়াস পায়। এরা শিশু অবস্থায় পার্টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে স্টালিন ও মাওসেতুঙ কর্তৃক অবস্থায় পার্টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না বলে স্টালিন ও মাওসেতুঙ কর্তৃক বহুপূর্বে ধিকৃত ভাববাদী ডেবরিন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে আন্দোলনে কয়েকজন ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর পকেটস্থ হয়। এ ছাড়া রুদ্ধদ্বার নীতি, মনগড়া মনোলিথিজম, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার দালালদের ঐক্যে আতংকবোধ কিন্তু সংশোধনবাদী, নয়া সংশোধনবাদী ও প্রমাণিত দালালদের সাথে নীতিহীন সুবিধাবাদী পবিত্র আতাঁত রাখতে উৎসাহী, বহুকেন্দ্রের তত্ত্বে বিশ্বাস, বিপ্লবী যুবকদের হাতে পার্টির নেতৃত্ব থাকবে এই তত্ত্ব, সভাপতি মাওসেতুঙ এর গেরিলা যুদ্ধের নীতির পাশ ঢের মার্কসবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বের স্থান প্রদান প্রভৃতি জঘন্য মার্কসবাদবিরোধী ক্ষুদে বুর্জোয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিছু কিছু বিপ্লবী এদের খপ্পরে পড়লেও অচিরেই তারা এদের সঠিক রূপ আবিষ্কার করে বেরিয়ে আসবে। সম্প্রতি তারা মার্কসবাদী নয়া সংশোধনবাদী পার্টির অভ্যন্তরে ভ্রুণ-পার্টি সৃষ্টির দায়ে বিতাড়িত যে পার্টির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া জ্ঞাত অজ্ঞাতভবে বহু বিপ্লবী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। তার কেউ সমঝোতা রেখে, কেউ সমঝোতাহীনভাবে কাজ করছেন, আবার কেউ এলোপাতাড়ি তীর ছুড়ছেন।

কাজেই প্রতিটি বিপ্লবী যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারী ও সে অনুযায়ী অনুশীলনকারী তাদেরকে অবশ্যই সংশোধনবাদ, নয়া সংশোধনবাদ ও অন্যান্য মার্কসবাদ বিরোধী আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করতে হবে এবং ‘‘প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সংগত’’- পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। সভাপতি মাও বলেছেন, ‘‘ ধবংস ব্যতীত কোনো প্রকার গঠনকার্য সম্ভব নয়। ধ্বংস বলতে সমালোচনা বর্জন বুঝায় এবং ইহাই বিপ্লব। যুক্তি সহকারে সত্য বের করা তার সাথে জড়িত, যা হলো গঠনমূলক কাজ।

কাজেই প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওসেতুঙ চিন্তানুসারীদের উচিত নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশব্যাপী সর্বহার শ্রেণীর একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। সভাপতি মাও বলেছেন, ‘‘সুশৃংখলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনা পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনগণের সাথে যুক্ত এমন একটি পার্টি, এমন একটির পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্য বাহিনী; এমন একটির পার্টির নেতৃত্বে সকল বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটি যুক্তফ্রন্ট-এ তিনটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান অস্ত্র।’’

এই বিপ্লবী তত্ত্বে ও বিপ্লবী রীতিতে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য, উপরের কর্মসূচী ও বক্তব্য বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সক্রিয় সংগঠন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন।

চেয়ারম্যান মাও-দীর্ঘজীবী হও

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের মিছিল ও সভা	দৈনিক সংবাদ	২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ঢাকায় সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের আহবানে গতকল্য (রবিবার) প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সংবাদপত্রে নিয়োজিত ঢাকায় কার্যরত সাংবাদিক, কর্মচারী ও প্রেস কর্মচারী এবং হকারদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাবেশ শেষে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের একটি দীর্ঘ মিছিল রাজপথে নামিয়া আসে। মিছিলকারীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিল, সংগ্রামের মাঝে পূর্ব-পূশ্চিম পাকিস্তান এক হও, নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার, ইত্তেফাক ছাপাখানার বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে গর্ভণর হাউজের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

সমাবেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানাইয়া বক্তৃতা করেন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মিনহাজ বার্না, ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফজ্জল হোসেন, ই,পি,ইউ,জে’র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আশরাফ, প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব এ,বি,এম,মূসা এবং সভাপতি জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার ও সম্পাদক জনাব আতাউস সামাদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক গণ-আন্দোলনের ডাক	পাকিস্তান অবজারভার	৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

BHASHANI'S CALL FOR MASS MOVEMENT

(By Special Correspondent)

National Awami Party (Pro-Peking) Chief Maulana Bhashani addressing Friday's public meeting at Paltan Maidan gave a call for changing the present system through man movement. Maulana Bhashani denied the allegation that his party did not want unity with other opposition political parties. But he also said, I do not want a united front for fighting election.

The meeting was held under the joint auspices of National Awami Party (pro-Peking), East Pakistan Sramik Federation protesting "repressions" by the regime. Besides, the Maulana who presided over the meeting was addressed among others, by Mr. Mashiur Rahman, MNA, Mr. Abdul Huq, Mr. Mohammad Toaha. Denying the charge against the opposition parties that hey were without any concrete programme he said that their demands for provincial autonomy, direct adult franchise, freedom of the press etc. formed the programme.

Criticising the regime for not accepting the people demands Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani apprehended that if the demands were not conceded to East Pakistan might secede the become independent.

More than once he hinted that his party would not participate in the coming elections. He said the regime would not be able to hold elections if the people resist it.

Maulana Bhashani demanded release of all political prisoners including Mr. Bhutto and Khan Wali Khan.

Maulana Bhashani advised President to 'retire' and told the Basic Democrats to beware this time.

The meeting was followed by a procession led by Maulana Bhashani. When the processionists coming out on the D.I.T. Avenue through the southern gate of the Paltan Maidan were about to enter the road running in front of the Governor's House, a contingent of police obstructed their path.

After a brief demonstration near the crossing of Toyenbee Circular Road the procession proceeded towards Jinnah Avenue on way to Baitul Mukarram.

Afier the procession passed away a number of fencings of the Children Park were found demolished. Any empty bus of the E.P.R.T.C. was found standing on Toyenbee Circular Road with partially damaged window panes.

When the procession terminated at Baitul Mukarram Maulana Bhashani gave a call for observing strike in the city on Saturday, earlier addressing the Paltan Maidan he had called for general strike on December, 12. So his call for the strike on Saturday created confusion. He later announced that there might be a transport strike on Saturday.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণ-আন্দোলনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানঃ বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না।	দৈনিক পাকিস্তান	৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

বিক্ষোভ করে সরকারকে টলানো যাবে না

একের পর এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বা সভা করে বিরোধী দল বর্তমান সরকারকে টলাতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট মোঃ আইয়ুব খান গতকাল শনিবার ঢাকায় এ কথা ঘোষণা করেন।

তিনি গতকাল মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন।

এ,পি,পি-পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম কর্মীদের এই সম্মেলনে ১ ঘন্টাব্যাপী জোরালো ভাষায় বক্তৃতাকালে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, বিরোধী দলের সর্বাত্মক লক্ষ্য হচ্ছে কিছু লাভের আশায় জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে ধবংস করা।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তাদের ‘গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার দাবীর লক্ষ্য হচ্ছে দুই প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। খোদা না করুন, যদি তাই হয়, তবে তা হবে আমাদের সকলের কাছেই আত্মহত্যার শামিল। তিনি আরো বলেন, আয়তনে ভারতের পাঁচভাগের এক ভাগের সমান পাকিস্তান যদি খন্ড খন্ড হয়ে যায়, তবে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সেইসব দুর্যোগময় দিনে ফিরে যাওয়া যা কি না দেশ ও জাতিকে বিভেদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং এর সার্বিক অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের পিঠেই ছুরিকাঘাত করা।

মুসলিম লীগের এই সম্মেলনে থানা, শহর, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদকগণ ছাড়াও গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খান, পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ এবং সারা প্রদেশের মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কিভাবে ক্ষমতা দখল করা যায় বিরোধী দলের সবাই সেই মতলব আঁটতেই ব্যস্ত। বিরোধীদলিয় নেতাদের কারোরই কোন সুষ্ঠু বা গঠনমূলক কর্মসূচী নেই। তাঁরা আগে ক্ষমতা দখল করতে চান, তাঁর পরে তাদের কর্মসূচী গ্রহন করতে চান।

বিরোধী দলগুলির হীন কার্যকলাপ নসাৎ করে দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট দলীয় কর্মীদের প্রতি সকল আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিসর্জন দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলার আহবান জানান। তিনি তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতির ঐক্য, দেশের সংহতি ও মাতৃভূমির উন্নয়ন বা অগগ্রতি এসব কিছু নির্ভর করছে মুসলিম লীগের উপর।

প্রেসিডেন্ট বলেন, মুসলিম লীগ কর্মীদের এসব কিছুকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, বিরোধী দলগুলি এসবকে চুরমার করে দিতে চায়।

শক্তিশালী কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট পুনরায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, একমাত্র এতেই পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারে এবং জনসাধারণ একটি সমৃদ্ধিশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের নিশ্চয়তা পেতে পারে।

১৯৫৮ সালের বিপ্লবের পর থেকে দেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়েছে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধই এর প্রমাণ।

দতিনি বলেন, এসবই সাধারণ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট	দৈনিক পাকিস্তান	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট

গতকাল শুক্রবার বিরোধী দলসমূহের আহবানে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই শহরের সব দোকানপাট, হাট-বাজার, কল-কারখানা ও যানবাহন বন্ধ থাকে। ৩ দিন শহরের কয়েকটি এলাকায় সমাজবিরোধীরা কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী গাড়ী বিধ্বস্ত করে এবং দুটি জীপসহ তিনটি গাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ইপিআরটিসি'র কয়েকটি বাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আগের দিন রাত থেকেই শহরের সর্বত্র কড়া পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী প্রহারায় মোতায়েন থাকে। গতকাল সারাদিন আইজি ও অন্যান্য পদস্থ পুলিশ কর্মচারী রায়ট কারসহ বিভিন্ন পুলিশ ভ্যানে শহর টহল দিয়ে বেড়ায়। পিকেটিং-এর চেষ্টা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমায়েত করার অভিযোগে পুলিশ বহু লোককে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ ধর্মঘটকালে গতকাল ঢাকা শহরে অবস্থানরত এয়ার মার্শাল আসগর খাঁন হেঁটে হরতাল দেখতে বের হন। এরপর তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েন ও নামাজ শেষে সেখানে বক্তৃতা করেন। ফেরার পথেও অন্যান্য পুলিশ ভ্যান সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার অনুগমন করতে থাকে এবং কোনরূপ ভীড় হলেই তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় রায়ট কার হতে নিক্ষিপ্ত রঙ্গিন পানি এয়ার মার্শাল আসগর খানের পোশাককেও রঞ্জিত করে তোলে।

তোপখানা রোডস্থ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পুলিশ তার সেক্রেটারী কর্ণেল মোখতার হোসেনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এরপর এয়ার মার্শাল আসগর খাঁন ও মৌলভী ফরিদ আহমদ প্রেসক্লাবে গমন করেন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য মিলিত হন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বিরোধী দল পূর্ব ও (পৃঃ৮) পশ্চিম পাকিস্তানে 'সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে' প্রদেশব্যাপী এই হরতাল পালনের আহবান জানিয়েছিলেন।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিবার হরতাল বা ধর্মঘটের সময় রাস্তায় বখাটে ছেলেরা বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে এবং যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু এবারে এইসব বখাটে ছেলেদের অনুপস্থিতি দেখা যায়। ইপিআর ও পুলিশ ভ্যান ঘন ঘন টহল দিয়ে বেড়ানোর ফলে সম্ভবতঃ তারা ভয় পেয়ে আত্মগোপন করে।

সন্ধ্যার দিকে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

নারায়ণগঞ্জঃ

নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, গতকল নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও বন্দর থানায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ইপিআইডিসি ডকইর্য়াডসহ বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরাও পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। গতকাল

নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার ও ট্রেন ছাড়া কোন যানবাহন চলেনি। বাজার, দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পুলিশের ভাষ্য অনুসারে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ২০ জন, নারায়ণগঞ্জ থানায় ২৪ জন ও বন্দর থানায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত এবং গতকাল শুক্রবার ঢাকা শহরের ৫টি থানা এলাকা; নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর ও টংগী থানা এলাকা এবং চট্টগ্রামে মোট ৬৯৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে গতকাল চট্টগ্রাম, ঢাকার ৫টি থানা; নারায়ণগঞ্জ, বন্দর ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এবং টংগী থানায় মোট ৪৩৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার ৫টি থানা ও টংগী থানায় মোট ২৫৬ জন গ্রেফতার হয় বলে পুলিশ জানায়। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় তাদের প্রায় সবাইকে গতকাল রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানিয়ে ছাত্রনেতার যুক্ত বিবৃতি	দৈনিক আজাদ	২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

সাতজন ছাত্র যুক্ত বিবৃতিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান

ঢাকার সাতজন ছাত্রনেতা গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষাগত দাবী-দাওয়া আদায়কল্পে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি এবং সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (উভয় গ্রুপ) পক্ষে জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, ও জনাব শামদুদ্দোহা ও জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষে জনাব আবদুর রউফ ও জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, সরকার ছাত্র নির্যাতন গুন্ডামি, শিক্ষায়তনে পুলিশ মোতায়েন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রসমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহারা বলেন ‘সংগ্রামী ছাত্রসমাজ’ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আটটি বিরোধী দলের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ড্যাক) গঠিত-আন্দোলনের আহবান	দৈনিক পাকিস্তান	৯, জানুয়ারী, ১৯৬৯

বিরোধী আট দলের ঐক্যজোট 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' গঠন

পিডিএমভুক্ত পাঁচটি দল ও অপর তিনটি দল গতকাল বুধবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কথা ঘোষণা করে জনসাধারণকে নির্বাচন বর্জন করার আহবান জানিয়েছেন। এ ছাড়া তারা একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি) গঠনের কথা ঘোষণা করে জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে একটি 'অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন' গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। গত এক সপ্তাহকাল যাবত ঢাকাস্থ, পিডিএম ৬ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ) ও জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের ব্যাপক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শেষে গতকাল বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন হতে উক্ত নেতৃবৃন্দ যুক্তভাবে এক ইস্তেহার প্রকাশ করেন।

ঘোষণাপত্রে ন্যাপের (ওয়ালী খান গ্রুপে) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব আমীর হোসেন শাহ, জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুফতি মাহমুদ, ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং পিডিএমভুক্ত নেজামে ইসলামের সভাপতি জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, পিডিএম আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব নসরুল্লাহ খান, কাউন্সিল লীগের সভাপতি জনাব দৌলতানা, এনডিএফ প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীন ও জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর জনাব তোহায়েল মোহাম্মদ সাক্ষর করেন।

পূর্ণ বিবরণঃ

ঘোষণায় তারা বলেছেন, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমানের এক ব্যক্তির স্বৈরাচার ও জুলুমের শাসন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবনতি ও ধ্বংস ডেকে এনেছে। বিশেষ করে এই সরকার সচেতনভাবে এবং অবাধ গতিতে ইসলামবিরোধী জীবন ব্যস্থার প্রবর্তন করেছেন এবং জনগণকে সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক অধিকার এবং সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে একটি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছেন।

এই শাসন ব্যবস্থা সকল স্তরের মানুষের উপর বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের উপরে নির্যাতন চালানোর অপরাধে অপরাধী।

ঘোষণায় বলা হয়, এই অগণতান্ত্রিক সরকার দেশের গুটিকয়েক পরিবারের হাতে সকল সম্পদ জমা করার পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করেন। ক্ষমতাসীন চক্রের কারসাজীতে দুর্নীতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে দুর্নীতি এই সরকারের একটি স্থায়ী ব্যবস্থার রুপ নিয়েছে।

এই স্বৈরাচারী সরকার রাসহীনভাবে তাদের নির্যাতনমূলক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপকভাবে আটক রেখে, অন্যায়ভাবে জরুরী অব্যাহত রেখে এবং মৌলিক এবং নাগরিক অধিকার পরিপন্থী আইনের ব্যাপক প্রয়োজন দ্বারা এই সরকার টিকে আছে।

এই সরকার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা বেড়ে যাচ্ছে। আর এই পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ ও

সম্পদের ব্যবধান প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। জনসাধারণ দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

উপরক্ত সরকার দেশকে রক্ষার মত উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

সরকার এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে, তার ফলে দেশের সর্বত্র মানুষ তাদের ভাগ্য ও ভবিষৎ সম্পর্কে চরম হতাশার কবলে নিমজ্জিত হয়েছেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে সব কিছুর প্রতি বিরাগ বিতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা বাসা বেঁধেছে।

এই চরম জাতীয় বিপর্যয়ের পটভূমিতে উপরোক্ত গলদগুলো দূর করার এবং পাকিস্তানের আদর্শের বাস্তবতায় এবং মূল্যবোধ উদ্বোধনের জন্য এই আটটি দল পাকিস্তানে পূর্ণাংগ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দৃঢ় এবং দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা দেশে (ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম, (খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, (ঙ) খান আব্দুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দী, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার, (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (জ) নতুন ডিক্লারেশেন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসহ সংবাদপত্রের ওপর জারীকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাতন, প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশনে বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তনের দাবী করছেন।

এই দলিল স্বাক্ষরদানকারী দলগুলো আরো ঘোষণা করছে যে, একটি বাধাহীন এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উপরোক্ত শর্তসমূহ বাস্তবায়িত না হলে বর্তমান স্বেচ্ছাচারী এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন হবে জনগণের সাথে জালিয়াতির সামিল। তার প্রেক্ষিতেই তারা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জনসাধারণের প্রতি নির্বাচন বর্জন করার আহবান জানিয়েছেন।

ঘোষণায় সর্বশেষে বলা হয়, বর্তমানে সারা দেশে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে জনসাধারণ ঐ ডিক্টেটারী শাসন চায় না। তাদের নিশ্চিত ও দৃঢ়বিশ্বাস স্বৈরাচার ও জুলুমের শাসন খতম না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানের অগণতান্ত্রিক আন্দোলন থামবে না। দলিল স্বাক্ষর দাতাগণ তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে বলেন, আমরা ও আমাদের পার্টি স্বদেশপ্রেমের এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে কোন ত্যাগ স্বীকার পরাঙ্মুখ হবে না এবং জনগণকে তাদের পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অবিলম্বে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে সুশৃংখলা, সুসংগঠিত অহিংসা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির প্রচারপত্র	১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদে ১৫ই জানুয়ারীর সভা ও মিছিলে দলে দলে যোগদান করুন

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সকল উন্নত জাতির বিকাশের মূলেই রয়েছে এই অধিকারের নিশ্চয়তা। সে কারণেই প্রতিটি উন্নতিকামী স্বাধীন জাতিই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রাণেরও অধিক মূল্যবান বলে মনে করেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। পক্ষান্তরে এও লক্ষণীয় যে, কোনো জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তাদের শাসকবর্গ জাতির চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে এমন ষড়যন্ত্র নেই যার জাল বিস্তার করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন, এমন কোন সরকারী মাধ্যম নেই যার সাহায্য সক্রিয় হয়ে উঠতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন।

আমাদের বেলাতেও বিগত বাইশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে, সরকার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে এ প্রদেশের জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করা এক প্রধান নীতি হিসাবে অনুসরণ করে চলেছেন। কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার যে স্বেচ্ছাচারী নজীর স্থাপন করা হয়েছে, তা শুধু বৃটিশের শাসন নীতির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। এই অর্ডিন্যান্স জারী করার পূর্বেই স্বাধীনতা লাভের পরপরেই পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধের খাঁড়া সমানভাবে ঝুলে রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের যে কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে লিখিত, অলিখিত যে কোনো উপায়ে ‘প্রেস উপদেশ’ ও সংবাদ বিশেষের ওপর ‘এমবার্গো’ জাতীয় ব্যবস্থার সাহায্যে জনমতের স্বাধীনতার ওপর হামলা। অন্যদিকে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত রেডিও এবং টেলিভিশন সরকার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব প্রচারযন্ত্ররূপে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সকলের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ রেডিও, টেলিভিশনে তো নেই-ই, এমন কি এইসব প্রচারযন্ত্র স্বাধীনভাবে শব্দও ব্যবহার করা যায় না। বেসরকারী সংবাদপত্রের ওপরও এ ধরনের জুলুম প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে এ- সবের সঙ্গে সংগ্রাম অথবা আপোষ করে তাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। যেখানে আপোস আর সম্ভব হয় না সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন কমানো বা বন্ধ করার চাপ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের কারারুদ্ধ করা এবং অবশেষে কাগজ বন্ধ করা পর্যন্ত স্বৈরাচারী পদক্ষেপের কোনোটাই প্রয়োগ করতে সরকারকে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়নি। এই ধরনের কাজে সহায়তার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (--------) প্রভৃতি সংস্থার সাংস্কৃতিক গোয়েন্দাগিরিও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ দেশের চিন্তা ও মত প্রকাশ পরিস্থিতির এই হলো একদিকের চিত্র।

এরই পাশাপাশি রয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের ওপর সরকারের ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত দমননীতি। স্বাধীনতার পর এ প্রদেশে সরকার যে একে একে কত বই বাজেয়াপ্ত করেছেন তার হিসাব নেই। বিশেষ করে সম্প্রতি সেই কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস-এর কালাকানুনের সাহায্যে গ্রন্থ বিশেষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, কারণ

দর্শানোর নোটিশ জারী এবং কোন বই আটক ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে সরকার নতুনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই হামলার হিড়িক আইয়ুবী আমলের স্বৈরাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থার ফলে কেবল যে লেখকদের স্বাধীনভাবে লেখার উৎসাহ দমিত হচ্ছে তাই নয়, প্রকাশকরাও বই প্রকাশে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন এবং ফলে সংস্কৃতির জগতে নেমে আসছে চরম বন্ধ্যাত্ব। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নিকটও একটি জাতিকে অবদমিত রাখার জন্যে এটাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা। যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই পরিকল্পিত হামলার ব্যাখ্যা কি? এই অসঙ্গতির মূল কোথায়?

তাই এ মুহূর্তে লেখকদের স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোন প্রকারের হামলার প্রতিরোধে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা আহবান জানাচ্ছি। শেষবারের মতো এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা স্বাধীন জাতি এবং আমাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। আমরা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করব এবং এই অনাচারকে আমরা কিছুতেই কায়েম থাকতে দেব না।

সভার স্থানঃ বাঙলা একাডেমী প্রঙ্গণ
১৫ই জানুয়ারী, বিকাল ৩টা
সভাপতিঃ ডক্টর এনামুল হক

বক্তৃতা করবেনঃ শিল্পী জয়নুল আবেদিন, ডক্টর আহমদ শরীফ, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, কে,জি মোস্তফা, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন প্রমুখ।

লেখক স্বধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত ও সমকাল মুদ্রায়ন থেকে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীঃ ‘প্রয়োজনে খাজনা বন্ধ করা হবে’	দৈনিক আজাদ	১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৯

হাতিরদিয়াতে মওলানা ভাসানী বলেনঃ
অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা হইবে

হাতিরদিয়া (ঢাকা), ১৪ই জানুয়ারীঃ-পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল সোমবার এখানে বলেন যে, জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি মানুষের প্রাণের দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য গণচীন সরকারের সহযোগিতা গ্রহণের দাবী জানান।

মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার একুশ বৎসরে কৃষকসমাজের উপর খাজনা, ট্যাক্স ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের সীমাহীন জুলুমের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভই আজ দেশে এক বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মওলানা ভাসানী বলেন, কৃষকের হাতে বন্দুক নাই, কিন্তু কৃষকের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতাল পালনের ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা যদি হাটবাজারে তাহাদের পরিশ্রমের ফসল ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ করেন, তাহা হইলে হাজার হাজার টাকার মাহিনার উজির-আমলা হইতে শুরু করিয়া থানার দারোগা পর্যন্ত সকলকেই কারেন্সী নোট চিবাইয়া খাইতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান	ছাত্রসমাজের প্রচারপত্র	জানুয়ারী ১৯৬৯

সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ডাক
এগার দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষনে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা, ছাত্র-গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহবান জানাইতেছিঃ

১ (ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ; আইএসসি; আইকম ও বিএ; বিএসসি; বিকম, এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোষ্টেলের ডাইনিং হল, ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক ‘সাবসিডি’ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইন্যালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই, ই, আর, ছাত্রদের দশ দফা; সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম,বি,এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বানিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেসনে' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধা-সরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থার মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রর্বতন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারধীন থাকিবে। ফেডারেল প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পুর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।পুর্ব পাকিস্তানে অস্রকারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদও দফতর সাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋন মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরেপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :
আবদুর রউফ,
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেদ মোহাম্মদ আলী,
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
সাইফুদ্দিন আহমেদ,
সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
সামসুদ্দেহা,
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার,
সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত,
সহ-সম্পাদিকা,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
তোফায়ের আহমেদ,
সহ -সভাপতি,
ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক,
ডাকসু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিক্ষোভকালে ছাত্রদের উপর লাটিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯

ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গতকাল শুক্রবার কলা ভবনের বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্র সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং ঘনঘন কাঁদুনে গ্যাস ও লাল পানি নিক্ষেপ করে।

ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর ভিত্তিতে গতকাল দাবী-দিবস পালন উপলক্ষ 'ডাকসু' সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ছাত্র সভা শেষে ছাত্ররা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করেন। মিছিলটি কলাভবনের পশ্চিম দিকে প্রক্টরের অফিসের সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাস ভবনের সামনে দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর দিকে এগুতে থাকলে এক দিকে রোকেয়া হলের সামনে মোতায়েন পুলিশ বাহিনী রায়ট কারের সাহায্যে লাল পানি ও কাঁদুনি গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। তৃতীয়বর্ষ বাংলা অনার্সের ছাত্র মোশাররফ হোসেনের শরীরের অনেক স্থানে কেটে রক্ত বের হয়। তাঁকে গ্রেফতার করে, কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশ ট্রাকে তুলে রাখলে তিনি ব্যাথায় কাতরাতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

সাড়ে বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একঘন্টা কাল স্থায়ী ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কয়েক দফা কাঁদুনে গ্যাস ও দু'বার লাল পানি নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা পুলিশের উপর ঢিল নিক্ষেপ করলে পুলিশরাও ছাত্রদের উপর পাল্টা ঢিল নিক্ষেপ করে। শেষ পর্য্যায়ে গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ছাত্ররা পুনরায় বটতলায় সমবেত হন। 'ডাকসু' সহ-সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্র অঙ্গনে পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করেন এবং এর প্রতিবাদে আজ শনিবার শহরের সকল শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহবান জানান। এরপর কিছুসংখ্যক ছাত্র হকিষ্টিক নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ আবার কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। পি পি আই জানিয়েছেন প্রায় দু'ডজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রমনা থানার ওসি জানান যে, তিনি সঠিক সংখ্যা না জানলেও প্রায় বিশ জনের মত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বটতলায় অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রদের ১২-দফা দাবী মেনে নেবার আহবান জানানো হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা বাতিলের এবং আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহবান জানানো হয়।

এন এস এফ নেতাদের বিবৃতি

এন এস এফের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক দুলন, ''ডাকসু'' সাধারণ সম্পাদক ও জিন্নাহ হল এন এফ সভাপতি জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী ও মহসীন হল ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক

জনাব ইব্রাহীম খলিল গতকাল শক্রবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশ বাহিনীর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও সাধারণ ছাত্রদের মারধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশী কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন।

তাঁরা ছাত্রদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঘোষিত আজকের কর্মসূচীর প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

মেডিকেল কলেজ

দাবী দিবস পালন উপলক্ষ গতকাল শক্রবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ছাত্ররা তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও প্রিন্সিপালের নিকট অর্পন করেন। মেডিক্যাল ছাত্ররা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সভায় যোগ দেন।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে প্রতীক ধর্মঘট

গতকাল শক্রবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ইন্টারনী ডাক্তাররা তাদের উন্নততর মর্যাদা ও দাবীর ভিত্তিতে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। তারা ডাঃ সাব্বির আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে স্বায়ত্তশাসিত স্বাস্থ্য সার্ভিস ও ইন্টারনীস ডাক্তারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী জানান।

পাকিস্তান জমিয়াতে তোলাবায়ের আরাবীয়ার সাধারণ সম্পাদক জনাব এস এম ইদ্রিস গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ ছাত্র জনতার উপর পুলিশী জুলুম ও বেআইনী গ্রেফতারের নিন্দা করেছেন। তিনি গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিও দাবী করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা করে পাকিস্তান ছাত্র শক্তির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমান একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ জানুয়ারী ১৯৬৯

ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষঃ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শনিবার পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ছাত্রদের উপর কয়েক দফা লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ধর্মঘটী ছাত্ররা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি এক পর্য্যায়ে এমন আকার ধারণ করে যে, যখন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে এক ঘন্টারও অধিক সময় ধরে কাঁদুনে গ্যাস ও ইষ্টক বিনিময় হতে দেখা যায়। ছাত্ররা শক্রবার পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। ছাত্ররা ই পি আর টিসির একটি ডবল ডেকার বাসে অগ্নিসংযোগ করে।

সন্ধ্যার পর ইকবাল হল ও জিন্নাহ হলে ইপি আর বাহিনী ঢুকে ছাত্রদের মারধর করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে কয়েকজন আহত হয়েছে। শতকরা ঢাকা শহরে ৩৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠানের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে ছাত্ররা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ছাত্রদের শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য পুলিশ বাহিনী প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। এর জবাবে ছাত্ররা ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে। পুলিশের রায়টকারের বারংবার রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াতে থাকে এবং ছাত্রদের উপর লাল পানি নিক্ষেপ করতে থাকে। ছাত্রদের ইটে রায়টকারের একদিকের কাঁচ ভেঙ্গে যায়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সড়কের উপর বেঞ্চ, টেবিল ও চেয়ার ইত্যাদি জমা করে ব্যারিকেট তৈরী করে।

গতকাল এন এস এফ-সহ ছাত্র প্রতিষ্ঠান একযোগে ধর্মঘটে যোগ দেয়। গতকাল প্রথমে থেকেই বহুসংখ্যক ছাত্রকে বাঁশ ও লাঠি দ্বারা সুসজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। বেলা ১২-১০ মিনিট থেকে প্রায় সোয়া দু'টো পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশ এক খন্ডযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে কাঁদুনে গ্যাসের তীব্রতায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাঝখানে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ষ্টক শেষ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবল কাঁদুনে গ্যাসে অসুস্থ হলে প্রায় ২৫ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রোকেয়া হলের সামনে যে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয় তাদের উদ্দেশ্যে হলের ভিতর থেকে ছাত্রীরাও ইষ্টক বর্ষণ শুরু করলে পুলিশ সেখানেও কয়েক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এখানে ছাত্রীদের প্রতি পুলিশ বাহিনীর অশোভন আচরণ করতে দেখা যায়। পুলিশের অশোভন গালি-গালাজ থেকে রোকেয়া হলের শিক্ষকরাও রেহাই পাননি।

বেলা দু'টোর পর ছাত্রদের একটি মিছিল জিন্নাহ এভিন্যুতে চলে যায় এবং গুলিস্থানের সম্মুখস্থ মীরজুমলার কামানের চারদিকে ছাত্র-জমায়েত হয়ে জনসভা শুরু করে দেয়। ছাত্রনেতারা কামানের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত ছাত্র ও পথচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন।

এই সময় পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জের ফলে বহুসংখ্যক নিরীহ পথচারী আহত হন। অতপরঃ কয়েক ঘন্টাব্যাপী ছাত্র পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

বেলা সাড়ে তিনটা থেকে প্রায় সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ইপিআর বাহিনী জিন্নাহ হল ও ইকবাল হলে প্রবেশ করে ছাত্রদের ওপর চড়াও হয় এবং মারপিট করে বলে হলের ছাত্ররা অভিযোগ করেন। তাঁরা জানান জিন্নাহ হল থেকে ১১ জন ও ইকবাল হল থেকে ৯ জন ছাত্রকে ইপিআর বাহিনী গ্রেফতার করে।

বেলা প্রায় সাড়ে ১২টার সময় পুলিশ নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোয়ার্টারে সাঁইত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং রাঙ্গু মিয়া নামক একজন খবরের কাগজ হকারকে ধারে এনে বেদম প্রহার ও গ্রেফতার করে। এছাড়া নীলক্ষেতের রাস্তায় আব্দুল হান্নান নামে একজন রিক্সা চালককে পুলিশ প্রহার ও গ্রেফতার করে।

ছাত্রদের ইষ্টক বর্ষণে একজন আইবি ফটোগ্রাফার দু পায়ে আঘাত পান। একজন পুলিশ সিপাইও গুরুতর জখম হয়।

সাংবাদিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর আতিকুজ্জামান খানকেও পুলিশ অপমান এবং অশোভন আচরণ করে। দুপুরে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদ কলাভবনের প্রাঙ্গণে এসে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি পুলিশী হামলার নিন্দা করেন।

মহসীন হলের প্রভোষ্ট ডঃ ইন্নাস আলীও সংক্ষিপ্ত ভাষণে পুলিশী হামলার নিন্দা করেন।

সোমবার প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন হলে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর লাঠিচার্জ এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার, ইকবাল হল ও জিন্নাহলের অভ্যন্তরে ইপিআর বাহিনীর মারপিট ও গ্রেফতার ইত্যাদি সরকারী নির্যাতনের নিন্দা করে ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন কর্মকর্তা এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা সরকারী নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে এবং ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর সমর্থনে আগামীকাল সোমবার প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট আহবান করেছেন।

এন এস এফ-এর বিবৃতি

এন, এস, এফ-এর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মজীর আলী এক বিবৃতিতে গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইপি আর বাহিনীর তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা আবাসিক হলের ছাত্রদরে উপর অত্যাচারের নিন্দা করেন। তাঁরা গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবী করেন।

আওয়ামী লীগের বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ইপিআর বাহিনীর প্রবেশ ও ছাত্রদের উপর মারপিট করার তীব্র নিন্দা করে গতকাল শনিবার ৬-দফা পন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন।

তিনি বিবৃতিতে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপেরও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

তিনি পুলিশের এই বাড়াবাড়ির তীব্র নিন্দা করে শহর থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও আটক ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তিদানের আহ্বান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় ছাত্রদের ওপর হামলায় নিন্দা জ্ঞাপন	দৈনিক সংবাদ	২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় নিন্দা

গতকল্য (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডাঃ মফিজুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমিতির কার্য নির্বাহক কমিটির এক সভায় গত শুক্র ও শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে পুলিশের প্রবেশ ও লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, ছাত্রদের নির্বিচারে মারধোর, পরিস্থিতি শান্ত থাকা সত্বেও অপরাহ্নে আবাসিক হলসমূহে ইপিআর বাহিনীর প্রবেশ, ছাত্রদের মারধোর ও গ্রেফতারের নিন্দা করা হয়।

এফ, এইচ, হল এবং মুসলিম হলের ছাত্রগণ গতকল্য (রবিবার) এক সভায় মিলিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ও উহার আশেপাশে ছাত্রদের উপর পুলিশ নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন।

হল-ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র নির্যাতনের ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ করা হয়।

সভায় ছাত্রদের ১১-দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য নতুন শপথ গ্রহণ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা ও মিছিল	দৈনিক পাকিস্তান	২১ জানুয়ারী ১৯৬৯

আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্রদের শোকসভা ও মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার ছাত্র বিক্ষোভকালে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের রিভলবারের গুলিতে জনাব আসাদুজ্জামান নিহত হয়েছেন। পুরনো কলাভবন ও বর্তমানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনষ্টিটিউট সম্মুখবর্তী রাস্তায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বেলা ২টায় পুলিশের একটি চলন্ত জীপ থেকে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর রিভলবার থেকে গুলীবর্ষণ করলে আসাদুজ্জামানের বুকে গুলীবিদ্ধ হয়। এছাড়া আরো তিনজন ছাত্র গুলীতে আহত হন। গুলীবর্ষণকালে উক্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর ছাত্রদের ইট নিক্ষেপের ফলে নিজেও আহত হয়েছিল তার গন্ড বেয়ে রক্ত পড়ছিল।

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী আসাদুজ্জামানের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য ছাত্ররা প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁকে দ্রুত মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আসাদুজ্জামানের লাশ ময়না তদন্তের জন্যে নেয়া হলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র লাশ পাহারা দিয়ে পোস্ট-মর্টেম কক্ষ পর্যন্ত গমন করে এবং তথায় অপেক্ষা করতে থাকে। পরে গতকাল সন্ধ্যার দিকে লাশ নিয়ে ছাত্ররা মিছিলে বের হওয়ার উপক্রম করলে ডিসি ও আইজির নেতৃত্বে ইপিআর ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত প্রবেশ করে। ইত্যবসরে ছাত্ররা ট্রাক হতে লাশ হাসপাতালের অভ্যন্তরে সরিয়ে ফেলেন। ফলে পুলিশ লাশের অপেক্ষায় মেডিক্যাল কলেজের চতুর্দিকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘিরে থাকে। পুলিশের আই জি জানান যে, নিহত ছাত্রের ভাই ছাত্রদের হাত থেকে লাশ উদ্ধারের জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন। প্রকাশ, অপর দিকে লাশ নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করার প্রস্তুতি নিলে ‘ডাক’-এর কয়েকজন নেতাও সেখানে উপস্থিত হন। লাশের নিরাপত্তা ও আত্মীয়দের কাছে প্রত্যর্পনের নিশ্চয়তা দাবী করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ‘ডাক’ নেতাদের কাছ হতে মুচলেকা দাবী করলে সংগ্রামী ছাত্র নেতারা ‘ডাক’ নেতাদের প্রতি তাদের বিরুপ মনোভাব প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ে নিহত ছাত্রের বড় ভাই পুলিশের আইজির হস্তক্ষেপ কামনা করে টেলিফোন করেছিলেন বলে জানা গেছে।

শোকসভা

জনাব আসাদুজ্জামানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গতকাল বিকেল পৌনে তিনটায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে জমায়েত হয়ে শোক সভায় মিলিত হন। শোক সভায় ডাকসু সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ ও ছাত্রনেতা জনাব শামসুদ্দোহা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সভায় মরহুমের আত্মার সম্মানার্থে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় কালো পতাকাও উত্তোলন করা হয়। বেলা তিনটায় ছাত্র-ছাত্রীরা কালো পতাকা বহন করে একটি দীর্ঘ নীরব শোক মিছিল বের করেন।

মহসীন হলের ছাত্র ও প্রভোষ্ট সহ হাউস টিউটরবৃন্দ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে হলের শহীদ বেদীতে শোক সভায় মিলিত হয়ে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

অধ্যাপকদের নেতৃত্বে মিছিল

সভা শেষে হলের প্রভোষ্ট ডঃ ইন্নাস আলী, হাউস টিউটর ডঃ আবদুল লতীফ (ভূ-বিদ্যা বিভাগ), অধ্যাপক কামরুদ্দিন হোসেন (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক এ টী এম জহুরুল হক (অর্থনীতি), অধ্যাপক আবদুল মান্নান (আরবী), অধ্যাপক এ এস এম আব্দুল্লাহ (সংখ্যাতত্ত্ব), অধ্যাপক ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস) এবং ছাত্ররা নগ্ন পদে কালো ব্যাজ পরিধান করে একটি শোক মিছিল বের করেন।

মহসীন হল সংসদের সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব ইব্রাহিম খলিল এক যুগ্ম বিবৃতিতে ইপি আর বাহিনীর নগ্ন হামলার শিকার ১৯৬৯ সালের বীর শহীদ আসাদুজ্জামানের উপর ই পি আর বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তাঁরা ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ কর্তৃক আহুত আজকের হরতালে পূর্ণ সমর্থন জানান।

ইকবাল হলে শোকসভা

ইকবাল হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব খালেদ হাশিমের সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার রাত্রে ইকবাল হলে অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় জনাব আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় ছাত্রদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল	দৈনিক পাকিস্তান	২১ জানুয়ারী ১৯৬৯

প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল

চট্টগ্রামস্থ আমাদের প্রতিনিধি এক তারাবার্তায় জানান যে, আজ চট্টগ্রাম পুলিশ বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মিছিলটি স্থানীয় জিন্নাহ পার্কের নিকটে আসিলে পুলিশ এক কড়া ব্যূহ রচনা করিয়া ছাত্রদের অগ্রসরের পথে বাধা দান করে। বিক্ষুদ্ধ ছাত্ররা পুলিশের কর্ডন ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিচার্জ করে।

আজ সকাল হইতে চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীরা গত শনিবার ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয় ও আটক ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

রাজশাহী

পিটিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে আজ সকালে রাজশাহী শহরের হাজার হাজার ছাত্র (পৃঃ ৮)

প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। চট্টগ্রামে পুলিশ ধর্মঘটী মিছিলের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। অন্যান্য জেলায় পুলিশ অথবা ইপিআর বাহিনী ছাত্রদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১-দফার ভিত্তিতে ছাত্র গণ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ	সংগ্রামী ছাত্র সমাজের প্রচার পত্র	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

গণ-সংগ্রাম ক্ষান্ত হইবে না
সংগ্রামী ছাত্রসমাজের রক্ত শপথ

পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটিতে শুরু করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী নির্মম গুলীবর্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র ও জনসাধারণকে হত্যা করিয়া এবং সর্বপরি 'কারফিউ' জারী করিয়াও এই গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করিতে পারিতেছে না। শাসক গোষ্ঠীর শত গুলীবর্ষণও এই অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। জালেম শাহীকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম ও পূর্ব-বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিতে না পারিলে এবং ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, চাকুরীজীবী, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, ছোট-মাঝারি শিল্পপতিদের বিভিন্ন মুখী সমস্যার সমাধান তথা ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবী আদায়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান ক্ষান্ত হইবে না। যে সংগ্রাম আজ শুরু হইয়াছে তাহা শেষ না করিয়া তাহার বিরাম নাই। ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, এই সংগ্রামের শেষ না করিয়া আমরা থামিব না এবং অতি শীঘ্র আমরা সংগ্রামের পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিব। তাই ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর নিকট সেই বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আহবান জানাইতেছিঃ

১। প্রদেশের সকল জেলায়, মহকুমায়, থানায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় এবং শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। এই সকল কমিটি হইতে আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত ভাবে পরিচালনা করুন। স্থানীয় কমিটিগুলি উপরের কমিটির সহিত যোগাযোগ করুন।

২। আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য এই সকল কমিটি হইতে প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র, পথসভা, মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করুন।

৩। সকল জনগণকে সংগঠিত করুন।

৪। গ্রাম অঞ্চলে গণঅভ্যুত্থানকে ছড়াইয়া দিন।

৫। সর্বত্র হাজার হাজার সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন।

৬। সংগ্রামকে সফল করার জন্য শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আগাইয়া আসুন।

৭। সকল সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সকল প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

৮। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।

৯। সকল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে মানিয়া চলুন।

দেশবাসীর নিকট আমাদের আহ্বান

১। গুলীবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ও লাঠির আঘাতে আহতদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে রক্ত দান করুন। সান্ধ্য আইনের বিরতির মাঝে সম্ভব মত রক্ত দান করুন

সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। এবং নিম্নরুপ ঠিকানায় সম্ভবমত অর্থ প্রেরণ করুন। তোফায়েল আহমেদ, ৩১৩, ইকবাল হল, ঢাকা।

২। রিক্সাচালক, ক্ষুধে মজুর এবং দারিদ্র জনসাধারণকে বেশী করিয়া ভাড়া ও মজুরী দিন ও যথাসাধ্য সাহায্য করুন। রিক্সা মালিকদের নিকট আমাদের আবেদন তারা যেন পুরোদিনের ভাড়া গ্রহণ না করেন।

৩। দোকানদার ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করুন।

৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অগ্রসর করুন। যে কোন প্রকার সরকারী উস্কানির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

১। আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
২। সাইফুদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন।
৩। মোস্তাফা জামাল হায়দার, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন।
৪। খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ, পূর্ব পাক ছাত্রলীগ।
৫। মাহবুবুল হক দোলন, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
৬। ইব্রাহিম খলিল, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
৭। সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন।
৮। মাহবুব উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন।
৯। তোফায়েল আহমদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু।
১০। নাজিম কামরুন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

দোকানপাট যানবাহনে কালো পতাকাঃ ঢাকায় কৃষ্ণ দিবস
ছাত্রদের ক্লাস বর্জনঃ সভা ও মিছিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম আহবান কমিটির গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় ছাত্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকরা কৃষ্ণ দিবস পালন করেন। এ দিন সব ধরনের যানবাহন, দোকান-পাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহরের প্রতিটি বাস ও ট্রাকের গায়ে ‘‘আইয়ুব ফিরে যাও’’ পোষ্টার দেখা যায়। এ ছাড়া শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কলাভবনে এক ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়, ও পরে এক বিরাট সোভা যাত্রা শহর পরিক্রমণ করে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ক্লাশ বর্জন করে খন্ড খন্ড শোভাযাত্রা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনে এসে সমবেত হতে থাকেন। বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষুদ্ধ সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায়।

এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দানের জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ গাড়ী বারান্দার ছাদকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেন।

গাড়ী বারান্দার ছাদ থেকে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের বুকের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়েছে, আর ১১-দফা দাবী শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের শপথে পরিণত হয়েছে। এই রক্ত অক্ষরে লিখিত শপথ আদায়ের জন্যই ছাত্র সমাজ আন্দোলন শুরু করে, এবং ১১-দফা দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক জনতার আন্দোলন খান্ত হবে না। গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখান করে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন যে, কয়েকজন নেতার সাথে গোল টেবিল বৈঠক করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা তা মানবে না, গোলটেবিল বৈঠকে পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান, ওয়ালী খান, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, ভুট্টসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র বন্দীদের মুক্তিদান, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব আবদুল হক ও জনাব মোহাম্মদ ফরহাদসহ সকল নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জারীকৃত হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি বলেন আগামী রোববার পল্টন ময়দানে সর্বদলীয়, ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এক জনসভা অনুষ্ঠান করবে এবং উক্ত জনসভায় কমিটি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে টাঙ্গাইলে গত বুধবার ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রার ইপর ই পি আরের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং নিহত ছাত্রদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভাশেষে এক বিরাট মিছিল বের করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এছাড়া শোভাযাত্রী কালো পতাকা ও তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্মলিত পোষ্টার ফেষ্টুন বহন করেন।

দুপুর ১২টা ২০মিনিটের সময় বিশ্ববিদ্যালয় নতুন কলা ভবন থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে নীলক্ষেত রোড, নিউমার্কেট, আজীমপুর, লালবাগ, উর্দু রোড, চকবাজার, ইসলামপুর, সদরঘাট, নবাবপুর, জিন্নাহ এভিনু, তোপখানা রোড প্রদক্ষিণ করে বিকাল সাড়ে তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে শোভাযাত্রার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন এলাকার নাগরিকগণ করতালি ও পুষ্প বর্ষণের মাধ্যমে শোভাযাত্রীদের অভিনন্দন জানায়।

বুধবারের ছাত্র ধর্মঘট

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামে কমিটির আহবানে গত বুধবার ছাত্র ও গণহত্যা সহকারী নির্য্যাতন ও ব্যাপক হারে গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিন ঢাকা শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনে এক বিরাট ছাত্র সভায় মিলিত হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র জনতার দাবী মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ছাত্র-জনতার দাবী মেনে নেয়া না হলে ক্ষমতাসীনদের সাথে কোন বৈঠক জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সভায় ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক নেতাসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার, জরুরী আইন, দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইন বাতিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, ইত্তেফাক ও অন্যান্য সংবাদ পত্রের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদান সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের দাবী পূরণ পুলিশের গুলিতে নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর দুটি প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খানের অপসরণ এবং ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের নির্যাতনের জন্য সরকারী কর্মচারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবী করা হয়।

সভাশেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাজপথে প্রদক্ষিণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার
২৫শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে গতকাল শক্রবার ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

গত রাতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হয়, বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সামরিক বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টা থেকে শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। প্রেসনোটে বলা হয় শুক্রবার পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ৩ জন, ময়মনসিংহে ২ জন এবং চট্টগ্রামে একজনের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ১০ জন, ময়মনসিংহে ২০ জন ও চট্টগ্রামে কয়েকজন আহত হয়। প্রেস নোটের অপর এক স্থানে বলা হয়, শুক্রবার ঢাকায় দশ হাজার লোকের এক জনতা মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান অপর দিকে পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী তাদের বাধা দিল প্রবলভাবে। তারপর নিক্ষিপ্ত হলো কাঁদুনে বোমা। তারপর ৬ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হলো। ঘটনাস্থলেই মারা গেল ৪ জন। বিক্ষোভকারীরা ২ জনের লাশ নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

সাংবাদিকরা তথায় ঝুঁকি নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল আরো একটি লাশ শায়িত রয়েছে সেক্রেটারিয়েট গেটের অভ্যন্তরে একটি কামরার সম্মুখে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার পর তাকে পা ধরে টেনে আনা হয়েছিল সেখানে। সাংবাদিকেরা তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তাদের তাড়িয়ে দেয়া হ'ল উর্ধ্বতন অফিসারদের কড়া নির্দ্দেশে। তারপর লাশটি টেনে নেয়া হয়েছিল একটি কামড়ায়।

এখানে গুলিবর্ষণের পরই শহরের রুপ পালটে গেল। এতক্ষনের শান্তিপূর্ণ মিছিল ফেটে পড়ল উত্তেজনায়। জনতা সেখানে ভিড় করে এগিয়ে এল। আগুন ধরাতে চেষ্টা করলো সেক্রেটারিয়েট গেটে। তোপখানা রোডের গেটেও তখন ক্ষিপ্ত জনতা ভিড় করলো। সেখানে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হলো। এরপর বেপরোয়া হয়ে বিক্ষুদ্ধ জনতা পুরানা পল্টন মোড়ের পেট্রোল পাম্প ভেঙ্গে ফেলে।

নারায়নগঞ্জ

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কমিটির আহবানে আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষ গতকাল শুক্রবার নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

গতকাল শুক্রবার ময়মনসিংহে বিক্ষোভ মিছিলকারী ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণের ফলে ২জন নিহত ও ২০জন আহত হয়।

২৬শে জানুয়ারী

গতকাল শনিবার ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী থাকাকালে পুলিশের গুলীবর্ষণে ২জন নিহত হয়। শহরে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও ২৪ ঘণ্টা বর্ধিত করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ শহর, তৎপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ এবং ফতুল্লা থানা এলাকায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২৪ ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে ৪ জন অধ্যাপকসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গত শুক্রবার ১টা থেকে ২১ ঘন্টার জন্য খুলনায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। একটি ছাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষে ২৩ জন আহত হওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে জানুয়ারী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার সিলেট শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীরা বিরাট মিছিল বের করে।

২৭শে জানুয়ারী

গতকাল রোববার ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, আদমজী, ডেমরা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৩ ব্যক্তি নিহত ও ১০ জন আহত হয়।

সকাল ১১ টা হইতে ২ টা পর্যন্ত এসব এলাকায় সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়। ঢাকার সান্ধ্য আইনের মেয়াদ ৩৬ ঘন্টা, নারায়ণগঞ্জের শিল্পঞ্চলে ৩৯ ঘন্টা বৃদ্ধি করা হয়। ময়মনসিংহে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৮৪ জনকে গ্রেফাতার করা হয়। এদিকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জনাব ফিদা হাসান পূর্ব পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসছেন।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান সমন্বয় কমিটি ঢাকা শহর ও প্রদেশের অন্যান্য স্থান থেকে অবিলম্বে সান্ধ্য আইন, ইপিআর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

২৯ শে জানুয়ারী

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ গ্রেফতার। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির জরুরী সভায় গুলীবর্ষণ ও সান্ধ্য আইন জারির তীব্র নিন্দা।

৩০ শে জানুয়ারী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লঙ্ঘনের নিন্দা, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা। গুলিবর্ষণের নিন্দা ও অবিলম্বে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবী।

৩১ শে জানুয়ারী

সান্ধ্য আইন সম্পর্কিত জনাব ফরিদ আহমদের রীট নাকচ। বার ঘন্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন শিথিল থাকাকালে ঢাকায় কোন শান্তি ভঙ্গ হয়নি।

সরকারি প্রেসনোটে প্রকাশ, মাদারীপুরের জাজিরা থানায় ১ ব্যক্তি নিহত ও ৩ জন আহত।

গত ২৭শে জানুয়ারী পিপলস পার্টির হায়দরাবাদ শাখা করাচী, ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এক বিরাট মিছিল বের করে।

১লা ফেব্রুয়ারী

দেশ রক্ষা আইনে এনডিএফ নেতা জনাব ওলি আহমদ গ্রেফতার। ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্র আহত। বগুড়ায় পূর্ণ হরতাল পালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ২৭ জন মুসলিম লগি নেতার বিবৃতি।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জলিরপাড়ে বিক্ষুদ্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এক ব্যক্তি নিহত। বাগেরহাটে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ ব্যক্তি আহত।

২রা ফেব্রুয়ারী

গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুরে মহিলাদের সভা ও মিছিল।

বিরোধী দলের সমালোচনার মুখে জাতীয় পরিষদে পৌর প্রশাসন বিল গ্রহীত।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

সরকারী মুখপাত্র কর্তৃক প্রাদেশিক গভর্ণর পদে রদবদল সংক্রান্ত খবরের সত্যতা অস্বীকার। সংবাদপত্র ও পেশাদার সাংবাদিকদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলা এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক নীতির প্রতিবাদে প্রদেশের সর্বত্র চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী ধর্মঘট পালন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের বিরোধিতা এবং ১১-দফা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান	দৈনিক সংবাদ	৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

১১-দফা ও ১৪ই-র হরতালের প্রতি ভাসানীর সমর্থন প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা

গতকাল (শুক্রবার) অপরাহ্নে ৪৬, কাপ্তান বাজারস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভাসানীপন্থী 'ন্যাপ' কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৪ই ফেব্রুয়ারী আহূত হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি উক্ত দিবসের হরতালকে সফল করার জন্য পার্টির প্রতিটি কর্মীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন এবং ১১-দফা দাবীতে উক্ত হরতাল পালন এবং উক্ত দিবসে ১১-দফা দাবিতে মিছিল করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আহবান জানান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান গণসংগ্রামকে তিনি অব্যাহত রাখার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদী শক্তিসমূহ আজ তাহাদের স্বার্থরক্ষা আইয়ুবের আমলাশাহীর ত্রিশংকু অবস্থায় বিপর্যস্ত বোধ করিতেছে এবং পরিত্রাণের জন্য মরিয়া হইয়া আপোষের পথ খুজিতেছে। তিনি এই মুহূর্তে যে কোন আপোষ জনগণের জন্য আত্মহত্যার শামিল হইবে বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, গণ অভ্যুত্থানের যে শক্তির বলে আজ এই সরকার নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, সেই শক্তির চাপ অব্যাহত রাখিয়াই আজ ইহাকে খতম করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সংগ্রামের পথেই আজ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ইউনিট বাতিলের দাবী এবং যে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকেরা বুকের রক্ত দিয়া এই গণসংগ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছে এবং আইয়ুবের ভিত টলাইয়া দিয়াছে তাহাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

তিনি প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়া স্বায়ত্তশাসনের ও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকের দাবী আদায় করা সম্ভব হইবে না।

তিনি বর্তমান সংগ্রামের গতিবেগকে তীব্রতর করার প্রতি এবং সকল অন্যায় আইনকে অমান্য করিয়া আরও আত্মত্যাগের মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তির পথ রচনা করার জন্য কর্মী সাধারণের প্রতি আহবান জানান।

মওলানা সাহেব ছাত্রদের মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাবক ও কর্মীদের প্রতি মুক্তির জন্য প্রাণপাত করার মনোভাব গড়ে তোলার আহবান জানান। উত্তরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তাঁহার দল ১৯৬৬ সালের জুন মাসে যে ১৪-দফা দাবী গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ছাত্রসমাজের ১১-দফা দাবীর অনুরুপ।

মওলানা সাহেব টাঙ্গাইল ও হাজীগঞ্জের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের ঘটনাসহ সকল স্থানের গুলি বর্ষণের ও ছাত্র গণহত্যার প্রতিবাদ জানান এবং শহীদদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব পণ করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

*গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পল্টনের জনসমুদ্রে গৃহীত ছাত্রসমাজের প্রস্তাবাবলী	দৈনিক পাকিস্তান	৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

পল্টনে জনতার মহাসমুদ্রে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের শপথনামা

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গত রবিবার ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক জনসমাবেশে গণমন উৎসারিত এক শপথধ্বনি কেবল বার বার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। সেই ধ্বনি ছিল 'ডাঙ্গা আর গুলি জনতার হৃদয়বানী স্তব্ধ করিতে পারিবে না। মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নির্যাতনের পথে দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না'। এই শপথনামা ছাত্রসমাজ জনতার পক্ষ হইতে জনতারই মহাসমুদ্রে উত্থাপন করিয়ানে অঙ্গীকারের দৃপ্ত আশ্বাসে।

দৈনিক সংবাদ, ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৬৯

গত (৯ই ফেব্রুয়ারী) সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলীঃ

শোক প্রস্তাব

অদ্যকার এই মহতী সমাবেশ গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে, শহীদ আসাদ, মতিউর, মিলন, আলমগীরসহ অন্যান্য বীর শহীদানের মহান স্মৃতি -যাহারা এদেশ হইতে স্বৈরাচারী ও একনায়কত্বের উচ্ছেদ করিয়া ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রসমাজের ১-দফার সংগ্রামের আত্মাহূতি দিয়াছেন। এই মহতী সমাবেশ অমর শহীদানের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ঘোষণা করিতেছে যে, শাসক গোষ্ঠির নিষ্ঠুর ও তীব্র আক্রমণে দেশবাসী ও ছাত্রসমাজ ভীত না হইয়া যে কোন মূল্যের বিনিময়ে গণতান্ত্রিক গণঅভ্যুত্থানের মহান পতাকা উড্ডীন রাখিবেই। গণঅভ্যুত্থানের শহীদবর্গের জন্য এই মহতী সমাবেশ সারা দেশ বিশেষতঃ সমগ্র পূর্ব বাংলার সকল জনগণের পক্ষ হইতে অন্তরের গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

শপথ প্রস্তাব

অদ্যকার এই মহতী সমাবেশ সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র জনগণের পক্ষ বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, শতাধিক শহীদের রক্তে রঞ্জিত সমগ্র পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনগণের মহান গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে যে কোন ত্যাগ ও মূল্যের বিনিময়ে অগ্রসর করিয়া লওয়া হইবে। জনগণের সকল গণতাত্রিক অধিকার নস্যাৎ করিয়া সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় সাম্রজ্যবাদ, সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের স্বার্থে জনগণের ওপর নিরঙ্কুশ শোষণ নির্যাতন এবং পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের সরহাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিন্ধু, বেলুচিস্তানের জনগণকে দমন ও নিপীড়ন চালাইবার জন্য দেশে যে অত্যাচার, স্বৈরাচারী ও একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছিল উহার চির অবসান ও উচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবেই। এই সমাবেশ ঘোষণা করিতেছে যে, স্বৈরাচারী একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটাইয়া অবিলম্বে সারা পাকিস্তানের সকল জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম তথা প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন ভোটে পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার কায়েম, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন

প্রত্যাহার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম, সকল দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিয়া ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজিবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রাণের দাবী ও মুক্তির পথ ১১-দফা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। আজিকার এই সমাবেশ বর্তমানে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রাম চালাইবার শপথ গ্রহণ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব

এই মহতী সমাবেশ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর বিবেচনার পরে এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, দেশের বর্তমান সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের ফলেই আজ শাসকগোষ্ঠী জনগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জনগণের অভ্যুত্থান দমনের ক্ষমতা আজ সরকারের নাই। কেননা সমগ্র দেশবাসী আজ জীবন দিতে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্ত্তত রহিয়াছেন। এই অবস্থার শাসক গোষ্ঠী গণদাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া স্বৈরাচারী সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক একদা দেশের বিকৃত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত গোল টেবিল আলোচনায় বসিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। সরকার জরুরী আইন তুলিয়া দিতেও বাধ্য হইতেছেন। ইহা গণসংগ্রামেরই বিজয় এবং এইভাবেই আজ স্বৈরাচারী শাসন ধ্বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। জনগনকে পূর্ণ ঐক্য ও সংগ্রাম মজবুত এবং অব্যাহত রাখিতে হইবে। এই জন্য আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহবান জানাইতেছি। কেননা রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য গণসংগ্রামের আরও শক্তি যোগাইবে ও স্বৈরাচারের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করিবে এবং ছাত্র সমাজের ১১-দফা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনের ঐক্য রক্ষার্থে এই সমাবেশ গভীর আরোপ করিতেছে।

গোলটেলি বৈঠকের পূর্বশর্ত

এই সমাবেশ আরও ঘোষণা করিতেছে যে, আরও দাবী আদায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। এই জন্য অবিলম্বে (ক) জরুরী আইনে আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ত্বরান্বিত করিতে হইবে। (খ) অবিলম্বে শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, মনিসিংহ, তাজউদ্দিন, আবদুল জব্বারসহ সকল নেতাকে মুক্তি দিতে হইবে। কেননা তাঁহারাই জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কারারুদ্ধ হইয়াছেন; (গ) নিরাপত্তা আইনে আটক সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। নিরাপত্তা বন্দীদের পক্ষে বাবু মহথ দে, সন্তোষ বানার্জি গত ১০ বৎসর যাবৎ একটানা (সামরিক শাসনের সময় হইতে) নিরাপত্তা আইনে বন্দী রহিয়াছেন; (ঘ) দেশরক্ষা আইনে আটক ও রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত বেগম মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন ও মাহবুবুল হক দোলনসহ সকল ছাত্রবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। (ঙ) আগরতলা মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে; (চ) শ্রী খোকা (পৃঃ৫) রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, অনিল মুখার্জী, মোঃ ফরহাদ, কাজী জাফর আহমেদ, নাসিম আলী, ফয়েজ উদ্দীন, আবদুস সাত্তার, সুনেন্দু কানুনগো, বরুণ রায় প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর হইতে হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে। (ছ) সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চয়তা দিতে হইবে। দেশ হইতে সকল দমনমূলক ব্যবস্থা ও সংখ্যালঘু অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন অবিলম্বে বাতিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (জ) সাম্প্রতিক আন্দোলন নিহত শহীদ ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং গুলিবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করিতে হইবে। (ঝ) ছাত্রসমাজের শিক্ষা দাবী তথা ১১-দফার ১নং দাবী অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (ঞ) শ্রমিক-কৃষক-চাকুরিজীবিদের বেতন বৃদ্ধিসহ সকল জরুরী দাবীসমূহ পূরণ করিতে হইবে। এই সমাবেশ এই সকল আশু পূরণের জন্য নিরবিছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার ঘোষণা করিতেছে।

অন্যান্য প্রস্তাব

পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মহান দিবস শহীদানের রক্তস্মৃতি বিজড়িত **২১শে** ফেব্রুয়ারীতে সমাগত। এই দিবসকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী ছুটি ঘোষণার জন্য এই সমাবেশ জোর দাবী করিতেছি। অন্যথায় জাতীয় ছুটি দিবস হিসাবে ইহাকে উদযাপন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইতেছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী সূর্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন (১২টা পর্যন্ত) সকল যানবাহনের চাকা বন্ধ রাখার এবং অফিস-আদালত, হাট-বাজার, দোকান-পাট সকল কিছু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ করা হইতেছে। ঐদিন সকল স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠানের জন্যও আহবান জানান হইয়াছে।

অফিসারদের শাস্তি ও নিহত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ

সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছাত্রশিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী সাধারণ নাগরিক নারী ও কিশোরদের উপর অকথ্য নির্যাতন অশোভন আচরণের জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসারদের শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

এই সভা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের পদত্যাগ দাবী করিতেছে।

নাম পরিবর্তন

এই সভা আইয়ুব নগরের নাম শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেট শহীদ আসাদুজ্জামান গেট এবং আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নাম শহীদ মতিউর রহমান পার্ক রাখার প্রস্তাব করিতেছে।

২৪শে জানুয়ারী ১১-দফা দিবস

এই সভা প্রতি বৎসর ২৪শে জানুয়ারী ১১-দফা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

এই সভা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রতীকস্বরুপ সকল বিরোধী মনোভাবাপন্ন মৌলিক গণতন্ত্রী, এম,এন, এ ও এম,পি,এ-দের পদত্যাগ করার আহবান জানাইতেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু	দৈনিক ইত্তেফাক	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট
জহুরুল হকের মৃত্যু

গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সামরিক হাসপাতালে
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের অবস্থার
ক্রমোন্নতির সংবাদ

গভীর রাত্রে পি, পি, আই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী গুলীবিদ্ধ সার্জেন্ট জহুরুল হক শনিবার রাত্র ৯.৫০ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে এন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.........রাজেউন)। ১৪শ ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য প্রকাশ করিয়া আরও বলা হয় যে সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান সত্ত্বেও তাহাকে বাঁচান সম্ভব হয় নাই।

প্রেস রিলিজে আরও বলা হয় যে, গতকাল ষড়যন্ত্র মামলার গুলীবিদ্ধ অপর আসামী ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের অবস্থার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর চরমপত্র	দৈনিক ইত্তেফাক	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

পল্টনের জনসভায়
ভাসানীর চরমপত্র

গতকাল (রবিবার) বিকালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন যে, আগামী ২ মাসের মধ্যে সরকার ছাত্রসমাজের তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রাণের দাবী ১১-দফা মানিয়া না লইলে, জনসাধারণ খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করিবে। তিনি ঘোষণা করেন যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলনের দিন শেষ হইয়াছে। এখন অনিয়মতান্ত্রিক ও সহিংস আন্দোলন শুরু হইবে। মওলানা ভাসানী প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে ডাক নেতাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল বৃটিশ আমলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের চাইতেও খারাপ হইবে। তিনি বলেন যে, বৃটিশের গোলটেবিল বৈঠকের মারফত যেমন পাক-ভারত উপমাহদেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকেও জনসাধারণের দাবী আদায় সম্ভব নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগণের দাবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসকে সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা	দৈনিক ইত্তেফাক	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী সরকারী ছুটি দিবসরূপে ঘোষণা করেছেন।

৫২ সনের অমর বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারীকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অবিলম্বে শহীদ দিবসরুপে ঘোষণার দাবী জানিয়েছিলেন। ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা একুশে ফেব্রুয়ারীকে ছুটি দিবস ঘোষণা করেছিলেন এবং সামরিক আইন জারীর পরের দিন এই ছুটি বাতিল হয়ে যায়।

শিক্ষাবিদের অভিমত

মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া জাতীয় চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার মর্যাদা সম্পর্কে যে অভুতপূর্ব সচেনতা দেখা দিয়েছে তা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অবদান। ২১শে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল হাই। গত বৃহস্পতিবার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জনাব আবদুল হাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে কারাভোগী বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, ১৯৬৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সরকারীভাবে শহীদ দিবসের মর্যাদা লাভের মধ্যে সাম্প্রতিকতম তাৎপর্য নিহিত। ……ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, ঐতিহ্য যে প্রেরণার উৎস, একুশে ফেব্রুয়ারীর পালনের এ বছরের তোড়জোড়-এর প্রকাশ্য প্রমাণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইনঃ ডাঃ শামসুজ্জোহাসহ ৬ জন হতাহত	দৈনিক ইত্তেফাক	১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

রাজশাহীতে গুলি ও সান্ধ্য আইন
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোর ডঃ সামসুজ্জোহাসহ
২ জন নিহতঃ ৪ জন আহত

বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য রাত্রি সাড়ে ১০টায় সৈন্য তলব করা হয়। রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের সময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা লংঘন করিয়া মিছিল বাহির করা হয় এবং জনতা সেনাবাহিনীর একখানা গাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। ছাত্ররা গাড়ীখানার উপর প্রবল ইট-পাটকেল ছোড়ে। ইহা দেখিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া ক্যাম্পাসে ফেরত দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু জনতা টহলদার বাহিনীর কমান্ডারকে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। লেফটেন্যান্ট এই সময় গুলিবর্ষণ করে। ফলে প্রোক্টরের দেহে বুলেট বিদ্ধ হয় এবং পরে তিনি উক্ত স্থানে মারা যান।

এছাড়াও গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিট হইতে রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এ,পি,পি

আহতদের তালিকায় তিনজন অধ্যাপক

গুলিবর্ষণে ছাত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গুরুতর রকমে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। তাহারা হইলেন-

(1) প্রফেসার খালেদ।
(2) ডঃ কাজিমউদ্দিন মোল্লা।
(3) ডঃ কাজী আবদুল মান্নান।

প্রেসিডেন্টের নিকট জরুরী তারাবার্তা

গতকাল্য (মঙ্গলবার) রাত্র সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা নগরী আকস্মিকভাবে চরম বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ইত্যাদির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার ভয়াল বর্ণনা দান করিয়া জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের নিকট জরুরী তারাবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া শাহ আজিজুর রহমান জানাইয়াছেন।

সান্ধ্য আইনের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঢাকা নগরীর প্রচন্ড বিস্ফোরণঃ ছাত্র-জনতার আকস্মিক বিক্ষোভ মিছিলের দৃপ্ত পদভারে সমগ্র শহর প্রকম্পিত।

গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃংখল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মত পথে নমিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে।

এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল সাতটা হইতে বৈকাল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনরুপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

খোজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসোন্তষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকালকার সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র-জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচন্ড গণজাগরণের পটভূমিতে উপরোক্ত ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া দাবী দাওয়ার প্রতিধ্বনি করার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।

কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রাপ্ত পর্য্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

সামরিক বাহিনীর গাড়ীর শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে অভিযোগ করা হয় যে, হাসপাতালের একটি এম্বুলেন্স আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকা লোকজন বা মৃতদেহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করিলে টহলদানকারী সশস্ত্র বাহিনী বাধা প্রদান করে।

হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ ৩ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় এবং রাত্রি ২টার পর এম্বুলেন্সের জন্য হাসপাতালের সামনে টেলিফোন আসিতে থাকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃতঃ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তদের মুক্তিলাভ	দৈনিক পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

মুজিবের মুক্তিঃ তথাকথিত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ‘‘আগরতলা মামলা’’ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বেলা দেড়টায় এই খবর পাওয়া যায়।

১৯৬৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এম, আর, ও ৫৯ (আর)/৬৮ বলে বিশেষ টাইবুন্যালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের মামলা শুরু হয়।

১৯৬৮ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার শুনানী শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুনানী শেষ হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভার মুজিব কর্তৃক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভাঃ সংখ্যাসাম্য নয়-জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাই

রেসকোর্সের গনসম্বর্ধনায় শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, আমি ছাত্রদের ১১দফা শুধু সমর্থনই করি না এর জন্য আন্দোলন করে আমি পুনরায় কারাবরণ করতে রাজী আছি। ....

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করেন যে কোনমতেই তাঁর দল সংখ্যাসাম্য মেনে নেবে না। সংখ্যাসাম্য যারা মানবে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঠাই নেই। ....সংখ্যাসাম্যের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকান হয়েছে।

তিনি সর্বস্তরে ও পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। ....

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত গণসম্বর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার শেষে মুক্তিক্তর পর গতকালই তিনি প্রথম জনসভায় ভাষণ দেন।

এই গণসম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ। সভায় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহামন মামলায় অভিযুক্ত জনাব কে, এম,এস রহমান, সি,এস,পি, লিডিং সিম্যান জনাব সুলতানউদ্দিন, ষ্টয়ার্ড মুজিবর রহমান, জনাব এ, বি, খুরশীদ ও জনাব আলী রেজাসহ অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমি রাওয়ালপিন্ডি যাব এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ হতে তাদের দাবী তুলে ধরব। দেশ আমরা কারুর কাছে বিকিয়ে দেইনি। আমার ৬ দফার সাথে আমার দল ও জনগণ আছে।

ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যদি এধেশের মুক্তি আনতে ও জনগণের দাবী আদায় করতে না পারি তবে আন্দোলন করে আবার কারাগারে যাব।

আওয়ামী লীগ প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলার উল্লেখ করে সকল ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব আদায়ের কথা বলেন। তিনি বলেন আমি সংখ্যা সাম্যমানি না।

শেখ মুজিব বলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করা হবে না সংশোধন করা হবে পার্লামেন্টই তা নির্ধারণ করবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক ইউনিট ভেঙ্গে ফেলার জন্য সেখানে একটা দাবী উঠেছে। তারা এক ইউনিট চায় না।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের ভোট নেয়া হোক তারা যদি এক ইউনিট না চায় তবে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকেও স্বায়ত্তশাসন প্রদানের তিনি দাবী জানান।

শেখ মুজিব বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশগুলো নিয়ে একটা ফেডারেশন গঠন করতে হবে। জনমতের বিরুদ্ধে কোন কিছু চালিয়ে দেয়া চলবে না।

চাকুরী, অর্থনীতি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। ফলে সেখানকার লোক সবরকম সুবিধা পাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীয় সংখ্যা শতকরা দশজনের কম। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল অফিস-আদালত শুধু রাজধানীতে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যও সেখানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে এই প্রদেশে মূলধন গড়ে উঠছে না।

দেশরক্ষা খাতের ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন এই খাতের শতকরা আশি ভাগ অর্থই পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যয় হয়। কারণ সামরিক সদর দফতর সেখানে অবস্থিত। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মজলম এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। ....

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে সংঘর্ষের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অবস্থার অবসানের জন্যই লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে আমি দলের পক্ষ হতে ৬-দফা দাবী পেশ করেছিলাম। তাতে আমাদের বিছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আমরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন। আমরা কেন বিছিন্ন হয়ে যাব? আমরা চাই ন্যায্য অধিকার। ....

তিনি বলেন,........গুটিকয়েক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলার জন্য আমরা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম করিনি। এ দেশের চাষী, মজুর, ছাত্র সকল মানুষের বাঁচার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু জালেমের পর জালেম এসেছে দেশে শাসন ক্ষমতায়। জনগণ মুক্তি পায়নি।................

জগন্নাথ কলেজসহ বিভন্ন প্রভিন্সিয়ালাইড করার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

কারখানার মালিকদের তিনি শ্রমিকদের মুনাফার ভোগ প্রদানের আহবান জানান। তিনি বলেন, মালিকরা সব মুনাফা লুটেপুটে খেলে এমন দিন আসবে যখন কলকারখানা সবই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। শ্রমিক নির্যাতনের তিনি নিন্দা করেন।

রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে সরকারী নীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। বেতার কেন্দ্রসমূহকে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষের কবি। তার গান রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ......

শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে এরুপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য তিনি জনগণকে অনুরোধ জানান এবং সরকারকে উস্কানীমূলক কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শহরের প্রতি মহল্লায় এবং মহকুমা ও জেলায় সংগ্রাম সমিতি গঠনের জন্য আহবান জানান।

শত্রুর খপ্পরে না পড়ার জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। সান্ধ্য আইন ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম কমিটি মহল্লায় শান্তি বজায় রাখেন।

শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বিহারী এবং সকলেই আমরা শান্তিতে একত্রে বসাবাস করবো।

পরিশেষে তিনি বলেন, বাংলার মাটিকে আমি ভালবাসী। বাংলার মাটিও আমাকে ভালবাসে। ১১-দফার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তিনি তাঁর ৫০ মিনিট স্থায়ী বক্তৃতা শেষ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান এবং ১১-দফা বাস্তাবায়নের পদক্ষেপ গ্রাহণের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান	দৈনিক পাকিস্তান	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'

গত রবিবার ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দানের প্রস্তাব করলে সমবেত জনসমুদ্র বিপুল করতালিতে তা সমর্থন করে।

রেসকোর্সের সম্বর্ধনা সভায় প্রস্তাব

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১- দফা বাস্তবায়নের জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তারা ঘোষণা করেন, ১১- দফা দাবী পূরণের মধ্যেই শহীদদের রক্ত ও নির্যাতিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনতার দাবী পূর্ণ হতে পারে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, জনগণের হাতে আশু ক্ষমতা অর্পণ এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১১-দফার ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানান হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত ও মেহনতী মানুষ নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধাঞ্জলী জানান হয়।

নিরাপত্তা আইন, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স, হুলিয়া মামলা প্রত্যাহার এবং ১১- দফা বাস্তবায়নের দাবীতে আগামী ৪ঠা মার্চ প্রদেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালনের পূর্ব সিদ্ধান্তের প্রতি সভায় পুনরায় সমর্থন জানান হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করে নিরাপত্তা আইনে জারীকৃত সকল হুলিয়া ও মামলা প্রত্যাহার এবং প্রগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডকে তার নিজস্ব মালিকের হাতে প্রত্যর্পণের দাবী জানান হয়। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানের কারণে জারীকৃত সকল মামলা ও সাজা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত আরেক প্রস্তাবে ৪ঠা মার্চের মধ্যে বনিয়াদি গণতন্ত্রী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের পদত্যাগের জন্য পুনরায় আহবান জানান হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা	দৈনিক পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুস্তিকা	১০ মার্চ, ১৯৬৯

ADDRESS
by
SHEIKH MUJIBUR RAHAMAN
at
THE ROUND TABLE CONFERENCE
held at
RAWALPINDI

Mr. president and Gentlemen,

The nation today is experiencing a crisis which has shaken its very foundations. For all of us who love the nation and recall the sacrifice which were made to create Pakintan, this is a time of grave anxiety. In order to resolve the crisis, it is imperative that its nature should be understood and its causes identified. Nothing would be more catastrophic than the failure to come to grips with the basic issues which underlie the upheaval which has taken place in the country. These issues have been evaded for twenty-one years. The moment has arrived for us to face them squarely. I am convinced that a comprehensive solution must be found for our problems, for clearly the situation is too grave for palliatives and half-measures. What is at stake is our survival.

It is this conviction that obliges me to expound comprehensive solution to our basic problems. If the demands that have been expressed by different sections of the people are carefully examined, it will be seen that there are three basic issues which underlie them. The first is that of deprivation of political rights and civil liberties. The second is the economic injustice suffered by vast majority of the people, comprising workers, peasants, low and middle income groups, who have had to bear the burden of the costs of development in the form of increasing inflation while the benefits of such development are increasingly concentrated in the hands of a few families, who in turn are concentrated in one region. The third is the sense of injustice felt by the people of East Pakistan, who find that under the existing constitutional arrangements their basic interests have consistently suffered in the absence of effective political power being conferred upon them. The former minority provinces of West Pakistan feel similarly aggrieved by the present constitutional arrangements.

The issue of deprivation of Political rights finds expression in the 11-point programme of the students of East Pakistan, as also in the 6-Point programme of the Awami League, as a demand for the establishment of a Parliamentary Democracy, based on the principle of the supremacy of the legislature in which there is representation of all

units on the basic of population, and to which representatives are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise.

The issue of economic injustice is reflected in the 11-point programme in the form of clearly formulated demands for re-organisation of the economic and educational system of the country. The 6-point programme of my party clearly recognizes the need for radical economic re-organisation, and the demand for regional autonomy, as outlined in it, insisted upon as an essential pre-condition for economic re-organisation and the implementation of effective economic programmes.

The issue of justice for the different regions and units of Pakistan is the basis of the demand for the establishment of a Freedom providing for regional autonomy, as embodied in the 6-point programme as also in the 11-point programme. This is also the basis of the demand for dismemberment of One Unit and the establishment of a Sub-Federation in West Pakistan.

The Democratic Action Committee has detailed deliberations regarding these grave and challenging national issues. There has always been complete unanimity in the Democratic Action Committee on the imperative necessity of effecting the following constitutional changes:

(a) The establishment of a federal parliamentary democracy.

(b) The introduction of a system of direct elections based on universal adult franchise.

(c) A consensus has also been apparent among the members of the Committee on the following matters:

(d) The dismemberment of One Unit and the establishment of a Sub-federation in West Pakistan.

(e) Full regional autonomy being granted to the region.

The Committee further agreed that its members should be at liberty to present further proposals, which in their view essential for achieving an effective and lasting solution of the problems that are at the root of the present crisis.

Since we are here for the very purpose of seeking to find such an effective and lasting solution, I have felt it my bounden duty to press before this Conference with all earnestness that every one sitting at this table should realize that constitutional changes to provide for representation on the basis of population on the Federal Legislature as well as for the granting of full regional autonomy, as outlined in the 6-point programme, are essential for achieving a strong, united and vigorous Pakistan.

I would like to state that the Awami League is a party of the freedom for Pakistan. Its founder, Huseyn Shaheed Suharwardy is indeed one of the founders of Pakistan. I recall with some pride that under his leadership, my colleagues and I were in

the vanguard of the struggle for Pakistan. Such proposals as I am presenting before the Conference are based on the conviction that they are absolutely essential in order to preserve and indeed to strengthen Pakistan.

The demand for representation in the Federal Legislature to be on the basis of population stems from the first principle of democracy, viz., "one man one vote". In the national forum, as envisaged in the 6-point scheme, only national issues would arise, for consideration. The representatives would, therefore, be called upon to deal with matters from a national point of view and hence the voting would not be on a regional basis. Further, national political parties would be represented in the Federal Legislature, which would ensure that voting would be on a party, and not on regional basis. Indeed, the experience of the last twenty-one years bears out the fact that voting in the National Assembly has invariably been on party basis. It is the principle of parity in representation of each wing, which is based on the false promise that representatives in the Federal Legislature are likely to vote on a regional basis. It is thus the parity principle that places an unjustified emphasis on regionalism as a factor in national politics. The entire historical experience of the last twenty-one years fully bears out the facts that East Pakistan has always subordinated its regional interest to the over-riding national interest, notwithstanding the fact that it had the majority of the population. It should not be necessary to recall that in the first Constituent Assembly, East Pakistan had 44 representatives as against 28 from West Pakistan; yet this majority was never used to promote any regional interest. Indeed, six West Pakistanis were elected to the Constituent Assembly from East Pakistan. Despite being a majority, East Pakistan accepted the principle of parity not only in representation in the Legislature but also in other organs of the State. It is painful to record that parity so far as representation in the Legislature was concerned, was promptly implemented, but the benefit of parity in representation in the other organs of the State, including the civil, foreign and defense services, was never extended to East Pakistan. East Pakistan had even acquiesced in the Federal Capital as well as all the Defense headquarters being located in West Pakistan. This meant that the bulk of the expenditure on defense and civil administration, amounting to about Rs. 270 crores, or, over 70 % of the central budget is made in West Pakistan. Should our West Pakistani brethren persist in refusing us representation on a population basis in the Federal Legislature; East Pakistanis will feel constrained to insist on the shifting of the Federal Capital and the Defense headquarters to East Pakistan.

It would be a positive step toward cementing the relations between the two wings of Pakistan if our West Pakistani brethren were to affirm their confidence in their East Pakistani brethren by not opposing the demand for representation in the Federal Legislature on the basis of population. Such a step would pay rich dividend by way of building up mutual confidence and trust between the people of East and West Pakistan.

The adoption of the- Federal Scheme presented in the 6-point programme is an essential prerequisite for the achievement of a political solution for the problems of the country. I would reiterate that the spirit underlying the 6-point programme is that Pakistan should present itself to the community of the nations as one single united nation of one hundred and twenty million people. This object is served by the Federal

Government being entrusted with the three subjects of Defense, Foreign Affairs and Currency. It is the same objective of having a strong and vigorous Pakistan that requires that due regard be paid to the facts of geography by granting full regional autonomy to the regions in order to enable them to have complete control in all matter relating to economic management.

I cannot too strongly emphasize the imperative necessity of removing economic injustices, if we are to put our society back on an even keel. The 11-point programme of the students for which I have expressed support contains proposals regarding the reordering of the economic and education system. These demands stem from the basic urge for the attainment of economic justice.

I would, however, like at this time to confine myself to outlining the constitutional changes, which are necessary for the attainment of economic justice, between man and man and between region and region.

The centralisation of economic management has steadily aggravated the existing economic injustices to the point of crisis. I need hardly dilate on the subject of the 22 families, who have already achieved considerable notoriety both at home and abroad on account of the concentration of wealth in their hands resulting from their ready access to the corridors of power. Monopolies and cartels have been created and a capitalist system has been promoted, in which the gulf between the privileged few and the suffering multitude of workers and peasants has been greatly widened. Gross injustices have also been inflicted on Hast Pakistan and the minority provinces of West Pakistan.

The existence of per capita income disparity between East and West Pakistan is known to all. As early as 1959-60, the Chief Economist of the Planning Commission estimated that the real per capita income disparity between East and West Pakistan was 60%. The Mid-Plan Review made by the Planning Commission and other recent documents show that the disparity in real per capita income has been steadily increasing and, therefore, would be much higher than 60 % today. Underlying such disparity is the disparity in general economic structure and infrastructure of the two regions, in the rates of employment, in facilities for education, and in medical and welfare services. To give just a few examples, power generating capacity in West Pakistan is 5 to 6 times higher than in East Pakistan; the number of hospital beds in 1966 in West Pakistan was estimated to be 26,200 while that in East Pakistan was estimated to be 6,900; between 1961-1966, only 18 Polytechnic Institutes were established in East Pakistan as against 48 in West Pakistan. Further, the disparity in the total availability of resources has been even higher. More than 80 % of all foreign aid has been utilized in, West Pakistan in addition to the net transfer of East Pakistan's foreign exchange earnings to West Pakistan. This made it possible for West Pakistan over 20 years to import Rs. 3,109 crore worth of goods against the total export earnings of Rs. 1,337 crore, while during the same period East Pakistan imported Rs. 1,210 crore worth of goods as against its total export earnings of Rs. 1,650 crore. All these facts underline the gross economic injustice which has been done to East Pakistan. There has been a failure to discharge the constitutional obligation to remove disparity between the provinces in the shortest possible time. The Annual

Report on disparity for the year 1968 placed before the National assembly records that disparity has continued to increase.

The centralization of economic management has thus failed miserably to meet the objective of attaining economic justice. It has failed to meet the constitutional obligation to remove economic disparity between region and region. Instead, therefore, of persisting in centralized economic management which has failed to deliver the goods, we should adopt a bold and imaginative solution to this challenging problem. The Federal Scheme of the Six-Point Programme is, in my view, such a bold and imaginative solution.

It is in essence a scheme for entrusting the responsibility for economic management to the regions. This proposal is born of the conviction that this alone can effectively meet the problems, which centralized economic management, has failed to overcome. The unique geography of the country, resulting in lack of labor mobility, as well as the different levels of development obtaining in the different regions, requires that economic management should not be centralized.

The specific proposal embodied in the Six-Point Programme with regard to currency, foreign trade, foreign exchange earnings and taxation are all designed to give full responsibility for economic management to the regional Governments. The proposals with regard to currency are designed to prevent flight of Capital and to secure control over monetary policy. The proposals regarding foreign trade and foreign exchange are designed to ensure that the resources of a region are available to that region and to ensure it to obtain the maximum amount of foreign exchange resources for development purposes. The proposal regarding taxation is designed to ensure control by the regional governments over fiscal policy, without in any way depriving the Federal Government of its revenue requirements.

The substance of these proposals is as follows:

(a) With regard to currency, measures should be adopted to prevent flight of capital from one region to another and to secure control over monetary policy by the regional governments. This can be done by adoption of two currencies or by having one currency with a separate Reserve Bank being set up in each region, to control monetary policy, with the State Bank retaining control over certain defined matters. Subject to the above arrangements, Currency would be a Federal subject.

(b) With regard to foreign trade and aid, the regional Governments should have power to negotiate trade and aid, within the frame work of the foreign policy of the country, which shall be the responsibility of the Federal Ministry of Foreign Affairs.

(c) The foreign exchange earnings of each region should be maintained in an account in each Regional Reserve Bank and be under the control of the regional Governments; the Federal requirements of foreign exchange would be met by appropriations from the two regional accounts on the basis of an agreed ratio.

(d) With regard to taxation, it is proposed that the power of tax levy and collection should be left to the regional Governments, but the Federal Government should be empowered to realize its revenue requirements from levies on the regional Governments. It should be clearly understood that it is not at all contemplated that the Federal Government be left at the mercy of the regional Governments for its revenue needs.

I would emphasize that there would be no difficulty in devising appropriate constitutional provisions whereby the Federal Government's revenue requirement could be met, consistently with the objective of ensuring control over fiscal policy by the regional Governments. The scheme also envisages that there would be just representation on a population basis of persons from each part of Pakistan in all Federal services, including Defense Services.

If these principles are accepted, the detailed provisions can be worked out by a Committee consisting of experts, to be designated by both parties.

The scheme holds enormous promise of removing the canker of economic injustice from the body politics of Pakistan while at the same time removing the mistrust and frustration which centralized economic management has fostered over the ears. I am confident that the people of West Pakistan would give their whole-hearted support to this scheme.

I urge the participants in this Conference to come forward with open minds and with large hearts, in a spirit of fraternity and national solidarity, to adopt the Federal Scheme presented above, as the only means of overcoming what has been one of the most formidable problems confronting the country, i.e., that of the attainment of economic justice. No source has fed the current crisis more than the sense of economic injustice. Let us remove it; let us tackle problems at their source. Any attempt to avoid coming to grips with these basic problems will jeopardize our very survival.

Neither Almighty Allah nor history will forgive us if at this time of national crisis we fail to rise to the occasion to adopt bold solutions in order to restore the formidable problems which have created a national crisis. This is a great opportunity, and one which may not present itself again, to face our national problems squarely. We must, therefore, strain every nerve to agree upon and implement the required solutions. Let us strive together to lift our beloved Pakistan out of the tragic situation in which she is placed, and to lay the constitutional foundations for a real, living. Federal Parliamentary Democracy which will secure for the people of Pakistan full political, economic and social justice. Only thus can a strong and united, Pakistan face the future with hope and confidence.

PAKISTAN Z1NDABAD

The 10th March, 1969.

*1966 সনের ২৬ শে ফেব্রয়ারী প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১০ই মার্চ থেকে বৈঠক শুরু হয়।

Published by Abdul Momin, Publicity Secretary, East Pakistan Awami League, 15 Parana Paltan, Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত	দৈনিক ইত্তেফাক	১৪ মার্চ, ১৯৬৯

মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক স্বৈরাতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রবর্তক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার

বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

রাওয়ালপিন্ডি, ১৩, মার্চ-চারদিন একটানাভাবে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক বয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া নেওয়ার মধ্য অদ্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার গোল টেবিল বৈঠক সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে সক্ষম হয় নাই।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জনগণের অবশিষ্ঠ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

স্বভাবতই প্রেসিডেন্ট এখন বয়স্ক নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী সরকার বিধান শাসনতন্ত্রে সংযোজনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করবেন। প্রেসিডেন্ট তাঁহার বক্তৃতায় শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। গোলটেবিল বৈঠক আলোচনার সমাপ্ত টানিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সকল নেতাই দেশেই পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা এবং বয়স্কদের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন এই দুইটি প্রশ্নে একমত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নটি বিলের আকারে পেশের পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিষয় ভিত্তিতে অক্ষুন্ন রাখিয়া ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য জাতীয় পরিষদের প্রতি আহবান জানাইতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, অমীমাংসিত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সমাধান করিলেই সব চাইতে ভাল হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পদত্যাগ করে আইয়ুব কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ লিখিত চিঠি।	দৈনিক ইত্তেফাক	২৬ মার্চ, ১৯৬৯

‘আইয়ুবের’ পত্র

রাওয়ালপিন্ডি, ২৫শে মার্চঃ গতকল্য (২৪শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেলারেল এ,এম,ইয়াহিয়া খানের নিকট নিম্নোক্ত পত্র লিখেনঃ

প্রেসিডেন্ট হাউস
২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না।

তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি; কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির স্বাধীন পূর্ব বাংলার কর্মসূচী	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৬৯

পূর্ব বাংলার জনতার নিকট কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃকস্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ

বিপ্লবী জনতা!

পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, এক কথায় সমগ্র জনগণের জীবন এক সর্বগ্রাসী সংকটের আগুনে জ্বালিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগনের উপর এক নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন চলিতেছে। সংকটের এই আগুন পূর্ব বাংলার জনতার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়। মুক্তি চায় অনাহার, বুভুক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্য, বন্যা, বেকারত্ব ও জাতিগত নিপীড়নের অভিশাপ হইতে। কিন্তু কোন পথে আসিবে তাহাদের মুক্তি? সাম্রজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী সমরবাদী শাসক গোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক হইতে উচ্ছেদ করিয়া একমাত্র ‘স্বাধীন, সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা’ কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার শোষিত, বঞ্চিত জনতার মুক্তি সম্ভব। ‘‘স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা’’ কায়েম করিতে হইলে গ্রাম বাংলায় জোতদার, মহাজন ও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করিয়া, সামন্তশ্রেণীকে উৎখাতের মাধ্যমে গ্রামঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের মাধ্যমে। গ্রামে এইভাবে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জনতার সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে, গ্রাম দিয়া শহর ঘেরাও করিতে হইবে এবং শাসক গোষ্ঠীকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। শহরের শ্রমিক, মুটে-মজুর, রিকসাওয়ালা, স্কুটারওয়ালা, বাস্তুহারা, বস্তিবাসী, অফিসের কেরানী, পিয়ন, আর্দালী, দোকানদার, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী ও শহরের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখা, যাহাতে গ্রাম বাংলার কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ প্রচন্ড গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে।

বিপ্লবী সাথীরা!

পূর্ব বাংলার জনতা সেই পথেই আগাইয়া চলিতেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান, গ্রাম বাংলার সিলেটের হাওর করাইয়া, খুলনার বাহিরদিয়ার কৃষি বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি তাহারই নির্ভুল প্রমাণ। শ্যামপুর-পোস্তগোলা, খুলনা, সিদ্ধিরগঞ্জ, টঙ্গি, চট্রগ্রাম ও আদমজীতে শ্রমিক শ্রেণী নিজের ও শাসকগোষ্ঠীর রক্তে স্নান করিয়া তাহারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর রাখিয়াছে।

আজ তাই ‘‘কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির’’ পক্ষ হইতে আমরা জনতার বিপ্লবী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ‘‘স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা’’ কর্মসূচী আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। আসুন, মহান চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নকশাবাড়ী, প্যালেষ্টাইনের আরবদের মুক্তি সংগ্রাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করি। আসুন মহান মাও সেতুঙের শিক্ষাকে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি ও গ্রহণ করি ‘‘বন্ধুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস’’। জয় আমাদের অনিবার্য। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম হইবেই। *

*এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেনন।

‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’ কর্মসূচী
জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইবে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজি বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ এবং দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জেয়া শ্রেণীসমূহের যৌথ একনায়কত্ব-শ্রমিক নেতৃত্বে ইহা পরিচালিত হইবে-ইহা হইবে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’’।

রাজনৈতিক কাঠামোঃ রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার নীতির ভিত্তিতে। রুপরেখা হইবে নিম্নরুপঃ

(১) কেন্দ্র হইতে একেবারে নিম্নপর্য্যায় পর্যন্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদসমূহ (-------------------) থাকিবে যেমন, জাতীয় গণপরিষদ, জিলা গণপরিষদ, থানা গণপরিষদ, ইউনিয়ন গণপরিষদ। জাতীয় গণপরিষদ হইবে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’’ সর্বোচ্চ সংস্থা এবং ইউনিয়ন গণপরিষদ হইবে নিম্নতর সংস্থা।

(২) এই গণপরিষদগুলি বিভিন্ন পর্য্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ (--------------) নির্বাচিত করিবে।

(৩)এই গণপরিষদগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকিবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পুনর্বার নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারিত করিয়া নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৪)গণপরিষদসমূহে নির্বাচনের ভিত্তি হইবে শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক। সকল বিপ্লবী শ্রেণীগুলি যাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমানুপাতিক হারে (-----------) প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেই জন্য নারী, পুরুষ এবং সকল ধর্ম, জাতি,পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে একটি সত্যিকার সার্বজনীন ও সমভোটাধিকার ব্যবস্থা (--------------) প্রবর্তন করা হইবে।

(৫)এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ‘‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের’’ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জাতীয় সরকার গঠিত হইবে। এই জাতীয় সরকারের সহিত নীচের পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী সংস্থাসমূহের সম্পর্ক হইবে নিম্নরুপঃ (ক) বিভিন্ন নিম্নতর সংস্থাসমূহ তাহাদের নিজেদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় জাতীয় সরকারকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করিবে, ইহা তাহাই পালন করিবে। (খ) নিম্নতর সংস্থাগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার যে নির্দ্দেশাবলী প্রদান করিবে, নিম্নতর সংস্থাগুলি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেঃ ইহাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির মাধ্যমে পরিচালিত একটি সরাকারই জনগলণর বিভিন্ন বিপ্লবী অংশের মতামতের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এবং বিপ্লবের শত্রুদের সম্পূর্ন কার্য্যকরীভাবে প্রতিহত করিতে পারে। (গ) জাতীয় সরকার ব্যতীত অন্যান্য নিম্নতর সংস্থাগুলির পাস্পরিক সম্পর্ক ও এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

গণতান্ত্রিক অধিকারঃ নারী, পুরুষ এবং সকল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, পেশা ও শিক্ষা নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের যথা শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে। কিন্তু জনগণের শত্রু সাম্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলামুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজিপতিদের তাহাদের সহযোগী প্রতি বিপ্লবীদের কোন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থাকিবে না।

(২) জনগণের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতা, প্রদান করা হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুজিঁর পক্ষেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশ ও সংগঠিত করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না।

(৩) যে সকল ব্যক্তি বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়াছিল অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল অথবা কোন সময়ে জনগণের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তিদের সারা জীবনের জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সম্পূর্ন অথবা আংশিক বাজেয়াপ্ত, মৃত্যুদন্ড, কারাদন্ড কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হইবে। যাহাদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু তাহাদের কম শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং মার্কসবাদী পদ্ধতিতে তাহাদের চরিত্র সংশোধনের (যেমন জনগণের সাথে মিশিয়া উৎপাদনমূলক শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করা) প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই সব কিছুই নির্ধারিত হইবে স্থানীয়ভাবে জনগণের নির্ধারিত প্রকাশ্য গণ-আদালত দ্বারা।

ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ

(১) রাষ্ট্র মানুষের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

(২) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, কিয়াং, ইত্যাদি এবং ধর্মীয় গবেষণাগারগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে সেইজন্যে রাষ্ট্র ইহা তত্ত্বাবধানে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং তাহা স্থানীয় ভিত্তিতে স্ব স্ব ধর্মের আগ্রহী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাঃ

(১) প্রশাসন ও বিচার বিভাগ হইতে আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ন উচ্ছেদ সাধন করা হবে।

(২) সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঐ পর্যায়ের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

(৩) বর্তমান সকল প্রকারের আইন বাতিল ঘোষণা করিয়া জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জ্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৪) বিচার পদ্ধতি হইবে সহজ, সরল ও জনগণের আয়ত্তধীন। বিচারসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে প্রকাশ্যভাবে ও স্থানীয় জনগণের মতামত সাপেক্ষে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাঃ

(১) জাতীয় সরকারের অধীন সশস্ত্র গণফৌজ থাকিবে-ইহা দেশের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে প্রতিহত করিবে এবং জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করিবে।

(২) বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে গণফৌজ গড়িয়া উঠিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাই রাষ্ট্রীয় গণফৌজ হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই গণফৌজ মূলতঃ ভূমিহীন ও গরীব কৃষক ও শ্রমিক যুবকদের লইয়া গড়িয়া উঠিবে।

(৩) জাতীয় গণপরিষদের এই গণফৌজ পরিচালনার ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৪) এই সশস্ত্র গণফৌজ ছাড়াও সমগ্র জনগণকে অস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হইবে এবং গণমিলিশিয়া গঠণ করা হইবে।

(৫) গণফৌজ সম্পর্কে সমালোচনা ও সুপারিশ করিবার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকিবে।

(৬) গণফৌজের সদস্যদেরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার ও নিজস্ব পেশাগত সংগঠন করিবার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে। গণপরিষদসমূহে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(৭) গণফৌজের বিভিন্ন পদ ও স্তরের সৈনিকদের পারস্পরিকদের সম্পর্কে হইবে সাথী সুলভ ও ভ্রাতৃত্বমূলক-আমলাতান্ত্রিক নয়।

সংখ্যালঘু জাতিসংক্রান্ত নীতিঃ

(১) পূর্ব বাংলার বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির পৃথক সত্তাকে স্বীকার করা হইবে। তাহাদের অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উৎসাহ ও সাহায্যদান করিবে। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের নিজ নিজ কথ্য ও লিখিত ভাষা ব্যবহারের অধিকার থাকিবে। তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিকাশের এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের অধিকার দেওয়া হইবে।

(২) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অবাঙ্গালীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইবে।

(৩) যে সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু জাতিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত অঞ্চলে তাহাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে-এই স্বায়ত্বশাসন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হইবে।

(৪) জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় সরকারে সংখ্যালঘু জাতিদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

পররাষ্ট্র নীতিঃ

(১)শ্রমিক শ্রেনীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

(২) দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করা।

(৩) পরস্পরের ভূখন্ডের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা; পরস্পরকে আক্রমণ না করা; পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুযোগ প্রদান ও শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থান- এই পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য চেষ্টা করা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধনীতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা ও প্রতিহত করা।

(৫) সম্প্রসারণবাদী ভারত ও ইসরাইলসহ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়ানক রাষ্ট্রসমূহের সর্বাত্মক বিরোধিতা করা।

(৬) কোন প্রকার সামরিক চুক্তিতে জড়িত না হওয়া; পূর্ব বাংলার মাটিতে কোন প্রকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক অস্তিত্ব না রাখা; সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পূর্বতন এককেন্দ্রীক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত সকল প্রকার সামরিক ও অসম অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করা।

(৭) কোনরুপ রাজনৈতিক শর্ত জড়িত না থাকিলে যে কোন দেশের কারিগরী ও অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা।

জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি রুপরেখাঃ

সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির লক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করিয়া জনগণতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হইবে। এই জনগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হইবে। ইহার রুপরেখা হইবে নিম্নরুপঃ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাঃ

(১) সকল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী ঋণ অস্বীকার করা, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(২) সকল বৃহৎ পুঁজি, যাহার চরিত্র আমলা-মুৎসুদ্দি এবং যাহা পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিজাতীয় তাহা বাজেয়াপ্ত করা।

(৩) যাহারা প্রতিবিপ্লবী ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(৪) জোতদার, মহাজন, দুর্নীতিবাজ, আমলা ও তাহাদের দালালদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। (জোতদারের বাজেয়াপ্তিত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে)।

(৫) সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রয়ত্ব করা হইবে এবং রাষ্ট্র নিজেই তাহা পরিচালনা করিবে।

(৬) সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে, মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপ করিয়া রাষ্ট্র নিজেই ইহা রক্ষা করিবে বরং নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পদ আহরণ করিবে।

(৭) রেলওয়ে, জাহাজ বিমান কোম্পনী, অস্ত্রের কারখানা, বিদুৎ শিল্প ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকিবে।

(৮) যে সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহা সম্পূর্ণরুপে রাষ্ট্রের মালিকানায় রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৯) পাটশিল্পকে রাষ্ট্রয়ত্ব করা হইবে এবং নিজের মালিকানায় ইহা পরিচালনা করিবে।

কৃষিনীতিঃ

(১) "খোদ" কৃষকের হাতে জামি" এই নীতির ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হইবে। বিপ্লবের পর সমস্ত জমি পুনরায় জরিপ করিয়া বর্তমানে জমি রেকর্ড ও খতিয়ানের ব্যাপারে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে রাষ্ট্র তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিবে।

(২) জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হইবে। জোতদার ও তাহাদের দালালদের সমস্ত জমি ও চাষের যন্ত্রপাতি রাষ্ট্র দখল করিবে এবং উহা বিনামূল্যে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(৩) সরকারের সকল খাস জমি রাষ্ট্র দখল করিবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবে।

(৪) কৃষকদের মধ্যে বন্টনকৃত জমির প্রতি তাহাদের স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) সকল প্রকার বর্গা প্রথা বিলোপসাধন করা হইবে। রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত দৈনিক মজুরী দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু চাষের যন্ত্রপাতি ও কৃষি উৎপাদনে আবশ্যকীয় অন্যান্য সামগ্রী জমির মালিককে বহন করিতে হইবে।

(৬) স্থানীয় পরিস্থিতিসাপেক্ষে জমির মালিকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ জমি সংরক্ষণের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। ধনী কৃষকের নিকট হইতে এলাকা অনুযায়ী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট উচ্চতম সীমার অতিরিক্ত জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(২) খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ক্ষেতমজুরদের বাঁচার উপযোগী নিম্নতর মজুরী নির্ধারণকরা হইবে।

(৮)অকৃষক বিধবা (এই অকৃষক বিধবা বলিতে কোন কৃষক পরিবারের বিধবাকে বুঝাইবে না)। শিক্ষক, কুটিরশিল্পী, ছোট দোকানদার প্রভৃতির হাতে বর্তমানে যে জমি রহিয়াছে সেই সম্পর্কে জনগণতান্ত্রিকরাষ্ট্রের নীতি হইবেঃ

(ক) মুক্ত এলাকায় যদি ইহাদের অবস্থান হয় (যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) সেই এলাকায় অথবা সারা পূর্ব বাংলাব্যাপী জনগণতান্ত্রি বিপ্লব সুসম্পন্ন হইবার পর তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া রাষ্ট্র জমি ক্রয় করিয়া লইবে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিকট বিতরণ করিবে। কিন্তু রাষ্ট্র তাহাদের জীবন ধারণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্তান অথবা তাহারা যে পেশায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে তাহারা পরিবারের ভরণ-পোষণের উপযোগী আয় যাহাতে করিতে পারেন রাষ্ট্র অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুম্পন্ন হওয়ার পূর্বে অকৃষক বিধবা, শিক্ষক, কুটির শিল্প, ছোট দোকানদার, শহরে কার্য্যরত শ্রমিক, স্বল্প আয়ভোগী ব্যক্তিদের জমি যে অবস্তায় রহিয়াছে সেই অবস্থাতেই থাকিবে। কিন্তু বর্গাপ্রথার মাধ্যমে জমি চাষাবাদ করিতে দেওয়া হইবে না-উপযুক্ত মজুরী দিয়া ক্ষেতমজুর নিয়োগ করিয়া জমি চাষ করা যাইবে।

(৯) (ক) খাজনা প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা হইলে। খাজনার পরিবর্তে উৎপাদনের উপর কৃষি আয়কর প্রথা চালু করা হইবে। ফসল না হইলে অথবা উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলে আয়কর দিতে হইবে না। ফসল উৎপাদনের পর কৃষকদের সাধারণভাবে খাওয়া-পরার পর যাহা থাকিবে, তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইবে। কৃষকদের আয়কর ফসলে লওয়া হইবে। এই আয়কর ধার্য্য করিবে মূলতঃ কৃষক প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত ইউনিয়ন গণপরিষদ।

(খ) গরীব ও মাঝারী কৃষকের সকল বকেয়া খাজনা ও সুদসহ ঋণ মওকুফ করা হইবে।

(গ) নদী শিকস্তি জমির জন্য কোন আয়কর দিতে হইবে না এবং ইহার উপর কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হইবে না বা নদী-নালা জমি-জমা ও ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১০) হাট-বাজার, ঘাট, বন, পাহাড় বিল প্রভৃতিতে যে ইজারাদারী, মহালদারী ও কনট্রাক্ট প্রথা চালু রহিয়াছে এবং মধ্যস্বত্ব ভোগ করিবার যে অধিকার বর্তমান ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়ার বিধান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বিলোপ করা হইবে।

(খ) হাট-বাজারে জনসাধারণের খুচরা বেচা-কেনার উপর তোলা বা কর বিলুপ্ত করা হইবে। রাষ্ট্র নিজেই ইহা সংরক্ষণ করিবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। হাট-বাজার যথাযথ সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন সাধনের জন্য পাইকারী ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য্য করা হইবে।

(গ) বন, পাহাড়, বিল, হাওর, নদী সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। যাহারা নিজের হাতে শ্রমকাজ করিবেন, রাষ্ট্র তাহাদের সামান্য করের বিনিময়ে বন-পাহাড়ে, বাঁশ, ছন, গাছ, কাঠ কাটিবার এবং বিলে ও জলাশয়ে মাছ দরিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(১১) রাষ্ট্র সকল প্রকার মহাজনী বাতিল করিবে। মহাজনদের সকল সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(খ) রাষ্ট্র কৃষকদের প্রয়োজনসাপেক্ষে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী যথা গরু, বীজ, সার, আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য বিনা সুদে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে।

(১২) রাষ্ট্র কৃষকদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক স্বার্থে আধুনিক যান্ত্রিক চাষ ও যৌথ সমবায় প্রথা প্রবর্তনের জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিবে যাহাতে কৃষকের নিজেরা স্বেচ্ছামূলকভাবে এই পথ গ্রহণ করে। কৃষকেরা স্বেচ্ছায় যৌথ সমবায় প্রথার রাজী হইলে তাহাদের রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সস্তা দামে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে। খাস জমি বন্টনের ব্যাপারে যৌথ সমবায় অংশগ্রহণকারী কৃষককে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই সমস্ত যৌথ সমবায় অবশ্যই কৃষকদের নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে-রাষ্ট্র এই ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেনা।

(১৩) কৃষকদের ফসলের জন্য প্রকৃতির উপর যাহাতে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আধুনিক জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে বিপ্লবোত্তর অবস্থায় রাষ্ট্র প্রথম ও প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করিবে। বিশ্বের সকল দেশ বিশেষ করিয়া গণচীনের সাহায্য লইয়া আমাদের দেশের অফুরন্ত জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া পূর্ব বাংলার বন্যা সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা হইবে।

(১৫) কৃষকেরা তাহাদের অর্থকরী ফসল যেমন পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতির ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে, রাষ্ট্র তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবে। বিশেষ করিয়া কৃষক পাটের ন্যায্য দাম যাহাতে পাইতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্র সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে তাহা পথ এই যে, পাট বেচাকেনার ও অন্যান্য খরচ বাদে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাপ্ত পূর্ণ মূল্য রাষ্ট্র কৃষককে প্রদান করিবে। দেশের শিল্পে ব্যবহার্য্য পাটের মূল্যও নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাপ্ত পূর্ণ মূল্য রাষ্ট্র কৃষককে প্রদান করিবে। দেশের শিল্পে ব্যবহার্য্য পাটের মূল্যও নির্ধারিত হইবে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মূল্যের সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া। এইভাবে কৃষকের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

(১৬) শিল্পে ব্যবহার্য্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবে।

শিল্পনীতিঃ

(১) জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের চরিত্র হইবে সামজতান্ত্রিক এবং ইহা সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে। কিন্তু জনগণের জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না এমন ব্যক্তিগন মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র বাধা প্রদান করিবে না।

(২) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় মূল ও ভারী শিল্প গড়া হইবে।

(৩) বিদ্যুৎশক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কল-কব্জা নির্মানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(৪) বিলাশদ্রব্য উৎপাদন নিরুৎসাহ করা হইবে।

(৫) (ক) ক্ষুদ্র শিল্প, যথা-তাঁত ও লবণ শিল্প সংরক্ষণ করার জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (খ) পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও বয়ন শিল্প যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে ও উন্নত শিল্পে পরিণত হইতে পারে,

সেইজন্য রাষ্ট্র তাঁতীদের নিয়ন্ত্রিত স্বল্পমূল্যে সুতা সরবরাহ করিবে। (গ) পূর্ব বাংলার লবণশিল্প ও ক্ষুদে লবণ উৎপাদকেরা যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র লবণ কর বাতিল করিবে ও বিদেশ হইতে লবণ আমদানী নিষিদ্ধ করিবে। লবণ চাষীরা যদি জোতদারের জমিতে লবণ চাষ করে তাহা হইলে উক্ত জোতদারের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। জোতদার নয় এমন জমির মালিকদের জমিও উপযুক্ত মূল্য দিয়া রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া লইবে এবং লবণ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিবে। এইভাবে লবণ উৎপাদনের উপযোগী জমির উপর প্রকৃত লবণ চাষীর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। লবণ চাষীরা যাহাতে যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে সেইজন্য রাষ্ট্র তাহাদের উৎসাহ প্রদান করিবে।

(৬) বনজ শিল্প সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৭) পূর্ব বাংলার খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর রাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে। পূর্ব বাংলার ভূগর্ভে কয়লা, তৈল, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে রাষ্ট্র ব্যাপক অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও খননকার্য্যের মাধ্যমে তাহা আহরণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

(৮) নদী-নালা, খাল-হাওর-বিলের দেশ পূর্ব বাংলার মৎস্য শিল্প গড়িয়া তুলিবার জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে যত্নবান হইবে। এই জন্য মাছ ধরা ও মাছ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলিতেছে তাহা দূর করা হইবে এবং ইহাকে পূর্ব বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও লাভজনক শিল্পে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেঃ

(ক) মৎস্য চাষের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কৃত্রিম উপায়ে মৎষ্য প্রজননের ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওরে জেলেদের মাছ ধরার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বল্পমূল্যে তাহাদের সরবরাহ করা হইবে। ‘‘জাল যার জল তার’’ এই নীতির ভিত্তিতে ইজারাদারী প্রথা ও জলকর গ্রহণ প্রত্যাহার করা হইবে।

(গ) বড় বড় নদী, গভীর সমুদ্রে রাষ্ট্র নিজেই সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মাছ ধরার ব্যবস্থা করিবে।

(ঘ) মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোলড ষ্টোরেজ ও দেশী-বিদেশী বাজারে চালান দিবার জন্য পরিবহনের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ঙ) আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য যাহাতে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তাহার উপর রাষ্ট্র বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিবে ও মৎস্য রপ্তানী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৯) বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়নকল্পে আণবিক প্রকল্প নির্মাণ করা হ্ইবে।

(১০) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও গ্যাস শিল্পের উন্নয়ন করা হইবে।

(১১) সমস্ত শহর ও গ্রামঞ্চলকে বৈদ্যুতিকরণ করা হইবে।

শ্রমনীতিঃ

শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের এবং ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নেতা হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রমনীতি নির্ধারিত হইবে। ইহার রুপরেখা হইবেঃ

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পরিপূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(২) পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা ও ধর্মঘট করার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনা ও জনগণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার বিরোধসমূহ মীমাংসা করা হইবে।

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ শ্রমিক কর্মচারী ও রাষ্ট্র যৌথভাবে পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি যৌথভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ, শিল্পের সম্প্রসারণ ও দেশের সার্বিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমিকদের বেতন এবং আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবে।

(৫) সকল শ্রমিকের জন্য বিনা ভাড়ায় পারিবারিক বাসস্থান, বিনা খরচে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও বিনা পয়সায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য রাষ্ট্র বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। মহিলা শ্রমিকদের জন্য প্রসবকলীন সবেতন ছুটি ও প্রসূতি ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) রোগ-ব্যাধি, কর্মক্ষমতা লোপ, বার্ধক্য ও অবসর গ্রহণকালে শ্রমিক ও কর্মচারীদের যত্ন, সাহায্যদান ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৭) খাদ্য দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের সহিত সমতা বিধান করিয়া শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতর মজুরী নির্ধারণ করা হইবে। এই নিম্নতম মজুরী এমন হইবে যাহাতে শুধু শ্রমিকেরা নিজেরাই নয়, তাহাদের পরিবার পরিজনসহ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে পারে।

(৮) একই সুযোগ সুবিধাসহ বিকল্প কর্মসংস্থান ব্যতীত শ্রমিক ছাঁটাই করা চলিবে না। শ্রমিকদের চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা চলিবে না, তবে শ্রমিকেরা কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহার জন্য তাহাদের সংশোধনের দায়িত্ব শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গ্রহণ করিবে।

(৯) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

(১০) সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নিম্ন বেতনের ব্যবধান হ্রাস করা হইবে। সকল পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ব্যবধানও হ্রাস করা হইবে।

শিল্পে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রসঙ্গেঃ

(১) রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, পুঁজির বিকাশ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাধীনতা প্রদান করিবে, কিন্তু ইহা যাহাতে জনগণের জীবনধারণের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তাহার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ক্ষুদ্র শিল্প ও হস্ত শিল্প পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন করা হইবে এবং এই উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য শিল্প ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ছোট পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করিবে।

(৩) এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মাফিক হইতে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বহির্ভূত অথবা ঐ পরিকল্পনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য রাষ্ট্র অনুমতি দেবে না।

(৪) দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দান ও সংরক্ষণের অনুকূল শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৫)এই সমস্ত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হইবে।

ব্যবসা ও বানিজ্যঃ

(১) সকল বৈদেশিক বানিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(২)পারস্পরিক স্বার্থ ও সমতার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যাইবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত বিশেষ করিয়া গণচীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নয়ন ও বাণিজ্য ও সম্প্রসারণ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

(৩) পাট ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(৪) কৃষকের অন্যান্য অর্থকরী ফসল যথা- ইক্ষু, হলুদ, পান, আলু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং দেশী-বিদেশী বাজারের পরিপ্রক্ষিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে। সকল কৃষি পন্যের বিক্রয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) মূল খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। মূল খাদ্যশস্যের কৃষকের শ্রম, উৎপাদনের খরচ, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও দেশী-বিদেশী বাজারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নির্ধারিত হইবে।

(৬) ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(৭) রাষ্ট্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিত্যপ্রয়োজীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

ফিন্যান্স (অর্থ, মুদ্রা, কর):

(১) সাম্রাজ্যবাদের অধীন মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া স্বাধীন মুদ্রা প্রবর্তন করা হইবে।

(২) অপ্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ব্যাংক জনগণের উপর যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতিল করা হইবে।

(৩) জনগণতান্ত্রিক সরকারের কর নির্দ্ধাণের নীতি হইবে-''যাহারা আয় যত বেশী, ট্যাক্সের হারও তত বেশী''।

যোগাযোগ ও পরিবহনঃ

যথাযথ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার ফলে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নিরসনকল্পে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেঃ

(১) পূবর্ব বাংলার মূল যোগযোগ ব্যবস্থা-জলপথসমূহকে নৌচলাচলের উপযোগী করার জন্য নদী ও খালসমূহের সংস্কারসাধন করা হইবে।

(২) নৌ-যানসমূহ, বিশেষ করিয়া দেশী নৌকাকে আধুনিকীকরণ করা হইবে।

(৩) রেলপথ সম্প্রসারণ ও রেলওয়ে ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করা হইবে।

(৪) সকল যানবাহন চলাচলের উপযোগী সারা দেশব্যাপী সড়ক নির্মাণ করা হইবে, যাহাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্য্যন্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

(৫) দেশের উত্তরাঞ্চলের সহিত পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা হইবে।

(৬) বিপ্লবের পর প্রধান যানবাহন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে এবং 'লাভেও নয়-লোকসানেও নয়' এই নীতির ভিত্তিতে উক্ত শিল্প পরিচালিত হইবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র যানবাহন বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রয়াত্ত করা সম্ভব হইবে না, তাহার ভাড়ার হার হ্রাস করা হইবে।

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতি রুপরেখা

জনগণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইবে নিম্নরুপঃ

(১) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করিয়া এমনভাবে ঢালিয়া সাজানো হইবে, যাহাতে ইহা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির সেবাদাসে পরিণত না করিয়া সৃষ্টি করিবে দেশকর্মী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞান কর্মী, কারিগরি ও উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী দক্ষ শ্রমিক বাহিনী। এই শিক্ষাব্যবস্থা হইবে এমনি যাহা তরুণ শিক্ষার্থীদের তাহাদের স্বদেশভূমি ও পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সহিত পরিচিত ও একাত্ম করিবে, দেশমাতৃকা ও তাহার জনগণের বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সঞ্চার করিবে সুগভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, যাহা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালদের প্রতিও সৃষ্টি করিবে অপরিসীম ঘৃণা। এই শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবে জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাই হইবেই জনগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মন সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিষবাষ্প হইতে মুক্ত হইবে। তাহারা উদ্ধুদ্ধ হইবে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে।

(২) পূর্ব বাংলার বুক হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপকে চিরতরে নির্মূল করা হইবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য গণশিক্ষার প্রসার করা হইবে। উক্ত শিক্ষা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে না-ইহার সুযোগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে।

প্রতিটি নাগরিকের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার তারতম্য যথা-কিন্ডারগার্টেন, পাবলিক স্কুল প্রভৃতি বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রমিক-কৃষকের সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র পর্যাপ্ত স্কলারশীপের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) প্রচলিত শিক্ষা সিলেবাসকে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মসূচীর সহিত সঙ্গতি বিধান করিয়া পরিবর্তন করা হইবে। অনাবশ্যক সিলেবাসের বোঝা কমানো হইবে এবং ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন রদ করা হইবে। বর্তমানে পরীক্ষাসমূহের পদ্ধতিরও সংস্কারসাধন করা হইবে।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ প্রদান করা হইবে। প্রতিটি জেলায় অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রতিটি থানায় অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া কৃষি কলেজ, টেকনিক্যাল, পলিটেকনিক্যাল, উইভিং, ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন করা হইবে।

(৬) বিভিন্ন কল-কারখানার মেকানিক, যানবাহন চালনা, দর্জির কাজ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অপারেটর, রেডিও মেকানিজম, সিনেমা শিল্পের কারিগর প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে।

(৭) বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম করা হইবে। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বইসমূহ দ্রুত বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব বাংলার অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিরা যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৮) রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রকাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হইবে।

(৯) যে সমস্ত তরুণ তাহাদের শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রাখিয়া বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবোত্তর যুগে তাহাদের শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চরম অবহেলিত শিক্ষক সম্প্রদায় বিপ্লবের পরে জনগণতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তাঁহারা যাহাতে নির্ভাবনায় তাঁহাদের শিক্ষকতা ও গবেষণা কার্য্য এবং প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারেন, সেই জন্য রাষ্ট্র তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত বেতন ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা-প্রদান করিবে।

(১১) বর্তমানে পচাগলা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক যে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে করা হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারাবিরোধী জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এমন ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করিতে পারে। এই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রধান ও নেতৃস্থানীয় উপাদান হইবে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও সংস্কৃতি, যাহাতে ইহা দ্রুত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে এবং সমজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কার্য্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

(১২) বাঙালী জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই জাতীয় সংস্কৃতি পূর্ব বাংলার গোটা জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতময় জীবন ও নিরস্বর শ্রেণী সংগ্রামের একটি সার্থক দর্পণ হইবে।

(১৩) বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রাষ্ট্র পরম নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষণ করিবে-ইহার মধ্যে যে অংশ বিপ্লবের সাহায়ক হইবে, তাহার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইবে, যে অংশ-সংগ্রাম ও শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যাইবে, তাহা জনগণের নিকট সমালোচনা সহকারে তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু রাষ্ট্র মাইকেল , রবীন্দ্র, নজরুল বা অন্য ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না।

(১৪) বিদেশের যে সকল শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানবজাতির সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার সারবস্তু আত্মস্থ করিবার জন্য অনুশীলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ইহার সম্পর্কেও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনা তুলিয়া ধরা হইবে।

(১৫) সকল প্রকার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি রোধের জন্য এবং তাহার বিনাশসাধনের জন্য রাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবে।

(১৬) সকল জাতীয় সংখ্যালঘুদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(১৭) নোংরা মার্কিনী সিনেমা, অশ্লীল, পত্র-পত্রিকা ও গণবিরোধী সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কার্যকে উৎখাত করা হইবে ও নিষ্ঠুর হস্তে দমন করা হইবে।

(১৮) সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য যাহারা প্রচেষ্টা চালাইবে রাষ্ট্র কঠোর হস্তে তাহাদের দমন করিবে।

(১৯) সাহিত্য ও শিল্পের সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে প্রতিটি নাগরিককে অবাধ সুযোগ করা হইবে।

(২০) বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক ও শিল্পীদের সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এবং তাহারা যাহাতে নিরুদ্বেগে তাঁহাদের সৃজনশীল কাজ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, রাষ্ট্র তাহার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২১) মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও তাহার সর্বোচ্চরুপ মাও সে-তুঙের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান ও জনগণকে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্র মার্কসবাদকে বিকৃতকারী সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদ ভাবাদর্শে পূর্ণ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করিবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাঃ (১) স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের আন্দোলন গড়িয়া তোলা, জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, মহামারী নিরোধের স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের একই ধরনের চিকিৎসার সুযোগপ্রাপ্তির প্রশ্নে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা বিলুপ্ত করা হইবে।

(৩) ‘‘জনগণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সর্বপ্রকার ঔষধ সরবরাহ’’ এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিটি ইউনিয়নে অন্ততঃপক্ষে একটি সর্বাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদিসহ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ঔষধ শিল্প ও ঔষধ ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেহ ঔষধ ব্যবসা করিতে পারিবে না।

(৫) ঔষধ প্রস্তুতের জন্য দেশজ গাছ-গাছড়া বিদেশে রপ্তানী না করিয়া উহার উপাদান হইতে ঔষধ প্রস্তুত করার ব্যাপক কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে এবং উহার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ঔষধ শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) পূর্ব বাংলায় যে ঐতিহ্যবাহী কবিরাজি, হেকিমী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে।

(৭) শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া আন্দোলনের বিকাশ সাধন করা হইবে।

(৮) শহরে ও গ্রামে সর্বত্র বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইবে। সামাজিক নিরাপত্তাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা:

(১) রাষ্ট্র অনাথ, বৃদ্ধ অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। বৃদ্ধদের জন্য ভাতা, প্রত্যেক অন্ধ, আঁতুর ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র নিজ খরচে তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে, কোন স্বাস্থ্যনিবাস বা ক্লিনিক থাকার ব্যবস্থা করিবে। অন্ধ ও আঁতুরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(২) ভিক্ষাবৃত্তি চিরতরে বিলুপ্ত করা হইবে এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান অথবা তাহাদের বেকারভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, জুয়া খেলা, মাতলামি, রাহাজানি, গুন্ডামি চিরতরে সমাজদেহ হইতে উৎপাটিত করা হইবে।

(৫) বেশ্যাবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা হইবে এবং বেশ্যাদের সুচিকিৎসা ও শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যাহাদের জমিজমা, বাড়ী-ঘর নদী ভাঙ্গনের ফলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, রাষ্ট্র তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে।

নারীর অধিকারঃ

(১) রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে। নারীসমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৃত্তিগত মানোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

(২) যে সকল মহিলা পুরুষের অনুরুপ কার্যে নিযুক্ত তাঁহারা সমবেতন, সমমর্যাদা ও অধিকার ভোগ করিবেন।

(৩) মহিলা কর্মীদের উৎকর্ষ বিধান, উপযুক্ত ট্রেনিং ও সক্রিয় সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করা হইবে।

(৪) বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(৫) মহিলা শ্রমিক ও কর্মচারীদের দুই মাসের সমবেতন মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করা হইবে। প্রসূতিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৬) মাতা ও শিশুদের প্রতি রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্রীয় খরচে মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও নার্সারী স্কুল পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকর ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের আহবান	ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	এপ্রিল, ১৯৬৯

জনসংখ্যার ভিত্তিতে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের যৌথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম পরিষদ নির্বাচনের সুপারিশঃ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৬শে মার্চ তাঁহার বেতার ভাষণে ও পরে ১০ই এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, দেশে সামরিক শাসন জারীর পিছনে সামরিক বাহিনীর কোন রাজনৈতিক অভিলাষ নাই বরং প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করাই কেবল তাহার সরকারের লক্ষ্য। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল থাকিলে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার দলীয় বন্ধুরা মনে করি যে, দেশে যেরুপ স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, দেশে সেইরুপ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে। তাই, আমরা মনে করিতেছে, বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন এবং এই জন্য অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে বিশেষ কোন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনার জন্যও আমরা সকল দলমত ও সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

দেশে বর্তমান কোন গণতান্ত্রিক সরকার নাই; কোন শাসনতন্ত্র নাই-ইহাই বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন প্রস্তাব আসিতেছে। যেমন-১৯৫৬ সালের সাবেক শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করা, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবে ধরা, প্রথমবারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ (-------------------) ভোটে শাসনতন্ত্র সংশোধনের অধিকারসহ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা। তা ছাড়া জাতীয় কনভেনশন ও গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করার প্রস্তাবও উঠিতেছে।

শাসনতন্ত্র-সমস্যা সমাধানের তৈয়ারী (-------------------) ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বর্তমান সময়ে দেশবাসীর নিকট কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নাই, অথচ এই দাবী আদায়ে দেশের জনগণকে দীর্ঘকাল হইতে অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সেখানকার জনগণের বিশেষতঃ বেলুচ, পাঠান, সিন্ধিদের স্বায়ত্তশাসন হরণ করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার স্বায়ত্তশাসন হরণ করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করিয়া অগণতান্ত্রিক সংখ্যাসাম্য নীতি কায়েম করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ করিয়াছে।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসাবেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ ইহাতে জনসংখ্যার ভিত্তিকে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নাই।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমবারের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিষয় যাঁহারা সুপারিশ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের সংগেও একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, এইরুপ অধিকার কে কাহাকে দিবে এবং এইরুপ অঙ্গীকার যে রক্ষিত হইবে উহার গ্যারান্টি কোথায়? উপরন্তু ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নমনীয় নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশবাসীকে যে পুনরায় ধোঁকাবাজি দেওয়ার কারসাজি থাকিতে পারে, উহা অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিবে।

জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি স্থির করিয়া গণভোটের দ্বারা উহা গ্রহণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সে বিষয়েও আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, প্রথমতঃ কণভেনশনে সকলের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা নাই। অতীতের ঘটনাই ইহার প্রমাণ। তৃতীয়তঃ কনভেনশনে অংশগ্রহণকারীগণ সকল বিষয়ে ঐক্যমত হইবেন, তাহা আশা না করাই বাঞ্ছনীয়। ঐকমত্য না হইলে নূতন সংকট দেখা দিবে। চতুর্থতঃ গণভোটে বিকল্প থাকিবে কি না এবং থাকিলে কতগুলি বিকল্প থাকিবে উহা স্থির করা দুরুহ ব্যাপার। বিকল্পহীন গণভোট যেরুপ অর্থহীন হইবে, অনুরুপভাবে বহুসংখ্যক বিকল্প থাকিলে এমন জটিলতা দেখা দিবে, যাহা পুনরায় সংকট ডাকিয়া আনিবে।

বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন প্রস্তাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, অবিলম্বে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এইরুপ পরিষদ নির্বাচন করা দরকার, যাহা একই সংগে সার্বভৌম পার্লামেন্ট ও গণপরিষদের যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে। অর্থাৎ দেশ শাসন এবং সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা-এই উভয় দায়ত্বই এই পরিষদ পালন করিবেন।

অতীতের তিক্ত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা স্মরণে রাখিয়া সকলেরই আজ দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে দ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরাইয়া আনা এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়া আসা প্রয়োজন এবং গণপ্রতিনিধিদের হাতেই আস্থার সহিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে এ কথা আমরা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার করিয়া দেশের শাসনতন্ত্র সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। এই তিনটি দাবীকে ধামাচাপা দিয়া প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে এবং জনগন ১১ দফা প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়া ইতিহাসে সৃষ্টিকারী গণঅভ্যুত্থান দেশে ঘটাইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ১১ দফার শাসনতান্ত্রিক দাবীসমূহ (১১ দফার ২, ৩ ও ৪ নং দাবী) সহ মোট পাঁচটি দাবী গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমি ও আমার সহকর্মীগণ মনে করি, ন্যাপ এই সকল দাবী হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং এই দাবীগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে, কোন কোন রাজনৈতিক মহল বর্তমান অবস্থার সুযোগ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী ধামাচাপা দিয়া সমস্যার দ্রুত সমাধানের নামে কৌশলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া।

পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। জনতা সময়ে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে, ইতিহাসে এই সাক্ষ্যই বহন করে।

পরিশেষে আমরা আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসনতন্ত্র রচনার জন্য অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সকল গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে আলোচনা, সমঝোতা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাইতেছি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে সর্বদাই জনগণ ও দেশের স্বার্থকে স্থান দিবে এবং এই জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার প্রস্তুত রহিয়াছে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

নাটোর প্রেস ১২, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ঢাকা-৩ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া সরকারের শিক্ষানীতি এবং বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের সমালোচনা করে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	ছাত্রসমাজ (তিনটি বৃহৎ সংগঠন)	আগষ্ট, ১৯৬৯

শিক্ষানীতির নামে প্রতিক্রিয়াশীলদের মিথ্যা অপপ্রচার সম্পর্কে ছাত্রসমাজের আবেদন

দ্বিতীয় সামরিক সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ সমর্থন করিতে পারে নাই। সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সমর্থক ইসলামী ছাত্রসংঘ নামক একটি তথাকথিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের মুরব্বী জামাতে ইসলাম নামক একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং অযথা ‘‘ইসলাম বিপন্ন’’ প্রভৃতি শ্লোগান তুলিয়া আইয়ুব-মোনায়েম আমলের মতই পুরাতন কায়দায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে বল্গাহীন অপপ্রচার চালাইতে শুরু করিয়াছেন। এই সকল গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে উস্কানিমূলক নগ্ন প্রচারণাও চালাইতেছেন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টাও করিতেছেন শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেশে বর্তমানে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে নস্যাৎ করিবার অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এবং ইহার অর্থ হইতেছে নির্বাচন এবং ১১দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মহল ও দেশবাসীর দাবীসমূহ নস্যাৎ করিবার সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা। প্রকৃতপক্ষ বিগত গণঅভ্যুত্থানের সময় হইতেই জামাতে ইসলাম, ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, পূর্ণ গনতন্ত্র কায়েম ও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবৃত্তদের ন্যায্য দাবীসমূহ তথা ১১ দফার বিরোধীতা করিয়াছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতেই এই সকল গোষ্ঠী বর্তমানে সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষানীতি মতামত প্রদানকারী তথা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মহলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চাইতেছে। তাহাদের এই সকল প্রচারণার জন্য দেশের মসজিদসমূহকে তাহারা ব্যবহার করিতেছে। পবিত্র মসজিদকে ইহারা নিজেদের গণবিরোধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহাদের রাজনৈতিক আখড়ায় পরিণত করিয়াছে।

সকলেই এ কথা জানেন যে, সরকার প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে খোলাখুলি মতামত প্রদানের আহবান জানান। এই অভিমত লিখিতভাবে সরকারের নিকট পেশ করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (-------------) উদ্যোগে বিগত ১২ আগষ্ট শিক্ষানীতির উপর একটি আলোচনা সভা সেমিনার) আহবান করা হয়। এই আলোচনা সভায় যখন ‘ভাষা’ বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, সে সময় ইসলামী ছাত্রসংঘের কতিপয় সদস্য আকস্মিকভাবে গোলযোগ শুরু করে এবং বক্তা ও শ্রোতাদের আক্রমণ করে। ফলে সাধারণ ছাত্রসহ উদ্যোক্তদের কেহ আহত হয়। সকলে আলোচনা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও ইসলামী ছাত্রসংঘের আক্রমণ বন্ধ হয় না। ফলে অনিবার্যভাবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষের দুখঃজনক পরিণতি হিসাবে আবদুল মালেকের জীবনাবসান ঘটে। আমরা মালেকের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছি এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনা সভায় গুন্ডাবাজির পশ্চাতে যে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে ইহাও উন্মোচন করা প্রয়োজন মনে করি।

ইসলাম ছাত্রসংঘ প্রচার করিয়াছে যে, সেমিনারে ইসলাম বিরোধী ভাষণ দেওয়া হইতেছিল এবং তাহাদের বক্তৃতাদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাদের এই প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব সামদুদ্দোহা যখন খসড়া শিক্ষানীতির বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া ভাষার বিষয় বক্তৃতা করিতেছিলাম সে সময়ই তাহারা আক্রমণ করিয়া বসে। সেমিনারে বক্তৃতা করিবার জন্য সেমিনারের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের অনুমতি চাহিয়া তাহারা নিরাশ হইয়াছে এইরুপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রসমূহে এমনকি প্রেস ট্রাষ্টের পত্রিকাসমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণকারীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন ও বালির বাঁধের পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্যই ইসলাম বিপন্ন ও সেমিনারে বক্তৃতা দানের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যদের বক্তৃতার সময় লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। সেমিনারের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধীতা করিবার ফলেই ইসলামী ছাত্রসংঘ তাহাদের রাজনৈতিক মুরব্বীগণ গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহা বর্তমানে সকলেরই জানা আছে যে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজ কেন খসড়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছে। আমরা মনে করি যে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি আমাদের আশা-আকাঙ্খার অনুরুপ হয় নাই। এই শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষানীতি কার্যকরী করা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমাদের অভিমত পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘ইসলাম’ ও ‘পাকিস্তানের সংহতির’ বিরোধিতা করার জন্যই আমরা শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিতেছি ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার বরং আমাদের দাবী হইল দেশের সংহতি রক্ষা ও সে জন্য সকল ভাষাভাষী জাতীয়সমূহের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্বীকারের মাধ্যমে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির অর্থ ইসলাম বিরোধিতা নয়, বরং সকল ধর্মালম্বীর ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা ও প্রয়োজনমত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও চালু রাখা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই সকল বক্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবেই ইসলামবিরোধী হিসাবে মিথ্যা প্রচার করিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে আমরা দেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, অভিভাবকমন্ডলী, গণতান্ত্রিকমহল ও সর্বোপরী শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা আপমর জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারণা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আসুন। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতীতের অভিজ্ঞতাই ইহার প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে সকলকে সর্তক ও হুঁশিয়ার থাকিবার জন্য আমরা আহবান জানাইতেছি।

সামসুদ্দোহা	তোফায়েল আহমদ	মোস্তফা জামাল হায়দার
সভাপতি,	সভাপতি,	সভাপতি,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র, লীগ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
নুরুল ইসলাম	আঃ সঃ মঃ আবদুর রব	মাহবুব উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক।	সাধারণ সম্পাদক।	সাধারণ সম্পাদক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নীতি ও কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১লা আগষ্ট, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা
(ম্যানিফেষ্টো)

তাজউদ্দীন আহমদ
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

[১৯৬৪ সনের মার্চ, ১৯৬৬ সনের মার্চ ও ১৯৬৭ সনের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনসমূহ গৃহীত সংশোধনীনিচয় অন্তভুক্ত করিয়া এই 'নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা' (ম্যানিফেষ্টো) তৃতীয় প্রকাশরুপে পুর্নমুদ্রণ করা হইল।

ভূমিকা

স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান কায়েম করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে সুবিচার ও ন্যায়-নীতিভিত্তিক এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে-যেখানে জনগণের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ মানোন্নয়নের মাধ্যমে এক সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়া উঠিবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই আশায় যে, এখানে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বা কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া দেশের সমগ্র জণসাধারণের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হইবে, তাহাদের সর্বাত্মক কল্যাণ ব্যয়িত হইবে। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল যে, এখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সহজ, সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশা করিয়াছিল চিন্তার ও চিন্তাধারা প্রকাশের পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, পাক স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার স্বাধীতা এবং অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা; আশা করা গিয়াছিল অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও জনগণের ভোগের সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা।

কিন্তু দেশবাসী মর্মান্তিকভাবে হতাশ হইয়াছে, -তাহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহারা এই সকল মৌলিক অধিকার ভোগের অধিকার পায় নাই। জনগণের এইসব অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও উপভোগের জন্য যে সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এ দেশে কার্যকরী করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ক্ষমতা লোভী একদল চক্রান্তকারী, এক সংকীর্ণ আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং স্বার্থসর্বস্ব একটি সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শ্রেণী সম্মিলিতভাবে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের প্রতিটি প্রচেষ্ঠা বানচাল করিয়া দিয়াছে। এই স্বার্থপর কুচক্রীদলের দেশ ও গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের নজিরের অভাব নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে এ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্ততি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

এই অশুভ চক্রের তৎপরতার ও প্রাধান্যের ফলেই ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়া এবং পাকিস্তানের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এক বিরাট পাহাড় সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আজ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমাদের,-আমাদিগকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব দেশকে এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অর্থাৎ এ দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েম করিবার জন্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জেল-জুলুম ও অন্য সকল প্রকার প্রতিবন্ধককে সহ্য ও অগ্রাহ্য করিয়া জন্মাবধি আওয়ামী লীগ এই মহান উদ্দেশ্য হাসিল ও বাস্তবায়নের পথ দৃঢ় ও নিরলস সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আওয়ামী লীগের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের অন্ততঃ কিছুটা মৌখিক স্বীকৃতি সকল মহলই প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা মৌলিক স্বীকৃতি মাত্র, কার্যতঃ সর্বক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বাত্তশাসনের দাবী অবশ্যই যুক্তিপূর্ন ও গ্রহণযেগ্য। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে এই অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই অঞ্চলের স্বাভাবিক যোগযোগ ব্যাপারে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা ও অপরিহার্য্যতা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অকাট্যরুপে প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে, কারণ, ইহাই পাকিস্তানের সকল জনগণের দাবী এবং 'জনগণের নির্দেশই সকল ব্যবস্থার উৎস'।

শাসনতান্ত্রিক আদর্শ

আওয়ামী লীগ জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করে যে, জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তিই তাহাদের নিজ কার্য্যকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট সর্বতোভাবে দায়ী হইবে।

উল্লিখিত মূল নীতিসমূহের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন,শাসনকার্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ বর্তমানে সর্বাধিক প্রয়োজন। শুধু এই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব ব্যবস্থার মাধ্যমেই পাকিস্তানের সংহতি, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তাও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

রাষ্ট্রে সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও মতনির্বিশেষে নারী-পুরুষ প্রত্যেক নাগরিক ১৮ বৎসর বয়সে ভোটাধিকার লাভ করিবে এবং ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে যে কোন ভোটার নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকারী হইবে। নির্বাচন স্বাধীনভাবে এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে।

মৌলিক অধিকার

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, মত ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত প্রতিটি অধিকার ভোগের অধিকারী হইবে। নাগরিকদের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু জীবনযাপনের অধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ন্যায়সঙ্গত ও সহজ উপায়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকই আইনসঙ্গত সকল অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে ভোগ করিবে। অল্প ব্যয়ে দ্রুত ও সহজ উপায়ে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিককে তাহার সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, যাহাতে সে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করিতে পারে ও সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধন করিতে পারে। মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, বই-পুস্তক, সংবাদপত্র ও প্রচারপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, সমবেত হইবার ও সংগঠন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা থাকিতে হইবে। উপযুক্ত ও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত কাহাকেও গ্রেফতার করা ও বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না।

একমাত্র যুদ্ধকালীন সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এই সকল অীধকার খর্ব করা হইবে না। 'জরুরী অবস্থার' অজুহাতে অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের অধিকার খর্ব করা চলিবে না।

সর্বোপরি আওয়ামী লীগ হিন্দু-মুসলিম, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিভেদ ও বিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিরোধী। আওয়ামী লীগ ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও মত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস, ইহা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাথমিক শর্ত।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরুপে পৃথক থাকিবে। শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার বিধান থাকিবে। বিচার বিভাগের যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবঃ

ইহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং ইহা প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগঠন সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। এখানে বিশেষভাবে কতিপয় প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতেছে-যেগুলিকে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে :

* পাকিস্তান হইবে একটি "ফেডারেশন" বা যুক্তরাষ্ট্র। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনা অবকাশ নাই, -ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই উভয় অঞ্চকে পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরাকর হইবে 'পার্লামেন্টারী' ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইন সভা সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

* যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে, -যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

* সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা

বিশেষ ব্যবস্থা শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রুপে গৃহীত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃকত্বাধীন '' ষ্টেট ব্যাঙ্কের'' পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি ''রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'' থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

* শাসনসম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্য এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্য কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোন ক্ষমতা অর্পনের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃতি অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

* যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাবে রক্ষা করিতে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিই মিটাইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত রাখিয়া অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

* আঞ্চিলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আদা সামরিক বা অঞ্চলের সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

শাসনতন্ত্রে কার্য্যকরী এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হইবে যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সামরিক ও বেসামরিক চাকুরিতে উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুপাতে নিযুক্ত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও বিভাগসমূহ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়, বিনিয়োগ ও নির্মাণকার্য এমণভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুপাতে নিযুক্ত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও বিভাগসমূহ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যয়, বিনিয়োগ ও নির্মাণকার্য এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লোক জনসংখ্যার অনুপাতে সমান সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক আদর্শ

আওয়ামী লীগের আদর্শ স্বাধীন, শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্দশার হাত হইতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠানকল্পে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শিল্প ;

যুগ যুগ ধরিয়া নির্মম শোষণের ফলে পাকিস্তান সামগ্রিকভাবে অনুন্নত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। দেশের মানোন্নয়নের জন্য ইহার প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদের ব্যবহার দ্বারা সুষমভাবে দেশকে শিল্পায়িত করা আওয়ামী

লীগের আশু লক্ষ্য। শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কোন প্রকারের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করা হইবে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন সরবরাহ ও অন্য সকল ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। ভৌগোলিক অবস্থা, ভূমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর শিল্পায়িত করা ব্যাপক পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল, ভারী ও বৃহৎ শিল্প, যথা, -খনিজ শিল্প, ইস্পাত শিল্প, সমর শিল্প, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক শিল্প,- জাতীয়করণ করিতে হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার ভার রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক, বীমা, গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন ও যোগযোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও জাতীয়করণ করা হইবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রত্তাধীনে পরিচালিত হইবে।

পাকিস্তান, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মতজনবহুল কৃষিপ্রধান দেশে কুটির শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সাফল্য অনস্বীকার্য্য। সহজ অর্থনীতির খাতিরে কুটির শিল্পকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। দেশের সকল অঞ্চলে উহার বহুল প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে চলতি ও ক্ষীয়মান কুটির শিল্পকে টিকাইয়া রাখার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন ও প্রয়োজনীয় কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কৃষি :

কৃষি উন্নয়নের জন্য যে সকল স্বভাবজাত উপাদানের প্রয়োজন পাকিস্তান, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান সেই সকল উপাদানে সমৃদ্ধ। কিন্তু স্বভাবজাত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও এই দেশের কৃষক সমাজ কঠিন দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত ও মুমূর্ষু। এই বেদনাদায়ক অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সভ্য পর্যায়ে আনয়নের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক ও বহুমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগৌণ কার্যকরী করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান। এই ভূমি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে দেশে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি কৃষকের জমির পরিমাণ এত অল্প এবং তাহাও এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিক্ষিপ্ত যে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ ব্যতীত এখানে কৃষির উন্নয়নের কোন উপায় নাই। অতিসত্বর দেশের সর্বত্র যৌথ খামার সৃষ্টি করিতে হইবে। কৃষি ব্যাঙ্কের, সমবায় ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য কৃষি ঋণের টাকা কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বিতরণ না করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষির জন্য উহা ব্যয় করা উচিত। ইহার ফলে কৃষকদের প্রধান সমস্যা মূলধন সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সম্ভব হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থার ফলে আধুনিক চাষ ও জলসেচের যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নত বীজ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা সহজ হইবে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার যন্ত্রপাতি পূর্ব পাকিস্তানে প্রস্ত্তত করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহের, জমিতে সার প্রদানের ও সেচ ব্যবস্থার এবং গবাদি পশুর উন্নতির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকারের পোকা-মাকড় ও রোগের ফলে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতির উপযুক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে।

সরকার কর্তৃক পর্য্যাপ্ত সংখ্যক আদর্শ খামার প্রচলিত করিয়া কৃষকদিগকে কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি উন্নয়নের আধুনিক পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে।

পাটঃ

পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিতে হইবে। সরকারী তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত একটি পাট-ক্রয় ও রফতানীকারী প্রতিষ্ঠানের পর্য্যাপ্তসংখ্যক শাখার মাধ্যমে কৃষকদের পাট সরাসরিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকিবে না। তবে পাট বিক্রয় ও রফতানীর মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হইবে উহা পাট-চাষীদের কল্যাণে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের গবেষণায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করিতে হইবে। পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা এত দিন আংশিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সামগ্রিক আবশ্যক। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন থাকিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের সমস্ত পাট ক্রয় করিতে সক্ষম হয়।

বন্যাঃ

সাম্প্রতিককালে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা একটি জাতীয় বিপর্য্যায় ও সঙ্কটরুপে দেখা গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষার শুরুতে উত্তরের নদীপথে বন্যা আসিয়া এক ধ্বংস-যজ্ঞের সৃষ্টি করে। অপর দিকে দক্ষিণের সমুদ্র হইতে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বস ও লবণাক্ত পানি সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাসমূহের ধন-প্রাণ ও শস্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট ও পরবর্তীকালীন উপদেষ্টাদের মতামতের আলোকে একটি সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা রচনায় সত্বর হাত দিতে হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যারুপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

খাজনা ও ভূমি ব্যবস্থাঃ

কৃষি ও কৃষকের মানোন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার আশু প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত ভূ-স্বামীদের উচ্ছেদ সাধন করা হইলেও সামন্তবাদী অবস্থা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। সদা বর্ধিষ্ণু উচ্চহারের খাজনা, গুরুভার বিবিধ কর ও আদায়কারী আমলাদের হৃদয়হীন জুলুমবাজী ও অবৈধ উশূল কৃষককুলকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই অভিশাপের নাগপাশ হইতে ক্লেশ জর্জরিত কৃষককুলকে মুক্ত করিবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে (পঁচিশ) বিঘা জমির মালিক প্রত্যেক কৃষকের জমির খাজানা মওকুফ করিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে নূতন ভূমি ব্যবস্থা কায়েম সকল কৃষকের জমির খাজানা মওকুফ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রমিকদের অধিকারঃ

আন্তজার্তিক শ্রমিক সংস্থার গৃহীত সুপারিশ ও কনভেনশনের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সকল প্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেক শ্রমিকের, সুষ্ঠু, উন্নত ও সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবনযাত্রার মান ও ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের চাকুরীর নিরাপত্তা প্রদান করিতে হইবে। শ্রমিকদের ও শ্রমিক পরিবারের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসযোগ্য গৃহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিনা ব্যয়ে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পীড়িত থাকাকালীন শ্রমিকদের পূর্ণ বেতনে ছুটির ব্যবস্থা থাকিবে। পূর্ণ বেতনে বৎসরে অন্ততঃ একমাস প্রত্যেক শ্রমিকের ছুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের উন্নত ধরনের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা-অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত-করিতে হইবে।

শিল্পের মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের শেয়ার হিসাবে সংরক্ষিত রাখিয়া শ্রমিকদিগকে শিল্পের অংশীদার হওয়ার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

শ্রমিক সংঘ গঠন ও ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। কলকারখানা পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের মতামত গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

বেকার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হইবে এবং সকল শ্রমিকদের বার্ধক্যের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

বেসরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদিগকে উপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বেকার সমস্যাঃ

ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সাকুল্য জনশক্তিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োগ করতঃ জনশক্তির অপচয় রোধ করিতে হইবে এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর হইতে বেকারত্বের অবাঞ্ছিত চাপ অপসারণ করিয়া উহাকে স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষাঃ

পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকারকে বাস্তব রুপদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে; মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরুপ ব্যাপকভাবে প্রসারিত, সহজলভ্য ও সুলভ করিতে হইবে যাহাতে দরিদ্রতম নাগরিকের সন্মানও শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আর্থিক বিবেচনা কাহারও দেশের উচ্চতম শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে না পারে।

যুগের ও দেশের চাহিদা অনুসারে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন করিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্য্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্টানরুপে বাস্তব স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনসাম্য শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকিবেন। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব দমনমূলক আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে সেই সব আইন বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরে, যথা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষাদান কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরুপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য কার্য্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মোহাজের সমস্যা

বাস্তুহারা মোহাজেরদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। যথাশীগ্র সম্ভব মোহাজের ও স্থানীয়ের প্রবেধ বিদূরীত হইয়া যাহাতে দেশের সর্ব ব্যাপারে উভয়ে একাত্ব বোধে উদ্ধুদ্ধ হইত পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

''সকল রাষ্ট্রের জন্য বন্ধুত্ব, বিদ্বেষ কাহারও প্রতি নয়'-আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিতে বিশ্বাসী। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে। আওয়ামী লীগ জাতিসংঘ সনদের পূর্ণ সমর্থক এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিবে। আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার সাম্র্যবাদ, উপনিবেশবাদে এবং একনায়ত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থন থাকিবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশন রির্পোট	দৈনিক পূর্বদেশ	১৬ নভেম্বর, ১৯৬৯

বৈষম্য সম্পর্কে পিয়ার্সন কমিশনের রির্পোট

পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন-ব্যয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাসের সুপারিশ

(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ‘‘পাকিস্তানে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের হার হ্রাস করতে হবে।’’

বৈষম্য দূর করার জন্য কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাতে অধিক অর্থ ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। অন্যথায় অবহেলার মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে বলে রিপোর্টে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্ট নামে পরিচিত এই আন্তর্জাতিক রিপোর্টটি সম্প্রতি প্রকাশত হয়েছে এবং পাকিস্তানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে নানা তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং দেশের দু’অংশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে কমিশনের সতর্ক ও রক্ষণশীল মতামতও অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের অনেকের কাছে চাঞ্চল্যকর মনে হয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানীদের দুরবস্থা সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ

‘‘রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অংশীদার হওয়া অনেকটা সান্তনা লাভের মত। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক বৈষম্য আঞ্চলিক অসন্তোষকে আরো তীব্র করে তুলেছে।’’ (পৃষ্টা ৩০৫)।

পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যাদি পাকিস্তানের সরকারী হিসাবপত্র থেকেই সংগৃহীত এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্য মুখ্যতঃ আইয়ুব শাসনামলেও সরকারী ভাষ্যের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এসত্ত্বেও কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত বর্ধিষ্ণু বৈষম্য, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের টাকার ন্যায্য ভাগ পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যের কথা কমিশন গোপন করেননি।

পিয়ার্সন কমিশন নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের রিপোর্ট পাকিস্তান সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

‘‘দেশটির আভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে, দু’অঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যই রাজনৈতিক বিরোধ ও স্থিতিহীনতার কারণ হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির সরকারী প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার করার সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর অভাবে

ব্যর্থ হয়েছে। প্রদেশের আবহাওয়া এবং ছোট ছোট কৃষি ফার্মের উপযোগী করে ধান ও পাট উৎপাদনের আধুনিক কারিগরী বিদ্যা যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। অধিকন্তু সবচাইতে জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই অর্থ, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। এর অর্থ হবে পশ্চিম পাকিস্তানের কার্যকরী করার ব্যয় হ্রাস এবং সেখানকার সামগ্রিক উন্নয়ন হার কমিয়ে ফেলা। এ না হলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপেক্ষার ফল বিপজ্জনক হবে''। (পৃঃ ৩১৬)

কমিশনের গোড়ার কথা

''উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার'' ক্ষেত্রে ক্রমাগত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকায় ১৯৬৭ সালের ২৭শে অক্টোবর বিশ্বব্যাঙ্কের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ জর্জ উডস গত বিশ বছরের উন্নয়ন সাহায্য, সাহায্যদান নীতির সাফল্য ত্রূটি ও ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৮ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এল,বি, পিয়ার্সন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মিঃ রবার্ট এস, ম্যাকনামারার কাছ থেকে এই কমিশন গঠনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মিঃ পিয়ার্সন এই কমিশনে কাজ করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে সাতজন সহযোগী গ্রহণ করেন। কমিশনের এই অপর সাতজন সদস্য হলেন, যুক্তরাজ্যের স্যার এডওয়ার্ড বয়েল, ব্রাজিলের মিঃ রবার্টো দ্য অলিবিয়া ক্যাম্পোস, যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ সি, ডগলাস ডিলন, পশ্চিম জার্মানীর ডঃ উলফ্রেড গুথ, জ্যামাইকার ডবু, আর্থার লুই, ফ্রান্সের ডৎ রবার্ট ই, মারজোলীন এবং জাপানের ডঃ সবুরো ওকিতা। কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ পিয়ার্সন এবং উপরোক্ত সাতজন সদস্য ছাড়াও অন্যান্য উন্নত ও উনানয়নশীল দেশ থেকে ১৪ জন বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গত বিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা ছাড়াও আগামী ২০বছরের জন্য কমিশন নানা রকম প্রস্তাব ও সুপারিশ জ্ঞাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিক থেকে পিয়ার্সন কমিশনের গুরুত্ব বিশ্বের অকম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে কম নয়। কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও আঞ্চলিক বৈঠক রাওয়ালপিন্ডি, নয়াদিল্লী, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরের ২৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ পিয়ার্সন আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের রিপোর্ট বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ

অকম্যুনিষ্ট বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার সঙ্গে পিয়ার্সন কমিশনের রিপোর্টে ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের দু'অংশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট ভাষাতেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। ফলে দ্রুত কৃষি উন্নয়নের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত্ত এলাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তান ঘাটতি এলাকায় রুপান্তরিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দিন দিন আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। কমিশন বলেছেন, ''দেশের দু'অংশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী নীতি আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উন্নয়ন কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে এবং খাদ্য ঘাটতির ভয় থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ উদ্ধৃত্ত খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রে স্থবিরতা এবং বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা ক্রমেই সকলের মোহভঙ্গের কারণ হয়েছে। ....পাকিস্তানে শিল্প বিকাশ দ্রুত হওয়া সত্বেও এই শিল্প ক্ষুদ্রাকার এবং প্রায় অধিকাংশ কাঁচামালের অভাবে আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তদুপরি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানকেই শিল্পায়ীত করা হয়েছে। দেশের দু'অঞ্চলের বৈষম্য তাতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে''। (পৃ:৩১০)।

কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা বন্টনের ক্ষেত্রে

পাকিস্তান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় কমিশন দেশের দু'অংশের বিপরীতমুখী কৃষিনীতি অনুসরণ, শিল্পোন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করা এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃত বৈষম্য নীতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। গত দশকে অধিক হারে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণলাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থনৈতিক অবস্থা কেন সৃষ্টি হয়েছে কমিশনের রিপোর্ট থেকে তারও একটা আভাস পাওয়া যায়।

ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ২রা অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৬

নভেম্বর ১৮, ১৯৬৯

অসম কৃষি-উন্নয়ন থেকে প্রকৃত বৈষম্যের শুরু

(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

পিয়ার্সন কমিশন নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের একুশ বছরের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানে কোন গ্রীণ রেভোলিউশন বা সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। সামগ্রিক কৃষি বিপ্লবকেই কমিশন 'সবুজ-বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, পানি সমস্যার সমাধান, সার সরবরাহ, নয়াজী আমদানী মুনাফাকেন্দ্রিক কৃষিনীতি অনুসরণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং মাত্র দু'বছরে শতকরা ৫০ ভাগ গম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক কৃষি নীতি অনুসরণই দেশের দু'অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য মূলতঃ দায়ী।

কমিশনের রিপোর্টে আমদানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করা হয়েছে। গড়পড়তাভাবে উন্নয়নশীল দেশের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যের অর্থানুকূল্য লাভ করে থাকে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানে আমদানী বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এইডের অর্থানুকুল্য লাভ করে। এই আমদানী বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে গত দু'দশক যাবৎ বঞ্চিত হয়েছে তার হিসাব পাকিস্তানের সরকারী হিসাবপত্তরেও রয়েছে। পিয়ার্সন রিপোর্টে বলা হয়েছে, এইডের অর্থানুকুল্যে আমদানী ক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রপাতি ও খুচরা অংশ, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামল, কৃষি উন্নয়নের জন্য কীটনাশক ঔষধ ও সার প্রভৃতিকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এর পর আমদানী বাণিজ্যে উপেক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না করে কমিশন বলেছেন, ''পাকিস্তানের শিল্পোন্নতি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানেই ঘটেছে।'' কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের রফতানী বানিজ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোরীয় যুদ্ধের আকস্মিক তেজীভাবের সুযোগ নিয়ে প্রধানতঃ কাঁচা পাট ও তুলা রফতানীর উপর নির্ভর করে পাকিস্তান তার বহির্বাণিজ্যে কিভাবে লাভবান হয়, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল দ্বারাই বহির্বাণিজ্যে খাতে প্রায় দুদশক যাবৎ বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং ঋণ ও সাহয্যের অর্থ বন্টনে পূর্ব পাকিস্তান যে তার ন্যায্য অংশ কখনো লাভ করেনি, তার হিসাব সরকারী পরিসংখ্যানেও গোপন করা সম্ভব হয়নি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ক্রমাগত বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যাদকে পূর্ব পাকস্তানের পুঁজি ও সম্পদ ক্রমাগত অন্যত্র পাচার হতে থাকে। কমিশনের রিপোর্টে এই বেষম্যমূলক অবস্থার বিশদ বর্ণনা না দিয়ে সংক্ষেপে সন্তব্য করা হয়েছে ''পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পোন্নয়নের জন্য ক্রমাগত সরকারী খাতের উপর নির্ভর করতে হয় এবং পুঁজি নিয়োগের সুযোগ গ্রহণে বেসরকারী খাত ব্যর্থ হয়।'' (মুদ্রিত রিপোর্ট, পৃঃ ৩১০)।

পিয়ার্সন কমিশন বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের মতে স্বাধীনতা লাভের পরে যেসব উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ‘‘সবুজ বিপ্লব’’ বা কৃষি সংঘটিত হয়েছে যেসব দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটেছে। পাকিস্তানে কৃষি বিপ্লব শুধু দেশের এক অংশেই অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য অংশে তার বেশী সুযোগ থাকা সত্বে ও তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। কমিশনের মুদ্রিত রিপোর্টের ৩১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ

‘‘দেশের দু’অংশে কৃষির অসম বিকাশ আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। অথচ এই বৈষম্য দূরীকরণে কৃষিই সর্বাধিক সহায়তা যোগাতে সক্ষম। পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং সেখানে অধিক উৎপাদন সক্ষম ধানের বীজ ছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। সেচ কার্যের জন্য সেখানে পানি রয়েছে এবং জমির শতকরা ২০ ভাগে মাত্র বছরে দু’বার শস্য উৎপাদন করা হয়।

বিভিন্ন নদী থেকে লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে পানির ব্যবস্থা করে উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রাথমিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি, সুতরাং এই পরিকল্পনার দ্রুত সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক।’’

পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে সকল সুযোগ ও জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত দশকে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্মসূচী ছাড়া বলতে গেলে কিছুই করা হয়নি, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভের পরপরই অনুর্বর লবণাক্ত কৃষি ভূমিতে ‘কৃষি বিপ্লব’ সম্পাদনের জন্য কি করা হয়েছে, কমিশন তার বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন।

কমিশন বলেছেন, ‘‘উন্নত টেকনোলজির সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি ক্ষেত্রে নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। গম ও চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো বেশী ফলন প্রত্যাশা করা যায়।’’ (পৃষ্ঠা ৩১৬)।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে,-

‘‘১৯৫০সালের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার অভাবে বহু চাষাবাদের জমিতে লবণাক্ততার দরুন উৎপাদন মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু জলাবদ্ধতা ও জমির লবণাক্ততার সেই অভিশাপকে এখন আশীর্বাদে রুপান্তরিত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩৪)।

বন্যা বিশেষজ্ঞরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার অভিশাপকেও আশীর্বাদে রুপান্তর করা এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব। এক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা পরিকল্পনার মত সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় অর্থ, বৈদেশিক সাহায্য ও বিশেষজ্ঞের। কিন্তু গত একুশ বছরেও এই অভাবটি পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতার প্রক্কালে পশ্চিম পাকিস্তান কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে উন্নত ছিল না, বরং কোন কোন এলাকা পশ্চাৎপদ ছিল। এই অবস্থায় মাত্র দু’দশকে দু’অঞ্চলের মধ্যে মারাত্মক কৃষি বৈষম্য সৃষ্টি হল কি করে? একদিকে জমির লবনাক্ততা দূর করা এবং গভীর কূপ খনন ও নলকূপ বসিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন কৃষির উন্নতিতে সহায়তা জুগিয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক ও উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তন গোটা কৃষি ব্যবস্থার চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

কমিশন বলেছেন-‘‘গম ও চালের নতুন ধরনের বীজ প্রবর্তন কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২ লক্ষ একর জমিতে নতুন গমের বীজ রোপণ করা হয়েছিল, পরবর্তী বছরে তা ২৩ লক্ষ একর জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। নতুন বীজ থেকে চালের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের টাকায় দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় এবং দ্রুত সার উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান বিশ্বের দীর্ঘতম একটানা সেচ ব্যবস্থার অধিকারী। সেচের অধীনে উন্নত চাষ, পানি ও সার

সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ফসলের নতুন বীজ সরবরাহ, বিদেশ থেকে উন্নত যন্ত্রপাতি এসে কৃষি ব্যবস্থায় প্রবর্তন এবং মুনাফা প্রাধান্যমূলক কৃষিনীতি পশ্চিম পাকিস্তানে বিপ্লব সংঘটন সম্ভবপর করেছে।'' (পৃষ্ঠা ৩০৭ ও ৩০৮)।

কমিশন পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধিরও একটা তালিকা দিয়েছেন। এই হার নীচে দেয়া হল। ১৯৪৯-৫০-১৯৫৯ ৬০ গম ১.১ ভাগ এবং অন্যান্য প্রধান শস্য ২.৩ ভাগ। ১৯৫৯-৬০-১৯৬৭-৬৮ গম ৪.০ এবং অন্যান্য প্রধান শস্য ৫.০। (পৃষ্টা ৩০৯)।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশে শুরু হয় এবং আমদানী বাণিজ্য ও বৈদেশিক গ্রাণ্ট ও লোনের সিংহভাগ লাভ করায় সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শিল্প-ভিত্তি গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান এদকি থেকে এই শিল্প-ভিত্তির কাঁচামাল যোগানদার এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেতার ভূমিকায় থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিল্প-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করায় সেখানে স্থানীয় পুঁজির যেমন বিকাশ ঘটে, তেমনি বাইরের পুঁজিও সেখানে আকৃষ্ট হয় ।

পিয়ার্সন কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভোগ্যের প্রাথমিক কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ''উন্নত সেচ ব্যবস্থা পশিচম পাকিস্তানের কৃষিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায়, অন্যদিকে সেচ ব্যবস্থার অভবে) পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিতে এই পরিবর্তন অনুপস্থিত। ফলে খাদ্যোৎপাদন তুলনামূলকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। অতি সম্প্রতি লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে কৃষকদের পক্ষ বছরে দুটি কিংবা তিনটি ফসল ফলানেরও সম্ভব হবে। অসম কৃষিনীতি দু'অঞ্চলের মদ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসর বিরাটভাবে বৃদ্ধি করেছে। (পৃষ্ঠা ৩০৮)।

পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে কমিশন সুস্পষ্ট ভাষায় সুপারিশ করেছেন-আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাট ও ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরই উচিত এই উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গলপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ও অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা	দ্য ডন	২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯

EXTRACTS FROM PRESIDENT YAHAYA KHAN'S ADDRESS TO THE NATION (NOVEMBER 28, 1969)

My Dear Countrymen,

I addressed you last on July 28. Since then a number of development have taken place in the country in various sectors and certain specific actions have been taken by my Government to lead the country forward towards the main objectives that I had outlined in that Address.

*   *   *   *   *

Now I come to the political and constitutional problems facing this country. In my last address, I had expressed the hope that the political leaders of the country would come up with a consensus on certain major issues relating to our future Constitution. It is regrettable that they have not been able to do so, but one can understand and appreciate their difficulties. I had, however, continued with my discussions with individual political leaders and others concerned with these problems since I spoke to you last and while no formal consensus has been produced, I am now fully aware of the views that various people hold on these important matters.

Transfer of Power

Ever since the responsibility for the administration of this country devolved on me, one of the most important problems which has been agitating my mind is the mode of transfer of power to people's representatives.

My aim is to transfer power to the elected representatives of the people, but this aim cannot be achieved without a legal framework. This, as you know, is not available to us today. It is, therefore, necessary for me, in my capacity as the President and Chief Martial Law Administrator of this country, to take initiative in this matter. I have naturally given deep thought to this problem and could think of four possible alternatives whereby a legal framework for the holding of elections could be evolved.

One method could be to have an elected constitutional Convention whose task would be to produce a new Constitution and then dissolve itself. This would have been a neat arrangement, but then it had certain disadvantages: the main one being that it would have

involved two election to the Convention and the other to the National Assembly based on the Constitution made by such a Convention. The other and more serious disadvantage of this procedure would have been that it would cause unnecessary delay in the transfer of power.

The next was to revive the 1956 Constitution but there is widespread opposition to adopting such a method in both wings of the country because certain features of that Constitution such as One Unit and parity are no longer acceptable to the people.

The third alternative was to frame a Constitution and have a referendum on it in the country. This alternative too has certain practical difficulties as a simple `yes' or no by way of an answer cannot possibly be given by the people to such a comprehensive document as a Constitution.

The fourth alternative was for me to evolve a legal framework for general elections on the basis of consultations with the various groups and political leaders as well as the study of Past Constitutions of Pakistan and the general consensus in the country. This proposal from me would only be in the nature of a provisional legal framework.

After careful thought, I have decided to adopt this fourth alternative, namely to evolve a legal framework for holding elections to the National Assembly. As I had mentioned in my July address, it became evident to me that the three main issues that face us as a nation in the constitutional field are firstly, the question of One Unit, secondly the issue of one man vote versus parity and thirdly, the relationship between the Centre and the Federating Provinces.

As discussions on constitutional matters went on in the country during the past few months, I could see that the first two of these issues would have to be resolved before the elections are held because they are connected with the basis or elections and with the setting up of the National Assembly. As regards other constitutional issues, such as the Parliamentary Federal Form of Government, direct adult franchise, fundamental rights of citizens and their enforcement by the law courts, independence of judiciary and its role as the custodian of the Constitution and the Islamic character of the Constitution which should preserve the ideology on which Pakistan was created, there is no disagreement and these can be considered as settled.

With regard to the three major issues as referred to by me, opinions were divided and I made it clear in my last address that these must not become election issues. I is glad to find that differences on these issues have now begun to narrow down. This is a good sign. Although no formal all-party meetings have taken place, through statements both to the press and during party meetings most political parties have now come quite close in their thinking on these issues. Also, during my tours in various parts of the country sections and groups quite clear to me that there is hardly any difference amongst different sections and groups of people on these questions. This has lent further strength to my initial reaction that these matters should not become election issues, because by a national process of discussion and sober thinking, we seem to have come closer to solving these issues and

great harm would be caused if these are pitched back in the election arena, as there is danger of these issues creating unnecessary bitterness on emotional grounds and thereby causing delay in the peaceful transfer of power.

I would now like to summarize what I consider to be the generally accepted view on these three important questions.

On the question of One Unit, there appears to be a general desire to revert to the system of separate Provinces instead of the present arrangement of One Unit for the whole of West of West Pakistan.

On the question of one man one vote also, it has by large, been recognized in the country that this is a basic requirement of any democratic form of Government, and therefore not only in the East Wing but also in the West Wing it is now generally accepted that we should base our representation on this form of voting. As stated by me the question of One Unit and the system of representation have to be decided before elections can be held and machinery can be set up to finalize the country's Constitution.

I, therefore, have decided to resolve these two issues on the following lines:

One Unit will be dissolved and separate Provinces will come into being. I may add here that One Unit was created by executive orders which, however, were subsequently approved by the Provincial Legislatures and by the second Constituent Assembly. In 1957, the West Pakistan had voted in favor of the dissolution of One Unit. If Martial law was not imposed in 1958, One Unit might have been dissolved long ago.

I would also like to remind you that when Pakistan was created, it was not on the basis of One Unit, but it was on the basis of various Provinces in the Western Wing. The people of both East and West Pakistan are almost unanimous in demanding the break-up of One Unit. My decision is, therefore, based on popular wish.

Similarly, in difference to the wishes of the people, I have accepted the principle of One Man One Vote and this democratic principle will be the basis of election for the future National Assembly.

As regards the relation between the Centre and the Provinces, you would recall that in my July broadcast I pointed out that the people of East Pakistan did not have their full share in the decision making process on vital national issues. I also said then that they were fully justified in being dissatisfied with this state of affairs. We shall, therefore, have to put an end to this position. The requirement would appear to be maximum autonomy to the two Wings of Pakistan as long as it does not impair national integrity and solidarity of the country.

One of the main aspects of the whole relationship between the Centre and the Provinces in Pakistan today lies in the financial and economic spheres. Federation implies not only a division of legislative powers but also that of financial powers. This matter will have to be dealt with in such a manner as would satisfy the legitimate

requirements and demands of the Provinces as well as the vital requirements of the nation as a whole. People of the two regions of Pakistan should have control over their economic resources and development as long as it does not adversely affect the working of a National Government at the Centre. The people of East and West Pakistan are bound together by common historical, cultural and spiritual heritage. There is, therefore, no reason why we should not be able to work out a satisfactory relationship, between the Centre and the Provinces in Pakistan wherein people of both the Wings shall together as equal and honorable partners.

I would like now to give you the details of the time table to which we should work for change over of power to the elected representatives of the people. First, the provisional legal framework for holding elections should be ready by March 31. 1970. Next, as already announced by the Chief Election commissioner, the Electoral Rolls will be ready by June, 1970. With the completion of the Electoral Rolls, the Election Commission will be engaged in delimiting the various constituencies both for Central and Provincial elections in accordance with the provisions which will be made in the legal framework, As you are aware, delimitation is finalized after hearing the objections if any, from the people. Therefore, some time has to be given to this task. Further, there are climatic difficulties for holding elections both in East and West Pakistan form June 1, to the end of September. I have, therefore, decided to hold general elections in the country on October 5, 1970. The provincial elections will be held after the National Assembly completes its task of constitution making. The Assembly will be required to complete this work within a period of 120 days from its first sitting, I would be happy if they can finalize it even before the expiry of this period. If however, they are unable to complete the task by the end of the stipulated period, the Assembly would stand dissolved and the nation will have to go to polls again. I hope and pray that this does not happen and I would, therefore, urge the future elected representatives to undertake this task with a full sense of responsibility and patriotism.

As regards the voting procedure in the National Assembly, it is important to appreciate that the Assembly will be deciding upon basic constitutional issues Constitution is a sacred document, and it is an agreement to live together. It cannot be compared to any ordinary law. It is, therefore, essential that the voting procedure to be evolved by the Assembly for itself should be just, and fair to representatives of all regions of Pakistan. After the Assembly has completed its task and the Constitution made by it has been duly authenticated, it will assume the character of Pakistan's Constitution. The stage would then be set for the formation of the new Government.

Throughout these activities, Martial Law will remain supreme in order to give support to the programme of peaceful transfer of power to the elected representatives of the people.

My dear countrymen, I would once again like to stress upon you that we are passing through the most critical stage of our national life. There is need for every single one of us to realize this fact and act in a sober, objective and patriotic manner. Let us all eschew parochial interests and cast aside personal or local considerations. Let each one of us say

to himself that he will contribute everything in his power to make this nation strong and prosperous.

On my part, I have placed before you a programme which I consider, in all sincerity and honesty, to be the most acceptable to the general mass of our people and to be entirely in the interest of Pakistan.

I have full faith and confidence in our people. I have also full faith in the destiny of our country which was created on the basis of our ideology and at the sacrifice of the lives of one million Muslims. Democracy was the driving force during the movement for Pakistan and I sincerely wish to adhere to democratic principles.

Finally, I would like to say that in view of the programme outlined by me, full political activity will be allowed in the country with effect from January 1, 1970. The Martial Law Regulation prohibiting such activities will be duly cancelled. I may, however, add that I am not prepared to tolerate any obstruction in the way of the restoration of democracy. Any individual or any group which creates law and order problems and indulges in acts of violence will be severely dealt with, because democracy implies tolerance and refutation of the use of force. All political activities must, therefore, accord with certain norms of behavior. In this behalf I propose to issue certain guidelines in the near future.

Let us now all go forward together and achieve this transfer of power in a peaceful and civilized manner.

God bless you all
Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য	ছাত্রসমাজ (তিনটি বৃহৎ ছাত্রদল)	নভেম্বর,১৯৬৯

১১-দফার সংগ্রাম চলবেই
ইয়াহিয়া খানের ভাষণ সম্পর্কে ছাত্রসমাজের অভিমত

জনগণের সংগ্রাম, শহীদের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীদের নির্যাতন ভোগ ও দেশপ্রেমিকের কঠোর সাধনা বৃথা যায় নাই। বৃথা যায় নাই বিগত গণঅভ্যুত্থান ও এগারো দফার ঐতিহাসিক সংগ্রাম। গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক শাসন বলবৎ করা হইলেও গণদাবীর নিকট পরাভূত হইতে হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে। দেশে পুনরায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শাসন প্রবর্তনের জন্য ‘‘এক ইয়াহিয়া খানকে। ইহাতে গণ-সংগ্রামের এক বিরাট বিজয় সূচিত হইয়াছে। ‘‘এক লোক এক ভোট’’ নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভিত্তি ঘোষিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক সংখ্যাসাম্য নীতিরও অবসান ঘটিল এবং জনসংখ্যার ভিত্তিই সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ঘোষণাও সারা দেশর গণতন্ত্রকামী ও স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের আর একটি বিরাট বিজয়। প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করার যে আবদার করিতেছিল, জনমতের চাপে তাহাদের ঐ আবদারও ভাসিয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে রাষ্ট্রনীয় নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে বারবার বঞ্চিত হইয়াছে উহাও প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পুনরায় স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। কিন্তু ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রানের দাবীর ন্যায্যতার ভিত্তি স্বিকৃত হইলেও মূলতঃ যে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করা হইয়াছিল এবং ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১-দফার দাবীতে পৃথিবী বিখ্যাত যে গণ-অভ্যুত্থান হইল সেই স্বায়ত্তশাসন পূর্ব বাংলার মানুষ এখনও পায় নাই। তথাপি ইহার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর ন্যায্যতার ভিত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। দেশে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করিতে দেওয়ার জন্য যে দাবী উঠিয়াছিল উহার পরিপ্রেক্ষেতে ১লা জানুয়ারী হইতে জনসভা, মিছিল, ধর্মঘটের অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার কথাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের মাধ্যমে যে সকল ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে উহাতে এই সকল প্রশ্নে গণসংগ্রাম ও গণতন্ত্রকামী স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণের বিজয় সূচিত হইয়ছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অবিলম্বে মার্শার ল’ প্রত্যাহার কর

কিন্তু জনগণের দাবী হইল এই যে, দেশ হইতে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হউক এবং পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হউক। একই সঙ্গে বিনাবিচারে আটক দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ জননেতা মনি সিংসহ সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কারণে সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা সামরিক আইনের মামলা, ঘোষিত সাজা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। এইভাবে পরিপূর্ণ মুক্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়া পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে-ইহাই জনগণ ও ছাত্রসমাজ আশা

করিয়াছিল। কেননা, বিশ্ববাসী যেন একথা ভাবিবার অবকাশ না পায় যে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মার্শাল ল' রাখিতে হয়। তাই আমাদের দেশের ও জনগণের মর্যাদা ও রক্ষার জন্যও ইহা প্রয়োজন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার কেন এই দাবী পূরণ করিলেন না, উহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাই মার্শাল ল' প্রত্যাহার, ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েম, রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা, সামরিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর আমরা অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছি।

নির্বাচনের সংগে শাসনক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে দাও

ছাত্রসমাজ ও জনগণ ইহাও আশা করিয়াছিল যে, দেশে ৫ই অক্টোবরের পূর্বে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ও নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার এবং শাসনতন্ত্র রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচিত পরিষদ তথা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আস্থার সহিত অর্পণ করা হইবে। কিন্তু এই আশাও পরিপূর্ণবাবে বাস্তবায়িত নাই। যেভাবে সবকিছু ঘোষণা করা হইয়াছে অনুরুপভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকিয়া যাইবে এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সৃষ্টি করিয়া জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হইলে সামরিক শাসনের মেয়াদ আরও অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি পাইবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করি। কিন্তু সামরিক শাসন দেশে বলবৎ থাকিলেও কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যর্থ হইতে বসিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সামরিক আইনের মেয়াদ যেন আর বৃদ্ধি না পায় এই লক্ষ্য হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়াই গোঁজামিলের পথে চলিয়া যাইতে পারেন। ইহার ফল ভবিষ্যতের জন্য হইবে খুবই মারাত্মক। কাজেই আমরা মনে করি যে নির্বাচনের সাথে সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই শাসনভার অর্পণ করা দরকার।

ব্যাখ্যা প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তান তথা বিভিন্ন প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁহার ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারধীন কি কি বিষয় থাকিবে তাহা সুস্পষ্টভাবে কিছু না বলায় আমরা ইহাই মনে করিতেছি যে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে সহজ সংখ্যাধিক্যের ভোটে স্বায়ত্তশাসনসহ সকল শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিবেন ইহাই আশা করেন। 'এক লোক এক ভোট' যেমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি নূতনভাবে দেশের শাসনন্ত্র প্রণয়নের সময়ে সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উহা গ্রহণ করাও তেমনই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁহার ভাষণে এই সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন উহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমতঃ তিনি শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ পবিত্র দলিল হিসাবে বর্ণনা করিয়া জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্য বিশেষ ভোট পদ্ধতি কি হইবে উহা স্থির করার দায়িত্ব জাতীয় পরিষদের উপরই ন্যাস্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়াছেন বলিয়াই অনুমান করার অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় পরিষদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর উহা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইবার কথাও বলা। এই অনুমোদন দানের বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরদানের ব্যাপার মাত্র কিনা উহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তৃতীয়তঃ স্বায়ত্তশাসন বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অর্থ (-----------) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বণ্টনের কথা বলিয়াছেন ও এইভাবে রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার গুরুত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ছাত্রসমাজের বক্তব্য ঐতিহাসিক ১১-দফা দাবীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন জাতীয় পরিষদের সামনে উহা একটি শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি হিসাবে থাকিবে কিনা তাহাও

সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত ও দাবী হইল এই যেঃ

তিনটি দাবী

(ক) জাতীয় পরিষদের সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্র গ্রহণের গণতান্ত্রিক ভিত্তি পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতীয় পরিষদে যে বিতর্কের সূচনা হইবে উহাতে অযথা সময় নষ্ট হইবে, ফলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক ষড়যন্ত্র সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং এইভাবে ১২০ দিনের সময়-সীমার মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

(খ) জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার পর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দানের বিষয়টিকে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হিসাবে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে।

(গ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ সকল বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে ও এই সম্পর্কেও পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হইবে। তবে এক ইউনিট বাতিল ও 'এক লোক এক ভোট নীতি' পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রভৃতি সর্বজনীস্বীকৃত নীতিসমূহ শাসনতন্ত্রের অনুর্ভুক্ত যে ৩১ শে মার্চের পূর্বেই নির্বাচনের সাময়িক আইনগত কাঠামো সম্পর্কে সরকার কর্তৃক যে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, এই আইনগত ভিত্তির মধ্যে উল্লেখিত তিনটি বিষয় অব্যশই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণা কর

এই সকল কারণে নির্বাচনের আইনগত কাঠামো দ্রুত ঘোষণার জন্যও আমরা দাবী জানাইতেছি।

পশ্চিম কয়টি প্রদেশ হইবে?

ইহা শুভ লক্ষণ যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলিষ্ঠতার সহিত এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এক ইউনিট বাতিল করিয়া আশা করেন। কিন্তু এক ইউনিট উঠিয়া গেলে চারটি সাবেক প্রদেশ পুনর্জীবিত করা হইবে, নাকি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস বৃদ্ধি করা হইবে, সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নাই। এই বিষয়ে অবিলম্বে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা হইলে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং ইহার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশংকা আছে যে, পরিশেষে নির্বাচন নস্যাৎ করার পুরাতন ষড়যন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে।

বেসামরিক আইনে দেশ শাসন কর

পহেলা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দানের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, ১লা জানুয়ারী হইতে সামরিক আইন তুলিয়া নেওয়া উচিত। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থায় শুন্যতা সৃষ্টির অবকাশ নাই। কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক ও বেসামরিক এই দুইভাবেই দেশ বর্তমানে শাসিত হইতেছে। কাজেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া ১লা জানুয়ারী হইতে বেসামরিক আইনের বর্তমান ভিত্তিতে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য আমরা দাবী জানাইতেছি।

আত্ম-সন্তুষ্টির অবকাশ নাই

পরিশেষে আমরা আমাদের দেশের গণতন্ত্রকামী, স্বায়ত্তশাসনকামী ছাত্রসমাজ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা জনগণের নিকট ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আবেদন জানাইয়া বলিতে চাই যে, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে গণদাবীর কতকগুলি বিজয় সূচিত হইলেও আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই।

ইহা সকলেরই জানা আছে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্র বিকাশে ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জাতীয় অধিকার লাভের বিরুদ্ধে দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গত ২২ বৎসরব্যাপী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে এবং দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব বাংলাসহ সকল ভাষাভাষী জাতির পূর্ণ ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য আজ আমাদরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে ও আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমান বিজয়সমূহও পুনরায় নস্যাৎ হইবার আশংকা আছে। তদুপরি দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র-হঠকারী বামপন্থীগণ কর্তৃক পুনরায় নির্বাচন বানচালের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার বিপদ এখনও আছে। এক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করিতে চাই যে, শুধু নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র অর্জন করিলেই জনগণের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এ কথা আমরা মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, বাঙ্গালীসহ সকল জাতির পূর্ণ জাতীয় স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্র-শ্রমিক-শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়াই দেশ মুক্তির পথে যাইতে পারে। এই জন্য নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার অর্জিত হয় উহা ঐ লক্ষ্য অগ্রসর হইবার একটি পথ মাত্র।

১১-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন

কাজেই আমরা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট আহবান জানাইতেছি যে, দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও উগ্র-দক্ষিণ এবং উগ্র বামের বিপদের বিরুদ্ধে ১১-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বর্তমানে অগ্রসর করিবার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত বাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ শাসন উচ্ছেদ করুন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন-

১। শামসুদ্দোহা, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

২। নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ঐ

৩। তোফায়েল আহমেদ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

৪। আবদুর সাধারণ সম্পাদক, ঐ

৫। ইব্রাহিম খলীল, সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।

৬। খায়রুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ঐ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩১/১ হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রচারিত। বর্ণশ্রী মুদ্রায়ণ, ৩৪, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণের পক্ষে বক্তব্য	দৈনিক পূর্বদেশ	৩০ নভেম্বর, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের নাম কি হবে?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম স্বাভাবিকভাবেই 'পূর্ব বাংলা' হবে। পুনরায় প্রদেশের নামকরণ 'পূর্ব বাংলা' না করে শুধুমাত্র 'বাংলা নাম রাখার জন্য বিভিন্ন মহল সুপারিশ করছেন।

বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানে বেশীরভাগ অংশ পড়েছে, এই যুক্তিতে সংখ্যাগুরুরাই কেবলমাত্র মূল নামে পরিচিত হওয়ার দাবী করতে পারে।

বিভিন্ন মহল বলছেন, এক ইউনিট বাতিলের পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাদের আগের নামে পরিচিত হবে। পশ্চিম পাঞ্জাব বাহওয়ালপুর তাদের আগের নাম পশ্চিম পাঞ্জাব হিসেবে পরিচিত হতে চলেছে। এই মহল 'পশ্চিম পাঞ্জাব'-এর নামও শুধুমাত্র 'পাঞ্জাবই' হওয়া উচিত বলে অভিমত দিচ্ছেন। কারণ বিভক্ত পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা বর্তমানে পাকিস্তানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচী

দুটি কথা

পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৮৫ জন কৃষক যেহেতু তারা সামন্তবাদী শোষণের জর্জরিত-যেহেতু পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সামন্তবাদী শোষণের দ্বন্দ্ব প্রধান। যদিও এই কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচারিত হচ্ছে তবুও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়-এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, গরীব ও মাঝারী কৃষককে সংগঠিত কর বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিসেবী, ছোট-মাঝারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করে, শ্রেণী সংঘর্ষের রুপান্তরিত করে দীর্ঘ দিয়েই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ছাত্রসমাজ জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম-যদি ছাত্রসমাজ নিজেদের আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস শ্রেণীচ্যুত হয়ে পূর্ব বাংলার জনগনের শ্রেণী শত্রুকে খতম করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির (যাহার চরিত্র আমলা মুৎসুদ্দি) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিয়া পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার দেশরক্ষা অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি তথা সর্বময় কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগণের হাতে থাকিবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপীড়ন ও শ্রেণী শোষনের কবলমুক্ত এই ব্যবস্থায় জনগণের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে ও জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। (ক) আঠারো ও তদউর্ধ বয়স্ক-বয়স্কা নর-নারীর ভোট ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে জনগণ পরিষদ নির্বাচিত হইবে। কোন নির্বাচনী এলাকার জনগণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(খ) জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, ও বৃহৎ পুঁজির দালাল ও সমর্থক যে কোন শ্রেণী ও ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

৩। (ক) হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী জাতি-উপজাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে।

(খ) নারী জাতির সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) জনগণের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতাদর্শের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে।

(ঘ) জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারের সম্পর্ক হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে। ধর্মের নাম ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার শোষণ উচ্ছেদ করা হইবে।

৪। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে একটি গণবাহিনী থাকিবে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনতার সমবায়ে এই গণবাহিনী গঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও সমগ্র জাতি বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতাকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে এবং তাহাদের লইয়া গণ-মিলিশিয়া গঠন করা হইবে।

৫। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিরঙ্কুশ করিবার জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগকে আমল পরিবর্তন করা হইবে। জনগণের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হইবে। বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হইবে গণ-আদালত।

৬। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পিন্ডি, ওয়াশিংটন, মস্কো, নয়াদিল্লীর সরকারের বিরোধীতা করা হইবে। যে কোন বন্ধুদেশের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপিত হইবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইবে পারস্পরিক লাভ ও মুনাফার ভিত্তিতে। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সকল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হইবে।

৭। (ক) জোতদারী, মহাজনী, ইজারাদারী, তথা সকল প্রকার সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো হইবে। ''কৃষকদের হাতে জমি'' এই নীতির ভিত্তিতে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জোতদার, মহাজনদের উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত জমি বন্টন করা হইবে।

(খ) টাকা ও পণ্যে আদায়কৃত খাজনা প্রথার অবসান করা হইবে।

(গ) কৃষকের অর্থকরী ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদি ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হইবে। এই সকল ফসলের মূল্য নির্ধারিত হইবে চাউলের সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তিতে।

(ঘ) কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষককূলকে বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হইবে। কৃষককে বকেয়া খাজনা ও ঋণের বোঝা হইতে মুক্তি করিয়া উন্নত চাষাবাদ করিবার সকল প্রকার উৎসাহ ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

৮। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হইবে।

৯। (ক) বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত সমস্ত শিল্প ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হইবে।

(খ) বৃহৎ পুঁজির শোষণ হইতে জনগণের মুক্ত করিবার জন্য বৃহৎ বাইশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) ব্যাঙ্ক, বীমা, পাটশিল্প, পাট ব্যবসা ও অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করা হইবে।

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে।

(ঙ) সকল প্রকার পরোক্ষ কর প্রথা বাতিল করা হইবে। আয়ের হারের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হইবে।

(চ) জনগণ বিরোধী অসৎ ব্যক্তি ও আমলাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(ছ) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশপ্রেমিক জাতীয় ধনীকদের শিল্প ব্যবসায়ে আনুকূল্য প্রদান করা হইবে।

১০। (ক) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বাসস্থান, চিকিৎসা, এবং সার্বিক সুবিধাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করা হইবে। শ্রমিকদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) দেশে ব্যাপক শিল্পায়ণের মাধ্যমে সকল প্রকার বেকার লোকের কর্মসংস্থান করা হইবে।

১১। (ক) সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া গণমুখী, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণসাংস্কৃতিতে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণার কবল হইতে জনগণকে মুক্ত করা হইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পল্টন ময়দানের জনসভায় গঠিত ও গৃহীত।

প্রকাশকালঃ ৭ই মার্চ, ১৯৭০।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ মাহবুবউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।*

---

*মওলানা ভাসানীর সমর্থক এই ছাত্র সংগঠনটি ‘মেনন গ্রূপ’ নামে পরিচিত ছিল। ঘোষণার পরিপেক্ষিতে সামরিক আদালত কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসর এবং মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির বক্তব্য	দৈনিক পূর্বদেশ	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল না হওয়া সাহিত্যিকদের আন্দোলন চলবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত সোমবার 'সমকাল' ভবনে ডঃ আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ''লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির'' এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির সাংগঠনিক দিক ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে শিল্প সাহিত্যের এলাকা থেকে সরকারী নির্যাতনমূলক তৎমূলক তৎপরতা বন্ধ না করা পর্যন্ত এবং প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিল না করা পর্যন্ত এই সংস্থার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে গতকাল মঙ্গলবার কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকার কর্তৃক গঠিত পর্যালোচনা কমিটিকে স্বীকৃতিদানে অসম্মতিদানে জ্ঞাপন করে বলা হয় যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আওতাভুক্ত কোন কমিটি দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের পর্যালোচনার উদ্যোগ, দমনমূলক অশুভ পাঁয়তারার আরেকটি দিক উন্মোচিত করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের হয়রানি	দৈনিক পূর্বদেশ	২২ মার্চ, ১৯৭০

প্রতিবাদ সভা ও মিছিলঃ
ছাত্রনেতা গ্রেফাতার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মেনন গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল্লাহকে গতকাল শনিবার দুপুরে তেজগাঁ বিমানবন্দরের ডোমেষ্টিক লাউঞ্জের সম্মুখ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ বিভাগের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল রাতে আমাকে বলেন যে, ২ শে জানুয়ারী পল্টনের সভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দানের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মধুর ক্যান্টিনে গতকাল বিকেলে সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দারের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার পর ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা এক মশাল মিছিল বের করে এবং মাহবুব উল্লাহর মুক্তির দাবী জানায়।

মাহবুব উল্লাহর গ্রেফতারের প্রতিবাদে আজ রোববার সকাল ৯টায় মধুর কেন্টিনে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের এক সভা এবং বিকেলে বায়তুল মোকাররমে ছাত্র ও শ্রমিকদের অপর এক সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে।

শ্রমিক নেতার বাড়ীতে তল্লাশী

পি, পি, আই, পরিবেশিত অপর খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন্ খান আজ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবউল্লাহকে গ্রেফতার এবং টঙ্গি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কাজী জাফর আহমদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী ও তার বাসভবনে পুলিশী তল্লাশীর তীব্র নিন্দা করেছেন।

আজ রাতে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অবিলম্বে জনাব মাহবুবউল্লাহর মুক্তি ও কাজী জাফরের বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

এ প্রসঙ্গে জনাব হোসেন আটককৃত সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কৃষক ও ছাত্র নেতার মুক্তি দাবী করেন।

তিনি আরও বলেন যে, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার না করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।*

*১৯৭০ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের আয়োজিত জনসভায় কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুবউল্লাহ পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার আহবান জানান।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	২৯ মার্চ, ১৯৭০

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S ADDRESS TO THE NATION (MARCH 28, 1970)

My Dear Countrymen, Assalam-Alaikum.

It is now four months since I spoke to you last. In many ways, these four months have been of considerable significance for us all. I propose, therefore, to give you a brief survey of what has been achieved in this period in various sectors and what still remains to be achieved.

As I have often said, the main objective that I have placed before myself is the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people. But let me also make it clear that this is by no means the only responsibility of the Government. It has a host of other responsibilities and duties and we have every intention of carrying these out as long as the task of administering this country devolves on us.

The political parties of the country were denied the freedom to propagate views and explain their programmes for many years and therefore when, on the 1st January, 1970, the ban on holding of public meetings and taking out the processions was lifted, an overenthusiastic use of this freedom was only to be expected. But unfortunately, in some cases people transgressed the limits of good order.

It must be remembered that at this critical of juncture of our history, self-discipline and the rule of supreme importance. In the present context, every act of indiscipline or law breaking has every wide repercussion. This tendency for creating disorder must therefore be strictly curbed. Otherwise, our progress towards the achievement of democracy, that we so keenly desire, will be seriously impeded.

We must face facts and appreciate that Pakistan is passing through a phase surcharged with tension, and the slightest provocation can result in serious trouble. Whilst the Government has no intention of interfering with the right of any citizen to express his views or to work for a particular programme in the political field, as long as these are in keeping with the ideology and integrity of Pakistan, it has the right to ensure that all this activity is carried out within the limits of the law of the land.

In fact, I would ask everyone, be they political leaders and workers, labor or students, to think twice before they say anything or act in any manner, and ask themselves if what they are going to say or do, would be beneficial to the country or if it would harm it in however an indirect manner it may be. I am, referring here not only to

internal matters but also to external affairs. It is not only impolite but positively harmful to our relationship with other countries to pass harsh remarks about their leaders or their ideologies.

The responsibility for maintaining law and order in any civilized society does not rest with the Government alone, but must be shared by the leaders of public opinion as well as by the public in general. I must, therefore, insist that leaders and all other participants in political activity must act with a sense of responsibility.

While propagating their own views and programmes, they must not interfere with the freedom of others to do the same, because that is a negation of the very spirit of democracy and will necessarily interfere with the objectives that we have set in front of us. There have been some unfortunate incidents public meetings and processions being violently disturbed resulting in injury and death.

Such violence, be it in the political arena or based on narrow parochialism, can have serious adverse effects. I am fully conscious of my responsibilities and the responsibilities of the Government functionaries concerned with the maintenance of law and order, but I would like to ask you, and in particular those of you who are in positions of leadership, if you are also equally conscious of your responsibilities.

The Government has made its position quite clear. It will not tolerate violence and law-breaking and it has the right to expect full co-operation from all those who uphold democratic values and profess toleration. I will leave this subject with one last word. I regret to have to say that I have noticed a rather unfortunate tendency on the part of some of our leaders and others first to urge the Administration to be firm whenever violence breaks out in any particular area and then once the law-breakers are arrested and the legal processed of justice begin, to shout themselves hoarse in demanding the release of the processes of justice begin, to shout themselves hoarse in demanding the release of the very people, action against whom they initially so vociferously demanded.

It is obvious that this is done with an eye to the gallery. This is neither fair nor proper. We cannot afford in this critical phase of the life of this country to act in a short sighted manner calculated merely to obtain some sort of tactical gains in the political field. It is time that we are all true to ourselves and have the courage to condemn violence and incitement to violence and not to tolerate it even if it means a certain amount of unpopularity with some section of the community or the other.

I sincerely hope that our political leaders will rise to the occasion and fully co-operate with the Administration in achieving the objectives that I had earlier laid down for the nation.

Finally, on this issue of the conduct of the election campaign, I would like to clear up a doubt that has been voiced by some people. It is said that my Government is lending its support to some of the political parties. This is not correct and I would once again like to assure you that this regime has been, is, and will, continue to be completely impartial as far as the election campaign is concerned. The Government, however, expects that no

political party or individual will propagate or work against the ideology and integrity of Pakistan.

In my address to the nation on the 28th November of last, I had as you know, given out a plan for the transfer of power to the elected representatives of the people and had indicated certain major policy decisions that I had taken.

It is a matter of great personal satisfaction to me that the plan that I had laid before the nation was accepted by the people in every part of the country with great enthusiasm. This fact reaffirmed my assumption that the proposals outlined by me were based on popular wish. Let me now a prise you of the progress that has been made towards the achievement of the various objectives mentioned in that plan. The Committee appointed for the purpose of working out the details of the dissolution of One Units has completed its draft Action plan and has submitted its proposals with regard to financial and administrative arrangements.

A President's Order setting out all the relevant details will be published shortly.

The provincial administration of each new province of West Pakistan will be in position soon and will become fully operative by the 1st of June, 1970, which is the commencement of the new financial year.

Thereafter, West Pakistan will revert as closely as possible to the pre-One Unit position.

The arrangements for the holding of elections are going according to plan and the Chief Election Commissioner has kept you informed of developments from time to time. I foresee no difficulty whatsoever in keeping to the date that I had indicated in my last address.

The Legal Framework Order, 1970, will be published on the 30th of this month. This Order will form the main base for the operation of the National Assembly in their task of Constitution-making. I might at this stage mention some of the salient features of this Order which has been formulated as a result of my assessment of the wishes of the people.

The National Assembly will consist of a total 313 members, these 13; seats will be, reserved for women. The allocation of seat to various, provinces will be based on the population as recorded in the Census of 1961 which is the latest official record available to the Government.

The Order also provides for the holding of elections to the Provincial Assemblies.

At one stage, when plans for the transfer of power were being formulated our thinking was that election to the provincial Assembly should be held after the Constitution is finalized. The question was further examined in greater detail by my Government and we have come to the conclusion that politically it will be in the

Country's interest to hold the provincial elections soon after the elections to the National Assembly.

The main reason for this is that it will facilitate and speed up the transfer of power to the elected representatives as soon as the Constitution is finalized. Further, it will relieve the politicians and their parties from a new election campaign immediately after the business of Constitution-making is over. I consider that once the constitutional issues are settled, our leaders should address themselves to the major nation-building tasks rather than entering into a fresh round of electioneering.

Taking all these factors into consideration, 1 have decided that provincial elections will be held not later than the 22nd October. 1970. The Provincial Assemblies would, however, start functioning when duly summoned after the Constitution has been framed and authenticated by me.

When the Legal Framework Order, 1970, is published you will notice that in the schedule dealing with the Rules of Procedure the voting procedure for the National Assembly has not been included. This is a matter which is best settled by the House itself and it is my earnest hope that there would not be too much divergence in views on this issue. Unanimity would of course be ideal in any case I do not personally like to talk on this subject on the basis of percentages.

The point that I made earlier and would like to emphasize again is that a Constitution is not an ordinary piece of legislation, but it is an agreement to live together. It is therefore essential that all regions are reasonably satisfied with the voting procedure that may be evolved by the House, because unless they are so satisfied, the Constitution will not really and genuinely be acceptable to the people of different provinces and regions as such a document should be. I am sure it should be possible to arrive at some suitable arrangement.

The Legal Framework Order does not only state how the Assembly will come into being, what its strength would be, and such other matters relating to the setting up of this Assembly, but it also lays down certain basic principles for the future Constitution of Pakistan. Most of these principles are based on previous Constitutions, but I thought it necessary to highlight some of these in the Order so that the Assembly makes a constitution which is acceptable to the people of Pakistan as a whole.

Firstly, the Order lays down that the Constitution of Pakistan must preserve Islamic ideology which, as we all know, was the basis of the creation of Pakistan.

Secondly, the Constitution must ensure independence, territorial integrity and national solidarity of Pakistan. In order to attain these objectives it has been laid down in the Legal Framework Order that the territories now and hereafter included in Pakistan must be united in a federal union which must preserve the territorial unity of the State of Pakistan which will be called the Islamic Republic of Pakistan.

The third fundamental Principle of the future Constitution is that it must be a democratic one in which such basic ingredients of democracy as free and periodical

elections on the basis of population and direct adult franchise are included. Further, the Constitution must include the independence of judiciary, and the fundamental rights of the citizens.

The fourth basic principle of the new Constitution is that it must be a true federal one in which powers including legislative, administrative and financial shall be so distributed between the Federal Government and the provinces that the provinces shall have maximum autonomy, that is to say. Maximum legislative, administrative and financial powers and the Federal Government shall have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

The fifth principle of the Constitution is that it must provide full opportunity to the people of all regions of Pakistan for participation in national affairs so that they can live together as equal and honorable partners and be moulded into a strong nation as visualized by the Father of the Nation, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah.

It is, therefore, laid down the Legal Framework Order that opportunities must be made available to the people of various regions of Pakistan for enabling them to participate in all branches of national activity, and to achieve this objective there must be statutory provision to remove all disparities in particular economic disparity, among the various provinces of Pakistan within a fixed period.

The dissatisfaction which has arisen in some regions of the country as a result of disparity in economic development has created a big challenge to our emerging nationalism. We must, therefore, concentrate our attention and energy to remove this sort of discontentment by eliminating its cause.

I hope, all of you will agree with me that while in the future National Government people of every region must have the fullest opportunity to play their part in national affairs, the unity and integrity of Pakistan must be preserved and must not be allowed to be adversely affected on regional and parochial grounds.

Pakistan was established on the basis of the idea of the homeland for the Muslims of this subcontinent. It was achieved at the cost of the lives of a million Muslims. We cannot allow that sacrifice to go in vain. The assertion of Quaid-i-Azam, that Pakistan has come to stay, must be upheld at any cost. This is an assumption over which there can never be any debate.

Before moving on to the next subject, I would like to offer my comments on a fear that has been expressed in certain quarters that it would not be possible for the National Assembly to make a Constitution within the stipulated period of 120 days. I must express my complete disagreement with this point of view. I believe that given the will and spirit of accommodation which the nation has a right to expect from its responsible representatives, the National Assembly will find no difficulty in completing its task within the given time.

As we all know, the Members will have two or three drafts available to them for their consideration in the form of previous Constitutions. So it is not as if this Assembly will have to start from scratch.

The basic ground work in respect of the Preamble, the Directive Principles and many other matters has already been done in the previous Constitutions and most of it continues to apply. I may also add that I have done everything possible to facilitate and speed up the Assembly's work. Adult franchise population basis and dismemberment of One Unit are now settled issues. On the procedural side, a complete set of Rules of Procedure will be included as a schedule in the Legal Framework Order.

It was against this background that my Government had carefully worked out a reasonable period for framing the Constitution, and we considered that 120 days would be quite adequate. Let us therefore eschew all further doubts and fears on this account.

In the end, my dear country-men, I would like to say once again that it is my own and my Government's firm resolves to bring back democracy to our country. I need hardly say that in the achievement of this objective we expect full co-operation and unflinching support from every one of you. For without such co-operation and support our task will be made infinitely more difficult.

Our people are intensely patriotic. They will, therefore, tolerate most things except of an act of sabotage against the integrity of Pakistan. If anyone thinks destroying the basic unity of our people, he is very' much mistaken. The people will not stand for this.

As I said earlier, everyone has a right to offer his solution to the constitutional, political, economic and administrative problems of the country, but no one has a right to offend a solution which would adversely affect the solidarity of the people of Pakistan. This is no one would tolerate. We will refuse to be silent spectators to any attacks against Pakistan's entity as a nation.

Major changes cannot he brought about without courage and patriotism of the highest order on the part of the whole nation, the country is passing through a phase when personal and all other considerations must be sacrificed for the bigger cause- the cause of Pakistan.

Let me assure you that I have not slightest doubt that, by the grace of Almighty God, we shall overcome our present difficulties.

God bless you all, Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন	দৈনিক পুর্বদেশ	৩০ মার্চ, ১৯৭০

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত

(ষ্টাফরিপোর্টার)

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি ‘‘লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি’’ গঠন করেছেন। মামলার দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন এবং করপোরাল এ,বি,এম আবদুস সামাদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, ‘‘বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জন্য ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করার জন্য’’ এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সম্পাদক এবং যুগ্মসম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজে ‘‘সকল রাজনৈতিক’’ ছাত্র, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ এবং বিশেষ করে যুবসমাজকে কমিটির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা সাহায্য দান এবং আমাদের এক দফার লক্ষ্যকে সাফল্যমন্ডিত করার আবেদন জানান হয়।

কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক এম, এস সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং সার্জেন্ট আবদুল জলিলকে যুগ্ম-সম্পাদক এবং সুবেদার তাজুল ইসলাম, রিসালদার শাসসুল হক, এস, এস, নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদূর রাজ্জাক এবং এ,বি, এম, খুরশীদ সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশ	মর্নিং নিউজ	৩১ মার্চ, ১৯৭০

LEGAL FRAMEWORK ORDER, 1970

Rawalpindi, March 30: The following is the text of the Legal Framework Order, 1970 (President's Order No.2 of 1970) issued here today by the President and Chief Martial Law Administrator. General A. M. Yahya Khan:

Whereas in his first address to the nation on the 26th March, 1969, the President and Chief Martial Law Administrator pledged himself to strive to restore democratic institutions in the country;

And whereas in his first address to the nation on the 28th November, 1969, he reaffirmed that pledge and announced that polling for a general election to a National Assembly of Pakistan will commence on the 5th October. 1970;

And whereas he has since decided that polling for elections to the Provincial Assemblies shall commence not later than the 22nd October, 1970;

And whereas provision has already been made by the Electoral Rolls Order, 1969, for the preparation of electoral rolls for the purpose of election of representatives of the people on the basis of adult franchise;

And whereas it is necessary to provide for the constitution of a National Assembly of Pakistan for the purpose of making provision as to the Constitution of Pakistan in accordance with this Order and provincial Assembly for each Province;

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President and Chief Martial Law Administrator is pleased to make the following Order:

Short title and commencement

1.(a) This Order may be caned the Legal Framework Order. 1970.

(b) It shall come into force on such dale as the President may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

Order to override other laws

2. This Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Provisional Constitution Order, the Constitution of 1962 of the Islamic Republic of Pakistan or any other law for the time being in force.

3.(a) In (his Order, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(i) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan or a Provincial Assembly for a Province provided for in this Order;

(ii) "Commission" means the Election Commission constituted under Article 8;

(iii) "Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O.No.6 of 1969);

(iv) "Electoral roll" means the electoral roll prepared under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No.6 of 1969);

(v) "Member" means member of an Assembly;

(vi) "Speaker" means the Speaker of the National Assembly; and

(vii) "Centrally Administered Tribal Areas" has the same meaning as in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970.

(b) In relation to the territories included at the commencement of this Order in the Province of West Pakistan, references to a Province and a Provincial Assembly shall be construed as references respectively to a new Province provided for in the Province of West Pakistan (Dissolution) Order, 1970, and the Provincial Assembly for such Province.

4. Composition of the National Assembly, -(a) There shall be a National Assembly of Pakistan consisting of three hundred and thirteen members of whom three hundred shall be elected to fill general seats and thirteen to fill seats reserved for women.

(b) In conformity with the population figures appearing in the Census of 1961, the number of seats in the National Assembly shall be distributed amongst the Provinces and the centrally administered tribal areas, as set out in Schedule I.

(c) Clause (1) shall not be construed as preventing a women from being elected to a general seat.

5. Composition of the Provincial Assemblies, -(a) There shall be a Provincial Assembly for each Province consisting of the number of members elected to fill general seats and to fill seats reserved for women, as set out in Schedule II in relation to such Province.

(b) Clause (1) shall not be construed as preventing a woman from being elected to a general seat.

6. Principle of election. — (I) Except as provided in clause (2), the members shall be elected to the general seats from territorial constituencies by direct election on the basis of adult franchise in accordance with law.

(2) The President may, by regulation, make separate provision for election of members from the centrally administered tribal areas.

(3) As soon as practicable after the general election of members of the National Assembly, the members from a Province for the seats reserved for women in that Assembly shall be elected by persons elected to the general seats from that Province in accordance with law.

(4) The members for the seats reserved for women in a Provincial Assembly shall be elected by persons elected to the general seats in that Assembly in accordance with law.

7. Casual vacancy. - Where a seat in the National Assembly has become vacant, an election to fill the vacancy shall be held within three weeks from the occurrence of the vacancy.

8. Election Commission for conduct of elections. - For the purposes of election of the members of an Assembly and matters connected therewith, the President shall constitute an Election Commission consisting of the following members, namely:

(a) the Commissioner, who shall be the Chairman of the Commission: and

(b) two other members, each being a person who is permanent Judge of a High Court.

9. Qualifications and disqualifications for being a member. - (1) A person shall subject to the provision of Clause (2), be qualified to be elected as, and to be a member if:

(a) He is a citizen of Pakistan;

(b) He has attained the age of twenty-five years; and

(c) His name appears on the electoral roll for any constituency in the Province or centrally administered tribal areas from which he seeks election.

(2) A person shall be disqualified from being elected as, and from being, a member if:

(a) He is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) He is an undercharged insolvent, unless a period of ten years has elapsed since his being adjudged insolvent; or

(c) He has been, on conviction for any offence, sentenced to transportation for any term or to imprisonment for a term of not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his release; or

(d) He has been a member of the President's Council of Ministers at any time following 1st August. 1969, unless a period of two years or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since he ceased to be a Minister; or

(e) He holds any office in the service of Pakistan other than an office which is not a whole time office remunerated either by salary or by fee or

(f) He has been dismissed for misconduct from the scrvice of Pakistan unless a period of five years, or such less period as the President may allow in any particular case, has elapsed since his dismissal; or

(g) Such person is the spouse of a person in the service of Pakistan; or

(h) He, whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not being a contract between a co-operative society and Government, for the supply of goods to, or for the execution of any contract of the performance of any services undertaken by Government;

Provided that the disqualification under sub-clause (Ji) shall not apply to a person—

(i) Whether the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession, or as a legatee, executor or administrator until the expiration of six months after it has so devolved on him or such longer period as the President may, in any particular case allow; or

(ii) Where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Act, 1913 (VII of 1913), of which he is a share-holder but is neither a director holding an office of profit under the company nor a managing agent; or

(iii) Where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that a Judge of the Supreme Court or a High Court, the Comptroller and Auditor-General of Pakistan, the Attorney- General of Pakistan and an Advocate-General of a Province are persons holding offices in the Service of Pakistan.

(4) If any question arises whether a member has, after his election, become subject to any disqualification, the Commissioner shall place the question before the Election Commission and, if the opinion of the Commission be that the member has become so subject his seat shall become vacant.

10. Bar against Candidature. - (1) No person shall at the same time be member of more than one Assembly or a member of the Same Assembly for more than one constituency.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent a person from being at the same time a candidate for election from two or more constituencies, but if a person has been elected as a member for two or more constituencies and does not, within fifteen days of the notification of his election by the constituency by which has been elected last, make a declaration in writing under his hand addressed to the Commissioner specifying the

constituency which, he wishes to represent, all his seats shall become vacant, but so long as he is a member for two or more constituencies he shall not sit or vote in an Assembly.

11. Resignation, etc. — (1) A member may resign his seal by notice in writing under his hand addressed to the Speaker.

(2) If a member is absent from the Assembly without leave of the Speaker for fifteen consecutive sitting days, his seat shall become vacant.

(3) If a member fails to take and subscribe an oath in accordance with Article 12 within a period of seven days from the date of the first meeting of the Assembly after his election, his seat shall become vacant:

Provided that the Speaker or, if the Speaker has not been elected, the Commissioner, may, before the expiration of the said period, for good cause shown, extend the period.

12. Oath of Members of Assembly. -A person elected as a Member of an Assembly shall before entering upon the office, take and subscribe, before a person presiding at a meeting of the Assembly an oath or affirmation in the following form, namely:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to

Pakistan and that I will discharge the duties upon which I am about to enter honestly, to the best of my ability, faithfully in accordance with the provisions of the Legal Framework Order, 1970, the law and rules of the Assembly set out in that Order, and always in the interest of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan."

13. Date of Polling.- Polling for election to the National Assembly shall commence on the 5th October, 1970, and polling for election to the Provincial Assemblies shall commence on a date not later than the 22nd October, 1970.

14. Summoning of National Assembly, etc. -(I) After the close of the general election of members of the National Assembly, the President shall, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, summon the Nation Assembly to meet on such day and at such time and place as he may think t; and the National Assembly so summoned shall stand constituted on the day of its first meeting:

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the President from summoning the National Assembly on the ground that all the seats of the members have not been filled.

(2) After meeting as convened under clause (1) the National Assembly shall meet at such times and places as the Speaker may decide.

(3) The National Assembly shall, subject to reasonable adjournments, meet from day to day to transact its business.

15. Right of address, etc., of President. - The President may address the National Assembly and send a message or messages to the Assembly.

16. Speaker and Deputy Speaker. - (1) The National Assembly shall, as soon as may be, elect two of its members to be respectively the Speaker and Deputy Speaker and shall, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, elect another member to be the Speaker, or, as the case may be. Deputy Speaker.

(2) Until the Speaker and Deputy Speaker are elected, the Commissioner shall preside at the meetings of the National Assembly and perform the functions of Speaker.

(3) Where the office of the Speaker is vacant, the Deputy Speaker, or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, the Commissioner, shall perform the functions of Speaker.

(4) During the absence of the Speaker from any meeting of the National Assembly, the Deputy Speaker or if the Deputy Speaker is also absent, such m ember as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, shall perform the functions of Speaker.

(5) A member holding office as Speaker or Deputy Speaker shall cease to hold that office

(a) If he ceases to be a member of the National Assembly;

(b) If he resigns his office by writing under his hand addressed to the President; or

(c) If a resolution expressing want of confidence in him is moved in the Assembly after not less than fourteen days notice of the intention to move it and passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of members of the National Assembly.

17. Quoram and Rules of Procedure. - (a) If, at any time during a meeting of the National Assembly, the attention of the person presiding at the meeting is drawn to the fact that the number of persons present is less than one hundred, the person presiding shall either suspend the meeting until the number of members present is not less than one hundred or adjourn the meeting.

(b) The procedure of the National Assembly shall be regulated by the rules of procedure set out in Schedule III; in particular the National Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken.

(c) The National Assembly may act notwithstanding any vacancy in the seat of a member and no proceedings in the Assembly shall be invalid by reason that some members whose election is subsequently held to have been void, or who, after election, had incurred a disqualification for membership voted or otherwise took part in the proceedings.

18. Privileges, etc. of the National Assembly, -(a) The validity of any proceedings in the National Assembly shall not be called in question in any court.

(b) A member or a person entitled to speak in the National Assembly shall not be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or in any Committee thereof.

(c) The exercise by an officer of the National Assembly of the powers vested in him for the regulation of procedure, the conduct of business or the maintenance of order in or in relation to any proceeding in the Assembly, shall not be subject to the jurisdiction of any court.

(d) A person shall not be liable to any proceedings in any court in respect of the publication by, or under the authority of the National Assembly of any report, paper, vote or proceedings.

(e) No process issued by a court or other authority shall, except with the leave of the Speaker, be served or executed within the precincts of the place where a meeting of the National Assembly or of any Committee thereof is being held.

19. Allowances and privileges of Members.— The Speaker, the Deputy Speaker and the other Members shall be entitled to such allowances and privileges as the President may, by order, prescribe.

20. Fundamental principles of the Constitution.— The Constitution shall be so framed as to embody the following fundamental principles:

(a) Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan in which the Provinces and other territories which are now and may hereinafter be included in Pakistan shall be so united in a Federation that the independence, the territorial integrity and the national solidarity of Pakistan are ensured and that the unit of the Federation is not in any manner impaired.

(b) (i)Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan shall be preserved; and

(ii) the Head of the State shall be a Muslim.

(c) (i) Adherence to fundamental Principles of democracy shall be ensured by providing direct and free periodical elections to the Federal and the Provincial Legislatures on the basis of population and adult franchise;

(ii) the fundamental rights of the citizens shall be laid down and guaranteed;

(iii) the independence of the judiciary in the matter of dispensation of justice and enforcement of the fundamental rights shall be secured.

(d) All powers including legislative, administrative and financial, shall be so distributed between the Federal Government and the Provinces that the Provinces shall have maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers, but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the Country.

(e) It shall be ensured that—

(i) The people of all areas in Pakistan shall be enabled to participate fully in all forms of national activities; and

(ii) Within a specified period, economic and all other disparities between the Provinces and between different areas in a Province are removed by the adoption of statutory and other measures.

21. Preamble of the Constitution.—The Constitution shall contain, in its Preamble, an affirmation that:

(a) The Muslims of Pakistan shall be enabled, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Qumran and Sunni; and

(b) The minorities shall be enabled to profess and practice their religions freely and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan.

22. Directive Principles —The Constitution shall set out directive principles of State policy by which the State shall be guided in the matter of:

(a) Promoting Islamic way of life;

(b) Observance of Islamic moral standards;

(c) Providing facilities for the teaching of Holy Quaran and Islamiat to the Muslims of Pakistan; and

(d) Enjoining that no law repugnant to the teachings and requirement of Islam, as set out in the Holy Quran and Sunnah is made.

23. National and Provincial Assemblies to be the first Legislatures. – The Constitution shall provide that

(a) The National Assembly, constituted under this Order, shall:

(i) be the first Legislature of Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of one House; and

(ii) be the first Lower House of the Legislature of the Federation for the full term if the Legislature of the Federation consists of two Houses.

(c) The Provincial Assemblies elected in accordance with this Order shall be the

First Legislatures of the respective Provinces for the full term.

24. Time for framing the Constitution.- The National Assembly shall frame the Constitution in the form of a Bill to be caned the Constitution Bill within a period of one hundred and twenty days from the date of its first meeting and on its failure to do so shall stand dissolved.

25. **Authentication of Constitution.-** The Constitution Bill, as passed by the National Assembly, shall be presented to the President for authentication. The National Assembly shall stand dissolved in the event that authentication is refused.

26. **Purpose for which Assembly may meet**-fa) Save as provided in this Order for the purpose of framing a Constitution for Pakistan, the National Assembly shall not meet in that capacity, until the Constitution Bill passed by that Assembly and authenticated by the President, has come into force.

(b) A Provincial Assembly shall not be summoned to meet until after the Constitution Bill passed by the National Assembly has been authenticated by the President, and has come into force.

27. **Interpretation and Amendment of Order, etc.**— (a) Any question or doubt as to the interpretation of any provision of this Order shall be resolved by a decision of the President, and such decision shall be final and. not liable to be questioned in any Court.

(b) The President, and not the National Assembly, shall have the power to make any amendment in this Order.

SCHEDULE I
[Art. 4 (2)]
National Assembly of Pakistan

		General	Women
East Pakistan	… … …	162	7
The Punjab	… … …	82	3
The Sind	… … …	27	1
Baluchistan	… … …	4	1
The North- West Frontier Province	…	18	1
Centrally Administered Tribal Areas	…	7	1
	Total	300	13

SCHEDULE II

(Art. 5 (1)]

Provincial Assemblies

		General	Women
East Pakistan		300	10
The Pumjab..		180	6
Sind		60	2
Baluchistan		20	1
The North-West Frontier Province		40	2
	Total	600	21

SCHEDULE III

[Art. 17(2)]

RULES OF PROCEDURES

1. **Short title**—These rules may be called the National Assembly Rules of Procedure, 1970.

2. **Definitions.**—In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context

(a) "Assembly" means the National Assembly of Pakistan.;

(b) "Bill" means a Bill seeking to frame a Constitution for Pakistan;

(c) "Commissioner" means the Chief Election Commissioner appointed or deemed to be appointed under the Electoral Rolls Order, 1969 (P.O. No.6 of 1969);

(d) "Committee" means a Committee, including a Select Committee, appointed by the Assembly;

(e) "Member in charge", in relation to a Bill, means the Member by whom the Bill have been introduced, and included any other Member permitted only the Speaker to do in relation to the Bill anything which the Member in charge can do;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Assembly;

(h) "Speaker" means the Speaker of the Assembly.

3. **Function of the Assembly.**—(a) The function of the Assembly shall be to frame a Constitution for Pakistan.

(b) The Constitution shall be drawn up and passed by the Assembly in the form of a Bill.

4. **Election of .Speaker and Deputy Speaker.**— (a) At the first meeting of the Assembly, the Commissioner shall, after the Members have taken the oath, call upon the Members to elect a Speaker and a Deputy Speaker.

(b)Any Member may propose another Member with his consent for election as Speaker or as Deputy Speaker by communicating to the Secretary in writing the name of Member he proposes.

(c) No Member shall propose more than one Member for election as Speaker or as Deputy Speaker.

(d)The Secretary shall read out separately the names of the Members nominated for election as Speaker and as Deputy Speaker.

(e) Immediately after the names have been read out by the Secretary, any Member who has been nominated for election may withdraw his candidature.

(f) Where, after withdrawals, if any, only one person is left as the candidate for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Commissioner shall declare such candidate to have been elected as Speaker or, as the case may be. Deputy Speaker.

(g) Where there are more candidates than one for election as Speaker or as Deputy Speaker, the Secretary shall read out to the Assembly the names of such candidates, and the Assembly shall then proceed to elect the Speaker and Deputy Speaker by secret ballot which shall be held in such manner as the Commissioner may direct.

(h) Where there is equality of votes between two or more candidates and the addition of one vote for one such candidate would entitle him to be declared elected, the Commissioner shall forthwith draw a lot in respect of such candidates and the candidates on whom the lot falls shall be declared to have been elected as Speaker or, as the case may be. Deputy Speaker.

5. **Speaker to preside over deliberations.**—(a) Deliberations of the National Assembly shall be presided over by the Speaker and, in his absence, by the Deputy Speaker and, in the absence of both the Speaker and the Deputy Speaker, by the person whose name is highest on the panel of Chairman from amongst those present at the silting.

(b) II at any time at a sitting of the Assembly neither the Speaker nor the Deputy Speaker- nor any person on the Panel of Chairmen is present, the Secretary shall inform the Assembly of the fact and the Assembly shall, by a motion, elect one of its members present to preside.

6. **Powers of the Speaker.**— (a) The Speaker may, subject to the provisions of this Order, adjourn a meeting of the Assembly and call a meeting of the Assembly after adjournment.

(b) The Speaker shall:

(i) call a meeting of the Assembly to order.

(ii) preserve order and decorum and, in the case of disturbance order in the galleries, may cause them to be cleared; and

(iii) decide all points of order.

(e) The Speaker shall have all powers necessary for the purposes of enforcing his decisions.

7. **Panel of Chairmen.-**The Speaker shall nominate from amongst Member of the Assembly a panel of not more than four Chairmen and arrange their names in an order of precedence.

8. **Power of the persons presiding.-**The person presiding over a meeting of the Assembly shall have the same powers as the Speaker while presiding over such meeting; and all references in these rules to the Speaker as presiding officer shall be deemed to include a reference to such person.

9. **Conduct of business in the Assembly.-**The business of the Assembly shall be brought before it by means of:

(a) A motion;

(b) Amendment to a motion or an amendment to an amendment; and

(c) Report of a Committee.

10. **Time for meetings.-**The meeting of the Assembly shall commence at 9 a.m. unless otherwise resolved by the Assembly or directed by the Speaker.

11. **Arrangement of business.-**(a) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and, after it has been approved by the Speaker, a copy thereof shall be supplied for the use of every Member before the commencement of the business of the day. The list thus prepared shall be called the "Orders of the Day".

(b) Save as otherwise provided in these rules, no business, not included in the Orders of the Day, shall be transacted on any day at any meeting without the leave of the Speaker.

(c) All business appointed for any day and not disposed of on that day shall stand over until the next working day, unless the Speaker otherwise directs.

12. **Notice of motion.-(**a) Unless otherwise directed by the Speaker, notice of every motion, accompanied by a copy of the motion, shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved.

(b) Every motion required by these rules shall be in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice and shall be left at the Notice Office of the Assembly.

(c) Notice left at the Notice Office when it is closed shall be treated as given on the next open day.

(d) Where notice of a motion has been given, the Secretary shall send a copy of the motion to the Members as soon as possible after notice has been received.

(e) No notice shall be required:

(i) For a motion for adjournment of the consideration of the motion which is under discussion; or

(ii) For a motion for reference back to a Committee.

13. **Disallowance and withdrawals of motions-(a)** Unless permitted by the person presiding over the meeting, no motion which is substantially the same as a question which the Assembly has decided in the affirmative or the negative shall be made.

(b) The Speaker may disallow any motion or any part thereof on the ground that it is frivolous or dilatory or that it is an infringement of these rules.

(c) The Speaker may allow any Member to withdraw a motion standing in his name.

14. **Seating of Members.** -The members shall sit in such order as the Speaker may direct.

15. **Members to rise when speaking.** -A Member desiring to make any observation on any matter before the Assembly shall rise or, if unable to do so shall, otherwise intimate his desire to the Speaker and shall only speak when called upon to do so by the Speaker and shall address the House standing except when permitted otherwise. If, at any time, the Speaker rises, the Member shall cease speaking and take his seat.

16. **Time limit for speeches.** -The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time-limit for speeches.

17. **Languages of the assembly,** -(a) The members shall address the Assembly in Urdu, Bengali or English, provided that the Speaker may permit any Member who cannot adequately express himself in any of these languages to address the Assembly in his mother-tongue.

(b) If a Member desires that an English translation of a summary of his speech delivered in a language other than Urdu, Bengali or English should be read to the

Assembly, he shall supply a copy to the Speaker who may, in his discretion, allow it to be read to the Assembly. Such translation, if read to the Assembly, shall be included in the record of the proceedings of the Assembly.

(c) The official records of the proceedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English.

18. **Decision on matters before Assembly, -** (a) A matter requiring the decision of the Assembly shall be brought forward by means of a question put by the Speaker.

(b) The Assembly shall decide how a decision relating to the Constitution Bill is to be taken that is, whether by simple majority or by any other special procedure.

(c) Votes may be taken by voices or division and shall be taken by division if any Member so desires.

(d) The Speaker shall determine the method of taking votes by division.

(e) The result of a division shall be announced by the Speaker and shall not be challenged.

19. **Amendments,** -(a) An amendment to which it is proposed.

(b) An amendment which has merely the effect of a negative vole on the original motion shall not be moved.

(c) Except as permitted by the Speaker:

(i) Notice of any amendment to a motion shall be given not later than the day preceding the day on which the motion is to be moved; and

(ii) Notice of any amendment to an amendment shall be given before the Assembly meets for the day on which the amendment is to be moved.

(d) The Speaker may disallow any amendment which he considers to be frivolous or dilatory.

(e) The Speaker may put amendments to the vote in any order he may choose.

20. **Re-opening of Decisions of the Assembly.** -No matter, which has once been decided by the Assembly, shall be re-opened except with the consent of the Assembly.

21. **Closure.** -Any time after a motion has been made, any Member may move "that the question be now put" and unless it appears to the Speaker that the motion is an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the motion "that the question be now put", and if the motion is accepted, no further discussion shall be permitted except for a reply by the Member who originally made the motion.

22. **Irrelevance or repetition.** -The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a Member who persists in irrelevance or in tedious repetition.

either of his own arguments or of the arguments used by other Members in debate, may direct him to discontinue his speech, and the Member shall thereupon resume his seat.

23. **Limitations on Debate** -The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly. A Member while speaking and not

(a) Speak offensive and insulting words against the character or proceedings of the Assembly;

(b) Utter reasonable or seditious words; or

(c) Use his right of speech for the purpose of willfully and persistently obstructing the business of the Assembly.

24. **Members not to speak more than once.** -No Member shall speak more than once on a motion in the Assembly except in the exercise of a right of reply or except with the permission of the Speaker and that only for the purpose of making a personal explanation without introducing any new debatable matter.

25. **Admission to the Assembly Chambers.** -The admission of persons other than Members to the Assembly Chamber and its galleries during the sittings of the Assembly shall be regulated in accordance with the orders of the Speaker.

26. **Reports of the Proceedings of the Assembly.** -The Secretary shall cause full reports of the proceedings of the Assembly to be printed and supplied to all Members.

27. **Motion for Leave to Introduce a Dill,** -(a) Any Member may move for leave to introduce a Bill after giving to the Secretary at least two clear days' notice of his intention to do so accompanied by a copy of the Bill.

(b) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the Member who opposes the motion, may without further debate put the question.

(c) If the leave to introduce the Bill is granted, the Member may introduce the Bill.

28. **Publication after Introduction.** -As soon as may be after it has been introduced, a Bill shall be published in the official Gazette.

29. **Motions after Introduction** When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the Member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:

(a) That it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) That it be referred to a Select Committee:

Provided that no such motion shall he made until after copies of the Bill have been made available for the use of Members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the day on which the motion is made; and such objection shall prevail unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this rule, allows the motion to be made.

30. **Discussion of Principle of Bills, -**{ (a) On the day on which any such motion is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principle.

(b) At this stage, no amendments to the Bill may be moved but if the Member in charge moves that his Bill be taken into consideration, any Member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee.

31. **Persons by whom Motions in respect of Bills may be made.** -Unless the Speaker permits any other Member to act as the Member in charge, no motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any Member other than the Member in charge; and no motion that a Bill be referred to a Select Committee shall be made by any Member other than the Member in charge except by way of amendment to a motion made by the Member in charge.

32. **Procedure after Presentation of Report,** -(a) After the presentation of the report of the Select Committee on a Bill, the Member in charge may move:

(i) That the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration:

Provided that any Member may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of Members and such objection shall prevail unless the Speaker allows the report to be taken into consideration; or

(ii)That the Bill as reported by the Select Committee be recommitted either

(a) Without limitation; or

(b)With respect to particular clauses or amendments only; or

(c) With instructions to the Select Committee to make some particular or an additional provision in the Bill.

(d)If the Member in charge moves that the Bill be taken into consideration any Member may move as an amendment that the Bill be recommitted.

33. **Proposal of Amendments.-**(a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried any Member may propose an amendment of the Bill.

(b) A Member who intends to propose an amendment shall give notice thereof to the Secretary together with a copy of the amendment.

(c) The Secretary shall cause a copy of the amendment to be made available for the use of every Member.

34. **Amendments Procedure.** -Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made "that his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

35. **Submission of Bills Clause by Clause.** -When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, it shall be in the discretion of the Speaker to submit the Bill or any part of the Bill to the Assembly clause by clause and when he does so, the Speaker shall call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question. That his clause (or, as the case may be, that this clause, as amended) stand part of the Bill".

36. **Passing of Bills. -** (a) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the Member in charge may at once move that the Bill be passed.

(b) If any amendment of the Bill is made, any Member may object to any motion being made, on the same day, that the Bill be passed, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

(c) Where the objection prevails, a motion that the Bill be passed may be brought forward on any future day.

(d) No amendment which is neither formal nor consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration shall be moved to a motion that the Bill be passed.

37. **Withdrawal of Bills.—**The member in charge may at any stage move for leave to withdraw the Bill introduced by him; and, if such leave is granted, no further motion may be made with reference to the Bill.

38. Lapse of Bills. When a Bill is passed, all other Bills pending before the Assembly shall lapse.

39. **Authentication.-**When the Constitutional Bill is passed by the Assembly the Secretary shall submit to the President for authentication a copy thereof signed by the Speaker.

40. **Committees of the Assembly.-(**a) The Assembly may, besides a Select Committee constituted in relation to a Bill, appoint as .many Committees and allocate to each such Committee such business as it may think fit.

(b) The members of the Committee including the Chairman shall be appointed by the Assembly at the time it appoints the Committee.

(c) A casual vacancy in a Committee shall be filled as soon as possible after it occurs by nomination by the Speaker.

(d) If the Chairman is not present at any meeting of the Committee, the members of the Committee shall elect once of their members to be the Chairman.

(e) In the case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

41**. Power of any Committee to act notwithstanding Vacancy,** -(a) Subject to the requirement of a quorum prescribed by or under these rules a Committee appointed by the Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof.

(b) A Committee may hear expert evidence and representatives of special interests who may desire to place their views before it.

42. **Quorum of the Committee.-(**a) At the time of the appointment of the Members of a Committee, the number of Members whose presence shall be necessary to constitute a quorum for a meeting of the Committee, and the time within which the Committee shall make its report, shall be fixed by the Assembly.

(b) If at the time fixed for any meeting of the Select Committee, or if at any time during any such meeting, the quorum is not present, the Chairman of the Committee shall either suspend the meeting until a quorum is present or adjourn the meeting to some future day.

(c) Where the Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (b) on two successive dates fixed for its meeting, the Chairman shall report the fact to the Assembly.

43. **Voting in Committee.-(**a) All questions at a meeting of a Committee shall be determined by a majority of the Members present and voting.

(b) The Chairman shall not vote except in the event of equality of votes.

44. **Reports of the Committees**, -(a) A Committee shall make a report relating to the business allocated to it or in the case of a Select Committee on the Bill referred to it.

(b) If any Member of a Committee desires to record a minute of dissent on any point he must sign the report stating that he does so subject to his minute of dissent, and must at the same lime hand in his minute.

45. **Presentation of Reporter**. - (a) The report of a Committee shall be presented to the Assembly by the Chairman.

(b) The Secretary shall cause every report of a Committee, together with the views of the minority, if any, to be printed in English and a copy thereof made available for the use of every member of the Assembly. The report, with the views of the minority, if any,

shall be published in the official Gazette and in the case of the report of a Select Committee, it shall be published together with the Bill as settled in the Committee.

46. **Agenda and Notice of the Meetings of Committees**, -(a) The time-table of business of a Committee and the agenda for each meeting of the Committee shall be determined by the Chairman of the Committee.

(b) Notice of all meetings of a Committee shall be sent to the Members of the Committee.

47. **Suspension of Rules**. -Whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, any Member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly, and if the motion is carried, the rule in question shall stand suspended.

48. **Removal of Difficulties.** -Where in the opinion of the Speaker any difficulty is likely to arise in carrying out the provisions of these rules, or in respect of any matter for which no provisions or no sufficient provision exists in the rules, the Speaker may make such rules as he thinks fit, not inconsistent with rules, for the purpose of removing the difficulty.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহবানঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ও ইত্তেফাক	১,২,৩,এপ্রিল, ১৯৭০

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো গণতান্ত্রিক মূলনীতির পরিপন্থী। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান।

‘‘১লা এপ্রিল ১৯৭০ ঢাকায়’’ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু’দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা বানচালের দরুন যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহবান জানানো হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

(দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল)।

১লা এপ্রিল সংবাদপত্রের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার সমালোচনা করে বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানীরই এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোন কথা বলারই অধিকার থাকবে না।

(দৈনিক পাকিস্তান, ১লা এপ্রিল)।

প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করে দেশের প্রায় সব ক’টি রাজনৈতিক দলই তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করে। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বিধানকে ‘গণতন্ত্র অর্থ ও রেওয়াজের পরিপন্থী’ বলিয়া অভিহিত করেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা এপ্রিল)।

প্রাদেশিক ন্যাপ প্রধান (রিকুইজেশন) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২রা এপ্রিল চট্টগ্রামের এক জনসভায় নির্বাচনের আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাদের দল এ দু’টি ধারার বিরোধী।

(দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা এপ্রিল)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ এবং ৬ ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার দাবী দিবস	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৫ এপ্রিল, ১৯৭০

ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার "দাবী দিবস"

১৯৬৯ সনের ৬-দফা সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১-দফার ভিত্তিতে গত শহীদের রক্তের বিনিময়ে গড়িয়া উঠা গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করা হইয়াছিল। সামরিক আইন জারির পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বক্তব্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইয়াহিয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ সমাজের বিভিন্ন মূল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট-এর উপর ন্যস্ত হইবে।

দীর্ঘ বার বছরের আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সরকারের মূল উচ্ছেদ করিয়া সারাদেশে যে মুহূর্তে শর্তবিহীন নিরংকুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল গত ২৮শে মার্চে ইয়াহিয়ার ভাষণ ও ৩০শে মার্চ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষিত " শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে আশা দূরীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় জনজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে যে- "তাহা হইলে বাংলার ও বাঙ্গালীদের কি দশা হইবে।"

ইয়াহিয়া ঘোষিত আইনগত কাঠামোতে একটি দিক লক্ষ্যণীয় যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংহতি ও অখন্ডতাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আইনগত কাঠামোর ২৫নং বিধিতে গণপরিষদের উপর সন্দেহ প্রকাশ ও ২৭নং বিধিতে ইয়াহিয়ার একনায়কত্বমূলক যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সকলের মূলনীতিবিরোধী। দেশের আপমর জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে ইয়াহিয়া প্রণীত এই নীতিমালা কোন ভাবেই এদেশের সংগ্রামী মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলার সাত কোটি মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার উপায় হিসাবেই ৬-দফা ও ১১-দফা দাবী সংগ্রামের মধ্য দিয়া এ দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া ৬-দফা ও ১১-দফা দাবীকে আমরা কোনভাবেই নস্যাৎ হইতে দিব না। আমরা মনে করি একমাত্র ৬-দফা ও ১১-দফার বাস্তবায়নই পাকিস্তানের অখন্ডতাকে বজায় রাখিতে পারে এবং স্বায়ত্তশাসন ও ভাবী শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে বাংলার জাগ্রত মানুষ ৬-দফা ও ১১-দফার সামান্যতম বিচ্যুতিও স্বীকার করিবেন না বরং প্রয়োজনবোধে আরও দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষ বাংলার বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে রুখিয়া দাঁড়াইবে।

বর্তমান অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষানীতিকে প্রদেশের ছাত্রসমাজ পূর্বেই বর্জন করিয়াছে। পুনর্বার সরকার সেই একই শিক্ষানীতিকে পিছন দরজা দিয়া চালু করিবার চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। আমরা পুনরায় এই শিক্ষানীতির প্রতি আমাদের অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি।

সারাদেশে বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সামরিক সরকার ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সামরিক আইনে গ্রেফতারপূর্বক বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত করিতেছে। আজ ছাত্রনেতা খসরু,

মন্টু ও সেলিমের উপর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডাদেশ রহিয়াছে। আমরা অবিলম্বে উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশের মানুষকে এক ও অবিভাজ্য হিসাবে সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা এদেশের ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা এক সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলি। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আগামী ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার মিছিল ও সভা-বিক্ষোভের মাধ্যমে ''দাবী দিবস'' পালন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিঃ

* ইয়াহিয়ার ঘোষিত আইনগত কাঠামো বাতিল করতঃ ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও ১১-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সার্বভৌম গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে।

* বর্তমান সামরিক সরকার প্রণীত অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি বাতিল করিতে হইবে।

* ছাত্রনেতা খসরু,মন্টু ও সেলিমের উপর ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডাদেশ বাতিল ও বিভিন্ন সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীসহ সকল ছাত্র শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি দিতে হইবে।

দাবী-দিবসের কর্মসূচীঃ

বেলা ১১টায় বটতলায় ছাত্রসভা, সভাশেষে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ৪২, বলাকা ভবন ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	১২ এপ্রিল, ১৯৭০

সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবীতে এবং ইয়াহিয়ার নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ও শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণার প্রতিবাদে-
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে (মতিয়া গ্রুপ)
১৩ই এপ্রিল, সোমবার, 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বিগত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের অবসান ঘটিয়েছে। সারা দেশের মানুষ গভীরভাবে আশা করিয়াছিল যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হইতে যাইতেছে ঐ পরিষদে জনগণের আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এবং এইভাবে দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট ও সমস্যার প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান হইবে। সামরিক প্রধান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসিয়া একটি সার্বভৌম জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে নির্বাচিত জনগণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যে আইনগত কাঠামোর আদেশ ঘোষণা করিয়া দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে এক রুঢ় আঘাত হানিয়াছেন।

ঘোষিত নির্বাচনী আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা নির্বাচনী জাতীয় পরিষদকে কার্য্যতঃ পুরাপুরিভাবে ''কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করণের তথাকথিত পরিষদে পরিণত করা হইয়াছে। ''কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' করিলে এই পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলেও উহাকে বাতিল করিবার নিরংকুশ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতেই রাখিবার পাকাপাকি আইনও প্রণয়ন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত পরিষদের সার্বভৌমত্ব বলিতে কিছুই নাই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক জনগণের আশা-আকাঙ্খার তথা ১১-দফা ও ৬-দফা দাবীগুলোর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবাধ গণতন্ত্র, পূর্ব বাংলাসহ সকল ভাষা-ভাষী মানুষের স্বায়ত্তশাসন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন শাসনই জনগণের দ্বারা রচনা করা সম্ভব হইবে না। ফলে জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী দেশের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করা সম্ভব হইবে না। শুধু তাহাই নহে, নির্বাচনের আইনগত কাঠামো আদেশ দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রায় সকল মৌলিক প্রশ্নই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে যে পাঁচটি ধারা আইন হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ ঘোষিত হইয়াছে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে গিঁয়া কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে বিষয় বণ্টনের যে নীতি নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ৬-দফা ও ১১-দফা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। উপরন্তু ধর্মভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করার পুরাতন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার স্বীকার করা হইলেও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে পুরাতন আইয়ুবী ব্যবস্থাই চালু করা হইয়াছে।এইভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে আরেকটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয় উহা গণতন্ত্রের নামে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে জনগণ কর্তৃক বাতিলকৃত ১৯৫৬ সালের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলো চাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এইভাবে সরকার এককভাবে দেশবাসীর উপর শাসনতন্ত্র চাপাইয়া

দিয়াছিল। আর বর্তমান সরকার শাসনতন্ত্রের কাঠামো নির্ধারণ করিয়া তার ভিত্তিতেই কেবল উহার বিস্তারিতভাবে লেখার দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন। এই দিক হইতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্বের মত বহাল থাকিতেছে।

অন্যদিকে ছাত্রসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শিক্ষানীতিকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তাই স্বাধীনতার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরেপক্ষ, সার্বজনীন ও সহজলভ্য শিক্ষা হইতে ছাত্রসমাজ বঞ্চিত হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, আই,ই,আর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ সমাজকল্যাণ কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, কৃষি কলেজ, এন,ডি,টি, আই গ্রাফিক আর্ট ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, প্যারা মেডিক্যাল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের দাবী আজও মানিয়া লওয়া হইতেছে না। হলে এবং হোস্টেলে খাদ্যের নিম্নমান ও সিট সমস্যা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। ছাত্রনেতা হায়দার আলী, মাহবুবউল্লাহ, বিধান, নির্মল, হিমাংশু বণিক, শূকদেব ঘোষ ও জননেতা মণি সিং, অজয় রায়, হাবিবুর রহমান, দেবেন সিকদার, শহীদুল্লাহ চৌধুরীসহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ, মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচন্ড দমননীতির শিকারে পরিণত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক সরকারের শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই আমরা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানাইয়াছিলাম। বিশেষতঃ গত ১লা জানুয়ারী হইতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সীমিত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার পর গণতান্ত্রিক শক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যজোট কায়েমের অতীব গুরুত্ব আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম কিন্তু সকলেই জানেন, আমাদের এই আবেদনে কেহ কেহ সাড়া না দিয়া বরং গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলগুলির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেন। খুবই দুখঃজনক যে ১১-দফা উত্থাপনকারী ছাত্রসমাজের মধ্যেও বিভেদ তীব্র হইয়া ওঠে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যেন জাতীয় পরিষদ সার্বভৌম হইতে না পারে। উপরন্তু ইহা জানা আছে যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নীতিগতভাবেই গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্ট যে নির্বাচনী আইনগত কাঠামো ঘোষণা করিয়াছেন উহা দেশের ব্যাপক জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়াছে। এক বৎসর আগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের জোরে যতগুলি দাবী আদায় করা সম্ভব হইয়াছিল এবং সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের যে প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আজ গণতান্ত্রিক শক্তির বিভেদের ফলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিতে পারিতেছেন। শাসকগোষ্ঠী আজ কৌশলে বীর শহীদদের রক্ত ও জীবনের মূল্য অর্থহীন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলা তথা সারা পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ ও জনগণ শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে।

দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি ও নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজসহ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমাদের আবেদন যে সময় থাকিতে ঐক্যবদ্ধ হউন ও ১১-দফা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য লইয়া সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া আসুন। দাবী তুলুন- 'প্রতিক্রিয়াশীল আইনগত কাঠামো সংশোধন কর'। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। কিন্তু বিভেদ আনবে সর্বনাশ। সরকারের কাছে দাবীঃ দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা এভাবে সমাধান করার জন্য নির্বাচনী আইনগত কাঠামো সংশোধন করে সার্বভৌম জাতীয় পরিষদ কায়েমের পথ প্রশস্ত করুন। অন্যথায় দেশের রাজনৈতিক স্থিতি সুদর পরাহত হইবে।

বন্ধুগণ

দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণাসমূহের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আহবান জানাইতেছি। সাথে সাথে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনকারী শক্তিকে বিশেষতঃ সহযোগী গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে দলীয় সংকীর্ণতা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানাইতেছি।

আসুন, আগামী ১৩ই এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস সাফল্যমন্ডিত করার মাধ্যমে আওয়াজ তুলিঃ

- সার্বভৌম পার্লামেন্ট দিতে হইবে।
- নির্বাচনী কাঠামো সংশোধন কর।
- শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বাতিল কর।
- সামরিক আইন বাতিল কর।
- সামরিক সরকারের শিক্ষানীতি মানি না।
- ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
- দমননীতি বন্ধ কর।
- ১১-দফার সংগ্রাম চলবেই।

ঢাকা শহরের কর্মসূচীঃ

- ১৩ই এপ্রিল, সোমবার, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন।
- বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সাধারণ ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল।

শামসুদ্দোহা
সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস	ন্যাপ (ভাষানী), ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশন	১৭ এপ্রিল, ১৯৭০

১৯শে এপ্রিল, রবিবার

‘‘বন্দী মুক্তি ও দাবী দিবস’’ উপলক্ষে

হরতাল

ও

জনসভা

স্থানঃ পল্টন ময়দান, সময়ঃ বিকাল ৩টা

প্রধান বক্তাঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ভাইসব,

দেশ আজ এক চরম অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংকটের সম্মুখীন। ছাঁটাই, লক-আউট ও ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের চাপে মেহনতী জনতার বিভিন্ন অংশ মজুরী ও বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য ক্রমেই ধর্মঘটের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। অন্যদিকে, খাদ্যের উচ্চমূল্য এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাব তৎসহ খাজনা-ট্যাক্সের জুলুম গ্রামীন জন-জীবনকে করিয়া তুলিয়াছে দুর্বিসহ। আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষার্থী সমাজও তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া অগণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। আর জনগন বিভিন্ন অংশের ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া লইয়া সংগ্রাম করার জন্য যাহারাই আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদেরই স্থান হইতেছে কারাগারে। আজ রাজনৈতিক নেতা দেবেন শিকদার, মশিহুর রহমান, আনোয়ার জাহিদ, মনি সিংঙ, ছাত্র নেতা মাহবুবউল্লাহ্, শ্রমিক নেতা, লুতফুল হক মজুমদারসহ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্রনেতা জেলখানায় বন্দি। শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, ছাত্রনেতা জামাল হায়দারসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এবং শ্রমিক নেতা আবুল বাশার, আবদুল মালেকসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়া ঝুলিতেছে।

এই অবস্থায় মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগামী ১৯শে এপ্রিল, রবিবার সারা দেশব্যাপী ‘‘বন্দীমুক্তি ও দাবী দিবস’’ পালনের আহবান জানাইয়াছেন। এই দিবসের দাবীগুলো হইতেছেঃ

(১) আটক ও সাজা প্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্র নেতার মুক্তি চাই, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার কর; সাম্প্রতিক ধর্মঘটকালে ধৃত সকল বাস-শ্রমিকের মুক্তি চাই।

(২) ২০ টাকা মণ দরে চাল ও ১০ টাকা মণ দরে গম চাই; খাজনা-ট্যাক্সের দায়ে সার্টিফিকেট জারী করা চলবে না; টেষ্ট রিলিফের কাজ চাই।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানে ৫ একর এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকদেও খাজনা মওকুফ কর, খাস ও সরকারী জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি কর, পেশাগত ট্যাক্স মওকুফ কর, পানির উপর কর মওকুফ কর, বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না।

(৪) মিল মালিকদের লক-আউটের অধিকার দেওয়া চলবে না, ধর্মঘটের অধিকারসহ শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির অধিকার কায়েম কর, শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি মাসিক দুইশত টাকা নির্ধারণ কর।

(৫) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাও, সস্তাদরের দোকান চালু কর, পাট ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

(৬) ছাত্র, শিক্ষক ও কার্যরত সাংবাদিকদের দাবী মানতে হবে।

(৭) প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল কর, ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভেঙ্গে দাও।

উপরোক্ত দাবীগুলো আমাদের দেশের-কৃষকসহ জনতার সকল অংশের জরুরী দাবী। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ দিবস পালনের মধ্য দিয়া এমন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা করি যাহা গণ-অধিকারের বিরুদ্ধে নূতনভাবে যে চক্রান্ত শুরু হইয়াছে উহাকে ব্যার্থ করিয়া দিবে। ঢাকা শহরের রিক্সা, স্কুটার, বাস চালক মালিকদের নিকট আমাদের অনুরোধ, আপনারা ঐ দিন সকাল ৬ টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত যানবাহন বন্ধ রাখিয়া ১৯শে এপ্রিল ''বন্দি মুক্তি ও দাবী দিবসকে '' সাফল্যমন্ডিত করিতে আগাইয়া আসুন। কলকারখানার শ্রমিক-ভাইদের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা ঐদিন কলের চাকা বন্ধ রাখুন এবং দলে দলে মিছিল সহকারে জনসভায় যোগদান করুন।

নাজিমুল আলম

কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

সিরাজুল হোসেন খান

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

মোহাম্মদ সুলতান

সম্পাদক

ঢাকা শহর ন্যাপ।

৯/এইচ, মতিঝিল এরিয়া হইতে প্রকাশিত ও জাগৃতি মুদ্রায়ন,৫৫, কলুটোলা (তনুগঞ্জ), ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট’: শেখ মুজিবুর রহমান	দ্য ডন	৮ জুলাই, ১৯৭০

PAKISTAN CANNOT BE DESTROYED BY ANY POWER, SAYS MUJIB
'Islam in Danger' Cry a Political Stunt
Awami League Election Campaign Launched

Dacca, June 7: The Awami League Chief. Sheikh Mujibur Rahman, declared today amidst cheers that Pakistan had come to stay and that there was no force which could destroy it.

Addressing a massive public meeting at Ramna Race Course this afternoon in torrential rains, the Sheikh repeatedly held out the assurance that Islam was in no danger on the sacred soil of Pakistan, and lashed out at those who raised cries of "Islam in danger" on flimsy grounds, to promote their own political ends. He said in the past also similar bogeys were raised by a section of the people during the 1954 elections in East Pakistan and on the question of joint electorate, but it had been proved conclusively that "Islam in danger" cry was a mere political stunt.

Today's public meeting was organized by the Awami League to commemorate the movement of June 7, 1966, when a number of people fell to the bullets of the police of Ayub regime. Despite inclement weather and pouring rains, hundreds of thousands of enthusiastic people sat through the meeting to hear the Sheikh who was the only speaker. Defying rains, the people came from far and near in processions on foot and in buses and trucks and trains and launches. They shouted six-point slogans and rented the air with cries of "joy Bangla". West Pakistani Awami League leaders who came to attend the Council meeting of the All-Pakistan Awami League which concluded yesterday were also present on the dais.

Sheikh Mujib regretted that the Fourth Five-Year Plan had been announced by the present Government despite his party's demand that it should be left for the future Government to draw up the Plan. He declared the Fourth Plan would be scrapped and recast when a representative Government was inducted into office after the elections.

The Awami League chief, who was frequently greeted with slogans of "Banga Bandhu" (Friend of Bengal), told the meeting that the coming elections should be treated as a referendum on the autonomy issue-whether the people wanted autonomy on the basis of his party's six-point programme.

The Sheikh, who formally announced the launching of his party's election campaign as from today, asked' the people to "finish" the "Mir Jafars" of Bengal through elections and to see to it that their boxes went empty during the polls.

Agency reports add :

The Awami League chief said that from the allocations in the Fourth Plan which had recently been announced, it appeared that East Pakistan had not been given her due share of 56 per cent on the basis of her population. He posed a question, "If the allocations arc not properly made how you could remove the disparity?"

The meeting also said that the elected representatives of the people would have to revise the Fourth Five-Year Plan and alter it in every respect necessary to bring it into accord with those constitutional provisions which were expected to invest the Governments of federating units with full power of economic management.

The meeting referred to the shortfall of Rs. 1,100 crores in the Third Plan expenditure in East Pakistan and urged that all the previous shortfalls in the Plan expenditure be made up. It held that no annual development plan could represent meaningful steps towards revising the trend of economic disparity "unless the previous shortfalls are made up."

Sheikh Mujib recalled how in the past East Pakistan had been exploited and described how people had suffered under successive Governments.

The Awami League chief said that his party's struggle was to create a society free from exploitation, to eliminate the exploiters and to free the toiling masses-peasants) and workers-from exploitation.

Replying to the propaganda against the six-point programme, he said that in realization would in no way harm Pakistan. "The six points will be realized and Pakistan shall also stay", he said amidst loud cheers.

Deep-laid Conspiracy

Sheikh Mujib said that the economic situation in the country was deteriorating and that there was a deep-laid conspiracy to paralyze the economy by closing down mills and factories. Referring to the Adamjee Jute Mills riots of 1954, he said there was a similar conspiracy to create chaos and confusion to prevent the smooth transfer of power to the people. He referred to the recent closure of the Adamjee Jute Mills and asked for its immediate reopening.

The Awami League chief said that his party was not anxious to come to power, because they believed that even without coming to power the rights of the people could be realized. In this connection he referred to his party's earlier demand for representation on the basis of population and the breakup of One Unit in West Pakistan, which were ultimately realized. He also referred to their struggle for making Bengali one of the State languages.

Sheikh Mujib said that his party's struggle was to establish 'workers and peasant' rule in the country. He said that their demand for exemption of land revenue up to 25 bighas had partly been realized, when it was learnt that the Government was going to grant such exemption up to nine bighas. Awami League manifesto had promised workers share in industries, he said.

The big crowd at the meeting signified their support by raising their hand s when at one stage Sheikh Mujib asked if they wanted to realize regional autonomy on the basis of his party's six-point programme, if they wanted to establish the rule of workers and peasants and above all if they like to live as human beings.

The Sheikh censured the Jamaat-i-Islami for what he called their anti-East Pakistan role and for trying to deprive the people of this province of their legitimate rights by creating confusion in the name of Islam. He alleged that Maulana Moudoodi's partymen in East Pakistan were paid workers serving the case of those who made money by exploiting East Pakistan. The Awami League chief also criticized Khan Abdul Qayyum Khan, Nawab zada Nasrullah, Chowdhury Mohammad Ali and Ataur Rahman Khan. Besides he also criticized Mr. Nurul Amin for his role as Chief Minister, with particular reference to the language movement.

Referring to Mr. Nurul Amin's observation that the coming elections could not be regarded as referendum on six points, the Sheikh said that in undivided India when "Mr. Gandhi and other Congress leaders had opposed the partition of India, the Muslims had voted for Pakistan through referendum."

He said that the people of the country alone could frame the country's constitution and no constitution framed at the instance of any individual would be acceptable to them.

The Awami League chief pointed out that the elected representatives of the people were "alone competent to frame the constitution on behalf of the people."

In this context he once again urged the President to amend Articles 25 and 27 of the Legal framework Order immediately making the Parliament supreme in" constitution- making.

Sheikh Mujib warned those who had been trying to establish dictatorship. He said that the people had learnt to sacrifice their blood for a cause and they would resist all attempts to sabotage the elections. 'Take a lesson from history," he asked them.

He said that these anti-election forces had tried to create trouble at Mirpur, Mohammadpur, Postagola, Khulna and many other places. The Sheikh declared that no one had the power to undo Pakistan and the people who had achieved Pakistan would defend it. They would realize their due rights as well, he added"

Sheikh Mujib reminded his audience that the Ayub Regime had snatched away the right of franchise and the people had to make tremendous sacrifices to get back that right. He urged the people to exercise their right of franchise in the coming elections judiciously so that those who had betrayed them in the past could be completely eliminated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্রলীগ আহূত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সার্কুলার	২৩ জুলাই, ১৯৭০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের ২২ এবং ২৩শে জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত জরুরী সভার প্রস্তাবাবলী

শোক প্রস্তাবঃ

আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষাগুরু, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা, আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার জনক ‘‘বাংকার্নো’’, বৃহৎ শক্তি জোটবহির্ভূত তৃতীয় জোটের জনক, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শিকার ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ আহমদ সুর্কানোর মহাপ্রয়াণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের অদ্যকার এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

রাজনৈতিক প্রস্তাবঃ

এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম-অবনতি লক্ষ্য করিতেছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশবাসী যখন গভীর আগ্রহের সহিত নির্বাচনে সহায়ক সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার আশা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার কর্তৃক ছাত্র, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতন ও নিষ্পেষণের খড়গ নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাপকহারে সামরিক আইনের অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া ছাত্র-শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতৃ ও কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইতেছে। অধিকার এবং রুটি-রুজির দাবী তুলিয়া শ্রমিক পাইতেছে কারাদন্ড -বেত্রদন্ড, গুলি, বেয়নেট; খাদ্য ও কর মওকুফের দাবী তুলিয়া কৃষক পাইতেছে চরম নির্যাতন, মেহনতী জনতা বাঁচার নূন্যতম অধিকার চাহিয়া নিষ্পেষিত হইতেছে। সাম্প্রতিককালে ঢাকায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি, সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার ষ্টেশনের শ্রমিকদের শাস্তিদান সম্পর্কিত পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা এবং জননেতা এম, এ, আজীজের গ্রেফতারজনিত পরিস্থিতি দেশের জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। এই সভা মনে করে যে দেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা এবং রাজনৈতিক নেতৃ ও কমীবৃন্দেও উপর এই নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নীরব দর্শক হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দেশের আপামর জনগণের উপর যে কোন মহলের চক্রান্তকে নস্যাৎ করিয়া দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধমূল। এবং যেহেতু সরকারী নির্যাতন এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন তথা নির্বাচনের সহায়ক গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

উপরোক্ত কারণে এই সভা সরকারের নিকট আগামী ৩১শে জুলাই, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক পথ প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(১) জননেতা এম, এ, আজীজ, মন্টু, সেলিম, হোসেন, বিমলসহ সকল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

(২) সকল ছাঁটাইকৃত বা সাসপেন্ডকৃত শ্রমিক বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে কাজে পুনর্বহাল করিতে হইবে ও তাহাদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(৩) সকল প্রকার রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ সম্পর্কিত গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া, খসরুর দন্ডাদেশসহ সকল দন্ডাদেশ, মামলা বা নির্যাতনমূলক হয়রানি বন্ধ করিতে হইবে।

(৪)প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসমূহ, নটরডেম কলেজ, নবাবপুর স্কুলসহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিলম্বে খুলিতে হইবে।

অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নিজেদের পথ বাছিয়া লইবে এবং দেশব্যাপী তুমূল আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।

সাংগঠনিক প্রস্তাবঃ

(১) অদ্যকার এই সভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, যেহেতু টাঙ্গাইল মহাকুমা শাখা জেলায় রূপান্তরিত হইয়াছে সেহেতু বর্তমান মহকুমা শাখাকে স্বীকৃতি না দিয়া জেলা শাখাকে সরাসরি থানা শাখার সাথে যোগাযোগ করিয়া সাংগঠনিক কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(২) এই সভা বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে স্ব স্ব জেলা ও মহাকুমার যে সমস্ত ছাত্রলীগ কর্মী ও সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হইয়াছে তাঁহাদের পূর্ণ নাম, সাজার বিবরণসহ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৩) এই সভা যে সমস্ত জেলা এখনো কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করে নাই সে সমস্ত জেলাকে অবিলম্বে নাম প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

(৪) এই সভা বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শাখার সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে অবিলম্বে ঠিকানা প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

শাজাহান সিরাজ
সাধারণ সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

......শাখার জ্ঞাতার্থে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এম, এ, রশীদ এবং রেজাউল হক মোস্তাক দফতর এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক, ছাত্রলীগ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া’	দ্য ডন	২৯ জুলাই, ১৯৭০

PRESIDENT YAHYA KHAN'S ADDRESS TO NATION
ON JULY 28, 1970

My Dear Countrymen,
Assalam-O- Alaikum.

I have, from time to time, kept the nation abreast of developments in various spheres because people in all walks of life should know about major events as well as decision of the Government on important issues. Many significant events have occurred and decisions have been taken during the past four months. Time has, therefore, come for me to address you again.

New Provinces

Another important event which has taken place since, I spoke to you last is the restoration of pre-1955 provinces in West Pakistan. The decision, as you know was taken some months ago on the basis of the wishes of the people and I am glad to say that it has been possible to achieve the re-establishment of these provinces on the target date. I am sure you appreciate that a great deal of administrative work has gone into giving practical shape to what, a few months ago, was only a wish.

The mere formal restoration of the old provinces, however, is not going to solve any problems. What is required now is to make all-out efforts to examine the reasons why such a step was necessary and how matters can now be improved. The main achievement of this restoration has been to bring the Administration closer to the people in various regions of West Pakistan. It is also to give a greater sense of participation in the happenings in this Wing to the people of far-flung areas. Let me also caution you that what happened on the 1st of July was only the first step. The process of consolidation will continue for months until things really settle down in all sectors of the administrative field. On the one hand, the administration will have to work doubly hard and on the other, the people will have to be patient and make constructive contribution in the fulfillment of the purposes for which separate provinces were restored.

Furthermore, it is extremely important that the restoration of the old provinces must not lead the people of various regions towards the dangerous path of parochialism. All that has happened is that West Pakistan, instead of being one administrative unit, is now composed of tour administrative units. That is all. It has been done for the good of the people. It has been done with the hope that this will help in eradicating suspicions and a sense of deprivation on the part of certain regions of this Wing. In fact it is my firm belief

that when the people begin to manage their own affairs in their provinces, their attitude towards their neighboring and other provinces would be that of brotherliness and co- operation rather than that of hostility and separation.

In practical terms, any tendency to consider anyone who does not happen to be born and brought up within the boundaries of a particular province as an outsider will not be tolerated because as a Pakistani he has an inherent right to live, work and prosper in any part of Pakistan.

Talking on the national plane I am glad to tell you that our election machinery has been working with tremendous zeal and efficiency under the direction of the Chief Election Commissioner.

As you are aware a major portion of the work relating to elections has already been completed by, the Chief Election Commissioner and his staff.

By God's help we have been able to keep to our planning schedule for general elections. The forthcoming election day will indeed be a great day for Pakistan and it is my prayer that it will be a precursor of greater well-being and prosperity for this country.

Talking about elections I might add that it is my firm resolves that these elections are free and fair. To ensure that there is no violence, coercion and other mal-practices during these elections, I shall employ all necessary forces at the disposal of the Government. Now I come to a subject which is both important and of interest to all of us. I mean the political activities that have been taking place in this country during the past few months.

My own assessment of this matter is that after a rather over enthusiastic and violent start which in some ways, was understandable, things have, by and large, settled down. Abuse and counter-abuse have decreased and the use of violence is less evident in public meetings and processions and other political activities. The credit for this can be shared equally by the people, the political leaders and the Administration. The people decried violence, the political leaders saw that such methods were counter-productive and the Administration was understanding yet firm. We must not. however, be complacent and must try to see that violence and other destructive practices are completely eradicated from our political activities.

I would like at this stage to make a comment or two on the substance of what has been happening in the political field. Due to various reasons into which I do not propose to go at this stage. I regret to say that the division between parties has tended to become much too sharp. The uncompromising positions adopted by certain parties will have to be changed and tolerance towards each other is essential if the end product of all the activities of these past few months is to be beneficial to the people of Pakistan and is to contribute towards the integrity of this country. In this connection I would particularly like to mention the need for curbing violence and maintenance of law and order. Let there be no mistake on one point. The country is under Martial Law. The Martial Law authorities, under my directions, have been tolerating a number of actions including statements and speeches which no Martial law regime would have ever tolerated.

Up to now there were very good reasons for this attitude; the main one being that political activity in this country had in the past been curtailed and almost crippled to the extent that without nourishment and encouragement it would never have got off the ground. If the Martial Law authorities had gone strictly by Martial Law Regulations and Orders in every case right from the start, there was a possibility that the main objective of this regime, namely, the transfer of power, would have been unduly delayed and even jeopardized.

The plan under which the Martial Law authorities had, on occasions, to ignore breaches of Martial Law Regulations and Orders has, I know, been misconstrued in certain quarters as weakness. These people did not understand that this attitude was deliberate and was in fact inherent in the situation obtaining in the country. The task of my Government has been a difficult and delicate one. On the one hand we had to keep the forces of disorder in check and on the other, we had to ensure that development of political activity was not discouraged in any way.

Let me at this stage explain to you as to how this regime has tried to bring back political life in this country step by step.

In the first phase which commenced with the imposition of Martial Law and ended round about July 1969 the most important element of this plan was not to ban political parties. I remember that this caused both surprise and relief amongst our political parties, intellectuals and all others interested in this subject. The reason for their being surprised was that, normally speaking, the first action of any Martial Law regime is to ban political parties, for the existence of Martial Law regime side by side with political parties is a most unusual phenomenon. During this phase, however, we took care to see that whilst political parties were not banned, their activities were considerably restricted. This was. of course, deliberate and in keeping with the plan of reviving political life in a gradual manner.

The next phase which lasted from August 1969 to December 1969 saw considerable freedom of action in the political field although certain checks were still maintained. By about this time I had taken and declared decisions on certain major issues such as restoration of pre-1955 Provinces in West Pakistan and one man one vote.

The next phase commenced with the 1st of January this year when full scale political activity was allowed and all restrictions were removed except for certain guidelines which were issued in the form of a Martial Law Regulation.

So you see, the nourishment and bringing up of political activity went hand in hand with certain major decisions which had a direct bearing on such activity. I am happy to note that this main plan of ours has worked out well.

The present is the last phase.

Now that I have prepared the ground in every possible way for a peaceful transfer of power to the elected representatives of the people, there is no further requirement for handling of breaches of Martial Law, such as creating disaffection against the Government, violence and such other crimes, in a soft manner. From now on, in the

interest of our national objectives, we will take strict action against all cases of unlawful behavior. Any breaches of Martial Law Regulations and Orders and all other laws will be dealt with effectively. Having successfully created a sense of confidence in the leaders of political activity, I am now certain that this change of stance on the part of the Government is absolutely essential if we are to have civilized political behavior for this is the only path that leads to the National Assembly and the preparation of a Constitution which would be acceptable to the people of Pakistan.

We have just over two months left for general elections and it is essential that political leaders and political workers exercise due care in what they say and what they do. Democracy pre-supposes tolerance. Let us show that we are fit for democracy by displaying tolerant behavior throughout this election period that is in front of us. Accusing each other and accusing the Government will not get any one anywhere.

As we approach, the date of our general elections it is imperative that our leaders channelize the nation's political energy into civilized and constructive lines.

If this is done, we can look to the future with confidence.

I have said it before and I want to say it again that the tendency to have double standards in the matter of law and order must be curbed. You cannot on the one hand, ask the Government to create peaceful conditions in the country and, on the other, raise a hue and cry of law breakers who are arrested and dealt with. Political leaders must realize that all are equal in the eyes of law.

I might tell you that this lawlessness in certain areas and by certain groups has resulted in the issuance by me of a very clear direction to Governors as well as the Martial Law Administrators of all Provinces and Zones to make the maintenance of law and order their first and foremost concern. They have been directed to take speedy, firm and effective action against any kind of lawlessness. Those who deliberately and systematically try to break the law and create confusion and instability are the enemies of the people. I am glad to note that the people have now begun to realize this fact and on a number of occasions have themselves decried calls for general strikes which disrupt normal life and have condemned attacks on the economy of the country. Let there be no mistake: the people and the Government are one on this issue. The law breaker will be given no quarter by the people and the Administration.

We have set ourselves certain clear cut goals including that of the restoration of democracy in this country. We will not allow anyone to come in the way of the achievement of this objective because this is what the people of Pakistan want and this is what I have pledged to give them.

Since I last spoke to you, there have been anti-muslim riots in the Indian State of Maharashtra resulting in serious loss of life and the uprooting of thousands of innocent and unfortunate members of the Muslim minority in India.

I know how deeply disturbed our people have been over these tragic events which have shocked the conscience of the world. In addition to India's obligations under the Liaquat-Nehru Pact of 1950, the protection of the life and property of the Muslim

minority in India is indeed a matter of concern for the entire international community, because it is essentially a question of projection of human and fundamental rights. We earnestly hope that the Government of India would lake strong steps to afford adequate protection to the Muslims in India, as indeed to all minorities in that country.

It is our sincere desire to promote good neighborly relations with India. It is, however, regrettable that our main disputes with her, which are the root cause of bad blood between our two countries, remain unsettled.

In the recently concluded talks on Farakka, India has at least conceded our right to the Ganges waters, although the question of quantum has still been left undecided. That is the crux of the problem.

It is unfortunate that India has not shown any inclination for the settlement of the Kashmir dispute. International disputes of this nature must be resolved on the basis of equity and justice and respect for international agreements. A mere repetition by one party that the dispute does not exist or has resolved itself does not make it vanish into thin air. It continues to exist and cries out for a proper solution acceptable to the parties to the dispute.

In the Middle East, our Arab brethren are continuing their struggle to assert their inalienable rights. We fully support their resolve to resist aggression.

Our co-operation with the brotherly countries of Iran and Turkey continues to attain new dimensions. In May this year, I met His Imperial Majesty the Shahanshah of Iran and His Excellency the President of Turkey in Izmir. We were all glad to find ourselves in unison on many issues facing the world. Our three countries are dedicated to work for peace in our region as well as in the world. We recognize the basic need for relying on ourselves and are exerting together to bring about a rapid improvement in the standard of living of our peoples. This common endeavor has further strengthened our solidarity.

Finally a word of caution. The people of this country are, by and large, fully capable of identifying dangers and pit-falls that exist in empty slogans and tall promises. I would, therefore, expect those who aspire to administer this country in the future to explain the realities of the national's' economic, social and political ills as well as the limitations that a developing country tends to suffer from. There is no magic wand which can resolve difficult problems overnight. Future leaders and administrators must understand that it is only careful planning and hard work which result in benefits for the people. Developing countries must be prepared to undergo hardships and sacrifices in order to achieve an honorable and respectable place in the comity of nations. The road to prosperity is a long and arduous one. There are no short cuts. Political leaders must have the courage to explain hard realities to the people and to avoid making statements which might mislead them. They are not prepared to accept hollow claims. They have a right to demand, and they will demand honesty in word as well as in deed from their leaders.

My dear countrymen, there are just over two months left for general elections. This is the first time that the entire country will go to polls on the basis of adult franchise and elect their representatives who. as their first task, will make the Constitution for Pakistan and then later form the Centre Legislative Assembly.

This period is of great importance and the future of the country will depend a lot on how each one of us conducts himself. Every voter must appreciate the value and importance of his vote and cast it in favor of men who will serve this country in a selfless and patriotic manner. The political parties and the candidates will have to show that they are men on whom the electorate can rely.

Above all, during this period there is need for a great deal of self-discipline on everybody's part. The Administration will naturally do its best to keep the atmosphere peaceful and tranquil. But in this task they will need the active assistance and full co-operation of every one of you. I have no doubt that such assistance and co-operation will be forthcoming.

Let me congratulate you on what has been achieved so far and wish you every success in our great endeavor, so, go forth and participate in the great and challenging task of national polls with confidence in yourself and full faith in Almighty Allah.

Khuda Hafiz.

Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’ বই বাতিলের দাবীতে ছাত্র জমায়েত	স্কুলছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	৫ আগষ্ট, ১৯৭০

‘‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’’ বই বাতিল ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের দাবীতে ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় শহীদ মিনারে ছাত্র জমায়েত

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ শিক্ষাজীবনের সংকট দূর করে একটি সার্বজনীন সুলভ, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবীতে সংগ্রাম করছে। কিন্তু স্বাধীনতার ২৩ বৎসর পরও আমাদের ন্যায্য দাবী পদদলিত। আজ পর্যন্ত কোন সরকারই শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান করে নাই, উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্য ছাত্রসমাজ ছাত্রদের উপর থেকে সিলেবাসের বোঝা কমিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সিলেবাস প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই আমাদের কথায় কান দেয় নাই, বরং সিলেবাসের বোঝা দিন দিন অবৈজ্ঞানিকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উপর ‘‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’’ বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিলেবাসের এই নতুন বোঝার দ্বারা সুকৌশলে শিক্ষার বিস্তারকে রোধ করার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। অন্য দিকে এই বই-এ অন্তভূর্ক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মুখে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও <u>‘‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’’ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার সময় ও সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে।</u> সরকারের এই তোগলোক নীতির ফলে সমস্ত দেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে এক চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ফলে সরকার এই বই- এর দ্বিতীয় অংশ বাতিল করলেও আজও ছাত্রদের মাথায় বাধতামূলকভাবে চাপিয়ে রেখেছে এই বই-এর প্রথম অংশটি।

এ ছাড়াও, ভর্তি সমস্যা, পর্যাপ্ত স্কুল কলেজের অভাব, জগন্নাথ কলেজসহ প্রদেশের বিভিন্ন কলেজকে প্রাদেশিকীকরণজনিত সমস্যা, হল-হোস্টেলের অভাব, ডাইনিং হল সমস্যা, অতিরিক্ত ফুডচার্জ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে সংকট করে চলেছে।

শিক্ষাজীবনের এই সংকট দূর করার জন্য এবং গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আসুন, শিক্ষার সংকট মোচনের জন্য, গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং ‘‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’’ বই বাতিল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হই।

বন্ধুগণ,

তাই আসুন আগামী ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলি।

স্কুলছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত

ও

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন	দ্য ডন	১৬ আগষ্ট, ১৯৭০

ELECTIONS SHIFTED TO DECEMBER
Decision due to floods

Dacca, Aug. 15: The President, Gen. A. M. Madhya Khan today announced the postponement of countrywide general elections, originally fixed for October 5, till December 7, this year, in view of the unprecedented flood situation in East Pakistan.

The new date of elections to the National Assembly was fixed for December 7, while the elections to the provincial assemblies would be held not later than December 19.

In a statement the President said that the decision to postpone the dates for elections had been taken "after very careful consideration" of various factors arising out of the unprecedented flood situation in East Pakistan.

He said the forthcoming elections were of supreme importance for the future of Pakistan and as such it was essential that the maximum number of people participated in the polls. He said it now appeared certain that unless election were postponed, it would not be possible to ensure this.

Gen. Yahya said the Government machinery, which would carry out various functions connected with the elections, was now fully occupied with the very important work of flood relief and practically the entire complement of the provincial Government, from the highest to the lowest, would continue to be engaged in relief work for months. It was, therefore, a question of weighing the relative importance and urgency of relief work and election work.

The President declared he did not have the slightest hesitation in deciding that the alleviation of human misery must take precedence over everything else. The flood waters might start receding soon, but there would always be the possibility of a second flood in September. In this state of uncertainty it was impossible to predict if conditions would be suitable for elections on October 5, the President said. It was, therefore, considered necessary to shift the date in such a manner as to ensure minimum interference in the holding of the national polls.

Explaining the difficulty in holding the elections on the original date, Gen. Yahya said for the purpose of holding elections the Chief Election Commissioner had to use practically the entire Government machinery. Officials at various levels had to perform different functions. The Subdivisional Officers and Circle Officers would have to carry out the duties of Returning Officers and Assistant Returning Officers.

The polling booths had to be established in various localities and many other related steps had to be taken. But the machinery, which would carry out various functions

connected with the elections, was presently fully occupied with the very important work of Hood relief.

The President further said that a large section of the population had to be evacuated to safer areas. It was not certain if they would be available in their constituencies for voting on the originally appointed date. The danger of epidemics loomed large and while everything would be done to ensure that these did not spread, it could not but cause some uncertainty about the suitability of October 5 as the election date.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করার আহবান	চারিটি ছাত্র সংগঠনের যৌথ প্রচারপত্র	১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বছরান্তে ১৭ই সেপ্টেম্বরের রক্ত স্মৃতি বিজড়িত মহান শিক্ষা দিবস ঘুরিয়া আসিতেছে। এই দিনে ১৯৬২ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে ছোট ভাই বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা শহীদ হইয়াছিলেন। তাই প্রতি বৎসরই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পূর্ণ মর্যাদার সহিত ১৭ই সেপ্টেম্বর "শিক্ষা দিবস"পালন করিয়া আসিতেছে। শহীদের রক্ত স্মৃতিবিজড়িত এই দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ শহীদানের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে এবং সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণমুখী ও সুলভ শিক্ষানীতি কায়েমের জন্য শপথ গ্রহণ করিবে। এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যদার সহিত পালনের জন্য আমরা সারা পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসাবে সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দিন ঘোষণার দাবী প্রথম হইতেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোটের উদ্যোক্তা একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকার শক্তির বলে ছাত্রদের এই দাবী অমান্য করিয়া আসিয়াছে এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট বাতিলেও অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরই ছাত্রসমাজ বাধ্য হইয়াই ১৭ই সেপ্টেম্বর ধর্মঘট করিয়া আসিয়াছে এবং এইভাবে ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৭ই সেপ্টেম্বর পালন করিয়াছে। কারণ ইহা খুবই পরিষ্কার কথা যে শিক্ষার দাবীতে সেদিনটিতে আমাদের তিনজন ভাই পুলিশ, ই,পি,আর বাহিনীর গুলিতে শহীদ হইয়াছিল, সেই দিবসে ছাত্রসমাজের পক্ষে ক্লাসে অংশগ্রহণ করিয়া শহীদানের স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করিতে না পারে।

বর্তমান দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং একনায়কত্ববাদী আইয়ুব সরকার ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আইয়ুব সরকারের জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট শিক্ষা জীবনে যে কিরূপ সংকট সৃষ্টি করিয়াছে এবং শিক্ষা সংস্কারের নামে আইয়ুবের শিক্ষানীতি যে একটি শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ছিল বর্তমান সরকার উহা নীতিগত স্বীকৃতি দিয়াছেন। এবং আইয়ুবের শিক্ষা কমিশন রির্পোট ও কার্য্যতঃ বাতিল হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। অথচ এই কারণেই ১৯৬২ সালে আমাদের ভাইদের পুলিশ ও ই,পি,আর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষকে আমরা আহবান জানাইতেছি যে, ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে হিসাবে ঘোষণা করুন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করুন।

ছাত্র সমাজের প্রতি আমরা আবেদন জানাইতেছি যে, অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসের সকল কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করুন।

ঢাকা শহরের কর্মসূচীঃ

০ ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৪টায় মধুর ক্যান্টিনে সর্বদলীয় ছাত্রসভা ও কালোব্যাজ বিতরণ।

- ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসভা এবং সন্ধ্যায় হলে ও হোষ্টেলে সভা ও শপথ গ্রহণ।
- ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার ভোরে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষা দিবস পালন,বেলা ১১-৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়া কলা ভবনে সাধারণ ছাত্র সভা।

শামসুদ্দোহা সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	**তোফায়েল আহমেদ** সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।	**মোস্তফা জামাল হায়দার** সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	**ইব্রাহীম খলিল** সভাপতি, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন।
নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র	**আ,শ,ম আবদুর রব** সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	**মাহবুব উল্লাহ** সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।	**ফখরুল ইসলাম** সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন ফেডারেশন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিক্ষা দিবসে ছাত্রলীগের সভার প্রস্তাবাবলী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সার্কুলার (কেন্দ্রীয় সংসদ)	১৭ সেপ্টেম্ব, ১৯৭০

আজকের বটতলার ছাত্রসভার প্রস্তাবাবলী

বিশেষ প্রস্তাব

ঘুমের দেশের মানুষের ঘুম ভাংগাইতে যাইতে সোনার বাংলার যে সকল সোনার ছেলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের লেলুয়া পুলিশ বাহিনীর গুলিতে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর চিরকালের জন্য ঘুমাইয়া পরিয়াছেন, আজকের এই মহতী সভা মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ সেই সকল বীর শহীদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মনে করে যে, সেদিন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতিকে প্রতিহত করিতে গিয়া যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহারা দেশ ও জাতির কল্যান, গণমুখী, গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি কায়েম এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গল কামনায়ই আত্নাহুতি দিয়াছেন। এই মহতী সভা পুনরায় তাহাদের মহান স্মৃতিকে স্মরন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যতদিন শহীদের আরব্ধ কার্য সম্পাদিত না হবে, ততদিন যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ছাত্রলীগ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

রাজনৈতিক প্রস্তাব

এই মহতী সভা গভীর উদ্বেগের সহিত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আগামী ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইলেও নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য চরম প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী গোষ্ঠী, অতিবিপ্লবী হটকারী বামপন্থী গোষ্ঠী, এক শ্রেণীর সরকারী আমলারা এবং গণবিরোধী অশুভ শক্তি যেমন পাঞ্জাবী পুজিঁপতি, সামন্তপ্রভু, জোতদার, জমিদার যুগপৎ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবি লক্ষ্য করিয়া উস্কানিমূলক আচরণ শুরু করিয়াছে, সামরিক আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ ঘটাইয়া শত শত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী, ছাত্রলীগ সদস্যসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রকর্মী, শ্রমিককে আজ গ্রেফতার করা হইতেছে, হুলিয়া জারি করিয়া হয়রানী করা হাইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিকেবশ আজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আমরা মনে করি আগামী নির্বাচন কোন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়, বরং ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন, ১১-দফার সত্যিকারের সমর্থকদের পক্ষে রায় ঘোষণার জন্য এই সভী দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছে। সংগে সংগে নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব দেশবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সফল করার জন্য এই মহতী সভা দেশবাসীর পক্ষ হইতে নিম্ন লিখিত দাবীগুলি মানিয়া নিবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) অবিলম্বে পাইকারী হারে ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে গ্রেফতার বন্ধ করা হউক, ছাত্রলীগ সহ- সভাপতি নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, তোহা গাজী, সরদার রশীদ, বিমল দাস, মন্টু, সেলিমসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক, দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হউক ও খসরুসহ দাজ্ঞা প্রাপ্তদের দন্ডাদেশ মওকুফ করা হউক এবং শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা হউক, লক আউট, লে-অফ প্রত্যাহার করা হউক, ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়া হউক।

(খ) নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য সরকারী প্রচারযন্ত্র, প্রশাসনযন্ত্র এবং গণবিরোধী অতি উৎসাহী আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকারি ভূমিকা সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ করা হউক।

(গ) সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনা হউক।

(ঘ) সর্বোপরি গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী আইনগত কাঠামো আদেশের ২০, ২৫ ও ২৭নং ধারা সংযোজিত থাকায় জনগণের সার্বভৌম অধিকার হরণকারী আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ প্রত্যাহার করা হউক।

শিক্ষা সমস্যাঃ

প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কারিগরি শিক্ষায়তনসমূহে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার প্রায় চার গুন ছাত্র-ছাত্রী দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। সিলেবাসের বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি ‘পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি’ নামক একখানি পুস্তক স্কুল ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিয়া শুধু সিলেবাসের কলেবরই বৃদ্ধি করা হয় নাই বাংলা ও বাঙ্গালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যেরও অবমাননা করা হইয়াছে। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষামূলক বৃত্তি বৃদ্ধিতে হড়িমসি এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রদেশের সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশীকরণ অদ্যাবধি প্রত্যাহার করা হয় নাই। অদ্যকার এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট এই সংকট অবলোকন করিয়া অবিলম্বে দেশব্যাপি শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল সংকট অবসানের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি মানিয়া লইবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক, সহজলভ্য, গণমুখী, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হউক।

(খ) ‘পাকিস্তান-দেশ ও কৃষ্টি’ পুস্তকটি বাতিল করা হউক এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে ২৫ নম্বর চালু করা হউক।

(গ) জগন্নাথ কলেজসহ সচ্ছল কলেজগুলির প্রাদেশিকীকরণ বাতিল করিয়া নতুন সরকারি কলেজ স্থাপন করা হউক।

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা প্রতি বিভাগে বৃদ্ধি করা হোক, নৈশ বিভাগ চালু করা হোক, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হোক এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুবন্দোবস্ত করা হউক, আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য আরও অধিক হল, হোস্টেল নির্মান করা হউক।

(ঙ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হউক এবং চলতি বছর হইতেই ঢাকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি শুরু করা হউক।

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বন্যার রুদ্র তান্ডবে বাঙালী আজ গৃহহারা। বন্যা নিয়াছে ক্ষেত্রে ফসল, গোয়ালের গরু। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মুনাফাখোরী, মজুতদারী গোষ্ঠির চক্রান্তের ফলে

দ্রব্যমল্যের ঊর্ধগতি দেশবাসিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে রিলিফ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, মহামারী প্রতিরোধ, মেডিকেল ব্যবস্থার অভাব সারা বাংলার পরিস্থিতিকে বিষময় করিয়া তুলেয়াছে। বস্ততঃপক্ষে সারা বাংলাদেশে আজ চরম দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রম অবনতি লক্ষ্য করিয়া উহার আশু নিরসনের জন্য সরকারের নিকট নিম্ন লিখিত দাবীগুলি পূরণের জোর দাবী জানাইতেছেঃ

(ক) অবিলম্বে দেশীয় ও বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়ে তহবিল গঠন করিয়া ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হউক।

(খ) বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে মেডিকেল স্কোয়াড ও পর্যাপ্ত রিলিফ প্রদান করা হউক এবং মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও রিলিফ দ্রব্যের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

গ) সারা বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা ঘোষণা করিয়া পূর্ণ রেশনিং চালু করা হোক, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হউক, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরন করা হউক এবং কৃষকদের খাজনা, ট্যাক্স এবং সার্টিফিকেট জারি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হউক।

(ঘ) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করিয়া সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতি বিধান করা হউক।

(ঙ) শ্রমিকদের ৫-দফা মানিয়া লইয়া সাধারণ শ্রমিকদেরকে বাচাঁর অধিকার প্রদান করা হউক।

সংগ্রামের ডাকঃ

অদ্যকার মহান শিক্ষা দিবসে এই মহতি সভা দলমত নির্বিশেষে দেশের বর্তমান শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জনতার সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বশ্রেণীর জনতার প্রতি আহবান জানাইতেছে। এই মহতী সভা মনে করে যে, নির্বাচন আন্দোলনের অন্যতম পন্থা এবং এই কারণেই নির্বাচনে জনগণের রায়ে কোন মত ও পথ জনগণ সমর্থন করে তাহাও সুস্পষ্ট হইবে। অতএব কোন চক্রান্তের ফলে যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনের রায়কে অগ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আগামীতে বাংলার জনগণের সঠিক মুক্তির দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর নিকট এই সভা আকুল আবেদন জানাইতেছে এবং যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্ততি গ্রহণের জন্য এদেশের সংগ্রামী জনতার প্রতি এই সভা আবেদন জানাইতেছে।

প্রেরক-

এম, এ, রশীদ

দপ্তর সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
পূর্ব -পাকিস্তানের দাবীর সমর্থনে সম্পাদকীয়	সাপ্তাহিক ‘ফোরাম’	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

INTEGRATING PAKISTAN

West Pakistanis reading ***forum*** must feel that we are too obsessed with East Pakistan's sense of alienation from power and justice. Living here it would be difficult not to be. Two decades is a long time for an entire people to be denied a patrimony for which they waged ceaseless political battle for half a century. But this sense of commitment should not give the impression that we are oblivious of the myriad and deep rooted grievances of our brothers in West Pakistan. Tyranny which has deprived East Pakistan of its rights sits as heavily on the 'Shorbohara' of West Pakistan.

The struggle for the rights of East Pakistan must always be seen as part of the wider struggle against the power elite which has ruled this country for two decades. This elite, as a result of historical circumstance, lives in West Pakistan but its basic commitment lies to its own narrow class interests rather than the people of West Pakistan.

Throughout this struggle it has become apparent that the real obstacle to diverting development resources to East Pakistan has not been the common people of West Pakistan but the big business and zamindar interests. Their lackeys in the Central Bureaucracy, who also have their homes in West Pakistan, have made sure that their burden of taxation is never strained by the need to direct resources for the development of the East Wing. Whilst they enjoy their tax free loot the privileged elite are guaranteed command over low-cost foreign aid, cheap money, protected markets and cut price labor through the deliberate policies of their bureaucratic blood brothers. It is no coincidence that the rise of the 22 families coincided with the widening of disparities.

This unity of interests between the peoples of East and West Pakistan does not however mean that the struggle will or even ought to run in identical channels. Whilst the privileged elite bestrides the two wings of Pakistan like a colossus its power is not equally secure in either region.

In East Pakistan they constitute an alien graft whose survival is largely equated with the domination of the West wing power elite over East Pakistan. The local compradors who act as their front men are themselves so feeble that they can promise no continuity once the protective umbrella of a strong centre is withdrawn. Once their financial ballast is removed the East wing capitalists will be fair game for the aroused social consciousness of the people. This miserable clutch of petty larcenists and time servers is not the stuff from which Robber Barons are made. It will take more than two decades of spoon feeding to raise them to baronial status. Who can wait that long? Let them be swept away with the same broom which wins East Pakistan its economic emancipation from Mc-Leod Road and let our industrial and commercial wealth become the property of the people.

In West Pakistan unfortunately the roots of exploitation run deeper. The Zamindar who dominates the and has ruled these regions first as an agent of the British and then in his own right for over a century. No mere parliament or constitutional development is going to demolish his power. Rural West Pakistan will have to wade through a sea of strife before this class relaxes its hold on the land. It is only when the peasant wins his land, when the link between the bureaucrat and the Zamindar is broken, that true democracy can take root in the village and consequently in West Pakistan.

To the same extent Big Business is equally entrenched. Whilst he began as an immigre junior partner in the ruling alliance, he has worked his way to senior status. Today he owns land and has Zamindars as his partners in industry as well as the cocktail lounge. Bureaucrats rise and fall at his whim as their alliance is fertilized by blood and money. No legislative bill will nationalize even a single shop in West Pakistan let alone banks and industry, until this closely knit alliance is broken. Many battles will have to be fought and these not at the polls, before this lot hands over the keys to the safe.

This is not to say that the last uprising has not shaken their confidence. The more farsighted of the 22 families are already expanding their operations to the international sphere in anticipation of the moment of reckoning. But they still feel that this is yet to come and will spend freely to defer it. Before the final pull out they will however go down with guns firing, in the knowledge that the zamindars and bureaucrats will be besides them at the barricades.

Autonomy for East Pakistan and from their social revolution can be a lot closer than for the West. This however should not minimize the commitment of the people in the West to our struggle. In East Pakistan, for the first time the grip of the power elite stands to be broken. Their first defeat will demoralize them as much as it will inspire the people of West Pakistan. With their pastures of exploitation seriously narrowed by the loss of East Pakistan they will have to intensify their exploitation of the West to compensate themselves. This will merely heighten the contradictions within West wing society at a time when the people's consciousness is at high tide. The confrontation may be violent but no one will deny that it will come sooner, once their hold begins to disintegrate in one wing. When people today talk of the unity and integrity of Pakistan what they really fear for is the unity and integrity of the exploiting class. Amongst the people of both wings there will always be unity. Let them unite in the common struggle for justice to East Pakistan and social revolution for the nation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	২অক্টোবর, ১৯৭০

।। মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হও ।।

২রা অক্টোবরের গণসমাবেশে উপস্থিত কৃষক-শ্রমিক মেহনতি জনতার প্রতি

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে আপনারা গ্রাম-বাংলার অগণিত ভুখা-নাঙ্গা কৃষক, শহরের বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ ও সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত নিগৃহীত জনতা আজ আজ রাজধানী ঢাকা শহরের এই সমাবেশে ও গণমিছিলে যোগ দিয়াছেন। আপনাদের জীবনে আজ যে সর্বগ্রাসী সংকট অনাহার, ক্ষুধা, মৃত্যু ও জ্বরার যে নির্মম অভিশাপ, ট্যাক্স, খাজনা, ঋণ ও সুদের যে দুর্বিসহ বোঝা, জোতদার, মহাজন-মালিক শ্রেণীর যে নিষ্ঠুর শোষণ, সাম্বাৎসরিক বন্যার যে ভয়াবহ তান্ডবলীলা, সর্বোপরি পূর্ব বাংলার মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন, তাহা আজ আপনাদের করিয়া তুলিয়াছে বিদ্রোহী ও মুক্তিপাগল। আর তখন যখন যেখানেই কোন সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি আপনারা শুনতে পান, সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেখানেই আপনারা যোগদান করেন। আজও আপনারা ঢাকা মহানগরীর এই সমাবেশে হাজির হইয়াছেন আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শোষণ মুক্তির বুকভরা আশা লইয়া। আপনাদের সংগ্রামী চেতনার প্রতি পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ হইতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনাদের জীবনে এই যে সংকট, ইহার মূল কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এককেন্দ্রীক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীই আজ সারা দেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অভাব-অনটন, বুভুক্ষা ও মৃত্যুর জন্য দায়ী। পাকিস্তানের জন্মের প্রথম দিনটি হইতে এই শাসকগোষ্ঠী দেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষকের উপর চালাইয়া যাইতেছে নির্মম শোষণ আর নির্যাতন। সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার দরুণ কৃষক তার সর্বস্ব খোয়াইয়া দিনের পর দিন পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেছে। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে তার বহুকষ্টে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য হইতে সে বঞ্চিত। পানির দামে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনিয়া লইয়া ইহার গড়িয়া তুলিয়াছে মুনাফার পাহাড়। অপরদিকে এই দুই দেশীয় শোষকের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অসম বাণিজ্যিক চুক্তি ও কঠোর শর্তযুক্ত ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের বেড়াজালে সারাদেশকে আবদ্ধ করিয়া সারাদেশের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে লইয়া গিয়াছে। ইহাদেরই স্বার্থে আজ পূর্ব বাংলার কৃষকের জীবনের সবচাইতে বড় অভিশাপ বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। ফলে আমাদের দেশ আজ চিরন্তন খাদ্য ঘাটতির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পরিণত হইয়াছে তাহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য রপ্তানীর বাজারে। অন্যদিকে তাহাদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী যুদ্ধনীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া একটির পর একটি ষড়যন্ত্র করিয়া চলিতেছে। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের নতুন সহযোগী হইয়াছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ও তাহার সহযোগী এদেশের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বুকের উপর যে আধা-উপনিবেশিক, আধা- সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জোয়াল চাপাইয়া রাখিয়াছে তাহাই জন্ম দিয়াছে আজকের দিনের এই মহাসংকট।

সমাজ জীবনের এই মহাসংকটই পূর্ব বাংলাকে আজ অগ্নিগর্ভ করিয়া তুলিয়াছে- যাহার সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল **১৯৬৮-৬৯** সালের প্রচন্ড গণঅভ্যুত্থানে। আর এই গণঅভ্যুত্থান সমগ্র আন্দোলনকে উন্নীত করিয়াছে এক নতুন বিপ্লবী স্তরে। যেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ পথের সকল মোহকে ত্যাগ করিয়া তুলিয়াছে বিপ্লবী শক্তি প্রয়োগের পতাকাকে। জনতার আক্রমণে পর্যুদস্ত শাসকগোষ্ঠী সেদিন মরিয়া হইয়া শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করে। চাপাইয়া দেয় সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর। কিন্তু গণ-আন্দোলনের তীব্রতা ব্যাহত হইলেও, বিপ্লবী অবস্থা আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। জনতার বিপ্লবী মেজাজ আজও বিদ্যমান। আজও এই দেশের, বীর জনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে শাসকগোষ্ঠীকে প্রতি মূহূর্তে নাস্তানুবাদ বানাইয়া ছাড়িতেছে। এই সেদিনও খুলনা জেলার বালি ও সিমেন্ট জেলার হাওর করাইয়ের বিপ্লবী কৃষক-জনতা জোতদার মহাজনের বিরুদ্ধে যে মহান লড়াইয়ের নজির স্থাপন করিয়াছে, খুলনার ও ঢাকার শ্যামপুর পোস্তগোলায় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীর শ্রমিক শ্রেণী যে দুধর্ষ আক্রমণ চালাইয়াছে, নিজের রক্ত ও শত্রুর রক্তে তাহারা যেভাবে অবগাহন করিয়াছে, তাহাতে জনতার বিপ্লবী চেতনা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দিকে দিকে আজ তাহারা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে প্রতিরোধ আর প্রতি আক্রমণের বহ্নিশিখা। শুরু করিয়াছে শ্রেণী সংঘর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়া, জনযুদ্ধের মহান পথে শোষক শ্রেণীর বলপূর্বক উচ্ছেদে যাহার মহান পরিসমাপ্তি।

ভীতসন্ত্রস্ত শাসকগোষ্ঠীও আজ তাই কেবল পাশবিক নিপীড়ন যথেষ্ট নয় বুঝিয়া, পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়াছে ঝুটা নির্বাচনের টোপ। ভোট ও মন্ত্রীত্বের লড়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতার বিপ্লবী চেতনাকে ভোঁতা করিয়া দেওয়া ও আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করিয়া শোষণের ইমারতকে রক্ষা করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। আর শাসক শ্রেণীর এই নির্বাচনী ষড়যন্ত্রে শামিল হইয়াছে জনতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শোষক শ্রেণীর রঙ-বেরঙের দালালরা-তথাকথিত ''জনদরদী'' রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাহাদের নেতৃবৃন্দ। বাঙ্গালী জাতীয়তা, শ্রমিক কৃষকের মুক্তি, এমনকি ''বিপ্লবী'' বলির আড়ালে জনতাকে তাহারা ক্ষমতা ভাগাভাগির বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছে।

বন্ধুগণ, আজ এমন একটি রাজনৈতিক পটভূমিতে আপনারা উপস্থিত হইয়াছেন আপনাদের দাবী আদায়ের এবং শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার অনেক আশা বুকে লইয়া। কিন্তু আজ বুঝিতে হইবে সত্যিকার মুক্তির পথ কোনটি, দাবী পূরণের হইবে কোন পথে। ভোটের মাধ্যমে? জনসভার মাযধমে? শহরে আসিয়া এমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও গণমিছিল করিয়া? স্মারকলিপি প্রদান বা শাসকগোষ্ঠীর কাছে দেন দরবার করিয়া তাহাদের করুণা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া? না। এই পথ ধসে পড়া শোষণের ইমারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে না, তাহার উপর সংস্কারের প্রলেপ লাগাইয়া নতুন মোহই সৃষ্টি করলে কেবল। আজ একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সেই পথ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার বিপ্লবী লড়াইয়ের পথ। আর এই লড়াই শুরু হইবে গ্রামে কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রাম এলাকায় কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামকে বিপ্লবী জন-যুদ্ধে পরিণত করিয়া, সেখানে কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সশস্ত্র ঘাটি এলাকা তৈরী করিয়া শহরসমূহ অবরোধ এবং সর্বশেষ সারা পূর্ব বাংলার বুক হইতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই আসিবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার মুক্তি। আর কৃষি বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহারই পাশাপাশি শহরে গড়িয়া তুলিতে হইবে শ্রমিক-ছাত্র-মেহনতী জনতার বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান-আঘাতের পর আঘাতের মাধ্যমে যাহা শত্রুশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রাখিবে বিপর্যস্ত করিবে।

সমবেত কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতা, পূর্ব বাংলার বুক হইতে শোষণের অবসানের এই বিপ্লবী পথে আগাইয়া আসিবার জন্য আপনাদের আমরা আহবান জানাই। শান্তিপূর্ণ পথ, নিয়মতান্ত্রিকতার নির্জীব পথকে

পরিহার করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন। শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া গ্রাম বাংলায় গড়িয়া তুলুন তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম, সৃষ্টি করুন সশস্ত্র সংঘর্ষেও শত শত অগ্নিকণা, যাহা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হইবে দেশজোড়া এক প্রচন্ড দাবানলে। সমূলে উৎখাত করিবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা- পূর্ব বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে শোষণহীন এক নতুন রাষ্ট্র-জনতার রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে আমরা এক বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিতেছি যে পূর্ব বাংলার অত্যাসন্ন বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, বুকের তাজা রুধির ঢালিয়া দিয়া আমরা সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। সমাজ পরিবর্তনের এই মহান সংগ্রামে পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র মেহনতী জনতার এই মিলিত অভিযান জয়যুক্ত হইবেই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবেঃ শেখ মুজিব	দ্য পিপল	১৮ অক্টোবর, ১৯৭০

BALLOT BATTLE MY LAST FIGHT TO SECURE RIGHTS OF EAST BENGAL

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN’S SPEECH AT DOLAIKHAL

on October 17. 1970.

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief while addressing a compact gathering of over a lakh of cheering people at Dolaikhal area yesterday declared that the ensuing "ballot battle" would be his last fight to achieve the rights of Bengal through peaceful means.

Launching his first election campaign in the old city from where he is contesting for a National Assembly seat. Sheikh Mujib reaffirmed his determination to nationalize banks and insurance companies, which have been serving the interest of the monopoly capital of West Pakistan and which have done a positive harm to the small traders of Bengal by refusing them due facilities.

Sheikh Mujib said that Bonus Voucher system had destroyed the small traders of Bengal and he assured that he would safeguard the interest of the small business from the devouring grip of the big business and monopoly capital of West Pakistan.

Turning to election he said that although he was seeing votes like all other parties, power was not the motto of his politics like those seasonal politicians who instead of suffering the pains of imprisonment had slaughtered the people of Bengal by joining hands with the vested interests.

He said that if he had any greed for power, he could become the Prime Minister of the country immediately after his release from the prison and if he wanted to be the Governor of Bengal he could occupy that chair even without suffering the long days of imprisonment. But no amount of allurement could ever deviate him from his devotion to the cause of the people of Bengal.

In a voice resonant with emotion, he asked the people to pray to Almighty to allow him an endurance to serve the cause of Bengal even at the cost of his life. He said that he had nothing left with him except his humble life to offer to the people in exchange of their immense love and affection and unprecedented sacrifices that saved him from being hanged.

Amidst thunderous ovation Sheikh Mujib declared that if the six-point demands were not fulfilled through election, he would again call the heroic people of Dacca to join him in the struggle and give blood once again.

While explaining the reason for contesting from the city constituency, he said that it was the people of Dacca who contributed the maximum blood for his release and it was in the Dacca Central Jail where he had spent 10 years of his youthful days. He claimed to be more "Daccaiya" than Khawaja Khairuddin, who incidentally happens to be of Kashmiri origin. The Sheikh claimed that lie had established blood'-relation with the local people with whom he had spent the best part of his life. He promised to give due consideration to them as for the local problems, particularly the provision of an alternative drainage against the sealed Dolaikhal and home for the uprooted destitute.

Sheikh Mujib said that crores of rupees were being drained in Bengal lo defeat the Awami League in the next election and conspiracies were still being hatched by the vested interests to defer the transfer to the elected representatives of the people in the same old style that was adopted in 1954 after the historic victory of the United Front.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ	এ,পি,পি	২৮ অক্টোবর, ১৯৭০

Rawalpindi, Oct. 28: The President of All-Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, has stressed the need for a "real and living" democracy and justice between the country's regions by granting full regional autonomy to the federation units on the basis of his party's six point formula.

In a 30-minute speech over Radio and Television today, the first of the series arranged by the government to enable political leaders to inform the people about their party manifestos and programmes, he said: "within such a federal democratic frame- work, radical economic programmes must be implemented to bring about a social revolution."

The Awami League Chief said that re-ordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of his party's six point formula presented a "rational solution" to the problem of regional injustice.

He said: Such autonomy in order to be effective must include the power of managing the economy, that is why he insist upon federating units having control over monetary and fiscal policy and foreign exchange earnings and other powers to negotiate foreign trade and aid.

He said a just federal balance would be attained by giving to the federating units full control over their economic destiny, while entrusting to the federal government "responsibility over foreign affairs and defense and subject to certain safeguards currency."

Sheikh Mujib spoke of the "appalling record of economic disparity existing between the two wings. After 22 years, Bengalis account for barely 15 p.c. and less than 10 p.c. in the defense services."

He said the total economic impact of discrimination has been that the economy of Bengal is today in a state of imminent collapse. He also charged that variation in the prices of commodities is a product of management of the economy for 22 years by the Central government.

He said fourth plan allocations are a confession of the failure of the central government, however powerful it might be, to redress past injustices.

Federal Services

Elaborating the Awami League's federal scheme, Sheikh Mujibur Rahman said it also envisaged abolition of all Pakistan services and their replacement by federal services in which recruitment would be made on the basis of population from all parts of Pakistan.

He said, "We also believe that maintenance of a militia as a paramilitary force will effectively contribute towards national security."

The Awami League chief was of the view that by removing the "sources of doubt, distrust and discrimination", this scheme would ensure a strong Pakistan. Within this constitutional frame work, he believed it would be possible to bring about a "social revolution through the democratic process and to create a socialist economic order free from exploitation."

Spelling out his party's economic programme, the Awami League Chief said it was imperative to place key areas of the economy, including banking and insurance under public ownership through nationalization.

"In the new order, workers should share in the equity capital and management of industrial enterprise" he said.

Sheikh Mujibur Rahman said the private sector had also its own sphere and must make its full contribution to the economy but added that monopolies and cartels "must be totally eliminated."

In this connection he also pleaded for extensive support and encouragement to small scale and cottage industries, nationalization of jute and cotton trade, improvement of cash crop qualities and a fair and stable price to the growers.

End of Zamindari

About the agricultural sectors, the Awami League Chief said the jagirdari zamindari and sardari systems in West Pakistan must be abolished and ceiling imposed on land holdings with land above such ceilings and Government 'khas' land redistributed to landless cultivators.

To modernize agriculture, he said the tillers should be induced to group their holdings under multipurpose co-operatives.

Sheikh Mujib said his party would abolish land revenue for holdings up to 25 bighas, and write off all arrears in respect of such holdings, adding: ultimately, "we aim to abolish the present system of land revenue."

He cited the vital areas forming part of the infrastructure of the economy which, he said must be accorded the highest priority-flood control, power and transport and communications.

Among the measures suggested by him were: implementation of a comprehensive flood control plan on emergency basis, measures to prevent water logging and salinity in West Pakistan, massive expansion in power generation and distribution, bridges over the rivers Jamuna, Buriganga, Sitalakhya, Kamafulh in East Pakistan and on the river Indus in Sind in the Punjab, and development of seaports and inland river ports and roads and railways.

Education, Housing

Stressing the need for greater investment in education, he said at least four per cent of the gross national product should be committed to this sector and salaries of college and school teachers must be substantially increased, "illiteracy must be eradicated by adoption of extra-ordinary methods" he observed.

He called for launching a crash programme to extend free compulsory primary education to all children within five years, secondary education being readily accessible to all sections of the people, rapid establishment of new Universities, including medical and technical Universities, immediate steps to ensure replacement of English by Bengali and Urdu in all walks of life, and every effort to encourage the development of regional languages.

About the problem of cities where low-income groups were living in "sub-human conditions" he said the future development must concentrate on providing for the need of the poor majority and low-cost housing must be accorded the highest priority.

In the field of health, he stood for immediate measures to establish a rural medical centre at every union and a hospital at every thana headquarter, introduction of national service in rural areas for medical graduates and training para-medical personnel in large numbers to staff rural health centre.

Pointing out the vital role of industrial workers in the economy, he said their basic rights to form trade unions to bargain collectively and a strike must be guaranteed, a living wage and the basic amenities like housing, education and medical care for themselves and for their children must be assured, and labor laws restricting their basic- rights must be repealed.

Pointing out his party's belief in the equality of all citizens, he said "we have always stood against every form of communalism". He said the minority community would enjoy equal rights with all other citizens and equal protection of the laws.

He said "mohajirs" should be integrated into the national life "so that they may become assimilated with the local people and thus enjoy equal rights and opportunities with them in all walks of life."

He repudiated what he called the "false propaganda" that Islam was endangered by the six-point formula or "our economic programme" and said "nothing which promotes justice between region and region and man and man can be opposed to Islam."

"We have affirmed our commitment to the constitutional principles that no law should be enacted or imposed in Pakistan which is repugnant to the junctions of Islam is contained in the Holy Quran and Sunna."

The Awami League Chief said the "powerful coteries" which ruled Pakistan for 22 years would do everything possible to prevent transfer of power to the people, but pointed out that a determined people could successfully resist and overcome such forces of oppression.

He said "we therefore, serve notice upon the forces of reaction in our society that we, along with the people of Pakistan will confront them and if democratic processes are obstructed, we shall resist them by every mean possible."

He said his party stood for pursuing a "truly independent, non-aligned foreign policy to avoid involvement in global power conflicts."

He said "we are committed to the immediate withdrawal from SEATO, CENTO and all other military pacts, and to avoid any such involvements in the future. We support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid."

Kashmir, Farakka

In keeping with the principle "friendship for all and malice towards none," we believe in peaceful co-existence with all states and in particular our neighbors. We believe that normalization of our relations with our neighbors would be to the best advantage of our peoples.

"We, therefore, attach the highest importance to the settlement of our outstanding disputes. We have emphasized the importance of a just settlement of the Kashmir dispute in accordance with United Nations Resolutions".

"The threat or grave and permanent damage to the economy of Bengal posed by the completion of the Farakka barrage must be immediately met. Every effort must be for a just solution of this problem without further delay."

He called for the repeal of the "restrictive provisions" of the legal framework order, release of all political prisoners and withdrawal of all cases arising out of political activities.—A.P.P.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী ভাষণ	এ,পি,পি	৫ নভেম্বর, ১৯৭০

The following is the English rendering of the text of the Radio and Television address by National Awami Party Chief, Maulana Bhashani, which was broad- cast and telecast on November 5.

"The object of the next elections is to frame the best possible constitution for Pakistan. A constitution serves as a heart for the country. A country cannot be administered without a constitution as a man cannot live without a heart."

"I appeal to the people and request them that the election should be completed in a peaceful manner and in a democratic fashion. The people should place their demand before the candidates contesting the forthcoming elections, so that these demands are implemented."

"I also appeal to the candidates that the election process should be completed peacefully, there should be no trouble so that the Nation does not have to face with more chaos. Nothing should be done to make bloodshed in the country and all possible steps should be taken to complete the elections in an atmosphere of love and affinity, and in spite of ideological differences, friendships can be maintained."

"In every country' of the world democracy is established through election, and we should feel it as our duty to maintain law and order, and make every effort for this purpose."

"I had even earlier asked president Yahya Khan that whether you are from East or West, you should call a National Convention of all Political Parties, Minorities, Trade Unions, Peasants and Student Leaders, so that they can present their view point for the formulation of an agreed constitution".

Love Pakistan

Even if there are thousands of differences among us; all should love Pakistan. We have to formulate such a constitution as could safeguard the integrity of the country, by way of meeting the demands and needs of peasants, workers, class III and class IV employees, primary, secondary and higher teachers, and their demands are implemented. Capitalists and moneyed people should not be allowed, not they be the only persons to become people's representatives.

"I had suggested earlier that through mutual consultations, if an agreed portion of the constitution was first framed, at a National conference the remaining constitution making work will become easier inside the Constituent Assembly. But the Government did not accept my request till today."

"The name of this country is Pakistan, there is no such country anywhere in the world".

If somebody indulges in getting bribes, and tries to represent the people he will never frame a law to punish corrupt officials. The one who himself is corrupt, can never have a good advice for others. The persons, who drink or indulge in black-marketing and exploit the people, are destroying the country.

The people who have connection with foreign countries, and even with enemy-like countries, they can never do anything for the welfare, prosperity, and progress of Pakistan. That's why it should have been arranged that black marketers, drunkards, and those who do not love Pakistan, or spy for other countries, should not be allowed to become people's representatives.

It is regrettable that it has become a custom in my country that those who come in power do not properly represent their people.

Since the creation of Pakistan, no honest, poor Pakistani could get a chance to become a representative. The reason is quite clear that the Government have imposed a restriction that anyone desirous to fight elections must deposit a sum of rupees one thousand as security. The peasants who constitute 85 per cent of population do not have rice or flour and how they can deposit a security of rupees one thousand. Therefore, they remain completely deprived.

The workers who constitute 10 per cent of the population also live a miserable life and the wages they get are the lowest in the world.

Condition of peasants and laborers in both wings of the country is similar, and both lack ever-basic facilities here including food, education.

Ninety-five percent of the population is illiterate; they cannot write even their names. Therefore, I had demanded that on population basis 95 per cent seats in the Assemblies should be reserved for peasants and laborers. A peasant or a laborer cannot contest elections against jagirdars, industrialists and corrupt retired Government officials. Therefore, in the prevailing circumstances he can never have an access to the Assemblies. They can neither have a hand in the affairs of constitution-making nor in Jaw-making.

In West Pakistan jagirdars own land and cultivators have nothing. If a cultivator dies he does not have small piece of land for his grave.

In such circumstances if he opposes jagirdar or nominates his own representative or he votes against the landlord, the landlord will subject him to forceful eviction from the land.

It is an old custom that the peasants are forced to favor their landlord. They are considered duty bound to vote for the man who happens to be their landlords. If we do not do so we will die unfed, we will be forced to die along with our hungry families.

In such conditions no peasant will vote against his landlord. Neither he will support anyone else than his jagirdar, because everyone is aware of the consequences to follow.

Even during the British rule over the Indo-Pak sub-continent, a few seats had been reserved for laborers but after that laborers of Pakistan could not get even that right.

I appeal to the Government and all political leaders in the name of God to make a constitution which could ensure food, education, and provision of all fundamental rights to the peasants and reserve seats in Assemblies for laborers and peasants on population basis. Minimum wage of laborers should be fixed at Rs. 250.00 per month.

In our country big officials get high salaries, live a luxurious life and possess big buildings but on the other hand school teachers, other Government employees and laborers are starving.

"You cannot send your children to school even up to primary standard. Education up to Secondary standard should be made compulsory, free and without any expenditure. This demand should be fulfilled.

"I request that land should be distributed among the landless peasants and agricultural laborers. Those jagirdars, who possess 10 or 12 bungalows and have six sons to augment the income of their families, will not fall short of money if their jagirdaris are abolished. But how landless peasants whose number runs in to thousands and lakhs can make both ends meet should be realized by you.

If the state confusion continues, the constitution would not prove useful, no Government will be permanent, the poor people will continue lamenting, the problems will continue to increase, the confusion will increase. In this state of affairs, no Government backed by imperialism or by capitalists will be able to survive for more than two years. Such a Government will not last even for one year. The Government will be compelled to call the army again. It is better that we should create conditions so that we do not call the army for the second time. It is, therefore, imperative that the demands of the working classes should be included in the constitution in full. The demands of the peasants and the students should also be included in the constitution.

Education has become so costly that poor people cannot afford to send their children to schools. The expenditure side has gone up one hundred times higher. Therefore, I demand from the Government and the future representatives of the people that they should frame such a constitution which could become popular with the peasants, the labor classes and the low-paid employees. If it is not done, you will have to call the army again and the Government will have to be run with the help of the army. It is a matter of shame.

Democratic country

The Quaid-i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be a democratic country. There would be no dictatorship in Pakistan nor there a military Government.

The Quaid i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be run by the people. The sufferings of the peasants would end. The difficulties faced by the laborers and the students would be removed.

The Quaid-i-Azam had said that every citizen of Pakistan would have equal opportunity to educate his children.

But it is a pity that despite the passage of 23 years during which several Governments came and went down, no one realized that 95 per cent of the population neither knows Urdu nor Bengali nor English nor Arabic. No step was taken during the past 23 years in this direction.

It was the duly of the Government to educate the people on the significance of the vote. The people should have been taught as to why a, vote is cast. This should have been done through education and publicity media.

The people should have been told as to what the meaning of vote is and what qualities are required in a person seeking vote from the people.

Firm Belief.

This is my conviction that until the Government is controlled by the jagirdars and capitalists, nothing will be done for the betterment of the peasants and the laborers. Therefore, I am of the firm belief that the salvation of the poor lies only in the path of socialism. But now when the elections have started, I will call upon the people that there should be no corruption in the elections.

The corruption has increased more than 100 per cent. The corrupt people whether they are in the mills, or happen to be jagirdars or businessmen or black marketers, all of them are destroying Pakistan. You should be aware of such people and should not cast your votes for money, If all the people turn corrupt and the corruption spreads among the peasants also, this country will be ruined.

The remedy is that the people should think collectively as to how the future constitution for the country is to be framed. If possible, political leaders should afford an opportunity to meet and discuss the question of framing of constitution. If Pakistan survives, we will survive. If Pakistan is ruined, everybody including the peasants, the laborers and jagirdars, the capitalists, educated and the uneducated will all be ruined. Therefore you should move unitedly to save the country from the external and internal enemies.

You, therefore, should unite to save Pakistan from internal and external enemies, make efforts to preserve security of Pakistan, to make Pakistan prosperous, to promote unity and to do away with disruption.

Unity is the most needed thing, we pray to guidance of Allah to unite all of us, to create understanding between all the political parties to unite them so that they are on their guard against the external enemies. We are surrounded by enemies from all nooks and corners who are out to destroy Pakistan.

If Pakistan exists all the political parties in it will exist. Nobody can even dare to set up a political party of his own choice to achieve its objective if Pakistan is merged into India or assumes any other shape or becomes a confederation.

We, therefore, should stand united to make Pakistan strong and prosperous, to eliminate drinking from Pakistan to cut down unnecessary expenditure, to drive out corruption, to wipe out blackmarketing, and to prevent smuggling of edibles like rice.

pulses, chilies, ghee and other articles of daily use worth lakhs of rupees to India. We should unite to award exemplary punishments to defaulters. Whosoever loves his homeland namely Pakistan is a true Pakistani.

Appeal.

But the one who lives in Pakistan and wants to harm it is a traitor, dishonest and an enemy of Pakistan.

I repeat my appeal to you that at least 95 per cent of you should strengthen our organisation so that we can establish with God's help the rule of peasants and laborers. We will definitely establish it.

May God enable us to do so. O' God grant us the power to become honest.

We may abhor what has been prohibited by you. O' God guide us, give guidance to all the Pakistanis, give guidance to the people at the helm of affairs so that they should ignore selfish gains, should rise above their personal ends and losses, should give up gambling, should give up corruption, blackmarketing and smuggling.

O' God grant us the power that we, the 13 crore Pakistanis, should stand united, become strong to preserve the integrity of Pakistan and to make it a strong and prosperous country.

In the event of an aggression against Pakistan we will fight to the last and never accept subjugation. We are a free nation and we will live with free thinking and in accordance with the dictates of God and the Holy Prophet, Ameen, Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad."—APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্যের ওপর অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য	সাপ্তাহিক ‘ফোরাম’	১৪ নভেম্বর, ১৯৭০

SENSE AND NONSENSE ABOUT DISPARITY
THE BALANCE SHEET OF DISPARITY

Rehman Sobhan

A great deal of nonsense is currently being talked about East Pakistan's low revenue earning capacity as compared to West Pakistan. From this premise two totally untenable conclusions are being derived. First, that higher development expenditure in the West wing is financed by its own revenue resources and owes nothing to East Pakistan. Secondly, that higher revenue collections are the main reason for higher development expenditure in the West wing. Both fallacies need to be laid to rest if any coherent dialogue is to emerge.

Financing Development

In Table I we present a breakdown of total revenue collections in the two provinces and relate them to revenue and development expenditures in the regions. Revenue collections are collected separately by the Central and Provincial governments. From the table we see that during the Third plan period 1965-66 to 1968-69, the latest period for which figures are available, the Centre collected, through its main revenue heads of Customs duty. Excise Tax. Sales Tax and Taxes on income Rs. 470.5 crores from East Pakistan. Against this Rs. 1304.4 crores was collected from West Pakistan, which is 73.5% of total collections.

Provincial revenues have a much smaller yield since the main elastic sources of revenue are with the Centre. As a result Provincial revenues, which include both tax and non-tax revenue, yielded Rs. 258 crores in East Pakistan and Rs. 477 crores in West Pakistan. Together Provincial and Central revenues yielded Rs. 728.5 crores from East Pakistan and Rs. 1781.7 crores from West Pakistan. Against this, Revenue expenditures in East Pakistan amounted to Rs. 484.9 crores compared to Rs. 1659.5 crores in West Pakistan. Revenue expenditure relates to all expenditures of the Central and Provincial governments located within the region. Expenditures of this nature generate income and direct and indirect employment in the region as a tangible benefit to its inhabitants.

In contrast, development expenditure was apportioned as Rs. 851.3 crores to East Pakistan and Rs. 1107.6 crores to a West Pakistan. The aggregate of revenue and

development expenditure yields Rs. 1336 crores in East Pakistan and Rs. 2767 crores in West Pakistan.

This implies that both regions spend more than they earn. West Pakistan's deficit is, however, larger and adds up to Rs. 985.4 crores compared to Rs. 607. 7 crores for East Pakistan.

This deficit is financed largely by foreign aid and inflationary finance. It is reckoned that during the period Pakistan received net foreign assistance valued at Rs. 1295 crores, so that the balance was presumably financed by money creation.

If we assume that East Pakistan received 30 % of Aids and Loans than its share comes to Rs. 388.5 crores. This means that Rs. 218.2 crores or 36% of its deficit was financed by inflation and Rs. 388. 5 crores or 64 % by Aid. In contrast West Pakistan financed Rs. 906. 5 crores or 92 % of its deficit from Aid and only Rs. 78. 9 crores or 8 % from inflation.

This means that East Pakistan paid the price for higher expenditure in West Pakistan in two ways. It surrendered its due share of aid which should normally have been 55 % or Rs. 712.3 crores. In addition to this it is subjected to greater inflationary pressure. This is confirmed by the trend in prices between 1964-65 and 1968-69 the price index in East Pakistan rose 30 points compared to a rise of 16 points in West Pakistan.

It is, therefore, evident that West Pakistan's faster development was only partly paid for by its own resources. Its sizeable deficit of Rs. 85.4 crores was financed, inter alia, by appropriating East Pakistan's share of Aid and passing the main burden of inflationary financing on to East Pakistan.

The Logic of Revenue Disparity

This leads to the second fallacy that West Pakistan's higher levels of development are due to their higher revenues. In fact it is the reverse. It is the higher development there and the policy bias in its favor which makes it possible to generate such high revenues. Correspondingly East Pakistan's low revenue yields are a glaring indictment of governmental neglect rather than a demonstration of its poor tax performance. This point can be clarified by examining the main revenue heads collected by the centre for which figures have been presented in table 1:

TABLE I

The Balance Sheet of Development (1965-66 to 1968-69)..

[All figs, in Rs. crore.]

A. Revenue :			**East Pakistan**	**West Pakistan.**	**% share**
1. Central Collections:					
(i) Customs Duties	..	..	187.8	344.5	35.3
(ii) Central Excise	..	..	141.4	481.1	26.8
(iii) Direct Taxes	..	..	58.9	252.5	15.7
(iv) Sales Tax	..	..	82.4	219.3	27.2
(v) Total	..	..	470.5	1304.4	26.5
2. Provincial Collections	..	..	258.0	477.3	…
3. Total Revenue Yield	..	..	728.5	1781.7	29%
B. Expenditure :					
1. Revenue Expenditure	..	..	484.9	1659.5	…
2. Development Expenditure		..	851.3	1107.06	…
3. Total Expenditure	..	..	1336.2	2767.1	32.6%
C. Net Deficit (B3-A3):	**..**	**..**	607.7	985.4	…
D. Financing the. deficit:					
1. Aids and Loans	..	..	388.5	906.5	
2. Inflationary Financing	..	..	218.2	78.9	

Customs Revenue.

We note that 35.3 % of all Customs revenues were realized from West Pakistan in this period 1965-66 to 1968-69. But this is hardly surprising if we observe that only 32 % of Pakistan's imports during this period came into East Pakistan. Whilst the structure of imports and duties also contributes to the difference in customs yields the volume of imports coming into a region remains a fair guide for how much will be collected there in duty. East Pakistan has always claimed that it was denied its due share of its own export earnings plus 55 % of foreign aid and loans. If this pattern had prevailed East Pakistan's Customs yield would be over 50%.

Central Excise Tax.

These are essentially taxes on production of manufactures. Only 26.8% was collected from East Pakistan. This figures is, however, misleading. Excise is collected at the factory or point of distribution. Its cost is passed on to the consumer in higher prices. To

the extent that West Pakistan-produced goods are sold in East Pakistan, East Pakistani consumers pay the excise duty even though collections are recorded in the West wing. For example in 1968-69 one-fifth of Excise duty collected in West Pakistan came from cotton fabrics and yarn. This is also West Pakistan's biggest export to the East wing. It follows that a part of this collection should be accredited to the East wing. The same applies to collections for other products sold in the East wing.

However even allowing for this at least two-thirds of revenues are collected in the West wing. But this merely proves that West Pakistan has been privilege to have a higher level and faster rate of industrialization. Nearly all excise collections are realized from the Large Scale Manufacturing sector. In 1968-69, 74 % of value added by this sector accrued in the West wing. It is, therefore, hardly surprising if 73.2 % of excise collections come from there. If the share of industry East Pakistan has always demanded was located here its collections would have been correspondingly higher.

Direct Taxes

These refer to taxes on income and wealth of corporations and individuals. Here East Pakistan's contribution of 15.7% is the lowest of all tax heads. And who should be surprised. Collections here reflect the geographical concentrations of companies and wealthy people. Less than 1 % of the population pays income tax. A large proportion of them are concentrated in the West wing. Most companies are located there and even those who do most of their business in East Pakistan have their head offices in the West wing and pay their taxes there. In 1968-69, out of Rs. 23.2 crores of corporation tax paid only by companies, only Rs. 2.98 crores or 12.8% was realized in East Pakistan.

Again this concentration of the wealthy in West Pakistan is a symptom of the faster development of the region and hardly a cause. Public policies have manufactured our affluent classes in the West and it is this very policy with its class and regional bias which is under attack..

Sales Tax

Here 27.2 % of collections are in the East wing. Of this about 54 % (1968-69 figures) are realized from imports, so that their regional distribution is determined, as in the case of Customs duties, by the distribution of imports between the two regions.

The balance of 46 % is realized from items of domestic manufacture and consumption. As with Excise, concentration of manufactures in West yields more Sales Tax. Similarly concentration of income in the West produces higher sales and hence more Sales tax. Here again some of the taxes collected in the West are paid by East wing consumers.

It is, therefore, apparent to the most modest intelligence that the two regions revenue collections bear a close relation to their development. Disparity in development produces

disparity in tax yield and is a commentary on past injustice rather than the cause to perpetrate new ones. Faster development in the East wing plus a higher share of imports and manufactures would have a salutary impact on its revenues and solvency.

It is hoped therefore that men of goodwill in the West will not be misled by the inaccurate and tendentious comments of their so-called spokesmen. A clear understanding of the degree and nature of past injustices to East Pakistan will create an atmosphere where mutual accommodation can serve to resolve outstanding problems. An attempt to mislead people by distorting evidence will merely lead to a false sense of righteousness and ponder to those very interests in the West wing which have perpetrated these injustices on the nation and are even today attempting to perpetuate them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী	সাপ্তাহিক ‘ফোরাম’	১৪ নভেম্বর, ১৯৭০

PROVINCIAL AUTONOMY
Muzaffar Ahmed Chowdhury

All the political parties in the country demand provincial autonomy, although here are material differences among them about the nature and extent of provincial autonomy. Provincial autonomy in simple terms means that the provinces shall he the masters of their own house. It signifies that the powers of the government shall be divided between the federal government and the governments of the federating units in such a manner that the Federal and provincial governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent. Each government is independent within its own sphere of authority. The constitution demarcates powers between the federal government and the government of the federating units. Neither is superior to the other; they exist as partners in a commonwealth. Neither government can make inroads into the jurisdiction of the other. The actual allocation of powers between the two sets of governments cannot be altered by either acting alone. This is the meaning of provincial autonomy.

The exact quantum of powers to be given to each government, provincial and federal, depends on a number of factors: geography, political situation, the economic issues, history, and exigencies of circumstance. These are not uniform in all federations. There is nothing unusual about it. What is true of the U. S. is not true of Canada. The conditions in Pakistan differ from those in many other countries.

There are various methods of dividing powers between the federal and provincial governments. First, the powers of the federal government may be enumerated and the residue may be vested in the provinces or states. Second, the powers of both the federal government and provincial governments may be enumerated. The residue may be vested in either of the two governments. Third, there may be a three-fold list: a federal list' a provincial list, and a concurrent list. Both the governments may make laws on the matter included in the concurrent list but in case of a conflict between the two laws the federal laws shall prevail.

I propose to discuss the exact powers given to the federal or central government in Pakistan under the Government of India Act, 1935, as adapted and amended in the light of the Indian Independence Act, 1947, and the constitutions of 1956 and 1962. The main powers of the central government under the constitutional arrangements as stated above were almost identical, although the central government had more powers under the constitution of 1962 than under the two previous constitutional systems. After stating the powers of Central government, I shall discuss the use made of these powers by the Central government and the consequences that have stemmed out of it. This will go a long way in explaining the background of the demand for provincial autonomy and also the nature and extent of provincial autonomy that is now demanded.

The powers of the Central Government were:

1. Defense: military, naval and air force; naval, military and air force works, industries connected with defense, and manufacture of arms of all types.
2. Foreign Affairs: all matters which bring Pakistan into relation with any foreign country, treaties and arguments, diplomatic, consular and trade representation, international organizations, war. peace, extradition, foreign and extra-territorial jurisdiction.
3. Trade and Commerce: trade and commerce between the provinces and with foreign countries, import and export across custom frontiers.
4. Currency, Coinage and legal tender: foreign exchanges and negotiable instruments: State Bank of Pakistan; banking with objects and business not confined to one province.
5. Public debt of the federation, the borrowing of money, the security of the federal consolidated fund, foreign loans.
6. Insurance and corporations.
7. Stock exchanges and future markets.
8. Navigation, Shipping, Airways, Aerodromes, aircrafts and air navigation, light houses.
9. Major ports.
10. Federal Public Services, all Pakistan Services, Federal Central Public Service Commission, Federal pensions.
11. Posts and all forms of telecommunications, including Broadcasting and Television.
12. Industries, owned or set up by the federation.
13. Mineral oil and natural gas.
14. Census, the survey of Pakistan, Geological Surveys of Pakistan.
15. Federal agencies and federal institutes.
16. Duties of customs, including export duties.
17. Duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in Pakistan except alcoholic liquor, opium, etc.
18. Co-operative tax.
19. Salt.
20. Taxes on income other than agricultural income.
21. Taxes on the sale of goods.
22. Taxes on the capital value of the assets, taxes on the capital of the companies.
23. Duties in respect of succession to property.
24. Estate duty in respect of property.

25. The rates of stamp duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, etc.

26. Terminal taxes on goods and passengers; and

27. Taxes on mineral oil and natural gas.

Under the constitution of 1956, economic and social planning was put in the concurrent list. But in reality there was a Planning Board under the federal government, and this board was concerned with economic and social planning. Under the 1962constitution national economic planning and national economic co-ordination was one of the subjects enumerated in the Central list. In addition, the central legislature under 1962 constitution was empowered to make laws on any subject on grounds of national interest in relation to:

(a) The security of Pakistan, including the economic and financial stability of Pakistan.

(b) Planning or co-ordination.

(c) Achievement of uniformity in respect of any matter in different parts of Pakistan.

From this it is clear that all the essential powers-defense, foreign affairs, foreign trade and commerce, inter-provincial trade and commerce, foreign exchange, foreign loans and aids, national economic planning and national economic coordination, currency, coinage and legal tender, almost all the elastic sources of revenue, and the two key all-Pakistan Services-have been concentrated in the hands of the Central Government since 1947. The consequences of this heavy concentration of key powers in the hands of the Central Government are discussed below:

It has led to the growth of increasing volume of disparities in all vital matters economic, financial per capita income, investment, utilization of foreign exchanges, manufacturing; on revenue, capital and development accounts, foreign aids and loans, investments in semi-autonomous bodies, transport and communications, social and economic overhead facilities, living standards, regional savings and investment, public personnel and expenditure on it, and defense personnel and expenditure-between East Pakistan and West Pakistan. These disparities which have been expanding in volume, variety and magnitude have been (he result of policies pursued during the last twenty- three years by the central government which has been armed with the powers as stated above. The consequence of these disparities which have given rise to serious economic, political, administrative and military imbalances between two wings of the country leading to the concentration of wealth and power in West Pakistan at the cost of East Pakistan, need to be analyzed and discussed. Real national integrity in actual practice and not in words, however, beautiful, depends on the permanent elimination, root and branch, of the causes of disparity.

Foreign trade, foreign exchange and their utilization :

Let us now examine the total exports and imports of East Pakistan from 1947-48 to 1967-68, and see how foreign exchange earnings have been utilized and with what

consequences. The total export from East Pakistan during this period amounted to Rs. 2,239.5 crores whilst import amounted to Rs. 1,630.89 crores. During these years East Pakistan had a surplus of Rs. 608.7 crores. During the same period the value of exports from West Pakistan amounted to Rs. 1759.7 crores and her imports amounted to Rs. 3110.5 crores. She had a deficit of Rs. 2039.8 crores.

These figures show that the external balance of East Pakistan has been exceedingly favorable while that of West Pakistan has been extremely unfavorable. But East Pakistan was not allowed to use her favorable balance of trade for the benefit of her people. This had a number of serious consequences for East Pakistan. First, East Pakistan was not allowed to import goods worth Rs. 608.7 crores during the last 21 years. She could not utilize on average, a sum of Rs. 30 crores of her foreign exchange earnings annually for her own benefit. Hence, she was deprived of the opportunity of deriving the benefits that might have accrued to her out of the investment of Rs. 608.7 crores in 21 years. Second, international trade means exchange of good for goods or egress and ingress of goods. As East Pakistan could not import goods it created a vacuum in East Pakistan. The gap was filled up by the release of artificial paper currency which created a highly inflationary situation causing untold hardships to the common man. Third, East Pakistan's surplus foreign exchange earnings were utilized for importing capital goods for building up industries in West Pakistan, the products of which were for consumption. These figures not only describe but also explain the huge disparity in the industrial development of the two wings.

This inter-wing disparity has been the direct result of utilizing East Pakistan's foreign exchange earnings for the benefit of importers in West Pakistan through import controls and liberal bank credit in West Pakistan.

Fourth, East Pakistan has been surrendering a significant portion of her foreign exchange earnings to pay for goods and services purchased from West Pakistan. There is no doubt that the value of foreign exchange is much higher and that it cannot be equated with internal purchases in rupees. East Pakistan would have been much better off economically, if instead of being required to make purchases from West Pakistan, it could use its foreign earnings to buy from abroad were prices have been most significantly lower. It is also true that capital goods are obtainable in the international market, hence surrendering of scarce foreign exchange earnings by East Pakistan has meant a disastrous economic loss through a reduction of her imports of capital goods.

Fifth, in so far as the surrendering of foreign exchange earnings has caused the import of her capital goods to be financed out of foreign aids and loans, and additional cost is involved in that East Pakistan has to pay interest on foreign loans, and has to pay a price for her imports which is much higher than the international competitive price.

It is a universally known phenomenon that the non-availability of capital goods has been the most serious bottleneck that has impeded the pace of development in East Pakistan.

This has been due to the policies in regard to import controls and allocation of foreign exchange earnings pursued by the Central Government during the last 21 years, is

beyond any shadow of doubt. Finally, the balance of trade of East Pakistan also signifies the net transfer of her savings to, and their investment in, West Pakistan.

During the same period West Pakistan spent Rs. 2,019 crores more than she earned. Her foreign exchange earnings amounted to Rs. 1,759.7 crores and her imports amounted to Rs. 3,779.5 crores. Thus leaving a staggering deficit of Rs. 2,019.8 crores. This means that she utilized surplus foreign exchange earnings of East Pakistan and also the foreign aids and loans up to this level.

That is the imperative reason as to why East Pakistan wants to have full and plenary control over her own foreign exchange earnings. This will enable her to utilise those resources for the good of the people of East Pakistan. The policy pursued by the Central Government in allocation of foreign exchange earnings has amounted to a gross violation of the constitutionally accepted principle in the matter. East Pakistan lost her faith in paper guarantees. She wants her full share. That the policy of the Central Government has been disastrous to East Pakistan, is beyond doubt. East Pakistan wants to reverse this process completely. She is quite willing to pay her agreed share of the foreign exchange requirements of the Central Government. This is just and reasonable. This is also the reason why East Pakistan wants the interests on loans and payment of capital to be made on the basis of their place of utilization. East Pakistan's full control over her foreign exchange earnings is urgent vital and necessary for her sheer survival. No reasonable man, except those with cold feet and hot heads, can fail to understand and appreciate the rationale of this demand. East Pakistan wants complete control over her own foreign exchange to be provided for in the future constitution. That this is a vital aspect of provincial autonomy is transparently clear.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জলোচ্ছ্বাস কবলিতদের প্রতি উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে ১১ জন নেতার তারবার্তা	দৈনিক 'পূর্বদেশ'	২৪ নভেম্বর,১৯৭০

প্রেসিডেন্টের কাছে পূর্ব বাংলার এগারোজন নেতার তারবার্তা

সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা ও উদাসীনতা দেশবাসীর বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে।

ঢাকা, ২৩ নভেম্বর (পিটিপিআই):- এগারোজন রাজনৈতিক নেতা গত রবিবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ গত সপ্তাহে সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের ক্ষমাহীন অবহেলা, উদাসীনতা এবং খবর চাপা দেয়ার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পিডিটি প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান, ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমাদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দীন, প্রাদেশিক জামাত সভাপতি জনাব গোলাম আজম, মুসলীম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক খান সবুর, কৃষক-শ্রমিক পার্টি সভাপতি জনাব এ,এস,এম, সোলায়মান, নেজাম ইসলামের মওলানা সিদ্দিক আহমদ, জমিয়তে উলেমা পার্টির পীর মোহসেন উদ্দীন এবং পিপলস পার্টির গরীব নেওয়াজ সম্মিলিতভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে এক তারবার্তায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, সরকার কি করে এমন একটি ধ্বংসলীলাকে ধামাচাপা দিতে সচেষ্ট হচ্ছেন, যার জন্যে কোন মানুষ অথবা সরকার দায়ী নয়।

তারা আরো বলেন যে, এটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার যে, আমাদের নিজস্ব সরকারের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাগ্রভাবে বি,বি,সি মার্কিন সিনেট এমনকি ভারতীয় পার্লামেন্ট সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। একজনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপদ্রুত এলাকায় সফর করেন নি। এমনকি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রাথমিক খবর পাওয়ার পর দায়সারা গোছের দায়িত্ব সম্পাদন করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন।

তারবার্তায় বলা হয়, "মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ংকারী বিপর্যয়ের প্রশ্নে নিদারুণ অবহেলা, সহানুভূতিহীন অমনোযোগিতা, চরমা উদাসীনতা ও এই বিপর্যয়কে ধামাচাপা দেয়ার অশুভ প্রচেষ্টাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র নিন্দা করছে। যে কাজের জন্য সরকার অথবা কোন মানুষ দায়ী নয় সেই মর্মান্তিক ঘটনা সরকার কেন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। বি,বি,সি মার্কিন সিনেট ও ভারতীয় পার্লামেন্ট যখন সময়ের আহবানে ব্যগ্রভাবে সাড়া দিয়েছে তখন আমাদের সরকারের নীরবতা একটা গোলমেলে ব্যাপার । কোন মন্ত্রী এখানে নেই। আপনি নিজে ভাসা-ভাসাভাবে সফর করে প্রদেশ ত্যাগ করেছেন। বৃটেনে নিযুক্ত হাইকমিশনার ৫৮টি হেলিকপ্টার ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন-এ প্রশ্নে অত্যন্ত দায়িত্বহীন ও ভিত্তিহীন বিবৃতি দিয়েছেন। যখন কর্তৃপক্ষ ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয়কে নাগালের মধ্যে নয় বলে নাকচ করে দেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বিপুল এলাকার ব্যাপক ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞানতা ও দায়িত্বহীনতার প্রমাণ দেন তখন তা মানুষের বিশ্বাসের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এখনও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর লাশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।"

“ নিদারুণ অবহেলার জন্য বহুসংখ্যক জীবিত লোক মৃত্যুবরণ করেছে ও এখনো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ব্যাপক মহামারীতে ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গেছে। যদি অবিলম্বে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে আরো লাখো মানুষের ভাগ্যও অনুরূপ হবে। বিদেশী সাহায্য সামগ্রীসমূহ দুঃখজনক অদক্ষতার সাথে নড়াচাড়া করা হচ্ছে। দু’দিন ধরে সে সব ঢাকায় স্তুপীকৃত হয়ে আছে। দুঃখের সাথে আরো এসেছে পুঞ্জীভূত অসম্মান, লজ্জা; অবহেলা। আপনার সদর দফতর এখানে স্থানান্তরিত করা অত্যাবশ্যক। সকল প্রকার সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ কাজে লাগান। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত বিবেচনা করুন।”

---

* ১৯৭০ সনের ১২ই নভেম্বর জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্যোগেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য অপ্রতুল ছিল বলে সকল মহল থেকে প্রতিবাদ হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"নির্বাচন নস্যাৎ হলে প্রয়োজনে আন্দোলন হবে"- সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান	মর্নিং নিউজ	২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

MUJIBUR RAHMAN WARNS AGAINST BID TO FRUSTRATE ELECTIONS

Remarks made at a Press Conference at Dacca on November 26, 1970.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman told a Press Conference in Dacca yesterday that " if the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the millions who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny".

To a query by a foreign correspondent as to whether this could be, interpreted as a call for "independence", Sheikh Mujib said, "No, Not yet".

Asked if by referring to the sacrifice of another one million Bengalees he meant to put up physical resistance, the Awami League chief said, 'That I do not say now. My party is a constitutional organisation. We will start a constitutional movement. If they follow unconstitutional ways, people will follow their own course".

Sheikh Mujibur Rahman was giving his impression of the tour of the cyclone ravaged areas in the coastal belt at the Press Conference which was attended by foreign journalists.

He strongly opposed the postponement of the general elections as a whole because of the disaster. Elections he however said, could be postponed in the eight constituencies ravaged by the catastrophe for a few weeks.

Reply to a question as to what he would do if elections were postponed, the Awami League chief said he would consult his party men to decide the future course of action. "Nothing, however, will go unchallenged", he added.

When his attention was drawn to the statements of some political leaders who had demanded postponement of the elections because of the catastrophe, he asked. "Who are these leaders"? He said that by asking for postponement of the elections, which he described as a referendum on his Six-Point Programme, these political leaders were only trying to perpetuate the Martial Law regime.

"They want the Martial Law to protect their leadership. The same leaders had raised a hue and cry for postponement of the elections after the last flood. But what did they do to alleviate the sufferings of the flood-stricken people", he asked.

This time also, Sheikh Mujibur Rahman pointed out, except for Maulana Bhashani and Pir Mohsenuddin and himself no one of these leaders had visited he ravaged areas, particularly the off-shore islands.

On the question of demands of postponement of elections by some Leaders, Sheikh Mujib also said, “You know bad students always ask for postponement of examinations”. He said let the elections be held on December 7 and many of these leaders and their parties would not be there and these leaders would even forfeit their right to issue statements.

Asked if he was giving “Bengal's survival” priority over survival of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman said: "We are the majority. We are Pakistani, Majority cannot be ignored".

Replying to another question he said that there could be unity of the country only if the interest of all was recognized. “If they neglect and ignore our interest and treat us as a colony and market how can there be unity. We feel we are being treated as a market”, he said.

Sheikh Mujibur Rahman was asked if the Six-Point Programme was not a call for secession as has been alleged by some West Pakistani leaders. He said, "We are demanding regional autonomy and not independence".

Asked if regional autonomy on the basis of the Six-Points could be achieved through elections, he said if the people give the verdict in favour of Six-Points, it would be achieved.

The Awami League Chief was asked if he had any information about the "attempt to frustrate the elections”, he said: “I can make a guess. I am a political being”. Elaborating, he said, “a conspiracy has been going on against the people of Bangladesh by the bureaucrats, the vested interest, the ruling cliques and a coterie for the last 22 years. If they are playing their old game now, they should know that they were playing with fire”.

The Awami League Chief who repeatedly referred to the coming elections as “referendum on the Six-Point Programme”, said that he did not think that the holding of the elections on schedule would hamper relief work in the Cyclone affected areas.

He said there could be thousands of volunteers for relief work and even from the affected areas ten thousand volunteers could be mobilized for relief work.

Sheikh Mujibur Rahman demanded release of all political prisoners, withdrawal of political cases to ensure a fair and free election. He, however, said that even if that was not done (by the Government) his party would take part in the elections. He referred to the 1954 elections when, he said, 3,500 political workers were in jail.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান	মর্নিং নিউজ	২৮ নভেম্বর, ১৯৭০

POLLS ON SCHEDULE
EAST PAKISTAN MUST HAVE MAXIMUM AUTONOMY

President Yahya Khan's Remarks at Press Conference
in Dacca on November 27. 1970.

President General Agha Mohammad Yahya Khan told a Press Conference in Dacca last evening that general elections in the country will be held on schedule.

“Elections will take place" was his answer to a question by a foreign correspondent who wanted to know if the general elections would be postponed in view of demands by some political parties.

As for schedule of elections in the eight or nine constituencies which have been affected by the cyclone, the President said he had left the question to be decided by the Chief Election Commissioner.

The Election Commission, he said, was an independent body and the Chief Election Commissioner was already here to assess the situation to decide when to hold elections in the cyclone affected areas.

Replying to another question on how delayed the elections in the affected constituencies could be, the President explained that there was already a gap between the National and Provincial Assembly elections. Provincial Assembly elections, he pointed out, was not so important in the sense that the Provincial Assemblies will be operative only after the Constituent Assembly had framed a constitution. If the elections in the cyclone affected constituencies were postponed, the polls there would be like by- elections.

Martial Law to continue if constitution goes beyond LFO

Replying to another question the President said he would summon the National Assembly “as soon as possible”. The stipulated period of 120 days for framing the constitution would begin from the day the session begins, he told another questioner.

During the Press Conference at the Darbar Hall of the Governor’s House the President replied to a score of question on election, relation between two wings and his opinion on the issue of Provincial autonomy.

He said he would not stand in the way of maximum autonomy for the people of East Pakistan. He said he would rather encourage it so that people of East Pakistan could have "full charge of their destiny, planning and utilization of its resources" within the "concept of Pakistan".

He said although East Pakistan was one of the five provinces, because of its geographical distance of over thousand miles from the other wing it must have maximum autonomy to run her own affairs within the overall framework of one Pakistan. "After all 1 do not want to have five Pakistans".

The President was asked to comment on Six-Point Programme and the correspondent wanted to know if it would finally lead to separation between the two wings of Pakistan.

The President said he was not concerned with six or any other points. What was imperative was that people of East Pakistan have a lot more say in their affairs than they had so far.

Replying to a question by another foreign correspondent the President said he did not believe there was any tendency of separatism in East Pakistan. They are the majority. How can a majority separate from a minority, he asked.

When the correspondent referred to criticism of West Pakistan in this province, and said he could interpret this as a tendency for separatism the President "if you would have heard anything as such, this would not be the voice of my people". He said the people of East Pakistan were emotionally hurt because of the disaster which was only normal.

When a correspondent asked if the criticism of West Pakistan in East Pakistan did not put the continuing unity of the country to danger, the President said: I hope it is not. He said he did not want to defend the people of West Pakistan. But the fact was that there was an emotional upsurge there over this terrible disaster in East Pakistan.

He said he knew of one instance in which a weeping old woman had donated her life's savings made for performing the hajj towards the relief of the cyclone-affected people. He said even small children were moving throughout the days to raise donations for the victims of the catastrophe. East Pakistan were aware of this. He said he knew that vast majority of the people of this brotherly feeling that the people of West Pakistan had for them. It was only those who had lust for power who talked of such things.

He appealed to such leaders to have a broad national view. Nobody should take political advantage from such a situation.

Replying to a question on the Constitution, the President made if clear that Martial Law would continue if the proposed Constitution was not framed in conformity with the five basic principles contained in the Legal Framework Order.

The President said the general elections were being held under LFO an instrument of Martial Law and all political parties are taking part in the elections after its acceptance.

If after the elections they (parties) refuse to accept the LFO, as far as I am concerned I will take it that they have not taken pan in the elections. Martial Law continues and it shall continue.

At one point the President was asked if the criticism against his Government regarding relief operation had been politically motivated. General Yahya said he was not an aspirant or participant in politics. He said the people of Pakistan must form their own Government. He was under obligation only to see that the proposed constitution assured integrity, safety and security of the country.

He said that the sovereignty will be given to the National Assembly only when he has handed over the power. Until then everything is under cover and umbrella of Martial Law.

The President who on a number of occasions advised the critics of his Government to "come to power as quickly as possible through elections", said he would like to hand over the responsibility of the administration to the people's Government as soon as possible. "I want to hand over power to people's Government. I am a soldier, and I want to go back to soldiering".

President's attention was drawn by foreign correspondents to criticisms by political leaders and the national. Press on the relief operation. He said I accept these criticisms from my people. My only request is that they be constructive.

Criticism of the Central Government by political leaders came in for quick retorts from the president. When a foreign correspondent wanted President's comment on Sheikh Mujibur Rahman's allegation of "criminal negligence" on the part of the Central Government, General Yahya said: I did not bring the cyclone. It was not my fault. My fault begins taking shape only when I do not do anything for the surviving people.

When another correspondent referred to Sheikh Mujib's charges of callous-ness on the part of the "guilty bureaucrats", the President said his advice would be: Let them come to power as quickly as possible.

About Awami League leader's assertion that a quick move by the Pakistan Navy could have saved many lives, the President said the allegation arose out of lack of information. "I hope they come to power and do better. I have tried to do my maximum".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জলোচ্ছ্বাসের পর কেন্দ্রের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর আহবান	মওলানা ভাসানী (প্রচার পত্র)	৩০ নভেম্বর,১৯৭০

জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাকঃ
পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি- সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন

আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাতকোটি বাঙালীকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মত দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে, আর কোন যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ কামড়ে আর গগনবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সকল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও, ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ‘‘আচ্ছালামু আ্লায়কুম’’ বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানীদের নূতন শপথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিলেন। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনার ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহায্য, কওমী গানের আসর, সাংবাদিকের ফীচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই ধীকৃত ও উপেক্ষিক্ত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য শক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃ পুনঃ বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বৎসরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথম বারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারিশত কোটি টাকা মূল্যের ফসল, ঘর-বাড়ী, গবাদী পশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতিকষ্টে রোপন করা ধান, কলাই, তরিতরকারী ইত্যাদি। গত ২৩শে অক্টোবরের

ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষে দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার পর পুনঃ পুনঃ কলেরা-মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তাহা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মত এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে। আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিনা যে আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসা আর প্রজ্ঞা-প্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে; কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইতে সেই ভালবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারী প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাতকোটি বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলিকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্য ও সামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে, তখনও পাকিস্তানের বেতার, টি,ভি, বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে; তখন তাহাদের আহলাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বারলক্ষাধিক রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচী পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবান দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সবকিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ বিবৃতি নয় - প্রত্যক্ষ মোকাবেলা। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়- পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করি। এবং ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল ও জনসভার আয়োজন করুন। তাই মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরী আবেদন করিতেছি।

এইদিন আপনারা আওয়াজ তুলুনঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবান দিতে সদা প্রস্ততে। সেই সাথে আপানার বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ আমরা স্বাবলম্বী, আত্ম-নির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্য পৌঁছাব আশা করি বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করিতে চাই- আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায় তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছে তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায় তবে তাহাকেও তল্পীতল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব।

বাঙ্গালী কোন দিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না। বিদেশী সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙালী জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

- পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ!
- জনগণের সংগ্রামী ঐক্য- জিন্দাবাদ!
- ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা-বাংলা ছাড়!
- দুর্গত-জনসেবায় আত্মনিয়োগ কর!

নাছরুম মিনাল্লাহে ফাতহুন কারিব
(জয় আমাদের নিকটবর্তী)
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৩০-১১-১৯৭০ইং

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন	আওয়ামী লীগ (প্রচার পত্র)	১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,
আসসালামু আলায়কুম

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতনভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাঁদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি ভোট এক ভোটের দাবী তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচী ও আদর্শের সমর্থক হন অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমতে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবীর মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সনদ ৬-দফা

১১-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধে হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যাহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহরাওর্য়াদী আমাদের মাঝে নেই। যাঁরা প্রবীণতার দাবী করছেন, তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালী বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন; নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার স্বার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম- সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি- তাহলে আমাদের সংগ্রাম স্বার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষোত্রের চেয়ে জনতার দাবী আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবী আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন-বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালীরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরূপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিলো। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরী প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবী হচ্ছে আমাদের স্বাধীকার. স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবী; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবী। এই দাবী তুলিতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানী করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল সাথে ছিলেন।

কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা-বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিয়ুর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারের মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি, জীবনে কোনদিন ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার মত আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাঙলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দী শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো-তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে -ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আসেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা ।। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ।

নিবেদক-
আপনাদেরই
শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দফতর ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা হইতে আব্দুল মতিন কর্তৃক প্রকাশিত ও পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা	গাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি' যশোর থেকে প্রকাশিত	৫ ডিসেম্বর,১৯৭০

পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানীর ঘোষণা ঃ
''স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ''

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রধান, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী জনগণের মহান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসমুদ্রের দাঁড়িয়ে 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মরণপণ সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা'' করিয়াছেন।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে গৃহীত প্রতিবাদ দিবসের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে আয়োজিত এই জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি জনগণকে সকল ভীরুতা-জড়তা ত্যাগ করে উক্ত সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

মওলানা ভাসানী বলেন, '' সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবী আইনসঙ্গত- এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়; স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে।'' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ''আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লক্ষ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরও ১৫/২০ লাখ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো।'' মওলানা বলেন, ''জয় বাংলা'' স্লোগান বন্ধ করার জন্য কোন সৈন্য দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।''

ইতিহাসের নজিরবিহীন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলায় লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের 'পরে দাঁড়িয়ে যারা নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে তাদের সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'তাঁদের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না, তারা নিজেরাই বলুন যে তারা জনতার শত্রুনা মিত্র।'

শেখ মুজিবের প্রতি আহবান

'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে' শরিক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে নববই বৎসরের বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন,'মুজিব, তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর' ৭০ সালে অনিবার্য।'

এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী আরও বলেন,' যারা বলে নির্বাচনে শতকরা একশোটি আসনে জয়ী হয়ে প্রমাণ করবে জনতা তাদের পিছনে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেশপ্রেমিক

গেরিলারা যখন লড়াই করেছে তখনও সংগ্রামের মুখে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে নির্বাচনে বিজয়ীরা জনগণের বন্ধু। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের তল্পীবাহক।'

বিদেশী সৈন্য হটাও

দুর্গত এলাকায় রিলিফ দেওয়ার নামে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপুলসংখ্যক মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যেও ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, '' আমেরিকা ও বৃটেন ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশ দুর্গত মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবক, সাহায্য দ্রব্য ও সাংবাদিক প্রেরণ করেছেন। শুধুমাত্র আমেরিকা ও বৃটিশরা কামান-বন্দুক নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় মানবতার সেবা করতে এসেছে। সশস্ত্র হয় সেবা করা যায় না-যুদ্ধ করা যায়।'' তিনি পৃথিবীর জনগণের শত্রুমার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুর বৃটেনের সেনাবাহিনীকে আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় 'মার্কিন ও বৃটিশ দূতাবাস জ্বালিয়ে দেওয়া হবে' বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

যুদ্ধ জননেতার বক্তৃতাকালে তিন লক্ষাধিক লোকের এই বিশাল জনসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইঙ্গ- মার্কিন দস্যুরা বাংলা ছাড়', পূর্ব বাংলার নয়নমণি- মওলানা ভাসানী' প্রভৃতি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে মওলানা ভাসানী বলেন,' শুধু শ্লোগানে সংগ্রাম হয় না। হয় মরে যাব, নয়তো সার্বভৌমত্ব পাব এই কি আপনারা চান? ডববেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন। যদি কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে হাত তুলুন।' জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগানের সাথে হাত তোলেন। মওলানা ভাসানী তখন নিজেই শ্লোগান দেন, 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহু আকবর' 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান- জিন্দাবাদ'। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ থেকে তাদের প্রিয় নেতার শ্লোগানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে।

উক্ত জনসভায় আরও যারা ভাষণ দেন তাঁরা হলেন ন্যাশনাল লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দীন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব এ,এস,এম সোলায়ামান ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিয়ুর রহমান।

সভাশেষে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে উপস্থিত জনতার এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে রাজধানীর সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেষিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	দ্য ডন	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

Name of party	No. of Seats Contested	East Pakistan	PROVINCE-WISE RESULT Punjab	Sind	NWFP	Balu-chistan	Tribal Area	Indirectly Elected Women's Seats	Total
Awami League	162	160	..	..	..	..	..	7	167
Pakistan People's Party	122	..	64	18	1	..	..	5	88
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)	132	..	1	1	7	..	..	..	9
Muslim League (Council)	119	..	7	..	..	..	..	..	7
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)	93	..	..	..	6	1	..	..	7
Markazi-Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi Group)	Not Known	..	4	3	..	..	..	..	7
National Awami Party (Wali Khan)	61	..	..	..	3	3	..	1	7
Jamait-e-Islami	200	..	1	2	1	..	..	..	4
Muslim League (Convention)	124	..	2	..	..	..	..	..	2
Pakistan Democratic Party	108	1	..	..	..	..	..	..	1
Independents	300	1	3	3	..	..	7	..	14
		162	82	27	18	4	7	13	313

EAST PAKISTAN PROVINCIAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

				General Seats (300)		Indirectly Elected Women's seats		Total
Awami League	..	..	..	288		10		298
Pakistan democratic Party	..	..	..	2		..		2
Pakistan People's Party	..	..	..	..		..		..
Muslim League (Council)	..	..	..	..		..		..
Muslim League (Convention)	..	..	..		..		..	
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)		..	..		..		..	
National Awami Party (Wali Khan)		..	..	1		..		1
Jamait-i-Islam		..	..	1		..		1
Nizam-e-Islami	..	..	..	1		..		1
Jam Ulema-i-Islam (Thanvi Group)		..	..	..		..		..
Marakzi-Aho-e-Hadis ..	..	..	..		..		..	
Jamait-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)		..	..		..		..	
Sind-Karachi-Punjabi-Pathan		..	..		..		..	
Muttahida Mahaz		..	..		..		..	
Baluchistan United Fort			..	..		..		..
Pakhtoon Khawa (Nap)			..	..		..		..
Independence			..	..		..		..
Total No. of seats				300		10		310

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই'	'হাতিয়ার' (পত্রিকা)	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

'জনগণের সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই'

আমাদের দেশের ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ধনিক. যাহারা একই সঙ্গে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ধারক, তাহাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে। গত ২৩ বৎসর ধরিয়াই ইহা তাহাদের কব্জার মধ্যে রহিয়াছে। এই রাষ্ট্রযন্ত্র কেবলমাত্র শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমবাজির যন্ত্র, যাহা ঐ মুষ্টিমেয় ধনিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের উভয় অংশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জাতীয় ধনিকের অর্থাৎ জনসাধারণের কোন অংশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - বাসস্থান সমস্যার এতটুকু সমাধান করিতেও অক্ষম, বরং দিনে দিনে এই সমস্যাগুলি বাড়াইয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি দেশের শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য আইনগত কাঠামোর আওতায় গণপরিষদের ৯টি আসন বাদে সব কয়টি আসনের নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং বাকী আসনগুলির নির্বাচনও জানুয়ারীর ১৭ তারিখে সম্পন্ন হইবে। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিকের কেনা গোলাম জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারীমিলিটারী সরকার চায় বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি অক্ষুন্ন থাকুক, কারণ ইহা তাহার প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র এবং সেই চিন্তা করিয়া গণবিরোধী মিলিটারী সরকার জোর করিয়া আইনগত কাঠামো আদেশ চাপাইয়া দিয়া নির্বাচন করাইয়া লইয়াছে। গনপরিষদ যদি আইনগত কাঠামো আদেশ মানিয়া লইয়া শাসনতন্ত্র তৈরী করে তাহা হইলে বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটিই বহাল থাকিবে।

মিলিটারী হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের ঐরূপ খায়েশ থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ নির্বাচনে অন্য প্রকার রায় দিয়া দিয়াছে এবং নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি এবং সেই সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার শাসনতন্ত্র তৈরীর প্রশ্নে মহাবিপাকে পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল রাখার জন্য ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬২ সালে জোর করিয়া দুইবার দুইটি শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা যে জনসাধরণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের উপর পুনরায় অনুরূপ কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হইবে কিনা উহা লইয়া তাহারা মহা ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আজ যখন ১৯৭০ সালের জনসাধারণের চেতনা একটি গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্খাও তাহাদের অত্যন্ত তীব্র, তখন একই রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা বাঙালী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান বেলুচ, দেশের এই পাঁচটি ভাষাভাষী জাতি এবং বিভিন্ন উপজাতির উপর শোষণ-নিপীড়ন চালানো যে অত্যন্ত দুরুহ ইহা তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে। ভুট্টো সাহেব অবশ্য 'দেশের সংহতি, ঐক্য এবং অখন্ডতার বিনিময়ে শাসনতন্ত্র তৈরী হইতে পারে না' বলিয়া অভিমত দিয়া বসিয়াছেন এবং শেখ সাহেবও তাঁহার 'জয় বাংলা' শ্লোগানের সঙ্গে নতুন করিয়া 'জয় পাকিস্তান' যুক্ত করিয়াছেন, তথাপি 'সংহতি'র বাতিল শ্লোগানে যে জনসাধারণ আর সায় দিবে না ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। জনপ্রিয়তার সুযোগে ঐ দুই নেতা জনগণকে আর ধোঁকা দিয়া বশে রাখিতে পারিবেন না।

আইন পরিষদের অধিবেশন বলিতে এখনও স্পষ্টতঃ মাস দুয়েক দেরী। ইহার মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে আরও তীব্র হইয়া না উঠিতে পারে, মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী তজ্জন্য চিরাচরিত কায়দায় দেশের সংবাদপত্রসমূহের টুঁটি টিপিয়া ধরিতেছে এবং তাহা অত্যন্ত গোপনে। কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগ 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' 'স্বাধীন বাংলা' বা 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' এমনকি 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' কথাগুলি যাহাতে উচ্চারিত না হয় তজ্জন্য সংবাদপত্রগুলির প্রতি গোপন নির্দেশ জারি করিয়াছে। এই নির্দেশ 'প্রেস নোট' আকারে জারি করিলে উল্টা ফল ফলিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কাও তাহাদের রহিয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা চলা যে, জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের তখনই ব্যবস্থা করিবে, যখন বর্তমান ঘুণে ধরা রাষ্ট্রযন্ত্রটি বহাল রাখার মত করিয়াই একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে। এবং তাহাই যদি হয় তাহা হইলে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে জনপ্রতিনিধিরা কায়েমী শোষকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসাবেই কাজ করিবে।

১৯৬৮-৬৯ সালে ১১-দফার গণঅভ্যুত্থান ঘটাইয়া জনসাধারণ যে রাষ্ট্রযন্ত্রটি অচল করিয়া দিয়াছিল ও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিল, মার্শাল ল'র শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কায়েমী শাসকগোষ্ঠী সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকেই আবার জোড়া তালি দিয়া চালু করিয়া রাখিয়াছে। এইবার নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উহা বাতিল করা গেল না দেখিয়া দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নিশ্চিতভাবেই আরেক নবতর গণঅভ্যুত্থান ঘটাইয়া উহাকে উৎখাত করিয়া আকাঙ্খিত ১১-দফাভিত্তিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিবেই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না' বলে ভুট্টোর ঘোষণা	'পাকিস্তান টাইমস;	২১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

PEOPLE'S PARTY WILL NOT SIT IN OPPOSITION
NO CONSTITUTION WITHOUT OUR CO-OPERATION.

Mr. Z. A. Bhutto's statement in Lahore on December 20, 1970.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party declared in Lahore on Sunday that no Constitution could be framed nor could any government at the Centre be run without his party's co-operation. The PPP, he added, was not prepared to occupy the Opposition Benches in the National Assembly.

He said that the PPP could not wait for another five years and that it did not hold power, the pledges made by the party to the people would not be redeemed and their problems would not be solved.

Addressing a huge crowd outside the Punjab Assembly Chambers at the termination of his seven-mile long procession four hours after his arrival from Larkana, Mr. Bhutto said that he had all regards for Sheikh Mujibur Rahman who had returned with great majority of the Awami League in the National Assembly, but, he added "majority alone doesn't count in national politics".

He said that the PPP had won majority in the provincial Assemblies of Punjab and Sind and added that the real power of the Centre lay in these two provinces. No government at the Centre therefore could be run without the PPP's co-operation, he added.

He said that the PPP would endeavor to frame a people's Constitution for Pakistan with maximum provincial autonomy for all provinces. One Unit had been dissolved and all provinces revived in West Pakistan. For giving autonomy to the provinces, the PPP's co-operation was essential he added.

* * * * *

Earlier, he explained how the PPP fought against the Ayub regime and what hardships it had to undergo in its struggle to overthrow dictatorship. In this connection he referred to the efforts of former President Ayub Khan to perpetuate himself in power by convening a Round Table Conference which he said, was a clear conspiracy against the people of Pakistan. That was the reason, he explained, that the PPP had refused to participate in RTC because it was the game of Ayub Khan to remain in power by conceding the principle of parliamentary form of government.

He said that when the people were engaged in their country-wide movement against Ayub dictatorship, the reactionary forces had tried to stem the tide by raising the bogey of ‘Islam in danger’ only to save their jagirdaris, zamindaris, wealth and other vested interests. Some of these reactionary people had so much exploited Islam that they even dared to desecrate the Holy Quran by burning its copies only to blame the torch- bearers of the movement against the Ayub regime.

According to PPI, Mr. Bhutto also referred to a suggestion of a local English daily and said that if he remained in the opposition; how could he solve the people's problems, who would then bring down the prices and who would liberate the masses from the clutches of capitalists?

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য	পাকিস্তান অবজারভার	২২ ডিসেম্বর, ১৯৭০

AWAMI LEAGUE COMPETENT TO FRAME CONSTITUTION
Mr. Tajuddin Ahmed's Rejoinder to Mr. Bhutto's Statement of
December 20, 1970.

The following is the full text of the statement issued on December 21; by Mr. Tajuddin Ahmed, General Secretary of the East Pakistan Awami League, as a rejoinder to Mr. Bhutto's assertion that neither the Constitution could be framed nor a Central Government could be formed without active co-operation of his party.

The statement attributed to Mr. Zulfiqar Ali Bhutto that neither the country's Constitution could be framed nor a Central Government could be formed without active co-operation of his party cannot be correct. The Punjab and Sind can no longer aspire to be 'bastions of power' The democratic struggle of the people has been aimed against such 'bastion of power' The people have voted to establish a real democracy in which power vests with the people, and the legislature is constituted on the basis of the 'one man one vote' principle. In such a system a party enjoying a comfortable indeed an absolute majority as the Awami League does with a clear electoral mandate is quite competent to frame the Constitution and to form the Central Government. This can be done with or without any other party. Such co-operation as may be obtained will be for the Awami League to choose and will be sought on he basis of adherence to and acceptance of the principles and the programme of the Awami League, which seeks to establish a new economic and social order, free from exploitation.

An elected representative of a province cannot claim any special or superior status over that of any other province. To make such a claim is to hark back to the parochialism of the past when the Central Government was seen as the preserve of a ruling coterie drawn only from certain parts of West Pakistan. The people of Pakistan have rejected the past. If we are to move towards a better future, such claims should be avoided as they generate unnecessary and harmful controversy. The Awami League is fully aware of its responsibility to implement the will of the people of Pakistan and will spare no effort to do so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ‘‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা’’	জাতীয় মুজাহিদ সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা	১ জানুয়ারী, ১৯৭১

আমরা যা কিছু সপেছি তোমায়, স্বদেশ আমারঃ স্বদেশ আমার
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা
পশ্চিম পাকিস্তান এ পর্যন্ত বেশী নিয়েছে এগারো হাজার কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় চাকুরীতে বাংগালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র দশজন

সূচনা

সুদীর্ঘ ২৩ (তেইশ) বৎসর ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদেরকে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার একশেষ করেছে। কিন্তু কেন এমন করছে? তাদের খপ্পর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মুক্তির পরেই বা কি করতে হবে? তার জবাব পেতে হলে আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে- কেন পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল? ইহার সৃষ্টির পরে কেন নানা জটিলতার পরিস্থিতির উদ্ভব হইল? পরিস্থিতিগুলি কি কি? ইহার মোকাবিলায় আমাদের রাজনীতিকরা কি কি করেছে এবং ইহারই প্রতিকার বা কি?

আমরা একে একে এসব বিষয়ের উপর যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১। পাকিস্তান সৃষ্টির কারণ

যুগের পর যুগ ধরে, রোমান এবং পারসিকদের চেয়ে অধিক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পরেও প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে, পাক-ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ বহিরাগত আরবী মুসলমানদের নিকট ধীরে ধীরে পরাজয়বরণ আরম্ভ করেন। পরাজিতদের অনেকেই পাহাড়ে-পর্বতে লুকিয়ে লুকিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে, প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। আরবদের পরে নানা জাতের মুসলমানেরা পাক-ভারতকে শাসন করে। মুসলিম শাসনামলের শেষের দিকে, মহর্ষি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, হিন্দু সমরশক্তি অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে পাক-ভারতের একটি লোকও, মুসলিম সমরশক্তির ভয়ে ভীত হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং-মুসলমান সুফী-দরবেশদের মাহাত্ম্যের ভয়ে ভীত হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং-মুসলমান সুফী-দরবেশদের মাহাত্ম্যের প্রভাবে, এদেশের অগণিত লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অংশ্র গ্রহণ করে। অধিকন্তু প্রায় হাজার বৎসর এদেশে বসবাস করার পর, বহিরাগত স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের প্রায় সকলেই তাদের অতীত ভুলে গিয়ে, এদেশের স্থায়ী অধিবাসীতে রূপান্তরিত হয়।

আরব দেশের মুসলমানেরা যে রকম আরব পৌত্তালিকদের বংশধর, ইরান তথা পারস্যের মুসলমানেরা যে রকম পারসিক অগ্নিপূজকদের বংশধর, মিশরের মুসলমানেরা যে রকম ফেরাউন ও ইহুদিদের বংশধর, তদ্রুপ-আমরা পাক-ভারতের মুসলমানেরা এবং বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানেরাও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতী হিন্দুদের আলোকপ্রাপ্ত বংশধর। পুঁথি-সাহিত্য এবং কিংবদন্তী হ'তে জানা যায়, পৃথিবীর প্রথম নর আদম তথা মনু এবং তার সাথী হাওয়া, বাংলাদেশের স্বরন্দীপ ও তার আশেপাশেই আবির্ভূত হন। পৃথিবীর লক্ষকোটি বৎসরের আবর্তন, বিবর্তন ও কম্পনের ফলে যে দ্বীপ ধ্বসে গিয়ে বর্তমানে ক্ষুদ্রাকৃতি সন্দীপে পরিণত হয়েছে।

এদিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে, পাক-ভারতের লোকেরা এবং বিশেষ করে বাংলাভাষীরা একত্রে বসবাস করে আসছে।

আদমের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে, পাক-ভারতে আবির্ভূত অসংখ্য নবীর শিক্ষানুযায়ী আদিযুগে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম ও একটি একেশ্বরবাদী এবং সাম্যবাদী ধর্ম ছিল। কিন্তু হিন্দু রাজা-মহারাজা ও সামন্তবর্গ তাদের সৃষ্ট কায়েমী স্বার্থকে রক্ষার জন্য হিন্দু ধর্মেও পৌত্তলিকতা ও হৃদয়বিদারী জাতিভেদ প্রথা ঢুকিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তাহার ঐশ্বরিক ধর্মটিকে, পরধর্ম সংহারকারী একটি গোড়া ও রক্ষরণশীল ধর্মে পরিণত করে। যার ফলে পাক-ভারত থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় লোপ পায়। যার প্রভাবে এখানকার ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা রাতারাতি তাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। কেবল ইসলাম ধম গ্রহণ করার অপরাধে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের সংগে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের লক্ষকোটি বৎসরের রক্তমাংসের সম্পর্ক এক নিমিষে ঘুচে যায়। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী হিন্দুগণ, স্থানীয় ধর্মান্তরিত কোটি কোটি মুসলমানকেও বহিরাগত মুসলমানদের পর্যায়ে ফেলে, পাক-ভারতের সকল মুসলমানকেই খেজুর তলায় তাড়ানোর অথবা সমূলে ধবংস করে দেওয়ার প্রকাশ্য দাবী উঠতে থাকে। এই ভাবেই তাহারা বহিরাগত মুসলমানদের নিকট অতীতে পরাজিত হওয়ার গ্লানি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়।

ইংরেজদের হাতে পাক-ভারতের মুসলিম রাজশক্তির পতনের পর হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদী গণের মুসলমান ধবংস করার সুযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। তাহারা প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম উদারপন্থী নেতা ও মনিষীদের, হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণীর প্রতি বর্ণিত কায়েমী স্বার্থবাদীগণ বৃদ্ধাংগুষ্ঠি প্রদর্শন করে। ইংরেজ বেনিয়াদের সংগে একজোট হয়ে হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদীগণ পাক-ভারতের প্রায় সকল জমিদারী-জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী-বাকুরী; তাহাদের নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলে। তাহারা পাক-ভারতের মুসলমান এবং বিশেষ করে বাংলার মুসলমানগণকে অচ্ছুৎ চাষা-ভূষার জাতীতে পরিণত করে।

প্রতিবেশী হিন্দু কায়েমী র্স্বাথবাদীদের অত্যাচার, অবিচার, অবমাননাকর ব্যবহার ও নির্মম শোষণে জর্জরিত হতে হতে এখানকার মুসলমান অধিবাসীগণ মরিয়া হয়ে উঠে। তাহারা হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় অনুভব করতে থাকে পূর্বের সূর্য্য যেমন পশ্চিমে উদয় হওয়া সম্ভব নহে-পাক-ভারতের দু'টি জাতি, হিন্দু ও মুসলমানের মিলনও সেরুপ সম্ভব নহে। তদুপরি হিন্দু ও মুসলমানের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ভিন্নমুখী। তাই মুসলমানেরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং বিশেষ করে, তাহাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ধর্ম ইসলামকে রক্ষার জন্য পাক ভারতের মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে, পৃথক দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার দাবী করেঃ পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চল তথা বাংলা ও আসাম নিয়ে যাহার একটি হওয়ার কথা ছিল এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাহার আরেকটি হওয়ার কথা ছিল ইতিহাসে, ইহাই লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

এই লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই, পাক-ভারতের মুসলমানেরা এবং বিশেষ করে বাংলা ও আসামের মুসলমানেরা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। অজস্র রক্ত ক্ষয় হয়। শেষ পর্যন্ত, ১৯৪৭ ইংরেজীর ১৪ই আগস্ট পাক-ভারতের বুক চিরে বর্তমান পাকিস্তান জন্মলাভ করে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গ, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় ৫ (পাঁচ) গুণ বৃহৎ হিন্দুস্থান, তাহাদের নিজেদের অংশে প্রাপ্ত হন।। সুতরাং আমাদের হিন্দু ভাইদেরও অসন্তুষ্ট থাকার কোন কারণ নাই। বরং লোক সংখ্যার অনুপাত হিসাবে মুসলমানদেরই অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা।

লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ক্ষতির রক্তে স্নাত হয়ে, পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হলে কি হবে? জন্মের পরপরই ইহাতে নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমরা এখন এই জটিলতা সৃষ্টির কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

২। জটিলতা কেন ?

দুঃখের বিষয় উমাইয়া সাম্রাজ্যবাদিগণ যেভাবে ইসলামের সাম্যবাদি নীতিগুলোকে এবং ইসলামি গণপ্রতিনিধিত্বকে (খেলাফতকে) আঁতুরঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলেছিল; অবিকল সেইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের কতিপয় তথাকথিত মুসলমান নেতা, পুঁজিপতি এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়ে গঠিত একটি সাম্রাজ্যবাদীচক্র পাক-ভারতের গঠিতব্য ইসলাম রাষ্ট্র দুটির রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রদয়ের জন্মের পূর্বেই করে রেখেছিল। বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদিদের পূর্ব-কল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, পুরাপুরি দুটি প্রদেশের পরিবর্তে বাংলার পূর্বাংশ এবং আসামের দক্ষিনাংশ তথা সিলেট জেলা নিয়ে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। তাহারা বাঙ্গালী পূর্ব মুসলমানদের ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহণ করতঃ শোষণের সুবিধার্থে, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠণ করার পরিবর্তে, উভয় অঞ্চলের সমবায়ে মাত্র একটি রাষ্ট্র গঠণ করে । কারণ, যেভাবেই হউক, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বলগ্নে পাক-ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব, তাহাদের মুঠোর মধ্যে ছিল। ফলে ইসলামের নামে অর্জিত রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই, তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম উধাও হয়ে যায়ঃ অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রাষ্ট্রটির নিত্যকার ঘটনায় পর্যবেশিত হয়। মুসলমানদের ইসলাম সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার দীর্ঘদিনের স্বপ্নটি অচিরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

১৯৪০ ইংরেজির লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী দুটি পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন না করতেই, পাকিস্তানের জন্মের পর নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আমরা তাহার উপরই আলোকপাত করব।

৩। পাকিস্তানের পরিস্থিতি

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি পৃথক ইসলাম রাষ্ট্র গঠন না করায়, পাকিস্তানের জন্মের পরে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে মোট দু'ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তাহার, একটি হলো (ক) পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর একচেটিয়া শাসন, শোষণ ও নির্যাতন। অপরটি হলো (খ) ইসলামের নাম ভাংগিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী তথাকথিত মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর অবিরাম পীড়নের ফল স্বরূপ এখানকার একশ্রেণীর মুসলমানের আদর্শিক মৃত্যু।

(ক) পশ্চিমাদের পীড়ন

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জেরার সময় প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাংগালী সৈন্যের অনুপাত ৪% (শতকরা চারজন মাত্র): প্রতি ৬০ (ষাট) জন সামরিক অফিসারের মধ্যে বাংগালী মাত্র ১ জন। ১৯৬৮ পর্যন্ত কেন্দ্রের ২০ (বিশ) জন সেক্রেটারীর মধ্যে একজনও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন না। পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ আজ পর্যন্ত কোন বাংগালী অফিসার পাননি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল বিভাগের চূড়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের ও অনেক বিভাগের চূড়ায় অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছে নিশ্চয়ই কোন পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা বাংগালী নামধারী কোন মোহাজের। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি করার ব্যাপারে সে সকল মোহাজেরদের প্রায় সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়েও একধাপ আগে চলে। বাজে এবং গুরুত্বহীন পদগুলোতে নিয়োজিত পূর্ব পাকিস্তানীগণকে মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে গড়ে বাংগালীর অনুপাত ১১% (শতকরা এগারজন) মাত্র। এই এগারজনের মধ্যে বর্ণিত মোহাজেরগণকেও ধরা হয়েছে। এদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বাংগালী বেকার ঘুরছে। পশ্চিমাদের শয়তানীর জন্য চাকুরী পায় না। ইংরেজীর ১৯৬৫ সালে লাহোর যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংগালীরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এতদসত্ত্বেও কোটি কোটি বাংগালীকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি না করে, ঐ যুদ্ধের পর পরই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অগণিত লোক সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। চাকুরী এই বৈষম্যের

দরুন পশ্চিমারা শুধু আমাদের উপর কর্তৃত্বই করেছে না, বরং কেন্দ্রীয় বাজেটের চাকুরী খাতের ৯০ (নববই ভাগই) প্রতি বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিরাপত্তা আইন, দেশরক্ষা আইন এবং সামরিক আইন জাতীয় বাংগালী-পীড়ন আইন কথায় কথায় জারি করে দেয়। হাজার হাজার সচেতন বাংগালীকে জেলে পুরে দেয়। প্রয়োজন দেখা দিলে, তাহারা আগরতলাষড়যন্ত্র মামলার মত মিথ্যা বাংগালীপীড়ন মামলা সাজাতেও পিছ পা হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদের তর্জনীর সংকেত অনুযায়ী কাজ না হলে, তাহারা নিজেরাই নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়ে কর্মরত মন্ত্রীসভাকে ভেংগে দেয়। ইচ্ছা হলে সামরিক শাসন জারী করে দেয়। দেশের বৈধ শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়।

ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু একচেটিয়াভাবে শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা গত ২৩ (তেইশ) বৎসর পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণেরও একশেষ করেছে। দ্বার রক্ষী বংশজ সাম্রাজ্যবাদীগণ বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের টাকা দিয়েই মরুভূমিসম পশ্চিম পাকিস্তানকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আর এদিকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা সোনার বাংলাকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত গম, পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রী করার উদ্দেশ্যেই তাহারা পরিকল্পনা বহির্ভূত মাত্র ২০০০ (দু'হাজার) কোটি টাকা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণান্তকারী বন্যা সমস্যার সমাধান করছে না, এবং পটুয়াখালীর রূপসা হতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পর্যন্ত ১০০ (একশ) মাইল দীর্ঘ প্রলয়ংকারী গরকীরোধকারী সামুদ্রিক বাঁধ (ব্রেকওয়াটার), মাত্র এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে নির্মাণ করছে না কারণ বন্যা সমস্যার ও গরকী সমস্যার সমাধান হলে, পূর্ব পাকিস্তানও উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হবে। এলোপাতাড়ি কাজ দ্বারা যাতে বন্যা সমস্যা বৃদ্ধিপায়, তদ্দরুন বন্যা সমস্যা সমাধানের নাম নিয়ে তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইদানিং বাৎসরিক মাত্র ত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তাহাও ঠিকমত পৌঁছে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সাদ্দাদের বেহেশতসম রাজধানী করাচী থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীগণকে ভুখা-নাঙ্গা-বেকার রেখে, দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীগণ পরিকল্পনা বহির্ভূত অজস্র টাকা দিয়ে বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় রাজধানী ইসলামাবাদের কাজ সাত তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছে। ভাবখানা এই লুটের মাল পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেলে আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, সিন্ধু উপত্যকার পুনরুদ্ধার ইত্যাদির জন্য আজ পর্যন্ত বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে, পরিকল্পনা তবে না হয় তওবা করে, আবার; বৃহত্তর শক্তিশালী এবং ধর্মনিরপেক্ষ অখন্ড ভারতই গঠন করা যাবে। কিন্তু মহামান্য নাগরিকদের কিলের ভয়ে, ধর্মনিরপেক্ষওয়ালারা আবার সে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। একদল ধর্মনিরপেক্ষওয়ালা আবার পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের ইশারায় পাকিস্তানকে বর্তমান আকারে আলাদা রেখেই ইহাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আগেই বলা হয়েছে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বিচারে শোষণ করতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাট সুবিধা হয়ঃ খাটি ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাহারা আর পূর্ব পাকিস্তানকে যদিচ্ছা শোষণ করতে পারবে না। শোষণটা একটু রয়ে-সয়ে করতে হবে। এখন ইহা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণই নহে, তৎসহ আরও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের আন্তর্জাতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখানকার মুসলমানগণকে আজ অত্যন্ত হিসাব করে পা ফেলতে হবে। পা' একটুখানি ফসকালেই গভীর খাদে পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। পাক-ভারতের হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীরা অত্যাচার করত বলে আমরা মুসলমানেরা দুটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলাম। আমাদের সে স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমরা আবার হিন্দু-ভারতের দাসত্ব অথবা

ধর্মনিরপেক্ষ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব অথবা ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না।

কেহ যদি বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার বা গণতন্ত্র শিখতে চান, তবে তাহার সন্ধান মহান ইসলাম ধর্মের মধ্যেই পাবেন। এতদসত্ত্বেও বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার শিক্ষা অথবা গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য কেহ যদি ভারতের দিকে অথবা ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যে উদারতা বা গণতন্ত্র শিক্ষা করা নহে। বরং ঐ সকল দেশের গোলামী তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে, কেহ যদি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে তাহার ব্যবস্থাও ইসলামের মধ্যেই পাবেন। অজস্র সাম্যবাদী বিষয়সহ পবিত্র ইসলাম শিক্ষা দেয়- দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ আল্লারঃ মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারে না; এক মানুষ অপর মানুষের পূজা পেতে পারে না; সে মাওসেতুংই হউন অথবা কোসিগিনই হউন অথবা নিকসনই হউন অথবা যে কোন শক্তিধরই হউক না কেন। পবিত্র কোরানের মর্ম মতে, সকল মানুষ সমান। এতদসত্ত্বেও কেহ যদি সাম্যবাদ শিক্ষার জন্য উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা নহে। বরং ঐ দিককার দেশগুলির দাসত্ব করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাই বলছি ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানেরা এক হয়ে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দিলেই সকল লেঠা চুকে যাবে। বাঁশও থাকবে না, বাঁশীও আর বাজবে না।

আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতে গেলে, আর এক শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের ধারণাঃ ইসলামাবাদ, মক্কা, কায়রো ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ জায়গার মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ইসলাম কোন বিশেষ জায়গায় অথবা কোন বিশেষ ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নহে। বরং পবিত্র কোরান এবং হাদীছের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। পবিত্র কোরান-হা'দীছের অনেক রকমের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়।

এখন যারা না বুঝে, অনবরত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইসলামবিরোধী প্রচার অথবা কাজ করে যাচ্ছেন, তাহাদের নিকট যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে উদাসীন রয়েছেন তাহাদের নিকট এবং সকল ঈমানদার মুসলমানের নিকট আমাদের আকুল আবেদন- আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি শক্তিশালী ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করি। দুনিয়ার বুকে ইসলামের বিজয়কেতন উচিয়ে ধরি। আমাদের জন্মভূমিকে আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। দুনিয়ার সর্বহারা মুসলামনগণকে তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে একটি ইসলামী জাতিসংঘ গঠন করি। তৎপর দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের সর্বহারাগণকেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করি।

৪। রাজনীতিকদের ভাঁওতাবাজী

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সরকারী, বিরোধী, ধর্মপক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিবাদী, দুগতিবাদী অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় রাজনৈতিক দলের প্রায় সবকয়টিকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় সব কয়টিই জেনে অথবা না জেনে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন যাবৎ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীদেরই পায়রবী করে আসছে। তাই দেখা যায় নানান জাতের দফার ছড়াছড়ি। যেমন-২১-দফা, ১৪-দফা,১১-দফা, ৮-দফা, ৭-দফা,

৬-দফা ইত্যাদি। সকল নেতাই জানেন আলাদা হওয়া ব্যতীত মুক্তি নাই। তবুও উজির-নাজির হওয়ার আশায় এ সকল দফা দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যারাই এই সকল দফা দেন, রাজনৈতিক জীবনে দুরের কথা-ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের প্রায় সকলেই এ সকল দফার পালনযোগ্য দফাগুলির একটিও পালন করেন না, বরং বিরোধিতা করেন। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সকলেই জানেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে, বাংলার বান্ধবরূপী তথাকথিত অনেক নেতাই, অন্যান্য দফাসহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার ওয়াদা তথা দফা দিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদীগণকে খুশী রাখার জন্যই মন্ত্রী হওয়ার পরে আর তাহারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করেন নাই। যাহা করতে একটি পাই পয়সাও খরচ হতো না। বেইমান রাজনীতিকরা বলে বেড়ায়, বাংলা নাকি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু হয়ে গেছে। ইহা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। অনেকেই জানেন না যে, ঢাকা হাইকোর্টে বাংলায় আরজি লিখার অপরাধে আজ প্রায় ৪. (সাড়ে চারি) বৎসর যাবৎ ঢাকা হাইকোর্টে আমার ওকালাত বন্ধ আছে। ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে, বাংলায় লিখিত আরজি মারফৎ মামলা চলতে থাকার অপরাধে, সুপ্রীম কোর্টও আজ ৩. (সাড়ে তিন) বৎসর যাবৎ আমার ঐ মামলার শুনানী দিচ্ছে না। আ'মরি রাষ্ট্রভাষা। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী, বেহায়া এবং ধোঁকাবাজ নেতাগুলো তাদের দলীয় কাজের অনেক কিছুই এখন পর্যন্তও ইংরেজীতেই করে। তাহার ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস পর্যন্ত ইংরেজীতে বিবৃতি দেওয়ার আস্পর্ধা রাখে। তাদের ছেলেপিলেগণকে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল- কলেজ পড়ায়। পশ্চিমা প্রভুদের সংগে দেখা হলেই, তথাকথিত নেতাগণ সুবোধ ক্রীতদাসের মত, গড় গড় করে ইংরেজী অথবা উর্দুতে কথা বলতে থাকে। বাংলায় কথা বলতে, তাদের শরমের উদ্রেক হয়!! নেতা আর কাকে বলে!!

আরেকটি উদাহরণ দিলেই সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহকে তথাকথিত নেতাগুলির মেকি খোলস ঝরে পড়বে। নেতাদের অনেকেই বলে, দেশের মালিকানা জনসাধারণের হাতে। তাহার দেশের মহামান্য নাগরিকগণেরই প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন দাড়ায়, তাহারা যদি সত্যি সত্যি জনগণকেই দেশের মালিক হিসাবে মেনে নিয়ে থাকে, তবে তাহার ১৯৭০ ইংরেজীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হল কিভাবে? ঐ নির্বাচনের পূর্বশর্ত ছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ, জনৈক অবাঞ্ছিত ও বেইমান গণকর্মচারী, ইয়াহিয়া খানের আংগুলি হেলনে নির্ধারিত গণপ্রতিনিধিগণকে উঠতে-বসতে হবে। এতদসত্ত্বেও তথাকথিত নেতাগুলো জনগণের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে, সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এতে বুঝা যায়; তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণকেই, তাদের প্রভু বলে মেনে নিয়েছে। দেশের মহামান্য নাগরিকগণকে তাহারা দেশের মালিক (সভরীণ) বলে স্বীকার করে নাঃ কেবল ভোটদাতা ও বেতনের যোগানদাতা বলেই স্বীকার করে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহক তথাকথিত নেতাগুলো তাদের প্রভুদের ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা আলাদা হওয়ার আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে, স্বায়ত্তশাসন নামে একটি শ্লোগানের উপর খুব জোর দিয়েছে। তাহারা এই শ্লোগান দ্বারা জনগণকে নূতনভাবে ধোঁকা দিতে চায়। তাহারা বুঝাতে চায়, স্বায়ত্তশাসন আদায় হলে পূর্ব পাকিস্তানের আর কোন দুঃখ থাকবে না। আদতে কোন স্বাধীন দেশে স্বায়ত্তশাসন বলতে কোন জিনিস নাই। একটি স্বাধীন দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে ভাগ বাটোয়ারা হয়, ইহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা যায় না। যদি ইহাকেই কেহ স্বায়ত্তশাসন বলে, তা'হলেও দেখতে পাই প্রায় ১৩ (তের বৎসর) পূর্বে জনৈক বাংগালী-দরদী নেতা বলেছিলেন-৯৮% (শতকরা আটানববই ভাগ) প্রাদেশিক বিষয় তথা স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গেছে। ঐ উক্তির পরে রেলওয়ে, পি,আই,ডি,সি, উয়াপদা ইত্যাদি প্রদেশের হাতে এসে গেছে, সুতরাং বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী অধিক কোন স্বায়ত্তশাসন তথা প্রাদেশিক বিষয়, কেন্দ্রের হাতে আর জমা নাই।

আজকাল দেখা যায় ৬-দফাই বাজার মাৎ করে ফেলেছে। কিন্তু ৬-দফা একটি স্ববিরোধী, জগাখিচুড়ি দফাসমষ্টি। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে একটি কনফেডারেশন হয়। ফেডারেশন হয় না। পরিতাপের বিষয় যারা এই দফাগুলির উদ্যোক্তা, তারা আবার কনফেডারেশন চায় না। ইহাকেই বলে কলির লীলা। যাহা হউক বর্তমানে ছয়-দফার উদ্যোক্তারা যে বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছে, তাহা হলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থ পাচার বন্ধকরণ সম্বন্ধে। আমরা জানিনা-আদমজি, দাউদ, ইস্পাহানী, ইউসুফ হারুন ইত্যাদি অবাংগালী পুঁজিপতিদের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন না করলে কিভাবে পুঁজিবাজার বন্ধ হবে? অবাংগালী পুঁজিপতিদের সঞ্চিত লভ্যাংশ তথা বর্ধিত পুঁজি ঘুষ খেয়ে খেয়ে তথাকথিত বাংগালী নামধারী মন্ত্রী অথবা আমলারাই পূর্ব পাকিস্তানের বাহিরে পাচার করে দেবে। ঘুষ ছাড়াও ছয় দফার ৫(৪) নং দফা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানী পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে পুঁজি পাচার করা যাবেঃ যাহা পরে বিদেশে রপ্তানী করে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে। ইহা ব্যতীত নিম্নমূল্যে চালান (আনডার ইনভয়েসিং) এবং আরো অন্য উপায়ে বাহিরে পুঁজি পাচার করা যায়। যাহা বুঝাতে গেলে আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিকের মগজেই হাতুড়ি ঠুকতে হবে। ছয় দফার সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হলো এই যে, ইহাতে উভয় অঞ্চলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, চাকুরীর বৈষম্য এবং বিশেষ করে সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর করা সম্বন্ধে কোন কর্মসূচী নাই। সকলেই জানেন সামরিক চাকুরীর বৈষম্যই হলো সকল অনাচারের মূল। ‘‘দেশের সংহতির স্বার্থে সামরিক বাহিনীতে বাংগালীর অনুপাত ৫৬% (শতকরা ছাপ্পান্ন) ভাগ করার নিমিত্ত, শাসনতন্ত্র পাশ করার পরের দিন, সামরিক বাহিনীতে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদের অর্ধেককে বাধ্যতামূলক বিদায় দেওয়া হবে এবং তদস্থলে খাটি পূর্ব পাকিস্তানীগণকে নিয়োগ করা হবে।’’-বলে যদি শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের আওতা বহির্ভূক্ত একটি দফা যোগ করা না হয় তবে একশত বৎসর পরেও সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর হবে না। অন্যান্য চাকুরীর বৈষম্য দূর করার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ন্যাশন্যাল গার্ড থেকে সামরিক বাহিনীতে নেওয়া প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বাংগালীকে মাত্র একদিনের নোটিশে বিদায় করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাবেক বাড়তি ব্যয় আদায় করা সম্বন্ধে’ ছয় দফার নীরবতা রহস্যজনক। অধিকন্তু ইয়াহিয়া খানের আইন-কাঠামো মেনে নেওয়ার পর ছয় দফার জিগির অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

কোন কোন নেতা বলছেন, শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে গেলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল বৈষম্য, সকল অনাচার হুড়হুড় করে দূর হয়ে যাবে। এর আগেও দু’দুটা শাসনতন্ত্র ছিল। উভয় শাসনতন্ত্রেই আঞ্চলিক বৈষম্য ও চাকুরীর বৈষম্য দূর করার মিঠা বুলি ছিল। কিন্তু তাতে চিঁড়া ভিজেনি। বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে বেড়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রয়োজনবোধে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ রাইফেলের সহায়তায় দেশের শাসনতন্ত্রকেও আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। তাই ভবিষ্যতে যত বেশী করে শাসনতন্ত্র পাশ হবে এবং নির্বাচন হতে থাকবে, বৈষম্যেও পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীরা, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রায় সকলকেই টাকা দিয়ে খরিদ করে ফেলে। যাতে জনপ্রতিনিধিগণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে। দৈবক্রমে, গণপ্রতিনিধিগণ, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে চাইলে পর, তাহারা যেকোন গন্ডগোল অথবা রায়ট লাগিয়ে সামরিক শাসন জারি করে দেয়। তথাকথিত রাজনীতিকরা মন্ত্রী হতে চায়। অর্থ চায়। প্রতিপত্তি চায়। দেশের মঙ্গল চায় না। তাই তথাকথিত রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করে হাজার বৎসর নির্বাচন করলে ও এবং শত শত শাসনতন্ত্র পাশ করলেও উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর হবে না। অধিকন্তু যে সকল রাজনীতিক পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা দিয়ে রাজনীতি করে, তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের অমঙ্গল বৈ মঙ্গল করতে পারে না। কারণ, পেটে খেলে পিঠে সয়।

আমরা সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ নানা জাতের শাসনের লীলা-খেলা দেখেছি। পারিষদিক গণতন্ত্র দেখেছি। সামরিক শাসন দেখেছি। একনায়কত্ব দেখেছি। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র তথা মৌলিক গণতন্ত্রও দেখেছি। আমাদের

পোড়া কপাল। কোন জাতের শাসনেই পর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ হয় নাই। চাকরীর বৈশম্য দূর হয় নাই। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তেই থাকে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা তথা বাংগালীর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

১৯৬৯ ইংরেজীর স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন মারফৎ ভোটাধিকার আদায় করা হয়। ঐ সময় অন্যান্য লোকজনসহ জনৈক্য তথাকথিত নেতাকেও ফাঁসির মঞ্চ হতে ছিনিয়ে আনা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অকৃতজ্ঞ নেতাই এখন দাবী করছেন যে, তিনিই নাকি হাজতে থেকে দৈববলে ভোটাধিকার আদায় করেছেন। তার দাবী যদি সত্য বলে ও ধরে নেওয়া যায় তা'হলে বলতে হয় কিছুদিন পর পর সাম্রাজ্যবাদী শয়তানগুলি বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় ভোটাধিকার নষ্ট করে দিতে থাকলে, আমরা কি চিরটিকাল ধরে পৌনঃপুনিকভাবে ভোটাধিকার আদায়ের কাজেই ব্যাপৃত থাকব ?

উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে, ক্ষমতালিপসু রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলে ও দেখা যায়, দু জাতের রাজনৈতিক তত্ত্বাগিশ দু'ধরনের যুক্তি দিচ্ছে। কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রীরা বলছে-সমাজতন্ত্র চালু হলেই, উভয় অঞ্চলের বৈশম্য দূর হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দুধের নহর বইতে থাকবে। মোল্লারা বলেছে-উভয় অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেই সকল বালা-মছিবত দূর হয়ে যাবে। উভয় তরফের যুক্তিই আংশিক সত্য বটে। উভয় নীতির যে কোন একটি প্রতিষ্ঠা হলে, পূর্ব পাকিস্তানে কিছুটা সাময়িক সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু তাতে বৈষম্য দূর হবে না। কারণ বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান একটি শিল্পভিত্তিক দেশ এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। তাই উভয় অঞ্চল এক সঙ্গে থাকলে পর, অর্থ-বিজ্ঞানের 'বাড়ন্ত এবং পড়ন্ত উৎপাদন' (ইনক্রিজিং এন্ড ডিমিনিশিং রির্টান) নীতি অনুযায়ী আঞ্চলিক বৈষম্য কমার পরিবর্তে অনন্তকাল পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে। তদুপরি কথিত ইসলাম রাষ্ট্র অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাহাই হউক না কেন, নেতৃত্বটা উভয় ব্যাবস্থাতেই ঘুরে ফিরে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়োজিত লোকজনই বর্তমানে উভয় তরফের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৫। একমাত্র প্রতিকার

উপরে বর্ণিত আলোচনায় ইহা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, অর্থবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে, পশ্চিম পাকিস্তান চিরদিনই পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর কথা উঠলেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ ছল-চাতুরী, গাড়ি মিসি ও টালবাহানা করে চিরদিনই ইহা ধামা চাপা দেবে। এবং 'এখন উপযুক্ত সময় নয়' জাতীয় কথার আশ্রয়ও চিরদিনই নেবে। অথবা এক দাবী মেটালে তার চেয়েও বেশী ঘায়েল অন্য দিক করবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের বাচার একমাত্র পথ হল- ছয়দফার প্রথম দফায় বর্ণিত লাহোড় প্রস্তাবের মর্ম হতে সকল দেনা-পাওনা পরিষ্কার করতঃপশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে, ইহাকে নিয়ে একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করা। কোরান এবং সুন্নার উপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্রের আদর্শ, রসুলে করিমের সময় হতে আরম্ভ করে ওমর বিন খাত্তাব পর্যন্ত চালু, খেলাফতের আদর্শের অনুরূপ হবে। যে রাষ্ট্রের বড় বড় সকল সম্পত্তি তথা বড় বড় শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য, খানি, খামারা ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন করা হবে অর্থাৎ গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে কোন পরিবার গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিস একটার বেশী থাকবে না। যেখানে কেহ ব্যবহারের জিনিষ ভাড়া দিয়ে খেতে পারবে না। যেখানে কর্মচারীদের বেতনের তারতম্য অথবা নাগরিকদের আয়ের তারতম্য ১<৫-এর বেশী অর্থাৎ এক গুণ থেকে পাঁচগুণের বেশী হবে না এবং কোন নাগরিকের আয় পাঁচগুণের অধিক হলে যাহা গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে সংগতিহীন বেহাল নাগরিকগণকে কোন কাজ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়া হবে। যেখানে কোন বিদেশী ইজমের প্রচার নিষিদ্ধ হবে।

যে রাষ্ট্রে কেবল মুসলমনদের সার্বজনীন ভোটে নিদির্ষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বচিত গণপ্রতিনিধি (খলিফা), কেবল লমুসলমানদের সার্বজনীন ভোটে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচিত গণপরিষদ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাসণ ক্ষমতার ভারসাম্য এমনভাবে রাখা হবে যাতে একটি আরেকটিকে ডিঙ্গাতে না পাড়ে। যেখানে কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার করতে পারবে না। রাষ্ট্র থেকে সকলের জন্য সমান প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রার্থীসংখ্যা কমানোর জন্য জামানোত বাজেয়াপ্ত বা অন্য কোন রকম ব্যাবস্থা থাকবে। পদের গুরুত্ব যত বেশী হবে, ব্যবস্থাও তত কড়া হবে। যে রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত একটি পৃথক পরিষদ থাকবে। কেবল সংখ্যালঘুদের ধর্মসংক্রান্ত কোন আইন পাশ করতে হলে সরকার এই পরিষদের মতামত মেনে চলবে।

অমুসলিমদের ভোটাধিকার নাই দেখে অনেকে হয়তো আতকে উঠবেন। ইহাতে আতকে উঠার কোন কিছুই নাই। শুধু ইসলামী রাষ্ট্রই অমুসলিমদের ভোটাধিকার খর্ব করে না। আধুনিক কম্যুনিষ্ট ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলিও অকম্যুনিষ্টদের ভোটাধিকার খর্ব করেছে। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নিয়মই তাই। কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ অথবা সমর্থন অথবা মান্য না করলে, তাদেরকে সোজাসুজি পরপারে যাবার ব্যবস্থাও করে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এই কারণেই তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে লাখে লাখে মুসলমানকেও মেরে ফেলেছে। এই একই কারণে কম্যুনিষ্ট চীন, তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে ৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটিকেই লাপাত্তা করে দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট, তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে, অতীতের পুঁজিবাদী অথবা পুঁজিবাদের সমর্থকদের ভোটাধিকার নাই। সর্বহারাগণ ভোটাধিকার দিলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা, সর্বহারাগণের হাতে দেওয়া হয় নাই। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য কোন সর্বহারা, নির্বাচন মারফৎ গণপ্রতিনিধি হ'তে চাইলে তাহা সে পারবে না, যদি না সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রী নামধারী স্বার্থপর, ভন্ড ও ক্ষমতালোভী মূর্খগুলো জেনেও জানে না যে সর্বহারা সকল বিধানেই সর্বহারা। সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে অথবা না করলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা মাওবাদ মানলে অথবা না মানলেও সর্বহারাই থেকে যায়। পুঁজিবাদ যেমন কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না- সেইভাবে সর্বহারা গরীবও কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না, বরং একটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর কোন কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার শতকার ৪ (চার) অথবা ৫ (পাঁচ) ভাগের বেশী লোক কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই অর্থাৎ মগজ ধোলাই করতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হয় নাই। ফলে, আদর্শবাদী কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে শতকার চারি অথবা পাঁচভাগ কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী তথা খোদাবিরোধী ব্যতীত বাকী শতকরা ৯৫ (পচানববই অথবা ৯৬ ছিয়ানববই) ভাগ সর্বহারার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই। অনুরূপভাবে, আদর্শহীন পুঁজিবাদী দেশেও ৯৫% ভাগ দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব হেতু গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষমতা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই।

আদর্শবাদী বা ধর্মবাদী রাষ্ট্রে ভিন্ন আদর্শের অনুসারীগণকেই কৌশলগত (টেকনিকেল) কারণেও ভোটাধিকার দেওয়া যায় না। কারণ ভিন্ন আদর্শের লোকজনকে ভোটাধিকার দিলে পর আদর্শবাদী রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রীয় আদর্শের অস্তিত্বই থাকে নাঃ ধবংস হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ইহার দু'বার পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাহার একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে, অপরটি যুক্তনির্বাচনের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র নির্বাচনের সময় দেখা গেছে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে অমুসলিমদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। তাহারা সংখ্যালঘু বিধায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ভয়ে, তাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য বজায় থাকে। তাই তাহারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের অধিকারী থাকায়; বিভক্ত, ক্ষমতালিপসু এবং নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন সংখ্যাগুরু মুসলমানগণকে কান ধরে ঘুরাতে থাকে। লোভী ও বিভক্ত মুসলমানগণ সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ইচ্ছানুযায়ী অনেক কিছুই করতে বাধ্য হয়। যাহা অনেক সময় ইসলামী আদর্শেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই জিনিষটা টের পেয়ে, দূরদর্শী মুসলমান রাজনীতিকগণ যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তাতে সাধারণতঃ মুসলমান সদস্যগণই

নির্বাচিত হয়। কিন্তু তার আদর্শিক ফলাফল উল্টো হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ আদর্শিক মৃত্যুর পথে আর একধাপ এগিয়ে গেছে। পরিষদের সদস্যপ্রার্থী মুসলমানগণ নির্বাচনের সময়ে আর তাদের এলাকায় প্রাণখুলে ইসলামী আদর্শের কথা প্রচার করতে পারে না। ভয়, তাহলে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ভোট একটিও পাবে না। যে সকল ভোটের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নহে। বরং অমুসলিম ভোটারগণের মনোরঞ্জনের জন্য, কে কত বেশী পরিমাণে ইসলামী আদর্শের জলাঞ্জলী দেবে এবং কে কত বেশী ধর্মনিরপেক্ষতা দেখাবে, তা নিয়ে মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফল স্বরূপ দেখা যায় যে, ইসলাম আদর্শের জন্য পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার ঠেলায় সেই ইসলামী আদর্শই আজ ধ্বংসের মুখে।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি হলো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি অথবা আমেরিকা এবং কতিপয় ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত রাজনীতি। এই জাতের রাজনীতি হলো পুঁজিবাদীদের তথা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের বাহন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যতীত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অথবা হিন্দুস্তানী সম্প্রসারণবাদ অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংগে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেঃ যে ধরনের রাজনীতি অনায়াসেই করা যায়। মুসলমান নামের খোলসধারী পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য এইটুকু পাকিস্তান, আলাদা করে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। অখন্ড ভারত হতে অনায়াসেই, সমর্থ মুসলমানগণ হজব্রত সম্পন্ন করতে পারতোঃ কিন্তু পাকিস্তান থেকে হজব্রত সম্পন্ন করতে হলে, বৎসরের পর বৎসর পারমিটের জন্য বসে থাকতে হয়। অখন্ড ভারতের মুসলমানগণ বিনা বাধায় ব্যক্তিগতভাবে বা জমাতের সংগে তাদের নামাজ-রোজা আদায় করতে পারতো। শুধু আদায়ই নহে-নামাজের সময় ঢাক-ঢোল-কর্তাল বাজালে, হিন্দুদের সংগে খুনাখুনি হয়ে যেত। বর্তমান হিন্দুস্তানে এখনও তাই হয়। পাকিস্তানের শহরগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের মাইকের আওয়াজের ঠেলায় এবং রেডিও পাকিস্তানের প্রোগ্রামের ঠেলায় পাকিস্তান-তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের মুছল্লিগণ সমাজ পড়তে পর্যন্ত অসুবিধা ভোগ করে। হিন্দুস্তানে যাহা অচল-ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সেই মদের ব্যবসায় আজ পাকিস্তান সচল। নারী ব্যবসার দিক দিয়ে পাকিস্তান অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পিছনে পড়ে নাই। ঘুষ ও দুর্নীতির দিক দিয়ে পাকিস্তান সকলের শীর্ষস্থান দখল করছে। লাখে লাখে মুসলমানতো এই জাতের ইসলামী রাষ্ট্র অথবা অতীতের অখন্ড ভারতের অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করার জন্য তাদের নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত কুরবান দিয়েছিল। যাহা হউক অতীতে, পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার পক্ষে অন্যান্যদের সংগে বাংলা ও আসামের মুসলমানগণও দ্ব্যর্থহীনভাবে রায় দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হলে এখনও দেবে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

এখন আমাদের পূর্ববর্তী রূপরেখা অনুযায়ী, রাষ্ট্র গঠন করার নিমিত্ত আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের তৈরী অথবা এখানকার অবাংগালাদীর তৈরী সকল প্রকার দ্রব্য বর্জন করা এবং পশ্চিমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বয়কট করা।

অধিকন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, চালচলন রীতিনীতি ইত্যাদি দু'রকমের এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে বাধাস্বরূপ প্রায় ১৫০০(পনরশত) মাইলজুড়ে একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশ অবস্থিত। তাই অতিদূ'রের এই দু'টি সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ কোন মতেই ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে থাকতে পারে না। এর সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ সবসময় অপর অংশকে দাবিয়ে রাখবে। আল্লাহর দুনিয়াতে এই আজগুবি ধরনের স্বাধীন দেশ আর একটিও নাই। এসব কথা চিন্তা করেই আমাদের মুরব্বীগণ ১৯৪০ ইংরেজীতে লাহোরে বসে ঠিক করেছিলেন, দুটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কতিপয় পশ্চিমা নেতার চক্রান্তে তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই।

একটি দেশ বা পরিবার দু'ভাবে আলাদা হয়। তার একটি হল যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে। অপরটি হলো শান্তিপূর্ণভাবে। যুদ্ধবিগ্রহ একটি অদ্ভুত জিনিস। কোথায় কিভাবে সংঘটিত হয়, বলা যায় না। নেপোলিয়নের

আল্পস অতিক্রমের কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি। ম্যাজিনো লাইনের পিছনে জার্মান ছত্রী বাহিনী নামার বিষয়ে ফরাসীরা স্বপ্নেও ভাবেনি। মিশরের রাডার ষ্টেশন চুরির কাহিনী, সমগ্র পৃথিবীর গাঁজাখোরগণকেও টেক্কা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি মনে করে থাকে আলাদা হওয়ার জন্য যুদ্ধ হলে তাহা পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের গায়ে আচঁড় লাগবে না; তবে তাহা তাদের ভুল ধারণা। আলাদা হওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ হতে পারে। ওহাবী আন্দোলনের সময় দেখা গেছে, বাংগালী মুজাহিদগণ সীমান্তের দুর্গম এলাকায় পর্যন্ত গমন করে সেখানেও বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে।

ঐাহা হউক শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়াই, আলাদা হওয়ার উত্তম পন্থা। ইহাতে কোন পক্ষই বাড়তি ক্ষতির সম্মখীন হয় না। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আলাদা হয়ে গেছে। এমনকি তিক্ততা কমিয়ে সদভাব রক্ষার জন্য সহোদর ভাইয়েরাও শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হয়। তাই ইসলামের বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে, সকল দেনা পাওনা পরিশোধ করে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এখন আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়াই মুক্তির ও শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র পথ। কারণ কলহরত বৃহৎ পরিবারের চেয়ে সংহত ছোট্ট পরিবারই অধিক শক্তিশালী।

কেহ কেহ বলতে পারেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য ব্যতীত আমরা টিকতে পারব না। ইহা ভুল। কারণ ১৯৬৫ ইংরেজীর লাহোর যুদ্ধের সময় দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করবে কি, তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশ পশ্চিম পাকিস্তানকেই রক্ষা করতে পারে না। বরং ঐ যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে বাংগালী বৈমানিক আলম ও অন্যান্য বাংগালী সৈন্যের অতুলনীয় সাহস, শৌর্য এবং বীর্য্য। ফলে, যুদ্ধের পর পর বাংগালীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ, মুগ্ধ দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী দু'টি যশোগাথা রচনা করে। ঐ যুদ্ধের সময়ে হিন্দুস্তানী সৈন্যগণ, লাহোরের দিকে প্রায় দশ মাইল পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে যেখানে খুটা গেড়েছিল, তাদেরকে তাদের সেই অবস্থান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহাদুর সৈন্যরা এক ইঞ্চিও পিছু হটাতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে তাসখন্দ চুক্তি করে। এখন বুঝে দেখুন যাহারা নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারে না, তাহারা কিভাবে ১৫০০ (পনরশত) মাইল শত্রূদেশ ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

গত ১২/১১/৭০ইং তারিখের ঘূর্ণি ও গরকীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১০ দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং আরো প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ লোক অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সারা দুনিয়ার লোক দুর্গত বনি আদমের সাহায্যের জন্য পাগলের ন্যায় ছুটে আসে। ৬,০০০ (ছয় হাজার) মাইল দুর আমেরিকা তার হেলিকপ্টার পাঠায়। রাশিয়া, চীনা, জাপান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ কমবেশী অনুরুপ দূরত্ব থেকে বেহিসাব সাহায্য এবং বিমান ও জাহাজাদি পাঠায়। পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্যোগকে ইরান তার জাতীয় বলে ঘোষণা করতঃ ইরানী বিমান দিয়ে ঢাকা ও ইরানের মধ্যে আকাশ সেতু রচনা করে। ছোটখাটো ঐ কেয়ামতের সময়ও দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় ক্রীত শত শত বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে চুপটি মেরে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে থাকে। বেহিসাব বিদেশী সাহায্য দ্রব্য যখন পূর্ব পাকিস্তানে স্তূপীকৃত হয়ে যায়, তখন তাহার ভাগ-বাটোয়ারার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, তাহাদের প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ও অন্যান্য কতিপয় কেন্দ্রীয় কর্মচারীকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে।

উপরোক্ত দু'টি ঘটনায় এখন ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করা দূরে থাক শান্তির সময়ে পূব পাকিস্তানের ধ্বংসরুপী প্রলয়ঙ্করী বিপদের দিনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা। নেমকহারামগুলো, কেন্দ্রে সঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ এবং যানবাহনাদি দিয়ে পর্য্যন্ত পূর্ব পাকস্তানীকে সাহায্য করতে প'বাড়ায় না। বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিপদকে অতিরঞ্জিত করছে বলে, তাহারা বিশ্ববাসীকে অপবাদ দেয়। নেমকহারাম কি আর গাছে ধরে? এই জাতের নেমকহারামদের থেকে যত শীঘ্র আলাদা হওয়া যায় ততই মঙ্গল। এখন সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিৎ শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়ার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করা। উক্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি

মোগল বাদশাদের বাগানবাড়ীর অধিবাসী এবং তাহার আশেপাশের অধিবাসীরা সাড়া না দেয়, তবে আইন বিজ্ঞানের শেষ বিধান (সেংশন) অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই উভয় অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। যাতে উভয় পক্ষেরই সমূহ ক্ষতি হবে।

একদল ভন্ড প্রগতিবাদী আছেন, যারা আফ্রো-এশিয়ার সর্বহারার সংগ্রাম নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বহারাদের কথা চিন্তা করার সময়ই পান না। তারা ধুয়া তুলবেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তো আর কোন অপরাধ করে নাই। তবে আলাদা হব কেন? এক শ্রেণীর মোল্লারাও হয়ত এই জাতের প্রশ্ন উঠাবেন। তার একমাত্র উত্তর, একটা দেশের নেতৃত্ব নেতারাই দেয়ঃ জনসাধারণ নহে। ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে যে সকল আমেরিকান সৈন্য যুদ্ধ করছে, তারাও সর্বহারা। কিন্তু তারা নির্বিবাদে তাদের পুঁজিবাদী নেতাদের হুকুম মেনে, ভিয়েতনামী সর্বহারাগণকে কতল করে যাচ্ছে। সর্বহারাদের মঙ্গলকামী চীন ও রাশিয়া পরস্পর সুসংলগ্ন দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তবুও উভয়ে,& কেটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে, নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে দিবারাত্রি কলহ করে চলছে। একই ভাষা, একই জাতীয়তা, একই ধর্ম তথা একই আল্লা-রসুলের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে অহরহ কলহ করে চলেছে

অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের খনিজ দ্রব্য নেই। আমরা চলব কি করে? ইহাও ভুল ধারণা। একটা দেশের শক্তি তার খজিন দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না। বরং তার অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। জাপানেও খনিজ দ্রব্য নাই। কিন্তু জাপান একটি বিশ্বশক্তি। এদিক দিয়ে জাপান ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি একই ধরনের। অর্থাৎ খনিজদ্রব্য বিহীন অর্থনীতি। হাতে পয়সা থাকলে, খনিজ দ্রব্য কেন? এটম বোমা পর্যন্ত খরিদ করা যায়।

আশা করি সকলেই এখন ইহা বুঝতে পেরেছেন যে, সাকুল্য দেনা-পাওনা পরিস্কার করে, আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়ার মধ্যেই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সমৃদ্ধি, মুক্তি এবং ইসলামের বৃহত্তমম সংহতি নিহিত।

o o o o

আমরা আমাদের মুজাহিদ সংঘের তরফ থেকে গত ২০শে মাঘ, ১৩৭৫ বাংলা, মোতাবেক ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইংরেজী হতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই আলাদা হওয়ার আন্দোলন আরম্ভ করি। আন্দোলনের অংশ হিসাবে- 'আলাদা হওয়াই মুক্তির পথ' নামে একটি পুস্তিকা লিখা হয়। যাহা সরকার সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বায়েজাপ্ত করেছে এবং সরকারপক্ষ হেরে যাবে বরে, ঐ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী দিচ্ছে না। আমরা এই আন্দোলনের পরের ধাপে গত ২৪শে ফালগু, ১৩৭৬ বাংলা, মোতাবেক ৮ই মার্চ, ১৯৭০ইং তারিখে আমাদের সংঘের তরফ থেকে, ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক তথা বাহাদুর শাহ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করি। ঐ জনসভায়ও আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাদা হওয়ার তথা স্বাধীন পুর্ব পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করি। যার ফলে সংঘের আহবায়ককে সামরিক কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন্ট মারফৎ ডেকে পাঠায়। সাক্ষাৎ হলে পরে আহবায়কের সংগে অভদ্র আচরণ করে। তাহাকে ভয় দেখায়। নানাভাবে ভয় দেখিয়ে ইংলিশ-উর্দুতে কথা বলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। সংঘের আহবায়ককে ভীতসন্ত্রস্ত করতে অপরাগ হওয়ায় মুখ রক্ষার খাতিরে তাহাকে কেবল ওয়ার্নিং দিয়েই সামরিক কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় আহবায়কের নির্ভীক আচরণ দেখে, সামরিক কর্তৃপক্ষ আর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার সাহস পায় নাই। বরং অন্যান্য বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করে।

যাহা হউক আমাদের জনসভার প্রায় ৮ (আট) মাস পরে ৪/১১/৭০ইং তারিখে ভাসানী ন্যাপ ও অন্যান্য কয়েকটি দল পল্টনের এক জনসভায় অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করেছে। ভাসানী সাহেব আরো ঘোষণা করেছেন,

১৯৭১ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখে তিনি এই মর্মে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করবেন। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সকলের নিকট আমাদের আবেদন-পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা তথ্য স্বাধীন করার পরে যদি ইহাকে, আমাদের রূপ-রেখা অনুযায়ী একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবীর প্রতি ভাসানীর গঠিতব্য সর্বদলীয় পরিষদ সমর্থন জানায় তবে ঐ পরিষদের সহিত সকলের সহযোগিতা করা উচিৎ। অন্যথায় উহার সহিত সকল বাংগালী মুসলমানের বিরোধিতা করা উচিৎ। উপরন্ত, পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যাহারা নিজেদের জানমাল পর্যন্ত কুরবান করতে প্রস্তুত আমরা তাদের সকলকে মুজাহিদ সংঘের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সাদর আহবান জানাচ্ছি। তৎসহ আমাদের এই মহান সংগ্রামে আমরা পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা চাচ্ছি।

৪। উপসংহার

আমার এই আলাদা হওয়ার দাবী উঠানোর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশী এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা পঞ্চমুখে তাদের সাবেকি প্রচার আরম্ভ করেছে। তারা চলছেঃ এই দাবী উঠানোর সময় এখনো আসেনি। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে টিকতে পারবে না। ৯৮% (শতকরা আটানববই) ভাগে না হলে কি হবে ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) স্বায়ত্তশাসন আসলে পর পূর্ব পাকিস্তানে সোনা ফলবে। আলাদা হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে, শুধু টিকেই থাকবে না বরং পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমাদের লোকসংখ্যা ৭ (সাত) কোটি। দুনিয়াতে ত্রাস সঞ্চারকারী জার্মানদের সংখ্যাও মাত্র সাত কোটি। প্রায় সমগ্র পৃথিবীর এক সময়কার শাসক, ইংল্যান্ডবাসীদের সংখ্যা মাত্র ৫ (পাঁচ) কোটি। অধিকন্তু, ইংল্যান্ড তার খাদ্য-দ্রব্যের ৩৫% (শতরা পঁচিশ ভাগের) এর বেশী নিজের দেশে উৎপাদন করতে পারেন নাঃ বাকী ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করে সুখে স্বাচ্ছন্দে টিকে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। নেপালের আয়তন ৫৪,৩৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৯০ (নববই) লক্ষ। ভুটানের আয়তন ১৯,৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা মাত্র সাত লক্ষ। তবুও নেপাল ও ভূটান দুই বিরাট প্রতিবেশী চীন এবং ভারতের মাঝখানে, সুউচ্চ আকাশের উচ্চতাকে ভেদ করে, গর্বভরে তাদের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন রেখেছে। সিংহলের আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৪ (চুরানববই) লক্ষ। অর্থাৎ সিংহল, পূর্বপাকিস্তানের অর্ধেকের চেয়েও কম আয়তনের এবং পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় এক সপ্তমাংশ লোকের অধিকারী হয়ে, হিন্দুস্তানের চক্ষুশূল হিসাবে ভারত মহাসাগরের মধ্যমণি কলম্বোর উচ্চাকাশে তার স্বাধীন পতাকা গর্বভরে উচিয়ে রখেছে। মাত্র ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ অধিবাসী এবং ৮,০০০ (আট হাজার) বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ইসরাইল রাষ্ট্র, তাহার চেয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) গুণ শক্তিশালী ১২ (বার) কোটি আরবকে নাকানি চুবানী খাওয়াচ্ছে। এবং বিরাট সিনাই এলাকা জবর-দখল করে রেকেছে। মাত্র ২২৪ (দু'শত চবিবশ) বর্গমাইর আয়তন ও ষোল লক্ষ অধিবাসীর গর্ব হিসাবে, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সংগমস্থলে, সিঙ্গাপুরের স্বাধীন পতাকা উচ্চাকাশের উচ্চতাকে অবজ্ঞা করছে।

পিপীলিকাসম যে সকল দক্ষিণ ভিয়েতনামী পর্বত প্রমাণ আমেরিকানগুলিকে কলাগাছের মত কেটে যাচ্ছে তাদের দেশও আয়তনের দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে খুব বড় নহে এবং তা'দের লোকসংখ্যা মাত্র দেয় কোটি। দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামীরা শুধু ৫ (পাঁচ) লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের সঙ্গেড়ই লড়াই করছে না; তৎসঙ্গে তাদের নিজেদের দেশের আরও পাঁচ লক্ষ দালাল সৈন্যের সঙ্গেও বীরত্বের সহিত লড়াই করে যাচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি ও সবৃশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জাতি পূর্ব পাকিস্তানীরা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। আমি বলছি, আলাদা হলে অতি শীঘ্রই আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীর মর্যাদা পাবো। এবং অচিরেই আমরা সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা কুড়াবো।

অতএব সবে মিলে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ-

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।
ইসলামী সাম্যবাদ-জিন্দাবাদ।
পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্রব্য-বর্জন করুন।
পশ্চিমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-বয়কট করুন।
উর্দু-ইংলিশ-ধ্বংস হউক।
পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংস হউক।
বিশ্বের মুসলিম, সর্বহারা-এক হও, এক হও।

বিশ্বাস করুন। বাংলা পৃথিবরি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা! বাংগালী মুসলমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা!! ইসলামী সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা !!!

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত
জাতীয় সংগীত

স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন।
ভী-মেরও ভীতি ওহে ব্যাঘ্র-ভূমি-,
আ-কাশ যুদ্ধে অগ্রগামী-,
নৌ-সিংহ-দের তীর্থ ভূমি-,
তব তরে জা-ন মাল কুরবা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।
শি-ক্ষক, শি-লপী জ্ঞান-জীবি সে-রা,
কৃ-ষক, শ্রমজীবী পৃথিবীর বা-ড়া,
হ'-কার, তাঁ-তী মিলি সবে মো-রা,
পুঁজিবা-দ ভেংগে করি খান খা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

সাম্য ও শানতির মোরা দিশারী-,
লা-শরীক আ্লার মোর পূজারী-,
তওহীদী ঝানডা হস্তে ধরি-,

বেইমা-ন দেখে দেখে মারি গরদা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

প্রকাশক- মো: খলিলুর রহমান, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।
[সামছ উদ্দিন, আহববায়ক : জাতীয় মুজাহিদ সংঘ। ১৬-ডি, ছোট কাটারা ঘাট রোড, ঢাকা -১১। ১৬-৯-৭৭। বাং মূল্য ৫০ টাকা।]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্স ময়দানে গণপ্রতিনিধিদের শপথ	দেনিক ইত্তেফাক	৪ জানুয়ারী, ১৯৭১

গণপ্রতিনিধিদের শপথ

শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার সংকল্প

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুক্ত শপথে দীপ্ত বীর বাঙ্গালীদের নির্বাচনোত্তর সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া বাঙ্গালী তথা পাকিস্তানের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের কামনা-বাসনার পিলসুজে সম্ভাবনার অনির্বান শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণ-প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে গতকাল (রবিবার) রমনা রেসকোর্স ময়দানের অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব গণ-মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজননিতক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার ঈস্পিত কঠিন শপথ গ্রহণ করেন।

‘‘আমরা শপথ করিতেছি-

‘‘আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাহারা আত্মহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সুচনা করিয়াছেন।

‘‘আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষের-তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামেঃ

- জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব;

- ছয়দফা ও এগারো দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও এগারো-দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব;

- আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায়, অবিচার বিদূরিত করিয়া সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব;

- জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে যে-কোনরূপ ত্রাগ স্বীকার কতরঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।’’

গতকাল (রোববার) বিকালে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলয়ি ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করিয়া শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরনের গণশপথ গ্রহণ এই প্রথম।

শেখ মুজিবের ডানপার্শ্বে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বাম পার্শ্বে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়াইয়া শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে শপথনামা এবং ডান হাতে শপথের ভঙ্গীতে উদিত ছিল। নেতার সঙ্গে সঙ্গে সকল সদস্য শপথনামা পাঠ করেন। শপথ পাঠ করার পূর্বে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সামনে জনসাধারণকে সাক্ষী শপথ গ্রহণ করিতেছেন। শপথ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিশাল জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

"সহযোগিতা চাই, কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপোস নাই"

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের বিশাল গনসমাবেশে ভাষণ দানকালে বলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপোস করা হইবে না। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে- কেউ ঠেকাইতে পারিবে না।

শেখ সাহেব বলেন, আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই, আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করিবে এবং উহা বানচালের অধিকার কাহারও নাই। তিনি বলেন, মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা, আর সে রায় আমরা পাইয়াছি। শেখ মুজিব বলেন, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই আমি একথা বলবো না যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে আমরা সহযোগিতা চাই না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব বা ক্ষমতার জন্য নয়, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনগণের দাবী আদায়ের জন্য। তাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা চাই।

"বাক্সবন্দী করিয়া রাখুন"

শেখ মুজিব সরকার প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাক্সবন্দী করিয়া রাখার জন্য সরকারের নিকট আহবান জানাইয়াছেন।

সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে

দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়নে ইউনিয়নে, মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে তাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হোন। রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, সেই সব বিপ্লবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, চোরের মত রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।

সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বাঁশের এবং সুন্দরী কাঠের লাটি বানাইবার পরামর্শ দিয়া শেখ সাহেব বলেন, প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাঁশের নয় সুন্দরীকাঠের লাটি দেখিতে চাই। কিন্তু খবরদার আমার হুকুম ছাড়া সেগুলি ব্যবহার করবেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোস হবে না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাওয়া হবেঃ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৪ জানুয়ারী , ১৯৭১

WEST PAKISTAN LEADER' CO-OPERATION TO BE SOUGHT

CONSTITUTION BASED ON SIX AND ELEVEN-POINT WILL BE FRAMED

Mujib's confident statement in Dacca on January 3, 1971.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Sunday that the future constitution of the country would be framed on the basis of Six-point and Eleven-point Programmes.

Sheikh Mujib was addressing a mammoth public meeting at the Race Course on the occasion of oath-taking of the newly-elected MNAs and MPAs belonging to the Awami League.

The Awami League leader, however, said that he would seek co-operation of the people's representatives of West Pakistan in framing the constitution.

Sheikh Mujib said that after June 7, last year, it was his first appearance before the people at the Race Course. He said that the elections were over and the people of Bengal won in their first phase of struggle through the elections. He reminded the people not to think that the demands of the people were fulfilled in this election alone.

Co-operation

"For being the absolute majority party in the Assembly I would not like to say that we did not want co-operation from the representatives of West Pakistan in framing the constitution," he said. "Surely," he said, "We want co-operation and help of the West Pakistani representatives in framing the constitution. But there could be no compromise on fundamental matters of policies."

In this respect he pointed-out that the Six-point and Eleven-point programmes were no more his or his party's properties. Referendum was held on the Six-point and Eleven-point programmes. Awami League could not amend it now he mentioned. None would be able to stop us framing a constitution on the basis of Six-point programme, the Awami League Chief declared.

Giving an account of the treatment meted out of the people of Bangladesh in the past, the Sheikh said that the people here were considered to be second class citizens, and their

loyalty to the country was questioned. “We had suffered many an injustice. We know how it pinches. Therefore, we would do justice to the people of West Pakistan”.

Giving an account of the past sacrifices of Bangla Desh, he said that being the majority people “we allowed Karachi to be the capital of Pakistan and from the quota of this province six West Pakistan leaders were given Constituent Assembly seats”.

“Again”, he said, “We would frame a constitution for the country as we are the representatives of the majority of the people of the country. The people of Pakistan would accept that constitution. Those who want to put an obstacle on its way would be eliminated”.

CONSTITUTION BASED ON SIX-POINT
Conspiracies

In his 50-minute speech Sheikh Mujib referred to some of the incidents after the elections and said that the conspiracies for frustrating the election which were going on before the polls were going on still. He said that the killing of newly elected 26-year-old Awami League MPA Ahmed Rafiq in Pabna, murder of Mamtaz in Khulna and the death of Harun were some of the proofs of that conspiracy. He said that Ahmed Rafiq was killed in the darkness of night. He had received 13 knife injuries; Mamtaz was called out of his house and murdered and “my young brother Harun was knocked down by a jeep and killed”.

Calling upon the people to be ready for future struggle he said that it might so happen that “I may be eliminated while fighting for realizing the demands. In the case it would be your obligation to continue the struggle”.

Yahya thanked

Sheikh Mujib thanked President Yahya for fulfilling his (Yahya’s) commitment in holding the elections. However, he said that there was a section among his (Yahya's) subordinates who were still conspiring to undo the election results. Sheikh Mujib said that some of the conspirators came to Dacca recently and held a secret meeting. The Awami League Chief asked the Persidentity of Bangla Desh and those "conspirators", otherwise, he warned that people of Bengal would confront those elements with bamboo sticks.

Continuing he said, “We have emerged as the absolute majority party in the elections not only in Bangla Desh but also in the whole country. So, the right to rule the country is ours”. He said that he and his party would protect the rights of the poor people of the Punjab, Baluchistan, Frontier and Sind. There is no difference between the suffering humanity of Bangladesh and those of other provinces, he observed. However, the Awami League Chief emphatically said that there was no compromise with those who had exploited Bangla Desh for the last 23 years.

He further said that neither he nor his party men were in politics for simply being middle ministers or prime ministers. He said that he and his party were in politics for

serving the cause of common man, for establishment of the right of the masses. They did so as they tried to make sacrifice for the people.

Caution to officials

Sounding a note of caution to the high officials of the Government the Awami League Chief said that the officials should change the mentality they had grown in the last decade during Ayub Regime. He said that the high officials could not adjust with the common people; they remain as big bosses. “If you do not change your attitude towards the common man, we would only point out the people your residence, and tell them he is not a good man, throw him out. We are not going to take steps as taken by President Yahya against 303 high officials,” he said.

Move to combat Awami League

Referring to the role of different quarters at the time of elections, he said huge amount of money came to this province for the purpose of combating the Awami League. It was said that Islam was in danger. Was anybody stopped from offering his prayers and keeping fast after the elections, he asked. He said that those who involved the name of Islam unnecessarily in politics, deserved punishment prescribed in Islam-whipping.

Further he said that attempts were made in different ways to reduce the number of Awami League MNAs and MPAs in the elections. Once the move was made with the help of POP after the merger of four organizations and then in the name of Islamic Front. In the elections, however, all the weeds were cleared, he observed.

Speaking about his organisation, he called upon his party workers to make every village and mahalla a fort of the Awami League. He alleged that Awami League workers were stabbed in the darkness of night by terrorists and their agents. He called upon his workers to be prepared to fight such terrorists. He advised them to prepare bamboo sticks and sticks out of "sundari" to fight them. Sheikh Mujib said that revolution could not be made through dacoity.

To his workers, he said, "You keep your sticks ready but do not use those until I give order”. He reiterated, “I am a Muslim and not a Christian. If I am hit I will retaliate.” He asked his workers not to hit first.

The Sheikh told the cheering crowd to bury alive any member of his party including himself if any of them betrayed this oath.

Addressing the women audience in the meeting, he said that the women-folk would no more be treated as second class citizens. If required, he said, a special law would be framed to give equal rights to women with the men-folk.

Sheikh Mujibur Rahman demanded the release of all political prisoners and withdrawal of cases pending against political workers and students. "How long will you keep them in the jail? If you fail to release them immediately we shall do it very soon after going to power", Sheikh Mujib added.

Expressing his grave concern over the increasing criminal activities in the city Sheikh Mujibur Rahman said that it was impossible to move safely in the city. He asked the concerned authority to take measures to ensure safety of the people.

Tributes to martyrs

At the outset of his speech he paid glowing tributes to the martyrs who had sacrificed their lives in the movements especially, he mentioned those who were killed in the State Language, June 7 movements and in the mass upsurge of 1968 and 1969.

He said, “I along with the MNAs and MPAs promise today that the blood of the martyrs would not be allowed to go in vain”.

He further said that the victory in the polls was not the ultimate victory. However he said that the victory in the polls was not the victory of his won or his party. It was the victory of the seven crore people of Bengal, nay the whole repressed people of Pakistan.

He said that the people of Bengal would never forget the martyrs who would be remembered in all ages.

Addressing the audience he said that there was no reason to be complacent on the basis of election results about the realization of the demands. He said that it might so happen that the debt of the martyrs would have to be repaid in blood. He called upon the seven crore people of Bengal to be prepared for the future struggle, if needed.

Speaking about the elections, the Awami League chief said that "We had no money, no car, no wealth, but we had Iman (faith) and the common man with us, and that was our wealth".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৮ জানুয়ারী, ১৯৭১

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, একটি স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রূপ দিন, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন

৮ই জানুয়ারী ১৯১৭ সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড সিরাজ সিকদার কর্তৃক পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল সমর্থক ও বিপ্লবী জনগণ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহবান

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বিশেষ অনুশীলনে প্রয়োগের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে তার প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করছে।

এই তিন বৎসর পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা আত্মবলিদান ও কঠোর সংগ্রাম দ্বারা আনন্দ ও বেদনার মহা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে মহান গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বের সর্বহারা শ্রেনী ও বিপ্লবীদের সংশোদধনবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীরা ‘প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত’, এ পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অকৃত্রিম সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই পার্টির অব্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ ও খুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও তার প্রকাশের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করছে এবং বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার প্রণয়ন করেছে-সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার সঠিক সামরিক লাইন এবং গোপনভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার সঠিক সাংগঠনিক লাইন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ, কৃষক শ্রমিকের সাথে একীভূত হওয়া এবং বিপ্লবী ঝড় তরঙ্গে পোড় খেয়ে অধিকতর, পরিপক্ক হয়েছেন এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে বিপ্লবীকার্য পরিচালনা করছেন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলনের এই তিন বৎসর সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা ও পরিচালনা করার আত্মগত প্রস্তুতির সৃষ্টি করেছেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, অফিস ও মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রে কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা করে।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী 'একটি পাতা নড়ার শব্দেই আঁতকে উঠে' এবং পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উটে। তাদের এ জঘন্য প্রচেষ্টায় শামিল হয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী দালালরা এবং পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী ও আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনে কর্যরত পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে, আরো অনেকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে গ্রেপ্তারী পুরস্কার।

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার এ সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ কারর অন্তরালে অশেষ নির্যাতন ও কষ্টে ভুগছেন। তাদের কথা মনে পড়ে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা বেদনাকে শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং অশ্রুকে শত্রু ধ্বংসের বজ্রকঠিন সপথে রূপান্তরিত করে নিজেদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করে, বিপ্লবী কাজ দ্বিগুণভাবে জোরদার করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রাম্য এলাকায় সম্পসারিত করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহের দেশ ময়মনসিংহে জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামেই ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। স্মরণাতীতকালের প্রচন্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে। পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণরে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলিপথ পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে।

আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পর্ব বাংলার উপরন্ত শোষণ নিপীড়ন সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

পাকিস্তানের অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনী। পূর্ব বাংলার জনগণের কোন উপকারই করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমিকা গণবিরোধী এ সশস্ত্র বাহীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত। শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক, সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আপোষ ও আঁতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপোষের দুটো পথ খোলা রয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রেণীভিত্তি প্রমাণ করে ইহা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করেছে যার পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

আওয়ামী লীগ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি ও তার মাধ্যমে পরিচালিত সর্বহারার একনায়ত্ব ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সমাজতন্ত্রের সারবস্তু হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ইহা জনগণের পরিবর্তে দুর্নীতি পরায়ণ আমলা-ম্যানেজার

প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। এর পরিণতি হলো লোকশানের প্রতিষ্ঠান ই, পি, আর, টি, সি, বা ই, পি, আই, ডি, সি এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা।

তথাকথিত মুক্ত পৃথিবীর প্রধান মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কমিউনিজম প্রতিহত করার ইহা একটি নতুন কৌশল। বার্মার নে-উইন, সিঙ্গাপুরের লি-কান-উয়ে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধি নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের নামে পুরানো শোষণকে নতুন শোষণের রূপে তীব্রতর করছে এবং কমিউনিস্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিজম প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম প্রচন্ড রোষে ফেটে পড়ছে।

শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র ও শোষণের অবসানের কথা বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লাঠিয়ালবাহিনী হিসেবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক জনতা ও তাদের নেতৃত্বকে 'জ্যান্ত কবরস্থ' করা এবং পূর্ব বাংলার চিয়াংকাইশেক, নে-উইন, ইন্দিরা, লি-কান-উইয়ের ভূমিকা পালন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী একারণেই তাদেরকে কিছুটা সুবিধা প্রদান কর পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের পরিচালিত পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙ্গালীদের দ্বারা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে।

ইতিহাস সকল ভীতি ভাঁড় ও ভাঁওতাবাজদের, আগে হোক পরে হোক চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করেছে; ইহা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আমরা অবশ্যই এ সত্য প্রতিনিয়ত জনতার সামনে তুলে ধরবো এবং বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে উঠতি বুর্জোয়াদের মোহগ্রস্ত জনগণকে আমাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা জোরদার করবো। এ উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাম্য এলাকায় কৃষকদের জাতীয় শত্রুবিরোধী খতম অভিযান জোরদার করবো। এভাবে পূর্ব বাংলার ৮০ ভাগ জনতার নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে শহরে বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক শ্রেণী, ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবো।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। মহাননেতা সভাপতি মাও যথাযথভাবে বর্তমান দুনিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করেছেন, 'বিপ্লব হলো বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা'। বিশ্বের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভারত, প্যালেস্টাইন এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে।

খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মর্মস্থলে কালো অধিবাসীদের হিংসাত্মক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোদনবাদী দেশসমূহে গণঅসন্তোষ এবং নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। তারাও নিজের খতমের দিন গুনছে।

পক্ষান্তরে সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে গণচীন বিরাটকায় দাবনের মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব দিগন্তে, ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আলোকস্তম্ভ আলবেনিয়া উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করছে।

এ যুগ সম্পর্কে সভাপতি মাও দূরদর্শিতার সাথে যথার্থই উল্লেখ করেছেন, 'আজ থেকে আগামী ৫০ বৎসর থেকে ১০০ বৎসর অথবা তার পরের সময়টা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ কাঠামো আমূল পরিবর্তনের মহান যুগ। পূর্ববর্তী যেকোনো ঐতিহাকি পর্যায় নজীরবিহীন একটি বিশ্ব কাঁপানো যুগ।''

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা দাবানলের রূপ নেবে ১৯৭১-এ। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি, আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা, তাদের দালাল, বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা এই প্রবল ঝড়-তরঙ্গে থর থর করে কাঁপবে পুরনো দুনিয়া, গড়ে উঠবে জনগণের গেলিাবাহিনী, সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্ততি সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি।

টীকা

(1) বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীঃ মনি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-মতিন ট্রটস্কী-চেবাদী, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী, অগিপ্রভ মাইতি প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা আকৃতিতে পৃথক কিন্তু সারবস্তুগতভাবে সংশোধনবাদী।

(2) পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলঃ মুসলিম লীগের সকল অংশ, পিডিপি, জামাত ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক পার্ঠিসমূহ, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ।

(3) আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থীঃ প্রতিক্রিয়াশীল ন্যাপ উভয় অংশ, আওয়ামী লীগের নেতত্বের ব্যাপক অংশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ আসাদ দিবস পালনোপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	১৫ জানুয়ারী, ১৯৭১

২০ শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস

সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালন করুন

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন

আসাদের স্বপ্ন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

শহীদ আসাদের রক্তমাখা ২০শে জানুয়ারী আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনতার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক গভীর বেদনাদায়ক ও সংগ্রাম দিন। এই দিন পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপিড়ন ও শ্রেণী শোষনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল। আমাদের সংগঠনের পূর্বসূরী ও প্রিয় সাথী আসাদ ছিলেন এই অভ্যুত্থানের একজন নির্ভীক সেনানী। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারীর সকাল বেলায় শহীদ আসাদসহ জঙ্গী ছাত্রসমাজ যখন নিষ্ঠুর অত্যাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে দিয়া মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন শাসকগোষ্ঠীর ভাড়াটিয়া কুকুরের দল রিভলবার দিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে জনতার মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা আসাদকে। যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাহারা জানেন, আসাদের হত্যাকান্ড কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করিতে করিতে আসাদ হাসিমুখে শাসকগোষ্ঠীর বুলেটকে বরণ করিয়া লইয়াছেন-আসাদ শহীদ হইয়াছেন। আসাদের হত্যা, জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিল। শাসকগোষ্ঠী জেল-জুলুম-গুলী-বেয়োনেট-কারফিউকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী জনতার কাফেলা আগাইয়া চলিল। শহরে শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনযন্ত্র অচল হইয়া গেল আর গ্রামাঞ্চল হইয়া পড়িল আধা-মুক্ত এলাকা। সৃষ্টি হইল পূর্ব বাংলার বুকে এক প্রচন্ড বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান। জনতার সে কি বিপ্লবী মেজাজ! কি বিপ্লবী প্রাণবন্যা! জনতার এই বিপ্লবী শক্তি উৎখাত করিল জালেম আইয়ুব শাহীকে।

সংগ্রামী দেশবাসী !

যে আশা-আকাঙ্খা লইয়া কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়াছিল, যে স্বপ্ন লইয়া শহীদ আসাদ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁহার অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, জনগণের সেই আশা-আকাঙ্খা কি বাস্তবায়িত হইয়াছে? শহীদ আসাদের সেই স্বপন্ন কি সার্থক হইয়াছে? দুই বছর পর ২০শে জানুয়ারী সে প্রশ্ন লইয়া আজ আবার আমাদের দুয়ারে হাজির হইয়াছে। আমাদের আজ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আসাদের প্রাণ বিসর্জন ও জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিলঃ তেইশ বছর ধরিয়া পূর্ববাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজি এই তিন শত্রুর শোষন ও শাসনের যে পাহাড় চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা, পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার একটি রাষ্ট্র কায়েম করা। মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত আসাদ এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। শহীদ আসাদ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির শাসন ও শোষণমুক্ত এমন এক নতুন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেন, যে রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার কৃষক জোতদারী মহাজনী শোষণ হইতে মুক্ত হইবে, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জমির মালিকানা পাইবে, শ্রমিক বাঁচার মত মজুরী পাইবে, তাহাদের উপর হইতে

শ্রমের দাসত্বের নিষ্ঠুর বোঝা লাঘব হইবে, ছাত্র-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বিকাশের রাস্তা রাহুমুক্ত হইবে, তাহারা বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা হইতে মুক্তি পাইবে। এক কথায়, পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের জীবনে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা, জীবন ও জীবিকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা আসিবে। শহীদ আসাদ প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন যে, শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র শক্তির মোকাবিলা সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমেই করিতে হইবে। শাসকগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঘাঁটি গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি এবং কৃষকের বিপ্লবী রাজত্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও করিয়া চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই শহীদ আসাদ মনোহরদী-তাহিরদিয়া এলাকায় কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই জন্যই আসাদ মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে হাতিরদিয়ার হাট হরতালকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিতে যাইয়া আর একবার শাসকগোষ্ঠীর বুলেটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

সংগ্রামী জনতা !

শহীদ আসাদের এই স্বপ্ন, জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু কেন? কারণ ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের যখন সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হইতে চলিয়াছিল, তখন শাসকগোষ্ঠী জনতার সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য গোল টেবিলের মাধ্যমে আপোষের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। গণ-অভ্যুত্থানের আপোসকামী নেতৃত্ব শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপোসের চোরাগলিতে পা বাড়াইয়াছিল। ফলে শাকগোষ্ঠী তাহাদের শক্তিকে পুনরায় মজবুত করিয়া দেশের বুকে সামরিক শাসন জারী করে। শাসকগোষ্ঠী এইবার পুনরায় নির্বাচনের মধ্য দিয়া জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রতিহত করিতে চাহিয়াছে। কারণ, শাসকগোষ্ঠী ইহা ভালোবাবেই জানে, নির্বাচনের মাধ্যমে মেম্বর মন্ত্রীর পরিবর্তন হইবে, কয়েকটি দফাও হয়তো কাগজে-কলমে দিতে হইতে পারে, কিন্তু শাসন ও শোষণের মুল চাবিকাঠি মিলিটারী, পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রের কোন পরিবর্তন হইবে না। তাহা হইলে পূর্ব বাংলার গোটা বাঙ্গালী জাতিকে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতাকে তাহাদের শ্রেণী শোষণ হইতে মুক্তির সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যাইবে-সংসদীয় রাজনীতিতে মোহাচ্ছান্ন করা যাইবে।

তাই এইবারের শহীদ আসাদ দিবস আমাদের নিকট গভীর তাৎপর্য বহন করিয়া আনিয়াছে। আসুন, আজ আমরা শহীদ আসাদের রক্তাক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদ আপোষকামী রাজনীতিবিদদের সকল ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করিয়া বিপ্লবী রাজনীতির পতাকাকে তুলিয়া ধরি। সেই বিপ্লবী পথ হইল, কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের পথ। মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও ও শহর দখল করিবার পথ। আর তাহার পাশাপাশি শহরে বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের ঝড় তুলিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ঘায়েল করা যাহাতে তাহারা সর্বশক্তি লইয়া কৃষকের লড়াইয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারে। এই বিপ্লবী পথেই খুলনার বাহিরদিয়া ও সিলেটের হাওর করাইয়ার সংগ্রামী কৃষক আগাইয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্য অভিমুখেই ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। আসুন, আগামী ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার শহরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজে, হাট-বাজার-গঞ্জে সর্বত্র হরতাল পালন করিয়া আসাদসহ শত শত দেশপ্রেমিক বীর সেনানীদের আত্মত্যাগকে নতুন করিয়া আমরা স্মরণ করি, তাহাদের অপূর্ণ আশা-আকাংখা ও অসমাপ্ত কাজকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য নতুন করিয়া শপথ গ্রহণ করি, শহীদ আসাদের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে জোর কদমে আগাইয়া যাই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের সাথে তিন দিনের আলোচনা শেষে ভুট্টোর বিবৃতি	পাকিস্তান টাইমস	৩১ জানুয়ারী , ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY WILL STRIVE FOR VIABLE CONSTITUTION

No Deadlock In Talks

Mr. Z. A. Bhutto's statement to Dacca oil January 30, 1971, at the conclusion of his three days talks with Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, said here today the within national unity he and his party would go as far as possible to find a permanent formula for framing a viable and acceptable Constitution.

Mr. Bhutto, who yesterday concluded three-day, talks with Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, told a Press Conference that he had come here to find the areas of agreement and search for common factors and try to rekindle the spirit of fraternity, understanding and co-operation.

Mr. Bhutto said: “We have genuine difficulties, and we need time at least up to the end of February to make a comment on it.”

He, however, said that he was neither satisfied with the talks with Shiekh Mujib nor were these talks a failure. "The dialogue should continue,“ he added. "There was no deadlock in our talks,” he said.

He said: “We understood each other's viewpoints and we would have to explain our viewpoint to our people and their representatives before we meet next time. The task was a challenging one and we will have to resolve many of our problems a legacy of the past 23 years.”

“How can you expect us to solve the problems of 23 years in three days?” he asked.

* * * * * * *

He could see a danger signal ahead for the nation, he said and added that he was in favor of dialogue and negotiation for overcoming what he described as "a national stake."

He said: “When necessary I will come to East Pakistan to continue such discussion with the leaders of the Awami League.”

Mr. Bhutto analyzed point by point the Six-point Programme of the Awami League and the 11- point programme of the student community of the province.

Constitution should be based on consensus

Taking both the programmes together, he announced his acceptance for 12 of these 17 points-excluding the five which dealt with provincial autonomy on the basis of the Lahore Resolution and a Constitution on the basis of Six-points.

He would not comment on them because “we have got genuine difficulty and we need time for consultation to see how far we can go for a consensus”.

But he described as ideal the point No. 1 of the Six-Points so far as it advocated a genuine federation in a true sense. He said he was a firm believer in one Pakistan and his entire political philosophy was based on it.

The four points of the Awami League on which Mr. Bhutto made no comments pertain to the transfer of Provincial and Central subjects, currencies, foreign trades, federating states and their accounts.

The second point of the students' demands relates to the Six-Point Programme.

National Assembly Session

About the convening of the Constituent Assembly on February 15 as suggested by Sheikh Mujib, the PPP Chief remained non-committal, but said there was nothing wrong "if we take time up to the end of February at least".

Asked if he intended to suggest delaying the session to the President, he replied in the negative.

“Some essential things will have to be accomplished before we come to attend the session” he said. “We must meet the leaders of all shades of opinion in West Pakistan, including those of defeated parties. The Constitution of a country should be a national one and not of one Province, and as such there should be consensus and equilibrium”.

He said, however, that he fully shared the anxiety of Sheikh Mujib for breaking the present transition which was giving rise to new problems every day. “But for the greater interest of the nation” he added “its solidarity, integrity and fraternity there is nothing wrong in asking this 15 days time to solve the difficult task we have here for a permanent and lasting solution of constitutional problem”.

Mr. Bhutto said that it was not necessary to enter into the Constituent Assembly with an agreement on different issues because negotiations could continue even when the House in Session.

Asked if, in his opinion, the Awami League with its present absolute majority in the House was competent to frame a Constitution, Mr. Bhutto said: “Legally speaking they can, but the question to be decided by the House is whether the Constitution will be adopted by a simple majority or by two-thirds majority. Since the question is of making a Constitution and our geographical position is peculiar, the majority adopting the Constitution should include a consensus.”

In this connection, he cited the example of One Unit which he said, could not survive because the idea lacked a consensus of all the four provinces of West Pakistan. Parity was another question which had to be done away with because East Pakistan did not like it, he added.

When a correspondent wanted to know of the ‘genuine difficulties’ Mr. Bhutto was often referring to during the Press Conference, the PPP Chief invited him to visit West Pakistan and to see for himself these difficulties. He said: “we have not got a mandate like the Six-Points of East Pakistan, but we have to tell the people in West Pakistan so many things at so many places to come out successful in the elections. So our position is quite different and it needs consultation.”

The People’s Party Chief renewed his warning to the vested interests who, he said, had been trying to “frustrate an early transfer of power to the elected representatives of people”.

He said that since the two winning parties were committed to the people on nationalization, the industrialists had become active in this direction. Many of these anti-Socialists and exploiters, he added, were making frequent visits to both East and West Pakistan to achieve their goal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাইজ্যাককৃত বিমান ধ্বংসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

MUJIB WARNS VESTED INTERESTS
Bhutto Explains Legal Position

Statement by Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Z. A. Bhutto on February 3, 1971, reacting to the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore.

Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the Awami League, has called upon the Government to hold an inquiry into the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore and "to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting the situation for their nefarious end".

Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued in Dacca on Wednesday, said that he was surprised to hear that the hijacked Indian plane has been blown up adding that the incident must be deplored.

The Awami League Chief urged the people to be alert against the vested interests and to resist their attempts to exploit the incident to create abnormal conditions to sabotage the peaceful transfer of power to the people.

Sheikh Mujibur Rahman said "I was surprised to hear that the hijacked Indian plane at Lahore has been blown up. While the hijacking was a 'fait accompli', its subsequent blowing up must be deplored".

He said; "Prompt and effective steps by the authorities could have been taken to prevent its occurrence. It should have been realized that at this critical juncture in the Nation's life, the creation of abnormal conditions can only serve the interest of saboteurs and conspirators against the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

He said: "I would urge the Government to hold an inquiry into this matter, and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting this situation for their nefarious ends."

Bhutto explains legal position

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People’s Party, said here on Wednesday that the people and Government of Pakistan were not responsible for the destruction of the Indian plane, hijacked by two young commandos on Saturday.

He was taking to PPI at the Lahore airport before flying to Karachi.

Mr. Bhutto said as for the legal aspect, the Indian plane was within the jurisdiction
and it would have been disastrous if Pakistan national had blown it.

But the plane was blown up by two young Kashmiri freedom fighters who were wagging a struggle against the Indian imperialism for the liberation of their home land and as such the people and the Government of Pakistan were not responsible for its destruction.

The Chairman of the Pakistan People's Party further said the question of granting asylum to the two Kashmiris simply did not arise because They were not Indian nationals.

They have a right to stay in Pakistan

"As Kashmiris they have a right to stay in Pakistan," he said and added, "We are happy that these two brave youngmen will be with us".

Mr. Bhutto disclosed that he had asked his party leaders in Lahore to establish contact with the Jammu and Kashmiri National liberation Front and "assist them in whatever manner they want."

When asked what sort of assistance did the PPP want to extend to the NLF, he said he had explained this to the party leaders of Lahore. When further asked did the assistance include helping the NLF in organizational matters, he said, "you can talk to the party men."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের বিলম্বের সমালোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান	দ্য ডন	১০ ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

AWAMI LEAGUE IS DETERMINED TO FRAME CONSTITUTION ON SIX, ELEVEN POINT PLAN

MUJIB REGRETS DELAY IN CONVENING NATIONAL ASSEMBLY SESSION

Statement in Dacca on February 9, 1971

Sheikh Mjuibur Rahman, the Awami League Chief, regretted today the unnecessary delay in convening the National Assembly and said it seemed another conspiracy to deprive the people of their own Government.

* * * * * * * * *

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that his party was determined to frame tit constitution on the basis of its six point programme.

He said: "We want to frame a constitution and we shall frame it on the basis of six- point programme. Those who would accept it, let them accept and those who wont' (accept) let them not accept it".

The Awami League Chief said that his party was in majority in Pakistan, and it could frame a constitution. But still it sought the co-operation of others. He said: "If anyone refuses to co-operate, it will be his responsibility."

Sheikh Mujibur Rahman said that people had reposed confidence in his party and "only the representatives of the people are competent to frame a constitution for the country." "No one else has that right to frame the constitution" he said.

Sheikh Mujibur Rahman referred to his party's victor)' in last December elections and their expectation to frame a constitution to help the induction of a people's Government to solve their problems and said "conspiracy is still going on."

He said, "Pakistan's politics is the politics of conspiracy and intrigue. Conspiracy has not yet stopped, it is still going on. But since the Bangalees have learnt to shed blood none can stop them anymore. We must frame the constitution on the basis of six points."

Sheikh Mujibur Rahman said, 'The Awami Leaguers are true to their promise and they don't go back on their promise," "If necessary, we will again suffer jail term, but we can't deviate from the principle." He said that he and his party men were not afraid of anyone except God. adding that if the ruling clique had thought they could frighten them, they were mistaken.

In this connection he referred to "jail-zoolum" of Ayub regime of him and other Awami Leaguers. He told the Awami Leaguers that the struggle had not ended, it had only started and asked them to remain prepared for sacrifice for the sake of posterity.

Sheikh Mujibur Rahman restating his party's stand on framing the constitution referred to the oath taken by his party MNAs and MPAs at Ramna Race Course for framing it on the basis of six-point and 11-point programmes.

He said that in the joint meeting of the Awami League Parliamentarians in the National and Provincial Assemblies and in the Party Working Committee Meeting during the middle of February "decisions would be taken on our future coarse action".

The Awami League Chief referred to the acute food shortage, price spiral in the province and recent cyclone devastation, and said "we can't allow our people to die and to be exploited." He listed various problems being faced by the people and said that his party wanted to take away the resources from the exploiters and distribute those among the people. He said that after elections they had hoped to frame a Constitution, and to take over the responsibility of administration and "to go all-out to solve the problems of the people."

Sheikh Mujibur Rahman said that the ruling clique and the exploiters had created such multifarious problems in different spheres of life that even if his party came to power it would be terribly difficult to solve those problems immediately. He said that Bengal I had been turned into a market and colony, and its food problem had been made so acute that the province was now having an annual deficit of 2,000,000 tons of food grains.

The Awami League Chief asked his party-men to remain prepared, adding: "If time come I will give a call to you. Power has to come to us and none can stop it. When power comes to us, we will go all out to solve the problems of our people."

He said he was hopeful of a bright and prosperous future of the Bengalees. "We will succeed because we are fighting for truth."

*   *   *   *   *   *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	পাকিস্তান টাইমস	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY MEETS ON MARCH 3
DACCA IS VENUE- Presidents Order

Official announcement, dated February 13, 1971, summoning the National Assembly to meet in Dacca on March 3.

The President, General A. M. Yahya Khan, has summoned the National Assembly to meet in Dacca on March 3 for framing a Constitution for the Country.

According to an official announcement, the 313-member Assembly for which country-wide general elections on the basis of adult franchise were held in December last will meet at 9 a.m. on March 3 in the Provincial Assembly building in Dacca.

The brief announcement said. 'The President, General A. M. Yahya Khan, has been pleased to summon the National Assembly of Pakistan to meet on Wednesday, March 3, 1971, at 9 a.m. in the Provincial Assembly Building, Dacca, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan."

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের রাজনৈতিক ঘোষণা	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (প্রচারপত্র)	১৪, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

গণ-বিপ্লব দিবসে মেহনতী জনতার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার কায়েমের শপথ নিন
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের ডাক

ভাইসব,

আটষট্টির অক্টোবরে করাচীর ছাত্রদের স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে যে সংগ্রামের সূত্রপাত, উনসত্তরের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় ছাত্রদের সংগ্রামী জনতার বিপ্লবী ভূমিকায় সেই গণঅভ্যুত্থান ১৮ই ফ্রেব্রুয়ার পর্যবসিত হয় এক রক্তাক্ত গণবিপ্লবে।

আন্দোলন চলছে ছাত্রদের নেতৃত্বে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাহায্যপুষ্ট স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। চলছে ধারপাকড়, গোলাগুলি। শহীদ হোল আদমজীর শ্রমিক মুজিবুল্লাহ, বরিশালের শ্রমিক মজিদ, ছাত্র আসাদ, মতিয়ুর এবং নাম না জানা আরো অনেকে। সংগ্রামের রূপ হোল আরো তীব্র, আগুন জ্বলে উঠল শহর থেকে বন্দরে, গ্রামথেকে গঞ্জে। নেমে এল 'কারফিউ'। এবার সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিয়ে এগিয়ে এলো এক নতুন শক্তি, 'বিপ্লবী মেহনতী জনতা'। সে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সুবর্ণ সুচনা হলো কারফিউ ভঙ্গের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, কারফিউ ভঙ্গ করে মালিবাগের মেহনতী জনতা মশাল হাতে নেমে এল ঢাকার রাজপথে; যোগ দিল তেজগাঁও, নাখালপাড়া, আদমজী আর ডেমরার বিপ্লবী ম্রমিক, যোগ দিল খিলগাঁও কৃষক; নেমে এল ফার্মেগেট, গ্রীনরোড, হাতীরপুল, পুরানা পল্টন এবং মগবাজার এলাকার দিনমজুর আর খেটে খাওয়া মানুষের, সহদাগরী আর সরকারী অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আর কেরানী; নেমে এল ছাত্র, শিক্ষক, ছোট ছোট দোকানদার আর রাস্তার পার্শ্বের ফেরিওয়ালারা, লাখো লাখো মানুষ, মেহনতী মানুষ, সংগ্রামী জনতা, লাঠি আর জলন্ত মশাল হাতে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ উপায়ে কারফিউ ভেঙ্গে রাইফেল আর বেয়নেটের পৈশাচিক হামলাকে তারা রাস্তায় পদদলিত করে লক্ষ লক্ষ মারমুখী মেহনতী জনতা সেদিন নেমে এসেছিল ঢাকার রাজপথে। রাস্তায় তুলেছিল বিপ্লবী ব্যারিকেড, হাতাহাতি লড়াই করেছে তারা, রক্তে রক্তে সয়লাব হয়েছে ঢাকার কালো পীচ ঢালা পথ। তবুও তারা স্তব্ধ হয়নি। আগুন লাগিয়ে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে শ্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর অনুচরদের সাজানো প্রাসাদ। যে বিদ্রোহের আগুনের লেলিহান শিখায় খতম হয়েছে আইয়ুব সরকার, খর্ব হয়েছে রাষ্ট্রের উপর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ভূ-স্বামী আর জায়গীরদারদের অপ্রতিদ্বন্ধী প্রভাব। উন্মুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রের পথ। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণআন্দোলনের ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন' বিপ্লবী দিন। মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারফিউ ভঙ্গ এবং ঢাকা অবরোধ, বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সমাজবাদী বিপ্লবের সুবর্ণ সূচনা।

সাবাস। ঢাকার বিপ্লবী মেহনতী জনতা!
অমর হোক গণবিপ্লবের দিন, রক্তাক্ত ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু সুস্পষ্ট শ্লোগান, বর্তমান লক্ষ্য এবং সর্বহারাদের শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাবে এই গণ-বিপ্লবের সম্পূর্ণ ফল লাভ করার এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে অনুন্নত অঞ্চলের পুঁজিপতি শ্রেণী। উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল বৃহৎ পুঁজিবাদ, জায়গীরদার জোতদারদের পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে তথাকথিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যখন মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারী গণ-বিপ্লবে পরিণত হল, তখন এই গণ বিপ্লবের আপোসহীন আর রুদ্র রূপ দেখে এবং দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদূরে প্রসারী পরিণতির আশংকায়, একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, জোতদার-জায়গীরদাররা; অন্যদিকে স্বৈরাচারবিরোধী অনুন্নত অঞ্চলের উদীয়মান পুঁজিপতিরাও আন্দোলনের উপর থেকে তাদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোসরক্ষার মাধ্যমে এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। সর্বদলীয় গোলটেবিল ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবকে বিপথে পরিচালনা করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং আন্দোলনের নেতৃত্বে তাদের হাতে ফিরিয়ে নেবার জন্যই উদীয়মান পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা এই গোলটেবিলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের সংবিধান রচনা এবং শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের উছিলায় ‘‘আইনগত কাঠামোর’’ জোয়ালে বিগত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সেই ষড়যন্ত্রেরই আরেক পর্যায়।

জাতীয়তাবাদী সম্মোহনী শ্লোগানের মায়াজালে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে এই উদীয়মান পুঁজিপতিরা নিষ্ঠুর আর নির্মমমভাবে ব্যবহার করেছে এদেশের শোষিত মানুষের সহজ সরল আবেগকে, তাদের শ্রেণীস্বার্থ আদায়ের খোরাক আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, দেশের সংবিধানের রূপ এবং কাঠামো যে কোন দফাভিত্তিক হোক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি আজো যেমন জনতার শত্রু কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে বর্তমান, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে-যদি না রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। বিপ্লবী সমাজবাদীদের তাই আজকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে এই ভাঁওতাবাজী জাতীয়বাদী আন্দোলনকে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৈত্রীত্বে ‘‘মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে’’ পর্যবসিত করা। দেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে, উদীয়মান এবং বিক্ষুদ্ধ বুর্জোয়াদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ভাগ্যের বা অবস্থার কোনই পরিবর্তন হোচ্ছে না। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়েই এই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা খতম হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত গণ-বিপ্লবের মূল লক্ষ ছিল পাকিস্তানের বর্তমানে ধনবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। যার চূড়ান্ত লক্ষ একটি শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার। তাই সমাজবাদী দলের আজকের শ্লোগানঃ মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার কায়েম কর।

রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারী বিপ্লব। তোমার কাছে আমাদের বিপ্লবী শপথঃ

সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও কায়েম কোরবই।

রক্তাক্ত ফেব্রয়ারী বিপ্লব অমর হোক।

ঢাকার কর্মসূচী

১৮ই ফেব্রয়ারী সকালঃ প্রভাত-ফেরী।

১৫ই ও ১৬ই ফেব্রয়ারীঃ পথসভা, গণসঙ্গীত।

১৭ই ফেব্রয়ারী সন্ধ্যাঃ বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিল।

১৮ই ফেব্রয়ারী

পল্টনে জনসভা

সন্ধ্যাঃ মশাল মিছিল ও বিপ্লবী শপথ গ্রহণ।

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষে হারুন-উর-রশিদ কর্তৃক ২৪৬ মধুবাজার, ঢাকা-৯ থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরিষদে না যোগদানের আহবান	দ্য ডন	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY NOT TO ATTEND NATIONAL ASSEMBLY SESSION IF AWAMI LEAGUE NOT FLEXIBLE-WANTS ADJUSTMENTS IN SIX-POINTS, TWO-SUBJECT CENTRE NOT ACCEPTABLE

MR. Z.A. BHUTTO S DECLARATION IN PESHAWAR.
On February 15,1971.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party, today declared that his party will not attend the National Assembly Session starting on March 3 at Dacca unless it was made clear to him and his party men that there would be some amount of reciprocity from the majority party, either publicly or privately.

Addressing a crowded Press Conference he did not term his decision as boycott of the Assembly but said: "We can't go there only to endorse the constitution already prepared by a party and to return humiliated. If we are not heard and even reasonable proposals put by us are not considered, I don't see the purpose to go there".

Mr. Bhutto said that his party had accepted the first and the last points of the Awami League's Six Points (they relate to the basis of representation and the existence of People's militia in the provinces), but he could neither accept a "two-subject Centre" nor the point relating to currency. "I am not without hope about foreign trade and taxation", he added. Mr. Bhutto said that his party had also accepted 10 out of the 11 points of the students. It could not accept the point which said that there should be a sub-federation in the West Wing.

He, however, said, "I think we can work out something which will satisfy both of us. There is hope for understanding. But if we are asked to go to Dacca only to endorse the constitution which has already been prepared by Awami League and which is not to be altered an inch here and an inch there, then you will not find us in Dacca on March 2 when elections for women seats are to be held".

Mr. Bhutto said his party was of the opinion that the constitution based on the six points could not provide a "viable future for the country". Nevertheless Pakistan People's Party has tried to come as close to the Awami League points of view as possible, even up to the edge of precipice, where after there is destruction.

He said he had taken the decision as a big responsibility in the interest of the nation. The country is passing through a very critical phase and we may go one way or the other.

Mr. Bhutto said: "If we have to go just for formality we are not prepared". Asked if other leaders go there to help Awami League, he said: "Let them go," adding "but they will have to come back also".

He, however, said: "I will not come in the way of a constitution made by the National Assembly. Let them frame it with those who go there. The onus and odium will not then fall on Pakistan People's Party," he added.

He accused the Awami League of applying double standards for constitution. He said for normal procedures of leading to constitution making the party had followed normal democratic principles but for the constitution itself, it did not accept the universal principle of a democratic consensus of all provinces. You can't apply double standard, he declared.

He said dictation or imposition of a constitution on West Pakistan will not be accepted. "We want East and West to live together in equality but that does not mean things should be thrust on us". Asked if an indication of a compromise was given to him by the Awami League in private and if it did not stand good, he said: "You can always come back".

Mr. Bhutto said that he had taken the decision after consultations with his party leaders and other political leaders of the West Wing.

*   *   *   *   *   *

He said that his party had the greatest respect and admiration for the people of East Pakistan, and had in its foundation papers, conceded that the people of East Pakistan had been badly exploited and had a cause to feel aggrieved. It had been even insisted for the removal of the "internal colonial structure," he added.

The PPP Chief emphasized that if the Awami League had received a mandate on Six Points, in the elections, they should accept the People's Party's position, that it success was based on economic programme and its stand on foreign policy. He stated that his party was convinced that the Six Point programme should be taken on a political basis and not on a "test tube" basis.

His party had abstained from taking any position on the Six Points, during the year- long election campaign, since it felt that a "dialogue" was necessary on them.

Mr. Bhutto also regretted over the failure of Sheikh Mujibur Rahman to come to West Pakistan, because of the existence of "vested interests" here, and said that he could personally guarantee "fullest honor and protection" to the Awami League leaders.

Mr. Z.A. Bhutto expressed his party's inability to attend the National Assembly session, beginning from March 3 in Dacca, in the absence of an understanding for "compromise or adjustment" on the six points.

Mr. Bhutto stated that his party had "gone as far as possible" on the issue of Six Points to ensure a viable constitution for the country. But, in the present circumstances, they would not be going to Dacca to frame a constitution but to "accept" a constitution.

"If I am given to understand that there is a room for compromise and adjustment I am prepared to go there even today", he added.

He added: "If there is a purpose to build up Pakistan, we are prepared to go to the Assembly even today".

Mr. Bhutto said that if there was a question of framing of the constitution, the consensus of federating units, was essential "but the position is that the constitution has already been framed" and the Awami League "wants us to endorse it" he said. The Awami League, the PPP Chief said, had adopted an attitude of "take it or leave it".

He added, we should have a guarantee that we would be heard and if our viewpoint was reasonable, it would be accepted. Participation in the National Assembly without such an understanding would further "vitiate" the situation.

Mr. Bhutto emphasized that if the things were to be taken on democratic basis, "you have to make scope for adjustment".

Mr. Bhutto also said that the participation in the present situation might lead to a "deadlock" which was against national interest. "I do not want to deteriorate the position" he said-adding that he was only "objective and reasonable".

* * * * * *

Mr. Bhutto said that it was for the nation to judge as to what had been the stand of the Peoples' Party in the past and "the nation always judges correctly", "We took no position on six points all through our election campaign" he said. On the other hand the six points had been criticized by many a leader in West Pakistan. The irony was that these very leaders were now praising the six points because the Awami League had registered a vast majority in the National Assembly.

* * * * * *

Mr. Bhutto said that there were many "misgivings" in West Pakistan about the six points. He reminded the Awami League leaders that when he had visited East Pakistan in October 1966 he had suggested an analytically critical dialogue on six points, as soon as possible. It created a stir in West Pakistan and the politicians demanded as to how he could hold a dialogue on six points.

* * * * * *

Bearing in mind the background of our 23 years history, the six points, as they stood today, could not be worked viably. He had assured the Awami League leader that the People's Party would try its best to come as close to the precipice as possible and not beyond to accommodate the six points.

Discussing the consultations he has had within his own party, Mr. Bhutto revealed that there was a "divided view", on the six-points. Some of his party men took "extreme"

position, -that the party should fight it out-, and a very small number took the position that the Awami League programme should be accepted. But the majority of the party leaders supported the view that there should be reasonable adjustments to bring about a compromise.

The PPP chief said he had now completed his discussions with other leaders of West Pakistan and that at his party men's meeting in Karachi on February 20 and 21, "we will take formal and final position".

* * * * *

Mr. Bhutto said that now the date of the Assembly session had been announced but he emphasized that before he and his party-men went to Dacca they would like to have an idea of the amount of "reciprocity" but this necessary pre-requisite was not yet known.

* * * * *

He had hoped that Sheikh Mujibur Rahman would come to West Pakistan and that he could have further talks with him. But now it seemed he (Sheikh Mujibur Rahman) was not prepared to do so, because the Awami League leader felt that the atmosphere was not "congenial" for him to visit West Pakistan. There was a good deal of talk about the dangers he faced from the vested interests.

* * * * *

Mr. Bhutto said that he did not know whether there was an element of "give and take" and of reciprocity in the Awami League position. If it was not proper for Sheikh Mujibur Rahman to come here, it was even harder for Mr. Bhutto to go to Dacca. With the present state of relations with India, and in the light of the gradually threatening posture of the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi against Pakistan and bearing in mind the PPP's well known and clear stand on the relations with India "have I not the responsibility to be with my people here", he asked.

Mr. Bhutto went on to say "I can put myself in jeopardy, but it is a question of 83 party leaders going to East Pakistan in the present state of affairs". He said that he could not put his party men in a position of double hostage because of Indian hostility and their non-acceptance of six points.

He added that his party comprised of working people, who have to do a job and naturally they would like to know how long would they be away from their homes.

In the beginning it was announced that there would be only a ceremonial session in Dacca. But the position was not clear today, whether his party members were to stay there for a long period or only for a few days.

* * * * *

Mr. Bhutto said that his party members were expected to go to Dacca in the present circumstances not to frame the constitution but to just "accept" it. "With this background we will not be there on March 3 in the Assembly".

He, however, added that if an assurance was given even privately that there would be give and take' and there would be a purpose for us to be there to construct something together, then we would go.

Other leaders of West Pakistan he said, may go if they so desired, but the PPP members would go only if there was room for adjustment, and not to sign a dictated constitution.

Mr. Bhutto said that on the one hand the Awami League claimed the right to frame the constitution on the democratic principle of simple majority, and on the other it wanted six point because of the geographic peculiarities of the country. He said, it could not have it both ways. If they wanted their six points on the basis of geographical peculiarities, why should this factor not come into play in the framing of the constitution and the principle of the consensus of the federating units applied instead of the principle of simple majority.

However, he said that if the Awami League insisted on the framing of the constitution on the basis of six points, then the onus and odium of that constitution would not fall on the Pakistan People's Party.

He said that he did not want to deteriorate the situation but was stating what was objective, scientific and reasonable.

He said that he took full responsibility for the position he had taken and he would be prepared to face the barrel of a gun, for he had done so often in the past. But he said, he must save the people from the firing line.

Asked if he was boycotting the Assembly, Mr. Bhutto emphatically disagreed with the suggestion.

Mr. Bhutto said that he did not want to aggravate the situation. He conceded that in the past some West Pakistani leaders had dictated to East Pakistan, but he had nothing to do with it. What had happened in the past should not mean that this dictation should now be repeated on West Pakistan. West Pakistan had thrown up a new leadership which wanted to end the system of exploitation, not only in West Pakistan but also in East Pakistan, he said. A constitution imposed as a vendetta against Pakistan would not be accepted, he added.

To another question, Mr. Bhutto said that he would accept in good faith an assurance from Sheikh Mujibur Rahman on the question of give and take in the framing of the constitution, even if such an assurance was given privately.

Replying to another question Mr. Bhutto said that he was "satisfied" with his talks with the leaders of the NWFP. Mr. Bhutto met Khan Abdul Qayyum Khan, President of the Pakistan Muslim League, Khan Abdul Wali Khan, President of National Awami Party and Maulana Mufti Mahmud, General Secretary, Jamaita-e-uI-Ulema-e-Islam, during his two-day stay here.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য	দৈনিক ইত্তেফাক	১৬, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

আগুন লইয়া খেলিবেন না

গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকামীদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের হুশিয়ারী

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিসমূহের যৌথ অধিবেশনে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ফ্যাসিষ্ট পন্থা পরিহার করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংগতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন লইয়া খেলা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্ছারণ করে বলেন, আমার ও ৬-দফার মোকাবিলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে। জনগণের দেয়া অধিকারের বলে ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে। সাতকোটি বাঙ্গালীদের বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
জাতীয় পরিষদে যোগদানের আহবান জানিয়ে নূরুল আমিনসহ উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ	পাকিস্তান অবজারভার	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

ATTEND NATIONAL ASSEMBLY: NURUL AM1N URGES ALL
Bhutto's Stand Deplored
Statements by Mr. Nurul Amin and other Political Leaders of the Two Wings on
February 10, 1971.

Mr. Nurul Amin, President of Pakistan Democratic Party on Tuesday appealed to the elected representatives of the two wings of the country to attend the session of the National Assembly to frame a constitution for Pakistan worthy of the nation founded by Quaid-e-Azam.

Giving his reaction to APP on Mr. Bhutto's Peshawar statement, Mr. Nurul Amin said: It is unfortunate that leaders of two majority parties namely Sheikh Mujib and Z. A. Bhutto', should have failed to arrive at an understanding on the broad principles of the constitution during the recent parleys in Dacca, although people had been under the impression from Press reports that the talks were progressing well.

Mr. Bhutto's decision not to attend the ensuing session of the National Assembly is not only hasty and unhelpful, but also tends to create misgivings amongst the people about the prospects of early transfer of power. His imaginary plea that his party men will be double hostages in East Pakistan is highly objectionable.

"This is an uncalled for aspersion on the people of this region. The PPP Chairman's altitude, to say the least, is deplorable".

A Lahore message adds: The Amir of Jamat-e-Islami Maulana Syed Abul Ala Maudoodi on Tuesday described as improper an attempt to seek solution of constitutional problems outside the National Assembly and refusal to attend the session and thus creating a constitutional deadlock of this juncture.

In a Press statement Maulana Maudoodi said the proper thing was that all those who have been elected by the people as their representative should take part in the session, giving up extreme attitude.

All big or small parties who were in minority should not present their own drafts of the constitution. Only the majority party should present its draft and all those parts of the draft which were in consonance with Islamic character of the state. Solidarity of the country, democratic principles, fundamental rights and equity to all regions and economic justice should be accepted and all other things which were in contravention of these principles should be opposed with strong and congent reasons.

And if the majority party still insisted on the basis of its numerical strength it should be made clear that even if such a constitution was passed, it would not be a success and the majority party would be fully responsible for the results.

He said the present critical situation was the result of successive mistakes committed from late 1968 to the polling day. Now any step not taken in the right direction might put the very existence of the country into jeopardy.

Ataur Rahman

The Chief of the Pakistan National League, Mr. Ataur Rahman Khan termed Mr. Bhutto's stand as a move to divide the country.

He said that Mr. Bhutto should have attended the National Assembly session and taken part in discussion on the constitution. In case he had failed in his efforts then only Mr. Bhutto could take such a decision, Mr. Ataur Rahman Khan said.

Salam Khan

Mr. Abdus Salam Khan, former President of East Pakistan PDP thought that Mr. Bhutto's decision not to come to attend the Assembly was inappropriate. He said that for the purpose of transfer of power to people's Government and for framing of a constitution, the participation of Mr. Bhutto and his party MNAs in the forthcoming National Assembly Session would be a wise decision.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের বিপক্ষে জনাব ভুট্টোর মন্তব্য	দ্য ডন	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO ROOM LEFT FOR NEGOTIATION WITH AWAMI LEAGUE
Pakistan People's Party not going to endorse a 'Dictated' Constitution, Mr. Z. A. Bhutto's statement in Karachi on February 17, 1971

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party yesterday reiterated that if a "viable" constitution is to be framed for the country "all of us must have a hand in that".

He told a Press conference at the party's central office in Karachi that "under present circumstances" it was pointless for the People's Party to attend the ensuing National Assembly session beginning at Dacca from March 3.

He said that the PPP's MNA elect could not undertake the journey to Dacca merely to endorse a constitution in the making of which they did not have their say. He said that India's belligerent attitude towards Pakistan had created an abnormal situation in West Pakistan. There had been Indian troop’s movement on the Lahore border and in the adjoining areas and the Indian political parties were outbidding one another to take a "stronger position" against Pakistan. Such situations in the past Mr. Bhutto said had led to war between India and Pakistan. The situation was critical not only within but without also taking into account the situation in South-East Asia, particularly in Laos.

In the light of these circumstances, Mr. Bhutto said, the journey of the party's 85 MNAs-elect from West Pakistan to Dacca was not a simple matter, especially in view of the party's known views. It was the first duty of the party members to be with their people in this situation, he said.

Mr. Bhutto said that the basic position today was that the Awami League says that there could be no compromise on its six-point programme and that it was a "final word and last position". He said, in reality, the Pakistan People's Party had gone to the precipice beyond which there was a fall.

The party, he said, had accepted all the demands of the students. Ten out of 11 demands had been accepted. The eleventh point itself belongs to the six-point programme he added.

He said the People's Party had said it at the very outset that it would step aside if its views were not accommodated on the issue of Constitution.

*   *   *   *   *   *

Mr. Bhutto said that his party had tried its best to work out some agreed settlement and understanding with the Awami League. But, now, he added there is no room for further negotiations with the Awami League.

The PPP leader criticized those who objected to his party's decision not to attend the National Assembly session and maintained that the PPP members should discuss constitutional issue in the Assembly. He said that in normal circumstances such discussions took place in the Assemblies. The members went collectively together with a blank slate. But here the situation was entirely different. The Awami League leaders had been making speeches showing the rigidly of their stand on the six-point programme, taking oath on that and repeatedly expressing their determination to frame the Constitution only within the frame-work of the six-point programme of the party. They also made their intention to this effect clear during their talks with him.

Under the circumstances Mr. Bhutto said if the PPP members went to attend the Dacca session and did not endorse the Awami League's Constitution they might be asked by the Awami League as to why they had come to East Pakistan. "Did not they know Awami League's views and stand on the Constitution previously".

Under such circumstances, Mr. Bhutto said, the Assembly would have been a "slaughter house". He did not elaborate on this point.

* * * * * *

Of the Six-points of the Awami League, Mr. Bhutto said, the "most difficult" was the one pertaining to foreign trade and foreign aid.

* * * * * *

To a questioner, Mr. Bhutto said that he was not worried if his party's decision not to attend the Assembly session would make the party members liable to surrender their membership to the House. Let the 85 seats from West Pakistan be vacated and let there be bye-elections to these seats. "We will recapture them all," they said.

Asked if there was any similarity in his party's decision not to attend the round-table conference in 1969 during the Ayub regime and the recent one. Mr. Bhutto said there was some element of similarity. He however, said that the present situation was much different from the previous occasion. "In the round-table conference, a hand pick of the establishment were there but in the Assembly there were representatives elected by the people".

He denied that his party's decision not to attend the assembly had any blessing from the present regime. He said that there was no question of any agreement "behind the senses" between him (Mr. Bhutto) and anybody else. He, however, said that it was the Awami League which had hailed the summoning of the National Assembly session by President Yahya.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবেন না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO POWER CAN ANY LONGER ENSLAVE BENGALEES
Sheikh Mujibur Rahman's Statement in Dacca on February 17, 1971.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman yesterday told a Shaheed Day function that the students, workers and people of Bangladesh "have now learnt to sacrifice their life and no power on earth could subjugate the Bengalees anymore."

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a function last evening at Engineers Institute organized by the Dacca City Awami League to pay its homage to the martyrs of Language Movement of 1952.

The Awami League Chief who was the Chief Guest at the function said that the blood of our Shaheeds have taught us to be united, self-reliant and conscious of our literature and culture. No nation could be successful unless it had learnt to sacrifice life.

Recalling the history of the Bengali language movement of 1952. Shiekh Mujib said that it was not merely a language movement. The question of realizing the cultural freedom of this country was also connected with this. He reiterated that the movement would continue till the Bengalis would be able to realize this cultural freedom. Nobody could stop it even with gun, he reminded.

Will Never Forget

Sheikh Mujibur Rahman in his brief speech said that the culture of Bengal will continue as long as the Bengalis will remain alive. "I will never forget the February 21".

The Awami League Chief urged the people to be conscious so that the blood of the martyrs does not go in vain.

The function was attended among others by A. H. M. Kamruzzaman, General Secretary of the All-Pakistan Awami League and Awami League MNAs and MPAs now present in Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

একাত্তরে একুশের ডাক

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

বাংলা ভাষার উপর আক্রমণঃ

- পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতির জাতিসত্তা বিকাশকে রুদ্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্ধি পুঁজির শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার জাতীয় নিপীড়ন নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

ভাষা আন্দোলনঃ

- শোষক শ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম সচেতন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।
- বায়ান্ন-এর একুশ সেই প্রতিবাদের সক্রিয় ও সংগ্রামী রূপান্তর।
- এই দিনে জনতার সচেতন অংশ হিসাবে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ শোষকশ্রেণীর দালালদের আত্মসমর্পন ও আপোষকামী নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরে সংগ্রামের পতাকা।
- নিজেদের নিয়োজিত করে শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত সকল নির্যাতনের প্রত্যক্ষ মোকাবিলায়।
- হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে আত্মবলিদানের মহান ঐতিহ্য।

বায়ান্ন-এর একুশ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিন কিন্তু একাত্তরে আজওঃ

- আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-আমলামুৎসুদ্দি পুঁজির স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পূর্ব বাংলার উপর নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত।

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ‘‘কাগুজে’’ ‘‘লোকভোলানো’’ অধিকারের শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতির সোচ্চার ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে উহা ‘‘একজাতিতত্ত্ব’’ ‘‘রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখন্ডতার’’ বস্তাপচা বুলির বেড়াজালে আবদ্ধ।

- বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় নাই। প্রতিমুহূর্তে তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের সম্মুখীন।

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লাখ বাঙালী নির্মম মৃত্যুবরণ করিয়াও পাইয়াছে নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও অবমাননা।

- আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙ্গালী জাতি পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে।
- জেলাখানাগুলো রাজবন্দীতে ভরপুর। হুলিয়া মামলার বেড়াজালে অনেকে আবদ্ধ। জেল-গুলি-বেয়নেট আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।
- আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত পূর্ব বাংলায় গভীরতর হইয়াছে।

আর অন্যদিকেঃ

- বিগত নির্বাচনে পূর্ব বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত মুক্তি ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ''জয় বাংলা'' ধ্বনির পিছনে সমবেত হইয়াছিল নির্বাচনোত্তর কালে বাঙালী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা শ্রেণীগত দুর্বলতা ও আপোষমুখী মনোভাব লইয়া সেই ''জয়বাংলা'' শ্লোগানকে ''জয় পাকিস্তান'' শ্লোগানে পরিণত করিতে চাহিতেছে।
- পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির পতাকাবাহীদের ও সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রামকে দমননীতির যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিতেছে।

একাত্তরে একুশেতে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবতর সমস্যার সম্মুখীন

কেন এই ব্যর্থতাঃ

- কারণ জনগণের সংগ্রামের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া শোষকশ্রেণীর রং-বেরং-এর দালালরা পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির মূল প্রশ্ন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার উপর শ্রেণী শোষণ অবসানের প্রশ্নকে বারবার বাদ দিয়া গিয়াছে।
- ভাষা আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন গণআন্দোলনকে ব্যবহার করিয়াছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর লাভের ভাড়ার পূরণের জন্য ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্ব ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার বাহন হিসাবে।
- আর তাই সত্যিকার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ নয়, শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার শ্রেণী সংগ্রাম বিচ্যুত বিকৃত ধাপ্পা পূর্ণ ''জাতীয়তাবাদী'' শ্লোগানে করিয়াছে জনগণকে বিভ্রান্ত।
- শোষণব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিয়া তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে জনগণের বিপ্লবী চেতনা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বারংবার মিথ্যা রাজনীতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

একাত্তরে মহান একুশেতেঃ

- পূর্ব বাংলার মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ তথা পূর্ব বাংলার উপর পরিচালিত নিষ্ঠুর শাসন ও শোষনের অবসান হইতে পারে একমাত্র জনগণের বৃহত্তর অংশ কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া।

o এই মুক্তি আসিতে পারে ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের লড়াই বা তথাকথিত আইন সভার ‘‘শাসনতন্ত্র’’ রচনা করিয়া নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে।

- গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সামন্তবাদী, জোতদারী, মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া।
- উহার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়া।
- মুক্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা শহর ঘেরাও ও অধিকার এবং সর্বোপরি সারা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া।

আর এই লড়াই হইবে সশস্ত্র জনযুদ্ধের মহান বিপ্লবী পথে

এবার একুশে তাই শহীদদের স্মরণের সাথে সাথে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরি। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের শপথ গ্রহণ করি।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বাংলা ছাত্রলীগ	বাংলা ছাত্রলীগ (প্রচারপত্র)	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

‘স্বাধীন সার্বভৌম গণ-বাংলা’ কায়েম করো

মহান ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) উপলক্ষে

বাংলা ছাত্রলীগের ডাক

অতীতের সংগ্রামী প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহান ৮ই ফাল্গুন আবার আমাদের দ্বারা সমাগত। ৮ই ফাল্গুন আমাদের জাতীয় জীবন ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ক্রান্তিলগ্ন। বরকত, সালাম, জববার, রফিক, সালাউদ্দিন এমনি একদল অমিততেজা দুঃসাহসী যুবক বুকের তাজা খুনের বদলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছেন, আজ থেকে ১৯ বছর আগে এমনি এক রক্তক্ষরা ফাল্গুনে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এমনি আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর নেই।

সেই সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতি বছরই এক স্মরণীয় দিনটিতে সবাক হয়ে ওঠে। শপথ নেয় দুঃসাহসের। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, আমরা বরকতের ভাই-আমরা সালামের ভাই।

কিন্তু মায়ের ভাষা বাংলাকে সেই ঈপ্সিত মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পেরেছি কি আমরা? ৮ই ফাল্গুনের আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যের আড়ালে আমাদের অক্ষমতার, আমাদের ব্যর্থতার, আমাদের হীনমন্যতার যে কুৎসিৎ চিত্র মুখবাদান করছে, তাকে উপেক্ষা করে এই আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতকাল আমরা চালিয়ে যাবো?

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের দুই দুইটি দশকেও আমরা আজো জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে পারিনি। এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে?

কিন্তু তার চাইতেও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ভাষা আন্দোলনকে আমরা যেন কেবল বাংলা হরফে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। আমরা ভুলে গেছি যে, বাংলা ভাষার উপর কায়েমী স্বার্থের হামলা ছিল মূলতঃ বাংলার সংস্কৃতি ও বাংগালী জাতির স্বাধিকার বিলুপ্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ।

’৬৯-এর গণআন্দোলন ও ’৭০-এর নির্বাচনের আলোকে আজ সমগ্র জগতের কাছে বাংগালী জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন আকুতি পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে ৮ই ফাল্গুন আজ বাংগালীর সামগ্রিক অধিকার তথা ‘জাতীয়তাবাদী, স্বাধীন, সার্বভৌম গণ-বাংলা’ গঠনের নবতর সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে।

বাংলা ছাত্রলীগ সেই সংগ্রামেরই দৃপ্ত সারথী। বাংলার প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সেই সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। তাই এবারকার ৮ই ফাল্গুনে আমাদের কণ্ঠের তূর্যে ধ্বনিত হোক সেই অভয় মন্ত্রঃ জয় স্বাধীন বাংলা।

বরকত, সালাম, রফিক, জববার, সালাউদ্দিনের আত্মাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

(১) অবিলম্বে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলার মাধ্যমে কাযনির্বাহের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় বিদেশী ভাষা সংরক্ষণের যাদুঘরে, সরকারী অফিস-আদালতগুলো আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

(২) ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির নিকট আমাদের দাবী, কেবল সাইনবোর্ড পাল্টে দিলেই চলবে না, পরিপূর্ণভাবে বাংলার ব্যবহারে মন দিতে হবে; অন্যথায় তাদের এই মনোভাবকে আমরা বাংলার জনমতকে প্রতারণার প্রচেষ্টা হিসাবে ধরে নেবো।

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি এ বছর থেকেই বাংলা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও বাংলায় নিতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ ব্যাপারে যে কোনো প্রকার শৈথিল্যের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

(৪) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রেখে বাংলার সহজাত সংস্কৃতির বিকাশে মন দিতে হবে, বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পর্ণগ্রাফিক পুস্তক ও সিনেমার আমদানী বন্ধ করতে হবে। বাংলার মানুষ এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে রাজী নয়।

(৫) আমাদের সর্বশেষ, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী-

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মানের বিদ্যায়তনগুলোকে একই মানে আনতে হবে। অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন, মিশনারী, মন্টেশ্বরী, পাবলিক স্কুল, মডেল স্কুল ইত্যাদি সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটিয়ে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমপর্যায়ে এনে শ্রেণীহীন, সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে জাগ্রত ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

আল মুজাহিদী	মোশাররফ হোসেন
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক।

বাংলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ

এবারের ৮ই ফাল্গুন উপলক্ষে বাংলা ছাত্রলীগের কর্মসূচীঃ -

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী):	:	বস্তী এলাকায় নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখা-পড়ার জন্য বই, খাতা, পেনসিল, শ্লেট বিতরণ।
২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী):	:	দেয়াললিপি, পোষ্টার ও প্রচারপত্র বিলি।
২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী):	:	নিরক্ষর নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাম্যমান অবস্থায় অক্ষরজ্ঞান প্রদান।
২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী):	:	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামফলক বাংলায় করার প্রচার অভিযান।
২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী):	:	এ বছর থেকেই শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় করার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি পেশ।
৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী):	:	অফিস আদালতের নথিপত্র বাংলায় প্রবর্তন করার অভিযান।

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী)	:	বিকেল ৪টায় রমনা পার্কে আলোচনা সভা ও গণমুখী সাহিত্যানুষ্ঠান ও গণসঙ্গীতের আসর।
৩রা ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিক্ষামূলক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ।
৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী)	:	খন্ড মিছিল ও পথসভা।
৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	মধুর কেন্টিনে সঙ্গীত মিছিল।
৬ই ফাল্গুন (১৯ই ফেব্রুয়ারী)	:	সন্ধ্যায় সঙ্গীত মিছিল।
৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী)	:	বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ছাত্র গণজমায়েত।
৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী)	:	ভোর পাঁচটায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী ভবন এবং সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী, ভোর ৬টায় শহীদানদের মাজার জিয়ারত এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শপথ গ্রহণ। বিকাল তিনটায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিরাট ছাত্রজনসভা ও সন্ধ্যায় গণ-সংগীতের আসর।

মুদ্রণেঃ ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/৩, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ১৪-দফা দাবী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী

গণস্বার্থ ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

রক্তক্ষয়ী গণ-সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানে প্রথমবারের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়া বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে শাসনতন্ত্রের ইস্যু সামনে আসিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য সংগ্রাম করা বর্তমান মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী ছাত্র জনতার মধ্যে জনপ্রিয় করা ও উহা ব্যাখ্যা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট উহা উপস্থিত করা সকল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর কর্তব্য বলিয়া এই কাউন্সিল ঘোষণা করিতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞাপনসম্মত সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, গণতান্ত্রিক ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবীতে ছাত্রসমজসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এই কাউন্সিল আহবান জানাইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র সুনির্দিষ্ট দাবী উত্থাপন করিতেছে্

এই কাউন্সিল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র গণসংগ্রাম গড়িয়া তোলার আহবান জানাইতেছে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথ বাধাহীন করার জন্য এই কাউন্সিল LFO-র বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দাবী

১। পাকিস্তানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ১৮ বৎসর বয়স্ক সকল নর-নারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠন করিতে হইবে। প্রতি ৪ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

পার্লামেন্ট হইবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশকি গভর্নরগণ হইবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

২। পার্লামেন্টের উপর জনগণের প্রত্যক্ষ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন মত নির্বাচিত সদস্যদের ফিরাইয়া আনার অধিকার জনগণের হাতে দিতে হইবে।

৩। জাতি ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিতে হইবে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধর্মের

ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না, তবে যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার বেআইনী করিতে হইবে। রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

৪। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজ বিবেক অনুযায়ী দল, সংঘ-সংগঠন গঠনের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক নাগরিক অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সকলের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ না করার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মেহনতি কৃষক, মজুর, কর্মচারী প্রভৃতি জনগণের রুটি রুজির প্রভৃতি সংগ্রামে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে এবং সরকার যাহাতে মেহনতি শোষিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয় উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার মত মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, খোদ কৃষকের হাতে জমি, সকলের জন্য শিক্ষা, কর্মচ্যুত ও অন্যান্য বেকারদের ভাতা, ন্যূনতম চিকিৎসা পাইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি দেওয়া।

৫। পাকিস্তানে যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডরেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিতে হইবে। জাতিসমূহের এইরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সরকার গঠন করা চলিবে।

৬। উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতে উর্ধ্বপক্ষে এগার দফা কর্মসূচী মোতাবেক দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত) ও মুদ্রা (ছাপান) -এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত থাকিতে পারে। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে এগার দফা মোতাবেক সকল জাতী-গোষ্ঠীর নিজস্ব সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা বা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

৭। বৃহৎ অথবা শক্তিশালী জাতি যেন ক্ষুদ্র অথবা দুর্বল জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত তাহার উপর চাপাইতে না পারে উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে-উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি চালু করিতে হইবে এবং বাংলা ও উর্দু দুইটি রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে চালু করা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি জাতির চারটি মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ছোট ছোট উপজাতিসমূহের উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে।

৮। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা বা বিদেশী শোষক সমাজবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না। কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না।

৯। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র কাঠামো নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগের ব্যবস্থা রহিত করিয়া প্রদেশ হইতে কর্মচারী গ্রহণের ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইন হিসাবে প্রণয়ন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্টও অনুরূপভাবে গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টে একজন মাত্র নির্ধারিত বিচারপতি না করিয়া পাঁচটি জাতির পাঁচজন বিচারপতি হইতে রোটেশন ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদ হইবে নিয়োগকর্তা। রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন স্থায়ী পদসমূহের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ও বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। বিচার বিভাগ হইবে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন।

১১। সরকার বিনাবিচারে আটকের কোন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না এবং যে কোন সরকারী অর্ডিন্যান্স তিন মাসের বেশী সময় কার্যকরী থাকিতে পারিবে না।

১২। নারী সমাজের সম-অধিকার স্বীকার করা ও তাঁহাদের সরাসরি ভোটে আইন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। মহিলাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের অবসান ঘোষণা করিতে হইবে।

১৩। দেশরক্ষা বাহিনীর উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং দেশরক্ষা বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে হইবে।

১৪। যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রভৃতি প্রশ্নে এক মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

মুদ্রণেঃ ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষে প্রচার সম্পাদক এ কে এম জাহাঙ্গীর কর্তৃক ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক	দৈনিক সংগ্রাম	২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

পিন্ডিতে বিশেষ বৈঠক

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (পিপিআই),- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম, ইয়াহিয়া খান আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ভবনে সকল প্রদেশের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক বিশেষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সরকারী সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

এই বিশেষ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি, এম পীরজাদা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী ঘোষণায় আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী পরিষদ বাতিল

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি/পিপিআই)-দেশের বর্তমান পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ সোমবার সকাল থেকে মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়েছেন বলে গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট (কেবিনেট ডিভিশন) থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিক্রিয়া

পিপলস পার্টির মুখপাত্র এবং জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা গতরাতে বলেন, তাঁর দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করা হয়েছে।

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, বাতিল মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে রাজধানীতে কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রীদের কেউ আজ অফিসে যাননি। তাঁরা নিজ বাসভবনে অবস্থান করেন এবং মালপত্র গোছানোর ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

রাজনৈতিক প্রস্তাব

নির্বাচনের গণরায় কার্যকরী করার প্রশ্নে আমাদের কর্তব্য

১। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে বসিবে ইহাই সকল জনগণ আশা করিয়াছেন। এবং জনগণ ইহাও আশা করিয়াছেন যে, ঐ অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণ-প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের হাতে দেশের শাসনভার হস্তান্তরিত হইবে। বিলম্বে হইলেও ৩রা মার্চ পরিষদের যে অধিবেশন আহবান করা হইয়াছে তাহা অনুষ্ঠিত হউক ইহাও জনগণের আশা। এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম ভাবে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হউক ইহাও আজ পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবী।

২। কিন্তু জনগণের ঐসব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে শাসকগোষ্ঠী ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা যাহারা পূর্বাপর গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ কতকগুলি চক্রান্ত করিতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নয়া নেতা পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টোর বর্তমান ভূমিকার মাধ্যমে এই চক্রান্ত প্রকাশ পাইতেছে। ভুট্টো নানা প্রকার গণতন্ত্রবিরোধী ও অযৌক্তিক কথা তুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকিয়া যাইতেছে।

৩। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে কি বসিবে না, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে কি হইবে না, প্রণীত হইলে উহা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করিবে কি করিবে না এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে কি হইবে না-এই সমস্ত বিষয়ে একটা গভীর অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙ্গালীবিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে।

৪। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা দাবী করিতেছি যে, জনগণের উপরোক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও নির্বাচনে জনগণের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিতেই হইবে এবং উহার কোরাম পূর্ণ হইলেই ঐ বৈঠককে আইনসিদ্ধ বলিয়া গন্য করিতে হইবে। জাতীয় পরিষদের এই বৈঠকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এক্ষেত্রে আমরা দাবী করি যে, পাকিস্তানের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এই পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে প্রেসিডেন্টকে তাহাই অনুমোদন করিতে হইবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

৫। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে পরিষদের অধিবেশন যদি না বসে, যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে না দেওয়া হয়, যদি গৃহীত শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি প্রদান না করেন বা কোন না কোনভাবে গৃহীত শাসনতন্ত্র নস্যাৎ করা হয়, তথা যদি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাচনে গণরায়কে বানচাল করা হয় তাহা হইলে

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণকে সমগ্রভাবে ও নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তথা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতে হইবে। সারা পাকিস্তানে এই সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের জন্য একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী অর্জিত হইতে পারে-এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বর্তামনে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করিতে না দেওয়া হইলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন এই অঞ্চলে একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতে পারে। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের এই সংগ্রামকে অবাঙ্গালী জনগণবিরোধী খাতে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় আমাদের কর্তৃব্য হইবে, বাঙ্গালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে জনগণের এই সংগ্রামে আমাদের শরীক থাকা এবং ঐ নীতির ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐকব্যদ্ধ করিয়া এই সংগ্রামকে সঠিক গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিতে প্রচেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণ ও অবাঙ্গালী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। বরং ইহা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমশত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গ। এই সংগ্রামে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অবাঙ্গালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রাম জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এবং সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।

৬। আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে পূর্ণভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। *

---

* এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী মণি সিংহ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা চাপিয়ে দেওয়া হবে নাঃ শেখ মুজিব	দ্য ডন	১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB WILLING TO ACCEPT ANY GOOD WORD OR SUGGESTION
WEST WING MNAs INVITED TO JOIN IN CONSTITUTION MAKING TASK.
No imposition of Six-Points.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, emphasised today that all members of the National Assembly as the elected representatives of the people should attend the session and take part in the framing of a constitution. "We must sit and discuss and frame a constitution", he said while replying to an address of welcome presented by the Dacca Chamber of Commerce and Industry.

In an oblique reference to Mr. Bhutto's pre-condition for attending the Assembly session, the Awami League Chief said he had no power to give any assurance to anyone. "Who am I to give any assurance", he asked.

He said if an individual member of the Assembly said any reasonable thing, it would be accepted. He also reiterated his assurance that Six-Points would not be imposed on anyone.

The Awami League Chief said the Six-Point Programme had not been presented for the people of Bangla Desh only. "Whatever rights and autonomy we want for Bangla Desh we want the people of the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan also to enjoy". He emphatically said the Six-Points were not his property any more- it belonged to the people and, therefore, he had not the right to amend it in any form whatsoever.

Referring to the talk of "dictatorship of the majority", Sheikh Mujib said those who had raised this bogey in fact wanted to establish the dictatorship of the minority.

Obviously referring to Mr. Bhuttos remarks, the Sheikh said those were not only objectionable but had also created apprehension about the future. He said if 16() members from East Pakistan, like Mr. Bhutto's 83, refused to attend the National Assembly session, he did not know what would happen.

The Sheikh said conspiracy was going on even after the election results, to foil the gains of the election. He warned if any attempt was made to create hindrance in the process of democracy he would not be responsible for the consequences.

Socialistic economy.

The Awami League Chief said he was determined to establish a Socialistic economic order in the country, not through revolution but through- evolution, the economy would be people oriented so that the ordinary people-the workers, cultivators and the like-got economic justice. He also said he would not allow monopoly and cartel in East Pakistan. There would be no 22 families in Bangla Desh, he said.

The Sheikh was the chicf guest at a reception held in his honour and in honour of the newly elected members of the National and East Pakistan Assemblies. Held on the lawns of the East Pakistan Assembly Building, the reception was attended by members of the diplomatic corps, officials and elite of the town.

The Awami League Chief referred to the continued conspiracies being made to foil the transfer of power to the people and said if obstructions continued, they would be responsible for its consequences.

“We will die but will never surrender” he emphatically declared.

Sheikh Mujib declared amidst cheers that Pakistan would continue to stay and so the Bangla Desh, the Punjab. Sind, NWFP and Baluchistan. What would cease to exist would be exploitation of man by man.

While discussing in detail the continued exploitation of the people of Bangla Desh during the last 23 years. Sheikh Mujib said that they believed in Socialism. He said that without Socialist pattern of economy, 70 million people cannot live in an area of 55,000 square miles.

Period of exploitation.

Sheikh Mujib said that the 23-year post-independence period was an era of exploitation, frustration and gloom for the people of Bangla Desh who had turned into utter destitute. He said that had the "Quaid-i-Azam, the founder of the State, would have been alive today, he must have said that he did not want such Pakistan."

People, he said, struggled and made tremendous sacrifices to achieve freedom in the hope of having a better life. But instead, they were exploited all these years so much that their very backbone had broken. Who were responsible for this continued exploitation? - He asked.

The Awami League Chief said that the Province was beet with all-round problems. Seventy lakh people are unemployed in the Bangla Desh and there was unending flight of rural populace to the urban areas in search of employment and food. He said that during 23 years, not even 15 per cent people are in Central Government services and Armed Forces from Bangla Desh. He said that representation of the people of Bangla Desh in Central Services would be made on population basis.

This however he said, could not be achieved overnight but within a stipulated period. He expressed his determination to solve unemployment problem. "We will not allow people to die of starvation", he added.

Sheikh Mujib said that although East Pakistan earn bulk of foreign exchange after independence 80 per cent of the foreign exchange was spent in West Pakistan. He said that it was through deliberate measures, the flourishing hand loom industry of Bangla Desh had to face extinction resulting in 20 lakh persons un-employment to ensure protected market for the finished goods of West Pakistani mills. In i/ic name of protection, the people of Bangla Desh had to purchase cloth at a price six times higher than that of the imported cloth from Japan and other countries.

He said that jute, the backbone of the economy of the Bangla Desh, had to loose export market through a deliberate defective policy.

Tea was no more exported from East Pakistan as it finds its way to Middle Eastern countries through backdoor. He said that tobacco, another cash crop of the Province was facing crisis. He added that by imposing duty on salt manufactures, thousands of people had been rendered jobless to the benefit of salt producers of West Pakistan.

Nationalisation.

Sheikh Mujib once again declared that banks and insurance companies would be nationalised for the good of the poor people. He said that 22 families had their firm grip and monopoly over their banks, opening letter of credit on telephone, whereas the middle class traders were denied of any such benefit from the banks. Those capitalists used to have their deposits in West Pakistan and draw overdraft in East Pakistan.

Turning to the capitalists, he said that they came to Bangla Desh with meager capital and turned into millionaires within this period. How they have amassed such fantastic assets, he asked and said that it was all through exploitation as the money had not fallen from the heaven.

Sheikh Mujib said that whenever poor workers raised their demands for pay increase, they were beaten in the name of maintenance of law and order.

Imbalance.

Speaking about the economic and other imbalance between the two Wing's the Awami League Chief said that there were only 600 beds in hospitals in East Pakistan having 56 per cent country's population whereas there were 26,000 beds in West Pakistan. Who is responsible for such state of affairs, he asked.

The Central Government, he said, should not have allowed such state of things to take place.

Sheikh Mujib said that people from Bangla Desh had been going to West Pakistan during all these 23 years. He said that one had to go to Karachi to obtain a permit for even simple matters relating to business and for jobs. The Awami League Chief said that he himself had to stay for three months in Karachi for Constituent Assembly.

Call to traders

Turning to the business community. Sheikh Mujib said they in the past had failed to rise to the occasion and did not side with these workers, peasants and students during struggle for the realisation of the legitimate rights of the people of Bangla Desh.

He hoped that they would not fail if in future the people of Bangla Desh plunged themselves into a struggle for establishment of their rights. Otherwise, he said, “you will cease to exist, or even if you exist you will live just like slaves.”

He told the non-Bengali businessmen in Bangla Desh that it is wrong to say that his party will not allow them to trade in Bangla Desh after realisation of the Six-Point Programme. “You trade here and we never tell you to leave here. But please stop the flight of capital” he requested them.

Slogan explained.

Sheikh Mujib said that the “Joy-Bangla” (victory of Bengal) was not a political slogan. Sheikh Sahib said that the slogan was a slogan for autonomy, economic and social freedom of Bangla Desh. It was also a slogan for the right of living and freedom of culture he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	মর্নিং নিউজ	২ মার্চ, ১৯৭১

YAHYA PUTS OFF NATIONAL ASSEMBLY SESSION
Text of President Yahya Khan's statement on March 1, 1971

The following is the text of President Yahya Khan's statement:

"Today, Pakistan faces her gravest political crisis. I, therefore, consider it necessary to apprise you of the situation and the action that I propose to take to resolve our present difficulties.

But before I do that let me recount to you the steps that I took from the day that the responsibility for the administration of this country devolved on me to transfer power to the elected representatives of the people.

In my very first address to the nation, I had indicated the need for the smooth transfer of power. Since then we have moved forward step by step towards the achievement of this aim.

In spite of there being Martial Law in the country I did not ban the political parties and in fact permitted full political activity with effect from the first of January 1970.

Later in March 1970 the Legal Framework Order under which elections were to be held, was duly notified. All other work, including delimitation of constituencies and preparat ion of electoral rolls, was completed with speed.

The election campaign which was long and arduous, ended up in, what we may all claim with pride one of the most peaceful and well-organized general elections on the basis of adult franchise.

As you know, the elections were finally completed on 17th January 1971.

Just prior to the elections in my address of the 3rd of December, 1970, I had suggested to the leaders of the political parties that it would be useful for them to employ the period between the elections and the first session of the National Assembly in meeting each other and arriving at a consensus on the main provisions of our future constitution.

I had, at the time, indicated that to be successful these meetings would call for spirit of give and take, trust in each other and realisation of the extreme importance of this particular juncture in our history. Appreciating the great significance of such exchanges of view between political leaders I tried to facilitate the process by giving them enough time to do so.

I, therefore, decided to fix the third of March as the date of the inaugural session of our National Assembly.

In the past few weeks certain meetings between our political leaders have indeed taken place. But I regret to say that instead of arriving at a consensus some of our leaders have taken hard attitudes. This is most unfortunate. The political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West is a most regrettable situation. This has cast a shadow of gloom over the entire nation.

The position briefly is that the major party of West Pakistan, namely, the Pakistan People's Party, as well as certain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly session on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a later date.

I have repeatedly stated that a constitution is not an ordinary piece of legislation but it is an agreement to live together. For a healthy and viable constitution, therefore, it is necessary that both East and West Pakistan have an adequate sense of participation in the process of constitution making.

Needless to say I took this decision to postpone the date of the National Assembly with a heavy heart. One has, however, to look at the practical aspects of such problems. I realized that with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the Assembly if we were to go ahead with the inaugural session on the 3rd of March the Assembly itself could have disintegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power that has been outlined earlier would have been wasted.

It was, therefore, imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable understanding on the issue of Constitution-making. Having been given this time I have every hope that they will rise to the occasion and resolve this problem. I wish to make a solemn promise to the people of Pakistan that as soon as the environments enumerated earlier become, conducive to Constitution making I will have no hesitation in calling the Session of the Assembly immediately. As for myself. I would like to assure my countrymen that I shall do everything in my power to help the political leaders in. achieving our common goal with even handed justice which I have all along been doing.

"In the end, I pray to Almighty Allah to guide us all in acting according to the dictum of the Father of the Nation, namely, faith, unity and discipline. I appeal to the political leaders and all my countrymen to exercise the utmost restraint at this grave hour of our lives."

(a)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবানসহ শেখ মুজিবুর রহামনের ঘোষণা	দি পিপল	২ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB'S CALL FOR EMANCIPATION OF BENGALEES

Talk with pressmen after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani, on March 1, 1971.

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, while talking to the pressmen immediately after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani following the announcement of the postponement of the National Assembly session, said that he would make all sacrifices for the emancipation of the 70 million Bengalees.

He further said that a united fight has to be put for ending the colonial treatment to which Bangalees have been subjected for the last 23 years.

The Sheikh said: "Only for the sake of a minority party's disagreement the democratic process of constitution making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate as far as we are concerned. We are the representatives of the majority people and we cannot allow it to go unchallenged".

Sheikh Mujibur Rahman announced a programme for the next 6 days which included observance of complete strike today in Dacca and a country-wide strike on the 3rd March the date earlier fixed for the National Assembly to meet. On the 7th March a public meeting will be held at the Race Course Maidan in which the Awami League Chief shall announce the final programme. The Sheikh uttered a note of warning: "You will see history made if the conspirators fail to come to their senses". In a determined voice, Sheikh Mujib declared:

We are ready for any consequence. I have mentioned many times the fact that a conspiracy is going on in this country. There was a General Election and the people have elected us to serve them and we have a responsibility towards them. But in spite of the clear verdict in our favour, the conspiracy has struck its root.

The majority of the elected representatives of the people are from Bangla Desh and in collaboration with the elected representatives from West Pakistan with the exception of Bhutto's and Qayyum's Parties we were quite capable of framing the Constitution. We cannot betray our people and we cannot betray the trust the people have placed on us. We shall continue our struggle until we achieve our goal. You know that there is Martial Law in the country. But the Chairman of the Pakistan People's Party has threatened the members of the National Assembly from West Pakistan who were willing to come to East Pakistan to attend the session that they would be liquidated if they come to East Pakistan to attend the National Assembly Session. Mr. Bhutto has taken the Law in his own hands. Is the Law and Order situation only meant for the poor Bengalees?"

Sheikh Mujib continued “We want co-operation and we have told them repeatedly that they should come to the National Assembly where we will be able to discuss the framing of the constitution for five days at a time and hold discussion for another five days. Democracy demands that the voice of the majority should be accepted. But in our case, the minority party has always had the upper hand. I suggested that 15th February be set for the opening of the National Assembly, but the Assembly was called for in the first week of March in accordance with the wishes of the minority party.

“This is nothing but a conspiracy which has been played for long 23 years in this country and is still going on only to exploit the 70 million people of Bengal. It is intended to keep Bengal as the colonial market and we are fighting for justice and fairplay and we shall continue Fighting until we achieve our goal”.

In reply to a question whether he would proclaim unilateral Independence, Sheikh Mujib said “You Wait”. When asked by correspondent whether he was consulted before the postponement of the National Assembly, he said. “No”.

To a question of another correspondent regarding the unarming of the Police force at Rajarbagh Police Lines Sheikh Mujibur Rahman expressed his ignorance about it and requested the Press to publish any information they may have in this respect.

When asked whether he apprehended arrest of his Party members, he said that they were ready, for any consequences. Many times they had courted arrest before. He added, “My people are with me and let us hope for the best and prepare for the worst”.

When asked whether he will oppose Censorship if imposed on the Press Sheikh Mujib replied, “I oppose everything that curbs the freedom of the people”.

He informed the press that members of the Awami League Parliamentary Party renewed their pledge to fight to the end and make any sacrifices to achieve the rights of the people. He categorically declared that any sacrifice was too small for the emancipation of the people of Bangla Desh. He also informed that he would discuss latest developments with Moulana Bhashani, Md. Nurul Amin, Mr. Ataur Rahman Khan. Professor Muzaffar Ahmed and other leaders, as soon as possible.

Replying to a question about the fate of non-Bengalees living in Bengal, the Awami League Chief said, “they are sons of the soil, they should think this soil as their own and they must join with the people here”.

To a question as to what West Pakistan should do Sheikh Mujib said, “they should also rise to the occasion and protest against this conspiracy.”

In course of his 'talk Sheikh Mujibur Rahman stated that Mr. Bhutto had always been acting in the most irresponsible manner. During the Round Table Conference called by Ayub Khan, he declined to attend. Bhutto had also refused to participate in the elections but subsequently agreed to participate. Now he has refused to attend the proceedings of the National Assembly and in all these instances he was given decided preference over the leader of the majority party. Sheikh Shahib stated, "So far as I am concerned, my people have given a verdict on the six-point programme and we shall form the constitution on the basis of Six points and Eleven Points".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (প্রচারপত্র)	২ মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের
খোলা চিঠি
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

তারিখঃ ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়-দফার অর্থনেতিক দাবীসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাংগালী শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেছেঃ

(১) পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ভ-বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের সূচনার আহবান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রুখতমেরও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ‘‘জাতীয় মুক্তি পরিষদ’’ বা ‘‘জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট’’ গঠন করুন।

(৫) প্রকাশ্যে ও গোপনে, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহবান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবেঃ

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ববাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকাশ শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে সনাতনদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব-বাংলার জাতয়ি বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিযন, অধিকার; ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকলক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ।

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব-বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট বুলেটের নিকট আত্মসমর্পন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব-বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব-বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রশাসন করেছে স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব-বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ।

পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন

গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন

সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন।

পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৩রা মার্চ, ১৯৭১

ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী

সূত্রঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

১। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

২। এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙ্গালী ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে।

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছেঃ

গত তেইশ বছরের শোষন, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীরা মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ' রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন কতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃংখলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবেঃ

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(খ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙ্গালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রুসৈন্য হিসেবে গন্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে-কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্ততি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি..........' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়কঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে-

* স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়-মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
* বীর বাংগালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* মুক্তি যদি পেতে চাও-বাংগালীরা এক হও।

বাংলা ও বাংগালীর জয় হোক

জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দ্য পিপল	৩১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB STRONGLY CONDEMNS FIRING-BANGLADESH CANNOT BE SUPPRESSED AS COLONY ANY MORE.
Press statement issued on March 2, 1971

Shiekh Mujibur Rahman in a Press statement issued last evening, strongly condemned the killing of unarmed persons at Farm Gate and urged the government to desist forthwith from this reckless course. He reminded that Bengalees could not be suppressed any more and they would no longer tolerate exploitation as a colony or as a market.

Sheikh in his statement said, "Unarmed boys have been Jired upon today. At least two have died, and several more are seriously injured. They have been shot at because they along with the rest of the people of Bangladesh had stood-up to protest against the gross insult inflicted upon Bangladesh by the powers that be. I strongly condemn such firing and urge the elements who are seeking to co-confront the people with force to desist forthwith from this reckless course. They should be reminded that firing upon unarmed masses amounts to genocide and is a crime against humanity. They should know that if Bangladesh is a Jire, as it will be, if such confrontation continues then they will nor be able to escape the flames.

"We, as the elected representatives of the seventy million people of Bangladesh, were ready to sit with the representatives from the Western Wing on the 3rd March for the purpose of constitution-making. Indeed some of the representatives from the Western Wing had already come to Dacca. But then a sudden and unwarranted intervention prevented this sitting from taking place.

"The intervention was prompted by an intransigent minority group, which as the protector of the vested interests of the western wing and their bureaucratic lackeys had declared that the sitting should not be held except on terms dictated by them. They had even gone to the length of nakedly threatening to "deal with" other west wing representatives who dared to defy such dictation. Such denial of the rights of the representatives of the majority of the people at the behest of an undemocratic minority is an intolerable insult to the people.

Since the people of Bangladesh would not submit to such dictation or intimidation they are now sought to be confronted by force. It is tragic that planes which might have carried elected representatives from the Western Wing should instead be engaged in lifting military personnel and arms. If these measures are intended to cow down seventy

million Bengalees, the spontaneous demonstrations of the will to resist displayed throughout Bangladesh since yesterday should prove to the world that Bengalees cannot be suppressed anymore and that they are determined to be the free citizens of a free country. They will no longer tolerate being exploited as a colony or a market.

“At this critical hour it is the sacred duty of each and every Bengalee in every walk of life, including government officials, not to co-operate with anti-people forces and indeed to do everything in their power to foil the conspiracy against Bangladesh.

“Now that representatives have been elected by the people are the only legitimate source of authority, all authorities are, therefore, expected to take note of this fact.

“In the circumstances, there is no justification for the continuation of Martial Law or military rule by a single day. I, therefore, urge the immediate withdrawal of Martial Law, an immediate end to the 'confrontation' and the removal of obstacles to the exercise by the people's representatives of the power, that is rightfully theirs.

"Our movement will continue till the above demands are met and till the people of Bangladesh realize their emancipation.

"I am announcing our programme of action till 7th March and am issuing the following directives to our people:

(a) Province-wide Hartal to be observed on each day from 3rd March 1971 to the 6th March, 1971 from 6 a.m. to 2 p.m. in all spheres including government offices, Secretarial, High Court and other courts, semi- government and autonomous corporation, PIA, Railways and other communication services, transport, private and public, all mills, factories, industrial and commercial establishments and market. Exemptions are to be extended to: Ambulances, press cars, hospitals, medicine shops, electric and water supply. All persons are urged to observe the Hartal in a peaceful and disciplined manner and to ensure that no untoward incident such as looting, burning, etc., takes place. In particular people should be alert against agent- provocateurs and should remember that everyone living in Bangladesh no matter where he originates from or the language he speaks is for us a Bengalee and their person, property and honor are our sacred trust and these must be protected.

(b) 3rd March which was to have been the day for the sitting of the National Assembly should be observed as a day of national mourning, on which occasion I will lead a procession from Paltan Maidan at 4 p.m. immediately after the conclusion of the meeting being held by Students League,

(c) In the event of radio, television or newspapers failing to cover our version of events or our statements, all Bengalees serving in these agencies should refuse to co-operate with such gagging of the voice of the seventy million people of Bangladesh.

(d) On 7th March 1971 at 2 p.m. 1 shall address a mass rally of our people at the Race Course Maidan, when further directives will be issued.

(e) I would urge our people to continue with our common struggle in a peaceful and disciplined manner. I would remind them that any breach of discipline would be against the interest of our movement and will serve the interest of agent provocateurs and the anti-people forces."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় জনসভায় ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব	দ্য ডন	৪ মার্চ, ১৯৭১

WITHDRAW FORCES AND TRANSFER POWER
Sheikh Mujibur Rahman's speech in a public meeting at Dacca
on March 3, 1971.

Dacca. March 3: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today urged the authorities to withdraw the forces from the city and hand over the power to the elected representatives of the people.

The authorities must realize that the people wanted self-rule and if they were resisted by force they would not hesitate to sacrifice their life, the Awami League Chief said while addressing a massive public meeting at Paltan Maidun here this afternoon.

He also issued directives to the people of Bangladesh not to pay any taxes until and unless power was transferred to the people's representatives.

The massive public meeting was organized by the Students' League as a part of the province-wide hartal call given by the Chief of the Awami League.

"By obstructing the constitutional method the authorities have virtually compelled the people to shed their innocent blood for realizing their legal rights. This is absolutely intolerable. I appeal to the authorities concerned to immediately stop this wrong course by withdrawing Martial Law and transferring power to the elected representatives."

The massive public meeting was presided over by the Students' League Chief, Mr. Nurc Alam Siddiqi. The meeting was also addressed, among others, by the General Secretary of Jatiya Sramik League Mr. Abdul Mannan, the General Secretary of the Students League, Mr. Shahjahan Siraj, and the General Secretary of the Dacca University Central Students. Union (DUCSU) Mr. Abdul Quddus Makhan.

In an emotion choaked voice the Sheikh in his 30-minute speech called upon the people to continue their struggle in a peaceful and organized manner.

He urged the people to be alert against agent-provocateurs and to maintain complete peace and discipline, otherwise the purpose of the movement would be spoiled.

He called upon the people from all walks of life to rise to the occasion and protect the life and property of everyone living in this part of the country, whether Hindu or Muslim. Bengali or non-Bengali.

Reminding the authorities that he as well as the people of Bangladesh were ready to die for the realization of people's legitimate rights, he declared in clear-cut terms that the people were ready to face all the eventualities.

He said that he would never betray the cause of the people of Bangladesh even facing death.

The Awami League Chief said that the authorities had taken action against those who had been asking for peaceful transfer of power.

Announcing his programme of action up to March 7 next, he said that he would seek help and co-operation from all shades of opinion for the success of the movement.

He said that the hartal would be observed throughout Bangladesh everyday from 6 a.m. to 2 p.m. After the hartal the vehicles should be allowed to move. He suggested and urged the people to pay a bit more to the rickshaw pullers to cover their day's earnings.

He will address a mass rally at the Race Course Maidan at 2 p.m. on Sunday. He said that hartal was to be observed in all organizations, including Government offices, Secretariat, High Court and other courts, semi-Government and autonomous corporations, PIA, Railway and other communication services, transports, all mills, factories, industrial and commercial establishments and markets.

He said that the forces were being maintained for protecting the country, and they could not be used against the common masses. Sheikh Sahib urged the authorities to pull back the forces to their barracks without further delay.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had no language to condemn the incidents that took place in the city last night.

Sheikh Sahib made it clear that the present situation in the country was not the creation of his or any other people of Bangla Desh, but of the conspirators who had been trying to sabotage the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people. The majority party had been even ignored while taking important national decisions, he said.

Sheikh Sahib advised each and every person of Bangla Desh to observe the hartal according to schedule in a peaceful and disciplined manner.

He, however, said that exemptions were to be extended only to ambulances, Press cars, hospitals, medicine shops, water and electricity supply.

Sheikh Sahib said that the speech at Paltan Maidan today might be his "last speech" and advised the people to continue their struggle in full swing even if he was absent. He said that there were a chain of leaders, among his companions, who would be able to continue the struggle without any trouble.

The Sheikh who was earlier scheduled to lead a huge procession after the meeting, announced that the procession would not be led. Instead he led a prayer for the salvation

of the departed souls of the martyrs who had, he maintained, died in the struggle for democracy.

Other speakers at the meeting called upon the people to maintain peace and harmony among the people and desist from looting and other anti-social activities.

They declared in unequivocal terms that the people of Bangla Desh could not be suppressed any more and they must achieve, their goal at any cost.

The meeting in a resolution condemned the firings in different parts of the city during the last two days and prayed for the salvation of the departed souls. It expressed its deep sympathy with the members of the bereaved families.

In another resolution, the meeting called upon the people from all walks of life to lake active part in the movement for the realization of the people's rights under the dynamic leadership of Sheikh Mujibur Rahman.

The meeting took a fresh vow for the establishment of a society in Bangla Desh, where there would be no exploitation and people would live in peace.

Sheikh Mujib gave call for "peaceful Satyagraha" movement for the realization of the rights of the people of Bangla Desh and appealed to the people to maintain peace for the success of the struggle.

Sheikh Mujib also appealed to the people to guard against looting and arson and to maintain peace at all costs. Any attempt to disrupt peaceful life must be resisted, because without strict discipline no mass movement could attain any success.

Sheikh Mujib appealed for communal peace and added the Biharis and non-Muslims "are our sacred trust".

He referred to the sacrifice of lives by Bengalis during the last 23 years and during yesterday's observance of hartal in the City.

He said "I do not know how many people died yesterday," adding that he himself heard the firing of machine-gun. He also led the prayer at the meeting for those who died. The dead bodies of a few persons, who died yesterday, were also brought to the public meeting.

Sheikh Mujib said he wanted to spell out the future course of action, and added if the attitude of the Government remained unchanged till March 7, he would give out his mind at the race course, where he is scheduled to address a public meeting. He said if he failed to turn up for any unforeseen reasons there would be others to announce the future course of action.

He said the maintenance of discipline was the prerequisite for the success of any mass movement. Without discipline no movement could achieve any tangible results "no matter how many lives we sacrifice." He particularly reminded the volunteers of their responsibilities in this connection.

Sheikh Mujib said "we are not responsible for the present state of affairs". He said they as the majority party in the country were in favor of the National Assembly session on February 15, but Mr. Z. A. Bhutto wanted it to be deferred to the first week of March, and when it was summoned to meet today he (Bhutto) oppose it again.

The Awami League Chief regretted the stand taken by the People's Party chief on the session of the National Assembly, which was to begin today, and added although they "were ready to attend the session the use of arms was" directed at the Bengalis. He also referred to threats of PPP chief to set a fire West Pakistan if the session was not postponed.

Sheikh Mujib, in an apparent reference to West Pakistan leaders, said "If you do not want to frame one constitution let us frame our own constitution and you frame your own. Then let us see if we can live together as brothers".

The Awami League Chief said the people of Bangla Desh freed him from jail at the cost of their lives and shed their blood in the last. "We are ready to make further sacrifices and give more blood." He added: "You cannot suppress the Bengalis by killing 70,000,000 Bengalis."

Sheikh Mujib said if he died his soul would be there to be happy to find the Bengalis free and that they have two square meals a day to survive.

Sheikh Mujib said they did not have any grudge against the poor people of West Pakistan. They had been trying to live together for the last 23 years but West Pakistan now wanted to secede because they knew it well by now that they could not perpetuate their exploitation on them.

The Awami League leader also called upon the Press not to obey any restriction on them, if any, and if they failed to resist it they should refuse to attend their offices. He told the Press that "it is a national struggle", and everyone's participation was essential.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	দ্য ডন	৪ ও ৫ মার্চ , ১৯৭১

PUNJAB PAKISTAN FRONT'S PLKA TO DISOWN BHUTTO

Report of PPF's meeting at Lahore on March 3. 1971

The organizing committee of the Punjab Pakistan Front, today expressed the view that the demand of Sheikh Mujibur Rahman for the immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to popular representative deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan and urged the Punjab people to "disown Mr. Z. A. Bhutto's leadership to wrest back (he democratic initiative", at present lost on account of what the committee described as Mr. Bhutto's perverse politics.

The meeting of the organizing committee held at the residence of its convevener, Malik Ghulam Jilani, here today placed on record its deep concern and sense of dismay at the "unfortunate decision" to postpone indefinitely the first session of the National Assembly which had been called at Dacca this month.

The committee was of the opinion that the decision was "completely unwarranted, uncalled for and unjustifiable."

In the committee's opinion the decision had been forced on the country by the "reckless and insupportable ambition" of one single person who claimed to speak in the name of West Pakistan although he held a clear majority in barely one of the four provinces of West Pakistan.

That this one province should happen to be the Punjab, was a matter which the committee regarded as a "shame and slur on the fair name of the Punjab". The committee was convinced that when the people of the Punjab were lured into voting for the People's Party, the party was totally uncommitted, whether for or against any specific constitutional scheme.

"The People’s Party has completely abused the trust reposed in the party by the people of the Punjab, as also of such other parts of the country where the People's Party candidates were returned."

"Indeed by its current anti-democratic stand the People's Party has already betrayed the cause of the people and proved itself unworthy of their confidence" it said.

This committee considered it imperative that the people of the Punjab should disown Mr. Bhutto's "perverse politics" and "unmistakably fascistic trend which he has come to personify. "

"There is only one parallel to the manner in which Mr. Bhutto has slighted the National Assembly and frustrated what might have been Pakistan's last chance to acquire a democratic constitution-Hitler's putsch at the time of Weimar Republic and burning of the Reichstag" if remarked.

Aware of the extreme urgency and delicacy of the present crucial juncture in Pakistan's history the committee felt that the struggle for a democratic constitution in fact and in effect represented the struggle for the survival of Pakistan. It was inconceivable that a country which had nothing except an army to hold it together should endure indefinitely in the modern world. Keeping this in view, it said, to argue, as the leader of the People's Party has been doing, that a constitutional programme, which has the implicit as well as explicit support of by far the most populous province of the country, violates the integrity of the nation is to give away the game in advance and write off the very idea of national integrity. After all, who is the nation if the majority of the people composing it are already arrayed on the other side of its integrity."

The committee was of the opinion that the postponement decision had destroyed all avenues of democratic initiative and placed a veto on the national aspirations in the hands of one man who was obviously bugged by a pathological lust for power to the exclusion of all other considerations. This initiative must be wrested back for the people, the committee felt.

The committee, under these circumstances, said Sheikh Mujibur Rahman's demand for the immediate withdrawal of the Martial Law and transfer of power to popular representatives has become unexceptionable and deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan."

(Karachi-March 4. 1971.)

TRANSFER OF POWER TO AWAMI LEAGUE NOW ONLY SOLUTION OF CRISIS

Report of the Press Conference at Karachi Press Club on March 4,1971 by Air Marshal (Retd.) Asghar Khan.

Air Marshal (Rctd.) Asghar Khan yesterday advocated "immediate transfer of power to the majority party in the country in order to retrieve the present "close-to-disaster" situation.

Addressing a hurriedly called Press Conference at the Karachi Press Club he said President Yahya Khan should invite Sheikh Mujibur Rahman and hand over power-"real

power" -to him in line with the democratic processes and in the interest of preserving national integrity and solidarity.

He told a correspondent that the constitution-making job could wait. What now took precedence was the transfer of power to where it belonged, namely the single largest party in the National Assembly.

Mr. Asghar Khan flew into Karachi yesterday from Rawalpindi on way to Dacca. He had an appointment with Mr. Z. A. Bhutto in the City but the meeting, according to the Air Marshal (Retd.) could not take place due to Mr. Bhutto's preoccupations. Mr. Asghar Khan will fly out to Dacca this (Friday) morning to meet Sheikh Mujibur Rahman.

He said a hysteria had been deliberately built on six points and he considered it his duty not as a leader of men or head of a political organisation but as a citizen, to defuse it. In his view, the hysteria needed radical, surgical treatment as it was a classical method of delaying the process of ushering in democracy.

He expressed his sense of shock at the happenings in East Pakistan and said: "Our heart bleeds for our brethren there just as it would if the same happened to the people in West Pakistan".

He again emphasized that Sheikh Mujibur Rahman should be immediately called upon to form the Government with all the requisite power and authority. "We cannot see our East Pakistani brethren being treated like this. Nor can we brook our dear country disintegrated", he declared.

The people in West Pakistan, he pointed out. must understand that their counterparts in the Eastern Wing had for long been smarting with a sense of deprivation and frustration. They must be allowed to enjoy and exercise power which after all is their right, he said.

Mr. Asghar Khan told a questioner that while Sheikh Mujib's position on constitution-making was fixed, that of Mr. Bhutto had been flexible in view of the 1 otter's own admission that the People's Party had fought the elections on the basis of foreign policy and economic programme. Therefore, while magnanimity as a majority leader was expected of Sheikh Mujibur Rahman. Mr. Bhutto on his part should have shown greater understanding and harmony, he observed.

The Air Marshal (Retd.) however, made it clear he was opposed to the philosophy behind the six points and thought that such a rigid stand by the Awami League was not necessary. Nevertheless, an understanding was still possible in the larger national interests.

Asked what he would talk to with Sheikh Mujib, Mr. Asghar Khan said he would try to read his (Sheikh's) mind in view of the latest critical situation and see what best could be done to tide over the crisis.

West Wing Concern.

During his slay in Dacca he would also convcy to the people in Hast Pakistan of the great concern of the people in West Pakistan over the latest developments and would impress upon the need for greater harmony, brotherly love and mutual forbearance.

Mr. Asghar Khan was highly critical of the way in which the political situation in the country was allowed to deteriorate progressively during the last three months.

In this, he noted, the responsibility lay on bureaucracy, vested interests, businessmen, and "some" politicians who all combined to thwart democracy in the country.

He said in reply to a question that it was in the global interest of the USA lo have Pakistan divided. An effort was being made whereby it is West Pakistan which is pushing East Pakistan to fall apart, and go in the lap of international conspirators.

Mr. Asghar Khan, however, made it clear that in that eventuality West Pakistan itself would not remain united and integrated, if one half of Pakistan was "finished".

He said he refused to believe there had been any threat of aggression from India. No grave emergency of this nature exists, he added.

Reiterating his plea for the transfer of power, the Air Marshal (Reid.) said that West Pakistan had ruled for 23 years and East Pakistan had immensely suffered. So if East Pakistan were now to rule Pakistan and exercise its democratic right, what if West Pakistan were to suffer a little.

However, lie believed that in the transfer of power lay the good of the entire nation both of East and West Pakistan.

While strongly opposing the action taken in the Eastern Wing against the movement for restoration of democracy, he said, "our hearts bleed when East Pakistani brethren arc being killed with bullets".

Air Marshal Asghar Khan said the people in the Western Wing were strongly against the killings in the Eastern Wing and he for himself would not hesitate to give any sacrifice for the restoration of democracy in the country.

The retired Air Marshal said "Things have gone too far" and if power was not transferred forthwith by the present regime he would launch a movement in support of the East Pakistani people who were really 'frustrated' and disillusioned. He clarified that this was not a threat but a statement of fact'.

He told newsmen that he was leaving for Dacca today to acquaint himself with the existing conditions and the sufferings of the people'.

The only way left to safeguard the integrity and solidarity of the country is to restore democracy in the country’, he said emphatically, and demanded that the armed forces should go to the barracks.

He said lie had thought it fit to leave the national and constitutional problems to the elected representatives for solution, but "the events had moved so fast and so rapidly" that he could not keep aloof and considered it necessary at this stage to come forward and contribute his bit for the solidarity and integrity of the country.

Retired Air Marshal Asghar Khan said that he proposed to meet the leaders of the majority parties and discuss national problems and it was in this background that he was leaving for Dacca to meet the East Pakistani brethren there.

Regrettable Attitude.

He regretted the altitude of "certain leaders in West Pakistan" towards the problems of the East Pakistani people and deplored that some of them were saying openly that "the military regime was preferable to them than the power being transferred to East Pakistani leaders". He observed that this attitude was undemocratic and harmful.

He expressed himself against the postponement of the National Assembly session and said "it seems that he proposed Round Table Conference of the leaders of parliamentary groups called by President Yahya Khan is also not taking place".

Bhutto and Round Table Conference.

He pointed out (he similarity in the round table conference called by former President Ayub Khan and the proposed meeting called by President Yahya Khan and said like the previous RTC this meeting had also been called on March 10.

He remarked that the only difference between the then and the proposed RTC wax that Mr. Bhutto had refused to attend the previous RTC while the PPP chief was the first now to announce that he would attend the proposed RTC.

He expressed surprise at the handling of the national affairs and said Sheikh Mujibur Rahman was recently acknowledged as the "Prime Minister" of Pakistan and nothing wrong was seen in the Six-Point programme of the Awami League.

Asked if he agreed with the PPP chief Mr. Bhutto that there were three forces, i.e.. Awami League, PPP and military forces. Asghar Khan said "it is an unfortunate remark."

Stressing the need for maintaining the solidarity of the country, he said for the survival of West Pakistan itself, it was necessary to maintain the territorial integrity of the country.

(Karachi- March 5, 1971).

RTC: HAZARVI BACKS MUJIB'S DECISION-BHUTTO CRITICISED
Spccch by Maulana Hazarvi at Jabees Hotel on March 4, 1971.

Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi, General Secretary, Jamiatul Ulema-i-Islam (West Pakistan) yesterday endorsed the decision of Sheikh Mujibur Rahman not to attend the proposed conference of the leaders of Parliamentary Parties in Dacca on March 10.

The better course, in his view, would have been to convene the inaugural session of the National Assembly and then postpone it for 10 days during which efforts at political and constitutional conciliation could have been initiated by President Yahya Khan.

Maulana Hazarvi, who was speaking at a reception held in his honour at Jabees Hotel, emphasised that constitution-making was a job done inside the Assembly and not in the public. It was wrong on the part of Mr. Bhutto or Sheikh Mujib to take an uncompromising stand on constitutional matters before-hand.

He criticised Mr. Bhutto of talking in the "language ojultimatum" and thus causing a crisis which could have been averted through mutual love, tolerance and understanding.

Sheikh Mujibur Rahman, he pointed out had shown a good deal of accommodation in his last statement. The same day Mr. Bhutto had talked in a rather provocative tone in Lahore. Had the Sheikh's spirit of accommodation and amity been reciprocated, a meeting of minds could have been possible in another round of Bhutto-Mujib meetings, he added.

Maulana Ghulam Ghaus said the people of West Pakistan had full sympathy for their brethren in East Pakistan during their present trying times. He hoped that even at this critical hour some way out would be found so that Pakistan's integrity and solidarity remained intact and Islamic bonds between East and West Pakistan strengthened.

*　　*　　*　　*　　*

Bhutto condemned.

Maulana Hazarvi regretted that Mr. Bhutto in his Lahore speech should have thought it fit to threaten the West Pakistan MNAs who went to Dacca to attend the National Assembly session (without his prior concurrence).

Mr. Bhutto, he pointed out, should not forget that the One Unit had been undone and every Province had its elected representatives. Mr. Bhutto could not. therefore, claim to be the spokesman of West Pakistan and, hence, he should not talk as authoritatively as he does on political and constitutional issues or threaten the MNAs-elect.

Maulana Ghulam Ghaus reiterated his warning that foreign powers and vested interests were hand in glove in their bid to disintegrate Pakistan. In this context he names an envoy of a Big Power moving all over the country and calling on the various political leaders.

The Government, he said, should take note of foreign influences at work and guard against the foreign agents who were trying to sabotage the country's' integrity and independence.

* * * * *

(Karachi-March 5. 1971)

'POSTPONEMENT UNDEMOCRATIC'- NAP HARTAL CALL

Meeting of Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) a Quetta
on March 4, 1971.

At an emergent meeting of the Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) held in the party's office in Quetta, under the chairmanship of Mr. Mohammad Hashim Khan Ghilzai, the postponement of scheduled National Assembly session at Dacca on March 3. for an indefinite period was termed as "deplorable and undemocratic."

At the party's resolution, today, the party demanded immediate summoning of the N.A. session to settle the constitutional matter.

The proper place for setting the constitutional matters was the National Assembly, any such matter discussed outside the house, away from the public eyes or in the drawing room, amounted to deceiving the people, added the NAP resolution.

The present postponement of NA session has created a feeling of unrest amongst the people and complete chaos all over the country.

The resolution demanded the announcement of a definite date of summoning the NA session so that the powers could be transferred to the chosen representatives of the people in a democratic manner, after framing the constitution.

Yet another resolution accused the vested interest and "a group of trouble makers" of indulging in sabotaging the plans for peaceful transfer of power and emergence of democratic Government.

The resolution accused the same elements of putting hurdles and hitches in the return of democratic rule in Pakistan.

Earlier the Baluchistan Provincial National Awami Party unanimously decided to a token hartal all over Baluchistan on March 12 to protest against the postponement of the NA scheduled session.

The hartal has been called from 3 p.m. to 5 p.m. on March 12 during which peaceful protest processions would also be taken out.

Prominent Baluchistan NAP leaders are also expected to address the processionists advantage points, it was further gathered.

(KARACHI-March 5, 1971.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্যাংক ও সরকারী অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	৫ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB CONGRATULATES PEOPLE FOR STIRRING RESPONSE TO HIS CALL

DIRECTIVE TO BANKS, OFFICES TO DISBURSE SALARIES

Text of the statement on March 4, 1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman Chief of Awami League has asked the Government and non-Government offices where employees have not yet been paid their salaries, to function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purposes of disbursing salaries during the next two days of Hartal.

In a statement issued tonight, he said that the banks should also function during these hours (2-30 p.m. to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transaction within "Bangladesh" only including payment of salary cheques.

The Sheikh congratulated the heroic masses of "Bangladesh" for the stirring response to the call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. He said people must remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice and therefore asked them to remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost.

Sheikh Mujibur Rahman said :

"I congratulate our heroic masses for the stirring response made by every man. woman and child of Bangladesh to our call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. The people of the world should know of the courage and determination with which the unarmed civilians of Bangladesh-workers, peasants and. students-have demonstrated against the denial of their rights-even in the face of bullets.

"I also congratulate our resolute people for having withstood the hardships and sacrifices which the continuing hartal imposes on them. They must, however, remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice. The people therefore must remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost."

Exemptions

"While the hartal is to continue on the 5th and 6th March from 6 a.m. to 2 p.m. it is necessary to extend the following exemptions :

(1) Government and non-Government offices where employees have not as yet been paid their salaries should function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purpose only of disbursing salaries.

Banks should function within these hours (2-30 to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transactions within Bangladesh only in respect of salary cheques not exceeding Rs. 1.500.

No remittances should be effected outside Bangladesh through the State Bank or otherwise. The State Bank should take necessary action in this connection.

Ration shops and food suppliers should utilise this opportunity for their transactions.

(2) The following essential services are exempted:

(a) Hospitals and medicine shops, (b) Ambulance cars, (c) Doctors cars, (d) Press. (e) Press cars. (J) Water supply, (g) Gas supply, (h) Electric supply, (i) Local telephones and trunk telephones with other districts of Bangladesh, (j) Fire service, (k) Sweepers and scavenger trucks.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎঃ দেশব্যাপী আন্দোলন	দ্য ডন	৬ মার্চ, ১৯৭১

ARMY WITHDRAWN TO BARRACKS - EAST WING PROTEST CONTINUES - FIRING IN TONGI, RAJS11AHI.
Announcement by Martial Law Authorities on March 5, 1971

The Martial Law authorities have decided to withdraw the army to the barracks today. According to an announcement the action follows "No incident of lawlessness since the lifting of curfew on Thursday evening".

The announcement further said, "Following Sheikh Mujibur Rahman's appeal for peace, there has been considerable improvement in the general law and order situation during the past 24 hours".

It may be recalled that Sheikh Mujibur Rahman, in his speech at the public meeting at Paltan Maidan on Wednesday, had demanded immediate withdrawal of forces from the city and transfer of power to the people's representatives. Since then leaders of political parties and other organizations have been demanding the withdrawal of troops.

Meanwhile, complete hartal was observed here as well as other parts of the province today in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman. Today was the fourth day of the hartal in the capital and its suburbs and the third day in the province. The Awami League Chief has already announced that the hartal will continue till tomorrow.

Today, however, banks and other offices functioned for two hours in the afternoon for the disbursement of salaries to employees. Sheikh Mujibur Rahman had directed yesterday that banks and offices could function today from 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for this purpose. He had also exempted certain other institutions and certain types of vehicles from the operation of the hartal.

Tongi Firing

The known death toll of Tongi firing this morning rose with the death of two more persons in the Dacca Medical College Hospital later today.

Earlier, one dead and 15 injured were brought to Dacca Medical College Hospital after security forces allegedly opened fire on the demonstrating workers of Telephone Industries at Tongi. One injured died soon after admission and the second one succumbed to injuries after operation.

Kajshahi Firing

In Rajshahi one person was killed and four injured in firing during a procession here on Wednesday.

A spokesman of the district administration told PPI this afternoon that trouble took place twice in front of the telephone exchange office at Malopara and once in front of the Medical College on the day.

He said that alter the incident curfew was clamped in the town from seven in the evening for 11 hours on Wednesday by the local Martial Law authorities. With a break of three hours, he said, curfew was reimposed from ten in the morning of yesterday to seven in the morning of today.

According to reports reaching here today, complete and peaceful hartal is being observed here since March 3 in response to the call given by the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman.

Curfew

A ten-hour curfew was imposed in Rangpur town from this evening. According to reports reaching here, the 21-hour curfew which was clamped there from 5 p.m. yesterday was earlier lifted at 11 a.m. this morning.

A ten-hour curfew was also clamped in Rajshahi beginning from 7 p.m. today.

Hartal

An eight-hour hartal was observed in the city and other parts of Bangladesh today in response to the call of Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, protesting against the sudden postponement of the National Assembly session.

The hartal which was complete and peaceful in Dacca city was for the fourth consecutive day in the city and its suburbs, and for the third consecutive day in other parts of Bangladesh.

The eight-hour hartal beginning at 6 a.m. will continue till tomorrow. No untoward incident was reported from any parts of the city today but there was firing by the security forces at Tongi, ten miles off the city.

All Government and non-Government offices, autonomous organizations, mills and factories, banks, insurance companies, educational institutions, courts and other establishments remained completely closed during the hartal in the city. All means of transport except a few doctors cars. Press cars, peace committee cars and ambulances, remained off the roads. Train, steamer, launch and internal plane services also remained suspended during the hartal.

The Awami League Chief has directed the banks to make payments in respect of cheques drawn for the purpose of disbursement of salaries even if the amount exceeded Rs. 1,500 provided that the wage register showing the total amount to be drawn as salaries was produced along with the cheque.

According to a Press release of the party, the banks have also been allowed to pay
the bill if it was certified by the trade union of the organisation concern .

According to an earlier directive, the banks had been prohibited from making payment in respect of cheques drawing more than Rs. 1,500.

Food god owns have also been permitted to remain open beyond 4-30 p.m. if necessary to complete delivery.

The remarkable feature of today s hartal was that many medicine shops remained open during the hartal period and many Government and non-Government offices functioned for about two hours in the afternoon for disbursing salaries to the employees.

The State Bank and other scheduled banks here also worked for two hours in the afternoon for the purpose of drawing salaries and extending facilities to the ration shop dealers.

Banks work

Ration shops and other food suppliers utilized the banking hours between 2-30 p.m. and 4.30 p.m.

The relaxation after the eight-hour general hartal was made on the directive of Sheikh Mujibur Rahman for facilitating the people to draw their salaries and arrange regular food supply.

Unprecedented rush was witnessed in all scheduled banks here long before the opening at 2-30 p.m. People remained in queue for long time to get a chance to withdraw money, mainly salaries.

When a PPI correspondent visited the State Bank here at Motijheel at 4.30 p.m. (the closing time), several hundred people were there in queue for utilizing the banking hours. Ration shop dealers and food suppliers mainly crowded the counters at State Bank.

Mr. S. E. Kabir, Director of the Central Board of Directors, was found busy with other officials near the counters in supervising the transactions.

It may be mentioned here that the State Bank has created a new record by transacting cash in the afternoon.

Meetings

A large number of meetings were held and processions brought out in Dacca and also other cities in the province on the day.

After 2 p.m. life in the city returned to normal. A skeleton bus service pulled in the street. Some of the shops and business houses opened after the hartal period.

The Students' League and the Awami League brought out a bamboo procession from the Baitul Mokarram and paraded the city streets. They also held a meeting before the Baitul Mukarram.

The students of East Pakistan University of Engineering held a meeting at the University premises to protest against the postponement and "the killings of unarmed civilians". They also paraded the streets in processions.

The Students League, Students Union (Motia group) and Bangla Chhatra League have offered prayers for the salvation of the departed souls. They also endorsed the view for the continuation of the struggle for achieving the legitimate rights of the people.

Shops in some of the shopping centers including Jinnah Avenue, Baitul Mukarram, Stadium and New Market remain closed even after the hartal hours.

The Pakistan Writers Guild also held a meeting and expressed concern over the postponement of the National Assembly session. They also brought out a procession and paraded the city streets.

The Khilgaon Land Distribution Committee also organized a rally in the evening before Baitul Mukarram.

House wives, girl students and teachers of Narayanganj city also held a protest meeting and paraded the streets shouting the demand for immediate withdrawal of Martial Law from the country. They expressed solidarity with the movement lunched by the people in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman.

The East Pakistan Government College Teachers' Association also expressed its strong resentment at the postponement of the Assembly session. In a meeting held here today, the Association said that this would hinder the peaceful transfer of power. They also condemned the killing of unarmed people of Bangladesh. The meeting also pledged support to the Awami League chief.

According to Jatiya Sramik League, quite a few factories and mills went into production following a decision of the League.

The members of East Pakistan Union of Journalists (EPUJ) will stage a demonstration tomorrow afternoon to demonstrate solidarity with the people's movement and in protest against recent restriction imposed on the Press.

The General Secretary of EPUJ, Mr. Kamal Lohani, today appealed to the members to assemble at the Press Club at 3 p.m. from where a procession will be taken out. The procession will be followed by a mass rally at Baitul Mukarram.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের ওপর প্রতিবেদন	সাপ্তাহিক স্বরাজ	৬ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা বন্দ্ঃ কারফিউঃ বুলেটঃ হত্যা

(স্বরাজের নিজস্ব প্রতিনিধি)

হত্যা শুধু নরহত্যা ! রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর আর ঢাকায় গত ক'দিন ধরে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সাত কোটি আদম-সন্তান আক্রোশে ফেটে পড়েছে। শহর, বন্দর আর গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও জনসভা। সমস্ত বাংলায় পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হরতাল শুধু হরতাল ! পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সংগে সংগে রাজধানী ঢাকা নগরী ভয়াল ও ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রথমে শত শত পরে হাজার হাজার বঙ্গসন্তান ঢাকার পথে পথে বেরিয়ে পড়লো। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। সংগে সংগে সশস্ত্র পুলিশের দল রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলো।

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন দুদিনব্যাপী হরতাল। সন্ধ্যায় ঢাকা নগরীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। রাতের অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সংঘর্ষ। শত-সহস্র ঢাকাবাসী সান্ধ্য আইন ভংগ করে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এলো। ঢাকা নগরী রক্তাক্ত হলো। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের গগনবিদারী শ্লোগান কেউ দমাতে পারলো না।

বুলেট শুধু বুলেট !.

মানুষের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। কিন্তু অধিকার সচেতন বাংগালীকে নিশ্চুপ করা সম্ভব হলো না। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী হলো। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রক্তবীজের দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। সশস্ত্র বাহিনীর ট্রাক আর এম্বুলেন্স গাড়ী ঘন ঘন রাস্তায় যাতায়াত করতে শুরু করলো। ফার্মগেট, রাজারবাগ, রামপুরা, গভর্ণর ভবনের সম্মুখে ; নবাবপুর, সদরঘাট, নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বীর বাঙ্গালী বুলেটের মুখোমুখি হলো। ঢাকায় ২৬ জন নিহত হলো।

গভীর রাতে চট্টগ্রাম থেকে ভয়াবহ আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর এলো। একদিনের সংঘর্ষে এতো লোকের শাহাদাৎ বরণ ইতিহাসে বিরল। চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনী, টাইগারপাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। একদিনে নিহতের সংখ্যা ৯৭-এ দাঁড়ালো। চট্টগ্রাম হাসপাতালের মর্গ লাশে ভরপুর হয়ে গেলো। গুলী, বুলেট, চাকু, বেয়োনেট, লাঠি আর এ্যাসিড বালবের যথেচ্ছ ব্যবহারে চট্টগ্রামে নাগরিক জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত হলো। তবু নতুন শপথে বলীয়ান চট্টবাসী বার বার মৃত্যুর গহবরে হানা দিলো। নিহতের সংখ্যা ১২০-এ উপনীত হলো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চল্লিশ বছর পর চট্টগ্রামবাসী আবার নয়া ইতিহাস রচনা করলো।

এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছালো। খুলনায় প্রতিবাদ শোভাযাত্রার উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হলো। ন'জন নিহত হলো।

পরদিন একটা শোক শোভাযাত্রার উপর একজন দুষ্কৃতকারী বোমা নিক্ষেপ করলে ক্রুদ্ধ জনতা তাকে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। শুধু তাই-ই নয়, নিহতের লাশ বৈদ্যুতিক থামে ঝুলিয়ে রাখলো।

একই দিনে সশস্ত্র বাহিনী গুলীবর্ষণ করে যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো। কিন্তু জনতার প্রতিবাদকে দমন করতে পারলো না।

উত্তরে রংপুর থেকে বিলম্বে খবর এলো সেখানে ন'জন শহীদের অমৃত-সুধা পান করেছে। বজ্র থেকে ধ্বনি কেড়ে নিয়ে সেখানকার নিরন্ন আর ভুখা মানুষ বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ তুললোঃ ''আমরা মৃত্যুকে করেছি জয়।'

কারফিউ শুধু কারফিউ !

ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ। কিন্তু নতুন সূর্যের আলোকে পূর্ব বাংলার রাতে ঘন অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লাখ লাখ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত্যুর আস্তানায়। এঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো, তবুও পিছালো না। এঁরা অমর, এঁদের মৃত্যু নেই। বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, আসাদ, জহুরুল, জোহা, মতিয়র, ফারুক এঁদের পূর্বসূরী হয়ে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। জয় সর্বহারা জয়, জয় বিদ্রোহী বাংলার জয়। জয় নিপীড়িত মানুষের জয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংহতিবিরোধী তৎপরতার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে বক্তৃতা	দ্য ডন	৭ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S BROADCAST
ON MARCH 6, 1971.
Following is the full text of the address to the nation by the President General A.M. Yahya Khan, broadcast over Radio Pakistan network today :

"My Dear Countrymen.

"Assalam-O-Alaikum,

In my statement of the 1st of March 1 had recounted to you the steps that I took to transfer power to the elected representatives of the people. In the same statement I had also said that I. on my part, would do everything possible to help our elected leaders in moving towards the attainment of our common goal which was and which continues to be, a smooth transition towards a democratic way of life.

"As you would recall, in this direction my latest step has been to call a conference of the leaders of all parliamentary groups to meet me at Dacca on the 10th of March. Unfortunately, however, in total disregard of my genuine and sincere efforts to bridge the gap between the various points of view, the response to my call has been rather discouraging particularly from the leader of our majority party who, before the announcement over the radio, had given me the impression that he would not be averse to the idea of such a conference. His outright rejection was therefore, both a surprise and a disappointment. As you are aware, Mr. Nurul Amin has also refused to participate. This in effect means that there would be no representative from East Pakistan in the proposed conference.

"You will thus see that from the time the elections were completed practically every step that I took in the process of transfer of power has in one way or another been obstructed by some of our leaders. I might also mention at this stage, that after the completion of elections on the 17th of January and after I had met the leaders of the two major panics and the leaders had met among themselves at Dacca I had invited them to come and discuss the situation with me on more than one occasion with a view to working out an acceptable method of moving forward. I regret to say that the President of Awami League did not think it fit to respond to my invitations and we thus lost the opportunity of avoiding misunderstandings and of working out an amicable solution.

"As the resulting environments were not conducive to constitution making in that a very large number of West Pakistani representatives refused to attend the Assembly session on the 3rd of March, I came to the conclusion that having the inaugural session of

the National Assembly on that date would be futile exercise and was likely to result in the dissolution of the Assembly itself. I, therefore, tried to save the situation by postponing the date of the session I had thereby hoped to achieve two purposes-firstly, to save the assembly and all the national effort that had gone into its birth, and secondly, allow time for passions to cool down and a fruitful dialogue to take place. But instead of accepting the decision in the spirit in which it was taken, our East Pakistan leadership reacted in a manner which resulted in destructive elements coming out in the streets and destroying life and property. Needless to say, no Government could have remained a silent spectator in such a situation. It was, therefore, my moral obligation to take the minimum essential measures for protecting the lives and property of the innocent and otherwise peaceful law-abiding citizens who in the absence of any such measures would have fallen victims to extremist elements. I am, however, sorry to say that lawlessness continues to be the order of the day in East Pakistan.

Misunderstand

"For some reason, the postponement of the date of the Assembly session has been completely misunderstood. Whether this is deliberate or otherwise I cannot say but one thing is certain this misunderstanding has become the rallying cry for the forces of disorder. When such forces become activated the main sufferers are the innocent citizens whose daily life is seriously disturbed and who are in constant danger of suffering bodily harm and even death. While realizing that an application of adequate force can effectively bring the situation under control I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law-breakers from loot, arson and murder.

"It will be seen that only one of my purposes behind the postponement of the session of the Assembly-namely the preservation of the Assembly itself, has been achieved. The other and equally important purpose of having a fruitful dialogue has, however, not been achieved. In the meanwhile innocent lives are being lost for which the bereaved families have my fullest sympathies and which in a situation that is not of my creation is the least that I can offer.

"As explained earlier, my efforts to arrive at a date for the opening of the National Assembly session in consultation with political leaders have been frustrated.

"I, therefore, in my capacity as President and Chief Martial Law Administrator of this country, feel duty bound to resolve this unfortunate impasse by taking a decision myself. I cannot wait indefinitely. I have consequently decided that the inaugural session of the National Assembly will take place on 25th of March. It is my sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response from all our political leaders.

"Since my efforts to get the leaders to arrive at a broad consensus on the process of constitution making have not succeeded, to those political parties who may have doubts about viability of the future constitution of Pakistan, I would like to say that no better assurance than the provisions of the Legal Framework Order is needed.

"Finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistan Armed Forces and Head of the State. I will ensure complete

and absolute integrity of Pakistan. Let there be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards millions of people of East and West Pakistan to' preserve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan a duty in which they have never failed.

"Let us go forth with full confidence in ourselves and faith in Almighty Allah towards the goal we have set before us for achieving a democratic way of life and enable the elected representatives of the people to fulfill their duty which the nation expects of them.

"God bless you all."

"Pakistan Paindabad."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'আপোষের বাণী আগুনে জ্বালীয়ে দাও'- লেখক শিল্পীদের আহবান	'প্রতিরোধ'। দ্বিতীয় সংখ্যাঃ ৬ই মার্চ, ১৯৭১	৬ মার্চ, ১৯৭১

(স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র)
আপোষের বাণী আগুণে জ্বালীয়ে দাও

বাংলার মাটি আরো একবার কুচক্রী শাসক মহলের নগ্ন, বর্বর হামলায় লাল হয়ে গেল। আরো একবার শত শত মা হারালো তার প্রাণপ্রিয় সন্তান। স্ত্রী হারালো তার স্বামী । ভাই হারালো তার দোসর। আর এই যেন বাংলার ভাগ্যলিপি। যেন বাঙ্গালী কেবল জন্ম গ্রহণ করেছে। তার বুকের রক্ত দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর সুরম্য ইমারত গড়ে তুলতে। আর তারই সাক্ষ্য গত পয়লা মার্চের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় সুস্পষ্ট। তিনি তার ঘোষণায় একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা আইয়ুবের পাচাটা দালাল জুলফিকার আলী ভূট্টোর অন্যায় আবদারকে গ্রহণ করলেন শ্রদ্ধার সাথে। আর সেই সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত, যার সাথে এ দেশের সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থ জড়িত। সাথে সাথে আজ এ কথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাংলার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এ দেশের সাত কোটি জনতার ভাগ্য এমনিভাবে্ই চিরদিন লাঞ্ছিত হতে থাকবে। বাংলার সচেতন জনতা আজ বুঝে ফেলেছে স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই গত পয়লা মার্চ প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কোটি কোটি বাঙ্গালী নেমে এসেছে খোলা রাজপথে। অফিস, আদালত, ঘর, বাড়ী ছেড়ে মুক্তিপাগল জনতা তার ভাগ্যের পরীক্ষা দিতে নেমেছে আর তাকেই রুখে দাঁড়াবার জন্যে ক্ষমতাগৃধনু রক্তপিপাসু পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী আরেকবার বাঙলার মাটিতে তার শেষ চাল চেলেছে গোল টেবিলের গোলক ধাঁধার ভেলকিবাজি দেখিয়ে। বৃহত্তর গণমতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বর্তমান সামরিক সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সামরিক বেয়নেটের্ আশ্রয় নিয়ে গণঅভ্যুত্থানকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষনাই করছি, বাঙালী আর মেঘাচ্ছন্ন থাকবে না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালী আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষ যে কোনরূপ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদের নিস্তার থাকবে না। বাঙলার জয় হোক। স্বাধীন সার্বভৌম শোষনমুক্ত বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ। জনগণের রায়-জিন্দাবাদ। শহীদের রক্ত-বৃথা যেতে দেব না।

শেষ শুদ্ধের প্রস্ত্ততি বাংলায়

আজ ৬ই মার্চ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তথাকথিত পাকিস্তান জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রদান করেছেন। তিনি এই ভাষণে বাংলাদেশের সাত কোটি স্বাধীনতাকামী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ন্যক্কারজনকভাবে দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করে পাঞ্জাবী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক দস্যুদের গ্লানি মোচনের হঠকরিতা করেছেন। আগামী পঁচিশে মার্চ তথাকথিত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলা ও বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বানচালের নতুন টোপও ফেলেছেন তিনি। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন

করে ভয় দেখিয়েছেন আইনগত কাঠামোর নতুন নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমরা সাত কোটি বাঙালীর জাগ্রত সংগ্রামের অকুতোভয় পতাকাবাহী হিসেবে শাসকগোষ্ঠি ও বাঙলার নেতৃবৃন্দের প্রতি এই হুঁশিয়ারীই করছি যে, শহীদের পূত রক্তরঞ্জিত বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরা কিছুতেই ভেস্তে যেতে দেব না। মুখ ও মুখোশের প্রতিবাদে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলার সপক্ষে আমাদের রক্তসংগ্রাম চলবেই চলবে।

পরিষদ বৈঠক বর্জন কর

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ	মর্নিং নিউজ	৭ মার্চ, ১৯৭১

TIKKA KHAN, GOVERNOR OF EAST PAKISTAN
Announcement on March 6,1971 by Chief Martial Law Administrator.

The President and Chief Martial Law Administrator has appointed Lt. Gen. Tikka Khan as Governor of East Pakistan, it was officially announced here today.

A notification issued by the Cabinet Division said : "The President and Chief Martial Law Administrator has been pleased to appoint Lt. Gen. Tikka Khan, S.Pk., as Governor of East Pakistan in pursuance of the proclamation of the 25th day of March. 1969, read with the Provisional Constitution Order."

Another notification of the Cabinet division issued today said that Vice-Admiral S.M. Ahsan ceased to be Governor of East Pakistan province with effect from the forenoon of March 1. 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহবান	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি	৭ মার্চ, ১৯৭১

আঘাত হানো

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর
জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

পূর্ব বংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনতার রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। পূর্ব বাংলার জনতা আজ রিক্ত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। বার বার পূর্ব বাংলার মাটি শত শত শহীদের তাজা খুনে লাল হইয়াছে। পূর্ব বাংলার মানুষ যতবার তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামিয়াছে, ততবারই শাসকগোষ্ঠী তাহাদের বর্বর পশু শক্তির মাধ্যমে তাহা দাবাইয়া দিয়াছে। সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মূলতুবী করিয়া দিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না- আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তি একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব- ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে।

বিপ্লবী জনতা !

তাই আজ এক মুহূর্তেও দেরি করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসকগোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন কর। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, ছাত্র, তরুণ ও যুবকেরা হাতিয়ার তুলিয়া লও। শত শহীদের রক্ত ঋণ শোধ কর- রক্তের প্রতিশোধ লও। সেনাবাহিনীকে খতম কর। এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র যন্ত্রকে আঘাতের পর আঘাত হানো- লোপাট করিয়া দাও। পূর্ব বাংলার জনতা আস, আমরা শপথ গ্রহণ করি, জাতীয় মুক্তির যে লড়াই আমরা আজ শুরু করিব, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না আসিবে, যতদিন এই স্বাধীন পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী তথা সমগ্র জনতার রাষ্ট্র কায়েম না হইবে, ততদিন আমাদের এই লড়াইয়ে শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই। আস, আমরা ঘোষণা করি, হুঁশিয়ার। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সাংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝপথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না, বরদাশত করিব না।

জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।
‘স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর।

২। জটিলতা কেন ?

দুঃখের বিষয় উমাইয়া সাম্রাজ্যবাদিগণ যেভাবে ইসলামের সাম্যবাদি নীতিগুলোকে এবং ইসলামি গণপ্রতিনিধিত্বকে (খেলাফতকে) আঁতুরঘরেই গলা টিপে মেরে ফেলেছিল; অবিকল সেইভাবে পশ্চিমাঞ্চলের কতিপয় তথাকথিত মুসলমান নেতা, পুঁজিপতি এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়ে গঠিত একটি সাম্রাজ্যবাদীচক্র পাক-ভারতের গঠিতব্য ইসলাম রাষ্ট্র দুটির রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রদয়ের জন্মের পূর্বেই করে রেখেছিল। বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদিদের পূর্ব-কল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ, পুরাপুরি দুটি প্রদেশের পরিবর্তে বাংলার পূর্বাংশ এবং আসামের দক্ষিনাংশ তথা সিলেট জেলা নিয়ে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়। তাহারা বাঙ্গালী পূর্ব মুসলমানদের ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহণ করতঃ শোষণের সুবিধার্থে, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে দুটি রাষ্ট্র গঠণ করার পরিবর্তে, উভয় অঞ্চলের সমবায়ে মাত্র একটি রাষ্ট্র গঠণ করে । কারণ, যেভাবেই হউক, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বলগ্নে পাক-ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব, তাহাদের মুঠোর মধ্যে ছিল। ফলে ইসলামের নামে অর্জিত রাষ্ট্রটির জন্মের পর থেকেই, তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম উধাও হয়ে যায়ঃ অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রাষ্ট্রটির নিত্যকার ঘটনায় পর্যবেশিত হয়। মুসলমানদের ইসলাম সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার দীর্ঘদিনের স্বপ্নটি অচিরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

১৯৪০ ইংরেজির লাহোর প্রস্তাবের মর্ম অনুযায়ী দুটি পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন না করতেই, পাকিস্তানের জন্মের পর নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আমরা তাহার উপরই আলোকপাত করব।

৩। পাকিস্তানের পরিস্থিতি

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি পৃথক ইসলাম রাষ্ট্র গঠন না করায়, পাকিস্তানের জন্মের পরে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানে মোট দু'ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তাহার, একটি হলো (ক) পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর একচেটিয়া শাসন, শোষণ ও নির্যাতন। অপরটি হলো (খ) ইসলামের নাম ভাংগিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী তথাকথিত মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর অবিরাম পীড়নের ফল স্বরূপ এখানকার একশ্রেণীর মুসলমানের আদর্শিক মৃত্যু।

(ক) পশ্চিমাদের পীড়ন

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জেরার সময় প্রকাশ পেয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাংগালী সৈন্যের অনুপাত ৪% (শতকরা চারজন মাত্র): প্রতি ৬০ (ষাট) জন সামরিক অফিসারের মধ্যে বাংগালী মাত্র ১ জন। ১৯৬৮ পর্যন্ত কেন্দ্রের ২০ (বিশ) জন সেক্রেটারীর মধ্যে একজনও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন না। পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ আজ পর্যন্ত কোন বাংগালী অফিসার পাননি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল বিভাগের চূড়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের ও অনেক বিভাগের চূড়ায় অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছে নিশ্চয়ই কোন পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা বাংগালী নামধারী কোন মোহাজের। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি করার ব্যাপারে সে সকল মোহাজেরদের প্রায় সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়েও একধাপ আগে চলে। বাজে এবং গুরুত্বহীন পদগুলোতে নিয়োজিত পূর্ব পাকিস্তানীগণকে মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক চাকুরীতে গড়ে বাংগালীর অনুপাত ১১% (শতকরা এগারজন) মাত্র। এই এগারজনের মধ্যে বর্ণিত মোহাজেরগণকেও ধরা হয়েছে। এদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বাংগালী বেকার ঘুরছে। পশ্চিমাদের শয়তানীর জন্য চাকুরী পায় না। ইংরেজীর ১৯৬৫ সালে লাহোর যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংগালীরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এতদসত্ত্বেও কোটি কোটি বাংগালীকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি না করে, ঐ যুদ্ধের পর পরই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অগণিত লোক সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। চাকুরী এই বৈষম্যের

দরুন পশ্চিমারা শুধু আমাদের উপর কর্তৃত্বই করেছে না, বরং কেন্দ্রীয় বাজেটের চাকুরী খাতের ৯০ (নববই ভাগই) প্রতি বৎসর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিরাপত্তা আইন, দেশরক্ষা আইন এবং সামরিক আইন জাতীয় বাংগালী-পীড়ন আইন কথায় কথায় জারি করে দেয়। হাজার হাজার সচেতন বাংগালীকে জেলে পুরে দেয়। প্রয়োজন দেখা দিলে, তাহারা আগরতলাষড়যন্ত্র মামলার মত মিথ্যা বাংগালীপীড়ন মামলা সাজাতেও পিছ পা হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদের তর্জনীর সংকেত অনুযায়ী কাজ না হলে, তাহারা নিজেরাই নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়ে কর্মরত মন্ত্রীসভাকে ভেংগে দেয়। ইচ্ছা হলে সামরিক শাসন জারী করে দেয়। দেশের বৈধ শাসনতন্ত্রকে পর্য্যন্ত আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়।

ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু একচেটিয়াভাবে শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা গত ২৩ (তেইশ) বৎসর পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণেরও একশেষ করেছে। দ্বার রক্ষী বংশজ সাম্রাজ্যবাদীগণ বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের টাকা দিয়েই মরুভূমিসম পশ্চিম পাকিস্তানকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আর এদিকে সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা সোনার বাংলাকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত গম, পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রী করার উদ্দেশ্যেই তাহারা পরিকল্পনা বহির্ভূত মাত্র ২০০০ (দু'হাজার) কোটি টাকা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণান্তকারী বন্যা সমস্যার সমাধান করছে না, এবং পটুয়াখালীর রূপসা হতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পর্যন্ত ১০০ (একশ) মাইল দীর্ঘ প্রলয়ংকারী গরকীরোধকারী সামুদ্রিক বাঁধ (ব্রেকওয়াটার), মাত্র এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে নির্মাণ করছে না কারণ বন্যা সমস্যার ও গরকী সমস্যার সমাধান হলে, পূর্ব পাকিস্তানও উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হবে। এলোপাতাড়ি কাজ দ্বারা যাতে বন্যা সমস্যা বৃদ্ধিপায়, তদ্দরুন বন্যা সমস্যা সমাধানের নাম নিয়ে তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইদানিং বাৎসরিক মাত্র ত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তাহাও ঠিকমত পৌঁছে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সাদ্দাদের বেহেশতসম রাজধানী করাচী থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীগণকে ভুখা-নাঙ্গা-বেকার রেখে, দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীগণ পরিকল্পনা বহির্ভূত অজস্র টাকা দিয়ে বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় রাজধানী ইসলামাবাদের কাজ সাত তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছে। ভাবখানা এই লুটের মাল পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেলে আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, সিন্ধু উপত্যাকার পুনরুদ্ধার ইত্যাদির জন্য আজ পর্যন্ত বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে, পরিকল্পনা তবে না হয় তওবা করে, আবার; বৃহত্তর শক্তিশালী এবং ধর্মনিরপেক্ষ অখন্ড ভারতই গঠন করা যাবে। কিন্তু মহামান্য নাগরিকদের কিলের ভয়ে, ধর্মনিরপেক্ষওয়ালারা আবার সে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। একদল ধর্মনিরপেক্ষওয়ালা আবার পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের ইশারায় পাকিস্তানকে বর্তমান আকারে আলাদা রেখেই ইহাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আগেই বলা হয়েছে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বিচারে শোষণ করতে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাট সুবিধা হয়ঃ খাটি ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাহারা আর পূর্ব পাকিস্তানকে যদিচ্ছা শোষণ করতে পারবে না। শোষণটা একটু রয়ে-সয়ে করতে হবে। এখন ইহা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণই নহে, তৎসহ আরও কয়েকটি পরস্পর বিরোধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের আন্তর্জাতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখানকার মুসলমানগণকে আজ অত্যন্ত হিসাব করে পা ফেলতে হবে। পা' একটুখানি ফসকালেই গভীর খাদে পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। পাক-ভারতের হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীরা অত্যাচার করত বলে আমরা মুসলমানেরা দুটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলাম। আমাদের সে স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমরা আবার হিন্দু-ভারতের দাসত্ব অথবা

ধর্মনিরপেক্ষ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব অথবা ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব মেনে নিতে পারি না।

কেহ যদি বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার বা গণতন্ত্র শিখতে চান, তবে তাহার সন্ধান মহান ইসলাম ধর্মের মধ্যেই পাবেন। এতদসত্ত্বেও বিধর্মীদের প্রতি উদার ব্যবহার শিক্ষা অথবা গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য কেহ যদি ভারতের দিকে অথবা ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যে উদারতা বা গণতন্ত্র শিক্ষা করা নহে। বরং ঐ সকল দেশের গোলামী তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে, কেহ যদি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে তাহার ব্যবস্থাও ইসলামের মধ্যেই পাবেন। অজস্র সাম্যবাদী বিষয়সহ পবিত্র ইসলাম শিক্ষা দেয়- দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ আল্লারঃ মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারে না; এক মানুষ অপর মানুষের পূজা পেতে পারে না; সে মাওসেতুংই হউন অথবা কোসিগিনই হউন অথবা নিকসনই হউন অথবা যে কোন শক্তিধরই হউক না কেন। পবিত্র কোরানের মর্ম মতে, সকল মানুষ সমান। এতদসত্ত্বেও কেহ যদি সাম্যবাদ শিক্ষার জন্য উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাহার উদ্দেশ্যও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা নহে। বরং ঐ দিককার দেশগুলির দাসত্ব করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাই বলছি ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ আমাদের উপর অত্যাচার করছে বলে, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানেরা এক হয়ে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দিলেই সকল লেঠা চুকে যাবে। বাঁশও থাকবে না, বাঁশীও আর বাজবে না।

আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতে গেলে, আর এক শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের ধারণাঃ ইসলামাবাদ, মক্কা, কায়রো ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ জায়গার মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ইসলাম কোন বিশেষ জায়গায় অথবা কোন বিশেষ ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নহে। বরং পবিত্র কোরান এবং হাদীছের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। পবিত্র কোরান-হা'দীছের অনেক রকমের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়।

এখন যারা না বুঝে, অনবরত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইসলামবিরোধী প্রচার অথবা কাজ করে যাচ্ছেন, তাহাদের নিকট যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে উদাসীন রয়েছেন তাহাদের নিকট এবং সকল ঈমানদার মুসলমানের নিকট আমাদের আকুল আবেদন- আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি শক্তিশালী ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করি। দুনিয়ার বুকে ইসলামের বিজয়কেতন উচিয়ে ধরি। আমাদের জন্মভূমিকে আদর্শিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। দুনিয়ার সর্বহারা মুসলামনগণকে তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে একটি ইসলামী জাতিসংঘ গঠন করি। তৎপর দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের সর্বহারাগণকেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করি।

৪। রাজনীতিকদের ভাঁওতাবাজী

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সরকারী, বিরোধী, ধর্মপক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিবাদী, দুগতিবাদী অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় রাজনৈতিক দলের প্রায় সবকয়টিকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় সব কয়টিই জেনে অথবা না জেনে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন যাবৎ ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীদেরই পায়রবী করে আসছে। তাই দেখা যায় নানান জাতের দফার ছড়াছড়ি। যেমন-২১-দফা, ১৪-দফা,১১-দফা, ৮-দফা, ৭-দফা,

৬-দফা ইত্যাদি। সকল নেতাই জানেন আলাদা হওয়া ব্যতীত মুক্তি নাই। তবুও উজির-নাজির হওয়ার আশায় এ সকল দফা দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যারাই এই সকল দফা দেন, রাজনৈতিক জীবনে দুরের কথা-ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের প্রায় সকলেই এ সকল দফার পালনযোগ্য দফাগুলির একটিও পালন করেন না, বরং বিরোধিতা করেন। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সকলেই জানেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে, বাংলার বান্ধবরূপী তথাকথিত অনেক নেতাই, অন্যান্য দফাসহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার ওয়াদা তথা দফা দিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদীগণকে খুশী রাখার জন্যই মন্ত্রী হওয়ার পরে আর তাহারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করেন নাই। যাহা করতে একটি পাই পয়সাও খরচ হতো না। বেইমান রাজনীতিকরা বলে বেড়ায়, বাংলা নাকি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু হয়ে গেছে। ইহা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। অনেকেই জানেন না যে, ঢাকা হাইকোর্টে বাংলায় আরজি লিখার অপরাধে আজ প্রায় ৪. (সাড়ে চারি) বৎসর যাবৎ ঢাকা হাইকোর্টে আমার ওকালাত বন্ধ আছে। ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে, বাংলায় লিখিত আরজি মারফৎ মামলা চলতে থাকার অপরাধে, সুপ্রীম কোর্টও আজ ৩. (সাড়ে তিন) বৎসর যাবৎ আমার ঐ মামলার শুনানী দিচ্ছে না। আ'মরি রাষ্ট্রভাষা। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারী, বেহায়া এবং ধোঁকাবাজ নেতাগুলো তাদের দলীয় কাজের অনেক কিছুই এখন পর্যন্তও ইংরেজীতেই করে। তাহার ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস পর্যন্ত ইংরেজীতে বিবৃতি দেওয়ার আস্পর্ধা রাখে। তাদের ছেলেপিলেগণকে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল- কলেজ পড়ায়। পশ্চিমা প্রভুদের সংগে দেখা হলেই, তথাকথিত নেতাগণ সুবোধ ক্রীতদাসের মত, গড় গড় করে ইংরেজী অথবা উর্দুতে কথা বলতে থাকে। বাংলায় কথা বলতে, তাদের শরমের উদ্রেক হয়!! নেতা আর কাকে বলে!!

আরেকটি উদাহরণ দিলেই সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহকে তথাকথিত নেতাগুলির মেকি খোলস ঝরে পড়বে। নেতাদের অনেকেই বলে, দেশের মালিকানা জনসাধারণের হাতে। তাহার দেশের মহামান্য নাগরিকগণেরই প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন দাড়ায়, তাহারা যদি সত্যি সত্যি জনগণকেই দেশের মালিক হিসাবে মেনে নিয়ে থাকে, তবে তাহার ১৯৭০ ইংরেজীর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হল কিভাবে? ঐ নির্বাচনের পূর্বশর্ত ছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ, জনৈক অবাঞ্ছিত ও বেইমান গণকর্মচারী, ইয়াহিয়া খানের আংগুলি হেলনে নির্ধারিত গণপ্রতিনিধিগণকে উঠতে-বসতে হবে। এতদসত্ত্বেও তথাকথিত নেতাগুলো জনগণের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে, সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এতে বুঝা যায়; তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণকেই, তাদের প্রভু বলে মেনে নিয়েছে। দেশের মহামান্য নাগরিকগণকে তাহারা দেশের মালিক (সভরীণ) বলে স্বীকার করে নাঃ কেবল ভোটদাতা ও বেতনের যোগানদাতা বলেই স্বীকার করে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহক তথাকথিত নেতাগুলো তাদের প্রভুদের ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা আলাদা হওয়ার আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে, স্বায়ত্তশাসন নামে একটি শ্লোগানের উপর খুব জোর দিয়েছে। তাহারা এই শ্লোগান দ্বারা জনগণকে নূতনভাবে ধোঁকা দিতে চায়। তাহারা বুঝাতে চায়, স্বায়ত্তশা্সন আদায় হলে পূর্ব পাকিস্তানের আর কোন দুঃখ থাকবে না। আদতে কোন স্বাধীন দেশে স্বায়ত্তশাসন বলতে কোন জিনিস নাই। একটি স্বাধীন দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে ভাগ বাটোয়ারা হয়, ইহাকে স্বায়ত্তশাসন বলা যায় না। যদি ইহাকেই কেহ স্বায়ত্তশাসন বলে, তা'হলেও দেখতে পাই প্রায় ১৩ (তের বৎসর) পূর্বে জনৈক বাংগালী-দরদী নেতা বলেছিলেন-৯৮% (শতকরা আটানববই ভাগ) প্রাদেশিক বিষয় তথা স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গেছে। ঐ উক্তির পরে রেলওয়ে, পি,আই,ডি,সি, উয়াপদা ইত্যাদি প্রদেশের হাতে এসে গেছে, সুতরাং বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী অধিক কোন স্বায়ত্তশাসন তথা প্রাদেশিক বিষয়, কেন্দ্রের হাতে আর জমা নাই।

আজকাল দেখা যায় ৬-দফাই বাজার মাৎ করে ফেলেছে। কিন্তু ৬-দফা একটি স্ববিরোধী, জগাখিচুড়ি দফাসমষ্টি। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে একটি কনফেডারেশন হয়। ফেডারেশন হয় না। পরিতাপের বিষয় যারা এই দফাগুলির উদ্যোক্তা, তারা আবার কনফেডারেশন চায় না। ইহাকেই বলে কলির লীলা। যাহা হউক বর্তমানে ছয়-দফার উদ্যোক্তারা যে বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছে, তাহা হলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্থ পাচার বন্ধকরণ সম্বন্ধে। আমরা জানিনা-আদমজি, দাউদ, ইস্পাহানী, ইউসুফ হারুন ইত্যাদি অবাংগালী পুঁজিপতিদের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন না করলে কিভাবে পুঁজিবাজার বন্ধ হবে? অবাংগালী পুঁজিপতিদের সঞ্চিত লভ্যাংশ তথা বর্ধিত পুঁজি ঘুষ খেয়ে খেয়ে তথাকথিত বাংগালী নামধারী মন্ত্রী অথবা আমলারাই পূর্ব পাকিস্তানের বাহিরে পাচার করে দেবে। ঘুষ ছাড়াও ছয় দফার ৫(৪) নং দফা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানী পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে পুঁজি পাচার করা যাবেঃ যাহা পরে বিদেশে রপ্তানী করে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে। ইহা ব্যতীত নিম্নমূল্যে চালান (আনডার ইনভয়েসিং) এবং আরো অন্য উপায়ে বাহিরে পুঁজি পাচার করা যায়। যাহা বুঝাতে গেলে আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিকের মগজেই হাতুড়ি ঠুকতে হবে। ছয় দফার সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হলো এই যে, ইহাতে উভয় অঞ্চলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, চাকুরীর বৈষম্য এবং বিশেষ করে সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর করা সম্বন্ধে কোন কর্মসূচী নাই। সকলেই জানেন সামরিক চাকুরীর বৈষম্যই হলো সকল অনাচারের মূল। ''দেশের সংহতির স্বার্থে সামরিক বাহিনীতে বাংগালীর অনুপাত ৫৬% (শতকরা ছাপ্পান্ন) ভাগ করার নিমিত্ত, শাসনতন্ত্র পাশ করার পরের দিন, সামরিক বাহিনীতে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদের অর্ধেককে বাধ্যতামূলক বিদায় দেওয়া হবে এবং তদস্থলে খাটি পূর্ব পাকিস্তানীগণকে নিয়োগ করা হবে।''-বলে যদি শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের আওতা বহির্ভূক্ত একটি দফা যোগ করা না হয় তবে একশত বৎসর পরেও সামরিক চাকরীর বৈষম্য দূর হবে না। অন্যান্য চাকুরীর বৈষম্য দূর করার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ন্যাশন্যাল গার্ড থেকে সামরিক বাহিনীতে নেওয়া প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বাংগালীকে মাত্র একদিনের নোটিশে বিদায় করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাবেক বাড়তি ব্যয় আদায় করা সম্বন্ধে' ছয় দফার নীরবতা রহস্যজনক। অধিকন্তু ইয়াহিয়া খানের আইন-কাঠামো মেনে নেওয়ার পর ছয় দফার জিগির অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

কোন কোন নেতা বলছেন, শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে গেলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল বৈষম্য, সকল অনাচার হুড়হুড় করে দূর হয়ে যাবে। এর আগেও দু'টো শাসনতন্ত্র ছিল। উভয় শাসনতন্ত্রেই আঞ্চলিক বৈষম্য ও চাকুরীর বৈষম্য দূর করার মিঠা বুলি ছিল। কিন্তু তাতে চিঁড়া ভিজেনি। বৈষম্য দূর হওয়ার পরিবর্তে বেড়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রয়োজনবোধে ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদীগণ রাইফেলের সহায়তায় দেশের শাসনতন্ত্রকেও আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। তাই ভবিষ্যতে যত বেশী করে শাসনতন্ত্র পাশ হবে এবং নির্বাচন হতে থাকবে, বৈষম্যেও পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীরা, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রায় সকলকেই টাকা দিয়ে খরিদ করে ফেলে। যাতে জনপ্রতিনিধিগণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে। দৈবক্রমে, গণপ্রতিনিধিগণ, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে চাইলে পর, তাহারা যেকোন গন্ডগোল অথবা রায়ট লাগিয়ে সামরিক শাসন জারি করে দেয়। তথাকথিত রাজনীতিকরা মন্ত্রী হতে চায়। অর্থ চায়। প্রতিপত্তি চায়। দেশের মঙ্গল চায় না। তাই তথাকথিত রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করে হাজার বৎসর নির্বাচন করলে ও এবং শত শত শাসনতন্ত্র পাশ করলেও উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর হবে না। অধিকন্তু যে সকল রাজনীতিক পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা দিয়ে রাজনীতি করে, তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের অমঙ্গল বৈ মঙ্গল করতে পারে না। কারণ, পেটে খেলে পিঠে সয়।

আমরা সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ নানা জাতের শাসনের লীলা-খেলা দেখেছি। পারিষদিক গণতন্ত্র দেখেছি। সামরিক শাসন দেখেছি। একনায়কত্ব দেখেছি। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র তথা মৌলিক গণতন্ত্রও দেখেছি। আমাদের

পোড়া কপাল। কোন জাতের শাসনেই পর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ হয় নাই। চাকরীর বৈশম্য দূর হয় নাই। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তেই থাকে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা তথা বাংগালীর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

১৯৬৯ ইংরেজীর স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন মারফৎ ভোটাধিকার আদায় করা হয়। ঐ সময় অন্যান্য লোকজনসহ জনৈক্য তথাকথিত নেতাকেও ফাঁসির মঞ্চ হতে ছিনিয়ে আনা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ অকৃতজ্ঞ নেতাই এখন দাবী করছেন যে, তিনিই নাকি হাজতে থেকে দৈববলে ভোটাধিকার আদায় করেছেন। তার দাবী যদি সত্য বলে ও ধরে নেওয়া যায় তা'হলে বলতে হয় কিছুদিন পর পর সাম্রাজ্যবাদী শয়তানগুলি বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় ভোটাধিকার নষ্ট করে দিতে থাকলে, আমরা কি চিরটিকাল ধরে পৌনঃপুনিকভাবে ভোটাধিকার আদায়ের কাজেই ব্যাপৃত থাকব ?

উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে, ক্ষমতালিপসু রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলে ও দেখা যায়, দু জাতের রাজনৈতিক তত্ত্ববাগিশ দু'ধরনের যুক্তি দিচ্ছে। কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রীরা বলছে-সমাজতন্ত্র চালু হলেই, উভয় অঞ্চলের বৈশম্য দূর হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দুধের নহর বইতে থাকবে। মোল্লারা বলেছে- উভয় অঞ্চল নিয়ে একটি মাত্র খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেই সকল বালা-মছিবত দূর হয়ে যাবে। উভয় তরফের যুক্তিই আংশিক সত্য বটে। উভয় নীতির যে কোন একটি প্রতিষ্ঠা হলে, পূর্ব পাকিস্তানে কিছুটা সাময়িক সমৃদ্ধি আসবে। কিন্তু তাতে বৈষম্য দূর হবে না। কারণ বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান একটি শিল্পভিত্তিক দেশ এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। তাই উভয় অঞ্চল এক সঙ্গে থাকলে পর, অর্থ-বিজ্ঞানের 'বাড়ন্ত এবং পড়ন্ত উৎপাদন' (ইনক্রিজিং এন্ড ডিমিনিশিং রির্টান) নীতি অনুযায়ী আঞ্চলিক বৈষম্য কমার পরিবর্তে অনন্তকাল পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে। তদুপরি কথিত ইসলাম রাষ্ট্র অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাহাই হউক না কেন, নেতৃত্বটা উভয় ব্যাবস্থাতেই ঘুরে ফিরে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়োজিত লোকজনই বর্তমানে উভয় তরফের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৫। একমাত্র প্রতিকার

উপরে বর্ণিত আলোচনায় ইহা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, অর্থবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে, পশ্চিম পাকিস্তান চিরদিনই পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর কথা উঠলেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ ছল-চাতুরী, গাড়ি মিসি ও টালবাহানা করে চিরদিনই ইহা ধামা চাপা দেবে। এবং 'এখন উপযুক্ত সময় নয়' জাতীয় কথার আশ্রয়ও চিরদিনই নেবে। অথবা এক দাবী মেটালে তার চেয়েও বেশী ঘায়েল অন্য দিক করবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের বাচার একমাত্র পথ হল- ছয়দফার প্রথম দফায় বর্ণিত লাহোড় প্রস্তাবের মর্ম হতে সকল দেনা-পাওনা পরিষ্কার করতঃপশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে, ইহাকে নিয়ে একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করা। কোরান এবং সুন্নার উপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্রের আদর্শ, রসুলে করিমের সময় হতে আরম্ভ করে ওমর বিন খাত্তাব পর্যন্ত চালু, খেলাফতের আদর্শের অনুরূপ হবে। যে রাষ্ট্রের বড় বড় সকল সম্পত্তি তথা বড় বড় শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য, খানি, খামারা ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাত্যায়ন করা হবে অর্থাৎ গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে কোন পরিবার গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিস একটার বেশী থাকবে না। যেখানে কেহ ব্যবহারের জিনিষ ভাড়া দিয়ে খেতে পারবে না। যেখানে কর্মচারীদের বেতনের তারতম্য অথবা নাগরিকদের আয়ের তারতম্য ১<৫-এর বেশী অর্থাৎ এক গুণ থেকে পাঁচগুণের বেশী হবে না এবং কোন নাগরিকের আয় পাঁচগুণের অধিক হলে যাহা গণতহবিলে (বায়তুল মালে) নিয়ে আসা হবে। যেখানে সংগতিহীন বেহাল নাগরিকগণকে কোন কাজ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়া হবে। যেখানে কোন বিদেশী ইজমের প্রচার নিষিদ্ধ হবে।

যে রাষ্ট্রে কেবল মুসলমনদের সার্বজনীন ভোটে নিদির্ষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বচিত গণপ্রতিনিধি (খলিফা), কেবল লমুসলমানদের সার্বজনীন ভোটে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্বাচিত গণপরিষদ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাসণ ক্ষমতার ভারসাম্য এমনভাবে রাখা হবে যাতে একটি আরেকটিকে ডিঙ্গাতে না পাড়ে। যেখানে কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার করতে পারবে না। রাষ্ট্র থেকে সকলের জন্য সমান প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রার্থীসংখ্যা কমানোর জন্য জামানোত বাজেয়াপ্ত বা অন্য কোন রকম ব্যাবস্থা থাকবে। পদের গুরুত্ব যত বেশী হবে, ব্যবস্থাও তত কড়া হবে। যে রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত একটি পৃথক পরিষদ থাকবে। কেবল সংখ্যালঘুদের ধর্মসংক্রান্ত কোন আইন পাশ করতে হলে সরকার এই পরিষদের মতামত মেনে চলবে।

অমুসলিমদের ভোটাধিকার নাই দেখে অনেকে হয়তো আতকে উঠবেন। ইহাতে আতকে উঠার কোন কিছুই নাই। শুধু ইসলামী রাষ্ট্রই অমুসলিমদের ভোটাধিকার খর্ব করে না। আধুনিক কম্যুনিষ্ট ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলিও অকম্যুনিষ্টদের ভোটাধিকার খর্ব করেছে। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নিয়মই তাই। কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ অথবা সমর্থন অথবা মান্য না করলে, তাদেরকে সোজাসুজি পরপারে যাবার ব্যবস্থাও করে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এই কারণেই তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে লাখে লাখে মুসলমানকেও মেরে ফেলেছে। এই একই কারণে কম্যুনিষ্ট চীন, তাদের দেশের অন্যান্য জাতের অসংখ্য লোকের সঙ্গে ৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটিকেই লাপাত্তা করে দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট, তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে, অতীতের পুঁজিবাদী অথবা পুঁজিবাদের সমর্থকদের ভোটাধিকার নাই। সর্বহারাগণ ভোটাধিকার দিলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা, সর্বহারাগণের হাতে দেওয়া হয় নাই। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য কোন সর্বহারা, নির্বাচন মারফৎ গণপ্রতিনিধি হ'তে চাইলে তাহা সে পারবে না, যদি না সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতন্ত্রী নামধারী স্বার্থপর, ভন্ড ও ক্ষমতালোভী মূর্খগুলো জেনেও জানে না যে সর্বহারা সকল বিধানেই সর্বহারা। সে কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে অথবা না করলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা মাওবাদ মানলে অথবা না মানলেও সর্বহারাই থেকে যায়। পুঁজিবাদ যেমন কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না- সেইভাবে সর্বহারা গরীবও কম্যুনিষ্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা অথবা না করার উপর নির্ভর করে না, বরং একটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর কোন কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার শতকার ৪ (চার) অথবা ৫ (পাঁচ) ভাগের বেশী লোক কম্যুনিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই অর্থাৎ মগজ ধোলাই করতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হয় নাই। ফলে, আদর্শবাদী কম্যুনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে শতকার চারি অথবা পাঁচভাগ কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী তথা খোদাবিরোধী ব্যতীত বাকী শতকরা ৯৫ (পচানববই অথবা ৯৬ ছিয়ানববই) ভাগ সর্বহারার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই। অনুরূপভাবে, আদর্শহীন পুঁজিবাদী দেশেও ৯৫% ভাগ দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব হেতু গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষমতা তথা কার্য্যকরী ভোটাধিকার নাই।

আদর্শবাদী বা ধর্মবাদী রাষ্ট্রে ভিন্ন আদর্শের অনুসারীগণকেই কৌশলগত (টেকনিকেল) কারণেও ভোটাধিকার দেওয়া যায় না। কারণ ভিন্ন আদর্শের লোকজনকে ভোটাধিকার দিলে পর আদর্শবাদী রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রীয় আদর্শের অস্তিত্বই থাকে নাঃ ধবংস হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ইহার দু'বার পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাহার একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে, অপরটি যুক্তনির্বাচনের মাধ্যমে। স্বতন্ত্র নির্বাচনের সময় দেখা গেছে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে অমুসলিমদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। তাহারা সংখ্যালঘু বিধায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ভয়ে, তাদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য বজায় থাকে। তাই তাহারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের অধিকারী থাকায়; বিভক্ত, ক্ষমতালিপসু এবং নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন সংখ্যাগুরু মুসলমানগণকে কান ধরে ঘুরাতে থাকে। লোভী ও বিভক্ত মুসলমানগণ সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ইচ্ছানুযায়ী অনেক কিছুই করতে বাধ্য হয়। যাহা অনেক সময় ইসলামী আদর্শেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই জিনিষটা টের পেয়ে, দূরদর্শী মুসলমান রাজনীতিকগণ যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তাতে সাধারণতঃ মুসলমান সদস্যগণই

নির্বাচিত হয়। কিন্তু তার আদর্শিক ফলাফল উল্টো হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ আদর্শিক মৃত্যুর পথে আর একধাপ এগিয়ে গেছে। পরিষদের সদস্যপ্রার্থী মুসলমানগণ নির্বাচনের সময়ে আর তাদের এলাকায় প্রাণখুলে ইসলামী আদর্শের কথা প্রচার করতে পারে না। ভয়, তাহলে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ভোট একটিও পাবে না। যে সকল ভোটের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নহে। বরং অমুসলিম ভোটারগণের মনোরঞ্জনের জন্য, কে কত বেশী পরিমাণে ইসলামী আদর্শের জলাঞ্জলী দেবে এবং কে কত বেশী ধর্মনিরপেক্ষতা দেখাবে, তা নিয়ে মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফল স্বরূপ দেখা যায় যে, ইসলাম আদর্শের জন্য পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার ঠেলায় সেই ইসলামী আদর্শই আজ ধ্বংসের মুখে।

পূর্বেই বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি হলো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি অথবা আমেরিকা এবং কতিপয় ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত রাজনীতি। এই জাতের রাজনীতি হলো পুঁজিবাদীদের তথা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের বাহন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যতীত, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অথবা হিন্দুস্তানী সম্প্রসারণবাদ অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংগে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেঃ যে ধরনের রাজনীতি অনায়াসেই করা যায়। মুসলমান নামের খোলসধারী পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য এইটুকু পাকিস্তান, আলাদা করে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। অখন্ড ভারত হতে অনায়াসেই, সমর্থ মুসলমানগণ হজব্রত সম্পন্ন করতে পারতোঃ কিন্তু পাকিস্তান থেকে হজব্রত সম্পন্ন করতে হলে, বৎসরের পর বৎসর পারমিটের জন্য বসে থাকতে হয়। অখন্ড ভারতের মুসলমানগণ বিনা বাধায় ব্যক্তিগতভাবে বা জমাতের সংগে তাদের নামাজ-রোজা আদায় করতে পারতো। শুধু আদায়ই নহে-নামাজের সময় ঢাক-ঢোল-কর্তাল বাজালে, হিন্দুদের সংগে খুনাখুনি হয়ে যেত। বর্তমান হিন্দুস্তানে এখনও তাই হয়। পাকিস্তানের শহরগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের মাইকের আওয়াজের ঠেলায় এবং রেডিও পাকিস্তানের প্রোগ্রামের ঠেলায় পাকিস্তান-তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের মুছল্লিগণ সমাজ পড়তে পর্যন্ত অসুবিধা ভোগ করে। হিন্দুস্তানে যাহা অচল-ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সেই মদের ব্যবসায় আজ পাকিস্তান সচল। নারী ব্যবসার দিক দিয়ে পাকিস্তান অন্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পিছনে পড়ে নাই। ঘুষ ও দুর্নীতির দিক দিয়ে পাকিস্তান সকলের শীর্ষস্থান দখল করছে। লাখে লাখে মুসলমানতো এই জাতের ইসলামী রাষ্ট্র অথবা অতীতের অখন্ড ভারতের অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করার জন্য তাদের নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আবরু পর্যন্ত কুরবান দিয়েছিল। যাহা হউক অতীতে, পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করার পক্ষে অন্যান্যদের সংগে বাংলা ও আসামের মুসলমানগণও দ্ব্যর্থহীনভাবে রায় দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হলে এখনও দেবে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন এখন অবান্তর।

এখন আমাদের পূর্ববর্তী রূপরেখা অনুযায়ী, রাষ্ট্র গঠন করার নিমিত্ত আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের তৈরী অথবা এখানকার অবাংগালাদীর তৈরী সকল প্রকার দ্রব্য বর্জন করা এবং পশ্চিমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বয়কট করা।

অধিকন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, চালচলন রীতিনীতি ইত্যাদি দু'রকমের এবং দুই অঞ্চলের মাঝখানে বাধাস্বরূপ প্রায় ১৫০০(পনরশত) মাইলজুড়ে একটি শত্রুভাবাপন্ন দেশ অবস্থিত। তাই অতিদূ'রের এই দু'টি সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ কোন মতেই ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে থাকতে পারে না। এর সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ সবসময় অপর অংশকে দাবিয়ে রাখবে। আল্লাহর দুনিয়াতে এই আজগুবি ধরনের স্বাধীন দেশ আর একটিও নাই। এসব কথা চিন্তা করেই আমাদের মুরব্বীগণ ১৯৪০ ইংরেজীতে লাহোরে বসে ঠিক করেছিলেন, দুটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কতিপয় পশ্চিমা নেতার চক্রান্তে তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই।

একটি দেশ বা পরিবার দু'ভাবে আলাদা হয়। তার একটি হল যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে। অপরটি হলো শান্তিপূর্ণভাবে। যুদ্ধবিগ্রহ একটি অদ্ভুত জিনিস। কোথায় কিভাবে সংঘটিত হয়, বলা যায় না। নেপোলিয়নের

আল্পস অতিক্রমের কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি। ম্যাজিনো লাইনের পিছনে জার্মান ছত্রী বাহিনী নামার বিষয়ে ফরাসীরা স্বপ্নেও ভাবেনি। মিশরের রাডার ষ্টেশন চুরির কাহিনী, সমগ্র পৃথিবীর গাঁজাখোরগণকেও টেক্কা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি মনে করে থাকে আলাদা হওয়ার জন্য যুদ্ধ হলে তাহা পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাদের গায়ে আচঁড় লাগবে না; তবে তাহা তাদের ভুল ধারণা। আলাদা হওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ হতে পারে। ওহাবী আন্দোলনের সময় দেখা গেছে, বাংগালী মুজাহিদগণ সীমান্তের দুর্গম এলাকায় পর্যন্ত গমন করে সেখানেও বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে।

ঐাহা হউক শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়াই, আলাদা হওয়ার উত্তম পন্থা। ইহাতে কোন পক্ষই বাড়তি ক্ষতির সম্মখীন হয় না। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আলাদা হয়ে গেছে। এমনকি তিক্ততা কমিয়ে সদভাব রক্ষার জন্য সহোদর ভাইয়েরাও শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হয়। তাই ইসলামের বৃহত্তর সংহতির স্বার্থে, সকল দেনা পাওনা পরিশোধ করে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এখন আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়াই মুক্তির ও শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র পথ। কারণ কলহরত বৃহৎ পরিবারের চেয়ে সংহত ছোট্ট পরিবারই অধিক শক্তিশালী।

কেহ কেহ বলতে পারেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য ব্যতীত আমরা টিকতে পারব না। ইহা ভুল। কারণ ১৯৬৫ ইংরেজীর লাহোর যুদ্ধের সময় দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করবে কি, তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশ পশ্চিম পাকিস্তানকেই রক্ষা করতে পারে না। বরং ঐ যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে বাংগালী বৈমানিক আলম ও অন্যান্য বাংগালী সৈন্যের অতুলনীয় সাহস, শৌর্য এবং বীর্য্য। ফলে, যুদ্ধের পর পর বাংগালীর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ, মুগ্ধ দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী দু'টি যশোগাথা রচনা করে। ঐ যুদ্ধের সময়ে হিন্দুস্তানী সৈন্যগণ, লাহোরের দিকে প্রায় দশ মাইল পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে যেখানে খুটা গেড়েছিল, তাদেরকে তাদের সেই অবস্থান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাহাদুর সৈন্যরা এক ইঞ্চিও পিছু হটাতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে তাসখন্দ চুক্তি করে। এখন বুঝে দেখুন যাহারা নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারে না, তাহারা কিভাবে ১৫০০ (পনরশত) মাইল শত্রুদেশ ডিঙ্গিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

গত ১২/১১/৭০ইং তারিখের ঘূর্ণি ও গরকীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১০ দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং আরো প্রায় ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ লোক অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সারা দুনিয়ার লোক দুর্গত বনি আদমের সাহায্যের জন্য পাগলের ন্যায় ছুটে আসে। ৬,০০০ (ছয় হাজার) মাইল দুর আমেরিকা তার হেলিকপ্টার পাঠায়। রাশিয়া, চীনা, জাপান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ কমবেশী অনুরুপ দূরত্ব থেকে বেহিসাব সাহায্য এবং বিমান ও জাহাজাদি পাঠায়। পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্যোগকে ইরান তার জাতীয় বলে ঘোষণা করতঃ ইরানী বিমান দিয়ে ঢাকা ও ইরানের মধ্যে আকাশ সেতু রচনা করে। ছোটখাটো ঐ কেয়ামতের সময়ও দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় ক্রীত শত শত বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে চুপটি মেরে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে থাকে। বেহিসাব বিদেশী সাহায্য দ্রব্য যখন পূর্ব পাকিস্তানে স্তূপীকৃত হয়ে যায়, তখন তাহার ভাগ-বাটোয়ারার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, তাহাদের প্রতিভূ ইয়াহিয়া খান ও অন্যান্য কতিপয় কেন্দ্রীয় কর্মচারীকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে।

উপরোক্ত দু'টি ঘটনায় এখন ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীগণ, পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করা দূরে থাক শান্তির সময়ে পূব পাকিস্তানের ধ্বংসরুপী প্রলয়ঙ্করী বিপদের দিনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা। নেমকহারামগুলো, কেন্দ্রে সঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ এবং যানবাহনাদি দিয়ে পর্য্যন্ত পূর্ব পাকস্তানীকে সাহায্য করতে প'বাড়ায় না। বরং পূর্ব পাকিস্তানের বিপদকে অতিরঞ্জিত করছে বলে, তাহারা বিশ্ববাসীকে অপবাদ দেয়। নেমকহারাম কি আর গাছে ধরে? এই জাতের নেমকহারামদের থেকে যত শীঘ্র আলাদা হওয়া যায় ততই মঙ্গল। এখন সকল পূর্ব পাকিস্তানীর উচিৎ শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হওয়ার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করা। উক্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি

মোগল বাদশাদের বাগানবাড়ীর অধিবাসী এবং তাহার আশেপাশের অধিবাসীরা সাড়া না দেয়, তবে আইন বিজ্ঞানের শেষ বিধান (সেংশন) অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই উভয় অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। যাতে উভয় পক্ষেরই সমূহ ক্ষতি হবে।

একদল ভন্ড প্রগতিবাদী আছেন, যারা আফ্রো-এশিয়ার সর্বহারার সংগ্রাম নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বহারাদের কথা চিন্তা করার সময়ই পান না। তারা ধুয়া তুলবেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ তো আর কোন অপরাধ করে নাই। তবে আলাদা হব কেন? এক শ্রেণীর মোল্লারাও হয়ত এই জাতের প্রশ্ন উঠাবেন। তার একমাত্র উত্তর, একটা দেশের নেতৃত্ব নেতারাই দেয়ঃ জনসাধারণ নহে। ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে যে সকল আমেরিকান সৈন্য যুদ্ধ করছে, তারাও সর্বহারা। কিন্তু তারা নির্বিবাদে তাদের পুঁজিবাদী নেতাদের হুকুম মেনে, ভিয়েতনামী সর্বহারাগণকে কতল করে যাচ্ছে। সর্বহারাদের মঙ্গলকামী চীন ও রাশিয়া পরস্পর সুসংলগ্ন দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তবুও উভয়ে,& কেটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে, নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে দিবারাত্রি কলহ করে চলছে। একই ভাষা, একই জাতীয়তা, একই ধর্ম তথা একই আল্লা-রসুলের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মধ্য-প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর নিজ নিজ দেশের নেতাদের নেতৃত্বে অহরহ কলহ করে চলেছে্

অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের খনিজ দ্রব্য নেই। আমরা চলব কি করে? ইহাও ভুল ধারণা। একটা দেশের শক্তি তার খজিন দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না। বরং তার অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। জাপানেও খনিজ দ্রব্য নাই। কিন্তু জাপান একটি বিশ্বশক্তি। এদিক দিয়ে জাপান ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি একই ধরনের। অর্থাৎ খনিজদ্রব্য বিহীন অর্থনীতি। হাতে পয়সা থাকলে, খনিজ দ্রব্য কেন? এটম বোমা পর্যন্ত খরিদ করা যায়।

আশা করি সকলেই এখন ইহা বুঝতে পেরেছেন যে, সাকুল্য দেনা-পাওনা পরিস্কার করে, আপোষে আলাদা হয়ে যাওয়ার মধ্যেই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সমৃদ্ধি, মুক্তি এবং ইসলামের বৃহত্তমম সংহতি নিহিত।

০ ০ ০ ০

আমরা আমাদের মুজাহিদ সংঘের তরফ থেকে গত ২০শে মাঘ, ১৩৭৫ বাংলা, মোতাবেক ৫ই ফেব্রয়ারী ১৯৬৯ ইংরেজী হতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই আলাদা হওয়ার আন্দোলন আরম্ভ করি। আন্দোলনের অংশ হিসাবে- 'আলাদা হওয়াই মুক্তির পথ' নামে একটি পুস্তিকা লিখা হয়। যাহা সরকার সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বায়েজাপ্ত করেছে এবং সরকারপক্ষ হেরে যাবে বরে, ঐ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী দিচ্ছে না। আমরা এই আন্দোলনের পরের ধাপে গত ২৪শে ফালগু, ১৩৭৬ বাংলা, মোতাবেক ৮ই মার্চ, ১৯৭০ইং তারিখে আমাদের সংঘের তরফ থেকে, ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক তথা বাহাদুর শাহ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করি। ঐ জনসভায়ও আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে আলাদা হওয়ার তথা স্বাধীন পুর্ব পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করি। যার ফলে সংঘের আহবায়ককে সামরিক কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন্ট মারফৎ ডেকে পাঠায়। সাক্ষাৎ হলে পরে আহবায়কের সংগে অভদ্র আচরণ করে। তাহাকে ভয় দেখায়। নানাভাবে ভয় দেখিয়ে ইংলিশ-উর্দুতে কথা বলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। সংঘের আহবায়ককে ভীতসন্ত্রস্ত করতে অপরাগ হওয়ায় মুখ রক্ষার খাতিরে তাহাকে কেবল ওয়ার্নিং দিয়েই সামরিক কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় আহবায়কের নির্ভীক আচরণ দেখে, সামরিক কর্তৃপক্ষ আর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার সাহস পায় নাই। বরং অন্যান্য বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ আলোচনা করে।

যাহা হউক আমাদের জনসভার প্রায় ৮ (আট) মাস পরে ৪/১১/৭০ইং তারিখে ভাসানী ন্যাপ ও অন্যান্য কয়েকটি দল পল্টনের এক জনসভায় অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করেছে। ভাসানী সাহেব আরো ঘোষণা করেছেন,

১৯৭১ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখে তিনি এই মর্মে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠন করবেন। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সকলের নিকট আমাদের আবেদন-পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা তথ্য স্বাধীন করার পরে যদি ইহাকে, আমাদের রূপ-রেখা অনুযায়ী একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবীর প্রতি ভাসানীর গঠিতব্য সর্বদলীয় পরিষদ সমর্থন জানায় তবে ঐ পরিষদের সহিত সকলের সহযোগিতা করা উচিৎ। অন্যথায় উহার সহিত সকল বাংগালী মুসলমানের বিরোধিতা করা উচিৎ। উপরন্ত, পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করতঃ ইহাকে একটি ইসলামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যাহারা নিজেদের জানমাল পর্যন্ত কুরবান করতে প্রস্তুত আমরা তাদের সকলকে মুজাহিদ সংঘের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সাদর আহবান জানাচ্ছি। তৎসহ আমাদের এই মহান সংগ্রামে আমরা পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা চাচ্ছি।

৪। উপসংহার

আমার এই আলাদা হওয়ার দাবী উঠানোর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের দেশী এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা পঞ্চমুখে তাদের সাবেকি প্রচার আরম্ভ করেছে। তারা চলছেঃ এই দাবী উঠানোর সময় এখনো আসেনি। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে টিকতে পারবে না। ৯৮% (শতকরা আটানববই) ভাগে না হলে কি হবে ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) স্বায়ত্তশাসন আসলে পর পূর্ব পাকিস্তানে সোনা ফলবে। আলাদা হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে, শুধু টিকেই থাকবে না বরং পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমাদের লোকসংখ্যা ৭ (সাত) কোটি। দুনিয়াতে ত্রাস সঞ্চারকারী জার্মানদের সংখ্যাও মাত্র সাত কোটি। প্রায় সমগ্র পৃথিবীর এক সময়কার শাসক, ইংল্যান্ডবাসীদের সংখ্যা মাত্র ৫ (পাঁচ) কোটি। অধিকন্তু, ইংল্যান্ড তার খাদ্য-দ্রব্যের ৩৫% (শতরা পঁচিশ ভাগের) এর বেশী নিজের দেশে উৎপাদন করতে পারেন নাঃ বাকী ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করে সুখে স্বাচ্ছন্দে টিকে আছে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। নেপালের আয়তন ৫৪,৩৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৯০ (নববই) লক্ষ। ভুটানের আয়তন ১৯,৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা মাত্র সাত লক্ষ। তবুও নেপাল ও ভূটান দুই বিরাট প্রতিবেশী চীন এবং ভারতের মাঝখানে, সুউচ্চ আকাশের উচ্চতাকে ভেদ করে, গর্বভরে তাদের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন রেখেছে। সিংহলের আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৪ (চুরানববই) লক্ষ। অর্থাৎ সিংহল, পূর্বপাকিস্তানের অর্ধেকের চেয়েও কম আয়তনের এবং পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় এক সপ্তমাংশ লোকের অধিকারী হয়ে, হিন্দুস্তানের চক্ষুশূল হিসাবে ভারত মহাসাগরের মধ্যমণি কলম্বোর উচ্চাকাশে তার স্বাধীন পতাকা গর্বভরে উচিয়ে রখেছে। মাত্র ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ অধিবাসী এবং ৮,০০০ (আট হাজার) বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ইসরাইল রাষ্ট্র, তাহার চেয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) গুণ শক্তিশালী ১২ (বার) কোটি আরবকে নাকানি চুবানী খাওয়াচ্ছে। এবং বিরাট সিনাই এলাকা জবর-দখল করে রেকেছে। মাত্র ২২৪ (দু'শত চবিবশ) বর্গমাইর আয়তন ও ষোল লক্ষ অধিবাসীর গর্ব হিসাবে, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সংগমস্থলে, সিঙ্গাপুরের স্বাধীন পতাকা উচ্চাকাশের উচ্চতাকে অবজ্ঞা করছে।

পিপীলিকাসম যে সকল দক্ষিণ ভিয়েতনামী পর্বত প্রমাণ আমেরিকানগুলিকে কলাগাছের মত কেটে যাচ্ছে তাদের দেশও আয়তনের দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে খুব বড় নহে এবং তা'দের লোকসংখ্যা মাত্র দেয় কোটি। দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামীরা শুধু ৫ (পাঁচ) লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের সঙেড়ই লড়াই করছে না; তৎসঙ্গে তাদের নিজেদের দেশের আরও পাঁচ লক্ষ দালাল সৈন্যের সঙ্গেও বীরত্বের সহিত লড়াই করে যাচ্ছে।

এতদসত্বেও পৃথিবীর আদি ও সবৃশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জাতি পূর্ব পাকিস্তানীরা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। আমি বলছি, আলাদা হলে অতি শীঘ্রই আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীর মর্যাদা পাবো। এবং অচিরেই আমরা সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা কুড়াবো।

অতএব সবে মিলে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ-

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।
ইসলামী সাম্যবাদ-জিন্দাবাদ।
পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্রব্য-বর্জন করুন।
পশ্চিমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-বয়কট করুন।
উর্দু-ইংলিশ-ধ্বংস হউক।
পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংস হউক।
বিশ্বের মুসলিম, সর্বহারা-এক হও, এক হও।

বিশ্বাস করুন। বাংলা পৃথিবরি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা! বাংগালী মুসলমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা!! ইসলামী সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা !!!

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত
জাতীয় সংগীত

স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন,
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন।
ভী-মেরও ভীতি ওহে ব্যাঘ্র-ভূমি-,
আ-কাশ যুদ্ধে অগ্রগামী-,
নৌ-সিংহ-দের তীর্থ ভূমি-,
তব তরে জা-ন মাল কুরবা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।
শি-ক্ষক, শি-লপী জ্ঞান-জীবি সে-রা,
কৃ-ষক, শ্রমজীবী পৃথিবীর বা-ড়া,
হ'-কার, তাঁ-তী মিলি সবে মো-রা,
পুঁজিবা-দ ভেংগে করি খান খা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

সাম্য ও শানতির মোরা দিশারী-,
লা-শরীক আ্লার মোর পূজারী-,
তওহীদী ঝানডা হস্তে ধরি-,

বেইমা-ন দেখে দেখে মারি গরদা-নঃ
স্বা-ধীন পূ-রব পা-কি-সতা-ন...।

প্রকাশক- মো: খলিলুর রহমান, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।
[সামছ উদ্দিন, আহববায়ক : জাতীয় মুজাহিদ সংঘ। ১৬-ডি, ছোট কাটারা ঘাট রোড, ঢাকা -১১। ১৬-৯-৭৭। বাং মূল্য ৫০ টাকা।]

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
রেসকোর্স ময়দানে গণপ্রতিনিধিদের শপথ	দেনিক ইত্তেফাক	৪ জানুয়ারী, ১৯৭১

গণপ্রতিনিধিদের শপথ

শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার সংকল্প

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুক্ত শপথে দীপ্ত বীর বাঙ্গালীদের নির্বাচনোত্তর সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাইয়া বাঙ্গালী তথা পাকিস্তানের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের কামনা-বাসনার পিলসুজে সম্ভাবনার অনির্বান শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণ-প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা প্রত্যয়দৃঢ়কণ্ঠে গতকাল (রবিবার) রমনা রেসকোর্স ময়দানের অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব গণ-মহাসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজননিতক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার ঈপ্সিত কঠিন শপথ গ্রহণ করেন।

‘‘আমরা শপথ করিতেছি-

‘‘আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাহারা আত্মহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সুচনা করিয়াছেন।

‘‘আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষের-তথা সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নামেঃ

- জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব;

- ছয়দফা ও এগারো দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ছয়-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসন ও এগারো-দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব;

- আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায়, অবিচার বিদূরিত করিয়া সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব;

- জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে যে-কোনরূপ ত্রাগ স্বীকার কতরঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।’’

গতকাল (রোববার) বিকালে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলয়ি ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের সংকল্প ঘোষণা করিয়া শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই ধরনের গণশপথ গ্রহণ এই প্রথম।

শেখ মুজিবের ডানপার্শ্বে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বাম পার্শ্বে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়াইয়া শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে শপথনামা এবং ডান হাতে শপথের ভঙ্গীতে উদিত ছিল। নেতার সঙ্গে সঙ্গে সকল সদস্য শপথনামা পাঠ করেন। শপথ পাঠ করার পূর্বে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের সামনে জনসাধারণকে সাক্ষী শপথ গ্রহণ করিতেছেন। শপথ গ্রহণ সমাপ্ত হইলে বিশাল জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

"সহযোগিতা চাই, কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপোস নাই"

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের বিশাল গনসমাবেশে ভাষণ দানকালে বলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপোস করা হইবে না। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ছয়-দফার ভিত্তিতেই হইবে- কেউ ঠেকাইতে পারিবে না।

শেখ সাহেব বলেন, আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই, আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করিবে এবং উহা বানচালের অধিকার কাহারও নাই। তিনি বলেন, মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা, আর সে রায় আমরা পাইয়াছি। শেখ মুজিব বলেন, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই আমি একথা বলবো না যে, শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে আমরা সহযোগিতা চাই না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব বা ক্ষমতার জন্য নয়, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনগণের দাবী আদায়ের জন্য। তাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা চাই।

"বাক্সবন্দী করিয়া রাখুন"

শেখ মুজিব সরকার প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাক্সবন্দী করিয়া রাখার জন্য সরকারের নিকট আহবান জানাইয়াছেন।

সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে

দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়নে ইউনিয়নে, মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে তাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হোন। রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, সেই সব বিপ্লবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, চোরের মত রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।

সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের খতম করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে বাঁশের এবং সুন্দরী কাঠের লাটি বানাইবার পরামর্শ দিয়া শেখ সাহেব বলেন, প্রত্যেকের হাতে আমি হয় বাঁশের নয় সুন্দরীকাঠের লাটি দেখিতে চাই। কিন্তু খবরদার আমার হুকুম ছাড়া সেগুলি ব্যবহার করবেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা ও ১১-দফার প্রশ্নে কোন আপোস হবে না কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা চাওয়া হবেঃ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৪ জানুয়ারী , ১৯৭১

WEST PAKISTAN LEADER' CO-OPERATION TO BE SOUGHT

CONSTITUTION BASED ON SIX AND ELEVEN-POINT

WILL BE FRAMED

Mujib's confident statement in Dacca on January 3, 1971.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Sunday that the future constitution of the country would be framed on the basis of Six-point and Eleven-point Programmes.

Sheikh Mujib was addressing a mammoth public meeting at the Race Course on the occasion of oath-taking of the newly-elected MNAs and MPAs belonging to the Awami League.

The Awami League leader, however, said that he would seek co-operation of the people's representatives of West Pakistan in framing the constitution.

Sheikh Mujib said that after June 7, last year, it was his first appearance before the people at the Race Course. He said that the elections were over and the people of Bengal won in their first phase of struggle through the elections. He reminded the people not to think that the demands of the people were fulfilled in this election alone.

Co-operation

"For being the absolute majority party in the Assembly I would not like to say that we did not want co-operation from the representatives of West Pakistan in framing the constitution," he said. "Surely," he said, "We want co-operation and help of the West Pakistani representatives in framing the constitution. But there could be no compromise on fundamental matters of policies."

In this respect he pointed-out that the Six-point and Eleven-point programmes were no more his or his party's properties. Referendum was held on the Six-point and Eleven-point programmes. Awami League could not amend it now he mentioned. None would be able to stop us framing a constitution on the basis of Six-point programme, the Awami League Chief declared.

Giving an account of the treatment meted out of the people of Bangladesh in the past, the Sheikh said that the people here were considered to be second class citizens, and their

loyalty to the country was questioned. “We had suffered many an injustice. We know how it pinches. Therefore, we would do justice to the people of West Pakistan”.

Giving an account of the past sacrifices of Bangla Desh, he said that being the majority people “we allowed Karachi to be the capital of Pakistan and from the quota of this province six West Pakistan leaders were given Constituent Assembly seats”.

“Again”, he said, “We would frame a constitution for the country as we are the representatives of the majority of the people of the country. The people of Pakistan would accept that constitution. Those who want to put an obstacle on its way would be eliminated”.

CONSTITUTION BASED ON SIX-POINT
Conspiracies

In his 50-minute speech Sheikh Mujib referred to some of the incidents after the elections and said that the conspiracies for frustrating the election which were going on before the polls were going on still. He said that the killing of newly elected 26-year-old Awami League MPA Ahmed Rafiq in Pabna, murder of Mamtaz in Khulna and the death of Harun were some of the proofs of that conspiracy. He said that Ahmed Rafiq was killed in the darkness of night. He had received 13 knife injuries; Mamtaz was called out of his house and murdered and “my young brother Harun was knocked down by a jeep and killed”.

Calling upon the people to be ready for future struggle he said that it might so happen that “I may be eliminated while fighting for realizing the demands. In the case it would be your obligation to continue the struggle”.

Yahya thanked

Sheikh Mujib thanked President Yahya for fulfilling his (Yahya’s) commitment in holding the elections. However, he said that there was a section among his (Yahya's) subordinates who were still conspiring to undo the election results. Sheikh Mujib said that some of the conspirators came to Dacca recently and held a secret meeting. The Awami League Chief asked the Persidentity of Bangla Desh and those "conspirators", otherwise, he warned that people of Bengal would confront those elements with bamboo sticks.

Continuing he said, “We have emerged as the absolute majority party in the elections not only in Bangla Desh but also in the whole country. So, the right to rule the country is ours”. He said that he and his party would protect the rights of the poor people of the Punjab, Baluchistan, Frontier and Sind. There is no difference between the suffering humanity of Bangladesh and those of other provinces, he observed. However, the Awami League Chief emphatically said that there was no compromise with those who had exploited Bangla Desh for the last 23 years.

He further said that neither he nor his party men were in politics for simply being middle ministers or prime ministers. He said that he and his party were in politics for

serving the cause of common man, for establishment of the right of the masses. They did so as they tried to make sacrifice for the people.

Caution to officials

Sounding a note of caution to the high officials of the Government the Awami League Chief said that the officials should change the mentality they had grown in the last decade during Ayub Regime. He said that the high officials could not adjust with the common people; they remain as big bosses. “If you do not change your attitude towards the common man, we would only point out the people your residence, and tell them he is not a good man, throw him out. We are not going to take steps as taken by President Yahya against 303 high officials,” he said.

Move to combat Awami League

Referring to the role of different quarters at the time of elections, he said huge amount of money came to this province for the purpose of combating the Awami League. It was said that Islam was in danger. Was anybody stopped from offering his prayers and keeping fast after the elections, he asked. He said that those who involved the name of Islam unnecessarily in politics, deserved punishment prescribed in Islam-whipping.

Further he said that attempts were made in different ways to reduce the number of Awami League MNAs and MPAs in the elections. Once the move was made with the help of POP after the merger of four organizations and then in the name of Islamic Front. In the elections, however, all the weeds were cleared, he observed.

Speaking about his organisation, he called upon his party workers to make every village and mahalla a fort of the Awami League. He alleged that Awami League workers were stabbed in the darkness of night by terrorists and their agents. He called upon his workers to be prepared to fight such terrorists. He advised them to prepare bamboo sticks and sticks out of "sundari" to fight them. Sheikh Mujib said that revolution could not be made through dacoity.

To his workers, he said, "You keep your sticks ready but do not use those until I give order”. He reiterated, “I am a Muslim and not a Christian. If I am hit I will retaliate.” He asked his workers not to hit first.

The Sheikh told the cheering crowd to bury alive any member of his party including himself if any of them betrayed this oath.

Addressing the women audience in the meeting, he said that the women-folk would no more be treated as second class citizens. If required, he said, a special law would be framed to give equal rights to women with the men-folk.

Sheikh Mujibur Rahman demanded the release of all political prisoners and withdrawal of cases pending against political workers and students. "How long will you keep them in the jail? If you fail to release them immediately we shall do it very soon after going to power", Sheikh Mujib added.

Expressing his grave concern over the increasing criminal activities in the city Sheikh Mujibur Rahman said that it was impossible to move safely in the city. He asked the concerned authority to take measures to ensure safety of the people.

Tributes to martyrs

At the outset of his speech he paid glowing tributes to the martyrs who had sacrificed their lives in the movements especially, he mentioned those who were killed in the State Language, June 7 movements and in the mass upsurge of 1968 and 1969.

He said, "I along with the MNAs and MPAs promise today that the blood of the martyrs would not be allowed to go in vain".

He further said that the victory in the polls was not the ultimate victory. However he said that the victory in the polls was not the victory of his won or his party. It was the victory of the seven crore people of Bengal, nay the whole repressed people of Pakistan.

He said that the people of Bengal would never forget the martyrs who would be remembered in all ages.

Addressing the audience he said that there was no reason to be complacent on the basis of election results about the realization of the demands. He said that it might so happen that the debt of the martyrs would have to be repaid in blood. He called upon the seven crore people of Bengal to be prepared for the future struggle, if needed.

Speaking about the elections, the Awami League chief said that "We had no money, no car, no wealth, but we had Iman (faith) and the common man with us, and that was our wealth".

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	৮ জানুয়ারী, ১৯৭১

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, একটি স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রূপ দিন, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন

৮ই জানুয়ারী ১৯১৭ সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড সিরাজ সিকদার কর্তৃক পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল সমর্থক ও বিপ্লবী জনগণ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহবান

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বিশেষ অনুশীলনে প্রয়োগের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে তার প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বর্ষে পদার্পন করছে।

এই তিন বৎসর পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা আত্মবলিদান ও কঠোর সংগ্রাম দ্বারা আনন্দ ও বেদনার মহা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে মহান গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বের সর্বহারা শ্রেনী ও বিপ্লবীদের সংশোদধনবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ব বাংলার সর্বহারা বিপ্লবীরা ‘প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত’, এ পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অকৃত্রিম সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্ত্ততি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই পার্টির অব্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ ও খুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও তার প্রকাশের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করছে এবং বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার প্রণয়ন করেছে-সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার সঠিক সামরিক লাইন এবং গোপনভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার সঠিক সাংগঠনিক লাইন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুঙ চিন্তাধারা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ, কৃষক শ্রমিকের সাথে একীভূত হওয়া এবং বিপ্লবী ঝড় তরঙ্গে পোড় খেয়ে অধিকতর, পরিপক্ক হয়েছেন এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে বিপ্লবীকার্য পরিচালনা করছেন।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলনের এই তিন বৎসর সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা ও পরিচালনা করার আত্মগত প্রস্ত্ততির সৃষ্টি করেছেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্র, অফিস ও মার্কিন তথ্য-কেন্দ্রে কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা করে।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী 'একটি পাতা নড়ার শব্দেই আঁতকে উঠে' এবং পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উটে। তাদের এ জঘন্য প্রচেষ্টায় শামিল হয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী দালালরা এবং পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী ও আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনে কর্যরত পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে, আরো অনেকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে গ্রেপ্তারী পুরস্কার।

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার এ সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ কারর অন্তরালে অশেষ নির্যাতন ও কষ্টে ভুগছেন। তাদের কথা মনে পড়ে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা বেদনাকে শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং অশ্রুকে শত্রু ধ্বংসের বজ্রকঠিন সপথে রূপান্তরিত করে নিজেদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করে, বিপ্লবী কাজ দ্বিগুণভাবে জোরদার করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রাম্য এলাকায় সম্পসারিত করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহের দেশ ময়মনসিংহে জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামেই ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। স্মরণাতীতকালের প্রচন্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে। পাকিস্তানের উপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণরে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলিপথ পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে।

আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পর্ব বাংলার উপরন্ত শোষণ নিপীড়ন সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

পাকিস্তানের অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনী। পূর্ব বাংলার জনগণের কোন উপকারই করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমিকা গণবিরোধী এ সশস্ত্র বাহীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত। শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক, সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আপোষ ও আঁতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপোষের দুটো পথ খোলা রয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রেণীভিত্তি প্রমাণ করে ইহা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করেছে যার পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

আওয়ামী লীগ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি ও তার মাধ্যমে পরিচালিত সর্বহারার একনায়ত্ব ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সমাজতন্ত্রের সারবস্তু হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ইহা জনগণের পরিবর্তে দুর্নীতি পরায়ণ আমলা-ম্যানেজার

প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। এর পরিণতি হলো লোকশানের প্রতিষ্ঠান ই, পি, আর, টি, সি, বা ই, পি, আই, ডি, সি এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা।

তথাকথিত মুক্ত পৃথিবীর প্রধান মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কমিউনিজম প্রতিহত করার ইহা একটি নতুন কৌশল। বার্মার নে-উইন, সিঙ্গাপুরের লি-কান-উয়ে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধি নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের নামে পুরানো শোষণকে নতুন শোষণের রূপে তীব্রতর করছে এবং কমিউনিস্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিজম প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম প্রচন্ড রোষে ফেটে পড়ছে।

শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র ও শোষণের অবসানের কথা বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লাঠিয়ালবাহিনী হিসেবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক জনতা ও তাদের নেতৃত্বকে ‘জ্যান্ত কবরস্থ’ করা এবং পূর্ব বাংলার চিয়াংকাইশেক, নে-উইন, ইন্দিরা, লি-কান-উইয়ের ভূমিকা পালন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী একারণেই তাদেরকে কিছুটা সুবিধা প্রদান কর পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের পরিচালিত পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙ্গালীদের দ্বারা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে।

ইতিহাস সকল ভীতি ভাঁড় ও ভাঁওতাবাজদের, আগে হোক পরে হোক চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করেছে; ইহা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আমরা অবশ্যই এ সত্য প্রতিনিয়ত জনতার সামনে তুলে ধরবো এবং বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে উঠতি বুর্জোয়াদের মোহগ্রস্ত জনগণকে আমাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা জোরদার করবো। এ উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাম্য এলাকায় কৃষকদের জাতীয় শত্রুবিরোধী খতম অভিযান জোরদার করবো। এভাবে পূর্ব বাংলার ৮০ ভাগ জনতার নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে শহরে বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক শ্রেণী, ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবো।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। মহাননেতা সভাপতি মাও যথাযথভাবে বর্তমান দুনিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করেছেন, ‘বিপ্লব হলো বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা’। বিশ্বের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভারত, প্যালেস্টাইন এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে।

খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মর্মস্থলে কালো অধিবাসীদের হিংসাত্মক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে।

সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোদনবাদী দেশসমূহে গণঅসন্তোষ এবং নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। তারাও নিজের খতমের দিন গুনছে।

পক্ষান্তরে সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে গণচীন বিরাটকায় দাবনের মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব দিগন্তে, ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আলোকস্তম্ভ আলবেনিয়া উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করছে।

এ যুগ সম্পর্কে সভাপতি মাও দূরদর্শিতার সাথে যথার্থই উল্লেখ করেছেন, ‘আজ থেকে আগামী ৫০ বৎসর থেকে ১০০ বৎসর অথবা তার পরের সময়টা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ কাঠামো আমূল পরিবর্তনের মহান যুগ। পূর্ববর্তী যেকোনো ঐতিহাকি পর্যায় নজীরবিহীন একটি বিশ্ব কাঁপানো যুগ।’’

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা দাবানলের রূপ নেবে ১৯৭১-এ। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি, আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা, তাদের দালাল, বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা এই প্রবল ঝড়-তরঙ্গে থর থর করে কাঁপবে পুরনো দুনিয়া, গড়ে উঠবে জনগণের গেলিবাহিনী, সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি।

টীকা

(1) বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীঃ মনি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-মতিন ট্রটস্কী-চেবাদী, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী, অগিপ্রভ মাইতি প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা আকৃতিতে পৃথক কিন্তু সারবস্তুগতভাবে সংশোধনবাদী।

(2) পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলঃ মুসলিম লীগের সকল অংশ, পিডিপি, জামাত ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক পার্ঠিসমূহ, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ।

(3) আকৃতিগতভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থীঃ প্রতিক্রিয়াশীল ন্যাপ উভয় অংশ, আওয়ামী লীগের নেতত্বের ব্যাপক অংশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ আসাদ দিবস পালনোপলক্ষে স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের আহবান	পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	১৫ জানুয়ারী, ১৯৭১

২০ শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস

সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালন করুন

সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন

আসাদের স্বপ্ন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

শহীদ আসাদের রক্তমাখা ২০শে জানুয়ারী আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনতার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক গভীর বেদনাদায়ক ও সংগ্রাম দিন। এই দিন পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির জাতীয় নিপিড়ন ও শ্রেণী শোষনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল। আমাদের সংগঠনের পূর্বসূরী ও প্রিয় সাথী আসাদ ছিলেন এই অভ্যুত্থানের একজন নির্ভীক সেনানী। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারীর সকাল বেলায় শহীদ আসাদসহ জঙ্গী ছাত্রসমাজ যখন নিষ্ঠুর অত্যাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে দিয়া মিছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন শাসকগোষ্ঠীর ভাড়াটিয়া কুকুরের দল রিভলবার দিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে জনতার মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা আসাদকে। যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাহারা জানেন, আসাদের হত্যাকান্ড কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করিতে করিতে আসাদ হাসিমুখে শাসকগোষ্ঠীর বুলেটকে বরণ করিয়া লইয়াছেন-আসাদ শহীদ হইয়াছেন। আসাদের হত্যা, জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিল। শাসকগোষ্ঠী জেল-জুলুম-গুলী-বেয়োনেট-কারফিউকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী জনতার কাফেলা আগাইয়া চলিল। শহরে শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনযন্ত্র অচল হইয়া গেল আর গ্রামাঞ্চল হইয়া পড়িল আধা-মুক্ত এলাকা। সৃষ্টি হইল পূর্ব বাংলার বুকে এক প্রচন্ড বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান। জনতার সে কি বিপ্লবী মেজাজ! কি বিপ্লবী প্রাণবন্যা! জনতার এই বিপ্লবী শক্তি উৎখাত করিল জালেম আইয়ুব শাহীকে।

সংগ্রামী দেশবাসী !

যে আশা-আকাঙ্খা লইয়া কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষ এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়াছিল, যে স্বপ্ন লইয়া শহীদ আসাদ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁহার অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, জনগণের সেই আশা-আকাঙ্খা কি বাস্তবায়িত হইয়াছে? শহীদ আসাদের সেই স্বপন্ন কি সার্থক হইয়াছে? দুই বছর পর ২০শে জানুয়ারী সে প্রশ্ন লইয়া আজ আবার আমাদের দুয়ারে হাজির হইয়াছে। আমাদের আজ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আসাদের প্রাণ বিসর্জন ও জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিলঃ তেইশ বছর ধরিয়া পূর্ববাংলার জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজি এই তিন শত্রুর শোষন ও শাসনের যে পাহাড় চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা, পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার একটি রাষ্ট্র কায়েম করা। মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত আসাদ এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। শহীদ আসাদ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির শাসন ও শোষণমুক্ত এমন এক নতুন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেন, যে রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার কৃষক জোতদারী মহাজনী শোষণ হইতে মুক্ত হইবে, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জমির মালিকানা পাইবে, শ্রমিক বাঁচার মত মজুরী পাইবে, তাহাদের উপর হইতে

শ্রমের দাসত্বের নিষ্ঠুর বোঝা লাঘব হইবে, ছাত্র-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বিকাশের রাস্তা রাহুমুক্ত হইবে, তাহারা বেকারত্বের দুঃসহ জ্বালা হইতে মুক্তি পাইবে। এক কথায়, পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের জীবনে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা, জীবন ও জীবিকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা আসিবে। শহীদ আসাদ প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন যে, শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র শক্তির মোকাবিলা সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমেই করিতে হইবে। শাসকগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঘাঁটি গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি এবং কৃষকের বিপ্লবী রাজত্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পর মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও করিয়া চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্যই শহীদ আসাদ মনোহরদী-তাহিরদিয়া এলাকায় কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই জন্যই আসাদ মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে হাতিরদিয়ার হাট হরতালকে সাফল্যমন্ডিত করিয়া তুলিতে যাইয়া আর একবার শাসকগোষ্ঠীর বুলেটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

সংগ্রামী জনতা !

শহীদ আসাদের এই স্বপ্ন, জনতার বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু কেন? কারণ ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের যখন সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হইতে চলিয়াছিল, তখন শাসকগোষ্ঠী জনতার সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য গোল টেবিলের মাধ্যমে আপোষের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। গণ-অভ্যুত্থানের আপোসকামী নেতৃত্ব শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপোসের চোরাগলিতে পা বাড়াইয়াছিল। ফলে শাকগোষ্ঠী তাহাদের শক্তিকে পুনরায় মজবুত করিয়া দেশের বুকে সামরিক শাসন জারী করে। শাসকগোষ্ঠী এইবার পুনরায় নির্বাচনের মধ্য দিয়া জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রতিহত করিতে চাহিয়াছে। কারণ, শাসকগোষ্ঠী ইহা ভালোবাবেই জানে, নির্বাচনের মাধ্যমে মেম্বর মন্ত্রীর পরিবর্তন হইবে, কয়েকটি দফাও হয়তো কাগজে-কলমে দিতে হইতে পারে, কিন্তু শাসন ও শোষণের মুল চাবিকাঠি মিলিটারী, পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রের কোন পরিবর্তন হইবে না। তাহা হইলে পূর্ব বাংলার গোটা বাঙ্গালী জাতিকে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতাকে তাহাদের শ্রেণী শোষণ হইতে মুক্তির সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যাইবে-সংসদীয় রাজনীতিতে মোহাচ্ছান্ন করা যাইবে।

তাই এইবারের শহীদ আসাদ দিবস আমাদের নিকট গভীর তাৎপর্য বহন করিয়া আনিয়াছে। আসুন, আজ আমরা শহীদ আসাদের রক্তাক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী ও সুবিধাবাদ আপোষকামী রাজনীতিবিদদের সকল ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করিয়া বিপ্লবী রাজনীতির পতাকাকে তুলিয়া ধরি। সেই বিপ্লবী পথ হইল, কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠনের পথ। মুক্ত গ্রাম এলাকা দিয়া শহর ঘেরাও ও শহর দখল করিবার পথ। আর তাহার পাশাপাশি শহরে বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের ঝড় তুলিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ঘায়েল করা যাহাতে তাহারা সর্বশক্তি লইয়া কৃষকের লড়াইয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারে। এই বিপ্লবী পথেই খুলনার বাহিরদিয়া ও সিলেটের হাওর করাইয়ার সংগ্রামী কৃষক আগাইয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্য অভিমুখেই ১৯৬৮-৬৯ সালের বিপ্লবী গণ- অভ্যুত্থানের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। আসুন, আগামী ২০শে জানুয়ারী পূর্ব বাংলার শহরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজে, হাট-বাজার-গঞ্জে সর্বত্র হরতাল পালন করিয়া আসাদসহ শত শত দেশপ্রেমিক বীর সেনানীদের আত্মত্যাগকে নতুন করিয়া আমরা স্মরণ করি, তাহাদের অপূর্ণ আশা-আকাংখা ও অসমাপ্ত কাজকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য নতুন করিয়া শপথ গ্রহণ করি, শহীদ আসাদের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে জোর কদমে আগাইয়া যাই।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগের সাথে তিন দিনের আলোচনা শেষে ভুট্টোর বিবৃতি	পাকিস্তান টাইমস	৩১ জানুয়ারী , ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY WILL STRIVE FOR VIABLE CONSTITUTION

No Deadlock In Talks

Mr. Z. A. Bhutto's statement to Dacca oil January 30, 1971, at the conclusion of his three days talks with Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, said here today the within national unity he and his party would go as far as possible to find a permanent formula for framing a viable and acceptable Constitution.

Mr. Bhutto, who yesterday concluded three-day, talks with Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, told a Press Conference that he had come here to find the areas of agreement and search for common factors and try to rekindle the spirit of fraternity, understanding and co-operation.

Mr. Bhutto said: “We have genuine difficulties, and we need time at least up to the end of February to make a comment on it.”

He, however, said that he was neither satisfied with the talks with Shiekh Mujib nor were these talks a failure. "The dialogue should continue,“ he added. "There was no deadlock in our talks,” he said.

He said: “We understood each other's viewpoints and we would have to explain our viewpoint to our people and their representatives before we meet next time. The task was a challenging one and we will have to resolve many of our problems a legacy of the past 23 years.”

“How can you expect us to solve the problems of 23 years in three days?” he asked.

* * * * * * *

He could see a danger signal ahead for the nation, he said and added that he was in favor of dialogue and negotiation for overcoming what he described as "a national stake."

He said: “When necessary I will come to East Pakistan to continue such discussion with the leaders of the Awami League.”

Mr. Bhutto analyzed point by point the Six-point Programme of the Awami League and the 11- point programme of the student community of the province.

Constitution should be based on consensus

Taking both the programmes together, he announced his acceptance for 12 of these 17 points-excluding the five which dealt with provincial autonomy on the basis of the Lahore Resolution and a Constitution on the basis of Six-points.

He would not comment on them because "we have got genuine difficulty and we need time for consultation to see how far we can go for a consensus".

But he described as ideal the point No. 1 of the Six-Points so far as it advocated a genuine federation in a true sense. He said he was a firm believer in one Pakistan and his entire political philosophy was based on it.

The four points of the Awami League on which Mr. Bhutto made no comments pertain to the transfer of Provincial and Central subjects, currencies, foreign trades, federating states and their accounts.

The second point of the students' demands relates to the Six-Point Programme.

National Assembly Session

About the convening of the Constituent Assembly on February 15 as suggested by Sheikh Mujib, the PPP Chief remained non-committal, but said there was nothing wrong "if we take time up to the end of February at least".

Asked if he intended to suggest delaying the session to the President, he replied in the negative.

"Some essential things will have to be accomplished before we come to attend the session" he said. "We must meet the leaders of all shades of opinion in West Pakistan, including those of defeated parties. The Constitution of a country should be a national one and not of one Province, and as such there should be consensus and equilibrium".

He said, however, that he fully shared the anxiety of Sheikh Mujib for breaking the present transition which was giving rise to new problems every day. "But for the greater interest of the nation" he added "its solidarity, integrity and fraternity there is nothing wrong in asking this 15 days time to solve the difficult task we have here for a permanent and lasting solution of constitutional problem".

Mr. Bhutto said that it was not necessary to enter into the Constituent Assembly with an agreement on different issues because negotiations could continue even when the House in Session.

Asked if, in his opinion, the Awami League with its present absolute majority in the House was competent to frame a Constitution, Mr. Bhutto said: "Legally speaking they can, but the question to be decided by the House is whether the Constitution will be adopted by a simple majority or by two-thirds majority. Since the question is of making a Constitution and our geographical position is peculiar, the majority adopting the Constitution should include a consensus."

In this connection, he cited the example of One Unit which he said, could not survive because the idea lacked a consensus of all the four provinces of West Pakistan. Parity was another question which had to be done away with because East Pakistan did not like it, he added.

When a correspondent wanted to know of the 'genuine difficulties' Mr. Bhutto was often referring to during the Press Conference, the PPP Chief invited him to visit West Pakistan and to see for himself these difficulties. He said: "we have not got a mandate like the Six-Points of East Pakistan, but we have to tell the people in West Pakistan so many things at so many places to come out successful in the elections. So our position is quite different and it needs consultation."

The People's Party Chief renewed his warning to the vested interests who, he said, had been trying to "frustrate an early transfer of power to the elected representatives of people".

He said that since the two winning parties were committed to the people on nationalization, the industrialists had become active in this direction. Many of these anti-Socialists and exploiters, he added, were making frequent visits to both East and West Pakistan to achieve their goal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাইজ্যাককৃত বিমান ধ্বংসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা	পাকিস্তান অবজারভার	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

MUJIB WARNS VESTED INTERESTS
Bhutto Explains Legal Position

Statement by Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Z. A. Bhutto on February 3, 1971, reacting to the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore.

Sheikh Mujibur Rahman, the Chief of the Awami League, has called upon the Government to hold an inquiry into the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore and "to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting the situation for their nefarious end".

Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued in Dacca on Wednesday, said that he was surprised to hear that the hijacked Indian plane has been blown up adding that the incident must be deplored.

The Awami League Chief urged the people to be alert against the vested interests and to resist their attempts to exploit the incident to create abnormal conditions to sabotage the peaceful transfer of power to the people.

Sheikh Mujibur Rahman said "I was surprised to hear that the hijacked Indian plane at Lahore has been blown up. While the hijacking was a 'fait accompli', its subsequent blowing up must be deplored".

He said; "Prompt and effective steps by the authorities could have been taken to prevent its occurrence. It should have been realized that at this critical juncture in the Nation's life, the creation of abnormal conditions can only serve the interest of saboteurs and conspirators against the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

The Awami League Chief said: 'The people should be fully alert to resist all attempts by the vested interests to exploit this occurrence in order to create abnormal conditions with the ulterior purpose of sabotaging the peaceful transfer of power to the people."

He said: "I would urge the Government to hold an inquiry into this matter, and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting this situation for their nefarious ends."

Bhutto explains legal position

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People’s Party, said here on Wednesday that the people and Government of Pakistan were not responsible for the destruction of the Indian plane, hijacked by two young commandos on Saturday.

He was taking to PPI at the Lahore airport before flying to Karachi.

Mr. Bhutto said as for the legal aspect, the Indian plane was within the jurisdiction
and it would have been disastrous if Pakistan national had blown it.

But the plane was blown up by two young Kashmiri freedom fighters who were wagging a struggle against the Indian imperialism for the liberation of their home land and as such the people and the Government of Pakistan were not responsible for its destruction.

The Chairman of the Pakistan People's Party further said the question of granting asylum to the two Kashmiris simply did not arise because They were not Indian nationals.

They have a right to stay in Pakistan

"As Kashmiris they have a right to stay in Pakistan," he said and added, "We are happy that these two brave youngmen will be with us".

Mr. Bhutto disclosed that he had asked his party leaders in Lahore to establish contact with the Jammu and Kashmiri National liberation Front and "assist them in whatever manner they want."

When asked what sort of assistance did the PPP want to extend to the NLF, he said he had explained this to the party leaders of Lahore. When further asked did the assistance include helping the NLF in organizational matters, he said, "you can talk to the party men."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের বিলম্বের সমালোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান	দ্য ডন	১০ ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

AWAMI LEAGUE IS DETERMINED TO FRAME CONSTITUTION ON SIX, ELEVEN POINT PLAN

MUJIB REGRETS DELAY IN CONVENING NATIONAL ASSEMBLY SESSION

Statement in Dacca on February 9, 1971

Sheikh Mjuibur Rahman, the Awami League Chief, regretted today the unnecessary delay in convening the National Assembly and said it seemed another conspiracy to deprive the people of their own Government.

* * * * * * * * *

Sheikh Mujibur Rahman reiterated that his party was determined to frame tit constitution on the basis of its six point programme.

He said: "We want to frame a constitution and we shall frame it on the basis of six- point programme. Those who would accept it, let them accept and those who wont' (accept) let them not accept it".

The Awami League Chief said that his party was in majority in Pakistan, and it could frame a constitution. But still it sought the co-operation of others. He said: "If anyone refuses to co-operate, it will be his responsibility."

Sheikh Mujibur Rahman said that people had reposed confidence in his party and "only the representatives of the people are competent to frame a constitution for the country." "No one else has that right to frame the constitution" he said.

Sheikh Mujibur Rahman referred to his party's victor)' in last December elections and their expectation to frame a constitution to help the induction of a people's Government to solve their problems and said "conspiracy is still going on."

He said, "Pakistan's politics is the politics of conspiracy and intrigue. Conspiracy has not yet stopped, it is still going on. But since the Bangalees have learnt to shed blood none can stop them anymore. We must frame the constitution on the basis of six points."

Sheikh Mujibur Rahman said, 'The Awami Leaguers are true to their promise and they don't go back on their promise," "If necessary, we will again suffer jail term, but we can't deviate from the principle." He said that he and his party men were not afraid of anyone except God. adding that if the ruling clique had thought they could frighten them, they were mistaken.

In this connection he referred to "jail-zoolum" of Ayub regime of him and other Awami Leaguers. He told the Awami Leaguers that the struggle had not ended, it had only started and asked them to remain prepared for sacrifice for the sake of posterity.

Sheikh Mujibur Rahman restating his party's stand on framing the constitution referred to the oath taken by his party MNAs and MPAs at Ramna Race Course for framing it on the basis of six-point and 11-point programmes.

He said that in the joint meeting of the Awami League Parliamentarians in the National and Provincial Assemblies and in the Party Working Committee Meeting during the middle of February "decisions would be taken on our future coarse action".

The Awami League Chief referred to the acute food shortage, price spiral in the province and recent cyclone devastation, and said "we can't allow our people to die and to be exploited." He listed various problems being faced by the people and said that his party wanted to take away the resources from the exploiters and distribute those among the people. He said that after elections they had hoped to frame a Constitution, and to take over the responsibility of administration and "to go all-out to solve the problems of the people."

Sheikh Mujibur Rahman said that the ruling clique and the exploiters had created such multifarious problems in different spheres of life that even if his party came to power it would be terribly difficult to solve those problems immediately. He said that Bengal I had been turned into a market and colony, and its food problem had been made so acute that the province was now having an annual deficit of 2,000,000 tons of food grains.

The Awami League Chief asked his party-men to remain prepared, adding: "If time come I will give a call to you. Power has to come to us and none can stop it. When power comes to us, we will go all out to solve the problems of our people."

He said he was hopeful of a bright and prosperous future of the Bengalees. "We will succeed because we are fighting for truth."

* * * * * *

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশনঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	পাকিস্তান টাইমস	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY MEETS ON MARCH 3
DACCA IS VENUE- Presidents Order

Official announcement, dated February 13, 1971, summoning the National Assembly to meet in Dacca on March 3.

The President, General A. M. Yahya Khan, has summoned the National Assembly to meet in Dacca on March 3 for framing a Constitution for the Country.

According to an official announcement, the 313-member Assembly for which country-wide general elections on the basis of adult franchise were held in December last will meet at 9 a.m. on March 3 in the Provincial Assembly building in Dacca.

The brief announcement said. 'The President, General A. M. Yahya Khan, has been pleased to summon the National Assembly of Pakistan to meet on Wednesday, March 3, 1971, at 9 a.m. in the Provincial Assembly Building, Dacca, for the purpose of framing a Constitution for Pakistan."

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের রাজনৈতিক ঘোষণা	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (প্রচারপত্র)	১৪, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

গণ-বিপ্লব দিবসে মেহনতী জনতার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার কায়েমের শপথ নিন
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের ডাক

ভাইসব,

আটষট্টির অক্টোবরে করাচীর ছাত্রদের স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে যে সংগ্রামের সূত্রপাত, উনসত্তরের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় ছাত্রদের সংগ্রামী জনতার বিপ্লবী ভূমিকায় সেই গণঅভ্যুত্থান ১৮ই ফ্রেব্রুয়ার পর্যবসিত হয় এক রক্তাক্ত গণবিপ্লবে।

আন্দোলন চলছে ছাত্রদের নেতৃত্বে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাহায্যপুষ্ট স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। চলছে ধারপাকড়, গোলাগুলি। শহীদ হোল আদমজীর শ্রমিক মুজিবুল্লাহ, বরিশালের শ্রমিক মজিদ, ছাত্র আসাদ, মতিয়ুর এবং নাম না জানা আরো অনেকে। সংগ্রামের রূপ হোল আরো তীব্র, আগুন জ্বলে উঠল শহর থেকে বন্দরে, গ্রামথেকে গঞ্জে। নেমে এল ‘কারফিউ’। এবার সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিয়ে এগিয়ে এলো এক নতুন শক্তি, ‘বিপ্লবী মেহনতী জনতা’। সে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সুবর্ণ সুচনা হলো কারফিউ ভঙ্গের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, কারফিউ ভঙ্গ করে মালিবাগের মেহনতী জনতা মশাল হাতে নেমে এল ঢাকার রাজপথে; যোগ দিল তেজগাঁও, নাখালপাড়া, আদমজী আর ডেমরার বিপ্লবী ম্রমিক, যোগ দিল খিলগাঁও কৃষক; নেমে এল ফার্মেগেট, গ্রীনরোড, হাতীরপুল, পুরানা পল্টন এবং মগবাজার এলাকার দিনমজুর আর খেটে খাওয়া মানুষের, সহদাগরী আর সরকারী অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আর কেরানী; নেমে এল ছাত্র, শিক্ষক, ছোট ছোট দোকানদার আর রাস্তার পার্শ্বের ফেরিওয়ালারা, লাখো লাখো মানুষ, মেহনতী মানুষ, সংগ্রামী জনতা, লাঠি আর জলন্ত মশাল হাতে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ উপায়ে কারফিউ ভেঙ্গে রাইফেল আর বেয়নেটের পৈশাচিক হামলাকে তারা রাস্তায় পদদলিত করে লক্ষ লক্ষ মারমুখী মেহনতী জনতা সেদিন নেমে এসেছিল ঢাকার রাজপথে। রাস্তায় তুলেছিল বিপ্লবী ব্যারিকেড, হাতাহাতি লড়াই করেছে তারা, রক্তে রক্তে সয়লাব হয়েছে ঢাকার কালো পীচ ঢালা পথ। তবুও তারা স্তব্ধ হয়নি। আগুন লাগিয়ে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে শ্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর অনুচরদের সাজানো প্রাসাদ। যে বিদ্রোহের আগুনের লেলিহান শিখায় খতম হয়েছে আইয়ুব সরকার, খর্ব হয়েছে রাষ্ট্রের উপর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ভূ-স্বামী আর জায়গীরদারদের অপ্রতিদ্বন্ধী প্রভাব। উন্মুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রের পথ। ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণআন্দোলনের ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন’ বিপ্লবী দিন। মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী কারফিউ ভঙ্গ এবং ঢাকা অবরোধ, বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সমাজবাদী বিপ্লবের সুবর্ণ সূচনা।

সাবাস। ঢাকার বিপ্লবী মেহনতী জনতা!
অমর হোক গণবিপ্লবের দিন, রক্তাক্ত ১৮ই ফেব্রুয়ারী।

কিন্তু সুস্পষ্ট শ্লোগান, বর্তমান লক্ষ্য এবং সর্বহারাদের শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাবে এই গণ-বিপ্লবের সম্পূর্ণ ফল লাভ করার এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে অনুন্নত অঞ্চলের পুঁজিপতি শ্রেণী। উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল বৃহৎ পুঁজিবাদ, জায়গীরদার জোতদারদের পৃষ্ঠপোষিত স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে তথাকথিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যখন মেহনতী জনতার নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারী গণ-বিপ্লবে পরিণত হল, তখন এই গণ বিপ্লবের আপোসহীন আর রুদ্র রূপ দেখে এবং দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদূরে প্রসারী পরিণতির আশংকায়, একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, জোতদার-জায়গীরদাররা; অন্যদিকে স্বৈরাচারবিরোধী অনুন্নত অঞ্চলের উদীয়মান পুঁজিপতিরাও আন্দোলনের উপর থেকে তাদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আপোসরক্ষার মাধ্যমে এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। সর্বদলীয় গোলটেবিল ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবকে বিপথে পরিচালনা করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং আন্দোলনের নেতৃত্বে তাদের হাতে ফিরিয়ে নেবার জন্যই উদীয়মান পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা এই গোলটেবিলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের সংবিধান রচনা এবং শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের উছিলায় ‘‘আইনগত কাঠামোর’’ জোয়ালে বিগত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সেই ষড়যন্ত্রেরই আরেক পর্যায়।

জাতীয়তাবাদী সম্মোহনী শ্লোগানের মায়াজালে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে এই উদীয়মান পুঁজিপতিরা নিষ্ঠুর আর নির্মমমভাবে ব্যবহার করেছে এদেশের শোষিত মানুষের সহজ সরল আবেগকে, তাদের শ্রেণীস্বার্থ আদায়ের খোরাক আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, দেশের সংবিধানের রূপ এবং কাঠামো যে কোন দফাভিত্তিক হোক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি আজো যেমন জনতার শত্রু কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে বর্তমান, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে-যদি না রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। বিপ্লবী সমাজবাদীদের তাই আজকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে উদীয়মান পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে এই ভাঁওতাবাজী জাতীয়বাদী আন্দোলনকে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মৈত্রীত্বে ‘‘মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে’’ পর্যবসিত করা। দেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর পরিবর্তে, উদীয়মান এবং বিক্ষুদ্ধ বুর্জোয়াদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ভাগ্যের বা অবস্থার কোনই পরিবর্তন হোচ্ছে না। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়েই এই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা খতম হওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত গণ-বিপ্লবের মূল লক্ষ ছিল পাকিস্তানের বর্তমানে ধনবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার গণতান্ত্রিক সরকার গঠন। যার চূড়ান্ত লক্ষ একটি শোষণহীন সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার। তাই সমাজবাদী দলের আজকের শ্লোগানঃ মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার কায়েম কর।

রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারী বিপ্লব। তোমার কাছে আমাদের বিপ্লবী শপথঃ

সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব মেহনতী জনতার বিপ্লবী সরকার আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও কায়েম কোরবই।

রক্তাক্ত ফেব্রয়ারী বিপ্লব অমর হোক।

ঢাকার কর্মসূচী

১৮ই ফেব্রয়ারী সকালঃ প্রভাত-ফেরী।

১৫ই ও ১৬ই ফেব্রয়ারীঃ পথসভা, গণসঙ্গীত।

১৭ই ফেব্রয়ারী সন্ধ্যাঃ বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিল।

১৮ই ফেব্রয়ারী

পল্টনে জনসভা

সন্ধ্যাঃ মশাল মিছিল ও বিপ্লবী শপথ গ্রহণ।

শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষে হারুন-উর-রশিদ কর্তৃক ২৪৬ মধুবাজার, ঢাকা-৯ থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরিষদে না যোগদানের আহবান	দ্য ডন	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

PAKISTAN PEOPLE'S PARTY NOT TO ATTEND NATIONAL ASSEMBLY SESSION IF AWAMI LEAGUE NOT FLEXIBLE-WANTS ADJUSTMENTS IN SIX-POINTS, TWO-SUBJECT CENTRE NOT ACCEPTABLE

MR. Z.A. BHUTTO S DECLARATION IN PESHAWAR.
On February 15,1971.

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party, today declared that his party will not attend the National Assembly Session starting on March 3 at Dacca unless it was made clear to him and his party men that there would be some amount of reciprocity from the majority party, either publicly or privately.

Addressing a crowded Press Conference he did not term his decision as boycott of the Assembly but said: "We can't go there only to endorse the constitution already prepared by a party and to return humiliated. If we are not heard and even reasonable proposals put by us are not considered, I don't see the purpose to go there".

Mr. Bhutto said that his party had accepted the first and the last points of the Awami League's Six Points (they relate to the basis of representation and the existence of People's militia in the provinces), but he could neither accept a "two-subject Centre" nor the point relating to currency. "I am not without hope about foreign trade and taxation", he added. Mr. Bhutto said that his party had also accepted 10 out of the 11 points of the students. It could not accept the point which said that there should be a sub-federation in the West Wing.

He, however, said, "I think we can work out something which will satisfy both of us. There is hope for understanding. But if we are asked to go to Dacca only to endorse the constitution which has already been prepared by Awami League and which is not to be altered an inch here and an inch there, then you will not find us in Dacca on March 2 when elections for women seats are to be held".

Mr. Bhutto said his party was of the opinion that the constitution based on the six points could not provide a "viable future for the country". Nevertheless Pakistan People's Party has tried to come as close to the Awami League points of view as possible, even up to the edge of precipice, where after there is destruction.

He said he had taken the decision as a big responsibility in the interest of the nation. The country is passing through a very critical phase and we may go one way or the other.

Mr. Bhutto said: "If we have to go just for formality we are not prepared". Asked if other leaders go there to help Awami League, he said: "Let them go," adding "but they will have to come back also".

He, however, said: "I will not come in the way of a constitution made by the National Assembly. Let them frame it with those who go there. The onus and odium will not then fall on Pakistan People's Party," he added.

He accused the Awami League of applying double standards for constitution. He said for normal procedures of leading to constitution making the party had followed normal democratic principles but for the constitution itself, it did not accept the universal principle of a democratic consensus of all provinces. You can't apply double standard, he declared.

He said dictation or imposition of a constitution on West Pakistan will not be accepted. "We want East and West to live together in equality but that does not mean things should be thrust on us". Asked if an indication of a compromise was given to him by the Awami League in private and if it did not stand good, he said: "You can always come back".

Mr. Bhutto said that he had taken the decision after consultations with his party leaders and other political leaders of the West Wing.

*   *   *   *   *   *

He said that his party had the greatest respect and admiration for the people of East Pakistan, and had in its foundation papers, conceded that the people of East Pakistan had been badly exploited and had a cause to feel aggrieved. It had been even insisted for the removal of the "internal colonial structure," he added.

The PPP Chief emphasized that if the Awami League had received a mandate on Six Points, in the elections, they should accept the People's Party's position, that it success was based on economic programme and its stand on foreign policy. He stated that his party was convinced that the Six Point programme should be taken on a political basis and not on a "test tube" basis.

His party had abstained from taking any position on the Six Points, during the year- long election campaign, since it felt that a "dialogue" was necessary on them.

Mr. Bhutto also regretted over the failure of Sheikh Mujibur Rahman to come to West Pakistan, because of the existence of "vested interests" here, and said that he could personally guarantee "fullest honor and protection" to the Awami League leaders.

Mr. Z.A. Bhutto expressed his party's inability to attend the National Assembly session, beginning from March 3 in Dacca, in the absence of an understanding for "compromise or adjustment" on the six points.

Mr. Bhutto stated that his party had "gone as far as possible" on the issue of Six Points to ensure a viable constitution for the country. But, in the present circumstances, they would not be going to Dacca to frame a constitution but to "accept" a constitution.

"If I am given to understand that there is a room for compromise and adjustment I am prepared to go there even today", he added.

He added: "If there is a purpose to build up Pakistan, we are prepared to go to the Assembly even today".

Mr. Bhutto said that if there was a question of framing of the constitution, the consensus of federating units, was essential "but the position is that the constitution has already been framed" and the Awami League "wants us to endorse it" he said. The Awami League, the PPP Chief said, had adopted an attitude of "take it or leave it".

He added, we should have a guarantee that we would be heard and if our viewpoint was reasonable, it would be accepted. Participation in the National Assembly without such an understanding would further "vitiate" the situation.

Mr. Bhutto emphasized that if the things were to be taken on democratic basis, "you have to make scope for adjustment".

Mr. Bhutto also said that the participation in the present situation might lead to a "deadlock" which was against national interest. "I do not want to deteriorate the position" he said-adding that he was only "objective and reasonable".

* * * * * *

Mr. Bhutto said that it was for the nation to judge as to what had been the stand of the Peoples' Party in the past and "the nation always judges correctly", "We took no position on six points all through our election campaign" he said. On the other hand the six points had been criticized by many a leader in West Pakistan. The irony was that these very leaders were now praising the six points because the Awami League had registered a vast majority in the National Assembly.

* * * * * *

Mr. Bhutto said that there were many "misgivings" in West Pakistan about the six points. He reminded the Awami League leaders that when he had visited East Pakistan in October 1966 he had suggested an analytically critical dialogue on six points, as soon as possible. It created a stir in West Pakistan and the politicians demanded as to how he could hold a dialogue on six points.

* * * * * *

Bearing in mind the background of our 23 years history, the six points, as they stood today, could not be worked viably. He had assured the Awami League leader that the People's Party would try its best to come as close to the precipice as possible and not beyond to accommodate the six points.

Discussing the consultations he has had within his own party, Mr. Bhutto revealed that there was a "divided view", on the six-points. Some of his party men took "extreme"

position, -that the party should fight it out-, and a very small number took the position that the Awami League programme should be accepted. But the majority of the party leaders supported the view that there should be reasonable adjustments to bring about a compromise.

The PPP chief said he had now completed his discussions with other leaders of West Pakistan and that at his party men's meeting in Karachi on February 20 and 21, "we will take formal and final position".

* * * * *

Mr. Bhutto said that now the date of the Assembly session had been announced but he emphasized that before he and his party-men went to Dacca they would like to have an idea of the amount of "reciprocity" but this necessary pre-requisite was not yet known.

* * * * *

He had hoped that Sheikh Mujibur Rahman would come to West Pakistan and that he could have further talks with him. But now it seemed he (Sheikh Mujibur Rahman) was not prepared to do so, because the Awami League leader felt that the atmosphere was not "congenial" for him to visit West Pakistan. There was a good deal of talk about the dangers he faced from the vested interests.

* * * * *

Mr. Bhutto said that he did not know whether there was an element of "give and take" and of reciprocity in the Awami League position. If it was not proper for Sheikh Mujibur Rahman to come here, it was even harder for Mr. Bhutto to go to Dacca. With the present state of relations with India, and in the light of the gradually threatening posture of the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi against Pakistan and bearing in mind the PPP's well known and clear stand on the relations with India "have I not the responsibility to be with my people here", he asked.

Mr. Bhutto went on to say "I can put myself in jeopardy, but it is a question of 83 party leaders going to East Pakistan in the present state of affairs". He said that he could not put his party men in a position of double hostage because of Indian hostility and their non-acceptance of six points.

He added that his party comprised of working people, who have to do a job and naturally they would like to know how long would they be away from their homes.

In the beginning it was announced that there would be only a ceremonial session in Dacca. But the position was not clear today, whether his party members were to stay there for a long period or only for a few days.

* * * * *

Mr. Bhutto said that his party members were expected to go to Dacca in the present circumstances not to frame the constitution but to just "accept" it. "With this background we will not be there on March 3 in the Assembly".

He, however, added that if an assurance was given even privately that there would be give and take' and there would be a purpose for us to be there to construct something together, then we would go.

Other leaders of West Pakistan he said, may go if they so desired, but the PPP members would go only if there was room for adjustment, and not to sign a dictated constitution.

Mr. Bhutto said that on the one hand the Awami League claimed the right to frame the constitution on the democratic principle of simple majority, and on the other it wanted six point because of the geographic peculiarities of the country. He said, it could not have it both ways. If they wanted their six points on the basis of geographical peculiarities, why should this factor not come into play in the framing of the constitution and the principle of the consensus of the federating units applied instead of the principle of simple majority.

However, he said that if the Awami League insisted on the framing of the constitution on the basis of six points, then the onus and odium of that constitution would not fall on the Pakistan People's Party.

He said that he did not want to deteriorate the situation but was stating what was objective, scientific and reasonable.

He said that he took full responsibility for the position he had taken and he would be prepared to face the barrel of a gun, for he had done so often in the past. But he said, he must save the people from the firing line.

Asked if he was boycotting the Assembly, Mr. Bhutto emphatically disagreed with the suggestion.

Mr. Bhutto said that he did not want to aggravate the situation. He conceded that in the past some West Pakistani leaders had dictated to East Pakistan, but he had nothing to do with it. What had happened in the past should not mean that this dictation should now be repeated on West Pakistan. West Pakistan had thrown up a new leadership which wanted to end the system of exploitation, not only in West Pakistan but also in East Pakistan, he said. A constitution imposed as a vendetta against Pakistan would not be accepted, he added.

To another question, Mr. Bhutto said that he would accept in good faith an assurance from Sheikh Mujibur Rahman on the question of give and take in the framing of the constitution, even if such an assurance was given privately.

Replying to another question Mr. Bhutto said that he was "satisfied" with his talks with the leaders of the NWFP. Mr. Bhutto met Khan Abdul Qayyum Khan, President of the Pakistan Muslim League, Khan Abdul Wali Khan, President of National Awami Party and Maulana Mufti Mahmud, General Secretary, Jamaita-e-uI-Ulema-e-Islam, during his two-day stay here.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য	দৈনিক ইত্তেফাক	১৬, ফেব্রুয়ার, ১৯৭১

আগুন লইয়া খেলিবেন না

গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকামীদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের হুশিয়ারী

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিসমূহের যৌথ অধিবেশনে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ফ্যাসিষ্ট পন্থা পরিহার করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু শাসন মেনে নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংগতি বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান। জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে তৎপর গণতান্ত্রিক রায় নস্যাৎকারীদের প্রতি আগুন লইয়া খেলা হইতে বিরত থাকার জন্য তিনি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, আমার ও ৬-দফার মোকাবিলার জন্য সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে। জনগণের দেয়া অধিকারের বলে ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে। সাতকোটি বাঙ্গালীদের বুকের উপর মেশিনগান বসিয়েও কেহ ঠেকাতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদে যোগদানের আহবান জানিয়ে নূরুল আমিনসহ উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ	পাকিস্তান অবজারভার	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

ATTEND NATIONAL ASSEMBLY: NURUL AM1N URGES ALL
Bhutto's Stand Deplored
Statements by Mr. Nurul Amin and other Political Leaders of the Two Wings on
February 10, 1971.

Mr. Nurul Amin, President of Pakistan Democratic Party on Tuesday appealed to the elected representatives of the two wings of the country to attend the session of the National Assembly to frame a constitution for Pakistan worthy of the nation founded by Quaid-e-Azam.

Giving his reaction to APP on Mr. Bhutto's Peshawar statement, Mr. Nurul Amin said: It is unfortunate that leaders of two majority parties namely Sheikh Mujib and Z. A. Bhutto', should have failed to arrive at an understanding on the broad principles of the constitution during the recent parleys in Dacca, although people had been under the impression from Press reports that the talks were progressing well.

Mr. Bhutto's decision not to attend the ensuing session of the National Assembly is not only hasty and unhelpful, but also tends to create misgivings amongst the people about the prospects of early transfer of power. His imaginary plea that his party men will be double hostages in East Pakistan is highly objectionable.

"This is an uncalled for aspersion on the people of this region. The PPP Chairman's altitude, to say the least, is deplorable".

A Lahore message adds: The Amir of Jamat-e-Islami Maulana Syed Abul Ala Maudoodi on Tuesday described as improper an attempt to seek solution of constitutional problems outside the National Assembly and refusal to attend the session and thus creating a constitutional deadlock of this juncture.

In a Press statement Maulana Maudoodi said the proper thing was that all those who have been elected by the people as their representative should take part in the session, giving up extreme attitude.

All big or small parties who were in minority should not present their own drafts of the constitution. Only the majority party should present its draft and all those parts of the draft which were in consonance with Islamic character of the state. Solidarity of the country, democratic principles, fundamental rights and equity to all regions and economic justice should be accepted and all other things which were in contravention of these principles should be opposed with strong and congent reasons.

And if the majority party still insisted on the basis of its numerical strength it should be made clear that even if such a constitution was passed, it would not be a success and the majority party would be fully responsible for the results.

He said the present critical situation was the result of successive mistakes committed from late 1968 to the polling day. Now any step not taken in the right direction might put the very existence of the country into jeopardy.

Ataur Rahman

The Chief of the Pakistan National League, Mr. Ataur Rahman Khan termed Mr. Bhutto's stand as a move to divide the country.

He said that Mr. Bhutto should have attended the National Assembly session and taken part in discussion on the constitution. In case he had failed in his efforts then only Mr. Bhutto could take such a decision, Mr. Ataur Rahman Khan said.

Salam Khan

Mr. Abdus Salam Khan, former President of East Pakistan PDP thought that Mr. Bhutto's decision not to come to attend the Assembly was inappropriate. He said that for the purpose of transfer of power to people's Government and for framing of a constitution, the participation of Mr. Bhutto and his party MNAs in the forthcoming National Assembly Session would be a wise decision.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের বিপক্ষে জনাব ভুট্টোর মন্তব্য	দ্য ডন	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO ROOM LEFT FOR NEGOTIATION WITH AWAMI LEAGUE
Pakistan People's Party not going to endorse a 'Dictated' Constitution,
Mr. Z. A. Bhutto's statement in Karachi on February 17, 1971

Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party yesterday reiterated that if a "viable" constitution is to be framed for the country "all of us must have a hand in that".

He told a Press conference at the party's central office in Karachi that "under present circumstances" it was pointless for the People's Party to attend the ensuing National Assembly session beginning at Dacca from March 3.

He said that the PPP's MNA elect could not undertake the journey to Dacca merely to endorse a constitution in the making of which they did not have their say. He said that India's belligerent attitude towards Pakistan had created an abnormal situation in West Pakistan. There had been Indian troop’s movement on the Lahore border and in the adjoining areas and the Indian political parties were outbidding one another to take a "stronger position" against Pakistan. Such situations in the past Mr. Bhutto said had led to war between India and Pakistan. The situation was critical not only within but without also taking into account the situation in South-East Asia, particularly in Laos.

In the light of these circumstances, Mr. Bhutto said, the journey of the party's 85 MNAs-elect from West Pakistan to Dacca was not a simple matter, especially in view of the party's known views. It was the first duty of the party members to be with their people in this situation, he said.

Mr. Bhutto said that the basic position today was that the Awami League says that there could be no compromise on its six-point programme and that it was a "final word and last position". He said, in reality, the Pakistan People's Party had gone to the precipice beyond which there was a fall.

The party, he said, had accepted all the demands of the students. Ten out of 11 demands had been accepted. The eleventh point itself belongs to the six-point programme he added.

He said the People's Party had said it at the very outset that it would step aside if its views were not accommodated on the issue of Constitution.

*   *   *   *   *   *

Mr. Bhutto said that his party had tried its best to work out some agreed settlement and understanding with the Awami League. But, now, he added there is no room for further negotiations with the Awami League.

The PPP leader criticized those who objected to his party's decision not to attend the National Assembly session and maintained that the PPP members should discuss constitutional issue in the Assembly. He said that in normal circumstances such discussions took place in the Assemblies. The members went collectively together with a blank slate. But here the situation was entirely different. The Awami League leaders had been making speeches showing the rigidly of their stand on the six-point programme, taking oath on that and repeatedly expressing their determination to frame the Constitution only within the frame-work of the six-point programme of the party. They also made their intention to this effect clear during their talks with him.

Under the circumstances Mr. Bhutto said if the PPP members went to attend the Dacca session and did not endorse the Awami League's Constitution they might be asked by the Awami League as to why they had come to East Pakistan. "Did not they know Awami League's views and stand on the Constitution previously".

Under such circumstances, Mr. Bhutto said, the Assembly would have been a "slaughter house". He did not elaborate on this point.

*   *   *   *   *   *

Of the Six-points of the Awami League, Mr. Bhutto said, the "most difficult" was the one pertaining to foreign trade and foreign aid.

*   *   *   *   *   *

To a questioner, Mr. Bhutto said that he was not worried if his party's decision not to attend the Assembly session would make the party members liable to surrender their membership to the House. Let the 85 seats from West Pakistan be vacated and let there be bye-elections to these seats. "We will recapture them all," they said.

Asked if there was any similarity in his party's decision not to attend the round-table conference in 1969 during the Ayub regime and the recent one. Mr. Bhutto said there was some element of similarity. He however, said that the present situation was much different from the previous occasion. "In the round-table conference, a hand pick of the establishment were there but in the Assembly there were representatives elected by the people".

He denied that his party's decision not to attend the assembly had any blessing from the present regime. He said that there was no question of any agreement "behind the senses" between him (Mr. Bhutto) and anybody else. He, however, said that it was the Awami League which had hailed the summoning of the National Assembly session by President Yahya.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে কোন শক্তিই থামাতে পারবেন না বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

NO POWER CAN ANY LONGER ENSLAVE BENGALEES
Sheikh Mujibur Rahman's Statement in Dacca on February 17, 1971.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman yesterday told a Shaheed Day function that the students, workers and people of Bangladesh "have now learnt to sacrifice their life and no power on earth could subjugate the Bengalees anymore."

Sheikh Mujibur Rahman was speaking at a function last evening at Engineers Institute organized by the Dacca City Awami League to pay its homage to the martyrs of Language Movement of 1952.

The Awami League Chief who was the Chief Guest at the function said that the blood of our Shaheeds have taught us to be united, self-reliant and conscious of our literature and culture. No nation could be successful unless it had learnt to sacrifice life.

Recalling the history of the Bengali language movement of 1952. Shiekh Mujib said that it was not merely a language movement. The question of realizing the cultural freedom of this country was also connected with this. He reiterated that the movement would continue till the Bengalis would be able to realize this cultural freedom. Nobody could stop it even with gun, he reminded.

Will Never Forget

Sheikh Mujibur Rahman in his brief speech said that the culture of Bengal will continue as long as the Bengalis will remain alive. "I will never forget the February 21".

The Awami League Chief urged the people to be conscious so that the blood of the martyrs does not go in vain.

The function was attended among others by A. H. M. Kamruzzaman, General Secretary of the All-Pakistan Awami League and Awami League MNAs and MPAs now present in Dacca.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

একাত্তরে একুশের ডাক
সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন

বাংলা ভাষার উপর আক্রমণঃ

o পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতির জাতিসত্তা বিকাশকে রুদ্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্ধি পুঁজির শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার জাতীয় নিপীড়ন নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

ভাষা আন্দোলনঃ

- শোষক শ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম সচেতন ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।
- বায়ান্ন-এর একুশ সেই প্রতিবাদের সক্রিয় ও সংগ্রামী রূপান্তর।
- এই দিনে জনতার সচেতন অংশ হিসাবে পুর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ শোষকশ্রেণীর দালালদের আত্মসমর্পন ও আপোষকামী নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরে সংগ্রামের পতাকা।
- নিজেদের নিয়োজিত করে শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত সকল নির্যাতনের প্রত্যক্ষ মোকাবিলায়।
- হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে আত্মবলিদানের মহান ঐতিহ্য।

বায়ান্ন-এর একুশ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিন কিন্তু একাত্তরে আজওঃ

o আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-আমলামুৎসুদ্দি পুঁজির স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পূর্ব বাংলার উপর নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত।

o রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ‘‘কাগুজে’’ ‘‘লোকভোলানো’’ অধিকারের শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতির সোচ্চার ঘোষণা করা হইলেও বাস্তবে উহা ‘‘একজাতিতত্ত্ব’’ ‘‘রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অখন্ডতার’’ বস্তাপচা বুলির বেড়াজালে আবদ্ধ।

o বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় নাই। প্রতিমুহূর্তে তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের সম্মুখীন।

o ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লাখ বাঙালী নির্মম মৃত্যুবরণ করিয়াও পাইয়াছে নিষ্ঠুর উপেক্ষা ও অবমাননা।

- আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙ্গালী জাতি পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে।
- জেলাখানাগুলো রাজবন্দীতে ভরপুর। হুলিয়া মামলার বেড়াজালে অনেকে আবদ্ধ। জেল-গুলি-বেয়নেট আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।
- আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত পূর্ব বাংলায় গভীরতর হইয়াছে।

আর অন্যদিকেঃ

- বিগত নির্বাচনে পূর্ব বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত মুক্তি ও স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ''জয় বাংলা'' ধ্বনির পিছনে সমবেত হইয়াছিল নির্বাচনোত্তর কালে বাঙালী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা শ্রেণীগত দুর্বলতা ও আপোষমুখী মনোভাব লইয়া সেই ''জয়বাংলা'' শ্লোগানকে ''জয় পাকিস্তান'' শ্লোগানে পরিণত করিতে চাহিতেছে।
- পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির পতাকাবাহীদের ও সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রামকে দমননীতির যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিতেছে।

একাত্তরে একুশেতে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নবতর সমস্যার সম্মুখীন

কেন এই ব্যর্থতাঃ

- কারণ জনগণের সংগ্রামের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া শোষকশ্রেণীর রং-বেরং-এর দালালরা পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির মূল প্রশ্ন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার উপর শ্রেণী শোষণ অবসানের প্রশ্নকে বারবার বাদ দিয়া গিয়াছে।
- ভাষা আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন গণআন্দোলনকে ব্যবহার করিয়াছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর লাভের ভাড়ার পূরণের জন্য ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্ব ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার বাহন হিসাবে।
- আর তাই সত্যিকার দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ নয়, শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনতার শ্রেণী সংগ্রাম বিচ্যুত বিকৃত ধাপ্পা পূর্ণ ''জাতীয়তাবাদী'' শ্লোগানে করিয়াছে জনগণকে বিভ্রান্ত।
- শোষণব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের বিরুদ্ধতা করিয়া তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখিয়াছে জনগণের বিপ্লবী চেতনা।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বারংবার মিথ্যা রাজনীতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

একাত্তরে মহান একুশেতেঃ

- পূর্ব বাংলার মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ তথা পূর্ব বাংলার উপর পরিচালিত নিষ্ঠুর শাসন ও শোষনের অবসান হইতে পারে একমাত্র জনগণের বৃহত্তর অংশ কৃষকের মুক্তির পতাকাকে দৃঢ়ভাবে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া।

o এই মুক্তি আসিতে পারে ভোটের রাজনীতি, মন্ত্রীত্বের লড়াই বা তথাকথিত আইন সভার ‘‘শাসনতন্ত্র’’ রচনা করিয়া নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে।

- গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম ও সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে সামন্তবাদী, জোতদারী, মহাজনী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া।
- উহার পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করিয়া।
- মুক্ত গ্রামাঞ্চল দ্বারা শহর ঘেরাও ও অধিকার এবং সর্বোপরি সারা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া।

আর এই লড়াই হইবে সশস্ত্র জনযুদ্ধের মহান বিপ্লবী পথে

এবার একুশে তাই শহীদদের স্মরণের সাথে সাথে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরি। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের শপথ গ্রহণ করি।

পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবানে বাংলা ছাত্রলীগ	বাংলা ছাত্রলীগ (প্রচারপত্র)	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

‘স্বাধীন সার্বভৌম গণ-বাংলা’ কায়েম করো

মহান ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) উপলক্ষে

বাংলা ছাত্রলীগের ডাক

অতীতের সংগ্রামী প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহান ৮ই ফাল্গুন আবার আমাদের দ্বারা সমাগত। ৮ই ফাল্গুন আমাদের জাতীয় জীবন ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ক্রান্তিলগ্ন। বরকত, সালাম, জববার, রফিক, সালাউদ্দিন এমনি একদল অমিততেজা দুঃসাহসী যুবক বুকের তাজা খুনের বদলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেছেন, আজ থেকে ১৯ বছর আগে এমনি এক রক্তক্ষরা ফাল্গুনে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এমনি আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর নেই।

সেই সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতি বছরই এক স্মরণীয় দিনটিতে সবাক হয়ে ওঠে। শপথ নেয় দুঃসাহসের। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, আমরা বরকতের ভাই-আমরা সালামের ভাই।

কিন্তু মায়ের ভাষা বাংলাকে সেই ঈপ্সিত মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পেরেছি কি আমরা? ৮ই ফাল্গুনের আনুষ্ঠানিকতার আতিশয্যের আড়ালে আমাদের অক্ষমতার, আমাদের ব্যর্থতার, আমাদের হীনমন্যতার যে কুৎসিৎ চিত্র মুখবাদান করছে, তাকে উপেক্ষা করে এই আত্মপ্রবঞ্চনা আর কতকাল আমরা চালিয়ে যাবো?

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের দুই দুইটি দশকেও আমরা আজো জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে পারিনি। এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে?

কিন্তু তার চাইতেও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ভাষা আন্দোলনকে আমরা যেন কেবল বাংলা হরফে ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। আমরা ভুলে গেছি যে, বাংলা ভাষার উপর কায়েমী স্বার্থের হামলা ছিল মূলতঃ বাংলার সংস্কৃতি ও বাংগালী জাতির স্বাধিকার বিলুপ্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ।

’৬৯-এর গণআন্দোলন ও ’৭০-এর নির্বাচনের আলোকে আজ সমগ্র জগতের কাছে বাংগালী জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন আকুতি পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। এই পটভূমিতে ৮ই ফাল্গুন আজ বাংগালীর সামগ্রিক অধিকার তথা ‘জাতীয়তাবাদী, স্বাধীন, সার্বভৌম গণ-বাংলা’ গঠনের নবতর সংগ্রামের ডাক দিচ্ছে।

বাংলা ছাত্রলীগ সেই সংগ্রামেরই দৃপ্ত সারথী। বাংলার প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সেই সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। তাই এবারকার ৮ই ফাল্গুনে আমাদের কণ্ঠের তূর্যে ধ্বনিত হোক সেই অভয় মন্ত্রঃ জয় স্বাধীন বাংলা।

বরকত, সালাম, রফিক, জববার, সালাউদ্দিনের আত্মাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

(১) অবিলম্বে সরকারী অফিস-আদালতে বাংলার মাধ্যমে কাযনির্বাহের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় বিদেশী ভাষা সংরক্ষণের যাদুঘরে, সরকারী অফিস-আদালতগুলো আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

(২) ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির নিকট আমাদের দাবী, কেবল সাইনবোর্ড পাল্টে দিলেই চলবে না, পরিপূর্ণভাবে বাংলার ব্যবহারে মন দিতে হবে; অন্যথায় তাদের এই মনোভাবকে আমরা বাংলার জনমতকে প্রতারণার প্রচেষ্টা হিসাবে ধরে নেবো।

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি এ বছর থেকেই বাংলা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও বাংলায় নিতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ ব্যাপারে যে কোনো প্রকার শৈথিল্যের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

(৪) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট রেখে বাংলার সহজাত সংস্কৃতির বিকাশে মন দিতে হবে, বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পর্ণগ্রাফিক পুস্তক ও সিনেমার আমদানী বন্ধ করতে হবে। বাংলার মানুষ এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ দিতে রাজী নয়।

(৫) আমাদের সর্বশেষ, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী-

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মানের বিদ্যায়তনগুলোকে একই মানে আনতে হবে। অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন, মিশনারী, মন্টেশ্বরী, পাবলিক স্কুল, মডেল স্কুল ইত্যাদি সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটিয়ে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমপর্যায়ে এনে শ্রেণীহীন, সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে জাগ্রত ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

আল মুজাহিদী	মোশাররফ হোসেন
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক।

বাংলা ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ

এবারের ৮ই ফাল্গুন উপলক্ষে বাংলা ছাত্রলীগের কর্মসূচীঃ -

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী):	:	বস্তী এলাকায় নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখা-পড়ার জন্য বই, খাতা, পেনসিল, শ্লেট বিতরণ।
২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী):	:	দেয়াললিপি, পোষ্টার ও প্রচারপত্র বিলি।
২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী):	:	নিরক্ষর নাগরিকদের মধ্যে ভ্রাম্যমান অবস্থায় অক্ষরজ্ঞান প্রদান।
২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী):	:	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামফলক বাংলায় করার প্রচার অভিযান।
২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী):	:	এ বছর থেকেই শিক্ষার মাধ্যম বাংলায় করার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি পেশ।
৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী):	:	অফিস আদালতের নথিপত্র বাংলায় প্রবর্তন করার অভিযান।

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী)	:	বিকেল ৪টায় রমনা পার্কে আলোচনা সভা ও গণমুখী সাহিত্যানুষ্ঠান ও গণসঙ্গীতের আসর।
৩রা ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	রাস্তার মোড়ে মোড়ে শিক্ষামূলক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ।
৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী)	:	খন্ড মিছিল ও পথসভা।
৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী)	:	মধুর কেন্টিনে সঙ্গীত মিছিল।
৬ই ফাল্গুন (১৯ই ফেব্রুয়ারী)	:	সন্ধ্যায় সঙ্গীত মিছিল।
৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী)	:	বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ছাত্র গণজমায়েত।
৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী)	:	ভোর পাঁচটায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী ভবন এবং সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী, ভোর ৬টায় শহীদানদের মাজার জিয়ারত এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শপথ গ্রহণ। বিকাল তিনটায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিরাট ছাত্রজনসভা ও সন্ধ্যায় গণ-সংগীতের আসর।

মুদ্রণেঃ ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫/৩, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ১৪-দফা দাবী	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী

গণস্বার্থ ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েম করুন

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

রক্তক্ষয়ী গণ-সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানে প্রথমবারের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়া বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে শাসনতন্ত্রের ইস্যু সামনে আসিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য সংগ্রাম করা বর্তমান মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দাবী ছাত্র জনতার মধ্যে জনপ্রিয় করা ও উহা ব্যাখ্যা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট উহা উপস্থিত করা সকল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর কর্তব্য বলিয়া এই কাউন্সিল ঘোষণা করিতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মনে করে যে, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞাপনসম্মত সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

তাই একটি বিজ্ঞানসম্মত, গণতান্ত্রিক ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবীতে ছাত্রসমজসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এই কাউন্সিল আহবান জানাইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র সুনির্দিষ্ট দাবী উত্থাপন করিতেছে্

এই কাউন্সিল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র গণসংগ্রাম গড়িয়া তোলার আহবান জানাইতেছে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথ বাধাহীন করার জন্য এই কাউন্সিল LFO-র বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দাবী

১। পাকিস্তানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ১৮ বৎসর বয়স্ক সকল নর-নারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠন করিতে হইবে। প্রতি ৪ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

পার্লামেন্ট হইবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম। দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশকি গভর্নরগণ হইবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

২। পার্লামেন্টের উপর জনগণের প্রত্যক্ষ অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন মত নির্বাচিত সদস্যদের ফিরাইয়া আনার অধিকার জনগণের হাতে দিতে হইবে।

৩। জাতি ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিতে হইবে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধর্মের

ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলিবে না, তবে যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার বেআইনী করিতে হইবে। রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

৪। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজ বিবেক অনুযায়ী দল, সংঘ-সংগঠন গঠনের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক নাগরিক অধিকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সকলের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ না করার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মেহনতি কৃষক, মজুর, কর্মচারী প্রভৃতি জনগণের রুটি রুজির প্রভৃতি সংগ্রামে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে এবং সরকার যাহাতে মেহনতি শোষিত মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয় উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার মত মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, খোদ কৃষকের হাতে জমি, সকলের জন্য শিক্ষা, কর্মচ্যুত ও অন্যান্য বেকারদের ভাতা, ন্যূনতম চিকিৎসা পাইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি দেওয়া।

৫। পাকিস্তানে যে মূল পাঁচটি ভাষাভাষী জাতির অবস্থান উহাদের সকলকে পাকিস্তান ফেডরেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিতে হইবে। জাতিসমূহের এইরূপ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতিসমূহের স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত ক্ষমতা কার্যকরী করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশন সরকার গঠন করা চলিবে।

৬। উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের হাতে ঊর্ধ্বপক্ষে এগার দফা কর্মসূচী মোতাবেক দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত) ও মুদ্রা (ছাপান) -এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত থাকিতে পারে। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে এগার দফা মোতাবেক সকল জাতী-গোষ্ঠীর নিজস্ব সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা বা স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

৭। বৃহৎ অথবা শক্তিশালী জাতি যেন ক্ষুদ্র অথবা দুর্বল জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত তাহার উপর চাপাইতে না পারে উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে-উহার গ্যারান্টি থাকিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি চালু করিতে হইবে এবং বাংলা ও উর্দু দুইটি রাষ্ট্রভাষাকে অবিলম্বে চালু করা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি জাতির চারটি মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ছোট ছোট উপজাতিসমূহের উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে।

৮। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা বা বিদেশী শোষক সমাজবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না। কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন আইন শাসনতন্ত্রে রাখা চলিবে না।

৯। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র কাঠামো নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগের ব্যবস্থা রহিত করিয়া প্রদেশ হইতে কর্মচারী গ্রহণের ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইন হিসাবে প্রণয়ন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্টও অনুরূপভাবে গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্টে একজন মাত্র নির্ধারিত বিচারপতি না করিয়া পাঁচটি জাতির পাঁচজন বিচারপতি হইতে রোটেশন ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদ হইবে নিয়োগকর্তা। রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন স্থায়ী পদসমূহের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ও বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। বিচার বিভাগ হইবে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন।

১১। সরকার বিনাবিচারে আটকের কোন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না এবং যে কোন সরকারী অর্ডিন্যান্স তিন মাসের বেশী সময় কার্যকরী থাকিতে পারিবে না।

১২। নারী সমাজের সম-অধিকার স্বীকার করা ও তাঁহাদের সরাসরি ভোটে আইন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। মহিলাদের উপর সামাজিক নিপীড়নের অবসান ঘোষণা করিতে হইবে।

১৩। দেশরক্ষা বাহিনীর উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং দেশরক্ষা বাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে হইবে।

১৪। যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রভৃতি প্রশ্নে এক মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে।

মুদ্রণেঃ ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষে প্রচার সম্পাদক এ কে এম জাহাঙ্গীর কর্তৃক ৩১/১, হোসেনী দালান হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রাদেশিক গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক	দৈনিক সংগ্রাম	২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

পিন্ডিতে বিশেষ বৈঠক

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (পিপিআই),- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম, ইয়াহিয়া খান আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ভবনে সকল প্রদেশের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক বিশেষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সরকারী সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

এই বিশেষ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি, এম পীরজাদা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী ঘোষণায় আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী পরিষদ বাতিল

রাওয়ালপিন্ডি, ২২শে ফেব্রুয়ারী (এপিপি/পিপিআই)-দেশের বর্তমান পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ সোমবার সকাল থেকে মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়েছেন বলে গতকাল সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট (কেবিনেট ডিভিশন) থেকে প্রচারিত এক ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিক্রিয়া

পিপলস পার্টির মুখপাত্র এবং জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা গতরাতে বলেন, তাঁর দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করা হয়েছে।

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, বাতিল মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে রাজধানীতে কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রীদের কেউ আজ অফিসে যাননি। তাঁরা নিজ বাসভবনে অবস্থান করেন এবং মালপত্র গোছানোর ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি	২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

রাজনৈতিক প্রস্তাব
নির্বাচনের গণরায় কার্যকরী করার প্রশ্নে আমাদের কর্তব্য

১। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে বসিবে ইহাই সকল জনগণ আশা করিয়াছেন। এবং জনগণ ইহাও আশা করিয়াছেন যে, ঐ অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণ-প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের হাতে দেশের শাসনভার হস্তান্তরিত হইবে। বিলম্বে হইলেও ৩রা মার্চ পরিষদের যে অধিবেশন আহবান করা হইয়াছে তাহা অনুষ্ঠিত হউক ইহাও জনগণের আশা। এই অধিবেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম ভাবে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হউক ইহাও আজ পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দাবী।

২। কিন্তু জনগণের ঐসব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে শাসকগোষ্ঠী ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা যাহারা পূর্বাপর গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ কতকগুলি চক্রান্ত করিতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নয়া নেতা পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টোর বর্তমান ভূমিকার মাধ্যমে এই চক্রান্ত প্রকাশ পাইতেছে। ভুট্টো নানা প্রকার গণতন্ত্রবিরোধী ও অযৌক্তিক কথা তুলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকিয়া যাইতেছে।

৩। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে কি বসিবে না, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে কি হইবে না, প্রণীত হইলে উহা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ করিবে কি করিবে না এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে কি হইবে না-এই সমস্ত বিষয়ে একটা গভীর অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে কিছু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার নামে অবাঙ্গালীবিরোধী জিগির তুলিয়া এবং মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলিয়া জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণবিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া অবস্থাকে আরও জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে।

৪। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা দাবী করিতেছি যে, জনগণের উপরোক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও নির্বাচনে জনগণের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিতেই হইবে এবং উহার কোরাম পূর্ণ হইলেই ঐ বৈঠককে আইনসিদ্ধ বলিয়া গন্য করিতে হইবে। জাতীয় পরিষদের এই বৈঠকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এক্ষেত্রে আমরা দাবী করি যে, পাকিস্তানের জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হউক। এই পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে প্রেসিডেন্টকে তাহাই অনুমোদন করিতে হইবে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

৫। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে পরিষদের অধিবেশন যদি না বসে, যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে না দেওয়া হয়, যদি গৃহীত শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট সম্মতি প্রদান না করেন বা কোন না কোনভাবে গৃহীত শাসনতন্ত্র নস্যাৎ করা হয়, তথা যদি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাচনে গণরায়কে বানচাল করা হয় তাহা হইলে

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণকে সমগ্রভাবে ও নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তথা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতে হইবে। সারা পাকিস্তানে এই সংগ্রামের ফলে পাকিস্তানের জন্য একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী অর্জিত হইতে পারে-এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বর্তামনে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করিতে না দেওয়া হইলে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন এই অঞ্চলে একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যাইতে পারে। পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা জনগণের এই সংগ্রামকে অবাঙ্গালী জনগণবিরোধী খাতে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী হইতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলায় আমাদের কর্তৃব্য হইবে, বাঙ্গালীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে জনগণের এই সংগ্রামে আমাদের শরীক থাকা এবং ঐ নীতির ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐকব্যদ্ধ করিয়া এই সংগ্রামকে সঠিক গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিতে প্রচেষ্টা করা। এই ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণ ও অবাঙ্গালী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। বরং ইহা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমশত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অঙ্গ। এই সংগ্রামে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা ও সমর্থন চাই এবং তাহাদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করি। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অবাঙ্গালী জনগণ বিরোধী জিগির এবং মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিরোধী জিগিরের মুখোশও আমাদের খুলিয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংগ্রাম জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমাদের প্রচেষ্টা হইবে এবং সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির তথা দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা।

৬। আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য জনসাধারণের সম্মুখে পূর্ণভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। *

---

* এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী মণি সিংহ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬-দফা চাপিয়ে দেওয়া হবে নাঃ শেখ মুজিব	দ্য ডন	১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB WILLING TO ACCEPT ANY GOOD WORD OR SUGGESTION
WEST WING MNAs INVITED TO JOIN IN CONSTITUTION MAKING TASK.
No imposition of Six-Points.

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, emphasised today that all members of the National Assembly as the elected representatives of the people should attend the session and take part in the framing of a constitution. "We must sit and discuss and frame a constitution", he said while replying to an address of welcome presented by the Dacca Chamber of Commerce and Industry.

In an oblique reference to Mr. Bhutto's pre-condition for attending the Assembly session, the Awami League Chief said he had no power to give any assurance to anyone. "Who am I to give any assurance", he asked.

He said if an individual member of the Assembly said any reasonable thing, it would be accepted. He also reiterated his assurance that Six-Points would not be imposed on anyone.

The Awami League Chief said the Six-Point Programme had not been presented for the people of Bangla Desh only. "Whatever rights and autonomy we want for Bangla Desh we want the people of the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan also to enjoy". He emphatically said the Six-Points were not his property any more- it belonged to the people and, therefore, he had not the right to amend it in any form whatsoever.

Referring to the talk of "dictatorship of the majority", Sheikh Mujib said those who had raised this bogey in fact wanted to establish the dictatorship of the minority.

Obviously referring to Mr. Bhuttos remarks, the Sheikh said those were not only objectionable but had also created apprehension about the future. He said if 16() members from East Pakistan, like Mr. Bhutto's 83, refused to attend the National Assembly session, he did not know what would happen.

The Sheikh said conspiracy was going on even after the election results, to foil the gains of the election. He warned if any attempt was made to create hindrance in the process of democracy he would not be responsible for the consequences.

Socialistic economy.

The Awami League Chief said he was determined to establish a Socialistic economic order in the country, not through revolution but through- evolution, the economy would be people oriented so that the ordinary people-the workers, cultivators and the like-got economic justice. He also said he would not allow monopoly and cartel in East Pakistan. There would be no 22 families in Bangla Desh, he said.

The Sheikh was the chicf guest at a reception held in his honour and in honour of the newly elected members of the National and East Pakistan Assemblies. Held on the lawns of the East Pakistan Assembly Building, the reception was attended by members of the diplomatic corps, officials and elite of the town.

The Awami League Chief referred to the continued conspiracies being made to foil the transfer of power to the people and said if obstructions continued, they would be responsible for its consequences.

“We will die but will never surrender” he emphatically declared.

Sheikh Mujib declared amidst cheers that Pakistan would continue to stay and so the Bangla Desh, the Punjab. Sind, NWFP and Baluchistan. What would cease to exist would be exploitation of man by man.

While discussing in detail the continued exploitation of the people of Bangla Desh during the last 23 years. Sheikh Mujib said that they believed in Socialism. He said that without Socialist pattern of economy, 70 million people cannot live in an area of 55,000 square miles.

Period of exploitation.

Sheikh Mujib said that the 23-year post-independence period was an era of exploitation, frustration and gloom for the people of Bangla Desh who had turned into utter destitute. He said that had the "Quaid-i-Azam, the founder of the State, would have been alive today, he must have said that he did not want such Pakistan."

People, he said, struggled and made tremendous sacrifices to achieve freedom in the hope of having a better life. But instead, they were exploited all these years so much that their very backbone had broken. Who were responsible for this continued exploitation? - He asked.

The Awami League Chief said that the Province was beet with all-round problems. Seventy lakh people are unemployed in the Bangla Desh and there was unending flight of rural populace to the urban areas in search of employment and food. He said that during 23 years, not even 15 per cent people are in Central Government services and Armed Forces from Bangla Desh. He said that representation of the people of Bangla Desh in Central Services would be made on population basis.

This however he said, could not be achieved overnight but within a stipulated period. He expressed his determination to solve unemployment problem. "We will not allow people to die of starvation", he added.

Sheikh Mujib said that although East Pakistan earn bulk of foreign exchange after independence 80 per cent of the foreign exchange was spent in West Pakistan. He said that it was through deliberate measures, the flourishing hand loom industry of Bangla Desh had to face extinction resulting in 20 lakh persons un-employment to ensure protected market for the finished goods of West Pakistani mills. In i/ic name of protection, the people of Bangla Desh had to purchase cloth at a price six times higher than that of the imported cloth from Japan and other countries.

He said that jute, the backbone of the economy of the Bangla Desh, had to loose export market through a deliberate defective policy.

Tea was no more exported from East Pakistan as it finds its way to Middle Eastern countries through backdoor. He said that tobacco, another cash crop of the Province was facing crisis. He added that by imposing duty on salt manufactures, thousands of people had been rendered jobless to the benefit of salt producers of West Pakistan.

Nationalisation.

Sheikh Mujib once again declared that banks and insurance companies would be nationalised for the good of the poor people. He said that 22 families had their firm grip and monopoly over their banks, opening letter of credit on telephone, whereas the middle class traders were denied of any such benefit from the banks. Those capitalists used to have their deposits in West Pakistan and draw overdraft in East Pakistan.

Turning to the capitalists, he said that they came to Bangla Desh with meager capital and turned into millionaires within this period. How they have amassed such fantastic assets, he asked and said that it was all through exploitation as the money had not fallen from the heaven.

Sheikh Mujib said that whenever poor workers raised their demands for pay increase, they were beaten in the name of maintenance of law and order.

Imbalance.

Speaking about the economic and other imbalance between the two Wing's the Awami League Chief said that there were only 600 beds in hospitals in East Pakistan having 56 per cent country's population whereas there were 26,000 beds in West Pakistan. Who is responsible for such state of affairs, he asked.

The Central Government, he said, should not have allowed such state of things to take place.

Sheikh Mujib said that people from Bangla Desh had been going to West Pakistan during all these 23 years. He said that one had to go to Karachi to obtain a permit for even simple matters relating to business and for jobs. The Awami League Chief said that he himself had to stay for three months in Karachi for Constituent Assembly.

Call to traders

Turning to the business community. Sheikh Mujib said they in the past had failed to rise to the occasion and did not side with these workers, peasants and students during struggle for the realisation of the legitimate rights of the people of Bangla Desh.

He hoped that they would not fail if in future the people of Bangla Desh plunged themselves into a struggle for establishment of their rights. Otherwise, he said, "you will cease to exist, or even if you exist you will live just like slaves."

He told the non-Bengali businessmen in Bangla Desh that it is wrong to say that his party will not allow them to trade in Bangla Desh after realisation of the Six-Point Programme. "You trade here and we never tell you to leave here. But please stop the flight of capital" he requested them.

Slogan explained.

Sheikh Mujib said that the "Joy-Bangla" (victory of Bengal) was not a political slogan. Sheikh Sahib said that the slogan was a slogan for autonomy, economic and social freedom of Bangla Desh. It was also a slogan for the right of living and freedom of culture he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	মর্নিং নিউজ	২ মার্চ, ১৯৭১

YAHYA PUTS OFF NATIONAL ASSEMBLY SESSION
Text of President Yahya Khan's statement on March 1, 1971

The following is the text of President Yahya Khan's statement:

"Today, Pakistan faces her gravest political crisis. I, therefore, consider it necessary to apprise you of the situation and the action that I propose to take to resolve our present difficulties.

But before I do that let me recount to you the steps that I took from the day that the responsibility for the administration of this country devolved on me to transfer power to the elected representatives of the people.

In my very first address to the nation, I had indicated the need for the smooth transfer of power. Since then we have moved forward step by step towards the achievement of this aim.

In spite of there being Martial Law in the country I did not ban the political parties and in fact permitted full political activity with effect from the first of January 1970.

Later in March 1970 the Legal Framework Order under which elections were to be held, was duly notified. All other work, including delimitation of constituencies and preparat ion of electoral rolls, was completed with speed.

The election campaign which was long and arduous, ended up in, what we may all claim with pride one of the most peaceful and well-organized general elections on the basis of adult franchise.

As you know, the elections were finally completed on 17th January 1971.

Just prior to the elections in my address of the 3rd of December, 1970, I had suggested to the leaders of the political parties that it would be useful for them to employ the period between the elections and the first session of the National Assembly in meeting each other and arriving at a consensus on the main provisions of our future constitution.

I had, at the time, indicated that to be successful these meetings would call for spirit of give and take, trust in each other and realisation of the extreme importance of this particular juncture in our history. Appreciating the great significance of such exchanges of view between political leaders I tried to facilitate the process by giving them enough time to do so.

I, therefore, decided to fix the third of March as the date of the inaugural session of our National Assembly.

In the past few weeks certain meetings between our political leaders have indeed taken place. But I regret to say that instead of arriving at a consensus some of our leaders have taken hard attitudes. This is most unfortunate. The political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West is a most regrettable situation. This has cast a shadow of gloom over the entire nation.

The position briefly is that the major party of West Pakistan, namely, the Pakistan People's Party, as well as certain other political parties, have declared their intention not to attend the National Assembly session on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have, therefore, decided to postpone the summoning of the National Assembly to a later date.

I have repeatedly stated that a constitution is not an ordinary piece of legislation but it is an agreement to live together. For a healthy and viable constitution, therefore, it is necessary that both East and West Pakistan have an adequate sense of participation in the process of constitution making.

Needless to say I took this decision to postpone the date of the National Assembly with a heavy heart. One has, however, to look at the practical aspects of such problems. I realized that with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the Assembly if we were to go ahead with the inaugural session on the 3rd of March the Assembly itself could have disintegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power that has been outlined earlier would have been wasted.

It was, therefore, imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable understanding on the issue of Constitution-making. Having been given this time I have every hope that they will rise to the occasion and resolve this problem. I wish to make a solemn promise to the people of Pakistan that as soon as the environments enumerated earlier become, conducive to Constitution making I will have no hesitation in calling the Session of the Assembly immediately. As for myself. I would like to assure my countrymen that I shall do everything in my power to help the political leaders in. achieving our common goal with even handed justice which I have all along been doing.

"In the end, I pray to Almighty Allah to guide us all in acting according to the dictum of the Father of the Nation, namely, faith, unity and discipline. I appeal to the political leaders and all my countrymen to exercise the utmost restraint at this grave hour of our lives."

(a)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বানসহ শেখ মুজিবুর রহামনের ঘোষণা	দি পিপল	২ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB'S CALL FOR EMANCIPATION OF BENGALEES

Talk with pressmen after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani, on March 1, 1971.

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, while talking to the pressmen immediately after the parliamentary party meeting at Hotel Purbani following the announcement of the postponement of the National Assembly session, said that he would make all sacrifices for the emancipation of the 70 million Bengalees.

He further said that a united fight has to be put for ending the colonial treatment to which Bangalees have been subjected for the last 23 years.

The Sheikh said: "Only for the sake of a minority party's disagreement the democratic process of constitution making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate as far as we are concerned. We are the representatives of the majority people and we cannot allow it to go unchallenged".

Sheikh Mujibur Rahman announced a programme for the next 6 days which included observance of complete strike today in Dacca and a country-wide strike on the 3rd March the date earlier fixed for the National Assembly to meet. On the 7th March a public meeting will be held at the Race Course Maidan in which the Awami League Chief shall announce the final programme. The Sheikh uttered a note of warning: "You will see history made if the conspirators fail to come to their senses". In a determined voice, Sheikh Mujib declared:

We are ready for any consequence. I have mentioned many times the fact that a conspiracy is going on in this country. There was a General Election and the people have elected us to serve them and we have a responsibility towards them. But in spite of the clear verdict in our favour, the conspiracy has struck its root.

The majority of the elected representatives of the people are from Bangla Desh and in collaboration with the elected representatives from West Pakistan with the exception of Bhutto's and Qayyum's Parties we were quite capable of framing the Constitution. We cannot betray our people and we cannot betray the trust the people have placed on us. We shall continue our struggle until we achieve our goal. You know that there is Martial Law in the country. But the Chairman of the Pakistan People's Party has threatened the members of the National Assembly from West Pakistan who were willing to come to East Pakistan to attend the session that they would be liquidated if they come to East Pakistan to attend the National Assembly Session. Mr. Bhutto has taken the Law in his own hands. Is the Law and Order situation only meant for the poor Bengalees?"

Sheikh Mujib continued “We want co-operation and we have told them repeatedly that they should come to the National Assembly where we will be able to discuss the framing of the constitution for five days at a time and hold discussion for another five days. Democracy demands that the voice of the majority should be accepted. But in our case, the minority party has always had the upper hand. I suggested that 15th February be set for the opening of the National Assembly, but the Assembly was called for in the first week of March in accordance with the wishes of the minority party.

“This is nothing but a conspiracy which has been played for long 23 years in this country and is still going on only to exploit the 70 million people of Bengal. It is intended to keep Bengal as the colonial market and we are fighting for justice and fairplay and we shall continue Fighting until we achieve our goal”.

In reply to a question whether he would proclaim unilateral Independence, Sheikh Mujib said “You Wait”. When asked by correspondent whether he was consulted before the postponement of the National Assembly, he said. “No”.

To a question of another correspondent regarding the unarming of the Police force at Rajarbagh Police Lines Sheikh Mujibur Rahman expressed his ignorance about it and requested the Press to publish any information they may have in this respect.

When asked whether he apprehended arrest of his Party members, he said that they were ready, for any consequences. Many times they had courted arrest before. He added, “My people are with me and let us hope for the best and prepare for the worst”.

When asked whether he will oppose Censorship if imposed on the Press Sheikh Mujib replied, “I oppose everything that curbs the freedom of the people”.

He informed the press that members of the Awami League Parliamentary Party renewed their pledge to fight to the end and make any sacrifices to achieve the rights of the people. He categorically declared that any sacrifice was too small for the emancipation of the people of Bangla Desh. He also informed that he would discuss latest developments with Moulana Bhashani, Md. Nurul Amin, Mr. Ataur Rahman Khan. Professor Muzaffar Ahmed and other leaders, as soon as possible.

Replying to a question about the fate of non-Bengalees living in Bengal, the Awami League Chief said, “they are sons of the soil, they should think this soil as their own and they must join with the people here”.

To a question as to what West Pakistan should do Sheikh Mujib said, “they should also rise to the occasion and protest against this conspiracy.”

In course of his 'talk Sheikh Mujibur Rahman stated that Mr. Bhutto had always been acting in the most irresponsible manner. During the Round Table Conference called by Ayub Khan, he declined to attend. Bhutto had also refused to participate in the elections but subsequently agreed to participate. Now he has refused to attend the proceedings of the National Assembly and in all these instances he was given decided preference over the leader of the majority party. Sheikh Shahib stated, "So far as I am concerned, my people have given a verdict on the six-point programme and we shall form the constitution on the basis of Six points and Eleven Points".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন	পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (প্রচারপত্র)	২ মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের
খোলা চিঠি
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

তারিখঃ ২রা মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়-দফার অর্থনেতিক দাবীসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাংগালী শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেছেঃ

(১) পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ভ-বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের সূচনার আহবান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রুখতমেরও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ‘‘জাতীয় মুক্তি পরিষদ’’ বা ‘‘জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট’’ গঠন করুন।

(৫) প্রকাশ্যে ও গোপনে, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহবান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবেঃ

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ববাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকাশ শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে সনাতনদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব-বাংলার জাতয়ি বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় উপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারী খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার-জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিযন, অধিকার; ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকলক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ।

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্তানের পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব-বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট বুলেটের নিকট আত্মসমর্পন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেওয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার দুটো পথ পূর্ব-বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব-বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রশাসন করেছে স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব-বাংলার জনগণ কখনই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ।

পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন

গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন

সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন।

পূর্ব-বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ	৩রা মার্চ, ১৯৭১

ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী

সূত্রঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

১। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

২। এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙ্গালী ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে।

জয় বাংলা

ইশতেহার নং/এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছেঃ

গত তেইশ বছরের শোষন, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীরা মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্যে আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ' রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন কতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃংখলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবেঃ

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(খ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙ্গালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রুসৈন্য হিসেবে গন্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে-কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি..........' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়কঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে-

* স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'-দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়-মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
* বীর বাংগালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* মুক্তি যদি পেতে চাও-বাংগালীরা এক হও।

বাংলা ও বাংগালীর জয় হোক

জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দ্য পিপল	৩১ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB STRONGLY CONDEMNS FIRING-BANGLADESH CANNOT BE SUPPRESSED AS COLONY ANY MORE.
Press statement issued on March 2, 1971

Shiekh Mujibur Rahman in a Press statement issued last evening, strongly condemned the killing of unarmed persons at Farm Gate and urged the government to desist forthwith from this reckless course. He reminded that Bengalees could not be suppressed any more and they would no longer tolerate exploitation as a colony or as a market.

Sheikh in his statement said, "Unarmed boys have been Jired upon today. At least two have died, and several more are seriously injured. They have been shot at because they along with the rest of the people of Bangladesh had stood-up to protest against the gross insult inflicted upon Bangladesh by the powers that be. I strongly condemn such firing and urge the elements who are seeking to co-confront the people with force to desist forthwith from this reckless course. They should be reminded that firing upon unarmed masses amounts to genocide and is a crime against humanity. They should know that if Bangladesh is a Jire, as it will be, if such confrontation continues then they will nor be able to escape the flames.

"We, as the elected representatives of the seventy million people of Bangladesh, were ready to sit with the representatives from the Western Wing on the 3rd March for the purpose of constitution-making. Indeed some of the representatives from the Western Wing had already come to Dacca. But then a sudden and unwarranted intervention prevented this sitting from taking place.

"The intervention was prompted by an intransigent minority group, which as the protector of the vested interests of the western wing and their bureaucratic lackeys had declared that the sitting should not be held except on terms dictated by them. They had even gone to the length of nakedly threatening to "deal with" other west wing representatives who dared to defy such dictation. Such denial of the rights of the representatives of the majority of the people at the behest of an undemocratic minority is an intolerable insult to the people.

Since the people of Bangladesh would not submit to such dictation or intimidation they are now sought to be confronted by force. It is tragic that planes which might have carried elected representatives from the Western Wing should instead be engaged in lifting military personnel and arms. If these measures are intended to cow down seventy

million Bengalees, the spontaneous demonstrations of the will to resist displayed throughout Bangladesh since yesterday should prove to the world that Bengalees cannot be suppressed anymore and that they are determined to be the free citizens of a free country. They will no longer tolerate being exploited as a colony or a market.

"At this critical hour it is the sacred duty of each and every Bengalee in every walk of life, including government officials, not to co-operate with anti-people forces and indeed to do everything in their power to foil the conspiracy against Bangladesh.

"Now that representatives have been elected by the people are the only legitimate source of authority, all authorities are, therefore, expected to take note of this fact.

"In the circumstances, there is no justification for the continuation of Martial Law or military rule by a single day. I, therefore, urge the immediate withdrawal of Martial Law, an immediate end to the 'confrontation' and the removal of obstacles to the exercise by the people's representatives of the power, that is rightfully theirs.

"Our movement will continue till the above demands are met and till the people of Bangladesh realize their emancipation.

"I am announcing our programme of action till 7th March and am issuing the following directives to our people:

(a) Province-wide Hartal to be observed on each day from 3rd March 1971 to the 6th March, 1971 from 6 a.m. to 2 p.m. in all spheres including government offices, Secretarial, High Court and other courts, semi- government and autonomous corporation, PIA, Railways and other communication services, transport, private and public, all mills, factories, industrial and commercial establishments and market. Exemptions are to be extended to: Ambulances, press cars, hospitals, medicine shops, electric and water supply. All persons are urged to observe the Hartal in a peaceful and disciplined manner and to ensure that no untoward incident such as looting, burning, etc., takes place. In particular people should be alert against agent- provocateurs and should remember that everyone living in Bangladesh no matter where he originates from or the language he speaks is for us a Bengalee and their person, property and honor are our sacred trust and these must be protected.

(b) 3rd March which was to have been the day for the sitting of the National Assembly should be observed as a day of national mourning, on which occasion I will lead a procession from Paltan Maidan at 4 p.m. immediately after the conclusion of the meeting being held by Students League,

(c) In the event of radio, television or newspapers failing to cover our version of events or our statements, all Bengalees serving in these agencies should refuse to co-operate with such gagging of the voice of the seventy million people of Bangladesh.

(d) On 7th March 1971 at 2 p.m. 1 shall address a mass rally of our people at the Race Course Maidan, when further directives will be issued.

(e) I would urge our people to continue with our common struggle in a peaceful and disciplined manner. I would remind them that any breach of discipline would be against the interest of our movement and will serve the interest of agent provocateurs and the anti-people forces."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় জনসভায় ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে শেখ মুজিব	দ্য ডন	৪ মার্চ, ১৯৭১

WITHDRAW FORCES AND TRANSFER POWER
Sheikh Mujibur Rahman's speech in a public meeting at Dacca
on March 3, 1971.

Dacca. March 3: Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today urged the authorities to withdraw the forces from the city and hand over the power to the elected representatives of the people.

The authorities must realize that the people wanted self-rule and if they were resisted by force they would not hesitate to sacrifice their life, the Awami League Chief said while addressing a massive public meeting at Paltan Maidun here this afternoon.

He also issued directives to the people of Bangladesh not to pay any taxes until and unless power was transferred to the people's representatives.

The massive public meeting was organized by the Students' League as a part of the province-wide hartal call given by the Chief of the Awami League.

"By obstructing the constitutional method the authorities have virtually compelled the people to shed their innocent blood for realizing their legal rights. This is absolutely intolerable. I appeal to the authorities concerned to immediately stop this wrong course by withdrawing Martial Law and transferring power to the elected representatives."

The massive public meeting was presided over by the Students' League Chief, Mr. Nurc Alam Siddiqi. The meeting was also addressed, among others, by the General Secretary of Jatiya Sramik League Mr. Abdul Mannan, the General Secretary of the Students League, Mr. Shahjahan Siraj, and the General Secretary of the Dacca University Central Students. Union (DUCSU) Mr. Abdul Quddus Makhan.

In an emotion choaked voice the Sheikh in his 30-minute speech called upon the people to continue their struggle in a peaceful and organized manner.

He urged the people to be alert against agent-provocateurs and to maintain complete peace and discipline, otherwise the purpose of the movement would be spoiled.

He called upon the people from all walks of life to rise to the occasion and protect the life and property of everyone living in this part of the country, whether Hindu or Muslim. Bengali or non-Bengali.

Reminding the authorities that he as well as the people of Bangladesh were ready to die for the realization of people's legitimate rights, he declared in clear-cut terms that the people were ready to face all the eventualities.

He said that he would never betray the cause of the people of Bangladesh even facing death.

The Awami League Chief said that the authorities had taken action against those who had been asking for peaceful transfer of power.

Announcing his programme of action up to March 7 next, he said that he would seek help and co-operation from all shades of opinion for the success of the movement.

He said that the hartal would be observed throughout Bangladesh everyday from 6 a.m. to 2 p.m. After the hartal the vehicles should be allowed to move. He suggested and urged the people to pay a bit more to the rickshaw pullers to cover their day's earnings.

He will address a mass rally at the Race Course Maidan at 2 p.m. on Sunday. He said that hartal was to be observed in all organizations, including Government offices, Secretariat, High Court and other courts, semi-Government and autonomous corporations, PIA, Railway and other communication services, transports, all mills, factories, industrial and commercial establishments and markets.

He said that the forces were being maintained for protecting the country, and they could not be used against the common masses. Sheikh Sahib urged the authorities to pull back the forces to their barracks without further delay.

Sheikh Mujibur Rahman said that he had no language to condemn the incidents that took place in the city last night.

Sheikh Sahib made it clear that the present situation in the country was not the creation of his or any other people of Bangla Desh, but of the conspirators who had been trying to sabotage the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people. The majority party had been even ignored while taking important national decisions, he said.

Sheikh Sahib advised each and every person of Bangla Desh to observe the hartal according to schedule in a peaceful and disciplined manner.

He, however, said that exemptions were to be extended only to ambulances, Press cars, hospitals, medicine shops, water and electricity supply.

Sheikh Sahib said that the speech at Paltan Maidan today might be his "last speech" and advised the people to continue their struggle in full swing even if he was absent. He said that there were a chain of leaders, among his companions, who would be able to continue the struggle without any trouble.

The Sheikh who was earlier scheduled to lead a huge procession after the meeting, announced that the procession would not be led. Instead he led a prayer for the salvation

of the departed souls of the martyrs who had, he maintained, died in the struggle for democracy.

Other speakers at the meeting called upon the people to maintain peace and harmony among the people and desist from looting and other anti-social activities.

They declared in unequivocal terms that the people of Bangla Desh could not be suppressed any more and they must achieve, their goal at any cost.

The meeting in a resolution condemned the firings in different parts of the city during the last two days and prayed for the salvation of the departed souls. It expressed its deep sympathy with the members of the bereaved families.

In another resolution, the meeting called upon the people from all walks of life to lake active part in the movement for the realization of the people's rights under the dynamic leadership of Sheikh Mujibur Rahman.

The meeting took a fresh vow for the establishment of a society in Bangla Desh, where there would be no exploitation and people would live in peace.

Sheikh Mujib gave call for "peaceful Satyagraha" movement for the realization of the rights of the people of Bangla Desh and appealed to the people to maintain peace for the success of the struggle.

Sheikh Mujib also appealed to the people to guard against looting and arson and to maintain peace at all costs. Any attempt to disrupt peaceful life must be resisted, because without strict discipline no mass movement could attain any success.

Sheikh Mujib appealed for communal peace and added the Biharis and non-Muslims "are our sacred trust".

He referred to the sacrifice of lives by Bengalis during the last 23 years and during yesterday's observance of hartal in the City.

He said "I do not know how many people died yesterday," adding that he himself heard the firing of machine-gun. He also led the prayer at the meeting for those who died. The dead bodies of a few persons, who died yesterday, were also brought to the public meeting.

Sheikh Mujib said he wanted to spell out the future course of action, and added if the attitude of the Government remained unchanged till March 7, he would give out his mind at the race course, where he is scheduled to address a public meeting. He said if he failed to turn up for any unforeseen reasons there would be others to announce the future course of action.

He said the maintenance of discipline was the prerequisite for the success of any mass movement. Without discipline no movement could achieve any tangible results "no matter how many lives we sacrifice." He particularly reminded the volunteers of their responsibilities in this connection.

Sheikh Mujib said "we are not responsible for the present state of affairs". He said they as the majority party in the country were in favor of the National Assembly session on February 15, but Mr. Z. A. Bhutto wanted it to be deferred to the first week of March, and when it was summoned to meet today he (Bhutto) oppose it again.

The Awami League Chief regretted the stand taken by the People's Party chief on the session of the National Assembly, which was to begin today, and added although they "were ready to attend the session the use of arms was" directed at the Bengalis. He also referred to threats of PPP chief to set a fire West Pakistan if the session was not postponed.

Sheikh Mujib, in an apparent reference to West Pakistan leaders, said "If you do not want to frame one constitution let us frame our own constitution and you frame your own. Then let us see if we can live together as brothers".

The Awami League Chief said the people of Bangla Desh freed him from jail at the cost of their lives and shed their blood in the last. "We are ready to make further sacrifices and give more blood." He added: "You cannot suppress the Bengalis by killing 70,000,000 Bengalis."

Sheikh Mujib said if he died his soul would be there to be happy to find the Bengalis free and that they have two square meals a day to survive.

Sheikh Mujib said they did not have any grudge against the poor people of West Pakistan. They had been trying to live together for the last 23 years but West Pakistan now wanted to secede because they knew it well by now that they could not perpetuate their exploitation on them.

The Awami League leader also called upon the Press not to obey any restriction on them, if any, and if they failed to resist it they should refuse to attend their offices. He told the Press that "it is a national struggle", and everyone's participation was essential.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দায় পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	দ্য ডন	৪ ও ৫ মার্চ , ১৯৭১

PUNJAB PAKISTAN FRONT'S PLKA TO DISOWN BHUTTO

Report of PPF's meeting at Lahore on March 3. 1971

The organizing committee of the Punjab Pakistan Front, today expressed the view that the demand of Sheikh Mujibur Rahman for the immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to popular representative deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan and urged the Punjab people to "disown Mr. Z. A. Bhutto's leadership to wrest back (he democratic initiative", at present lost on account of what the committee described as Mr. Bhutto's perverse politics.

The meeting of the organizing committee held at the residence of its convevener, Malik Ghulam Jilani, here today placed on record its deep concern and sense of dismay at the "unfortunate decision" to postpone indefinitely the first session of the National Assembly which had been called at Dacca this month.

The committee was of the opinion that the decision was "completely unwarranted, uncalled for and unjustifiable."

In the committee's opinion the decision had been forced on the country by the "reckless and insupportable ambition" of one single person who claimed to speak in the name of West Pakistan although he held a clear majority in barely one of the four provinces of West Pakistan.

That this one province should happen to be the Punjab, was a matter which the committee regarded as a "shame and slur on the fair name of the Punjab". The committee was convinced that when the people of the Punjab were lured into voting for the People's Party, the party was totally uncommitted, whether for or against any specific constitutional scheme.

"The People’s Party has completely abused the trust reposed in the party by the people of the Punjab, as also of such other parts of the country where the People's Party candidates were returned."

"Indeed by its current anti-democratic stand the People's Party has already betrayed the cause of the people and proved itself unworthy of their confidence" it said.

This committee considered it imperative that the people of the Punjab should disown Mr. Bhutto's "perverse politics" and "unmistakably fascistic trend which he has come to personify. "

"There is only one parallel to the manner in which Mr. Bhutto has slighted the National Assembly and frustrated what might have been Pakistan's last chance to acquire a democratic constitution-Hitler's putsch at the time of Weimar Republic and burning of the Reichstag" if remarked.

Aware of the extreme urgency and delicacy of the present crucial juncture in Pakistan's history the committee felt that the struggle for a democratic constitution in fact and in effect represented the struggle for the survival of Pakistan. It was inconceivable that a country which had nothing except an army to hold it together should endure indefinitely in the modern world. Keeping this in view, it said, to argue, as the leader of the People's Party has been doing, that a constitutional programme, which has the implicit as well as explicit support of by far the most populous province of the country, violates the integrity of the nation is to give away the game in advance and write off the very idea of national integrity. After all, who is the nation if the majority of the people composing it are already arrayed on the other side of its integrity."

The committee was of the opinion that the postponement decision had destroyed all avenues of democratic initiative and placed a veto on the national aspirations in the hands of one man who was obviously bugged by a pathological lust for power to the exclusion of all other considerations. This initiative must be wrested back for the people, the committee felt.

The committee, under these circumstances, said Sheikh Mujibur Rahman's demand for the immediate withdrawal of the Martial Law and transfer of power to popular representatives has become unexceptionable and deserves the support and backing of all lovers of democracy and of Pakistan."

(Karachi-March 4. 1971.)

TRANSFER OF POWER TO AWAMI LEAGUE NOW ONLY SOLUTION OF CRISIS

Report of the Press Conference at Karachi Press Club on March 4,1971 by Air Marshal (Retd.) Asghar Khan.

Air Marshal (Rctd.) Asghar Khan yesterday advocated "immediate transfer of power to the majority party in the country in order to retrieve the present "close-to-disaster" situation.

Addressing a hurriedly called Press Conference at the Karachi Press Club he said President Yahya Khan should invite Sheikh Mujibur Rahman and hand over power-"real

power" -to him in line with the democratic processes and in the interest of preserving national integrity and solidarity.

He told a correspondent that the constitution-making job could wait. What now took precedence was the transfer of power to where it belonged, namely the single largest party in the National Assembly.

Mr. Asghar Khan flew into Karachi yesterday from Rawalpindi on way to Dacca. He had an appointment with Mr. Z. A. Bhutto in the City but the meeting, according to the Air Marshal (Retd.) could not take place due to Mr. Bhutto's preoccupations. Mr. Asghar Khan will fly out to Dacca this (Friday) morning to meet Sheikh Mujibur Rahman.

He said a hysteria had been deliberately built on six points and he considered it his duty not as a leader of men or head of a political organisation but as a citizen, to defuse it. In his view, the hysteria needed radical, surgical treatment as it was a classical method of delaying the process of ushering in democracy.

He expressed his sense of shock at the happenings in East Pakistan and said: "Our heart bleeds for our brethren there just as it would if the same happened to the people in West Pakistan".

He again emphasized that Sheikh Mujibur Rahman should be immediately called upon to form the Government with all the requisite power and authority. "We cannot see our East Pakistani brethren being treated like this. Nor can we brook our dear country disintegrated", he declared.

The people in West Pakistan, he pointed out. must understand that their counterparts in the Eastern Wing had for long been smarting with a sense of deprivation and frustration. They must be allowed to enjoy and exercise power which after all is their right, he said.

Mr. Asghar Khan told a questioner that while Sheikh Mujib's position on constitution-making was fixed, that of Mr. Bhutto had been flexible in view of the 1 otter's own admission that the People's Party had fought the elections on the basis of foreign policy and economic programme. Therefore, while magnanimity as a majority leader was expected of Sheikh Mujibur Rahman. Mr. Bhutto on his part should have shown greater understanding and harmony, he observed.

The Air Marshal (Retd.) however, made it clear he was opposed to the philosophy behind the six points and thought that such a rigid stand by the Awami League was not necessary. Nevertheless, an understanding was still possible in the larger national interests.

Asked what he would talk to with Sheikh Mujib, Mr. Asghar Khan said he would try to read his (Sheikh's) mind in view of the latest critical situation and see what best could be done to tide over the crisis.

West Wing Concern.

During his slay in Dacca he would also convcy to the people in Hast Pakistan of the great concern of the people in West Pakistan over the latest developments and would impress upon the need for greater harmony, brotherly love and mutual forbearance.

Mr. Asghar Khan was highly critical of the way in which the political situation in the country was allowed to deteriorate progressively during the last three months.

In this, he noted, the responsibility lay on bureaucracy, vested interests, businessmen, and "some" politicians who all combined to thwart democracy in the country.

He said in reply to a question that it was in the global interest of the USA lo have Pakistan divided. An effort was being made whereby it is West Pakistan which is pushing East Pakistan to fall apart, and go in the lap of international conspirators.

Mr. Asghar Khan, however, made it clear that in that eventuality West Pakistan itself would not remain united and integrated, if one half of Pakistan was "finished".

He said he refused to believe there had been any threat of aggression from India. No grave emergency of this nature exists, he added.

Reiterating his plea for the transfer of power, the Air Marshal (Reid.) said that West Pakistan had ruled for 23 years and East Pakistan had immensely suffered. So if East Pakistan were now to rule Pakistan and exercise its democratic right, what if West Pakistan were to suffer a little.

However, lie believed that in the transfer of power lay the good of the entire nation both of East and West Pakistan.

While strongly opposing the action taken in the Eastern Wing against the movement for restoration of democracy, he said, "our hearts bleed when East Pakistani brethren arc being killed with bullets".

Air Marshal Asghar Khan said the people in the Western Wing were strongly against the killings in the Eastern Wing and he for himself would not hesitate to give any sacrifice for the restoration of democracy in the country.

The retired Air Marshal said "Things have gone too far" and if power was not transferred forthwith by the present regime he would launch a movement in support of the East Pakistani people who were really 'frustrated' and disillusioned. He clarified that this was not a threat but a statement of fact'.

He told newsmen that he was leaving for Dacca today to acquaint himself with the existing conditions and the sufferings of the people'.

The only way left to safeguard the integrity and solidarity of the country is to restore democracy in the country’, he said emphatically, and demanded that the armed forces should go to the barracks.

He said lie had thought it fit to leave the national and constitutional problems to the elected representatives for solution, but "the events had moved so fast and so rapidly" that he could not keep aloof and considered it necessary at this stage to come forward and contribute his bit for the solidarity and integrity of the country.

Retired Air Marshal Asghar Khan said that he proposed to meet the leaders of the majority parties and discuss national problems and it was in this background that he was leaving for Dacca to meet the East Pakistani brethren there.

Regrettable Attitude.

He regretted the altitude of "certain leaders in West Pakistan" towards the problems of the East Pakistani people and deplored that some of them were saying openly that "the military regime was preferable to them than the power being transferred to East Pakistani leaders". He observed that this attitude was undemocratic and harmful.

He expressed himself against the postponement of the National Assembly session and said "it seems that he proposed Round Table Conference of the leaders of parliamentary groups called by President Yahya Khan is also not taking place".

Bhutto and Round Table Conference.

He pointed out (he similarity in the round table conference called by former President Ayub Khan and the proposed meeting called by President Yahya Khan and said like the previous RTC this meeting had also been called on March 10.

He remarked that the only difference between the then and the proposed RTC wax that Mr. Bhutto had refused to attend the previous RTC while the PPP chief was the first now to announce that he would attend the proposed RTC.

He expressed surprise at the handling of the national affairs and said Sheikh Mujibur Rahman was recently acknowledged as the "Prime Minister" of Pakistan and nothing wrong was seen in the Six-Point programme of the Awami League.

Asked if he agreed with the PPP chief Mr. Bhutto that there were three forces, i.e.. Awami League, PPP and military forces. Asghar Khan said "it is an unfortunate remark."

Stressing the need for maintaining the solidarity of the country, he said for the survival of West Pakistan itself, it was necessary to maintain the territorial integrity of the country.

(Karachi- March 5, 1971).

RTC: HAZARVI BACKS MUJIB'S DECISION-BHUTTO CRITICISED
Spccch by Maulana Hazarvi at Jabees Hotel on March 4, 1971.

Maulana Ghulam Ghaus Hazarvi, General Secretary, Jamiatul Ulema-i-Islam (West Pakistan) yesterday endorsed the decision of Sheikh Mujibur Rahman not to attend the proposed conference of the leaders of Parliamentary Parties in Dacca on March 10.

The better course, in his view, would have been to convene the inaugural session of the National Assembly and then postpone it for 10 days during which efforts at political and constitutional conciliation could have been initiated by President Yahya Khan.

Maulana Hazarvi, who was speaking at a reception held in his honour at Jabees Hotel, emphasised that constitution-making was a job done inside the Assembly and not in the public. It was wrong on the part of Mr. Bhutto or Sheikh Mujib to take an uncompromising stand on constitutional matters before-hand.

He criticised Mr. Bhutto of talking in the "language ojultimatum" and thus causing a crisis which could have been averted through mutual love, tolerance and understanding.

Sheikh Mujibur Rahman, he pointed out had shown a good deal of accommodation in his last statement. The same day Mr. Bhutto had talked in a rather provocative tone in Lahore. Had the Sheikh's spirit of accommodation and amity been reciprocated, a meeting of minds could have been possible in another round of Bhutto-Mujib meetings, he added.

Maulana Ghulam Ghaus said the people of West Pakistan had full sympathy for their brethren in East Pakistan during their present trying times. He hoped that even at this critical hour some way out would be found so that Pakistan's integrity and solidarity remained intact and Islamic bonds between East and West Pakistan strengthened.

* * * * *

Bhutto condemned.

Maulana Hazarvi regretted that Mr. Bhutto in his Lahore speech should have thought it fit to threaten the West Pakistan MNAs who went to Dacca to attend the National Assembly session (without his prior concurrence).

Mr. Bhutto, he pointed out, should not forget that the One Unit had been undone and every Province had its elected representatives. Mr. Bhutto could not. therefore, claim to be the spokesman of West Pakistan and, hence, he should not talk as authoritatively as he does on political and constitutional issues or threaten the MNAs-elect.

Maulana Ghulam Ghaus reiterated his warning that foreign powers and vested interests were hand in glove in their bid to disintegrate Pakistan. In this context he names an envoy of a Big Power moving all over the country and calling on the various political leaders.

The Government, he said, should take note of foreign influences at work and guard against the foreign agents who were trying to sabotage the country's' integrity and independence.

* * * * *

(Karachi-March 5. 1971)

'POSTPONEMENT UNDEMOCRATIC'- NAP HARTAL CALL

Meeting of Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) a Quetta
on March 4, 1971.

At an emergent meeting of the Baluchistan Provincial National Awami Party (Wali Group) held in the party's office in Quetta, under the chairmanship of Mr. Mohammad Hashim Khan Ghilzai, the postponement of scheduled National Assembly session at Dacca on March 3. for an indefinite period was termed as "deplorable and undemocratic."

At the party's resolution, today, the party demanded immediate summoning of the N.A. session to settle the constitutional matter.

The proper place for setting the constitutional matters was the National Assembly, any such matter discussed outside the house, away from the public eyes or in the drawing room, amounted to deceiving the people, added the NAP resolution.

The present postponement of NA session has created a feeling of unrest amongst the people and complete chaos all over the country.

The resolution demanded the announcement of a definite date of summoning the NA session so that the powers could be transferred to the chosen representatives of the people in a democratic manner, after framing the constitution.

Yet another resolution accused the vested interest and "a group of trouble makers" of indulging in sabotaging the plans for peaceful transfer of power and emergence of democratic Government.

The resolution accused the same elements of putting hurdles and hitches in the return of democratic rule in Pakistan.

Earlier the Baluchistan Provincial National Awami Party unanimously decided to a token hartal all over Baluchistan on March 12 to protest against the postponement of the NA scheduled session.

The hartal has been called from 3 p.m. to 5 p.m. on March 12 during which peaceful protest processions would also be taken out.

Prominent Baluchistan NAP leaders are also expected to address the processionists advantage points, it was further gathered.

(KARACHI-March 5, 1971.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্যাংক ও সরকারী অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	৫ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB CONGRATULATES PEOPLE FOR STIRRING RESPONSE TO HIS CALL

DIRECTIVE TO BANKS, OFFICES TO DISBURSE SALARIES

Text of the statement on March 4, 1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman Chief of Awami League has asked the Government and non-Government offices where employees have not yet been paid their salaries, to function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purposes of disbursing salaries during the next two days of Hartal.

In a statement issued tonight, he said that the banks should also function during these hours (2-30 p.m. to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transaction within "Bangladesh" only including payment of salary cheques.

The Sheikh congratulated the heroic masses of "Bangladesh" for the stirring response to the call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. He said people must remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice and therefore asked them to remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost.

Sheikh Mujibur Rahman said :

"I congratulate our heroic masses for the stirring response made by every man. woman and child of Bangladesh to our call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. The people of the world should know of the courage and determination with which the unarmed civilians of Bangladesh-workers, peasants and. students-have demonstrated against the denial of their rights-even in the face of bullets.

"I also congratulate our resolute people for having withstood the hardships and sacrifices which the continuing hartal imposes on them. They must, however, remember that no people have attained freedom without extreme sacrifice. The people therefore must remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost."

Exemptions

"While the hartal is to continue on the 5th and 6th March from 6 a.m. to 2 p.m. it is necessary to extend the following exemptions :

(1) Government and non-Government offices where employees have not as yet been paid their salaries should function between 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for the purpose only of disbursing salaries.

Banks should function within these hours (2-30 to 4-30 p.m.) for the purpose of cash transactions within Bangladesh only in respect of salary cheques not exceeding Rs. 1.500.

No remittances should be effected outside Bangladesh through the State Bank or otherwise. The State Bank should take necessary action in this connection.

Ration shops and food suppliers should utilise this opportunity for their transactions.

(2) The following essential services are exempted:

(a) Hospitals and medicine shops, (b) Ambulance cars, (c) Doctors cars, (d) Press. (e) Press cars. (J) Water supply, (g) Gas supply, (h) Electric supply, (i) Local telephones and trunk telephones with other districts of Bangladesh, (j) Fire service, (k) Sweepers and scavenger trucks.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরৎঃ দেশব্যাপী আন্দোলন	দ্য ডন	৬ মার্চ, ১৯৭১

ARMY WITHDRAWN TO BARRACKS - EAST WING PROTEST CONTINUES - FIRING IN TONGI, RAJS11AHI.
Announcement by Martial Law Authorities on March 5, 1971

The Martial Law authorities have decided to withdraw the army to the barracks today. According to an announcement the action follows "No incident of lawlessness since the lifting of curfew on Thursday evening".

The announcement further said, "Following Sheikh Mujibur Rahman's appeal for peace, there has been considerable improvement in the general law and order situation during the past 24 hours".

It may be recalled that Sheikh Mujibur Rahman, in his speech at the public meeting at Paltan Maidan on Wednesday, had demanded immediate withdrawal of forces from the city and transfer of power to the people's representatives. Since then leaders of political parties and other organizations have been demanding the withdrawal of troops.

Meanwhile, complete hartal was observed here as well as other parts of the province today in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman. Today was the fourth day of the hartal in the capital and its suburbs and the third day in the province. The Awami League Chief has already announced that the hartal will continue till tomorrow.

Today, however, banks and other offices functioned for two hours in the afternoon for the disbursement of salaries to employees. Sheikh Mujibur Rahman had directed yesterday that banks and offices could function today from 2-30 p.m. to 4-30 p.m. for this purpose. He had also exempted certain other institutions and certain types of vehicles from the operation of the hartal.

Tongi Firing

The known death toll of Tongi firing this morning rose with the death of two more persons in the Dacca Medical College Hospital later today.

Earlier, one dead and 15 injured were brought to Dacca Medical College Hospital after security forces allegedly opened fire on the demonstrating workers of Telephone Industries at Tongi. One injured died soon after admission and the second one succumbed to injuries after operation.

Kajshahi Firing

In Rajshahi one person was killed and four injured in firing during a procession here on Wednesday.

A spokesman of the district administration told PPI this afternoon that trouble took place twice in front of the telephone exchange office at Malopara and once in front of the Medical College on the day.

He said that alter the incident curfew was clamped in the town from seven in the evening for 11 hours on Wednesday by the local Martial Law authorities. With a break of three hours, he said, curfew was reimposed from ten in the morning of yesterday to seven in the morning of today.

According to reports reaching here today, complete and peaceful hartal is being observed here since March 3 in response to the call given by the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman.

Curfew

A ten-hour curfew was imposed in Rangpur town from this evening. According to reports reaching here, the 21-hour curfew which was clamped there from 5 p.m. yesterday was earlier lifted at 11 a.m. this morning.

A ten-hour curfew was also clamped in Rajshahi beginning from 7 p.m. today.

Hartal

An eight-hour hartal was observed in the city and other parts of Bangladesh today in response to the call of Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, protesting against the sudden postponement of the National Assembly session.

The hartal which was complete and peaceful in Dacca city was for the fourth consecutive day in the city and its suburbs, and for the third consecutive day in other parts of Bangladesh.

The eight-hour hartal beginning at 6 a.m. will continue till tomorrow. No untoward incident was reported from any parts of the city today but there was firing by the security forces at Tongi, ten miles off the city.

All Government and non-Government offices, autonomous organizations, mills and factories, banks, insurance companies, educational institutions, courts and other establishments remained completely closed during the hartal in the city. All means of transport except a few doctors cars. Press cars, peace committee cars and ambulances, remained off the roads. Train, steamer, launch and internal plane services also remained suspended during the hartal.

The Awami League Chief has directed the banks to make payments in respect of cheques drawn for the purpose of disbursement of salaries even if the amount exceeded Rs. 1,500 provided that the wage register showing the total amount to be drawn as salaries was produced along with the cheque.

According to a Press release of the party, the banks have also been allowed to pay
the bill if it was certified by the trade union of the organisation concern .

According to an earlier directive, the banks had been prohibited from making payment in respect of cheques drawing more than Rs. 1,500.

Food god owns have also been permitted to remain open beyond 4-30 p.m. if necessary to complete delivery.

The remarkable feature of today s hartal was that many medicine shops remained open during the hartal period and many Government and non-Government offices functioned for about two hours in the afternoon for disbursing salaries to the employees.

The State Bank and other scheduled banks here also worked for two hours in the afternoon for the purpose of drawing salaries and extending facilities to the ration shop dealers.

Banks work

Ration shops and other food suppliers utilized the banking hours between 2-30 p.m. and 4.30 p.m.

The relaxation after the eight-hour general hartal was made on the directive of Sheikh Mujibur Rahman for facilitating the people to draw their salaries and arrange regular food supply.

Unprecedented rush was witnessed in all scheduled banks here long before the opening at 2-30 p.m. People remained in queue for long time to get a chance to withdraw money, mainly salaries.

When a PPI correspondent visited the State Bank here at Motijheel at 4.30 p.m. (the closing time), several hundred people were there in queue for utilizing the banking hours. Ration shop dealers and food suppliers mainly crowded the counters at State Bank.

Mr. S. E. Kabir, Director of the Central Board of Directors, was found busy with other officials near the counters in supervising the transactions.

It may be mentioned here that the State Bank has created a new record by transacting cash in the afternoon.

Meetings

A large number of meetings were held and processions brought out in Dacca and also other cities in the province on the day.

After 2 p.m. life in the city returned to normal. A skeleton bus service pulled in the street. Some of the shops and business houses opened after the hartal period.

The Students' League and the Awami League brought out a bamboo procession from the Baitul Mokarram and paraded the city streets. They also held a meeting before the Baitul Mukarram.

The students of East Pakistan University of Engineering held a meeting at the University premises to protest against the postponement and "the killings of unarmed civilians". They also paraded the streets in processions.

The Students League, Students Union (Motia group) and Bangla Chhatra League have offered prayers for the salvation of the departed souls. They also endorsed the view for the continuation of the struggle for achieving the legitimate rights of the people.

Shops in some of the shopping centers including Jinnah Avenue, Baitul Mukarram, Stadium and New Market remain closed even after the hartal hours.

The Pakistan Writers Guild also held a meeting and expressed concern over the postponement of the National Assembly session. They also brought out a procession and paraded the city streets.

The Khilgaon Land Distribution Committee also organized a rally in the evening before Baitul Mukarram.

House wives, girl students and teachers of Narayanganj city also held a protest meeting and paraded the streets shouting the demand for immediate withdrawal of Martial Law from the country. They expressed solidarity with the movement lunched by the people in response to the call of Sheikh Mujibur Rahman.

The East Pakistan Government College Teachers' Association also expressed its strong resentment at the postponement of the Assembly session. In a meeting held here today, the Association said that this would hinder the peaceful transfer of power. They also condemned the killing of unarmed people of Bangladesh. The meeting also pledged support to the Awami League chief.

According to Jatiya Sramik League, quite a few factories and mills went into production following a decision of the League.

The members of East Pakistan Union of Journalists (EPUJ) will stage a demonstration tomorrow afternoon to demonstrate solidarity with the people's movement and in protest against recent restriction imposed on the Press.

The General Secretary of EPUJ, Mr. Kamal Lohani, today appealed to the members to assemble at the Press Club at 3 p.m. from where a procession will be taken out. The procession will be followed by a mass rally at Baitul Mukarram.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের ওপর প্রতিবেদন	সাপ্তাহিক স্বরাজ	৬ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা বন্দ্ঃ কারফিউঃ বুলেটঃ হত্যা

(স্বরাজের নিজস্ব প্রতিনিধি)

হত্যা শুধু নরহত্যা ! রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর আর ঢাকায় গত ক'দিন ধরে এক বিভীষিকাময় অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার সাত কোটি আদম-সন্তান আক্রোশে ফেটে পড়েছে। শহর, বন্দর আর গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ও জনসভা। সমস্ত বাংলায় পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হরতাল শুধু হরতাল ! পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সংগে সংগে রাজধানী ঢাকা নগরী ভয়াল ও ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করলো। প্রথমে শত শত পরে হাজার হাজার বঙ্গসন্তান ঢাকার পথে পথে বেরিয়ে পড়লো। অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। সংগে সংগে সশস্ত্র পুলিশের দল রাস্তায় টহল দিতে শুরু করলো।

শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন দুদিনব্যাপী হরতাল। সন্ধ্যায় ঢাকা নগরীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। রাতের অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সংঘর্ষ। শত-সহস্র ঢাকাবাসী সান্ধ্য আইন ভংগ করে প্রকাশ্য রাজপথে বেরিয়ে এলো। ঢাকা নগরী রক্তাক্ত হলো। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষের গগনবিদারী শ্লোগান কেউ দমাতে পারলো না।

বুলেট শুধু বুলেট !.

মানুষের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। কিন্তু অধিকার সচেতন বাংগালীকে নিশ্চুপ করা সম্ভব হলো না। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী হলো। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রক্তবীজের দল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে লাগলো। সশস্ত্র বাহিনীর ট্রাক আর এম্বুলেন্স গাড়ী ঘন ঘন রাস্তায় যাতায়াত করতে শুরু করলো। ফার্মগেট, রাজারবাগ, রামপুরা, গভর্ণর ভবনের সম্মুখে ; নবাবপুর, সদরঘাট, নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বীর বাঙ্গালী বুলেটের মুখোমুখি হলো। ঢাকায় ২৬ জন নিহত হলো।

গভীর রাতে চট্টগ্রাম থেকে ভয়াবহ আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর এলো। একদিনের সংঘর্ষে এতো লোকের শাহাদাৎ বরণ ইতিহাসে বিরল। চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট, রেলওয়ে কলোনী, টাইগারপাস মানুষের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। একদিনে নিহতের সংখ্যা ৯৭-এ দাঁড়ালো। চট্টগ্রাম হাসপাতালের মর্গ লাশে ভরপুর হয়ে গেলো। গুলী, বুলেট, চাকু, বেয়োনেট, লাঠি আর এ্যাসিড বালবের যথেচ্ছ ব্যবহারে চট্টগ্রামে নাগরিক জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত হলো। তবু নতুন শপথে বলীয়ান চট্টবাসী বার বার মৃত্যুর গহবরে হানা দিলো। নিহতের সংখ্যা ১২০-এ উপনীত হলো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চল্লিশ বছর পর চট্টগ্রামবাসী আবার নয়া ইতিহাস রচনা করলো।

এরপরেই খুলনা আর রংপুরের বীর সংগ্রামের সংবাদ এসে পৌঁছালো। খুলনায় প্রতিবাদ শোভাযাত্রার উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হলো। ন'জন নিহত হলো।

পরদিন একটা শোক শোভাযাত্রার উপর একজন দুষ্কৃতকারী বোমা নিক্ষেপ করলে ক্রুদ্ধ জনতা তাকে ইট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলো। শুধু তাই-ই নয়, নিহতের লাশ বৈদ্যুতিক থামে ঝুলিয়ে রাখলো।

একই দিনে সশস্ত্র বাহিনী গুলীবর্ষণ করে যশোরে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করলো। কিন্তু জনতার প্রতিবাদকে দমন করতে পারলো না।

উত্তরে রংপুর থেকে বিলম্বে খবর এলো সেখানে ন'জন শহীদের অমৃত-সুধা পান করেছে। বজ্র থেকে ধ্বনি কেড়ে নিয়ে সেখানকার নিরন্ন আর ভুখা মানুষ বুলন্দ কণ্ঠে আওয়াজ তুললোঃ ''আমরা মৃত্যুকে করেছি জয়।'

কারফিউ শুধু কারফিউ !

ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রংপুর, খালিশপুরে শুধু কারফিউ আর কারফিউ। কিন্তু নতুন সূর্যের আলোকে পূর্ব বাংলার রাতে ঘন অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লাখ লাখ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত্যুর আস্তানায়। এঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো, তবুও পিছালো না। এঁরা অমর, এঁদের মৃত্যু নেই। বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, আসাদ, জহুরুল, জোহা, মতিয়র, ফারুক এঁদের পূর্বসূরী হয়ে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। জয় সর্বহারা জয়, জয় বিদ্রোহী বাংলার জয়। জয় নিপীড়িত মানুষের জয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংহতিবিরোধী তৎপরতার উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানে বক্তৃতা	দ্য ডন	৭ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S BROADCAST

ON MARCH 6, 1971.

Following is the full text of the address to the nation by the President General A.M. Yahya Khan, broadcast over Radio Pakistan network today :

"My Dear Countrymen.

"Assalam-O-Alaikum,

In my statement of the 1st of March 1 had recounted to you the steps that I took to transfer power to the elected representatives of the people. In the same statement I had also said that I. on my part, would do everything possible to help our elected leaders in moving towards the attainment of our common goal which was and which continues to be, a smooth transition towards a democratic way of life.

"As you would recall, in this direction my latest step has been to call a conference of the leaders of all parliamentary groups to meet me at Dacca on the 10th of March. Unfortunately, however, in total disregard of my genuine and sincere efforts to bridge the gap between the various points of view, the response to my call has been rather discouraging particularly from the leader of our majority party who, before the announcement over the radio, had given me the impression that he would not be averse to the idea of such a conference. His outright rejection was therefore, both a surprise and a disappointment. As you are aware, Mr. Nurul Amin has also refused to participate. This in effect means that there would be no representative from East Pakistan in the proposed conference.

"You will thus see that from the time the elections were completed practically every step that I took in the process of transfer of power has in one way or another been obstructed by some of our leaders. I might also mention at this stage, that after the completion of elections on the 17th of January and after I had met the leaders of the two major panics and the leaders had met among themselves at Dacca I had invited them to come and discuss the situation with me on more than one occasion with a view to working out an acceptable method of moving forward. I regret to say that the President of Awami League did not think it fit to respond to my invitations and we thus lost the opportunity of avoiding misunderstandings and of working out an amicable solution.

"As the resulting environments were not conducive to constitution making in that a very large number of West Pakistani representatives refused to attend the Assembly session on the 3rd of March, I came to the conclusion that having the inaugural session of

the National Assembly on that date would be futile exercise and was likely to result in the dissolution of the Assembly itself. I, therefore, tried to save the situation by postponing the date of the session I had thereby hoped to achieve two purposes-firstly, to save the assembly and all the national effort that had gone into its birth, and secondly, allow time for passions to cool down and a fruitful dialogue to take place. But instead of accepting the decision in the spirit in which it was taken, our East Pakistan leadership reacted in a manner which resulted in destructive elements coming out in the streets and destroying life and property. Needless to say, no Government could have remained a silent spectator in such a situation. It was, therefore, my moral obligation to take the minimum essential measures for protecting the lives and property of the innocent and otherwise peaceful law-abiding citizens who in the absence of any such measures would have fallen victims to extremist elements. I am, however, sorry to say that lawlessness continues to be the order of the day in East Pakistan.

Misunderstand

"For some reason, the postponement of the date of the Assembly session has been completely misunderstood. Whether this is deliberate or otherwise I cannot say but one thing is certain this misunderstanding has become the rallying cry for the forces of disorder. When such forces become activated the main sufferers are the innocent citizens whose daily life is seriously disturbed and who are in constant danger of suffering bodily harm and even death. While realizing that an application of adequate force can effectively bring the situation under control I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law-breakers from loot, arson and murder.

"It will be seen that only one of my purposes behind the postponement of the session of the Assembly-namely the preservation of the Assembly itself, has been achieved. The other and equally important purpose of having a fruitful dialogue has, however, not been achieved. In the meanwhile innocent lives are being lost for which the bereaved families have my fullest sympathies and which in a situation that is not of my creation is the least that I can offer.

"As explained earlier, my efforts to arrive at a date for the opening of the National Assembly session in consultation with political leaders have been frustrated.

"I, therefore, in my capacity as President and Chief Martial Law Administrator of this country, feel duty bound to resolve this unfortunate impasse by taking a decision myself. I cannot wait indefinitely. I have consequently decided that the inaugural session of the National Assembly will take place on 25th of March. It is my sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response from all our political leaders.

"Since my efforts to get the leaders to arrive at a broad consensus on the process of constitution making have not succeeded, to those political parties who may have doubts about viability of the future constitution of Pakistan, I would like to say that no better assurance than the provisions of the Legal Framework Order is needed.

"Finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistan Armed Forces and Head of the State. I will ensure complete

and absolute integrity of Pakistan. Let there be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards millions of people of East and West Pakistan to' preserve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan a duty in which they have never failed.

"Let us go forth with full confidence in ourselves and faith in Almighty Allah towards the goal we have set before us for achieving a democratic way of life and enable the elected representatives of the people to fulfill their duty which the nation expects of them.

"God bless you all."

"Pakistan Paindabad."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আপোষের বাণী আগুনে জ্বালীয়ে দাও’- লেখক শিল্পীদের আহবান	‘প্রতিরোধ’। দ্বিতীয় সংখ্যাঃ ৬ই মার্চ, ১৯৭১	৬ মার্চ, ১৯৭১

(স্বাধীন সার্বভৌম শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জাগ্রত লেখক শিল্পীদের মুখপত্র)
আপোষের বাণী আগুণে জ্বালীয়ে দাও

বাংলার মাটি আরো একবার কুচক্রী শাসক মহলের নগ্ন, বর্বর হামলায় লাল হয়ে গেল। আরো একবার শত শত মা হারালো তার প্রাণপ্রিয় সন্তান। স্ত্রী হারালো তার স্বামী । ভাই হারালো তার দোসর। আর এই যেন বাংলার ভাগ্যলিপি। যেন বাঙ্গালী কেবল জন্ম গ্রহণ করেছে। তার বুকের রক্ত দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর সুরম্য ইমারত গড়ে তুলতে। আর তারই সাক্ষ্য গত পয়লা মার্চের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় সুস্পষ্ট। তিনি তার ঘোষণায় একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা আইয়ুবের পাচাটা দালাল জুলফিকার আলী ভূট্টোর অন্যায় আবদারকে গ্রহণ করলেন শ্রদ্ধার সাথে। আর সেই সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত, যার সাথে এ দেশের সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থ জড়িত। সাথে সাথে আজ এ কথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাংলার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এ দেশের সাত কোটি জনতার ভাগ্য এমনিভাবে্ই চিরদিন লাঞ্ছিত হতে থাকবে। বাংলার সচেতন জনতা আজ বুঝে ফেলেছে স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই গত পয়লা মার্চ প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কোটি কোটি বাঙ্গালী নেমে এসেছে খোলা রাজপথে। অফিস, আদালত, ঘর, বাড়ী ছেড়ে মুক্তিপাগল জনতা তার ভাগ্যের পরীক্ষা দিতে নেমেছে আর তাকেই রুখে দাঁড়াবার জন্যে ক্ষমতাগৃধনু রক্তপিপাসু পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী আরেকবার বাঙলার মাটিতে তার শেষ চাল চেলেছে গোল টেবিলের গোলক ধাঁধার ভেলকিবাজি দেখিয়ে। বৃহত্তর গণমতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বর্তমান সামরিক সরকার ন্যক্কারজনকভাবে সামরিক বেয়নেটের্ আশ্রয় নিয়ে গণঅভ্যুত্থানকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত শিল্পী-সাহিত্যিকদের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষনাই করছি, বাঙালী আর মেঘাচ্ছন্ন থাকবে না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালী আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষ যে কোনরূপ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদের নিস্তার থাকবে না। বাঙলার জয় হোক। স্বাধীন সার্বভৌম শোষনমুক্ত বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ। জনগণের রায়-জিন্দাবাদ। শহীদের রক্ত-বৃথা যেতে দেব না।

শেষ শুদ্ধের প্রস্তুতি বাংলায়

আজ ৬ই মার্চ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তথাকথিত পাকিস্তান জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ প্রদান করেছেন। তিনি এই ভাষণে বাংলাদেশের সাত কোটি স্বাধীনতাকামী জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ন্যক্কারজনকভাবে দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করে পাঞ্জাবী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক দস্যুদের গ্লানি মোচনের হঠকরিতা করেছেন। আগামী পঁচিশে মার্চ তথাকথিত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলা ও বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বানচালের নতুন টোপও ফেলেছেন তিনি। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন

করে ভয় দেখিয়েছেন আইনগত কাঠামোর নতুন নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমরা সাত কোটি বাঙালীর জাগ্রত সংগ্রামের অকুতোভয় পতাকাবাহী হিসেবে শাসকগোষ্ঠি ও বাঙলার নেতৃবৃন্দের প্রতি এই হুঁশিয়ারীই করছি যে, শহীদের পূত রক্তরঞ্জিত বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরা কিছুতেই ভেস্তে যেতে দেব না। মুখ ও মুখোশের প্রতিবাদে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলার সপক্ষে আমাদের রক্তসংগ্রাম চলবেই চলবে।

পরিষদ বৈঠক বর্জন কর

বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ	মর্নিং নিউজ	৭ মার্চ, ১৯৭১

TIKKA KHAN, GOVERNOR OF EAST PAKISTAN
Announcement on March 6,1971 by Chief Martial Law Administrator.

The President and Chief Martial Law Administrator has appointed Lt. Gen. Tikka Khan as Governor of East Pakistan, it was officially announced here today.

A notification issued by the Cabinet Division said : "The President and Chief Martial Law Administrator has been pleased to appoint Lt. Gen. Tikka Khan, S.Pk., as Governor of East Pakistan in pursuance of the proclamation of the 25th day of March. 1969, read with the Provisional Constitution Order."

Another notification of the Cabinet division issued today said that Vice-Admiral S.M. Ahsan ceased to be Governor of East Pakistan province with effect from the forenoon of March 1. 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহবান	কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি	৭ মার্চ, ১৯৭১

আঘাত হানো

সশস্ত্র বিপ্লব শুরু কর
জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর
কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

পূর্ব বংলার মাটি আজ রক্ত চায়। পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত তেইশ বছর ধরিয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনতার রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। পূর্ব বাংলার জনতা আজ রিক্ত, নিঃস্ব, পথের ভিখারী। বার বার পূর্ব বাংলার মাটি শত শত শহীদের তাজা খুনে লাল হইয়াছে। পূর্ব বাংলার মানুষ যতবার তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামিয়াছে, ততবারই শাসকগোষ্ঠী তাহাদের বর্বর পশু শক্তির মাধ্যমে তাহা দাবাইয়া দিয়াছে। সেনাবাহিনী হইল শাসকগোষ্ঠীর সকল ক্ষমতার উৎস। তাই আজ তাহারা সকল মুখোশ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের দেওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও মূলতুবী করিয়া দিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা পূর্বেই বার বার বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোসে বাংলার স্বাধীনতা আসিবে না- আসিবে না পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। মুক্তি একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব- ইতিহাস বার বার এই শিক্ষাই আমাদের দিয়াছে।

বিপ্লবী জনতা !

তাই আজ এক মুহূর্তেও দেরি করার সময় নাই। পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসকগোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও। মুক্ত এলাকা গঠন কর। পূর্ব বাংলার শ্রমিক, ছাত্র, তরুণ ও যুবকেরা হাতিয়ার তুলিয়া লও। শত শহীদের রক্ত ঋণ শোধ কর- রক্তের প্রতিশোধ লও। সেনাবাহিনীকে খতম কর। এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্র যন্ত্রকে আঘাতের পর আঘাত হানো- লোপাট করিয়া দাও। পূর্ব বাংলার জনতা আস, আমরা শপথ গ্রহণ করি, জাতীয় মুক্তির যে লড়াই আমরা আজ শুরু করিব, যতদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না আসিবে, যতদিন এই স্বাধীন পূর্ব বাংলার বুকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী তথা সমগ্র জনতার রাষ্ট্র কায়েম না হইবে, ততদিন আমাদের এই লড়াইয়ে শ্রান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই। আস, আমরা ঘোষণা করি, হুঁশিয়ার। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সাংগ্রামকে যাহারা বাধা প্রদান করিবে কিংবা যাহারা তাহাকে মাঝপথে থামাইয়া দিতে চাহিবে তাহাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিব না, বরদাশত করিব না।

জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।

‘স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য ১৭ দফা প্রস্তাব	ন্যাশনাল আওয়ামী (মোজাফফর)	পার্টি ৭ মার্চ, ১৯৭১

গনতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করুন : বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই

আজ দেশবাসীকে মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী খুশী হইয়া নির্বাচনে রাজী হয় নাই- আন্দোলনের চাপে পড়িয়াই নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জাতীয় পরিষদ ডাকা হইয়াছে। কিন্তু এখনও গনতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা ও জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সম্প্রতি এই ষড়যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বিভিন্নভাবে- জনাব ভূট্টো জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যোগদান করিবেন না বলিয়া বিবৃতি দিয়া ঐ ষড়যন্ত্রকে পাকাপোক্ত করিতেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকে মাথাচাড়া দিয়া উঠতে সাহায্য করিতেছে। পাক-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, বিভিন্ন জাতির অধিকার , কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি জনতার অধিকার নস্যাৎ করিবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে উহাতে জনাব ভুট্টো অংশীদার হইয়াছেন। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ থাকিবার এবং উহাকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি উদাত্ত আহবান জানাইতেছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) মনে করে যে, পাকিস্তানে প্রথম সাধারন নির্বাচনের ভিতর দিয়া জনগণের যে রায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে মানিয়া নিয়া পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত নীতির ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিতঃ-

(1) পাকিস্তান রাষ্ট্রে ৫টি ভাষাভাষী জাতি- বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী ও বেলুচ বাস করে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই বাস্তব সত্য মানিয়া নিয়া শাসনতন্ত্র প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার ও প্রত্যেকটি জাতির বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইতে হইবে।

শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকৃত হইলে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জাতির অধিকারগুলি নিশ্চিত হইবে, বিভিন্ন জাতির ভিতর বিদ্বেষ, সংশয়, ভয়-নীতি ও ভূল বুঝাবুঝি দূর হইবে, তাহাদের ভিতর প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে।

(2) শাসনতন্ত্রে এই নীতি স্বীকার করিয়া নিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে (১১ দফা কর্মসূচীর ২ ও ৩নং ধারা বা ন্যাপের কর্মসূচী মোতাবেক) দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ও মুদ্রা-এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত হইবে। বাদবাকী সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসহ) পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি জাতির নির্বাচিত সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে।

(3) কেন্দ্রীয় আইনসভা হইবে এক কক্ষবিশিষ্ট। আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সুযোগে বিশেষ একটি প্রদেশের উপর ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহাতে কোন কিছু চাপাইয়া না দেওয়া হয়, তাহার জন্য শাসনতন্ত্রে একটি বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(4) রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক আইনসভার হাতে ন্যাস্ত রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধানকে সব সময় মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মতে করিতে হইবে।

(5) যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও এক লোক এক ভোট নীতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু থাকিবে।

(6) নগর, শহর ও গ্রামের স্থানীয় বিষয় ও কাজসমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

(7) শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে- ব্যক্তিস্বাধীনতা রাজনৈতিক দল ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনা ও ধর্মঘট পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে। শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্রজনতা যাহাতে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। বিদেশে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের পাসপোর্ট পাইবার অধিকার থাকিবে।

(8) সকল প্রকার দমনমূলক আইন রহিত করিতে হইবে, বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা চলিবে না।

(9) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করিতে হইবে।

(10) রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু ছাড়া নিম্নলিখিত ভাষাসমূহকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে- যেমন, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচ ও পশতু।

(11) প্রদেশগুলির নাম হইবে বাংলা, পাঞ্জাব, পাখতুনিস্তান এবং বেলুচিস্তান।

(12) আইন পরিষদের কোন দলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য দল পরিবর্তন করিলে তাহাকে পরিষদের আসন হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে।

(13) কোন সদস্য তাহার নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচকমন্ডলীর আদেশ (ম্যান্ডেট) ভঙ্গ করিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করিবার অধিকার উক্ত নির্বাচকমন্ডলীর থাকিবে।

(14) জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পূরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাহাতে অবাধে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়মকানুন পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কোন নাগরিকের প্রতি কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলিবে না। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিতে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।

(15) পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

(16) শিল্প, ব্যাংক, বীমা বা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি জাতীয়করণের পথে বাধা হইতে পারে এমন কোন বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে না।

(17) পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম ও জানকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত ঐরূপ একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার পথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশ হইল এক বিরাট বাধা। অতএব, আমরা উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক

শাসনতন্ত্র রচনার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে আইনগত কাঠামো আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ প্রত্যাহার ও শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্বের দাবী করিতেছি।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

সভাপতি

সৈয়দ আলতাফ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

---

* পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পারর্ট্র প্রচার সম্পাদক বজলুর রহমান কর্তৃক

১০/২১, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট হইতে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ	'জয় বাংলা' (বিশেষ সংখ্যা)	৭ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ
(টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ)

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানূষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলদেশের করুণ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী কর ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল. নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে । তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।

ভূট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো- সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে. এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হোল।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভূট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হোল বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমার জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা!

২৫তারিখে এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়। তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবণের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু কলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা পৌছে দেবেন। আর ৭দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন শত্রুপিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী

তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করবার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারেরা সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
মুজিব কর্তৃক দশ দফার ঘোষণা	দ্য ডন	৮ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB GIVES 10 POINT PROGRAMME

Statement by Sheikh Muijbur Rahman on March 7, 1971

Sheikh Mujibur Rahman. Chief of the Awami League, today announced a week-long programme from tomorrow.

In a statement, the Awami League Chief said the non-violent and non-co-operation movement would continue till the objectives- the immediate termination of Martial Law and transfer of power to the elected representatives- were achieved. He said our struggle must continue.

The programme would be:

1. No-tax campaign to continue.
2. The Secretariat, Government and semi-Government offices, High Courts and other courts throughout Bangladesh Should observes hartals. Appropriate exemption shall be announced from time to time.
3. Railway and ports may function, but railway workers and port workers should not co-operate if railways or ports are used for mobilization of forces for the purpose of carrying out repression against the people.
4. Radio, Television and newspapers shall give complete versions of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bangladesh working in these establishments shall not co-operate.
5. Only local and inter-district trunk telephone communication shall function.
6. All educational institutions shall remain closed.
7. Banks shall not effect remittances to the Western Wing either through the State Bank or otherwise.
8. Black flags shall be hoisted on all building every day.
9. Hartal is withdrawn in all other spheres but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation.
10. A Sangram Parishad (Council of Action) should be organized in each union, mahallah, thana, subdivision and district under the leadership of the local Awami League units.

Announcing the programme of action, Sheikh Mujib said the transport service would be allowed to function. In this connection he referred to railway, rickshaw and transports.

He said the banks could remain open for two hours for cash transactions for disbursing salaries, but 'not a single farthing can be transferred to West Pakistan.' The factory owners must pay off the salaries of their workers.

Sheikh Mujib asked the Radio, Television and newspaper to faithfully report the events and the movements. 'If our news are not reported, Bengalis should not attend to their duties.'

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আহবানে ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লক	ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের প্রচারপত্র	৮ মার্চ, ১৯৭১

জয় স্বাধীন বাংলা
ফরওয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের ডাক
আপোসের চোরাবালিতে বাংলার এ স্বাধীনতার উদিত সূর্য যেন মেঘাচ্ছন্ন না হয়

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে-ঘরে ঘরে আজ উড়ছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। দুই যুগ ধরে যারা বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বৈরাচারের নির্মম, হিংস্র নখরের ধাবা এ বাঙলার মাটিতে চালিয়েছিল-জাগ্রত বীর বাঙালীর রুদ্ররোষের মুখে আর কালের অবধারিত বিচারে বাঙলার মাটি থেকে উৎখাত হয়ে আজ তারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার পথে।

সংগ্রামী সাথী ভাইবোনেরা,

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এ দুর্জয় সংগ্রামকে খতম করার নিমিত্তে শোষক চক্রের কারসাজির জাল বিস্তার সবিশেষ লক্ষণীয়। মুক্তিপাগল বাঙালীরা শোষকদের দু-একটি কারসাজির মুখোশ ইতিমধ্যেই আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙলার জনপদ আজ বাঙলার বীর মুক্তিফৌজদের রক্তে রঞ্জিত। বিদেশী সেনাদের পদচারণা বাঙলার মাটি আজও অপবিত্র ও কলঙ্কিত।

এরই পটভূমিতে সে রক্তশোষকদের রুদ্ররোষের দাবানলের বহ্নিশিখা সাময়িক ক্ষীণতর হয়ে এ বাঙলার মানুষের নজ্য কুম্ভীরাশ্রু করা আরম্ভ করেছে।

মুক্তিকামী জাগ্রত ভাইবোনেরা,

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুম চক্র আজ আপোসের চোরাবালি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। প্রাসাদচক্রের এ বিস্তারিত জালের পতন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু আজ আমাদের সর্বাগ্রে আপোসের সেই জালে পদচারণা থেকে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।

সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নিপীড়িত বাঙালী যদি পশ্চিমাদের সে আপোসের চোরাবালিতে পদচারণা করে তাহলে যুগের নির্ধারিত স্থানে আর ইতিহাসের অবধারিত কলঙ্কিত অধ্যায়েই বাঙালীদের স্থান হবে। আজকের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে, নচেৎ তাদেরকেও পলাশীর বিশ্বাসঘাতকদের দলেই ইতিহাসের রূঢ় বাস্তব চিহ্নিত করে রাখবে।

পরিশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাঙলার ঘরে ঘরে মাতৃভূমি বাঙালাকে স্বাধীন করার যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা গর্জে উঠেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রেখে ''স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাঙলা দেশ'' গঠন করতে হবেই। এরই প্রেক্ষিতে সর্বস্তরে 'বাঙলা মুক্তিফ্রন্ট' (Bengal Liberation Front) গঠন করুন, গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলুন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঠিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলুন। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

জয় স্বাধীন বাঙলাঃ

বিনীত-

মোঃ লুৎফর রহমান
সভাপতি।

সৈয়দ ওয়াজেদুল করিম
সাধারণ সম্পাদক

ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের সাংগঠনিক সম্পাদক মো: এহসানুল হক সেলিম কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
গেরিলা যুদ্ধ করার নিয়ম সংক্রান্ত একিট বেনামী লিফলেট	------------	৮ মার্চ, ১৯৭১

INTRODUCTION UNCONVENTIONAL WARFARE IN RELATION TO CONVENTIONAL WARFARE

* By using all possible means enemy is to throw out within quickest possible time.
* Important elements to fight:

  People must feel that Independence in needed.
* Conventional warfare is fought between countries and guerrillas adopt- both violent and non-violent means. (Armed and unarmed).
* A guerrilla uses all the possible means to achieve the goal.

  Enemy should not know about the guerrilla. Guerrilla should attack the enemy surprisingly through slow process by using brain and weapons.
* A guerrilla must have in his mind the interest of the common people. They must have a strong and new character in order to achieve the confidence of the people.
* All resources arc used by the guerrilla prefers destroying the key resources of the enemy. Mostly is a psychological warfare.

Determination of Man:

It is the man who fights.

We are to be prepared to give the last ounce of determination for achieving the goal and then we will win the way. We are to demoralize the enemy by acting as furtom.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহবান	ছাত্রলীগ	৮ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
কেন্দ্রীয় সংসদ
প্রস্তাবাবলী

৪২, বলাকা ভবন
ঢাকা-২
তারিখ ৮ ই মার্চ, ১৯৭১

অদ্যকার এই সভা আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হইবে।

প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহবায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া ''স্বাধীন বাঙলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

প্রত্যেকটি শাখাকে তাহার আওতাভুক্ত এলাকায় আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

বটতলা ও পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী এক নম্বর ইস্তাহার এই সভার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

প্রত্যেক জেলা শাখাকে জরুরী কাউন্সিল সভা আহবান করিয়া ছাত্রলীগের এই কেন্দ্রীয় সংসদকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছে।

যে সকল জেলায় জেলা শাখা নাই, সেখানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সরাসরিভাবে সেই সকল জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার দায়িত্বভার অর্পণ করিতেছে।

দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি	৯ মার্চ, ১৯৭১

শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন
গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটা পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ও এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে অসম সাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা দীর্ঘকাল হইততেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

জনগণের দুশমন কাহারা?

বাংলাদেশে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এই সংগ্রামে জনগণের দুশমন হইল পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমান সামরিক সরকার। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় বড় জোতদার-জায়গিরদার-মহাজন ও একচেটিয়া পুঁজির মালিক ২২টি পরিবারের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২৩ বৎসর বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত-ছাত্র প্রভৃতি জনগণকে শোষণ এবং নিপীড়ন করিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে আগাগোড়া বঞ্চিত করিয়াছে। আজও উহাদের স্বার্থেই ইয়াহিয়া সরকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের নয়া নেতা ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নস্যাৎ করে ও গণতন্ত্র, জাতীয় অধিকার এবং শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে ও রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলায় জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

তাই বাংলাদেশের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ-সমান্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী জাতিসমুহের মেহনতি জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীই নস্যাৎ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব বাংলার অবাঙালী উর্দু ভাষাভাষী মেহনতি জনগণকেও ঐ শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও নিপীড়নে করিতেছে। তাই ঐ দুশমনদের পরাজিত

করিয়া বাংলাদেশের জনগণের দাবী কায়েম করার জন্য আজ এখানে গড়িয়া তুলিতে হইবে বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান জনগণের দুর্ভেদ্য একতা। ঐ দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণকে বেলুচ-পাঠান-সিন্ধি-পাঞ্জাবী মেহনতি জনগণকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামে তাহাদের সাহায্য পাইতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই সংগ্রামে এখানকার জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও বেলুচ-পাঠান প্রভৃতির সমর্থন যত বেশী গড়িয়া উঠিবে গণদুশমনদের পরাজয়ও ততই নিশ্চিত হইবে।

প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে অবিচল থাকুন

ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃংখলে বাঁধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলার কৃষক সমাজের উপর যাহাতে জোরদার মহাজনদের শোষণ না থাকে, স্বাধীন বাংলায় যাহাতে শ্রমিক ও জনসাধারণকে পুনরায় পুঁজিপতিদের শোষণ ও নিপীড়নের ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্যও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র মধ্যভিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহান করিয়া জরনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করাও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

ভিভ্রান্ত হইবেন না

কতকগুলি তথাকথিত ' কমিউনিষ্ট পার্টি' জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রয়োজন নাই', 'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর', 'জোতদারদের গলা কাট' প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে' বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা সংকল্প ও প্রস্ততিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। মার্কিনী এজেন্টরা এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। শাসকগোষ্ঠীর ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানিতে সমাজবিরোধী দৃষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ প্রভৃতি বাধাইয়া সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে তৎপর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখুন

বাংলাদেশের জনগণ আজ অভূতপূর্ব দৃঢ়তার ও একতার সাথে অফিস-আদালতে হরতাল, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতির যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, সে সংগ্রাম ইতিমধ্যেই ইহিতাসে এক নূতন নজির স্থাপন করিয়াছেন। সামরিক সরকারের হুমকি, দমননীতি, অভাব-অনটন প্রভৃতির মধ্যেও সে সংগ্রাম শিথিল বা দমিত হইবে না এবং শত্রুর নিকট আমরা কখনও নতি স্বীকার করিব না-এই বজ্র দৃঢ় সংকল্প আজ বাংলার ঘরে জাগিয়া উঠুক।

ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উথাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে-ইহা উপলব্ধি করিয়া ঐ দাবীগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবীগুলি পুরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা-ইহা হইল এই মূহূর্তে জরুরী কর্তব্য।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন

বস্ততঃ হরতাল, লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ, মিছিল, সরকারী অফিস-আদালত ও সামরিক বাহিনীর সহিত অসহযোগ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থায় বর্তমান পর্যায়ে জনগণের আকাংক্ষিত স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃংখলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা, উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর-গ্রাম সবৃত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানইতেছি।

এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

শ্রমিক-কৃষক ভাইরা এগিয়ে আসুন

আজিকার সংগ্রাম জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম। পশুশক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বিজয়ের বজ্রকঠিন শপথ ও সংকল্প নিয়া আগুয়ান হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি আজ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণকে বিশেষতঃ শ্রমিক, শহরে গরীব বস্তিবাসী, কৃষক ও ছাত্রসমাজের প্রতি আহবান জানাইতেছে। সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।

ঢাকা,
তাং ৯-৩-১৯৭১।

কেন্দ্রীয় কমিটি,
পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবানে মওলানা ভাসানী	মওলানা ভাসানী (প্রচার পত্র)	৯ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আহবান
পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে
ঝাঁপাইয়া পড়ুন

প্রিয় দেশবাসী,

আজ আমি সাত কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরী আহবান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে, ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা হস্তান্তরের ইতিবৃত্ত ও নির্গলিতার্থ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে নবরূপে শোষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে শতকরা ৯৮ জন দেশবাসী অবহিত আছেন। এবং সে জন্যই আজ আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন-সুখী দেশ প্রতিষ্ঠা করার নামে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী শোষকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বাধীনতার যে প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছিল, আসুন আজ আমরা একত্রিত হয়ে সেই কপট স্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করি।

আসুন, আজ আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাব।

আসুন, আমরা ঘোষণা করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এর চেয়ে কম কিছু নয়। কারণ অন্য কোনও উপায়ে শোষিত কোটি কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসতে পারে না।

আসুন, এই আন্দোলনকে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের মরণপথ সংগ্রামে পরিণত করি। সত্যিকারের জাতীয় মুক্তির আর কোনও পথ নেই।

আসুন, আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, 'জয় বাংলা' রব তুলে নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালীর ভোট তথা সমর্থন নিয়ে সেই শক্তির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও সামরিক শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে যেনতেন প্রকারের একটা আপোস ও সমঝোতার সরকার গঠনপূর্বক শোষিত বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিধাহীন ও দুর্বার আকাংখাকে পুনর্বার বানচাল করার যে চক্রান্ত মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষক ও তাদের হোতারা করে চলেছে, সেই হীন ষড়যন্ত্রকে আমরা শতকরা ৯৫ জন শোষিত, নিপীড়িত বাঙালী একযোগে অঙ্কুরেই প্রতিহত ও বিনষ্ট

করব। আসুন, আমরা শেষ ও চূড়ান্ত বারের মত পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে একত্রিত হই এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী ও মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষকের শত বাধা-বিপত্তি ও আক্রমণকে প্রতিহত করে জয়যাত্রা শরু করি।

'ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও জোট বাঁধো-
মাঠে কিষান, কলে মজুর, নওজোয়ান জোট বাঁধো।
এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল,
হও সামিল, হও সামিল, হও সামিল

মার্চ ৯, ১৯৭১। **মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই সংকট মুক্তির একমাত্র পথ- একটি সম্পাদকীয় অভিমত	দৈনিক পাকিস্তান	৯ মার্চ, ১৯৭১

সম্পাদকীয়ঃ সংকট মুক্তির একমাত্র পথ

বাংলাদেশের সংগ্রাম জনসাধারণ একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙালীকে আর শোষিত ও অবদমিত রাখা যাইবে না। গত রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মুক্তিপাগল প্রতিটি বাঙ্গালীর মনোভাব। পূর্ব বাংলার মাটি হইতে এখনো শহীদের রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই, এখনো এদেশের বহু ঘরে শোনা যাইতেছে স্বজন-হারানোর আর্তনাদ। তাই শেখ মুজিবুর রহমান প্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি শহীদের রক্ত মাড়াইয়া পরিষদে যোগ দিতে পারেন না। তবে তিনি পরিষদে যোগদানের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়ায়া দেন নাই। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইলে, সেনাবিহনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিলে, গণহত্যার তদন্ত করা হইলে এবং দেশের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তর করিলেই তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পরিষদে যোগদানে করিবেন কি করিবেন না। ইহার আগে পরিষদে যোগদান করার কোনো প্রশ্নই উঠে না বলিয়া তিনি জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদে যোগদানের প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য যে চারিটি শর্ত আরোপ করিয়াছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এই শর্তাবলী মানিয়া লওয়া হইলেই শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার পার্টি সদস্যদের পরিষদে যোগদান করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে, ইহার আগে নয়। বেয়নেটের ছায়ায় কখনো পরিষদের কাজ মুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। এই জন্যই অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা এক অপিরহার্য প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। খোদ প্রেসিডেন্টই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো রকম বিলম্ব ঘটানোর কোনো নৈতিক অধিকার বর্তমান সরকারের নাই। একথা প্রেসিডেন্টের বোঝা উচিত যে, জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পথে অন্তরায় শুরু হইতেছে বলিয়াই পূর্ব বাংলা আজ বিক্ষুব্ধ। যদি একটি সংখ্যালঘু দলের অন্যায় আবদার রক্ষা করিতে গিয়া জাতীয় পরিষদের অীধবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইত, তবে বাংলাদেশ ফাটিয়া পড়িত না বিক্ষোভে, শহীদের রক্তে রঞ্জিত হইত না বাংলার মাটি। বাংলাদেশের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভের কথা ঘোষণা করিতে গিয়া তিনি গত শনিবার যে বেতার ভাষণটি দান করিয়ারেছন তাহা খুবই দুঃখজনক, সন্দেহ নাই। তাঁহার সেই ভাষণ সাত কোটি বাঙগালীর মনে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। তিনি যে সুরে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক ঠেকিয়াছে। গণপ্রতিবাদমুখর বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণ ও বাঙালী নেতৃত্বকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু একটি সংখ্যালঘু দলের যে নেতাটি ইহার জন্য দায়ী, যাঁহার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই বাংলার মাটি আবার রঞ্জিত হইল রক্তে, বুলেটের শিকার হইল এখানকার নিরস্ত্র মানুষ তাঁহার দোষর প্রেসিডেন্টের লক্ষ্যগোচরই হইল না। ইহা কি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক নয়? সে যাহাই হউক, সংকট এড়াইতে হইলে অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা একান্ত জরুরী। এয়ার মার্শাল নুর খান তো স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করার আইনগত অধিকার রহিয়াছে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সব রকম প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে ‍দুর করা উচিত। এয়ার মার্শাল আসগর খানও শেখ মুজিবুর রহমানের শর্তবলীকে অত্যন্ত যুক্তযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বস্ত্ততঃ ইহাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশ রক্ষা করার একমাত্র পথ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অসহযোগ আন্দোল ত্যাগ করে গেরিলা লড়াইয়ে আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাগী-লেনিনবাদী)	৯ মার্চ, ১৯৭১

নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে-মাও সেতুং

পূর্ব বাঙলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ

আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়

অস্ত্র হাতে লড়াই করুন

শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন

গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করুন

পূর্ব বাংলার মেহনতি গরীব ভাইসব,

গত কয়েক দিনে শাসকগোষ্ঠীর পুশিল-মিলিটারী পূর্ব বাংলার শত শত মেহনতি মানুষকে হত্যা করেছে। আরো হত্যা করার নতুন হুমকি দিয়েছে। অথচ, হত্যাকারীদের একটি চুলও খসেনি। অতীতেও তারা জনতার উপর হত্যালীলা চালিয়েছে। মরেছে, মার খেয়েছে শুধু গরীব জনসাধারণই। কিন্তু গরীব লোকের উপর শোষণ কমেনি, অত্যাচার কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর হত্যালীলা ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ যখন সারা পূর্ব বাঙলায় বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, পূর্ব বাঙলার পূর্ণ মুক্তির জন্য মেহনতি মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে, তখন তথাকথিত বাঙলার দরদি নেতারা অস্ত্রহাতে লড়াই শুরু করার আহবান না দিয়ে বিপ্লবী জনগণকে এত হত্যালীলার পরও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছে। এই ধোঁকাবাজ নেতারা গরীব জনতাকে আন্দোলনে নামিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। মন্ত্রী হয়েছে, ধনী হয়েছে। যখনি জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে শোষক শ্রেণীকে খতম করার চেষ্টা করেছে, তখনি তারা শান্তির কথা বলে জনতাকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তারপর নিজেরা ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি করেছে। ফলে, গরীব জনতা জান দিয়েছে, কিন্তু পায়নি কিছুই।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব বাংলার তথাকথিত দরদি বিশ্বাসঘাতক নেতাদের পরামর্শদাতা হলো কুখ্যাত নরপশু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এই নরঘাতক শুয়োরের বাচ্চাটি চকান্ত করে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ গরীব মানুষকে হত্যা করেছে। গত কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন পূর্ব বাংলায় এসে এখানেও ব্যাপক হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বিশ্বের মেহনতি মানুষের বড় দুশমন এই হিংস্র জানোয়ারদের সাথে যেসব তথাকথিত বাংলার দরদি নেতারা বৈঠক করে, ষড়যন্ত্র করে এবং লাঞ্ছিত-শোষিত মেহনতি মানুষকে শান্ত থাকতে উপদেশ দেয়, তারা গরীব কৃষক-শ্রমিকদের বন্ধু হতে পারে না। তারা শোষকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর। এই দালালদের চিনে নিন। এই শয়তানদের শান্তির আবেদনে ঝাঁটা মেরে হত্যার বদলা নেয়া শুরু করুন। অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট দলে (৪/৫ জন) বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে দেশী-বিদেশী সকল শোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শহরের বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই (গোপন যুদ্ধ) চালিয়ে অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালালদের খতম করুন। গণবাহিনী গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে গরীবের রাজত্ব কায়েম করুন।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ পূর্ব বাঙলার জনগণের স্বার্থবিরোধী। পূর্ব বাঙলার জাতীয় পরিষদ সদস্যরা এই কুখ্যাত পরিষদ থেকে পদত্যাগ করুন। পূর্ব বাঙলার মুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে শরীক হউন। জাতীয় পরিষদের যোগদানকারী সকলেই পূর্ব বাঙলার মানুষের কাছে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক বলেই প্রমাণিত হবে।

শোষিত নির্যাতিত ভাইসব,- পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করতেই হবে। পূর্ব বাঙলার শ্রমিক-কৃষক রাজত্ব কায়েম করতেই হবে, এর জন্য গ্রামকে লড়াইয়ের ঘাঁটি করুন। জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলুন। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র ডাকে ও নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালাল খতমের মাধ্যমে এই গেরিলা লড়াই ৭টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই লড়াইকে সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দিন। শোষকদের খতম করুন। শত্রুর হাতে থেকে অস্ত্র কেড়ে নিন। শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ -মিলিটারী খতম করুন। পূর্ব বাঙলা মুক্ত করুন। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েম করুন।

শোষক গোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ-ধ্বংস হউক
পূর্ব বাঙলার মুক্তি সংগ্রাম-জিন্দাবাদ
পুর্ব বাঙলার কৃষকদের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ-জিন্দাবাদ
মার্কিনী দালালদের-খতম করুন
জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা-জিন্দাবাদ

ঢাকা জেলা শাখা
৯-৩-১৯৭১ইং

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি
(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত খবর	দৈনিক ইত্তেফাক	১০ মার্চ, ১৯৭১

পরিচালক পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) গভীর রাত্রে পি,পি,আই এবং এনা পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, চীফ মার্শাল এডমিনিস্ট্রেটর সংশ্লিষ্ট বিধি পরিবর্তন করিয়া রেঃ জেঃ টিক্কা খান এস,পি-কে-কে 'খ' অঞ্চলের মার্শাল লঃ এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিয়োগ গত ৭ই মার্চ হইতে কার্যকরী হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান এস,পি-কে-কে গত ৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং নূতন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ৭ই মার্চ তিনি ঢাকা পৌঁছেন।

গতকাল বি,বি,সি-র এক খবরে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা হাইকোর্টে হরতালের দরুন কোন বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতে সম্মত হইতেছেন না। ফলে নয়া গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ বিলম্বিত হইতেছে।*

---

* তকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বচারপতি বি, এ, সিদ্দিকী ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ গভর্নও হিসাবে জেনারেল টিক্কা খানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠন পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'শেখ মুজবের সঙ্গে এক হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করবোঃ পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানী	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

মুজিব-ভাসানী এক হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার পল্টনের এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার আপোসও সম্ভব নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই দাবীর মর্যাদা রক্ষা করে অবিলম্বে ৭ কোটি বাঙালীকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২৫শে মার্চের মধ্যে এই দাবী মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালীর স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন।

বর্তমান সংগ্রামের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে আপোস করবে। তিনি বলেন, এই সন্দেহ অমূলক। শেখ মুজিব বা মওলানা ভাসানী বা যে কোন নেতা যদি এ ব্যাপারে আপোস করতে যায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না। আপোসের সময় চলে গেছে। এখন আপোসের আর কোন পথ খোলা নেই। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আস্থা রাখার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, তাকে আপনার অবিশ্বাস করবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেযে বাংলার সংগ্রাম বীর হওয়ার আহবান জানান।

তিতি বলেন, ১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু-আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেননি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দু অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দু অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। 'লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন', শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।

তিনি বলেন, আমি ৭ কোটি বাঙালীকে আজ মোবারকবাদ জানাই এ জন্য যে, তারা এই বৃদ্ধের ১৩ বছর আগের কথা এতদিন পরে অনুধাবন করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিঃসহায় মানুষের ওপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণের নিন্দা করে তিনি ইয়াহিয়াকে ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অত্যাচারী শাসক ও জালিম কখনও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তার পতন অনিবার্য। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মুসলিম লীগ সরকার ও আইয়ুব খানের পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

তিনি বলেন, বৃটিশ জাতি বুদ্ধিমান ছিল। তাই তারা এদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়ার মত পর্যায়ে পৌঁছার আগেই স্বাধীনতা দিয়ে যায়। তেমনিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাংলার ৭ কোটি মানুষকেও তিনি অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানান।

তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে জনাব দেওলতানা, জনাব ভুট্টো ও জনাব খুরোসহ বিভিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অহিংস আন্দোলন প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, আমি কোনদিন অহিংসায় বিশ্বাস করি না। রসুল (দঃ) অহিংসায় বিশ্বাস করতে বলেননি। জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। জালিমের অত্যাচার যে সহ্য করে এবং যে অত্যাচার করে তারা উভয়ই মহাপাপী। তিনি বলেন, অহিংসা পন্থা অবাস্তব।

দেশে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে দায়ী করেন। পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের যুক্তি একজন নিরক্ষর নাগরিকের নিকটও গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে প্রেসিডেন্টের ভূমিকার নিন্দা করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি কোন মর্যাদা না দিয়ে তার আইনগত কাঠামোর কথা জোর গলায় প্রচার করছেন। তিনি আইনগত কাঠামো আদেশেরবলে সবকিছু করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে এরূপ আদেশের কোন নজির কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এলএফও'র কঠোর নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের গণতন্ত্র শুধুই মুখের কথা। কোন দেশে পার্লামেন্টকে কেউ বাধা দেয় না। এটা গণতন্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত।

জনাব ভুট্টোর পরিষদ বর্জনের হুমকি প্রসঙ্গে ন্যাপ প্রধান বলেন, এটাও নজিরবিহীন ঘটনা। আজাদীপূর্বকালে ভারতীয় পার্লামেন্টে মুসলমানরা সংখ্যাগলঘিষ্ঠ হওয়া সত্বেও পার্লামেন্টে যোগ দেব না এরূপ কথা বলেনি। আইন পাসের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পরিষদে বাধা দান করেছে, যুক্তিতর্ক, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ওয়াকউট করেছে। ভুট্টোর উচিত ছিল সেই গণতন্ত্রসম্মত পথ অনুসরণ করা। পশ্চিম পাকিস্তানী গরীব জনগণের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি কোন আইন পাস করত বা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার চেষ্টা করত এবং একথা যদি ভুট্টোর দল প্রমাণ করতে পারত, তাহলে জনমত তার দলের পক্ষে যেত।

তিনি ইন্দোনিশিয়ার মার্কিন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার প্রতিশোধ ইন্দোনেশিয়ার জনগণ নেবেই।

নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে গুলি করে হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের মা-বোনদের আজ গুলি করে মারা হচ্ছে। গত পরশু আমি চলে গিয়েছিলাম। এক মহিলা কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে রাজশাহীতে পড়ত, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই মহিলা চিৎকার করে কাঁদছে। বাংলা মা'র কোল এমনি করেই খালি করে বাংলাকে ক্রন্দসী বাংলা করছে।

তিনি বলেন, সন্তানের জন্য মায়ের যে বদনা তা ইয়াহিয়া বুঝবেন না। সন্তানহারা মায়ের অভিশাপ বিফলে যাবে না। বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহবান জানান। তিনি বলেন, সিমেন্টের দাম ইতিমধ্যেই প্রতি বস্তা এগার টাকা হতে পনের টাকা ও ঢেউটিন প্রতি বান একাশি টাকা হতে দুশো ৪২ টাকা উঠেছে।

তিনি বলেন, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এখন হতে প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ব্যাপারে বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চরিত্র গঠন গরতে হবে। বাংলাদেশ হতে একটি কানাকড়িও যেন বাইরে পাচার না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আহবান জানান।

মওলানা ভাসানী বাঙালী, অবাঙালী, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে সকলকে মিলেমিশে থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বিহারীদের আমি বড় ভালবাসি। ওরা অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেচে। ওরা পশ্চিম পাকিস্তানী নয়, হিন্দুস্তানের অধিবাসী ছিল। তাদের ওপর বহু নির্যাতন হয়েছে।

তিনি বলেন, এদের সকলের সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। কারণ এগুলো আমাদের দেশের সম্পদ।

সভার শুরুতেই গণআন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য মওলানা ভাসানীর ইমামতীতে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আতাউর রহমান

পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতাকালে জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান বিলম্ব না করে বাংলায় জাতীয় সরকার ঘোষণা করার জন্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহবান জানান।

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, আজ আর আমাদের মধ্যে কোন কোন্দল নেই। বাংলার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাঙালী জজ, সিএসপি ও সরকারী কর্মচারীরাও আজ জনগণের সার্থে ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা রক্ত দিচ্ছেন এবং প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবেন। 'তাই এই মুহুর্তে শেখ মুজিব জাতীয় সরকার গঠন করলে সবাই তাঁর হুকুম মেনে নেবে। আজকের এই মুহূর্ত আর বারবার ফিরে আসবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় লীগ নেতা বলেন, বাংলার আজ মহা দুর্দিন। বাঙালী জাতির সামনে আজ চরম পরীক্ষা। বাঙালী এখন জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীনতার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শোসকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, তাঁরা বাঙালীদের শাসন ক্ষমতায় অংশিদারিত্ব করতে চায় না। শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীকেও তারা বিশ্বাস করেনি। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁরা ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না। তাই একবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে আবার তা বন্ধ করে দেয় এবং পরে আবার তারিখ ঘোষণা করে। শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, ভানুমতির খেলা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বাঙালী জাতি আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের ৭ কোটি মুক্তিপাগল মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

ইতিপূর্বে জনসভার প্রস্তাব পাঠকালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ন্যাপ সম্পাদক জনাব মশিহুর রহমান বলেন, আজ রাজনৈতিক কোন্দলের দিন নয়। ন্যাপ কোন্দলে বিশ্বাস করে না। তাই আজ আমরা ঐকবদ্ধ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়াদনের অনুষ্ঠিত ন্যাপের জনসভায় সংগ্রামের বর্তমান পর্যায় ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজন মত এই কর্মসূচীর সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

বিগত ৯ই জানুয়ারী সন্তোষ সম্মেলনে এবং ১০ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষিত মুক্ত পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন;

উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বন্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের বিকল্প সকল বিদেশী পণ্য বর্জন;

পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন;

শেখ মুজিবুর হরমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহবান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট-বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা;

নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধের সাথে সংশিলষ্ট সকল সামরিক সৈন্য, কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি বন্ধ রাখা;

পূর্ব বাংলার বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যাতে কোন দ্রব্যসামগ্রী সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান না হতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা;

পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকসমূহ কোন টাকা জমা না রাখা;

দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য কালোবাজারী ও আড়তদাররা যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মওজুত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া; বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে গণসংযোগকে বিপথে পরিচালিত করার সড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা;

বাঙালী জাতীর মুক্তির আন্দোলনের নামে টাউট ও প্রবঞ্চকরা যাতে চাঁদা তুলতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

বিদেশী সৈন্য যাতে পূর্ব বাংলার মাটিতে অবতরণ করতে না পারে তজ্জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সামুদ্রিক বন্দরগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা;

গণবিরোধী শাসকচক্রের তমঘা, খেতাবসহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জন করা।

এ ছাড়া সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে নিরীহ নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী বাঙালীর উপর গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং নিহত ও আহত স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি গভীর সংগ্রামী সমবেদনা জানানো হয়। প্রস্তাবে দেশের সর্বত্র গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সরকারী ও আধা-সরাকরী সংস্থাসমূহের প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাজউদ্দিনের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	১০ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB'S DIRECTIVE - EXEMPTIONS AND CLARIFICATIONS
Announcement by Mr. Tajuddin Ahmad.
General Secretary of the East Pakistan Awami League on March 9,1971.

The following exemptions and clarifications were issued pursuant of Sheikh Mujibur Rahman's directive according to Mr. Tajuddin Ahmad. General Secretary of the East Pakistan Awami League :

(1)Banks : shall remain open for banking operations from 9 a. m. to 12-30 p.m. and for administrative purposes up to 3 p. m. Banks shall only open for deposits, inter-bank clearance within Bangladesh and cash transaction for the following purposes :

(a) Payment of wages and salaries as in previous week.

(b) Bonafide personal drawings of up to Rs. 1,000.

(c) For purchase of industrial raw materials necessary for running mills and factories, including sugarcane for sugar mills. Jute for jute mills, etc.

(2) No remittances shall be effected outside Bangladesh either through State Bank or otherwise.

(3) State Bank : Shall only remain open for the purpose of enabling above banking operations to be carried out and not for any other purpose.

(4) EPWAPDA : only such section shall remain open as are necessary for supply of electricity.

(5) EPADC : remain open only for the purpose of ensuring supply of fertilizer and diesel to power pumps.

(6) Coal supplies should be affected for brickfields, and jute seeds and rice seeds distribution should be effected.

(7) Movement of food supplies should be maintained.

(8) Treasury and A.G. office shall remain open to pass challans only for any of the purposes mentioned above.

(9) Relief and rehabilitation work in the cyclone-affected areas should continue.

(10)Post and Telegraph offices : only for the purpose of letters, telegrams and money orders within Bangladesh, but Press telegrams may be sent outside Bangladesh. Post Office Saving Bank shall remain open.

(11)HPRTO : shall function throughout Bangladesh.

(12)Supply of water and gas shall be maintained.

(13)Health and sanitation services shall be maintained.

(14) Police shall carry out the duty of maintenance of law and order assisted, if necessary, by Awami League volunteers.

(15)Semi-Government bodies other than those exempted shall continue to observe *hartal.*

(16)All exemptions granted in the previous week shall remain in force.

-------------------**শিরোনাম**	**সূত্র**	**তারিখ**
অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে একটি সম্পাদকীয়	দৈনিক পাকিস্তান	১০ মার্চ, ১৯৭১

সম্পাদকীয়ঃ আর দেরী নয়

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণে, স্বচ্ছতা আসিয়াছে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। গত ১লা মার্চ হইতে ৭ই মার্চের মধ্যে আন্দোলনের মধ্য দিয়া পূর্ব বাংলার জনগণ যে চেতনার অধিকারী হইয়াছে সে চেতনাকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। জনসাধারণের দাবী-দাওয়া পূরণের মাধ্যমেই কেবল বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করা সম্ভব।

গত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব বাংলার বুকে প্রচন্ড গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়া যেসব শিক্ষা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে সেগুলি হইলঃ (এক) বল প্রয়োগ করিয়া জনগণকে দমান যাইবে না, (দুই) জনপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে, (তিন) ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সরকারকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং (চার) জনসমর্থিত ছয় ও এগার দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথ বাধামুক্ত করিতে হইবে।

গত ৭ই মার্চ তারিখে রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য যে চারটি শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন, আইনগত দিক হইতেও সেগুলি পুরণ করা সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত দিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং তাহার সরকার কালবিলম্ব না করিয়া বর্তমান সংকট দূর করার জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করিবেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণের দাবী পুরণের ব্যবস্থা করিবেন।

লঘিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টো সাহেবের জেদাজেদিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ফলে পরিস্থিতি কতদূর গড়াইয়াছে সে সম্পর্কে সরকার নিশ্চয়ই অবহিত। সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেই প্রকাশ, সারা পূর্ব বাংলায় সপ্তাহব্যাবী গোলযোগ ১৭২ ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন ৩৫৮ জন। যথাসময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে এতগুলি অমূল্য প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইত না।

কাজেই আমরা আশা করিব, সরকার স্পষ্ট এবং পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়া জনপ্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনায় ঢাকার সংবাদপত্র	দি পিপল	১০ মার্চ, ১৯৭১

Bhutto Responsible for Spilling Bengalese' s Blood

Events following the unanimous verdict of 75 million people of Bangladesh to mould their life on the basis of the Six-Point Programme of the Awami League, given at the general election in December, 1970, have clearly shown 'which way the wind is blowing in Larkana and Islamabad. That the same old conspiracy for sucking the blood of Bengalees and Bengal's resources, if necessary, at gun-point, has been active with pro- Ayub bureaucrats hovering round Bhutto, is as clear as day-light. Indeed, President's pilgrimage to Larkana shortly after the elections, and the feudal lord of Larkana hosting him, did create distinct hopes in many and genuine suspicion in others regarding his mission. The hope was that President Yahya would be able to soften the " Spoilt child" of dictator Ayub and make him accept the situation as it obtained in the country after the election which apparently, upset west Pakistan's strategy, in the matter of the Six-Point formula. It will be honest to admit that the elections was fought by the Pakistan People's Party, led by Bhutto and other Political Parties, both in East and West Pakistan, with full knowledge that Shiekh had declared it a referendum on Six-Points. There was no protest from any quarters at the time, and elections were held smoothly all over the country, which was a rare example in Indo-Pak Sub-Continent. But, we find that after the elections not only a hue and cry has been raised against the Six Points in West Pakistan by PPP only, but the People in Bangladesh were put to severest test also, and the province was bleed. What a shame! What a betrayal!

All this happened because the President had suddenly decided to cancel the announced date for the National Assembly Session of March 3, obviously, on the advice of blood-sucker vested interests. Thus the solemn promises, the reassuring pledges given to the people by the head of State since 1969 were found to be lacking in sanctity. This was, evidently, due to President's anxiety to satisfy the minority groups CLIQUE spear- headed by the opportunist of Larkana. Indeed, according to Bhutto's own admission, he can be Anglo-Saxon when he wants to a revolutionist, when he finds a good opportunity for it, and certainly the history of Ayub's rule has proved that he can play the stooge of the dictator when it suits him. That a person with such a background can change color the way a Chameleon does, is nothing surprising. He is essentially a feudal lord but going about in Socialists' grab.

The cancellation of the earlier announced date of the National Assembly Session without taking into confidence the majority Party leader, is the worst type of .dictatorship, enforced from a distance of 1200 miles sitting safely behind the barracks. A soldier, if he is brave and true to his salt, does not sit in the fence. He faces the reality with honesty of purpose. Bangladesh,, if must be admitted, has been set on fire by what appeared to be master stroke of canceling the National Assembly Session on March 3, and the

President should have come to Bangladesh and had seen what killing the innocent, freedom-loving, unarmed but resolute people suffered. Now that blood has been spilled, and future appears to be darken still, there is no turning back for the people; there can be no compromise on the verdict of the people, Bhutto or no Bhutto !

In view of the latest offer of Sheikh Mujib, however, a solution of the unfortunate crisis may be possible, if this is considered with an unbiased mind.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সচল রাখার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী	দ্য ডন	১১ মার্চ, ১৯৭১

KEEP ECONOMY IN FULL GEAR IN THE NAME OF BANGLADESH: TAJUDDIN

Statement issued on March 11, 1971

Mr. Tajuddin Ahmed, General-Secretary of the East Pakistan Awami League, in a statement last night said the "people's movement has attained unprecedented heights."

This, he said, had been possible "because every person in his own sphere has taken it as his sacred duty to implement, in spirit and in substance all the directives of Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman issued in the name of the people of Bangladesh. "

Mr. Tajuddin added: "The high sense of responsibility displayed by people in all walks of life is a source of inspiration to all. While the struggle must continue, we have to exert all our energies to maximize production and to keep our economy in full gear."

"We are determined to foil the conspiracy of the vested interests and the anti-people forces to destroy our economy and to inflict suffering on our hungry masses. In order to do so, our people must be prepared to give of their best in all spheres of production."

"They must at the same time be prepared to practice a high degree of austerity. All these engaged in economic activities must subject themselves to rigorous discipline in every respect for the victory of the people's cause".

More Exemptions

He said keeping the above objectives in view of the following further exemptions and clarifications are being issued:

Banks: In suppression of all previous exemptions and clarifications relating to banks it is provided as follows:

(1) Banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 12 noon and for administrative purposes till 4 p.m. (with the usual recess period). But on Fridays and Saturdays banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 11 a.m. and for administrative purposes till 12-30 p.m. Balancing of books and all usual working practices shall be observed in respect of permitted transactions.

(2) Banks shall carry on their operations including receiving deposits of any amount, inter-bank clearances without any limit within Bangladesh and inter-bank transfers within Bangladesh and drawings by T. T. or mail transfers within East Pakistan subject to the following restrictions:

(i) Payments of wages and salaries provided all pay bills duly certified by a representative of the workers organisation concerned or the wage register is presented along with the cheque.

(ii) Bonafide personal drawings of put Rs. 1,000 in a week.

(iii) Payment for purchases of industrial raw materials including sugarcane for sugar mills, jute for jute mills, etc.

The statement said payment up to a limit of Rs. 10,000 in a week for a bona fide commercial purpose, including purchase of all commodities was required by consumers in Bangladesh. This amount may be drawn in cash or by cash draft. But before making payments the bank shall satisfy itself from past records that the drawer is a bona fide industrial or commercial organisation or trader and the amount being drawn is not in excess of his normal average drawings in a week during the past one year.

(3) The crossed cheques and crossed demand drafts may be issued and deposited in any account within Bangladesh.

(4) Teleprinter service operated by the banking system within Bangladesh shall resume operation.

(5) The National Bank of Pakistan shall continue its entire discounting function throughout Bangladesh in order to enable other banks to meet their demands.

(6) Foreign travelers cheques may be encashed by any authorized dealer.

(7) Diplomats may freely operate their accounts and foreign nationals may operate their foreign exchange accounts.

(8) There shall be no operation of lockers.

(9) No remittances shall be effected outside Bangladesh either through the State Bank or otherwise.

He said the State Bank shall observe the same banking and office hours as, other banks and shall remain open for the purpose of taking all necessary steps for the smooth functioning of the banking system in Bangladesh within the framework of the restrictions defined above.

Farm Activities

(1) "P" Forms may be sanctioned.

Agricultural activities : Procurement, movement and distribution of paddy and jute seeds, fertilizers and pesticide shall continue and agricultural farms and the rice research institute and all its projects shall function.

(2) Movement, distribution, fielding and operation of power pumps and other mechanized implements and equipments along with the necessary supply of oil, fuel, tools and plants shall continue.

(3) Sinking and operation of tube-well and their irrigation systems including canal operation shall continue.

(4) Operation of agricultural credit by the East Pakistan Co-operative Bank. Central Co-operative Banks and their affiliated agencies and the Thana Central Cooperative Association shall continue.

(5) Distribution of interest free loan in the cyclone-affected areas and other essential items to farmers by the Agricultural Development Bank of Pakistan and other banks shall be effected.

Food control and town protection: The execution of flood control, town protection and water development works of EPWAPDA and other agencies including operation and repair of dredgers and mechanical equipment and movement of materials and connected urgent works may be carried on.

Ports including inland ports, authorities in all respects including pilotage: Only such sections of office of the port authorities shall as are necessary for smooth handling of incoming and outgoing ships except that no co-operation shall be extended for mobilization of forces or for materials which may be utilized for repression against the people.

EPIDC *Functions:* All EPIDC factories shall function and shall endeavor to maximize production, sections of EPIDC required for financing and purchases necessary for running the factories shall function.

Relief and rehabilitation shall function, day laborers engaged in development works shall continue to receive payments due to them for work done.

Payment of wages: Employees and some of Government and semi-Government institutions who are paid on a daily, weekly or fortnightly basis shall be paid their wages and salaries as and when it becomes due. Flood relief advances already sanctioned and arrear of salaries shall be paid to all Government, semi-Government employees. Necessary sections in the Government or semi-Government offices concerned shall function for the purpose of disbursing salaries.

Primary school teachers shall be given timely payment of their salaries and necessary sections of offices shall have a skeleton staff for clearance of pay bills and for the purpose of the transactions authorized by the directives issued today and previously. Jailers, jail warders and jail office shall function. Ansars shall continue to discharge their duties. Electricity and water supply section necessary for repair and maintenance shall function. All insurance companies shall function.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রামের আহবান	ছাত্র ইউনিয়ন	১১ মার্চ, ১৯৭১

শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করিয়া তুলুন

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর যে-কোন রূপ হামলা, আক্রমণ প্রতিরোধে আজ ছাত্র-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনতাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। চরম গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী উহাদের সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া পূর্ব বাংলার জনগণের মহান সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া মারিবার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত আঁটিয়াছে উহাকে উপযুক্তভাবে মোকাবেলা করিতেই হইবে। এইজন্য আমরা জনগণের প্রতি জানাইতেছি সর্বাত্মক প্রস্ততি গ্রহণের আহবান।

পূর্ববাংলার জনগণ আশা করিয়াছিল যে নির্বাচনের পরে যথানিয়মে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে, শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' বার বার গণদুশমন দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিয়া পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে লেলাইয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন দূরে চলিয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল জাতিগত নিপীড়নে নির্যাতিত পূর্ব বাংলার জনগণ নিরঙ্কুশ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছেন- ''পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর। পৃথক রাষ্ট্র গঠন কর''। শাসকগোষ্ঠী জনগণের এই দাবীকে অস্ত্রের দ্বারা মোকাবেলা করিতে চাহিতেছে। ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলার জনগণকে শাসাইতেছে।

অনেক ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের সাত কোটি জনতা আজ পূর্ববাংলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করিতে চাহিতেছেন, চাহিতেছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করিতে। এই জন্য জনগণ আজ অকুতোভয়ে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। শত শত শহীদের রক্তে পূর্ববাংলার শ্যামল মাটি রক্তলাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জনগণের এই মহান বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সঠিক নীতিতে অগ্রসর করিয়া লইয়া এমন একটি 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানাইতেছি যে রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত হইবে। আমাদের দেশমাতৃকার উপর হইতে বৃটিশ, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের যে কোন শোষণ ও প্রভাব লুপ্ত হইবে, কৃষকদের উপর হইতে জোতদার মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ উচ্ছেদ হইবে, দেশের জনগণকে পুনরায় পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। সকল প্রকার শোষনমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আহবান আমরা জানাইতেছি।

কিন্তু এই সংগ্রাম খুব সহজ সংগ্রাম নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এই সংগ্রাম দমনের জন্য নানা প্রচেষ্টা করিবে। অন্যদিকে, তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা এই সংগ্রামকে ভুলপথে ঠেলিয়া দেওয়ারও প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহারা ''স্বাধীন পূর্ব বাংলায়'' তাহাদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য হইতে বাঙ্গালী জনতাকে বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে এবং এমনকি তাহারা আরও বুঝাইতে চায় যে এই সংগ্রামে পূর্ব

বাংলার অবাঙ্গালী মেহনতী জনগণও আমাদের জনতার দুশমন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের সংগ্রামকে দমন করিতে চাহিতেছে উহারাই পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকেও শোষণ করিতেছে। তাই এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, পূর্ববাংলার অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও নয়। এই সংগ্রাম পরিচালিত করিতে হইবে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও উহাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। মনে রাখিতে হইবে যে অন্যজাতির সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েম করা যাইবে না। তাই আমরা ছাত্র-জনতার প্রতি আবেদন জানাইতেছি যে গণস্বার্থে সঠিক নীতিতে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' কায়েমের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।

বর্তমান গণসংগ্রামের পটভূমিতে ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসাবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ৪টি দাবী উত্থাপন করিতেছেন। এই দাবী হইল সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পন কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে লও, গণহত্যার তদন্ত চাই। বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার স্বার্থে ২৫শে মার্চের মধ্যে এই সকল দাবী পুরণের জন্য গণসংগ্রাম অব্যাহত রাখুন, সরকারের প্রতি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখুন, ইয়াহিয়া সরকারকে দাবী মানিতে বাধ্য করুন।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যদি পুনরায় সেনাবাহিনী লেলাইয়া দিয়া জনগণের সংগ্রামকে দমন করিতে চায়, তবে 'যার যাহা আছে' উহা লইয়া সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গঠন করুন, আরও বৃহত্তর আত্মত্যাগী সংগ্রামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বর্তমানে করণীয়সমূহঃ

- রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন। গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ইহা ছড়াইয়া দিন।
- সর্বত্র 'সংগ্রাম কমিটি' ও 'গণবাহিনী' গড়িয়া তুলুন।
- শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।
- যে কোন রূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উস্কানি প্রতিরোধ করুন।
- শান্তি-শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন।
- এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম শক্তির একতা গঠনের জোর আওয়াজ তুলুন।

১১-৩-৭১

ছাত্র ইউনিয়ন

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
আওয়ামী লীগের প্রতি জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ট দলগুলির সমর্থন	দ্য ডন	১৪ মার্চ, ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY MINORITY GROUPS BACK AWAMI LEAGUE S FOUR-POINT DEMAND-PLEA FOR INTERIM GOVERNMENTS AT CENTRE AND PROVINCES

REPORT OF THE MEETING HELD ON MARCH 13, 1971 AT LAHORE BY MINORITY GROUPS IN THE NATIONAL ASSEMBLY

Delegation to see President Yahya and Sheikh Mujib

The minority groups in the National Assembly at a meeting held here today accepted in principle, the four-point demand of Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, and demanded that interim governments should be set up at the Centre and in the Provinces before the commencement of the Assembly Session on March 25.

The meeting which was convened and presided over by Maulana Mufti Mahmud. leader of the Jamiatul Ulema-i-Islam Parliamentary Paity, was attended among others by Council League leaders, Mian Mumtaz Daultana and Sardar Shaukat Hayat Khan, Maulana Shah Ahmad Noorani of Jamiatul Ulema-i-Pakistan, Prof. Abdul Ghafoor of Jamaat-i-Islami, Mr. Jamal Mohammad Koreja of the Convention League and Independent MNAs, Maulana Zafar Ahmad Ansari and Sardar Maula Bux Soomro.

The Wali Khan NAP was not represented at the meeting but the Convener, Maulana Mufti Mahmud claimed that the decisions of the conference enjoyed their backing. Qayyum Muslim League was the only minority party, which was conspicuous by its absence.

Delegation to see Yahya

The meeting decided that a delegation, headed by Mufti Mahmud, should in the earliest possible time call on President Yahya to discuss the mechanics of transfer of power.

The delegation would also meet Sheikh Mujib in the same connection.

The meeting felt that the two demands of Sheikh Mujib, namely withdrawal of military to their barracks and judicial enquiry into the firings in East Pakistan should be accepted without any delay. As regards the demands for the immediate lifting of Martial Law and transfer of power to the elected representatives, "it is a unanimous demand of the entire nation and has been the consistent effort, as it should be crowning achievement of the President of Pakistan".

But in the altered circumstances and in view of the gravity of the developments, a speedier process of bringing this about, as suggested by Sheikh Mujibur Rahman, must be effectively considered, the meeting felt.

May see Bhutto also

Asked if the meeting itself discussed some mechanics for the withdrawal of Martial Law and transfer of power. Mufti Mahmud said a number of proposals were considered at the meeting but he would announce only that which would be agreed upon by the President and Sheikh Mujibur Rahman.

Replying to a question. Mufti Mahmud said the delegation would also meet the People's Party Chairman, Mr. Zulfiqar Ali Bhutto if needed. In fact, he added, the question of the withdrawal of Martial Law and transfer of power was to be decided by the Government and the majority party.

Written statement

Mufti Mahmud also gave a written statement to the Press which said: "In the present crisis which threatens the very being of Pakistan, the single and sole concern of every patriot must be to preserve and guarantee the existence and solidarity of Pakistan.

"There can be no Pakistan, nor can the concept of Pakistan have an ideological validity or practical credibility without the unity of the people of East and West Pakistan. The only basis, source and assurance of this unity is the free will to live together based on a sense of identity, comradeship, mutual justice and brotherhood. While the aspirations and interests of each pail, as in fact, of every section of the people of Pakistan, are to be preserved."

Request to President

"So that we can effectively convey the solidarity of the people of West Pakistan with their brothers and fellow-citizens in East Pakistan, as well as express our deepest concern about the urgency of immediately resolving the present crisis and discuss our views with respect to the ways and means of doing so, we request the President of Pakistan to grant an immediate interview to a delegation of the parties and MNAs represented in this meeting. For the same purpose we propose that a similar delegation should, proceed to Dacca and meet Sheikh Mujibur Rahman.

"We call upon the people of West Pakistan to express, by a democratic means, their commitment to the integral solidarity of Pakistan and their consecrated sense of comradeship and identity with their blood brothers in faith and destiny, namely the people of East Pakistan.

"At the same time, we know that the leaders of East Pakistan will continue to inculcate, as they have done already, a spirit of restraint and moderation and show as Sheikh Mujibur Rahman has done in his statements, their attachment to the indivisible unity and solidarity of Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান জানিয়ে ভূট্টো	দৈনিক পাকিস্তান	১৫ মার্চ, ১৯৭১

করাচীর জনসভায় ভূট্টোঃ

দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার আহবান

করাচী, ১৪ই মার্চ (পিপিআই):- পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড, এ, ভূট্টো আজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরমর্শ দিয়েছেন। তার দল সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কামনা করে। তিনি বিকালে এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।

ভূট্টো স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তার দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, এখনো আওয়ামী লীগের সাথে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নিস্পত্তি হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে তার তারবার্তাটি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি আবেদন। দেশের দুইটি সংখ্যাগুরু দল জাতীয় স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ সেটাই কামনা করে। ভূট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধানের সাথে আলোচনা করার জন্য তিনি এখনো পূর্ব পাকিস্তান যেতে রাজী আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দল বলেই তিনি তার দলের সাথে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তাদের একসাথে চলার সময় এখনো রয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর তিনটি দফা গ্রহণ করেছেন। বাকী তিনটি দফার বেলাতেও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌছানো সম্ভব, একথা তিনি বহুবার বলেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তাদের একসাথে চলার সময় এখনো রয়েছে।

তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নির্বাচনে জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্যে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৫ মার্চ, ১৯৭১

আন্দোলন চলবেঃ হরতাল অব্যহত থাকবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

‘‘জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকে তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহয্যে যারা শাসনের চক্রান্ত কর তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।।’’

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার চিন্তা করেছিলেন যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ-সরকারী কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে- তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

গতকাল (রবিবার) শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাতা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মত নস্যাৎ হতে বাধ্য।

‘‘বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামে নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে যে কোন শক্তির মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।’’

অপর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনগণের যে আন্দোলন গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত করেছে তা অব্যাহত থাকবে। গত দু’সপ্তাহের মত হরতাল অব্যাহত থাকবে। সেক্রেটারিয়েট, সমস্ত সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচী শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচী ঘোষণা

১নং নির্দেশ

সরকরী সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটরসমূহ, সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্টে হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা মেনে চলবেন।

২নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

সমগ্র বাংলদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন ও শৃংখলা রক্ষা

(ক) ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সংগে ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন ও শৃংখলার রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

(গ) জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ

বন্দর (আভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠ আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। আভ্যান্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইষ্টার্ণ

ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে ও ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাষ্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাষ্টমস কালেক্টরগণ তদানুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিসই খোলা থাকবে যে গুলি রেল চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোন কাজে কোনভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের আভ্যান্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন

সারা বাংলাদেশে ইপিআরসিটি চালু থাকবে।

৮নং নির্দেশ

আভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলো কাজ চালূ রাখার জন্য ই,পি,এস,সি, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আই, ডাব্লিউ,টি,এ-র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে । ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু অপরাহ্ন তিনটা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টের যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫নং নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

১০নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিচার্স ইনষ্টিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথরীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

১৫নং নির্দেশ

ব্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬নং নির্দেশ

আমদানী, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ ও ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে চালু থাকবে।

১৭নং নির্দেশ

(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনিষ্টিটিউট ও এর প্রকল্পগুলি যথারীতি করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতি চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া, তেল, জ্বালানী, যন্ত্রপাতি ও এই সবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন, ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল তা কার্য সুচারুপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(চ)কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরী কাজ সুচারূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী এজেন্সী কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মান কার্য

বৈদেশিক সাহয্যে তৈরী রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরী ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পূনঃনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও চালিয়ে যেতে হবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন- যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকবে, তাদের সেইভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকী বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরীর জন্য সরকারী, আধা-সরকারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনশন

সামরিক বিভাগের অবসারপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এ, জি (ইপি) ও ট্রেজারী

এই নির্দেশে যে সকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া- নেয়া ও সরকারী কর্মচারীদের বিল তৈরীর জন্য সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫নং নির্দেশ

ব্যাংক

(ক) ব্যাঙ্কিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্স অন্যান্য কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলো যে কোন পরিমান জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যে কোন পরিমান আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিষ্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মঞ্জুরী পরিশোধ করা।

(২) সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

(৩) চিনিকলের জন্যে আখ এবং পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের জন্যে কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থ দান।

(৪) বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোন বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ঐ অঙ্ক ক্যাশ অথবা ক্যাশড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত (৩) ও (৪) নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার গত এক বছরে সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে বেশী না হয়।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কণ্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ডিম্যাণ্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টি,টি, পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা করতে পারবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মংগলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘন্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

(১) প্রত্যেকটি বাণিজ্যিল ব্যাঙ্ককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

(২) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মংগলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের আভ্যান্তরীন ব্যাঙ্ক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলরের সাহায্যে ফরেন ট্র্যাভেলার্স চেক ভাংগানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকগণ অবাধে তাদের এ্যাকাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ বৈদেশীক মুদ্রা এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লাকর্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্যাদি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

(ঢ) ইষ্টার্ন মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড -এর মারফত বকেয়া রপ্তানী বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোর প্রতি নির্দেশে মোতবেক কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাঙ্কও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠমো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ‘পি’ ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্য আমদানী লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি বিধি ব্যাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লদ্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

২৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

কোন খাজনা কর আদায় করা যাবে না। (ক) পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত, (১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশে কোথাও তামাক কর আদায় হবে না, (৪) তঁতীরা আবগারী শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলারেরা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এ ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর-যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অবট্রয় সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর-যেমন আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক অথবা ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাঙ্ক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর যেমন- আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালূ থাকবে এবং পোষ্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স সকল বীমা কোম্পানী কাজ করবেন।

৩৩নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ

সকল বাড়ীর শীর্ষে পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিত্তিক সরকার, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভূট্টোর ঘোষণা	দ্য ডন	১৬ মার্চ, ১৯৭১

RULE OF MAJORITY DOES NOT APPLY TO PAKISTAN
PPP CANNOT BE IGNORED IN COUNTRY'S GOVERNANCE
Report of a Press Conference by Mr. Z. A. BHUTTO on March 15,1971

Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party, said here (Karachi) yesterday that the present deadlock on constitution making could not be resolved "by ignoring the wishes of the people of West Pakistan as represented by the majority party in West Wing".

He told a Press Conference here that he was not "unhopeful" of resolving the present "inherent crisis" which had now come to surface.

Mr. Bhutto said that he supported the demand for lifting of Martial Law and transfer of power to the People's elected representatives. "The sooner the Martial Law is withdrawn the better ", he said and added that the mechanism was yet to be worked out for this purpose. He said he did not think that there could be any difficulty resolving the present crisis.

He told a questioner that the present crisis was not new. It was there for all the times in the past but it emerged on the surface now. He said that the word "secession" was not being used after this crisis or that the new foreign policy outlooks were not coming to the light after this crisis. They all existed before the current crisis, he said and added that it was now for the "two majority parties" to face this crisis and frame a lasting constitution.

Mr. Bhutto said that his party wanted that while transferring power at the Central level it should be transferred to the "two majority parties" of East and West Pakistan. "Our position is that the majority party in East Pakistan together with the majority party in West Pakistan could democratically represent the country".

Mr. Bhutto said this proposition did not in any way imply "two Pakistans and two Prime Ministers", one for each Wing. He said that he wanted a united Pakistan. He said that the common man very well understood what he meant by this contention and regretted that a section of the Press was "mischievously" distorting his standpoint. It was misconstrued by vested interests whose ultimate aim is to disintegrate Pakistan. They now stand exposed in the eyes of the people."

Mr. Bhutto said that leaders of other political parties were giving a different meaning to his contention. The PPP enjoyed an "axiomatic position" in this behalf, he said.

Asked how he would react if the leader of the majority party in East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman gave representation at the Central level to the leaders of minority

Parties in West Pakistan, Mr. Bhutto said that his party "represented the will of the majority of the people of West Pakistan. if this party is excluded it will imply the will of the majority of people of this Wing has been ignored."

Geographical Distance

Mr. Bhutto reiterated that in the situation faced by Pakistan, having a geographical distance between the two parts, "the rule of majority did not apply". The majority party "must take into account in the Governance of the country, the wishes of the majority Party of this Wing", he added.

Mr. Bhutto said that in the event of transfer of power to the majority party of this Wing, the PPP would "certainly give representation to the North West Frontier Province and Baluchistan".

The PPP leader denied accusation against him that in his talks with Sheikh Mujibur Rahman in Dacca in January last, he discussed with him the sharing of power. He said that it was a lie circulated by certain individuals who had been "most unkind" to him.

He said that if this was the position, he would have agreed to the six-point programme straight away and Sheikh Mujibur Rahman "would have been happy to accommodate him in the Government."

Mr. Bhutto said that there was no question of the PPP and its leader wanting power. "The people want us to come into power and fulfill our promises for bettering their lot".

Mr. Bhutto said that power in the Central should be transferred to the majority parties of both the Wings and in the provinces to the majority parties in the provinces.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ কর্তৃক ভূট্টোর ভূমিকার সমালোচনা	পাকিস্তান টাইমস	১৬ মার্চ, ১৯৭১

MINORITY PARTIES LEADERS CRITICIZE BHUTTO S SPEECH

Press Report on March 16, 1971

Nawabzada Sher Ali Khan when contacted by PPI to comment on Chairman Bhutto's Karachi speech, said he had not read it in detail so he could not make a comprehensive comment.

Nevertheless, he said he was not ready to accept that any sensible and patriotic Muslim could present a proposal envisaging the break-up of Pakistan into two countries as was evidently implied by this move to transfer of power to the majority parties in the two Wings.

He said if the proposal had been correctly reported, he could say that its consequences would be far more catastrophic for the Muslims of the Sub-Continent than the tragedies that befell them at the battles of Plassey and Seringapatum. Such a proposal could only fulfill the hopes of those who were opposed to the establishment and continued existence of Pakistan. "It would please our enemies who forced a war on us in 1965", he said.

"I hope and pray he has been incorrectly reported", Nawabzada Sher Ali Khan said. He was confident that the Muslims of East as well as West Pakistan would never allow to succeed a conspiracy to tear the country to pieces.

Mian Tufail

Mian Tufail Mohammad, acting "Amir" of the 'Jama'at-i-Islami said in Lahore on Sunday that the setting up of two separate governments in the two wings of the country would be a negation of the Legal Framework Order.

Commenting on the proposal of Mr. Z.A. Bhutto, chairman of the Pakistan People's Party that power in West Pakistan must be transferred to the People's Party, if it was to be transferred to the Awami League in East Pakistan, Mian Tufail Mohammad said that a division of this sort contradicted the Legal Framework Order which was promulgated only to safeguard the integrity of the country.

He said Mr. Z.A. Bhutto, by making this suggestion had clearly stated his purpose of becoming the sole ruler in West Pakistan. He said it was strange that Mr. Bhutto had now started talking about West Pakistan as a single unit. He said that the conditions prevalent in East Pakistan today were a result of the attitude adopted by Mr. Bhutto.

Hainid Sarfraz

Malik Hamid Sarfraz, General Secretary, Punjab Awami League said in Lahore on Sunday that it was shocking to learn that Mr. Z.A. Bhutto, in the course of his speech at

the Karachi public meeting, has demanded that power in East and West Pakistan should be transferred to the respective majority parties- the Awami League and the People's Party.

He said: "I am dumfounded to hear that Mr. Bhutto, the erstwhile sole protagonist of the solidarity of Pakistan in his craze for power has thus virtually demanded secession of the two Wings of the country".

"I hope now the people of Pakistan shall be better equipped to comprehend the conspiracy of secession and its real author, Mr. Bhutto," he said. "I certainly believe that his move shall b e forthwith rejected by the patriotic people of Pakistan" he added.

Ali Asghar Shah

In Rawalpindi, Syed Ali Asghar Shah a former MNA, and President, Muslim League (Convention), Rawalpindi, said last night that the demand made by Mr. Z.A. Bhutto, that power should be transferred to his party in West Pakistan and to the_ Awami League in East Pakistan, clearly proved that the PPP Chairman was only interested in capturing power. He said today the basic issue was how to save Pakistan. All other matters were of secondary importance. But it seems, he added, that Mr. Bhutto, "could not live without being in power". He suggested that Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Bhutto, should settle their differences through negotiations.

Mian Nizamuddin Hyder

In Karachi Mian Nizamuddin Hyder MNA-elect and the leader of the Bahawalpur United Front has strongly condemned Sunday's statement by Mr. Z.A. Bhutto, and said the PPP Chief was now advocating "a two nation theory" for Pakistan.

Mian Hyder said the existing national crisis had taken a "serious" turn "because of the irresponsible statements of the PPP Chairman".

In a statement issued on Monday, the Bahawalpur leader pointed out that Mr. Bhutto had been endeavoring from the very beginning to share power. He observed that the latest demand of the PPP amounted to the division of the country and no Pakistan would tolerate such irresponsible statements from any quarter whatever.

In fact, he pointed out the demand of Mr. Bhutto for "division of power between the two wings amounts to the division of the country." The PPP Chief wanted "two constitutions, two governments and two countries", he remarked.

Mahmood Manto

Khawaja Mahmood Ahmad Manto, President, Council Muslim League, Rawalpindi, has bitterly criticized Mr. Bhutto's suggestion for the transfer of power chaos and confusion in the country.

In a press statement issued in Rawalpindi, yesterday, he said Mr. Bhutto wanted to grab the power even at the cost of national integrity.

Mr. Manto pointed out that the elections to the National Assembly were held for the whole country, and the Awami League had emerged as the single largest party in the whole country. Therefore, the Awami League majority could not he reduced only for East Pakistan, he added.

He said that with the suggestion made by Mr. Bhutto on Sunday in Karachi, the People's Party stood fully exposed. The people should now fully realize the dangerous designs of the P.P.P which was out to disintegrate the country, He said that the people had voted for the PPP not for the dismemberment of Pakistan. "The patriotic people will not allow the People's Party to endanger the solidarity of the country," he said.

Mohammad Mahmood

Mr. Mohammad Mahmood, former General Secretary of the All-Pakistan Awami League, commenting on the speech of Mr. Z.A. Bhutto, said that it was for the people of the Punjab to decide whether they want one Pakistan or two Pakistan as had been advocated by the Chairman of the People's Party. The people of the Punjab had given him support and it was for them to withdraw that support if they wanted one Pakistan.

In a statement, he said Mr. Bhutto stood fully exposed and so Mr. Abdul Qayyum Khan, both were a great obstacle in the way of transfer of power to the people both of them wanted commitments about their share in the Government before they lent support for the Constitution-making.

Mahmudul Haquc Usmani

Mr. Mahmudul Haque Usmani, Secretary-General, National Awami Party (Wali group on Monday evening said it was most 'imperative' that 'a caretaker' government should be formed at the centre.

Addressing the party workers, he said it should be the discretion of the majority party leader to select any member of the National Assembly for inclusion in the care-taker ministry for running the administration and immediate solution of various problems confronting the nation.

Kazi Faiz Mohammad

Kazi Faiz Mohammad, senior Vice-President of the Pakistan Awami League said in Karachi on Monday that the speech delivered by PPP Chief, Mr. Z. A Bhutto in Karachi yesterday was replete with contradictions based on a combination of'truths and untruths'.

Prof. Ghafoor Ahmed, MNA-elect and leader of the Jama'at-i-Islami Parliamentary Party on Monday evening said that Pakistan People's Party Chief Mr. Z. A. Bhutto wanted to divide the country into two pails to capture power in the Western Wing.

East Wing

Mr. Bhutto's suggestion of transferring power to both the majority parties simultaneously evoked a sharp reaction in East Pakistan and political circle in East Pakistan said such a suggestion proved that Mr. Bhutto believed in two Pakistans.

These circles maintained that in a democracy majority party alone, had the right to form the government.

There could not be two majority at a time in a house, they said and commented that the demand for lifting of the Martial Law and transfer of power to the majority party was perfectly democratic and also the best solution to the present crisis.

Khwaja ""Mohammad Safdar, General Secretary of the Punjab Zonal Council Muslim League, on Monday criticized the proposal made by Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party that the power be transferred to the two major parties in two Wings of the country.

He charged Mr. Bhutto for creating the prevalent political crisis and bringing the country on the brink of disaster.

Political Parties Leaders

A joint meeting of Karachi leaders of various political parties and members-elect of the National and Provincial Assemblies on Monday asked President Yahya Khan to take immediate steps to transfer power to the elected representatives of the people.

A resolution passed at the meeting described as "mischievous" the proposal made by the Pakistan People's Party Chairman, Mr. Z. A. Bhutto at his public meeting in Karachi on Sunday.

Syed Khalil Ahmad Tirmizi, Organizing Secretary, Pakistan Awami League and Sheikh Manzurul Haq, President, City Awami league warned the nation in Karachi on Monday of the plans of Mr. Z. A. Bhutto which, they claimed, aimed at splitting the Country into two.

* * * * * *

Nasrullah

Nawabzada Nasrullah, President of the Pakistan Democratic Party, West Wing said in Lahore on Monday, that Mr. Bhutto's proposal for the transfer of power to the respective majority parties of the East and West Wing was absolutely contrary to democratic norms.

In a Press statement he said it was quite natural for the patriotic circles to get disturbed at Mr. Bhutto's recent suggestion.

Shamsud Doha

Mr. R. Shamsud Doha, General Secretary, Rawalpindi Division Awami League has said Awami League will resist all attempts endangering the integrity of the country..

Commenting on the statement of Mr. Z. A. Bhutto. Chairman, PPP at Karachi in which he has said that power should be transferred to the majority party in East Pakistan and to the majority party in West Pakistan Mr. A. R. Shamsud Doha said that Pakistan Awami League stands for the integrity and solidarity of the country at all costs.

Fateh Mohammad

Maulana Fateh Mohammad Ameer Jama'at-i-Islami Rawalpindi division has said that Mr. Z. A. Bhutto, Chairman of Peoples Party is a bundle of contradictions. He was commenting on Mr. Bhutto's yesterday speech delivered in Karachi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ওপর ঢাকার সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন	দি পিপলস	১৭ মার্চ, ১৯৭১

Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go: Independence of Bangladesh a "Fair Accompli".

Sheikh Mujibur Rahman yesterday had a two and half hours meeting with the President of Pakistan, General A.M.Yahya Khan at the President Bhavan, Dacca. After the meeting, Sheikh Mujibur while coming out of the President Bhavan stopped his car outside the gate and met the waiting newsmen.

Sheikh Mujibur Rahman said we have discussed the political situation in the country and again we will be meeting tomorrow at 10 a.m.

While replying to a question asked by a foreign correspondent as to whether the discussion was friendly, Sheikh Mujib said, "Kindly do not ask any more questions. It is not a matter of 2 or 3 minutes discussion. I have said that the discussion will continue and we will be meeting again tomorrow at 10 a.m.

The much-awaited talk between Sheikh Mujibur Rahman and President Yahya started at 11 a.m. and continued till 1-30 p.m. At about 1-30 p.m. Sheikh Mujib came out of the President Bhavan and met the journalists.

A host of local and foreign correspondents, Press Photographers and TV Cameramen was waiting for the Sheikh to come out of the President Bhavan since the meeting began.

The crucial talk between the leader of the people and the President and Chief Martial Law Administrator was held without any aide- it was learnt.

Strict security measures were taken at the President Bhavan and the three roads leading to the house were heavily guarded.

Before the talk started when Sheikh Mujibur Rahman arrived at the President Bhavan the journalists broke through cordon put up by the Police and security forces and went up to the gate of the Bhavan.

They waited outside the gate till the talk ended and Sheikh Mujibur Rahman came out of the Bhavan.

As Sheikh Mujib's car was seen proceeding towards the gate, the waiting journalists stepped forward and surrounded the car as soon as it came out. . Sheikh Mujib got down and talked to the journalists for a few minutes.

This talk will go down in the history of the country for its unequal importance and significance.

Never in the history of Pakistan so much depended on the outcome of any meeting ever held between the head of State and an Elected Leader,

It may be recalled that on Sunday last Sheikh Mujibur Rahman had said that he was prepared to meet. President Yahya if the latter comes to Bangladesh.

The visit of President Yahya was necessitated due to many factors. Since he had adjourned the session of the National Assembly on March 1 which was scheduled to meet on March 3 at Dacca, things moved faster than anyone could visualize.

According to the Official figure 172 persons were killed by the Army in various places of Bangladesh and many more injured only for the fault of raising their voices in protest against the postponement of the Assembly.

The frustrated people finally raised the demand of sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting 1,300 miles away.

Sober politicians like Air Marshalls Asghar Khan and Nur. Khan and many others of both the wings of the country have observed that the President should go to the East wing and discuss with Sheikh Mujibur Rahman who is not only the leader of the Majority Party but also the "last link" between the two wings moving fast to opposite directions.

In his turn Sheikh Mujibur Rahman has proved himself to be not only the Majority Leader of the National Assembly which is yet to meet but also as a great statesman who has always followed the path of Constitutional and Democratic means to solve the problems of the country.

In his historic address delivered at Race Course Maidan on March 7, the Sheikh demanded the acceptance of "four points" before considering the question of meeting in the National. Assembly in order to frame a future Constitution of the country.

The demands of the Sheikh which have by this time been able to master supports from almost all political parties and leaders of the country are lifting of Martial Law. withdrawal of Forces to the barracks, transfer of Power to the Elected Representatives and holding Enquiry into the recent Mass killing by the Army.

In this hour of trial of the nation, the people expect from the President a realistic and rational approach. General Yahya may emerge as the savior of Pakistan if he accepts the demands of Sheikh Mujibur Rahman and allows the N.A. to sit for framing one Constitution for Pakistan. Otherwise, Pakistan stands disintegrated. The Bengalees are resolute to achieve Independence, which, under their dedicated leader, Sheikh Mujibur Rahman, has already been accepted as almost a fait accompli.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া-মুজিবের আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে মওলানা ভাষানীর ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৮ মার্চ, ১৯৭১

(পূর্বদেশ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ১৭ই মার্চ- ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ এখানে বলেনে যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনরূপ মতনৈক্য থাকতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ন্যাপ প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর (মওলানার) এবং শেখ মুজিবের মধ্যে পরিস্কার কোন বোঝাপড়া রয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব কিছুই সাংবাদিকদের কাছে বলা যায় না। অনেক কিছু রাজনীতিকদের নিজেদের কাছে গোপন থাকে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

মাওলানা বলেন, ইয়াহিয়া এখন যা করতে পারেন তা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা। তার কাজ হবে দু'অংশের মধ্যে সম্পদ ও দায়ের হিসেব করা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা দু'অংশের মধ্যে বন্টন করে দেয়া।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান বলেন যে, দেশের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত জনাব ভূট্টোর সুপারিশ তাঁকে (ভূট্টো) আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আজ সকালে এখানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসংগে মওলানা ভাসানী বলেন, তাঁর জীবনের ৮৯ বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবীতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মত একতা এবং সহযোগিতা কোনদিন দেখেননি।

মওলানা ভাসানী বলেন প্রথমে প্রধান ইস্যু সম্পর্কে মীমাংসা করতে হবে। পরে যদি দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তখন তিনি আবার সংগ্রাম শুরু করবেন।

ন্যাপ প্রধান বলেন, ‘‘আমি সাম্যবাদ, লেনিনবাদ এবং মাওবাদ সম্পর্কে কিছু বুঝি না। মার্ক্সের ‘ক্যাপিটাল’ বইও আমি পড়িনি তবে আমি একথা ভাল করে বুঝি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে রয়েছে।’’

মওলানা ভাসানী বলেন, দেশ ত্যাগ হওয়ার পরেও যারা এখানে এসেছেন তাদের এখানে থাকার অধিকার রয়েছে, কারণ এদেশের জন্য তারা সংগ্রাম এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

রিলিফের টাকা ঠিকমত এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয় কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্যে তিনি শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ রিলিফ তহবিলে অকাতরে দান করার জন্যেও তিনি জনগণের প্রতি আহবান জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ভুট্টোকে দিন

পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড, এ, ভুট্টোর হাতে অর্পণের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

মওলানা ভাসানী গতকাল চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক গোলযোগে বিধ্বস্ত এলাকাগুলো সফর করেন। তাঁর সংগে ছিলেন ন্যাপনেতা বজলুস সাত্তার, ক্যাপ্টেন ইসলাম ও আরও অনেকে। তিনি শেখ মুজিবকে অবিলম্বে এই সব এলাকা সফরের জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অসহযোগ আন্দোলনের ১৬ দিন	দৈনিক পূর্বদেশ	১৮ মার্চ, ১৯৭১

অসহযোগ আন্দোলনের ষোল দিন গেলঃ শ্লোগানে আজও বাংলা মুখরিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আহূত অসহযোগ আন্দোলনের গতকাল মঙ্গল বার ষোল দিন অতিবাহিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সভা-সমিতি আর শ্লোগানে গ্রাম-বাংলা আজ মুখরিত।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসেস ফেডারেশন

ফেডারেশন গতকাল এক সভায় জনগণের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং জননেতা শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী অফিসে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে গত পরশু সদরঘাট টার্মিনাল, হাজারীবাগ, মগবাজার ও শান্তিনগর এলাকায় গণসংগীত, গণনাট্য অনুষ্ঠান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রতচারী আন্দোলন

গতকাল সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমী প্রাংগণে ব্রতচারী আন্দোলনের স্থায়ী অনুশীলন কর্মসূচী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল থেকে এ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

পরিষদ বাঙলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

দেশরক্ষা খাতে বেতনভূক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের সভা

গতকাল সকাল দশটায় দেশরক্ষা খাতে বেতনভুক্ত বেসামরিক কর্মচারীদের এক সভায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণ-হত্যার নিন্দা করা হয়। ১১৫ নং সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্যে সভায় দাবী জানান হয়।

ঢাকা জিলা সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতি ইউনিয়ন পূর্ণ সমর্থন দান করেছেন। স্বাধীকার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্যে ইউনিয়ন তাঁতে তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করার জন্য সাড়ে সাত কোটি বংগালীর প্রতি আবেদন করেছেন

নোয়াখালী এসোসিয়েশন

ঢাকাস্থ নোয়াখালী মুসলিম সমিতি পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অবিলম্বে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট জোর দাবী জানান

চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি

পূর্ব বাংলা তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতির নারায়নগঞ্জ শাখা শেখ মুজিবুর রহমানের চার-দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

মগবাজার সংগ্রাম পরিষদ

নয়াটোলা ও মগবাজার এলাকার জনগণের উদ্যোগে গত পরশু সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পরিষদে ৬০ জন সদস্য রয়েছেন।

গণআন্দোলনে নিহত রতনের পিতা

গত ২রা মার্চ গুলীবর্ষণে নিহত আহসানউল্লাহের (রতন) পিতা মোঃ আবদুল হাকিম গতকাল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সার্বিক স্বাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহবান জানান।

দেশরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারী সমিতি

দেশরক্ষ বিভাগে নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারী সমিতি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলন চলবেঃ ইয়াহিয়ার সাথে প্রথম দিনের আলোচনার পর শেখ মুজিবের ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	**১৮ মার্চ, ১৯৭১**

ইয়াহিয়া-মুজিব দ্বিতীয় দফা আলোচনা সমাপ্ত

আন্দোলন চলবেঃ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে তৃতীয় দফা মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা হতে পারে।

আলোচনা অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শেখ সাহেব বলেছেন আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরও আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘‘আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।’’ তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘‘আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?’’

নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল কালো পতাকা সজ্জিত একটি সাদা টয়োটা গাড়ীতে করে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন এবং এক ঘন্টা পর বেরিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্ট ভবন ফটকে বিপুল সংখ্যাক দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরে আলোচনার অগ্রগতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন। উত্তরে শেখ সাহেব বিমর্ষচিত্তে বলেন, ‘‘আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই।।’’

শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁরা উভয়ে কারো সাহায্য ছাড়াই এক ঘন্টা আলোচনা করেন।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক ঘন্টা অসমাপ্ত আলোচনার পর সগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এক সময়ে শেখ মুজিব দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের ঘরোয়াভাবে সাক্ষাৎদান করেন।

আলোচনা ভেংগে গেছে কিনা শেখ সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘না, আলোচানা অব্যাহত থাকবে।’’

প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার চার-দফা দাবী নিয়ে আলোচনা করেছেন?

উত্তরঃ যখন আমি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছি তখন অবশ্যই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার দাবী নিয়ে আলোচনা করেছি।

প্রশ্নঃ মঙ্গলবার আলোচনার সময় নির্ধারিত হয়েছিল, আজ তা কেন হয়নি?

উত্তরঃ এটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।

প্রশ্নঃ আপনাদের মধ্যকার আলোচনা কি সফল হয়েছেঃ

উত্তরঃ সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সংলাপ অব্যাহত রয়েছে।

প্রশ্নঃ পরবর্তী আলোচনা কবে হবে?

উত্তরঃ আজ রাতে (বুধবার) অথবা বৃহস্পতিবার পরবর্তী আলোচনার কর্মসূচী ধার্য হতে পারে।

প্রশ্নঃ পরবর্তী আলোচনায় আপনি কি আপনার দলীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও নিয়ে যাবেন ?

উত্তরঃ আমি এখন তা বলতে পারছি না।

সাংবাদিকদের সাথে শেষ পর্যায়ে শেখ সাহেবকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। এ সময়ে জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, এ হাসি থেকে কি আমরা কোন কিছু ধরে নিতে পারি? শেখ সাহেব তখন সহাস্যে বলেন, ''আমি সব সময়েই হাসতে পারি এবং এমনকি জাহান্নামেও হাসতে পারি।''

জন্মদিন

বিদেশী সাংবাদিকরা এ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ৫২ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালে তিনি বলেন, ''১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ আমার জন্মদিন। আমি জীবনে কখনও আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনও তারা মরে। যখন কেউ ইচ্ছে করে তখনও তাদের মরতে হয়।''

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শেখ মুজিব আরও বলেন, ''আমার জন্মদিন কি, মৃত্যু দিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিবস অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।''

প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ-আলোচনার ধারায় তাঁর (শেখ মুজিব) মন ভার হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব উপরোক্ত জবাব দেন। তিনি বলেন, আমার মন ভার হতেই পারে না। জনসাধারণের কারও মন ভার হয়নি। তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গতকাল প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার সময়ের স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ‘‘এক ঘন্টা খুব অল্প সময় নয়।’’

সব বাড়ীই আমার

আলাপ-আলোচনার জন্যে মুজিবের বাড়ীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগামনের সম্ভবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, আওয়ামী লীগ প্রধান উল্টা প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্ট ভবন কি ঢাকায় অবস্থি নয়? তারপর তিনি বলেন যে বাংলাদেশের সব বাড়ীই আমার বাড়ী।

বিদেশী সাহায্য

পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী মিশনদের সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব নেতিবাচক (না) জবাব দেন। এবং বলেন যে, তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছেন।

বিদেশী সাহায্য চেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমার প্রয়োজন নেই।’’

এই পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশেই তা আছে।

কি নাই, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ‘‘স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাংগালীদের নেই।’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিব কর্তৃক সেনাবহিনীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখান	দ্য ডন	১৯ মার্চ, ১৯৭১

MUJIB DECLINES TO ACCEPT PROBE BODY

No useful purpose could be served : limited.

Text of the statement by Sheikh Mujibur Rahman oil March 18, 1971 at Dacca.

The Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman today rejected the commission of enquire set up by the Martial Law Administrator, Zone B "to go into the circumstances which led to the calling of the Army in aid of civil power in various parts of East Pakistan between March 2 and March 9".

In a statement issued here today the Awami League Chief declared the people of Bangla Desh shall not co-operate with such a commission in any respect. He also said no one should nominate any member to this 'Commission' nor serve as its members.

According to the Martial Law Administrator's Order the commission will be headed by a Judge of the High Court of East Pakistan who is to be nominated by the Chief Justice.

*   *   *   *   *   *

Following is the full text of the statement:

"I regret that the Commission of Inquire" which has been announced, on the face of it cannot satisfy the demand voiced by me on behalf of the people of Bangla Desh. It's very institution by a Martial Law Order and the provision for submission of its report to the Martial Law authority are highly objectionable. The terms of reference themselves betray the intention of pre-judging the most fundamental issue and to shut out inquiry into the real issues.

The only terms of reference is :

"To go into the circumstances which led to the calling of the Army in aid of civil power in various parts of East Pakistan between March 2 and March 9". The fundamental issue is thus pre-judged, since what has to be inquired into is whether the deployment and use of force was in aid of ulterior political purposes and not at all in aid of civil power. The 'commission' is further shut out from inquiring into the actual atrocities, which have been reported from various parts of Bangladesh, involving thousands of casualties. Thus, even the number of casualties and the circumstances in which unarmed civilians were shot down cannot be enquired into.

"Such a 'commission' can serve no useful purpose. Indeed such an inquiry would not at all the genuine inquiry aimed at arriving at the truth, but would be a more device to mislead the people.

"We cannot, therefore, accept such a 'commission'. The people of Bangla Desh shall not co-operate with such 'commission', nor serve as its members".

"On behalf of the people we had made four-point demand on the 7th of March. 1971, one of those demands was that for fair, impartial and public inquiry with proper terms of reference. The nominal and piecemeal acceptance of one of those points and that too in the manner described above, cannot contribute to the solution of the grave crisis that faces us".

Mujibs Probe

Meanwhile, Sheikh Mujib has sent Capt. Mansur Ali, leader of Parliamentary party in the East Pakistan Assembly, Khandaker Mushtaque Ahmed, Vice-President, East Pakistan Awami League and Mr. Abidur Rez.a Khan, MNA-elect to Chittagong to make an on the spot enquiry into the recent firings and other incident there.

They will assess the situation and report accordingly. It may be mentioned that Maulana Bhashani had also sent him a telegram to this effect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব ইয়হিয়া আলোচনার ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদন	দৈনিক পূর্বদেশ	২০ মার্চ, ১৯৭১

আজ উপদেষ্টাসহ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল শুক্রবার সকালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সাথে ৯০মিনিট ব্যাপী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পর্কে তৃতীয় দফা আলোচনা করেছেন। তাঁরা আজ শনিবার সকাল দশটায় উপদেষ্টাসহ আলোচনায় মিলিত হচ্ছেন।

গতকাল রাতে আওয়ামী লীগ প্রধানের তিনজন উপদেষ্টা এবং প্রেসিডেন্টের তিনজন সহকারীর মধ্যে দু'ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনার অগ্রগতি এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সরকার এবং আওয়ামী লীগ উভয় পক্ষ থেকেই কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ভয়েস অব আমেরিকা গতকাল শুক্রবার রাতে খবর দিয়েছে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছে। বেতার আরও সংবাদ দিয়েছে যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাথে ৯০ মিনিট আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন যে, আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ আলোচনা সাধারণ ব্যাপার নয়। এ জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।

শেখ মুজিব আজ শনিবার সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর দলের বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে চতুর্থ দফা আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ সাহেবের সাথে থাকবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, জনাব মনসুর আলী, খোন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে মিঃ কর্নেলিয়াস, জনাব এ, কে, ব্রোহী এবং জনাব শরীফুদ্দীন পীরজাদার আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান তিনজন উপদেষ্টার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্টের তিনজন উপদেষ্টার দু'ঘন্টা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ সাহেবের উপদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী মিঃ এ, আর, কর্ণেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদা এবং সামরিক বাহিনীর জজ এডভোকেট জেনারেল কর্নেল হাসান। দু'দলের 'উপদেষ্টারা' কি ফর্মুলার ভিত্তিতে আলোচনা চলবে সে সম্পর্কে মতের বিনিময় করেন বলিয়ে জানা গেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা সম্পর্কে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন, আমি সব সময়েই ভাল আশা করি তবে খারাপের জন্যও তৈরী থাকি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা।

২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তাঁর দলের যোগদান সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, ''আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ পরিস্কার। এ অঞ্চলের মানুষ কেন জীবন বিসর্জন করেছে, কেনই বা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, কেনই বা সংগ্রাম করছে তা সারা পৃথিবী জানে।''

কোন দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব 'না' জবাব দেন।

উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আলোচনার অগ্রগতি বোঝায় কিনা, প্রশ্ন করা হলে শেখ মুজিব বলেন, ''আপনারা যা খুশী ধারণা করতে পারেন।''

শনিবার তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা হবে কিনা, প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে এখনও কিছু বলতে পারেন না।

জনৈক বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, কবে পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁরা জানতে পারবেন। শেখ সাহেব হেসে বলেন, ''অপেক্ষা করুন। দয়া করে আমার সুন্দর দেশ এবং ভাগ্যাহত মানুষদের দেখুন।''

প্রশ্নঃ স্যার আপনি আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। কবে আপনি শেষবারের মত হাসবেন?

উত্তরঃ এ বড় কঠিন প্রশ্ন। আপনি নিজেই আঁচ করুন।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে শেখ সাহেব দেখা করতে রাজী আছেন কিনা, জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর গৃহের দুয়ার সবার জন্যই উন্মুক্ত। দলীয় নেতা অথবা ব্যক্তি যে কোন সময়ে আমার সাথে দেখা করতে পারেন।

শেখ মুজিবকে গতকাল প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর খুবই হর্ষোৎফুল্ল দেখায়। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামেন উৎসাহী জনতার প্রচন্ড ভীড় হয়। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী এবং ই,পি,আরকে হিমশিম খেতে হয়, উৎসাহী জনতা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেন এবং শেখ সাহেবও তাঁদের সাথে শ্লোগান দেন।

উপদেষ্টাদের বৈঠক

শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে দু'ঘণ্টা আলোচনা হয়। উপদেষ্টাদের বৈঠক শেষে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেন যে, শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে আগে যে আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জনাব তাজউদ্দিন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, ''অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কিছু প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন।

তিনি বলেন যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জয়দেবপুরে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার প্রতিরোধের সংবাদ	সাপ্তাহিক ‘‘স্বরাজ’’	২০ মার্চ, ১৯৭১

সিপাহী বিদ্রোহ

(স্বরাজ রিপোর্টার)

ইসলামাবাদ থেকে আগত ‘অতিথি’ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঢাকায় বসে অধিকার আদায়ের প্রশ্নে বৈঠক করে চলেছেন, ঠিক তেমনি এ মুহূর্তে মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

রাজধানী শহর ঢাকা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ন তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু সৈনিকরা তা অগ্রাহ্য করেছে। বারুদের মূখে দাঁড়িয়ে বিষেশ ট্রেনিং গ্রহণরত সৈনিকরা ওপরওয়ালার নির্দেশকে প্রতিরোধ করেছে।

এ সংবাদ দাবানলের মত আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষ শুনতে পেয়েছে রাজবাড়ীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের হাতের অস্ত্র ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ এসেছিল। সৈনিকেরা তা প্রত্যাখান করেছেন। মূল ছাউনিতে ফিরে যাবার হুকুম হয়েছিল, তা তামিল করেনি কেউ। কেড়ে নিতে এসেছিল, তারা প্রতিরোধ করেছে।

গ্রামের পর গ্রাম থেকে মানুষ এসেছে গত দুদিন ধরে। টঙ্গী-জয়দেবপুর রোড়ের মোড়ে জমায়েত হয়েছে। একটার পর একটা ব্যারিকেড গড়ে তুলেছে।

নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী ব্যাটালিয়নকে রক্ষা করতে ওরা সমবেত হয়েছিল। সভা করেছে বিকেল পাঁচটায়, তারপর মিছিল গেছে জয়দেবপুর। গত বৃহস্পতিবার আট থেকে দশ হাজার জঙ্গী মানুষ বিরুদ্ধবাদী কোন শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে টাঙ্গাইল রোডের চৌমাথায় এসে জমায়েত হয়।

বিক্ষুব্ধ এই জনতা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। ঢাকার দিক থেকে যেন কোন বিরুদ্ধ শক্তি এসে এদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে সারাদিন ধরে ব্যারিকেড তৈরী করে-একদিকে জয়দেবপুর রাজবাড়ী পর্যন্ত অন্যদিকে টঙ্গীর শহরের কাছে।

ঢাকার দিক থেকে ময়মনসিংহগামী কোন গাড়ী অপরাহ্ণ থেকে আর যেতে পারেনি। জয়দেবপুরের কাছ থেকে যে রাস্তাটা অস্ত্র নির্মাণ কারখানার দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানেও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করার জন্য ব্যারিকেড তৈরী করে।

তাছাড়া জয়দেবপুরের রেল লাইনে বাধার সৃষ্টি করে গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার সারাদিন ও অধিক রাত পর্যন্ত বিরোধী শক্তির পথ রোধ করে রাখা হয়।

গতকালও উক্ত এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত থাকে এবং এই খবর লেখা পর্যন্ত বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধকারী ব্যাটেলিয়নের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে দুঃসাহস করতে সুযোগ পায়নি।

কেউ কেউ আশঙ্কা করেছেন, বিরোধী শক্তি এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করতে পারে।

সার্বভৌম বাংলাদেশ হতে চলছে

(স্বরাজ রিপোর্ট)

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, সেনাপতি ইয়াহিয়া বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের মুখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সব কিছু হারাবার পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পপতিদের বাণিজ্যিক-উপনিবেশ রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছেন।

প্রকাশ, মূল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে চলেছে। আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে বৈদেশিক ঋণের দায়-পরিশোধের বাটোয়ারা নিয়ে প্রচন্ড দর কষাকষি চলছে। শেখ ঋণ পরিশোধে নারাজ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে	দৈনিক পাকিস্তান	২১ মার্চ, ১৯৭১

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক সংকট নিরসনের পথে এগুচ্ছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্রীয় নীতির বর্তমান সংকট নিরসনের পথে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় গতকাল শনিবার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সংগ্রামী বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান্ গতকাল তার দলের শীর্ষস্থানীয় অপর ৬ জন সহকর্মীকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে ১৩০ মিনিট আলোচনা শেষে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ সহাস্যবদনে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে তার বাসভবনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। শেখ সাহেব বলেন, রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে তারা এগুচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, উভয় দলের উপদেষ্টাদের বৈঠক চলবে এবং তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে আগামীকাল সোমবার সকালে পুনরায় আলোচনায় মিলিত হবেন।

তিনি বলে, আমাদের আলোচনা চালু রয়েছে এবং আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

এই আলোচনায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করবেন। তিনি আরো বলেন, প্রয়োজনবোধে আমরাও যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি।

গতকালের বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জবান তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব, এ এইচ, এম, কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন বিচারপতি মিঃ এ, আর, কর্নেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও জজ-এটর্নী জেনারেল (আর্মি) কর্নেল হাসান।

তাঁরা একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, তাঁরা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের জওয়াবে তিনি জানান, ''আমি যখন বলি আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তার থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন।''

বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের এই আলোচনা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, অবশ্যই অনির্দিষ্টকালের জন্য আলোচনা চলতে পারে না। তিনি বলেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এর বেশী কিছু তিনি এখন বলবেন না।

জয়দেবপুরের ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে জানান, যে, তিনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

শেখ সাহেব বলেন যে, তাঁর উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে পুনরায় পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই তিনজন উপদেষ্টা হচ্ছেনঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন। এরা তিনজন গত শুক্রবার সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা পর্যায়ে পরবর্তী বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হবে, জনাব তাজউদ্দিনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় জানার অপেক্ষায় তাঁরা রয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘সব ঠিক হয়ে যাবে’’-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার পর ভুট্টোর মন্তব্য	দৈনিক ‘সংগ্রাম’	২২ মার্চ, ১৯৭১

প্রেসিডেন্টের সাথে ভুট্টোর আলোচনাঃ
‘‘সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে’’

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সাথে নতুন করে আলোচনার উদ্দেশ্যে গতকাল রোববার ঢাকা আগমন করেন। তার সাথে তার ১২ জন উপদেষ্টাও রয়েছেন।

বিমানবন্দর থেকে জনাব ভুট্টোকে সামরিক বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাধীনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে আসা হয়।

পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টো বিমানবন্দর অথবা হোটেলে সাংবাদিকদের কোন সাক্ষাৎকার দেননি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জনাব ভুট্টোর জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষমাণ প্রায় একশত জন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক চেষ্টা করেও গতকাল তার কাছে যেতে পারেননি।

জনাব ভুট্টো কড়া সামরিক প্রহরায় হোটেলে পৌঁছলে কয়েকশো বিক্ষোভকারী হোটেলের বাইরে থেকে ভুট্টো-বিরোধী শ্লোগান প্রদান করে। এ সময় জনাব ভুট্টোকে বিচলিত দেখাচ্ছিল।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দীর্ঘ দু’ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় মিলিত হন।

আলোচনা শেষে হোটেলে প্রত্যাবর্তন করে জনাব ভুট্টো পিপিআই-এর একজন প্রতিনিধিকে বলেন যে, ‘‘সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কাছে এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি।’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরোধ দিবস পালন	দৈনিক ‘পূর্বদেশ’	২৩ মার্চ ১৯৭১

আজ প্রতিরোধ দিবস

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’’ আজ ২৩শে মার্চ বাংলাদেশ ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসাবে পালনের আহবান জানিয়েছেন।

এছাড়াও অন্যান্য সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে এই দিবসের পৃথক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’’ আজ মঙ্গলবার ভোর ছ’টায় সরকারী-বেসরকারী এলাকার ও প্রতিটি বাসভবনে স্বাধীন্ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সাড়ে ছ’টায় প্রভাতফেরীসহ শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল নয়টায় পল্টন ময়দানে্ জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র জনসভার আয়োজন করেছেন।

ছাত্র ইউনিয়ন

ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে আজ সকাল দশটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা জাতীয় লীগ

বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে ‘স্বাধীন বাংলা দিবস’ উপলক্ষে আজ সকাল সাতটায় শেরে বাংলার মাজার জেয়ারত, দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পঞ্চম অনুষ্ঠান আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় বাহাদুর শাহ পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ

সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ আজ মঙ্গলবার ছড়া পাঠের আসর এবং বিকেল পাঁচটায় পল্টন ময়দানে গণ-সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

বিমূর্ত

বিমূর্ত সঙ্গীত একাডেমী আজ ভোর ছ’টায় নিজস্ব ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সকাল সাতটায় শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ এবং বিকেল পাঁচটায় বিমূর্তের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গণ-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছেন।

ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স

পূর্ব পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ১১, হলিক্রস রোডে 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও আমরা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন।

কৃষক শ্রমিক পার্টি

কৃষক শ্রমিক পার্টির উদ্যোগে আজ সকাল নয়টায় লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ও রচয়িতা মরহুম এ, কে ফজলুল হকের মাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তর বাংলা প্রদেশ সংগ্রাম পরিষদ

সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী আজ মঙ্গলবার সকাল আটটায় মালিবাগ চৌরাস্তায় (শহীদ ফারুকের মাজারে), বেলা দশটায় ঢাকা রেল ষ্টেশনের্ সামনে, বিকেল চারটায় মতিঝিল। পুরানো পি, আই, এ, বুকিং অফিসের সামনে, সন্ধ্যে ছয়টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ও রাত আটটায় সদরঘাট টার্মিনালে একটি পোষ্টার নাটক অভিনয় ও গণ-সঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলা ছাত্রলীগ

বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আজ ভোর পাঁচটায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, সকাল সোয়া পাঁচটায় সকল মসজিদ ও মন্দিরে মোনাজাত, সকাল সাড়ে পাঁচটায় প্রভাত ফেরী ও পুষ্পমাল্য অর্পণ ও সন্ধ্যা ছয়টায় বাহাদুর শাহ পার্কে ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন

বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মিছিল, সভা, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ

স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার 'প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে সকালে প্রত্যেকটি কল-কারখানায় ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও বিকেল পাঁচটায় বায়তুল মোকাররমে শ্রমিক ও গণ-জমায়েত ও সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা	পাকিস্তান টাইমস	২৩ মার্চ ১৯৭১

NATIONAL ASSEMBLY SESSION PUT OFF AGAIN
Announcement by President Yahya Khan in Dacca.

President Yahya has postponed the National Assembly session scheduled to begin on March 25, according to an announcement made from the President's House. Dacca this afternoon.

The brief announcement said : "In consultation with the leaders of both the wings of Pakistan and with a view to facilitating the process of enlarging areas of agreement among the political parties, the President has decided to postpone the meeting of the National Assembly called on March 25". The announcement added that the President "will address the nation shortly".

No date was given for the President's address to the nation, nor did the announcement set a fresh date for the National Assembly session.

The Pakistan Times, Lahore-March 23, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠক	দৈনিক 'পূর্বদেশ'	২৩ মার্চ ১৯৭১

মুজিব ও ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়ার বৈঠকঃ
পরিষদ অধিবেশন আবার স্থগিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান্ আগামী ২৫শে মার্চে আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করেছেন।

গতকাল সোমবার ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে প্রেসিডেন্টর উপরোক্ত ঘোষণা প্রকাশ করেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরাপমর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধের মঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্যে প্রেসিডেন্ট আগামী ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট অল্পদিনের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দান করবেন।

ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের বৈঠকের পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

উল্লেখযোগ্য যে, এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো। ইতিপূর্বে গত ১লা মার্চ ও ৩রা মার্চ আহূত অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছিল।

যুক্ত বৈঠক

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া গতকাল সোমবার প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এই আলাপ-আলোচনার পর শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তা তিনি (প্রেসিডেন্ট) জনাব ভুট্টোকে জানিয়েছেন এবং জনাব ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

শেখ মুজিব আলোচনার উপর এর বেশী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জনাবে শেখ মুজিব বলেন, "যদি কোন অগ্রগতি না হোত, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।"

সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন যে, তার সাথে আজ (সোমবার) প্রেসিডেন্টের আলাপ-আলোচনা হবার কথা ছিল। তাঁর সাথে আমি দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, জনাব ভুট্টোও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, আমি অনেক আগেই দাবী করেছি যে, আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরিষদের অধিবেশনে বসবো না। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পরি্ষদের অধিবেশণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, আজ (মংগলবার) অথবা আগামীকাল প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন।

শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

বেলা প্রায় **১১**টার সময় সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব প্রহরার মধ্যে জনাব ভুট্টো তাঁর হোটেল থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। এর প্রায় পাঁচ মিনিট পরে শেখ মুজিব তাঁর নির্ধারিত বৈঠকে যোগদানের জন্যে প্রেসিডেন্ট ভবনে উপস্থিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে উপস্থিত জনতা জনাব ভুট্টোর প্রতি বিদ্রূপ ধ্বনি করেন এবং শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। পরে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে ভুট্টো-বিরোধী তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকনে।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল সকাল ১০-৫০ মিনিটে তিনটি ট্রাক ও জীপ ভর্তি সৈন্যদের পাহারায় সামরিক বাহিনীর একটি কালো রং-এর শেভ্রোলেট ইম্পালা কারে করে প্রেসিডেন্ট বভনে যান। হোটেলে ফিরে আসেন একটা পনের মিনিটে। বেলা একটা পর্যন্ত হোটেলের সামনে তুমুল বিক্ষোব চলতে থাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারী ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র জনতার দিকে তাক করে রাখে। প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে থেকে জনতাকে অপসারণের জন্য সেনাবাহিনী ভুট্টো-বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণরত জনতার কাছাকাছি গিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে।

জনাব ভুট্টো বেলা একটা পনের মিনিটে আর্টিলারির জনৈক লেঃ কর্নেলের পরিচালনায় সেনাবাহিনীর প্রহরায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করেন। ইউনিফর্মধারী সেনাবাহিনী ছাড়াও সাদা পোশাকে ষ্টেনগানধারী তিন 'ব্যক্তি' তাঁর প্রহরায় ছিল।

হোটেলে ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মচারীরা গতকালও বাংলাদেশের নতুন পতাকা এবং কালো ব্যাজ লাগিয়ে হোটেলে কাজ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্ষমতা হস্তান্তরে কোন আইনগত বাধা নাই বলে এ, কে, ব্রোহীর অভিমত	দি পিপল	২৩ মার্চ ১৯৭১

NO LEGAL IMPEDIMENTS IN POWER TRANSFER
-Brohi

Mr. A.M. Brohi has given his written opinion to the question whether there are legal impediments in the way of lifting Martial Law and transfer of power to the people despite the fact that at present the Constitution to be framed by the elected representatives of the people is not in existence.

The following is the statement given by Mr. Brohi on the above question:

"I have been asked to answer the question, viz, whether there are any legal impediments in the way of lifting Martial Law and transferring power to the people despite the fact that at present the Constitution to be framed by the elected representatives of the people is not in existence. The answer to this question purely from juristic point of view is that there are no legal impediments whatever. President Yahya who represents the Sovereign power in terms of which existing Constitutional dispensation is providing for the administration of public affairs in the Country is qualified to declare that he shall no longer exercise that will.

There is for us that historic precedent available in the Indian Independence Act. It will be recalled that before the Independence Act, British Power was responsible for providing Constitutional arrangements for the administration of public affairs in the country. On the eve of independence the departing British power enacted the Indian Independence Act thereby transferring powers to the two Dominions, namely Dominion of India and Pakistan and in the Indian Independence Act were contained the provisions in terms of which future governance of the country was to be carried on by the two Governors-General and the Dominion legislatures.

Provision was also made for the Continuance of existing laws till such time as new constitution in the two dominious was enacted. If we look at that Act and substitute "British Power" for Martial Law Power we would have a complete analogy for understanding the situation which has arisen in the Country. If a political decision to transfer power is taken then Martial Law can be brought to an end by enacting a sort of a self-efficacious decree to be signed by President Yahya whereby power can be transferred to the elected representatives of the people……….. "

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেখক সংগ্রাম শিবিরের কবিতা পাঠের আসর	দৈনিক পাকিস্তান	২৩ মার্চ ১৯৭১

অসহযোগ আন্দোলন সংগ্রামের বজ্র শপথঃ
বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসর

লেখক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হুমায়ূন কবির, শাহনূর খান, আখতার হোসেন, রফিক নওশাদ, মাহবুব সাদিক, সালেহ আহম্মদ, দাউদ হায়দার, মাকিদ হায়দার, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের আসরের পর উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে পনের মিনিটের একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়। সভায় ডক্টর আহমদ শরীফ সভাপতিত্ব করেন। জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণজনিত ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সব জায়গায় উড়তে দেখার উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	দি পিপল	২৩ মার্চ ১৯৭১

A NEW FLAG IS BORN

A new flag is born today-a flag with a golden map of Bangladesh implanted 011 a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flags representing various States and Nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh". This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bengalees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে’’	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ মার্চ ১৯৭১

বাঙলার পতাকা জনতা সবখানেই উড়িয়ে দিয়েছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সারা বাংলাদেশে গতকাল মঙ্গলবার তেইশে মার্চ পাকিস্তানী পতাকা ওড়েনি। শুধু সামরিক ছাউনিতে উড্ডীন ছিল ঐ পতাকা। আর সর্বত্র উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানক্রমে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনস্যুলেটে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পাকিস্তান সরকারের ২৩মে মার্চের পাকিস্তান দিবসের কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ চীনা, ইরানী, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালী দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও জনতা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দেয়।

মার্কিন দূতাবাস এদিন বিতর্ক এড়াবার নামে কোন পতাকাই উত্তোলন করেনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে বলে ভূট্টোর ঘোষণা	দ্য ডন	২৫মার্চ ১৯৭১

WE ARE MAKING SOME PROGRESS
Mr. Z.A. Bhutto's talk with newsmen on March 24, 1971 at Dacca

The People's Party Chairman Mr. Z.A. Bhutto said here today he had always been sincere to East Bengal's cause and himself admitted that this province had been exploited.

He said he had his national responsibilities also, "I am passionately devoted to one Pakistan".

Talking to newsmen on return to the hotel after a brief talk at President's House today, Mr. Bhutto said progress was being made at the talks. He said discussions were continuing and "we are making some progress".

An APP report said, replying to a question, Mr. Bhutto said a joint session of the Advisers of the President, Awami League and his party would have expedited the arrangement. But at the moment it was not possible, he said.

Seeking the co-operation of the Press, the PPP Chief said the situation in East Pakistan was "tragic and unfortunate".

The People's Party Chairman said some of his partymen had left Dacca this afternoon. Those who were not necessary in the Current talks had gone away, he said.

Yesterday Mr. Bhutto told newsmen that he would stay here as long as it was necessary.

Talking to PPI immediately before leaving his hotel for the President's House in the morning, the PPP Chief said that he had not yet decided as to when he was going to West Pakistan to meet other members of the PP C Central Committee.

"I shall have to discuss things here," he added.

Asked as to when he was expected to go, he replied, "I shall stay here as long as it is necessary".

Mr. Bhutto held a night long session on Monday with his partymen examining the "terms" of the broad agreement and understanding reached between President Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman to end the present political crisis in the country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী	দ্য ডন	২৫মার্চ ১৯৭১

MUJIB WARNS AGAINST BID TO IMPOSE DECISION
Report of public address on March 24,1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, today warned against any attempt to impose a decision on the people of "Bangladesh" and said that "we would not tolerate it".

"Our demands are just and clear and they have to be accepted", he said.

Addressing a huge gathering which assembled in front of his house, Sheikh Mujib declared that the people were awake and were united like one man.

No power on earth could suppress their demands, he said. If anyone showed his "red eyes" to suppress the people's rights we would not tolerate them, he said.

Sheikh Mujib said: "We want a peaceful settlement but if anyone did not want it (peaceful settlement) you would not be able to suppress us. I hope nobody will try that", he added.

Sheikh Mujib said the movement would continue till the goal was achieved. Until the people of "Bangladesh" are emancipated and their rights achieved the struggle would continue, be said.

Communal Riot Warning

He, however, urged the people to maintain discipline in their struggle. He warned that a section of people were trying to sabotage the movement by starting communal riots. They have many things. They want to start violence on the hope of sabotaging the movement to get a share of the cake as divided by the monkeys, he said. He regretted to say that such an attempt was made at Saidpur.

He warned these people that such efforts would fail because the people of "Bangladesh" were united today. "Whatever conspiracy you indulge in you will not succeed in suppressing the demands of the people," he said.

Sheikh Mujib said, "We would not bow our heads to any force. We will free the people of Bangladesh". He declared that nobody could "purchase my head" "Others might betray the blood of the martyrs but I cannot", he said and added that the people would not allow the blood of martyrs to go waste.

He, therefore, urged the people to keep up the movement while they remain prepared for any eventuality, "I do not know whether 1 shall live to give the order for the intensified struggle. You must continue your struggle to realize your rights", he said.

He told the people not to tolerate the force and oppression and urged them to resist them.

No less than two scores of procession of men, women and children converged at the house of Sheikh Mujib to express their solidarity in the people's movement and confidence in the leadership of the Sheikh.

Amidst thunderous applause he declared that he was ever ready to face bullets but he would never allow the 75 million Bengalees to remain slaves.

Numerous souls were lost in cyclones, tidal bores and other natural calamities. We want to put to an end these senseless deaths of the Bengalees, he added.

Sheikh Sahib recounted the exploitation of East Pakistan by the vested interests and asserted that "Bengalees were no more ready to tolerate any injustice." "Either we shall live like men or we shall go out of existence fighting for our cause," he emphasized.

He made an impassionate appeal to the people to remain prepared for the eventual struggle and said, "In case I cannot give you orders, carry on the struggle with greater determination to gave the 75 million Bengalees from being slaves".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সারাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক আচরণের উপর সংবাদপত্রের রিপোর্ট	দ্য পিপলস	২৫মার্চ ১৯৭১

15 KILLED IN SAIDPUR
Lower rank Army Officers out to Foil settlement move.:
Provocation continues at various places.
A PEOPLE'S REPORT

Closely on the heels of genocide by alien Army in Dacca, Chittagong, Rajshahi, Jessore and Joydevpur, fresh brutalities have been perpetrated by the mercenaries in Saidpur. In indiscriminate Army firing, 15 unarmed Bengalee villagers were reportedly killed yesterday.

This barbarous genocide has been committed by lower ranks adventurists in the Army in a calculated manner to foil the President's efforts for thrashing out political settlement with the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman.

It is reported that on the plea of disturbances between the locals and non-locals, the Army took up positions at various localities of Saidpur and resorted to unprovoked and indiscriminate firing killing 15 persons and injuring 50 others.

On receipt of this news, the Deputy Commissioner of Rangpur rushed to the scene and requested the Commander of the Army men deployed there to withdraw in the interest of peace and tranquility. But the Army men refused to oblige him.

Under the cover of West Pakistan Army protection, the non-locals set fire to the houses of the locals which resulted in commotion. Saidpur is predominantly inhabited by settlers from outside who have been used by the lower ranks adventurists of the Army in a bid to aggravate the present political crisis further.

In another trouble spot, also predominantly inhabited by non locals, Mirpur, tension prevailed throughout the day yesterday following the incidents that took place the night before. The Punjab Regiment moved into the areas yesterday morning. A reign of terror had been let loose in the area from 12 noon to 2-30 p.m. Police and E.P.R. reached the disturbed area after 2-30 p.m.

Guns, bombs and various other weapons were freely used by the miscreant while attacking the houses where the new flag of Bangladesh were hoisted in the day. Two live bombs were still lying in front of the Quarter No. 12 and 16 at Lane No.9, Block B, Section 13, at the time of writing this report. A Private Car No. Dacca Ga- 7117 was seen moving in the area carrying the Army of Punjab Regiment.

It was learnt that on the night of Tuesday-Wednesday last, the houses of Bengalees in the area were attacked by miscreants for hoisting the new flag of Bangladesh. The Headmaster of the Mirpur Bengali Medium School at Section No. 10 was assaulted and stabbed as a flag of Bangladesh was hoisted atop the School building. The flag itself was later burnt.

Attempt was also made to bum down the Awami League office at Sec. 10. The flag of this office was burnt.

The house of a Bengalee in front of the Bus stop was completely gutted. Many people were stabbed at section No.6.

These fresh provocations by the alien Army have followed excesses and massacre in Joydevpur early this week.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জন্য শেখ মুজিবের আহবান	দ্য ডন	২৬ মার্চ ১৯৭১

MUJIB ORDERS RESUMPTION OF JUTE TRADE
Telecom links to function via Manila
Report of the directives released to the Press on March 25, 1971

Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, directed tonight that export of jute and jute goods from Bangladesh should be resumed forthwith.

In a fresh list of directives released to the Press tonight, the Sheikh asked the shipping companies not to refuse cargo from Bangladesh. He also assured foreign shipping companies that they will be allowed to remit their freight charges in foreign exchange according to normal procedures.

He also announced telecommunication links with foreign countries will function via Manila and London.

The following new directives and clarifications were issued by him :

Directive No. 36 (exports) : Export of jute and jute goods should be resumed forthwith and export documents should be negotiated through the Eastern Banking Corporation and Eastern Mercantile Bank Ltd., according to the procedure already laid down for pending export bills in directive No. 25(n).

Relevant sections of the Jute Board, the State Bank and Customs shall operate to approve and register export forms and to process sipping documents. Overseas mail and cable services shall be available for export and banking transactions. Shipping companies should not refuse to accept cargo. Foreign shipping companies are assured that they will be allowed to remit their freight in foreign exchange according to the normal procedure.

Directive No.5 (Imports) : (a) No amendment to letters of credit shall be permissible with regard to the destination of the cargo imported under such letter of credit.

(b) The necessary sections of PIA may function for delivery of the parcels and documents lying with them since 1st March 1971.

Directive No.9 (Post and Telegraphs): All telecommunication to foreign countries shall function via Manila and London. All production unit such as Telephone Industries Corporation, Cable Industries Corporation and the Telegraph Workshop shall function normally with immediate effect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিব কর্তৃক ২৭ তারিখে বাংলাদেশের হরতালের আহ্বান	পাকিস্তান টাইমস	২৬ মার্চ ১৯৭১

MUJIB CALLS FOR STRIKE ON 27TH:
PROTEST AGAINST ARMY OPERATIONS
Statement on March 25, 1971 at Dacca

Sheikh Mujibur Rahman today gave a call for a general strike throughout "Bangladesh" on March 27th as a mark of protest against "heavy firing upon the civilian population" in Saidpur, Rangpur and Joydevpur.

In a statement he declared that such "atrocities and killing of unarmed people would not go unchallenged"

He said, "I am shocked to hear of the military action in Saidpur, Rangpur and Joydevpur. There are reports of heavy firing upon the civilian population and of atrocities being committed on them. The police are being totally by-passed while a reign of terror is being unleashed. From Chittagong, reports are pouring in of heavy firing".

He said all this had happened while the President is at Dacca for the declared purpose of resolving politically the grave crisis facing the country. "I urge him to order immediate cessation of such military operations", he said.

It should be known that such atrocities and killing of unarmed people shall not go unchallenged. I am confident that the brave sons of "Bangladesh" are ready to face all eventualities in order to attain their goal, that is, the emancipation of the people of the "Bangladesh", he added.

The following exemptions shall be allowed during the strike:

Hospitals, ambulances, doctors, cars, medicine shops, press and press cars, water, gas and electric supply.

According to another message. Sheikh Mujib today called upon the people to remain prepared for supreme sacrifices "to realize your right".

Addressing a huge procession from Rayerbazaar area, the Sheikh said: "If some of us have to die again for our rights, this will be the last time".

He said there must not be any relaxation in the movement in which the people of East Pakistan had demonstrated their unity.

The Sheikh said that the Bangalees were dying every year in floods and cyclones. " It seems they are born to die in these calamities" he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকার গণহত্যার উপর সায়মন ড্রিং-এর প্রতিবেদন	ডেইলি টেলিগ্রাফ	৩০ মার্চ ১৯৭১

GENOCIDE IN BANGLADESH
SOME EYE-WITNESS ACCOUNTS
"HOW DACCA PAID FOR A UNITED' PAKISTAN"
Report by Simon Dring of Daily Telegraph, London.

Sheikh Mujibur Rahman, East Pakistan's popular political leader was seen being taken away by the army, and nearly all the top members of his Awami League Party have also been arrested.

Leading political activities have been arrested, others are dead, and the offices of two papers which supported Mujibur's movement have been destroyed.

But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of Thursday, March 25, seems to have been the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca- one of armored, one of artillery and one of infantry. They started leaving their barracks shortly before 10 p.m. By 11, firing had broken out and the people who had started to erect makeshift barricades- overturned cars, three stumps, furniture, concrete piping- became early casualties.

Sheikh Mujibur was warned by telephone that something was happening, but he refused to leave his house. "If I go into hiding they will burn the whole of Dacca to find me," he told an aide who escaped arrest.

The students were also warned, but those who were still around later said that most of them thought they would only be arrested. Led by American supplied M-24 World War II tanks, one column of troops sped to Dacca University shortly after midnight. Troops took over the British Council Library and used it as a fire base from which to shell nearby dormitory areas.

Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-government student's union, I was told. Two days later, bodies were still smoldering in burnt-out rooms, others were scattered outside, more floated in a nearby lake, an art student lay sprawled across his easel.

The military removed many of the bodies, but the 30 bodies till there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

At another hall, reportedly, soldiers buried the dead in a hastily dug mass grave which was then bull-dozed over by tanks. People living near the university were caught

in the fire too. and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.

Army patrols also razed nearby market area. Two days later, when it was possible to get out and see all this, some of the market's stall-owners were still lying as though asleep, their blankets pulled up over their shoulders. In the same district, the Dacca Medical College received direct bazooka fire and a mosque was badly damaged.

As the university came under attack other columns of troops moved in on the Rajarbag headquarters of the East Pakistan Police, on the other side of the city. Tanks opened fire first, witness said: then the troops moved in and leveled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the buildings. People living opposite did not know how many died there, but out of the 1,100 police based there not many are believed to have escaped.

Mujib's arrest

As this was going on. other units had surrounded the Sheikh's house. When contacted shortly before 1 a.m. he said that he was expected an attack any minute and had sent everyone except his servants and bodyguard away to safety.

A neighbor said that at 1-10 a.m., one tank, an armored car, and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house. "Sheikh you should come down", an officer called out in English as they stopped outside. Mujibur stepped out onto his balcony and said. "Yes. I am ready, but there is no need to fire. All you need to have done is call me on the telephone and I would have come".

The officer then walked into the yard and told Mujibur: "You are arrested".

He was taken away along with three servants, an aide and his bodyguard, who was badly beaten up when he started to insult the officer. One man was killed- a night watchman hiding behind the fence of the house next door.

As the Sheikh was driven off- presumably to army headquarters- the soldiers moved into the house, took away all documents, smashed everything in sight locked the garden gate, shot down the green, red and yellow "Bangladesh" flag and drove away.

By 2 O'clock Friday

Fires were burning all over the city, and troops had occupied the university and surrounding areas. There was still heavy shelling in some areas, but the fighting was beginning to slacken noticeably. Opposite the Intercontinental Hotel Platoon of troops stored the empty office of "The People" newspaper, burning it down along with most houses in the area and killing the night watchman.

City lies silent

Shortly before dawn most firing had stopped, and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for noise of the crows and the occasional convoy of troops or two or three tanks rumbling by mopping up.

At noon, again without warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than 1 million people lived in a sprawling maze of narrow winding streets.

For the next 11 hours, they devastated large areas of the "old town", as it is called, where Sheikh Mujibur had some of his strongest support in Dacca English Road, French Road, Naya Bazar, City Bazar were burned to the ground.

"They suddenly appeared at the end of the street", said one old man living in French Naya Bazar area. "Then they drove down it, firing into all the houses".

The lead unit was followed by soldiers carrying cans of gasoline. Those who tried to escape were shot. Those who stayed were burnt alive. About 700 men. women and children died there that day between noon and 2 p.m. I was told.

The pattern was repeated in at least three other areas of up to a half square mile or more. Police stations in the old town were also attacked.

Constables killed

"I am looking for my constables", a police inspector said on Saturday morning as he wandered through the ruins of one of the bazars. "I have 240 in my district, and so far I have only found 30 of them- all dead.

In the Hindu area of the old town, the soldiers reportedly made the people come out of their houses and shot them in- groups. This area too was eventually razed.

The troops stayed on in force in the old city until about 11 p.m. on the night of Friday, March 26, driving around with local Bengali informers. The soldiers would fire a flare and the informer would point out the houses of Awami League supporters. The house would then be destroyed- cither with direct fire from tanks or recoilless rifles or with a can of gasoline, witness said.

Meanwhile troops of the East Bengal Regiment in the suburbs started moving out towards the industrial areas about 10 miles from the Sheikh's centers of support.

Filing continued in these areas until early Sunday morning, but the main part of the operation in the city was completed by Friday night- almost exactly 24 hours after it began.

One of the last targets was the daily Bengali language paper "Ittefaq". More than 400 people reportedly had taken shelter in its offices when the fighting started. At 4 o'clock Friday afternoon, four tanks appeared in the road outside. By 4-30 the building was an inferno, witnesses said. By Saturday morning only the charred remains of a lot of corpses huddled in back rooms were left.

Curfew lifted

As quickly as they had appeared, the troops disappeared from' the streets. On Saturday morning the radio announced that the curfew would be lifted from 7 a.m. until 4 p.m. It then repeated the Martial Law Regulations banning all political activity.

announced press censorship and ordering all government employees to report back to work. All privately owned weapons were ordered to be turned into the authorities.

Magically, the city returned to life, and panic set in. By 10 a.m. with palls of black smoke still hanging over large areas of the old town and out in the distance toward the industrial areas, the streets were packed with people leaving town. By car and in rickshaws, but mostly on foot, carrying their possessions with them, the people of Dacca were fleeing. By noon the refugees numbered in the tens of thousands.

"Please give me lift, I am old man"-"In the name of Allah., help me"-"Take my children with you5',

Silent and unsmiling they passed and saw what the army has done. They looked the other way and kept on walking. Down near one of the markets a shot was heard. Within seconds, 2,000 people were running; but it had only been someone going to join the lines already forming to turn in weapons.

Government offices remained almost empty. Most employees were leaving for their villages ignoring the call to go back to work. Those who were not fleeing wandered aimlessly around, the smoking debris, lifting blackened and twisted sheets of corrugated iron (used in most shanty areas for roofing) to savage from the ashes what they could.

Nearly every other car was cither taking people out into the countryside or flying a red cross and conveying dead and wounded to the hospitals.

In the middle of it all occasional convoys of troops would appear, the soldiers peering- equally unsmiling- down the muzzles of their guns at the silent crowds. On Friday night as they pulled back to their barracks they shouted "Narai Takbir". an old Persian war cry meaning "We have won the war". On Saturday when they spoke it was to shout "Pakistan Zindabad- Long live Pakistan".

Fast-selling Flags

Most people took the hint. Before the curfew was reimposed the two hottest-selling items on the market were gasoline and the national flag of Pakistan. As if to protect their property in their absence, the last thing a family would do before they locked up their house would be to raise the flag.

At 4 o'clock Saturday afternoon, the streets emptied again. The troops reappeared and silence fell once more over Dacca. But firing broke out again almost immediately. "Anybody out after four will be shot", the radio had announced earlier in the day.

A small boy running across the street outside the Intercontinental Hotel two minutes after the curfew fell was stopped, slapped four times in the face by an officer and taken away in a jeep.

The night watchman at the Dacca Club, a bar left over from the colonial days, was shot when he went to shut the gale of the club. A group of Hindu Pakistanis living around

a temple in the middle of the race course were all killed apparently because they were out in the open. '

Refugees who came back into the city, after finding that roads leading out of it were blocked by army, told how many had been killed as they tried to walk across country to avoid the troops.

Beyond these roadblocks was more or less no-man's land, where the clearing operations were still going on. What is happening out there now is anybody's guess, except the army's.

Many people took; to the river to escape the crowds on the roads, but they ran the risk of being stranded waiting for a boat when curfew fell. Where one such group was sitting on Saturday afternoon there were only bloodstains the next morning.

Hardly anywhere was there evidence of organized resistance. Even the West Pakistani officer scoffed at the idea of anybody putting a fight.

"These bugger men", said one Punjabi lieutenant "could not kill us if they tried."

"Things are much better now", said another officer. "Nobody can speak out or come out. If they do we will kill them-they have spoken enough-they are traitors, and we are not. We are fighting in the name of God and a united Pakistan."

(Despatch by Simon Dring of Daily Telegraph.
London, in Washington Post,
March 30, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ সংবিধান কমিটি কর্তৃক ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত পাকিস্তানের খসড়া সাশনতন্ত্র (অংশ)	ডঃ কামাল হোসেন	.. ১৯৭০

DRAFT CONSTITUTION OF THE FEDERAL REPUBLIC OF PAKISTAN

PREAMBLE

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, We, the peoples of the autonomous States of Bangladesh, the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan,

Having by our common struggle against colonial rule attained the right of self determination,

In order to secure for ourselves and for our posterity the right to live in freedom and with dignity and to establish a real, living democracy, wherein equality and justice, political, economic and social, would prevail.

Having had to struggle, since independence, against successive usurpers of the power, which rightfully belonged to the people.

Having now attained victory, as a result of the heroic sacrifices of the martyrs who laid down their lives in order to end exploitation of man by man, and region by region.

Resolving that the high ideals for which they laid down their lives shall be fundamental principles of the Constitution.

Further resolving that guarantees shall be embodied in this Constitution to enable the peoples of Pakistan, Muslims, Hindus, Buddhists, Christians, Persians and of other religions to profess and practice their religion and to enjoy all rights, privileges and protection due to them as citizens of Pakistan, and in pursuance of this object to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quoran and the Sunnah.

Affirming that the Constitution shall effectively guarantee supremacy of civil power, exercised through elected representatives of the people, over the armed forces and all military authorities;

Solemnly pledging that it is our sacred duty to abide by and to safeguard, protect and defend this Constitution and to maintain its supremacy, as the embodiment of the will of the people and the basis, freely determined by them, for living together in a federal State and striving together so that we may prosper and obtain our rightful place amongst the

nations of the world and make our full contribution towards international peace and the progress and happiness of humanity.

IN THIS ASSEMBLY, this the……………….............day of……………………..

One thousand nine-hundred and seventy-one, corresponding to the …………………...

day of ……………..1391 A.H. and the………………. day of………………………...

1377 B.S., WE DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

PART I—THE FEDERAL REPUBLIC AND ITS TERRITORIES

The Republic and its territories

1(1) Pakistan shall be a Federal Republic under the name of Federal Republic of Pakistan, and shall be composed of the autonomous States of Bangladesh, Punjab, Sind. Pakhtunistan and Baluchistan, and such other territories as may become included in Pakistan, whether by accession or otherwise.

(2) The territories of each of the States as are included in Pakistan are specified in the First Schedule.

Alteration of territories of States

2. No Bill providing for altering the limits of a State or increasing or diminishing the area of any State shall be introduced in the Federal Parliament, unless it has earlier been approved by the Assembly of the State concerned by the votes of not less than two-thirds of the total members of that Assembly.

*   *   *   *   *   *

PART III—DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

1. ISLAM

(1)No law shall be repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quoran and Sunnah.

(2)Facilities shall be provided for the teaching of the Holy Quoran and Islamiat to the Muslims of Pakistan.

(3)Observance of Islamic moral standards should be promoted amongst the Muslims of Pakistan.

II. RIGHTS OF MEMBERS OF OTHER RELIGIOUS DENOMINATIONS

Members of all other religious denominations shall enjoy full rights of citizenship and in addition to the constitutional protection of their fundamental rights, their legitimate rights and interests shall be duly safeguarded in all spheres.

III. ESTABLISHMENT OF A SOCIALIST ECONOMIC SYSTEM WITH A VIEW TO ACHIEVING A SOCIETY FREE FROM EXPLOITATION.

With a view to achieving a just and egalitarian society, free from exploitation of man by man and of region by region, a socialist economic system shall be established.

IV. STATES RESPONSIBILITY TO ENSURE BASIC NECESSITIES OF LIFE. EMPLOYMENT. IMPROVEMENT IN THE STANDARD OF LIVING, AND SOCIAL SECURITY.

It shall be fundamental responsibility of the planned economic growths development:

(i) the provision to all citizens of the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education and medical care;

(ii) the right to work, that is, the right to guaranteed employment at a reasonable wage, having regard to the quantity and quality of work;

(iii)the right to reasonable rest, recreation and leisure;

(iv)the steady and sustained improvement in the standard of living, material and cultural, of the people;

(v) the provision of social security, through, inter alia, the extensive development of compulsory social insurance of industrial, office and professional workers; (vi) the right to maintenance in old age.

V. RIGHTS OF WORKERS AND PEASANTS

It shall be a fundamental responsibility of the Slate to safeguard and promote the rights and interests of workers and peasants.

VI. EMANCIPATION OF THE RURAL MASSES FROM EXPLOITATION AND IMPROVEMENT IN THEIR QUALITY OF LIFE.

The rural masses shall be emancipated from exploitation by, among other measures, the total abolition of the Jagirdari, Zamindari and Sardari systems and the re-orientation of the land system in the interests of the actual tillers of land.

* * * * * *

XVIII. ECONOMIC BENEFITS OF FEDERAL EXPENDITURE

Every effort shall be made to ensure that the economic benefits of federal expenditure shall be equitably distributed among all the States in the Federation.

XIX.REPRESENTATION IN FEDERAL GOVERNMENT

Steps shall be taken immediately to ensure that all the States in the Federation are represented, on the basis of the population of each State, in all spheres of the Federal Government.

XX.REPRESENTATION IN THE DEFENCE SERVICES

Every effort shall be made to ensure that, within the shortest possible time persons from all the States are represented, on the basis of population of each State in all branches of the Defense Services of the Federation and extraordinary measures, if necessary, shall be adopted to implement this Principle.

XXI. REGIONAL SELF-SUFFICIENCY IN DEFENCE

Having regard to the extraordinary geo-political situation of Pakistan, each of its two regions shall be made self-sufficient in man, materials, training and logistic facilities, in order to defend itself.

XXII. DEVELOPMENT OF LANGUAGES AND CULTURES

Immediate measures shall be taken to ensure that Bengali, Urdu and the languages in use in a State, where appropriate, shall replace English in all walks of life. Every effort shall be made to encourage the development of the language, literature and culture of every area in Pakistan.

XXIII. PROTECTION OF ANCIENT MONUMENTS

It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or objects of artistic or historic interest, declared by law to be of historic significance from spoliation, disfigurement, destruction, or removal, dispose or export, as the case may be.

XXIV. PROMOTION OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY

The State shall endeavor to—

(a) promote international peace and security;

(b) maintain just and honorable relations between nations.

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and

(d) encourage peaceful settlement of international disputes.

XXV. STRUGGLE AGAINST IMPERIALISM, COLONIALISM AND APARTHEID

Pakistan shall support the struggle of the oppressed people of the world against imperialism, colonialism and apartheid.

PART VI—THE FEDERAL CAPITAL TERRITORIES

96. (1) The Federal Republic shall have two capitals situated respectively at Dacca in the State of Bangladesh and at Islamabad in the State of the Punjab.

(2) The area of the federal capital territory at Dacca (in this Constitution referred to as "the Dacca Federal Capital Territory") and the area of the federal capital territory at Islamabad (in this Constitution referred to as, the Islamabad Federal Capital Territory") shall be determined by the Federal Parliament.

(3) The principal seat of the Federal Parliament shall be located in the Dacca Federal Capital Territory and the principal seat of the Federal Court shall be located in the Islamabad Federal Capital Territory.

Provided, however, that a another seat of the Federal Parliament shall be located at Islamabad and a second scat of the Federal Court, including a permanent Division consisting of not less than three Judges shall be located at Dacca and the Federal Parliament and Federal Court shall function for not less than four months at the place where its second seat is located.

(4)The executive organs of the Federal Government shall maintain parallel establishments of equivalent strength in the Dacca Federal Capital Territory and the Islamabad Federal Capital Territory.

(5) The Federal Government shall function during winter with its headquarters in the Dacca Federal Capital Territory -and during summer with its headquarters in the Islamabad Federal Capital Territory.

(6) The Federal Parliament, by law, shall make provision for the government and administration of the Federal Capital Territories.

PART VII—RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

CHAPTER I- LEGISLATIVE POWERS.

Federal and State Law Making Powers

97. (I) Subject to the provisions of the Constitution the Federal Parliament shall have exclusive power to make laws for the whole or any part of Pakistan with respect to any matter enumerated in the Fifth Schedule and each State Assembly shall have exclusive power to make laws for the whole or part of that State in respect of any matter not enumerated in the Fifth Schedule including in particular those matters which are set out in the Sixth Schedule.

(2) The Federal Parliament may make laws for the whole or any part of Pakistan in respect of matters not enumerated in the Fifth Schedule for the purpose of implementing any treaty, convention or agreement between Pakistan and any other country or of any arrangement with or decision of an international organisation of which Pakistan is a member :

Provided that any provision of law enacted in pursuance of this clause shall not come into operation in a State unless the State Government has, by Order, signified its consent to such law having effect within the State.

(3)No law made by the Federal Parliament or a State Assembly shall be invalid or otherwise inoperative only on the ground that it would have extra territorial operation.

(4)Subject to the provisions of the Constitution, the Federal Parliament have power (but not exclusive power) to make laws for the Dacca Federal Capital territory and the Islamabad Capital territory with respect to any matter not enumerated in the Fifth Schedule in the event of any inconsistency between a Federal law or a State law applicable to Federal Capital territories, the Federal law shall prevail.

(5)If the State Assembly of two or more States propose that an Act of Parliament should be enacted to give effect to any agreement or scheme between the States concerned and if resolutions to that effect are passed by the State

Assemblies concerned, it shall be lawful for the Federal Parliament to pass such an Act even if it relates to a matter not enumerated in the Fifth Schedule.

(6)For avoidance of doubt, it is declared that Federal Parliament shall only have such powers to make laws as have been expressly conferred upon it by this Constitution and all other legislative powers, including the powers of residing legislation, shall vest in each Sate Assembly.

98. Any enactment made by a legislature in respect of a matter which is not within its law-making power shall be void.

CHAPTER 11—ADM INISTR ATIVE RELATIONS BETWEEN THE FEDERATION AND THE STATES

Extent or Executive Authority of the Federation

99. The executive authority of the Federation extends to all matters with respect to which the Federal Legislature has exclusive power to make laws.

Extent of Executive Authority of the states

100.The executive authority of a State extends to all matters with respect to which its Legislative has power to make laws.

Federal Regulatory Board for International and inter-regional communication

101.(1) There shall be a Federal Regulatory Board for International and Inter-Regional Communications charged with the duty of regulating, subject to clause (4) of this Article, the functioning of the agencies, both under private or public ownership, engaged in the international or inter-regional communications, more particularly

enumerated in the Seventh Schedule, for the purpose of coordination and rendering of uniform services to every State.

(2) The composition, powers, duties, administration and management of the Board referred to in Clause (1) shall........................... be regulated by an Act of Parliament.

(3) The different agencies engaged in the field of international and interregional communications owned till the commencement day of the Central Government shall cease to be owned by the Federal Government and the assets and liabilities of such agencies shall be apportioned between the respective States or if the States of the western region are so desirous between the States of Bangladesh of the One Part and the four Slates of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan of the Other Part, but any two or more State may by agreement establish agencies fop joint ownership, administration and management in respect of matters previously dealt with or owned by the Central Government.

(4) The regulatory functions of the Board referred to in Clause (1) of this Article shall be confined—

(a) In the case of International and inter-regional air communication and inter-regional shipping, to ensuring the maintenance of regular services, fixing uniform fares and freight rates, providing safety measures and ensuring compliance with the relevant international conventions to which Pakistan is a party;

(b) In the case of international and interregional postal, telegraph and telephone communications, to ensuring adequate services, determination of uniform rates and charges, and ensuring compliance with relevant international conventions to which Pakistan is a party;

(c) In the case of wireless, broadcasting and television, to the allocation of wave lengths for transmission and ensuring compliance with the relevant international conventions to which Pakistan is a party.

Settlement of Disputes

102. Any disputes between States inter se may be referred by agreement to arbitration.

CHAPTER III-FLNANCIAL PROVISIONS

Federal levy

103. (1) A "federal levy" shall be payable to the Federal Government by each State Government being the proportion stipulated in clause (2) of this Article of the total sum,

comprising both local and foreign currency, required to meet the expenditures charged upon the Federal Consolidated Fund and other expenditures in respect of which demands for grants having been submitted to the Federal Parliament have been assented to by the Federal Parliament.

(2) The proportions referred to in Clause (1) shall be:

(a) Bangladesh	...	...	...	27%
(b) Punjab	...	... '	...	43%
(c) Sind	...	...	...	21%
(d) Pakhtunistan	...	...	...	7.4%
(e) Baluchistan	...	...	...	1.6%

(3) Each State shall be under a fundamental constitutional obligation to pay to the Federal Government the federal levy which shall be the first charge upon the State Consolidated Fund of each State.

Federal Finance Commission

104. (1) There shall be a Federal Finance Commission which shall be constituted byan Act of Parliament which shall, subject to the provisions of the Constitution, define the powers and functions of the Commission.

(2) The Federal Finance Commission shall once in Five years, and for the first time at the expiry of five years from the commencement day, review the proportions stipulated by Clause (2) of Article 103 by way of "federal evy" payable to the Federal Government by the Stale Governments and, upon such review, maintain or alter proportions having regard to the principles of federal equity and, in particular having regard to the ability to pay by each State, the participation of persons of each State in the different spheres of the Federal Government and the pattern of location of the Federal expenditure.

Borrowing by the Federal Government

105. (1) The executive authority of the Federal Government shall extend to borrowing on the security of the Federal Consolidated Fund within the limits imposed by this Constitution and within such further limits, if any, as may be determined by Act of Parliament, and to giving of guarantees within such limits.

(2) The borrowing of the Federal Government shall be limited to borrowing from the public except in the case of ways and means advances within a financial year which advances may be obtained from the Reserve Banks of the States.

(3) The Federal Government securities issued for any borrowing under this Article shall not be eligible as reserves of the commercial banking system.

(4) All liabilities incurred by the Federal Government in respect of foreign loans during the relevant period shall be dealt with in the following manner:

(a) Foreign loans incurred for central expenditure which are not allocable between
the eastern region and the western region shall be charged to the Federal Consolidated Fund.

(b) The liability to service foreign loans which have been utilized in the eastern region during the relevant period shall be borne by the State of Bangladesh:

Provided that such liability shall be reduced by an amount equivalent to the amount transferred during the relevant period to the eastern region out of the total foreign exchange earned by the State of Bangladesh.

Explanation: The amount of foreign exchange deemed to be transferred during the relevant period from the State of Bangla Desh to the western region shall be the amount by which the foreign exchange earned by the State of Bangla Desh but utilized during the relevant period in the western region exceeds the deficit of the State of Bangla Desh in the inter regional trade during the relevant period.

(c) The liability to service foreign loan which remains after the assumption by the State of Bangladesh of such part of the total liability as is referred to in sub-clause (b) of this Clause shall be borne by the States of the western region, namely, the States of Punjab, Sind, Paktunistan and Baluchistan, and further apportionment, if. so desired by the States of western region, between the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan shall be affected (in such manner and on such basis as shall be provided after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

Loans to and borrowing by state.

106.(1) The executive authority of a State Government shall extend to borrowing, including borrowing upon the security of the State Consolidated Fund within such limits, if any, as may be determined by an Act of the State Assembly, and to giving a guarantee within such limits, if any, as may be so determined.

(2) All domestic debt obligations outstanding on the commencement date from the State government to the Federal Government shall be written off.

Federal Reserve System.

107.(1) The State Bank of Pakistan shall be replaced by a Federal Reserve System, so that a Reserve Bank is established for the State of Bangladesh and one or more

Reserve Banks are established for the States of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan (whether there is to be one or more Reserve Bank in the western region is to be determined in consultation with the representatives of the States concerned).

(2) The Regional Reserve Bank for Bangladesh shall be incorporated under and regulated by the law of the State of Bangladesh and the other Region Reserve Bank or Banks shall be incorporated and regulated by the law (of such legislative organ as shall be determined in consultation with the representatives of the States concerned), and shall, subject to the powers vested in the Federal Reserve Board under clause 3 hereunder, exercise all the powers, functions and duties in respect of the area within its jurisdiction as are now exercised by the State Bank of Pakistan in respect of the whole of Pakistan, including in particular the following powers and functions:

(a) Acting as Bankers' Bank and Banker to the State Government;

(b) Custody of the foreign exchange earnings and reserves and gold reserves of the State;
(c) Formulation and implementation of monetary policy;
(d) Implementation of measures to prevent flight of capital from one State to another.

(3) The Federal Reserve Board shall have the powers enumerated hereunder and such other powers as the Reserve Banks may be agreement confer upon the Board:

(a) To recommend the external exchange rate of the rupee to the Federal Government;

(b) To issue currency notes and mint coins at the request of the Reserve Bank against assets as provided by the Reserve Bank concerned for circulation in the area within the jurisdiction of that Reserve Bank;

(b) To maintain and regulate mints and security presses;

(c) To perform in relation to international financial institutions such functions as were upon the commencement day being performed by the State Bank of Pakistan, which functions shall be performed in accordance with the directions of the Reserve Banks, in respect of matters affecting such Reserve Banks and the area falling within jurisdiction;

(4) The constitution, powers, functions and duties of the Federal Reserve Board, subject to the provisions of this, Constitution, shall be determined by an Act of Parliament, and until such time as an Act of Parliament is enacted by the Federal Government by Order.

Inter State Trade

108. (1) Subject to clause (2) of this Article an Assembly of a State shall not have power to make any law prohibiting or restricting:

(1) the entry from another State into the State of indigenous goods of any class or
description;

(ii) the export from the State to any other State of indigenous goods of class, or description.

(2) No State Law which imposes any reasonable restrictions in the interest of public health, public order or morality or for the purpose of protecting animals or plants from disease or preventing or alleviating any serious shortage in the State of any essential commodity, of developing within the State of industries producing any shall be invalid by reason of this Article.

109.(1) There shall be a Regional Co-ordination Board, consisting of the representatives of the Governments of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan for the purpose of joint administration, management, co-ordination or co-operation in respect of matters of common concern. (The composition of the Board shall be determined after consultation with the representatives of the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan).

(2) The matters which in the first instance are deemed to be matters of common concern for the purpose of clause (1) of this Article are enumerated in the Eighth Schedule, (the items to be included in the Eighth Schedule shall be enumerated after consultation with the representatives of the States concerned); additional items may be added to the Eighth Schedule by Act of Parliament if the State Governments concerned make a joint proposal in that behalf to the Federal Parliament, supported by resolutions of the State Assemblies concerned.

(3) The powers, duties, functions, administration and management of the Board referred to in clause (I) shall be regulated (by such legislative organ as shall be determined after consultation with the representatives of the States concerned.)

Ownerless Property

110. Any ownerless property that has no rightful owner shall vest in the State in which it is located.

* * * * * *

THE SIXTH SCHEDULE
[Article 97(4)]

Matters in respect of which a State Assembly has exclusive power to make laws :

All powers, save and except those set out in the Fifth Schedule and including in particular the following:-

1. Economic Planning and economic resources.
2. Foreign Trade.
3. Taxation including in particular:-

   Duties of custom (including export duties).

   Duties of exercise.

   Taxes on sales and purchases.

   Taxes on income including agricultural income.

   Corporation taxes.

   Estate and succession duties.

   Taxes on capital value of assets.

   Terminal taxes on goods and passengers carried

   by land, sea and air;

   Taxes on their fares and freights.

   Taxes on mineral oil and natural gas.

   Taxes on consumption.

   Stamp duty.

   Taxes on land and buildings.

   All other taxes.
4. Reserve Bank of the State, its composition and functions.
5. Trade and commerce in all its aspects (including foreign trade).
6. Foreign aid.
7. Foreign exchange.
8. Stock exchange and-futures market.
9. Banking.
10. Insurance.
11. Corporations, that is to say, incorporation, regulation and winding-up of corporations.

12. Public Debt of the State including :-

(a) borrowing of money-on the security of the State Consolidated Fund.

(b) foreign loans.

13. Railways.

14. Maritime shipping and navigation.

15. Ports.

16. Electricity.

17. Natural gas.

18. Port quarantine and hospitals connected with port quarantine.

19. Fishing and fisheries including fishing beyond territorial waters.

20. Subject to the Provisions of Article 101, aircraft and air navigation; the provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes.

21. Post and post offices (subject to the Provision of Article 101).

22. Wireless, broadcasting and television (subject to the Provision of Article 101).

23. Nuclear energy including

(a) natural resources necessary for the generation of nuclear energy.

(b) the production of nuclear fuels and the generation and use of nuclear energy;

(c) ionizing radiations.

24. Meteorology-and meteorological observations. -

25. Lighthouse, including lightships, beacons and other provision for the safety of shipping and aircraft.

26. Carriage of passengers and goods by land, water Or by air within a State, that is,
intrastate transport and communications.

27. Import and export across customs frontiers

28. Copyright, inventions, designs, trade-marks and merchandise marks.

29. Petroleum and other liquids and substances.

30. Regulation of mines and oilfields and mineral development.

31. Regulation of labor and safety in mines and oilfields.

32. Criminal law, including criminal procedure; actionable wrongs.

33. Civil Procedure, including the law of limitation.

34. Evidence and oaths.

35. Transfer of property including agricultural land.
36. Trust and trustees.
37. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract, including contracts relating to agricultural land.
38. Arbitration, bankruptcy and insolvency; administrators-general and official trustees
39. Legal, medical and other professions.
40. Newspapers, books and printing presses.
41. Mechanically propelled vehicles.
42. Factories.
43. Welfare of labor; conditions of labor; provident funds; employers liability and workmen's compensation; health insurance; including invalidity pensions; old age pensions.
44. Trade unions; industrial and labor disputes.
45. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways; carriage of passengers and goods on inland waterways.
46. The sanctioning of cinematograph films for exhibition.
47. Public order including the use of paramilitary forces and state militia.
48. Administration of justice; constitution and organisation of all courts except the Federal Court; procedure in Rent and Revenue courts, fees taken in all courts, except the Federal Court.
49. Police, including Armed Police, Railway and Village Police.
50. Para-military forces and state militia (in all its aspects including raising, maintaining and controlling thereof)-
51. Ansars.
52. Prisons, reformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein; arrangements with other state for the use of prisons and other institutions.
53. Removal from one state to another state of prisoners; vagrancy; criminal and nomadic tribes.
54. Land, that is to say, rights in or over land; land tenures, including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer, alienation and devolution of agricultural land, and improvement and agricultural loans; colonization.
55. Court of Wards.

56. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the State.
57. Compulsory acquisition or requisitioning of property.
58. Agriculture, including agricultural education and research protection against pests and prevention of plant diseases.
59. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.
60. Preservation, protection and improvement of stock, and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.
61. Pounds and the prevention of cattle trespass.
62. Water, including water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power; flood control.
63. Education, including universities, technical education, and professional training.
64. Libraries and museums, and ancient and historical monuments.
65. Botanical, zoological and anthropological surveys.
66. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher, education or research and scientific and technical institutions.
67. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.
68. Registration of births and deaths.
69. Gymnasia and other recreational facilities.
70. Burials and. burial grounds: cremations and cremation grounds.
71. Relief of the disabled and unemployed.
72. Industries.
73. Production, manufacture, supply and distribution of goods.
74. Markets and fairs.
75. .Spoils.
76. Manufacture, supply and distribution of salts.
77. Cultural institution.
78. Forests.
79. Protection of wild animals and birds.
80. Prevention of cruelty to animals.
81. Adulteration of food-stuffs and other goods.
82. Scientific and industrial research.
83. Social research.

84. Treasure trove.

85. Professions.

86. Inns and inn-keepers.

87. State Public Services; State Public Service Commission.

88. State pensions.

89. Administrator General.

90. Zakat.

91. Charities and charitable institutions; Charitable and religious endowments.

92. Tourism.

93. Salaries and allowances of members, the Speaker and the Deputy Speaker of the State Assembly; salaries and allowances of Ministers of the State Government, and the Advocate General.

94. Powers, privileges and immunities of the State Assembly and of the members and the committees thereof; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of the provincial Assembly.

95. Waqfs and mosques.

96. Orphanages and. poorhouses.

97. Offences against law with respect to any of the matters in this List.

98. Jurisdiction and powers of all courts, except the Federal Court with respect to any of the matters in this List.

99. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in this List.

100. Inquiries and statistics for .the purpose of any of the matters in this List.

THE SEVENTH SCHEDULE
(Article 101)

MATTERS IN RESPECT OF WHICH REGULATORY POWERS SHALL BE EXERCISED BY THE FEDERAL REGULATORY BOARD FOR INTERNATIONAL AND INTER REGIONAL TRADE.

(1) International and inter-regional telephones post and telegraphs.

(2) „ „ „ air communications.
(3) „ „ „ wireless, broadcasting and television
(4) Inter-regional shipping.

* * * * * *

সংযোজন-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক মোসাফির ছদ্মনামে লিখিত রাজনৈতিক মঞ্চ শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়	দৈনিক ইত্তেফাক	৪ অক্টোবর, ১৯৬৪

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযান শুরু হইতে না হইতেই ক্ষমতাসীন মহল-এমনকি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পর্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিপূর্বে কনভেনশন লীগের সেক্রেটারী জেনারেল কাম কেন্দ্রীয় প্রচার সচিব মিঃ ওয়াহিদ খান নির্বাচনী প্রচারকালে কাহারো প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ না চালাইবার যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা তাদের দলই ভঙ্গ করিলেন। মেসার্স ওয়াহিদুজ্জামান, হাসিমুদ্দিন প্রমুখ ইতিমধ্যেই মিস জিন্নাহর বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল মন্তব্য করিয়াছেন। অবশেষে গত পরশু লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বয়ং আইয়ুব সাহেব মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং প্রতিটি বিরোধী দলের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের পক্ষে রাজনীতিকদের গালিগালাজ করা, তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করা নূতন কিছু নয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর উঠিতে বসিতে রাজনীতিকদের আদ্যশ্রাদ্ধ করাই ছিল শাসকমন্ডলীর প্রধান কাজ। ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির হয়রানীমূলক মামলা মোকদ্দমা রুজু করা হয়; শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়; খামখেয়ালী ‘এবডো’ প্রয়োগ করিয়া পাঁচ সহস্রাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে রাজনীতি এবং নির্বাচনী পদের অযোগ্য করিয়া রাখা হয়। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পাকিস্তানের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়াদীকে গ্রেফতার করিয়া বিনা বিচারে সেলে আটক রাখা হয় এবং তার বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে অর্থ গ্রহণের মিথ্যা, নোংরা অভিযোগও করা হয়। তারপর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব যখন কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন এক বক্তৃতায় তিনি বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কেরায়া-কা টাটটু (ভাড়াটিয়া খচ্চর) বলিয়া গালাগালাজ করেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ধারণা করিতে পারে নাই যে, তিনি কায়েদের ভগ্নী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করিতে পিছুপাও হইবেন না। লাহোরে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কায়েদ আজমের ভগ্নী হইলেও মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পাকিস্তানকে ধ্বস করিতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে পরিস্থিতি এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি এবং তার সঙ্গীসাথী কতিপয় মুখচেনা লোক ছাড়া সকলেই যেন পাকিস্তান ধ্বংস করিতে উদ্যত। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহসহ সকল রাজনৈতিক দলই পাকিস্তান ধ্বংস করিতে চায়; তিনি একাই পাকিস্তান-দরদী, তিনি একাই পাকিস্তানের রক্ষক-তাঁর বক্তব্যের নির্গলিত অর্থ এই দাঁড়ায় না কি? বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলাম। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে চান এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবই পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষক-ইহা বিশ্বাস করা না করার ভার দেশবাসীর উপরই ন্যস্ত করা হইল।

ইহা বেসামাল মনের অভিব্যক্তি। আর ক্ষমতাসীন মহলের বেসামাল হইবার কারণও দেশবাসীর অবিদিত নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর ‘জুলুম প্রতিরোধ দিবস’ পালনের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যে সুনির্দিষ্ট

রায় প্রদান করিয়াছে, তাতে তাদের বিচলিত বোধ না করিয়া উপায় নাই। বিরোধীদল সংগঠিত হইবার পরে- বিশেষতঃ মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর মত দল-নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ সর্বজনমান্য নেত্রীর প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইবার পরে জনমতের যে প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে, তারই অভিব্যক্তি হিসাবে ২৯শে তারিখের সর্বত্র অভূতপূর্ব হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মনকে অন্যভাবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা হইলেও জনমতের এই গতিধারা লক্ষ্য করিয়া ক্ষমতাসীন মহল ত্রাসিত ও হতোদ্যম। এই মুহূর্তে তাদের মানসিক ভারসাম্য হারান অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতীতেও দেখা গিয়াছে যে কোন স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতাসীন দলের পতনের পূর্বাহ্নে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যা' খুশি বলেন, যা' খুশি করেন। তাই, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলকে গালিগালাজ করা, তাদেরকে বন্য বিড়াল আখ্যায়িত করা- সর্বোপরি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপরও কটাক্ষা করা ভবিষ্যতের পরাজয়েরই লক্ষণ।

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে সহজেই পরাজিত করিবার দম্ভোক্তি করিয়াছেন। জনমতের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে এই মুহূর্তে তার এই দাবী অশোভন ও অসময়োচিত। তিনি যদি নিজের জয় সম্পর্কে এতদূর স্থিরনিশ্চিত হন, তাহা হইলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মারপ্যাঁচ বাদ দিয়া তাঁকে প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে মিস জিন্নাহকে এই চ্যালেঞ্জ দিলেই তার দম্ভোক্তির সার্তকতা থাকিবে। অন্যথায়, গোটা দেশ যেখানে আজ একদিকে, সেখানে এই ধরনের দম্ভোক্তির অর্থ কি? ইহা কি মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর অবাঞ্ছিত সম্পর্কে এবং সর্বশেষ জামাতে ইসলামী বিরোধী দলে থাকিবে না এবং মিস জিন্নাহকে সমর্থন দিবে না বলিয়া অলীক প্রচার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, সেইরূপ আজিকার একটানা জনমতের প্রেক্ষিতে মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তারের স্বপ্নও অলীকে প্রমাণিত হইবে।

রাজনৈতিক দলের সমালোচনা অবাঞ্ছিত কিছু নয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধীদলসমূহের আদর্শ ও কর্মপন্থার ভুল ব্যাখ্যা প্রদান-বিশেষতঃ তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষা করা জনসাধারণ কোন কালেই সমর্থন করে নাই। বরং এই ধরনের সমালোচনা ও গালাগালিতে যারা লিপ্ত হইয়াছে, জনমত তাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে এবং তাদের ভরাডুবি হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল উঠিতে বসিতে তাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবকে তাহা না জানা থাকিলেও দেশবাসীর তাহা জানা আছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যে ভাষায় গালাগালি করিয়াছেন, তাহা পরিতাপজনক। দেশব্যাপী বিরোধী দলকে যেমন চেনেন, তার দলকে তেমনি চেনেন।

আওয়ামীলীগ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তার হেতু কি তা' আমরা কিছুটা আঁচ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ 'জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাস করে, পাকিস্তান শক্তিশালী হউক এমনি ব্যবস্থাদিতে তাদের আস্থা নাই। তাঁর এই ধারণার মূলে কি রহিয়াছে, তা' ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমি আওয়ামী লীগ বা কোন দলের মুখপাত্র হিসাবে নয়, একজন সাংবাদিক এবং এই প্রদেশের একজন অধিবাসী হিসাবে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়া শুধু 'ইত্তেফাকে' এবং 'ঢাকা টাইমসে' লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধেই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিতও সরাসরি একাধিকবার খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছি। ১৯৬১ সালের ১৬ই আগস্ট ঢাকাতে সম্পাদকদের এক সভায় আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারবিহীন, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমরা পার্লামেন্টারী ধরনের শাসনতন্ত্র চাই, যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পকিস্তান দেশের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার সমান অংশ ও সমমর্যাদা ভোগ করিতে পারে। আর যদি প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের শাসন-ব্যবস্থাই তার (প্রেসিডেন্টের) একান্ত কাম্য হয়, তবে

সেখানে এর সংখ্যাসাম্যের প্রশ্ন থাকিবে না এবং প্রেসিডেন্টকে সরাসরি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই পর্যন্ত যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাতে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিয়াছিলাম যে, কেন্দ্রীয় চাকুরী-বাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের হিস্যা শতকরা ১ ভাগেরও কম; আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরে একজন পূর্ব পাকিস্তানী সেক্রেটারী নাই; যেখানে দেশরক্ষা বিভাগে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৬৫/৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়, সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা উল্লেখেরও অযোগ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প এক অংশর মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের পুঁজির শতকরা ১০ভাগও পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় নাই। তা'ছাড়া বৈদেশিক লোনেরও সিংহভাগ ব্যয়িত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ইহার পর আবার করাচী হইতে ফেডারেল রাজধানী অপসারণ করিবার কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথা বিবেচনা না করিয়াই পিন্ডি ও ইসলামাবাদে ফেডারের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া জাতীয় সম্পদ হইতে তথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁদের সমান অধিকার রহিয়াছে এবং এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া কালক্রমে তারাসকল বৈষম্য ও অবিচারের অবসান ঘটাইতে পারিবে। কিন্তু 'স্থিতিশীলতার' নাম করিয়া দেশে যদি এমনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও এক ব্যক্তির হস্তে এই একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানীদের সেই সান্ত্বনার পথটুকুও রুদ্ধ হইবে।

আর অথনৈতিক বৈষম্য দূর কার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্ষেত্রে-বিশেষতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে স্বয়ংসম্পুর্ণ করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাসহ তাদের নিজস্ব সম্পদকে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। বৈদেশিক কর্জ সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ বৈদেশিক লোন করিবে, সে তাহা সুদে-আসলে পরিশোধ করিবে। আমরা তখন মনে করিয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের অভিশাপ হইতে সত্যিকারভাবে মুক্ত করিতে হইলে ইহাই ন্যুনতম কার্যকরী ব্যবস্থা। ইহার দ্বারা পাকিস্তানের অখন্ডত্ব বিপন্ন হইবার প্রশ্ন নাই; ইহার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর হামলা করিবার প্রশ্ন নাই। বরং ইহা একটি উদার প্রস্তাব। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় লোক দেশের গোটা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গল উপেক্ষা করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব ও ভোগ-বিলাসকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের মিল-কলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে গণ্য করিতে চান, তারা এই প্রস্তাবকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিবেন জানি, কিন্তু আমাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই; বরং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহাও ভুলিয়া গিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বিধান করিয়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে একইভাবে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য।

সহজভাবে চিন্তা করিলে 'বাঙালী জাতিত্ব বোধ' অপরাধের কিছু নাই। বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচ মিলিয়াই পাকিস্তান। বাঙালী নিজেকে পাঠান বলিয়া জাহির করিলে কিংবা পাঞ্চাবী মুখে বাঙালী বলিলে তদ্দারা জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠে না; বরং উহা মোনাফিকেরই নামান্তর। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশবিশেষ। কিন্তু যে মাটি আমাদের ধারণ করিয়াছে, যে জলবায়ু সেবন করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি সেই মাটি, সেই দেশ, সেই মানুষকে ভুলিয়া কিংবা তার তরককীর প্রশ্ন বাদ দিয়া আমরা ভুয়া দেশপ্রেমিক সাজিতে চাই না। বাঙগালীর পাকিস্তান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বন্দুক-কামান বা কোন ব্যক্তিবিশেষের 'শক্তিশালী' নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জিত হয় নাই। মানুষ নিয়া দেশ। আর পাকিস্তানের শতকরা ৬৫ ভাগ অধিবাসী বাস করে এই পূর্ব বাংলায়। তাঁদের প্রতি সুবিচার এবং তাদের ন্যায্য অংশ দাবী করিলে যদি বিকৃত অর্থ

ইহাকে বাঙালী জাতিত্ব বলা হয়, তবে সেখানে আমরা নাচার। পাকিস্তানের সংহতির নামে মুষ্টিমেয় লোক তাদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবে, ইসলামাবাদের জৌলুস বৃদ্ধি পাইবে, আর আমরা তাকে গোটা পাকিস্তানের জৌলুস বলিয়া মানিয়া নিব, তাহা হইতে পারে না। আমরা দুনিয়াবাসীকে দেখাইয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও জাতীয় সংহতি এবং পাকিস্তানের তরককীর জন্য সংখ্যাসাম্য মানিয়া নিয়াছিল। যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদী" ভাবধারার এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী না করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের অবগতির জন্য উল্লেখ করা দরাকর যে, তারাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য সংখ্যাসাম্য নীতি সর্বাগ্রে মানিয়া নিয়াছিলেন। এবারেও আসন্ন নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানীরা মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর উপর অর্পন করিয়াছেন। ইহার পরও আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দুর্বল করিবার অভিযোগ আনয়ন করিলে তাকে উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। মেষশাবককে ভক্ষণ করিতে হইলে অজুহাতের অন্ত কি! কিন্তু এই পথে কাহারও হালে পানি পাইবার উপায় নাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাক পত্রিকার 'মিঠো-কড়া' শীর্ষক আরও একটি উপ-সম্পাদকীয়	দৈনিক 'ইত্তেফাক'	২০ এপ্রিল, ১৯৬৫

মিঠে-কড়া

ভিমরুল*

মূলধন গঠন, সরকারী উন্নয়ন ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য বণ্টন, বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন, দেশরক্ষা ও প্রশাসনিক বিভাগে চাকুরী, সরকারী রাজস্ব বণ্টন, শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্য ও সুযোগ-সুবিধা তথা জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অবিরাম কিভাবে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অধুনা বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু। অতীতে প্রথম যখন এসব বৈষম্য বঞ্চনার কথা তোলা হয়, তখন অপরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্রগণ সরাসরি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া 'প্রাদেশিকতা', 'আঞ্চলিকতা, 'দেশানুগত্যহীনতা' ইত্যাদি তিরস্কারের দ্বারা সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনকে যেমন ছাই-চাপা দিয়া রাখা যায় না, তেমনি দুই অঞ্চলের গুরুতর বৈষম্যের বাস্তব সত্যকেও শেষ পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ক্ষমতাসীন মহলের রক্তচক্ষু এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের তাপ সহ্য করিয়াও জনগণ বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছে। অবশেষে প্রধানতঃ কয়েকজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের সত্যানুসন্ধিৎসা ও বলিষ্ঠতার গুণেই সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ পরিস্কারভাবে অনুধাবনযোগ্য হইয়া উঠে। আজ অবশ্য সরকারীভাবে সমস্যাটি স্বীকৃত এবং দায়িত্বশীল সরকারী মুখপাত্রগণও এ সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে রীতিমতো মুখর।

কিন্তু ইত্যবসরে এ ব্যাপারে নূতনতর একটি কথা চালু করার চেষ্টা চলিতেছে। বলা হইতেছে যে, সরকার যখন সমস্যাটির কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং উহার প্রতিকারের সংকল্প প্রকাশ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখি বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ, বিষয়টি অধিক আলোচনা নাকি দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ততা বাড়াইয়া তুলিবে এবং তার ফলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বাধাগ্রস্ত হইবে। বলা বাহুল্য, অতীতে দুই প্রদেশের বৈষম্যের কথা উঠিলে যে মহলটি উহাকে 'প্রাদেশিকতা' ও 'আঞ্চলিকতা' বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিত, সেই বিশেষ মহলটিই উপরোক্ত যুক্তিটির উদ্ভাবক। এই যুক্তি যে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিবার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, দুই প্রদেশের মধ্যে তিক্ততা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহা বৃদ্ধি পাইবে বৈষম্যের বাস্তব সমস্যাটিরই জন্য-তৎসংক্রান্ত আলোচনার জন্য নয়। সমস্যাটির প্রতিবিধান হইলে তিক্ততা বৃদ্ধির আশংকা বিদূরিত হইতে পারে। সমস্যাটি অক্ষত রাখিয়া তৎসংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলে তিক্ততা কিভাবে দূর হইবে আমরা বুঝি না; বরং তদবস্থায় সন্দেহ সংশয় আরো বৃদ্ধিই পাইবে। তাই বারবার আমরা এ কথাই বলিয়া আসিয়াছি যে, তিক্ততার আসল কারণকে দূর করিতে হইবে, লক্ষণগুলিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা অর্থহীন।

দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কে সরকারী মহলের প্রতিশ্রুতির মাত্রা অধুনা বৃদ্ধি পাইলেও সত্যিকার কাজ ঠিক সেভাবে হইতেছে কিনা, বলা কঠিন। আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুই অঞ্চলের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া যে সব আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে সজ্ঞান মহলে আদৌ কোন আস্থার ভাব সৃষ্টি হইতেছে না।

* আহমেদুর রহমান (ভিমরুল)।

বরং প্লান-পরিকল্পনার অর্থ বরাদ্দ, শিল্প বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি এবং দেশরক্ষা ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহে লোক নিয়োগের বিশিষ্ট ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের মনে এরূপ আশংকাই দেখা দিয়াছে যে, আগামী কুড়ি বৎসরে বৈষম্যের মাত্রা সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে প্রসারিতই হইবে। যাই হোক, এ সম্পর্কে আপাতত বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করিব।

বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাস ও বাণিজ্য মিশণগুলিতে কর্মরত চাকুরীয়াদের ব্যাপারে একটি তুলনামূলক তথ্য উক্ত খবরে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকাশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দুতাবাদ, কূটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্য মিশনসমূহে কর্মচারীর সংখ্যা আঠার হাজারের কম নয়। এই আঠার হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা মাত্র তিনশত দশজন; অর্থাৎ শতকরা দুই জনেরও কম। উপরন্তু উক্ত কর্মাচরীর মধ্যেও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারের সংখ্যা নগণ্য, অধিকাংশ কেরানী, টাইপিষ্ট, রিসেপশনিষ্ট, বয়-বাবুর্চি ইত্যাদি।

পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনে পূর্ব পাকিস্তানীরা এই নিদারুন সংখ্যাল্পতা শুধু তথ্য হিসেবেই চমকপ্রদ নয়, ইহার তাৎপর্যও নানা দিক হইতে বিচার্য। পাকিস্তানের সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় দেশরক্ষা খাতে। দেশরক্ষার পরেই যে খাতে অধিক রাজস্ব ব্যয়িত হয় সেটা হইতেছে প্রশাসনিক বিভাগ। দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য জানা না থাকিলেও উহা যে তিন চার পার্সেন্টের বেশী নয় তাহা কোন কোন ভূতপূর্ব জাতীয় পরিষদ সদস্যের বক্তৃতাদি হইতে জানা গিয়াছে। প্রশাসনিক বিভাগেও পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা অন্য অঞ্চলের চাইতে অনেক কম। ১৯৬৪-৬৫ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রশাসিনিক বিভাগে আটষট্টি কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্ধ হয়। তার মধ্যে বত্রিশ কোটি টাকাই ব্যয়িত হয় পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনগুলির জন্য। শতকরা হিসেবে উহা দাঁড়ায় প্রশাসনিক বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ। অতএব দেখা যাইতেছে, সরকারের যে দুইটি বিভাগে সর্বাধিক রাজস্ব ব্যয়িত হয়, সে দুই বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীর নিদারুন সংখ্যাল্পতার দরুন প্রায় সমুদয় অর্থই এক অঞ্চলে থাকিয়া যায়। জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই বিভাগের খরচের যে প্রভাব, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাহা হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক জীবনের পক্ষে যে ইহা খুব ক্ষতিকর তাহা বলার প্রয়োজন করে না।

কিন্তু এই দিকটি ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বসম্পন্ন দিক আছে। পূর্ব পাকিস্তান দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর আবাসস্থল। বহির্বিশ্বে পাকিস্তান, সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টি করিতে হইলে পূর্ব পাকিস্তানকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বৈদেশিক মিশনগুলি যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে অনিবার্যভাবেই দেশের পশ্চিমাঞ্চল পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা বেশী প্রাধান্য পাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রে যে ব্যাপক অজ্ঞতা বিদ্যমান, তার কারণ ইহাই। ফলে পাকিস্তান বলিতে বিদেশে মোটামুটি পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝাইয়া থাকে। একটি জাতি সম্পর্কে এরূপ খন্ডিত ধারণা যে সে জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার দরকার পড়ে? এই কারণেই অতীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের, বৈদেশিক মিশনগুলি পুনর্গঠন করিয়া উহাতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সংগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে সেরূপ কোন উদ্যোগই পরিলক্ষিত হইতেছে না। পূর্ব পাকিস্তান অথনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য নীতির শিকার, বৈদেশিক মিশনের চাকুরী বৈষম্য সেই বৃহত্তর বঞ্চনারই অঙ্গ। এই বাস্তব সমস্যার সমাধান না হইলে এ সম্পর্কে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিয়া কিভাবে দুই প্রদেশের তিক্ততা দূর করা যাইবে, আমরা অন্তত তাহা বুঝিতে পারি না।

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান সম্বলিত ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক 'আর সময় নাই' শিরোনামে প্রকাশিত যৌথ সম্পাদকীয়	ইত্তেফাক ও পাকিস্তান অবজার্ভার	১৪ মার্চ, ১৯৭১

আর সময় নাই

ইত্তেফাক, ১৪ মার্চ ১৯৭১

আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে একবাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্র দেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরিক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি হইবে, কি ধরনের সরকারইবা কায়েম হইবে তা নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী কেবল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এই অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এটা একটা মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য বটে। ক্ষমতায় যাহারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে তাঁহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবণতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না।

জনগণের সংগ্রাম যাতে অহিংসা পথেই পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁহাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন।

দেশের দুই অংশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশবাসী জনসাধারণ ও তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

TIME IS RUNNING OUT

THE PAKISTAN OBSERVER, March 14, 1971

We the daily newspapers of Dacca firmly believe that this is the time for decision and it is our bounded duty to speak with a common voice at this hour.

We are in the midst of the greatest crisis in our twenty-three years history. And this after the first over general elections in which the whole country participated in expectation of the fulfillment of its desire and demand for mitigation of a democratic system. The people are sovereign and their representatives have the system of government. One must recognize, if one is a believer in democracy, this right of the peoples representatives to make the laws and govern the country. This is a fundamental political question. The situation has become abnormal owing to the failure on the part of those in power and those who have access to the ears of power.

The armed forces are for defending the borders of the country against external aggressing. It is not their function to interfere in political controversy or take sides. Sheikh Mujibur Rahman and his party are pledged to see that the peoples struggle remain on the non violent plane and their hands have to be strengthened.

It is for the people and their representatives to decide what will be the future relationship between the two wings of the country.

We believe the time has come for President Yahya Khan lift Martial Law and reach a settlement immediately with Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the majority party, so that power is transferred to the representatives of the people.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ঢাকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র	ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, Monring News	১-২৫ মার্চ, ১৯৭১

ইত্তেফাক

বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন-আমি শেখ মুজিব বলছি	মার্চ ৩, ১৯৭১
দিনের ঢাকায় হরতালঃ রাত্রির রাজধানীতেঃ ৬ই পর্যন্ত সারা প্রদেশে কারফিউ ভঙ্গ হরতাল।	মার্চ ৩, ১৯৭১
রাজধানীতে পোস্তগোলার শ্রমিকদের বিরাট মিছিল	মার্চ ৩, ১৯৭১
বেতার-টেলিভিশন বর্জনের সিদ্ধান্তঃ প্রদেশের বিশজন বিশিষ্ট শিল্পীর যুক্ত বিবৃতি	মার্চ ৫, ১৯৭১
টঙ্গীতে গুলিবর্ষণে ৪ জন নিহত, ২৫ জন আহত	মার্চ ৬, ১৯৭১
চট্টগ্রামে ১৩৮ জন নিহতঃ ছাত্রলীদের শোক মিছিল	’’
ছাত্রলীগের শোক মিছিল	’’
ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় ‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ’’ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন	মার্চ ১০, ১৯৭১
স্বাধিকার সংগ্রাম ও দায়িত্ব (সম্পাদকীয়)	মার্চ ১১, ১৯৭১
মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক সমাজের দায়িত্ব। জাতীয় শ্রমিক লীগের জরুরী সভায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন।	মার্চ ১১, ১৯৭১
আগাম২২৩শে মার্চ ‘প্রতিরোধ দিবস’ পালনের আহবানঃ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক কর্মসূচী ঘোষণা	মার্চ ১৮, ১৯৭১
জয়দেবপুরে বিরামহীন সান্ধ্য আইন অব্যাহত	মার্চ ১৯, ১৯৭১
স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ	মার্চ ১৯, ১৯৭১
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচী	মার্চ ২২, ১৯৭১
‘আজ থেকে আমরা আর প্রাক্তন নই-’ নেতা ও জনতার সহিত একাত্মতা ঘোষণা প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিক	মার্চ ২২, ১৯৭১
এবারের ২৩শে মার্চ (সম্পাদকীয়)	মার্চ ২৩, ১৯৭১
’৭১-এর ২৩শে মার্চের সুরঃ আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ (স্টাফ রিপোর্টার	মার্চ ২৪, ১৯৭১
টেলিভিশনে ধর্মঘটঃ অবিলম্বে সামিরক প্রহরীদের প্রত্যাহার দাবী	মার্চ ২৫, ১৯৭১

সংবাদ

অধিবেশন স্থগিতঃ নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ	মার্চ ২, ১৯৭১
আজ জাতীয় শোক দিবস (শেখ মুজিবের আহবান)	মার্চ ৩, ১৯৭১

ন্যাপের ডাকে পল্টনে বিশাল জনসভা-দৃঢ় প্রত্যয় ও শৃংখলাসহ গণ-সংগ্রামকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিন।	মার্চ ৩, ১৯৭১
বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সমাবেশ	মার্চ ৩, ১৯৭১
নিহতের সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত, আহত ১৩৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি	মার্চ ৪, ১৯৭১
শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের সভাঃ যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া সংগ্রাম পরিচালনার ডাক	মার্চ ৪, ১৯৭১
শহীদ মিনারে ছাত্র ইউয়িনের জনসভাঃ রক্তপাত ঘটাইয়া বাংলার মানুষের মুক্তি সংগ্রাম স্তব্ধ করা যাইবে না	মার্চ ৬, ১৯৭১
মুক্তিসংগ্রামে যে কোনদলের সহিত শরিক হইতে প্রস্ততঃ ভাসানী	মার্চ ৬, ১৯৭১
গুলিতে ৭ জন নিহতঃ ৩০ জন আহতঃ কেন্দ্রীয় কারাগার ভাঙ্গিয়া ৩২৫ জন কয়েদীর পলায়ন	মার্চ ৭, ১৯৭১
ন্যাপের জনসভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদঃ মুক্তির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তত।	মার্চ ৭, ১৯৭১
বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন (সম্পাদকীয়)	মার্চ ৭, ১৯৭১
পল্টনে জাতীয় লীগের জনসভাঃ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান	মার্চ ৭, ১৯৭১
কৃষক সমিতির প্রতি ১৮ জন কৃষক নেতাঃ গ্রামে গ্রামে গণসংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ	মার্চ ৭, ১৯৭১
ছাত্রলীগের মশাল মিছিল	মার্চ ৭, ১৯৭১
উদীচীর গণসমাবেশ	মার্চ ৭, ১৯৭১
কর্মচারীদের কাজ বর্জনঃ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ	মার্চ ৮, ১৯৭১
২৫ তারিখের মধ্যে না দিলে মুজিবের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করিবঃ ভাসানী (পলটনে অনুষ্ঠিত জনসভা)	মার্চ ৮, ১৯৭১
পুলিশের সহিত গুলি বিনিময়ে ২৯ জন আহতঃ ১ জন নিহতঃ নারায়ণগঞ্জে জেল ভাঙ্গিয়া ৪০ জন কয়েদী পলায়ন	মার্চ ১১, ১৯৭১
স্বাধিকার আদায় সংগ্রামে ছাত্র ইউনিয়নে পথসভা ও গণসঙ্গীত স্কোয়াড	মার্চ ১১, ১৯৭১
বিশ্ববাসীর প্রতি আহবানঃ বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন করুন (বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির সভা)	মার্চ ১২, ১৯৭১
বগুড়ায় ৮ জন হতাহতঃ ২৭ জনের পলায়নঃ কয়েদীর জেল ভাঙ্গার হিড়িকের অন্তরালে কি?	মার্চ ১৩, ১৯৭১
কোকাপেপের বিক্ষোভ মিছিলঃ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা। (সরকার, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্মচারী)	মার্চ ১৪, ১৯৭১
মুজিবের দাবীর সহিত সম্পূর্ণ একমতঃ ওয়ালী -আজ শেখ মুজিবের সহিত বৈঠক	মার্চ ১৪, ১৯৭১
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন-শ্লোগানের প্রয়োজন নেইঃ ভাসানী	মার্চ ১৪, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়নের মশাল মিছিলঃ শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েম কর	মার্চ ১৫, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদঃ জনতার সংগ্রাম চলবে-	মার্চ ১৬, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা	মার্চ ১৬, ১৯৭১
মহিলাদের কুচকাওয়াজ	মার্চ ১৭, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজঃ শহীদ মিনারে গণনাট্য পরিবেশন	মার্চ ১৭, ১৯৭১
মওলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের আহবান	মার্চ ১৮, ১৯৭১
অগ্রসর ! সংগ্রামী জনগণ !! (সম্পাদকীয়)	মার্চ ২১, ১৯৭১
গ্রামবাংলাকে সংগঠিত করা দরকার (উপ-সম্পাদকীয়)	মার্চ ২১, ১৯৭১
ভুট্টো বিরোধী বিক্ষোভ	মার্চ ২৩, ১৯৭১
২৩শে মার্চ-আত্মজিজ্ঞাসার দিন (সম্পাদকীয়)	মার্চ ২৩, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে বিরাট জনসভাঃ বাংলার মানুষ কোন আপোস মানিবে না (ঢাকার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে)	
অসহনীয় নিশ্চয়তা (সম্পাদকীয়)	মার্চ ২৪, ১৯৭১
প্রতিরোধ দিবস পালনের জন্য জনগণের প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভিনন্দন	মার্চ ২৫, ১৯৭১
অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা চলবে নাঃ তাজউদ্দীন আহমেদ	মার্চ ২৫, ১৯৭১
	মার্চ ২৫, ১৯৭১

পূর্বদেশ

শহীদ মিনারে ওয়ালী ন্যাপের জনসভাঃ পূর্ব বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণ নিজস্ব পথ বেছে নেবে	মার্চ ১, ১৯৭১
অধিবেশন অনির্দিষ্ট কাল স্থগিতঃ হরতাল, বিক্ষোভ	মার্চ ২, ১৯৭১
ঢাকায় ৬৮ জন আহত	মার্চ ২, ১৯৭১
দিনে রাতে মিছিল আর মিছিল	মার্চ ৩, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা	মার্চ ৩, ১৯৭১
ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১১৩ জন নিহত, বহু আহত	মার্চ ৪, ১৯৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষকের অভিযোগঃ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শোষক শ্রেণীই দায়ী	মার্চ ৪, ১৯৭১
সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবীঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন	মার্চ ৫, ১৯৭১
শোষক শ্রেণীই দায়ী	মার্চ ৬, ১৯৭১
সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবীঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন	মার্চ ৬, ১৯৭১
হরতালের ৪র্থ দিনঃ টঙ্গীতে গুলিবর্ষণ	মার্চ ৯, ১৯৭১
স্বাধিকারের দাবীতে শিল্পী, সাংবাদিক ও মা-বোনেরা	মার্চ ৯, ১৯৭১
কালো পতাকার শহর	মার্চ ১০, ১৯৭১
শিল্পীদের কর্মসূচী ঘোষণা	মার্চ ১২, ১৯৭১
চিকিৎসকদের সমর্থন	
শহীদ রিলিফ তহবিলে সাহায্য আসছে	

স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতি সিএসপি/ইপসিএস-দের সমর্থন মার্চ ১৩, ১৯৭১
মহিলাদের পথসভাঃ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের আহবান মার্চ ১৭, ১৯৭১
সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তানরে কোন আইনগত বাধা নেই (ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবিগণের অভিমত) মার্চ ১৭, ১৯৭১
শিল্পীর তুলি বন্দুকের চেয়েও তীক্ষ্ণ (চারু ও কারু শিল্প সংগ্রাম পরিষদের সভা) মার্চ ১৭, ১৯৭১
মেকিক্যাল কর্মচারীদের জঙ্গী মিছিল মার্চ ১৮, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম সভা ও মিছিল মার্চ ২০, ১৯৭১
ছাত্র ইউনিয়ন প্রথম শিক্ষা শিবির সমাপ্ত মার্চ ২১, ১৯৭১
প্রাক্তন সৈনিকরা একাত্নতা ঘোসণা করেছেন মার্চ ২৩, ১৯৭১
প্রতিরোধ দিবসে ছাত্র ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ মার্চ ২৫, ১৯৭১
চট্টগ্রাম বন্দর জনতা ঘিরে রেখেছে মার্চ ২৫, ১৯৭১
স্বাধীনতা আন্দোলনে কচিকাঁচার মেলাও এগিয়ে এসেছে মার্চ ২৫, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ মার্চ ২, ১৯৭১
বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ মার্চ ২, ১৯৭১
অধিবেশন স্থগিত (সম্পাদকীয়) মার্চ ২, ১৯৭১
উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তির মুখে তীব্র বিক্ষোভের ফলে খেলা বন্ধ মার্চ ২, ১৯৭১
এপসু'র সবাঃ এ সংগ্রাম কেউ রুখতে পারবে না মার্চ ৪, ১৯৭১
লাশের সারি-কান্নার মিছিল (মেডিকেল কলেজ রিপোর্টার) মার্চ ৪, ১৯৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বিবৃতি মার্চ ৪, ১৯৭১
আহতদের বাঁচান (সম্পাদকীয়) মার্চ ৫, ১৯৭১
আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার ডাক মার্চ ৫, ১৯৭১
বাংলা ছাড়ো (কবিতাঃ সিকানদার আবু জাফর) মার্চ ৭, ১৯৭১
আর দেরী নয় (সম্পাদকীয়) মার্চ ১০, ১৯৭১
লেখক, পটুয়া ও শিল্পীদের কর্মসূচী মার্চ ১৩, ১৯৭১
আর সময় নেই (যৌথ সম্পাদকীয়) মার্চ ১৪, ১৯৭১
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মার্চ ১৫, ১৯৭১
আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও ইরানের প্রতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মার্চ ১৯, ১৯৭১
ইপিইউজে'র নির্দেশঃ জবরদস্তির মুখেও সাংবাদিকরা বাহুর ব্যাজ খুলবে না মার্চ২৫, ১৯৭১

আজাদ

কর্তৃপক্ষের প্রতি আতাউর রহমান-হত্যা ও গুলিবর্ষণ বন্ধের আবেদন	মার্চ ৭, ১৯৭১
এয়ারওয়েজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত	মার্চ ৮, ১৯৭১
জাতীয় সরকার গঠনের আহবানঃ আতাউর রহমান	মার্চ ১০, ১৯৭১
শেখ মুজিবের দাবী ন্যায়সংগত ও ন্যূনতম -আসগর খান	মার্চ ১০, ১৯৭১
ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ	মার্চ ১৩, ১৯৭১
আওয়ামী লীগ তহবিলে চাঁদা দাতাদের তালিকা	মার্চ ১৪, ১৯৭১
স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীদের তুলিও আজ হাতিয়ার	মার্চ ১৮, ১৯৭১
তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান	মার্চ ১৯, ১৯৭১
শীতলক্ষ্যার বুকে জাহাজ মিছিল	মার্চ ২২, ১৯৭১
মুকুল মেলার সাহিত্য সভা	মার্চ ২২, ১৯৭১
স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন	মার্চ ২৫, ১৯৭১
মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতাঃ ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল	মার্চ ২৪, ১৯৭১
সংবাদপত্র হকারদের গণসামবেশঃ বাঙালীরা যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিবে	মার্চ ২৫, ১৯৭১

Morning News

Slogans break calm of night	March 4, 1971
Mujib visits injured in Hospital	March 4.
A.L. Peace Committees formed	March 5.
Challenge of times (Editorial)	March 5.
Fundamental Issues	March 4.
Official version: 172 Killed, 358 hurt	March 8.
Medical Centre opened at D.M.C.H.	March 8.
Call for United Movement (S.L. DUCSU)	March 9.
Resolution : NAP (Bhashani)	March 10.
Conditions	March 10.
Press workers pledge solidarity with current movement	March 14.
Zainul Abedin renounces Tamgha	March 17.
Shilpee Sangram Parishad meets	March 16.
Parade form today	March 17.
Bikahubdha Shilpee Samaj	March 17.
Chru-O-Karu Shilpee Sangram Parishad	March 17.
Mujib's 53rd birthday observed	March 18.

I will shed last drop of blood for people-Says Mujib	March 18.
Ex-Servicemen to hold rally tomorrow	March 21.
Doctor’s plea to maintain harmony	March 21.
Teachers demand transfer of power	March 21.
UK. USSR mission hoist Bangladesh Flag	March 24.
Dacca turns into a city of processions	March 25.
(Full support) Girl Guides’ Association	March 25.
SBKCSP hails people for active response	March 25.
Bangladesh Flag hoisted on Govt. House	March 25.

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
ঢাকায় বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অসহযোগ আন্দোলনকালীন কর্মসূচী	'দৈনিক পাকিস্তান' 'সংবাদ' ও 'আজাদ'	২-১৫ মার্চ, ১৯৭১

আজকের কর্মসূচী মার্চ ২, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হচ্ছে। এই হরতাল উপলক্ষে বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

- সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র সমাবেশ ও পরে মিছিল।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় পল্টন ময়দানে ওয়ালী ন্যাপের জনসভা।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় বায়তুল মোকাররমে জাতীয় লীগের জনসমাবেশ। জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, মিসেস আমিনা বেগম প্রমুখ বতৃতা করবেন।
- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামী ছাত্রসংঘের গণজমায়েত।

আজকের কর্মসূচী মার্চ ৩, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৩রা মার্চ বুধবার। আজ নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর যে কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। এবং এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহবানে আজ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হচ্ছে। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই হরতাল।

আজ বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- আজ জাতীয় শোক দিবস।
- সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল।
- সকাল ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা ৪টায় পল্টন ময়দান থেকে মিছিল বেরুবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এই মিছিলের নেতৃত্ব করবেন।

আজকের কর্মসূচী মার্চ ৪, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৪ঠা মার্চ। বৃহস্পতিবার। আজ বঙ্গবন্ধুর আহবানে সারা বাংলায় ভোর ৬টা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত হরতাল পালিত হচ্ছে।

আজ বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১০টায় বাংলা ছাত্রলীগের ছাত্রসভা।
- সমাজবাদী ছাত্র জোটের উদ্যোগে বেলা ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রসভা।
- বেলা চারটায় বায়তুল মোকাররম থেকে মজদুর ফেডারেশনের মিছিল।

আজকের কর্মসূচী	মার্চ ৫, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৫ই মার্চ। শুক্রবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত হরতালের চতুর্থ দিন। আজকের দিনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা যে কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- সকাল ১১টায় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে শহীদ মিনারে গণসমাবেশ।
- সকাল ১০টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল।
- সকাল ৯টায় তাজ জুট বেলিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মিল সংলগ্ন মাঠে গায়েবানা জানাজা।
- সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা ও পরে মিছিল।
- দুপুরে মজজিদে মন্দিরে বাঙালীর মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা এবং বেলা ২টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের লাঠিমিছিল। জাতীয় শ্রমিক লীগও এই কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।
- বিকেল ৪টায় লেখক সংঘের আলোচনা সভা ও সভা শেষে লেখকদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে জনসভা।

আজকের কর্মসূচী	মার্চ ৬ই, ১৯৭১	দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ ৬ই মার্চ। শনিবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত হরতালের আজ ৫ম দিন। আজ ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালিত হবে।

এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা আজ যেসব কর্মসূচী নিয়েছে তা নীচে দেয়া হলোঃ

- সকাল ১০ টায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী) প্রতিবাদ সভা নিউমার্কেটের সামনে।
- সকাল ১০ টায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সামবেশ ও মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে
- দশটায় নিউমার্কেটের মোড়ে ঢাকা মোটরকার ড্রাইভার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা এগারটায় বাংলা ছাত্রীলীগের উদ্যোগে জনসমাবেশ। বায়তুল মোকাররমে।
- বেলা ২টায় এয়ারপোর্ট রোড থেকে বাংলাদেশের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল।
- বেলা আড়াইটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র শিল্পী ও বাংলার পটুয়াদের সভা।
- বিকেল তিনটায় প্রেসক্লাব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের মিছিল ও বায়তুল মোকাররমে সভা।

- বিকেল তিনটায় পল্টন ময়দানে বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল তিনটায় আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে মহিলা সমাবেশ। বায়তুল মোকাররমে।
- বিকেল ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষিকার শপথ গ্রহণ। শহীদ মিনারে।
- বিকেল ৫টায় আওয়ামী লীগে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠকদের সভা। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে।
- সন্ধ্যে ৬টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের মশাল মিছিল।

<u>আজ রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ভাষণ</u> <u>৭ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>সংবাদ</u>

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ বেলা ২ ঘটিকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বতৃতা করিবেন। জনসভায় শেখ সাহেব গতকল্যকার প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>৯ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>সংবাদ</u>

আজ মওলানা ভাসানীর জনসভা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলার মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিবেন।

'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আহূত এই জনসভায় বতৃতা করিবেন জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব মশিউর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১০ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(স্টাফ রিপোর্টার)

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকের ৪টায় শহীদ মিনার থেকে পথসভা শুরু হবে।
- বিকেলা ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা।
- লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল। বিকেল চারটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু এবং শহীদ মিনারে গিয়ে মিছিল শেষ। এরপর শহীদ মিনারে সভা, কবিতা পাঠ ও গণ সঙ্গীতের আসর।
- বিকেল পাঁচটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাবে ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এন্ড প্রফেশনাল বডিজ-এর স্টিয়ারিং কমিটির জরুরী সভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১১ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(স্টাফ রিপোর্টার)

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে পথসভা ও খন্ড মিছিল।
- বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা।

- ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে পথসভা শুরু।
- বিকেল ৪টায় ঢাকা নিউজ পেপার হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভা। ইউনিয়নের অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হবে।

অদ্যকার কর্মসূচী   ১২ই মার্চ, ১৯৭১   সংবাদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত অদ্যকার (শুক্রবার) কর্মসূচীঃ

ন্যাপ

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে বিকাল ৫টায় সদরঘাট টার্মিনাল হইতে পথসভা।

ছাত্র ইউনিয়ন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে খন্ড মিছিল ও পথসভা।

কোকাপেপ

"কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব এসোসিয়েশন/ইউনিয়ন অব দি রিপাবলিক এমপ্লইজ অব পাকিস্তান" (কোকাপেপ) এর উদ্যোগে বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গণসমাবেশ।

ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকাল ৫টায় মগবাজার মোড়ে গণজমায়েত।

উদীচী

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদীচী আয়োজিত বিকাল ৫টায় জিন্না এভিনিউ হইতে গণসঙ্গীতের স্কোয়াড।

আজকের কর্মসূচী   ১৩ই মার্চ, ১৯৭১   দৈনিক পাকিস্তান

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে মশাল মিছিল। সন্ধ্যা ছয়টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে।
- বেলা ১২টায় নারায়ণগঞ্জ মাতলা ষ্টিমারঘাট থেকে বিভিন্ন নৌ-পরিবহন শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে এক নৌমিছিল। মিছিলটি নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ হয়ে আদমজী ডেমরা পর্যন্ত যাবে।
- সন্ধ্যা সাতটায় কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিসে কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জরুরী সভা।

আজকের কর্মসূচী   ১৪ই মার্চ, ১৯৭১   দৈনিক পাকিস্তান

- ইষ্ট পাকিস্তান নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে মিছিল সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল শুরু।
- বিকেলা ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভা।
- বিকেল ৫টায় সদরঘাট টারমিনালে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র গণজমায়েত।
- বিকেল ৫টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখন সংগ্রাম শিবিরের সভা।

- শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে ট্রাকে করে পথসভা ও গণসঙ্গীত পরিবেশন। বিকেল ৩টায় কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরের কাছ থেকে যাত্রা শুরু।
- বিকেল ৩-৩০ মিনিটে ৩২৩, এলিফ্যান্ট রোডে কে, এম, জি, স্কুলে হাইকোর্ট আইনজীবীদের সভা।
- লেখক শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে 'কথা শিল্পী সম্প্রদায়'-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- সকাল ১০টায় ডি, আই, টি, প্রাঙ্গণে টেলিভিশন নাট্যশিল্পীদের সভা।
- বিকেল ৪টায় জহুরুল হক হল / (ইকবাল হল) প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা শহর আঞ্চলিক শাখাসমূহের সভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১৫ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে শহরের পাঁচটি এলাকায় পথিপার্শ্বে গণসংগীতের আসর, সভা ও নাট্যানুষ্ঠান। নাটক মঞ্চস্থ হবে খোলা ট্রাকের উপর। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বেলা ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু। এরপর বেচারাম দেউড়ী, হাজারীবাগ, মগবাজার ও মালীবাগে অনুষ্ঠান। নাটকের নাম শপথ নিলাম।
- সন্ধ্যা ৭টায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ-এর উদ্যোগে শহী মিনারে গণসংগীতের অনুষ্ঠান।
- পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় ১২ নম্বর তোপখানা রোডে মহিলাদের সাধারণ সভা।
- বিকের ৫টায় ঢাকা জেলার বিভিন্ন মহকুমার আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ও সহকারী প্রধানদের জরুরী সভা। স্থান-ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্য্যালয়।
- বিকেল ৫টায় ৪১২ নম্বর নাখাল পাড়ায় জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখার অন্তর্ভুক্ত ৮৬টি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকদের জরুরী সভা।
- ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশের বিরুদ্ধে বিকেল চারটায় স্বাধীন বাংলা দেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল। সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতাকে উক্ত সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের আহবান জানানো হয়েছে।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১৬ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ব্রতচারী কর্মসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা সভা।
- বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে চারু ও কারু শিল্পীদের শোভাযাত্রা্
- বিকেল ৪টায় ১০/সি, সেগুনবাগানে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে ভর্তি, শরীর চর্চা এবং কুচকাওয়াজ-পরে গুলিস্তানে পথসভা।
- বিকেল সাড়ে ৪টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের কবিতা পাঠের আসর ও নাটক পরিবেশন।
- বিকেল ৫টায় বাফার ধানমন্ডি শাখায় গণসঙ্গীতের মহড়া।
- বিকের ৬টায় ৮০ নয় নয়পল্টনে ভাসানী ন্যাপের ঢাকা শহর শাখার কর্মীসভা।

- সন্ধ্যায় নজরুল একাডেমীর গণসঙ্গীতের আসর। শহীদ ফারুক ইকবালের মাজারের নিকট।
- ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় ছাত্রসভা।

আজকের কর্মসূচী ১৭ই মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অদ্যকার (বুধবার) কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সভা

আজ (বুধবার) বিকাল ৪টায় জেলা বার সমিতির মিলনায়তনে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সভা

আজ (বুধবার) বেলা ৪টায় ওয়াপদা ভবনে ই,পি, ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ছাত্র ইউনিয়নের কুচকাওয়াজ

আজ (বুধবার) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনয়নের নিয়মিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহিলা পরিষদের কুচকাওয়াজ ও পথসভা

আজ (বুধবার) বিকারে ১০/সি, সেগুন বাগানে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ট্রেনিং অনুষ্ঠিত ও পরে নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক

আজ (বুধবার) সকাল ৫টায় শহীদ আনোয়ারা উদ্যোনে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

আজকের কর্মসূচী ১৮ই মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্বাধীনতা এবং বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে গৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী।

- আজ বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- বিকের ৫টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- পাকিস্তান মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থার এক জরুরী সভা আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় ২০/জি, বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

- আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে কল্যাণপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মীরপুর বিউটি সিনেমা হলে এক 'ম্যাজিক শো' আয়োজন করা হইয়াছে।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১৮ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত আজকের (বৃহস্পতিবার) কর্মসূচীঃ -

ছাত্র ইউনিয়ন

বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সকাল ৯টায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বাহিনরি কুচকাওয়াজ।

নার্সিং স্কুল

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ৯টায় নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের আলোচনা সভা।

কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী ইউনিয়ন

সকাল ১০-৩০ মিঃ ৩, ডি, আই, টি এভিনিউতে কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়নের সভা।

যশোর ন্যাপের জনসভা

আজ (বৃহস্পতিবার) যশোর ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক ন্যাপ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন উক্ত জনসভায় বতৃতা করিবেন।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>১৯ই মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সাকল ৮টায় বাংলা কলেজ প্রাঙ্গণে মীরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমাপনী কুচকাওয়াজ।
- বেলা ৩-৩০মিঃ বায়তুল মোকাররমে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্মচারীদের উদ্যোগে সভা ও মিছিল।
- বিকেল সাড়ে ৪টায় বেইলী রোড চটতলায় শহীদ স্মৃতি সৌধ উদ্বোধন।
- বিকের ৪টায় বায়তুল মোকাররমে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে গণসমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে গণজমায়েত ও মিছিল।
- বিকেল ৫টায় পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা সমিতির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ সন্ধ্যা ৬টায় মশাল মিছিল।
- বিকের ৪টায় বাংলা শিক্ষক সমিতির অফিসে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা সভা ও কর্মসূচী গ্রহণ।
- বেলা ১০টায় স্টার সিনেমা হলের সম্মুখ হতে চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মিছিল ও মধুমিতা সিনেমা হলের সম্মুখে সমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীসভা।
- বেলা ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ইউনিয়ন অফিসে সাধারণ সভা।

- বিকেল ৪টায় ৩৬৭নং এ্যালিফেন্ট রোডে খিলাফতে রাববানী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা।
- সন্ধ্যে ৬টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ সংগ্রাম পরিষদ সভা।

আজকের কর্মসূচী ২০শে মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী। পরে তাদের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ।
- সকাল আটটায় শহীদ মিনারে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী সংসেদর সাধারণ সভা ও পরে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন।
- সকাল এগারোটায় মতিঝিল প্রধান কার্যালয় থেকে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল ও শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ গ্রহণ। সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে গমন।
- বেলা একটায় বায়তুল মোকাররমে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশনের কর্মচারীদের সমাবেশ ও সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবসে গমন।
- বিকেল তিনটায় শহীদ মিনারে ঔষধ শিল্প কর্মচারীদের সভা ও পরে মিছিল।
- বিকেল তিনটায় ৩ নম্বর শান্তিনগরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্ততকারক ও হোমিওপ্যাথিক সংগ্রাম কমিটির যুক্ত অধিবেশন।
- বিকেল পাঁচটায় ৩৭ নম্বরে তোপখানা রোডে লেখক সংগ্রাম শিবিরের সভা।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় শহীদ মিনারে নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সভা।
- সকাল এগারোটায় ৮০ নম্বর মতিঝিলের তিনতলায় বাংলাদেশের চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের সভা।
- বিকেল সাড়ে চারটায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিউটিউটে প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সভা।
- সন্ধ্যে সাতটায় মোহাম্মদপুর শহীদ পার্কে মোহাম্মদপুর শিল্পীগোষ্ঠীর গণসঙ্গীতের আসর।
- সন্ধ্যে সাতটায় তেজগাঁও পূর্ব ইউনিয়ন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পলিটেকনিক্যাল পোষ্ট অফিস থেকে মশাল মিছিল।
- ২৩শে মার্চ স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে আজ শনিবার বিকেল চারটায় মগবাজার, ফার্মগেট, নিউমার্কেট ও খিলগাঁও রাস্তায় ভাসানী ন্যাপের পথসভা।

আজকের কর্মসূচী ২১ শে মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের তৃতীয় গণমুখী অনুষ্ঠান।
- সকাল ১০টায় বায়তুল মোকারমে পূর্ব বাংলা জীবন বীমা কর্মী সমিতির সভা ও মিছিল।
- বেলা ২টায় ফার্মগেট হতে মাধ্যমিক নৈশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল।
- বিকের ৪টায় বায়তুল মোকাররম থেকে সকল শিক্ষকদের সম্মিলিত শোভাযাত্রা।
- বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকাসহ সকল আঞ্চলিক শাখার সোহরাওয়ার্দী হলে উপস্থিতি।

- বেলা ৪টায় নিখিল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা।
- বেলা ৪টায় আজিমপুর মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা সমাবেশ।
- বিকেল ৫টায় বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসর।
- সন্ধ্যা ৬টায় ওয়ালী ন্যাপ অফিসে কর্মীসভা।
- বেলা ৩টায় বায়তুল মোকাররম থেকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মিছিল।
- বিকেল চারটায় প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন কাযালয়ে ইউনিয়নের জরুরী সভা
- বিকেল চারটায় বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভা। ইউনিয়নের কার্যালয়ে।
- বিকেল চারটায় সদরঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, মৌলভী বাজার ও চকবাজারে ভাসানী ন্যাপের পথসভা।

<u>আজকের কর্মসূচী</u> <u>২২শে মার্চ, ১৯৭১</u> <u>দৈনিক পাকিস্তান</u>

- সকাল ৯-৩০ মিনিটে রমনা উদ্যোগে বাংলাদেশ সি এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভা ও গণসংগীতের আসর। সভাশেষে শোভাযাত্রা।
- সকাল ১০টায় এজিইপি অফিস প্রাঙ্গণে এস, এ, এস, সুপারিনটেন্ডেন্ট সমিতিসমূহের যৌথ উদ্যোগে জরুরী সভা।
- সকাল ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ওয়ার্কাস ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল।
- বেলা ১১টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রয়ি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতার এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের সভা।
- বেলা ২টায় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল।
- বেলা ২টায় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সমাবেশ। সভাশেষে মিছিল।
- বেলা ৩টায় বাযতুল মোকাররমে প্রাক্তন সৈনিক, নাবিক, বৈমানিকদের সভা।
- বিকেল ৩টায় কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গণজমায়েত।
- বিকেল ৩-৩০ মিনিটে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকা কচিকাঁচার মেলাসমূহের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ। এরপর মিছিল ও শহীদ মিনারে দেশাত্ববোধক সঙ্গীত আসর।
- বিকেল ৩-৩০মিনিটে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের জনসভা।
- বিকেল ৪টায় ঢাকা দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণসমাবেশ। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৪টায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকের ৪-৩০ মিনিটে বিজয়নগরে বাংলা জাতীয় লীগের কর্মী জমায়েত।

- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জাতীয় কৃষক শ্রমিক দলের উদ্যোগে গণজমায়েত। বিকেল ৫টায় বিউটি সিনেমার সামনে থেকে মীরপুরের সংগ্রামী জনতার উদ্যোগে ট্রাক মিছিল।
- বিকেল ৫-৩০ মিনিটে শহীদ মিনারে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও সংগীত একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের গণ সংগীতের আসর।
- সন্ধা ৭টায় ফার্মগেট আনোয়ার উদ্যানে তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে গণনাট্য ‘মুক্তির নেশা’ মঞ্চায়ন।
- সকাল আটটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে নাহার শিশু মেলায় সমাবেশ ও পরে শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর।
- বেলা ২টায় বাংলাদেশ খৃষ্টিয় সংসদের মিছিল।
- বিকেল ৩টায় ফুলবাড়িয়া পুরানা রেলগেট হকার্স মার্কেট সমিতির উদ্যোগে মার্কেটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে হকার্স সভা।
- বিকাল ৩টায় ফুলবাড়িয়া পুরানা রেলগেট হকার্স মার্কেট সমিতির উদ্যোগে মার্কেটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে হকার্স সভা।
- বিকের ৪টায় ভাসানীপন্থী রাজারবাগ আঞ্চলিক ন্যাপ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লাঠিধারী লালটুপি মিছিল। মালিবাগ মোড় থেকে যাত্রা শুরু।
- বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জিমখানা মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আজকের কর্মসূচী	২৩শে মার্চ, ১৯৭১	সংবাদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিভিন্ন সংস্থা ঘোষিত অদ্যকার (মঙ্গলবার) কমূসূচীঃ

- সকাল ১০টায় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।
- সকাল ৭টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পক্ষে ছায়ানটের গণসঙ্গীতের আসর।
- সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে সকাল ৮টায় শহীদ ফারুকের মাজারের সম্মুখে, ১০টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে, বিকের ৪টায় মতিঝিল, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বায়তুল মোকাররমে এবং রাত্রি ৮টায় সদরঘাট টার্মিনালে নাট্যানুষ্ঠান, কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর।
- সকাল ৭টায় শেরে বাংলার মাজার জিয়ারত, সন্ধ্যা ৬টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বাংলা জাতীয় লীগের গণজমায়েত ও মশাল মিছিল।

প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মসূচীঃ

- সকাল ৬টায় ইউনিযনের আওলাদ হোসেন মার্কেটসহ অস্থায়ী দফতরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
- সকাল সাড়ে ৬টায় মতিঝিলস্থ বাঙলা সদর দফতরে (পুরাতন পি,আই,এ,অফিস) পতাকা উত্তোলন এবং পি,আই,এ, নামাঙ্কিত পুরাতন সাইনবোর্ড পাল্টাইয়া বাংলা জাতীয় বিমান পরিবহন সংস্থা (বাংলা বিমান) নামাঙ্কিত নতুন সাইনবোর্ড স্থাপন।
- বেলা ২টায় অস্থায়ী অফিস হইতে বিমান শ্রমিকদের মিছিল।

- মিছিল শেষে মতিঝিল অফিসে সভা।
- বিকেল ৪টায় সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর সৌজন্যে মতিঝিল সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- বিকেল ৪টায় পল্টন ময়দানে ভাসানীপন্থী ন্যাপের জনসভা।
- সন্ধ্যা ৭টায় বাহাদুর শাহ পার্কে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের ৫ম গণসঙ্গীতের আসর।

আজকের কর্মসূচী ২৪শে মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- লেখক সংগ্রাম শিবিরের 'ভবিষ্যৎ বাংলা' শীর্ষক আলোচনা সভা। সময় বিকেল সাড়ে চারটা। স্থান -বাংলা একাডেমী। সভাপতিত্ব করবেন ডাঃ এ,বি, এম, হাবিবুল্লাহ। প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনায় অংশ নেবেনঃ ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, জনাব, বদরুদ্দিন ওমর, জনাব, হুমায়ুন কবির, জনাব আহমদ ছফা, জনাব, ফরহাদ মাজহার, জনাব, শাহনুর খান ও জনাব বোরউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।
- সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভাটা মসজিদ মহল্লায় লালবাগ ইউনিয়ন ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা। বক্তা- অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব, মহিউদ্দিন আহমেদ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী।
- বিকেল চারটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুকুল মেলার সাহিত্য পাঠের আসর।
- বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকারমে হাবিব ব্যাংক ইলেকট্রিক ক্যাসিয়ার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল পাঁচটায় পরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বায়তুলর মোকাররমে জনসভা। সভা শেষে মশাল মিছিল।
- বিকেল পাঁচটায় মতিঝিল টি-এন্ড-টি কলোনী ময়দানে সর্বশ্রেণীর টেলিগ্রাফ-টেলিফোন কর্মচারীদের সাধারণ সভা।
- সকাল দশটায় ১৫/ক, পুরানা পল্টনে ওয়াপদা বিদ্যুৎ এবং পানি ও বন্যা শাখার কর্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনিবাহক পরিষদের জরুরী সভা।

আজকের কর্মসূচী ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ দৈনিক পাকিস্তান

- বেলা ১২টায় আদমজী হেড অফিসে কর্মচারীদের মতিঝিল অফিসে প্রাঙ্গণে সভা ও মিছিল।
- বেলা ১১টায় হাসনা-ভিলা, ৩৮, সিদ্ধেশ্বরীতে ভাসানী ন্যাপ আঞ্চলিক শাখার আহবায়ক ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কদের জরুরী সভা।
- বেলা ৩টায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা।

সংযোজন-৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্চ '৭১-এর অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	সাউথ এশিয়ান রিভিউ	জুলাই ১৯৭১

NEGOTIATING FOR BANGLADESH : A PA RTI CI PA NT A NT' S VIEW
Rehnian Sobhan

A central question in any analysis of the events leading to the present crisis in Pakistan is: did the political will needed for a settlement between East and West Pakistan ever really exist? One of Sheikh Mujibur Rahman's economic advisers, recounting the sequence of the negotiations, argues here that one of the principal difficulties encountered by the Awami League was that neither the President and his representatives nor Mr. Bhutto's PPP could be persuaded to specify their negotiating positions. Yet by March 23 it appeared to Sheikh Mujib's advisers that the major legal, political and economic issues had been resolved; they were waiting to be called for a fined session, and then the President and his negotiators left Dacca. The generals and Mr. Bhutto appeared to have been buying time to build a West Pakistan coalition. From February 15 to March 25, discussion of the Awami League proposals was "an elaborate charade".

Conflicting Explanations

The course of events within Pakistan, and Bangla Desh in particular, is in great measure going to be determined by the intentions and decisions of those military leaders who rule Pakistan today. In assessing their possible course of action it is instructive to look back on the events within Pakistan which culminated in the occurrences of March 25 and their elemental aftermath.

It was widely believed outside Pakistan that the decision by President Yahya to crack down on Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League Party was due to a breakdown in their political negotiations in Dacca prior to March 25. This has been given some currency by President Yahya's broadcast of March 26. But a subsequent press release of the Government of Pakistan dated May 6 staled that the military action was designed as a pre-emptive strike against a secession move by Mujib planned for March 26 and aided by a mutiny of Bengali troops and by Indian support. This subsequent explanation was at no stage touched upon by the President in his March 26 broadcast, and seems to have been a belated afterthought; no disinterested observer has come forward to lend credibility to this story.

What really happened? It is easy to piece together facts based on personal knowledge, but motives are harder to interpret. The emphasis will therefore be on putting the record straight, though some element of speculation remains unavoidable.

South Asian Review, volume 4. Number 4, July 1971

The First Round of Talks

The first round of talks on the constitution took place between President Yahya and Sheik Mujib around the middle of January in Dacca. It was hoped that the President would at this stage spell out his own interpretation of the "unity and integrity of Pakistan", and would indicate what aspects of the Awami League Six Point Programme, if any, aroused misgivings within the ruling group. It was hoped that the "military interest" would be declared and that the terms on which the President was willing to transfer power would be put forward clearly. The President's Legal Framework Order, which was cited in parliamentary debates in Britain, was a remarkably unspecific document which could mean all things to all men. By suggesting that the President would not accept a constitution which prejudiced the unity and integrity of Pakistan it begged the whole issue of the election which was being fought, not on the existence of Pakistan, but on whose interpretation of the terms of nationhood had the widest acceptance. The LFO was relevant merely because it indicated that the President reserved the right to veto any constitution presented to him. Since his LFO was unspecific on what would invoke such a veto it was expected that he would spell out what seems to have been deliberately left unsaid in his LFO.

Contrary to all expectation, in these initial talks with Mujib, Yahya had no positive views to state. Along with his aide, Lieutenant-General Peerzada, he gave a careful hearing to the Awami League team on the implication of the Six Points. He seems to have been probing to see if the Awami League had done its homework, and found that the team was well briefed by its advisers on the legal and economic background. As he might have been aware, the Awami League advisers had infact begun preparation a year before of a constitutional draft based on the Six Points and had worked out in detail the various negotiating options open to the party, and their implications.

At the end of this session the President appeared satisfied that the Six Points did not mean the disintegration of Pakistan, but suggested that agreement be reached with Mr. Bhutto so that an early transfer of power could take place. On his departure from Dacca he referred to Mujib as the future prime minister of Pakistan.

The President Consults Mr. Bhutto

The Awami League believed that the reference to Mr. Bhutto implied that the President would elucidate his unarticulated views through Bhutto. From Dacca Yahya had gone to Bhutto's home in Larkana, where they had had long talks; Bhutto's impending visit to Dacca was seen as an occasion for serious discussion at which the real "West Pakistan interest" would be spelt out.

I had paid a visit to West Pakistan several weeks earlier to meet various PPP leaders who were involved in the task of drawing up the PPP version of the constitution. All were lawyers. Economists were conspicuously absent from the team. The talks were useful inasmuch as they presented a medley of PPP misgivings about the Six Points. But they confirmed that the PPP had done no homework on any alternative set of proposals and

that, in fact, different members of the team did not even have identical views on what aspect of the Six Points they objected to, and for what reasons. It was suggested that by the time the PPP team came to Dacca for talks they would have an alternative draft which would form the basis of their own negotiating position.

Probing the Positions

Mr. Bhutto came to Dacca in the last week of January. He had direct sessions with Mujib, and then his "constitutional team" met their Awami League counterparts. As the talks proceeded it became clear that the PPP had as yet not prepared their draft, and were merely probing the Six Points as Yahya had done before them. This made formal negotiation impossible, since negotiations imply alternative sets of positions and an attempt to bridge the gap between them.

The explanatory character of the talks and the need for a more substantive second round were blurred by Bhutto in his parting remarks to the press in Dacca on January 30. He said that there was no deadlock, and that "you cannot solve the problems of 23 years in three days". He added that he planned to hold consultations in West Pakistan, and then continue his search for consensus and resume his negotiations and dialogue with the Awami League and that for this reason the National Assembly session should not be held before the end of February. It was not, he said, necessary to attend the Assembly with an agreement already reached on different issues, because negotiations could continue even when the house was in session.

Mr. Bhutto's Boycott

On January 31 at Dacca Airport he said that the talks had been useful, and he was not unhopeful of compromise. He reiterated that the dialogue between the leaders should continue during the Assembly session, and referred to the parliamentary committee system as an established practice. It is, I think, misleading to infer from these remarks, as does M.B. Naqvi[4], that the fate of the- talks was sealed in advance because of earlier acrimonious exchanges. The Awami League did not take Bhutto's public postures that seriously. When, therefore, on February 15, following a meeting with Yahya three days before, Bhutto announced his boycott of the Assembly, the move was seen by the Awami League as bearing no relation to their earlier talks but as part of a conspiracy with either Yahya or some of his generals to frustrate the democratic process.

The Attitude of the Generals

It was known that at least two generals, Major-Gencral Umer, Chairman of the National Security Council and Major-General Akbar, Chief of Inter-Services Intelligence, had serious misgivings about a return to democratic processes, particularly if Bengalis were to be in the ascendant. Whether Yahya or his aide Peerzada was merely the other side of a planned duet, or was put under pressure to line up with the "hawks ", is still being debated. Umer and Akbar had played a conspicuously partisan role, along with Mr. Rizvi, Chief of Central Intelligence, and Nawab Qizalbash, a Panjabi minister in Yahya's cabinet, in support of Qayyum Khan's Muslim League. Once their objective of blocking

both Mujib and Bhutto was foiled by the election results- which had been wrongly forecast by Akbar's services to the very end- they switched support to Bhutto as West Pakistan's rallying point against Mujib. Concrete evidence of their partisan role was provided by Ghaus Khan Bizenjo, a member of the National Assembly from Baluchistan, Wali Khan, MNA from the North West Frontier Province and president of the National Awami Party, Mian Mumtaz Daultana, MNA from Punjab and president of Council. Muslim League, and Sardar Shaukat Hayat, MNA from Punjab and president of the council of the Punjab Muslim League; they all reported visitations from Umer asking them to support Bhutto's boycott of the Assembly. One of them said that Umer claimed to be acting in the name of President Yahya, who wanted a joint West Pakistani front against Mujib if in fact the boycott was to serve any purpose.

It is as yet unclear what objective was served by the boycott. Some suggest that the idea was to buy time to rally West Pakistani support behind Bhutto. In his round of talks with the Pathans Wali Khan claims to have told Bhutto that his party at least would back Mujib in the Assembly, and it is likely that a similar message was getting through to Bhutto from his other contacts with west wing leaders. A two-thirds majority for Mujib's constitutional draft was coming to seem more and more likely as anti-PPP parties bargained their support for a share in a coalition at the centre. The possibility of being excluded from central power threatened to split Bhutto's own party, where a group of opportunistic landlords from Sind who had been taking a ride on his bandwagon said they would break ranks if power was denied them. When Bhutto referred to the Assembly as a "slaughterhouse" he may well have articulated the fear of the generals who saw that if Yahya should be confronted with a constitution commanding enough support in the west to give it a two-thirds majority it would be difficult to use his veto under the LFO. For his reason time was needed to consolidate a joint front in the west behind Bhutto, who had now emerged as the spokesman of West Pakistani interests against Mujib.

But such a confrontation could only serve the purpose of frustrating the return to democracy, unless Mujib modified his Six Points. This was difficult, not only because Mujib bad fought his entire campaign on this single issue, but also because neither Yahya nor Bhutto had as yet come up with a coherent and viable alternative. Had there been some intention to seek concessions from Mujib the discussions could have been used as a basis for serious bargaining with all cards on the table. Instead Bhutto was encouraged to provoke a public crisis which no Bengali leader could conceivably countenance without seriously compromising his position in the east wing. This implies that the very idea of a return to democracy had become repugnant to the hawks, that on February 15 Bhutto was merely taking the first step on the path which ended in the holocaust of March 25, and that everything in between was an elaborate charade.

Sheikh Mujib's Response

Yahya's decision on March 1 to save Bhutto's crumbling position in the west by postponing the Assembly session sine die brought to the surface the fear that had lain dormant in Bengal since the successful completion of the elections that the generals never really intended to transfer power. To postpone the Assembly was to postpone the

prospect of Bengal's assuming the share of power in the polity which they believed their 55 per cent share of population ought to give them. For people who felt that they had been denied their rightful role for 23 years through a series of plots and conspiracies hatched in the west, this was the last straw. The public upsurge of support for Mujib's call for non-cooperation had 23 years of a accumulated emotion behind it, which explains its unprecedented dimensions. When the police and civil servants joined the judges in pledging support for Mujib a de facto transfer of power had taken place inside Bangladesh, and it had happened within a week of Yahya's decision.

During the next three weeks Mujib's house became in effect the secretariat of Bangladesh as Bengali secretaries, today still serving in Islamabad or Dacca, voluntarily offered their services to Mujib. Faced with such a vacuum, the Awami League was forced by events to move from non-cooperation to a selective exercise of administrative authority in order to prevent social anarchy and a breakdown of the economy. In this phase police officers subordinated themselves to Awami League volunteers. District commissioners cooperated with Awami League sangram parishads (resistance committees) to administer the province. Business men queued up to pledge their support to Mujib and seek solutions to their diverse problems. That this was not an urban phenomenon became plain when villagers cut the roads to the cantonment and besieged trucks, attempting to ferry provisions to the Punjabi jawans. To any observer it was evident that short of a full-scale war of recon quest Yahya's writ could never run again within Bangladesh. The widespread and indiscriminate killings by the army today reflect the experience of these 25 days, when it became evident that every Bengali was a potential enemy and that the loyalty of all traditional instruments of Islamabad's rule was suspect.

Pressures on the Awami League

The force of public reaction appears to have taken Mujib as much as Yahya by surprise. Mujib realised that a mere return to the pre-March 1 position asking for the Assembly to be convened would be out of touch with the current mood. His demand for an end to Martial Law and a transfer of power to the people in the province merely gave expression to the reality on the ground. After two days of ineffective attempts to preserve Yahya's authority the army had been withdrawn to barracks by Lieutenant-General Yakub, the Corps Commander and supreme authority in the province since March 1. Admiral Ahsan, the former governor, had asked to be relieved following the rejection of his plea against postponement of the Assembly session.

Yakub who was no dove himself, had some kind of historical perspective; a scholar among generals, he had in three months mastered enough Bengali to discuss the writings of Bankim Chandra in the language. He saw that repression would not work. His reports were unheeded and he was replaced by Lieutenant General Tikka Khan, whose reputation as a man of action dated from his command of the Sialkot front in the 1965 war and during the Rann of Kutch operations. A "ranker", he had also been evolved in the pacification of Baluch tribal uprising during Ayub's days, and his appointment was seen as evidence of the triumph of the hard line. Yakub is since reported to have resigned his

commission in protest, and the army is faced with the embarrassment of deciding whether to court martial one of its most distinguished generals.

Yakub's replacement was backed up by a continuous inflow of reinforcements for the garrisons. Yahya in a speech on March 5 had given further provocation by blaming Mujib for the crisis and not even alluding to Bhutto. His offer to reconvene the Assembly on March 25 was seen as belated and inadequate and as having been put in a context in which it was rendered virtually irrelevant. For this reason it was believed by many that Mujib would use his public meeting of March 7 to proclaim independence, since Yahya had shown no willingness to come to terms with the consequences of his earlier decision. The army itself was put on full alert to go into action on March 7 in the event of such a declaration.

Mujib realized that any such proclamation would invoke massive carnage on Bengalis, and was reluctant to assume such a responsibility. His decision to preserve with non-cooperation while leaving the door open for a negotiated settlement within Pakistan was a compromise between the counter-pressures of the street and the army. There is no doubt that between March 1 and 7 he was under intense pressure to proclaim independence, and this became greater still after Yahya's broadcast on March 6. But by the afternoon of March 7 the had successfully contained these pressures and committed his party to negotiations within the framework of Pakistan. .Subsequent suggestions that he lost control to extremist elements in his party bear no relation to the facts, and overlook the point that the crucial issue had been resolved before March 7, after which Mujib's authority on ail substantive issues was unchallenged within the party. When, for instance, student leaders decided unilaterally to impose a customs check on West Pakistanis leaving Dacca it took Mujib precisely four hours to get this withdrawn. It was largely the unchallenged nature of his authority which enabled him to use his volunteers to preserve law and order throughout the province during this period. Given the changed atmosphere this was no mean achievement. It can be confirmed by a host of foreign journalists who had congregated in Dacca hoping to witness a major convulsion.

The- President Comes to Negotiate

Denied the provocation of a UDI, or even the breakdown of law and order, Yahya seems to have opted for negotiations. He arrived in Dacca on March 15 with Generals Peerzada and Umer in his entourage. It has since been learnt that several other members of the junta had arrived less conspicuously and were staying out of sight in the cantonment.

Yahya began talks with Mujib within a day of his arrival. Mujib had table his four demands, which were :

1 Withdrawal of Martial Law.

2. Transfer of power to the elected representatives.

3. Withdrawal of troops to the cantonment and cessation of reinforcements.

4 An inquiry into army firing on March 2 and 3.

Yahya conceded 4. The remaining three merely demanded judicial recognition of (he *de facto* situation in Bangla Desh. The troops were in barracks, power was with the elected representatives, and Martial Law orders were not being enforced.

Yahya in fact conceded all demands in principle at an early stage. It was the knowledge of Yahya's concession which provoked Mr. Bhutto to demand a separate transfer of power in East and West Pakistan; and in so doing he articulated the concept of two nations by denying Mujib the right to speak for Pakistan. As the dominant force in the west he insisted on a paramount position in that region. This was strongly opposed by the Pathans and Baluchis, who argued that since West Pakistan had ceased to exist as one unit Bhutto could speak only for Punjab and Sind.

Faced with these contrary demands, Mujib was confronted by the prospect of coalition at the centre. While a coalition was acceptable to him in principle he was not willing to concede parity where his party held 167 seats to the PPP's 87. Deadlock was avoided by consensus on the idea that power be transferred in the provinces to the majority party, with Yahya, in the interim phase, staying on in the centre. There was some suggestion that the parties nominate advisers to assist Yahya.

Legal Technicalities

On the question of lifting Martial Law, Justice Cornelius, who had been called in to advise on the legal aspects, first raised the suggestion that Martial Law must remain as the legal cover for the agreement or there would be a constitutional vacuum. This was seen by Mujjb as mere legalism, and he pointed out to Cornelius that since Yahya and he had come to a prior political decision to withdraw Martial Law it was not for Cornelius to impose legal obstacles, but to provide the legal mechanism to give effect to the political decision. The escape clause was in fact provided by Mr. A. K. Brohi, Pakistan's leading lawyer, who had invited himself to Dacca and produced his own ex gratia solution to the problem after, presumably, discussing it with both parties. He suggested use of the precedent of the Indian Independence Act under which power was transferred by the Crown to the two sovereign states of India and Pakistan by an Act of Proclamation. This proclamation provided legal cover to all legislative Acts until each state had framed its own constitution. Brohi argued that in the same way, Yahya could transfer power by proclamation and this would provide the cover till the Constituent Assembly had framed a constitution.

This point was accepted by Yahya and Cornelius, and it disappeared from the dialogues at an early stage. Since then it has emerged that Daultana of the Muslim League, and Mahmud Ali Qasuri of the People's Party, again raised the question of a legal vacuum and suggested that the Assembly would have to meet to give legal effect to the proclamation and assume sovereignty from Martial Law. When Daultana posed this to Mujib it was dismissed first because the issue had already been resolved and secondly because any move to put the proclamation to the Assembly would merely prolong Martial Law. At a time when tension was mounting daily the time taken to assemble members and then debate the proclamation was seen as more than the nation could at that stage bear.

It is thus surprising that Yahya used the issue of the legal cover as the final evidence of the mala fide nature of Mujib's intentions, since his own team had already settled this matter and passed on to more substantive issues. The matter was obviously a mere piece of formalism, of relevance only to lawyers, and it was absurd to suggest that nations might break merely because of differences over a legal technicality.

Awami League Concessions

Mujib's terms applied only to the interim phase between the lifting of Martial Law and the passing of the new constitution by the Assembly. It was not certain how long this phase would last, but there was, no question but that the long term basis for nationhood must be decided by parliament, who would assume sovereignty through the instruments provided by the constitution. At that stage it was generally agreed by both parties that the Six Points would at least have to provide the basis for this document.

Yahya had argued that while the Six Points had been worked out for defining Bengal's relation to the centre, its application to the west wing provinces would create more difficulties. This had always been conceded by the Awami League, whose Six Points were based on the existence, because of the peculiarities of the country's geography, of two economies within one polity. Yahya's demand for a separate deal for the west was readily conceded by Mujib, since he himself had no power base of his own to defend, having failed to win a single seat there.

Yahya suggested that West Pakistan might need more time to work out inter-provincial relations in the west in a post-One Unit region, since no work had been done on this by any of the parties there. He suggested separate sessions of the Assembly for either wing so that this task in the west could be done without any interference by the east wing. The whole proposal was designed to accommodate Bhutto, who was obsessed by the fear that Mujib would enter into collusion with the smaller parties and regoing to neutralize him. He wanted a free hand in the west, and Yahya secured this for him from Mujib. But in accepting the proposal Mujib alienated his potential support in the west, which had increased considerably following Bhutto's boycott decision, and as a result, when Yahya initiated his military operations, Mujib found himself friendless in the west. To suggest that the idea of two assemblies was basically Mujib's was to do violence to logic, since the Awami League not only had a clear majority of its own, but by then could command more than two thirds of the votes in the house behind any position it choose to take.

From Politics to Economics

Once the format for the political and legal basis for the transfer of power had been determined there remained the more substantive question of the distribution of powers between the province and the centre in the interim phase. It was agreed by both parties as a guiding principle that the basis should not deviate too much from the final version of the constitution which was expected to be based on the Six Points. Since economics was the key issue here, M. M. Ahmed, chief Economic Advise to the President, was brought in.

The Awami League team again argued that at least the *de facto* situation must be recognized. By then export earnings and revenue collections were being paid to a Bangladesh account. M. M. Ahmed found no difficulty in conceding that these powers be formalized. He also conceded to the province the right to make its own trade policy and to have its own reserve bank to determine monetary policy for the region. As an amendment, delivered to the Awami League team at their last meeting on March 23, he proposed:

(1) that since it would take time for the chatters and the new reserve banks to emerge, the State Bank at Dacca assume this role for Bangla Desh; in case of conflict in regional monetary policies the State Bank of Pakistan would have powers to intervene;

(2) that for financing the centre in revenue and foreign exchange existing arrangements continue;

(3) that for foreign aid a joint delegation go to the consortium; it could by agreement be dominated by Bengalis and could be divided on a prearranged formula; once aid had been pledged at the consortium the provinces could negotiate individual agreements on their own.

These represent the sense of his proposals. His amendments were worded loosely, and in discussing them the Awami League advisers tightened up the wording to lend them clarity; other his amendments were accepted. There was nothing to prevent formulation of a joint draft of the proclamation for transfer of power any lime from March 25 onwards.

It is worth noting that in the interim phase all inter-provincial matters for the west wing were to rest with the centre, as had been provided for once the One Unit had been dissolved. This as well as other proposals were intended only for the interim phase. Once the west worked out their problems in separate sittings, the two houses would come together for a joint session to frame the constitution.

The Negotiations Halted

It is evident then that there was no breakdown in the negotiations, and in fact agreement on all substantive points had been reached. M.M. Ahmed claims that this was his view and that accordingly he left for Karachi on March 25. The Awami League now sees his departure as evidence that the army were at that point bent on action, since Ahmed was a key negotiator who should at least have stayed to see the response to his own proposals.

In fact the sessions of March 23 were the last to be held, and all calls to Peerzada for the holding of the final session went un-answered. Yahya had still not put any firm proposal of his own on the table, or even stated what his final terms were for a settlement. As always the debate took place on the Awami League draft of the interim constitution, and they were as before left with their cards exposed while the world remained ignorant of the real intentions of the President and his junta.

Bhutto had arrived in Dacca with his own team, and was having separate sessions with the President's team. This was because the Awami League felt that any substantive settlement lay in Yahya's hands, and Bhutto's role, to judge by past experience, was derivative. Since the President had so ably carried. Bhutto's brief no fear was felt that Bhutto would in fact oppose the settlement.

As it happened, while the two teams were in session in President's House, Dacca, Yahya himself was in the Dacca cantonment talking to his generals. During this time the army had escalated the situation in Chittagong by suddenly, deciding to unload ammunitions ship which had been immobilized for 17 days by the non-cooperation movement.

At 11 p.m. on March 25 troop movements into Dacca began. Yahya had flown off to Karachi a few hours earlier. Negotiations had been overtaken by war. Only this time they had not broken down. An agreed settlement, which even at that date might have kept Pakistan together, was available to the generals, and was ignored

---

Footnotes

1 See Dawn. March 27. 1971.
3 See Dawn. May 7. 1971.
3 Sec speech by Sir Frederic. Bennett. Hansard. May 14. 1971.
4 See Naqvi. M.D., "West Pakistan's Struggle for Power", South Asian Review. Volume 4. Number 3. April 1971.
5 Sec Forum. March 1J and 2 1971 ,for an account of this proce.

The Author

Relvnan Sobhan, one of Sheik Mujib's principal advisers, was in East Pakistan until early April. He was a reader in Economics at the University of Dacca, and a member of the government's panel of economists on the Fourth Five- Year Plan. He advised Sheik Mujib on constitutional and economic policy. He was also the Editor of Forum.

নির্ঘন্ট

অ
অক্টোবর বিপ্লব (১৯৫৮),২৩২
অর্থনৈতিক শোষণ, ২৫৭-৬০,২৬৫,৩৮৬, ৪০৪, ৪০৫
অদৃশ্য ভূ-স্বামী,২৫৮
অসহযোগআন্দোলন ৬৭০, ৭৫৮-৫৯
আ
আইউব গেট, ৪৩২
আইউব নগর ৪৩২
আই, এল,ও ২৬৬
আইউব সরকার, ৩০১-৩০২
আইন, ৯২(ক) ধারা জারি, ২৩৮
আইনগত কাঠামো, ৫৪৯, ৬৩৪, ৭০১, ৭০২
আইন সভা, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৪২
আইয়ুব শাহী, ২৪৬, ২৪৭
আওয়াল, আবদুল, ৩৭৬
আওরঙ্গজেব, ৫৯৮
আওয়ামী লীগ ৩৩, ১৮৯, ২৬৮,২৭৭,২৭৮, ৩০৫,৩০৭,৩৬৪-৩৬৮,৩৮০,৩৮৭,৪০৪,৪১৭,৪৩৯,৪৫৯,৫৮৭-৮৯,৫৯৭,৬১২-১৩, ৬১৯,৬২০,৬২১,৬২৪,৬৪১,৬৬৫-৬৭,৭০৩,৭০৪,৭০৫,৭১৪,৭২০,৭২৬,৭৩১,৭৩৮,৭৫৭,৭৫৮,৭৬০,৭৬২,৭৬৫,৭৭৫,৭৭৬
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কমিটি, ৩০৭,৫২৪
আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দফতর, ৫৮৯
আওয়ামী লীগ র্পালামেন্টারী পার্টি, ৬৪১
আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা, ২৩৪,২৭২
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৩০৪-৩৬৮,৪৪৫,৪৩৩,৪৩৭-৪৩৯, ৪৮৮, ৫০৪, ৫৮৯, ৬০১
আচাকযাই, আবদুস সামাদ খান, ২৬৫
আজম, গোলাপ, ২৯৫,৫৭৭
আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ২২৮
আজাদ আবুল কালাম, ২১৮-১৯
আজিজ, ৩৩৬
আট (৮) দফা কর্মসূচী, ২৯১-৯৯,৬০৩
আতিকুল্লাহ, সাইয়িদ,৩৭৬
আদমজী,২৩৬
আদমজী মিলে দাঙ্গা, ২৩৮-৩৯
আনো্য়ার জাহিদ, ৩৭৬
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য, ১৭৫-৭৬, ১৯২-৯৫, ২৮-৩১, ২৬৩-২৬৭, ২৭৩-৭৬, ২৮০, ২৯৭,৩০১
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন , ২৩২,২৬৪, ২৭৮-৮২, ২৯১-৯৯, ৩০২-৩০৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৪০৮,৪১০-১২, ৪২৯, ৪৪০, ৪৬৬, ৪৬৭,৪৬৮, ৪৭১, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯৫, ৫৯১,৫২৫, ৫২৬, ৫৩২, ৫৪৮, ৫৭২-৭৬, ৫৮৮,৬০৩, ৬১০, ৬১২, ৬৫৭, ৭০১
আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল ওলামা, ২৫৩
আন্তঃ প্রাদেশিক বৈষম্য, ৫৬৮-৭১
আনিস, মোহাম্মদ, ২১৮-১৯
আনিসুজ্জামান,২৮৮,৩৬৯
আনোয়ার, এম, ২৯৫
আনোয়ার, (শহীদ),৫৮৯
আফলাতুন, ৩৭৬
আবদুল্লাহ, এ, এম, এম ৪২০
আবেদীন, জয়নুল ২৮৮, ৪০৭
আমীন নূরুল ২৮৩, ২৯৫
আমীন, নূরুল (এন, ডি, এফ প্রেসিডেন্ট) ৪০৪
আযমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ২৪৯, ২৫৩
আরবী, ২৯০
আরা, সৈয়দ শমসে, ২১৮-১৯
আল আজাদ , আলাউদ্দিন ৭৭৮
আলম, খুরশীদ, ৩০৫
আলম, নাজমুল, ৫৩১
আলাদা হওয়াই মুক্তির পথ (পুস্তিকা), ৬০৯
আলম, এ, এম সওগাতুল, ২১৮-১৯
আলী, ৩৭০
আলী আকসাদ. ৩৭৬
আলী আছাদ,৩৩,৩৪
আলী আশরাফ,৩৯৭
আলী, ইনসাফ,৩০৫
আলী, ইন্নাস,৪২০
আলী, খালেদ মোহাম্মদ৪০৩
আলী, জমীর, ৪১৭
আলী তফাজ্জল,২৯৫
আলী, নাসিম,৪৩১
আলী, মওলানা আতাহার ২৪৯,২৫২-৫৩
আলী, মাহমুদ,২৯৫

আলী, মুহম্মদ,২৯৫
আলী, মোহাম্মদ খালেদ,৪১২,৪২৩
আলী, মোহাম্মদ (বগুড়া),২৩৪,২৩৯
আলী, মোহাম্মদ মাহমুদ,৩০৫
আলী, শওকত,৩৭৬
আলী, শাহেদ,২৩৪
আলী, সৈয়দ মুর্তাজা,৩৭৬
আলী হায়দার,২১৮-১৯
আসাদ(শহীদ),৫৮৯,৬২২-২৩,৬৩৩,৬৯২
আসাদুজ্জামান৪১৯-২০,৪২৬
আহমদ, আখতার উদ্দিন,২২৭
আহমদ, এম,৩০৬
আহমদ, ওলি,৪২৮
আহমদ, কাজী
জাফর,৪৩১,৪৫১,৪৯৫,৪৯৭,৪৯৮,৫৩০,৬২১
আহমদ, কামাল উদ্দিন,৩০৫,৪৯১
আহমদ, তোফায়েল,
৪০৩,৪২১,৪১৩,৪১৯,৪২৩,৪২৪,৪৩৯,৪৬৯,৪৯১,৫৪৭
আহম্মদ, নাসিরউদ্দিন,২১৮-১৯
আহমদ,. নূরে আলম,৩৭৬
আহমদ, ফরিদ,২৯৫,৪২৭
আহমদ ফয়েজ,৩৭৬
আহমদ মাওলানা সিদ্দিক,২২৭,৫৭৭
আহমদ, মফিজ উদ্দিন, ২২৭, ২৬৬,২৮২
আহমদ, মুজাফফর ,২৮২,৪২৪,৪২৭,৪৬৫-
৬৭,৫২৪,৫৭৭,৬২১,৭০০-৭০২
আহমদ, শরীফ,২৮৮,৪০৭,৪৩৫,৪৯৬
আহমদ সুলতান উদ্দিন,৩০৫,৪৩৯,৫০৪
আহম্মদ, সালেহ,৭৭৮
আহম্মদ আমিনুদ্দিন,৩৩৬
আহমেদ, সাইফুদ্দিন,৪১২,৪২৩
আহমদ, কামাল উদ্দিন,৩৬৭
আহাম্মদ, খোন্দকার মুষতাক,৩৬৬,৭৭৫,৭৬৯
আহাম্মদ, তাজুদ্দীন,৩৩৬,৩৬৭,৪৭০-
৭৭,৭২৬,৭৩৯,৭৬৫,৭৬৯,৭৭০
আহাম্মদ, সুলতান,৩৬৩৬
আহাম্মদ, সুলতান উদ্দিন ৩৬৭
আয়ুব চিলড্রেনস পার্ক, ৪৩২
আয়ুব শাহী,৬২২,৬৩৩

ই
ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন(প্রতিবেদন)৪৮-৬১,
২৪২ ইউনিয়ন বোর্ড,২৪২
ইউসুফ, এ,বি এম,৩০৫
ইউসুফ, মনিরুদ্দিন,৩৭০
আকবাল, আল্লামা, ৩৬৯,৩৭০
ইকবাল দিবস,৩৬৯,৩৭০
ইকবাল হল ২১৮-১৯, ৪১৬,৪২০,৪২৩
ইজারা প্রথা, ২৪৪
ইডেন কলেজ,২১৮-১৯,
ইত্তেফাক (দৈনিক পত্রিকা) ২২৫,২৭৭,৩৬৬,৪২৪,৪৩৩-
৪৩৬,৪৪৯,৪৫০,৫২৪, ৬১২,৬৪১
ইয়াহিয়া-ভুট্রো-কাইয়ুম চক্র৭০৮
ইদ্রিস,৩৩৬
ইদ্রিস, এস, এম ৪১৪
ইদ্রিস, কাজী মুহম্মদ,৩৭৬
ইনস্টিটিউব অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স,৭৭৩
ইসলাম, আতিকুল ৩৭০
ইসলা,(ক্যাপ্টেন),৭৫৭
ইসলাম, তাজুল ৩০৫,৫০৪
ইসলাম, নজরুল, ৩৬৯,৩৭০,৩৭১
ইসলাম, নজরুল, ৩৬৯,৩৭০,৩৭১
ইসলাম, নজরুল (সহ-সভাপতি, ছাত্রলীগ)৫৪৮
ইসলাম, নূরুল, ২৮২,৩৬৫,৪৬৯,৪৯১,৫২৯,৫৪৭
ইসলাম, ফকরুল ৫৪৭
ইসলাম, মওলানা তাজুল, ২৪৯,২৫৩-৫৪
ইসলাম, রফিকুল ২৮৮,৩৭০
ইসলাম, শেখ শহীদুল ৩৩৬
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ,৪০৪,৭৬৫,৭৬৯,৭৭০
ইসলাম ছাত্রসংঘ,৪৬৮,৪৬৯
ইয়াকুব৬৬৭
উ
উডস, জর্জ,৪৭৯
উর্দূ ভাষা২৯০,৩৮৬
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ৭৫৮,৭৭৮
উনিশ (১৯) দফা,৩০৩
এ
এক ইউনিট,২৬৫,২৮১,৪২৯,৪৩৯,৪৬৫,৪৬৭,৪৬৮,
৪৮৮,৪৯০,৪৯২
এক (১) দফা ৫০৫

একুশ (২১) দফা কর্মসূচী ,২৩৮,২৬৮,২৬৯,২৭২,২৭৩,৩০২,৬০৩
একুশে (২১শে) ফেব্রুয়ারী ৬৬,২১৭-১৯,৪৩৫,৬০৩,৬৪৬-৪৮,৬৪৯-৫১
এগারো (১১) দফা, ৪০৯-১৪, ৪১৮,৪২২,৪২৪,৪২৯,৪৩০,৪৩১,৪৩২,৪৩৪,৪৩৯,৪৪১,৪৪২,৪৬৬,৪৬৮,৪৮৮,৪৮৯,৪৯১,৪৯৩-৯৫,৫২৫,২৬,৫২৭,৫২৮,৫২৯, ৫৪৮,৫৮৭,৫৮৮,৫৮৯,৫৯৪,৬০৩,৬১২,৬১৩,৬১৪,৬৫৬,৭২৮
এন,এস, এফ ৪১৩-১৪,৪১৭
এন, ডি, এফ,৪০৪,৪২৮
এফ, এইচ,হল ৪১৮
এবডো,২২,২৩১
ঐ
ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও আমরা; ৭৭৩
ও
ওকিতা, সবুরো,৪৯৭
ওঝা, পি, এন, ৩০৪-০৬
ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া ২৪৯-৫৪
ওসমান, শওকত২৯০
ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ২৩৬,২৪২
ওয়াজিউল্লাহ (শহীদ)২২৪,৫৪৬,৫৪৮
ওয়াদুদ, এম, এ ২৮২
ক
কনভেনশন (মুসলিম)লীগ ২৩০,২৩৭
কবির,এ কে এম,৩৭৪
কবির হুমায়ুন,৭৭৮
কমিউনিস্ট,৪৫১-৬৪
কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, ৪৫১,৬৯৯
করিম, প্রিন্স২৬৫
করিম, ওয়াজেদুল,৭১০
কাউন্সিল মোসলেম লীগ ২২৯,৪০৪
কাদরী, শহীদ ৩৭৬
কাদির, আবদুর৩৭০,৩৭১
কানুনগো, সুনেন্দু ৪৩১
কর্নেলিয়াস (মিঃ) ৭৬৫,৭৬৯
কার্জন হল, ২১৮-১৯,২৭৭
কালাহান,২৩৮
কালো খোকা,৩৩
কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ ২১৮-১৯
কাশ্মীর বিরোধ,৩০৪,৩০৭
কাসেম, আবুল ৩৭৩
কায়েদে আজম,২২৯,২৩৩,২৬৮
কায়েদে আজম কলেজ২১৮-১৯
কায়সার, আবু,৩৭৬
কায়সার, শহীদুল্লাহ ২৮৮,৩৭৬,৩৯৭,৪০৭
কুটির শিল্প ২৪৫
কুদরত-ই- খোদা,২৮৮
কুদ্দুস, রুহুল ৩০৪,৩০৫,৩৬৭
কৃষক ২৩৬, ২৪৩-৪৫,২৪৭,২৫৯,২৬৬,২৭৮,২৮২,২৯৯,৩০০-০২,৩৮৩,৩৮৫, ৩৮৭,৪০৪,৪০৮,৪১১,৪২২,৪২৪,৪২৫,৪২৯,৪৩০,৪৩১,৪৩২,৪৪২,,৪৫১,৪৫২,৪৫৬,৪৫৭,৪৬৮,৪৬৯,৪৭৪-৪৭৬,৪৮৮, ৪৯১,৪৯৩,৪৯৪,৫২৬,৫২৮,৫৩০,৫৩১,৫৫০,৫৫৩-৫৫৫,৫৮৭,৬১১,৬২০,৬২২,৬২৩,৬৩৩,৬৩৪,৬৪৭,৬৪৮,৬৫৩,৬৬৬-৬৯,৬৯৯,৭০০,৭১২-১৪,৭১৮,৭২৩,৭৩৪,৭৩৯
কৃষক -শ্রমিক পার্টি,৫৭৭,৫৯১,৭৭৩
কৃষ্ণ দিবস,৪২৪-২৫
কৃষি বিপ্লব,৪৮১
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪২২,৪৩৯
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার,৫৪৩
ক্যাপিটাল৭৫৬
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান,২৬৮,৬৬৯,৬৭০
ক্যাম্পোস, রবার্টো দ্যা আলিভিয়া, ৪৭৯
ক্রুগ মিশন,২৪৪
কংগ্রেস, ২৬৯,২৭০,৩৮৩
খ
খলিল, ইব্রাহিম ৪১৪,৪২০,৪২৩,৪৯১,৫৪৭
খসরু, ৫২৬,৫৪৮
খয়েরুদ্দিন, খাজা,৫৭৭
খাঁ, ইব্রাহিম ৩৭৩
খান, আইয়ুব৭২১
খান, আজগর (এয়ার মার্শাল),৩৮০
খান, আজম,১৪৭-৪৯,১৫০-৫৬
খান, আতাউর রহমান, ২৯৫,৪৩৬,৫৭৭,৫৯১,৭২৩
খান, আতিকুজ্জামান,৪১৬
খান, আবদুল গফফার,২৩২
খান, আবদুল মোমেন,৩৬৭,৩৯৯,৪৩২
খান, আবদুল হামিদ ৬৫৫

খান, আবদুস ছালাম ২৯৫,৩৬৭
খান, আসগর (এয়ার মার্শাল) ৪০১
খান, আসাদুজ্জামান, ৪৩৬
খান, এ, এম, ইয়াহিয়া, ৪৫০,৪৬৫,৪৬৮,৪৮৩-৮৭,৪৮৮-৯০,৪৯৮,৫০৩,৫০৫-২৩,৫২৪-৫২৮,৫৭৭,৫৮১-৮৩,৬০৩,৬৩১-৩২,৬৫৫,৬৬২,৬৬৭,৬৯৩-৯৫,৬৯৬-৯৭,৭০৩-০৪,৭০৮,৭১২,৭১৪,৭২১-২৩,৭২৮,৭৩৫,৭৫৫-৭৫৮,৭৬০,৭৬২,৭৬৫-৭৬৬,৭৬৭,৭৬৮,৭৬৯-৭০,৭৭১,৭৭৪,৭৭৫
খান, এ, সবুর, ২৪২,২৮৯,৫৭৭
খান, এম, আর ২৯৫
খান, খান আবদুল ওয়ালী ৪০৪,৪০৫,৪২৪,৪৩১
খান টিককা, ৬৯৮, ৭২০
খান, নওয়াবজাদা, নসরুল্লাহ ২২৮,২৯৫,৪০৪
খান, নূর (এয়ার মার্শাল)৭১৭
খান, ফেরদৌস,৩৭২
খান, মোহাম্মদ আইউব,১,৩৩,৩৪,১৪২,১৪৭-১৪৯,১৫০-৫৭,২২৮,২৩০-৩৭,২৩৯,২৪১-৪৩,২৪৬,২৪৭,২৫১,২৫৬,২৮৬-৮৭,৩৬৪,৩৬৫,৩৮০,৩৯৮-৯৯,৪২৯,৪৩৬,৪৪৯,৪৫০,৪৬৮,৫২৫,৫৪৬,৬৯৬,৭০৩
খান. রোকুজ্জামান,৩৭৬
খান শামসুর রহমান,৩০৬
খান, শাহনূর,৭৭৮
খাঁ, সরদার বাহাদুর ২৩৪
খান, সিরাজুল হোসেন ৪৯৭,৫৩১
খান,হাতেম আলী ২৮২
খান, হাবিবুল্লাহ,২১৮-২১৯
খাতুন, মাজেদা,২১৮-১৯
খালেদ (প্রফেসর),৪৩৬
খায়রুদ্দিন, সাইয়েদ খাজা, ২৯৫
খায়ের, আবুল,৪২০
খুরো (জনাব),৭২২
খুরশীদ, এ,বি,এম ৪৩৯,৫০৪
খুরশিদুদ্দিন (ক্যাপ্টেন),৩০৫
খৃষ্টান,৪৯৩
খেলাফত,৫৯৯
গ
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি, ৪০৪-৪০৫
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ, ৩২৮
গণ-পরিষদ,২৩১
গণ-বাহিনী,৭১৪,৭১৯,৭৩৫
গণ-বিপ্লব দিবস,৬৩৩-৩৬
গনি, মোহাম্মদ ওসমান, ২৮২,৩৭২,৩৭৩
গাজী, তোহা ৫৪৮
গাদ্দার নেতা,২৩৯
গাদ্দারের মন্ত্রিসভা,২৩৮
গান্ধারা,২৩৬
গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ,২৩৬
গান্ধী, ইন্দিরা ৬২০
গালিব দিবস ৩৬৯
গুথ, উইলফ্রেড৪৭৯
গোলটেবিল বৈঠক, ৪২৪,৪২৯,৪৩১-৩২,৪৩৪,৪৩৭,৪৪৩-৪৮,৪৪৯,৪৬৬,৬০৮,৬৯৬
গোলাম মোহাম্মদ, ২৩১,২৩৪,২৩৬,২৩৮-৪০
গোয়েবলসীয়,২৪২
গ্রীণ রেভোলিউশন,৪৮০
ঘ
ঘোষ, শ্যামাপ্রাসাদ,২১৮-১৯
ঘোষ, শুকদেব,৫২৮
চ
চক্রবর্তী,জ্ঞান,৪৩১,
চট্রগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কর্মাস,৩৬৬
চাখারী, ইসহাক,৩৭৬
চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি ৭৫৯
চার দফা দাবী,৭৫৯,৭৬১
চাষী, ২৫৮-৫৯,২৭২,২৯৯,৪৪০
চিয়াং কাইশেক,৬২০
চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা২৩৪
চৌদ্দ (১৪) দফা,২৫৭-৬৬,৩০২, ৩০৩,৪২৯,৬০৩,৬৫২-৫৪
চৌধুরী, আবদুল গফফার,৩৭৬
চৌধুরী, আমির হোসেন,২২৫
চৌধুরী, এ,কে,এম ওয়াহেদ, ২১৮-১৯
চৌধুরী, এহতেশাম, ৩৭৬
চৌধুরী, খালেদ ৩৭৬
চৌধুরী, জহুর আহম্মদ ৩৬৫, ৩৬৮
চৌধুরী, জহুর হোসেন, ৩৭৬
চৌধুরী, নাজিম কামরান, ৪০৩,৪১২,৪১৩,৪২৩
চৌধুরী, নূরুল ইসলাম ৩৬৬
চৌধুরী, ভূপতি ভূষণ,৩০৫
চৌধুরী, মতিয়া,২১৮-১৯
চৌধুরী, মানিক, ৩০৫,৩৬৭,৩৬৮
চৌধুরী,মাসুদ আরা,৩০৫

চৌধুরী, মিজানুর রহমান,৩৩৬,৩৮০-৮১,৪১৭
চৌধুরী, মুনীর, ২৮৮,৩৭৩,৪৩৫
চৌধুরী, মোজাফফর আহমেদ, ৫৭২-৭৬
চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার,২৮৮
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী,২২৮,২৩৪,৪০৪
চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন,৩৬৬
চৌধুরী, শফি সামিহ,২১৮-১৯
চৌধুরী, সাইফুল্লাহ,৪১৭
চৌধুরী, সাবিবর আহমদ, ৪১৪
চৌধুরী, হামিদুল হক,২৯৫
চৌধুরী, হারুনুর রশিদ,৪৩১
ছ.
ছয় দফা কর্মসূচী ২৬৭-৭৬,২৯৬,৩৯৯-৪০০,৩০৭,৩৬৫,৩৬৭,৩৬৮,৩৮০-৩৮১,৩৮৭,৪০৪,৪১৭,৪৩৯,৪৪০,৪৭১,৫২৫-২৭,৫৪৮,৫৮৭-৮৯,৬০৩,৬০৪,৬১২-১৪,৬৪১,৬৪৩,৬৫৬,৬৫৮,৬৬৬,৭০৩,৭২৮,ছাত্র,৬৬,১২৮-২৯,১৩৪,১৩৫-৩৭,২৪৪,২৪৬-৪৮,২৫৯-৬০,২৬৭,২৭৮,৩৭৭,৩৮০,৪০৩,৪০৪,৪০৯-২৯,৪৩৬,৪৩৭,৪৪০,৪৪২,৪৫১,৪৬৮-৬৯,৪৮৮-৯১,৪৯৩-৯৫,৪৯৭,৫০৪,৫২৫-৫২৬,৫২৭-২৯,৫৩০-৩১,৫৪৩,৫৪৬-৪৭,৫৪৮-৫০,৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৩৩-৩৬,৬৪৬-৪৮,৬৪৯-৫১,৬৫২-৫৪,৬৬৮-৭০,৭০১,৭১২-১৪,৭১৮,৭৩৪,৭৩৯
ছাত্রলীগ,৩৩,৭১১
ছাত্র ইউনিয়ন,৭৩৪-৭৪
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)৭২২
ছিদ্দিক, মওলানা মোহাম্মদ ২৪৯,২৫৪
জ
জগন্নাথ কলেজ,২১৮-১৯,৪৪০
জগন্নাথ হল, ২১৮-১৯
জববার,২১৭
জববার, আবদুল, ৪৩১
জমিয়তে উলেমা ৫৭৭
জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম ৪০৪,৫৯১
জলিল, আবদুল (সার্জেন্ট),৫০৪
জলোচ্ছ্বাস, ৫৭৭-৭৮, ৫৮৪-৮৬
জসিমউদ্দিন, (কবি), ৩৭৬
জহুর (শহীদ), ৫৮৯,৬৯২
জয় বাংলা (পত্রিকা),৭০৩
জাকারিয়া, মোহাম্মদ, ২১৮-১৯
জাতীয় কনভেনশন,৪৬৫,৪৬৬
জাতীয় কর্মপরিষদ, ২৯৪-৯৫
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট,২৯১,২৯৫,২৯৯
জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন,৪৯১,৫৪৭
জাতীয় পরিষদ,২২৬,২৫৮,২৮৩,২৯৪,৩৬৪,৩৯৯,৪২৮,৪৪২,৪৪৯,৪৮৯,৪৯০,৫২৭,৫২৮,৫৯২,৫৯৫,৬১২-১৩,৬২৯-৩০,৬৩৬-৩৭,৬৪২,৬৫৫-৫৭, ৬৬২, ৬৬৪,৬৭০,৭০০,৭০৩
জাতীয় পুনগর্ঠন বুরো (বিএআর)১৪৬,৪০৭
জাতীয় মুক্তি পরিষদ,৬৬৬
জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট,৬৬৬
জাতীয় মুজাহিদ সংঘ,৬০৪-৬১১
জাতীয় লীগ,৭২৩
জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট,৫৪৬
জাতীয় সংগীত,৬৭০
জাফর সিকান্দার আবু,৩৭০,৩৭৬
জামাত-ই- ইসলাম, ১৮৯,২২৭,২২৯,৪০৩,৪৬৮,৫৭৭,৬২১
জামাল, আঃ,৩৩
জামেয়া কোরআনীয়া,২৫৩
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান,৩৭০
জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়,৫৪৯
জাহিদ, আনোয়ার,৫৩০
জিন্নাহ, ফাতেমা,২২৮-২৯,২৪২-৪৪,২৪৬-৪৮,২৫১,২৫২,২৫৬,৩৬৪
জিন্নাহ হল,৪১৩,৪১৬
জিলানী, নাইয়েদ ছিদ্দিকুর হাসান,২৯৫
জৈন ধর্ম,৫৯৯
জোহা (শহীদ) ৫৮৯,৬৯২
ট
টঙ্গী শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৯৭
টাঙ্গাইল মহকুমা সম্মিলিত বিরোধী দল,২৪২
টেক্সট বুক বোর্ড,৩৭৫
ট্যালেন্ট মন্ত্রিসভা, ২৩১
ট্রটস্কী -চে-বাদী, ৬২১
ড
ডাক, ৪১৯,৪৩৪
ডাকুস, ৪১২-১৩,২৪
ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস (ধারা ৩২) ৩৬৬
ডিফেন্স কাউন্সিল,২৯৭
ডিলন,সি, ডগলাস,৪৯৭
ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি,৪০৪-০৫

ঢাকা কলেজ,২১৮-১৯
ঢাকা ফরিদাবাদ এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, ২৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২৮৮,২৭৪,৩৭৫-৭৯,৪১০,৪১৩-১৪,৪১৫-২০,৪২১,৪২৪,৪৩৪,৫২৮,৫৪৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন,২১৮-১৯,৪০৩,৪৬৮
ঢাকা জিলা সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ৭৫৮
ঢাকা সেনানিবাস,৩৬৭
ঢাকা হল, ২১৮-১৯
ঢাকা হাইকোর্ট বার, ৪২৭
ত
তর্কবাগীশ, মাওলানা আবদুর রশিদ, ২২৭
তাজউদ্দিন,৪৩১
তোফায়েল, মুহম্মদ,২৯৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ, ৪২৪,৪৩১,৬২১
থ
থানভী, মওলানা আশরাফআলী ২৪৯-৫০,
দ
দও, দীপা, ৪১২
দলিলুদ্দিন,৩০৫
দশ (১০) দফা ৭০৫-০৭
দস্তিদার, সুখেন্দু,৪৩১
দাউস,২৩৫
দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি (পূর্ব পাকিস্তান),২২৫
দানী, হাজী মোহাম্মদ, ২৫৪
(দানেশ) দানিশ, হাজী মোহাম্মদ, ২৩০-৪১, ২৮২
দাবী দিবস,৫১৫-২৬
দাশগুপ্ত, রণেশ ৪০৭
দাস, আনন্দমোহন,২১৮-১৯
দাস, বিমল ৫৪৮
দীন মোহাম্মদ, কাজী ৩৭২,৩৭৩
দুই ইউনিট, ২৬২
দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, ১৭৫-৭৬, ১৯২-৯৫, ২৩৬-৩৮,২৬৩,২৬৭, ২৭৩-৭৬, ২৮০,২৯৭,৩০১
দুলন, মাহবুব আলী,২৮২,
দেশরক্ষা বিধি, ৩৯৭, ৪২৫,৪৩১,৬০১
দৈনিক আজাদ, ২৫০,২৫৪,২৮৬
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩৯৭,৭২০
দৈনিক জঙ্গ,২৫০
দৈনিক পাকিস্তান,.
২৮৯,২৯০,৩০৪,৩০৭,৩৬৯,৩৭০,৩৭২,৩৭৫,৩৮০,৩৯৯,৪০১,৪০৪,৪১৩,৪১৫,৪১৯,৪২৪,৪২৬,৪৩০,৪৩৮,৪৩৯,৪৪২,৫২৪,৭১৭,৭২১,৭২৪,৭২৮,৭৩৮,৭৬৯,৭৭৮,৭৮০
দৈনিক পূর্বদেশ,৪৭৮,৪৯২,৪৯৬,৪৯৭,৫০৪,৫৭৭,৭৩৯,৭৫৬,৭৫৮,৭৬০,৭৬৫,৭৭২,৭৭৫
দৈনিক সংগ্রাম, ৬৫৫,৭৭১
দৈনিক সংবাদ, ২৮৩,২৮৮,৩৯৭,৪২১,৪২৯,
দৌলতানা,৪০৪,৭২২
দ্য ডন ৪৮৩,৫৩২,৫৯২,৬২৯,৬৩৬-৩৭,৬৪৩,৬৫৮,৬৭১,৬৭৪,৬৭৮,৬৮৫,৬৮৭,৬৯৩,৭০৬,৭২৬,৭৩১,৭৪৭,৭৬৩,৭৮০-৮২,৬৯৩,৭০৬,৭২৬,৭৩১,৭৪৭,৭৬৩,৭৮০-৮২
দ্য পিপল,৫৫৬,৬৬৪,৭৫৪,৭৭৭,৭৭৯,৭৮৪
ধ
ধর্মঘট,৩৬৬,৪১৩,৪১৫,৪১৬-১৭,৪২১,৪২৫,৪২৮,৪৮৮,৫৪৬
ন
নওশাদ, রফিক,৭৭৮
নকশাল বাড়ী ,৪৫১
নজরুল দিবস, ৩৬৯
নদভী, মাওলানা সৈয়দ সোলেমান,২৪৯,২৫০
নাজিমুদ্দীন, খওয়াজা (খাজা),২২৮-৩০,২৩৪
নাসির হাসান,২৩২
নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ,৩৭৬
নিউইর্য়ক টাইমস ২৩৮
নির্মল, ৫২৮
নিরাপত্তা আইন, ১৩২,৪৩১,৪৪২,৬০১
নীলিমা ইব্রাহিম ২৮৮
নূন মন্ত্রিসভা ২৩৪
নূরী, সানাউল্লাহ,৩৭৬
নে-উইন,৬২০
নেওয়াজ, গরীব,৫৭৭
নেজামে ইসলাম,১৮৯,৫৭৭
নেফা,২৬৩
নেয়াখালী এসোসিয়েশন,৭৫৯
নোয়াখালী মুসলিম সমিতি,৭৫৯
নৌকা মার্কা ,৫৮৮,৫৮৯
ন্যাপ (ওয়ালী) ৫৭৭
ন্যাপ (ভাসানীপন্থী),৪২৯,৫১৯,৫৩১,৭২১,৭২২,৭৫৬
ন্যাপের ১৪ দফা ২৫৭-৬৬
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি , ১৮৯,২২৭,২২৯,২৩০,২৫৭-৬৬,২৭৮-৮২,২৮৯,৩০০-৩০৩,৩৮০,৩৮১,৪০৪

ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি (মোজাফফর),৬৫৬-৬৭,৫২৪,৭০০-০২
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট,১৮৯
ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ৫৩১
ন্যাশনাল লীগ,৫৯১
প
পররাষ্ট্রনীতি,২৬৩,২৮২,২৯২,৪৫৪-৫৫,৪৯৪, পল্টন, ৪৩০,৪৩৪,৪৯৫, ৪৯৭,৫৩০,৫৯০, ৬৩৫-৩৬, ৬৫১,৬৬৮
পল্লী উন্নয়নত, ২৫৪
প্রতিবাদ, ৫২৭-২৯
প্রতিরোধ (লেখক -শিল্পীদের মুখপত্র),৬৯৬
পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫),২৫৭-৫৮, ২৬০-৬২,২৮০,৪১৭
পাক-মার্কিন চুক্তি,২৩৮,২৩৯,৪১২
পাকিস্তান অবজারভার,৩,২৮,৩০,১৩০,১৩২,১৩৪,১৫৭,১৭৩,১৮৭,১৮৮,১৯০,১৯২,২২০,২২১,২৮৪,৩৯৮,৫৯৭,৬১৪,২২৭
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন,২৯১-৯৯
পাকিস্তান ছাত্রশক্তি,২৪৮
পাকিস্তান জমিয়াতে তোলাবায়ে আরাবীয়া,৪১৪
পাকিস্তান জামায়াতেন ইসলামী,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান টাইমস,৫৯৫,২২৪,২৩১-৩২,৭৪৯,৭৭৪
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি,ডি,এম)২৯১-৯৯
পাকিস্তান-দেশ ও কৃষি ৫৪৩,৫৪৯
পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি,২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান পিপলস পার্টি,৫৯৫,৬৩৬-৩৯,৭৩৮,৭৫৭,৭৭১,৭৭৫
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন, ৩০৭
পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন,৩৯৭
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)২৯১,২৯৫,২৯৯
পাকিস্তান রক্ষা বিধি,৩৬৬
পাকিস্তান লেখক সংঘ,৩৬৯-৭১
পাঁচ (৫) দফা,২৯৬,৫৫০
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র,২৮৭,৬৫৬
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, ২৮৭,৬৫৬
পার্লামেন্টারী শাসন,২৩২-৩৬, ২৩৯-৪০,২৬৮,২৮১,৪০৫,৪৪৯,৪৮৮,৪৯১
প্রাদেশিক পরিষদ,২২৬,২৪২,২৮৩,৩৬২,৩৯৯,৪৪২,৪৯০,৫৯২, ৬১২-১৩
প্রাদেশিক মুসলিম লীগ,৩৯৯
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ২৪৬,২৮৬-৮৭
পি, এল,৪৮৩,২৩৬
পি,ডি,এম,৩৮০,৪০৪
পি,ডি,পি,৫৭৭,৬২১
পিপলস পার্টি,৪২৭,৫৭৭,৫৯৫,৬৫৫,৬৫৬
পিয়ার্সন এল, বি , ৪৭৮-৮২
পিয়ার্সন কমিশন রিপোর্ট৪৭৮-৮২
পীরজাদা, আবদুল হাফিজ,৬৫৫
পীরজাদা জি, এম, ৬৫৫
পীরজাদা, শরীফুদ্দিন৭৬৫,৭৬৯
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৭৫-৭৬,১৯২-৯৫,২৩৬-৩৮,২৬৩,২৬৭,২৭৩-৭৬,২৮০,২৯৭,৩০১,৩৬৫,৪০৪,৪৭৮-৮২,৫৮৮,৬০০-৬১০
পুর্ব পাক আঞ্চলিক কর্মপরিষদ,২৯৫
পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ,২২৭,২২৯,২৩৪,২৬৭-৭৬,৩৬৬,৩৬৭,৩৬৮,৩৮০,৪৩৯,৪৭০-৭৭,৫২৪
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি,৩২৭৮,৩৯৪,৬৫৬-৫৭,৭১২-১৪
পুর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-৩৯৪
পুর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-লেনিনবাদী,৭১৮-১৯
পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, ২৪৩-৪৫, ২৮১-৫৯০
পূর্ব পকিস্তান কৃষক সমিতি,২৪৩-৪৫,২৮১,৫৯০
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ২৪৮,৪০৩,৪১২,৪৬৯,৪৯১,৫২৫-২৬,৫৪৭,৫৪৮-৫০,৬৬৮-৭০,৭১১
পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)৫২৭-২৯
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ,২৪৮,৪০৩,৪১২,৪৬৯,৪৯১,৫২৫-২৬,৫৪৭,৫৪৮-৫০,৬৬৮-৭০,৭১১
পুর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স,৩৬৪
পুর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি,১২৩,২২৯
পুর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৪০৮,৪২৭,৪৬৭,৫৭৭,৫৯০-৯১,৬১২
পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল),৫৭৭
পুর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৯৭,৫৩০,৫৩১
পুর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন,৪৯৭,৫৩০,৫৩১
পুর্ব পাকিস্তান সমন্বয় কমিটি,৪২৭
পুর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ,২২৪,২৪৬-৪৮

পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৪৬-৪৮
পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ৫৫৩-৫৫,৬২২-২৩,৬৪৬-৪৮
পুর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট,৩৩-৩৪
পুর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট ৩৩-৩৪
পুর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ,৩৮২-৯৬,৬৬৬-৬৭
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,৩৮২
পুর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,৩৮২
পুর্ব বাংলা তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতি,৭৫৯
প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স (১৯৬০)২২০,৩৯৭,৪০৬-০৭,৪৪২,৪৯৬,৫৩১
প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন, ২৩৫,২৩৬,২৫৭-৫৮,২৬৮
প্রতিরোধ দিবস, ৭৭২-৭৩
ফ
ফজলুল হক হল, ২১৮-১৯
ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক,৭০৮,৭০৯
ফরহাদ মোহাম্মদ,৪২৪
ফয়েজউদ্দিন,৪১৩
ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী কমিটি,২৪৮
ফারুক (শহীদ),৬৯২
ফারল্যান্ড(মার্কিন রাষ্ট্রদূত),৭১৮
ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা, ২৮১.২৯২,৪৪৯
ফোরাম (সাপ্তাহিক),৫৫১ ৫৬৮-৬৯,৫৭২
ফ্রাস্কো,২৩৫
ফ্রান্সাইজ কমিশন রির্পোট,১৯১-২১৬
ব
বটতলা, ৫২৯
বদরুদ্দোজ, ২১৮-১৯
বন্দীমুক্তি ও দাবী দিবস, ৫৩০-৩১
বণিক, হিমাংশু,.৫২৮
বরকত, ২১৭,৬৫০,৬৯২
বর্মণ, ধীরেন্দ্রনাথ,২১৮-১৯
বাবুল,২২৪
বাবুল (শহীদ),৫৪৫,৫৪৮
বারি, এম, এ, ২৮৮
বার্না, মিনহাজ, ৩৯৭
বাহাদুর শাহ পার্ক,২৭৭,৭৭২
বাংলা একাডেমী৩৭৩,৪০৭,৭৭৮
বাংলা ছাত্রলীগ,৬৪৯-৫১,৭৭৩
বাংলা জাতীয় লীগ,৭৭২
বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার ৩৭৩-৭৯
বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন,৭৭৯
বাংলা (ভাষা),৬৬,২১৭,২৮৮-৯০,৩৬৯-,৭৯,৪০৯,৪৩৫,৪৭৭,৬৮৯-৫০,৬৫১,৭০১
বাংলা ভাষা আন্দোলন,৩৩
বাংলা মুক্তি ফ্রন্ট,৭০৯
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন,৬৬৮-৭০
বায়তুল মোকাররম,৪৯৭,৬৩৫-৩৬,৬৫১
বিধান,৫২৮
বিমূর্ত সংগীত একাডেমী,৭৭৩
বিলকিস,হয়রত,২৪৯
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি,৪১৮
বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন,৪২৮
বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ,৭৭২
বিহারী,৪৪১
বুদ্ধিজীবি,২৮৮,৩৭৫-৭৯,৪০৬-০৭, ৪৬৯, ৪৯৩,৪৯৬,৫৪৯,৬২০
বুনিয়াদী গণতন্ত্র ,২৩১
বেগম জাহানারা,২১৮-১৯
বেগম নূরজাহান,৩৭৬
বেগম সুফিয়া কামাল,২৮৮, ৩৭৬,৪০৭
ব্রোহী,এ, কে ৭৬৫,৭৭৭
বোর্ড অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন,৪
বৌদ্ধ,৪৯৩,৫৯৯
ব্রতচারী আন্দোলন,৭৫৮
ভ
ভয়েস অব আমেরিকা,৭৬৫
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,৩৮২,৩৮৪
ভাষা আন্দোল,৩৮৬
ভাসানী,মওলানা আবদুল হামিদ খান,৩৩,২২৭,২২৮,২৩২,২৪৩-৪৫,২৪১,৩০০-০৩,৩৮০-৮১,৩৯৮,৪০৮,৪২৯,৪৩৪,৪৯৫,৫২৪,৫৩০-৩১,৫৫৩,৫৭৭,৫৮৪-৮৬,৫৯০-৯১,৬৫৬,৬৫৭,৭১৫-১৬,৭১২-২৩,৭২৪-২৫,৭৫৬-৫৭,
ভাসানীর চৌদ্দ দফা কর্মসূচী, ৭২৪-২৫
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৪০৫,৪২৪,৪৩১,৫৯৩,৫৯৫,৫৯৭,৬২৪,৬৪১,৬৪৩,৬৫৬,৬৭৮,৬৯৬,৭০০,৭০৩,৭০৮,৭১২,৭২২,৭২৮,৭২৯,৭৩৮,৭৪৭-৪৮,৭৪৯,৭৫৫,৭৫৭,৭৭১,৭৭৫,৭৭৬
ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন, ২৩২
ভৌগোলিকাবস্থান ২৫৭-৫৮
মিয়া, বশির আহমদ, ২৫৬
মিয়া ফোরকান, ২১৮-১৯

ম
মইনুদ্দীন, জি,২৫৬
মওদুদী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলঅ, ২৪৯-৫২
মগবাজার সংগ্রাম পরিষদ,৭৫৯
মজিদ (শহীদ), ৬৩৩
মতিন, ৬২১
মতিয়ুব (শহীদ),৫৮৯,৬৩৩,৬৯২
মধুর ক্যান্টিন ৪৯৭,৫৪৭,৬৫১
মঞ্জুর , আনোয়ার হোসেন,৪১৮
মন্টু,৫২৬,৫৪৮
মনসুরউদ্দিন, মোহাম্মদ,২৮৮,৩৭০,৭৭৮
মতুর্জা, গোলাম,২৮২
মর্নিং নিউজ, ৪২৬,৪৯৮,৫৮১,৬৪৫,৬৬২,৬৯৮
মহসিন হল, ৪২০
মহিলা হল, ২১৮-১৯
ময়মনসিংহ কারাগার,৩৩
মাইকেল মধুসূধন দত্ত দিবস,৩৬৯
মাইতি, ৬২১
মাওবাদ,৭৫৬
মাও সে-তুঙ,৩৮৪,৩৮৮,৩৮৯,৩৯৩,৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬,৪৫১,৬১৮,৬২০,৬২১
মাতৃভূমি (পত্রিকা),৫৯০
মাদারে মিল্লাত,২৪২,২৪৫৪
মান্নান, কাজী আবদুল,৩৬৬,৪২০,৪৩৬
মানিক সাইফুদ্দিন আহমদ ৪০৩
মার্কস, কার্ল,৭৫৬
মার্কসবাদ৩৮৪,৩৯৩,৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬,৬১৮,৪৯৭,৫৩০
মারজোলী, রবাট ই,৪৭৯
মালেক, আবদুল, ৫৩০
মালেক, আবদুল(ছাত্র), ৪৬৮
মার্শাল ল,৪৮৯,৫৯৪,৭০৪
মাসুম, কাজী,৩৭৬
মাহফুজুল্লাহ, মোহাম্মদ,৩৬৭,৩৭০
মাহবুব উল্লাহ,৪২৩,৪৬৯,৪৯৫,৪৯৭,৫২৮,৫৩০,৫৪৭
মাহমুদ, কামাল, ৩৭৬
মাহমুদ মুফতি,৪০৪
মিয়া, খুরশীদ,৩০৫
মিয়া, মনু (শহীদ), ৫৮৯
মিয়া, মানিক ৩৬৬
মিয়া,. রাঙ্গু, ৪১৬
মিশ্র (লেফটেন্যান্ট কর্ণেল)৩০৪
মীর্জা, এম, রমিজ,৩০৫
মীরজুমলার কামান, ৪১৬
মুক্তিবাহিনী,৬৬৯
মুখার্জি, অনিল,৪৩১
মুজিবুল্লাহ (শহীদ),৬৩৩
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক,৭৭৫-৭৬
মুসলমান,২২৫৪৪১,৪৭২,৪৯৩,৫৯৮-৬০১,৬০৭,৬১১,৬৬৯,৭০৪
মুসলিম লীগ,১৮৯,২৩৪,২৩৭,২৩৮,২৬৮-৭০,৩৬৪,৩৮৩,৩৯৯,৪২৮
মুসলিম লীগ,(কাইয়ুম গ্রুপ),৫৭৭
মুসলিম লীগ সরকার,৭২১
মুসলিম হল,৪১৮
মুসা এ,বি,এম,৩৯৭
মুসা হাফিজ মোহাম্মদ ৩৬৬
মুর্শেদ এস, এম,৩৮০
মেঙ্গল, আতাউল্লাহ খান,২৬৫
মেডিক্যাল কলেজ ২১৮-১৯,৪১৪
মেনন গ্রুপ,৪৯৫,৪৯৭
মেনন (মেজর),৩০৪
মেহেরুন্নেসা,৭৭৮
মোল্লা(কাজিমউদ্দিন),৪৩৬
মোল্লা জালাম উদ্দিন,৩৭৬
মোল্লা জালাল উদ্দিন,৩৬৬
মোমতাজ দৌলতনা,২৯৫
মোমেন,৩৩৬
মোমেন নূরুল ,৩৭৩
মোশারফ, রশীদ, ৩৬৬
মোস্তফা,২২৪
মোস্তফা, কে,জি,৩৭৬,৪০৭
মোস্তফা, গোলাম,৩৭০
মোস্তফা (শহীদ),৫৪৬,৫৪৮
মোসলেহ উদ্দিন, সৈয়দ,২২৭
মোসলেনউদ্দিন, পীর,৫৭৭,৫৯১
মোহাম্মদ , এম,এম, নূর, ৫৫০৪

মোহাম্মদ, তোফায়েল, ৪০৪
মোহাম্মদুল্লাহ, ৩৬৬
মেনন, রাশেদ খান, ৪৩১, ৪৫১, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫৩০
মৌলিক অধিকার, ২৩৫, ২৬৫, ৩৯৭, ৭০১
মৌলিক গণতন্ত্র, ৩০-৩২, ৪৮, ২৩৩, ২৪২, ২৪৪
ম্যাকনগী, ২৬৩
য
যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ২৬৭, ৬০৭
যুক্তফ্রন্ট, ২৩৭-৪০
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ৪৩৫
র
রউফ, আবদুর, ৪০৩, ৪১২, ৪২৩
রনো, হায়দার আকবর খান, ৪৫১, ৬২১
রফিক, ২১৭, ৬৫০, ৬৯২
রব, আ, স, ম,আবদুর, ৪৬৯, ৪৯১, ৫৪৭
রবীন্দ্রনাথ, ২৮৮-৮৯, ৪০০
রবীন্দ্র দিবস, ৩৫৯
রবীন্দ্র সংগীত, ২৮৮-৮৯, ৪৪০
রবীন্দ্র সাহিত্য, ৩৬৯, ৩৭০
রমনা পার্ক, ৬৫১
রমনা রেসকোর্স, ৭১৭
রশীদ, এম, এ, ৫৫০
রশীদ, হারুনুর, ৩৬৬
রহমান, আহমমদ ফজলুর, ৩০৫
রহমান, এনায়েতুর, ২১৮-১৯
রহমান, ওবায়েদুর, ২১৮-১৯, ৩৬৬
রহমান, কাজী আফজালুর, ২১৮-১৯
রহমান, কে, এম, এস, ৪৩৯
রহমান, খলিলুর, ৬১১
রহমান, খান মোহাম্মদ শামসুর, ৩৬৭
রহমান, গোলাম, ৩৭৬
রহমান, পীর হাবিবুর, ২৮২
রহমান, ফজলুর, ৩০৪, ৩৬৭
রহমান, বজলুর (ন্যাপ), ৭০৩
রহমান, মতিয়র, ৩০৫
রহমান, মশিয়ুর, ৫৯১, ৭২৩
রহমান মুজিবর (প্রাক্তন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ), ৩৬৬
রহমান, মুজিবর, (স্টুয়াট), ৩৬৭, ৪৩৯, ৫০৪
রহমান মুজিবর, ৩০৫
রহমান, মোঃ লুৎফর, ৭০৯
রহমান, শফিকুর, ৪১৪
রহমান, শহিদুর, ৩৭৬
রহমান, শাহ আজিজুর, ৪৩৬
রহমান, শাহ আতিয়ার, ২১৮-১৯
রহমান, শেখ মুজিবর, ৩৩, ৩৪, ২২৭, ২২৮, ২৪২, ২৭৬, ৩০৭, ৩৬৪-৬৮, ৪০৪, ৪০৫, ৪২৪, ৪৩১, ৫৮৭-৮৯, ৫৯০, ৫৯৩, ৬১২-৬৫৮, ৬৬৪, ৬৬৬-৬৮, ৬৭০, ৬৭১-৭৩, ৬৭৪-৭৭, ৬৮৫-৮৬, ৬৯১, ৭০৩-০৫, ৭০৬-০৭, ৭১৭, ৭২০, ৭২১, ৭২৩-২৪, ৭২৮, ৭৩৫, ৭৩৮, ৭৩৯-৪৬, ৭৫৬-৬৩, ৭৬৫-৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯-৭০, ৭৭৫, ৭৭৬
রহমান, সাঈদুর, ৩০৫, ৩৬৭, ৩৬৮
রহমান, সিদ্দিকুর, ২১৮-১৯
রহমান, হাবিবুর, ৫২৮
রহমান, হামিদুর, ২৯০
রহমান, হাসান হাফিজুর, ২৮৮, ৩৭৬, ৩৭৮-৭৯, ৭৭৮
রহীম, মওলানা, মুহম্মদ আবদুর, ২৪৯, ২৫৪
রহীম, মুহম্মদ আবদুর, ২৯৫
রাউ- টেবিল কনফারেন্স, ৭০৪
রাজ্জাক, আবদুর, ৩০৫, ৪৩১
রাজ্জাক, আবদুর (ফ্লাইট সার্জেন্ট), ৫০৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪২৭, ৪৩৬
রাজা, এম, আলী, ৩০৫
রাষ্ট্রভাষা, ৪৬২, ৭০১
রাহমান, শামসুর, ২৮৮, ৩৭৫, ৭৭৮
রায়, খোকা, ৫৩১
রায়, বরুণ, ৪৩১
রায়হান, জহির, ৩৭৬
রিসালদার, শামসুলহক, ৫০৪
রুস্তম (শহীদ), ৫৮৯
রেজা আলী, ৪৩৯
রেসকোর্স ময়দান, ৪৩৯, ৪৪২, ৬১২, ৬১৩, ৭০৩
রেহমান, সোবহান, ১৩০-৩১, ৫৬৮-৭১
রোমান (ভাষা), ৬৬
ল
লতিফ, আবদুল, ৪২০
লাখাম হাউস, ২২৮
লাহোর প্রস্তাব, ২৬৮, ৩০২, ৫০৪, ৫৯৯, ৬০০, ৬০৫, ৭৬৮, ৭৭৩
লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) বাস্তবায়ন কমিটি, ৫০৪, ৫২৪

লি-কান-উয়ে, ৬২০
লীগ মন্ত্রিসভা, ১৩৬
লুই ডব্লিউ, আর্থার, ৪৭৯
লুন্দখোর, গোলাম মুহাম্মদ খান, ২৯৫
লেখক-শিল্পী, ৬৯৬-৯৭
লেখক সংগ্রাম শিবির, ৭৭৮
লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ৪০৬-০৭, ৪৯৬
লেজিসলেটিভ পাওয়ারস অর্ডার, ১৩৩-৩৪
লেনিনবাদ, ৩৮৪, ৩৯৩-৯৬, ৬১৮, ৭৫৬
শ
শফিক (শহীদ), ৬৯২
শফী, মওলানা মুফতী মোহাম্মদ, ২৪১, ২৪৯, ২৫০
শরীফ, আহমদ (ডঃ), ৭৭৮
শহীদ আসাদ দিবস, ৬২২-২৩
শহীদ আসাদুজ্জামান গেট, ৪৩২
শহীদ দিবস, ৬২-৭১, ২১৭-১৯, ৪৩২, ৪৩৫, ৬০৩
শহীদ, মতিউর রহমান পার্ক, ৪৩২
শহীদ মিনার, ৭৭২, ৭৭৩
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ৩৭২-৭৩
শ্রমিক, ২৩৬, ৩৪৭, ২৫৯, ২৭৮, ২৮২,
২৯৯-৩০০, ৩০২, ৩৮২-৯৬, ৪০৪, ৪১১-১২, ৪২২, ৪২৪,
৪২৬, ৪২৯-৩২, ৪৪০,
৪৪২, ৪৫১-৫২, ৪৫৯-৬০, ৪৬৮-৬৯, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯৩-৯৪,
৪৯৭,
৫০৪, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩০-৩১, ৪৪৮-৫০, ৫৫৩-৫৫, ৫৮৭, ৬১১,
৬২০-২৩, ৬৩৩, ৬৪৭-৪৮, ৬৫৩, ৬৬৬-৬৯, ৬৭১, ৭০০,
৭০৪, ৭১২-১৪, ৭১৮, ৭২৪, ৭৩৪, ৭৩৯
শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, ৬৩৩-৩৬
শামসুজ্জোহা, ৪৩৬
শামসুদ্দিন (সার্জেন্ট), ৩০৫
শাসনতন্ত্র (১৯৫৬), ২৯২, ২৯৪-৯৭, ৪৮৮, ৫৯৩
শাসনতন্ত্র (১৯৬২), ৫৯৩
শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, ২২৬-২৭,

২৩০-৪১, ৪৩৯-৪১, ৪৪৯, ৪৬৫-৬৭, ৪৭০-৭৭, ৪৮৮-৯১,
৫২৪-২৯, ৫৯৩-৯৪, ৬৫২-৫৪, ৬৫৬-৫৭, ৭০০-০২
শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো, ৫২৪-২৯
শাসনতান্ত্রিক মিলশন রিপোর্ট, ৭৭-৯৬
শাহ, আমীর হোসেন, ৪০৪
শাহাবুদ্দিন, ফজল, ২৮৮, ৩৭৬, ৭৭৮
শিকদার, আসমত আলী, ২১৮-১৯

শিল্প, ২৬০, ২৬৫, ৪৫৮-৫৯
শিক্ষা, ২২৪, ২৫৯-৬২, ৪৭৬-৭৭
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৮৩-৮৬
শিক্ষা নীতি, ৪৬৮-৬৯, ৫২৬, ৫৩০, ৫৪৩, ৫৪৬-৪৭
শিক্ষা দিবস, ২২৪, ৫৪৬-৪৭
শোয়েব, (কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী), ২৮০
শ্রমিক ধর্মঘট, ২৭৭
স
সংখ্যালঘ, ২৪৫, ৪৫৪, ৬০৭-০৮
সতের দফা প্রস্তাব, ৭০০-০২
সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, ৭২৩
সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ, ৭৫৯
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ৬১৯
সবুজ বিপ্লব, ৪৮০
সমকাল, ৪৯৬
সর্দার, রশিদ, ৫৪৮
সর্দারী প্রথা, ২৬৬
সর্বদলীয় ছাত্রসভা, ৪১৩
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, ৪২২, ৪২৪
সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৪২৬, ৪৩০-৩২, ৪৩১
সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনী, ৩৬৫
সর্বভারতীয় কংগ্রেস, ৬০৭

সংখ্যালঘু অর্ডিন্যান্স, ৪৩১

সংগ্রাম সমিতি, ৪৪১
সংগ্রামী ছাত্র সমাজ, ৪০৩
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব, ৪০৩, ৪২৫, ৪৩১
সংযুক্ত বিরোধী দল, ২৪৯
সংস্কৃতি সংসদ, ৩৭৮
সম্মিলিত বিরোধী দল, ২৩৯-৪১, ২৫৪, ২৯৭-৯৮
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ২১৮-১৯
স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৫৪৩
স্বতন্ত্র নির্বাচন, ৬০৭
স্বরাজ (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৬৯১
সাঈদ, আর এম, ৩৪
সাত (৭) দফা, ২৯৬, ৬০৩
সাত্তার, আবদুস, ৪৩১
সাত্তার, বজলুস, ৭৫৭
সাদিক, মাহবুব, ৭৭৮
সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ৭৭২
সাপ্তাহিক স্বরাজ, ৭৬৭
সান্ধ্য আইন, ৪২৬-২৭, ৪৩৬-৩৭, ৪৪১, ৬৯১
সার্বজনীন ভোটাধিকার, ২২৬-২৭, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮

সালাউদ্দিন, ৬৫০
সালাম, ২১৭
সামরিক শাসন, ২৩১-৩২, ২৩৪, ২৪০-২৪১, ৩০০-০১, ৩০৪, ৪৩১, ৪৮৮-৯০, ৫২৫-২৬, ৫৪৯, ৫৫৪, ৬০১, ৬২৩, ৭০৪
সামরিক আইন ও শাসন (১৯৫৮), ১, ১৩-১৫, ৩৩, ১৫৭
সামসুজ্জোহা, ৪৩৬-৩৭
সামাদ, আতাউস, ৩৭৬, ৩৯৭
সামাদ, এ, বি, এম, আবদুস (কর্পোরাল), ৫০৪
সামাদ, লায়লা, ৩৭৬
সার্ভিস, সিভিল ইন্টরন্যাশনাল (সুইজারল্যা-), ৩০৫
সারওয়ার, মুস্তফা, ৩৬৬

সালাজার, ২৩৫
সালেহ উদ্দিন, মোহাম্মদ, ৩৭৬
সামসুদ্দোহা, ৪০৩, ৪১২, ৪১৯, ৪২৩, ৪৬৯, ৪৯১, ৫২৯, ৫৪৭
সাহাবুদ্দিন (তথ্যমন্ত্রী), ২৮৯
সায়গল, ২৩৬
স্টাডি গ্রম্নপ, ৪
স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা, ৪৫১
স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা, ৫৯৮-৬১১
স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা, ৭১৩
স্বাধীন পূর্ব বাংলা, ৭৩৩
স্বাধীন বাংলা, ৭১৪
স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৭৭২, ৭৮০
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, ৭১১
স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ, ৭৭৩
স্বাধীন বাংলা দিবস, ৭৭২
স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক মুক্তিফ্রন্ট, ৭০৯
স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা, ৪৫১
স্বায়ত্তশাসন দাবী, ২৩২, ২৭৫, ২৭৮-৮২

স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি, ৭১৪, ৭৩৫
সিকান্দার, দেবেন, ৫২৮, ৫৩০, ৬২১
সিকদার, সিরাজ, ৩৮২
সিকান্দার, আবু জাফর, ২৮৮, ৩৭৬, ৪০৭
সিদ্দিকী, আবদুর রহমান, ৩৪, ৩৬৬
সিদ্দিকী, বি, এ, ৭২০
সিপাহী বিদ্রোহ, ৭৬৭
সিংহ, মনি, ৪৩১, ৪৮৮, ৫২৮, ৫৩০, ৬২১, ৬৫৭
সীরাতে আয়েশা, ২৫০
সুলতান, মোহাম্মদ, ৫৩১
সূর্যসেন, ৬১১
সেন নবীন চন্দ্র, ৩৭১

সেন, বিধান কৃষ্ণ, ৩০৫
সেন, মনিকৃষ্ণ, ২৬৫
সেন্টো, ২৩৭, ২৬৫, ৩৮৫, ৪১২
সেনাবাহিনী, ৬৮৭-৯০, ৬৯৯
সেলিম, ৫২৬, ৫৪৮
সোলায়মান, হোসেন শহীদ, ৫৭৭, ৫৯১
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৩৩, ১৩২-৩৪, ১৩৭-৪১, ২৮৯-৯০, ২৩১, ২৩৪, ২৪০, ২৭৫-৭৬, ৩৬৪, ৪৭০-৭১, ৫৮৮
সজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী, ৭৭৩
স্টেট ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৭৫৮
হ
হক, আবদুল, ৪২৪, ৪৩১
হক, এ, এম, এফ, ৩০৫
হক, এ, কে, ফজলুল, ২৩৮, ২৪০, ২৭৫, ৭৭৩
হক, এ, টি, এম, জহুরুল, ৪২০
হক, এনামুল, ৩৭০, ৩৭২
হক, মোঃ এহসানুল (সেলিম), ৭০১
হক, ওয়াহিদুল, ৩৭৬
হক, জহিরুল (সার্জেন্ট), ৩০৮, ৪৩৩
হক, ফজলুল (ফ্লাইট সার্জেন্ট), ৪৩৩
হক, মাওলানা শামসুল, ২৪৯, ২৫৩
হক, লুৎফুর, ৫৩০
হক, শামসুল, ৩৬৬, ৭৬৭
হক, শেখ ফজলুল, ৩৬৬
হক, সৈয়দ শামসুল, ৭৭৮
হরতাল, ২২৬-২৭, ২৭৭-৭৮, ৩৬৬, ৪০১-০২, ৪০৮, ৪২৬-২৭, ৪৪২, ৫৩০-৩১, ৬২৩, ৬৯১, ৭০৪
হাই, মুহম্মদ আবদুল, ২৮৮, ৩৭২, ৩৭৪, ৪৪৩
হাকিম, আবদুল, ৩৬৬
হাজারী, আবদুল গণি, ৩৭৬
হাতিয়ার (পত্রিকা), ৫৯৩
হান্নান, আবদুল, ৪১৬
হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ২৬৬, ৪১০
হাবিব, আহসান, ৭৭৮
হারুন-উর-রশিদ, ৬৩৫-৩৬
হালিম, আবদুল, ২৬৫
হাশিম, আবদুল, ৩৬৯, ৩৭৬
হাশিম, আবুল, ৩৬৯, ৩৭৬
হাশিম, খালেদ, ৪২০
হাসান (কর্নেল), ৭৬৫, ৭৬৯

হাসনাইন, ৩৬৬
হাসান, নাসীম, ২৯৫
হাসান, ফিদা, ৪২৭
হায়দার, মাকিদ, ৭৭৮
হায়দার, মোস্তফা জামাল, ৪০৩, ৪১২, ৪২৩, ৪৬৯, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫৩০, ৫৪৭
হায়দার, দাউদ, ৭৭৮
হিন্দু, ২২৫, ৪৪১, ৪৭২, ৪৯৩, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৬-৬০৮, ৬৬৯, ৭০৪
হিলড্রেথ, (মার্কিন রাষ্ট্রদূত), ২৩৪, ২৩৮
হুদা, এম, এন, ১৯২-৯৫
হুমায়ূন, আহমেদ, ৩৭৬
হুসেন, আনোয়ার, ২১৮-১৯, ৩০৫
হোসেন, কামাল (ডঃ), ৭৬৫, ৭৬৯-৭০
হোসেন, আখতার, ৭৭৮
হোসেন, আমজাদ (এ্যাডভোকেট), ৩৬৬
হোসেন, আমীর, ৩০৫, ৩৬৭
হোসেন, এ, কে, এম, ফজলে, ২১৮-১৯
হোসেন, কাজী মোতাহার, ২৮৮, ৩৭৬
হোসেন, কামরুদ্দিন, ৪২০
হোসেন, টি, ৩৭৩
হোসেন, তোফাজ্জল, ৩৬৬, ৩৯৭
হোসেন, মীর্জা মোজাম্মেল, ২১৮-১৯
হোসেন, মোখতার (কর্নেল), ৪০১
হোসেন, মোজাম্মেল (লেঃ), ৩৬৭
হোসেন, মোশাররফ, ৪১৩, ৪২০, ৬৫০
হোসেন, মোয়াজ্জেম, ৩০৫
হোসেন, মোয়াজ্জেম (লেঃ কঃ), ৩৬৭, ৫০৪
হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম, ৩৬৬
হোসেন, সৈয়দ আলতাফ, ২৮২, ৩৮০, ৭০০-৭০২
হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ, ৩৭২

INDEX

A

Abdur Rahman Khan Hall, 65
Abedin, Zaynul, 352
Abedin, Zainul,330-32
Absolute autonomy,35
Abyssinian Crisis (1935), 161
Act XLV of 1860, 20-21
Act V of 1898, 20-21
Act V of 1908,19
Bengal Village Self-Government Act (1919.) 48,49
East Pakistan Anti-Corruption Act. 3
Election Rules Act (1957), 48
India Act (1935) 77, 86, 98, 123, 162
Pakistan Safety Act, 3
public and Representative Officers (Disqualification) Act (1947), 18
Sefet Act. 14
Security of Pakistan Act. (1942), 2. 18
Adamjee riots (1947), 136
Advisory Council, 32
Afizuddin, 337
Afridi, A.A. Khan, 348
Aftab Uddin, Muhammad, 335, 340
Afzal, Syed Md. 143
Agricultural Bank of Pakistan, 74
Agricultural Census, 74
Agricultural Development Bank of Pakistan, 74
Agricultural Development Finance Corporation, 74
Agricultural University, 146
Agriculturists, 55, 56, 60
Ambedker, 124
Ahmad, Adiluddin, 144
Ahmed, A.M.S., 83, 142
Ahmed, Daliiuddin, 354
Ahmed, Ghafoor, 751
Ahmad, Fariduddin, 144
Ahmad. Kamruddin, 143
Ahmad, Khawaja Mahmood (Mantoo), 750-51
Ahmad. Khurshiduddin, 328, 329. 339
Ahmad, Masiuddin, 143
Ahmad, Maudud, 67
Ahmad, M, 146
Ahmad, Paniruddin, 143
Ahmad, Say id Sarfaraz, 145
Ahmad, Abrar, 346
Ahmed (Ahmad), Abdul Mansoor (Mansur), 3, 139
Ahmed, Afsaruddin, 355
Ahmed, Ali, 342
Ahmed, Ashrafuddin, 343

Ahmed, Basir. 131
Ahmed, Dabiruddin, 24
Ahmed, Deldar, 26
Ahmed, Farid, 347
Ahmed, Hameeduddin, (Joint Secretary
To The Govt. Of Pak.) 2
Ahmed, Iftikhar, 342
Ahmed. Imamuddin, 336
Ahmed. Jakir, 332, 333, 342
Ahmed. Jalaluddin (Ex-Subedar) 326,
327, 329, 330, 341
Ahmed. Jamaluddin,. 315,327, 332-35, 341
Ahmad. Kamal-ud-Din, 310, 340
Ahmed, Khondakar Mushtaque, 764
Ahmed. K.G.. 313, 316, 340
Ahmed. Kajiruddin, 350
Ahmed, Mofizuddin, 351
Ahmad, Mohammad Ghulam, 326, 335, 341
Ahmed. Muhammad Wali. 348
Ahmed, Makhfaruddin, 346
Ahmed. Masud. 215-16
Ahmed, Mofizuddin, 352
Ahmed, Moniruddin (S.I.), 353
Ahmed. M. Abu, 339
Ahmed. M. Daliluddin, 339
Ahmed, M. Shamsuddin, 336
Ahmed. Maulvi. Tamizuddin. 341
Ahmed. Mofizuddin, 344
Ahmed. Moniruddin, 345
Ahmed, Mustaque. 344
Ahmed, Muhammad Noor, 347
Ahmed, Muhammad Saleh. 345
Ahmed, Mustaque, 344
Ahmed, Muhammad Noor, 347
Ahmed, Muhammad Saleh, 345
Ahmed, Mukhtar, 347
Ahmed,, Muzaffar (Professor), 24,665
Ahmed, M. Zahur Ali, 339
Ahmed, M.D. 346
Ahmed, Nazir,.347
Ahmed. Nooruddin, 23
Ahmed, Nur, 353
Ahmed, Nuruddin, 3
Ahmed, Pir Mohsenuddin, 163, 187.579
Ahmed Rafiq, 615
(Killed after Election)
Ahmed, Raisuddin, 337
Ahmed, Sayeed, 342
Ahmed. Shaiahanuddin, 354
Ahmed, Shamsuddin. 314. 327. 328,
332, 335, 340
Ahmed, Sheikh Jalaluddin, 340
Ahmed, Sultan-ud-Din, 310, 312-14,
316,319-23, 328, 334. 336, 358
Ahmed, Syed Montazuddin, 346
Ahmed, S., 346
Ahmed, S.M. Muktar, 356
Ahmed. Tajuddin, 597,726-27, 731-33
Ahmed. T., 350
Ahmed, Yousufuddin, 346
Ahsan. Saiyid ali, 68
Ahsan. Saiyid Qamrul, 145
Ahsan, S.M. (Vice-Admiral), 698
Ahsanullah, A.K.M., 356
Akhand, Akbar Hossain, 24
Akhond, Tamizzuddin, 336
Akanda, Najunauddin, 342
Aklar, Imam (Mss.). 146
Akhtar, Jahan Ara, 65.67,68
Akhtar, S.M., 130
Alam, Khurshid, 340
Alam, Mahbubul, 76
Alam. Shamsul, 321, 322, 323. 338
Alam, Siddique Ahmed Shamsul. 347
Alam. Tariqul, 143
Alauddin Hussain Shah, 76
Aleem, Abdul, 26
Ali, Abbas, 348
Ali, Ahmad, 144
Ali, Almas, 24
Ali, Amjad, 346
Ali, B.K.S. Reasat, 350
Ali, Emrat, 352
Ali, Hachan, 353
Ali, Haji Sadiq, 338
Ali, Hasan, 214-16
Ali, Hassan, 215-16
Ali, Himmat, 352
Ali, Iskandar, 144
Ali, Korban, 23
Ali, L. Hasan,344

Ali,M. Anwer, 41
Ali, Mahmud, 68, 173, 187
Ali, Mansoor, 23
Ali, Mansur (Capt.) 764
Ali, Maulvi, Mofazzal, 336
Ali, Mokabbar, 339
Ali, Muammad Hushmat, 344
Ali, Munshi, Askar, 338
Ali, Munshi, Mubarik, 338
Ali. Munshi Muhammad, 341
Ali, Pashia, 350
Ali, Qurban, 3
Ali, Reza, 362, 363
Ali, Torab, 145
Ali, Wazed, 346, 348
Alim, Abdul, 70-71
All-Pakistan Awami League, 532, 645, 751-53
All-Pakistan Muslim League, 206
All-Pakistan Muslim League (Qaiyum), 592
All-Pakistan Women Association (A.P.W.A.), 75
ALO (Code name of Muazzam Hussain), 334, 358
Amin, Kurul, 146, 173, 187, 642, 665, 693
Amin, Rohul, 353
Amin Uddin, 335
Aminuddin, Muhammad, 355
Aminuddin, Munshi, 341
ansari, A.Q.,21, 27, 64
ansari, Maulana Zafar Ahmed, 736
Ansari, Zahid B a shir, 351
Anisuzzaman, 68
The Approach to Self-Government, 86
Arefin, Shamsul, 68
Armed Forces Day, 13-14
Ait Council, 75
Askari, Khawaja Hasan, (Provincial Minister) 184
Aswini Kumar Hall, 14
Aszad, 144
Autonomous Unit, 105
Awami League, 37,42,53, 54, 68, 89, 132, 136, 138-40, 189, 191,284,443, 444. 532, 556-57, 579, 77, 284, 592, 595, 597, 614-17, 624, 625,627-30, 636-37,637-38, 638, 639,640, 643-45. 658-61, 664-65, 674-77. 679, 680, 682, 685, 687-90, 706, 729,736,749-52, 763, 781.782, 784
Awami League Parliamentary Party, 664-65
Awami League Volunteers, 727
Ayub Hall, 14
Ayub regime, 596, 615, 630, 644
Azad (Daily Newspaper), 74, 221
Azad, Alauddin Al, 68
Azimpur graveyard, 66
Aziz, Abdul, 145, 348
Aziz, A., 144
Aziz, Munshi Abdul, 335
Azizuddin, Sk., 351
B
Badaruddin, A.B. 346
Bagge Award, 49
Baitul Mokarram, 689, 690
Baksh, Kader, 353
Baksh. Rahim, 342
Baksh, Z.B.M., 438
Baksh, S. Aliah, 350
Baldwin (MR.), 161
Balfour, Lord, 161
Ballot Battle, 556
Baluch Regiment, 321
Baluchistan Provincial National Awami Pary (Wali Group), 683-84
Baluchistan United Front, 592
Bangla Chhatra League, 689
Bangladesh, 321, 359, 615, 658-61, 664, 675-77, 706
Banu, Razia, 24
Banu, Selima, 24
Bar Association, 38
Bari Mahfoozul, 321, 326, 328,331,338
Barkat, 66,67

Barori, D.N., 124
Barua, Hariday Roy, 347
Barua, Khokhan, 347
Bashan. Mahammad, 343
Bashar, Muhammad Abdul, 346
Bashan, Muhammad Abdul, 344
Bashiruddin, 341
Basic Democracies, 30, 31,46-61, 117, 120-22, 135, 138, 139, 142, 153, 169-72, 201, 202
Basic Democracies Campaign, 51
Basic Democracies Order (1949). 30-32, 48, 50, 53
Basic Democracies Scheme, 58, 101
Basir Uddin, 335
Battle of Plassye, 45,749
Battle of Seringapatum, 749
Baz, Sher Ali, 354
Beg, Zahur Elahi, 350
Begum, Khurshida, 354
Begum, Raushan Ara, 68
Begum, Sulaiman, 132
Belayet, Muhammad, 344
Bengalee (Bangalee), 36, 66, 645, 664-65, 671-73, 676, 677, 706, 707
Bengali (Language),. 46,64-69, 72, 76, 136
Bengali Academy. 68. 69, 72
Bengal Liberation Front. 709
Betar Bani, 359
Bhashani, Abdul Hamid Khan, 2-3, 38, 45,46, 398, 579, 665, 764
Bhuiyan, Anwarullah, 342
Bhuiyan, a. Nuzomuddin, 341
Bhuiyan, Denat Ullah, 344
Bhuiyan, Muhammad Abdul Alim. 321-23, 335, 341
Bhuiyan, Nizam Uddin, 335
Bhutto, Z.A., 157, 398, 595-96, 597, 624-28,636-39, 642-44,658, 664, 665, 676, 678, 679, 680, 682, 683, 729-30, 737,747-53, 781
Bhuyan. Kudrat Ullah, 349
Bibi, Azizan, 76
Bihasis, 676
Biswas, Abdul Latif, 23
Biswas, Darika Nath, 354
Biswas, Sukhamoy, 353
Board of National Reconstruction, Report, 4-12, 24-25
British Cabinet System, 77, 89
British Constitution, 78, 86, 159-62
Brohi, A.K. 777
Bryc, Lord, 89, 94, 110
Buddhist, 49
Bulbul Academy, 9, 75
Bureau of National Reconstruction (Dacca), 40, 56, 58, 62-63, 75-76, 406
Bureau of National Reconstruction (Karachi), 56, 130, 158, 201
Bruke, 81
Burki, W.A., 150, 151, 153, 157
C
Cantonment Boards, 30, 31
Central Board of Directors (Bank), 689
Central Shahid Minar, 65,67-71
Chakma. Lai Behari, 145
Chakraborty, Trailakhya, 24
Chatushkone, 67
Chaudhuri, Ali Ahmed, 145
Chaudhuri, Bulbul, 9
Chaudhuri, Mahbubur Rahman, 145
Chaudhuri, Mofazzal Haider, 68
Chaudhuri, Mohammad Ali, 189
Chaudhuri, Rejaul Karim, 145
Chaudhuri, S.A., 22, 27
Chaudhury, A.M.A.M. 339
Chaudhury, A. Q., 355
Chaudhury, Bhupati Bhushan, 314, 337
Chaudhury, Dhirendra Lai, 337
Chaudhury, Hafizur Rahman, 145
Chaudhury, H.M., 350
Chaudhury, Khitish, 345
Chaudhury, Manik, 314, 315, 318-22, 324,325, 329-31,337, 362
Chaudhury, Matiur Rahman. 143
Chaudhury, Muhammad Abdus Sattar, 356
Chaudhury. Muhammad Mahbubu-uddin, 327. 328, 330-33, 339

Chaudhury. Muazzam Hussain, 332, 333,342
Chaudhury, Munir, 68
Chaudhury, Nomanuddin 348
Chaudhury, Saeedur Rahman. 315, 319, 320, 322, 324,330, 331, 335, 340
Choudhury, Salahuddin, 215-16
Choudhury. Sanjib, 37-42
Chaudhury, Taimur Reza, 146
Chaukidar, Rehmat Ali, 342
Chief Martial Law Administrator, 483. 505. 694
Chittagong Development authority, 320
Choudhury, Abdur Rahman, 345
Choudhury, Aftab, 332
Chaudhury, Ahmadur Rahman, 345
Choudhury, Azmal Ali, 145
Choudhury, Aminul Islam, 3
Choudhury, Farid Ahmed, 143
Choudhury, Golam Mustafa, 345
Choudhury, Golam Mehdi 346
Choudhury, Hafizuddin (Dinajpur), 146
Choudhury, Hussain Ian, 345
Choudhury, Kafiluddin, 23
Choudhury, L.A., 316
Choudhury, Mohammadan-Nabi, 23
Choudhury, Mufizuddin, 144
Choudhury. Muzaffar 144
Chowdhury, Muzaffar Ahmed, 572-76
Choudhury, Rezzaqul Haider, 146
Choudhury, Tahar Ahmed, 144
Choudhury, Yusuf Ali, 22, 173, 187
Chowdhury, abdul Hamid, 3, 23
Chowdhury, Abul Khair, 335, 340
Chowdhury, Akbar Hossain Khan, 24
Chowdhury, G.W., 123
Chowdhury, Hamidul Huq, 3, 173
Chowdhury, Muzaffar Hossain, 342
Chawkidar, Abdul Wahab, 347
Chawkidari Circles, 49
Christian. 616
Churchill, Winston, 81
Code of Civil Procedure (1908), 19-21
Code of Criminal Procedure (1898), 20-21
Communism, 47
Communists, 38.40, 53. 54. 63. 119. 125, 135, 136
Communist Party (East Pakistan). (C.P.) 64, 68, 69
Communist Parties of Pakistan, 42
Companies Act (1913)
Act VII of 1913, 507
Congress (East Bengal Congress). 36, 54, 124, 144
Conservative Party (U.K.), 89
Constitution Act (Act of 1935) 77, 78. 80. 572
Constitution of 1956, 28, 162, 173, 176, 484,572, 574
Constitution of (1962), 158, 505, 572, 574
Constitution Commission, 197, 198
Constitution Commission Report. 77-96. 163, 165-67, 169, 170, 172
Constitutional Coup, 80
Constitutional developments, 64, 73,77-127, 158-72, 173-82, 196-216, 443-45, 483-87, 498, 503, 595-96, 502, 614-17, 624-32, 636-40, 642-44, 658-61
Constitutional Development in Pakistan, 123
Constitutent Assembly of Pakistan, 36, 77, 79-81
Constitutional Assembly of Pakistan, 36, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 123, 124, 146, 163, 164-65, 582, 625,660
Cornelius (MR.), 157
Council for Protection of the Rights of Minorities, 42
Council of Action, 706
Council Muslim League, 750
Criminal Law Amendment (Special Tribunal) ordinance, 308, 309
Criminal Procedure Code, 335
Curzon Hall, 65, 68, 69, 75, 134, 184
D
Dacca Central Jail, 3, 557
Dacca Chamber of Commerce and Industry, 658

Dacca College, 184
Dacca Hall, 65, 67, 68, 146
Dacca Hall Union, 67
Dacca High Court, 125, 134
Dacca Gazette, 181
Dacca Medical College 141, 185
Dacca Medical College Lecture Gallery,
Dacca Medical College Union, 67-69, 69

Dacca Radio Station, 50
Dacca Times 284
Dacca University, 11-12, 40, 65, 67, 68, 123, 130, 134, 137, 139, 141, 146, 183-84, 186
Dacca University Central Students Union (DUCSU). 65, 67, 68, 69, 674
Daily ittefaque, 359
Dalil-ud-din (Havildar), 312, 326, 327, 329, 330, 337
Das, Basanta Kumar, 24, 124
Das, Shambu, 355
Das, Shyam Charan, 351
Dasgupta, Ranesh, 69
Dasgupta, Suresh Chandra, 23
Datta, Aswini Kumar, 14
Datta, Bankim Ch., 354
Datta, Mukul Chandra 352
Datta, Pares Chandra, 354
Datta, Rabindra Prashad, 352
Daulatana, Main Mumtaz, 132, 189, 736
Dawn (Newspaper), 73
'D' Day, 309,317, 327
Defence of Pakistan Rules, 284-85, 309, 319-20
Democrats (U.S.A.), 89, 118
Democratic Action Committee, 444
Dev. B.P., 345
Dev. G.C. 68, 146
Dewan Mohiuddin 23
Dhali, Abdul Ghafur, 144
Dhar, D.C. 355
Dhar, Micheal, 355
Diecy, 91
Directive Principles of Static Policy, 162
Disparity between two wings, 175-76, 192-95, 445-48, 502, 551-52, 568-71, 574-76, 659-61
District Council, 31
Divisional Council, 31
District Court Bar Association. 190
Dogras, 87
Doha, H.N.S., 145
Dudu Mia, 187
Dutta, Bhupendra Kumar, 23
Dutta, Dhirendra Nath, 23
Dyarchy of (1919) 86
E
East Bengal Liberation Party, 42
East Bengal Police Committee, (report of 1953), 82
East India Company, 95-96, 98, 159
East Pakistan Awami League. 597, 726-27, 731-33, 764
East Pakistan Government College Teachers Association 690
East Pakistan Bureau of Anti-Corruption, 3,22-25, 26-27
East Pakistan Inland Water Transport Authority, 324
East Pakistan Liberation Parly, 37-38
East Pakistan Rifles, 185, 187, 321
East Pakistan Sramik Federation, 398
East Pakistan Students Union (EPSU). 65, 67, 68, 128
East Pakistan Union of Journalist 221. 284, 690
East Pakistan Union of Journalists Committee of Action, 221-23
East Pakistan Youth League, 64, 68
Ebadullah, 347
Economic condition. 9-12, 45-47,73-74, 99-102, 443-48
Eden Anthoy, 161
Education, 9-12
Education Commission, 43
Education Commission Report, 183
Election (Rules), 199-216
Election (1954). 79-82, 87, 119-20, 122-27, 198, 532, 580

Election (1970), 532-45, 579-83, 592
Eection Commission, 203-05, 207, 211-12,214,485-86
Election Commission Report, 201
Elective Bodies Disqualification Order, 1954 (EBDO), 16-25, 26-27, 32, 53, 133, 139, 180
Eleven (11) Point Programme, 443, 444,446,614,624, 630, 665
Engineering University, 146
Evacue property, 99
F
Faikuzzaman, 144
Farakka, 541
Faruquc, 152
Faruque, L. Mahammad, 343
Fazlul Abul, 76
Fazlul Huq Muslim Hall, 68, 146
Fazlul Huq Muslim Hall Union, 67
Fateh Mohammad (Maulana), 753
Federal form of Government, 97-109, 175
Federal ligislature, 444-45
Finance Allocation Committee, 138
Franchise Committee, 126-27
Franchise Commission Report, 196-216
Flag for Independent Bangladesh, 779
Four points, 755, 764
G
Gafur, Abdul, 344
Gandhi, Mahatma, 86
Gandhi, Indira, 639
Ganges Water Dispute, 541
Gentlemen's Agreement, 285, 324
Geography, 748
Geographical Situation, 7,40, 97-98, 168, 194-95,445,447,639-40
Ghafoor, Abdul (Prof.), 736
Ghafur, M.A., 143
Ghani, M.O., 146
Ghaus, Maulana Ghulam, 683
Ghilzai. Mohammad Hasim Khan, 683
Ghosh. Abhi Mannay, 354
Ghose, Makhan Lai, 354
Government of India Act (1935), 572
Governor's Conference, 35-41
Green View Petrol Pump. 316-60
Gramer Maya, 51
Guha, Ajit, 68
Guramia, Hajee, 353
Gyasuddin, 144
H
Hafizuddin, 338
Hafizuddin, A.K.M., 24-25, 27
Hai, A.K.M.A., 326, 329, 339
Haider, S.M., 353
Hakeem, Abdul, 351
Hakim. Abdul, 23, 143
Haldar, Dhirendra Nath, 68
Haleem, M. Abdul, 332, 333,335, 342
Hamid, Abdul, 145, 182
Hanif, Mohammad, 344, 352
Haq, Asadul, 143
Ilaq Azizul (Havilder). 321,338
Haq, A.K.M. Shamsul, 362
Haq, Kazi Mujibul, 338
Ilaq, Mahmudul. 144
Haq, Muhammad Fazlul (F high Sgt) 314, 321,332, 333, 337
Haq, Muhammad Shaheedul, 315, 340
Haq, Rezwanul 144
Haq, Serajul. 338
Haq, Shahidul, 146
Haq, Shaikeu Manzurul, 752
Haq. Shamsul, 321, 324, 327, 332, 338, 362
Haq (Sgt.), Shamsul, 330
Haq, Zahurul (Sgt), 308, 316, 321, 330-32,338
Haque, Azharul, 340
Haque, A.K.M. Fazlul, 143
Haque, A.K. Wazedul, 349
Haque, K.A., 24-25, 27
Haque, Manirul, 353
Haque, Shamsul, 24
Haque, Syed Azizul, 23
Haris, Ata, 353

Haris, Ismail, 353
Hartal. 183-86, 672-73, 675, 683, 685, 687-89, 706
Harun, 615
Hasan. Saeed, 192
Hashim, A., 343
Hasrat, A., 346
Hazarvi, Maulana, 682-83
High Court Bar Association, 190
Hindu Community, .9, 14, 35, 39,40, 44,45,-54,79, 87, 98, 123-27, 674
Hindu Mahasavha, 54
Hindustan Standard, 37
Hitler, 678
Hoare, Samuel, 161
Hosain, Munir, S., 35
Hossain, Tofazzal, 284-85
Hossain, Faizuddin, 143
Hossain, Moulana Altaf, 24
Hossain, Mozammel, 143
Hossain, Sirajuddin, 222
Hossain. Suharab. 146
Hossain, Syed Altaf. 24
Hossain, Syed Moazzamuddin, 143
Hossain, Tofazzal, 222
House of the People, 112-16, 126-27
Howladar, Abdul Jabbar, 349
Howladar, Munshi Mohammad Ali. 335
Howladar, Sabaruddin, 349
Huda, Khairul, 349
Huda, M.N., 146, 192-95
Huda, N., 349
Huda, Shams Lutful, 325, 326, 341
Huq. Abdul. 398
Huq, Badrul. 67
Huq, Fazlul, 36, 45
Huq, Kazi Zahirul, 68
Huq, M., 69, 146
Huq, Syed Azizul, 173, 187
Husain, Kazi Motahar, 68,69
Hussain. M. (V.C. D.U), 146
Husain. Sajjad, 146
Husain, Zakir, 157
Husain, A., 345, 349
Hussain, Altaf, 347
Hussain, Anwar, 329, 330, 342
Hussain, Latif, 24
Hussain, M., 353
Hussain, Mokarram, 345
Hussain, Muhammad Adul, 350
Hussain, Musarraf, 345
Hussain, Muazzam, 310-34, 336, 337, 358, 361
Hussain. Muzzammil, 310, 311. 334, 335, 340
Husain. Rajab, 332
Hussainuddin, 351
Hussainuddin, M., 354
Hussain, Wazir, 351
Hussain, 2^kir, 13, 73
Hyder, Mian Nazimuddin, 750
I
Ibrahim (Justice), 221
lmamuddin, Muhammad, 350
Indian Constitution, 104-09, 164-65
Indian Franchise Committee. 198
Indian High Commission. 38
Indian Independence Act, 777
Indian National Congress, 86- 88
Indo-Pak War, 313
Industrilization in East Bengal, 99-100
International Press Institute, 75
Illias, K.M., 68
Intelligence Co-ordination Committee, 128
Intelligenlia. 39-40, 101
Iqbal Hall. 65, 146
Iqbal, Jafar 62, 63
Ishaque, Muhammad, 354
Islam, 395, 396,616
Islam, Aminul, 68
Islam. Anwarul, 343
Islam, A.K.M. Tajul, 328, 339
Islam K.S., 344
Islam, Mohammad Azharul 343
Islam, Mohammad Nazarul, 344
Islam, Mohammad Noorul. 344, 346
Islam, Mohammad Nurul, 351, 352
Islam, Musirul, 350

Islam, Nazrul (Poet), 76
Islam, Sirajul, 321, 324,325, 327. 328, 330-33,335, 341,356
Islam, S.M. anwarul, 351
Islam, S.M. Syedul, 351
Islam. Tajul. 347
Islam in Modern History, 123
Islamic Academy (Dacca), 75
Islamic Republic of Pakistan, 501, 505
Islamic ideology, 47, 122, 158
Ismail, Haji Mohammad 336
Ismail, Khan Bahadur 146
Ismail. Mohammad (Watcher F.C.) 357
Israil, Muhammad 356
Ittef'aq (Daily Newspaper) 65, 74, 138. 222, 284-85
J
Jabbar. Abdul 335, 338
Jabbar, Maulvi Abdul 341
Jabbar, M.A. 3
Jagannath College 65, 67, 68, 141, 184
Jagannath Hall 68, 69, 146
Jagannath Hall Union 68
Jagirdars 595
Jago Art Centre 75
Jalaluddin (S.I.) 345
Jalil (Sgt.) 326, 327, 331.339
Jamaat-e-Islami 189. 592, 642, 736, 749, 753
Jamaat-i-lslami Parliamentary Party 751
Jamiat-ul-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)60
Jamiat-ul-Ulema-i-lslam (Noorani Group) 592. 640, 682
Jamial-ul Ulema-i-Pakistan 736
Jama lucid in 350
Jana Sanga 42, 43
Jasimuddin, Khan Bahadur 145
Jatiya Sramik League 674, 690
Jayagi, Rash id Ahmad 144
Jennings, Ivor 86- 88, 90
J hong (Newspaper) 73
Jilani, Malik Ghulam 678
Jinnah. Mohammad Ali 87, 98, 501
J in n all Muslim League 89
Joint Electorate 122-27. 532
Journalists Strike 221-23
K
Kabir. A.M.A. 24-27. 66. 129
Kabir. E. 3
Kabir, S.E. 689
Kader. Abdul 344, 355
Kadir, M. Abdul 339
Kadri, G.M. 355
Kadri, W.B 180
Kazi, Faiz Mohammad 751
Kagmari Conference 45.46
KAMAL (Codename of Sultan-ud-Din Ahmad) 334
Kamruzzaman. A.H.M. 645
Kana Miyan 146
Karachi Conference 26-27
Karim, Abdul 344
Karim, Alhaj Fazlul 347
Karim, A. 68
Karim, Fazlul 23
Karim, M.A. 340, 343
Karim, Riazul 348
Kasem, Abul 68
Kashmir and Canal Water Disputes 6
Kashmir Dispute 541
Kashmiri National Liberation Front 628
Kazi, Mesbahuddin 352
Kirmani, Mokin U. 351
khan, Abdul Qaiyum 751
Khan, Abidur Rcza 764
Khan, Asgar 755
Khan. Ayub 729
Khan. Nawabzada Sher Ali 749
Khan, Noor 755
Khan, Sardar Shaukat Hyat 736
Khan, Wali 736
Khan, Yahya, 729, 752, 754-55, 774. 777. 781
Khaleque, Mohammad Abdul 3
Keith, A.B. 77, 89
Khaddar, Abdul Jabbar 139
Khairuddin, Khwaja 145, 557

K ha Icq ue, Abdul (Sylhel) 145
Khalequc. A. (2). 356
K ha Icq ue (Or) 319
Khaleque, K.A. 349
Khalid, Jahangir 68
Khaliq. Abdul 347
Khalique, A.B.M. Abdul 349
Khan, Abdul Wahab 26
Khan. Abdus Salam 642
Khan, Aga Mohammad Yahya 483-87, 498-503, 505-23, 544-45, 581-83, 615, 616, 631-32, 662-63, 679, 682, 693-95
Khan, Alam 355
Khan. Ali Reza 352
Khan, Amzad Ali 341
Khan, Asghar (Air Marshal) 682
Khan, Ashraf Ali 315-17, 320, 321, 341
Khan, Ataur Rahman 22, 68, 139, 140, 173, 187
Khan, Azam 147, 149, 150-56
Khan. A.A. Enayetullah 68
Khan, Daulat 352
Khan. Ejza Muhammad 355
Khan. Emteazuddin 338
Khan, F.M. 157
Khan, Mabibur Rahman 348
Khan, Hayat 43
Khan. Ibrahim (Principal) 145
Khan, Joban Ali 144
Khan. Kala 346, 350
Khan, Khan Abdul Qayyam 640, 664
Khan, Khan Abdul Wali 398, 640
Khan. Lai 355
Khan, Liaqat Ali 87
Khan, L.A. Rahim 343
Khan, Mahtabuddin 145
Khan. Maulana Muhammad Akram 221-22
Khan, Mohammad Ayub 20-21, 147-49, 150-57, 173, 176, 182,595, 665
Khan, Mohammad Yar 24
Khan. Motahar Ali 346
Khan. M.R. 215-16
Khan, M. Siddique 353
Khan. Mohammad Fouzder 34.7
Khan. Mujibur Rahman (Joint Secretary) 20-21
Khan, Muniruddin 352
Khan, Oli Mohammad 353
Khan. Omar Fateh 343
Khan, Saddat Ali 349
Khan, Sarwar 352
Khan, Shahbar 145
Khan, Sharafat Ali 2
Khan, Tamizuddin 146
Khan, Tikka (Lt. Gen.) 698
Khaiun, Begum Anwara 24
Khilafat 85^
Khilgaon Land Distribution Committee 690
Khondkar, Azizur Rahman 24
Khondkar, Muazzam Hussain 339
Khurshid. Muhammad 319-21, 338
Khundkar, Nazmul-Huda 321-23, 339
Krishak Sramik Party (K.S.P.) 54
Kudrallah 362
Koreja, Jamal Mohammad 736
L
Labour Party (U. K.) 89
Lahiri. Provas Chandra 23
Lahore distrubances 164-65
Lahore High Court 77
Lahore Resolution 104, 625
Lai Dighi Maidan 315
Language movement (1952) 645, 652
Laski 161
Lai if, A. A. 339. 343, 346, 347
Latif, Munshi Abdul 336
Law College 137
Leaflet Campaign 35-41, 42-47
Legal Framework Order (1970) 500-503, 505-23, 582, 652,662,749
Legislative Powers Order (1959) 28-29
Li neon, Abraham 158
Lodi, Zeaul Haque Khan 356
Lohani, Kamal 690
Lokman, Muhammad 346
Lok Sabha 88
Mabub, M.A. 346

Maclean, Joan Coyne 93
Madison 165-66
Magna Carta 158
Mahfizullah (Flight Sgt.) 31 L 314, 321, 324-28, 330-31, 336
Mahmood. Mohammad 751
Mahmud, Maulana Mufti 640, 736, 737
Majecd, A. 215-16
Majeed, S. M. A. 145
Majid, A. 144, 356
Makhan, Abdul Quddus 674
Malik 333
Malik, Ali Ashraf 344
Malik. H. R. 356
Mallick. Abdul Latif 68
Mamiatul Ulema-i-Islam Parliamcntaty Parry 737
Mannan, Abdul 350, 676
Mannan, A. 350
Mannaf. M. A. 343
Manik Miyan 140
Maniruddin 24
Maqbul, Ashrafuddin 68
Matir Prithibi 76
Markazi-Aho-e-Hadis 592
Markazi-Jamiat-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi group) 592
Martial Law 14-15, 35, 36, 39,41-43, 46, 135, 136, 138. 140. 155, 157, 159, 173. 176, 206, 323, 486, 579. 582, 583. 662, 664, 672-73, 678, 679,687,688, 690, 706
Martial Law Regulation 43, 487
Mass Movement 398
Matbar. Gagan Ali 354
Matin, Abdul 23
Maudoodi, Maulana Syed Abul Ala 642
Maulana, Ghulam 144
McDonald (Mr.) 161
Mcleod Road 551
Mcah, Abdul Majid 342
Medical College 68
Medical College Gate 67
Medical College Mortuary 135
Meher, Mohammad 350
Menon, Golam Nabi 220
Menhajuddin, Maulvi 340
Mia, A. F. 316
Mia, Abul Hussain 24
Mia, Badsha 347
Mia, Mohammad Amir Hussain 311-20, 334, 335, 340, 358-60, 363
Mia, Selamat ullah 344
Miah. Ahmed Hussain 345
Miah, Babu 345
Miah, Hafizuddin 351
Miah, Muhammad Shafiuddin 349
Miah, Rashed 345
Miah, Sultan 346
Mian. Abdul Majib 342
Mian, Abdur Rahman 344
Mian Ashfaq 332. 333. 342
Mian, Lai 340
Main, Mofizuddin 350
Mian, Muhammad Sawkat Ali 321-23, 325, 329, 332, 338
Mian, Tufail Mohammad 749
Mian, Muhammad Yasin 342
Mid Plan Review 446
Mir Za far 532
Mirza, Iskander 231
Mirza, S. M. Ali (Pilot officer) 330, 331
Mistri, Jamshed 342
Mitford 185
Mitra, J. P. 42
Mohan Mia 173, 187
Mohsin. Muhammad 315. 316. 324. 341
Molla, Aghar Ali 144
Molla. Moslem Ali 23
Molla, M. Sulaiman 339
Mollah, Mouli Fazil 335, 340
Momazzad, M. A. K. 338
Momen, Nurul 68
Momener Jabanban 76
Momin, Abdul 449
Momtazuddin 347
Moining News (Daily Newspaper) 73
Morrison, Herbart 92, 111, 120
Moslehuddin, A. K. M. 348
Mridha. Enta Ali 337

Mughal Rule 87
Mujib-Yahya meeting 754-55
Muslim League (Convention) 592. 750
Muhammad, Noor 310, 311-13, 317, 321,334, 336
Mukhtear. Abdur Rahim 144
Muktear, Abdus Salam 23, 144
muktear, Ataur Rahman 24
Mumtaz 615
Munir, Mohammad 157
Munshi. Abdul Aziz 342
Munshi./Aftab Hussain 344
Munshi, Rahim Baksh 352
Munshi, Samiruddin 352
Murad, Muhammad 347
Muslim 35, 39, 40, 45, 54, 83, 87, 97, 98. 100, 101. 122. 126-27, 158,487, 502.511.512.541,616,674
Muslim League 39. 45. 54, 55, 79-83, 87, 88, 89, 104, 118, 119, 124, 143, 164-65. 189, 198,206 *
Muslim League (Council) 592
Muslim League Parliamentary Party 164-65
Muslim League Government 119
Muslim League Ministry 118
Muslim Leaguers 138-40
Mutalib. Muhammad Abdul 321, 338
Muttahida Mahaz 592
Myan, Moulvi Menhajuddin 335
N
Nadiruzzaman 143
Naha, Iswar Chandra 348
Naha, Someshor 348
Naharuddin 145
Naoroz Shahitya Mazlis 75
Nasrullah, Nawabzada 752
National Assembly 123, 178-82, 196, 199, 204, 205, 207. 209, 211-16, 220, 48-85,492-503, 505-23, 544-45, 556, 581, 592, 595, 625-26. 629-32, 636-37, 637-39. 642, 644, 645,658-65,672-73, 676-79, 682-84, 688, 690, 693
National Awami Party (NAP) 42-43, 53-54,64,68,70-71, 136, 139, 189,398. 640
National Awami Party (Pro-Pecking) 398
National Awami Party (Wali) 592, 736. 751
National Democratic Front 190-91, 288
National Medical Institute Hospitals 185
National Student's Federation (NSF) 65, 68
Nawaz, M. A. 316
Nazimuddin. Khawaja 146
Nazimuddin 352
Nehru, Jawaherlal 36, 86. 87
Nepal-Nag-East Pakistan Communist 37
Nizam-e-Islam 55, 189,592
Non-Vilolent and Non-Co-operation Movement 706-07
Nooruddin 347
Noormani, Maulana Shah Ahmed 736
Nuruzzaman, A. N. M. 322, 339
O
October Revolution 79. 85, 101, 136, 152, 154
Ojha, P. N. 319, 321-22-25, 329, 330
One Unit 81. 90,97, 102, 104, 115-16, 190, 444. 484-85, 500, 502, 626, 683
Osmani, Iqbal 351
Osmani, M. A. G. 323, 324. 333
Ordinance (LXXII of 1958) 3
p
Padakkhep 67
Pakhloon Khawa (NAP) 592
Pakistan Acadciny for Village Development (Comilla) 76
Pakistan Day (23·d March) 75
Pakistan Democratic Parly (PDP) 592, 616.642,752
Pakistan Federal Union of Journalist 285
Pakistan Gazette 179, 181
Pakistan Legal Centre 191
Pakistan Muslim League 640

Pakistan National League 642
Pakistan Observer (Daily Newspaper) 3, 65, 73, 222
Pakistan Penal Code 20-21, 308
Pakistan People's Party 592. 595, 624-28. 636-40, 642-44. 663, 677-80. 682. 737. 749-52, 781
Pakistan Writers Guild 690
Pakistan Student Front (P.S.F.) 67
Pakistan Times 152, 774
Paltan Maidan 674, 675, 687
PAR ASH (Code name of Sheikh Mujibur Rahman) 315, 334
Parliamentary Democracy 443, 448
Parliamentary form of Government 42, 64, 77-96, 158-68, 171, 175,448,484
Pathans 36
Peaceful Satyagraha 676
Persian (Language) 87
A Pledge Redeemed 158
Police Firing in (1951), 66
Political Parties 173-77, 178-82,206-07
Political Parties Act (1962) 178-82, 206
Political Organisation Ordinance 180
Poster Campaign 35-41, 42-47
President and Congress : The Conflict of Powers 93
Presidential form of Government 85-96, 165-68, 175
Press and Publication Ordinance (1960) 220-23
Press club (Dacca) 221
Probhat Pheri 65, 66
Provincial Advisory Bodies 73
Provincial Advisory Council 145
Provincial Assembly 180, 196, 199,204, 209-14, 220. 500. 506-07, 512-13, 581. 592, 595.630, 631-32
Provincial Autonomy (1937) 36, 98, 198. 572-76
Provisional Constitutional Order 505, 699
Provincial Development Advisory Council 30, 32
Privincialism 5,41,83, 101
Prue. Maung Shoe 145
Psyche 320
Public and Representative Officers Disqualification Act 82
Pundit, Abdul Jabbar 349
Punic war 39
Punjab Assembly 80, 595
Punjab Awami League 749
Punjab Distrubances 79-80
Punjabis 36
Punjab Pakistan Front 678
Punjab Zonal Council Muslim League 752
Purbani (Bengali Cinema Magazine) 284
Q
Qayyum 68
Qayyum Muslim League 78
Qader, Monzoor 137. 141, 157
Qadir, Abdul 157
Quaid-i-Azam 36, 77, 78, 87-88, 98. 501,502, 642, 659
Quid-e-Millat 88
Quraishi, Abdul Majid 355
Quddus, Abdul 353
Quddus. Ruhul 312, 316, 317, 318. 325, 332.334, 337
Qureshi, Barkat Ali 130
Quyum 348
R
Rab, Syed Fazal 356
Rabbani, M. R. 362
Rabbani, Reza 351,354
Race Course Maidan 664, 672-73. 675
Radio Pakistan 693
Rafiquddin 145
Rahman. Mujibur (S.I.) 343
Rahim, Abdur 143
Rahim, Abdur (kushtia) 145
Rahman. Abdur 68
Rahman Ataur 642, 665
Rahman. Fazlur 26, 143, 356
Rahman, F. 146

Rahman, K.M. Shamsur 320, 323-26. 329, 338, 361
Rahman, Lutfar 143
Rahman, Mashiur 23. 398
Rahman, Mallubar 145
Rahman. Maulvi Abdul 339
Rahman, Mizanur 68
Rahman, Muhammad Mokhlesur 348
Rahman. M.M.M. 327, 328, 330-32, 339
Rahman, Muhammad Safiqur 353
Rahman, Mujibur 144
Rahman, Mujibur (Clerk) 315, 316,337
Rahman, Reazur 144
Rahman. Saidur 143
Rahman, Shah Azizur 68. 187
Rahman, Sheikh Lutfur 336
Rahman, Sheikh Mujibur 3, 38, 132, 139, 140. 173. 187, 309-23, 334, 336, 443-48. 556-57, 579-80. 583, 595, 614 17, 624, 625, 627-28, 629-30. 337-38. 639-40, 642, 645, 658-61. 664-65. 671-73, 674-77, 678, 679, 680,682, 683, 685-86. 687-90, 706, 707, 726, 729, 730, 731,736. 737, 748, 754-55, 763-64, 781-84
Rahman. Siddiqur 144, 326. 332
Rahman, Ziaur 346
Raja Miyan 143
Rajarbagh Policelines 665
Rajs ha hi Firing 687-88
Rajshahi University 146
Rakta Akhar 67
Rameez Mirza Mohammad 320-26, 328, 330, 332, 335, 341, 359, 361, 362
Rashid, Abdul 68, 344
Rashid, Abdur 350
Rashid. M.A. 146
Rauf. Abdur 331-33, 339
Ray, Amulya kumar 68
Ray, A.K. 351
Ray, Jamini Mahan 351
Ray, Nalinakhya 146
Ray, Tridip Kumar 146
Raza, Hashim, S. 142
Razvi, M. 348
Razzaq. Abdur 314. 321,337
Razzaq, Muhammad Abdur 315. 316. 321,324, 332,333, 338
Rawalpindi Division Awami League 752
Reforms of 1909. 20-21
Reforms of 1919. 200
Refugee 5, 73. 151, 153
Regional Autonomy 42, 63, 64. 130, 444,445, 485. 580. 661
Rehman. Abdur 337, 346
Rehman. Ahmed Fazlur 310. 311, 313, 316.317.318. 325. 334,336
Rehman, M. Siddiqur 350
Rehman, Mujibur (Steward) 310-14, 316-26, 328-31, 334, 336, 358, 360-62
Rehman, Sobhan 130-31, 568-71
Rehman, Zillur 345
Reichstag 678
Report of the Electoral Reforms Commission (1955), 200
Republican Party 81, 83, 89, 118
Resistance Day 64
Risaldar, Shamsul Huq 321, 328
Revolution in Cuba 330
Reza, M. Ali 328-32, 339. 360
Rizvi, S. Rashid Ali 347
Rob. Abdur 145
Roman (Language) 66, 69. 72
Roosevelt, Franklin D. 93, 120
Roshanuddin 348
Round Table Conference 443-48, 595, 665,682
Rountree, William (American Ambassador) 132
Roy, Bijoy Chandra 23
S
SABUZ (Code name of Noor Muhammad) 334
Safdar, Khwaja Mohammad 54
Safi (Servant) 317
Sarfraz, Malik Hamid 749
Sahabuddin, A.K.M. 347
Saha, Raghu Nandan 344

Saifullah (Dr.) 146
Salarn 66
Salam, Abdus 222, 344, 353
Salimullah Muslim Hall 65,68,69
Salimullah Muslim Hall Union 67
Samed, A. 146
Samad. Abdul 338
Samad, Abul Bashar Mohammed Abdus 311. 313, 315, 316, 320, 324. 326, 327, 329, 337, 359
Sangbad (Daily Newspaper) 65,69
Sangram Pari shad 706
Sarkar, Abu Hussain 22, 173, 187
Sarkar, Silu 337
Sawkat 321, 322
Sayed, A. B. 355
Scheduled Caste 122-24, 126-27
Security Council (U.N.) 73
Security of Pakistan Act 132, 133
Sen. Bidhan Krishna 314, 337
Sen, Rajendra Narayan 337
Separate Electorate 122-27
Seraj. M. M. 335
Shaft (Sgt,) 321
Shah, Asghar Ali 3, 750
Shahabuddin, L. 343
Shaheed Day 62-71, 72, 645
Shaheed Minar 64- 67, 140
Shahid Singh 68
Shahidullah. Md. 68
Shamsud Doha, A.R. 752,753
Shamsuzzoha 145, 338
Shanko 51
Sheikh, K. M. 13, 157
Sheikh, K. M., (Lt. Gen.) 13, 157
Sheikh, Musharaf N. 314, 321, 340
SHEKHAR (Code name of Ruhul Quddus) 334
Shura 158
Siddiq, Abdul Fatir 355
Siddique, Golam Mohammad 354
Siddique, Muhammad 354
Siddique, Muhammad Jabir 351
Siddiqu, Nure Alam 674
Siddiqui, Ashraf 68
Siddiqui, Muhammad Jan 356
Sikdar, Abul Mutalib 341
Sikder, Bisweshar 345
Sikder, Montazuddin 343
Sikdar, Nikunja Bihari 345
Sikha 67
Sikhs 45, 87
Simon Commission 198
Sind-Karachi-Panjabi-Pathan 592
Siraj.M. M. 341
Si raj, Shahjahan 674
Six (6) Point Programme 443-47, 532, 579-80, 582,614, 615,624,625, 629, 630, 636-38, 639. 643, 644, 658-61, 665,669. 729
Sixteen (16) Point demand 42
Smith, Cantwell 123
Sobhan, Abdus 352
Soomro, Sardar Mandla Bux 736
State Language 72, 616
Statesman (Newspaper) 88
Student Front (SF) 65
Students' league 674, 689
Students' Union 689
Study Group 4, 7, 9-12
Suhrawardy, H. S. 26. 36.46, 132-34, 137, 138-41, 148, 153, 154, 187, 189, 190-91,444
Suhrawardy, M. 354
Sulaiman, Muhammad 347
Supreme Court of India 37
Sur, Nagendra Kumar 144
Syed, M. M. 344, 354
T
Tagore (Rabindranath) 212
Taher, Ghulam 146
Taheruddin 351

Tahid, A. 348
Tahir. S. M. A. 349
Taj-ud-Din 317
Talukdar. Abdus Samat 356
Talukdar. Monoranjan 354
Talukdar. M. Syed Ali 337
Task before Faruque 152
Ten (10) Point Programme 706-07
Thakur, Taheruddin 67
The Third Battle of Panipath 76
Third French Republic 161
Tirmizi, Syed Khali I Ahmed 752
Toaha, Mohammad 24, 398
Tongi. Firing 687
Town Committee (B.D.) 26, 31. 32.48. 49
Tribal Chiefs 199
Tribal Maliks 211-12
Tribal People 211-12
TUHIN (Code name of Mozammil Hussain) 334
TUSAR (Code name of A.F. Rahman) 318. 334
Twenty-First (21*) Rebruary 62-71, 72
Twenty-two (22) Families 659
Two Economics 130
Two-Party System 89, 160-61
ULKA (Code name of Muhammad Amir Hussain Mian) 334, 358
Undivided Bengal 36, 37, 38,99, 201
Unemployment Assistance Regulation (1934) 151
Union Boards 55, 56.95-96, 121
Union Committees (B.D.) 30-32, 48,49, 55, 59, 170
Union Council 30-32,48. 53. 54, 57-59, 73, 170, 202
Unitary form of Government 97-109, 175
United Front 81, 82, 557
University of Karachi 76
Urdu 51, 76
Usmani, Mahmudul Haque 751
Village Aid 13
Village Police Force 30-31
W
Waheed, A. 354
Wahiduzzaman 23
Wall Ullah, Muhammad 344. 353
Weimar Republic 678
World Congress 37
World Congress for World Federation 42
Y
Yousaf. A.B.M. 315, 316, 321. 335. 342
Yousuf, muhammad 359
Yunus. Muhammad Yousuf 346
Yusuff, A.R. 68
Z
Zahid, Anwar 68
Zahii. Mohammad 343
Zahiruddin 146
Zahiruddin, L. 344
Zakat 108-09
Zaman, Hasan 68
Zamindars 551-52,595
Zeauddin, A.K.M. 67-68

<u>সংযোজন</u>

অ

অসহযোগ আন্দোলন (সংবাদপত্রে), ৮১৭-২২
আওয়ামী লীগ, ৮১০, ৮১৯, ৮২৫, ৮২৪, ৮২৯
আওয়ামী লীগ (মহিলা শাখা), ৮২১, ৮২৪, ৮৩২
আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৮২৪, ৮২৮, ৮৩১
আজাদ (দৈনিক পত্রিকা), ৮২১-২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯
আঞ্চলিকতা, ৮১৩
আমিনা বেগম (মিসেস), ৮২৩

আহমেদ, তাজউদ্দিন, ৮২০
আহমেদ, মহীউদ্দিন, ৮৩৩
আহমদ, মোফাফফর (অধ্যাপক), ৮১৮, ৮৩৩
ই
ইকবাল, ফারুক (শহীদ), ৮২৮, ৮৩৩
ইত্তেফঅক (দৈনিক পত্রিকা), ৮০৯, ৮১০, ৮১৩, ৮১৫, ৮১৭-১৮
ই, পি, ইউ, জে, ৮২১
ই, পি, ওয়াপদা এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, ৮২৯
ইস্ট পাকিস্তান নিউজপেপার প্রেস ওয়াকার্স ফেডারেশন, ৮২৭
ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এপসু), ৮২১
ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, ৮৩২
ইসলামী ছাত্র সংঘ, ৮২৩
ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক, ৮৩৪-৪৩
উ
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ৮১৯, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৭
উমর, বদরুদ্দীন, ৮৩৩
এ

এবড়ো, ৮০৯
এয়ারওয়েজ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, ৮২১
ও
ওয়াকার্স ফেডারেশন, ৮৩২
ওয়াহিদুজ্জামান, ৮০৯
ক
কচিকাঁচার মেলা, ৮২১, ৮৩২
কথাশিল্পী সম্প্রদায়, ৮২৭
কনভেনশন লীগ, ৮০৯
কবির, হুমায়ুন, ৮৩৩
কল্যাণপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮২৯
কৃষক সমিতি, ৮১১
কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী ইউনিয়ন, ৮৩০
কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
কৃষি উন্নয়ন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
খ
খান, আইয়ুব, ৮০৯, ৮১০, ৮১২
খান, আসগর, ৮২১
খান, ইয়াহিয়া, ৮১৫
খান, ওয়াহিদ, ৮০৯
খান, শাহনূর, ৮৩৩

খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম কমিটি, ৮২৪
খিলাফতে রববানী পার্টি, ৮৩১
চ
চলচিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮৩১
চারু ও কারু শিল্প সংগ্রাম পরিষদ, ৮২১, ৮২৮
চৌধুরী, মতিয়া (বেগম), ৮৩৩
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (ডঃ), ৮৩৩
ছ
ছফা, আহমদ, ৮৩৩
ছয় দফা, ৭৯৩
ছাত্র ইউনিয়ন, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৩
ছাত্র ও শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ, ৮২১
ছাত্রলীগ, ৮১৭, ৮১৯, ৮২৪
জ
জাতীয় কৃষক শ্রমিক দল, ৮৩২
জাতীয় লীগ, ৮১৯, ৮২৩
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ৮১৭, ৮২৮, ৮৩১
জামাতে ইসলামী, ৮১০
জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, ৮৩৩
জিন্নাহ, ফাতেমা (মিস), ৮০৯, ৮১০, ৮১২
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, ৮০৯
জুলুম প্রতিরোধ দিবস, ৮০৯
ঢ
ঢাকা জেলা আইনজীবি সমিতির সভা, ৮২৮
ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ, ৮২৯, ৮৩০
ঢাকা নিউজ পেপারস হকার্স ইউনিয়ন, ৮২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮২১, ৮৩১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ৮২৫

ঢাকা মোটরকার ড্রাইভারস ইউনিয়ন, ৮২৪

ত
তরফদার, মমতাজুর রহমান (ডঃ), ৮৩৪
তাজ জুট বেলিং শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮২৪
দ
দৈনিক পাকিস্তান, ৮২১, ৮২৩-৮৩৩
দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
ল
নজরুল একাডেমী, ৮২৮
নাহা শিশু মেলা, ৮৩৩
ন্যাপ (ভাসানী) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৮৩৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), ৮১৮, ৮২৬, ৮৩০

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ওয়ালী), ৮২০, ৮২৩, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ৮২৮, ৮৩২, ৮৩৩
নৌ পরিবহন শ্রমিক সংস্থা, ৮২৬

প
পাকিস্তান অবজারভার, ৮১৫
পাকিস্তান মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থা, ৮২৯
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, ৮১০-১২, ৮১৩-২১
পূর্বদেশ, ৮২০-২১
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৩
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ৮২৪
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, ৮২৭, ৮২৯
পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি, ৮২৪
পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, ৮৩০
পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, ৮২৪
পূর্ব বাংলা জীবন বীমা কর্মী সমিতি, ৮৩২
পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা সমিতি, ৮৩০
প্রতিরোধ দিবস, ৮১৭, ৮২১
প্রাদেশিকতা, ৮১৩

ফ
ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৯৩০, ৮৩৩
লেখক-শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, ৮২৭

ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এ-প্রফেশনাল বডিজ, ৮২৫
ব
বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ৮১১-১২
বাংলা ছাত্র লীগ, ৮২৪
বাংলা জাতীয় লীগ, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
বাংলাদেশ খৃষ্টীয় সংসদ, ৮৩৩
বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন, ৮২৪, ৮৩২, ৮৩৩
বাংলাদেশ সি, এ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২
বাংলা শিক্ষক সমিতি, ৮৩০
বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, ৮৩৩
বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ৮৩৩
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, ৮২০, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩২, ৮৩৩
ব্রতচারী আন্দোলন, ৮২৮

ভ
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২৫
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৮২০
ম
মহম্মদপুর শিল্পী গোষ্ঠী, ৮৩২
মজদুর ফেডারেশন, ৮২৪

মজহার, ফরহাদ, ৮৩৩
মাধ্যমিক নৈশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩২

মুকুল মেলা, ৮৩৩
মুক্তির নেশা (গণনাট্য), ৮৩২
য
যুক্তফ্রন্ট, ৮২০
র
রহমান, আতাউর, ৮২১, ৮২৩, ৮২৫
রহমান, আহমেদুর, ৮১৩-১৪
রহমান, মশিউর, ৮২৫
রহমান, শাহ আজিজুর, ৮২৩, ৮২৫
রহমান, শেখ মুজিবর, ৮১৫, ৮১৮, ৮১৯, ৮২১, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৯, ৮৩১
ল
লেখক-শিল্পী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ, ৮২৫

লেখক, সংগ্রাম শিবির, ৮২৭, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩
লেখক সংঘ, ৮২৪
শ
শপথ নিলাম (গণনাট্য), ৮২৭
শরীফ আহমদ (ডঃ), ৮৩৩
শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, ৭৯৩-৮০৮
শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠী, ৮২৭
স
সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা), ৮১৮-২০, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩৩
সমাজবাদী ছাত্র জোট, ৮২৪
সাউথ এশিয়ান রিভিউ, ৮৩৪
সিকান্দার আবু জাফর, ৮২১
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী, ৮৩৩
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৮০৯
স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস, ৮২০
স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি, ৮২৫
স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩২
হ
হাবিব ব্যাংক ইলেকট্রিক সংগ্রাম পরিষদ, ৮৩৩
হাবিবুল্লাহ, এ, বি, এম, ৮৩৩
হাসিমুদ্দিন, ৮০৯
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও হোমিওপ্যাথিক সংগ্রাম কমিটি, ৮৩১
হোসেন, কামাল (ডঃ), ৭৯৩-৮০৮
হোসেন, তফাজ্জল, ৮০৯-১৩
হোসেন, সৈয়দ আলতাফ, ৮৩০

A
Abedin, Zainul, 822
Act of Proclamation, 840
Ahmed, M.M., 841,842
Ahsan, (Admiral), 838
Akbar (Maj-Gen),836
Awami League, 834,835,836,838, 840,841,842
Awami League, Sangram Parisad, 838
Awami League, Volunteers 838
B
Benett, Frederic,843
Bhashani, Hamid Khan,822
Bhutto, Z.A., 826,835,836,837,838, 839,841,842
Bikshubdha Shilpee Shanaj,822
Brohi A.K.,840
C
Charu-o-Karu Shilpee Sangram Parishad,822
Chattopadhaya, Bankim Chandra (Bengali Novelist), 838
Constitutional Development 793-808
Corenelius,840
Council Muslim League,836
D
Dacca University Central Student Union 822
Daulatana, Mian Mumtaz 836,840
Dawn, The,842
F
Forum The 842
Girl Guides Association 822
I
Indian Independence Act 840
Khan, Ayub,838
Khan Ghaus (Bizenjo), 836
Khan Qayyum,836
Khan Sardar Shaukat Hayat, 836
Khan, Tikka, 838
Khan, Wali 836,837
Khan, Yahya, 834-843
L
Legal Framework Order (LFO)835,837
M
Martial Law 838,839,840
Morning News, The,817
Mujib-Yahya Talks, 834-843
Muslim League 840

Muslim League (Qayyum) 836
N
Naqvi M. B„ 836, 843
National Awarni Party (NAP- Bhashani) 822
National Awami Parly (Wali) 836
National Security Council, 836
P
Pakistan Observer, The 816
Pakistan People's Party, 834, 835
Punjab Muslim League, 837
Peerzada (Lt. Gen.) 835, 836, 839
Q
Qasuri. Mahmud Ali, 840
Qizalbash (Nawab). 836
R
Rahman. Shekh Mujibur, 822, 834-843
Rehman, Sobhan, 834-843
Rizvi, 836
S
SBKCSP, 822
Shilpee Sangram Parishad, 822
Six (6) Point Programme, 835. 837. 840. 841
South Asian Review, 834-843
U
Umer (Major-Gen), 836. 837. 839
University of Dacca. 843.

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

মুজিবনগর : প্রশাসন

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে-
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
বাড়ি # ৭, সড়ক # ৪
ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫
ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২
ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪
Email: info@paramabd.com

কপি রাইট: তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮২
অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ২০০৩
অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ: জুন, ২০০৯
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ:বকুল হায়দার

মুদ্রাকর: মোঃ আবুল হাসান
হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১
ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-3

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka- 1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabd.com

On behalf of **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

***Copyright*: Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane-2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka- 1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN: 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র :তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,
উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদসাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরম্ন হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্ত্তত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরস্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
এয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া '' জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মুল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খন্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকরণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকবাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রামত্ম দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরম্ন করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরম্নর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অমত্মর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরম্ন জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিলস্নী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র ড়ুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমা। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খন্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রামত্ম লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পালামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অমত্মর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরম্নত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মমত্মব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যূদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তুব একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যা দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খন্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিন্তু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখাও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্ততত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খন্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খন্ডবিশেষ সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খন্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খন্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খন্ড টি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তুপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েচে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খন্ড-র দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খন্ড-র দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খন্ড-ই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয় হয়েছে। শেষ খন্ড- গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ড-র নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খন্ড- কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রর্ভতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খন্ড গুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উলেস্নখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উলেস্নখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উলেস্নখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরউদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লেখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকান্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খন্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকভাবে সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খ-গুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খন্ড গুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের আক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরম্ন করে দলিলসমূহরে সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উলেস্নখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর-প্রশাসন

মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্র সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল, কারণ এসব দলিল সংরক্ষণের জন্য কোন মহাফেজখানা সৃষ্টি করা হয়নি। একই সাথে বিভিন্ন সকারী দলিল-দস্তাবেজ ঢাকায় আনয়নের দায়িত্বও কোন একক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওপর অর্পণ করা হয়নি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এসব দলিলপত্র নিয়ে আসেন এবং সব দলিল সংগ্রহের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব কারও হাতে না থাকায় অনেক দলিলপত্র নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের প্রধানভাব নির্ভর করতে হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগৃহীত তথ্যাদি এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহের উপর। বলাবাহুল্য, এর উপর ভিত্তি করেই সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এর পূর্বেকার স্বাধীনতার ঘোষণাসমূহ এবং বিভিন্ন আবেদনগুলিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের ভাষণগুলি যথাসম্ভব সংযোজিত হয়েছে।

মুজিবনগর সরকারের মূল যে কয়েকটি বিভাগ ছিল, যথা- অর্থ, স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন, তথ্য ও প্রচার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং কেবিনেট মন্ত্রণালয়- এসবের বিভিন্ন দলিলপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ খন্ডে। সমস্ত মন্ত্রণালয়ের আনুপাতিকভাবে সমসংখ্যক দলিলপত্র না পাওয়াতে দলিল সন্নিবেশের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু ফাঁক বা ঘাটতি থেকে গেছে এবং এ তথ্য-স্বল্পতার অনিবার্য পরিস্থিতিতেও যাতে একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনারত একটি জাতীয় সরকারের পূর্ণ অবয়ব ফুটে ওঠে, দলিল সন্নিবেশকালে আমরা সে চেষ্টার ক্রটি করিনি।

মূজিবনগর সরকারের শাখা-দপ্তরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আঞ্চলিক প্রশাসনিক জোনসমূহ, যার অধীনে বিভিন্ন এলাকার পরিচালিত হত। এইসব জোনের অধীনে শরণার্থী শিবির এবং যুব ক্যাম্প উভয়ই পরিচালিত হত। মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন জোনগুলির মাধ্যমে জনগনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা হত। এই জন্য জোন প্রশাসনের দলিলের জন্য একটি আলাদা বিভাজন করতে হয়েছে।

যুব ত্রাণ এবং যুব অভ্যর্থনা শিবিরগুলি থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত। অতএব, কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা হত উপস্থাপিত দলিল থেকে এ বিষয়ের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। মুজিবনগর সরকারের বিজয়ের পর কি ধরনের রাষ্ট্র-কাঠামো প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছিল তার পরিচাল পাওয়া যাবে পরিকল্পনা বোর্ডের দলিলের মধ্যে। তাছাড়া বিভিন্ন দলিলে বিশেষ করে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দলিলপত্রসমূহে এই চিত্র আরও বিশদভাবে ফুটে উঠবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দলিলসমূহ একত্র করে একটি আলাদা বিভাজন করা হয়েছে এইজন্য যে, আন্তজার্তিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক অংশ। এই অংশে দলিলপত্রের সঙ্গে কিছু কিছু প্রচারমূলক তথ্যাদিও সংযোজিত করা হয়েছে, যথা- ‘‘বাংলাদেশ এ ওয়ার্ল্ড কমেনট্রি’’ (পৃষ্ঠা ৭৯৬) এবং ‘‘দ্য কেস ফর বাংলাদেশ’’ (সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৮২৯)।

সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মধ্যে যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে, সেসবও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিট সংক্রান্ত দলিলপত্র নিয়ে একটি পরিশিষ্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

এ খন্ড সন্নিবেশকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগৃহীত হয়, যেগুলোতে দুর্ভাগ্যবশত কোন তারিখ ছিল না। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের লিফলেট (পৃষ্ঠা ৩২২ থেকে ৩৩৪) ছাড়া অন্যান্য সরকারী দলিলও অন্তর্ভুক্ত। যথা ''যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও সিলেবাস'' (৩৩৫ পৃষ্ঠা), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান (পৃষ্ঠা ৮৯২) ও অন্যান্য। এগুলো যথাসম্ভব একত্র করে বিভিন্ন বিভাজনে প্রকাশ করা গেল। এখানে একটি দলিলের (১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সন্নিবেশগত ত্রুটি রয়ে গেছে যা উল্লেখ না করলেই নয়। এটি সেপ্টেম্বর মাসের না হয়ে ডিসেম্বর মাসের দলিল হিসেবে বিবেচ্য।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir — Chairman
   Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2. Professor Salahuddin Ahmed — Member
   Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3. Dr. Anisuzzaman — Member
   Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
4 Dr. Safar Ali Akanda — Member
   Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
5. Dr. Enamul Huq — Member
   Director, Dacca Museum.
6. Dr. K. M. Mohsin — Member
   Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
7. Dr. Shamsul Huda Harun — Member
   Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
8. Dr. K.M. Karim — Member
   Director, National Library and Archives, Dacca
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman — Member-Secratary
   O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer.

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
	প্রথম অধ্যায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন	
১।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা	১
২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা	২
৩।	পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার আহবান	৩
৪।	স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা	৪
৫।	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি	৬
৬।	বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ	৭
৭।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন	১৩
৮।	জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ	১৫
৯।	জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরাকারের নির্দেশাবলী	১৬
১০।	অস্থায়ী সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর পুর্নগঠনঃ কর্নেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ	১৯
১১।	বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রীর তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ	২১
১২।	কলিকাতাস্থ পাকিস্থানী ডেপুটি হাইকমিশনারের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন	৩০
১৩।	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ	৩৩
১৪।	অস্ত্র সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আবেদন	৩৪
১৫।	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একটি প্রতিবেদন	৩৫
১৬।	বাংলাদেশবাসীর প্রতি সরকারের ৭-দফা নির্দেশাবলী	৪০
১৭।	প্রধানমন্ত্রীর ১৮-দফা নির্দেশাবলী	৪২
১৮।	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ	৪৪
১৯।	নয়াদিল্লীতে প্রেরিত বাংলাদেশের সংসদীয় সম্পর্কিত সংবাদ	৪৬
২০।	স্বাধীন বাংলা বেতার হতে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার	৪৭
২১।	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য	৪৮
২২।	''পাকিস্তানের কাঠামোতে আপোসের প্রশ্নই উঠতে পারে না''-প্রধানমন্ত্রী	৫০
২৩।	অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	৫১
২৪।	রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ৬ই জুনে পেশকৃত চার দফা প্রস্তাব	৫৩
২৫।	শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রবর্গের কাছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আবেদন	৫৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৬।	বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের রিপোর্ট	৫৬
২৭।	বিভিন্ন এলাকায় প্রবাসী, সরকারী চাকুরীতে বাংলাদেশবাসীর বেতন সংক্রান্ত চিঠি	৬০
২৮।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	৬২
২৯।	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ	৬৪
৩০।	যুব শিবিরে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি ভাষণ	৬৫
৩১।	সামরিক বিজয়ই সমস্যার একমাত্র সমাধান-প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘোষণা, ১৪ই জুলাই	৬৮
৩২।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	৬৯
৩৩।	বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বিধিমালা ও বাজেট বিবরণী- প্রচার, প্রকাশনা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ৬ মাসের খসড়া বাজেট	৭০
৩৪।	বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি	৮৪
৩৫।	যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রধান কর্তৃক পশ্চিম জোনের ক্যাম্প প্রধান নিয়োগ	৮৯
৩৬।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	৯০
৩৭।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	৯১
৩৮।	বাংলাদেশ সরকারের সচিবদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা সংক্রান্ত সার্কুলার	৯২
৩৯।	কেবিনেট সচিব কর্তৃক বাংলাদেশে দখলীকৃত এলাকা হতে আনীত অর্থ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কমিশন নিয়োগের নির্দেশ	৯৩
৪০।	বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের একটি নিয়োগপত্র	৯৪
৪১।	প্রধানমন্ত্রীর একটি প্রশাসনিক নির্দেশ	৯৫
৪২।	আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণী	৯৬
৪৩।	প্রচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিষদ সদস্যের প্রচার সংক্রান্ত আন্তঃবিভাগীয় একটি চিঠি	৯৮
৪৪।	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রদত্ত বিদেশে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রেরিত পরিষদ সদস্যের একটি পরিচয়পত্র	৯৯
৪৫।	জোনাল কাউন্সিল এবং যুব ক্যাম্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	১০০
৪৬।	জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহূত সভার বিজ্ঞপ্তি	১০২
৪৭।	বীরত্ব খেতাব প্রদান স্কীম অনুমোদন সংক্রান্ত একটি চিঠি	১০৭
৪৮।	যুব ক্যাম্পে ত্রৈমাসিক ব্যয়বরাদ্দের হিসাব	১০৮
৪৯।	বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের নিয়োগপত্র	১১৩
৫০।	রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী	১১৫
৫১।	দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	১১৬
৫২।	বাংলাদেশের পত্রিকা প্রকাশনা সম্পর্কে একটি সরকারী চিঠি	১১৯
৫৩।	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কৃষিসচিব নিয়োগ	১২০
৫৪।	প্রচার ও প্রপাগান্ডার সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি সাক্ষাৎকার	১২১
৫৫।	অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কর্মসূচী	১২২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
৫৬।	বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দল সমবায়ে ৮ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য-৯ সেপ্টেম্বর	১২৩
৫৭।	মুক্তাঙ্গনে সরকারী কর্মচারীদের কাজে লাগানো সম্পর্কিত নির্দেশ	১২৪
৫৮।	ভারতে জহীর রায়হান পরিচালিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালক ফজলুল হকের চিঠি	১২৫
৫৯।	মৎস্যচাষের প্রয়োজনে লীজ সংক্রান্ত একটি চিঠি	১২৭
৬০।	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সচিব নিয়োগ	১২৯
৬১।	রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অর্থ সচিবের একটি মেমো	১৩০
৬২।	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক পূর্বাঞ্চলীর লিবারেশন জোনের প্রধানকে অর্থবিষয়ক কমিটি গঠনের নির্দেশ	১৩১
৬৩	আন্তঃসচিব সভার সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ	১৩২
৬৪।	বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের মুখপত্র বাংলাদেশ নিউজ লেটার প্রকাশনার প্রাক্কালে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবাণী	১৩৩
৬৫।	মুক্তিবাহিনীর প্রচার সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	১৩৪
৬৬।	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চারটি নূতন প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	১৩৫
৬৭।	জোন প্রশাসনের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি	১৩৬
৬৮।	জনগণের প্রতি সরকারের নির্দেশাবলী	১৩৮
৬৯।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তে অংশ	১৩৯
৭০।	স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের সচিবদের বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে প্রদত্ত রিপোর্ট	১৪০
৭১।	আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিরণী	১৪৫
৭২।	স্বাস্থ্য বিভাগের জরুরী প্রয়োজনের ওপর প্রস্তুতকৃত সরকারী প্রতিবেদন	১৪৬
৭৩।	মুক্ত এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা সেলে লিখিত চিঠি ও পরিকল্পনা সেলের উত্তর	১৪৯
৭৪।	যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের বক্তৃতা	১৫১
৭৫।	কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত একটি আন্তঃবিভাগীয় সার্কুলার	১৫৩
৭৬।	আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণী	১৫৪
৭৭।	মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রেরিত একটি রিপোর্ট	১৫৫
৭৮।	বেতারে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রচারের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	১৫৭
৭৯।	যুব ক্যাম্পের জন্য ওষুধ সরবরাহের হিসাব	১৫৮
৮০।	বিভিন্ন যুব শিবিরে অবস্থানকারী শীতবস্ত্র সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ	১৬১
৮১।	বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ	১৬২
৮২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মী কর্তৃক আন্তর্জাতিক যোগযোগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	১৬৩
৮৩।	স্বাস্থ্য বিভাগে একটি নিয়োগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের সিদ্ধান্ত	১৬৫
৮৪।	আহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পুনবার্সন সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	১৬৬
৮৫।	তথ্য সচিব হিসাবে আনওয়ারুল হক খানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	১৬৭
৮৬।	বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা প্রেরণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের একটি চিঠি	১৬৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
৮৭।	প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য বাজেট সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	১৬৯
৮৮।	জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	১৭০
৮৯।	তথ্য সচিব কর্তৃক লিখিত প্রশাসনিক সমন্বয় সম্পর্কিত একটি চিঠি	১৭১
৯০।	তথ্য সচিব কর্তৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	১৭২
৯১।	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	১৭৩
৯২।	উপজাতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের চিঠি	১৮১
৯৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তার তালিকা	১৮২
৯৪।	প্রতিরক্ষা মেডিকেল কর্মসূচীর অধীনে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার রিপোর্ট	১৮৩
৯৫।	যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	১৮৪
৯৬।	প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র বিনিময় ও প্রকাশনা সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট	১৮৫
৯৭।	মুক্তিফৌজের জন্য বিশ্রামাগার মিশন ও ঔষধ সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি চিঠি	১৮৬
৯৮।	বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ কর্মচারীদের বিভিন্ন জোনাল কাউন্সিলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি	১৮৭
৯৯।	প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক পংগু সৈনিকদের আশ্রয় নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য জোনাল কাউন্সিলের প্রতি নির্দেশ	১৯০
১০০।	শীতবস্ত্র কেনার জন্য সরকার কর্তৃক কর্মচারীদের আগাম প্রদানের বিজ্ঞপ্তি	১৯১
১০১।	জোনাল কাউন্সিল এবং সংসদ সদস্যদের ভ্রমণ ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশাবলী	১৯২
১০২।	যুব অভ্যর্থনা শিবির পরিচালনার নির্দেশাবলী	১৯৩
১০৩।	বাংলাদেশ সরকার ও মন্ত্রী পরিষদের ব্যবহারের জন্য যানবাহন সংগ্রহঃ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রদত্ত কেবিনেট সচিবের একটি প্রতিবেদন	১৯৭
১০৪।	শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি পত্র	২০৩
১০৫।	বাংলাদেশ সরকারের প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি	২০৪
১০৬।	বিদেশে প্রস্থানকারীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	২০৫
১০৭।	বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলসমূহের বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	২০৬
১০৮।	প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক তথ্য সচিবকে প্রদত্ত রাজাকারদের প্রতি সরকারী নীতি ব্যাখ্যা	২০৮
১০৯।	ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মুক্তিফৌজের জন্য ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য সংক্রান্ত আলোচনা রিপোর্ট	২০৯
১১০।	বাংলাদেশ সরকারের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের হিসাব সংক্রান্ত চিঠি	২১১
১১১।	চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কে স্বাস্থ্য দফতরের কতিপয় চিঠি	২১৩
১১২।	বাংলাদেশ সরকারের পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার বিরোধিতা সংক্রান্ত সংবাদ	২১৭
১১৩।	পরিকল্পনা সেল কর্তৃক 'কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদন	২১৯
১১৪।	বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জোনের প্রধান এবং জোনাল অফিসারদের তালিকা	২৩৫
১১৫।	বিভিন্ন সেন্টারে রণসাংবাদিক নিয়োগের নির্দেশ	২৩৮
১১৬।	দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	২৩৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৭।	শহীদের পরিবারকে অর্থ সাহায্যদান এবং পংগু ভাতা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দলিল	২৪১
১১৮।	মুক্তাঞ্চলসমূহে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের কাছে স্বরাষ্ট্র সচিবের চিঠি	২৪৬
১১৯।	মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি	২৪৭
১২০।	যোদ্ধাদের শীতকালীন বস্ত্র কেনার জন্য অর্থ চেয়ে প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক অর্থ সচিবকে লিখিত চিঠি	২৪৮
১২১।	জোনাল কাউন্সিল এবং সেক্টরে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি নোট	২৪৯
১২২।	পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্ম নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সরকারী চিঠি	২৫০
১২৩।	নার্সদের নিয়োগ এবং বেতন সংক্রান্ত একটি সরকারী চিঠি	২৫১
১২৪।	তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশী সাংবাদিকদের সংগে যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সচিব কর্তৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	২৫২
১২৫।	রণক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকার প্রচার সম্পর্কে তথ্য সচিবের একটি চিঠি	২৫৬
১২৬।	রণক্ষেত্রে সংবাদদাতা নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	২৫৭
১২৭।	বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	২৫৮
১২৮।	মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার ও কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	২৬০
১২৯।	পঙ্গু যোদ্ধাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জোনাল কাউন্সিলে প্রেরিত একটি চিঠি	২৬৩
১৩০।	মুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে উপ-পরিষদের বৈঠক সংক্রান্ত চিঠি	২৬৪
১৩১।	বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক স্বরাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	২৬৬
১৩২।	মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	২৬৭
১৩৩।	বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন কর্তৃক প্রত্যন্ত সীমান্ত ও মুক্ত এলাকায় অবস্থিত ধন-সম্পত্তির সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন	২৬৮
১৩৪।	মুক্ত এলাকায় অবস্থিত দেশের সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নির্দেশ	২৮৪
১৩৫।	বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী মহাসচিব নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	২৮৫
১৩৬।	জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ	২৮৬
১৩৭।	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মালিকানাহীন সম্পত্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশাবলী	২৯১
১৩৮।	জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	২৯২
১৩৯।	মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কার্যবিবরণীর অংশ	২৯৫
১৪০।	দখলীকৃত বাংলাদেশে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা প্রচারের জন্য তথ্য সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	২৯৬
১৪১।	বাংলাদেশ সরকারের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের অধীন কর্মকর্তাদের তালিকা	২৯৮
১৪২।	বাংলাদেশে বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী	৩০০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
১৪৩।	দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের বিচার সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কার্যবিবরণী	৩০১
১৪৪।	বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী	৩০৪
১৪৫।	ভারতীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা সম্পর্কিত অস্থায়ী মহাসচিবের সার্কুলার	৩০৭
১৪৬।	মন্ত্রী পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য একটি সভার বিজ্ঞপ্তি	৩০৮
১৪৭।	জেলা প্রশাসকদের আশু কর্তব্য সম্পর্কিত সংস্থাপন বিভাগীয় সচিবের চিঠি	৩০৯
১৪৮	জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ	৩১৩
১৪৯।	যশোরের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সাধারণ প্রশাসন বিভাগের সচিবের কাছে প্রদত্ত বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট	৩১৫
১৫০।	জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	৩১৬
১৫১।	প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা (লিফলেট)	৩১৯
১৫২।	''বাংলার বাণী''-একটি লিফলেট	৩২২
১৫৩।	সংগ্রামী জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান	৩২৩
১৫৪।	মোনাফেকদের ক্ষমা নেই	৩২৫
১৫৫।	মুক্তাঞ্চলের জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী	৩২৮
১৫৬।	''বাংলার গণদুশমনরা হুঁশিয়ার''	৩২৯
১৫৭।	বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধরত পুলিশদের প্রতি স্বরাষ্ট্র দফতর	৩৩০
১৫৮।	দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ	৩৩২
১৫৯।	''যুব প্রশিক্ষণ''-কর্মসূচী ও সিলেবাস	৩৩৫
১৬০।	যুব শিবির প্রণোদনা কোর্স সম্পর্কিত দলিল	৩৫৮
১৬১।	যুব শিবিরঃ একটি নির্দেশিকা	৩৬০
১৬২।	যুব শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ	৩৮১
১৬৩।	বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন	৩৮৩
১৬৪।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকুরীরত কর্মচারীদের তালিকা	৩৮৬
১৬৫।	তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের তালিকা	৩৮৯

পরিশিষ্ট-কঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প

১৬৬।	বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৩৯৯
১৬৭।	কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা	৪০৩
১৬৮।	গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রশিক্ষণ সিলেবাস	৪০৮
১৬৯।	কমিউনিটি উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	৪১৫
১৭০।	কমিউনিটি উন্নয়নের 'রওমারী' প্রকল্প সভার কার্যবিবরণী	৪১৭
১৭১।	রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী	৪২০
১৭২।	রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর রিপোর্ট	৪২২
১৭৩।	রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী	৪২৯
১৭৪।	রওমারী প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দের খতিয়ান	৪৩১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৫।	রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর রিপোর্ট	৪৩৩

পরিশিষ্ট-খঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ শাসনব্যবস্থা ও পুনর্গঠন

১৭৬।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসনব্যবস্থা ও তার পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন	৪৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তি সংগ্রাম পরিষদঃ পূর্বাঞ্চলীয় জোন

১৭৭।	আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির একটি নিয়োগপত্রঃ সৈনিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য একটি চিঠি	৫৫৫
১৭৮।	লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন যুব শিবিরের কর্মীদের তালিকা ও আনুষংগিক তথ্য	৫৫৬
১৭৯।	মুক্তিফৌজে অন্তর্ভূক্তিকরণ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর সাথে যুব শিবিরের যোগাযোগ	৫৫৯
১৮০।	যুব ত্রাণ শিবির সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৫৬০
১৮১।	পূর্বাঞ্চলীয় জোনের উচ্চশক্তিসম্পন্ন পরিষদ সভার কার্যবিবরণী	৫৬৬
১৮২।	পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন বেলোনিয়ার রাজনৈতিক উচ্চ পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চিঠি	৫৭২
১৮৩।	যুব এাণ শিবির সম্পর্কে আরেকটি প্রতিবেদন	৫৭৩
১৮৪।	পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী	৫৭৬
১৮৫।	পূর্বাঞ্চলীয় লিবারেশন জোনে জোন প্রশাসন বাস্তবায়ন স্কীম (বাজেট) সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি	৫৭৭
১৮৬।	ভিত্তি ফৌজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৫৮৬
১৮৭।	যুব প্রশিক্ষণ সমন্বয় উপ-প্রধান হিসেবে প্রফেসর দেবব্রত দত্তগুপ্তের নিয়োগপত্র	৫৮৯
১৮৮।	রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ সমন্বয় উপ-প্রধান হিসেবে প্রফেসর শফি কাদরীর নিয়োগপত্র	৫৯০
১৮৯।	বক্সনগর যুব শিবিরে প্রবেশকারীদের দৈনিক হিসাব	৫৯১
১৯০।	শিবির ত্যাগকারী সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি	৫৯২
১৯১।	শিবির তালিকা	৫৯৩
১৯২।	শিবির প্রশিক্ষকদের তালিকা	৫৯৪
১৯৩।	যুব ত্রাণ শিবিরে মটিভেটর নিয়োগ সম্পর্কিত চিঠি	৫৯৭
১৯৪।	অর্থনৈতিক উপ-পরিষদ গঠন সম্পর্কিত নির্দেশ	৫৯৮
১৯৫।	যুব শিবির পরিচালক জনাব খালেদ মাহমুদ আলীর রিক্রুটমেন্ট প্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি	৫৯৯
১৯৬।	ত্রাণ শিবির থেকে মুক্তিফৌজে ভর্তিকরণ সম্পর্কিত একটি চিঠি	৬০০
১৯৭।	মুক্তিফৌজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি চিঠি	৬০২
১৯৮।	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রায়াজনীয় খরচাদির মঞ্জুরী সংক্রান্ত যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	৬০৩
১৯৯।	যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য আহূত একটি সভার বিজ্ঞপ্তি	৬০৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০০।	মুক্তিফৌজ রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত যুব শিবির মটিভেটর প্রধানের চিঠি	৬০৫
২০১।	যুব প্রশিক্ষণ অগ্রগতি উপদেষ্টা কমিটি গঠিতঃ যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	৬০৬
২০২।	শিবির কর্মকর্তাদের বেতন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি	৬০৭
২০৩।	যুব শিবিরে নতুন যুবক ভর্তি সম্পর্কে চিঠি	৬০৮
২০৪।	শিবিরে ব্যয় সম্পর্কিত প্রকল্প সংযোগকারীর একটি চিঠি	৬০৯
২০৫।	যুব শিবিরে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভর্তি না করার জন্য শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	৬১২
২০৬।	যুব শিবিরে প্রেরিত বিভিন্ন সামগ্রীর হিসাব	৬১৩
২০৭।	যুব শিবিরে বসবাসকারীদের প্রতি কতিপয় নির্দেশ	৬১৫
২০৮।	যুব শিবির পর্যালোচনা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত	৬১৬
২০৯।	যুব শিবিরের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের কয়েকটি পরামর্শ	৬১৭
২১০।	ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লেখা চিঠি	৬১৯
২১১।	যুবশিবির, এলাকা ও শিবির প্রধানের একটি তালিকা	৬২০
২১২।	রিক্রুটমেন্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনাব খালেদ মাহমুদ আলীর দলকে সহযোগিতা দানের জন্য যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	৬২২
২১৩।	যুব শিবির পরিচালক, প্রশিক্ষণ সমন্বয় কর্মকর্তার কাছে প্রেরিত যুব শিবির রিক্রুটমেন্ট প্রধানের একটি চিঠি	৬২৩
২১৪।	যুব শিবিরে নবাগতদের ভর্তির ব্যাপারে শিবির পরিচালকের কয়েকটি জরুরী নির্দেশ	৬২৪
২১৫।	পূর্বাঞ্চলীর শিবিরের তালিকা	৬২৫
২১৬।	যুব শিবির পরিচালনা ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৬২৭
২১৭।	যুব শিবির ও কর্মকর্তাদের একটি তালিকা	৬৩২

তৃতীয় অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসন

২১৮।	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর অনুষ্ঠিতব্য সভার আলোচ্য বিষয়	৬৪৫
২১৯।	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাবাবলীর অংশবিশেষ	৬৪৬
২২০।	মুক্তিফৌজে ভর্তি সংক্রান্ত সমস্য নিয়ে লিখিত স্টাফ প্রধান কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব জোনে লিখিত চিঠি	৬৪৭
২২১।	জোনের কর্মকর্তা নিয়োগের নিয়মকানুন সংক্রান্ত চিঠি	৬৪৮
২২২।	যুব শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ‘চীফ অব স্টাফ’ কর্তৃক লিখিত চিঠি	৬৪৯
২২৩।	যুব শিবির পরিচালনা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ	৬৫০
২২৪।	যুব শিবির উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ	৬৫৫
২২৫।	পলো ক্যাম্প হইতে তিনটি যুবকের পলায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি	৬৫৬
২২৬।	ভিত্তি ফৌজে নিযুক্তিকরণ সম্পর্কে মেজর মিত্রের কাছে লিকিত যুব শিবির পরিচালকদের একটি চিঠি	৬৫৭
২২৭।	যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত জোন প্রধানের বিজ্ঞপ্তি	৬৫৮
২২৮।	জোনের কর্মচারীদের কাজের তালিকা	৬৫৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২২৯।	জোনের অর্থ উপ-পরিষদ প্রধানের যুব শিবির সফর সংক্রান্ত চিঠি	৬৬১
২৩০।	যুব শিবিরে নতুন করে যুবক অন্তর্ভুক্তকরণ করার আদেশ	৬৬২
২৩১।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকারীদেরকে (নাসিং বয়) কর্মস্থল নিয়োগের জন্য যুব শিবির পরিচালকের একটি চিঠি	৬৬৩
২৩২।	যুব শিবিরের খরচের হিসাব অডিট করার আদেশ	৬৬৪
২৩৩।	জোনের কর্মচারীদের বেতনের হিসাবঃ নভেম্বর, ১৯৭১	৬৬৫
২৩৪।	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী	৬৬৬
২৩৫।	জোনের প্রশাসনিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শিবিরের দায়িত্ব গণপরিষদ সদস্য কর্তৃক সহকারী প্রধানের হাতে ন্যস্ত করার আদেশ	৬৬৯
২৩৬।	যুব অভ্যর্থনা শিবিরের খাদ্য ভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি	৬৭০
২৩৭।	কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আহবান জানিয়ে জোনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তার তারবার্তা	৬৭১
২৩৮।	দক্ষিণ-পূর্ব জোনে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	৬৭২
২৩৯।	বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে জোনের রাজনৈতিক বিষয় প্রধানের চিঠি	৬৭৫
২৪০।	প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা সংক্রান্ত কয়েকটি চিঠি	৬৭৭
২৪১।	পূর্ব জোন কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অংশ	৬৮১
২৪২।	পূর্ব জোন যুব শিবির উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী	৬৮৩
২৪৩।	গণপরিষদ সদস্য দ্বারা গঠিত উত্তর-পূর্ব জোন-১ এর প্রথম সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক চিঠি	৬৮৫
২৪৪।	উত্তর-পূর্ব জোন-২ এর আওতাধীন যুব শরণার্থী ও মুক্তিফৌজ শিবিরের মাসিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব	৬৮৯
২৪৫।	ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রেরণ সম্পর্কে নর্থ জোন প্রশাসক কর্তৃক কেবিনেট সচিবের কাছে লিখিত চিঠি	৬৯৫
২৪৬।	উত্তর-পূর্ব জোন এম-এন-এ ও এম-পি-এ'দের তালিকাঃ তাদের এলাকা ও ভারতস্থ ডাক ঠিকানা	৬৯৬
২৪৭।	পশ্চিম জোন কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী	৬৯৮
২৪৮।	পশ্চিম জোন-১ প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী	৭১৪
২৪৯।	সীমান্ত এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৭১৭
২৫০।	পশ্চিম জোন-২ এর আওতাধীন মুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো	৭১৯
২৫১।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এম-এন-এ ও এম-পি-এ'দের সভার কার্যবিবরণী	৭২২
২৫২।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এম-এন-এ ও এম-পি-এ'দের সভার কার্যবিবরণী	৭২৪
২৫৩।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এম-এন-এ ও এম-পি-এ'দের সভার কার্যবিবরণী	৭২৬
২৫৪।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিল রিলিফ সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	৭২৯
২৫৫।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের পাবলিসিটি সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	৭৩০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৫৬।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের ফাইনান্স সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	৭৩১
২৫৭।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের স্বাস্থ্য সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	৭৩২
২৫৮।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের শিক্ষা সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	৭৩৩
২৫৯।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এলাকার পাক্ষিক রিপোর্ট	৭৩৪
২৬০।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী	৭৩৫
২৬১।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-২ এর কাউন্সিল সভার প্রস্তাবাবলীর অংশ	৭৩৭
২৬২।	দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ জোনাল কাউন্সিল সদস্যদের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা প্রদানের নিয়মাবলী সম্পর্কে সরকারের প্রশাসন বিভাগীয় সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি	৭৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক

২৬৩।	বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পত্র	৭৪১
২৬৪।	দিল্লীতে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি	৭৪৫
২৬৫।	পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারীদের উদ্দেশে লিখিত চিঠি	৭৪৬
২৬৬।	বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের গণহত্যায় সাহায্য না করার আবেদন	৭৪৭
২৬৭।	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত টেলিগ্রাম	৭৪৯
২৬৮।	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি সম্পর্কে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস এ্যাটচির সাংবাদিক সম্মেলন	৭৫০
২৬৯।	দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার সংক্রান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যসূচী	৭৫৪
২৭০।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার সম্পর্কিত একটি চিঠি	৭৫৬
২৭১।	কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান ও কর্মীদের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি- ১৮ জুলাই	৭৫৯
২৭২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈধ সরকারী প্রতিনিধিত্বকরণ সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৬০
২৭৩।	দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পর্কিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভার কার্যবিবরণী	৭৬১
২৭৪।	জাতিসংঘ কর্তৃক পর্যবেক্ষক মোতায়েন সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৬৪
২৭৫।	ইয়াহিয়ার নির্বাচন সম্পর্কিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৬৬
২৭৬।	মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেমিক সাহায্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার	৭৬৭
২৭৭।	পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রের প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭৬৮
২৭৮।	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৭০
২৭৯।	আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার অবদান সম্পর্কে একটি গোপন প্রতিবেদন	৭৭১
২৮০।	পাকিস্তানের মিশনসমূহে কর্মরত কূটনীতিবিদদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন সংক্রান্ত তথ্যাদি-২-২১ আগস্ট	৭৭৩
২৮১।	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে ডঃ মালিকের নিয়োগ সম্পর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৭৫
২৮২।	বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে বিনিময়কৃত চিঠি ও আনুষঙ্গিক তথ্য	৭৭৭

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৮৩।	নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধানের বক্তব্য-৮ই সেপ্টেম্বর	৭৮০
২৮৪।	বাংলাদেশ সরকারের ভারতস্থ হাইকমিশনার কর্তৃক স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা	৭৮১
২৮৫।	বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের একটি সভার কার্যবিবরণী	২৮৩
২৮৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচার সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী	৭৮৬
২৮৭।	ভারতস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার কর্তৃক একটি চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে প্রদত্ত বক্তব্য	৭৮৮
২৮৮।	পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাঙালী কর্মচারীর স্বপক্ষ ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	৭৯০
২৮৯।	বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডঃ এ, আর, মল্লিক-এর ভাষণ ১৮ সেপ্টেম্বর	৭৯১
২৯০।	জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৯২
২৯১।	পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য	৭৯৩
২৯২।	‘‘বাংলাদেশ-কনটেম্পর‍্যারী ইভেন্টস এন্ড ডকুমেন্টস’’ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ এবং তার উপর প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭৯৪
২৯৩।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াঃ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দফতর প্রকাশিত একটি পুস্তিকা	৭৯৬
২৯৪।	আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন	৮১৭
২৯৫।	পাকিস্তানের মিশনসমূহের কূটনীতিবিদদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনে আরও সংবাদ- ১৩ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর	৮২৬
২৯৬।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের একটি প্রতিবেদন	৮২৯
২৯৭।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদন	৮৩২
২৯৮।	আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পর্কিত একটি অফিস নোট	৮৩৪
২৯৯।	বাংলাদেশের সপক্ষে আনুগত্য প্রকাশের আরো ঘটনা অক্টোবর ৩-৭, ১৯৭১	৮৩৫
৩০০।	শীতবস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক আবেদন	৮৩৬
৩০১।	ইয়াহিয়ার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র	৮৩৭
৩০২।	নিউইয়র্কের পরিস্থিতি অবহিত করে পররাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	৮৩৯
৩০৩।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠি	৮৪০
৩০৪।	জাতিসংঘ প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৮৪২
৩০৫।	ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী	৮৪৩
৩০৬।	জাতিসংঘ ও বাংলাদেশঃ একটি প্রতিবেদন	৮৪৫
৩০৭।	পররাষ্ট্র সচিব কর্তৃক ঘোড়াশাল সার কারখানা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত চিঠি	৮৪৬
৩০৮।	বাংলাদেশের কূটনীতিকে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা	৮৪৮
৩০৯।	বাংলাদেশের সপক্ষে দূতাবাস কর্মীদের আনুগত্য প্রকাশের আরও ঘটনা-নভেম্বর ২-৮	৮৫০
৩১০।	পাকিস্তান দূতাবাসে বাংলাদেশী কর্মচারীকে আটক সংক্রান্ত সংবাদ	৮৫২
৩১১।	জনাব মওদুদ আহমেদ (বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	৮৫৩
৩১২।	বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধির একটি তালিকা	৮৫৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩১৩।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	৮৫৮
৩১৪।	আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৮৬২
৩১৫।	মুক্তিবাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৮৬৩
৩১৬।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	৮৬৪
৩১৭।	ভারতীয় স্বীকৃতি দানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৮৬৬
৩১৮।	১৬ই ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	৮৬৭
৩১৯।	বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব এম, এ, সামাদের বক্তৃতা	৮৭২
৩২০।	পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য প্রস্তুতকৃত পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যায়ন	৮৮৩
৩২১।	ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে একটি খতিয়ান	৮৯২
৩২২।	বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন	৮৯৪
৩২৩।	বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের নামের একটি তালিকা	৮৯৭
৩২৪।	বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন	৯০১
৩২৫।	''বাংলাদেশ''ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৯০৯
৩২৬।	ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাঠানো টেলিগ্রাম	৯১২
৩২৭।	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাহায্য সামগ্রীর অপব্যবহার সম্পর্কিত টেলিগ্রাম	৯১৩
৩২৮।	বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি সরকারী পরিকল্পনা	৯১৪
৩২৯।	বিদেশী প্রতিনিধিদলের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	৯১৭
৩৩০।	বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিতব্য ডাকটিকিটের হার জানিয়ে বিদেশে লিখিত একটি চিঠি	৯১৯
৩৩১।	বাংলাদেশ সরকারের যশোর পোস্টমাস্টার কর্তৃক বিদেশে লিখিত একটি চিঠি	৯২১
৩৩২।	বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডাকটিটিক প্রকাশের সংবাদ	৯২২
৩৩৩।	ডাকটিকিট প্রচার সম্পর্কে বৃটিশ এম-পি জন স্টোনহাউস-এর চিঠি	৯২৪
৩৩৪।	নির্ঘন্ট	৯২৯

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা- ‘‘বংগবন্ধু স্পীকস’’	২৬ মার্চ, ১৯৭১

DECLARATION OF INDEPENDENCE

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your Tight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[Message embodying Declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা*	স্বাধীন বাংলা বেতার প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার টেপরেকর্ড, ২৭ মার্চ, ১৯৭১; দি ষ্টেটসম্যান, দিল্লী, ২৭ মার্চ, ১৯৭১	২৭ মার্চ, ১৯৭১

DECLARATION OF INDEPENDENCE

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.

The new democratic Government is committed to a policy of nonalignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace.

I appeal to all Government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

* মেজর জিয়াউর রহমান ২৭শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার আহবান	‘শব্দসৈনিক”- শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত (১৯৭২)। বেতার বাংলা, বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭৮	৩০ মার্চ, ১৯৭১

From Major Zia Declaration:

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valiant freedom fighters of Sadhin Bangla. But they have been thrown back and many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 air crafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far at least………thousands of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis from one place to the other.

At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation.

I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions."

Signature

Major Ziaur Rahman
31.3.71.

* স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি মেজর জিয়ার স্বহস্ত লিখিত আবেদনপত্রের অনুলিপি হতে। উল্লেখ্য যে, মূল কপিতে স্বাক্ষর প্রদানকালে তিনি ভুলক্রমে ৩০শে মার্চের স্থলে ৩১ মার্চ লিখেছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা	বাংলাদেশ সরকার	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibnagar, Bangladesh
Dated 10th day of April, 1971.

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January; 1971, to elect representatives for the purpose of framing a constitution,

AND

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period,

AND

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives, of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war.

AND

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh, in due fulfillment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honor and integrity of Bangladesh,

AND

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

Whereas the Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervor have established effective control over the territories of Bangladesh,

We, the elected representatives of the people of Bangladesh, as honor bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh, who’s Will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent. Assembly, and

having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be sovereign Peoples' Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the People of Bangladesh an orderly and just Government,

We, the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and under the Charter of United Nations.

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. M. Yusuf Ali our duly Constituted Potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা বাংলাদেশঃ কন্টেম্পরারী ইভেন্ট এ্যান্ড ডক্যুমেন্টস	১০ এপ্রিল ১৯৭১

LAWS CONTINUANCE ENFORCEMENT ORDER

Mujibnagar,
Dated 10th day of April, 1971.

I, Syed Nazrul Islam, the Vice President and Acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence, dated tenth day of April, 1971, do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March, 1971, shall subject to the Proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent State of Bangladesh formed by the Will of the people of Bangladesh and that all government officials-civil, military, judicial and diplomatic- who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all government officials within their jurisdiction.

This order shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

Signed: - SYED NAZRUL ISLAM
Acting President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার, গণসংযোগ বিভাগ	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হ'তে ১১-৪-৭১তারিখে প্রচারিত)

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাইবোনেরা,

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল গণমানসের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালীর মানসপটে চির অম্লান থাকবে।

২৫শে মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহবান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। আপনারা সব কালের সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের সাথে আজ একাত্ম। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আপনাদের এ অভূতপূর্ব সংগ্রাম সর্বকালের প্রেরণার উৎস হয়ে রইল। প্রত্যেক দিনের সংগ্রামের দিনপঞ্জী আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে, বিশ্বের কাছে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

আপনাদের অদম্য সাহস ও মনোবল যা দিয়ে আপনারা রুখে দাঁড়িয়েছেন ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুদের বিরুদ্ধে, তার মধ্যে দিয়ে আপনারা এইটেই প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রাস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ধূলি-কাদা আর রক্তের ছাপ মুছে এক নতুন বাঙালী জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর কাছে আমরা ছিলাম এক শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধুবাৎসল্যে, মায়া ও হাসি-কান্নায়, গান, সংস্কৃতি আর সৌন্দর্যের ছায়ায় গড়ে ওঠা আমরা ছিলাম পল্লী-বাংলার মানুষ। পৃথিবী ভাবত, আমরাও ভাবতাম যুদ্ধ ও রণঢংকা আমাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্ত আজ?

আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পতাকা সমুন্নত রেখে আমরা আবার প্রমাণ করেছি যে আমরা তীতুমীর-সূর্য্যসেনের বংশধর স্বাধীনতার জন্যে যেমন আমরা জীবন দিতে পারি, তেমনি আমাদের দেশ থেকে বিদেশী শত্রূসেনাদের চিরতরে হটিয়ে দিতেও আমরা সক্ষম। আমাদের অদম্য সাহস ও মনোবলের কাছে শত্রু যত প্রবল পরাক্রম হোক না কেন, পরাজয় বরণ করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রথম আঘাত প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতাম তাহলে নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়ত কিছুদিনের জন্যে হলেও পিছয়ে যেত। আপনারা শত্রূসেনাদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের মোকাবিলা করেছেন এবং আপনাদের যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়েই রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদেরকে পিছু হটে গিয়ে নিজ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন। বাংলাদেশে

আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ মুক্ত। বৈদেশিক সাংবাদিকরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং আপনাদের এ বিজয়ের কথা তারাঁ বাইরে জগৎকে জানাচ্ছেন।

আজ প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই, পি, আর-এর বীর বাঙালী যোদ্ধারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যে যুদ্ধ তার পুরোভাগে রয়েছেন এবং তাদেরকে কেদ্র করে পুলিশ,আনসার, মোজাহিদ, আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন । অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেরকে সমর কৌশলে পারদর্শী করা হয়েছে ও শত্রুদের কাছে তেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে বাংলার এ মুক্তিবাহিনীকে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্ততত করা হয়েছে। সাগরপারের বাঙালী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন আমাদেরকে অস্ত্র ও অন্যনা সাহায্য পাঠাচ্ছেন।

সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশারফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিবাহিনী অসীম সাহস ও কৃতিত্বের সাথে শত্রুর সংগে মোকাবেলা করেছেন এবং শত্রুসেনাদেরকে সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন ।আমাদের মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবার সংকল্প গ্রহন করেছে।

চট্রগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্রগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্রলের ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্রগ্রাম আজও শত্রুর কবলমুক্ত রয়েছে। চট্রগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্রগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে ‘‘মুক্ত এলাকা’’ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ ও টাংগাইল অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেজর সফিউল্লার উপর। ময়মনসিংহ ও টাংগাইল এলাকা সর্ম্পূণভাবে মুক্ত করে আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্ততি নিচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের এই তিনজন বীর সমর পরিচালক ইতিমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং একযোগে ঢাকা রওনা হবার পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের শত্রুদের ছোট ছোট শিবিরিগুলোকে সমূলে নিপাত করবার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ই,পি, আর এর বীর সেনানী মেজর ওসমানের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করেছে এবং শত্রুসেনা এখন যশোহর ক্যান্টনমেন্টে ও খুলনা শহরের একাংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে । মেজর জলিলের ওপর ভার দেয়া হয়েছে ফরিদপুর-খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালীর।

উত্তরবংগে আমাদের মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নোয়াজেশ রংপুরে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ন অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেছেন। দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলাকে সম্পূর্ন মুক্ত করা হয়েছে । রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া জেলার বাকি অংশ এখন মুক্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এ অভূতপূর্ব সাফল্য ভবিস্যতে আরও নতুন সাফল্যের দিশারী । প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর এই সংগে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কন্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষনা করা হয়।

আপাততঃ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে দক্ষিন- পশ্চিম অঞ্চলের মুক্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলের সরকারী কাজ পরিচালনার জন্যে সিলেট-কুমিল্লা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের আর একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন স্বচক্ষে এবং সরেজমিনে দেখে যান যে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমস্ত সহানুভূতিশীল ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে ও 'রেডক্রস' ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আহবান জানাচ্ছি । যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ বর্বর ইসলামাবাদ শক্তি যাঁদের এই মানবিক কাজটুকু করবার বিরুদ্ধে নিষেধ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

আমরা যদিও বিদেশ থেকে পাঠানো ত্রানসামগ্রীর জন্যে কৃতজ্ঞ; কিন্ত এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আজকের দিনে বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় ত্রানের বাণী বয়ে আনতে পারে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হাতিয়ার, যা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং রক্ষা করতে পারে তাঁর ও তাঁর প্রিয় পরিজনের জান, মার আর সম্ভ্রম।

বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রাগারে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত জেনারেল ইয়াহিয়ার হানাদর বাহিনী আজ আমাদের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালীর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার এক পৈশাচিক উন্মত্ততায় মত্ত। আমরা সেইসব বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই হত্যাকারীদের হাতে আর অস্ত্র সরবরাহ করা না হয়। এ সমস্ত অস্ত্র দেয়া হয়েছিল বিদেশী শত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে-বাংলার নিস্পাপ শিশুদেরকে ও নিরপরাধ নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে নিশ্চয়ই এ অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে অস্ত্র কেনা হয়েছে এবং যাদের টাকায় ইয়াহিয়া খানের এই দস্যুবাহিনী পুষ্ট, আজ তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা অস্ত্র সরবরাহকারী শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, যে অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সে অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে।

পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে আজও ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুরা বাংলাদেশের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে । তাই আমরা সমস্ত দেশের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি এবং যাঁরা জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে এসেছেন ও নিজেদের দেশেও হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাঁরা আমাদের এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে- একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে । এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে- হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে, যে অধিকার মানবজাতির শাশ্বত অধিকার । বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে রাষ্ট্রপরিবারগোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।

আমাদের বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে থাকুন না কেন, আজকে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে সকল প্রকার সাহায্য নিয়ে আপনাদেরকে এগিযে আসতে হবে। বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে অস্ত্র কিনে আমাদের মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা অতি সত্বর সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তার মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার কাজে ।

ইতিমধ্যেই আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যাঁদের হাতে আজও আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারিনি তাঁদেরকে আহবান জানাচ্ছি, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, শীঘ্রই আপনাদের হাতে আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারব। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেবার জন্য নিকটবর্তী সংগ্রাম পরিষদের সংগে যোগাযোগ করুন। যাঁদের হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই তাঁদেরও এই জনযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। শত্রুর ছত্রী ও গুপ্তবাহিনীকে অকেজো করে দেবার কাজে আপনি সক্রিয় অংশ গ্রহন করতে পারেন। সম্মুখসমরে কাজ না করতে পারলেও আপনি রাস্তা কেটে , পুল উড়িয়ে দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে হয়রান ও কাবু করতে পারেন। নদীপথে শত্রু যাতে না আসতে পারে তার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহন করতে হবে ও সবদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। নদীপথে সমস্ত ফেরী, লঞ্চ ও ফ্ল্যাট অকেজো করে দিতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছোট ছোট দলে সংগঠিত হতে হবে। এর জন্যে আপনার এলাকার সমরপরিচালকের সাথে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁর আদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে।

যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়াও বাংলাদেশকে সব দিকে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকেও অবহেলা করলে চলবে না। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বাঙালী অফিসারদের মধ্যে যাঁরা এখনও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি, তাঁরা যে যেখানে থাকুন না কেন, আমরা তাঁদেরকে মুক্ত এলাকায় চলে আসতে আহবান জানাচ্ছি। অনুরুপভাবে আমরা আহবান জানাচ্ছি সমস্ত বুদ্ধিজীবী, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, সংবাদপত্রসেবী, বেতারশিল্পী, গায়ক ও চারুশিল্পীদের-তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমাদের সামনে বহুবিধ কাজ, তার জন্যে বহু পারদর্শীর প্রয়োজন এবং আপনারা প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন। আমরা বিশেষ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বাংলাদেশের এই সংঘবদ্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহবান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা আন্দোলনকে চিরাচরিত রাজনৈতিক গণ্ডীর উর্ধ্বে রাখবার জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

হানাদার শত্রুবাহিনীর সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করা বা সংশ্রব রাখা চলবে না। বাংলাদেশে আজ কোন মীরজাফরের স্থান নেই। যদি কেউ হঠাৎ করে নেতা সেজে শত্রুসৈন্যর ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গোর থেকে গাত্রোত্থান করতে চায়, যাদেরকে গত সাধারন নির্বাচনে বাংলার মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা যদি এই সুযোগে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তারা সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশেবাসীর রোষবহ্নিতে জ্বলে খাক হয়ে যাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হতে বাধ্য। হয়ত কোথাও নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিসের ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

আমাদের উচিত হবে যতদূর সম্ভব ব্যয় সংকোচ করা এবং জিনিসপত্র কম ব্যবহার করা। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবং জিনিসপত্রের দাম যাতে সাধারন লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে না যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখেন।

এ যুদ্ধে যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহের কারণ নেই। আপনারা ইতিমধ্যে সাহস ও ত্যাগের বিনিময়ে যে বিজয় অর্জন করেছেন শত্রুপক্ষ আজকে তা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে । তারা ভেবেছিল যে, আধুনিক সমরসজ্জায় এবং কামানের গর্জনের নীচে স্তব্ধ করে দেবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা আর চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালীকে তারা বুটের নীচে নিষ্পেষন করবে। কিন্ত তাদের সে আশা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা তাদের মারমুখি আক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আছি এবং তাদেরকে যে প্রতিনিয়ত হটিয়ে দিচ্ছি এতে

তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ আজ বন্ধ- ঢাকার সাথে আজ তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উড়োজাহাজ থেকে খাবার ফেলে এদেরকে ইয়াহিয়া খান আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওদের জ্বালানী সরবরাহের লাইন আমাদের মুক্তিবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়াহিয়ার উড়োজাহাজ আর বেশী দিন বাংলাদেশের আকাশে দেখা যাবে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝখানে ওরা আজকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। বাংলাদেশের আকাশে শীঘ্রই ঝড়ের মাতন শুরু হচ্ছে। ওরা জানে ওরা হানাদার। ওরা জানে ওদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভ্রুকুটি ও ঘৃণা। ওরা ভীত, ওরা সন্ত্রস্ত মৃত্যু ওদের সামনে পরাজয়ের পরোয়ানা নিয়ে হাজির। তাই ওরা উন্মাদের মত ধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছে।

পৃথিবী আজ সজাগ হয়েছে। পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্বের মানুষ, যেখানে ওরা এ ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বের মানুষ আজ আর ইসলামাবাদ সরকারের আইন-শৃঙখলা রক্ষার মিথ্যা যুক্তি আর অজুহাত স্বীকার করে নিতে রাজি নয়। যে সমস্ত সাংবাদিক বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তারা ইয়াহিয়ার এই অন্যায় ও অমানবিক যুদ্ধ আর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত সাংবাদিক আমাদের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন তাঁরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের এই বীর প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর- আর বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইয়াহিয়া সরকারের ধ্বংস ও তান্ডবলীলার চাক্ষুস প্রমাণ।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গনহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের হুঁশিয়ারী উচ্চারন করেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করবার আহবান জানিয়েছেন। গ্রেট ব্রিটেনও বাংলাদেশের এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত পাকিস্তানী বিমান মৃত্যুর সরঞ্জাম নিয়ে ঢাকা আসার পথে জ্বালানী সংগ্রহ করছিল তাদেরকে জ্বালানী সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রহ্মদেশ।

যদিও কোন কোন দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে অভিহিত করছেন, তবু একথা এখন দিবালোকের মত সত্য হয়ে গেছে যে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পিষে মারার চেষ্টা, তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেবর ষড়যন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিগণিত হয়েছে এবং এই সমস্যা আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালী ভাইদের বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি এবং বিদেশের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়ে পাঠাচ্ছি।

আমাদের যে সমস্ত ভাইবোন শত্রুকবলিত শহরগুলোতে মৃত্যু ও অসম্মানের নাগপাশে আবদ্ধ, আদিম নৃশংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথ চেয়ে আছেন তাঁদেরকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। যাঁরা আমাদের সংগ্রামে শরিক হতে চান তাঁদের জন্যে রইল আমাদের আমন্ত্রণ যাঁদের পক্ষে নেহাৎই মুক্ত এলাকায় আসা সম্ভব নয় তাঁদেরকে আমরা আশ্বাস এবং প্রেরণা দিচ্ছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, শহীদ ভাইবোনদের বিদেহী আত্মার পক্ষ থেকে। শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ইনশাআল্লাহ , জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থিরবিশ্বাস; কারন প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আমাদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্ত আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় আর ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে। তাই পুরাতন পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সংকল্পে আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গনযুদ্ধ এবং এর সত্যিকার অর্থে এ কথাই বলতে হয যে এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারন কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-

জনতা তাঁদের সাহস, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাঁদের নিমগ্নপ্রাণ, তাঁদের আত্মাহূতি, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ । বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষন করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালী ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যাঁরা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি,যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাঁদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণমানসের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক ‘জয় বাংলা’’, ‘‘জয় স্বাধীন বাংলাদেশ’’।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া –নয়াদিল্লী	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

MUJIB IS HEAD OF WAR CABINET FOR BANGLADESH

Press Report on April 13, 1971.

A six-member war cabinet headed by Sheikh Mujibur Rahman was formed in Bangladesh today when the West Pakistanis launched an all-out offensive in strongholds of his liberation forces.

An important Awami League member announced somewhere in Bangladesh that the Government, with Nazrul Islam as Vice-President and the Party General Secretary, Mr. Tajuddin Ahmed, as Prime Minister, would guide and coordinate the war of liberation.

Today's announcement formalised Sheikh Mujibur Rahman's proclamation of a Sovereign Democratic Republic of Bangladesh on March 25 when the martial law authorities cracked down on East Bengal calling the Sheikh a "traitor".

According to the announcement, Mr. Khondakar Mushtaque Ahmed is Foreign Secretary in the Government.

Other members of the Government are Capt. Mansoor Ali and Mr. A. H. M. Kamaruzzaman.

The Government came into being following protracted deliberations at a meeting of National Assembly members and top Awami League leaders.

Mr. Tajuddin Ahmed, a close associate of the Bangabandhu since long, had led the Awami League team at the advisers-level meeting during the abortive constitutional talks last month.;

He and Mr. Kamaruzzaman were both General Secretaries of the Awami League.

Mr. Kamaruzzaman was also Secretary of the Awami League party in the National Assembly.

Mr. Khondakar Mushtaque Ahmed was believed to be the Awami League's choice for Speakership of the National Assembly which never met.

Mr. Mansur Ali, of Pabna, was leader of the Awami League party in the Provincial Assembly.

The formation of the Government was announced in a broadcast from the newly set up Swadhin Bangla Betar Kendra and confirmed by the Press Adviser to President Rahman.

The radio said formal proclamation of the new Government would take place at 9 a.m. tomorrow.

The headquarters of the Government would be at Chuadanga in the liberated area.

The radio said the Council of Ministers would be expanded at a later stage.

The Government of Bangladesh would be based on the principle of collective responsibility, it added.

The portfolios of Mr. Tajuddin Ahmed's Cabinet colleagues are expected to be announced tomorrow.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ	বাংলাদেশে সরকার, প্রচার দপ্তর	১৩ এপ্রিল,১৯৭১

জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ

নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার জনগণের প্রতি এই নির্দেশগুলি জারী করেছেনঃ

১। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্যে আহত ব্যক্তিদের ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে নিয়ে যান।

২। মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিন।

৩। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে জেনে নিন কী করা উচিত।

৪। তরুণরা সকলে ট্রেনিং-এর জন্যে নিকটতম মুক্তিফৌজ দপ্তরে চলে আসুন-সেখানেই তাঁরা নির্দেশ পাবেন।

৫। প্রত্যেক গ্রাম-প্রধান আশপাশের গ্রাম বা গ্রামগুলির প্রধানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন এবং সমস্ত খবরাখবর সম্বন্ধে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল রাখুন।

৬। মুক্ত অঞ্চলগুলির সরকারী কর্মচারীরা আওয়ামী লীগের স্থানীয় সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ নিন।

৭। নদী-পরিবহন ব্যবস্থার সমস্ত কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মেনে চলুন ও রেডিও-পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নির্দেশ উপেক্ষা করুন। ঢাকায় নদী-পরিবহনকর্মীরা দখলদার জঙ্গী-বাহিনীর নির্দেশ অমান্য করায় বাংলাদেশ সরকার তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

৮। নিজের এলাকার মুক্তিফৌজ কম্যান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন।

৯। আপনার এলাকায় সন্দেহভাজন লোক ঘোরাফেরা করছে। তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন এবং তেমন কোনও লোকের খোঁজ পেলেই নিকটতম মুক্তিফৌজ কেন্দ্রে খবর দিন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগনের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	১৪ এপ্রিল,১৯৭১

আল্লাহু আকবর

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের

নির্দেশাবলী

দেশবাসী ভাইবোনেরা,

হানাদার পাকিস্তানী পশুশক্তিকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে হটিয়ে দেবার ও বাঙ্গালীকে শোষণমুক্ত করে একটি নতুন সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার দীপ্ত শপথ ও ব্রত নিয়ে বাঙ্গালীর প্রানপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও নেতৃত্বে গত ১২ই এপ্রিল রাত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে বাংলাদেশ সরকার ঘোষনা করা হয়েছে। এই ঘোষনার পর থেকে মুক্তি সংগ্রাম ঠিক পূর্বের মতই এক সুস্পষ্ট গতিতে চলছে। প্রতিটি বাঙ্গালী আজ নিজ নিজ ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলে সংকল্পকে দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর করে তুলছে। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে । বিশ্বাসঘাতক জঙ্গী পশু সরকারকে বিনাশ করে বিশ্বের দরবারে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে বলে-বাঙ্গালীর যুদ্ধ আজ আরও তীব্রতর; বিশ্বাস আজ অটুট; প্রতিটি বাঙ্গালী আজ সংগ্রাম থেকে অবিচ্ছিন্ন।

বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে এ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন স্বাধীন বাংলার মহানায়ক বাঙ্গালীর প্রিয় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁর সহকারী হিসেবে রয়েছেন ত্যাগী ও শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও অতিরিক্তভাবে তাঁর উপর ন্যস্ত । খোন্দকার মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত। স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী পরিষদে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন জনাব মনসুর আলী, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান।

জনযুদ্ধের আশু সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি কতগুলো নির্দেশাবলী জারী করেছেন।

পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠী ও তাদের ভাড়াটিয়া হানাদার সৈন্যবাহিনী আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের উপর নগ্ন, পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর অপরাধ তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে, বাঙ্গালীর অপরাধ তারা তাদের মা-বাপ, ভাইবোন, সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে, বাঙ্গালীর অপরাধ তারা মানুষের মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে বাঁচতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর অপরাধ আল্লাহতালার সৃষ্ট এ পৃথিবীতে, আল্লাহর নির্দেশমত সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর অপরাধ মহান স্রষ্টার নির্দেশমত অন্যায়, অবিচার, শোষন ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষনা করেছে।

মানবতার বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনী দানবীয় শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের সহায় আধুনিক মারণাস্ত্র আর আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার সাহায্য, বাংলাদেশের জনসাধারনের অটুট মনোবল, মুক্তিলাভের দৃঢ় সংকল্প, শত্রুসংহারের অবিচল প্রতিজ্ঞা।

বাংলাদেশের এ সংগ্রামে দল, মত, শ্রেণী, ধর্ম নেই। বাংলার মাটি, পানি , আলো, বাতাসে লালিতপালিত মানুষের আজ একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙ্গালী। তাই বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, ধনিক-বণিক, নারী-পুরুষ সকলকেই মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করতে হবে, মুক্তি সৈনিকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করার জন্যে প্রত্যেককেই এগিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশাবলী

১। প্রতি শহর/গ্রাম/মহল্লায় এক-একজন অধিনায়ক নির্বাচিত করে সমাজ জীবনে শৃঙখলা রক্ষা করতে হবে; আরও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে শত্রুর সাথে অসহযোগ প্রতিরোধ সংঘাতের দুর্বার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

২। নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার হিসাব রাখতে হবে আর চাহিদা মেটাবার জন্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার আর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে হবে।

৩। কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আদেশ অমান্য করলে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। দৈনন্দিন জীবনের সংযম ও কৃচ্ছ্রতা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে পারস্পরিক মমত্ববোধে ভ্রাতৃত্বের হাতকে দৃঢ়তর করতে হবে। আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আত্মনির্ভরশীল বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৫। শত্রুকে চিনতে হবে। অবাঙ্গালী সামরিক বেসামরিক শত্রু তো আছেই। তারা কমবেশী চিহ্নিত। মারাত্মক হলো ঘরের শত্রু ধর্মের দোহাই দিয়ে, অখন্ডতার বুলি আওড়িয়ে কালোবাজারী মজুতদারীর বেশে শত্রুর চর সরলপ্রাণ বাঙ্গালীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। এরা দোস্ত হিসোবে মনে ঠাই পেতে চায়। একবার ওদের খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার পাওয়া যাবে না। এ ধরনের লোককে চিনে রাখতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতার পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদের বলতে হবে। তবুও যদি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় না হয় তখন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কাছে তাদের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ দেশদ্রোহীর নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন ।

৬। গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিবাহিনীর নিকটতম শিক্ষণশিবিরে রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও এরা প্রয়োজনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন।

৭। গ্রাম/শহর অথবা মহল্লার নেতারা নিজেদের মধ্যে নেতা নির্বাচন করে গ্রাম- গ্রামান্তরে যোগাযোগ ও পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালাবেন। এর উপরের স্তরের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে।

৮। বাংলাদেশের সকল মুক্ত এলাকায় সরকারী, আধাসরকারী, বে-সামরিক কর্মচারীরা স্তরে স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে কাজ করবেন। শত্রু কবলিত এলাকায় জনপ্রতিনিধিরাই ব্যক্তিবিশেষে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবেন।

৯। সকল সামরিক, আধা সামরিক, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্মচারী অনতিবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন এবং কোন অবস্থাতেই শত্রুর সহযোগিতা করবেন না।

১০। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষভাবে নৌ-চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোন অবস্থাতেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না এবং যতদূর সম্ভব যানবাহনাদি নিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে আসবেন।

গুজবে কান দেবেন না। গুজব রটাবেন না। নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না। মনে রাখবেন আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম । পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার দুশমন বাঙ্গালী মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাইকে হত্যা করতে, বাড়ীঘর লুট করতে, জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদে-গৃহে নামাজরত মুসল্লী, দরগাহ মাজারে আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলী থেকে বাঁচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম । সর্বশক্তিমান আল্লাহত'লার উপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন।

স্মরণ করুনঃ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

''অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর''

বিশ্বাস রাখুনঃ

''আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী''।

জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব!

জয় বাংলা!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠনঃ কর্ণেল ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ	এশিয়ান রেকর্ডার- মে, ১৪-২০, ১৯৭১	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

Re-organization of Liberation Forces:

The newly formed "Provisional" Government on April 14 set about the task of transforming the liberation army into an organized force by setting up a full-fledged operational base and an Interim capital and naming commanders for well-defined liberated zones.

Col. Osmani of the Bengal Regiment, who had retired from active service some time before the flare-up in East Bengal, was appointed the General Officer Commanding-in- Chief of the "Mukti Fauj".

The names of regional commanders as announced by the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, were: Maj. Khalid Musharaf, Sylhet-Comilla; Maj. Ziaur Rahman, Chittagong-Noakhali; Maj. Safiulla, Mymensingh-Tangail; and Maj. M.A. Osman, south- west.

Besides the interim capital located in the western zone, a regional unit had been set in the Sylhet-Comilla zone with full administrative authority for the eastern region.

He said that in the Sylhet-Comilla region, Maj. Khalid Musharaf of the Hast Bengal Regiment had driven the Army to the cantonments of Sylhet and Comilla.

In the Chittagong-Noakhali sector, Maj. Ziaur Rahman was in full command of the liberation forces who had contained the enemy in limited pockets of Chittagong.

Maj. Safiulla was poised to march on Dacca after liberating all areas in Mymensingh and Tangail.

In the south-west region, Mr. Ahmed said, Maj. Osman had taken command, liberating large areas of Khulna, Kushtia, Jessore, Faridpur, Barisal and Patuakhali. The enemy remained confined to Jessore cantonment and parts of Khulna town.

In north Bengal, a unified command of the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles had laid siege on Rangpur and Saidpur enemy positions.

Democratic Republic of Bangladesh Proclaimed:

Amidst thunderous cheers from a 10,000-strong crowd which included contingents of the EPR, Ansars and Mujahids, the Democratic Republic of Bangladesh was proclaimed in Mujibnagar on April 17 as a formally constituted State, to be run by a presidential form of Government.

The Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed declared that the Government's writ ran through 90 per cent of the territory, except for the cantonments and a few administrative headquarters which were being held by the Army. About 50 foreign journalists watched and recorded the proceedings.

The proclamation named Syed Nazrul Islam as Vice-President, but explained that if the President, Sheikh Mujibur Rahman, "is absent, or cannot function or is incapacitated," Mr. Islam would carry on the functions of the President.

Pending the formulation of a new Constitution, the President would be the head of the armed forces and the sole legislative authority. He would appoint the Prime Minister and his colleagues, levy taxes and authorize expenditure and would convene or adjourn a Constituent Assembly.

The proclamation explained why this step had been necessary and affirmed that this was being done in accordance with the mandate of the people as reflected in the results of the last elections. The objective of the new State and "nation" would be to ensure human dignity and social justice. This, Mr. Islam said, had been sought to be achieved peacefully by the State's 75 million people over the last 23 years. But, they had been frustrated by the feudal interests and the military Junta.

Their present struggle, he said, was for political, cultural and economic emancipation of the people of Bangladesh as well as for their very existence and "win we must, today, tomorrow or the day after".

He urged foreign journalists to convey his message to their respective countries that for the sake of human liberty, dignity and values as well as for the sake of democracy, big and small Powers throughout the world, especially those in Africa and Asia, should recognize his Government and "do something positive to alleviate the miseries of the Bangladesh people."

He went a step further. He said that in the past, Pakistan had secured arms from other countries mainly for the defense of the country and at a very heavy cost in terms of hard labor by the people to earn foreign exchange. It was tragic that these arms were now being used against the un-ramped people of Bangladesh.

He urged these countries not only to stop fresh supplies but also to ensure that no further use was made of these lethal weapons against the people of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

PRESS STATEMENT
Issued By

MR. TAJUDDIN AHMED
Prime Minister of Bangladesh
On 17th April, 1971

TO THE PEOPLE OF THE WORLD

Bangladesh is at war. It has been given no choice but to secure it right of self-determination through a national liberation struggle against the colonial oppression of West Pakistan.

In the face of positive attempts by the Government of Pakistan to distort the facts in a desperate attempt to cover up their war of genocide in Bangladesh, the world must be told the circumstances under which the peace-loving people of Bangladesh were driven to substitute armed struggle for parliamentary politics to realize the just aspirations of the people of Bangladesh. .

The Six Point Programme for autonomy for Bangladesh within Pakistan had been put forward in all sincerity by the Awami League as the last possible solution to preserve the integrity of Pakistan. Fighting the elections to the National Assembly on the issue of Six Points, the Awami League won 167 out of 169 seats from Bangladesh in a House of 313. Its electoral victory was so decisive that it won 80 % of the popular votes cast. The decisive nature of its victory placed it in a clear majority within the National Assembly.

The post election period was a time of hope, for never had a people spoken so decisively in the history of parliamentary democracy. It was widely believed in both Wings that a viable constitution based on Six Points could be worked out. The Pakistan People's Party which emerged as the leading party in Sind and Punjab had avoided raising the issue of Six Points in their election campaign and had no obligation whatsoever to its electorate to resist it. In Baluchistan, the dominant party, National Awami Party, was fully committed to Six Points. In NWFP, the NAP, dominant in the Provincial Assembly, was also a believer in maximum autonomy. The course of the elections, which marked the defeat of the reactionary parties, therefore, gave every reason to be optimistic about the future of democracy in Pakistan.

Preparatory to the convening of the National Assembly talks were expected between the main parties in the political arena. However, whilst the Awami League was always willing, preparatory to going to the Assembly, to explain its constitutional position and to discuss alternative proposals from the other parties, it believed that the spirit of a true democracy demanded that the constitution be debated and finalized in the National Assembly rather than in secret sessions. To this end, it insisted on an early summoning of the National Assembly. In anticipation of this session, the Awami League worked day and night to prepare a draft constitution based on Six Points and fully examined all the implications of formulating and implementing such a constitution.

The first major talks over Pakistan's political future took place between General Yahya and Sheikh Mujibur Rahman in Mid-January. In this session General Yahya probed the extent of the Awami League's commitment to its programme and was assured that they were fully aware of its implications. But contrary to expectation Yahya did not spell out his own ideas about the constitution. General Yahya gave the impression of not finding anything seriously objectionable in Six Points but emphasized the need for coming to an understanding with the PPP in West Pakistan.

The next round of talks took place between the PPP and the Awami League from 27th January, 1971 in Dacca where Mr. Bhutto and his team held a number of sessions with the Awami League to discuss the constitution.

As in the case with Yahya, Mr. Bhutto did not bring any concrete proposals of his own about the nature of the constitution. He and his advisers were mainly interested in discussing the implications of Six Points. Since their responses were essentially negative and they had no prepared brief of their own it was not possible for the talks to develop into serious negotiations where attempts could be made to bridge the gap between the two parties. It was evident that as yet Mr. Bhutto had no formal position of his own from which to negotiate.

It must be made clear that when the PPP left Dacca there was no indication from their part that a deadlock had been reached with the Awami League. Rather they confirmed that all doors were open and that following a round of talks with West Pakistani leaders, the PPP would either have a second and more substantive round of talks with the Awami League or would meet in the National Assembly whose committees provided ample opportunity for detailed discussion on the constitution.

Mr. Bhutto's announcement to boycott the National Assembly therefore came as a complete surprise. The boycott decision was surprising because Mr. Bhutto had already been accommodated once by the President when he refused Sheikh Mujib's plea for an early session of the Assembly on 15th February and fixed it, in line with Mr. Bhutto's preference, for 3rd March.

Following his decision to boycott the Assembly, Mr. Bhutto launched a campaign of intimidation against another parties in West Pakistan to prevent them from attending the session. In this task, there is evidence that Lt. Gen. Umer, Chairman of the National Security Council and close associate of Yahya, with a view to strengthening Mr. Bhutto's hand, personally pressurized various West Wing leaders not to attend the Assembly. In spite of this display of pressure tactics by Mr. Bhutto and Lt Gen. Umer, all members of the National Assembly from West Pakistan, except the PPP and the Qayyum Muslim League had booked their seats to East Pakistan, for the session of 3rd March.

Within the QML itself, half their members had booked their seats and there were signs of revolt within the PPP where many members were wanting to come to Dacca. Faced with the breakdown of this joint front against Bangladesh, General Yahya obliged Mr. Bhutto on 1st March by postponing the Assembly, not for any finite period, but sine die. Moreover he dismissed the Governor of East Pakistan, Admiral S. M. Ahsan, who was believed to be one of the moderates in his administration. The Cabinet with its component of Bengalis was also dismissed so that all power was concentrated in the hands of the West Wing military Junta.

In these circumstances Yahya's gesture could not be seen as anything but an attempt to frustrate the popular will by colluding with Mr. Bhutto. The National Assembly was the only forum where Bangladesh could assert its voice and political strength, and to frustrate this was a clear indication that Parliament was not to be the real source of power in Pakistan.

The reaction to the postponement in Bangladesh was inevitable and spontaneous and throughout the land people took to the streets to record their protest at this arbitrary act. People now felt sure that Yahya never really intended to transfer power, and was making a mockery of parliamentary politics. The popular mood felt that the rights of Bangladesh could never be realized within the framework of Pakistan, where Yahya could so blatantly frustrate the summoning of an Assembly proclaimed by his own writ and urged that Sheikh Mujibur Rahman must go for full independence.

Sheikh Mujib however continued to seek a political settlement. In calling for programme of non-cooperation on 3rd March he chose the weapon of peaceful confrontation against the army of occupation as an attempt to bring them to their senses. This was in itself a major gesture in the face of the cold-blooded firing on unarmed demonstrators on the 2nd and 3rd March which had already led to over a thousand casualties.

The course of the non-cooperation movement is now a part of history. Never in the course of any liberation struggle has non-cooperation been carried to the limits, attained within Bangladesh between 1st and 25th March. Non-cooperation was total. No judge of the High Court could be found to administer the oath of office to the new Governor. Lt. General Tikka Khan. The entire civilian administration including the police and the Civil Service of Pakistan, refused to attend office. The people stopped supply of food to the army. Even the civilian employees of the Defense establishment joined the boycott.

Non-cooperation did not stop at abstention from work. The civilian administration and police positively pledged their support to Sheikh Mujibur Rahman and put themselves under his orders.

In this situation the Awami League without being a formally constituted Government, was forced to take on the responsibility of keeping the economy and administration running whilst non-cooperation lasted. In this task they had the unqualified support not only of the people but the administration and business community. The latter two subordinated themselves to the directives of the Awami League and accepted them as the sole authority to solve their various problems.

In these unique circumstances the economy and administration were kept going in spite of the formidable problems arising out of the power vacuum which had suddenly emerged in Bangladesh. In spite of the lack of any formal authority, Awami League volunteers in cooperation with the police maintained a level of law and order which was a considerable improvement on normal times.

Faced with this demonstration of total support to the Awami League and this historic non-cooperation movement, General Yahya appears to have modified his tactics. On the 6th March he still seemed determined to provoke a confrontation when he made his highly provocative speech putting the full blame for the crisis, on the Awami League and not even referring to the architect of the crisis, Mr. Bhutto. It seems that he expected a declaration of independence on 7th March. The Army in Dacca was put on full alert to crush the move and Lt. Gen. Tikka Khan was flown to replace Lt. Gen. Yakub to signify the hardening of attitudes within the Junta.

Sheikh Mujib, however, once again opted for the path of political settlement in spite of massive public sentiment for independence. In presenting his 4-point proposal for attending the National Assembly he not only had to contain the public mood but to leave a way open for Yahya to explore this last chance for a peaceful settlement.

It is now clear that Yahya and his Generals never had the slightest intention of solving Pakistan's political crisis peacefully but were only interested in buying time to permit the reinforcement of their military machine within Bangladesh. Yahya's visit to Dacca was a mere cover for his plan of genocide. It now becomes clear that contingency plans for such a crisis had already begun well in advance of the crisis.

Shortly before 1st March tanks which had been sent north to Rangpur to defend the borders were brought back to Dacca. From 1st March the families of Army personnel were being sent off to West Pakistan on a priority basis along with the families of West Pakistani businessmen.

The military build-up was accelerated after 1st March and continued throughout the talks up to 25th March. Members of the armed forces dressed in civilian clothes were flown in PIA commercial flights via Ceylon. C-130s carrying arms and provisions for the garrisons flew into Dacca. It is estimated that up to one division, with complementary support, as brought into Bangladesh between 1st and 25th March. To ensure security, the airport was put under strict air force control and heavily guarded with artillery and

machinegun nets whilst movement of passengers was strictly supervised. An SSG Commando Group specially trained for undercover operations in sabotage and assassinations was distributed in key centers of Bangladesh and were probably responsible for the attacks on Bengalis in Dacca and Saidpur in the two days before 25th March to provoke clashes between locals and non-locals so as to provide a cover for military intervention.

As part of this strategy of deception Yahya adopted the most conciliatory posture in his talks with Mujib. In the talks beginning on 16th March, he expressed regrets for what had happened and his sincere desire for a political settlement. In a crucial meeting with Sheikh Mujib he was asked to positively state the Junta's position on the Awami League's 4-point proposal.

He indicated that there were no serious objections and that an interim constitution could be worked out by the respective Advisers embodying the four points.

The basic points on which agreement was reached were:

(1) Lifting of Martial Law and transfer of power to a Civilian Government by a Presidential Proclamation.

(2) Transfer of power in the provinces to the majority parties.

(3) Yahya to remain as President and in control of the Central Government.

(4) Separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to a joint session of the House to finalize the Constitution.

Contrary to the distortions now put out by both Yahya and Bhutto the proposal for separate sittings of the Assembly was suggested by Yahya to accommodate Mr. Bhutto. He cited the practical advantage that whilst 6-points provided a viable blueprint to regulate relations between Bangladesh and the Centre its application would raise serious difficulties in the West Wing. For this reason West Wing MNA's must be permitted to get together to work out a new pattern of relationships in the context of a Six-Point constitution and the dissolution of One-Unit.

Once this agreement in principle had been reached between Sheikh Mujib and Yahya there was only the question of defining the powers of Bangladesh vis-a-vis the Centre during the interim phase. Here it was again jointly agreed that the distribution of power should as far as possible approximate to the final constitution approved by the National Assembly which it was expected would be based on 'Six Points'.

For working out this part of the interim settlement Mr. M. M. Ahmed, the Economic Adviser to the President was specially flown in. In his talks with the Awami League advisers he made it clear that provided the political agreement had been reached there were no insuperable problem to working out some version of Six Points even in the interim period. The final list of three amendments to the Awami League draft which he presented as suggestions indicated that the gap between the Government and Awami League position was no longer one of principle but remained merely over the precise

phrasing of the proposals. The Awami League in its sitting of 24th March accepted the amendments with certain minor changes of language and there was nothing to prevent the holding of a final drafting session between the advisers of Yahya and Mujib when the interim constitution would be finalized.

It must be made clear that at no stage was there any breakdown of talks or any indication by General Yahya or his team that they had a final position which could not be abandoned.

The question of legal cover for the transfer of power is merely another belated fabrication by Yahya to cover his genocide. He and his team had agreed that, in line with the precedence of the Indian Independence Act of 1947, power, and could be transferred by Presidential Proclamation. The notice that there would be no legal cover to the arrangement raised subsequently by Mr. Bhutto and endorsed by General Yahya was never a bone of contention between Sheikh Mujib and Yahya. There is not the slightest doubt that had Yahya indicated that a meeting of the National Assembly was essential to transfer power, the Awami League would not have broken the talks on such a minor legal technicality. After all as the majority party it had nothing to fear from such a meeting and its acceptance of the decision for a separate sitting was designed to accommodate Mr. Bhutto rather than a fundamental stand for the party.

Evidence that agreement in principle between contending parties had been reached is provided by Mr. Bhutto's own Press Conference on 25th March. It is, not certain what passed in the separate session between General Yahya and Mr. Bhutto but there is evidence that deliberate falsehoods about the course of the talk with the Awami League were fed to the PPP who were told that Sheikh Mujib Was determined to have a showdown and was daily escalating his demands, Needless to say not the slightest indication of these misgivings had been raised in the meetings between the Awami League team and General Yahya's advisers where amicability and optimism prevailed to the end.

Whilst hope for a settlement was being raised, more ominous signs of the intentions of the army were provided by their sudden decision to unload the ammunition ships M,V. Swat berthed at Chittagong Port. Preparatory to this decision, Brigadier Mazumdar. a Bengali officer commanding the garrison in Chittagong had been suddenly removed from his command and replaced by a West Pakistan. On 24th night he was flown to Dacca under armed escort and has probably been executed. Under the new command notice was given to local authorities of the decision to unload the ship inspite of the fact that the army had abstained from doing so for the last 17 days in the face of non-cooperation from the port workers. The decision to unload was a calculated provocation which immediately brought 1, 00,000 people on the streets of Chittagong and led to massive firing by the Army to break their way out. The issue was raised by the Awami League with. General Peerzada as to why this escalation was being permitted whilst talks were still going on. He gave no answer beyond a promise to pass it on to General Yahya.

Following the final meeting between General Yahya's and Awami League's advisers On 24th March where Mr. M. M. Ahmed passed on his amendments, a call was awaited

from General Peerzada for a final session where the draft could be finalized. No such call materialized and instead it was learnt that Mr. M. M Ahmed, who was central to the negotiations, had suddenly left for Karachi on the 25th morning without any warning to the Awami League team.

By 11 P.M. of the 25th all preparations were ready and the troops began to take up their positions in the city. In an act of treachery unparalleled in contemporary history a programme of calculated genocide was unleashed on the peaceful and unsuspecting population of Dacca by midnight of 25th March No ultimatum was given to the Awami League by Yahya, no curfew order was even issued when the machine gun, artillery and cannon on the tanks, unleashed their reign of death and destruction. By the time first Martial Law proclamations issued by Lt. General Tikka Khan were broadcast the next morning some 50,000 people, most of them without offering any resistance, and many women and children, had been butchered. Dacca had been turned in to an inferno with fires raging in most corners of die city. Sleeping inhabitant who had been drawn from their homes by the fires started by the military, were machine-gunned as they ran to escape the flames.

Whilst the Police, EPR and armed volunteers put up a heroic resistance the main 'victims remained the weak, the innocent and the unsuspecting, who were killed at-random in their thousands. We are compiling a firsthand account of the details of genocide committed by the Pakistan Army on the orders of the President of Pakistan which we will publish shortly. The scale and brutality of the action exceeds anything perpetrated in the civilized world.

Yahya himself left Dacca on the night of 25th March after having unleashed the Pakistan Army, with an open license to commit genocide on all Bengalis. His own justification for this act of barbarism was not forthcoming till 8 P.M. the next day when the world was given its first explanation for the unleashing of this holocaust. The statement was self-contradictory and laced with positive lines. His branding of a part as traitors and outlaws, with whom, be had only 48 hours ago been negotiating for a peaceful transfer of power; bore no relationship to the situation in Bangladesh or the course of the negotiations. His promise to hand over power to the elected representatives of the people after banning "the Awami league which was the sole representative of Bangladesh and held a majority of seats, in the National Assembly was mockery of the freely recorded voice of 75 million Bengalis. The crudity of the statement was clear evidence that Yahya was no longer interested in taking shelter behind either logic or morality and had reverted to the law of the jungle in his bid to crush the people of Bangladesh.

Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses. The hundreds and thousands of people murdered by the army in Bangladesh will act as an impenetrable barrier between West Pakistan and the people of Bangladesh. By resorting to pre-planned genocide Yahya must have known that he was himself digging Pakistan's grave. The subsequent massacres perpetrated on his orders by his licensed killers on the people were not designed to preserve the unity of a nation. They were acts of racial hatred and sadism devoid of even the elements of humanity. Professional Soldiers, on orders, violated their

code of military honor and were seen, as beasts of prey who indulged in an orgy of murder, rape, loot, arson and destruction unequalled in the annals of civilization. These acts indicate that the concept of two countries is already deeply rooted in the minds of Yahya and his associates who would .not dare commit such atrocities on their own countrymen.

Yahya's genocide is thus without political purpose. It serves only as last act in the tragic history of Pakistan which Yahya has chosen to write with the blood of the people of Bangladesh. The objective is genocide and scorched earth before his troops are either driven out or parish. In this time he hopes to liquidate our political leadership, intelligentsia and administration, to destroy our industries and public amenities and as a final act he intends to raze our cities to the ground. Already his occupation Army has made substantial progress towards this objective. Bangladesh will be set back 50 years as West Pakistan's parting gift, of a people they have exploited for twenty three years for their own benefit.

This is a point of major significance to those great powers who choose to ignore this largest single act of genocide since the days of Belsen and Auschwitz. If they think they are preserving the unity of Pakistan, they can forget it because Yahya himself has no illusion about the future of Pakistan.

They must realize that Pakistan is dead murdered by Yahya-and that independent Bangladesh is a reality sustained by the indestructible will and courage of 75 million Bengalis who are daily nurturing the roots of this new nationhood with their blood. No power on earth can unmake this new nation and sooner or later both big and small powers will have to accept it into the world fraternity.

It is, therefore, in the interest of politics as much as humanity for the big powers to put their full pressure on Yahiya to cage his killer's and bring them back to West Pakistan. We will be eternally grateful to the - people of the USSR and India and the freedom loving people of all the countries for their full support they have already given us in this struggle: We would welcome similar support from the People's Republic of China, USA, France and Great Britain and others. Each in their own way should exercise considerable leverage on West Pakistan and were they to exercise this influence; Yahiya could not sustain his war of aggression against Bangladesh for a single day longer.

Bangladesh will be the eighth most populous country in the world. Its only goal will be to rebuild a new nation from the ashes and carnage left behind by Yahya's occupation army. It will be a stupendous task because we are already one of the world's poorest nations. But we now have a cause and a people who have been hardened in the resistance, who have shed their blood for their nation and won their freedom in an epic struggle which pitted unarmed people against a modern army. Such a nation cannot fail in its task of securing the foundations of its nationhood.

In our struggle for survival we seek the friendship of all people, the big power and the small. We do not aspire to join any bloc or pact but will seek assistance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggled far too long for our self-determination to permit ourselves to become anyone's satellite.

We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood. Every day this is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of Humanity act now and earn our undying friendship.

This we now present to the world as the CASE of the people of Bangladesh. No nation has a greater right to recognition; no people have fought harder for this right.

Joi Bangla

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কলিকাতাস্থ পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনারের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন	এশিয়ান রেকর্ডার- জুন, ১১-১৭, ১৯৭১	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

A Pakistani Diplomat Transfers Allegiance To Bangladesh: The Deputy High Commissioner of Pakistan in Calcutta, Mr. M. Hossain Ali, on April 18 transferred his allegiance to the Government of the Democratic Republic of Bangladesh.

All 70 Bengali members of his staff, including five officers, were also believed to have expressed their desire to serve the Bangladesh Government.

Mr. Hossain Ali dismissed 30 other employees, mostly superintendents, clerks and junior members of staff, who were West Pakistanis. His was thus the first mission abroad of the Bangladesh Government.

Assured of co-operation of the Bengali members of his staff, Mr. Ali hoisted the Bangladesh Hag on top of his mission, replacing the Pakistani flag. Some senior members of his staff were present at the ceremony.

In an interview later, he said the decision to change his allegiance from the Pakistan Government to the Bangladesh Government was "my own"; He was happy that some other Bengali members of his staff supported him.

He said: "It is impossible to continue to represent the Pakistani Government which is engaged by all evidences in a deliberate an systematic genocide of Bengalis in Bangladesh."

He issued a 1,600-word statement, recounting how the Pakistani Government had flouted the clear verdict of a democratic election in Bangladesh and engaged itself in "a planned attempt to subdue and crush the entire Bengali nation".

Before he took the decision, he said, he had contacts with the Prime Minister and other Ministers of Bangladesh, who were slated to have "most cordially" welcomed him' and his Bengali staff to work 'as the Government's first foreign mission.

He had several secret meetings with some trusted officers of the mission during the last few days, "I had to be cautious", he said, "least our decision was leaked before it was formally announced".

'According to a bank source in Calcutta, the entire money in the credit of the Pakistan Deputy High Commission in a city bank was withdrawn on April 17. The measure had the approval of all senior members of the mission.

According to one source, the decision to change allegiance followed a few telegrams from Islamabad during the previous few days to the Deputy High Commission informing it of the Pakistan Government's decision to abolish the Information Department of the mission, to recall the Department's employees to Rawalpindi "with immediate effect", and asking several other Bengali members of staff to be ready for immediate transfer.

Pakistan's Warning:

On April 22, Pakistan threatened India with "serious consequences" if there was any delay in getting the premises of its former Deputy High Commission in Calcutta cleared of its "illegal occupants".

The Joint Secretary in the External Affairs Ministry, Mr. A. K. Ray, had earlier told the Pakistan High Commissioner, Mr. Sajjad Hyder that the dispute with regard to the possession of the premises was an internal matter of Pakistan and the laws of the land prevented the Government of India from using force in such matters.

The following day (April 23), Mr. Hyder protested to the Ministry of External Affairs against unprovoked and violent demonstrations" in Calcutta against the newly appointed Pakistan Deputy High Commissioner, Mr. Mahdi Masud.

Mr. Hyder handed over to Mr. A.K. Ray an aide memoire on the subject which he later released to the Press. It declared that "the local authorities in Calcutta failed to act in time; otherwise yesterday's ugly scenes need not have taken place at all."

The aide memoire also protested against the refusal of India to evict "anti-State elements" from the premises of the Deputy High Commission. Referring to the Indian suggestion that Pakistan should seek legal redress; the aide memoire stated that "the Ministry of External Affairs could not be unaware that under established diplomatic conventions, a foreign mission does not go to a court of law. It is the duty of the host Government to ensure the inviolability of premises and personnel of a diplomatic mission accredited to it".

Later, an External Affairs spokesman said that it was an act of diplomatic discourtesy for Mr. Hyder to have released the aide memoire to the Press.

When asked about the threat of "serious consequences" by Pakistan if India did not at once hand over the Calcutta mission building to Mr. Masud, the spokesman said that India treated such threats "with contempt."

Two More Diplomats Granted Asylum:

On April 20, two East Bengali diplomats of the Pakistan High Commission in New Delhi sought asylum in India and the request was immediately granted.

The diplomats-Second Secretary, Mr. K. M. Shahabuddin (30) and the Assistant Press Attaché, Mr. Arnjadul Haque (33)-decided to break with the Islamabad regime in view of the West Pakistan Army's massacre of the people of Bangladesh. They announced their decision at a hurriedly called mid night news conference to which Indian and foreign newsmen were summoned from their beds.

Mr. Shahabuddin entered the Pakistan Foreign Service in 1966 and served in Nepal for a short while. He was then posted to New Delhi and had been there since January, 1967.

Mr. Haque worked in Radio Pakistan, Dacca as Assistant Regional Director Programmes before joining the external publicity division of Pakistan in 1966. He was posted to New Delhi immediately thereafter.

Mr. Shahabuddin sought asylum along with his wife and two daughters. Mr. Haque is a bachelor.

In a statement, they said the people of Bangladesh considered the Islamabad Government a foreign colonial regime which had shown itself to be more oppressive and barbarous than any history had ever known. Islamabad was engaged in a wanton and demented massacre of the innocent and unarmed people of Bangladesh World opinion has begun to realize the magnitude of this outrage.

The diplomats said they had severed their connexion "with the fascist military dictatorship in Islamabad as our conscience no longer permits us to act against our deepest convictions." From now on they owed allegiance to Bangladesh which derived its authority from the unambiguous mandate of the 75 million Bengali people.

They were the first Pakistani diplomats to seek asylum in the wake of the Bangladesh freedom movement.

"The Swadhin Bangla Radio, in a broadcast the previous week, had advised Bengali diplomats who received orders of transfer after the army crackdown in East Bengal to seek asylum in the countries in which they were posted.

There were three other Bengali officers among the 14 diplomats in the Pakistan High Commission. Two of them had just been transferred to India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিচারপতি আবু সায়ীদ চোধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ	বাংলাদেশ সরকার, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
21st April, 1971.

To

Mr. Justice Abu Sayed Chowdhury,
Vice Chancellor,
Dacca University.

Dear Sir,

On formation of Sovereign Independent Peoples' Republic of BANGLADESH you Mr. Justice Abu Sayed Chowdhury, are hereby appointed as the Special Representative of the Government of Bangladesh for presenting and receiving communication to and from foreign countries, various Heads of States, Diplomatic Missions abroad, United Nations organisation and other International Bodies as you may be specifically assigned and instructed to act and represent from time to time by the Government of Bangladesh.

(Syed Nazrul Islam)
Acting President.

(Khandakar Moshtaque Ahmed)
Foreign Minister.

Mr. Jusuce Chowdhury, a senior judge of the Dacca High Court and Vice-Chancellor of Dacca University, was in the UK at the time of the Army crack-down in Bangladesh, and he announced his allegiance to the Bangladesh Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ত্র সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আবেদন	টাইমস অব ইন্ডিয়া	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

TAJUDDIN'S PLEA FOR ARMS AID

Press report of Mr. Tajuddin Ahmed's appeal on April 28, 1971.

KOHIMA, April 28: The Bangladesh Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, today appealed to neighboring countries to grant immediate recognition to Bangladesh and to give unconditional arms aid and thus help a newborn country to free itself from the clutches of a murderous army.

In a message to the nation, broadcast over the Free Bangladesh Radio and monitored here, the Prime Minister urged his countrymen to drive away the invaders "who are causing bloodshed on our soil by the weapons purchased from the exploited money of our own countrymen".

He said that Rangpur, Dinajpur, Faridpur, Bogra and Mymensingh (except Cantonment areas) had been liberated from the West Pakistan army and expressed confidence that the remaining areas would come under the Bangladesh Government shortly.

Mr. Tajuddin Ahmed categorically told his countrymen that the time was now ripe for "dividends to the untold sacrifices" made by lakhs of people in Bangladesh.

Referring to the innumerable youths, who had laid down their lives for the cause of liberation the Prime Minister, said their names would shine in the history of freedom fighters for all time to come.

He also appealed to Bengalis residing in foreign countries to give all possible help to freedom struggle.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার	১০ মে, ১৯৭১

BANGLADESH :
SITUATION AND OPTIONS
BY

REHMAN SOBHAN

Economics Advisor to the Government of Bangladesh.

May 10, 1971.

In the light of the facts as available, the silence and inertia of the major powers and international bodies is difficult to understand. Whilst it is regarded as idealistic to appeal to the conscience of the world on the planned genocide of at least 200,000 Bengali's to date, it is sad that their political judgment should be so distorted as to inhibit response.

Today we are witnessing an attempt by a military junta, whose own position is somewhat tenuous, to crush a popularly elected party and the political forces which sustained it. Whilst the representative status of most leaders of insurrections has been ambiguous there can be no doubt that Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League speak for Bangladesh. An electoral mandate which gave them 167 out of 169 seats and 80% of the popular vote puts their credentials beyond question. They represent 75 million people or 55 % of what once constituted Pakistan. To confer legitimacy on Yahya and his Junta by accepting his right to talk for Bangladesh effectively writes off 75 million Bengalis who constitute the eighth largest conglomeration of people in the world. This not only makes a mockery of any commitment to democratic principle but is without political sense.

Today the Pakistan government is trying desperately to convince the world that it is in effective control of Bangladesh. They point to the fact that they are in possession of the major towns and that effective resistance has ceased. They draw witness to the fact that administrators are to be found in their offices in the Dacca Secretariat.

What they do not say is that even today the secretariat is not functioning because most of the subordinate staff are still away from Dacca for fear of random killing by the army. That only about 50% of those shops not burnt by the army are open and these function with some trepidation for fear of looting by the army. That even up to the end of April curfew was in force at night in Dacca and those streets after dusk are largely deserted. That a week ago the army had to mortar villages on the outskirts of Dacca to dislodge "miscreants". That the army has had to issue martial law order 148 on April 27, which imposes the death penalty on all acts of sabotage on government installations and which states:

"Inhabitants of the surrounding area of all or any such affected place or places will render themselves liable to punitive action collectively."

This merely gives documentary evidence of resistance and the army response which would be known to anyone who has managed to step out of Dacca.

Here they would find that in the Sylhet where the forests in the Tea Garden areas provide natural cover is still unspecified and under control of the Bengal regiment. That a force is still holding out in the Chittagong Hill Tracts. That all over Bangladesh armed Bengali's have withdrawn into the rural areas and are harassing army units through guerilla action. This may be expected to increase in frequency and intensity as the resistance acquires more skill at this type of warfare, gets additional supplies and weaponry, of which sizeable quantities have already been captured from the Pak Army and when the monsoons make the logistical problems of the army more insecure. The capability for waging prolonged war is there because the political motivation of the people has been guaranteed by the indiscriminate character of the War waged by the army. By destroying villages within the range of their artillery and declaring these areas as "free fire zones" they have made the Pakistan army an object of hatred and a direct threat to the security of 75 million Bengalis who will be willing to resist or aid any resistance to this alien force.

Massive terror has however still secured scant gains for the Pakistan government. Whilst they command major towns these are ghost cities, depopulated, without any economic activity and without any administrative structure. Barely 10% of the population of these towns has stayed behind, if that, whilst the administration, which actually worked with the resistance during the phase when these towns were liberated, is not taking any chances by staying behind. This means that whilst the territorial orbit of army control may cover the province, in effect not more than a million out of 75 million Bengalis are within their administrative control. The army holds key junctions and operates along the grids set by the road network which permits it to move in heavily armed motorized convoys from one town to another.

As a consequence of this tenuous hold over the region, economic life is at a standstill. Even in the industrial areas of Dacca, Chittagong and Khulna, those industries which have not deliberately been destroyed, are barely operative because most of the labor force is still in the villages, fearing reprisal by the army. Exports are at a standstill because of the breakdown of communications and the disruption of the marketing framework. Many key personnel in the marketing of jute and other commodities, as well as imports, were either West Pakistani's or Hindus. These have fled or been killed so that very little can be expected to move in or out of Bangladesh in the near future. Congestion at Chittagong port due to continued absenteeism by port workers has further aggravated the problem.

Economic breakdown in Bangladesh is in itself of only marginal interest to the Yahya Government. Scorched earth policies which have, through the use of U.S. financed Saborjets and Chinese Migs, destroyed grain stores, tea gardens, factories, and.... storage

installations (at Brahmanbaria) point to starvation and economic dislocation as a weapon of intimidation in the hands of the Army.

The attendant loss of 50% of the country's foreign exchange earnings which came from Bangladesh through its export of jute products is of more immediate concern. 80% of the free foreign exchange from Bangladesh exports was used in West Pakistan. This cannot immediately be replaced by increased exports from the West were industry is already down 40% capacity operations due to shortage of foreign exchange.

To this end the Pakistan government is pressing for a rescheduling of its debt service liabilities which requires payment of about £100 million to sundry creditors by the end of June. Over and above this, Pakistan needs fresh aid commitments mainly for commodity imports to stimulate her ailing industry but also to maintain the momentum of development. Whilst her own exchange earnings have fallen drastically because of the cessation of Bangladesh export her own exchange needs remain high. In normal times West Pakistan Imports were double its exports but today the need to purchase arms and ammunitions to replenish and augment stores to sustain its war on Bangladesh have further increased. French arms suppliers have been approached for a moratorium on debt repayment and for better terms for, interalia, 30 Mirage fighters, currently on order. Actual or contemplated freezing of U.S. military supplies will require more cash foreign exchange to compensate this loss by turning to the open market for arms.

The visit of Mr. M.M. Ahmed is therefore of considerable importance, because Pakistan now expects the World Bank, the U.S. and other aid donors to bail it out of its current economic crisis and in effect underwrite its military operations in Bangladesh. Any suggestion that aid will be used for alleviating famine in Bangladesh and reconstructing the war damage is deliberately misleading. The government's writ does not extend beyond the range of its guns and it lacks the administrative control or machinery to implement any aid programmed. It would likely divert any aid for East Pakistan to the West and use food grains to feed its occupation army or as an instrument of political coercion and patronage.

In this context there is therefore no question of any aid donor playing a neutral role. By responding to the needs of the Pakistan administration they will in fact not be performing any humanitarian service but will be underwriting the military action. By refusing to reschedule debt service liabilities as demanded by Pakistan and withholding further commitments of aid, including what is a already in the pipeline, the full cost of this military adventure can be brought home to the regime.

The world must realize that aid giving can never return to a "business as usual" posture as it did following the India-Pakistan war in 1965 and the downfall of the Ayub regime in 1968. Thus the aid givers should also guard against any subterfuge vis-a-vis the debt or in any form-which is intended to convey the impression that Pakistan is acting in good faith. Murderers of 200,000 unarmed civilians do not know the meaning of acting in good faith.

The economic dislocation in Bangladesh has already cost West Pakistan its captive market. There are no customers, income or marketing framework to accommodate West-

Pakistan's exports to Bangladesh which account for 40 % of their total exports. Industries which used to selling their wares at up to 100 % above world prices face ruin and a major economic recession threatens West Pakistan's business world. A 50 % price inflation is also anticipated within the next three months due to a fall in industrial output and imports. The foreign- exchange crunch has led to the abolition of the free list for imports; the complete ban on 47 items for import and the placement of licensed imports on cash- cum-bonus. In effect all imports are on bonus and a partial devaluation has already been carried through. The economic position of the country therefore makes the government highly vulnerable to economic pressures exercised by aid donors.

But to what end can pressures be used? The objective clearly lies in an end to military action as substitute for political discussion. Here negotiations can only take place with the leader and elected representatives of the people of Bangladesh. Attempts to resurrect discarded political hacks from the political grave dug for them at the recent polls not only makes the government an object of derision but clearly cannot deliver any sort of secure settlement.

Today the political leadership is still in the hands of the victors at the polls-the Awami League. Their leadership structure is intact and except for Mujib, physically present to conduct the government of Bangladesh. The Cabinet which presented itself to the world on April 17, 1971, consists of the entire party hierarchy. In collaboration with the civil administration who have withdrawn beyond the range of the Army guns and sustained by the military strength of the Bangladesh liberation army, the government is attempting to establish a formal administrative structure and line of command in the rural areas of Bangladesh. The task is rendered difficult because of the novelty of the situation and formidable logistical problems but over a period this will provide the political and administrative infrastructure for the guerilla war which is being waged against the army and which can be sustained indefinitely.

This should not delude the world into believing that they can sit back and reserve their options. The longer the war goes on the more the present leadership and control structure is jeopardized. Today leadership is still in the hands of moderates who are sufficiently concerned about destroying the existing social and economic format of Bangladesh to oppose even the blowing up of key bridges and vital economic installations as part of the tactics of resistance. Army terror, prolonged an pervastive, will compel extreme responses which will be less inhibited about destroying the existing social organisms as parts of the technique of waging total war against an occupation army. History provides too many lessons about the social consequences of prolonged war for this point to be reemphasized.

Yet another cost of inaction is likely to be the price in human life. The West Pakistan army is itself likely to raise its toll of Bengali life to the million mark. In the event of a military conclusion to the war the possibility of communal carnage through reprisals on Bengalis in the West wing and non-Bengalis in the East may add another million to the death toll, thus raising it to above two million. If we add the potential death toll from famine this could become one of history's major human tragedies,

Nor can one expect the region to remain insulated from the rival concerns of big power conflicts. Both India and China surround or are close to Bangladesh and cannot expect to remain bystanders as the fires of civil war wage within sight of their borders. With the Vietnam war in its closing stages it is hardly in the interests of the big powers to remain witness to another conflagration in the area which promises to exceed in dimension anything witnessed thus far.

There is a chance to contain an international crisis whilst it is, still in its infancy. There is still a leadership structure in Bangladesh which can be available to negotiate a political settlement. This settlement must aim for a peaceful parting of the ways. Yahya's genocidal war clearly indicates that, he is convinced that Pakistan is dead and that not even a shared humanity binds its two peoples. In Bangladesh the totality of the revulsion engendered by this war makes any attempt to bind up the wounds unthinkable. The task for the future remains to come to terms with the reality of Bangladesh so that a sustained programme of massive economic reconstruction can attempt to rebuild this shattered nation and lift its people from the depths of poverty, starvation and disease to which they have been reduced. Such a programme must inspire the conscience of the world already aroused by the horrors of the cyclone and now this war. With international assistance on a sufficient scale Bangladesh can yet be saved from disaster and can build for the future within the framework of democracy and social justice.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশবাসীর প্রতি সরকারের ৭-দফা নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	মে, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশবাসীর প্রতি-

আজ দু'মাস যাবৎ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। বাঙালীর বীরত্ব, সংকল্প এবং ত্যাগ বিশ্বের মুক্তিকামী সকল জাতিকে চমৎকৃত করেছে। বাঙালী প্রমাণ করেছে সে এক বীর জাতি। আমাদের শত্রু পরাক্রমশালী এত কোনো সন্দেহ নাই। তাদের কাছে আছে সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ । কিন্তু বাঙালীর স্বাধীনতার অনির্বাণ দীপ নেভানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রক্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা আসে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, দিচ্ছি, এবং দেবো আজ সারা বিশ্বের জনমত আমাদের সপক্ষে, কেননা আমাদের সংগ্রাম ন্যায় ও সত্যের । জয় আমাদেও অনিবার্য এবং আসন্ন। কোনো অবস্থাতেই তাই আমাদের মনোবল হারালে চলবে না। আমাদের মুক্তিফৌজ অবিশ্রান্তভাবে লড়ে চলেছেন দখলদার বাহিনীর সাথে। প্রতিদিন শত শত শত্রুসেনা নিহত হচ্ছে। আড়াই হাজার মাইল দূর তেকে ইয়াহিয়াশাহীর পক্ষে এ যুদ্ধ বেশীদিন চালানো সম্ভব নয়। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাঙালী জাতির প্রতি স্বাধীন বাংলা সরকারের তরফ থেকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারী করা হচ্ছে।

(ক) দখলদার বাহিনী এবং তথাকথিত পাক সরকারের সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা চলবে না। বাঙালী জাতির আনুগত্য শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারই দাবী করেন। কোনো প্রকার খাজানা, কর এবং সরকারী শুল্ক ইত্যাদি পাক সরকারকে দেওয়া চলবে না।

(খ) আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়স্ক সকল বাঙালী যুবক অবিলম্বে তাঁদের নিকটস্থ মুক্তিফৌজের অধিনায়ক অথবা তাঁর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

(গ) সারা বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিতেও পাট চাষ করা চলবে না। বিকল্পে আউস ধান চাষ করতে হবে।

(ঘ) গণধিকৃত দালালদের চিহ্নিত করে নিঃশেষ করতে হবে। আমাদের সংগ্রাম বিরোধী গোয়েন্দাদের নির্মূল করা প্রতিটি বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করা চলবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করে তাদের নির্মূল করতে হবে।

(চ) মুক্তিফৌজদের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা আমাদের আশু মুক্তির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটা স্মরণ রেখে তাঁদের সাথে কাঁধের কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে, দখলদার পাক বাহিনীর চলার প্রতিটি পদক্ষেপে সৃষ্টি করতে হবে দুর্লংঘ্য প্রতিবন্ধক। ছলে বলে নস্যাৎ করতে হবে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

(ছ) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের এবং সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী সকল কর্মচারীদের শত প্রলোভন সত্ত্বেও পাক সরকারের অধীনে কাজে যোগ দেওয়া চলবে না। অনতিবিলম্বেই তাঁদের স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে মুক্তি সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

অতি শিগগিরই স্বাধীন বাংলার মুদ্রা ও ডাকটিকেট চালু হচ্ছে। বিশ্বের সব জায়গা থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র এবং ত্রাণ সহ সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছি। প্রতিটি বাঙালী সরকারী কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষনা করেছেন এবং মুক্ত এলাকায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার অতিশীঘ্রই বিশ্বের

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছেন। দুর্বার গতিতে আজ সারা বাঙালী জাতি বিজয়ের পথে চলমান । কোনো বাধা কোনো বিঘ্নই আর তার গতি রোধ করতে পারবে না। যেহেতু আমরা নিঃশেষে প্রাণ দান করতে শিখেছি অতএব আমাদের ক্ষয় নেই, ক্ষয় নেই।

‘‘জয় বাংলা‘‘

স্বাধীন বাংলা সরকারের

প্রচার দপ্তর থেকে প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রীর ১৮-দফা নির্দেশাবলী	দি স্টেটসম্যান, নয়াদিল্লী	১৪মে, ১৯৭১

Text of Mr. Tajuddin's 18-point directive on May 14, 1971.

Mr. Tajuddin Ahmed. Prime Minister of Bangladesh has issued 18-point directive outlining the tasks of the people in the liberation struggle.

He has said that the people should not listen to rumours nor should they have doubts about the "ultimate victory of the people".

He says: "Let the people remember that in war marching forward and retreating are of equal importance. The retreat of the liberation army from one point should not give the people the impression that we have abandoned our war against the Pakistan occupation forces."

In the struggle, people are not divided on the basis of parties, religion or classes. "We are united as Bengalis, and our enemies look at us that way. When they burn villages, shoot people or destroy towns, they attack us as Bengalis, not caring for our religion or politics."

"No Bengali employee should co-operate with the enemy; employees of all ranks should act according to the directive of the Bangladesh Government. In areas occupied by the enemy, they should work under the guidance of the popular representative and use their discretion as circumstances demand."

At Their Posts

Mr. Ahmad says: *"Employees of Government* and semi-Government organizations who have taken shelter elsewhere will be considered as holding their posts and are expected to help the Bangladesh Government and the Mukti Fauj according to their capacity."

Officers and men of the military and Para-military organizations, whether they are in service or retired, should immediately report for duty at the nearest liberation army unit and "should in no circumstances" allow themselves to be exploited by the enemy "nor should they co-operate with the enemy."

The directive says "*only the Bangladesh Government and none else has the right to collect taxes, revenues, and duties. It should be remembered that a Paisa collected by the enemy will be used to kill you and your children. So anybody who will pay taxes to the enemy or help them in the matter be considered by the Bangladesh Government as an enemy of the nation and will be punished accordingly."*

Employees in the communication and transport system "should not cooperative with the enemy. At the first opportunity, they should vacate along with their means of transport, the enemy-held areas". Proper attention should be paid to the food and commodity needs of the people and in this matter the people should be encouraged to produce more. "The people should remember that dependence on imported food or articles will be suicidal. There should be greater emphasis on farm produce, reliance on "local available goods and production in cottage industry."

Under Watch

The directive says that *"in our national crisis, our number one enemies are those who are black marketers, profiteers, hoarders and thieves. They should be kept under watch and should be dealt with severely if necessary."*

It adds: *We should also be ever cautions about another kind of antisocial ami criminal elements who are acting as traitors. They should be marked, because they are our bitterest enemy. In the name of religion and a united country they are trying to mislead the simple people. They are really the agents of the West Pakistan vested interests.*

Meanwhile, the Bangladesh Government has declared that all members of the former National Assembly will henceforth be called members of Parliaments or MPs and those elected to the former Provincial Assembly will be known as MLA.s.

The Awami League, in a directive published in the Party's weekly Jai Bangla, has directed all MPs and MLAs to stay in their respective areas and help the liberation struggle. "If it appears absolutely impossible for an elected representative to stick to his constituency, he should move to the nearest liberation army unit and supervise training and arrange supplies for liberation fighters", the party directive says.

The MPs and MLAs who have gone on the other side of the border into India should immediately act according to the Party directive, the Awami League high command has ordered people who are young or middle-aged and, have taken shelter in India should immediately enlist themselves for military training.

"Those who have taken shelter in refugee camps on the other side of the border to save their lives should always keep it in mind that this is only a temporary arrangement. They have not gone to India for permanent settlement."

PTI adds from Mujibnagar: Mr. A.H.M.Kamaruzzaman, Minister for Relief and Rehabilitation, yesterday announced the setting up of a liaison office to ensure "proper distribution of all available resources."

[**The Statesman** New Delhi-May 15, 1971]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ	হিন্দুস্তান টাইমস, নয়াদিল্লী	২০ মে, ১৯৭১

Interview report of Bangladesh Home Minister, Mr. A. H. M. Kamaruzzaman on May 20,1971

The Pakistan military junta has failed to restore civil administration in areas under its control in Bangladesh despite desperate efforts and it would never be able to do so, the Bangladesh Home Minister Mr. A.H.M. Kamaruzzaman, told UNI in an interview.

"The former civil servants of Bangladesh have vowed not to support the occupational force, for every citizen in Bangladesh considers the army action as an attack on his legitimate right to live as a free citizen of a free nation."

If the Pakistani claim of normalcy in Bangladesh was true why was it still barring international organizations and bodies from Bangladesh, he asked. The Pakistani rulers were concocting stories to hide the real state of affairs in Bangladesh from the outside world. "They know if any impartial body is allowed into Bangladesh, the mischievous propaganda and designs will stand revealed."

Regarding Pakistani propaganda that the troops had to intervene to put down racial and communal riots, he said the liberation war was not against any religion.

"Our struggle is not opposed to Islam. The value and teachings of Islam shall be preserved. The values and teachings of other religions shall also be protected. We envisage a State which is free of exploitation. Our aim is to establish an egalitarian and classless society in which there will be no barrier between man and man, irrespective of his caste, color and creed."

"Those who accept Bangladesh as their motherland and are connected with the liberation war are our brothers. Those who are playing the role of quislings, whatever their religion are our enemies, and the enemies of Bangladesh. They shall be tried by people's courts."

He said: "The only solution to Pakistan's difficulties in Bangladesh is to withdraw its troops and transfer power to the people of Bangladesh."

The Bengalis of Bangladesh could never form one nation with the people of West Pakistan by any political or economic standard.

The atrocities committed by the troops had no parallel in history. "Our innocent children have been killed, the modesty of our womenfolk has been outraged and our houses have been destroyed."

The whole scheme of the occupation army appeared to be to drive out Bengali from their homeland to maintain the fiction of Bangladesh being part of Pakistani nation.

The people of Bangladesh have heroically resisted this attempt and shall continue to resist.

As declared in the Awami League manifesto, the administration of Bangladesh Government would not only be "people-based", but would also before of corruption and bureaucracy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয়াদিল্লীতে প্রেরিত বাংলাদেশের সংসদীয় দল সম্পর্কিত সংবাদ	জয় বাংলা , ২ জুন, ১৯৭১	২ মে, ১৯৭১

নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী দল

তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল গম ২৫শে মে নয়াদিল্লীর উদ্দেশে মুজিবনগর ত্যাগ করেছেন। নয়াদিল্লীতে তাঁরা ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে উত্তর দেশের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন।

আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মিঃ ফণীভূষন মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত প্রতিনিধি দলের অপর সদস্যদ্বয় হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদিকা ও জাতীয় পরিষদ সদস্যা বেগম সরোয়ার মোর্শেদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

প্রতিনিধি দলটি ভারতের কতিপয় অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী সফর করবেন এবং সেসব স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন।

সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে তাঁরা মুজিবনগর প্রত্যাবর্তন করবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে সফর সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা বেতার হতে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার	দি হিন্দুস্তান টাইমস	২৯ মে, ১৯৭১

Interview of Mr. Tajuddin Ahmed broadcast by the Swadhin Bangla Kendra Report, dated May 29, 1971.

Bangladesh Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed, has said that he failed to understand how the democratic Governments of the world could support the dictatorial regime of Pakistan, which was crushing the democratic aspirations of the people of Bangladesh.

Mr. Ahmed told a foreign correspondent in an interview, broadcast by the Swadhin Bangla Kendra: "We wanted to establish the democratic rights of the people of Pakistan and to that end, we tried our best."

According to the radio monitored here Mr. Ahmed said. "We made all peaceful attempts in this direction but Yahya's Army, most shamelessly cracked down on the unarmed people of Bangladesh. We had no other alternative but to proclaim independence for the 75 million democratic Bangalis of Bangladesh."

Meanwhile, Awami League sources ruled out a negotiated settlement of the Bangladesh issue.

The radio, quoting Awami League circles said "Bangladesh is a free and sovereign country today and there is no scope for talks."

These circles were commenting on a statement by the spokesman of the U.S. State Department about a formula suggested by an emissary of Yahya Khan for a settlement of the issue.

(The Hindustan Times, New Delhi-May 29, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য	প্যাট্রিয়ট	৩০ মে, ১৯৭১

Text of comments of Mr. A. H. M. Kamaruzzaman, Bangladesh Home Minister on Yahya's statement on May 30, 1971.

Somewhere in Bangladesh May 30, (UNI. PTI) Pakistan; President Yahya Khan had resorted to genocide in Bangladesh after "accepting our demand during our parleys" and hence his words would never again be trusted, Bangladesh Home Minister A.H.M. Kamaruzzaman said today.

General Yahya Khan had even promised to announce over the radio his agreement with Sheikh Mujibur Rahman on 25th March but instead of doing so he ordered his troops to wipe out the Bengali race, he added.

Mr. Kamaruzzaman was commenting on General Yahya Khan reported statement in Karachi that he still intended to transfer power to civilian rule. "To us in Bangladesh the name of General Yahya Khan does not connote a normal human being: It connotes a blood-thirsty cold-blooded murderer, the greatest betrayer in world history the disintegrator of Pakistan."

As such his words, however sweet or reasonable they might sound, would never be accepted by the people of Bangladesh who would react to them correctly by continuing the fight.

"Alter what has been done-the killing of innocent children and citizens the raping of our women folk and challenging our nationality-it is impossible for the people of Bangladesh to live under a common roof with the Pakistanis. How can we do so when the design of General Yahya Khan and his henchmen is to wipeout the Bengali race?"

The basis of living together should be not merely brotherly feeling an mutual consent but also implicit and explicit respect for each other. But this no longer exists, Mr. Kamaruzzaman said.

LIE NAILED

Referring to General Yahiya Khan's statement that some of the Awami League MNAs-elect had disqualified themselves from membership by their policies and actions. Mr. Kamaruzzaman said "Pakistani rulers have no right to question the authority of the Awami League members who have received the support of more than 98 per cent of the population.

"The power-drunk Pakistani imposters, who have no respect for democratic values have also no right to judge on the authority of these members.

"It was not the Awami League which broke off the talks. The Awami league had not conceived of a war, not to talk of preparing for it.

"Now that a war has been thrust upon us, we shall continue to fight till the Pakistanis are removed from our holy land.

"Those nations which preach and practice democratic principles and value should try to protect the democratic forces now facing annihilation at the hands of the occupation army in Bangladesh. They really are great who stand by the oppressed and the suffering."

MARTYRS EXTOLLED

The Home Minister has also announced that the Bangladesh Government has decided to take up the responsibility of the families of those who were killed, seriously injured and disabled in their fight for the liberation of their motherland.

According to a Swadhin Bangla Betar Kendra broadcast, Mr. Kamaruzzaman has issued a circular to this effect and paid rich tributes to the martyrs and extolled the heroic deeds of the Mukti Fouj.

The circular, released from the Ministry yesterday, said that those brave soldiers and officers, who had shown such exemplary bravery, would be perpetual source of inspiration to the future generations of the Bangla Government.

The broadcast said the government appreciated these heroic fights and would take steps to rehabilitate all the disabled and invalid soldiers and the families of the martyrs.

BENGALIS SACKED

Another broadcast disclosed that the West Pakistani military regime has started systematic elimination of Bengalis from government service and autonomous organizations in the "occupied areas of Bangladesh."

A broadcast said that out of 1,800 employees of the Pakistan International Airlines, 1,100 employees-all Bengalis-had been screened out.

The broadcast said that 600 Bengali employees of another undertaking had already been served with notice of dismissal. Those who were paid salaries for the month of April, did not receive their pay for March when the non-cooperation movement was launched by the Awami League.

The army authorities appointed a screening committee in order to carry out systematic elimination of all Bengalis from the government offices in the Pakistan occupied areas of Bangladesh, the broadcast added.

(PATRIOT, New Delhi-May 31, 1911)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘পাকিস্তানের কাঠামোতে আপোসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না’’ -প্রধানমন্ত্রী	জয় বাংলা	২ জুন, ১৯৭১

পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন আপোসের প্রশ্নই উঠতে পারে না

-তাজুদ্দীন

‘‘বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র । পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন রকম আপোস-মীমাংসার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

গত রোববার মুজিব নগর ‘‘জয় বাংলা’’ প্রতিনিধির সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারের প্রাধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন এ ঘোষনা করেন। বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশ সমস্যার ‘রাজনৈতিক সমাধান’ সম্পর্কে যেসব কথা-বার্তা উঠেছে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব তাজুদ্দীন উপরোক্ত ঘোষনা করেন।

জনাব তাজুদ্দীন আরও বলেন, ‘যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে।’

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগেই যদি তথাকথিত পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাদের খুনী সৈন্যবাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে সরিয়ে নেন, তবে সেটাই হবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রচারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষৎকার	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া	৩ জুন, ১৯৭১

FREEDOM AT ALL COSTS:
TAJUDDIN

Report of Mr. Tajuddin Ahmed's, interview with AH India Radio

on June 2, 1971

The Bangladesh Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed said in Mujibnagar today that Bangladesh is sovereign and independent and its people will defend its separate and free entity at all costs.

In an interview with All-India Radio, Mr. Ahmed reiterated our irrevocable commitment to a policy of friendship for all, especially or neighbors irrespective of variations in the response of world Powers to our present difficulties.

"Beyond this it is not possible to define too rigidly the foreign policy or a two-month-old State", Mr. Tajuddin said in reply to a question. He added: "There are encouraging developments and no final judgment need be made on the long-term developments."

The Prime Minister said that any attempt, if made, to install a puppet government in Dacca, will certainly be abortive for "no collaboration between the killers and the quislings will be tolerated by the people of Bangladesh who are struggling for securing and protecting their independence."

Asked about Pakistan Government's claim that Sheik Mujibur Rahman had been taken to Dacca and that he had urged the people to co-operate with the army, Mr. Ahmed said: "We do not know where exactly Sheikh Sahib has been detained by the Pakistan Government. But the claim that has urged the people to co-operate with the army of Pakistan should be rejected with utmost contempt. The claim is preposterous."

Mr. Ahmed said his Government had approached the United States for intervening for a political settlement. "We should like to make it absolutely clear to everyone that there is no room for compromise within the frame work of Pakistan, Bangladesh is sovereign and independent and we shall defend its separate and free entity at any cost.

Big Powers' silence

Asked what was his Government's feeling about the silence or ambivalence of big Powers, especially the U.S.A., the United Kingdom and the Soviet Union, Mr. Ahmed replied: "Our friendship for all" policy shall continue to guide our foreign policy irrespective of the variations in the response of world powers to our present difficulties.

He said the work of the emissaries sent by his Government abroad was bearing fruit in creating favorable lobbies in these areas and in organizing public opinion in favor of Bangladesh.

Asked about the present functioning of his Government, Mr. Tajuddin said it never lost contact with the vast rural areas of Bangladesh and "we are in contact with cities and towns in occupied areas through our local leadership cadres. We have set up an administrative machinery for the areas within our control as well as a centralized command for all operations aimed at driving the enemy out.

Questioned about the reported activities of the Leftist forces in Bangladesh, Mr. Ahmed said that as far as Bangladesh was concerned "we do not know of any problem of Leftist forces. Only the other day a nationwide election was held and the people of Bangladesh rose as one man in support of their demands. And also all people, irrespective of their political opinions, and all patriotic elements are rallying together to give their unstinted support for the cause of the independence of Bangladesh.

He added: "Maulana Bhashani of the National Awami Party and other patriotic leaders and elements have already held out their unqualified support to the struggling people and the Bangladesh Government and demanded its recognition by other countries."

(**The Times of India**, New Delhi-June 3, 1971)

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ৬ই জুনে পেশকৃত চার দফা প্রস্তাব	জয় বাংলা	১৮ জুন,১৯৭১

বাংলার মানুষ আর কোন গোঁজামিলের সামধান গ্রহণ করবে না

-সৈয়দ নজরুল ইসলাম

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত ৬ই জুন সংগ্রামী বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে বলেন, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণ-প্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারবাহিনী ফিরিয়ে নেয়া, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেনী কর্তৃক এ যাবৎ বাংলাদেশ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ ও গত আড়াই মাসের লড়াইয়ে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতিসাধন করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুণ্ঠিত ধন প্রত্যর্পণ ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণের দ্বারাই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে অন্যথায় রাজনৈতিক সমাধানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক সমাধান বা আপোস মীমাংসা সম্পর্কে যে জল্পনাকল্পনা চলছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোন গোঁজামিলের সমাধান গ্রহন করবে না।

আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনদিন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সকল বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান একসাথে লড়েছেন- বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করে তারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, এদশের প্রতিটি প্রাণ এক্যবদ্ধ, অভিন্ন।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু কৃষক জীবন দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন মুসলমাম কৃষক। সমজিদ পুড়েছে হানাদর দস্যুদের হাতে, পুড়েছে মন্দির গীর্জা আর বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়েছে। বর্বর পাক-সেনারা হত্যা করেছে ডঃ গোবিন্দ দেব, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও ফজলুর রহমানকে। আমরা একসঙ্গে লড়েছি, একই সাথে জয়ী হবো। এবং জয়ী আমরা হবই।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, হানাদার দস্যু ইয়াহিয়ার বর্বর সৈনিকদের নির্মম অত্যাচারে কৃষক-মজদুর, ছাত্র, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত আর অসংখ্য মানুষ বাংলার শ্যামল মাটির বুক ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন! তাদের তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, শত্রুহননের পর মুক্ত স্বদেশে ফিরে আমরা তাঁদের আপন ভিটেমাটিতে প্রতিষ্ঠিত করবই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান দেশত্যাগ করে যে সব বাঙালী ভাই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আর বার্মায় আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের সাহায্য করায় ভারত সরকার ও বার্মা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের প্রশংসা করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সীমিত সামর্থ্যের জন্য আপনাদের প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিভিন্ন রণাঙ্গনে আপনারা যে অসীম অটল

মনোবলের পরিচয় দিচ্ছেন, তার জন্যে আজ সারা বাঙালী জাতি গর্বিত দেশমাতৃকার বীর সন্তান আপনারা। এ সংগ্রামে আপনাদের যেসব সাথী শহীদ হয়েছেন, যারা পঙ্গু হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব আমার সরকার ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকেরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রবর্গের কাছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আবেদন	এশিয়ান রেকর্ডার, আগষ্ট ৬-১২ ১৯৭১	১৩ জুন, ১৯৭১

Safety of Sheikh Mujibur Rahman

Mr. Tajuddin Ahmed's Appeal to World Powers:

The Prime Minister of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed on June 13 appealed to all nations of the world to ensure the safety of Sheikh Mujibur Rahman, "the undisputed leader of the people of Bangladesh," and to secure his release.

In a broadcast to the nation from Swadhin Bangla Betar Kendra, he said that the accusation of President Yahya Khan that the Sheikh had hatched a plot to arrest him in Dacca was "as crude as it is grotesque."

Appealing to the nations of the world to accord recognition to the Bangladesh Government, he said this Government alone represented legitimacy in our land founded, as it is, upon the freely expressed will of its people. Our people have completely repudiated the colonial rule based in West Pakistan and are now fighting to defend their freedom."

"I should like to assure those who have not taken any position on our struggle or have been only lukewarm towards it or opposed it outright, that the People's Republic of Bangladesh is on the map of the world and the determination of its 75 million people will keep it there. Is it rational for nations to ignore so vast a section of mankind?" he asked.

In a special word to those Muslim and Arab countries who had not yet condemned the mass slaughter in Bangladesh, he said: "It is a tragic error on their part to think that Yahya's hordes are waging a war of Islamic righteousness in Bangladesh. Their silence, therefore, condones colonialism and barbarism. Material support to Islamabad puts them on the side of dictatorship."

The war of liberation, he said, was now in the 11th week and the valiant freedom fighters had put despair into President Yahya Khan's heart. The staggering casualty figure of the West Pakistani Army testified to the success of the defensive operations. The twin methods of massive terror and under had not succeeded in breaking the will of a nation determined to fulfill its destiny of freedom. The usurping enemy, on the other hand, was in a hopeless mess.

The refusal of the people to co-operate had resulted in an economic crisis which the military junta could not resolve without foreign aid. It had now resorted to demonetization of 100 and 500-rupee currency notes. This was not only a plan admission of its economic desperation but a shameless attempt to rob the people of what was theirs in order to replenish its coffers in Islamabad.

Congratulating the people of Bangladesh on their heroic resistance, he said in the new phase of their struggle, the freedom fighters were better organized and their ranks were swelling with new recruits.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬-১৫ জুন, ১৯৭১

NORTH BENGAL TOUR. REPORT OF HONORABLE

HOME MINISTER JANAB A.H.M. KAMARUZZAMAN : June 6 to 15

The honorable minister went on tour of the districts of Murshidabad, Malda, Dinajpur, Jalpaiguri, Siliguri and Cooch Behar accompanied by Mr. Prasun Majumdar, representative of Mukti Sahayak Samiti, Mr. Khalek Ahmed, I.G. of Bangladesh. Mr. Abdur Rauf Choudhuri, M.P.A. (Kushtia), for the purpose of setting up proper organisation in each district and visiting different transit training camps, to look into the difficulties of the camps and posting of different M.P.A.s and M.N.A.s in particular jobs.

Murshidabad : 6th.-7th, 15th.

D.M., S.P. and local M.P.A.s and M.N.A.s were interviewed. Visited Shekhpara about 30 miles from Berhampore. Two camps are situated there, at a distance of Vi a mile, strength 88+81 at present. In Surya Sen Bharti Sibir the incharge is Md. Hadi whereas in Titu Mir B.S. Dr. Alauddin, both M.P.A. Sent for higher training 200 recently of which 10 refused on medical grounds were sent back. Accommodation problem serious, preventing further recruitment. Diet very poor but it was surprising to find there still was no discontent among the boys. Mostly students age 16 to 21. Lack of arms general complaint. Most boys had no shoes & uniforms even during guard of honor.

The political Liason for the district was chosen: Mr. Abdus Salam.

On the way back, on 15.6.71 the Lalgola Operation Camp was visited. Strength 250, mostly EPR, 10 M, 15 A, Commando 31, Explosives 50, sent for training 49. It is a fine camp, with Captain Rashid officiating and Captain Gyasuddin in charge.

The DM, Mr. Ashok Chatterjee informed that the youth camp building will be finished by end of June. Work already progressing fast.

Malda: 7th-8th, 13th.

Met workers and leaders at the Circuit house. Mr. Hafizuddin, M.N.A. is the political Liason. Mehdipur camp under Dr. MynuddinAhmed, M.P.A., Adampur under Mr. --- (Hasnu) are operation camps. Enayetpur under Dr. Mejbaul Huq, M.P.A. No of trainees poor so the Minister asked them to recruit vigorously so that he could see better results when he visited them on his way back.

A. Hannan Choudhuri, district judge of East Dinajpur is staying in Malda town and doing good work. He wanted to stay where he was in response to the Ministers offer to have him in Calcutta for doing the judicial work of the Government in Calcutta.

On the way back, on 13.6.71 Enayetpur was visited. Strength 110, / 3-M, 1-A, 1-EPR and rest student. Trainees sent 111 to date. Accommodation 200 may be raised to 250. DM Swayambhu Dey and BDO very active.

Mehdipur operation unit (161)-80 EPR, 19 Trained S, rest A & M. Accommodation good. Ration from BSF.

Adampur unit started recently is just on the border (42). Other side of border free: Bholahat.

Local Sangram Sahayak Samiti in above two districts cooperative.

Jalpaiguri, 9.6.71

After spending the 8th night in Siliguri the Minister crossed the border into a 100 sq. mile liberated area where the Tentulia camp is situated. C. in Charge: Sirajul Islam. Sub sector commander Captain Nazrul. Strength 292. Few A and M. Rest EPR. For the families of these personnel construction already started in the free zone border. Ration supplied by local BDM. SS. Another camp for 1000 recruits to be constructed on the border Ration will have to be arranged by the Siliguri BDMSSS. Requirements for the EPR camp submitted to us.

From Tentulia on the same day we proceeded to Phulbari where a meeting of the leaders and workers was called. In addition to S. Islam appointment was given to Masraf Hossein, M.N.A. as Liason (Siliguri) and Kamruddin Mukhtar, M.P.A. was asked to assist the Student League leader Rauf in Jalpaiguri.

Since there was controversy about annihilation of some people, thought to be spies, it was ordered that henceforth action will be taken exclusively on the basis of a list prepared by unanimous decision of the M.P.A. & M.N.A. Committee. We proceeded to Jalpaiguri town but rain stopped our movement.

Cooch Bchar, 9.6.71.

Dewanganj camp was visited. About 100 students stay in tents out in the open, nearest construction being Vi a mile, ration is very poor, accommodation situation tight, but the moral of the students is still very high.

On 10.6.71 the Cooch Behar town camp situated in a ill ventilated go down was visited Strength 210 or so. Local Sangram Sahayak Samiti not operating because of non recognition by BDMSSS central office. No help from that source. Living condition subhuman. Ration poor. Space may be enough. Camp in Charge:

One organisation is functioning there named Liberation Council. Political Liason Motiur Rahman. Coochbehar Traders Society is also actively involved. From 8th to 11th our General Secretary Mr. Arun Moitra was also with us.

Next we visited the Sahibganj operating unit, strength 800. Discussed problems with Congress worker of WB, Mr. Rajen Chatterijee. He reported unfair border trade. Also reported was the study of 6 boys forced to leave from the Coochbehar Town Camp to the other side of the border.

In Sahibganj, Major Najesh in Charge, the BSF supplies ration rot 500 only. With this 800 manage with difficulty. Cash money (Rs. 4,000/per week) was promised by the Minister. Major suggested opening of a Bangladesh Bank in such units for the deposition of money of armed forces. They also need a doctor. A compounder already present there should be given appointment. Requirement list was submitted.

10.6.71 night meeting was held at Marwari guddi that is Bangladesh local Karyalaya now. Differences among local parties and different sections of the Bangladesh leaders as well exist. Some local party individuals also met the Minister separately next morning. On 11th night Siliguri night halt.

Dinajpur, 12th-13th.

Islampur which we visited on 12th is a mixed force-student camp. A.M. EPR-110 and S-100. Camp in Charge Fazlul Mia finds his authority questioned by the BSF-EPR clique. He is afraid to stay in the campsite. Trainees complain they have to tend to cows. Kitchen l'/2 mile from camp. Money inflow from across the border reported. But there is provision for the increase in strength upto 500.

Raigunj (Malone) was visited same day, where there are two camps 1 mile apart. Azizur Rahman in charge of both camps whose composition is M 54, EPR 61 and TS 10 for the operation camp, and S 125 for the other one which consists mostly of Hindu College students (60 %) Space short.

On 13.6.71 we visited what may be termed the best camp: Kurmail. Present strength 700. Of these about 400 participated in guard of honor and listened to the Ministers inspiring speech, drenched in heavy rain. Already 1000 have been sent for training. (228+ 300+400). Trainer EPR. No ration they procured rice from other side. Operations being conducted from here. Rifles 7-8 hundred. Captain explosives trainer. Major trainer. Active work by Prof. Abu Syed, camp in Charge.

Bangalipur is 7 miles from Kurmail. Here we saw 143, 73 having joined (he Kaiganj army camp. Another 89 will return soon. 4 grenades, 16 rifles and 3 stens in stock. Camp in charge: Md. Jalil. They submitted requisition.

A general conclusion may be reached from the experience in visiting these camps. Wherever the force and students have been segregated good results have been observed.

The following, suggestions may be made from the experience of the tour:

(1)The EPR, BSF and the students training camps should be all segregated.

(2)A uniform better ration should be given to the trainees with immediate effect.

(3)The Central office of the BDMSS Samiti should immediately take steps regarding Coochbehar. The situation in that district calls for quick action.

Report on the Existing Transit Training Camps in W.B.

The total number of transit training camps including operating units of East Bengal forces will not be much larger than 40. In most of these the present strength is around

200, though there are some where strength is much less due to lack of accommodation, restriction imposed by availability of ration etc. Including the trainees that have been sent for higher training the number will be larger, in one camp as much as 1700 (Kurmail, Dinajpur). The total number of trainees available at the moment will be thus about 10,000 or so.

From our combined experience (i.e. Prasun Majumdar's North Bengal report, our and R. Karlekars experience with 24 Prgs., and our trips to Nadia with Aminul Islam) it is evident that no useful training or screening can be done in the existing training camps. In the name of screening the Awami League M.P.A. and M.N.A.s indulge in many vices, fully over the students and if caught at it try to back each other. There has been no formal reporting or the 6 boys expelled from Coochbehar town camp, or the 75 boys expelled from Tollykhola camp in Bangaon sector. The information has been received either accidentally or through local political leaders (Rajen Chatterjee of Congress in the Coochbehar case). In addition there are reports of threats to progressive Awami Leaguers, student leaguers and NAP boys in the camps particularly in Nadia.

The ration is even now slow in improving, as in many instances the extra money provided by the BDMSSS, is deposited to the Camp in charge. They only submit a per head account, in many cases they do not stay in the camp and are difficult to meet so that the acting camp in charge has to make shift arrangements most of the days. When they, their friends or we visit the camps we are greeted with tea and snacks which comes from this money. The necessity of a uniform standardized ration, impartial screening and control on visitors to the camps are essential points.

Most leaders do not wash their dishes when they take food in the camps, they refuse to do any manual work, complain about relief articles and their own health. The boys are not only forced to do all the work in the camps by themselves, they even have to do odd jobs like tending cows brought over from across the border. The lack of the proper Political orientation and explanation of the motivation behind the camping is seriously felt.

There is no realization of the mistakes in the struggle. People who have actively participated in the resistance and felt the mistakes are pot encouraged to freely discuss this. Instances of harm done by strong attachment to a locality or sentimental attachment to places are very commonly heard nevertheless. The need of disregarding such feeling in war effort should be impressed with force. 20 % or more recruitment of Hindus is essential if they are to go back. This means recruitment of Scheduled castes and NAP students since militant Hindus belong to one or the other. This should be given top priority. The BSF and EPR should be segregated from the students everywhere. BSF transfers are advised at many places: a recent Murshidabad transfer did much good. Captain Subhas near Islampur (Thakubari) camp in Dinajpur is another deserving case.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন এলাকায় প্রবাসী, সরকারী চাকুরীরত, বাংলাদেশবাসীর বেতনসংক্রান্ত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, অর্থদফতর	১৮ জুন, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
FINANCE DEPARTMENT.

Memo. No. Dated the 18th June, 1971.

To

The Zonal Administrator,

Subject:-*Payment of salary subsistence allowance and lump grants.*

It has been decided that all categories of teachers will be paid a lump grant of Rs. 50/- (fifty) each at their respective Zonal Headquarters Krishnanagar, Balurghat, Coochbihar and Agartala. The Zonal Administrators will therefore prepare bills of teachers residing within their respective Zones as per bio-data of teachers lying with them and of those to be sent by the General Administration Department. On receipt of these bills some representatives will go to the Zonal H. Qrs. from this office and make payments as per proforma to be drawn.

As regards payments to officials of Government, Semi-Government and Autonomous bodies, it has been decided that Zonal Administrators will prepare bills of officials other than Police personnel, Doctors and teachers of all categories residing within their respective Zones as per the present address given in the bio-data lying in his office and to be sent from the Finance Department in two categories-one for those where services have been effectively utilized by the Zonal Administrator and the other for those whose services have not yet been utilized at the following rates as decided by the Cabinet.

(1)For officials whose services have been effectively utilized:

(a) Class I Officers-75 % of their pay subject to a maximum of Rs. 500/per month.

(b) Class II 0fficers-80% of their pay subject to a maximum of Rs. 400/per month.

(c) Class III & IV officials-full pay subject to a maximum of Rs. 100/- per month.

(2) For officials not yet absorbed:

(a) Class I Officers-37'/i% of their pay subject to a maximum of Rs. 250/-

(b) Class II 0fficers-40% of their pay subject to a maximum of Rs. 200/-

(c) Class III and IV 0fficials-50% of their pay subject to a maximum of Rs. 150/-

You are, therefore, requested to prepare bills of

(1) Officials absorbed by you in the Zonal Administration and for

(a) Officials not yet absorbed but residing in your Zone as per their bio-data for the month of June, 1971.

You are also requested to prepare bills for teachers of all categories for lump grant at a flat rate of Rs. 50/- only and send the same to this Department as early as possible for taking necessary action from this end.

Sd/-.. K.A. Zaman
Secretary
Finance Department.
Dated: 18.6.71

Copy to:- (1) Secretary, General Administration Dept. for information and necessary action.

(2) O.S.D. POLICE with request to prepare bills for Police Personnel.

(3) Secretary, Technical Association for information and necessary action..

(4) Member of health Services for information.

Sd/-.K A. Zaman
Secretary
Finance Department

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন	২২, ২৩ ও ২৪ জুন, '৭১

CONFIDENTIAL.

MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET
MEETING HELD ON 22.6.71 at 10-00A.M.

All Members of the Cabinet and the C-in-C attended. The Cabinet took note of the following problems:

1. Attempts by private armed personnel to deal with the enemy on their own;

2. Issue of conflicting orders by various departments which were at times contrary to Cabinet decisions and derogatory to defense interests;

3. Members of the National and Provincial Assemblies designated for specific purposes failing to discharge their duties, particularly in respect of selection and screening of trainees which permitted infiltration of the trainees' ranks by enemy agents;

4. Co-ordination of the Youth Camps Organization and the problems arising out of private and isolated attempts to organize such Camps.

Cabinet approved the Scheme of Youth Camps.

The Cabinet met again at 6-00 P.M. in the afternoon.

No discussion took place.

Cabinet Secy.

Copy to all PSs to the President and Ministers & ADC to C-in-C.

Cabinet Secy.

CONFIDENTIAL

MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET
MEETING HELD ON 23.6.71 at 10-00 A.M.

The Cabinet again took up the Youth Camp Scheme as presented before it. The Scheme was approved with certain modifications.

The Cabinet also decided that members of the National and Provincial Assemblies would be given an allowance of Rs. 50.00 with effect from 1.5.71 to cover their movement and petty expenses.

Cabinet Secy.

Copy to:

AU PSs to the President and Ministers,

ADC to C-in-C.

Director-General, Youth Camp.

Cabinet Secy.

.

CONFIDENTIAL.

MINUTES ANI) DECISIONS OF THE CABINET

MEETING HELD ON 24.6.71 at 10 A.M.

The Cabinet discussed the Scheme for Zonal Administration placed before it. The following decisions were taken in respect of the Scheme:

1. 5 Zonal Administrative Set-Ups were approved;

2. Each Zone will have a Zonal Administrative Council composed of all the elected representatives living within that Zone;

3. The Zonal Administrative Council will ensure implementation of all the Cabinet Policies and directives; and,

4. The Council would elect one of their members as Chairman and the Zonal Administrator would act as the Member-Secy.

The Cabinet also decided to constitute President's War Fund with the following Members:

1. Syed Nazrul Islam, Acting President.
2. Mr. Tajuddin Ahmed, P.M.
3. Khandakar Mostaque Ahmed, 'Foreign Minister.
4. Mr. Phani Mazumder, M.P.A.
5. Mr. M. R. Siddiqui. M.N.A.

Cabinet Secy.

Copy to All PSs to the President & Ministers.

Mr. Phani Mazumdar, M.P .A.
Mr. M. R. Siddiqui, M.N.A.

Cabinet Secy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ	দি স্টেটসম্যান- নয়াদিল্লী	৩০ জুন, ১৯৭১

YAHYA WILL GET A REPLY ON THE BATTLEFIELD

Syed Nazrul Islam, Bangladesh Acting President's radio broadcast

on June 30, 1971

Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh, has said that freedom fighters would give a befitting reply on the battlefield to Gen. Yahya Khan's "audacious" radio broadcast, reports PTI.

According to Radio Bangladesh, the Acting President said in a statement that the Pakistan resident's speech did not merit any serious consideration. About 75 million freedom fighters had listened to his speech with "hate and disgust".

Syed Nazrul Islam said: "We are now in the middle of a war of liberation. We cannot rest until we eliminate every alien soldier from our soil".

Cruel joke

According to The Statesman Special Representative, the. National Awami Party (led by Wali-Muzaffar) of Bangladesh has described President Yahya Khan's constitutional plan as a cruel joke perpetrated on the 75 million people of Bangladesh".

(The Statesman, New Delhi- July 2, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুবশিবিরে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	জুলাই, ১৯৭১

Dear Young Brothers,

I am proud and happy to see you today.

I know many of your parents were trying to give you higher education straining their last resources, so that you are established in your life to become their support in future.

But by a cruel irony of fate you have been forced to leave your schools and colleges to take up arms, as the responsibility of saving the honor of your own motherland in order to put her up in pride has fallen on you. We must take the responsibility of rescuing our fond mothers and sisters from, the unspeakable shame and torture which Yahiya’s Punjab army is imposing on them.

In this connection I recall my young student friends who have taken the duty of sitting in examination as of little importance at the present juncture. My student friends know that the Vice-Chancellor of the Calcutta University had considerately agreed to make arrangements for those willing to sit for their due examinations. I am proud to observe that not one of our students appeared before me with a petition to sit for examination; on the contrary all of them have come with the same plea, the plea to train them up as Soon as possible in the art of modern military practice in this crisis period of our country. They have thus taken the vow to free the country from the scum of tortures.

The indescribable atrocity to which our innocent brothers and sisters have been subjected, resulting in the extermination of more than a million, and in the shame of our countless mothers and sisters, this atrocity is now being opposed by your determined will in such a way as can never be resisted by the Punjabi army.

It is true that for the moment we have backed out from frontal attack, but from the point of view of military tactics this has an important aspect, this temporary retreat is by means a defeat. We have to be better prepared this time for a much bigger offensive.

We know under what extreme hardship and inconvenience you are taking this military training; You also know how limited are our resources; but whatever help, whatever finance we shall be able to collect, every bit of it will be spent for you. This is our decision.

Because we know that it is you who will free the country and take back these millions of displaced evacuees to their own place with dignity, this way we shall be doing the best for the countless people wanting shelter across the border, and also help the country which is heavily burdened by the hospitality extended to them.

We are grateful to the people of India, the way the Government of India has helped us is unprecedented. This active sympathy of the Indian Government inspired us. Still we

must remember how difficult it is for a country to bear the burden of 6 or 7 million refugees.

It may occur to many that may be we are also responsible to a great extent for this war. But I want to make it clear that we are not in the least responsible for this. The complete betrayal of Yahiya Khan has put this on us.

On the basis of our 6-point demand, in a discussion on the 24th March, an agreement was reached; Yahiya even signed on that document. It was decided he will proclaim this agreement on the 25th night.

On 25th March he went to Karachi in a special plane, and the Khan army started their on slaughter suddenly, in the dead of the night, on our students, police, E.P.R. and the poor common people dwelling in the slums. This treachery is unique; beyond any comparison in History- Yahiya is a traitor. The aim of this inhuman barbaric attack is to ensure that we as Bengalis will never be able to raise our head again. Brothers, keep in mind the treachery of these man-eaters.

They will not allow any young men between the age of 16 to 30 to live and they have also preyed on girls of this age. Even now they are pushing thousands of naked young girls towards the frontier.

We must change this terrible situation. We must raise our head in pride as an independent Bengali nation.

We must remember nobody ever makes a gift to you of your freedom you have to earn it. If we think somebody else will win our freedom for us, we shall commit utter folly. We must continue the fight for freedom. May be many will come forward to help. But the fight will have to be yours and mine.

If any of you have any doubt about the victorious outcome of this war with the modern well equipped Pakistan Army, I am telling you to always keep in mind that seven and a half crore of Bengalis are with you in this fight. The fight of self-preservation of the Bengalis in the wide world will have the name of each soldier, each freedom-fighter, written in gold in the pages of History.

Written in blood before our eyes today is small Vietnam. She is not insignificant any more, commanding infinite power she has inflicted the worst crisis on American Imperialism with all its modern arms and equipment.

The victory of Vietnam is certain; there will be no exception for us.

You must be also familiar with the freedom fight of the people of Algeria. Under extreme difficulty they build up their strong liberation force through a Government formed abroad, and freed their motherland from Imperialism.

We must remember we have had to face this terrible war to make up for the mistake we did in 1947. Our first and foremost introduction is that we are Bengalis. Religion is our private affair. Religion can never be the stick to gauge a Nation. The role of religion in governing a Nation is also minimal. The soul of a country is formed by its

geographical location is also language, its cultural habits and its affinity to local friendly communities. Religion comes next and is a matter of personal conviction. We believe in the equality of all religions. Just as a Muslim has the freedom to go to the Mosque, so the Hindu has his right to go to the temple, the Christian to the Church. In a similar way everybody has his own right to pursue his own Religion. Whatever his creed all subjects of Bangladesh have the same fundamental right.

We did not want to divide Pakistan into two, but the Punjabi leaders want to turn our country into a colony and want to wipe out all our traditional peculiarity, and that is why things, have come to this turn.

You have taken arms to end this. Our conviction is that we shall soon evict the Pakistan Army from our motherland and free our country.

We shall establish such a society in which there will be no exploitation no rich and poor, no class will be big or small, there will be only one class there and that is man. The basis of our economy will be socialism.

Finally I want to inform you on behalf of my Government that the basis for the future army of the country will be you. Those who shall excel in the freedom fight, those who will prove themselves to be the finest fighters, they will give the leadership to our future army.

Leadership you cannot pick in the street. Remember one has to earn leadership as well. So those who can prove themselves will, provide this leadership.

If we just watch as bystanders, if we the leaders do not participate in your hardship, in your sorrows, if we dream of staying leaders in comfort, then definitely you will remove us from leadership.

We have decided those who will enlist for freedom fight will have their families taken care of by the Government. The Bangladesh Government will take care of the welfare and protection of the lives of the families of those, who become martyrs or who become disabled in the freedom fight for ever.

We have also decided, we shall reward those who show special courage in the freedom fight.

Already our programmed has become disciplined and regular. Henceforth we may be able to lighten the burden of hardship that you so willingly have endured during training. We shall try to improve the bare subsistence ration with a wholesome and rounded diet. We shall always remember you are our main force and, final strength.

Joi Bangla
A. H. M. Kamaruzzaman

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সামরিক বিজয়ই সমস্যার একমাত্র সমাধান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘোষণা, ১৫ই জুলাই	এশিয়ান রেকর্ডার সেপ্টেম্বর ৩-৯, ১৯৭১	১৫ জুলাই, ১৯৭১

Military Victory The Only Solution: The Prime Minister of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed, declared on July 15 that "military victory is the only solution to the situation in Bangladesh."

The People, English weekly published from Bangladesh, said that Awami League members of the National and Provincial Assemblies at a meeting had taken an "oath of all-out War till victory."

The report said that 110 members of the National Assembly and 200 members of the Provincial Assembly had attended the meeting, which was held somewhere in Bangladesh.

The oath read: "The enemy shall be engaged not only on land, but also in the air and on the sea if need be, and shall be defeated once and for all to safeguard the independence of the people of Bangladesh."

The meeting decided to re-name the Mukti Fauj (liberation army) as "Mukti Bahini" (liberation forces) signifying the "advent of the air force and the navy."

Meanwhile, the Mukti Fauj has now over 1,20,000 men, comprising about 40,000 troops of the East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles, constabulary and about 80,000 volunteers.

The Fauj is led by a large number of Bengali officers of the Pakistan Army who have defected and joined the freedom fighters.

This estimate of the strength of the Mukti Fauj was given in Poona (India) on July 28 by Mr. Sadashiv Bagaitkar, SSP leader, who returned after an extensive tour of the areas in East Bengal, where the Mukti Fauj is in control.

Mr. Bagaitkar said that a large number of volunteers were students, youth workers and peasants. They were being trained in the use of arms and the technique of fighting, especially in guerrilla warfare.

The Mukti Fauj, according to him, was running 24 training camps for volunteers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন	১৭, ১৮ জুলাই, ১৯৭১

MINUTES AND DECISION OF THE CABINET MEETING HELD ON

17.7.71 at 5.30 P.M.

All Members of the Cabinet as well as the C-in-C were present.

It was decided that henceforth the Cabinet would regularly meet on Mondays and Fridays-the meeting on Fridays being exclusively devoted to discuss defense matters.

The Cabinet deliberated on the report submitted by the C-in-C on defense matters with special reference to the meeting of the Sector Commanders held on 10th to 15th July, 1971.

The Publicity matters of the Government were particularly considered and it was decided to lay special emphasis on radio, newspapers, official handouts, pictorial publicity such as films and write-ups etc.

The Zonal Administrative setup was reviewed and it was decided that there would be 8 Zones now instead of 5 and that the Eastern Zone would have the option to divide itself, if the case so demanded.

It was further decided that the private individuals owning vehicles would be compensated for, in case the Govt. decided to use their vehicles for public purposes.

The Scheme for establishment of a Trade and Commerce Promotion Board was approved.

Cabinet Secretary.

Copy to all PSs to the President and Ministers.

Cabinet Secretary.

MINUTES AND DECISION OF THE CABINET MEETING HELD ON

18.7.71

The following decisions were taken:

1. Prof. Rehman Sobhan was appointed as an Envoy Extra-ordinary with a special assignment of looking after the economic affairs of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. M. R. Siddiqui, M.N.A. was appointed as an Envoy with head quarters at Washington.

Cabinet Secretary.

Copy to all PSs to the President and Ministers,
Prof. Rehman Sobhan,
Mr. M. R. Siddiqui, M.N.A

Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের অন্তবর্তীকালীন আর্থিক বিধিমালা ও বাজেট বিবরণী- প্রচার, প্রকাশনা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ৬ মাসের খসড়া বাজেট	বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৪ জুলাই, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.

FINANCE DEPARTMENT.

Dated '19th July, 1971

Memo No. Fin/29(I2)

To: (1) Private Secy. to President,
(2)Private Secy. to Prime Minister,
(3)Secretary, Cabinet Division,
(4)Secretary, General Administration Dept.,
(5)Secretary, Finance Department,
(6)Secretary, Foreign Affairs,
(7)Secretary, Home Affairs,
(8)Secretary, Education Dept,
(9)Relief Commissioner.
(10)Director, Youth Camp,
(11)All Zonal Administrators,
(12)Secretary, Information & Publicity.

Enclosed please find herewith a copy of Provisional financial Rules for your guidance and necessary action.

(K. A. Zaman)
Finance Secretary

PROVISIONAL FINANCIAL RULES

1. Provisional budget will be approved by the cabinet and authenticated by the president.
2. No new head of expenditure could be opened without Cabinet approval after the budget is authenticated by the President.
3. Budget allocation in the existing heads of expenditure shall not be exceeded without prior approval of the supplementary budget by the Cabinet.
4. (a) Allocation under each head of expenditure will be divided under Sub-heads.

   (b) Re-appropriation from one sub-head to another sub-head shall not be allowed without prior permission from the subject to approval of the cabinet.

(c) Where block allocation has been provided, the Drawing and Disbursing Officer shall submit detailed estimates under each Sub-head. No funds will be released to such departments, unless the detailed estimates are approved by the Finance Minister.

5. Heads of the Departments/Chairman, Zonal Council and Administrative Zones shall be the Drawing and Disbursing Officer.

6. Funds will be released on monthly basis and no funds will be released if the monthly statement of expenditure is not submitted to the Finance Department. Details statement in case of Foreign Missions being excepted.

7. (a) Bills should be presented before funds are drawn.

(b) Vouchers must be submitted as soon as the funds are utilized.

(c) Unspent balance should be intimated in the first week of the following month.

(d) All papers relating to receipts and expenditures shall be properly maintained for inspection.

8. (a) The Drawing and Disbursing Officers shall be responsible for the maintenance of proper accounts.

(b) Accounts Officers will be appointed by Finance Deptt. to assist the Drawing and Disbursing Officer.

9. In order to ensure proper financial discipline. Finance Deptt. will appoint Auditors to audit the accounts of all deptts. and agencies.

10 (a) In the Central Secretariat, all bills will be presented to the Accounts Officer, Finance Section.

(b) There shall be a Central payment Officer at the Central Secretariat for all Deptts. and agencies. The bills of all Departments shall be presented there and payment will be made from the Central Pay Office.

(c) All funds belonging to the Govt. of Bangladesh shall be kept either in the Bank in the name of the Govt. or in the name of individuals so authorized by the Cabinet/or in the vaults to be located in the Central Treasury of Bangladesh. All accounts shall be maintained under the Treasury rules as followed by the Govt. Funds cannot be managed or operated by anybody other than authorized persons of the Govt.

Sd/(K. A. Zaman)
Finance Secretary.

EXPLANATORY NOTE OF THE BUDGET

The budget for the Govt. of Bangladesh has been prepared under very unusual circumstances. We are in the midst of liberation War. The invading army of West

Pakistan has caused colossal damage to the lives and properties of the people of Bangladesh. Economic life of the people has been completely shattered and the country is in acute economic crisis. A famine is imminent. Our first and foremost task is to liberate' the country as quickly as possible. Simultaneously, we should initiate action to enlist the of friendly countries and international agencies to ward off the imminent famine.

Since we are engaged in liberation struggle, the budget has been prepared to meet the essential expenditures which will directly and indirectly help the cause of war efforts. The budget has been prepared for a period of three months from July to September, 1971. This has been done with the expectation that we shall be able to liberate the country within that period.

The budget estimate has been prepared without any basis of actual because most of the organizations have either recently been set up or being set up. During the last three months we, however, incurred some expenditures monthly on adhoc allocation basis.

We also faced another difficulty in formulating the budget because of the fact that many departments did not send their budget estimates in time inspire of the fact that we requested them to do so by 30th June. This might be due to the reason that the departments are yet to draw up the structural set up and to fix the objectives, We have, however, kept block provision for these department. Allotment under block provision will not, however, entitle them to incur expenditure until they send the scheme of their objectives and the structural set up to attain them along with proper justification for our examination and concurrence.

We have tried to keep down the projected expenditures to the minimum in view of the fact that our sources of revenue are limited and yet uncertain. This, however, does not mean that in case of need we shall not be able to mobilize the resources. We have already got very good response from the overseas Bengalese and friendly countries. We are confident that we shall be able to mobilize the necessary resources to achieve our main objective of liberating the country.

We would, however, like to keep the Cabinet informed about the present resource position of the Govt. We have been able to mobilize an amount of Rs. 11, 22, 80,378.00 which were brought over from various treasuries and banks of Bangladesh. This, however, took some time for reasons beyond our control. As a result we stand to lose about 40% to 50% due to demonetization. We are yet to get funds from two other places amounting to roughly about Rs. 2,00,000,00 (Two Crores). Out of the amount till now received, we arranged to convert Rs. 4, 23, 38,750.00. We are also trying to mobilize some funds by selling some commodities like jute, fertilizer, tea, rice etc. which were brought over by the freedom fighters in different places. This, however, will require effective help and co-operation of Indian Govt. and also that of our MNAs & MPAs. Till now we have got about Rs 1, 00,000.00 (One-Lac) out of sale proceeds of jute. We expect to get a few lacs more out of the sale proceeds of other commodities.

The budget has been prepared for three months with the projected expenditures of Rs. 2, 15, 64051.75. Assuming that it may have to be expended up to eon year, the total

financial liability will be Rs. 8,62,48,204.00. As against this, we have projected our receipts at Rs. 7, 74, 18,998.00. Thus there will be still a deficit of Rs. 88, 29,206.00.

We are passing through an emergency period. So, we do not intend to inhibit any effort by any quarter directed to the cause of liberation war by following blindly the stereotype financial rules and niceties of procedures but at the same time, we shall try to observe the minimum financial discipline order to maintain proper accounts of receipts and expenditures. Since our resources are limited, we shall try to utilize them in the best possible manner to obtain maximum results.

BUDGET AT GLANCE

Abstract of Receipt and Expenditure

RECEIPTS		
Account No. 1		
(Own resources)		
(A) **Pak currency:**		
Already received	Rs.11,22,80,378.00	
Expected	Rs. 2,00,00,000.00	Rs. 13,22,80,378.00
less 50 %		
(lost due to	Rs.6,61,40,189.00	
demonitization)	Rs.4.23,38,750.00	Rs. 10,84.78,939.00
Less converted		Rs. 2,38,01,439.00
(B) **Indian Currency:**		
(Converted)	Rs. 3,26,12,558.00	
Account No.2		
(Trading Account)		
1. Sale proceeds of Jute,		
Tea, Fertilizer,	Rs. 10,00,000.00	
Rice etc.		
Account No.3		
	Rs. 50,05,001.00	
(Grants and Donations)	Rs. 2,00.00,000.00	Rs. 6,36,17,559.00
1.Already received		
2.Expected		

EXPENDITURE.

1. President's Secretariat	Rs.	52,316.00
2. Prime Minister and Ministers	Rs.	38,400.00

3.	Cabinet Division	Rs. 65,650.00
4.	General Administration Department	Rs . 3,69,400.75
5.	Administrative Zones	Rs. 5,22,583.00
	(Including Sub-Zones)	Rs. 43,702.00
6.	Finance Department	Rs. 2,13,000.00
7.	Health Department	Rs. 10,09,750.00
8.	Relief Department	Rs. 3,00,000.00
9.	Education Department	Rs. 1,50,000.00
10.	Information and Publicity (Including Broadcasting)	Rs. 6,00,000.00
11.	Foreign Affairs	Rs. 2,50,000.00
12.	Home Deptt.	Rs. 3,20,250.00
13.	Law and Parliamentary affairs	Rs. 6,97,000.00
14.	Contingency	Rs.1,37,00,000.00
15.	Youth Camp	Rs 10.00,000.00
16.	Defence	Rs.1.93,32.051.75
	Total (for three months)	

Total estimated expenditure for one year — Rs.7,73,28,207.00

CONSOLIDATED BUDGET ESTIMATE FOR THREE MONTHS FROM JULY-SEPTEMBER, 1971

SCHEDULE-1

President's Secretariat	**for three months from July-December, 1971**
1. Salary & Allowances	- Rs. 21,816.00
1. President's House Rent (@ 1000X3)	- Rs. 3,000.00
3.President's T. A. D. A etc. (@ 1.000X3)	- Rs. 3,000.00
4.Presidents Sumptuary allowance (@ 500X3)	- Rs. 1,500.00

5. Contingent Expenditure for Purchasing Dailies. Magazines, Repair and maintenance of vehicles etc. (@ 1,000X3)	Rs. 3,000.00
6. Protocol affairs, entertainment ofVIPs etc.	Rs. 10,000.00 (lump)
7. Amount placed at the discretion of the President	Rs. 5,000.00
8. Reserve to meet emergencies	Rs. 5,000.00
Total	Rs. 52,316.00

SCHEDULE-II

a)**Prime Minister & Ministers :**		
1.Salary & Allowance,	Rs. 15,300.00	
2.House Rent for Ministers	Rs. 5,100.00	
3.T. A. of Ministers	Rs. 9,000.00	
4.Sumptuary allowances of Minister	Rs. 4,000.00	
5.Fund Placed at the discretion of Ministers	Rs. 5,000.00	Rs. 38,400.00
b)**Cabinet Division**		
1.Salary & Allowance,	Rs. 20,400.00	
2.House Rent, Medical allowance Conveyance etc.	Rs. 12,700.00	
3.Repairing & Maintenance of Vehicles	Rs. 5,000.00	
4.Telephone & Electricity	Rs. 1,050.00	
5.Miscellaneous	Rs. 6,000.00	
6.Reserve to meet emergencies	Rs. 12,000.00	
7.Stationery	Rs. 3,000.00	
8.P&T	Rs. 1,500.00	
9.Trunk Call	Rs. 3,000.00	Rs. 65,650.00
		Rs. 1,04,050.00

SCHEDULE-III

General Administration Department:

1 Salary & Allowance	--	Rs.	33,600.75
2. Postage & Telegram	--	Rs.	3,800.00
3. Maintenance & repair of Vehicles	-	Rs.	5,000.00
4. Stationery	--	Rs.	6,000.00
5. Traveling Expenses	--	Rs.	4,500.00
6. Miscellaneous Contingent expenses	--	Rs.	1,500.00
7. Provision for 5 typewriters to be Purchased	--	Rs.	15,000.00
8. Subsistence Allowance for	--	Rs.	3,00,000.00
Govt. employees (Block provision)	Total	Rs.	3694000.75= Rs. 3694000.75

b) **Administrative Zones (including Sub-zonal offices):**

1. Salary & Allowance	Rs.	4,09,098.00
2. Stationery	Rs.	1,500.00
3. Postage & telegram	Rs.	4,500.00
4. House Rent for Zonal offices	Rs.	6,000.00
5. Maintenance & Repair of Vehicles	Rs.	5,000.00
6. Traveling expenses	Rs.	7,500.00
7. Reserve for appointment in coming month	Rs.	10,000.00
8. Arrear pay for April & May for Northern Zone	Rs.	3,985.00
9. Sub-zonal offices	Rs.	75,000.00
	Total Rs.	5,22,583.00= Rs.5,22.583.00
	Total of (a & b).. .	Rs. 8,91,983.75

SCHEDULE-IV

Finance Department:

1. Salary & Allowance	Rs.	18,702.00
2. Contingent Expenses	Rs.	15,000.00.
3. Reserve to meet emergencies	Rs.	10.000.00
Total	Rs.	43,702.00

SCHEDULE-V

Health Department:

1. Salary & Allowance	Rs.	18,000.00
2. Establishment & contingency	Rs.	7,500.00
3. Transport Expenses	Rs.	3,000.00
4. House Rent	Rs.	4,500.00
5. Subsistence Allowance	Rs.	1,80,000.00
Total	Rs.	2,13,000.00

SCHEDULE-VI

Relief Department:

1. Salary & Allowance	Rs.	9,750.00
2. Block provision for relief operation	Rs.	10,00,000.00
	Rs.	10,09,750.00

SCHEDULE-VII (Block provision)

1. Education Department	Rs.	3,00,000.00
2. Information & Publication	Rs.	1,50,000.00
	Rs.	6,00,000.00
3. Foreign affairs	Rs.	2,50,000.00
4. Home affairs	Rs.	10,00.000.00
	Rs.	23,00,000.00
5. Defence"		

SCHEDULE-VIII

Law & Parliamentary affairs:-

1. Pay of MNAs & MPAs (200 x 450 x 3)	Rs.	2,70,000.00
2. Contingent expenditure of Zonal Administrative Council (5 Zones)	Rs.	50,250.00
	Rs.	3,20,250.00

SCHEDULE-IX

Provision for further appointments of officers and staff :-

1. Salary & Allowance (Block provision)	Rs.	5.55,000.00
2. Other expenses	Rs.	1,42.000.00
	Rs.	6,97,000.00

SCHEDULE-X

Youth Camp :-

1. Expenditure @ 2/- per head per day for 75 youth camps 1000 youths for 3 months (75X1000X2X 90)	Rs. 1,35,00,000.00
2. Salary & Allowance (block provision)	Rs. 1,00,000.00
3. Miscellaneous	Rs. 1,00,000.00
	Total Rs. 1,37,00,000.00

CONSOLIDATED BUDGET FOR JULY-SEPTEMBER, 1971

SCHEDULE-1	Rs.	52,316.00
2.	Rs.	1,04,050.00
3.	Rs.	8,91,933.75
4.	Rs.	43,702.00
5.	Rs.	2,13,000.00
6.	Rs.	10.09,750.00
7.	Rs.	23,00,000.00
8.	Rs.	3,20,250.00
9.	Rs.	6,97,000.00
10.	Rs.	1.37.00.000.00
	Grand Total Rs	2,13,32,051.75

(Rupees Two Crore Thirteen Lacs Thirty Two Thousand Fifty One and Paisa Seventy Five Only)

Annexure-I

Details of Budget for July-September, 1971-Schedule-1

(a)	1.President's (Officiating) pay	Rs. 2,000.00x3	= Rs.6,000.00
	2. Pay of P. S to the President	Rs. 500.00x 3	= Rs.1,500.00
	3. A. D. C	Rs. 500x3	= Rs.1,500.00
	4. Staff officers (3)	500 x 3 x 3	= Rs.4.500.00

5	Astt. Staff Officer	400x3	=Rs	1,200.00
6	Class-III Employees (7)	1,872x3	=Rs	5,616.00
7	Class-IV Employees(3)	500x3	=Rs	1,500.00
		Total	=Rs	21,816.00
(b) 1.	Presidents House Rent	1000x3	=Rs	3,000.00
2.	Presidents T.A & D.A etc	1000x3	=Rs	3,000.00
3.	Presidents supplementary Allowance	500x3	=Rs	1,500.00
4.	Contingent expenditure of purchasing vehicles etc	1000x3	= Rs	3,000.00
5.	Protocol affairs, entertainment of VIP's etc		= Rs	10,000.00
6.	Amount placed at the discretion president.		= Rs	5,000.00
7.	Reserve to meet emergency		= Rs	5,000.00
			= Rs.	30,500.00
		Grant Total	Rs.	52,316.00

Annexure-II

(a) Details of Budget for July-September, 1971-SCHEDULE-II

1.	Pay of Prime Minister	1,500x3	= Rs.	4,500.00
2.	Pay of Minister	1,200x3x3	= Rs.	10,800.00
3.	House Rent of Prime Minister	500x3	= Rs.	1,500.00
4.	House Rent of Ministers	400x3x3	= Rs.	3,600.00
5.	T.A. of Ministers	3,000x3	= Rs.	9,000.00
6.	Supplementary allowance of Prime Minister & other Ministers		= Rs.	4,000.00 (lump)
7.	Fund placed at the discretion of Prime Minister & Other Ministers		= Rs.	5,000.00
			= Rs.	38,400.00

(b) Cabinet Divistion :

1. Pay of two class-1 officers	500x4x3	= Rs.	6,000.00

2.	Pay of our class-II officer	500 x 3 x 3	= Rs. 6,000.00
3.	Pay of four class-Ill employees	250 x 4 x 3	= Rs. 3,000.00
4.	Pay of eight orderlies (Two for each Minister)	100 x 8 x 3	= Rs. 2,400.00
5.	Pay of Two Office Peons	100x2x3	= Rs. 600.00
6.	Pay of Four Drivers	200 x 4 x 3	= Rs. 2400.00
	(One for each Minister)	Total	= Rs. 20,400.00

(c)	Contingent Expenditure		= Rs. 12,700.00
1.	House Rent and…..Allowance ... et		= Rs. 6,000.00
2.	Repairing & Maintenance of vehicles	2000 x 3	= Rs. 1,050.00
3.	Telephone & Electricity	350 x 3	=Rs. 6,000.00
4.	Miscellaneous	2000x3	= Rs. 3,000.00
5.	Stationery	1000 x 3	= Rs. 1,500.00
6.	P&T	500 x 3	= Rs. 3,000.00
7.	Trunk Call	1000 x3	= Rs. 12.000.00
8.	Reserve to meet emergency		
			=Rs. 45.250.00

Grand Total a+b+c = Rs. 1,04.050.00

Annexure-III

Details of Budget for July-September, 1971-Schedule-Ill

(a)	General Administration Department	4807.50 x 3	Rs. = 14,422.00
1.	Pay of class-1 officers (10)	4728.08 x 3	Rs. = 14,188.25
2.	Pay of class-Ill Employees (18)	1664.00 x 3	Rs. = 4,992.00
3.	Pay of Class IV employees (13)		Rs = 33,600.25

(b)	Contingent Expenditure :		
1.	Postage & Telegram		Rs. = 3,800.00
2.	Stationery	2,000 x 3	Rs. = 6,000.00
3.	Miscellaneous & repair of Vehicles		Rs. = 5,000.00
4.	Traveling Expenditure	1,500x3	Rs. = 4,500.00
5.	Miscellaneous contingent expenditures	500 x 3	Rs. = 1,500.00
6.	Provision for 5 Typewriters to be purchased	5,000 x 3	Rs. = 15,000.00
7.	Subsistence allowance to Govt. Employees (Block Provision)		Rs. = 3,00.000.00
			Rs.= 3,36.800.00
		Grand Total	Rs. 3.69.400.00

Annexure-IV

Administrative Zone

1. Central Zone :		
(a) Pay of Class-I Officers	9,508 x 3= Rs.	28,524.00
(b) Pay of Class-II Officers	5,375 x 3= Rs.	15,975.00
(c) Pay of Class-Ill Employees	10,483 x 3= Rs.	31,449.00
(d) Pay of Class-IV Employees	193 x 3= Rs.	579.00
2. Northern Zone	8,700 x 3= Rs.	25,130.00
(a) Pay of Class-I Officers	5,000 x 3= Rs.	15,000.00
(b) Pay of Class-II Officers	4,657 x 3= Rs.	13,971.00
(c) Pay of Class-Ill Employees	1,500x3= Rs.	4,500.00
(d) Pay of Class-IV Employees		1,05,000.00
		69,000.00
3. South Western Zone	.	69,000.00
4. Eastern Zone	10,000 x 3. = Rs.	30.000.00
5. North Eastern Zone		4.09098.00
6. Reserve for the appointment		

Contingent Expenditure

1.Stationery	500 x 3= Rs		1,500.00
2.P&T	1,500x3= Rs		4,500.00
3.House Rent for Zonal Officers	2,000 x 3= Rs		6,000.00
4.Maintenance and repair of Vehicles			5,000.00
5.Traveling Expenses	2,500 x 3= Rs		7.500.00
6.Reserve to meet emergency			10,000.00
7.Arrear Pay for April & May, 1971 for Northern Zone			3,985.00
8.Sub-Zonal Officers	25,000 x 3= Rs		75.000.00
		Rs.	1.13,485.00
	Grand Total	Rs.	5.22,583.00

Annexure-V

Sub-zonal Offices:

1. Pay of Sub-zonal Administrators.	500.00
2. Pay of Adm. Officer.	400.00
3. Pay of Steno.	250.00
4. Pay of Office Asstt.	250.00
5. Pay of Peon.	150.00
6. Pay of Driver	150.00
7. Contingency.	300.00

8. Transport	300.00
9. House Rent (Office)	200.00
Three for 10 Sub-zonal offices (two for each zone	2,500.00
Expenditure for three months will be :	
Rs. 2,500.00 x 10 x 3	Rs. 75.000.00

Annexure - VI

HEALTH DEPARTMENT

1. Staff pay @ Rs. 6,000.00 per months x 3 (Staff means medical, paramedical & non-medical offices staff)	18,000.00
2. Establishment and contingency allowances @ Rs. 2,500.00 per month x 3	7,500.00
3. Transport expenses (maintenance of vehicles) @ 1,000.00 x 3	3,000.00
4. House rent for office purpose and go down for medical store @ 1,500.00 x 3	4,500.00
5. Subsistence allowance and pay as per rules for Govt. Servants opted form Bangladesh from various branches of Health Department (Medical. Para-medical, non-medical ministerial) approximately 300 persons at an average of Rs. 200.00 per person amounting to Rs. 300.00 x 200 Rs. 60,000.00 x 3	= 1,80,000.00
(Attempt is made to save this amount by sending three staff elsewhere on deputation but they will be this departments liability whenever returns, so there should be provision in the budget.)	Total Rs. 2,13,000.00

Annexure-VII

Relief Department.

1. Pay of Relief Commissioner	500x3 = Rs. 1,500.00
2. Pay of Dy. Relief Commissioner	500x3 = Rs. 1,500.00
3. Pay of Staff officer (Relief)	500x3 = Rs. 1,500.00
4. Pay of Two Asstt.	300x2x3 = Rs. 1,800.00
5. Pay of One Acctt.	300x3 = Rs. 900.00
6. Pay of Steno	300x3 = Rs. 900.00
7. Pay of typist	250x3 = Rs. 750.00

8. Pay of Two M. L. S. S	150 x 3 = Rs. 900.00
9. Block Provision for Relief office 10,000.00 x	Rs. 30,00,000.00
	Total = Rs. 30,09,750.00

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH. DEPARTMENT OF PRESS, PUBLICITY & INFORMATION BROADCASTING.

1. Salary	Rs. 17,770.00
Tapes @ 20 per month	
2. @ Rs. 75/- each	Rs. 1,500.00
3. Newspaper subscriptions	Rs. 100.00
4. Casual Artists not included	Rs. 1,000.00
5. Furniture hire	Rs .250.00
6. Instrument purchase	Rs. 1,500.00
7. Stationery	Rs .300.00
8. Maintenance/ of Jeep	Rs. 1,500.00
9. Miscellaneous & emergency Reserve	Rs. 11,080.00
such as third transmission. House rent,	Rs. 35,000.00
Drama production, increase of hour	per month
of broadcasting and any other expenditure	
For six months expenditure Rs. 35,000.00 x 6	= Rs. 2,10,000.00

(Rupees two lacs and ten thousand only)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৭ জুলাই, ১৯৭১

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memo. No. GA/ Dated………..1971

ORDER

1. In pursuance of a Cabinet decision to streamline the field administration, it has been decided to set-up the following Administrative Zones with Headquarters & jurisdiction noted against each.

1. South-East Zone (I)	:H. Q. : Sabrum	(i) Chittagong (ii) Chittagong Hill Tracts (iii) Feni Sub-Dvn. of Noakhali District.
2. South-East Zone (II)	: H. Q : Agratala	(i) Dacca. (ii) Coimilla. (iii) Noakhali Dist, except Feni Sub Division.
3. East Zone	: H. Q. : Dharmanagar	(i) Habiganj & (ii) Moulvibazar Sub-Dvns. of Sylhet District.
4. North-East Zone (I)	: H. Q. : Dawki	(i) Sadar & Sunamganj Sub-Dvns. of Sylhet District.
5. North-East Zone (II)	: H. Q. tura	(i) Mymensingh (ii) Tangail.
6. North Zone	: H. Q. Coochbehar	(i) Rangpur.
7. West Zone	: H. Q. : Balurghat	(i) Dinajpur (ii) Bogra. (iii) Rajshahi.

8. South-West Zone	: H. Q. : Krishnanagar	(i) Pabna. (ii) Kushtia. (iii) Faridpur (iv) Jessore
9. South Zone	: H. Q. : Barasat	(i) Barisal. (iij Patuakhali (iii) Khulna.

Note:

(1) The above Zonal Divisions have been made keeping in view that the people from the places noted against each zone have largely moved into the areas near about the Zonal Headquarters.

(2) It may also be kept in mind that people from a particular district might have found their way into zones other than that in which that district is included. In such cases, they will belong to the particular zone in which they have temporarily settled themselves.

2. **Zonal Administrative Council:**

A Zonal Administrative Council will be established in each Zone.

Constitution of the Zonal Administrative Council:

(a) All M. N. As & M. P. As of the zone will be the members of the Zonal Administrative Council.

(i) Ordinarily, an M. N. A. or M. P. A will belong to the zone in which his district is included with a view to facilitating contact with maximum number of people belonging to his constituency and greater participation in the Liberation Struggle within his constituency.

(ii) It is, however, left to the convenience and discretion of the M. N. A or M. P. A to belong to a zone other than in which his constituency is included, in case he feels that by doing so the objective as enunciated in the foregoing para can be better achieved.

(iii) No M. N. A As & M. P.A shall be a member of more than one Zonal Council.

(b) Each Zonal Council will be headed by a Chairman, selected by the members of the Zonal Administrative Council from amongst themselves.

(c) The Zonal Administrative officer will be the Member-Secretary of the Council.

(d) There shall be a Zonal Secretariat to discharge the functions of the Administrative Council.

3. **Functions of the Zonal Administrative Council:**

(a) The Zonal Council shall ensure the implementation of the Policy enunciated by the Cabinet and will exercise Advisory & Political control over the Administrative.

(b) Zonal Council will maintain constant contact with our people and make them feel the presence of Bangladesh Govt.

(c) Zonal Administrative Council will undertake relief work for the evacuees form Bangladesh in co-operation with local Administration and other local agencies. They will also co-ordinate, organize and supervise the relief operations undertaken by the Bangladesh Government.

(d) Zonal Council will keep watch on the Relief Camps and screen out undesirable element/ infiltrators.

(e) The Council will provide logistic and Administrative support to the Youth Camps.

(f) The Council will keep close liaison with the Sector Commander and ensure close -co-operation.

(g) The Zonal Council will also take steps to set-up administrative machinery in the liberated areas within the Zone.

(h) The Council shall meet at least once a month. The Member Secretary will draw up the agenda of the meeting in consultation with the Chairman. At least a 5 day notice shall be issued by Member-Secretary for convening the meeting of the Council. Members may send proposals to be included in the meeting earlier to raise important issues in the meeting under miscellaneous subject.

4. **Sub-Committees of the Zonal Administrative Council:**

(a) The Zonal Councils will ordinarily constitute the following Sub- Committees to facilitate the discharge of its functions:

(a) Finance Sub-Committee

(b) Relief Sub-Committee

(c) Health Sub-Committee

(d) Publicity Sub-Committee

(e) Education Sub-Committee

The Council may, however, if deemed necessary, constitute any other Sub-Committees subject to the approval of the Establishment Branch of the Cabinet.

(b) Each Sub-committee shall consist of not less than 3 and not more than 7 members of the Zonal Administrative Council.

(e) The Members of the Sub-Committees will select a Chairman from amongst themselves.

(d) The Zonal Officer representing the various departments will be the Member Secretary of the Corresponding Sub-Committee.

5.Zonal Administrative Officer:

(a)Administrative set-up in each zone will be headed by a Zonal Administrative Officer.

(b)The Zonal Administrative Officers will be appointed by the Government.

(c)The Zonal Administrative Officer, who will be the ex-officio Member-Secretary of the Zonal Administrative Council, shall record the minutes of the meetings of the Council.

(d)The Zonal Administrative Officers will co-ordinate the work of all the Zonal Officers who shall be accountable to him.

(e)The Zonal Administrative Officer will keep close liaison with their local counterparts & extend all necessary co-operation and assistance to them.

(f) He will be responsible for executing the policies adopted in the Zonal Administrative Council.

6.Zonal Officers:

(a) Each Zone shall have:

1) One Zonal Health Officer
2) One Zonal Education Officer
3) One Zonal Relief Officer
4) One Zonal Engineer
5) One Zonal Police Officer
6) One Zonal Information Officer
7) One Zonal Accounts Officer

(b) Zonal Officers will be appointed by the respective Departments of the Govt. and will be deputed to work in the Zones.

7**. Finance:**

(a) Financial matters in each zone will be managed by the Zonal Finance Sub-Committee.

(b) The Finance Sub-Committee shall consist of 5 members. The Chairman of the Zonal Administrative Council and the Zonal Administrative Officer shall be ex- officio member of the Finance Sub-Committee and the rest three members will be selected by the Council from among its members.

(c) Fund shall be operated through a Bank Account, Joint Account will be opened in the names of all the members of the Finance Sub-Committee and the same will be operated in the following manner:

Cheques will be issued by the Zonal Administrative Officer and will be countersigned by the Chairman of the Zonal Administrative Council or in his absence by any one of the other members of the Finance Committee.

(d) Necessary Funds will be released by the Govt. on monthly basis specifying allocations under each head of expenditure. Expenditure cannot be exceeded in any head without prior sanction of the Government.

(e) The Zonal Accounts Officer will maintain proper accounts in accordance with the General Financial Rules of the Government.

(f) The Accounts shall be audited at least once a month by the Auditor appointed by the Finance Department. A fortnightly statement of accounts shall be sent to the Finance Department to be placed before the Cabinet.

Sd/ Tajuddin Ahmed,

Prime Minister.

Memo. No. GA/810/345 Dated 27.7.1971

Distribution:

1) M. N. A & M. P. A (All)
2) Head of Bangladesh Mission, Calcutta.
3) Secretaries (All)
4) Inspector General of Police.
5) Relief Commissioner.
6) Director General, Health Services.
7) Officer-On-Special Duty, Law & parliamentary Affairs.
8) Chief Engineer.
9) Zonal Administrative Officers (All)
10) Private Secretaries (AH)
11) A. D. C to Commander -in-Chief.

(K. Ahmed)
Dy. Secretary.
General Administration Department.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রধান কর্তৃক পশ্চিম জোনের ক্যাম্পপ্রধান নিয়োগ	বাংলাদেশ সরকার, যুব ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	২৮ জুলাই, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE BOARD OF CONTROL, YOUTH CAMPS

ORDER

Mr. M. Bakitullah, Principal, Rajshahi Cadet College, is appointed to act as Director, Youth Camp, Western Sector (Zone-1) until further order.

This order shall come into force with effect from 28th July, 1971. The appointment is made in the interest of public service.

He will receive instructions regarding location of his office and other necessary orders from the Director, Headquarters, Youth Camp.

(M. YUSUF ALI)
Chairman,

Board of Control, Youth Camps

Memo, No. Est/BD/YC/5(22) Dated 28/7/71

Copy to :-

(1) Mr. Bakitullah, Director, Youth Camp, Western Sector (Zone-1) for information and necessary action.

(2) Commander-in-Chief, Bangladesh Armed Forces, Govt, of the Peoples' Republic of Bangladesh.

(3 Head of the Bangladesh Mission.

(4) Secretary, Finance Deptt/ Home Deptt./ Foreign Affairs/ Board of Control. Youth Camp / G. A. Deptt. Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(5) Administrator, Eastern Zone, Agartala Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(6) Office on Special Duty, Engg. Deptt./ Police Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(7) Relief Commissioner, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(8) Director General, Health services, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(9) P. S. to President/Prime Minister/Foreign Minister/Home Minister/Finance Minister.

(M. YUSUF ALI)
Chairman,

Board of Control, Youth Camps

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন	২৯ জুলাই, ১৯৭১

MINUTES AND DECISION OF THE CABINET MEETING HELD ON 29.7.71

The Cabinet decided that no subsistence allowance or pension would be paid to the employees of the Govt. or autonomous bodies, teachers and other categories.

It was decided to set-up administrative machinery in free zones. The problems raced in connection with running such administration would be studied and their outstanding problems resolved.

An Enquiry Commission composed of Mr. A. Hannan, Mr. J. G. Bhowmick and Mr. S. Barua would be constituted with Mr. Barua as Member-Secretary to probe into various allegations regarding submission of accounts of Bangladesh money and other resources.

The Cabinet also decided to arrange office accommodation for the secretariat outside the present premises.

Regarding the Boarders of the Present building, it was decided that they would be accommodated elsewhere.

In view of the special work of the people connected with broadcasting, it was decided to arrange accommodation for them officially.

Cabinet Secretary.

Copy to all PSs to the President and Ministers.

Cabinet Secretary.

Confidential.

MINUTES AND DECISION OF THE CABINET MEETING HELD ON 29.7.71

All the Members of the Cabinet were present. Professor Yousuf Ali was specially invited for the meeting.

The Cabinet considered the report of relief and rehabilitation and Youth Camps submitted by Prof. Yousuf Ali.

It was decided that a time should be fixed for lunching the young men trained in the Youth Camps. Some of the Camps would be closed down, on the basis of merits and the rest of the existing camps should be run properly.

Regarding relief, it was decided that no relief would be given from the liaison office and that the authority for distribution of relief would be delegated to the Zonal Councils who would consider special cases on the basis of the merits.

It was further decided that proposals for a service Corpse of War-on-Want scheme should be placed before the Cabinet for approval.

Cabinet Secretary.

Copy to All PSs to the President and Ministers and Prof. Yousuf Ali

Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৯ আগস্ট, ১৯৭১

(1) Youth Camps-Receptions Camps should be maintained by Bangladesh Govt.;

(2) Zonal Administration and Zonal Council.

(3) Training Camps and trained guerrillas Problems.

(4) Psy, Warfare cell.

(5) Information and Broadcasting problems.

(6) Defense Affairs-Secy.

(7) Accommodation-This house will be Defense H. Q. Cabinet will function here. No interview here. Secretariat will be housed in a separate place.

MINUTES AND DECISION OF THE CABINET MEETING HELD ON 9.8.71

The Cabinet decided that the Reception Camps for youth should be maintained by the Bangladesh Government.

It was decided that the new Zonal Administration and the Zonal Councils would be established without further delay.

The problems of the training Camps and of the trained boys were specially considered by the Cabinet. The establishment of a psychological Warfare cell was considered to the urgently necessary. The Problems of Information and Broadcasting were also taken note of.

It was decided that Mr. A. Samad, Formerly D. C., Sylhet, be appointed as Secretary to the Ministry of Defense affairs.

The problems being faced at the present headquarters building were specially noted, and it was decided that the present premises would be utilized only to house the Ministry of Defense. The Cabinet would also function at the present site but no interview would be allowed there. Regarding the Secretariat, it was decided that a separate building be arranged to accommodate the Secretarial offices.

Cabinet Secretary.

Copy to all PSs to the President and Ministers.

Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের সচিবদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা সংক্রান্ত সার্কুলার	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৩ আগস্ট, ১৯৭১

Confidential.

August 13. 1971

It has been decided that all Secretaries to the Government of the People's Republic of Bangladesh will meet at least once a week for the purpose of Inter-departmental co-ordination and briefing. The Prime Minister himself will preside over these weekly meetings. I suggest that the meetings be held on every Monday at 9-00 A. M.

(H. T. IMAM)
Cabinet Secretary.

No. 19(7)-Cab. dt. 13.8.71
To: 1. Secretary, foreign Affairs.

2. Secretary, Defense,
3. Secretary, Finance,
4. Secretary, G. A
5. Secretary, Home,
6. Secretary, Health
7. PS to the Prime Minister.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেবিনেট সচিব কর্তৃক বাংলাদেশে দখলীকৃত এলাকা হতে আনীত অর্থ ও সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কমিশন নিয়োগের নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৬ আগস্ট, ১৯৭১

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

ORDER

Dated August 16, 1971

Government have been pleased to appoint a Commission to enquire into the quantum of Monetary and other resources brought over from the occupied Zones of Bangladesh and to suggest proper utilization thereof.

The Commission will consist of the following:

1.	Mr. A Hannan Choudhury	Chairman
2.	Mr. J. G Bhowmick	Member
3.	Mr. S. Barua	Member-Secy.

The terms of reference of the Commission will be:

(a) To enquire into the problems relating to the transfer of each and other resources to safer areas;

(b) to report on the total amount of monetary and other resources brought from the occupied Zones;

(c) to report on the total quantum of resources, including cash, handed over to the Government;

and,

(d) to suggest ways and means to ensure public accountability in respect of the resources, both cash and kind, transferred out of occupied Zones.

The Commission will submit their report to the Cabinet as early as possible.

Sd/- H. T. IMAM.

Cabinet Secretary.

Memo No. 135 (25)/Cab dated 16.9.71

Copy to Mr. A Hannan Choudhury, Secretary, Judiciary, C/O. District Magistrate, Malda,

(**H. T. IMAM)**

Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের একটি নিয়োগপত্র	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	২১ আগস্ট, ১৯৭১

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

No. GA/1105 Dated August 21, 1971

Order

Mr. Sanat Kumar Saha, Senior Lecturer in Economics, Rajshahi University is appointed to act as Economist in the Planning Cell in addition to his own duties, until further orders.

The appointment is made in the interest of public service.
The order shall come into force with immediate effect.

By order of the Government
of
the People's Republic of
Bangladesh

SD/- (M. NOORUL QUADER)
Secretary, G. A Deptt.

Memo No. GA/1105 (10) dt. 21.8.71

Copy to :

(1)Mr. Sanat Kumar Saha, for information and necessary action. He will draw a monthly salary of Rs. 500.00, the maximum amount admissible to a Class I officer as per Cabinet decision.

(2)Secretary........

(3)Member, Planning Cell.

(4)Private Secretary to Prime Minister.

(M. NOORUL QUADER)
Secretary
General Administration Deptt

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রীর একটি প্রশাসনিক নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন	২১ আগস্ট, ১৯৭১

Memo No. 31 (6) Cab Dated August 21, 1971

Order of the Prime Minister on the Cabinet Secretary's note dated 16.8.71 (Memo No. 21 (6) Cab, dated 16.8.71) is re-produced below for favor of information and guidance of all concerned.

All Secretaries:

(H. T. IMAM
Cabinet Secretary

Order of the Prime Minister.

"The Ministry concerned should clearly identify the problems which should require Cabinet decision for their solution. A problem will go to the Cabinet only when the competences of the Minister-in charge will be exhausted calling for policy decision after group discussion. Therefore, in transmitting on item for Cabinet discussion approval of the Minister concerned must of necessity be obtained. Sending of a complete file to the Cabinet Secretariat for picking up problems is an absurdity and must therefore be shunned."

Sd/- T. AHMED
16.8.71

Confidential. **Most Urgent**

August 13, 1971

The next meeting of the Cabinet is scheduled to be held on 16.8.71. You are requested to please send your working papers for the meeting by 14th evening.

(H. T. IMAM
Cabinet Secretary
13.8.71

No. 18 (6)-Cab. Dt 13.8.71
To, 1. Secretary, Foreign Affairs,

2. Secretary, Defense,
3. Secretary, Finance
4. Secretary, G. A
5. Secretary, Home,
6. Secretary, Health

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

As desired by the Prime Minister, the meeting of the Secretaries for interdepartmental briefing and co-ordination will be held every Monday at 9-00 A. M. in the office- Chamber of the Prime Minister, unless otherwise specified.

The Prime Minister himself will preside over this meeting. All Secretaries will please arrange their appointments keeping in view the importance attached to this meeting by the Prime Minister. The Prime Minister also desires that every department will place before this meeting a brief resume of their activities covering the work under review.

(H. T. IMAM)
Cabinet Secretary.

No.. .. Cab. Dated Aug. 19, 1971
To:

All Secretaries,
PS to the Acting President,
PS to the Prime Minister

MINUTES AND DECISIONS OF THE SECRETARIES MEETING HELI) ON MONDAY AUGUST 23, 1971

The Prime Minister presided.

The following Secretaries attended the meeting:

1. Secretary, Foreign Affairs,
2. Secretary, Defense,
3. Secretary, Finance
4. Secretary, G. A
5. Cabinet Secretary,

The Foreign Secretary gave a resume of the activities of the Ministry of Foreign Affairs over the post few weeks. He also reported the following:

(a) So far 22 officers and 80 members of the staff of various Pakistani Missions abroad have declared their allegiance to the Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

b) The younger elements of the Pakistani Foreign Service (from Bangladesh) are now much warmer to our cause than before;

(c) The large scale defection of civilian career officers of the Pakistani Missions abroad has completely shaken Pakistan Govt. and as a result, they are making a number of changes in diplomatic assignments.

(d) The Iranian Government is now deeply involved on the Pakistani side:

(e) Our delegation sent to Ceylon is doing good work, Delegation for Afghanistan and Nepal are leaving in a day or two.

The Foreign Secretary also explained the public support that our cause is gaining in countries as Japan. Philippines, Singapore, Malaysia and Thailand.

The PM was pleased to sum up the discussion. He explained the need for regular meetings of the Secretaries for the purpose of inter-departmental briefing and co-ordination. He also desired that reports should be circulated by the various departments and placed before the co-ordination meeting.

The Prime Minister elaborated the present political problems of Pakistan and desired that the Ministry of foreign Affairs should make a study and submits their report immediately, keeping in view the following facts. :

1. Multiple forces acting in Pakistan;
2. Present political unrest in Pakistan (West) and the role of the smaller parties:
3. Recent statement of Khan Wali Khan:
4. Arrest of Mahmudul Haq Usmani, Poet Ayaz, G. M. Syed etc;
5. Air Marshal Asghar Khan's Statement demanding open trial for Sheikh Mujibur Rahman;
6. Recent statement of Mr. Ayub Khuro placing all the blames on Bhutto for the Present catastrophy;
7. Victory of Bhutto in the General Election assured by the Army (his showing in the cantonment areas):
8. Signs of emergence of the rightist parties in Pakistan:
9. Present problems faced by Yahya.

The following decisions were taken in the meetings:

1. All the departmental Secretaries will prepare their reports on the activities of their departments and send them to the Cabinet Secretary, latest by every Saturday (so that they can be placed before the Secretaries meeting on following Monday.)

2. Secretaries will also send their reports for discussion and decision in co-ordination meeting to the Cabinet Secretary, latest by every Saturday.

3. The meeting will be held every Monday at 9-00 A. M. in the Prime Minister's Chamber.

(H. T. IMAM)
Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিষদ সদস্যের প্রচার সংক্রান্ত আন্তঃ বিভাগীয় একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও প্রচার বিভাগ	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

জয় বাংলা

CONFIDENTIAL

Dear Sir,

It appears that for want of proper co-operation with other departments of the People's Republic of Bangladesh, the Information and Publicity Department is experiencing great difficulties in giving due publicity to the activities of the Government.

It will be highly appreciated if you very kindly instruct the respective departmental heads to maintain contact and liaison with the Director of Information and Publicity to enable him to channelize and publicize readily all kinds of statements, handouts, press releases, and reactions that may be made out from time to time by you,

Thanking you,

Yours Faithfully
(ABDUL MANNAN)
M. N. A In-Charge

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রদত্ত বিদেশে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রেরিত পরিষদ সদস্যের একটি পরিচয়পত্র	বাংলাদেশ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME, INTERIOR AFFAIRS, RELIEF AND REHABILITATION

Mujibnagar,
August 23,
1971

This is to certify that Mr. Akhtaruzzaman Chowdhury, M. P. A. and a member of the Bangladesh liberation Movement and also a member of the Central Committee of Relief and Rehabilitation, Government of Bangladesh, is proceeding to U. S. A., Europe and Far East in connection with some important works of the Government of Bangladesh. He may kindly be accorded all possible help and facilities which he needs in discharging his duties and for his stay there and for his return also to Mujibnagar via India.

(A. H. M. QAMARUZZAMAN)
Minister for Home, Interior
Affairs, Relief and Rehabilitation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনাল কাউন্সিল এবং যুক ক্যাম্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, কেবিনেট ডিভিশন	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

Enclosed please find a copy of my office order dated 20.7-71 circulated to various functionaries in the Eastern Zone regarding authorization of payments and maintenance of accounts. I hope this has the approval of the Ministry of Finance (Copy of this order was forwarded to the Finance Secretary on 28-7-71)

(H. T. IMAM)
Cabinet Secretary
23.8.71

No. 37(3)/Cab Date: 23-8-71

To:

1. Minister for Finance.
2. Secretary, Finance
3. Secretary Defense

I gather that the accounts of the Zonal Administration and the Youth Camp Directorate have been lumped together. It has been very clearly mentioned by me earlier that the budgets for these 2 agencies are separate. The Finance Minister has approved the Zonal Administration budget involving an expenditure of Rs. 2, 42,121.00. He has allowed an expenditure of Rs. 10, 00,000.00 for the Youth Camp Directorate. The accounts for these 2 have to be kept distinctly separate. Mr. A. K. Choudhury will please hand over the accounts of the Zonal Administration to Mr. P. C Bhowmic who is the Accountant for the Zonal Administrator's office. Mr. Bhowmic will be responsible for maintaining all accounts in connection with the Zonal Administration. He will work under the supervision of the Deputy Secretary (Admn.) and the Administrative Officer. The A. O. will ensure that accounts are kept properly and head-wise. The DS will regularly check the cash book.

Mr. A. K. Choudhury will maintain accounts of the Youth Camp and related expenses. I have already submitted proposal to the Government for sanction of the post of CA and his appointment thereto. Till this is done, he will continue to work on an ad-hoc basis.

I have prepared and submitted to the Ministry of Finance budgets for the following:

		Estimated annual expenditure.
1. Budget estimate for the Zonal office (Already approved by Finance Minister)	Rs.	2,08,475.00

2. Supplementary- budget for Zonal Administration (approved in principle).	Rs.	33,646.00
3. Supplementary budget for addl. posts for the Zonal Office.	Rs.	51,000.00
4. Budget for sub-Zonal Office	Rs.	2,40,000.00
5. Budget for TA & DA :	Rs.	17,000.00
6. Budget for allowance of MNAs/MPAs	Rs.	3,00,000.00
7. Budget for 'Zonal Council:	Rs.	40,200.00
8. Budget for the Directorate of Youth Camp (Head Office)	Rs.	65,200.00
9. Budget for subsistence allowance	Rs.	Actuals
10. Budget for Transport Directorate	Rs.	1,44,400.00
11.Budget for Internal Security Scheme:	Rs.	1,44,400.000

Of the above budgets, only Nos. 1 & 2 i. e those in respect of the Zonal Administration arc approved, Emergent expenditures being incurred in connection with other budgetary heads are subject to approval by the Minister of Finance.

While incurring expenditures we should follow 3 broad policies:

1. The approved budget of the Zonal Administration should be strictly followed head-wise.

2. The budget of the Youth Camp should be followed as envisaged in the schemes itself.

3. Unavoidable and emergent expenditures in connection with the Mukti Bahini may be incurred by raising debits against the Ministry of Defense. Those expenditures will include items like transports for the Mukti Bahini, Hospital expenses, such as blood transfusion, diet etc. burial of the dead bodies, assistance to the widows of the martyrs etc. All these expenses should be certified by either the Chief of Staff or an officer authorized by him. While incurring these expenditures we are guided by the principle that all our efforts must be defense oriented and as such the expenditures in connection with the Mukti Bahini should be given top priority. The Zonal Council, in an earlier meeting also adopted a resolution to the effect that a sum of Rs. 2, 00,000.00 be kept apart for the Mukti Bahini. I have also moved the Government for making a block provision for Rs. 2, 00,000.00 for 3 months for the Mukti Bahini in the Eastern Zone.

Sd/- H. T. IMAM

Zonal Administrator
Eastern Zone
28.7.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আহূত সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ আগস্ট, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME & INTERIOR AFFAIRS.

NOTICE

1. A meeting of the M. N. As and M. P. As for constitution of Zonal Administrative Council shall be held on September 5, 1971 at 11 A. M. in respective Zonal Council Headquarters simultaneously.

2. The M. N. As / M. P. As present will choose one from amongst them to preside over the said meeting.

3. The proceedings minutes of the meeting would be recorded by the ex officio Member Secretary of the Zonal Administrative Council and shall be communicated to the Cabinet immediately (within 24 hours) after the meeting.

4. All M. N. A and M. P. As are requested to contact the Ministry of Home Affairs of the respective Zonal Administrative Officers for ascertaining the exact venue of the meeting.

(A. H. M. Kamaruzzaman)
Minister
for Home & Interior Affairs.

Dated 25th August, 1971

Memo No. HM/43(400)
Copy forwarded lo:-

1) Mr. Abdul Hamid M. N. A
2. The Zonal Administrative Officer,
for information and favor of necessary action,

Zone

(A. H. M. Kamaruzzaman)
Minister
for Home & Interior Affairs

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

ORDER

1. In pursuance of a Cabinet decision to streamline the field Administration it has been decided to set-up the following Administrative Zone with Headquarters & jurisdiction noted against each.

1. SOUTH-EAST ZONE (1)	H.Q. Sabrum	i) Chittagong ii) Chittagong Hill Tracts. iii) Feni Sub-Dvn. of
2. SOUTH-EAST ZONE (II)	H. Q. Agartala	Noakhali District. i) Dacca. ii) Comilla iii) Noakhali Dist. Except Feni Sub Division.
3. EAST ZONE	H. Q. Dharmanagar	i) Habiganj & Moulvibazar Sub-Dvns. of Sylhet District.
4. NORTH-EAST ZONE (i)	H. Q. : Dawki	i) Sadar & Sunamganj Sub-Dvns. of SylhetDistrict.
5. NORTH-EAST ZONE (II)	H. Q. Tura	i) Mymensingh ii) Tangail
6. NORTH ZONE	H. Q. Coochbehar	i) Rangpur.
7. WEST ZONE	H. Q. Balurghat	i) Dinajpur. ii) Bogra. iii) Rajshahi.
8. SOUTH-WEST ZONE	H. Q. Krishnanagar	i) Pabna. ii) Kushtia. iii) Faridpur. iv) Jessore
9. SOUTH ZONE	H. Q. Barasat	i) Barisal. ii) Patuakhali. iii) Khulna

NOTE: (1) The above Zonal Divisions have been made keeping in view that the people from the places noted against each zone have largely moved into the areas near about the zonal Headquarters.

(2) It may also be kept in mind that people from a particular district might have found their way into zones other than that in which that district is included. In such cases, they will belong to the particular zone in which they have temporarily settled themselves.

2. ZONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL:

A Zonal Administrative Council will be established in each zone.

CONSTITUTION OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL:

(a) All M. N. As & M. P. As of the zone will be the members of the Zonal Administrative Council.

(i) Ordinarily, or M. N. As & M. P. will belong to the zone in which is district is included with a view to facilitating contact with maximum number of people

belonging to his constituency and greater participation in the Liberation Struggle within his constituency.

(ii) It is, however, left to the convenience and discretion of the M. N. As or M. P. to belong to a zone other than in which his constituency is included, in case he feels that by doing so the objective as enunciated in the foregoing para can be better achieved.

(iii) No M. N. As or M. P. As shall be a member of more than one Zonal Council.

(b) Each Zonal Council will be headed by a Chairman, selected by the members of the Zonal Administrative Council from amongst themselves.

(c) The Zonal Administrative Officer will be the Member-Secretary of the Council.

(d) There shall be a Zonal Secretarial to discharge the functions of the Administrative Council.

3. FUNCTION OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL:

(a) The Zonal Council shall ensure the implementation of the Policy enunciated by the Cabinet and will exercise Advisory & Political control over the administration.

(b) Zonal Council will maintain constant contact with our people and make them feel the presence of Bangladesh Govt.

(c) Zonal Administrative Councils will undertake relief work for the evacuees from Bangladesh in co-operation with local administration and other local agencies. They will also co-ordinate, organize and supervise the relief operations undertaken by the Bangladesh Government.

(d) Zonal Council will keep watch on the Relief Camps and screen out undesirable elements/infiltrators.

(e) The Council will provide logistic and administrative support to the Youth Camps.

(f) The Council will keep close liaison with the Sector Commander and ensure close co-operation.

(g) The Zonal Council will also take steps to set-up administrative machinery in the liberated areas within the Zone.

(h) The Council shall meet at least once a month. The Members Secretary will draw up the agenda of the meeting in consultation with the Chairman. At least it 5-day notice shall be issued by Member-Secretary for convening the meeting of the Council. Members may send proposals to be included in the meeting earlier to raise important issues in the meeting under miscellaneous subject.

4. SUB-COMMITTEES OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL:

(a) The Zonal Councils will ordinarily constitute the following Sub-Committees to facilitate the discharge of its functions:

(a) Finance Sub-Committee

(b) Relief Sub-Committee

(c) Health Sub-Committee

(d) Publicity Sub-Committee

(e) Education Sub-Committee

The Council may, however, if deemed necessary, constitute any other Sub- Committees subject to the approval of the Establishment Branch of the Cabinet.

(b) Each Sub-Committee shall consist of not less than 3 and not more than 7 members of the Zonal Administrative Council.

(c) The Members of the Sub-Committee will select a Chairman from amongst themselves.

(d) The Zonal Officer representing the various departments will be the Member-Secretary of the corresponding Sub-Committee.

5. ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER:

(a) Administrative set-up in each zone will be headed by a Zonal Administrative Officer.

(b) The Zonal Administrative Officer will be appointed by the Government.

(c) The Zonal Administrative Officer, who will be the ex-officio Member-Secretary of the Zonal Administrative Council, shall record the minutes of the meetings of the Council.

(d) The Zonal Administrative Officer will co-ordinate the work of all the Zonal Officers who shall be accountable to.

(e) The Zonal Administrative Officers will keep close liaison with their local counterparts & extend all necessary co-operation and assistance to them.

(f) He will be responsible for executing the policies adopted in the Zonal Administrative Council.

6. ZONAL OFFICERS:

(a) Each Zone shall have:

1) One Zonal Health Officer

2) One Zonal Education Officer

3) One Zonal Relief Officer

4) One Zonal Engineer.

5) One Zonal Police Officer

6) One Zonal Information Officer

7) One Zonal Accounts Officer

(b) Zonal Officers will be appointed by the respective Departments of the Govt, and will be deputed to work in the Zones.

7. FINANCE:

(a) Financial matters in each zone will be managed by the Zonal Finance Sub-Committee.

(b) The Finance Sub-Committee shall consist of 5 members. The Chairman of the Zonal Administrative Council and the Zonal Administrative Officer shall be ex-officio member of the Finance Sub-Committee and the rest three members will be selected by the Council from among its members.

(c) Fund shall be operated through a Bank Account. Joint Account will be opened in the names of all the members of the Finance Sub-Committee and the same will be operated in the following manner:

Cheques will be issued by the Zonal Administrative Officer and will be countersigned by the Chairman of the Zonal Administrative Council or in his absence by any one of the other members of the Finance Committee.

(d) Necessary Funds will be released by the Govt. on monthly basis specifying allocations under each head of expenditure. Expenditure cannot be exceeded in any head without prior sanction of the Government.

(e) The Zonal Accounts Officer will maintain proper accounts in accordance with the General Financial Rules of the Government.

(f) The Accounts shall be audited at least once a month by the Auditor appointed by the Finance Department. A Fortnightly statement of accounts shall be sent to the Finance Department to be placed before the Cabinet.

Sd/- Tajuddin Ahmed,
Prime Minister.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বীরত্ব খেতাব প্রদান স্কীম অনুমোদন সংক্রান্ত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৮ আগস্ট, ১৯৭১

In its meeting held on May 16.9.1971 the Cabinet approved the Gallantry Award Scheme submitted by the C-in-C. Now that relevant Cabinet decision is being circulated, the Prime Minister desires that the Gallantry Award Scheme itself be incorporated in the Cabinet minutes and decisions.

I would request the C-in-C to kindly send the Gallantry Award Scheme for necessary action

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

28.8.71

CONFIDENTIAL.

Memo No. 544/Cab.

Dated August 28, 1971

Copy to the Secretary, Defense.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

28.8.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ক্যাম্পে ত্রৈমাসিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব	বাংলাদেশ সরকার যুব ক্যাম্প প্রধান কার্যালয়	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BUDGET ESTIMATES FOR THREE MONTHS FOR THE DIRECTORATE OF YOUTH CAMP

Commencing from 1.9.1971

(A)RECURRING:		
i) Pay of Class I Officers:	Rs.	9,000.00
6 (six) Directors @ Rs. 500 x 6 x 3	Rs.	19,500.00
13 (Thirteen) Dy. Directors @ 500 x 13 x 3		
II) Pay of Class II Officers:	Rs.	16,800.00
14 (Fourteen) Staff Officers @ Rs. 400 x 14 x 3		
III)Pay of Class III Staff:	Rs	27,000.00
30 (Thirty) Class III Staff @ Rs. 300 x 30 x 3		
IV)Pay of Class IV Staff:	Rs.	9,000.00
20 (Twenty) Class IV Staff @ Rs. 150 x 20 x 3	Rs,	81,300.00
	Rs.	82,000.00
	Rs.	15,000.00
(B)T. A & D. A (L. S)		
(C)Stationery @ Rs. 5,000.00 p. m. x 3	Rs.	6,000.00
(D) Contingency @ Rs. 2,000.00 p. m. x 3	Rs.	1.84,300.00
	Rs.	20,000.00
Total	Rs.	52,000.00
(E) NON-RECURRING:	Rs.	3,000.00
I) Furniture	Rs.	3,000.00
II) 20 type-Writers	Rs.	78,000.00
III) Office fitting etc. (Misc.)	Rs.	6,000.00
IV) Cyclostyle machine for H/Qs.	Rs	16.500.00
(F)Office Accommodation for H/Qs @ Rs. 2,000/- p. m. x 3	Rs.	22,500.00
Residential accommodation		

(G)TRANSPORT:

I) Cost of purchase of 8 Nos. Jeep @ Rs 25,000/- each x 8	Rs. 2,00,000.00
II) Maintenance cost Rs. 20/-p. m. x 10 x 3	Rs. 600.00
III)P. O. L cost for 10 Nos. Rs. 500 x 10 x 3	Rs. 15,000.00
(H)Misc. Expenditure.	
Unforeseen expenses 2 % overall exp.	Rs. 12,510.00
GRAND TOTAL OF RECURRING AND NON-RECURRING EXPENSES	Rs. 5.12.910.00

Sd/- S. R. Mirza
Director. H.Qs, Youth Camp.

BUDGET ESTIMATE FOR 3 MONTHS FOR THE OFFICE OF THE SECRETARY, DEFENCE MINISTRY. COMMENCING FROM 1.9.71.

Defense Ministry estimates for 3 months from 1.9.71 to 31.11.71 envisages a total expenditure of Rs. 5, 86,370.00 inclusive of Youth Camps. It consists of Part I for Defense Ministry and Part II for Youth Camps.

Total recurring and non-recurring expenditure for the period, part wise is given below :-

Ministry Proper (Part-1)	Recurring	Rs. 33,300.00
	Non-Recurring	Rs. 40.160.00
	Total	Rs. 73,460.00
Youth Camp (Part-II)	Recurring	Rs. 1,84,300.00
	Non-Recurring	Rs. 3,28.610.00
Total	Rs. 5,12,910.00	

Major heads of Expenditure (Part-I)	Rs. 28,500.00
(I) Administrative Charges	Rs. 18,860.00
(II) Store requirement and stationeries	RS. 26,100.00
(III) Other contingent expenditure	

APPENDIX III

1. ITEM: FOR THE MONTH	EXPENDITURE	EXPENDITURE FOR 3 MONTHS
1. Subscription of all daily Newspapers (Bengali & English)	Rs. 200/00	Rs. 600.00
Weekly papers & Journals (Indian & Foreign). Quarterly & Monthly Journals etc.	Rs. 200/00	Rs. 6,000.00
2. Printing of Pamphlets for Propaganda purposes etc.	Rs. 6,500.00	Rs. 19,500.00
3. Other contingent expenditure		Rs. 26,100/00

APPENDIX-I

Sl No.	Name of the Post	Number	Pay	Pay for one month	Pay for three month	Remarks
1	Secretary	1	Rs .500.00	Rs. 500/00	Rs. 1,500/00	
2	Dy. Secretary	2	Rs. 500/00	Rs. 1,000/00	Rs. 3000/00	
3	Under Secretary	3	Rs. 500/00	Rs. 1500/00	Rs. 4,500/00	
4	Publicity Advisor	1	Rs. 400/00	Rs. 400/00	Rs. 1,200/00	
5	Staff Officer	4	Rs. 350/00	Rs. 1,400/00	Rs. 4,2 00/00	
6	Stenographer	3	Rs. 300/00	Rs. 900/00	Rs. 2,700/00	
7	Accountant	1	Rs. 250/00	Rs. 250/00	Rs. 750/00	
8	Office Asstt.	3	Rs. 300/00	Rs. 900/00	Rs. 2,700/00	
9	Peon	4	Rs. 150/00	Rs. 600/00	Rs. 1,8 00/00	
10	Traveling allowances for the Officers @ Rs. 2000/0	-	-	Rs. 2,000/00	Rs. 6,000/-	
					Rs. 28,350/00	
				Say-	Rs. 28.500/00	

Organisation: DIRECTORATE OF YOUTH CAMP

(Proposed staff allocation)

Name of Officer	Staff Officer	Steno Typist	Typist cum Clerk	Asstt-cum Accountant	Assistant	Peon	Remarks
I	2	3	4	5	6	7	8
1) Board of Control, Youth Camp							
2) Chairman/ Secretary	1	1	x	1	x	1	
3) Director , H /Q, Y C	8	1	x	1	1	1	Staff officer 1 for Admn, lfor Finance, 6 for f ield work.
4) Director. W/S Zone-1.	1	1	x	1	x	1	(For Malda. West Dinajpur, Jalpaiguri and Coochbehar).
	1	1	x	1	x	1	(For 24 Pgs, Madia &Murshidaba)
5) Director . W/S, Zone -II	1	1	x	1	x	1	(For Assam -Meghalaya)
6) Director. N /S	1	1	x	1	x	1	(For Tripura)
7) Director. E/S-I	1	1	x	1	x	1	(For Tripura)
8) Director, E/ S- II	1	1	x	1	x	1	(Under Director H/ Qs , YC
9) Dy . Director (H Q) Training	X	1	x	x	1	1	--do -
10) Dy Director (II Qs), Supply	X	1	x	x	1	1	
11) Dy .Director ,24 Pgs .	X	x	1	x	x	1	
12) Dy .Director ,Nadia	X	x	1	x	x	1	} Under Director, W/ S Zone - II
13) Dy Director Murshidabad	X	x	1	x	x	1	
14) Dy .Director .Malda	X	x	1	x	x	1	
15) Dy Director , West Dinajpur	X	x	1	x	x	1	} Under Director, W/S Zone-1.
16) Dy . Director . Coochbehar	X	x	1	x	x	1	
17) Dy Director , KH & J Hills.	X	x	1	x	x	1	
18) Dy Director , Garo Hills	X	x	1	x	x	1	} Under Director .Northern Sector
19) Dy. Director, Karimganj	X	x	1	x	x	1	
20) Dy .Director , Agartalla	X		1	x	x	1	} Under Director-1 & II Easten Sector
21) Dy . Director , Sabrum	X	x	1	x	x	1	
	14	9	11	7	3	20	

Sd/- S R. MIRZA, Director.
H/Qs, Youth Camp.

CONSOLIDATED BUDGET ESTIMATES FOR THREE MONTHS OF THE DIRECTORATE OF YOUTH CAMPS. FROM 1.9.71.

RECURRING	A)		Rs. 81.300/00
	B)		Rs. 82,000/00
	C)		Rs. 15,000/00
	D)		Rs. 6,000/00
		Total	Rs. 1,84,300/00
NON-RECURRING	E)		Rs. 78,000/00
	F)		Rs. 22,500/00
	G)		Rs. 2,15,600/00
	H)		Rs. 12,510/00
			Rs. 3,28,610/00

GRAND TOTAL OF RECURRING & NON-RECURRING EXP. Rs. 5,12,910/00

Say Rupees Five lac twelve thousand nine hundred and ten only.

Sd/- S. R. MIRZA
Director, H/Qs. Youth Camp.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের নিয়োগ পত্র	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MUJIBNAGAR

Memo No. Dated September 4, 1971.

ORDER

In pursuance of the Cabinet decision of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Abdul Khaleque is appointed to act as Secretary, Home Department with immediate effect.

The appointment is made in the interest of public service.

Sd/- Tajuddin Ahmed,
Prime Minister.
4.9.71.

Memo No. Dated September 4, 1971

Copy to (1) Mr. Abdul Khaleque, Inspector-General of Police, Government of the People's Republic of Bangladesh for information and necessary action. He will continue to organise the Police Force of Bangladesh as Inspector-General of Police until further orders.

Sd/- Tajuddin Ahmed,
Prime Minister.
4.9.71.

Memo No. GA/
Copy to: -

Dated Sept. 6, 1971.

1. Mr. Abdul Khaleque, Inspector-General of Police, Govt, of the People's Republic Bangladesh for information and necessary action.

Copy for information to: -

2. Mr. Mahbubul Alam, Secretary, Foreign Affairs.
3. Mr. A. Samad, Secretary, Defense.
4. Mr. K.A. Zaman, Secretary, Finance Department.
5. Mr. H.T. Imam, Secretary, Cabinet Division.

6. Dr. T. Hossain, Secretary, Health & Welfare Division.
7. Mr. Emdad Ali, Chief Engineer.
8. Mr. J.G. Bhowmik, Relief Commissioner.
9. Mr. S.R. Mirza, Director, H.Q., Youth Camp.
10. Mr. Silabrata Barua, O.S.D., Law & Parliamentary Affairs.
11. Mr. S.A. Samad, Zonal Administrative Officer, South East Zone.
12. Mr. K.R. Amed, Zonal Administrative Officer, South East Zone.
13. Dr. K.A. Hasan, Zonal Administrative Officer, East Zone.
14. Mr. S.H. Choudhury, Zonal Administrative Officer, North East Zone.
15. Mr. Lutfur Rahman, Zonal Administrative Officer, East Zone-1.
16. Mr. Fayezuddin Ahmed, Zonal Administrative Officer, North Zone.
17. Mr. A. Kashem, Zonal Administrative Officer, West Zone.
18. Mr. Shamsul Huq, Zonal Administrative Officer, South West Zone.
19. Mr. A. Momin, Zonal Administrative Officer, South Zone.
20. Mr. Quazi Lutful Haque, P.S. to the President.
21. Dr. Faruque Aziz, P.S. to Prime Minister.
22. Mr. Saadat Hossain, P.S. to Finance Minister.
23. Mr. Kamal Siddique, P.S. to Foreign Minister.
24. Mr. B.B. Biswas, P.S. to Home Minister.
25. Establishment Branch of G.A. Department.

(H.T. Imam)
Secretary,
General Administration Deptt.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Dated: 4th September, 1971.

ORDER

It has been decided that henceforth revenue stamps should be affixed on all final receipt-vouchers of Rs. 20/- and above.

The following rates have been fixed: -

	Revenue Stamp.
1. For transaction of Rs. 20/- to Rs. 49.99	Rs. 0.50
2. For transaction of Rs. 50/- to Rs. 99.99	Rs. 1.00
3. For transaction of Rs. 100/- and above.	Rs. 1.00 For every Rs. 100/- and fraction thereof.

Affixing of revenue stamps in the responsibility of the recipient and he will bear the expenses.

When the revenue stamps are supplied by the Government this revenue should be realized in cash by the paying officer who will endorse the fact of payment with his initial in the receipt.

The paying officer in addition to his own duty will be responsible for maintaining accounts of the earnings accruing from the revenue stamps. At the end of every month he will deposit the amount to Bangladesh Treasury with intimation to Secretary, Finance.

This order will come into force from to-day, the 4th September, 1971 forenoon.

Secretary, Finance Department will please inform all concerned including our missions abroad immediately and ensure that no evasion takes place.

Sd/- M. Mansoor Ali
Finance Minister

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

An address to the nation broadcast by Mr. Tajuddin Ahmad, Prime Minister of The People's Republic of Bangladesh, on 5th September, 1971.

My dear Countrymen and Comrades:

Much has happened to the world since I spoke to you last. The outstanding events for the people of Bangladesh who are engaged in a deadly fight with the invading hordes of West Pakistan are the ruling junta's crumbling power base in West Pakistan and the enemy's slipping control over his few pockets of security in Bangladesh. Our determined policy of economic denial, the brilliant exploits of our guerillas on land and sea, and the growing strength and intensity of our resistance, have brought the day of his complete defeat significantly nearer. I should however like to emphasize the need for patience and fortitude-the two virtues which would be most necessary, in our circumstances, to rout the enemy finally and to rebuild the county after this cruel war is over.

There have been significant shifts in the balance of power in the world. That the enemy's attempt to cash in on this has not been successful is further evidenced by the Indo-Soviet Treaty. Bengalis undoubtedly relly on their own power, which they have discovered with amazement in the course of their struggle, but there is satisfaction to be derived from signs of support from quarters where before there was only caution. Some Governments however continue to act perversely, although the people they represent have expressed their solidarity with us in unambiguous terms. We can only hope that this gap in their responses would soon disappear.

No many in the world would really on the Pakistan army to bring succour to the people of Bangladesh whose destruction is its undoubted policy. Yet the UN has thought it fit to channel relief given by the nations of the world to Bengalis in the occupied areas through the Pakistan Government which has had no scruple in pressing into service relief helicopters, vessels, and vehicles in its campaign of suppression against them. Much of the material meant for the distressed is being utilized to sustain the occupation troops while the communication experts, with advanced gadgets, who form part of the UN relief team, confer unquestionable logistical benefits on the Pakistan army. All this gravely endangers a mission which is said to be humanitarian. If the UN Secretary General at all cares for the prestige of the World Organisation in this part of the world, he must take all steps to prevent UN relief operations in Bangladesh from becoming a mockery.

Our enemy is not only overtly barbarous, as is demonstrated by his massacres and depredations, he is covert and insidious. From time to time he would float treacherous compromise formulae the purpose of which could only be to mislead our people and weaken our resolve to achieve our irreducible goal of complete independence. If the

enemy seeks a compromise it must be because he is weak or because he wants to lay a trap for us against which we must be on our guard.

With the session of the U.N. General Assembly in the offing the military junta has resorted to the subterfuge of creating a facade of a return to civil administration in Bangladesh. General Yahya's replacement of the hated Tikka by a civilian stooge, the reported move to make discredited Bengalis, isolated from the people, represent Pakistan at the U.N., are all part of the same subterfuge calculated to hide the harsh reality of continued martial Law, genocide and suppression of popular will in Bangladesh.

Whom does Yahya want to impress by his elaborate show of unseating some members of the National and Provincial Assemblies while leaving others to retain their seats? The elected representatives of the nation derive their authority from the expressed will of the people and are neither subject to a usurper's rule nor to his make-believe methods designed to produce the quite fraudulent impression that all those not unseated by him are supporters of his regime. The MNAs and MPAs in their convention last July renewed their vow to continue the struggle till Bangladesh is completely liberated and the ridiculous trails to which they are being subjected and the confiscation of their property would make no difference to their resolution.

A world which has reacted with such horror to the mass murder of Bengalis and expressed such revulsion at the incarceration of their leader Sheikh Mujibur Rahman and his secret trial in a military court, with attorneys dubiously forced upon him by dictator Yahya, is not likely to be deceived by the whitewashing maneuvers and lies of the rulers of Pakistan.

Speaking of the trial of the Bangabandhu, I must remind the world that while it goes about its business, a man, filled with the vision of the happiness of 75 million people who love him, is being held in captivity by thugs who happen to have him in their power. The Government and people of Bangladesh have taken all steps to arouse other Governments, peoples, and groups, including jurists, against it. This has so far had little effect on the unseeing arrogance of a brutish clique. But I assure my countrymen that those who are plotting against the life of Sheikh Mujibur Rahman under cover of a so- called trial would not go unpunished. Meanwhile, I appeal to all powers who have any influence with Islamabad to help secure the release of the Sheikh immediately.

The recent mass transfer of allegiance by Bengali diplomats in Pakistan's service to the People's Republic of Bangladesh underlines its strength and is one more argument in favor of our recognition by other Governments. It is easy to see that recognition is a means to an end which is a speedy and victorious conclusion to the war of liberation. The people of Bangladesh, who are up in arms against forces which want to disenfranchise them by brute force and who have suffered in body and mind as perhaps no other people have suffered, deserve a better deal from at least those who profess democracy and also show humanitarian sympathy to us.

Nature, in the shape of flood, has added a cruel dimension to the already existing suffering caused by the evil deeds of the militarists from West Pakistan. These annual

waters of sorrow, which have engulfed vast areas of our land, are an indictment of the cynical policy of exploitation which neglected to provide for flood control in Bangladesh. It is clear that the problems of Bangladesh could be solved only by Bengalis taking charge of their own destiny.

Human standards of measurement break down before the scale and depth of Bengali's agony to-day, but I believe in the resilience of the Bengali soul, and feel sure that it would triumph over cyclone, flood and war.

Finally, all power to the arms of our freedom fighters whose courage, self-sacrifice, and achievements fill the nation with pride and hope for a great future. The people of Bangladesh have consolidated their solidarity through the present struggle. Let this solidarity be their abiding source of strength.

JOI BANGLA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পত্রিকা প্রকাশনা সম্পর্কে একটি সরকারী চিঠি	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME.

Memo -No. HD/44/3 SEPTEMBER. 6, 1971.

From: M.K. Chowdhury, Deputy Secretary,
Ministry of Home.

To: Mr. Khawja Ahmed, M.P.A.,
C/O. Sub-Zonal Administrator,
Belonia Zone.

With reference to your application for permission for publication of a Bengali Weekly Paper "AMAR DESH", this is to inform you that the Government have not yet finalized the criteria for according permission and the procedures thereof. Pending finalization of these, you are provisionally permitted to publish the said Paper from the address given by you.

The necessary formalities will be informed when final decisions are taken. You will keep on sending a copy of your publication to this Ministry (Press & Publication Department) and External Publicity Division at Circus Avenue, Calcutta. A copy of the same should also be sent to the Secretary, Ministry of Defense, Govt. of the people's Republic of Bangladesh.

(M. K. CHOWDHURY)

Copy forwarded to:

1) External Publicity Division, 9 Circus Avenue, Calcutta.
2) The Secretary, Ministry of Defense, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(M. K. CHOWDHURY)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কৃষি সচিব নিয়োগ	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
PRIME MINISTER'S OFFICE.

Memo No September 6, 1971.

ORDER

Mr. Nooruddin Ahmed is appointed to act as Secretary, Agricultural Department, Government of the People's Republic of Bangladesh, until further orders.

The appointment is made in the interest of public service.

The order shall come into force with immediate effect.

Sd/- Tajuddin Ahmad
Prime Minister.

Memo No…….. September 6,1971

Copy to: Mr. Nooruddin Ahmed for information and necessary action. He will draw a monthly salary of Rs. 500/00 (Rupees five hundred) (Consolidated).

Sd/- Tajuddin Ahmad
Prime Minister.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রচার ও প্রপাগান্ডার সমন্বয় সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি সার্কুলার	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

From: - Mr. A. Samad,
Defense Secretary to the
Government of the People's
Republic of Bangladesh.

To:-
(1) Mr. A. Mannan, MNA.
(2) Mr. Taheruddin Thakur, MNA
In-charge, External Publicity Division.
(3) Mr. M. R. Akhtar,
Director,
Press and Information.
(4) Mr. Qamrul Hasan.
Director,
Art and Design Division.
(5) Mr. A. Jabbar,
Director,
Film Division.

Subject: **Co-ordination of Publicity and Propaganda Effort of Bangladesh Govt.**

1. It has been felt necessary to co-ordinate the publicity and propaganda efforts of the Govt. so that the entire machinery has a unified focus and supports war activity.
2. The following guide-lines are suggested:-
   a. Raising morale of the Mukti Bahini.
   b. Raising morale of our own people.
   c. Lowering morale of enemy troops.
   d. Lowering morale of the public in West Pakistan and creating dissention among them.
   e. Counteracting propaganda by the enemy Radio and Press.
   f. Counteracting measures taken by the enemy to enlist public support.
   g. Projecting the correct Bangladesh situation abroad.
3. Further suggestions in this regard may kindly be forwarded.

-Defense Secretary
-Sep 71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কর্মসূচী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

September 7, 1971

The Next meeting of the Cabinet will be held on Friday, September 10, 1971 at 5-30 PM(Bangladesh Standard Time) in the office Chamber of the Acting President.

AGENDA FOR THE MEETING: **Sponsoring**

Subject:

Agency:

		Secy. & Secy.
1. Report from the Secretaries, Foreign Affairs & Defense.	Foreign Defense	of Foreign
2. Report from the Heads of Delegations who have returned from abroad recently.	Ministry Affairs.	of Home
3. Directorate of Welfare for Mukti Bahini.	Ministry Affairs.	

4. MISCELLANEOUS.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
7.9.71.

Memo No.-(3)/Cab. Dt.7.9.71.

To:

1. Mr. M. Alam, Secretary, Foreign Affairs, with request to please submit his report to the Cabinet. He is also requested to please obtain reports from the Heads of Delegations who have returned recently.
2. Mr. A. Samad, Secretary, Defense, with request to please submit report to the Cabinet.
3. Mt. Anwarul Karim Choudhury, Officer on Special Duty, Ministry of Foreign affairs, C/o. B.D. Mission, 9, Circus Avenue, Calcutta. He will please obtain reports from the Heads of the Delegations. As Mr. Alam is away Mr. Choudhury will please do the needful and send the reports to the undersigned by 9.9.71.

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary
7.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দল সমবায়ে ৮ সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য-৯ সেপ্টেম্বর	এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর ১-৭, ১৯৭১	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Bangladesh Liberation Front Formed:

A broad democratic front comprising the five main political parties of Bangladesh was formed on September 9 for conducting the liberation struggle.

A Consultative Committee of eight members as set up to advise the Bangladesh Government and to issue guidelines to the Mukti Bahini.

The formation of the Front was announced at the end of a two-day meeting of the leaders of the parties which was presided over by the Prime-Minister, Mr. Tajuddin Ahmed.

The parties comprising the Front are the Awami League, National Awami Party (Bhashani group), National Awami Party {Muzaffar group), the Communist Party of Bangladesh and the Bangladesh National Congress.

A spokesman for the Bangladesh Government said that the formation of the Committee would ensure a sense of participation in the liberation struggle among all sections of the people actively fighting the "colonial and imperialist exploiters of Bangladesh".

He added: "The formation of the Committee reflects the unity among the rank and file of the freedom-loving people of Bangladesh having faith in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League and the Government of the People's Republic of Bangladesh.

The meeting, by a resolution, called upon India and all other countries of the world to accord immediate recognition to the Government of Bangladesh.

The resolution also appealed to them to give "active assistance" to the government of Bangladesh and the Mukti Bahini in the form of arms and ammunition.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তাঙ্গনে সরকারী কর্মচারীদের কাজে লাগানো সম্পর্কিত নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH, MINISTRY OF FINANCE

Memo No............ September 9, 1971

From : M. K. Chowdhury,
Deputy Secretary.
To : Mr. A. Kashem Khan

Zonal Administrative Officer,
West Zone.

Subject: Liberated areas and utilization of the staff now working in Tentulia.

Your attention is drawn to the working and the staff under the C. O. (Dev.), Tentulia. It appears that the said officer has been working with his staff in the areas of Tentulia which, he claims, is a liberated area. It seems that he has been working without any plan or directive from relevant zonal Administrative Officer.

G. A. Deptt., Govt. of the People's Republic of Bangladesh, has been requested to design the administrative set-up for liberated areas which will be a standard set-up for all liberated areas. In one case, the Administrative set-up of Rowmari has been provisionally approved by the Minister for Finance, Trade and Commerce, Govt. of the People's Republic of Bangladesh. All these are being consolidated by the G. A. Deptt. So as to introduce standard administrative set-up for all liberated areas.

Pending finalization of such proposals and their approval, you are requested to take immediate necessary action so that the C. O. (Dev.) Tentulia can work in the liberated area claimed by him in close collaboration with and at the direction of the Zonal Administrative Officer under which Tentulia falls. He along with his staff may also be utilized for collection of taxes and tolls, etc. In this context, we may mention that taxes should be levied on all jute and other items coming out of Bangladesh as export to India. On jute and tobacco, the export tax is Rs. 2/00 per mound. On all other items, tax should be in accordance with the rules previously followed in former East Pakistan. Taxes of other kinds also should follow similar rates and prices.

The matter may be treated as urgent and necessary action taken with intimation to this office.

(M. K. CHOWDHURY)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতে জহীর রায়হান পরিচালিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত বাংলাদেশর চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক ফজলুল হক-এর চিঠি	বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপতির দফতর	১০সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জয় বাংলা

বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।

Memo No. PS/SEC/III/110, Dated 10th Sept., 1971.

To

The Prime Minister,
Government of Bangladesh.

Sub: - Letter of Mr. Fazlul Huq, regarding exhibition of a documentary film produced by Mr. Zahir Raihan.

Please find enclosed copy of the letter of Mr. Fazlul HuQ, the Film Producer - Director of Bangladesh. The letter is self-explanatory. I would request you to kindly look into the charges leveled by Mr. Fazlul Hug and decide the matter on its own merit keeping in view the best interest of our country.

Action taken in this respect may please be intimated to me in due course.

(Syed Nazrul Islam)
Acting President.

Enc: Copy of letter
(1 sheet)

....

Sir,

This is to put a serious matter, in my belief a matter of great National Importance, before your honor regarding a documentary film directed by Zahir Raihan, which we have viewed to-day in a private show in Calcutta.

This documentary is being financed by Eastern India Motion Picture Association and being produced by Bangladesh Chala-Chitra Silpi O Kalakushali Samity in association with Bangladesh Liberation Council of Intelligential. This would be sold to India Government to show it in India and other countries.

The film start with a photo of V. I. Lenin and with his wordings shows nothing but little of refugees in India and a little part of our liberation Army Training Camp. But the serious setback is, in my opinion, that there is not a single shot or word about our

beloved leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman or Awami League or, the six points.

I believe if this film is shown in India or abroad, the viewers shall have the belief that our liberation is being guided by something else and not the points we believe in.

If the film has been made by any Indian Director, we shall reserve our comments, but when it is made by a Director of Bangladesh we cannot sit idle.

I, personally, protest against this film and I request you to immediate action to stop this film before it is shown to the public through the Indian Government.

If it is not done, I alone, am ready to start a movement.

With deepest regards,

Sd/ -Fazlul Huq
Film Producer-Director of Bangladesh
C/o. Mr. Benoy Roy, 114/A, Park St.

Calcutta-17.

The President,
Government of Bangladesh
Mujibnagar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৎস্যচাষের প্রয়োজনে লীজ সংক্রান্ত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE

Memo No. H. D. / 51 (1), SEPTEMBER 11, 1971.

From: M. K. Chowdhury,
Deputy Secretary.

To: The Secretary,

Ministry of Defense,

Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Forwarded herewith please find an Agreement between the Govt, of the People's Republic of Bangladesh and Mr. Nizamuddin Ahmed, son of Hajee Mobarak Hossain, and Mr. Afsar Ali Biswas, son of Ilajee Gulzar Hossain of village Godagari, P. S. Godagari. Dist. Rajshahi, at present temporarily residing at village Lalgola. P. o. Lalgola, Dist. Murshidabad, W. Bengal. The Agreement speaks for itself.

2. Kindly inform the relevant Sector Commander about the Agreement so that the Lessee of the fishery referred to in the Agreement can operate unhindered for the period mentioned in the Agreement.

3. A copy of the letter addressed to the Sector Commander / Commanders may be sent to us for ready reference and record.

Enc: (1) One Agreement.

(2) Sketch map of the fishery
referred in the Agreement.

(M. K. CHOWDHURY).

....

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MUJIBNAGAR

AN AGREEMENT between the Govt. of the People's Republic of Bangladesh

AND

M. Nizamuddin Ahmed, son of Hajee Mobarak Ilossain, and Mr. Afsar Ali Biswas, son of Hajee Gulzar Hossain of village Godagari, P. S. Godagari, Dist. Rajshahi, at present temporarily residing at village Lalgola, P. o. Lalgola, Dist. Murshidabad, West Bengal, referred to as First and Second parties respectively in this Agreement.

Whereas the 2nd party agrees to take Lease of the Fishery specified in the annexed map duly attested by the Secretary, Ministry of Finance, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, and

Whereas the 1st party wishes to lease out the same fishery through negotiation, this Deed of Agreement is signed by the two parties on the following terms and conditions.

(1)The 2nd party will not have rights of Fishery to areas other than those specified in the Annexure duly attested.

(2)The 2nd party will pay a sum of Rs. 1,000/00 (Rupees one thousand) only to the 1st party at the time of signing this Deed in cash. The remaining Rs. 1,000/00 (Rupees one thousand) shall be paid by the 2nd party to the 1st party within one month of signing of this Deed.

(3)In case the 2nd party fails to pay the remaining balance of Rs. 1,000 (Rupees one thousand) within a month, the 1st party reserves the right to lease out the fishery to any other party it deems suitable,

(4)This Deed of Agreement will remain in force for one year from the date this Deed is signed by both the parties.

(5)The 1st party is not responsible for any damage or loss caused to the 2nd party because of taking the Lease of the fishery.

This agreement is signed on this day of 10th September, 1971 at Mujibnagar.

Sd/-
K. A. Zaman

Finance Secretary,
Govt. of the People's

Republic of Bangladesh,

Signature of the 1st party.

Sd/-

Nizamuddin Ahmed

Signature of the 2nd party.

Witness: 1. M.K. Chowdhury, D. S. (Home)

2. B. Gupta. Confidential Asstt. to F. Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সচিব নিয়োগ	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
MUJIBNAGAR.

Memo No…………., Dated 13th Sept.'71,

ORDER.

Mr. Anwarul Haque Khan, formerly Deputy Secretary in the Ministry of Commerce, is appointed to act as Officer on Special Duty under the Government of the People's Republic of Bangladesh with the rank and status of a Secretary to the Govt. until his actual designation is determined. His services are placed at the disposal of the Finance Department until further orders.

The appointment is made in the interest of Public Service.

The order shall come into force with immediate effect.

Sd/- Tajuddin Ahmed.
Prime Minister,
13. 9. 1971.

Memo No. GA/………….Dated 13th September, '71.
Copy forwarded for information to:-
1. Mr. Anwarul Hoque Khan.
2. Mr. M. Alam, Foreign Secretary.
3. Mr. A. Samad, Defense Secretary.
4. Mr. K. A. Zaman, Secretary Finance.
5. Mr. H. T. Imam, Cabinet Secretary.
6. Dr. T. Hossain, Secretary Health.
7. Mr. Emdad Ali, Chief Engineer.
8. Mr. J. G. Bhowmick, Relief Commissioner.
9. Mr. S. R. Mirza, Director, Youth Camp (1-I/Q).
10.Mr. Silabrata Barua, O. S. D./Law & Parliamentary Affairs.
11.Quazi Lutful Hoque, P. S. to president.
12.Dr. Faruq Hossain. P. S. to P. M.
13.Mr. Saadat Hossain, P. S. to Finance Minister.
14.Mr. Kamal Siddique, P. S. to Foreign Minister.
15.Mr. B. B. Biswas, P. S. to Home Minister.
16.Establishment Branch of G. A. Department.

This modifies the earlier Govt. order issue under this department's Memo No. GA/1265 dt. 7.9. 71.

(H. T. Imam)
Secretary (G. A. Deptt.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অর্থ সচিবের একটি মেমো	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE. TRADE & COMMERCE.

Memo No……….., Dated 13. 9. 71.

The undersigned desires that the Revenue Collection scheme is implemented properly and immediately. For that purpose the following officers are deputed in different Zones as mentioned against their names.

For their guidance, a copy of Revenue collection scheme general instruction and rate of levy and taxes fixed by the Govt. of Bangladesh are attached herewith.

Name of Officers.	**Area of Operation.**
1. Mr. Md. Matiur Rahman, Staff Officer, Finance Department	All liberated area under Coochbehar, Tura and Davvki Zones.
2. Mr. Shamsuddin Haider, Taxation Officer, Finance Department.	All liberated area under Barasat, Krishnanagar and Balurghat Zones
3. Mr. Md. Idris Ali, Staff Officer, Trade & Commerce.	All the liberated area under Sabrum, Dharmanagar and Agartala Zones.

(K. A. Zaman)
Secretary,
Finance Department.

Memo No. FIN/2/71/183 (7) Dated 13. 9. 71.
Copy to: - (1) The Secretary, General Administration Dept.
(2) F. S. to Finance Minister.
(3) Mr. Md. Matiur Rahman, Staff Officer, Finance.
(4) Mr. Shamsuddin Haider, Taxation Officer, Finance.
(5) Mr. Md. Idris Ali, Staff Officer, Trade & Commerce.
(6) Treasury Officer, Finance.
(7) Zonal Administrative Officer.
- For information and taking necessary action.

(K. A. Zaman)
Secretary.
Finance Department.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক পূর্বাঞ্চলীয় লিবারেশন জোনের প্রধানকে অর্থ বিষয়ক কমিটি গঠনের নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.

Memo No. 639 Dated 11. 9. 71.

Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, MPA,
Chairman,

Liberation Council, Eastern Zone

Please appoint a Committee of 5 to 7 members to look after the affairs and financial expenditure of the reception and holding camps. The Directors should have no responsibility regarding finance. The jurisdiction of this Sub-Committee will extend to Zone I, II and III unless altered. From each Zone there shall be at least one member. The Committee shall have one Chairman. This should be immediately done.

Sd/- A. H. M. Quamaruzzaman,
Home Minister,
13.9. 71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃসচিব সভার সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Dated 14. 9.71.

P. U. D. gives the minutes of the meeting of the Secretaries held on 23rd August, 1971.

(A)According to the decisions taken in this meeting, every department is supposed to give a weekly report of their activities to the Cabinet Secretary by Saturday, each week. A report will be sent from next Saturday regularly in consultation with the Secretary.

(B)The said meeting will be held every Monday at 9 A. M. in the Prime Minister's Chamber.

Under Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের মুখপত্র বাংলাদেশ নিউজ লেটার প্রকাশনার প্রাক্কালে প্রেরিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবানী	বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জয় বাংলা

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Mujibnagar,
September 14, 1971.

The people of Bangladesh to-day are fighting for freedom, democracy secularism, and human values. They are fighting a ruthless enemy armed to the teeth, a military junta that has no right to preside over their destiny and a band of exploiters that has bled Bangladesh. While the struggle continues on the soil of Bangladesh, her children abroad are contributing to the liberation war by mobilising public opinion and raising funds.

Since the beginning of our war of independence, the Bangladesh Defense League has been doing laudable work in the United States. Its organ, *The Bangladesh News Letter*, is a source of reliable information for our friends and compatriots abroad. I should like to assure the members of the League that their work is deeply appreciated by our freedom fighters.

I congratulate them on their efforts.

(TAJUDDIN AHMAD)
Prime Minister,
Govt. of the People's
Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিবাহিনীর প্রচার সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Ministry of Defense
16.9.71.

It is felt that small booklets / leaflets with pictures of the Mukti Bahini in action, captured West Pakistani Soldiers etc. will create greater enthusiasm and confidence amongst the people inside Bangladesh. The Press and Publicity Division may kindly be requested to prepare such materials immediately. Copies of such leaflets already prepared may kindly be given to us:

(A. Samad),
Defense Secretary.

Mr. A. Mannan, M. N. A.
21/A, Balu Hakkak Lane,
Park Circus, Cal-17.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চারটি নতুন প্রশাসনিক জোন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১৮সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
PRIME MINISTER'S SECRETARIAT
MUJIBNAGAR

ORDER

With a view to facilitating smooth working of the Zonal Councils, the order conveyed in G. O. No. GA/810 (345) dated 27. 7. 71 is partially modified. Two more Administrative Zones shall be set up by splitting up the existing West Zone and South-west Zone with Head quarters and Jurisdiction as noted below against each :-

1. West Zone-I	H. Q. Balurghat	(i) Dinajpur. (ii) Bogra.
2. West Zone-I I	H. Q. Maid ah	(i) Rajshahi.
3., South-West Zone-I	H. Q. Krishnanagar	(i) Pabna. (ii)Kushtia.
4. South-West' Zone-II	H. Q. Bongaon	(i) Jessore. (ii). Faridpur.

This order shall come into force with immediate effect.

Sd/- Tajuddin Ahmad,
Prime Minister

Memo No.GA/1366 (500), Dated the 18th September, 1971.

Distributions: -
1. M.N.A.s & M.P.As (All):
2. Head of Bangladesh Mission, Calcutta.
3. Secretaries (All):
4. Inspector General of Police:
5. Relief Commissioner:
6. Officer on Special Duly, Law & Parliamentary Affairs:
7. Zonal Administrative Officer (All):
8. Chief Engineer:
9. Private Secretaries (All):
10. A D.C. to Commander-in-Charge.

(K. Ahmed)
Deputy Secretary,
General Administration Department.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোন প্রশাসনের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়-এর একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE.

Memo No....... ………….. September 18, 1971.

From: M. K. Chowdhury,
Deputy Secretary,
Finance.

To: All Zonal Administrative Officers.

Your attention is drawn to Memo No. Fin/2/71/183(7) dated 13.9.71. The following officers have been, deputed in that memo to different zones as mentioned against their names below:

Name of Officers.	**Area of Operation.**
1. Mr. Md. Matiur Rahman Staff Officer, Finance Department.	All the liberated area under Coochbehar, Tura and Dawki Zones.
2. Mr. Shamsuddin Haider, Taxation Officer, Finance Department.	All the liberated area under Barasat, Krishnanagar and Balurghat Zones.
3. Mr. Md. Idris Ali, Staff Officer, Trade & Commerce.	All the liberated area under Sabrum, Dharmanagar and Agartala Zones.

As the G. A. Department has not yet finalized a standard set-up for administration of liberated areas, formal rules and regulations regarding collection of taxes and levies cannot be supplied. Taxes should be levied on all jute and other items coming out of Bangladesh as an export to India. On jute and tobacco, the export tax is Rs. 2.00 (Rupees two) per maund. Considering the proportion of tax on jute to its price and the perishable nature of items like fish, tax on per maund offish exported should be @ Rs. 6.00 (Rupees six) per maund. On all other items, tax should be in accordance with the rules previously followed in former East Pakistan.

Your attention is also drawn to the existence of Sairat Mahals like fisheries, hats and bazars, etc. in the liberated zones. These should be leased out through auction, if possible, or through negotiation where auction is not possible. A copy of the formal agreement signed with the Lessee on behalf of the Govt, of the People's Republic of Bangladesh should be sent to the Secretary, Finance for his information and necessary action. It may

be mentioned in this context that fisheries in the liberated area in and around Godagari, West Zone, have been leased out from the Central Headquarter here because of communication difficulties. This is for information of particularly Zonal Administrative Officer of West Zone. If fish is exported from this Zone from the fisheries in auction, taxes at the prescribed rates mentioned above must be paid.

(M. K. CHOWDHURY)

Memo No........…….. September 18, 1971.

Copy forwarded to:

(1) The Secretary, G.A. Deptt. with a request to refer to our Memo No. Fin/14/71/172/1(5) dt. 9.9.71. The administrative set-up may kindly be finalized immediately.

(2) The Secretary, Ministry of Home Affairs, for information.

(3) The Secretary, Ministry of Defense.

(4) I. G. of Police.

(5) P.S. to Finance Minister.

(6) Treasury Officer, Finance.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনগণের প্রতি সরকারের নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার বিভাগ	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমরা। কার্যতঃ ভারতও আমাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে ৪ঠা ডিসেম্বরের এক বেতার প্রচারের মাধ্যমে। আকাশবাণী থেকে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের অত্যধিক বাড়াবাড়ি পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; তবে তার কাজ হবে বাংলাদেশে বাঙালীদের উপর গত ৮ মাস ধরে অকথ্য নির্যাতনকারী নরপশু পাক-বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানো, তথা বাংলাদেশের সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া-ভারতের নিজস্ব স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নয়।

এ এক বিরাট সংবাদ। বুঝতে হবে আমাদের বিজয়ের সর্বশেষ পর্যায় এটাই। আর সেই জন্যেই এতদিনের সংগ্রামী বাঙালীকে এবারে যেতে হবে আরও কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে। বিশ্বমানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা একদিকে এ ক'মাস ধরে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করে এসেছে বর্বর ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীকে এবং নেহায়েত দায়ে পড়া ভাবে ভারতে আশ্রিত এক কোটি মানুষের জন্যে পাঠিয়েছে নামমাত্র সাহায্যদ্রব্য, কিন্তু একবারও বাংলার মানুষ আজ কেন বিদেশে শরণার্থী হ'ল?- এ বিষয়টি প্রতিকারে এগিয়ে আসেনি! আর যখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে চলেছি, আমেরিকা এসেছে শান্তির বুলি নিয়ে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে অবিলম্বে যেন পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের প্রশ্ন, এটা কি আদৌ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ? এ যুদ্ধ স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারী উপনিবেশবাদী পাকিস্তানের। কাজেই ভারতের এ থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনই মানে হয় না। অবশ্য আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার এ ধৃষ্টতাকে নাকচ করে দিয়েছে জাতিসংঘের দরবারে। মুনাফেক মার্কিনী দস্যু, যার হাত ভিয়েতনামী মা ও শিশুদের তাজা রক্তে ভেজা, সে চায় আজ নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা।

দেশবাসীগণ, আপনারা এ চক্রান্তের কখনও বিভ্রান্ত হবেন না। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের তাঁবেদার ও পাঞ্জাবী ধনিকদের অস্ত্রধারী-পেয়াদা ইয়াহিয়ার জমজ আইয়ুবের সময়ে পাকিস্তান থেকে আরও একবার হামলা হয়েছিল শান্তিপ্রিয় ভারতের উপর; এবং দেশে জারী হয়েছিলো জরুরী আইন, দেশরক্ষা বিধি প্রভৃতি কালাকানুন- সবই জনসধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্যে। এবারও ইসলামের নামে সেই পুরানো ধুয়া তোলা হচ্ছে। এসব অপপ্রচার থেকে সদা সতর্ক থাকুন। এ ছাড়াও রয়েছে তথাকথিত সমাজবাদী গণ-চীন। যখন গ্রাম বাংলার পথেঘাটে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জনতা অসহায় শিকার হয়েছে পাক-দস্যুদের অত্যাচারের, তখন চীন বলেছে এটা নিতান্ত পাকিস্তানের আভ্যন্তীরণ ব্যাপার। সম্প্রতি সে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধেও প্রচারণা শুরু করেছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি ১৯৬২ সালের চীনই আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছিল ভারতকে; এবং মাত্র গত বছরও সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে শুরু করেছিল ধবংসাত্মক অভিযান। অতএব চীন সম্পর্কেও সাবধান থাকুন; বস্তুতঃ সে আমেরিকারই দোসর।

জনগণের প্রতি নির্দেশাবলীঃ

১। গুজবের কান দেবেন না; গুজব রটনাকারীকে ধরিয়ে দিন।

২। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার কথা গোপন রাখুন।

৩। পাক-বাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিবাহিনীকে জানিয়ে দিন।

৪। শত্রুর সরবরাহ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিন।

৫। বিমান আক্রমণের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

৬। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

-মনে রাখবেন, শত্রুর প্রতিটি বুলেট আপনার পয়সার কেনা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যয়িত আপনার প্রতিটি পয়সা স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ গণসাধারণতন্ত্র সরকারের আঞ্চলিক প্রচার দফতর কর্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের অংশ	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SECRET

Extracts from the minutes of
the Cabinet meeting held on
September 20. 1971.

*   *   *   `*

AGENDA NO. 6 . . . Budget for the Ministry of Defense.

*   *   *   *   *   *

While discussing the budget of the Ministry of defense, the acute shortage of winter clothing and trainees etc. for our fighting forces and Youth Camp trainees was brought to sharp focus. The Cabinet decided that the Defense Secretary will immediately prepare estimates for procurement of winter clothing's including blankets covering the requirements of both the fighting forces and the Youth Camp trainees.

Sd/

ACTING PRESIDENT.
Dated September 27,1971.

Memo No ....

To the Secretary, Defense.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
27.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের সচিবের বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে প্রদত্ত রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MUJIBNAGAR

20.9.71,

Report on the recent tour of Dr. T. Hossain, Secretary, Health and Welfare Department from 8th to 18th September 1971.

8. 9. 71 : Waited at Dum Dum Airport from 5 A. M. to 2 P. M. The flight was finally cancelled.

9.9.71 : Reached Agartola.

Visited Melaghar Hospital in Sector Head Quarter 2.

10. 9. 7 : Accompanied the Home Minister to Youth Camp near Udaipur. Interview with Chief Minister of Tripura.

11.9.71 : Went to Sector Head quarter 3 at Mantola. Went to Sector Head quarter 1 at Harina, stayed overnight.

12. 9: 71 : Went to Belonia and Rishi Mukh-Returned to Agartola at 10 P. M.

13.9.71 : Met local authorities at Agartola. Visited Agartola Hospital.

14.9.71 : Started for and reached Karimgonj.

15.9.71 : Attempted to visit Sector Head Quarter at Barapenji but failed to do so due to intense shelling by Pak. Army. Went to Mukitol Sub-Sector.

Visited patients at Karimgonj Sadar Hospital and Mukti Bahini Hospital set up at Karimgonj.

16.9.71 : Readied Silchar. Inquired about Youth Camp and patients at Mashimpur Military Hospital. Discussed problems with Sector Commander Col. Dutta.

17.9.71 : Reached Shillong. Discussed local problems with local political leaders and Administrative Officers.

18.9.71 : Went to Balat and returned to Gauhati.

19.9.71 : Returned to Head Office.

Reports on various aspects is enclosed.

(Dr. T. HOSSAIN)
Secretary,
Department of Health & Welfare.

Copy to Health Minister, C-in-C,
" " Secretaries G. A.. Cabinet and Defense.

IMMEDIATE REQUIREMENTS

1. **TRANSPORT FOR INJURED PATIENTS**

Immediate arrangement must be made to place Ambulances the following places.

A. Sector No. 1 : One at Hariana, Sreenagar, Rishimukh and Belonia, total No.-

B. Sector No. 2 : One at Rajgonj, Nidaya, Saldanadi, Mandabhag, Total No : 4.

C. Sector No. 3 : One at Head Quarter-Simna or new place one at Chebri, minimum-2.

D. Sector No. 4 One at Kamalpur, Kailash Sahar, Dharmanagar, Barapunji, Muktil and Jalalpur and Karimgonj-Total: 7 (some vehicles) are available at Mosimpur Sector Commander's disposal. They should be immediately repaired and putatthedisposalofSectorNo.4 Commander.

E. Sector No. 5 : One at Shillong, Balat, Dowki, Shilla and Bassara, Total No: 5

F...Sector No. 6: (Visited earlier) One at Patgram, Tentulia, Shahebgonj, Total No : 3.

2. **Medicines**

Unfortunately our dispatch of medicines from Head Quarter was delayed by six weeks since my last visit and dire dirt of medicine caused lot of sufferings everywhere.

It was my effort to collect medicines in the form of gifts from various sources and I collected medicines worth our Rs. 60,000/-. They are now gone to different Sectors but medicines over one lakh of rupees should immediately be purchased and dispatched to all sectors as per list. I begged in many quarters and were blaffed by most of donors on this or that pretext.

Worse thing is that some of our organizations like Bangladesh Red Cross is not Co-operating with us, whereas medicines are being collected by the name of Mukti Bahini.

I strongly feel that all our agencies should be urged to deliver all available gifts to the Head Quarter for equidistribution.

At least Rs. 1,000/- should be placed at the disposal of each Sector Commander immediately for local purchase of urgently required medicines. Mr. M. K. Bhimani has donated medicines worth over Rs. 5,000.00 for Agartola, Karimgonj and Shillong to meet the immediate need. These medicines were locally purchased at my instance. Earlier he gave medicines worth Rs. 7,000/00 to our Head Quarter. These medicines have been sent to all sectors along with other gifts.

Medical Staff

1. Sq. Leader Shamsul Haq was working at Sector No. 1. He is a Senior Officer. He has been posted by me in overall charge of Sector Nos. 1, 2 and 3 with his Head Quarter along with Cos. at Agartola. He will co-ordinate all demands and supply

of each Sub-Sectors. He will be solely responsible to me to assess all requirements and receive supply from the Head Quarter for equitable distribution.

2. One doctor has been posted at Belonia to set up an A. D. S.

   He will do so with the help of Regional Medical Officer No 1.

3. Sector Nos. 1, 2 and 3 has one Medical Officer Incharge in each. Commander of Sector No.3 requires one more.

4. One Doctor has been placed Incharge of Sector No.4 with his Head Quarter at Mukti Bahini Hospital at Karimgonj.

5. One Doctor is urgently needed at Shillong. I am trying to send one in a day or two.

6. Some devoted Senior Medical Students are working as Medical Officers in each Sub-Sector. It is my intention to appoint One, M. B. B. S. doctor in each Sub-Sector as soon as suitable doctors are available.

Convalescent Homes

Mr. M. K. Bhimani under direction of Dr. Triguna Sen at my persuation, has opened Convalescent Homes at Agartola (40 beded to begin with and intention to increase upto 100 beds 011 U.9. 71.) this time. He had intention to open one at Karimgonj or Silchar but suitable house or helper was not available at either place. The Convalescent Homes opened at Shillong is doing good work under supervision of Mrs. M. Das. wife of the Divisional Commissioner of Shillong.

The management committee of Convalescent Homes has been trusted with a 5 (five) men committee 3 (three) being local, prominent citizens and 2 (two) representatives from Bangladesh.

In my earlier notes I reported about the Convalescent Homes at Tura and Coochbehar. Few more such Homes are under contemplation in West Bengal, preferably at Calcutta and Balurghat.

These Hospitals will cost about a lakh of Rupees for establishment and at least Rs. 50,000/- for monthly expenses. Mr. Bhimani will collect fund through Hariana Bangladesh Mukti Shahayak Samity and undertaken the responsibility to run them.

Ambulance Problem

Two months ago when I went to Delhi, I met Ms. Padmaja Naidu and requested her for 36 Ambulances from Bangladesh Assistance Committee. I have not yet heard from her. I am sending her a reminder. Meanwhile, I understand from Mr. Sen and Mr. Bhimani that they have procured us about 2 Ambulances from the Governor of Bombay, 3 from Moharaja of Bhutan, and 3 from Horiana.

There are at least six cars at Sector No. 4 which can be connected into Ambulances.

I understand some of our Ambulances are lying at Barakpur. I do not know how true it is but I need hardly over stretch the immediate need of transport to save life of the injured soldiers.

Karimganj Mukti Babini Hospital

One house was procured by Mr. Dewan Farid Gazi MNA. One Mr. Mosabber Ali donated the beds and beddings for 20 patients we have seen 12 patients there. We have appointed one Doctor and 3 Nurses.

This Hospital will have to be maintained by the Defence Department. An estimated cost of Rs. 5,000/- will be required to run this Hospital. Some medicines will have to be sent immediately.

Balat A. D.S.

Our politicians at Shillong has organised one A. D. S. at Balat with 4 tents. One doctor is working there and paid by B. S. F. Medicines and surgical equipments are immediately to be sent by us. 4 more tents are to be set up with 20 more beds. We shallhave to bear the expenses from Defense, initial cost will be at least Rs. 5,000/ - and running costs of about Rs. 3,000/- per month including medicines. We shall have to do something about it immediately.

Similar A. D. S. will have to be set up at Dowki, Sheila and Bassera. Once the sector Medical Officer is appointed, he will be entrusted with the responsibility to organize them. One transport will have to be placed at the disposal of the Medical Officer; otherwise no work will be possible.

Overall Impression

I am thankful for the opportunity offered to me by the Acting President to express my impressions of recent tour to the Cabinet. I think, all pervading problems are undermining our patriotic fervent with the passage of time. The problems are at least four fold multiplied by two. On Indian side, they are Military, Civil, Social and Political. On our side also they do exist.

Indian Military Authority does not seem altogether prompt in helping our desperate freedom fighters who have burnt all their boats and nothing else to be given except their blood. They are very bitter about their lazy past times under very add living conditions for lack of arms and ammunitions.

I have witnessed two operations, one at Barapunji and one at Balat.

The complaints are the same. Our boys were not given adequate artillery cover. The inferior Indian artillery (if the range of Pakistani artillery is 5 miles, Indian artillery goes only upto 3 miles) I do not know how far it is true but the complaints were uniform everywhere. The Indian side were found unprepared both at Barapunji where Pakistani Army actually entered Indian territory and encircled our boys 3 miles inside Indian

response was late by 24 hours. The frustrations of our boys can be read in their pale appearances. At Melaghar our casualty is enormous and mostly due to inadequate supply of ammunitions.

The borders are being effectively scaled by Pak Army. The few miles of liberated areas are being recaptured particularly along Balat to Bassara borders.

I ventured to inquire from the Indian side. They said-our boys entered without planning and information with their counterpart, so they were not ready for the offensive.

Anyway, these problems are to be effectively sorted out at local levels to make them consistent with higher level agreement before any optimism is indulged in our reliance on our host.

It is my opinion that if the present state of affairs continues for the next three month, at least another 5 million people will cross the border and equal members will be killed inside.

The other problems need not be repeated here but in my humble opinion the ONLY SOLUTION IS OUR MOBILE CABINET meetings at all Zones and Sectors. All local problems should be collectively solved by the Cabinet on the spot and effective persons should be left behind to see that the Government decisions are correctly interpreted and adequately implemented.

Can't we have an air career like the one which brought us from Agartola on the 12th April to car: y the whole Government all along the borders?

I am suggesting so because, I find that the individual Cabinet member's occasional tour often create more misunderstandings then their rectifications.

I must say, the Home Minister has earned a very good reputation by his all round tours but his popularity has only partially removed the popular prejudices against the Government.

For Acting President, P. M. & C-in-C. only.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Minutes of the Secretaries' meeting with Prime Minister held on 20.9.1971.

After the opening remarks of the Prime Minister the Secretaries concerned raised a number of problems that needed immediate solution. The Prime Minister was pleased to issue, the following directives: -

(a)Transports:

The Cabinet Secretary will make fresh attempts to get all the Bangladesh vehicles released. Lists of all vehicles will be updated. Requirements of the various agencies under the Government will also have to be prepared.

(b)Accommodation:

This was posing a very serious threat to the Government activities. It was desired that the various offices now functioning, except Ministry of Defence, will all be shifted to other places without further delay. The G. A. Department will do the needful.

(c) Budget:

The Finance Department would appraise the resources position of the Govt, and allocate resources on the basis of priority only.

(d) To ensure speedy implementation of Govt, policies and directives, formalities may be avoided as far as possible.

(e) Difficulties were being faced because of lack of functional division of various Ministries and Departments. The Cabinet Secretary will prepare a chart and submit it to the Cabinet, clearly demarcating the functions of the various Ministries and Departments.

(f) Certain news items and stories regarding "Liberation Struggle" were being published by Indian newspapers, which comprised the plans of the Ministry of Defense. The Defense Secretary was advised to take up the matter with appropriate agencies of the Government of India so that the news managements could be pursuaded not to publish stories endangering the security of our forces.

(g) Regarding the Home Secretary's proposal for house rent and conveyance allowance to the Government functionaries, the Prime Minister assured that the matter would receive due consideration of the Government.

Memo No…..Cab. Dated: The 1st October, 1971.

Copy to all Secretaries to the Government of the People's Republic of Bangladesh.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary,
1.10.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাস্থ্য বিভাগের জরুরী প্রয়োজনের ওপর প্রস্তুতকৃত সরকারী প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

REQUIREMENTS

1. TRANSPORT FOR INJURED PATIENTS:

Immediate arrangement must be made to place Ambulances the following places.

A. Sector No.l : One at Hariana, Sreenagar, Rishimukh and Belonia, total No. : 4

B. Sector No.2 : One at Rajgonj, Nidaya, Saldanadi, Mandabhag, total No.: 4

C. Sector No.3 : One at Head Quarter-Simna or new place one at Chebri, Minimum-2.

D. Sector No.4 : One at Kamalpur, Kailash Sahar, Dharmanagar, Barapunji, Mukital and Jalalpur and Karimgonj-Total : 7 (some vehicles are available at Mosimpur Sector Commander's disposal). They should be immediately repaired and put at the disposal of Sector No.4 Commander.

E. Sector No.5 : One at Shillong, Balat Dowki, Shilla and Bassara.Total No. : 5.

F. Sector No.6 : (Visited earlier) One at Patgram, Tentulia, Shaheb gonj. Total No. : 3.

2. MEDICINES.

Unfortunately our dispatch of medicines from Head Quarter was delayed by six weeks since my last visit and dire dirth of medicine caused a lot of sufferings everywhere.

It was my effort to collect medicines in the from of gifts from various sources and I collected medicines worth our Rs. 60,000/-. They are now gone to different Sectors but medicines over one lakh of rupees should immediately be purchased and dispatched to all sectors as per list. I begged in many quarters and was baffled by most of the donors on this or that pretext.

Worse thing is that some of our organizations like Bangladesh Red Cross is not co- operating with us, whereas medicines are being collected by the name of Mukti Bahini.

I strongly feel that all our agencies should be urged to deliver all available gifts to the Head Quarter for equidistribution.

At least Rs. 1,000/- should be placed at the disposal of each Sector Commander immediately for local purchase of urgently required medicines. Mr. M. K. Bhimani has donated medicines worth over Rs. 5,000/- for Agartala Karimgang and Shillong to meet the immediate need. These medicines were purchased at my instance. Earlier he gave medicine worth over Rs.7,000/- to our Head Quarter. These medicines have been sent to all sectors along with other gifts.

MEDICAL STAFF:

1. S. Leader Dr. Shamsul Huq was working at Sector No. 1. He is a Senior Officer. He has been posted by me in overall charge of Sector Nos. 1, 2 & 3 with his Head Quarter along with, Cos. at Agartala. He will co-ordinate all demands and supply of each Sub Sectors. He will be solely responsible to me to assess all requirements and receive supply from the Head Quarter for equitable distribution.
2. One Doctor has been at Belonia to set up an A. D. S. He will do so with the help of Regional Medical Officer No.l.
3. Sector Nos. 1,2 and 3 has one Medical Officer in Charge in each. Commander of Sector No.3 requires one more.
4. One Doctor has been placed in charge of Sector 4 with his Head Quarter at Mukti Bahini Hospital at Karimgonj.
5. One Doctor is urgently needed at Shillong. I am trying to send one in a day or two.
6. Some devoted Senior Medical students are working as Medical Officers in each Sub-Sector. It is my intention to appoint one M.B.B.S. doctor in each Sub-Sector as soon as suitable doctors' are available.

CONVALESCENT HOMES:

Mr. M. K. Bhimani under direction of Dr. Triguna Sen at my persuasion, has opened Convalescent Homes at Agartala (40 beded to begin with and intention to increase up to 100 beds on 14. 9.71), this time. He had intention to open one at Karimgonj or Silchar but suitable house or helper was not available at either places. The Convalescent Home opened at Shillong is doing good work under supervision of Mrs. M. Das, wife of Divisional Commissioner of Shillong.

The management committee of Convalescent Homes has been trusted with a 5 (five) men committee of which 3 (three) are local prominent citizens and 2 (two) are representatives from Bangladesh.

In my earlier notes I reported about the Convalescent Homes at Tura and Coochbiher. Few more such Homes are under contemplation in West Bengal, preferably at Calcutta and Balurghat.

These Hospitals will cost about a lakh of Rupees for establishment and at least Rs. 50,000/- for monthly expenses. Mr. Bhimani will collect fund through Hariana Bangladesh Mukti Shahayak Samity and has under taken the responsibility to run them.

AMBULANCE PROBLEM

Two months ago I went to Delhi, I met Miss Padmaja Naido and requested her for 36 Ambulances from Bangladesh Assistance Committee. I have not yet heard from her. I am sending her a reminder. Meanwhile, I understand from Dr. Sen and Mr. Bhimani that they have procured us about 2 Ambulances from the Governor of Bombay, 3 from Moharaja of Bhutan and 3 from Hariana.

There are at least six cars at Sector No.4 which can be connected into Ambulances.

I understand some of our Ambulance are lying at Barakpur. I do not know how true it is but I need hardly over stress the immediate need of transport to save life of the injured soldiers.

KARIMGONJ MUKTI BAHINI HOSPITAL

One house was procured by Mr. Dewan Farid Gazi, MNA, One Mr. Mosabber Ali donated the beds and beddings for 20 patients, we have seen 12 patients there. We have appointed one Doctor and three Nurses.

This Hospital will have to be maintained by the Defense Department. An estimated cost of Rs. 5,000/- will be required to run this Hospital. Some medicines will have to be sent immediately.

BALAT A. D. S.

Our politicians at Shillong has organised one ADS at Balat with 4 tents. One doctor is working there and paid by BSF. Medicines and Surgical equipments are immediately to be sent by us, 4 more tents are to be set up with 20 more beds. We shall have to bear the expenses from Defense. Initial cost will be at least Rs. 5,000/- and running costs of about Rs. 3,000/- per month including medicines. We shall have to do something about it immediately.

Similar ADS will have to be set up at Dowki, Sholla and Bessera. Once the Sector Medical Officer is appointed, he will be entrusted with the responsibility to organise them. One transport will have to be placed at the disposal of the Medical Officer, otherwise no work will be possible.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্ত এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা সেলে লিখিত চিত্র ও পরিকল্পনা সেলের উত্তর	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

CONFIDENTIAL

The Government is contemplating formulation of the plan for the distribution of essential commodities inside the liberated Zones of Bangladesh. The Planning Commission may kindly prepare a scheme for this purpose. The articles to be supplied inside will be mostly food staff, such as rice, salt, mustered oil etc. and some quantity of kerosene oil as well as medicine. The Planning Commission may please indicate their requirements for the preparation of such scheme.

This has been voted by the Home Minister, who requests that the scheme may please be prepared at an early date.

U. O. No. 162 (3)/Cab. Dt. 23. 9.71.

(H. T. IMAM)
Cabinet Secretary.
23. 9.71.

Mr. MUZAFFAR AHMED
Chairman,
Planning Commission.
P. S. Suharwardi Avenue.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
PLANNING CELL.

No. P. B ./63/44 September 28,1971.

Mr. H. T. Imam

Cabinet Secretary

Government of the People's Republic of Bangladesh.

Dear Mr. Imam,

This refers to your letter No. U. O. 162 (3)/Cab. Dated 23.9. 71.

We will need the following information

(a) Routes to the liberated zones-how safe are these? The geographical location of these areas will be helpful. An idea about the approximate number of the liberated zones will be helpful.

(b) How many people are likely to be involved in each liberated zone? What is the size of population in each liberated zone? How many persons are likely to be on the starvation level in these areas.

(c) Do we have any bases in these zones? How are these maintained?

(d) Do we have any persons who will take the responsibility in this respect and who can be broadly relied on?

(e) How are these articles going to be distributed, whether freely or on payment of prices?

Yours sincerely,
(Muzaffar Ahmed Chowdhury)
Chairman,
Planning Cell
Govt. of the People's Republic of
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধ পরিস্থিতি ওপর মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের বক্তৃতা	এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর ২২-২৮, ১৯৭১	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

C-In-C of Liberation Army on War Situation:

The Commander-in-Chief of the Mukti Bahini (Liberation Army), Col. M. A. G. Osmany, declare on September 25 that the war in Bangladesh was a crusade in defense of justice and truth, and echoed the people's firm resolve to free the country, whatever the cost.

In a broadcast on the completion of six months of the freedom struggle, he said the war in Bangladesh was a national war in which the entire nation, irrespective of political beliefs, caste or creed, stood united. There could be no solution to the Bangladesh issue except on the basis of the unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman, the transfer of power to the elected representatives of the people and withdrawal of the West Pakistani forces from East Bengal.

In an appeal to the people, he said: "Wherever you are in Bangladesh-in the rivulets, lakes, fields and remote recesses of the rural interior, on the highways, land routes, rural markets, industrial centers, towns and cities-strike the enemy with whatever you can find, strike him hard, destroy him. Obliterate all semblance of his existence."

Meanwhile, a news dispatch disclosed that the demoralization of the West Pakistan Army was evidence by the fact that it at present manned no more than 54 of the 229 posts along the Indian border. The remaining 175 posts had been deserted by it.

At the control positions, it was present either in company strength or in one or two platoons.

This was the result of greater precision and better organization introduced by the Mukti Bahini in its operations. Instead of isolated groups rushing into haphazard fights, the Mukti Bahini now functioned according to a well-planned strategy with its thrust directed at well-defined and specific targets, like roads, bridges, railway lines and places where Pakistani troops were stationed.

Greater use of mines and explosives and raids on ships had been among the new-factors of the guerrilla war. The daily West Pakistani casualties were 30 to 35.

The Mukti Bahini was giving considerable thought to plans for post-Monsoon operations. The end of rains, it was conceded, would give a tactical advantage to West Pakistani forces. They would have greater mobility and would be able to move bigger convoys. They might also make greater use of air travel.

At the same time, the Mukti Bahini, which had consolidated its gains, would be able to step up its operations primarily because of valuable local support. The lack of defense

against tanks and air raids would be its handicap, which could partly be overcome by swift concentration and dispersal and through hit and run tactics.

The guerrillas had already left several visible marks-slow works at ports, heavy guards provided to ships, the Army's reluctance to move out after dark, thin attendance in offices (barely 20 per cent), closure of ordnance factories and stoppage of the Tea and Jute trade.

This and the continued exodus of refugees showed that the switchover to a "civilian" regime clearly lacked credibility. Continuation of wholesale looting, murder, rape and killing by West Pakistani soldiers re-inforced this view.

On the average 30,000 refugees were pouring into India every day, the grand total until September 28 having been 8,989,000. Scarcity of food medicines and medical facilities were additional reasons for the exodus.

An analysis of the influx in Tripura showed that 3,000 to 4,000 refugees were crossing over every day. At one stage most of them were Hindus, but now Muslims constituted around 45 per cent of them. Mostly the refugees were from Comilla and Sylhet which had been the special targets of the West Pakistan Army.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত একটি আন্তঃবিভাগীয় সার্কুলার	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

(CABINET SECTT.)

To

1. The Foreign Secretary.
2. The Secretary, Defense.
3. The Secretary, Finance.
4. The Secretary, G. A.
5. The Secretary, Home.
6. The Secretary, Health.
7. The Secretary, Agriculture.

Memo No................(7) / Cab. dt. 27. 9. 71.

May I draw your attention to the Cabinet Secretariat memo No. 30 (8) / Cab. Dated 21. 8. 71 requesting for submission of a weekly resume of activities of your Ministry / Department to the Prime Minister. This report is required to be placed before the weekly meeting of the Secretaries with the Prime Minister every Monday.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
27.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Extracts from the minutes of the Secretaries' meeting with the Prime Minister held on September 27, 1971

The foreign Secretary reported on the activities of his Ministry, including the Missions abroad.

The Finance Secretary reported on his recent visit to Delhi in connection with formalization of Trade and Commerce with India. A written report was submitted by the Finance Secretary.

Various problems of the Zonal Administrative Councils, particularly the question of strengthening the Zonal Administration through decentralization of the Government's functionaries were discussed. The Prime Minister desired that the Secretaries' Committee should further deliberate on this issue and come up with specific suggestions to make the Zonal Administrative councils more effective and efficient.

The Secretary, Agriculture, was advised by the Prime Minister to help the Planning Commission in matters connected with Agriculture. It was desired that the Agriculture Secretary should devout his attention to the problems of our agricultural economy, particularly those having a definite bearing on the future development of the country, such as land ownership and land tenure system, co-operatives, introduction of modem techniques of farming, irrigation etc. The Prime Minister directed all the Secretaries that they should keep him informed of all major developments and decisions concerning their Ministries / Departments,

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
1. 10.71,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধে প্রকৌশলীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রেরিত একটি রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Memo No. Eng-39 (4) / II, dt. 28-9-1971.

Utilization of the Services of The Engineering Personnel on the Liberation movements and reconstruction works;

A set up for the Engineering Department was approved by the Minister, R. R. & H. A. in June 1971. But he advised me not to give effect to that Scheme. However another set up for utilizing the services of Engineers was approved and referred to the Secretary, Finance by the Minister, R. R. & H. A. on 15. 9.71 for examining financial feasibility and obtaining Cabinet decision immediately.

The usefulness of the services of the Engineers in the Liberation movement, Planning cell. Relief and Youth camps has been recognized by the relevant departments

(1) Liberation Movement.

The assistance and advice of the technical personnel Engineers, from foremen and others are required for military operations. The case has been initiated by Defense Department. The list of Engineers and Technicians has been furnished as asked for. The decision regarding their posting is awaited.

(2) Planning Cell.

Recently Government has established a Planning cell with the following functions:

1. Identification of the problem arising out of the struggle.
2. Preparation of policy options and spelling out their implications.
3. Long term planning.
4. Planning for the post-struggle phase.
5. Follow up on execution of proposals.
6. Identification of bottlenecks in execution.

The services of the Engineers will be required in the Planning cell on the following aspects:

For restoration of-

a. Housing and Rehabilitation of displaced persons including water supply and sanitation.

b. Communications like Roads, Railways and Water-ways.

c. Power-supply and Industrial units.

d. Telephone, Telegraphs and wireless system.

e. Irrigation and Flood control system for agriculture to be taken up later.

Field Surveyors are required for preparation of plan and estimates. The preparation of economic estimates and drawing up of phased development programme require the services of Engineers. The Engineering Department will implement field-works and prepare plan and estimate while the Planning Cell will process the schemes for approval.

3. **Youth Camps**.

The Services on the Engineering personnel are considered necessary to impart training on brief technical know-how to Mukti Bahini.

4. **Relief Camps.**

The services of the Engineers are required in relief Camps to mitigate sufferings of the evacuees. Recently Col. Luthra, Additional Secretary to Rehabilitation Department, Union Government has given as statement in this respect. We may take up this issue with the local Government. In consideration of the above facts, the Minister, R. R. & H. A. asked me to put the case before him (Prime Minister) so that the Engineering Department is set up keeping in view of the requirements of different departments.

I beg to add that a separate note on this utilization of the services of Engineers was submitted on 20. 7. 71 for his perusal.

(Md. Emdad Ali)

Chief Engineer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বেতারে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রচারের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

IMMEDIATE
Date: 29-9-1971.

Defense Secretary & Secretary-in-Charge of

Information & Broadcasting,

Government of the People's Republic of Bangladesh.

As decided by the Prime Minister it may please be circulated that no policy statement be broadcast through Radio Bangladesh without the prior approval of the undersigned.

It may also be informed to all concerned that no script be broadcast from Bangladesh Radio without prior scrutiny by the undersigned.

(A. Mannan)
M.N.A-in-Charge,
Press, Publicity, Information & Broadcasting
Department, Government of Bangladesh.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY
OF INFORMATION & BROADCASTING DEPARTMENT.

No. 44, Dated 29.9.71.

It has been decided by the Government that all scripts and statements will be scrutinized by Mr. A. Mannan, MNA-Incharge before broadcast.

Mr. Shamsul Huda Choudhury, Programme organizer has been given the responsibility of collecting the scripts and getting these scrutinized. All scripts will please be given to him in time so that broadcast schedule may not be hampered.

(A. Samad)
Secretary
Information & Broadcasting Deptt.

Memo.No. 44, Dated 29. 9. 71.

Copy forwarded to Mr. A. Mannan, MNA-Incharge for information. This has reference to his letter No. dated 29-9-71.

(A. Samad)
Secretary,
Information & Broadcasting Deptt.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ক্যাম্পের জন্য ঔষধ সরবরাহের হিসাব	বাংলাদেশ সরকার, যুব ক্যাম্প প্রধান কার্যালয়	১ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.
OFFICE OF THE DIRECTOR, H/Qs, YOUTH CAMPS,
MUJ1BNAGAR.

TOP SECRET
Dated 1.10.1971.

Memo No. 88(10)

To

Mr. Abu Yusuf

5/11, Kunjaban Township

Krishnanagar, Agartala (Tripura)

Dear Sir,

Enclosed please find herewith a list showing scale of medicines and equipments for 1000 strength of each youth Camp for one month as approved by the Health Unit, for your Information and necessary action.

A copy of above scale of medicines may also please be sent to the Deputy Directors in your area.

Please acknowledge the receipt.

Yours faithfully
(S. R. MIRZA)
Director, H/Qs, Youth Camp.

Scale o! Medicines and Equipments for 1000 strength of each Youth Camp for one month as approved by the Health Unit, Department of Rehabilitation Branch Secretariat, Caicutta-17.

SI.No. Nomenclature.	Quantity
1. Syringe 5 cc and 28 cc	5
2 Bandage 3 inch	2 dos
3 2 inch	2 dos
4. Cotton	5 lbs
5. Gauze Packets I Meter each	5Packets
6. Tinture Iodine	1 lbs
7. Tinture Benzine	1 lbs
8. Cutting needles for stitches : curve	6
9. - do - : straight	

Needle Holder	1
Artery Forcops	5
Tissue Forcops	4
Thermometers (Clinical.)	2
Tray	2
Capsules Terram Yuine	100
Capsules Oxytetracycline	200
Injection Penicilin 5 lac	100
X 1000 Injection Antibiotics 1/2 mg. X 1000	100
Injection Dicrystien 1/2 mg. X 1000	100
Tablets S. D. Z.	1000
Sulphaguanidine	2000
Tablets Entrequinol	1000
Tablets Mexaforms	400
Tablets Multi-vitamin	500
Tablets Vitamin "C 500 mg. X 5000 Tablets	500
Vitamin B' Complex'	500
Capsules Chloramphenicol	200
Capsules Enteroquionol	1000
Sulphanilamide Powder	V2 lbs
Tablets Inastopan	1000
Capsules intespotan Forte	200
Injection Atropine Sulph x 500 amp	30
Injection Glucose 25 % x 25 cc content	50
Injection Normal Saline 500 cc	50
Injection Largactil 50 mg	20 amp
Tablets Largactil 25 mg.	50 mg
Injection Pathedine	10 amp
Injection Morphia	10 amp
Decadrop Eye Drop	5
Varmycotine Eye Ointment	5
Injection Avil	10 amp
Tablets Avil	5
Tablets Prednisolone	100
Corex (COREX) Cough syrup 40 ml.	10
Injection Solorcortef	10 amp
Injection A. T. S.	100 amp
Cotgent (chronic plain X 4, 3, 2 Nos)	2 each
Scissors	1

Tablet Crocin	50
Teblets Novalgin	100
Tablet Tetsil	100
Tablets Solladonal. retarod	100
Tablets Phenobarbitonc	100
Tablets Binocopan	4
Injection Baralgin	20 amp
Tablets Spasmindon	100
Odomoos (Anti mosquito cream) 30 gms each 000	2 tubes

59 Mixture Lime ....& Bleaching Powder..................As required
(If bleaching powder is not available,
100% lime may be used.)

000 (For Hygiene and sanitation).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন যুব শিবিরে অবস্থানকারীদের শীতবস্ত্র সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ	বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১ অক্টোবর, ১৯৭১

President's Secretariat

SECRET
IMMEDIATE
Dated, 1st October, 1971.

Memo No. PS/,

To,

The Minister in-charge of
Relief and Rehabilitation,
Government of Bangladesh.

Sub.: **Supply of warm clothing to the boys living in Reception/base camp.**

Within a short time winter will set in and it is necessary to supply warm clothings to our boys living in base/reception camps. I, therefore, advise you to kindly ensure supply of two rugs (one to be used as matress and the other as quilt) one full sleeve pullover/jacket/chaddar to every boy residing in the above noted camps. I would further request you to kindly ensure that supply of warm clothing to the camps of the hilly regions of Meghalaya, Assam and Tippera is completed by the 15th of October and supply to the reception base camp in the plain lands of West Bengal is completed within 30th of October, 1971.

This may be treated as extremely urgent.

Sd/- (Syed Nazrul Islam)
Acting President.

Memo No. PSI Dated, 1st October, 1971.

c. c. to: (1) The Prime Minister for favour of Information.

(2) The Finance Minister for favour of Information and necessary action.

Acting President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের অংশবিশেষ	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১ অক্টোবর, ১৯৭১

MOST IMMEDIATE

EXTRACTS FROM THE MINUTES OF THE CABINET MEETING HELD ON OCTOBER 1, 1971.

Agenda No. 5-Miscellaneons

B. The Cabinet decided that the question regarding arrangement of ambulances must be finalised by October 7. 1971. In case, these could not be arranged from friendly sources, the Bangladesh Government would acquire at least 3 field ambulances out of its own resources, for placing them with Tura, Shillong and Agartala Sectors.

Sd/-ACTING PRESIDENT.

Memo No. 198 (2)/Cab. Dated: The 5th October, 1971.

Copy forwarded to: (1) The Secretary, Defence.

(2) The Secretary, Health & Welfare,
for information and necessary action.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary,

Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনবাংলা বেতার কর্মী কর্তৃক আন্তর্জাতিক যোগযোগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রচার বিভাগ	২ অক্টোবর, ১৯৭১

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANGLADESH.
New Delhi -18, 19 & 20 September, 1971.
223 Rouse Avenue, New Delhi-I, India. Tele : 273376/271946
Grams: Satyagraha

October 2, 1971.

To

The Secretary for Defence,
Government of Bangladesh
Mujibnagar.

Highly Confidential

Dear Sir,

When I was attending the International Conference on Bangladesh late last month at New Delhi one of the delegates, Mr. Richard Houser, approached me with a proposal to train one Bangladesh citizen in the essentials of psychological warfare as part of his contribution to the Bangladesh liberation war. The gentleman is second in command to General Rikhyi, President, International Peace Academy, New York-otherwise known as the commander of the United Nations force in Congo during Lumumba-Tshombe crisis. He is also the husband of Hephzibah Menuhin sister and accompanist of world famous pianist, Yehudi Menuhin. I enquired about him from other delegates to the conference and was convinced of the authenticity of the details he gave about himself.

Here is his precise proposal: A man who must be not-too-young and in possession of more-than-average intelligence, organizing capability and sense of humor-preferably unspotted by Pakistani intelligence-should be chosen for a three-week training course in London on the subject of psychological warfare. In his opinion, psychological warfare is as important as warfare with arms. After his intensive training the chosen person may be put in charge of developing a whole department for psychological warfare-a department that must work in full coordination with military offensives and the propaganda media- particularly the radio. He has also stressed on the need of or maximum security measures to protect the trained person as the Pakistani intelligence would be after him.

As regards the costs of the training-these will be fully bourne by the trainers. They are willing to contribute up to £100 toward the trainee's return fares to England. As he would not like get his identity disclosed to many people he would like to maintain the liaison through me.

I must remind you that Mr. Houser is a jew by religion. I do not know whether the proposal has anything to do with the State of Israel-a country, as you know, has been constantly sending feelers to Bangladesh citizens here and abroad about any kind of help-military or otherwise that-we might be willing to accept from them. Their motive behind supporting our cause is probably a part of their strategy against Arab supporting countries-Pakistan happens to be one in the chain.

In my opinion, whatever the source of training, there is no harm in exposing only one man to any risk involved. If we really can get trained-he is most certain to prove a great asset to our war efforts.

As there is a lime limit to the offer, I shall hope that a decision will be taken as early as possible.

Hoping to hear from you soon.

Yours truely,
(A. Kabir)
Radio Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাস্থ্য বিভাগে একটি নিয়োগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH & WELFARE.
MUJIBNAGAR .

Appointment

Dated, the 4th October, 1971.

No. HS/34S

Dr. Ahmed Ali, now working as Deputy Director General (Administration), Deptt. of National Health Services is appointed as Deputy Secretary, National Health and Welfare with immediate effect.

He will draw a monthly salary of Rs. 500/00 (Five Hundred) only.

The appointment is made in the interest of public service, by approval of the Prime Minister.

Sd/-Dr. T .Hossain,
Secretary
Ministry of National Health &
Welfare.

Memo. No. HS /345 (18) Dated, the 4th October, 1971.

Copy to:

1. Dr. A. Ali Deputy Secretary, Deptt. of National Health & Welfare.
2. Head of the Bangladesh Mission, Calcutta.
3. Secretary, General Administration Deptt.
4. Secretary, Finance Department.
5. Secretary, Foreign Affairs,
6. Secretary, Defence.
7. Secretary, Cabinet Division.
8. Secretary, Home Department.
9. Chief Engineer.
10. Relief Commissioner..
11. Director, H. Q., Youth Camp.
12. Officer on Special Duty, Law & Parliamentary Affairs.
13. Private Secretary to the President.
14. Private Secretary to the Prime Minister.
15. Private Secretary to the Finance Minister.
16. Private Secretary to the Foreign Minister.
17. Private Secretary to the Home Minister.
18. A. D. C. to C-in-C.

(DR. T. HOSSAIN)
Secretary, Deptt. of National Health and
Welfare.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশিন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET.

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND DECISION
OF THE CABINET MEETING HELD ON OCT. 7, '71.

B. Scheme for the Medical Care and Welfare of the injured Mukti Bahini members as well as the dependents of the Shaheed.

The Cabinet approved the Scheme in principle. It was however, decided to implement only the essential parts of it, viz. those dealing with the treatment of the wounded and provision for their pocket allowance, the provision for the disabled, the burial/cremation of the dead and pension for the dependents of the Shaheed. It was also decided to engage only the absolute minimum number of personnel for implementing the decision.

Sd/-

ACTING PRESIDENT.

SECRET.

Memo No(4)/Cab Dated October 25, 1971

Forwarded to:

1. C-in-C.
2. The Secretary, Defence, together with copies of his shemes.
3. The Secretary Health Department.
4. The PS to the Prime Minister.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

25.10.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথ্য সচিব হিসাবে আনওয়ারুল হক খানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACTS TAKEN FROM THE MINUTES
AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING
HELD ON OCTOBER 7, 1971.

A) * * It was observed that the Defence Secretary was already much too preoccupied with his own work and hence, could not devote his attention to the Ministry of Information and Broadcasting, in addition to his own duties.

The Cabinet, therefore, decided that Mr. Anwarul Haque Khan, Officer on Special Duty, Ministry of Finance, Trade and Commerce, would be appointed as Secretary in charge of Information and Broadcasting for the time being. The Finance Minister was pleased to agree to release Mr. A. H. Khan with immediate effect.

Sd/

ACTING PRESIDENT.

SECRET.

Memo No….(4) Cab. Dated October 25,1971.

Forwarded to: 1. The Secretary, GA Department.

2. The Secretary, Defence Department.

3. The PS to the Prime Minister.

4. The PS to Finance Minister.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
25. 10.71. •

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা প্রেরণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগ	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

IMMEDIATE

Henceforth indents should be prepared and duly signed by the Medical Officer-in- charge of the Sector. He will submit a monthly return along with his indents.

This indent should be countersigned by the Sector Commander and submit to corresponding Host Commander.

If medicines and other requirements are not supplied within 5 days, the indent should be brought back with their reasons for inability to supply the medicines and sent to the undersigned for necessary actions.

In this connection, all the Sector Commanders be requested to submit a detail report of their existing Medical facilities created by us and so far, provided by the Indian Military Medical Department.

Only when these informations will be available, medicines and other requirements will be dealt with.

This instruction has the concurrence of the C-in-C. Copy of this instruction should be sent to Defence Secretary, COS Agartala, A.D.M.S. Agartala as well as the corresponding Indian Army Sector Commanders.

Sd/-Dr. T. Hossain,

7. 10.71.
Secretary, H & W

Copy forwarded to :....

1. Secretary, Defence,
2. C. O. S„ Agartala,
3. A. D. M. S„ Agartala,

for information and necessary actions. Corresponding Indian Army Sector Commanders may also please be informed accordingly.

(DR. F. A. SHEIK)
Special Medical Officer
for Procurement & Supply of Medicines,

Directorate of National Health & Welfare Services,
Govt, of the People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য বাজেট সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND. DECISIONS
OF THE CABINET MEETING HELD ON OCT. 7.1971.

O o o o o
o

C. Defence Medical budget submitted by the Health Secy.

It was decided to open a new head of account under the title "Health" Defence Medical Service) Account. An amount of rupees ten Iacs(Rs. 10 lacs) was sanctioned under this head of account. It was also decided that fund under this sanction (that is Rs. ten lacs) would be placed at the disposal of the Prime Mipister (Minister for Defence and Health) all and that this fund would be drawn only by the Prime Minister on the basis of requirements, As the counter-part agencies are supposed to provide Medical cover for the members of the Muktibahini, the Cabinet decided that this sanction would be utilised only in urgent and pressing cases. The Ministry of Finance will please release funds on the basis of requisition from the Prime Minister.

O o o o o o

Sd/-
ACTING PRESIDENT.

SECRET.

Memo No...(6)/Cab. Dated Oct. 25, 1971.

Forwarded to: 1. The Prime Minister,
2. The Finance Minister.
3. C-in-C.
4. The Defence Secretary.
5. The Finance Secretary.
6. The Health Secretary.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
25. 10.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনাল স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACTS TAKEN FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON OCT. 7, 1971.

o o o o o o o o o o

D. On the Civil Health side it was pointed out that eleven Zonal Health Officers were required for these Zones. These posts, it was decided would be filled in immediately. To cover the requirements on the civil side it was decided to open another new head of account under the title "Health (Civil Medical Service) Account". An amount of Rs. 5, 50,000.00 at the rate of Rs. 50,000.00 per Zone was sanctioned under this account and placed at the disposal of the Prime Minister (Minister for Health). The fund would be released by the Ministry of Finance on the basis of requisition from the Prime Minister.

Sd/-

ACTING PRESIDENT.

SECRET;

Memo No..(4)/Cab. Dated Oct. 25, 1971.

Forwarded to : 1. the Prime Minister.

2. the Finance Minister;

3. the Secretary, Finance Deptt.

4. the Secretary, Health Department.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
25. 10. 71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথ্য সচিব কর্তৃক লিখিত প্রশাসনিক সমন্বয় সম্পর্কিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়	১৬ অক্টোবর, ১৯৭১

জয় বাংলা

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

From: Mr. A. H. Khan,

Secretary to the Govt, of the People's Republic of Bangladesh, Press, Information, Broadcasting and Publicity.

My dear Secretary,

It is almost self-evident that no Ministry can work in isolation. There is an intimate to nexus between the works of different Ministries. The reason why I am reiterating this is that this Ministry finds it extremely difficult to project the views of the Govt, and tocounter enemy propaganda because of lack of communication from instance, important occassions such as President's or Prime Minister's tour in the Liberated areas, and Ministers visit and meetings with other dignatories, important actions and achievements of our valiant defence forces are not communicated to this Ministry with sufficient speed. The result is that this important activities of the Govt, are not properly publicised and millions of people of Bangladesh who are in the occupied zones are kept completely in the dark as to their significance. They are also likely to fall prey to the evil propaganda which has been launched by our enemies if we cannot counter this propaganda in time.

To remedy this situation it is essential that each Ministry should communicate to us in advance the occassions and activities of their respective Ministries deserving publicity. This Ministry can then chalk out its own programme on the basis of priority keeping in view the War situation prevailing in the country. Further this Ministry also need to know important decisions of the Govt, in different fields to ensure correct dessimination of news and views to public on correct line. It is therefore necessary that your Ministry should communicate to us the important decisions on all important matters.

I hope that you will take a personal interest in this matter and give specific responsibility to one officer for this work.

Yours Sincerely,
Sd/- A.H. Khan
16. 10.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথ্য সচিব কর্তৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

জয় বাংলা

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

From: A.H. Khan,
Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting.

My dear Samad,

I have just received your D.O, dated 18.10.71.

I am sorry I cannot attend this meeting about coordinating of propaganda and publicity. I also regret that all my officers in the Directorates of Press & Information, Films, Art & Design and Radio are already engaged and will not be able to attend the meeting.

I appreciate the concern shown by you on the works regarding coordination of propaganda and publicity. We value this gesture and we shall let you know the specific areas where we need your cooperation.

I have already addressed you on this matter. I shall happy to receive your suggestions in this regard.

With thanks,

A. H. Khan

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT.

So far the Government of the People's Republic of Bangladesh have been organised into the following Ministries/Departments:

1. Ministry of Defence.
2. Ministry of Foreign Affairs.
3. Ministry of Finance, Trade & Commerce.
4. Cabinet Secretariat.
5. General Administration Department.
6. Ministry of Health and Welfare.
7. Ministry of Information & Broadcasting.
8. Ministry of Home.
9. Relief & Rehabilitation Department.
10. Parliamentary Affairs Division.
11. Agriculture Department.
12. Engineering Department.

In addition, several autonomous bodies have also been organised outside the direct Government set-up. These are:

(i) Planning Commission;
(ii)Board of Trade & Commerce;
(iiiBoard of Control, Youth & Reception Camps;
(iv)Relief & Rehabilitation Committee; and
(v)Evacuee Welfare Board.

1. **Ministry of Defence:**

Report on Ministry of Defence is being submitted separately. Three more functions of the Administration of Defence may also be noted:

(i) Psychological Warfare Cell-This is working in close co-operation with the Ministry of Information & Broadcasting.

(ii) Medical Cover and Welfare for the Niomito Bahini and Ganabahini-this is being done in close cooperation with the Ministry of Health.

(iii) Institution of Gallantry Award for the Forces-

2. **Ministry of Foreign Affairs:**

(a) Establishment of Missions abroad-at Calcutta, Delhi, London, Washington, New York and Stockholm.

(b) Diplomatic Drive abroad:

(i) Delegation to the United Nations;

(ii) Delegation to Afganisthan, Syria and Lebanan ;

(iii) Delegation to Nepal; and,

(iv) Delegation to Ceylon, Burmah and other South-East Asian countries.

Good results achieved in some of the above mentioned countries.

(c) Intensive lobbying by Bangladesh nationals and sympathisers in the UK, USA, France, Sweeden, Japan and a few other countries. Very favourable press coverage have been received in these countries. Funds have been collected abroad.

(d) Defection of Pakistani Diplomats-Ambassadors to Iraq, Phillipines and Argentina and switched allegiance. High-ranking Diplomats in London, Washington, New York, Kathmandu and Hongkong have declared their allegiance to the Government (apart from Calcutta and Delhi).

(e) Civil Service Officials under training abroad (seven in the USA and two in the Uk) have also offered their services.

(0 External publicity has also been organised.

3. **Ministry of Finance, Trade & Commerce:**

The Secretary, Finance, is submitting his report separately. This Ministry has taken over and collected monetary resources brought over from Bangladesh. It has also prepared budgets and has been, by and large responsible for making payments to the various agencies and persons under different accounts. It has also introduced some sort of financial discipline. It has of late started collecting revenues on account of payments made to Bangladesh Government employees and agencies. According to a Cabinet decision the Government have instituted an enquiry Commission to look into the.

Trade and Commerce:

A Board of Trade & Commerce has been organised as an autonomous body. This Board has already explored various possibilities of exporting Bangladesh commodities abroad not only as a source of income, but also as a measure of economic viability of Bangladesh.

The Ministry of Finance, Trade & Commerce and the Board of Trade & Commerce have jointly held negotiation with the Government of India and the State Trading Corporation of India to work out the possible details of a Trade Agreement with India. They have also discussed the various facts of arranging transit facilities for the export and import of Bangladesh through India till such time the ports of Chittagong and Chalna could be used. Considerable progress has been made in these negotiations.

At the moment there is no Secretary for Trade and Commerce Department. The Finance Secretary is looking after it.

4. Cabinet Secretariat:

The Cabinet Secretariat has been organized with the Cabinet Secretary and a very skeleton staff under him. The Cabinet Secretariat is responsible for placing important matters before the Cabinet, for recording Cabinet decisions and circulating them, for following up the various decisions taken and also for any other matter that is connected with the Cabinet but does not fall strictly within the purview of any particular Ministry/Department. The President's secretariat is also looked after by the Cabinet Secretary.

5. General Administration:

A full-fledged Secretary for General Administration Department has been appointed from the beginning. He works directly under the Prime Minister.

This Department is responsible for all Establishment matters of the Government, such as recruitment, appointment, posting, transfer, discipline etc. The Department is also responsible for the execution of the Government policy in matters of public appointments. According to the Cabinet decision all class I and II appointments under the Government are made by the Establishment Minister himself (that is the Prime Minister). Manning of all Class I and Class II posts under the Zonal Administrative Councils also come within the purview of this department. Maintenance of lists of officials and staff who have pledged their allegiance to the Government of the People's Republic of Bangladesh, selection of personnel out of these lists, preparation of panels for recruitment etc. are done by the General Administration Department.

Zonal Administrative Councils

The Establishment part of the Zonal Administrative Councils, that is the offices of the Zonal Administrative Officers and other departments come under the General Administration Department. Filling up of Class I and Class II posts at Zonal Levels, budgetary sanctions for the office etc. are also done by the General Administration Department.

Under the original Scheme five Zones were created. The Scheme has recently has been modified and six more new Zones have been created. Elections have been held and the Chairman selected in the following Zones so far:

1. South-East Zone I	Prof.N.I.Chowdhury MNA.
2. South-East Zone II	Mr.Zahur Ahamed Chowdhury MPA
3. East Zone	Col.M.A Rabb, MNA.
4. North-East Zone I	Dewan Farid Gazi MNA.
5. North-East Zone II	Mr.Shamsur Rahaman Khan MNA.
6. North Zone	Mr. Matiur Rahman, MNA.
7. West Zone I	Mr. Abdur Rahim, MPA
8. South-West Zone II	Mr. Phani Bhushan Mazumdar, MPA.
9. Mr. Asharful Islam	Malda,
10.Mr. Abdur Rauf	Krishnanagar.

The Zonal Councils have also elected their various sub-committees. Al-most all the Zonal Councils have adopted resolutions high-lighting certain common as well as peculiar problems. Decisions have been taken in certain case, but in others no decision has been taken because of board policy implications. Government decision/action will be communicated to all Zonal Councils on their various resolutions as soon as election in all the Zonal Councils are complete.

Budgetory provisions have been/are being made for the Zonal Councils where elections have been held. Action is under way to release funds.

Necessary officers and staff for the Zonal Administrative Councils and also for the offices of various Zonal level functioneries are being recruited and posted.

6. Ministry of Health and Welfare

The Health Secretary is submitting his report separately. Additional comments on the department are given below:

The Department was originally organised under one Director-General of Health. Later on, the Director-General was given the rank of Secretary to the Govt.

The Health side of the Department is being organised under two different categories, viz. (i) Medical cover for the Forces and (ii) Civil Medical Care.

(i) The Medical Care on ihe Defence side provides for the following;

(a) Arrangement of Surgeon & Physicians;

(b) Transports for carrying injured/dead bodies;

(c) Medicines;

(d) Surgical equipments;

(e) Field Medical Units such as Advance Dressing Stations(ADS) and Main Dressing Stations (MDS).

(f) Convalescence Homes: On the Welfare side for the fighting forces the following are being taken care of:

(i) Car for the dependents of the Shaheeds;

(ii) Pension/Subsistence for the completely disabled; and

(iii) Provision of work for the partially disabled.

Necessary provision has also been made for the above purposes (Rupees ten lacs).

On the civil side, necessary arrangements are being made to provide medical cover to Bangladesh citizens. An amount of Rs. 9, 50,000’00 has been earmarked for this purpose.

The Health Secretary has also made arrangements for absorbtion of Bangladesh Doctors in various jobs. These Doctors have been engaged by the Government of India to look after the evacuee camps.

The Health Department is also responsible for collection of medicines and other equipments as donations from various friendly agencies and dispatching them to the sectors on the basis of requisitions received.

The Health Department has also been entrusted with the duty of procuring equipments, ambulance etc. for the sectors in case of their non-availability from friendly sources.

7. Ministry of Information & Broadcasting:

The Bangladesh Radio is one of the earliest organizations under the Government. Initially, the radio was installed under the direct supervision of Mr. Abdul Mannan, MNA. The staff for programming and broadcasting were selected from amongst the former Radio Pakistan who came over to us. Gradually, more and more artists and technicians have joined us resulting in improvement of the radio's out-put. By now almost 100 persons have been recruited for Bangladesh Radio. Because of the presence of a large number of heterogeneous elements, it has been extremely difficult to regularise the services of all the Bangladesh Radio personnel according to a definite standard. Since Radio is our most important information media and comes only second to our war-efforts in order of priority, Government have always sanctioned necessary financial backing for it.

The other agencies organized under the Information and Broadcasting Ministry are:

(a) Director of Films;

(b) Director of Publication; and,

(c) Director of Arts and Designs.

As discussed above the Psychological Warfare Cell of the Ministry of Defence works in close collaboration with the Ministry of Information and Broadcasting.

The External Publicity of the Government is at present located within the Ministry of Foreign Affairs. This wing has brought out a large number of publications in the form of book-lets, pamphlets, brochures etc. These have played a very significant role in our foreign publicity.

A few eminent Bangladesh intellectuals have also published books and book-lets covering a wide range of subject’s profecting the Bangladesh cause and our struggle for freedom.

Recently a series of meeting were held with the Heads of Information agencies under the friendly Government in order to further strengthen our publicity effort on all fronts. All necessary assistance has been promised and is forthcoming.

This Ministry has suffered from the beginning in the absence of an experienced person with necessary expertise who could be appointed as Secretary. After waiting for a long time Government have very recently appointed Mr. Anwarul Haque Khan on a purely temporary basis to look after this department. He will work in close co-operation with Mr. A. Mannan, MNA.

8. Ministry of Home.:

This has now been organised under a full-fledged Secretary. Until recently the Inspector-General of police was doing the main work of this department. Collection of information and its dissemination to various agencies involved is an important function of the Home Ministry.

The Minister-in-charge of Home is also responsible for the Zonal Administrative Councils. His Ministry performs the following functions, among others:

(a) Administrative set-up in the liberated areas;

(b) Issue of Travel documents; and

(c) Enquiries.

9. Relief & Rehabilitation Department:

This is organised under a Relief Commissioner who works directly under the Minister for Home and Relief. This department runs an office at princep Street. It scrutinises various applications received for relief and helps Bangladesh citizens in special cases. They are also organising Zonal Relief offices within the framework of the Zonal Administrative Councils.

This Ministry has organised relief Bangladesh Teachers. A scheme for Camp-Schools utilising the services of the Bangladesh teachers for the benefit of evacuee camps children has also been drawn up and party implemented with the help of the Bangladesh Teachers. Association of which Mr. Kamaruzzaman, MNA is the Executive President.

10. Parliamentary Affairs Division:

This is looked after by the Minister for Foreign Affairs himself. At the moment it is responsible for taking care of the problems of the elected representatives of Bangladesh.

11. Agriculture Department:

This is yet to be organised. Only a Secretary has been appointed who is now preparing a blue-print for agricultural development in free Bangladesh.

12. Engineering Department:

A Chief Engineer has been appointed. Under him Zonal Engineers are also being posted to cater to the needs of the Sector Commanders. They will also be responsible for taking care of the engineering problems in the liberated areas.

(i) PLANNING COMMISSION:

Government have recently organised the former Planning Cell into a full fledged Planning Commission. Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury has been appointed as the Chairman of the Commission with the following as Members:

(a) Dr. Sarwar Murshed;

(b) Dr. Musharraf Hossain;

(c) Dr. S. R. Bose; and,

(d) Dr. Anisuzzaman.

The Commission is now recruiting its own staff from amongst the Bangladesh intellectuals and technicians who have reported to the Government.

The Commission have been entrusted with the following functions:

(a) To prepare a long-term development Plan for free Bangladesh on the basis of the Awami League manifesto and the objective set down by the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Awami League High Command;

(b) To prepare a mid-term Plan for reconstruction of the country and its economy. This plan will have to be fitted into the long-term plan; and,

(c) To prepare a short-term reconstruction Plan, this will be necessary in the immediate future.

As the problem of reconstruction will be a gigantic one and the Government will be left with no time to tackle these problems, we must be ready with all our plans and programmes right now. Planning, therefore, has assumed a real sense of urgency.

For the immediate reconstruction of the country the following problems will have to be taken care of:

(a) Problem of rehabilitation of refugees;

(b) Problem of accommodation for the displaced persons;

(c) Food supply;

(d) Restoration of communication;

(e) Restoration of normal facilities, such as, health, electricity, water, hospitals etc.

(f) Comissioning of damaged Ports, Factories, Industrial Institutions etc.

(g) Restoration of law and orders;

(h) Restoration of educational facilities;

(i) De-mobilisation of the Armed Forces as far as possible and arranging education for the Youth now under Arms;

(j) Commencing Bank and Insurance and other financial Institutions according to the avowed policy of the Government for nationalising them;

(k) Restoration of Trade and Commerce; and,

(1) Future trading of the country, and so on and so forth.

The planning Commission is also tendering expert advice on relevant subjects to the Government from time to time.

Co-Operation with friendly Institutions in matters of planning:

A series of discussions were held earlier with Mr. D.P. Dhar. Recently Dr. S. Chakravarty of the Indian Planning Commission also came here and held detailed discussions with the Acting President, Prime Minister and the Planning Commission. Various fields of co-operation and mutual assistance in the matter of planning were discussed. Services and facilities have been offered also.

(ii) BOARD OF TRADER COMMERCE:

This has already been covered under the Ministry of Commerce.

(iii) BOARD OF CONTROL, YOUTH & RECEPTION CAMPS:

This Board is headed by Prof. Yousuf Ali, MNA. According to the reorganised structure the Youth Camp Directorate came under the Ministry of Finance. The Prime Minister has delegated the function of looking after the Youth Camps to the Home Minister, who discharges this responsibility with the help and assistance of the Board of Control for Youth and Reception Camps.

There are now as many as 24 Youth Camp and 112 Reception Camps (list enclosed). The requirements of the Youth and Reception Camps are now being taken care of by the Board on the basis of the budget approved. Training facilities for the Youth Camp Units have also been organised on a large scale. Regular induction of boys from the Youth Camps into the Guerrilla forces is also being made. Essential items for the Youth such as, beddings, woolen garments, blankets etc. are now being taken care of both by the friendly agencies as well as by our own institutional arrangements.

(iv) RELIEF & REHABILITATION COMMITTEE

This is headed by the Home Minister and is responsible for looking after the Bangladesh evacuees.

(v) EVACUEE WELFARE BOARD:

This is yet to be organised. Only a chairman has been appointed.

The following three Associations have also been organised by Bangladesh citizens outside the Government periphery:

(a) Bangladesh Red Cross Society (Dr. Ashabul Haque, MPA).

(b) Bangladesh Teachers' Association (Mr. Kamaruzzaman, MNA).

(c) Bangladesh Volunteer Service Corpse (Mr. Aminul Islam, MNA).

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary,

Govt, of the People's Republic of
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপজাতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET.

OCTOBER 23, 1971.

A number of my tribal officers and staff crossed the border with me in the months of April /May, 1971. Since then we have been able to utilise the services of only very few of them. There are quite a few available now whose services can be very well utilised in our war effort.

I have always maintained that no move toward Chittagong is possible without the assistance and co-operation of the tribal people of Chittagong Hill Tracts district. Special efforts should, therefore, be made to will the friendship of as many hill people as possible and neutralise those who are hostile. Given this background, I very strongly feel that we should direct our propaganda towards the Hill tribes also.

I came to know the other day that the Ministry of Defence was looking for persons who write scripts in Chakma language. I do not know whether this is in pursuance of the policy recommended by me above. In any case, I would like to emphasise that there are a number of tribal officers and staff who served under me and who can be utilised for this type of work. In case the Secretary, Defence, wants their services, they can be engaged.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
23. 10.71.

M. O. No...

DEFENCE SECRETARY.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তার তালিকা	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.
MINISTRY OF DEFENCE.

No. A-002/108 (3) Dated 26 Oct. 1971.

To : The Deputy Secretary,

General Administration Deptt.

Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Enclosed herewith please find the list of the following Officers who have been appointed in this Ministry by the Defence Secretary.

This is in response to your memo No. GA/1573 (16) dt. 7. 10. 71.

SI. No.	Name of the officer & Destination	Reference
1.	Mr. B. Hossain, Advisor	A-002/5(12)
2.	Mr. Nazrul Islam, Staff Officer	-do-
3.	Mr. AI-Muzahidy, -do-	-do- dt.2.9.71
4.	Mr. Zahid Hossain -do-	A-002/48(5) dated
5.	Mr. AI-Mahmood -do-	2.10.71.
6.	Mr. S. R. A. Haroon, Admn. Officer	A-002/52(5) dated
		2.10.71.
		A-002/100(6) dated
		22.10.71.

Secretary,
Ministry of Defence.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE.

No. U. O. No. 116 Dated, 28 Oct. 71.

To : The Dy. Secretary (C. S.),
General Administration Deptt.

Subj :-Particulars of Officers/Staff of Bangladesh Govt, at Mujibnagar.

Ref :-Your Memo. No. GA/1700/(I6) dt. 23.10.71.

A list containing particulars of Officers and Staff of Bangladesh Govt, under the Secretary, Ministry of Defence is enclosed herewith as desired.
Enclo:- 2 (Two).

Under Secertary
Ministry of Defence

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা মেডিকেল কর্মসূচীর অধীনে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

Additional Arrangements made by Host Defence Medical Service.

I had been to Fort William to see General Prakash D. D. M. S., Eastern Command, to discuss the above subject.

It has been decided that our host will undertake the responsibility of developing the following Hospitals for us.

1. Shantir Bazar (near Belonia) under Sector I. One ADS for 100 Beds. We planned this ADS one month ago. COS and ADMS, Agatiala, alongwith the Commander of Sector I, were entrusted with the job with which they are going ahead.
2. Similar arrangement was made with Commander Sector 3 to find out a suitable place to establish one 100 beded ADS.
3. Hospital attached to Sector 2, between Melaghar and Bisramgan, can be converted into a 400 beded one and they will pay for the expenditure.

General Prakash was kind enough to inform me that, at least, 1200 more beds are added to their exsisting Military Hospitals all along the border. Therefore, we need not undertake construction of bigger ADSs elsewhere except that we should improvise our RADs with competent doctors and tent Hospitals as far as we can with the idea that these Hospitals will be moved forward as we conquer our land.

I believe that this is a very sound and helpful proposition and deserves to be brought to the notice of our Government.

Memo No. HS/282/1 (7) dt. 27. 10. 71.

(DR. T. HOSSAIN)
Secy, H & W.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACTS TAKEN FROM THE MINUTES AND DECISIONS
OF THE CABINET MEETING HELD ON SATURDAY
OCT. 30, 1971.

O O O O O O

ISCELLANEOUS AGENDA 14 (a):

The Cabinet considered the present pay-scales, allowances and other facilities of the JCOs and Other Ranks of the Bangladesh Fighting Forces and decided that the JCOs and other Ranks be given an allowance of Rs. 50/- per JCO/OR, in addition to their present salary of Rs. 150/-and Rs. 75/- respectively with effect from the month of October, payable on 1st of November, 1971. The Ministry of Defence should make arrangement for regular payment from Nov. 71.

Sd/-
ACTING PRESIDENT.

Memo. No. 128 (2), Dated Nov. 2, '71.

Copy forwarded to the DCOs for information and necessary action please.

Secretary, Defence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র বিনিময় ও প্রকাশনা সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	অক্টোবর, ১৯৭১

No.

Dated Oct.'71.

To : The Cabinet Secretary,

Govt, of the People's Republic of
Bangladesh.

In response to your Memo No. 177 (7) Cab dated 27.9. 71. the weekly report goes as under:-

(1) Letter receipt 80

(2) Letter despatched 50

(3) War bulletin both English & Bengali are being published daily. Moreover, Budget have been placed before the Cabinet for sanction.

Secretary,
Defence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিফৌজের জন্য বিশ্রামাগার মিশন ও ঔষধ সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য বিভাগ	২ নভেম্বর, ১৯৭১

Sub: Convalescent Homes and Medicine for Mukti Bahini.

I had been to Mr. Guljari Lai Nanda, Chairman, Hariana Bangladesh Mukti Sangram Shahayak Samity, at West Bengal Raj Bhavan. I had been at the instance of Mr. M. K. Bhimani, Treasurer of the said Committee, on 30th October 1971. I went to discuss the above subject. Nandaji has very kindly agreed to run a 300 beded Convalescent Home, preferably in Calcutta, providing the entire cost from his Committee. However, we shall have to find out or help Mr. Bhimani find out suitable accommodation. As soon as the house or premise is available, the fund and materials are ready. We should exert our influence at different levels to find out a suitable premise for the purpose. It may be noted here that the Convalescent Homes opened by the said Committee at Agartala, Shillong, Tura and Cooch-Behar are doing good jobs.

As regards medicine for Mukti Bahini, I pointed out to Nandaji that our boys are going inside in batches of ten. They need First Aid boxes with Medicine worth Rs. 100.00. I have placed an order for 1,000 such bags with Mr. Bhimani. This will cost Rs. 10,000.00 (Ten Thousand) and I have also requested Mr. Bhimani to give us 9,000 more bags worth Rs. 90,000.00 (Ninety Thousand). He has very kindly consented to consider the request.

Memo No. HS/349(10) Dt. 3. 11.71.

(DR. T. HOSSAIN)
2. 11.71.
Seey; H & W.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ কর্মচারীদের বিভিন্ন জোনাল কাউন্সিলে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি	ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ দপ্তর	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH,
MUJ1BNAGAR.

CENTRAL ORDER NO. 45

The following Police officers who have been working in the boarders are henceforth placed at the disposal of the Zonal Councils as per indication made hereby. They will immediately report for duty to the Zonal Police Officer of the Zones as shown hereunder.

The Zonal Police officers will please draw up scheme of duty for these officers in consultation with the Chairman, Zonal Council, Zonal Administrative officers and B. D. F. Commanders. These officers will perform normal Police duties as decided upon by the Zonal Council. With the progress of the liberation activities, these officers will be available at the disposal of the Zonal Councils for being utilised in liberated areas of the respective zones.

It is hereby made clear that these Police officers are borne on the budget of the Police Department in the Headquarters. Their monthly pay bills will be drawn by the Asstt. Inspr. Genl. of Police and sent to the Zonal Council for disbursement with effect from November, other emoluments including T. A., D. A. will be borne on the Police budget. Their T. A. bills should be forwarded by the Zonal Police officer to the Asstt. Inspr. Genl. of Police for encashment from now on.

Zonal Police officers will please report the date of joining of those officers to the respective Zonal Council headquarters.

(A.KHALEQUE)
Inspector General of Police,
Bangladesh.

Memo No. 532(92) Dated 5.11. 1971.

Copy forwarded to :-(for favour of information and necessary action.)

(1) hairman, Zonal Council

(2) onal Administrative Officer

(3) onal Police Officer

(4) he Secretary, General Administration Department

(5) he Secretary, Home Affairs

(6) he Secretary, Defence Govt, of Bangladesh. He is requested to kindly arrange to inform B. D.F. Commanders concerned.

(7) Inspector/S.I.A.S.I...............................

(A. KHALEQUE)
Inspector General of Police,
Bangladesh.

Zonal Headquarters:	**Police Officers placed at the disposal of Zonal Councils.**
1) Barasat	S. I. Shahiduzzaman
(Barisal. Patuakhali & Khulna)	S. I. Kanchan Kumar Ghosal
	S. I. Mafizuddin Ahmed
	S. I. A. Hakim
	A. S. I. Ramanath Mitra.
2) Bangaon	S. I. Chowdhury Abdur Razzak
(Faridpur & Jessore)	S. I. M. A. Matin
	S. I. Shamsul Alam
	A. S. I. Abdul Gafoor
3) Krishnagar	S. 1. A. K. Makbul Ahmed
(Pabna & Kushtia)	S. I. Matiur Rahman
	S. L Susil Kumar Sarkar
	S. I. Mujibul Haque
	S. I. Birendra Nath Biswas
	S. I. Afzal Hossain
	S. I. A. K. Mujibur Rahman
	Ar.S. I. Abdul Majid
	A. S. I. Hatem Ali
	S. I. Subash Chandra Mujumdar
4) Maldah	Inspector, Mafizuddin Ahmed
(Rajshahi)	S. I. Firozzaman Sarkar,
	S. I. Rakendra Loval Samaddar
5) Balurghat	S. I. Golam Mustafa
(Dinajpur & Bogra)	S. I. A. Kuddus
	S. I. Obaidul Haque
	S. I. Kazi Golam Mahboob
	S. I. Bazlur Rahman
	S. I. ShafiquI Islam
	S. I. Phani Bhusan Borewa
	S. I. Akram Ali

	S. I. Md. Fakrul Alam Mondal
	S. I. Sowkat Ali
	S. I. Afzal Hossain
	S. I. Ataur Rahman
	A. S. I. Aswini Kumar Singh
	A. S. I. A. Majid
	A. S. I. Safiuddin Ahmed
	A. S. I. Meher Uddin.
6) **Coochbehar**	S. I. A. K. M. Fazlul Haque Basonia
(Rangpur)	S. I. Atiar Rahman
	S. I. Ramendra Chandra Khan
	S. I. Md. Nurul Alam
	S. I. Makbul Hossain Miah
	S. I. Shamsul Rasul Munshi
	S. I. Abdul Quaiyum
	A. S. I. Bibhuti Bhusan Sarker
	A. S. I. S. M. Rajab Ali
7) **Tura**	Inspector, Priyanath Burman
(Mymensing & Tangail)	Sgt. Masudur Rahman (Mymensingh & Tangail)
	Ar. S. I. Ahmed Ali Akhand
	S. I. Nurul Islam Chowdhury
	Ar. S. I. Reazuddin Ahmed
	S. I. Shaikh Abdur Rahim
	S. I. Narayan Chandra Sarma
	S. I. Rustam Ali
	S. I. Shohendu Bikash Chowdhury
8) **Dawki**	Inspector, A. K. M. Mahbubur Rahman
(Sadar & Sunamgonj Sub-divn. of Sylhet)	S. I. Shamsur Rahman
9) **Dharmanagar**	S. I. Manindra Chandra Gope
(Habiganj, Moulavi bazar of Sylhet)	Bazar of Sylhet)
	S. I. Dewan Hafizuddin
	A. S. I. Golam Toha

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক পংগু সৈনিকদের আশ্রয় নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য জোনাল কাউন্সিল-এর প্রতি নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

TELEGRAM

MR. K. A. RAQIB

Zonal Administrative Officer

C/O. SRI K P DUTTA

5/11 Kunjaban Township Agartala

Please set up a disabled soldiers home with capacity of 20 beds immidiately (.) some recreational facilities for these soldiers should also be provided (.) Also arrange to collect the disabled soldiers for admission into this home (.) A sum of Rs. 15000 Fifteen Thousand is being placed with You Immediately (.) This amount should also cover running expenses for two months.

(A.SAMAD)

Not to be telegraphed:

Memo. No.   Dated 5th Nov '71.

Copy by post in confirmation is forwarded to Mr. K. A. Raqib Zonal Administrative Officer, C/O Sri K. P. Dutta, 5/11 Kunjaban Township, Agartala Tripura.

(A. Samad)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শীতবস্ত্র কেনার জন্য সরকার কর্তৃক কর্মচারীদের আগাম প্রদানের বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

Memo No. GA/1905 Dated November 6, 1971.

To

The Secretary, Finance Department.

Sub :- Advance for winter cloths.

The undersigned is directed to inform that Government, has been pleased to accord, sanction of advance, as detailed below to the Govt. employees for purchase of winter cloths.

The rates of advance and repayment schedule are as under :

Class I & II Officers : May be advanced a maximum amount of Rs. 200/00
Repayable in. 10 equal monthly installments.

Class III Officers.: May be advanced a maximum amount of Rs. 150/00
repayable in 20 equal monthly installments.

Class IV Staff. May be advanced a maximum of Rs. 100/00 repayable in
20 equal monthly installments.

Action may kindly be taken accordingly.

(K. Ahmed)
Deputy Secretary (Estbt.),
General Administration Deptt.

Memo No. GA/1905/1 (50) Dated November 6, 1971.

Copy forwarded to:

(1) M. N. A. in-charge ....
(2) Chairman ....Zonal Council.
(3)Chairman Planning Cell.
(4)Chairman, Board of Trade, Commerce & Industries.
(5) Secretary........
(6)Inspector-General of Police, Bangladesh.
(7)Chief Engineer.
(8)Relief Commissioner.
(9)Director, Youth Camp. (H. Q.)
(10)O. S.D., Law & Parliamentary Affairs.
(11) Zonal Administrative Officer ...Zone.
(12)0. S. D..PST Deptt.
(13) A. D. C. to C-in-C.
(14) Private Secretary to ....

(K. Ahmed)
Deputy Secretary (Estbt.)
General Administration Deptt.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনাল কাউন্সিল এবং সংসদ সদস্যদের ভ্রমণ ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE.

No, FIN 11/71/373 Dated 6.11.71.
From: K. A. Zaman,

Secretary, Ministry of Finance,
Govt. of Bangladesh.

To :- 1. The Secretary,

Ministry of Home/G. A./Cabinet/Foreign Affairs/Health/
Agriculture/Information/Trade & Commerce./Defense

2. The Chairman, Zonal Administrative Council,

3. The Zonal Administrative Officer,
Sub :- Control over the financial expenditures

in Zones and T.A & D. A. for MNAs/MPAs.

With reference to the subject mentioned above, the undersigned has to reproduce below an extract from the decisions of the Cabinet Meeting held on 1. 11. 71 for information and necessary guidance:-

"Regarding TA & DA for the MNAs and MP As it was decided that only actual travelling expenses (T. A. actual) will be admissible and that no allowance for food charges will be paid. While the MNAs/MPAs undertake approved tours an amount of Rs. 15/00 per day as lodging allowance will be admissible to them. For Mujibnagar, the rate will be double. The Cabinet decided that no MNA or MPA will be entitled to either T A or DA for their visits to Mujibnagar unless they are called officially.

Similarly, no TA and DA will be admissible to them without the prior approval of their joumies by the competent authority, 'that is, the Minister concerned or the Chairman of the Zonal Administrative Council concerned".

(K. A. ZAMAN)

Secretary,
Finance Deptt.

Memo. No... Dated.................

Copy for information to :-l. P. S. to Minister, In-charge of Finance Deptt.

(K. A. ZAMAN),
Secy., Finance.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব অভ্যর্থনা শিবির পরিচালনার নির্দেশাবলী	যুব শিবির কেন্দ্রীয় পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ সরকার	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

GENERAL GUIDANCE FOR ADMINISTRATION OF
YOUTH RECEPTION CAMP.

ADVISORY COMMITTEE:

1. Each Reception Camp will have an Advisory committee as approved by the Board of Control, Youth Camp. Its function will be to provide an overall supervision of the camp and maintain proper management and discipline. The Committee will have a minimum of 3 Honorary Members from amongst such MNA/MPAs and other political leaders and workers who are interested in the running of the Camp and are resident, for the time being, within the close vicinity of the camp. For Camps, which are already functioning, an Advisory committee along these guidelines will be formed, if not formed already, for further development and progress of the camps and also a review/regularization of the camp staff. In such cases, the acting Camp-in-charge will convene a meeting of above category to form an Advisory Committee.

The Committee will have a Chairman from amongst the members and a Secretary form amongst the members. A list containing the name of Chairman and other members, Secretary shall be submitted to Chairman. Board of Control, for approval, within 15/9/71. The Advisory Committee will appoint the Camp-in-charge.

The Camp-in-charge will be a whole-time functionary and an ex-officio members of the Advisory Committee. While the Advisory Committee will 'provide guidance, the Camp-in-charge will be responsible for the day to day running of the Camp. The proceedings of the meeting of Advisory Committee should be recorded and copy to be forwarded to the Chairman, Board of Control, and Director of the Zone concerned. The Camp-in-charge will be responsible for maintaining a proper account of the camp expenses.

The minimum strength needed for the recognition of Camp will be 250.

STAFF:

All functionary staff of the Camp including the Camp-in-charge will be residents of the Camp.

2. The Camp-In-charge, subject to approval of the Advisory Committee, will also select and appoint.

(a) **One Accountant**: responsible for maintaining all accounts in the Camp including stores and catering as per standard accounts procedures. The books of accounts will be audited at regular intervals.

(b) **One Deputy Camp-In-Charge-cum-Supervisor-In-Charge:** of accommodation, bedding, tents, sanitation arrangements……..general cleanliness of the camp, i. e., he will also maintain inventory of the equipments.

(c) **One Catering Supervisor**: He will be responsible for, the marketing of kitchen, cooking arrangements, plates, drinking water and fuel etc. He will submit his daily accounts to the Accountant.

(d) One Medical Officer.

(e) One Compounder.

(f) One General Assistant.

(g) Four Instructors: (for a Camp of 500 boys)

3. INSTRUCTORS:

(i) Motivational Instructor-One for each 250 youths.

(ii) Physical Instructor-One for each 250 youths. Other training may be included from time to time and suitable instructions will then be appointed- Instructions in the matter will follow in due course, if necessary.

4.The Deputy Camp-in-charge will be assist the Camp-in-charge in all matters and in the absence of Camp-in-charge will held charge of the Camp and act as the ex-officio Member of the Advisory Committee.

5. Board/Lodge for staff: Pocket allowance:

The following Staff will get free board and lodge in the camp. They will receive no salary. However, they will be paid a pocket allowance of Rs. 50/- per month, for the time being.

(i) Camp-in-charge.

(ii) Dy. Camp-in-charge (Supervisor)

(iii) Accountant.

(iv) Store Supervisor.

(v) Catering Supervisor.

(vi-ix) Four Instructors..

(x) Medical Officer

(xi) Compounder.

(xii) General Assistant (for cooking supervision etc. and other duties as may be assigned by the Camp-in-charge)

6. COOKS & OTHER STAFF:

The Camp will also engage necessary service staff, such as cook, cook-assistant etc. from amongst the volunteers and youths and they will be designated as helpers. The number and nature of service staff required will be determined by the Advisory Committee.

All such staff will be provided with free board and lodge in the camp and pocket allowance of Rs. 50.00 (L. S.) per month will be paid for the party.

7. FUNCTIONAL INSTRUCTIONS:

The Advisory Committee, through the Camp-in-charge, will maintain liaison with the Zonal Director for Camp requirements and will submit fortnightly reports on camp activities and account etc. One copy should be sent directly to the Chairman, Board of Control and other copy to their respective Director.

All payments will be subject to..

Where Bank facility is available, the account will be operated jointly by any two of the following: (a) Chairman, (b) Camp-in-charge, (c) Accountant.

Copies of the daily return of the number of youth present in the camp at the beginning and end of each day must be intimated / posted to the Chairman, Advisory Committee and the Zonal Director's Office.

Proforma for submission of other reports and accounts will be dispatched later on. In the meantime, such reports will be sent on blank sheets.

8. PHYSICAL TRAINING:

The Physical training syllabus should be such that in the shortest possible time the youth can acquire maximum stamina and highest degree of physical fitness for most abnormal operational tasks. This syllabus should include cross country running and walking as well. The detailed syllabus should be worked out by the instructors concerned. There should be no drill.

9. ADMISSION:

Admission to the Camp will be made under supervision of the Camp-in-charge who will be guided in the matter by the Advisory Committee itself or any other body to be formed by the Advisory Committee for that purpose.

A boy admitted to the camp will have to be a national of Bangladesh and identified by the MNA/MPA of the area of his domicile in Bangladesh, who will issue a written certificate to the effect. In the absence of the MNA/MPA concerned, the decision will be with the Advisory Committee or the body, formed by the Advisory Committee.

The boy will be medically examined and must fulfill other requirements of admission.

He should have unquestionable faith and belief in the freedom of Bangladesh. He must have no past criminal record. He must not have any extra-territorial loyalty.

Admission will be open to all eligible youths irrespective of religion, caste, creed etc., place of birth and domicile, and on secular basis strictly.

A boy admitted to Reception Camp but subsequently having failed to pass the scrutiny for admission to Youth Camp on the first and the second time, will automatically cease to be on inmate of the Camp.

10. AUDIT TEAM.

An audit team composed of one Accountant and an Accounts Assistant and any other necessary staff to be deputed by director, Camps of the Zone concerned, will visit the Reception Camp periodically, for audit of accounts and payment of advance subject to pre-audit adjustments. The team will submit to the Chairman.............

....

SECRET.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL, YOUTH CAMPS.

List of strength in Youth Camps during week ending 6-11-71 with week ending sent out for higher training received from Brig. Master Office

Name of Camp.	Strength of Youth sent out for higher training on week ending 6-11-71.	New arrival on week ending 6-11-71.	Strength of week ending 6-11-71.
1. Pita	-	145	900
2. Barrackpore (Sreepalli)	-	645	800
3. Jomsherpur	-	38	800
4. Datal	300	-	600
5. Chapra (Bangl Jee)	297	-	665
6. Poriple	-	-	800
7. Goubagan	910	68	390
8. Pattrum	-	57	760
9. Dhansarigaon	310	-	920
10. Tapurhat	67	-	693
11. Gokulnagar-I	-	254	1180
12. Gokulnagar-IT	-	273	1200
13. Charilam-I	-	133	1000
14. Charilam-II	-	308	1200
15. Katheliachara	-	150	1000
16. Menu	152	-	720
17. Bageta	-	105	1000
18. Kailashahar (Kalaynagar)	-	300	1000
19. Hassoin	-	51	421
20. Labow	140	-	960
21. Sholin	285	-	1730
22. Dalu	101	-	1970
23. Cloverhouse	-	-	295
Total of week ending 6-11-71 :	2,577	2530	20,964

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার ও মন্ত্রী পরিষদের ব্যবহারের জন্য যানবাহন সংগ্রহঃ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রদত্ত কেবিনেট সচিবের একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

NOVEMBER 8. 1971.

Sub : Transports.

Ref: My earlier U.o. No. 286/Cab dt. 29.10.71

As desired by the Prime Minister, I have prepared a working paper on our requirement of transports. As discussed in the meeting with Mr. A. K. Ray and Mr. D. K. Bhattacherjee (along with Dr. S. Chakravarty in the residential office of the Acting President), I have handed over two copies of this working paper to Mr. A. K. Ray this morning. He has promised early action.

The Liaison officer earlier advised me that he could arrange to bring Bangladesh Cars from Tripura through the courtesy of the IAF. Accordingly, I have given him a list of nine cars to be air-lifted to Mujibnagar. Copies of the working paper and the list of transports given to the LO are placed below for favor of PM's information.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary
8. 9. 71

U.O.No......./Cab. Dt. 8.11.71

PRIME MINISTER.

....

WORKING PAPER ON TRANSPORTS OF BANGLADESH

In consultation with various agencies of the Government of the People's Republic of Bangladesh a comprehensive list of vehicles, urgently required for civil purposes, has been prepared. According to this list we need the following vehicles now :

Cars	29
Jeeps	20
Buses	2
Total	51

The transports most urgently required are noted below. The requirements of other agencies can be not gradually on the basis of availability:

1)	Acting President	1car.
2)	Prime Minister & office	2cars.
3)	Home Minister	1car.
4)	GA Department Pool	2Buses,
5)	Ministry of Information & Broadcasting.	1 car.
6)	Ministry of Health	1 Jeep.
7)	Ministry of Defense	1 Jeep.
8)	Planning Commission	1 Jeep.
9)	Home Minister	1 Car.
		1 Car.
		12

Arrangements may please be made for handing over these transports to us as early as possible.

The transport requirements of the Ministry of Defense have been placed separately.

A comprehensive list showing availability of transports in various areas has also been prepared by us. This list is, by no means, comprehensive. We have been able to prepare list only in areas where the local authorities have co-operated.

IMMEDIATE REQUIREMENT OF TRANSPORTS FOR THE CABINET AND CIVIL AGENCIES OF BANGLADESH GOVERNMENT.

SL NO	OFFICE	Require ment	Type of vehicle	Presently available	Minimum requirement now	
1	Acting President & Office	2	Cars	1	1 Cars	One being brought from Delta section.
2	Prime Minister & Office	2	Cars	None	2 Cars	-
3	Finance Minister	1	Car	1	-	-
4	Foreign Minister	1	Car	1	-	-
5	Home Minister	1	Car	None	1 Car	-
6	Cabinet Secretary	2	Cars	1 Jeep	1 Car	-
7	GA Department Pool	4	2 Buscs/Pick -up Vans	1 Jeep	3 (2 buses, I Car)	-
8	Information & Broadcasting Ministry	2	1 Car, 1 Jeep	-	2 (1 car, 1 Jeep)	-
9	Finance Ministry	2	2 Car	1 Jeep	1 Car	-
10	Health & Welfare Ministry	2	1 Car, 1 Jeep	-	2(1 Car, I Jeep)	-
11	Defense Ministry	1	1 Jeep	-	1 Jeep	-
12	Foreign Affairs Ministry	2	2 Car	-	2 Car	-
13	Trade & Commerce Board	1	1 Car	-	1 Car	-
14	Planning Commission	1	1Car	-	1 Car	-
15	Board of Control, YC	2	Jeeps	1	1 Jeep	-
16	Home Ministry	1	Car	-	1 Car	-
17	Engineering Directorate	1	Car	-	1 Car	-
18	Agriculture Department	1	Car	-	1 Car	-
19	Parliamentary Affairs	1	Car	-	1 Car	-
20	Relief & Rehabilitation	1	Car	-	1 Car	-
21	Youth Camp Directors	5	Jeeps	None	5 Jeeps	-
22	Zonal Councils	11	Cars or	-	11 Cars	-

			Jeeps			
23	Zonal Administrative Officers	11	Cars or Jeeps	8	8 Jeeps	-
	Total:	61			51	

IMMEDIATE
CONFIDENTIAL

November 1, 1971.

The following transports may please be brought over here from Tripura, for the use of the Cabinet and Government functionaries.

PARTICULARS OF CARS

Sl No	Make of the car	Old Regn. No.	New Regn. No	Where available
1	Car VoIkswagon	Dacca Ga 3339	Not Known.	Asrambari Camp, Tripura (Sector No. 3).
2	Car Cortina	DA-K-A-9205	,,	Sector No.3, Mantala Camp, Tripura.
3	Car Morris Oxford	SYL-KA-514	,,	,,
4	Car Prinze	SYL-KA-1449	,,	,,
5	Car Volkswagon	1386	,,	Scetor No.3, srambari Camp Tripura.
6	Car Volkswagon	SYL-KA-1175	,,	,,
7	Car Vauxhall	Engine No. 1419407	,,	,,
8	Car Vauxhall	CTG-KHA-972	,,	,,
9	Car Volkswagon	SYL-KA-1695	,,	,,

Memo. No. 300/Cab. Dt. 1.11.71.
D.O.

Sd/-H.T.Imam
Cabinet Secretary

SECOND-HAND DRY CARGO COASTERS

Broad Specifications :

1. Length	Not exceeding 200 ft.
2. Dead Weight	1000 tons
3. Draught	not exceeding 13 ft.
4. BHF	not exceeding 960 H.P.
5. Engine	Single screw 4 stroke-Dissel

	Reversible compressed air start using marine diesel fuel Directly driving a fixed pitched propeller
6. Speed	10-12 knots
7. Classification	Lloyds-100 A1 or equivalent

SECOND-HAND VEHICULAR-CUM-PASSENGER FERRIES

Broad Specifications :

1. Length	125 ft.
2. Beam	35 ft.
3. Draught	4’6”
4. Speed	10 knots.
5. Capacity	6 loaded trucks having 7 tons loaded weight ench or 24 cars and 100 passengers.
6. Propulsion	4 stroke diesel engines compressed air start and using high speed diesel oil. Total horse-power 650 B.H.P.- geared drive-twin screws and twin rudders. Fixed pitched propellers. Two light engines 110 V.A.C.

………..

SECOND-HAND SHALLOW DRAFT DRY CARGO VESSELS
(Landing Craft Type)

Broad Specifications :

1. Cargo carrying capacity	500 tons
2. Draught	0′ 00″ Forward. 6′ 00″ Aft (maximum)
3. Engine	Single screw : Diesel
4. Speed	10 knots.

………..

SECOND-HAND OIL TANKERS

1. Length	200 ft. approximate
2. Draught	12 ft. loaded.

3.	Class	100 A1 for coastal services in East Pakistan with Lloyds Register of shipping or equivalent.
4.	Speed	Fully loaded service speed of 10 knots.
5.	Propulsion	4 stroke normally aspirated slow speed diesel engine from any reputable builder, horse-power not exceeding 960. Compressed air start reversible engine directly driving single fixed pitched propeller.
6.	Auxiliaries	3 diesel generators 440 A.C. (220 V. for accommodation). Electrical driven pumps for fire, general service and ballasting.
7.	Cargo Capacity	Six cargo tanks with total cargo capacity 1000 long ton. Two cargo pumps driven either by generator diesel or A.C. motors each of pimping capacity 200 tons per hour.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণায়ের দু'টি পত্র	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Ministry of Defense

No. A-001/139 (2) Dated 10.11.71.

To

Mr. M. Hossain Ali,

High Commissioner for Bangladesh,

Govt. of the People's Republic of Bangladesh,

9, Circus Avenue,

Cal-I7.

Sub: Placement of fund for the purchase of Woolen Blankets, Pull-over etc. for the forces.

I am sending herewith an amount of Rs. 1,50,000/ vide cheque Nos. 25673 & 25676 of the Mercantile Bank Ltd. for the purpose of purchasing Winter Cloths for forces as per our requisition. The requisition will be sent to you for time to time in this regard. The cheques are sent to Mr. Matiur Rahman, Assistant.

Kindly acknowledge receipt of the cheques.

Defense Secretary.

………….

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH.

Ministry of Defense
No. A-001/140 (3)
10th November, 1971.

Mr. Moniruzzaman,
Reception Camp.

Mr. Tazul Islam, student of L. O., Burimari is going to you for arranging truck for the shipment of woolen clothing’s etc. for forces. Please help him in this regards.

Defence Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

MUJIBNAGAR.

Memo No. November 10,1971.

ORDER

Mr. M.A. Gafur, is appointed to act, as Chief of the Engineering Division in the Planning Cell under Bangladesh Govt. until further orders.

The appointment is made in the interest of Public Service.

The order shall come into force with effect from September 21st, 1971.

BY ORDER OF THE GOVT. OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANOLADESH.

Sd/-

(M. Noorul Quader)
Secretary
Genl. Administration Department

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিদেশে প্রস্থানকারীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণায় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE.

Memo. No: A-006/145(2) Dated 11th Nov. 1971.

To : The Deputy Secretary,
Ministry of Home Affairs.

Ref : His No. HD/41/274/1, dated 5.11.71.

No form designed by you as stated in the memo refd above, has not attached in the letter.

Please send the forms.

For Secretary, Defense.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.
MINISTRY OF HOME AFFAIRS.

Memo No. HD/41/274/1 NOVEMBER 5,1971.

From : M.K. Chowdhury, Deputy Secretary,
Ministry of Home Affairs.

To : Mr. A.Samad,
Secretary,
Ministry of Defense.

The undersigned brings it to your notice that the Government’s policy is to discourage the young people to leave the country. As such, it was agreed to have strict scrutiny of the intending young applicants.

Attached herewith kindly find a form designed by us for this purpose. In cases where we consider references necessary, we shall send this form to you for the clearance of the Ministry of Defense. This is for our own satisfaction to the effect that the applicants in question can and should be recommended by us to the Ministry of External Affairs, Govt. of India, for grant of travel document to the applicants.

In view of the possible pressure of work which you may have, we shall be highly oblige, if you authorize an Officer in writing for issuing clearances on behalf of the Ministry of Defense to cases referred by us. The name of the Officer may kindly be intimated to us.

(M. K. CHOUDHURY)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলসমূহের বে-সামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

EXTRACTS TAKEN FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON MONDAY, NOVEMBER 11, 1971.

MISCELLANEOUS-Civil Administrative set-up in liberated Bangladesh.

The Acting President presided. The Prime Minister and all the Members of the Cabinet attended. The Cabinet Secretary was present. The following attended by special invitation:

1. C-in-C.
2. Mr. Fatah,
3. Secretary, Defense.

The problems in setting up civil administrations in the liberated areas were discussed.
The following points were made:

a) No piece-meal solution of the problems will have any effect. While trying to tackle these problems we must take up the entire gamut of civil administration.

b) Law and order, rehabilitation, arrangement for food and other essential supplies, housing, essential services such as medical facilities etc. will pass problems of inconceivable dimensions,

c) Before drawing up plans we should also have the minimum data available to us.

d) A technical paper on the basis of the guide-lines given by the Cabinet may be prepared by the Secretaries, who have direct knowledge and experience of the working of civil administration.

e) While establishing Law and order the question of screening collaborators will naturally came up. It is suggested by some people that the collaborators have been mostly forced to help the enemy in the interest of their very existence. It has been reported by the various agencies, both national and international that the majorities of the Government employees is Bangladesh supporters at heart and are in fact, covertly helping the cause.

(f) Very large scale purge of the Government employees may create an administrative vacuum which may be difficult to fill in. It may also create political problems.

g) Inspite of these problems where administrative vacuum is found to be inevitable some kind of arrangement has to be worked out. Political workers may also be utilized.

h) Whatever the problems, the revolution must be carried forward to build the country.

DECISION

A Sub-Committee of the Secretaries, either directly concerned with the problems or having administrative expertise will be formed to examine the various facets of the problem of setting up civil administration in liberated Bangladesh, of maintaining law and order, arranging essential supplies and services, providing food and accommodation to the temporarily uprooted people, arranging relief and rehabilitation for the displaced persons, restoring normalcy and creating a sound base for not only a quick recovery of the economy, but for future development of the country on the lines of the principles already enunciated by the Government. The Sub-Committee will submit a comprehensive report containing their findings and recommendations to the Government as early as possible. Mr. A. Fatah will act as the Chairman of the Sub-Committee, with the following as Members:

1. Secretary, Defense.
2. Secretary, Home.
3. Secretary, Cabinet.
4. Secretary, Finance.
5. Secretary, G. A.

More members may be co-opted, if necessary. The C-in-C, the Planning Cell and other functionaries of the Government will also be associated with the work of the Sub- Committee.

Sd/-ACTING –PRESIDENT.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক তথ্য সচিবকে প্রদত্ত রাজাকারদের প্রতি সরকারী নীতি ব্যাখ্যা	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	নভেম্বর, ১৯৭১

A.SAMAD
Defense Secretary,
Govt. of the People's
Republic of Bangladesh.
November, 1971.

My dear Anwar-ul-Haque

The policy so far being followed towards Razakars is as under:

a. Appeals and suggestions for surrender should go out through various radio programmes.

b. News regarding Razakars' casualties will be under plan. Only that much will go, which will be sufficient to keep a fair with Razakars actively cooperating with Pak Army or doing arsenals, etc., are getting punished.

c. Even for Razakars who surrender, word 'captured' will be used while giving news. This has been necessary because Pak Army is retaliating on the families of Razakars who have surrendered. The impression of 'capture' is being given to give whatever protection is possible to the families of Razakars, who voluntarily surrender.

2. The above guidelines may kindly be followed.

With regards.

Yours

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মুক্তিফৌজের জন্য ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য সংক্রান্ত আলোচনার রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

DISCUSSION WITH COL. LUTHRA RE MEDICAL RELIEF.

I had been to see Col. Luthra this morning and discussed the following subjects:

1. Ambulance supply to Mukti Bahini.
2. Medicine supply to Mukti Bahini and Liberated Areas.
3. Convalescent Home Accommodation.
4. Secret Cabinet Assignment.

1. Ambulance supply to Mukti Bahini:

Nineteen Ambulances have been procured and released so far, for different Sectors. Exact dates of departure and arrival of these Ambulances to the location specified and the authority to maintain and handle them will be known to us by tomorrow. It may be mentioned here that Col. Luthra had, on the spot, discussion with host and our Sector Commanders together at Tura and Shi I long. Both the Sector Commanders agreed that if 2 Ambulances are placed at each place, they will be able to cope with the emergencies. These 4 Ambulances have already reached their destinations-2 at Tura and 2 at Shillong- as per arrangements made with Col. Luthra and the Sector Commanders. They were actually dispatched from our Head Quarter, carrying our medicines to our Sector Commanders.

Man from Shillong has already returned with a receipt and another man has also just returned from Shiliguri, delivering our medicines to our Sector Commander No.6 I shall let the authority know as soon as I have further knowledge about Ambulances.

2. Medicine:

Arrangements have been made by Col. Luthra to supply medicines from their Regional Stores located at Shilliguri, Gauhati, Shillong and Agartala, to our Sector Commanders on monthly basis on the requisition of Sector Medical Officers. If there is any difficulty, he will take up the matter on my report to ensure the supply.

As regards the Hospitals and Dispensaries at Rowmari an adhoc supply has been arranged to start with. This medicine will be available within a week. This has been settled in the presence of local M.N.A. -Mr. Sadakat Hussain.

As regards other liberated areas, they have made unit of 25,000 populations for medical supplies on a Dispensary basis in all our Liberated Zones on our report. The medicines will be supplied locally to our employed Doctors.

3. Convalescent Home Accommodation:

I have requested Col. Luthra to find out suitable homes for convalescent Mukti Bahini patients anywhere in West Bengal, either at one place or at different places, to

accommodate 300 such patient. The entire cost will be borne by the Hariana-Bangladesh

Mukti Shahayak Samity under Chairmanship of Mr. Guljari Lai Nanda through its Treasurer, Mr. M.K. Bhimani.

4. Secret Cabinet Assignment:

I have received the secret instruction from the Cabinet Secretary to undertake the job with the help of Col. Luthra. He has asked me to collect the victims at one place through Social workers. I have requested him to place fund and transport at my disposal to send Social Workers to various camps. He has instructed his Director for Medical Relief. We shall pursue the matter. I have made local arrangements for the treatment.

Finally Col. Luthra is going along the border in Eastern Sector from 5th November. I have suggested that I should go along with him to ensure actual supply of gifts of medicines from his source.

(DR. T. HOSSAIN)
Secretary,
Deptt. of National Health &
Welfare.

Memo No. HS/348(12), dt. 13.11.71.
Copy to:

1. P. S. to Acting President.
2. P. S. to Prime Minister.
3. P. S. to Foreign Minister.
4. P. S. to Finance Minister.
5. P. S. to Home Minister.
6. C-in-C.
7. Col. Luthra.
8. Cabinet Secretary.
9. Foreign Secretary.
10. Defence Secretary.
11. General Administration Secretary.
12. Finance Secretary.

Administrative Officer,
Deptt. of National Health &
Welfare.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের হিসাব সংক্রান্ত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET. MOST IMMEDIATE

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH
(CABINET DIVISION)

Memo No...../Cab Dated, November 14, 1971.

To

Mr. K. A. Zaman,
Secretary,
Ministry of Finance.

Sub: Budget for the period from October, 1971 to December, 1971.

Ref: Your memo No. FIN/39/71/430 dated 13.11.71

At the time of inclusion of the budget in the agenda for the Cabinet meeting to be held on Monday (Nov. 15, 1971), the Prime Minister desired that before circulating the budget papers to the Acting President, the Prime Minister and the other Ministers, we should ensure that the demands of all the Ministries, departments and agencies of the Government are reflected in the budget. On scrutiny of the abstracts of the budget it appears that certain allocations and sanctions earlier made by the Cabinet and the Prime Minister for Ministries, and agencies against specific demands have not been shown in the budget. I feel that these ad-hoc sanctions made earlier within the period beginning from October 1, 1971 should also be reflected in the budget. I may quote the following specific instances:

a) In its meeting held on October, 7, 1971, the Cabinet was pleased to sanction an amount of Rs. 10,00,000/00 (ten lakhs) for Defense Medical Service (Health) (Extracts sent to you vide this office memo No. 246(6)/ Cab. dt. Oct. 25, 1971).

b) In the same meeting, the Cabinet was pleased to sanction another amount of Rs. 5, 50,000/00 for Health Civil Medical Service. (Extracts sent to you vide this office memo No. 247(4) Cab. dt. 25.10.71).

c) The Cabinet sanctioned an amount of Rs. 50,000/- for the Care of dependants of the Shaheeds and disabled soldiers etc. in its meeting held on October 30, 1971. Extracts sent to you vide this office memo No, 294(3)/Cab. dt. 1.11.1971.

d) A sum of Rs. 7, 00,000/- (seven lakhs) was sanctioned for the procurement of winter clothing’s for the Muktibahini, by the Cabinet in its meeting held on

October 30. 1971. (Extracts sent to you vide this office Memo No. 294(5)/Cab. dt.Lll.71).

e) Provision was also made for the procurement of winter clothings for the boys of Youth and Reception Camps in the same Cabinet meeting held on 0ct/30, 1971 (Extracts sent to you vide this office Memo No. 294(5)/Cab. dt. 1.11.71).

f) Allowances for the JCOs and other ranks have been enhanced with effect from November 1, 1971 by a decision of the Cabinet on 0ct/30,71. (Extracts sent to you vide this office memo No. 297(5)/Cab.dt. 1.11.71.)

g) In the meeting of the Cabinet held on Nov.l ,71, decision was taken to grant advances for winter clothing's and also to issue woolen pull-overs to the class IV employees free of costs (Extracts sent to you vide this office memo No. 316(2)/Cab. & 313 (2)/Cab. dated 3.11.71).

h) On November 7, 1971, the Prime Minister approved the Organizational set-up and the budget for Rs. 1.00,000/00 (one lath) for three months submitted by the Planning Cell. This was placed before the Secretaries Committee on Wednesday (10.11.71) and processed.

Items listed above in paragraphs (a), (c), (d) and (f). relate to the Defense Directorate as far as I understand. These items may either be shown under a sub-head of the Ministry of defense or separately against a new item titled as Defense Directorate. Obviously, Rs.33, 000/00 demanded by the Ministry of Defense as their recurring expenditure cannot include much bigger sums.

In view of the above and in the light of the Prime Minister's observation that all requirements of all the Ministries and Agencies should be reflected in the Budget. I would request you to please recast the Budget proposals and place them before the Cabinet meeting to be held week after next, that is, on Monday, November 22, 1971.

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary.
14.11.71.

Memo No....... (3)/Cab. Dated November 14,1971.

Copy to: 1. the Prime Minister for favor of information with reference to his verbal instructions.

2. the Minister for Finance.

3. the Defense Secretary.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
14.11.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কে স্বাস্থ্য দফতরের কতিপয় চিঠি	বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
MUJIBNAGAR

Memo. No. .HS/455(l)/5 Dated, 15. 11. 71.

From:

Dr. T. Hossain, MS, FRCS. Secretary,

Ministry of National Health & Welfare. Mujibnagar.

To:

Col. P. N. Luthra,
Addl. Secretary,
Govt, of India.
Calcutta.

Dear Col. Luthra,

Re: Tangail Liberated Area.

You will be pleased to know that most of the district of Tangail is now liberated. The population of the liberated area is approximately 1.8 million. They have no medicine.

As you decided, you will provide medicine for a dispensary for each 25,000 people. Accordingly, medicine for 72 such dispensaries may kindly be sent to Tangail, through Mukti Bahini Channel via Tura from Gauhati.

This gift will be greatly appreciated and boost up the morale of the people.

Kind regards.

Yours Sincerely,
(Dr. T.
HOSSAIN)

Copy to;

i) P. S. to the Prime Minister.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH & WELFARE,
Mujibnagar.

Memo No: Dated, 22.11.71

To:
The Medical Officer Incharge
Sector No. 9.

You are requested to fill up the Bio-data form enclosed herewith and submit it to this office immediately as desired by Government.

(DR. T. HOSSAIN)
Secretary,
Department of National Health &
Welfare.

Memo. No: HS/477/l(4) dated 22.11.71.
Copy to: 1. P.S. to Prime Minister.

2.P .S. to President.

3.Commander, Sector 9.

4.Office copy.

(N. HUQ)
Administrative Officer,
Deptt. of National Health & Welfare.

………..

SECRET

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH & WELFARE
MUJIBNAGAR.

Memo. No. HS/492, Dated, the 23rd November, 1971.

From:
Dr. T. Hossain, Secretary,
H&W.

To:
Mr. A. Samad,
Secretary,
Defense.

Dear Mr. Samad,

Ref; Armed Forces Medical Supply and Medical Store.

After my office was shifted, you did not have any more communication with me regarding the Armed Forces Medical Supply.

My staff working in the Medical Store reported to me that one Dr. Shamsul Haque has been brought in without consulting me and placed in charge. It is also reported that the said Doctor asked the Special Officer in charge of the Procurement & supply of medicines on behalf of this Department not to handle the store anymore.

I was surprised to hear about it in connection with the store of medicines kept there after being collected from Indian Medical Relief Department for the liberated areas of Patgram, Lalgola and Bagda where Cholera has occurred in epidemic form. The local representatives have come to collect these medicines and are moving about for the last two days.

Pending the solution of major problems in which you, me and the C-in-C are involved, by the Prime Minister, may I request you to kindly help to release the medicines of liberated areas to the local representatives through the Special Officer.

Kind regards,

Yours Sincerely,

Copy to:

P .S. of Prime Minister

………….

Copy

Headquarters 8
Sector,
Bangladesh Forces.
No. JS/39/XI/A,
17th November, 1971.

From: Major M. A. Manzur,
Sector Commander.

To: Dr. T. Hossain, MS, FRCS.
Secretary,

Ministry of National Health & Welfare
Mujibnagar.

Dear Dr. Hossain,

Thank you very much for the cheque (Rs. 15,000/-). The amount will be utilized for providing medical facilities to my troops.

Regarding the selection of a site for the hospital and its running, I suggest you do the needful through your departmental resources with the help of the Political leaders. It is not possible for me to under-take any such responsibility at this critical moment. The

need for establishing such a hospital is an urgent one, and whatever is to be done in this regard should be done without loss of time.

With best wishes.

Yours Sincerely,
Sd/-
M. A. Manzur.

It relates to the proposed M. D. S. at Kalyani.

Prime Minister's selection of authority is solicited if the proposed Hospital is to be built up at Kalyani.

(DR.T. HOSSAIN)
Secy., H & W.

Memo No. HS/498, dt. 23. 11. 71.
Copy to : Secretary, Defense.

P. S. to the Prime Minister.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা বিরোধীতা সংক্রান্ত সংবাদ	‘বাংলাদেশ সরকার’ বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ	১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

Vol. 1. November 17, 1971. No. 21.

PRESIDENT'S FOUR POINTS REBUTTAL FEELERS

This is no surprise at least to the political circle of Bangladesh that there will be definite attempts to create a cloud of confusion by the friends of Pakistan in the wake of definite victories by the gallant Mukti Bahini. These attempts are by now quite obvious due to the so called feelers from certain Western countries.

The Bangladesh leadership could correctly read that such an attempt might be made as early as in the month of June 1971. Therefore in the fitness of things the Acting President of Bangladesh Syed Nazrul Islam made it very clear at that time that the question of settlement with West Pakistan can only be pondered over when four pre- conditions enunciated by him, and described below are fulfilled.

Fresh and fresh attempts have been made by friends of Pakistan to float feelers hinting towards a political settlement between the Awami League leaders and W. Pakistan Military junta. These are no necessity of fresh countering of these feelers because our Acting President's four pre-conditions are enough to reply to these wishful thinkers.

The determination of the Government of Peoples of Bangladesh is too clear to be reiterated. Time without number it has been said that nothing but total independence is our goal. Any proposal short of independence has been rejected summarily by the Bangladesh Government.

Sources close to Bangladesh Government said here on November 14, 1971 that, Bangladesh official position in respect of initiating a dialogue with Yahya Khan of Pakistan has been spelt out very clearly and many a times.

When the Government of Bangladesh has already taken up a public position on this point there is no necessity or scope of any political feeler from any quarter to the same end. Bangladesh Government or leaders are not in touch with any foreign source or quarter in order to meet any body of Pakistan.

The purpose of this sort of news is only to divert attention and confuse the people engaged in fighting day in and day out to annihilate the Pakistani brute in Bangladesh. People of Bangladesh and all their sympathizers all over the world require to be cautioned not to give any importance to these diversionary tactics of the well wishers of Pakistan.

Four pre-conditions have already been laid down by the Acting President Syed Nazul Islam for settlement with West Pakistan. Those are:

(i) Recognition of Bangladesh as free and sovereign country,

(ii) Withdrawal of Pakistan forces from Bangladesh,

(iii) Unconditional release of Sheikh Mujibur Rahaman and

(iv) Compensation for the loss inflicted on the people of Bangladesh due to army atrocities and for the disparity existing before 25th March, 1971.

Gallant Mukti Bahini is replying to Yahya in the language of weapon as he started it. on 25th of March, 1971 and they will continue to do so until total independence is achieved which is the declared policy of the Government of Bangladesh.

Published by External Publicity Division, Ministry of Foreign Affairs, Government of The People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar, Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পরিকল্পনা সেল কর্তৃক, 'কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE PLANNING CELL
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH,

Memo No. 108/PC/71 Dated, November 18, 1971.

Dear Mr. Prime Minister,

I am sending an ad-interim report on the Community Development Project. It has been prepared keeping the whole of Bangladesh into account. It can be cut to the size of any particular area such as a thana (i.e. the area covered by a thana) or a union board (i.e. the size of the existing council) or a village, as & when, such an area is deemed suitable for its application. The relevant Ministry can do it or if the Planning Cell is asked to do so, it will be glad to do it.

The report was discussed at a meeting of the Planning Cell held on 16.11. 71.

The Planning Cell wishes to put it on record that this plan will be subject to the overall economic policy which the Government may adopt in due course.

Yours sincerely,
(MUZAFFAR AHMED CHOUDHURY)
CHAIR MAN
PLANNING CELL

Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.
Calcutta.

…………….

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME

The Awami League Government is committed to democracy. "A real living democracy shall be established in which people shall live in freedom and with dignity, and in which justice and equality shall prevail" so runs the Awami League manifesto. The Awami League is solemnly resolved to secure to all citizens social, economic and political justice. To establish "a real living democracy" a number of important proposals are embodied into the manifesto. These include: universal adult franchise, direct and free elections, equality before the law, rule of law, independence of the judiciary, fundamental right and freedom, secular social order, full rights of citizenship for the minorities, parliamentary government in which the legislature shall be supreme and to which the

executive shall be responsible. On the political plane this is the programme to translate into reality the two basic democratic values, liberty and equality.

The Awami League Government knows and believes that the liberty and equality of political democracy are hollow unless they are completed by economic liberty and equality. Freedom, if it is to be real, implies freedom from the economic constraint of want, poverty, and hunger, and this is as much fundamental as freedom from the political constraint of military autocracy and dictatorship. To establish economic justice and to give fruition to the longing of the common men for freedom from want, the Awami League is committed to a socialist economic order. In the Awami League manifesto it is laid down, "the basic aim of the economic programme is the creation of a just and egalitarian society free from exploitation. The vision is that of a socialist economic order, in which economic injustice will be removed, rapid economic growth will be promoted and provision shall be made for the just distribution of the fruits of such growth among all sections of the people". To realize this objectives some specific proposals are embodied into the manifesto and these are: private enterprise as the sole vehicle of economic, growth with private profit as the main motive leads to the concentration of wealth in a few hands and to the control of the key sectors of the economy by powerful private coteries, making it impossible for the goal of social justice and equality to be realized; this is to be altered and removed by nationalization and extension of the public sector, by the development of cooperation enterprises, and by the evolution of new institutional arrangements.

The Awami League Government is thus committed to a socialist economic order based on democratic principles and values. Its main task is bring about a social and economic revolution through democratic process.

The villages, more than 65,000 in numbers, seem to be the appropriate centre where these political, economic, and social goals can be translated into action. Let us have a hard look at the objective conditions prevailing in Bangladesh. Bangladesh is predominantly a rural and agrarian society, depending on agriculture for its sustenance, employment, and exports. Nearly 65 per cent (department of agriculture) of the national income of Bangladesh is derived from agriculture, and the industrial sector contributes only 10 per cent to the total national income. Only 5.9 per cent (1961 census) of the total population lives in the urban areas and 94.8 per cent in the villages.. It has one of the highest densities of population 922 persons per sq. mile. The percapita income is only 5.56 (Dr. H. Huq). Its industrialization is rudimentary, its monetization limited, and its financial superstencture inadequate. On top of it there is a chronic shortage of food which has been aggravated by the cyclone of 1970 and by the present genocidal war with unparalleled brutalities unleashed on 'Bangladesh by the West Pakistani military rulers.

The real Bangladesh lies in these villages, more than 65,000 villages. Our people are condemned to an unimaginable alyss of poverty due to the criminal negligence of past governments to agriculture, and, the pursuit of a capitalist economy which has the effect of transferring the purchasing power of the community to the members of some 22 families. Our lands are the most fertile ones in the world, and yet our people are the poor-

est. But the present liberation struggle which also involves a mighty social revolution has awakened our people to an unprecedented degree.

The people are wide awake today. They are no longer the passive objects of policy but its main driving forces. Acutely anxious inquiry has moved from the question "who are the poor?" to the fundamental question "why are they poor?" There is no getting away from answering this fundamental question. The problem of poverty is not a problem of individual character and its waywardness, but a problem of economic and industrial policy and organisation. The issue has to be tackled first at its source, and only secondly in its manifestation.

The villages, as already stated, are the appropriate centers to put into effect the socialist economic order based on democratic values. The task of bringing about a social and economic revolution through democratic process must begin in the villages where 94.8 percent of the people live. The Community Development and National Extension projects are the effective means of bringing about the social and economic transformation of the village communities. The community development projects have, therefore, a place of capital significance in those sectors of our national life, which bear most closely upon the welfare of the rural population.

The Community Development Projects have three important aspects. First, the community development projects and the national extension services are intended to be the areas of intensive effort in which development agencies of the government work together as a team in programmes which are planned and co-ordinate in advanced. The activities comprised within the community development and national extension projects must be regarded as an integral part of the programme for improving all aspects of rural life. Second, the essence of the programme is that the villagers who are actually conscious of their miseries come together for bringing about social changes, that is, building a new life for themselves and participate with increasing awareness and responsibility in the planning and implementation of projects, which are material to their well-being. The programmes provided them with new opportunities, and. in turn, through their active participation in planning and execution; they give them a distinctive quality and enlarge their scope and influence. Self-help and co-operation are the basic principles on which the movement rests. Its main purpose is to provide opportunities for leadership lo grow from within. In essence it is a movement for social development, which will embrace all sections of the rural communities. Third, the movement should bring within its scope the entire rural communities and enable them to take their place in the co-operative movement and other spheres in their own right. It will develop the initiative and add to theoreativity and inventiveness of our people. It is on account of these, features that the community development projects are regarded as the normal pattern of a socialist economy based on democracy in action.

Community development means voluntary self-help by the village communities. It purpose is to transform the social and economic life of the village. The basic philosophy underlying the programme is that the social and economic development will not be sustained unless the village people are convinced of the need for such development and participate actively and enthusiastically in the work. The basic problems are to be solved

by the villagers themselves. The government agencies will assist the village communities to satisfy the recognized needs, by teaching them new skills, when necessary, by improving upon the existing skills, by bringing advanced technical knowledge to bear on the village needs and by obtaining financial assistance from government funds to support and galvanize the voluntary community effort. The leadership must come from the people. It partakes the nature of a movement in which the villagers are in the dominant position and the governmental agencies occupy the subordinate ones.

The Community Development Programme is designed to support this voluntary community effort. It consists of a number of schemes each of which falls under one of the following aspects of rural community life.

1. Agriculture

(a) animal husbandry;

(b) irrigation;

(c) reclamation:

(d) better seeds

(e) fertilizers:

(f) other inputs

2. Health and Rural Sanitation

(a) Medical facilities

(b) Doctors

(c) Pure drinking water

(d) Cleaner environment

3. **Education**

(a) Adult education

(b) Social education

4. Communications

(a) Roads

(b) Bridges and culverts

5. Rural arts, crafts and industries

6. Housing

The initiative for transforming the social and economic life of the rural communities must come from the villagers themselves. Self-awareness, self-examination, and self-help are the main driving of this movement. It depends entirely on the willing and voluntary and enthusiastic participation by the people.

To create congenial conditions for the movement to grow, a group of volunteers who are themselves imbued with the philosophy behind it is essential. There are many young men who are waiting to join the Mukti Bahini, but all of them may not be taken in the

Mukti Bahini. The social volunteers necessary for the movement may be recruited from among these young men. In course of their work they may be given a short course of training in the philosophy (social, political, and economic aspects) of the movement. With this background the social workers will be in a position to impart the motivation to our people. Their main function shall be to generate a movement which will embrace all classes of the villagers, and to create conditions so that the movement is sustained and carried on by the villagers themselves through their increasing awareness of its supreme necessity.

In the past there was no democracy in the real sense in the country at any level. With an autocratic and dictatorial centre, there cannot be any democracy at the circumference and vice-versa. It is hoped that in future there will be democracy both at the centre and at the circumference. This alone can ensure effective and meaningful participation by the people in the movement. It must have the character of a movement so that the people can be attracted to it.

The precise number of social workers will depend on the area and size of the population and also on the availability of workers. The workers must be devoted and energetic. They must try to get into the skin of the people and create a living fellowship with the rural people. By their conduct, character, behavior and attitude they must create the impression that they are a natural and normal part and parcel of the village communities. Complete avoidance of arrogance and a friendly attitude on their part will draw the people to the movement. A serious responsibility is imposed on the social workers who must realize it themselves.. It needs creative and effective backing of the political leaders who will look upon politics as the grand avenue for service to mankind.

COMMUNITY DEVELOPMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

The local self-governing bodies-village Panchayet, the Union Board Development Block, District Board-shall be integrated with the Community Development Projects. These local self-governing bodies seem to be the appropriate institutional mechanisms for this purpose. Detailed administrative arrangements are discussed in the next section.

The fundamental assumption on which the whole edifice of local self governing bodies is based is that good government is no substitute for self government. It begins by admitting the obvious fact that all problems are not central in their incidence, and that to leave to the Central Government the decision of problems which affect only a portion of the community is to destroy in that portion the sense of responsibility and the habit of inventiveness. The inhabitants of a given area need a consciousness of a common purpose, a sense of the needs of the neighborhood, which only they can fully know. They then find that the power to satisfy them of themselves gives to them a quality of vigor for greater in the happiness it produces than would be the case if satisfaction were always provided by or controlled from, without. Because, administration from without lacks the vitalizing ability to be responsive to local opinion; it misses shades and expressions of thought which are urgent to successful government. It lacks the genius of the place. It does not elicit creative support from those over whom it rules. It makes for mechanical uniformity, an effort to apply similar rules to unsimilar things. It is too distant from the

thing to be done to awaken interest from those concerned in the process of doing it. Centralized management of local affairs may well provoke indignation, and it can never elicit creative support which constitutes ethics of Local Self Government and Community Development.

Some problems

1. **The Area:** The area of Local Self-Government should be as small as possible.

2. Constitution of local bodies at the village and district level.

(a) (i**) Village Panchayets**, headed by member elected from that village to the Union Board, to be responsible for all village level development and administrative functions.

(ii) The base workers, trained in Youth Camps, will work in their own villages in a locally organized Rural Development Programme.

(b) **Union Board** to consist of 10 to 15 members directly elected by the people on the basis of Universal Adult Franchise.

(c) **Development Block**: Thana level co-ordination to consist of the Chairman of the Union Boards within the Thana for co-ordination. They,will be assisted and, guided by the officers at .that level.

(d) **The District Board** to consist of such number of members as the population of each district would warrant. They will be elected directly by the people on the basis of Universal Adult Franchise.

(1) The Chairman of the District Board should be the first citizen of the district. He may be given the status of a Deputy Minister.

3. Functions:

(a) Statutory and routine functions.

(b) Development Work-Community Development.

4. Committee System

5. Finances

(a) Local Taxation

(b) Government Grant

(c) Development Grant

6. Relations with the Central Government

7. Local Self-Government Civil Service

(a) Recruitment

(b) Local Bodies to have full and complete control on the offices working under them.

(c) Pay and other conditions of services.

8. A cadre of reconstruction workers-Wholly devoted to Community Development.

N.B. A detailed scheme about the rural administration both at the District and Union Levels will be submitted along with the report on general administration.

Administrative set-up for Community Development

Bangladesh is a geographically compact area. For purpose of Community Development, each thana or police station may be regarded as the Development Block (henceforth, the thana shall be called a Development Block). On average each thana or Development Block consists of 158 villages, and there may be little veriation here and there. In each thana there are on average 10 to 12 Union Councils, and these Union Councils will be renamed as the Union Boards. Each Union Board consists of 10 to 15 villages on average.

There will be one Block Development Officer for each Development Block. There will be eight Extension Officers, one for each of the following subjects:

1. Agriculture
2. Animal Husbandry
3. Rural Engineering
4. Social Education
5. Programme for women and children
6. Co-operation
7. Rural Industries
8. Village Panchayets and Union Board

Apart from these there will be 10 village level workers or social workers and two women village level workers for each Union Board Area.

In addition, there will be one agricultural assistant for each Union Board.

There must be a Medical Officer for the primary health centre, with supporting medical personnel. Each Block will have primary health centre. Gradually there will be a primary health centre in each Union Board, also in each village. In 1992 or 1995, each village will have a primary health center, other things remaining equal.

To cover the whole of Bangladesh, the following number of officers of each category will be necessary to start with.

1. Block Development Officer	411
2. Extension Officers	3288

3.	Agricultural Assistants	4046
4.	Village level workers of volunteers.	40460
5.	Village level women workers or volunteers	9092
	Total	86,297

B.D.Os will be members of the existing or reconstituted cadre of the Government personnel. These Block Development Officers should be thoroughly familiar with all aspects of village life. By their work and conduct they should be in a position to create a living fellowship with the village people. They should be men of maturity, drive, and initiative. Their salaries and remunerations will borne by the Government. Their responsibilities of each B. D. O. include:

(1) to organise and attempts to ensure that the objectives, methods and contents of the Community Development Projects are understood by the village people throughout the block;

(2) to design an integrated working plan for the block;

(3) to guide and supervise the work of the staff in the block;

(4) Proper utilization of funds and to maintain accounts and records;

(5) to see that the initiative comes from the villages;

(6) to build up stocks of equipment necessary for the community development activities and to establish and maintain supply lines in order to achieve timely execution of the plans;

(7) Staff meetings for discussion;

(8) to tour the block area for a prescribed number of days.

Training On appointment these officers shall receive a one month course in orientation training and a further two-month course of job training on their own.

A sufficient number of orientation and study centers will have to be set up. This will be the responsibility of the Ministry of Community Development and Local Self Government at the Centre.

Extension Officers and their common functions and duties. These comprise:

(1) to assist and advise the B. D. O. in all matters concerning their respective specialties.

(2) to collect and supply to village people and their organizations at all levels all available technical knowledge, and other available data;

(3) to satisfy the questions raised by the village people about the methods;.

(4) to collect and supply and information’s about the detailed schemes, and to render all help when necessary;

(5) to keep in touch with policy developments in their parent departments;.

(6) to provide technical support for all the village level workers.

Each Extension officer shall have a number of particular duties and functions relating to his specialty.

(1) Agricultural Extension officer;

(a) to study the work of the various institutions of agriculture;

(b) to explain to villagers the recommended measures for improving fields in the block. He must himself participate in the work with the villagers for a specified number of hours in a week.

(c) to organise demonstrations through Union Boards and Village Panchayets in close co-operation with the village level workers, and to keep charts and other exhibition materials relating to agriculture programme; and

(d) personal contact with farmers, registered seed growers and other village leaders.

(2) Extension officer for Animal Husbandry:

(a) To work as veterinary officers in charge for a dispensary, educate and assist the village people in the proper can, improvement, and use of cattle,

(b) To encourage co-operative effort in production and marketing of milk and other produce;

(c) To take steps to improve grasslands and other fodder crops and to encourage fisheries development;

(3) Extension Officer for Rural Engineering: (Overseers)

(a) to prepare and plan estimate for construction work under taken on a grant-in-aid basis :

(b) to supervise all such construction works and arrange for the release of grant-in-aid functions.

(4) Social Education Officer:

(a) to make arrangement for adult literacy classes and follow up activities (such as newsletters, pamphlete and circulating libraries)

(b) to organise village youth in groups and clubs and suggest useful projects in which they can participate and arrange cultural and recreational activities...

(5) Extension officers for Women and children:

(a) to organise village women's Committees

(b) to organise Mahila Samities, where-ever possible and to suggest suitable projects for their benefit;

(c) to encourage parents to send their children to schools, to promote habits of cleanliness among the people; and to encourage the village people to start schools, particularly for the girls.

(6) Extension Officer for Co-operation:

(a) to encourage each family in the block to belong to some co-operative society (there may be two types of co-operatives:- (i) agricultural co-operatives and (ii) consumer co-operatives):

(b) to help to organise new co-operatives;

(c) to inspect regularly all co-operative societies; and

(d) to ensure that co-operative societies get financial aid and supplies without delay.

(7) Extension Officer for Industries:

(a) to help individual artisans and their co-operative societies in the supply of equipment and the marketing of goods;

(b) to supervise and inspect village industrial institutions;

(c) to assist the people in the development of various types of rural industries-carpentry, brick-making, tailoring, iron work, weaving, pottery, bee-keeping, and fishing, etc,

(8) Extension Officers for Village Panchayets:

(a) to encourage the villagers to resuscitate the moribund village panchayets,

(b) to explain to the people their purposes, organisation and Recruitment of Extension Officers:

It is not possible to ascertain with accuracy and certainty the precise number of officers of this level who might be available at the moment. They may be recruited either directly from colleges giving degrees for the post, from the ranks of the parent departments or from the suitable educated young men who are waiting in the various youth camps but may not be taken in the Mukti Bahini or from village level workers Suitable training arrangements are to be made for village level workers for each Union Board, Village Level Women Workers:

Village Level Women Workers:

For each Union Board there shall be two village level women workers. All efforts should be made to encourage the women to act as village level workers.

But it may not, be possible to obtain such a vast number of village level women workers. In such an eventuality it will be necessary to fill up the vacancies by the male village level workers.

Village Level Workers and their Functions:

The duties and functions of the village level workers reflect in microcosm this purposes and scope of the community development organisation. Their specific jobs may be grouped into seven classifications:

1) Educative and informative:

a) demonstration of the use of improved seeds, manure, fertilizers, and improved implements;

b) organizing campaigns for greater use of fertilizers and artificial insemination;

c) Giving advice on balanced food for milch cattle, digging of compost pits, rainwater drainage, chlorination of water and rural housing;

d) organizing fairs and exhibition in the villages and distributing or displaying posters, films, pamphlets, leaflets and other audio-visual aids.

2) Ameliorative:

a) Use of first-aid kits for minor ailments;

b) distribution of medicines;

c) first-aid treatment of animal cases for minor ailments and assistance in inoculations and vaccinations of both human beings and cattle;

3) Supply and Service jobs:

a) distribution of improved seeds, improved implements, manure and fertilizers and the conduct of soil and water tests.

4) Construction activities:

a) assessment of needs and resources of the village for undertaking work items;

b) to assist in the preparation of statements of expenditure;

c) to assist in obtaining administrative approval and technical verification of works schemes; and

d) to collect public contributions.

5) Organizing Villages for development:

a) to organise crop competitions;

b) to organise sanitation campaigns; and

c) to organise youth clubs.

6) Collection of Statistics:

a) ad-hoc surveys; and

b) census work.

7) Administrative:

a) receipt and recommendation of applications for loans;

b) maintenance of office records;

c) preparation of progress reports, charts, maps and statements;

d) maintenance of equipment and other stores;

e) attending monthly, fortnightly and emergency meetings; and

f) showing visitors around the circle.

The main job of the village level workers is to change attitudes and practices in the villages through the application of various educative techniques. They must also work for a specified period in a week in the field with farmers

Training

All village level workers shall receive two years training at one of the Extension Training Centers to be set up.

1. Preliminary selection on the basis of short written test to be conducted of the B.D.O. in each block.

2. They must have to pass a few tests-intelligence tests, working tests, manual labor tests, agriculture tests, a public speaking tests, and a games test.

3. Training will be in two parts:

a) Class room instructions, and

b) practical work in actual fields.

c) syllabus: agricultural, engineering, soil management, plant protection, agronomy, animal husbandry, co-operatives, public health, social education, rural industries and crafts and extension methods.

d) Trainees sleep in barracks and eat in a common dining hall. Duties of village Level Workers when they enter the villages:

i) to explain the objectives and methods of community development,

ii) to find out possible village interests in development work,

iii) to fry to discover to whom the village people look for leadership, and

iv) to try to learn what the villagers consider to be their chief problems and what interests they have in solving them.

They are trained to exercise restraint and tact, and they are slowly accepted in the village as friend. They begin, with extreme caution, to prepare the village for action. In doing so, they work mainly through village leader-ship. These village leaders, friendly or hostile, progressive or conservative, guide village thinking and action. A village level worker at work in a village must strike a balance between compulsion and self- determination.

Assistance for Development

1. Technical assistance for community development is provided by a two way channel of communication between the block personnel and research stations or scientific institutes. It brings scientific information regarding village activities directly to village people through trained personnel who can interpret this information to them by relating it to their environment. It also takes village problem to research stations and scientific institutes for solution.

2. Financial Assistance for community development is provided be grants-in-aid; in some cases loans and subsidies are also used. The distinctive character of this assistance is the attempt to encourage self-help in the village by insisting a certain proportion of people's participation is guaranteed before release of loans. This participation may take the form of cash, labor or materials (a) Cash may be either in the form of taxes raised by- Union Boards and Panchayets and donation from individuals. Villagers who contribute labor on a particular work are also contributing to the cost of the work this labor is calculated on the basis of Public Work's Departments estimates of work-load in terms of man-powers, and its rupee value is fixed according to prevailing wage rates in the district of region for type or labor offered. Contributions in kind are valued at prevailing market rates.

Grants-in-aid. These are intended to benefit the community at large. These grants are usually available under the Community Development Programme to construct or repair public drinking water-wells, roads, culverts, schools, dispensaries, and Community Centers.

Loans. Loans are granted primarily for activities which are expected to give specific economic benefit and for which there would seem to be a reasonable chance of repayment. For example, it is common to grant loans for irrigation work.

Subsidy When a programme is new and its usefulness has not yet been demonstrated, a subsidy is granted as an inducement for undertaking it.

All categories of officers, B.D.O., Extension Officers and village level workers:.

1) Extensive tour,

2) Direct, frequent and informal contact with people,

3) participation in different activities, particularly, agricultural activities with the farmers in the field.

Village Panchayets:

In each village there will be a Village Panchayet. The man elected from the village to the Union Board will be the head of the village panchayet (that is, of that village).

The head of the village panchayet will be responsible for all types of work in his village agriculture, animal husbandry, irrigation, social education, communications, rural arts, crafts, industries and housing. It will be his responsibility to carry out these programmes. He will have the assistance of ten volunteers to be recruited from the village. The specific programmes relating to a particular village will be implemented at that level. The panchayet will draw up the plan for his village after discussing with the villagers. The plan will then be submitted to the Union Board and it be integrated with the Union Board plan. It will then go to the Development Block and will be integrated with the plan of the Development Block, i.e. thana. It will then go to the District Board, and from there to the Ministry of community Development and Rural Self Government at the Centre.

Execution of the Plan at the village level.

The leader of the village panchayet will be responsible for the execution of the plan relating to his village. He will be assisted by the villagers and volunteers from his village. Under his guidance these volunteers, will participate in the actual implementation of the plan. They will work with the villagers in the fields and in other activities. They will get all assistance from the village level worker of their Union Board. He will arrange for experts and necessary inputs from the village agricultural co-operatives.

The underlying idea is that all able-bodied man and woman in the village must be induced to earn their bread by their own work. He who shall not work shall not eat. The hands of the beggars must be converted into those of workers. These volunteers shall be from the village, shall live and work with the villagers.

The number of volunteers will be 6,50,000 on the basis of 10 volunteers for each village panchayet. If and when, these volunteers are not immediately available in the village, the young men who are now waiting in the Youth Camps may be recruited as volunteers having regard to their age, and qualifications. They will have to undergo a short training course for three weeks. The villagers will arrange for their food and accommodation. They may be given a token pocket allowance.

These volunteers will be trained by the village level workers. The village level workers shall assist the volunteers of each panchayet in all aspects of the community development project.

The Ministers, politicians, members of the National Parliament should visit the villages at regular intervals. The senior Officers-Secretary, Joint Secretary and Deputy

Secretary-of the Ministry of Community Development and Local Self-Government and of other relevant Ministries and Department should spend at least two months in a year in anyone of the Development Block. The young recruits to the various Services must spend at least three months in each Development Block.

(MUZAPFAR AHMED CHOWDHURY)
Chairman, Planning Cell,
Government of the People's Republic of Bangladesh.

ADMINISTRATIVE SET-UP FOR

COMMUNIYT DEVELOPMENT

DISTRICT BOARD

ELECTED CHAIRMAN

&

ONE MEMBER FOR EACH 75,000

DEVELOPMENT(COMMUNITY) BLOCK

(THANA LEAVEL)

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

EXTENSION OFFICERS ***EXTENSION OFFICERS***

UNION BOARD

(10-15 Elected Members)

10(TEN) VILLAGE LEAVEL WORKERS

2(TWO) WOMEN WORKERS

1(ONE) AGRICULTURE ASSISTANT

VILLAGE PANCHAYET

HEAD

(ELECTED MEMBER OF THE UNION)

10 VILLAGE VOLUNTEERS

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জোনের প্রধান এবং জোনাল অফিসারদের তালিকা	বাংলাদেশ সরকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

Memo No. GA/2009 Dated November 19, 1971.

To

The Secretary,
Defense.

Sub :- Particulars of Zonal Chairman/
Zonal Administrative Officers.

Ref: Your Memo No. 160. dated 18.11.71

With reference to above, a statement of particulars of Zonal Administrative officers/Zonla Chairman is submitted herewith for favor of kind disposal.

Enclo.: One

(Waliul Islam)
Deputy Secretary,
Common Service,
General Administration Department.

Name of the Zone	Area	Name and address with Tel. No. of the Chairman Zonal Council	Name and address with Tel. No. of the Zonal Administrative Officer.
1.South East Zone-I (Subroom)	(1) Chittagong (2) Chittagong Hill Tracts, (3) Feni Sub-division of Noakhali District.	Mr. Nurul Islam Chowdhury, C/0. Postmaster, Santir Bazar. Dist. South Tripura, Sabroom.	Mr. S. A. Samad, C/O. Postmaster, Santir Bazar, Dist. South Tripura. Sabroom,
2.South East Zone-II (Agartola)	(1) Dacca, (2) Comilla. (3) Noakhali District except Feni Subdvn.	Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, C/O. Sri K. P. Dutta. 5/11, Kunjaban Township, Agartola, Tripura.	Mr. K. R. Ahmed, C/O. Sri K. R. P. Dutta, 5/11, Kunjaban Township, Agartola, Tripura.
3.East Zone (Dharinanagar)	(1) Habiganj. (2) Moulvi Bazar Sub- Division of Sylhet District.	Col. M. A. Rab, C/O. O/C. Dharmanagar P.S. Tripura.	Dr. K. A. Hassan, C/O.O/C. Dharmanagar P.S Tripura.
4.North-East Zone-I (Dawki)	(1) Sadar & (2) Sunamganj Sub-Division of Sylhet District.	Mr. Dewan Farid Gazi, Neuk Cottage, Keating Road, Shillong-1	Mr. S. H. Chowdhury, Neuk Cottage, Keating Road, Shillong-l
5.North-East Zone-II (Tura)	(1) Mymensingh. (2) Tangail.	Mr. Shamsur Rahman Khan, C/O. Sericulture Rest House, Garo Hills, Tura, Meghalaya.	Mr. Lutfur Rahman, C/O. Sericulture Rest House, Garo Hills, Tura, Meghalaya.
6. North Zone (Coochbehar)	(1) Rangpur	Mr. Matiur Rahman, Naran Ranjan Road, Near Dak Bungalow, Coochbehai.	Mr. Fayzuddin Ahmed, Naran Ranjan Road, Near Dak Bungalow, Coochbehar.

Name of the Zone	Area	Name and address with Tel. No. of the Chairman Zonal Council	Name and address with Tel. No. of the Zonal Administrative Officer.
7. West Zone-I (Balurghat)	(1) Dinajpur. (2) Bogra.	Mr. Abdur Rahim, Gangarampur, Dak-Bungalow, P.O. Gangarampur, West Dinajpur.	Mr. A. Kashem Khan, Gangarampur, Dak-Bungalow, P.O. Gangarampur, West Dinajpur.
8. West Zone-II (Maldah)	(1) Rajshahi.	Mr. Ashraful Islam, C/O. Sri Ram Sankar Satian, North Baluchar, P.O. & Dist. Maldah.	Mr. Z.I. Bhuiya, C/O. Sri Ram Sankar Satian, North Baluchar, P.O. & Dist. Maldah.
9. South West Zone-I (Krishnanagar)	(1) Pabna. (2) Kushtia.	Mr. M.A. Rouf Chowdhury, 10, H.C. SarkarRoad, Nadiapara, Krishnanagar.	Mr. Shamsul Haque 10, H.C. Sarkar Road. Nadiapara, Krishnanagar.
10. South West Zone-II (Bongaon)	(1) Jessore. . (2) Faridpur.	Mr. Phoni Bhusan Majumder, C/O. D.K. Bagchi, Purbapara Road, Bongaon Rail Bazar, P.O. Bongaon, Dist. 24 Parganas.	Mr. B.B. Biswas C/O. D.K. Bagchi. Purbapara Road, Bongaon Rail Bazar, P.O. Bongaon, Dist. 24 Parganas.
11. South Zone (Barasat)	(1) Barisal. (2) Patuakhali. (3) Khulna.	Not yet elected.	Mr. A. Momen, C/O. Gobinda Barrak, Barasat, 24 Parganas.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন সেক্টরে রণ সাংবাদিক নিয়োগের নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

The following war correspondents have been posted :

(1) Sector-1.

Mr. Abul Manzoor.

(2) Sector-2 & 3 (at Agartala).

Mr. Mainuddin Ahmed Chowdhury.

(3) Sector-4.

Mr. Harun-ur Rashid.

(4) Sector-5.

Mr. Jalaluddin Ahmed.

(5) Sector-6.

Mr. Abdullah A1 Farooq.

(6) Sector-7.

Mr. S.A. Nabi.

(7) Sector-8 & 9 :

being covered by the Staff from here.

All the correspondents, except for Sector VII, have already joined.
C-in-C may kindly see for information.

(A. Samad)
Defence Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

An address to the nation by Mr. Tajuddin Ahmad, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, broadcast on Nov. 23,1971.

My dear countrymen and comrades,

The freedom struggle in Bangladesh has achieved many success since I spoke to you in September. The volume and intensity of our resistance against the occupation army are to-day acknowledged by friends and foes alike. The Mukti Bahini can now strike at the enemy at any time and at any place and surprise him at the heart of his security. It has achieved spectacular successes on land, river and sea and has crippled shipping at the ports of Mangla and Chittagong. It has wiped out the vestiges of enemy presence from district after district in Bangladesh. As more and more areas are coming under the effective administrative control of the Government of the People's Republic of Bangladesh, the enemy's losses, in men, material and morale, are making him insane with frustration.

The evil men of Islamabad are to-day bewildered by their reverses in the battle-field and the mounting international support for the cause of Bangladesh. They are now riddled with doubts and fears as to their survival. They have not only caused immeasurable suffering to the people of Bangladesh but brought West Pakistan to the brink of economic ruin and political disintegration. They are now seeking an international crisis in the form of a War with India. In this their aim is, on the one hand, to divert attention from the grim struggle for freedom in Bangladesh and to conceal their humiliations at the hands of the Mukti Bahini and, on the other, to create a situation for intervention by their patrons. But they are not likely to succeed in these aims which can only carry them from folly and crime and ruin to more folly and more crimes and to total self-destruction.

Whatever plans the ruling junta might have for self-destruction or whatever arrangements in the sub-continent might suit some powers, the only arrangement that suits the people of Bangladesh is freedom. Our will to freedom and our ability to consolidate and perpetuate it, is daily being tested in one of the bitterest wars of history. Freedom conceived as destruction of the occupation troops or their withdrawal from Bangladesh, is our only objective. If history has any lesson for mankind, it is that a people's will cannot be trifled with, nor can a liberation struggle be suppressed by the fire power of even a global giant.

When some western nations fail to show much sensibility to the need for democracy in Asia, where they worship the concept of stability more than men's dignity as man, it is bad enough. But when one of them makes the quite soulless suggestion that India should absorb the evacuees from Bangladesh in exchange for financial support, we are appalled and outraged. The suggestion accepts without comment the consequences of genocide, seeks to freeze a situation of revolting inequity, and invites, and abets in advance, future

mass killings and large scale migrations. Surely, the uprooted victims of Pakistani terror are not chattels to be disposed of in exchange for money. It is their birth right to return home in honor and dignity, and return they shall in not too distant a future.

And what is the object of President Nixon's sending a fact finding mission to the sub- continent at this time? What is it he wants to know that his country's diplomats and legislators do not already know too well? The administration he heads failed to express any horror for the blackest crime of his time, namely, the planned extermination of a million Bengalis or for the brutal uprooting of nearly ten million human beings from their homes. Whatever the U. S. Government wishes to achieve through this move, it will not make any difference to our determination to free our country and to create the kind of society we want.

The event we have been preparing for through blood and tears is positively nearer, but we must reckon with the sacrifices, deaths, and hardships that are yet to be gone through. Since freedom is an inexhaustible concept and is yet conditioned by what we do with it in war and peace, we must, as we renew our vow to destroy the enemy completely, also renew our pledge to build a society worthy of the martyr’s blood. The young men who are fighting in the cities and villages of Bangladesh to end foreign occupation are also fighting to end privilege and injustice. The present struggle will thus be completed only by our achieving the secular-democratic-socialist order promised by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The vision that impels Bangladesh to-day is that of a society where political, economic and cultural life will be organized on the basis of the equality of all citizens, who will join in a common adventure to develop and fulfil themselves in freedom.

The Bangabandhu, the leader of the Bengalis, is still a captive of the Pakistani generals. We are convinced that the military junta will see reason and free him only when the exit routes of the occupation army are cut. This is what we are now able to do and intend to do. We shall take on the enemy on land, sea and air and force upon General Yahya Khan the moment of truth he has been waiting for.

I call upon the people of Bangladesh to turn this phase of the liberation war into a decisive one. All officials, razakars, members of the police and others who have been compelled to serve the invader against their conscience must take the first opportunity to revolt. I ask all willing collaborators for the last time to reform and desist from their acts of betrayal against the country. We promise the unrepentant collaborator and his alien master the same fate: death with ignominy.

Thousands of our guerrillas at the moment surround the enemy and menace his existence. All citizens of Bangladesh must join their strength to that of the Mukti Bahini and stay poised to deliver the occupation regime a mortal blow with their united might when the call is given for a final assault on the invader.

I salute the heroic dead, the heroic freedom fighters, and the heroic people of Bangladesh who have brought the freedom struggle to its present level of success.

Joi Bangla

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য দান এবং পংগু ভাতা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দলিল	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Govt, of the People's
Republic of Bangladesh.
Ministry of Defense.
24th November, 1971.

Capt. Abdur Rashid,
Commander B Company 4 Sub-Sector,
Kajipara.

Subject: Cheque for death gratuity and disabled allowances.

Please find herewith a cheque of Rs. 7,000/00 (Rupees Seven Thousand) only from BDF HQ. A list of Shaheeds and disabled persons is enclosed. Payment may please be made according to rule.

The cheque is sent through Mr. Md. Waseb Ali. FF of your SubSector. The Cheque may be acknowledged.

Enc.:....

Sd/-

Defence Secretary.

Copy to Sector Commander, Secior-7 for information and necessary action please. A list of the Shaheeds and disabled persons for whom the cheque-has been issued is enclosed.

Enc :………….

Defense Secretary

Sl No.	Regt. No.	Name	Date & Place of Shahecd	Home Address	Father's Name
1	FF 5074	Monsur Ali	6.11.71. at Khidarpur Bazar	Vill. Tilakpur. P.O. Digha P.S. Ishurdi. Disl. Pabna.	Ishaque Munshi
2	FF5068	Abdus Sattar	-do-	Vill. New Ruppur. P.O. Paksey. P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	M. A. Rahman Biswas
3	FF 5070	Adbur Rashid	-do-	Vill. Bilkeder. P.O. Digha P.S. Ishurdi, Dist. Paban.	Rahmat Ali Pk.
4	Local Trained Boy	Md. Abdul Malek	-do-	Vill. Ruppur. P.O. Paksey P.S. Ishurdi, Dist. Pabna.	Mofizuddin
5	-do-	Md. Naib Ali	-do-	Vill. Kaikunda P.O. Pakuria P.S. Ishurdi Dist. Pabna	Md. Zafaruddin
6	-do-	Md. Abdur Razzak	-do-	Vill. Bilkender, P.O. Digha P.S. Ishurdi, Dist. Pabna	Md. Aminuddin
7	-do-	Md. Shahidul Islam	-do-	Vill. Dadapur. P.O. Pakuria. P.S. Ishrdi, Dist. Pabna.	Tayed Ali Mondol

Wounded Personnels :

1	FF 5069	Joynal Abed in	-do-	Vill. Bilkader, P.O. Digha. P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	Irs had Ali
2	Local Trained Boy.	Mozahar Ali	-do-	-do-	Shamser Ali

৩.

HQB Coy 4 Sub-Sector
Bangladesh Forces
Kazipara
No. 162/6/XX/R

19 Nov. 71

To: The Defense Secy.
Govt. of Bangladesh,
Mujibnagar

Subj : Grant of Gratuity

An application submitted by group leader Md. Weseb Ali is forwarded herewith duty recommended for consideration as special case.

End:-2 (tow)

Sd/-

B Coy 4 Sub-Sector
Bangladesh Mukti Bahini.

. . . .

To

The Defense Secretary,
Govt. of Bangladesh,
Mujibnagar.

Subj : Grant of Pension/gratuity to the family of deceased personnel.

Sir,

With due respect, I beg to bring your kind notice that the under mentioned Gono Bahini boys (Pabna) of my group have lost their lives during fight with Pak Army on 6- 11-71 and Khidirpur, Ps. Atghoria. Dist. Pabna where there were 16 Pak Army including one captain killed.

The family members of these boys are quite helpless and passing hard days. It is learned that the Govt. of Bangladesh going to pay Rs. 1,000/- for the maintenance of families of deceased persons.

Under the above circumstance, I, therefore pray and hope that you honor would be graciously kind enough to grant the same benefits for these families and thus obliged.

Dated Kazipara

The 19 Nov. 71

I have the honor to be

SIR

Yours faithfully
Md. Weseb Ali
Group leader
No. 5 group
B Coy 4 Sub-sector
Kazipara

Sl No.	Regt No	Name	Date & Place of Shaheed	Home Address	Father's Name
1.	FF 5074	Monsur Ali	6.11.71. at Khidarpur Bazar	Vill. Tilakpur. P.O. Digha P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	Ishaque Munshi
2.	FF 5068	Abdus Sattar	-do-	Vill.New Ruppur. P.O. Paksey. P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	M. A. Rahman Biswas
3.	FF 5070	Adbur Rashid	-do-	Vill. Bilkeder. P.O. Digha P.S. Ishurdi, Dist. Paban.	Rahmat Ali Pk.
4.	Local Trained Boy	Md. Abdul Malek	-do-	Vill. Ruppur. P.O. Paksey P.S. Ishurdi, Dist. Pabna.	Mofizuddin
5.	-do-	Md. Naib Ali	-do-	Vill. Kaikunda, P.O. Pakuria. P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	Md. Zafaruddin
6.	-do-	Md. Abdur Razzak	-do-	Vill. Bilkender, P.O. Pakuria P.S. Ishurdi, Dist. Pabna	Md. Aminuddin
7.	-do-	Md. Shahidul Islam	-do-	Vill. Dadapur. P.O. Pakuria. P.S. Ishrdi, Dist. Pabna.	Tayed Ali Mondol

Wounded Personnel :

1.	FF 5069	Joynal Abedin	-do-	Vill. Bilkader, P.O. Digha. P.S. Ishurdi. Dist. Pabna.	Irshad Ali
2	Local	Mozahar Ali	-do-	-do-	Shamser Ali

৫. **TELEGRAM**

RAQUIBUDDIN AHMED
CARE SRI K P DATTA
5/11 Kunjaban Township
Agartala

BANK DRAFT FOR RUPEES 15000 DESPATCHED STOP ACKNOWLEDGE RECEIPT STOP

SAMAD

Not to be telegraphed :

(A. SAMAD)

Memo No. 175 Dated 24, 11. 71

Copy by post in confirmation is forwarded to Mr. Raquibuddin Ahmed, Zonal Administrative Officer,

C/O. Sri. K.P. Dutta, 5/11 Kunjaban Township, Agartala.

Defense Secretary.

৬.

As per Cabinet decision you are requested to kindly place with their Deptt. of Rs. 50,000/- for setting up disabled soldier's home.

The Cheque may please be issued in the name of Mr. A. Samad.

No ..... dt. 24. 11.71

Finance Secretary. Defence Secretary.

৭.

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE

No. C-002/173 Dated 24. 11.71

Mr. M. A. Rouf Chowdhury,
Chairman,
Zonal Council.
South West Zone-I,
Krishnanagar.

I am directed to inform you that the Government has been pleased to sanction a home for the disabled soldiers in your area.

You are, therefore, requested to select the site for the proposed home in consultation with all concerned. Proposal may please be submitted for renting a suitable house for the proposed home at the earliest.

Sd/-

Deputy Secretary,
Defence.

No. C—002/173/1 Dated 24. 11. 71

Copy to the Zonal Administrative Officer, South West Zone-I, Krishnanagar for necessary action.

Deputy Secretary,
Defence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলসমূহে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের কাছে স্বরাষ্ট্র সচিবের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Memo No. HD/9/399/l(10)   Dated. 24. 11. 71

Ref. : Memo No. HD/9/365/1, Dt. 13.11. 71.

For setting up civil administrative machinery in the liberated areas of Bangladesh at District and sub-divisional levels to start with, it seems necessary to have officers to carry the responsibilities of Deputy Commissioner, District, Judge, S. P., Relief and Rehabilitation Officer, Medical Officer, Engineer, Publicity Officer, Education Officer, Ansar Adjutant and Post & Telephone Officer as a minimum standard and their corresponding officers in the sub-divisional levels. If possible, we may think of Thana level officers also in these vital departments wherever possible.

In this context, it is necessary to take account of officers who have owed allegiance to the Govt. of Bangladesh so far showing therein the number of officers category wise.

Since the progress of liberation is very rapid, we may not lose time in working out the details and naming officers for the different units so that a very short notice the officer concerned may be asked to take post of duty.

I would, therefore, requested to kindly plan mobilization contingent as immediately as possible.

(A. KHALEQUE)
Secretary,
Ministry of Home Affairs.

SECRETARY,
G.A. DEPARTMENT.

Copy	forwarded	to	the	Secretary,	Finance
,,	,,	,,	,,	,,	Cabinet Division
,,	,,	,,	,,	,,	Health
,,	,,	,,	,,	,,	Defense
,,	,,	,,	,,	,,	Foreign Affairs
,,	,,	,,	,,	,,	Chairman Trade & Commerce
,,	,,	,,	,,	,,	Secretary, Communication
,,	,,	,,	,,	,,	Information & Broadcasting
,,	,,	,,	,,	,,	Chief Engineer
,,	,,	,,	,,	,,	Chairman, Planning Cell.

(A. KHALEQUE)
Secretary,
Ministry of Home Affairs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তঃবিভাগীয় সচিবদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET
MOST IMMEDIATE

The cabinet in its meeting held on November 22, 1971 have decided to form a Sub- Committee of the Secretaries to look into the various problems of establishing civil administration in liberated Bangladesh and to submit a comprehensive report to the Government on the subject. Mr. A. Fateh will act as the Chairman of the Sub-Committee. For the time being, the following will act as members:

1. Secretary, Defense,
2. Secretary, Home.
3. Secretary, Finance.
4. Secretary, Cabinet.
5. Secretary, G. A.

The C-in-C, the Planning Cell and other functionaries concerned with the problems will also be associated with the work of the Sub-Committee.

It has been decided that the Sub-Committee will meet today at 4-00 p. m. For the convenience of the members it has been decided to meet at the Ministry of Defence.

Relevant extracts from the minutes of the Cabinet meeting will be circulated later.

U. O. No.../Cab.

Dated 24. 11.71.

Mr. A. FATEH,

C./0. Bangladesh Mission.

Sd/- (H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যোদ্ধাদের শীতকালীন বস্ত্র কেনার জন্য অর্থ চেয়ে প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক অর্থ সচিবকে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

25/11/71

As per Cabinet decision you are requested to place further amount of Rs. 2,00.000/- (Rupees two lacs) for the purchase of winter clothes for troops.

The cheque may kindly be issued in the name of Mr. A. Samad.

B-001/176 dt. 25/11/71
Finance Secretary.

Defence Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনাল কাউন্সিল এবং সেক্টরে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি নোট	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

NOTE.

Zonal Council Chairman of North Zone recently met me and started that in Rawmari alone, more than 2 lacs has been spent from local funds for food and transportation charges of the Sector Troops and Guerillas. Some such cases have been reported from few other Sub-Sectors also. It appears that the Sector/Subsector Commanders take this help because of following factors :

(a) delay in delivery of ration, shortage in supply of ration,

(b)where normal transportation charges are not sufficient to cover induction/ operation cost,

(c) to make essential purchases like plates, degchis, shoes etc.

Since the needs are genuine, we may consider placing a lump amount of Rs. 50,000/00 with each Sector Commander for meeting emergent cases of the nature described above.

I would request the C-in-C to kindly give his views in the matter.

I will take up the case with Finance Ministry.

(A. Samad)
Defense Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্ম নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সরকারী চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET
MOST IMMEDIATE

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL OF POLICE,
GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH,
MUJ1BNAGAR.

Memo No... Dated 27. 11.71

To:- The Secretary,
Ministry of Defense,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Mujibnagar.

Sub: Selection of uniform etc. for the Police Personnel.

It was decided in a meeting of the Cabinet on October 30,1971 that a Committee consisting of the C-in-C, Secretary, Ministry of Defense, Secretary, Ministry of Home Affairs, Director, Arts and Designs should submit their recommendation to the Cabinet regarding design and color of the uniform of various services including badges etc.

In view of the rapid progress made in liberating Bangladesh, the matter of setting up Civil Administration in the liberated zone needs immediate attention. As a matter of fact. Civil Administration has already been set-up in some parts of Bangladesh. In the circumstances, supply of free uniform to Police Personnel up to the rank of S. I. has become an immediate necessity. But we have not yet selected uniforms etc. The need for uniform for the Police requires no new emphasis.

The selection of uniform and thereafter its procurement through contractor etc. is urgently required. In view of this, I would request you to kindly convene a meeting of the committee and finalize the selection of uniform and badges etc. as immediate as possible.

(A. KHALEQUE)
Inspector-general of Police,
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নার্সদের নিয়োগ এবং বেতন সংক্রান্ত একটি সরকারী চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE.

Memo No....... Dated Nov. 1971.

To
The Health Secretary,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Subject: Appointment of Nurses and their pay.

Refer. : Discussion on 10. 11. 71. & your appointment letters issued vide your Nos.
HS/214(3) dt. 20. 10.71 and HS/235(3) dated 21. 10. 71.

As the scale of pay fixed for Nurses of Mukti Bahini is Rs. 75/- P.M. you are requested to kindly revise all such orders relating to appointment of Nurses offering pay more than Rs. 75/-' P.M. from Defense Budget.

Sector Commanders are being informed accordingly.

Defense Secretary

Copy to A. C. O. S. (Pers) for information and necessary action please.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে তথ্য সচিব কর্তৃক প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

জয় বাংলা

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

D. O. No. PIPB. Dated, the 29th November, 1971.

From: Mr. A. H. Khan,
Secretary to, the Govt. of Bangladesh,
Ministry of Press, Information, Broadcasting & Publicity.

My dear Samad,

Would you please refer to your D. O. letter No. C-001/170 dated 23/24.11.1971.

I am forwarding herewith a copy of Mr. Alamgir Kabir's letter dated 27.11.71 which is self explanatory. I have nothing more to add to this report. Ministry of Information and Broadcasting was not consulted in the matter of thrashing out an agreed procedure for such sensitive matters as have been referred to in Mr. Badsha's letter. Furthermore, it looks that there is lack of co-ordination between the External Publicity Division and the Defense which, to my mind, is responsible for such anomalous situation.

I would, therefore, suggest that instead of wasting our energy in trying to locate responsibility for such past incidents it would be more fruitful to sit together and devise suitable procedure so that such situations do not recur in future.

With regards,

Yours sincerely,
(A. H. Khan)

Mr. A. Samad,
Defence Secretary,
Govt, of Bangladesh.

True Copy

Mr. A. H. Khan, Secretary,
Ministry of Press, Information and Broadcasting,
Government of Bangladesh,

Rcf: D. O. No. PIPB, 25 Nov. 1971.

Dear Sir,

Your letter brought me shock and surprise. Because the incidents that you say have been reported to you are a conglomeration of quarter-truths and outright lies. I'm

surprised how such accusations could be made officially when the "reporter" concerned could have easily contacted me in Calcutta, if not for anything else, at least for ascertaining the truth. This surely reveals a gross abuse of official authority-one of the scourges that the people of Bangladesh are still fighting paying a lot of price in terms of blood.

Here are, the facts. I have been a professional journalist at home and abroad for last 12 years or so. As a result, a large number of foreign journalists, including Peter Carmichel of Paris- Match and L'Express, happen to be my old acquaintances. Sometime during the first week of this month Peter met me rather accidentally in Calcutta and sought my help for a proper introduction to Mr. Taheruddin Thakur of the Foreign Ministry as he was keen on publishing illustrated features on the Mukti Bhahini about which the western press has suddenly been showing great interest. This I did. Mr. Thakur promised him that he would try and do something for Peter in respect of getting Indian clearance. He also said that if Indian authorities do not have any objection Bangladesh Government would be only too glad to send him to a Mukti Bahini camp. But. he told me privately, that Indian have sent a secret note saying that Bangladesh Govt. should not allow any foreigners without prior clearance of a special kind. That was the end of the matter so far as I was concerned.

During the second week of November I went to Major Jalil's sector for a day to do some Radio Bangladesh Programmes I sent along with the film unit of Zahir Raihan that went there under the management of Babul Chowdhury to do some shooting for the films that are being made by them for your ministry. At Taki, I suddenly came across Peter. It appeared that he was no stranger to Taki and that he has been there on several occasions prior to that. He told me that he had full Indian clearance to cross into Bangladesh and that he was waiting to see Major Jalil for the purpose. When I met Major Jalil I told him that a photographer of international repute was waiting outside to see him. Major Jalil immediately invited him in. What transpired between them was none of my business. Of course, I was present when the conversation took place. Peter convinced Major Jalil of the necessity to prove to the western world that a Mukti Bahini actually exists and that it is a force capable of driving out the West Pakistani invaders. Then Major Jalil asked him if he had clearance from Indian authorities. Peter replied in the affirmative. After that Major Jalil gave him permission to take photographs in the Mukti Bahini camp nearby. He also promised to take him to a forward base the next day to show some action. After that Major Jalil sent Peter to the camp escorted by one of his officers. He also gave instructions to Captain Huda to accompany Peter in one forward camp about four miles away-inside Bangladesh. The coincidence was that we too had our work to be done at the same camp. I worked there until about 1 O'clock. Then I went away to another camp. Later in the afternoon I returned to the first camp to collect my things as I was to return to Calcutta the same day. I saw Peter getting along very well with the camp commander. He said he was very happy with first day's work. But he was very keen to move into Bangladesh the same day. He was waiting for Captain Huda to take him into Bangladesh when I left for Calcutta. Babul Choudhury, who did not know peter at all, decided to move to Bashirhat the same night and return to the camp the next morning to finish off some patchwork.

Two days later when Babul returned from Taki he reported that next day Mr. Badsah (Aminul Haq Badshah of External Affairs Ministry) went to the same Headquarters with some foreign journalists and was furious to find Peter there who had gone there without Badshah's help. Anyhow, he also included Peter in the group and look them round on a sight-seeing tour of the "liberated areas".

Now these facts how that it is the Sector Commander on whom depended the whole thing. Peter could not have gone near the camp if he did not permit. Sector Commander Jalil, as I know, is an experienced officer, and knew exactly what was at stake. He told Peter that the camp was the border but not exactly on Bangladesh soil. Peter gave him his professional promise not to divulge the fact to outside world. Major Jalil believed him because he knew that western journalists of repute never go back on their words-it is a part of their professional ethics and to a great extent, responsible for their international success. Almost all the foreign journalist know on which soil the headquarters of the Bangladesh Government is located. But they never divulged this fact. I have a feeling that almost all the foreign journalists know exactly how many hardcore training camps we have and on which soil they are located right now. But they do not go for cheap disclosures and this is why, even after seven months of this war, nothing about Mujibnagar's actual location has been speculated upon. This display of exasperation vis - vis this "Indian soil" business is rather cock-eyed and could not possible be serious.

Thus: in reply to the accusations I hope I have been able to show that I myself neither had the power nor the enthusiasm to introduce Peter Carmichel into any Mukti Bahini Training Camp. Secondly' Peter could not have stayed longer than one night in the camp as he met Aminul Haq Badshah the second day. And, if he had been to forward base as was arranged earlier he did not stay in the camp even for one night.

It is surprising that this so-called 'reporter' could report so many lies to a government department and the department concerned could proceed with them officially without trying to ascertain the reality by contacting me against whom the accusations have been made. This relects a deplorable attitude. Either the government's authority is being grossly misused and abused or the person concerned who took so much trouble to collect the lies, ... the government seriously. I have been in international field—is ever older. As I have thrown my lot unconditionally with people and the Government of Bangladesh right from its inception. I love and nurse my allegiance to both unstintedly. It hurts me grievously when I find some people with untested loyalty to the Government and the people seize on to flimsy pretexts to question either my wisdom or allegiance. I do hope that you will move the relevant echelons to bring to an end such shocking attempts at scandalisation once and for all.

As a postscript let me inform you that peter Carmichel has served our cause quite effectively by publishing an illustrated feature in L'Express on the Mukti Bahini last week. Unfortunately, he is now furious over another thing. Apparently, Mr. Badshah has told Peter Jennings of CBC that he suspects Peter Carmichel of being a Pakistani spy. Mr.

Jennings thought it imperative to inform this to Peter because the charge is so serious that it would affect the entire community of western journalists. Peter informs me that he is going to take up the matter not only at Bangladesh and Indian Governments level but also with the international body of journalists. It seems that, for a frivolous remark, we are in for some adverse publicity in the international press. Perhaps you would like to intimate the incident to the "reporter"s superiors.

Yours truly,
Alamgir Kabir.
Programme Organizer,
Radio Bangladesh,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রণক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকার প্রচার সম্পর্কে তথ্য সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

জয় বাংলা

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

D.O. No. PIBP/64., Dated the 29th November, 1971

From:- Mr. A. H. Khan,

Secretary to the Govt. of Bangladesh,

Ministry of Press, Information, Broadcasting & Publicity.

My dear Samad,

As you are aware, the Pakistanis are trying to tell the world that India has sent its army inside Bangladesh and that it is they who are fighting the main battles inside Bangladesh. The purpose of this propaganda line is twofold-first, to mislead the world by trying to divert the world opinion from the real issue of Bangladesh to that of Indo-Pak confrontation and secondly, to inimize the achievements of the Mukti Bahini. India has refuted this allegation resolutely. However, I feel there is need that the Government of Bangladesh should categorically deny the involvements of the Indian Army in the battles which are being waged by the Mukti Bahini on all fronts inside Bangladesh.

Since this is a very urgent matter, may 1 suggest that you may give your view immediately so that we may counteract the Pakistani propaganda through our Radio.

Yours sincerely,

(A. H. Khan)

Mr. A. Samad,
Defense Secretary,
Govt. of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রণক্ষেত্রে সংবাদদাতা নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET

SIGNAL
D T G 29-1100 hrs

FROM: HQ EASTCOM GS (X)

TO : ALL SECTORS (LESS BRAVO SECTOR)

DEF/183

FROM DEFENCE SECRETARY BANGLADESH FORCES FOR COMMANDER ALL BANGLADESH SECTORS EXCEPT NUMBER SEVEN (.)POSTING WAR ORRESPONDENTQWAR CORRESPONDENTS POSTED IN YOUR SECTOR HAVE NOT YET SENT ANY REPORTS (.) PLEASE ACTIVATE THEM.

DEFENCE SECRETARY

File No. 1-004.
Date-29 November, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

As desired by the Cabinet I requested AKR for making certain special security arrangements for the person of our VIPs and for our liaison offices. A few days ago and again yesterday I had some discussion with the persons concerned. The following suggestions have been made:

a) Regarding the security of the Ministry of Defense Building and also our main liaison office (the new building), it has been suggested that all the functionaries who are required to attend offices there should carry identity cards with photographs. There also be special checking by our own staff.

It has been advised that the new building is very risky from the security point of view. Hence VIPs may not attend offices there.

Static guards are being posted at the new building. The present arrangement at the old building will continue.

b) RESIDENCE OF VIPS: Plain clothes security guards ate being arranged at the entrance of every residence. It has been requested that interviews may please be restricted as far as possible, that is, only among the known persons.

c) SECURITY OF THE PERSON OF VIPs:

i) Personal body guards for round the clock duty are being provided;

(ii) It has been suggested that VIPs would not undertake any visit outside without prior notice, arrangements are being made to provide escort cars. I have been told that for the time being four local cars are being arranged-two for the use of VIPs and two for escort duties. For this purpose, even inside the head-quarter area may please be restricted;

iii) Use of foreign cars for the movement of VIPs should be avoided.

DISPERSAL PLAN:

This is being drawn up as I have been told. However, this plan depends upon availability of accommodation.

WEAPONS FOR OUR OWN SECURITY MEN:

It has been suggested that the responsibility for providing security lies with local agency and they are taking all necessary precaution. Our security man should be available on supplement the efforts of the local agency. They need not carry arms. This is the view point communicated to me.

In the Cabinet meeting held yesterday I have apprised the Cabinet of the developments and suggestions mentioned above.

1 would request the Home Secretary to please contact the person concerned and finalized the arrangements. Secretary, GA Department may please expedite issue of identity cards.

CIVIL DEFENCE MEASURES:

It has also been requested that there should be two spaces reserved for use as air raid shelter- (i) at the residence of the VIPs, (ii) at the new offices. It has also been suggested that the glass of all our buildings should be covered with paper according to specification.

Sd/-

CABINETSECRETARY.

1.11.71.

TOP SECRET.

No. 415(2)/Cab. Dated 2.12.71.

Copy to: 1. The Defense Secretary with a request to please make arrangements for the office building;

2. The Secretary, GA Department with a request to please take necessary arrangements for the main office and also to expedite issues of identity cards.

Sd/-
(H. T. Imam)
CABINET SECRETARY

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE ADJOURNED CABINET MEETING HELD ON Tuesday, November 30, 1971.

AGENDA N0.2. MISCELLANEOUS.

The Acting President presided. The Prime Minister and all the members of the Cabinet, except, the Minister for Home Affairs, attended. The Cabinet Secretary was present. The Defense Secretary attended by special invitation.

The Cabinet was pleased to confirm the minutes and decisions in respect of the subject "Civil Administrative Setup in liberated Bangladesh" taken in the meeting held on November 22, 1971. In this regard it was pointed out that a few of the terms of reference given to the Secretaries Sub-Committee over-lapped with those given to the Planning Commission and hence there was need for very close co-ordination between the two. There were two alternative solutions. Either the Secretaries' Sub-Committee could prepare their recommendations and submit them to the Cabinet after consulting the Planning Cell or the two bodies (the Planning Cell and the Secretaries Sub-Committee) could submit their findings and recommendations separately.

It was decided that the Secretaries, Sub-Committee would submit their report direct to the Cabinet and that the Planning Cell would also do the same separately so that the Cabinet could have two separate sets of reports and recommendations before them.

Sd/-

ACTING PRESIDENT.
30.11.71.

Dated November 30, 1971.

Memo No (5)/Cab.

Forwarded to:

1.Mr. A.F.M.A. Fateh,

2.the Secretary, Defence,

3.the Secretary, Home Affairs,

4.the Secretary, Finance,

5.the Secretary, GA Department.

(H.T. IMAM)
(CABIN ET SECRETARY)
30.1 1.71

The liberation war in Bangladesh epitomises the noblest aspirations of 75 million people. It is a unique movement in that it not only seeks to shake off colonialism but also aims at the establishment of a new order that will provide economic freedom, social justice, and political liberty.

Restoration of the Civil Administration in liberated zones is as such a part of the liberation war itself.

At the moment the entire Nation is engaged in a grim struggle to drive out the occupation forces. Immediate tasks of the administration are of special nature and will have to be dealt on priority basis.

From the military point of view Bangladesh may be divided into 3 zones:

(a) Areas which have been liberated and are under effective control of the liberation forces.

(b) Areas which are in the process of liberation.

(c) Occupied areas.

(a) Liberated areas:

The main objectives of administration in the liberated areas are as follows:

1) Maintenance of law and order.

2) Civil Defense.

3) Relief to the evacuees.

4) Health with emphasis on preventive aspects (in view of the source constraints it may not be possible to allocate sufficient resources for curatives).

5) Import of essential consumer items which are not available in the area.

6) Supply of essential agricultural inputs such as seeds and fertilizer.

7) Restoration of the communication system as far as possible.

8) Public relation.

In view of the facts stated above the following officers may be posted to the liberated Zones:

Designation	**Functions**
1. Thana Magistrate	Law and order, civil defense and publicity and over-all co-ordination.
2. C.O. (Dev.) / Special Relief officer	Relief.
3. C.O. (Dev.)/Thana Food Officer	Supply of consumer items.

4. O.C.	Law and Order
5. Thana Overseer/ Asstt. Engineer	Restoration of communication
6. Thana Agricultural Officer/T.S.O./TI.	Supply of agriculture inputs
7. Thana Medical Officer	Health

In selection of the officers the following procedure may be followed:-

1. The officers who have been posted in the Thana before the commencement of liberation work will continue to function unless he is declared to be a collaborator by the Zonal Council.

2. If it is found that there is surplus administrative personnel in any liberated area they will assist the Thana Magistrate in the discharge of his duties.

3.If there is any shortage for personnel in any thana, they may be Posted from Reserve pool of the Central Govt.

The work at the Thana level will be guided by the Zonal Councils. The rule of the Zonal Councils will be as follows:

1. Establishment of Union level committees for the maintenance of law and order but these Committees will not take up the cases relating to evacuees property. The evacuees should be discouraged to return until the whole country liberated.

2. Preparation of priority list of the distressed persons, the assessment of the quantum of relief and the actual distribution through Union level committees.

3. Assessment of the needs of essential imports.

4. Imports and supply of essential agricultural inputs.

5. Test relief and other constructional activities.

The minor schemes may be executed through Union level Committees but the major schemes should be taken up by the Zonal Engineer under the supervision of the Chairman, Zonal Councils.

6. Publicity.

(b) Areas which are in the process of liberation:

The main tasks of administration in such areas is to provide civilian support to army operation. Such a task at the moment could be best undertaken by the political leadership. Moreover, the exigencies of war very from place to place and time to time. As such the Zonal Council should be permitted to take ad-hoc administrative decision in such areas. They shall utilise the services of all the Govt. employees who have already been appointed in the Zonal Administrative set up.

U. O. No. 404(4) Cab., dt 30.11. 71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পঙ্গু যোদ্ধাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জোনাল কাউন্সিলে প্রেরিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE

No. C-002/197 (4) Dated 1.12.71

Mr. M. A. Rouf Chowdhury,
Chairman,

Zonal Council, South West Zone-I,
Krishnanagar.

Please refer to our Memo No. C-002/1.73 dated. 24.11.71 kindly communicate at the earliest views on the selection of suitable site for the proposed convalescence home for disabled soldiers in your sector.

(Akbar Ali Khan)
Deputy Secretary,
Defense.

No. C-002/ Dated

Copy to the Zonal Administrative Officer, South West Zone-I, Krishnanagar for necessary action.

Deputy Secretary;
Defense.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে উপ-পরিষদের বৈঠক সংক্রান্ত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

In the Sub-Committee meeting held on November 26, 1971, it was. decided that papers should be prepared as indicated below and discussed in the next meeting of the Sub-Committee:

1. Political order-Mr. A. F. M. Fateh (Chairman);

2. Restoration of Police machinery-Home Secretary;

3. Law regarding disposal of enemy property and restoration of property of displaced persons-Mr. Akbar Ali Khan;

4. Civil liaison of the Army, absorption of F. F. and Mukti Bahini members-Defense Secretary;

Treatment of collaborators and servicing of civil servants-Cabinet Secretary and Defense Secretary;

6. Public Service Commission, recruitment, posting, transfer etc. of public servants-Secretary ,Cab;

7. Relief and rehabilitation of uprooted persons-Dr. Mosharaf Hossain, Member, Planning;

8. Economic reconstruction and connected problems-Dr. Mosharaf Hossain, Member. Planning;

9. Ways and means-Finance Secretary;

10. Civil Administrative set-up-Finance Secretary.

Of these, we have as far received two papers from the Finance Secretary, which have been already circulated among the Members. Earlier the Home Secretary submitted a comprehensive paper on law and order, which was discussed in the first meeting of the Sub-Committee. The Home Secretary was requested to prepare another paper on Police administration…….. making specific recommendations.

It is expected that the other papers would also be ready in a day or two. I would request all the Members to please complete their papers by Friday and send them either to me or to the Chairman (Mr. A. F. M. Fateh), so that the Sub-Committee can start deliberation again from Friday after-noon.

I may mention here that the Cabinet in its meeting held on yesterday has been pleased to decide that the Secretaries' Sub-Committee and the Planning Cell would submit their reports to the Cabinet separately.

Since there are some problems with which our other colleagues, particularly the Health Secretary, Agriculture Secretary and Information Secretary are concerned, I would request the Chairman either to invite them to attend our meetings or held discussion with them. The D. C. O. S. of the Bangladesh Forces may also be associated with our work at the present stage.

U. O. No. 413/Cab.
Dated 1.12.71.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary,
1.12.71.

Chairman,
Secretaries' Sub-Committee
on Civil Administrative set-up. (Mr. A. F. M. Fateh).

Memo. No. 413 (6)/Cab. Dated: December 1, 1971.

Copy to:
1) the Defense Secretary,
2) Finance Secretary,
3) Home Secretary,
4) Secretary ,G A.,
5) Dr. Mosharaf Hussain, Member, Planning,
6) Mr. Akbar Ali Khan, Dy. Secretary, Defense.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary,
1.12.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের ছাড়পত্র সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিব কর্তৃক স্বরাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

<u>URGENT</u>
SECRET;

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE

No. 7-007/201 (3) Dated 2.12.71

To

The Secretary,
Ministry of Home Affairs.
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh.

Subject: Clearance of Bangladesh citizens forgoing abroad.

Reference: His memo. No. HD/24/330/1, dated 8.10.71.

As a general rule cases for clearance need not be referred to this Ministry as no machinery exists to check anticedents of the applicants. Home Ministry itself is capable of dealing such cases.

The following guidelines are suggested: This will be valid till the liberation of the country.

(1) No guerilla trained for Bangladesh Forces should be allowed to go abroad.

(2) No ex-armed services personnel below the age of 45 Years and no young man above the age of 20 years, should normally be allowed to go abroad except on extreme compassionate and compelling grounds.

Papers sent with your above quoted reference is returned herewith.

Defense Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিরক্ষা সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

TOP SECRET

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF DEFENCE

No. 202(3) Dated 3.12.71

To

Mr. Noorul Quader Khan,
Secretary, General Administration
Mr. A. Khaleque,
Secretary, Home Affairs.
Mr. K. A. Zaman,
Secretary, Finance.

Civil Administration may please set up in the following places immediately.

1) Thakurgaon in Dinajpur District.

2) Shamsher nagar, Zakiganj and Duarabazar in Sylhet District.

3) Bhurungamari in Rangpur District.

4) Parshuram in Noakhali District.

5) Kaliganj in Khulna District.

It is understood that Civil Administration has already been set up in Jiban Nagar in Kushtia District, and Chaugacha in Jessore District.

(A. Samad)
Defense Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন কর্তৃক প্রত্যন্ত সীমান্ত ও মুক্ত এলাকার অবস্থিত ধন-সম্পত্তির সংরক্ষণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য মিশন	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

BOARD OF TRADE, COMMERCE & INDUSTRIES
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH

Bangladesh Overseas Trade Mission
225-C, Lower Circular Road,4th Floor.
CALCUTTA-20
Cable : BANGATRADE
Phone : 44-8806 (on courtesy).
December 6, 1971.

The Prime Minister,
Govt. of the People's Republic of
Bangladesh,
MUJIBNAGAR,

Dear Sir,

I beg to forward herewith a comprehensive report for the overall study of present situation on economy and trade in border and liberated area along with valuable properties of Bangladesh. This report is prepared after meeting with high official of B. S. F. on their invitation.

This report may be helpful for taking policy and action 011 the related matters concerning with the Government.

It would be very kind of you, if you kindly examine about the proposal of running Bangladesh Overseas Trade Mission, in Calcutta which will also to officially operate in a Foreign land to contact with overseas parties through this Mission. Therefore, approval of our Gov/, is necessary for this Mission which is being organized for the interest of Bangladesh.

Thanking you
Yours .faithfully,
(Mustafa Sarwar)
Member,
Board of Trade, Commerce & Industries.
Bangladesh Overseas Trade Mission,
Govt. of Bangladesh.

TOP CONFIDENTIAL

From : Mustafa Sarwar,

Member : Central Working Committee, Bangladesh Awami League, Board of Trade. Commerce & Industries, Government of Bangladesh. Bangladesh Overseas Trade Mission, 225/C Lower Circular Road, Calcutta-20.

Subject:- Report prepared after meeting with B. S. F. High Officials, about valuable properties of Bangladesh lying without proper care and suggestions to control unauthorized Trade activities and profit-seekers at the cost of human tragedy including trade, government income and State Bank.

On the individual invitation of high official of B. S. F.. Prof. Mozaffar Ahmed Chowdhury, the Chairman. Planning Cell and the undersigned were in their office and exchanged their views about the unlawful trade activities in the border area. As the matter is important, and related to the interest of Bangladesh and neighbouring country India, the undersigned have prepared this report for information and to make necessary policy by the Government. There should be policy to wipe out the profit-seeker and black marketers who are in habit of mounting money at the cost of tragedy in Bangladesh and on availability of sincere generosity towards Bangladesh by the neighboring country.

B. S. F. SEIZING BANGLADESH COMMODITIES IN THE BORDER AREA.

It is reported many commodities of Bangladesh are seized at the border areas either by B. S. F. or Customs authorities while being brought by the people of Bangladesh. It is further gathered that taxes or levies are being collected on these commodities. Huge quantity of Bangladesh goods are being mis-handled in this way. Goods should be released to Bangladesh Government.

REPORT AND SUGGESTION.

(1) As the large number of Bangladesh people are crossing to this side the Indian Border Security Force Authority should be instructed to allow to bring any Bangladesh commodities like jute, tea, hides & skins, vegetable, tobacco, machineries, fish, films, groceries, food-grains & catties etc. without any restriction and difficulties. This was also assured by the Indian Authority during our discussion on mutual trade.

(2) The Government of Bangladesh Ministry of Commerce through their Board of Trade is trying to establish systematic lawful trade by issuing valid document to those existing traders of Bangladesh commodities, so that systematic exports of all such commodities are brought in a lawful and systematic way with the authority of the Bangladesh Govt. This will identify the Authorised Traders and

shall help to eliminate the unauthorized dealers and persons engaged in the espionaging.

(3) B. S. F. personnel's may be advised to honor the license-holders of Bangladesh Govt. and to allow their supplies into this side, free of tax if any and without any restriction whatsoever.

(4) Only authorized dealers who will be issued licenses by the Govt. of Bangladesh in the border belts should be allowed to carry on trade by the M. B./B. S. F. and all other related concerns.

The specimen copy of the licenses shall be kept in each border check posts for information and guidance of the authorities concerned.

(5) There shall be systematic and lawful transactions of goods with the introduction of trading licenses or valid documents by the government of Bangladesh only to those persons who are engaged in such trading activities in the border area. Such licenses may be issued on strict scrutinisation and supervision by the local Bangladesh officials, MNAs/MPAs or public leaders who are attached to B. S. F. and other authorities concerned in their respective border areas. No other persons than the existing traders shall be issued with such valid document/license. All Bangladesh goods may be kept in one place in each border area, (if available) and can be disposed off after necessary verification by the government official and workers after keeping small levies only from commercial goods like jute, food grains, medicines, tobacco, hides & skins etc. Among the available ***MNAsl*** MPAs and workers in the border area 2 (two) persons may be selected to look after this job in each border who will strictly supervise and perform their duties with honesty and sincerity which will be a model of manpower in future Bangladesh.

(6) Profit making in unusual way. holding of stocks, black marketing and any other activities at the cost of Bangladesh tragedy and due to sincere feelings over this side by any person or persons should be eliminated by both the governments and the people as well. It has been reported that some smugglers are bringing medicines of foreign patents and many other goods from Bangladesh inspite of good demand there. There are more reports about the supply of these goods to more interior of India like Madras, Maharastra etc. by the local smugglers which goes against the interest of India.

ESSENTIAL COMMODITIES.

There is a tremendous demand of K. Oil, matches, sugar, salt. dal. atta. maida, soaps and other essential commodities which may be allowed to be imported from Indian suppliers. These suppliers also may get details and valid document from Bangladesh Overseas Trade Mission in Calcutta. The Bangladesh Government may realize some royalty on export of all commercial items like export of jute, hides & skins, food grains (if any), tobacco, tea, machineries & catties. The Government of Bangladesh may also impose tax or royalty to import goods inside Bangladesh from the neighboring country.

All such collection of royalty or tax will come under the credit of Bangladesh. The Bangladesh Overseas Trade Mission at present is looking after the interests and all matters related to trade and commerce in the overseas land.

NECESSITY OF BANGLADESH OVERSEAS TRADE MISSION
LIKE U. S. S. R. & RUMANIA ETC.

In view of long trade relation with India and other countries, and specially during the time of emergency, such a Mission is urgently required to look after the following interests on behalf of the Government of Bangladesh:

(1)As our Government is not at the moment in a position to contact the Overseas parties directly and to finalize any trade agreement or buying and selling of any commodities from Mujibnagar, until the Government is formally recognised, this Trade Mission may look into the trade & commerce of Bangladesh in foreign lands.

(2)As the Government of India has permitted to operate our Bangladesh Mission with full diplomatic status, this Trade Mission may also work simultaneously for developing our trade relation with India and all other friendly countries for obtaining commercial recognition thereof.

(3)To keep regular contact with overseas countries by way of commercial correspondences, mutual understanding and obtaining enquiries in the matter of Trade and Commerce. Looking after the financial and trading interest of the Government in foreign land by way of obtaining offers for selling commodities like Jute, Tea, Tobacco, Hide and Skins. Machineries etc. as many of which could not get market value due to lack of coordination, correspondences, proper handling and bargaining.

(4)To supply time to time information about the position of jute export and other commercial items to interested countries as some of them are losing confidence in absence of such information. Many of them are in dark-and do not know about the existence and development of Bangladesh. Otherwise, there will be no propaganda which will be helpful during emergency period which may gain the ground to get even political recognition. There will be serious economic set back after liberation, if we loss such confidence by the overseas countries.

(5)To set-up trading programme in view of existing trade activities and requirements and to make planning of future economic programme during liberation war and after liberation which will be helpful to our Planning Cell with existing dates to be collected by this Trade Mission..

(6)This Trade Mission may work like "TRADE REPRESANTATION OF USSR AND RUMANIA, CZECHOLOVAKIA ETC,”- in Dacca/Calcutta and "INTER EXPORT OF YUGO SIAVIA “ in Dacca. It may be mentioned that East Germany,

China, Cuba, North Vietnam also did start their trade relation without recognition for gaining their ground through trading activities and contacts for recognition.

VALUABLE PROPERTIES OF BANGLADESH
ALREADY IN OUR POSSESSION

Variour valuable properties of Bangladesh have crossed over the border and brought to this side. Some of which are listed below. These are the properties of Bangladesh Government which must be kept in proper care and control. There is no responsibility from the Govt. or from any concern to deal with these valuable properties. The Board of trade is not taking any effort though we are entrusted by the Ministry. There must be arrangement either to dispose off or to take any other policy. Otherwise many of such properties shall be damaged, spoiled, or stolen. These are lying idle due to lack of coordination and immediate decision. The value of such properties shall be about Rs.3 crores. Immediate decision is required in this regard.

MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES

Many vehicles of Bangladesh are lying idle without any proper care. The Transport pool may make comprehensive registration of all the vehicles of Bangladesh in all Zones and border areas. The department concerned should keep official records of each and every vehicles of Bangladesh as those are the properties of Bangladesh Government. The respective valuation of all the vehicles and proper insurance arrangements should be made. It is reported that about 50/60 vehicles are lying in Krishnanagar area. Commercial vehicles may be issued by the Bangladesh Transport pool for the income of the Government if possible.

DESCRIPTION OF SOME PROPERTIES

LIMESTONE MACHINERIES PLANT OF TAKERGHAT: A large Limestone Mining Machineries Plant in unpacked boxes of foreign origin have come to this side. The list of such machineries are available separately.

The value of the entire plant is understood to have about more than Rs. 2 crores as stated by official on the spot. As the plant was imported at a non devalued currency, i.e., Rs. 11.40 per £ 1. Therefore, the local market value is much more higher.

Barrister Montaquim Choudhury, M.N.A. and Mr. Shahid Ali Khan, M.P.A. have given their very good services to obtain the detailed inventory and all other lists of these properties by spending many days in the spot, otherwise it would be impossible to get such large inventories. Barrister Choudhury is very much influential there and has got good relation with B.S.F. Therefore, the personal efforts of Barrister Choudhury and Mr. Khan may be utilized. It should be noted that the Finance Ministry is benefited with the services of Mr. Shahid Ali Khan who have brought a box of DIAMOND tools and one Type Machine along with inventories of machinery plant etc.

REMARKS: If we like to get maximum price of the machineries, then I feel, we may depute an Engineering firm to survey/assess the machineries and to submit us the actual value of the same prior to bargaining with the interested parties/bidders. But as the "War Smell" is prevailing, we may dispose it off at a maximum price on "As it is where it is basis" without further unscheduled delay. So the circumstances indicate that the same maybe

disposed of as quickly as possible. During or before taking decision, some genuine parties may be given personal interviews, if necessary, to get the maximum price, if the Minister concerned is pleased accordingly.

Reasonable value may be obtained if it is possible to bring these machineries here or inspection team is sent. The list of the plant is available on payment of Rs. 10/- at the Board's Office. Mr. Zahirul Qaium M.N.A., Prof. Hamidur Rahman, M.P.A.., Barrister M. Choudhury, M.N.A., Mr. Shahid Ali Khan, M.P.A. and Mr. Akram Siddiqui may also help with their suggestions.

DETAILED LISTS OF OTHER ARTICLES BROUGHT WITH THE LIMESTONE MINING MACHINERY PLANT

Other miscellaneous steel materials' which have already been taken into this side across the border are listed below:-

Sl No	Name of Articles.	Particulars.	Quantity.
1	Rail	40 Lbs, 30 Lbs, 20 Lbs, 15 Lbs.	50,000 Rft.
2	C. I. Sheet.	New 8' length 22 Gauge U. S. made.	1,543 Rft. 1,250 Rft.
3	G. I. Pipe	2½”,1½”, ½” & ½”	6,000 Rft
4	Ceiling Fan	48" GEC.	80.
5	Table Fan	Deluxe	16 Nos.
6	Iron Sheet	Godry made medium size.	1 No.
7	M. S. Rod	Different size M. S. Rod.	170-175 Tons (Approx).

Good price shall be possible if all goods are brought to Calcutta through a reputed Transport Contractor and arrange to store in godown. Some parties are offering cash payment of availability of goods here.

DETAILED LIST OF VEHICLES & TRACTORS OF TAKERGHAT LIMESTONE MINING PROJECT

Sl No	Name of Particulars	Particulars	Quantity
1	Essuzu	Diesel Truck 5 Tonner, Model DA 720,6 Cyl., Made in Japan.	2 Nos.
2	Chevrolet	Diesel Truck 5 Tonner, 3 cyl. Model No. 60	1 No.
3	Toyota	4 wheel Jeep Model 403, 6 cyl. Type 135.	1 No.
4	Mosi Fourgoson	Tractor FF-35, Model HP, HP35, 3 cylinders.	--

5	Solarus	Model MT 3.50,4 cylinder, Diesel MP 50, RPM 1000, Made in U. S. S. R.	5 Nos.
6	Tractor Trailer.	Docci made 5 cyl. Diesel Model-1500	13 Nos.
7	Truck (International Truck).	Made in USA.	5 Tonners
8	Ford Truck	F 682, Model HP 104, 6 cyl. RPM 2500 Diesel, USA.	1 (5 Tonner) 1 (3 Tonner)

The Government of Bangladesh should take immediate decision for the above.

DIAMOND TOOLS FOR DRILLING PURPOSE

Mr. Shahid Ali Khan, M.P.A. has brought a box of diamond tools which is now lying with the Finance Ministry. The value of this articles is Rs. 30/40.000 as stated below officials on the spot. But we have no idea about the value of these goods. Samples are now being supplied by the Ministry to ascertain the proper value.

LIST OF SPEED BOATS, ENGINES, & OTHER MATERIALS REQUIRED BY DEFENCE DEPTT. NOW AT TAKERGHAT LIMESTONE MINING PROJECT

Sl No	Name of Articles.	Particulars.	Quantity.
1	West Band Out Board Motor.	Model-20 H. P., 2 cyl.	8 Nos.
2	Johnson Out Board Motor.	Model-20 H. P., 2 cyl. Mcxlel-ISH.P.	6 Nos. 2 Nos.
3	Yamaha Out Board Motor. (K. Oil)	Model-15 H. P.	4 Nos.
4	Spares for above	--	--
5	Speed Boat Fiber Glass Hull with remote control and other fittings.	--	1 No.
6	Aluminium Hul	Big Size	1 No.
7	Aluminium Hul	--	2 Nos.
8	E. P. R. Wireless Set.	Big Size	1 No.
9	E. P. R. Mobile Wireless Set.	Small Size.	3 Nos.
10	Police Wireless set.	--	I No.
11	Wireless Sets.	10 Watt., Satellite Station. Type TRC-1SF-2VHF Radio Equipment 3339, 1001, 1002, 1000, 1079, 1078, 1077, 1070, 1075, 1074, 1073 & 1072.	6 Nos.

N. B. : All these Wireless Sets are now lying with the Indian Army from the following places they have been recovered :-

(1) Sholla P.S., (2) Chirai P. S. (3) Mercury P. S., (4) Khaliajhuria P. S.

12. Cement	ABC	100 Bags.
13. Television Set.	23 inch	1 No.
14. Refrigerator		6 Cft.
15. Explosive Items. Gun Powder	….	155 mds.
Gilignete	….	2,000 lbs

Proper arrangement should be made for the above goods. There must be some concerns from the Govt. of Bangladesh to look after these and to do the needful. It is not known whether this has been brought to the knowledge of the ministry of Defense. If feel Barrister Montaquim Choudhury, M. N. A. and Mr. Shahid Ali Khan, M. P. A. may by authorized to look after those properties as they have given tremendous advises to these and they are the proper person to deal with.

JUTE: Statistics.	(1) Bangladesh Crops in 1971 -72	50/55 lacs bales approx.
	(2) Last year carried over	15 lacs bales approx.
	Total=	65 lacs bales.
	Due to biggest cyclone of November, 1970, many Railways Wagons were held up specially stocks could not move from North Bengal districts like Jessore, Kushtia, Rangpur, Dinajpur, Bogra & Rajshahi etc.	
	(3)Mill consumption of Bangladesh	30 lacs bales approx.
	(4) World Requirement of Raw Jute from Bangladesh	35 lacs bales approx.

PRESENT POSITION OF JUTE MILLS IN BANGLADESH AND EXPORT.

The correspondent of Associate Press of America Mr. Arnold Zeithin who, visited Jute Board in Dacca, told me and shown his notes in our office as follows:-

All together 64 Jute Mills are working in Bangladesh. The production for shipment in September, 1971 was 26,347 tons

Whereas the quantity in September, 1970 was... 52,627 tons.

This shows that the Bangladesh Jute production in the Jute Mills are now about 50% less.

The following figures were available from the said Correspondent of Associate Press of America about Raw Jute.

RAW JUTE EXPORT FROM BANGLADESH.

Raw Jute shipment from Bangladesh in September, 1971	1,65,066 Bales
Shipment was made sometime in September, 1970	2,26,174 Bales.

Before disturbance by Mukti Bahini over ocean ships, Bangladesh shipment position was not bad since the month of June to September.

The said Correspondent also reported that the Jute Board, P. J. A. and Jute Research Authority of Bangladesh were seems to be upset and worried when he met them last week as 2 (two) overseas ocean ships were damaged by the Mukti Bahini. They were of the opinion that the Overseas Jute Industries will suffer very heavily and there is a possibility of diversion of Jute Industries into synthetic industries due to effect in shipment. Some of them have already diverted. I have gathered that many overseas commitments of Bangladesh are dishonored.

ESTIMATION OF QUANTITY OF RAW JUTE TO BE BROUGHT TO LIBERATED AREA AND ACROSS THE BORDER.

Now we are expecting to get at least 7/8 lacs of bales over this side. If 50 thousand to I lac bales of Jute from this quantity is allowed to be exported, the Government of India and Bangladesh will be in a position to maintain the minimum price level, otherwise there is tremendous possibilities of coming down of the minimum price and diversion of world jute industries into synthetic industries including many other problems which have been stated separately.

INDIA'S JUTE EXPORT.

India does not export RAW JUTE to any world market with the exception of RUSSIA, where small quantities are exported under license or Barter from the Indian Government.

India will also shall be benefited considerably by Bangladesh Jute for its superior WHITE Quality and TOSSA quality.

India was getting at least 2 lacs to 3 lacs bales of Bangladesh jute even during 1965 War,

INDIA'S QUANTITY.

India's crop was in 1947 … …	16 lacs bales
India's present crop of 1971 ...	70/75 lacs of bales

WORLD DEMAND & SUPPLY OF RAW JUTE.

I[st] India's production in the jute mills.	70/75 lacs of bales excluding domestic consumption

2nd. Bangladesh	30	lacs	bales.
3rd. U. K.	8	"	"
4th. Belgium	7	"	"
5th. France	6	"	"
Other countries	80	"	"

POSITION OF OVERSEAS COMMITMENT BY OCCUPIED LAND.

After 25th March, the Bangladesh Jute Exporters and Millers have been seriously affected. Many old overseas commitments are still outstanding and have failed to honour International contracts of raw jute and jute goods. Almost all Jute Export Firms and Mills were completely closed down for many days. Now they have started on Army's directive having their production by 30% to 40%. Most of the Bengali efficient workers belong to Noakhali are very little in number now. Due to such low production, all the Jute exporters and Millers are running at loss by 50% to 60% as the production costs arc made with 3 shifts production along with market value of Bonus. Voucher which are only available within 45 days after shipment and payment by the Overseas Buyers. Therefore, the 40% costs are always kept in debit balance, until the overseas payment and Bonus Vouchers are received by the Exporters. About 50% payment of costs remains in dark and in available until payment is covered by Bonus Voucher. Most Bengali raw jute houses and Mills are not getting Bank finance. Most of them are forced to reduce their cash credit limits. At the same time all West Pakistani Banks are trying to get back their invested money by selling stocks at any price. Under these circumstances, no raw jute exporters or Millers are dared to commit any fresh order. They do not entertain any contract due to absence of (A) Management, (B) Bank Finance, (C) Labor, (D) Fall of Production, (E) Communication & (F) Raw Jute.

Overseas Buyers show interest after shipment of goods. The price are 40% to 50% higher when goods are on ocean vessel. Due to such condition, the Overseas Buyers are anxiously looking for the export of Bangladesh raw jute. Some Overseas Buyers are ready to negotiate with Bangladesh even for 1/2 lacs bales. They have already reduced their import from occupied land and eager to give any support for import of Bangladesh Jute.

PROPOSAL OF BANGLADESH JUTE TRADE IN THE BORDER:

The matter is being dealt with by the Finance Secretary with the Indian Authority for clearance. A New short scheme has been given to the Finance Secretary for direct purchase operation. But we did not encourage direct trade to avoid involvement of cash transaction until we get clearance for export. Some genuine parties have offered to purchase our jute with their cash and to pay us a profit or a commission as Royalty to our Bangladesh Government. These parties will start their purchase at the border belt with their own agreement, finance, godown and machineries etc. They will only pay us Royalty for the procurement of Bangladesh Jute. The License-holders may also sell their jute directly to them without involving our finance. For this business, the border areas may be divided into 6/7 Zones for the smooth running of the Jute Trade. They may be

appointed as Purchasing Agent on Royalty basis. They may be advised to deposit some money as advance before operating their business.

PROPOSAL ABOUT JUTE EXPORT AND
MEETING WITH MR. D. P. DHAR.

With our personal efforts we have been able to obtain an official firm contract subject to authority's clearance from England and Germany in the name of Bangladesh Trade Mission to be valued at about £4, 50,000. For export, some 50/75,000 bales jute is always available to Bangladesh Government, from existing agents.

During the meeting with Mr. D. P. Dhar in Delhi, Mr. Dhar insisted on the Chairman of the Board of Trade to start immediate local business with the State Trading Corporation of India on a share of profit with them and to wait or sometimes for export. Mr. Dhar also mentioned not to rule out about the possibility of raw jute export which will be considered by their Government in near future. On the request of Mr. Dhar, we met Mr. Shwaminathan, I. C. S., Economic Aid to the Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi. Mr. Shwaminathan was very much sympathetic and could realize about the requirement of raw jute export by the Bangladesh Authority. Some news appeared recently in the Indian Press including the 'Statesman' that Bangladesh jute will be exported which are coming in a bulk quantity. About 6/7 lacs bales are being brought to this side. We may convince the Indian Authority to allow only 10 % out of the total quantity or a small quantity of 50,000 bales to export, after keeping the interest of the Indian Mills with balance quantity of at least 6 lacs bales for their production. We have got our political and logical ground to convince the Indian authority which are as follows:-

(A) The question of transit facilities for exporting jute through India may easily be considered by them while they have already shouldered the responsibilities of the refugees and extended all out materials aid to Bangladesh through their desperate attempts to evoke the world conscious and facilities to our official visit to United Nations and other foreign countries.

(B) Fair price and tremendous encouragement of Bangladesh growers to bring more quantity to this side or to hold further supply to deny Pakistani Economy.

(C) The existence of Bangladesh Government will be a recognized fact to the world with the export of raw jute in the name of Bangladesh.

(D) Raw jute export will enable the world jute importers to cut their import from Pakistan and will come forward to make trade agreement for the present and also for the future.

(E) The Bangladesh Government will find serious hardship in economic field even after liberation, if we lose such long established market in absence of continuity of export and confidence which may be created even with limited supply of jute.

(F) Indian Jute Mills will not be able to keep minimum price level because of heavy supply and less production unless some quantity of Bangladesh jute is exported. This has reference to Indian News Papers comments.

(G) World market of jute goods will be upset with the absence of superior quality raw jute, when jute industries of other countries will suffer from the traditional supply of good quality of raw jute.

(H) There is a serious possibility of diversion of Jute Industries to synthetic production which will not help the overall jute Industries of the world, including India.

(I) The sincerity and honesty of India will be established in the world including Pakistan, that India has no interest to grap the "Golden Fibre". Therefore our discussion to convince the authority concern will be for mutual interest and benefit.

DEMONETISED NOTES:FIRM OFFER TO SELL ALL NOTES.

A genuine firm offer has been received to sell all demonetized "Note of Rs. 100' against payment in foreign exchange of $ 75 (Dollar) which comes to Rs. 562/50 in official (@ Rs. 7.50) rate per Rs. 1000/00.,Whilst the Indian market presents us Rs. 35/40 per Rs. 100 which comes to Rs.350/400 in Indian currency. After obtaining clearance from the Indian Authority, the Finance Ministry may verify the world market and be satisfied with all scrutinize. The Immediate finalization of this deal shall render immense gain to the Bangladesh Government. If we succeed in this deal then the Pak authority will also face another setback. I have been able to get certain information that some foreign bank has either declared fictitious deposits on behalf of some Capitalists and Shaikhs of KUWAIT or there is a business possibility with Pakistan from Middle East countries. A Bank of Switzerland is interested to purchase.

RICE:

Our Board's member based in Shillong area, Barrister Mr. Montaquim Chowdhury, M.N.A. has reported that good quantity of rice is coming across and being sold on a very cheap rate in Shillong area. We cannot encourage to import Rice as there is a food shortage of about 20 lacs tons in Bangladesh. But when it is compelled, the fare price should be obtained by the Bangladesh Administration.

TEA.

There is a tremendous demand for Tea. Many parties are visiting our office regularly and wanting to immediate purchase of tea of any quantity of cash payment. We can sell any quantity of tea at a very good price at any time on the spot. We do not know what has happened about the tea stocks. Proper enquiry should be made to find out whether we have any stock of tea. It is gathered verbally that Bangladesh used to produce about 70 million pounds. Now tea production is seriously affected. There is a good possibility to bring more quantity of tea. The area Administration of Bangladesh Government may take more constructive steps in this respect. There is a good demand in India though she is producing about 6000 million pounds of tea. Mr. Zahirul Quyum, M.N.A. a renowned tea Garden Owner of Bangladesh may be requested to give his kind suggestion in this respect.

TOBACCO.

No proper arrangements have yet been made to find out the quantity which are coming to this side. I understand that some 1,000 maunds are available at

Changrabandha. Patgram is a leading tobacco growing area and huge quantity of tobacco can be exported at a good price. The good number of interested parties is also visiting for the same. But we are unable to give any details of the stock as we do not have any direct control over the same in this areas due to lack of co-ordination. There is a good prospects of tobacco business.

HIDES & SKINS.

I have discussed with the State Trading Corporation of India who are very much interested to purchase. I understand that some parties of Bangladesh have started this business. Huge quantity of hides and skins are coming in Shiliguri, Jalpaiguri and Tetulia. The undersigned had a discussion with the local MNAs/MPAs who have agreed to arrange realization of taxes and levies or any other income from the merchants during export business. In that area we can establish our right on these commodities by issuing licenses.

FILM.

This Trade Mission had obtained an overseas offer from London who has officially confirmed to purchase the Bangladesh film "JIBAN THEKEY NEYA" of Zahir Raihan with 50% share of profit in foreign exchange. There is a good possibility of this trade in foreign countries. The film Division headed by Mr. A. Khayer, M.N.A. may organise the production of film and Trade as per decision of the Government. But this Bangladesh Overseas Trade Mission may obtain maximum offer with bargaining from the overseas countries and look after all trading interest of Bangladesh films in foreign land which will help Mr. A. Khayer, M.N.A. for any film-trade in foreign land. There is a prospect to produce a film on Bangladesh Liberation Movement in a joint venture with Indian investment. Such prospects may be obtained and examined for onward transmission to Bangladesh Govt. Film Division to make any trade agreement if any. The Board may issue valid document or license for film trading in overseas land with the recommendation of film division if the matter is related to trade in foreign land.

It is reported that some more Bangladesh Film are brought for which the Film Division should be entrusted to treasure them, and any negotiation for maximum bargaining with foreign countries, with the help of Bangladesh Trade Mission.

CAMPHER (KARPUR)

Our Mukti Bahini have taken possession of about 40 packets of campher of Japan origin, along with 12 maunds of Dhup from the Shamnagar P. S. in Sundarban area. The owner of the goods Mr. Upendra Nath Sikder stated that the value of the goods will be about Rs. 30/35 thousand. The Bangladesh Government should take immediate steps to dispose of the same, otherwise the entire goods shall be damaged.

MEDICINES.

There is considerable demand of medicines inside Bangladesh where we may issue license to interested parties to bring medicines with proper licences and Royalty if possible.

GROCERY.

Import and export of grocery goods may be allowed subject to the restriction of Overseas Country on the basis of Royalty or Commission with the license to be issued by the Board through this Trade Mission.

ARTS & CRAFTS.

The Bangladesh Government has started one Arts and Design Department with renowned Artist Mr. Quamrul Hasan as its head. They are working well specially in posters, designs, monograms etc. I understand the Government is also meeting their financial requirements. Their artists may be encouraged by arrangement of selling their production as arts & craft of Bangladesh. They may exhibit these arts and crafts in a showroom at Bangladesh Mission which will be attractive to foreigners. The sale proceeds may be credited to Bangladesh Government.

PHOTOGRAPHS:

There must be some concerns who should keep the possession of photographs of Bangladesh. No photographer or any other concerns should be allowed to sell any photographs of Bangladesh. The Government or the Commerce and Finance Ministry should have the knowledge of any sale proceeds of Bangladesh photographs. There is a tremendous demand for such photographs in the whole over the world. The Trade Mission may arrange to sell them at a fixed price collaborating with Directorate of Press and Information Department of Bangladesh and forward the sale proceeds to Finance Ministry. The Govt. have financed to purchase Cameras. Photographers are also maintaining by the Govt. efforts may be taken for income of the Government.

NEWSPAPER :

It is reported that many news papers are being published without any knowledge of Government. Any concern may be entrusted to look into it. It is further reported that some unscrupulous persons are trading with the newsprint which are being obtained from Indian authority in the name of Bangladesh struggle for liberation. These underhand deals of the so called publishers of periodicals and weeklies have been causing immense harm to our national prestige. F"

STATE BANK OF BANGLADESH:

If our liberation is delayed, the President of the People's Republic of Bangladesh may consider of promulgation of an ordinance to establish a State Bank as large number of transactions and many other monetary problems are to be sorted out. The formation of State Bank may be required when the political recognition shall be achieved from India and other countries. Any reported branch of local bank up to the time of political recognition may be used as agent who may give us space for our cash transaction and chest for deposit along with their security. Creation of this Bank will give immense scope for monetary collection and transaction all over the world on behalf of Bangladesh.

I have been advised by my economist friends and experts in England and other parts abroad who are in a position to bring maximum amount of foreign exchange against

rupee currency for their relation in Bangladesh. Many Sylhet people have held up their remittance from Overseas. I shall give details about the scheme if it be needed. I shall give further information in person.

HUGE ESTABLISHMENT EXPENSES!

The Government of Bangladesh is fortunate enough to get good amount of monetary resources in their hand. They have taken huge responsibility of various expenses of Bangladesh Govt. through the Ministry of Finance. The Government has taken up the most important responsibility to Finance the vast War Operation. Maintenance of Diplomatic Establishment. Radio Broadcasting, Publicity and Propaganda throughout the world, and huge expenditure to maintain the Civil Administration.

But the Government should take necessary steps to gear up the administration to strength the total efforts of Mukti Bahini by each and every manpower. At the same time huge expenses in maintaining the civil administration should be reduced wherever it is possible. It is reported that good performance is given to maintain the Government Civil Officials. It is further reported by a worker that a sum of Rs, 70.000 is being spent per month of Krishnanagar area only as salary of civil official etc. where the entire political workers could be maintained with 30% of this expenditure.

POLITICAL WORKERS:

It should be noted that political workers are the main victims of Pak army and they are the most dedicated souls for the liberation movement with their clean heart and political consciousness which have developed in the process of long sufferings, imprisonment and torture in the past. They have proved themselves as most dedicated Freedom Fighters. But it is unfortunate that they find civil officials are getting more preference now, as they used to get in Pakistan. It is said that blood of millions were not shed for the same type of treatment of Government Civil Servant towards the political workers. Due respect and preference are rare to political workers for which misunderstanding agitation and lack of confidence are mounting.

CHARACTER MUST BE CHANGED:

Each and every person of Bangladesh must change their old character as the old country "Pakistan" is dead. The character of each and every officials, public leaders, workers etc. must be changed. Revolutionary change should be there with new aspiration of new country and new nation. Each and every man power of Bangladesh must perform their duties actively, honestly during this emergency situation under the command of Bangladesh Govt. for the greater cause of liberation.

SHORT TERM THINKING MUST BE AVOIDED:

Many of our Bangladesh people, workers, public leaders are sincere and serious in one thinking "that is to go home within December or as early as possible". But a few of us are taking self-responsibility about the present WAR of liberation and for future socio- economic structure of the new society in addition to our thinking of going home. The Govt. of Bangladesh in aware of the fact for which a planning Commission is set up with

eminent expert of the country. It is very important now to each and every citizen of Bangladesh to be more serious, active and united under the banner of Bangladesh Government and to give our all efforts and help to WIN the WAR. At the same time we must work hardly even day and night for the income of the Govt. to continue our WAR and consolidated struggle with long term policy and to give future economy to the new society where there may be tremendous crisis and famine even after liberation.

Therefore, setting up of Government machineries like Trade Mission is extremely essential for Trade activities from this time onward and for future economy according to the manifesto and policy of the Awami League for Nationalization and Socialism.

Dated: 30th Nov. 1971.

(MUSTAFA SARWAR)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্ত এলাকায় অবস্থিত দেশের সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

President’s Secretariat

To

The Commander-in-Chief,
Bangladesh Army.

Sub: Safe custody of movable and immovable properties and various products in the liberated areas of Bangladesh.

As our valiant Liberation Army is marching forward rolling back the occupation forces in Bangladesh, it is now necessary that specific instructions should be issued to the Sector Commanders, Sub-Sector Commanders and other officers down in the line of command that the declared policy as well as anxious concern of the Government of the People's Republic of Bangladesh is that all movable, immovable properties and standing crops in the liberated areas are kept in safe custody and returned to the legitimate owners after obtaining clearance from the appropriate authority. This, of course, is the Primary responsibility of the civil authority who will receive detailed directives on this behalf very shortly. In the meantime, the armed forces may be instructed to render all help and cooperation to the civil authority in safeguarding the properties in the liberated areas.

2) It has been represented to me by public leaders that Sundari timber and Golpata are the most valuable resources of Sundarban and in our national interest; all possible steps should be taken to avoid their destruction. I would suggest that necessary instruction may please be issued to the Sector Commanders concerned in this regard.

Sd/- (Syed Nazrul Islam)
Acting President

Memo No.PS/SEC/VI 1/243 (1) dated. 2.12:1971.

Copy forwarded to the Minister-in-Charge of Defense for favor of information and necessary action.

Acting President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী মহাসচিব নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

EXTRACT FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON DECEMBER 6, 1971.

O O O O O O

It was decided that, for the time being an Acting Secretary-General to the Government would be appointed and this appointment would be on a purely temporary basis. The Cabinet was please to select Mr. Ruhul Quddus for this purpose and decided to appoint him to the post with immediate effect.

O O O O O O

Sd/-
ACTING PRESIDENT

Memo No...../ Cab. Dated Dec. 7, 1971.

Forwarded to : 1. PS. to the Acting President.
2. PS to the Prime Minister.
3. PS to the Finance, Minister.
4. PS to the Foreign Minister
5. PS' to the Home Minister.
6. Mr. Ruhul Quddus.
7. All Secretaries.
8. The Secretary, GA Department, with request to make necessary office accommodation and staff support for the Acting Secretary General. The Prime Minister has desired that the Acting Secretary-General's office should be located in the Prime Minister's office building.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
7.12.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতির উদ্দেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার	৭ ডিসেম্বর,১৯৭১

সংগ্রামের শেষ প্রহরে নতুন অগ্নিশপথ

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,

ঝঞ্ঝাসঙ্কুল, সংগ্রামময়, অমারাত্রির শেষমত প্রহর আমরা অতিক্রম করে এসেছি । স্বাধীনতার সূর্যাভাসে বাংলাদেশের দিকবিদিক আজ উদ্ভাসিত।স্বাধীনতার এই সূর্যসকালে আপনারা আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। আজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় লিখিত হল আর একটি স্মরণোজ্জ্বল দিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক ন্যায্য স্বীকৃতি দিয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের মাটিতে যে নির্মমতম গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার জন্য মহান ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই দীর্ঘ আট মাসব্যাপী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তরফ থেকে তাঁকে ও ভারতবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মিত্র রাষ্ট্র ভারতের সৈন্য বাহিনীর জোয়ানরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদার শত্রুদেরকে নির্মূল করার জন্য আজ যুদ্ধ করে চলেছে । আর এই ভাবেই দুই দেশের জনগণের মধ্যে যে অটুট বন্ধুত্ব রচিত হচ্ছে তা রক্ত দিয়ে লেখা । মিত্র রাষ্ট্র ভারতের জোয়ানদেরকে আমি বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বাংগালীর শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস

প্রায় সাড়ে আট মাস হতে চললো, আমরা এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এসেছি। এই সংগ্রামের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস, শত্রুকে উপর্যুপরি আঘাত হানার ইতিহাস, বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস, শত্রুদের পর্যায়ক্রমে পরাজয়ের ইতিহাস। এ ইতিহাসে যাঁরা লিখেছেন, বাংলার সেই কোটি কোটি জনসাধারণ, যাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা এ ইতিহাস লেখায় সাহায্য করেছে, তাদের সবাইকে আমি সংগ্রামী সালাম জানাই। বাংলার বীর সন্তানেরা যাঁরা অস্ত্রধারণ করে হানাদার দস্যুকে আঘাত হেনেছেন, সেই মুক্তিবাহিনীর, বীর সৈনিকদেরকে আমি আজকের দিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আজকের দিনে স্মরণ করি সেই সমস্ত বীর শহীদদেরকে যাঁদের রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর লাল হয়েছে, আর যাঁদের বীরত্বের ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির জন্য এক গৌরবময় অধ্যায় করে গিয়েছে।

বন্ধুরা আমার, রক্তের আখরে লেখা, এই সংগ্রামের ইতিহাসের সাফল্যের এ ক্লান্তিলগ্নে আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি বাঙ্গালী জাতির পিতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্বাধীনতার এ ঊষালগ্নে আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। বর্বর জঙ্গীশাহীর কারাগারে আজ তিনি আবদ্ধ। আমরা জানি না, অন্ধকার কারাগারে কি দুঃসহ জীবন তিনি যাপন করছেন। বাংলাদেমের মানুষ, বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী, আমরা সবাই যাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত, আর যাঁর আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্য আজকের এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে- সেই মহান নেতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং করে যাবো। যে হানাদার দস্যুরা বাংলার নয়নমণিকে কারাগারে আজও আবদ্ধ রেখেছেন, তাদের কাছে আমি বলতে চাই, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর দুর্জয় সাহস আর প্রতিজ্ঞা যেমন অস্ত্রের ভাষায় রুদ্ধ করা যায়নি, তেমনি করে বাংলার অবিসংবাদিত নেতাকে কারাগারে রেখেও তারা নিস্তার পাবেন না।

প্রিয় দেশবাসীর কাছে আমি, আমার সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দিচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছি, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো। কেননা আমরা মনে করি, বঙ্গবন্ধুকে ফেরত না পেলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর হবে না।

বিভিন্ন দেশের প্রতি আবেদন

বন্ধুরা আমার, আজকের এই দিনে ভারতবর্ষ যখন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছাকে পূরণ করেছে, সেই দিনে আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন করব, আপনারা স্বাধীন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সত্তাকে স্বীকার করে দিন। স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের যে মূল্যবোধ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে মানুষের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে, সেই স্বাধীনতার ও গনতন্ত্রের মূল্যবোধে যদি কারো কোন আস্থা আস্থা থাকে, আজকে তাঁদের কাছে আমার উদাত্ত আহবান , দ্বিধা না করে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার মর্যাদাকে রক্ষা করুন।

বন্ধুরা আমার, আর বিশ্বাস, ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরন করে অচিরেই পৃথিবীর আরও দেশ আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন। পৃথিবীর যে সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্র আজকে রাজনীতির আর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারছেন না, তাদের ভূমিকা ভবিষ্যৎকালের বংশধরেরা কোন দিনই ভুলবেন না। পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী মানুষের জন্য আমার দেশের জনগণের ভালবাসার কথা আমি আবার ঘোষণা করছি। কিন্ত যাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে আজকে ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য এখনও ক্ষীণ ও দুর্বল প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, যে সমস্ত রাষ্ট্র আজও একজন অত্যাচারী ক্ষয়িঞ্চু একনায়ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন- সেই সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে আমি এখনও আবেদন করব, আপনারা আপনাদের নীতি পরিবর্তন করুন, বাস্তবকে স্বীকার করে নিন। স্বাধীন বাংলাদেশের সত্তাকে আপনারা উপেক্ষা করতে পারেন নাই, ভবিষ্যতেও পারবেন না।

বন্ধুরা আমার, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আজকে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হটে যাচ্ছে, আমাদের মিত্রবাহিনরি সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জোয়ানেরা, মুক্তিবাহিনীর নৌ-বিভাগের দুর্ধর্ষ নাবিকেরা, মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী বৈমানিকেরা আজকে শত্রুকে আঘাত হানতে হানতে পিছু হটিয়ে দিচ্ছেন। শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বড় ক্যান্টনমেন্টে আজকে তারা আবদ্ধ।

আর বেশী দেরী নাই

প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা, আপনারা বিশ্বাস করুন, আর বেশী দেরী নাই, যেদিন মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আপনাদের মুক্তিবাহিনী ইয়াহিয়া খানের নৃশংস সৈন্য-বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎখাত করবে।

তাই আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করব, শেষ আর চরম আঘাত হানার জন্য যখন আমাদের মুক্তিবানিহী, আমাদের মিত্রবাহিনীর সহায়তায় জোরকদমে এগিয়ে চলেছে, তখন আপনারা তাঁদের প্রতি যে সহানুভূতি, সাহায্য বিগত সাড়ে আট মাস দেখিয়েছেন, সেই সহানুভূতি এবং সাহায্য দিয়ে শেষ বিজয়ের মুহূর্তটিকে ত্বরান্বিত করুন।

বন্ধুরা আমার, প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা আমার, আজকে বাংলাদেশের গোটা কয়েক জায়গা ছাড়া বাকী অঞ্চল মুক্ত। এই সমস্ত মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হচ্ছে। মুক্তাঞ্চলে আমার সরকারের তরফ থেকে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হচ্ছে, আমি আনন্দিত যে সেই শাসন ব্যবস্থায় পরিপুর্ণভাবে মুক্তাঞ্চলের জনগণের সাহায্য এবং সহযোগিত আমরা পাচ্ছি।

বন্ধুরা আমার, অচিরেই সারা বাংলাদেশ জুড়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে চলেছে। দীর্ঘ তেইশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং গত আট মাসে শত্রুদের নির্বিচার স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বাংলাদেশের শাসন কাঠামো ও অর্থনৈতিক অবস্থা সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এর অপরিহার্য পুনর্গঠনের

দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর রয়েছে। বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব আমার সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী সবাইকে নিতে হবে। যে অটুট মনোবল ও অতুলনীয় বীরত্ব দিয়ে দেশকে আপনারা শত্রুমুক্ত করে চলেছেন ইতিহাসে তা অনন্য ঘটনা হিসেবে স্থান পাবে। সেই মনোবল এবং উদ্যমকে এখন দেশ গঠনের কাছে নিয়োগ করতে হবে। একদিকে যেমন শেষ শত্রুটি নিধন না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে, অন্যদিকে তেমনি স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলার হৃত সৌন্দর্য ও সম্পদের পুনরুদ্ধারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের মৌলিক নীতি

স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে আমার সরকারের মৌলিক নীতি ইতিপূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের সুখী আর সমৃদ্ধিশালী বাংলা গঠন করতে হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, যে যে ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে পরিপূর্ন ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রের মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের সুখী আর সমৃদ্ধিশালী বাংলা আমরা গড়ে তুলব।

গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে। প্রত্যেক নাগরিককে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে তাঁর রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে।

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্থায়িত্ব, স্বাধীনতা আর অগ্রগতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বন্ধুরা আমার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য। তাই দেশবাসী ভাইদের কাছে আমি আবেদন করছি, সরকারের তরফ থেকে আইনের শাসন প্রবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য সরকার যে পদক্ষেপগুলি নেবেন, আপনারা এই পদক্ষেপে সরকারকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করবেন।

দেশবাসী ভাইদের কাছে আরও আবেদন করব, নিজের হাতে আপনারা আইনের ভার তুলে নিবেন না। আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিজ নিজ এলাকায় নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকেরা এবং আমার সরকারের নিয়োজিত কর্মচারীরা আপনাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করবে।

বন্ধুরা আমার , তেইশ বছরের শোষণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা। বাংলার সম্পদকে লুন্ঠন করে তেইশ বছরে সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে। নৃশংস সেনাবাহিনী আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড, অনেক শিল্প-কারখানাকে ধ্বংস করে দিয়েছে । বিপর্যস্ত এ অর্থনীতিকে সম্বল করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর মুক্তি আনার শপথ নিয়েছে। আমার সরকারের তরফ থেকে আমি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, একটি সমাজতান্ত্রিক অথ্যনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাবো। আমরা এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্তা প্রবর্তন করব, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর হবে- যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষ তার জীবন ধারণের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে।

কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের কোন সরকারের পক্ষেই কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় না যদি না দেশবাসীর পরিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

আমার সরকার অচিরেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করবেন। আমি দেশবাসী ভাইদের কাছে আবেদন জানাই, সরকারের এই প্রচেষ্টায় আপনারা পরিপূর্ণভাবে সাহায্য আর সহযোগিতা করবেন।

বন্ধুরা, বহু দুঃখ, বহু কষ্ট আমরা করেছি। বহু রক্ত আমরা দিয়েছি, বহু মায়ের বুক খালি হয়েছে, বাংলার বহু নারী তার ইজ্জত খুইয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য । যে স্বাধীনতা আজকে অর্জিত হতে চলেছে, সেই স্বাধীনতাকে স্থায়ীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশদরদের জন্য ফলপ্রসূ করার মহান দায়িত্ব দেশবাসী সবাইকে নিতে হবে।

তাই দেশবাসী ভাইবোনেরা, স্বাধীনতার সংগ্রাম সমাপ্তি হলেই আপনার আমার সংগ্রামের সমাপ্তি হবে এ যেন আপনারা না ভাবেন। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মতোই দৃঢ় মনোবল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

নতুন সংগ্রামের আহবান

প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা , অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের এই আহবান আজকে আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আমি আশা করি, স্বাধীনতা সংগ্রামে যেভাবে আপনারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন, আগামী দিনের সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলা গঠনের সংগ্রামে তেমনিভাবেই আপনারা সাড়া দেবেন। আমার যে সমস্ত প্রিয় দেশবাসী নৃশংস হানাদার সৈন্য দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন নৃশংস হানাদার নৈস্য দ্বারা বিতাড়িত কথা বলতে চাই।

ইতিহাসের নজীরবিহীন এই দুর্বিপাকের মোকাবিলা করেছেন আপনারা, দুর্নিবার সাহস ও তিতিক্ষার সাথে। এর জন্য শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বের সহানুভূতি আপনাদের জন্য আজ উন্মুখ।

আমি স্থিরবিশ্বাসী যে আপনাদের দুঃখের দীর্ঘরাত্রি প্রায় ফুরিয়ে এল, অতি শীঘ্রই আপনারা আপনাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সসম্মানে ফিরে আসতে পারেন। বাংলাদেশ সরকার আপনাদের নিরাপদে দেশে ফিরে আসা ও পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব সানন্দে নিয়েছেন।

প্রিয় দেশবাসী ভাইয়েরা, আজকের এই দিনে আপনাদের তরফ থেকে সারা পৃথিবীর ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আমার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হবে- জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। এই জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশ আর শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমরা সহ-অবস্থানের নীতিতে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাই।

আমরা সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরোধী। পৃথিবীর যেখানেই মানুষ গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে, আমরা সেই সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে সমর্থন ও সহযোগিতা করব।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, এই মহান আদর্শকে রুপ দেওয়ার জন্য আমাদের আজ এই চরমলগ্নে নতুন করে অগ্নিশপথ নিতে হবে। বীর মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা, বাংলার সংগ্রামী ছাত্র এবং তরুণেরা, দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল-মুক্ত করার জন্য তোমরা বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছ।

শত্রুর উপর শেষ আঘাত

বীর মুক্তিবাহিনীর বাইয়েরা, সংগ্রামের এই শেষ মুহূর্তে তোমাদের কাছে আমি উদাত্ত আহবান জানাব, জোর কদমে তোমরা এগিয়ে চলো। আমাদের মিত্রবাহিনীর ভাইয়েরা, আমাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই

তাদের বুকের তাজা রক্ত বাংলার শ্যামল মাটিতে ঢেলে দিচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর শেষ দুর্গগুলোর উপর প্রচন্ড আঘাত হানতে হবে। আঘাতের পর আঘাত করে শত্রুর দুর্গগুলিকে চূর্ণ করে দাও।

আজকে তোমাদের একটি দুর্জয় শপথ হোক- সেই শপথ 'ঢাকা চলো' । ঢাকার বুকে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করো।

আমি আল্লাহতায়ালার কাছে মোনাজাত করছি। বাংলার দুর্জয় বীরেরা, তোমাদের চরম সাফল্য নিকটবর্তী হোক।

প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, সংগ্রামের এই শেষ মুহূর্তে আপনারাও মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শেষ চেষ্টায় শরিক হোন। আপনাদের কাছে আমার এই আকুল আবেদন। ইনশাল্লাহ, আমাদের সুনিশ্চিত সাফল্য আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহর মেহেরবানীতে, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে। বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সফল হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান-জিন্দাবাদ

বাংলার সংগ্রামী জনতা-জিন্দাবাদ

বাংলার মুক্তিবাহিনী- জিন্দাবাদ

জয় বাংলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মালিকানাহীন সম্পত্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

copy

Memo No.

Dated 8th December, 1971.

ORDER

It has been reported that many people inside Bangladesh have left their movable properties in various places due to the very nature of the war situation. Some of the owners of these movable properties could as well be collaborators or enemies of the State.

Any such properties lying uncared for should be deposited to Zonal Council, Sector or Sub-Sector Commanders or any others person or persons duly authorized by the Govt. of the People's Republic of Bangladesh. Anyone who take possession of these properties for his own individual interest will be liable to serious punishment.

Cases of returning these properties to the bonafide owners will be considered later on.

Sd/- M. Mansoor Ali
Minister-in-charge
Finance, Trade & Commerce.

Memo No. FM/76 (2/71

Copy to : 1. Secretary, Finance. Trade & Commerce for information

2. Secretary, Defense, for informing the Sector and Sub-Sector Commanders concerned.

3. Secretary, General Administration Deptt. for informing Zonal Council.

4. Secretary, Information & Broadcasting, for arranging to broadcast over Radio Bangladesh stating clearly that the decision has been taken by the Ministry of Finance, Trade & Commerce, Govt. of Bangladesh.

Sd/-M. Mansoor Ali
8.12.71
Minister-in-Charge,
Finance, Trade & Commerce,

Memo No. 232 dt. 15/12/71

Copy to the D. C. O. S. for favor of information and transmitting the same to the Sector Commander immediately for necessary action.

Defense Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LET US BUILD GOLDEN BENGAL

My dear countrymen and comrades,

The Pakistani generals have plunged the sub-continent into a calamitous war. It was clear for months that they were seeking this evil consummation of their folly and crimes in Bangladesh.

The aggression against India has taken place in the background of Pakistan's humiliating reverses at the hand of the Mukti Bahini and India's warm-hearted support to the people of Bangladesh in their just struggle.

The peril from the common enemy has brought the people of Bangladesh and India closer than ever. Our forces are now fighting shoulder to shoulder with Indian forces; and their blood is mingling with ours on our soil. This seals the bond between two peoples who are destined for friendship.

The people of India had always recognized us in their hearts and now their Government has accorded formal recognition to the People’s Republic of Bangladesh. It is a tribute to the martyrs in the cause of our freedom and a triumph for all classes of people in Bangladesh, their elected representatives, and the Mukti Bahini whose efforts, sacrifices and impregnable, unity have won them diplomatic recognition as an independent and sovereign nation. It is also a triumph for the people of India whose united wish was for Bangladesh to be recognized. This is indeed, a fine hour for both Bangladesh and India.

This is but natural that India, the largest democracy in the world, should be the first to welcome us to the comity of independent nations. Her commitment to humanity and freedom, evident in her caring for ten million uprooted Bengalis and bearing the brunt of war to defend their democratic right, must be regarded as a marvel of our time. We rejoice at India's bold decision, and thank Prime Minister Indria Gandhi, the Government of India, the members of the Indian Parliament, and the people of India for their historic contribution to the consolidation of our statehood. The Bengali nation owes as infinite debt of gratitude to Sreemati Gandhi's sagacity and statesmanship. Following India, Bhutan has given us recognition, and we are also grateful to the King and people of that country.

India's recognition of the People's Republic of Bangladesh is a big event. As far as our relations with India are concerned, their foundation will be friendship and mutual respect. The tie we have forged with the Indian people in adversity and war will endure in peace and will, I am confident, bring lasting benefits to our two nations.

The joy of the people of Bangladesh is, however, darkened by a cruel irony. Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bengali nation, is in the prison of the enemy at this hour, when Bangladesh, his dream, has come true on the international plane. The Bangabandhu, whether away from his people or among them, is always in their hearts. He is the symbol of the consciousness that has changed the past for us and is part of the mythology that will sustain this nation in the future. And yet his absence from us now is painful.

The emergence of free Bangladesh should be welcome to all progressive nations. The new state represents peaceful coexistence, non-alignment in international politics and opposition to imperialism and colonialism in all forms and is committed to democracy and a secular and socialist way of life. I invite the nations to follow the example of India and Bhutan and accept the reality of seventy-five million people. The alternative to this is flying in the face of common sense.

The West Pakistan Government is being engulfed by the evil it has brought into existence. The attempts of her partrons in the UN Security Council to save her from Nemesis has so far been unsuccessful. The American resolution calling for a cease-fire in the sub-continent without attending to the root cause of the conflict in Bangladesh is, in fact, a monument to America's blindness and perversity. China is also guilty of the same failure of judgment. The people of Bangladesh are grateful for the Soviet veto.

We in Bangladesh must now complete the task assigned to us by history and drive the last nail into the coffin of a fascist state led by crazy militarists. The ring of death is fast closing round the enemy. He is in retreat everywhere and reeling under the blows of the Mukti Bahini and our ally. The hour has struck for the people of Bangladesh to rise against the invader to a man and give him the coup de grace he has earned. They must at the same time aid the liberators in every possible way, help maintain law and order, and co-operate with the administration of the Government of Bangladesh. Let it not be said of anyone in Bangladesh, whatever his station in life, that he failed when the call came.

I call upon all enemy troops and razakars to lay down their arms and surrender. They can yet save themselves by heeding this call. I also call upon all citizens of Bangladesh to avoid the temptation to take the law into their own hands. We must remember that it is the prerogative of the State to punish offenders according to the due process of law. If a single citizen of Bangladesh is harmed or hurt because of his language or race it will be a betrayal of the ideals of the founder of the nation and the flag of free Bangladesh.

Bangladesh will carry in her bosom the scars caused by the occupation army for a long time, but there is comfort and exultation in the thought that the end of the invader is come, that Bangladesh is going to be completely liberated, and that her homeless stricken children will soon return home from their sorrow and exile.

As we win the war, we must prepare to win the peace. The edifice of 'Golden Bengal' must be laid on the ruins left by a cruel war, and every one of her sons and daughters must take part in the exhilarating and humbling task of reconstruction and development. The revolution begun by the Bangabandhu will end only when his ideals of democracy, socialism and secularism are fully realized.

JA1 BANGLA

An address to the nation by Mr. Tajudditt Ahmed, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, broadcast on December8, 1971

Printed & Published by the Ministry of Information, Govt. of the People s Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকের কার্যবিবরণীর অংশ	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

IMMEDIATE

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON 10.12.71

o o o o o o

MISCELLANEOUS AGENDA NO. 2

The Cabinet was pleased to decide that all accounts pertaining to Bangladesh Government funds now being maintained in various Banks, both in India and abroad, in the name of individual person/persons, shall be immediately converted into the name of the Government of the People's Republic of Bangladesh.

Memo No .... (12)/Cab.

Sd/- ACTING PRESIDENT
Dated ....December, 1971.

Copy forwarded to : 1) The Prime Minister
2)The Minister for Foreign Affairs.
3)The Minister for Finance.
4)The Minister for Home.
5)The Secretary, Foreign Affairs.
6)The Secretary, Defense.
7)The Secretary, Finance.
8)The Secretary, Home.
9)The Secretary, G. A.
10)The Secretary, Health.
11)The Secretary, Agriculture.
12)The Secretary, Information & Broadcasting.

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দখলীকৃত বাংলাদেশে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা প্রচারের জন্য তথ্য সচিবকে লিখিত কেবিনেট সচিবের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

<u>MOST IMMEDIATE</u>

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH CABINET SECRETARIAT

Memo No. Cab/446 Date: December 11, 1971.

To

Mr. Anwarul Haque Khan,
Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting,
Government of the People's Republic of
Bangladesh.

The Cabinet in its meeting held on Friday, December 10, 1971 have taken the following decisions among others, which need to be immediately broadcast and given maximum publicity through all your media.

"Government is aware that many Government Servants were serving under duress and guarantees that no one will be punished without fair trial in accordance with the Law.

All Government Servants who left their posts during enemy occupation and remained inside Bangladesh should return to their posts as soon as the areas are liberated and establish contact with the local Administration.

Those who were at their posts at the time of liberation should remain in their posts and establish similar contact with the Administration, until further orders. However, in cases where appointments are made under the orders of the Government of the People's Republic of Bangladesh, the present incumbents will revert as officers on Special Duty.

Those Government Servants who left their posts and crossed into neighboring countries, unless otherwise assigned by the Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, to any specific purposes, should also return to their posts held by them on or before March 25, 1971 with prior intimation to the Government and the nearest Bangladesh Administration. Present holders of such posts will become officers on Special Duty until further orders."

The announcements may please be made today.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

Govt. of the People's Republic
of Bangladesh.

No. 446(5)/cab

Copy forwarded to the :

1. Acting Secretary General, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.
2. Chairman, Secretaries' Committee on Civil Administration,
   Govt. of the People's Republic of Bangladesh.
3. Director General of Police
4. Finance Secretary
5. Secretary, General Admn. Deptt.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল-এর অধীন কর্মকর্তাদের তালিকা	বাংলাদেশ সরকার পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তর	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH,
MUJIBNAGAR.

Memo No.. Dated.............

To

The Secretary,
Establishment Division,
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh, Mujibnagar.

Ref:-Your Memo No. GA/3165 (6) dt. 13.12: 1971.

The list of Officers of this Department as desired in your Memo under reference is enclosed herewith.

(A. KHALEQUE)
DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
BANGLADESH.

Memo No..

Dated 14. 12. 71

Copy forwarded to:		Along with a list of police officers posted of the District.
1) The Secretary, Home Affairs, Govt. of Bangladesh.		
2) The Secretary, Finance Deptt.	-do-	
3) The Secretary, Defense	-do-	
4) P. S. to President	-do-	
5) P. S: to Prime Minister	-do-	
6) P. S. to Home Minister	-do-	

(A. KHALEQUE)
DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
BANGLADESH

THE FOLLOWING POLICE OFFICERS HAVE BEEN POSTED AS SUPDT. OF POLICE ON A TEMPORARY BASIS IN THE DISTRICTS SHOWN AGAINST EACH:

1) Mr. M. I. Talukdar (Addl. S. P)	Chittagong
2) Mr. Bimaleshwar Dewan (S.P.)	Chittagong Hill Tracts
3) Mr. Tripura Kanti Chakma (D. S. P.)	Noakhali
4) Mr. A. H. Mazharul Hannan (Addl S. P.)	Sylhet
5) Mr. China Binode Das (D. S. P.)	Comilla
6) Mr. A. K. R. Q. A. Muttaleb (Addl. S. P.)	Mymensingh
7) Mr. Indrajit Ghose (D. S. P.)	Tangail
8) Mr. Sulamar Karmakar (D. S. P.)	Faridpur
9) Capt. Mahaboobuddin Ahmed (Addl S. P)	Dacca
10) Mr. M. A. Samad (D. S. P)	Rajshahi
11) Mr. Rafiqul Hossain (Addl. S. P.)	Dinajpur
12) Mr. Md. Afsar Uddin (D. S P.)	Rangpur
13) Mr. Siddique Hossain (D. S. P.)	Bogra
14) Mr. Majedur Rahman (D. S. P.)	Pabna
15) Mr. Pankaj Bhusan Mitra (Addl S. P.)	Khulna
16) Mr. Md. Abul Hashem Miah (D. S. P.)	Jessore
17) Mr. S. J. A. Noor Enayet (D. S: P.)	Kushtia
18) Mr. A. K. Chand Miah (D. S. P.)	Bakergonj
19) Mr. Ataur Rahman Khan (D. S. P.)	Patuakhali
20) Mr. Durgadas Lahiri (D. S. P.)	Police Academy
21) Mr. Tamizuddin Ahmed (D. S. P.)	Saidpur Rly. District
22) Mr. Md. Ibrahim (D. S. P)	Chittagong Rly. District

(A. KHALEQUE)
Director General of Police,
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে বিদেশী কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

MOST IMMEDIATE

EXTRACT FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING ON DECEMBER 13, 1971.

O o o o o o

MISCELLANEOUS.

A. The recent press reports regarding appointment and posting of officials under the Government of the People's Republic of Bangladesh were brought to the notice of the Acting President and the Cabinet. After some discussion on the subject it was decided that a statement clarifying the policy of the Government in this regard should be issued by the Acting Secretary General, who would act as the Spokesman for the Government on the Administrative matters. It would be made very clear that the Government of the People's Republic of Bangladesh would borrow the services of only experts and skilled personnel from outside as Advisers in such cases where they would not be available to the Government of the People's Republic of Bangladesh immediately. To dispel misgivings it was further decided to announce all important Government postings clearly mentioning the names, former postings, and present assignment of the incumbents.

B. Copies of all letters of appointment should also forwarded to all Zonal Councils. The Councils should also informed of all the transfer/ posting orders covering the employees working in respective Zones.

C. The Cabinet also considered the question of issue of entry permits. It was decided that entry permits issued by the Government of India would be considered as

a............. clearance from that Government. On the basis of such clearance the

Bangladesh High Commission would insue entry permits to intending visitors to Bangladesh.

Sd/-ACTING PRESIDENT..

Dated : December 15, 1971.

Memo No...........(101/Cab).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দখলদার বাহিনীর সহযোগীদের বিচার সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

MOST IMMEDIATE

Enclosed please find extracts from the decisions of the Cabinet meeting held oil December 13, 1971 on the subject "Trial of collaborators" and "Screening of employees of Government, semi-Government and autonomous bodies". This is for favor of information and necessary action.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
15.12.71,

U.O.No. (9)/Cab. Dated 15.12.71.

1. Acting Secretary-General,
2. Secretary, Foreign Affairs.
3. Secretary, Defense.
4. Secretary, G. A.
5. Secretary, Home/D. G., Police.
6. Secretary, Home Affairs.
7. Secretary, Finance.
8. Secretary, Information and Broadcasting.
9. Secretary, Agriculture.

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF
THE CABINET MEETING HELD ON
DECEMBER 3, 1971

O ....o o o o o

AGENDA NO. 2: Trial of Collaborators.

The Cabinet considered the summary on the subject "Trial of collaborators" and after due deliberation decided as follows:

a) An announcement should be made forthwith to the effect that a machinery of justice is being established for the trial of collaborators and that pending trial all alleged collaborators should be protected and that private retribution must be prevented.

(b) The recommendations contained in the summary on the subject "Trial of Collaborators", submitted by the Secretaries' Committee, were accepted as noted below:

(i) Tribunals will be formed for different categories of collaborators.

(ii) An announcement should be made through radio and other media of communication that local authorities under the Government of the Peoples Republic of Bangladesh have been authorized to arrange immediate arrest and safe custody of collaborators pending trial.

c) The subject "Trial of Collaborators" should be immediately examined in details

by a Committee of jurists and legal experts, who will advise the Government,

particularly on the following matters:

(i) Whether new law should be drafted to give legal form to the recommendations

made to the Cabinet by the Secretaries' Committee or this should be done within the framework of the existing law. If the law on the trial of collaborators is to be framed according to the existing law/laws, under the provisions of the Proclamation of Independence Order dated April 10, 1971 and the laws Continuance Order dated April 10, 1971, how should it be fitted therein.

(ii) Whether the offence of collaboration should be given precise definition or it is covered sufficiently by the existing law dealing with such crimes as waging war against the State, sedition, murder, loot arson etc.

(iii) What should be the composition of the tribunals or Special Courts?

(iv) What category of persons should be tried?

(v) What other allied factors are to be considered and brought within the legal framework?

(d) The Committee of Jurists and legal experts should be immediately constituted by the Ministry of Law and Parliamentary Affairs and further necessary action should be taken by that Ministry. If necessary, the Ministry of Law and Parliamentary Affairs may ask for the services of legal experts from the Government of India.

AGENDA NO 3: - Screening of employees of the Government, Semi-Government and autonomous bodies.

The Cabinet considered the summary on the subject "screening of employees of the Government, semi-Government, and autonomous bodies". The recommendations contained in the summary were accepted with certain amendments. The Cabinet decisions of the subjects, with amendments, are noted below:

1. Screening Committees will be set up as follows:

(i) Screening Committee A-for dialing with all persons drawing a salary of Rs. 2000/- and above;

(ii) Screening Committee B-for persons drawing a salary of more than Rs. 750/- but less than Rs. 2000/-;

(iii) Screening Committee C & D-for all class I officers other than those falling within the jurisdiction of Committee A & B as well as persons drawing a salary from Rs. 350/- to Rs. 750/-;

(iv) Screening Committee E-for class II (Gazetted) Government servants not covered by Screening Committee C & D; and,

(v) Non-Gazetted Government servants and employees of semi-Government and autonomous bodies of equivalent rank will be screened by Screening Committees at the district level to be appointed by the Government.

2. The Screening Committee will be competent to award anyone or more

Punishments specified in Government Servants' Efficiency and Discipline Rules,

1961. The seriousness of the offence will be determined by the facts of each case.

3. **Screening Committee A** will consist of the following:

(a) A person who is or has been a Judge of the High Court or Supreme Court as Chairman,

(b) One Vice-Chancellor of University and

(c) One elected public representative.

Screening Committee B:

(a) One Secretary of the Central Government or equivalent as Chairman,

(b) One elected public representative and

(c) One educationist of the rank of Professor/Head of Department of University.

Screening Committee C & D:

(a) One District Judge as Chairman.

(b) One elected public representative and

(c) One Reader of a University.

Screening Committee E:

(a) One Sub-Judge as Chairman.

(b) One elected public representative and

(c) One Principal of a College or a senior lecturer of University.

4. The screening Committee will submit their report and findings to the President for his approval.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

December 15,1971

Relevant extracts from the decisions of the Cabinet meeting held on Friday, December 10, 1971 on the subject "Restoration of Civil Administration" are circulated herewith for information and necessary action by all concerned. .

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.

Memo No. 469(5)/Cab. dated 16.12.71.

To: 1. Defense Secretary.
2. Secretary for Foreign Affairs.
3. Secretary for Health.
4. Secretary, Agriculture.
5. Secretary, Finance.

SECRET

DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON FRIDAY, DECEMBER 10, 71, ON THE SUBJECT "RESTORATION OF CIVIL ADMINISTRATION".

O o o o o o

The maintenance of law and order and the provision of essential services is the foremost task to be taken in hand by the Bangladesh Government in the wake of liberation. To achieve this it is necessary to repair and restore the Civil Administration immediately.

2. Taking all factors into account, it seems that there is no alternative to the retention of the existing personnel and administrative structure at the district level and below. Government will make categorical statement forthwith to the following effect:

(a) A high power Administrative Reforms Commission will be set up within two months of the Govt.'s shifting its headquarters to Dacca to draft legislation to reform the services and administrative structure in accordance with the fundamental principles enunciated by the Govt. from time to time.

(b) A high powered Screening Committee will be set up to punish or remove unpatriotic officials. This is in addition to the trial of those who have actively collaborated with the enemy, under the law for trial of collaborators.

(c) Government is aware that many Government servants were serving under duress and guarantees that no one will be punished without fair trial in accordance with the law.

(d) All Government Servants who left their posts during enemy occupation and remained inside Bangladesh should return to their posts as soon as the areas are liberated and establish contact with local Administration. Persons appointed/posted to these places after March 25, 1971, will revert as Officers on Special Duty. Those who were at their posts at the time of liberation should remain in their posts and establish similar contact with the local Administration until further orders.

Notwithstanding the above, all postings and appointments made by the Government of the People's Republic of Bangladesh will hold good and present incumbents of these posts will become Officers on Special Duty until further orders.

(e) Those Government servants who left their posts and crossed into neighboring countries, unless otherwise assigned by the Government of the People's Republic of Bangladesh to any specific purposes, should also return to their posts held by them on or before March 25, 1971 with prior intimation to the Government and nearest Bangladesh Administration. Present holders of such posts will become Officers on Special Duty, until further orders.

(f) The Offices of Zonal Administration will submit to the Government a list of Government Servants whether at present employed or not indicating the last posts held by them in Bangladesh.

3. Out of the list of personnel furnished by Zonal Administration paragraph 2 (f) above or available in headquarters office. Thana Units will be formed ready for dispatch to places where vacuum may exist. The composition of the Unit will be as follows:

DESIGNATION	FUNCTIONS.
1. Thana Magistrate	Law & Order and overall co-ordination
2. CO (DEV)/Special Relief Officer	Relief and treasury
3. Thana Food Officer	Supply of consumer items
4. O.C	Law and order
5. Thana Overseer/ Asstt. Engineer	Restoration of communication.
6. Thana Agricultural Officer/TCO /TI	Supply of Agricultural inputs
7. Thana Medical Officer	Health.

The Thana Magistrate will have the power to deploy personnel available within his jurisdiction, in any manner he chooses to meet emergency with regard to maintenance of

Law & Order, rehabilitation, supply of essential commodities and restoration and maintenance of services. He will be the financial controller at the thana level. As financial controller he will incur expenditure in respect of pay of officers and establishment and contingencies out of the imprest placed at his disposal. The CO (DEV) will act as special Relief Officer.

The Secretary, General Administration will follow up implementation of the decisions by the Department concerned.

4. Each Thana Unit constituted under para 3 shall be provided with one month's pay in advance before being dispatched to their places of duty. The Treasury Officer will be provided with an initial imprest of Rs. 10,000.00 (ten thousand).

The Cabinet was also pleased to take the following decisions for restoration of Civil Administration in Bangladesh:

(a) Deputy Commissioners and District Magistrate, the Superintendents of Police will be posted in all the 19 districts. Other officials will be posted whenever necessary.

Regarding administration of the Municipal/Town Committees and villages, the following decisions were taken:

(b) For the time being Administrators will be appointed by the Government to take over and start functioning the Municipal and Town Committees. The Administrators will continue to function till such time Committees are appointed. by the Government to run the administration of the Municipal towns. The Committee will be nominated in due course.

(c) For the maintenance of Law and Orders and for provision of basic facilities at the village levels, Gram Panchayet will be responsible. They will be assisted by Gram Rakshmi Bahini.

(d) The Cabinet was pleased to observe in this connection that people's representatives should be associated at all levels of administration, as far as possible. The public representative should be consulted particularly in such matters as relief and rehabilitation, reconstruction and Law & Order. It was decided that Acting Secretary General would submit a paper to the Cabinet on this subject.

Sd/—
ACTING PRESIDENT.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা সম্পর্কিত অস্থায়ী মহাসচিবের সার্কুলার	বাংলাদেশ সরকার ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দপ্তর	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.

CIRCULAR.

DECEMBER 15, 1971.

All Secretaries to the Government of the People's Republic of Bangladesh are requested to please send me the names and designations of officials who would be deputed by them for discussion with their counterparts under the Government of India. List of subjects, together with briefs to be discussed immediately, in order of priority, should also be communicated to me.

(R. QUDDUS)
Acting Secretary-General.

Govt. of the People's
Republic of Bangladesh.

15.12.71.

No. 454 (9)/.............

To: 1. Defense Secretary.

2. Foreign Secretary.

3. Finance Secretary,

4. Secretary, Cabinet.

5. Secretary, GA Department.

6. Secretary, Home Affairs.

7. Secretary, Health

8. Secretary, Information & Broadcasting.

9. Secretary, Agriculture.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মন্ত্রী পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য একটি সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার কেবিনেট ডিভিশন	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

MOST IMMEDIATE

CABINET MEETING

NOTICE

The following subjects will also be discussed in the Cabinet meeting to be held on Saturday, December 18, 1971, as desired by the Prime Minister:

AGENDA:	SUBJECT:	SPONSOR:
6	Absorption of the members of the Gana Bahini in the National Militia.	PRIME MINISTER
7	Proposal for reassignment of public servants.	Secretary General Administration.

(H. T. Imam)
Cabinet Secretary.
16. 12.71.

No. 472 (3)/Cab. Dated December 16, 1971.
To: 1. C-in-C (for Agenda No. 6 only).

2. Defense Secretary (for Agenda No. 6 only)

3. Secretary, General Administration, (for Agenda No. 7 only).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেলা প্রশাসকদের আশু কর্তব্য সম্পর্কিত সংস্থাপন বিভাগীয় সচিবের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার সংস্থাপন বিভাগ	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
ESTABLISHMENT DIVISION.

Memo No. Estbt. DvnV 3179 (19)   Dated December 16, 1971.

From : M. Noorul Quader,

Secretary, Establishment Division.
To : The Deputy Commissioner,

Subject: Immediate tasks for Deputy Commissioners.

1. The Civilian Administrators posted by the Bangladesh Government will face a tremendous task on assumption of their post. The entire administrative as well as economic structure has been shattered during the war with the enemy and these will have to be restored before development activities can start. On the positive side, there is a tremendous upsurge of public enthusiasm which should be properly tapped and channeled towards speedy reconstruction. The administrators must keep this in view and enlist active co-operation and support of elected representatives, the freedom fighters, and all other sections of the people.

2. Amongst other tasks, the following should be given top priority.

A) RESTORATION OF LAW AND ORDER:

During the course of liberation struggle, law and order machinery had broken down. The aim of the Govt. is to restore the Rule of Law as speedily as possible. For this, the magistracy and the police have to be put back in their proper position as the lawful authority for maintenance of law and order. The Deputy Commissioners must take the following immediate steps:

(i) Post magistrates in each thana and also see that the S. P. takes steps to adequately man the police stations.

(ii) Put an end to summary execution of collaborators and criminals. For this, full support of elected representatives, political workers, freedom-fighters and the people in general will have to be enlisted. It will also be necessary to arrest collaborators as speedily as possible.

B) RE-FUNCTIONING OF GOVT. OFFICES.

The Govt. has already made an announcement asking all employees to return to their posts. Except for those who openly collaborated with the enemy, Govt. servants will be allowed to continue in their job subject to subsequent screening. The measures to be taken in this regard are enumerated below:

(i) Announcements will be made locally asking all employees of Govt., Semi-Govt., as well as private organizations to immediately return to their job. On return, they should intimate the fact of their re-joining to you.

(ii) Employees, who openly collaborated with the enemy, shall be taken into custody. For this, you should exercise your Judgment after consulting local people.

(iii) Appointments and postings wherever made by the Bangladesh Govt. supersede orders made by the occupation Govt. Incumbents of posts which have been filled up by the Bangladesh Govt. shall continue to work. Persons appointed by the occupation Govt. against these posts will become Officers on Special Duty.

(iv) Employees who had left their posts but did not get employment under the Bangladesh Govt. have been asked to resume their previous posts. Appointments made to these posts by the occupation army stand cancelled. Such employees shall remain Officers on Special Duty until further orders.

(v) Where appointments have been made by the Bangladesh Govt. to posts whose incumbents had left their jobs and abstained from serving the occupation Govt., the officers appointed by the Bangladesh Govt. shall assume charge of the office while the earlier incumbent shall join as Officers on Special Duty.

C) RESTORATION OF ECONOMIC LIFE.

It is essential that normal economic activities are restored as speedily as possible. At the same time, a correct assessment of the assets and liabilities of Banks etc. and also of properties left by enemy nationals and collaborators would have to be made. It is immediately necessarily to ensure that these properties are not looted or destroyed. The following actions in this field are to be taken:

(i) All treasuries and banks will cease to hold transactions with immediate effect pending issue of further instructions by the Govt. Cash, gold, other valuable articles etc. in the Treasuries and Banks should be verified, sealed and their safe custody ensured by posting of adequate guards in the premises. Verification Report should be sent to the Govt. without delay.

(ii) Industrial establishments, factories, shops and other properties of the enemy nationals and absentee collaborators should also be sealed. Where conditions permit and the Dy. Commissioners so deem expedient, steps may be taken to run any of the above establishments by appointing suitable Administrators. In other cases, the employees should be asked to remain in readiness so that the establishments can be put to commission immediately on receipt of Govt. directives.

(iii)People will be encouraged to re-open all other factories and shops as quickly as possible. Hospitals, dispensaries, Municipal services, etc. should also be resumed forthwith.

(iv) Steps should be taken for providing irrigational facilities by use of Power Pumps, etc.

(D) RESTORATION OF COMMUNICATION:

Restoration of communication is a matter of Top-most Priority. Without this, all other activities of the Govt. will suffer. Please take the following actions:

(i) All telephones and telegraph services should be revived. Messenger and courier system has also to be used systematically. You should, also try to take advantage of wireless sets of the armed forces whenever possible.

(ii) Road and Rail Communication has to be restored. For this, officials of these departments should be contacted and whatever action is possible taken. Also inform Govt. of your requirements in this regard.

(iii) Great emphasis should be laid on river communication.

(E) RELIEF AND REHABILITATION:

Systematic supply of relief and rehabilitation of refugees and other displaced persons will be paramount importance. Without this restoration of normalcy will be difficult, if not impossible. Actions to be taken in this regard are as follows:

(i) Designate personnel at thana level to look after refugees and displaced persons.

(ii) Check position of food grains in Govt. godowns.

(iii) Appeal to people to maintain peace and order and to go back to their respective houses in an orderly manner.

(iv) Elaborate orders in this regard will be issued by Govt. soon. In the meantime, all possible assistance may be given as interim measures.

(F) ESSENTIAL SUPPLIES:

There is likely to be shortage of food, kerosene, salt, sugar, mustard oil and many other items of essential supplies. Govt. is looking after this problem in a broad based manner. For the interim period, take the following actions:

(i) Make an assessment of the existing stock of these items and take measures for proper distribution.

(ii) Take measures to prevent hoarding and black-marketing.

(iii) Furnish your requirement to Govt. for the next three months.

Lastly, I would again emphasize the need of working in full co-operation with elected representatives, political workers, freedom-fighters and the public in general. The task before you is of tremendous magnitude and a concerted effort of all sections of the public is necessary to accomplish it.

A preliminary report covering all aspects should be sent to Govt. at the earliest. Detailed report should follow soon after.

(M. NOORULQUADER)

Memo No. BD/3179(19)/1 (23) Dated, December 16, 1971.

Copy to:

1. Chairman, Board of Trade, Commerce & Industries.
2. Chairman, Planning Cell.
3. Secretary, Defense.
4. Director General of Police.
5. Relief Commissioner.
6. Chief Engineer.
7. Special Officer-in-charge, P & T Deptt.
8. P. S. to President.
9. P. S. to Prime Minister.
10. P. S. to Minister-in-Charge.
11. A. D. C. to C-in-C.

for information.

(K. AHMED)
Deputy Secretary,
Establishment Division.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতির উদ্দেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষন	বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১

সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়তে হবে

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী,

আপনারা আমার সংগ্রামী সালাম গ্রহণ করুন ।

আজ পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ঢাকায় সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে । গত ২৫ শে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে যে জাতীয় দুর্যোগের বীভৎসতা শুরু হয়েছিল, এই সাথে সমাপ্তি হলো সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের। এই দীর্ঘ ন'মাসে দখলদার বাহিনীর কলঙ্কিত হাতে আমার প্রিয় দেশবাসীরা অনেকে অমূল্য জীবন দান করেছেন। আজ রাতে, তাঁদের স্মৃতিকে আমি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার সংগ্রামে আমাদের যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা আত্মদান করেছেন,শহীদ হয়েছেন, আজকের এই রাতে তাঁদেরও স্মরণ করি। তাঁরা আজ আমাদের প্রতিটি দেশবাসীর হৃদয়ে অমর। তাঁদের এই অপূর্ব আত্মবলিদান অনাদি অনন্তকাল ধরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যোগাবে অনুপ্রেরণা, করবে উদ্ধুদ্ধ। বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের জন্য তাঁদের স্মৃতি হয়ে থাকবে অনুপ্রেরণার উৎস। আমি আজ রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার স্মরণ করছি। তিনি আজও পাকিস্তানের কোন এক কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করছেন। আসুন, আজ আমরা আমাদের প্রিয়তম নেতাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবার দৃঢ় সংকল্পকে বলিষ্ঠ শপথের আগুনে আরেকবার ঝলসে নিই্। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য। আগামী ক'দিনের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় বসবে। দেশ আজও নৃশংস ও নির্মম শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝরছে এর বুকের সেই ক্ষতচিহ্ন থেকে। তাই এ জাতির ভবিষ্যৎকে নবরূপ দান করতে হবে আমাদেরই । নতুন করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব এই সরকারের।

সরকারের সামনে রয়েছে অনেক কাজ। কিন্তু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আল্লার অশেষ কৃপায় সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সব বাধাই আমরা সফলতার সংগে অতিক্রম করতে সক্ষম হবো। এ মুহূর্তে দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই গৌরবোজ্জ্বল ক্ষণটিকে যথাযথ মর্যাদা ও শান্তভাবে গ্রহণ করুন এবং সুখী ও সমৃদ্ধিশালী একটি সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আমার সরকারের যাবতীয় কর্মপন্থার প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন। আমাদের মহান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত গত ন'মাস ধরে আমাদের জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমি এই সুবাদে আমার নিজের, আমার সরকারের ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি্। আমাদের আরেকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে যে সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার জণ্যে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্যে আমি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোলান্ড ও অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দ, জনগণ ও সরকারের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । গত ন'মাস ধরে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে যে স্মরণীয় শৌর্য ও দুরতিক্রম্য বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন আমি তার জন্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সংগে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে আমাদের মিত্রবাহিনীর যেসব সৈনিকেরা অসীম বীরত্বের সংগে লড়ছেন আমি তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আমি দেশবাসীকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের মদত দেবার জন্যে অসীম কারুণিক আল্লাহতালার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি , মুসলমান , হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টান সহ সব দেশবাসীকে আল্লার প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে ও একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে আল্লার সাহায্য ও নির্দেশ কামনা করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বর
জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তিকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যশোরের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সধারণ প্রশাসন বিভাগের সচিবের কাছে প্রদত্ত বে-সামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার যশোরের ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.
Office of the Deputy Commissioner,
Jessore.

Memo No........ Dated 17.12.71.

From : Mr. Waliul Islam ,

Deputy Commissioner, Jessore.

To : The Secretary,

General Administration,

Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar.

The undersigned has set up the Civil Administration up to the Thana level . The existing Sub-divisional Officers were asked to continue in their jobs as O. S D. Administration in the area. The Sub-divisional Officer, Narail was killed . The Second Officer was asked to act as O. S.D. Administration. Out of the 20 Thanas, in 18 the Police personnel’s have been posted. In 13 Thanas the Circle Officers (Dev) have already joined and by Monday the Circle Officers (Dev) will be posted in the other Thanas if incumbent in the post does not join by that date. The Circle Officer (Rev) will be asked to act as Circle Officer (Dev) in those thanas. A list of the officers who have submitted their joining report under the Government of Bangladesh is enclosed here with .

At the Sub-divisional level it is requested that new Sub-divisional Officer be posted; for it is difficult on the part of the old Sub-divisional Officer to function smoothly for obvious reasons.

Deputy Commissioner, Jessore.
17.12.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়	১৭ ডিসেম্বও ১৯৭১

স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে

দেশবাসী সংগ্রামী ভাইবোনেরা,

বাংলাদেশে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম আজ সাফল্যের তোরণে উপণীত হয়েছে।

গতকাল বিকেল পাঁচটা এক মিনিটে সম্মিলিত ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর নিযুক্ত ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী তাঁর অধীনস্থ পাকিস্তানী স্থল, বিমান ও নৌ-বাহিনী, আধা সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্র-বাহিনী সহ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন।

পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশের জনসাধারণের যে দুঃস্বপ্নের রাত্রি শুরু হয়েছিল, এতদিনে তার অবসান হল। বাংলাদেশে আমাদের নিজেদের কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এত অল্পসময়ে বোধহয় আর কোন জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হয়নি।স্বাধীনতার জন্য এত মূল্যও বোধ হয় আর কোন জাতি দেয়নি।

আজকের বিজয়, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিজয়, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর বিজয়, সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের বিজয়।

আমরা যাঁরা আজ স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আসুন, শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, যাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন সকলের জন্য।

পাকিস্তানের সামরিক চক্র চেয়েছিল বর্বর শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে দমন করে রাখতে। হানাদারেরা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, পঙ্গু করেছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়েছে, আমাদের জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে। এই দুঃসময়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ভারত। আর তাই পাকিস্তানী সমর নায়কদের আক্রোশ গিয়ে পড়ে ভারতের উপর। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তারা রুপান্তরিত করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনারা পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। আর পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিতভাবে সংগ্রাম করে তাঁরা মাত্র বারো দিনের যুদ্ধে দখলদার সেনাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছেন।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিপর্যয় এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হতে পারল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশা’র নেতৃত্ব এবং সম্মিলিত বাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিপুণ রণকৌশলে। এই দুই সেনাপতির কাছে এবং ভারতের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের সাফল্যে এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। তিনি যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে আমাদের ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যেভাবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসে তার নজীর নেই। আমাদের সংগ্রামের ফলে ভারতের জনসাধারণকে যে বিপুল ভার বহন করতে

হয়েছে, সে বিষয়েও আমরা সচেতন। তাঁদের এই কষ্ট স্বীকার সার্থক হয়েছে। শরণার্থীরা এখন মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের ঘরে ফিরে আসবেন।

আমাদের সংগ্রামের প্রতি দৃঢ়তাপূর্ণ সমর্থন দানের জন্য বাংলাদেশের মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। পোল্যান্ড এবং অন্য যেসব দেশ আমাদের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

আমরা একথাও ভুলিনি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য আমাদের সংগ্রামকে যথার্থরূপে তুলে ধরে এই সংগ্রাম সফল করতে সাহায্য করেছেন।

দেশবাসী ভাইবোনেরা,

বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্ত আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনও শত্রুর কারাগারে । পাকিস্তানী শাসকদেরকে আমি আহবান জানাচ্ছি তাঁরা শেষ মুহূর্তের অন্ততঃ শুভবুদ্ধির পরিচয় দিন, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করুন। এই দাবী মেনে নেবার সুফল সম্পর্কে পাকিস্তানক অবহিত করাও তার বন্ধুদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলা এক রক্তাপ্লুত ভূমিতে, এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। জনগণের আশা ও আকঙ্খা অনুযায়ী এই দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের সামনে। দেশের দ্রুত পুনর্গঠনের কাজে আমরা ভারতের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করব। শুধু পুনঃর্নিমাণ নয়-নতুন সমাজ গঠনের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। সংগ্রামের কালে সমগ্র জাতির যে ঐক্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় আমরা দিয়েছি, সেই ঐক্য ও ত্যাগের মনোভাব অটুট রাখতে হবে। তবেই গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তি দৃঢ় হবে। সেই নতুন আলো পথে আজ আমরা যাত্রা করলাম।

জয় বাংলা

জাতির উদ্দেশে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রদত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তিকা।

পরবর্তী দলিলসমূহের তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি, ফলে সেগুলি সন্নিবেশের ক্ষেত্রে কালানুক্রম পদ্ধতি ব্যাহত হয়েছে।
দলিলসমূহের কালপর্যায় ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ঘটনাবলীর ব্যাখ্য (লিফলেট)	বাংলাদেশ সরকার প্রচার দপ্তর	.... ১৯৭১

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
FOR BANGLADESH CITIZENS AND FRIENDS ABROAD

MUJIBNAGAR.

BANGLADESH.

Gentlemen,

Bangladesh is at war. Since March 25th, 1971 our Liberation forces have been fighting an aggression by West Pakistani troops and resisting a very well trained and mechanized army. Their attempt is clear. They would like to continue with their colonial policy towards Bangladesh. In their last desperate attempt to deprive us from our right to live, they have adopted a policy of destruction, annihilation, and attrition. West Pakistani troops have burned down hundreds of villages, killed millions of people, and destroyed all our major industrial projects and vital installations. They have bombed and strafed indiscriminately. They have killed our mothers, raped our sisters, and driven out thousands of helpless people outside the country. Wherever they go, they kill young boys and children, loot houses, banks, jeweler shops, steal food grains and cattle and finally desert the places, leaving no human being alive.

The heroic people of Bangladesh have, however, accepted this challenge of war.

The people all over Bangladesh have joined the Liberation Army within 24 hours after they heard of the massacre at Dacca on 25th night.

There is no instance of this kind of genocide ever committed in human history. The detail of the atrocities need not be noted here as we are certain that you have been receiving the same through world press and radios and particularly through Indian Newspapers.

We all have to take part in this War. Every Bengali whether in England or America or Japan or even in Iceland, is a part of our Liberation force. And we expect that each one of us shall fight this War through the means available to him, wherever he is residing. World opinion is vitally important today for the survival of the most helpless and poor 78 million people. This war is as important outside Bangladesh as it is inside.

Gentlemen, while the brave sons of our soil are now engaged in the marshy battle fields of Bangladesh to defend their soil from the enemy aggression, our citizens abroad can contribute equally by organizing themselves into liberation front’s, mobilizing public and world opinion, holding seminars and meetings, collecting funds sending reliefs and essential supplies.

WHAT SHOULD BE DONE?

1. Form organizations in the nature of Liberation Front and if there is more than one such organization in one country, establish-contact with each other and form a co-ordinate federation type organization so that all correspondence and communications may be made through one particular body. Unless otherwise impracticable, follow the system mentioned above.

2. A bank account must be opened properly in the name and style of Bangladesh and should be operated by at least two persons. You should have a cable code for communication proposes and a permanent address to be mentioned in every correspondence.

3. The people of Bangladesh expect you to continue your struggle and lobby the world public opinion, particularly with the American and Canadian Press, radio and television. Your organization may sponsor a solidarity committee consisting of public representatives, journalists, lawyers, teachers and other important personalities and representatives from other national and international bodies, from different shades of opinion who would lead the movement on your behalf. You are to continue to get in touch with all the countries of the world including the members of the United Nations.

4. You ought to maintain day to day contacts with the USSR Embassy, the Indian High Commission and countries who are supporting our cause and also to follow up the developments.

5. Through your lobby you ought to follow up the notes of different countries in respect of Bangladesh.

6. Put pressure upon the Diplomats from Bangladesh to dissociate from Pakistan and wherever possible make them establishes the Bangladesh Mission.

7. You must move a petition in the International Court of Justice for taking effective measures to stop genocide and to set up a trail for punishing Yahiya Khan and his gangsters for committing crimes against humanity. You may also approach the International Commission of Jurists and follow up their condemnation already flashed through world press.

8. Please make maximum utilization of the UN Human Rights Charter and relevant forums for such purposes. Take advantage of Genocide Charter. Engage able, inspired and well reputed international jurists.

9. An UN observation team ought to come immediately for an on the-spot inspection of the actual position.

10. Diseases and famine is imminent. As most of the food storages have either been looted or bombed by the military junta, a great scarcity of food-grain is prevailing. Millions of people are already at starvation stage. Please contact International Red Cross and all other humanitarian organizations to send relief materials immediately.

11. All your lobbing must be handled by mature political hands with utmost sophistication and care. Remember that one faulty step may disrupt what we have

already achieved in the international world. At the appropriate time, our emissary will be sent and he would get in touch with you for necessary liaison. Our cardinal principle is 'friendship to all and malice to none'. Solidarity and friendship with freedom-loving people all over the world. We seek for peaceful co-existence and strive for world peace.

12. Since you are already aware about the atrocities reported through the Indian Press, we need not make this heavier by adding more to what you have already learnt. Read the Indian Press for getting the details. Foreign Press may be told that since Pakistan Army bundled out all foreign journalists, the only source remains open is by way of crossing the border from Indian Territory. The news thus collected should be given due credence and importance and we invite the British Press to come and see the situation for themselves, as to the effectiveness and stability of the Government of Bangladesh, and particularly the unparallel morale and determination with which our people have been fighting with the foreign army.

13. West Pakistani troops are only in occupation of the towns and cantonment areas. The whole of the rest of Bangladesh is under the effective control of Bangladesh Government. The innocent and helpless people in the villages are completely relying upon this Government for their food, shelter and security. This a colossal task and it needs cooperation from every individual of Bangladesh whether he is inside or outside the country.

IMMEDIATE REQUIREMENTS:

(a) Medium-wave Broadcasting Transmitter to cover at least 300 miles.

(b) Sophisticated arms and ammunitions (for specification and channel of transportation contact the authorized representative, of Bangladesh Government in your country of residence. Do not plan till you are in contact with such a representative).

(c) Walki-talkies and wireless transmitters for communication purposes.

(d) Food grains.

(e) Salt.

(f) Matches and Kerosene.

(g) Clothing's (both civil and military).

(h) Medicines and medical units.

(i) Petrol, diesel, and fuel oils.

(j) Other essentials.

(k) Cash money (not to be sent till clear instructions are given).

(1) Tents and tarpaulins

(m) Boots and other outfits.

14. For correspondence and communication for the time being use the address of Bangladesh Mission, 9, Circus Avenue, Calcutta-17.

Sd/-Rahmat Ali
(For and on behalf of
Bangladesh Government)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''বাংলার বাণী''-একটি লিফলেট	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	..............১৯৭১

বাংলার বাণী

বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত, মুক্তিপাগল সংগ্রামী ভাইয়েরা-

বাঙালী জাতি আজ এক চরম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। তথাকথিত পশ্চিমা বেনিয়া গোষ্ঠী শেষবারের মত বাঙালী জাতির উপর চরম আঘাত হেনেছে। তারা চায় বাঙালী জাতিকে চিরতরে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উঠিয়ে দিতে বাঙালীর অপরাধ তারা আর শোষিত হতে চায় না। ইসলামের নামে মিথ্যা প্রহসন দিয়ে, তাই বলে চব্বিশটি বছর বাংলাদেশকে শোষণ করেছে। স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে আমাদের উপর চলেছে শাসন আর শোষণের যাঁতাকল। ১৯৫২ সালে মায়ের ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি, পর্যায়ক্রমে '৬২সাল, '৬৬সাল, '৬৯ সাল এ দেশে ''লাল রক্তের'' ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কত মা তার পুত্রকে, কত বোন তার ভাইকে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছে। শহীদের আত্মা আজ বাঙলার পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ একতাবদ্ধ। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের আজ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। শহীদের অতৃপ্ত আত্মাকে তারা তৃপ্ত করবেই। বঙ্গবন্ধু বলেছেনর ''রক্ত যখন দিয়েছি-আরো রক্ত দেব, এদশেকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'' ইতিহাস কখনও মিথ্যা হতে পারে না। আজ জাগরিত বাংলার মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-বাংলাকে শাসন ও শোষণমুক্ত গণপ্রজাতান্ত্রিক ''বাংলাদেশ'' রূপে প্রতিষ্ঠা করবেই।

সতর্কবাণী

(এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী যারা সব সময় বাংলার সাথে বেঈমানী করেছে, তাদের কাছ থেকে সাবধান)

(১) মুসলিম লীগ ও জামায়াতের দালালদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। মনে রাখবেন-তারা আমাদের বড় শত্রু

(২) অবাঙালী বা অপরিচিত লোকের কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না।

(৩) ঢাকা বেতারের গায়েবী আওয়াজে বিশ্বাস করবেন না।

নির্দেশ

(১) পশ্চিমা পশুদের খতম করার আগে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকদের খতম করুন।

(২) পশ্চিমা এবং চীনের দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার বর্জন করুন।

(৩) অবাঙালীদের দোকানে যাতায়াত বন্ধ করুন।

(৪) বাংলার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করুন এবং নিকটস্ত 'মুক্তিবাহিনী' কে প্রদান করুন।

(৪) সরকারী কর্মচারী যারা আছেন তারা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকুন।

''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম''

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জয় বাংলা

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংগ্রামী জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	..........১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের
সংগ্রামী জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এক হয়েছি। এক আওয়াজে মিলেছে সাত কোটি কণ্ঠঃ পশ্চিমা শোষণের অবসান চাই সোনার বাংলায়। তবু অগণতান্ত্রিক বেঈমান ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র আমাদের অধিকার দেয়নি, বাধ্য করেছে লড়াইয়ের পথ বেছে নিতে।

খান নামে কুখ্যাত অমানুষ এই সেনা পিশাচের অত্যাচার চালিয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের বুকে। আপনারা হাজারে হাজারে বেরিয়েছেন পথে। প্রথম দিন থেকে শহরে বেছে বেছে শিক্ষিত মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। শহরে আজ জনমানুষ মেলা ভার-বলেছেন বিদেশী সাংবাদিকেরা। সৈন্যবাহিনী এবং তাদের আওতায় স্বার্থান্বেষী স্থানীয় দালাল অত্যাচারীরা নির্বিশেষে তাদের মেরেছে। চেয়েছে সবকিছু নষ্ট করে দিতে। মাঠেঘাটে পথের পাশে রয়েছে খানসেনার শিকার অগণন মানুষ। এরা সব আপনার আমার আত্মীয়। যাঁরা বেঁচে তাঁরা সবাই আজ পথে পথে। যাঁরা রুদ্ধ ঘরে লুকিয়ে তাঁদের ঘরে ঘরে হাহাকার।

আমরা চেয়েছি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টানের মিলিত বাংলা। শোষণের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এরা সবাই। পশ্চিমী জঙ্গীশাহীর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার মুখেও বঙ্গবন্ধু আমাদের সাবধান করেছিলেন ‘‘শত্রুর চরেরা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার জিগির তুলবে।’’ চরম প্ররোচনার মুখেও তিনি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংখ্যালঘুদের ধনপ্রাণ ইজ্জত রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচার এবং তার বীভৎসতা যতই প্রকাশিত হচ্ছে ততই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনকে বিভ্রান্ত করার চরম হাতিয়ার হিসাবে সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ আক্রমণকে প্ররোচিত করছে জঙ্গীসেনা । এই নীতির তিন লক্ষ্য-(১)স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করা, (২) ভারতহসহ অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও (৩)ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এককোটির অধিক সংখ্যালঘুর দায়িত্ব চাপিয়ে পর্যুদস্ত করা। এ জঘন্য চক্রান্ত আমাদের বুঝতেই হবে।

এবং এর জবাব চাই। এর জবাবে তৈরী হচ্ছে দেশের রক্ষীরা। দেশের ছাত্ররা, জোয়ানরা এগিয়ে আসুন। মুসলমান , হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান-আপনাদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আসুন সবাই মিলে তার জবাব দিই। ‘‘সাত কোটি মানুষেরে দাবিয়ে রাখতে পারবা না’’ বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সেই অমর বাক্য সত্য হবেই। কি করে পারবে খানসেনা তাদের অপরিচিত এই সোনার দেশকে, বীর মায়েদের হাতে তৈরী সোনার টুকরো ছেলেদের চেপে রাখতে? এ অত্যাচার ভুলবে কে? আসুন মুক্তিফৌজে যোগ দিই, মুক্তিফৌজকে সাহায্য করি, মোকাবিলা করি এই সুসজ্জিত কিন্তু বর্বর শত্রুসেনার সঙ্গে।

তারপর আমরা ফিরে পাবো সেই হারানো বাংলাকে। বাংলাদেশ সরকার আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে- নিঃস্ব হয়ে যাঁরা পথে দাঁড়িয়েছেন, এই অবস্থার শেষে জেলায় জেলায় জমিজায়গা, ভিটেমাটি আপনারা নিশ্চয় ফিরে পাবেন। জমি যে হারিয়েছে সে ফিরে পাবে তার জমি। ঘর যার গেছে তাকে দশজন মিলে গড়তে সাহায্য করবে নতুন ঘর। মাঝি তার লুকানো নৌকো আবার বের করবে মুক্ত নদীর বুকে। জেলে ফিরে পাবে তার জাল। তাঁতী ফিরে বুনবে কাপড়। যে যার কাজে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশ বেশীদিন শ্মশান থাকবে না। দিনে দিনে তার উন্নতি হবে অব্যাহত। কারণ আমাদের ধান পাট মাছ গুড় চিনি, আমাদের সোনাদানা, আমাদের চা কাগজ তামাক এখন থেকে আমরাই খরচ করব। আমরাই বিশ্বের দরবারে কেনা-বেচা করব আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। খুব তাড়াতাড়ি তাই আবার ফিরে পাবো আমাদের সোনার বাংলাদেশ। আবার জাতি ধর্ম দল মতবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালী ফিরে পাবে তার সম্মান। আজ যে শ্মশান বাংলাদেশে এনেছে খানসেনা, সেই শ্মশানে দাঁড়িয়ে মনে রাখুন আগামী এই সোনার বাংলার ছবি। জঙ্গীশাহীর কুৎসায় ভুলবেন না। মনে রাখবেন চরম শাস্তি হবে তার, যে এই জঙ্গীশাহীর সঙ্গে হাত মেলাবে। জয় বাংলার আদর্শ, শেখ মুজিবের আদর্শ ভুলে তুচ্ছতা, নীচতা সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে জঙ্গীশাহীর চরের কাজ করবে যে, সে পাবে চরম শাস্তি-প্রাণদন্ড।

-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘মোনাফেকদের ক্ষমা নেই’’	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	...........১৯৭১

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার

মোনাফেকদের ক্ষমা নেই

ক্ষমতার দম্ভে, উন্মত্ততায় মানুষ বিবেকবুদ্ধি হারিযে এমন সব কথাবার্তা বলে থাকে যখন মনে হয় মানুষ তার আসল হারিয়ে জানোয়ারের স্তরে নেমে এসেছে।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস এরূপ বহু নজীর সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এতটুকু হতে পড়তে দেখলেই অস্থির হয়ে ওঠে। ন্যায় নীতির সমর্থকদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবী গোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদারগণ তখন তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়, ষড়যন্ত্রে লেগে যায়। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, শোষণ ও পীড়নের ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা নাটকে নাট্যকার নবাব সিরাজুদ্দৌলার মুখ দিয়ে জানিয়েছেনঃ ‘‘মীরজাফর,জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদের দল কি আর জন্মগ্রহন করবে না গোলাম হোসেন?’’ নাট্যকারের সে আশঙ্কা অমূলক নয়। বাংলায় বহু বিশ্বাসঘাতক জন্ম নিয়েছে এবং তারা বহাল তবিয়তে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর সাথে বেঈমানী করে চলেছে। বাংলার এই বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকগণই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পদলেহী হয়ে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছে। এদের দাস-সূলভ মনোভাবের উপর নির্ভর করে তাদের পাঞ্জাবী প্রভুরা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, বাঙ্গালীদের উৎখাত করে।

বাংলার মানুষ যখনই তাদের হক আদায়ের দাবী জানিয়েছে, ইনসাফের আওয়াজ_তুলেছে,সুখে-শান্তিতে, মর্যাদার সাথে বাঁচতে চেয়েছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানী গোষ্ঠী তাদের ‘‘দেশদ্রোহী’’, ‘‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’’, ‘‘ভারতের দালাল’’ বলে কুৎসা রটনা করে বাংলার সরল, সহজ মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের সিংহপুরুষ মরহুম এ, কে ফজলুর হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল, যে দেশের মানুষ তাদের প্রাপ্য আসন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মরহুম লিয়াকত আলী খান, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, খান আবদুল কাইয়ুম খানকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে দেশের মানুষ ও তাদের নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করা হয়েছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, নিজেদের অটুট ধর্ম-বিশ্বাসে পঞ্জেগানা নামাজ আদায়ে ভুল করে না, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে থাকে না, কামুক নারীর উলঙ্গ নৃত্য ও উৎকট সঙ্গীত শুনে ক্লাবে, ক্যাবারেতে আল্লাহর শান খুঁজে ফেরে না, ধর্মীয় বিধান মেনে যারা জিঘাংসাকে সংযত করে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বাণী প্রচার করে, যে দেশের মানুষ পশ্চিম পাঞ্জাবী শোষণ ও শাসনকে ছোট ভাইয়ের উৎপাত বলে মনে করে নির্যাতনের অবসান কামনায় তাদের উপর আল্লাহতালার হেদায়েত বর্ষণের প্রার্থনা জানায়, সেই বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালান হয়েছে ও হচ্ছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! যারা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিল, যারা লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করেছিল, যারা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারে রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রের আমদানী করে পাকিস্তানের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে, যারা বৃটিশের গোলামী করেছে আর পরে গোষ্ঠীস্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা হয়েছে, যারা

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসন চালু করেছে, যারা কাসীম ভাট্রির মত চোরাচালানকারীর সাথে আঁতাত করে কোটি কোটি টাকার সোনার চোরাকারবার করেছিল , যারা ইরান, আফগান সীমান্তে চোরাকারবার ও চোরাচালানের খোলাবাজার চালু রেখেছে, যারা ইরান-তুরস্কের মাধ্যমে ইহুদীদের সাথে গোপন সংযোগ রেখেছে, বাংলাদেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও বাংলার গণপ্রতিনিধিবৃন্দকে দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করছে।

কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও তাদের পদসেবীগন, যারা জাতির স্বার্থের চাইতে, নিজেদের স্বার্থের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে, যারা তাদের স্বার্থে কোটি কোটি লোককে অভুক্ত রেখে, অনটনে রেখে, বেকার রেখে, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে বাঙালীর জানমাল ধ্বংস হয়ে যেতে ষড়যন্ত্র করেছে আকাশচুম্বী বৈষম্যের সৃষ্টি করে মানুষের মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে; যারা ষড়যন্ত্র করে, সামরিক শক্তির প্রয়োগ এবং নির্বিচার গনহত্যার ও পোড়ামাটি নীতির অনুসরণে বাঙালী, বেলুচী ও পাঠানদের মনকে তিক্ত করে দিয়েছে এবং যার ফলে নির্যাতিত- নিপীড়িত বাঙালী, বেলুচী ও পাঠান আজ পশ্চিম পাঞ্জাবীদের সাথে একাত্ম হতে পারছে না, যার অপরিহার্য ফল হিসাবে পাকিস্তান আজ খান খান হয়ে গিয়েছে, সেই কুটচক্রী,কায়েমী স্বার্থবাদী পশ্চিম পাঞ্জাবী গোষ্ঠী বেঁচে থাকার দাবীকে মুখর বাংলার মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রচার করছে।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! মুসলমান মুসলমানের উপর নির্যাতন করতে পারবে না, হত্যা করতে পারবে না, অমুসলমানদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা মুসলমানকে দিতে হবে , অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না-ইসলামের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লংঘন করে যারা স্রেফ নিজের প্রভুত্ব, শোষণ ও শাসণ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করছে, তাদের ধন-সম্পত্তি লুট করছে, তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টানদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করছে, যাদের ভাড়াটিয়া সৈন্য নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করছে আর বাংলার মুসলমান নারীদের উলঙ্গ করে মা-বাপের সামনে পর পর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে শেষে গুলি করে মারছে, নিস্পাপ শিশু-কন্যাদের, যাদের সঙ্গে রাজনীতি বা দুনিয়ার কোন সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি তাদের খুন করছে, মুসলমান বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়ে গুলী করে মারার পর তাদেরই সেই গর্তে ফেলে দিচ্ছে, নিরপরাধ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পীদের নির্বিচারে খুন করেছে ও করছে, যারা মদে চুর হয়ে থাকে, কোরআন-হাদিসের বিধি-বিধানের ধার ধারে না, যারা সুন্নী সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রেখে শিয়া-কাদিয়ানী প্রভুত্ব কায়েমের চক্রান্তে মেতে উঠেছে-তারাই ইসলামের জিগির তুলে বাঙালীর সরল মনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারগণ যদি ইসলামে বিশ্বাসী হত তাহলে তারা নিরপরাধ বাঙ্গালীকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারত না।বাঙ্গালীর বুকে গুলী লেগে যখন মৃত্যু নেমে আসে, তখন তার মুখ দিয়ে কি কলেমা উচ্চারিত হয় না? কি অপরাধ করেছিল বাংলার নারী ও শিশু সন্তানেরা ?কেন আজ তারা সর্বহারা হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রাণ ভয়ে ছুটে চলেছে? ইয়াহিয়া খান কেন নির্বাচন দিয়েছিল, কেন বলেছিল নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয়েছিল, আজ আবার কেনই বা আওয়ামী লীগকে বে-আইনী করল, বাঙ্গালীর উপর নরপিশাচ পাঞ্জাবী ভাড়াটিয়াদের অতর্কিতভাবে লেলিয়ি দিল? এর জবাব কে দেবে?

ধর্ম যদি রাষ্ট্রীয় বন্ধনী হয়, তবে সাউদী আরব কেন ইয়ামেনের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে-মিশর, সিরিয়া ইরাক, ইরান তুরস্ক, লিবিয়া, আলবেনিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান পাকিস্তান এক হতে পারল না কেন? পাকিস্তান কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে? পাকিস্তান ইরান ও তুরস্কের মাধ্যমে কেন ইহুদীদেরও সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে আর বাইরে দেখাচ্ছে তারা ইসরাইলের বিরোধী-এ মোনাফেকীর জবাব দেবে কে? প্যালেস্টাইনের মুসলমান মুক্তিফৌজ আজ জর্দানের মুসলমানদের হাতে কেন খুন হচ্ছে? বাঙ্গালী কি এসব বোঝে না? বাঙ্গালী কি এতই বুজদিল? বাঙ্গালী সব জানে, সব বোঝে, কেবল সময়ের অপেক্ষায় আছে । বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ন সচেতন।

আর এই ক্ষমতালোভী স্বার্থপর মহলের পদলেহন করে তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে চাটুকারিতা করে চলেছে বাংলার কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক, পিশাচ হানাদারদের সাময়িক সাফল্যকে তারা স্থায়ী সাফল্য বলে মনে করে, হানাদার পশুদের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার গণজীবনে হাহাকার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসঘাতকদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে না-ইতিহাস তার সাক্ষী। মীরজাফরকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বিশ্বাসঘাতক যাদের জন্যে দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, স্বার্থসিদ্ধির পর তারাই তাদের খতম করে দেয়। তাই বিশ্বাসঘাতকের জান-মাল দু'দিক থেকেই বিপন্ন। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ, বাংলার মাটি থেকে এসব বিশ্বাসঘাতক মোনাফেক, পরগাছাদের নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। এ অভিযান চলছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসঘাতককে তাদের কাজের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। কোন ক্ষমা নেই। তাদের উৎখাত করা হবেই-তাদের পাঞ্জাবী প্রভুদের বেষ্টনী ভেদ করে মুক্তি সংগ্রামী বুলেট বিশ্বাসঘাতকের লাগবেই। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের তীব্র জ্বালায় বিশ্বাসঘাতকদের ধন-সম্পত্তি দাউ দাউ করে জ্বলবে। জাতীয় স্বার্থে বাঙ্গালী শত্রুকে ক্ষমা করবে না, করতে পারে না-তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

আজকের এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বাঙ্গালীর এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম , সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম । মানুষ নিজের গরজে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের জন্য মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষকে মেরে রাষ্ট্র হতে পারে না। বাঙ্গালী তাদের দু'যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজেরাই নিজেদের শাসন করার দাবী জানিয়েছে;বাঁচার মত বাঁচতে দাবী জানিয়েছে। বাঙ্গালী তাদের সন্তানদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের, চিকিৎসার দাবী জানিয়েছে ; অনাহার-অনটনের তাহ থেকে মুক্তিলাভের দাবী জানিয়েছে, বন্যা ও প্লাবনের কবল থেকে রক্ষা করার দাবী জানিয়েছে, বেকারত্বের অবসানে কর্মসংস্থানের দাবী জানিয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকারে শান্তিতে ও সুখে বাস করার দাবী জানিয়েছে। অন্য কোন অপরাধ করেনি। বাঙ্গালীর অটুট সঙ্কল্প, ঐক্য ও দৃঢ়তা তার মুক্তি আনবে; বাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানী অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্ত হবেই।

আল্লাহতা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ সত্যের জয় ও মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী এত সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

জয়বাংলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত।

শিরোমনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী	বাংলাদেশ সরকার প্রচার দপ্তর	...........১৯৭১

মুক্তাঞ্চলে জনসাধারণের জন্য বাংলাদেশ

সরকারের নির্দেশাবলী

(১) মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণকে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্মচারীদের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করুন।

(২) বিচার ও শাস্তির ভার কোন অবস্থাতেই নিজের হাতে নেবেন না। দেশদ্রোহীদের বিচারের ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার করছেন।

(৩) ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সংগে বসবাস করুন। একে অন্যকে সাহায্য করুন।

(৪) এখন দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্ব আপনার, আমার-সকলের। পুর্ণোদ্যমে নিজ নিজ কার্যে লিপ্ত হয়ে যান-দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রচার দফতর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলার গণদুশমনরা হুশিয়ার’’	বাংলাদেশ সরকার, প্রচার দপ্তর	.........১৯৭১

বাংলার গণদুশমনরা হুশিয়ার

স্বাধীন বাংলাদেশবাসী ভাইসবের প্রতিঃ

আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর বিক্রমে হানাদার ইয়াহিয়া সরকারের বর্বর সেনাবাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া চলিতেছে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র সীমাহীন অত্যাচার-অবিচার, নিরস্ত্র নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ হত্যা, নারী ধর্ষণ, অবাধ লুন্ঠন ও ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগের তান্ডবলীলা বাঙ্গালী জাতির ইস্পাতদৃঢ় মনোবল ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। সমস্ত দেশে নরখাদক পাক সরকার আজ পর্যন্ত অফিস-আদলত, রাস্তাঘাট চালু করিতে সক্ষম হয় নাই, খাজনা-শুল্ক আদায় ও দেশের কাচাঁমাল লুন্ঠনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দখলদার বাহিনী নিজেদের দালাল খুঁজিয়া পাইয়াছে গণদুশমন মুসলিম লীগ, পি,ডি,পি জামাত ইত্যাদি জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। আপনারা এই সব দালালদের কলঙ্কময় অতীত ইতিহাস ভালভাবে জানেন আজ তারা হানাদারদের সাহায্যে বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর যে বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

স্বাধীন বাংলাদেশের জনসাধারণ মুক্তিফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিতেছেন। অপরদিকে পাক ফৌজকে তাহাদের দুষ্কর্ম ও পাশবিক কার্যকলাপে পি,ডি,পি , মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের দালাল ও গুন্ডারা সহযোগিতা করিতেছে। দালালেরা গ্রামে গ্রামে পাক ফৌজকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসে,নিরীহ জনসাধারণের টাকা-পয়সা, গরু-খাসী সহ যাবতীয় খাদ্যবস্তু লুটপাট করে, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া আগুন ধরাইয় দেয়, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়, মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া হাজারে হাজারে লোককে দেশত্যাগে বাধ্য করে। নির্বিচারে নারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবকদিগকে হত্যা করিয়া নদী-নালায় ভাসাইয়া দেয়।

তাই, হানাদার দস্যু বাহিনী পাকফৌজের মতো এই সমস্ত দালাল ও গুন্ডাদল বাংলাদেশবাসীর জাত শত্রু এই দালাল-গুন্ডা দেশদ্রোহী বিভীষণদের খতম করার জন্য আমরা চিহ্নিত করিয়াছি। এদের প্রতিটি দুষ্কর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি। এদের নির্মূল করা আমাদের প্রাথমিক ও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইতিমধ্যে আমরা এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের মধ্যে অনেককেই খতম করিয়াছি। বাকীগুলি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছে। জানিয়া রাখুন, এদের ধ্বংসের দিন আর দূরে নয়।

ভাইসব,

হানাদার বাহিনীর প্রতি পদক্ষেপে দুর্বার গণপ্রতিরোধে অধিকতর দৃঢ় করুন। নিকটস্ত মুক্তিবাহিনীর শিবির ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখিয়া চলুন। দুর্বার গতিতে মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিন।

আমাদের স্বাধীনতর সংগ্রাম আজ প্রায় তিন মাস যাবৎ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। সারা বিশ্বে বীর জাতি হিসাবে আমরা শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছি। রক্তের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। আমরা বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনে আরও দিব । আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, আজাদীর সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মনে রাখিবেন, যে জাতি নিঃশেষে প্রাণ বিলাইয়া দিতে জানে, সে জাতির ক্ষয় নাই, ক্ষয় নাই।

-জয় বাংলা-

বাংলাদেশ সংযোগ ও তথ্য দফতর তামাবিল, সিলেট হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধরত পুলিশদের প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তর	বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগ	.... ১৯৭১

বাংলাদেশের বীর পুলিশ ভাইসব,

সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙ্গালী আজ মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমরা বাংলাদেশের সন্তান, আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাংলাদেশের পুলিশ আমরা মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

অতীতে এবং বিগত ২৫শে মার্চ থেকে পাক ফৌজ বাংলাদেশে যে নিধনযজ্ঞ ও বর্বরতা চালিয়েছে তার নজীর ইতিহাসে নাই। সোনার বাংলা আজ এক প্রেতপুরী। সেখানে এখন কবরের শান্তি বিরাজ করছে। এই হত্যাযজ্ঞের প্রথম শিকার হয়েছিল বাংলার পুলিশ বাহিনী। রাজারবাগ, চট্টগ্রাম , খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও অন্যান্য জেলাসমূহের পুলিশ বাহিনীকে কিভাবে মেশিনগানের গুলিতে ও বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার করুণ দৃশ্য আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না।

আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন নারী হত্যা, নারীধর্ষণ, শিশু-ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী হত্যার বীভৎস দৃশ্য। হারিয়েছি আমরা প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বেনাদক্লিষ্ট জীবনের সব সঞ্চয় ও সম্বল। ধ্বংসের ঢেউ শহর বন্দর ছড়িয়ে এখন পৌঁছেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। রাস্তাঘাটে হাটে মাঠে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে নিরীহ বাংগালী পুলিশ বাহিনীকে, ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের পরিবারকে দুঃখের অতল সাগরে। এই গণহত্যা ও ধ্বংসের তুলনা ইতিহাসে মেলে না।

তাই আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন-স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পাক ফৌজকে দাঁড়াতে দেবে না। পশ্চিম পাক ফৌজের সর্বশেষ প্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

হালকা অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ও বোমার মুখে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা কখনও ভোলা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পুলিশের ত্যাগ ও অবদান ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

বাংলাদেশের পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য পুলিশ কর্তাদেরকে মেশিনগানের মুখে রেখে বাধ্য করা হয়েছে একথা ঘোষনা করতে-যেন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসকদের কাজে যোগদান করেন। মুক্তিফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আঘাত হানার জন্য এই হীন প্রচেষ্টা । এই ঘোষনা বা ডাকে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী সাড়া দেবেন না। নানা কৌশলে পুলিশ বাহিনীকে একবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই পাক ফৌজের উদ্দেশ্য একথা আমাদের ভুললে চলবে না। একবার ভেবে দেখুন-কেন পাক ফৌজ আমাদের সহকর্মী পুলিশ ভাইদেরকে অকাতরে নৃশংসভাবে হত্যা করছে-কেন তারা বাংলাদেশেরে পুলিশ লাইন পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে-কেন হাজার হাজার পুলিশকে দেশছাড়া করেছে। জঙ্গী সরকার অস্ত্রের শক্তিতে শক্তিশালী এবং সেই শক্তির দাপটে ইয়াহিয়া সরকার আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই জঙ্গী সরকারের সাথে সহযোগিতা করা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা বাংলাদেশের সন্তান-বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমরা বহু ত্যাগ করেছি। আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছি। বাংলাদেশের শত্রুদের সংগে লড়াই করে বহু কর্মচারী শহীদ হয়েছেন। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাদেরকে চিরদিন জানাব শ্রদ্ধা। তাদের পরিবারবর্গকে

জানাব সহানুভূতি-যারা শত্রুসেনার হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। তাদের জীবন বাঁচাবার জন্য আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। বর্বর পাক ফৌজের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক পুলিশ কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকে আহবান জানাচ্ছি তারা যেন অবিলম্বে মুক্তিফৌজে যোগদান করেন।

আমরা পুলিশ-আমরা অস্ত্র চালনা জানি। বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। আমরা শত্রুশিবিরে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যাব না- শত্রুর কাছে মাথা নত করবো না। তাদের সংগে সহযোগিতা করার আহবানে আমরা সাড়া দেব না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে প্রাণ দেব। আমরা জানি যারা শত্রুর সংগে হাত মিলিয়ে চলেছেন-বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা তাদেরকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। পুলিশের সংগে যারা অফিসের কাজ করছেন তাদের প্রতিও আমাদের এই একই আবেদন।

পুলিশের ভাইয়েরা যারা সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তারা ৯নং সার্কাস এভেনিউ, কলিকাতায় (বাংলাদেশ মিশন) অথবা সুবিধামত মুজিবনগরে পুলিশ সদর দপ্তরের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

আমরা একথাই মনে রাখবো যে-আমরা বাংলাদেশের সন্তান-বাংলাদেমের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। আমরা লড়ছি সত্যের জন্য-ন্যায়ের জন্য। এই সংগ্রামে আমরা জয়ী হবই।

-জয় বাংলা-

-আবদুল খালেক

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও বানিজ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার প্রচার দপ্তর	.... ১৯৭১

নতুন শপথ

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার মরণজয়ী সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নতুন করে বুঝে নিতে হবে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, প্রত্যেকটি নতুন ঘটনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, সচেতন মানসিকতা এবং সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

বন্ধুগণ,নানারুপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামে যে সাফল্য অর্জন করেছে তাতে বিশ্ববাসী বিস্মিত না হয়ে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যয় এবং শৌর্যবীর্যে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে যুগে যুগে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে তা নূতন নূতন প্রেরণা জোগাবে। মানবতা ও ন্যায়নীতি বোধে উদ্ধুদ্ধ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা একের পর এক শত্রুঘাঁটি দখল করে চলেছে।

মহান ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে আরো দুর্বার এবং বিশ্বের দরবারে আমাদের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। ভারতের এই মানবতাবাদী এবং বন্ধুসুলভ ব্যাবহারে আমরা মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। আমাদের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভূটানও আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব আজ একটি বাস্তব সত্য।

সমগ্র মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক জনজীবনের স্বাবাবিক অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ফিরে আসছে দ্রুত গতিতে।

তবু বন্ধগণ, একথা সত্যি যে বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বাত্মক ক্ষতি সাধনে এখনও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। হামলার প্রথম স্তরে তারা বাংলাদেশের অনেক শিল্প-কারখানা জ্বালিয়ে দিয়েছে কিংবা কলকব্জা করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে। তার পর থেকে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, সোনা-দানা গরু-বাছুর লুটতরাজ করে, তাদেরকে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর জীবনে ডেকে এনেছে এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ক্ষেতে-খামারে বিষাক্ত ঔষধ ছিটিয়ে আমাদের ফসল করেছে বিনষ্ট। রাজাকার এবং চোর-ডাকাতদের লেলিয়ে দিয়ে, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের বাড়ী জবরদখল করিয়ে তারা আমাদের সমাজে বপন করতে চেয়েছিল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার বীজ।

তারপর আমাদের শিক্ষিত এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করে মানবিক সম্পদকে করেছে পর্যুদস্ত- আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথকে করেছে দুস্তর।

আজ যখন মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর হাতে মার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখনও তারা চালাচ্ছে এই অবাধ ধ্বংসযজ্ঞ।

এই পর্যুদস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। একটি নবজাত স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সে দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে আমাদের পালন করতেই হবে। পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে ধরে নিয়েই রচিত হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া। প্রত্যেক বাস্তুচ্যুত লোক যাতে সসম্মানে ফিরে আসতে পারে এবং তার দখলীকৃত সম্পত্তি ফিরে পায় তার জন্য বাংলাদেশ সরকার শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যে সমস্ত দুস্কৃতকারী অন্যের বাড়ীঘর জবরদখর করেছে তাদের কঠোর শাস্তি পেতেই হবে। কেউই তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

যুদ্ধের কারণে অনেক নাগরিককে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এইসব সম্পত্তি যদি কেউ নিজের স্বার্থে বেদখল করতে চেষ্টা করে তবে তাকেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি কেউ সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে কোন সম্পত্তি লা-ওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে আছে এবং নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে তবে তিনি যেন নিকটবর্তী থানা সেক্টর বা সাবসেক্টর অথবা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদাত্ত ব্যক্তি বা কর্মচারীর কাছে তা জমা দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রকৃত মালিককে এগুলো ফিরিযে দেবার ব্যবস্থা যথাসময়ে করা হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক। এ কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা গড়ে তুলব এমন এক সুখী-সমৃদ্ধ দেশ যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। যেখানে শ্রমিক পাবে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য, কৃষক পাবে তার ফসলের ন্যায্য অধিকার। অথ্যনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর রুদ্ধ করবে না মানুষের দক্ষতা এবং প্রতিভা বিকাশের পথ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যেমন প্রতিটি পরিবারের দান রয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যেমনিভাবে প্রত্যেকটি সক্ষম নাগরিককে অংশ নিতে হবে, তেমনি বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির ফসলেও থাকবে সমান অধিকার। এক শ্রেণীকে শোষণ করে আরেক শ্রেণী ফেঁপে উঠবে এমন অর্থনৈতিক অনাচার বাংলাদেশের মাটিতে বরদাস্ত করা হবে না।

বন্ধুগন, মনে রাখবেন জনসম্পদই একটি জাতির সবচাইতে বড় সম্পদ। বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দস্যু-বিধ্বস্ত দেশের পক্ষে এ উক্তি আরো বেশী সত্য। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের যে বিরাট কাজ শুরু হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমাদের প্রচুর ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করতে হবে। পুনর্গঠনের এই পর্যায়ে সম্মিলিত শ্রমই বস্ততঃ পুঁজি হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সম্মিলিত শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশের প্রত্যকটি মানুষ যেমনিভাবে এতদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করে আসছে ঠিক তেমনিভাবে আজ প্রত্যেকটি বাংগালীকে হতে হবে এক-একজন কর্মঠ পুনর্গঠক। দ্রুত এবং সুষ্ঠু পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত পূর্ণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা।

তাই মুক্তাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাভাবিক অথ্যনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। কর্মচারীদের কাছে আমার অনুরোধ, জাতি গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আপনাদের সমস্ত সময় ও শক্তি জনগণের সেবায় নিয়োজিত করুন। মনে রাখবেন, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘ আটমাস ধরে হানাদর সৈন্যদের হাতে চরম অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করে আসছে। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষকে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছেঃ বিনিদ্র রজনীর কষ্ট করতে হয়েছে। প্রায় এক কোটি মানুষকে পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এদের অভাব-দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। আপনাদেরকে পরম সহানুভূতি এবং সমবেদনা সহকারে এসব লোকদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বাংলার কৃষক শ্রমিক সবার কাছেই আমার আবেদন তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজ নিজ কাজে যোগ দিয়ে জাতীয় সম্পদ এবং উৎপাদন বাড়িয়ে তোলেন। মিল-মালিকদের কাছে আমর অনুরোধ, যত শিগগির সম্ভব কলকারখানা চালু করুন, যাতে শ্রমিকরা আপন কাজে যোগ দিতে পারে এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে।

বন্ধুগণ, জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি মুক্তিসংগ্রামে শহীদ এবং আহত ভাইদের স্মরণ করছি। নিজের বুকের রক্তে যারা স্বাধীনতা রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন সেইসব হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে জাতি গর্বিত। মহান ভারতের মহীয়সী দেশনেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে মানবাতবোধে উদ্ধুদ্ধ যেসব বীর ভারতীয় সৈনিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সংগে স্মরন করছি।

নানা অসুবিধার মধ্যেও ভারতের জনগণ ও সরকার আমাদের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষকে তাদের মাটিতে আশ্রয় দিয়ে এবং সর্বোপরি বর্বর পাক সরকারের চরম সামরিক হুমকির মুখেও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাঁচার অধিকারকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও ভারতকে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। হাতে হাত মিলিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে দুটি দেশ এগিয়ে যাবে শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন যুগিয়ে এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের মানুষের মানবিক অধিকারের মৌলিক প্রশ্নটিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এবং পরিস্কারভাবে তুলে ধরে সোভিয়েত রাশিয়া আর একবার প্রমাণ করেছেন যে বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে চিরদিন তার সমর্থন ছিল এবং থাকবে।

বিশ্বের আরো যে সকল বন্ধুরাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামেকে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যকে মেনে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসুন। পশ্চিম পাকিস্তানের জংগী-শাহী, যারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদেরকে সাহায্য দানে বিরত থাকুন।

বন্ধুগণ, গত চব্বিশ বছর ধরে অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্দে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বাংগালী শুধু রক্ত দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ তারা রক্ত নিতে শিখেছে। জমাট বাঁধা রক্ত যেন এক এটি বুলেট। অত্যাচারে ভেঙে যাওয়া হাড়গুলো যেন ধারালো বেয়নেট। ক্রোধে আক্রোশে ফেটে পড়েছে এতদিনের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষগুলো। মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা ছুটে চলেছে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আঘাত হানছে শত্রুর প্রতিটি ঘাঁটি উপঘাঁটিতে। এ আঘাত রোধ করতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

শত্রু তাই দিশেহারা। চরম পরাজয় তাদের সমাসন্ন। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অমানিশার অবসানে স্বাধীন বাংলার আকাশে দেখা যাচেছ সুপ্রভাতের নব আভাস।

জয় বাংলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম, মনসুর আলী কর্তৃক প্রদত্ত বেতার ভাষণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর

কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘যুব প্রশিক্ষণ-কর্মসূচী ও সিলেবাস	বাংলাদেশ সরকার যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড	..... ১৯৭১

YOUTH TRAINING

PROGRAMME. SYLLABUS AND ROUTINE.

Issued by
Youth Camp Board of Control.

INDEX

	Paragraphs
I. General Programme	1-3
II. Outline of the Course Syllabus	4-63
A. The need and the Objective	4-13
B. Practical work	14-18
C. Lecture outline	18-63
III. Do's and Don'ts for Base Worker	64-66
IV. Framework of Village Panchayet	67
V. Camp Routine and Syllabus Coverage	68-72
Annexure (in Bengali):	
(i) Bhitti Fouz Oath Form.	
(ii) Ideology of Bhitti Fouz.	
(iii) Framework of Village Panchayet.	

I. GENERAL PROGRAMME OF RECRUITMENT AND TRAINING.

L. Tentative Schedule:

1st-2nd day	: Arrival of Trainees; Registration; Sub-division into Groups and Teams.
3rd-16th	: Training with Motivational emphasis to all trainees.
17th-18th	: Recruitment to Armed Forces as needed. Base Worker Oath (See Anne xed) to Volunteers; Re-grouping.
19th-32nd	: Training with Methodical emphasis to Base-work volunteers.
30rd-34th	: Briefing by locality leaders; Base-work Assignment option; Group Leader Registration.
35th	: Pass-out.

2. The Scheme calls for a fresh bitch of trainees every 15 days. Motivational training is to be given to all. Armed Forces Recruitment is then to take place as needed. From among those who may decline, or are not otherwise recruited, to join Armed Forces, the volunteers for Base-work are then to be given another 2 weeks of Methodical training. The two parts of the syllabus (see Para 68-72) are thus to be given simultaneously to the respectively succeeding Groups in each Camp.

3. However, the volume and timing of Armed Forces Recruitment being flexible the schedule may have to be changed even without notice. The Training Staff in each camp have therefore to cover as much of the Syllabus as fast as possible. The minimum essential coverage as in Para 71-72 has to be kept in view.

11. OUTLINE OF THE COURSE SYLLABUS

-Abu Yousuf.

A. THE NEED AND TIIE OBJECTIVE

(Guerilla War: A Total War)

4. WHO will fight our war of independence and HOW?

It must be clear that the foreign powers will not fight for our independence. Whatever they may or may not do, whatever help they may or may not give we shall win or lose our independence exactly in proportion to our self-reliant efforts. We alone shall have to fight.

5. But who among us will fight and how? The foremost need is. of course, to train and arm as soon, and as many, of our young men as we possibly can to destroy the heinous enemy particularly with the tactics of Guerilla Fighters (Mukli Fouz).

6. But if destruction is the only training we give our armed fighters what will they do in their operational bases in between, or after, destroying the enemy? Unless we also train them in some constructive work, shall we not be turning out potential parasites, or even bandits, who will incur the hostility of the people, lose their "Safe Base" and thereby render themselves unfit for Guerilla warfare? Grounding in constructive base-work is therefore as essential as destructive training for our armed fighters.

7. But what about the other young men who remain beyond our capacity to arm? Shall we let their militant enthusiasm to turn into frustration and possibly even antagonism to our cause? Should we not enlist them also as active participants in our war effort by training them as Base-Worker, to operate as vanguard and rearguard to our armed forces for preparing and maintaining Safe Bases?

8. But what about the rest of the people of Bangladesh? Is there no active role for them in our war efforts? Are they to keep on helplessly depending on our armed fighters and to serve only passively as their safe bases? But even in that role, how are the villagers to maintain the safe bases? Militant words……or from the Base-Worker, will not do. Because, the inhuman enemy is not stopping even at unlimited brutalities of murder, arson, loot and rape. With cold calculation he is now inducing a twin menace of

lawlessness and famine as a socio-economic device to break the people's last resistance to enslavement.

9. A village can act as a safe base only if it can sustain itself at least in food and social order, the irreducible minimum of social life, without begging for the enemy's mercy, relief or protection. Our Villagers could conceivably do so only by maximizing and organizing their "labor, cooperation, and discipline within their village Panchayet with an indomitable will for self-sustenance and security at whatever may be the attainable standard, without depending either on the enemy's bureaucracy for law and order or his money mechanism for the means of living.

10. And once the villagers begin to protect themselves from the indirect weapons of the enemy behind the shield of such an indomitable self-sustenance, they cannot only maintain the Safe Bases in the areas outside enemy occupation but also be the most effective fighters in an economic war, as our deadliest weapon against the enemy.

11. The activation of such indomitably self-reliant village bases ("Fortress in each village"-S/?«'M Mujib) to ensure active participation of all our human resources in a Total-War against the enemy, is therefore needed as our basic *war effort now.*

12. That the "*Swadhin Bangla Betar* " has to constantly improve and intensify its efforts in that direction goes without saying. But only the trained Base-Worker, absorbed in his local knowledge of the village life, will be able to urge, guide and activate the people in their day-to-day self-reliance against the machinations of the enemy fifth column the informer cheat.

13. The Creation of a task force of such Base-workers (*Bhitti Fouz*), along with an initial grounding of our armed forces in that work, is the objective of the Youth Training Programme as a key to our Total War effort. So that, we may self-reliantly destroy the enemy while we construct our own social base, not merely to win but to consolidate our independence as we win it this time.

B. PRACTICAL WORK

Notes for the Instructors

14. The syllabus is primarily for practical work throughout, because it is based on a single premise that only through the intensive labor for constructive work can come co- operation, discipline and ingenuity as the only pillars upon which an indomitable will for socio-economic self-sustenance can grow and survive as the mother of independence for welfare through either war or peace.

15. The immediate objective of the training course is therefore to activate the trainees- in doing such work, and not merely to motivate them to do so ("as and when", and perhaps never), so that the trained worker in his turn can activate the villagers of Bangladesh in doing the same, as the real objective of the course. In other words, the trained worker must be armed with the habit of constructive labor in his hands as his primary weapon in war and peace. It is only for that purpose that the lectures are to be

given to give the urge of constructive labor in his heart (motive) and the avenues of constructive labor in his head (method).

16. First and Foremost, however, will be the need to break the usual Bengali "sense" of educated "prestige" behind the stigma on manual labor. The trainer can do it only by his own example in doing "shoulder to shoulder" work in a spirit of "joint venture". By the end of the course the trainee must be brought to realize that nothing can ever be attained without manual labor as the primary labor of man and, therefore, that the shirker of manual labor is an enemy of our cause. And this can be done only if the trainers remain wholly dedicated to their effort by living working and talking together with the trainees instead of just talking to them about work from a distance.

17. Items of Practical Work (See Para 71 for details).

1. Lineup.
2. Physical Training.
3. Cleanliness.
4. Camp works.
5. Rural Agricultural practices (doing whatever practicable in the Camp, and talking about other possibilities in the village).
6. Rural Arts, Crafts, Skills and Industries (same as above).
7. Self- Help Exercise.
8. Self-Government Exercise
9. Intelligence gathering and communication (as may be arranged).
10. Use of Small Arms (as above).

18. Ground Rules for Group Action

Throughout the above activities the following codes of constructive conduct must be consciously and indelibly impressed upon the trainee:

1. We are at war, we can neither fight nor win it without the strictest discipline. Any relaxation of discipline on our part is the enemy's weapon in our hands.
2. No matter how a leader is made, or haw often and why the leader is to be changed, everyone cannot be the leader at the same time. There has to be only one leader at a time, and he has to be followed.
3. Decisions must be taken in democratic participation as far as the time allows. But once a decision is available its implementation in time is mandatory.
4. Know what is to be implemented. Don't just "do a job"; accomplish the objective.
5. Don't criticize without a suggestion for improvement. We are all to blame for our troubles to-day. Tomorrow will be better only if *we cooperate*.
6. *Obey first*, argue later. We have to win a war, not a debate.

7. Help others; but don't interfere.

8. Don't wait for others to do it. If you can do it yourself, do it.

9. Don't get stuck; improvise.

10. The time is for action, not for talk.

C. LECTURES

Notes for the Instructors

19. The lectures are to be given in-between work sessions and only to re-inforce the trainee's work habits into an effective dedication to the constructive primacy of our struggle even through the necessary destruction of war. One or more of the following points should be the theme of each lecture:

a. Pride of Bengali Nationalism irrespective of groups and religions as founded by Sheikh Mujib.

b. *Love* for the people of Bangladesh in their just cause of welfare through Independence.

c. Hatred for the barbarian enemy who is a blot on human civilization.

d. Concept of Total War of all the people of Bangladesh and the complimentary roles in it of the Bhitti Fouz and the Mukti Fouz. Role of everyone as a Bhitti Fouz in the cause of welfare.

e. Dedication to our self-reliant struggle for the cause of welfare through independence of the People of Bangladesh with the fundamental method of self-sustained village bases (''Fortress in each Village'-Sheikh Mujib).

20. The lecture units with reference to specific paragraphs in this text have been set out in Para 72, as the minimum needed to serve the basic purpose of the course. Further elaboration may be given to interested trainees with reference to other paragraphs as time permits. But, in any case, these lectures should be in a language and manner to motivate the trainee not for a theoretical debate but for down-to-earth action that has to be taken now.

A. INTRODUCTION

21. We are here not to escape the horror in our localities but to prepare for the war imposed upon us. It is a total war of all true Bengalies regardless of their parties and religious. We have one leader -*Sheikh Mujib, one slogan-Joi Bangla*, and one cause-welfare through independence of the people of Bangladesh.

22. The war is in our hearts and homes and has to be fought and won there. Every moment we delay, the more of our brothers and sisters are being killed, burned, looted and raped, the more of our independence is being lost, and the more of our social foundations is being destroyed.

B. THE ENEMY

(i) His Inhumanity:

23. Even worse than the combined bestiality of the worst enemies of human civilization. Unlimited cruelty, immorality and barbarism; genocide, burning, intellectual and youth depopulation; public raping, torture and dehumanization; induced famine and lawlessness; all let loose for a cold blooded destruction of our society to make us his sub- human slaves and prostitutes.

(ii) Immediate background: His treachery and treason:

24. Yahya himself conducted election on openly stated six-points of Sheikh Mujib for equal justice not only for the Bengali but also West Pakistanis. Patriotism of six-points was not questioned at that time. Yahiya himself declared election as "free and fair" when it established six-points as National Mandate by an absolute majority, validly binding on the whole nation if the nation was to be considered as one. Yahya himself hailed Sheikh Mujib as would be Prime Minister of the whole of Pakistan.

25. But M. M. Ahmed - Hameed - Bhutto - Yahya secret plot to continue exploitation of Bangladesh by violent overthrow of this unassailable national mandate. Assembly delayed, then postponed; unnecessary Round Table Conference started; all as covers to build up military preparation. Then, while supposedly working out interim Government under Sheikh Mujib, brutal genocide suddenly unleashed on Bangladesh without the slightest forewarning. This violation of national mandate is highest possible treason, the surprise attack the highest *treachery*, the armed butchery' the meanest inhumanity. By the heinous attack on democratic majority, the barbarian minority of West Pakistan has ended one-ness, integrity, and the very existence of Pakistan forever.

26. Present blatant lies about Indian "infiltrator', 'Hindu domination' and 'Islamic solidarity' were not even mentioned by Yahya in his delayed cover up on 26th March. After destroying the foundation of Pakistani nation-hood themselves, they are killing us in the name of Pakistani integrity. Their butchery of Bengali Muslim in the name of Islam has put Islam itself to shame forever. The minority is calling the majority his 'internal affair'. Unarmed and helpless victims including thousands upon thousands of women and children are being called 'miscreants' by armed gangsters. 'Relief for Bangladesh is being procured for our destruction.

(iii) Pakistan background: His exploitation and lies:

27: Bengali Muslims established Pakistani States for justice in fear of possible injustice in united India. But West Pakistani Landlord-Capitalist-Bureaucratic axis plotted to subjugate and exploit Bangladesh and deprived Bengalies of that justice (with the connivance of Bengali traitors). Political subjugation, economic exploitation and cultural enslavement under the guise of Islam and Integrity. Some axis behind this war of inhuman aggression. Unity of thieves against us, in their necked adventure in gunpoint imperialism.

C. HOW HAS HE DARED

(i) Out Habit of depending on others.

28. Enemy has dared to violate all civilized codes of conduct even to put the blame on us for all his crimes, because he banked not merely an our military unpreparedness but on our *mental unpreparedness* to take the initiative of action. We depend on others, to act while we talk, elect, agitate, threat and even offer our lives, but yet wait for others to act.

(ii) History of Bengali Liberation Movement:

29. Pakistan (47), Language (52), United Front (54), Constitutional Parity (56), Mass upheaval (69). In each case a 'crowning' victory was turned into miserable failure by Bengali inability to follow up in action what is resolved in words. The role of traitors, and our inaction to punish 'them. Even now there are traitors, betrayers, and opportunists who go unpunished. We have perhaps the best human resources as our assets who have risen massively again and again at the call of their welfare; who have voted, agitated, and given their live again and again as asked for; but who have been betrayed and frustrated again and again because no one told them how to take action.

30. Our only strength so far has been occasional unity in resolve, but it remains empty without constant discipline in action to implement the resolve. We have depended on others for this action and therefore the defaulters, betrayers, and traitors have flourished to foil our resolve by helping the enemy in his actions. The enemy has banked on it, and we are getting exterminated.

D. HOW CAN WE OVERCOME

(i) Should we depend on Yahya and settle with him?

(or his equivalent)

31. Begging or compromising with Yahya to spare our lives will not end the trouble. Can Bengalies live through this sub-human slavery and prostitution? The veil of Pakistani nationhood is now gone forever. Can Bengalies live as fourth class serfs of pleasure of the Punjabis, other West Pakistanis, other non Bengalies, and the Bengali slave-drivers, in that order.

(ii) Should we just depend on Foreign Powers?

32. Foreign people may sympathies with but agony, but foreign governments do not act on mere moral principles. U. S. A. does not act for democracy in Pakistan or freedom of Bangladesh, or U. K. for parliamentary process, or China for liberation from capitalist exploitation. The Governments act in their own interest as a part of their world power politics. The less said about the powerless U. N. the better. So long as we do not or cannot speak from a position of strength the foreign powers will not be likely to act solidly for us. The best we can hope from them is a "peaceful" settlement for continued Pakistani bondage, with the last enemy soldier remaining on our soil.

(iii)Should we just depend on our armed fighters?

33. In spite of its unsurpassed heroism, our armed front is just getting stalled. It is good enough for bleeding the enemy, but it is not likely to match the mechanized army of

West Pakistan in the foreseeable future to give us any real position of strength just by itself. We have to prepare for guerilla warfare in our revolution from within.

(iv) Lesson from successful Revolutions:

34. No revolution has ever succeeded by armed destruction alone. The French Revolution was a miserable failure, the first time. Whether it is in China or Vietnam or Algeria or Cuba, revolutions have succeeded only in proportion to the constructive action that the people themselves have taken in partnership with armed fighters. Guerilla war is impossible without such partnership. We also must do the same.

(v) Self-reliant Total War by the people of Bangladesh:

35. The enemy is strong in foreign affairs because he is in strong military affairs. But at the base of these weapons, the enemy is extremely weak in economic affairs because he is vitally dependent on exploitation of Bangladesh even while he is fighting us. U. S. A. and China will not finance him indefinitely in his nacked imperialism. Therefore, if we employ, at the base of our foreign affairs and armed front, an economic war by our people in a total war against the enemy we cannot only defeat the enemy but also disintegrate him at his home base in West Pakistan. What we have to do is to urge our people to continue the economic boycot of the enemy that was started by Sheikh Mujib, regardless of the present horrors in the hand of the inhuman enemy, because economic war is our deadliest weapon against the enemy.

(vi) Enemy strategy:

36. But, in all his mad inhumanity, the enemy is pursuing a vicious tactics of preventing such an economic war by our people. The enemy occupies the bureaucratic and monetary nerve centers in the capital and the towns. He knows he cannot keep the producing fields of rural Bangladesh occupied physically; but he is pursuing a two pronged attack for its control. He is systematically destroying our food grains to create a famine, and he is starting a chain reaction of internal social lawlessness by his fifth column, the common thieves and dacoits backed by our social cheats who act as enemy informers, to bring down enemy raids as protection to the miscreants.

37. Amidst all their terror and horror, our people are being deprived of even food and internal social order, the two ultimate requirements for the existence of a human society. The enemy hopes that the people, thus faced with the *destruction* of our society will turn to their usual habit of depending on others and surrender for "law, order and relief' to the enemy controlled bureaucracy; and will thus be enslaved once again for bureaucratic subjugation and monetary exploitation by the enemy.

38. Even if our people were to forget the message *Sheikh Mujib* and accept that slavery, the enemy has already destroyed too much of our economic superstructure to rebuild it soon enough to regain his economic empire. As if maddened by that thought he appears to be bent upon a revengeful destruction of our society by inducing more and more famine, lawlessness, and debasement. So that, when he leaves, he may leave behind a jungle of sub-humans in Bangladesh.

(vii) Real enemy:

39. Even in this gravest of all possible dangers to us as a nation, our deadliest enemy is not so much the mechanized barbarians of West Pakistan, as the same old virus of internal social cheat, now acting as the enemy *informer*, who has along been ruining us in the past by acting as the supporter of our political traitors in their betrayal of our cause.

40. And here again, the enemy and his agent-informer depend for their success not so much on their own ability, as on our fatal habit of depending on others for action to satisfy our needs; in this case on some bureaucratic administration from the "top" for "law, order and relief'. This fatal habit is *our real enemy within*.

(viii) Self-help:

41. But to-day, faced not merely with the loss of our independence but with the destruction of our society itself, we the people of Bangladesh must at long last give up this fatal dependence on other's actions and begin to take, as *our national life breath*, our own self-reliant action to weed out the deadly enemy, the informer-cheat our social foundation.

42. But unorganized and uncontrolled action against the informers by patriotic *individuals* will not do, because such divergent action will lead to lawlessness as intolerable as the other. Punitive action, to be really beneficial, has to be an orderly one with the sanction of a body which has public recognition behind it. But the Bangladesh government cannot extend its bureaucratic "Order" (even if it so wanted), because the Mukti Fouz cannot drive the enemy out right now.

43. And yet there is a simple way out to preserve our internal social order at least in the large majority of our villages which lie outside regular enemy patrol. What we have to do for it is simply to revive our age-old village *Panchayet* and enforce its "order" to prevent the thieves and dacoits and to deprive them of possible enemy protection by suppressing the informer so effectively as to terrorise the potential informer-cheat back to normalcy.

44. And from within the security and discipline of such Panchayet administration at our social base, and with the same *will* for self-reliant action, our villagers (at least in the areas outside regular enemy patrol) can organise their labor and cooperation for maximizing their food production (along with as much of other social amenities as they possibly can) so as to maintain their *self-sustained* (even if not self-"sufficient") village units without falling prey to the enemy's tactics. There will be hardship no doubt. And a key role will have to be played by motive ingenuity of our people in finding indigenous means and methods not only for maximizing and diversifying local products but also in doing without things that can neither be produced by the village, nor be obtained by friendly barter with neighboring areas.

45. And it is only through such self-reliant socio- economic action that we can build the *"Fortress in Each Village*" which was called for by *Sheikh Mujib* in our war preparation as the indestructible seed of our independence.

(ix) Village Unit:

46. The Village has to be the basic unit of such action primarily because the day-to- day (management and supervision of such labor) management and supervision of such labor, cooperation and discipline is not feasible in any unit larger than a village, the fundamental, contiguous, and indivisible unit of our society. The other units (union, Thana etc.) are simply the administrative groupings of villages and, in any case, they now lie sheltered and scattered by enemy action and occupation pattern. Only the village continues as a unit, whether occupied, patrolled raided, or free.

(x) Self-Government

47. The Village Panchayet will thus be a true self-Government, without dependence on any other "administration" in the daily life of the village. In fact such is the age-old system of Public Administration in Bangladesh, which, however, has been stunted and debased, by the diabolical "Diarchy" as introduced by the British and followed over since. Yet, it will not be too difficult to re-vitalize the administrative Panchayet to-day, because our villagers have already had a taste of it during *Sheikh Mujib's* historic Non- cooperation of March '71, when bureaucratic administration became practically defunct, and law order and justice in our villages were maintained by the Panchayets of some kind, or the other (Shalish, Darbar, Baithak etc.). Almost the same situation continues now, and what we have to do is to reactivate these Panchayets with a renewed vigor as our basic war effort at home. The main principle to be remembered is that the villagers are to be motivated to select the Panchayet themselves so that they get morally bound to abide by the Panchayet's decision and discipline in their daily lives (see para 67 for details).

48. The reactivation of the village Panchayet, although the key step in our Total War, will however not involve any defense or violation of any rule, law, regulation or ordinance that may conceivably be imposed by the enemy or his bureaucracy. In fact the Panchayet needs no registration with the enemy bureaucracy; it remain a private affair entirely of the villagers, by the villagers and for the villagers; and the normal productive and protective activities of the villagers under it (para 67) can be carried out openly, either without any name, or under any convenient name (even under cover of "Peace Committee") without attracting any excuse for the enemy's wrath.

(xi) Economic War

49. But it is from within the shield of these self-sustained socio-economic "fortresses" under Panchayet administration that own, villagers can continue their relentless economic war, which then will not only be a simple matter, but also will not violate any conceivable law of the enemy. The people with simply stop going to the enemy's bureaucracy for law, order and justice; stop using the enemy's products (textiles, cement, wheat, manufactured articles etc); and keep the enemy deprived (by stopping production if needed) of such of our products (jute, hide, tea etc.) as he uses for our exploitation. The enemy will not survive long by this deprivation of Rs. 250 crores in Pak Currency and Rs. 100 crores in Foreign Exchange per year, respectively, upon which his

industrial-military economy rests. Payment of Land Revenue (even if unavoidable under physical threat) will be of little consequence to the economic war. In any case there will be very few imposable taxes when the people produce only for their own consumption, and at most do barter trade in kind.

(xii) Resistance

50. But the enemy is not fighting a "civilized" war; he is on an inhuman rampage. He comes for raids, murder, arson, loot and rape, from which our unarmed villagers must get prepared to save themselves as best as possible by faking, hiding and fleeing from the enemy with their lives and essential products and stores, particularly of food, while they can-yon their constant rearguard action against the enemy informer. At the same time their blind fury against the enemy brutalities must be kept constantly galvanized into in indomitable will for resistance through various wartime actions culminating in to the guerilla fighters (para 67.B.2). The organisation and order of these activities also can be best carried out by their own Panchayet within their socio-economic "fortress in each village" whenever, wherever, and to whatever extent its construction is possible.

(xiii) Safe-Base

51. The best areas for the construction of these village 'fortresses' are obviously those which have not yet been raided. Soon, the work may be extended to the once raided villages for the people to re-group and start again. And gradually, in a highly secretive manner, the work may extend to enemy patrolled and even occupied villages under the very nose of the enemy. And it is in these villages "fortresses" that our guerillas will find their safe-bases to operate, not as our mercenaries against the enemy mercenaries, but as the army of our people, to help and protect our people, with the help and protection of our people.

(xiv) Participation

52. But even more than its utility in economic war and Safe-Base, the activation of village "fortress" will save our social foundation from destruction by the barbarian enemy. It will give a positive construction and a constructive purpose to the helpless villagers of Bangladesh who are probably the most terrorized and bewildered human beings on earth today. Most importantly, however, the work will save them from the impatience of passive expectation of a quick victory by Mukti Fouz alone, and the resulting frustration and even a dangerous antagonism to our cause of the inevitable delay, by giving them the scope and duties of active participation in our war effort and the resulting solidarity with our leadership and the Mukti -Fouz on the one hand, and the continued hatred of the enemy and his agents (by polarization) on the other. Only thus can we wage an invincible total war of 75 million people to uproot the enemy from our soil and thereby to disintegrate him at his unstable home base in West Pakistan.

(xv) Foreign Policy

53. Only the confidence of such a primarily self-reliant total to destroy the enemy can give us the position the real strength as needed for a successful foreign policy.

Only then can we tell the world plainly and clearly that Pakistan is dead and gone forever, and the West Pakistani gangsters in the skin of Pakistan have no jurisdiction over the fate of Bangladesh; that our evacuees shall return home under our own protection; that we are fighting for nothing short of total victory in true independence; and that we have nothing to negotiate with the enemy except the terms of his surrender. We can then begin to lash the conscience of world humanity about the criminal connivance of those governments who are "aiding" Yahya's gang, and about the conspiracy of silence of the world powers on the inhumanity of these West Pakistani barbarians.

(xvi) Conventional versus Guerilla War

54. What is needed for us to wage such a total war is first and foremost the realization of all of us, particularly of our youth that we are not fighting a conventional war for crushing the enemy with our military weapons in one frontal fight. Ours is a Guerilla war for bleeding the enemy to death with "all of our weapons in the hands of all of our people" (Sheikh Mujib) in a well concerned total war. In its present phase, when our Guerillas are still gathering strength, their primary effort must be to assist our people firstly in their social security by eradicating the undoubted traitors and economy-agents, and secondly in their economic war by ambush and sabotage to prevent enemy's trade communication on the one hand and to push his war expenditure to an unbearable maximum on the other. Only when the enemy has thus been "softened" enough, the time for their mopping up will come in the final phase of our war with our people themselves rising in a body to give the finishing touch. Our soldiers must, therefore, be motivated to fight the military war not as "everything" but only as a part, although a most vital part, of our total war in active partnership with our people in the Socio-economic war. Because, there is no other way to fight a guerilla war.

(xvii) Base Worker

55. And which is needed for our people to actively participate in this total war is a corps of dedicated Base- *Workers to activate . . . self-sustained* socio-economic "fortresses" in the villages of Bangladesh. First of all, the worker himself has to be activated in the habits of hard work, the mother of self-sustenance, as he is taught the "why" (motivation) and "how'" (method) of self-sustenance. He is also to be taught to get inconspicuously absorbed in the economic life of a village through some productive labor so that he may get into the confidence of the villagers before he can activate them.

56. He can then select a village as his assignment and begin to carry out his systematic tasks (see para 64) under cover of the village elders to uphold the indomitable will of our people, even through the brutalities of the enemy, for the construction of their self-reliant socio-economic "fortress" as their primary shield, and also their deadly weapon, against the enemy.

57. And thus, with the Base-workers at the foundation of our political war, the Armed Fighters at the forefront of our military war, and both solidly united with the people in the main thrust of our socio-economic war, we can confidently proceed to really and truly vanquish the enemy.

D. WHY TO OVERCOME?

58. But what then? What shall, we do with independence when the enemy is vanquished? The only possible answer is that we shall use independence in our actions to win our welfare'.

59. But, we became independent 23 years ago along with the West Pakistani minority. While they used more than their due share of independence in their actions to enhance their welfare and strength, we did not use ours. And therefore not only we have lost our welfare and strength, but we are now about to lose our 'Independence' itself.

60. But, no nation or society is either absolutely independent or absolutely non-independent, because every society can take its own actions up to a degree. The only way to retain whatever independence is there and to win a greater degree of independence for greater welfare and strength is to use in actions whatever independence is now available for whatever welfare and strength is now possible. Otherwise, welfare, strength, and independence itself go by default. We, the people of Bangladesh, are now finding it out to our bitterest agony.

61. And this action must be taken by the people themselves. The Leaders are of course needed to show the way; but nothing is really attained until the people at the base of the social pyramid begin to act with their productive (economic) and protective (social) lob ours in mutual cooperation and discipline. The key to independence, strength, and welfare itself, thus, lies in the bare hands of the people.

62. Sheikh Mujib has chosen *democratic socialism as our path to welfare*. Whatever details we may follow in that path, (and notwithstanding the arguments of various 'isms') our elemental step to enduring welfare must be social cooperation through democratic self-government at the foundation of our society (fortress in each village,) where the people themselves will protect their constructive vitality from subjugation and exploitation by the social cheats. Such democratic self-government, as the only administration' at the social basest is the only common feature of, all really progressive countries *irrespective of their 'isms'* whether it is called a commune or a Kibutz, a County or a Borough, a Collective or Canton. We also must do the same. The Leader, his Lieutenants, and the Base-Worker must of course mobilize, guide and urge. But it is the people at our social base who must be activated to take that step.

63. If then, the blind fury of our people against the enemy today can be converted into an indomitable will on their part for self-reliance, and if their labor, cooperation and discipline can be activated into the construction of the same socio-economic 'fortress in each village' within their truly democratic Panchayets, wherever and to whatever extent possible, as their weapon as well as their shield against the hated enemy, far more than a beginning will have been made on our way to welfare by the time the enemy is vanquished. And then, upon the solid foundation of these constructive village bases the superstructure of our national welfare will be built, quickly and confidently, at progressively higher levels, never again to be the helpless victim of any aggrandizer.

At this fateful moment of birth of our nation it is, therefore, for the Base-Worker to transform what is now a calamity into an opportunity for the people of Bangladesh.

III. DO'S AND DONT'S FOR BASE WORKER

64. THE DO'S

1. Select your own village of work where you will feel the safest and most welcome. (More than one worker can work in the same village, but don't overcrowd if a village has already reached stage 8 of this list)
2. Lie low and watch the villager's attitude towards our cause. (If it is too hostile, you may pretend to join them and work from behind enemy ranks, or you may leave the village and go to another village of your choice! If not:).
3. Categories the villagers, particularly influential elders and energetic workers; in your mind into (a) friendly, (b) neutral, and (c) hostile in regard to our cause. Look for persons dedicated to our cause.
4. Get quietly absorbed in village life through some productive labor.
5. Start making friends by sincerely helping people and thus get into their confidence.
6. Begin whispering campaign for self-reliant action for our cause to form a confidential nucleus of future Village Guards and inspire them with the idea of socioeconomic "fortress in each village". (Suppress imminently dangerous enemy in former, if any, in consultation with "friendly" village elder(s))
7. By working through this nucleus, activate Village Panchayet in re-grouping (as needed) and organizing its normal functions (see para 67.B. 1).
8. Guide urge and assist Village Panchayet in its *wartime* functions (see para 67. B. 2)
9. When in your estimation the village has become "safe" for our guerillas, inform proper quarters through your Group Leader or locally available prominent leaders or workers of our cause.
10. Keep on strengthening this village "fortress" by inspiring the villagers to higher and higher levels of self-sustenance.

65. Note: (a) All the above steps are to be taken in succession, each step only after you are sure of the previous ones. An enemy raid or the arrival of an enemy- agent may disturb the sequence and you may have to start all over again.

(b) Steps 5 to 10 are to be ever continued, intensified, and expanded.

66.THE DONT'S: After having taken the oath and the training of "Bhitti Fouz".

1. Don't leave Bangladesh (unless absolutely compelled). The war is in Bangladesh, and it has to be fought and won there. Do your work whatever and to whatever extent possible. Ever)' little bit helps the cause.
2. Don't quit after you have reached step 3 in para 64. Carry on till step 8, and only then you may go for work in another village.

3. Don't scatter your efforts in more than one village at a time.
4. Don't *seek* or *accep*t public leadership: it exposes and kills a Base-worker. Act as a pace setter.
5. Don't cultivate or accept *charity* which is anathema to self-sustenance.
6. Don't collect any funds: depend on co-operative labour and resources.
7. Don't punish (informer or any others) on your own decision alone: that is lawlessness. Obtain local concurrence (p. 64).
8. Don't *publicize* or leave trace of punitive action on informers.
9. Don't *attack* the enemy: fake hide, or free from him. Leave the enemy for Mukti Fouz.
10. Don't rob or cheat the people, or tax upon their hospitality in the name of free-dom fighting. The real Mukti Fouz will not do that either.

IV. FRAMEWORK OF THE VILLAGE PANCHAYET

67. A. ORGANISATION

1. The villagers themselves are to re-establish the Panchayet in a general meeting with its members from among village inhabitants loyal to our cause. Too many Panchayet-members will create confusion; it may consist of 3 to 7 members depending on the size of the village.
2. A Panchayet Leader is to be nominated by the new Panchayet and got accepted by the villagers in the same meeting, for them to promise to abide by the decision and discipline of the Leader as the spokesman of the Panchayet, and the head of the village government.
3. The Panchayet is to decide about its own methods and procedures for transacting its business. The Leader must be given powers of emergency decisions and disciplinary control of the Village Guards.
4. General meetings, of the villagers to be held within, say, two months of each other. In each meeting the criticism, if any, of Panchayet members will be a compulsory item. Members will be re-elected or replaced after discussion and decision.

67. B. FUNCTIONS

1. **Normal Functions**: To construct self-reliant socio-economic village "fortress"

through following activities:

(a) Use village guards (see below) to prevent and suppress thieves robbers, defectors and cheats with iron discipline.

(b) Settle and adjudicate all disputes in the village clearly and promptly so as to eliminate dependence on outside agencies for "law, order and justice".

(c) Revive owner-laborer production sharing practice to intensify cooperative labor in all fields.

(d) Maximize food production by cooperative labor in the utilization of all land, water, vegetable and animal resources of the village.

(e) Enhance local ingenuity in means and methods for maximization and diversification of village products from indigenous resources (through agriculture, arts, crafts, skills and industries); and maintain indomitable will for self-sustenance on just as much food, clothing, shelter, health, education, communication, culture and recreation, as can be produced in the village and obtained by friendly barter with neighboring areas.

2**. Wartime Functions**: To utilize village "fortress" as the primary shield and also a

deadly weapon against the enemy, through following activities:

(a) Suppress enemy informers so effectively as to terrorize potential ones.

(b) Repare for faking, hiding and fleeing through enemy raids with essential products and stores.

(c) Continue socio-economic boycott of the enemy.

(d) Take custody of unauthorized firearms and ensure their proper use.

(e) Organise food, shelter, information, and assistance for Mukti Fouz. Pass on important information, particularly on disposition of enemy and his agents, through Bhitti Fouz Group Leader or prominent leader or worker for our cause in the locality.

67: C. VILLAGE GUARDS

Energetic and active villagers are to be selected by the Panchayet as a corps of Village Guards. Under command of the Panchayet Leader they will be employed at the forefront of all cooperative labors particularly for 'public' benefits, such as social order, flood control, embankment, drainage, irrigation, health, education and communication. In all their jobs the guards will be responsible for cleanliness and beautification of the village. Their special use in wartime actions above.

67: D. FINANCE

Financial problems should not arise when the village activities are based on co-operative labor, pooling of resources and sharing of products. In any case, money, as the carrier of cheating and, corruption must be avoided to the utmost. And right now it is an enemy trap.

67: E. REMUNERATION.

The Panchayet and the Village Guards will do primarily voluntary and honorary duties in addition to their normal occupations. A pre-agreed allocation of village products may be apportioned to them as their weekly or monthly honorarium;

provided that it is from the enhanced production of the village efforts under the Panchayets management as may be adjudged by the villagers in their general meeting when the Panchayet may be replaced on adverse finding,

V. CAMP ROUTINE
(and syllabus coverage)

68. It is essential that the same orientation be maintained in the training in all camps. Selected items of practice and lecture from the syllabus (Selection II) have therefore been listed in this section as the *minimum essential* units to be covered through the daily routine of the camps. More work or lecture, as time Permits, may be given for further elaboration or emphasis.

69. For the convenience of training as well as management of camp facilities it is suggested that the trainees may be divided first into Croups of about 250 each in-charge of one General and one Physical Instructor. Each group may be sub-divided into about 10 Work Teams under team leaders selected/elected from among the trainees.

70. The *actual routine* in each camp should be drawn up at least on a weekly basis in advance by the training staff in consultation with the Incharge and Administrator. The Camp day may begin at 5:30 A. M. with cleaning and wash up and end at 10 P.M. with some discussion. The practical work items may range up to 120 minutes each whereas the lecture items should not exceed 60 minutes. Lectures should be repeated to cover various work teams.

71. PRACTICAL WORK ITEMS:

A. Motivational (for all trainees throughout)

P.l Line-up discipline to break crowding habit throughout camp life.

P.2 Morning Exercise and afternoon games each day (No drill or march)

P.3 Camp cleanliness and beautification daily for all boys for each camp and the whole camp area in assigned lots.

P.4 Camp work in Work Teams: The Teams will work in rotation for the following items of work:

(a) Camp sanitation, garbage disposal and utilization.
(b) Camp clearing and communication.
(c) Camp water drawing and storing for wash and bath.
(d) Camp fuel-wood gathering, marketing.
(e) Camp housing, hospital, mosque, temple repair and improvement.
(f) Camp cooking, serving and food carrying for work teams.
(g) Camp drainage, water courses, flood and drought protection.
(h) Camp barbering and Laundry.

P.5 Rural work in work teams (for, all teams in rotation)

(i) Use of spade: digging and head carrying of earth in reservoir, embankment, road models to be worked and re-worked.

(j) Use of plough and hand digger (Nirhani), in practice plots.

(k) Fruit and vegetables growing practices-preparation of bed, mixing of manure, sowing, plant protection practice in practice plots.

71. B. Methodical (particularly for Base-Workers):

P.6 Rural Arts Crafts Skills/and Industries: Each trainee has to participate in at

least one of the following:-

Bamboo, Cane, Grass, Leaves and Wood Work, Sewing, Pottery, First Aid, Village Modeling, Drawing, Painting, Singing, Music, any other Rural Art and Craft as may be possible in the camp.

P.7 Self-Government Practice:

(a) At the beginning of the Methodical part the work team will be re-organized by geographic proximity of the trainee’s village homes, and the new Teams will elect their Team Leaders.

(b) The Instructor's Groups, re-organized to contain about equal number of trainees will elect their respective Panchayets and Panchayet Leaders (No election campaign. The group will sit together and elect by discussion and voice vote with the instructors as umpires).

(c) The Team Leaders will sit. with their group Panchayet and Instructors each night to discuss the day's progress and problems, consider disciplinary cases and recommend punishments as needed to higher authorities, and chalk out the next day's programme.

(d) The Panchayet Meeting every third day will be with all trainees in the group. A by complaint against any Team Leader, Panchayet Member or Leader will be heard, and necessary re-election or replacement will be made.

P. 8 Self-Help Exercise:

The performance of each Team (during Methodical Part) of P4 and P5 will be evaluated by the camp authorities and their products of P6 will be sold in the local market for improved diet. All Members or the Team with the highest overall performance will get a special commendation.

P. 9 & P. 10 Intelligence is gathering and small Arms Training to be given as may be arranged.

72. LECTURE ITEMS

A. General (G)

(a) Motivational (for - all trainees)

G. I. The need; How to make it a Total "War of 75 million people of Bangladesh - Sheikh Mujib".	{Text para reference 4-5, 8-10, 54
G-2. Ground Rules for Group Action	18
G-3. Why are we here: Bengali Nationalism of - Sheikh Mujib: Six-Point-Eleven point	21-22
G -4. The Enemy: His inhumanity	24
G-5. Historical Background	23-26
G-6.	27
G- 7. Our asset and deficiency	29
G-8. Lessons from other Revolutions Enemy's position and our strength	30 34-35
G-9. Enemy's strategy:. Real enemy	54
G-lO.The way out: "Fortress in each village-Sheikh Mujib"	36-40 43-45
G-11. Economic war, Resistance and Safe Base	49-51
G-12. Guerilla War and Base Work	54-57
(b) Methodical (for Base work volunteers).	
G-13. How shall we overcome	31-35
G. 14. Enemy strategy	29.36-40
G-15. Self-help	41-45
G-16. Self-Government	46-48
G-17. Participation, Foreign Policy	52-58
G.18. Constructive primacy of our struggle	6-7, 12-13
G-19. Why to overcome: Self-reliant Socio economic "Fortress in Each Village-Sheikh Mujib" as our ideology for welfare through war and peace.	58-63
G.20. Review-Discussion.	

72. B. ECONOMICS OF SELF-SUSTENANCE (for all trainees)

E-l. Food and agricultural practices and possibilities of indigenous to development in the villages of Bangladesh: flood control.

E-4. embankment, irrigation, green manure, deep ploughing, seeding, harvesting, fruits, vegetables, poultry, dairy, fishery, use of every inch of land and water.

E-5. Village clothing and housing

E-6. Village health: cleanliness, drainage, sanitation, water purification, fly and mosquito eradication as epidemic preventives; indigenous first-aids and herbal and other indigenous medicines as curatives; other accessible medical services.

E- 7. Village education

E-8. Village communication: roads, paths, bridge, waterways-their construction, and care, and their use against enemy.

E-9. Village beautification, cultural and recreational activities.

E-IO. Rural arts, crafts, skills and industries.

Note:- The above items may be repeated in the methodical part for Base Workers for their ingenuity development discussion. The Instructors should keep notes of the trainees' ideas for enrichment of the course.

72. C. SOCIAL (For Base Workers; may be given to all as time permits)

S-l The needs of a human society: Food and social order as the irreducible minimum needs for social existence. Without either of which the society collapses. Others (Shelter, clothing, health, education, communication, culture and recreation) as needed for social welfare.

S-2 Ownership and labor sharing practices in the villages Bangladesh: a means of increased labor and co-operation for increased production and equitable distribution. Role of Panchayet in social security and development.

S-3 Formation of Village Panchayet. (67, A, D-E)
S-4- Normal functions of Village Panchayet. (67. B. I)
S-5 War time functions of village Panchayet. (67. B.2)
S-6 Village guards in productive labors. (67. C)
S-7 Village guards in protective labors. (67. C)
S.8 The Cheat-informer: how to subjugate. (64. 6-8)
S-9 The Do's of the Base Worker. (64-65)
S-10 The Dont's of the Base Worker. (66)

স্বাধীন বাংলা সরকার অনুমোদিত
গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠামো

সংগঠনঃ

১। ভিত্তি-ফৌজ কর্মী গ্রামবাসীর সাথে গ্রামের দৈনন্দিন কাজে মিশে গিয়ে গ্রামবাসীকে শেখ মুজিবের অমর নির্দেশ “গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়” ব্যাখ্যা করে আত্মনির্ভরশীল জীবন-যাপনের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেবে, এবং তার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী শ্রম-সমবায়- শৃঙ্খলার পথ দেখাবে। ভিত্তি-ফৌজ কর্মী গ্রামবাসী গ্রামবাসী মুরুববীদের আশ্রয়ে থেকে পরামর্শ-অনুপ্রেরণা দিয়ে কাজ করাবে, কিন্তু নিজে কোনো নেতৃত্বের মাতববরী করবে না।

২। গ্রামের সকল কাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাধীনতাকামী গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। গ্রামবাসীর সাধারণ বৈঠক মনোনয়নে সমাজ সেবক শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের পঞ্চায়েতে নিযুক্ত হবেন। গ্রামের লোকসংখ্যা অনুযায়ী ৩ থেকে ৭ জন পঞ্চায়েত সদস্য হলেই চলবে।

৩। একই বৈঠকে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে, গ্রামে স্থায়ী অধিবাসী যুক্তিবাদী একজনকে নেতা মনোনীত করবে। এবং গ্রামবাসীর অনুমোদন পেলে তিনি পঞ্চায়েত নেতা হিসাবে নিযুক্ত হবেন। নেতার জন্য গ্রামবাসীর সাধারণ অনুমোদন অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা পঞ্চায়েতের মুখপাত্র হিসাবে তিনিই গ্রামের শাসন-বিচার-শৃঙ্খলার অধিপতি হবেন।

৪। পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী পঞ্চায়েত নিজেরাই স্থির করে নেবেন। তবে সকল জরুরী অবস্থায় বিচার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চায়েত নেতার হাতে থাকতে হবে।

৫। প্রতি দুই মাসের মধ্যে গ্রামবাসীর সাধারণ বৈঠক বসবে,এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনা কিছু থাকরে তা করতেই হবে। সমালোচনার পর সদস্যেরা পুনরায় নিযুক্ত অথবা পরিবর্তিত হবে।

কার্যক্রমঃ

১। গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলার সকল কাজে, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতা দমনের কাজে, আবালবৃদ্ধবনিতা গ্রামবাসীর সকল সম্ভাব্য পরিশ্রম এবং সমবায় যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে।

২। পল্লী রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে এবং কঠোর শাসন-শৃঙ্খলায় গ্রামের আভ্যন্তরীণ চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত্রুপক্ষের আনুগত্য নিশ্চিহ্ন করে রাখতে হবে।

৩। গ্রামের আভ্যন্তরীণ সকল ঝগড়া-বিরোধের মীমাংসা করে, প্রয়োজনীয় শাস্তি দিয়ে, কোট-কাছারী যাওয়া বন্ধ করতে হবে। মামলাবাজী নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

৪। শ্রমিক-মালিকের ঘনিষ্ঠ সহযোগ এবং প্রচলিত সকল উৎপাদনের ভাগাভাগি বিনিময় এবং বিতরণ ব্যবস্থা করে সুখী সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

৫। গ্রামবাসীর সাধ্যমত পরিশ্রম এবং সমবায়ের সাথে সাথে কৃষি এবং কুটির শিল্পের সকল ক্ষেত্রে গ্রামে আর কি কি উৎপাদন হতে পারে এবং গ্রামের উৎপাদন দিয়েই কি করে বাইরে থেকে আসা জিনিসের কাজ চলতে পারে সেই উদ্ভাবনা শক্তিও বাড়াতে হবে। যেন যেন যে কোনো বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু খাদ্য এবং সমাজ-শৃঙ্খলাতেই নয়, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামের পথ-ঘাট, শরীরচর্চা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই অদম্য মনোবলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামের জীবন-যাপন সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়।

---

* যুব প্রশিক্ষণকালে অনেক সময় পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হতো।

গ্রামরক্ষী:

পঞ্চায়েত নেতার নির্দেশ- শৃঙ্খলায় সমাজসেবী কর্মঠ স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রামরক্ষী দল গড়ে তুলতে হবে। নেতার নির্দেশে প্রয়োজন হলে প্রাণ দেবে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা কাজ করবে। শুধু গ্রাম পাহারা দেওয়া এবং চুরি-ডাকাতি, শত্রুর চরানুচর দমনের কাজই নয়, গ্রাম-জীবন উন্নয়নের সকল কাজেও এরা অগ্রণী হয়ে থাকবে। এরাই হবে গ্রামের সত্যিকার ভিত্তি-ফৌজ। এই গ্রামরক্ষী বাহিনীকে অনুপ্রেরণা দেওয়াই হবে ভিত্তি-ফৌজ কর্মীর অন্যতম কাজ।

অর্থব্যবস্থাঃ

শ্রম-সমবায় এবং ভাগাভাগি-বিনিময় ববস্থায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম জীবনে টাকা পয়সার তেমন কোনো প্রয়োজন থাকবে না। দুর্নীতি এবং সামাজিক প্রতারণার বাহন হিসাবে টাকার ব্যবহার যত কমবে ততই মঙ্গল।

পারিশ্রমিকঃ

পঞ্চায়েত এবং গ্রামরক্ষীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেই এসব দায়িত্ব নেবে। তবুও তাদের নামমাত্র পারিশ্রমিক যদি কিছু দিতেই হয় তার জন্যও টাকা-পয়সার সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই। ঘরে ঘরে পঞ্চায়েতী ‘‘তোলা’’ তুলে তাদের জন্য মাসিক পণ্যের ব্যবস্থা করলেই চলবে। কিন্তু তার মধ্যেও যেন শোষণ-দমননীতির বিষ না ঢোকে, তার জন্য এ নীতিও গ্রহন করতে হবে যে পঞ্চায়েতী শৃঙ্খলায় গ্রামীন উৎপাদন যা বাড়বে তার উপরই ‘‘তোলা’’ উঠবে। উৎপাদন যদি না বাড়ে, গ্রামবাসী যদি পঞ্চায়েতের উপর সন্তুষ্ট না থাকে, তবে দ্বৈমাসিক সভায় গোটা পঞ্চায়েত বদল করে নিলেই চলবে।

স্বাধীন বাংলা সরকার অনুমোদিত ভিত্তি-ফৌজের মূলনীতি

গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়

শেখ মুজিবের অস্ত্র ধর

পশ্চিমা হানাদর বর্বর এবং তাদের চরানুচর বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য আক্রমণের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য আজকের এই মুক্তিযুদ্ধ। শুধু মুসলমান অথবা শুধু হিন্দু বাঙালীর যুদ্ধ নয়, এ শুধু ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী অথবা শুধু কৃষক-শ্রমিক বুদ্ধিজীবী অথবা শুধু কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী বাঙালীর যুদ্ধও নয়। সকল বাঙালীর মহান নেতা শেখ মুজিবের অমর আদর্শে আজকের এই যুদ্ধ, যে বাঙালী যেখানে আছে, যে যেই কাজে যতটুকু পারে তারই সম্মিলিত দল-মত শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ জন-যুদ্ধ।

বাইরের কোনো শক্তি এসে বাঙালীকে এই যুদ্ধ করে দেবে না। অথবা করলেও তাতে বাঙালীর লাভ হবে না। বাইরের কেউ সাহায্য করুক বা না করুক এবং তা যতটুকুই করুক, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেষ্টায় বাঙালী যতটুকু করবে এ যুদ্ধে বাঙ্গালীর জয় ততটুকুই হবে। কেননা পরম করুণাময় সর্বশক্তিমানও বলেছেনঃ আমি কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ততটুকুই সাহায্য করব যতটুকু সে জাতি নিজের চেষ্টায় করবে। তাই আজ অতীতের সকল পরনির্ভরতা ভুলে গিয়ে বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভরশীল সংগ্রামের পথ ধরতে হবে।

কিন্তু শুধু নেতৃত্বের মুখে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আজকের এই জয় হবে না অথবা শুধু মুক্তিসেনার হাতে অস্ত্র দিয়েও নয়। তার সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে শেখ মুজিবের দেওয়া মারণাস্ত্র-গ্রামে গ্রামে কোটি কোটি মুক্তিকামী বাঙ্গালীর হাতে অর্থনৈতিক যুদ্ধ। এই অর্থনৈতিক যুদ্ধের ভয়েই পশ্চিমা দুর্বৃত্ত আজ নৃশংস উন্মাদ হয়ে

---

* যুব প্রশিক্ষণকালে অনেক সময় পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হতো।

উঠেছে। কেননা বঙ্গ-লুণ্ঠন বন্ধ হয়ে গেলেই তার জঙ্গীশাহী বিকল হয়ে যাবে। তাই এই অর্থনৈতিক মারণাস্ত্র দিয়েই তাকে উৎখাত করতে হবে-বাঙ্গালীর উৎপাদন পশ্চিমার জন্য এবং পশ্চিমার উৎপাদন বাঙ্গালীর জন্য হারাম করে দিয়ে তাকে ভাতে-পানিতে মারতে হবে-পশ্চিম পাকিস্তানের চোরে চোরে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তাদের শয়তানির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে।

সেই ভয়ে , এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ থেকে বাঙালীকে নিরস্ত্র করার জন্য পশ্চিমারা আবার এক জঘন্য ফাঁদ পেতেছে। অন্য সকল পৈশাচিকতার সাথে সাথে তাদের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের খাদ্য-শস্য ধ্বংস করে দিচ্ছে।এবং তারই সাথে সাথে দুষ্কৃতকারী পঞ্চম বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তারা বাংলাদেশে এক ভীষণ লুটতরাজ অরাজকতার আতঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেন একদিকে দুর্ভিক্ষ এবং আরেকদিকে অরাজকতার ত্রাসে বর্তমানের পরনির্ভরশীর বাঙ্গালী জনগণ আবার ‘‘সাহায্য’’ এবং ‘‘আইন-শৃঙ্খলার’’র জন্য পশ্চিমা প্রভুর আমলাতান্ত্রিক শাসনশোষণের জালেই আত্মসমর্পণ করে , যেন বাঙ্গালীর জন্য সকল চেষ্টা, মুক্তি- ফৌজের সকল অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাই , আজ আর কোনো আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে অসহায় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আজ সর্বাঙ্গীণ জনযুদ্ধের সর্বপ্রথম পদক্ষেপে গ্রামে গ্রামে বাঙালীকে নিজের হাতে দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতা দমনের পথ ধরতে হবে। এজন্য গ্রামে গ্রামে আজাদী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে, এবং তার শাসন-সংস্থার মাধ্যমে সবদিকে সকল দুস্কৃতি-অরাজকতার বাহন হিসাবে শত্রুর চরানুচরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দমন করে রাখতে হবে, অন্যদিকে শত্রুকবলিত শহুরে অর্থনীতির মুখাপেক্ষী না হয়ে গ্রামে গ্রামে আপন শ্রমে আয়ত্তগত খাদ্য এবং কুটির শিল্পের উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তুলতে হবে-যেন যত কষ্ট করেই হোক না কেন গ্রামে গ্রামে বাঙালী আপন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মশৃঙ্খলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে জীবন যাপন করে সমাজ-শৃঙ্খলা বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কোনোমতেই যেন শত্রুর কাছে হাত পাততে না হয়।

হোক না তা সরল অথবা আদিম অর্থনীতি, তবুও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো পশ্চিমা শত্রু ধ্বংসের জন্য বাঙালীকে সেই পথই ধরতে হবে। সেই গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল দুর্গের বজ্র- কঠিন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বাংগালী তার অর্থনৈতিক মারণাস্ত্র চালিয়ে যাবে, শত্রুকে ভাতে-পানিতে পঙ্গু করে দেবে, এবং সেই দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে শেষ মুহূর্তে মুক্তিসেনার সহযোগিতায় শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলার মাটি চিরতরে পূত পবিত্র করে তুলবে।

তারপর বাঙালী তার মুক্ত দেশে, আপন শ্রমে আপন জনকল্যাণের চির-নির্ভর জয়যাত্রা আরম্ভ করবে। গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল বাঙ্গালীর সম্মিলনে গড়ে উঠবে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের বৃহত্তর অর্থনীতি, বলিষ্ঠ দুর্জয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেমের গ্রামে গ্রামে, গ্রামের দৈনিক কাজে মিশে গিয়ে, গ্রামবাসীকে এই দুর্গ সংগঠন এবং উন্নয়নের কাজে সাহায্য করাই হল ভিত্তি-ফৌজের মূল নীতি এবং কার্যসূচী।

জয় মুজিব

জয় বাংলা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির প্রণোদনা কোর্স সম্পর্কিত দলিল	বাংলাদেশ সরকার যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড	.... ১৯৭১

FOR YOUTH CAMP MOTIVATIONAL COURSE

1. *Need for such motivation*

If Youngman engaged in liberation war must understand the Cause he is fighting for- in other words, he must be prepared both physically and mentally. Motivational course would aim at preparing a fighter mentally.

2. *The primary aim in our struggle.*

To liberate our dear motherland from the clutches of a brutal armed force-to free our people from the virtual prison life-to establish a free, democratic and secular Bangladesh-a future with new life and new order. A happy and prosperous Bangladesh to be built up with the co-operation of all-the freedom fight is a step towards building up of a future society without corruption, poverty and exploitation-a society with justice and equality for all.

3. *The just struggle.*

We are fighting for the most noble cause in the world. We are fighting for freedom and democracy-we are fighting to destroy the evil force of fascism and imperialism. Therefore, in this fight we have the moral support of all the right-thinking people in the world. The news of our struggle spread more and more.

4. *Our national history and heritage.*

Our fighting force need to know aspects of our national history, the genesis of Bangladesh and the evolution of its social history. The present period is the most crucial period in our history. Either the Bengali nation fights towards a new future-or reduced to perpetual slavery. History is made by men and our fighters are shaping the history. Posterity would record their roles in boldest terms.

5. *Armed. Struggle.*

The enemy has forced us to take up arms. At the beginning we were unarmed, unprepared. But we have learnt quickly. Bengalies are proving themselves as great fighters.....

In fact our people are eagerly waiting to be rescued from a life of inhuman torture and oppression. Many of your family members probably lost their lives, suffered torture, and many of your own relatives are now eagerly waiting to welcome you as a victorious liberator.

6. Our People.

(i) Our strength lies with our people. We must realize the most difficult situation our people are living in. They are poor-and at the top of that they are living under a reign of terror. But at their heart they are behind us. At no times, we should by our acts, antagonize them. We must prove to them as effective, organized, and disciplined group of freedom fighters. We must gain their confidence by extending helping hand in their work. In all our activities, we must express our oneness with the people. To lose people's support would bring disaster.

(b) A freedom fighter must fight the enemy-not only in the field-but also in other aspects. The enemy is trying to divide our people-by propaganda, and by exploiting human weakness. Do not fall victim of propaganda-do not be tempted by greed and selfishness-finally do not indulge in personal conflict. All your efforts should be geared around the cause you are fighting.

7. Victory is ours

The future is definitely ours. All analyses by the World Press and political thinkers of the world agree to the point that Pakistan as a nation is dead. All military logistics suggest that Pakistan cannot hold an armed occupation of Bangladesh much longer. The success of Guerillas in the liberation wars around the world.................are same too well- known. It is only matter of time. How soon we want to make it? It depends on you-or all of us. Let us take vow to make it sooner.........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরঃ একটি নির্দেশিকা	বাংলাদেশ সরকার যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড	.... ১৯৭১

YOUTH CAMPS

INDEX

I.		WHY YOUTH RELIEF CAMPS?
II.		INTRODUCTION
III.		BUDGET
IV.		SYLLABUS
V.		OUTLINE OF THE COURSE
VI.		LIST OF YOUTH CAMPS (Present strength and Name of Camp Chief)
VII.		DIRECTORATE OF YOUTH CAMP (List of Officers)
VIII		**PROFORMA FOR REGISTERS AND RETURNS.**
	a)	LIST OF CAMP OFFICERS
	b)	**i) Daily Entry / Exit / Register** **ii) Daily Return**
	(c)	DAILY EVENTS REGISTERS (i) **Enemy Action** (ii) **Our Action**
	(d)	WEEKLY PROGRESS REPORT

WHY YOUTH RELIEF CAMPS?

1. OBJECTIVE:

(a) In the never-ending stream of evacuees fleeing from the brutal oppression of Pak Army in Bangladesh, there is an increasing number of active young man who form a special group because of their special needs.

(b) It is important to channel their youthful energies into constructive lines so as to make them useful citizens on their return home.

(c) Left uncared for, they will be ready victims of frustrated misdirection into extremist local politics and violent anti-social activities, creating serious problems for the Local Govt.

II. THE PLAN:

(a) For this purpose, it is necessary to establish Special Relief Camps for young man, where appropriate training to meet the urgent and immediate needs of Bangladesh, can be imparted.

(b) These Youth Camps will also serve as recruiting centres for training in specialised institutions.

III. **TYPE OF CAMPS:**

(a) Youth Reception Camps.

Reception Camps are being established along various routes of entry at a distance of about 5 miles from the border for the following purposes:

(i) To provide some rest and shelter for the young men after a long and arduous journey from Bangladesh.

(ii) To verify their identity.

(iii) To check against infiltration by enemy agents.

(iv) To hold them for a few days pending admission into regular Youth Relief Camps.

(b) Regular Youth Relief Camps are established in centralized location to provide an undisturbed atmosphere for training the young men in various skills which will make them useful citizens in Bangladesh.

YOUTH RELIEF CAMPS

(An introduction)

Dated: 6-6-71.

1. **OBJECTIVE**

(a) To channel and train the stream of young men coming out of Bangladesh into some organized and purposeful activity in service of Bangladesh on their return.

(b) To serve as holding camps from which the trainees for our Armed Forces (Regulars and Guerillas) will be recruited.

(c) To train others as Base-Workers who will also be available to supplement (b) above provided adequate training facilities and arms /equipment can be made available.

2. **PROGRAMME**

(a) Training will be given within the next six months to

(i) 1,00,000 Base Workers

(ii) 36,000 Armed Forces recruits.

(b) Average monthly intake will be. 24,000

(c) Training will be for one month divided into two 15-day parts

(i) First part mainly motivational training for all new entrants. Armed Forces recruitment will then be made.

(ii) Second part mainly methodical training for Base-Work to those not recruited for Armed Forces.

An outline of the syllabus is attached at Appendix-A (Summary at Flag-X).

3. **BUDGET**

Expenditure for each camp of 500 trainees has been calculated at

(a) Non-recurring-Rs. 72,000/-

(b) Recurring-Rs. 83,000/-per month

An overall budget of Rs. 1, 25,000/- to cover the scheme has been informally handed over to the Govt. of India Representatives (details attached).

It envisaged an expenditure of approximately Rs. 1 lac per month per camp of 500.

4. **CAMPS SET-UP**

Camps will be of two types:

(a**) Reception Camps**: About 16 such camps are in Tripura, situated about 5 miles within border along main routes of entry. These will provide:

(i) Initial rest and orientation.

(ii) Security check up by respective political leaders.

(iii) Some initial training, if possible for this awaiting admission to regular camps.

(b) **Youth Camps**: 10 such camps in Tripura with a capacity of about 1000 each, situated in groups in three areas within 30 miles of Agartala are now being established.

A list of camps is attached at Appendix-B.

5. **CAMP MANAGEMENT**

A. Reception Camps will be managed by Committees consisting of:

One Camp in-Charge.

One Dy. Camp in-Charge.

One Camp Supervisor.

One Student Representative.

One Health Officer.

B. *Youth Camps:*

Each Training Camp will have the following office bearers for providing guidance and instruction in their respective fields:

One Camp Chief.

One Dy. Camp Chief.

One Political Instructor per 250 trainees.

One Health Officer.

(ii) The Training programme will be conducted under the overall direction of the Training Coordinator (Dr. Abu Yousuf).

(iii) The supply of the camp facilities and security will be provided by the Government of India.

6. APPOINTMENTS:

a. Camp Chief/Camp-in-Charge and their deputies will be nominated by the Directorate of Youth Camps, from among public representatives.

b. Camp Chief/Camp-in-Charge will appoint the other office bearers as follows:

(i) Camp Supervisor from among public servants and professionals in consultation with Director, Youth Camp.

(ii) Political Instructors, from among professors and teachers in consultation with Training Co-coordinator.

(iii) Physical Instructors from among servicemen/Ex-Servicemen in consultation with Sector Commanders.

(iv) Student Representative as nominated by Bangladesh Student Action Committee.

(v) Health Officer in consultation with Medical Co-coordinator.

(vi) *All appointees will reside in their respective camps.*

7. FINANCE & ACCOUNTS

Camp Supervisor/Camp Administrator will be the drawing/disbursing officers. They will furnish weekly expenditure returns to the Director, Youth Camp, and provision of fresh funds will be subject to up-to-date accounting of funds already drawn.

8. HEAD QUARTERS

A directorate General will be established at the Headquarters for overall organisation of the scheme, which shall be located in the Ministry of Defense, Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

UNREV1SED

FOR TRAINING 50,000 YOUTH IN 6 (SIX) MONTHS

SUMMARY OF COST :

1. Non-recurring Expenditure

(a) Huts @ Rs. 45,000/00 per 500 trainees X 21 for 10,500 total camp capacities.	Rs. 9,45.000/00
(b) Tube-well @ Rs. 3,000/00 per 500	Rs. 63,000/00

(c) Bedding @ Rs. 13,000/00 per 500	Rs.	Rs. 2,73.000/00
(d) Lighting @ Rs. 400/- per 500	Rs.	Rs. 8.400/00
(e) Utensils <s> Rs. 2.000/00 per 500	Rs.	Rs. 42,000/00
(0 Hand tools @ Rs. 500/00 per 500	Rs.	Rs. 10,500/00
(g) Teaching aids @ Rs. 1,700/00 per 500	Rs.	Rs. 35,700/00
(h) Furniture @ Rs. 1,000/00 per camp	Rs.	15,000/00
X 15 for 15 camps (average 750 capacity)	Rs.	1.00.000/00
(i) Contingency.	Rs.	14,92,600/00
Say	Rs.	15,00,000/00

II. **Recurring Expenditure :**

(a) Maintenance of trainees @ Rs. 60/00 per trainee for out-fit for 12,000 =Rs. 7,20,000/- p.m. Total for six months & @ Rs. 90/00 per head for food for 10,500 = 10,35,000.00 p.m. Total for six months	.. Rs.	43,20,000
(b) Camp establishment for supervision and training staff @ Rs. 43,200 p.m. for 15 camps Total for six months	.. Rs.	62,13,000
(c) Periodicals @ Rs. 100/00 per camp 1,500/00 for 15 camps. Total for six months.	.. Rs.	2,52,200
(d) Transport @ Rs. 16,500/00 p.m. for 15 camps (Operation and maintenance).	.. Rs.	9,000
(e) Central service office for stores distribution @ Rs. 4,200/00 per month (for 15 camps Total for six months)	.. Rs.	99,000
(f) Medicines, contingencies & miscellaneous @ Rs. 1,000/00 per camp per month. Total for six	.. Rs	25,200
months.	.. Rs	90,000/00
Say	Rs.	1,10,15,400/00
	Rs.	**1,10,00,000/00**

ABSTRACT

I. Total Non-recurring Expenditure.	.. Rs.	15,00,000/00
II. Total Recurring Expenditure	.. Rs.	1,10,10,000/00
GRAND TOTAL	.. Rs.	1,25,00,000/00

YOUTH RELIEF CAMP

1. Non-recurring Expenditure.

Group cost for each 500 recruits :

a. Huts @ 25 sq. fit per trainee and Rs. 3/50 per sq. ft. with bamboo mathing.	Say	
b. Tube-well 3 @ 100 each	Rs.	45,000/00
c. Bedding- Satranji @ Rs. 8/00	Ra.	3,000/00
Pillow @ Rs. 5/00 Mosqt. Net		
@ Rs. 1/00 Bed sheet @ Rs. 5/00	Rs.	13,000/00.
per Head Rs. 26/00 X 500	Rs.	200/00
d. Lighting @ 25 Lanterns @ Rs. 70.00 say	Rs.	200/00
2 Patromax © 100		

Non-recurring Expenditure:

e.	Utensils for each Group	= Rs. 500/00
	Plates 250 @ Rs. 2/00	
	Glass 100 @ Rs. 1/50	= Rs. 150/00
	Jug 25 @ Rs. 6/00	= Rs. 150/00
	Badna 25 @ Rs. 5/00	= Rs. 125/00
	Drums 2 @ Rs. 75/00	= Rs. 150/00 (one hundred fifty).
	Degchi (i)6 Rs. 90/00	= Rs. 540/00 (Five Hundred Forty).
" (5)5 @ Rs. 40/00		= Rs. 100/00
f.	Hand cools for manual work of each group	Rs. 1913/00. Say Rs. 2,000/00
g.	Teaching aids-	R.s 500/00
	Black Board ect.	
	audio-visual (2) 200	
	Radio 6 per camp 1200	
	Ducks 300	
1700 for each Group		Rs. 1,700/00

B. **Camp Establishment**

Furniture's for staff:

One table (Rs. 20.00) and one chair (Rs. 10.00) and bedding (40.00) per each.

1. Camp-in-Chief.
1. Camp-in-Charge.

3. Instructors (average for 750 recruits)
3. P.T. cum-Manual work Instructor for 750 recruits
1. Medical Mobilize.
1. Medical Officer

10 @ Rs. 100 per each = 1000 for each camp. Rs. 1,000/00

II**. Recurring Expenditure:**

(a) Per trainee:	Rs.	8/00
Persona] effects Lungi	Rs.	5/00
Shirt Shirts (2)	Rs.	15/00
Vest (2)	Rs.	10/00
Shoe (Bata)	Rs.	10/00
Socks Note		
Book ...	5.00	
Pencil		
etc.		

Rs. 58/00, Say Rs. 60/00 x 12,000 per month.

= Rs. 7, 20,000/00 p.m.

Food @ Rs. 3/00 per head per day

for 30 days. Rs. 90 x 10,500 = Rs 10, 35,500/00 p.m.

Recurring Expenditure:

b) For Camp establishment:

for Secretary -15 camps covering 750
capacity (varying between 500 to 1000)
15 Camp-in-Chief.
15 Camp-in-Charge
42 Instructors (one for each 250)
42 P.T. Instructors (-do-)

15 Student Mobilisers. 15 Medical Officers.	
144 @ Rs. 10/00 per head per day for 30 days. 1/00 " 300 p.m. say	Rs. 43,200/00 p.m
c)Periodicals for each camp.	Rs.100/00 p.m.
Medicines, Contingency, Misc.	Rs. 1,000/00 p.m.
d)Transport:	Rs. 15,000/00 p.m.
For Stores and trainees' movement.	Rs.1, 500/00 p.m.
Maintenance and operation of 15 pick up Trucks 15 Scooters	Rs.300/00 p.m.
e)Central Service Office for Stores :	Rs.200/00 p.m.
1Officer.	Rs.3,000/00 p.m.
2Assistant-cum-Typists	Rs.500/00 p.m.
3Truck maintenance operators	Rs.4,100/00 p.m.
1 Jeep @ 1 bi-cycle operators	Rs.4,100/00 p.m.
Contingency	Rs.100/00 p.m.
	Rs. 4,200/00 p.m.

YOUTH RELIEF CAMP
Budget for 500 Trainees.
(A SUMMARY)

NON-RECURRING :		Rs. 45,000/00
1.	Huts (1,25,000 sft.)	Rs. 3,000/00
2.	Tube-well (3)	Rs. 13,000/00
3.	Bedding	Rs. 4(X)/00
4.	Lighting	Rs. 2,000/00
5.	Utensils	Rs. 1,700/00
6.	Hand Tools	Rs. 1,00/00
7.	Furniture for Office Use	Rs. 5000/00
8.	Contingency.	Rs. 71,000/00
Say		Rs. 72,000/00 per month

RECURRING EXPENDITURE : (PER MONTH)

1. Clothing.	Rs.30,000/00
(a) Rs. 60/00 each	Rs.45,000/00
2. (i) Food (a) Rs. 3.00 per trainee	Rs. 2,000/00
(ii) Food for Officers & Staff	Rs. 3,500/00
3. Basic allowance for Officer and staff.	Rs. 100/00
4. Periodicals	Rs. 1,100/00
5. Transports (P.O.L)	Rs. 1,000/00
(Truck-1, Scooter-1)	Rs.82.700/00
6. Medicines & Contingencies	Rs.83,000/00 per month
Say	

ABSTRACT

Expenditure for one Camp (500 trainees for 6 months)

Non-recurring Rs. 72,000/00	Rs.72,000/00
Recurring =83,000/00 p.m X 6	Rs.4,98,000/00
Grand Total	Rs. 5,70,000/00
i.e. An average of Rs. 1 lakh, per month per camp	Rs. 6.00,000/00

SYLLABUS

I. The General part for all recruits to cover :

a. The need of 'safe' bases : The concept of Total war and the parts to be played in it by the Base-Worker and the Armed Fighter in support of, and with the support of, the People of Bangladesh. The role of economic warfare as our deadliest weapon.

b. Hatred of the enemy and his agents: historical background of their exploitation, cheating, betrayal and crimes : the urge for revenge.

c. Love for our people: historical background of their unity and sacrifice for just causes: the urge of sacrifice for their welfare.

d. Our deficiencies to be overcome: historical background of our tragic dependence on other for action while we talked. Experience of successful revolutions elsewhere.

e. The need of our self-help action in terms of manual labor, co-operation and discipline.

4. The Methodical part for Base-Workers to cover:

a. Needs of village society: essentials (food and social order) and extras (clothing, shelter, health, education, communication and recreation); how can the essentials and even some of the extras be produced fully within the labor and resources of the village.

b. Roles of native ingenuity and indomitable will in maintaining self-sustained village life.

c. Getting and remaining absorbed in village life without being conspicuous: urging without imposing, leading by example, working under shadow of village elders.

d. Methods of self-help and self-Government.

e. Civilian actions in Total War: militant morale, economic warfare, suppression of enemy agents and fifth-column miscreants, safe base, intelligence communication, assistance to commando and liberation army action.

LIST OF YOUTH CAMPS

(Easter Zone)

From	**To**		**Present Strength**	**Camp Chief**
Chittagong	1)	Harina	750	M.A. Harinan
&			--	Secy. D. A. L
Hill Tracts	2)	Harishamukh	300	Prof. A. Han if, MNA
	3)	Rajnagar	350	Khauja Ahmed, MNA
Noakhali	4)	Chotokhola	500	Abdul Awal, MNA
	5)	Kathalia (Baramura)		Capt. S. Ali, MPA
Comilla	6)Udaipur		350	Capt. Alam
	7)	Malaghar	350	M. A. Rashid, MPA
	8)	Hatimara (Kamalnagar)	300	Prof. A. Rouf, MPA
	9)	Buxnagar (Chyanmara)		
Comilla	10)	Konaban		
Dacca &	11)	Charipara		
Faridpur	12)Joynagar		500	Shamsul Huq. MPA
	13)	Narshingharh	250	Afzal Hussain. MPA
Sylhct	14)	Mohanpur	500	D. A. Abdas. MNA
	15)	Khowai	150	Sharfuddin. MPA
	16)	Kailashar	250	Mustafa Shahid. MPA
	17)	Karimganj (Assam)	350	Manik Chowdhury. MNA
			450	A. Rashid, MNA
			5,650	

APPENDIX 'C'

EASTERN ZONE
DIRECTORATE OF YOUTH CAMP.
1. OFFICERS

SI. No.	Name	Designation	Responsibilities
1	Mr. M. Alam	Director, Youth Camp	i) Overall Co-ordination
2	Prof. Nurul Islam Chowhdury, M.N.A.	Director, Administration. Director, Motivation.	ii) Resource Mobilization.
3	Mr. Khaled Mohammed Ali, M.N.A.	Director, Youth Camp	i) Resources utilization & there welfare
4	Dr. Abu Yousuf	Training Co-coordinator.	i) Preparation & supervision of the training programme.
5	Mr. Md. Bazlur Rahman	Supply Officer.	i) Arrangement for inflow & outflow of trainees. ii) Procurement of Camp supplies in bulk and its distribution. iii) Support for construction of camp sites.
6	Mr. Mosharraf Hussain	General Services Officer	i) Office Maintenance. ii) Accounts & Stores.

LIST OF PROGRAMME PROFORMAS

(a) LIST OF CAMP OFFICERS

(b) (i) DAILY ENTRY/EXIT REGISTER

(ii) DAILY RETURN

(c) DAILY EVENTS REGISTERS

(i) ENEMY ACTION

(ii) OUR ACTION

(d) WEEKLY PROGRESS REPORT.

Name DATE STARTED:

PRESENT STRENGTH:

YOUTH RELIEF CAMP
(TRANSIT/REGULAR)

OFFICERS

1. Camp, Chief ....
2. Deputy Camp-Chief...
3. Camp Supervisor.
4. Political Instructor;....
   ii) . . .
   iii) . . .
5. Physical Instructor :...
   ii).
   iii)...
6. Student Representative :
7. Health Officer:

YOUTH RECEPTION CAMP
Entry/Exit Register.

Sl No.	Name	Father's	Village	P.O	District	Age
1	2	3	4	5	6	7

Education	Vocational	Special Qualification	Sent to: Youth Relief Camp	Evacuee Camp	Remark
8	9	10	11	12	13

RECEPTION
YOUTH RECEPTION TRANSIT CAMP

Daily Return

Name of Camp ....

1. No. of Youth:

A. Entry

B. Exit

C. Held Over (A-B)

Held Over
form previous day . .
Fresh Entry. ....
Sub total ....
To Regular Camp
To Evacuees Camp
Sub-Total . . . .

Expenditure

2. (i) Transportation cost to Regular Camp Rs....
(ii) Other Expenses .... Rs...

Total Expenditure Rs....

Balance sheet

Balance from previous day . . . .

Fresh Receipt

Sub-total

Today's expenditure

Balance : Carried over

Camp Administrator
Nominee of Returning
Officer ....

Camp-in-Charge
(Recruiting Officer
or his nominee) .. .

YOUTH RELIEF CAMP: Enemy Action

1. Ref. Reporter and corroborator (if any) Date
2. Locality- with Cross Index Page Ref.
3. Date and summary of incident.
4. Prominent collaborator (if any) with Cross Index Page Ref.
5. Local Reaction/morale.
6. Classification of event with Cross Index Page No.

ENEMY ACTION

1. Killing
2. Burning
3. Looting
4. Rape
5. Degradation
6. Youth
7. Crop
   (a)Destruction
   (b)Protection
9. Communication
10. Lawlessness
11. Administration
12. Banking & Commerce
13. Education
14. Attitude to:
    (a) Politicians
    (b) Muslims
    (c) Hindus
    (d) Buddhists
    (e) Others

A. Pak Army Action
   (Specify which item
   by quantity, number above.)

B. Collaborator's action.
   (Specify which item
   by quantity, number above.)

YOUTH RELIEF CAMP
Daily Events Report:

Date...........

OUR ACTION

1. Reference of Reporter and corroborator.
2. Locality with Cross Index Page No.
3. Date and Summary of Incident.
4. Prominent Sympathizers if any with Cross Index Page No.
5. Enemy Reacting if any.
6. Local Reaction/morale
7. Classification of even with Cross Index Page No.

LIST
OUR ACTION

Negative

1. Pak Army.
   (i) Ailled ....
   (ii) Captured
2. Collaborators
   (i) Killed ....
   (ii) Punished
   otherwise
   (iii)Driven away....
3. Destruction of
   (i) Communication-
   (a) Roads
   (b) Rly. Lines....
   (c) Telephone....
   (ii) Vital Installations
   (a) Power Lines....
   (b) Water Supply....
   (iii)Army Equipments & transports
   (iv)Exportable stocks....
4. Terrorism (Panic)
5. Boycott of West Pakistani goods

Positive

6. Food Production,
7. Resistance & suppressions to miscreants.

WEEKLY PROGRESS REPORT

Name Date :

YOUTH RELIEF CAMPS
(CHECK LIST)

1. OFFICEBEARERS:
   (a) Has the list of office bearers completed?
   (b) If not which are the vacancies?
   (c) What needs to be done to fill up the vacancies?
   (d) Are the office bearers staying in the camps?

2. LOCATION:
   (a) At present:
   (b) Moving to:
   (c) Distance from nearest Border point:

3. CONSTRUCTION:
(a) Tents Size :
Nos. :
(b) Huts :
(i) Size:
Nos. :
(ii) Completed- Nos.
(iii)Under construction :
(iv)Work not started-
Expected date of commencement
of construction.
(v) Expected date of completion of all construction :
WATER SUPPLY :
(i) What is the source of drinking water?
(a) Is it adequate?
(b) If not. what is being/proposed to be done :
(ii) What is the source of bathing water?
a) Is it adequate?
b) If not, what is being/proposed to be?
SANITATION
i) What arrangement for latrine?
ii) What steps for garbage disposal?

4. BEDDING

Additional stock
Received during week Total

ITEMS AT HAND
i)
ii)
iii)
iv)
v)

5. CLOTHINGS

In stock.	Issued during week	Balance in hand	Requirement for next batch.	Date by which supply needed.
1				
2				
3				
4				
5				

6. FOOD
a) AS GIVEN
i) Breakfast:
ii) Lunch :
iii) Dinner
iv) Other supplements:
d) ADDITION REQUIREMENTS

7. POCKET ALLOWANCE/PERSONAL NEEDS :
i) Is pocket allowance given?
ii) Is so, how much per head?
iii) Any personal needs?

8. TRAINING:

a) Instructors name :	i) Political : ii) Physical:
b) Daily Routine followed :	i) Political : ii) Physical:

9. FINANCE & ACCOUNTS :

Last week	Current week	Total since inception (.........................)
1 2 3 4		
Total expenditure: Total receipt:		
Balance in hand		

10. RECRUITMENT
i) Nos. sent for army training:
ii) Nos. retained for base worker's training:
iii) Nos. of base worker passing out:
iv) Other:

11. GENERAL REMARKS

CAMP CHIEF/SUPERVISOR

LIST OF YOUTH CAMP
(RECEPTION)

Sl No	Name of District	Name of the Camp	Address	Name of Camp In-Charge	Strength	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	24. Parganas	Takipur	(i) WEST BENGAL P.O. Takipur			
2	do	Hakimpur	Basirhat Sub-Dn. Bashirhat Sub-Dn	Nurul Islam Manju, Mosharaf Hossain		P.Y. T.
3	do	Hingalganj	do			
4	do	Hasnabad		Nurui Islam	T	
5	do	Talikhola	Baneaon	Lt Matiur Rahman		
6	do	Chapabara	do	do		
7	do	Ghoshpur	Maslandapur	Hadiuzzainan, VIP A Enayet Hossain, MPA		
8	do	Chandpur	Barasat Sub-Dn.	Matiur Rahman MPA		
9	Nadia	Ranaghat	Ranaghat	Asaduzzaman MPA		
10	do	Majdia	Ranaghat Sub-Dn.	Abul Hashein Mokter		P.Y.
11		Kechudanga	Krishnanagar Saddar sub-Dn.			
12		Karimpur	do	Abdur Rouf Chowdhury MPA		
13		Bctai	do	Sahiuddin MNA		
14		Shikarpur	do			
15		Hiidaipur				
16	Murshidabad	Kaherpara				
17	do	Lalgola				
18	do	Sheikhpara		A. Hadi MPA		

1	2	3	4	5	6	7
19.	Malda	Enayetput		Dr. Mesbahul Huq MPA		
20.	Do	Gourh				
21.	Do	Mehdipur				
22. 23	West Dinajpur	Bangalipara			Sector Commander Major Nazmul Huq	
23	Do	Dalimgaon		Dr. Naimuddin S.M. Yousuf MPA		
24.	Do	Gangarampur		Shah Mahtab MPA		
25.	Do	Kurmail		Prof. Sayeed MNA		
26.	Do	Katla Kumarganj		Abdur Rahman MPA		
27.	Do	Malon		Azizur Rahman MNA		
28.	Do	Pransagar				
29.	Do	Tapan		Dr. Mashrul Huq MPA		
30.	Do	Thokrabari		Fazlul Karim MPA		
31.	Dinajpur (Banglades h)	Tetulia				
32.	West Dinajpur	Anginabad				
33.	Do	Tarangapur				
34.	Purnoa	Islampur		Afsar Ali Ahmed MNA		
35.	Jalpaiguri	Dewangonj				
36.	Do	Haldibari				
37.	Do	Papri				
38.	Coochbehar	Dinhata			Sector Commander Capst. Noazesh	
39.	Do	Kapurhat	(ii) MEGHA LAY			
40.	Maghalaya	Begmara		A. Majid & Tara Mia		

1	2	3	4	5	6	7
41.	Do	Dalu		Principal Matiur Rahman		
42.	Do	Mehhondraganj	(iii) ASSM	Latif Siddiqui MPA		
43.	Karimgonj	Sonakhira		A. Momen Advocate		
			(iv) TRIPURA			
44.	Sabroom	Harina		M.A. Hannan, Secy DAL	750	
45.	Do	Harishamukh (Sringar)		Khairuddin, MPA		
46.	Beloina	Rajnagar		Prof. A. Hanif, MNA		
47.	Do	Chotakhola		Khauja Ahmed, MNA		
48.	Do	Kathalia (Baramura)		Abdul Awal, MNA		
49.	Udaipur	Udaipur		Capt. S. Ali MPA		
50.	Sonamura	Melagharh		Capt. Alam		
51.	Do	Hatimara (Kamalnagar)		M.A. Rashid, MPA	350	
52.	Do	Buxnagar (Chyanmara)				
53.	Saddar	Konaban		Prof. A. Aouf, MNA	300	
54.	Do	Charipara		Shamsul Huq, MPA	500	
55.	Do	Joynagar		Afzal Hussain, MPA	250	
56.	Do	Narshinghgarh		D.A. Abbas, MNA	500	
57.	Do	Mohampur		Sharifuddin, MPA	150	
58.	Khowai	Khowai		Mustafa Shahid, MPA	250	
59.	Kailashar	Kailashahar		Manik Chowdhury, MNA	350	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড	.... ১৯৭১

YOUTH CAMP SECURITY

Residence

1. No persons other than bonafide trainees and duly authorized Camp staff will reside in the camps.

2. Residents of the camp must not leave camp without written permission for the time of absence allowed from Camp Chief (C. C.) or Camp Administrator (C. A.). Any unauthorized absence will be treated as desertion and dealt with accordingly.

3. The C. C. or C. A. may go out on official business, but not at the same time.

4. No unauthorized or private guests will be allowed for residence.

Visitors

5. No visitors other than those duly authorized by Youth Camp Directorate or Deputy Director Youth Relief will be allowed. C. C. or C. A. may allow other visitors with written justification.

Training

6. Nothing contrary to the highest devotion to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the President of the Government of Bangladesh, or divergent with the syllabus for Youth Training will be taught or propagated in the Camp.

7. The nature and timing of the small arms practice will be as approved by the Training Co-coordinator in consultation with authorities concerned.

Recruitment

8: There will be no recruitment or taking out of the trainees from the Camp other than as authorized by the Training Co-coordinator. The same restriction will apply for taking out qualified Base-workers.

Discipline

9. Any violation of discipline as given in the "Ground Rules for Group Action" in the approved syllabus must be severely dealt with and reported to Youth Camp Directorate in grievous cases.

Secrecy

10. The names and addresses and the dates and destinations of the trainees and their expected movements must be guarded as Top Secrets. No person other than the C. C.

or his Deputy must handle the related papers. All Camp Staff must take an oath of Secrecy in this regard.

Sabotage

11. Each Instructor will sub-divide his class into small discussion groups comprising trainees of neighboring localities for mutual inspiration, improvement and progress report. Any potential saboteur, defector, or spy must be immediately isolated and reported to Youth Training Directorate.

Camp Guards

12. A crops of Camp Guards will be selected from each group of Trainees for the above measures. They will receive usual training with the next group.

Secret

All Youth Camps.

It has been decided by the Authorities that all servicemen (current or ex-) should report for advice at Joi Bangla office in the following order:

1. In-Service personnel of Army, Navy, Air Force, EPR.
2. Ex-Service personnel of Army, Navy, Air Force, EPR.
3. In- Service personnel of Ansar, Mujahid and Police.
4. Ex-Service personnel of Ansar, Mujahid and Police;

All Camp Chief/In-Charge/Administrators are requested to direct all persons of the above categories to report at the above office without fail.

The four categories may please be sent at an interval of 2-8 days in successive order. The camps may refrain upto 15 ex-ansar & Mujahids as unpaid Camp Guards if considered necessary. Those guards however are not to be employed as Trainers.

by order
Youth Camp Directorate.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের কর্মকান্ডের উপর একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার	.... ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE.

MUJIBNAGAR.

STAGES OF DEVELOPMENT.

STAGE I:

The Health Service of the Government of Bangladesh was open on 1.5.71, with the appointment of Dr. T. Hossain (MS, FRCS) as Director General of Health Service.

Dr. Hossain accompanied us when the Government was formed. Some members of the Cabinet were sheltered in his Clinic at Dacca for 2 weeks after the crackdown. His Nursing Home, at Dacca, was left behind with equipment worth over 6 lakhs rupees. He came by choice to assist us. He had been a friend of the Awami League Leadership since release of Bangabandhu from Agartala Conspiracy Case. We all used to have our treatment at his Nursing Home. He had been a political friend of Sheikh Mujibur Rahman since preparation day's student life in Calcutta. Dr. Hossain is the only senior member of the Medical profession who was available to start Health Services on behalf of the Government.

Soon after his appointment, he started with a skeletal office with Dr. Ahmed Ali as his assistant. During the first three months, the Directorate undertook the task of coping with the gigantic Medical problems facing the evacuees. All doctors and paramedical staff reporting to the Head Quarter and elsewhere along the border were themselves rehabilitated in West Bengal and Tripura Estate particularly. There were over 1400 Medical staff employed under various agencies through the Health Directorate. During this period, Dr. Hossain visited almost every Evacuee Camp in West Bengal until the number of refugees went up to six million. Meanwhile, Indian Union Government took over the overall responsibility of evacuee settlement.

STAGE 2:

During mid-July, when the Government was organized, the Medical Directorate was converted into a full-fledged Department of Health and Welfare, with Dr. Hossain as Secretary and proposed four Directorates, namely: Defense Medical Service; Civil Medical Service; Welfare Service and a Directorate for Medical Education.

I. *Defense Medical Service* -It is our main concern at present. Since August 71, Dr. Hossain has been to almost all Sectors and Sub Sectors more than twice. He tried his best to organise the Medical Service at sub-Sector level with available doctors and Medical Students.

The problem of organizing the Defense Medical Service is really complicated but Dr. Hossain has now stream-lined the organizational setup and channelized three sources of Medical supply, namely, i) Host Forces Source, ii) Public Donations, and iii) Our Government Resources.

We have placed Rs. 10 Lakhs for next three months to be used in three Sectors. We are going to establish one dispensary (RAP) at each Sub-Sector, supplying first-aid medicines worth about Rs. 100.00 with each batch of Fighters.

We are trying to place one Mobile Unit at each Sub-Sector and establish 10 ADS (Advanced Dressing Station) at 10 Sectors, with at least 50 beds in each. We have established the first Bangladesh Forces Hospital, 100 bedded, in Sector 2. We are going to have one like that in each, Sector.

Construction has started already for three such ADS, one at Sectors 1, 2 & 3.

We have set up one 25 bedded Hospital at Karimganj and one 30 bedded Hospital at Tetulia, 10 beded at Patgram, 10 bedded at Shahebganj. We are expecting two 50 bedded Mobile Hospitals, one for Dowki and one for Dalu.

We are going to set up one Hospital at Rowmari with 20 beds, in the course of one month. We have received-as gifts—4 Convalescent Homes for the injured members of the Mukti Bahini: one 40 bedded at Agartala; one 10 bedded at Shillong, Tura and Coochbehar. The number of beds in those Hospitals will be received with the growing demands-there is a plan to set up a 300 bedded Hospital somewhere in West Zone. Mr. M. K. Bhimani has promised to run them on behalf of Hariana Bangladesh Mukti Shahayak Samity.

We are fully aware of our problems relating to transport and treatment of patients.

The most outstanding one is TRANSPORT: We do not have enough transport for i) carrying the patients from the field to the Hospitals. We lost some valuable lives and limbs because of lack of timely transport, ii) We are unable to send our medicines in time for want of transport. Anyway, we are trying to solve this problem through various sources and our limited resources.

Our second problem is MEDICINE: We have not yet spent any money to buy medicines. Dr. Hossain collected gifts of medicines worth over 1½ lakh rupees which has been distributed to all Sectors. Many organizations collected medicines by the name of Mukti Bahini but no trace of these collected medicines were available to any Sector Commanders. We should make collective efforts to place all medicine at the disposal of our Central Store.

The third problem is DOCTORS: We initially deputed most of our doctors to the Evacuee Camps, so enough doctors are not available for Mukti Bahini. Besides, very few trained Surgeons are available. We are negotiating for Surgeons in England.

Difficulty of communications due to bad roads, Jungles, and forests are our main handicaps. Anyway, we are trying to solve these problems with the help of our host as far as possible.

We are going to improve the Medical care every day. Dr. Hossam has made some successful bargains with various agencies, both at Government level and Private level, and I am sure the Fighting Forces will feel more secure. Dr. Hossain working in this front with firm determination.

2.*Civil Medical Service*:-With the development of Zonal Council, East Zone is going to have a Zonal Health Officer under a Health Council which will solve the problems of our population of the region, namely the Evacuee Camps. Youth Camps. Transit Camps and Liberated Areas. We shall supply necessary doctors and medicines for the Liberated Areas. We are negotiating to take over the responsibilities from our host as far as possible and set up our own Health Department machinery during the coming month.

3. *Welfare Service*:-\Ve\farz of our patients in Hospitals and during convalescence is our job. Our patients are spread out all along the border in various civil and military Hospitals. We are going to employ one Welfare officer for each Hospital or even Camp, if possible, as early as we can.

4. *Medical Students*:-^e cannot be indifferent to our Medical students who are now rendering valuable service in various Mukti Bahini and Evacuee Camps. Most of the Medical students are members of the Student League and came away with us out of their patriotic incentive. Although we cannot arrange Medical Education at this stage, we should have a Director of Medical Education to keep an account of all Medical students and utilise their services in the best possible way, keeping them and Nation's interest in mind.

Minister in Charge

Department of National Health & Welfare.

OFFICE OF THE
SECRETARY, MINISTRY OF DEFENCE

Particulars of Officers/Staff of Bangladesh Govt.

Sl. No.	Name	Age	Father's Name	Residential Address		Family	Date of entry in India	Remarks
				In Bangladesh	In Calcutta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mr. A. Samad	35	Mr. Abdul Jabbar	D.C. Sylhet	214/1/5 Lower Circular Road, Cal-17	1	1st Week of Aug,71	
2.	Mr. Abkar Ali Khan	27	Mr. Khan	S.D.O. Habigonj	3 Shurawordy Avenue	1	April '71	
3.	Mr. S.A. Imam	31	Late. S.A. Absar	D.F.O. Sylhet	7, Tanti Bagan Road, Calcutta-4	6	24.4.71	
4.	Mr. N.I. Choudhury	39	Mr. Shamsul Huq Choudhury	Jessore Airport	Bongaon, 24 Pargana	3	5.4.71	
5.	Dr. B. Hossain	34	Mr. Sharafat Ali	Deptt. Of Physics, Dacca University	214/1/5 Lower Circular Road Calcutta-17	1	24.4.71	
6.	Mr. Nazrul Islam	28	Lat Mvi. Abdul Hye	The Daily Ittefaq 1 R.K. Mission Road	21, Dr. Rajendra Rd. (Near Northern Park)	1	4.6.71	
7.	Mr. Al-Muzahidy	28	Late Mohammad Abdul Halim	Tangail Town, Dist. Tangail	C/O. Khondokar Asaduzzaman 3, Suhrawordy Avenue, 'KASHANA' Park Circus, Calcutta-17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Mr. al-Mahmood	36	Late Maulavi Abdur Rob	Vill. Morali, P.O. Brahmanbaria, Comilla	214/1/5 Lower Circular Road, Flat-5, Cal-17	4	6.5.71	
9.	Mr. Zahid Hossain	26	Mr. Amir Ali	19, Party House Azimpur, Dacca-5	118, Elliot Road, Calcutta-16	3	24.7.71	
10.	Mr. S.M.A Haroon	25	Mvi. M.A. Qader	84, Mosque Road, Shantibag, Dacca-2	112/1 Park Street, Calcutta-17	1	21.5.71	
11.	Mr. Dibakar Banerjee	30	Late M.M. Banerjee	Kalibari Road, Khulna	9, Dwarik Ganguly Street, Kalighat, Calcutta-30	4	29.5.71	
12.	Mr. Suresh Ch.	27	Mr. Pulin Behari Saha	48, Nayanmati Road, Narayanganj, Dacca	9, Kankargachi Road, Calcutta-54	4	17.5.71	
13.	Mr. Md. Amirul Islam	34	Mr. Wazed Ali Sarket	Vill. Barakuti, P.O. Choramara, Rajshahi	162/1 B.B. Ganguli Street, Calcutta-12	6	27.4.71	Family residing at; C.O. Mossarraf Hossain Pk. Bhogwangola Murshdabad
14.	Mr. Md. Shafiur Rahman	27	Md. Abdul Karim	Loan Office Para P.S. Kotwali Jessore	11/A Wellesly St. Calcutta-13	1	16.6.71	R.P. No. 392 of 16.6.71
15.	Mr. Samarendra Bhusan Roy	31	Late K.C. Roy	Chouhata,Sylhet	C/O. U.N. Halder Udaipur Nimata (Belgharia) Cal-49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Mr. Mir Mosharaf Hossain	32	Late Mir Moslem Hossain	Vill. Chourash, P.O. Jagati, Kushtia	C/O. Mr. Mir Emam Hossain 5 Brozodulal St. Calcutta.	9	10.4.71	Family residing at: C/O. Md. Afsar Hossain. Vill-Bamanpukur, Saddarpara, P.O. Shree Maya, P.S. Nabadwip, Dist.Nadia
17.	Mr. S.N. Saha	36	Late Sasi Mohan Saha	36 Uschap Podder Lane, Dacca	28, Musalman para Lane, Cal-9	6	18.6.71	
18.	Mr. Md. Nurul Hasan	32	Md. Matraff Hossain	Vill. & P.O. Meherpur, Kushtia	Vill. & P.O. Panchgram, Dist- Murshidabad	6	16.4.71	
19.	Mr. Abdul Latif	36	Md. Fakir	Vill. & P.O. Kushtia, Dist. Kushtia	Vill. & P.O. Santipur, Nadia	7	15.471	
20.	Mr. Kotswar Biswas	39	Late Basanta Kumar Biswas	Vill- Gopalpur, P.O. Bonipur, Dist- Jessore	Garulia D Camp Colony, C/O- Surendra Nath Diswas, P.O. Garulia, 24 Pargana	8	1.5.71	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের তালিকা	বাংলাদেশ সরকার তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়	.... ১৯৭১

	Present Position	Suggested Destination & Pay	Remark
A: NEWS SECTION			
I. Mr KAMAL LOHANI	News editor Conunci Rs. 425/	Incharge News Section Contract Rs. 425/-	The Contract will mention that they will work in the news section and their responsibility will be to collate and compose the daily news bulletins. They will also perform other duties as and when required
2 . Mr. J U Ahmed	Subeditor Contract Rs. 300/-	No designation Contract Rs. 300/-	
3. Vli Subrain llama	Sub Editor Contract Rv 300/-	No designation Contract Rs. 300/-	
4. Abiil Quasem	Sub Editor Contract Rv 300/-	No designation Contract Rs. 300/-	
5. Mr. Kan Ihbibuddin	Sub Editor regular Rs. 300/-	No designation Contract Rs. 300/-	
6. Mr. Mrinal Krutiiu Roy	Ad-hoc RS. 250/-	No designation Contract Rs. 300/-	
7.Mr. Ratujil PAI Choudhury	Ad-hoc RS. 250/-	No designation Contract Rs. 300/-	
8. Mr. M. Mamua	Sub Editor Regular Ex.G		
9. Mrs pervin Hossain	News reader contract Rs. 300/-	As Existing	The contract should state that their primary duty will be to read the news but they will also perform other duties as and when needed
10. Mrs. Zarin Ahmed	News reader contract Rs. 250/-	As Existing	

	Present Position	Suggested Designation & Pay	Remarks
11. Mr. Ali Reza Choudhury	News Reader Contract Rs. 200/-	As existing	
12. Mr. Nurul Islam Sarker	News Reader Ad-hoc Rs. 300/-	News Reader Contract Rs. 300/-	
13. Mr. Ezaz Ilossain	News Monitor Contract Rs. 200/-	As existing	
14. Mr.	News Monitor Contract Rs. 200/-	As existing	

B : ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME AND INTERVIEWS :

1. Md. Alamgir Kabir	English Programme Organizer Contract Rs. 500/--	As existing	
2. Mr. Ali Zaker	English Programme Producer Contract Rs. 275/-	As existing	

C. ENGINEERING SECTION

1. Mr. S. A. Shaker	Radio Engineer Regular Ex-G Rs. 400/-	As existing	
2. Mr. Rashedul Hassan	Technical Asstt. Regular Ex-G Rs. 300/-.	As existing	
1. Mr. Samar Das	Music Director Regular Rs. 500/-	As existing	

	Present Position	Suggested Designation & Pay	Remarks
2. Mr. Abdul Jabber	Music Producer Contract Rs. 500/-	No renewal	
3. Mr. Apel Mahmud	Staff Artist Contract Rs. 350/-	No renewal	
4. Mr. Rathin Roy	Staff Artist Contract Rs. 300/-	No renewal	
5. Mr. Arun Goswami	Staff Artist Contract Rs. 300/-	As existing	
6. Mr. Pronodit Barua	Staff Composer Contract Rs. 300/-	As existing	
7. Mr. Mannan Moque	Staff Artist Contract Rs. 300/-	No renewal	
8. Mr. Hasan Imam	Drama Producer Contract Rs.	As existing	
9. Mr. Sadekin	Script-writer Regular Rs. 300/-	As existing	
10. Mr. Shahidul Islam	Announcer Contract Rs. 300/-	As existing	
11. Mi¨. Motahar Hossain	Announcer Regular Ex-G Rs. 275/-	As existing	
12. Mr. Manzoor Kader	Sub-Editor Regular Ex-G Rs. 300/-	As existing	

D. PROGRAMME SECTION

. Huda Choudhury	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 400/-	As existing	

	Present Position	Suggested Designation & Pay	Remarks
2. Mr. Ashfaqur Rahman	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
3. Mr. Mesbahuddin Ahmed	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
4 Mr. Balal Mohammad	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing Except that he may be paid Rs. 400/-	
5. Mr. T. H. Sikder	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
6. Mr. Taher Sultan	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
7. Mr. Mustafa Anwar	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
8. Mr. Nazrul Islam	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
8. Mr. Nazrul Islam	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
8. Mr. Nazrul Islam	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
9. Mr. AbduJlah-al Farook	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
10. Mr. Mahmud Farouk	Programme Organizer Regular Ex-G Rs. 280/-	As existing	
11. Mr. Ashraful Alam	Announcer- cum-News Reader Contract Rs. 275/-	As existing	
12. Mr. Zahed Siddique	News Reader Contract Rs. 350/-	Program producer Contract Rs. 350/-	

	Present Position	Suggested Designation & Pay	Remarks
13. Mr. Shahidur Rahman	News Reader Contract Rs. 350/-	No renewal	
14. Mr. Shamsuddin Ahmed	Asstt-cum- Receptionist Regular Ex-G ,Rs. 300/-	Presentation Supervisor Regular Rs. 300/-	
15. Mr. M. Ashrafuddin	Stenographer Contract Rs. 250/-	As existing	
16. Mr. Nowab Zaman Choudhury	Copyist Regular Ex-G Rs. 175/-	As existing	
17. Mr. Abul Barkat	Copyist Regular Rs. 175/-	As existing	
18. Mr. Anil Kumar Mitra	Accountant	To be fixed after seeing Bio-data	
19. Mr. Bimal Chandra Ncogi	Peon Rs. 100/-	As existing to be issued contract	
20 Mr. Panchu Gopal Ghosc	Peon	As existing to be issued contract	

B. NEW HANDS:

I. Mr. Runcn Kushari		Drama Producer Contract Rs. 400/-	
2. Mrs. Madhuri Chatterjee		Staff Artist Contract Rs. 300/-	
3. Mr. Nasim Choudhury		Script writer Contract Rs. 200/-	
4. Mr. M.Chand		Staff Artist Contract Rs. 300/-	

	Present Position	Suggested Designation & Pay	Remarks
5. Mr. Yar Mohammad	Staff Artist Contract Rs. 300/-		
6. Mr. Anwarul Abedin	Office Asstt. Regular Rs. 200/-		
7. Mr. Rangalal Deb Choudhury	Librarian Regular Rs. 200/-		
8. Mr. S. S. Sajjad	Studio- Executive cum- Receptionist Contract Rs. 200/-		
9. Mr. Abu Yunus	Announcer Contract Rs. 200/-		

Sl. No.	Name of Staff.	Previous Designation	Last Pay Drawn	Present assignment	Pay proposed
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3.	Mr. Ashrafuddin Md. Nazrul Islam Mr. Rczaul Karim Chy.	Programme Producer, Raj shah i,		Stenographer Programme Producer Technical Operator	Rs. 250/- Rs. Rs.
4. 5. 6.	Mr. Mannan Haque Mr. Ashraful Alam Mr. Sharfuzzaman	Technical operator Chittagong Radio		Staff Artist Announcer-cum-news Reader Technical operator	Rs. 300/- Rs. 275/- Rs.
7. 8. 9. 10. 11.	Mr. S. A Rahman Mr. Zahed Siddiquc Mr. Ali Tarequc Mr. Alamgir Kabir Mr. Mahabub Talukdar	Staff Reporter Pak Observer Prof, of Bengali, Chittagong University		Field Officer (Press Unit) Announcer, Urdu News Feature Information Officer Chief Reporter Asstt. Editor	Rs. 300/- Rs. 350/- Rs. 425/- Rs. 500/- Rs. 400/-
12. 13.	Mr. Ali Reza Chowdhury Mr. Pronob Ray	Technical operator, Dacca Radio		News Reader Technical operator,	Rs. 300/- Rs.
14. 15.	Mr. Md. Haroon Mr. S. K. Dasgupta	Accountant-in-charge of circulation & advertisement, Pak Observer		Driver Circulation Manager	Rs. 200/- Rs. 350/-
16. 17. 18. 19.	Mr. Santosh Gupta Nawab Zaman Choudhury Mr. Abdul Jabbar Lina Rani Chakraborty	Jt. News Editor, Daily Azad		Asstt. Editor Copyist Music Producer	Rs. 400/- Rs. Rs. 500/- Rs.
20. 21.	Mr. Samar Das Mr. Asif Ali	Accounts Asstt. House Building Finance Corpn., Dacca Dacca Radio		Asstt. Of file work & Keeping rccords Music Producer Producer (Film)	Rs. Rs.

Sl. No.	Name of Staff.	Previous Designation	Last Pay Drawn	Present assignment	Pay proposed
1	2	3	4	5	6
1.	Mr. Md. Fazlul Hoque Bhuiyan, M.A.	Asstt. Accountant National Bank, Dacca	Rs. 775/-	Office Supdt.	Rs. 400/-
2.	Mr. A. K. Shamsuddin	Duty Officer, Dacca Radio		Asstt-cum-Recepionist	Rs. 250/-
3.	Mr. Abdul Barkal	Clerk-cum-Copyist, Raj Settlement Office		Copyist	Rs. 200/-
4.	Mr. A. Sakur	Radio Engineer, Dacca	Rs. 525/-	Radio Engr.	Rs. 350/-
5.	Mr. Rashedul Hasan		Rs. 361/-	Tech. Asstt.	Rs. 300/-
6.	Mr. Aminur Rahman			Do	Rs. 300/-
7.	Mr. Mominul Huq Chy		Rs. 350/-	Do	Rs. 300/-
8.	Mr. Kamal Iohani			News Editor	Rs. 425/-
9.	Mr. Abdullah-al-Farook	Programme Producer Ctg. Radio	Rs. 375/-	Sub-Editor	Rs. 300/-
10.	Mr. Jalaluddin Ahmed			Do	Rs. 300/-
11.	Mr. Subrata Barua	Bangla Academy Dacca		Do	Rs. 300/-
12.	Mr. Abdul Kasem Sandip	Vice-Principal Fatikchhari College		Do	Rs. 300/-
13.	Mr. Kazi Habibuddin	Script Writer, Ctg. Radio		Do	Rs. 250/-
14.	Mr. A. K. Dutta	Accountant, Observer Group of Publication, Dacca	Rs. 775/-	Accountant	Rs. 350/-
15.	Mr. Ali Zaker			Eng. Programme Producer	Rs. 275/-
16.	Mr. Shahidur Rahman			News Reader	Rs. 350/-
17.	Miss. Parveen Hossain			News Reader	Rs. 300/-

1	2	3	4	5	6
18.	Mr. Zarin Ahmed			News Reader	Rs. 250/-
19.	Mr. Ezaz Hossain			News Reader	Rs. 200/-
20.	Mr. Md. Sadekin	Script writer, Dacca		Script Writer (Talks)	Rs. 350/-
21.	Mr. Shamsul Huda Chy.	Programme Organizer, Rajshahi Radio	Rs. 525/-	Programme Organizer (outside Stud ion)	Rs. 350/-
22.	Mr. Belaluddin Ahmed	Script writer, Radio, Ctg	Rs. 451/-	Programme Producer &	Rs. 350/-
23.	Mr. Meshbauddin Ahmed	Programme Organizer, Rajshahi Radio	Rs. 350/-	Do	Rs. 350/-
24.	Mr. Ashfaqur Rahman	Programme Organizer, Dacca Radio	Rs. 350/-	Do	Rs. 350/-
25.	Mr. Taher Sultan	Programme Producer, Radio Dacca	Rs. 400/-	Programme Producer	Rs. 300/-
26.	Mr. Mustafa Anwar	Do, Ctg. Radio	Rs. 375/-	Do	Rs. 300/-
27.	Mr. T. H. Sikder	Programme producer. [Dacca Radio	Rs. 400/-	Programme Producer	Rs. 300/-
28.	Mr. Monjur Kadar	Announcer, Dacca Radio	Rs 310/-	Announcer	Rs. 275/-
29.	Mr. Shahidul Islam	Do		Do	Rs. 275/-
30.	Mr. Mothahar Hossain			Announcer	Rs. 150/-
31.	Mr. Apel Muhammad			Staff Artist (Vocal)	Rs. 350/-
32.	Mr. Rathin Roy			Do	Rs. 300/-
33.	Mr. Pronojit Barua			Do (Composer)	Rs. 300/-
34.	Mr. Arun Goswami			Do (Tabla)	Rs. 300/-
35.	Mr. S.K. Saddi			Do (Violin)	Rs. 275/-
36.	Mr. Hasan Imam			Producer of Drama & Feature	Rs. 425/-

1	2	3	4	5	6
37.	Mr. Amir Hossain			Chiekf reporter from 15.7.71	Rs. 400/- (including T.A.)
38.	Prof. Abdul Hafiz			Special corpdt. From 1.7.71	Rs. 400/- (do)
39.	Mr. Firdous Alam			Asstt. Cameraman	Rs. 300/-
40.	Mr. Abul Mansur			Reporter & Still Photographer	Rs. 350/- (Including T.A.)
41.	Mr. Al-Mujahidy M.A			Sub-Editor	Rs. 350/-
42.	.Mr. Md. Safi Alam	Photographer, Azad		Photographer	Rs. 300/-

SI No.	Name & Previous assignment	Present assignment
1.	Mr. Abdul Jabbar Khan	Director of Film
2.	Mr. Kamrul Hassan, Head of Design Centre, EPS1C, Dacca	Director of Art and Design.
3.	Mr. M. R. Akhier (Mukul)	Director of Press & Publicity.

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল	১৬-৯-১৯৭১

BANGLADESH VOLUNTEER SERVICE CORPS

I. INTRODUCTION:

The situation for food, medicine and shelter for the enormous number of evacuees from Bangladesh to India is problematic. Indian Govt. Relief Organizations are doing their best to cope with the problems and are trying hard to meet the most basic needs of the people.

As the food and housing situation of the evacuee camps are being organized and relating problems are being brought under control, the moral, social and cultural standards of the evacuees in the camps are quickly falling and the inmates are feeling that they are left in a sort of apathy.

It is in these lines that the Bangladesh Volunteer Service Corps is working to initiate a programme to boost up the sinking moral of the evacuees in the camps. It is believed that the relief programmes will be more efficient and meaningful if they are combined with a moral, social, cultural and educational programme.

II. OBJECTIVES:

A. The object is to save the minds of the evacuees from otherwise certain deterioration by providing moral, special, cultural and educational programmes in the evacuee camps. To achieve this aim each camp shall have its, own groups of volunteers under the camp volunteer-in-charge, appointed and posted by the Central Organisation.

The volunteers in each camp will be responsible:

(a) to provide welfare facilities of the inmates of the camp and maintain communal harmony,

(b) to provide educational and vocational services for the evacuees living in camps,

(c) to provide moral, cultural, social and national motivation to the evacuees of the camps,

(d) to provide female welfare-(under female volunteers) moral, mental and physical health of young girls. Pre-natal

and post-natal care of mothers; recreation; and training in sewing, embroidery etc.

(e) 10 provide recreational facilities to keep atmosphere normal and healthy, in meaningful, moral corporate and happy living with eyes on the future rehabilitation in Bangladesh,

(f) to provide nutrition programme for children in camps.

B. Organisation of training camps for volunteers.

C. Providing relief against hunger and disease in Bangladesh.
D. To provide welfare facilities for families from Bangladesh
E. To provide health services for evacuees in the camps.

III. COMMITTEE AND MEETING:

(a) Volunteers shall work as a team and shall keep records of activities in each sphere. Detailed programme may be chalked out in meetings after full discussion. Assessment of progress to be made and discussed in such meeting to be held at least once a week. Proceedings of such meetings shall be maintained.

(b) All volunteers will be members of the Committee to be termed BVSC Committee. The volunteers as residents of the camps shall represent the residents. Some non- volunteer residents may also be co-opted members. The camp Volunteer in-charge shall be the Chairman of the Committee.

He should at least be kept informed of all progress made. One of the volunteers shall work as the Secretary.

IV. ORGANISERS:

Organizers may be deputed to areas to organise the activities of the Corps and supervise the works already started.

V. VOLUNTEERS:

(a) Volunteers shall be recruited from persons living in the camp. Some may be recruited from various transit camps or outside, but once recruited for a camp they shall live as inmates of the camp.

(b) Necessary directions will be issued from the Central Organisation from time to time. But the volunteers will work according to needs and requirements of the local camps and chalk out their programme accordingly.

(c) The volunteers shall be given accommodation in the camps. They shall also receive free cooked food in camps where cooked food is distributed. In other camps they may organise their messing with dry provisions supplied free. They may also receive a small pocket allowance.

(d) The volunteers will receive vital training in social work and rehabilitation.

VI. ORGANISATION:

CENTRAL:

Board of Directors: There shall be a Board of Directors appointed by the Managing Committee. Board of Directors shall be responsible for the general oversight of the whole movement. They shall normally meet once or twice a year.

Advisers: They are persons with special interest and contributions to make may be appointed as advisers.

Managing Committee: There shall be a Managing Committee which shall be responsible for planning and implementing of all plans and policies. The Managing Committee shall consist of all directors, all advisers, and representatives of all organizations related to and working in co-operation with BVSC. The Managing Committee will normally meet once a month. The Managing Committee will appoint a Chairman.

Executive Committee: An Executive Committee shall be responsible for day to day running of the organization, and shall consist of the Chairman, the Directors willing to serve in the Committee, the Conveners of the Sub-Committees, and members of the Finance Sub-Committee. It shall co-opt up to 3 members.

SUB-COMMITTEES:

Sub-Committees may be appointed by the Managing Committee to be responsible for the special works. These shall consist of the following but others may be added as the need arises:

(1) Camps Sub-Committee (including education, health, training etc.)

(2) Finance.

(3) Radio Programme.

(4) Women's Welfare.

LOC LOCAL ORGANISATION:

(a) Volunteers shall be recruited and attached to as many camps as possible in such numbers as time to time may be required. One volunteer shall be designated as Volunteer in-charge.

(b) A Camp Organizer may be appointed to have a general oversight of more than one, in no case more than 10

(c) Area Organizer: Where necessary an Area Organizer may be appointed to coordinate the camps in an area and be responsible to look after outside normal activities of camps.

VII. ACCOUNTS:

(a) No expenditure of funds or resources shall be made on any purpose other than those detailed in the objectives as above.

(b) A full records of all expenditure shall be kept and accounted for at monthly Intervals.

OUTLINE OF SYLLABUS ON COOPERATION

1. **Principles of cooperation-Voluntariness**
Group action based on enlightened self-interest.

2. **History of Co-operative movement-**Rochdale Pioneers, the German experience-
cooperation's in Socialist countries (Russia, China, Yugoslavia) cooperation's in India & Pakistan.

3. **Co-operative experience in Bangladesh**
(i) Comilla approach (ii) Chittagong movement

4. **Types of co-operatives**
(i) Service cooperatives
(ii) Land cooperatives (joint farming vs. collective farming)
(ii) Marketing cooperative
(iv) Credit cooperatives
(v) Industrial cooperatives
(vi) Housing cooperatives
(vii) Fishermen cooperatives
(viii) Weavers cooperatives
(ix) Consumers' cooperatives
(x)Others.

5. **Agricultural cooperatives-special features**
-their structural pattern from village to apex.
-Multipurpose objectives-community development approach through cooperatives-
Relationship between cooperatives and Panchayets and other local bodies.

6. **Management of cooperatives**
(i) Board of Directors or Managing Committee
(ii) General meeting
(iii) Staffing-control over staff by the members.
(iv) Maintenance of Accounts
(v) Regular auditing.

7. **Training**
(i) Directors (ii) General members (iii) Staff.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা	বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল	.... ১৯৭১

THE SUMMARY OF THE PROGRAMME
COMMUNITY DEVELOPMENT

To execute this programme, the prime requirement would be to start a new movement in Bangladesh. The philosophy of this movement shall be the basis of the State Planning, Development and Administration for the progress and prosperity of our people.

The initiative for transforming the social and economic life of the rural communities must come from the villagers themselves. Self-awareness, self-examination, and self-help are the main driving forces of this movement. It depends entirely on the willing and voluntary and enthusiastic participation by the people.

To create congenial conditions for the movement to grow, a group of volunteers who are themselves imbued with the philosophy behind it is essential. There are many young men who are waiting to join the Mukti Bahini, but all of them may not be taken in the Mukti Bahini. The social volunteers necessary for the movement may be recruited from among these young men. In course of their work they may be given a short course of training in the philosophy (social, political, and economic aspects) of the movement. With this background the social workers will be in a position to impart the motivation to our people. Their main function shall be to generate a movement which will embrace all classes of the villagers, and to create conditions so that the movement is sustained and carried on by the villagers themselves through their increasing awareness of its supreme necessity.

In the past there was no democracy in the real sense in the country at any level. With an autocratic and dictatorial centre, there cannot be any democracy at the circumference and vice-versa. It is hoped that in future there will be democracy both at the centre and at the circumference. This alone can ensure effective and meaningful participation by the people in the movement. It must have the character of a movement so that the people can be attracted to it.

The precise number of social workers will depend on the area and size of the population and also on the availability of workers. The workers must be devoted and energetic. They must try to get into the skin of the people and create a living fellowship with the rural people. By their conduct, character, behavior and attitude they must create the impression that they are a natural and normal part and parcel of the village communities. Complete avoidance of arrogance and a friendly attitude on their part will draw the people to the movement. A serious responsibility is imposed on the social workers who must realize it themselves. It needs creative and effective backing of the political leaders who will look upon politics as the grand avenue for service to mankind.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME

The Awami League is committed to democracy. "A real living democracy shall be established in which people shall live in freedom and with dignity, and in which justice and equality shall prevail", so runs the Awami League manifesto. The Awami League is solemnly resolved to secure to all citizens social, economic and political justice. To establish "a real living democracy" a member of important proposals are embodied into the manifesto. These include: universal adult franchise, direct and free elections, equality before the law, rule of law, independence of the judiciary, fundamental right and freedoms, secular social order, full right and citizenship for the minorities, parliamentary government in which the legislature shall be supreme and to which the executive shall be responsible. On the political plane this is the programmed to translate into reality the two basic democratic values-liberties and equality.

The Awami League knows and believes that the liberty and equality of political democracy are hollows unless they are completed by economic liberty and equality. Freedom, if it is to be real, implies freedom from the economic constraint of want, poverty and hunger, and this is as much fundamental as freedom from the political constraint of military autocracy and dictatorship. To establish economic justice and to give fruition of the longing of the common men for freedom from want, the Awami League is committed to a socialist economic order. In the Awami League manifesto it is laid down "the basic aim of the economic programmed is the creation of a just and egalitarian society free from exploitation. The vision is that of a socialist economic order, in which economic injustice will be removed, rapid economic growth will be promoted and provision shall be made for the just distribution of the fruits of such growth among all sections of the people". To realize this objectives some specific proposals are embodied into the manifesto and these are: private enterprise as the sole vehicle of economic growth with private profit as the main motive leads to the concentration of wealth in a few hands and to the control of the key sectors of the economy by powerful private coteries, making it impossible for the goal of social justice and equality to be realized; this is to be altered and removed by nationalization and extension of the public sector, by the development of cooperative enterprises, and by the evolution of new institutional arrangements.

The Awami League is thus committed to a socialist economic order based on democratic principles and values. Its main task is to bring about a social and economic revolution through democratic process.

The villages, more than 65,000 in number, seem to be the appropriate center where these political, economic and social goals can be translated into action. Let us have a hard look at the objective conditions prevailing in Bangladesh. Bangladesh is predominantly a rural and agrarian society, depending on agriculture for its sustenance, employment and exports. More than 65 percent of the national income of Bangladesh is derived from agriculture, and the industrial sector contributes only 10 per cent to the total national income. Only 5.2 per cent of the total population lives in the urban areas and 94.8 per cent in the villages. It has one of the highest density of population, 922 persons per sq. mile.

The per capita income is only $56. Its industrialization is rudimentary, its monetization limited, and its financial superstructure inadequate. On top of it there is a economic shortage of food which has been aggravated by the cyclone of 1970 and by the present genocidal war with unparalleled brutalities unleashed on Bangladesh by the West Pakistani military rulers.

The real Bangladesh lies in these villages, more than 65,000 villages. Our people are condemned to an unimaginable alyss of poverty due to the criminal negligence of the government to agriculture and the pursuit of a capitalist economy which has the effect of transforming the purchasing power of the community to the members of the 22 families. Our lands are the most fertile ones in the world and yet our people are the poorest. But the present liberation struggle which also involves a mighty social revolution has awakened our people to an unprecedented degree. The people are wide awake today. They are no longer the passive objects of policy but its main driving force. Acutely anxious inquiry has moved from the questions "who are the poor?" to the fundamental question "why are they poor?" There is no getting away from answering this fundamental question. The problem of poverty is not a problem of industrial character and its waywardness, but a problem of economic and industrial policy and organization. The issue has to be tackled first at its source, and only secondly in its manifestation.

The villages, as already stated, are the appropriate centers to put into effect the socialist economic order based on democratic values. The task of bringing about a social and economic revolution through democratic process must begin in the villages where more than 94.8 per cent of the people live. The Community Development and National Extension Projects are the effective means of bringing about the social and economic transformation of the village communities. The Community Development Projects have, therefore, a place of capital significance in these sectors of our national life, which bear most closely upon the welfare of the rural population.

The Community Development Projects have three important aspects. First, the community development projects and the national extension services are intended to be the areas of intensive effort in which development agencies of the government work together as a team in programmers which are planned and co-ordinated in advance. The activities comprised within the community development and national extension projects must be regarded as an integral part of the programme for improving all aspects of rural life. Second, the essence of the programme is that the villagers who are acutely conscious of their miseries come together for bringing about social changes, that is, building a new life for themselves and participate with increasing awareness and responsibility in the planning and implementation of projects, which are material to their well-being. The programmes provide them with new opportunities, and in turn, through their active participation in planning and execution, they give them a distinctive quality and enlarge their scope and influence. Self-help and co-operation are the basic principles on which the movement rests. Its main purpose is to provide opportunities for leadership to grow from within. In essence it is a movement for social development, which will embrace all sections of the rural communities. Third, the movement should bring within its scope the entire rural communities and enable them to take their place in the co-operative

movement and other spheres in their own right. It will develop the initiative and add to the creativity and inventiveness of our people. It is an account of these features that the community development projects are regarded as the normal pattern of a socialist economy based on democracy in action.

Community development means voluntary self-help by the village communities. Its purpose is to transform the social and economic life of the villages. The basic philosophy underlying the programme is that the social and economic development will not be sustained unless the village people are convinced of the need for such development and participate actively and enthusiastically in the work. The basic problems are to be solved by the villagers themselves. The government agencies will assist the villages communities to satisfy the recognized needs by teaching them new skills, when necessary, by improving upon the existing skills, by bringing advanced technical knowledge to bear on the village needs and by obtaining financial assistance from government funds to support and galvanize the voluntary community effort. The Leadership must come from the people. It partakes the nature of a movement in which the villagers are in the dominant position and the governmental agencies occupying the subordinate ones.

The Community Development Programme is designed to support this voluntary community effort. It consists of a number of schemes each of which falls under one of the following aspects of rural community life.

1. **Agricultures**
   (a) animal husbandry
   (b) irrigation
   (c) reclamation
   (d) better seeds
   (e) fertilizers
   (f) other inputs

2. **Health and rural sanitaries**:
   (a) Medical facilities
   (b) Doctors
   (c) Pure drinking water.
   (d) Cleaner environment

3. **Education**
   (a) Adult education
   (b) Social education

4. **Communications**
   (a) Roads
   (b) Bridges and culverts

5. Rural arts, crafts and industries
6. Housing.

The whole country side should be divided into appropriate blocks or groups, each consisting of 15,000 to 20,000 persons. Each block will elect its own leader and the executive committee. They will be directly elected by the people. The officials will act only as their assistants. If at any time election is not possible ad-hoc committees with respected local people may be created. This is to meet the present situation in a state of emergency. The Community Development shall form part of the comprehensive planning.

Muzaffar Ahmed Chowdhury.

N. B. The organisation as set up in your note can go on at the movement. The report on Raumari is attached herewith for initiating the programme.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রশিক্ষণ সিলেবাস	বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল	.... ১৯৭১

I. ORGANISATIONAL FRAMEWORK

1) VILLAGE PANCHAYET

These blocks would correspond to the villages and the committee may be termed Panchayet in keeping with the tradition of Bangladesh.

Formation : By direct election of the leader as well as the members, numbering 3 to 7 depending on 'he size of population.

Authority : The Panchayet will be the sole administrative authority with regard to all village affairs. It will also have unlimited, informal legislative and judicial authority subject to the statutory limitation of National Legislature.

Function : ....

2)UNION BOARD

Formation: Indirect. Village Panchayet Leaders as ex-officio members to elect a Chairman who will resign from Panchayet Leadership.

Authority : To act as an executive arm of the District Board in the implementation and management of such works and activities as involving more than one village and feeling within the area and scope of the Union.

Function: ………………………..

3) THANA BOARD

Formation: Indirect. Union Chairman as ex-officio member to elect a Chairman who will resign from Thana Chairmanship.

Authority and Function: To act as an executive arm of the District Board in the implementation of such works and activities as involving more than one Union and falling within the areas and scope of the Thana.

4) DISTRICT DOARD

Formation : Direct election of members who will elect a Chairman.

Authority and Functions: All planning, executive and administrative authority beyond the scope of the village within the District, within the statutory jurisdiction of the State Government.

II. **RURAL RECONSTRUCTION CADRE**

1. **Need.**

Trained Base-workers as intended for maintaining socio-economic 'safe-Bases' for over guerilla forces during the war, will be far more essentially

needed for the success of any socio-economic reconstruction plan for our society after its devastation through the war. The Base-work training programme should therefore be intensified with a view to such post-war reconstruction, and the trained base-workers may form the nucleus of the Rural Reconstruction Corps.

2. **Syllabus**

The present syllabus for Base-workers (enclosed at…) may therefore continue and the exphasis may gradually be shifted on the normal function (at para…) with a corresponding de-emphasis on the war-time function as our victory comes closer. The syllabus will be subject to review by the Board as needed.

3. **Camps**

Permanent training camps of the present type would be desirable. In their absence, residential High School or College premises in the liberated areas would be used as a stop gap arrangement.

4. **Finance**

The present budget for permanent camps, costing about Rs. 200/- per trainee for one month's training course will serve as a basis.

5. **Admission**

a) **Immediate:**

Class VI and above youth, preferably permanent village residents, or at least volunteering to work in a village for the time being would be desired for base-work training.

b) **Long Range**:

Matric examinees between examination and result out, and abiding to reside in a village permanently or at least for a couple of months after training, may be admitted for Base-work training on a regular basis.

6. **Cadre classification**

(i) Base-workers: Temporary workers or those failing in deep motivation, test at the end of training.

(ii) (a) Reconstruction corps-Apprentice (also "tentative group leader" selected at the end of training) :Matric standard graduate of youth camp; permanent residents of village or town mahalla; passing in test for deep motivation.

(b) Reconstruction corps-Members: After one year's works in a village (or liberated mahalla) on the basis of Functional Survey Report (See below).

(c) Reconstruction corps-Senior: Group Leader selected from among best Reconstruction corps members: potential Thana Organizers (See below).

Note: Reconstruction corps members and group leaders may be allowed Rs. 50 and Rs. 100 respectively for work outside their assigned villages.

(III) RURAL RECONSTRUCTION BOARD

(a) Board

A high level, high powered body is needed for initiation and caretaking of the scheme, with the planners of the scheme in key positions for its effective implementation. A Board may be formed with:

1 Chairman	:	Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury
5 Members	:	3 M. N. A.M. P. As.
		1 Member, Training
		1 Member, Surveys and functional audit of local bodies.

1 Member-Secretary:

(b) Initiation

District Organizers and Thana Organizers (along with Agriculturists, Doctors and Engineers) initially under administrative control of Member-Secretary, will initiate the scheme with various publicity and audio-visual media and also act as election returning officers for the local bodies (Village panchayet and District Boards). District Organizer may continue to work under Member-Secretary as member of Central Public Service, whereas Thana Organizer and other may be absorbed in District Public Service.

(c) Training

Camp Administration and training staff may work under control of member, Training.

(**d) Survey-Audit**.

Thana Surveyors/Auditors may work under control as member, Survey-Audit who will report to the Board at fixed intervals.

SYLLABUS

i. What is community? The necessity and importance or community development-Aims & objects. The people who live in the community their general classification.

ii. Present organisation of the community change in organisation needed-future scientific organisation set up-community development a great approach towards National development.

iii. Development works-Agriculture- Animal Husbandry-Forests-Fisheries cooperation like Agricultural Marketing Co-op. Societies-preservation and Marketing of Fisheries Co-op. Primary Credit Societies.

iv. Industry-Education-Social Education-Health-Water supply-Sanitation-Housing-Road development-Welfare of Backward classes etc.

v. Integrated development of village community-Economic & social and cultural emphasis on village community and not on the individual.

vi. Self-help and co-op. as a method of community development-common life- common welfare.

vii. Bengali Nationalism-its aims and objects and community development. Bengali Nationalism and economic freedom.

viii. Protection of National property-creation and utilization of productive labor elimination of idle labor-solution of unemployment problem.

ix. Security and community-Loyalty, solidarity, unity, friendly relations for peace and order.

x. Women and the community-building up of home and society-domestic affairs and women and handicaps of their work-lack of knowledge, means leisure, and education etc.

xi. Community and new nation-new mind, peace and prosperous life.

SYLLABUS FOR TRAINING COURSE
General Syllabus

a) Villages and importance of village development for National Economy. Number of villages, population, area, density of population, Agriculture, cottage industry as source of village as well as National income, comparative study of village and urban population-per capita income.

b) Labor available in villages for development of National economy-utilization of labor cooperation of labor, education, and training of labor.

c) Organisation of villages, formation of cooperative societies.

d) Village Panchayet as self-government. Formation of Panchayet in a democratic way-the role of Panchayet-advantages and benefits of Panchayet in maintaining peace and order, doing justice and helping development activities. Panchayet is a disciplined way of life.

e) Functions of Panchayet:

i. Use village guards to prevent and suppress thieves, robbers, defector, and cheater with iron discipline.

ii. Settle and adjudicate all disputes in the village clearly and promptly so as to eliminate dependence on outside agencies for "law, order and justice".

iii. Review owner-labor production sharing practice to intensify cooperative honor in all yields.

iv. Maximum food production by cooperative labor in the utilization of all land, water, vegetables and animal resources of the village.

v. Production of commodities required locally with resources available.

2. Base Workers

i. Introduction and Definition of Base worker-importance of Base worker-village development and the role of base worker-self-sustained socio-economic 'Fortresses' in the villages of Bangladesh and base worker.

ii. The nature, knowledge, character, habit to hard work power of motivation and method of work of the base worker-the base worker is to earn confidence of the villagers before he can activate them.

iii. Maintenance of independence available for welfare and strength is to use in actions as good as possible-otherwise welfare, strength and independence itself go by default.

iv. Base worker must mobilize the people to understand the philosophy of democratic socialism of Sk. Mujib as a path to welfare-irrespective of all 'isms' democratic socialism must be our elemental step to enduring welfare of the nation-social cooperation and democratic government at the foundation of the society-No subjugation and exploitation by the social cheater.

v. Self-reliance-labor-cooperative-descriptive of the people will speed up economic activity through village panchayet with the help of base worker-villages will stand upon solid foundation of welfare-everybody will live in peace.

Economy of self-sustenance

a) Food and agriculture practices and possibilities of indigenous development in the villages of Bangladesh. Food control, embankment, irrigation, green manure, deep ploughing, seeding, harvesting, fruits, vegetables, poultry, dairy, fishing, use of every inch of land and water. Village clothing and housing.

Village health-cleanliness, drainage, sanitation, water purification, fly and mosquito eradication as epidemic prevention; indigenous first aids and other indigenous medicines as curatives, other accessible medical services.

Village education-

Village communication-roads, paths, bridges. waterways-the construction and cares and their use against enemy.

Village beautification-cultural and recreational activities-rural arts, crafts, skills and industries.

COURSES OF STUDY OF TRAINEES IN THE TRAINING CAMPS

1. Agriculture:

a) Introduction about agriculture for the national development of Bangladesh- economy of the country and agriculture-Agricultural needs-p.c. of total population depends on agriculture-primary industry as a source of national income GNP AND NNP.

b) Old system of cultivation and modern improved cultivation-Defects of premative system of cultivation and advantages of modem scientific cultivation-Extensive and intensive cultivation etc.

c) Irrigation-use of fertilizer-insecticides and improved cultural practice-better seeds-better ploughing and the nursing of the plants etc.

d) Instruction for different crops cereals, i. e. paddy, Boro paddy, wheat production- pulses, vegetables, kitchen gardening etc.

e) Storage preservation of products-marketing-transportation and distribution of goods. 0 Poultry-Dairy and other allied topics.

f) Poultry- Dairy and other allied topics.

g) Discussion of various problems and their solution-cooperation with all invitation of suggestion-opinion etc.

2. Weaving:

a) Importance of cottage industry-need for cloth only next to food-quality of cloth- color-design etc.

b) Supply of yarn-supply of color-dyes-different kinds of production of clothes like sharee, lungi, gamcha etc.

c) Price for the cotton piece goods-marketing facilities etc.

d) Problems-discussion of problems-opinions and suggestions etc.

3. Fishing

a) Introduction about fish as well as fishing-fishes provide badly needed protein in the diet of people of Bangladesh-art of catching fishes etc.

b) Supply of fishing nets-supply of coaltar for boats-production of different kinds of fresh water fish-river fishes. Importance of pisciculture etc.

c) Preservation and storage of fishes. Iceing-besketing-marketing of fishes. Capital requirements-loans-refund of loan etc.

d) Discussion of problems-Instruction of opinion and suggestion etc.

4. Adult Education:

a) Introduction-need for adult education-illiteracy curse. Beautiful life and education comparative study of our country with Japan, West Germany, UK, USA, USSR, France and other developed countries of the world-relation with economic activity.

b) Discussion for Bengali Nationalism-modern civilization-reading of Newspapers- Books poems-Family letters-Building up of character.

c) Social and political education-how other countries of world developed through their efforts-Modernization of Turkey.

d) Religious education with emphasis on unity of all religion-spirit of religion and practical ethics-Religion and humanity and mental development of human beings.

e) Communal harmony-acts of charity-justice-examples of struggle like Karbala etc., universalism-selfless service to the society irrespective of caste, creed etc.

f) Discussion of problems, invitation of opinion and suggestions for quick improvement etc.

5. Cottage Industry

Introduction and importance of cottage industry for the economy of Bangladesh-comparative study of cottage industry of Japan, China, India, Holland and Bangladesh. Cottage industry and solution of unemployment problem-idle labour and cottage industry.

a) Nature of cottage industry-cane and bamboo products-Ghani, and mastered oil, toys, pottery etc.

b) Finance-marketing-problem-opinions and suggestions for improvement.

6. Health Education And Beautification

a) Importance of sanitation-Neatness and cleanliness as a part of daily life- sanitation and vaccination-pure drinking water-water purification-Fly and mosquito eradication-first and epidemic protection (Prevention) i.e. Cholera, Small Pox etc.

b) Model village-clean and airy house-good drainage system-cleaning of ponds, canals cleaning of water hyacinth unwanted jungles and bushes. Tree plantation- gardening etc. Rural house planning for comfort and economy.

c) Discussion of problems and invitation of suggestions.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিটি উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল	.... ১৯৭১

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT:

The local self-governing bodies, village Panchayets, the Union Board, Thana Co-ordination Body, District Board-shall be integrated with the Community Development Projects. These local self-governing bodies seem to be the appropriate institutional mechanisms for this purpose.

The fundamental assumption on which the whole edifice of local self-governing bodies are based is that good government is no substitute for self-government. It begins by admitting the obvious fact that all problems are not central in their incident, and that to leave to the Central Government the decision of problems which affect only a portion of the Community is to destroy in that portion the sense of responsibility and the habit of inventiveness. The inhabitants of a given area need a consiousness of a common purpose, a sense of the needs of the neighborhood, which only they can fully know. They then find that the power to satisfy them of themselves gives to them a quality of vigour far greater in the happiness it produces than would be the case if satisfaction were always provided by, or controlled from, without. Because administrations firm without lacks the vitalizing ability to be responsible to local opinion; it misses shades and expressions of thought which are urgent to successful government. It lacks the genius of the place. It does no elicit creative support from those over whom it rules. It makes for mechanical uniformity, an effort to apply similar rules to unsimilar things. It is too distant from the thing to be done to awaken interest from those concerned in the process of doing it. Centralized management of local affairs may well provoke indignation, and it can never elicit creative support which constitutes ethics of Local Self-Government and Community Development.

Some problems:

1. **The Area:** The area of Local Self-Government should be as small as possible.
2. Constitution of local bodies at the village and district level.

a) (i) **Village Panchaycts,** headed by member elected from that village forth Union Board, to be responsible for all village level development and administrative functions.

(ii) The Base Workers, trained in Youth Camp, will work in their own villages in a locally organized Rural Development Programme.

(b)**Union Board** to consist of 10 to 15 members directly elected by the people on the basis of Universal Adult Franchise,

(c) **Thana Co-ordination Body**: Thana level co-ordination to consist of the Chairman of the Union Board within the Thana for co-ordination.

(d) **The District Board** to consist of such members as the population of each district would warrant. They be elected directly by the people on the basis of Universal Adult Franchise.

(I) The Chairman of the District Board to be the first citizen of the district. He may be given the status of a Deputy Minister

3**. Functions:**

(a) Statutory and routine functions,

(a) Development Work-Community Development

4 **Committee System:**

5. **Finances:**

(a) Local Taxation

(b) Government Gram

(c) Development Grant

6. **Relations with the Central Government.**

7. **Local Self-Government Civil Service:**

(a) Recruitment

(b) Local Bodies to have full and complete control on the offices working under them.

(c) Pay and other conditions of services.

8. **A cadre of reconstruction workers**-wholly devoted to Community Development.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কমিউনিটি উন্নয়নের 'রওমারী' প্রকল্প সভার কার্যবিবরণী	রওমারী প্রকল্প	৯-১০-৭১

A SELF-HELP RECONSTRUCTION PROGRAMME FOR RAUMARI

List of discussions of the Secretary Foreign Affairs, Representatives of the Public, "Awami League" workers and Officers held 011 9. 10. 71.

The discussion concentrated on development of the areas of Raumari Sub-Zone. Total population of the area is nearly 3 lakhs. Classification of the total population according to their profession is as follows:

1. Cultivators - 95%
2. Fishermen - 1 %
3. Weavers - 2%
4. Others - 2%

Development in the following fields was considered essentials-

1. Agriculture
2. Public Health and Sanitation
3. Education
4. Communication

Agriculture:

1. How to increase agricultural productions means:

a) Irrigation through power pumps:

Power pumps available: 17
In order 12
Out of order 5

These 12 power pumps can irrigate 12 x 25 = 300 acres of land,

b) Use of improved varieties of seeds:

i. Irri 8 and 5
ii. Maxipah wheat
iii. Potato (Holland varieties)
iv. Master seed-Swedish variety
v. Providing credit to farmers.

Irri 8 and 5 can be cultivated on the land which has irrigation facilities.
Maxipah wheat is a very good variety which can increase present production.

Since the farmers are generally poor this will require loan either in cash or in kind. Credit requirement for cultivation of irri @ Rs. 300/- per acre is Rs. 90,000/- Irri seeds may be available locally but Maxipah wheat shall have to be imported.

Fisherman:

Number of fisherman……….2, 000 (approx).

Fishermen of different places have taken shelter in the liberated areas. They have no capital for investment.
They will also require loan.
Requirement of loan Rs. 1.00, 000/-

Weavers:

There are at least 300 families who live on weaving cloths. Owine to property most of them cannot carry on their business. If they are provided with some credit, they will be able to carry on the work.

Requirement of loan.............Rs. 60,000/- (@Rs. 200/- each family.)

Farmers, fishermen and the weavers should form Co-operative Societies and these societies will carry on the development works.

Public Health & sanitation:

Epidemic like cholera and small pox are great problems. Already there have been scattered cases. All efforts shall have to be made to take preventive measure.

(i) **Supply of medicine**

Requirement:

1. Anti-Cholera vaccine	-	300000 c. c.
2. B. C. G.	-	100000 c. c
3. T. A. B. C. injection	-	
4. Bleaching powder	-	10 drums
5. Sulphaguanidine tab	-	15000
6. Saline	-	1000 files
7. Glucose injection	-	1000
8. First Aid set	-	10

(ii) **Cleanliness;**

Everyone should keep his house and the surroundings clean. Village cleaning and beautification schemes can be drawn up and executed. Teacher of Primary school can organise the work.

Hospital:

The existing hospital at Raumari has little facilities. It should be developed into a 25 bed hospital and should be provided with necessary medicine and equipment.

Education:

1. Primary-There are 63 Primary Schools out of which 43 have already been opened.

2. Adult Education-Adult Schools should be opened in every village mahallas.

Communication:

1) Repair of existing roads.
2) Construction of new roads.
3) The basis should be 80 % voluntary work and 20 % cash help.

Development Committee (Raumari Sub Zone)

Political:

1. Mr. Sadakat Hussain MNA, Chairman
2. " Nurul Islam MP A, Vice Chairman
3. " Abdullah Suhrawardy, Member
4. Dr. Mafizar Rahman M NA "
5. Mr. Fazlul Haque Khan
6. " Azizul Haque, Head Master, Raumari High School
7. " Nurul Islam, Chairman, Thana Awami League
8. " NawsherAli (Raumari)
9. " Sirajuddin Ahmed (Chairman, Mollarcharhat Committee)

Official:

10. " Abdul Latif, Sub-Zonal Administrato
11. " Abdul Karim Mia-C. O. (Dev) Raumari
12. " Abdul Shahid Chowdhury, C. O. (Dev) Ulipur
13. " Abdul Matin, T. A. O. in-charge
14. " Abdul Jalil, T. E. O. in-charg

Social workers:

15. Mr. N. A. Jahangir
16. " Fazle Rabbi
17. " Saiful Alam
18. " Azizar Rahman
19. " Azmal Hussain
20. " Motiar Rahman
21. " Nurul Islam (Rajibpur)
22. " Shamsul Hoque
23. " Sada Ali Sarder (Mainkarchar)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী	রওমারী প্রকল্প	২৪-১১-৭১

BANGLADESH COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME

A meeting of the volunteers for Raomari Community Development Project was held on 24th November, 1971 at Circus Avenue at the 3.30 p. m. Persons attended were:

1. Mr. Mahbub Alam,
2. Mr. Taheruddin Thaku
3. Mr. Mohammad Khaled,
4. Mr. Abul Kashem Sandwip,
5. Mr. Nirmal Das Gupta,
6. Mrs. Swapna Dev
7. Mr. Bidhu Bhushan Vomic

attened on invitation

Survey:

A survey should be conducted before the work on the project can be staited. This will include the basic premise i. e. the willingness and the enthusiasm of the local volunteers etc. will also be assessed.

Chart:

The existing chart will suffice for the time being and 500 more will be available from the friends.

Elementary book:

The present book will have to be recast. Mr. Kashem and Mr. Belal would try to complete the same within 7 days from today. While doing this they will also examine the chart once more and suggest any revision if required.

Training of Instructors:

a) Training will have to be given for the whole programme.

b) There will be one Supervisor for each village.

c) Supervisors will be trained by Instructors available.

d) Teachers who are going from outside may take Training as Organizers.

e) The existing available teachers and volunteers will receive training in the meantime in Calcutta as Organizers.

f) For the adult education centers there would be one teacher in every training centre.

Syllabus:

(i) One syllabus for the whole community programme. This will be meant for the organizers and supervisors.

(ii) Another syllabus for the teachers on literacy.

Training for the community development:

Subject	Available Instructors
Health, Sanitation and beautification.	Dr. T. Hussain Dr. John Rohde, and Mr. Allan Taylor. Mrs. Swapna Dev
Adult Education	Dr. D. K. Biswas
Agriculture	Mr. M. Alam
Collective Firming and Cooperatives	
Duty and responsibility of Volunteers	Mr. Abul Kashem sandwip
Political Education and aims and object	Mr. Taheruddin Thakur
Domestic Science, small savings, household budge ting and child care.	Mr. Kashem
Animal Husbandry	
Cottage Industry	
Weaving	
Fishing	————
	————
	————
	————

Adult Education Guild:

Mr. Khaled and Mr. Kashem have been requested to revive the Bangladesh adult education guild and form the organisation as soon as possible.

Film:

Films on the Development programme and literacy should be made if possible.

Working Group:

As working group consisting of Mr. Mohammad Khaled, Dr. Anisuzzaman, Mr. Kashem Sandwip and Mr. Moudud Ahmed has been formed to coordinate the affairs and the allied work of the development programme.

———

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর রিপোর্ট	রওমারী প্রকল্প	২৬-১১-৭১

To
The Secretary,
Rowmari Development Project,
Rowmari District, Rangpur,
BANGLADESH

1) TRAINING:

Training classes started with great zeal on 26.11.71 with forty-four trainees on the roll. The following Unions participated in the 14 days training course.

SI. No.	Name of Unions	P.S.	No. of trainees
1.	ROWMARI	ROWMARI	11
2.	MOHANGANJ	CH1LMARI	4
3.	SHAULMARI	ROWMARI	11
4.	BANDABER	ROWMARI	5
5.	DANTBHANGA	ROWMARI	8
6.	JADURCHAR	ROWMARI	4
7.	RAMNA	CHILMARI	1
			44

Trainees have been given Khata and Pencil.

ACADEMIC QUALIFICATION OF THE TRAINEES:

The academic qualification of the trainees is to some extent satisfactory. The following chart shows their qualification, are etc. –

CHART-A	1)	Graduate	4 Nos.
	2)	Road up to Degree class	12 Nos.
	3)	Matriculate /SSC/HSC	14 Nos.
	4)	Read up to Class X	7 Nos.
	5)	Read up to Class VII and not less than Class V	7 Nos.
		Total :	44 Nos.

CHART -B	Age group		No of trainees
	Between	16-20 years	12 Nos.
	"	21-25	22 Nos.
	"	26-30	7 Nos.
	"	31-35	1 Nos.
	"	36-40	2 Nos.
	"	41-45	-------
		46-50	-------
		TOTAL :	44 Nos

3. **ADULTS EDUCATION CENTRE:**

Adult education centers are being organized. There is great enthusiasm among the people of the village where it has been organized. Only 6 (six) adult education centers have been organized up to 30th November 1971. Local enthusiastic young men are taking classes in the school. Classes are hold at night. Each school is provided with some posters, charts, etc. The kerosene oil is being supplied to the school by the Development Committee regularly.

The following statement show the number of adults, number of teachers and the age of the participants:

No. of adult Education centers	No. of Adults	No. of Teachers
6	(a) 20 per centre (average) 120	6

*Note: - All are volunteers

Adults on the basis of age:

Age group		Number
Between	14 to 19 years	-----------
’’	20 to 25 years	-----------
,,	26 to 31 years	----------- Not yet
,,	32 to 37 years	-----------
,,	38 to 43 years	-----------
,,	44 to 49 years	----------- available
,,	50 to 55 years	-----------
,,	56 to 61 years	

above 62

PRACTICAL TRAINING:

The trainees are also given practical training every day. Besides they will be given 7 (seven) days practical training.

3) **EXAMINATION:**

An examination of the trainees will be help at the end of the fourteen days training course. The examination will be of an objective nature.

4) **CERTIFICATE:**

Successful candidates will be given certificates on the basis of the result of the examination in a simple function.

5) **INSTRUCTORS:**

There are at present two regular instructors including the Director of the training programme. Besides, the Secretary of the Development Committee Mr. M. A. Shahid Chowdhury, C. O. (Dev.) Ulipur P. S.; Dr. Matiur Rahman, Doctor, Rowmari Hospital, C. O. (Dev.) Rowmari P. S.; Mr. Fazle Rabbi, Advocate also take classes.

6) **VILLAGE PANCHAYET:**

Village Panchayet is being formed. So far 15 village panchayet has been duly organized (Upto 30th Nov. /71)

7) **PROGRAMME:**

A detailed programme about training (1SI batch) from 26.11.71 to 12.12.71 has been attached herewith.

8) **INAUGURATION:**

The training programme will be officially inaugurated later on and Mr. Sadakat Hossain, MNA, will inaugurate it.

9) **REQUIREMENT LIST:**

i) Twenty maps of Bangladesh.

ii) Bangladesh on documents - 2 copies.

iii) Slates, Books for the students of Adult Education Centres for 220 students.

iv) Winter clothes for the volunteer leaders

Sd/- Prof. B. N. Majumder
Director, Training programme
Rowmari Development Plan
P. O. Rowmari, Dist. Rangpur,
Bangladesh

ROWMARI DEVELOPMENT PLAN
ROWMARI-RANGPUR-BANGLADESH

Training Programme from 26.11.71 to 12.12.71

Time	26.11.71	Speaker
11.00 to 12.00	General discussion on the Community Development Scheme	Mr. M. A. Shahid Choudhury, C. C. (Dev.)

12:00 to 14:00	The Idea, Principle and necessity of Community Development	Prof. B. N. Majumder
14:00 to 15:00	Villages of Bangladesh- Population, area, per capita income etc.	Mr. S. B. Dey, B. Come

27.11.61

11:00 to 12:00	Formation of village Panchayet, its advantages in organization	Mr. M. A. Shahid Chowdhury,
12:00 to 13:00	Villages of Bangladesh workers for National Development	C. O. (Dev.) Mr. S. B. Dey. B. Com.
13:00 to 15:00	Community and its organization past and present and development works	Prof. B. N. Majumder

28.11.71

11:00 to 12:00	Law and Order and peace for Community	Mr. Fazle Rabbi, Advocate
13:00 to 14:00	Health Education	Dr. Matiur Rahman
15:00 to 16:00	Agriculture and Economy of Bangladesh	Mr. S. B. Dey, B. Com.
15:30 to 16:30	Cultural activity	

29.11.71

11:00 to 12:00	Cultivation old system and modern scientific system for maximization of production of crops	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 13:00	Motivation and mobilization of people for community development	Mr. Fazle Rabbi, Advocate.
14:00 to 16:00	Community Development with	Prof. B. H. Majumder.
16:00 to 17:00	ref. to cottage industry	
18:20 to 20:00	Cultural activity	
	Practical field work- Adult Education	

30.11.71

11:00 to 12:00	Irrigation, use of fertilizer, insecticides, better seeds and better ploughing	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 13:00	Functions of village Panchayet	Mr. Fazle Rabbi, Advocate.

13:00 to 13:30	The necessity of motivation in development work, with reference to Nationalism	Mr. N. A. Jahangir, B. Sc.
14:00 to 15:00	Self-help common welfare, Bengali Nationalism and community development.	Prof. B. H. Majumder.
15:00 to 16:00	Organization of cultural functions in relation to the movement.	Practical demonstrations
18:00 to 20:00	Practical class on adult education	

1.12.71

11:00 to 12:00	Functions of village Panchayet	Mr. Fazle Rabbi, Advocate.
12:00 to 13:00	Discussion of different cereals viz. Paddy, wheat etc. and vegetables	Mr. S. B. Dey.
13:00 to 13:30	Formation of village producers Co-operative Societies	Mr. Md. Nurul Islam, Thana Coop. Officer.
14:00 to 15:00	Base workers and its importance in relation to community development	Prof. B. N. Majumder.
15:00 to 16:30	Cultural activity	
18:00 to 21: 00	Field Organization, formation of Panchayet and Organization and survey of adult education centre.	

2.12.71

11:00 to 12:00	Storage and preservation of products marketing, and transportation of cereals.	Mr. S. B. Dey
12:00 to 13:00	Volunteer Leaders as worker to establish the spirit of Bengali Nationalism for community Development	Mr. Fazle Rabbi, Advocate
13:00 to 13:30	Principle of Co-operative for Economic Development in rural areas in Bangladesh	Prof. B. N. Majumder.
14:00 to 15:00	Charactor, habit of base worker to earn confidence of the villagers	Prof. B. N. Majumder.
15:00 to 16:00	Cultural activity	

16:00 to 21:00	Field work in the villages	
4.12.71		
11:00 to 12:00	Storage, Preservation, Marketing and distribution of agricultural products.	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 13:30	Plant Protection	Mr. N. Haque, A. O. Rowmari
14:00 to 16:00	Principles of adult education and its importance in a developing economy of Bangladesh	Prof. B. N. Majumder
18:00 to 20:00	Practical - Village Organization	
5.12.71		
11:00 to 13:30	Poultry', Dairy and allied topics	Mr. S. B. Dey, B. Com.
14:00 to 15:00	Adult education with ref. to total social, Political and religious education	Prof. B. N. Majumder
15:00 to 16:00	Practical class on cultural activities	
18:00 to 20:00	Practical on village Organization	
6.12.71		
11:00 to 12:00	High Yielding variety of crops such as IR-20, IR-8 etc.	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 13:00	Plant Protection	Mr. Nurul Haque, Agricultural Officer, Rowmari
7.12.71		
11:00 to 12:00	Soil, classification of soil and importance of the same for agricultural development in Bangladesh	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 12:30	Group discussion class	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:30 to 13:30	Co-operative as a method of village development	Mr. Nurul Islam, T. C. O
14:00 to 14:30	Selfless service to society and universalism for justice and charity	Mr. Fazle Rabbi, Advocate
14:30 to 15:00	Fishing as an economic activity in rural areas	Prof. B. N. Majumder
15:00 to 16:00	Cultural activity	
18:00 to 20:00	Practical on village Organization	

	8.12.71	
11:00 to 12:00	Weaving an important cottage industry	Mr. S. B. Dey
12:00 to 12:30	Group discussion on community development	Mr. S. B. Dey, B. Com
12:00 to 13:30	Use of insecticides	Mr. Nurul Haque, A. O. Rowmari.
14:00 to 15:00	Comparative study of cottage industry of Japan, China, India, Holland in Bangladesh	Prof. B. N. Majumder
15:00 to 16:00	Cultural activity	
18:00 to 20:00	Village meeting	
	9.12.71	
11:00 to 12:00	Neatness and cleanliness in daily Life	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:00 to 13:30	Group discussion on village life	Mr. S. B. Dey, B. Com.
14:00 to 15:00	Village Communication	Prof. B. N. Majumder
15:00 to 16:00	Cultural activity	
	11.12.71	
11:00 to 12:30	Democratic socialism- the philosophy of Sheikh Mujib- the Great Leader of Bangladesh	Prof. S. N. Majumder
12:30 to 13:00	Examination	
14:00 to 16:00	Cultural activity	
18:00 to 20:00	Village meeting	
	12.12.71	
11:00 to 12:00	The philosophy of our Great Leader	Mr. Fazle Rabbi, Advocate
12:00 to 12:30	Group discussion	Mr. S. B. Dey, B. Com.
12:30 to 13:00	The role of young blood in a developing economy	Mr. M. A Shahid Chowdhury, C. O. (Dev.)
14:00 to 16:00	General meeting and distribution of certificates among the trainees	
16:00 to 17:00	Tea Party.	

Md. Fazle Rabbi, Advocate,
29.11.71

B. N. Majumder, Training Director, Rowmari Development Plan, Rowmari Bangladesh

For Secretary
Rowmari Development Committee
29.11.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের সভার কার্যবিবরণী	রওমারী প্রকল্প	১-১২-৭১

BANGLADESH COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME

A meeting of the volunteers for Raomari Community Development Project was held on December 1, 1971 at 9, Circus Avenue at 3.30. p.m. Persons attended were :

1. Mr. Mahboob Alam
2. Dr. Anisuzzaman
3. Prof. Khaled
4. Mr. Abu Zafar
5. Mr. Maqsood Ali
6. Mr. Abul Kashem
7. Mr. Alimuzzaman
8. Mr. Muniruzzaman Chowdhury
9. Mrs. Selina Banu; and
10. Mrs. Swapna Dev (attended on invitation).

Survey:

All aspects of the Community Development will have to be examined when the survey is conducted.

Local Response:

The meeting expressed deep concern for not having any news of Prof. Majumder and other local volunteers. Since he left Prof. Bimal Majumdar has not sent any message either. The meeting decided to wait a few more days on this issue.

Identity Card;

Volunteers working and or travelling for the project should be issued Identity Cards.

Response from Raomari local people

If no adequate response is found from Raomari local people another area will have to be taken into consideration to start this project.

Interim period

1) Money

The meeting discussed the possibility of an ad-hoc fund for the project but no definite decision was made.

2) Youth camps

As there is a possibility of the Youth Camps being close-down the meeting discussed how the youths could be utilized for this development programme. It will prove further into the ways and means to utilize such youths for the projects under this programme.

3) Adult education guild:

May submit a mass education programme to Bangladesh government and the Chairman, Bangladesh Youth Camps.

4) Dr. Moniruzzaman will try to find out an Instructor on Animal Husbandry and Mr. Alam on Agriculture for the training course.

Time-table for the training course;

The meeting decided that the training course would be for 72 hours spreading over 12 days. Instructors will prepare the respective syllabuses within 7 days.

Elementary book and Chart:

The elementary book and the Chart will be examined again and a report will be submitted in the next meeting.

The next meeting of the volunteers will be held on December 8 at 5 p. m.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রওমারী প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দের খতিয়ান	রওমারী প্রকল্প	৯-১২-৭১

ROWMARI DEVELOPMENT PLAN
P.O. &P.S. ROWMARI
DIST. RANGPUR
BANGLADESH.

BUDGET FOR IRRIGATION FOR SIX MONTHS
12 SCHEMES

(1) T.A./D.A TO THE SCHEME MANAGER.

There are 12 (twelve) pump schemes and there will be 12 Managers.

Each Manager is to be paid @ Rs. 5/00 per week at T.A./D.A./training allowance-

(A)	Per week cash payment for the same purpose	..... 12×5/-	= Rs. 60/-
(B)	Monthly payment will be	..... 60×4	= Rs. 240/-
(C)	For six months payment will be	..... 240×6	= Rs. 1,440/-

(2) MODEL FARMER 12 (TWELVE)-CUM-DRIVING HELPING HAND

Each model farmer will be paid @ Rs. 4/- per week as T.A./D.A./training allowance and the same expenditure will be met from Voluntary service. So it is not included in the Budget.

Note: Total amount to be spent for this purpose would be Rs. 1,152/00 (One thousand one hundred and Fifty-two) only for six months.

(3) PUMP DRIVER:

Twelve Drivers will be appointed and each will get @ Rs. 80/- p.m

(A)	Weekly payment		= Nil
(B)	Monthly payment	80/-× 12	= Rs. 960/-
(C)	For six months	960/- × 6	= Rs. 5,760/-

(4) MECHANICS : 2 (two) i.e. One Mechanic and one Assistant.

(A)	Weekly payment		= Nill
(B)	Monthly payment- Mechanic	150×1	= Rs. 150/-
	Assistant	80/-×1	= Rs. 80/-
			Rs. 230/-
(C)	Payment for six months	230/-×6	= Rs. 1,380/-

(5) Irrigation supervisor one and his pay will be @ Rs. 210/-p.m and for six months it will come to Rs. 1,260/- But this will be met from voluntary service and not included in the Budget.

(6) Co-operative Inspector-One-Pay	@ Rs. 150/-p.m.		
for six months-	150/-×6	=	Rs. 900/-
(7) Store-keeper-One-Pay	@ Rs. 100/- p.m.		
Guard-One-Pay	@ Rs. 70/- p.m.		
	Rs. 170/-p.m.		
For six months	170/-X6	=	Rs. 1020/-

BUDGET AT A FINANCE

(A)Weekly-Manager-		=	Rs. 60/-
(B)Monthly-(a) Manager-		=	Rs. 240/-
(b)Pump Driver		=	Rs. 960/-
(c) Mechanic & Assistant Mechanic		=	Rs. 230/-
(d)Co-opt. Inspector		=	Rs. 150/-
(e)Store-Keeper & Guard		=	Rs. 170/-
			Rs. 1750/-
(C) For six months	1750/-X6	=	Rs. 10,500/-
(D) Loan	L.S.	=	Rs. 90.000/-
			Rs. 100.500/-

Sd/-
Fazle Rabbi
for
Secretary
9.12.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রওমারী প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর রিপোর্ট	রওমারী প্রকল্প	১০-১২-১৯৭১

To

The Secretary,

Rowmari Development Plan,
Rowmari, Dist. Rangpur.
Bangladesh.

Sub. : **Report on Training Programme from 1.12.71 to 12.12.71**

Training Class : Training classes are being hold regularly according to the programme already given.

The Trainees : The trainees regularly and enthusiastically attend classes both theoretical and practical with great zeal. But due to the change in liberation war of the country from 6. 12. 71 they think that they should go to urban areas for the job and should not stay in the rural areas. Moreover, their attitude shows that they may not get an opportunity of rendering their voluntary service for the development works of the country, because they are to earn something for welfare of their distress families. This Psychology of the trainees should be carefully considered.

The attendance of the trainees in the training class is satisfactory (average attendance 97 %).

The response from the trainees in the training class is good though not satisfactory due to the fact that the trainees lack in education.

44 trainees received training in the 1st batch which commenced on 26. 11. 71 and will be closed on 12. 12.71.

The training class for the 2nd batch will commence on 13. 12. 71 and the same will be closed on 29. 12. 71.

Instructor : At present there are five instructors, viz. two regular and three part- time. We require more 8 (eight) Instructors.

(a)	Agriculture	2
(b)	Adult Education	2
(c)	Health, Sanitation and village beautification	2
(d)	Co-op. and village organization	2

Agriculture: Agricultural scheme has not yet been started because harvesting of crops not completed. It is expected that the same will be started very shortly and 12 pump schemes have been taken up under this scheme.

Adult Education Centers	:	8 (eight) Education Centers have been started so far. The Centers run on the voluntary basis. The roll strength of the adult students is 160
Village organization i. e. Panchayet	:	Fourteen village Panchayet committees have been formed during the period
Construction of Road	:	Construction of the road has already been started and about 1 K. M. road has been completed.
Fishing	:	'Fisherman Society' has been formed and the Development Committee supplied the Society with nets coaltar. bamboo etc. and catching of the fishes will start on and from today the 10th December 1971
General	:	Illiteracy is a curse for the people of this area. Therefore, efforts must be made to meet this challenge. The people of the locality will entertain all efforts of the volunteers if they really render their services for the welfare of this people.
	:	A 'JAR! PARTY' may kindly be formed to motivate and gear up the movement. We require instructions, principles and philosophy of the Government of Bangladesh in connection with the success of this movement
Requirement list	:	(a) 20 Maps of Bangladesh (b) 2 copies of Books "**Bangladesh on Documents**" (c) 100 posters expressing the idea and philosophy of our great and beloved leader Sk. Mujibur Rahman. (d) Films on development works.

I am grateful to the members of the Development Committee for their kind cooperation in running the training classes.

JAI BANGLA.

Sd/

(PROF. B. N. MAJUMDER)
Training Director.
Rowmari Development Committee.
P.O. Rowmari. Dist. Rangpur.
Bangladesh.

Daicd: Rowmari

the 10th December, 1971.

Sd/-

Md. Fazle Rabbi. Advocate,
for Secretary.

Rowmari Development Committee.
10. 12. 71.

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ
শাসন ব্যবস্থা ও পুনর্গঠন

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা ও তার পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল	১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

OFFICE OF THE PLANNING CELL
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.

Memo No. PC-143/(2)/71
Date........./1971.

Dear Mr. Prime Minister.

I am sending the Report 011 the Administrative System and its re-organisation. The Report is prepared in three pans (these are styled as chapters): (i) Problems of the Civil Service: (ii) Organisation of ministries, their organisation, structure, and functions a chart is also given): (iii) District Administration-judicial, law & order, revenue, and other specialist departments at the district and sub-divisional level; and (iv) Local self- governing bodies. .

The report is fairly comprehensive. It covers the whole field of administration.

The main problems which will need immediate attention and action are:

(i) Public Personnel. There are three district categories of services:

(a) all-Pakistan (former) services, like the C.S.P. & P.S.P., (b) Centre (former) superior services such as Audit. Accounts, Customs, Income Tax, Posts & Telegraphs. Military Accounts Railway Accounts, etc. (c) Provincial Services.

(ii) There no justification for these three categories of civil services in the basically altered situation. They should be unified in a single grading structure. This is done. This will need an enactment in the shape of an ordinance.

(iii) There are Secretaries at two levels-Central & Provincial. There is no justification for two such bodies. There will be only one Secretariat, i. e., the Secretariat of the Government of Bangladesh. A detailed structure is given in chapter II. This can be effected by an ordinance and also by executive orders.

(iv) District Administration is spelled out in chapter III. It deals with all aspects of district administration-**law & order, judicial, revenue**, and. development. The local self-governing bodies are dealt with briefly.

(v) A detailed budget on the Civil Administration for the period beginning from January. 1972 to June 30. 1972 will be sent within a few days. In the meantime the Government may make arrangement for a sum of Rs. 150 crores to Rs. 175 crores for the period.

Yours sincerely.
(Muzaffer Ahmed Choudhury)
Chairman, Planning Cell.
Government of the People's
Republic of
Bangladesh.

…………………..

THE ADMINISTRATIVE SYSTEM
CHAPTER -1

Contents :

1. The tasks of the Civil Service.
2. Democratic Administration.
3. Re-organisation of the Administrative Personnel,
   (a) Shortage of officers.
   * (b) Three Main Categories of Services.
   * (c) Main Problems.
   (d) Defects of the Existing structure.
   * (e) New structure of the Civil Service-Criteria-main recommendations
   * (f) Senior Policy & Management Group.
   (g)Proposed Uniform Grading Structure.
   (h)The Bangladesh Civil Service.
   (i)Scientific & Technical Services.

4. The Bangladesh Educational Service.
5. The Bangladesh Police Service.
6. The Bangladesh Foreign Service.
7. Professionalism in the Civil Service.
8. General Administration.
9. Personnel Administration & Management.
10. Career Management.
11. The New Civil Service Department.
12. Administrative Organisation.
   *(a) The Secretariat.
   *(b) Organisation of a Ministry.

(c) Criteria underlying on Organisation.
(d) Principles relating to the Distribution of work.
(e) Existing Provincial Secretariat Departments.
(f) Provincial Directorates.

13. Public Corporation.
14. Local Administration.

CHAPTER-II (Detailed structure)

(A) Ministries.

1. Ministry of Defense
2. Ministry of Finance.
3. Ministry of External Affairs.
4. Ministry of Food & Agriculture.
5. Ministry of Jute.
6. Ministry of Commerce & Industry.
7. Ministry of Education & Scientific Research.
8. Ministry of Health.
9. Ministry of Transport & Communication.
(a) Department of Railways
(b) Department of Transport
(c) Department of Civil Aviation & Communication
10. Ministry of Fuels, Mines & Natural Resources
11. Ministry of Community Development, Local Self- Government & Rural Housing
12. Ministry of Home Affairs
13. Ministry of Irrigation & Power
14. Ministry of Law & Parliamentary Affairs
15. Ministry of Service & General Administration
16. Ministry of Refugee Rehabilitation & Minority Affairs
17. Ministry of Labor, Employment & Social Welfare
18. Ministry of Information & Broadcasting
19. Ministry of Works, Housing & Supply
20. Cabinet Secretariat
21. Planning Commission
22. Bangladesh Public Service Commission

CHAPTER-I1I
DISTRICT ADMINISTRATION

1. What is District Administration?
2. Number, Types & Dimension of Districts
3. Purposes & Principles of Administration
    (1) Law & Order
    (2) Land revenue
    (3) Administration of land
    (4) Executive Function
    (5) Relief
    (6) Development
4. Framework
5. Law. Order. Revenue & General Administration
    (a) Judicial Administration
    (b) Order
    (c) Revenue Administration
    (d) Technical & other Departments
    (e) Deputy Commissioner
6. Local Self-governing Bodies.

CHAPTER-I
THE ADMINISTRATIVE SYSTEM
The New Tasks

Immediately 011 the morrow of independence the Government of Bangladesh will be confronted with a vast variety of problems of unexampled complexity. The ravages of the war will have to be removed. The gigantic tasks of reconstruction will have to be undertaken with the crusading zeal of a missionary. These will have to be tackled 011 the war footing. Some of the problems to be tackled immediately are: food, refugee, rehabilitation, housing communications, resumption of work in all the industrial establishments, the opening of the academic institutions at all levels, the law and order, trade and commerce, banking, collection of revenue, social problems such as molested women and their status, rehabilitation of the broken families, the creation of a Central Government by amalgamating the existing Provincial Government, the re-organisation of the administrative personnel involving the amalgamation of the existing Central and Provincial administration personnel at all levels, and the resettlement of the demobilized members of the Mukti Bahini. The Defense personnel under a Ministry of Defense will have to be organized. These will put enormous burden on the Government and the administrators.

The Government of Bangladesh is committed to a socialist pattern of economy based on democracy and democratic values. This will involve social and economic planning on a massive scale. The entire planning will involve a three integrally connected stages-(a) immediate and short-term planning to deal with post-war problems, some of which are stated above, (b) mid-term planning on a five-years basis, and (c) a long-term perspective planning extending over a period of 20 to 25 years.

The fundamental principles of an egalitarian democracy and a socialist economy will greatly and profoundly affect the character and work of public administration. The responsibilities of the administrators will expand beyond recognition in scale, scope, volume, variety and complexity. It means that the Government will be involved in new and complicated tasks. The new responsibilities of the Government will include development of an independent economic policy, programme of industrialization on a vast scale, the problems of the nationalization of key and basic industries, social ownership of the key factors of production, technological revolution in the economy, accelerated development of agriculture to attain self-sufficiency in food, the question of the redistribution of land among the farmers and of co-operatives, increased productivity of commerce-oriented crops, sound infra-structure for economic and social development, development of power, development and exploitation of natural resources, control of the menace of flood, full employment in a free society, banishment of hunger, eradication of poverty, removal of illiteracy, expansion of education, promotion of industrial peace, a high degree of social security, a national health service, development and exploitation of water resources, transport and communication, control of capital investment, a favorable balance of trade, state trading in key sectors of exports and imports, rising standard of living for the masses, housing, town and country planning, control of population and family planning, contact with international organisation and various specialized agencies, a national minimum standard of living below which no one shall permitted to fall, finding of resources from domestic and international sources for financing the multifarious projects, increase of the per capita income and of the gross national product, and finally, the social ownership and operation of the main means of production.

We must realize that our whole future depends on our being aware of what science is and can be in the life of a nation. The role of the scientists and of scientific research and development has enormously increased. There is, finally, the supreme need of maintaining constant contact with the public.

The responsibilities of the Government in essence and a bottom are the responsibilities of the administrators because Government functions through its administrators. There is the supreme need of the developing a highly competent, honest, able and energetic administrative personnel who can take by bull by the two horns. Again, the necessary administrative organisation-ministries, departments, directorates, and subordinate offices will have to build up and re-organized. The entire provincial administrative apparatus will be absorbed into the new organisation. Administration in both the rural and urban areas districts, villages and municipalities-will have to be re- organized arid re-structured. The whole plethora of public corporations and other autonomous and semi-autonomous bodies charged with different responsibilities will need careful re-examination and re-assessment to infuse a new life into them.

The problems of the administrative personnel and administrative organizations will have to be thought of in the light of the problems stated above. The question is: What kind of Administration are we going to evolve in Bangladesh? What shall be the main features of this administration?

I.

Democratic Administration.

The Awami League is committed to a democratic administration. "The existing administrative machinery was designed to discharge the functions of a colonial Government. It needs to be radically re-structured in order to serve the needs of a dynamic, democratic society", so states the Awami League Manifesto. What is a democratic administration? What are the criteria by which we can judge whether an administration is democratic or not? We must seek to discover the methods by which administration can be made, or kept, democratic.

Professor C. H. Hyneman begins by stating four assumptions. First, the conviction that the bureaucracy must be judged by the way it uses its power, and not by its size and cost. Second, all those who exercise governmental authority should exercise their power within the limits that are acceptable to the nation as a whole. Third, the belief that the powers which the modern bureaucracy possesses can be turned towards ends that are not acceptable to the people as a whole, and may be turned towards them if proper direction and control over administration are not provided. Fourth, we must chiefly rely on elective officials-ministers and politicians to carry out the task of control and direction. Fifth, to be considered democratic, and administration must be open in the sense of having wide contacts with the people. It must not operate in the interest of the ruler or of a directing class. It must be recruited without discrimination from a very wide social strata. It must reflect the cross-sections of the society. Sixth, the administration. Monsien Pujet rightly points, must be controlled not only by an official hierarchy or the jurisdictional power but also by public opinion and public liberties. The people and their representatives must be free to discuss and to criticise the administration. Seventh, administrative power must be subordinate and submissive. Administrative power should not exist independently of political power. On the other hand, the civil servants must not be completely subordinate and the administration must be independent of interference by political patties. A political party in power should not try to monopolies all the jobs or to exercise, pressure on responsible civil servants. The principle of the continuity of administration must be maintained. Ministers are of course entitled to exercise authority over civil servants; what is deprecated is any form of direct pressure by a political party on public officials. Eighth, Professor Aron thinks that the essential criteria of democracy in administration include decentralization; the subordination of administration to policies which reflect the desires of the people; and a friendly attitude on the part of officials towards the governed. Avoidance of arrogance and the cultivation of a friendly attitude towards the public are the outward manifestation of a democratic spirit in administration. "It is the presence of such qualities which bridges the gulf between 'we' and 'they' that often separates the governors from the governed. The existence of such a gulf is opposed both to the interests of good administration and of democracy", rightly observes Professor Robson.

Political control of bureaucracy is one of the most effective methods of keeping the administration democratic. It can be exercised at two levels by the ministers and by the legislature. "It does not by any means automatically occur in a parliamentary system. It requires a powerful political government which depends in turn on the constitution, on the party system, on the relations between Parliament and the Executive, and on the relations between ministers and civil servants", rightly observes Professor Robson. Our politicians and political leaders must note this very carefully. In Britain, Professor Robson points out, effective political reforms preceded civil service reforms, so that a reformed House of Commons and a government supported by it were in a strong position relatively to the civil service. In this subcontinent a very strong and efficient bureaucracy was created first and long before political reforms of a democratic character was introduced. The members of the world famous I. C. S. were the real rulers of the country for a very long time. The I. C. S. was virtually a governing corporation. Some modification was introduced at the provincial level since 1921 and was further extended by the Act of 1935. But at the centre up to 1947 the civil servants were not under the ministers.

In the former state of Pakistan from 1947 to 1971 democratic values and democratic institutions were treated with contemptuous disdain by the West Pakistani ruling clique. The essence of the political control and direction of the civil servants by the ministers lies in the fact that the ministers themselves are responsible to the legislature. Democracy was not allowed to take its root in former Pakistan. The bureaucracy, particularly its upper echelons, remained as independent as they were before 1947. This bureaucratic independence is one of the factors responsible for the death of democracy in former Pakistan. It is hoped that the political leaders and politicians and members of the legislature in Bangladesh will never forget this phenomenon. An untamed and uncontrolled bureaucracy is a positive threat to democracy.

Professor Robson makes a scintillating observation when he ways, "There are. in the cabinet system of government, three principal factors in the parliamentary equation: Ministers, Members of Parliament and Civil servants. They comprise the essential elements, representative or bureaucratic; and they are indispensable to one another. They are partners in a common enterprise-‘the endless adventure of governing men'. Unless the terms of the partnership are understood and accepted by all the partners the enterprise may not succeed." It is of paramount importance that the minister’s members of parliament and civil servants must understand it.

The relations between the ministers and the civil servants cannot be reduced to any formula. It defies any codifications. "In theory, Ministers decide policy, and civil servants carry out their decisions. Those is strictly true from a constitutional standpoint; but in reality it is a conventional half-truth." Writes Robson. The reasons are not far to seek. Ministers seldom have the time, or knowledge, sometimes not the skill, to formulate policy unaided. They must rely on their senior officials for advice, and skill more for knowledge of the basic facts and figures on which policy must be based. It is the business of the officials to assemble, to collate, to collects, to analyze and to synthesize all the relevant data, facts and figures on the basis of which the policy is formulated. They must

do it honestly and without any reservation. Various alternative policies will be sorted out on the basis of the facts and their relative strengths and weaknesses must be examined and pointed out honestly and fearlessly to the ministers. The Ministers have right to expect that civil servants will do their utmost to make proposals which will reflect, or at least be compatible with, the political philosophy and the programme of the party in power.

A minister should always consult his senior officials before deciding an important matter of policy, though he is not under a legal or constitutional obligation to do so. One compelling reason is that if he blunders, the department, as well as he personally, will suffer a loss of reputation. The civil servant on his side has a right to put forward what Lord Bridges has called the departmental philosophy'. It is, indeed, his duty to give his minister the quintessence of departmental experience on those large issues of policy which he must decide and thus *to let the waves of the practical philosophy wash against ideas put forward by his Ministerial master'. The civil servant is entitled to advice, to warn, to encourage and to explain-but no more. If a civil servant thinks, a proposal by his minister is misconceived; it is his duty to say so and why. He may if invited to do so, express his opinion as to the relative advantages and disadvantages of alternative courses of action, looked at from the government's standpoint. He must not, however, allow his personal prejudices or his political bias to suppress or distort policies or to denigrate courses of action which are administratively practicable although leading to ends he considers undesirable. Once the policy is decided by the minister, it is the duty of the civil servants to implement it honestly and faithfully as if it is own policy.

A civil servant has no right to be "unhelpful, unconstructive, and negative". He should not be indifferent to the political connection or party pressures which affect the minister he serves. As an official he may not share them, he should nevertheless be aware of their existence and make due allowances for them in his work. Civil servants will be acting without the knowledge or guidance of their political chiefs most of the time: and hence it is important that they should accurately reflect the minister's mind or at least his policy in every aspect of day-to-day administration.

If the departmental administration is accurately to reflect the minister's outlook, civil servants of all ranks must be brought into contact with the Minister and thereby learn his views. This is particularly important when there is change of government or when one minister succeeds another. Talks by the minister to staff gathering, and other methods of achieving personal contact, can bring great advantage which will repay the time and trouble spent for them. Mutual understanding, respect, and confidence between a Minister and his officials should be based on a firm foundation of knowledge: and time occupied in ensuring this is well spent.

There is a sound rule which requires members of parliament to communicate with the Minister-in-Charge of a department and not to be make a direct approach to his officials, except with his knowledge and permission. The dangers of too close a relationship between members of Parliament and civil servants might be considerable. A civil servant might be deflected by the political influence of an M. P. or group of M. Ps. He might be

made to feel that his own future depends to some extent on the favor or disfavor in which he stands with members of the legislature. A Minister's authority in his department might be undermined by legislative support for a particular decision or policy. Above all, the status of Ministers in parliament would be lowered if M. P. s. could get what they wanted by going behind their backs to officials. It is hoped that the politicians, political leaders, and members of the legislature will not only pay adequate attention to this, but also practice it in full. If the position of the Ministers is rendered weak by the intransigence, hostility, and irresponsibility of the members of the legislature, as was the case in France, it will strengthen the position of the civil service.

A civil servant should rarely, if ever, be mentioned in the legislature. Everything that he does is the act of the minister and it is the duty of the minister to defend his servants, observed Lord Attlee: and to take full responsibility. The civil servant on his part must never defend himself publicly. That must be left to the Minister. In the debate on the Critihel Down case in the House of Commons Mr. Morrison (later on Lord) expressed the view that a Minister need not always defend his officials in public, and he mentioned that, on one occasion, he had. as a Minister, publicly castigated in parliament and official of his department who failed to carry out his instructions. Usually, however, the minister accepts responsibility for them act of his officials even when he does not approve of them. Sir David Maxwell (cater on Lord Kilmuir) speaking as Home Secretary, agreed broadly with Mr. Morrison’s view that a Minister is under no obligation to endorse what he believes to be wrong or to defend the manifest errors of his officials. He need not approve of action of which he knew nothing about and of which he disapproves; but he will nevertheless remain constitutionally responsible to Parliament for the fact that something has gone wrong, and can be called to account for it. Ministerial responsibility is the fundamental maxim of the parliamentary Government. The Minister is the link between Parliament and the department. He is responsible to Parliament for the activities of his department. If Parliament wants anybody's head, it must be that of the Minister.

It is not possible in the space of a few pages to deal with the relations between politics and administration in their entirety. The legislature also exercises considerable influence on the civil servants. The techniques through which the legislature exercises its control include: question, resolution, discussion on budget and other issues, adjournment motions, committees, particularly the public accounts committee. Accordingly to lord Attlee, "question time in the House of Commons is one of the finest examples of real democracy". He further observed. "The effect of questions to the Minister and stilmore questions asked publicly in the House, is to keep the whole of the Civil Service on their toes." In addition there are various types of control such as control by the judiciary and administrative tribunal, financial control, control within the administration, and control by mores.

II.

Re-Organisation of the Administrative Personnel

We put great emphasis on the personnel because the public personnel is the sovereign factor in administration. First, will, energy, and mind, and then, the organisation. The problem that will confront the Bangladesh Government is the creation of a highly competent, able, honest, devoted energetic civil service capable of dealing with the

gigantic problems of unexampled complexity that lie ahead. The problem has been aggravated by the acute shortage of officers at the higher levels. The exploitation of Bangladesh was facilitated by the West Pakistani dominance over the Central Government. At the higher echelons of administration Bangladesh was grossly underrepresented. This policy enabled the West Pakistani ruling clique to maintain their administrative control over Bangladesh. The following figures show the nature and extent of administrative domination:

Position of the Bengalis in the higher echelons of Central
Administration (1968-69) (In terms of percentage):

Post	Bangladesh(P.C)	West Pakistani (P. C.)
1	**2**	**3**
Secretary	14	86
Joint Secretary	6	94
Deputy Secretary	18	82
Other Officers	20	80

Besides the Deputy Chairman of the Planning Commission, the Central Finance Ministers, finance Secretary, key individuals in resource allocation, had always been West Pakistanis. In the Foreign Service Bengalis accounted for 15 per cent. Of the 60 Heads of Foreign Mission only 9 were from Bangladesh.

The Government of Bangladesh will have to devise ways and means to meet this acute shortage of senior officers.

Three Main Categories of services

At present there are three main categories of services, instituted in the British days- (i) all-Pakistan, (ii) Central, and (iii) Provincial Services. The all-Pakistan Services were the successors in Pakistan of the old I.C.S. and the Indian Police Services. They were recruited and controlled by the Central Government. The members of the C. S. P. used to occupy key positions at the Centre, in the Provinces, in the Secretariat, in the Divisions and Districts and in various fields of public administration, including public corporations. There is also a judicial branch of the C. S. P., and a percentage of members of this Service is appointed to higher posts in the judiciary. This was the key instrument through which the Central Government used to maintain its control over the provinces. The cadre of the C. S. P. was centralized and that of the P. S. P. was provincialised. The members of the other Central Superior Services, such as the Audit and Accounts, Customs, Income- Tax, Railway Accounts, Military Accounts, etc., worked exclusively under the Central Government. There were some technical services under the former Central Government of Pakistan and these include: Central Engineering Service, the Telegraph Engineering Service, the Central Health Service, the Railway Engineering Service, the Central Health Service, the Geological Survey, the Archaeological Service, etc.

The Civil Service, both Central & Provincial is organized in four classes, class I (which includes the former all-Pakistan Services), class II, class III & class IV, such

classification being based on pay range admissible. The managerial and administrative aspects of governmental work-whether in the field or at headquarters-is predominantly in the hands of those who are in class I, we find in this class:

(i) the all-Pakistan (former) Services (C. S. P. & P. S. P.) engaged mainly in administrative duties in the province & in the centre (former), in the field, and in the

Secretariat;

(ii) the non-technical Central (former) Services, Class I, which are meant to administer non-technical areas of administration at the centre (former) like the audit and accounts, income tax, posts and telegraphs, and the railways. Their members were also deployed, to some extent, in the Central Secretariat;

(iii) the technical class I (former) Central Services which have similar functions on Service, the Telegraph Engineering Service, the Central Health Service, the Geological Survey, the Archaeological Service, etc. To small extent, members of these Services occupy Secretariat posts.

At the provincial level too, there are both technical & non-technical Services. They operate exclusively under the provincial government. Sometimes, the members of these Services are borrowed for work at the centre.

These Services, both Central & Provincial, are also vertically classified on the basis of the types of work they are called upon to discharge. These are: (i) the Generalists; (ii) the Functional Services; (iii) the Specialists. The Generalist Services in include the C. S. P. & the members of the Provincial Civil Service class T & so on. The Functional Services are the Audit Accounts, Income Tax, Customs, and so on. The Specialist Services comprise the scientists, engineers, doctors & other scientific and technical services.

Bangladesh, it is assumed, will be a unitary static like Britain & France. Geographically, economically, politically, culturally, and linguistically Bangladesh is a homogeneous entity comprising an area of 55,126 square miles. There will be numerous administrative units at the divisional, district, sub-divisional, thana & union council levels. The district administrative will have to be considered denovo. It is discussed in a separate section.

The form of government shall be parliamentary in which the executive shall be responsible to the legislature. The Awami League is committed to it. In the context of the radically altered situation, there will be no need and justification for retaining three district categories of services as at present. The unitary state with a unitary system of government will immensely simplify the complex structure of existing services as at present. The unitary state with a unitary system of government will immensely simplify the complex structure of existing services. Instead of having three district categories of services, there will be on the nontechnical side, only one category of services which may be named as the Bangladesh Administrative Service. On the technical side, there will be only one category of services to be known as the Bangladesh Scientific and Technical Services.

Ill

**Main Problems:
Conversion of the three district categories of
services into a single one**

The basic character of the governmental system under which these three categories of services existed and operated, will undergo a revolutionary change on the morrow of independence. The former state of Pakistan would cease to exist and hence the former system of government and administration would also disappear. Bangladesh is a sovereign democratic republic engaged in a grim struggle to liberate herself from the clutches of the West Pakistani military rulers. Bangladesh, as stated above, is a single geographic entity. She is geographically compact, culturally homogeneous, and linguistically similar. She will be. it is assumed, a unitary state with a unitary system of government. In such basically altered conditions there appears to be no need and no justification of these three separate categories of services. There is no need for the all-Pakistan services, such as, the C. S. P. & P. S. P., simply because there will be no Pakistan comprising two wings as in the past. The tenure system- the provinces borrowing officers from the centre and vice versa-by which the key posts in the Secretariat and in the divisions and districts were filled, will have no validity any more. There is also on need for a separate category of the Central Superior Services as district from the two all-Pakistan services. Similarly, there is no need on justification for the Provincial Services as district from the C. S. P. & other Central Superior Services as there will be no provinces. The main problem is: how to unify these three district categories of services with different conditions of pay, prospects and other incidents into a single unified service, to be known as the Bangladesh Administrative Service, on the non-technical side, and the Bangladesh Scientific and Technical Service on the technical side.

IV.

Defects of the existing structure

The existing structure of the Civil Services came to us as an inheritance from the British India. The structure of the civil services was largely determined by the course of political and military developments in the nineteenth century. It began with the Report of the Macaulay Committee, 1854 and culminated in the Islington Commission of 1912-15 and the Lee Commission of 1924. The Montagu-Chelmsford Report 1918, and the Report of the simon Commission, 1930 also played not an insignificant role in determining the structure of the Civil Service. In the former state of Pakistan a number of Commissions and committees examined the problem, but nothing fundamental emerged in reality. The basic character of the structure remained what it was in the past. It is generally recognized that the inherited structure is neither adequate nor appropriate for fulfilling needs of a government which will have a fundamentally different character and ideology from the previous administration. The flaws of the inherited structure needs a rigorous examination. The existing structure stands in the way of what is considered to be the only efficient method of matching men to jobs-rigorously examining what each post demands before selecting the individual who is best fitted to fill it. The existing structure seems to suffer from the following defects:-

(1) It prevents the best deployment and use of individual talent. Mobility from one service to another service is almost impossible. Again, movement from one class to another class is very more. The formal and relatively rigid procedures involved in moving from one class to another class put unnecessary barrices in the way of the movement of individuals, both upwards to post of higher responsibility and sideways between different kinds of related work. It also impedes the rapid development and promotion of young people with outstanding potential.

(2) It is a major obstacle to the ability of the service to adopt itself to new tasks. Each service and each class tends to regard the posts that its members usually feel as its own preserve, guaranteeing a career structure with a fixed number of posts at various levels. Men and Women enter these classes in their youth and form expectations about their prospects, to which they cling with increasing ten city as the years go by. The members of the C. S. P. occupy a special commanding position in the entire administration. They are usually regarded as fit for any kind of job. Many key positions are reserved for them. They are allowed to move from kind of job to another and from one department to another with remarkable facility without any regard being paid to their linked experiences. This system neutralizes this usefulness to a great extent. It does not enable them to acquire a profound knowledge of the subject-matter of their departments. This also necessarily restricts the promotional prospects of the members of the other Central Superior Services. The Audit & Accounts, Customs, Income Tax, etc. are organized a independent entities, operating within the limitations of their respective cadres, subject, further, to the reservation of many higher posts for the C. S. P. Apart from fostering a distressing class-consciousness, it prevents the best deployment of the staff; because once a member of the Audit & Accounts or Income Tax or Customs, he remains so all throughout his career. Even when members of these services show outstanding ability and other attitutes of leadership and a flair for specialized work, it is not always possible to utilise their talents to the best advantage of administration, because the rigidity of service structure comes in the way of their employment to other fields for which they are better suited.

(3) The career opportunities that are thus defined for the different services and classes of services vary greatly in their attractiveness and scope, even for people with similar educational qualifications. There is a great deal of difference between the members of .the two former all-Pakistan Services-C. S. P. & P. S. P. -and the members of the provincial class I services in respect of pay, promotion, status and other conditions of service. The same is broadly true of the other central superior services vis-a-vis the C. S. P. Differences also exist in these respects between the specialist-scientists, engineers, doctors and other highly qualified technical personnel-and the Generalists such as the C. S. P. & other non-technical superior services. The separate classification encourages the idea that opportunity is not equal. This militates against the best possible utilization of talents available within different and separate categories and classes of services.

(4) The word "class" and the structure it represents, produce feelings of superiority as well as of restricted opportunities. Class, class-consciousness, status, positions, and ranks, gazette and non-gazette, generate tensions, misgivings and misunderstandings among

the civil servants. All these severely hamper the efficient and expeditious disposal of governmental business which is increasingly becoming overwhelmingly complex, technical and specialized.

(5) The structure also leads to the inefficient organisation of work. Each class has its prescribed functions. Financial and policy work in almost all cases are generally reserved for the C. S. P. with appropriate support from other classes below them, while technical or scientific work belongs to the specialist classes. Where administrators and specialists are engaged in a common task, parallel or joint hierarchies are the usual devices to enable them to work together. But within these hierarchies the administrator is normally responsible to another administrator in the next higher grade, and the specialist similarly to another specialist, thus the separation of prescribed responsibilities is maintained. The separation of function has a damaging effect in blurring responsibility and authority in command. There are many joint tasks, specially projects, and programmes with a high technical content, in which good management depends upon putting a single person in charge and holding him responsible for the result; the rest of the team should be responsible to him. Often, however, the preparation of functions results in twin heads being in charge, one a specialist, the other an administrator. A man's career is primarily thought of as a career within his class or service. There is, therefore, a natural pressure to maximize the opportunities of the class, in each area of work it occupies, by making use of as many of its grades as possible. The presumption thus grows up that the organisation of any area of work should reflect in full the grading structure of the class concerned. This is also true of the specialist classes.

The fundamental point underlying many of these criticisms is that the system of classes and separate services stands in the way of the most efficient method of matching men to jobs. This is because classes are too crude an instrument for the purpose. They involve two assumptions: (i) that any job can be categorized as appropriate to one or other of the classes; and (ii) that it will then be most appropriately filled by selection from the members of that class, all of whom are in principle more likely to be good candidates for it than any other member of another. These assumptions seem to be no longer sound and valid, particularly in view of the changing nature of the tasks the Civil Service has now to do.

Time and space at our disposal do not permit any detailed examination of the structure.

The new and radical situation calls for a comprehensive and major re-organisation of the services. The inherited structure of the services will be out of tune with the realities. The new government of Bangladesh will be fundamentally different in character and ideology from the previous government. The Government of Bangladesh is committed to a socialist economy based on democratic principles and values. We are committed to mass democracy, to egalitarian democracy, to the public control and planning of the economic process, and therefore to strong government capable of dealing with the complex problems that lie ahead. This will give a new purpose and new role to the administration. Without a major re-organisation and re-adjustment of the machinery of government and a fundamental re-organisation of the higher services to foster the growth

of the feeling that all officers are equally responsible for the administration of the country, it would be impossible to secure the fulfillment of the purposes of the state. Again, no form of government, no pattern of administration can remain static. It must always be in a state of evolution and of self-adjustment, if it is to fulfill adequately the changing demands and needs of a new nation. The demands and needs, as already stated earlier, will be heavy and exacting. The organized Civil Service, with well-defined rules of recruitment, promotion and other conditions, which came into existence in Britain in 1854, on the basis of the Trevelyan and Northcote Report, has been subjected throughout the past century to periodical reviews and adjustments. As a consequence, the British Civil Service has shown itself to be an adaptable body, remarkably capable of standing heavy strains and of adjusting itself to a large variety of tasks and situations. It is urgently necessary to refashion the Bangladesh Services in order to create a flexible organisation which can function with facility and efficiency both in the dynamism of industrial and social planning and execution, and also in the strains and stresses of a national emergency.

The government of a democratic socialist state must concentrate on the wider and more positive needs of all-round development and progress in the agricultural, industrial and social fields. The whole purpose of government will undergo a radical re-orientation; this will be reflected more and more in the successive five-year plans. The major problem which will emerge will be that of fulfilling the development programmes. The formulation of co-ordinate plans of development and the allocation of financial resources will not by themselves ensure fulfillment, unless competent technical and administrative manpower are recruited to the services to provide the motive power. Viewed from any point of view, a fundamental re-organisation of the Services is called for. The following criteria should determine the structure of the services:

The New Structure of the Civil Service

What should be the criteria to determine the structure of the new services that we propose to build up in Bangladesh? The new structure of the new Services should in our view be based on the following principles:

(1) There must be a searching analysis and evaluation of the Job. Both the grading of a post and the selection of the man to fill it should be base on it.

(2) Each post should be filled by the person best fitted by his qualifications and experience to fill it. No other consideration should be allowed to determine it.

(3) There must not be any reservation of posts for any group as there is to-day for the members of the C.S.P. It must go, except in so far as individuals comprising the group may be uniquely qualified for them, that is, doctors for medical posts.

(4.) Since the qualifications and experience required for particular posts will vary from time to time, it should be right and duty of management to determine the new qualifications and experience required for them.

(5) Merit or ability should govern the promotion of man to fill individual post. Right man must be in the right place, even if he is not the next in the order of seniority, or bring

him in from outside the service if he cannot be found within, & sometimes appointment from outside would bring a valuable reinforcement of skill and experience.

(6)As regards the pay-scale, the criterion laid down by the Islingtion Commission may be adopted with suitable modifications. The criterion laid down by the Commission for the determination of pay-scales is that. "Government should pay so much and so much only to their employees as is necessary to obtain recruits of the right stamp and to maintain them in such a degree of comfort and dignity as would shield them from temptation and keep them efficient for their term of service". It can be modified by maintaining relativity between the rates of pay for civil servants and the rates of pay for jobs of comparable responsibility and authority outside the service. In some cases, it may be necessary to maintain a kind of internal relativity.

(7)The structure should permit work to be organized in such a way that chains of command reflect the demands of the task and, where necessary, cut across any groupings by discipline & type of skill.

The application of these principles demands two fundamental and complementary changes in the structure of the service. Together they produce the single unified grading system running across the whole service, in which there will be an appropriate number of different pay-levels matching different levels of skill and responsibility, and the correct grading for each post is determined by an analysis of the job.

First, the division between the all-Pakistan and other Central Superior Services and the Provincial Civil Services should be abolished. The division between higher and lower classes should also be abolished, and a continuous grading system from bottom to the top should be substituted in each occupational group. Thus, for example, we propose the merger of all the non-technical Central Superior Services, including the C. S. P., the class II services, all the non-technical Provincial Services, and the clerical classes. All these services will be marged, organized, and unified into a single grading structure. We also propose the marger of the Scientific Civil Servants, Engineering and allied groups, Geological Service, Archaeological, Medical Services, Architectural and Engineering Draughtsman Service, and all other technical services.

To replace the existing structure by a single unified grading structure from bottom to top for each occupational group will involve a major programme of job analysis and evaluation: a fresh examination of what each job or kind of job is for, and of the qualifications and experience it requires.

Second, it seems that the principle of the best man for the job should apply between civil servants of different occupations no less than between those who enter the service with different levels of educational qualifications. No posts should be the preserve of any one group, except in so far at individuals in the group may be uniquely qualified for them. This calls for another radical structural change. It means bringing to an end the system in which an individual can normally move between jobs now reserved for different occupational groups only if he himself moves into a different class.

To give full effect to the proposals made above, it is necessary to replace the present multitude of classes and different categories of services and their separate career structures by the creation of a classless uniformly graded structure. The basis of the system that is proposed is the establishment of a number of successive grading levels that together will embrace all the jobs in the Service. Each grade will carry a range of pay. The number of grades required can be determined only after a more detailed examination of the existing structure and detailed examination of the structure, it is hardly necessary to point out, is not possible at the moment.

All the jobs now performed by the many different services and classes of services should be filled into the appropriate grade. This will require careful job analysis and evaluation. This should be based on such factors as the "end-results" required, the degree of personnel responsibility involved, the importance attaching to the work and the qualifications and experience needed in the holder to achieve the prescribed results. At the same time the process of job evaluation should take into account the market rate for jobs of similar responsibilities outside the service.

Senior Policy and Management Group

Within this overall structure, there will, of course, continue to be a great variety of groups of staff. At the highest levels of the service, it is useful to distinguish top management, comprising all top posts in all grades from Secretary down to the Deputy Secretary, and including all grades that are equivalent to Deputy Secretary. This may be called the senior policy and management group. In other words all the Class I posts in the Bangladesh Administrative Service (the C. S. P., Central Superior Services, Members of the Provincial Services, Class I after their unification into a single unified grading structure) may be divided into three groups or levels, such as the senior, middle and junior. Each group or level may be divided into three grades and, in all, there will be nine grades in there three levels. The progress of an officer among the grades within each level should be on the basis of proved performance and competence, Promotions from the junior to the middle levels and from the middle to the senior level will be by selection on the basis of demonstrated ability, competence, and honesty. Honesty should be given its due importance, along with other factors. There will be direct recruitment to the junior level. The unified civil service may be divided into the following professional groups- economic administration, industrial administration, agricultural and rural development administrational, social and educational administration, personnel administration, defense administration and internal security, and planning. They will be trained accordingly at the appropriate level. The need for professionalism in the Civil Service is discussed below. Below is attached an illustrative chart of 9 pay scales into which the existing class I scales can conceivably be fitted in. Some examples of the posts which can be filled into the grades are also given, I would like to emphasize that the details in the annexure given only by way of illustration. A more detailed and elaborate examination will be necessary for the purpose of determining the grades as well as the posts to which they should be attached. All the post under the government can, I think, be brought into a framework of 20 to 25 grades. Each grade will carry a range of pay.

Proposed Uniform Grading Structure

	Proposed Scales	Examples of Corresponding posts illustrative and national, subject to objective evaluation
	Rs. 3,500 (i)	Secretary to the Government of Bangladesh,
Senior Level	Rs. 3,000 (ii)	Chairman and Members of Functional Boards, highest technical posts. Additional Secretary, Members, Additional Members of some Boards.
	Rs. 2,500-2,750 (iii)	Joint Secretary, Heads of main research institutes, Members of the Board of Revenues, Divisional Commissioners, Heads of Departments, Chief Engineer, etc.
Middle level	Rs. 2,000-2,250 (iv)	Heads of some Departments, Accountant General, Income Tax Commissioner, Chief Engineer (smaller charge). Doctors, etc.
	Rs. 1,600-2,000 (v)	Deputy Inspector General of Police, Superintending Engineer, Heads of Smaller Departments.
	Rs. 1,300-1,600 (vi)	Junior Administrative Grade, Dy. Secretaries, Superintending Engineers.
	Rs. 900-1,250 (vii)	Deputy Commissioners, may class I posts of the B.C.S. Deputy Superintendent of Police, Executive Engineers, posts of Under Secretaries, Doctors.
Junior Level	Rs. 700-1100 (viii)	Many senior scale posts in the C.S.S., may junior scale of the old C.S.P. and P.F.S. Under Secretaries, AIG of Police, Executive Engineers, Doctors, etc.
	Rs. 400-950 (ix)	All class I other those shown above. There can be a training grade of 400-500.
	(x) and (xi) Rs. 350-900	Class II may have two grades
	(xii to xxiv)	Class III may have 9 to 13 grades with suitable pay scales.
	(xxv)	Class iv. Minimum pay should be Rs. 175

N.B. The pay-scale proposed will come into effect only when the economy of Bangladesh takes a stable form. At the moment it is out of questions.

The Bangladesh Civil Service

It is already stated above that all the non-technical Central Superior Services, including the C. S. P., all other Central (non-technical) Services, and all the non-technical Provincial Services, including all classes, should be merged, organized and unified into a single grading structure to be known as the Bangladesh Administrative Service. The members of this service will fill different posts in the grades in the structure. This may be done on the following basis: (a) present positions or posts held by different officers, (b) performance record, (c) competence, (d) length of service, (e) academic background, and (f) suitability.

It is hoped that the members of the various services referred to above shall accept it, taking into account the basically altered circumstances. However, if any member of anyone of these services is unwilling to join this new structure, he may be retired on proportionate pension on the basis of the length of his service. A high-powered Committee consisting of the Chief Justice of the Supreme Court, the Chief Justice of the High Court, and another senior Judge of the Supreme Court, the Chairman Public Service Commission and two or three retired civil servants shall go into the whole question.

It may be pointed out that the Fulton Committee on the Civil Service in Britain made similar recommendations with regard the structure of the British Civil Service. The Committee said, "In our view, all Civil servants should be organized in a single grading structure in different pay-levels matching different levels of skill and responsibility, and the correct grading for each post is determined by an analysis of the job". In an attempt to give a concrete shape to this structure and the Committee further observed, "We propose the merger of the Administrative Executive, and Clerical classes, as recommended to us by the Treasury." It may be also helpful to mention that in 1945 France took the bold and rational step of integrating the services into a single civil service. But they are trained and equipped differently to discharge their respective responsibilities. It swept away the cobwebs of narrow departmentalism which inhibited the growth of unity among the Civil servants. The Indian Administrative Reforms Commission made similar recommendation with to the Civil Services in India. The commission recommended a unified grading structure.

The Scientific & Technical Services

The importance of Science and technology cannot be over-emphasized. Our whole future, it may safety be asserted, depends, to a considerably greater extent than is adequately appreciated and understood, on the application of science and technology, of to our economy and social life. The development of science and technology, of researches in science and technology, and of the scientific and technical manpower should receive the highest priority in any scheme of national development, economic and social. Our scientists, our engineers, our medical doctors, and other technically qualified men and women should be accorded their due recognition in the administrative system. Nothing should prevent or should be permitted to prevent the eminently qualified scientists, engineers, doctors, and other technical personnel from occupying the top positions in their

---

(1) Report of the committee on the Civil Service (Fulton), Vol. I, 1966-68 Cmnd, 3638, para 192. p. 63
(2) Ibid., para 215, p. 70

lives in the administrative pyramid. Their pay and status should be commensurate with their qualifications, importance and need in to-day's and tomorrow's administration. In the bitterness and resentment amongst them which hampered the development programmes. In other words, a scientist, or an engineer or a doctor, for example, should be appointed to the post of the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, and soon, in the ministry or department which is concerned with his specialty depending on his qualifications, experience and suitability. He should be given training in the art and science of public administration at appropriate stages in his careers.

The scientific, engineering, medical and other technical services that exist to-day are as follows:

1. Scientific Civil Service
2. The Engineering Services
3. Medical and Health Services
4. Forest Service
5. Archaeological Services
6. Geological Service

All these service-in future, more services in this group may have to be created-should be organized in a single grading structure in which there are appropriate member of different pay-levels matching different levels of skill and responsibility, and the correct grading for each post is determined by an analysis of the job. They might be incorporated into a single Scientific Service, divided into specialized groups, organized in a single grading structure, to be known as the Bangladesh Scientific Service. Each grade should carry a range of pay which should be similar to that of the Bangladesh Administrative Service at each appropriate grade. There should be no difference in the pay-scale and other incidents of services between these two broad classes of Service at the appropriate grade. The Fulton Committee, it may be mentioned, made similar recommendation relating to the structure of the Specialist Services in Britain. The Committee observed, "We also propose mergers of the scientific officer, Experimental Officer, and Scientific Assistant classes and of the Works Group of Professional Classes, the Technical Works, Engineering and Alied classes and the Architectural and Engineering Draughtsman Classes".

The Bangladesh Educational Service

Since education will undoubtedly be one of the major responsibilities of the Government, the existing Educational Services should be thoroughly re-organized on a scientific footing so as to attract the best available men and women to this field. There pay-scale and other conditions of Service should be such as will enable them to give them best to the nation. They are, it is hardly necessary to mention, in charge of the future hopes of the nation. There should be broad similarity between their pay-scale and that of other categories of civil servants, generalist and specialist, mentioned above.

(I) Report of the Administrative Reforms Commission on Personnel Administration. Government of India, Chapter IV. 1969.

The Bangladesh Police Service

There are two broad categories of the police service such as the former all Pakistan Police Service and the Provincial Police Service. The members of these services should be merged and organized in a single unified grading structure in which there will be an appropriate number of different pay levels matching different levels of skill and responsibility, and the correct grading for each post is determined by an analysis of the job on the model of the Bangladesh Administrative Service.

The Bangladesh Foreign Service

The Government of Bangladesh will have to form a new Bangladesh Foreign Service. The existing Bengali members of the Foreign Service of the former state of Pakistan will form the nucleus around which this service will grow and develop.

Professionalism in the Civil Service

It will be necessary to survey all the administrative jobs in the service. It will be the duty of the proposed Civil Service Department to analyze them and to identify groups of jobs which provide a field for specialization on the basis of their common subject-matter. It may be mentioned here that the French Civil Service, particularly at the higher level, is divided broadly into four branches: (a) general administration, (b) economic and financial administration, (c) social administration, and (d) external affairs.

In this connection the views of the Fulton Committee deserve special mention. The Committee has divided the administrative jobs into two broad groups. The Committee said, "First, we think that a broad group of administrative jobs in different departments is concerned with a subject matter that is primarily economic and financial. Within this broad group the emphasis in some areas of government may be on general economic planning and control; in others, on the problems of international trade or of particular industries; in others, on the financial control of major programmes of capital and current expenditure; in others (mainly in technical and scientific departments) on the economic and financial aspects of large technological projects. Thus, from a general economic and financial basis, the work develops its own internal specialism. We think that this pattern should be reflected in the training and deployment of individual administrators for this work." Speaking on the second group the Committee further observed. "There is a second broad group of administrative jobs where the basis is essentially social; for example, housing, town and country planning, education, race relations, social security, industrial- relations, personnel management, crime and delinquency. Again, within a common framework of knowledge and experience, the work develops its own specialism. Here too the training and deployment of individual administrators should reflect this pattern."

The vast change in the role of the Government and the great diversification of its functions call for a variety of skills in the higher administration. The new tasks call, at higher levels, for a competence which cannot be acquired overnight, but can only be imbibed through special training granted on to a basic functional skill or academic

(1) Fulton Committee, op. cit., Para-215, P.70.

qualification. Each new area of administration-be it economic, social, industrial, technological, scientific, agricultural, banking, finance, trade, has its own body of academic requirements, knowledge and techniques. The effective administration of each demands an intimate knowledge of its underlying principles and an awareness of its problems. Hence, the Service must ensure that its administrators acquire and develop the appropriate body of knowledge together with associated conceptual framework and analytical tools. This means that an administrator, at least in his early years, should specialize in one or other of these main categories of work-the economic, industrial, agricultural, commercial, and financial or the social. The training arrangements should be made accordingly. This is how the necessary professionalism can be developed in the Civil Service."

What is professionalism? The Fulton Committee refers to the two main attributes of professionalism which are essential in varying combinations for work in the Government service. "One is being skilled in one's job-skill which comes from training and sustained experience. The other is having the fundamental knowledge & deep familiarity with a subject that enable a man to move with ease among its concepts. Both spring from and reinforce constant striving for higher standards. The work of government demands these qualities not only in the member of the generally recognized professions, but at all levels and in all parts of the service."

These attributes of professionalism are already present in the Civil Service in some measure. But to-days' tasks require them to be much further developed then hitherto. According to the Fulton Committee the Service needs two broad types of professionalism. "The first is the professionalism of those whose work in government is just one of a number of career opportunities for the exercise of their qualifications and skills." In this category come the architects, lawyers, doctors, engineers, scientists, accountants, economists, draughtsman, technicians and soon. Some of these, like doctors and scientists, have acquired their professionalism or specialism by recognized training outside the service. Others like some draughtsman and technicians may acquire and develop their skills after joining the service. These categories of civil servants are known as "specialists."

The second kind of professionalism which needs to be much more fully developed is the professionalism of those members of the Administrative and Executive Classes who are now treated, and regard themselves as "generalists". The generalists move frequently from job to job and from ministry to ministry, and thereby they gain proficiency in operating the government machine and in serving Ministers and Parliament. But many lack the fully developed professionalism that their work now demands. They do not develop adequate knowledge in depth in anyone aspect of department's work and frequently not even in the general area of activity in which the department operates. Often they are required to give advice on subjects they do not sufficiently understand

---

(1) Report of the (Fulton) Committees, op. cit., Para-46, P. 19-20.
(2) Ibid., Para-47, p. 20.
(3) Ibid., Para-32, P. 16.
(4) Ibid., Para-35, P. 16. (1)

or to take decisions whose significance they do not fully grasp. This has serious consequences. It can lead to bad policy-making. It prevents a fundamental evaluation of the policies being administered. It often leads to the adoption of inefficient methods for implementing these policies. It may also obstruct the establishment of fruitful contacts with sources of expert advice both inside and outside the service. The recommendations of the Fulton Committee deserve careful consideration.

The brief description of the nature of the jobs the civil servants will be called upon to discharge in Bangladesh is enough to make it clear the civil servants will have to be equipped to tackle the political, economic, social, scientific, and technical problems of our times. The work of the government is becoming increasingly complex and more and more specialized in nature. The nature of work of the government calls for high professional competence on the part of the civil servants. They have to be aware of interests and opinions throughout the country and of many developments abroad. They have to keep face with the rapid growth of new knowledge and acquire new techniques to apply it. The civil servants of Bangladesh will have to specialize in agriculture, co-operatives, industry and industrial management, trade and commerce, state trading, banking, insurance, management of the nationalized sectors of economy, economic planning and control, public finance, housing, town and country planning, education, social security, industrial relations, personnel management, crime and delinquency. They will have to deal with various types of international organizations.

Each of these categories of work has a rapidly growing corpus of knowledge. Our administrators must, in future, have or acquire the basic concepts and knowledge, whether social, economic, industrial, agricultural or financial, relevant to his area of administration and appropriate to his level of responsibility. He must have a real understanding of, and through familiarity with, the principles, techniques and trends of development in the subject-matter of the field in which he is operating.

To develop professionalism in the Civil service of Bangladesh, it is necessary to divide the Civil Service into the following professional groups:

1. Economic Administration
2. Industrial Administration
3. Agricultural and Rural Development Administration
4. Social and Educational Administration
5. Business Administration
6. Personnel Administration
7. Financial Administration
8. Defense Administration and Internal Security
9. Planning

The entrants to these specializations must be specially trained and made to acquire the necessary background. This knowledge come through the study and practice of administration of the relevant area over a long period of time, in some cases at least, long enough, in facts to amount to a commitment-a professional commitment. The knowledge

and expertise which will be relevant in the various specializations are briefly indicated below:

(a) Economic Administration:

Currency, banking and financial institutions, international trade, foreign aid and foreign exchange, problems relating to income, wages and prices.

(b) Industrial Administration:

Economic growth, industrial licensing, import of technical know-how, also problems relating to incomes, wages, and prices in common with specialism (a)

(c) Agricultural and Rural Development Administration:

Rural co-operatives, community development, irrigation, rural electrification, agricultural science, agricultural economics, rural sociology.

(d) Social and Educational Administration:

Education, social welfare, family planning, urban development, labor welfare and industrial relations, factory and labor inspection, information and public relations.

(e) Business Administration:

Principles, methods, techniques of administrating a large-scale business concern, such as the public corporations, trading corporation, Jute trading corporations.

(f) Personnel Administration:

Management analysis involving work study, grading and evaluation of posts, organisation and methods, selection techniques, training and career management, staff supervision and control, motivation, morale and staff welfare.

(g) Financial Administration:

Cost-benefit analysis, budgeting and expenditure control, performance budgeting, revenue, taxation, etc.

(h) Defense Administration and Internal Security:

Intelligence, concepts of strategy and tactics, logistics, weapons systems, systems analysis, defense industry, defense research and development, etc.

(i) Planning:

Assessment and projection of demands and resources; models of economic growth, input-output ratios, inter and intra-sectoral balance, cost-benefit analysis of projects and schemes; programming methods; techniques of progress reporting and feeding back, and of evaluation of results, operations research; systems management.

Persons selected for the nine areas of administration should constitute a policy and managerial pool, which will be available to the Government and which should partly feed the senior management of the Government of Bangladesh in the relevant areas.

---

i) Ibid., Para-39, P. 18.

General Administration

In view of the increasingly complex and multifarious functions of the present day administration, a general purpose Service like the C.S. P. & the Class I Provincial Civil Service will have limited scope and utility as such. It can, however, provide a useful and good material for various posts in functional areas where organized services do not exist and which require only some specialized training and experience, for which suitable arrangements can be made. A specific functional field may be carved out for the members of the all purpose civil service. This could consist of land revenue administration, exercise of magisterial functions and regulatory functions in the fields other than those looked after by officers of other functional services. Examples of such posts are Assistant Deputy Commissioners, Deputy Commissioners, Directors of Civil Supplies, Directors of Settlement, Directors of Land records, Revenue Secretaries, Home Secretaries, Divisional commissioners, etc.

The policy of grouping administrators is necessary to enable them to gain the knowledge and experience their work requires. Within each group the depth of understanding, skill, knowledge and experience demanded will vary with the level of responsibility. The higher the responsibility of the post, the greater the understanding required of its occupant. Professionalism must be there at all levels, senior and junior. It means the ability and the sustained effort needed to ensure that each job, whatever its level, is performed to a constantly improving standard.

The primary purpose of the administrators-economic, financial, and social-is not to duplicate the specialist knowledge of the scientist, engineer, social scientist, or vice versa. It is, rather, that the administrator, trained and experienced in his subject-matter, should enjoy a more fruitful relationship with the specialist than in the past, and that the service should harness the best contribution from each.

The members of the Bangladesh Administrative Service at the appropriate level should be vertically decided into departments, in order to provide for specialized training in the different spheres of governmental activity. At the top level there will be the need of a corps of administrative who have wide general administrative experience, a breadth of view, a broad sweep over the entire field of administration, a broad liberal outlook, and, in one world, men who are well-versed in liberal administrative culture. It these men who will provide administrative leadership.

Personnel Administration & Management

The problem of personnel administration and management was not given its due importance by the governments in the past. The importance of the human element in administration has received adequate recognition in all advanced and progressive administrations all over the world. Human resources, now widely termed "human capital" are regarded as having a significance superior to that of physical and financial capital. Human resources, as Professor Tawney has pointed out, are by far the best resources that a country possesses. Consequently, efforts to devise effective and adequate means of getting the best out of the available manpower will have to be sharply accelerated.

The system of recruitment, the development of professionalism in the administrators and specialists, a scientific career management, training and deployment of the staff, and the promotion of greater departmental efficiency will make greater demands on the central management of the Service. The Constant adaptation of men and methods to changing tasks must be a joint responsibility, shared between central management and individual departments, but central management must have the appropriate degree of ultimate authority in those areas that affect the interest of the public service as a whole. The main responsibilities of the central management should be:

(1) to determine the recruitment policy in consultation with department;

(2) to stimulate and assist departments in reviewing the kinds of skill and forms of organisation needed for their tasks as they change and develop;

(3) to determine manpower requirements both in quantity and quality, agree with departments how these requirements should be met, provide the necessary common services for new recruitment and internal transfer and satisfy itself that departments are efficiently and economically staffed;

(4) to specify in consultation with departments the qualities, qualifications and experience required of new recruit to the service.

(5) to determine pay, pensions and other conditions of service;

(6) to determine training policy in consultation with departments conduct central training courses, arrange external training, and stimulate and guide training within departments;

(7) to promote career development throughout the Service, and in particular to co-operate with & guide departments in fostering the promotion, and planning the future development, of the most promising members of all disciplines;

(8) to promote mobility both between departments, and between the service and outside employments;

(9) to discuss with departments all promotions to higher levels (i.e. senior policy and management group), and to take the initiative in proposing individual moves between departments both within the group and at lower levels ;

(10) to advice the Prime Minister :-

(a) appointment at the salary level of Deputy Secretary and above; and

(b) the most efficient division of responsibility between departments ;

(11) to study new developments in methods of organizing work, in management techniques and in office machinery, and promote their use throughout the service.

For Career Management

During the early year of a man's career he is expected to remain within the specialism group for which he is trained. This does not mean that he must stay in one job in one department; he should move between jobs and perhaps between departments but usually within the area of his specialism. As far as the administrator is concerned, he should move

at much less frequent intervals than he does now. While there will be a great variety of individual career patterns, the basic principle of career management should be a progressive development within a specialism and between fields of activity that are related to each other. While the needs of the service must come first in this, nevertheless the personal interests and wishes of the individual should be taken into account more positively than appears to be usual practice to-day. The increased attention to personnel management and individual career planning should apply to all categories of the civil servants-the generalists and the specialists.

Promotion

The Fulton Committee observes, "The right promotion at the right time is an essential part of the process of developing to the full the talents of the men and women in the service". The unified grading structure that is recommended would provide the necessary foundations for a new promotion system:

(1) Promotion should be based on the performance record of an individual in achieving the aims of his job.

(2) The aptitudes and experience of the individual can be more directly and specifically linked to the requirement of a particular job at the higher level.

(3) Promotion boards can consider candidates for higher posts, not only within the field of their specialization, but also in management posts where their special knowledge may be useful.

(4) There will be more equal promotion opportunities for all because performance is taken properly into account, and selection based upon the aptitudes and experience of the individual rather than upon his membership of a particular class.

(5) Able individuals can skip grades.

(6) Where seniority denotes valuable experience, it can be given its proper weight. It must not be forgotten that seniority is sometimes a synonym for antiquity. Ability, competence and merit should be the main foundation of promotion.

The New Civil Service Department

A new department to be known as the Civil Service Department should be created to discharge effectively the tasks of central management. In the efficient discharge of these tasks depends the evolution of a strong, able, competent and energetic administration which is the essential prerequisite for sound and vigorous development planning. It is precisely this which is lacking in Bangladesh. The political leaders and the public must understand the social and economic significance of a highly developed administration. In the past adequate attention was never paid to the supremely important tasks of personnel administration and management. The need for a well-thought-out effective action will be urgent as the expanding tasks of government, particularly in the economic and social fields, will put increasing strains on the civil service as a whole. The staffing of this department is of crucial importance. It will be discussed in another connation.

---

1. Report of the Fulton Committee. Opt cit., Para-248, P.80-81.
2. Ibid.. Para-116, P. 40.
3. Ibid. Par-238, P.76.

Time and space do not permit us to enter into a detailed discussion of other vital issues-recruitment, training, pay, discipline and conduct. Merit alone should be basis of recruitment. First rate minds from all comers of the academic discipline should be recruited through the system of open competitive examination to be conducted by the Public Service Commission. Apart from the traditional method, method II as it obtains in Britain, may be applied. In the end, the quality of the recruits greatly depends on the quality of education in the country. Immediately after independence government will have to appoint a fairly good number of persons from different professions outside the civil service to cope with the acute shortage of competent personnel. This kind of lateral entry will be on a contract basis for a definite period. Training arrangements that will be inherited by the Government of Bangladesh are lifeless, half-hearted, and half-backed. The training system should be based on the principles and methods on which the Ecole National d' Administration in France is built. Justice, equity and fairness should be the keynote of conduct and discipline. The pay-scale should be rational and in tune with the prevailing economic conditions in the country- The ridiculously senseless gap between the highest pay and the lowest pay should be reduced. The extent of pay at the lower level must amount to a living wage. Immediately after independence the highest pay would not be more than Rs. 1,500.00 per month for a couple of years. Other things remaining equal, the economy, it is assumed, will recover during this period and at the end of this period, the entire issue of pay-scale and other relevant matters will be thoroughly examined by a high-powered pay commission. Corruption and malpractices in different forms must be dealt with effectively. Its costs are excessive as a recent analysis of corruption in the U. S. A. shows. Suitable machinery will have to be evolved to deal with this cancer.

ADMINISTRATIVE ORGANISATION

The Secretariat

The secretariat is the nerve centre of administrative organisation, where the policies of the government in different fields are conceived, thought-out, shaped and issued out to different levels of the administration in the directorates, attached offices, divisions, districts, sub-divisions, police stations, and villages. It will be the principal instrument of the government of Bangladesh and is responsible for administrating the different subjects in all fields of governmental activity, national and international. It is in the secretariat that policies of the government are formulated and co-ordinate.

Now, there are two main levels of the Secretariat-Central and Provincial. In Bangladesh there will be only one main secretariat, that is, the Secretariat of the Government of Bangladesh. The Provincial Secretariat will be absorbed into it. There will be no need for a provincial Secretariat. In the British days, the Secretariat was arranged in department, each administrating a specified subject, forming the portfolio of a member of the Governor-General's Executive Council. On transfer of power in i947, the departments were renamed as Ministries at the central level and in the provinces these were known as Secretariat Departments. In Bangladesh the secretariat will be organized in and arranged in Ministries, each administering specified subject or subjects in charge of a Minister at the top, who will be responsible to the National Parliament.

The Ministry or Department of the Government represents the largest sub-division or cross-section of its administrative structure, designed for the satisfactory and efficient discharge of its functions and responsibilities. The business of every well-organized government is transacted through different Ministries or Departments which are responsible for particular subjects or groups of subjects.

Besides the various Ministries or Departments, the activities of the Government of Bangladesh will also be conducted through the various Attached and Subordinate Offices. The Attached Offices will be responsible for providing technical advice required in the formulation of policies by the Ministries or Departments. They will also provide executive direction required in the implementation of policies laid down by the Ministry to which they will be attached. The Subordinate Offices function more or less as field establishments responsible for the detailed executions of the decision of Government. They generally function under the direction of an Attached Office, or in cases where the Volume of executive direction involved is not considerable, directly under a Ministry.

Organisation of a Ministry

The administrative set-up of the Government of Bangladesh will be divided into Ministries amongst which the various subjects of governmental activity are distributed on the basis of certain criteria which will be discussed later on. A Ministry ordinarily will consist of two or more departments and a Minister is in charge of all of them. In certain cases, two or more Ministries are placed under the charge of one and the same Minister. A Ministry or a Department is an organizational Unit consisting of a Secretary to the Government with a part of the Secretariat under his administrative control. Usually, a Secretary to the Government of Bangladesh will be the official and administrative head of the Ministry. A Secretary has four-fold functions: (a) he is the principal adviser of the Minister in all matters of policy and administration; (b) he is responsible for the efficient and economic administration of his Ministry and the attached offices and other organizations which it controls; and c) he represents the Ministry before the Parliamentary Committee on public Accounts to give an account of its financial administration, and (d) finally, as the Chief Accounting Officer, he also has the ultimate responsibility for all departmental expenditure.

When the volume of work in a Ministry exceeds the manageable charge of a Secretary, one or more wings are established with a joint Secretary or in some cases, an Additional Secretary in charge of each wing. In such cases, the Joint Secretary or the Additional Secretary is vested with the maximum measure of independent functioning and responsibility subject to the control of the Secretary on the whole.

For the efficient and expeditious disposal of business allotted to it, the Ministry is divided into divisions, branches, and sections. A division consisting of two branches is normally under the charge of a Deputy Secretary. A branch comprising two sections is under the charge of an Under Secretary. A Section, under the charge of a Section Officer, consists of a certain number of clerical staff that is assistants, upper division and lower division clearks, typists, diarists etc. In certain matters, Deputy or Under Secretaries may transact business direct with the Minister, but proposals involving important policy decisions are always routed through the Joint Secretary or the Secretary or both.

Pattern of the Secretariat

The Pattern of the Secretariat set-up is as follows:

Secretary

Additional Secretary	Joint Secretary
Joint Secretary	Deputy Secretary
Deputy Secretary	Under Secretary
Under Secretary	Assistant Secretary
Assistant Secretary	Section Officer
Section Officer	

Criteria underlying an Organisation

An organisation in the government is built on the basis of any one of the following criteria-hierarchy and collegium. An organisation is created on the basis of hierarchy which signifies a superior-subordinate relationship reaching from the top to the bottom or base of the organizational pyramid. Most Ministries and Departments and other offices are created by the application, of the principle of hierarchy. The Secretariat set-up which is the common feature of all the Ministries, Departments, Attached Offices, and Subordinates Offices, as shown above is based on the principle of hierarchy. Its strengths and weaknesses need to be noted. It ensures unity of command which is of the essence of sound administration, and also a clear and uninterrupted line of command from above and an equally clear and uninterrupted line or responsibility from below. Second, it facilitates the co-ordination of the activities of Ministry through the scalar process superior- subordinate relationship from top to the base of the pyramid. It operates on a two-fold basis. For example, the Section Officer and the section of the Ministry under his charge are responsible to the Assistant Secretary who is a step above him in the hierarchy. The Assistant Secretary and the branch of the Ministry under his charge are responsible to the Under Secretary. The Under Secretary and the units under his charge are accountable to the Deputy Secretary. The Deputy Secretary and the division of the Ministry under his charge are responsible to the Joint Secretary. The Joint Secretary and his wing of the Ministry are responsible to the Secretary who is the top of the Ministry. Third, it leads to a clean location of responsibility and also creates an inter-related sequence of decisions at appropriate levels. Fourth, it facilitates the delegation of responsibility to appropriate levels. Hierarchy is unavoidable in any large-scale organisation. It is also equally true of any large-scale private organisation as well.

It puts a great deal of strain on a single man at the top. There lies its main difficulty. It brings us to another very important concept and that is called the "span of control" which denotes the limit of the authority of a single man to effectively supervise the work of an organisation wherein an increasingly large number of employees arc working. It is due to

a few unavoidable factors: (a) limit of the physical capacity, (b) limit of knowledge, and (c) limit of time in a hierarchical organisation the men on the top depends on the man immediately below him, who in his turn depends on the man below him until the base is reached.

The principle of collegium leads to an organisation where all the people at the top enjoy more or less similar status and power. The best example of this type of organisation is the British Cabinet in Which the members are colleagues, none superior, none inferior, that is, all are equal, although the Prime Minister is primus inter pares-first among equals. There are other types of organisation such as the Board type or the Commission type such as the Board of Governors of a public corporation or a Planning Commission, and soon.

Most ministries, Departments and other organizations all over the world are based on the principle of hierarchy. Bangladesh can be no exception.

Principles relating to the Distribution of Work

The criteria by which the total volume of governmental business is distributed among various Ministries and Departments include: (a) Purpose or function; (b) work process; (c) clientele; and (d) geography. When all the units of an organisation, which are devoted to the same purpose or function, are grouped together in a single Ministry or Department, this is called a purpose or function-based organisation, such as the Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, and so on. This criterion is widely used all over the world in regard to most of the Ministries and Departments. When all the people who use or apply the same or similar instruments or apparatus, are brought together in a single Ministry or Departments on the basis of the concept, "work process". This is called organizing a Ministry on work process. The examples are Ministry of Works which employees the engineers or the Ministry of Public Health which employees all the doctors and so on. When a Ministry or Department is created to serve the needs of a particular class of people, this is called an organisation based on clientele, such as the Ministry of Labor, the Ministry of Refugees, and so on. When all the different types of employees or personnel serving more or less the total needs of a particular area of the country are brought together under a single authority or Department, this is creating an authority on the basis of geography, such as the Tennsse Valley Authority in the U. S. A. or the Volta River Scheme in Ghana or the Snowy-Murray Project in Australia and so on.

There are other factors which play a very important part in determining the size of a Ministry or Department include: the manageability of the charge of a Secretary, the substantial homogeneity of functions, the constitutional provisions, and the traditions of a country.

It is important to realize that the unquestioned position of one Secretary as principal adviser to a Minister shall be stressed and made real in an organizational reconstruction. The Maxwell Committee as early as 1937 emphasized the unity of administrative control of each Ministry and Department and the concentration of responsibility for advising the Minister on all matters relating to a ministry in one officer. In the view of the Committee, “the principle of collective ministerial responsibility has for its counterpart the individual responsibility of one departmental head to the ministry and the minister; no other

arrangement will be conducive either to departmental efficiency or to departmental discipline". It will be, therefore, more rational to have a single Secretary in overall charge of a Ministry with functions of co-ordination unburdened with routine, departmental work. The departments constituting a ministry should each be headed by an Additional Secretary. This re-organisation would be give the Secretaries the welcome opportunity of giving time and attention to policy formulation and prevent half-baked policies being adopted without a mature consideration.

There must not be an unnecessary and avoidable dissipation of the competent manpower when there will be acute shortage-because of the unscientific and even unsound organisation of the administration.

In view of all that has been said above it seems that the Secretariat of the Government of Bangladesh should consist of the following Ministries: Defiance, Finance. External Affairs, Food and Agriculture, Commerce and Industry, Education, Public Health, Transport and Communication, Fuel, Minerals and Natural Resources, Community Develop and Local Self-Government, Irrigation and Power, Home Affairs, Law and Parliamentary Affairs, Minorities and Refugee Rehabilitation, Information and Broadcasting, Labor and Employment, and Works, Housing and Supply, and Services and General Administration.

Existing Provincial Secretariat Departments

At present the provincial secretariat consists of the following secretariat departments: (1) Department of Agriculture, agricultural marketing, cooperative, forest, fisheries and live stock; (2) Basic Democracies and Local government; (3) Commerce and Industry; (4) Education: (5) Finance; (6) Food; (7) Health, Labor and Social Welfare; (8) Home, police and ansars, jails and civil defense; (9) Information and National Reconstruction; (10) Law and Parliamentary affairs; (II) Planning; (12) revenue and relief; (13) Communications, railways, waterways, and road transport; (14) Services and general administration; and (15) Works, power and irrigation.

All these departments will be absorbed into the Ministries as stated above.

These apart, the attached offices, departments, directorates and subordinate offices will have to be re-organized in the light of the basically altered circumstances.

Provincial Directorates

The following are the Directorates under the existing provincial secretariat: (1) directorate of agriculture; (2) directorate of marketing; (3) directorate of fisheries: (4) directorate of live-stock services; (5) chief conservator of forests; (6) registrar of co-operatives; (7) directorate of fire services; (8) chief engineer, public health engineering; (9) directorate of commerce and industries; (10) directorate of supply; (11) directorate of public instruction; (12) directorate of technical education; (13) directorate of excise and taxation; (14) directorate of national savings; (15) directorate of procurement, distribution and rationing (food); (16) directorate of movement and storage; (17) inspection and control; (18) directorate of health services; (19) directorate of labor; (20) directorate of social welfare; (21) inspector-general of police; (22) inspector-general of prisons; (23) directorate of ansars and civil defense; (24) directorate of E.P.R.; (25) directorate of public

relations; (26) bureau of national reconstruction; (27) inspector-general of registration; (28) legal remembrance; (29) bureau of statistics; (30) directorate of land records and surveys; (31) commissioner, relief and rehabilitation; (32) chief engineer, roads and highways; (33) directorate of anti-corruption; (34) public service commission; (35) directorate of transport; and (36) chief engineer, building. Apart from these directorates there are many attached offices. All these directorates and attached offices will have to be re-organized on a scientific basis.

Public Corporation

There is a plethora of public corporations and various other autonomous bodies in the country. Each of such bodies is charged with a definite responsibility in different sectors of the economy. They are public organizations with to very significant features-(a) operational flexibility, and (b) financial autonomy. These are expected to enable them to discharge their responsibilities free from the constricting restrictions under which the governmental departments operate. They are staffed by officers on deputation from the various government departments. In almost all cases the chairmen and senior government officers. They work in these corporation for a limited period and then go to their parent department or Ministry wherein their main interest. They are unable to develop a kind of commitment to these bodies. Consequently, the work of the autonomous corporations suffers and this hampers the progress of the country. To man these autonomous bodies a new service to be called the Industrial Management Service should be created. They should be the whole time officers of the corporations. This should be initially staffed by lateral recruitment from the private sector and government. The civil servants having requisite qualification & background should become the permanent members of this new service.

How far are the public corporations autonomous? At present the autonomy seems to be merely national. Their autonomy must be real. They must be made free from the nagging control of administrative departments without impairing in any way their accountability. These bodies should have full authority over the expenditure of allocated funds.

The existing corporations include : (I) Bangladesh Industrial Development Corporation; (2) Bangladesh Industries Corporation; (3) Bangladesh Agricultural Development Corporation, (4) Bangladesh Fisheries Development Corporation, (5) Bangladesh Jute Marketing Corporation, (6) Bangladesh Forest Industries Development Corporation, (7) Bangladesh Film Development Corporation, (8) Bangladesh Water and Power Development Authority, (9) Bangladesh Shipping Corporation, (10) Bangladesh Road Transport Corporation, (11) Bangladesh Inland Water Transport Authority, (12) Bangladesh Railway Board, (13) Water Supply and Sewerage Authority, Dacca; (14) Water supply and Sewerage Authority, Chittagong, (15) Dacca Improvement Trust. (16) Chittagong Development Authority and (17) Khulna Development Authority. In addition, to these, it will be necessary to create a few more Corporations.

A high-powered Commission should be set up to examine the re-organisation and Working of the Corporations.

Local Administration

The fundamental premise on which the local administration shall be based is: good government is no substitute of for self-government. The Awami League is committed to the development of fully democratic local self-governing institutions both in the rural and urban areas. A well-developed, well-organized local self-government will be essential to carry on the massive development work at all levels. Moreover, strong, efficient, and democratic local self-government, apart from educating the people in the art or government and administration, will act as a powerful bulwark against the growth of authoritarian dictatorship in the country. They will also lead to decentralization of power and authority from the centre to the local areas. This is no liberty in any state where there is an excessive concentration of power at the centre. It will also generate a real sense of participation among rural masses.

Again, if the decisions to be made are to embody the needs of those affected by them, the latter must have major responsibility for their making. We must begin by admitting the obvious fact that all problems are not central in their incidence; to leave to the central government the decision of questions which affect only a portion of the community is to destroy in that portion the sense of responsibility and the habit of inventiveness. The inhabitants of any given area need consciousness of common purpose, a sense of the needs of their neighborhood, which only they can fully know. They then find that the power to satisfy them of themselves gives to them a quality of vigour far greater in the happiness it produces then would be the case if satisfaction were always provided by, or controlled from, without. For administration from with always lacks the vitalizing ability to be responsive to local opinion, it misses shades and expressions of thought and want which are urgent to successful government. It lacks the genius of the place. Administration from without may well provoke indignation but it cannot elicil creative support from those over whom it rules. It is too distant from the thing to be done to awaken interest from those concerned in the process of doing it.

The problems connected with the re-organisation and re-construction of the local self- governing bodies will be: (a) the area of the local government. In the Awami League manifesto it is rightly pointed out that the existing sub-divisions will, with suitable modifications and adjustments, be converted into districts. From the point of view of population each district is too big for effective administration. The ratio between the peoples and the officers is so big that the districts have always been underadministerd. It was pointed out by the Report of the Bengal Commission, 1943. Each sub-division should be converted into a district. Each thana with suitable modifications should be converted into a sub-division. This measure is long overdue. This will obviously be a part of the long-term planning.

(b) Democratic local bodies. Each local body, both in the urban and rural areas, shall be directly elected on the basis of universal adult franchise. The number of members of each local body-District Board, Union Board and Municipality-shall be fixed after ascertaining the number of voters in each area. Efforts would be made to associate ladies with these bodies wherever possible. The elected members will elected the respective Chairman or President.

(c) Functions. The functions of the local bodies should be clearly defined There is nothing permanent or unalterable about it. These will be modified in the light of experiences. Functions may be further sub-divided into routine and development ones regulation & development ones.

(d) Committee system. Each local body should have a system of well-thought-out committees. The local officials will be associated with the committees.

(e) Finances. The sources of finances shall be: (1) Local taxes and other means- (2) Government grant. The existing sources of their revenue will have to carefully examined; and (3) Development.

(f) Local government service. The Simon Commission pointed out as early as 1930 that the absence of a well-organized local government Service is one of the main drawbacks of the system of local government system in the sub-continent. This is one of the main reasons for the in effectiveness of the system. A well-organized local government service should be created. The members of this service shall be under the full control of the respective local bodies.

(g)Thana Committee. There may be coordinating Committee at the thana level consisting of the elected Chairman of all the Union Boards under each thana. It may be called the respective local bodies.

(h) Relations between the local government and the central government The main basis of the relationship should be one of mutual understanding, help and co-operation. The relationship between the central government and the local self-governing bodies should be in the nature of a genuine partnership devoted wholly to the welfare of the people. Wherever and whenever a local self-governing body is found to be seriously wanting or is guilty of very serious charges, it should be dissolved, and fresh election should be held immediately. Lei the people punish it for its faults through elections.

CHAPTER -II
ADMINISTRATIVE SYSTEM

The Secretariat

The Secretariat of the Government of Bangladesh shall consist of the following ministries:

1. Ministry of Defiance
2. Ministry of Finance
3. Ministry of External Affairs
4. Ministry of Food and Agriculture
5. Ministry of Jute
6. Ministry of Commerce and Industry
7. Ministry of Education and Scientific Research
8. Ministry of Public Health

9. Ministry of Transport and Communication
10. Ministry of Fuel, Minerals and Natural Resources
11. Ministry of Community Development, Local Self-Government and Rural Housing
12. Ministry of Home Affairs
13. Ministry of Irrigation and Power
14. Ministry of Law and Parliamentary Affairs.
15. Ministry of Services and General Administration
16. Ministry of Refugee Rehabilitation and Minorities
17. Ministry of Labor, Employment and Social Welfare
18. Ministry of Information and Broadcasting
19. Ministry of Works, Housing and Supply

Secretariat and the detailed structure of the Ministries are given below:

(1) Ministry of Defiance

Functions and Organisation

The ministry of Defiance will be responsible for obtaining policy decision of the Government on defense matters and for securing their implementation by the Services Headquarters. The subjects allotted to it are:

(1) The defense of Bangladesh, and every part thereof, including preparation for defense and all such acts as may be conductive, in times of war, to its prosecution and after its termination, to effect demobilization, also marine surveys and matters concerning dangers to navigation.

(2) Maintenance of Land, Naval and Air Forces and other armed forces of Bangladesh.

(3) Formation of cantonment, delimitation excision of cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution of cantonment boards and the regulation of housing accommodation.

(4) Army, Navy and Air Force works, including ordnance factories.

(5) Acquisition or requisition of property for Defiance Services. Eviction of unauthorized occupants from Government accommodation (Defiance Services)

(6) Bangladesh Agencies and Institutions:

(a) for professional, vocational or technical training for the armed forces personnel

(b) for promotion of special studies or research in relation to Forces, Defiance Science organisation.

(7) Defiance Industries:

The Ministry of Defiance shall function like other ministers of the Government of Bangladesh. The Army Headquarters, the Naval Headquarters and the Air Force Headquarters shall be under the direct control of the Chief of Army Staff, the Chief of Naval Staff and the Chief of Air Staff. In addition to the three Services Headquarters, there are a number of organizations catering to the needs of the three services known as Inter service Organisation. These will be directly administered by the Ministry.

The Ministry will be headed by a Cabinet Minister, who may be assisted by one Deputy Minister and two Parliamentary Secretaries. All policy decisions relating to defense shall be taken by the

(a) Defiance Committee of the Cabinet:

The Chairman of this Committee shall be the Prime Minister and the other members of the Committee shall be the ministers of Defiance, Education and Scientific Research, Home, Finance and Transport and Communication.

The Defiance Committee of the Cabinet deals with all important questions on behalf of the Cabinet relating to Defiance and report to Cabinet such matters as it considers necessary. In the absence of a specific directive from the Defiance Committee, it is the responsibility of the Chairman to determine which of the Committee's decisions should be reported to the Cabinet.

(b)Defiance Minister's Committee (Inter-Service):

Matters which are not important enough to be referred to the Defiance Committee of the Cabinet and concern the three services are decided by the Defiance Minister's (Inter- Service) Committee. The Minister for Defiance shall be the Chairman of the Committee. Other members of the Committee shall be Deputy Secretary for Defiance, the Chiefs of Army, Navy and Air Force. The Deputy Secretary, Ministry of Defiance and the Financial Adviser.

(c) Chiefs of Staff Committee:

This Committee, consisting of the Chiefs of the three Services, is collectively the professional adviser of the Government in military matters.

The Secretariat of the aforesaid Committee is provided by the Cabinet Secretariat.

Secretariat

The Secretariat Staff consists of:

Secretary	:	1
Joint Secretary	:	2
Deputy Secretary	:	7
Under Secretary	:	15
Section officer	:	20

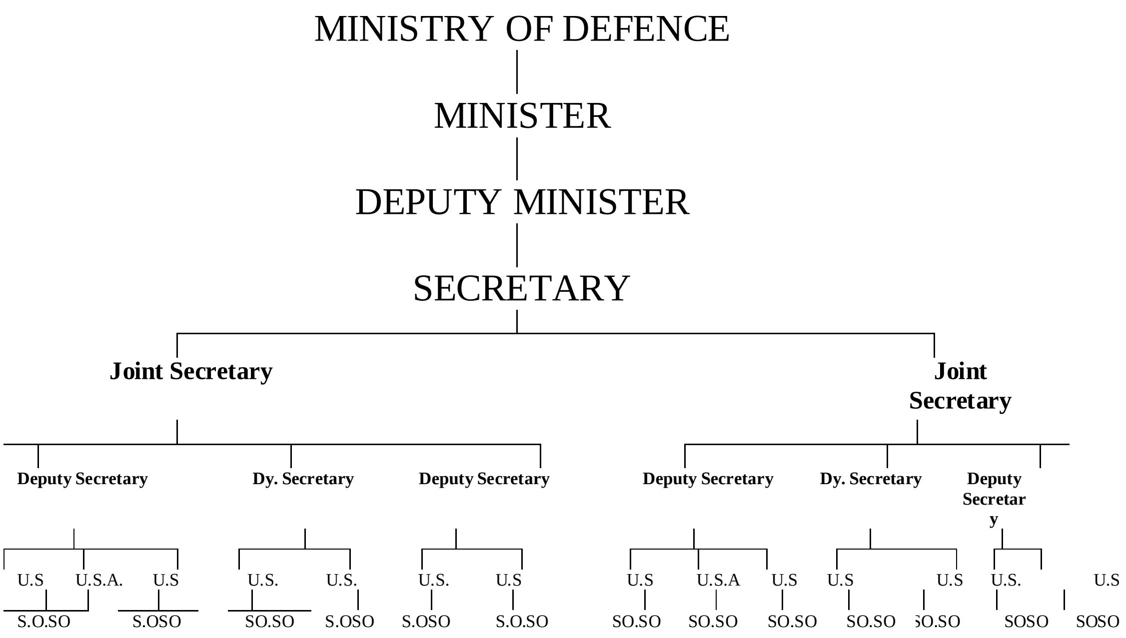
MINISTRY OF DEFENCE
MINISTER
DEPUTY MINISTER
SECRETARY
Joint Secretary
Joint Secretary
Deputy Secretary
Dy. Secretary
Deputy Secretary
Deputy Secretary
Dy. Secretary
Deputy Secretar y
U.S
U.S.A.
U.S
U.S.
U.S.
U.S.
U.S
U.S
U.S.A
U.S
U.S
U.S
U.S.
U.S
S.O.SO
S.OSO
SO.SO
S.OSO
S.OSO
S.O.SO
SO.SO
SO.SO
SO.SO
SO.SO
SO.SO
SOSO
SOSO

The Secretariat of the ministry may be organized into the following branches. The branches will be subdivided into sections:

(1) Ordnance Branch
(2) Adjutant General's Branch
(3) Air Branch
(4) Pay and Pension Branch
(5) General Staff Branch
(6) Co-ordination Branch
(7) Vigilance Branch
(8) Navy Branch
(9) Personnel Branch
(10) Registration Branch
(11) Quartermaster General's Branch
(12) People's Militia Branch
(13) Administrative Branch

Defiance Production Branch

There shall be a Defiance Production Board with the Minister for Defiance as its Chairman, and the Controller-General of defense production as its administrative head. The other members of the Board shall be senior representatives of the three services, a senior representative of the Ministry of Finance, the Director-General, Ordnance Factories, the Scientific Adviser, to the Government of Bangladesh. The main function of the Board is to co-ordinate research, development, and design activities in the State Services relating to Defiance production.

Controller General of Defiance Production

The Chief Executive of the Defiance Production Board and the administrative head of the organisation is the Controller General of Defiance production and it is his overall responsibility to co-ordinate and direct the Defiance research and development activities and the production effect. The Technical Development of the Army also will come under his control.

Army Headquarters:

Army Headquarters function directly under the Chief of Army Staff. It may be divided into the following main branches which are again subdivided into Directorates:

(1) General Staff Branch. This Branch, under the Chief of General Staff, deals with questions relating to military policy, military operations, intelligence, military training and education, organisation and distribution of the Army's inter-communication services and use trials of new weapons and equipments,

(2) Adjutant General's Branch. This Branch is responsible for matters relating to manpower, recruitment and organisation; general policy regarding leave, production,

discriptive, pay and allowances, and pension; general welfare, morale, health, military law, and budget estimates for pay and allowances of all personnel of the Army.

(3) Quartermaster General's Branch. This Branch is responsible for the movements of personnel, stores, equipment; provision, inspection and issue of food stuffs and storage; work policy; accommodation for the Army and connected questions; administration of the military farms, remount and veterinary services, army postal and canteen services fire- fighting services; technical examination of M E S works bills; and administration of civilian 'Q' Services.

(4) Master-General of the ordnance Branch. It deals with the provision, storage, repair, maintenance and issue of all Ordnance stores and equipment including M. T. vehicles, armaments and ammunitions, signal equipment, general stores and clothing for the Army as a whole.

(5) Engineer-in-Chief’s Branch. It is responsible for:

(a) Design, construction and maintenance of all accommodation and works for the three services including dock installations' air fields, military roads, water supply, electricity and lighting services, refrigeration and furniture.

(b) Raising of Engineer Units (including) transportation, bomb disposal and mines clearing units) their technical training, organisation, administration; operational planning and intelligence.

(c) Research, design and development in respect of Engineer equipment, Engineer Plant, demolition explosives, mine detection equipment connected with M E S.

(d) Procurement, holding and distribution of Engineer stores (including Transportation Stores).

(e) Administration of personnel of the M. E. S. and Crops of Engineers.

(6) Military Secretary's Branch. It is responsible for the grant of all types of commissions in the Army, postings, transfers, promotions release, retirement, resignation, and invalidment of all non-medical officers of the Army. It maintains the confidential reports and personal records of all non-medical officers of the Army and provides the Secretariat for the Selection Boards which recommend officers for promotion to senior ranks. This Branch also deals with the grant of honors and awards to Army to civilians.

Commands and Areas:

Under the Army Headquarters, the Army is organized into Commands, each under a G. O. C., of the rank of Lt. General. The command is divided into Areas, each under the command of a G. O. C. of the rank of Major General and the Areas in their turn divided into sub-areas, each under the command of Brigadier. These are static formations, the operational mobile formations corresponding to the Command, Area, and Sub-Area being respectively Army, Divisions and Brigade. In so far as the organisation of active formation is concerned, a Corps Headquarters to command and control two or more Divisions.

Naval Headquarters

The Naval Headquarters controls the administration and operation of all ships and establishments. The Head of this organisation is the Chief of the Naval staff. Under him there will be four Principal Staff Officers and the Naval Secretary as shown below:

(1) Deputy Chief of the Naval Staff. He is responsible for all work in connection with operations, plans, movements, programmes, intelligence, security, communications, hydrography, press and publicity, statistics and works projects. In addition, the Deputy Chief of the Naval staff is the co-coordinator of the work of the other Branches in Naval Headquarters and deputies for the Chief of the Naval staff in his absence.

(2) Chief of Personnel. He is responsible for recruitment, service conditions, training, welfare and discipline of the Naval personnel, appointment of officers and general manning of the fleet. He is also responsible for educational, medical supply, and victualling, pay, pensions and allowances.

(3) Chief of Material. He will be responsible for the provision of ships, weapons and equipment, dockyard facilities and their organisation the acquisition and construction of ships and the production and procurement of all Naval Stores. He is also responsible for the Naval Armament Supply and Ordnance Inspection Organizations and for scientific research and development.

(4) Chief of Naval Aviation. He is, responsible for the general direction and co-ordination of all Naval Air matters including policy operations, staff and material aspects, and the exercise of functional control over the training and administration of Naval Air Units.

(5) Naval Secretary. The Naval Secretary is the head of the Secretariat and is also responsible for all platters regarding recruitment, service conditions, welfare and discipline of the civilians of the Bangladesh Navy, for the co-ordination of the budget, for establishment matters, mail, confidential books, publications and records.

All ships afloat excluding Minesweepers and the survey ships will be controlled through the Flag Officer (Flotilla), Bangladesh Navy.

There will Commodores-in-Charge at Chittagong and Khulna, who will control all shore establishments of the Navy situated in or near these areas.

Air Headquarters

The Air Headquarters will be under the Chief of the Air Staff, who will be responsible for the command, discipline, operation, training, and efficiency of the Air Force. The Air Headquarters will consist of three main Branches, each being under the charge of a Principal Staff Officer of the rank of Air Vice-Marshal or Air Commodore.

(1) Air Staff Branch. This Branch will be under the Deputy Chief of the Air Staff (D.C.A.S.), who controls Air Staff matters. The D. A. C. S. is responsible for the mobility and efficient functioning of the operational units, and for adequate training and Air Staff Planning for the B. A. F. He is also to ensure that signals and intelligence requirements are suitably met for defense, and that the control, direction and conduct of

preparedness, in place, of air operations in war, are adequate and efficient. He is also responsible for the formulation of policy and all problems connected with Reserves and Auxiliary Air Forces.

(2) Personnel and Organisation Branch. This Branch is under the Air Officer, Personnel and Organisation (A. O. P. & O.), who controls the personnel and organisation matters. The A. O. P. & O. is responsible for estimate, establishments, recruitment, postings and promotions of personnel, and for the accounting, medical welfare works requirements of the B. A. F. and legal advice on all matters relating to Air Force Law to ensure good organisation and efficient administration.

(3) Technical and Equipment Branch. This branch is under the Air Officer, technical and Equipment Services (A. O. T. & E. S.), who controls the Technical and Equipment

Services. The A.O.T. & E. S. is responsible for all maintenance facilities, and for the provisioning and stocking of equipment for operational efficiency and preparedness of the Air Force.

The Operational Command has under its control all flying units-Fighter, Bomber, Reconnaissance and Air Transport Squadrons-and signal units. The command is responsible for the front line air defense, and surface support for operational efficiency and readiness of Squadrons and front line units. It is responsible for operational training and preparedness of all crews. Moreover, it is also responsible for the training of paratroopers, mainly of the Army, in the technique of airborne operations.

The Training Command will have under its control all Ground and Flying training units and Ground Training of officers and for the training of airmen joining the B. A. F. in various technical and non-technical trades.

The Maintenance Command will have under its control Repair Depots, all Equipment Depots. Explosive Units, and M. T. Storage unit, maintenance and repair of aircraft and equipment of the B. A. F.

The units that will be under Air Headquarters shall be Air Force Station, Dacca, the Air force Selection Board, and the Proof Ranges. The Air Force Record office and the Air Force Central Accounts office shall be under the direct functional control of Air Headquarters.

Inter-Service Organizations

The set-up of these organizations is briefly stated below:

(1) Office of the Chief Administrative Officer. 'The Chief Administrative Officer shall be responsible for:

(a) All matters connected with the organisation and general administration of gazette and non-gazette staff of the Armed Forces Headquarters and the Inter-Service Organizations, that is, recruitment, promotions, confirmation, reversion, retrenchment, discipline, pay, allowances, leave and welfare.

(b) Office accommodation for the Defiance Headquarters and residential accommodation for Service Officers employed in the Armed Forces Headquarters and the Inter-Service Organizations.

(c) Security measures for Defense Headquarters.

(2) Directorate-General of Ordnance Factories.

The Ordnance Factories shall be controlled by the Director General, Ordnance Factories.

(3) Bangladesh Electronics. The Defense Secretary shall be the Chairman of the Board of Directors. There shall be also a whole time Managing Director to attend to day- to-day administration. The factory will produce wireless and electronic equipment for the Defense Services and the Civil Departments of the Government.

(4) Technical Development Organisation.

This Directorate shall be responsible for the technical research, design development, inspection, technical trials and modification of all weapons, ammunition, A & B Vehicles, Engineering Stores, Electronics, General Stores and Clothing and certain medical stores. The main business shall be the production of weapons and equipment to achieve self- sufficiency.

(5) Defense Science Organizations.

The Government of Bangladesh will have to develop a National Physical Laboratory, the Bangladesh Naval Chemical and Metallurgical Laboratory, and also a Psychological Research Unit.

(6) National Cadet corps Directorate. The Directorate shall be located at Dacca and shall be under the charge of a Director of the rank of Brigadier.

(7) Military Lands & Cantonments Services.

(a) The Director, Military Lands and Cantonments, who will be head of this service, shall be responsible for the administration of the cantonments in Bangladesh and all military lands in and outside cantonments. He shall be responsible for the requisition and acquisition of lands and buildings for the Defense Services.

(b) Lands, Hirings, and Disposals Service.

This service also will be under the control of Director, Military Lands and Cantonments. Its activities will include acquisition of war-time requisitioned lands and buildings, disposal of war-time created assets on such lands and buildings, and payment of compensation for these properties.

(8) School of Foreign Languages. This school will provide training in French, Russian, German, Chinese, Japanese, Persian, Arabic, Burmese, and Spanish.

(9) Director-General, Armed Forces Medical Services Under a Director-General this organisation shall be responsible to develop the Medical Services of the army, the Navy and Air Force.

(10)Combined Inter-Service Historical Section.

This will be a combined organisation of Bangladesh and India to complete the official history of the Second World War with reference to the operations in which the Armed Forces of undivided India took part.

(11) Historical Section (Bangladesh).

This section shall be engaged in compiling the history of the liberation struggle of Bengalees.

(12) Armed Forces Information Officer.

This office shall be under the charge of the Armed Forces Information Officer. Its main functions shall be to keep the public informed about the activities of the 'Defense Services through the medium of the press, radio, television, films and pamphlets.

(13) Armed Forces Film and photo Division.

It will care for the film and photographic requirements of the three services.

(14) Office of the Fire Adviser.

This officer will advise the Defense Services in regard to fire prevention and fire fighting. It will conduct training courses for this purpose.

(15) Director of Military Regulations and Forms.

Director of Military Regulations and Forms shall be responsible for: (a) printing, publications and forms; (b) supply of stationary, office machinery and appliances; and (c) also distribution of decorations and medals to eligible members of the Armed Forces.

(16) Bangladesh Soldiers', Sailors' and Airmen's Board.

It will render assistance to ex-servicemen and their families and also look after the domestic interests of serving personnel, who may be away from their homes.

(17) Resettlement Section.

It will formulate in collaboration with all the Ministries and Departments of the Government, autonomous and semi-autonomous bodies and private organisation, schemes for the rehabilitation of the ex-servicemen in all these organizations.

(18) The Bangladesh Rifles.

They will be under the Ministry of Defense.

(2) MINISTRY OF FINANCE

Functions and Organisation

The Ministry of Finance shall be responsible for the following functions :-

(1) The administration of the finance of the Government of Bangladesh and dealing with financial matters affecting the country as a whole.

(2) Raising the necessary revenues for carrying on the administration and regulating the taxation and borrowing policies of the Government.

(3) The administration of problems relating to banking, currency, and in consultation with the other Ministries concerned, arranging for the proper utilization of country's foreign exchange resources.

(4) Controlling the entire expenditure of the Government in co-operation with other Ministries and departments concerned.

The Ministry shall consist of a Secretariat, attached offices and sub-ordinate offices.

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister, who will be assisted by two Deputy Ministers of Finance and four Parliamentary Secretaries. The Ministry must be adequately strengthened in organisation for the most efficient and expeditious disposal of business.

The Ministry should be organized into the following four Department and three Departments will be further sub-divided into a member of divisions, branches and sections:

(a) Department of Revenue

(b) Department of Expenditure

(c) Department of Economic Affairs

(d) Department of Company Law Administration

Each Department shall be under the control of an Additional Secretary but overall coordination of policy and direction shall be exercised through the principal Secretary.

Minister of Finance

Deputy Minister

Secretary

Additional Secretary Department of Revenue	Additional Secretary Deptt. of Economic Affairs	Addl. Secretary Deptt. of Expen-diture	Addl. Secretary Deptt. of Company Law Administration

Department of Revenue

Additional Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	3
Deputy Secretaries	:	7
Under Secretaries	:	14
Section Officers	:	36

Department of Expenditure

Additional Secretary	:	1
Joint. Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	6
Under Secretaries	:	12
Section officers	:	36

Department of Economic Affairs

Additional Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	6
Chief Economic Adviser	:	1
Deputy Secretaries	:	12
Deputy Economic Adviser	:	1
Asstt. Economic Adviser	:	1
Under Secretaries	:	24
Section Officers	:	48

Department of Company Law & Administration

Additional Secretary	:	1
Joint Secretary	:	1
Deputy Secretary	:	1
Under Secretaries	:	3
Section Officers	:	9

Department of Revenue

The Department of Revenue, which will also functional as a Board of Revenue, deals with the following subjects:

Income Tax, Expenditure Tax, Wealth Tax, Estate Duty, Customs, Excise, Opium and Narcotics, Corporation Tax, Sales Tax, Land Revenue, Stamps, Registration and all other taxes and duties.

The Board of Revenue is a statutory body, constituted under the Central Board of Revenue Act, 1924. In this capacity it has to hear and decide appeals under the customs and excise laws. The organisation will be headed by a Secretary to the Government of Bangladesh, who is also the ex-officio Chairman of the Board of Revenue and is assisted by three members who are also ex-officio Joint Secretaries to the Government of Bangladesh. It will also deal with appeals under land revenue.

There will be two Directorate of Inspection under the Board of Revenue-on for Income Tax Inspection and Investigation and other for Customs and Excises. The Directorate of Income Tax Inspection & Investigation will consist of two wings-(a) Inspection and (b) Investigation. A separate Vigilance Wing may be created in the

Directorate of Inspection, Customs and Excise, for keeping a watch on all corruption and malpractice cases in the Customs and Excise. This wing is responsible direct to the Hoard of Revenue.

The Board also will have under it a Statistical Branch for the compilation of statistics relating to all taxes and duties.

Department of Expenditure

The Department of Expenditure may be divided into the following divisions:

(1) Establishment Division

(2) Civil Expenditure Divisions

(3) Defense Expenditure Division

Establishment Division.

This Division is generally responsible for dealing with matters relating to the interpretation of financial codes, including those embodying rules and regulations relating to pay, allowances, leave, pensions, etc. It also acts a co-ordinating unit for all the departments in establishment matters and general questions relating to wage structure of Government employees are also dealt with in this Division. It also performs certain administrative function in respect of the different departments of this Ministry.

Civil Expenditure Division.

The main functions of this Division are to exercise financial scrutiny of proposals of various administrative Ministries. Normally, this work will be carried through the Financial advisers of the rank of Joint Secretary whose charges are constituted by grouping various Ministries. The Financial Advisers shall be assisted by Attached Financial Advisers of the rank of Deputy Secretary and Under Secretary associated with each Ministry or a wing of Ministry. Proposals involving substantial outlay and of complex character, though initially scrutinized by Financial Advisers, are finally concerned in by a Committee to be known as the Expenditure Finance Committee, presided over by the Additional Secretary of the Expenditure Department, where all officials connected with the proposals concerned arc present. This will be necessary for the expeditious disposal of business.

Defense Expenditure Division

The Defense Expenditure Division shall be under the charge of the Financial Adviser. Defense Services, whose status is that of a Joint Secretary to the Government of Bangladesh. He will have direct access to the Minister of Defense and Finance, and acts as (he Financial Adviser to the Defense Minister, the Chiefs of the Army, the Navy and the Air Force and (he Defense Secretary. He is a member of the various committees in the Defense Ministry presided over by the Minister for Defense and also attends the meetings of the Defense Committee of the Cabinet. This Division is responsible for scrutiny, sanction and accounting of the expenditure of the Defense Ministry and controls the Defense Accounts Department.

Department of Economic Affairs,

The Department of Economic Affairs may be divided into the following divisions, each under the charge of a Joint Secretary. The Economic Division is under the charge of a Chief Economic Adviser.

1. Budget Division
2. Planning Division
3. Internal Finance Division
4. External Finance Division
5. Economic Division
6. Insurance Division

These apart, there may be a separate Division under the charge of a Joint Secretary dealing with subjects such as control of Capital Issues. Stock Exchanges and Finance Corporations, Further, for dealing with problems connected with sales tax. a sales tax unit may be set up in this Division.

(1) Budget Division. This Division is primarily responsible for the preparation of the budget other than the Railway budget. The estimates for Defense Services are scrutinized & compiled by the Defense Division, while the estimates for the posts & telegraph departments will be compiled by the Director-General, Posts & Telegraphs. The estimates relating to other Ministries & Departments of the Government of Bangladesh are compiled by the Budget Division with the assistance of the associated Finance Divisions concerned. The ultimate responsibility for the consolidation of the entire budget & the preparation of its supporting documents shall vest in the Budget Division.

It is also responsible for the following items of work:

(a) Obtaining supplementary grants and appropriations in every session of parliament during the course of the year.

(b) Preparation of the "Ways and Means" estimates, the floating of public loans, promotion of small savings movements, women's savings campaign, administration of the public debt & borrowing by the Government & the administration of the Contingency Fund *of* Bangladesh Rules, including the sanctioning of the advances and their ultimate recoupment to the Fund.

(c) Questions pertaining to audit, accounting procedure, classification of transactions in Government accounts & framing & application of the Teasury Rules.

(d) Work connected with the fixing of the borrowing rate of interest, productivity test rate, interest rates chargeable on the loans sanctioned by the Government, commercial departments and other parties and the Accounts and Audit Reports of the Controller and Auditor-General to the President of Bangladesh before their presentation to the Parliament.

(c) Issuing of standing instructions for maintaining proper control over expenditure during the course of the year and for accepting surrenders of the provision not required by the ministers.

(2) Planning Division. This Division will deal with the work relating to the following subjects:

(a)Financial assistance, including loans and grants for development purposes;

(b) Capital budget consisting of allotment of funds on capital account and control of capital expenditure.

(c)Policy matters relating to the administration of National Sample Survey.

(d) Bangladesh Statistical Institute.

Moreover, it shall function as the coordinating divisions of the Ministry regarding the Central Government's policy in regards to important economic matters. It is also responsible for the scrutiny of schemes relating to the Public Co-operation programme under the Five-Year Plan.

(3) Internal Finance Division. It deals with all matters connected with currency and coinage, the State Bank of Bangladesh and banking, the administration of the mints, the assay office and the Bangladesh Security Press.

(4) External Finance Division. It deals with all aspects of Bangladesh's financial and economic relations with foreign countries. It is responsible for the administration of the exchange control, the execution of payment and other financial agreements, the examination of proposals for foreign investments, the obtaining of foreign loans and for the external financial and economic relations of Bangladesh generally.

This Division may be divided into three wings:

(a) The Exchange Control Wing. It is concerned with ensuring that the expenditure on foreign exchange arising out of such varied items as commercial imports of food grains, contribution to international bodies, etc., is within the total resources available and accruing from exports and other invisible earnings. Further, foreign exchange prospects shall be reviewed periodically by this Division.

(b) The Second Wing. It shall be concerned with the International Monetary Fund and I.B.R.D., including the annual consultation with the international Monetary Fund in regard to the continuance of exchange restrictions.

(c) The Third Wing. It shall deal with all matters relating to Foreign Aid (financial and technical). All Foreign assistance work shall be routed through the Department of Economic affairs, which is responsible for entering into agreements with Foreign Governments, International Agencies and foreign philanthropic organizations.

(5) Economic Division. This Division shall be under the charge of the Economic Adviser, assisted by a Deputy Economic Adviser and a few Assistant Economic Advisers and Research Officers.

The activities of the Economic Division are the following:

(a) Research into and study of important economic, financial and monetary problems.

(b) Preparation and maintenance of statistics relating to balance of payments, balance of trade, currency and coinage.

(c) Study and analysis of foreign economic and financial reports, received from the Bangladesh Diplomatic Missions and Trade Representatives abroad.

(6) Insurance Division. The Life Insurance business shall be nationalized. A Life Insurance Corporation shall be set up. This Division will deal with the Insurance Act.

4. Department of Company Laws and Administration. The Department shall be responsible for the administration of the company law and matters relating to accounting professional department may be organized into a few sections to deal with matters relating to Company investigations, prosecution liquidations and licensing policy. There may be a few regional directorates at Chittagong. Khulna, Rajshahi and Dacca, consisting of a Regional Director, a Company Accountant and a Company Law Solicitor in each region. The main functions of the regional offices are to:

(i) remain in close touch with all the important development of company practices and managements in the country.

(ii) watch the performance of the Registrars of the Companies and advise them in
all matters when such advice is sought.

(iii) watch the progress of enquiries and investigations into the affairs of the companies by the Inspectors appointed for the purpose and keep in touch with
the Lesal Remembrance, the public Prosecutor, and the Police authorities and coordinate activities of Inspectors and the police in the matters of investigation.

(iv) remain in touch with important commercial and industrial developments in the country and the trends of the company management and assist in securing the enforcement of the Company Law systematic and Constant administrative per- suasion.

(v) function as a liaison officer between the company and the Government.

(vi) guide the public and particularly the smaller companies by explaining the correct implications of the Act.

Attached Offices

A brief description of the Attached offices is given below:

(1) Office of the National Savings Commissioner. Dacca.

This office should work on a district basis and would be controlled by a Central office at Dacca, under the charge of the National Savings Commissioner. I he whole organisation aims at including the habit of thrift amongst the masses to the Government.

(2) Bangladesh Security Press (including Currency Note Press & Central Stamp Stores to be set up).

The Government of Bangladesh notes, postal and other Stamps, postal stationary and miscellaneous items, such as excise banderoles, will be printed at these press.

(3) Government of Bangladesh Mint (to be set up at Dacca). The main functions of the Mint shall be:

(a) minting, casting, stamping and refining of gold and silver bullion from Bangladesh mines, banks, bullion merchants and the general public.

(b) manufacture and repairs of note-punching machines for the State Bank of Bangladesh

(c) manufacture and verification and adjusting of standard weight and measures.

(d) manufacture of stamp office dyes, government seals, etc.

(e) striking of medals, campaign stars and badges.

(4) Assay Department. It shall be mainly responsible for the work ofassaying of gold and silver and of counterfeit coins, etc., for the Government Departments and public bodies and individuals.

(5) Office of the United Nations Technical Assistance Board. Dacca.

The main functions of this office are as follows:

(a) To assist and advise the Government regarding the presentation of technical assistance requests, which they wish to submit to organisation, taking into the relative urgency of the specific projects within the economic development programme and policies of the Government.

(b) To advise the Technical Assistance Board and the organisation concerned on request for and programmes of technical assistance in Bangladesh: to negotiate with the Government on technical assistance programmes on behalf of the organizations and assist these organizations in such other negotiations with the Government at policy level, as may be necessary.

(c) To assist and ensure the effective rendering of technical assistance by the various organisation and in harmonizing the activities of experts and specialists provided by these organizations with a view to assuring and developing the well-balanced and coordinate technical assistance programme in Bangladesh.

(d) To co-operate with the coordinating machinery, set up by the Government of Bangladesh, for facilitating reference of technical assistance.

(c) To make available to the experts such administrative services as may be specifically requested, including payment of allowances to the experts out of the funds received from the Government or from the organizations.

(f) To assist the Government on the selection of candidates for fellowships and scholarships.

(g) To maintain in all matters pertaining to technical assistance the most effective liaison with the Government on the one hand and the organisation on the other.

(6) Directorate of Inspection and Investigation (Income-Tax).

The Directorate will have a separate organisation under it to collect and distribute to various income-tax offices, through-out Bangladesh, information regarding payment made to contractor’s receipt of large dividends and all transactions of similar nature. Some of the functions of the Director of Inspections (Income- Tax) shall be as follows:

(i) Overall supervision of the technical work, done in the Commissioners' Charge.

(ii) Compilation of all-Bangladesh Progress Report of assessment and collection and their comparison with the budget estimates.

(iii) Consideration for action the various suggestions for effecting economy and proficiency in procedure generally.

(iv) Maintenance of close watch on and taking steps to deal with the areas of assessment and collection in respect of circles other than those within the jurisdiction of the Investigation Wing.

(v) Devising and administering systems of training for various classes of officers, both gazette and non-gazette.

(vi) To organise and conduct the Departmental examination for gazetted and non-gazetted staff in consultation with the Board of Revenue.

(vii) To work on the committee to implement the provision of Double Taxation Advance Agreement between India and Bangladesh.

(viii) To inspect the offices of the appellate Assistant Commissioners with a view to suggesting measures for speedy disposal of appeals.

(ix) To advise the Board of Revenue on matters arising out of the measures for financial integration and other congnate matters.

(x) To advise the Commissioner of Income-Tax in the matter of creating new circles.

(a) Investigation Wing.

It will undertake study and scrutiny of cases, or groups of cases involving large scale tax evasion As a central organisation at Dacca it will maintain close contact and liaison with other authorities, and collects information. It also helps the officers in conducting investigation and offices necessary technical advice in those cases. It will also deal with the cases of corruption amongst offices of the Income-Tax Department.

(7) Directorate of Inspection-Customs and Excise.

It functions as an agency for executive audit by inspecting the working of the administrative formations connected with excise and customs and ensuring proper assessment and realization of revenue.

The Directorate is mainly responsible for the following matters:

(a) inspecting and reporting on practical operation of the Customs (including Land Custom) and excise Acts and rules, and all matters pertaining thereto; detecting and remedying defects wherever they may be found; coordinating and assimilating procedure; suggesting improvement of the organisation of the Customs and Excise Department and advising the Board of Revenue on customs and excise problems.

(b) compilation and maintenance of up-to-date and complete codes of instructions for the Customs and Excise Department, including excise procedure for the information of the general public.

(c) devising a system of training and conducting Departmental examination for various grades of officers in the Customs and Excise Departments in accordance with the orders of the Board of Revenue, etc.

There may be a few regional units of the Directorate of Inspection.

(8) Directorate of Revenue Intelligence.

It shall deal with the work relating to the study of information on smuggling activities and the development of all anti-smuggling measures on an all-Bangladesh basis.

Subordinate Offices

The Subordinate offices of the Ministry will be the following:

(1) Offices of the Regional Directors of Companies.

(2) Offices of the Registers of Companies at Dacca, Chittagong, Rajshahi and-Khulna..

(3) Collectors of Customs, Dacca, Rajshahi, Chittagong and Khulna.

The main functions of the Customs Houses are to levy and collect the Customs duties by assessing the goods coming into or going out of Bangladesh. Moreover, they administer the various restrictions and prohibitions, under various acts on the Import and Export of goods. All the Customs Houses are under the direct supervision of the Board of Revenue. Each customs officer is under the charge of a collector bf customs. The collection of customs duties at all other minor ports and at land frontiers is looked after by the Excise Department.

(4) Collectors of Excise, Chittagong, Khulna and Dacca and Rajshahi.

The collectors of excise are responsible for the collection of excise duties build by the Government and for the collection of customs duty are Land frontiers and at all ports except Chittagong and Khulna.

(5) Income-Tax Department.

The administrative set-up of the Income Tax Department is divided into various district units, each under the charge of a Commissioner. These units deal with

cases or classes of cases, in which systematic evasion of tax is suspected or special scrutiny of account is considered necessary. These cases may be specifically assigned to them by the Board of Revenue.

(6) Statistical Branch (Income-Tax).

It is responsible for work relating to the compilation of Income-Tax statistics, the total income and tax paid by various classes of persons, the classification of income under kinds of business, trade, industry, profession.

(7) Statistics and Intelligence Branch (Excise).

The statistics and Intelligence Branch is mainly responsible for the collection, tabulation and interpretation of statistics relating to the various central excise commodities. Essential statistics, relating to the customs duties build on several articles, subject to customs tariff, are also compiled by this branch.

(3) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

Functions and organisation

The Ministry of External Affairs will be responsible for work connected with the following subjects:

(1) Foreign Affairs

(2) Diplomatic and Consular representation; Bangladesh Foreign Service; Bangladesh Foreign Publicity

(3) United Nation Organizations; international conferences, associations and other bodies

(4) Treaties and agreements with foreign countries

(5) Foreign jurisdiction and extradition

(6) Emigration from Bangladesh, passport and Visas and pilgrimage to place outside Bangladesh.

(7) The ministry will be responsible for the administration of certain Acts.

The Ministry will consist of a Secretariat and a few subordinate offices. After head of the Ministry will be the Foreign Minister, and may be assisted by the Deputy Minister and Parliamentary Secretaries.

Secretariat

The Secretarial shall consist of:

Secretary	-	1
Additional Secretary	-	1
Additional Commonwealth Secretary	-	1
Joint Secretaries	-	3 or4
Deputy Secretaries	-	10 or 15
Under Secretaries	-	20
Section Officers	-	25 or 30

A chart indication the nature of the Secretariat is given below:

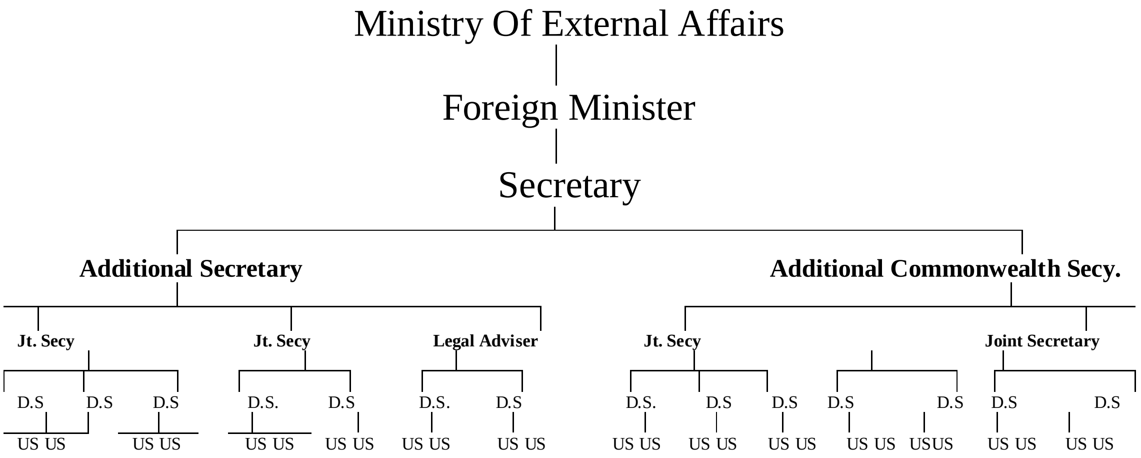

The Ministry will have a few sections, some of which will be administrative and others territorial and technical. These sections may be grouped into the following divisions.

(1)	American Division	:	Countries of North and South America Foreign Aid
(2)	Indian Division	:	
(3)	Western Division	:	The United Nations & Europe (excluding the U.k and U.S.S.R. & Eastern European countries)
(4)	Eastern European Division	:	U.S.S.R. Eastern European Countries Foreign Aid
(5)	Commonwealth Division	:	U.K. Canada. Australia. New Zealand and other Commonwealth countries.
(6)	South East Asian Division	:	Japan Indonesia. China. Vietnam. Korea. Burma. Philippines. Thailand & Malaya.
(7)	Middle East and Africa	:	Division: Sudan. Egypt. Saudi. Arabia. Libya. Morocco. Jordan. Iran. Turkey and all other African Countries.
(8)	Protocol Division	:	Protocol. Consular work and Emigration.
(9)	Administration Division	:	Administration. Personnel. Housekeeping at Headquarter and Bangladesh Mission abroad. Establishment matters. Budget and Accounts. General Administrative matters. and Parliamentary work.
(10)	External Publicity Division	:	
(11)	Foreign Service Inspectorate and abducted persons.		
(12)	Historical Division		

Bangladesh Missions Abroad, Permanent Representative at the Head quarters of the United Nations.

Subordinate Officer.

(1) Emigration Establishment

(4) MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

The Ministry shall consist of the following two departments:

(a) Department of Food, and

(b) Department of Agriculture

Department of Food:

Functions and organizations.

The Department of Food shall be responsible for the following functions:

(a) Procurement of food grains for civil and military requirements:

(b) Distributions of imported food grains

(c) Co-ordination, planning and guidance in regard to food policy for the country as a whole

(d) Regulating import and export of food grains

(e) Storage Facilities

Secretariat

The Secretariat Staff consists of:

Secretary ...	1
Joint Secretaries...	2
Deputy Secretaries...	3
Under Secretaries...	9
Section Officers- Administrative Officers.	39

The Department of Food shall consist of the following branches:

(1) Policy and basic plan (2) Distribution

(3) Movement Directorate (4) Imports

(5) Storage and Inspection (6) Ports and Depots & Sales Depots.

(7) Budget and Finance Co-ordination, and (8) Army Purchase Organisation.

Attached Offices:
Directorate of Sugar

(a) Sugar Technical Section.

(b) Sugar Development Council Section.

(c) Co-operative Factories Section.

(d) Sugar Control Section.

Subordinate Offices

(1) Offices of the Regional Director, Food, Dacca & Rajshahi.

Department of Agriculture.

The Department of Agriculture shall be responsible for the following function:

1. Agricultural production.
2. Agricultural Research. Education and Extension.
3. Animal Husbandry. Fisheries and Forestry.
4. Fruit and Vegetable Products Industry.
5. Agricultural Economics and Statistics:
6. Agricultural Development.

7.Liaison with the Food and Agricultural Organisation of the U.N. and other International organisation and technical and economic aid in Agricultural Sector.

8. Procurement & Distribution of Fertilizers.
9. Agricultural Marketing.
10. Co-operation.
11. Land Reclamation.
12. Tube well &: Minor Irrigation.
13. Soil Conservation.

A brief description of some of the important functions of the Department is given below:

1. Agricultural production.

A vigorous campaign for growing more food to attain half-sufficing in food must be started immediately on the narrow of independence. It will occupy a place of capital importance in the Five Year Plan that will be put into execution after independence. The food productions scheme will be made after a thorough and careful assessment of the whole position. Necessary inputs will have to be provided for and arrangement must be made against flood. The whole problem who have to be tackled on a war footing. A similar programme on a modest scale can be started in the liberated areas.

2. Agricultural Research, Education & Extension.

Research & Extension Services will be carried through Various agencies.

3. Commodity Committees. Research & extension in the field of agriculture will be conducted through various committees. The committees will make grants for this purpose.

4. Bangladesh Jute Committee. Research & Extension Service in the field of Jute will be conducted through this committee which will be a high-powered body.

5. Similarly committees will be set up for the same purpose in regard to tobacco, coconut, betel nut. Oil seeds, etc.
6. Bangladesh Sugar Committee
7. Bangladesh Tobacco Committee
8. Agricultural Extension
9. Animal husbandry. Fisheries & Forestry
10. Agricultural Economics & Statistics
11. Agricultural Development activities in agriculture will be under taken through various offices.
12. Liaison with the FAO. UN & other International Organizations & Technical & Economic Aid in the agricultural sector.
13. Procurement & Distribution of Fertilizers.
14. Agricultural Marketing
15. Co-operation
16. Land Reclamation
17. Tube well & Minor Irrigation.

Attached Offices:

1. Bangladesh Council of Agricultural Research. The Council shall function through the following organs:
    a) Governing Body
    b) Standing Finance Committee
    c) Advisory Body
    d) Board of Research
    e) Scientific Committees
    f) Regional Committees
2. Directorate of Economics and Statistics
3. Directorate of Marketing and Inspection
4. Directorate of plant Protection, Quadratic and Storage
5. Directorate of Extension and Training
6. All the Provincial Directorates will be incorporated into this scheme.

Subordinate Officers:

1. Bangladesh Veterinary Research Institute
2. Bangladesh Agricultural Research Institute. Dacca
3. National Dairy Research Institute

4. Marine Fisheries Research Station
5. Inland Fisheries Research Station
6. Deep Sea Fishering Station. Chittagong
7. Fisheries Technological Research Station
8. Rice Research Institute
9. Potato Research Institute
10. Jute Research Institute
11. Sugarcane Breeding Institute
12. Institute of Sugarcane Research, Rajshahi
13. Bangladesh Mechanized Firm
14. Tea Research Institute
15. Exploratory Tube wells Organisation
16. Forest Research Institute
17. Dacca Zoological Park
18. Soil Conservation Centers.

State Undertakings:

1. Bangladesh Agricultural Development Corporation
2. Bangladesh Fisheries Development Corporation
3. Bangladesh Forest Development Corporation

(5) MINISTRY OF JUTE

Jute occupies a place of capital importance in the economy of Bangladesh. It is the mainstay of her economy. It is the biggest foreigner exchange earner. By virtue of its position, it deserves a full-fledged ministry.

Functions and Organisation

The Ministry shall be responsible for the following activities:

(i) Basic policy and plan about the production of jute;

(ii) Acreage under jute;

(iii) Assessment of foreign markets and domestic consumptions;

(iv) Improvement of the quality of jute and greater yield per acre;

(v) New uses of jute;

(vi) Interest of the jute growing.

Secretariat:

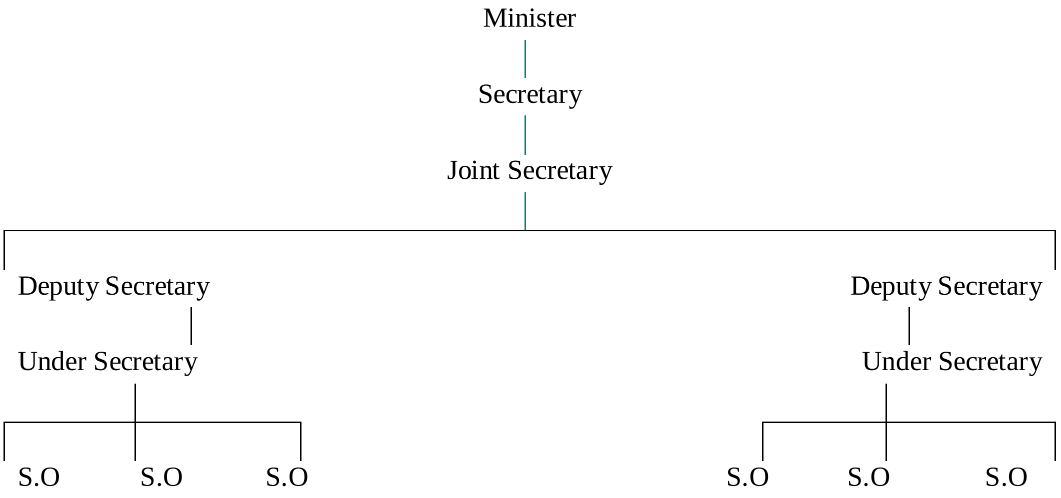

Attached Institutions:

1. Central Jute Committee
2. Jute Research Institute
3. Jute Seed Multiplication Farm

Sate Undertaking:

1. State Jute Trading Corporation Farm.

The Awami League Government is committed to the nationalization of Jute trade. including its domestic purchase and sale, as well as its exports. It aims at the elimination of parasitic middlemen and exploitation of growers. It will ensure fair price to the jute growers. A law is to be enacted to set up the corporation.

2. Jute Marketing Corporation.

(6) MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Functions and Organizations

The Ministry of Commerce and Industry shall be concerned with work connected with foreign trade, control over import and exports, export promotion, negotiation of trade treaties, determination of tariffs, commercial representation in overseas countries and participation in international trade fairs and exhibitions. It will also regulate internal trade and commerce, trademarks, patents, standards, standardization of products, forward markets and price contest. Almost the entire field of privately-owned industries and industries of the public sector, including small scale industries, viz, those relating to tea

and rubber, etc.. are under the charge of this Ministry. In addition, it is also responsible for helping Producers to increase their output and for accelerating the pace of the industrial development of the country; at the same time, in the interest of the consumer, it has to exercise control over production, distribution and pricing of the essential commodities, including chemicals and cement.

The Ministry of Commerce and Industry consists of a Secretariat a few attached offices and subordinate offices. The Ministry shall have under its control a large number of state undertakings. Boards, a commission, a committee and the Bangladesh standards Institution. The Ministry is headed by a Cabinet Minister for Commerce and Industry, who Mill be assisted by two Deputy Minister-one for Commerce and the other for industry.

Secretariat:

Secretary	:	1
Additional Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	6
Chief Industrial Adviser (Ex-officio Joint Secretary)	:	1
Development 111 Com missioner (Small Industries) & Ex-officio Joint Secretary	:	1
Textile Commissioner & Ex-officio Joint Secretary		1
Chairman (Bangladesh Handloom Board) & Ex-officio Joint Secretary	:	1
Chairman (Tea Board)	:	1
Deputy Secretaries	:	13
Under Secretaries	:	26
Section Officers	:	78

Attached Offices*:*

A short description of the Attached Offices of the Ministry of Commerce and Industry is given below:

(1) Office of the Chief Controller of Exports and Imports. Dacca. This Office under the charge of a Chief Controller of Exports and Imports is primarily responsible for the execution of the various policies of the Government of Bangladesh in regard to exports & import's. It will have branch offices in Chittagong. Khulna. Rajshahi & Dacca.

(2) Office of the Economic Adviser to the Government of Bangladesh.

The Economic Adviser to the Government of Bangladesh, assisted by his staff, renders technical advice to the Ministry, on all economic matters. He collects, studies &

interpret various economic data & information having a bearing on foreign trade & commerce. He also compiles the official index numbers of prices in Bangladesh, conducts investigation in respect of prices, effect of tariffs, employment situation, foreign trade & industrial productions, and advises the ministry in all economic, commercial & industrial matters.

(3) Development Wing, Dacca.

The main responsibility of this Wing is to deal with the problems of planning & development of large & medium scale industries, with some exceptions, like textile & sugar. The Development Wing is the principal body of the Government of Bangladesh in planning, regulating and maintaining statistical data for the industrial development of the country. Its major functions may be classified as follows:

1) Planning the development of industries to secure a well-balanced and properly coordinated pattern of industrial economy with a view to:

(a) secure increased production of those articles and commodities to meet the country's demand:

(b) diversify production activities to meet the country's requirements in various sectors:

(c) to ensure improvement in quality and maximum economy in the cost of production:

(d) arrange for the supply of technical know-how and foreign collaboration, where necessary, by taking advantage of the facilities offered by various international bodies and foreign foundations:

II) scrutiny of application, received under the Industries (Development &Regulation) Act. for establishing new industrial units for substantial expansion of existing production units and following up of their progress to ensure effective implementation of development plans:

III) examination of sectors seeking financial and other forms of assistance such as Loans from the Government and Industrial Development Bank. Tariff protection, regulation of import and export duties and quotas;

IV) assistance to industries in the procurement of raw materials like steel and cement, capital goods, fuel and electric power, transport facilities, etc.:

V) making recommendations regarding:

(a) formulation of half-yearly import and export facilities :

(b) grant of licenses for import of raw materials capital goods, etc., to applicants:

(c) allotment of pig-iron and steel to various industrial units:

(d) training of technical personnel overseas:

(VI) issue of:

(a) licenses for the import and export of machine tools ;

(b) certificates of exemption from payment of customs duty on scientific equipment and appliances not manufactured in Bangladesh ;

(VII) investigation and development of indigenous sources of supply of stores imported from abroad;

(VIII) collection and compilation of industrial data relating to installed capacity, actual production, employment position, stocks, prices, etc.

(IX) Technical assistance to other ministries such as steel mines, fuels, finance, education, the planning commission, etc., and

(2) Deputy Chief Controllers of Imports and Exports.

They assist the Chief Controller of Imports and Exports in the discharge of his functions.

(3) Office of the Chairman, Tariff Commission, Chittagong

The Tariff Commission shall consist of a Chairman and three members. It is a statutory and quasi-judicial body and has wide powers. Its primary purpose is to examine all cases of protection to industry. It is empowered to consider claims of protection not only from established industries but also from industries which have not started production but which are likely to do so, if granted suitable protection. It is also empowered to consider the question of the grant of protection to agricultural industries. The Commission may be granted wide discretion both in regard to general principles relating to the fixation of tariffs and the principles relating to the application of protected industries. The Commission may be given freedom to decide the duration of protection according to the requirement of each industry.

(4) The office of the Registrar of Trade Marks.

This office is headed by a Registrar who is assisted by his staff.

It is mainly responsible for:

a) registration of trade marks after due scrutiny of the applications filed for registration:

(b) maintenance of a register of all the registered trademarks and recording all subsequent entries with regard to change in the proprietorship of trademarks, assignments, etc.

(c) rendering advice to the Government of Bangladesh on all matters relating to trade marks in general.

(5) Office of the Custodian of Enemy Property.

This organisation is responsible for the administration and disposal of enemy assets and for the release of assets, which are due to be returned to persons and concerns in

countries formerly occupied by the belligerent powers. The custodian will be concerned with the registration and processing of claims of the Bengalis in enemy and enemy occupied territory.

(6) Office of the Director-General, Commercial Intelligence and Statistics, Dacca. The Director-General, who is the head of this office, is responsible for the compilation and publication of trade and shipping statistics of various kinds, and for commercial intelligence work.

(7) Office of the Controller of Patents and Designs, Dacca. Its main functions are:

(a) to grant patent for inventions after examination of the applications for each patent;

(b) to register industrial designs;

(c) to issue an annual publication giving information regarding the patents granted; and

(d) to advice the Government of Bangladesh on technical matters relating to patents and designs.

(8) Sericultural Research Station Rajshahi.

It will conduct experiments and research in the various branches of the Sericulture industry.

State Undertakings:

1. National Small Industries Corporation
2. State Trading Corporation

Foreign trade in particular export and import of the major commodities such as cotton, iron and steel products, coal, food grains, cement and fertilizer shall be nationalized. A law is to be enacted to set up State Trading Corporation to deal with these commodities stated above.

3. Bangladesh Industrial Development Corporation
4. Bangladesh Cottage Industries Corporation.

Boards:

1. Bangladesh Tea Board
2. Bangladesh Cotton Board
3. Coir Board
4. Silk Board

(7) MINISTRY OF F.DUCATION & SCIENTIFIC RESEARCH

The Ministry of Education & Scientific Research shall comprise the following Departments:

(1) Department of Education

(2) Department of Cultural Activities and Physical Education

(3) Department of Scientific Research & Technical Education.

Functions & Organisation

The Department of Education shall be responsible for the following

1. University Education
2. College Education
3. School Education
4. Basic, Social & Secondary Education
5. UNESCO, Publication Information & Statistics.

6.Scholarships-all kinds of Government scholarships, National Fellowships Schemes, Practical Training stipends scheme, Research Scholarship for research in science, technology, social sciences and arts-Colombo Plan Scholarship Scheme-United Nations and UNESCO Scholarships and Fellowships-Foreign Institutions, Organizations, Scholarships and Fellowships.

The Department will be headed by Deputy Minister who will function under the overall control and direction of the Cabinet Minister for Education and Scientific Research.

Secretariat:

(Department of Education and cultural activities and Physical Education):
The Secretariat staff comprises

Educational Adviser & Secretary	:	1
Joint Educational Adviser & Joint Secretary	:	1
Joint Educational Advisers	:	2
Adviser, National Discipline Scheme	:	1
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	16
Deputy Educational Advisers	:	6
Assistant Educational Advisers	:	16
Director (Bureau of Educational & Vocational Research)	:	1
Director (Bureau of Text Book Research)		1
Education Officers	:	15
Section Officers	:	50

The Department of Education shall consist of the following Divisions

(1) Administration Division

(2) Basic and Social Education Division

(3) Secondary Education Division

(4) Scholarship Division

(5) UNESCO, Publication, Information and Statistics

Attached Offices:

1. Directorate of Public Instructions

Subordinate Offices:

Institute of Education, Dacca-research projects in education & Psychology-teacher training & other courses leading to higher degrees at the postgraduates level in education & psychology.

2. Training Centre for Adult Blind.
3. National institute of Basic Education to conduct research in basic education & to import advanced training in basic education to inspectors, administrators & other higher personnel in education.
4. National Fundamental Education Centre, Dacca-Social Education, Overseas Education Department.

Autonomous Body
Social Welfare Board:

Department of Cultural Activities & Physical Education:

Functions & Organisation

The Department shall be responsible for the following functions:

1. Cultural Activities;
2. Physical Education and Recreation. Games & Spoils, Youth Welfare; The Department shall consist of the following Divisions:

1. Cultural Division
2. External Relation Department, and
3. Physical Education Division.

Attached Office:

1. The Department of Archaeology, Dacca

Subordinate offices:

1. Department of Anthropology, Comilla
2. National Library, Dacca
3. National Archives of Bangladesh, Dacca
4. National Gallery of Modern Art, Dacca
5. National Museum, Dacca
6. Bangladesh War Memorial Museum, Dacca

Department of Scientific Research & Technical Education:

Functions and Organisation

The Department shall be responsible for the following subjects:

1. Scientific Research Survey.
2. Technical and Scientific Education.

The Department shall act as the administrative link between the Government and organizations mentioned below:

1. Council of Scientific and Industrial Research
2. Bangladesh National Scientific Documentation Centre
3. National Research Development Corporation.

The Department of Scientific Research and Technical Education shall be under the charge of a Deputy Minister who will function under the overall centers and direction of the Cabinet Minister for Education and Scientific Research.

Secretariat:

The Secretariat staff consists of:

Additional Secretary	1
Educational Adviser & Ex-officio	
Joint Secretary	1
Deputy Secretaries	2
Deputy Educational Adviser	1
Under Secretaries	4
Assistant Educational Adviser	4
Technical Officer	.....
Education Officer	.....
Senior Scientific Officer	2
Assistant Education Officers	2
Section Officers	15

Subordinate Offices:

1. Bangladesh Institute of Mine and Applied Geology
2. Survey of Bangladesh, Chittagong
3. Botanical Survey of Bangladesh, Rajshahi
4. Zoological Survey of Bangladesh, Mymensingh
5. Board of Geophysics, Dacca
6. National Atlas Organisation, Dacca
7. Dacca Polytechnic, Dacca
8. Bangladesh Institute of Technology, Sylhet
9. Regional Offices of the Ministry of Education & Scientific Research, Dacca, Rajshahi, Chittagong & Khulna.

(8) MINISTRY OF HEALTH

Functions and Organisation

The Ministry is responsible for the following functions:

a) Administration of Health Institutions;

b) Promotion of Medical Research, regulation and development of medical, pharmaceutical, dental and nursing professions and laying down the standards of education for these professions;
c) Promotion, of medical education;
d) Promotion and expansion of health services in the whole of Bangladesh;
e) Establishment and maintenance of drug standards and prevention of adulteration and food;
f) Promoting investigations into particular health problems;
g) International Health Relations and the administration of poet quarantine.

Administrations of Health Institutes:

The Ministry of Health shall be responsible for the administration of the following health institutions:

1. All Government Hospitals in Bangladesh
2. Medical Research Institute, Feni,
3. Bangladesh Institute of Public Health, Chittagong
4. College of Nursing, Dacca
5. Medical Stores organisation
6. Drugs Control Organisation
7. Drugs Laboratory, Dacca
8. B.C.G. Vaccine Laboratory, Khulna
9. Bangladesh Institute of Medical Sciences, Dacca (to be set up)
10. Contributory Health Services Scheme, Dacca
11. Bangladesh Cancer Research Centre, Faridpur
12. Institute of Research in Indigenous Systems of Medicine, Rangpur.
13. Institute of Mental Health, Pabna
14. Leprosy Institute, Dinajpur
15. V. D. Training Centre, Dacca

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister

The Secretariat staff comprises:

Secretary	1
Deputy Secretaries	6
Under Secretaries	12
Section Officers	24

The Secretariat of the Ministry shall be organised into the following divisions:

1. Planning, Hospital and Drugs Division
2. Medical Division
3. Local Self-government and International Health Division

4. Housekeeping Division.

Attached Offices:

1. Directorate-General ***of*** Health Services, Dacca.

Subordinate Offices:

1. Research Institute, Dacca
2. Institute of Public, Health, Feni
3. Malaria Institute of Bangladesh, Dinajpur
4. Serologist and Chemical Examine to the Government of Bangladesh, Barisal
5. Antigen Production Unit, Noakhali
6. Hospital for Metal Diseases, Pabna
7. College of Nursing, Dacca
8. Medical Stores Organisation
9. Seaport and Airport Health Organisation
10. Drugs Control Organisation
11. Drugs Laboratory, Mymensingh
12. B. C. G. Vaccine Laboratory, Comilla
13. Civil and Military Dispensary
14. X-Ray Installation, Mymensingh.

(9) MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

The Ministry shall consist of the following departments:

(a) Department of Railways;

(b) Department of Road Transport; and

(c) Department of Civil Aviation and Communication

Department of Railways

Functions and Organisation

The Railway Board shall function as a Ministry of the Government of Bangladesh. The Minister for Transport and Communication shall be in charge of this Department, and is assisted by three Deputy Ministers, each in respect of the above Departments.

The Railway Board shall consist of a Chairman and four members, one of whom is the Financial Commissioner. Three other members of the Railway Board shall be in charge of separate portfolios—Staff, Transportation and Engineering.

The Chairman is the ex-officio Secretary to the Government of Bangladesh in the Ministry of Railways and is solely responsible under the Minister for arriving at decisions on technical and other matters and advising the Government on matters of Railway policy. All policy and other matters shall be put up to the Minister through him.

Financial Commissioner for Railways:

In his capacity as ex-officio Secretary, the Financial Commissioner for Railways is vested with full powers of the Government of Bangladesh to sanction railway expenditure. No proposals involving expenditure or affecting revenues can be sanctioned without his prior concurrence.

Other Members:

Members in charge of staff, transportation and engineering shall be responsible for dealing with all aspects of Technical subjects under their charge.

The constitution of the Railway Board should give it freedom in shaping and carrying out Railway policy to enable it to treat Railways as a national undertaking to be developed on commercial lines.

The members of the Railway Board shall be assisted by Directors and Joint Directors. There shall be a Secretary of the Railway Board with the status of a Director.

The Secretariat establishment shall be more or less in conformity with the pattern of the Civil Secretariat but the conditions of the service of the staff of the former are principally linked up with those obtaining for Railway servants.

Attached Office:

Research, Design and Standardization Organisation.

The principal aim of this organisation is to promote progressively standardization of rolling stock, track, bridges, structures and all equipment used on the Bangladesh Railways in accordance with the changing conditions and as a result of practical experience. It shall be responsible for the preparation and supply of Bangladesh Railway Standard. Drawings and specifications for an equipment and material used by the Railways in Bangladesh. The work relating to the inspection of locomotive boilers shall also be conducted by this Office. It shall also perform all the functions of foreign consulting engineers as specialists for designs, etc. in various branches of Railway Engineering. It also has an Architectural Wing which deals with all the architectural designs requires by the Railways.

The Railway Testing and Research Centre shall deal with investigation and problems of research pertaining to Civil, Mechanical and Electrical Engineering as also Metallurgical and Chemical Research. Research on a concrete and building and research and tests on bridges structures and track shall also be varied out by the organisation. It also provides information service which publishes bulletins and summaries of important research conducted in Bangladesh and abroad. It will publish the Bangladesh Railway Technical bulletin and other technical Railway papers.

Subordinate Offices:

(1) Railway Rates Tribunal.

A Railway Rates Tribunal with mandatory powers needs to be seat Chittagong. An Act will be necessary for this The functions of the Tribunal shall be to hear and decide complaints against the Railway Administration in respect of undue discrimination;

quotation of unreasonable rates refusal to quote station to station rates, etc. In addition, the tribunal shall be assigned the work of dealing with complaints in connection with the exercise of revisionary powers of General Managers in regard to cases of removal from service and dismissal of Class III employees.

(2) Railway Service Commission.

It will conduct selections for the recruitment of Class III employees for the different units. This will be done at Rajshahi, Chittagong, Khulna and Dhaka.

(3) office of the Railway Liaison Officer with the Director General of Supplies and Disposal.

(4) Railway Staff College, Chittagong.

The Railway Staff College shall be established for importing specialized technical training to Railway Offices. It shall provide courses of training on general railway working to Probationary Officers & also refreshers courses for Junior Officers. Besides, it arranges periodically special lectures on selected subjects by lecturers who have specialized in their line, mainly for the benefit of Senior Officers.

Department of Transport

The Department shall be responsible for the following subjects:

(a) Road Transport & Road Development,

(b) Major Ports

(c) Tourism.

(a) Road Transport. The major functions under this head shall be to laydown principles for taxation of motor vehicles and for the regulation of road transport all over Bangladesh, including registration of motor vehicles, licensing of drivers and conductors, safety pleasures, insurance of motor vehicles against third party risks, nationalization of road transport, etc. I shall deal with all the Acts in this field.

Road Development

The Government shall be dealing with the following subjects relating to roads:

(i) Highways declared by Parliament or under law made by Parliament, to be

National Highways.

(ii) Other Roads covered by the Government grants.

(iii)Road communications declared to be of national or military importance.

Ports.

Development, expansion and modernization of the ports at Chittagong & Khulna.

Maritime Shipping & Lighthouses.

Inland Waterways & Inland Water Transport.

This has been so far neglected in Bangladesh. It should be developed, expanded and modernized as the main arteries of communications in Bangladesh.

Tourism.

Tourist traffic from abroad, exsides promoting international good will is an important means of earning foreign exchange. Adequate attention needs to be paid to this.

The Department of Transport consists of a Secretariat and a number of subordinate offices.

Secretariat:

The Secretariat consists of:

Secretary & Director General of Shipping	:	1
Development Adviser & Ex-officio Joint Secretary	:	1
Consulting Engineer (Road Development) & Ex-officio Joint Secretary	:	1
Deputy Secretaries	:	6
Under Secretaries	:	12
Section Officers	:	24

Subordinate Offices & other units:

1. Director-General of Shipping, Chittagong.

It shall deal with all matters connected with the execution of the policy of the Government affecting merchant shipping & navigation administration of the merchant shipping laws, rules & regulations concerning the recruitment & conditions of service of Bangladesh Seamen, promotion of their welfare provision of facilities for their training.

The following subordinate offices shall be under the administrative control of the Director-General of Shipping:

(a) Mercantile Marine Department, Chittagong.

(b) Shipping Offices, Chittagong & Khulna.

(c) The Seamen's Welfare Offices, Chittagong & Khulna.

(d) Seamen's Employment Offices, Chittagong & Khulna.

(e) Training Institution.

(f) Regional Offices

Directorate of Marine Engineering Training.

2. Department of Lighthouses & Lightships

3. Regional Tourist Offices.

Department of Civil Aviation & Communications

Functions & Organisation

The Department is responsible for the administration of:

1. Civil aviation & air transport industry
2. Posts & Telegraphs & Telephones industries
3. Meteorology
4. Railway Inspection
5. Overseas Communications
6. Wireless Planning & Co-ordination.

These subjects are administered through the under mentioned subordinate organizations, the Heads of which are indicated against each.

1. Civil Aviation Department (Director-General of Civil Aviation)
2. Air Transport Industry (Bangladesh Airlines & Bangladesh International Airlines Corporation.
3. Posts & Telegraph Departments (Director General, Posts & Telegraphs).
4. Wireless Planning & Co-ordination organisation (Adviser, Wireless, Planning & Co-ordination).
5. Bangladesh Meteorological Department (Director-General of Observatories).
6. Overseas Communications Service (Director-General, Overseas Communications Service).
7. Railway Inspectorate (Chief Government Inspector of Railways).
8. Bangladesh Telephone Industries (Managing Director, Bangladesh Telephone Industries).

The entire ministry of Transport & Communications is headed by a Cabinet Minister, assisted by two Deputy Ministers.

Secretary:

(Department of Civil Aviation and Communications)

Secretariat	....	1
Joint Secretary	....	1
Deputy Secretaries	....	4
Under Secretaries	....	8
Section Officer	....	16

Attached Offices:

1. Directorate-General of Civil Aviation
   (a) Directorate of Administration
   (b) Directorate of Air Transport
   (0) Directorate of Training & Licensing
   (d) Directorate of Aeronautical Inspection
   (e) Directorate of Air Routes and Aerodromes
   (f) Directorate of Communications
   (g) Directorate of Regulation and Information
   (h) Directorate of Research and Development
2. Directorate General, Posts and Telegraphs.

Subordinate Offices:

1. Meteorological Department
2. Railway Inspectorate
3. Directorate-General, Overseas Communications.

State Undertaking:

1. Bangla telephone Industries
2. Bangladesh International Airlines Corporation
3. Bangladesh Airlines Corporation.

(10) MINISTRY OF FUELS, MINES AND NATURAL RESOURCES

Functions and Organisation.

The Ministry is responsible for the following subjects:

(1) Mines and Minerals

(2) Fuels, including coal, lignete, oil and natural gas.

The Ministry is headed by a Minister of State.

Secretariat		1
Secretary	:	1
Joint Secretary	:	3
Deputy Secretaries	:	6
Under Secretaries	:	12
Section Officers	:	

Subordinate Offices:

(1) Geological Survey of Bangladesh

It will be headed by a Director with his headquarters at Dacca where the major branches will be located-petrological, paleontological and chemical laboratories, geophysical section, engineering geology and ground water section, etc.

(2) Oil and Natural Gas Commission

Government shall undertake exploration, exploitation and refining of the oil in the country. It will be conducted through the Oil and Gas Commission. The Commission shall be responsible for the following:

(i) advising the Government on matters relating to the exploration, exploitation and refining of oil and natural gas resources;

(ii) (a) Conduct geological survey and geophysical surveys for the exploration of the oil;

(b) conduct drilling and other prospecting operations to find out oil reserves;

(c) establish production of oil including preliminary processing and storage;

(d) administration and implementation of agreements with oil Companies;

(e) collection and publication of statistics relating to oil and natural gas produced in the country, mining rules and other related matters.

(iii) publications of bulletins and monographs on investigation relating to oil and natural gas; and

(iii) any other functions assigned to it by the Government.

(11) MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT, LOCAL SELF-GOVERNMENT AND RURAL HOUSING

This Ministry shall consist of two departments-the Department of Community Development and the Department of Local Self-Government and Rural Housing.

Department of Community Development

According to 1961 census 5.2 per cent of the total population of Bangladesh lives in the urban areas and 94.8 per cent in the villages.

Again nearly 65 percent of the total national income of Bangladesh is derived from agriculture on which the people in the rural areas depended for sustenance, employment, and livelihood. Agricultural Sector is the main foreign exchange earner. Only 10 per cent of the total income comes from the industrial sector. The real Bangladesh lies in more than, 65,000 villages. With their prosperity & welfare is linked that of the country as a whole. Herein lies the importance of the Community Development. Considering the growing magnitude and the importance of the work, the setting up of a separate Ministry of Community Development is proposed.

The Department of Community Development is responsible for the following functions:

1. Planning. Directing & Coordinating the Community Development Activities in Bangladesh.
2. Basic policy matters to the Central Committee.
3. Implementation by the local bodies. .

Department of Local Self-Government.

The main responsibility of this Department shall be to deal with all matters connected with the local Self-governing bodies-Union Boards, Thana Level Co-ordination Committee & District Board in the rural areas & Municipalities in the urban areas- organisation, constitution, functions, finance government aid & relation between the Central Government and the Local Self governing bodies.

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister, who will be assisted by to Deputy Minister-one for Community Development & the other for Local Self-Government.

The Secretariat Staff shall consist of:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	8
Section Officers	:	16

Subordinate Offices:

1. Social Education Organizers' Training Centers-Dacca, Rajshahi, Chittagong, & Khulna.
2. Development Officers' Training Centre, Dacca & Khulna.

Autonomous Bodies:

1. The National Institutes of Local Self-Government.
2. Academy for Rural Development, Comilla.
3. Other training institutes that will be set-up in due course.

(12) MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Functions & Organizations

The Ministry of Home Affairs shall be mainly responsible for the following subjects:

1. Public Security
2. Some subjects of general public interest.

Public Security:

In the field of public security the Ministry of Home Affairs shall be responsible for the maintenance of law & order throughout the country.

The Ministry is also responsible for the following subjects of general public interest:

(I) President's, Prime Minister's, Minister's, Deputy Minister's allowances & priveleges, salaries appointment and conditions of service of the Chief Justice & other

Judges of the Higher Court; Warrant of precedence; National Flag; President's Flag; National anthem; Coat of arms; National Emblem; Census; etc.

(II) Foreigners; Citizenship; Nationality; Press Laws, etc.

Secretariat:

The Secretariat consists of:

Secretary	:	1
Joint. Secretaries `	:	2
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	6
Section Officers	:	18

Attached Offices:

A short description of the Attached offices is given below: (1) The Directorate of Police, Inspector General of Police.

The main responsibility of this Directorate is to maintain law & order in the country. This Directorate shall be under the charge of the Inspector-General of Police, with headquarters at Dacca. It will have a few branches distributed all over the country.

(2) Inspector-General of Prisons

(3) Director of Ansars.

(4) Intelligence Bureau.

The Bureau provides intelligence to Government on matters affecting the security of the State & advises the Government on security measures. It shall function under a Director, who will be assisted by a number of regional offices at Dacca. Khulna, Rajshahi, & Chittagong. The Government will have to take steps to set up (a) a Detective Training School, (b) Fingerprint Bureau, & (c) a Forensic Laboratory.

(5) Special Police Establishment.

This Organization’s work includes the detection and prosecution of cases of corruption among offices of the various departments of the Government, including Railways & contractors. This Establishment shall be under the charge of the Inspector- General of Police, with headquarters at Dacca. It will have a few branches distributed all over the country. This organisation is also responsible for the work relating to the recovery of abducted persons.

(6) The Sardah Police Training College.

The existing college will have to be improved More attention should be given to the college so that it can discharge its responsibilities effectively.

Subordinate Offices:

A Short description of the subordinate offices is given below:

(1) Directorate of Co-ordination. It is mainly concerned with three subjects: (a) technical advice to the Government on matters concerning wireless communications, (b) co-ordination of the police wireless organizations & (c) liaison and co-ordination with the technical communication departments and the services.

(2) National Fire Service College. Chittagong. The Government will have to set up a National Fire Service College to offer advanced & refresher courses of training in fire fighting.

(3) Police Training College. Sardah.

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister and be will be

assisted by two Deputy Minister's.

(13) MINISTRY OF IRRIGATION & POWER
Functions & Organisation

The Ministry is responsible for the following functions relating to:
1. Power
2. Irrigation
3. Flood Control
4. River Valley Projects

Power

The Ministry may be allotted the following items of business concerning "power" :
1. Development of Power.
2. Technical Assistance for power development.
3. Co-ordination of power & telecommunication lines.
4. Utilization of water for power development.
5. Electricity development
6. Research work in power matters.
7. Generation & supply of electricity

Irrigation

The importance of irrigation is immense to a predominantly agricultural country like Bangladesh. The requirements of the food self-sufficiency programme have made it imperative to proceed with works which would facilitate irrigation. The Government of Bangladesh will have to take the entire responsibility in this connextion.

Flood Control

It is not necessary to explain the urgency & importance of it to the economy of Bangladesh. This grave menace must be tackled on a war footing in co-operation & collaboration with the Government of India, the UN & other international agencies.

River Valley Projects

The Karnafully multipurpose project is yet to be developed. This is virtually a virgin field in Bangladesh. Extensive research work must precede concrete actions in the matter

The Ministry will he headed by a Cabinet Minister, who will be assisted by t*o Deputy Ministers, one for Irrigation and the other for Power.

Secretariat:

The Secretariat shall consist of:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	8
Section officers	:	24

State Undertakings:

The Bangladesh Water & Power Development Authority.

There may be other units like the Board of Irrigation & Power, Karnafully multipurpose Corporation, Bangladesh Electricity Authority, The Bangladesh Water & power Development Authority.

(14) MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS
Functions and Organizations

The main functions of the Ministry shall be as follows:

(1) To advise the Ministers and Departments of the Government on all legal matters.

(2) To draft bills, ordinances and regulations and follow them up in all their stages up to their enactment or promulgation.

(3) To scrutinize statutory rules and orders from the legal and drafting points of view.

(4) To make arrangements for the publication of laws and other statutory rules and orders, as and when necessary.

As regards the legislative proposals which should be sponsored by administrative ministers, the functions of these ministers are confined only to the drafting of the statutes on the lines indicated by the administrative ministries concerned. Under the Rules of Business the ministry will invariably be consulted by the ministries and departments concerned.

When the new constitution of Bangladesh will come into force, elections to Parliament shall be allotted to this Ministry.

The Ministry shall consist of a Secretariat and one subordinate office. The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister, who may be assisted by a Deputy Minister.

Secretariat:

The Sccretanat staff consists of:

Secretary	:	1
Joinl Secretary	:	1
Deputy Secretaries	:	2
Under Secretaries	:	6
Section Officers	:	12

Subordinate Office:

The Income Tax Appellate Tribunal.

Inspector-General of Registration.

Regal Remembrancer.

(15) MINISTRY OF SERVICES AND GENERAL ADMINISTRATION

The Ministry shall consist of two Departments-

(a) Civil Service Department and

(b) General Administration Civil Service Department.

Functions and Organisation

The Department shall be responsible for the following functions: 1. Formulation of the Recruitment Policy;

2. Review of the kinds of skills and forms of organisation needed by various ministries and departments;

3. Manpower requirement, quantity, qualifications;

4. Pay, pensions and other conditions of services;

5. Training arrangements;

6. Career development and mobility;

7. Promotions;

8. Advice to the Prime Minister on the appointments of officers at the level of Deputy Secretary and above.

Department of General Administration

The Department shall be responsible for the following functions:

1. Government Press and Stationery organisation;

2. Central Despatch - Keeper of Records, Secretariat, Library & Reading Room;

3. District Gazetteers;

4. Whitly Council System the Civil Service.

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister who will be assisted by two Deputy Ministers.

Secretariat

Secretary	:	1
Additional Secretary	:	1
Joint Secretary	:	1
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	8
Section Officers	:	16

Attached & Subordinate Offices:

1. The Civil Service Academy,
2. National Academy of Public Administration,
3. National Institute of Public Administration,
4. Administrative Staff College,
5. Gazetted Officer's Training Academy,
6 . Public Service Commission.

(16) MINISTRY OF REFUGEE REHABILITATION & MINISTRY AFFAIRS

Function & Organisation

The Ministry is primarily responsible for the following functions:

1. Arrangements for Relief & Rehabilitation.
2. Administration of Evacuee Properly.
3. Settlement of Claims & Grant of Compensation.

The Ministry shall be headed by a Minister of State, who shall be assisted by a Deputy Minister.

Secretariat:

The Secretariat Staff comprises:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	8
Section Officers	:	16
Other Officers	:	10

The Secretariat is divided into the following Divisions: Settlement Divisions. Property Divisions, Rehabilitation & Housing Divisions, General Divisions & Administration Divisions.

Subordinate Offices:

1. Office of the Chief Settlement Commissioner.
2. Office of the Custodian General of Evacuee Property.
3. Claims Organisation.

State Undertaking:

1. Refugee Rehabilitation Corporation.

(17) MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT & SOCIAL WELFARE

Function & Organisation.

The Ministry shall deal with the following subjects:

1. Labor Welfare & Trade Union.
2. Industrial & Labor Disputes
3. Factory Labor
4. Unemployment Insurance & Health Insurance
5. Labor employed in Railways. Major Ports. Mines. Oil & Gas Fields
6. Resettlement of demobilized soldiers & discharged workers
7. Participation in International Labor Conference & work connected therewith

The ministry is headed by a Cabinet Minister assisted by two Deputy Ministers.

Secretariat:

The Secretariat comprises:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	5
Labor Attaches	:	2
Under Secretaries	:	9
Section Officers	:	25

The Ministry is divided into five Divisions, each under the charge of a Deputy Secretary.

(1) Division A: its main functions are:

(a) Organisation & methods
(b) Vigilance
(c) Departmental inquiries
(d) Administration &. Budget
(e) Library'
(f) Exhibition & Fairs
(g) War book
(h) Labor offices.

2. Division B: main functions include

(a) Co-ordination in matters dealt with by the Ministry of Works, Housing & Supply.

(b) International Labor Organisation Conferences, Bangladesh Labor Conferences

(c) General Labor Welfare

(d) Labor Bureau

(e) Fair Wages

(0 Minimum Wages

(g) Agricultural Labor

(h) Rural cost of living Index Scheme.

3. Division C: its responsibilities are:

(a) Employee's State Insurance Scheme

(b) War-Injuries Scheme

(c) Decasualization in Pons

(d) Coal mines welfare fund organisation.

(e) Workmen's Compensation Act.

(0) Factories Act & Organisation of Chief Adviser of Factories

(g) Payment of Wages. Act.

(h) Mines Act.

(i) Maternity Benefits

(j) Employment of Children Act

(k) Productivity & T. W. L Centers

(I) Plantation Labor

(m) Forced Labor

(n) Emigrant Labor.

2. Division D: its functions comprise:

(a) Industrial Relations

(b) Trade Unions.

(c) Chief Labor Commissioner's Organisation

(d) Industrial, Tribunals Labor Appellate Tribunals

(e) Profit sharing & bonus.

(f) Retrenchment

(g) Rationalization

(h) Provident Funds

(i) Administration of the Working Journalists (conditions of service) & Miscellaneous Provisions Act.

5. Division E: its responsibilities consist of:

(a) Employment

(b) Manpower planning

(C) Seminars

(d) Workers' Education

(e) Labor Participation in Management

(f) Productivity.

Attached Offices:

1. Office of the Directorate-General of Resettlement & Employment. Employment Exchanges.
2. Office of the Chief Labor Commissioner.
3. Office of the Director, Labor Bureau, Dacca.
4. Office of the Chief Adviser, Factories.

Subordinate Offices:

1. Office of the Government Industrial Tribunal.
2. Labor Appellate Tribunal.
3. Office of the Director-General, Employee's State Insurance Corporations.
4. Office of the Provident Fund Commissioner
5. Office of the Controller of Emigrant Labor

(18) MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

Functions & Organisation:

The Ministry shall be responsible for the following functions:

1. Government Publicity including publications & advertisements;
2. Broadcasting;
3. Sanctioning & Cinematograph films to exhibition;
4. Production & Distribution of documentary films and newsreal; &
5. Registration & Statistics of Newspapers;

The Ministry shall be headed by a Minister of State, who will be assisted by a Parliamentary Secretary.

Secretariat:

The Secretariat staff consists of:

Secretary	:	1
Adviser (five year plan publicity)	:	1
Deputy Secretaries	:	4
Under Secretaries	:	8
Section Officers	:	20

The Secretariat of the Ministry shall be organized into the following divisions:

1. Broadcasting.
2. Publications. Advertising & Visual Publicity & Five Year Plan publicity.
3. Press & Films.
4. Administration.

Attached Offices:

1. Directorate-General. Bangladesh Radio. Dacca.
   (a) Radio Stations.
   (b) News Service Division.
   (c) External Services Division.
   (d) Monitoring Services Division. Dacca.
   (e) Office of the Research Engineer. Dacca.
   (f) Office of the Engineer-in-Charge, High Power Transmitter. Dacca,
   (g) Staff Training School, Dacca
2. Press Information Bureau.
3. Directorate of Advertising & Visual Publicity.
4. Publications Division.

Subordinate Offices:

1. Films Division, Chittagong,
   (a) Production Department,
   (b) Distribution.
   (c) Publicity &
   (d) Administration
2. Board of Film Censors.
3. Research & Reference Division.
4. Registrar of Newspapers for Bangladesh.
5. Five Year Plan Publicity.

(19) MINISTRY OF WORKS. HOUSING & SUPPLY.

The Ministry shall be responsible for the following function:-

1. Public Works.
2. Housing.
3. Accommodation.
4. Purchase & Disposal of Government Stores
5. Printing & Stationery.
6. Explosive of Boilers.

The Ministry shall be headed by a Cabinet Minister, who is assisted by a Deputy Minister.

Secretariat:

The Secretarial staff shall consist of:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	2
Deputy Secretaries	:	6
Under Secretaries	:	12
Section Officers	:	24
Housing Commissioner	:	1
Housing Adviser	:	1
Deputy Housing Adviser	:	1
Chief Technical Examiner	:	1
Technical Hxaminers	:	2
Technical Adviser	:	1

The Secretariat is organized into the following Divisions:

1. Works Division.
2. Housing Division.
3. Supply Division.
4. Printing & Stationery Division

Attached Offices:

1. Office of the Chief Engineer Public Works Department.
2. Estate Office.
3. Directorate-General of Supplies & Disposals.
   (a) Supplies wing
   (b) Inspecting wing
   (c) Progress wing
   (d) Disposals wing
   (e) Administration wing
   (f) Co-ordination & Statistics wing.
4. Government Test House.
5. Office of the Chief Controller of Printing & Stationery-
   (a) Printing
   (b) Stationery
   (c) Focus &
   (d) Publications.

Subordinate Offices:

1. Explosives Department.
2. Pay & Accounts office
3. Bangladesh Stores Department. London

CABINET SECRETARIAT

The Cabinet Secretariat is responsible for all secretariat work connected with the meetings of the Cabinet, making and maintaining records of the discussions and decisions of the Cabinet, and its Committees, such as the Defense Committee of the Cabinet, the Joint Planning Committee of the Cabinet, the Economic Committee of the Cabinet. Foreign Affairs Committee of the Cabinet, Appointments Sub-Committee of the Cabinet, etc.

The O & M Division should be attached to the Cabinet Secretariat. The O & M Division is primarily responsible for initiating and sustaining a concentrated effort to improve the administrative efficiency in all, branches of the Government of Bangladesh. It should have close relations with the Civil Service Department under the Ministry of Services & General Administration.

The Cabinet also deals with the work relating to Central Statistical Organisation

The Cabinet Secretariat is headed by the Prime Minister and consists of a Secretariat and an attached office, namely, the Central Statistical Organisation.

Secretariat:

Secretary	:	1
Joint Secretary	:	1
Deputy Secretary	:	1
Under Secretaries	:	4
Section Officers	:	8

The Secretariat Organisation comprises:
(1) Main Secretariat.
(2) 0 & M Division.
(3) Military Wing and
(5) Economic Wing.

Main Secretariat:

The Main Secretariat, which shall consist of branches like Cabinet Co-ordination, Administration and General Sections, is responsible for the Secretariat work connected with the meetings of the Cabinet and its Sub-committees.

O & M Division:

The words (O & M) Organisation & Management stand for paying intelligent and critical attention not only to what is done but also how it is done and at what cost in time.

labor and money and also praying attention to the design of the machine and its working processes and not merely to its end product.

It shall function directly under the Prime Minister. In a vast and diversified organisation, like the Government of Bangladesh, it is necessary to devise a system which will spread a simultaneous effort for efficiency over as wide an area as possible. It is also clear that such efficiency will not be attained or maintained unless the main effort comes from within and each Ministry/Department or operating agency builds up sufficient interest and competence to provide its own 0 & M Unit. The Primary objectives of the Division are to:

(I) Supply the leadership and drive, and

(II) build up a common fund of information by a co-operative effort, experience and competence in O & M work.

The O & M Division is headed by a Director (also Additional Secretary to the Government of Bangladesh in the Ministry of Services and General Administration), who is assisted by a Deputy Director, an Assistant to Director, an Assistant Director and a complement of Secretariat Staff. The work is carried on through the O & M Units set up in each Ministry/Department, each render the charge of a Deputy Secretary functioning as its internal 0 & M officer in addition to other duties.

The Director. O & M Division, exchanges ideas and experiences with M & O officers of the various Ministries Departments from time to time by holding joint meetings. In the Ministries, periodic meetings are held, quite frequently, to review generally the progress of O & M work therein

The Deputy Director. O & M Division, pays informal visits to the various Ministries and Departments (including their Attached and Subordinate Offices), makes random checks to see how far the prescribed procedures are being followed and renders advice on various problems of O & M works.

Military Wing:

The Military wing is responsible for all Secretariat work connected with the meetings of the Defense Minister's Committee, the Chiefs of Staff Committee, the Principal Personnel Officers' Committee the Joint Planning Committee, the Joint Intelligence Committee, the Joint Trading Committee, etc

Economic Wing:

The Economic Wing is responsible for all secretariat work of the Economic, Production and Distribution Committee of the Cabinet, the Committee of Economic Secretaries and the Supply Committee.

Attached Office:

Central Statistical Organisation.

The main functions of this organisation are:

(1) Preparation and publication of the annual statistical abstract, monthly abstract of statistics, weekly bulletin of statistics, and guide to current official statistics.

(2) Attending to work relating to the United Nations Statistical Organisation, the observance of International Conventions pertaining to economic statistics and provision of data required for periodical publications and for other adhoc purposes.

(3) Undertaking special work for the various Ministries of the Government, including provision of facilities for training of officers in day-to-day statistical work.

(4) Graphical presentation of current statistics with a view to throwing light on the developing economic situation.

(5) Advising the Ministries and other Governmental agencies on statistical matters and arranging interdepartmental matters and arranging interdepartmental discussions on statistical problems.

(6) Coordinating the statistical work of the Ministries and other Governmental agencies.

(7) Keeping continuous touch with national statistical organizations in other countries of the world particularly with regard to the latest development in methodology and organisation.

(8) Developing definition and standards for improving national and international comparability and the quality of information required by the Government.

The organisation should function under the guidance of a Statistical Adviser to the Cabinet and is headed by a Statistician, who is assisted by various technical and secretarial staff.

PLANNING COMMISSION

The importance of a planning commission cannot be over emphasized. Almost all the under-developed countries and most of the developed countries have their Planning Commissions. The creation of the Planning Cell shows that the government of the Democratic Republic of Bangladesh has paid serious attention to the subject of planning to deal with the immediate post-liberation problems of unexampled complexity, to make the country self-sufficient both in matters regarding agriculture and industries, and to formulate plans and programmes for the social and economic development of the country on sound lines.

Functions and Organisation

The main functions of the Planning Commission are:

(1) To make an assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnel, and to investigate the possibility of augmenting such of those resources are found to be deficient in relation to the nation's requirement.

(2) To formulate and plan for the most effective and balanced utilization of the country's resources.

(3) To define the stages in which the plan should be carried out and to propose the allocation of resources for the due completion of each stage on a determination of priorities.

(4) To indicate the factors which are tending to retard economic development, and to determine the conditions which, in view of the current social and political situation, should he established for the successful execution of the plan.

(5) To determine the nature of the machinery which would be necessary for securing the successful implementation of each stage of the plan in all its aspect.

(6) To appraise from time to time the progress achieved in the execution of each stage of the plan and to recommend the adjustments of policy and measures that such appraisal might show to be necessary.

(7) To make such interim or ancillary recommendations as might be appropriate on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the Government for facilitating the discharge of the duties assigned to it.

(8) To prepare the Annual Development within the framework of the Five-Year Plan.

The Planning Commission if primarily a staff agency to advise the Government of Bangladesh in matters pertaining to planning and development. At the same time, the Commission has to undertake, from time to time, certain line of functions like the enlistment of public co-operation in the implementation of the plan, general direction and supervision of the Community Project and so on.

Composition of the Planning Commission:

The Composition should consist of 8 members. They are the Chairman (the Prime Minister), four full time members, (including the Deputy Chairman) and the Ministers for Commerce and Industry, Defense and Finance. The portfolios of the Members of the Commission are distributed as under:

(1) General Planning and Social Services

(2) Finance

(3) Industries and Agriculture

(4) Education and Health

(5) International Trade and Development

(6) Irrigation and Power

Each member of the Commission is responsible for one or more subjects and the Deputy Chairman is responsible for the overall coordination and administration. In addition, there is an organisation named the Programme Evaluation Organisation working along with the Commission.

There should be a Planning Cell in each Ministry and Department to prepare the plan relating to that Ministry/Department. There should be similar cells in the District Boards,

Union Boards and Municipalities. Similarly, there should be an implementation committee at each level to review the progress of the execution of the plan at each level. There shall be an Implementation Committee headed by the Prime Minister at the top. It will have 7 or 8 members. Its main responsibility shall be (a) to review the progress in the implementation of the plan and (b) to examine the bottlenecks and to suggest remedies. In each of the four divisions of Bangladesh there should be a high-powered development board which will be responsible for planning and development of the areas concerned. They shall report direct to the Planning Commission.

Secretariat:

The Secretariat shall consist of:

Secretary	:	1
Joint Secretaries	:	4
Deputy Secretaries	:	8
Under Secretaries	:	12
Section Officers	:	24

The Commission may be divided into three major parts:

(1) Programme Advisers

(2) General Secretariat

(3) Technical Division

(1) Programme Advisers:

There may be three senior officers designated as Advisers (Programme Administration) having the status of ex-officio Additional Secretaries to the Government of Bangladesh, to assist the Members of the Commission in matters concerning field study and observation of various schemes and projects. They also assist the Commission in connexion with the progress and implementation of various schemes and projects. They will work in close co-operation with the committees started above. In addition, these advisers also pay specific attention to the various problems of finance, public cooperation and administration connected with the implementation of the plan.

(2) Secretariat:

The Secretariat shall have the following branches:

(a) Administrative Branches-General Branch, Administrative Branch, O & M Section and Accounts Branch.

(b) Plan Co-ordination Branch

(c) General Co-ordination Branch

(d) Information and Publicity Branch.

(3) Technical Divisions:

The Technical Divisions are responsible for:

(a) Scrutinizing and analyzing various schemes and projects to be incorporated into the plan.

(b) Conducting technical studies and research regarding Plan projects and programmes.

(c) Preparing study material and reports on the plan.

(d) Following up of Plan projects, etc.

The heads of the Technical Divisions are subject-specialists designated as Chiefs or Directors, who are assisted by Deputy and Assistant Chiefs and adequate research staff.

A brief description of the Technical Divisions is given below:-

(1) Economic Division

The activities of this Division may grouped into two main categories:

(a) Overall aspects of planning, &

(b) Assessment of Resources.

In regard to overall aspects of Planning, the Division examines such issues as are connected with the size of the plan, objectives and priorities and Broad economic policy to be pursued for achieving the objectives of the plan. In regard to resources, the main function of the Division is to work out an assessment of financial resources, domestic as well as foreign. The Division has also to give an overall evaluation of the progress achieved over a particular period in economic terms. The Division has also to deal with references received from the various Ministries, and outside bodies and individuals.

(2) Education Division

Problems connected with various types of education, such as general education, technical education, women's education, scientific education, education of the handicapped, social education, physical education, rural education, adult education are dealt with in this Division. In addition, studies are also made on the following subjects:

(a) Scholarships

(b) Library Development

(c) School feeding and School health programme

(d) Development of Bengali Language

(e)Cultural activities, Archaeology, Museums, National Academies, National Theatres, etc.

(0) National Cadet Corps, Auxiliary Cadet Corps, Social Service Camps, Students and Youth Camps, etc.

(g) Assistance for educational development.

(3) Food and Agriculture Division

This Division undertakes work on the overall aspects of agricultural planning, both physical and financial. In particular, it is concerned with subjects such as planning of agricultural production, grow more food schemes, crash programmes, agricultural marketing, development of warehouses, co-operation and agricultural credits, animal husbandry dairying, fisheries, forest and soil conservation, agricultural labor, village bodies, Community Development and National Extension Service and production Co-

operatives. In addition to these, special studies are initiated from time to time on different aspects of agricultural production.

(4) Health Division

This Division deals with all aspects of health problems in the country.

Work relating to health Panel and other consultative bodies also forms a part of this Division's responsibility. Studies of the following types are also initiated in the Division to serve as a firm basis for future planning:

(a) Collection of basic data on the available health facilities.

(b) Studies of man-power resources and employment.

(c) Studies of:

(1) Hospitals

(2) Population Data

(3) Vital and Demographic Statistics

(4) Health statistics, morbidity, mortality

(5) Other specific subjects of importance.

(5) Industry and Minerals Division

Problems of policy programmes, etc., connected with various industries and minerals including the questions of co-ordination with small scale industries are studied in this Division. It maintains close liaison with the Ministries of Commerce and Industry, Field, Minerals and Natural Resources and other technical organizations. The subjects dealt with in their Division include special studies on various items relating to development of industries.

(6) Labor and Employment Division

All aspects of labor and employment problems are dealt with in this Division. In all its work, the Division maintains close liaison with the Ministry of Labour and Employment and Social Welfare.

(7) Land Reforms Division

The functions of this Division shall be as follows:

(a) to maintain continuous study of problems relating to the ownership, management, cultivation and distribution of land.

(b) to examine the possibility of the redistribution of land on the principal-land to the tiller.

(c) to assist the Government in determining and carrying out of land reforms.

This Division shall keep close liaison with the Ministry of Food and Agriculture.

(8) Natural Resources Division

The subjects dealt with in this Division include irrigation power, flood control, drainage and other fields to water resources. This Division should have a special wing to

deal with the problem of flood control. This Division is called upon to work on various committees on Irrigation and Power Projects. This Division maintains close contact at technical level with the authorities in major irrigation projects. The Division collaborates with a number of national and international institutions and specialized agencies.

(9) Transport and Communication Division The entire problems relating to Railways, Roads, Highways and Waterways should be the subject of intensive study and examination by this Division. Special studies connected with transport, planning must be undertaken in this Division.

(10) Village and Small Industries Division

The following subjects are dealt with this Division:

(a) Cottage industries

(b) Handloom and Power-loom

(c) Village Industries

(d) Small Scale Industries

(e) Handicrafts

(f) Silk and Sericulture

(g) Coir Industry

(11) Programme Administration & Public Administration

This Division brings together into common tables the public sector plan as a whole. It also prepares and co-ordinates materials for periodical reports on the progress of the Plan.

(12) Statistics and Survey Division

The main functions of the Divisions are as follows:

(a) to promote through statistical Bureaus and Statistical Agencies, the collection, checking and analysis of statistics relating to the plan and the progress of its implementation.

(b) to maintain essential statistics needed by the Planning Commission on the plan and its progress.

(c) to prepare periodical progress report.

(13) local Development Works Branch

It concerns itself with schemes which have their origin in the people themselves working through voluntary associations. Union Boards and Village Panchayets. The basic principles in this field are laid down by the Planning Commission.

(14) Housing Section

It deals with policy programmes, etc., relating to various aspects of Housing, Town and Country Planning including Regional Planning.

It shall keep close liaison with the Ministries of Works, Housing and Supply, Labor, Employment and Social Welfare, Railways Community Development, Local Self- government and Rural Housing and Home Affairs.

(15) Scientific and Industrial Research Section

This section is concerned with work in the field of Scientific and Industrial research in relation to national development. It ensures that information regarding development in scientific research flows into the Planning Commission regularly. It deals with the work of scientists. Within the Planning Commission, this section is responsible for the work of certain important scientific institutions, organizations and associations, universities and rural scientific centers.

(16) Social Welfare Section

It deals with social welfare and welfare of backward classes.lt maintains close liaison with the relevant Ministries, Departments and Agencies, both official and non-official.

(17) Public Management Studies Section

It is concerned with the study of problems of organisation and administration of public enterprises and other state undertakings. It keeps itself in touch with the studies being made in the Ministries, enterprises and universities of the country and also with studies made in other countries.

(18) Prospective Planning Section

It deals with the questions of general policy affecting long-term planning and development of basic industries in the context of rapid industrialization. It is also concerned with problems relating to long range prospects of development of power resources, transport service, pattern of agricultural development and employment in relation to increase in productivity.

(19) Scientific and Technical Manpower Section

It deals with subjects relating to assessment of manpower, training and apprenticeship, engineering personnel, technical personnel requirements and service conditions of technical personnel.

(20) Prohibition Section.

The functions of this section are to co-ordinate the work on prohibition taking place in different areas. Information regarding the area and population covered by prohibition, methods of improvement, problems arising out of enforcement, changes in the law and other connected problems, is collected, analyzed and processed. It also maintains statistics regarding area, population, financial effects and incidence of crime. It also initials suggestions for assistance to prohibition through properly organized campaigns of publicity and keeps in touch with leading voluntary organizations in this respect.

(21) International trade and Development Section

The main functions of this section are to investigate the role that foreign trade in the economic development of Bangladesh as also to study economic development in the countries abroad, especially underdeveloped areas, with a view to assessing their effect on the development of Bangladesh. It also deals with certain aspects of Bangladesh's current trade with foreign countries and undertakes a systematic study in the country's exports and imports at particular intervals.

Programme Evaluation Organisation.

This is to undertake a systematic and periodic assessment of the methods and results of the community development programme. Although the Programme Evaluation Organisation is administratively linked with the Planning Commission, it is, for all practical purposes, are independent organisation and is assisted in technical matters by the Programme Evaluation Board. The main functions of the Programme Evaluation Organisation are:

(I) Making a systematic recurring evaluation of the methods and results of the Community Development Programme by keeping all concerned apprised currently of the progress made towards accomplishing programme objectives.

(II) Pointing out those extension methods which are proving effective and which are not.

(III)Furnishing an insight into the impact of the Community Development Programme upon the economy and culture of Bangladesh.

Advisory Bodies

A few advisory bodies may function in the Planning Commission and they are:

1. National Development Council
2. Committee on Plan Projects
3. Advisory Committee on Irrigation and Power Projects
4. Co-ordination Committee for Public Co-operation.

BANGLADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

Composition of the Commission:

The Commission should consist of four members, in addition to the Chairman. The Chairman and other members of the Commission shall be appointed by the President. Half of the members of the Commission should be persons who on the dates of their respective appointments have held office for at least ten years under the Government.

A member of the Commission holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. He may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

The Chairman or a Member of die Commission can be removed from office only by an order of the President under the following circumstances:

(I) On the ground of misbehavior after the highest court,

on reference being made to it by the president, has, on enquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under the constitution of Bangladesh, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought, on any such ground to be removed, (or pending enquiry into such a case by the Supreme Court, the president may suspend from office the Chairman or a Member of the Commission until he has passed orders on receipt of the report of the highest Court on such reference);

(II) If he is adjudged as insolvent; or

(III) If he engages, during his term of office, in paid employment outside the duties of his office; or

(IV) If he is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body;

On ceasing to hold office-

(a) The Chairman of the Commission is ineligible for appointment as the Chairman of the Bangladesh Public Service Commission, but not for any other employment under the Government of Bangladesh.

(b) A Member of the Commission is, however, eligible for further employment under the Government of Bangladesh.

Functions and Organizations

The functions of the Bangladesh Public Service Commission shall be laid down in the constitution of Bangladesh. These should include:

(1) The Commission is to act as the guardian of the merit. It should be the duty of the Commission to conduct examinations for appointments to the services of Bangladesh.

(2) The Commission shall be consulted:

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;

(c) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of Bangladesh in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters;

(d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Government of Bangladesh in a civil capacity, that any cost incurred by him defending legal proceeding instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty should be paid out of the consolidated Fund of Bangladesh; and

(e) on any claim from the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the Government of Bangladesh and any question as to the amount of any such award, and it shall be the duty of the commission to advise on any matter so referred to them and on any other matter which the President may refer to them.

The constitution shall provide that the President may-make regulations specifying the metters concerning the Bangladesh Administrative Service and also other services

posts in connection with the affairs of the Government of Bangladesh in which either generally or in any particular class of cases, it shall not be necessary for the commission to be consulted.

The Constitution shall lay down:

(I) Nothing in (a), (b), (c), (d) and (e) above shall require the Commission to be consulted as respects the manner in which provision is made by the Government for the reservation of appointments or post in favor of any backward classes or citizens who, in the opinion of the Government, are not adequately represented in the Services.

(II) All regulations made by the President specifying the matters in which it shall not be necessary for the Commission to be consulted as indicated above, shall be laid for not less than fourteen days before the National Parliament, as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal amendment, as the National Parliament may make during the session in which they are so laid.

The Commission's recommendations are not binding on the Government. They are not mandatory. Normally, the Government accepts the recommendations of the Commission, and this is a convention. But cases in which the Commission's advice is not accepted are mentioned by them in a report presented annually to the President in accordance with the provisions of the Constitution. The Constitution should provide that the President shall cause a copy of the report to be laid down before the National Parliament with a memorandum explaining, in respect of cases in which the Commissioner's advice was not accepted the reasons for such non-acceptance.

A short description of some of the important functions rendered by the Commission is given below:

(1) Examinations

The Commission shall conduct the following open competitive examinations:

A. The Bangladesh Administrative Services (a unified grading structure) direct recruitment shall be at the following levels or grades :

1) Under Secretary Level
2) Section Officer Level
3) Clerical Level.

B. The Scientific, Engineering, Medical, and other technical services

1) Scientific Service
2) Engineering Service
3) Medical Services
4) Various other technical services.

C. The Defense Services Examination for admission to:

1) The National Defense Academy.
2) The Military College.
3) The Bangladesh Air Force Flying College
4) The Commissioned Ranks of the Bangladesh Navy.

(D) The Army Medical Corps Examination

(E) Type-writing tests for the Ministerial Staff of the Sectional and Attached offices.

(1) Direct recruitment by Interview

(2) Promotion

(3) Temporary appointments and Re-employment

(4) Disciplinary cases

(5) Quasi-Permanency Cases

(6) Reimbursement of Legal Expenses

(7) Extraordinary Injury pensions.

Secretariat:

The Secretariat staff of the Commission comprises:

Secretary	1
Deputy Secretaries	4
Under Secretaries	12
Section Officers	36

In addition to the branches dealing with the house-keeping functions, the office of the Commissioner may be organized into the following branches:

(1) Examination Branch

(2) Recruitment Branch

(3) Services Branch

(4) Appointments Branch

(5) Confidential Branch

N. B. The Government of Bangladesh will be well-advised to consider the feasibility of adopting what is called Method II, as it obtains in Britain, in addition to the traditional method i. e. open competitive examination. It consists of: (a) a short written examination; (b) prolonged psychological tests; and (c) interview by the Public Service Commission.

CHAPTER III
DISTRICT ADMINISTRATION

I.

What is District Administration?

The district is the fundamental primary unit of administration in Bangladesh. Its origin can be traced to the distant past. During the Hindu, Muslim & British periods of this sub-continent, district was the main unit of administration. It continues to be so even to-day. District Administration is an important arch in the edifice of the general administration of the country. Whether it be for the maintenance of law & order or the implementation of the plan schemes for development it is the district which is the unit of administration. Though the executive power rests ultimately with the Government functioning through its cabinet, supported by the Secretariat located in the capital, the mass of the people for whom the administration is carried on live in the districts. It is here that the majority of the people feel the impact of Government's policies which are spelt out at the higher levels of the Government. It is also here that the public grievances are more intensely felt. The impact of administration on the people in the Districts assumes particular importance when viewed against the fact that it is they who send the larger body of representatives to the legislature and determine its composition. The districts, are, therefore, not only the fields in which Government's policies, particularly in the welfare sphere, are in the main put into execution. They also are the major arbitor in the selection of those who formulate those policies.

Districts are the creature of the Government for administration convenience. Districts, therefore, have no independent existence of their own. Their boundaries are artificial and accordingly can be, and sometimes are altered. District administration, then, is the total action of Government in an area specified as a district by the government. The broad purposes of district administration are maintain law & order, administer justice, collect revenue and attend to the positive welfare of the people. Now-a-day more and more attention is given to developmental functions.

The district administration, designed to effect these purposes, consists of a number of agencies of government working at the district level, including the Deputy Commissioner and sub-ordinate revenue & magisterial staff, the District police, the District Judge & subordinate Judges, field representatives of various development & other departments, the district boards, the community development personnel, municipalities, Union Boards, Village Panchayets & other local authorities. These agencies each perform separate functions but, at the same time, attempt to co-ordinate their work in order to make the total action of government in the district both effective in terms of cost & time & meaningful to the people of the district which the district administration is designed to serve. This co-ordination is secured mainly through the Deputy Commissioner, the Chief official representative of Government in the district, who has wide powers & overall responsibility for directing all component parts of the district administration towards the common objective of government.

II.

Numbers, Types & Dimensions of Districts.

There are 18 districts in Bangladesh at present and these are (1961 census)

Name	Area in sq. meters	Population '000	Density of population 1961 census
1. Dacca	2,882	50,93	1,909
2. Mymensing	6,361	56,19	1,141
3. Tangail		14,00	
4. Faridpur	2,694	31,79	1,311
5: Chittagong	2,705	29,83	1,131
6. Chittagong Hill Tracts	5,093	3,85	75
7. Noakhali	1,855	23,83	1,468
8. Comilla	2,594	43.89	1,794
9. Sylhet	4,785	34.90	737
10. Rajshahi	3,654	28,11	788
11. Dinajpur	2,610	17,10	659
12. Rangpur	3,704	37,96	1,130
13. Bogra	1,502	15,74	l,o75
14. Pabng	1,877	19,59	1,157
15. Khulna	4,652 •	28,49	600
16. Barisal	4,240	42,62	1,187
17. Kushtia	1,371	11,66	882
18. Jessore	2,547	21,90	877
	55,126		**922**

Districts can be divided into certain types. First, by for the largest proportion of these is of a type which can be conveniently called rural districts. This is not surprising when one considers that 94.8 percent of the population of Bangladesh (1961 census) lives in rural areas. Second, there are urban districts, in which the district administration is primarily concerned with urban problems. Dacca District, Chittagong District to a great extent & Khulna District to some extent are examples of this type. Third, there are what might be termed industrial districts, covering areas which are on the whole, heavily industrialized. Dacca, Chittagong & Khulna are examples. In course of time the number of such districts is quite likely to increase. Fourth, there is what can be termed scheduled district, such as the Chittagong Hill Tracts.

There are 59 Sub-division, 411 Thanas or police Stations, 64,523 Villages, 4,046 Union Councils, 191 union Committees & 28 Town Committees.

Ill

Purposes & Principles of District Administration.

The purposes of district administration and the major principles which underlie their application apply in rural districts in Bangladesh.

Law & Order:

The first purpose is to maintain the district in a state of Jaw & order. This is fundamental & absolutely essential. The safety of the people, their lives & properties, are dependent on it. It should receive the highest attention of the Government. The genocidal war unleashed on the people of Bangladesh by the West Pakistani military personnel has gravely endangered the law & order situation & also has seriously dislocated the law & order machinery. The law & order must be put on its proper gear. There are seven fundamental principles underlying this purpose. First, there is the principle of absolute priority: this means, quite simply, that law & order claim absolute priority attention by the district administration. All the other principles of law & order & for that matter, the other purposes of district administration must, in the final analysis, give way to this principle of absolute priority. Second there is the principle of safety for all. The right to safety & security inheres in every citizen of Bangladesh and cannot be surrendered, the only limit is the availability of the forces of law & order to maintain citizen's safety. Third, there is the principle of the rule & law. Every individual or agency of government, in exercising any authority, must demonstrably derive it from the law of Bangladesh. The maintenance of the rule of law is the main safeguard of the individual citizen against authority wrongfully used or attempted. Fourth, there is the principle of the use of force. The sanction of force must lie behind the maintenance of law & order, although the measure of good district administration is that force is rarely, if even, used. Fifth, there is the principle of the supremacy of the civil authority. The civilian supremacy over the forces is the pillar on which a democratic administration is based. The future constitution of Bangladesh must provide that the civil authority should at all times be in supreme command. Sixth, there is the principle of respect for authority, not fear of, but positive respect for, authority render law. In a district when this respect for the executive authority is missing, or diluted, there law & order will not only become difficult to maintain but will tend towards breakdown. Seventh, there is the principle of clearly established limits of tolerance which are widely known In the districts. Where people know how far they can go, they will tend to go that point and stop; if they do not know, they will probe further until they reach a point when they will be stopped. There is a need to establish as clearly as possible the limits to tolerance, & attempts to exceed that limit must be taken as a challenge to the determination & ability of the executive authority responsible for maintaining law & order in the district. There is no margin for flexibility & manoeuvre, as in politics, for law & order is not a negotiable commodity.

The departments mainly concerned are the Deputy Commissioner in his capacity as District Magistrate, the Police & the Judiciary. The administration of Jails which is under separate department, but generally under the supervision of the District Magistrate may also be included.

Assessment & Collection of the

Land Revenue & other Taxes.

(2) The second purpose of district administration is to assess and collect the Land revenue & other taxes. The main principle of revenue administration is that revenue by definition is intended to be collected & ought to be collected in full. Once this principle is allowed to slip & slide, there is no end to it. There are particular cases when it cannot or should not be collected, such as fire, flood or drought. The unparallel devastation caused by the present war must be taken into account. In such cases, the procedure is to give full relief on outstanding amounts of revenue at once, & to come to the aid of villagers with money and materials to relieve their immediate distress & to enable them to get on with the next crop. Another principal is fair assessment. Whether it is land revenue, irrigation dues, agricultural income tax or other taxes & duties which are levied under law, an essential preliminary to collection is that assessment must be fair and should be seen to be fair by the asses sees. There is also the principle of certainty. People should know the basis of assessment, the amount assessed & the place & time when the revenues due are to be paid or collected.

Land Revenue Exemption

The Awami League is committed to the following principle in regard to land revenue: "The burden of land revenue bears heavily upon our peasant population. As a measure of immediate relief, all holdings up to 25 bighas (8i acres) throughout Pakistan now it will be throughout Bangladesh) shall be exempt from the payment of land revenue & arrears in respect of such, plots shall be written off. The ultimate aim is the total abolition of the present system of land revenue. The Land records system shall be simplified & improve".

Administration of the Land

(3) The third purpose of district administration is to administer the land.

The system of landlordism or the zamindari system was abolished in Bangladesh in 1951 under the East Bengal Estate Acquisition & Tenancy Act of 1951. All rent-receiving interests in Land were acquired with some exception. The zaminders & other rent- receiving interests were compensated & the total amount of compensation was about Rs. 36.34 crores. Out of the total amount of Rs. 36.34 crores assessed as final compensation payable to ex-rent-receivers & others for their properties acquired under the Act, total amount paid up to May 31, 1969, was Rs. 22,80,90,796 in cash & Rs. 82,04,600 in bonds. Cash payment of compensation, which was made only to Pakistani nationals, was almost completed in the year 1968-69 except in the district of Sylhet when the payment as expected to be completed in 1969-70.

Land policy (in regard to Land) as enunciated in the Awami League manifesto includes: (a) reorientation of the land system to serve the best interests of the actual tillers of Land; (b) setting a ceiling upon land-holdings & redistribution of land which exceeds such ceiling to landless cultivators. This ceiling shall be estimated having regard to the local conditions or needs of the people; & (c) settlement of government has lands with landless cultivators.

The abolition of the Zamindari system with compensation to the ex-rent-receivers did not produce any appreciable or significant & meaningful effect on the economy of

Bangladesh............ it did not go far enough to bring about fundamental changes in the system of land tenure in the country. The policy of Awami League in regard to land system, as noted above, was conceived in the light of the situation prevailing in the country before March 25, 1971. The situation since March 25, 1971, has undergone a revolutionary change. The fundamental question is; should not the policy of the Government be adjusted to meet the revolutionary requirement of a revolutionary situation? Our mighty anti-colonial war of liberation against the West Pakistani military- landed-industrial-bureaucratic ruling clique or oligarchy advancing side by side with the social revolution & forming part of it, is the main reason why the society of Bangladesh of post-liberation era will be radicably & fundamentally different from that of Bangladesh before March 25, 1971. Can the Government remain indifferent to it?

It will put the whole thing in its proper perspective if we have a look at the characteristic of the agricultural farms in Bangladesh. The following table gives an idea about it:

Size of Farm	No. of farms	Cultivated area (p.c)	Family working members for cultivated area (p.c)	Cropping intensity (p.c.)
Less than-				
0.5 acres	13	1	11.8	165
0.5 to 0.1	11	2	3.7	170
1.0 to 2.5	27	13	1.6	165
2.5 to 5.0	26	27	0.9	156
5.0 to 7.5	7	20	0.6	148
7.5 to 12.5	7	19	0.5	141
12.5 to 25.0	3	14	0.3	134
25.0 to 40.0	Less than 5 pc	3	0.2	128
Greater than 40.0		1	0.1	115

According to Pakistan (former) Census of Agriculture, the total number of farms in Bangladesh was 6,139,480 & the total cultivated area being 19,138,109 acres.

In the light of the situation & facts stated above, the Government will have to decide their land policy. Land policy may be based on the following principles:

(1) That the land should go to its tiller.

(2) That land should be redistributed among the tillers on a per capital basis. This should be conditioned by compulsory co-operatives.

This will also solve the problem of fixing the ceiling upon land holdings. The redistribution of land must obviously include the landless cultivators.

(1) Pakistan census of Agriculture, Govt. of Pakistan (former) Vol. 1, 1962. p. 29, 358, 20 & 120.

(3)After the abolition of the zamindari system the tiller has come into direct relationship with the government. There is no intermediary between the tiller & the state.

The introduction of compulsory co-operatives on the basis of per capita redistribution of land among the actual tillers will bring about a fundamental change in the land system. It is bound to inspire the peasants & inspired peasants can add greatly to agricultural productivity, the prime need of our economy. It is estimated that "sils" consume 2,50,000 acres of land. The lands of the actual collaborators may be confiscated.

In other cases, the Government may give compensation to the owners in suitable forms. This was also done in the U. S. S. R. after 1971 revolution.

(4)Executive Functions

The District administration is to administer various other control and executive functions of government, that is, control of prices of essential commodities; administration of evacuee property; restoration of the property of displaced persons rehabilitation of the refugees; conduct of national and local elections; licensing of arms, explosives, petroleum and cinemas; issue of passports, extension of visas and control of foreigners; enforcement of prohibition of consumption (except for medicinal purposes) of intoxicating drinks or drugs injurious to health; protection of monuments or objects of artistic or historical interest from disfigurement, destruction of essential commodities ensuring the supply of essential medicines, and so on. Good public relations, efficiency in execution and strict accountability to the Government are three of the more important principles of public administration involved in the application of this purpose.

(5)Relief

The district administration is to take immediate action to relieve distress in case of calamity, disaster such 4s flood, drought epidemic, famine. This time there is no end to calamities and disasters because of the genocidal war inflicted on the people of Bangladesh. Adequate supplies of essential goods-food, medicine, house-building materials, kerosene, edible oil, salt, cloth-are to be ensured. They will challenge the district administration to the utmost. The problem of law and order, already stated above, is there. The entire district administration will have to be geared to the solution of these problems. It would need a vast army of officers. Adequate number of officers may not be available, and in that case a corps of volunteers will have to be created to assist the administration.

(6)Development

The district administration is to promote the positive progress and welfare of the people of the district. Administration should not remain insensitive to the problems or the people, and that will only alienate the officers from the people. The political leaders also must understand this. The political leaders should not interfere with the work of the officers, and the main role of political leaders is to see that the officers faithfully and honestly implement the decisions of the government.

Development work occupies an increasingly important place in district administration. To-day, the district administration is more extensively concerned to promote the welfare of the people. General objectives in this connection are contained in

the policy statement of the Government of Bangladesh. Contemporary principles underlying rural development administration in the district have evolved from the past experience, and include the following:

(1)A permanent impression can be created if the administrative approach to the villager is a coordinated one and comprehends his whole life.

(2)Programmes which are based on the co-operation of the villagers have a better chance of success than those which are imposed on them.

(3)Substantial results are achieved if the principal responsibility for improving rural conditions rests with the villagers themselves.

(4)Better results are possible if the rural development programmes are pursued intensively.

(5)Advice and precept are useless unless they are backed up by practical aids- e.g.. supplies of seeds and fertilizers, finance and technical guidance and irrigation for solving immediate problems

(6)The approach to the villager should be in terms of his own experience and problems and should avoid elaborate techniques and equipment until he is ready for them.

The six major purposes of district administration have been suggested and explained in terms of principles which underlie their application. They are clearly so diverse and tensive that no single agency can undertake them all. Thus, the district administration consists of a number of officers and agencies working within the framework discussed in the following Section.

IV.

The Framework

There are the following types of administrative area within each district:

1. Sub-division
2. Police station or thana
3. Villages
4. District Council
5. Municipalities
6. Community Development Blocks
7. Union Council (and Village Panchayet)

Sub-divisions.

Districts are divided into two or more sub-divisions, each of which is in charge of an officer called a Sub-divisional Officer. The sub-division is the principal unit of land revenue administration between the district and the Villages. There are 59 sub-divisions in Bangladesh.

Below the sub-division, the whole of Bangladesh is divided into thanas or police stations, and there are 411 police stations in Bangladesh. Each thana or police station comprises 158 to 160 villages. There are 64,523 villages in Bangladesh.

At the rural level there are District Councils, Thana Councils and Union Councils. Rural areas in districts are proposed to be divided, for purposes of rural-development administration, into Community Development Blocks, the area of which will coincide with that of a Thana. Each Block will be in charge of a Block Development Officer. Each Block consists of ten to twelve (10-12) Union Boards, each of which will cover ten to twelve villages. Each Union Board is in charge of a village level worker. There are the Village Panchayets, one in each village. It is headed by the elected representative of that village to the Union Board.

It is on the basis of this framework that the main components of the district administration organise their work. The law, order and revenue components are organized in the main on a district-sub-division-thana-tahsil basis; the community development and Union Boards components are organized on a district-block-union board-Panchayet basis.

V.
Law, Order, Land Revenue & General Administration.
Law.

(a) (Judicial Administration)

The judicial administration is headed by the High Court.

The principal civil courts of original jurisdiction in Bangladesh are located at the district level. A District Judge presides over each court. He will be appointed by the Head of the State in consultation with the High Court. In addition, there are usually subordinate judges working in the sub-divisions and the police stations. The Civil Courts hear suits and also act as the initial appellate authority in a number of cases affecting civil rights which are dealt with by administrative officers or tribunals in the first instance. Appeals from subordinate judges lie to the District Judge, although in suits valued at more than a specified amount of rupees; appeals lie to the High Court, as do appeals from the District Judge.

The issue before the Government is to see that the Civil Courts either the district level or sub-divisional level, whichever area is liberated, start functioning immediately. The existing Judges or subordinate Judges if they are acceptable to the government should asked to begin their work immediately. Where a Thana is liberated, the munsief's court, if there is one at the thana, should work immediately. The precise number of judges who may be both available and acceptable is known at the moment.

Administration of criminal justice is based primarily on the provisions of the code of criminal procedure & the Bangladesh Penal Code. The principal authority is the High Court. The High Court mainly tries appeals from the decisions of the Session Judges. The jurisdiction of a Sessions Judge is usually, but not always, co-extensive with the district & when it is, the District Judge for civil suits is also Session Judge for criminal cases in his district. He takes cognizance of more serious criminal cases within his jurisdiction after they have been committed to him by a magistrate or other executive personnel following a preliminary enquiry. He can inflict any punishment authorized by the Bangladesh Penal Code, although a sentence of death requires the confirmation of the High Court. He also hears appeals against the decisions of magistrates.

The trial of various crimes of a comparatively minor nature is entrusted to magistrates of three grades: a first-class magistrate may pass a sentence of two year's imprisonment & 2,000 rupees fine; a second-class magistrate one of six months imprisonment and 500 rupees fine; & a third-class magistrate one of one month's imprisonment & 100 rupees fine. The District Magistrate bas first-class magisterial powers, the Sub-divisional Officers are first-class magistrates & there are second-class & third-class magistrates at various levels. Cases may come to them in the form of private complaints & police arrests. They also administer preventive criminal law; for example, they take measures on their own initiative to prevent a breach of the peace during festivals or election. In many areas there are honorary magistrates. They do not exercise any of the ordinary powers automatically conferred on magistrates under the Code of Criminal Procedure, but they do perform such functions as authenticating documents & recording dying declarations. It is the District Magistrate alone who can issue orders for the distribution of business among the different magistrates. In nearly all judicial cases, the magistracy is subject to the control of the High Court.

Separation of the Judiciary from the Executive

The Awami League is committed to the principle of the separation of the judiciary from the executive. "Complete separation of judiciary from the executive shall also be constitutionally guaranteed". It may not be possible to implement it immediately. At the appropriate time a Committee should be set up to go into the question.

The following chart gives an idea of the judicial administration.

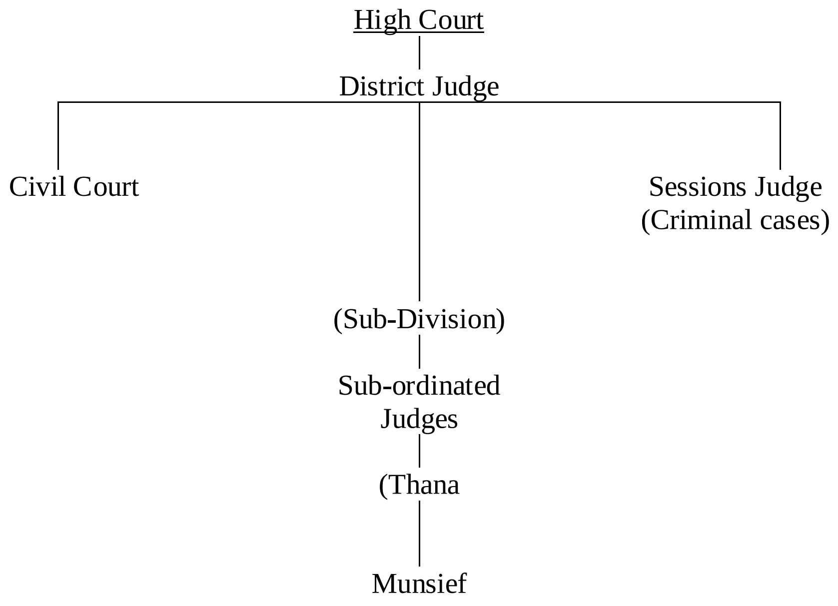

These Courts should start functioning immediately at any level covering the area which is liberated.

There are three grades of magistrates to deal with crimes of a minor nature. The District Magistrate can issue orders to distribute business among the different magistrates.

Order.

In Bangladesh the Policy department at present is a directorate under the Home Department. It is headed by the Inspector-General of Police. In future it will be under the Ministry of Home Affairs. The main Police force, excluding various special branches, is organized on a district basis. Each district has a Superintendent of Police who is responsible for police affairs throughout the district, subject to the direction of the Deputy Commissioner. His primary functions are concerned with the maintenance of order, prevention & detection of crime, collection of political intelligence & anticorruption work. The District Superintendent of Police is assisted by one or more Deputy Superintendents, a number of Circle Inspectors & other officials. There are 411 police stations in Bangladesh. Each thana or police stations is headed by an Officer-in-charge who is assisted by a number constables. At the level of Union Councils (these will be named in future the Union Boards) there are 10 to 12 village watchmen. The police & the village watchmen together constitute a great force of about 80,000.

Apart from these, there are Ansars, their precise number is not easily ascertainable at the moment. The following chart gives an idea of the organisation of the police force from the district to the thana level:

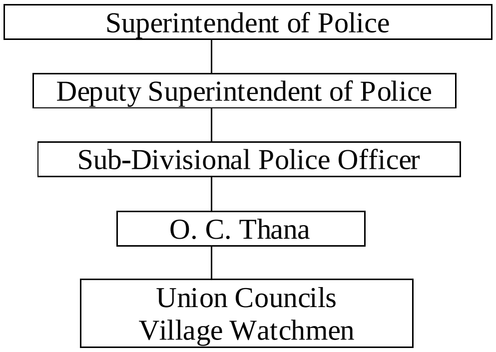

On the morrow of independence the law and order situation will constitute a formidable challenge to the government. Law and order will have to be maintained at any cost. Without it life, liberty and property will be insecure. No developmental activities

can go on in a state of chaos and disorder. The Government must have a firm grip over the whole problem. Since the mid-night of March 25, 1971, the law and order machinery has been put out of gear. In a number of cases the thana police personnel collaborated with the West Pakistani Army. The Mukti Bahini had to take drastic measures against them. The West Pakistani army attacked and killed a large number of police personnel; but it is extremely difficult to be precise about the exact number. A large number of police personnel has joined the Mukti Bahini and has been fighting the West Pakistani armed men.

This raises a number of problems. First, it is to ascertain the size of the police personnel that will be available at once after independence. Second, what is the extent of the gap between the number that will be available after liberation and independence and the number that was there before March 25, 1971. Third, having ascertained the gap, it will be urgent in to take immediate steps to fill in the gap. Fourth, after filling in the gap, the Government will have to decide whether more police personnel will be necessary to maintain law and order after independence. As already stated above, it will be a very formidable problem. Fifth, it appears that more police personnel will be necessary. The question is: how to recruit them and from where?

Police Personnel

(I) It will be extremely difficult to ascertain with any degree of accuracy and precision as to how many members of the police force will be available now and immediately after liberation and independence. If we assume that 50 p. c., i. e., 20,000 out of 40,000 police personnel will be available now and after independence, the problem will be to obtain the rest, i. e., another 20,000. These 20,000 may be recruited from the members of the Mukti Bahini. The Government will have, to ascertain from the members of the Mukti Bahini whether, and if so, how many of them will be willing to join the regular police force. If 20,000 police personnel are available from this source, so far so good. If not, the Government may recruit the remaining number from the young men waiting in the youth camps

Ansars

(2)The precise number of Ansars is not known. It is also not possible to say how many of the Ansars will be available after liberation and independence. If the necessary number of Ansars is not available, the vacant quota will have to be filled up by recruitment either from the Youth Camps or from other sources.

Police Officers

(3)Police officers at the thana level. In 411 or 413 thanas or police stations, there will be 411 or 413 O. Cs and their assistants. It must be ascertained as to how many of them will be available and at the same time acceptable now and after independence. It may be that the full complement may not be available and in such cases, the vacancies should be filled up either by promotion from the available qualified personnel or by recruitment from the graduate members of the Mukti Bahini (after ascertaining their views).

(4) Sub-Division.

Deputy Superintendents of Police. There are 59 sub-divisions, each headed by a Deputy Superintendent of Police and his assistants. If the full quota is not available, it may be filled up by promotion from the ranks of the O. Cs having requisite qualifications.

(5) District.

There are 18 or 19 districts, each district headed by a Superintendent of police assisted by Additional or Deputy Superintendents. The exact number must be ascertained. If there is any vacancy, it may be filled up by promotion from the rank of the Additional or Deputy Superintendents of Police having requisite qualifications and experience. There should be no promotion unless the men deserve it.

(6) Union Council.

At this level there are 10 to 15 village watchmen in each Union Council. In all the 4,046 Union Councils, there are about 40,460 such men. They are not adequately trained and as such may not be appropriate to meet the post liberation law and order problem at their level. Steps are called for to strengthen these elements.

(7) The entire law and order problem and the appropriate machinery must be viewed at the first instance from the Union Council, police station, sub-division and district levels. The machinery at each of these levels must be geared up and filled in by adequate forces. Time has come to examine it from the point of view of the country as a whole.

(a) Union Council. It seems sensible to begin from the very base of the society, that is, the village. At this level, the force of the village watchmen must be strengthened. At each village also at the Union Council level there should be Village Defense Party or Force. The village watchmen and the requisite number of volunteers (10 from each village) and this will mean 100 or 120 for each Union Council will have to be reorganized. At each village there should be a voluntary Village Defense Party consisting of 10 young able-bodied young men led by the elected member from that village to the Union Council, but if the elected member is not either available or not suitable, a well respected man from the village should be the leader of the voluntary Village Defense Party. At the Union Council level, they and the village watchmen will be led by the Chairman of the Union Council, and if not available or suitable, by the most respected man there.

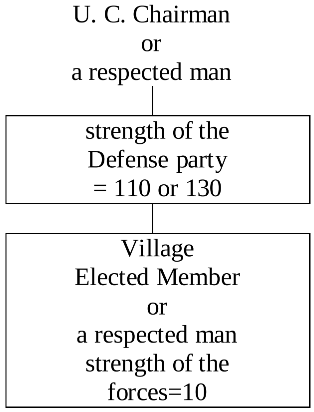

These will be organized on a purely voluntary basis. Our people are golden, and given appropriate political leadership, it will not at all be a difficult proposition. It must be brought home to the villagers that this is absolutely essential in defense of their lives and properties. The state expects it of them.

(b)Thana Level or Police Stations. The law and order machinery at the thana level must be put on its proper gear. Immediately this must be so at the thanas which are either already liberated or which may be liberated soon. Apart from the regular police complement, there should be also Voluntary Defense Party at the thana level. The required number of police officers and other police personnel may not be available. They will work in closest co-operation with the similar bodies at the Union Council and Village level. There should also be a Defense Committee at each thana headed by the available M. N. A. or MPA It should consist of the Chairman of the Defense Party at the Union Council level and members from other appropriate political parties. The Committee will work in close co-operation with the regular police at the thana level. This arrangement will continue until complete normalcy returns to the country, and adequate police force is available.

(c) Sub-divisions. The Law and Order machinery in 59 Sub-divisions must be put in its proper form. The machinery will be headed by the Sub-divisional Police Officer who will be assisted by his regular complement of police forces. This, apart, there should be a Voluntary Defense Party at this level headed by an M. N. A. or MPA It will consist of 5 members from each thana Voluntary Defense Party and 10 other respected men. They will work in close co-operation with the Sub-Divisional Regular Law & Order machinery.

(d)District. The Law and Order machinery at the district level must be organized and strengthened. The law and order machinery is headed by the Superintendent of Police who will be assisted by adequate number of regular police officers and police force. It is known as to how many Superintendents of Police are available and acceptable. The available and acceptable ones should be put in charge of law and order machinery in the district. There should also be a Voluntary Defense Party at this level. It may be headed by an MNA or MPA It will consist of 10 MNA or MPAs representing the whole district, respected political leaders (10 or 15), respected local lawyers (10 to 15) or 25 members representing other professions. This party will work in close co-operation with the S. P. and D. C. They will raise at least 70 to 80 volunteers.

(e) Dacca City. The law and order machinery in the city will have to be strengthened. The city must have its full complement of police. It will be headed by the Deputy Inspector-General of Police or a Police Officer of the equivalent rank. At each mahalla or ward, there should be a Voluntary Defense Party headed by the most respected man in the ward. It will consist of 25 men from the ward and they should represent the ward adequately. They will be responsible for law and order in their ward. They will work in close co-operation of the police force of the Thana to which their ward belongs. There should be a city Defense (voluntary) party consisting of one representative from each ward headed by a widely respected political leader. This will work in close co-operation with the regular law and order machinery in the city.

(f) Chittagong and Khulna. These are also industrial areas. Peace must have to be maintained in each such area. There will be similar organizations at this level also. The respected trade union leaders and prominent workers will have to be included in the Voluntary Defense Party. It may be appropriate to set up similar difference party at each industrial establishment or comprising a number of such units depending on their location and situation.

(g)There may be similar organizations at all other cities like Rajshahi. Rangpur. Sylhet and so on.

(h)The whole scheme is based on the clear principle that people at all levels and in all places must be associated with the maintenance of law and order. Immediately on the morrow of independence it will not be possible to revise the full complement of the police personnel. Law and order cannot wait and it must have to be maintained. The Government has no alternative but to depend on the people. Given correct, bold and imaginative political leadership our patriotic people will do everything to presence law and order which is absolutely 'faraz' or imperative in our country. The police force and their leaders must prove by their conduct, behavior and action that they are the custodians of the rights, lives, liberties, and properties of the people. They must give positive evidence that they are the friends of the people. The correct mobilization of the people for their own defense will be an impregnable bulk ward against any kind of attack on or breach or violation of law, and order. The mobilization of the whole people, their close association with the law and order machinery, the bold, courageous and imaginative political leader- ship and a friendly attitude of the police towards the people will be in my judgment, the best guarantee of peace and security in the country. This will be absolutely essential to meet the formidable law and order situation on the morrow of independence finally, the law and order force must not be deflected from their right and lawful duty or course by anyone however powerful he may be. After the Government is able to recruit and train the required members of police personnel, the Voluntary Defense Parties will be dissolved.

Land Revenue Administration

At the district level the Deputy Commissioner is responsible for the collection of land revenue as well as other kinds of government taxes, fees, and dues. He is assisted by an Additional Deputy Commissioner or Joint Deputy Commissioner at the district level and by other staff. At the sub-divisional level, the Sub-Divisional Officer (S. D. 0.) is responsible for the same at his level, and he is assisted by a Sub-divisional Manager at this level. At the thana level there is the Revenue Circle Officer. There were 125 Revenue Circles, each circle comprising one big or two or more small thanas. The Revenue Circle Officer is in charge of each circle. There are Tahsildars at the Tahsil level, each Tahsil comprising about two Union Councils.

At the top there is the Board of Revenue which is the executive head of revenue administration in the Revenue Department. This is only mainly concerned with the policy-making. In the future administrative set-up the Board of Revenue will be a Department in the Ministry of Finance. (It is discussed in an earlier section). Under the Board of Revenue there is the Divisional Commissioner assisted by an Additional

:Commissioner at the Divisional level. The following chart gives an idea of this organisation.

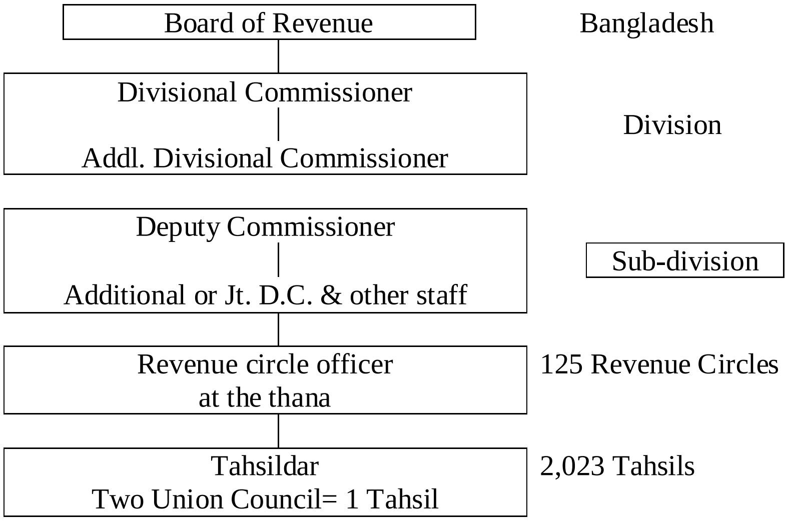

This is the machinery for the administration of land revenue and other taxes and duties. At the district level, the Deputy Commissioner is appointing authority for most important subordinate revenue staff in the district and supervises and controls the work of all of them.

This machinery can be put in operation at the levels, such as Tahsils. Thanas. Sub-divisions and Districts, which may be in the liberated areas.

Sub-divisions. The Sub-divisions headed by Sub-divisional Officers are more or less a replace of the District administration at their level. Generally, the responsibilities of the Sub-divisional Officer are similar in breadth of scope to those of the Deputy Commissioner.

In each case the Government must at once ascertain the number of officers at different levels and examine who are acceptable. The vacancies should be filled up by recruiting persons from different professions outside the government on a contract basis. It will inject some vigour and freshness in the administrative organism.

Technical and other Departments

Technical and other departments of the government post field offices throughout Bangladesh. There jurisdiction usually coincides with district boundaries, although there are some exceptions. The following is a sample list of such district level officers.

(1) Principal Medical and Health Officer

It includes the Civil Surgeon, other medical personnel, hospital staff and other staff.

(2) Executive Engineer (Buildings and Roads)

-the full complements of his office.

(3) Executive Engineer (Irrigation)

-his entire staff.

(4) Relief and Rehabilitation officer

-his full staff.

(5) District Industries officer

-his full staff.

(6) District Agricultural officer

-his staff.

(7) District Animal Husbandry Officer.

(8) Assistant Registrar, Co-operative Societies.

(9) Education Officer-District Inspector of Schools and his staff.

(10) Labor Officer (in the industrial districts).

(11) Social Welfare Officer.

(12) Public Relations Officer.

(13) District Employment Officer.

(14) District Statistician.

(15) District Social Education Officer.

(16) Ansar Adjutant.

(17) Post and Telephone Officer.

These officers have their corresponding counterparts at the sub-divisional level. At the thana level too, they have their counterparts. Wherever possible, links must be between the thana, sub-division and district levels.

Staff Requirements.

At each level and at each category of offices the Government should, without any loss of time, determine the precise number of officers who may be available and also acceptable. It seems to be that the overwhelming majority of officers who joined their duties during the course of liberation struggle may not the collaborators with the West Pakistani army. The number of willing collaborators may not be large, and this is likely to constitute something like 5 to 8 per cent of the total complement of officers. Apart from the actual collaborators, all others should be permitted to resume their duties forthwith in all liberated areas. The actual collaborators should be dealt with through judicial and lawful manner. Some collaborators at the top level may be given exemplary punishment.

The Deputy Commissioner

In a democratic system, an organisation whose members are equipped with arms and have the power to arrest or otherwise interfere with the liberties of the people, cannot claim complete freedom from supervisory control exercised by an external civilian authority. Such control is indispensable as a safeguard against the misuse or excessive use of the undoubtedly drastic powers which a police force is armed with. The proper approach would be that such civil authority should ultimately be responsible for the maintenance of peace and tranquility, and that the forces in uniform should be the agency through which the objective is to be attained.

It seems reasonable that the supervisory control if the Deputy Commissioner over the police should continue. This control should be a general nature and that, except in times of emergency, there should be no occasion for the Deputy Commissioner to direct the working of the police organisation. In other words, in the day-to-day functioning his organisation and in matters of a routine nature like transfers and postings within his Jurisdiction, the District Superintendent of Police should have full control, except that in matters when the functioning of a particular office is not in accordance with the maintenance of law and order, the Deputy Commissioner may intervene to have appropriate action taken, for example by transfer. The Deputy Commissioner should annually record his views on the performance of the District, Superintendent of Police after receipt from the officer concerned of a note written by him on his performance during the period under review.

Protocol Duties

An aspect of a district officer's work which can be a source of considerable difficulty and embarrassment is the one associated with the protocol duties and functions to be performed when dignitaries visit a district. It appears reasonable to suggest that it should not normally be necessary for the collector or any other district officer to wait upon a visiting dignitary unless his presence is specifically required.

Re-organisation of the District Administration.

The districts in the country vary widely in respect of area and population. The district of Mymensingh has a population of 55,32,318 in 5,060 square miles, while the Chittagong Hill Tracts District has 1,35,134 in 5,093 square miles. The population of Sub-divisions varies largely in population from 1, 91,200 in Meherpur Sub-division to 94,48,540 in Jamalpur Sub-division, and 17,92,804 in the Noakhali Sadar Sub-division. The average size of the population of Sub-divisions varies between 6,00,000 to 10,00,000.

The population of the districts is by and large too vast for sound and effective administration. Even if the administrative staff in bigger districts is suitably reinforced to handle the larger volume of work generated there is little doubt about the fact that there is always an optimum size for a district, beyond which the problems of co-ordination would tend to make administration lax, inefficient and ineffective. This is highly detrimental to development and welfare programmes. The districts now in existence, have remained administrative units for several decades past. The ratio between the population and the

officers is too thin for any effective administration. The burden on the district officers is too heavy to produce any meaningful administration. It has always been rightly pointed out that Bangladesh has been suffering from under administration. The Report of the Finance Commission, 1943, observed that Bangladesh was under administered.

It seems reasonable to suggest that all the sub-divisions should be converted into districts. In some cases one or two sub-divisions may have to be divided into two districts. The optimum size of the population of each district should be between 6,50,0(X) to 10,00,000. As and when it is implemented, it will produce near about 60 or 61 districts in Bangladesh. There are now 411 police stations or thanas in the country. These areas should be suitably arranged into 250 sub-divisions with an average population of 3, 00,000 in each sub-division. The city of Dacca may be converted into a metropolitan district. Being the headquarters of the Government, the greater Dacca city has problems which have no parallel in other areas.

It will require a larger number of officers' of different categories than the country has at the moment. It will also involve substantial amount of money. The whole scheme can be implemented on a phased basis. In the meantime, the Government should appoint a high powered committee to go into the whole issue.

Local Self-Governing Bodies.

Good government is no substitute for the foundation of democratic local self-governing bodies. The local self-governing institutes provide the people with the opportunity to participate in the local administration is a very significant aspect of democracy. The main problems to be faced in organizing the local self-governing bodies will be:

(1) Problem of area.

The districts are too vast both in population and area. It is already proposed above that the sub-divisions with necessary adjustments should be converted into districts. This will make the area of the proposed District Board small with a manageable population.

(2) District Board.

(a)The existing District Council should be renamed as the District Board. The members should be elected on the basis of the universal adult franchise. The District Boards should consist of 25 to 30 members.

The Chairman of the District Board should be given the rank of a Deputy Minister.

(b) The District administration should be divided into two-sectors one concerned with "regulatory" functions, like law and order, revenue, magisterial functions and other similar activities, and the other with "developmental" functions, such as agriculture, irrigation, animal husbandry communications, public health and sanitation, education, industries, rural arts and crafts, and so on. The Deputy Commissioner should be the head of the former and the District Board should have the responsibility for the latter.

(c) The Deputy Commissioner and the Chairman of the District Board should meet at periodical intervals to resolve matters calling for co-ordination between the regulatory and developmental administration. This procedure should be given official recognition in the legislation dealing with the local bodies.

(3) Union Board.

(a) Membership. Each Union Board (the existing Union Councils should be replaced by the old Union Boards) should consist of 10 to 15 members. They should be directly elected on the basis of universal franchise. The members should elect their own Chairmen from amongst themselves.

b) Functions. The functions and duties assigned to the local bodies can be broadly placed under three categories:

(I) Municipal services and other civic amenities;

(II) Social welfare activities; and

(III) Development work.

(4) Development Block. Each Development Block will comprise the area covered by a police station or thana. The functions, responsibilities and the staff requirements of the development have been set out in detail in the Report on Community Development already submitted to the Government.

(5) Finances: (a) Taxation and other dues.

(b) Government Grant,

(c) Development.

(6) Method of work: well-developed committee system.

A detailed long-term plan for the development of local self governing bodies will be submitted in due course.

It is difficult to say at the moment as to how many of the lotcal bodies will be in a position to function. This will have to be ascertained immediately on the morrow of independence. In many cases, it may be necessary to make ad-hoc arrangement.

(Muzaffar Ahmed Choudhuri)
Chairman
Planning Cell.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ
পূর্বাঞ্চলীয় জোন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটির একটি নিয়োগপত্রঃ সৈনিকদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৫ মে, ১৯৭১

OFFICE OF THE ZONAL ADVISORY COMMITTEE, YOUTH CAMPS.
SOUTH EAST ZONE II.
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.

Appointment letter.

Mr. Syed Motiul Islam, S/o. Sujat Ali, Vill……… P. O. Comilla, P. S. Kotwali, Dist Comilla is appointed as Political Instructor with effect from 10th May, 71 and posted in Youth Reception/Transit Camp at Padmanagar, Boxnagar.

(Ahmed Ali)
Chairman,
Zonal Advisory Committee,
Youth Reception Camps.
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

From :-Capt. Mahbubur Rahman
Sub-Sector H. Q
Nirbhaypur
D. C. No. 1.
5 May, 71

To: - Prof. Mr. Abul Kalam Majumdar
Chief Dist. Awami Volunteer Corps
Comilla

Subject: -**Local organisation for food and shelter of MF operating in Laksham**

As you have been holding the key appointment ..... in the Awami League Front in Comilla Dist. and you belong to Laksham P. S., you are requested to organise the area you residing in such a way that our troops operating there may get food and shelter. You are also requested to provide us with guides for our troops operating in the area from your volunteer corps. This arrangement by you will be regarded no less important than Fighting in the front for our mother land.

I shall be very grateful if you co-operate in this matter which will enable us to move and operate move easily in your area.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন যুব শিবিরের কর্মীদের তালিকা ও আনুষংগিক তথ্য	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৫ মে, ১৯৭১

Name :- **Gukulnagar Youth Camp** (..............)

Date Started.

Present Strength

OFFICERS

(1) Camp Chief-MD. Shamsul Hoque Meah, M.A. Advocate.

(2) Deputy Camp chief -Md. Harunar Rashid.

(3) Camp Supervisor-Waizuddin Ahmed, Advocate.

(4) Political Instructor- (I) Anwar Hossain, B.A.

(II)Sirajuddin Ahmed, Advocate.

(III)Sree Sanjit Kumar Shaha.

(5) Physical Instructor- (I) Mahtabuddin Ahmed (E.P.R.)

(II)AbdulMannan.

(III)Yar Muhammed.

(6) Student Representative-Bashiruddin Ahmed.

(7) .... Health Officer-

Sd/-Md. Shamsul Hoque,
M.P.A
Advocate.
25.5.71

Name: - **Rajnagar Youth Camp.**

Date Started-

Present Strength

OFFICERS

(1) Camp Chief -MD. HANIF, M.N.A.

(2) Deputy Camp Chief-BISMILLAH, MPA

(3) Camp Supervisor-

(4) Political Instructor- (I)

(II) Fazlur Rahman, M.A. (Eco).

(III)

(IV)

(5) Physical Instructor -
(I)
(II)
(HI)
(IV)

(6) Student Representative-Md. Shahjahan.

(7) Labour Representative-Ruhul Amin Bhuiya,

(8) ....Health Officer

Sd/-Md. Nurul Hoque
30.5.71

Name- **Hathimara Youth Camp**

Date Started-10-4-71.
Present Strength-750

OFFICERS

(1) Camp Chief-M. A. Rashid, M.P.A

(2) Deputy Abul Bashar
(3) Political Instructor- (i) Asgar Ali (Headmaster)
(ii)
(iii)
(iv)
(4) Physical Instructor- (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(5) Student Representative-Md. Sahidullah.

(6) Labour Representative-

(7) Health Officer (i) Lutful Kabir M.B.B.S.
(ii)

Sd/-.

LIST OF YOUTH CAMPS
(YOUTH CAMP CHIEFS)

DISTRICT

YOUTH CAMP.

(Proposed Camp Site)

M.A. Hannan.

(a) Chittagong & Hill Tracts, (i) Harina
(ii) Sreenagar or
Harishamukh khairuddin Ahmed, M. P.A.
(iii) Udaipur Capt. S. Ali. M.P.A.

(b) Noakhali.	(i) Chothakhola	Khawja Ahmed. MNA.
	(ii)Radhanagar	A. Hanif, MPA (Rajnagar)
(c) Comilla,	(i)Kathalia (Baramura)	Abdul Awal, MNA.
	(ii)Hatimara (Kamalnagar)	M.A.Rashid, MPA.
	(iii)Buxnagar (Ghayamara)	Prof. A Raof, MPA.
	(iv)Matinagar	Capl. Alam.
(d) Comilla & Dacca.	(i) Konaban	Ameerul Islam, MPA.
	(ii) Ashrambari	Mustafa Shahid, MPA. (Manik Chowdhury)
	(iv) Patharkandi (Karimgonj)	A. Rahim, MNA.
Transit Camps at Agaitala for Dacca & Comilla.	(i) Joyangar	Afzal Hussain, MPA.
	(ii)Charipura	Shamsul Huq, MPA.
	(iii)Congress Bhavan.	Fazlur Rahman, MNA. (Transit only)
	(iv)Narsinghar	Dewan Abdul Abbas, MNA.
	(v)Battali (Mohanpur)	

An Administrative and Recruitment Committee is Formed for each youth Camp constituted of the following Officers

(i) Camp-in-charge.
(ii) Deputy Camp-in-charge.
(iii) Administrative Officer.
(iv) Political Instructor.
(v) Student Mobilizer
(vi) Physical Training Officer.
(vii) Medical Officer.

Sd/-...............

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিফৌজে অন্তর্ভূক্তিকরণ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর সাথে যুব শিবিরের যোগাযোগ	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৪ জুন, ১৯৭১

The Chief of Staff
Bangladesh forces.

Sub : Recruitment for Mukti Fauz Training Camps.

Reference your letter No. 3032/BDF/G dated 18-6-71 on subject. This is to confirm that arrangements are being made to establish youth camps all along border from Sabrum Kacimgong in order to receive screen and give political education for a period of 15 days before they appear before the Board for recruitment to die Mukti Fauz.

A list of existing and proposed sits of Youth Camps is the following:
(i) Camp-in-Charge.
(ii) Deputy Camp-in-Charge.
(iii) Administrative Officer.
(iv) Political Instructor.
(v) Student Mobilizes
(vi) Physical Training Officer.
(vii) Medical Officer.

It is requested that the understanding that following establishment of Youth Camps recruitment from other sources, to be discontinued, may kindly be confirmed.

Sd/- M. Alam
Secretary General.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ত্রাণ শিবির সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৬ জুন, ১৯৭১

THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH.

Dt. 6.6.71

Dear Camp Chief/Camp-in-charge,

I am enclosing extracts of the Youth Relief Camp Project as it now stands approved by the government for favor of your study.

A meeting will be held on SUNDAY at KRISHNANAGAR office at 3 P. M. to discuss the project with a view to its speedy and uniform implementation.

You are requested to kindly attend the meeting.

In the mean time, you are also requested to expedite appointment of the Camp Officers as per para 5 of the enclosed project.

A set of proformas of Registers & Returns is also enclosed. Kindly bring with you the
returns indicated below: according to proformas enclosed:-

(i) List of Officers.

(ii) Daily Return (Entry/Exit).

(iii) Weekly Progress Report.

Yours faithfully.
(M. ALAM)
6. 6.71.

YOUTH RELIEF CAMPS
(An introduction)

1. OBJECTIVE

(a) To channel and train the stream of young men coming out of Bangladesh into some organized and purposeful activity in service of Bangladesh on their return.

(b) To serve as holding camps from which the trainees for our Armed Forces (Regulars and Guerillas will be recruited).

(c) To train others as Base-Workers who will also serve as Junior Guerillas as needed in support and under the command of the Armed Forces.

2. **PROGRAMME**

(a) Training will be given within the next **six months** to

(i) 50,000 Base Workers

(ii) 18,000 Armed Forces recruits.

(b) Average monthly intake will be 12,000.

(c) Training will be for **one month** divided into two 15-day parts

(i) First part mainly motivational training for all new entrants. Armed Forces recruitment will then be made.

(ii) Second part mainly methodical training for **Base-Work** to those not recruited for Armed Forces.

An outline of the **syllabus** is attached at Appendix-A (Summary at Flag-X).

3.**CAMPS SET-UP**

Camps will be of two types:

(a) **Reception Camps**: About 15 such camps in Tripura, situated about 5 miles within border along main routes of entry. These will provide:

(i) Initials rest and orientation.

(ii) Security check up by respective political leaders.

(iii) Some initial training, if possible, for these awaiting admission to regular camps.

(b**) Training Camps**: 10 such camps in Tripura with a capacity of about 100 each, situated in groups in three areas within 30 miles of Agartala.

A list of camps is attached at **Appendix-B.**

4**. CAMP MANAGEMENT**

(a) **Reception Camps** will be managed by Committees consisting of:

One Camp-in charge.

One Dy. Camp-in-charge

One Camp Supervisor.

One Student Representative.

One Health Officer.

(b) Training Camps.

Each Training Camp will have the following office bearers for providing guidence and instruction in their respective fields;

One Camp Chief.

One Dy. Camp Chief.

One Political Instructor per 250 trainees,

One Physical Instructor per 250 trainees.

One Health Officer.

(ii) The Training programme will be conduct under the overall direction of the Training Coordinator (Dr. Abu Yousuf).

(iii) The management of the Camp facilities and security will be the responsibility of the Camp Administration being provided by the Government of India.

5. **APPOINTMENTS:**

(a) Camp Chief/Camp-in-charge and their deputies will be nominated by the political Committee of the Eastern Zone, from among public representatives.

(b) Camp Chief/Camp-in-charge will appoint the other office bearers as follows:

(i) Camp Supervisor from among public servants and professionals in consultation with Director, Administration Youth Relief Camp (Prof. N. I. Chowdhury, M.N.A.).

(ii) Political Instructions from among professor and teachers in consultation with Training Coordinator (Dr. Abu Yousuf)-

(iii) Physical Instructors from among Servicemen/Ex-Servicemen in consultation with Sector Commanders.

(iv) Student Representative as nominated by Bangladesh Student Action Committee (Mr. A. Q. Makhan).

(v) Health Officer in consultation with Medical Coordinator (Dr. Akhtaruzzaman).

(vi) All Appointees will reside in their respective camps.

6.**FINANCE & ACCOUNTS.**

Camp Supervisor/Camp Administrator will be the drawing/disbursing officers. They will furnish weekly expenditure returns to the Director. Administration, and provision of fresh funds will be subject to up-to-date accounting of funds already drawn.

7.**HEADQUARTERS.**

The High Powered Committee for Eastern Zone has set up a Head quarters Directorate for overall implementation of the scheme, as follows:

Mr. Mahboob Alam, Director	(Project Coordinator)
Dr. Abu Yousuf, Director	(Training Coordinator)
Prof. Nurul Islam, MNA, Director	(Administration)
Mr. Muzaffar Ahmed, MP A,	(Movement & Hospitality)
Director.	(Motivation)
Mr. Khaled Mahmood, MNA,	
Director.	

To be filled	Dy. Director (Admn).
”	” ” (Supply).
	” ” (Movement).
Mr. Bazlur Rahman	” ” (Accounts).
Mr. Mosharraf Hussain	Dy. Coordinator (Political)
Prof. Debabrata Datta Gupta	” ” (Physical).
To be filled	

NAME:

Date Started:
Present Strength :

YOUTH RELIEF CAMP
(TRANSIT,'REGULAR)
OFFICERS

1. Camp Chief ....
2. Deputy Camp Chief:...
3. Camp Supervisor:..
4. Political Instructor ....
   (ii) ....
   (iii) ....
5. Physical Instructor ....
   (ii)..
   (iii) ... .
6. Student Representative..
7. Health Officer: ....

Signature:_________________
(CAMP-CHIEF)
Dated:________________

WEEKLY PROGRESS REPORT

NAME: DATE:

YOUTH RELIEF CAMPS
(CHECK LIST)

To-day's strength:

1.OFFICE BEARERS:

(a) Has the list of office bearers been completed?

(b) If not which are the vacancies?

(c) What needs to be done to fill up the vacancies?

(d) Are the office bearers staying in the camps?

2. LOCATION:

(a) At present:

(b) Moving to:

(c) Distance from nearest Border point:

3. CONSTRUCTION:

(a) Tents- Size:

Nos. :

(b) Huts

(i) Size:
Nos.:

(ii) Completed Nos.

(iii) Under construction:

(iv) Work not started

Expected date of commencement of Construction,
(v) Expected date of completion of all construction:
(c) WATER SUPPLY:

(i) What is the source of drinking water?

(a) Is it adequate?

(b) If not, what is being/proposed to be done:

(ii) What is the source of bathing water?

(a) Is it adequate?

(b) ....

YOUTH RECEPTION CAMP

Daily Return

Dated...................

Name of Camp ....

1. No of Youth:

A. Entry — Held Over
from previous day ....
Fresh Entry ....
Sub-total ....

B. Exit — To Regular Camp ....
To Evacuee Camp.....................................

C. Held Over — (A-B)

Expenditure

2. (i) Transportation cost to Regular Camp Rs._____
(ii) Other expenses " " " Rs._____
Total Expenditure Rs._____

Balance Sheet
Balance from previous
day.....................................
Fresh
Receipt...
Sub-
total...

Today's expenditure
Balance: Carried Over
....

Camp Administrator
(Nominee of Returning
Officer) ....
....

Camp-in-charge
(Recruiting Officer................................
or his nominee)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় জোনের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন পরিষদ সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৭ জুন, ১৯৭১

THE MEETING OF THE HIGH POWERED POLITICAL COMMITTEE WAS HELD ON 13.6.71 AT N. P. C. C. REST HOUSE, AGARTALA AT 5-00 P.M. UNDER THE PRESIDENTSHIP OF ZAHUR AHMED CHOWDHURY. IN ALL 4 MEMBERS OF THE COMMITTEE WERE PRESENT.

Members Present:

1. Mr. Z. A. Chowdhury.
2. " N. Hoque, MNA,
3. "Shamsuzzoha, MNA.
4. " Abdul Quddus Makhan.

Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, the General Secretary of the party who are here in connection with visiting of Youth Camps, Relief Camps and on organizational matter, also participated in the meeting on a special invitation and contributed effected suggestions which help the Committee to come to decision in regard to many important problems.

The High-powered Committee meeting faced a very important and critical problem in regard to replacement of Committee member Mr. Taheruddin Thakur, who is not in a position to attend the meeting as he is away from Agartala since a long time. Further, the pressure created by MNAs, MPAs and other political leaders who sent a resolution to the High-powered Committee demanding Mr. Zahurul Quium in place of Mr. Taheruddin Thakur as their representative. The matter was discussed in length and the Committee came to a decision to replace Mr. Taheruddin Thakur by Mr. Zahurul Quium. The General Secretary of the party Mr. M. R. Chowdhury who is also from the district of Comilla desired that immediate replacement should be made as Comilla is going unrepresented in the absence of Taheruddin Thakur. Accordingly, Mr. Zahurul Quium, was taken in place of Mi-. Taheruddin Thakur. all the members were unanimous in this connection.

Resolved that on the basis of the resolution of the meeting of Comma district representatives, Mr. Taheruddin Thakur be replaced by Mr. Zahur Quium, MNA, and the Committee notes its deep sence of gratitude to Mr. Taheruddin Thakur for this contribution to this Committee.

Resolved that the photo of BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, Head of the State be displayed to all Youth Camps, Reception Camps and in all Offices of Bangladesh Liberation Council. And photo shall be supplied by Mr. Shamsuzzoha, MNA, Member, Relief & Rehabilitation.

Resolved that this High-powered Committee be renamed as Bengal Liberation Council, Eastern Zone as suggested by Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, the General Secretary of the party. The meeting was adjourned till 5-00 P. M. on 14.6.71. On 14.6.71 only three members were present namely Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, Mr. Abdul Quddus Makhan and Mr. Zahurul Quium. Discussed many a problem specially about the conditions of prevailing in the Youth Camps and Transit Relief Camp. The General Secretary also reported about the conditions of the Youth & Relief Camps on 13.6.71. Again the meeting was adjourned till 5-00 P.M. on 15.6.71.

On 15. 6. 71 five members of the Committee were present namely Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, Mr. N. Hoque, MNA. Mr. Shmsuzzoha, MNA and Mr. A.Q. Makhan and the General Secretary of the party Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, MNA also graced the meeting by his presence, suggestion. In this meeting the requirements of Youth Camp and other Transit Relief Camp as well as the requirements of the Secretariat was discussed and the following resolution was passed unanimously.

Resolved that a Medical Board be formed with the following Doctors for the effective functioning of Health Department and with the respective responsibilities mentioned against their names.

Further it is resolved that Member in-charge of Health Deptt. shall be the Chairman of that Board as Ex-officio Member.

These was in connection with the requirements placed by Dr. Abu Yousuf, Director, Training Co-ordination.

The name of the Doctors:

(1) Dr. Mosharraf Hossain, M.B.B.S. MPA General purposes.

(2) Dr. M.A. Mannan, MPA	Dy. Director, Youth Camps.
(3) Dr. Kazi Siraj, MPA.	Medical Liaison officer for Army.

Resolved that a Publicity Directorate be set up with Mr. Fazlul Hoque Moni as expert and Mr. A. B. Mridha, Deputy Director.

Further, it is resolved that Member, Publicity, and Press shall be the Chairman of the said Board as ex-officio Member of the Deptt.

Resolved that this meeting directors Member in-charge of the press and publicity to have a survey in regard to requirements and elements for bringing out a paper and to confirm the names submitted by Mr. H.T. Imam, Zonal Administrator, Eastern Zone. The report of the survey be placed within 5 days from today.

Resolved that an amount of Rs. 50,000/- be granted for relief and rehabilitation department.

Further it is resolved that an amount of Rs. 5,000/- be granted for Purchasing medicines, where and when it is warranted as emergency.

Resolved that a transport be supplied by Prof. K. Alam, MNA, Liaison Officer, Sabroom Sector for the following camps:

(i) Kathalia. (ii) Boxnagar, (iii) Hatimara, (iv) Malagar.

Resolved that Mr. Zahurul Quium is directed to handle the Deptt. of Press, Publicity and Youth Training Camp.

Resolved that an Administrative Officer with the rank of 1st Class Dy. Magistrate be appointed at Karimgonj and Silchar Sectors., Mr. H.T. Imam, Zonal Administrator, Eastern Zone is to prepare name for the approval of the Liberation Council. At the same time the Committee wants a report from Mr. Farid Gazi, MNA, Liaison officer in this connection.

Resolved that another Administrative officer be appointed at Tura (Mymensingh Border) after having the report from Mr. Rafiuddin Bhuiyan, Liaison officer, Tura and Garohill Sector.

Resolved that the following subsidy ceilings may be allowed to Youth Reception Camps as needed.

(a) 0.25 paisa per head per day on average food consumption.

(b) One Lungi per youth.

(c) Satranji, Pillow, Bed sheet as needed.

Resolved that Mr. Shamsuzzoha, Member Relief and Rehabilitation is directed by the High-powered Political Committee to deal with the application of Mr. M. A. Wahab, MPA, and other who have applied for funds for reception of Awami League worker, students, youth and members of public who are reaching India Border and required rest and help for Transitment to other camps.

The meeting ended with thanks to Mr. Mizanur Rahman Chowdhury, the General Secretary of the party for his tremendous services which he is rendering for the liberation of the country by moving from one Zone to another Zone thus covering the Western and Eastern Zone without any recess.

(ZAHUR AHMED CHOWDHURY)
Convenor,
High-powered Political Committee meeting.

Memo. No..... Dated...........
....

(1) Copy to Administrator, Eastern Zone, Bangladesh Govt.
(2) " Member, Press & Publicity and Youth Training.
(3) " Member, Rehabilitation & Relief.

(ZAHUR AHMED CHOWDHURY)

CONFIDENTIAL

A MEETING OF THE HIGH POWERED POLITICAL COMMITTEE FOR THE EASTERN SECTOR OF BANGLADESH WAS HELD ON 10. 5. 71 IN N. P. C. REST HOUSE, KUNJABAN, AGARTALA. THE FOLLOWING MEMBERS OF THE COMMITTEE WERE PRESENT IN THE MEETING. MR. ZAHUR AHMED CHOUDHURY, MPA WAS IN THE CHAIR. THE MEETING TRANSACTED THE FOLLOWING BUSINESS.

Members Present:

1. Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, MPA
2. Mr. Nurul Haque, M.N.A.
3. Mr. A.S.M. Shamsuzzoha M.N.A.
4. Mr. Taher Uddin Thakur, M.N.A.
5. Mr. Md. Illias, M.N.A. (On special invitation).
6. Mr. Abdul Quddus Moktar (Observer).

At the outset Mr. Taheruddin Thakur proposed the name of Mr. Zahur Ahmed Chowdhury to be the Convenor of the High-powered Political Committee for the Eastern Sector of Bangladesh. Mr. Nurul Haque seconded the proposal and it was carried out unanimously.

Business transacted:

1. The Committee decided to authorize Mr. Fazlul Haque (Moni) to consult the leading Student League Leaders of Sylhet, Comilla, Noakhali, Chittagong, Chittagong Hill Tracts and Dacca districts to suggest the name of one of their representative to the political committee for the Eastern Sector of Bangladesh.

2. Decided that M/S. Nurul Haque, M.N.A., and Taher Uddin Thakur, M.N.A. should immediately proceed to meet the Cabinet to secure its formal approval of the political committee. They are directed to solicit and obtain authorization from the Cabinet to incurr day to day and emergency expenditures including Rs. 10,00,000/00 sanctioned subject to the approval of the Cabinet by the joint meeting of M.N.As., M.P.As., partly executives of the Eastern Sector of Bangladesh as per resolution No proceedings of which are annexed herewith.

3. Decided that Rs. 1,00,000/00 be allocated for each Youth Relief Camp out of the sanctioned amount of Rs. 10,00,000/00 for Youth Relief Camp. The Committee directs the Secretariat to prepare a budget accordingly and submit it to the committee for approval.

4. Decided that a Directorate be set up for the Youth Relief Camp to be coordinated by Mr. M. Alam, P.F.S. as the Director. The Directorate will be constituted with the following gentlemen with their designation mentioned against their name.

1. Dr. Abu Yousuf- Director, Co-ordination, Planning & Programming.
2. Prof. Nurul Islam. M.N.A.-Director, Administration.

3. Mr. Muzaffai Ahmed, M.P A.-Director, Movement & Hospitality.
4. Mr. Khaled Mohammad Ali, M. N. A-Director, Motivation,
5. Decided that the youth be set up Of be considered to be set up as follows:

District	Youth Camp	Proposed Youth Camp site
(a) Chittagong & Chittagong Hill Trs.	Harina.	(i) Sreepur or (ii) Hrishyamukh.
(b) Noakhali	Chotakhola	
(c) Comilla	(i) Kathalia (ii) Hatimara (iii) Baxanagar (iv) Matinagar	
(d) Comilla & Dacca		Konabar
(e) Sylhet	(i) Ashrambari (ii) Kaileshahar Khoawi.	Khoawi.
Transit Camps At Agartala For Comilla & Dacca.	(a) Joynagar (b) Charipara (c) Congress Bhavan. (d) Narsinghar.	

6. Decided that ail administrative committee be formed for each youth camp constituted of the following officers.

(i) Camp-in-Chief.

(ii) Deputy Camp-in Chief

(iii) Administrative Officer.

(iv) Political Instructor.

(v) Student Mobilize.

(vi) Physical Training Officer.

(vii) Medical Officer.

The Administrative committee will also act as the recruitment committee as and when necessary for the respective camp. The duties and responsibilities of the persons of the committee will be detailed by the Director, Youth camp. The persons will be appointed by the Committee. Each member of the Committee shall stay in the camp and subject to the decisions and control of the committee shall enjoy all the privileges due to them.

7. Decided that each member of the political committee will be in-charge of specific responsibilities (Dept) and these are allocated to them as follows.

Department	**Name of the member**
1. Relief, Rehabilitation & Health services.	Mr. A. K. M Shamsuzzoha, M. N. A
2. Information, Publication And	Mr. T. U. Thakur, MNA
Distribution.	Mr. D. F. Gazi, M.N.A.
3. Administration,	Mr. T.U. Thakur M. N.A
4. Training & Programming (youth camp)	Mr. M. R. Siddiqui, M. N. A
5. Finance.	Mr. Nurul Hoque, M.N. A
6. War efforts.	
7. Students affairs.	Mr. Zahur Ahmed Chowdhury. MPA
8. Political affairs	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন বেলেনিয়ায় রাজনৈতিক উচ্চ পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৮ জুন, ১৯৭১

To
Mr. Zahur Ahmed chowdhury, MPA
Convenor, High Powered Political Committee,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Sub: **Formation of a Political sub-committee for Belonia**.

Dear sir,

Reference your Memo Number nil dated 3.6.71 I have the pleasure to inform you that in compliance with your instruction for a Political sub-committee for Belonia sub-Division has been formed in a meeting of the M.P. As M.N As Awami League Leaders and students representatives etc. residing in this Sub-Division held on 10.6.71 at Belonia with the following personnel's:-

1. Mr. Khawja Ahmed, M.N.A.	President.
2. Mr. Shahid Uddin Iskandar, MPA	Secretary.
3. Mr. A. B. M. Taleb Ali, MPA	Member
4. Mr. Md. Han if, MNA,	Member
5. Mr. Md. A. F. K. Safdar, MPA	Member
6. Mr. Md. Serajul Islam, MPA	Member
7. Mr. Md. Yunus.	Member
8. Mr. Md. Abdul Malek.	Member
9. Mr. Md. Aminul Karim (Khoka)	Member
10. Mr. Md. Azizul Haq.	Member
11. Mr. Md. Abu Baker.	Student Representative.
12. Mr. Md. Mustofa Hussain.	Labor Representative.

This is for your kind information

Thanking you.

Sincerely Yours,
Khawaja Ahmed
M. N.A.
18.6.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ত্রাণ শিবির সম্পর্কে আরেকটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৪ জুন, ১৯৭১

YOUTH RELIEF CAMPS

As a Part of the general evacuee relief Programme several Youth Relief Camps Were also Provided by the Indian Authorities at various entry points, about 5 miles within the border in this Zone (list enclosed). The separate camps for the young Evacuee were meant to;

(a) Keep young evacuees separated from the rest.

(b) Facilitate Easily excess reception and rest encouragement of Young-man from Bangladesh for our liberation struggle.

(c) Act as Holding Camps for youth training programme.

(d) Facilitate security and political screening by local Awami league representative before the young men were sent for training.

A Separate youths training screen has also been approved by the Govt. of India. This cause for the construction of 10 Youth Training Camps deep within the Indian Territory. These camps are for-

(a) Preliminary arms exercise before recruitment to Bangladesh Forces.

(b) Base work training for these not recruited for Bangladesh Forces.

Accommodation For 1,450 trainees as so far been completed. Efforts are being made to construct more camps for a total of 10,000 trainees.

We now understand that the Youth Relief Camp are seen to be closed with the young evacuees are to reside with the youth evacuees in the lagers evacuees camps now under- construction.

The consideration for which, separate Youth Relief Camps were constructed by the Govt. For India Authorities are however, still applicable specially from the point of our Liberation struggle, we, on behalf of the Liberation Council, Eastern Zone, the People's Republic of Bangladesh, requests to Indian authorities to kindly allow the continuation of the present Youth Relief Camps.

Sd/-................

YOUTH CAMPS AS ON 22-6-71
WITH
(CAMP CHIEFS)

A. RECEPTION CAMPS for DISTRICT.	**CAMP SITE (Proposed Camp Site)**	**CAMP CHIEF**
(a)Chittagong & Ctg. Hill Tracts.	(i)Harina (iiSreenagar of Barishamukh (iii)Udaipur (Palatana)	M. A. Hannan Khairuddin Ahmed. MPA. (Obaidullah Majumdar MNA.) Capt. S. Ali MPA.
(b) Noakhali.	(i)Chothakhola. (ii)Rajnagar.	Khwaja Ahmed, MNA. A. Hanif, MNA.
(c) Comilla,	Kalhalia (Baramura) (ii)Hatimara (kamalnagar) (iii)Bunagar (Chaymara) (iv)Melagarh.	Jalal Ahmed MPA. M. A. Rashid, MPA Prof. A. Rulf. Capt. Sowkat.
(d) Sylhet	(i)Ashrambari (khowai) (ii)Kailashahar (iii)Dharmanagar. (ivRatharkandi (karimganj).	Mustafa Shahid, MPA. Azizur Rahman, MPA. Manik Chowdhury, MNA. Taimuz Ali, MPA, Mr. Abdul Malek
Transit Camps at Agartala for Dacca & Commilla	(i) Congress Bhaban (Transit) (ii)Narsinghar. (iii)Ballali (iv)Mohanpur. Kamalpur.	Fazlur Rhaman MNA. Dewan A. Abbas, MNA. Gazi Fazlur Rahman, MPA, Shafiruddin, MPA. Mr. Altafur Rahman, MPA

Approved by the Bangladesh Liberation Council,
Eastern Zone

1. Udaipur. (11) Mr. Abdullah Haroon, MPA.
2. Silachara (Chittagong Hill Tracts), Mr. Syedur Rahman.

B. **REGULAR TRAINING CAMPS**

Area	No. of Proposed Camps.	No.of Existing Capms.	Camps Chief. Dy. Camp Chief
1. Gokulnagar (Now in overall charge of Mr. Shamsul Huq, MPA.)	4	2	a. Shamsul Huq. MPA. Waisuddin. b.Dewan Abul Abbas, MNA. Hamidur Rahman.
11. Pad man agar	3/6	Nil	

The Camp Management Committee in each camp will consist of:

1. Camp Chief-to be appointed by Liberation Council.
2. Dy. Camp Chief " " " " "
3. Camp Supervisor-to be appointed by Camp Chief on nomination by Director, Admn.
4. Political Trainer-" " " " " Director Training Co-ordination,
5. Physical Trainer" " " " "on -do-
6. Medical Officer " " " " " on nomination by deputy Director (Health)
7. Camp Administrator (wher appointed) by Local Government.
8. Arms Trainers (where appointed) by Local Government

Sd/-...........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় জোনের আওতাধীন যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৭ জুন, ১৯৭১

The following extracts of the resolution taken in a meeting on the Youth Camps of the Eastern Zone on 27th June, 1971 is forwarded for favour of your information and action.

Mr. A. Rab of Student Action Committee gave a clear exposition of the base training scheme in relation to our basic war strategy of Economic War-fare as initiated by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On his proposal it was resolved that the Liberation Council, Eastern Zone should be moved to take up at high level, the questions of our overall war strategy with particular emphasis on following points.

(a) We should have our own war strategy under our own leadership and not under the leadership of any other nation who may or may not be helping us.

(b) We should take whatever help and assistance available from any quarter to our overall war-strategy should be taken with full gratitude but not under the control of the helpers.

(c) The overall war strategy must have a large part where all freedom loving people of Bangladesh should be kept informed to ensure their full participation in the respective fields. Such popular parts of the overall strategy must get published for the public information.

(d) One of the essential factors of our war strategy must be to ensure an unified command and Control of our Armed Forces under the Govt. of Bangladesh. All assistance to any part of our Armed Forces such as to the Sector Commanders must therefore, be channeled through the Bangladesh Force's command. Otherwise, if assistance is given directly to the Sector Commanders or any other units outside, a tendency will grow towards private Army and war-lordism.

(e) A similar unified control must also been ensured in Army training, not only for the reason mentioned above but also to stop the infiltration of undesirable elements hostile to our cause into our Armed Forces.

(MD. SHAFI QUADERI)
Progress Officer,
Youth Camp.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় লিবারেশন জোনে জোন প্রশাসন বাস্তবায়ন স্কীম (বাজেট) সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৪ জুন, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Memo. No. III-A 5/71 C/22 Dated: 4.7.71

To: Mr. K. A. Zarnan,
Secretary,
Ministry of Finance,
Government of the People's Republic of Bangladesh.

Sub : **Implementation of the Zonal Administration Scheme in the Eastern Zone Budget.**

In pursuance of the Government of the People's Republic of Bangladesh Memo. No. GA/143(4) dt. 28.5.71, an office for the Zonal Administrator has been set up. This office started functioning with a skeleton staff, which was approved by the Finance Minister. The Finance Minister has also approved a tentative budget involving an expenditure of Rs. 2,08,475/- under various heads. As a result of the Cabinet's decision regarding payment of salaries to various categories of government employees, the budget required an upward revision. A revised budget was prepared for the office showing expenditure of Rs. 2,42,121/-. These revised budget estimates were sent to the Finance Secretary under D.O. No. LS/134 dated 20.6.71.

2) In the mean time a number of new appointments have been made by Mr. M. R. Siddiqi, Member, Finance of the Eastern Zone Liberation Council. These staff have now to be shown against the Zonal Office and paid their salaries. Similarly, a Confidential Section has now become absolutely essential in view of the need for maintain secrecy of our documents and plans. This has become impossible to achieve, as the present office has been exposed to the fullest public glare. The Confidential Section will require 2(two) Stenographers, who will also maintain papers and act as Assistants.

3) On the Youth Camps site quite a few appointments have been made and a number of others are proposed. It is to be decided as to whether these staff should be borne on the Zonal Administration or on the Youth Camps Directorate. They should logically from part of the Youth Camps Directorate, for which staff should be sanctioned and budgetary allocations made. For the time being, they are being shown on the Zonal Administration strength. The Liberation Council is appointing staff against the Youth Camps, the details

of which are not available. The Director (Administration), Youth Camp has sent a list of personnel for Youth Camps HQrs. Before their absorption the posts should be first of all sanctioned. If desired, a separate budget for Youth Camps staff at the HQrs. may be prepared. To meet the present requirements a block provision may please be made.

4) A scheme for internal security has already been drown up showing minimum financial requirements. This is also being sent herewith. This scheme envisaged a total expenditure of Rs. l/-lac per annum (Rs. 96,000/for staff & Rs. 4,000/- for contingency).

5) Three Deputy Director of Health have been appointed by the Liberation Council, Eastern Zone. One of them is attached to the Youth Camps. One is working with the Chief of Staff and maintaining liaison between the Chief of Staff, the Zonal Administrator and the local Health Directorate. The third one is looking after the hospital patients and miscellaneous work. These three posts should be sanctioned and budgetary provision made.

6) In order to implement the government scheme regarding creation of Sub-Zones and posting of officers thereto, 4 (four) Sub-Zonal Officers have already been posted at KHOWAI, Kailashahar, Sonamura and Belonia. The officers at Khowai and Kailashahar have already started working vigorously and the other two have gone out recently. 4 (four) more Sub-Zonal Officers are being posted out soon. These Sub-Zonal Officers are being will have to given their own staff, office accommodation, etc. These expenditures will, of course, be kept down to the minimum. The Sub-Zonal Officers have been advised to arrange office accommodation, furniture, type machine etc. locally and free of cost. The proposals in the budget in respect of the Sub-Zonal Officers are the barest minimum.

7) We now trying to salvage our transports and bring them all under a common pool If this materializes, we shall have to have a Transport Directorate with budgetary allocations. Proposals are being made accordingly.

8) So far no provision has been made for T.A. & D.A, (actuals) of the officers and staff. There is need for making block provision on this accounts also.

9) The Members of the National & Provincial Assemblies are now being paid an allowance of Rs.150/- per month with effect from April '71. This is in pursuance of a decision of the Liberation Council, Eastern Zone. I am told that the Cabinet has also taken a decision to this effect. A block amount of Rs. 3/- lac has been provided for this purpose in the revised budget proposals.

(H. T. Imam)
Zonal Administrator,
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh, Eastern Zone.

Memo. No Dated :

Copy Forwarded to Mr. M. Nurul Quader, Secretary, General Administration Department

(H. T. Imam)
Zonal Administrator,
Govt. of the people's Republic
of Bangladesh, Eastern Zone.

ABSTRACT OF THE BUDGET FOR EASTERN ZONE.

HEAD	Estimated amount EXPENDITURE
Original:	
1. Budget Estimate for the Zonal Office, Eastern Zone as approxed by the Finance Minister (Annexure-I)	RS. 2,08,475/0
2. Supplementary budget on account of the upward division of pay as per cabinet decision and the order of the Finance Minister (approved in principle) (Annexure-I)	...............RS 33.646/00
Total revised estimates:	Rs. 2,42, 121/00
Supplementary :	
3. Supplementary budget for Zonal office For additional posts (Annexure-II)	Rs.51,000/00
4. Supplementary budget for the Sub Zonal offices (Annexure-III)	Rs. 2,40,000/00
5. Supplementary budget for actual T.A. & D.A. to the employees (Annexure-IV)	Rs. 17.000/00
	Rs. 3,08,000/00
Additional Grants:	
5. Supplementary budget for the Allowance of the MNAs and MPAs (Annexure-V)	Rs. 3.00,000/00
7. Supplementary' budget for Zonal Liberation Council (Annexure-V 1)	Rs. 40,200/00
8. Supplementary budget for the Directorate of Youth Camp (Annexure-VH).	Rs. 65,200/00
9. Supplementary budget for Subsistence allowance of the Govt. servants (Annexure-VIII)	Rs. 50,00,000/00

10. Supplementary budget for the proposed transport Directorate (Annexure-IX) — Rs. 1,44,400/00

Total additional grants : 55,49.800/00

1. Revised budget Estimate as approved by Finance Minister : — Rs. 2,42,121/00

2. Supplementary budgets — ....Rs. 3,08,000/00

3. Additional Grants — ....Rs. 55,49,800/00

5. Supplementary budget for Internal security scheme. — Rs. 1.00,000/00

Total Budget Estimates : Rs. 61,99,921/00

ANNEXURE-I

REVISED BUDGET ESTIMATE FOR BANGLADESH ZONAL OFFICE, EASTERN ZONE (HEADQUARTER) FOR THE YEAN 1971 -72, (FROM MAY, 71 TO APRIL, 72).

Sl No.	**Heads of expenditure**	**Probable estimated amount.**
1	2	3
	GENERAL ESTABLISHMENT.	
1	(a) Pay of the officers & staff.	...Rs. 97,246/00
	(b) House rent of the office-building @ Rs. 400.00 per month.	...Rs. 4,800/00
	(c) Electricity charge of office-building @ Rs. 75.00 per month.	..Rs. 900/00
	(d) Telephone charge of -do- @ Rs. 125.00 per month.	...Rs. 1,500/00
	(e) Expenditure for purchasing the office furniture's.	Rs. 10,000/00
	(f) Other office contingency including stencil paper, duplicating paper etc.	Rs. 10.000/00
		Rs. 1,24,446.00
2	**TRANSPORT**	
	(a) Expenditure for purchasing patrols. M.oils etc. for seven transports @ Rs. 175.00 per day.	... 63,875/00
	(b) Maintenance and servicing of - do- @ Rs. 500/00 per month.	...Rs. 6,000/00

	(c) Garage/Workshop hiring for-do- @ Rs. 150/00 per month.	...Rs. 1,800/00
	(d) Registration of Govt. vehicles and insurance of them	...Rs. 36,000/00
	@ Rs. 30.00 per vehicle per month (100 vehicles).	Rs. 1,07,675/00
2	**MISCELLANEOUS**	
	(a) Movement of Gove. resources and materials (Block provision of	... Rs.10,000/00
	Rs. 10.000/-00	... Rs.10,000/00
	GRANDTOTAL:...	...Rs. 2,42,121/00
	Rupees two lakh Forty two thousand, one hundred and twenty one) only.	

ANNEXURE-II

SUPPLEMENTARY BUDGETF FOR ZONAL OFFICE
FOR ADDITIONAL POST IN THE ZONAL OFFICE

	Name of the post.	Estimated cost per annum.
1)	Deputy Secretary Finance, @ Rs. 500/00 1 (one)	Rs. 6.000/00
2)	Three Deputy Directors of Health. 3 (Three) posts. @ Rs. 500/00	Rs. 18.000/00
3)	Relief Officer, 3 (Three) posts @ Rs. 300/00 per month	Rs. 10.800/00
4)	Reception-cum-Security Officer @ Rs. 300/00 per month	Rs. 3.600/00
5)	Stenographer, 3 (Three) posts for Confidential Section @ Rs.300/00 per month.	Rs. 10.800/00
6)	Peon, 1 (one) post @ Rs. 150/00 per month	Rs. 1.800/00
		Total : Rs. 51.000/00

ANNEXURE-III

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR SUB-ZONAL OFFICE

Pay of the personnel per each office. (vide details on the Note on sub-Zonal office).	Rs. 1.700/00 p.m
Contingency	Rs. 300/00
Transport	Rs. 300/00
House rent for office	Rs. 200/00
	Rs. 2.500/00 p.m.x 12= Rs. 30.000/00 per annum for each office
Estimated Annual cost for 8 sub-Zonal offices	Rs. 2.40.3000/00

ANNEXURE-IV

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR ACTUAL T.A. AND D.A.

Block allotment for T.A. D, A. for the officers @ 10% of the pay may be sanctioned for T.A., D.A... ... Rs 17,000/00

Total pay-Rs. 97,246/00 as per approved budget+Rs. 51,000/00 as per new estimates
+Rs. 20,400/00 for Sub-zonal Offices = Rs. 1,70,000/00 approximately

ANNEXURE-V

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR ALLOWANCE
Of THE M.N. As & M.P. As

125 MNAs and M.P.As	@ Rs. 200/00 p.m. xl25	=25,00/00 p.m.
	Rs. 25,000x12	=3,00,000/00

ANNEXURE-VI

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR ZONAL LIBERATION COUNCIL
Estimated annual

1. House rent including electricity etc.	cost	
2. Stenographer	@ Rs. 400/00 p.m.	Rs 4,800/00
3. Peon-1	@ Rs. 300/00 p.m.	Rs. 3,600/00
4. T.A., D.A For the meeting of the MNAs and MPAs.	@ Rs. 150/00 p.m. @ Rs. 20/00 p.m. 20 x 125=2500/-x 12	Rs. 1,800/00 -Rs. 30,000/00
		TOTAL: Rs. 40,200/00

ANNEXURE-VII

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR HEAD OFFICE
OF THE DIRECTORATE OF YOUTH CAMP

Name of the section.	Estimated expdt. P.M.	Annual estimate
Training Section.	Rs. 1,000/00 p.m.	Rs. 12,000/00
Administrative Section	Rs. 1,400/00 P.m.	Rs, 14,800/00
Medical Section	Rs. 900/00 p.m.	Rs. 10,800/00
Accounts Section	Rs. 600/00 p.m.	Rs. 7,200/00
Movement Section	Rs. 1,000/00 p.m	Rs. 12,000/00
Col. Chowmuhani office.	Rs. 1,600/00 p.m.	Rs 19,200/00
		Rs. 76,000/00

Details of posts as appointed by Deputy Director, Youth Camps without formal sanction.

Name	Designation	Allowance/Salary
Training Section		
Prof. Debabrata Dutta Gupta	Deputy Coordinator	Rs. 300/00
Prof. Shafi Quadri	(Political).	Rs. 250/00
Stenographer	Progress Officer.	Standard as
(Name in office)		office.
File Clerk (Name in office).		Standard.
Peon (Name in office)		Standard
Administration Section :		
Gazi Gofran	Supply Officer.	Rs. 200/00
Parimal Bose	Asstt. Supply officer	Rs. 175/00
Nilai	Supply Assistant.	Rs. 175/00
Dulal	Supply Assistant.	Rs. 175/00
Kazal	Stores Assistant.	Standard.
(Name in office) Steno-Typist	Admn. Assistant	
Medical Section :		
Sekandar	Health Assistant	Rs. 175/00
Accounts Section :		
D.D.A/C (M. H.Chowdhury)		Rs. 250/00
A/C Officer		Rs. 200/00
A/C Assistant.		Standard
Movement Section :		
D.D.*s allowance	Movement Assistant,	Rs. 200/00
Shahid	-do-	Rs Standard
Mahbub.	-do-	,,
Habib (Name in office)	-do-	,,
Shi raj	-do-	
Col. Chowmuhani Office:		
Latif	Liaison Officer	Rs. 250/-
Zahirul Huq	Office Asstt.	Standard.
Salauddin Afsar	-do-	,,
Abu Taher	-do-	,,
Fakhruddin	-do-	,,
Peon (Name in office)	-do-	,,
Typist (Name in office)	-do-	,,

ANNEXURE-VIII

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR THE SUBSISTENCE TO GOVT. SERVANTS.
Estimated No. of Govt. and semi-Govt. employees

Class -I	Class-II	Class-Ill.	
150	400	1800	1,800/00
Class of Officer.	Estimated cost per month.	Estimated cost per annum	
Estimatedsubsistence allowancefor Class-I employees.	@ Rs. 250 x 150	=Rs. 3,75,000/00	
	@ Rs. 200 x 400	=Rs. 80,000/00	
Estimatedsubsistence allowancefor Class-II Govt. employees.	@ Rs. 100 x 1,800	=Rs 2,70,000/00	
Estimatedsubsistence allowancefor class-Ill employees.			
	Total: Rs	3,89,300/00 P.m Rs. 3,89,300/-xl2 = 46,71,600/00	
Lump contingency amount for Govt. servants not yet enlisted			. 3,28.400/00
			50.00.000/00

ANNEXURE-IX

SUPPLEMENTARY BUDGET FOR THE PROPOSED TRANSPORT DIRECTORATE

Pay of the staff		Estimated annual expenditure
1.Three Officers (1 Director, 2 Deputy Directors	@ Rs. 500/00-P.m	Rs. 18,000/00
2.Rent of garage	@ Rs. 500/-	Rs. 6,000/-
3.Ministerial staff-2		
4.Mechanics-3	@ Rs. 250/-	Rs. 6,000/-
5. Block sanction for repairs of 200 vehicles.	@ Rs.300/-	Rs. 10.800/-
6.Two night guards	@ Rs. 500/- for 100 Vehicles.	
	Rs. 500/- X 200	Rs. 1,00,000/-
	Rs 150/-p.m.	Rs. 3,600/-
	Total:	1,44,400/00

ANNEXURE-X

INTERNAL SECURITY SCHEME

1. 28 Field Agents	@ Rs. 200/- p.m.	=Rs. 5,600/-
2. Fixed T.A.	@ Rs. 50/- p.m per agent	=Rs. 1400/-
3. 2 officers	@ Rs. 500/-p.m	Rs. 1,000/-
		Rs, 8,000/-
Rs. 8,000/-xl2=		Rs, 96000/= per year.
Contingency=		Rs. 4,000/-
	TOTAL:	Rs. 1,00,000/-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিত্তিফৌজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৫ জুলাই, ১৯৭১

YOUTH TRAINING. Memo No.l
DEPLOYMENT OF BHITTI FOUZ
Base-Workers

Enclosed please find Youth Training Circular No. 3

1. Bhitti Fouz is to serve three primary purposes:

(a) to strengthen and project our social foundation from the destructive forces let loose by the enemy,

(b) to create safe-bases for our Guerillas,

(c) to intensify economic war fare by isolating unproductive towns under enemy control from the productive villages under control of our people.

2. The villages of Bangladesh can be divided into three broad-groups in order of their difficulties of Bhitti Fouz Work :

(a) Enemy occupied-most difficult

(b) Enemy patrolled near the arteries of communication

(c) Unpatrolled-least difficult.

3. Development of Bhitti Fouz should begin with the (c) category villages, first of all to consolidate our position there and then to spread out the area of Bhitti Fouz work into (b) and finally (c) category villages, with initial help of the Mukti Fouz as needed.

4. The principle that the Bhitti Fouz worker, in order to remain inconspicuous, has to work in his own villages or that of a close relation in flexible enough for their deployment in the above order (in para 3). Such deployment can be ensured during final briefing by "Locality Leaders" as given in the General Programme of Training (Youth Training Circular No.3).

5. Most of the Bhitti Fouz work can be carried out by the workers individually from their basic unity in resolve. Unified command and control is however essential for the wartime activities of intelligence gathering and the full utilization of such intelligence in Mukti Fouz assistance. The Group Leaders, selected at Stage 6 of the General Programme of Training will be the key figures in the Bhitti Fouz intelligence network, with some additional training as necessary.

Director
Co-ordination Planning
and Programming,
Youth Camps.

Circular No. 3

YOUTH TRAINING CAMPS
General Programme of Training and Deployment of Base-Workers.

All concerned are requested to make every effort to keep to the following programme for each group of trainees.

Stage-1.	1 st-3 day	:	Arrival of Trainees to Youth Training Camp (From Reception Camps and elsewhere) Registration, Sub-grouping for Camp work.
2.	4th-17th (2 weeks)	:	Base-work Motivational Training
3.	18th-19th		Armed Forces Recruitment and send off.
	20th		Base-worker (Bhitti Fouz) oath. See enclosed oath form)
4.	21st -34th (2 weeks)		Base-worker Methodical Training*
5.	35th -37th		Briefing by Locality Leaders* (Awami League and Student Action Committee). Assignments. Group Leader Selection
6.	38th-39th		Bhitti Fouz Assignment Registration and certificates. (See enclosed).
	40th		Passport.

* Light Arms Training of one to two weeks will be arranged some time during the course.

** The Leaders will be informed of the dates and Places by the Camp Administrators.

Director
Co-ordination, Planning,
and Programming,
Youth Camps.
5.7.71.

শিক্ষা ফরম-১

বাংলাদেশ ভিত্তিফৌজ বাহিনীর
শপথপত্র (২কপি)

আমি...বয়স..................................
পিতা..গ্রাম..
থানা......................................জিলা...................................সর্বশক্তিমানের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীন বাংলাদেশে জনকল্যাণ সাধনের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমি স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে বাংলাদেশ ভিত্তিফৌজ বাহিনীর কর্মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইলাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় এই মন্ত্র সাধনের সকল কাজ সগর্বে এবং নির্ভয়ে প্রাণদানের জন্য আমি সদা প্রস্তুত থাকিব।

শপথ গ্রহণকারী..........................

স্বাক্ষর.....................
তারিখ.....................

(শিক্ষা শিবির কর্তৃপক্ষ পূরণ করিবেন)

শিক্ষা শিবিরের নাম .... শিক্ষন কাল..................
শিক্ষা শিবিরের ক্রমিক সংখ্যা ....
রেজিস্ট্রেশন খাতা নং-...
ভিত্তিফৌজ কর্মী হিসাবে গৃহীত না হইলে, না হইবার কারণ...

ভিত্তিফৌজ কর্মী হিসাবে গৃহীত হইলেঃ
ভিত্তিফৌজ বাহিনীর ক্রমিক সংখ্যা...................................কর্মস্থান.....................................

১। গ্রাম ....থানা.......................... জিলা
২। ’’ ’’ ’’
৩। ’’ ’’ ’’

কর্মীর স্বাক্ষর..................................
তারিখ...

২য় কপি ভিত্তিফৌজ সদর দফতরের জন্য।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব প্রশিক্ষণ সমন্বয় উপপ্রধান হিসেবে প্রফেসর দেবব্রত দত্ত গুপ্ত-এর নিয়োগপত্র	মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৮ জুলাই, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

28.7.71

Ref: YT/29 (Adm)/1.

Prof. Debabrata Datta Gupta is appointed as Deputy Coordinator, Youth Training with effect form 15.5.71. He will receive an ad-hoc allowance of Rs. 350/- per month until further order.

(Abu Yousuf)
Director,
Training Co-ordinator,
Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ-সমন্বয় উপপ্রধান হিসেবে প্রফেসর শফি কাদরীর নিয়োগপত্র	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৮ জুলাই, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

28.7.71

Ref: YT/30 (Adm)/1.

Prof. Shafi Quadri is appointed Political Trainer (Senior) with effect from 15.5.71 against the now vacent post of Deputy Coordinator (M) as approve by the Liberation Council. He will receive an Ad-hoc allowance of Rs. 200/- per month until further order.

Abu Yousuf
Director
Training Co-ordinator
Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বক্সনগর যুব শিবিরে প্রবেশকারীদের দৈনিক হিসাব	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২ আগষ্ট, ১৯৭১

YOUTH CAMPS

Name of the Camp-Baxanagar **Daily Return-2-7-71** **Week ending 8-8-71**

Namber ot Youth		Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
I. Entry. Held out from previous day Fresh entry		617	617	628	632	633	637	638
		Nil	11	4	4	4	2	11
	Sub-total:	617	628	632	636	637	639	649
2. Exit. To evacuee To Youth Training Camp To Army Training camp		Nil	Nil	Nil	3	Nil	1	Nil
							medically discharge	
	Sub-total:	Nil	Nil	Nil	3	Nil	1	Nil
Held over		617	628	632	633	637	638	649

(PROF. M.A. ROUF)
Camp Chief.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিবির ত্যাগকারী সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১২ আগষ্ট, ১৯৭১

To

The Camp Chief
Baxanagar Youth Camp,

Mr, Abdur Rahman of Vill. Mannara, Choddagram is one of the deserters. He will be identified that he has a mole on left side of his face. Kindly hold him and report to Director, Youth Camp if he approaches you.

Sd/-
Youth Training Camp
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh.
Baxanagar Youth Camp.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিবির তালিকা	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

List of the Files of Camps with respective Camp Chiefs upto 7.8.1971

Sl No	Name of Camps		Place	File No.	Name of the Camp Chief
1	Gumti II	Youth Camp	Durga Chy. Para	Y/C-l	Mr. Anowar Hosain MPA
2	Shilachara	" "	Clitg. I-Iill Tr.	"-2	Mr. Syedur Rahman
3	M. A. Aziz	" "	Harina	"-3	Mr. M.A. Hannan
4	Bijna	" "	Durga Chow. Par.	"-4	Mr. Syed Imdadul Bari, MPA
5	Palatana”	Trg. Camp	Udaipur/Palatana	Y/T-5	Capt. S. AM M.P.A
6	Chothakhola	" "	Chotrkhola	Y/C-6	Mr. Khaja Ahmed M.N.A.
7	Rajnagar	" "	Rajnagar	"-7	Prof. A. Hanif M.N.A.
8	Baramura	" "	Khathalia	"-8	Mr. Jalal Ahmed, MPA
9	Hatimara	" "	Kamolnagar	"-9	Mr. Abu I Basher
10	Baxanagar	" "	Baxanagar	"-10	Prof. A. Rouf.
11	Charilam”	Tra. Camp	Charilam	Y/T-ll	Mr.Shakawat Ullah, MPA
12	Barmaputra	" "	Hapania	Y/C-l 2	Mr. Aftabuddin Bhuya. MNA
13	Tita	" "	Hapania	"-13	Mr. Kazi Akbaruddin Ahmed
14	Gumati-I	" "	Hapania	"-14	Ali Azzam. MNA
15	Patharkandi	" "	Karimgonj	"-15	M.A. Malek
16	Ganga	" "	Charilam	Y/T-J6	Mr. Waliullah Naozowan
17	Narsinghar	" "	Narsinghar	Y/C-l 7	Mr. Dewan Abul Abbas
18	S. I. Hoquc	" "	Srecnagar	"-18	Mr. Khairuddin Ahmed, MPA
19	Jamuna	" "	Hapania	"-19	Mr. Shafiruddin, MPA
20	Isamati	" "	Durga Chy. Para	"-20	Mr. Jamaluddin Ahmed. MPA
21	Pad ma”	Trg. Camp	Gakulnagar	Y/T-21	Mr. Shamsul Haque. Ad. MPA
22	Meghna	" "	Gakulnagar	"-22	Mr. Hamidur Rahman, Advocaic
23	Kailashahar	" "	Kailashahar	Y/C-23	Mr. Tovvabur Rahim, MPA
24	Asrampari	" "	Khoai	"-24	Mr. Mostafa Shahid, MPA
25	Dharmanagar	" "	Dharmanagar	"-25	Mr. Taimuz Ali, MPA

Director,
Co-ordiantion, Planning
and Programming,
Youth Camp
19.8.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিবির প্রশিক্ষকদের তালিকা	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

APPOINTED LIST OF THE GENERAL INSTRUCTORS WITH THEIR NAMES

Name of the Camp	Place	Name of the person
1. Padma Y/T	Gokul Nagar	1) Mr. Sukial Shaha
		2) " Moniruzzaman.
		3) " Mozammel Hoque.
		4) " Mofizuddin Ahmed
Meghan Y/T	Gokul Nagar	1) Mr. Shahjahan Tagore.
		2) " Hadayetul Islam.
		3) " A. F. M. Fazlul Haque
		4) ".....
		1) Mr. Surja Kanta Das.
		2)
3. Brahmaputra Y/C	Hapania.	3) ,f.........
		4) "........
		1) Mr.Faizullah khan
		2) "........
4. Titas Y/C	Hapania.	3) "...........
		4)
		1) Mr. Siddqur Rahman.
		2) " Chandi Charan Mazumder
5. Jamuna Y/C	Hapania.	3) "...............
		4) ".................
		1) Mr. Harun-ur-Rashid
		2) Ashraf Hossin
		3) Serajuddin
6. Gumate-IY/C	Hapania.	4) Yakub Ali.
		1) Mr. Asgar Hossian
		2) "..................
		3) ".................
7. Hatimara Y/C	Kama! Nagar	4) ".................
		1) Mr.............
		2) "...............
		3) ".................
8. Gumate-11 Y/C	D.C.Para	4) "..................

9.	Isamaty Y/C	D.C Para	1) Mr. Mohammad Ali 2) " Monoranjan Sarker 3) " .... 4) " ....
10.	Bijana Y/C	D.C Para	1) Mr. Dewan Khan Khademi 2) " Sarwar Jahan 3) " HShamsul Islam Bhuiyan 4) " ....
11.	Narsinghar Y/C	Narsinghar	1) Mr. Sk. Abu Hamed 2) " .... 3) " .... 4) " ....
12.	Rajnagar Y/C	Rajnagar	1) Mr. Priay Lal Das. 2) " Fakrul Islam 3) " .... 4) " ....
13.	Palatana Y/C	Udaipur	1) Mr. Gopal Chandra Chakrabory 2) " .... 3) " .... 4) " ....
14.	Harina Y/C	Harina	1) Mr.................... 2) " .... 3) " ....
15.	Baxanagar Y/C	Baxanagar	1) Mr............. 4) "...................... 5) " .... 2) " ....
16.	Chotakhola Y/C	Chotakhola	3) Mr...................... 6) " .... 7) " .... " ....
17.	Baramura Y/C	Khatalia.	1) Mr. Ashrafuddin Ahmed 2) " M.A. Hamid 3) " Belayet Hossain 4) " ....
18.	Suna Khira Y/C	Patherkandi	1) Mr...................... 2) " .... 3) " .... 4) " ....
19.	Jamuna Y/T	Chaurilam-1	1) Mr. A.H.M Ziaul Islam 2) " Safi Quaidiri 3) "....................... 4) " ....

20.	Ganga Y/T	Chaurilam-11	1) Mr. Abul Farah 2) Maabul Ahmed 3) Shafruddin Sikander 4) Serajul Islam Khan
21.	S.J Hoque Y/C	Sree Nagar	1) Mr....................... 2) " .... 3) " .... 4) " ....
22.	Shilachara Y/C	Shilachara	1) Mr...................... 2) "......................... 3) " .... 4) " ....
23.	Asram Bari Y/C	Asram Bari	1) Mr..................... 2) " .... 3) " .... 4) " ....
24.	Kailas Shar Y/C	Vagawan Nagar	1) Mr. Faizur Rahman 2) " .... 3) " .... 4) " ....
25.	Dharmanagar Y/C	Dharmanagar	1) Mr........................ 2) " .... 3) " .... 4) " ....
26.	Muhuri Y/T	Khatalia Chara Road	1) Mr........................ 2) " .... 3) " .... 4) " ....
27.	Akinpur Y/C	Akinpur	1) Mr........................ 2) " .... 3) " .... 4) " ....

Director
Co-ordination Planning
and Programming
Youth Camp
19.871

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব ত্রাণ শিবিরের মটিভেটর নিয়োগ সম্পর্কিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২৩ আগষ্ট, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLC OF BANGLADESH

Dt. 23.8.71.

No. 4C/ 118/(4)

ORDER

Mr. Nirode Baran Sahaji, B. A. is appointed a Political Motivator at Hapania Bangabandhu Youth Reception Camp with effect from 15th August, 1971 pending compliance of formalities, if any. His allowance is hereby provisionally fixed at Rs. 150/- (Rupees one hundred fifty) only consolidated.

The appointment is made for purely public interest.

(Prof. Nurul Islam Chowdhury)
MNA,
Director-1
Youth Camp, Eastern Zone,
Govt. of Bangladesh.

Dt.
23/8/1971.

No. 4C/118/(4)
Copy to:-
1. Chief Accountant, Youth Camp, Eastern Zone,
2. Camp Chief, Hapania Bangabandhu Youth Camp.
3. Youth Camp Control Board, Govt. of Bangladesh, Mujibnagar.
4. Mr. Nirode Baran Sahaji, B. A. for information and necessary action please.

(PROF. NURUL ISLAM CHOWDHURY)
MNA.
Director-I,
Youth Camp, Eastern Zone.
Govt. of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অর্থনৈতিক উপ-পরিষদ গঠন সম্পর্কিত নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Dt. 14th Sept., 71.

As per the Memo No. 639 dt. 11. 9. 71 addressed to me by the Interior Minister, People's Republic of Bangladesh and also as per the resolution adopted in the meeting of the elected representative of this Zone on 5. 9. 71, I do hereby nominate the following members to constitute a Body to look after the affairs and financial expenditures of the Reception Transit and Holding Camps for the Youths.

1. Mr. Ahmed Ail, Chairman,
2. Mr. Gazi Golam Mostafa,
3. Mr. Md. Ellias.
4. Mr. Khaled Mohammad Ali.
5. Mr. Abdulla Harun.
6. Director I, Youth Camps.
7. Director II, Youth Camps.

Sd/-Zahur Ahmed Chowdhury.
Chairman,
Liberation Council,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Eastern Zone.

Memo No. YC/206 Dt. 14.9.71.

Copy to: -

1) The Home Minister, Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
2) The Chairman, Board of Control, Youth Camps with request to furnish, if necessary, copies to all concerned.
3) The Administrator, Zone-I.
4) The Administrator. Zone-II,
5) The Administrator, Zone-Ill.
6) The Administrator, Zone-IV.

(ZAHUR AHMED CHOWDHURY)
Chairman,
Liberation Council,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh,
Eastern Zone

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির পরিচালক জনাব খালেদ মাহমুদ আলীর রিক্রুটমেন্ট প্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SECRFT

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YTC/209 Date. 17. 9. 1971

Deputy Director,
Youth Relief Camps,

Sir,

You are requested to kindly communicate directly with Mr. Khaled Mohammed Ali, MNA (Director, Motivation Youth Camps) in regard to all recruitments, who will henceforth act as the Recruitment and Movement Co-ordinator on behalf of the Bangladesh Authorities.

Thanking you,

Sincerely Yours,
(Dr-. Abu Yusuf)
Training Co-ordinator.

Copy to:

1. Chairman, Liberation Council, Eastern Zone with reference to decision taken in the meeting on 16. 9. 71.
2. Chairman, Youth Reception Camps, Eastern Zone.
3. Mr. Khaled Mohammed Ali, M.N.A, Director, Motivation.
4. B.M. D.
5. C. O. S.
6 Sector Commander

Note: Mr. Khaled Mohammad Ali may kindly be contacted at Bangladesh Office, Krishnanagar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ত্রাণ শিবির থেকে মুক্তিফৌজের ভর্তিকরণ সম্পর্কিত একটি চিঠি	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR, YOUTH RELIEF CAMPS, TRIPURA

No. YRC/B/71 -72/1. Agartala, 20 Sept. 71.

To
The Training Co-ordinator,
Youth Relief Camps,
Bangladesh Office,
Agartala.

PROVISION OF RECRUITS FOR ARMY TRAINING.

1. Army training programme for 24 Sept. to 4 Oct. 71 has been received by this office. Many attempts to contact the Training Co-ordinator on telephone has failed. Since the recruitment is to start before 24 Sept. you are requested to take the following action.

(a) 2000 boys as recommended by Mr. Mannan or his representative i.e., 1800 industrial workers of Dacca and 200 industrial workers from Chandpur may directly be sent from Reception Camps on the following dates :-

550 on 24 Sep to PALATANA
250 on 26 Sep to PALATANA
300 on 28 Sep to PALATANA
550 on 4 Oct to PALATANA
350 on 4 Oct to PALATANA

(b) 1000 boys as sponsored by-500 Labor league workers by Mr. Mannan and 500 sponsored by Capt. IIALIM CHOWDHURY may be sent directly from reception camps on the following dates:

1000 on (date to be given by D Sector) to LYLLAPUR.

2. You are responsible for entire political clearance and thorough medical examination. Consider this letter as requisition. Please contact D Sector for transport, on dates and places required.

3. For the rest of the recruiting programmed contact this office immediately. Please inform your authorities that in case you are detailed 011 other jobs other than training coordinator that this is a full time job and such appointee must attend my office at least once every day for liaison. You have been provided a transport for this purpose.

Sd/ R. V. Subramanian,
Major.

Copy to:
D Sector HQ.

The above action was necessitated as the time for recruitment is very short and the Training Co-ordinator is not available to me at all.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিফৌজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SECRET

Major R. V. SUBRAMANIAM.

YRC/B/71 -72
Agartala, 21 Sept., 71.

My Dear Dr. Yusuf,

Last night Mr. MANNAN, Labor Leader of Bangladesh came to me and asked me when I will be able to take 2000 persons for army training and which camp he should put in. I thought I will put them in TISTA and MOHURI as there camps were not full up, and accordingly told him to comply. But, today I come to understand that the camps are three quarters full and cannot take 2000 bodies. I tried to contact him or you on telephone but I could not get you. Now the telephone has become out of order.

Please tell Mr. Mannan to give his recruits direct to PALATANA camp after due formalities as per my instruction and on dates I have given you in my letter dated 20 Sept.,71. This is due to last minute rush against all previous planning.

With regards,

Yours very sincerely,
Sd/. R. V. Subramaniam,
Maj.
Deputy Director.

Dr. Abu Yusuf,
Training Co-ordinator,
Bangladesh (Eastern Zone).

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয় খরচাদির মঞ্জুরী সংক্রান্ত যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YTC/236 Date 1.10.1971

Camp-in-Charge,
Youth Camps (Training)

The host authorities have now kindly sanctioned most of the expenses of those camps. It is hoped that sanction for all expenses will soon be obtained. It may however be necessary, as in the past, to meet some of the emergency/immediate expenses from this office on a re-imbursible basis to tide over supply and other delay.

Under the circumstances you are requested to get the accounts of your past advance from., as well as your future requisitions to, this office recommended / approved by the host authority concerned, before submission to this office.

This issues with the concurrence of the Deputy Director, Youth Relief Camps,

(Abu Yousuf)
Director, Training.

Copy for information:

Chairman, Eastern Zonal Council, Chairman,

Youth Reception Camps Committee, Eastern Zone.

Chairman, Youth Camps, Govt. of Bangladesh.

Copy to;

1. Deputy Director, Youth Relief Camp with the request that he may kindly inform the camp Administrators accordingly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তাবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য আহূত একটি সভার বিজ্ঞপ্তি	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১ অক্টোরব, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

YTC/239 Date. 1st Oct. `71

Dear O/C,

May I request you to kindly attend a meeting of the Youth (Training) Camp in-charge and Dy. in-charge here on Sunday the 3rd October at 3 P.M. to discuss the progress and problems of implementing the Youth Training Syllabus.

I shall be most obliged if you could make it convenient to attend.

With kindest regards.

Sd/.....................

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিফৌজ রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত যুব শিবির মটিভেটর প্রধানের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২ অক্টোবর, ১৯৭১

OFFICE OF THE RECRUITMENT CO-ORDINATOR
EASTERN ZONE
GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YC/241 Dt. 2nd Oct. '71.

As it is observed that recruitments have been made without prior authority from this Directorate, in violation of this office instructions No. YTC/123, dt. 25.8.71 regarding recruitment of youths from the Youth Reception Camps and Youth Training Camps, it is further reminded that in future no recruitment shall be made without a Recruiting Team authorized by the Recruitment Co-ordinator.

It is further clarified that in future all recruitments, viz. in Bangladesh regular forces, Guerilla forces etc. shall be made from the Youth Training Camps only and the Director Training is requested not to allow such recruitment by any person other than as authorized above.

Asstt. Director, Youth Relief Camps may kindly see for information.

KHALED MD. ALI, MNA
(Director, Motivation, Youth Camp)
Recruitment Co-ordinator, E. Zone.
Dt. 2nd Oct. 71.

No. YC/241
Copy for kind information:
1........... Bangladesh Forces.
2. Chairman, Liberation Council. Eastern Zone.
3. Chairman, Board of Control; Youth Camp, Mujibnagar.
4. All Camp Chiefs, Eastern Zone.
5. All Sector Commanders, Eastern Zone.
6. All Directors, Youth Camp, Eastern Zone,
7. All Political liaison officers.

KHALED MD. ALI, M.N.A.
(Director, Motivation, Youth Camp)
Recruitment Co-ordinaior, Eastern Zone,
Govt. of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব প্রশিক্ষণ অগ্রগতি উপদেষ্টা কমিটি গঠিতঃ যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YTC/244

Dt. 4th Oct. 71.

As proposed by Mr. Sakhawat Ullah an "Advisory Committee for Youth Training Progress" is hereby formed to help the undersigned is expediting the implementation of the approved training syllabus.

The Committee will consist of the Youth (Training) Camp in-charge as ex-officio members and will meet from time to time as to be called by the undersigned.

(Dr. Abu Yousuf)
Director,
Training Co-ordination.
To all concerned.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিবির কর্মকর্তাদের বেতন সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞপ্তি	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YTC/246 Date, 4th Oct. 71

As discussed in the meeting of the Youth 'Reception' Camp Committee Eastern Zone on 2-10-71 an allowance of Rs. 500/- (Rupees Five hundred) only per month has been fixed for the post of all authorized Deputy Directors of Youth Camp organisation. This is in keeping with the allowance being already drawn by some of the Deputy Directors in this zone.

Prof. Debabrata Datta Gupta who was appointed Deputy Director, Training Co-ordination by the formal meeting of the Liberation Council (called High-powered Committee at that time) on 6.6.71, is thus entitled to Rs. 500/- as his monthly allowance.

He may kindly be allowed to draw the same subject to adjustment of advances drawn by him.

Chairman
Youth (Reception) Camps,
Eastern Zone.

(Dr. Abu Yousuf)
Director,
Training Co-ordination

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে নতুন যুবক ভর্তি সম্পর্কে চিঠি	লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৬ অক্টোবর, ১৯৭১

TOP SECRET

Sub: -Deadlock in Youth Recruitment Training in the Eastern Zone.

Asstt. Director, YRC.

Kindly refer to our discussion yesterday regarding vacancy requisition for Youth (training) Camps. It was noted that requisitions have not been issued for the recent vacancies caused by Recruitment to BDF since the 16th Sept.

I hope you will kindly expedite the vacancy requisitions.

Sincerely,
Signed-Abu Yousuf,
6.10.71.
(Training Co-ordinator)

Requisitions will be delay by a week as G of 1 has not provided funds for fresh rations clo. etc.
Signed-R.V. Subramonium,
Maj.
6.10.71
(Assistant Director, YRC)

No requisition has yet been issued by the Assistant Director, YRC whereas the Reception Camps are having an overflow of youth as another round of severe repression has started particularly in the Chittagong, Noakhali, Dacca and South Comilla Sections. The Reception Camp problem has become practically unmanageable, and at the same time the Youth Training Camps are coming to a grinding deadlock due to lack of funds from the friendly Authorities on the one hand and from Bangladesh Govt. on the other. The subsidizing funds from Bangladesh have been totally stopped since mid September, ***before*** finalization of alternate arrangements, and as a result, even the induction of trained Base-Workers is now held up additing to further blockage in the flow (Kindly refer to my last request dt. 6-10-71, copy enclosed).

Forwarded for kind information and the favor of urgent action.

(Abu Yusuf)
Training Co-ordinator.

P.S. to Prime Minister, Bangladesh.
P .S. to Finance Minister, Bangladesh.
P.S. to Interior Minister, Bangladesh.
Chairman, Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিবিরে ব্যয় সম্পর্কিত প্রকল্প সংযোগকারীর একটি চিঠি	লেবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৬ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

No. YTC/248. Dt. 6-10-71

Dear Prof. Yousuf Ali Sb..

Kindly refer to my Telegram of the 8,h and my letter of the 22nd September, regarding the finance for Youth (Training) Camps both of which unfortunately remain unresponded so far.

The Youth (Training) Camps are now facing an acute crisis here due to the facts that.

(a) Funds (17.5 lacs) sanctioned by the Finance Minister. Bangladesh, against the **Youth (Training) Scheme**, have been exhausted irregularly (about 15 lacs) on other items (Reception Camps. Army Holding Camps, BDF Operational Camps etc.); and

(b) The Interior Minister. Bangladesh, has advised to stop all expenditure on Youth (Training) Camps, before finalization of alternate arrangements.

I have already informed you of the items of expenditure that are being borne by Bangladesh for the time being. The present needs against the times are as follows to meet the shortfall of currently approved expenditure by the friendly authorities:

	Per Camp/Month	
1. Allowance subsidy over that has been sanctioned by the friendly authorities so far.	Rs.	400/-
2. Emergency expenditure on camp facilities to meet delay in friendly authority supply (such as for bedding, clothing, radios).	Rs.	1.000/-
3. Medical emergency to overcome shortage in standard supply.	Rs.	250/-
4. Pocket allowance at Rs. 9/- per trainee per month (over Re. 1/- sanctioned by host govt.) to make up Rs. 10/- as sanctioned by the finance Minister. Bangladesh.	Rs.	9.000/-
5. Transport : In absence of assigned Jeeps and Trucks all movement of trainees has to be done by hired truck. Movement of 1000 trainees from Reception Camp to Youth (Training) Camp every 15 days in the big issue. Other transport needs such as camp marketing, administrative and medical emergencies etc. The cost by hired trucks is in no case less than Rs. 5/- per head, twice monthly.	Rs.	10.000/-

6. Introduction of Base-Workers	Rs. 3.200/-
400 per Camp per 15 days :	
(a) Identity Card for safety particularly against same side: Rs. 4/- per head	
(b) Transport from Youth (Training) Camp to Launching Point at the rate of Rs. 5/- per head	Rs. 4.000/-
(c) Five days ration with Base-Workers when they go to sector Commands for their safe conduct to Bangladesh (agreed to be given by YRC).	
(d) Induction funds at the rate of Rs. 50/- in Pak Currency per trainee	Rs. 40.000/-
Sub-Total for Induction	Rs. 47.200/-
Total for each Camp each month	Rs. 67.850/-
Total for 10 Camps in the Zone	Rs. 6.78,500/-
7. Directorate (Training):	
Allowances. Office rental. Transport. Travelling. Sundry contitmencies	Rs. 7,500/-
Total for Youth (Training) Camps	Rs. 6.85.000/-

Eastern Zone per month
2,85.000 in local currency.
of which
4.00.000 in Pak currency.

Under the circumstances may I request you most urgently to :

a. Take up the matter of these expenditures with the friendly authorities.

b. In the mean time kindly revive the sanction of Rs. 17.5 lacs for Youth (Training) Camps as given by Finance Minister. Bangladesh on 6-6-71. and release the amount yet unspent on Youth (Training) Camps for expenditure on these camps.

(A similar sanction may also be obtained from the Finance Minister for the other 20 Youth (Training Camps in the other zones).

c. In any case, kindly arrange for the following Induction Funds for want of which about 1500 Trained Base-Workers are now stuck for induction, (As a result the Camps are remaining blocked, the entire recruitment, training programme is being hindered, while the morale inside is perhaps taking a downward plunge as we are hearing the reports).

1. Identity Card and Transport for 1500 from Training Camps to launching sites, at Rs. 10 each in local currency.	Rs. 15.000/
2. Induction expenditure at average Rs. 50/- each in Pale currency.	Rs. 75.000/

Eagerly awaiting your immediate action. And if past experience is to be used to avoid future confusion. 1 hope you will see to it that the funds are placed under executive control of the Training Directorate.

With kindest regards.

(Abu Yousuf)
Director,
Training Co-ordination.
Youth Camps. Eastern Zone

No. YTC/248 Dt. 6-10-1971.

Chairman. Eastern Zonal Council and Chairman. Youth (Reception) Camps. Eastern Zone may kindly see. In order to meet the immediate expenditure of the Camps on items I to 5 on prepare and the imminent induction expenditure of 500 Base-Workers from Gokulnagar Meghna Camp, they are requested to release Rs. 50,000/- to this Directorate on an ad-hoc basis pending formal re-imbursement/allocation of Youth (Training) Camp funds.

(Abu Yousuf)
Director.
Training co-ordination.
Youth Camps. Eastern Zone.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভর্তি না করার জন্য শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

No. YTC/250 Dt. 7th Oct. ^v71.

Recruitment Co-ordinator.

Sub : **Reported Irregular Recruitment.**

Dear Sir.

The Local Authorities have objected to some recent recruitments (3-10-71) made by Mr. Hannan for entrance to the FENI Camp on the following grounds:

(a) Medical Check up.

(b) Overage (40- 42 years)

(c) Underage (9 to 15 years)

(d) False promise of arms training although the recruitment was for Youth Training Camp.

You are requested to kindly advice Mr. Hannan to be more careful in future in this matter.

Thanking with kindest regards.

Director
Co-ordination. Planning
and Programming,
Youth Camps.

Copy to:

1. Asstt. Director. YRC.
2. Mr. A. Hannan. Harina Camp Chief.
   Administrator. Feni Camp.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির প্রেরিত বিভিন্ন সামগ্রীর হিসাব	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

OFFICE OF THE SUPPLY DEPTT.,
GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH,
EASTERN ZONE.

No.............252/ Date. 8. 10. 1971.

To
The Chairman.
Finance Committee. Youth Camps.
Govt. of Bangladesh.
Eastern Zone.

Sir.

With reference to your Memo No. 766. dt. 4. 10. 71. 1 have the honor to inform you that since this store (Agartala Museum) has been functioning only 130 (One hundred thirty) packages of different articles were sent from Calcutta by the Bangladesh Govt. out of which. 74 (Seventy four) packages were taken delivery by Major Subramonium. Dy. Director Relief. Govt. of India directly from the Air-port which according to him have been distributed among the Training Camps. The rest 56 (Fifty six) packages received in Museum were proportionately distributed (according to strength) among 32 (Thirty two) Youth Reception/Holding Camp & Bangladesh Forces as well by Prof. Nurul Islam Chowdhury. MNA. Director of Administration. Youth Camps in due consultation with Shri K.P. Dana, Secretary. Central Council for Assistance to the struggle for Bangladesh.

1. Details of the Packages :

(1) Socks-	3 packets	2.000 pairs
(2) P. T. Shoes	IOW. Boxes	1.000 "
(3) Lungi	5 bundles	2.000 Pcs
(4) Bedsheets	7 "	2.000 "
{5) Saspen	12 "	82 "
(6) Water Drum	5 "	25 "
(7) Air Pillow	14 W. Boxes	2,000 "
	56 packets.	

2. The statement showing distribution of above mentioned articles is attached herewith.

Other relevant information’s will be supplied on in the next Statement.

Yours obediently,
(GAZI GOFRAN)
Deputy Director (Supply)
Govt. of Bangladesh.
Eastern Zone.

SL.	Name of Camps	Socks	P.T Shoes	Lungi	Bed Sheet	Serince	Water Drum	Air Pillow	Rem-arks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Bakshanagar 800			30 pcs	25 pcs			25 nos	
3.	Hatimara 700			25 Pcs	25 pcs	1 no.		25 nos	
4.	Gumati (D.C. Para) 800			30 pcs	25 pcs	1 no.		25 nos	
5.	Hijna (") 800			30 pcs	25 pcs	2 nos		25 pcs	
6.	Isamati (") 800			30 pcs	25 pcs	2 nos		25 pcs	
7.	Student Organisation				150 pcs	5 nos		50 nos	
8.	Sreenagar 900			25 pcs	35 pcs	2 nos	1 nos	30 nos	
9.	Titas (Hapania) 650			35 pcs	20 pcs	2 nos		20 nos	
10.	Brammaputra (Hapania) 650			25 pcs	20 pcs	1 nos		20 nos	
11.	Jamna (") 650			25 pcs	20 pcs	2 nos		20 nos	
12.	Gumati (") 650			25 pcs	20 pcs	1 no.		20 nos	
13.	Bangabandhu' (Maratilla) 650								
14.	Banga Shardul (") 650			25 pcs	20 pcs	2 nos		20 nos	
15.	Joy Bagnla (") 650			25 pcs	20 pcs	3 nos		20 nos	
16.	Sonar Bangla (") 650			25 pcs	20 pcs	2 nos		20 nos	
17.	Youth Training Camp-I (D.C. Para) 500	55 pairs	47 pairs	50 pairs					
18	-do- II (") 500	50 "	45"	42 pcs	62 pcs	3 nos	1 no.	60 nos	
19.	-do- III (") 500	40 "	40"	100 pcs	60 pcs	3 nos	1 no.	60 nos	
20.	----	500		30 pcs	20 pcs	2 nos	1 no.	20 nos	
21.	Baramura	800		30 pcs	25 pcs	1 nos	1 no.	25 nos	
22.	Harina	1,100							
23.	Rajnagar	1,100		55 pcs	35 pcs	2 nos	1 no.	35 nos	
24.	Khinpur	200		20 pcs	15 pcs	2 nos	1 no.	15 nos	
25.	Karimganj	600		50 pcs	30 pcs			30 nos	
26.	Dharmanagar	200							
27.	Udaipur	600		35 pcs	30 pcs	2 nos	1 no.	30 nos	
28.	Beloia	200		20 pcs	15 pcs	2 nos		15 nos	
29.	Chottakhola	500							
30.	Kailashahar	500		30 pcs	40 pcs			20 pcs	
31.	Matinagar	1,000		60 pcs	40 pcs	3 nos	1 no.	30 pcs	
32.	Nasima (Near Baramura)	250		25 pcs	20 pcs	2 nos		20 pcs	
33.	Khatalia	250		10 pcs	10 pcs	1 nos		5 pcs	

GAZI GOFRAN.
7.10.17
Dy. Director (Supply)
Govt. of Bangladesh

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে বসবাসকারীদের প্রতি কতিপয় নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET
Most Immediate

No. YTC/249 Dt.7.10.71

As desired by Local Authorities, the following steps have to be taken with immediate effect:

1. All residents, (the staff and the Youth) of Youth Reception Camps are to be **registered** for proper **evacuee** cards. The Camp Chiefs will be **responsible** to have it done by the nearest Thana authorities who have been requested to send proper persons to the Camps for this purpose daily or as frequently as needed.]
2. Admission to Youth (Training) Camps will be subject to production of these cards which will then be deposited with the local authorities. |The Camp Chiefs of the sending camps will be responsible to ensure that no Youth other than those holding such cards are "recruited" for the youth (Training) Camps.) The pertinent Recruitment form is being modified accordingly.
3. The Camp Chiefs will also be responsible to report to the local thanas the arrival of any suspicious person into their camps. The thana authorities will take such persons into custody along with the evidence of suspicion.

(Abu Yousuf)
Director,
Training Co-ordination.
Youth Camps.
Eastern Zone.

c. c.

1. Chairman. Eastern Zonal Council.

2. Chairman. Youth Reception Camp Committee with the request to kindly circulate it to all Camp Chiefs immediately.

All Camp-in-Charge, Youth (Training) Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে পর্যালোচনা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

YOUTH CAMPS

Decision of the Review Committee in its meeting with Group Captain Khondkar. D. C. O. S. on 6-9-71.

1. Base-work as outlined in the Youth Training Scheme is needed as a significant part of our total effort.
2. Intelligent, well-motivated, young men who opt for this work should be encouraged as the best possible Base-Workers.
3. Those who cannot join the armed forces should also be used for this work, to whatever extent they can do it, rather than be kept stagnating. There is no harm in employing anyone as a Base-worker so long as he is willing to go unarmed.
4. All Base-workers will go **unarmed.**
5. They will go in for work **outside** the command and control of Sector Commanders.
6. Afterwards, when a Base-worker has, in his estimation, established a "Safe-Base" he will inform the sectors through his Public Representative, or local A. L. Worker and the C.A.A.
7. All Base-workers should be given their final instruction clearly and specifically about the successive actions to be taken. The suggestions given by the D. C. O. S. in this regard (as attached) were gratefully accepted by the Committee.

D.C.O.S. may kindly
see for confirmation.
No. YTC/251

(A. Yousuf)
Chairman.
Review Committee.
8. 10. 71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের কয়েকটি পরামর্শ	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

Secret.

Management of Youth Training Camps.

The Camp is for Training the Youth of Bangladesh in constructive socio-economic activities to create self-sustained village bases as the fundamental weapon to win the independence and welfare of their nation. For this purpose the management of their camp life must be. not to soften them by any non-essential facility, but to harden them for austarity and improvisation as will be needed in the village of Bangladesh to-day for its true self-sustenance.

Within that framework the primary responsibility of the Camp-in-Chief. as a highly respected Public Representative of Bangladesh, is to uphold the morale as well as the proficiency of training of the Youth.

The primary responsibility of the Camp Administrator is the management of the Camp **facilities** and the discipline of Camp **security.**

But since the facilities are meaningless without morale, and the training is impossible without discipline, their responsibilities are mutually overlapping and what is the primary responsibility of the one is the Secondary responsibility of the other. And therefore their constant co-operation in mutual understanding is the absolute must for the success of the scheme.

And since they are working as the representatives of two independent organizations, **equal dignity** and **mutual respect** have to be the basis of that co-operation. The following ground rules are therefore suggested:

1. The two officials will live as close and as equally as possible within the Camp premises, and will be in constant touch with each other.
2. They will keep each other informed while leaving the camp, and will not be absent from the camp at the same time except in recorded emergencies.
3. All major decisions (daily routine, staff meetings, special functions, major disciplinary actions etc.

Will be in mutual consultation, remembering however their primary responsibilities.

4. Minor decisions will also be in mutual consultation whenever the other is within reach. Otherwise it will be communicated to the other at the earliest opportunity.

5. All disciplinary actions, taken jointly or individually in their respective fields, will be recorded in a Logbook for joint noting.
6. All disciplinary actions against staff-members will be taken in consultation with the Camp-in-Charge. and reported for decision to Youth Camp Directorate (Training) in grievous cases.

Sd/- Abu Yousuf,
Training Co-ordinator.

Sd/- R. V. Subramonium.
Maj.
Deputy Director
Relief & Rehabilitation.
12. 10. 71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্যাম্পের সাংকেতিক নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লেখা চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

TOP SECRET

No. YRC/Camps/71 -72. Agartala. Dated 13 Oct..71.

To

The Administrator,

PADMA/MEGHNA/GANGA/JAMUNA/MOIIARI/TISTA/FENI/ KALYANPUR
Sub: -CHANGE OF CODE NAMES.

I. With immediate effect the following Codes will be used in all correspondence: -

	OLD	NEW
1	PADMA	CRICKET
2	MEGHNA	GOLF
3	GANGA	TENNIS
4	JAMUNA	HOCKEY
5	MOHARI	FOOTBALL
6	TISTA	POLO
7	FENI	KABADI
8	KALYANPUR	SWIMMING

Signed
R.V. Subramanium.
Asstt. Director.

Copy to: -
1. R C.R.O.
2. TRG. Co-ordinator, BANGLADESH AGARTALA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির, এলাকা ও শিবির প্রধানের একটি তালিকা	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

LIST OF THE FILES MAINTAINED FOR YOUTH CAMPS APPROVED BY THE BANGLADESH LIBERATION COUNCIL, EASTERN ZONE.

S. No	F. No	Site	Area (Districts)	Camp Chief
I.	1.	Utlaipur -II		Abdullah-AI-Harun
II.	2.	Si lac hart	(Chittagong Hill Tracts)	Svedur Rahman.
III.	3.	Harina	(Ctg.&Ctg. Hill Tracts)	M. A. Hannan.
IV.	4.	Sreenagar or Barishmukh.	"	Khairuddin Ahmed. MPA & Obaidullah Majumdar. MPA.
V.	5.	Udaipur-I or Palatana.		C'apt. S. Ali. MPA.
VI.	6.	Chatakhola	Noakhali "	Khawaja Ahmed. MNA.
VII.	7.	Rajnagar.		A. Hanif. MNA.
VIII	8.	Kathalia or Baramura.	Comilla	Jala) Ahmed. MPA.
IX.	9.	Hathimara or Kama In agar.	" "	M. A. Rashid. MPA.
X.	10.	Bunagar or Chymara.	"	Prof. A. Rauf.
XI.	11.	Malaghar.	"	Capi. Sowkat.
XII.	12.	Ashrambari or Khowai.	Sylhet	Mustafa Shahid. MPA.
XIII	13.	Kailashahar.	"	Azizur Rahman. MPA. & Manik Chowdhury.
XIV	14.	Dharmanagar.		MNA.
XV.	15.	Patherkandi or Karimgaonj.		Taimuz AM. MPA. Abdul Malek.
XVI.	16.	Con cress B ha van (Transit at Agartala for Dacca & Comilla)		Fazlur Rahman. MNA.

XVII	17	Narsinghar..	"	Dewan Abdul Abbas. MPA
XVIII	18	Baltali.	"	Gazi Fazlur Rahman. MPA.
XIX.	19	Mohanpur-1.	"	Shafiruddin. MPA.
XX.	20	Kamalpur.	"	Altafur Rahman. MPA.

REGULAR TRAINING CAMPS
No. of proposed Camps

XXI.	21	Gokulnagar.	4	Shamsul Hoque. MPA. Wasiuddin.
XXII.	22	Padmanagar.	3/6	Dewan Abul Abbas. MNA Hamidur Rahman.

Sd/-...................
Director
Co-ordinator. Planning
and Programming.
Youth Camp.
18. 10. 71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রিক্রুটমেন্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনাব খালেদ মাহমুদ আলীর দলকে সহযোগিতাদানের জন্য যুব শিবির পরিচালকের একটি বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

No.-YTC/282 Date 19. 10. 1971

Asstt. Director/YRC.

Further to our discussion on 14. 10. 71 I have to confirm that as per C.O.S.. BDF, letter No 200I/BDF/A dated 12. JO. 71 (Copy enclosed) Mr. Khalid Mahmood Ali. signature attested below is to be treated as authorized by the Bangladesh Govt. to organise Recruitment for Bangladesh Forces.

Any Recruiting Team as may be authorized by him may kindly be accorded all facilities for such recruitment from the Youth (Training) Camps.

Sd/-
Tr. Co-ordinator.

Attested ....

Copy:

Comd. Delta Sector,
C. O. s.
Mr. Khalid Md. Ali, MNA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির পরিচালক, প্রশিক্ষণ সমন্বয় কর্মকর্তার কাছে প্রেরিত যুব শিবির রিক্রুটমেন্ট প্রধানের একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

From : Khaled Mohd. Ali.
Director. Motivation. Recruiting Co-ordinator &
Movement Co-ordinator.

No. MRC/283 Dt. 19.6.71

To.
Dr. Abu Yousuf,
Training Co-ordinator.

Subject: **Recruitment**.

Dear Sir.

As per our previous discussion 1 sent recruiting team with authority signed by to recruit of the trainees from youth Camps but they were disobliged by the camp administrators concerned. Later I myself went to Charilam Camp for recruiting trainees but experienced the same deadlock for reasons best known to the Camp Administrator concerned.

I was then compelled to start recruiting boys from reception camps direct, to fill up thana wise quota and accelerate the training. I further suppose if this problem is not solved with an immediate effect our training is sure to suffer.

This is for your kind information.

Thanking you in the anticipation.

Yours.
K.M. Ali.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে নবাগতদের ভর্তির ব্যাপারে শিবির পরিচালকদের কয়েকটি জরুরী নির্দেশ	বাংলাদেশ সরকার, মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাঞ্চলীয় জোন	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

SFXRET.
MOST IMMEDIATE.

As desired by Local Authorities, the following steps have to be taken with immediate effect: -

1. All residents, (the staff and the youth) of Youth Reception Camps are to be registered for proper **evacuee** cards. [The Camp Chiefs will be **responsible** to have it done by the nearest Thana authorities who have been requested to send proper pension to the Camps for this, purpose daily or as frequently as needed.]

2. Admission to Youth (Training) Camps will subject to production of these cards which will then be deposited with the local authorities. (The Camp Chiefs will be responsible to ensure that no youth other than those holding such cards are "rccruited" for the Youth (Training) Camps.) The pertinent Recruitment form is being modified accordingly.

3. The Camp Chief-will also be responsible to report to the local Thanas the arrival of any suspicious person into their camps. The Thana authorities will take such suspicion with custody along with the evidence of such suspicion.

Sd/-
Di rector.
Coordination. Planning
and Programming.
Youth Camps.
4. 11.71.

Chairman. Eastern Zonal Council.
Chairman. Youth Reception committee with
the request to kindly circulate it
to all Camp Chiefs immediately.
All Camp-in-Charge. Youth (training) Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় শিবিরে তালিকা	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

WITH
(CAMP CHIEFS)

A. RECEPTION CAMPS FOR DISTRICT

	Camp Site (Proposed Camp Site)	**Camp Chief**
(a) Chittagong & Ctg. Hill Tracts,	(i) Harina	M. A. Mann an.
	(ii) Sreenagar or Khairuddin Ahmed Harishamukh (Obaidullah Majumder MNA)	
	(iii) Udaipur (Palatana)	Capt. S. Ali MNA.
(b)Noakhali	(i) Chothakhola	Khwaja Ahmed. MNA.
	(ii)Rajnagar	A. Hanif, MNA.
(c)Comilla	(i) Kathalia (Baramura)	Jalal Ahmed MPA.
	(ii) Hatimara (Kamalnagar)	M. A. Rashid. MPA.
	(iii) Bunagar (Chaymara)	Prof. A. Rouf.
	(iv) Malagarh	Capt. Sowkat.
(d)Sylhat	(i) Ashrambari (Khowai)	Mustafa Shahid, MPA.
	(ii) Kailashahar	Azizur Rahman, MPA. Manik Chowdhury MNA.
	(iii) Dharmanagar	Tainuz Ali MPA.
	(iv) Patharkandi (Karimganj)	Mr. Abdul Malek.
Transit Camps at Agartala for Dacca & Comilla	(i) Congress Bhavan	Fazlur Rahman, MNA.
	(ii) Narsinghar	Dewan Abdul Abbas, MNA.
	(iii) Beltali	Kazi Fazlur Rahman, MPA.
	(iv) Mhanpur	Shafiruddin MPA.
	(v) Kamalpur	Mr. Altafur Rahman MPA.

Approved by the Bangladesh Liberation Council, Eastern Zone.

1. Udaipur (II) Mr, Abdullah Haroon MPA.
2. Silachara (Chittagong Hill Tracts) Mr. Syedur Rahman.

2. **REGULAR TRAINING CAMPS**

Area	No. of Proposed Camps	No. of Existing Camps	Camp Chief Dy. Camp Chief
I. Gokulnagar (Now in overall charge of Mr. Shumsul Huq MPA)	4	2	a. Shamsul Huq MPA Waisuddin (Camp No.) b- Dewan Abul Abbas MNA
II. Pad manager	3/6	nil	Hamidur Rahman

The Camp Management Committee in each camp will concern of

1. Camp Chief-to be appointed by Liberation Council.

2. Dy. Camp Chief " “ “ “ “ “

3. Camp Supervisor-to be appointed by Camp Chief on nomination by Director Adm.

4. Political Trainer " " " " on nominated by Director Training and Coordination

5. Physical Trainer “ “ “

6. Medical Officer" " " " on nomination by Deputy Director (Health)

7. Camp Administrator (Where appointed) by Local Government.

8. Arm Trainers (where appointed by Local Government)

Sd/-................
Director
Coordination, Planning
and Programming,
Youth Camps
18. 11.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির পচালনা ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতেবেদন	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	.... ১৯৭১

YOUTH CAMP OPERATION AND MANAGEMENT IN THE EASTERN SECTOR.

The youth Camps scheme contemplates to channelize the activities and also to train up the stream of young men coming from Bangladesh in the wake of inhuman atrocities and genocide committed by West Pak. Army. The Youth Camps were originally situated at different entry points of the Border as reception-cum-transit camps and some of these are still existing not as reception cum transit camps but as Youth Camps to give some preliminary training in order to meet the incessant demands of the boys who become frustrated finding that youth camps with training facilities have not yet been properly organized.

There has been an inordinates delay to implement youth camps scheme. Our boys are frustrated and their initial enthusiasm to have the training and to liberate the motherland disinitiates. Finding no accommodation and the facilities of training hundreds of our boys are returning back breaking the morale of the people inside. If the problems of organizational set-up of the youth camps are met in a stereotyped manner, then the whole scheme will fail since the youth from Bangladesh are not coming in a planned way to the accommodated according to our plan. The present heavy influx may be stopped in future due to various circumstances which we will have to consider in organizing the youth camps. Hence the necessity of Reception-cum- Transit Camps, Youth Camps which are existing to be changed into youth training camps and the gradual establishment of Youth Camps as envisaged in the Scheme submitted to the authority concerned. At present there are three categories of youth camps, viz. -in the first category we find the youth camps which were established with the help of local authority being situated at sites to catch the boys from the border.

Since the plan for concentrating the youth camps with a total accommodation of 10,000, in three blocks has not yet been completed, these camps are functioning now as preliminary training centers to cater to the demands of the boys. The camps are as follows:

(1) **Harina** with a strength of 1,000 youth. This figure varies depending on the entry of........on a particular date. This camp has had training facilities which can be fully utilized to implement our scheme. It is not situated near the border. Our Sector Commander of that area (i.e. Harina Sector situated just opposite Hillock of Youth Camp) can take up the responsibility of training the boy.

I have already requested Maj. Mehta, Deputy Director, Youth Camps Operation to depute one of his officers to this Youth Camp but the real training (arms) can be started only after the concurrence of local military authorities. Mr. M. A. Hannan, Secretary, Chittagong District Awami League is the Camp Chief. Capt.

Chattarjee now working in place of Maj. Mehta (now on leave) promised to depute one officer at this camp.

(II) **Chetakhola** : (near Akinpur) This Camp has got a strength of about 400 boys. Since the camp is situated near the border, it will have to be shifted into the interior but uptil now no such scheme has been taken up. Mr. Khawja Ahmed MNA is the Camp Chief.

The boys are getting training with the help of our Liberation-army.

(III) **Rajnagar**: At Present this camp has accommodated only 400 boys but there is scope for expansion to accommodate 1000 boys. One Capt. R.P. Singh (since reported to have been withdrawn and placed in another camp) an officer of Maj. Mehta has been deputed to supervise the activities of this Youth Camp. Inspite of our repeated request, the construction of the camp is done at a snail's pace and as such we are hard pressed to give shelter to the stream of boys coming daily from Bangladesh through that area Prof.A. Hanif MNA is the Camp Chief.

(I**V) Sonamura** : There are 4 (four) camps in that area such as :

(a) **Kathalia**: with strength of 1000 boys capable of accommodating at best 800. Daily hundreds of boys are refused in that camp for want of accommodation for which no steps so far could be taken due to circumstances beyond our control................

(b) **Hatimara**: With a strength of 800 boys (which can be easily raised to 1000) Mr. Mehta has deputed one Capt. Sharma in that Camp (since reported to have been withdrawn) but until now no substantive progress could be done for want of transport, construction materials and other pre-requisities to establish a full-fledged camp. The boys can have proper training in this camp provided the facilities are available. In fact the boys are getting some preliminary training and they are also occasionally engaged in operational activities within Bangladesh. Mr. M. A. Rashid MPA is the Camp Chief.

(c) **Buxanagar**: The camp has got a strength of 800 boys and there is constant pressure to raise the strength to at least 1000, since the camp authorities have to refuse entry of many boys coming from Bangladesh. Due to heavy influx of boys in that area, sometimes 1000 boys have to be accommodated temporarily to be shifted elsewhere if possible or in the alternative to be left in the larch. Capt. Das has been deputed by Mr. Mehta to supervise the activities of that camp but he has not been able to do much due to same handicaps experienced by other officers at different camps. Prof. A. Rouf is the Camp Chief. The boys are getting some training and also engaged in operational activities.

(d) **Melaghar**: This camp should be treated separately. It is at present attached with our liberation army camp at Sector No.2. There are about 1000 boys in this camp

(V) **Udaipur**: This camp has been started very recently but the progress is spectacular due to co-operation of local officers specially ADM Mr. Banarjee. At present, it has got a strength of 1200 with a proposal to accommodate 1500 boys. Capt. S.

Ali MNA is the Camp Chief. The boys are getting preliminary training. The camp is situated in an ideal place at PALATANA-about 5 miles off Udaipur. Since this camp is managed by on able and ex-army Captain like Mr. S. Ali MNA., there is no of deputing any officer by the Deputy Director, Youth Camp Operation. This camp can be easily recognized as a full-fledged youth camp as envisaged in the original scheme.

(VI) **Mohanpur**: This Camp has a present strength of 450. Mr. Shafiruddin Ahmed, MP A is the Camp Chief. There is enough scope for expansion of this camp but due to difficulties of construction etc. this could not be done. Capt. Chatarjee now acting as a Deputy Director, Youth Camp operation, has taken up the matter.

(VII) **Sylhet**: At present there are 3 (three) transit youth camps at Sylhet Sector, viz-

(a) Patherkandi, with a capacity of 500 boys. Mr. Abdul Monem. Organising Secretary, Sylhet District Awami League is the Camp Chief.

(b) **Khowai:** This camp has not been fully organised. At present the strength is only about 200, but several hundred more boys are scattered in different houses for want of proper accommodation. Mr. Mustafa Shahid, MP A is the Camp Chief.

An Officer Capt. Dhar had been deputed to organise this camp as per scheme as approved by the Govt. of India (since reported to have been withdrawn). If the construction at the site selected is expedited then it would have an accommodation of 1000 youth. The same difficulties of construction, transport, ration and the supply of other materials are there as in other camps.

(c) **Kailashahar**: This camp has not been properly organized due to some organisational defects. It is said that at present this camp has got an strength of 300 boys. Mr. Manik Chowdhury MNA is the Camp Chief.

The above youth camps are operating as originally planned before the approved youth camp scheme came in to operation but not yet implemented. Due to heavy influx of young men from Bangladesh between the age group of 16 to 25, many transit camps have o be established in addition to the demands of opening few other transit camps at different laces on border to cope with this abnormal situation. The second category of Youth amps re operating as Reception- cum-Transit camps.

These camps are as follows:

(1) **Dharmanagar**: It has been approved by the Chief Minister, Tripura and at present has got a strength of 200 boys to be easily expanded to accommodate 1000 if the construction is expedited. Mr. Taimuz Ali, MP A has been selected as a Camp Chief.

(2) **Narsingtaar**: The Camp originally accommodated about 600 boys who were shifted to Gokulnagar camp but we could not close the camp due to heavy on-rush of young men especially from Comilla, Dacca and Faridpur etc., and as such this camp is still operating with a strength of more than 600 boys though there is

constant Pressure from local authorities to close this camp. Mr. Dewan Abdul Abbas, MNA is the Camp Chief.

(3) **Beltali:** This camp has got a strength of 400 (no further expansion is possible). Mr. Enasur Rahman originally supervised this camp; now Mr. Gazi Fazlur Rahman. MP A has been selected as a Camp Chief.

(4) **Congress Bhavan (Agartala)**: Under a compelling circumstances we had to allow the boys to have temporary stay at this place. The unusual is at this such place varies from 300 to 400 boys to be packed like holds in a very limited space. Since there is no cooking arrangement and no such arrangement is possible within or outside nearly, the boys are escorted to a distance of 3 miles at Beltali to have their food. This is an intolerable situation which we cannot help inspite of best efforts.

The proposed transit camps to be established:

The High powered Political Committee now renamed as Bangladesh Liberation Council, Eastern Zone, Agartala has recommended for the establishment of the following transit camps and works are being started accordingly.

(a) **Kamalpur**: Mr. Altafur. Rahman, MPA has been deputed to organise this Camps as Camp Chief.

(b**) Harishamukh (between Srinagar and Amrighat)**:

Mr. Obaidullah Majumdar MNA and Mr. Khairuddin MPA have been requested to organise this camp.

(c) **Silchara**: A Transit camp to accommodate the Youth coming from Chittagong Hill Tracts with Mr. Syedur Rahman, Secretary, Chittagong Hill Tracts Awami League of Camp Chief has been recommended.

(d) **Udaipur:** Being centrally situated, boys from different areas gather at this place either to be sent to the youth camps or to refugee camps and as such in order to meet the practical difficulties. A transit camp with Mr. Abdullah Al-Haroon MPA as Camp Chief has been proposed.

(e) **Ekinpur**: To meet the same situation as in Udaipur, transit camp is proposed at this place. The main function of these reception-cum-transit camps established or proposed to be established are to act as waiting centers where the scrutiny of boys would be done to facilitate their entry to the Youth Camps.

There may be some other transit camps to be established in future depending on circumstances and demand.

We are experiencing difficulties to managa these youth camps since we are not getting accommodation, transport, proper ration (the quota of 400 gram rice per head has recently been curtailed to 300 gram in some camps and the rate of Rs. 1.10 paisa per head is too meagre to keep the health of the young men to be trained) supply of bedding, clothing etc. and other minimum necessities of life including water facilities and sanitation. Uptil now we have not get anything as envisaged in approved youth camp scheme.

We have been able to supply some articles and tried to supplement the food by giving tiffin @ Rs. 0.25 paisa per head with our meagre resources which is quite insufficient to keep the health of the boys who are having much physical exercise. If we are to maintain in this way then very soon we will have to close these camps since we have very little resources to cope with the situation.

GOKULNAGAR:

This camp has been placed on a different category since it is in consonance with the real youth camp scheme as envisaged and approved. It may be mentioned here that youth camp scheme contemplated 3 (three)block camps to be situated in selected cities for off the border and to be closed for security reason and with all the facilities to train up the young men within a period of one month. Uptil now only one block camp at Gokulnagar has been established with a present strength of only 1400 boys to be raised to 2000, though in the original scheme there was a proposal to accommodate 400 young men in 4 areas within the same block at Gokulnagar. Maj. Mehta has deputed 2 of his Captains- Capt. Mansingh and Capt. Rawat to organise this camp with the help of Camp Chief, Mr. Shamsul Huq MP A. No. articles and ration as per Youth Camp Scheme have been provided. The 2 other Block Camps to accommodate 6000 boys (3000 each) proposed to be situated at BARAMURA and PADDANAGAR have not yet been established and I understand that one such plan has been abandoned though a feeble attempt is still being made to have a Block Camps as originally contemplated.

In such circumstances, the organisation of youth camps have to be reoriented considering the circumstances and practical difficulties. The time is running fast and as such the plan whatever it is, must be executed immediately: Otherwise the whole Youth Camp Scheme will end in fiasco.

Sd/-
Director, Coordination,
Planning and Programming,
Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির ও কর্মকর্তাদের একটি তালিকা	বাংলাদেশ সরকার, লিবারেশন কাউন্সিল, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	------------- ১৯৭১

KATHAL1A or BARAMURA Youth Transit/Relief Camp

Sl. No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Jalal Uddin Ahmed, MPA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Raja Meah, MPA
3	Camp Supervisor	Mr. A. Choudaury
4	Political Instructors	Prof. Ashraf Uddin Ahmed
5	"	Mr. M. A. Hamid
6	"	Mr. Bclayet Hossain
7	"	
8	Physical Instructors	Mr. M. A. Mazid
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representatives	
13	Medical Officer	Mr. Mahbubul Alam, M.B.B.S.
14	Medical Asstt.	Md. Sahidullah.

CHOUTAKHOLA Youth Transit/Relief Camp

Sl. No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Khawaja Ahmed MNA
2	Dy. Camp Chief	Mr. A. B.M. Taleb Ali. MNA
3	Camp Supervisor	Mr. Nurul Huda
4	Political Instructor	Mr. Mizanur Rahman M. A
5	"	Mr. Mahbubul Alam
6	"	Mr. Abdur Rahman
7	"	Mr. Serajuddin Chowdhury
8	Physical Instructors	Mr. Siddique Ahmed
9	"	Mr. A. M. Saifullah
10	"	Mr. S. I. Azizur Rahman.
11	"	
12	Student Representatives	
13	Medical Officer	Mr. Hafiz Ahmed
14	Medical Asstt.	Dr. Zulfiqur Islam, M.B.B.S.

BARANAGAK or CHARMARA Youth Transit/Relief Camp

Sl. No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Name of the persons
2	Dy. Camp Chief	Prof. Md. Abdur Rauf
3	Camp Supervisor	Prof. Md. Younus
4	Political Instructors	Mr. Md. Abdul Hakim
5	"	Mr. Sayed Matiul Islam Bhuiyan
6	"	Mr. Md. Abdul Awal
7	"	Mr. Md. Abdur Razzaque
8	Physical Instructors	Prof. Abul Hassan
9	"	
10	"	
11	Student Representative	
12	Medical Officer	
13	Medical Asstt.	Mr. Md. Abdul Mazid Chowdhury
14		Dr. Gulam Mustafa Khan, MBBS.
		Dr. Sikander Hyat

HARINA Youth Transit/Relief Camp

Sl. No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. M. A. Mannan.
2	Dy. Camp Chief	Mr. Mosharraf Hossain MNA
3	Camp Supervisor	Mr. Jetendra Prasad Nath
4	Political Instructors	Mr. Azizul Hoq Chowdhury
5	,,	Prof. Nur Mohammed
6	,,	Prof. Nurul Absar
7	,,	Prof. Abdullah-al-Mamun
8	Physical Instructors	
9	,,	
10	,,	
11	,,	
12	Student Representative	Abu Mohd. Hashem
13	Medical Officer	Dr. Eklasuddin L. M. F.
14	Medical Asstt.	Mr. Hamidullah (Paramedical)

UDAYPUR OR PALATANA (I) Youth Relief Camp

Sl. No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Capt. M. S. Ali, MNA.
2	Dy. Camp Chief	Mr. Abdu 11 ah-A1 -Haroon, MPA
3	Political Instructors	Prof. Mihir Kumar Datta

4	"	Principal, Go pa I Chandra Das
5	"	Prof. Md Rafizur Rasul
6	"	Chowdhury
7	Physical Instructors	
8	"	Mr. Abdul Bari Khan.
9	"	
10	"	
11	Student Representative	
12	Medical Officer	
13	Medical Asstt.	Dr. S. L. Dey, MBBS.
14	Compounder	
15	Store Supervisor	
16	Store Keeper	
17	Receptionist	

HAPANIA Youth Transit/Relief Camp "Gumati-I"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Ali Azam, MNA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Azizul Haque
3	Camp Supervisor	Mr. Nasir Hussain
4	Political Instructors	Prof. Harun-ur-Rashid
5	"	Mr. Gulam Noor.
6	"	Mr. Sirajuddin
7	"	Mr. Yakut ali
8	Physical Instructors	
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	
13	Medical Officer	
14	Medical Asstt.	

DURGA CHOWDHURY PARA Youth Transit/Relief Camp "BUNA"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Sayed Imdadul Bari, MPA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Lilu Miah
3	Camp Supervisor	Mr. Abdur Rouf
4	Political Instructors	Mr. Shamsul Huda
5	"	Mr. Dewan Khan Khadem

6	"	Mr. Sarwar Jahan
7	"	Mr. Shamsul Islam Bhuyan.
8	Physical Instructors	
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	
13	Medical Officer	
14	Medical Asstt.	

HAPANIA Youth Transit/Relief Camp
"TITHAS"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Kazi Akbaruddin Ahmed, MPA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Abdul Halim
3	Camp Supervisor	Mr. Habibur Rahman
4	Political Instructors	Mr. Ranjit Chandra Saha
5	"	Mr. Md. Ishaque
6	"	
7	"	
8	Physical Instructors	Bachchu Sikder
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	Mr. Md. Idris.
13	Medical Officer	Dr. Shanti Ranjan Shaha, M.B.B.S Dr. Amjad Hossain, L.M.F
14	Medical Asstt.	Billamangal Bhowmic

HAPANIA Youth Transit/Relief Camp
"BRAMAPUTRA"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Aftabuddin Bhuiya, MNA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Kafiluddin Ahmed
3	Camp Supervisor	Mr. Abdul Bari
4	Political Instructors	Mr. Abu Baker
5	"	Mr. Siddiqur Rahman
6	"	
7	"	

8	Physical Instructors	
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	
13	Medical Officer	
14	Medical Asstt.	

HAPANIA Youth Transit/Relief Camp
"JAMUNA"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Name of the persons
2	Dy. Camp Chief	Mr. Md. Safiruddin Ahmed, MPA
3	Camp Supervisor	Mr. Syedur Rahman
4	Political Instructor	Mr. Abdus Sattar
5	"	Mr. Monir Uddin
6	"	Prof. Goaranga Prasad Mitra
7	"	Mr. Siddiqur Rahman, B.A. B.T
8	"	
9	Physical Instructor	
10	"	
11	"	
12	"	
13	"	
14	Student Representative	Mr. Sahidul Islam (Emto)
15	Medical Officer	Mr. Abdus Samad, M. B. B. S.
16	Medical Asstt.	Dr. I-Iaripada Das, L. M. F.

DURGA CHOWDHURY PARA Youth Transit/Relief Camp
"ISAMATI"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Jamaluddin Ahmed, MPA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Subash Chandra Modak
3	Camp Supervisor	
4	Political Instructors	
5	"	Mr. D. A. Quiyum
6	"	Mr. Mohd. Ali
7	"	
8	"	

9	Physical Instructors	Mr. A. K. M. Alauddin
10	"	Mr. Sunil Chandra Deb
11	"	
12	"	
13	Student Representative	Mr. Dee wan Md. Ibrahim
14	Medical Officer	
15	Medical Asstt.	

DURGA CHOUDHURY PARA Youth Transit/Relief Camp
"Gl MATI-II"

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Name of the persons
2	Dy. Camp Chief	Mr. Amir Hossain, MPA
3	Camp Supervisor	Mr. Kironmoy Datta
4	Political Instructors	Mr. Syed Abdul Kafi
5	"	Mr. Shamsuddin Ahmed
6	"	Mr. Shamsur Rouf
7	"	Mr. Afzal Khan
8	"	
9	Physical Instructors	Mr. Firoz Ahmed
10	"	Mr. Dulu Mea
11	"	
12	"	
13	Student Representative	Mr. Siddiqur Rahman
14	Medical Officer	
15	Medical Asstt.	

NARSINGITAR Youth Transit/Relief Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Dewan Ahul Abbas, MNA
2	Dy. Camp Chief	
3	Camp Supervisor	Mr. Shamsul Haque
4	Political Instructors	Mr. Sk. Abu Mamod (Pri
5	"	Mr. Kazi Nurul Haque.
6	"	Mr. S. M. Bhuiyan
7	"	
8	"	
9	Physical Instructors	Mr. Zainul Abedin
10	"	Mr. Feroz Ahmed Sarker

11	"	Mr. M A. Baten
12	"	
13	Student Representative	Mr. Kafiqul Haque
14	Medical Officer	Mr. A Matin Bhuiyan. MBBS
15	Medical Asstt.	Mr M. R. Choudhury

HATIMARA OR KAMAL NAGAR Youth Transit/Relief Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Name of the persons
2	Dy. Camp Chief	Mr. Abul Bashar
3	Camp Supervisor	Mr. Mahmood Hassan
4	Political Instructors	Mr. Ali Taher Mozumder
5	"	Mr. Zahirul Hoque Chowdhury
6	"	Mr. Asgar Hossain
7	"	Mr. Abdul Mannan
8	"	
9	Physical Instructors	
10	"	Mr. Abdul Malek
11	"	
12	"	
13	Student Representative	
14	Medical Officer	Mr. Imam Abu Zahid Salim
15	Medical Asstt.	Mr. Luthful Kabir
		Mr. Anisuzzaman

RAJNAGAR Youth Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Name of the persons.
2	Dy. Camp Chief	Mr. Md. Hanif, MNA
3	Political Instructors	Mr. Bismillah, MPA
4	"	Mr. Priya Lai Das
5	"	Mr. Abul Kashem Chowdhury
6	"	Mr. Abdul Haque Chowdhury
7	Physical Instructors	
8	"	
9	"	
10	"	
11	Student Representative	
12	Medical Officer	Mr. Md. Shahjahan
		Dr. K. Imranul Haq. MBBS

13	Medical Assu.
14	Compounder
15	Store Supervisor
16	Store Keeper
17	Receptionist
18	Camp Supervisor

DHARMA NAGAR

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Taimuz Ali, MPA
2	Dy. Camp Chief	
3	Camp Supervisor	
4	Political Instructors	
5	"	
6	"	
7	"	
8	"	
9	Physical Instructors	
10	"	
11	"	
12	"	
13	Student Representative	
14	Medical Officer	
	Medical Asstt.	

KAILASHAHAR (Vagavan Nagar)

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Towabur Rahman, MPA.
2	Dy. Camp Chief	Mr. M. A. Malek
3	Camp Supervisor	
4	Political Instructors	Prof. Faizur Rahman
5	"	Mr. Giasuddin Monir
6	"	Mr. Mozibur Rahman
7	"	
8	"	
9	Physical Instructors	Mr. Sikandar Ali
10	"	Mr. Abdul gafur
11	"	
12	"	
13	Student Representative	Mr. Md. Abdul Wadud
14	Medical Officer	
	Medical Asstt.	

PATHANKANDHI OR KARIMGONJ Youth Transit/Relief Camp
Runakhira Youth Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Abdul Momin
2	Dy. Camp Chief	Mr. Tozammul ali
3	Camp Supervisor	Mr. Abdul Jabbar
4	Political Instructors	Mr. Parisat Kr. Poul
5	"	
6	"	Mr. Afsar Miah
7	"	
8	Physical Instructors	Mr. Md. Abdul Karim Chowdhury
9	"	
10	"	Mr. Abdul Haque
11	"	
12	Student Representative	Mr. A. Khalique Chowdhury.
13	Medical Officer	Dr. Mokaddas Ali, LMF
14	Medical Asstt.	

SELACHARA

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Sayedur Rahman Chowdhury
2	Dy. Camp Chief	Prof. Mohd. Chowdhury
3	Camp Supervisor	Mr. Gopal Chandra Dey
4	Political Instructors	
5	"	
6	"	
7	"	
8	Physical Instructors	
9	"	Mr. Md. Saifullah
10	"	
11	"	
12	Student Representative	Mr. Dulal Chandra Chowdhury
13	Medical Officer	
14	Medical Asstt.	

KADLASHAHAR ASRAM BARI (Khoai)

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Mostafa Shahid, MPA.
2	Dy. Camp Chief	
3	Camp Supervisor	
4	Political Instructors	
5	"	
6	"	
7	"	

8	Physical Instructors	
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	
13	Medical Officer	
14	Med teal Asstt.	

SREE NAGAR (S. J. Hoque) Youth Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	Mr. Khair Uddin Ahmed, MPA
2	Dy. Camp Chief	Mr. Mirza Firoz Ahmed
3	Camp Supervisor	Md. Mostafa
4	Political Instructors	Mr. Mosharraf Hossain
5	"	Mr. Ali Ahmed Master
6	"	Mr. Muzaffar Ahmed, M. A.,
7	"	L.L.B.
8	"	
9	Physical Instructors	
10	"	Mr. Khurshed Alam
11	"	Mr. Emdad Ahmed
12	"	
13	Student Representative	
14	Medical Officer	Mr. Dilip Kr. Chowdhury
	Medical Asstt.	
		Mr. Md. Mozibul Hoq.

UDAYPUR OR PALATANA (II) Youth Transit/Relief Camp

Sl No	Name of the posts	Name of the persons
1	Camp Chief	
2	Dy. Camp Chief	
3	Camp Supervisor	
4	Political Instructors	
5	"	
6	"	
7	"	
8	Physical Instructors	Prof. Abu Taher Rizvi
9	"	
10	"	
11	"	
12	Student Representative	
13	Medical Officer	
14	Medical Asstt.	

তৃতীয় অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
আঞ্চলিক প্রশাসন

দক্ষিণ পূর্ব জোন-১
দক্ষিণ পূর্ব জোন-২

পূর্ব জোন-১
উত্তর পূর্ব জোন-১
উত্তর পূর্ব জোন-২

উত্তর জোন
পশ্চিম জোন
পশ্চিম জোন-১
পশ্চিম জোন-২
দক্ষিণ পশ্চিম জোন
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-১
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-২

দক্ষিণ পূর্ব জোন-১
ও
দক্ষিণ পূর্ব জোন-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ পূর্ব জোন-১ এর অনুষ্ঠিতব্য সভার আলোচ্য বিষয়	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১ অক্টোবর ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
MUJIBNAGAR
NOTICE

A meeting of the Zonal Council South East Zone-1 to be held on October 10, 1971 at Shantibazar at 3-00 P. M.

The following agenda may be fixed for the said meeting:-

(1) Selection of the Chairman of the Zonal Council.

(2) Formation of the following Sub-committees of the Zonal Council.

(3) (a) Finance Sub-Committee,

(b) Relief sub-Committee,

(c) Health Sub-Committee,

(d) Publicity Sub-Committee,

(e) Education Sub-Committee,

and any other Sub-Committee subject to the approval of the Government.

(4) Selection of the Chairman of the Sub-Committees as per Clause 4 (C) of Memo No. GA/810 (345) dt. 27.7.1971.

(5)Miscellaneous.

Sd/-
(A. H. M. Kamruzzaman)
Home Minister.
1. 10.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ পূর্ব জোন-১ এর অনুষ্ঠিতব্য সভার প্রস্তাবাবলীর অংশ বিশেষ।	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১০ অক্টোবর ১৯৭১

Extract from the minutes of the Zonal Council meeting. South East Zone-I held on 10-10-71. at Santir Bazar with Mr. Khawaja Ahmed, M.N.A. on the Chair.

....

The house felt that it would not be advisable to shift the Head Quarters to Udaipur which is at one extreme end of the Zone. For purposes of ensuring adequate security and effective participation of all concerned, the house decided to shift the Head Quarters of Zone from Sabroom to Manu Ghat.

The house resolved that the entire Feni Sub-Division be tagged with Sector-I for operational purpose.

Sd/-
K. Ahmed
President.
12.10.71.

Memo No. SEZI/ZC/73, Dt. 19-10-71.

Copy forwarded to:

(1) The Defense Secretary, Govt. of Bangladesh for favor of information and necessary action.

Secretary
Zonal Council,
South East Zone—1

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিফৌজে ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে লিখিত স্টাফপ্রধান কর্তৃক দক্ষিণ পূর্ব জোনে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET
IMMEDIATE
Ech HQ Bangladesh Force
No. 2001/BDF/A
12 Oct, 71.

To : Comd. Delta Sector
Info : Mr. Khaled Mohd Ali, MNA —
South East Zone-II
Govt. of the People's Republic
of Bangladesh.

You are requested to please keep contact with this HQ for the purpose.

Sub: **Recruitment-Mukti Bahini**

Conversation Comd. Delta Sector /COS Echelon HQ Bangladesh forces of 9 Sep 71 refers.

1. It appears that there is some misunderstanding/lack of co-ordination regarding the selection and recruitment of men for Mukti Bahini. It has come to our notice that Maj. Subramanium is carrying out the recruitment at his own will without going through the correct procedure.

2. It will be appreciated that Mr. Khaled Mohd Ali, MNA has been appointed as the recruitment co-ordinator by the Bangladesh Government and therefore all recruitment should be done through him.

3. To remove any doubt misunderstanding and to ensure smooth recruitment, it is requested that this HQ may please be given the recruitment demand and Mr. Khaled Mohd Ali, MNA who is in contact with this HQ will carry out recruitment in consultation with the authority concerned in future.

Signed
for Chief of Staff.

SECRET

Sd/........
Director,
Co -ordination, Planning
and Programming,
Youth Camps

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনের কর্মকর্তা নিয়োগের নিয়মকানুন সংক্রান্ত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২	২৮ অক্টোবর ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
SOUTH EAST ZONE-II.

No. 905 Dt. 28th Oct. *7I

Mr. Debabrata Datta Gupta.

Deputy Co-ordinator, Training,

Youth Camps.

You are requested not to issue any appointment letter for any post in any Youth Reception Camp. All such appointment will require financial sanction of the Finance Committee. Moreover it is to be decided by the Finance Committee who will be vested with the authority for such appointment in Youth Reception Camps.

ALI AZAM
Chairman,
Finance Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে চীফ অব ষ্টাফ কর্তৃক লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	২৮ অক্টোবর ১৯৭১

SECRET
Echelon HQ Bangladesh Force
No. 3009/BDF/............
28 October, 1971.

To: Chairman, Zonal Council, South East Zone I.
,, ,, ,, South East Zone II.

Subject: Security.

1. It has come to light that some boys who are in possession of Pakistani Identity Cards are staying in Youth Camps and are being recruited in the "GONO BAHINI". It is not very safe to recruit such men unless we are sure that they will not do any harm.

2. It is therefore, requested that a thorough checking of, all the Youth Camps should be made and all Pakistani Identity Cards collected and destroyed. It should also be ensured that those found in possession of Identity Cards are recruited only when they are found free from any doubt.

Sd/-
Chief of Staff.

SECRET

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরের পরিচালনা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
URGENT

To,
All Camp Chiefs, Youth Reception Camps, South East Zone-I.

Sub: Reformation of Youth Reception Camp Organisation.

Dear Sir,

As per instructions of the "Board of Control, Youth Camp" Govt. of Bangladesh, you are hereby requested to reform your Youth Camp Organisation for the better administration and smooth functioning of the camp and to report the undersigned within 14th Nov. 1971 positively.

Copy of the "Guide Line" is enclosed herewith.

Abdul Wahab, M.P.A.
5.11.71.
Chairman
Group Advisory Committee,
Youth Camp, South East Zone-1

Memo No 8E21/116 dt.13-11-71

Copy to:
Mr. S.A. Samad, ZAO, SEZ-I
for information and necessary action please.

Chairman.

GENERAL GUIDANCE FOR ADMINISTRATION OF YOUTH RECEPTION CAMP

ADVISORY COMMITTEE:

1. Each Reception Camp will have an Advisory committee as approved by the Board of Control, Youth Camp. Its function will be provide an overall supervision of the Camp and maintain proper management and discipline. The Committee will have a minimum of 3 Honorary Members from amongst such MNA/MPAs and other political leaders and workers who are interested in the running of the Camp and are resident, for the time being, within the close vicinity of the camp. For the camps which are already functioning, an Advisory Committee along these guidelines will be formed, if not formed already, for further development and progress of the camps and also a review /regularization of the camp staff, in such case, the tacting Camp-in-charge will convene a meeting of above category persons of form an Advisory Committee.

The Committee will have a Chairman from amongst the members and a Secretary from amongst the members. A list containing, the name of Chairman and other members, Secretary shall be submitted to Chairman, Board of Control, for approval, within 15-10- 71. The Advisory; Committee will appoint the Camp-in-charge.

The Camp-in-charge will be a whole-time functionary and an Ex-officio member of the Advisory Committee. While the Advisory Committee will provide guidance, the Camp-in-charge will be responsible for the day to day running of the Camp. The proceedings of the meeting of the Advisory Committee should be recorded and copy to be forwarded to the Chairman, Board of Control and Director of the Zone concerned. The Camp-in-charge will be responsible for maintaining a proper account of the camp expenses.

The minimum strength needed for the recognition of a Camp will be 250.

STAFF:

All functionary staff of the Camp including the Camp-in-charge will be residents of the Camp.

2. The Camp-in-charge, subject to approval of the Advisory Committee will also select and appoint:-

a) **One Accountant**-responsible for maintaining all accounts in the camp including stores and catering as per standard accounts procedures. The book of accounts will be audited at regular intervals.

b)**One Deputy Camp-in-charge-cum-Supervisor-in-charge**: of accommodation, bedding, tents, sanitation arrangements, etc., including general cleanliness of the camp, i.e. he will see all matters relating to accommodation of the boys and staff.

c) One Store Supervisor-responsible for obtaining and storing all sorts of stores including storable goods, equipments, etc. and subsequent release or the same to departments concern. He will also maintain inventry of the equipments.

d) **One Catering Supervisor**: He will be responsible for the marketing of kitchen, cooking arrangements, plates, drinking water and fuel etc. He will submit his daily accounts to the Accountant.

e) **One Medical Officer**.

f) **One Compounder**.

g) **One General Assistant.**

h-k) **Four Instructors** (for a camp of 500 boys).

3. **INSTRUCTORS:**

i) Motivational Instructor-One for each 250 youths.

Officio Member of the Advisory Committee.

5. Board/Lodge for staff: Pocket allowance;

The following staff will get free board and lodge in the camp. They will receive no salary. However, they will be paid a pocket allowance of Rs. 50/- per month for the time being.

i) Camp-in -charge.

ii) Dy. Camp-in-charge (Supervisor)

iii) Accountant.

iv) Store Supervisor.

v) Catering Supervisor,

vi-ix) Four Instructors.

x) Medical Officer

xi) Compounder.

xii) General Assistant (for cooking supervision etc. and other duties as may be assigned by the Camp-in-charge).

6.COOKS & OTHER STAFF:

The camp will also engage necessary service staff, such as cook, cook-assistant etc. from amongst the volunteers and youths they will be designated as Helpers. The number and nature of services staff required will be determined by the Advisory Committee.

All such staff will be provided with from board and lodge in the camp and pocket allowance of Rs. 50.00 (L. S.) per month will be paid for the party.

7.FUNCTIONAL INSTRUCTION:

i) The Advisory Committee, through the Camp-in-charge, will maintain liaison of the Zonal Director for camp requirements and will submit fortnightly reports on camp activities and account etc. One copy should be sent directly to the Chairman, Board of Control and another copy to their respective Director.

ii) All payments will be subject to pre-audit and will be made at the site of the respective camp, fortnightly.

iii) The Director of the Youth Camp will maintain direct liaison with the Chairman, Advisory Committee, and Camp-in-charge.

iv) The money will be received by the Chairman, Advisory Committee, or the Camp- in charge, if authorized by the former and kept in safe custody in a manner as decided by the Advisory Committee where Bank facility is available, the account will be operated jointly by any two of the following:

a) Chairman, b) Camp-in-charge, c) Accountant.

Copies of the daily return of the number of youth present in the camp at the working beginning and one of each day must be intimated/posted to the Chairman, Advisory Committee and the Zonal Directors, Office.

d) Proforma for admission of other reports and accounts will be despatched later on. In the meetings, such reports will be sent on blank sheets.

8. **PHYSICAL TRAINING:**

The physical training syllabus should be such that in the shorter possible time the youth can acquire maximum stamina and highest degree of physical fitness for most abnormal operational tasks. This syllabus should include cross country running and walking as well. The detailed syllabus should be worked out by the instruction concerned. There should be no drill.

9. **ADMISSION.**

Admission to the Camp will be made under supervision of the camp- in- charge who will be guided in the matter by the Advisory Committee itself or any other body to be formed by the Advisory Committee for that purpose.

A boy admitted to the camp will have to be a national of Bangladesh and identified by the MNA/MPA of the area of his domicile in Bangladesh, will issue a written certificate to the.. .. In the absence of the MNA/MPA concerned, the decision will lie with the Advisory Committee or the body, formed by the Advisory Committee.

The boy will be medically examined and must fulfill other requirements of admission.

He should have unquestionable faith and belief in the freedom of Bangladesh. He must have no past criminal record. He must not have any extra-territorial loyalty.

Admission will be open to all eligible youths irrespective of religion, cast and creeds etc., place of birth and domicile, and as secular basis strictly.

A boy admitted to Reception Camp but subsequently... failed to pass the scrutiny for admission to Youth Camp on the first and second time, will automatically.........of the Camp.

10. AUDIT TEAM:

An audit team composed. ....Accountant................. Account Assistant and any other necessary staff, to be.................. by Chairman, Camps of the Zone concerned, will

visit the Reception Camp periodically, for audit of accounts and payment of advance subject to pre-audit adjustments. The team will submit lo the Chairman, Board of control through the Director, the audit report together with a general report on the Camp. Advisory Committee will extend all necessary help and co-operation to the Audit Team.

11. **INSPECTION GROUP:**

An inspection group consisting of MNA/MPA and other political leaders, will be farmed by the Chairman, Board of Control. There will be one group for each Zone. The Group will visit the Reception Camps and forward necessary report to the Chairman, together with their recommendation. The Director, Reception Camps will simultaneously receive a copy of the report and recommendations.

12. **DIRECTOR, RECEPTION CAMPS:**

Each Zone has a Director-in-charge of Reception Camps. As already mentioned under "Functional instructions", the Director will be in direct contact with the Advisory Committee and have adequate knowledge of the practical running of the camp with a view to remove difficulties and introduce improvements. For this purpose, the Director or his Deputy will visit the camp frequently. The Director, Reception Camps, Headquarters, will also visit Reception Camps from time to time. The Director will submit necessary reports to the Board every week.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

Minutes of the meeting of the Youth Camp Group Advisory Committee of the South East Zone-I held on 17-10-71 at Satchand at 15-00 hours with Mr. M.A. Wahab, MP A in the chair.

Members present:

1.Mr. M.A. Wahab, MPA. Chairman
2." Taleb Ali, MPA Member
3. Dr. Faizur Rahman MPA ,,
4.Mr. S.A. Samad, Zonal Administrative Officer, Member.

The following resolutions were adopted unanimously.

1. That the reception camp now operating at Demagiri be included in the Zone with immediate effect.

2. That Dr. M. A. Mannan M.P.A., be co-opted as member of this Sub-Committee.

3. That for belter administration of the Youth Reception Camps, all the Camp Chiefs within the operation of South-East Zone-I be requested to re-organise their respective camp as per guideline given by the Board of Control, Youth Camp immediately and submit their report to this effect at the earliest, convenience.

4 That the list of the Youth Camps falling within the operational jurisdiction of South-East Zone-I be forwarded to the local host authority requesting for rendering all possible assistance such as Ration, etc.

5That a decision be taken not to make second payment unless hundred percent account of the payment received earlier is submitted up to date.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Sd/- Abdul Wahab MP A.
Chairman.

Memo No. SEZ-I/115 (6), dt. 13-11-1971
Copy forwarded with compliments to:
Mr. S. A. Samad, Zonal Administrative officer, SEZ-I
for information and necessary action.

Secretary,
Youth Camp Group Advisory
Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পলো ক্যাম্প হইতে তিনটি যুবকের পলায়ন সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২, যুব প্রশিক্ষণ পরিচালনা বোর্ড	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE YOUTH (TRAINING) DIRECTORATE
SOUTH EAST ZONE-II
GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

Memo No. YTC/338 Dt., 11 Nov., 1971

To
The Camp-in-charge/Camp Chief.
O/C, All YT/YC.

Sub -.-**Desertion**

It is reported by the Administrator of POLO Camp that the following boys were found missing from 5-11-71 on words.

Particulars of the boys are as follows:

Sl No	Name	Address
1	Mr. Mainuddin	Vill.Rampur, Companygonj, Dist. Noakhali.
2	Mr. Samsul Haque	S/O. Maha Alam, Vill. Sabarpur Sonagari, Noakhali
3	Mr. Ezamul Haque	S/O. Maha Alam Vill. Alipur Sudhara, Noakhali

This is for your information

Director,
Co-ordination Planning
and Programming,
Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিত্তি-ফৌজে নিযুক্তকরণ সম্পর্কে মেজর মিত্রের কাছে লিখিত যুব শিবির পরিচালকের একটি চিঠি	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২, যুব প্রশিক্ষণ পরিচালনা বোর্ড	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE YOUTH (TRAINING) DIRECTORATE
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
SOUTH EAST ZONE-II

Memo No. YTC/343 Dt. 15th Nov. '71

From: Dr. Abu Yousuf
Director, Training,
Youth Camp.

Dear Major Mitra,

This is to introduce Mr. Anwar Hossain of my staff who is reporting to you in connection with V. F. induction as discussed yesterday.

I hope this will assist you in expediting the induction of at least the majority of the boys before I'd.

Thanking you,

With regards,

Director,
Co-ordination, Planning
and Programming,
Youth Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত জোন প্রধানের বিজ্ঞপ্তি	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
SOUTH, EAST ZONE-II

NOTICE

Dated, November 22, 1971

In accordance with the decision made in the Zonal Council meeting of 14.11.71,1 am to say that all MNA/MPAs holding the charge of the Camp Chief/Deputy Camp Chief as the case may be, should relieve themselves of the charge immediately by making over it with all connected papers to some other officers below them and report the fact to the Chairman, Zonal Administrative Council, South East Zone-II through the Chairman. Youth Advisory Committee. It is decided that henceforth no bill in connection with the affairs of youth reception camp should be drawn in the name of any MNA/MPA.

Immediate compliance with the decision is earnestly requested.

(Z. A. Chowdhury)
Chairman,
Zonal Administrative
Council.
South East Zone-II.

Memo No. 1059 (30) dt. 22.11.71.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

The camp chief/Dy. Camp Chief, Baranagar Youth Camp,
The Chairman, Youth Advisory Committee.
Zonal Administrative Officer. Ex-Officio Secretary.
Zonal Administrative Council.
Zonal Account Officer, South East Zone-II

(Z A. Chowdhury)
Chairman,
Zonal Administrative Council
South East Zone-II.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনের কর্মচারীদের কাজের তালিকা	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	২৫নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER
SOUTH EAST ZONE-I

1.Mr. Mainudding Ahmed Accountant	:	Writing of cash scroll, preparation and checking of all bills; proper maintenance of all registers of Accounts including subsidiary cash ledgers; safekeeping of all valuable records and vouchers in the custody; timely submission of all accounts statements etc. and such other works relating to Accounts as may be assigned to him.
2. Mr. Kripasukh Chakma	:	Attached to Accounts Section. He will deal with the following files : (a) Contingency, (b) Finance (FEN), (c) Budget, (d) Finance Sub-committee (ZC/F), (e) Leave Accounts, (f) Misc. bills, (g) Liveries, (h) Electricity, (i) T.A. bills, (j) Pay fixation and other misc. paper relating to finance.
3. Mr. Sanjit Kumar day Sarkar	:	He will deal with the following files : (A) BIO-DATA (B-D), (b) Prayer & Appointments (P&APP), (c) Stock Register, (d) Youth Camp (YC), (e) Property statement.
4. Mr. Bhabani Prased Mojumdar	:	He will deal with the following files : (a) G.A., (b) Receipt & issue, (c) Miscellaneous, (d) Stationery Stock Register, (e) Ministry of Home Affairs and Home Deptt.
5. Mr. Golam Mostafa Chowdhury	:	He will deal with following files :- (a) Appointment & Posting, (b) Cabinet (c) Health Services, (d) Information, (e) Local Authorities, (0 Police, (g) Board of Trade, Commerce & Industries.

6. Mr. Mojibul Hoque Steno	:	He will deal with following files :- (a) Secret, (b) Zonal Council Minutes (ZC/MIN), (c) Zonal Council (ZC) (d) Personal files of the Zonal Administrative officer.
7. Mr. Shafiqur Rahman Typist	:	He will type out different letters of daily correspondence to be assigned by the O.S.
8. Nirmal Kumar Mallik, Typist	:	He will type out different letters of daily correspondence to be assigned by the O.S.
9. Mr. Narayan Chandra Majumder &	:	They will deal with accounts and other miscellaneous files and papers relating to Relief.
10. Mr. Mati Lai Karmaker	:	
11. Mr. Bimalendu Dewan, O.S.	:	General Supervision, Guard file, attendance of the staff, passing of paper relating to respective dealing Assistants, office discipline among the staff and smooth running of the office work.

In continuation of this office order dated 11-11-71 of the Zonal Administrative Officer the above staff will maintain their files properly noted against each. In case o missing of any paper from the files as well as leakage official secrets the respective Dealing Assistants will be held responsible for the same.

Since Bangladesh Govt. is a regular Government, the staff concerned age requested to render their services ungrudgingly in the public interest observing all Official Rules and Regulations as well as sanctity of the office. It may also please be noted that in case of any breach of office discipline and negligence of duties, by any of the staff, legal departmental action will follow against him. A members of the staff will strictly observe the following instructions:

(1) No one shall leave the station without permission from the competent Authority. (In case of all Non-Gazetted staff, except the office Superintendent and the Accountants, the Additional Zonal Administrative Officer shall be the competent Authority,)

(2) No one shall indulge in any criticisms of the Govt. of the armed forces.

(3) No one shall show any undue curiosity for matters beyond his area of operation and shall remain strictly within the orbit of their assigned responsibilities.

(S. A. Samad)
Zonal Administrative Officer,
South East Zone-I.
24.11.71.

Copy to the Staff officer 1 & 2 South East Zone-1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনের অর্থ উপ-পরিষদ প্রধানের যুব শিবির সফর সংক্রান্ত চিঠি	দক্ষিণ পূর্ব জোন-১	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

My dear Rouf & Afzal

I intend to visit your Camps at Boxnagar and Hatimata on Friday the 29th October, 71. In the meantime you are requested to arrange accommodation and fooding for the boys numbering 165 as stated by Mr. Fazlul Huq, the bearer of this letter.

Thanking you,

Sincerely Yours
(ALI AZAM)
Chairman
Finance Committee
South East Zone-II
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.
28-11-71.

Prof. Abdur Rouf
&
Mr. Md. Afzal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরে নতুন করে যুব অন্তর্ভূক্তিকরণ বন্ধ করার আদেশ	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE CHAIRMAN, YOUTH ADVISORY COMMITTEE,
SOUTH EAST ZONE-H

Memo No. 2/ZAC/Y /C. Dated 29th November, 1971

To

The Camp Chief,

This is to inform you that the Chairman, Central Board of Control, Youth Reception Camps has advised the undersigned that no further intake into the Reception Camps be made. It has also been intimated ensure save preservation of all camp articles.

You are therefore requested (i) to make no further admission of youths into the reception camp under no circumstances, (ii) you will also take immediate steps to ensure preservation of camp articles under your custody and' send list of such things to the undersigned immediately for our record.

It may be mentioned here that proposal have been sent from our end to enlist all the boys that already in the Reception camp as freedom fighters and they be inducted to help our freedom fighter inside. You will please supply a list of all inmates of our camp along with their Father's Name, Home Address, Age, Educational Qualification, etc. in 3 copy to the undersigned immediately for pursuing the matter further with higher authorities.

(Ahmed Ali)
Chairman,
Zonal Youth Advisory Committee
South East Zone-I.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকারীদেরকে (নার্সিং বয়) কর্মস্থলে নিয়োগের জন্য যুব শিবির পরিচালকের একটি চিঠি	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২। যুব প্রশিক্ষণ পরিচালনা বোর্ড	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE YOUTH (TRAINING) DIRECTORATE
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
SOUTH EAST ZONE-II

Memo No. YTC/360 Dt. 30th Nov., 71

The Officer-in-charge, Melagarh,

Sub .--**Induction of nursing trained boys.**

Dear Sir,

Boys who have been trained as nursing asstt. at Gokulnagar Camps are awaiting their induction, at Gokulnagar and Charilam Camp.

The boys meant for Sector 3 have already been lifted. May I request you to kindly make necessary arrangement at your earliest to lift the boys meant for your Sector.

Thanking you.

Yours faithfully
(ABU YOUSUF)
Director,
Training.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব শিবিরের খরচের হিসাব অডিট করার আদেশ	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
Audit and Inspection Sub-Committee
South Hast Zone-II

No............... Date 30-11-71

To
The Camp Chiefs/Deputy Camp Chiefs,
Chairman, All the Sub Committee under South East Zone- II
The Offices under Zonal Council; South East Zone-II.

Dear Sirs.

All the offices and Youth Reception Camps of the South East Zone-II will be audited by the Zonal Audit Team. You are therefore informed that your office will be audited on any suitable day and in this inspection you are requested to make all the Books of Accounts up-to-date so that the audit work will be done efficiently. Please treat this letter as pre-notice for audit purpose. I invite your co-operation and help in this respect which will highly by appreciate.

Thanking you,

Yours faithfully
(S. Zoha, MNA)
Chairman,
Audit and Inspection Sub-Committee
South East Zone-II.

Chairman, Zonal Council, South East Zone-II

Chairman, Youth Reception Camp Advisory Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনের কর্মচারীদের বেতনের হিসাব: নভেম্বর ১৯৭১	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	নভেম্বর, ১৯৭১

PAY BILL OF OFFICERS OF THE OFFICE OF ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER, SOUTH EAST ZONE-I

for the Month of November, 1971

			DEDUCTIONS						
Name	Designation	Actual pay	Winter Adv	Other	Revenue	Total Deduction	Net amount payable	Sign ature	Remar ks
1. Syed Abdus Samd	Zonal Adm. Officer	Rs.500/-	-	-	Re. 1/-	Rs. 1/-	Rs. 499.00		
2. Mr. Md. Ishaque	Addl.- do-	” 500/-	20.00	-	Re. 1/-	Rs. 21/-	”479.00		
3. Dr. A.K.M Abu Zafar	Zonal Health Officer	”500/-	-	-	Re. 1/-	” 1/-	” 499.00		
4. Mr. A.K.M Ruhul Amin	” Staff Officer	” 500/-	20.00	200.00	Re. 1/-	” 22/-	” 279.00		
5.Mr. Moinul Ahsan	”Information Officer	” 487.50	20.00	200.00	Re. 1/-	” 22/-	” 266.50		
6. Mr. M. Mohyuddin	”Education Officer	” 349.86	20.00	200.00	Re. 1/-	” 221/-	” 128.86		
(pay for 21 day @ Rs. 500/-p.m)									Joined on
7. Mr. Bimaleswar Dewan	” Police Officer	” 400.00	20.00	-	Re. 1/-	” 21/-	” 379.00		
8. Mr. M. Shahabuddin	” A/C Officer	” 400.00	20.00	-	Re. 1/-	” 21/-	” 379.00		
9. Mr. S. Hafiz Ahmed	Zonal Staff Officer	Rs. 308.00	20.00	-	Re. 1/-	” 21/-	” 287.00		
10. Mr. M.A. Wahab	C.O.	” 300.00	15.00	-	Re. 1/-	” 16/-	” 284.00		
		Rs. 4,245.36	155.00	600.00	Re. 10/-	Rs. 765/-	Rs. 3,480.36		

Passed for Rs. 4,245/36 (Rupees four thousand two hundred forty five & Paisa thirty six) only

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ এর প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী	দক্ষিণ পূর্ব জোন-১	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

DRAFT FOR APPROVAL

Minutes of the meeting of the Zonal Administrative Council, South East Zone-I held on 2.12.71 under the Chairmanship of Prof. Nurul Islain Chowdhury MNA.

The Zonal Administrative Council met under the Chairmanship Prof. Nurul Islam Chowdhury, MNA on 2.12.71. The following attended:

1. Prof. Nurul Islam Chowdhury, MNA, Chairman.
2. Mr. Khawaja Ahmed, MNA.
3. Mr. Syed Fazlul Hoque, MNA.
4. Mr. Abdul Wahab, MPA.
5. Mr. Khairuddin Ahmed, MPA.
6. Mr. Obaidul Hoque, MPA.
7. Mr. A.B.M. Taleb Ali, MPA.

The Secretary read out the minutes of the last meeting which was approved by the members present. The house then got down to business:

PROBLEMS OF THE LIBERATED AREAS:-At the very outset of the discussion on the problems of the liberated areas, the members noted the contents of Memo. No. FIN/24/71/494 of the Finance Department of the People's Republic of Bangladesh with the observation of the Finance Minister therein.

The following resolution Was unanimously adopted on the subject:

"The Council regretted in the finding that the Department concerned has failed to appreciate the urgency of the problems of the liberated areas and acted in a bureaucratic, stereotyped idilatory manner which is even discredited in a peace time condition. The Telegram sent by the Chairman for the sanction of amount for Relief operation in the liberated areas had the consensus of the members of the Council. The Council feels that unless a Minister with full authority decided to reside at the Eastern Zone, the problems of the liberated areas which deserve on the spot decision cannot by fully appreciated.

The members of the Council urged the Chairman to press for emergency funds after visiting the liberated areas. The Civil Administration has been set up, but no such funds are available for meeting the Administrative expenses of the establishment. The Council feels that the members of the Cabinet should immediately visit the liberated areas of the Zone and take necessary steps immediately to alleviate the sufferings of the people. Any how the scheme placed was approved by the Council and the Chairman was requested to send express telegram to the Members of the Cabinet with the request to sanction money pending receipt of scheme approvedby the Council.

The Council expected that the Department concerned would sanction some amount for meeting the urgent expenses of the liberated areas pending Submission of detailed scheme as desired in the memo under reference."

Mr. Khawaja Ahmed, MNA, informed the house that a total of 232 tube wells used to be in commission at Parshuram. At the moment, 80% of them are out of order. Arrangement for bringing them in order have to be made immediately.

He also mentioned the accute shortage of petrol, diesel and other lubricants. The agriculturists of the area are on the verge of starvation as a consequence of eight months of war and its attending problems. They need adequate amounts of IRRI seeds for coming plantation. Parshuram has always been a surplus area in terms of food-grains and other agricultural products.

The Council decided to form a Trade body with the following members for sorting out the details of bilateral trade with the host Government.

1. Mr. Syed Fazlul Hoque, MNA.
2. Mr. A. B. M. Taleb Ali, MPA and
3. Mr. Abdul Wahab, MPA.

The following relief scheme was provisionally approved by the Council subject to its accommodation in the detailed scheme to be prepared by the Relief Sub-Committee for the entire Zone.

1. House Building Grant	Rs. 10,00,000
2. Supply of scarce essential commodities	Rs. 2,00,000
3. Test Relief work	Rs.50,00,000
4. Financial help to the affected poor students	Rs. 1,00,000
5. Medicines	Rs. 1,00,000

6. Distribution of winter cloth, to the deserving people: Woolen garments for ten thousand people.

The Council requested the other Sub-Committees for submitting detailed scheme relating to their sphere of activities.

The Council dissolved to continue, subject to the approval of the Government, with the old form of local self-Government with following alterations:

1.The collaborators are to be excluded from the respective bodies.

2.The remaining members will be supplemented by the social workers having the confidence of the people of the area, in consultation with the MNA/MPA concerned. The meeting decided to start Post Office in the liberated areas.

The meeting authorized the Zonal Administrative Officer to make appointments for manning the various posts in the liberated areas in consultation with the Chairman of the Zonal Council.

Syed Fazlul Hoque, MNA, dwelt at length on the difficulties which are being faced by the Freedom Fighters; they were not being paid regularly. Members have received agonising letters from the Freedom Fighters who are now inside Bangladesh, narrating their sad plight. The members expressed their deep concern at the unpaid, ill-clad and

uncared for state of the Freedom Fighters and resolved to move the Govt. for placement of funds for ameliorating their lot immediately.

The Council adopted the following basic principles of running the Civil Administration in the liberated areas:-

RELIEF AND REHABILITATION

The relief efforts of the Govt. are to be organized and administered, through the Relief Sub-Committee of the Zonal Council. A committee may be set-up for correct assessment of loss of property etc. suffered by the people since the beginning of the war of independence.

DEVELOPMENTS

Absolute reliance on self-help and voluntary works.

GENERAL ADMINISTRATION

The Council felt that it would not be advisable to think in terms of setting up to administration in the liberated areas below the level of a Thana which has always been accepted as the basic Administrative Unit in our country In the liberated areas people must be encouraged to learn to manage their own affairs without waiting for Government help. Police postings may be made for the purpose of ensuring a sense of security in the minds of the people. The basic pattern of Circle, Sub-Divisional and District Administration may continue to remain the same as they were before the liberation was started

MISCELLANEOUS

It was decided at the meeting that payments to the Youth Reception Camps for the month of November, 1971, shall be made on the basic of the actual cash balance of each camp at the end of the month.

An audit body with Mr. A. B. M. Taleb Ali, MPA, and Mr. Obaidul Hoque, MPA, was formed for auditing the accounts of the Youth Reception Camps. The Committee was requested to submit its findings before the Zonal Council at its earliest convenience.

The Chairman, Zonal Council, was authorized to move Major Subramonium for withdrawing Mr. Obaidul Hoque, MPA, Camp-in-Charge, Feni Youth Camp, as his services are required for the liberated areas of the Zone.

The Council resolved to move the Government that no Sector or Sub-Sector Commanders, should be posted to his native place and authorized the Chairman, Zonal Council, to make up the specific problems to such postings with the appropriate authority in case there be any in this Zone.

The Council authorized the Zonal Health Sub-Committee for making all postings in the Mayor's Hospital.

The Council requested the Zonal Administrative Officer to clear-up all the arrear works of the Publicity Branch.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Prof. Nurul Islam Chowdhury,
Chairman,
Zonal Administrative Council

(S. A. Samad)
Secretary,
Zonal Administrative Council
South East Zone-I, Santirbazar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জোনের প্রশাসনিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শিবিরের দায়িত্ব গণপরিষদ সদস্য কর্তৃক সহকারী প্রধানের হাতে ন্যস্ত করার আদেশ	দক্ষিণ পূর্ব জোন-২	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH, SOUTH EAST ZONE-II

As per resolution of the Zonal Council meeting dated 14.11.71 the MNAs and MPAs those are holding the charge of camps are supposed to hand over the charge to the Deputy Chiefs concerned. None of the Public Representative should make any delay in making the charge of the Camp.

The Deputy Chief of the respective camps are requested to take charge of the Camp in question from the concerning MNAs and MPAs as the Deputy Chiefs are now considered as Camp Chiefs until reviewed by the committee.

(Ahmed Ali)
Chairman,
Zonal Advisory Committee,
Youth Camps,
South East Zone-II.

Memo N0.6/ZAC/Y/C Dated 4th December/71.

Copy to Mr. Afzal Khan for information and necessary action.

(Ahmed Ali)
Chairman,
Zonal Advisory Committee,
Youth Camps.
South East Zone-II.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুব অভ্যর্থনা শিবিরের খাদ্য ভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-২	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
SOUTH EAST ZONE-II.

Memo No. 7/ZAC/Y/C   Dated 4th. Dec. /71.

From: Ahmed Ali,
Chairman,
Zonal Advisory Committee,
Youth Reception Camps.

To: The Camp Chief,
Hatimara.

Dear Sir,

It is for your information that it is decided in the meeting of the Zonal Advisory Committee, Youth Reception Camps that the increase in the food subsidy from 25 paisa to 40 paisa should henceforth be adjusted as follows:-

(1) 30 paisa to be spent for tiffin for each inmate per day.

(2)10 Paisa to be paid in cash to each inmate per day. This payment may be made weekly or fortnightly as and when the advance is received.

You are requested to implement the system from 1st December, 1971.

Yours faithfully,
(Ahmed Ali)
Chairman,
Zonal Advisory Committee.
Youth Reception Camps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আহবান জানিয়ে জোনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তারবার্তা	দক্ষিণ পূর্ব জোন-১	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

DR. T. HOSSAIN
8, THEATRE ROAD,
CALCUTTA-16.

PEOPLE AND MUKTI FOUZ IN LIBERATED AREAS BADLY NEEDED DOCTORS MEDICINES HOSPITAL EQUIPMENTS IMMEDIATE ON THE SPOT ARRANGEMENT ON EMERGENCY BASIS. FENI CHHAGALNAIYA MORERSJARO TANA CJARD EXISTING HOSPITALS BADLY DAMAGED BY ENEMY FORCE REFURNISHING ESSENTIAL. PLEASE SEND RS FIFTY THOUSAND IMMEDIATELY. DELAY TAKING IMMEDIATE STEP WILL SHAKE PUBLIC CONFIDENCE IN OUR GOVT.

ZONAL HEALTH OFFICER
SOUTH EAST ZONE-I.

Not to be telegraphed.
Memo No. SEZ-I/HS/14/237 dt. 9.12.71,
Copy in confirmation.

Zonal Health Officer,
South East Zone-I.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পূর্ব জোনে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

The decisions of a meeting held on 10.12.71 at 7 P.M. in the Chamber of the Sub-Divisional Officer, Feni regarding Civil Administration set-up in the subdivision with Major Thappa in the chair.

Present.

1.Mr. Nurul Islam Chowdhury- Chairman, Eastern Zone.

2. „ Samad- Zonal Administrator, Eastern Zone.

3. „ Khawja Ahmed, MNA,

4. „ Taleb Ali, MPA.

5. „ Khairuddin, MP A.

6. „ Pulin Behari Dey, MNA

7. „ Khaney Alam Khan, D.C., Noakhali.

8. „ Musa, Superintendent of Police, Noakhali.
9. ,, Md. Eshaque, S.D.O., Feni.

10. „ Heads of all departments.

1. The following directives were given by Mr. Nurul Islam Chowdhury, Chairman, Eastern Zone:-

1. Civil Administration to be set up in the area immediately.

2. The existing staff of all departments to work provisionally till Govt. decision received.

3. Zonal policies are to be implemented.

4. Orders and directives issued from time to time by Mr. Samad, Zonal Administrator is to be carried out.

5. Mr. Md. Eshaque to work as Sub-Divisional Officer, Feni

6. Liaison Officer is to keep close touch with different department and Zonal authorities.

7. Official machineries are to work beyond office hours to gear up the local administration.

8. Those officers and staff who left their service places before 25th of March will have same position as others.

2. Mr. Samad, Zonal Administrator explained to all present the role of Zonal Administration and clarified the points raised by different members on different points.

3. Major Thappa issued the following directives:

1. Everything is regard to setting up the civil administration should be done immediately.

2. Relief Operation is to be taken up at Feni Thana Training and Development Centre where the following arrangement is to be made:-

(a) Cooking

(b) Conservancy

(c) Lighting

(d) Sanitation

3. All looted properties are to be returned immediately.

4. Currency:

(a) All Banks are to be sealed till checking on 11.12.71.

5. Mr. C. M. Ahmed to work as Sub-Treasury Officer for the time being.

6. Control of market-Secretary, Chamber of Commerce and Industries will see that no exorbitant price is realized from consumers.

7. The following commodities are to be.......and sold at rationing.

(a) Sugar

(b) Petrol

(c) K. oil

(d) Salt

(e) All E. oil

8. Hospital-Hospital is working normally.

9. Health-O.K. The Medical Officer, Feni was advised to start inoculation and vaccination to prevent outbreak of epidemic.

10. Sanitation-Town Committee to take up the question immediately.

11. Electricity-24 hours supply to be ensured. Arrangement for H.S.D. oil to be made.

12. To request the Host Govt. to supply H.S.D. Oil for this subdivision.

13. Arrangement for procurement of H. S. D. Oil for.......pumps for Agriculture.

14. Education-All institutions are to function immediately. Mr. A. Maleque a member of the College G. B. to see that the Feni College is started soon.

15. Road and Highways 16. Building Department	D.C., Noakhali assured that he would send Engineers of both departments to contract Major Thappa.

17. Telephone-All Govt. Departments and Army Camps are to be given telephone connection immediately.

18. Post Office-Old stamps are to be sealed with seal of Bangladesh for the time being and start functioning.

19. Telegram-Telegram facilities to be extended within the subdivision.

20. Necessary spare parts are to be procured to repair the useless vehicles.

21. Railways-Station master is directed to stack all railway properties in the go down and to deposit all cash now with them in treasury.

22. Transport-Transport facilities are to be made by Bus Association immediately.

23. Agri.-Winter vegetable seeds to be supplied.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে জোনের রাজনৈতিক বিষয় প্রধানের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

From : Khawja Ahmed,
Political Chief, Feni,
To : The Sub-Divisional Officer, Feni.

Memo. No. KA-I/CPRB. 19, Dated the 12th Dec., 71.

The following political Organizations have been banned by the Government of the People's Republic of Bangladesh. The heads of the Organizations are to be taken into custody immediately and the offices should be searched and sealed without delay.

The following persons are the heads of the Organizations.

Please treat it as very urgent.

1.Shamsuddin Ahmed Chowdhury S/O. Salamatullah Chowdhury, Birinchi, P.S. Feni.	President (Convention Muslim League)
2. Khaiz Ahmed, S/O. Fazlur Rahman Bhuiya, Vill. Barahipur, P.S. Feni.	Secretary. (Convention Muslim League)
3. Nur Ahmed, Chowdhury, S/O. G.... Godown Quarter, P.S. Feni.	President (Council Muslim League)
4. Golam Mohiuddin Khondaker S/O. Md. Ibrahim Vill. Nij Panua, P.S. Chhagalnaiya.	Secretary, (Council Muslim League)
5. Muqbul Ahmed, B A. S/O. Naderuzzaman, Vill. Purba Chandrapur, P.S. Feni.	Nazem-e-Zamat-e-Is!ami.
6. Fazlur Rahman Contractor, S/O. Omar Ali. Doctorpara, P.S. Feni.	Amir-e-Zamat-e-Islami.
7. Abdul Jabbar Khaddar, S/O. Abdul Hakim Choukidar, Vill. Gunak, P.S. Sonagazi	Convenor, P.D.P.

8. Moulana Ibrahim S/O. Hazi Reazuddin, Vill. Barahipur, P.S. Feni,	President, Nezam-e-lslami,
9. Nur Islam Choudhury S/O. Abdur Rahman, Godown Qr., P.S. Feni,	Secretary, Nezam-e-Islami,

Sd/- Khawja Ahmed
12.12.71.
POLITICAL CHIEF. FENI.
Chairman, Finance Sub-Committee.
ZONE-1.
People's Republic of Bangladesh.

Meme. No. 6(2)/C., dt. 12.12.71.

Copy forwarded to:- 1) Mr. M. Hussain, Magistrate 1st. Class, Feni to search the offices and siege the records and articles found there and send the offices with the help of police to be deputed by the O/C. Feni P.S.

2) O/C. Feni P.S. to take into Custody the persons mentioned above.

(Md. Ishaque)
Sub-Divisional Officer, Feni
12.12.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা সংক্রান্ত কয়েকটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
Office of the Sub-Divisional Officer, Feni.

Memo. No. 23/C, dated Feni the 17th December, 1971.

To
The Zonal Administrative Officer,
S.E. Zone No.I,
People's Republic of Bangladesh,
Shantir Bazar.

Subject -.-**Opening of Reception Camps.**

In order to receive and look after the welfare of displaced persons who are going to return immediately from India, four Reception Camps one at each Thana Headquarters have already been opened. All arrangements have been done for the purpose. The work is being hampered for want of necessary fund.

I have taken an advance of Rs. 5000.00 from Mr. Khawja Ahmed, M.N.A. the Political Chief at Feni. I have anyhow started the work with this meagre amount as best as possible.

Conveyance for the refugees is the most acute problem at the present as all the available vehicles are being used for army personnel. However, attempts are being made to solve the problem with the help of the Political Chief Mr. Khawja Ahmed.

Sufficient money may kindly be arranged and placed at my disposal at an early date.

The question of rehabilitating the displaced persons is also there. I have already submitted a scheme for relief and rehabilitation of displaced persons to you at Shantir Bazar. Necessary arrangement for rehabilitation of the displaced persons in the light of that scheme or in the manner deemed most suitable may kindly be made immediately.

Copies of connected letters
are enclosed herewith
for favor of perusal.

(Md. Ishaque)
Sub-Divisional Officer, Feni.

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, FENI.

Memo. No.................. dated 15.12.71.

To

C.O (Rev),	Feni-Officer-in-Charge,	Feni Reception Camp.
C.O (Dev),	Parashuram- „	Parashuram
C.O(Dev),	Feni- ,,	Mutigonj (Sonagazi) ,
C.O(Dev),	Chhagalnaiya- „	Chhagalnaiya

You are deputed to work as Officer-in-charge..............Reception Camp. You are also authorized to requisition the services of any officer and staff posted at............at the time of need and as you require.

You are required to move there at once and organise the camp ready to receive the returnees.

Sd/Md. Ishaque
Sub-Divisional Officer, Feni.
15.12.71.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, FENI.

Memo. No. 20(4)/C., dated: 15.12.71

To

The Officer-in-Charge,

Reception Camp, Mutigonj/Feni/Chhagalnaiya & Parshuram.

You are requested to maintain registration of the returnees who comes through your Camp in conformity with the token No. issued by the Govt. of India if any. The register should contain the names, addresses, family members and other particular of the returnees.

Sd/-
Sub-Divisional Officer, Feni.
15.12.71.

Memo. No. 20(4)/l(2)/C., dated: 15.1.71

Copy forwarded to: (l)Mr. Khawja Ahmed, M.N.A. & Chairman, Finance Sub Committee, Zone-1, Feni.

(2) The Deputy Commissioner, Noakhali for information.

Sub-Divisional Officer, Feni.

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, FENI.

Memo. No. 21(4)/C, dated 16.12. 71.

To

The O/C (1) Chhagalnaiya Reception Camp
(2)Mutigonj (Sonagaji) ,,
(3)Parshuram ,,
(4)Feni ,,

Enclosed please find herewith a proforma of certificate to be produced by the displaced persons who will be coming back to their houses from India. The returnees should be advised to keep the certificate with them as it will be required during relief operation for their own interest.

You are also requested to maintain the register of displaced persons who will be coming homes through your camp as already instructed in this office Memo. No. 20(4)/C, dated 15. 12.71.

In this connection I would like to advise you to depute officers and volunteers to Indian border to receive the displaced persons who may come to Bangladesh through different check posts. The officers and volunteers should be instructed to render all possible assistance to the returnees and guide them to camp politely.

Sd/- Md. Ishaque
Sub-Divisional Officer, Feni.

Memo. No. 21(4)/1(3)/C, dated 16.12.71.

Copy forwarded to:

1. Mr. Khawja Ahmed, M.N.A., Political Chief, Feni
2. The Administrative Officer, S.E. Zone No.l,
3. The Deputy Commissioner, Noakhali

for favor of information.

(Md. Ishaque)Sub-
Divisional Officer, Feni.

To
The Camp Supervisor,
.......................Camp,

Sir,

We are grateful to the Government of India for the refugees and shelter provided to us. As our country have now been liberated, we should like to return to Bangladesh for good.

Yours faithfully,
Signature of the Head of the family.
Police Identity Card No.........

1. Name of the Camp......................................
2. Name and age of head of family..................
3. Name and age of family members.................
4. Police Identity Card No................................
5. Block and Hut No...
6. Date of entry into Camp...............................
7. Date of return to Bangladesh......................

....
Signature of the Camp Supervisor.

পূর্ব জোন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব জোন কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অংশ	বাংলাদেশ সরকার পূর্ব জোন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memo No. GA/1761 Dated: 27. 10. 71.

To
The Secretary,
Defense Department.

The undersigned is directed to forward herewith copy of Resolution No.l adopted in the Zonal Council meeting, East Zone held on 5.9.71 for his information and necessary action.

(Waliul Islam)
Deputy Secretary (C.S.)
G. A. Department.

Enclo: As above.

RESOLUTION NO. l

1. dt. 5. 9. 71. The members unanimously resolved that the Govt. should appoint one or more Liaison Officer to keep up the regular contact with liberation Army.

....

RESOLUTION NO.5, 12 & 14.

5. The Govt. of Bangladesh be moved to provide required number of transports to the member of the council and officer of the Zone facilitating their frequent visit to different refugee, youth and transit camps. Some sort of transport is essential to ensure nobility over this hilly areas. But unfortunately no transport is available even on hire basis in the town and also over the routes that connect Tura with different Youth, FF and Training Camps lying fairly distant places. In certain cases, injured freedom fighter, desperately looking for medical attention, could not be rushed to the nearest Doctor or moved to a place for immediate hospitalization. Experience have

shown that for want of transport facility some injured freedom fighters even lost their invaluable lives who could have been otherwise, saved had the means of transport been readily available. This transport crisis has been the cause of mounting resentment among the freedom fighters.

12. The honorable member of the council are seized with consternation at the increasing reports of the indiscipline and haphazard operations now being carried by the different groups of Mukti Bahini boys who constantly move about in the field of action without being guided by any recognized group leader and co-ordinated through the much needed chain of unified commands. Things being so, discipline in fact trampled down by some unruly boys who in turn, fan prey to their greed and private motivations to the under detriment of our inrage and goodwill taking advantage of their being in the Mukti Bahini some boys are reported to have indulged in feeding their family funds and personal grudge committing loots and oppression on the innocents. The Govt. of Bangladesh be moved to take appropriate step through the different Sector Commanders to introduce discipline, established proper co- ordination among different groups leaders & firmly set up the unified command. The council further urges upon the Govt. to direct the Sector Commanders to consult the council and take it into the confidence while sending the Mukti Bahini boys for operation against the local collaborators.

14. The winter season is fast approaching & is necessary to make arrangement for winter clothes, blankets, quilts etc. for use of our boys. The council therefore, urges upon the Govt. to make suitable provision for purchase of winter clothes so that in time of need there is no difficulty in procuring the same.

....

RESOLUTION NO. 6 & 13.

6. Resolved that C-in-C of Govt. of Bangladesh be requested to make necessary arrangement to provide at least one suitable transport to each Sub-Sector to facilitate its organizational works.

13. Due to dearth of Army Officers progress of the operation in each Sub-Sector is suffering badly. Govt. of Bangladesh be requested to provide the adequate number of officers without delay.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব জোন যুব শিবির উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যাবলী	বাংলাদেশ সরকার, পূর্ব জোন	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

Minutes of the meeting of the Youth Camp Advisory Committee, East Zone. Held on 15th November, 1971.

A meeting of the Advisory Committee of the Youth Camp, East Zone was held on 15th November '71. Mr. Mustafa Shaheed, MPA Chairman of the Committee presided. The meeting was attended by :-

1. Moulana Asad Ali, MPA
2. Babu Gopal Krishna Maharathna, MPA
3. Mr. Toimus Ali, MPA
4. Mr. Towabur Rahim, MPA.

Mr. Mustafa Ali, MNA. (Member-Administration) or the East Zone also attended the meeting on special request.

Opening the meeting Mr. Mustafa Shaheed observed that due to various reasons (1)Dharmanagar (2) Kailashahar (3) Kamalpur Reception Camps of the Zone are not functioning smoothly. The continuous high influx of Youths from the Habiganj and Moulvibazar Sub-Divisions of Sylhet District are agravating the situation. It is now essential to gear-up the Administration of the Camps. So it is resolved that (1) Mr. Toimus Ali. MPA will be the Camp Chief of the Dharmanagar Youth Camp, (2) M.r. Towabur Rahim, M.P.A. will be the Camp Chief of the Kailashahar Youth Camp, (3) Mr.Gopal Krishna Maharathna, M.P A. will be the Camp Chief of the Kamalpur Youth Camp, (4) Moulana Asad Ali, M. P. A, will be the Camp Chief of the Mohanpur Youth Camp.

The Camp Chiefs are requested to re-organise the camp set-up immediately for its better management. They are also requested to solve the local problems with keen initiative and co-operation. They are also requested to follow strictly the (a) instructions relating to the operation of the Budget, (b) general guidance for the Administration. (Which enclosed herewith)?

2. It is observed with grave concern that in some of the Youth Camps ration supply from the Local Authority is not being properly done. As a result management of the Camps faces serious inconvenience. Resolved that higher authority of the Host Government be moved in this respect of the supply of regular ration.

3. As this Zone is considerably small and the number of reception Camps are not exceeding 5 (five) the necessity of a full time Director is not considered essential. One Deputy Director may serve the purpose. Hence it is resolved that the following staff including a Deputy Director be appointed immediately and the Chairman of the Advisory

Committee be authorized to appoint the staff in consultation with the Chairman, Zonal Council.

(i)Deputy Director	1
(ii)Accountant	1
(iii)Office Assistant	1
(iv)Office Peon	2
(v)Driver	1

4. For immediate guidance and supervision Dr. Abu Yousuf, Director Co-ordination, Planning and Programming station at Agartala, may kindly be requested by the Chairman, Advisory Committee, to help the new set up. He may also kindly be requested to Act as Director, Youth Camps, East Zone, temporarily. His travelling allowances and other initial expenditure in this respect will be borne by the East Zone, Youth Camps Advisory Committee.

5. It is also observed with grave concern that almost all the Youths in the camps have been suffering from various diseases due to shortage of medicine and specially want of winter clothing. Therefore, Chairman, Board of Control, be requested to supply 2,000 (Two thousand) pieces of Blankets and adequate quantity of medicines.

6. The Committee unanimously framed the Budget (Enclosed herewith) for the month of December, 1971 and the Chairman, Advisory Committee be requested to refer the same to the Authority concerned for its approval.

Sd/-
Chairman,
Youth Camp Advisory Committee,
East Zone,
Govt. of the People's Republic of
Bangladesh.

উত্তর পূর্ব জোন-১
উত্তর পূর্ব জোন-২
উত্তর জোন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণপরিষদ সদস্য দ্বারা গঠিত উত্তর-পূর্ব জোন-১ এর প্রথম সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, উত্তর-পূর্ব জোন-১ এবং স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Minutes of the 1st meeting of the MNAs and MPAs for constitution on Zonal Administrative Council of North East Zone-I.

The meeting scheduled to be held on Sept. 5th 1971 could not be held as none of the member reported on the said date at Dawki.

The member present unanimously decided to at Shillong to shift the date of the meeting on the 6th Sept/71 instead of the 5th Sept/71. The above decision was communicated by Mr. Dewan Farid Gazi M.N.A. over phone to Zonal Administrative Officer at Dawki. The shifting of the date of the meeting was necessiated due to the late arrival of MNAs and MPAs who are staying at Balat and Barsera. The delay was caused due to the breakdown of the vehicle.

The meeting started on 6-9-71 at 2 P. M. and the following MNAs and MPAs were present.

1. Mr. Dewan Farid Gazi, MNA
2. Mr. Abdul Malik, MPA
3. Mr. M. A. Quddus, MPA
4. Mr. Masud Ahmed Chowdhury, MPA
5. Mr. Abdur Rais, MPA
6. Mr. M. A. Zahur, MPA
7. Mr. M. A. Sattar, MPA
8. Mr. Lutfur Rahman, MPA
9. Mr. Abdul Aziz Choudhury, MPA
10. Mr. Abdul Latif, MPA
11. Mr. Manjur Ahmed, MPA
12. Mr. Habibur Rahman, MPA
13. Mr. Suranjit Sen Gupta, MPA
14. Mr. Qazi Seraj Uddin Ahmed, MPA
15. Mr. Dewan Obaidur Reza Chowdhury, MPA
16. Mr. Abdul Muntaquin Chowdhury, MNA
17. Mr. M. Abdur Rahim. MNA

18. Mr. M. Shahid Khan, MNA

19. Mr. Abdul Hamid, MNA

Mr. Dewan Obaidur Reza Chowdhury MNA was voted to the chair to conduct the meeting :-

The following agenda were discussed in the meeting:

1. Selection of the Chairman of the Zonal Administrative Council.

2. Formation of the following Sub-Committees of the Zonal Administrative Council:

(a) Finance Sub-Committee

(b) Relief Sub-Committee

(c) Health Sub-Committee

(d) Publicity Sub-Committee

(e) Education Sub-Committee

1.The members present unanimously selected Mr. Dewan Farid Gazi MNA as Chairman of the Zonal Administrative Council, North East Zone-1.

2.The selection of the Chairman and Members of the following Sub-Committees were done unanimously.

(a) **Finance Sub-Committee:**

Chairman:- Mr. Dewan Obaidur Reza Chowdhury, MNA

Members:- Mr. Abdul Hamid, MNA

Mr. Abdul Malik, MPA

Mr. Dewan Farid Gazi, MNA

Mr. S. H. Chaudhury, Zonal Administrative Officer.

(b)**Relief Sub-Committee:**

Chairman :-Mr. Abdur Rais, MPA
Members :-Mr. Lutfur Rahman, MPA
Mr. Abdus Zahur, MPA
Mr. M. A. Quddus, MPA
Mr. Suranjit Sen Gupta, MPA
Mr. M. A. Sattar, MPA

(c)**Health Sub-Coinmittee**

Chairman :-Mr. Habibur Rahman, MPA
Members :-Dr. Abdul Malik, MPA
Dr. Qazi Serajuddin Ahmed, MPA
Mr. Abdul Hoque, MNA
Mr. Masud Ahmed Chowdhury, M.P.A.
Mr. Abdul Hamid, M.N. A.

(d)**Publicity Sub-Committee:**

Chairman: Mr. Abdul Muntaquim Chaudhury, MNA.

Members: Mr. Manjur Ahmed, MP A.

Mr. Abdus Zahur, MP A.

Mr. Z. A. Rahim, MNA.

Mr. Abdur Rais, MPA.

Mr. Lutfur Rahman, MP A.

(e) **Education Sub-Committee:**
Chairman: Mr. M. A. Latif, MPA..
Member: Mr. Abdul Aziz Chowdhury, MPA.
Mr. Dewan Obaidur Reza Chowdhury, MNA.
Mr. Abdus Zahur, MP A.
Mr. Abdul Hoque, MNA.

3. **Miscellaneous:**

The following agenda were taken up with the permission of the Chair and the resolution adopted unanimously are as under:

1. Resolved that all the Sub-Sector such as (i) Karimganj, (ii) Dawki, (iii) Barchara-Balat-Rangua, and (iv) Bholaganj-Shella of North East Zone-I shall have committees consisting of MNAs., MPAs, and 5 Political workers having power to deal with the local administrative affairs.

2. Resolved that a Sub-Committee proposed to be formed to deal with the Trade and Commerce of the liberated areas under this Zone.

3. Resolved that an immigration Sub-Committee to be formed in this Zone to deal with the problems of the immigrants.

4. Resolved that a Sub-Committee proposed to be formed to collect revenue, public properties, tolls and also to assess value of the such properties already collected.

5. In view of the fact that maximum number of evacuees as well as representatives of Kishoreganj Sub-Division have temporarily settled under North East Zone-I. It is resolved that Kishoreganj Sub-Division may be included in this Zone.

6. Resolved that C-in-C of Govt. of Bangladesh be requested to make necessary arrangement to provide at least one suitable transport to each Sub-Sector to facilitate its original work.

7. Resolved that Govt. of Bangladesh be requested to obtain permission from the respective State Govt. for free movement of MNAs and MPAs within India. Resolved further that the Chairman or the Zonal Administrative Council be requested to obtain necessary movement permit from Govt. of Assam and Meghalaya for free movement of the personnel of the organisation.

8. Resolved that the Chairman of the Zonal Administrative Council be authorized to depute suitable person in consultation with the local Sub-Committees to manage the affairs of the Youth Camps.

9. The Committee unanimously decided to shift the Headquarters from Dawki to Shillong since, Dawki, Balat, Sheila, Barchera, etc. are routed through Shillong. It also facilitates to make maximum contact with the Local Officials.

10. In view of the recent atrocities committed by Pak Army in certain areas of Bangladesh large and sudden influx of evacuees in this Zone particularly at Balat has created tremendous problem to be tackled. At present considerable number of evacuees at Balat are practically without any shelter and at times it, becomes upheaval task to provide with ration. Attention of Bangladesh Govt. is drown to the above fact to take effective steps for mitigationg the suffering of these evacuees.

11. At Balat area cholera is taking heavy toll and has broken out in an epidemic form. Though medical facilities have been extended by the Host Govt, but still it appears to be insufficient to cope with the situation. Bangladesh Govt. is requested to augment the medical facilities in order to save many valuable lives.

12. Due to continuous military operation casualties on our side are on the increase but proper treatment and care of the injured persons have become increasingly difficult for want of adequate medical facilities particularly at Balat. Sheila. Bholaganj and other places. Moreover there being no adequate arrangement for shifting the seriously injured cases to the nearest Hospital, sometimes it becomes too late to save precious lives.

In light of the above facts Govt. of Bangladesh is requested to provide this Zone with the followings:

(a) Ambulance-5 Nos.

(b) Establishment of at least 50 beded well equipped hospital particularly at Balat with proper medical facilities.

(c) Establishment of First Aid Medical Units nearest to the war front at different areas-15 units.

Pending the approval of the Govt. of Bangladesh, the Medical Sub-Committee be requested to take up the problems immediately.

13. Due to the dearth of Army Officers progress of the operation in each Sub-Sector is suffering badly. Govt. of Bangladesh be requested to provide adequate number of officers without delay.

14. Resolved that members of the Zonal Council be entitled to get fixed daily allowance @ Rs. 15/- per day per head from preceding and following day of the commencement of the meeting and minimum travelling expense within this Zone.

15. Resolved that the Chairman of the Zonal Administrative Council and Mr. Dewan Obaidur Reza Chowdhury M.N.A. be requested to call on Govt. of Bangladesh to discuss all problems of this Zone, and find out solution.

16. Govt. Officials and teachers of this Zone are passing hard days having no subsistence allowance since they have become evacuees. Hence resolved that Govt. of Bangladesh be requested to consider their case sympathetically as they have drawn in other Zones.

17. Resolved that the extract of the copy of the resolutions of the meeting be circulated to all concern.

Sd/-	Sd/-
(S. H. Choudhury) Zonal Administrative Officer and Member-Secretary.	(Dewan Obaidur Reza Chowdhury) MNA. President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উত্তর-পূর্ব জোন-২ আওতাধীন যুব শরণার্থী ও মুক্তিফৌজ শিবিরের মাসিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাব	বাংলাদেশ সরকার, উত্তর-পূর্ব জোন-২ এবং এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER,
NORTH EAST ZONE-II

From: Md. Lutfur Rahman,
Zonal Administrative Officer,
North East-Zone-II, Tura.

To: The Home & Finance Secretary
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Sub: Budget estimate of monthly expenditure to be incurred by the Z A.C., Tura.
Ref: ZAO/ZAC(B)-3/71, dated 16.9.71.

Sir,

I beg to inform you that an estimate of monthly expenditure to be incurred by the Zonal Administrative Council, North East Zone-II, has been worked out and proposed in consultation with the Chairman and other members of the Council.

A copy of the budget estimate of expenditure is enclosed herewith for favor of your perusal and sanction of fund to help execute our programmes and perform our functions.

In view of the various pressing requirements of our boys in the Youth & FF camps and miseries of the refugees in the area, it is requested to expedite placement of fund so as to enable us to go ahead with the execution of programmes immediately.

I remain
sir.
Yours most obediently,
Sd/- Md. Lutfur Rahman.

Copy forwarded to the Cabinet Secretary for favor of information of the cabinet.

Zonal Administrative Officer.
North East Zone-II, Tura

Copy forwarded to the Secretary, General Administration for favor of information and necessary action

Sd/- Md. Lutfur Rahman
Zonal Administrative Officer.
North East Zone-II

Memo No. GA/............ Dt. 14.10.71

Copy forwarded to the Chairman, Youth Control Board,
(2) The Secretary, Defense.

Dy. Secretary (Estbt)
General Administration
Deptt.

....

PROPOSED ESTIMATE OF MONTHLY EXPENDITURE TO BE INCURRED BY THE ZONAL ADMINISTRATIVE COUNCIL, NORTH EAST ZONE-II, TURA

The Council covers within its jurisdiction the existence of a number of Youth, FF and Refugee Camps which are detailed below to help appreciate the extent of financial responsibilities that the Council is required to shoulder while discharging its functions:-

Name of the Camps	Number of boys in the Camps	Name of the Camps	FF CAMPS Number of boys in the Camps
(i Moheshwarganj	2000 boys	(i)Mohcndraganj	500 boys
(ii)Porakhashia	500 boys	(ii)Porakhashia	500 boys
(iii)Dalu	2500 boys	(iii)Kanyabari	1000 boys
(Taken over by the		(iv)Gachuapara	500 boys
Central Govt.)		(v)Shib-bari.	1000 boys
(iv)Gachuapara		(vi)Jakshagram	1500 boys
(unrecognised)	500 boys	(vii)Rangra	1000 boys
(v)Shib-bari.			REFUGEE CAMPS:
(unrecognised)	600 boys	(i)Zigzag	10000 boys
(vi)Bagmara			
(vii)Rangra	500 boys	(ii)Ampati	50000 boys
(viii)Moliadeo	500 boys	(iii)Porakhashia	20000 boys
(unrecognised)	400 boys	(iv)Machang Pani	60000 boys
(ix)Moheshkhala.			
	1000 boys	(v)Dimapara	40000 boys
		(vi)Gachuapara (unrecognised but ration given)	5000 boys
		(vii)Menan	40000 boys
		(viii)Shib-bari	50000 boys
		(ix)Bagmara	100000 boys
		(x)Chandu Bhuiya	25000 boys

Of all the Youth Camps detailed above, Gachuapara, Shib-bari, Mohadeo and Mohcshkhala Camps are unrecognized and consequently pitiably mismanaged. Living

condition for the boys in the camps is simply deplorable. In the Youth Camps of Mohadeo and Moheshkhala no ration is supplied from the Government. In other recognized Youth Camps only rice, edible oil, Dal and salt are given leaving a lot of other essentials to be managed by the boys themselves who are uprooted from home in sheer destitute condition. As a result there have been untold miseries and the boys are falling victims to mal-nutrition and various common diseases which eat into the very vitality of their health and spirits. In the FF Camps also, there is pressing need for providing material support. It can be added by way of information that the whole area of the North East Zone - II is in the grip of a common disease of Malaria and protection against the menace of Anophilis mosquito has to be provided for prevention of this disease. Our boys in the Youth and FF Camp are suffering from this disease for want of medical care and mosquito-nets. The next important disease which victimizes our boys is the wide-spread dysentry caused due to contaminating spices and drinking water. The medicines required for prevention and cure of dysentry are not supplied. The injured Mukti Bahini boys to not often get immediate medical attention. For want of transport facilities, the injured boys desperately looking for medical attention, cannot be rushed to the nearest doctor or to a place for immediate hospitalization. The boys arc suffering badly for want of wearing clothes and Jungle shoes. The problems, being so acute and again so apathetically ignored, give one the only logical impression that there is, perhaps, none to look after and care for our boys in this Zone.

At Mainkarchar thousands of boy and refugees are crossing over daily.

In the Refugee Camps also, the inmates are subjected to endless sufferings. For want of adequate accommodation, proper food and nourishment, sanitation, medical care, mosquito- nets and wearing clothes, etc. the refugees are falling victims to mal-nutrition and various diseases. In the context of this miseries the Council feels that it has a moral duty to undertake relief work in Co-operation with the local administration and other local agencies.

As a result of the atrocities committed by the barbarous Pakistani Army, a lot of Political workers who could cross over to this area, were rendered worst destitute of the time. The Council, therefore, feels it a moral obligation to provide adequate relief, both in kind and in cash, to them.

Since the primary objective of our Govt. is to conduct the liberation war, it is only desirable that the Council devotes its whole soul to the cause of the physical fitness and morale of our boys in the Youth and FF Camps. The point at issue is either we win or we perish. Ceasing to realize this, and appreciate problems of the physical fitness and morale of our boys would be the negation of our operational planning and drive, nay,- the negation of the very purpose of our existence here. The achievement of our party in the last pools and the glories of our cause abroad will simply pale into insignificance if we fail to feed successfully the war efforts of our boys on whom we pin our hope for ultimate victory.

Keeping in view the problems and requirements of our boys in the Youth and F1 Camps and our moral obligation to look after the Refugees, an estimate of expenditure to be inclined monthly is proposed as under:

ESTIMATE OF EXPENDITURE FOR THE ZONE

YOUTH & FF CAMPS :
(for 16,000 boys)

Description of Articles	Units	Rate	Amount (Rs. Recurring (monthly)	Nonrccurring
1. Mosquito-nets (Since the boys have to sleep in Machangs, single person mosquito-nets will not serve the purpose. For every 6 persons one big size net should be provided)	2,500	Rs. 25/ per pc.		62,500/-
2. Blankets (two blankets for two boys)	16,000	Rs. 20/ do		3,20,000/-
3. Jungle Shoes.	16,000 paris	Rs. 20/- per pair.		3,20,000/-
4. Lungis, Nepkins, Ganjees, Shirts & wrapper (One set for each boy)	16,000 sets	Rs. 30/- per sets		4,80,000/-
5. First Aid Boxes.	20 Nos.	Rs- 50/		1,000/-
6. Toilet (soaps etc) (An amount of Rs. 5/- per head per month)	16,000 boys	Rs. 5/-head	80,000	
7. Messing articles (since the boys get only rice, salt, pulse & edible oil, they have to buy many other things). An amount of 0.50 paisa per head daily is proposed to be given.	16,000 boys	Rs. 0.50 paisa per head daily	2,40,000	
8. Anti-malarial drugs	50,000 tab	Rs. paisa tab.	Rs. 12,500/	
9. Dysentry drugs	1,00,000 tab	Rs. paisa tab	Rs. 25,000/	
10. Multivitamin tabs.	1,00,000 tab	Rs. paisa tab	Rs. 25,000/	

REFUGEE CAMPS
(For 4 lac refugees)

1. Utensils.			Rs 30,000/-
2. Wrapper	1,30,000 pes.	Rs. 10/- per piece	RS. 10,00,000

3. Sarees.	25,000 pes.	Rs. 8A per piece	Rs. 20.00,00/-
4. winter Baby Garments	75,000 Sets	Rs. 15/- per set	Rs. 1,25,000/-

SUBSISTENCE ALLOWANCE.

I. Political sufferers & Artists.	25.000 Persons (approx)	Rs. 50/- per head per month	Rs. 1,25,000/-	
2. Teachers & Govt. employees (allowances will he paid as per policies of the Govt.)	500 persons (approx.)	Rs. 100/- per head on an average		Rs. 50000/-

PUBLICITY WORKS

1.Cyclostyle machine	1 set	Rs 4000/-	Rs. 4000/-
2. Transistor sets	25 sets	Rs. 200/- each	Rs 5000/-
3. Newspapers, periodicals, leaflets & other publications			Rs. 10000/-

MEDICAL & OTHER MISCELLANEOUS MATTERS

1. Establishment cost for 10 medical centers proposed to be set up	Rs. 10/-	Rs. 5,000/- for each centre	Rs. 50,000/-

(N. B. Ten medical centers with attached maternity clinics may kindly be set up to look after the inmates of the Refugees, Youth & FF Camps. In each medical centre 5 bed emergency wards should be included to treat patients of Cholera and other epidemic diseases. In each medical centre at least on Medical Officer, three qualified Compounders and six Nurses should be engaged. In consultation with the Medical Officers, to be appointed for the purpose, requirement of medicines and other expenditure may please be assessed and fund placed accordingly.)

Description of Articles	Unit	Rate	Amount (Rs.)	
			Recurring (monthly)	Non-Recurring
2. Chairman's contingency fund (to be operated by the C. M. at his discretion)			Rs. 5500/-	
3. T. A. for the members of the Zonal Administrative Council			Rs. 2000/-	
4. Contingency fund for unforeseen expenditure.			Rs. 2000/-	
5. Tents.	200	Rs. 300/ per tent.		Rs. 60,000/-
			Rs. 526500/-	Rs. 3707500/-

Grant Total (Recurring and Non-Recurring expenditure)= Rs. 42,34,000/- (Rupees forty two lacs thirty-four thousand only).

The above estimate of expenditure is proposed and worked out in consultation with the Chairman and other members of the Council.

Sd/- Md. Lutfur Rahman
Secretary
& Zonal Administrative Officer
North East Zone-II

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিষ্টস সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রেরণ সম্পর্কে নর্থ জোন প্রশাসক কর্তৃক কেবিনেট সচিবের কাছে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার উত্তর জোন	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
ZONAL ADMINISTRATOR
North Zone, **COOCHBEHAR**

Memo No. 1248 Dated 25.11.71

From : F. Ahmed,
Zonal Administrator,
North Zone,
Coochbehar

To: Mr. H. T. Imam
Cabinet Secretary,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
8, Theatre Road,
Calcutta-17.

Sub: Documentation (evidence recorded and other materials in connection with the International Commission of Jurists.

Ref: This Office Memo No. 778 dt. 13-10-71; 779 dt. 13-10-71 821 dt. 19-10-71; 861 dt. 22-10-71; 896 dt. 25-10-71 & 1016 dt. 3-11-71

3 Sets of documentations (evidence and other materials) each containing 5 copies prepared by Mr. Akhileswar Barman, Advocate are sent herewith as 68th to 70lh installments in continuation of the previous documentations.

Encl: 3 Sets of documentations each
Containing 5 copies.

Sd/-
Zonal Administrator,
North Zone, Coochbehar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উত্তর-পূর্ব জোন এম-এন-এ ও এমপিদের তালিকাঃ তাদের এলাকা ও ভারতস্থ ডাক ঠিকানা	বাংলাদেশ সরকার উত্তর জোন	-------- ১৯৭১

LIST OF MNA /MPA.'S WITH JURISDICTION AND POSTAL ADDRESS IN INDIA

Sl No	Name of MNA/M.P.A.	Jurisdiction P. S	Postal address in India.
1	Mr. Abul Hossain M.P.A	1) Fulbari P. S. 2) Lalmonirhat P. S. 3) Pari of Kaliganj P. S.(Durgapur U/C)	C/O. Mr. Azizur Rahman Prodhan Vill. Okrabari P. O. Balakandi Dist. Coochbehar.
2	Mr. Mozahar Hossain Choudhury M. N. A	1) Bhurungamai P S. 2) Nageswari P. S 3) Fulbari P.S	C/O. Mr. Jafar Alamul Hoque P. O. Sahcbganj Dist. Coochbehar.
3	Mr. Lutfur Rahman M.N.A	1) Gaibandha 2) Saghatta 3) Fulchari P.S	Bangladesh Office, Dhubri, Assam.
4	Mr. Shah Abdul Hamid M.N.A	1) Gobindagonj P.S 2) Palashbari P.S	Bangladesh Karjyalaya
5	Mr. Shah Abdur Razzaque M.P.A	1) Kaunia P.S 2) Pirgachha, P.S.	Chhoto kuthi, Coochbehar. P.O. Golakganj, Disl.Goalpara
6	Mr. Shamsul Choudhury, M.P.A	1) Bhurungamari P.S. 2)Part of Ngaswari P.S.	C/O. Dr. Kalipada Das P.O, Sitai. Dist. Coochbehar.
7	Mr. Md. Abdul Awal M.N.A	1) Kaunia P.S 2) Gangachara P.S. 3) Pirgachha P.S.	Vill.&P.O Sahebganj.Dist. Coochbehar.
8	Mr. Md. Abdul Hakim MPA	1) Kurigram P.S (Whole) 2) Nageswari P.S & Fulbari P.S.(Partly)	Vill. Fateh Mamud P.O. -do- Via—Haldibari Dist. Coochbehar.
9	Mr. Afsar Ali Ahmed, M.N.A	Nilphamari, Saidpur & Kishoreganj	Via—Haldibari Dist. Coochbehar.
10	Mr. Azharul Islam M.P.A	Jaldhaka cum Kishariganj. P.E-3 Rangpur III	Camp-in-Charge. Haldibari, P.O. Haldibari, Dist. Coochbehar.
11	Mr. Waliur Rahman M.P.A	1) Gaibandha P.S	Bangladesh Karjyalaya, Coochbehar.
12	Mr. Mafizur Rahman M.P.A	1) Saghatta P.S 2) Palashbari P.S 3) Fulchhari P.S	Mainkerchar Goalpara.

13	Mr. Siddique Hossain, M.P.A	1) Kotwali P.S Rangpur 2) Gangachara P.S	P.O. Makliganj, Dist. Coochbehar.
14	Mr. Matiur Rahman M.N.A	1) Pirganj P.S. 2) Mithapukur P. S	Coochbehar, now at Lower Circular Rd. Calcutta.
15	Mr. Reazuddin Ahmed M.N. A	1) KurigramP. S 2) Lalmonirhat P.S	C/O Jasimuddin Ahmed. D. K. Rd., P. O. Dhubri, Dist. Goalpara.
16	Mr. Sadaquat Hossain, M.N. A	1) Rowmari 2) Chilmari 3) Ulipur	Mainkerchar, Goalpara, Assam.
17	Mr. Abdur Rouf M. N. A	1) DimlaP.S. 2) Domar P.S. 3) Jaldhaka P.S	Netaji Para. P. O. & Dist. Jalpaiguri.
18	Nr. Abdur Rahman Chowdhury, M. P. A	1) DimlaP.S. 2) Domar P.S.	P. O. Dewanganj, Dist. Coochbchar
19	Mr. Md. Amin, M. P. A	1) Jaldhaka P.S	Prodhan Nagar, P. O. Siliguri, Dist. Darjccling
20	Mr. Karim Uddin Mia M.N.A	1) Kaliganj P. S	P. O. Sitai, Dist.Coochbcar
21	Mr. Abed Ali. M.P.A	1) Hatibandha 2) Patgram	P. O. Chengrabandha, Dist. Coochbehar.
22	Mr. Hamiduzzaman Sarkar M. P. A	1) Mithapukur P. S	P. O. Sitai, Dist. Coochbehar
23	Mr.Gazi Rahman M.P.A	1) Pirganj P.S	P.O Sitai, Dist. Coochbehar.
24	Mr. Elahi Baksh. Sarkar M.P.A	1) Badarganj P.S 2) Gangachar P.S	Dewanganj, Dist Coochbehar
25	Mr. Abdullah Sarwardy M.P.A	1) Ulipur P.S	Mainkercha Goalpara, Assam
26	Mr. Nurul Islam, M.PA	1) Rowmari P.S 2) Ulipur P.S	Mainkerchar, Goalpara, Assam.
27	Mr. Shamsul Hossain, M.P.A	1) Sundarganj. P.S	Mainkerchar, Goalpara. Assam
28	Mr. Abu Taleb, M. P. A	1) Sadullapur P. S 2) Sundraganj P. S (Three Union)	Mainkerchar, Goalpara. Assam
29	Mr. Azizur Rahman M. P. A	1) Palashbari P. S 2) Gobindaganj P. S.	Bangladesh Karjyalaya P.O. Balurghat, Dist. West Dinajpur.
30	Mr. Jamalur Rahman M.P.A	I) Gobindaganj P. S	Bangladesh Karjyalaya. P. O. Balurghat, Dist. West Dinajpur.

পশ্চিম জোন
পশ্চিম জোন-১
পশ্চিম জোন-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম জোন কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার পশ্চিম জোন	৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the 1st meeting of the Zonal Administrative Council, West Zone held on 5.9.71 at 11 A.M. in Kuti Kutchary, Balurghat.

Members present :-

1. Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA.
2. Dr. Wakiluddin Mondal, MNA.
3. Principal A.B.M. Moksed Ali, MNA.
4. Mr. Azizer Rahman, MNA.
5. Mr. Mosharraf Hossain Choudhury, MNA.
6. Mr. Md. Abdur Rahim, MPA.
7. Mr. Sardcr Mosharraf Hossain, MPA.
8. Mr. Md. Khatibur Rahman, MPA.
9. Mr. Kazi Abdul Majid Choudhury, MPA.
10. Mr. Md. Golam Rahman, MPA.
11. Mr. Shah Md. Yousuf, MPA.
12. Mr. Md. Ekramul Huq, MP A.
13. Mr. Md. Fazlul Karim, MPA.
14. Mr. Serajul Islam MPA.
15. Mr. Kamruddin Ahamed Mukteer, MPA.
16. Mr. Zahidur Rahman. MNA.
17. Mr. Kasimuddin Ahmed, MPA.
18. Dr. Saidur Rahman. MPA.
19. Mr. Abu I Hasnat Choudhury, MPA.
20. Mr. Muzaffar Hossain, MPA.
21. Mr. Hasan Ali Sarker. MPA.
22. Mr. Zamilur Rahaman Prodhan, MPA.
23. Mr. Md. Azizur Rahaman Sarker, MPA.
24. Mr. Prof. Abu Sayed, MNA.
25. Mr. Baitullah MNA.
26. Mr. Emazuddin Prarnanik, MPA.
27. Mr. Kazimder Khairuddin Ahmed, MPA.
28. Mr. Giasuddin, Sarder, MPA.
29. Mr. Emdadul Huque, MP A.
30. Mr. Azizul Islam Khan, MPA.

31. Mr. Abdul Hadi.MPA.
32. Mr. Ashraful Islam, MPA.
33. Mr. Md. Mesbahul Haque. MPA.
34. Mr. Hamidur Rahman MPA.
35. Mr. Reazuddin Ahmed MPA.
36. Mr. Sardar Amjad Hossain, MNA.
37. Mr. Mojibur Rahman, MNA.
38. Mr. Abul Kashem Khan, Zonal Administrative Officer.

The meeting started with recitation from the Holy Quran by Mr. Reazuddin Ahmed, MPA. Rajshahi.

Mr. Ashraful Islam, MPA, Rajshahi proposed the name of Mr. Azizer Rahman, MNA., Dinajpur to preside over the meeting. The proposal was seconded by Mr. Azizer Rahman Sarker, MPA. Rangpur.

Mr. Ashraful Islam, MPA. Proposed to show honour to the martyrs who had laid their lives for Independence of Bangladesh and in pursuance of that all the members observed one minutes silence by standing. Mr. Sarder Amjad Hossain, MPA, Rajshahi, condemned the Pak Army Junta for illegal trial of Sheikh Mujibur Rahman- the beloved friend of the people of Bangladesh. He also demanded safety and security of Sheikh's life.

The president read out and explained in details the entire set up place of Zonal Administrative Council as laid down in Memo No. GA/8I0 (345) dt. 27.7.71 at the very outset of the meeting. He further expressed the hope to liberate Bangladesh in no time as wanted by Sheikh Mujibur Rahman, the Father of Bangalee Nation.

At this stage Mr. Shah Mahtab Ahmed, M.N.A, Dinajpur, proposed that the West Zone being very big in size with difficult communication system and having 20,00,000 of Refugees needed be divided into a number or Zones for better and efficient administration of the Zone and with a view to improving the conditions of the employees as well as refugees who were suffering a lot. He proposed that a resolution should be adopted to divide the West Zone into 3 Zones before constitution of the Zonal Administrative Council, West Zone.

Mr. Sardar Amjad Hossain, MNA, Dr. Mesbahul Huq, MPA, supported the proposal of Shah Mahtab Ahmed. Mesbahul Huq also pointed out that the members of Rajshahi District who have been spread over from Berubari to Jalpaiguri to Islampur to Lalgola could not function in a single Zone with H.Q. at Balurghat. Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA, Dinajpur expressed that if the constitution of Zonal Administrative Council was delayed further the sufferings of the people would be much higher than at present. So he was of the opinion that the Zonal Council should be constituted and after that steps might be taken for breaking the Zone if found necessary.

Mr. Baitullah, MNA, told that the MNAs and MPAs of Rajshahi had already decided in favour of dividing the West Zone. Mr. Zahidur Rahman, MNA, was of the opinion that the division of West Zone into 3 Zones was desirable no doubt but it was extremely doubtful if such a move would be acceptable to the Govt. as the Zones were set up by the

Govt. after due and careful consideration and that even 4 Districts were grouped into one Zone while the West Zone consisted of 3 Districts only. He further expressed that the Z.A.C should immediately be constituted and work should be started to liberate Bangladesh. Mr. Sardar Amjad Hossain agreed with Zahidur Rahman on principle but his opinion was that a beginning with a mistaken policy would not produce any satisfactory and good results.

Mr. Reazuddin Ahmed, MPA, Rajshahi pointed out that he had gone to Minister with some problems arising out of torture committed by the Pak-army and troubles developed by the dacoits and problems of the Mukti Fouz but he could neither contract him nor the Administrator or Sub-Administrator and his problems remained unattended. He further expressed that this state of affairs would continue if the West Zone remained intact and for this reason this zone should be divided first by postponing the constitution of the Z.A.C. He further pointed out that the North Bengal leaders and Ministers probably lost sight of our difficulties due to over anxieties and hurry and further that one Chairman and one Administrator would not be able to function properly at all in the time of need at many places at a time.

Mr. Serajul Islam, MPA, in his speech pointed out that there was practically no necessity of constituting and Zonal Administrative Council by selection of the Chairman etc. without doing any actual feasible and successful work of administration and co-ordination in the liberated area spread over the longest range of more than 400 miles only through a single Zonal Administrative Council. It should be first of all divided by the Cabinet into 2 or 3 sizeable Zonal Councils and then election should be held and then the refugees and public would get relief. Otherwise speedy election and unwieldy problems without actions will bring doom and disaster for the public of Bangladesh. Moreover after selection of Chairman and constitution of Zonal Administrative Council would be no scope for the Cabinet to make division of this Zonal Administrative Council having 20 lacs of refugees across the borders and North Bengal neglected over will continue to be neglected and overlooked original concept of 4 Zonal Administrative Councils was impressed but three Zonal Administrative Councils with 60 lacs of refugees have been divided into a Zonal Administrative Councils and this one Zonal Administrative Council has remained intact with problems overlooked by the Cabinet that has taken it with emergency matter and we all hope that the division of this Zonal Administrative Council would be done by the cabinet in emergency basis and election might to be held within 2/3 days by the members of the divided Zonal Administrative councils.

Mr. Kamaruddin, Mukteer, MPA and Gyasuddin Sardar, MPA expressed their opinion in favour of the division of the Zonal Council and postponement of the meeting.

Prof. Abu Syed, MNA, favored move for division of the Zone first which, according to him, was a realistic attitude for better and efficient administration. Mr. Hasan Ali Sarker, MPA, gave a vivid description of tortures being committed by the Pak Army in Bangladesh and wanted that all MNAs and MPAs should start liberation activities. He further expressed that the Zonal Administrative Council should at once be constituted and division of the same be taken up later on.

Dr. Wakiluddin Mondal, MNA, expressed the opinion that the division of Zonal Administrative Council was wanted by all but he was doubtful if the move would be

acceptable to the Govt. Mr. Abul Hasanat Chowdhury, MNA, stated that the Govt, order should be carried out, i.e. the Zonal Administrative Council should be constituted and the move for division of the Zone be taken up afterwards.

Mr. Abdur Rahim, MPA, Dinajpur pointed out that a delegation of 10 to 15 persons went to Mujibnagar a few days back with the move for division of the Zone but nothing could be done. He also stated that the Zonal Administrative Council should be constituted as the condition of the people was very grave. He further posed a question that the meeting was convened for constitution of the Zonal Administrative Council and as such it was ultra vires to act otherwise and the meeting had no legal authority to take up the question of division of the Zone without constituting the same.

The point of legality or otherwise of not to constitute the Zonal Administrative Council as per agenda raised by Mr. A. Rahim, MPA was put to vote by the President. There were 10 votes in favour of Mr. A. Rahim's point, 20 against and 8 abstention including the President of the meeting and the Zonal Administrative Officer.

Mr. Khatibur Rahman, MPA stated that the Z.A.C. should be formed then and there and the division of the Zone should be dealt with afterwards. Mr. Muzaffar Hossain, MPA, Bogra wanted a separate Zone for his District.

After their long discussions the President wanted the opinion of the members for and against the postponement of Administrators of zonal Administrative Council and division of Zone at that stage.

The members indicated their opinion by rising hand. There were 19 votes in favor of postponement of constitution of Zonal Administrative Council and division of Zone, 15 against it & 3 abstentions which included the President of the meeting and the local Administrative Officer of the meeting. The total 35 voted favor and against the postponement, wanted division of Zonal Administrative Council for the interest of Bangladesh public and refugees.

The President wanted to know who are in favor of division of Zonal Administrative Council & who are against the same. As many as 32 member's were found in favor of division of Zone. Either before the constitution of the Zonal Administrative Council or afterwards Mr. Sardar Mosharraf Hussain MPA was against the division.

It was therefore resolved the constitution of the Zonal Administrative Council by selection of the Chairman and the sub-committees with their Chairman be postponed & the Cabinet be moved to kindly divide the biggest and unmanageable West Zone extended over 4 hundred miles from Barabari to Krishnanagar as its border into six Zones, one each for Dinajpur, Rajshahi and Bogra District to be sizeable and manageable for public interest and for the interest of gearing up the liberation efforts and co-ordination of effective administration of liberated areas.

The meeting ended with a vote thanks to the chair.

(Signed)

Md. Azizur Rahman, MPA
&
President of the Meeting.

Copy forwarded to the Secretary, Cabinet Division. Government of People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar for favor of information and necessary action.

(Signed)
Zonal Administrative Officer,
West Bengal.

Proceedings of the meeting of the Zonal Administrative Council, West Zone-I held on 26.9.71 at 11 A.M. at Kuthi-Kutchcry, Balurghat.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Azizur Rahman, MNA.
2. " Mosharraf Hossain Chowdhury, MN A,
3. " Shah Mahtab Ahamed, MNA.
4. " Dr. Wakiluddin Mondal. MNA.
5. " Mr. A.B.M. Muksed Ali, MNA.
6. " Md. Abdur Rahim. MP A.
7. " Sardar Mosharraf Hossain, MP A.
8. " Md. Khatibur Rahman, MP A.
9. " Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.
10. " Md. Golam Rahman, MP A.
11. " Shah Mohammad Yousuf, MPA.
12. " Md. Ekramul Huque, MPA.
13. " Sirajul Islam, MP A.
14. " Kamaruddin Ahmed, MP A.
15. " Md. Azizur Rahman Sarker, MPA.
16. " Zamilur Rahman Prodhan, MP A.
17. " Prof. Abu Sayed, MNA.
18. " Mr. Mujibur Rahman, MNA.
19. " Kasimuddin Ahmed, MPA.
20. " Dr. Saidur Rahman, MPA.
21. " Mr. Abu I Hasnat Chowdhury, MPA,
22. " Muzaffar Hossain, MPA.
23. " Hasan Ali Sarker, MP A.
24. " Taherul Islam Khan, MPA.
25. " Abul Kashem Khan, Zonal Administrative Officer, West Zone-I.

At the very outset Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA proposed the name of Mr. Mujibur Rahman, MNA to preside over the meeting. The proposal was duly seconded by Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA. There were no other proposals to this effect.

Mr. Mujibur Rahman, MNA before taking his seat as Chairman of the meeting stated that all the members were brothers and if one was pained everybody else would be affected in the same manner. He further expressed the hope that there should be no parochialism and selfishness and that all possible attempts should be made with full co-

operation from people of all shades of opinion-both political as well as personal in order to achieve our desired goal-the Independence of Bangladesh.

Then the meeting started with recitation from the Holy Quran. At the instance of the Chairman one minute's silence was observed by standing to show honor and respect to the martyrs who laid down their lives for the cause of Bangladesh.

The meeting demanded:-

(1) Stoppage of shameful trial of Sheikh Mujibur Rahman and his unconditional release forthwith,

(2) Placing of strong demands before all the Nations of the World to support the struggle for Independence of Bangladesh,

(3) To place the cause of Bangladesh before the United Nations Organisation to recognize Bangladesh as an Independent Country.

The meeting expressed profound praise and high regards for the "MUKTI FOUZ" for their service to the Country.

The meeting also expressed high sense of gratitude of 55 crores of Indian people and to the Govt. of India for their all out help and sympathy towards Independence of Bangladesh and her inhabitants who have taken shelter in India. The meeting also expressed the same extent of gratitude to all other Nations who are Forming forward to help Bangladesh and her people.

The meeting gave thanks to the Govt. of the People's Republic of Bangladesh for splitting up the erstwhile North-Western Zone into two Zones.

Then the Chairman expressed his strong desire that everything should be done by amicable settlement forgetting political and personal differences, if there be any. At this stage, the Presiding Officer adjourned the meeting for half an hour in order to enable the members to come to an agreed decision regarding selection of Chairman of the Zonal Administrative Council by discussion among themselves.

After resumption of the meeting Mr. Sarder Mosharraf Hossain, MPA proposed the name of Mr. Abdur Rahim, MPA, to be the Chairman of the Zonal Administrative Council. This was duly seconded by Mr. Azizur Rahman, MNA, Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA, Mr. Serajul Islam, MPA and Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA.

Mr. Muzaffar Hossain MPA proposed the name of Dr. Wakiluddin Mandal, MNA. to be the Chairman of Zonal Administrative Council which was seconded by Mr. Tahirul Islam Khan, MPA, Bogra. There was no other proposal. Dr. Wakiluddin Mandal, MNA requested the proposer of his name to withdraw the proposal which was declined by the proposer. Dr. Wakiluddin Mandal then withdraw his name from candidature. There was only one candidate i. e. Mr. Abdur Rahim, MPA for Chairmanship of the Zonal Administrative Council.

It was, therefore, resolved unanimously that Mr. Abdur Rahim, MPA be declared to have been duly elected as Chairman of the Zonal Administrative Council, West Zone-I.

1. Finance Sub-Committee:

Mr. Shah Mohammed Yousuf MPA proposed the name of Mr. A.B.M. Muksed Ali, MNA to be a member of Finance Sub-Committee. The proposal was seconded by Mr. Md. Mosharraf Hossain Choudhury, MNA.

Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA proposed the name of Mr. Kasimuddin Ahmed, MPA to be a member of the Sub-Committee which was seconded by Mr. Golam Rahman. MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed the name of Mr. Azizur Rahman MNA and it was seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.

The name of Mr. Zamilur Rahman Prodhan MNA was proposed by Mr. Azizur Rahman, MNA and seconded by Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.

The name of Mr. Abul Hasnat Chowdhury, MPA. was proposed by Mr. Azizur Rahman, MNA and seconded by Mr. Kamaruddin Ahmed MPA, Mr. Azizur Rahman,
MNA Mr. Kasimuddin Ahmed, MPA and Mr. Abul Hasnat Chowdhury, MPA withdrew their candidatures.

Mr. Musharraf Hossain Chowdhury proposed the name of Mr. Muzaffar Hossain, MPA which was seconded by Mr. Shah Mohammad Yousuf, MPA.

Mr. Muzaffar Hossain withdrew his candidature.

Mr. Shah Mahtab Ahmed MNA proposed the name of Mr. M. Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA to be a number duly seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.

Mr. Khatibur Rahman, MPA proposed the name of Mr. Mujibur Rahman MNA to be a Member duly seconded by Mr. Azizur Rahman, MNA

Mr. Mujibur Rahman, MNA thankfully declined and pleaded his inability to be a member.

It was resolved that M/S. A. B. M. Muksed Ali. MNA, Zamilur Rahman Prodhan, MPA and M. Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA be declared to have been elected as members of Finance Sub-Committee.

2. Relief Sub-Committee:

Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA proposed the name of Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA. The proposal was seconded by Mr. Ekramul Huq, MPA.

Mr. Shah Mahtab Ahmed MNA proposed the name of Mr. Serajul Islam, MPA seconded by Mr. A.B.M. Muksed Ali, MNA and Mr. Azizur Rahman. MNA to be a member of the Sub-Committee.

Mr. M. Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA proposed the name of Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA which was seconded by Sardar Mosharraf Hossain, MPA.

Mr. Azizur Rahman, MNA. proposed the names of M/S. Muzaffar Hossain, MPA Tahirul Islam Khan, MPA and Kasimuddin Ahmed, MPA This was seconded by Mr. Jamilur Rahman Prodhan, MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed the name of Mr. Golam Rahman, MPA and it was seconded by Mr. Azizur Rahman, MNA.

Mr.Sardar Mosharraf Hossain, MPA proposed the name of Dr. Wakiluddin Mandal, MNA which was seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.

Mr. Ekramul Huq, MPA proposed the name of Mr. S. M. Yousuf, MPA and it was seconded by Mr. A. K. M. Muksed Ali, MNA.

M/S. Kasimuddin Ahmed, MPA, Tahirul Islam Khan, MPA and Muzaffar Hossain, MPA withdrew their candidatures.

It was resolved that the following persons be declared to have been elected as members of Relief Sub-Committee.

1. Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA.
2. Mr. Serajul Islam, MPA.
3. Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA.
4. Mr. Golam Rahman, MPA.
5. Dr. Wakil Uddin Mandal, MNA.
6. Mr. S. M. Yousuf, MPA.

3. Health Sub-Committee:

Mr. S. M. Yousuf, MPA proposed the name of M/S. Ekramul Huq, MPA and A. Majid Choudhury, MPA which was seconded by Mr. Golam Rahman, MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed the Name of Mr. Fazlul Karim MNA which was seconded by Mr. Kamaruddin Ahmed MPA.

Mr. Ekramul Huq, MPA proposed the name of Mr. Khatibur Rahman, MPA and it was seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.

Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA proposed the name of Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA which was seconded by Mr. Sarder Mosharraf Hossain, MPA.

Mr. Khatibur Rahman, MPA declined to be a member of the Sub-Committee.

It was resolved that the following persons be declared to have been elected as members of the Health Sub-Committee.

1. Mr. Ekramul Haque, MPA.
2. Mr. Abdul Majid Choudhury, MPA.
3. Mr. Fazlul Karim, MPA.
4. Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA.

4.Publicity Sub-Committee:

Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA proposed the name of Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA and it was seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.

V-3 F-45

Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA proposed the name of Mr. Serajul Islam, MPA duly seconded by Mr. Khatibur Rahman, MPA.

Mr. M. Mosharraf Hossain Choudhury, MNA proposed the name of M/S. Dr. Wakiluddin Mandal, MNA and Golam Rahman MP A and it was seconded by Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed the name of Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA. and it was Seconded by Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA.

Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA proposed the name of Mr. Azizur Rahman, MNA and it was duly seconded by Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA.

It Was resolved that the following persons be declared to have been elected as members of Publicity Sub-Committee:-

1. Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA.
2. Mr. Serajul Islam, MPA.
3. Dr. Wakiluddin Mandal, MNA
4. Mr. Golam Rahman, MPA
5. Mr. Azizur Rahman Sarkar, MPA.
6. Mr. Azizur Rahman, MNA.

5. Education Sub-Committee

Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA proposed the name of Mr. Khatibur Rahman, MPA which was seconded by Mr. Ekramul Haque, MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed the names of M/S. Shah Mahtab Ahmed, MNA, and Kamaruddin Ahmed, MPA. It was seconded by Mr. S. M. Yousuf, MPA. Mr. Golam Rahman, MPA proposed the name of Mr. S.M. Yousuf MPA, seconded by Mr. Ekramul Haque, MPA.

Mr. S. M. Yousuf, MPA proposed the names of M/S. Serajul Islam, MPA and M. Mosharraf Hossain Choudhury, MNA seconded by Mr. Golam Rahman, MPA.

Dr. Wakiluddin Mandal, MNA proposed the name of Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA and it was seconded by Mr. Ekramul Haque, MPA.

Mr. Serajul Islam, MPA withdrew his name.

Resolved that the following persons be declared to have been duly elected as members of Education Sub-Committee:

(1) Mr. Khatibur Rahman, MP A.

(2) " Shah Mahtab Ahmed, MNA. .

(3) " Kamaruddin Ahmed, MPA.

(4) " S. M. Yousuf, MPA.

(5) " M. Mosharraf Hossain Choudhury, MNA.

(6) Dr. Wakiluddin Mandal, MNA.

Mr. Serajul Islam, MPA proposed that there should be two more Sub-committees namely (I) Trade & Commerce Sub-Committee and (2) Youth & Reception Camp Sub-Committee. The proposal was seconded by Mr. S.M. Yousuf, MPA.

Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA proposed that a Social Welfare Sub-Committee should also be constituted and the proposal was seconded by Mr. Ekramul Haque, MPA.

It was therefore resolved that three Sub-committees namely (1) Trade & Commerce Sub-Committee, (2) Youth and Reception Camp Sub-Committee and (3) Social Welfare Sub-committee be formed and Govt. be moved for approval for the same.

6. Trade and Commerce Sub-Committee:

Mr. Sardar Mosharraf Hossain. MPA proposed the name of M/S. Kazi Abdul Majid Choudhury, MPA, Khatibur Rahman, MPA, Golam Rahman, MPA, Serajul Islam, MPA, Ekramul Haque, MPA, Jamilur Rahman Prodhan, MPA and Kamaruddin Ahmed, MPA to be the members of the Sub-Committee.

The proposal was seconded by Mr. A. B. M. Muksed Ali. MNA.

There being no other proposal, the following persons were declared elected to this Sub-Committee:

(1) Mr. Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.

(2) " Khatibur Rahman, MPA.

(3) " Golam Rahman, MPA.

(4) " Serajul Islam. MPA.

(5) " Ekramul Haque, MPA.

(6) Mr. Jamilur Rahman, Prodhan, MPA

(7) Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA

7. Youth and Receptipn Camp Sub-Committee:

Mr. Golam Rahman MPA proposed the names of M/S. Abdur Rahim, MPA, Azizur Rahman Sarker, MPA, Dr. Wakiluddin Mandal, MNA, Sardar Mosharraf Hossain, MPA, S. M Yousuf; MPA and A. B. M Muksed Ali, MPA to be the members of the Sub- Committee.

The proposal was duly seconded by Mr. Ekramul Haque, MPA

As there was no other proposal the following persons were declared elected as members of the Youth and Reception Camp Sub-Committee.

(1) Mr. Abdur Rahim, MPA

(2) Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA.

(3) Dr. Wakiluddin Mandal, MNA.

(4) Mr. Sardar Musharraf Hossain, MPA

(5) Mr. S. M. Yousuf, MPA.

(6) Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA

8. Social welfare Sub-Committee:

Mr, Khatibur Rahman MPA proposed the names of M/S -Shah Mahtab Ahmed, MNA, Kazi Abdul Majid Choudhury, MPA, Dr. Wakiluddin Mandal, MNA, M. Mosharraf Hossain Chaudhury, MNA Serajul Islam,.MPA ,and Azizur Rahaman Sarker, MPA.

The Proposal was duly seconded by Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA

As there was no other proposal the following persons were declared duly elected as members of social welfare Sub-Committee:-

(1) Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA
(2) Mr. Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.
(3) Dr. Wakiluddin Mandal, MNA
(4) Mr. M. Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA
(5) Mr. Serajul Islam, MPA
(6) Mr. Azizur Rahman Sarker, MPA

The Sub-Committee selected their respective Chairman unanimously as shown below : -

Sl No	Name of Sub-Committee	Name of the Chairman
1	Finance Sub-Committee	Mr. A. B. M. Muksed Ali, MNA.
2	Relief Sub-Committee	Mr. Serajul Islam, MPA
3	Health Sub-Committee	Kazi Abdul Majid Choudhury MPA
4	Publicity Sub-Committee	Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA,
5	Education Sub-Committee	Mr. Shah Mahtab Ahmed, MNA
6	Trade & Commerce Sub-Committee	Mr. Jamilur Rahman Prodhan, MPA
7	Youth Reception Camp Sub-Committee	Dr. Wakiluddin Mandal, MNA
8	Social Welfare Sub-Committee	Mr. M. Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA

Mr. Tahirul Islam Khan, MPA, Bogra expressed that the members of Bogra district did not have any agreement with the formation of the Sub-Committees and election of the Zonal Administrative Council. He pointed out that members of Bogra district being a minority group would not be given proper importance in the Comittee and he proposed a seprate Zone for the district of Bogra with its H. Q. at Balurghat. The demand for separate Zone was suported by Mr. Serajul Islam, MPA Mr. Muzaffar Hossain, MPA Dr. Saidur Rahman, MPA, Mr. Hasan Ali Sarker, MPA, Mr. Abul Hasamat Chowdhury, MPA, and Kasimuddin Ahmed, MPA and they also spoke on the same line and demanded a separate Zone for Bogra district.

Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA Stated that the contention of the members of Bogra district to the effect that the members of Dinajpur was doing everything by virtue of their majority in the Council was totally unfounded, in as much as, the members of Dinajpur district were trying their best from the previous night to secure co-operation of the members of Bogra district in the matter of selection of office bearers. He also expressed that if they had any desire to decide things by the force of majority they had no necessity of going for prolong negotiation with the members of the Bogra district. It was also pointed out by him that the names of the members of Bogra district were proposed in different Sub-Committees but they refused enmass which signifies complete non- cooperation.

Dr. Wakiluddin Mandal, MNA and Mr. Serajul Islam, MPA also spoke on this point. They expressed that they would support the demand for a separate Zone for the district of Bogra only in case the members of Bogra district withdrew their version of Districtism and decision by majority against the members of Dinajpur district. They also stated that

there was no reason why they should oppose creation of separate Zone for Bogra when this was already resolved unanimously in the last meeting if the-same proposal came in a plain way.

Mr. Mujibur Rahman, MNA, the President of the meeting also spoke supporting the views of the members of Bogra district for a separate Zone for the district.
The meeting dissolved with thanks to the chair.

Sd/- Mujibur Rahman, MNA
President.
26/09/71

Memo. No. WZ-I/205, dated 28. 9. 71.

Copy forwarded to the Secretary, Cabinet Division, Govt. of the People's Republic of Bangladesh for favor of information and necessary action.

Sd/- Md. Abul Kashem Khan,
Zonal Administrative Officer,
West Zone-I.
26/9/71

Memo. No. WZ-I/ 209, dated 29. 9. 71.

Copy forwarded to the Secretary to the Govt. of People's Republic of Bangladesh, General Administration Department, for favor of information.

(Md. Abul Kashem Khan)
Zonal Administrative Officer,
West Zone-I.
26-9-71

....

**Proceedings of the meeting of Zonal Administrative Council, West Zone-I held on
18. 10. 71 at 11-00 Hrs. at Zonal Council office at Gangarampur.**

MEMBERS PRESENT:

(1) Mr. Abdur Rahim, MPA.
(2) " Md. Abul Kashem Khan, Zonal Administrative Officer.
(3) " Azizur Rahman, MNA
(4) " Mosharraf Hossain Chowdhury, MNA.
(5) Dr. Wakiluddin Mondal, MNA.
(6) Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA.
(7) " Shah Md. Yousuf, MPA.
(8) " Md. Fazlul Karim, MPA.
(9) " Serajul Islam, MPA.

(10) " Kamaruddin Ahmed, MPA.
(11) " Jamilur Rahman Prodhan, MPA.
(12) " Kasimuddin Ahmed, M PA.
(13) " Abul Hasanat Chowdhury, MPA.
(14) " Muzaffar Hossain, MPA.

The meeting started with recitation from the Holy Quran by Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA.

At the very beginning respect and honor was shown to the martyrs of Bangladesh.

The meeting demanded immediate and unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman. The meeting also showed its gratitude to the Govt. and the people of India for their help, support and sympathy towards the Govt. and people of Bangladesh.

The proceeding of the meeting of Zonal Administrative Council held on 26.9. 71 were read over and discussed. There was no comments by any member.

It was, therefore, resolved that the proceedings of the said meeting be confirmed.

The Chairman of Relief Sub-Committee presented his budget which was elaborately discussed. It was decided that the entire area of the Zone should be divided into 5 Sub- Zones for Relief Operation which should be undertaken by the staff already employed after necessary adjustments. It was also decided that Govt, be moved for appointment of 68 officers for the 34 Relief Camps where no officer have been appointed.

If was resolved that budget for Rs. 3,00,000/00 (Rupees three lacs) for distribution among the distressed persons be approved and Govt. be moved accordingly for sanction of the amount immediately. It was also resolved that T. A. and contingent expenditure of Rs. 2,000.00 only be approved as this would be necessary for relief operation.

It was further resolved that the Govt. of the People's Republic of Bangladesh be moved for managing relief goods and articles for the suffering people of Bangladesh in India as well as in the Liberated Areas from the Host country and other International agencies.

Then the Chairman, Publicity Sub-Committee presented his budget which was after discussion approved (copy enclosed). It was also decided that the Zone should be divided into 5 Sub-Zones for facility of works.

Then the budget estimates of Social Welfare Sub-Committee was presented by the Chairman of the said Sub-Committee. The Budget of the Sub-Committee was approved omitting item no. 6 of the proposed budget (copy enclosed).

The budget of the Trade & Commerce Sub Committee was approved in to as presented by the Chairman of the Sub-Committee (copy enclosed).

The Chairman of the Zonal Administrative Council suggested that a sum of Rs. 25.000/00 (Rupees twenty five thousand) only be budgeted for the Welfare of the effected 'Mukti Bahini', Freedom fighters etc. and their families.

Then the Chairman of the Zonal Administrative Council presented and explained the budget of the Zonal Administrative Council, West Zone-1 for the period from 1. 10. 71 to 31. 12. 71 and the budget was approved by the Council.

The meeting was dissolved with thanks to the Chair.

Sd/- Chairman
Zonal Administrative Council,
West Zone-I, Govt. of the People's
Republic of Bangladesh, Gangarampur.

OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER WEST ZONE-I

Memo. No. WZ-I/305 (2) dt. 25. 10.71

Copy forwarded for favor of information and necessary action to :-

(1) The Secretary, Cabinet Division to the Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(2) The Secretary, General Administration Department to the Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

(3) All members of the Zonal Administrative Council.

Sd/-Md. Abul Kashem
Khan
Zonal Administrative
Officer
West Zone-I.

....

ANNEXURE "A" BUDGET ESTIMATE FOR RELIEF SUB-COMMITTEE

(1) Cash Doll:-	Rs. 3,00,000/
(2) T. A. & D. A.:-	Rs. 2.000/
	Rs. 3,02,000/

Sd/-
Zonal Relief Officer,
West Zone-I.

To
The Chairman,
Zonal Administrative Council,
West Zone-I.

Sub: **Budget Estimate:**

Enclosed kindly find herewith budget estimate for the period from 1. 10.71 to 31.12.71 for the office of the Chairman, Publicity Sub-Committee for taking necessary action.

	Particulars.	**Amount**
1. Zonal Administrative Officer-I Rs.	Rs.500/- x 3	Rs. 1,500/00
2. Asstt. Sub-Officer- 5 (for 5 Sub-Division of West Dinajpur)	Rs. 300/-x3x5	Rs. 4,500/00
3. Clerk-5	Rs. 200/- x 3 x 5	Rs. 3.000/00
4. Office rent	Rs. 100/-X 4	Rs. 400/00
5. Peon-5	Rs. 110/- x 5 X 3	Rs. 1,650/00
6. Night guard-1	Rs. 110/- x 3	Rs. 330/00
7. Driver-1	Rs. 200- x 3	Rs. 600/00
8. T. A.	Rs. 500/- x 3	Rs. 1,500/00
9. Contingency: (a) Paper (b) Press (c) Printing etc.	Rs. 5000/-x3	Rs. 15,000/00
10. Fuel, lubricants etc.	Rs. 1000/- x 3	Rs. 3,000/00
11. Office furniture	Rs. 1000/-	Rs. 1,000/00
12. Publicity, Mike battery etc.		Rs. 4,000/00
13. Unforeseen expenditure		Rs. 3,000/00
	TOTAL;	Rs. 39,480/00

One vehicle is to be supplied for publicity works by the Bangladesh Government.

Sd/- Sardar Mosharraf Hussain,
Chairman,
Publicity Sub-Committee,
West Zone-I..

....

Budget scheme for Social Welfare Sub-committee submitted by Mr. Mosharraf Hossain Chowdhury, Chairman of the Sub-committee after consultation with the honorable members present for the period from 1. 10. 71 to 31. 12.71.

....

i) Organisation of cultural team........	10,000/00
(ii) Aid to the evacuee artists....	5,000/00
(iii Establishment of staff	2,350/00
(iv) Establishment of office...........	300/00
(v) Furniture for office............	2,300/00
(vi) Conveyances...............	1,000/00
(vii) Contingency	1.000/00
Total: Rs.	21, 950/00

Total: Rupees twenty one thousand, nine hundred and fifty only.

Submitted by.
Sd/-M. Mosharraf Hossain Chowdhury
Chairman,
Social Welfare Sub-Committee
West Zone-I.
18.10.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম জোন-১ প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবণী	বাংলাদেশ সরকার পশ্চিম জোন-১	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Zonal Administrative Council West Zone-I held on 24. 11. 71 at 11-00 A. M. in the office of the Zonal Council at Gangarampur.

MEMBERS PRESENT:
1. Mr. Md. Azizur Rahman, MNA.
2." Shah Mahtab Ahmed, MNA.
3. Dr. Wakiluddin Mondol, MNA.
4. Mr. Sardar Mosharraf Hossain, MPA.
5. " Md. Khatibur Rahman, MPA.
6. " Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.
7. " Golam Rahman, MPA.
8. " Shah Md. Yousuf, MPA.
9. " Md. Ekramul Haque, MPA.
10. " Kamaruddin Ahmed, MPA.
11. " Md. Azizur Rahman Sarker, MPA.
12. " Jamalur Rahman Prodhan, MPA.
13. " Hasan Ali Sarker, MPA.
14. " Abul Kashem Khan, Zonal Administrative Officer.

The meeting started after recitation from the Holy Quran by Mr. Kamaruddin Ahmed, MPA.

The proceedings of the meeting dated 18. 10. 71 was confirmed with modification that in place of 5 Sub-Zones for Relief Operation, it should be read as 5 offices.

Then the problems of the people of liberated areas were elaborately discussed and practically all the members contributed in the discussion. It was found that the main problem in the liberated areas were with the harvest of Aman paddy and sugarcane which were grown either by the owners of land directly or through Adhiars. At the moment, some owners are not available in the locality and this is true in case of some Adhiars also. In some cases, both the owners and Adhiars are absent from the locality. There are also lands whose owners left the place and some persons in the neighborhood has cultivated such land. In order to protect the legitimate interest of the owners of land as well as that of the Adhiars, it has been decided that adequate steps should be taken by the Zonal Council.

It was further decided that growers should get their produce in full where they cultivated the lands by themselves and 50% of the produce were the cultivation was done through Adhiars as existing customs. In case the owners of land were not traceable, the share of the owners would be taken over by the Govt. of the People's Republic of Bangladesh. The owners' share would be returned to them if they are found subsequently after proper verification in respect of bonafide of their claim. Where the deserted land

was cultivated by some person the portion of owners' share would be taken over by Bangladesh Government.

It was resolved that a Sub-Committee be formed with the following persons to find out ways & means in order to implement the decisions contained in the foregoing paragraphs. The committee should also adopt suitable measures for harvest, procurement, storage and disposal of paddy and sugarcane cover by the above mentioned decision.

It was further resolved that the MNAs & MPAs would be specially responsible for the area they represent.

1. Mr. Ekramul Haque, MPA.
2. " S. M. Yousuf, MP A.
3. " Golam Rahman, MPA.
4. " Sarder Mosharraf Hossain, MPA.
5. " Khatibur Rahman, MPA (Convenor).
6. " Kazi Abdul Majid Chowdhury, MPA.
7. " Jamalur Rahman Prodhan, MP A.
8. " Azizur Rahman Sarker, MP A.
9. " Mosharraf Hossain Chowdhury, MPA.
10. " Kamaruddin Ahmed, MPA.
11. " Syedur Rahman, MPA.
12. " Azizur Rahman, MNA.

The problems of Youth Reception camps were also discussed in details. It transpired during discussion that there were boys in different Youth Reception Camps for months together and those boys have become impatient to go out to receive training. It was also disclosed by the Chairman that the Administrator, Patiram Youth Camp was arranging training for these boys in his camp but after completion to the training the boys have to go back to their respective Reception Camps. It was felt very much by all the members present that arrangement for the boys already kept in different Youth Reception Camps was an imperative necessity and there should be continuous training for boys collected through Youth Reception Camps instead stopping such training.

It was, therefore, resolved that training facilities be arranged immediately for the boys who were already staying in different Youth Reception Camps and for others also and Govt. be moved accordingly.

The problems of Refugee Camps were also discussed and it was decided that Govt. be reminded to provide relief in the shape of winter clothing including supply of tents and tarpaulins for the refugee Camps immediately.

It was also disclosed that ration cards were not being issued to the new comers causing great hardships to them and it was decided that Govt. of the People's Republic of Bangladesh be requested to take up the issue with the Govt. of India or any other appropriate authorities.

The alleged malpractices different Youth Reception Camps also came up for discussion and it was decided that corrupt practices, if any, in any camps should be

stopped and all the MNAs & MP As should be very strict at all stages of our liberation movement so that there might not be anything which may call for adverse criticism.

With the existing circumstances while new areas of Bangladesh are being liberated, it was felt by the members essential that the Trade and Commerce Sub-Committee should be approved by the Govt. immediately so as to enable the Committee to start functioning without any loss of time.

The meeting ended with thanks to the Chair.

Sd/- (M. A. Rahim)
Chairman,.
Zonal Administrative Council,
West Zone-I.

....

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER

WEST ZONE-I

Memo No. WZ-I/ 504 (28) Dated, December 1, 1971.

Copy forwarded to the :-

1) Secretary, Cabinet Division, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, C/O. Bangladesh Mission, 9, Circus Avenue, Calcutta-I 7.

2) Secretary, General Administration Department, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, C/O. Bangladesh Mission, 9. Circus Avenue, Calcutta-I 7

for favor of information.

Sd/
Zonal Administrative Officer,
West Zone-I.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্ত এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ সরকার পশ্চিম জোন-১	----

To
The Chairman
Zonal Council
West Zone-1

Honorable members present-I like to place before you the following plan, programme and Budget estimates for the trade and commerce Sub-Committee of this Zone for your kind information and sympathetic approval.

I recently visited Border areas and gathered information from some reliable sources that a large quantity of Bangladesh goods i. e. jute, tobacco, molaces, fire-wood, fish etc. are coming in Indian territory from different outposts of India Border. Some unauthorized agencies are collecting rents, taxes or customs duties on it. I also inquired the market rates of the aforesaid goods and found that the rates are more cheaper than the Indian rates and peoples of Bangladesh are in a precarious position and are willing to sell their goods as there is no such Agency who can purchase their goods regularly in Bangladesh now. If we undertake a plan and programme to impose customs tax of Bangladesh goods, a large quantity of goods will be available and we may collect customs tax on it and thus we may earn revenue and provide a large number of Bangladesh employees who are not yet provided and living in a most precarious conditions. Moreover, we may include our local political workers who are residing at border area for smooth collection of customs tax.

Now I am giving you the list of the outposts in Border areas from where we can collect customs duties regularly.

List of the probable customs outposts at different places in border areas within the West Zone-1

(1) Lashkarhat	In parila Border
(2) Kamarpara hat	Salpara & Sopra
(3) Trimohini hat	Changispur
(4) Panjuil Anchal	Hili
(5) Madarganj hat	Dangapara
(6) Dauger hat	Samgia
(7) Kumarganj	Khanpur
(8) Pransagar	Hamjapur
(9) Katabari	Hamijapur
(10) Champatali	Hamjapur
(11) Mohipal Dighi hat	Dungdungi
(12) Shatimari	Dungdungi

(13)Mollapara	Dungdungi
(14)Radhikapur Anchal	
(15)Malon	
(16)Islampur	
(17)Dashpara	
(18)Tetulia Anchal	
(19)Danghir hat	
(20)Taker para	Kaitan
(21)Saidpur hat	Kaitan
(22)Sardarhat	Debipur border
(23)Taltola	
(24)Tapan	Tapan
(25)Shpra/ Kumarganj	

(অসম্পূর্ণ)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম জোন-২ এর আওতাধীন মুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো	বাংলাদেশ সরকার, পশ্চিম জোন-২	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Zonal Administrative Council
West Zone-II.

ORDER

The following arrangement is hereby made to run the administration in the liberated area of West Zone-II under the officers specially appointed for administration of the area:-

(1) Mr. Abdul Matin Sarker. Dy. Magistrate and Dy. Collector Dinajpur, now attached to Harischandrapur Relief Camp will help, the officer in Magisterial work of any other work assigned to him from time to time. He will move to his place of posting immediately.

(2) G. M. Aflatun, former Asstt. in S. D. O's office Nawabganj, will work as Asstt.- cum-typist to the officer Govt. will be moved for approval of his appointment immediately.

(3) Peon to the officer will be selected by the officer from the displaced Govt, employees of Bangladesh.

(4) Mr. Sk. Jamiruddin Ahmed, C. O. (Rev), Sylhet now attached to Gajol RJC will work as R/O of the area. He will be assisted by two toll collectors and two Asstt. R/Cs. These Officers will be selected by the distributor from the available absorbed staff of the Zone with the approval of the Chairman, Z. A. C.

(5) One clerk and one peon from the available absorbed staff already in Bholahat for the Revenue Officer will be selected by the Revenue Officer with the approval of the Chairman, Z. A. C.

(6) One peon for the Magistrate will be selected by the Magistrate himself subject to the approval of the Chairman, Z. A. C.

(7) Mr. M. A. Wadood, Head Clerk, P. S. Railway, Pabna now Relief Officer attached to Nimtala Relief Camp will work as Bench Clerk under the Magistrate.

(8) Two Medical Officers are required for the area. The Z. H. O. will suggest the names for appointment from the displaced Govt. personnel of Bangladesh, if available.

(9) Two Compounders and two Dressers-cum-Peon and one Sweeper are also to be selected by Z. H. O.

JUSTICE

All educational institutions at Bholahat are to start functioning immediately. The Z.H. O. will make necessary arrangements for the purpose.

POLICE

The Police personnel already appointed must join their respective post immediately. The Police personnel posted at Sibganj P. S. (Liberated area) as below will act at this moment at Bholahat P. S.

Staff Posted at Shibganj.

(1). O/C-l

The Police set up for Bholahat is as follows:-

1)Inspector-	1
2)O/C-	1
3)S.I.-	2
4)A.S.I.-	2
5)Const.-	15

PUBLICITY AND WELFARE

Mr. Asaduzzaman, Sub-Divisional Adjutant, now attached to Sujanagar Relief Camp will work as Social Welfare and Publicity Officer in the area. Other personal such as one Asstt. and 3 Peons are to be selected for the area by the Social Welfare and Publicity Officer with the approval of the Chairman. Z. A. C.

CHAIRMAN,
Zonal Administrative Council,
West Zone-II.

Sd/
Zonal Administrative Officer
West Zone-II.

Memo No. WZ-II 192 (15) dated 23-11-71.

Copy to :-

(1) Secretary, General Administration Deptt.

(2) Secretary, Finance Deptt.

(3) Secretary, Ministry of Home affairs.

(4) Head of Bangladesh Mission, Calcutta.

(5) Inspector General of Police.

(6) Secretary, Defence, Govt. of Bangladesh.

(7) Mr. A. H. Khan, Officer, Liberated area.

(8) Mr. Abdul Matin Sarkar, Dy. Magistrate & Deputy Collector, Dinajpur, now attached to Harischandrapur. Relief Camp.

(9) Sk. Jamir Uddin Ahmed, C. O. Revenue Sylhet,now attached to Gajol R/C.

(10) Zonal Health Officer, West Zone-II.

(11) Zonal Police Officer, West Zone-II.

(12) Zonal Education Officer, West Zone-II

(13) Mr. Asaduzzaman, Sub-divisional adjutant now attached to Sujanagar R/C.

(14) B. D. F. Commander (Sector Commander), Sector No.7.

sd/
Zonal Administrative Officer,
West Zone-II.
24. 11.71

দক্ষিণ পশ্চিম জোন
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-১
দক্ষিণ পশ্চিম জোন-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এম, এন, এ ও এম, পি-দের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, দক্ষিণ পশ্চিম জোন	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER, SOUTH WEST ZONE

Memo No. VII-7/71-255 dated 5. 9. 71.

From: Mr. M. Shamsul Haq,
Zonal Administrative Officer,
South-West Zone.

To : Mr. H. T. Imam,
Cabinet Secretary,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Ref: Memo No. GA/114 (9) dated 23. 8. 71.

A copy of the proceedings of the meeting of MNAs and MPAs for constitution of Zonal Administrative Council, South West Zone held on the 5th of September, 1971 is sent herewith for favor of information of the Cabinet.

(M. Shamsul Huq)
Zonal Administrative Officer
South West Zone.

....

Proceedings of the meeting of the MNAs and MPAs for Constitution of the Zonal Administrative Council, South West Zone held on 5.9. 71 at 11 A. M. in the Nadia Zilla Parishad Hall, Krishnanagar.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Azizur Rahman Akkas, MNA, Kushtia.
2. " Sahiuddin, MNA,, Kushtia.
3. " Nurul Huq, MPA, Kushtia.

4. Mr. Ahsanullah, MPA, Kushtia.
5. " Eunus Ali, MPA, Kushtia.
6. " Golam Kibria, MPA, Kushtia.
7." Abdur Rouf Choudhury, MPA, Kushtia.
8." Abdur Rob (Boga Miah) MPA, Pabna.
9. Dr. K. B. M. Abu Hena, MPA, Pabna..
10. Mr. Golam Hasnayen, MPA, Pabna.
11. " Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna
12. " Abdur Rahman, MPA, Pabna.
13. " Raushan Ali, MNA, Jessore.
14. " Khandaker A. Hafiz, MNA, Jessore.
15. " Sohrab Hussain, MNA, Jessore.
16. " Iqbal Anwarul Islam, MNA, Jessore.
17. " Nurul Islam, MPA, Jessore.
18. " Syed Atar Ali, MPA, Jessore.
19. Lt. Matiur Rahman, MPA, Jessore.
20. Mr. Shah Hadiuzzaman, MPA, Jessore.
21. " Md. Abul Islam MPA, Jessore.
22. " Tabibur Rahman Sarder, MPA, Jessore.
23. " Golam Majid, MPA, Jessore.
24. " J.K.M.A. Aziz, MPA, Jessore.
25. " Asaduzzaman, MPA, Jessore.
26. " S.K. I. M. Salehuddin, MNA, Faridpur.
27. " Gour Chandra Bala, MPA, Faridpur.
28. " Phani Bhushan Majumder, MPA, Faridpur.
29. " Kazi Hedayet Hossain, MPA, Faridpur.
30. " A. Y. Aminuddin Ahmed, MPA, Faridpur.
31. " Satish Chandra Haider, MPA, Faridpur.
32. Dr. Aftabuddin Mollah, MPA, Faridpur.
33. Mr. Imamuddin Ahmed, MPA, Faridpur.
34." Jamal Uddin Chowdhury, MPA, Dacca.
35." Md. Siddiqur Rahman, MPA, Dacca
36. " Md. Alauddin, MPA, Rajshahi.

1. Mr. Sohrab Hossain, MNA, Jessore was chosen to preside over the meeting.

2. After a detailed discussion by different Members it was resolved as follows:-

While pledging full support and confidence on the Cabinet and with due regard to its decision as to the formation of Zonal Council, this house is of the opinion that the area comprising South West Zone i.e. the districts of Kushtia, Pabna, Faridpur and Jessore will be unweildy for various reasons and as such the Cabinet be requested to reconsider its decision for its bifurcation in different Zones and for that purpose the views of the individual MNAs/MPAs of the districts be ascertained by the Cabinet. Pending reconsideration of the recommendation of this house, the meeting of this council be adjourned.

(M. S. Hussain)
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এম, এন, এ ও এম, পি-দের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ পশ্চিম জোন-১	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER,
SOUTH WEST ZONE-I.

MEMO NO: VIII-71/290 DATED-26-9- 71.

From : Mr. M. Shamsul Hug,
Zonal Administrative Officer,
South West Zone-I.
To : Mr. H. T. Imam,
Cabinet Secretary,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Ref: Memo No. GA/1378 (100) dated 18-9-71.

A copy of the proceedings of the meeting of MNAs and MP As for constitution of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I held on the 26th of September, 1971 is sent herewith for favor of information of the Cabinet.

(M. Shamsul Hug)
Zonal Administrative Officer,
South West Zone-I.

....

Proceedings of the meeting of the MNAs and MP As for Constitution of the Zonal Administrative Council, South West Zone I held on 26.9. 71. at 11 A. M. in the Office of the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1.Mr. Azizur Rahman Akkas, MN A, Kushtia.
2. " Barrister Amirul Islam, MNA, Kushtia.
3." Sahiuddin, MNA, Kushtia.
4." Nurul Huq, MPA, Kushtia.
5." Ahsanullah, MP A, Kushtia.
6." Zahurul Huq Raza, MPA, Kushtia.
7." Eunus Ali, MPA, Kushtia.
8. Mr. Golam Kibria, MP A, Kushtia.
9. Mr. Abdur Rouf Choudhury, MPA.

10. " Abdur Rob (Boga Mia), MPA, Pabna.
11. " Golam Hasnayen, MPA, Pabna.
12. " Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna.

1. Mr. Golam Kibria, MPA, was selected to preside over the meeting.
2. The meeting adjourned till 3 P. M.
3. The meeting resumed its sitting at 3 P. M.

4. As majority of members of Pabna district could not attend the meeting because of non-service of notice, it was unanimously resolved that in all fairness, an opportunity should be given to all so that in the Constitution of the Zonal set up the selection of the Chairman and other members of the Sub-Committees can be done by a general consensus of all members. The meeting is therefore adjourned to meet again on 3rd October, 1971 (Sunday) at 11 A. M. in the Office of the Zonal Administrative Officer, South West Zone-I at Krishnanagar.

5. The absentee members be informed by telegram.

(Golam Kibria) MPA,
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্য এমএনএ ও এমপিদের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE ZONAL ADMINISTRATIVE OFFICER,
SOUTH WEST ZONE-I

Memo No. VIII-7/71/304 Dated 3. 10. 71.

Form: Mr. M. Shamsul Huq,
Zonal Administrative Officer,
South West Zone-I.

To
Mr. H. T. Imam,
Cabinet Secretary,

Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Ref: Memo No. GA/1378 (100) dated 18. 9. 71 and this office Memo No. VIII-7/71/290 dated 26.9. 71.

A copy of the proceedings of the meeting of MNAs and MPAs for constitution of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I and that of its Sub-Committees held on the 3rd of October, 1971 sent herewith for favor of information of the Cabinet.

Enclose :

1) Proceedings of the meeting of the Zonal Administrative Council-1 (one) copy.
2) Proceeding of the meeting of Finance Sub-Committee-1 (one) copy.
3) Proceedings of the meeting of Relief Sub-Committee-1 (one) copy.
4) Proceedings of the meeting of Health Sub-Committee-1 (one) copy.
5) Proceedings of the meeting of Publicity Sub-Committee-1 (one) copy
6) Proceedings of the meeting of the Education Sub-Committee-1 (one) copy.

(M. Shamsul Huq)
Zonal Administrative Officer
South West Zone-I

Proceedings of the meeting of the MNAs and MPAs for Constitution of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I held on 3. 10. 71 at 11 A. M. in the office of the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Azizur Rahman Akkas, MNA, Kushtia.
2. " Sahiuddin, MNA.
3. " Nurul Huq, MPA, Kushtia.
4. " Ahsanullah, MPA, Kushtia.
5. " Zahurul Huq Raza, MPA, Kushtia.
6. " Eunus Ali, MPA, Kushtia.
7. " Golam Kibria, MP A, Kushtia.
8. " AbdurRoufChoudhury, MPA, Kushtia.
9. " Abdur Rob (Boga Mia), MPA. Pabna.
10. "Golam Hasnayen, MPA, Pabna.
11. "Tafizuddin Ahmed, MPA, "
12. " Abdur Rahman. MPA,

1. The adjourned meeting resumed its sitting at 11 A.M. with Mr. Golam Kibria, MPA in the chair.

2. Mr. Abdur Rouf Choudhury, MPA was unanimously selected as Chairman of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

3. It was also unanimously resolved that the following Sub-Committees be formed with the members as shown against each.

(a) FINANCE SUB-COMMITTEE:

1. Mr. Abdur Rouf Chowdhury. MPA.	Ex-officio Member.
2. " Nurul Huq, MPA, Kushtia	Member.
3. " Abdur Rahman, MPA, Pabna	,,
4. " Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna	,,
5. " Shamsul Huq	Zonal Administrative Officer, Ex-Officio member.

(b) RELIEF SUB-COMMITTEE:

1. Mr. Tafizuddin, Ahmed, MPA, Pabna	Member.
2. " Sahiuddin, MNA, Kushtia	,,
3. " Eunus Ali, MPA, Kushtia	,,
4. " Zahurul Iiuq Raza, MPA, Kushtia	,,
5. " Golam Hasnayen, MPA, Pabna	,,
6. " Abdur Rab, MP A, Pabna	,,
7. " Golam Kibria, MPA, Kushtia	,,

(c) HEALTH SUB-COMMITTEE:
1. Mr. Golam Hasnayen, MPA, Pabna.
2. " Ahsanullah, MPA, Kushtia
3. " Sahiuddin, MPA, Kushtia
4. " Tafizuddin, MP A, Pabna

(d) PUBLICITY SUB-COMMITTEE:
1. Mr. Abdur Rahman, MP A, Pabna
2. " Tafizuddin, MPA, Pabna
3. " Zahurul Huq, MNA, Kushtia
4. "Eunus Ali, MPA, Kushtia
5. "Ahsanullah, MPA, Kushtia

(e) EDUCATION SUB-COMMITTEE:
1. Mr. Eunus Ali, MPA, Kushtia
2. " Abdur Rahman, MP A, Pabna
3. " Tafizuddin, MP A, Pabna
4. " Nurul Huq, MPA, Kushtia

4. The Sub-Committee in their sittings selected the following as Chairman of the respective Committees:-

(a)Finance Sub-Committee	Mr. Nurul Huq, MPA, Kushtia.
(b)Relief Sub-Committee	" Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna,
(c)Health Sub-Committee	" Golam Hasnayen, MPA, Pabna.
(d)Publicity Sub-Committee	" Abdur Rahman, MPA, Pabna.
(e)Education Sub-Committee	" Eunus Ali, MPA, Kushtia.

5. After discussion by different members it was unanimously resolved that in all future operations by any Guerilla Team the MPA/MNA of the area should invariably be associated for briefing the team and such other action including selection of the team and area of operation as may be considered desirable.

6. The difficulties now being experienced by the boys in the Reception Camps was discussed. It was resolved unanimously that the Govt. be moved to take steps to improve the present deplorable condition of the camps.

7. The meeting ended with a vote of thanks the Chair and the newly selected Chairman of the Zonal Council.

(Golam Kibria) MPA,
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিল রিলিফ সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Relief Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South-West Zone-I held on 3.10. 71 at 1-00 P.M. in the Office of the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1.Mr. Tafizuddin Ahmed, MP A, Pabna	Members
2." Sahiuddin, MNA. Kushtia	,,
3." Eunus Ali, MP A, Kushtia	,,
4." Zahurul Huq Raza, MPA, Kushtia	,,
5." Golam Hasnayen, MP A, Pabna	,,
6." Abdur Rab, MP A, Pabna	,,
7." Golam Kibria, MP A,	,,

1. Mr. Sahiuddin, MNA, Kushtia was chosen to preside over the meeting.

2. It was unanimously resolved that Mr. Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna be selected as Chairman of the Relief Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

(Sahiuddin) MNA,
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের পাবলিসিটি সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Publicity Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I held on 3.10.71. at 1-00 P.M. in the Office or the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Abdur Rahman, MPA, Pabna	Member.
2." Tafizuddin, MPA, Pabna	,,
3." Zahurul Huq, MPA,	,,
4." Eunus Ali, MPA, Kushtia	,,
5." Ahsanullah, MPA,	,,

1. Mr. Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna was chosen to preside over the meeting.

2. It was unanimously resolved that Mr. Abdur Rahman, MPA, Pabna be selected as Chairman of the Publicity Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

(Tafizuddin Ahmed)
MPA. President.
3/10/71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের ফাইন্যান্স সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Finance Sub-Committee of the Zonal Administrative council. South West Zone-I held on 3.10.71 at 1-00 P.M. in the Office of the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Abdur Rouf Chowdhury, MPA, Chairman, Zonal Administrative Council, South West Zone-I:	Ex-Officio Member ,,
2. Mr. Nurul Huq, MPA, Kushtia	,,
3. " Abdur Rahman, MP A, Pabna	,,
4. " Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna	,,
5. " Md. Shamsul Huq, Zonal Administrative Officer.	Ex-Officio

1. Nurul, Huq, MPA, Kushtia was chosen to preside over tile meeting.

2. It was unanimously resolved that Mr. Nurul Huq, MPA, Kushtia be selected as Chairman of the Finance Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

(Nurul Huq)
President.
3/10/71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের স্বাস্থ্য সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Health Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I held on 3.10.71 at 1-00 P.M. in the Office of the Zonal Administrative Officer.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Golam Hasnayen, MPA, Pabna	Member.
2." Ahsanullah, MPA, Kushtia	,,
3." Sahiuddin,. MNA, Kushtia	,,
4." Tafizuddin, MP A, Pabna	,,

1. Mr. Ahsanullah, MPA, Kushtia was chosen to preside over the meeting.

2. It was unanimously resolved that Mr. Golam Hasnayen, MPA, Pabna be selected as Chairman, of the Health Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

(Ahsanullah) MPA.
President.
3/10/71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন প্রশাসনিক কাউন্সিলের শিক্ষা সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

Proceedings of the meeting of the Education Sub-Committee of the Zonal Administrative Council held on 3.10.71 at 1-00 P.M. in the office of the Zonal Administrative Council.

MEMBERS PRESENT:

1. Mr. Eunus Ali, MPA, Kushtia	Member.
2. " Abdur Rahman, MPA, Pabna	,,
3. " Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna	,,
4. " Nurul Huq, MPA, Kushtia	,,

1. Mr. Abdur Rahman, MPA, Pabna was chosen to preside over the meeting.

2. It was unanimously resolved that Mr. Eunus Ali, MPA, Kushtia be selected, as Chairman of the Education Sub-Committee of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I.

(Abdur Rahman) MPA,
President
3/10/71

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১ এলাকার পাক্ষিক রিপোর্ট	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	৬ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

Memo No. H0/120 (2) Dated 6.10.71

EXTRACT OF THE FORTNIGHTLY REPORT FROM SOUTH WEST ZONE-I (KRISHNANAGAR) FOR THE PERIOD ENDING 30-9-1971.

1. The influx of the Refugees has increased considerably. A large number of young men are coming to join 'Mukti Fouz'.

2. Rajakars and members of the peace Committee are indulging to all sorts of harassment to the villagers, though at places the 'Mukti Fouz' are taking adequate Steps.

3. Law and order situation is more or less normal but there are frequent complaints that less quantity of relief goods is distributed in the camps. Any complaint or resentment over this by the refugees is considered to be the gravest offence by the Camp Officials, who do not hesitate to threaten the complaining refugees including cancellation of cards.

4. There is no Communal trouble but there is some sort of social tension between the local people and the refugees.

5. There is shortage of the supply of medicine in the camps. Stomach trouble is the common disease, besides there are few cases of 'Chicken Pox' at Valuka Relief Camp.

6. Young men are eagerly waiting for the recruitment in the 'Mukti Fouz' and are ready to join the training.

Sd/-
DEPUTY SECRETARY
HOME AFFAIRS.

Copy forwarded to:

1. Private Secretary to the President
2. Private Secretary to the prime Minister
3. Private Secretary to the Home Minister
4. ADC. to the C-in-C, for favor of information.

DEPUTY SECRETARY
HOME AFFAIRS,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন -১ প্রশাসনিক কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Zonal Secretariat, South West Zone-I

Memo. No. VIII-7/71/407 (3) Dated 26. 10. 71

To : 1. The Cabinet Secretary,
2. The Secretary, G. A. Deptt.
3. The Secretary, Finance Deptt.

Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Sub : Proceedings, of the meeting of the Zonal Administrative Council, South-West Zone held on 22.10.71.

A copy of the proceedings of the meeting, of Zonal Administrative Council held on 22-10-71 is sent herewith for favor of information.

(M. Shamsul Huq)
Member-Secretary
&
Zonal Administrative Officer,
South West Zone-I.

....

Proceedings of the meeting of the Zonal Administrative Council, South West Zone-I held on 22-10.71 at 11-00 A.M. in the Office Chamber of the Zonal Administrative Officer

MEMBERS PRESENT:
1. Mr. Abdur Rouf Chowdhury, MPA. Kushtia.
2. Mr. Sahiuddin. MNA, Kushtia.
3. Mr. Nurul Huq, MPA, Kushtia.
4. Mr. Ahsanullah, MPA, Kushtia.
5. Mr. Eunus AU, MPA, Kushtia.
6. Mr. Golam Kibria, MPA. Kushtia.
7. Mr. Tafizuddin Ahmed, MPA, Pabna.
8. Mr. Abdur Rahman, MPA. Pabna.

This meeting resolved that-

1. The Member Secretary (that is Zonal Administrative Officer) stated to the Council that a letter bearing No. FIN/5/71/221(40) dated 1-10-71 addressed to the Zonal Administrative Officer, South West Zone-I was received for submission of budget within a period of 5 days. The budget was therefore prepared and submitted on 14-10-71. The members expressed their deep resentment for asking the Zonal administrative Officer to submit the budget and thereby ignoring the Zonal Council and depriving it of its rights and privileges.

2. The functions of the Zonal Administrative Council as communicated in para 3 of General Administration Deptt. Order No 810 dated 27-7-71 was considered and it was felt that the powers/ functions of the Zonal Council has been too much curtailed.

It was therefore unanimously resolved that the Cabinet be moved to examine the position and suitably amend the "Order" to make the Council a full autonomous body.

3. The question of appointment of officers and staff of the Zonal Council was discussed and it was resolved that the Zonal Council be authorized to appoint all categories of officers except Class-I in which case the view of the Council should be sought for.

(Abdur Rouf Chowdhury)
MPA,
Chairman,
Zonal Administrative Council,
South West Zone-I.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-২-এর কাউন্সিলের সভার প্রস্তাবাবলীর অংশ	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-২ এবং সাধারণ প্রশাসন বিভাগ	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

RESOLUTION NO. 11 & 19

11. Resolved that a war Council be formed to supervise the overall Mukti Sangram to liberate Bangladesh and that a Zonal, Defense Sub-Committee be formed in each Zone.

19. Resolved that MNAs, MPAs and local Awami League leaders be consulted before any Mukti Bahini is sent to a. particular place for operation in unliberated area in Bangladesh.

....

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

Memo No. 1757. Dated : 27.10.71

To
The secretary,
Defense Department,
Govt. of Bangladesh.

The undersigned is directed to forward herewith copies of Resolution No. 11 & 19 adopted in the meeting of the Zonal Council, South West Zone-II held on, 26.9.71 for his information and necessary action.

(Waliul Islam)
Deputy. Secretary (C.S.)
G.A. Department.

Enclo: As above.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পশ্চিম-১ জোনাল কাউন্সিল সদস্যদের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা প্রদানের নিয়মাবলী সম্পর্কে সরকারের প্রশাসন বিভাগীয় সচিবকে লিখিত জোন কর্মকর্তার চিঠি	বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম জোন-১	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Zonal Secretariat South West Zone-I.

From: M. Shamsul Huq,
Zonal Administrative Officer,
South-West Zone-I.

To : The Secretary.
General Administration Department,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh.

Sub **: Procedure for payment of T.A /D.A. to the members of Zonal Councils.**

The MNAs MPAs are claiming their T.A./D.A. for attending the meeting of the Zonal Councils. But there is no instruction from Govt. as to the rate of payment of, T.A./D.A. to them for the purpose as cited above. It is felt there should be uniform procedure regarding journeys by rail/road/air and haltages etc. for official tours of MNAs/MPAs. As such necessary clarification on the following points is necessary in regard to the payment of T. A./D. A. to the members of Zonal Councils :-

1) Whether MNAs / MPAs are entitled T. A./D. A. for attending meeting of Zonal Councils.

(2) The designation of the Controlling Officer who will countersign such T. A. bill of Chairman and members of Zonal Council.

(3) The procedure and rate of journeys by rail/road/air and D. A. for haltages in connection with tour of such members.

It is therefore, requested that necessary views and clarification of the Govt. in the, above subjects may please be communicated to the undersigned early.

Sd/ - M. Shamsul Huq
Zonal Administrative Officer,
South West Zone-I.

Memo No. 413/1 (2) Dated 28. 10. 71

(1) Copy forwarded to the Secretary, Finance Department, Govt. of the People's Republic of Bangladesh for information and necessary action.

(2) Copy forwarded to the Cabinet Secretary, Govt. of the People's Republic of Bangladesh for information and necessary action.

(M. Shamsul Huq)
Zonal Administrative officer,
South West Zone-I.

চতুর্থ অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বৈদেশিক সম্পর্ক

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পত্র	বাংলাদেশ সরকার	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

Letter from the Acting President of the People's Republic of Bangladesh to The President of India.
April 24, 1971.

SYED NAZRUL ISLAM,
Mujibnagar,
Acting President of the People's Republic of Bangladesh.

April 24, 1971.

To
The President of Republic of India
New Delhi.

Excellency,

Upon the proclamation of the, sovereign, independent People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971, a Government with the Sheikh Mujibur Rahman as its head has been established.

A copy of the Proclamation of Independence, Laws Continuance Enforcement Order and a list of Cabinet Members are enclosed and marked with letter 'A', 'B' & 'C' respectively for favor of your perusal.

The Government of Bangladesh is exercising full sovereignty and lawful authority within the territories known as East Pakistan prior to March 2.6.1971, and has taken all appropriate, measures to conduct the business of State in accordance with custom, usage and recognized principles of International law.

In view of the friendly relations that traditionally exist between the fraternal people of Bangladesh and that of India, I request Your Excellency's Government to accord immediate recognition to the People's Republic of Bangladesh. The Government of Bangladesh will be pleased to establish normal diplomatic relation and exchange envoys with a view to further strengthening the ties of friendship between our two countries.

Please accept. Excellency, the assurances of our highest consideration.

(Sd/-) SYED NAZRUL ISLAM
Acting President.,
(Sd/-) KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED)
Foreign Minister

(Seal of the Bangladesh Government)

....

A. THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibnagar, Bangladesh.
Dated 10th day of April, 1971.

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970, to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

and

Whereas at these elections the People of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

and

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing it Constitution,

and

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period,

and

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war.

and

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 million of people of Bangladesh in due fulfillment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971 and urged the people of Bangladesh to defend the honor and integrity of Bangladesh,

and

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war, the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

and

Whereas the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

and

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervor have established effective control over the territories of Bangladesh,

We, the elected representatives of the people of Bangladesh, as honor-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh, whose Will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly,

and

having held mutual consultations,

and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolved that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic, and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly,

and

do all other things that may be necessary to give to the People of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the People of Bangladesh, do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice- President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of United Nations.

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument wc appoint Prof. M. Yusuf Ali our duly constituted plenipotentiary and to give to the President and the Vice-President oaths or office.

(Sd.) M. Yusuf Ali
Duly Constituted Plenipotentiary
by and under the authority of
the Constituent Assembly of
Bangladesh.

B. LAWS CONTINUANCE ENFORCEMENT ORDER

Mujibnagar,
Dated l()th Day of April, 1971.

I, Syed Nazrul Islam, the Vice-President and Acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence, dated 10th day of April, 1971, do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March, 1971, shall subject to the Proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent Bangladesh formed by the Will of the people of Bangladesh and that all Government officials-civil, military, judicial and diplomatic-who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all government officials within their jurisdiction.

This order shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

(Sd.) SYED NAZRUL ISLAM,
Acting President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীতে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি	বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED, FOREIGN MINISTER OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MUJIBNAGAR.
April 26, 1971.

Your Excellency,

I have the honor to stale that the People's Republic of Bangladesh have decided to establish an Information Centre in New Delhi till the opening of a full-fledged Mission there, with Mr. K. M. Shehabuddin as its chief and Mr. Amjadul Huq as Press Attaché. They enjoy full trust and confidence of the Government of Bangladesh.

I shall be grateful if the Government of India would kindly accord all facilities and amenities to Mr. K. M. Shehabuddin and Mr. Amjadul Huq to establish and run the Information Centre in New Delhi. I am confident that the Government of India will grant them the necessary diplomatic privileges and immunities.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Sd/-
(Khandaker Moshtaque Ahmed)
Foreign Minister.

No. P-5/28/71.

His Excellency Shri Swaran Singh,
Minister for External Affairs,
Government of India,
New Delhi.

(Monogramme)

Copy forwarded to Mr. K. M. Shehabuddin, B. F. S. Chief of Mission, Bangladesh Information Centre, New Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩ জুন, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জয় বাংলা

MUJIBNAGAR,
June 13, 1971.

As you are no doubt aware, the struggle for preservation of the independence- of Bangladesh is entering a new and critical phase. With the increasing military activities, the enemy forces will be facing an acute difficulty in the coming months. It is necessary now to consolidate all our efforts to provide a final coup de grace to the enemy.

We are anxious to know where you are all staying and how you are faring under admittedly difficult circumstances. If your family have moved away from original home, have they been given as best an accommodation as can be provided under the existing circumstances?

These and many other things about your welfare and that of your families naturally have been our constant anxiety and we are eager to minimize the hardship as best as we can before we all can devote our fullest time and energy for the attainment of victory.

I would, therefore, appreciate if you could kindly give us the relevant information about yourself and your family in the enclosed proforma. We would also like to have a copy of your bio-data in the proforma enclosed.

The messenger who will carry this letter to you will bring back your replies so that we can make the quickest arrangement for utilizing your talents, experience and services for the cause of Bangladesh at this critical moment of our history.

With kind regards.

Yours sincerely,
(Khandaker Moshtaque Ahmed).
Foreign Affairs, Law & Parliamentary
Affairs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের গণহত্যায় সাহায্য না করার আবেদন	দি হিন্দুস্তান টাইমস	২৪ জুন ১৯৭১

DON'T CONTRIBUTE TO GENOCIDE

Appeal by Bangladesh Acting President, Mr. Syed Nazrul Islam, to U. S. on June 23; 1971.

The Government of Bangladesh and the Acting President, Mr. Syed Nazrul Islam, today strongly deprecated renewed U.S. arms supply to Pakistan.

Mr. Islam, in a telegram to President Nixon, said the Government and people of Bangladesh are most hurt and distressed to learn about the arms supply.

He pointed out that Pakistan was using all the weapons in its armory including boats supplied for relief purposes to commit genocide and said "as an Independent and sovereign nation now, we appeal to conscience and even national interest of U.S. not to contribute to genocide and mass eviction of people and destruction of scarce resources of an impoverished nation."

A Foreign Office spokesman of Government of Bangladesh described the renewed sale as a "stern blow to the bleeding people of Bangladesh" and declared that the liberation war would be carried on relentlessly whatever be the aid to Pakistan.

Even accessories and spares for U. S. military hardware already at the disposal of West Pakistan war machine were reportedly being supplied by the U.S.

The Foreign Office spokesman said this act of the U.S. Government will create in the people of Bangladesh a sense of disillusionment with the free world, particularly the U.S. "The U.S. Government action is an utter disregard of the surging public opinion of freedom loving people of the U. S. and the rest of the world against the bloodbath and atrocities in Bangladesh caused by an alien enemy junta." he added.

The spokesman, while giving the background of the U.S. military aid to Pakistan since 1951, recounted that Pakistan received U.S. economic aid amounting approximately to $ 3,000 million by 1969. The quantum of U. S. military aid to Pakistan was between $ 1,500 million and $ 2,000 million for the period between 1964 and 1965. This massive military aid, the spokesman said, had all through been used to stifle the struggle for freedom of the Bengalis."

The spokesman said information was available that the U.S. offered to supply Pakistan the following items: nearly 300 armed personnel carriers, four maritime reconnaissance aircrafts, six F-104 jet fighters and seven B-57 bombers.

The spokesman said, "the present arms supply goes to establish that U.S. is now implementing the above offer and furthermore to replenish the exhausted armory of Pakistan due to her war on Bangladesh".

He added that the Government would appeal to the U.S. to call back the ships, freeze stock of all U.S. arms in Pakistan and stop forthwith all further shipment of arms, equipments and supplies to Pakistan.

(THE HINDUSTAN TIMES, New Delhi-June 24, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত টেলিগ্রাম	দি ষ্টেটসম্যান	২৫ জুন, ১৯৭১

GENOCIDE IN THE NAME OF ISLAM

Press Report of the Telegram Sent to Various Members of the Islamic Conference at Jeddah by Acting President of Bangladesh on June 24,1971

Syed Nazrul Islam, acting President of Bangladesh, today sent a telegram to Tengku Abdur Rahman, General Secretary of the Islamic Conference at Jeddah, to use its influence and authority to put an immediate end to the genocide in Bangladesh.

Copies of the telegram have been sent to all members of the Secretariat, including King Feisal of Saudi Arabia, Sheikh Sabban and Sheikh Bin Baz.

Mr. Islam also requested them to support the independence demand of Bangladesh and referred to the killing, torture, desecration of mosques, murders of Imams and the burning of the Holy Quran.

UNI adds: The telegram gave a description of the devastation caused by the Pakistani Army and said, "The warlords of West Pakistan are bent upon perpetrating the worst crime in human history while trying to cover their guilt under the holy name of Islam".

(THE STATESMAN, New Delhi-June 25, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি সম্পর্কে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস এ্যাটাচির সাংবাদিক সম্মেলন	ন্যাশনাল হেরাল্ড	৪ জুলাই, ১৯৭১

PAKISTAN WILL MEET HER WATERLOO IN BANGLADESH

Statement of Mr. Amjadul Huq, Bangladesh Press Attaché, made to foreign and Indian Journalists on July 3, 1971

Mr. Amjadul Haq, Bangladesh Press Attaché, told foreign aid Indian journalists here today that Bangladesh was the expression of the determination and will of the entire people. "The new state, comprising 75 million people, has been formed after hard-won battles and heroic resistance which not all the forces of Pakistan can put down. It is based on a near unanimous vote of the people and its constitutionality, reality and popular base cannot be questioned.' he said.

Mr. Huq, who switched over his allegiance to the Bangladesh Government three months ago recalled that the Prime Minister of Bangladesh Government. Mr. Tajuddin Ahmed at the time of installation of his Government said that Pakistan was dead and buried under a mountain of corpses. The statement he issued on the tortuous negotiations which led to the declaration of independence of Bangladesh supports Mr. Ahmed's conclusion. It is a story of treachery, duplicity, negation of democracy throughout on the part of Yahya, Bhutto and their agents of the West Pakistan military regime. At no time throughout the negotiations there was any intention on their part to preserve the unity of Pakistan on the basis of respect for democratic rights. It was planned genocide, planned destruction of democracy and planned suppression of peoples will.

Mr. Huq added "There has rarely been such cold-blooded murder of democracy. But Bangladesh, built of the blood of thousands of martyrs, can never be undone by the Timurs of West Pakistan. It has come to stay. There is no power which can undo it".

Tracing the history of exploitation of Bangladesh for the last 23 years, the Press Attaché of Bangladesh here said that 90 per cent of the total bank deposits were controlled by the West Pakistanis and almost 85 per cent of the total capital of Pakistan was concentrated in Karachi alone and 87 per cent of the total private investment was monopolized by 22 families of West Pakistan. Fifty per cent of the national budget was deployed for the defense whereas there had been hardly 10 per cent of the total defense expenditure made in Bangladesh. In other words, politically, economically, administratively and militarily, the people of Bangladesh were completely subjugated and the democratic and freedom loving people of Bangladesh utterly hated to remain so.

The dark forces within Pakistan that ruled the country were basically anti-people, Mr. Huq said. They were part of the conspiracy between the military and civil bureaucracy and monopoly capitalists. These forces collaborated hand in hand and never allowed the

democratic forces to gather any strength. "Any student of the affairs of Pakistan knows it too well that it was a deliberate effort on the part of these vested interests to suppress the growth of healthy political institutions and time and again these forces combined and cruelly suppressed them by force".

Yahya exposed

Mr. Huq said at the time Yahya took over from Ayub the restoration of democracy was promised by the military junta. The Awami League moved forward to establish a democratic system in the country. Between December 7 and January 17 this year elections were held. The Awami League not only established itself as an absolute majority party in the former province but also an absolute majority in the National Assembly in the whole of Pakistan.

Awami League's astounding and spectacular victory in the last general elections were the complete defeat for the vested interests of West Pakistan in Bangladesh.

"It is now clear", Mr. Huq said, "that Yahya and his generals had not the slightest intention of solving Pakistan's political crises peacefully and democratically but were only interested in buying time to crush the democratic people of Bangladesh".

"A well trained and mechanized army of West Pakistan pounced on the weak and unarmed civilian population of Bangladesh on March 25 while negotiations were going on with Sheikh Mujibur Rahman and his close associates to and out a peaceful solution.

This was an act of treachery.

"Bangladesh is now a free and sovereign country. A Government headed by Mr. Tajuddin Ahmed as Prime Minister is now functioning and is in full control of the affairs in Bangladesh. The West Pakistan army is nothing but an occupation force ill Bangladesh. They must quit Bangladesh and the sooner they do so the better for them and us.

At war with Pindi

"Our country is now at War. It is a total War of the total population of Bangladesh. Our present struggle is a struggle for liberation. There is no difference between our struggle and the struggle of the people of Russia, China and Cuba and Algeria which they had to sustain for their liberation. Our struggle is the same in nature as that of the American struggle for independence in the eighteenth century.

Bangladesh bleeds today. Its people are crying aloud in torment and agony. The blood bath the world has seen on the soul of Bangladesh remains unsurpassed in brutality and bestiality.

Cities and towns of this unfortunate land have been soaked with blood. For Bengalis it is a battle for survival. It is a war which we never wanted. It is a war which has been thrust on us by the power hungry Military junta.

We are fighting our battle with courage, determination, and fortitude. Our brave men on the front, Mukti Fauj, have already proved their exceptional valour. Imbibed with the

spirit of defending the honor and dignity of the motherland, the Mukti Fouj has already shattered the phoney myth of the enemy's superiority. We have sufficient fighting manpower. What we need now is arms assistance. This is imperative to contain the diabolical enemy equipped with latest war machines. Only then the Pakistan marauders will realize what people they have taken on".

Against Islam

Regretting the attitude of the Muslim countries to Bangladesh Mr. Huq said that "we know that the West Pakistan colonial Government is carrying on heinous propaganda in the Muslim countries in the name of Islam". But we hope our friends in Muslim countries will not be victims of their utterly false propaganda. Bangladesh is a fait accompli and there cannot be any question of any political solution. Today there cannot be any compromise on the basis of a united Pakistan in the name of Islam. The Pakistanis are utilizing the name of the great religion of Islam for mischievous purposes to mislead the Muslims. Let us ask you, can an innocent Muslim child be butchered by a Muslim? Can the innocent Muslim girls be raped and butchered by the Muslim soldiers of West Pakistan in the name of Islam and unity? Why are the West Pakistan soldiers raping Muslim women and butchering them killing Muslim Doctors, teachers, scholars, businessmen? If that Islam upon which West Pakistan rulers are relying today? Our earnest appeal to the Muslim countries is they should come forward and condemn openly the inhuman massacre and genocide that are being carried on by the West Pakistan trigger happy troops in Bangladesh in the name of Islam.

"The war of West Pakistan troops should not be taken to be the only With the people of Bangladesh. It seriously threatens the peace of the whole of South Asia.

Expressing his surprise at the attitude of the Human Right Commission on Bangladesh issue. Mr. Huq asked, "When 75 million people of Bangladesh are fighting a War of freedom, justice, democratic principles, and peace? What are the international organizations doing today? What are then the objectives of such international organisation? What are the ethics of international solidarity and what are the principles of international relations?"

Gratitude to India

Expressing his firm confidence in the ability of the people of Bangladesh, Mr. Huq said we are fighting a winning war because we are fighting out of conviction. We know our ultimate goal and brave soldiers of Mukti Fouj shall continue to fight for years, if necessary, complete victory is achieved and West Pakistan forces are driven out of Bangladesh. In this effort, we seek active support, both moral and material, from all nations of the world. We urge all the countries of the world to recognize our Government of Bangladesh. We want all nations give us recognition the honor that we most certainly deserve. "He expressed his deep gratitude to the people of India for their moral support to the cause of Bangladesh".

Expressing great concern over the six million refugees who have crossed over for shelter to India, he said the people of Bangladesh "will remain ever grateful to the people

and Government of India what are they doing for the helpless refugees. This is not a simple task which can be undertaken by India alone". He appealed to the international community to rush relief to the succour of the suffering humanity.

Referring to the resumption of American Arms sales to Pakistan, Mr. Huq said that "it has set off waves of Sanger and resentment amongst the 75 million people of Bangladesh. We urge the U.S. Government that it should immediately stop arms shipments to Pakistan and also demand an assurance that no further shipments of military stores will be made to Pakistan to perpetrate the genocide on Bangladesh". He urged the U.S.A. with all its traditions of freedom and humanitarianism to stop giving aid to Pakistan either military or economic.

Those who still believe in united Pakistan should understand clearly that as Yahya flew out of Dacca on the night, of March 25, he took away with him last hopes of "united Pakistan. Yahya must have known that he was destroying the last hope of a united Pakistan".

Asked for his reaction to Yahya's latest broadcast, Mr. Huq said "this is all a load of rubbish and nonsense. Anyway we are not concerned with it. Ours is an independent country and Yahya is the head of another state. Many diplomats in Delhi have told me that Yahya is not an intelligent man. You can clearly see that till today he has not been able to get a quisling to form a puppet Government there".

About the Urdu press, he said that on June 26 he attended a seminar on the Urdu press. If the speakers at the session were truly representative of the Urdu press in general, he felt that the Urdu press shared the Indian national mood on Bangladesh.

"We hope and appeal to them to come forward to expose the treachery of Yahya Khan in Bangladesh more and more support our cause wholly".

Commenting on the acute economic crisis in Pakistan, Mr. Huq said that the austerity measures announced by the Pakistan Government to meet the grave economic crisis shows now much they are economically bankrupt today. The war in Bangladesh has led to a complete dislocation of the economy there. It is costing around 52 million a day. It has led to their huge budget deficit which has not been recorded to the world entirely. This is about 50 per cent of the budget cost and will have to be finance by creating paper currency which must inevitably add to the inflationary pressure. With West Pakistan import deficit running at $ 40 million a month Pakistan's reserves have reached a vanishing point. A unilateral moratorium on foreign debt repayments falling due by this time merely publicises Pakistan's total bankruptcy.

About a political solution Mr. Huq said: 'Our Acting President' Syed Nazrul Islam, and the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, have already spelt out four conditions for a political settlement. They are unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman, recognition of the Bangladesh Government, withdrawal of the invading West Pakistan army, compensation for the losses suffered by the people during the last three months of barbarous activities by the West Pakistan army. Until and unless they fulfill these conditions the people of Bangladesh will continue to fight till they achieve their independence fully".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সেমিনার সংক্রান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যসূচী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ জুলাই, ১৯৭১

Minutes of the Conference held on July 9,1971 in the Hall Room of Bangladesh Mission in connection with the International Seminar at New Delhi on 14th, 15th and 16th August, 1971.

The following gentlemen participated.

1. Dr. A. R. Mallik, Vice Chancellor, Chittagong University.
2. Mr. Khitish Chandra Chowdhury,
   12 D Sankar Ghose Lane, Calcutta-6.
3. Mr. Radha Krishnan.
4. Mr. R. I. Choudhury, 1st Secretary, Bangladesh Mission.

The following decisions were taken:-

That a list of 25 eminent people from Bangladesh (Professors, Lawyers, Politicians, Journalists and Artists) who will attend the Seminar at New Delhi be drawn up immediately for information of the sponsors of the Seminar. The bio-datas of these persons should also be obtained and sent to the management of the organisation along with the list much ahead of the Schedule.

Dr. A. R, Mallik had kindly consented to draw up the list of Professors' and Artists and submit it to the 1st Secretary, Bangladesh Mission along with their bio-datas.

As regards the Politicians, Lawyers and Journalists it was suggested by the 1st Secretary that the following persons will be approached with the request for preparing the list with their bio-datas and submit it to the 1st Secretary.

(1) Mr. Moudud Ahmed, Advocate.

(2) Mr. Taheruddin Thakur, MNA.

2. That articles on the following subjects shall be written immediately and cyclostyled and sent to the sponsors of the Seminar much ahead of the Schedule for necessary action.

(a) Bangladesh as a viable State (Its manpower’s, resources, political social aspirations of the people, etc.).

(b) Political aspect (a backgrounds story in its true perspective, the economic disparity onslaught on culture of Bangladesh, their impact leading to the present crisis).

(c) Legitimacy of the Issue.

(d) Genocide in Bangladesh.

(e) Refugee influx in India from Bangladesh the humanitarian aspect of the problem.

3. Mr. Radha Krishnan and Professor Dr. Ali Hassen agreed to request Mr. Subrata Roy, Advocate, High court, Calcutta, to write the article on Genocide indicated in serial D.

Dr. A. R. Mallik kindly agreed to write the article on "Political aspects" on Bangladesh issue indicated in serial (b).

Regarding other articles indicated in serial a, c and e it was decided that a meeting of the 25 eminent persons as indicated in para 3 above be convened above for discussion and entrust the work to individual experts. The 1st Secretary of Bangladesh Mission will convene the meeting at his earliest.

4. That the Press and Information Department of this Mission be requested to procure the following articles and submit to the same to the 1st Secretary Bangladesh Mission.

(1) English translation of Sheikh Mujib's historical speech of March 7, 1971 (Fifty copies);
(2) Tapes of Sheikh Mujib's speech of 7th March, 1971;
(3) Films, Photographs on atrocities, Documentaries etc. on Bangladesh issue;
(4) Painting by prominent artists of Bangladesh;
(5) Big size Photograph of Sheikh Mujib (5 copies).

5. That a panel of speakers be prepared to project their views on Bangladesh issue for the period from July to August 1971. When selected these gentlemen be informed about it to keep themselves in readiness to move on short notice for tour to different places in India. First Secretary in consultation with Head of Mission will draw up the list.

(R. I. Choudhury.)
First Secretary,
Bangladesh
Mission.

No. B. 5/80/71

Copies to :-
(1) Foreign Secretary, Government of Bangladesh.
(2) Head of Bangladesh Mission.
(3) Assistant Press Attaché, Bangladesh Mission, Calcutta, for necessary action on para 4.
(4) Dr. A. R. Mallick for necessary action on paras 1 (ii) & 3 (ii).
(5) Mr. Moudud Ahmed for necessary action on para 1 (iii).
(6) Dr. Ali Hassen for necessary action on para 3 (i).
(7) Dr. Muzharul Islam for necessary action on his parts.

(R. 1. Choudhury)
First Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব প্রচার সম্পর্কিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২ জুলাই, ১৯৭১

Dt. July 12, 1971.

Mr. A. Razzak
Duvholmsgrand 38
127 48 Skarholmen
Stockholm.

Dear Mr. Razzak.

We have received your letter of July 3, and thank you for it. The various problems you have mentioned are being taken up by the authorities concerned and we hope to supply you, soon with publicity materials.

As for the newspaper, clippings you need send us regularly only recent extracts from the Swedish press. In the first batch please include any spectacularly good item that may have appeared earlier i.e. since March 25.

Yours Sincerely
12/7/71
(TAHERUDDIN THAKUR)
External Publicity Division.

C. C. Foreign Secy.

....

BANGLADESH MISSION

Duvholmsgrand 38
127 41 Skarholmen
STOCKHOLM
July 3, 1971.

Subj: **Bangladesh Publicity work in Sweden**.

My dear Taheruddin Thakur,

Kindly refer to your letter dated June 24, 1971 regarding newspaper clippings etc. on Bangladesh in Sweden.

As you perhaps know already, I am working single handedly with little facilities of funds or personnel. Naturally it is quite difficult to do extensive translation work which your request means. I may inform that a wide coverage has been given to our problem in this country since March 25 in reports, commentaries and editorials. A number of articles have also been published. Some of the largest circulation popular magazines have also covered this subject in a manner favourable to us. You will now realise that if one is to undertake translation of this vast material, there will be time to do very little else. With the resources that are available at present, this may not be possible. However, I will be prepared to send you extracts (in English of course) from the local press and magazines from how on when they write on Bangladesh. This should be a reasonable compromise. I have in fact, all the clippings with me. But the main task is to translate them. Besides, it will cost some money also to send them by air-mail. I do hope that the Bangladesh Government finds it possible to accept my proposals for setting up an office here with funds. Until then, I shall do the best I can to carry on with my duties.

I have just informed Mr. Hossain Ali that the Swedish Young liberals have decided to start a nation-wide campaign to support Bangladesh for recognition by this country. They are also willing to raise funds and organise meetings and demonstrations. 1 consider this to be an important break through after two years of steady and persistent work. But they have to be backed up by us with plenty of publicity materials to be supplied regularly. This is to sustain their publicity drive on a nation-wide scale. This is a chance that we cannot miss. They would also like to have a film on Bangladesh showing atrocities and the achievements of the Liberation Forces. As their general party congress is being held on the 16th of August, the film has to reach us at least a week in advance. Kindly let me know how much you can do to assist our work here. A film of this type will make a lot of difference indeed to our campaign. The matter may please be treated as urgent.

Should you, however, find it difficult to despatch the film within this time, you could perhaps ask our London unit to supply a film taken and edited by a BBC or ITV group. This should not be difficult. London could also keep us supplied with plenty of publicity materials, maps and statements of Prime Minister and Foreign Minister of Bangladesh. What we require is immediate action to get the maximum out of this offer of co-operation. Following the Young Liberals, the Centre Youth League which represents a large section of the Swedish Youth may also join in this campaign. This means that we will have to give this movement by the Swedish our substantial backing. I believe that if you do your planning for supplies of all possible materials on that basis, our campaign here is bound to have an impact on the Government and influence the public in our favour. In the course of this work, I may find some means to have clippings translated though local resources. This will save us money and time. By making use of such local cooperation we have been able to arrange an Exhibition of Bangali life in Stockholm about which I have written to Mr. Hossain Ali. The Exhibition is still going on and is attracting public attention. Our work is beginning to make progress. All we need is persistence and dedication.

I have no doubt that with relentless efforts. Bangladesh could be a popular word in this country even if there are only tow Bengalis in this town.

You have also to think that we are eventually to organize our work in Norway, Denmark and Finland. I have received news of some of our boys planning to organize a local action committee in Oslo. They would also require some support and supplies of publicity materials. As and when some funds are available, I could also go down to Copenhagen to set up a unit there. I hope you have now received an idea of our work and requirement. It will be good of you to let me know your position in the matter immediately.

With regards,

Mr. Taheruddin Thakur
Externa] Publicity Division
Bangladesh Mission
CALCUTTA.

Yours Sincerely,
Sd/-
(A. RAZZAK)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান ও কর্মীদের পাকিস্তানের প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি-১৮ জুলাই	এশিয়ান রেকর্ডার আগষ্ট ১৩-১৯-১৯৭১	১৮ জুলাই, ১৯৭১

Bangladesh Mission In Calcutta Refuses To Return To Pakistan-Swiss Mediation Attempt

Mr. Hossain Ali, Chief of the Bangladesh Mission in Calcutta, on July 18 announced that all his 63 staff members had indicated to an official interrogating team their intention not to go back to Pakistan.

The interrogating team consisted of Dr. Bonard, Counselor in the Swiss Embassy in New Delhi, Mr. Mehdi Masud, Deputy High Commissioner for Pakistan in Calcutta, and Mr. A. K. Roy, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, stationed in Calcutta.

As previously agreed upon, the Swiss diplomat asked individual members of the former Pakistan Deputy High Commission staff, who had switched their allegiance to the Republic of Bangladesh, an identical, question-whether he wished to return to Pakistan or not-and if the answer was in the affirmative the Government of India would provide safe conduct for him to any place of his choice.

Mr. Hossain Ali said that all the members who had appeared before the team gave their answer in writing in the negative-some in English and some in Bengali.

Mr. Hossain Ali himself did not appear before the interrogation team because it was considered below his status as Head of a mission of a sovereign independent Republic to do so. It was suggested that the team be received by him at his mission where he could give his answer, but Mr. Hossain Ali could not agree to that because, he said, he could not receive the Pakistani- representative, Mr. Mehdi Masud. Ultimately it was agreed, that a vacant but furnished house be placed at his disposal where he would receive the team. Under this arrangement, Mr. Hossain Ali gave his answer-in the negative to the same question put to him.

Mr. Hossain Ali told newsmen that the Bangladesh Mission staff would have had nothing to do with the Pakistani representative and would not have gone to see the Swiss representative but for their consideration for the personnel or the Indian Deputy High Commission in Dacca.

Mr. Hossain Ali said: "They have kept them there as hostages and they are ill-treating them. We wanted to help their early repatriation. I can only hope they will be repatriated soon.

"We have now made it clear beyond a shadow of doubt in the presence of an accredited representative of a neutral country that we have willingly, gladly and sincerely transferred our allegiance to the Government of Bangladesh.

"It is also clear that we did not act under any duress. The only duress that we were under was the duress by the Pakistan Government. We have always been loyal to and devoted servants of the Pakistan Government, but it forced us to act as we did by creating the duress..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈধ সরকারী প্রতিনিধিত্বকরণ সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০ জুলাই, ১৯৭১

Phone:

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ

কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/25
MUJIBNAGAR

July 20, 1971.

GOVERNMENT STAND CLARIFIED

The attention of the Foreign Office has been drawn to news items published in the press in connection with observations of individuals from Bangladesh made during their private visits to different places. The Foreign Office has taken note of certain occasions wherein they dealt with questions of our relationship with foreign Governments and the United Nations

The Foreign Office is of the opinion that people claiming themselves as either "Close Associates" or "Legal Aides" to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and "having connection with the Bangladesh forces", while talking to the press or otherwise, have done so on their own and in their individual capacity. The views expressed by them are their own and do not reflect the views held by the Government of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পর্কিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২১ জুলাই, ১৯৭১

Minutes of the meeting held on July 20, 1971 in the Hall Room of Bangladesh Mission in connection with the International Seminar at New Delhi from 14th to 16th August, 1971.

The following gentlemen were present:

1. Professor Syed Ali Ahsan
2. Dr. Anisuzzaman
3. Mr. Motilal Paul
4. Dr. K. S. Murshed
5. Dr. Belayet Hossain
6. Mr. Ali Anwar
7. " Moudud Ahmed
8. " R. 1. Choudhury, First Secretary, Bangladesh Mission in chair.

After examining all the relevant aspects of this Seminar it has been decided that papers on the following subjects should be prepared from our side by the persons as shown against each item.

(a) "Account of events in Chronological order leading to the present situation in Bangladesh":- The paper has already been prepared on this subject and Professor Syed Ali Ahsan will hand over the same to Mr. Moudud Ahmed for typing and finalization.

(b) "Economic viability of Bangladesh"-The paper has already been prepared by Mr. Motilal Paul, Economist.

(c) "Genocide in Bangladesh":-Mr. Sadeque Khan has already been working on this subject. He may be requested to prepare this paper.

(d) "Refugee influx from Bangladesh to India and the humanitarian aspects of the problem":-Dr. Swadesh Bose, alternatively Dr. Mosharraf Hossain will prepare the paper.

(e) "The legitimacy of independent Bangladesh and Awami League Government from the point of view of international law and political aspirations":-Mr. Subrata Roy Choudhury, eminent Barrister of Calcutta High Court is already working on this subject. So, he may be requested to prepare this paper.

(f) "The political aspect of Bangladesh" (background with its true perspective which will include economic exploitation, attack on culture etc. leading to the present crisis):-Dr. A. R. Mallick has already taken the responsibility of preparing this, paper.

(g) "Recognition of Bangladesh in international law and current practices" :-Mr. Moudud Ahmed will prepare this paper.

(h) "The nature of Bengali nationalism" :-Dr. K. S. Murshed will prepare the paper.

(i) "Documentation of all immediate events leading to the proclamation of all immediate events leading to the proclamation of independence" :-A good compilation on this subject has already been made covering the period from March 1969 till April 1971. This compilation has already been approved by the Foreign Minister and is being sent to the press for printing. Therefore, this can be used for this purpose.

It has been decided that the individuals who will be preparing the papers should be informed so that they may be able to submit the same before 31st July positively for finalization and printing.

In this connection it has been observed by all members present that through this efforts some literature will come out which can be utilized by us in future.

2. As per minutes of the last meeting Dr. A. R. Mallick submitted a list of 20 persons. The list has now been revised keeping in view the actual requirement and utility. It will be seen that each one who goes may take part in some way either by reading paper or for effective lobbying purposes. Out of 20, the following 10 has now been finally proposed.

1. Dr. A. R. Mallick
2. Prof. Syed Ali Ahsan
3. Dr. K. S. Murshed
4. " Swadesh Bose, Economist
5. " M. A. Z. Ahmed, Physicist
6. " Motilal Pal, Economist
7. Mr. Osman Jamal, Rajshahi University
8. " Sadek Khan, Journalist
9. " Moudud Ahmad, Barrister-at-Law
10."Alamgir Kabir, Journalist.

3. The meeting finds difficulty in suggesting the names of the Parliamentarians as the Foreign Office in consultation with the appropriate authority would be able to prepare the proper list. But as some members suggested certain names, they are listed below:-

(a) Mr. Abdul Muntakin Choudhury, MNA

(b) " Amirul Islam, MNA

(c) Mr. M. A. Sultan, MNA
(d) " M. A. Khair, MNA
(e) " Taheruddin Thakur, MNA

4. As the Conference authority requires also some artists, the following names have been proposed:-

(a)Mrs. Sanjida Khatoon
(b)Miss Kallyani Ghosh
(c)Mr. Samar Das
(d)" Abdul Jabbar
(e)" Apel Mahmood.

20 names have been suggested above in total. The rest five for inclusion may be suggested.

5. It has also been suggested that the Conference authority should be requested to send a formal invitation and also enquiring about the financial provisions for traveling, accommodation and other relevant expenses.

When all the papers reach the first Secretary of the Bangladesh Mission, a budget will be submitted for printing the same. However, proposal for printing these papers may be approved provisionally.

(R. I. Choudhury)
First Secretary.

No. B. 5/80/71 dt. 21.7. 71

Copy forwarded to Mr. Moudud Ahmed, Bar-at-Law. 9, Circus Avenue, Calcutta-I7.

He has kindly taken the responsibility of preparing a paper on "Recognition of Bangladesh in International Law and Current Practices" for reading at the International Seminar in Delhi. It will be appreciated if he kindly ensures that the paper reaches the undersigned by the 31st July, 1971 in final shape so that necessary arrangements to have it printed can be made.

(R. I. Choudhury)
First Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ কর্তৃক পর্যবেক্ষক মোতায়েন সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩১ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/30

Mujibnagar,
July 31, 1971.

BANGLADESH FOREIGN MINISTER ON PAKISTANI MOVE IN U. N.

When the attention of Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of the People's Republic of Bangladesh, was drawn to the reported move of the Pakistan Government to make 'Bangladesh' an India-Pakistan issue, he said that this was a wrong attitude and could not bring peace in this part of the world.

He said, indications are too obvious that Pakistan, as last minute efforts to polish her already tarnished image, has geared up activities in and around the United Nations to save herself from certain defeat in the hands of Bangladesh Liberation Forces. The move to send United Nation observers on the soil of Bangladesh and trying to make it an Indo- Pak, issue in the Security Council are symptoms of Pakistan's desperation. The Government of Bangladesh once again draws the attention of the nations of the world to the fact that Bangladesh is a free and sovereign country now. For some people, this might be bitter to swallow but then this is the truth.

Since March 25 what has happened on the soil of Bangladesh has been written in the pages of world history every day every month. United Nations' role since and during that time is known to the world. The United Nations had the power and willingness to deliver goods to the suffering humanity, but it did not avail of the opportunity. The suffering people of Bangladesh have overcome their initial setback and are now on the verge of success. What makes certain executives of the United Nations to wake up now from their sleep of indifference?

We want to make it very clear that any attempt to sidetrac the Bangladesh Government on Bangladesh issue is fraught with grave danger. Any attempt to ignore the fighting people of Bangladesh will lead to nowhere.

When our gallant fighters are making their way to victory at the cost of millions of lives and rivers of blood and tears, we shall not allow anybody to step and nullify these supreme sacrifices. On the soil of Bangladesh the 75 million people of Bangladesh constitute the only power.

The United Nations High Commissioner for Relief and Rehabilitation has taken a partisan view of the situation of the refugees. He wants to administer a palliative when it requires severe surgery. By now he should be in a better position to say whether or not his personal presence and assurance could inspire any refugee to go back home or cause still larger overflows to India. We feel that no further experiments in this line should be undertaken. We, therefore, call upon the United Nations to put off this vain attempt to tackle the refugees problems. Only the Government formed by the duly elected representatives of the people of Bangladesh can take the refugees back to their homes.

The United Nations and its affiliated agencies must recast and rationalise its role and, consequently, the scheme of sending observers on any attempt to make the issue as an India-Pakistan issue instead of admitting that it is a Bangladesh-Pakistan issue. This attitude cannot bring peace in this part of the world. The national approach would be to recognize the Bangladesh Government, which alone can speak on behalf of the People of Bangladesh as the sole arbiter of their destiny. In calling a spade lies the key of avoiding further catastrophe and crisis, and we assure the world that Bangladesh Government will pave the way of achieving peace, provided that the real issues are not clouded and avoided.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার নির্বাচন সম্পর্কিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দি হিন্দুস্তান টাইমস	৫ আগষ্ট, ১৯৭১

YAHYA TOLD HINDU VOTE WAS 15 PER CENT

Comment of Bangladesh Foreign Office spokesman on August 4, 1971.

A Bangladesh foreign Office spokesman today denounced as a "blatant lie" the Pakistan President's statement that Sheikh Mujibur Rahman had won the election mainly because of Hindu minority vote.

Commenting on Yahya's interview with a Teheran daily, the spokesman pointed out that the Awami League had won 82 percent of the votes while the Hindu minority vote represented not more than 15 percent.

"Even if it is accepted that the Awami League bagged all these votes, the question still remains where did the remaining 67 percent votes come from?"

The spokesman said it was curious to note that Gen. Yahya who after the election, took pride to declare that the election was free and fair now wanted to make the world believe that the Awami League won the election through intimidation, threat and malpractices.

The spokesman recalled that during and prior to the election, Gen. Yahya had deputed the army, police and ansars to maintain law and order.

"This confession to the Iranian journalist that he was in-informed about the happenings in the country is sufficient evidence that Gen. Yahya has no capacity to be the Head of a State."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া	৬ আগষ্ট, ১৯৭১

The Bangladesh Government today expressed satisfaction at the U.S. Congress ban on aid to Pakistan.

A spokesman of the Bangladesh Foreign Office said: "We have learnt with great satisfaction that the United States House of Representatives has voted restrictive provisions in the Foreign Aid Bill which would in effect suspend all economic and military aid to Pakistan."

"We extend our warm felicitations to American Congressmen for their wisdom in correctly evaluating the present situation in Bangladesh. It is gratifying that the members of the august body have not been deluded by the Pakistan propaganda that all is well in the land inhabited by 75 million Bengalies".

The spokesman especially thanked Mr. Thomas Morgan, Chairman of the House Foreign Affairs Committee, and Mr. Coruelius Gallaghee, Chairman of the House Sub-Committee on South Asia, "for their role in bringing home to the members of Congress the magnitude of the manmade disaster which has overtaken our country".

"It is with special pride that the democratically elected representative of Bangladesh salute Congressmen of the United States for upholding democracy", he said and added: "We trust that the U. S. Administration will respect the verdict given by their own House of Representatives".

In Calcutta, the Bangladesh Mission Chief Mr. Hossain Ali, expressed joy at the "inspiring news" that all Bengali diplomats of Pakistani mission in New York and Washington had joined the war of independence.

In a statement Mr. AU said that in doing so the diplomats "had broken the shackles of slavery, and exercised the right of independence as free citizens of a sovereign Bangladesh."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রের প্রতিক্রিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	দি টাইমস অব ইন্ডিয়া	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

WHITE PAPER CALLED BUNCH OF WHITE LIES

Comments of Foreign Office spokesman of the Bangladesh Government on the Pakistan Government White paper on August 7, 1971.

A FOREIGN OFFICE *spokesman of the Bangladesh Government* today described Pakistan's "White paper" on Bangladesh as a "Bunch of white lies."

The spokesman said: "The army junta in its heinous move to hoodwink world opinion, so strong against it, has completely distorted contemporary events and facts".

The facts were too clear to be reiterated and largely known to the world by the "courtesy of the world fraternity of journalists".

"We want to tell the world that if Sheikh Mujibur Rahman had planned any armed struggle he would not have faced the possibility of arrest in the hand of the junta against whom his own army would be waging a war."

Non-violence and non-co-operation were the Sheikh's creed. He had repeatedly emphasized that he was against secession because it was meaningless for Bangladesh, comprising the major part of the Pakistan, to secede from the minor part.

"His six point programme was for all the provinces of Pakistan and he stubbornly fought for the right of the minority provinces".

Zero hour

The course oj events proved beyond any shadow of doubt that the zero hour was fixed by the army junta while it continued the "hypocrisy of a prolonged dialogue".

"On the 24th evening also" the spokesman pointed out, "there was a meeting between Yahya's advisory group and the Awami League high command. Principles of agreement were made out, and the draft of a Government proclamation was being finalized for announcement any time".

The spokesman said that the whole nation was "bursting with expectation ".

But instead of the announcement there came the army crackdown.

"We want to warn the conspirators that any attempt to execute the idol of Bangladesh will be avenged to the last."

He strongly repudiated the charges that non-Bengalis were killed by Bengalis before the army crackdown.

"During and after the days of non-co-operation, Bengalis never treated the non-Bengalis as aliens, not to speak of killing them. Thus even on March 9 non-Bengali army and navy personnel joined hands to wage a communal war in which hundreds of Bengalis were killed."

The communal tension was so high that Maulana Bhashani rushed to Chittagong and Sheikh Mujibur Rahman sent two leaders to that town to study the situation. The leaders directly charged the army and navy with killing Bengalis.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দি ষ্টেটসম্যান	৯ আগষ্ট, ১৯৭১

NAZRUL ISLAM WARNS YAHYA KHAN

Warning by Acting President of Bangladesh against any attempt on Mujib's life, August 9,1971.

The acting President of Bangladesh, Syed Nazrul Islam on Sunday warned President Yahya Khan of Pakistan against any. "attempt" on the life of Sheikh Mujibur Rahman and said that it would not only be avenged on the battlefields in Bangladesh but would also trigger off developments which would destroy Pakistan itself.

In a message on the occasion of Mujib Release Day, he appealed to all countries which loved democracy, freedom and justice to help stop the sinister attempt of Yahya Khan to try Mr. Rahman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার অবদান সম্পর্কে একটি গোপন প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪ আগষ্ট, ১৯৭১

PETITIONS TO INTERNATIONAL LOCAL BODIES

Further to the report already submitted to the Foreign Minister it is necessary to reiterate the following facts:

1.On my last visit to Delhi in July the Indian Federation of United Nations Associations (IFUNA) approached me saying that they were ready to sponsor filing of petitions before the international legal bodies and they were ready to negotiate with the Government of India with such a scheme. Along with the President and Secretary General of IFUNA, we discussed the whole matter and had a Conference with Dr. Nagendra Singh, ICS, Secretary to the President of India. After I left Delhi, I received two letters from Mr. Pandey, Secretary General, IFUNA, saying that negotiations were going on with the highest authorities in India and they met the Prime Minister and Foreign Minister of India who were very sympathetic and asked their respective Departments to take immediate action in this regard. Last week I received telegram from Mr. S. D. Pandey saying that Indian Government had given the clearance and so I should come to Delhi immediately with all the documents etc.

2. The idea of this scheme was that IFUNA would sponsor the whole exercise and would get the necessary clearance, foreign exchange and other resources from the Indian Government, in order to assist us in filing this petition. They also suggested in writing both to us and to the Government of India that our Foreign Minister should accompany the team to make it more effective.

3. After my arrival, Mr. S. D. Panday confirmed all these and on 13.6.71 I accompanied him and two other persons of IFUNA to Mr. J.N. Dixit, Deputy Secretary, U.N. Division, Ministry of External Affairs. Mr. Dixit confirmed that the Indian Government had no objection to this scheme and suggested that we should get ready to go to these forums as soon as possible. He further informed that the decision in writing would be communicated on the same evening, 1. e. 13-8-1971. According to him, two things had to be sorted out before we could leave-

(a) the exact amount of foreign exchange required and its allotment by the appropriate authority, and

(b) the travel documents and visas to go to the proposed countries.

4. When I showed my concern over the nature of travel documents our Foreign Minister should carry, he said that he would discuss this matter in a meeting at 4-30 P.M. with Mr. Kaul where Mr. Alam was also to be present.

5. The major forums where the petitions against the violation of in international law could be filed are;

(a) International Court of Justice for the violation of Genocide Convention;
(b) United Nations Human Rights Commission;
(c) International Commission of Jurists; and
(d) European Human Rights Commission.

(c) and (d) lack jurisdiction cut rightly and so these go out of question. In (a) there is some scope although apparently it would appear that this forum may also not be very effective for our purpose. However, an intensive study is being made and the suggestion is that, if necessary, we shall try to pursue a country other than India (who has reservation on Genocide Convention) to file the petition in order to bring the matter before the International Court. This possibility is now being explored and that this negotiation is also on to get the support of any of the consultative committees or agencies of U.N. who have the right to agitate, to file the petition. It is further suggested that even Bangladesh Government can file this petition under the presumption that they are the legally constituted representative of Pakistan to agitate the international court and the military government in Pakistan are merely usurpers. There is also some scope to move the International Court of Justice in an individual capacity but the procedure would be that the petition will have to be filed with the Secretary General of U. N. requesting him to move the petition before the Court. Mr. Subrato Roy Chowdhury, the eminent Barrister of Calcutta, holds the view that this can be done. Another alternative is to have the petition filed by some very eminent intellectuals of the world like Satre along with some people of Bangladesh

The scope to agitate the Human Rights Commission in item (b) above seems to be more feasible but we will face almost similar difficulties. Justice Abu Syed Chowdhury being a member of the Human Rights Commission would be able to advise us best on this point and our final approach with regard to this will have to be left till we meet him in London.

In the meantime, it is learnt that a Sub-Committee of the U. N. Human Rights Commission has already started to enquire into the Genocidal Act of the Pakistan Army on request from some consultative bodies of U. N.

Moudud Ahmed
14. 8.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের মিশনসমূহে কর্মরত কূটনীতিবিদদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন সংক্রান্ত তথ্যাদি ২-২১ আগষ্ট	এশিয়ান রেকর্ডার, সেপ্টেম্বর ১৭-২৩, ১৯৭১	২-২১আগষ্ট, ১৯৭১

Defection Of Diplomats:

An all-time record in the annals of diplomatic history was set up on August 5 when all the 14 Bengali diplomats in the Pakistani Mission in USA defected en masse to Bangladesh.

According to diplomatic observers, never before had such a large scale defection taken place anywhere in the world. It Was considered a stunning blow to the credibility of Islamabad's propaganda machine.

Bengali members serving in Pakistani Missions abroad had been placed under surveillance and in one Mission no Press statement was issued as the Press Attache happened to be a Bengali.

According to a report received in New Delhi, all the Bengali staff of the Pakistani l\fissions in Washington and New York were under orders of transfer to Islamabad. Some trumped-up charges were made to remove some of them to Islamabad.

On August 2, an East Bengali employee of the Pakistan High Commission in New Delhi, Mr. Abdul Majid, eluded strict surveillance to turn up at a private Indian home and declared that he was changing his allegiance to the People's Republic of Bangladesh.

On arriving at the Indian home, be asked to be put in touch with Mr. K. M. Shahabuddin, a former Pakistani diplomat who had switched his loyalty to the Bangladesh Government soon after the army crackdown.

Mr. Majid joined Pakistan's Ministry of Information and National Affairs in 1964. After working in Karachi and Islamabad, he was posted to the Delhi mission in 1968.

In a brief statement to the Press, Mr. Majid said: "I have left the Pakistan High Commission to serve the cause of Bangladesh. I declare my allegiance to the People's Republic of Bangladesh and its Government."

Another Defection From Pakistan High Commission:

Mr. Fazlul Haque Chowdhury, an Assistant Labour Attache at the Pakistan High Commission in London, switched his allegiance to Bangladesh on August 12 in protest against the "farcical trial" of Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Chowdhury was the fourth Pakistani diplomat in Britain to defect. He announced his decision on August 11 just as about 2,000 Bengalis went to the official residence of the British Prime Minister in Downing Street to urge the release of Sheikh Rahman.

The demonstrators assembled at Hyde Park and marched through the main streets of London before dispersing;

Mr. Chowdhury said it was ironical that Sheikh Rahman was being tried on concocted charges by a clique which had no legal right to be at "the helm of affairs in Pakistan. This clique had resorted to blatant lies in describing the people's elected leaders as "traitors."

Mr. Mohiuddin Ahmed Defects:

The Acting Pakistani Trade Commissioner in Hong Kong, Mr. Mohiuddin Ahmed, defected to the Bangladesh Government on August 18.

In a Press statement, Mr. Ahmed accused the Pakistan Government of ruthless genocide in East Bengal. It is no more possible for any man of honor to represent the Government that is engaged in a ruthless genocide. We cannot remain silent spectators while thousands of our countrymen are fighting against oppression."

Mr. A. F. M. Abul Fateh Defects:

Pakistan's Ambassador to Iraq, Mr. A. F. M. Abul Fateh, pledged his loyalty to Bangladesh on August 21.

Mr. Fateh was the most senior Pakistani diplomat to defect so far.

He had been Ambassador in Baghdad for eight months and had previously served in Paris, Washington, . Prague, New Delhi and Calcutta. From 1966 to 1968 he was Counselor and later Deputy High Commissioner in New Delhi. For the next two years he was Deputy High Commissioner in Calcutta.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে ডঃ মালিকের নিয়োগ সম্পর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন

৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ

কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/43 MUJIBNAGAR,

September 2, 1971.

"ACCEPTANCE OF DEFEAT"

Bangladesh Foreign Minister on Dr. Malik's appointment.

1. Bangladesh Foreign Minister Khandaker Moshtaque Ahmed termed the appointment of Dr. Malik as the Governor of occupied territory of Bangladesh as an acceptance of defeat.

2. In a statement released here to-day he said, the reported appointment of Dr. A. M. Malik, a quisling trade unionist, as the Governor of the occupied part of Bangladesh is the acceptance of defeat by the so-called military junta of Islamabad. It is evident that Tikka Khan's awful majesty of ruthless killing, looting, burning and raping have been turned into ignominious nullity on the soil of Bangladesh. The killer has fallen. His chivalrous glory is crumbled into pieces. He is to get out as disgraced man with head low and vanity lower. There is a clear message in this for General Yahya Khan also.

3. The Pakistani junta calls this an attempt of restoration of civilian rule. It is significant to note that the killers of Islamabad has gone for the "restoration of civilian rule" only in the colony and not at home i. e. West Pakistan. Therefore, the measure, besides everything alse, is an expression of colonial rule completely different from home rule. Restoration of civilian rule was an issue before 25th of March 1971. People almost unanimously voted for Awami League to rule the country. Restoration of civilian rule at that time meant restoration of state power to the elected representatives of the people and not to any one without such a mandate.

4. The appointment of Mr. Malik, is yet another attempt to throw a handful of dust in the eyes of the world to create cloud and confusion. People of Bangladesh know the designs behind this sort of restoration of civil administration. They witnessed these same 'restoration' once after Ayub staged coup in 1958, again after Yahya ascended the throne of Pakistan in 1969. When colonial rule by a military governor becomes pungent, stinky

and embarrassing, the military rulers go for transplanting a civilian quisling as the Subedar of Bangladesh. This time also the military colonialists have exercised their ground rule of colonial administration. This known game is not going to pay any dividend this time in an attempt to convince the foreign powers to give aid and assistance.

5. Dr. A. M. Malik is an old man. He has a dubious past and no future. He has underwritten heither-to unheard of crimes committed by his masters on the soil of Bangladesh beyond tolerance I He is in-capable of reading the writings on the wall because he is suffering from senile degeneration. We can only pity him.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে বিনিময়কৃত চিঠি ও আনুষঙ্গিক তথ্য	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Dated, the 4th Sept, 1971.

FROM : MR. MOUDUD AHMED,
4-A Palm Avenue, Bulligunj,
Mayfair Road, Calcutta-19.

TO : Mr. Brian E. Urquhart,
Director,
Office of the Under Secretaries-General
for Special Political Affairs,
New York.

Dear Sir,

Thank you for your letter of August 27. I am glad that the Secretary-General consider the fate of Sheikh Mujibur Rahman as a matter of concern as expressed through the statement he made on August 10.

The main reason of my sending the cable was to request the Secretary-General of the United Nations to communicate to the Pakistan Govt. that as one of his counsels in Dacca, I am still ready to have the opportunity of knowing that Sheikh Mujibur Rahman is willing to brief me so that a team of lawyers, qualified to practice in Pakistan of his own choice can defend him. Mr. A. K. Brohi appointed by Pakistan Govt. is not a lawyer of his own choice. I am absolutely certain that if this can be communicated to Sheikh Mujibur Rahman through your good offices, the Sheikh would immediately like to meet me.

I am aware about the competency and jurisdiction of the Secretary General but you would also appreciated that I cannot approach the Pakistan Govt. directly because of my personal safety.

If this could be arranged somehow, this would also be extremely useful for the purpose of bringing peace in this region. I assure you that this matter will remain confidential till something positive is achieved.

An early reply will be very much appreciated.

Yours faithfully,
(MOUDUD AHMED)

UNITED NATIONS
NEW YORK

27 Auguest, 1971

Dear Mr. Ahmed,

One behalf of the Secretary of the United Nations, I acknowledge receipt of your cable of 18 August 1971 on the subject of the trial of Sheikh Mujibur Rahman.

The fate of Sheikh Mujibur Rahman is a matter of concern to the Secretary-General., whose reaction to reports concerning his impending trail Was set forth on 10 August 1971 in a press statement by the United Nations spokesman. A copy of that statement is attached for your information.

The Secretary: - General is however regretfully unable to accede to your request in this specific matter. He has been doing and continues to do all he can, within his competence and authority, to prevent an aggravation of the situation. I am sure you will understand this has to be done with all the necessary discretion and lack of publicity.

Yours sincerely,
Brian E. Urquhart,
Director
Office of the Under-Secretaries-General
for Special Political Affairs,

Mr. Moudud Ahmed
4-A. Plam Avenue
Mayfair Road, Calcutta
India

____

UNITED NATIONS
Press Section
Office of Public Information
United Nations, N. Y.

(FOR USE OF INFORMATION MEDIA-NOT AN OFFICIAL RECORD)

Note No. 3678
10 August 1971

NOTE TO CORRESPONDENTS

In reply to questions regarding the news reports of the impending trial of Sheikh Mujibur Rahman, a United Nations spokesman stated today:

"The Secretary-General feels that it is an extremely sensitive and delicate matter which falls within the competence of the judicial system of a Member State-in this case. Pakistan. It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from a humanitarian as well as from a political point of view. The Secretary-General has, received and is still receiving almost every day expressions of serious concern from representatives of Governments about the situation in East Pakistan and there is a general feeling that the restoration of peace and normalcy in the region is remote unless some kind of accommodation is reached. The Secretary-General shares the feelings of many representatives that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman win inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধানের বক্তব্য- ৮ই সেপ্টেম্বর	এশিয়ান রেকর্ডার অক্টোবর ১-৭, ১৯৭১	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Mr. K. M. Shahabuddin's Claim:

Mr. K..M. Shahabuddin, head of the Bangladesh Mission in New Delhi, claimed on September 8 that "nine-tenths of Bangladesh territory is in our control."

He told a Press club luncheon meeting: "Even Dacca, considered a safer place for Islamabad is no longer that safe for West Pakistan. We have achieved a lot of success in our struggle."

His colleague, Mr. Amjadul Haque, warned West Pakistan that any harm done to Sheikh Mujibur Rahman would constitute a threat to peace as he did not belong to Bangladesh alone, but to the whole world.

Mr. Shahabuddin said that the success of the freedom fighters had forced the Pakistan Army personnel to remain within the bounds of cantonments. "The control of the Pakistan Army is only up to cantonments."

Mr. Haque re-iterated the four-point proposal as put forward by the Bangladesh Prime Minister and the acting President as precondition to a political settlement of the Bangladesh issue. They are: recognition of Bangladesh by West Pakistan, unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman, withdrawal of the invading army and compensation for all the losses suffered by the people at the hands of the Pakistan Army.

Both Mr. Shahabuddin and Mr. Haque declared that "no longer are we unarmed, untrained, and unsupported" in the struggle against West Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের ভারতস্থ হাইকমিশনার কর্তৃক স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
9, Circus Avenue, Calcutta-I7.

BANGLADESH

There comes a time in the life of individuals when loyalty to a higher principle must take precedence over subservience to temporal authority. No Government has a prior claim to allegiance simply because it is a government. When it begins to violate elementary norms of civilized conduct and commits crimes against humanity-as the Government of Pakistan has done-it becomes a moral imperative to oppose it. And this is what Jefferson meant when he said that resistance to tyranny is obedience to God.

I served the Government of Pakistan for nearly 22 years as a member of the Pakistan Foreign Service and served Pakistan loyally to the best of my knowledge. Even after the launching by the Pak Army of the present war of extermination of the citizens of Bangladesh. I continued to serve the Government. As all communications remained severed I had no authoritative information’s about what was happening in Bangladesh. The Pakistan Government put out bulletins about everything being normal or under control. The fact that thousands of panic-stricken wounded and maimed refugees crossed the border to India carrying blood-curdling tales of inhuman atrocities belied the Government claim. In the meantime reports of foreign and unbiased journalists who went deep inside Bangladesh and witnessed events at close range started pouring in and constituted an impartial source of information. The picture that emerged from these reports was grim and appalling. It proved beyond doubt that a cold-blooded genocide was underway.

The moment of my decision came and I decided to join the suffering millions of Bangladesh who were resisting with their lives the barbarity of West Pakistan Army determined to reduce East Pakistan to a colony.

The Government of Pakistan now is a military junta of West Pakistan desperate to retain its stronghold over the country. It has nullified the results of a free and fair election held under its own auspices only eight months back. It has chosen to mute the majority of the people by the most savage application of brute force. Its authority rests totally on its military strength and its control is limited by the range of its artillery. It has, therefore, lost even all pretences to legitimacy of power. It .has also destroyed the Pakistani nation. Pakistan lies buried under the mountain of corpses and the debris of destruction resulting from the military crackdown by the West Pakistan Army.

Bangladesh which was once a golden land of affluence today has become a scorched land at the hands of barbarous hordes from West Pakistan. The mercinaries of Yahya- Hamid-Bhutto have been let loose on the unarmed and peace-loving, democratic-minded people of Bangladesh. Murder, loot, arson, rape are the order of the day now in Bangladesh.

Pakistani Army have killed and are killing our people, irrespective of cast and creed. They have pushed millions of people out of the country. Millions and millions of people within Bangladesh are running from one village to another for their lives, to escape humiliation, massacre and worst still, dishonor. Complete sense of mistrust, disbelief, fear, worry and anxiety are prevailing among the people. The stories of horrors and atrocities in Bangladesh are not unknown to you.

Had the West Pakistani vested interests and their scion-the Army junta-considered Bangladesh to be a part of Pakistan they would not make Bangladesh a colony, they would not indulge in genocide, mass rape, arson and devastation. Now they want to make the world believe that Bengalis are secessionists. The Six-point Programme, with which General Yahya did not find any fault during and after election, was suddenly discovered on the 26th of March, 1971 to be an anti-State programme. It is a joke that though after the election Yahya declared that it was absolutely fair and free, on the 26th of March he announced that Awami League got the support of the people by threat and coersion. He forgot that he was himself admitting that his regime failed to maintain law and order during election. It is a joke of the century that the man whom he mentioned as the "Future Prime Minister of Pakistan" turned a 'traitor' overnight.

The barbarity and the atrocities could not cow down the spirit of the Bengalis. A nation which believed in Constitutional movement suddenly was pushed to a war. Now, Bangladesh is at war, a war of liberation. The people of Bangladesh are determined and united to liberate the motherland from the hands of the West Pakistan occupation forces. To organise and streamline the whole freedom struggle the elected representatives met on April 12, 1971 and formed the Government of the people's Republic of Bangladesh. All the progressive political parties of Bangladesh have given their allegiance to this Government. The liberation army bas kept the enemy engaged in all sectors. The regular troops, the guerillas, the commandos, and the hit-and-run fighters are inflicting heavy casualties on the enemy. Thousands and thousands of young men are rushing to the youth camps every day after slipping away from the clutches of Yahya's butchers. They are preparing themselves for the final thrust. We are determined. We stand for truth, for human dignity and for democracy. So, we are confident of our success.

Pakistan is advancing the argument that this is an internal affairs of its own. But is it so, when peace in this part of the world is going to be disturbed, when a nation-with its far-flung geographical boundary, distinct language, literature, culture, heritage, hopes and aspirations is sought to be crushed?

Does it not sound a crude joke in the wake of the Pakistan barbarity-when millions irrespective of their caste and creed, are being killed, being uprooted from their health and home, when women are being raped, when the intelligentsia and the youths are being combed out and murdered?

Dated
September 9, 1971.

(M. Hossain Ali)
High Commissioner for Bangladesh
in India

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের একটি সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF MEETING HELD ON 13.9.1971

Present: (1) Director-External Publicity Ministry and Foreign Affairs, Government of India.
(2) Director-U.N.'s Desk of India
(3) Director General, All India Radio
(4) Director-Govt. Publicity Division
(5) Director-Television dealing
(6) Principal Advisor to the Govt. of India
(7) Dy. Director, PIB, Calcutta
(8) Mr. M. A. Samad, Defense Secretary, Govt. of Bangladesh
(9) A. P. A., Bangladesh Mission.

Presided over by the Public Relations Advisor, External Publicity Division, Govt, of Bangladesh.

Discussions were held on varied subjects ranging from release of press release up to the mobilization of artists, teachers and intellectuals of Bangladesh.

1.(a) About Bulletin : -It Was suggested that all bulletins including war bulletin from Govt. of Bangladesh should be issued before 3.30 p.m. and should be sent to the Delhi through PIB teleprinters before they are locally released to the press.

(b) In case and if it is not extremely urgent, issue of bulletin after 3-30 p.m. should be carried over for the next day.

(c) Mr. M. Maqsood Ali, APA was nominated as liaison from our side to keep contact with Mr. Roth of PIB for this purpose. Both were-present in the meeting and have first- hand knowledge of the arrangements.

2. Details of necessary documentation to be carried by Bangladesh U. N. Delegation were discussed. Mr. Dikyit made generous contribution by suggesting the necessary articles which are to be carried by the delegation with them. They are: -

a) Recorded version of leaders.

b) History of Bangladesh from December ‘70 to March ’71.

c) Documents justifying the struggle and analyzing the basic aspect of denial of rights to the peoples of the Bangladesh in course of last 23 years.

d) Taped interviews with refugees.
e) Tapes of important events in Bangladesh, if any,
f) Selective interviews of important foreign dignitaries.
g) Film on genocide.
h) Mr. Zahir Raihan's documentary films after proper editing.
i) Pathans' personal interview-film if possible.

Director General of A. I. R. has been very kind to place services of an engineer-a programme man at the disposal of Mr. Moudud Ahmed from our side to tape these interviews. He also assured us that Mr. D. K. Sen Gupta; Station Director will be available for all possible help in this direction.

3. Artists and intellectuals:- Discussion on the aspect of rehabilitation and fruitful utilization of services of Bangladesh artists and intellectuals were have hold in detail. Friends participating in the discussion said that this meeting should not discuss the aspects of teachers and intellectuals; because a separate team is expected to move in Calcutta at a later date to discuss this subject. But the aspect of utilization of talents of artists were deliberated upon quite exhaustively. The chair gave a detailed background of the activities of Bangladesh artists in India. The following facts were placed before the meeting:-

(a) Names of organisation of artists and intellectuals. The total number is 5.

(b) The reason for so many organizations were explained. Since the Govt. could not provide subsistence to all artists or utilization their talent they had to mobilize themselves for enhancement of Bangladesh cause and earning subsistence on the individual initiative.

(c) The conflicting interest among artists were also explained. But emphasizes was laid on the common objective prevalent in all of this i. e. liberation of motherland. Then listening to these backgrounds the meeting wanted to discuss and final out purposeful ways of mobilization of talent. In course of this discussion, the following suggestions were made by different participants:-

(ii) Whether there is any possibility of dividing artists into 5 groups such as :

(a) A group responsible for holding cultural functions for youth camps and refugee camps.

(b) A group responsible for entertainment of army and guerilla bases.

(c) A group to undertake travel to all the cities of India to propagate and project the
Bangladesh issue among the people of India.

(d) A group to feed Radio Bangladesh.

(e) A group to propagate and project the Bangladesh issue abroad.

(iii) Whether Govt. can exercise its influence on this organisation to keep their individual activities under suspension till liberation is complete.

Suggestions were offered to plan out the specific projects and proposals with this purpose in end and they assured that fund will be no problem.

Prior to doing all these things essential suggestions are:-

(a) Registration of all artists with the Govt. of Bangladesh.

(b) Constitution of a committee to study the possibility of all these proposals under the auspicious of Ministry of Information and broadcasting. It was suggested that our friends should meet the cross action of our artists to-day (14.9.71) at 5 p.m. in the Mission premises. They are kindly agreeable to the proposals.

The entire situation obtaining in Bangladesh came up for review. The question of channelizing the detailed information of operation deep inside Bangladesh was also discussed by the way of a suggestion made from the chair with regard to the formation of nucleus news organisation in the shape of an Agency. However, no specific decisions were taken in this regard. The meeting was adjourned till 3 p.m. to-day.

A suggestion was put forward by APA for making Radio Pakistan monitoring report available to us. The Director General A.I.R. kindly noted it and assured all possible help.

Copy to:-

1. Ministry of Information and Broadcasting
2. Foreign Minister
3. Foreign Secretary
4. High Commissioner, Calcutta
5. Mr. Samad, Defense Secretary
6. Deputy Director, P.I.B., Calcutta
7. Mr. Moudud Ahmed
8. A. P. A.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচার সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MINUTES OF THE MEETING (SECOND) HELD ON 14.9.1971 AT 4 P.M.

Present:

1. Director-General, All India Radio.
2. Director, External Publicity Division, Government of India.
3. Director. All India Radio (Telev. Sec.).
4. Prof. M. Khaled, MNA, Editor, External Publicity Division, Government of Bangladesh.
5. Mr. M. A. Samad, Secretary (Defense), Government of Bangladesh.
6. Mr. Moqsood Ali, Assistant Press Attache, Bangladesh High Commission.

Mr. Taheruddin Thakur. MNA, Public Relations Adviser, External Publicity Division, Government of Bangladesh, presided over the meeting.

Mr. M. .A. Samad while initiating the discussion apprised the meeting how the people inside Bangladesh, in India, in West Pakistan and abroad are fed with information's about the liberation struggle. He stressed on coordinated and unified projection for more affective results. Mr. Samad suggested that, live broadcast in news bulletin should be arranged so that Radio Bangladesh can use latest news. Present arrangement in that news for the evening transmission are to be recorded within 3 p.m. Mr. Samad informed that presently 5/6 hours programme are being broadcast daily in 3 transmissions and there are 37 members in the staff of the Radio. He further informed that the radio programme, particularly in the evening are being disturbed, almost joining, regularly. Mr. Samad suggested that Indian talents may he utilized in preparing scripts.

Mr. Moqsood Ali suggested that to know the trend of the Urdu Press, arrangements should be made to get the summary of their views.

He was advised to talk to Mr. Ray on this.

Mr. Taheruddin Thakur in summing up the discussion agreed that the Radio programme is up to the expectation of the people but could be further improved.

To bridge-up this he suggested that the programme should be extended and programme organizers from both the sides should sit in coordinating at least twice in a month. For the overall improvement he proposed that another studio, to more tape recorders, library facilities should be arranged. The present arrangements in two studios and on three tape recorders not only consume longtime but tell upon the efficiency of the workers. Accommodation, he said, has become a great problem. Mr. Thakur put

stress on further arrangements to accommodate the workers at least with minimum amenities.

Mr. Thakur drew the attention of the D. G. to the A. I. R. News Bulletin (in English) where in a term 'designated' is used against Bangladesh Ministers, (example: Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister designate, People's Republic of Bangladesh)

D.G., A. I. R. assured to take up these matters with higher authorities. He emphasized that Radio Bangladesh should retain its character by all means.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার কর্তৃক একটি চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধনকালে প্রদত্ত বক্তব্য	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/49.

September 14, 1971.

M. HOSSAIN ALI INAUGURATES EXHIBITION OF SKETCHES

"I must compliment Mr. Subal Paul for arranging this timely exhibition which I am sure will go a long way in bringing out vividly the price in blood the people of Bangladesh are paying everyday to achieve independence for themselves" says Mr. M. Hossain Ali, High Commissioner for Bangladesh in India.

Mr. Hossain Ali was inaugurating the Exhibition of Sketches by Mr. Subal Paul at the Academy of Fine Arts on September 14, 1971.

As regards art and Mr. Subal Paul's paintings, Mr. Hossain Ali says even though critics may argue that art does not produce anything of strictly utilitarian character, it is, and has always been an indispensable need of humanity and also indispensable to civilization. It reflects the whole manner of a nation or a given period. The powerful strokes of brush in the dexterous hands of Mr. Subal Paul has precisely tried to achieve this in the context of what is happening today in Bangladesh. It is said that one of the main purpose of art is to give pleasure and to create beauty and in this Nature is the artist's inexhaustible source of inspiration. If that be so, then the paintings that we see before us would be a great disappointment to many, for the paintings of Pual are not more outlines indicating a shape or a beautiful landscape, but a successful attempt at capturing the agonies of a nation of seventy five million people caught in ruthless war thrust upon them by an alien army of occupation. And his paintings assume added significance because in portraying the happenings in Bangladesh, he does so, as he describes it himself so aptly, to register his protest as a painter.

Regarding the freedom struggle in Bangladesh the High Commissioner says by now, you and for that matter the civilized world, are aware of what happened and is still happening in Bangladesh. I would not repeat them here as to how it came to pass that a nation comprising a sizeable section of humanity became the victim of worst kind of brutalities in the hands of a military junta. The story is too familiar; the worm is aware of

the massacre of an unarmed and defenseless people in Bangladesh. However, let me tell you that by resorting to the wholesale slaughter of the simple and God-fearing people of Bangladesh, the Junta of West Pakistan has, in fact, set in motin a chain of events that has made the independence of Bangladesh not only an inevitability within a matter of time, but would also slowly but surely lead to the break-up of what is known today as West Pakistan. The military clique headed by Yahya Khan is already aware that it cannot hold captive, as it is trying desperately with the use of massive military fire-power and sophisticated weapons, the entire population of Bangladesh much longer.

They stand thoroughly condemned today in the eyes of the civilized world; their economy which flourished on the exploitation of the riches of Bangladesh cannot sustain the mad and senseless war of extermination that they have waged on us; politically the provinces of West Pakistan are already raising their voice against the prospect of a continued military suppression and denial of civil liberties for years to come. The hand some foreign aid that they used exclusively to build the economy of West Pakistan and to maintain an ever-expanding military machine, is gradually coming to a trickle. The collapse of the military adventure in Bangladesh will also bring in its wake the crumbling of the economy of West Pakistan which is based on the 'military industry' ostensibly to fight India, but primarily to keep itself in power by suppressing the genuine aspirations of the people, and also to provide employment opportunities to its 'Martial Race'.

Commenting on the activities of Mukti Bahini the High Commissioner says that our death-defying Mukti Bahini are already playing havoc with the enemy. The War of Liberation is gaining momentum every day. Our guerillas are killing large number of West Pakistan soldiers-they are disrupting their line of communication by blowing up bridges, snapping rail and road communication and also sinking boats and ships which the West Pakistan are using to carry their arms, ammunition and troops. Our guerillas are also systematically wiping out the collaborators inside Bangladesh. The morale of the Pak Army has gone down with the colossal loss of their men and material and they are compelled to fall back at different points. The Mukti Bahini is in control of large areas of Bangladesh and already the troops belonging to the so called 'Martial Race' are panic- stricken and retreating.

Politically, we are today united as never before. Although the Awami League won absolute majority in the elections, it has now, in the larger interest of the country, joined hands with other equally dedicated political parties whose aim is also total independence for Bangladesh, in order to ensure the participation of all shades of people and opinion to carry the liberation struggle to victorious conclusion.

Thanking Mr. Paul and the Academy of Fine Arts for arranging the exhibition Mr. Ali said "A picture is worth a thousand words."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাঙালী কর্মচারীর স্বপক্ষ ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Phone:

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reported with or without Acknowledgement)

No. PR/50. MUJIBNAGAR.
Dated the 15th Sept, 71.

IN REPLY TO PAKISTAN'S EXTRADITION MOVE AGAINST MR. FATEH.

Commenting on a reported move by Pakistan seeking extradition of her former Ambassador in Iraq Mr. A.F.M. Abul Fateh, the Foreign Minister of Bangladesh Khandaker Moshtaque Ahmed said in Mujibnagar today that I feel amazed to learn that Pakistan Government has asked some country for extradition of Mr. A.F.M. Abul Fateh, Pakistan's ex-Ambassador to Iraq who switched over his allegiance to the legitimate Government of his motherland. Mr. Fateh has been charged for taking away Pakistan Embassy's money in Iraq.

2. Mr. Fateh is one of those brave and patriotic sons of the soil who have responded to the call of the motherland to rise and protest against the barbarious atrocities being committed by the Pakistani military junta in exterminating the Bengali Nation. In taking away the Pakistan Embassy fund in Iraq, Mr. Fateh has only carried out the orders of the Bangladesh Government and has undertaken a timely exercise of redeeming a portion of the rightful share of Bangladesh in Pakistani funds and properties. This money is now at the disposal of the Bangladesh Government and will be used to strengthen the fight for freedom.

3. In Pakistan, everything has gone wrong today. The colonialist junta of Pakistan cannot view a patriot of Mr. Fateh's stature in the right perspective. The Government of Bangladesh is ever eager to welcome such patriots to the fold of Mukti Bahini. Extradition move against such a patriot will only amuse the freedom-loving people of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডঃ এ, আর, মল্লিকের ভাষণ-১৮ সেপ্টেম্বর	এশিয়ান রেকর্ডার, অক্টোবর, ৮-১৪, ১৯৭১	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Dr. A. R. Mallik, Vice-Chancellor of Chittagong University and leader of the non-official delegation from Bangladesh, attacked the 'self-styled guardians of Pakistan and Islam in Islamabad who had no qualms in going in for a mass annihilation of Bengalis. It was a blatant lie, he said, that the leaders of Bangladesh were responsible for the disintegration of Pakistan. The ruling clique in Islamabad would have to bear this responsibility.

He said that the issue of Bangladesh had ceased to be an internal affair of Pakistan from March 26. Tracing the history of Pakistan and the constant tussle between the democratic forces in East Bengal and the despots in West Pakistan, he said with feeling that the people of Pakistan had never enjoyed the blessing of freedom and democracy as the Indian people had. Greedy army generals had replaced corrupt and communal politicians who together had ruled Pakistan for 24 years and created monopolies and cartels, which exploited the toiling millions. The first attack on the cultural and linguistic heritage of East Bengal was with the attempted imposition of Urdu as the national language. For six years, the people of Bengali fought this move and many were killed in the streets of Dacca. In the 11-year Ayub rule, 22 families acquired 60 per cent of Industrial assets, controlled 75 per cent of internal trade, and 80 percent of bank advances were given to three per cent of account holders who were already minting money. Eighty per cent of foreign aid was spent on West Pakistan and less than 10 per cent on the East Wing which earned more than 70 per cent of foreign exchange for Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Phone:

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement.)

P/R No. 52

Mujibnagar.
September 21, 1971.

BANGLADESH DELEGATION TO UN

Government of People's Republic of Bangladesh announced the composition and names of the members of Bangladesh delegation to the United Nations General Assembly. The delegation will be led by country's Permanent Representative to the UN Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury.

Mr. Justice Chowdhury who is also Bangladesh Permanent Representative in U. K. has already proceeded to New York from London.

The following members of the delegation are proceeding from Mujibnagar to Delhi today en route to New York.

1. Mr. M. A. Samad, MNA, Political Adviser to the Government of Bangladesh.
2. Prof. Muzaffar Ahmed, Member of the Consultative Committee to the Government of Bangladesh.
3. Mr. Phani Bhusan Mazumdar, MPA
4. " Serajul Haque, MPA
5. " Syed Abdus Sultan, MNA, Advocate
6. " Fakir Shahabuddin, MPA
7. " Mafiz Chowdhury, MNA
8. " Ashabul Haque, MPA
9. " A.F.M. Abul Fateh, Ambassador-at-large
10." K. K. Panni, Roving Ambassadors to Far-East and South-East Asia.
11. Dr. A. R. Mallik, Vice-Chancellor of the Chittagong University.

M/S. M. R. Siddiqui, MNA, and Bangladesh Representative in USA, Rahman Sobhan, an economist and Ambassador Extraordinary for economic affairs, S. A. Karim, Bangladesh Deputy Permanent Representative in UN and A. M. A. Muhith, Counselor, Bangladesh Mission in USA are already in New York and who join the delegation there.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য’’- পররাষ্ট্রমন্ত্রী	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Phone:

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement).

MUJIBNAGAR.
Dated September 25, 1971.

No. PR/54

TOTAL INDEPENDENCE IS OUR GOAL.
SAYS KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED

Khandaker Moshtaque Ahmed Bangladesh Foreign Minister warned against use of Bangladesh blood for the power block interest or to maintain political leverage.

Reiterating the Government stand he emphatically declared that total independence is our goal. In a statement released to-day in Mujibnagar the Foreign Minister said that UN General Assembly Session has commenced. The freedom loving people all over the world are awaiting discussion and a decision about the fate of 75 million people of Bangladesh. Unfortunately a few Governments are trying to cloud the clear issue in order to preserve and perpetuate the interest of Yahya's colonialist junta.

Some such powers have taken public positions with regard to Bangladesh issue and are advocating 'political accommodation', 'Settlement', 'reconciliation,' and 'solution'. Our stand is too obvious. The stream of blood of the Bangladesh people should not be utilized for the sake of power-block interest or to maintain political leverage.

Total independence is our goal. We urge upon those who are working contrary to the interest of the 75 million people of Bangladesh to please leave us to die for our freedom if they cannot give us anything to live on.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলাদেশ-কনটেম্পর‍্যারী ইভেন্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টেস’’ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ এবং তার উপর প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Phone:

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন

৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ

কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/55

Mujibnagar,

September 25, 1971

A KEY DOCUMENT

The book "Bangladesh—Contemporary Events and Documents" is a compilation of the main events that took place in Bangladesh from March 1969 to April 1971 leading to the present conflict and declaration of Independence of Bangladesh. This work presents the facts in positive terms without going into any analytical aspect to the situation. The book is the key document of 28 documents to be placed by the Bangladesh delegation to U.N.

It has six chapters. Chapter I "COLONISATION" touches on the background of the creation of Pakistan and the colonization of East Pakistan, as it was then called, by the ruling class of West Pakistan. This has shown the cultural and political suppression and also the economic exploitation of the men and resources of Bangladesh.

Chapter II "Demand for a Right to Live" includes two main documents, the six-point formula of Awami League and the 11 point programme of the Central Student's Action Committee.

Chapter III "The Second Martial Law": A Promise with a hidden meaning" relates the main documents showing how Ayub Khan after promising to hand over the power to the people's representatives, backed out and instead, illegally handed over the power to the Army in March, 1969. It includes Sheikh Mujibur Rahman's speech of March 10 at the Round Table Conference, General Ayub Khan's speech of March 12, 1969 at the Round Table Conference and Gen. Ayub's letter to Gen. Yahya Khan handing over the power and Gen. Yahya Khan's address to the nation on the proclamation of second Martial Law on March, 1969.

Chapter IV "Towards Democracy: The First General Election in Pakistan" shows that despite the Legal Framework Order which had imposed restrictions on the sovereignty of the Constituent Assembly and gave the president the power of veto with regard to the Constitution framed by the elected representatives of the people, Awami League being a

Constitutional Political Party had accepted the challenge and participated in the election. Besides the relevant provisions of the Legal Framework Order this chapter includes Sheikh Mujibur Rahman's election broadcast, the Manifestos of different political parties in brief, the results of the General Election and Awami League's Constitutional proposal.

Chapter V "Design revealed: Army buys time to attack" relates mainly to the events that took place between March I and March 25. This chapter has shown how army played with the elected representatives of the people and bought time to launch their attack on the unarmed civilians of Bangladesh. It includes Gen. Yahya Khan's broadcast of March 6, Sheikh Mujibur Rahman's speech of March 7 and the details of the negotiations that took place between Sheikh Mujibur Rahman and Gen. Yahya Khan till March 25 and the Army's attack with a plan to exterminate the Bengalis.

Chapter VI "Bangladesh: a new Sovereign State" will show the establishment of a new Independent and Sovereign State. It includes broadcast declaring Independence on March 26, Gen. Yahya Khan's broadcast on March 26, the Proclamation of Independence, the Laws Continuance Enforcement Order and the establishment of Bangladesh Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াঃ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত একটি পুস্তিকা	বাংলাদেশ সরকার	---------

BANGLADESH
----------------------A World Commentary
From Autonomy
To Independence

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

PREFACE

The most heinous crime of civilization has been committed in Bangladesh. The Army rules of Pakistan have engineered complete decimation of Bengali Nation. The military machine of Pakistan has been let loose on 75 million unarmed, peaceful and democratic people of Bangladesh.

The world conscience has been a mute spectator of all these tyrannical onslaughts on human civilization.

Amidst this ocean of silence, some righteous world leaders specially the world fraternity of journalists have tried to stand by the norm of human dignity and civilization. Their observations and reporting’s have exposed Yahya's crime against humanity beyond any shadow of doubt.

We have undertaken this publication to bring together the disjointed or forlorn pieces of truth. This is a small little garden of truths presented to the lovers of freedom and human dignity.

The pieces have been so arranged as to offer an objective evaluation of events leading a constitutional movement for autonomy to a struggle for independence thrust on the people of Bangladesh by the Military Rules of Pakistan. Here we do not say anything of our own, but publish the truth as they are.

We recommend this to the people of the world.

Jai Bangla !

EXTERNAL PUBLICITY DIVISION
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,
GOVERNMENT OF BANGLADESH.

CONSTITUTIONAL MOVEMENT
FROM AUTONOMY TO INDEPENDENCE

Hundreds of thousands of Bengalis are being slaughtered. Murder, arson, looting and raping is the order of the day. Why? Because they voted for autonomy. Sheikh Mujibur Rahman, their beloved leader is on trial for committing "treason" because he won an election which has no parallel in democracies and further because he refused to compromise on the programme of autonomy for which the Bengalis voted from him. The Awami League is a democratic political party, firmly anchored in democratic and constitutional methods. Sheikh Mujibur Rahman is devoted to democracy. He has an unflinching faith in democratic and peaceful politics. He sought to realize the demand of the people through non-violent means.

The NEW YORK TIMES writes on March 28 "the resistance which began after a surprise attack on the civilian population by the Government forces three nights ago, sprang from a non-violent drive for provincial autonomy. The East Pakistanis tried to claim the majority political power they had won in the election last December and the army moved to prevent this."

Along the same lines the BALTIMORE SUN writes on April 4, "the West Pakistan Army has shown every sign of being prepared to send its last soldier to more populous East Bengal, if necessary, in an all-out effort to shoot to death the results of last December s elections."

Referring to Yahya Khan, THE GUARDIAN in an editorial of April 6, says "What he has done, and is doing, is to use his army to oppress the East Pakistanis and their chosen leaders. Not did negotiations collapse in any ordinary sense. The President did not want Sheikh Mujib to assume the power that his people had voted him. So the President

reached for his gun"..............." The East Pakistanis are an impoverished people who are being punished for having- voted in a way that annoyed the President. By sending in the army he has shown himself to be not only careless of democratic rights, but a reckless ruler as well. The military intervention in East Pakistan was a deliberate act."

THE GUARDIAN in its editorial of April 14, wrote, "the Bangladesh affairs is not a second Biafra or the fruits of more interminable wrangling between Delhi and Rawalpindi. It arose simply when a well-conducted, peaceful election produced a result the army could not stand. Sheikh Mujib himself has not, in any certain sense, declared Bengali independence. He was not asking essentially for more than the programme he legally fought and won the election on."

Referring to the background of the present situation and the economic exploitation of the East by the vested interests of West Pakistan, the SUNDAY TIMES writes on April 18.... "the political programme of Sheikh Mujib's Awami League, over-whelmingly endorsed by the people of East Pakistan in the recent elections, sought to correct these disparities by transferring control over economic policy from the Central Government to the Provinces. The response of Yahya Khan's Government was to unleash a reign of terror whose full dimensions are only gradually becoming known."

Sudan's daily EL SAHAFA also rejected the contention that the struggle in East Bengal was a separatist movement. It writes "the situation has now exploded for which General Yahya should be considered responsible. Mujibur Rahman is the true representative of the people of East Pakistan...............Mujibur Rahman's opinion is to be respected since he is the representative of true democracy. "

Senator Willian Saxbe in his speech in the United States Senate on May 11, said "I could remind my colleagues that during the negotiations preceding the military blitz of March 25. the demand of the East Bengalis was not independence but autonomy or self- rule in domestic matters, such as policy and para-military forces, trade and commerce, tax and economic investment and the like."

Senator Prank Church in his statement made in the United States Senate on May 18, said, quoting THE NEW YORK TIMES referring to Awami League "this Bengali political party had just won an overwhelming mandate: 167 out of 169 seats assigned to East Pakistan in the 313-seat National Assembly, on a platform advocating greater political autonomy for the East."

Once the election results were out the Pakistan army was reluctant to hand over power to the Bengalis, George Clark writes in KENSINGTON POST on June 11, 1971, "Yet Bangladesh in the past five months has faced disasters which are truly titanic simply because the military government of Pakistan refused to recognize the result of a democratic election. It is as if Sir Malby Crofton and the Conservatives lost control of the Borough Council and refused to acknowledge the result of the election and called in the Guards!"

About the status of Pakistan Government vis-a-vis the legitimacy of Sheikh Mujibur Rahman the GUARDIAN in its editorial of June 14, 1971, writes,................"and even the Pakistan Government (by) overturning the verdict of the last elections is an usurper."

John Pilger, International Correspondent of THE DAILY MIRROR London, writes on June 16, 1971, "the Bengalis have not seceded or rebelled. They are the majority in Pakistan and they took part in the country's first-ever elections and they overwhelmingly voted for Sheikh Mujib's Awami League, which won 167 of the 169 Bengali seats in the National Assembly. The Sheikh's short-lived government was as democratically founded as Mr. Heath's government." Pilger further writes "Bangladesh was declared only after the generals, in panic invaded Dacca and began their rule of terror. A Parliamentary movement was put down by troops flown in from a thousand miles away."

Mr. Ted Leadbitter, Labour M. P. in a letter to Mr. Salman Ali, Pakistan High Commissioner in Britain, wrote, "every report, every television account and every version on the situation in Bangladesh is in conflict with your propaganda"........"The blood-shed on your hands is there for everyone to see and no diplomatic nicety will prevent me from condemning the stupidity of your leaders, irresponsibility of your propaganda and the need to support a people who asked for nothing more than democracy.

Beirut Paper AL SHAAB says "in fact East Pakistan did not incline towards secession except when it was proved to her that the regime in the country did not depend on the will of the people but on the will of a domineering group living 1,000 miles away. Who approves of living within such a country? Pakistan is an artificial construction and any artificial thing is doomed to vanish."

TIME Magazine on August 23 writes, "though Mujib is accused of advocating secession for East Pakistan, the fact is that he did not want a total split-up of Pakistan and never declared independence until...........after the bloodbath began."

Lord Fenner Brockway of the House of Lords, England said in a statement "from a humanitarian view it has been greatest calamity in suffering since the bomb fell on Hiroshima. From a political view, it has been the most ruthless denial of democracy since Hitler.

CONSPIRACY TO SABOTAGE DEMOCRACY

Mr. Zulfiquar Ali Bhutto, Chairman of Pakistan People's Party, played the most suspicious role in the political drama of Pakistan. On his request, and disregarding the request of Awami League for an early session of the National Assembly, General Yahya summoned the Assembly on March 3, It is again Mr. Bhutto who was the first man to boycott the Assembly. Not only that, he also openly intimidated other members in West Pakistan from attending the Assembly. He threatened a "bloodbath" on this issue. In protest of the summoning of the session he called for a general strike all over West Pakistan, he threatened to launch a hartal from Khyber to Karachi; whereas Mr. Bhutto was a leader of a minority party in the National Assembly and secured majority seats only in the Punjab and Sind. On the one hand, he was demanding early transfer of power, democracy and constitutional Government and on the other hand, he was opposed to the idea of majority rule.

Once the election results were out, both the army and Mr. Bhutto backed by the feudal lords and big business of West Pakistan were out to sabotage the whole prospect of democracy. Mr. Henry Bradsher in the Washington EVENING STAR of April 29, writes "from the time election results were in, Bhutto began trying to deny to the East the right to get the kind of constitution it wanted. Bhutto, a feudal landlord and former foreign minister with a brilliant but opportunistic career, had won in the West on socialistic promises to the poor. His obstructive man oeuvres against Rahman served the interests of the Western elite, however, rather than the poor. "

THE TIMES, London, July 20, writes, "Mr. Bhutto's argument was that the Awami League could not reasonably expect, even on the basis of its absolute majority in the assembly (where it won 167 seats), to dictate terms to the whole of Pakistan when it was represented in only one half. It was a pretty thin argument. But it had just enough legal and constitutional substance to provide the President with an excuse to postpone the meeting of the constituent assembly that was planned for March 3."

The military government, although it allowed elections, never intended to hand over real power to the people. Their calculation was that once elections were held different

parties would share the seats, there would be political chaos in the country and they would be able to discredit politicians once again to perpetuate their rule. But the election results shattered their plan. The promise to transfer power which Yahya Khan made soon after he came to power, as only a care-taker government, a promise with a hidden meaning.

A West Pakistani leader and President of National Awami Party of Pakistan, Khan Abdul Wali Khan, in an interview with the Afghan paper NEW WAVE (as reported in The STATESMAN, India of August 19) said, "President Yahya Khan had been misled by the army intelligence into the belief that Sheikh Mujibur Rahman's Awami League would not fare well in the elections. According to intelligence information, Quyyum's Muslim League was expected to win 70 seats, Daulatana 40, Bhutto 25, National Awami Party 35 and Mujib's Awami League only 80. It was on the basis of this information that President Yahya Khan agreed to make the public promise that power would be transferred to the elected representatives. It was a gamble that failed, but the military junta was refusing to accept the consequences."

The GUARDIAN, London on July 6, describes the attitude of Pakistan army, "there in three sentences is the true Pakistani army attitude. Callous, careless of life, indiscriminate of slaughter: and, at heart sickeningly supercilious."

NEWSWEEK Magazine in a cover page story under the heading "Bengal: the murder of a people" on August 2, 1971 writes "suddenly it seemed that Bengal's time had come. But at it turned out, Mujib's platform of economic and diplomatic autonomy for the East was too great a threat to be endured by Punjabi Leaders. Unwilling to play second fiddle to Mujib, West Pakistan's popular politician, the left leaning. Zulfiquar Ali Bhutto refused to participate in the new Parliament. And in the end President Yahya abruptly postponed the opening of the Assembly indefinitely.

In a cever-story published on August 2, 1971, TIME Magazine said, the election victory meant that Mujib, as the leader of the majority party, would be Prime Minister of all Pakistan.

It was something that Yahya had simply not anticipated. He and his fellow generals expected that Mujib would capture no more than 60% of the East Pakistan seats, and that smaller parties in the East would form a coalition with West Pakistani parties, leaving the real power in Islamabad. Mujib feared some sort of double-cross: "If the polls are frustrated," he declared in a statement that proved horribly prophetic, the people of East Pakistan will owe it to the millions who have died in the Cyclone to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people. "

A PRE-MEDITATED PLAN": POWER. WAS NOT TO BE HANDED OVER:

That Yahyas military regime never intended t6 hand over power to the peoples representatives is further evident from the fact that it had been planning an attack upon the people of Bangladesh for a considerable time. While discussions were going on after the elections in December, 1970 the Army was preparing through all these months, in meticulous detail, a plan of how and when to launch an attack to crush the new democratic forces of the country.

Sidney Schanberg writes in the **NEW YORK TIMES** on March 28, "but the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheikh Mujib win a single measure of autonomy for East Pakistan. He writes on the same day, "troops were flowing in daily from West Pakistan and many Bengalis began to believe that the negotiations were being deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy reinforcements to the East."

John Woodruff writer in THE BALTIMORE SUN on March 30, under the headline "Yahya's planned attack in East Pakistan".............................. "but that condition (the minor technicality on which Yahya abandoned the talks with Mujib) is not naive, its disingenuous. It will make the whole purpose of the talks look like a delaying action while they (the Pakistan Army Generals) flew in more troops from West Pakistan". He goes on, "the comment was not the first serious suggestion that the talks were a delaying action. One well connected traveler arriving in Dacca from Karachi shocked newsmen a week before the conflagration by reporting that to Generals he regarded as highly reliable had told him that the Army's plan was to pull the Bengali leadership into believing the talks could succeed, then to crackdown without warning". He further goes on to say "the events could be described only as a carefully coordinated premeditated attack on a basically defenseless populations in an attempt to crush a movement whose main tactics had been non-violent non cooperation.......General Tikkas predecessor, a man known among Bengalis for his understanding of their movement, left Dacca and returned to West Pakistan with no public explanation. Bengalis who knew him said, he resigned when he was ordered to make preparations for a military crackdown, soon after the initial Assembly postponement was announced on March 1."

THE GUARDIAN in its editorial of March 31, says "while he (Yahya) negotiated with Mujib, his Generals planned carnage."

THE BALTIMORE SUN on April 4 writes, "Clues as to how coolly the West Pakistanis had calculated their plan to shoot and burn the Bengalis into submission are provided by the personal actions of some West Pakistani politicians at the Hotel Intercontinental on the night the holocaust started.

THE NEW YORK TIMES on April 4 also confirms the same............. "It is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed, that they dragged them out only to buy the time to get enough troop reinforcements over from West Pakistan to launch the attack."

Henry Bradsher reports in the EVENING STAR of April 29, "the cyclone might not have taken its full toll yet" This revealing remark was made by Mr. Zulfiquar Ali Bhutto during a March 4 interview. It showed that West Pakistan's military-bureaucrat landlord elite Was willing to shed blood to keep control of East Pakistan. Three weeks later, last Thursday, the bloodshed began....."

LE MONDE of France agrees with this judgment by saying "far from looking for a compromise, even one which would be favorable to the Central Government against the Bengal autonomists. Yahya Khan is stepping up repression which has now reached such a pitch of brutality that one wonders if it was not premeditated."

Senator William Saxbe in his speech in the United States Senate on May 11, said, "Behind the smoke-screen of the negotiations, the strength of the largely Punjabi West Pakistan Army was increased, and its full force was unleashed on unarmed Bengalis in a manner and on a scale which Dr. Rohde and many other eye-witnesses had described as a variable bloodbath, mass slaughter and genocide."

THE TIMES, London on July 20, says "There is not much doubt that by the middle of March the use of armed force, as a final option was firmly implanted in the minds of the President and his advisers. A large scale air lift of troops from the West Wing-though absolutely denied by the military authorities in Dacca was carried out clandestinely throughout the month."

NEWSWEEK Magazine in a cover page story under the heading Bengal: The Murder of a People' writes on August 2, 1971 "weeks before the Yahya-Mujib meeting actually took place the President and his right-hand man Lt. Gen. Tikka Khan were already mapping out plans for Mujib's arrest, the dissolution of Awami League and the slaughter of Bengali nationalists."

The Magazine further writes "Tikka Khan apparently pursuaded Yahya to buy time for the Army to build up its strength in Bengal. Accordingly, Yahya made his bid for discussions with Mujib. And while the two leaders talked-and Bengalis as well as the world at large looked for a compromise that might save Pakistan-the army pulled off a logistics coup. Flying the long over-water route around Southern India with Boing 707s commandeered from Pakistan International Airways, the Army doubled its troops strength in Bengal to 60,000 men. When Tikka gave the word that all was ready, Yahya flew out of Dacca. And that very night, the bomber of Baluchistan (Tikka Khan) unleashed his troops"

TIME Magazine published on August 2, 1971:

"With the constitutional assembly scheduled to convene in March, Yahya began a covert troop build-up flying soldiers dressed in civilian clothes to the East at night. Then he postponed the assembly, explaining that it could not meet until he could determine precisely how much power and autonomy Mujib wanted for the East. Mujib had not espoused full independence, but a loosened semblance of national unity under which each wing would control its own taxation, trade and foreign aid. To Yahya and the generals, that was unacceptable. On March 25, Yahya broke off the meetings he had been holding and flew back to Islamabad. Five hours later, soldiers using howitzers, tanks and rockets launched troop attacks in half a dozen sections of Dacca."

TIME Magazine of August 23 writes, "In last December's elections for a Constitutional Assembly, Sheikh Mujibur Rahman's Awami League won an overwhelming 167 of 169 seats in the East. That was enough to guarantee Mujib a majority in the 313-seat National Assembly, and ensured that he would have become Prime Minister of Pakistan. It was also enough to alarm President Yahya Khan and the West Pakistan establishment, which has run the geographically divided country since its partition in 1947. Yahya and Co. feared that Mujib's ascendancy would mean far greater

autonomy for the long-exploited East Pakistanis, and the Pakistan army ruthlessly moved to crush the Bengali movement.

Finally, David Loshak analyses in SUNDAY TELEGRAPH of April 4, the Pakistan army elite's character and design to crush democracy. "These men never believed in the democratic process that Yahya set in motion. They did hot" believe in it because they were not democrats by nature, by upbringing or by belief, but autocratic, patriarchal and partician. Contemptuous of the mob, more of the 18th century than the 20th, they realized that their whole future as the dominant group in Pakistan was threatened by a peaceful transition to civilian Government like the one which only a month ago, seemed (but never was) so near. To them, the precisely phased programme that President Yahya Khan and his civilian Cabinet devised for the transfer of power to a elected assembly, was never more than a cloak for the realities of the power structure in Pakistan. They were counting on December's election results. This would have provided the most legitimate excuse for prolonging military rule. Instead it gave absolute majority to one man and one party the East Wing leader Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League. From that day, December 7. the Generals and Colonels knew what they had to do. It was then simple a matter of waiting for an excuse.........By then the army had a carefully laid contingency plan. Its intelligence network had thoroughly infiltrated the Awami League. Clearly, the final preparation must have been in train, under the direct personal guidance of Lt. Gen. Tikka Khan, President Yahya's new Martial Law Administrator, even as the President was having the last rounds of constitutional talks with Sheikh Mujib."

"Even as he conferred with Mujib. President Yahya must have known of the preparation that the army was taking. It seems hard, on the evidence of the sequence of events, to acquit the President of charges of the deepest treachery."

GENOCIDE

An overwhelming majority of the world is more than convinced today that Gen. Yahya Khan and his Government is guilty of genocide. His occupation Army's mission has been "to kill and burn every Bengali." Plans were drawn out and executed in meticulous detail to destroy a nation and a people. Article II of the Genocide Convention defines this crime as "acts committed with intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group by killing or causing serious bodily or mental harm to the members of the group......." Today in the occupied areas anyone who asserts that he is a Bengali will be shot out of hand by the Punjabi army and equally anyone who owns to being a Hindu will be eliminated. The extent of atrocities that has been committed has no paralled in modern history.

How this operation of deliberate genocide started was written by almost all the foreign correspondents who were present in Dacca till they Were expelled on march 26 and the others who have been to Bangladesh after the military launched its attack. This is how, according to them, it all began:

Henry Bradsher in WASHINGTON STAR said "the Army seized control of Dacca on Thursday night and gunfire including heavy artillery was heard till late on Friday morning. Huge fires burnt in the direction of the Dacca University."

The AFP Correspondent Brian May said.........." the intensity of ringing gunfire that raged all night and continued sporadically throughout Friday made it seem likely that the death toll in the city ran into several thousands... It appeared that the Army had disarmed the Police force which consists mainly of Bengalis."

Robert Kaylor of UPI said "soldiers carrying torches are seen going towards the office of 'the People" newspaper near the Hotel. There is some shouting and firing and the office is set on fire.......... Huge columns of smoke rise from the direction of the University. If troops have attacked with heavy weapons, the carnage will be tremendous. The students at the University are crammed into dormitories that hold about 400 each."

Michael Clayton of BBC reported "the troops carried out a ruthless operation on Thursday night to intimidate the people of Dacca."

Simon Dring, another eye-witness, of the DAILY TELEGRAPH, London, wrote on March 30, "caught by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall when their rooms were sprayed with Machinegun fire.....the military removed many of the bodies but the 30 bodies still there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall. He further said "people asleep in the Bazar were shot In the morning the victims were still lying there with rugs on them, as if they were still sleeping. On the morning of March 26 the firing stopped and silence prevailed all over Dacca. Suddenly the city was again filled by troops and for 11 hours they went about systematically destroying the entire old city of Dacca". He further said "the Army shot every person in the old city and burnt people inside their homes. The biggest massacre was in the Hindu locality. The army then rushed to its next target, the centre of Sheikh Mujib's supporters The carnage continued tin the night". (Simon Dring was a Journalist who escaped the expulsion of 26th night and hid himself in one of the rooms of the Hotel Inter-continental. On morning of March 27 when the unannounced curfew was withdrawn Dring had a look at the killing and destruction with his own eyes.)

Peter Hazelhurst of THE TIMES, London, quoting a student who survived three days of carnage in Dacca University, said "some people were ordered to dig a huge grave. The Pakistani soldiers told 8 or 9 bearers to sit down. After a while they were directed to stand and line up near the grave. The guns fired again and they fell next to the bodies of my friends".

John Woodruff writes in THE BALTIMORE SUN on March 30 under the headline 'Yahya planned attack on East Pakistan', "the first Radio broadcast announcing a curfew was made in mid-morning, 8 hours after foreign newsmen watched soldiers turn a jeep- mounted Machinegun without warning on 15 empty handed youths who walked towards them slowly, shouting defiance".

Michel Laurent of Associated Press reports in NEW YORK POST "touring the still burning battle areas Saturday and yesterday, one found the burnt bodies of some students still in their dormitory beds. The tanks had made direct hits on the dormitories. A mass grave had been hastily filled in at the Jagannath Hall, 200 students were reported killed in Iqbal Hall. About 29 bodies were still on the ground and in the dormitories".

Louis Heren of THE TIMES, London writes on April 2 "the Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved". The conclusion drawn was that "East Pakistan would be without Political and intellectual leadership for at least a decade and perhaps a generation. The Bengali soldiers and officers here in Pakistan Army were being dis-armed by the West Pakistanis weeks before they launched the attack..

Mervyn Jones wrote in THE NEW STATESMAN on April 2 "President Yahya Khan's thanks have been ordered into destructive action, no holds barred against the people of East Pakistan; and, in grim logic the enemy must be the whole people because they had declared this with rare unanimity for demands of self rule."

THE EVENING STANDARD of London writes on April 8 "Bengalis were being killed in their thousands. The Army was rounding up people and machinegunning.... them they were shot from behind like dogs".

Michael Hornsby writes in THE TIMES of July 20 "that the army conducted a systematic persecution of an important segment of the population of East Pakistan there can no longer be any reasonable doubt".

DAILY TELEGRAPH “in an editorial of April 12 wrote "what is going on is less a civil war or the suppression of a rebellion than a colonial war of conquest. Strict censorship and the expulsion of all foreign correspondents make it impossible to say whether the instances of brutality reported by many eye-witnesses are typical but enough has been to arouse the worst fearst."

David Loshak reports from Sylhet, Bangladesh in the DAILY TELEGRAPH of April 15 "almost the entire population of 700,000 had fled into the surrounding countryside leaving the streets to the helpless old and crippled, the corpses to wild dogs and vultures.

Bloated corpses floated in the Surma river which flows through Sylhet. They were testimony to the night of March 26, 1971 when the West Pakistani troops burst into the city and launched a campaign of looting and slaughter. Special units were assigned to the killing of doctors and advocates, Journalists, teachers and other professional people"

THE NEW STATESMAN, London writes on April 16 "if blood is the price of a people's right to independence, Bangladesh has over paid..... Piously required, as third world countries always are by the West to make their demands known through the ballot box, they did so. They won an absolute majority in the all-Pakistan Assembly. It was the first General Election the country had held and the result came as a considerable shock Faced with this the Islamabad Government of Yahya Khan whose strength is based on an Army from which the Bengalis are excluded, panicked and Islamabad fidgetted. The result was carnage".

Sydney Schanberg in THE NEW YORK TIMES of April 17, 1971 quoting a wounded 90 year old Second Lieutenant of the Pakistan Army who subsequently escaped, writes, "through a window he saw 60 Bengali soldiers of the Regiment being taken off behind a

building, their hands in the air, by West Pakistan troops. Then he heard a sustained burst of firing and assumed that the Bengalis had been killed".

The Steering Committee of the 'International Committee on the University Emergency' in a statement reported from New York and published in HINDUSTAN STANDARD, India of April 24 said "It was obvious that the University has been a major target. A premeditated massacre appears to have been conducted from a master list of victims prepared possibly as early as last fall. Leading teachers as well as artists, musicians and writers associated with Bengali literature and culture were the victims. It was genocide in its cruelest and most abject sense".

Syria's AL-THAWRA called this action of West Pakistan troops as "an organized campaign of mass-killing in East Bengal".

Dan Coggins, Correspondent of TIME Magazine was another newsman who Was expelled on 26th evening but subsequently became the first American journalist to visit Dacca by truck, bus and bicycle through less prominent routes. He wrote "the tales of brutality are seemingly endless. A young man whose house was being searched begged the soldiers to do anything, but to leave his 17 years old sister alone; they spared him so that he could watch them murder her with a bayonet. Col. Abdul Hai, a Bengali Physician attached to the East Bengal Regiment was allowed to make a last phone call to his family; an hour later his body was delivered to his home. An old man who decided his Friday prayers were more important than the curfew, was shot to death as he walked into a Mosque".

The most revealing of all the reports, was that of Anthony Mascarenhas who in his 4-page account in the SUNDAY TIMES on June 13 said "This is genocide conducted with amazing casualness". Mascarenhas was a guest of West Pakistan army in Bangladesh in April 1971 and toured the whole of the territory assisted by army officers. In. his despatch which came out under the heading "GENOCIDE" he writes "I think that in reality there is no contradiction in the Government's East Bengal policy. East Bengal is being colonized........President Yahya Khan is riding on the back of a tiger but he took a calculated decision to climb up there".

"But the army is not going to pull out easily. The Pakistan Government's policy for East Bengal was spelled out to me in the Eastern command Headquarters at Dacca. It has 3 elements:

(i) the Bengalis had proved themselves 'unreliable' and must be ruled by West Pakistanis.

(ii) the Bengalis will have to be re-educated along proper Islamic lines. The 'lslamisation of the massess'-this is official jargon-is intended to eliminate secessionist tendencies and provide a strong religious bond with West Pakistan.

(iii) when the Hindus have been eliminated by death and flight their property will be utilized as a golden carrot to win over the under privileged Muslim middle class. This will provide the base for erecting administrative and political structures in the future. This policy is being pursued with the utmost blatancy".

DAILY MIRROR says on June 14 "it is now clear that what has happened in East Pakistan is not just the suppression of an insurrection but mass slaughter".

"the military Government of West Pakistan is waging a war of selective genocide and of starvation against 2 % of the human race-the 75 million people of Bangladesh."

The SUNDAY TIMES, London on June 20 published a full page account titled" Pogrom in Pakistan" and confirmed the genocide that has been committed in Bangladesh by Yahya Khan's Government; "a new campaign of tenor has been unleashed in Bangladesh, killing teachers, journalists, writers, magistrates, doctors, Hindus and Awami Leaguers. Gestapo-like activities are rampant; this is chiefly the work of the Razakars- group of armed Biharis and armed forces personnel-who carryon, with the tacit approval of senior officers, extortion, kidnapping of girls, raping, prostitution, and other forms of related activities. In Agrabad Chittagong such a prostitution camp is run-the object being to provide girls for officers and during parties.

Army intelligence has prepared a list of suspect. They are classified as white, gray and black. The whites are to be let loose, the greys fined and/or imprisoned and the blacks shot dead. Many suspects are arrested openly or called to the Cantonment for interrogation-then they are never heard of again. Many examples of such cases may be cited."

Tony Clifton of NEWSWEEK Magazine writes on June 28 quoting John Hastings, a British Missionary in India for 20 years as saying "I am certain that the Pakistan troops have raped girls repeatedly, then killed them by pushing their bayonets up between their legs". Clifton concludes that this genocide was not haphazard but part of a calculated operation launched by the military rulers of Pakistan to exterminate Bengalis.

Martin Woollacott of the GUARDIAN, London writes on June 28 in a despatch from Bangladesh "what can reasonably safely be asserted about the Comilla District is that there was killing, rape, looting and burning. "

Sydney Schanberg who was expelled by West Pakistan Army on June 30 wrote on June 29 from Faridpur, Bangladesh "the Pakistan Army has painted big yellow H's on the Hindu shops still standing in this town to identify the property of the minority thousands of the population that it has made its special targets".

Schanberg writes again on July 4 "does not the world realise that they (the West Pakistani soldiers) are nothing but butchers?' asked a foreigner who has been living in East Pakistan many years.’That they killed and are still killing Bengalis just to intimidate them, to make slaves out of them? That they wiped out whole villages, opening fire at first light and stopping only when they got tired?"

THE HONG KONG STANDARD writes on July 5 "Yahya Khan's army has set a grisly new record in the bloody annals of the human race"

Hassanein Heikal, Editor of AL-AHRAM, UAR wrote on July 9, "How Can we accept to remain silent about what happened in East Pakistan, when someone quarter of a million people were slain in the most tragic carnage of contemporary history?"

Anthony Lewise in NEW YORK TIMES on July 12 writes "the feeble Pakistan propaganda claim to be dealing only with 'miscreants' does not conceal the fact that the Army is killing and terrorizing on grounds of race and politics."

On the conclusion of an extensive study tour of Bangladesh in June 1971, 10 representatives of the World Bank submitted a joint report. Along with this report were submitted the observations of Mr. Hendrik Van der Heijen, Economist, Pakistan Division, IBRD, who said "the farmers are not coming to the cities, nobody goes out. Thousands of farmers have fled. Everything is abnormal there and it was a shattering experience"

Mr. George Broussine wrote in LA POLITIQUE DE MATIN of France, "Of all the crime which trouble the world today, the most serious and the most disastrous for mankind is the one in Bangladesh."

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE reports on July 21, 1971 "more than 150 thousand East Pakistan refugees-nearly an of them Muslim-have fled into India's Tripura State in the past few month after a reported wave of village-burning and rape by Pakistani troops."

TIME Magazine, in its issue of August 2, 1971, wrote:

"The evidence of the blood-bath is all over East Pakistan. Whole sections of cities lie in ruins from shelling and aerial attacks. In Khalishpur-the northern suburb of Khulna, naked children and haggard women scavenge the rubble where their homes and shops once stood. Stretches of Chittagong's Hazari Lane and Maulana Sawkat Ali Road have been wiped out. The central bazar in Jessore is reduce to twisted masses of corrugated tin and shattered walls. Kushtia, a city of 40,000, now looks, as a World Bank team reported, "like the morning after a nuclear attack." In Dacca, where soldiers set sections of the old city ablaze with flamethrowers and then machine-gunned thousands as they tried to escape the cordon of fire, nearly, 25, blocks have been bulldozed clear, leaving open areas incongruously amid jam-packed slums.

Clare Hollingsworth writes in the DAILY TELEGRAPH on August 5, 1971 in a despatch from Dacca 'there has been little change in army methods during the past 4 months.....the young men are quickly taken off in trucks for questioning in the nearest prison while the older men and women run away then they see the troops preparing to destroy houses with bulldozers."

Senator Edward M. Kennedy in his statement made in the US Senate on April I said "it is a story of indiscriminate killing, the execution of dissident political leaders and students and thousands of civilians suffering and dying every hour of the day. It is a story of dislocation and loss of home. "

Senator Saxbe in his speech in the U.S. Senate on May 11 quoted Doctor Rodhe, an eye-witness, as saying it is clear that the law of the jungle prevails in East Pakistan where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentsia and the annihilation of Hindu population is in progress."

Over 200 members of the British Parliament including 11 Privy Councilors and over 30 former Ministers signed the following motion tabled in June 1971 accusing West Pakistan army of being guilty of genocide.

"That this House believes that the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, contrary to the United Nations Convention on Genocide signed by Pakistan itself, confirms that the military Government of Pakistan has forfeited all right to rule East Bengal following its wanton refusal to accept the democratic will of the people expressed in the election of December 1970: therefore believes that the United Nations Security Council must be called urgently to consider the situation both as a threat to international peace and a contravention of the Genocide Convention: And further believes that until order is restored under United Nations supervision the provisional Government of Bangladesh should be recognized as the vehicle for the expression of self determination by the people of East Bengal. "

Edward Kennedy once again, after a one week tour of refugee camps of India said on August 26 "refugees told stories of atrocities, of slaughter, looting and burning and harassment and abuse by West Pakistan soldiers and collaborators........."we must demonstrate to the Generals of West Pakistan and to the people of the world that the United States has a deep and abiding revulsion of the monumental slaughter that has ravaged East Bengal."

SITUATION INSIDE BANGLADESH

Complete Collapse of Economy

Since the West Pakistan army's crack-down on March 25, 1971 Yahya Khan has claimed again and again that normalcy has returned inside Bangladesh. This is far from the truth and many people suspect that Yahya Khan does not know at all what has been happening, in Bangladesh which he is claiming to have occupied.

The World Bank Report says "people fear to venture forth and as a result commerce has virtually ceased and economic activity generally is at a very low ebb."

"The first thing that struck one whether in Dacca or travelling in the countryside-is that there seem to be very few people about."

After dark the situation is more unusual still. Most areas have curfews. Whatever the curfew hours, the streets began to clear in mid-afternoon and are completely deserted by dark."

"For almost 3 months there was virtually no movement of jute, tea, or other exports from farm to factory or port, and very little from ports abroad."

"Nowhere is vehicular traffic along the roads at more than 5 to 10% of normal levels. And, except for some fishing activities the waterways appear deserted. The country boats have disappeared'.

The situation inside Bangladesh has not changed much since the reports of the World Bank Team came out in July 1971.

TIME Magazine said, in its cover story of 2nd August 1971, "Thus far the war has been officially misrepresented to the people of the West as a mere "operation" against "miscreants." Tight censorship allows no foreign publications containing stories about the conflict to enter the country. Even so, as more and more soldiers return home badly maimed, and as young officers are brought back in coffins (enlisted men are buried in the East), opposition could mount. The pinch is already being felt economically and there have been massive lay-off in industries unable to obtain raw materials for lack of foreign exchange.

In other words the whole economy has completely collapsed. This is confirmed from the suggestion made in the study of the World Bank which reads "it is most unlikely that any significant movement in the direction of normality will occur until there is a drastic reduction in the visibility-and preferably, even the presence of the military and a re- establishment of normal civilian administration in East Pakistan".

Army To Live Off The Land

The West Pakistan Army has either burnt or looted the food stores and due to the complete dislocation of agricultural life the food situation has become very acute. Because of their failure in logistical supplies, the troops are always found to be desperate for their own survival.

Patrick Keatly of THE GUARDIAN, London writes on April 15, 1971 "Orders to live off the land are being issued to Platoon, Company and Battalion commanders as they leave Dacca with their troops.

It suggests that the logistical supply system has broken down and perhaps there is a problem of finance for the Central Govt. But it conjures up the unpleasant prospect of troops obtaining their food supply at the point of bayonets and clearly ushers in a new phase of what is becoming a savage military campaign."

Famine

Michael Hornsby writes in THE TIMES of London on June 24 "a serious famine is likely to begin in about 4 months and last for a year or more. Many thousands may die- certainly many more than in the refugee camps in India-and several millions could be weakened by malnutrition."

Civil Administration

Because of complete non-cooperation from Bengali civilians who are not assisting the West Pakistan army in any manner, Yahya Khan's regime has brought thousands of West Pakistanis to run the Govt. The SUNDAY TIMES of London writes on June 20 "all Hindu and Awami League Bank accounts have been frozen and Dacca is patrolled by 3000 imported Punjabi Policemen."

Schanberg writes on June 25 "the Pakistan Army is clearly in control of the city but normality the word the Government uses to describe conditions here-does not exist."

Sydney Schanberg of NEW YORK TIMES writes on July 13 : "In addition to the daily troops arriving the Govt, is bringing in wave upon wave of West Pakistanis to replace East Pakistanis in Government jobs. No Bengali is trusted with a responsible or sensitive post; even the man who cuts the grass of the Dacca Airport is a non-Bengali."

DAILY TELEGRAPH of London writes on July 19, "the situation deteriorated during the last few weeks in Dacca largely as a result of the improved organisation and training of the urban groups of Bangladesh guerillas-the situation in East Pakistan is still so far removed from normal that the military Governor Gen. Tikka Khan and his staff are making frantic efforts to persuade the President to postpone his visit. "

It is to be mentioned here that Tikka Khan was successful in doing so and Yahya Khan has not yet been able to visit Bangladesh for fear of his personal safety.

People's Morale

The Liberation forces enjoy the complete support of the people of Bangladesh. Despite the reign of terror continued by the West Pakistan army the morale of the people is very high.

Clare Hollingsworth writes in the DAILY TELEGRAPH London on August, 9, 1971 "the moment the Pakistan army is not around, the villagers express their sympathy with Bangladesh, but the moment they see a soldier they yell "long live Pakistan". One villager told me this is our life-saver."

Occupation Armys Propaganda of A Civil War

There is no positive evidence and certainly not in the so called White Paper published by Yahya Khan that Bengalis killed non Bengalis before March 25. This propaganda which the West Pakistan Army adopted subsequently has not convinced anyone either.

On the contrary, Associated Press Correspondent Denois Neeld, who visited the forbidden city of Dacca during the news-blackout wrote in April 1971 "non-Bengali civilians from West Pakistan are taking advantage of the situation to loot and kill. The army however stands by or openly condones the violence launched by non-Bengalis. "

THE TIMES of London writes on July 12, 1971 "a considerable propaganda effort has been made by the Pakistan Government to suggest not only that the army action was necessary to prevent the mass slaughter of Biharis but also that killings of non-Bengalis took place on a substantial scale even before the army moved in.

It is a pretty thin explanation. It is inconceivable had there been killings on the scale claimed that these would not have come to the eyes and ears of the many foreign journalists in East Pakistan until their expulsion en masse on March 26."

Refugees: When will they return?

Over 8 million refugees have crossed the border and are taking shelter in different areas of the neighboring country, India. They have left their homes out of fear and terror;

for sheer survival. Equally distressing are the conditions prevailing inside Bangladesh for those who could not escape and are under constant torture and a reign of terror.

The GUARDIAN, London writes on June 14, in an editorial "Murder, the hope of shelter and fear have driven 4 or 5 million refugees from East Pakistan to India... ...in addition, left behind in East Pakistan at the mercy of Yahya's bayonets there are further millions of whom at least many thousands must be in tenor, misery and near starvation."

Colin Smith wrote in THE OBSERVER, London on June 27 'the army is opening up reception centers for refugees wishing to return to East Pakistan from India. Mr. Bottomley and his party visited one of these camps and found 22 exhausted people. The Pakistanis were expecting 500 a day."

Murray Sayle writes in July 71 in THE SUNDAY TIMES, London "the Pakistan Military regime recently repeated its claim that East Pakistan is rapidly returning to normalcy after its prolonged military operation........I spent a week touring one of the areas from which many thousands of refugees fled and found that this is untrue; that, in fact, a repulsive political system is taking shape which may well make it impossible for them (the refugees) to return."

Reginald Prentice, a member of the British Parliamentary delegation which visited both Bangladesh and India wrote in NEW STATESMAN on July 16 "everywhere we went we questioned refugees at random; everywhere we were told similar stories. The army have come to their village or a nearby village. People were shot or mutilated, houses and farms burnt. Women were raped, the soldiers had looted or encouraged the non-Bengalis to loot Bengalis (and specially the Hindus). This was still happening. That is why they had left. They wanted to return, but only when it was safe, that is when Mujib said it was safe or when the army left'"

The refugees include both Hindus and Muslims. The GUARDIAN of London writes on July 21, "there are 20,000 Muslim refugees at Kantala Camp 19 miles from Agartala and only 20 yards from the border. All of them came from villages just inside East Pakistan."

The INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE writes on July 21 "a party of foreign journalists who recently toured the remote areas of Tripura and Assam said many East Pakistan refugees told of looting and burning of Muslim villages and the rape of Muslim women by Pakistani soldiers."

THE MUKTI BAHINI

From Resistance to Victory

The Mukti Bahini (Liberation forces), grown out of a spontaneous resistance from among the people of Bangladesh is now a well-organized force. It has grown both in strength and size. By all standards it has established itself as a capable liberation force and will, without any doubt, bring ultimate victory. The Mukti Bahini enjoys the

complete support of the population and continues to achieve more successes every day. The world is gradually recognizing this fact.

David Loshak in a despatch from Sylhet writes in DAILY TELEGRAPH on April 15 "their own losses have been so far, heavier but Bengalis in their thousands are continuing the fight and constantly replacing the dead. I found of their morale consistently high despite their desparate situation, and there is no doubt of their readiness to fight to the death".

The SUNDAY TIMES of London writes on April 18 "the independence of Easi Pakistan is inevitable. What started as a movement for economic autonomy within the framework of united Pakistan has been irrevocably transformed by the wholesale slaughter of East Pakistani civilians into a movement that sooner or later will produce an independent East Pakistan-'Bangladesh is a matter of time."

THE SUNDAY TIMES of London writes on June 20, 1971 "frequent grenade blasts rock Dacca, apparently the work of the Mukti Fouj. Most young people between the ages of 16 and 26 have joined the Mukti Fouj. Their widespread fear is that to be young in East Pakistan is to be killed. They mentioned the hope also that they may one day live in a free Bangladesh."

Martin Woollacott writes in THE GUARDIAN, London on June 23 "but outside Dacca and not only in the border regions, the army still faces the almost impossible task of guarding a vulnerable communication system and rural economy against sabotage by the guerilla groups of Mukti Fouj who still have bases in the interior of the Province."

Clare Hollingworth writes in the DAILY TELEGRAPH of July 6 referring to the West Pakistani troops vis-a-vis freedom fighters "but the position of the armed forces grows more difficult everyday as the training and efficiency of the Bangladesh guerillas increase." She further writes in the same despatch from Dacca, "and unless dramatic efforts at conciliation are made and made soon, Bangladesh will become an independent state whether it takes the guerillas 5 years or even a decade to make their points; for they have the everwhelming support of the population as the 96% vote in the election for Sheikh Mujibur Rahman suggests."

Sydney Schanberg of NEW YORK TIMES wrote on July 13 "outside Comilla not long ago the guerillas blew up a rail bridge, a repair train was sent out with armed guards. The guerillas attacked the repair train in broad day light, killing the firemen and taking a hostage. The train sped back into town."

Schanberg writes again on July 15 after he was expelled from Dacca "guerillas (of the Mukti Bahini) have recently carried out several raids in and around Dacca, knocking out Power Supply Stations, attacking on Ordnance Factory and damaging a plant that Was converting motor launches into gun boats for the army. This correspondent found that poor Bengali villagers, though too occupied with daily survival to think about defying the army openly were quietly cheering the insurgents on and hoping for a chance to help them."

Sydney Schanberg writes in the NEW YORK TIMES of July 16, 1971, 'as the still disorganised Bengali autonomy movement appears to be gaining momentum, the guerillas have been avoiding frontal battles but have inflicted a sizeable number of casualties" ,"the heaviest action has been in the Eastern border district of Sylhet, Comilla and Noakhali, specially in the latter where the guerillas have been able to keep the vital road and rail links between Chittagong and Dacca severed."

Clare Hollingworth in a despatch from Dacca writes in the DAILY TELEGRAPH of London on July 21 "Dacca has been without electricity since Bangladesh guerillas destroyed 3 vital Power stations with bombs on Monday night killing 13 guards in a gun battle at one.

Army experts say the guerillas know exactly where to place the charges to cause the most damage ... it will take months before new transformers can be imported to replace the destroyed installations."

The Correspondent of THE TIMES, London writes on July 21 "a new phase has began in the armed struggle for East Pakistan's independence. After spending a few days with Bangladesh liberation forces (Mukti Fouj), I cannot see the Pakistan army finding it easy to cope with them."

THE DAILY TELEGRAPH, London writes on July 22 "inside the towns highly trained saboteurs are now operating in small groups of 3 and 4 dressed like poor Bengali villagers.

Correspondent of THE TIMES, London writes on July 23 "East Bengal freedom fighters claimed to have killed between 15,000 and 20,000 West Pakistan troops and wounded many others so seriously that they must have succumbed to their injuries in Hospital. In a special interview Col. M. A. Osmani, Commander-in-Chief of the Bangladesh forces told me, he was speaking exclusively of losses suffered by the Pakistan army.

Talking to different, Mukti Fouj (Liberation forces) Commanders in the Eastern Sector, I have tried to find out if their estimates vary. But if anything they tend to think Col. Osmani's estimate undoubtedly conservatives. "

Peter Gill writes in the DAILY TELEGRAPH, London on July 23 "Bangladesh guerillas have occupied an area of 150 sq. miles in the Jessore District of East Pakistan near the frontier with India."

Clare Hollingwolth writes in the SUNDAY TELEGRAPH on July 25 'the Pakistan Army stopped all traffic leaving Dacca for the south or west for several hours yesterday. A captain politely explained that the road to Fatulla was closed because 'there is firing ahead' ......"after the roads had been reopened late yesterday, only a large new civilian lorry, destroyed near a road barrage, bore witness to what was clearly an incident between Pakistan army and guerillas. Fatulla is the site of an important electric Power Plant and Transformer which is now vital to maintain the erratic low power current available in Dacca since Monday, when two big substations in the city were destroyed by Bangladesh guerillas."

Murray Sayle in a despatch from Dacca writes in THE SUNDAY TIMES on August 1, referring to the PIA flights between Dacca and Karachi carrying the heavy army casualties "the patients are soldiers going home to West Pakistan because military hospitals in Dacca are full." He Went "On my flight last week there were six, two had legs blown off by mines, and the other four, caught in ambushes, had bullet wounds in the upper body. Sometimes, I was told, the PIA planes are a quarter-full of badly wounded men". He further writes, "the (Bangladesh Liberation forces) guerillas have already scored successes which any Vietcong commander would record as a highly promising start to a protracted war."

THE TIMES, London writes on August 5, 1971 from a despatch of Louis Heren. Reliable reports have it that the Mukti Bahini, or freedom force, has decided that the best strategy is to bring the economy to a halt.

Clare Hollingworth writes in. DAILY TELEGRAPH, dated 5. 8.71. "The situation in East Pakistan grows perceptibly worse each day as the Mukti Fouj, the Bangladesh guerillas, increase the number and efficiency of their operations. 'Explosions during the night have become louder and more frequent... ...The West Pakistan troops are tired. They have had no break for over four months and they are operating in a strange environment. On the frontiers they are subject to mortar bombs and other harassments from the Mukti Fouj, who are beginning to demonstrate the results of their training."

Independence of Bangladesh: A Reality

In political terms, Bangladesh is now a reality. Recognition by the world community is only a matter of time. The nation of Bangladesh has its roots in the history and economy of her people. THE SPECTATOR of London writes on April 17, "Politically, economically, socially, the West Pakistan military regimes which have ruled both Pakistan have neglected East Pakistan; and there is nothing at all surprising that the- Bengalis of East Pakistan should have sought independence as Bangladesh."

Peter Hazelhurst in a despatch from a liberated area of Bangladesh writes in THE TIMES, London on June 19, "the former Pakistan army Captain is adamant that freedom fighters will not accept any political settlement short of independence. 'There can be no going back after what the army did on March 25. We have lost too many lives, and most of my men have no idea what has happened to their families. This is now a struggle for complete freedom."

Prof. Louis Dumont, a Director of the Institute of the Higher Studies in Paris writing in LE MONDE on August 6 makes the point that East Bengal is virtually independent and urges France to stop all assistance to the Government of Pakistan because that Government had lost its legitimacy by going to war against the majority of its Citizens.

Bruce Douglas-Mann a member of the British Parliament told the House of Commons on June 9, 1971 "it is undoubtedly true that a whole people are being deliberately destroyed. They are being driven out of their country and the terrorizing tactics being adopted can have only one possible outcome, and that is the ultimate independence of Bangladesh."

He continued to say "that was not necessary until the night of 25th March but as a result of what has been done, it is now pointless even to discuss the question of reconciliation and the possible reunification of Pakistan. Pakistan is dead. It has been burried under millions of bodies and I fear that we have not yet seen the worst."

"I am saying that Pakistan as an unit and as an entity is dead. The only solution which will provide any possibility of relief for the people of East Bengal is for the West Pakistan army to be forced to withdraw by economic pressures and sanctions."

Mr. Gallagher in a statement to the House of Representatives made on August 3. 1971 said "this war of resistance in East Pakistan is bound to spread. A while people has arisen in revolt against an unpopular regime. The Pakistan army cannot win this war. For that army is fighting an outmoded colonial war in a land far away from its home base against a vast population of 75 minion which its barbaric actions have totally alienated... ...The war of East Pakistan's Liberation and Independence may already be too far gone for a settlement short of Independence through the processes of political conciliation and negotiation. The questions really are how long will this war last?"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

September 25, 1971

CRISIS OF BANGLADESH MOVEMENT

Considering the present international moves an assessment has become necessary to evaluate the whole question of Bangladesh movement. Before taking a final position on this subjects the role of different big powers with regard to Bangladesh can be summarized in the following terms :-

U.S.A.: American has committed herself to the Yahya khan's regime. Without going into the reasons for such a policy, U. S. has done the following so far :-

(i) An emergency grant of dollar-aid of 4 million to purchase coasters for the occupation army during Monsoon;

(ii) Several Ship loads of non-lethal arms supplies. It is believed that heavy and sophisticated weapons are sent to West Pakistan via Iran and Turkey while auxiliary equipment and spare-parts are delivered openly;

(iii) 18 Cobra-gunships (Large Helicopters) bought from Iran but believed to be delivered by America;

(iv) It is highly likely, as reported in the Los Angeles Times in early August, that American arms are being diverted from Vietnam into West Pakistani hands;

(v) American AID Office in Dacca is now full of counter insurgency experts who acquired their experience in Vietnam;

(vi) The American Government is now preparing to reopen the Aid-Faucit to save the West Pakistan economy and at the moment American Banks are supporting by giving loans to Pakistan Government.

Therefore, it is clear that US has involved quite deeply in the crisis of Bangladesh and is giving full support to Yahya Khan. The way Russians and Indians have committed to each other, it can be more the reason why it will push U.S. to go all the way for Yahya Khan for the time being. U. S. THEREFORE IS FOR ONE PAKISTAN.

USSR: In this sub-continent particularly with regard to India and through her over Bangladesh, Russians have gained most while doing the least. What Russia has done so far with regard to Bangladesh is (i) a letter by Podgorny to General Yahya Khan on April 2, 1971. This letter was not a threat but a mild approach requesting Pakistan to settle the issue peacefully, (ii) Exchange of some letter which were not disclosed but apparently the tone was same as in the original one. (iii) In a joint communiqué after the Indo-Soviet Treaty was signed a

political solution was suggested "to the satisfaction of the entire people of Pakistan", (iv) On the recent visit of the Indian Prime Minister to Soviet Union although a little change in the Soviet attitude has emerged, but the position remains basically the same. Never-theless this little change can be considered to be a reasonable achievement from the Indian point of view, India has been able to make Russia say things which the latter did not say before. For example Mr. Kosygin said "it is impossible to achieve the action of the Pakistani authorities which compelled more than 8 million people to leave their motherland, their homes, and their properties and to look for shelter in neighboring India. (THE STATESMAN, page 1, dated 29. 9.71)

On the next day Mr. Kosygin proclaimed Soviet sympathy for the democratic forces in Pakistan and said "the atrocities and the like committed against the people there will never enjoy the support of the Soviet people".

However, the Soviet Union reaffirmed its position with regard to East Bengal situation as laid down in the original appeal of Mr. Podgorny to General Yahya Khan on April 2, 1971. Furthermore the basic position remains the same. Russia desires a peaceful political solution of the crisis in Bangladesh and appears to be opposed to any kind of aggravation that would provoke a military confrontation between India and Pakistan. But from its stand taken in the joint communiqué after Indo- Soviet treaty for a political solution "to the satisfaction of the entire people of Pakistan", the Soviet Union has gone this time a little further (closer to Indian side) by saying that "urgent measures should be taken to reach a political solution of the problems which have arisen there, paying regard to the wishes, in alienable rights and lawful interests of the people of East Pakistan as well as the speediest and safe return of the refugees to their homeland in conditions safeguarding their honor and dignity".

In return India had also to accept the idea of a political through negotiations which is contrary to her earlier stands, (v) Technicians and other experts working both in West and East as usual.

It is believed that the Russians do not want any War or any kind of aggravation of the situation between India and Pakistan on Bangladesh issue Their continued policy, as it has been in last ten years all over the world, has been to extend its influence without much of actual confrontation and achieve her goal through shrewed diplomatic means.

THEREFORE THE USSR WOULD LIKE TO SEE PAKISTAN REMAINS AS A ONE SINGLE STATE AT THIS STAGE.

CHINA: Although China has supplied arms to Pakistan and gave all-out support to Yahea Khan's regime at the beginning, it is now believed that the Chinese Government has become cautions and lately has not made any utterances at.

On the contrary signs of little change in the policy of Chinese Government towards the crisis of Bangladesh are gradually emerging. In Peking Review No. 37 of 1971, along article in full has been reprinted from the North Vietnamese Monthly Journal "Hoc Tap" on the dangers of Japanese policies of expansionism in Asia. Toward the end this article contains an unobtrusive references to

revolutionary struggle and says that "the peoples of Thailand, the Philippines, Indonesia, Malaya, India and Pakistan are waging heroic revolutionary struggle."

Knowing the Chinese, therefore, this reference to Pakistan is significant and there is no doubt that they refer to the struggle that is going on in Bangladesh. Further evident of this change in attitude are (i) China has never condemned the Bengali people in her utterances on Bangladesh attacking the Soviet Union and India mainly; (ii) The report by the DAILY TELEGRAPH Correspondent in Dacca that the Pakistani Generals are worried about losing Chinese support; and (iii) the unconfirmed report that K. M. Kaiser has been briefing Chou en-lai sympathetically about Bangladesh and has been protected by Chou from the Pakistani regime which wanted to recall him to Islamabad long ago.

This does not however, mean that China will come forward to supported Bangladesh at this stage. It only suggests that they are keeping themselves open and as soon as the time comes they can start helping the revolutionaries in Bangladesh. China would not like to see an Independent Bangladesh under the leadership of Awami League. So they would not mind any of the two courses: (i) to prolong the war till the Awami League leadership losses the grip over this struggle when they can start helping the revolutionaries, or (ii)a settlement between Yahya Khan and Awami League within the framework of Pakistan, which would mean a sell-out by Awami League and its consequent unpopularity. In such a situation they would think of supporting the freedom fighters who would still struggle for independence i.e. the struggle under the leadership of the revolutionaries. THEREFORE CHINA WANTS PAKISTAN TO REMAIN AS ONE STATE FOR THE TIME BEING.

INDIA: India's support for Bangladesh basically comes out of her negative approach towards Pakistan. For political, historical & economic reasons India desires to weaken of Pakistan both West and East. It is not that for her love for democracy or.....of brotherhood to the people of Bangladesh that India wants but uphold the Cause of the liberation struggle of our people.

Therefore, India has no positive policy for the independence of Bangladesh. As the whole issue is looked from a negative point of view they can merely react to the events and cannot have a planned course of action which will be solely aimed at our favor. And whatever policies and measures, India may pursue, she cannot take a positive decision for the independence of Bangladesh solely on her own. Particularly after the Indo-Soviet treaty India has become more dependent on Russia for any major decision. For example, till General Yahya Khan's speech of 28th June Indian leaders spoke of a political settlement. Once the speech was over their leaders made public statements saying that there was no scope for any political solution as Yahya Khan took a hard-line. The Indian leaders at this stage till the Indo-Soviet treaty advocate for more or less an Independent Bangladesh-at least they did not speak of any political settlement. But after the Indo- Soviet Treaty they had to change their position and started talking about a political settlement which has now been confirmed in the latest joint statement in Moscow.

Nevertheless, if India is at all thinking in positive terms for the Independence of Bangladesh she is to consider the following issues:

i) The future of an Independent Bangladesh under the leadership of Awami League and subsequently under the leadership of other more radical elements.

ii) The effect of establishing an Independent state on the other states of India. Particularly the effect of the precedence that will show that an unarmed and disorganized people can manage to over throw an organized and established army to win independence. This will have a tremendous psychological effect and influence over all the states of this subcontinent.

iii)The role of the leftist of West Bengal and the possibility of their future demand for independence.

iv) The prospect of Awami League's achieving independence without Indian intervention.

v) Effect of an independence through Indian intervention amongst the common people in Bangladesh.

vi) The communal implications both in India and Bangladesh if India really intervenes.

Therefore, when India extended support for Bangladesh and committed themselves, they did not know the implications of such demand. The conservative Delhi establishment thought that:

(a) Pakistan would not have that such support from international powers;

(b) Pakistan would not be able to survive economically;

(c) that with such a big support from the people Awami League leadership would be dynamic enough to hold the ground.

(d) Pakistan Government would soon come forward to settle the matter with Awami League leaders.

The Indo-Soviet Treaty apparently confirms that India never wanted a war with Pakistan before a time convenient to her. Considering all the aspects and the attitudes shown by the Indian Government in last six months the following can be assumed:

(i) India would avoid war with Pakistan till such time she would be convinced that:

(a) India can defeat Pakistan militarily;

(b) There would be no involvement of any third country;

(c) The war could be finished with a very short time; say 7 to 10 days.

And to do so they even may not equip Mukti Bahini in such a manner that will lead to provoke Pakistan into a War or take an initiative for a war.

(ii) India will not accord recognition till a positive political or military action becomes necessary.

(iii) India is dependent on USSR for taking any major decision.

(iv) India is not inclined to believe that an Independent Bangladesh can come at this stage for the reasons as mentioned above in item (iv) of page 820.

(v) Therefore, for India there are the following alternatives:

(a) To go for a political settlement on reasonable terms that will take the Awami League leadership to power and the refugees back home. They expect that even if a political settlement is there, there will be no stability in Bangladesh and consequently in Pakistan. This situation will continue to make Pakistan weaker and weaker and at the same time, through Awami League Government they will be able to have some trade and commercial links to benefit the Indian industries.

OR

(b) To continue with the present situation till that psychological moment comes when Pakistan Government will eventually accept terms which will be favorable to Bangladesh because of the pressures, political, climatic and economic from within. At such a time India may even give recognition to Bangladesh, help heavily in military terms, and march into Bangladesh.

OR

(c) If the position No. (b) above is too burdensome for India because of the refugees and the position in paragraph (a) above becomes impossible because Pakistan Government's present hard-line attitude. India may even create such conditions that a portion of the refugees will be compelled to go back. To substantiate it one can say that (a) the rice allocation to each refugee has been brought down from 4 hundred grams to 200 for one day, (c) supply of arms may also be reduced, (d) there is a possibility that facilities for training, youth camp etc. will be reduced gradually.

(c) The tension that have been built up in many refugee camps, whether for communal or economic reasons may also lead India Government to take such measure which will indirectly pressurize the refugees to go back.

THEREFORE INDIA RESTRAINS HERSELF FOR AN INDEPENDENT BANGLADESH AT THIS STAGE.

Britain, France, Canada and all other major countries have also expressed openly that they wanted a settlement within the framework of Pakistan. In other words, not a single country in this world including India bas come forward to support the Independent Bangladesh.

THEREFORE THERE IS AN INTERNATIONAL PRESSURE TO RETAIN PAKISTAN AS A SINGLE STATE SUPPORTED BY ALL THE MAJOR COUNTRIES INCLUDING INDIA, AT THE MOMENT.

The powers which were sympathetic to us and were considered to be trusted friends have also now turned against the concept of an independent Bangladesh. India's Minister for External Affairs Mr. Swaran Singh told the United Nations General Assembly on

September 27 that a political settlement between the military regime and the elected members was essential. He suggested that the military regime should enter into negotiations with elected representatives to achieve a political settlement and send the army back to the Barracks. His call was "to impress upon the military regime of Islamabad that force will not succeed and that a political settlement between the military regime and the already elected representatives is essential".

"Bilaterally all Governments should do their utmost to ensure, by whatever means are available to them, that the military regime stops its repression and enter into negotiations with the elected leaders to achieve a political settlement with their concepts and sends the army back to the barracks."

Similarly the Inter-Parliamentary Union Conference at Paris failed to even mildly condemn Pakistan for its action in Bangladesh mainly because of lack of support from USSR. A key paragraph in the resolution on the subject mentioning Pakistan by name was opposed among others by USSR. The resolution which was opposed called upon the Pakistan Government to "continue to take all appropriate peaceful and democratic steps" to halt the flow of refugees to India "to establish conditions in East Pakistan to encourage the voluntary return of the refugees ".

It therefore, seems that there is an international effort going on at the moment for some kind of political settlement within the framework of Pakistan. It is not possible to know what would be the terms of settlement even if it is within the framework of Pakistan. By political solution or settlement, the national view is that there would be a negotiated peaceful settlement between Yahya Khan and the Awami League leaders for a political arrangement within the framework of Pakistan, although it does not necessarily mean that an independence cannot be achieved through such a political settlement. Nevertheless a political settlement or solution can be achieved in three broad lines:

(i) a complete independence-which goes out of question at the moment;

(ii) a settlement which will ensure six-points or six-point less foreign trade;

(iii) a settlement which will ensure the complete withdrawal of West Pakistani troops from Bangladesh and handing over the power of the Province to the Awami League leaders with the understanding that Pakistani Flag would remain and Pakistan would be a kind of confederation which will virtually mean independence but would be a face saving device for the West Pakistani Generals.

ASSESSMENT

Besides the general views about Indian attitude with regard to Bangladesh and all the contradictory and confusing stands she has taken from time to time and particularly the impression that has been created by the Indo-Soviet Treaty, there is a well-planned positive side of Indian diplomacy. In my view India would like to see an Independent Bangladesh provided it is certain that it would have absolute control over the Government and affairs of Bangladesh. Even if the whole world continues to bring a political settlement, every sensible person who is politically conscious knows that the

independence of Bangladesh is inevitable. It is only a matter of time. Therefore, India would also think likewise and being in the most advantageous position would also like to see (and who would not in relation to a smaller country!) that Bangladesh comes under her complete political influence if not within her territory.

In the premises as mentioned, it will not be surprising if this is India's ultimate goal and they are only waiting for a suitable time to materialize this plan. The way it is going it does not look unlikely. As for a political settlement, India would like to give it a chance knowing that if it is possible it does not harm them but there is a greater possibility that this attempt would not materialize.

India has shown all amount of restraint and sobriety over the Bangladesh crisis. It has improved its prestige before the world for giving shelter to 9 million people and at (he same time by not taking any extreme measure such as recognition or military action. To accept the idea of a political settlement is only to show that India is also reasonable in her approach to the problem but at the same time buying time for an action to be taken at her choice with the initiative in her own hands. As soon as the month of October would be over the initiative of any military action from Pakistan's point of view will, to some extent, disappear and from November till the end of February India will have a big' opportunity to achieve her goal. If Bangladesh is at all to be independent, India would like to see that she brings it. In the meantime all the frustrations, leadership squabbles, acts of sabotage by Mukti Bahini ruining the economy of Bangladesh, and all the other factors could also create such a situation that India would not find them unsuitable to march into Bangladesh and restore a Government of her own choice.

Indian Prime Minister's recent visit to Moscow was also very fruitful in the sense that she has been able to bring Russia close to her stand by committing Russia for a political solution based on the inalienable rights and interests of the people of East Pakistan. This is not a small achievement. The effect of the whole exercise is this that India has agreed to an honorable political settlement acceptable to the people of Bangladesh provided Russia can bring it. But she has at the same time kept an opening for taking appropriate measures if the attempt of a peaceful settlement fails. If the time proves that the settlement the Russians and the rest of the world desire cannot be materialized, India may take a military offensive and in such case Russia will have no other alternative but to support India and the rest of the world would also not be that hostile for such an action. If India can manage a quick victory world intervention will have no practical effect.

In view of the fact that the State elections are to be held at the beginning of next Year it is another factor which would influence the mind of Indira Gandhi to take a decisive action before the elections are held. By doing so and if she is successful she will continue to enjoy an absolute power in the Central Government of India and may also win in all other Non-Congress states including West Bengal where the Congress Party is relatively weaker at this moment.

Bangladesh Government & the Liberation Movement.

In the background of all these international move and diplomacy where does Bangladesh Government stand? It appears that recently the Government machinery has lost enthusiasm and initiative to a great extent and the general impression is that everyone is waiting for something to be happened. The situation should have the other way round. It is true that we being in a situation like this have to depend on others particularly on India.

In my opinion India has done a great deal for the Bangladesh movement and its survival. As a matter of fact they have done beyond expectation. No one should have expected that India would really like to march into Bangladesh. But it is because of our own failures, contradictions and lack of initiative in pursuing a direct course of action emphasizing completely on the war front, that India has to re-think and take necessary action and advantage for her self-interest.

We should not think that we have no role to play at all. As a matter of fact we can play such a role which can change the attitude of other people and Governments including that of India towards our movement. If we Gould properly appreciate the ingredients of conducting a liberation war the whole complexion would have been completely different today. The time is still there and Bangladesh Government can still take measures which will bring initiative into our hands. This was is for our own liberation and considering all the circumstances within Pakistan, we are capable of winning this war ourselves. Instead of sitting and waiting for others to act I suggest that we do the following immediately:

i) Make a list of all the political leaders, workers, students and volunteers who are now in and around Calcutta and in the border areas and enlist them as freedom fighters;

ii) Divide the whole of Bangladesh into small military units comprising of a few villages;

iii) Assign such freedom fighters who would mainly do the public relation work for our guerillas inside, in every such unit under a coordinated organizational framework. The selection should be made in such a way that people are engaged in the areas where they locally belong;

iv) The Headquarters should be shifted from Calcutta keeping only a small public relation office in the Mission besides the office or the Mission as such;

v) The Headquarters should be established in suitable border areas on mobile and there should be no office excepting for defense, liaison, and finance. The Cabinet members can stay as the headquarter for coordinating the war efforts.

If this can be done the whole complexion of our movement and that of our leadership will immediately change and our position will be much stronger in relation to other governments and powers who are thinking to solve our problem according to their own

convenience. IN OTHER WORDS ALL OUR EFFORTS AND EMPHASIS SHOULD BE DIRECTED TOWARDS THE WAR AND NOTHING ELSE.

Further, along with this move as mentioned above another diplomatic action should be taken by Bangladesh Government. We should remember that the basis of international politics is nothing but self-interest. So there is no reason why we should ignore China completely. We should not get emotional when we talk of China or Russia or any other country as far as international diplomacy and our self-interest is concerned. So we should make a very tactful appeal to the people of China to come forward to support us as we consider that our war is a just War and the people of China would support the people's struggle in Bangladesh as much as they would support such struggle in any other country. This will not only show our independent thinking in foreign policy but will also shake the world particularly America and Russia to do something more positive for our independence.

Our immediate effort should be:

i) TO DIVERT ALL ENERGIES FOR THE LIBERATION WAR BY MOVING CLOSER TO THE BASES;

ii) TO PURSUE AN INDEPENDENT FOREIGN POLICY FROM RIGHT NOW, AS MUCH AS POSSIBLE.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্থানের মিশনসমূহের কূটনীতিবিদদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনের আরও সংবাদ- ১৩ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর	এশিয়ান রেকর্ডার, অক্টোবর ২২-২৮, ১৯৭১	সেপ্টেম্বর ১৩, অক্টোবর ১, ১৯৭১

More Defections To Bangladesh:

On September 13, Mr. Mohiuddin Jaigirdar, a Pakistani diplomat, quit his country's Foreign Service and joined the Bangladesh Mission in London.

Mr. Jaigirdar (34) had been head of Chancery and sometimes the acting High Commissioner at the Pakistani mission in Lagos. Nigeria.

In a statement, he charged that many thousands of his East Bengali countrymen had been killed or maimed in the worst tragedy since. Hitler.

He said: "No one with a conscience could be a silent spectator. To assist the junta Government in the sale of a pack of lies was no longer possible on my part"

The same day (September 13), the Pakistani Ambassador to the Philippines, Mr. Khurrum Panni defected to the Bangladesh Government.

Mr. Khurrum Panni (49) was the first diplomat of ambassadorial rank to defect to the Bangladesh Cause. He came to Manila as Ambassador in March, 1970 and his tenure of duty was not scheduled to end until late in October, 1971.

Mr. Panni told a news conference later that he would ask the Philippine Government for permission to remain in Manila and start his mission. He was moving from the official residence to new quarters.

He said: "I hereby disassociate myself from the present, usurper army junta of West Pakistan which claims to be the Government of Pakistan. It is totally illegitimate and absolutely barbarian. It has no mandate of the people-it has no right to call itself the Government of Pakistan."

"Pakistan, as I knew it, lies buried under a mountain of corpses-ihe corpses of innocent men, women and children of Bangladesh. It lies buried under the agony of the eight million refugees whom they have pushed out into India. It lies buried under the mass plunder and rape which the West Pakistani Government are perpetrating there every day."

Until Mr. Panni's resignation, the highest ranking Pakistani diplomat to go over to Bangladesh was Mr. Mahasin Ali, head of Pakistan's mission to Hong Kong.

With Mr. Panni's resignation, the only Ambassador of Bengali origin left in Pakistan's diplomatic service was Mr. Kaisar in Peking. He was believed to have fallen from official favor for refusing to work for Peking's endorsement of President Yahya Khan's action in East Pakistan. He had been virtually stripped of his powers and refused permission to visit even Hong Kong.

On September 23, a Bengali employee in the Pakistan High Commission in New Delhi, Mr. S. M. Nurul Huda, made a daring escape when he scaled the chancery wall to free himself from nearly 1 Vi months' confinement in his official residence.

Shortly after his escape from what he described as prison life, Mr. Huda (27) contacted the Bangladesh mission to declare his allegiance to the "legitimate Government of my Motherland." He was attached to the High Commission as a supervisor in the telephone exchange.

When he met newsmen later, he betrayed his concern for his wife now in Bangladesh. He stated: "I know it is a big risk dodging two armed West Pakistani guards inside our quarters. But, I had no choice I just could not bear it any more. I appeal to you to rescue my colleagues who are being treated like prisoners inside the chancery."

He added that the Bengali employees in the Pakistan High Commission had been held as hostages and were being subjected to all kinds of indignities.

On September 28, four more employees of the Pakistan High Commission in New Delhi switched their allegiance to Bangladesh along with their families.

The four members of the staff were Mr. Mufizur Rahman, stenographer, Mr. A. K. Azad, upper division assistant, Mr. Mohammad Zainul Abedin, lower assistant, and Mr. Ghulam Mustafa, dispenser.

Mr. Mufizur Rahman told a news conference at the Bangladesh mission that a large crowd of people had helped them get down from a bus after they had told them that they were being taken to Pakistan forcibly. The people arranged for another bus from the border which brought them to the Bangladesh mission.

Mr. Rahman said that about 16 West Pakistani nationals, most of them armed, were escorting them in a minibus and a Mercedes car of the Embassy. They tried to block the way of the defectors but could not succeed before the crowd. The escorts turned back after having waited for half-an-hour and making sure that the defectors were not likely to return with them.

On October 1, yet another Bengali employee of the Pakistan High Commission escaped from the mission building in New Delhi.

Mr. Abdul Shaheed (40), a peon scaled the compound wall of the Embassy and found his way to the Bangladesh mission, located about 4 km away.

Mr. Shaheed was the 11th Bengal employee of the Pakistan High Commission to switch allegiance to Bangladesh,

Three more Bengali employees of Pakistani missions abroad, two of them cypher assistants also defected and joined the Bangladesh liberation movement, Mr. Nayebul Huda, a cypher assistant for 19 years, was last serving in the Embassy at Brussels (Belgium), when he too quit on receipt of orders of transfer to Islamabad which he considered a graveyard of Bengali officials."

Mr. Abdul Karim Mondal, an assistant in the Embassy at Madrid (Spain), after defecting said Bengalis in Pakistani missions abroad were being subjected to all sorts of harassment and maltreatment. I was not allowed to do official work and was treated with utmost contempt.

Abdul Latif, a cypher assistant in the Embassy at Beirut (Lebanon), quit the Pakistan Government's service when he received orders of transfer asking him to report to Islamabad. He quietly left Beirut and arrived in London where he announced his allegiance to the Bangladesh Government.

Pakistan High Commission's Protest Against Defections:

On September 29, the Pakistan High Commission in New Delhi lodged a "vehement protest" to India in connexion with the escape by four East Bengali members of its staff with their families while being taken by road to West Pakistan.

In a Note to the External Affairs Minister that there had been a breach of the immunity of the High Commission personnel. It also accused the Indian authorities of collusion with 'traitorous elements'-an apparent reference to the Pakistani diplomats who had defected earlier to organize a Bangladesh mission.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের একটি প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE CASE FOR BANGLADESH

Background :

Pakistan was the result of the free choice of the minority community of India-i.e., the Muslims-expressed through a free election in 1945 and a referendum in 1947 . The demand for Pakistan had its roots in inequity and discrimination against, denial of equal opportunities to, and exploitation in general of the minority community by the majority.

Pakistan consisted of two territories, West, separated by a thousand miles of India. It was a dream and an ideal which called for sacrifices on the part of the citizen of both wings. At the time of independence the population and wealth distribution in the country was as follows:

	East	West
population	56%	44%
Gross Domestic product	52%	48%

The power centers, however, were located as follows

	East	West
Capital of the country	none	X
Parliament of the country	none	X
Supreme Court	none	X
Headquarters of the Army	none	X
Headquarters of the Air Force	none	X
Headquarters of the Navy	none	X
Headquarters of the State Bank	none	X

Twenty-four years of partnership [1947-71] between East and West Pakistan had the following complexion in political and economic fields:

	East	West
Chief Executive [Prime Minister or President]	5 years	19 years
Commander-in-Chief Army	none	24 years
Commander-in-Chief Navy	none	24 years
Commander-in-Chief Air Force	none	24 years
Finance Minister	none	24 years
planning Minister/Chief	none	24 years
Employment in Pakistan Govt. Civil Service	20%	80%

Employment in Armed Forces	7%	93%
Revenue Expenditure	23%	77%
Utilization of Foreign Assistance	23%	77%
Foreign Exchange Earnings [exports]	54.7%	45.3%
Foreign Exchange Expenditure	31.1%	68.9%
Development Expenditure	32.5%	67.5%

During the five years that Bengalis were in control of political power, civil and military bureaucracy indulged in conspiratorial politics to nullify their influence. The first Bengali Prime Minister, Khawaza Nazimuddin, was dismissed by Punjabi Governor- General Ghulam Mohammed after one and a half years in office even though he held the confidence of the parliament. The second Bengali Prime Minister, Mohammed Ali Bogra, was a prisoner of the Punjabi ruling elite from the date of his installation and having gone through one ignominy after another, was finally dismissed after two years in office. The last Bengali Prime Minister, H. S. Suhrawardy, was dismissed at the end of a half in office by General Iskander Mirza without being given an opportunity to test his strength in the Parliament.

A constitution envisaging a federal parliamentary form of government was at last adopted in 1956. But this constitution was not given a chance to come into fruition due to Iskander Mirza's conspiratorial politics and the interference of the Punjabi dominated Army and government services. When general elections under the new constitution were being planned, the final Army coup came about on October, 1958.

Twelve years of Army dictatorship at last gave into public pressure and elections were held in December 1970 with the following results :

	Pakistan National Assembly
Awami League	167
All others	146
Total	313

Out of the 169 seats of East Pakistan , the Awami League won 167 seats with only two seats going to two other members , the Awami League secured an absolute majority in the National Assembly and was thus in a position to form a stable government in the country as well as to frame its constitution. But the Assembly was never called into session by Pakistan's military dictator Yahya Khan. Since the Awami League consisted of Bengalis led by Sheikh Mujibur Rahman, the vested, interests of West Pakistan decided to nullify the election result. While more than two months elapsed without the National Assembly commencing to function, the brutal Army crackdown came on March 25.

25th March, 1971, and After

Despite every provocation, the Awami League tried until the very last to reach a peaceful solution of the Pakistani crisis. Transfer of power to elected representatives and

withdrawal of martial law were pre-requisites to any settlement. After a period of protracted negotiations, President Yahya was expected to make a nationwide broadcast on March 25, 1971, announcing an agreement with the Awami League. Instead, he secretly left East Pakistan and at midnight his Army attacked a sleeping nation with tanks, artillery, machine guns flame throwers and every other weapon of destruction. Special targets of the Army were Bengali units of the Army; the members of the paramilitary force, East Pakistan Rifles; the civil police force; university teachers; members of the intelligentsia; young people; Awami League leaders and workers; industrial laborers; and members of the minority community-i.e., Hindus. Women, children and old people were not spared either. Everyone in sight was shot. Women were nailed to trees and then shot. Men were tied to jeeps and then dragged at the speed of sixty miles per hour. Women were raped to death and left to be devoured by dogs. Sleeping children were bayonetted to death. Young men from cordoned-off villages were picked up and their blood was drained off for the wounded soldiers till they were dead. Young girls were kidnapped and taken to garrisons for forcible prostitution. All properties within the range of the artillery were destroyed. City blocks were put, to the torch and residents were machine-gunned. The sadistic orgy of massacre and destruction is not over yet; it is still continuing in elected and the limited areas.

Butchery of unarmed people so far has taken a toll of a million lives. Another nine million had to flee the country to save their lives, leaving their hearth and home and becoming destitute refugees. The flight of this mass of humanity can be comprehended only by imagining the total evacuation of the City of New York.

Declaration of Independence

Political and economic exploitation was tolerated by Bengalis in the hope that change' in political power structure would remedy the evils. But when the army launched its genocidal attack it became apparent that living together by East and West was no longer possible. The elected representatives of East Pakistan declared East Pakistan independent, renaming it "BANGLADESH," thus relieving the unwilling minority in West Pakistan from the fear of domination by majority Bengalis.

The dreamland of Pakistan created by people expressing their wishes through ballots has been destroyed by vested interests expressing power through bullets. People of Bangladesh through their elected representatives and with their blood have given their verdict in favor of Independent Bangladesh.

Prepared and Published by the
BANGLADESH MISSION
1223 Connecticut Avenue, N.W., Fourth Floor
Washington, D.C. 20036

September 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২ অক্টোবর, ১৯৭১

POSITION PAPER
CONFIDENTIAL

No. 4/2
Reference Cell
October 2, 1971

FOREIGN MINISTER

AN ANALYSIS OF INDIAN PLANS ON BANGLADESH

India feels it can go to war with Pakistan only when the following three conditions are satisfied:

(i) India must possess such decisive military superiority over Pakistan as to be able to achieve its objectives swiftly;
(ii) Chinese intervention must be ruled out;
(iii) World opinion must be neutralized, so that a overwhelming wave of condemnation of India does not ensue.

Indian analysts very quickly realized that November-December, 1971 was going to be a time when all these conditions would hold. When the winter sets in and the Northern mountain ranges of India freeze up the Chinese threat vanishes to near-zero. Thus at this time India can afford to remove some of its mountain divisions and deploy them against Pakistan. This fact when coupled with extensive damage already done to the Pakistan Army by the Mukti Bahini means that the first condition is as nearly fulfilled as if over will be. The second condition clearly also follows. As for the third, world opinion by now is so fed up with the Bangladesh problem that it would undoubtedly resign itself to any strong to actions to resolve the problem.

Thus, from the very beginning i. e. from June onwards, Indian diplomacy has been engaged in a holding action to prevent a war breaking out before November-December i.e. at a time of Pakistan's advantage.

The main reason for our speculation that India will attack Pakistan later this year, apart from the evidence of heavy troop build ups etc.. comes from the fact that India has an obvious interest in seeing to it that the Bangladesh crisis ends with the Indian Army ultimately storming in all the way to be the Indian Ocean. This would have the advantage of making sure that following the removal of West Pakistani authority, there is no widespread chaos in Bangladesh, a chaos which could be prolonged and be as damaging to Bangladesh itself as to India. India obviously would prefer to help Bangladesh establish a firm and effective government and one which is friendly to India. We may resign ourselves to a period of Indian influence in Bangladesh but we must try to minimize it as much as possible. In this way, the interests of both Bangladesh and India would be served.

Between now and November Pakistan has four different options on how to deal with the delicate with the delicate game that India is playing.

The first is that they can launch a pre-emptive attack and attempt to capture some important parts of Indian territory while the U. N. General Assembly is still in session in the hope that hostilities are quickly stopped. This is such a dangerous gamble however and would so alienate the Soviet Union that it seems unlikely that Pakistan, in its present weakened state, would dare to attempt it.

The second is that Pakistan would try to solicit some dramatic gesture of support from China such as the dispatch of a token force of Chinese volunteers to Bangladesh. This would have an immense psychological impact and might deter India successfully. (An important factor to bear in mind is that India may yet get cold feet when the moment of decisive action actually comes and so such a psychological country by Pakistan is by no means negligible).

The third is that Pakistan might try to get a similar gesture of support from the United States, such as the landing of a token force of U.S. Marines, in Bangladesh during the month of October. Again, even though it is extremely unlikely that Nixon will be able to follow up such a move with sizeable military support for Pakistan, this move would have great deterrence value in the psychological game of bluff in which India and Pakistan are presently engaged. A variation of this would be to land a U.N. force of some kind a move which the United States seems to be actively considering at the present moment.

The fourth way out for Pakistan is to release Mujib and attempt to get a settlement. Our government must therefore make a serious effort to win China's support and make the second option impossible. Also in order to deal with the third possibility we must intensify our campaign to bring the true story of Bangladesh to the attention of the American people.

If the fourth option is chosen by Pakistan we should hold out for the best possible terms as we are bargaining from a position of strength. The only settlement we should envisage is if the West Pakistanis agree to withdraw all their troops from Bangladesh beforehand. If this is conceded to us we can in return make any concessions that Pakistan needs for face-saving purposes. Then, as was done between Algeria and France, after a suitable time has passed we can hold a conference with West Pakistani leaders and declare our independence, retaining some elements of partnership with West Pakistan if we so desire at the time.

Today, therefore, at a time when all the players are assessing their various strengths. For the final and crucial round, the most important necessity for the Bangladesh Government is to establish its credibility and that of its armed forces as strong as possible. Far from becoming complacent as the and approaches, we must more than ever seek to demonstrate our effectiveness before the serious bargaining really begins, as it should do soon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পর্কিত একটি অফিস নোট	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

For MOUDOOD AHMED.

Re: your request to be kept informed, of public statements made by Indian leaders and joint communiqués etc. Amjadul Haque of your Mission in New Delhi is being contacted by Delhi. You may like to keep in touch with him as he will be fully and promptly briefed. He has already been assured of channels of communication............

A. G.
3. 10.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সপক্ষে আনুগত্য প্রকাশের আরো ঘটনা- অক্টোবর ৩-৭, ১৯৭১	এশিয়ান রেকর্ডার, নভেম্বর ১৯-২৫, ১৯৭১	৩-৭ অক্টোবর, ১৯৭১

More Defections To Bangladesh:

The First Secretary of the Pakistani Embassy in Katmandu, Mr. Mustafizur Rahman, switched his allegiance to the Bangladesh Government on October 3.

Mr. Rahman, a 29-year-old Bengali, who was also head of the chancery, told a news conference at his residence that he had taken this "bold" decision after six months of "the worst mental agony in my life."

He said he had communicated his decision to the Nepalese Prime Minister, Mr. K. N. Bisht, from whom he sought permission to stay on in Nepal as the special envoy of the Bangladesh Government till it was liberated, he had also sought the Nepalese Government's protection for himself and his family-wife and two children-“from physical, mental or material harm” that may be caused by West Pakistanis living in Nepal.

On October 4, Mr. Humayun Rasheed Choudhury, Minister-Counsellor, and Head of Chancery in the Pakistan High Commission in New Delhi, on October 4 switched his allegiance to Bangladesh.

In a statement, Mr. Choudhury said that "history will certainly indict Yahya Khan not only for the fiendish genocide of innocent people but also for having provoked the disintegration of Pakistan. It is he, and not Sheikh Mujibur Rahman that should be tried not only for crimes against Pakistan but also for crimes against humanity."

His announcement came within a few hours of the escape of his personal assistant, Mr. Fariduddin Ahmed, who along with his wife and four children had scaled the boundary wall of the High Commission to freedom.

With Mr. Choudhury and Mr. Ahmed, the number of Bengali employees in the Pakistan High Commission, who had switched allegiance to Bangladesh, was now 13, including three diplomats. There was one Bengali diplomat and 11 other Bengali staff members still in the High Commission.

On October 7, Mr. Rizaul Karim, Counsellor in the High Commission, in London said he was severing all connexion with the Government at Islamabad and declaring allegiance to the Republic of Bangladesh.

Mr. Karim later joined the Bangladesh mission in London.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শীতবস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক আবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/61. OCTOBER9, 1971.

AN APPEAL FOR WINTER CLOTHINGS

With winter just round the corner the urgency of providing the freedom fighters and the suffering uprooted millions of Bangladesh with woollen and other winter garments needs no emphasis. Bangladesh Mukti Bahini is fighting the West Pakistani invaders to liberate the motherland against odds unparallel in the annals of history. To help the Mukti Bahini will be a service not only to the cause of Bangladesh but also to that of humanity and freedom in general.

To help protect against cold and for use during the ensuing winter season by the Mukti Bahini, Mr. M. Hossain Ali, High Commissioner for Bangladesh in India appeals to the Philanthropic Organizations, Voluntary institutions, Manufacturers and dealers of cardigan, pull-over, woollen blankets, wrappers and scarfs etc., to come forward to donate these articles for the above mentioned purposes.

The donation of woollen garments will be gracefully accepted by the office of the High Commissioner for Bangladesh in India at 9, Circus Avenue, Calcutta-I 7.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement).

No. PR/64. October 13, 1971.

BANGLADESH GOVERNMENT SPOKESMAN'S REACTION TO YAHYA'S BROADCAST

While commenting on Yahya Khan's broadcast of October 12, 1971, a spokesman of the Government of Bangladesh stated today at Mujibnagar that the broadcast was another exposition of his own desperate situation in West Pakistan. The speech appears to be an exercise in make-believe and an attempt at creating war psychosis in West Pakistan to rally the people there behind the regime. It has no relevance for the people of Bangladesh. The plan to hand over power is nothing but an attempt to mislead world opinion which is so much against him at the moment. His allegations against India are only meant to divert the main issue in Bangladesh. His occupation army is not fighting the Indians but the 75 million Bengalis determined to free their country.

In his speech on June 28 Yahya Khan said that power would be transferred to the people within four months but yesterday's broadcast only exposes the design of the junta to continue to cling to power for an unlimited period. From Bangladesh point of view his plan has nothing to do with the people of Bangladesh and his 'constitution' may only be meant, if at all, for West Pakistan. The whole plan is to buy time to continue with his acts of genocide and repression in Bangladesh and at the some time to put up a facade of transfer of power. The aim is to secure foreign aid and support.

Yahya Khan has attempted once again to turn the liberation war in Bangladesh into an Indo-Pakistan issue but the world knows today that the issue of Bangladesh is nothing but the aspiration of 75 million people to drive out Yahya Khan's troops from the soil of Bangladesh. The Government of India is not a party to it.

His whole speech was motivated to create a war hysteria in West Pakistan in order to overcome the difficulties he is now facing from the people of West Pakistan. He has blamed India for all his troubles and tried to project for himself an image of sweet reasonableness. He has thus sought to make India the scapegoat for his own crime of

destroying Pakistan.

Yahya Khan has thus ignored the realities in Bangladesh and it is high time that he should recognize the fait accompli. He should by now be fully convinced that his occupation army under heavy and increasing pressure from Mukti Bahini has no other option but to vacate the soil of Bangladesh. The only way out for this junta remains in the release of Sheikh Mujib, withdrawal of their troops from Bangladesh and in the acceptance of Bangladesh as a sovereign state.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্কের পরিস্থিতি অবহিত করে পররাষ্ট্র সচিবকে লিখিত একটি চিঠি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

COPY

Date 14. 10. 1971

Dear Alam Bhai,

Thank you for your letter dt. 28. 9. 71.1 had just come back from New York when I received it. Dr. Nurul Islam and I met Dr. Mullick and Mr. Asabul Huq. Others had gone out for one weekend. Earlier I had met Prof. Muzaffar Ahmad.

2. Dr. Nurul Islam has written letter to you and one to P. M. Some work on planning has already begun here. Both of us are collecting material. There is a wealth of data in one Bank. Rehman Sobhan is also of one opinion that long-term (i. e. 5 yr.) planning can best be done away from one theater of war and where computers and data are available.

3. Syeduzzaman (C. S. P.) met ushere and gave us same information. Indications are that Canada, Franch and U. K. opposed debt moratorium. The Pak delegation returned "frustrated". However, inside information has to that U.S.A. has decided to grant de-fecto moratorium without saying so.

4. Have you received one paper on "Economic assistance to Pakistan" written jointly by Muhith, Rehman and myself?

5. The World Bank could not be prevented from sending a mission to Dacca. The Mission members are R. Picciotto, R. Haxma, A. Shibusawa. They intend to visit (I) Khepupara. (2) Bhola and Char Lalmohan, (3) Hatia, (4) Sandwip, and if possible (5) Ramgati. This is for revival of the cyclone shelters programme. They said they will take Helicopters to those places without army escort: Period in occupied Bangladesh will be Oct. 14 to Nov. 5.

6. Khurshid Alam is settled in his studies and I don't think he wants to join as a Secretary.

7. I hope you have my last letter. If I stay in one Bank they intend to send me as consultant to one Govt. of Mexico, which I don't want. Shoaib certainly wants me out of one scene. I could either be in the Mission in Germany or I could help Dr. Nurul Islam and others with the Planning Commission.

Very best regards,

Yours sincerely,
HARUN

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

Letter from the Government of Bangladesh to the Prime Minister of India October 15,1971

(Seal of the Bangladesh Government)

Mujibnagar,
15th October, 1971.

Excellency,

We write in continuation of the letter, dated April 24. 1971, addressed to His Excellency the President of India, and the subsequent communications and personal discussions. Excellency, you are aware of the proclamation of independence on the 10th of April by the Constituent Assembly of the duly elected members of the National and Provincial Legislatures representing the will of the 75 million people of Bangladesh. This declaration followed the unilateral, arbitrary and brutal denial of verdict of the people and the suppression of their democratic and fundamental human rights by the military regime of Pakistan since the 25th of March, 1971.

2. It is well-known that the people of Bangladesh were subjected to a long period of ruthless colonial domination, systematic economic exploitation, and gross political and cultural discrimination by the successive regimes dominated by the ruling circles of West Pakistan. The letter of April the 24th, 1971, informed you of the formation of the Government of the people s Republic of Bangladesh under the Presidency of Sheikh Mujibur Rahman and the Acting Presidency of Syed Nazrul Islam.

3.Over the last several years, our people had waged a peaceful and non-violent struggle for the attainment of our basic rights. Even after the successive postponements of the convening of the National Assembly by the military regime of Pakistan, we did not resort to violence but continued our non-violent struggle. The military rules of Pakistan took advantage of this to gain time by employing the ruse of so-called negotiations till the night of 24th of March, 1971, while they were augmenting their military strength.

4.Their plans became visible to the whole world on the black night of March the 25th, when they let loose their Army under a premeditated plan on the innocent and defenseless men, women and children of our country. They made a special target of the intellectuals, the elite of the youth and the leaders of the workers, peasants, and students. This left is with no alternative but to resort to arms.

5. Since the formal proclamation of our Independence on April 10, our struggle for liberation has gained increased momentum and strength. Nearly 60,000 members of the former East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and other para-military formations identified themselves with the struggle of the. 75 million people of Bangladesh and took up arms in defense of our motherland. They were joined by hundreds of thousands of

young men whom they trained to defend the sovereignty and independence of their homeland and to release it from the bonds of colonial oppression.

6. The policy of repression has continued with increasing brutality in the vain hope of liquidating the leadership and reducing the majority of the Bengali speaking people to a minority. Members of the minority communities became special victims of the reign of terror. As a result of this policy of genocide, rape, arson and loot, nearly nine million of our men, women and children have been driven out in terror and have taken shelter in your country, and the exodus still continues.

7. Sheikh Mujibur Rahman, our undisputed leader and President, has been subjected to a secret military trial and has been reportedly condemned to death. The Awami League has been banned, which had won unparalleled victory in the national elections held last December. The military regime of Pakistan has disqualified 79 duty elected representatives of the people and has imposed a so-called civilian regime consisting of defeated candidates and quislings which is now supported by the might of the military machine of Pakistan. These gestures have not deceived the 75 million people of Bangladesh. They have only exposed the deception and insincerity of the military oppressors. All this has only made us more determined than ever to liberate Bangladesh.

8. We are glad to inform you. Excellency, that this struggle has borne fruit. The liberation army of the people's Republic of Bangladesh, the Mukti Bahini, are in full control of half the territory of Bangladesh. We also confirm that the Bangladesh Government has established effective civil administration over this area which is functioning smoothly. This development has not merely been welcomed by the broad masses of the people, but the efforts of our Government have found spontaneous and over whelming support in the areas under its control.

9. May we, therefore, in the light of these developments, request Your Excellency for a positive response to the message of the 24th of April, 1971, requesting for recognition to the free and duly constituted Government of Bangladesh. Such a response on your part would give a tremendous impetus to the struggle being waged by the people and the Government of People's Republic of Bangladesh for their liberation. It would also generate an international response which would promote the cause of freedom, peace, and stability in this part of the world. May we, therefore, request Your Excellency for an early response to this communication?

Please accept, Excellency, the assurances of our highest esteem.

(Seal of the Government of the People's Republic of Bangladesh)

(Sd.) SYED NAZRUL ISLAM (Sd.) TAJUDDIN AHMAD

Her Excellency Mrs. INDIRA GANDHI,
Prime Minister of India,
New Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
BANGLADESH PRESS RELEASE

ভারতস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/68.
Mujibnagar,
October 26, 1971.

BANGLADESH DELEGATION IN THE U.N.O.

The 16-member Bangladesh delegation to United Nations General assembly Session headed by Justice Abu Sayeed Choudhury has effectively presented to the international community the background and the present position of the Bangladesh movement for total independence from the colonial rule of West Pakistan.

The delegation apprised the world body of the truth about the Bangladesh and countered the Pakistan's evil and malicious propaganda about Bangladesh. The delegation met and briefed various other delegations of the members of the UNO. Such meetings have greatly helped to educate the members of delegations of different nations on the various aspects of Bangladesh problem. Supports for the cause of Bangladesh were expressed by many delegations during their speeches in the General Assembly Session. The delegation has also successfully impressed the world community about the gravity of the Bangladesh problem and the magnitude of the genocide committed in that part of the world by Pakistan. The very fact that many member countries spoke about Bangladesh problem in the floor of the Assembly prove that Bangladesh is not an internal affairs of Pakistan.

The members of Bangladesh delegation also contacted the American intelligensia and received overwhelming support from them. Despite the great enthusiasm among the supporters of Bangladesh in the U.S.A. due to the presence of the delegation, the Nixon Government continued to pursue a policy of friendship towards the military regime of West Pakistan. The Pakistani attempt to prevent the delegation from lobbying in the UN proved futile. Under the dynamic leadership of Justice Abu Sayeed Choudhury, the delegation has created a good impact on the other delegations attending the U.N General Assembly Session.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী	“বাংলাদেশ” -পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পত্রিকা	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH LEADERS CONDEMN NAKED PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

75 million Bengalis stand solidly behind Indian people

Pakistan declared unilaterally unprovoked war against India on December 3. Pakistani blatant aggression on the India soil evoked condemnation from the peace loving people of the world. It was 5-30 in the evening. Mrs. Gandhi was on the rostrum of Calcutta's Brigade Parade ground addressing the nation. About the same time Pakistan air force attacked Indian positions in the Western Sector. Simultaneously Pakistani artillery went into action.

Bangladesh leaders have condemned Pakistan's heinous attack on India and pledged full support of Bangladesh people to their brethren in India.

Foreign Minister

Bangladesh Foreign Minister Khandaker Moshtaque Ahmed strongly condemned Pakistani naked aggression on the Indian soil and pledged full support of 75 million people of Bangladesh to the Indian people in routing out the enemy.

Khandaker Moshtaque in a statement issued in Mujibnagar late night of December 3, confidently hoped that the dynamic leadership of Mrs. Indira Gandhi and the gallant forces of India "will bring in quick victory and glory to the peace loving people of the world".

Following is the full text of the statement:-

"No language is enough to condemn the shameless and senseless act of naked aggression by Pakistan on the soil of India and her sovereignty who has been consistently working for peace despite Pakistan's persistent provocations.

Hunger for power and thirst for blood of the Islamabad junta once led them to underestimate the potentialities of the nation of Bangladesh. The same unscrupulous and bankrupt leadership has once again, dared to undermine the power and strength of the great democratic nation of India. But this time, they have come forward out of folly to be destroyed and annihilated. The 75 million people of Bangladesh solidly stand behind the people of India in routing out these confirmed enemies of humanity. No sacrifice is too dear for us or the Mukti Bahini to redeem this pledge of ours.

We do firmly believe that the dynamic leadership of Mrs. Indira and gallant forces of India will bring in quick victory and glory to the peace loving people of the world. The war tyrants of Pakistan had been a persistent menace to peace and progress in this part of the world and provided a fertile breeding ground for the imperialist and colonial clique.

We are bearing the death-knell of the tyrants. Tl* day is not far off when they will enjoy the peace of grave."

Home Minister

Mr. A. H. M Kamaruzzaman, the Home, Relief and Rehabilitation Minister said that this War will clearly eradicate the so-called state of Pakistan from the map of the world He called upon the leaders of Sindh and Beluchistan to start all out movement for their emancipation from the oppressive clutches of the Pakistani military junta.

Mr. Kamaruuaman declared that Mukti Bahini will fight shoulder to shoulder with the Indian Jawans to liberate Bangladesh from the occupation of enemies.

While paying tributes to the people and the Government of India, he said tluit. Mrs. Gandhi is the greatest and ardent believer of democracy in Asia, nay in the world. And that is why she has lined up with the freedom fighters at the most critical hour of Bangladesh. He said that every people of Bangladesh is grateful to her.

Finance Minister

Mr. Mansoor Ali. the Finance Minister, said that the freedom fighters and the Indian Jawans are going to create a new Bangladesh, fighting side by side against the enemy. This will remain as

a unique example in history, he said. The minister hopes that India will help to build the country in the same way, as she is now helping the freedom struggle of Bangladesh.

High Commissioner

Mr. M. Hossain Ali, High Commissioner for Bangladesh in India said. "We are shocked at this sudden, undeclared, and unprovoked full scale war unleashed by the military junta against India. It is a blatant and naked aggression. Being on the run in Bangladesh as a result of the mounting successes of Mukti Bahini the military clique has now thought fit to make this dastardly attack against India thus engulfing the entire subcontinent in a war. It is a desperate attempt to hide their shame of being defeated by the people of Bangladesh.

This shameless aggression has filled in the cup of crime and sin of the Junta to the fullest brim West Pakistani regime appears to be totally unhinged mentally. If it thinks that it can withstand the strength and power of the 550 million democratic and peace-loving people of India, it is living in fool's paradise. We are confident that the determination of the Indian people under the dynamic leadership of Mrs. Indira Gandhi win rout the Pakistani aggression and teach the hotheaded Generals of West Pakistan a lesson which they will never forget.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ ও বাংলাদেশঃ একটি প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

UNITED NATIONS AND BANGLADESH

1. Spirit and purpose: Most civilized and humane concept of World Body for securing peace and security, a dream of mankind.

Major Criticisms

(a) An Organisation dominated by power politics-motives of Big Powers guide the effectiveness of the Organisation.

(b) Basically a debating club for the powerful nations.

(c) The right of veto-undemocratic and unrealistic.

(d) No right of an individual although fundamental human rights are purported to be guaranteed by International Law and the Charter of the U.N.

(e) International crimes such as genocide and war crimes have no remedies.

(f) Rights are guaranteed but remedies are not ensured-no machinery to deal with the violation of the Charter. Even with Security Council decisions are violated U.N. appears to be helpless: examples, South Africa, Rhodesia (Israel).

(g) Contradictions of UN between letters and practice.

Suggestions

(a) UN will have to be made more realistic as an organisation-right of veto should be withdrawn.

(b) Measures should be taken by law to discourage the power blocs inside United **Nations.**

(c) U. N. should be an organisation where free play of conscience should dominate instead of global strategy motives-this idea will have to be developed to make the UN really democratic and effective organisation.

(f) UN must have effective law enforcing machinery of its own to deal with the international crimes and the violations of the Charter.

(g) Device will have to be innovated where individuals can seek remedy for the violation of fundamental human rights.

Conclusion

The spirit and purpose of the UN is still the dream of ideal world community. What we need now is to find out the means to implement them in reality. As far as the humanitarian rule of the United Nation is concerned, on most of the occasions it has played a very vital role in last two decades. This role the U.N. can go on playing in a more effective and commendable way.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র সচিব কর্তৃক ঘোড়াশাল সার কারখানা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবকে লিখিত চিঠি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

পররাষ্ট্র দপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজবনগর

(Monogram)

Ministry of Foreign Affairs
Government of the
People's Republic of Bangladesh
Mujibnagar
Nove3, 1971

My Dear Defense Secretary,

I enclose a note relating to Ghorasal Fertilizer Factory. It seems that the threat given to the Japanese experts by our Mukti Bahini had some effect. So it is necessary to keep up harassing the Ghorasal Factory experts so that the initial impact made is fully utilized.

I would appreciate if the enclosed information is brought to the notice of the Defense Minister.

Yours sincerely,
(M. Alam)
3.11.71

Mr. A. Samad,
Defense Secretary,
Govt. of Bangladesh
Encl: As above

COPY

SECRET

Following message has been received from Tokyo:
" Alam Bangladesh Foreign Secretary from Maswood.

Suggest that fact of present offensive against Pakistan Army is by Mukti Bahini be clarified and affirmed by Bangladesh spokesman quickly unless already done. Indian denial published here but Bangladesh statement appears necessary. Regards".

We have also received information that some journalists have been asking why there has been no statement from the Bangladesh Government re: the present offensive of the Mukti Bahini.

A. G
26. 11.71

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVT. OF BANGLADESH

IMMEDIATE
November 27, 1971

Memo. No. 281 (3)/FS/MFA/71
Copy forwarded to:

1) The Defense Secretary,
Govt. of Bangladesh
2) Information Secretary,
Govt. of Bangladesh
3) E. P. D. for information and necessary action.

(M. Alam)
Foreign Secretary
27.11.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের কূটনীতিককে পাকিস্থান দূতাবাস থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

No. PR/74.

November 4, 1971.

ACTING PRESIDENT APPEALS FOR UN SECRETARY GENERAL'S INTERVENTION

The Acting President of the People's Republic of Bangladesh Syed Nazrul Islam has made an appeal to the U. N. Secretary General U. Thant to urgently intervene in saving the life of Mr. Hussain Ali and his family who have been beaten and kept captive in the Pakistan High Commission in New Delhi.

In a telegram sent to the U. N. Secretary General to-day the Acting President has called upon the world body to condemn Pakistan Government for the violence that they have let loose on Bangladesh nationals which have of late been extended from the occupied area of Bangladesh to the precincts of diplomatic missions in the foreign countries. He has urged the Secretary General's interference for Mr. Hussain Ali and his family's immediate release. President has given a brief description of the inhuman treatment neted out to the Bengali employees by the Pakistan High Commission's West Pakistani employees.

Following is the full text of the telegram:—

Eleven Bengalee employees of the Pakistan High Commission in India New Delhi who were virtually prisoners inside the mission premises were coming out of the chancery on November 2 with forty three dependents when West Pakistani employees in presence of senior officers pounced on them with variety of deadly weapons causing serious injuries to many.

Even children and ladies were not spared. Majority of the helpless victims bleeding profusely from wounds were rushed to hospital for emergency medical Care. Foreign journalists who had gathered outside Pakistan chancery were kept at bay by flying missiles and stones thrown by West Pakistanis from inside the chancery. Foreign teams televised the incident.

One Bengali employee Mr. Hussain Ali was mercilessly beaten till unconscious and then forcibly detained with wife and three daughters while his two minor sons escaped. His teenage daughter who tried to come out was manhandled beaten and forced inside. The incident was witnessed by foreign news media representatives. Mr. Hussain All was

the personal assistant to West Pakistani officer incharge military intelligence. As Mr. Hussain Ali has the knowledge of intelligence contacts in India his life may be in danger.

I appeal to your Excellency in the name of humanity and justice to urgently intervene and secure release of Mr. Hussain Ali and his family from the wrongful detention by the Pakistan envoy, if meanwhile he has not already been murdered. I also appeal to the world body to condemn Pakistan Government for this wilful violence on Bangladesh nationals. Crimes of genocide and against humanity perpetrated in Bangladesh are now being extended into the precincts of diplomatic missions in foreign countries and deserve universal condemnation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বপক্ষে দূতাবাস কর্মীদের আনুগত্য প্রকাশের আরও ঘটনা -নভেম্বর ২-৮	এশিয়ান রেকর্ডার, ডিসেম্বর ১৭-২৩-, ১৯৭১	২-৮ নভেম্বর, ১৯৭১

Diplomat in Singapore Defects To Bangladesh,

A 39-year-old cipher assistant of the Pakistan High Commission in Singapore defected to the Bangladesh Government on November 8, declaring that in view of mass slaughter of his Bengali compatriots by the West Pakistan Army he could no longer serve the Islamabad military regime.

Mr. Ali Ahmed, accompanied by his wife and three children, flew out of Singapore after mailing letters to news agencies and journalists and to the Pakistan High Commission in Singapore.

Mr. Ahmed had been with the Pakistan mission for 10 months and was under orders of transfer to Islamabad. A Bengali, he was asked to vacate his house some days earlier to make way for his West Pakistani replacement and moved to East Asia Hotel from where he left to join the Bangladesh Government on the sub-continent.

Although Bengali employees of the Pakistan mission had been kept out of important work, Mr. Ahmed in his capacity as cipher assistant was privy to most of the secret messages coming to and emanating from Singapore. In fact, while there had been mass defections of Pakistani diplomats to Bangladesh, Mr. Ahmed was the only cipher official to declare his loyalty to the Bangladesh Government.

More Mass Defections:

On November 2, forty-three East Bengali men, women and children escaped to freedom from the Pakistan High Commission in New Delhi after being severely beaten up by the West Pakistani staff. All of them switched their loyalty to Bangladesh.

The group comprised 10 East Bengali employees of the High Commission and their families. Two of those injured as a result of the beating where admitted to hospital.

With this mass escape, the only Bengalis left inside the Pakistan High Commission were Mr. Hossain All personnel assistant to Mr. Abdul Ghani head of the Pakistani intelligence net-work in India, Mrs. Hossain Ali and their three daughters and the wife, two daughters and a son of another Bengali employee who escaped himself.

In Tokyo, on November 2, Mr. S. M. Maswood, Press, Attache of the Pakistani Embassy and his family and the Third Secretary, Mr. Mubammad Abdul Rahim, defected to Bangladesh because "we can pretend no more."

Mr. Maswood, 56-year-old father of six children, and Mr. Rahim (29) are both from East Bengal. Mr. Maswood, serving in Tokyo since September 10, 1970, is from Comilla and Mr. Rahim, a bachelor, comes from Rajshahi in East Bengal. Mr. Rahim had been in Tokyo since September 30, 1970.

Mr. Maswood and Mr. Rahim told Japanese newsmen they had defected "because we could no longer bear the terrible repression by the West Pakistan Government in East Bengal."

In Berne, on November 2, Mr. Waliur-Rahman, Second Secretary of the Pakistan Embassy in Switzerland and former Charge d' Affairs, announced that he had resigned and was asking for asylum in Switzerland.

He accused the Pakistan Government at a news conference of having killed 1,500,000 people in East Pakistan.

Mr. Fazlul Karim, Head of Chancery at the Pakistan Embassy in the Egyptian capital of Cairo, arrived in London on October 26 and joined the Bangladesh movement in protest against the policies of the Pakistan Government.

The 31-year-old diplomat in a statement said that "the Army junta in West Pakistan has taken a calculated move to deprive the 75 million people of Bangladesh of their basic human rights and keep them in perpetual subjugation."

A spokesman for the London based movement said that about 40 East Bengali diplomats had left their posts abroad since the Pakistan Army moved into East Bengal in March.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্থান দূতাবাসে বাংলাদেশী কর্মচারীকে আটক সংক্রান্ত সংবাদ	"বাংলাদেশ" -পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পত্রিকা	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

DELHI PAKISTAN MISSION-YAHYA'S SLAUGHTER HOUSE

Pakistanis set up yet another unique record of barbarism in a foreign country when they inflicted brutalities on the Bengali employees of their High Commission in New Delhi on November 2, 1971. The Bengali employees along with the members of their families were mercilessly beaten up while they were escaping to freedom and declared allegiance to Bangladesh. Mr. Husain Ali Khan, personal Assistant to Mr. Abdul Ghani, chief intelligence network in India, was forcibly kept inside the High Commission premises and beaten up. It is still unknown if MR. Husain Ali Khan is alive.

The ugly maltreatment with the Bengali staff was so nakedly exposed despite the assurance given to them on their freedom of movement. The High commission authorities recently withdrew all restrictions on the movement of the Bengali Staff who were previously subjected to confinement, within the, chancery premises. They were told they could leave the High Commission should they so desire. The Pakistanis held Mr. Husain Ali captive because he was personal assistant to the Chief of the Intelligence network in India.

Describing the High Commission as "Yahya Khan's slaughter house ip India", the wailing and bleeding escapees showed their injuries to Pressmen and others outside the High Commission.

The West Pakistani atrocities invoked deep indignation and anger all over Bangladesh.

Bangladesh Government and leaders strongly condemned the torture and oppression committed by the West Pakistanis on the Bengali employees and called for international intervention for the release of Mr. Husain Ali Khan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনাব মওদুদ আহমেদ (বিহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

Mr. Prime Minister,

1 write this note to you today out of a despondent mood which has been clouding my thoughts for last several weeks. After more than 7 months of my efforts to help the Bangladesh cause it may perhaps appear to be odd to address you. But my sense of duty dictates me to inform you that I have been psychologically persecuted without any reason whatsoever. For your record and necessary action I put down very briefly the facts as follows:

(1) left Dacca towards the end of March and after spending about 3 weeks on the eastern side came down to Calcutta on April 19, 1971. It was my commitment to the cause of an Independent Bangladesh rather than the fear of Pakistani army that brought me down here. You, your colleagues and the Awami League party arc aware of the humble contribution I made during the trial of Sheikh Mujibur Rahman in the Agartala conspiracy case and during the time of Round Table Conference of 1969 and thereafter.

(2) Soon after I arrived 1 devoted myself to work for the cause of our liberation through the functionaries of the government of Bangladesh. As at the beginning the only surface activities were conducted from the Mission. I associated myself with it to render my services to the best of my ability. Because of the circumstances, there was no sufficient machinery for the work that was necessary in the diplomatic and public relations front. I tried to narrow the gap and fill the vacuum whenever it was necessary. I drafted letters, prepared instructions for the organizations abroad, prepared briefings for different dignatories, briefed foreign correspondents and visitors, compiled facts and documents of Bangladesh movement and many other pieces of work in different spheres at different times.

(3)On many occasions I submitted different schemes and plans to develop our Foreign Office and the External Publicity Machinery to strengthen our diplomatic efforts abroad. My personal contact and friendship with a good many international Journalists paid a very rich dividend for our cause. Whenever I have spoken I tried my best to vindicate our cause and the importance of our leadership with a background to the role of Awami League and Sheikh Mujibur Rahman.

(4) After Mr. Alam took over as the Foreign Secretary I also tried to be cooperative as much as possible and rendered all possible assistance to him and to all others working in the Mission. I have also always extended my fullest assistance to Mr. Hossain Ali on different matters whenever it was demanded of me. Many things I have done going out of my own way only to strengthen our cause and there are countless small things which I have done in the Mission. On my submission the concept of which I developed and now it is working reasonably well. An English Bulletin called 'Bangladesh' is also coming out regularly every week from this Division. I submitted a comprehensive scheme for this Division in order to make it more effective to achieve our ultimate objective.

(5) During all this time not even for a moment it occurred to me that my contribution was not necessary or for that matter to work for the cause of Bangladesh I needed any

formal or official position. But in order to work more effectively I thought the distribution of work could be made in the Foreign Office so that what exactly I should do. This would have help me to be more creative and vigorous in performing my responsibility. At this time the Foreign Secretary informed that there was difficulty in formalizing my position. On hearing this I met the Foreign Minister for the first time in the last week of July. The Minister was very kind to me and praised me for all the work I was doing but told me that there were difficulties from other quarters about my holding any responsibility officially. He however consented to my continuing the work quietly on the voluntary basis as before.

(6) So I continued to work as a volunteer in the Foreign Office, as my main purpose was to serve the cause of our people. The Foreign Minister was however kind to grant a little subsistence allowance with effect for August, if I required.

(7) In the meantime however, two publications compiled and prepared by me came out from the External Publicity Division. One "Bangladesh-Contemporary events and documents" and the other was "Bangladesh-from Autonomy to Independence" (World Press commentary). In the first one the Publicity Division was kind to mention my name although I agreed originally not for such naming.

(8) This position, although I did not mind personally, was however insulting and humiliating. I was gradually realizing that I was not allowed to function effectively. It was also embarrassing in dealing with large number of foreign correspondents and other dignitaries and also in entering into correspondence etc.

(9) All this time it has been conveyed to me through various sources and particularly the Foreign Office that there is objection from, your side in my working for the cause of Bangladesh. Finding this situation humanly intolerable and politically most unfortunate 1 meet the Foreign Minister again last week. He advised me to discuss this matter with you and the Acting President and assured me that this undesirable situation could be changed if only you and the Acting President consented to allow me to work more effectively. When I discussed this matter with the Acting President he was sorry to hear all these and advised me to take this matter up with you also.

May I here make it absolutely clear, Mr. Prime Minister that I would be only delighted to continue my work as a volunteer provided my responsibility is defined. I have already expressed my desire to contribute in my little way as much as possible to strengthen the Government's hand in our liberation struggle and in representing oi 7 cause in a better and effective manner.

I hope you will take an immediate action in this respect. I may continue to work in the Foreign Office or in the Planning Commission or in any other front as you would consider suitable for me.

Yours faithfully
(Moudud Ahmed)
Barrister-at-Law
Dt. 12/11/71

1. Prime Minister

Copy to:

2. The Acting President
3. Foreign Minister

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের একটি তালিকা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

পররাষ্ট্র দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MUJIBNAGAR

CONFIDENTIAL

No. B-3/I6/71. **November 22, 1971.**

CIRCULAR

A list of official representatives of the Government of the People's Republic of Bangladesh with full particulars of their addresses is circulated to all concerned for their information and guidance.

(Anwarul Karim Chowdhury)
Officer on Special Duty.

Distribution:
1. All Bangladesh Missions abroad.
2. Private Secretaries to the Acting President and Cabinet Ministers of the People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar.
3. All Secretaries of the ministries of the People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar.
4. C-in-C, Bangladesh Mukti Bahini.
5. Deputy Chief of Staff, Bangladesh Mukti Bahini.
6. Director, Press and Information, Government of Bangladesh.
7. In-charge, Bangladesh Radio.
8. External Publicity Division.

MISSIONS ABROAD

CALCUTTA	Mr. M Hossain Ali, High Commissioner for Bangladesh in India. 9. Circus Avenue, **Calcutta-**17, India.	Phone: 44-5208 44-0941
NEW DELHI	Mr. H. R. Choudhury, Bangladesh Representative, Bangladesh Mission, C-l 19, Anand Niketan, **New Dclhi-21**, India.	Phone: 62-6405

LONDON	Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury. Special Representative of Bangladesh. Bangladesh Mission, 24, Pumbridge Gardens. **London.** W-2 U. K	Phones: 01-229-0281 01-229-5435 Cable: Bangladesh London W2
STOCKHOLM	Mr. A. Razzak, Bangladesh Representative. Bangladesh Mission. Duvholmsgrand 38. 12741 Skarholmen. **Stockholm.** Sweden.	Phone: 7/0-68-57
NEW YORK	Mr. S. A. Karim. Bangladesh Representative. Bangladesh Mission. Room No. 1002A. 10 East 39th Street. N. Y. 10016. **New York**. U. S. A.	Phone: (212)685-4530 (212)739-0388
WASHINGTON	Mr M. R. Siddiqi. Bangladesh Representative. Bangladesh Mission, 1223. Connecticut Avenue, North-West (fourth Floor), **Washington. D. C. 20036.** U. S A.	Phone: 737-9538 737-9196 Cable: Bangladesh Washington D. C.
HONG KONG	Mr. Mohiuddin Ahmed, Bangladesh Representative, Bangladesh Mission, 1st Floor, 31, Broad Wood Road Happy View Terrace **Happy Valley**, Hong Kong.	Phone: 769610
MANILA	Mr. K. K. Panni, Bangladesh Representative, Bangladesh Mission, 1939 Kamias Street, Das Marinas Village, Makati Rizal, **Manila,** Philippines.	Phone: 89-56-27

KATHMANDU	Mr. A. M. Mustafizur Rahman, Bangladesh Representative, Bangladesh House, Maharajgani-Bansbari, (Opposite Brahma Cottage), G. P. O. Box No. 789, **Kathinandu**, Nepal.	
BERNE	Mr. Waliur Rahman, Bangladesh Representative, Helvetiastr. 21, **3005 Berne**, Switzerland.	Phone: 448265
TOKYO	Mr. S. M. Maswood, Bangladesh Representative, 17, Ichibancho, Chiyoda-ku, Kojimachi, **Tokyo**, Japan.	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

Letter from the Government of Bangladesh to the Prime Minister of India November 23,1971.

(Seal of the Bangladesh Government)

Mujibnagar,
November 23, 1971

Excellency,

May we invite your kind attention to our letter of the 15th of October, written to you on the eve of your departure for Europe and the United States of America? Our hope was that, apart from giving consideration to our basic request for the recognition of the People's Republic of Bangladesh and its government, our letter would also assist you in conveying the depth of our feelings and the increasing momentum of our struggle for freedom to the world leaders whom you were to meet. The reports that we received about your discussion had created the hope that the statesmen whom you meet would be able to persuade President Yahya Khan to evolve a political solution to the problem of Bangladesh, in consultation with our undisputed leader. Sheikh Mujibur Rahman and our already elected representatives.

2. Even while you were abroad describing the realities of the situation and emphasizing the imperative necessity of a political solution according to the declared wishes of the people of Bangladesh, we received definite indications that the military rules of West Pakistan remain determined to continue their policy of repression and brutality against our people. President Yahya Khan's statement of the 12th of October, the increased activities of the West Pakistani Army against the civilian population in Bangladesh and his rebuffs to various overtures made by the statesmen of the world urging a rational political solution on him, confirmed our assessment.

3. Development especially over the last two weeks clearly show that the military rulers of West Pakistan are not open to persuasion to return to the path of reason and face the realities of the situation. Meanwhile, the exodus of our countrymen into India continues unabated, which is a direct consequence of the continuing repression of our people by the West Pakistani army. The oppression of our people is accompanied by a deceitful policy of so-called normalization undertaken by the military junta of West Pakistan. The defeated candidates and quislings, who constitute the so-called civilian government of East Pakistan, are sustained by a repressive martial law regime universally hated by the people of Bangladesh. Their atrocities have reached new and unimaginable dimensions in terrorizing and decimating our people in recent days. You must have seen reports about curfews and arrests, exercises in scorched earth and mass extermination undertaken by the West Pakistani army in Bangladesh over the last fortnight. Entire villages have been razed to the ground and their populations liquidated. The West Pakistani army has acted with

such systematic brutality that millions of our countrymen wander without shelter and food within Bangladesh. According to our assessment, nearly five million citizens' of Bangladesh are in this tragic and heart-rending predicament with no succour or relief. This is apart from the ten million citizens of Bangladesh who have already gone to India and whose number is increasing every day. The aforesaid facts lead us to the unmistakable conclusion that the military regime of Pakistan has embarked on a pre meditated and planned extermination of our race.

4. The military regime of West Pakistan still refuses negotiations with Sheikh Mujibur Rahman and the Government of Bangladesh. This has resulted in the alienation not only of the people of Bangladesh from the military regime of President Yahya Khan but also the people in other parts of Pakistan. The people of North-West Frontier Province and Baluchistan have expressed their dissatisfaction in a manner which has now compelled the Government of West Pakistan to ban the National Awami Party which had won a majority in the provincial elections in these two provinces of West Pakistan.

5. All this only confirms our original assessment that the people of West Pakistan were never a party to the conspiracy of military oppression undertaken by President Yahya Khan in conjunction with a small coterie of Generals. President Yahya Khan's pronouncements and activities over the last month gave a clear indication of his determination to suppress the democratic aspirations not only of the people of Bangladesh, but also of the people all over Pakistan.

6. As we had informed you in our letter of the 15th of October the operations of the Mukti Bahini have been gathering momentum. The Mukti Bahini, with the universal support of the people of Bangladesh, has achieved signal successes in regaining effective administrative control over large areas of our motherland against the military oppressor. We had informed you of our being in control of half the territory of Bangladesh in our letter of the 15th of October. We have great pleasure in informing you now that our effective jurisdiction extends to two-thirds of the total area of the country. We have not only liberated this area, but at so consolidated our authority and established increasingly effective civil administration in areas under our control. Even in the remaining areas, the freedom struggle with popular support has reached a stage that it has compelled the West Pakistani troops to confine themselves to a limited number of fortified positions. Our successes as well as the events in West Pakistan, with the passage of time, have convinced even the people of West Pakistan of the legitimacy of our cause. The intransigence of the military regime of West Pakistan and the pogroms being carried out by them against our people are indicative of the vain hope which President Yahya Khan entertains of retaining control over Bangladesh by coercive authority. This has only strengthened our determination to liberate our motherland completely and we are confident of achieving our objectives. We have become better organized and our armed forces are acting with discipline and determination. The ranks of the Mukti Bahini have swelled with thousands of patriotic young men, dedicated to remove the colonial bondage of the people of Bangladesh once and for all. It is our unalterable intention to remove the root cause of the tragedy which we have undergone-the oppression that we have suffered for nearly two decades, and culminating in the holocaust on March 25th and the events following it. This is a just struggle of an enslaved people against their exploiters.

7. It was out hope that our struggle would find immediate and tangible support from the international community, particularly from our great neighbor. India. Our expectations had some basis in the eloquent resolution passed by the Parliament of India on the 31st of March, 1971, which expressed sympathy for and solidarity with the people of Bangladesh in their struggle for a democratic way of life. Already, eight months have gone by, neither international pressure nor counsels of reason from the statesmen of the world have succeeded in persuading the military regime of West Pakistan to negotiate a political settlement with the people of Bangladesh through their already elected and acknowledged leaders led by the President of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Nor has your tolerance and restraint made any constructive impact on the rulers of West Pakistan. To the contrary, apart from carrying out a systematic policy of genocide, violation of human rights and repression, the military regime of West Pakistan has sought to divert the attention of the world from the root cause of the problem by attempting to internationalize the issue by projecting it as an Indo-Pakistan dispute. We are aware of the consistent efforts that your Government has made to explain the problem in its correct perspective and to direct the attention of the international community to the realities of the situation. These attempts at a peaceful settlement of the dispute between the people of Bangladesh and the military rulers of West Pakistan have failed and the recent pronouncements and activities of President Yahya Khan provide little hope for a political solution. In this context, it has surprised and even perturbed us that India should continue a policy of caution and restraint against the oppressive military regime of West Pakistan.

8. The people of Bangladesh are conscious of the leading role that India played in eradicating the evil of colon alism from the Afro Asian region. It was India's eloquent advocacy and consistent stand in favor of the oppressed peoples of the world which made it the leading political force accelerating the process of de-colonization. Your Government and your people have always raised their voice where human dignity was in danger and liberties and freedoms of people threatened. Your consistent support to the just struggles for liberation and freedom movements of the oppressed people of the world is well-known. India has been a leading exponent of the cause of freedom and upholder of liberty for those who are oppressed and deprived of their fundamental rights. You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign Policy. The proclamation of independence of the People's Republic of Bangladesh and subsequent pronouncements by the Government of our country have given clear indication that we share their ideals and aspirations. We should like to reiterate here what we have already proclaimed as the basic principles of our State policy, i. e., democracy, socialism, secularism, and the establishment of an egalitarian society, where there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In our foreign relations, we are determined to follow a policy of non-alignment, peaceful co-existence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its forms and manifestations. Against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the Government of India has not yet responded to our plea for recognition.

9. On a more practical plane, we are conscious of the burdens imposed on your country by the massive influx of the citizens of Bangladesh in the face of the terror which

they face in their own country. We share your anxiety regarding the tensions which the presence of millions of our countrymen on your territory can generate. The economic burden and the socio-political tensions which the large number of Bangladesh refugees in India can create are and should be the common concern of both the Government of India and Bangladesh. With our effective control over our territory and with the establishment of organized civil administration, we are anxious that all our fellow citizens who were forced to leave their hearths and homes after the 25th of March, 1971, and who are now living in your country in adverse conditions despite your generosity, return to their home- land at the earliest possible date. We are also now in a position to resettle and rehabilitate them in their own homes in conditions of safety, dignity and honor. In view of the onset of winter, time is of essence in this matter. The health and welfare especially of the women, children and the aged, can be safeguarded only if the arrangements for their return to Bangladesh are expedited. We would like to assure you of our Government's full co-operation in organizing the expeditious return to the refugees back to their home. Let it not be said that we failed them in their hour of need.

10. Your extending recognition to the Government of Bangladesh seems an imperative requisite to us to relieve the tensions and strains which the people of Bangladesh and India had to bear over the last eight months. The early achievement of our common objectives would also depend on your giving not only political and moral support to us, but also all essential material and to the freedom struggle. We are convinced that your according recognition to us and giving substantive content to this recognition by co-operation in all aspects of our mutual relations would expedite a lasting solution to the problem of Bangladesh.

11. We are grateful for the continuing support that you have given to our cause and the efforts you have made on this behalf with the international community. We feel it is now necessary to give formal political content to you support, in order that our struggle is rewarded with speedy success and our existence as a free society is recognized by the world at large. Recognition by you would give an impetus to and would be an acknowledgement of our aspirations and free existence. It is also our considered assessment that the granting of recognition by the Government of India to the People's Republic of Bangladesh is a most necessary and important step not only to stabilize the situation on the sub-continent but also to ensure peace, progress and stability to South- East Asia. May we, therefore, reiterate the request which we made in our letter of 15th October that you accord immediate recognition to the sovereign People's, Republic of Bangladesh?

Please accept, Excellency, the assurance of our highest esteem.

(Sd.) SYED NAZRUL ISLAM (Sd.) TAJUDDIN AHMED

HER EXCELLENCY MRS. INDIRA GANDHI,
Prime Minister of India,
New Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক প্রচার সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

Nov. 27, 1971.

The trend of International publicity has radically changed in last 7 days. The theme of the publicity in different international Newspapers and medias has been dominated by the Indo-Pakistan conflict and it appears to turn into an Indo-Pakistani dispute taking the real issue of Bangladesh and the struggle of the Mukti Bahini in obscurity.

It is essential that we should try to see that the real issue remains alive. Therefore, our effort should be more intensified now then ever before to keep the Bangladesh struggle in the world scene. There are more than 100 foreign correspondents, Photogra-phers, Television teams and News agencies in Calcutta and all of them have rushed thinking that there is going to be a war. From our side we must try to draw their attention to the real problem and see that the Mukti Bahini remain as a dominant factor in their work. On the other hand, it is not possible nor it would be wise to treat all the correspondents on the same footing. Many of them we do not know, there are many who have not been writing fully in our support and there are some who also perhaps function as informers. From my personal experience I may suggest that we should select six to eight persons preferably not more than one from one particular country and make special arrangement to show them round the Mukti Bahini activities and successes. The following names can be suggested for an immediate coverage of the Mukti Bahini:-

(1) John Pilger, Chief International Correspondent, Daily Mirror and his Photographer John Garrett.
(2) Simon Dring, Newsweek USA and his Photographer Bob Whittaker
(3) Gerard Viratelle, of Le Monde, France.
(4) Miss Penny Tweedier, Photographer, Sunday Times.
(5) David Sell, BBC Television Team.
(6) Faris Glubb, CBS Television Team.
(7) The Canadian Television Team.
(8) The Australian Television Team.
(9) One Swedish Television Corporation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিবাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

PRESS RELEASE

A spokesman of the Bangladesh Government stated in Mujibnagar to-day that Yahya Government is now raising the bogey of Indian attack to hide the successes of the Mukti Bahini which has launched an all-out offensive throughout Bangladesh. In this connection the spokesman stated that the Mukti Bahini has already liberated large territories and is now controlling the entire countryside including some towns. Even in Dacca, the Mukti Bahini guerillas are daily engaging the occupation army in street battles. The spokesman asserted that the aim of the Yahya Government is to mislead world opinion about Mukti Bahini successes and to unite the people in West Pakistan where the NAP had to be banned to suppress movements by the people of the Frontier Province and Baluchistan.

Mujibnagar
30-11-71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি	-------	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Letter from the Government of Bangladesh to Prime Minister of India December 4,1971

(Seal of the Government of the People's Republic of Bangladesh)

From
SYED NAZRUL ISLAM
Acting President of the People's Republic of Bangladesh,
and
TAJUDDIN AHMED
Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh.

To
HER EXCELLENCY MADAME INDIRA GANDHI,
Prime Minister of India, New Delhi.

Your Excellency,

We have just learnt with deep shock of the dastardly attack launched against your country by the military junta of Pakistan on the afternoon of the 3rd of December. This latest manifestation of Yahya Khan's reckless violation of international covenants is the final proof of his determination to subject the countries of this sub-continent to tensions, destructions, and socio-economic ferment. The people of Bangladesh were conscious of the above inclinations of the Government of West Pakistan and they launched their struggle for freedom nearly nine month ago. We had sent communication to Your Excellency on the 15th of October and 23rd of November explaining the realities of the situation and our determination to fight the military junta of Pakistan till the complete defeat of the occupation forces is accomplished. The aggression committed by Yahya and his generals on your country makes it all the more necessary that the people of India and the people of Bangladesh stand shoulder to shoulder to repel the aggressors and fight for democracy and freedom and the values we cherish in common.

Madame Prime Minister, We have the honor to inform you that in view of the direct aggression committed by Pakistan against your country on the 3rd of December, the freedom forces of Bangladesh are ready to fight the aggressive forces of Pakistan in Bangladesh, in any sector or in any front. Our joint stand against military machinations of Pakistan would be further facilitated, if we enter into formal diplomatic relations with each other. May we, therefore, repeat our request to Your Excellency that the Government of India accord immediate recognition to our country and our Government.

We should like to take this opportunity to assure Your Excellency that the Government and the people of Bangladesh stand solidly with you in this hour of peril and danger to both countries. It is our earnest hope that our joint resistance to the nefarious plans and intentions of President Yahya Khan will be brought to a successful conclusion.

We assure Your Excellency of our Government's full support in your just struggle against the aggressor.

Renewing Your Excellency, the assurances of our highest esteem.

December 4, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় স্বীকৃতি দানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH PRESS RELEASE

ভারতস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭।

(May be reproduced with or without Acknowledgement)

No. PR/79.
CALCUTTA
December 6, 1971.

BANGLADESH FOREIGN MINISTER ON RECOGNITION

The following is the statement of Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of the People's Republic of Bangladesh as received here to-day by the High Commissioner for Bangladesh in India:-

"With an overwhelming heart precipitated with deep sense of gratitude, we the 75 million people of Bangladesh once again express our heartfelt thanks to the Government and people of India on this epoch-making moment of history. India to-day has formally redeemed her ideals of, pledge and commitment to the enhancement of human civilization, peace and progress by according formal recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh.

On this historic day, let us an pledge to bring into being faithfully the new economic and social order that our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pledged to the Nation of Bangladesh. Let us also hope that bond of friendship between India and Bangladesh will have ever lasting and eternal glory of greater and greater understanding. The great nation of India and emerging nation of Bangladesh can supplement and complement each other according to their capabilities to put up a monumental example of peaceful co-existence under the principle of panchshill.

We owe our thanks and congratulations to the heroic men and officers of Mukti Bahini and Indian forces who have written this new page of history not in golden words but words stained with their blood. Glory belongs to them.

Our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the dreamer of Bangladesh has to be rescued from the prison of the barbarous junta of Islamabad. If blood can bring freedom, blood will also bring him back in his dream land-BANGLADESH.

We make a fervent appeal to all freedom and peace-loving government of the world to accord immediate recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh and help in holding up high the banner of democracy, secularism and socialism.

JOY BANGLA

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬ই ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যেন মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে

বাংলার অজেয় ভাইবোনেরা,

আচ্ছালামু আলায়কুম !

রক্তাক্ত একটা ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে আমরা এসে পৌঁছেছি। বাঙালীর রক্তে গড়া লোহিত-সাগরের অতল তল থেকে একটা নতুন জাতি জন্ম নিয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছে। নাম তার বাংলাদেশ। শত সহস্র তরুণের বুকের রক্ত বাংলার শ্যামল মাটির বুকে অমিত ও অজেয় বিক্রমের আলপনা এঁকে দিয়েছে। এ রক্তিম আলপনার পাশাপাশি চলেছে অশ্রুভেজা কান্নার স্রোত । সারা বাংলা আজ অশ্রুসাগরে ভাসছে। কিন্তু সে অশ্রুই শেষ কথা নয়। অশ্রুসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে স্বাধীনতার সূর্য। পূত পবিত্র চিত্তে এ সূর্যকে বরণ করে নিতে হবে হাসিমুখে। আমরা আর কাঁদব না। আমাদের কান্নার সময় নেই।

আজকের কর্তব্য

স্বাধীনতার দুর্জয় সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। মরে তাঁরা অমর হয়েছেন। আমরা যারা বেঁচে আছি এবং যারা পৃথিবীর হলাহল পান করে মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি তাদের হয়তো দেয়ার মত আর বেশী কিছু নেই। আসন্ন আগামীর হাতে অনাগত ভবিষ্যতের দায় ও দায়িত্ব তুলে দেয়ার প্রতীক্ষায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করাই আমার মতো মানুষের আজকের কর্তব্য।

স্বাধীনতার স্বর্ণফসল

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ ন'টি মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দুর্বিষহ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতিটি মানুষ এ দিনগুলো কাটিয়েছেন। পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে অচিরেই সেসব নিগ্রহের দিনগুলো দূর হবে আমাদের এ বিশ্বাস আছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ অভূতপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। সে স্বাধীনতাকে সুসংহত করার জন্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হবে সন্দেহাতীতভাবে এ ধারণা আমরা করতে পারি। কিন্তু যেদিন সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হবে সেদিন শুরু হবে আর এক ধরনের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম হবে সৃষ্টির সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত একটা দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এ তিনটি বিঘোষিত জাতীয় মৌলনীতির উপর ভিত্তি করে দেশকে পুনর্গঠন করতে হবে। দেশে একটা নতুন সমাজ কাঠামো ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে হবে। যে জাতীয় ঐক্য ও সংগঠন আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে,সেই একই ঐক্য ও সংগঠন দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বর্নফসল ফলাতে হবে এবং বাংলার ঘরে ঘরে সে ফসল পৌছে দিতে হবে।

পতাকার পরিবর্তন নয়

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট আমরা একবার স্বাধীন হয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বাধীনতা ছিল পতাকার পরিবর্তন। তাই অচিরেই সে স্বাধীনতা হতাশার বালুচরে হারিয়ে গেছে। শোষণের বেদীতে সে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটেছে। এই যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, স্বাধীনতার মানে পতাকা পরিবর্তন নয়। রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রতিশ্রুতিবাহী। এ সত্যটাকে ব্যক্তি, সমষ্টি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং আচার-আচরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যাপ্ত ও উপস্থাপিত করতে হবে।

বাংলাদেশের সংগ্রাম ভারত উপমহাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের সব কটি দেশের দুয়ারে করাঘাত করেছে। মুক্তবুদ্ধি বিশ্ববিবেকগোষ্ঠী বাংলার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ, শান্তি ও সভ্যতার বিকাশে বিশ্বাসী সকল বিশ্ব নাগরিক আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের সাংবাদিক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং রাষ্ট্র ও জননেতাদের সাগ্রহ সমর্থনের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাকিস্থান ঘরোয়া বা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দিতে বা ছাই চাপা দিতে পারে নি।

গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ আর কারও কাছেই অপরিচিত নয়। কিন্তু বাংলাকে আন্তর্জাতিক জগতে উপস্থাপিত করতে গিয়ে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে অনেক দেশ আছে যেখানে জনমত ও গণবিবেক সে দেশের সরকারকে কার্যকরভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। ভূমন্ডলীয় স্ট্র্যাটেজির স্বার্থে এসব দেশ স্থানীয় জনমতকে নিদারুণভাবে উপেক্ষা করেছে। ফলে সে ধরনের দেশের জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু সরকারগুলোর ব্যবহারে আমরা ক্ষুদ্ধ ও দুঃখিত। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যেসব দেশ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং হরদম গণতন্ত্র ও মঙ্গলমানসী বিধিবিধানের কথা কপচাচ্ছেন তারাই পাকিসত্মানী স্বৈরতন্ত্রের দোসর হিসেবে অনন্তর গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছেন বাংলার মাটিতে।

ভিখিরির হাত যদি-

দরিদ্র জাতি ও ক্ষুদ্রায়তন দেমের প্রতি অমর্যাদাকর ব্যবহার প্রদর্শন বা সে দেশের গণশক্তিকে ছোট করে দেখার একটা প্রবনতা আমরা কোন কোন বৃহৎ শক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। ভিখিরির হাত যদি আমরা প্রসারিত না করি তাহলে দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে যে আমাদের অমর্যাদা করা যায় না, এ কথাটা স্পষ্টভাবে এদের বলে দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমার বিশ্বাস । ক্ষমতার মোহে আর সম্পদের দম্ভে মানুষের, বিশেষ, করে অনুন্নত অঞ্চলের মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ছোট করে দেখাটা এদের বাতিকে পরিণত হয়েছে। ভিয়েৎনাম রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা থেকেও যাদের এ বাতিকের অবসান হয়নি, আশা করি বাংলাদেশের উত্থানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা তাদের চরিত্র শুধরে নেবেন।

মানুষের শক্তির কাছে-

বিশ্বের কোথাও যদি কোনদিন মানুষের মুক্তি সংগ্রাম বিজয়ী হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামও বিজয়ী হবে। ইতিহাস এ শিক্ষা ও সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছে।। বৃহৎ শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও শোধনবাদের অক্টোপাশ ছিঁড়ে আমরা যখন বেরিয়ে এসেছি তখন বালির বাঁধ দিয়ে এ জোয়ারের গতিরোধ করা যাবে না। মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বৃহৎশক্তির তোয়াক্কা কোনদিন করেনি। আমরাও করি না। যে শক্তি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয় না সে শক্তি পাশব শক্তি। সে পাশব শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি এবং করব। অতি শক্তিমান দু-একটি দেশ তাদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাদের মন ও মানসিকতা আজ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। চিন্তাক্ষেত্রে যে ক্লীবত্ব তারা অর্জন করেছে তার পর এদের কাছ থেকে মুক্তিকামী মানুষের আশা করার কিছু নেই। মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে বলবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চিরদিন হার স্বীকার করেছে।

ভোগের লিপ্সার অবসান-

নতুন জাতি হিসেবে যে গণশক্তির উদ্বোধন আমরা করেছি সে গণশক্তি দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে গড়ে তুলব। ব্যক্তিসত্তাকে ভূলে গিয়ে গোটা জাতির জন্যে আমাদের কাজ করতে হবে। অসাধু প্রতিযোগিতা বা দলাদলির মাধ্যমে উচ্চাকাংক্ষা চরিতার্থ করার চিরন্তন অভ্যাস আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার কাঙালরা অতীতে জাতির সর্বনাশ করেছে। কারণ অসাধু প্রতিযোগিতার দ্বারা তারা সৎ ও চরিত্রবান

ব্যক্তিদের কর্মপ্রেরণা ও প্রবুদ্ধিকে প্রতিহত করেছে। আমরা অবশ্যই আশা করব যে,আমরা দেশের তরুনের বুকের উষ্ণ রুধির-ধারা আকাঙক্ষার কাঙালদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অবলুপ্তির অতল গহবরে। সমগ্র জাতির জন্য আমরা একাত্ম হয়ে কাজ করব এবং জাতীয় সমৃদ্ধির বন্টননামায় আমাদের যা বরাদ্দ থাকবে তাই আমারা ভোগ করব ভোগের লিপ্সার হোক অবসান। ত্যাগের দীপ্তিতে হোক দীপ্তিমান বাংলাদেশের রক্তাক্ত বসুমতি।

ঋণ অপরিশোধ্য

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষ আবেগ -আপ্লুত ও বিনয়াবনত চিত্তে ভারতের এ স্বীকৃতি গ্রহন করেছে। ভারত শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশী রাষ্টই নয়, এ ভরত অনন্যসুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ভারত একটা শুধু ভূখন্ডই নয়, এটা বিবর্তনশীল মানব সভ্যতার অর্নিবাণ শিখাসম্পন্ন একটা পিলসুজও বটে। আয়তনের বিরাটত্ব, চিন্তার ব্যাপ্তি, আদর্শের দ্যুতি এবং বৈচিত্রের ঐক্যের সমাহারে ভারত মুদু একটা দেশ নয়, এটা একটা উপমহাদেশ। বাংলাদেশের নির্যাতিত মানবতার পাশে ভারত যে অনাবিল বলিষ্ঠতা নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। বাংলার শরণার্থীর জণ্যে, বাংলার ছিন্নমূল এবং মুক্তিকামী মানুষের জন্যে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে ত্যাগের ঋন অপরিশোধ্য। বাংলার মানুষ হৃদয়-নিংড়ানো প্রেম প্রীতি ভালবাসা দিয়ে ভারতবাসীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মর্যাদা দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না এ বিশ্বাস আমার আছে। মহান ভাতের সৎ প্রতিবেশী হিসেবে আমাদে উভয় রাষ্ট্রের সরকারও জনগণের মধ্যকার বন্দুত্ব দিন দিন গাঢ়তর হবে বলে আমাদে স্থিরপ্রত্যয় আছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দরা গান্ধী তারঁ গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বরা ভারতের জীবন দর্শনকে বিশ্বদরবারে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ বলেও বলেও আমরা মনে করি।

আর এক বন্ধু

ভারতের পাশাপাশি আমাদের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভুটানের মহারাজা জিগমে দরজি ওয়াংচোক ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি যে দরদ প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফ রয়েছি। বাংলার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর সহৃদয় সমর্থনের কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। মহারাজা, তাঁর সরকার ও তাঁর জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্ত্ততে আমরা ব্রতী হব এ আশ্বাস আমরা তাদের দিতে পারি।

রুশ সরকার ও জনগণের প্রতি

বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া আগাগোড়া যে গণমুখী ভূমিকা পালন করেছে সে ভূমিকা শুধু বাংলাদেশের নয়, মুক্তিকামী সকল মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছে। রুশ সরকার আমাদের সমস্যা ও সংগ্রামের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি যে, রুশ সরকার ও জনগণ আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে তারা আমাদের সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও দেবেন।

স্কেন্ডিনেভীয় ও পোলান্ডসহ পূর্ব ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ আমাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। আমাদে সমস্যা, সংকট ও সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা ও শ্রদ্ধাশীল । আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, যে, মুক্তিকামী মানুষের সফল সংগ্রামের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে তাঁরাও এগিয়ে আসবেন।

বৃটেন ও ফরাসী ভুমিকা

বৃটেন ও ফরাসী সরকার সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রশ্নে একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব যে, এ নিরপেক্ষতা এটা অর্থহীন কূটনৈতিক অনুশীলন নয়। বৃটেন ও বাংলাদেশের মধ্যকার

সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আমরা মনে করি, বাঙালী মানসিকতা ও বাংলার ধ্যানধারনার সঙ্গে বৃটেনবাসীর সম্যক পরিচয় আছে। বৃটিশ ভারতে শাসনবর্হিভূত অঞ্চলসহ গঠিত পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধবাজ গণতন্ত্রের দুশমনদের মানসিকতাও তাদের কাছে পরিচিত। তাই বৃটেন সরকারের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দুরূহ নয় বলেই আমরা মনে করি।

ফরাসী দেশ সভ্যতার প্রথম গণবিপ্লবের উত্তরাধিকারী। গণসংগ্রামকে উপলব্ধি ও অনুভব করার ব্যাপারে তাঁদের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসুরী বাংলাদেশের বিপ্লবকে স্বীকৃতি জানিয়ে ফরাসী সরকার ও জনগণ তাদের গণমুখী ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করা অযৌক্তিক নয়।

পাষন্ডের রক্ষাকবচ

গণতন্ত্রের পুরোধা বলে প্রচারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ বলে পরিচিত চীন বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কামনা-বাসনার প্রশ্নে যে সম্পূরক নীতি গ্রহণ করেছেন সে নীতির নিন্দা না করে পারা যায় না। জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে ওয়াশিংটন-পিকিং আঁতাত যে ভূমিকা গ্রহন করেছে তাতে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটা মানুষ স্তম্ভিত হয়েছে। আত্নস্বার্থ ভূমন্ডলীয় যুদ্ধনীতির খাতিরে এ দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির যে মিতালী হয়েছে। সে মিতালী মানুষের জন কল্যাণে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। সুবৃহৎ দুটি শক্তির এই ধরনের মিত্রতা বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জন্যে বড় রকমের একটা সর্বনাশ ডেকে আনার আশংকা রয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। মার্কিন প্রশাসনের হাতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু আর মহান চীনে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপের যৌথ অভিব্যক্তি ইয়াহিয়ার মত একটা পাষন্ডের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে- এর চাইতে দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে।

পররাষ্ট্রনীতির রুপরেখা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম জোটনিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। আমাদের মত ক্ষুদ্রায়তন এবং উন্নয়নকামী দেশকে ভূমন্ডলীয় শক্তি -সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আমরা সর্বপ্রকারের সামরিক জোট বা আঁতাতের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল মানুষের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকবে। কারও প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। সবার জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের দুয়ার উন্মুক্ত।

নিষ্ঠুর প্রহসন দুঃসহ

আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে দলের নেতা এবং স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনপূর্ব বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ১৯৭০ সালের ২৮ শে নভেম্বর এ পররাষ্ট্রনীতির রুপরেখা জাতির সামনে পেশ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলার আদরের দুলাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ ইয়াহিয়াচক্রের কারাগারে আবদ্ধ। কি নিদারুণ পারিপার্শ্বিকতায় না বাংলার নয়নমণি দুঃসহ দিনগুলো কাটাচ্ছেন। আজ স্বাধীনতার নবীন ঊষাকে তাঁর অনুপস্থিতি শুধুমাত্র ম্লানই করে দেয়নি, তাঁকে ছাড়া স্বাধীনতা আমাদের কাছে নিতান্তই অপূর্ণাঙ্গ, অসম্পূর্ণ। বাংলার পথে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে বঙ্গবন্ধুর অমোঘ বাণী বাঙময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি থেকেও আমাদের মধ্যে নেই। এ মর্ম-যাতনা দুঃসহ। এ নিষ্ঠুর প্রহসন আমরা স্বীকার করে নিতে পারি না।

বিশ্ব দরবারে যেসব কুটিল কূটনীতিক নিরন্তর রাজনীতির দাবার ঘুঁটি চালছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, শেখ মুজিবুর রহমানের মত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে দানবের গ্রাস থেকে উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব বিশ্ববিবেকের। লুমুম্বা হত্যার কুৎসিৎ বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্যে তৎপর হওয়া মানবিক মর্যাদাবোধে সকল বিশ্বাসী নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। বৃহৎ শক্তিবর্গ ও জাতিসংঘের কাছে আমাদের জোর

দাবী এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত করে তাঁর স্বপ্নরাজ্য বাংলাদেশে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হোক।

আজকের বিজয়লগ্নে আমি আমাদের মুক্তিবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলার ঘরে ঘরে অযুত-লক্ষ যেসব তরুণ স্বাধীনতার পতাকাকে সমুন্নত রেখেছে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রশংসার্হ। আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেসব ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ও জোয়ান সংগ্রাম করেছেন তাঁদের কাছে আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবি আর শিল্পী-সাংবাদিক অকুতোভয় আদর্শনিষ্ঠা গণপ্রতিনিধিরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা অভূতপূর্ব ও স্মরনীয়। দেশে যেসব সরকারী কর্মচারী ও বিদেশে যেসব কূটনীতিক বাংলার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে সংগ্রামী ঐক্য ঘোষনা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যেন মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে

বাংলা আজ জয়ী । বিজয়ের উল্লাস যেমন আছে, তেমনী আছে তার দায়িত্ব। নিরহঙ্কার চিত্তে বিজয়কে আমাদের বরণ করে নিতে হবে। বিজয়ের অহঙ্কার যেন আমাদের মনুষ্যত্বকে গ্রাস না করে। আমরা যেন অতীত পাপ-পঙ্কিলতার আবেষ্টনী থেকে নতুন সূর্যের কিরণে অবগাহন করে সত্যিকারের মানুষ হতে পারি এ কামনাই করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা শুধু মাত্র আমাদের নয় বিশ্বপাপের মার্জনা চাইব। কবিকণ্ঠের বাণী উদ্ধৃত করে আমরা বলব ‘‘হে করুণাময় তুমি বিশ্বপাপ মার্জনা কর।’’

-জয় বাংলা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব এম, এ সামাদের বক্তৃতা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

SPEECH BY MR. M. A. SAMAD, REPRESENTATIVE, PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH AT WORLD PEACE CONFERENCE, BUDAPEST, 1971.

Ladies and Gentlemen,

Let me first of all thank the organizers of this conference to invite the People's Republic of Bangladesh to attend this august Assembly of the peace loving nations of the world. Let me also convey the goodwill of the people of Bangladesh to all the people of the countries whose representatives are present at this conference. I have come here on behalf of my Government to take this opportunity of meeting you and conveying the hope and aspiration of million peace-loving people of Bangladesh.

Ladies and gentlemen, we are at war. Bangladesh, formerly known as East Pakistan, is an independent state today and is a new nation of 75 million people. You have heard the stories of the genocide and atrocities that have been going on for the last one and a half months through newspapers and other means of communication. This occasion today gives me a further opportunity of acquainting you with the realities of our people and the circumstances in which our people are at the moment resisting the aggression of a well- trained army of West Pakistan equipped with the best weapons from the arsenals of the big powers of the world.

Pakistan came into existence on the basis of principles that were laid down in the Lahore Resolution of 1940 passed at the annual conference of All-India Muslim League. The people of Bangladesh sacrificed most to achieve independence from the clutches of the British colonial rulers. Blood was shed, lives were sacrificed, properties were given away but the independence was achieved. The aspiration of the people of Bangladesh had its sources from the above-mentioned resolution which guaranteed the creation of a con- federation of autonomous and sovereign states consisting of Muslim majority areas in India. On August 14, 1947 independence was materialized but the power was vested in the hands of the few West Pakistanis to rule whole of Pakistan. Since then the days of oppression and exploitation began.

In economic terms, Bangladesh, though having a majority of population the ratio being 56 % to 44% was turned into nothing but a colony. Jute, the golden fiber, cultivated by the toiling masses of Bangladesh was the main source of foreign exchange earning and constituted 70% of the total earning of Pakistan including the export of tea. hide and skin, and other foodstuff and raw materials.

But these earnings were hardly used for our own development. Whereas with the foreign exchange earned through Bangladesh, massive industrial projects were materialized in West Pakistan. The deserts of the Punjab were turned into thousand shades

of green, dry hills and rough lands were rolled plain and beautiful broad roads were built. A small town of pre-Partition Karachi became the busiest commercial city of Asia. Islamabad, a rough and rugged plateau was turned into the capital at the expense of the resources provided by Bangladesh.

The last 23 years of independence were years of only exploitation for Bangladesh. The per capita income in West Pakistan increased three times compared to that of the people residing in Bangladesh. 60% of our national budget was deployed for the defense services whereas there has hardly been 10% of the total defense expenditure made in Bangladesh. In the Defense services, Bengali youths were deliberately not taken and, therefore, the total recruit never exceeded 7 % including officers, whereas 78 % of the total soldiers in the Armed Forces come from the Punjab alone. The major-development projects in West Pakistan including the famous Tarbella and Mangla projects were built outside the national budget and the millions of dollars aid came for the hundreds of similar projects in West Pakistan was solely invested in that par alone. Ninety-two percent of the total bank deposits were controlled by the West Pakistanis and almost 85% of the total capital of Pakistan was concentrated in Karachi. Eighty-seven per cent of the total private investment was monopolised by 22 families of West Pakistan.

The economic system that was sustained by the West Pakistan vested interests, established an intolerable structure of injustice. About 2 dozen families acquired control over 60 per cent of the nation's industrial assets, 80 per cent of its banking assets and 75 per cent of its insurance assets, 82 per cent of the total bank advances were concentrated in only 3 per cent of the total accounts. The tax structure in existence was one of the most regressive in the world, whereas oppressive indirect taxes were imposed on such essential commodities that would only hit the common man. Tax Holidays, huge subsidies in the form of bonus vouchers, credit and grants of foreign exchange at the artificially low official rate, had created special favorable conditions for the growth of monopolies and cartels.

Total revenue expenditure of the Government only rupees 15 thousand million was spent in Bangladesh against over rupees 50 thousand million in West Pakistan. Of the total development expenditure during the same period (up to 1968) rupees 30,600 million was spent in Bangladesh as against over rupees 60,000 million in West Pakistan. West Pakistan had imported goods worth more than rupees 30 thousand million as against its own foreign exchange earnings of rupees 13 thousand million and thus imports into West Pakistan were 3 times the value of import into Bangladesh.

It was made possible for West Pakistan to import goods worth rupees 20 thousand million in access of its export earnings by allocating its rupees 5 thousand million of the foreign exchange earning of Bangladesh and allowing to utilise over rupees 80 per cent of all foreign aid receipts.

The price of essential commodities had been 50 to 100 times higher in Bangladesh than in West Pakistan. The average price of coarse rice in Bangladesh had been prior to March 25, 1971, Rs. 45/50 per maund as against Rs. 20/25 in West Pakistan and that of wheat Rs. 30/50 in Bangladesh as against Rs. 15/20 in West Pakistan. The price of mustard oil was at Rs. 51- per seer as against Rs. 2.50 in West Pakistan.

Similarly the gold price had been Rs. 135/140 per tola in Karachi as against Rs.160/165 at Dacca (Bangladesh) during the period mentioned above.

In the official caders, the approximate number of employees engaged by Pakistan Government before March, 1971 is shown below:

TABLE 'A'

Officer:	West Pakistan :	Bangladesh
Class I	3,769	811
Class II (Gazetted)	4,885	884
Class II (Non-Gazetted)	5,551	1,184
Class III	1,37,975	13,724

This is in brief the account of the injustices that were inflicted upon the people of Bangladesh by the vested interests of West Pakistan for last 23 years.

Politically also we were utterly subjugated and the democratic people of Bangladesh hated to remain so. In 1940 when an attempt was made to impose Urdu as the only State Language of the country, Bengalis resisted and the struggle for democratic rights started. In 1954 a general election in Bangladesh was held for the first time after independence and the United Front under the leadership of Awami League dislodged the ruling Muslim League, part of the same coteries of today, by securing 97 seats. In 1956 the first Constitution of Pakistan incorporated Bengali as one of the two state languages. A general election all over Pakistan that was supposed to have been held simultaneously was later on scheduled for the beginning of 1959, but before that could happen, in October 1958 military Generals led by Ayub Khan overthrew the democratic Government and established a dictatorship. The Constitution was abrogated and the National Assembly was dissolved.

The civil and military bureaucracy connived and conspired and in 1962 Ayub introduced a political system by which they could only perpetuate their political authority and at the same time continue with the exploitation of the men and resources of Bangladesh. From October 1968 to March 1969 democratic forces gathered strength through an unprecedented mass upsurge and having found difficulty in managing the affairs of the country Ayub released Sheikh Mujibur Rahman from military custody and on his invitation a Round Table Conference was held at Rawalpindi in February-March 1969 with leaders of all political parties. At the end of the conference Ayub in his concluding speech although ignored the demand of Bangladesh but conceded to the demand of a federal parliamentary system and an immediate election on the basis of adult franchise. But again, the same hidden and vicious vested interests emerged and on March 25, 1969 instead of fulfilling his promise made at the Round Table Conference, Ayub abdicated and handed over the power to Yahya Khan, Commander-in-Chief of Pakistan Armed Forces.

The forces within Pakistan that ruled the country were basically anti-people. They were part of conspiracy between the military and civil bureaucracies and the monopoly capitalists. These forces collaborated hand In hand and never allowed the democratic forces to gather any strength. It was a deliberate effort on the part of these vested interests to suppress the growth of political institutions and at any time when an attempt was made to establish a democratic system these forces combined together and managed to succeed.

Ladies and gentlemen, at the time Yahya Khan took over the power from Ayub the Constitution was abrogated for the second time and the National Assembly was also dissolved; but however, restoration of democracy was promised by the junta and a legal framework order was introduced to elect a National Assembly on the basis of adult franchise. The people of Bangladesh believed the words of the Generals and the Awami League being a constitutional political party moved forward to establish a democratic system in the country. Between December 7 and January 17 this year, elections were held and according Yahya Khan they were "free and fair". At the end of the elections, Awami League secured 167 seats out of the total 313. In Bangladesh they secured 85 % of the total votes cast and lost only 2 seats out of the total 169. They won 288 seats out of 300 for the Provincial Assembly of Bangladesh. Thus the Awami League not only established itself as an absolute majority party in the former province, but also an absolute majority party in the National Assembly, including West Pakistan.

The Awami League fought the election on a programme based on 6 point formula. As the people of Bangladesh suffered for 23 years and were deceived again and again by the ruling clique of West Pakistan, the 6-point formula presented a programme for an effective autonomy within the frame work of Pakistan. It reflected the hopes and aspirations of all the peace loving people of Bangladesh. The idea was that the Awami League would establish the democratic and economic rights of the people of Bangladesh through constitutional means and there would be no more exploitation of the Bengalis by the West Pakistani vested interests.

After the elections were concluded, leaders of all the political parties in the National Assembly had mutual discussions both between themselves and between individual party and President and 3rd of March, 1971 was at last fixed for the National Assembly session. In the meantime, following his decision to boycott the Assembly, Mr. Bhutto, leader of Pakistan People's Party, launched a campaign of intimidation against all other parties in West Pakistan to prevent them from attending the session. Mr. Bhutto having an electoral lead in the Sind and Punjab started behaving in a most undemocratic manner. In collaboration with Generals including Li. Gen. Umer, Chairman of the National Security Council, Lt. Gen. Pirzada, President's Chief of Staff and others, all close associates of Yahya Khan, Mr. Bhutto continued with his display of pressure tactics, but when signs of his failure were imminent and the members of the National Assembly coming from West Pakistan at last took their air seats to come to Dacca to attend the session, General Yahya Khan obliged Mr. Bhutto and the warlords of West Pakistan postponed the National Assembly session sine die through an announcement made over the radio suddenly on 1st of March, 1971.

The reaction of the postponement in Bangladesh was inevitable and spontaneous and throughout the land people took to the streets to record their protest at this arbitrary -act. People now felt sure that Yahya never really intended to transfer power, and was making a mockery of parliamentary politics. The popular mood felt that the rights of Bangladesh could never be realized within the framework of Pakistan, where Yahya could so blatantly frustrate the summoning of an Assembly proclaimed by his own writ and urged that Sheikh Mujibur Rahman must go for full independence.

Sheikh Mujib, however, continued to seek a political settlement. In calling for a programme of non-cooperation on 3rd March he chose the weapon of peaceful confrontation against the army of occupation as an attempt to bring them to their senses. This was in itself a major gesture in the face of the cold-blooded firing on unarmed demonstrators on the 2nd and 3rd March which had already led to over a thousand casualties.

The course of non-cooperation movement is now a part of history. Never in the course of any liberation struggle has non-cooperation been carried to the limits attained within Bangladesh between 1st and 25th March. Non-cooperation was total. No judge of the High Court could be found to administer the oath of office to the new Governor, Lt. General Tikka Khan. The entire civilian administration including the police and the Civil Service of Pakistan, refused to attend office. The people stopped supply of food to the army. Even the civilian employees of the Defense establishment joined the boycott.

Non-cooperation did not stop at abstention from work. The civilian administration and police positively pledged their support to Sheikh Mujibur Rahman and put themselves under his orders.

In this situation the Awami League without being formally constituted Government, was forced to take on the responsibility of keeping the economy and administration running whilst non-cooperation lasted. In this task they had the unqualified support not only of the people but the administration and business community. The latter two subordinated themselves to the directives of the Awami League and accepted them as the sole authority to solve their various problems.

In these unique circumstances the economy and administration were kept going in spite of formidable problems are doing out of the power vacuum which had suddenly emerged in Bangladesh. In spite of the lack of any formal authority, Awami League volunteers in cooperation with the police maintained a level of law and order which was a considerable improvement on normal times.

Faced with this demonstration of total support to the Awami League and this historic non-cooperation movement, General Yahya appears to have modified his tacties. On the 8th March, he still seemed determined to provoke a confrontation when he made his highly provocative speech putting the full blame for the crisis, on the Awami League and not even referring to the architect of the crisis, Mr. Bhutto. It seems that he expected a declaration of Independence on 7th March. The Army in Dacca was put on full alert to crush the move and Lt. Gen. Tikka Khan was flown to replace Lt. Gen. Yakub to signify the hardening of attitudes within the Junta.

Sheikh Mujib, however, once again opted for the path of political settlement in spite of massive public sentiment for independence. In presenting his 4-point proposal for attending the National Assembly he not only had to contain the public mood but to leave a way open for Yahya to explore this last chance for a peaceful settlement.

It is now clear that Yahya and his Generals never had the slightest intention of solving Pakistan's political crisis peacefully but were only interested in buying time to permit the reinforcement for their military machine within Bangladesh. Yahya's visit to Dacca was a mere cover for his plan of genocide It now becomes clear that contingency plans for such a crisis had already begun well in advance of the crisis.

As part of this strategy of deception Yahya adopted the most conciliatory posture in his talks with Mujib. In the talks beginning on 16th March, he expressed regrets for what had happened and his sincere desire for a political settlement. In a crucial meeting with Sheikh Mujib he was asked to positively state the Junta's position on the Awami League's 4-point proposal. He indicated that there were no serious objections and that an interim constitution could be worked out by the respective Advisers embodying the four points.

The basic points on which agreement was reached were:

(1) Lifting of Martial Law and transfer of power to a Civilian Government by a Presidential Proclamation.

(2) Transfer of power in the provinces to the majority parties.

(3) Yahya to remain as President and in control of the Central Government.

(4) Separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to a joint session to finalize the Constitution.

Once this agreement in principle had been reached between Sheikh Mujib and Yahya there was only the question of defining the powers of Bangladesh vis-a-visa the Centre during the interim phase. Here it was again jointly agreed that the distribution of power should as far as possible approximate to the final constitution approved by the National Assembly which it was expected would be based on 'Six Points'.

While negotiations were not yet declared to be complete, on 25th March at approximately 11 p. m. Yahya Khan committed an act of treachery that has no parallel in human history. A well-trained and mechanized army of West Pakistan clamped down over the weak and unarmed civilian population of Dacca. Without any warning or announcement or any order of curfew, tanks, mortars, artillery, machineguns, and rockets were indiscriminately used to kill the innocent people in the dark of the night. The major areas where the attacks took place were Police Barracks at Rajarbagh Headquarters, East Pakistan Rifles Headquarters at Peelkhana, University student's hostels and teacher's quarters, Tejgaon Industrial Area, ferry ghats, stations, roadside slums, Malibagh, Maghbazar, Babubazar, Nayabazar, etc. wherever there was concentration of population. The approximate number of people killed on the first two nights in and around Dacca is estimated to be 100,000. On the first night two daily newspaper offices ("The People" and "Ittefaq") were shelled and completely burned down and two days later another Bengali daily newspaper ("Sangbad") was also set on fire.

The nature of the genocide that has been committed in Bangladesh has no similar example in modem history. The soldiers mostly coming from tribal background of Punjab and Frontier were only human beings in form but in reality behaved like hungry wolves. Their action was of destruction and annihilation. They killed, looted, arsoned and raped. On the first night they attacked the university dormitories and killed 300 students. They entered into residential quarters of the university teachers and killed all the available eminent scholars of the country. They picked up the philanthropic industrialists and after killing them, looted their properties and cash money.

On 27th morning when the curfew was apparently lifted after 33 hours, almost the entire population of Dacca started evacuating and within the next 24 hours approximately 75 % to 85% of the population left the city. They have created such a terror that at the moment all the cities and towns of Bangladesh have deserted. Politicians, doctors, engineers, lawyers, teachers, students, businessmen, and intellectuals have all left their respective place of work and gone into the villages to join the liberation forces.

Before 25th March whatever number of Bengali officers and ranks in the armed forces stationed in Bangladesh and were within their reach, they were disarmed and were subsequently killed along with their families. In Jessore and Comilla cantonments almost all the Bengali officers, about 30 each, were killed including their families who were present at that time. Similar genocide took place in all the other cantonments and military bases. The cantonments in Bangladesh are based at Dacca, Comma, Rangpur, Jessore and Chittagong.

The account of the brutalities committed by the West Pakistani troops cannot be completed in such a short space. There are thousands of incidents of rape, loot and arson I can describe to you, ladies and gentlemen, that you would feel yourselves ashamed to be sitting here purportedly holding a conference for peace. Jinjira Bazar, on the other side of the river, was attacked in the dark of the night and a population of approximately 25,000 was put in peril. By setting fire, they damaged the entire area of approximately 10 to 15 sq. miles and killed approximately 10,000 to 12,000 people. Similar war of annihilation was exercised on Shantinagar Bazar, Rayerbazar, Bhadhi, Shakharibazar, Tatibazar, Kaptanbazar, Chakbazar, Tongi and many other places. The total number of people killed in and around Dacca City alone till to-day would be approximately 150,000.

Bangalis had, however, accepted this challenges of war. Though in Dacca they were caught unprepared, the people organized themselves into liberation forces all over Bangladesh within 24 hours. Led and guided by the East Bengal Regiment (3000 strong regular army) and East Pakistan Rifles (a para-military force of about 17000), Police (40000), Ansars, Mujahids, youth in every district and sub-division immediately prepared themselves for resistance. Finding the collapse of administration all over Bangladesh and failing the control both the population and the land and that their whole calculation of winning to have gone wrong. West Pakistani Generals become more desperate and jittery. In every place where they found resistance, they have used strafing and bombing from the air by sabre jets. Besides thousands of villages, the towns which have been heavily mortared and bombed from air are, among others, Chittagong, Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj, Habiganj, Srcemangal, Narshingdi, Brahmanbaria. Akhaura, Kasba, Comilla,

Laksham; Chandpur, Feni, Khulna, Daulatpur. Kaligang. Jhinida, Chuadanga, Meherpur, Narail. Kushtia. Bheramara, Kumarkhali. Alamdanga, Pabna. Shahjadpur. Rajshahi. Nawab ganj. Rangpur. Santahur. Parbatipur. Lalmonirhai. Nilphaman. Dinajpur. Bogra. Shcrpur, Mymcnshingh, Tangail. Jamalpur and Jaidcbpur.

The West Pakistani troops are following the most heinous method of fighting a war. Before they send troops to a particular area they arc bombing and strafing indiscriminately. By this, ordinary people are scared away and then their troops start arriving. On their way. they stop, kill anybody they find in front of them, loot houses, banks, jewellery shops, rape women, steal food grain and cattle and finally set lite villages on fire.

Hospitals and medical centers have been bombed, nurses and sisters have been driven away from their patients, clergymen have been persecuted and missionaries were made to broadcast at gun point at Rajshahi. A huge population of Christians have been turned into refugees and there are many instances of churches and mosques being shelled and damaged

In last six weeks although many areas have been bombed, liberation army has grown in strength (approximately 100,000). Adopting guerilla methods they have been extremely successful in not only resisting the West Pakistani troops but also in recapturing many towns and areas by either killing them or driving them away. All their cantonments and military bases are at present fully surrounded by liberation forces and air lifting remains to be their only means of communication. All major bridges have been blown up and river ways are never safe for them. Recruitment and training centers have been opened and short but effective guerilla courses arc given to the youths who are pouring in every day in thousands to take up arms and defend their beloved land.

In the meantime, however, the elected representatives of the people of Bangladesh considered it to be their sacred duty to protect the life, liberty and property of their fellow countrymen and assembled in Mujibnagar, the new capital of our country. On the 10th day of April 1971. having held mutual consultations and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, the said elected representatives declared and constituted Bangladesh as to be a sovereign People's Republic and thereby confirmed the Declaration of Independence that had already been made by Sheikh Mujibur Rahman, undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh A Capital has been formed with Sheikh Mujibur Rahman as the President of the Republic

The Liberation Forces have allowed the West Pakistani troops to extend as much as they can only to surround them and fight them out at their own choice. The West Pakistani troops are, therefore, in effect, in control of only some cantonment towns or where they have military concentration. Even most of the towns and the small areas which have once been taken over by West Pakistani troops are retaken by the Liberation Forces and this process is going on for quite a long time. The Liberation Forces are now fighting to recapture Chittagong, Comilla. Sylhet and Jessore towns and continuous fighting is going on in these places.

0 0 0 0 0 0

The liberation Forces have survived very successfully during the most critical and difficult phase of this war. This only indicates the strength they have gathered and with the support of the entire population they are growing bigger every day and the response from the youth is so much that some time it is becoming difficult to train and accommodate all of them at a time.

West Pakistani troops are fighting a losing war. The simple war logistics suggest that it will be impossible for the occupation army humanly or militarily to hold Bangladesh any longer. At present they have approximately 80000 soldiers and with their reinforcements can reach to a maximum of 140000 in next 4-6 weeks. They cannot extend beyond this number in view of the large border of West Pakistan territories.

The logistic impossibilities of the West Pakistan troops can be summarized in the following terms:-

a) They have no adequate provision for supplies particularly food ration and other necessaries.

b) They have no immediate place of retreat being almost surrounded by India and Karachi being 3000 miles away now.

c) They do not enjoy any support from the population.

d) They are trained for conventional warfare.

e) West Pakistan industries have started to fee) the strain and West Pakistan people have started realizing the impact of this war on their economy.

f) They have limited military manpower.

As the whole economy of the country has been ruined and a total dislocation has taken place, the village economy of Bangladesh is undergoing a great strain. As the towns are more or less evacuated now, the population in the village has increased. The villages which have been burned or bombed remain uncultivated. The problem of supplies has already created a near-famine situation. Diseases are widespread, unemployment has reached its highest peak and daily necessities are becoming scare every day. Food grains, salt, kerosene, matches clothing’s, petrol, diesel and medicine are the most essential things to have to be supplied for more survival. International agencies although eager to help have yet not come forward to extend any material assistance whatsoever. While only keeping some dead towns in occupation, the entire village .population of Bangladesh is left with the Bangladesh Government and it has become their primary responsibility to protect the life, liberty and property of these people. They are 100 per cent relying upon the care and attention of the Bangladesh Government and the Government has taken the full responsibility of the same.

At the moment, stories of further atrocities are pouring in from the occupied areas. In these areas a war of attrition is going on. West Pakistan personnel have been brought in vain to run the civil administration, border scouts from Frontier have been imported to substitute the police force and non-Bengali local hooligans have been hired to point out every Bengali in the area and loot his belongings, kill the young and rape the women.

Ladies and gentlemen, the armed forces of Pakistan have been trained by the colonial and imperialist powers. The vested interests of West Pakistan have always used them for their own ends and they have been frequently used to suppress any democratic movement that took place inside the country. Having had all the privileges and security out of the national budget it itself became a part of the vested interest and assumed the responsibility again and again to rule the country instead of defending the borders from external aggression.

The military pacts like SEATO and CENTO gave a hand to the armed forces of West Pakistan in this direction. The Foreign military aid that came-whether from America or China-provided these West Pakistani troops with sharp and sophisticated weapons which are now being used only to kill the unarmed people of Bangladesh. The irony of the situation is that even when USSR or China extended aid and assistance to Pakistan, this only helped the monopoly capitalists of West Pakistan. The main purpose of the American aid to Pakistan was to maintain this status quo in the economic system and at the same time to grow a strong bourgeoisie which ultimately helped the West Pakistani business class to flourish by exploiting the resources of Bangladesh. All the machineries that have been working against the interests of Bangladesh for last 23 years were encouraged and assisted by the foreign aid of different countries. If aid and particularly military aid is given to strengthen the ability of a country to protect herself from external aggression, then why today we find that weapons manufactured both in America and China are being roared upon the innocent people of Bangladesh?

The people of Bangladesh have always believed in the struggles for freedom. In the past, they always supported the cause of Algerians, the Vietnamese and the freedom struggles of Libya, South Africa, Rhodesia, Cuba and also China. In 1956 when Britain attacked Egypt, the people of Bangladesh registered their support for their Egyptian brethren against the official policy of the Government of Pakistan. Our demand for last 23 years has always been to come out of SEATO or CENTO and other military pacts and international power blocks and pursue a policy of peaceful non-alignment.

Our present struggle is a struggle for our liberation. There is no difference between our struggle and the struggle of the people of Russia or China or Hungary or Cuba or Algeria which they had to sustain for their own liberation. This struggle is the same as that of the Vietnamese who are also struggling for their liberation. This struggle is the same in nature as that of the American struggle for independence in the 18th century.

Ladies and gentlemen, the West Pakistan Government is trying to make an appeal to the Muslim countries in the name of Islam. May I address you, the honorable gentlemen, from the Muslim countries, from this platform requesting you to search your heart and tell me whether in the name of Islam mother can be deprived of her child, a child can be taken away from his mother? What is that Islam upon which any grain of sympathy can be extended to these trigger-happy murderers who are now bombing our villages, looting our food silos and granaries, raping our young sisters, killing doctors, lawyers, businessmen and scholars who are overwhelmingly Muslims without any discrimination? Is it that Islam upon which the West Pakistani rulers are relying upon today? My appeal would be to you, gentlemen, to come forward and expose the true lessons of Islam and condemn

openly the atrocities, the brutalities and inhuman massacre that are being exercised by the West Pakistani troops in Bangladesh in the name of Islam.

Ladies and gentlemen, we are in a peace conference and we are to struggle for peace. Is not this war by the West Pakistani troops upon the 75 million people of Bangladesh impeding peace? This War of West Pakistani troops should not be taken to be only upon the people of Bangladesh but it threatens also the peace of the whole of South Asia. We are aware that we are a poor nation. We may appear to be helpless in the face of this materialistic world. The power blocks and the international power politics may not find 75 million people worth considering. But I ask you, ladies and gentlemen, what are the objectives of international organisations like United Nations or for that matter like the organisation which has sponsored this conference today? What are the ethics of inter- national solidarity and what arc the principles of international relations? Because it does not suit the purpose of big powers, or because the ping pong diplomacy may be disturbed or because it will upset a so-called balance of power in the eye of Pentagon or Moscow or Peking, the 75 million people of Bangladesh arc to suffer today. May I ask you, ladies and gentlemen, that is it the solidarity between the peace-loving nations, is it the morality of the freedom fighting socialist world, it is the philosophy of equality and justice that the 75 million struggling, suffering freedom-fighting people of Bangladesh have to be abandoned and left uncared and unnoticed.

We are fighting a winning war because we are fighting out of a conviction which is clear and straightforward. We know our ultimate goal and. if necessary, we shall continue to fight for thousand years till the victory is achieved. This war is not only a war for geographical liberation but this will be a war for the political and economic liberation of the 75 million people of Bangladesh.

Ladies and gentlemen, while I have come here with a message of peace, greetings and solidarity from the Government and people of Bangladesh and while I convey the deepest felicitations to you all, and particularly to the people and the government of Hungary, the host country of this conference. I have also an appeal to make. The appeal is simple. Give us formal recognition. Give us our honor and dignity that we most certainly deserve. Give us our formal status as a nation.

0 0 0 0 0 0

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য প্রস্তুতকৃত পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যায়ন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	----------- ১৯৭১

PAKISTAN GUILTY OF GENOCIDE

Pakistan army's "Mission" to kill and bum Bengalis still continues with utter disregard to the fundamental rules of international law. This calculated mass killing is the outcome of a nefarious design to eliminate every 'Bengali' whether Hindu or Muslim, Buddhist or Christian. The object is to destroy a nation whose people are ethnically and racially different from those in West Pakistan as a whole.

The 'fault' of the Bengalis was that they wanted their right to live. The ruthless economic exploitation that was exercised upon the people and resources of East Pakistan, as it was then still called had to be stopped if Pakistan as a single country were to exist. The majority people of a country could no longer bear the feeling of being colonized by a handful of people belonging to West Pakistan. This feeling was growing harder to bear for a long time but no redress was in sight as the Bengalis were deliberately kept away from the real corridors of power.

After the downfall of Ayub, came General Yahya Khan with the promise to hand over power to the elected representatives of the people. Elections were held throughout the country and the people's representatives were elected but when the intention to hand over the power was put to the actual test, it collapsed at once. Neither Z. A. Bhutto nor the Military junta was prepared to accept majority rule-the essence of democracy. While the negotiations between Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman-leader of the majority party in the National Assembly, were still continuing, an organized army with modem war weapons suddenly clamped down upon un-armed and innocent civilians. They killed and burnt, raped and looted with the single aim to destroy a people who were no more ready to suffer any further humility and exploitation.

Yahya Khan's speech on March 26 clearly indicated the design on which the whole operation of mass killing was launched. 'Sheikh Mujib and his party were enemies of Pakistan' and therefore they were to be eliminated. Looking at the results of December election which gave Awami League 167 of 169 seats from the 75 million people of the East, it is obvious that the whole population supported the programme which Mujib was trying to achieve through constitutional means.

The army therefore took the whole population as their target and killed and burnt indiscriminately. They did not limit their onslaught on some selected individuals but on the contrary launched a full-scale attack to eliminate any sense of Bengali nationalism from amongst the people. It is clear now that the Pakistan Army does not intend to let anyone live within their reach who would assert himself to be a 'Bengali', whether Muslim or Hindu.

Hitler's National-Socialist regime in Germany exterminated more than eight million people. Subsequently United Nations adopted in 1948 the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and defined it in Article II as acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group by killing or causing serious bodily or mental harm to members of such group. The Convention also declared crime as punishable under International Law and made it applicable to rulers and public officials also (Article IV).

With this is connected the concept of fundamental human rights recognized both by the Universal Declaration on Human Rights and the Charter of the United Nations. If crime against humanity is an offence under International Law, then Pakistan Army's action in Bangladesh could be taken up by the United Nations and its organs for an appropriate action.

No other better or clearer case of genocide has emerged since the end of the Second World War then the one being committed by the Pakistan regime in Bangladesh today. By sheer brutal force Pakistan Army is committing 'double genocide'- one, elimination of Bengalis as a race, and two, Hindus as a religious group. Anyone who dares to proclaim himself a 'Bengali' is shot at sight whether Muslim or Hindu and anyone who audits to being a 'Hindu' is bayonetted to death. In simple terms this is genocide and this is exactly what the Pakistan Army is doing now. If world conscience is to act, no issue could be more worthwhile to take up then the present case of Bangladesh. Genocide is a crime should never go unpunished.

Annexure 1-The Genocide Convention.

Annexure Il-Ten eye-witness accounts obtained from the Bangladesh refugees who crossed the border.

These accounts are in the form of individual letters which have already been sent to the Human Rights Commission at Geneva. Besides these accounts some of the members of the National Assembly who would be going to New York should write down their own experiences and they should also be submitted along with these.

Annexure III

Two personal statements given in English. Once by Kalimuddin Mia of Jinjira, Dacca and the other one Mr. Abdul Karim of Malibag, Dacca. Both of them lost their nearest relatives when they were shot dead by the Pakistani troops in front of their eyes.

Pakistan army junta has violated the following provisions of international law:-

....

Pakistan army junta has violated the following provisions of international law:-

I) Laws of warfare. The doctrine of immunity of non-combatants from belligerent attack.

II) Article 23 (G) of the Hague Convention II of 1899 and the Hague Convention IV of 1907. The article enacts "it is specially forbidden to destroy or seize the enemies property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war."

Ill) Fundamental human rights guaranteed by the Charter of the United Nations, (a) In the preamble one of the main objectives of the United Nations is "to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small".

b) Article I, Paragraph 2 is "to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of people."

c) Article I, Paragraph 3 is "to achieve international cooperation..................in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."

d) Article 3 (b) of the Charter "the General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of.........assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."

e) Article 55 (c), the United Nations shall promote "universal respect for an observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."

0 Article 56: "all members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organisation for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

g) Article 76 (c) is "to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.".

h) Article 66 (2) provides ECOSOC to make recommendations for the purpose of promoting respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all.

i) Article 68: the ECOSOC "shall set up Commissions" in economic and social fields and for the promotion of human rights.

j) Article I (2) right to self-determination of the people.

IV) The General Assembly of the U.N. proclaimed universal declaration of human rights on Dec. 10, 1948. It is the Magna Carta of men.

a) Article 3 fundamental right of every man "to life, liberty and the security of persons."

b) Article 15 recognizes the right of every man to belong to a nation i.e. to a nationality.

c) Article 21 "the will of the people shall be the basis of the authority of the Govt." and this will is to be expressed in "periodic and genuine elections" based on "universal and equal suffrage".

V) International conventions of human rights the Gen. Assembly of Dec 16, 1966 transformed two convents on human rights into international conventions and adopted without any objection, and open for signature both the covenants. Pakistan voted in favor of both the covenants.

VI) The Genocide Convention, Dec. 1948. Pakistan was a signatory to this Convention.

a) Article 2: Genocide means "acts committed with intent to destroy in whole or in part, a national, ethnical racial or religious group such as by killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to the members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; much measures intended to prevent birth within the group forcibly transferring children of the group to another group.

b) Article 3: Punishable acts; Genocide; conspiracy to commit genocide; direct and public incitement to commit genocide; attempt to commit genocide; and complicity in genocide.

c) Article 4: "persons committing genocides or any of the other acts enumerated in Art. Ill shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals.

VII) Charter of the Nuremberg Tribunal. Crimes against humanity are considered to be "murder, extermination, enslavement, deportation and other in human acts committed against any civilian population before or during war". Gen Assembly adopted a resolution without dissent and reaffirmed the principles of international law recognized by the Charter of the Nuremberg Tribunal and the judgment of the tribunal. Therefore crime against humanity is a crime under international law.

GENEVA CONVENTION

VIII) Art. 3 of the Geneva Convention of 1949. Pakistan ratified the conventions of 1949 and 1951. Pakistan ratified the Geneva civilian conventions with reservation to Art. 44 and 68 (2). There was no reservation to Article 3. Art. 3 is common to all the 4 Geneva Conventions which were adopted at the Diplomatic Conference at Geneva held from April 21 to August 12 1949. Article 3 reads:

"In case of an armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the followings:

1) persons taking no active part in hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'Horsde combat' by sleekness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse definition founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above mentioned persons:

(a) violence to life and persons in particular character of all in cruel treatment and torture;

b) taking of hostages;

c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;

d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording by the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

2) The wounded and sick shall be collected and cared for (international law documents 1950-51, Naval War College USA Volume XLVII, Page 82).

These provisions apply primarily to civil wars in cases in which there has been no recognition of belligerency (Oppenheim) Volume II, Page 370).

IX) Pakistan refused to give permission to the members of the International Committee of the Red Cross to go to Bangladesh to offer relief and other aid to the victims. One paragraph of Art. 3 of the Geneva Convention of 1949 which applies to a conflict not of an international character meaning a civil war says "an impartial humanitarian body, such as the International Committee of Red Cross, may offer its services to the parties to the conflict." The Red Cross offer its services but Pakistan refused to grant permission.

X) The 4th Geneva Convention of 1949 which deals with protection of civilian person in times of war.

XI) WARFARE RULES

Violence of warfare rules: The Hague and Geneva Conventions safeguarding prisoners and non-combatence. The key theme is proportionately that is may not go beyond strict military requirements. The purpose is practical as well as humane: indiscriminating killing demoralized arms turned civilians into guerillas and endangered soldiers captured by an incensed enemy. According to US Arm Field Manual 27-10 (the law of land warfare), the law" requires that belligerents refrain from employing any kind or degree of violence which is not actually necessary for military purposes, and that they conduct hostilities with regard for the principle of humanity and chivalry".

The rules protect defeated enemy troops, the wounded parachuting airmen and other helpless people forbidden weapons including bullets and poison. Forbidden targets include Hospitals, Churches, Museums and coastal fishing boats unless used for military purposes. Torture, looting and political assassinations are band. Reprisals are permitted against illegal enemy acts to only on orders from Commanders and never, against civilians who may not be punished without trial before a court.

Crime against peace and crime against humanity

The 1949 Geneva Convention says "individual and mass force able are prohibited regardless of their motive". It further says" persons taking no active part in the hostilities shall in all circumstances be treated "humanely." Among specific prohibitions: "collective penalties" such as burning villages that may harbor guerillas. The 1907 Hague Convention prohibits "the attack or bombardment, by whatever means, on towns, villages, dwellings or buildings which are undefended".

RACIAL DISCRIMINATION

XI) Racial discrimination, resolution 103 (I) of the General Assembly, I960. The General Assembly had declared that "it is in the highest interest of humanity to put an immediate end to religion and so-called racial persecution and discrimination '.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

XII) The Universal Declaration of Human Rights.

Article-I: "Human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reasons and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article-2

Article-3

Article-5: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.

Article- 7: All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

ArticIe-9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile.

Article-10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Articlc-2 (1): Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty by court of law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national or international law, at any time when it was committed.

Article-19 : Everyone bas the right to freedom of opinion and expression; this right include freedom to hold functions without, interference and to seek, receive and impart functions and ideas through any medias and regardless of frontiers.

Article-21 (1): Everyone has the right to take part in the Government of his country directly or through freely chosen representatives.

(3)The will of the people shall be the basis of the authority of Government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

POSITION OF PAKISTAN ARMY

Pakistan Army has to place to retreat. The land mass of Bangladesh is surrounded by India except a small stretch of border with Burma. Other routes of escape are limited lo

air and water transports on a journey of over 3000 miles along the Indian coast. In other words the fellows have no retreat which is essential for any war. Therefore psychologically they are weak and demoralized and because of this they are even more desperate than they would be.

2. The ranks in Pakistan Army consist of people from Sind, Beluchistan and Frontier also. Reports are there of conflict and fighting of soldiers of these provinces in one hand and the Punjabis on the other. Reports are also there to suggest that one many occasions Frontier and Beluch forces have treated our people less severely and sometime with sympathy.

3. Every effort should be made to take advantage of this difference between the Punjabis and non-Punjabis in Pakistan army.

4. Emphasis should be given more on getting the Pakistan soldiers, particularly officers alone rather than lend. Direction should go in this line to Mukti Bahini units.

5. Behaving and treating the enemies well, always demonstrate self-confidence and determination for victory for the host country. It enhances the prestige and respectability and will show our...........to perform the obligation of international warfare rule.

6.Pakistan will reciprocate and may also find it necessary to imprison the Mukti Bahini members rather killing them with the expectation that they will get them now back in exchange of ours once the war is over.

7. A good number of hostages particularly high ranking officers may also be used for securing the release of Sheikh.

A 5-minute programme in Urdu especially meant for the members of Pakistan armed forces operating in Bangladesh in each of the transmissions every-day is suggested on the line as mentioned below.

1. Address the soldiers coming from Beluchistan, Frontier and Sind.
2. Explain the situation that the people they are killing are 90 percent Muslims and they are misguided by the Punjabis in doing so. Narrate Islamic principles.
3. Welcome the attitude of Beluchistan, Frontier and Sind and appreciate their feeling that they are also equally exploited by the Punjabis and that they have been misguided by the Punjabis with regard to the War in East Bengal. They were told that the war in East Bengal was against the Indians but on arrival they have found that they are fighting the innocent people of Bangladesh.
4. Appreciate their sympathies and support for the people of Bangladesh on many occasions and in many areas and that they should not allow themselves to be misguided any more.
5. Explain that they do not have any retreat and narrate the lack of their logistics in maximum detail. They are fighting on a foreign soil but victory will be ours.

6. Before time runs out they should surrender and give in to Mukti Bahini. Once they do that, they will be treated as prisoners of war. He will not be killed, rather he will be given food and shelter and once the war is over he can choose either to go to West Pakistan or settle in Bangladesh as an equal citizen. He will be assured that Bangladesh Government will treat him in accordance with the international laws of warfare.

West Pakistan Government has recently launched a campaign through its special ambassadors and paid agents in the Western world to defend its case against the murders and atrocities they are committing upon the innocent people of Bangladesh. The mounting public opinion throughout the world that has now crystallized against the unjust and genocidal act of Pakistan Government has compelled the West Pakistani rulers to device a defense for themselves. In doing so many attempts have been made giving all sorts of excuses and arguments but they have all failed. At present attempts are being made to divert the issue at a different level with a different color.

The cause which is no greater than a liberation struggle and no more sacred than fighting for freedom is being stinked with communalism. It is said that non-Bengalis have been killed by Bengalis and hence the action of Pakistan troops to control the situation. Nothing could be more a blatant lie than this mean and heinous propaganda. Bangladesh government is distressed to see that some of Western newspapers also are playing up with such concocted stories. Sunday Times of 2nd May. despatch by Anthony Mascarenhas has only given the West Pakistan version of a story which cannot be substantiated on any score. Same applies to the reporting of Mr. Rosenblaum, who, of course, had a guided tour of Bangladesh by West Pakistani troops.

The malafide and falsehood of this propaganda can be found in the following facts:

1. Not within our knowledge a single newspaper ever published any news-item weeks before 25th March 1971 that a Non-Bengali in any part of Bangladesh was killed by Bengalis.

2. About 40-50 foreign journalists including West Pakistanis never wrote a line on this subject when they were in Bangladesh for weeks. It would have certainly come to their knowledge if any incident like this took place in Bangladesh.

3. Never any foreign or West Pakistani journalist for once asked any question to any of the leaders including Sheikh and Bhutto on this subject or referred this matter at all the series of Press Conference the leaders addressed.

4. Least of all, if it was the reason of this military atrocities, why Yahya Khan did not mention it in his speech on 25th March? Had there been any incident like that Yahya Khan would certainly have not missed the opportunity of making it a major point?

5. Six journalists were a conducted tour by West Pakistani troops but none one only mentioned this make-belief defense through his despatch. Whereas correspondent of Associated Press visited Bangladesh frequently and at least one was present for days in Dacca till 25th March before his expulsion but did not write anything on this subject.

On the contrary, in his speech, directives and Press Conference from March 1, till 25th Sheikh very clearly mentioned that Bengalis and non-Bengalis Were all same and the definition of nationalism that has been established as an article of faith for all citizens by Sheikh in Bangladesh Was that "all people, Bengalis, Non-Bengalis, Christians, Buddhists, whoever residing in Bangladesh are Bengalis irrespective of their cast, creed and religion."

....

Mr. Anthony Mascarenhas did not hesitate to give an account of dead bodies found in different areas supplied by West Pakistani troops. He has, however, not mentioned whether he saw the dead bodies himself or verified them to be that of non-Bengalis. Even if he saw them, the dead bodies were perhaps decomposed and could not speak any language. How can he then say that they were non- Bengalis?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে একটি খতিয়ান	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

CONFIDENTIAL

POSITION PAPER

LNDO-PAK1STAN WAR

The possibility of an Indo-Pakistan war reached its peak in May and June of this year. But subsequently this possibility was in some way averted by the Indo-Soviet Treaty signed in August, 1971.

The underlying exposition of Indo-Russian Treaty can be summarized as follows:

India because of her own internal political situation particularly in the non-Congress and leftist states and when the heavy industries build up through last 24 years have just started paying dividends, did not intend in any circumstances to enter into any kind of confrontation with Pakistan. Besides, Indira Gandhi by her absolute majority in the Parliament has brought a considerable amount of political stability in the Central Government of India and this also could not be allowed to be disturbed and disintegrated.

Any confrontation with Pakistan would involve a total war and this India could take the risk of provided (a) she could be absolutely certain that there would be no involvement of any third party; (b) she could defeat Pakistan militarily; and (c) she could complete the war within a short possible time-within 7 to 10 days. Indian military strategies could never be assured of any of these three conditions above and had therefore always advised against a war.

The Indian assessment of the Bangladesh crisis is that:

(a) Pakistan cannot sustain a war in Bangladesh and cannot bring it under control. Even if it can bring for some time, the economy will never get on to the rails. Pakistan will get weaker and weaker and could never be a political or military threat to India.

(b) The effect of the economic collapse within Pakistan and particularly in West Pakistan will sooner or later affect the ordinary traders and the farmers and industrial workers. This will create pressure along with the pressure from the political elements from within which will ultimately lead to a confrontation with the army rulers. This will create a situation of a psychological moment when the Pakistani rulers would like to settle the issue with leaders of Bangladesh and is only at that time any settlement that may be reached will come to our favor. This settlement may be for the complete independence of Bangladesh.

(c) India, on the other hand, never thought of going to a war with Pakistan and this is clearly evident from the Indo-Russian Treaty. Therefore, in future also they will not do anything which will increase the possibility on an Indo-Pakistan war. This by implication means that India arms the Mukti Bahini in such a manner at this stage which may lead to Pakistan saying that India had invated Pakistan.

Any major victory of the Mukti Bahini will be considered at this stage by Pakistan as an armed intervention by India.

(d) So the question of recognition also does not arise. If India is willing to help the Mukti Bahini more with arms, she can help without any formal recognition. Therefore, recognition would not necessarily mean an increased assistance in all spheres, though the national impression of the ordinary people is that recognition would mean that India would extend massive support to the Mukti Bahini. Therefore, for India the time has not come for either the recognition or any assistance of serious nature.

Due to the internal political pressures and situation particularly in West Bengal, India may at a time convenient to the Congress Government may accord a formal recognition to Bangladesh but this will be merely a paper recognition if it comes within next six months.

So for India, their main purpose is served and is going to be served in near future as regards Pakistan vis-a-vis Bangladesh is concerned. In the meantime they will maintain the same position as they are maintaining now. They will continue to give assistance of such nature which will not allow us to achieve anything spectacular in the sense of receiving heavy arms or any air or artillery protection for holding any land permanently as a liberated zone.

Pakistan Government's main stand is that it is due to India that they are facing difficulty in bringing the situation in Bangladesh under control. It is therefore, an Indo- Pakistan dispute. To save their scheme and to bring the matter more under the control of the international jurisdiction, the Yahya Government at one time and still now would go for a war with India only for an international intervention to divert the main issue of Bangladesh.

This possibility is still there. For Pakistan September and the first half of October would be suitable time to have an international confrontation. They are, therefore, assessing right now whether once this period was over whether. India would do anything drastic with regard to Bangladesh. This is what they are trying to find out from the Russian Government. If they have information of such a design of the Indian Government, the Pakistan Government might attempt to venture a serious boundary confrontation with India during this time. If on the other hand, they have the assurance from the Russian (which they have always been receiving) then of course, there is no possibility of this attempt of Pakistan Government.

ASSESSMENT

Bangladesh Government should emphasis more on the arms assistance and supplies than on recognition. Because it should be absolutely clear now that we have to win the war ourselves. Sooner we can win, the better for us and therefore Bangladesh Government would have develop an independent policy of conducting the war and to win it. The time has come to assert her own strength can be the relationship with India as good as it is now India is far too committed for us and will have to give us recognition and the necessary assistance only when the time will be suitable from their point of view and we can play a role to bring that time nearer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
FOR BANGLADESH CITIZENS AND FRIENDS ABROAD.

MUJIBNAGAR,
BANGLADESH.

Gentlemen,

Bangladesh is at war. Since March 25th, 1971 our Liberation forces have been fighting an aggression by West Pakistani troops and resisting a very well-trained and mechanized army. Their attempt is clear. They would like to continue with their colonial policy towards Bangladesh. In their last desperate attempt to deprive us from our right to live, they have adopted a policy of destruction, annihilation, and attrition. West Pakistani troops have burned down hundreds of villages, killed millions of people, destroyed all our major industrial projects and vital installations. They have bombed and strafed indiscriminately. They have killed our mothers, raped our sisters and driven out thousands of helpless people outside the country. Wherever they go, they kill young boys and children, loot houses, banks, jeweler shops, steal food grains and cattle and finally desert the places, leaving no human being alive.

The heroic people of Bangladesh have, however, accepted this challenge of war.

The people all over Bangladesh have joined the Liberation Army within 24 hours after they heard of the massacre at Dacca on 25th night.

There is no instance of this kind of genocide ever committed in human history. The detail of the atrocities need not be noted here as we arc certain that you have been receiving the same through world press and radios and particularly through Indian Newspapers.

We all have to take part in this war. Every Bengali whether in England or America or Japan or even in Iceland, is a part of our Liberation force. And we expect that each one of us shall fight this war through the means available to him, wherever he is residing. World opinion is vitally important today for the survival of the most helpless and poor 78 million people. This War is as important outside Bangladesh as it is inside.

Gentlemen, while the brave sons of our soil are now engaged in the marshy battle fields of Bangladesh to defend their soil from the enemy aggression, our citizens abroad can contribute equally by organizing themselves into liberation front’s, mobilising public and world opinion, holding seminars and meetings, collecting funds, sending reliefs and essential supplies,

WHAT SHOULD BE DONE:

1. From organizations in the nature of Liberation Front and if there is more than one such organisation in one country, establish contact With each other and from a coordinated federation-type organisation so that all correspondence and communications may be made through one particular body. Unless otherwise impracticable, follow the system mentioned above.

2. A bank account must be opened properly in the name and style of Bangladesh and should be operated by at least two persons. You should have a cable code for communication purposes and a permanent address to be mentioned in every correspondence.

3. The people of Bangladesh expect you to continue your struggle and Lobby the world public opinion, particularly with the American and Canadian Press, radio and television. Your organisation may sponsor a solidarity committee consisting of public representatives, journalists, lawyers, teachers and other important personalities and representatives from other national and international bodies, from different shades of opinion who would led the movement on your behalf. You are to continue to get in touch with all the countries of the world including the members of the United Nations.

4. You ought to maintain day to day contacts with the USSR Embassy, the Indian High Commission and countries who are supporting our cause and also to follow up the developments.

5. Through your lobby you ought to follow up the notes of different countries in respect of Bangladesh.

6. Put pressure upon the Diplomats from Bangladesh to dissociate from Pakistan and wherever possible make them establish the Bangladesh Mission.

7. You must move a petition in the International Court of Justice for taking effective measures to stop genocide and to set up a trial for punishing Yahya Khan and his gangsters for committing crimes against humanity. You may also approach the International Commission of Jurists and follow up their condemnation already flashed through world press.

8. Please make maximum utilization of the UN Human Rights Charter and relevant forums for such purposes. Take advantage of Genocide Charter. Engage able, inspired and well-reputed international jurists.

9. An UN observation team ought to come immediately for an on-the spot inspection of the actual position.

10. Disease and famine is imminent. As most of the food storages have either been looted or bombed by the military junta, a great scarcity of food-grain is prevailing. Millions of people are already at starvation stage. Please contact International Red Cross and all other humanitarian organizations to send relief materials immediately.

11. All your lobbing must be handled by nature political hands with utmost sophistication and care. Remember that one faulty step may disrupt what we have already achieved in the international world. At the appropriate time, our emissary will be sent and the world get in tough with you for necessary liaison. Our cardinal principal is

'friendship to all and malice to none'. Solidarity and friendship with freedom-loving people all over the world. We seek for peaceful co-existence and strive for world peace.

12. Since you are already aware about the atrocities reported through the Indian Press, we need not make this heavier by adding more to what you have already learnt. Read the Indian Press for getting the details. Foreign Press may be told that since Pakistan Army bundled out all foreign journalists, the only sources remains open is by way of crossing the border from Indian territory. The news thus collected should be given due credence and importance and we invite the British Press to come and see the situation for themselves, as to the effectiveness and stability of the Government of Bangladesh, and particularly the unparallel morale and determination with which our people have been fighting with the foreign army.

13. West Pakistani troops are only in occupation of the town and cantonment areas. The whole of the rest of Bangladesh is under the effective control of Bangladesh Government. The innocent and helpless people in the villages are completely relying upon this Government for their food, shelter and security. This a colossal task and it needs cooperation from every individual of Bangladesh whether he is inside or outside the country.

IMMEDIATE REQUIREMENTS:

(a) Medium-wave Broadcasting Transmitter to cover atleast 300 miles.
(b) Sophisticated arms and ammunitions (for specification and channel of transportation contact the authorized representative of Bangladesh Government in your country of residence. Do not plan till you are in contact with such a representative.)
(c) Walki-talkies and wireless transmitters for communication puiposes.
(d) Food grains.
(e) Salt.
(f) Matches and Kerosene.
(g) Clothing's (both civil and military).
(h) Medicines and medical units.
(i) Petrol, diesel and fuel oils,
(j) Other essentials.
(k) Cash money (not to be sent till clear instructions are given).
(I) Tents and tarpaulins,
(m) Boots and other outfits.

14. For correspondence and communication for the time being use the address of Bangladesh Mission, 9, Circus A venue, Calcutta-17.

Rahmat Ali
(For and on behalf of
Bangladesh Government).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের নামের একটি তালিকা	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

DECLARATION OF ALLEGIANCE TO BANGLADESH
IN MISSIONS ABROAD

Sl No	Name	Designation	Date of Declaration
1	2	3	4
1	Mr. K. M. Shehabuddin	Second Secretary	April 6, 1971.
2	" Amjadul Huq	Asstt. Press Attache.	April 6, 1971.
3	" Abdul Majid	Ministerial Staff.	August 12,1971.
4	" Abdul Karim	,,	
5	" S. M. Nurul Iluda	,,	Septem. 28, 1971
6	" Amzad Ali	,,	
7	" Mafizur Rahman		Septem. 23, 1971.
8	" A. K. Azad	Stenographer	-do-
9	" Gulam Mustafa	U.D.C.	-do-
10	" Mohammed Zainul Abedin	Dispenser	-do-
11	" Abdul Shaheed	L.D.C.	October 1, 1971.
12	" Humayun Rashid Chowdhur)	Peon	October 4, 1971.
13	" Fariduddin Ahmed	Counsellor P.A.	October 4, 1971.

CALCUTTA

1	Mr. M. Hossain Ali	Deputy High Commissioner	April 18, 1971 -do-
2	" R.I. Choudhury	First Secretary	-do-
3	" Anwarul Karim Chowdhury	Third Secretary	-do-
4	" Kazi Nazurl Islam	Third Secretary	-do-
5	" M. Maqsood Ali	Asstt. Press Attache	-do-
6	" Sayidur Rahman	Non-Diplomatic	-do-
7	" M.A. Hakim	Accountant	-do-
8	" Amir Ali Choudhury	Addl. Assistant	-do-
9	" Anwar Husain Choudhury	P A. to D.H.C.	-do-
10	" Md. Sayeduzzaman Miah	Stenographer	-do-
11	" Jainal Abedin Choudhury	Stenotypist	-do-
12	" Mustafizur Raliman	Assistant	-do-
13	" Alimuzzaman	Assistant	-do-
14	" A. Z. M. A. Qair	Assistant	-do-
15	" Motiur Rahman	Assistant	-do-
16	" Kazi Sekander Ali	Assistant	-do-

1	2	3	4
17	”Shamsul Alam	Assistant	-do-
18	” Md. Golamur Rahman	Assistant	-do-
19	” Abdur Rob	U.D.C	-do-
20	” Mohd. Siddiqullah	U.D.C	-do-
21	” A. K. M. Abu Sufian	U.D.C	-do-
22	” Mohd. Fakhrul Islam	U.D.C	-do-
23	” Nurul Amin	L.D.C	-do-
24	” A. B. M. Khurshed Alam	,,	-do-
25	” Nur Ahmed	,,	-do-
26	” Mohd. Abdur Rahim	,,	-do-
27	” Mohd. Aminullah	,,	-do-
28	” Abdur Rahman Bhuiyan	,,	-do-
29	” Abdul Mannan Bhuiyan	,,	-do-
30	” Mohd. Abul Bashar	,,	-do-
31	” Mohd. Alauddin	,,	-do-
32	” Samiruddin	,,	-do-
33	” Mohd. Solaiman	,,	-do-
34	” Shamsuddin Husain	,,	-do-
35	” Jahur Husain	,,	-do-
36	” Mir Mozammel Haq	,,	-do-
37	” Mohd. Zakaria	,,	-do-
38	” Mohd. Wahidui Rahman	,,	-do-
39	” Abdun Noor		-do-
40	” A.K.M Abdur Rob	Telephone	-do-
41	” A.K.M. Qamrul Rashid	Operator	-do-
42	” Anwaruzzaman		-do-
43	” Abbasuddin Ahmed Chowdhury	L.D.C	-do-
44	” Wahidur Rahman		
45	” Mohd. Shahedur Rahman	Despatch Rider	-do-
46	” Sharful Alam	Daftary	-do-
47	” Abdul Kader	,,	-do-
48	” Abdul Matin Prodhan		-do-
49	” Mohd. Amin	Office Orderly	-do-
50	” Mohd. Hossain	,,	-do-
51	” Motior Rahman		-do-
52	” Abdul Gafur Mirdha	Peon	-do-
53	” Aman Hosain	,,	-do-
54	” Hatim Ali	,,	-do-
55	” Bazlur Rahman	,,	-do-
56	” Mohd. Hedayetullah		-do-

1	2	3	4
57.	" Nurul Haq	”	-do-
58.	" Shamsul Anwar	”	-do-
59.	" Mohd. Ishaque	Electrician	-do-
60.	" Momtaz Miah	Peon	-do-
61.	" Hormus Haq	Peon	-do-
62.	" Abdus Sobhan	Peon	-do-
63.	" Shanu Miah	Peon	-do-
64.	" Mohd. Elias	Peon	-do-
65.	" Abdul Hashem	Gardenar	-do-
		NWE YORK	
1	Mr. A. H. Mahmood Ali	Vice Consul	April 26, 1971.
2	Mr. S. A. Karim	Deputy Permanent Representative	August 4, 1971
		WASHINGTON	
1.	Mr. Enayet Karim	Minister	August 4, 1971
2.	" S. A. M. S. Kibria	Political Counselor	-do-
3.	" A. Muhith	Economic Counselor	-do-
4.	" A.R. Matinuddin	Education and Cultural Counselor	-do-
5.	" Syed Muazzam Ali	Third Secretary	-do-
6.	" A.R. Choudhury	Finance and Accounts Officer	-do-
7.	" Sheikh Rustam Ali	Assistant Information	-do-
8.	Mr. A.M.S. Alam	Asstt. Administrative Officer	-do-
9.	" Aftabuddin	Member of staff	-do-
10.	" Sulaiman	P.A.	-do-
11.	" M. Hoque	P.A.	-do-
12.	" Nurul Islam	Asstt. Defense Wing	-do-
13.	" Mustaq Ahmed	Asstt. Administrative Wing	-do-

LONDON

1.	Mr. Mohuddin Ahmed	Second Secretary	August 1, 1971.
2.	" Md. Akbar Lutful Matin	Director of Audit and Accounts	Augusts, 1971.
3.	Mr. Abdur Rouf	Deputy Director, Films and Publication	August 8, 1971.
4.	" Fazlul Haq Cbowdhury	Labor Attaché	August 11, 1971.
5.	" Reazul Karim	Counselor	October 7, 1971

		PARIS	
1	" Mr. Mosharraf Hossain	Cypher Assistant	July 5, 1971.
2	" Shaukat Ali	Counsellor	July 5, 1971
		BERNE	
1	Mr. Golam Mosiafa	Second Secretary	August 9, 1971.
2	" Waliur Rahman		
		BAGHDAD	
1	H. E. Mr. A . F. M. Abdul Fatch	Ambassador	August 21, 1971.
		HONGKONG	
1	Mr. Mohuddin Ahmed	Acting Trade Commissioner	August 18, 1971.
		STOCKHOLM	
1	Mr. Md. Safiullah	Cypher Assistant	August 25, 1971.
		LAGOS	
1	Mr. Mohuddin Ahmed Jaigirdar	Third Secretary	
		MANILA	
1	H.E. Mr. K.K. Panni	Ambassador	September 14, 1971
		BRUSSELS	
1	Mr. Nayebul Huda	Cypher Assistant	
		MADRID	
1	Mr. Abdul Karim Mandal	Ministerial Staff.	
		BEIRUT	
1	Mr. Abdul Latif	Cypher Assistant	
		KATHMANDU	
1	Mr. Mustafizur Rahman	Second Secretary	October 3, 1971.
		BUENOS AIRES	
1	H.E.Mr. A. Momin	Ambassador	October 11, 1971.
		TOKYO	
1	Mr. Maswood	Press Attache.	
2	Mr. Rahim	Third Secretary.	

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

RECOGNITION OF BANGLADESH

A QUESTION
TO THE CONSCIENCE OF THE WORLD

BY
SERAJUL HUQ
Advocate, Supreme Court.
Member: National Assembly, BANGLADESH
....

RECOGNITION OF BANGLADESH
As an independent Republic

Birth is always a painful process. The 75 million people, occupying 55 thousand square miles of the globe, have emerged on the map of the world through pain of death and destruction-as an independent Nation. No nation has possibly passed through so much of fire, against so heavy an odd. If sufferings and sacrifices are prerequisites of a birth of a Nation, Bangladesh has indeed created a new history stained with the blood of martyrs and innocents.

This struggle of the Bengalis is not an isolated incident-it is spread over a period of 23 years. Unfortunately, these ill-fated millions have always stood up for freedom and justice irrespective of caste, creed and religion-and that has brought on them the wrath of a people, who were yoked together in 1947 through a political arrangement of Lord Mountbatten-the last Governor General of undivided India, who presided over the game of partition. The intolerance of a section of people and intransigence of politicians coupled with hatred and exploitation swept the people to accept a political arrangement, which may be called a "rape on Geography".

True this was accepted with reluctance with an expectation of a new opportunity, to give for the Indian Muslims ideals of freedom and justice a 'local habitation and a name". But in between ideals and reality, there is always an yarning gap. A quick look at history will reveal the age of the conflict. It's roots tie deep in the basic cultural, geographical and traditional differences of the two wings of Pakistan. The difference was sought to be bridged with religion-rather in the name of religion. This experiment was an expensive one in terms of human lives. It became a tale of misery-too deep for tears. Yet the people of Bangladesh bent all their energy, made all accommodations for their uncongenial partners, both political economic and cultural, but they would not see reason. They would not care for the ennobling tenets of Islam, which to my mind is based primarily on the

principle of justice to all, and peace at any cost. These colonial minded ruling cliques of West Pakistan, stubbornly stuck to the gory side of religion and never appreciated the essence of any religion of the world. The rulers of the west proved themselves to be the most irreligious people of the world, ignorant of Islam and innocent of any higher civilized norm of life. I have no hesitation to declare that those who have no spilt the blood to stifle the voice of freedom can call themselves heathen but they have no right to call themselves Muslims.

It is an irony, that the poet, who dreamt of Pakistan, did not include Bengal as a part of that country. In December 1930, in Alahabad session of the Muslim League, Sir Mahammad Iqbal, could not conceive of such molestation of geography. His proposal reads as follows:

"I would like to see the Punjab, the North West Frontier Province Sind and Baluchistan into a single State".

The name of Pakistan was first suggested by a student Mr. Rahmat Ali of Cambridge University in 1930, in a leaflet, he too did not include Bengal in the territory of proposed Pakistan.

In 1933, in the round table conference in London at a session of the joint parliamentary committee Reginald Craddocx asked the delegation of Indian Muslims, led by Yusuf Ali to comment on the scheme of Pakistan. The reply was "It is a students' scheme and there is nothing in it", he also added "we have considered it chimerical and unpractical." What then brought about the creation of Pakistan? It is the famous Lahore resolution of 1940-that gave the first glimpse of the new State. It was recorded in the language quoted below.

"No Constitutional plan would be workable in this country acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles-viz. the geographically continuous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North Western and Eastern Zone & of India should be grouped to Constitute Independent States in which the Constituent Units shall be autonomous and sovereign".

It is very clear from the language that the resolution, whatever is its merits, conceived, of "two sovereign States". Are we to say now that Mr. Jinnah, did not know the significance of the word, "Sovereign" or the use of plural number, after the word 'State' and 'Unit'. It is too frivolous an argument. On the 3rd June 1947, Mr. Nehru in a broadcast message accepted the proposal of Pakistan in the following words.

"For generations we have dreamt and struggled for a free independent and united India, the proposal to allow certain parts to secede, if they so will, is painful for any of us to contemplate. Nevertheless I am convinced that our present decision is right one even from the larger viewpoint".

I have referred to these legal documents only to invite the attention of the world, to show that two sovereign States were conceived in the very document which brought
Pakistan into existence.

The sanction, and mandate of the people was in favor of two States. The birth of Bangladesh is not new feature in the political History of India.

The departure from the Lahore resolution is the cause of all evil. In the name of religion and so-called integrity, the 75 million people of Bangladesh were subjected to untold repression, colonial exploitation, and economic deprivation by the rulers of Pakistan. .The people of Bangladesh, as I have said before, made supreme sacrifices, to impress upon their unimaginative partners that religion alone cannot bind a divergent people into a nation. Some philosophy of unity based on the principle of justice, equality, freedom and a democratic institution, is essential to keep a loose federation on the rail.

Their claim to a United Pakistan is primarily based upon religion-let us now examine, how religiously the rulers of West Pakistan have dispensed Islamic Justice to the Bengalis. Let cold figures speak for themselves.

According to the figures computed by Stephen R. Lewis (Pakistan: Industrialization and trade policies. London 1970. PP. 142-3). East Pakistan's share of total commodity imports from 1950 to 1965,-divided into three plan periods was 30.5 per cent (highest). Whereas East Pakistan's share of total export is 61.4 per cent.

The foreign exchange thus earned, was canalised for the Industrial development of West Pakistan-Manufactured products were then sold to the protected market of East Pakistan. Only Textile goods, worth about 50 crores are sold to East Pak, every year. A colonial pattern of economy was the reward that East Pakistan received in the hand of West Pakistan. Up to the third plan period (1965-68), only 37 per cent of the development expenditure fell to the share of East Pakistan. Only 20 per cent of the foreign aid was spent in East Pakistan, and 80 per cent in West.

East Pakistanis constituted no more than 5 per cent of the officers of the Pak army-in Navy officers level is 19 per cent and technical cadre 9 per cent and in the Naval rank only 28.5 per cent. In Air Force 11 per cent Pilots are Bengalis. From 1947 to 1960, out of 50 senior army officers who attained the rank of Major General only one was Bengali.

According to the official Economist of Pakistan 20 families of West Pakistan, control 66 per cent of Industrial assets, 70 per cent Insurance funds and 80 per cent of the Bank- assets.

This is the backdrop of the present conflict. Turning to political aspect from 1948 to 68,-the western rulers persistently devised mischievous methods to squeeze out the Bengalis from participation in the administration of the country. Up to 1968, the East Pakistani representation in the Civil Service was only 36 per cent. The western rulers from the very day of inception of Pakistan began to indulge in conspiracies to retain the bastion of power in their wing-and a handful of millionaires, made a common cause with the ruling clique. The poor became poorer and the rich multiplied their millions. Whoever raised a protest came to be looked down after as a branded traitor. Even laws were framed for the benefit of the few. The History of Pakistan in short, is the history of deception under the guise of religion, and integrity, To the western rulers these two weapons were ideally suited to befool the vast majority of people of Pakistan-who in the

name of religion would readily accept even an irrational proposition. The difficulty that the rulers faced, was the growing consciousness of educated middle class and the student community.

As early as 1952, the rulers of West Pakistan struck the first blow on the Bengali language, and systematically attempted to trample underfoot the cultural heritage of the Bengalis. The Martyrs' blood was spilt and then only Bengali was grudgingly accepted as one of the State languages. The Bengalis were shaken into a consciousness that a long struggle is ahead.

The election of 1954, routed the rulers of Karachi but soon centre's rule was imposed in Bengal to smother the legitimate demand of the majority people of Pakistan A Constitution Was framed in 1956, but before it could unberthen its contents the hand of a dictator robbed the nation of its democratic institution. It was not merely a coup by Gen. Ayub to snatch power but to perpetuate the colonial supremacy of the west, and to complete the process of subjection of the east. From 1958 to 1969 Ayub, the ring leader of the western ruling coterie, threw to the wind all semblance of democracy and introduced one of his own, which in shod was a new device to rule through a chosen band of quislings, with a sham pretext of a 'democracy'. The continuation of the system for ten years is due to the efficacy of corruption, bribery, nepotism in human life. The entire nation was smarting and reeling under the feet of a dictator,-and it burst into action when their leader Sheikh Mujibur Rahman was being tried for treason (Sk Mujib's trial in Agartala conspiracy case). The dictator went out of the stage, leaving the state craft in the hand of his able general Yahya Khan. Gen. Yahia Khan, made his entry with a promise to usher in democracy through an election. His intentions were no better than that of his predecessors, but he adopted a new modus operandi, to establish colonialism through the expected dissensions of political parties. But the people of Bengal being conscious of the sinister motive proved greater than the schemers of Pindi. They stood solidly behind their leader the Shaik with an indisputable majority and claimed transfer of power to them. The cat could no longer be concealed. Thus the long looked after event of March came to pass. The hounds of Yahia were let loose to hunt out the Bengalis-and annihilate the entire race. The death-knell of Pakistan was rung. Students were killed, women were raped, children were mutilated.-with the fond hope to kill the spirit of an awakened people. The Bengalis, stunned as they were, in the beginning-emerged almost immediately as an inspired people, with one mind, one soul and one purpose to break with the past, crush the aggressors and *there was a birth of a nation-"The independent Republic of Bangladesh*". A liberation force sprung up from the soil with spontaneity of a plant that sprouts.-and it is growing from strength to strength. The rulers of the West, pampered by the American rulers, and assured by their Chinese allies, arc now making frantic attempts to save their soul, but their doom is near-nearer than their shadows.

The Bengalis as a nation is posing a question now to the conscience of the world.

Do we deserve recognition from you as an independent nation?

The question of recognition is not a pure question of law-the concept is more political and moral than legal. True there are certain established and accepted criteria, in determining the question, but all such considerations are subject to the enlightened

national interest of the State granting recognition. The golden rule for granting recognition is that the government of the emerging state should enjoy habitual obedience of the majority of the people living within well-defined territory with a reasonable expectancy of permanence. Secondly, the claim to recognition is not devoid of legitimacy and lastly the proclaimed policy and ideals of the State are in conformity with the natural law embodying the principles of justice and freedom.

Judging the case of Bangladesh in the light of the aforesaid rationale of recognition, it is by now as clear as day light that the Government of Bangladesh is not a myth but a reality backed by the entire population of 75 millions, except the few quislings, who can be counted on fingers. The people have not only habitually given allegiance to the government formed by their elected representatives, but they have been waging a righteous struggle in defense of their government. They are laying down their lives for the cause of independence against a brute force of imperialism and colonialism. Imposition of rule over the weaker people by means of force with political, economic, social and cultural implication is the accepted definition of imperialism and the people of Bangladesh is now engaged in one of the bitterest struggle against these colonial and imperialistic activities of the western rulers of the minority province of West Punjab.

If any particular government ignores the mandate of the people obtained through a fair election-and instead unleash the engine of torture, death and destruction only because the mandate favors a greater autonomy to the provinces-what the unarmed people can do? Should they surrender abjectly to the forces of evil which seek to crush the human values, the civilized norm of life and annihilate a particular section of people who call themselves Bengalis?

Will the signatories of the charter of United Nations tell us-What the Bengalis could do?

I am proud to say that the Bengalis, have only reaffirmed their faith in the fundamental human rights and are defending the dignity and worth of human being-on behalf of themselves as well as the humanity as a whole. If U. N. O. chooses to become the hand-made of a powerful state, and remains blind to the naked aggression upon an unarmed people-the signatories of the Chatter will have to declare someday that U. N. O. is nothing but an UNNECESSARY Organisation manufacturing tall talks signifying nothing.

How long can the U. N. O. hide its face comfortably under the cover of "domestic jurisdiction"? It is not a case of mutiny or rebellion. It is a case of a legally constituted party, democratically elected by the people-who has democratically decided to part with the forces of evil, to save the people from economic exploitation and political subjugation after exhausting all possible means to arrive at a peaceful solution. In this respect let me quote the opinion of "The News Week"-dated 12th April, 1971, a respectable organ of public opinion.

"Ironically as independence-fever mounted throughout Bangladesh, it was Mujib who sought to moderate the passion. Aware that any unilateral declaration of independence

would bring down the wrath of the army, Mujib desperately sougth to compromise that would give Bengal the autonomy his people demanded while preserving at least a semblance of Pakistani National Unity as the army demanded. Mujib was the last hope that Pakistan's two distant and disparate wings might achieve some kind of accommodation. What finally undid Mujib's efforts was the supercilious attitude of the West Pakistanis especially the Punjabi who dominate the army and who have been nurtured on impassioned patriotism and cliches about the inferiority of the Bengalis".

The die is cast now. The notions of Unity is reduced to a mere fiction. Yahia has successfully killed Pakistan. The Bengalis are merely carrying the costly coffin to its infamous grave. Bangladesh has come to stay-with all the moral and legal right to be heard, appreciated and recognized by the world. The expectancy of Permanance of the new *Government of Bangladesh is guaranteed by the will of its people* and good will of the free world.

If the conscience of the world is not dead, Bangladesh will lean heavily upon it, and demand of it to reassert its will.

If News medias are any index of the public opinion of the world let me quote the observation by a renowned Editor.

The Sunday Telegraph (March 28, 1971) writes in its editorial "The Victims":

"It is hard for the Western mind to absorb the full dreadfulness of the Civil War in East Pakistan-once again it seems that the full fury of the latter part of the 20th Century has fallen upon one of the poorest and vulnerable of peoples-the country which was conjured into being by an exercise in Political adroitness in 1947 is falling apart amid carnage. Whatever happens the old Pakistan is dead.

The rulers are trying to deny the fact by arms but the attempt cannot be other than tragic folly".

The Daily Telegraph said on March 29, '71 that all the bayonets from Punjab cannot shove back into the bottle the Genie of Bengali Nationalism.

The New York times recorded its reaction on March 28th, 1971 saying "Even if West Pakistan troops succeeded in imposing a semblance of Central rule over the nation, the violence that is now sweeping the East Pakistan and the sustained repression that would be required to bend the Bengalis to the Islamabad will would add a, barrier of hate to the differences of race, language, customs-and Geography,"

Some International Jurists, may attempt to argue that Recognition to Bangladesh will be a 'precipitate recognition' under the International law. But I would like to repel such arguments by pointing out, that the recognition of the United States itself by France in 1778 was precipitate.

The United States accorded premature recognition in 1903 to Panama when it seceded from Columbia. America not only recognized but fought in aid of Panama so as to liberate it from Columbia.

The U.S.A. had recognized Texas in 1837 in spite of the resentment of the mother country Mexico.

U.S.S.R. and China recognized the Government of Sihanouk even though he was not in effective control of Cambodia.

To bring finality to question of legitimacy, 1 can profitably quote, what Mr. Justice M. C. Chagla of India has observed-which I believe cannot be improved upon:

To my mind it is the legally and validly constituted Government of Bangladesh that has a much better title to legitimacy than Yahia Khan whereas the Shaik claims the right through democratic forces, through the wishes of the people. Yahia Khan's claim depends solely on brute force and the strength of the military machine. Our Government (India) should not hesitate in coming to an early decision on the issue of recognizing the Government of Bangladesh. Let us take a bold and courageous decision now; otherwise History will not forgive us".

I can only reiterate the words of Mr. Justice Chagla to the nations of the world and add that if you allow your conscience to sleep now, -in no time you will cover yourself with the ignominy of surrendering to a brute force, the spectra of which may rise anytime anywhere in the world I invite the attention of the great people of America to seek peace in their own souls first and then in the distant shores of China. Peace will remain as illusive as the mirage, if you lend your guns to shed more blood to buy peace in China. If your great might becomes the scourge of humanity. History will not forgive you. If you allow your great nation to be bogged into petty consideration of diplomatic gains your image as a Champion of the free world will be shattered beyond recognition. Your allies will run away from you as a child does from the ghost. If you still choose to hide yourself under cloak of "Internal affairs'-you will not clothe yourself in eternal glory, but you will deface your own glorious struggle against the colonial rule.

To-day the people of India stands in recognizing the justness of our cause, we are overwhelmed with the warmth of their sympathy, the noble blood of the Prime Minister has apparently flowed a little quicker with the tidings, from the East, but coming to question of dejure recognition. India is limping with the weight of her conscience. So she too is, timorous to take the initiative. She is still groping in darkness and hesitating to leap forward into the heaven of light-truth and justice. I am sure they cannot long endure the conflict and she will accord recognition to us in no time.

In recognizing Bangladesh, the nations of the world will only register their sympathy for a cause-which they profess to believe. If they really believe in Democracy.-they are required to protect it without merely preaching the gospel. The league of nations, foundered on the rock of narrow self-interest of the nations Who founded it. The U. N. O. will have no better fate if the great powers of the world do not strive to safeguard its ideals.

Is not America aware that when an embittered nation rises to a man to tear itself free from its own mother-country, no other nation can force them into that unholy alliance again. Political adroitness can a make temporary arrangement but the unity cannot be

achieved. It is the mind of a nation that matters. Indulgence in soulless politiking will not bring peace, nor further the cause of freedom. A nation becomes a nation when it feels that it is so-all other qualifications are acquired in due course of time. Recognition need not depend upon other those minor considerations.

What harm will this new state cause to them? We are not against any particular state- we have a fund of friendly feelings to all, if they only allow us to live, and live with honor.

The question of recognition has a deeper implication of right and wrong. If any nation of the world believes that Yahia and his military govt. is on the right, we can hardly persuade them to recognize us, but it will be a great pity, if they yet send ship-load of arms to crush a people's war against tyranny and injustice. If Pakistan is falling brick by brick under the weight of injustice of its ruler,-can America build it again? If partners fall apart,-what the neighbors can do? Separation delayed is separation confirmed. The misery of the people can still be avoided if the great powers show signs of maturity in their assessment of facts. They should grow to appreciate that unity of the two wings of Pakistan cannot be achieved again. There is a rift in the lute. Nothing can bring back the symphony of unity-there is a revolt of the soul. The thin bond that linked the distant parts of the physical world-was not power but a will to live together,-a sense of common danger from outside-but if danger emanates from within, the will is snapped. Such is the case in Pakistan. All the arms of the world will not restore the inner urge to unite-because all the water of the Pacific will not wash the blood-that stains the hand of Pakistani rulers. The concept of Pakistan has vanished into thin air.

The people of Bangladesh believe that their cause has already transcended the limit of International law-it has seized and touched the fringe of international conscience. Our cause has taken the flight in to realm of thought, and it will in no time conquer the soul of humanity as our strength lies in our faith in truth, justice and democracy.

There is no death for the faithful. If no one responds to our call, we will march alone till the goal is reached.

JOY BANGLA

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
“বাংলাদেশ”ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

BANGLADESH
GOALS AND OBJECTIVES

Bangladesh is the lowest riperian delta of the Ganges. Erstwhile known as East Pakistan province of Pakistan, it ushered in as an independent sovereign nation and country on and from 26th March, 1971.

The land has a mixed population of 75 million people-Muslims, Hindus, Buddhists and Christians. This green pasture of land has a dominant agrarian economy with tremendous heitherto unexploited potentialities. The country has a vast man-power and labor availability. The industrial prospect is also bright. The people are democratic, religious, minded, honest and simple in nature and have all the oriental virtues.

Bangladesh measuring 55,126 sq. miles is bonded by India in the west, north, and east, Burma in the south-east and the Bay of Bengal in the south. The country is a continuous plain tract of land with innumerable rivers and brooks spread over as an arterial system. The language spoken is Bengali and the people are of the same monolithic origin.

Bangladesh as a country and nation has the following aspirations goals and objectives:-

FREEDOM & RIGHTS

1. The State will guarantee life, liberty and property of each individual irrespective of caste, creed and religion.
2. Freedom of speech, expression, association and religion is guaranteed by constitutional sanctions.
3. All individual offences of any description will be justiciable in the court of law.
4. Press will be free.
5. The judiciary shall be independent and neutral.

POLITICS

1. It is a democratic country with a government elected by the people on the basis of universal adult franchise. The Government is a parliamentary democracy.
2. The people are democratically oriented and have been consistently upholding oriental and democratic values in the face of historical invasions from many a direction.

ECONOMY

1. The economy of the new nation of Bangladesh has been enunciated as a socialistic pattern of economy. There must be sufficiency for all before there is superfluity for some.
2. Evolution through the process of democracy to reach the goal is the path to be followed both within and without. Planned development of economy through democratic process is her goal.
3. Progress and prosperity of all people are the broad objectives determining formulation of government decisions. Full employment in a free society is her objective.
4. There will be equitable distribution of wealth through various economic measures.
5. Monopoly and cartels will be done away with. All the financial sources will be nationalized along with the key industries.
6. Jute-the premier foreign exchange earner-is considered to be a national product and its trade will be nationalized.

INDUSTRY

1. The industry in Bangladesh is in an embryonic stage and with a monopolist bias. But the tendency will not only be arrested but reversed effectively.
2. Industrialization will thus be planned to make effective dispersal of capital and capital goods.
3. Cottage industry will play a predominant role in the country's industrial complex and will feed the big industries.
4. Industrial workers will be a classified factor of production.
5. Shares of industries and profits thereof will be distributed among the workers.

AGRICULTURE

1. Agriculture is the backbone of the country's economy and is bound to remain so. Everything possible to augment agriculture and agricultural economy will be done by the Government. Increasing application of science to agriculture is the motion of the Government.
2. There is no Zemindary (feudal) system in the country. But land holdings require to be rationalized and government is posted with the problem.
3. The peasants having holding up to 25 bighas (8 acres) of land will enjoy land revenue exemption.
4. The Government khas lands will be freely distributed among the landless peasants- -
5. 'Land belongs to the tillers' is the central theme of the agrarian policy of the Government.

SOCIETY

1. All people are equal in the eye of law and society irrespective of caste, creed and religion. All are entitled to equal protection of law
2. The society is a socular society based on mutual tolerance and accommodation of each others ideas
3. The society is divided into segments of activities within the purview of the concept of local self-government being elected by the people on the basis of universal adult suffrage.

CULTURE

1. The culture is a Bengali culture enshrining universal contributions of poets, litterateurs, folk singers and intellectuals.
2. Nature in her bounty exercises a tremendous influence on the people and makes them fond of music tuned to the flow of the rivers and rivulets.

FOREIGN RELATIONS

1. 'Friendship towards all and malice towards none* is the keynote of the foreign policy of the Government of Bangladesh.
2. End of political subjugation, economic exploitation, and cultural invasion is the objective of the foreign policy.
3. Bangladesh believes in peaceful co-existence on the basis of mutual understanding by the process of dialogues. The foreign policy is effectively conducted to achieve those goals and friendly relations with all the countries of the world.
4. Bangladesh denounces imperialism and neo-imperialism, colonialism and neo-colonialism and all other extraneous forces having their sinister influence on the smaller countries.
5. Bangladesh stands for and will persistently work for world and regional peace for the unhindered development of human civilization and prosperity.

PUBLISHED BY
External Publicity Division Ministry of Foreign Affairs.
Government of the People's Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাঠানো টেলিগ্রাম	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

JUSTICE ABU SAYEED CHOUDHURY
ELEVEN GORING STREET
LONDON EC 3

Please convey following message from Prime Minister Bangladesh to Mr. Heath and Mr. Wilson and send copy to Editor Daily Mirror with thanks for converge. Message beings respectfully draw your attention John Pilger's report Daily Mirror June sixteenth as also reports in Sunday Times June thirteenth and twentieth and various reports in the Times, Guardian, Daily Telegraph and almost all British and World newspapers. Reports clearly show how brute force used to massacre people to stifle democracy and aspirations of seventy five millions of Bangladesh. As occupation army it has flagrantly violated basic human rights of world citizens. Has committed undeniable genocide. Women in Bangladesh to-day no more than objects of disgraceful mass rape. Children being annihilated. Tens of thousands terror-stricken people fleeing to India daily. Famine conditions aggravated by calculated steps of Pakistan-Fifteen million may die of starvation by Pilger's estimate. Could be more. Whole race facing extermination. Appeal in the name of humanity, civilization and democracy intervene and assert your influence. Vital that Pakistan be denied further military economic aid. Respectfully-request that you deplore recent American arms shipment to Pakistan. Urge you to act now and recognize Bangladeshi immediately. Warm personal regards message ends:

HOSSAIN ALI

Not to be telegraphed. *Sd/*
for HOSSAIN ALI

Copy memo. No..........forwarded by post to Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury in confirmation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাহায্য সামগ্রীর অপব্যবহার সম্পর্কিত টেলিগ্রাম	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

TAKEOFUKUDA
FOREIGN MINISTER, JAPAN

Pakistan Military has systematically appropriated equipment intended for Relief of Bengali people and used same for repression and slaughter of these very people. Japanese Toyota Jeeps sent after November cyclone are freely used by Pakistan Army officers. Bangladesh forces captured Gunboat recently at Khulna found to be Norwegian relief ship converted into gunboat. Similarly all other coastal vessels, helicopters, money etc. donated by foreign nations for cyclone relief used by Pakistan Army to kill and destroy in Bangladesh since March 25, FAO has submitted formal note to U. N. Secretary General accusing Pakistan of using FAO-supplied boats and vehicles for military purposes. Danish government and certain US agencies have also complained formally to Pakistan. Recently 200 Japanese trucks for famine relief reached Bangladesh. On arrival at Chittagong these trucks taken immediately into Pakistan Army custody under personal supervision of army commander. In this context we are gravely concerned at Japanese government's decision to allow Pakistan to buy five coastal vessels In Japan. These boats will undoubtedly contribute to genocide of Pakistan Army in Bangladesh. Urge you to reconsider and prevent further sales. With friendly greetings to your Excellency.

Foreign Minister
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি সরকারী পরিকল্পনা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

EXPANSION OF EXTERNAL PUBLICITY WING

To win the liberation war we have two major tasks:

(i) Intensify our war efforts in the fields.

(ii) Organize publicity both in the home front and outside world.

Our home publicity has now been considerably organized. "Joi Bangla" and "Sadhin Bangla Bctar Kendra" are performing their functions purposefully and these have brought excellent success so far and will continue to do so.

To mobilize our efforts for the outside world as far as foreign propaganda is concerned, it is necessary to organize and expand the external publicity wing.

It is essential that the favorable world press and opinion that we have been receiving should be sustained. All efforts should be made to see that our external propaganda machinery works smoothly and vigorously to strengthen our diplomatic potentialities in India & abroad.

With this view in mind the following structure may be suggested.

(1) The name of the Machinery shall be "External Publicity Division". This cell although will be under the Ministry of Foreign Affairs from administrative point of view but for all practical purpose it shall operate and function through the Mission in Calcutta.

(2) Mr. Taheruddin Thakur, MNA, may act as an Advisor to this wing.

(3) The major functions of this division will be as follows:-

(a) It shall be responsible for all publications including documentaries and photographs for international consumption.

(b) It shall publish a weekly English Bulletin for the outside world. This bulletin will mainly cover our battle news, atrocity and genocide news, International press reports, leaders speeches and statements and other relevant topical subjects in connection with our liberation movement.

(c) It shall maintain contact and liaison with Bangladesh organizations abroad and shall remain responsible to feed their needs.

(d) It shall deal with the foreign press and prepare international briefings and propaganda materials for all foreign agencies in India and abroad. It is absolutely essential that foreign press is conducted will in a coordinator manner. A report on every individual journalist should be prepared giving the details about their antecedents along with their personal and official views about Bangladesh affair. Some indication about their past work will have to be spelled out.

(e) It shall organize mainly press briefings and press conferences.

(f) It shall maintain close liaison with Sadhin Bangla Betar Kendra and All India Radio.

(g) It shall keep track of International conferences, seminars, and meetings and shall arrange lobbies for the same and particularly in the aid-giving countries and agencies. It shall organize a world conference on Bangladesh and a Court by world intellectuals for the trial of Pakistani War Criminals.

(h) It shall feed for information centers to be opened by Bangladesh Government abroad with adequate propaganda materials

(4) There shall be a Director or executive in charge of this wing for co-ordination and smooth day-to-day functioning.

(5) It shall have a research team to carry out, the different work as envisaged.

(6) There shall be an editorial board which will approve the publications and the Adviser, shall be an Ex-officio member of the Board.

EXTERNAL PUBLICITY DIVISION

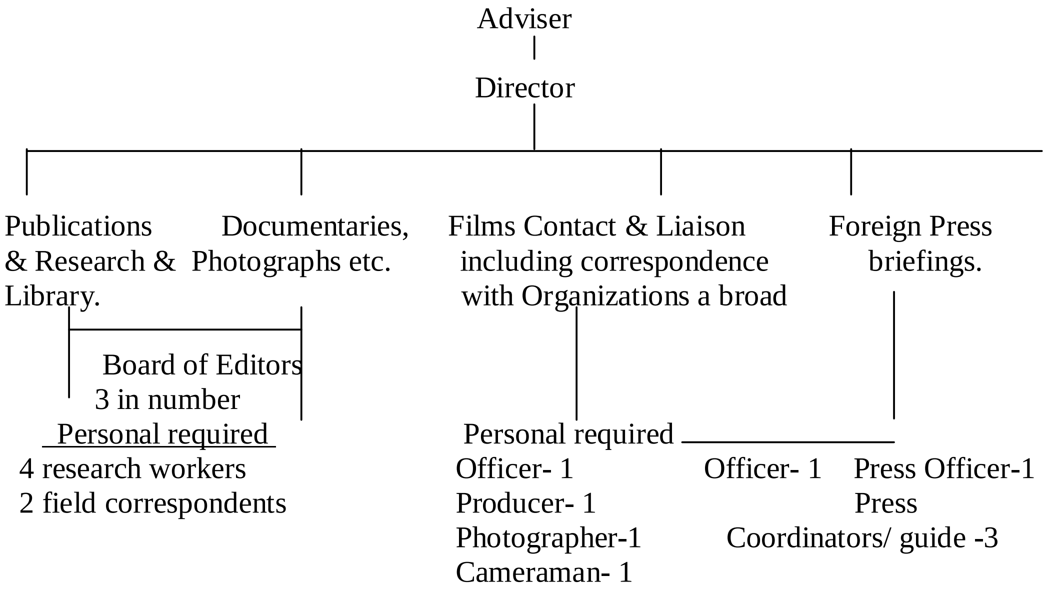

ACCOMMODATION

This division needs at least two rooms somewhere within the premises of this mission.

There is no room for such requirement in Mr. M. Ali's Deptt. nor this can be continued in the foreign Secretary's Chamber. Regular work has started with the full research team and minimum editing and working facilities are required to continue with their work.

STAFF REQUIREMENTS

One steno-typist, three desk clerks, two office boys, one typist.

OFFICE REQUIREMENTS

One transistor, two type writers, one cassette tape-recorder, one telephone, stationeries & other necessary furniture.

BUDGET FOR STAFF ALLOWANCES AND SUBSISTENCE ALLOWANCES FOR THE RESEARCH TEAM AND THE WEEKLY ENGLISH BULLETIN.

1. Officers & Producer	Rs. 350/- per month-3 x 350= Rs.1050/-
2. Research workers Field Correspondents Press Coordinators and others.	Rs. 300/- per month-12 x 300= Rs. 3600/-
3. Steno-typist, Clerks & other staffs.	Rs. 200/- per month-5 x200= Rs. 1000/-
4. Peon	Rs. 150/- per month-2x 150=Rs. 300/-
	Rs.5950/-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-------- ১৯৭১

As desired by the Foreign Secretary, Dr. Mosharraf Hossain invited some of our available talents to explore the possibility of having a good team to strengthen our efforts in different spheres of activities under External Publicity Division. The following persons attended this meeting.

1) Mr. Ali Anwar,
Senior Lecturer in English,
Rajshahi University,
Studied at Dacca and Nottingham.
19 Ekdalia Place
Ballyganj
Calcutta-19.

2) Mr. S. K. Saha,
Senior Lecturer in Economics,
Studied at Rajshahi & London School of Economics.
123, Sarat Ghose Street
Calcutta-14.

3) Abdul Razzaque,
Lecturer, Sociology,
Rajshahi University.
3, Beck Bagan Road
Calcutta-17.

4) Mr. Golam Murshed,
Senior Lecturer,
Bengali
Rajshahi University, 11/D Nasiruddin Road
Calcutta-19.

5) Dr. Mosharraf Hossain
Head of the Department of Economics,
Rajshahi University.
7/6 Gabru Road
Calcutta-14.

6) Khalid Hasan,
Lecturer.
4/3/C Oment Row
44-3943.

Later on two other University teachers contacted us to offer their services:

1.Mr. Osman Jama),
Senior Lecturer in English
Chittagong University.
Studied at Dacca and Leeds.
C/O Amitava Chatterjc
Mudhya Path
Bosc Nagar
Mudhya gram
24 Parganah.

2) Mr. Md. Rashidul Haque.
Head of the Deptt. of Mathematics,
Chittagong University.
16, Alimuddin Street,
Calcutta-16.

As we held this meeting prior to the visit of the Canadian Parliamentary Delegation, work was divided amongst these persons to prepare memorandum, to meet the delegation at Bongaon etc. Subsequently work was distributed to collect facts and background on different countries, where our delegation will soon visit. A note outlining the requirements was prepared by us and accordingly considerable work has already been completed on (lie basis of the same. The facts and background that have been collected are now being edited and finalized.

External Publicity
Division

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
প্রথম ডাকটিকিট

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিতব্য ডাক টিকিটের হার জানিয়ে বিদেশে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার ডাকা বিভাগ	৭ জুলাই ১৯৭১

Ri. Hon. J. STONHOUSE, M.P
House of Commons
London S.W.I
United Kingdom.

Bangladesh Postal
Administration
Kasipur, Jessore Sector,
Bangladesh.
7 July, 1971.

Dear Sir,
I write to confirm the details of the postal rates which have been opened by this Administration. They are as follows :

Internal

Letters	For first 15 grams	20 Ps.	
	Every additional	10 Ps.	
	15 grams of part	10 Ps.	
	Postcards	15 Ps.	
	Inland letter card		
Parcels	Inland 400 grams	Rs. 1.00	
	Addl. 400 grams	80 Ps.	
	or part		
External (ordinary)	2nd class mails	80 Ps.	50 Ps.
Letters	Up to 20 grams	50 Ps.	30 Ps.
	Each addl. 20 gms		
External (Air)	Letters	2nd class mails	
	Up to 10 grams		
	Burma, India,		
	Pakistan, Malaysia,		
	Ceylon!	1.80 Ps.	
	Each addl. 10 grams	80 Ps. 60 Ps.	
	Europe	Rs. 1.80	
	Each addl. 10 grams	Rs. 1.10	
	U.S.A. Canada	Rs. 2.20	
	Each addl. 10 grams	Rs. 1.80	

Parcel rates	Rs. 1.00			
Internal 400 grams addl. 400 grs. or part	Rs. 1.00			
External Parcel rates	1 kg. Rs. 5.10	3 kg.	up to 5 kg.	up to 10 kg.
India, Pakistan	Rs. 15.00	Rs. 8.10		Rs. 10.20. Rs. 15.00
Burma	Rs. 20.00	Rs. 20.00		Rs. 30.00 Rs. 45.00
Europe		Rs. 27.00		Rs. 38.00 Rs. 55.00
U.S.A				

Parcel rates (Air)	250 grams	Addl. 250 grains
Europe	15.20	5.50
U.S.A	16.50	10.50

Director, External Publicity Division,
Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের যশোর পোষ্ট মাষ্টার কর্তৃক বিদেশে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ সরকার ডাকা বিভাগ	১১ জুলাই ১৯৭১

PERSONAL

BANGLADESH POSTAL ADMINISTRATION
JESSORE SECTOR

July 11, 1971

Dear Sir,

I understand you may be interested in our postal arrangements for Bangladesh. In the liberated areas we are providing a general and official Postal Service using the Post Offices we control. Also for the Army, the Mukti Fouj has established a number of Field Post Offices which enable the soldiers to communicate with their families in other liberated areas or in India.

We have found that this postal service has been a great morale booster for our people.

For the time being until our own stamps are available we are using the old Pakistani stamps overprinted Bangladesh similar to the stamps you see on this envelope. At the frontier with India our mail is accepted as international mail by the Indian Post Office with whom we have the most cordial and useful relationship.

We have now given approval for a special issue of our new stamps-the Independence Issue-and these will be issued here in Bangladesh on July 29.

If I can give you any more information please do get into touch with me.

Thanking you very much.

Yours faithfully,
SHARIF AHMED
Post Master.

Mr. Kenneth Chapman,
24, Maiden Lane,
LONDON W. C. 2.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশের সংবাদ	বাংলাদেশ ফিলাটেলিক এজেন্সী	২৯ জুলাই ১৯৭১

PHILATELIC DEBUT OF BANGLADESH.

Date of First Issue: July 29,1971

The Government of Bangladesh, which in April 1971 broke away from West Pakistan and proclaimed itself an independent State, has authorized the international distribution of its first issue of postage stamps.

The first issue of eight Bangladesh stamps will be released on July 29. The stamps consist of 10, 20 and 50 paisas and 1, 2, 3, 5 and 10 rupees. (The rate of exchange is 20 Bangladesh rupees to the £1, the complete issue being equivalent to £ l-09p.) This is a Definitive issue.

These stamps are replacing those which until July 29 were used in Bangladesh Territories. These were Pakistan stamps overprinted 'Bangladesh

This first series will be used for internal mail and for external postage being accepted by the Government of India for onward transmission.

The eight separate designs for this first series from the Government of Bangladesh dramatically and colorfully illustrate the great struggle for independence of the new State.

The designs are the work of Biman Mullick, the Bengalee graphic designer who designed the Gandhi Memorial stamp for the British Post Office in 1969 winning two gold international medals for the best Gandhi stamp issued by any country in the world.

The Bangladesh stamps are in the following denominations.

lOp (paisas). Blue, scarlet, purple, Map of Bangladesh.

20p. Yellow, scarlet dark green, blue. Depicting Massacre at Dacca University on 25th-26th March -1971.

50p. Orange, light brown, dark brown, greys. Bearing the numerals 75, denoting new *nation of 75 million people*. 1 Re (Rupee). Yellow, scarlet, green. The Flag of independence, incorporating map of Bangladesh. 2 Rs. Blue, dark blue, magenta. *Election 1970*. Shows a ballot paper and stylized ballot box inscribed *Results-167 Seats out of 169 for Bangladesh*. On side of box is highlighted 98%. 3Rs. Green, dark green, blue. *Proclamation of independent Government on 10th April 1971*. Depicting the breaking of links with West Pakistan. 5Rs. Assimilated gold, orange, dark brown, half-tone black. Portrait of Sheikh Mujibur Rahman, leader of Bangladesh. 10Rs. Assimilated gold, magenta, dark blue. A Support BANGIADESH stamp.

Size: 25.5 mm. x 38.5 mm.

Printed by a lithographic process on white coated unwater-marked security paper by Format International Security Printers Ltd.

Perforation: 14V$_2$x W/x.

In Britain, these stamps will be distributed exclusively to the philatelic trade by the Bangladesh Philatelic Agency who will sell direct at face value. Orders for the stamps, with remittance of £I.09p per set, plus 25p per order for registration and postage should be sent to: Bangladesh Philatelic Agency, Chobham, Woking Surrey.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডাকটিকিট প্রচার সম্পর্কে বৃটিশ এম, পি জন স্টোনহাউস-এর চিঠি	বৃটিশ কমন্স সভা	১১ জুলাই, ১৯৭১

From The Rt. Hon. John Stonehouse, M. P.
20 Gillingham Street,
London, S. W. 1.

HOUSE OF COMMONS
LONDON, SWI
11th August, 1971

My dear Moudud,

It was a great pleasure talking to you on the telephone this weekend, although the line was so bad.

I am glad that such satisfactory arrangements have been made at your end for the stamps. Since speaking to you I have seen an article which appeared in the New York Times last Sunday. This is very damaging to the stamp issue in that it alleges that they are not genuine stamps. Because of this article it becomes all the more important to ensure that the letters with Bangladesh stamps on do arrive at overseas destinations without Indian postal service marks on them. As you know, one envelope has already arrived addressed to me at the House of Commons. It will be useful if I could have some more there, but could you put some envelopes in the post of the following :

Mr. Marcus Samuel,
Philatelic Journal,
C/o. Robson Lawe,
50 Pall Mall, London, S. W. 1.

Mr. Arthur D. Stansfield,
Philatelic Exporter,
P. O. Box 4,
Edgware, Middlesex.
Mr. A. L. Michael,
Stanley Gibbons,
Strand, London, W. C. 2.

Mr. Arnold R. Strong,
G. B. Journal,
Plumtree Cottage,
Aspley End,
N r. Hitchine, Hertfordshir.
Mr. Russell Bennett,

Stanley Gibbons Monthly,
Drury House,
Russell Lane, London, W. C. 2.

Mr. Peter Ibbotson,
Philatelist,
446 Strand, London, W. C. 2.
....
....
Mr. Robson Lowe,
50 Pall Mall, London, S. W. I.
Mr. L. Chapman,
42 Maiden Lane, London, W. C. 2.

Mr. W. Newport,
42 Maiden Lane, London, W. C. 2.

Mr. L. R. Lehmann,
Inter-Governmental Philatelic Corporation,
225 West 34th Street,
Pennsylvania Building,
N. Y. 1, U. S. A.

The Editor,
New York Times,
New York, U. S. A.

Mr. David Lidman,
New York Times,
New York, U. S. A.

It would be useful if in each envelope you could put a note asking the recipient to receive a cover which confirms that the Bangladesh postal service is operating successfully. In the note you could also confirm that the stamps are being used for internal postal service in the area controlled by the Bangladesh Government.

All best wishes.

Yours ever,
Signature.

Mr. Moudud Ahmed,
Bangladesh Mission,
9, Circus Avenue, Calcutta-19.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ডাকটিকিট প্রচারের অবস্থা সম্পর্কে যুক্তরাজ্যে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

September 23, 1971

My dear John,

Thank you for your letters of September 13 and 16 received on the same date.

2. One of your letters arrived with a Bangladesh postage stamp having the seal of a London Post Office. It seems that British Postal Service is gradually accepting our postage and who knows that one day you will start saving money by puting Bangladesh stamp instead of Her Majesty's Royal postage. Any how it was all very pleasant.

3.1 shall be sending a letter to Dick Hardie as suggested by you but I have to get hold of Mr. Misra to finally arrange the posting.

4. It was very nice of you to sent the clippings which we hope we will continue to receive in future also. Is it possible to send you the despatch of Peter Hezelhurst of September 13 which appeared in the front page covering five columns and also his subsequent despatches ? Peter is now here and I am trying to make him send as many despatches as possible. Our effort is however, suffering a setback because of the British Newspapers Industrial dispute.

With very best wishes.

Yours sincerely.
(Moudud Ahmed)

Rt. Hon.
John Stonehouse, M. P.
20, Gillingham Street,
LONDON, S. W. 1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ডাকটিকিটের ব্যবহারের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে বৃটিশ এমপি জন স্টোনহাউসের নিকট মওদুদ আহমেদের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১ নভেম্বর ১৯৭১

Dated, November 1, 1971

My dear John,

Thank you for your letter of October 25. I am sorry to see that you have not received letters with Bangladesh stamps on which were sent by Mr. Misra. In the meantime I had a discuss on with the Indian External Affairs Ministry with regard to the transmitting of our letters. Because of the International Postal Union rules they say that it will not be possible for them to maintain the arrangement that was previously made. However, fresh arrangements are being made to settle this matter but goodness knows how long it will take.

The Postal service in the liberated areas however is functioning very smoothly. In Raomari area a postal zone has been established with 8 Post Offices and one Sub-Post office. This covers a huge area in the north with 500,000 people residing. The Post office is at Raomari as the Headquarter and the Branch post offices are at Datbhanga, Tapunchar Showlmari, Jadurchar, Rajibpur, Mohanganj and Makunchar.

Mr. Sadakat Hossain MNA, Convenor, Bangladesh Liberation Council, Raomari, P.O. Raomari, District Rangpur, Bangladesh is the political representative of the Government in this area. I have told him that you will be in touch but when you write please add-via Manikchar, Assam, India. I hope your letter will reach him.

With regards and very best wishes.

Yours sincerely,
(Moudud Ahmed)

The Rt. Hon. John Stonehouse, M P.,
House of Commons, LONDON
England.

নির্ঘন্ট

অ
অরোরা, জগজিৎ সিং, ৩১৬

আ
আওয়ামী লীগ, ১৫, ৪৬, ৩২৬, ৮৭০

আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৮
আখতার, এম, আর , ৩১৫, ৩১৭
আঠার দফা নির্দেশাবলী ৪২, ৪৩
আলী, খালেদ মাহমুদ ৫৯৯, ৬২৩
আলী মনসুর ১৬, ৩৩২, ৩৩৪
আহমদ, খন্দকার মোশতাক ১৬
আহম্মদ, তাজউদ্দীন ৭-১২, ১৬, ২১-২৯, ৩৪
৪৯, ৫৫, ৬৮, ১১৬, ২৩৯, ২৪০, ৩১৪, ৩১৫,
৩১৬, ৩১৭
আহমেদ, মওদুদ ৮৫৩, ৯২৭
আহমদ (মেজর) ৮

ই
ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস ৬৯৫
ই, পি, আর, ৮
ইয়াহইয়া-শাহী ৪০
ইসলাম, শহীদুল ৩
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ১৬, ৫৩-৫৪, ২৮৬-৯০,
৩১৩, ৩১৪

উ
উপজাতি ১৮১
উমি চাদঁ ৩২৫

এ
এশিয়ান রেকর্ডার ১৯, ৩০, ৫৫, ৬৮, ১২৩,
৭৫৯, ৭৭৩, ৭৮০, ৮২৬, ৮৩৫, ৮৫০

ও
ওসমান (মেজর)
ওসমানী (কর্নেল) ১৯
ওয়াং চোক জিগমে দরজি ৮৬৯

ক
কাদরী, কাফি ৫৯৫
কন্টেম্পরারী ইভেন্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস ৬
কামারুজ্জামান, এ এইচ, এম ১৬, ৫৫
কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প ২১৯-৩৪

খ
খান, আনোয়ারুল হক ১৬৭
খান, আবদুল কাইয়ুম খান ৩২৫
খান, ইয়াহিয়া ১০, ১১, ৪৮, ১৩৮, ১৮৭,
৩১৪, ৩১৬, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩০,
৭৬৬, ৮৭০
খান, লিয়াকত আলী ৩২৫
খালেক আবদুল ৩৩০, ৩৩১

গ
গান্দী, ইন্দিরা ৩১৭, ৮৬৯
গোলাম হোসেন ৩২৫
গ্রাম পঞ্চায়েত কাঠামো ৩৫৫, ৫৪
গুহ ঠাকুরতা, জ্যোতির্ময় ৫৩

চ
চারদফা প্রস্তাব ৫৩,৫৪
চৌধুরী, আবু সাঈদ (বিচারপতি) ৩৩, ৩১২
চৌধুরী খালেকুজ্জামান ৩২৫
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ৩০

জ
জগৎশেঠ৩২৫
জলিল (মেজর) ৮
জয় বাংলা (পত্রিকা) ৪৬, ৫০
জামায়াত ৩২২, ৩২৯
জামাতে ইসলাম ৩২২, ৩২৯
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী ৩২৫
জোন প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসন ১৩৫, ১৬৩, ১৩৭

ট
টাইমস অব ইন্ডিয়া ৩৪, ৫১, ৭৬৭, ৭৬৮

ত
তীতুমীর ৮
দত্তগুপ্ত, দেবব্রত ৫৮৯
দি স্টেটসম্যান ২, ৪২, ৬৪
দেব, গোবিন্দ (ড:) ৫৩

ন
নিয়াজী লেঃ জেঃ) ৩১৬

নোয়াজেশ(মেজর)৮
ন্যাশনাল হেরাল্ড ৭৫০

প
পি, ডি, পি, ৩২৯
প্যাট্রিয়ট (পত্রিকা) ৪৮

ব
বংগবন্ধু স্পীকস ১
বাংলাদেশ (পত্রিকা) ৮৪৩, ৮৫২
বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক অবস্থা ৩৫-৩৯
বাংলাদেশ- কনটেম্পরারী ইভেন্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস (বই) ৭৯৪-৯৫
বাংলাদেশে গণহত্যা ৩
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ ১৩৩
বাংলাদেশ নিউজ লেটার ১৩৩
বাংলাদেশ মন্ত্রী পরিষদের সভা ও সিদ্ধান্ত ৬২-৬৩ , ৬৯-৮৩, ৮৯-৯১
বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী ১৮০, ১৬-১৮, ৫১-৫২, ৪১-৪২, ১২২
বাংলাদেশ সরকারের মৌলিক নীতি ২৮৮-২৮৯
বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৩৯৯-৪০২
বাংলার বাণী ৩২২
বিশ্বশান্তি সম্মেলন ৮৭২-৮৮২
বীরত্ব খেতাব প্রদান স্কীম ১০৭
বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৮
বেগম সরোয়ার মোর্শেদ ৪৬
বেতার বাংলা ৩

ম
মজুমদার, ফণিভূষণ ৪৬
মন্ত্রিসভা গঠন ১৩-১৪
মনিরুজ্জামান (অধ্যাপক) ৫৩
মলি-ক, এ, আর, ৭৯১
মানেক শ (জেনারেল) ৩১৬
মালিক (ড:) ৭৭৫-৭৬
মার্কসবাদ ৮৭০
মিত্র (মেজর) ৬৫৭
মিত্রবাহিনী ৩১২, ৩৩৩, ৩৩৪
মীরজাফর ১০, ৩২৫, ৩৩৪
মুক্তিবাহিনী ৭-১১, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ৪১, ৫০, ৫৪, ১৩৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৬, ২০৯, ২৫৬, ২৮৭, ২৯০, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩১৬, ৩২২, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪৫
মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ ৫৭৭, ৮৬৫, ৫৮৯, ৫৯০ , ৫৯৯, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৬, ৬১২, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪,
মুসলিম লীগ ৩২২, ৩২৯
মোজাহিদ ৮
মোশাররফ খালেদ (মেজর) ৮

ভ
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ৩১৪, ৩১৬
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ৩২৫
ভিত্তি ফৌজ ৩৫৫, ৩৫৭, ৫৮৬-৮৮,

য
যুব কল্যাণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ৮৮
যুব ত্রাণ শিবির ৫৯৭, ৬০০, ৬০৬, ৬৪১, ৬৪৯, ৬৫০
যুব প্রশিক্ষণ পরিচালনা বোর্ড ৬৫৬, ৬৫৭
যুব শিবির পরিচালনা বোর্ড ১৯৩-১৯৬

র
রওমারী প্রকল্প ৪১৭-৩৪
রণ সাংবাদিক ২৩৮
রবীন্দ্রনাথ (কবিগুরু) ৮৭১
রহমান, জিয়াউর ২-৩,৮
রহমান, ফজলুর ৫৩
রহমান,শেখমুজিবুর ১-২, ৭১৬, ১৮, ৫৩, ৫৫, ২৮৭, ২৯০, ৩১১, ৩১৭, ৩২২, ৩২৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৫৮৮, ৭৭০, ৮৭০
রী বাহিনী ১৮
রাজবল-ভ ৩২৫
রাজাকর ২০৮
রায়হান, জহীর ১২৫
রেডক্রস ১৮

ল
লাহোর প্রসত্মাব ৩২৫
লিবারেশন কাউন্সিল ৫৫৫, ৫৫৬-৫৯, ৫৬০-৭৬, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৬০০, ৬০৫, ৬০৯, ৬১৩, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬২০-২১, ৬২৭

লেলিনবাদ ৮৭০

স
সফিউল্লাহ (মেজর) ৮
সম্মিলিত বাহিনী ৩২০
সাত (৭) দফা নির্দেশাবলী ৪০-৪১
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১, ২, ৩, ৭৮৭, ৪৭ ১৬৩-৬৪
স্বাধীনতার ঘোষণা ১, ২, ৪-৫
স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ ১০
সিরাজুদ্দৌলা ৩২৫
সূর্যসেন ৮
স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প ৩৯৯-৪০২
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ৩২৫
স্টোনহাউস, জন ৯২৪, ৯২৭

হ
হক, নজরুল ৮
হক, ফজলুল ১২৫
হক, এ, কে, ফজলুল ৩২৫
হাই কমিশনারদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন, কলিকাতা ৩০-৩২
হিন্দুস্থান টাইমস ৪৪-৪৫, ৪৬, ৭৪৭
হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম ৪৬

INDEX

A
Abbas, D. A. (MNA) 370, 380, 558, 574, 575, 593, 620-21,625, 626, 630, 637
Abdullah-al-Farook 392, 396
Abedin. Anwarul 393
Abedin, Joynal 242, 244
Abedin, Zainal 637, 827, 897
Abolition of Zamindari System 537, 538
Absar, Nurul 633
Absar, S. A., 386
Abu Hena, K. B. M. (M PA) 723
Administrative System and its Reorganisation 435-552
Aflatun, G. M., 719
Afsaruddin, Md., 299
Aftabuddin (F. S.) 899
Afzal, Md. 661
Agartala Conspiracy Case 383, 853, 905
Ahmed, Abbasuddin (F. S.) 898
Ahmed, Afsar Ali (M N A) 380, 697
Ahmed, Ali (Dr.) 165
Ahmed, Ali (F. S.) 850
Ahmed, Ali (Master) 641
Ahmed, Ashrafuddin 595, 632
Ahmed, A. K. Makbul 188
Ahmed, A. Y. Aminuddin (M P A) 723
Ahmed, Bashiruddin 556
A limed, Belaluddin 397
Ahmed, C. N., 676
Ahmed, Emdad 641
Ahmed, Fariduddin (F. S.) 835. 897
Ahmed, Fayezuddin 114, 236
Ahmed, Firoz 637
Ahmed, F. (Zonal Administrator) 695
Ahmed, Hafiz 632
Ahmed, Imamuddin (M P A) 723
Ahmed, Jalal (M P A) 574, 616, 625
Ahmed, Jalaluddin 238. 389, 396, 593, 632
Ahmed, Jasimuddin 697
Ahmed, Kafiluddin 635
Ahmed, Kamaruddin (M P A) 704, 705, 706, 707, 708, 710, 714, 715
Ahmed, Khaiz 675
Ahmed, Kasimuddin (MPA) 698, 702,703, 704, 705,709,710
Ahmed, Kazi Akbaruddin 593
Ahmed. Kazimder Khairuddin (MPA) 698
Ahmed, Khalek 56
Ahmed, Khairuddin (M. P. A) 557, 574, 593, 620-21, 625, 630, 641, 666, 672
Ahmed, Khauja (MNA) 119, 370, 380. 558, 572, 573, 574, 593, 620-21, 625, 628,632, 646, 666,667, 675, 676, 677, 678, 679

Ahmed, Khondakar, Mostaque 13, 33, 63, 745-46, 764, 775, 793, 843, 866
Ahmed, K. 87, 135, 191, 312, 646
Ahmed, K. R. 114, 236
Ahmed, Maabul 596
Ahmed. Mafizuddin 188
Ahmed, Mafizuddin (Inspector) 188
Ahmed, Mahaboobuddin 299
Ahmed. Mahtabuddin (E. P. R.) 556
Ahmed. Mainuddin (Accountant) 659
Ahmed. Manjur (MPA) 685. 687
Ahmed, Mesbahuddin 392, 395
Ahmed, Mirza Firoz 641
Ahmed, Mofizuddin 594
Ahmed, Mohiuddin (F. S.) 899
Ahmed. Mohiuddin (Bangladesh Representative to Hongkong) 774, 856
Ahmed, Moudud (Advocate) 421, 754, 755, 761, 762, 772, 777, 778, 784,785, 834, 853-54, 924, 925, 926, 927
Ahmed, Muqbul 675
Ahmed, Mustaq (F. S.) 899
Ahmed, Muzaffar 641
Ahmed, Muzaffar (Prof.) 792, 839
Ahmed, Muzaffar (M PA) 563, 570
Ahmed. Mynuddin (MNA) 56
Ahmed, M. A. Z. 762
Ahmed, M. M. 287, 26, 37, 340
Ahmed, Nizamuddin 127, 128
Ahmed, Nooruddin 120
Ahmed. Nur (F. S.) 898
Ahmed, Raquibuddin 245
Ahmed. Reazuddin 189, 697, 699. 700
Ahmed, Safiuddin 189
Ahmed, Qazi Serazuddin (M PA) 686, 687
Ahmed, Shah Mahtab (M N A) 698, 273, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,714
Ahmed, Shamsuddin 393, 637
Ahmed, Sharif 921
Ahmed, Siddiqul 632
Ahmed, Sirajuddin 419, 556
Ahmed, S. Hafiz 665
Ahmed, SK. Jamiruddin 719,721
Ahmed, Tafizuddin (M P A) 723, 725, 727,728, 729,730,724, 732, 733,735
Ahmed, Tajuddin 7-12, 8, 14, 19, 21-29, 34, 42-43, 47,51-52, 55, 63, 68, 87, 94, 95, 106, 113,116-18, 120, 123, 133, 135,219, 239-40, 292-94, 750, 751, 753, 787, 841, 858-61, 864-65
Ahmed, Tamizuddin 299
Ahmed, Waizuddin 556
Ahmed, Zarin (Mrs.) 389, 397
Ahsan, Moinul 665
Ahsan, Syed Ali (Prof.) 761, 762
Ahsan, S. M. 23
Ahsanullah (MPA) 723, 724, 727, 728, 730, 732,735
Akhand, Ahmed Ali 189
Akhtar, M. R. 121,398
Akhtaruzzaman (Dr.) 562
Akkas, Azizur Rahman, (M N A) 723, 724, 727
Akhileswar, Barman 695
The Al-Ahram (U A R) 808
Al-Farooq, Abdullah 238
Al-Mahmood (Mr.) 182, 386
Al-Muzahidy (Mr.) 182, 387, 398
The AI Shaab 799
The Al-Thawra 806
Alam (Capt.) 371, 380, 558, 771
Alam, Ashraful 392, 395
Alam, A. 122
Alam, A. B. M. Khurshed (F. S.) 898
Alam, A. M. S. (Foreign Service) 899
Alam, Ferdous 397
Alam, Khurshed 641, 839
Alam, K. (Prof.) 557
Alam, Mahbub 420, 429, 430, 562
Alam, Mahbubul 113, 129, 632
Alam, M. (Bangladesh Foreign Secretary) 370, 421, 559, 560, 569, 846, 847
Alam, Maha 656
Alam, Md. Safi 398
Alam, Nurul 189
Alam, Saiful 419
Alam, Shamsul 188, 897

Alam, Sharful (F. S) 898
Alauddin, A. K. M. 637
Alauddin, Mohd. (F. S.) 898
Alauddin, Md. (MPA) 723
Alauddin (Dr.) 56
Ali, Abed (MPA) 697
Ali, Ahmed 555, 598, 662, 669
Ali, Akram 189
Ali, Amzad (Foreign Service) 897
Ali, Amir 387
Ali, Anwar 761,917
Ali, Asgar 557
Ali, Asif396
Ali, Azam 648, 661
Ali, A. B. M. Moksed (MNA) 698, 702, 704, 705, , 706, 707, 708, 714
Ali, A. B. M. Taleb (M.N.A.) 573, 632, 655, 666, 667, 668, 672
Ali, A. H. Mahmood (Foreign Service)899
Ali, Emdad 113,129,156
Ali, Eunus (MPA) 723, 724, 727, 728,
729, 730, 733, 735
Ali, Hatem 188, 899
Ali, Hossain (Chief of Bangladesh Mission in Calcutta) 30, 203, 757, 759,
767, 781-82, 788-89, 836, 844, 848-49, 852, 854, 855, 897, 912
Ali, Hossain (Foreign Service) 850
Ali, Irshad 242, 244
Ali, Kazi Sekander (Foreign Service) 898
Ali, Khaled Mohammad 371, 598-99, 605, 622-23, 647
Ali, Mokaddas (Dr) 640
Ali, Mansoor 13, 14, 115, 291, 844, 242, 244, 291, 844
Ali. Mohammad 595, 636
Ali, Maqsood 429, 783, 786, 897
Ali, Mosabber 143, 148
Ali, Moulana Asad (MPA) 683
Ali. Movahar 242,244
Ali, Yusuf 5, 88, 89,609
Ali Yusuf 902
Ali. M. Yusuf 744
Ali, Md. Idris 130, 136
Ali, Md. Waseb 241, 243
Ali, Naib 242, 244
Ali, Nawshar 419
Ali, Rahmat 242, 244, 321, 896, 902
Ali, Raushan 723
Ali, Rustam 189
Ali Salman 799
Ali, Shamser 242, 244
Ali, Sharafat 386
Ali, Shaukat (Foreign Service) 900
Ali, Sheikh Rustam (Foreign Service) 899
Ali, Sikandar 639
Ali, Sovvkat 189
Ali, Syed Atar (MPA) 723
Ali, Syed Muazzam (F.S.) 899
Ali, S. (Capt.) 557, 574, 593, 620-21, 625, 629, 633
Ali, S. (MPA) 370, 380
Ali, S. M. Rajab 189
Ali, Taimuz 574, 593, 620-21, 625,
630, 639, 683
Ali, Tozammul 640
Ali, Yakub 594
Ali, Yakut 634
Ali, Zaker 390, 397
Alimuzzaman (Mr.) 429, 897
All-India Muslim league 872
All-India Radio 51, 784-87, 915
AMAR DESH (Bengali Weekly) 119
American Struggle for Independence 751
Amin. Abdul (Foreign Service) 898
Amin, A. K. M. Ruhul 665
Amir, Md. (MPA) 697
Amin, Nurul (Foreign Service) 898
Aminuddin, Md. 242, 244
Aminullah, Mohd. (Foreign Service) 898
Anisuzzaman (Dr.) 179, 421, 429, 638. 761
Anwar Mustafa 392, 395
Anwar, Shamsul (Foreign Service) 899
Anwaruzzaman (foreign Service)898

Aron (Prof.) 440
Asaduzzaman (MPA) 378, 723
Ashrafuddin, M 393, 395
Attlee, Lord 443
Auschwitz 28-29
Awal, Abdul (MNA) 370, 380, 558, 633, 696
Awami league 13-14, 21-27, 31, 38, 43, 44-45, 47, 48, 49, 59, 68, 123, 126, 179, 217, 219, 220, 269, 283, 383, 404, 417, 419, 440, 445, 468, 494, 537, 555, 568, 573, 587, 628, 737, 742, 751, 761, 768, 775, 782, 789, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 807, 811, 819, 821, 822, 841, 853,854,874, 875, 876, 877
Awami league and Student Action Committee 587
Awami league High Command 179
Awami league Government 219,220
Awami Volunteer Corps 555
Ayaz (Poet) 97
Ayub regime 37, 776, 791
Azad, A. K. (Foreign Service) 827, 897
Azam, Ali (MNA) 634
Aziz, Abdul (MPA) 378
Aziz, Faruque 114
Aziz, J. K. M. A. (MPA) 728
Aziz, M. A. 593
Azzam, Ali (MNA) 593
B
Badshah, Aminul Haq 252, 254, 255
Bagaitkar, Sadashiv 68
Bagchi, D. K. 237
Baitullah (MNA) 698, 700
Baker, Md. Abu 573, 635
Bala, Gour Chandra 723
Balal, Mohammad 392
The Baltimore Sun 797, 801, 802, 805
Banerjee, Dibakar 387
Banerjee, M. M. 387
Banerjee, (Mr.) 629
Bangla Academy 396
Bangladesh (An English Bulletin) 854
Bangladesh Assistance Committee 142, 147
Bangladesh Chalachitra Silpi O Kala-Kushali Samity 125
Bangladesh : Contemporary Events and Documents 794-95,854
Bangladesh Defence league 133
Bangladesh Delegation to the United Nations General Assembly 792, 842
Bangladesh Fighting Forces 183
Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia 125
Bangladesh Liberation Council 566-76, 578, 590, 598, 927
Bangladesh National Congress 123
The Bangladesh Newsletter 133
Bangladesh on Documents (Book) 434
Bangladesh Overseas Trade Mission 268, 269-83
Bangladesh Philaletic Agency 922-23
Bangladesh Red Cross Society 146, 180
Bangladesh Teachers Association 178, 180
Bangladesh Volunteer Service Corps (BVSC) 180, 399-402
Bangladesh : A World Commentary (From Autonomy to Independence) 796
Bangladesh : From Autonomy to Independence (World Press Commentary) 854
Bari, Abdul 635
Bari, Syed Imdadul (MPA) 593, 634
Barkat, Abul 393, 396
Barua, Pronojit 397
Barua, Pronodit 391
Barua, Silabrata 114, 129
Barua, Subrata 389, 396
Barua, (Mr.) 89, 92
Bashar, Mohd. Abul (Foreign Service) 898
Bashar, Abul 557, 593, 638
Basonia, A. K. M. Fazlul Hoque 189
Baten, M. A. 637
Belsen 28-29
Bengal Liberation Council 567-76
Bengal Regiment 19
Bennett, Russell 925

Bhashani, Maulana 52, 769
Bhattacherjee, D. K. 197
Bhimani, M. K. 142, 146, 147, 148, 238, 384
Bhitti Fouz 335, 337, 339, 586-87
Bhowmic, Billamangal 635
Bhowmic, J. C. 89, 92, 113, 129
Bhowmic, P. C. 100
Bhuiya, Fazlur Rahman 675
Bhuiya, Ruhul Amin 557
Bhuiya, Z. I. 236
Bhuiyan, Abdur Rahman (Foreign Service) 898
Bhuiyan, A. Matin (Dr.) 638
Bhuiyan, Fazlul Hoque 396
Bhuiyan, Rafiuddin 568
Bhuiyan, Shamsul Islam 595, 635
Bhuiyan, Sayed Matiul Islam 633
Bhuiyan, S. M. 637
Bhutto, Z. A. 22, 23, 24, 25, 26, 97, 340, 750, 781, 799, 800, 802, 875, 876,
883, 890
Bhuya, Aftabuddin (MNA) 593, 635
Biharis 807
Bin, Baz, Sheikh 749
Bisht, K. N. (Foreign Service) 835
Bismillah (MPA) 556, 638
Biswas, Afsar Ali 127
Biswas, B. B. 114,129,237
Biswas, Basanta Kumar 388
Biswas, Birendra Nath 188
Biswas, D. K. 421
Biswas, Koteswar 388
Biswas, M. A. Rahman 242, 244
Biswas, Surendra Nath 388
Board of Control, Youth and Reception
Camps 88, 180, 662
Board of Trade and Commerce 174, 180
Bonard (Dr.) 759
Borewa, Phani Bhusan 189
Borough Council 798
Bose, Swades (Dr.) 761, 762
Bose, S. R. (Dr.) 179
Bradsher, Henry 804
Bridges, Lord 442
Brockway, Lord Fenner 799
Brohi, A. K. Ill
Broussine, George 808
Budget for Youth Camp 108-12
Burman, Priyanath 189
B. S. F. 57, 48

C
Calcutta University ,65
Cambridge University 902
Carmichel, Peter 253, 254, 255
CENTO 881
Central Studen'ts Action Committee 794
Chagla, M. C. 907
Chakma, Kripasukh 659
Chakma language 181
Chakma, Tripura Kanti 299
Chakrabarty, Gopal Chandra 595
Chakravarty, S. 197
Chakravarty, S. K. (Dr.) 180
Chand, M. 393
Chapman, Kenneth 921
Chapman, L. 925
Chatterjee, Amitava 918
Chatterjee, Ashok 56
Chatterjee, Madhuri 393
Chatterjee, Rajen 57, 59
Chatterjee (Capt.) 628-29
Chaudhuri, Abdur Rauf 56
Chittagong Hill Tracts Awami league 630
Chittagong Radio 395, 396, 397
Chittagong University 395, 918
Chou-en-lai 819
Choudhuri, Hannan 56
Choudhury, Abdul Aziz, (MPA) 685, 687
Choudhury, Abdur Rouf (MPA) 723, 725,727, 731,735, 736
Choudhury Abul Hasnat (MPA) 698, 701, 703, 704, 709, 710
Choudhury Ali Reza 390, 396
Choudhury, Amir Ali (Foreign Service) 897
Choudhury Anwar Husain (Foreign Service) 897

Choudhury Anwarul Karim 122
Choudhury, A. 632
Choudhury, A. Hannan 89, 92
Choudhury, A. K. 100
Choudhury, A. R. (Foreign Service) 261
Choudhury, Humayun Rashid (Foreign Service) 261,856,897
Choudhury Jainal Abedin (Foreign Service) 897
Choudhury, Kazi Abdul Majid (MPA) 698, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 715
Chowdhury, Mominul Huq 396
Choudhury, Montaquim 211, 273, 275, 762
Choudhury, Mosharraf Hossain (MNA)698, 754, 704-10, 713, 715
Choudhury, Mozahar Hossain (MNA)696
Choudhury, M. R. 638
Choudhury, Nasim 393
Choudhury, Nowab Zaman 393, 396
Choudhury, Nur Islam 676
Choudhury, N. I. 386
Choudhury, Rezaul Karim 395
Choudhury, R. I. 754-55, 761, 763, 897
Choudhury, Shamsul Huda 157, 391397
Choudhury, Shamsul Huq (MPA) 386, 696
Choudhury, S. H. 114, 236, 686
Choukidar, Abdul Hakim 676
Choudhury, Abdul Haque 638
Choudhury, Abdul Muntaquim (MNA)686-87
Choudhury, Abdul Shahid 370
Choudhury, Abdur Rahman (MPA) 697
Choudhury, Abdur Razzak 188
Choudhury, Abdur Rouf 378
Choudhury, Abu Sayeed (Justice) 33, 772, 792, 842, 856,912
Choudhury, Abul Kasem 638
Choudhury, Akhtaruzzaman, (MPA) 99
Choudhury, Anwarul Karim 850
Choudhury, Azizul Hoq 633
Choudhury, A. Khalique 640
Choudhury, Babul 253-54
Choudhury, Dewan Obaidur Reza (MPA) 686-87, 688
Choudhury, Dilip Kr. 641
Choudhury, Dulal Chandra 640
Choudhury, Fazlul Haq (Foreign Service) 900
Choudhury, Fazlul Haque 773-74
Choudhury, Golam Mostafa 659
Choudhury, Halim (Capt.) 600
Choudhury, Jamal Uddin (MPA) 723
Chowdhury, Khitish Chandra 754
Chowdhury, Mafiz (MNA) 792
Chowdhury, Mainuddin Ahmed 238
Chowdhury, Manik (MNA) 370, 380, 558, 574, 620-21, 625, 629
Chowdhury, Masud Ahmed (MPA) 685, 687
Chowdhury, Muniruzzaman 429
Chowdhury, Muzaffar Ahmed 50, 51, 179, 219-33, 269,407, 410, 435-552
Chowdhury, Mizanur Rahman 566, 567, 568
Chowdhury, M. A. Rouf 237, 245, 263
Chowdhury, M. A. Shahid 424, 425,428
Chowdhury, M. K. 119, 124, 127, 128, 136, 137, 205
Chowdhury, M. R. 566
Chowdhury, Md. Abdul Karim 640
Chowdhury, Md. Abdul Mazid 633
Chowdhury, Md. Rafizur Rasul 634
Chowdhury, Nur Ahmed 675
Chowdhury, N. I. (MNA) 175, 236, 562, 597, 613, 666, 668, 672
Chowdhury, Nurul Islam (S. I.)
Chowdhury, Salamatullah 675
Chowdhury, Syedur Rahman 640
Chowdhury, Serajuddin 632
Chowdhury, Shamsuddin Ahmed 675
Chowdhury, Shohendu Bikash 189
Chowdhury, Zahur Ahmed (MPA) 131, 175, 236, 566, 567, 568, 569, 571, 573, 598,658
Chowdhury, Zahirul Hoque 638
Church, Frank (Senator) 798

Civil Administrative Set-Up in Liberated Bangladesh 260-62
Clark, George 798
Clyton, Michael 804
Clifton, Tony 807-08
Coggins, Dan 806
Committee of Jurists 300
Community Development Project 219-34, 222, 403-07,415-16
Communist Party of Bangladesh 123
Congress 49, 59, 824
Congress Bhavan 620-21, 630
Congress Government (India) 893
Constitutional Party 341
Convention Muslim league 675
Coochbehar Traders Society 57
Craddocx, Reginald 902
Critihel Down Case 443
Crofton, Malby 798

D
Dacca Radio 396-397
Dacca High Court 33
Dacca University 33, 386, 805
Daily Azad 396, 398
The Daily Miror 799, 807, 862, 912
The Daily Telegraph 804, 805, 806, 811,812,813,814, 907,912
Das, Chitta Binode 299
Das, Gopal Chandra 634
Das, Haripada (Dr.) 636
Das, Kalipada 696
Das, M. (Mrs.) 142, 147
Das, Priya lal 595, 638
Das, Samar 390, 396, 376
Das, Surja Kanta 594
Das, (Capt.) 628
Dasgupta, Nirmal 420
Dasgupta, S. K. 396
Datta, Kironmony 637
Datta, Mihir Kumar (Pof.) 634
Day, Sarkar Sanjit Kumar 659
Deb Chowdhury, Rangalal 394
Deb, Sunil Chandra 637
Declaration fo Independence 1-2, 4-5
Democratic Front 123
Dev, Swapna 420-21, 429
Dewan, Bimalendu 660
Dewan, Bimaleshwar 299, 665
Dewan, Hafizuddin 189
Dewan, Md. Ibrahim 637
Dey, Gopal Chandra 640
Dey, Pulin Behari 672
Dey, Swayambu 56
Dey, S. B. 425-28
Dey, S.L, (Dr.) 634
Dhar (Capt.) 532
Dhar, D. P. 180, 278
Diplomat transfer allegiance to Bangladesh, Calcutta 30-32
Dixit (Dikyit) J. N. 751,783
Doglas-Mann, Bruce 815-16
Dring, Simon 804-05, 862
Dumont, Louis 815-16
Dutta, A. K. 397
Dutta, K. P. 190, 236, 245, 613
Dutta (Colonel) 140
Datta Gupta, Debabrata 563, 589, 607, 648

E
East Bengal Regiment 19, 806, 841
East Bengal Estate Acquisition and Tenancy Act.(1951) 537
E. P. R. 19, 27, 58
Eastern India Motion Picture Association 125
Eighteen (18) Point Directive 42-43
Eklasuddin (DR.) 633
El Sahafa 798
Eleven (11) Point Programme 353, 794
Elias, Mohd. (Foreign Service)598, 899
Enayed, S. J. A. Noor 299
Eshaque, Md. 672
Establishment of General Administration 78-87
European Human Rights Commission 772
The Evening Standard 805
The Evening Star 800, 802

F
Fakir, Muhammad 388
Fakuda, Takeo 913
Farah, Abul 596
Farouk, Mahmud 392
Fatah, A. F. M. 206-07,247, 260, 264, 774, 790, 792, 900
Feisal (King) 749
Pour (4) Point Proposal 24, 25, 877
Free Bangladesh Radio 34
French Revolution 342
Foulton Committee on the Civil Service of Britain 453, 455,456, 461

G
Gafoor, Abdul 188, 639
Gafur, M. A. 204
Gallaghee, Cornelius 767
Gallagher (Mr.) 815-16
Gallantry Award Scheme 107
Gandhi, Indira 278, 292, 824, 841, 843, 844,861, 892
Garrett, John 862
Gazi, Dewan Farid (MNA) 143, 148, 175, 236, 568,571,685-86
Geneva Convention 886-88
Genocide Charter 320
Genocide in Bangladesh 2,21, 24, 27, 39, 44-45, 48, 319-20, 747-49, 754, 804-09, 877-79, 28-30, 883-91
Gestapo 807
Ghani, Abdul (Foreign Service) 850, 852
Ghosal, Kanchan Kumar 188
Ghose, Indrajit 299
Ghosh, Kallayani 763
Ghose, Pancha Gopal 393
Gill, Peter 814
Glubb, Faris 862
Gofran, Gazi 613-14
Gono Bahini 243, 649
Gope, Manidra Chandra 189
Goswami, Arun 391, 397
The Guardian 797-98, 800-01, 810-13, 912
Gureilla Fighters 336, 342, 345, 353
Gupta. B. 128
Gupta. Santosh 396
Gyasuddin (Captain) 56

H
Habibuddin, Kazi 389. 396
Hadi, A. (MPA) 56, 379, 699
Hadiuzzaman (MPA) 378, 723
Hafiz, Abdul (Prof.) 397
Hafiz, Khandakar A. (MNA) 723
Hafizuddin (MNA) 56
Hai, Abdul (Col.) 806
Haidar, Shamsuddin 130, 136
Ileizen, Hendrik Vander 808
Hakim, M. A. (Foreign Service) 897
Hakim, Md. Abdul 188, 633, 696
Haider, Satish Chandra (MPA) 723
Halim, Mohammed Abdul 386, 635
Hameed 340
Hamed, Sk, Abu 595
Ilamid, 781
Hamid, Abdul (MNA) 102, 595, 632, 686-87, 696
Hamidullah 633
Hanif, A. (Prof.) 370, 380, 628
Hanif, Md." (MNA) 556,558,573-74, 593, 620-21, 625, 638
Hannan, A. 89
Hannan, A. H. Mazharul 299
Hannan, M. A. (Secy, D. A. L.) 369, 380, 557, 593,312, 620-21,628
Haq, Amjadul 750-54, 780
Haq, Hormus (foreign Service)899
Haq, K. Imranul (Dr.) 638
Haq. Mir Mozammel (Foreign Service) 898
Haq, M. Shamsul 722,724. 726-27, 735, 738
Haq, Md. Azizul 573,
Haq, Nurul (Foreign Service) 899
Haque. Abdul 640
Haque, Amjadul. 31-32, 834

Haque, Anwar-ul, 208
Haque, Ashabul (M P A), 180,792

Haque, Azizul, 624
Haque, Azizul (Headmaster), 419
Haque, A. F. M. Fazlul, 594
Haque, Ezamul. 656
Haque, Kazi Nurul, 637
Haque, Majibul. 188
Haque, Mesbahul (M PA), 699
Haque, Md. Rashidul, 918
Haque, N., 426-27
Haque, Obaidul, 188,
Haque, Quazi Lutful, 114,129
Haque, Rafiqul (Student), 638
Haque, Serajul (MPA), 792
Haque, Shamsul (Ad.) 237, 593, 637, 656
Haque, Shamsul (Dr.), 147, 215
Hardie, Dick, 916
Hariana Bangladesh Mukti Shahayak Samity, 142, 147,209, 384
Haroon, Muhammad, 396
Haroon, Md. Abdullah (MPA), 574, 598, 626
Haroon, S. M. A., 182, 387
Harun, Abdullah-al. 620-21, 630,633
Hasan, Khalid, 918
Hasan, K. A., 114; 236
Ilasan. Md. Nurul, 388
Hasan, Qamrul, 121,281
Hashem, Abu Mohd., 633
Hashem, Abul (Foreign Service), 899
Hasnayen, Golam (MPA), 723, 725, 727,728, 729, 732
Hasnu (Mr.). 56
Hassan, Abul (Prof.), 728
Hassan, Kamrul, 398
Hassan, Mahmmood, 638
Hassan, Rashedul, 390, 396
Hassan, Ali (Prof.), 755
Hastings, John, 807
Hague Convention. 884, 887
Haxma, R., 839
Hazalhurst, Peter, 805, 815-16,916
Hedayetullah, Mohd. (Foreign Service),899
Heath (Mr) 799, 912
Heikal, Hassanain, 808
Haren, Louis, 805, 814
Hindu College Students. 58
The Hindustan Standard, 806
Hindustan times, 47, 748
History of Bengali Liberation Movement 341
Hitler, 799
Hitler's National Socialist regime, 883
Hoq Tap (The North Victamesc Monthly Literature), 818-19
Ilollingwarth. Clare, 809, 813, 814
The Hong Kong Standard, 808
Hoq, Serazul (Advocate), 901-08
Hoque, Abdul (M. N. A.), 687
Hoque, Manna, 391, 395
Hoque, Md. Mozibul, 641, 659
Iloque, Mozammel. 594
Hoque, M. (Foreign Service), 899
Iloque, Md. Nurul, 557
Hoque, N. (MNA), 566,469, 569. 571
Hoque, Obaidul (MPA), 666, 668
Hoque, Shamsul, 419, 551, 620-21,
Iloque, Syed Fazlul, 666-68
Hoque, S. I., 593
Horusby, Micheal, 805, 811
Hossain, Aman (Foreign Service), 899
Hossain, Abul (MPA), 696
Hossain, Afsar, 388
Hossain, Afzal, 188-89,
Hossain, Amjad (Dr.) 635
Huda, Amjadul, 745
Hossain, Arnir (MPA) 397, 637
Hossain, Anwar, 556, 593, 657
Hossain, Asgar, 594, 638
Hossain, Belayet, 595. 632,761
Hossain, B., 182, 386
Hossain, Enayet (MPA). 378
Hossain, E/.av., 390, 397
Hossain, Faruq, 129
Hossain, Hajee Gulzar, 127
Hossain, Hajee Mobarak, 127
Hossain, Kazi Hedayet (MPA), 723
Hossain, Mir, Emam, 388
Hossain, Mir Moslem, 388

Hossain, Mir Mosharaf, 388
Hossain, Mosharraf (Foreign Service), 900
Hossain, Mosharaf (Dr.), 264, 761, 917
Hossain, Musharraf (MPA), 179, 567, 627
Hossain, Mosharraf (Political Instructor for Youth Training, Sreenagar Youth Camp), 641
Hossain, Motahar, 391, 397
Hossain, Muzaffar (MPA), 698, 701, 703, 704, 705, 709, 710
Hossain, Mohd. (Foreign Service), 898
Hossain, Md. Matraf, 388
Hossain, Pervin (Mrs) 389,397
Hossain, Rafiqul, 299
Hossain, Sardar Amjad (MNA), 699, 700
Hossain, Sardar Mosharraf (MPA)698, 700-10,713,714,715
Hossain, Saadat (MNA), 114, 129, 424, 697, 927
Hossain, Shamsul (MPA), 697
Hossain, Siddique (MPA), 696
Hossain, Siddiqur, 299
Hossain, T., 113, 129, 140, 165, 168, 183, 186, 210, 213, 214, 215, 216, 383-85
Hossain, Zahid, 182, 387
Hossain, Masraf (MNA), 57
Host Defence Medical Service, 183
Houser, Richard, 163, 164
Huda (Captain), 253, 254
Huda, Nayebul (Foreign Service), 827, 900
Huda, Nurul, 632
Huda, Shamsul, 635
Huda, S. M. Nurul, 827, 897
Human right Commission, 752
Huq, Amjadul (Foreign Service), 897
Huq, Asabul, 839
Huq, Ekramul (MPA), 698, 702, 705, 707, 714, 715
Huq, Fazlul, 125-26,661
Huq, H. (Dr.),220
Huq, Mashrul (MPA), 379
Huq, Nazmul (Major), 379
Huq, Nurul (MNA), 723, 724, 727, 728, 729,733, 735
Huq, N., 214
Huq, Shamsul, 114,547, 370, 380, 575, 626, 631
Huque, Emdadul (MPA), 699
Hussain, Jahur (Foreign Service), 898
Hussain, Shamsuddin (Foreign Service) 898
Hussain, Afzal (MPA), 370, 380, 558
Hussain, Azmal, 419
Hussain, Mosharraf, 371, 378, 563
Hossain, M. (Magistrate, Feni),676
Hussain, Md. Mustafa, 573
Hussain, Nasir, 634
Hussain, Sadakat (MNA), 209, 419,
Hyder, Sajjad, 31
Hussain, Sohrab (MNA), 723
Hassain, T. (Dr.), 421
Hyat, Sikander (Dr.), 633
Hye, Mvi, Abdul, 386

I

Ibboston, Peter, 925
Ibrahim, Moulana, 676
Ibrahim, Md., 299, 675
Idris, Md., 635
Illias, (Mr.), 569
Imam, Hasan, 391, 397
Imam, H. T., 91, 92, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 107, 113, 114, 122, ,129, 139, 145, 149, 153, 154, 162, 166, 167, 169, 170, 180, 112, 197-98, 212, 247, 259, 260, 265, 285, 295, 297, 301, 304, 308, 386, 567, 578, 579, 695,626, 724, 726
Indian Federation of United Nations Associations (IFUNA), 771
Indian Independence Act. (1947), 25
Indian Military Medical Department, 168
Indo-Pakistan Dispute, 860
India-Pakistan War (1965), 37, 256
Indo-Pakistan War (1971), 892-93

Indo-Soviet treaty,116,817,819-20, 822,892
Inter-Governmental Philatelic Corporation,925
International Committee of Red Cross, 887,895
International Committee on the University Emergency,806
International Converence on Bangladesh, 163-64
International Court of Justice, 320
International Court of Justice for the Violation of Genocide Convention, 722
The International Herald Tribune, 808 812
Inter-Parliamentary Union Conference, 822
INTERNATIONAL PEACE ACADE-MY, 163
INTERNATIONAL POSTAL UNION,927
Iqbal Hall killing, 804,805,
Iqbal, Mahommad (Sir), 902
Ishaque, Md., 635,665,899
Ishaque, Md., (S.D.O. Feni), 676-79
Islam, Ashraful (MPA), 176,236,699
Iskandar, Shahid Uddin (MPA), 573
Islam, Abul (MPA), 723
Islam, Ameerul (MPA), 558
Islam Aminul (MPA) 59
Islam, Amirul (MNA), 180,387,724, 762
Islam, Azharul (MPA), 697
Islam, A.H.M. Ziaul,596
Islam, Fakrul, 595
Islam, Hadayetul, 594
Islam, Kazi Nazrul (Foreign Service),897
Islam, Muzharul,755
Islam, Mohd. Fakrul (Foreign Service) 898
Islam, Nazrul, 182,392,395
Islam, Nurul, 378,386,419,562,573 697,723,899
Islam, Nurul (Dr.), 839
Islam, Nurul (Chairman Thana Awami League), 419
Islam, Nurul (Rajibpur), 419
Islam, Nurul (Thana Coop, Officer), 426-27
Islam, Serajul (MPA),573,698,700, 702, 704-710
Islam, Shafiqul, 189
Islam, Sahidul (Emto), 636
Islam, Md. Shahidul,242,244,391,397
Islam, Sirajul,57
Islam, Syed Motiul, 555
Islam, Syed Nazrul,5,6,13,20,33,63, 64,125,161,217,284,741,744,747, 749,753,770,840,841,848,858-61, 864-65
Islam, Tazul (Student),203
Islam, Walilul, 235,315,681,737
Islam, Zulfiquer (DR.), 632
Islamic Conference, 749
Islington Commission (1912-15), 448, 450
The Ittefaq, 386,877

J

Jabbar,a., 121
Jabbar, Abdul (Artist), 390, 396,763
Jabbar, Abdul (Camp Supervisor)386, 640
Jagannath Hall, 805
Jahan, Sarwar, 635
Jahangir, N.A., 419,425
Jaigirdar, Mohiuddin Ahmed (Foreign Service), 827, 900
Jalil, Abdul, 419
Jalil (Major), 253,254
Jalil Md., 58
Jamal, Osman, 762,918
Jari Party, 434
Jennings, Peter,255
Jiban Thekey Neya (A Bangladesh Film),280

Jinnah, M. A., 903
Jones, Mervyn, 805
John Pilger's Report, 912
Jute Board, 276
Jute Research Authority of Bangladesh,276

K
Kabir, Alamgir, 252, 253-55, 762, 393, 395
Kabir, A., 163-64
Kabir, Lutful, 557, 638
Kader, Abdul (Foreign Service), 898
Kader, Manjoor, 391, 397
Kaft, Syed Abdul, 637,
Kaiser, K. M., 819, 826
Kamruzzaman, A. H. M., 13, 43, 44-45, 48-49, 56-59, 65-77, 99, 102, 131, 178, 180, 645,844
Karim, Abdul, 884, 899
Karim, Aminul (Khoka), 573
Karim, Enayet (Foreign Ser\'ice),899
Karim, Fazlul (Foreign Service), 851
Karim, Fazlul (MPA),379, 698, 705, 709
Karim. Md. Abdul. 387
Karim, Rizaul (Foreign Service), 835, 900
Karim, S. A., 792, 856, 899
Karlekar, R., 59
Karmaker, Matilal.660
Karmaker, Sulamar, 299
Kashem, A., 114
Kashem (Mr.), 421, 429
Kaul (Mr.), 771
Kaylor, Robert, 804
Khairuddin (MPA), 380
Keatly, Patrick, 810-11
Kennedy, Edward, M., 809
Kensigton Post, 798
Khair, M. A. (MNA), 762
Khaled, M. (Prof.), 429,786
Khaled Mohammad, 420, 421, 563, 570
Khaleque, Abdul. 113,187,188, 246, 250,267,295,298, 299
Khademi, Dewan Khan, 695, 635,
Khan (Mr.), 386
Khan, Abdul Jabbar, 398
Khan, Anwarul Hoque, 129, 167, 178, 296
Khan, Afzal, 637
Khan, Akbar Ali, 263,264. 386
Khan, Asghar (AIR MARSHAL), 97
Khan, Ataur Rahman (D. S. P.), 299
Khan, Ayub, 751, 794. 795, 874, 875, 883, 904
Khan, Azizul Islam (MPA), 699,
Khan, A. Kashem. 118, 236, 699,703, 710,712,714,
Khan, A.H., 171, 172, 252, 256. 720
Khan, Faizullah, 594
Khan. Gulam Mustafa (DR.), 633
Khan, Khan Abdul Wali, 97, 800
Khan, Khaney Alam, 672,
Khan, M. Shahid (MNA), 686
Khan, Md. Abdul Bari, 634
Khan, Noorul Quader, 267
Khan, Ramendra Chandra, 189
Khan, Sadeque, 761-62
Khan, Serajul Islam, 596
Khan, Sbahid Ali, 272-75
Khan, Shamsur Rahman (MNA), 175
Khan, Taherul Islam (MPA), 703-5.709
Khan, Tikka. 23, 24, 27, 117, 775, 801-3,811,876
Khan, Yahya,4, 22, 23, 24, 25, 26-29. 35, 39, 47, 48, 55. 64, 65, 66, 97, 117, 217, 218, 240, 320, 340-41, 345, 742, 750, 751, 753, 755, 766, 768, 770, 775, 776, 782, 793, 795, 797, 798, 799,800-08, 810-12, 817-19, 822, 826, 831, 837-38, 857-59, 863-64, 874-77, 883, 890, 893,905, 907, 906
Khaddar, Abdul Jabbar, 676
Khatoon, Sanjida, 763
Khayer, A. (MNA), 280
Khondaker, Golam Mohiuddin,675
Khondkar (Captain), 616
Khondkar, Asaduzzaman,386

Kibria, Golara (MPA), 723, 725, 727-29, 735
Kibria, S. A. M. S. (Foreign Service),899
Kilmuir, Lord, 443,
Khuro, Ayub, 97
Kosygin (Mr.), 818
Krishnan, Radha, 754-55
Kuddus, A. 188
Kushari, Ranen,393

L
The La Politique De Matin, 808
Lahiri, Durgadas, 299
Lalgola Operation Camp, 56
LAHORE RESOLUTION, 872, 903
Language Movement, (1952),341
Latif, Abdul (Foreign Service), 828, 900
Latif, Abdul (MPA), 388,419, 685, 687
Laureut, Michel, 805
Laws Continuance Enforcement Orders,6, 741, 744
The Le Monde, 802, 815-16, 862
Leadbitter, Ted, 799
The League of Nations, 908
Legal Framework Order, 795
Lehmann, L. R., 925
Lenin, V. 1., 125
Lewise, Anthony ,808
Lewis, Stephen R., 903
Liberated Zones, 149-150
Liberation Front, 320
Lidman, David,925
Local Self-Government,415-16
Local Sangram Sahayak Samity, 57
Lohani, Kamal,389, 396
Loshak, David, 802, 806, 812
Lowe, Robson, 925
Lumumba-Tshoumbe Crisis, 163
Luthra P.N. (Col), 151, 209, 210, 883

M
Maharathna, Gopal Krishna (MPA), 683
Mahboob, Kazi Golam, 188
Mahtab, Shah (MPA), 379
Mahdi, Masud, 31
Mahmud, Apel, 391, 397, 763
Mainuddin, 656
Mazid, Abdul, 188-89, 773, 897
Majib, Golam (MPA),723
Major Zia, 2, 3
Majumdar, Abdul Kalam (Prof).,555
Majumdar, B. N. (Prof.), 424-29, 434
Majumdar, Phani Bhushan (MPA), 63, 176,237, 723, 792
Majumdar, Obaidullah (MNA),574, 620-21, 625, 630
Mojumdar, Prasun, 56, 59
Majumdar, Subash Chandra, 188
Majumdar, Narayan Chandra 660
Makhan, A. Q., 562, 566, 857, 569
Malek, Md. Abdul, 242, 244, 573-74, 593,620-21,625, 638-39
Malik, Abdul (MPA), 685-87
Malik (Dr.) 775-76
Mallik, A. R., 754-55, 762,791-92, 836
Mallik, Nirmal Kumar, 660
Mamod, Sk. Abu, 637
Mamun, Abdullah-al (Prof.), 633
Mandal, Abdul Karim (Foreign Service), 900
Manju, Nurul Islam, 378
Mannan, Abdul, 638
Mannan, Abdul, 98, 556
Mannan, A. (MNA). 121, 134, 157, 177-79, 600, 602, 625, 633, 655
Mannan, M, 389, 574
Mannan, M. A. (Dr.) (MPA), 567
Mansingh (Capt.) 631
Mansur, Abul, 398
Manzoor, Abul (War Correspondent),238
Manzur, M. A., 215-16
Matin, Abdul, 419
Matin, Akbar Lutful (Foreign Service) 899
Matin, M. A.,188
Matinuddin, A. R. (Foreign Service),899
Martial Law Order, 145, 35-36,
Mascarenhas, Anthony, 807, 890-91

Mass upheaval, 341
Masud, Mehdi, 759
Maswood, S. M. (Foreign Service), 846, 851,857, 900
Maxwell Committee, 466
Maxwell, David, 443
May, Brain, 804
Mazid, M. A., 632
Mazumdar (Brigadier), 26
Mazumder, Chandi Charan, 594
Mea, Dulu, 637
Meah, Raza (MPA), 632
Meah, Shamsul Hoque, 556
Medical Core and Welfare Seheme, 166
Meheruddin, 189
Mehta (Major), 628, 631
Menuhin, Hephzibah, 163
Menuhin, Yehudi,163
Mia, Abdul Karim, 419
Mia, Fazlul, 58
Mia, Karimuddin,884
Mia, Kalimuddin (MNA), 697
Mia, Tara, 380
Miah, Afsar, 640
Miah, A. K. Chand, 299
Miah, Lilu, 634
Miah, Md. Abul Hashem, 299
Miah, Makbul Hossain, 189
Miah. Momtaz (Foreign Service), 899
Miah, Sayeduzzaman (Foreign Service),897
Miah, Shanu (Foreign Service),899
Michael, A. L., 924
Minutes and Decision of the Cabinet Meeting, 62-63, 68-83, 89-91, 122, 132, 139, 145, 153, 154, 162, 166, 167, 184, 206-07, 285, 297-300, 301-03
Mirdha, A. B., 567
Mirdha Abdul Gafur (Foreign Service),898
Mirza, Iskander,830
Mirza, S. R., 109, 112, 113, 129,158
Misra (Mr.), 926-27
Mitra, Anil Kumar, 393
Mitra, Goaranga Prasad, 636
Mitra, Pankaj Bhusan, 299
Mitra, Ramanath, 188
Mitra (Major), 657
Modak, Subash Chandra, 636
Mofizuddin, 242, 244
Mohammad Ali Bogra, 830
Mohammad, Ghulam (Governer General), 830
Mohyuddin, M., 665
Moitra, Arcen, 57
Monumder, Bhabani Prasad,659
Mokter, Abul Hasem, 378
Mollah, Aftabuddin (MPA), 723
Momen, A., 237, 380, 629
Momin, A., 114,639, 900
Mondal, Abdul Karim (Foreign Service), 828
Mondal, Fakrul Islam, 189
Mondal, Tayeb Ali, 242, 244
Mondal, Wakiluddin (MNA) 698, 701, 702, 704-10,714
Moni, Fazlul Hoque, 567, 569
Monir, Giasuddin, 639
Monir Uddin, 636
Moniruzzaman (Dr.),430, 594
Montagu-Chelmsford Report (1918),446
Morgan, Thomas, 767
Morrison, Lord, 443
Mostafa, Gazi Golam, 598
Mosharaf, Khalid, 19
Mostafa, Golam (Foreign Service),900
Mostafa, Md., 641 g
Mountbaten, Lord, 901
Mozumder, Ali Tahar, 638
Muhith, A. M. A., 792, 839, 899
Mujahid,19
Mujib Release Day, 770
Mukhtar Kamruddin (M .P.A.),57, 698,701
Mukti Bahini, Mukti Fouj, 19, 42, 49, 68, 101, 121, 122, 123, 134, 140-44, 146, 147, 151-52, 166, 209, 210,213, 217, 218, 223, 228, 239-40, 243, 253-56, 264, 276, 281-82, 292, 342, 348, 350, 384, 403,438, 544-45, 559, 586,

600. 602. 647. 683, 7(X), 703. 710, 734. 735. 751, 789, 812-14, 821, 823, 830, 831, 832, 836, 838, 841, 844, 846, 847, 859, 862, 863, 880, 889, 890, 893
Mukti Sahayak Samiti, 56
Mullick, Biman. 922-23
Munshi, Ishaquc. 242, 244
Munshi, Shamsul Rasul, 189
Murshcd, Golam, 917
Murshed. K. S. (Dr.), 762
Murshed. Sarwar (Dr.), 179. 761
Muslim League. 874. 902
Mustafa Golam. 188.854,897
Musa. 672
Muttaleb. A. K. R. Q. A.. 299

N
Nabi. S. A.. 238
Naderuzzaman. 675
Naidu. Padmaza. 142. 147
Naimuddin (Dr.), 379
Najesh (Major), 57
Nanda. Guljarial, 210
Naozowan. Waliullah , 593
Nath. Jetendra Prasad. 633
National Awami Party. 21. 52. 59. 123, 859
National Awami Party (Bhashani group). 123
National Awami Party (MuzafTar group). 123
National Awami Party (Wali-Muzaffar)58
National Awami Party of Pakistan. 800
National Extension Project. 221. 405
National Security Council. 22
Nazimuddin. Khawaza. 830
Nazrul (Captain), 57
Neeld. Denois, 812
Nehru. J. L.. 903
Ncogi. Bimal Chandra, 393
Newport, W., 925
The New Statesman, 805-06, 812
The Newsweek, 802. 807, 862, 907,
The New York Post. 805
The New York Times. 797. 798. 801, 802, 806, 811, 813, 907, 924, 925
The New Wave. 800
Nezam-e-Islami. 676
Nixon (President), 240. 747. 833, 842
Noazesh (Capt.) 380
Non-Cooperation Movement. 24
Noor, Abdun (Foreign Service). 898
Noor. Gulam, 634
Nur, Mohammed (Prof.),633
Nuremberg Tribunal. 886

O
The Observer (London).8i2
One Unit. 25
Osman, M. A., 19
Osmany. M. A. G..19. 151-52. 814

p
Pakistan Census of Agriculture (1962) 538
Pakistan Foreign Service. 31
Pakistan Military Junta. 44-45. 55. 117. 217. 405. 699. 747. 751. 311 -12. 844. 884
Pakistan movement (1947),341
Pakistan Observer, 395-96.
Pakistan Peoples Party, 21,22. 23, 875
Pal Chowdhury, Ranjit. 389
Panni. K. K.. 792. 342. 857,900
Paramanik, Emazuddin (MPA),698
Patriot (Newspaper): 48
Paul. Motilal, 761-62
Paul. Parisat Kr., 640
Paul, Subal, 788-89
Peace Committee. 734
Peace Conference. 872-82
Peerzada (General), 2&
The Peking Review, 818-19
People's Democratic Party (PDP),676
Philatelic Journal, 924
Picciotto, R., 839
Pilger, John, 799, 862, 912
Pirzada (Lt. Gen.), 875
Podgorny (Mr.), 817

Prakash (General). 183
Prentice. Reginald. 812
President's Four Points Rebuttal Feelers. 217-18
President's War Fund.63
Proclamation of Independence. 4-5. 741-44
Prodhan. Abdul Matin (Foreign Service). 898
Prodhan, Azizur Rahman, 696
Prodhan, Zamilur Rahman (MPA). 698. 700, 702. 704, 705, 707. 708-10, 714-15
Psychological Warfare Cell. 90. 177
Pujet. Monsien, 440
Punday. S. D.. 771

Q
Qaium. Zahirul, 273. 280. 556-57. 762.
Quder. M. A., 387
Qadir, A. Z. M. A. (Foreign Service),897
Qayyum Muslim League (QML), 23. 800
Quader. M. Noorul.93. 204. 309. 312. 579
Quaderi. Shafi, 576. 590,596
Quaiyum. Abdul. 189
Quiyum. D. A.. 636
Quasem, Abdul, 391
Quddus, M. A. (MPA). 685-86.
Quddus. Ruhul. 285, 307

R
Rab. A.. 576
Rab. M. A.. 276
Rabb. M- M. (Col.), 175
Rabbi. Fazle. 419. 424-28, 432. 434
Radio Bangladesh* 64, 157. 163-64. 177. 253, 255,
Radio Pakistan, 177
Rahim, A, (MNA), 558
Rahim, Shaikh Abdur, 189
Rahim. Towabur, 593
Rahman. Abdur (MPA), 632, 676, 723. 727. 730. 731.732. 735
Rahman. Altafur (MPA j. 574. 620-21. 630
Rahman. Ashfaqur. 391, 397
Rahman, Ataur (S. I.), 189
Rahman, Atair, 189
Rahman, Azizer (MNA), 698-99
Rahman, Azizur (MNA), 379. 558, 574. 620-21, 625
Rahman, Azizur (MPA),58. 419. 697. 707, 704-06,710.714-15
Rahman, Azmal, 419
Rahman, A. K. M. Mahbubur.189
Rahman. A. K. Mujibur, 188
Rahman. A. M. Mustafizur. 857
Rahman. Bazlur. 189. 563. 899
Rahman. Enasur, 630.
Rahman. Faizur (Prof.), 639
Rahman, Fazlur (Contractor). 675
Rahman, Fazlur (MNA). 556. 558. 574. 620-21, 625
Rahman, Gazi (MPA).697
Rahman. Gazi Fazlur. 574. 620-21. 625. 630
Rahman. Golam (MPA). 698. 702. 704-08,714-15
Rahman, Habibur (MPA). 635. 685. 687
Rahman. Hamidur (MPA). 575, 593. 620-21.626, 699,
Rahman, Hamidur (Prof.) 273
Reazuddin, Hazi, 676
Rahman, Jamalur (MPA). 697
Rahman, Katibur (MPA). 698. 730. 702. 704, 706, 707, 708. 714-15
Rahman, Lutfur (MPA). 114. 236. 685-87. 689-90, 694, 697,
Rahman. Mafizur (MPA). 711. 697
Rahman. Mufizur (Foreign Service). 827, 897
Rahman. Mahbubur (Capt.)555
Rahman. Majedur, 299
Rahman, Mojibur (MNA). 639. 694. 703-05, 709
Rahman. Masudur. 189
Rahman, Matiur, 57. 130, 136. 176. 236, 697, 723

Rahman, Matiur (Assistant), 203
Rahman, Matiur (Dr.), 424-25
Rahman, Motiur (Foreign Service),898
Rahman, Matiur, (Lt.), 378
Rahman, Matiur (Principal), 380
Rahman, Matiur (S. I.), 188
Rahman, Mizanur, 632,
Rahman, Motiar, 419
Rahman, Motior (Foreign Service),898
Rahman. Mustafizur (Foreign Service),835, 897, 900
Rahim, M. Abdur (MNA), 686
Rahman, Md. Bazlur, 371
Rahman, Md. Golamur (Foreign Service), 898,
Rahman, Md. Shafiur,387
Rahman, Mohd. Shahedur (Foreign Service), 898
Rahman, Mohd. Wahidur (Foreign Service) 898
Rahman, Saidur (MPA),698. 703, 709. 715
Rahman, Sayedur, 593,620-21.626. 630, 897
Rahman, Shafiqur, 660
Rahman, Shahidur, 392, 397
Rahman, Shamsur, 189
Rahman, Sheikh Mujibur, 1-2, 4, 5, 13, 20, 22, 23, 24-26, 35, 38, 48, 51, 55, 97, 117, 123, 126, 151, 218, 240, 337, 339-40, 342-43, 353, 381, 383, 425, 434, 567, 576, 699, 703,711, 741-43, 751, 753, 760, 766, 768-70, 773-74, 777, 778, 780, 794-95, 797-804, 812-13, 831, 835, 838, 840-41, 853-54, 858-60, 866, 874, 876-79, 883, 890-91, 905, 907, 922-23
Rahman, Siddiqur (B. A. B. T.), 636
Rahman, Siddiqur (MPA), 635, 723, 594, 636,
Rahman, Syedur, 574, 636,
Rahman, S. A., 395
Rahman, S. I. Azizur, 632
Rahman.Tengku Abdul, 749
Rahman, Towabur (MPA), 639, 683,
Rahman, Wahidur (Foreign Servicc).898
Rahman. Waliur (MPA), 697,900
Rahman. Waliur (Foreign Service). 851. 857,
Rahman, Ziaur,3, 19
Rahim, Md. Abdul (Foreign Service). 851
Rahim (Foreign Service), 900
Rahim, Abdur (MPA), 176, 236, 379. 698, 701-02, 704, 708, 710
Rahim, Mohd. Abdur (Foreign Service),898
Rahim, M.A.,716
Rahim, Z. A. (MNA), 687
Raihan, Zahir, 125-26, 253, 280. 784
Rais, Abdur (MPA). 685-87
Ra j shah i Radio, 397
Raj shah i University , 93, 917
Raomari Community Development Project, 417-34
Raqub, A., 190
Rashid (Captain), 56, 241
Rashid, Abdur, 242, 244, 370, 379, 574
Rashid, A. K. M. Qamrul (Foreign Service), 898
Rashid, Harunar. 556
Rashid, Harun-ul, 238
Rashid, Harun-ur, 594. 634
Rashid, M. A. (MPA), 370, 380, 557, 558, 620-21, 625, 628
Rauf (Student League Leader), 57
Rauf, Abdur, 176
Rauf, A, (Prof.), 620-21
Rawat (Capt.), 638
Ray, A. K., 31, 197
Raza, Zahurul Huq (MPA), 724, 727-30
Razakar, 208,734, 807
Razzak, Abdur, 142, 144, 756-58, 856
Razzaque, Abdul, 917
Razzaque, Abdur, 633
Razzaque, Shah Abdur (MPA), 696
Rehman, Sobhan, 35-39, 69, 792, 839
Reports, 140-44, 183, 209-10

Report of Administration Reforms Commission on Personal Administration, Govt, of India, 270
Report of the Bengal Commission (1943), 468
Report of the Finance Commission (1943), 551
Report of the Macaulay Committee (1854), 446
Report of the Simon Commission (1930). 446, 468
Re-organisation of Liberation forces. 19-20
Rikhyi (General), 163
Rizvi. Abu Taher (Prof.). 641
Rob, Abdur (MPA), 378, 723, 725, 727, 729
Rob, Abdur (Foreign Service), 898
Rob. A. K. M. Abdur (Foreign Service), 898
Rob, Maulavi Abdur, 387
Robson (Prof.), 441
Rohde (Dr.). 421, 802
Roth (Mr.), 783
Rouf, Abdur (Foreign Service), 634, 900
Rouf, A. (MPA), 370, 380. 558, 697
Rauf. M. A. (Prof.), 574, 591, 593,625, 629, 633, 661
Rouf, Shamsur, 637
Round Table Conference (1969), 795, 853, 874
Roy. A. K., 759
Roy, Benoy, 126
Roy, K. C., 387
Roy, Mrinal Krishna, 389
Roy, Pronab, 396
Roy, Ruthin, 391, 397
Roy, Samarcndra Bhusan, 387
Roy, Chowdhury, Subrata, 755, 761

S
Sabban, Sheikh, 749
Saddi, S. K., 397
Sadekin (Mr.), 39J, 397
Safder, A. F. K. (MPA), 573
Safiulla (Major), 19
Saha, Pulin Behari, 387
Saha, Ranjit Chandra, 635
Saha, Sanat Kumar, 93. 917
Saha, Suresh Ch., 387
Saha, Shanti Ranjan, 635
Saha, Shasi Mohan, 388
Saha, S. N., 388
Sahaji, Nirode Baran, 597
Sahiuddin (MNA), 378, 723, 724, 727-29, 732, 735
Sahidullah, Md., 557, 632
Saifullah, A. M., 632, 640
Sazzad, S. S., 394
Sakhawat Ullah (Mr.), 606
Sakur, A., 397
Saiam, Abdus, 56
Salehuddin, S. K. I. M., 723
Salim, Imam Abu Zahid, 638
Samad, A., 90, 113. 121-22, 129, 134, 157, 172, 190, 205, 208, 214, 238, 245, 248-49, 252,256, 267, 386, 849
Samad, M. A. (Defence Secretary, Bangladesh), 783, 785-86, 846, 875-82
Samad, M. A. (D. S. P.), 299
Samad, S. A., 114, 236, 650, 655, 660, 668, 672-73
Samad, Syed Abdus, GoS
Samaddar, Rakendra Loval, 188
Samiruddin (Foreign Service),
Samuel, Marcas, 924
Sandip, Abul Kasem, 396, 420-21
The Sangbad (Daily Newspaper), 877
Sarder, giasuddin (MPA), 698, 701
Sarder, SadaAli, 419
Sarder, Tabibur Rahman (MPA), 723
Sarker, Bibhuti Bhusan, 127,
Sarkar, Elahi Baksh (MPA), 697
Sarkar, firozzaman, 188
Sarkar, Hamiduzzaman (MPA), 697
Sarkar, Abul Matin, 719, 721
Sarker, Azizur Rahman (MPA), 698-99, 704-08,714-15
Sarker, Feroz Ahmed, 637,
Sarker, Hasan Ali (MPA), 698, 701, 703, 709,714

Sarker, Monoranjan, 595
Sarkar, Susil kumar, 188
Sarkar, Nurul Islam. 390
Sarkar, Wazed Ali, 387
Sarma, Narayan Chandra, 189
Sarwar, Mustafa, 268, 269-83
Sarwarjaham, 595
Satian, Ram Sanker, 236
Sattar. Abdus, 242, 244, 636
Sattar, M. A. (M. P. A), 685-06
Sarwardy, Abdullah (MPA), 419, 702
Saxbe, William (Senator), 798, 802, 809
Sayeed, Abu (M. N. A), 379, 698, 701
Sayle, Murray, 812, 814
Schanberg, Sydney, 806, 808, 811, 813
SEATO, 881
Secretaries Committee, 300
Secretaries Sub-Committee, 260, 264
Selina Banu, 429
Sen, Triguna (DR), 142, 147-48
Sell, David, 862
Sengupta, D. K., 784
Sengupta, Suranjit (MPA), 685-86
Serajuddin, 594
Shafiruddin Ahmed (MPA), 620-21, 625, 628, 636
Shaha, Sanjit Kumar, 656
Shaha, Suklai, 594
Shahabundin, Fakir (MPA), 792
Shahabuddin, K. M,, 31-32, 665, 745, 773, 780, 897
Shaheed, Abdul (Foreign Service), 827, 897
Shahid, Mustafa (MPA), 370, 380, 558, 574, 593, 620-21, 625, 629, 640, 683
Shahiduzzaman, 188,
Shahjahan, Md., 557, 638
Shakawatullah (MPA), 593
Shaker, S. A., 390
Shamsuddin, A. K., 396
Shamsuzzoha, A. S. M,, (MNA), 566-69, 571
Sharfuzzaman (MR.), 395
Sharifuddin (MPA), 370, 380, 593
Shibusawa, A., 839
Sheik, F. A., (DR.) 167
Shwaminathan (MR.), 278
Siddique, Akram, 273
Siddique, Kamal. 114, 129
Siddique, Latif (MPA), 380
Siddique, M. R.. 63, 69, 571, 577, 772. 856
Siddique, Zahed, 392,395
Siddique, Mohd (Foreign Service), 898
Sikandar, Sharfuddin, 596
Sikder, Bachchu, 635
Sikder, T. H., 392,397
Singh, Aswini Kumar. 189
Singh, R. P. (Capt), 628
Singh, Swaran, 745, 822
Siraj, Kazi, (MPA), 567
Sirajuddin, 634
Situation inside Bangladesh. 810-16
Six-Point, 21-22, 25, 62, 126, 353, 768. 782, 794, 868
Smith. Colin, 421
Snowy-Murray Project (Australia), 466
Sobhan, Abdus (Foreign Service), 897
Solaiman Mohd. (Foreign Service), 898
Sowkat (Capt.) 574, 620-21, 625
The Spectator, 815-16
Stanley Gibbons Monthly, 925
Stansfield, Arthur D., 924
State Trading Corporation of India, 174, 279,
The Statesman, 43, 64, 278, 749. 800. 818
Stonehouse, John, 919, 924-25, 926-27
Strong, Arnold R.,924
Student Action Committee, 587
Student League, 57, 569
Subhas (Captain), 59
Subramaniam, R. V. 601-02, 608. 618-19, 647
Sufian, A. K. M. Abu (Foreign Service), 898
Sulaiman (Foreign Service), 899
Sultan, M. A. (MNA), 762
Sultan, Syed Abdus (MNA), 792
Sultan, Taher, 392, 397

The Sunday Telegraph, 803, 814, 907
The Sunday Times,798, 807, 811. 812. 814, 862, 890.912
Surya Sen Bharti Sibir, 56
Swadhin Bangla Betar Kendra, 14. 32, 47-48, 55, 914
Syed, Abu (Prof.), 58
Syed, G M., 97
Syeduzzaman (C.S.P.), 854
Sylhet District Awami League. 629
SSG Commando Group, 24

T
Tagor. Shahjahan, 594
Tajuddin Ahmed's Cabinet, 13, 14
Talukdar, M. 1. 299
Talukdar, Mahbub, 395
Tareque, Ali, 395
Tawney (Prof.) 460
Taylor, Allan, 421
Tennsse Valley Authority (U.S.A), 466
Thakur, Taheruddin, 121, 222, 420, 421, 566, 569, 571, 754, 756, 757, 762, 786, 787,914
The Times, 800, 803, 805, 811-12. 813-14,816,912
The Times of India, 52
The Time Magazine, 799, 803, 806, 810
Timur, 750
Titumir Bharti Sibir, 56
Toha, Golam, 189
Trevelyan and North Cote Report, 449
Trial of Collaborators, 299-301, 303
Tribal People.
Tweedie, Penny (Miss), 862

U
Umer (Lt. Gen.), 22, 875
United Front (1945), 341
United Nations Convention of Genocide, 804, 809
United Nations Force, 163
United Nations Human Rights Commission, 772
Universal Declaration of Human Rights, 884-86, 888
Urquhard, Brain F., 777-78
Usmain, Mahmudul Haq, 97

V
Vitenam War, 39
Viratelle, Gerard, 862
Volta River Scheme (Ghama), 466
Vomic, Bidhu Bhuhan, 420

W
Wadud, Md. Abdul, 639, 719
Wahab, M. A. (MPA), 568, 650,655, 665, 667
Waisuddin, 575, 620-21, 626
War Cabinet, 13-14
War Correspondents, 238
War Situation, 151-52
The Washington Star, 804
Waterloo, 750 '
Whitteker, Bob, 862
Wilson (Mr.), 912
Woodruff, John, 805
Woollacott, Martin, 808
World Bank Report, 810

Y
Yahya Government. 36
Yakub (Lt. Gen.), 24
Yar, Mohammad, 393
Younus, Md. (Prof.), 633
Youth Advisory Committee, 683-84
Youth Camps, 62, 108-12, 139-40, 155, 158-61, 180, 193-96, 360-80, 381-82, 555-76, 597,605-606, 609
Youth Camp Board of Control, 335-354
Youth Camp Directorate, 110, 108-112
Yough Camp Motivational Course, 358-59
Youth Camp Scheme, 62-63
Youth Relief Camp, 361-80, 560-75, 597, 600, 606-41
Youth Training, 335-54, 586-87, 589
Yonus, Abu, 394, 573
Yusoof, S. M. (MPA), 379, 698, 704-5, 707-8,710,714,715

Yousuf, Abu (Dr.) 158. 37L 562, 567. 569. 589-90, 599, 602-3, 606-8, 611, 615-16. 618, 623, 657, 663, 684

Z

Zafar, Abu, 429
Zafar, A. K. M. Abu (Dr.),665
Zafaruddin. Md., 242, 244
Zakaria. Mohd. (Foreign Service), 898
Zaman. K. A., 61. 70-71, 113. 128-30. 192. 211. 267. 577
Zamat-e-Islami. 675
Zeithin, Arnold, 276
Zemindary System, 910
Zoha, S. (M N A), 646
Zahidur Rahman (MNA), 698
Zahur, M. A. (MPA), 785-87
Zonal Administration, 136-37, 154
zonal Adminstrative Council. 84-87. 100-7, 135, 154, 175-76. 178. 187-89 . 190-92, 219-34. 235-37. 281. 249. 261-63.297
Zonal Advisory Committee. 669

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা	
১।	বৃটেনে গঠিত 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান	২
২।	ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের মুখপাত্র 'বিদ্রোহী বাংলা'য় প্রকাশিত তথ্যাবলী	৪
৩।	বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতার আহবানে শপথ সভার প্রচারপত্র	৮
৪।	'স্বাধীন বাংলা'- স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর বুলেটিন	৯
৫।	বৃটিশ এম-পি কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং সাহায্যের আশ্বাস	১০
৬।	স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে ও স্বীকৃতির দাবীতে সারা বৃটেনে সভা ও শোভাযাত্রার আহবান	১১
৭।	শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের খবর এবং কমন্স সভার সদস্যগণ কর্তৃক পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির আহবান সম্পর্কিত তথ্য	১২
৮।	বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ও গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবি নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান জানিয়ে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিবৃতি	১৩
৯।	বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের জন্য চার্চসমূহের প্রতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ড সভাপতির আহবান	১৪
১০।	স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য বৃটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ড সভাপতির আহবান	১৫
১১।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবর রহমানের জীবন রহমানের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মার্কিন সিনেটরদের প্রতি বৃটেনের বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের আহবান	১৬
১২।	বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের আহবান	১৮
১৩।	লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে আবেদন	২১
১৪।	বাংলাদেশের সমর্থনে জনসভা ও মিছিলের আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	২২
১৫।	বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন দানের জন্যে বিশ্বের সকল উপাচার্যের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবিদের আবেদন	২৩
১৬।	বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের জবাব	২৫
১৭।	বাংলার বুদ্ধিজীবি ও গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধীনতা সমর্থন করার জন্য বৃটেনের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষক সম্প্রদায়ের আহবান	২৭
১৮।	বৃটেনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন-ইউ-কে'-এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব	২৮
১৯।	বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন মহলের অভিমতের সংকলন	২৯
২০।	স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য বৃটেনের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আহবান	৩৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য সারা বিশ্বের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি আহবান	৩৭
২২।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য বৃটিশ জনগণের প্রতি আহবান	৩৯
২৩।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪১
২৪।	বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আবেদন	৪৩
২৫।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দান এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচার বন্ধের জন্য প্রভাব খাটানোর আবেদন জানিয়ে গণচীনের চেয়ারম্যানের প্রতি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চিঠি	৪৫
২৬।	গৃহযুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নয়, বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন-বিরোধী প্রচারণার অর্থনৈতিক সাহায্যের বিরুদ্ধে এ্যাকশন কমিটির বক্তব্য	৪৬
২৭।	পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিরুদ্ধে এ্যাকশন কমিটির বক্তব্য	৪৮
২৮।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আবেদন	৪৯
২৯।	স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আহবান সংবলিত প্রচারপত্র	৫১
৩০।	বাংলাদেশ এখন সহস্র মাইলাই-এর অবস্থায়ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনের আবেদন	৫২
৩১।	ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমর্থনে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান	৫৩
৩২।	বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ পত্রিকার ভুল প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ডের বক্তব্য	৫৪
৩৩।	‘বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রীডম’- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৫৫
৩৪।	‘ফ্যাক্ট-শীট- দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ’সংগ্রাম সম্পর্কে প্রতিবেদন	৬১
৩৫।	‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’’ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রচারপত্র	৬৪
৩৬।	জনাব এ, সামাদ এম, এন, এ-র প্রতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	৬৫
৩৭।	বৃটেনে প্রবাসী জনাব এম, এ, রাজ্জাক চৌধুরীর প্রতি কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনাব আনোয়ার করিম চৌধুরীর চিঠি	৬৬
৩৮।	বাংলাদেশের সমর্থনে ১৯শে জুন হাইড পার্কে অনুষ্ঠিতব্য জনসভা ও গণমিছিলের প্রচারপ্রত্র	৬৮
৩৯।	এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের প্রস্তাবের জবাবে বাংলাদেশ থেকে ক্যাপ্টেন এন, হুদার চিঠি	৬৯
৪০।	বাংলাদেশ সম্পর্কে ‘এইড বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপ’ এর প্রতিবেদন	৭০
৪১।	বৃটেনে এ্যাকশন কমিটিসমূহের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা চালানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রতিবেদন	৭৫
৪২।	পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধের জন্য বাঙালী শ্রমিক নেতাদের আহবান	৮০
৪৩।	পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ প্রয়াস সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৮২
৪৪।	স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়াবের প্রতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	৮৬
৪৫।	৩১ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের সমর্থন সভায় যোগদানের কথা জানিয়ে বৃটিশ এম,পি-র চিঠি	৮৭

৪৬। ৩১ জুলাই-এর সভায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে জন স্টোনহাউস এম,পি-র চিঠি ৮৮

ক্রমিক	বিষয়	সতের পৃষ্ঠা
৪৭।	অচিরে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	৮৯
৪৮।	শেখ মুজিবের বিচারের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির একটি প্রচাপত্র	৯০
৪৯।	এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক জাহাজ ক্রয়ের ব্যাপারে একটি বৃটিশ কোম্পানীর সাথে পত্র যোগাযোগ	৯১
৫০।	১৯৭১ সনের ৬ ও ১২ আগস্ট লন্ডনে অনুষ্ঠিত এ্যাকশন কমিটির সভার প্রস্তাবাবলী	৯৪
৫১।	১১ আগস্ট প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান	৯৬
৫২।	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রতি মাসিক ‘ভেঞ্চার’ সম্পাদক জর্জ কানিংহাম এম,পি-র চিঠি	৯৭
৫৩।	১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশন কমিটির প্রথম সভার বিজ্ঞপ্তি	৯৮
৫৪।	বাংলাদেশেল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের গোপন বিচার বন্ধের জন্য সোচ্চার আহবান সংবলিত বিজ্ঞাপন	৯৯
৫৫।	বৃটেনের বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো রচনার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র	১০১
৫৬।	২০ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশন কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি	১০৪
৫৭।	স্বাধীনতা সংগ্রামে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের সুব্যবস্থার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনস্টার ব্যাঙ্কে নতুন হিসাব খোলার বিজ্ঞপ্তি	১০৫
৫৮।	২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন সাব-কমিটির সভার আলোচনা সূচী ও কার্যবিবরণী	১০৬
৫৯।	২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ	১০৯
৬০।	৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ	১১০
৬১।	স্টিয়ারিং কমিটির ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির আহবায়কের প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সম্পাদকের চিঠি	১১২
৬২।	বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য	১১৩
৬৩।	৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ	১১৫
৬৪।	আসন্ন কনভেনশনের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব চেয়ে স্টিয়ারিং কমিটিকে লেখা আইলিংটন কমিটি সম্পাদকের চিঠি	১১৬
৬৫।	সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ সভার প্রাস্তাব ও গঠিত কমিটির বিবরণ	১১৭
৬৬।	বাংলাদেশ সঙ্কট নিরসনে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং জাতিসংঘে চাপ সৃষ্টির আহবান সংক্রান্ত বিভিন্ন লবীর কাছে লিখত চিঠি	১১৯
৬৭।	বাংলাদেশ তহবিলের সাহায্যার্থে প্রদর্শিত চ্যারিটি শো-র বিজ্ঞপ্তি	১২১
৬৮।	কনভেনশনের সরাসরী প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ রিলিফ কমিটির সম্পাদকের চিঠি	১২২
৬৯।	আসন্ন কনভেনশন সম্পর্কে নর্থ এ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন শাখা এ্যাকশন কমিটির সভাপতি কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লেখা চিঠি	১২৩
৭০।	ওলন্দাজ এম, পি’ দের ভারত সফরের ব্যাপারে ল্যাংকাশায়ারাস্থ বাংলাদেশ এ্যাসোসেয়েশনের তৎপরতা	১২৫
৭১।	২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিরণী ও প্রাস্তাবসমূহ	১২৬
৭২।	বাংলাদেশ গন-সংস্কৃতি সদস্যদের সভার বিজ্ঞপ্তি	১২৮
৭৩।	বিচারপতি চৌধরীর প্রতি বৃটিশ লেবার পার্টির চিঠি	১২৯
৭৪।	নেদারল্যান্ডের দৈনিক-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর নিবন্ধের অনুবাদ	১৩০

সংবলিত ফ্যাকট্‌ শীট-১৮’

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৫	মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাসঃ বাংলাদেশের অব্যহত স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটি সমীক্ষা	১৩৩
৭৬	১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত কণভেনশনের কমিটির সভার প্রাস্তাবসমূহ	১৩৫
৭৭	সংগৃহিত চাঁদার হিসাব সহ রসিদ বই ফেরতদানের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের আবেদন	১৩৬
৭৮	বে’সওয়াটার শাখা এ্যাকশন কমিটির ২রা আক্টোবরের সভার প্রস্তাবাবলী	১৩৭
৭৯	বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে প্রাচারিত রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি	১৩৮
৮০	কনভেনশন উপলক্ষে সকল আঞ্চলিক এ্যাকশন কমিটিকে অবিলম্বে প্রতিনিধি নির্বাচন ও তা কনভেনশন কমিটিকে জানানোর জন্যে আহবায়কের বিজ্ঞপ্তি	১৩৯
৮১	লন্ডনে ১১ আক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন প্রশ্নে ভিন্নমতাবলম্বীদের সভার প্রস্তাবাবলী	১৪০
৮২	লন্ডনের আওয়ামী লীগের সাগঠনিক কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রাচারপত্র	১৪২
৮৩	বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ লেবার পার্টির সিদ্ধান্ত জানিয়ে মিঃআয়ান মিকার্ডো এম, পি-র চিঠি	১৪৫
৮৪	কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বীদের বক্তব্য সংবলিত চিঠি	১৪৮
৮৫	কনভেনশনের জন্য নির্ধারিত দুজন প্রতিনিধির নাম সহ কিন্ডার মিনস্টার শাখার সভাপতির চিঠি	১৫০
৮৬	কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্নমতানলম্বীদের পক্ষেআহবায়কের প্রতি চিঠি	১৫১
৮৭	কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন বক্তব্য জানিয়ে লিউটন শাখা এ্যাকশন কমিটির সম্পাদকের চিঠি	১৫২
৮৮	বাংলাদেশ আন্দোলন সমর্থনকারী জনৈক বৃটিশ নাগরিকের প্রতি এ্যাকশন কমিটির আহবায়কের চিঠি	১৫৪
৮৯	ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের প্রতি স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের চিঠি	১৫৫
৯০	থার্ড ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ সংবলিত এ্যাকশন কমিটির আহবায়কের উদ্দেশ্যে চিঠি	১৫৭
৯১	২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী	১৫৮
৯২	অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনের জন্য মিডল্যান্ড অঞ্চলের কমিটিসমূহের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও নাম সহ লিখিহ চিঠি	১৫৯
৯৩	কনভেনশনের জন্য মনোনীত বিভিন্ন কমিটির ও তাদের প্রতিনিধিদের তালিকাসহ সভাপতি ও সম্পাদকের চিঠি	১৬১
৯৪	কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন মতানলম্বীদের পক্ষে স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের প্রতি চিঠি	১৬৪
৯৫	বাংলাদেশের সমর্থনে গঠিত ‘বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ’-এর তিনটি প্রচারপত্র	১৬৫
৯৬	বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ আয়োজিত একটি জনসভায় গৃহীত প্রাস্তাব	১৬৯
৯৭	বাংলাদেশ গনহত্যা বন্ধ ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের ইস্যুতে ট্রাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভার পোস্টার	১৭০
৯৮	বাংলাদেশে স্টিয়াসিং কমিটির আহবায়কের কাছে লিখিত বৃটিশ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের একটি চিঠি	১৭১
৯৯	ভারতের প্রাধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের একটি চিঠি	১৭৩
১০০	বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধূরীর কাছে লিখিত নর্দাম্পটন এ্যাকশন কমিটির সম্পাদকের একটি চিঠি	১৭৫
১০১	বৃটেরে বাংলাদেশে ছাত্রদের প্রথম জাতীয় সম্মেলনের একটি প্রচার পুস্তিকা	১৭৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০২	ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন সফর উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ৩০ অক্টোবর আয়োজিত একটি গনমিছিলের প্রচারপত্র	১৮৫
১০৩	৩০ আক্টোবর হাইড পার্কের জনসমাবেশ ও মিছিলের কর্মসুচী	১৮৬
১০৪	বাংলাদেশ মিশন প্রাধনের কাছে লিখিত '' ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশের'' পক্ষে কয়েকজন সদস্যের চিঠি	১৮৭
১০৫	সুরাইয়া খানমের কাছে বৃটিশ এম-পি জোয়ান হল এর পক্ষে লিখিত একটি চিঠি	১৮৮
১০৬	স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারীর কাছে লিখিত ''ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটির '' পক্ষে সৈয়দ বশীর আহমদের চিঠি	১৮৯
১০৭	অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের আহবান সংবলিত কর্নেল ওসমানীর চিঠি	১৯০
১০৮	বাংলাদেশ স্বীকৃতিদানের দাবীতে হাইড পার্কে একটি জনসভার প্রেস বিঞ্জপ্তি	১৯১
১০৯	বাংলাদেশ কনভেনশন কমিটির আহবায়কের কাছে লিখিত সাইথ ইংল্যান্ড রিজিওনাল কমিটির জয়েন্ট কনভেনর-এর চিঠি	১৯২
১১০	লন্ডনের ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনস্টার ব্যাংক ম্যানেজারকে লিখিত বাংলাদেশ ফান্ড একাউনটেন্ট জেনারেল এর চিঠি	১৯৪
১১১	হাইড পার্কে বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত বাংলাদেশ স্বীকৃতি মিছিলের পরিচয়পত্র ও পোস্টার	১৯৫
১১২	বাংলাদেশ যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে প্রাচারিত একটি আবেদনপত্র	১৯৬
১১৩	'বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি' প্রাচারিত একটি বিঞ্জপ্তি	১৯৭
১১৪	বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ লেবার পার্টির অভিমত জানিয়ে লিখিত মিঃ হ্যারল্ড উইলসন এম, পি-র একটি চিঠি	১৯৯
১১৫	'জেনোসাইড ইন বাংলাদেশঃ' বাংলাশের হত্যাযঞ্জের উপর একটি প্রচার পুস্তিকা	২০০
১১৬	দি এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউনাইটেড কিংডম'-এর গঠনতন্ত্র	২০৫
১১৭	বাংলাদেশকে সমর্থনদানের আহবান সংবলিত একটি পুস্তিকা	২০৭
১১৮	বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী এ্যাকশন বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপের সমর্থক ও সহযোগী ব্যক্তি এবং দলসমূহের তালিকা	২১১
১১৯	''বাংলাদেশ কেন''? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যেরর একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষন	২১৩

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

১২০	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস কবলিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নিদারুন অবহেলা জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে লিখিত চিঠি	২২৩
১২১	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস কবলিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিত চিঠি	২২৪
১২২	নির্বাচনে বিজয়লাভের জন্য শেখ মুজিব ও তার দলকে অভিনন্দন পরামর্শ দিয়ে লিখিত চিঠি	২২৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৩	অভিনন্দনের জবাবে শেখ মুজিব কর্তৃক আমেরিকাস্থ পাকিস্থান লীগের সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন	২২৭
১২৪	ইয়াহিয়া খানকে প্রতিশ্রুত অস্ত্র সাহায্য না দেয়ার আবেদন জানিয়ে যুক্তরাষ্টের জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত চিঠি	২২৮
১২৫	আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	২৩০
১২৬	“বাংলাদেশ”- আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের মুখপত্র	২৩২
১২৭	“বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ”- এর বক্তব্য সংবলিত প্রচারপত্র	২৩৪
১২৮	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন	২৩৫
১২৯	প্রবাসী সকল বাঙালী ও প্রতিবেশীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের বক্তব্য	২৩৭
১৩০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও নেতৃবৃন্দের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সভাপতির আবেদন	২৩৯
১৩১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আবেদন	২৪১
১৩২	আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সভাপতির প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্র	২৪৩
১৩৩	প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের বক্তব্য	২৪৪
১৩৪	যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার আবেদন	২৪৭
১৩৫	প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগ সভাপতির বক্তব্য	২৪৯
১৩৬	প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সম্পাদকের বক্তব্য	২৫১
১৩৭	আমেরিকাস্থ বাংলাদেশ লীগের সদস্যভূক্তির ফরম	২৫২
১৩৮	আমেরিকায় প্রবাসী আঙালীদের প্রতি সর্বাত্নক সহযোগিতার আহবান	২৫৩
১৩৯	বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	২৫৫
১৪০	বাংলাদেশ গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য আবেদন	২৫৬
১৪১	ক্যালিফোর্নিয়ায় আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশের তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিবেদন	২৫৭
১৪২	বাংলাদেশর স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার আহবান	২৬০
১৪৩	আমেরিকায় বাংলাদেশের দুটো মিশন খোলা সম্পর্কে জনাব রেহমান সোবহান ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করে লেখা চিঠি	২৬৪
১৪৪	ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার বার্ষিক সাধানণ সভার বিজ্ঞপ্তি	২৬৫
১৪৫	মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের কলাম্বাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ	২৬৭
১৪৬	আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালীদের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংবাদের প্রতিবেদন	২৬৯
১৪৭	ওয়েস্ট কোস্টে বসবাসকারী বাঙালীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা ও তৎপরতার ওপর প্রতিবেদন	২৭৩
১৪৮	নিউইয়র্কে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি	২৭৯
১৪৯	বাংলাদেশে লীগ অব আমেরিকার গ্রেটার ওয়াশিংটন ডি সি শাখার সাধারন বিজ্ঞপ্তি	২৮০
১৫০	বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশের বিজ্ঞপ্তিসহ মার্কিন জনগনের প্রতি সাহায্যের আবেদন	২৮১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫১	নিউইয়র্কে সমাবেশ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতার ওপর প্রতিবেদন	২৮৩
১৫২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	২৯০
১৫৩	যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সমর্থক ডঃ ও মিসেস গ্রীনোর প্রতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতির ধন্যবাদ পত্র	২৯৪
১৫৪	বাংলাদেশের ঘটনায় ইন্ডিয়ানার মিডওয়েস্টার্ন কম্যুনিটি উদ্বেগ ও তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিবেদন	২৯৫
১৫৫	স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিকের সংবাদ সহ প্রকাশিত ‘শিখা’	২৯৮
১৫৬	শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের লিখিত চিঠি	৩০২
১৫৭	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র	৩০৫
১৫৮	বাংলাদেশের সংগ্রামে মার্কিন জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন	৩০৬
১৫৯	বাংলাদেশের সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন	৩০৮
১৬০	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৩০৯

কানাডায় প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

১৬১	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা (টরেন্টা) এর কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	৩২৩
১৬২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা প্রকাশিত মুখপত্র ‘বাংলাদেশ’- এর দুটি খবর	৩২৪
১৬৩	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কুইবেক- এর কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	৩২৫
১৬৪	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা’র সাধারণ সম্পাদকের চিঠি	৩২৬
১৬৫	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার মুখপত্র ‘বাংলাদেশ’ এর সম্পাদকীয় এবং সমিতির কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত আরও তথ্য	৩২৭
১৬৬	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কুইবেক-এর মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল	৩২৯
১৬৭	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া কর্মকর্তার প্রতিবেদন	৩৩০
১৬৮	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া কর্মকর্তার কাছে লিখিত মার্কিন সিনেটরদের চিঠি	৩৩২
১৬৯	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার মুখপত্র ‘বাংলাদেশ’ এর সম্পাদকীয়, এসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি	৩৩৪
১৭০	বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ডীনের কাছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন কর্মকর্তার পত্র	৩৩৮
১৭১	ভ্যাঙ্কুভারে প্রবাসী বাঙালী ও ফ্রেজার গ্রুপ প্রকাশিত ‘বায়াস’ পত্রিকার একটি আবেদন	৩৩৯
১৭২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়ার একটি আবেদন	৩৪০

ইন্দোনেশিয়ায় প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

১৭৩	পঁচিশে মার্চে হত্যাযজ্ঞে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও জনগণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রচার অভিযান সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	৩৪৩
১৭৪	আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডের প্রাক্তন প্রধান কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ	৩৪৭

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৫	প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত ইন্দোনেশীয় প্রচার মাধ্যমের প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৩৪৮
১৭৬	পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীর কলকাতা গমন সংক্রান্ত চিঠি ও তার উত্তর	৩৫২
১৭৭	প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতার উপর ভিত্তি করে 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রতিবেদন	৩৫৪
১৭৮	পরিস্থিতি সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় পত্রিকার মূল্যায়ন	৩৫৬
১৭৯	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানরত বে-সরকারী বাঙালীদের কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত চিঠি	৩৫৮
১৮০	'আমরা' গোষ্ঠীর প্রচার তৎপরতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৩৫৯
১৮১	বাংলাদেশ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী কর্মীর কাছে লিখিত বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসাপত্র	৩৬০
১৮২	'আমরা' গোষ্ঠীর সাথে প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা সম্পর্কে লিখিত বাংলাদেশ সরকারের চিঠি	৩৬১
১৮৩	'আমরা' গোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিনিময়কৃত প্রচার এবং বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত কয়েকটি চিঠি	৩৬২
১৮৪	ইন্দোনেশিয়ার জনমত সম্পর্কে 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন	৩৬৫
১৮৫	পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালানো সংক্রান্ত 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত প্রতিবেদন	৩৬৬
১৮৬	বাংলাদেশ সরকারকে আন্দোলনের অগ্রগতি ও সমস্যা সর্ম্পকে লিখিত 'আমরা' গোষ্ঠীর চিঠি	৩৬৯
১৮৭	বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইন্দোনেশীয় জনগণের তৎপরতা সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন	৩৭১
১৮৮	'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক সাংকেতিক নাম ব্যবহার এবং আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা সর্ম্পকে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	৩৭৩
১৮৯	'আমরা' গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	৩৭৫
১৯০	'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রতিবেদন	৩৭৮
১৯১	প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে মতামত গড়ে তোলার সাফল্যের সংবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	৩৮০
১৯২	ইন্দোনেশিয়ায় জনগণের মতামতের উপর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন	৩৮২
১৯৩	'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত দু'টি প্রতিবেদন	৩৮৪
১৯৪	'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইন্দোনেশীয় প্রচার মাধ্যমে প্রচারের জন্য লিখিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	৩৮৯
১৯৫	'আমরা' গোষ্ঠীর সদস্যদের সাংকেতিক নাম ব্যবহার সংক্রান্ত চিঠি	৪০৪
১৯৬	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'আমরা' গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রচারকার্য সম্পর্কে লিখিত চিঠি	৪০৬
১৯৭	'আমরা' গোষ্ঠীর ভূমিকার উপর লিখিত প্রতিবেদন	৪০৮
১৯৮	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর সাফল্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'আমরা' গোষ্ঠীকে প্রেরিত বিভিন্ন তথ্য	৪১৪
১৯৯	বিজয়োত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'আমরা' গোষ্ঠীকে লিখিত চিঠি	৪১৫
	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতা	
২০০	স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবান	৪১৯
২০১	বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বিবৃতি	৪২২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০২	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহয্যের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে মওলানা ভাসানীর আবেদন	৪২৩
২০৩	সমমনা দলসমূহের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির আহবান	৪২৯
২০৪	পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	৪৪২
২০৫	বিশ্বের আন্তর্জাতিক যুব ও ছাত্র সংগঠনের প্রতি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন চেয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আবেদন	৪৪৬
২০৬	জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য মাওলানা ভাসানীর প্রস্তাব	৪৫০
২০৭	মুজিব নগরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত	৪৫১
২০৮	উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মওলালা ভাসানীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৪৫২
২০৯	বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা	৪৫৬
২১০	বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৪৬১
২১১	মওলানা ভাসানীর সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ	৪৬৩
২১২	মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি	৪৬৪
২১৩	কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য শাজাহান সিরাজের বক্তৃতা	৪৬৭
২১৪	পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসী বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	৪৭০
২১৫	পকিস্তানের সাথে আপোসের বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানী	৪৭৩
২১৬	বিশ্বের বিদ্যোৎসাহী সমাজের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আবেদন	৪৭৪
২১৭	বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদের পক্ষে জহির রায়হানের একটি আবেদন	৪৭৫
২১৮	সংসদ সদস্যদের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ	৪৭৬
২১৯	পশ্চিম বংঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসী বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	৪৮৪
২২০	বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি কর্তৃক কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	৪৮৬
২২১	জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যৌথ সভার উপর লিখিত আওয়ামী লীগের মুখপত্রের সম্পাদকীয়	৪৮৭
২২২	ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর বক্তৃতা	৪৯০
২২৩	দিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষে বাংলাদেশ মিশনে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	৪৯৩
২২৪	জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা	৪৯৬
২২৫	বাংলাদেশের মুক্তি প্রশ্নে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ	৪৯৮
২২৬	‘‘সার্বভৌম বাংলাদেশ একমাত্র লক্ষ্য’’ -মওলানা ভাসানী	৪৯৯
২২৭	শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে বিশ্বের শ্রমিক সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন	৫০০
২২৮	বাংলাদেশ শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে সিনেটর কেনেডীকে প্রদত্ত স্মারকপত্র	৫০৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২৯	রাজনীতি ও রণকৌশলগত খসড়া দলিলের সংক্ষিপ্তসার	৫০৫
২৩০	বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সমন্বয় কমিটির নিজস্ব ভূমিকা ব্যাখ্যা করে প্রদত্ত বিবৃতি	৫০৮
২৩১	বাংলাদেশের গণহত্যায় পাকিস্তানকে সহায়তা না করার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আবেদন	৫১০
২৩২	মার্কিন প্রশাসনের সমালোচনা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির বিবৃতি	৫১১
২৩৩	আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেস সমবায়ে সংযুক্ত কমিটি গঠন	৫১৩
২৩৪	সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির উপর আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্রের সম্পাদকীয়	৫১৫
২৩৫	শিক্ষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য শাজাহান সিরাজের ভাষণ	৫১৬
২৩৬	উপদেষ্টা কমিটির ওপর লিখিত সরকারের কাছে প্রদত্ত একটি প্রতিবেদন	৫১৯
২৩৭	স্বাধীনতা যুদ্ধে আপোসের বিরোধিতা করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিবৃতি	৫২১
২৩৮	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির শিক্ষা সমাজ সেবা বিভাগের একটি চিঠি	৫২২
২৩৯	‘‘বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান’’ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা	৫২৩
২৪০	মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৫২৪
২৪১	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর বক্তৃতা	৫২৬
২৪২	বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রীয় রূপরেখা ও কর্মসূচী	৫২৯
২৪৩	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে পার্টি সার্কুলার	৫৩৭
২৪৪	বালাদেশের স্বাধীনত সংগ্রামের মূল্যায়ন	৫৪২
২৪৫	বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বিশ্ব বুদ্ধিজীবী মহলের প্রতি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদের আবেদন	৫৫২
২৪৬	বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি	৫৫৫
২৪৭	ভারতে আগত বাংলাদেশবাসীর যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি প্রচারপত্র	৫৫৭
২৪৮	বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য বিশ্বের শ্রমিক সংগঠন সমূহের প্রতি বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার	৫৫৯
২৪৯	জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচী	৫৬৪
২৫০	বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিবেদন	৫৬৭
২৫১	বিদেশে সাহায্য চেয়ে অজয় রায়ের চিঠি	৫৭৪
২৫২	মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	৫৭৫
২৫৩	বাংলাদেশ নিপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সহায়ক সংস্থার একটি আবেদন	৫৮৯
২৫৪	সিনেটর এডওয়ার্ড কেনিডীর প্রতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী এবং ক্রীড়াবিদদের আবেদন	৫৯১
২৫৫	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি সংক্রান্ত তথ্য	৫৯৩
২৫৬	বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভাসমূহের কার্যবিবরণী	৫৯৪

সংযোজন

২৫৭	বাংলাদেশকে সমর্থন এবং স্বীকৃতির জন্য সরকারকে রাজী করানোর অনুরোধ জানিয়ে বৃটিশ জনগনের প্রতি আহবান	৫৯৭
২৫৮	পাকিস্তানী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীতে টাকা না রাখার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আহবান	৫৯৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫৯	ব্রাডফোর্ডের বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাবাবলী	৫৯৯
২৬০	স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বাংলাদেশের কবি গান	৬০০
২৬১	লন্ডনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন	৬০৬
২৬২	বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদে প্রচারিত স্বাধীনতা সংগ্রামের গান	৬০৭
২৬৩	বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	৬০৯
২৬৪	লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে নীতিগত সম্মতি জানিয়ে মুজিবনগর থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সহযোগীর চিঠি	৬১০
২৬৫	প্রবাসে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাবসহ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লিখিত চিঠি	৬১১
২৬৬	লন্ডনের হাইড পার্কের সমাবেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণের বিবরণী	৬১৩
২৬৭	আন্দোলনের কতিপয় দিক সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগের মওদুদ আহমদের প্রতি স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের চিঠি	৬১৮
২৬৮	স্টিয়ারিং কমিটির প্রতি একটি কনভেনশন কমিটি গঠনের আহবান সম্পর্কিত প্রবাসী নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ	৬১৯
২৬৯	লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশের স্বীকৃতি মিছিলের কর্মসূচী-পুস্তিকা	৬২০
২৭০	বৃটেনে পকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালী কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনোপলক্ষে আয়োজিত সভার বিজ্ঞপ্তি	৬২৪
২৭১	ট্রাফালগার স্কোয়ারে প্রদত্ত ১লা আগস্টের ভাষণ সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপারে আবু সাঈদ চৌধুরীকে লিখিত চিঠি	৬২৫
২৭২	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে বৃটেনের পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশনার আহবান	৬২৬
২৭৩	দক্ষিণ পূর্ব ইংল্যান্ড অঞ্চলের পক্ষে কনভেনশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া সংবলিত একটি চিঠি	৬২৭
২৭৪	লন্ডনস্থ মুকুল এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘জয় বাংলা’র প্রচারপত্র	৬২৮
২৭৫	লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি	৬২৯
২৭৬	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন	৬৩১
২৭৭	লন্ডনে ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র	৬৩৩
২৭৮	জাতিসংঘে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যাত্রার বার্তাসহ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রতি মুজিবনগর থেকে প্রেরিত টেলিগ্রাম	৬৩৪
২৭৯	মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস উপলক্ষে লন্ডনের সাপ্তাহিক জনমত-এর আবেদন	৬৩৫
২৮০	বৃটেনের এনফিল্ড এ্যাকশন কমিটির পক্ষে চাঁদা আদায়ের রসিদ বই সংক্রান্ত অভিযোগসহ বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টী জন স্টোনহাউস এম,পি-কে লিখিতচিঠি	৬৩৬
২৮১	ম্যাঞ্চেষ্টারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের প্রতি চিঠি	৬৩৮
২৮২	‘মৌলভী বাজার এসোসিয়েশন’ নাম নিয়ে কতিপয় ব্যক্তির ক্ষতিকর কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃটেনে প্রবাসী মৌলভী বাজারের অধিবাসীদের চিঠি	৬৩৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮৩	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন এবং 'বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ডে' চাঁদা প্রদানের জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আবেদন জানিয়ে বৃটেনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উদ্দেশে লিখিত চিঠি	৬৪০
২৮৪	যুদ্ধকালে বৃটেনের বিভিন্ন শহরে মঞ্চায়িত নৃত্যনাট্য 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' এর পান্ডুলিপি	৬৪৪
২৮৫	১৬ অক্টোবর ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পোস্টার	৬৫০
২৮৬	প্রেরিত চাঁদার রসিদ চেয়ে লিবিয়া থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লেখা চিঠি	৬৫১
২৮৭	দক্ষিণ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক এ্যাকশন কমিটি সম্পর্কে মতানৈক্যের প্রশ্নে আয়োজিত সভায় উপস্থিতির জন্য কনভেনশন কমিটির আহবায়কের বিজ্ঞপ্তি	৬৫২
২৮৮	ওল্ডহ্যামে গঠিত বাংলাদেশ ইয়োথ লীগের সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহারের উপদেশ কামনা করে স্টিয়ারিং কমিটিকে লিখিত চিঠি	৬৫৩
২৮৯	প্রবাসে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বলিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে গণ-সংস্কৃতি সংসদের পক্ষে পেশকৃত গোপন প্রতিবেদন	৬৫৪
২৯০	ঈদের ফেতরা সহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সাহায্যের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সমিতির আবেদন	৬৫৮
২৯১	বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতার আহবান জানিয়ে বৃটেনের লিবারেল পার্টির ১৯৭১ সনের কনফারেন্সে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রচারিত আবেদন	৬৬০
২৯২	বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি ডঃ এনামুল হকের চিঠিপত্র ও যোগাযোগ	৬৬২
২৯৩	ইংল্যান্ডে গঠিত বাংলাদেশ ফান্ড ও এ্যাকশন কমিটিসমূহের স্টীয়ারিং কমিটির আয় ও ব্যয়ের হিসাব	৬৭৪
২৯৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী আবুল এইচ, সাদউদ্দিনের চিঠিপত্র	৬৯৪
২৯৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের প্রচারিত 'টু এ্যাপীলস'	৬৯৯
২৯৬	পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসে বাঙালী কূটনীতিকের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি	৭০১
২৯৭	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বাঙালী কূটনীতিক এ, এম, এ, মুহিতের স্মারকলিপি	৭০২
২৯৮	পাকিস্তান সরকারের চাকুরী ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের কারণ সংবলিত বাঙালী কূটনীতিক এ, এম, এ, মুহিতের বিবৃতি	৭০৬
২৯৯	পাক সামরিক জান্তার অধীন গভর্নর মালিকের নিকট জনাব মুহিতের চিঠি	৭০৮
৩০০	নির্ঘন্ট	৭১১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :চতুর্থ খন্ড

মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল : চতুর্থ খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-4

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright : Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December 2003
Reprint: June 2009

ISBN: 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : চতুর্থ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্‌সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের **১৯৭১** সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য **১৯৭৭** সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় **১৯৮২** সনে **১৫** খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর-প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্যে মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সে-সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (পৃষ্ঠা ২-৩) এবং ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা (পৃঃ ২৩০-২৩২) সহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালীরা বিশেষ করে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আগে থেকেই তৎপরতা চালাচ্ছিলেন; ১৯৭১ সনের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সরকারের নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে পরিচালিত করেন।

বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা গঠিত 'এ্যাকশন কমিটি ফর দ্য পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' স্বাধীনতা সংগ্রামকে সহায়তার উদ্দেশ্যে বিভিন্নমুখী তৎপরতা চালিয়েছিল। বৃটেনের বিভিন্ন শহরে মিছিল ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। লন্ডনের এমনই একটি সমাবেশে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণ এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে (পৃঃ ৬১৩-৬১৭)। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানদের প্রতি (পৃঃ ৪৩-৪৫, ১৭৩-১৭৪), বৃটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রতি (পৃঃ ১৮-২২), বৃটিশ কনজার্ভেটিভ (পৃঃ ৩৫-৩৯) ও লিবারেল (পৃঃ ৬৬০-৬৬১) দলসমূহের প্রতি এবং মার্কিন সিনেটর (পৃঃ ১৬-১৭) ও কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি (পৃঃ ২৪৭-২৪৮) চিঠি ও আবেদন প্রেরণের মাধ্যমে এ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পাশ্চাত্য-নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের পদক্ষেপ নিয়েছিলো। পাকিস্তানে বন্দী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করেছিলেন (পৃঃ ১০-১২, ৯০, ৯৬)। বৃটিশ এবং ওলন্দাজ পার্লামেন্ট সদস্য ও মার্কিন সিনেটরদের ভারত সফরের ব্যবস্থা করে এ্যাকশন কমিটি স্বাধীনতা আন্দোলনকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা নিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে বুলেটিন, পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমেও এ্যাকশন কমিটি বৃটেনসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা নিয়েছে (পৃঃ ৬১-৬৪, ৮২-৮৫, ২০০-২০৪, ২১৩-২২০)। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আন্দোলনকে জোরদার করা হয়(পৃঃ ৬৪৪-৬৪৯)। এছাড়া প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। এই লক্ষ্যে বৃটেনে গঠিত 'বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের' পক্ষে ডঃ এনামুল হক কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিটি এ খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ৬৫৪-৬৫৭)।

বৃটেনে বাঙালী ছাত্র সমাজের তৎপরতা ছিলো উল্লেখযাগ্য। এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও পত্রিকা প্রকাশ, সমাবেশ ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে (পৃঃ ১৭৬-১৮৪)। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড ও বৃটেনের জনগণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও সেগুলির উপাচার্যগণের প্রতি প্রচারপত্র ও আবেদন প্রেরণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করেছিলো (পৃঃ ১৩-১৫, ২৩-২৪)।

এ্যাকশন কমিটির তৎপরতার অপর একটি দিক ছিলো চাঁদা সংগ্রহ। 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারের বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত হয়েছিলো। এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংবলিত রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়েছে এই খন্ডের শেষাংশে। এ ছাড়া সন্নিবেশিত বিভিন্ন দলিলপত্রের মধ্য দিয়ে এ্যাকশন কমিটি ও পরবর্তীকালে গঠিত এ্যাকশন কমিটিসমূহের স্টীয়ারিং কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

দশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীরা বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা ও বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চিঠি, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করেছেন (পৃঃ ২২৩-২২৬, ৩০৯-৩১৯)। 'শিখা', 'বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ পত্র'সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও বুলেটিন বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো (পৃঃ ২৪১-২৪২, ২৬০-২৬৩, ২৭৩-২৭৮, ২৮৩-২৮৯, ২৯৮-৩০১)। বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানকারী পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত দলিলও এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ কানাডা ছিলো কানাডার প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন। 'স্ফুলিঙ্গ' ও 'বাংলাদেশ'সহ পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে তারাও অত্যন্ত কার্যকর অবদান রেখেছিলেন (পৃঃ ৩২৫, ৩৩৪-৩৩৭)।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো গোপনে। প্রধানত পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙালীরা 'আমরা' নামক একটি গোপন সংগঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংগঠনের কর্মকর্তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন (পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪)। 'আমরা'-এর তৎপরতা সম্পর্কে জানা যাবে এই গ্রন্থে মুদ্রিত বিভিন্ন দলিলপত্রের মধ্য দিয়ে (পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫)। বাংলাদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখা করে 'আমরা' প্রচারিত প্রতিবেদনও এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ৩৮৯-৪০৩)।

প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা ছাড়াও বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন দলিলপত্রও এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন (পৃঃ ৪২৩-৪২৮), সংসদ সদস্যদের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ (পৃঃ ৪৭৬-৪৮৩), মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ সংক্রান্ত তথ্য (পৃঃ ৫১৩-৫১৫), জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা (পৃঃ ৪৫৬-৪৬০), মওলানা ভাসানীর বিবৃতি (পৃঃ ৪৪২-৪৪৫, ৪৫২-৪৫৫, ৪৫৭-৪৬২) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (পৃঃ ৫০৫-৫০৭), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (পৃঃ ৫২৯-৫৩৬), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (পৃঃ ৪৬৪-৪৬৬), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পৃঃ ৪০৫), কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (পৃঃ ৪৬৭-৪৬৯, ৪৭০-৪৭২), ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (পৃঃ ৫৫৯-৫৬৩) সহ বিভিন্ন সংগঠনের ঘোষণা, বিবৃতি ও কর্মসূচী। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা সম্পর্কে মুদ্রিত হয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন (পৃঃ ৫৭৫-৫৮৮)।

ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি সংস্থা (পৃঃ ৪৭০-৪৭২, ৪৮৪-৪৮৫, ৫০৩-৫০৪, ৫৫২-৫৫৪) এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (পৃঃ ৪৭৪, ৫১০, ৫৬৭-৫৭৩) স্মারকলিপি ও বিবৃতি তাদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে অনেক দেশে বাঙালীদের আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের বাইরে রয়ে গেছে। ভাষা সমস্যার কারণেও কিছু দলিল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যে ক'টি দেশে প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেসব দেশেরও সমুদয় দলিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিলম্বে সংগৃহীত হবার ফলে গ্রন্থের শেষে একটি সংযোজন অধ্যায় সন্নিবেশ করতে হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated : 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:\

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh are of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

॥ বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা ॥

[বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১৯৭১ সনের আগে থেকেই স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা এবং আন্দোলনের ধারা চলে আসছিলো। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের মধ্যেও আন্দোলনের অনুরূপ ধারা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে প্রবাসী বাঙালীদের এই তৎপরতার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন প্রচারপত্র এবং পুস্তিকার মধ্যে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে একযোগে চলতে থাকে। ১৯৭১, ২৫শে মার্চের আগে তাদের এই আন্দোলনের ধারা প্রতিফলিত হয় এরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে গঠিত 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান।	'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিউজ'	নভেম্বর ১৯৭০

EAST PAKISTAN LIBERATION FRONT NEWS

A meeting of the East Pakistan Liberation Front was held at Digbeth Civic Hall on Sunday 29th November 1970, at 2.00 p.m. with about two thousand Bengalis from the Midlands attending the meeting.

The former student leader Mr. Tariq Ali addressed the meeting and said that "the steps taken by the East Pakistan Liberation Front will be an example to the whole of Asia". He also said that during British rule in India, it was commonly said that" What Bengal thinks today, India thinks tomorrow".

The convener of the meeting, Mr. Azizul Hoque Bhuia, called for the immediate and complete independence of East Pakistan; and the following resolutions were put to the meeting and carried without dissent.

This meeting of the East Pakistan Liberation Front:

1. Condemns strongly the indifference and deliberate ineffectiveness shown by President Yahya and his military Government in handling the relief work and also for trying to play down the death toll. In view of this, we hold President Yahya directly responsible for the death of 100,000 people after the disaster. These people could have been saved if prompt action had been taken by the Pakistan Government. We demand Yahya's immediate resignation.

2. Demands that in view of the recent disastrous cyclone, and International committee be set up which includes the International Red Cross, the Red Crescent and similar agencies from China and the Soviet Union, to actively supervise the relief and rehabilitation work and also to make sure that the responsibility of the relief work is not left alone to the Pakistan Army which cannot be trusted and does not enjoy the confidence of the Bengali nation.

3. Immediate steps be taken to negotiate with friendly Governments to execute a Flood Control Programme and permanent measures (like Evacuation and early warning system shelters) against cyclone and Tidal waves. Such a programme was offered, without strings by the Chinese Government several years ago, but was rejected.

4. That. Dacca Airport be declared an International Airport so that in times of emergency it can be used more efficiently.

5. Recognized that East Pakistan is being exploited by the Capitalist Government from West Pakistan. The 75 million Bengalis betrayed for the last 23 years are-no longer willing to rely on a 1100 mile away Government for their protection. This Government

which cannot protect the Bengalis and does not even want to do so, has been exposed clearly in this disaster and therefore the Bengalis declare their ULTIMATE DEMAND FOR INDEPENDENCE.

"LONG LIVE PEOPLES EAST PAKISTAN"

EAST PAKISTAN LIBERATION FRONT

East Pakistan Liberation Front is a revolutionary organization formed by a group of students and workers from East Pakistan with a motto of liberating people of East Pakistan from ruthless exploitation and domination by the Capitalist dominated Government which happens to be from West Pakistan. They also feel in the same way for the ordinary people of West Pakistan being exploited by the same Capitalist class and that liberation for them should come from themselves.

They firmly believe that East Pakistan should be an entirely independent *country with a people's government* and *the* economic system should be adopted to suit the needs of people in East Pakistan and develop the country's agriculture and industry in such a way that the resources of the country can best be used for the welfare of the country in all aspects of life. Working class and the peasants should enjoy the freedom to the full extent. The front will fight with all its strength against any sort of discrimination by the ruling class.

The front believes that East Pakistan has long been betrayed in the name of religion. 75 million Bengalis are quite capable of looking after their own interests and are united in their voice to have their country free from the domination by the colonialist government in West Pakistan.

The front has with them the blessings and support in carrying the wishes of all the' 75 million Bengalis for an Independent East Bengal. Each and every Bengali has, in his or her heart, the wish for an Independent East Bengali.

The front will keep its struggle for Independence to liberate the people of East Pakistan from the Capitalist exploitation and colonial domination. LONG LIVE FREE EAST PAKISTAN.

"LONG LIVE PEOPLE'S EAST PAKISTAN"

Published by M. A. H BHUIA. Convener & M AHMAD. Deputy Convener.
Primed by The Reprographic Centre, 129 Soho Hill, Birmingham 19.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের মুখপাত্র ‘বিদ্রোহী বাংলা’র প্রকাশিত তথ্যাবলী।	ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট	২১ মার্চ, ১৯৭১

বিদ্রোহী বাংলা

BIDROHI HANGLA: FORTNIGHTLY NEWS PAPER: 3RD ISSSUE: BIRMINGHAM- SUNDAY, 21ST MARCH, 1971

আটজন বাঙ্গালী সৈন্যর নির্মম মৃত্যু

চট্টগ্রাম ৮ই মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রচারিত আটজন বাঙ্গালী সৈন্যকে FIRING SQUAD কর্তৃক গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চালাইতে বলা হইলে ৮জন অল্পবয়স্ক অফিসার গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। তাহারা বলে যে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালান সৈনিকের কাজ নয়। তোদের কাজ বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। উক্ত প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ সামরিক কর্মকর্তা তাদেরকে প্রকাশ্যে ময়দানে গুলি করিয়া মারার হুমকি দেয় এবং অনতিবিলম্বে পাঞ্জাবী ফায়ারিং স্কোয়াডের সৈন্যগণ তাদের গুলি করে হত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের নজির আর কোথাও দেখা যায় না। এই শহীদ সেনানীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা ছাড়া বাঙ্গালীদের আর কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

পাকিস্তানী ব্যাঙ্কগুলির দুষ্কৃতি

পুঁজিপতি শোষকদের সবচেয়ে মারাত্মক শোষণযন্ত্র হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাঙ্কগুলি। ইদানীং পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচার, হয়রানী ও হত্যার প্রতিবাদে ও আমানত খেয়ানতের ভয়ে বাঙ্গালীগণ তাদের নিজের জমা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী তথা পাঞ্জাবী কর্মচারীগণ (উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ সমবায়ে) তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে ব্যবহার করে এবং রীতিমত বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করে। শুধু তাই নয়, যাও অল্পসংখ্যক (নিম্নপদস্থ) বাঙ্গালী কর্মচারী সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদেরকে পরোক্ষভাবে নাজেহাল করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

এক্ষেত্রে সকল বাঙ্গালীরই উচিত এই সমস্ত কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসহযোগ করা। সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে এর মধ্যে দু-একজন বাঙ্গালী তাঁবেদার এখনও সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মীরজাফর এখনও জন্ম নিচ্ছে। সাবধান, এদের কথায় যেন ভুল করবেন না।

আর কত দিন?

গত ১৬ই মার্চ ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ‘‘ইয়াহিয়া-মুজিব’’ আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রকার সমঝোতায় এখনও পৌঁছাতে পারেননি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে আসার পথে সাংবাদিকগণ ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনি করিয়া শেখ মুজিবকে সর্ম্বধনা জানায়। কিন্তুশেখ মুজিবকে তাতে খুব প্রফুল্ল দেখায়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু ‘‘আমাকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না’’ বলে গাড়ীতে উঠে পড়েন। গাড়ী চলতে শুরু করলে বাঙ্গালী সাংবাদিকগণ ঘন ঘন ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনি করিয়া শেখ মুজিবকে বিদায় সর্ম্বধনা জ্ঞাপন করেন। সেনাবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জয় বাংলা ধ্বনি করিয়া ১০ বৎসরের সশ্রম

কারাদন্ডের ভয় দেখান। কিন্তু সাংবাদিকগণ তাতে মোটেই কর্ণপাত করেননি। দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক জোড়াতালির পাকিস্তান আর কয়দিন।

আপোষ না সংগ্রাম (সম্পাদকীয়)

পূর্ব বাংলার জনসাধারণের এই অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে এসেছে এক গণবিপ্লবের জয় জয়কার। এ গণবিপ্লব শুধু বাংলাদেশ আর পাকিস্তানই নয়, ভারত এবং দুরপ্রাচ্যে গণবিপ্লবের এক নতুন অধ্যায় খুলে ধরছে।

মার্শাল ল এবং মিলিটারী নির্যাতন সত্ত্বেও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাকে রোধ করা পাকিস্তানী পুঁজিপতি কেন সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা মিলেও রোধ করতে পারবে না।

গত ২৩ বছরের শোষণ নির্যাতন এবং বিড়ম্বনা আজ যতটা নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছে তা বাঙ্গালী কোনদিন কোনক্রমেই ক্ষমতা করতে পারবে না। তাই বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তানরা অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তাদের তাজা কাঁচা তরুণ লাল রক্ত। তাদের আশা-আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার জন্য বাংলার আনাচে-কানাচে আজ ধ্বনিত হচ্ছে ''জয় বাংলা'' বজ্রনিনাদ। বাংলার কিশোররা প্রস্তুত হচ্ছে মিলিটারীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। তীর ধনু আর বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য সার সার কাতারবন্দি হয়ে আছে- নব বাংলার নতুন ক্ষুদিরাম আর তোরাব আশরাফ। কৃষাণ তৈরী হচ্ছে লাঙ্গল রেখে, শ্রমিক আসছে কারখানা ছেড়ে, ছাত্রেরা বেরিয়ে এসেছে বিদ্যালয় থেকে। এরা সম্মলিতভাবে আজ আওয়াজ তুলছে জুলুমের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। এরা প্রস্তুত হচ্ছে আজ শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এই শ্রেণীযুদ্ধে সাধারণের জয় অনিবার্য।

শোষক শ্রেণী বুঝতে পেরেছে তাদের পরাজয়ের কাল-কুক্ষণ আর দূরে নয়। আজ আমাদের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে বানচাল করার জন্য আপোসের বায়না নিয়ে হাজির হয়েছে কুচক্রী ''ইয়াহিয়া''। এক্ষেত্রে আপোষ করা হবে বিপ্লবের এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খা এবং তরুণদের আত্মবলির অপমৃত্যু। তাই আজ আমাদের কর্তব্য অচল-অটলভাবে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও আপামর জনসাধারণের শ্রেণীশত্রুদের নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী সংগ্রাম। সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ। ''মুক্তির একই নাম- সংগ্রাম'\

সবুজ বাংলা লাল হলো

আজিজ আল মোজাহিদ

মার্চ মাসের ৩ তারিখ বুধবার জাতীয় পরিষদের সম্মেলন শুরু হবার কথা। ১২ বৎসরের মিলিটারী শাসনের অবসান, উৎপীড়ন ও শোষণ শেষ হবে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভার নেবে জাতীয় বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের। গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্ধারিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ভুট্টো সাহেব ঘোষণা করলেন, তিনি অসহযোগ করবেন জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকে। কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নামে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষণ রোধ হয় আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তাই ইয়াহিয়াকে তিনি কানে কানে বুঝালেন। বাঙ্গালীরা এবার সংখ্যাগরিষ্ঠ। নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে এগুতে গেলে বাঙ্গালীর জয় হবে সুনিশ্চিত। বাঙ্গালী ২৩ বছর থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া এবং পাওনা থেকে।

তাই এরা এবার তাদের পাওনা আদায় করবে কড়ায় গন্ডায়।

শেখ মুজিব তার ছ'দফা ভিত্তিক দাবী আদায় না করে ছাড়বেন না। তাতে পাঞ্জাব রাজের শোষণনীতি ব্যাহত হয়ে পড়বে। ধসে পড়বে ঔপনিবেশিক শোষণের পথ, বন্ধ হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের দালান, ইমারত রাস্তাঘাট ও ড্যাম নির্মাণের কাজ।

তাই যেমন করেই হোক বাংলাকে তার দাবী থেকে হঠাতে হবে বন্দুক দেখিয়ে। আর বন্দুকের বাহক পাঞ্জাবী মিলিটারীর সাহায্যে চলতে থাকবে অবাধ শোষণ। ইয়াহিয়া খান ভাবলেন কথা মন্দ নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে দিয়ে যে ভুল করা হয়েছে তাকে শোধরাতে হলে এই একমাত্র পথ।

নির্বাচনের পূর্বে যে মনোভাব নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ দিয়েছিলেন, তা আর হয়ে উঠে নি। আশা ছিল মৌদুদী সাহেবকে দিয়ে ইসলামের দোহাই দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবেন। তাদের পাক্কা ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা, বাংলার মানুষের মুখ বন্ধ রাখার একমাত্র উপায় ইসলাম। তা এবারে আর হয়ে ওঠেনি। মৌদুদীর "ইসলাম ডুবে গেল" কথার অর্থ যে কি, বাংলার জনসাধারণ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে বুঝে নিয়েছে। ফল হলো সম্পূর্ণ উল্টো। জয়ী হলো বাংলার ছ'দফা। ছাই পড়লো বুর্জোয়া মিলিটারী গুষ্ঠি ও শোষণকারী পুঁজিপতিদের মুখে।

হেন অবস্থায় কি করা যায়? 'পাঞ্জাব রাজ' যে ডুবে যায়! তাই হুট করে বুদ্ধি নিলেন বন্দুক হাতে নেওয়ার। বন্দুক দেখলে বাঙ্গালী হয়তো আর এগুবে না।

তাই বিমান ভর্তি করে আমদানী করা হলো পাঞ্জাবী মিলিটারী। পূর্ব বাংলার পথে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে বেরিয়ে পড়ে খুনী ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু নরঘাতকের দল। নারী-শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে চালিয়ে গেল আমেরিকান বুলেট। হাজার হাজার বাঙ্গালী রুখে দাঁড়ালো মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে। সবুজ বাংলার শান্তিপ্রিয় সন্তানরা এবার বিপ্লবী হুঙ্কারে বেরিয়ে এল রাজপথে। বিপ্লবীদের রক্তে লাল হয়ে গেল বাংলার মাটি। সবুজ বাংলা লাল হলো মিলিটারীর গুলিতে। এ লালের লেলিহান রক্তিম আভায় লাল হয়ে উঠবে শুধু বাংলা নয়, সমস্ত দুরপ্রাচ্যে। তা প্রতিরোধ করার চেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যায় শোষণকারী পুঁজিপতি আর তাদের পদলেহী মানবতার শত্রু বুর্জোয়া শয়তানের দল।

হত্যার প্রতিবাদে

গত ৫ই মার্চ শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যগণ পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী নির্যাতন ও নৃশংস্য হত্যার প্রতিবাদে ল-নস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশন ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। হাই কমিশনের দেওয়ালে দেওয়ালে "জয় বাংলা" "স্বাধীন বাংলা" ইত্যাদি শ্লোগান লাল কালিতে লিখে দেন।

ফ্রন্টের সদস্যদের সঙ্গে লন্ডনের কিছুসংখ্যক ছাত্র যোগদান করেন। বিক্ষোভকারীগণ পথচারীদের হাতে তাদের স্মারকলিপি বিলি করেন। হাই কমিশনার সালমান আলীকে সাহেবকে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আল মোজাহিদ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারপর বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের উপস্থিতিতে ও BBC Television camera-এর সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা এবং ইয়াহিয়া খানের ছবি জ্বালিয়ে এই কথা ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত কোন মতেই তারা সংগ্রাম থেকে পিছপা হবে না।

লন্ডনে বাঙ্গালীদের বিক্ষোভ

বাংলাদেশে ইদানীং অবিচার, অত্যাচার এবং নরহত্যার যে যজ্ঞ শুরু করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে GREAT BRITAIN-এ বসবাসকারী বাঙ্গালীগণ লন্ডনে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। এই মিছিল ৭ই মার্চ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্ম, দল বা রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী দশ ঘটিকা হতে GREAT BRITAIN- এর সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে কোচ, ভ্যান, কার এবং রেলযোগে লন্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে সমবেত হয় ও পার্কে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" "জয় বাংলা" "খুনী ইয়াহিয়ার মুন্ডু চাই" ইত্যাদি ধ্বনি তুলে পশ্চিম লন্ডনের এই প্রান্তকে প্রকম্পিত করে তোলেন।

বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করার পর জনতা পরম শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্ক লেইন রাজপথ ধরে পাকিস্তান হাই কমিশন অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই সময় রাস্তার সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে যায় এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে শ্লোগান দিতে দিতে হাই কমিশন অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হন।

ইতিমধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী হাই কমিশনার আগে থেকে পুলিশ ডেকে বাধার সৃষ্টি করেন এবং হাই কমিশন ভবনের প্রবেশের দুই পাশের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেন। ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পরে 'হাই কমিশনার মহারাজ' পুলিশ বেষ্টনী থেকে জনতাকে কিছু বলার চেষ্টা করেন।

ক্ষিপ্ত জনতা হাই কমিশনারকে ব্যানারে কাগজ এবং দন্ড ইত্যাদি নিক্ষেপ করে তার এই দুরভিসন্ধি ও দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে জনাকয়েক বাঙ্গালী আহত হন এবং একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

Metropolitan Police সূত্রে জানা যায় যে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অশেতাঙ্গদের এত বড় বিক্ষোপ মিছিল এই প্রথম।

আনুমানিক দশ হাজারের অধিক বাঙ্গালী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে এই কথা আবার প্রমাণ করে দিলেন যে সুদুর পাঁচ হাজার মাইলের ব্যবধানেও জননী জন্মভূমি বাংলাদেশের ডাকে বাঙ্গালীরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছে।

BIDROHI BANGLA. PUBLISHED BY EAST PAKISTAN LIBERATION FRONT, FROM 71 WRIGHT STREET. BIRMINGHAM-10, TEL: 021-772-8327 and 021-772-7248 : Editor Selim Ahmad, A. Ismail & Dipu.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতার আহবানে শপথ সভার প্রচারপত্র।	'জয় বাংলা' বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	২৮ মার্চ, ১৯৭১

''জয় বাংলা''

শপথ সভা, ২৮শে মার্চ রবিবার,

স্মলহীথ পার্ক, বার্মিংহাম, বেলা ২ ঘটিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের উপর বর্বর হামলা চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারী। নরঘাতক রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নবঘোষিত স্বাধীন সোনার বাংলাদেশকে ধ্বংস করার হীন ষড়যন্ত্রে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এসেছে বাংলার নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা; রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে প্রতিটি শহর, বন্দর এবং গ্রামে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ কামান, বন্দুক আর বোমার সামনে প্রাণ দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। ''বাংলাদেশ'' আর তার সাড়ে সাত কোটি লোককে বাচাঁতে হলে চাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ- আর তার জন্য চাই আপনার আমার সাহায্য। আসুন শপথ সভায় যোগ দিয়ে আমাদের এই জীবন-মরণ সংগ্রামকে সার্থক করে তুলি। আসুন, এই সভাতে দলে দলে যোগ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বাংলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলুন।

আহবায়ক,

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি।

জয় বাংলা!!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর বুলেটিন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

(রোজ মঙ্গলবার ৩রা এপ্রিল ১৯৭১ সন)

৬টি শহর মুক্তিসেনার হস্তগত

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা মুক্তি বাহিনী নরঘাতক ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আয়ত্তে এনেছে।

যশোরে আমাদের মুক্তিসেনা শত্রুদের একটি বিমানধ্বংসী কামান ও ১০০ মেশিনগান দখল করে নিয়েছে। মুক্তিসেনার আক্রমণে শত্রুপক্ষ যশোর থেকে ৪ মাইল দূরে আশ্রয় নিয়েছে। খবরে আরও জানা গেছে যে কুমিল্লা প্রায় মুক্তিসেনার হস্তগত। সেখানে প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সিলেটে ১০০ ছাত্রের মৃত্যু

রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা একটি ছাত্রাবাসের উপর রাত্রি অন্ধকারে গুলিবর্ষণ করে ১০০ ছাত্রকে নির্মমভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের নিন্দা

রাশিয়া, জাপান, জাম্বিয়া ও কেনিয়া বাংলায় এ নৃশংস হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করেন। সিনেটর কেনেডি মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করেছেন যেন পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক সর্ব প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শত্রুসৈন্যদের খাদ্য সংকট

বাংলাদেশে খুনী ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী এক বিরাট খাদ্য সংকটের সম্মুখীন বলে জানা গেছে। কোন বাঙ্গালী তাদের খাদ্য সরবরাহ করছে না।

একটি আবেদন

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির RADIO MONITOR SERVICE থেকে প্রাপ্ত আবেদন হুবাহু প্রকাশ করছিঃ ‘‘বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আপ্রাণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সকল জাতির কাছে বিশেষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে আমার আবেদন- অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী ও সাহায্য পাঠাও’’

শেষ সংবাদ

1) জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট পাকিস্তান থেকে সমস্ত জাতিসংঘের কর্মচারী অপসারণের আদেশ দিয়েছেন এবং পাকিস্তানে যে ১১টি উন্নত পরিকল্পনায় জাতিসংঘের সাহায্য ছিল তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।

২) বাংলাদেশ ১২টি শহরের উপর ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। তাতে হতাহতের সংখ্যা ১ লক্ষের অধিক হবে বলে অনুমান করা হয়।

প্রচার দফতর, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি।
৫২ ওয়ার্ড সওয়ার্থ রোড, স্মলহীথ বার্মিংহাম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ এমপি কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং সাহায্যের আশ্বাস	ইস্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশনের এ আর খানের প্রতি বৃটিশ এমপি-র চিঠি।	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

HOUSE OF COMMONS
LONDON, SWI
Frank Judd MP
3rd April 1971

Dear Mr. Khan

I am very glad that you and your friends came to share with me your concern about events in East Pakistan. I do share your anxiety. Please do not hesitate to approach me for my help at any time, and in the meanwhile I look forward to receiving your letter.

Yours sincerely,
Sd/-

I hope your rally was successful.

Mr. Khan
East Pakistan Association
6 Britannia Road
Portsmouth.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে ও স্বীকৃতির দাবীতে সারা বৃটেনে সভা ও শোভাযাত্রার আহবান	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচার পত্র	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে
এবং
স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির দাবীতে
বৃটেনের সকল শহর, বন্দর ও নগরে আগামী ৪ঠা এপ্রিল রবিবার
সভা ও শোভাযাত্রা করুন

লন্ডনে আগামী ৪ঠা এপ্রিল রবিবার বেলা দেড়টায় হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারে দলে দলে জমায়েত হউন। আপনার দেশের স্বীকৃতির দাবীর জন্য বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ আমার দেশ তোমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ। শোভাযাত্রা করে বৃটিশ সরকার এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়ে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির দাবী জানান।

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ৩৬ গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২০ হবোর্ন, লন্ডন ইসি-১ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। টেলিফোনঃ ০১-৪০৫-৫৯১৬/৭

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবর এবং কমন্সসভার সদস্যগণ কর্তৃক পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতির আহবান সম্পর্কিত তথ্য	জনাব এ আর খানের প্রতি বৃটিশ এমপি-র চিঠি।	৬ এপ্রিল, ১৯৭১

From Frank Judd, M. P.
6th April, 1971.

Dear Mr. Khan,

I was glad you came to see me last week and I am now writing to thank you for your letter of 5th April which I have sent to the Home Secretary.

You may like to know that in the meantime a letter from the High Commission for Pakistan in enquiry and he writes:

"Sheikh Mujibur Rahman was arrested by the authorities in Dacca a few days ago and is now being held in custody. Reports to the contrary which have, from time to time, appeared in the press are not true."

Also an early day motion was tabled yesterday in the House of Commons with a large number of signatures as well as mine calling on the Government to bring about a cease fire in Pakistan.

Yours sincerely,

S d/-.

Mr. M.A. Razzak Khan

6 Britannia Road

Southsea

Portsmouth.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন এবং গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান জানিয়ে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালসমূহের সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি	বাংলাদেশের এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড প্রকাশিত প্রচারপত্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE MEMBERS OF THE BRITISH UNIVERSITIES

Dear Colleagues,

With the passage of each day more and more names of our colleagues are being added to the list of those who have been the victims of the genocide by the West Pakistan troops in Bangladesh (formerly East Pakistan). Latest eye-witness reports published in the British press confirm the murders of the following Dacca University teachers: Professor Innas Ali, Dean of the Faculty of Science; Professor Nurul Islam. Director. Institute of Post-Graduate Medicine; Professor G. C. Dev, Head of the Dept. of Philosophy; Professor S. Murshed, Head of the Dept. of English; Professor Maniruzzaman, Head of the Dept. of Statistics; Professor Habibullah, Head of the Dept. of Islamic History; Dr. A. Sharif, Reader, Dept. of Bengali; Mr. A.Razzak, Reader. Dept. of Political Science; Dr. J. Thakurda, Reader, Dept. of Physics; Mr.A.Bhattacharya, Lecturer, Dept. of Physics; and Mr. S. Ali, Lecturer, Dept. of Mathematics. It is also feared that thousands of students have been killed in the carnage.

No doubt it is only a part of a tragedy the full magnitude of which is yet to be revealed.

Considering the extent and nature of this organized political killing to eliminate intellectuals, we feel bound to appeal to our colleagues in this country to raise their voice against the genocide.

Yours sincerely.

Members of Staff of the Universities of Dacca, Rajshahi, Chittagong and the affiliated Colleges now on higher studies in Scotland.

BANGLADESH
ASSOCIATION
SCOTLAND
15 Eldon Street,
Glasgow, C.3.
14.4.1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের জন্য চার্চসমূহের প্রতি বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ড সভাপতির আহবান	প্রচার পত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE CHURCHES

All eye-witness reports from Bangladesh (formerly East Pakistan) unanimously confirm that the situation is desperate there. Thousands have been killed by the West Pakistani troops and millions are facing death by starvation. According to Ian McDonald, British relief co-coordinator for cyclone aid to East Pakistan:

> "One and a half million people are currently starving (in other words, they will be dead within the space of weeks unless outside aid reaches them). These were the total destitute, who survived the cyclone last year, and who depend completely on external relief when crops in the remainder of the country are exhausted, a further three million people will be in the same predicament. They too will come to depend wholly on outside relief and if it fails to reach them, they too will be dead within weeks or a few months." ……(The Peace News, April 23, 1971)

The Pakistan military regime has no intention to do anything to solve the problem. The International Red Cross was not allowed to go to Bangladesh. **Is the Pakistan Government trying to starve the country into submission? From all the evidence, it is.**

Hence, the only solution before all of us is to mount an international relief effort which the Pakistan Government dare not, or could not challenge. No doubt, the Relief Organisation under you would be one of the first to forward to avert the situation. But any delay will be too late.

We are confident that an early effort by each and every member of your organization will be able to save the people of Bengal from horror and death.

15 Eldon Street,

GLASGOW C.3.
Tel: 041-33-6579

President,
Bangladesh Association,
SCOTLAND

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য বৃটিশ জনগণের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ডের আহবান	প্রচার পত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE BRITISH PUBLIC

As you all know that Pakistan in two parts separated by thousand miles was created out of the former British India in 1947 in accordance with the Lahore resolution of 1940 which states ”…….. the areas in which Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute **Independent States** in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.”

The 75 million Bengalees in East Pakistan out of 120 million Pakistanis had all along been denied of these fundamental rights by west Pakistani based Governments civil or military in order to continue the economic and political exploitation of the East.

Sheikh Mujib who emerged as leader of the majority party in the national assembly after last December general election was not allowed to form Government by the West Pakistani military dictators as Mujib’s 6-points programme consistent with ideological basis of Pakistan was designed to bring an end to the West Pakistani exploitation. Instead of respecting the democratic verdict of 75 million people the savage military dictatorship sent guns, tanks, artillery and aircrafts to Bengal kill thousands of children, women and men in their houses, patients in hospitals and students in their hostels.

The genocide that is now being committed in Bengal is a crime against humanity and human aspirations and we appeal to the people from this seat of democracy to support the people of BANGLADESH in their struggle for the democratic way of life.

BANGLADESH ASSOCIATION

SCOTLAND.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মার্কিন সিনেটরদের প্রতি বৃটেনের বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের আহবান	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতির চিঠি	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

BANGLADESH LIBERATIONFRONT.

10. LEICESTER GROVE.

LEEDS 7.

UNITED KINGDOM.

THE I6TH APRIL. 1971.

Honorable Senator.

We acknowledge with gratitude the concern that the Government of the U S A. has expressed about the situation in BANGLADESH (previously known as East Pakistan). But with great regret we inform you that the West Pakistani barbarians are using the weapons including **TANKS** and **JETS** supplied by you against our innocent and unarmed civilians We have always considered U.S.A. as the champion of FREEDOM and DEMOCRACY, but we are disappointed with the extent of your OFFICIAL support, we have received so far for our cause.

We, however, appreciate the DIPLOMATIC difficulties that usually arise in such a situation but we would like to point out that the ease of BANGLADESH is not only different but also exceptional. We presume that you know that the basis of Pakistan Movement had been LAHORE RESOLUTION of 1940 which stated:-

"Resolved, that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslim unless it is designed on the following basic principle*, viz.. that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims arc numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute INDEPENDENT STATES in which the constituent units shall be AUTONOMOUS and SOVEREIGN".

After partition of British India West Pakistan arbitrarily assumed the provision of TWO STATES in the Lahore Resolution as typographical error and imposed its colonial rule over BANGLADESH. We however, expected that the issue could be settled through democratic process. But for the last 23 years the Punjabi dominated civil and military bureaucracies conspired against us and when we ultimately forced a GENERAL ELECTION in the country they came out with their ugly faces-it is now clear that although these Westernized elites apparently look more ENGLISH than the ENGLISH

themselves, they have never believed in democracy nor in the right of the majority in a democratic government (see Appendix A).

There should be, therefore, no more illusion about the existence of Pakistan in the OLD FORM. The Lahore Resolution envisaged two states; the psychological basis of Pakistan has ended with the **Punjabi Genocide** of the BENGALIS and there is no possibility of expecting democratic norms from people who are by BIRTH, TRADITION, and UPBRINGING FEUDAL and AUTOCRATIC.

We appeal to you to realize that MUJIB'S BANGLADESH has much more legitimacy than YAHYA'S (sec Appendix B) and to RECOGNISE BANGLADESH immediately as an INDEPENDENT and SOVEREIGN STATE.

We will fight Yahya's barbarous troops till death. **We know we will come out victorious.** We are also confident that sooner or later we will get the support of your government, but we are afraid many of our people may be dead if the support comes late. Unable to strangulate our voice for SELF-DETERMINATION, Yahya has gone mad. He is now burning and bombing our people and villages and threatening us with famine and epidemic. Your timely support can help thousands of lives and give us the precious time to build up our country on the basis of the values we cherish: DEMOCRACY, EQUALITY and RELIGIOUS TOLERATION.

Permit us to enclose a few editorial comments from the British press in support of our appeal to you for early effective action (see Appendix C. D. E. F). We trust the voice of 75 million people of BANGLADESH will touch your heart and we will hear you before we are DEAD.

In case you find the immediate RECOGNITION of BANGLADESH **Diplomatically** difficult kindly at least try to insure that the AW AMI LEAGUE Leader SHEIKH MUJIBUR RAHMAN is not killed and please press Yahya Khan for political settlement through the AW AMI LEAGUE which holds **people's verdict** Also kindly ensure that all military and economic assistance to West Pakistan is immediately stopped and relief supplies are sent to BANGLADESH.

Yours sincerely,
(M. M. HAQ)
On behalf of
BANGLADESH LIBERATION FRONT

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনদানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের আহ্বান	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতির চিঠি	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

Honorable Member of the Parliament,

With deep gratitude, we acknowledge the spontaneous condemnation of the British press and public on the unprecedented genocide that is being committed by the West Pakistani troops in BANGLADESH (previously known East Pakistan). The whole scheme now appears to have been carefully pre-planned and is being meticulously executed. We are also grateful to the British government for the concern they have expressed on the gravity of the situation and we would like to take this opportunity of presenting our views to you with a request to take appropriate measure necessary for

(a) the immediate stoppage of the massacre of the innocent and unarmed civilians,

(b) arranging relief supplies for the immediate need of the affected people as well as for preventing the expected famine, and,

(c) diplomatic recognition of the PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH as a sovereign and independent state.

(1) The case of BANGLADESH is not like that of Biafra.

(i) The historic Lahore Resolution of the 23rd March, 1940, has been the basis of the state of Pakistan. The Resolution stated:

"Resolved, that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. that geographically contiguous units arc demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign".

This resolution was passed by the General Body of the All-India Muslim League. It has not been constitutionally amended. In a separate meeting of the newly elected members of constituent Assembly for the proposed Pakistan, it was arbitrarily decided by Mr. Jinnah that the word "INDEPENDENT STATES" was a typographical error and inspite of protest by Mr. Abul Hashim, Secretary of the Bengal Muslim League the decision was imposed on Bengal.

(ii) However, it was expected that the nature of the stale would be decided by the members of the Constituent Assembly and a General election would be held soon to determine the public opinion on this point. We presume it is known to you that the

Punjab-dominated civil and military bureaucracies did not allow free election to take place in the country for the last 23 years. (The first general election was due in 1959. The Army moved in 1958.)

(iii) The Army was finally forced to concede general election in 1970-71. The democratically elected members for the National Assembly from BANGLADESH had every right to give the country a constitution on the basis of Lahore Resolution-the later being the basis of Pakistan Movement. Instead of accepting this democratic convention, the Punjabi-dominated army is engaged in genocide to strangulate the democratic rights of the people of BANGLADESH

2) BANGLADESH and West Pakistan have two different levels of civilization.

(i)The people of West Pakistan consider themselves as racially superior claiming Aryan origin and they look down upon the people of BANGLADESH as racially and culturally inferior creatures. This is evident from what ex-President Ayub Khan himself wrote about East Pakistanis. According to him the East Bengalis had never known any real freedom and sovereignty they have all the inhibitions of down-trodden races and have not yet found it possible to adjust psychologically to the new-born freedom." (Ayub Khan, Friends Not Masters. 1967, p. 187.)

This has been the attitude of die minority West Pakistanis towards the majority population Historically the facts have been otherwise:

(a)The Bengali Muslims ruled over Bengal and considerable part of Assam, Bihar and Orissa from 1201 to 1757 frequently independent of the Muslim Emperor at Delhi,

(b) the Bengali Muslims were first among the Muslim majority provinces to capture political power in the British India, and

(c) the Bengali Muslims led the Pakistan Movement while the Punjabis were dominated by the Sikh and gave only lukewarm support and the frontier hoisted Congress flag even after independence

(ii) It is, however, not surprising that West Pakistan will have a different attitude on East Pakistan. The whole area is virtually owned by a few landlords and they own not only lands but the people (in Sind about 80% of the land are held by feudal landlords; in Punjab and Sind the proportion is about 50%). Their values are essentially feudal and their society is supported by a network of feudal codes (of caste beradari in the Punjab and tribal customs in the frontier). Democracy in West Pakistan is meaningless as votes ate controlled by the landlords and the religious leaders (Bhutto himself is a big landlord and he got his majority in Punjab through negotiation with the Punjabi landlords. The Pir of Paggaro alone controls about 4 million votes.)

The people of BANGLADESH are on the other hand democratic and egalitarian They have no caste or tribal affiliation. All lands belong to the state and so there are no feudal lords. Bengali Muslims are much MM tolerant to the minorities. West Pakistan dues IM understand this toleration. (In Punjab, millions of minorities were killed during tin.* partition of India.) They interprete the toleration of the Bengali Muslims as pro-Indian. In fact, the Bengalis are at a different level, of civilization with far more respect to the ideals of democracy, equality and religious toleration.

The feudal values of West Pakistan are also reflected in very many fields in administration West Pakistan is highly centralized without any local government institutions; in Bengal the tradition of local self-government has been strong and administration is relatively de-centralized; in politics West Pakistan is dominated by feudal lords with murder, intimidation and even abduction of women (see Hamza Alvi for village politics in West Pakistan in South Asian Review, January, 1971). while in Bengal democracy runs supreme. Examples of such differences can be multiplied.

(3) The Genocide in BANGLADESH.

The British press have published many accounts of inhuman massacre of the innocent and unarmed people of BANGLADESH by the West Pakistani troops. One naturally wonders how people could be so un-civilized in this 20th century. However, we the people of BANGLADESH who have been living with them for the last 23 years are not surprised. For most people of West Pakistan, especially the Punjabis claim themselves to be of Rajput caste'. The Aryan descents of the Rajputs cannot be said to have been established beyond dispute, but what seems likely that most of the Punjabi Musalman Rajput have sprung from the Huns or the Scythians warriors who assisted the Brahmans to destroy the Budhist Civilization and in reward was admitted into the ranks of the "twice-born", (for details, see **J. M. Wikeley. Punjabi Musalman.** The Book House, Lahore, West Pakistan.) What we are having now on BANGLADESH is therefore, a "Hun invasion" determined this time to completely annihilate the Bengali; from the East as they did to the Budhists and the Sikhs to the West.

We, therefore, appeal to you to realize the gravity of the situation. Our case is not like that of Biafra: The Lahore Resolution should be the basis of any future settlement as it was the basis of the Pakistan Movement and still stands unamended. West Pakistan and BANGLADESH cannot be one state, because their civilization, their values and their aspirations are all different. We are facing in Bengal the onslaught of the decedents of the Huns-the apparent sophistication of Yahya or Bhutto must not be allowed to covet this naked truth; like the Budhists we are at the point of total extinction; the barbarians are determined, to kill us all. We are desperately looking to the civilized world in general and to the U.K. in particular because the British people are not only the upholders of democracy, but they also know all the facts of our freedom struggle from the beginning. Since all our intellectual and political leaders have been killed by the Punjabi bayonets we are afraid it might not be possible to represent our case effectively to the world. We, therefore, appeal to you once again to take our case to the United Nations.

Yours faithfully,
(M. MOZAMMEL HUQ)
PRESIDENT,
BANGLADESH LIBERATION FRONT,
10, LEICESTER GROVE,
LEEDS- 7.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে আবেদন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সম্পাদকের চিঠি	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

The Secretary
Deptt. of THE ENVIRONMENT.

M. A. H. BHUIA
SECRETARY
BANGLADESH ACTTON COMMITTEE
52, WORDSWORTH ROAD,
SMALL HEATH
BIRMINGHAM-10
Tel-021-773-1456.

Dear Madam,

I hereby seek permission to hold meeting of the supporters of Bangladesh on Sunday the 18th April, 71 at 2 P.M. to 4 P.M. on Trafalgar Square. We would like to use amplification apparatus. We propose to have hand held banners only. We want to distribute literature.

We would like to park two cars. The meeting will consist mainly of speeches.

Yours faithfully
M. A. H. BHUIA.
Secretary

On behalf of Bangladesh Action Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে সভা ও মিছিলের আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র	এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশ সমর্থনে সভা ও মিছিল

ট্রাফালগার স্কোয়ার, লন্ডন
তাং ১৮ই এপ্রিল, রবিবার
সময়ঃ বেলা ২ ঘটিকা

-কার্যসূচী-

বেলা ২ ঘটিকায় ট্রাফালগার স্কোয়ারে একত্রিত হওয়ার পর বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা পর্যন্ত সভার কার্য চলিবে। তৎপর পাশাপাশি ৫ জন করে লাইন ধরতে হবে এবং প্রতি সারির মাঝখানে ১ ফুট ব্যবধান রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই ধরনের ১২টি লাইনের পরে আবার তিন ফুটের ব্যবধান থাকিবে। প্রতি ১২ লাইনের জন্য একজন মার্শাল থাকিবে।

মিছিল ট্রাফালগার স্কোয়ার হইতে শুরু হইয়া ডানকান্ ষ্ট্রীট, ল্যাঞ্চাস্টার প্লেস, ওয়াটারলুস ব্রীজ, পার্লিয়ামেন্ট ষ্ট্রীট, হোয়াইট হল, হর্স গার্ড এভিনিউ হইয়া ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্ট পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর টেম্পল প্লেনে আসিয়া শেষ হইবে। পরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কোচে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বিঃ দ্রঃ মিছিল হোয়াইট হলের নিকট আসার পর ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে আট সদস্য বিশিষ্ট ‘‘ডেলিগেশন’’ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি প্রদান করিবেন।

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি
কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৫নং ওর্য়াডওয়ার্থ রোড,
বার্মিংহাম।

———————

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের জন্যে বিশ্বের সকল উপাচার্যদের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের আবেদন	বাংলাদেশ এ্যাসেসিয়েশন স্কটল্যান্ডের প্রকাশিত প্রচারপত্র	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE VICE-CHANCELLORS

The University teachers and students of Bangladesh (formerly East Pakistan) have been the victims of genocide conducted by the West Pakistan army. Below we reproduce the news-item published in the Sunday Telegraph (18th April, 1971) which expresses the feelings of Mr. A. S. Chowdhury. Vice-Chancellor of Dacca University on the happenings inside his University campus. No doubt, as fellow Vice-Chancellors you will have similar feelings and considering the gravity of the situation we feel bound to appeal to you to raise your voice against tins organized political killing which aims to wipe out completely the intellectuals of Bengal,

---

DACCA VICE-CHANCELLOR ON MASSACRE OF HIS STUDENTS

(The Sunday Telegraph 18th, April, 1971)

The Vice-Chancellor of Dacca University has now been in London for a little over three weeks. An unremarkable enough fact, until the dreadful realization dawns that last month tanks of the Pakistan army moved against his campus and slaughtered his students in their beds.

Abu Sayeed Chowdhury is also a senior judge of the Dacca High Court, the highest court in East Pakistan. "I should really say East Bengal now." So far during his stay here, he has spoken only to friends among British lawyers and academics about the university he left behind him. Last week, he gave Mandrake his first Press interview.

Mr. Justice Chowdhury left Dacca on February 18 to lead Pakistan's delegation to the Human Rights Commission in Geneva. He acknowledges the irony. "We spoke about self-determination in Zambia and South Africa. Now I find that the people of East Bengal have suffered in a manner that has no parallel in human history-simply for claiming that they should rule themselves and should not be ruled by West Pakistan."

With him, he brought his family. "Not that I had any idea that something like this would happen. My wife wanted to see our son who is studying for his G. C. E. here, and so our two young children came, as well."

The Human Rights Commission finished its deliberations as the tanks rolled in East Pakistan. Chowdhury learned as much when he touched down at Heathrow, but four days

passed before Simon Dring reported in The Daily Telegraph that his university had been shelled and that his students and teachers had been gunned down.

"For all that time I was stunned, and I felt a pain here". He touched his chest. 'Then, when confirmation came, the suffocating atmosphere was lifted. Immediately I passed into tears, and wept like a child. I told my wife, and she wept."

Dacca University is the largest in Pakistan, with a teaching staff of 600, and 10,000 students. Fewer than 5,000 of them, he says, play any active role in politics, and in his experience they do so peacefully. Many of the rest are "poor children from the countryside" who are obliged to live in the University halls of residence and who offered the army a sleeping target on the night of March 25.

Mr. Justice Chowdhury does not even know the fate of one hall for 500 women students which was to have been opened on March l."I appointed, the Provost, and gave strict orders that its opening date was not to be postponed for my return. Accommodation, you see, was desperately short. But then the National Assembly was postponed, and the whole of life in Dacca closed down."

He is, however, quite certain about the part that the British Government much now play and he will be putting his care before a group of Conservative back benchers this week. His argument is taut.

"To pursue the ideal of a united Pakistan after all this is to pursue a mirage. There are two alternatives. The first is to persuade President Yahya Khan to withdraw the army, to release Sheikh Mujibur Rahman and to allow him to frame a constitution for East Bengal. The second is to allow the President to eliminate the intelligentsia along with Sheikh Mujib, and then anarchy and confusion will continue to reign. This situation cannot be seen as an internal affair when people have been bombed continuously for two weeks."

He is equally certain that he cannot return to Dacca until the regime has changed. As a judge, it would be impossible. "How can anyone now go to the High Court with a petition to set aside a Government order? There is no rule of law now: there is a. Government of might."

As a Vice-Chancellor, it would be too harrowing. "When they killed my students, 1 had no face to return. You sec, my students loved me and I loved my students. If 1 can't remedy the wrong that's been done to them, how could I go and show my face?"

And having told all this to the British Press, be wouldn't he very welcome, either.

BANGLADESH ASSOCIATION.
SCOTLAND
15 Eldon street
Glasgow. C. 3
19.4. 1971.

From:
Members of staff of the Universities of Dacca, Rajshahi, Chittagong and the affiliated Colleges now on higher studies in Scotland

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের জবাব	জনাব এ, আর, খানের প্রতি বৃটিশ এমপি'র চিঠি।	২২ এপ্রিল, ১৯৭১

From Frank Judd, M.P.
22nd April 1971.

Dear Mr. Khan,

I passed the letter signed by you and a number of others to the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and am enclosing the reply I have received.

This I fear does not forward the matter but you may be sure that my colleagues and I will be keeping it in view.

Yours sincerely,
Sd/

Mr. M. A. Razzak Khan
6 Britannia Road. Southsea
Portsmouth P05 1SN.

Foreign and Commonwealth Office
London S. W. 1
19 April, 1971.

From The Parliamentary Under-Secretary of State.

Dear Frank,

Alec Douglas-Home has asked me to reply to your letter to him of 6 April with which you enclosed a letter signed by a number of your constituents about East Pakistan. As you know, the Secretary of State made a statement in the House about the situation in Pakistan on 5 April. I attach a copy of this statement which you may like to forward to Mr. Razzak Khan.

On the specific points raised by your constituents I think I can make only the following comments. The conflict in East Pakistan is essentially an internal matter for the Pakistan Government alone. It would therefore not be proper for the British Government

to intervene nor to request the United Nations to do so. Furthermore, 1 am afraid we cannot interfere in the relations between the Pakistan Government and the International League of the Red Cross Societies; but it has been made quite clear that the British Government stands ready to respond to any invitation it may receive to play a part is a humanitarian effort to relieve the suffering in East Pakistan.

As to the recognition of Bangladesh, this possibility does not at present arise and the British Government recognizes the Government of Pakistan in Islamabad.

I am returning your constituents' letter.

Yours
Anthony Royle

Prank Judd, Esq... MP,
House of Commons,
London, SW1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলার বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্যে বৃটেনের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষক সম্প্রদায়ের আহ্বান	বাংলাদেশ এ্যাসেসিয়েশন, ডান্ডি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি	২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE
TEACHERS AND STUDENTS
OF GREAT BRITAIN

Bangladesh Association,
20 South George Street
(2nd Floor), Dundee.

WE would like to draw your attention to the preplanned cold blooded murders of the University teachers, members of their families and students in Bangladesh (formerly East Pakistan) by the West Pakistani troops in order to destroy the intellectuals of the country. The "Times" (London, March 30, 1971) writes: "At Dacca University burning bodies of students still lay in their beds. . . A mass grave had been hastily covered . . .' about the same horrible brutality the "Daily Telegraph" (March 30, 1971) reports: "Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Equal Hall .... as shell; slammed into the building and their rooms were sprayed with machine-gun fire." Reports of those unfortunate victims as published in The "Times" (London, 2nd April, 1971) include people like Professor Innas Ali, Dean of the Faculty of Science and Dr. Kamal Hossain of Dacca University. The "Guardian[11] (5th April, 1971) writes British eye- witness account describing "how troops in Dacca shot nine professors, their families and 21 students in one of the University residence buildings."

We appeal to you to join us in condemning this crime against humanity and human aspirations.

Members of staff of the Universities of

Dacca, Rajshahi, Chittagong and affiliated
colleges now on higher studies in Scotland.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইউ-কে এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব	কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত বাঙালীদের সভার প্রস্তাবাবলী	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

RESOLUTIONS

অত্র ২৪ এপ্রিল Coventry - তে অনুষ্ঠিত মহতী সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীঃ

(১) গ্রেট বৃটেনে কেন্দ্রীয়ভাবে এ সভায় একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এবং এই সমিতির নামকরণ হল "Action Committee For the People's Republic of Bangladesh in U.K."

(২) অতি অল্প সময়ের নোটিসে সম্মলিত হওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হল এবং ঐ কমিটির নাম হবে Steering Committee of the Action Committee এবং উক্ত কমিটিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সর্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হল।

(৩) এই সভায় আর এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে এই -কে প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য বাড়াবার ক্ষমতা দেয়া হল।

(৪) এই কমিটির পাঁচজন সদস্যের নাম হলঃ-

(1) Mr. Azizul Hoq Bhuyan

(2) Mr. Kabir Chowdhury

(3) Mr. Monwar Hossain

(4) Mr. Sk. Abudul Mannan

(5) Mr. Shamsur Rahman

(৫) এই পাঁচজনের প্রথম সভার অধিবেশন উক্ত সভার সভানেত্রী বিলকিস বানুর আহবানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ সভায় একজন আহবায়ক নিযুক্ত করা হবে।

(৬) বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে যত কমিটি আছে সে সকল কমিটি এই কমিটির শাখা সমিতি রুপে কাজ করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন মহলের অভিমতের সংকলন	বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড কমিটির প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগের সংকলন	এপ্রিল, ১৯৭১

PRESENTED
TO
Justice A. S. Chowdhury

STRUGGLE FOR BANGLADESH-WORLD OPINION.

If blood is the price of a people's right to independence, Bangladesh has overpaid. But even if their movement is destroyed within a few days or weeks, it may only be a temporary defeat in a war of liberation which will eventually be recognized as justThe Bengali's case for statehood may be hard to refute, but it is inconvenient to everyone else So this may be the moment to consider what we, and other countries, mean by those splendid words which recur like a chorus in the United Nations Charter "the right of self-determination of peoples". East Pakistan cannot be really a 'breakaway* state in quite the same was (as Biafra). The 75 million East Pakistanis feel they have at least as much 'national call' on the General Assembly as the 45 million Westerners

--------How much human misery must be endured before that fact is accepted?

-New Statesman, 16.4.71.

Government of Pakistan really cannot hold down East Pakistan indefinitely by sheer force of arms.

-Lord Gladwyn in the House of Lords.

Britain has special obligation to the people of East Pakistan.

-Lord Wynne-Jones in the House of Lords.

Commonwealth should express this view that democracy is to establish in that territory.

-Lord Brockway, House of Lords.

People so recently with such an overwhelming vote should be treated with the respect that they deserve in a democracy.

-D. Healey. Shadow Foreign Secretary.

Sir Alec should see a Commonwealth initiative could provide a form of mediation.

-Jeremy Thorpe, Liberal Leader.

Political situation is very different then Biafra. Commonwealth should use its good offices. Chances of reconciliation is terribly small.

-M. Stewart, Former Foreign Secretary.

There was a widespread feeling that Pakistan could never be one country, after the events of past weeks. It was wrong to adopt the view that this was an internal affair of a Commonwealth country - Britain did have influence, and should be using it to secure a cease fire.

-Bruce Douglas-Mann. M. P.

There has been a sharp economic disparity between the two wings. Positive steps by World Bank and Pakistan Consortium be taken to bridge the gap.

-B. R. Braine. M. P.

The majority of Bengalis in the poor, overcrowded, neglected East will no longer submit to exploitation and neglect at the hands of the Western rulers with their strong military traditions.

-Editor, Daily Telegraph, 3.3.71.

If the President (of Pakistan) should refuse to ratify such constitutions framed by the Bengalis with all the power of their majority behind them, the Sheikh would perhaps have no other option but to declare that the West had seceded from the rest of Pakistan and the two provinces would part company for ever.

-Peter Hazlehurst, Sunday Times, 7.3.71.

Whatever the immediate practical effect of President Yahya's attempt to re-impose his authority on the East, psychologically the East's secession is already established.

-David Holden, Sunday Times, 28.3.7 J.

NO UNITY BY COMPULSION: But the unity of Pakistan cannot be maintained, or restored, by military for…… And if unity should prove to be impossible, ii would still be in everybody's best interests to arrange for a peaceful separation of Pakistan into a confederation of two friendly neighbor-states.

—Editor, The Observer, 28.3.71.

By its sledgehammer attack on a largely numbered population in the name of "One Pakistan" the military government has made sure that Pakistan cannot remain one.

-Martin Adeney of Guardian, 29.3.71.

But unity can never come through murder; and unity is not worth the price of innocent lives. East Pakistan survives today only as occupied and exploited territory, living proof of every Bengali Suspicion over the years Those-like America—who stock the Pakistan Army must realize to what uses their weaponry is put. Those-like China and Ceylon-who permit forces to ferry from the West must realize what acts and purposes-those forces pursue. Those-like Britain-who retain some vestige of influence in the area should spend it openly and forcefully.

-Editor, Guardian, 3.4.71.

An army of 70,000 cannot entirely subjugate a people of 75 millions. It is all too easy to forget the essence of the situation: that Pakistan voted fairly & democratically. That Sheikh Mujib and his party hold the mandate of a majority of all Pakistanis. That a junta

of Western Generals, and wild Western foot soldiers, have ripped apart this mandate in the cause of a "national unity" which is now, certainly, dead for ever. Atrocities cannot yoke two lands together.

-Editor, Guardian, 3.4.71.

Indian sympathy for Sheikh Mujib arose from the fact that he stood for values cherished by India-democracy, secularism and socialism. Me also had the backing of his people, almost to a man as the election results and other developments had shown. Finally tanks were being used to crush the democratic verdict of the people of Bangladesh.

-Indira Gandhi, Indian P. M.

Senseless murder, hysterical cruelty. From the evidence available, one must conclude that the aim (of Yahya) was to wipe out the Awami League leadership that it could no longer provide an effective leadership for any resistance movement.

- Editor, Times, 3.4.71.

Soviet Union is concerned about the arrest, & persecution of Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali leader, who had received such convincing support by the overwhelming majority of the people of East Pakistan. The use of force will only make the problem more serious. Most urgent measures must be taken to stop the bloodshed and repression against the population of East Pakistan.

-President Podgorny of Russia.

India could not remain a silent spectator at events in East Pakistan. What is happening in Bangladesh is something quite out of the ordinary. It is something that is going to have global repercussions.

-Indira Gandhi, Indian P. M.

Diplomatic sources in Geneva thought the Pakistan government wanted to keep the Red Cross out of Hast Pakistan for the same reason that it expelled the newspaper correspondents-the desire to have no international witnesses or observers there.

-Patrick Keatley of Guardian, 6.4.71.

Can Pakistan be permitted by the world community to commit this aggression against a defenseless people and continue the wanton destruction and killing of men, women and children?

-Swaran Singh, Foreign Minister. India.

But the alienation of Bengalis from Pakistan is now so complete it seems impossible they will not win in the long run.

-Martin Woollacott, Guardian, 7.4.71.

What is happening in East Pakistan in unjustified military oppression. The Foreign and Commonwealth Office still seems to believe the fact that a foreign government is

diplomatically recognized is more important than the blood on its hands. What he (Yahya) has done and is doing is to use his army to oppress the East Pakistanis and their chosen leader. Nor did negotiations collapse in ordinary sense. The President did not want Sheikh Mujib to assume the powers that the people had voted him. So the President reached for his gun. By sending the army he has shown himself to be not only careless of democratic rights, but a reckless ruler as well. The military intervention in East Pakistan was a deliberate act. It could lead to a worse and more wasteful conflict than even the Indians and the Pakistanis have known so far.

-Editor, Guardian, 6.4.71.

But now that the full gravity of the situation is apparent, there seems something horrifying about the continued lack of any serious international effort at mediation in East Pakistan. But the kind of appeal already made by President Podgorny to the President of Pakistan for moderation and negotiated settlement might carry more weight if made by the whole Security Council.

-Editor, Observer. 11.4 71.

Pakistan's civil war sickens the world by the savagery of the Western troops against the Eastern people, and appalls the dangers of Russo Chinese conflict in a teeing cockpit of desperate humanity. Pakistan's whole history has shown that the only alternative was far-reaching autonomy for the East within a Federal framework.

-Editor, Daily Telegraph, 12.4.71.

President Yahya Khan and the military junta now ruling West Pakistan are determined to retain control of East Pakistan whatever the cost.

-Clare Hollingsworth of Daily Telegraph, 13.4.71

It is understood that Mr. Kosygin, the Soviet Prime Minister has informed Mrs. Gandhi, the Indian Prime Minister, that the Soviet Union would support Delhi if India recognizes the provisional government of Bangladesh.

-Peter Hazlehurst, Times, 13.4.71.

The situation in East Bengal could no longer be considered an "internal" affair. It is certainly not a case that we are not concerned with what is happening there. The U. S. Stale Department had announced that arms supplies to Pakistan had been stopped and that economic aid to Pakistan was under consideration and review.

-Kenneth Keating. U.S. Ambassador in India, 15.4.71.

Where, after three weeks of messy bloodshed, do the military rulers of Pakistan now stand? Superficially they prosper. They appear to have thought that cutting off the head would kill Bengali nationalism; precisely the reverse they appear to have forgotten about the world opinion. To reiterate, the Bangladesh affair is not a second Biafra. It is, at root, a simple matter: of freedom, of morality and of humanity.

-Editor. Guardian, J 4.4.71.

The time has come, it is indeed overdue, for the British Government publicly to express its disgust, in far stronger terms than it has yet done at the course of events in East Pakistan. Using more traditional, and private, diplomatic channel, it needs to let Yahya Khan know (if it has not already done so) just how dangerous and mistaken his policies are. If necessary the possibility of concerted action among the suppliers of foreign aid to Pakistan should be considered-even if it is rough justice to make the people of West Pakistan suffer for the follies of their own non-elected military rulers.

-Editor, Sunday Times, 18.4.71.

President Yahya is undoubtedly facing an increasingly difficult situation.

-The Economist, 10.4.71.

East Pakistan action was one of the most callous and brutal aggression in the world since the time of Hitler.

-Lord Brockway, 17.4.71.

A resolution was passed at the conference of the Colonial Freedom Movement calling for recognition of an independent Bangladesh. Also in London a committee designed to help restore "justice for East Bengal" was formed with Bruce Douglas-Mann, Labor M.P.

-Guardian, 19.4.71.

We just don't see why the U.S. should go on supporting a regime that behaves in this fashion.

-U.S. Visitor in East Bengal. Newsweek, 19.4.71.

The U.S. government expressed its sympathy to the victims and hoped that it will be possible soon to alleviate the suffering caused by recent events in East Pakistan.

-Charles Bray. U.S. State Department, Newsweek.

It is neither proper nor possible for India to keep quiet (over the Hast Bengal situation).

-Mrs. Indira Gandhi. Indian Prime Minister.

The watch-and-wait policy assumed by most foreign government stemming from a widely held belief that the Pakistani Army will ultimately fail in its attempt to subjugate 75 million East Pakistanis.

-Newsweek, 19.4.71.

Politically, economically, socially the West Pakistan military regimes which have ruled both Pakistan have neglected East Pakistan and there is nothing at all surprising that the Bengalis of East Pakistan should have sought independence as Bangladesh.

-Spectator, 17.4.71.

We in West Bengal recognize Bangladesh although the central government has not done so yet.

-B.S. Nahar, Chief Minister, West Bengal.

It is both barbaric & atrocious to…….unarmed East Pakistan civilians with heavy machine gun fire, even if they might have been demonstrating..

-Newsweek, 26.4.71.

On orders from Islamabad high command, troops systematically down students, engineers, doctors and any other person with a potential for leadership, whether they were nationalists or not.

-Newsweek, 26.4.71.

Despite the apparent determination of the Pakistan government to maintain its hold on East Bengal, the sheer human arithmetic of the situation seemed to indicate that the Bengalis would ultimately win freedom.

-Time, 26.4.71.

We want to see a political solution to an immensely difficult situation.

-Edward Heath, Prime Minister, U.K. 20.4.71.

Reports coming out of East Pakistan are so outrageous that some comment is called for from other members of the Commonwealth.

-Steele in House of Commons, 20.4.71.

There should be international observers-one from this country, perhaps one from Asia, the U. N. and so on to be able to report to the world outside about the conditions in East Pakistan.

-Harold Wilson in House of Commons, 20.4.71.

More than 30 M.P.'s signed a Commons motion calling for the abandonment of the Pakistan Cricket tour of Britain this summer because of the crushing of East Pakistan. The motion was sponsored by Michael Barnes, M. P.

-Telegraph, 21.4.71.

My Lai was happening everyday in East Pakistan. British government should take the initiative in imposing economic sanctions against Pakistan.

-Bruce Douglas-Mann. M. P., 23.4.71.

COMPILED BY R. ALAM, PRESS & PUBLICITY UNIT-BANGLADESH RELIEF FUND COMMITTEE.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য বৃটেনের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আহ্বান	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

PLEASE SPEAK UP FOR BANGLADESH

An Appeal to the Delegates at the 1971 Annual Party Conference of the Conservative and Unionist Party

Dear Delegate,

You may know something about the great human tragedy, probably more terrible than any other the world has ever known, which has been inflicted on the unarmed and unsuspecting people of Bangladesh by the mindless and fascist army junta of West Pakistan. Newspaper stories and television pictures may have informed you. However inadequately, about mass murder, loot, arson and rape which were committed and are being still perpetrated on our people today, and yet the depth and magnitude of the tragic story, as we are witnessing, have failed to sink in the minds of most people. Is it because of the human guilt and culpability of the civilized world in allowing such atrocious crimes being committed against an innocent people on such a staggering scale that it is so slow to wake to it?

Hundreds of thousands of people have been slaughtered; millions of home have been burned and razed to the ground; and countless thousands of our women have been raped and then murdered. Nearly nine million people have been driven out of country who are now living in the refugee camps in appalling conditions. U. N. reports say that seventeen millions people are already faced with death from starvation and famine. The terrible price the people of Bangladesh have paid with their lives is for the simple fact of wanting democracy in what was known as Pakistan. It is not merely a question of our lives and dignity which are under attack, it is the question of freedom, democracy and justice which are on trial. Tens of thousands of our youth have taken up arms not only in defense of our people but in the realization of these principles and human values.

As member of a Party, which takes pride in upholding the principles of freedom, democracy and justice, we request you to:

1. Condemn the fascist regime at Islamabad for enacting the most terrible human tragedy of the century;

2. Urge for the unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed and democratically elected leader of Bangladesh.

3. Demand withdrawal of West Pakistani occupation troops from Bangladesh;

4. Ask Her Majesty's Government to stop all economic aid, except for humanitarian relief, to Pakistan that would tantamount to subsidizing and encouraging the military atrocities in Bangladesh; and

5. Implore Her Majesty's Government to accord recognition to Bangladesh, the eighth largest nation of the world.

Published by the Steering Committee of the Action Committees for the People's Republic o! Bangladesh. 11 Goring Street, London E. C. 3. Tel 283 5526 and 283 3623.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য সারা বিশ্বের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি আহবান	'পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বাংলাদেশ'- প্রচার পত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

SUPPORT BANGLADESH LIBERATION STRUGGLE

The Central Committee of the Communist Party of East Pakistan (Bangladesh) has called on "all democratic, peace and freedom loving forces as well as the Communists of the world to raise their voices in support of the Government of Bangladesh."

A statement from the central committee welcomed the declaration of the People's Democratic Republic of Bangladesh as "the only legally constituted Government of Bangladesh because it had been elected by the people."

"Our Party appeals to all democratic, progressive and Socialist Governments of the world to recognize the newly formed Government of Bangladesh and to give it all possible help in repulsing the brutal aggression of the reactionary fascist ruling junta of Pakistan."

“Our Party appeals to the newly formed Government to take initiative in uniting and mobilising all the fighting forces, political parties and mass organizations so that a broad and strong national united from may be formed against the aggressors."

UNION'S APPEAL

"We also appeal to the people and democratic forces of Baluchistan, Pathanland. Sindh and the Punjab to unequivocally support the Liberation struggle of Bangladesh and to continue their struggle for democracy and national rights," the Party added.

The central committee was reported to have met somewhere in Bangladesh on April 18.

Bangladesh Trade Union Centre-under the signatures of six major unions-has called for support for the new Government and appealed that it form a united front of workers and peasants movements.

"We appeal to all trade union organizations of the world to give all possible support to the struggling people and Government of Bangladesh", the trade unions added.

The Students Union of Bangladesh issued a call from somewhere in Bangladesh calling for recognition of the new Government and calling 011 Governments to give it all possible aid.

STOP YAHYA

In India the national council of the Communist Party of India has called on the Governments of the world to stop Yahya Khan's war against the people of Bangladesh.

The Party called on the Government of India to recognize the Government of Bangladesh and give all help including the supply of arms.

"The Communist Party of India appeals to all governments of the world to recognize this Government and to give it all possible assistance," the council statement added.

May 15 has been declared Bangladesh day and the Party is organizing rallies and collections for the people of Bangladesh.

-Morning Star News Service.

Published by:
PEOPLE'S DEMOCRATIC FRONT OF BANGLADESH.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য বৃটিশ জনগণের প্রতি আহবান	‘বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড’- এর প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

LIFE AND DEATH OF MILLIONS IS EVERYONE'S PROBLEM

IN THE NAME OF THE 'INTEGRITY OF PAKISTAN':

*Democratic right of the people of Bangladesh (formerly E. Pak.) snatched away.

*'Awami League' representing 75 million people of Bangladesh outlawed. Its leader declared enemy of the country.

*University professors and teachers killed, dormitories shelled and students burned in their beds.

*Set fire on hospitals, churches and temples.

*Priest like Father Mario Veronese from Padua, were gunned down.

***'BMS Mission Station turned into grim battlefield:**

When 'Radio Pakistan' reported that the situation was returning to normal the bullets were flying over our heads. Our compound with its three mission houses and complex of teachers' and servants' become a battlefield.....", says BMS missionary Alfred Lewis.

(Baptist Times, April 29,197 I)

*Millions of people killed in Bangladesh by W. Pakistani army and about 3,000,000 people had to take refuge in India.

*W. Pakistan Govt. is trying to starve the country into submission.

TO HIDE THE ATROCITIES:

* International journalists were expelled.

* International Red Cross was not allowed to enter into Bangladesh.

* West Pak. Govt. dreamed up fictitious stories in order to distort the facts to justify mass massacre for overseas consumption.

! ! ! !

DON'T BE A SILENT OBSERVER

RAISE YOUR VOICE:

-Suspend all the aid to West Pakistan until its ruler remove their troops from Bangladesh (East Bengal).

-Mount a massive international relief effort to reach all the areas of Bangladesh affected by famine,

WRITE LEADING ARTICLES AND LETTERS

TO THE NEWSPAPERS:

-Express your sincere support and put pressure to your Govt. to recognize Bangladesh and save the millions.

BANGLADESH ASSOCIATION SCOTLAND,

15 Eldon St.. Glasgow C3. Tel: 041-339-6579.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	'বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড' এর প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

SUPPORT

THE MOVEMENT FOR THE LIBERATION OF BANGLADESH

24 YEARS OF EXPLOITATION OF BANGLADESH BY WEST PAKISTAN

	BANGLADESH		W. PAKISTAN
Population	75 m	...	55 m
Per capita income	£ 15	...	£ 45
Foreign exch. Earned	60%	. ..	40%
Budgetary expenditure	30%	...	70%
Civil Service	20%	...	80%
Pakistan Army	10%	...	90%
Foreign Aid Allocation	20%	...	80%

! ! ! ! ! ! ! ! !

BANGLADESH National Capital, Head Quarters of Army, Navy & Air Force, Central Govt. Offices, Head Offices of Banks and Insurance Companies are in West Pakistan which is separated from Bangladesh by 1,000 miles of Indian territory.

DEC. 1970: First General Election	National Assembly Seats
Awami League Party (Sk. Mujib)	167
Pakistan Peoples Party (Bhutto)	81
Other Parties	65
Total	313

MARCH 2, 1971: Pakistani President General Yahya Khan in collusion with W. Pakistani Leaders postponed the meeting of the National Assembly.

MARCH 15-24, 1971: While Yahya and Bhutto were having political discussion with Mujib, troops were brought in from W. Pakistan to Bangladesh in order to suppress the demands for autonomy.

MARCH 25, 1971: Barbarious W. Pakistani Soldiers:

* Shelled dormitories of Dacca University at midnight, when students were in bed. Thousands of students were killed.

* Set fire on news paper offices and hospitals.

* Used tanks and machine guns against unarmed people, and demolished the densely populated areas of the capital city.

* 7,000 people were killed in Dacca on that night.

MARCH 26, 1971

* Awami League representing 75 million people outlawed. It's leader named 'Prime Minister' elect, month ago by Yahya branded as traitor.

* FOR THE FIRST TIME IN HISTORY MAJORITY PROVINCE WAS FORCED TO DECLARE INDEPENDENCE.

* TO HIDE THE ATROCITIES: W. Pakistani Government have expelled international journalists.

* Intellectuals and University Teachers are being killed (in Dacca University alone 50 teachers have been executed in front of their families) for enslaving 75 million Bengalees.

MARCH 27,1971 onwards :

* International Red Cross was not allowed to enter into Bangladesh.

* W. Pakistani Army bombed, shelled and burned houses, and systematic killing of innocent civilians continues.

* Pakistan Govt. is trying to starve the country into submission.

“AN ESTIMATED 3.000,000 PEOPLE KILLED BY W. PAKISTANI ARMY”.

BANGLADESH ASSOCIATION SCOTLAND
15. Eldon Sl. Glasgo C. 3. Tel. 041-339-6579

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনদানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি লন্ডনস্থিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আবেদন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চিঠি	এপ্রিল, ১৯৭১

To: ALL THE HEADS OF STATE IN THE WORLD

Dear Sir,

The Carnage this is taking place in Dacca and indeed in Bangladesh is too well-known to be detailed. Burning bodies on beds of students and professors of Dacca University, destruction of cramped residential areas with rocket, gunning down unarmed individuals inside houses are open testimonies to premeditated murder tantamount to genocide.

Machine-guns, tanks, bayonets, artillery, aircraft and whipped up racial hatred in the West Pakistan soldiers are being used to suppress the will of 76 million people of Bangladesh so unanimously expressed in the general election, the first one, in Pakistan in December 1970. Yahya Khan's 11 days talk has now been proved a conspiratorial trick to buy time and complete preparations for sudden thrust. The talks continued till half-past six in the evening. By half-past one the cities were put to blaze. The nature, purpose and magnitude of the thrust invoke the application of genocide convention (Article I-1V).

Pakistan was created on the basis of Lahore Resolution (1940), which envisages independent, sovereign status to the federating units. But a united structure was clamped jettisoning the federal scheme. The concept of Pakistan is by gone.

The Bengalis 55% of Pakistan population manifestly endorsed through admitted hundreds percent response the de-facto Government of Sheikh Mujibur Rahman since March 2nd Mujibur Rahman commanded an absolute majority in the National Assembly. These members were elected on a declared positive mandate. This provides the de-jure basis of Mujibur Rahman de-facto government. The declaration of independence on March 25th has made West Pakistani troop and occupation army.

Despite hearing loss of life and property, the Liberation Army is controlling most parts of Bangladesh. Fighting is on in all the four cantonment cities. The people in Bangladesh shall continue this unfailing resolute struggle until the last soldier of this occupation army is ousted.

We appeal to all Governments to recognize immediately the Peoples Republic of Bangladesh in accordance with article i (i) of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights 1966.

We appeal to all Governments of arms-supplying countries to impose immediate embargo on the use of their arms and artilleries against unarmed innocent civilians of independent Bangladesh and thus discharge this moral responsibility.

We appeal to all people to strengthen their support and recognize the Republic of Bangladesh and stop the systematic decimation of a nation-the Bengalis.

Action Committee, London, for the Peoples Republic of Bangladesh in the U. K.
58 BERWICK STREET, W l.
Telephone: 437 7111.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনদান এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচার বন্ধের জন্য প্রভাব খাটানোর আবেদন জানিয়ে গণচীনের চেয়ারম্যানের প্রতি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চিঠি	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চিঠি	এপ্রিল, ১৯৭১

58, BERWICK STREET,
LONDON WT
Telephone: 437 7111

The Chairman,
The Peoples Republic of China.
Through the Charge d' Affaires
49 Portland Place, London Wl.

Your Excellency,

In the exercise of their right of self-determination, 75 million Bengalis are engaged in a protracted struggle against the West Pakistani troops.

You are aware or the genocide-systematic preplanned decimation of the militant forces of Bangladesh. You are aware of the economic exploitation Bangladesh had been subjected to by the capitalist complex of West Pakistan since the inception. The imperialist ingredients are manifest in the economic policies pursued by Pakistan in relation to Bangladesh. The world Imperialism in its new role has been seen since the last World War to create intermediaries-second class partners in its bid to get new lease for exploitation. As a deliberate policy, the world Capitalism exports a substantial part of the Imperialist capital to these second rate partners only to be re-exported in their bid to camouflage on their known Imperialist game. As a part of the same policy the world Imperialism instead of exploiting its Capital direct to Bangladesh allowed the West Pakistan capitalists to act as the intermediary construction within the world Capitalist structure and thus usurp Imperialist role before a training highest stage.

The present struggle in Bangladesh though started as a ballot-box movement has now turned into a Peoples War. The Liberation struggle has already started to move to the villages and show signs of adoption classical guerilla tactics.

The people of China have shown solidarity with Freedom fighters all over the world. You have supported the Palestinian Liberation Movement, the Basque Nationalist Movement. Your role and historic sacrifices in the Korean War, Vietnam War shall remain ever prominent in the minds of Freedom Fighters of today and tomorrow.

We appeal to you to support the Peoples War of Bangladesh. We appeal to you to recognize Bangladesh to expedite stoppage of genocide still being carried on by the mercenary army of the West Pakistan capitalist clique.

Action Committee, London, for the
People's Republic of Bangladesh in U.K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গৃহযুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নয়, বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন- বিরোধী প্রচারণার জবাবে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

BANGLADESH: CIVIL WAR-INTERNAL CONFLICT?

The independence of Bangladesh has been declared on March 25. There was no constitution on that date. So, the question of the violation of constitutional provisions does not arise.

In the absence of any constitution, Pakistan is back to square one-the Lahore Resolution of 1940, the accepted legal basis for the creation of Pakistan. This Resolution accords "sovereign and independent” status to the component units, one of which was Bangladesh.

Sheikh Mujibur Rahman, with absolute majority in the National Assembly launched non-cooperation movement on March 2. Since that date till the declaration of independence, only his writs were valid with one hundred per cent response from the people, despite Yahya's Martial Law being in force. The writs included international trade, monetary and postal regulations. Yahya's government, like any other military government got recognition on *de facto* principle. This *de facto* basis in favor of Yahya's government ceased to exist in respect of Bangladesh on March 2, making room for the *de facto* rule of Mujibur Rahman to emerge and continue till the declaration of independence. This declaration (i) did put the de jure blanket over the *de facto* authority of Sheikh Mujib. And (ii) it turned the West Pakistan Army into a foreign occupation army. Once the existence of Bangladesh as a legally independent country, for any length of time is admitted, the alleged subsequent effective control cannot provide Yahya Khan with any sanction derived from *de facto* principle. Yahya government is aware of the unassailable force of this contention and had been falsely insisting that Sheikh Mujibur Rahman was arrested half an hour before the declaration of independence.

Reported 100,000 strong Yahya's army in Bangladesh do not have a single Bengali. The Bengalis are 56% of Pakistan's population. Bangladesh military personnel are either under arrest or have joined the liberation army. Thus Yahya's army in Bangladesh is not a federal army; consequently its rule is not a federal one.

The term civil war means aimed conflict between opposing groups of the same nationality within the same country. Since the Bengalis are a distinct nation and their armed participation on Yahya's side is nil the events in Bangladesh do not constitute a civil war either by definition or by example.

The universal Declaration of Human Rights is to be obeyed. Clause 21 (3) reads, "the will of the people shall be the basis of the authority of government; this shall be

expressed in periodic and genuine elections……This will of the people of Bangladesh was unanimously expressed in the December election and has further been reassessed during March 2 to 25. An important casualty of the genocide in Bangladesh is democracy.

The happenings in Bangladesh are neither a civil war nor an internal conflict. To characterize it so is to deny facts and add fresh and further testimony to the dictum of Mao Tse Tung that political power flows out of the barrel of a gun.

PUBLISHED BY ACTION COMMITTEE, LONDON, FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.. 58 BERWICK STREET, LONDON W 1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিরুদ্ধে এ্যাকশন কমিটির বক্তব্য	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

ECONOMIC AID OR BULLETS?

Hundreds of letters are piling up everyday telling the most terrifying stories of the new wave of genocide in Bangladesh. Countryside has been converted into the main target at present. Villages after villages are being burnt and bombed. The villagers are being usually lined up and gunned down. West Pakistan troops are conducting house to house search and picking up young men between 15 to 25. These men never go back home. The troops don't have either the food or the accommodation to keep these people under custody. They adopt the most straightforward policy with regard to these persons: extermination.

In order to gun down the population of the outlying districts on river banks the troops are using 400 speed boats fitted with machine guns. These speed boats have been loaned by foreign countries for relief work. Yahya's envoy is touring the world in search for more boats.

The reserve of West Pakistan government was £93m on March 25. It is now nil today. This whole amount supposed to have been used for economic development has been spent on genocide. The cost for Yahya's troops in Bangladesh is £ 1 m a day.

Yahya's chief economic adviser met Sir Alec the other day and asked for more economic aid. This aid, in all probability, will be used for military purposes. And then again this aid win enable West Pakistan economy to release further resources earmarked for economic development to diverted to military purposes.

The aid is your money, you who are the taxpayers. Will you allow your money to be turned into bullets for killing innocent and unarmed people? Would you want to be a party to this genocide?

RISE UP SPEAK OUR LOBBY YOUR MP

Action Committee, London for the People s Republic of Bangladesh in UK. 58. Berwick Street,. London WI

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্য বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আবেদন	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

RECOGNISE AND SUPPORT BANGLADESH

We the people of Bangladesh, resident in Great Britain, on behalf of the people and the Government of the Republic of Bangladesh, appeal to the people, and Governments of the world, to immediately' recognize and support 'BANGLADESH'.

We are fighting not only for our freedom and independence but also for our very survival, and we ask for your help in our struggle for independence!

When Pakistan was formed 23 years ago, the people of East and West agreed to form a federation with full autonomy to both provinces, in accordance with the Lahore Resolution.

The peoples of East Bengal 'Strove for Pakistan' with a sense of faith and brotherhood, to their utter dismay all they received in return was inhuman oppression and naked exploitation! For 23 years our people have been kept in poverty to provide profits and wealth for the West Pakistan ruling classes.

For the last 12 years, the military and their supporters, have suppressed us by force, banned our political parties and put our leaders behind bars.

When the people of Bangladesh voted last year, in the first-frce-General Election in Pakistan, 98% voted for freedom from the tyranny of the West Pakistan rulers. The Awami League won 70% of the seats in National Parliament, giving them an absolute majority!!

The West Pakistan Army in violation of all democratic principles overthrew the democratically elected Government by invading Bangladesh. With their far superior and modern weapons of war-they systematically murdered our Teachers-Students-Doctors- Lawyers and Religious and Political leaders. With the use of tanks-bombers artillery and machine guns they have killed many thousands of our innocent unarmed men, women and children.

If blood is the price of freedom, then Bangladesh has overpaid!!!

If any man or any Government believes in freedom, then this is the moment to prove their solidarity with the freedom loving, struggling peoples of Bangladesh!!

If the united nations really stands for human rights and freedom, then now is the time to implement one of it's own basic charters, that of the "right of all peoples to self- determination".

We plead the cause of Bangladesh, to all the people of the world- our people will fight to their last drop of blood or until the last of the foreign occupying force is driven out.

When Britain stood alone in the dark days of the early 1940's, we did not hesitate to fight alongside you then-do not desert us now!!!

Let your voice be heard now, so that the peoples of Bangladesh will know that they are not deserted and friendless!!!

Bangladesh Action Committee
52 Wordsworth road,
Small Heath,
Birmingham 10
021-773 1456.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহবান সম্বলিত প্রচারপত্র	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, ল্যাংকাশায়ারের দলিলপত্র	এপ্রিল*, ১৯৭১

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা)

প্রধান উপদেষ্টাঃ মিঃ নজির উদ্দিন। টেলিফোনঃ

সভাপতিঃ মিঃ এ মতিন। ০৬১ ২৭৩ ৬৭৯৪

বাংলার সন্তান,

আমাদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে কৌশলে বানচাল করে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহিয়া সরকার আজ বাংলাদেশের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন করে দেবার জন্য অমানুষিক রক্তক্ষয়ী নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আঘাত করে বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। ঘৃণ্য পৈশাচিক শক্তির মহড়া দেখিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনী নির্দয়ভাবে বাংলার নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীদের হত্যা করে চলেছে। বাংলাদেশের আওয়াজকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবার জন্য এই হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সকলকে একাধারে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।

আজি মহা পরীক্ষা জাতির। পবিত্র জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্য বাংলার নির্ভীক সন্তানরা আজ মহাশত্রূর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলার সন্তান যে যেখানে আছেন মায়ের বুকের এই রক্তের ধারা প্রতিটি বঙ্গসন্তানকে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে। সর্ব সামর্থ্য দিয়ে আজ প্রমাণ করতে হবে- বাংলাদেশ আমি তোমার সন্তান। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি তোমার স্বাধীনতা, তোমার মর্যাদা রক্ষা করব।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য ও দুর্গত জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য, আর্ন্তজাতিক বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীকে জোরদার করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের সর্বত্র বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। আজ দেশের মা-বোনদের স্মরণ করে মিলিতভাবে এগিয়ে আসুন। আপনার সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করুন পবিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

‘কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ

এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পাড়’।

- কবি নজরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, ল্যাংকাশায়ার কর্তৃক পরিচালিত। সর্ব প্রকার অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুনঃ মনজিল রেস্টুরেন্ট, স্টকপোট রোড, ম্যানচেষ্টার

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এখন সহস্র মাইলাই-এর অবস্থায়ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনের আবেদন	লন্ডন এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

BANGLADESH-A LAND OF A THOUSAND "MY-LALS".

One My-Lai in South Vietnam shook the whole world.

"But My-Lai is happening everyday in Bangladesh" a British MP observed as reported by Reuter.

Men and women are lined up and then machine gunned. Babies are bayoneted lest those orphans should grow up with anti-Pakistan feeling. Cities and Villages are being flattened day after day.

Friends, we remember with gratitude how you moved the whole world to help the cyclones victims of Bangladesh, while the Pakistan Government enriched by the foreign exchange earned by Bangladesh was almost callous and dubious.

Will you not prove again that you cannot remain unconcerned while thousands perish and millions anguish?

No power whatever big it may be can forever suppress the eighth largest nation of the world.

But your love for humanity, justice and democracy may stop this present holocaust and monumental human misery. So, raise your voice against the new Hitler of Pakistan.

Press your Government to boycott tyrannical and racialist Pakistan economically, politically and militarily.

Want to know why foreign journalists and even the Red Cross teams are not allowed to go to Bangladesh.

ASK YOUR GOVERNMENT TO RECOGNISE BANGLADESH.

Issued by the Action Committee for Bangladesh in North and North-West London, 33 Dagmar Road. N. 22

Tel: 485 2379, 889 4474.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমর্থনে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	৫ মে, ১৯৭১

BANGLADESH TODAY! BANGLADESH TODAY!

BANGLADESH TODAY!

The outside world has no means to know what is going on inside Bangladesh. Yahya's military Government has expelled all foreign journalists from the country, quarantined foreign diplomats inside and has cut all telecommunications with the rest of the world. The Red Cross aid has been refused and its men have been turned out from Karachi Air port. All local newspaper reports are censored and the newspaper proprietors are forced at the point of bayonet to write reports in favor of the army. In short, the whole of 55 thousand sq. miles of Bangladesh has been turned into a vast concentration camp where unarmed and innocent men, women and children are being meticulously massacred, cities and villages arc being bombed, burnt and destroyed.

All these savageries far surpassing that of the Huns of history are being carried out by military dictator Yahya Khan in the name of God, not because that the 75 million people of Bangladesh are godless, but because they wanted justice from him. They wanted to stop the exploitation of the majority people of Bangladesh by the industrio-military clique of the minority people of West Pakistan. They wanted that Yahya, as he promised before the election in December, 1970, should transfer power to Sheikh Mujibur Rahman whose party, Awami League, turned out to be the absolute majority Party in last election. But Yahya was not ready to transfer power to Bangladesh which never happened to enjoy power since the creation of Pakistan in 1947. To the estimation of the ruling classes of West Pakistan, the Bengalis are born to be ruled, not to rule on the basis of equality.

Hence, in order to preserve the West Pakistan domination, Yahya created a political crisis by abruptly and unilaterally postponing the Constituent Assembly for indefinite period. And to solve his self-created crisis he arrested Sheikh Mujibur Rahman and his leading followers, ordered his 80 thousand West Pakistani troops in occupation of Bangladesh to kill and maim the politicians, professors, students, lawyers and all other unarmed civilians including women and children.

By committing such medieval savagery Yahya has outraged the conscience of the world and has forfeited his right to sit with the civilized community of nations. This is the time for the conscientious world to speak and force him to stop his crime against humanity.

LONG LIVE BANGLADESH

Issued by the Action Committee for Bangladesh in North and North-West London,
33 Dagmar Road. London, N. 22. Tel. 485 2379, 889 4474.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ পত্রিকার ভুল প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ডের বক্তব্য	প্রচারপত্র	৬ মে, ১৯৭১

PRESS CONSPIRACY AIDS YAHYA KHAN

THE SUNDAY TIMES last weekend carried an astonishing report from Pakistan. It revealed details of a hitherto unreported mutiny in the West Pakistan Army during the recent battles.

The report said; 'Ten days of piecing together the details in East Pakistan have revealed a huge and almost successful mutiny in the Pakistan Army and the brutal massacre of thousands of non-Bengali men, women and children'. (Our emphasis)

It was the Pakistan Army's quick reflexes, tighter discipline and better leadership which saved it from the mutineers on that bloody Thursday and Friday '

An interesting story, But the reports of massacres on non-Bengalis in Bangladesh arc wholly inaccurate. The author of this report is Anthony Mascarenhas, news editor of the Karachi 'Morning News', the pro-government newspaper which actually receives subsidies from the government. The 'Sunday Times' carefully avoided mentioning this thus giving the impression that the report was entirely unbiased and objective. But while the 'Sunday Times' was busy publishing propaganda from the Pakistan Government, it was giving a frosty reception to Mr. Bruce Douglas-Mann, the new labor MP for N. Paddington. He has just returned from an on-the-spot tour of Bangladesh and offered an article on the situation to the ' Sunday Times". Lord Thomson's men declined the article.

On May 14 Mr. Douglas-Mann's emergency motion on the Bangladesh struggle will be debated in the Commons. It is hoped that he takes the opportunity to reveal the press conspiracy in this country to hide the facts of the situation.

WORKERS PRESS. Thursday, May 6, 1971.

BANGLADESH ASSOCIATION, SCOTLAND.
1.5 Eldon Street, (Ground Left)
Glasgow. C 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রীডম’- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি প্রকাশিত পস্তিকা	৮ মে, ১৯৭১

BANGLADESH FIGHTS FOR FREEDOM

Published by:-Bangladesh Action Committee in Great Britain,
68A Streatham High Road, London, S. W. 16.
Telephone: 01-769 4690.

FOREWORD

This booklet, although very short, will give an idea about the political domination and economic exploitation of East Bengal by West Pakistan.

The tie-religion-which held the two wings together has completely broken down by the unprecedented massacre of human lives by the army of West Pakistan commencing on the night of March 25, 197 L

The mass killing has made it clear that the only way to bring an end to economic exploitation and political domination is to struggle for the liberation of Bangladesh. The 75 million people of Bangladesh are now engaged in that great battle.

A. S. Chowdhury,
Vice-Chancellor, University of Dacca,
Judge, High Court, Dacca.

8 th May, 1971.

BANGLADESH FIGHTS FOR FREEDOM

PAKISTAN was founded in 1947 amid communal strife between Muslims and Hindus. The two wings of Pakistan were carved but of the Indian sub-continent and ever since then its history has been scarred by regional tension.

Under the caption the "Second Flood of East Pakistan", the Sunday Times, London wrote: "The current tragedy in Pakistan is the logical end of the process that began with the dissolution of British India 25 years ago. In insisting then on the creation of a separate and specifically Muslim State the late Mr. Jinnah and his colleagues of the Muslim League gave birth to a pantomime horse-a nation divided by culture, language and thousand miles of hostile Indian territory and, stitched together solely by the thread of Islam."

Edward S. Mason, an American Professor of Harvard University, has recently said "the independence of East Pakistan is inevitable. What started as a movement for economic autonomy within the framework of a united Pakistan has been irrevocably transformed by the wholesale slaughter of East Pakistani civilians into a movement that sooner or later will produce an independent East Pakistan-"BANGLADESH '-is a matter of time." This paper in brief traces the history of Pakistan and discusses the cultural, linguistic and social background and principally the economic and politics of the two wings are at the heart of the present conflict.

Pakistan was born on religious sentiment and after the birth the sentiment was cherished to be kept alive. There is one thousand miles of Indian Territory between East and West Pakistan. Both are Muslims, but otherwise they are similar as Portugal and Poland. As early as 1949 Richard Simonds, in his "The Making of Pakistan", observed, "the place of E. Bengal in Pakistan is the least easy of all the provinces to assess, and its future the most difficult to foresee. "The west is dry where the camel is the main means of transport of tall men with high cheek-bones, turbans and baggy trousers, the East where in the rains transport from village to village and house to house is by boat where men are short and wear bright check lungis. West Pakistan is oriented towards the Middle East, East Pakistan is irrevocably part of South East Asia." The Bengalis have different language, dress, diet and way of life from the West Pakistan and it was the Economist of London which quite correctly observed: "East Pakistan speaks Bengali, which-the difference from Urdu apart-means that its people belong to the most articulate, most politically conscious and most permanently disgruntled group in the sub-continent."

These factors, therefore, show that the two pillars of Pakistan, East and West, were not fixed on the solid ground of nationalism but on the sands of religious sentiment. Ever since the birth of Pakistan the ruling class of West Pakistan thought that so long as people could be kept in a clamorous state of sentimentality they had a fair chance of exploitation of the Bengalis. The seed of exploitation and autocratic rule was sown in the ground of political history of Pakistan by the so-called father of the nation Mr. Jinnah. Mr. Jinnah became the first Governor General and later assumed the other highest posts of the State simultaneously-the Presidency of the ruling Muslim League Party and the Presidency of the Constituent Assembly. This is unprecedented in the history of a democratic country of any shade. "It was a question of time that the "Pater familiar of Roman Society would bring discontent in the family; for the existence of his absolute authority in the 20th century in Pakistan it was inevitable that a chaos would follow and this undemocratic- show would perpetuate further undemocratic developments." So long as he was alive, he dictated his policies without having any regard to people's opinion.

Addressing the Dacca University Convocation on 24th March 1948, Mr. Jinnah made it clear that "in Pakistan there shall be one State Language and that shall be Urdu." This was very very undemocratic as the majority of the people of Pakistan speak Bengali, one of the richest languages of the Indo-Pakistan sub-Continent. He also hinted that the language controversy had been fomented by the "Fifth Columnists". This political domination was followed soon by the economic exploitation of East Pakistan by the West. The West wing is also aware that without Bengal's revenue their military machine

would collapse like a punctured balloon. Hence the cries of "Pakistan in Danger," "Islam in Danger". East Pakistanis do not believe that West Pakistan has the monopoly of either Islam or patriotism. In their own way they are adding a new dimension of Islam just as Turks, Egyptians, Algerians and Palestinians have done.

Economic Exploitation

Robert Dorfman, an economist at Harvard University, has said "the fact of large and widening gap in the average standard of living between the two regions of Pakistan is incontestable. Even the West Pakistan dominated Government admits that the average East Pakistani must make do with barely two-thirds the average income in the West, and he faces higher prices too. The income disparity is largely the result of a systematic subordination of the interests of the Eastern region to those of the West, specially the East Pakistan's charge that allocation of foreign exchange-both that earned by the export of East Pakistan's jute and that provided by foreign aid disproportionately favors West Pakistan; that allocation of domestic investment reinforces the income disparity-and that high tariffs and import quotas raise prices to East Pakistanis in order to provide profit and jobs in West Pakistan". The Economist continues "We believe that in the main the facts support these charges."

Since 1952 Pakistan has been a major recipient of foreign aid, especially from Britain, the United States, France and China, the bulk of which has been used to support industrialization of West Pakistan, with only a handful of projects undertaken in East Pakistan, and even these are owned by West Pakistani industrialists. In 1959-60, the per capita income in West Pakistan was 32 per cent higher than in the East. Over the next ten years the annual rate of growth of income of West Pakistan was 62 % while it was only 4.2 % in East Pakistan. As a result, by 1969-70 the per capita income of the West was 61% higher than in the East. East Pakistan's foreign trade earnings are diverted to finance imports for West Pakistan and specifically, tariffs, import controls and industrial licensing compel East Pakistan to purchase commodities from West Pakistan which, but for the controls, they could obtain more cheaply in world markets. To quote the London Times of 20th October 1970: "At the moment East Pakistan buys its coal from China at a prohibited price of 172 rupees a ton. This is one of the main reasons why East Pakistan's only steel mill is running at a huge loss. Yet coal imported from West Bengal across the border would only cost 50 rupees a ton. East Pakistan would also able to export its main commodities, fish and low grade jute, to eager markets and starved milts of West Bengal."

Another classic economic exploitation of the East by the Central Government of Pakistan is in the public investment sector. With 60% of the total population East Pakistan's share of central government development expenditure has been as low as 20% during 1950-55, attaining a peak of 36% during the Third Five Year Plan period 1955-66- 1969-70. East Pakistan has received an even smaller share of private investment, less than 2.5%.

The tidal wave of five months ago has taken its toll in East Pakistan. Nearly a million Bengali lives have been lost. No power on earth can stop natural disaster but the

monumental inefficiency of the West Pakistan leadership in handling the relief operation is unforgivable. As early as 1937, Subhash Chandra Bose had suggested a 260 mile long coastal dam with a six-lane traffic way for controlling floods, boosting trade and commerce, generating electricity and reclaiming land for cultivation. Such projects have been undertaken by mutually hostile powers in Europe and by West Pakistan and India. There is no reason why it cannot be done by East Pakistan and West Bengal.

The sub-continent is laced with mighty mountains. There is no dirth of rocks and boulders. Bengalis are eager to work. There is no dirth of labor; all that is needed is leadership. This can only be provided for by the Bengalis who from time immemorial have lived with the cruel sea and the uncontrolled rivers. The proposed dam will not only electrify the economy of the entire region but also generate hope for the future which poverty-stricken Bengalis are rather good at harnessing for their cause. Recently a Western diplomat in Dacca said: "If the civilization collapses, the process will start here in Bengal" The collapse can be prevented by the coastal dam. Nothing else can. The Bengalis have repeatedly been told by the West Pakistan ruling class that annual floods, it’s devastating tidal bore and its drought are the acts of God whereas in the West the recent Indus Basin Project has made the deserted regions the most fertile lands, along with her fight against water logging.

Ninety per cent of the Pakistan army comes from West Pakistan. The huge national expenditure on the army maintenance adds about 75% to the advantage of the people there; its fall-out in West Pakistan and deprivation of the East has been unscrupulously maintained all these years. This is an avaricious policy of sacrificing the majority interest at the altar of the soldiers which has necessitated a policy of keeping some external problems alive such as Kashmir. It is an unwritten policy of the Pakistanis Defense Department that no Bengali should hold the office of C-in-C either in the Army. Air Force or Navy and the brilliant Bengali officers are forced to retire as Major or Lt. Colonel and given posts in the semi-Governmental institutions. All the three headquarters of army, navy and air force are situated in West Pakistan including major military installations which show that the West wanted a militarily strong Pakistan to the exclusion of East Pakistan. It is a blatant example of, keeping East Pakistan weak so that the West wing could rule it perpetually as a colony. To say that Bengalis are not a martial race is a travesty of truth. For the Bengal Regiment fought courageously and well against India in 1965 in the Lahore sector. Even now they are fighting the well-trained and. well- armed West Pakistani Army with hardly any weapons to fight with.

Lahore Resolution & the Six Points

In 1966 Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of Bengal, had produced his Six Point Programme, a detailed elaboration on the call for East Bengal' autonomy first raised at the Dacca mass meeting in 1953. It was meant for emancipating the neglected people of Bengal and was actually based on the Lahore resolution of 1940 of the Muslim League which gets the credit for fathering Pakistan. The resolution was passed seven years before the partition of India. It endorsed that the constituent provinces of Pakistan should enjoy the fullest autonomy. The heart of his demands was a federal constitution that would give federal government control of nothing but foreign affair and defense-

and even the two federating States would be entitled to raise their "Territorial's" and make their own agreements on foreign trade.

In March 1966 while visiting East Pakistan President Ayub Khan said that he considered Sheikh's Six Points as a threat of secession and warned he would rather fight a civil war like they did in the United States then concede. Sheikh was immediately arrested and the majority of the foreign press ignored the event. To Bengalis his arrest-the fourth of his career-confined him as a martyr. In the notorious Agartala Conspiracy Case which was engineered by President Ayub Khan and the ruling clique, Mujib was brought to trial with 35 others. It was alleged against them that led by the Sheikh, they had conspired with Indian accomplices to organise a mutiny to over-throw the Ayub regime. There was not a grain of truth in this allegation and for want of evidence the trial ended inconclusively in Mujib's favor and he with others were freed except one who was shot in prison. The object of this trial was to discredit Mujib and his leadership by creating a misapprehension among the East Bengalis that what he was really demanding was not autonomy but virtual secession. However, the Pakistan Government's scheme proved to be a dismal failure. President Ayub stood thoroughly discredited.

This trial reveals two very important points about the psychology of West Pakistan's ruling class, one-they have no political education to run a country, fundamentally unscrupulous and capable of doing anything which is inconceivable in a modern society; secondly, they always held Bengalis in suspicion and any popular outburst in tile East was thwarted as being the instigation of communists or of India.

The Present Crisis

In the recent election in December last tile Sheikh and his Party, the Awami League, won 167 seats of the 169 in the National Constitutional Assembly which were allotted to East Pakistan. His party got a clear majority-in fact absolute majority-in a Chamber of 313. The newly elected National Assembly of Pakistan Was supposed to meet on 3rd March. The West Pakistani leader Zulfikar Ali Bhutto with his 83 members demanded that control of trade and aid should remain in the hands of the Central Government. When Sheikh Mujib refused to compromise on these instruments of past economic exploitation. Bhutto refused to attend the Assembly and with the advice of Bhutto and other military hawks President Yahya Khan postponed the Assembly indefinitely.

Bhutto won the election on the slogan "Thousand Years' War Against India". The Sheikh won the election on his famous Six Points. This means autonomy for Bengalis while West Pakistan, would, have the portfolios of defense, foreign and finance affairs. It has been reported that "Groups of Baluchis, Pathans and Sindhis marched through the streets of Karachi on 4th March in support of East Pakistan." That leaves only the province of West Punjab whose people control all the high positions in Pakistan and there is the rub. To Mr. Bhutto and the West Punjabis Pakistan becomes meaningless without "Thousand Years War Against India" and without foreign exchange earned by 78 millions Bengalis, West Punjab can wage no war.

The Kashmir dispute and the Regional Corporation and Development a pact between Turkey, Iran and Pakistan-have furthered the economic prosperity of the Western region

to the detriment of East Pakistan's economy David Holden, of Sunday Times of London, has rightly said: "The perennial Pakistan battle over Kashmir held no emotion over them (Bengalis) yet it consumed the states revenues in military expenditure of which Bengal contributed the lion's share." Commenting on Kashmir the Guardian said recently: "Pakistan alleges that India holds the Pakistani loving Kashmiris in check by steely repression. It is most ludicrous of cases now, as the junta of Islamabad openly exercises just such repressions on 75 million bonafide Pakistanis. The United Nations will surely collapse in bitter laughter if Kashmir comes up again. The issue is as dead as the students of Dacca University."

The arbitrary postponement of National Assembly by Yahya Khan brought protests and processions all over Bengal 011 1st March, which the military decided to control by force. Nearly 2000 innocent democratic loving sons of Bengal lost their lives; despite this bloody massacre the Awami League refrained from declaring independence. Instead they carried on non-violent non-cooperation. It was first time in the history of the world when at the call of Sheikh Mujibur Rahman-the leader of the political party which was outside the government-the whole governmental administration of East Pakistan defied the Central Government and transferred its allegiance to him. It was such a complete non- cooperation that even the movements led by Mahatma Gandhi never achieved this degree of unity, solidarity and spirit of dedication among the people. At this time it was a proven fact that he never wanted to secede from Pakistan, "his preparedness for negotiation and commitment to the unity of Pakistan was demonstrated by his continuation of talks for the next two weeks despite the well-advertised influx of West Pakistan troops."

What President Yahya was doing was to reinforce his army in East Pakistan and was never negotiating with Mujib in good faith. During the talks, he said publicly 011 several occasions that he was satisfied; he went back to Islamabad on 25th March and called Sheikh Mujib, the future Prime Minister of Pakistan, a traitor. He outlawed his party and unleashed reign of terror on the night of Thursday 25th March 1971 which has not been seen since the Turkish massacre of Armenian Christian and Hitler's extermination of Jewish people.

On March 25 Bangladesh shrieked with horror. Blood flowed through the streets like a flood flowing after a torrential rain. Men, women and children ran in panic. Their screams echoed in the sky. Their cries then silenced by the rattle of automatic weapons and salvoes of guns. Thousand upon thousand were killed. Human bodies lay and rotted on the road under the fierce tropical sun. The world read the news of the massacre and saw it on the television screen-thanks to the indomitable courage of a few brave journalists who escaped the net of the Pakistan Army. Did the world feel shocked? Did it feel dismayed? Whatever their reaction was, it will never be known to the innumerable victims in Bangladesh. Horrified eye witnesses described in gory detail the savage killings and atrocities committed by the West Pakistani military machine. Newspapers in East Pakistan were completely gagged-if their offices were not already blown to pieces by cannonade. Foreign journalists were harassed, searched, subjected to indignities and eventually expelled. A British woman asked a Pakistani officer, "Why did you have to kill the children?" The officer answered back "As orphans they will grow up to hate West Pakistan". The West Pakistani Army was making sure that the truth did not reach the outside world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ফ্যাক্ট শীট-৯'- দেশবিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে প্রতিবেদন	বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটির প্রচার পত্র	মে, ১৯৭১

FACT SHEET-9

BANGLADESH MEN IN WORLD PEACE CONFERENCE

The Government of the People's Republic of Bangladesh was officially represented in the 4th World Peace Conference held in Budapest, Hungary (May 13-1.6). The official delegation which was led by Mr. M. A. Samad, an elected member of the National Assembly and Roving Ambassador for the Republic of Bangladesh, included Mr. Dewan Mahbub Ali, Joint Secretary of the National Awami Party; Dr. Sarwar Ali and Mr. Wali Ashraf, an Executive Member of the Bangladesh Students' Action Committee in U.K.

WE ARE AT WAR

Thanking the Organizers for inviting the delegation from People's Republic of Bangladesh, Mr. Samad, the leader of the delegation, declared that his country was at war. Pointing out the brutal genocide he said, "Bangladesh is an independent state today and a new nation of 75 million people. You have heard the stories of the genocide and atrocities that have been going on for the last one and a half months through newspapers and other means of communication." Referring to the 23 year history of exploitation we said, "Pakistan came into being on the basis of Principles laid down in the Lahore Resolution of 1940 passed at the annual conference of the All India Muslim League. The people of Bangladesh sacrificed most to achieve independence from the British Colonial rulers. The aspiration of the people of Bangladesh had its sources from the above- mentioned Resolution which guaranteed the creation of a confederation of autonomous and sovereign states consisting of Muslim majority areas in India. Independence was materialized on 14th August, 1947. but the power was vested in the hands of the few West Pakistanis to rule the whole of Pakistan. Since then the days of oppression and exploitation began. Bangladesh turned into nothing but a colony and jute, cultivated by the toiling masses of Bangladesh, was the main source of foreign exchange earnings and constituted 70% of the total earnings of Pakistan along with tea, hides and skin. But the earnings were hardly used for our own development. The per capita income of West Pakistan increased three times compared to that of the people residing in Bangladesh".

Explaining the last election and subsequent happenings he said, "General Yahya Khan obliged Mr. Bhutto and the Generals by postponing the Assembly. The reaction of the postponement in Bangladesh was inevitable and spontaneous and throughout the land people took to the streets to record their protests at this arbitrary act. People now felt sure that Yahya never intended to transfer power and was making a mockery of democracy. Sheikh Mujib, however, continued to seek a political settlement".

Mr. Samad briefly explained how the Generals Were preparing for the first night of horror while General Yahya was but spending times in the name of negotiation. He said, " While negotiations were not yet declared to be complete, on 25th March at about 11 p.m. Yahya Khan committed an act of treachery that has no parallel in human history. A well- trained and mechanized army of West Pakistan clamped down over the weak and unarmed civilians. Without any warning or curfew, tanks, mortars, artillery, machine guns and rockets were indiscriminately used to kill the innocent people. The approximate number of people killed on the first two nights in and around Dacca is estimated to be 100,000. There are thousands of incidents of rape, loot and arson, I can describe to you Ladies and Gentlemen, that you would feel yourselves to be sitting here purportedly holding a conference for peace".

Mr. Samad said that the Bengalis however accepted this challenge of war. "The Liberation Forces have allowed the West Pakistan troops to extend as much as they can only to surround them and fight them out at times and place of their own choice".

Mr. Samad made it clear that the West Pakistan army was nothing but an occupation army and that they had no popular support at all.

MEMBERS CONDEMN ATROCITIES

The Conference, which was attended by more than 800 members from 124 countries, unanimously condemned the atrocities and genocide in Bangladesh by the West Pakistan Army. The World Peace Council expressed their solidarity with the people of Bangladesh struggling for their liberation. The Council also awarded the LAMBRAKIS Medal to the people of Bangladesh for their heroic struggle for self-determination.

A message from Maulana Bhasani, chief of the National Awami Party was also sent to the Conference.

ROVING AMBASSADOR ON TOUR.

Mr. M. A. Samad the Roving Ambassador to the Government of Bangladesh is now on a round the World tour. He had already met the members of the Hungarian Government and discussed about the Bangladesh situation. He will very soon meet Mr. Podgorny, the Soviet President. On conclusion of his East European tour he is expected to pay a visit to the U. K.

o o o o o o o o o

COMMONS MOTION

The House of Commons passed a Motion unanimously on the 14th May, 1971. Introducing the Motion, Mr. Bruce Douglas Man, M.P. said. "That this house, deeply concerned by the killing and destruction which has taken place in East Pakistan and the possible threat of food shortage later this year calls upon Her Majesty's Government to use their influence to secure an end to the strife, the admission of the United, Nations and other international relief organizations, and achievement of a political settlement which will respect the democratic right of the people of Pakistan."

Expressing the nature and extent of the tragedy he said, " ....But the lowest independent estimates start 100,000, and many estimators are that over a million have died already".

Describing his own experience about the huge magnitude of refugees who were compelled to flee to India he said"... In circumstances in which the space where the camps are situated are likely to be flooded in the near future." He added, "The food in camp was in adequate but that food is costing Indian Govt. one Rupee per head per day."

Describing his tour inside Bangladesh, despite Indian concern he said, "Time and again we heard the same story. Troops of the West Pakistan military authorities had entered the village, which had not then been defended, had shot the men in the fields, killed the women and children and then having killed a great number of people from the village, had burnt it down and left."

He further added, “The third point is that the scale of killing and hatred is such that **Pakistan as a single state** is now dead.

JUSTICE CHOWDHURY SPEAKS IN HYDE PARK

After the House rose for the day Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury the Chief Adviser to the Central Steering Committee and Rt. Hon. John Stone house, M. P. addressed a mass meeting in Hyde Park Speakers Corner, which was attended by more than two thousand Bengalis. The meeting was arranged by the Students' Action Committee and that was Justice Chowdhury's first public speech where he described details of the Common Motion.

Issued and distributed by BANGLADESH STUDENTS' ACTION COMMITTEE
35 Gamages Building, 120 Holborn, London, E. C. 1.
Tel. 405-5916 (office hours)
673-5720

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’’ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যুক্তরাজ্য	মে, ১৯৭১

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ- গ্রেট বৃটেন

BANGLADESH STUDENTS ACTION COMMITTEE IN GREAT BRITAIN
35 Gamage Building
120 Holborn, London ECI
Phone- 01-405 5917

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমর বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে- ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আচঁল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে -
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।।

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে -
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি।।

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনাব এ, সামাদ এমএনএ-র প্রতি বিচারপ্রতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠি	২৪ মে, ১৯৭১

Telephone: 01-283 3622/3

Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in U.K.
11 Goring Street, London, E. C. 3.

Dear Mr. Samad,

I am leaving London suddenly. I hope to return by the time you reach London. In my absence, you may fully take into confidence Mr. Azizul Huq Bhuia, Convener of the Steering Committee and Mr. Mannan, a member of the Steering Committee. Both of them are most dedicated workers and I have left all instructions with them to carry on with the work.

With profound regards.

A. Samad, M.N.A.

A.S. Choudliury.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্রটেনে প্রবাসী জনাব এম, এ, রাজ্জাক চৌধুরীর প্রতি কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠি	২৪ মে, ১৯৭১

MISSION OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

9-CIRCUS AVENUE
CALCUTTA-I7

গনপ্রজন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯,সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭
May 24, 1971

No. B-5/4/71.

Mr. M. A. Razzak Choudhury.
6, Britannia Road,
South Sea (U.K.).

Dear Sir,

Kindly refer to your letter dated May 16, 1971 addressed to Mr. M. Hossain Ali, Head of Mission of the People's Republic of Bangladesh, Calcutta.

The Head of the Mission conveys his thanks to you and the Bengali community residing in the U.K. for the support to the cause of Bangladesh. The people of Bangladesh are engaged in a fierce battle with the invading Pakistani troops and require substantial help to liberate Bangladesh. We would, therefore, request you to mobilize all available resources to achieve our common goal.

You will be happy to learn that we have opened a bank account in London in the following name:—

Bangladesh Fund, A/C No. 007-866-30,

Hambros Bank, 41, Bishop's Gate, London E. C. 3.

The names of the Trustees for the account are Right Hon'ble John Stonehouse MP, Mr. Donald Hesworth and Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, Vice-Chancellor of the University of Dacca. Kindly deposit all contributions collected for Bangladesh, in this account under intimation to the Trustees. Funds from this account will be drawn by the Government of Bangladesh from time to time for utilization in the cause of Bangladesh.

Mr. Mohammad A. Samad elected member of the National Assembly and leader of Bangladesh delegation to the World Peace Conference at Budapest will visit London shortly on a mission from the Government of Bangladesh. You are advised to please keep in touch with Mr. Justice A. S. Chowdhury at present in London, about Mr. Samad's

arrival and programme. Mr. Chowdhury's office address is 11, Goring street. London, E.G. 2. Telephone: 283-36232, 283-35526.

Mr. Chowdhury has been appointed by the Acting President of Bangladesh as the country's Representative at the United Nations Organisation. He has also been authorized to coordinate the organizations formed in different parts of the U. K. and Continent to raise funds and to mobilize support in favor of Bangladesh. We hope you will extend to him all possible help and co-operation which will further the cause of Bangladesh.

Given due help, victory would be ours, Insha Allah.

JAI BANGLA.

Yours Faithfully,
(Anwarul Karim Chowdhury)
for Head of Mission.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে ১৯শে জুন হাইড পার্কে অনুষ্ঠিতব্য জনসভা ও গণমিছিলের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচারপত্র	জুন, ১৯৭১

জনসভা-

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের সমর্থনে আগামী ১৯শে জুন শনিবার বেলা ১টায় লন্ডনের হাইড পার্কের স্পীকার্স কর্নারে এক জনসভা হবে।

সভায় বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছাড়াও আরো অনেকে বক্তৃতা করবেন।

গণমিছিল-

সভার পরে হত্যাকারী দেশ পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য স্পীকার্স কর্নার থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হবে। মিছিল অক্সফোর্ড স্ট্রীট, পোর্টম্যান স্ট্রীট, গ্লোস্টার প্লেস, পার্ক রোড হয়ে ‘লর্ডস’ ক্রিকেট মাঠের সামনে সেন্ট জন্স উড রোডে শেষ হবে।

আবেদন-

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল সকলকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উক্ত জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ৩৫নং গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২০নং হবোর্ন, লন্ডন ইসি-১ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। মুদ্রণে সাপ্তাহিক জনমত। দূরালাপনী ঃ ০১-৪০৫-৫৯১৭ ও ০১-৬৭৩-৫৭২০।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের প্রস্তাবের জবাবে বাংলাদেশ থেকে ক্যাপ্টেন এন, হুদার চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠি	১২ জুন, ১৯৭১

MUKTI FOUJ COY.
BAYRA CAMP
12 June, '71.

Dear Mr. Bhuiyan,

On behalf of my troops and myself I am extending my sincere thanks to you for having taken the trouble to visit us in our forward base camp. I am also grateful that you have very kindly offered us to help my boys with stores and equipments on behalf of your organizations. I am also made to understand by you that this help is unofficial and purely on a voluntary basis from you. I am appending below a list of few such items which are essential and shall make my boys' living a little more comfortable.

It has been a great honor for me to have been able to take you inside the Liberated Zone of Bangladesh in my sector this evening. We hope by the blessing of God and good wishes of you all we shall be victorious.

With kindest regards.

Yours sincerely,
(Capt. N. Huda)

LIST OF ITEMS.

(1) Jungle Boot ... 100 paris
(2) Uniform, Khaki … 150 Sets
(3) Beds, complete ... 125 pieces
(4) Rain Coats ... 50 ,,
(5) Woolen Socks ... 100"
(6) Mosquito Nets ... 30"
(7) Flasks (Largest) ... 2"
(8) Binoculars ... 3"
(9) ......Compass for taking bearing readings-1 piece.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কে এইড বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপ- এর প্রতিবেদন	'বাংলাদেশ নিউজ'	৫ জুলাই ১৯৭১

BANGLADESH NEWS
(Organ of Aid Bangladesh Committee, Europe)

July 5, 1971.

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

From the ruins of pre-calculated and barbaric suppression of the democratic voice of the 76 million Bengalis, systematic exterminations of the elected representatives of the people, sleeping students in the dormitories, Engineers, Doctors, Scientists, Intellectuals, Professors and unarmed civilians, a nation has emerged in the map of South East Asia. It is the People's Republic of Bangladesh, formerly East Pakistan.

The formal declaration of independence and hoisting of the national flag of the People's Republic of Bangladesh was performed by the acting President, Mr. Syed Nazrul Islam, on the 17th April, 1971. About 10,000 people, including members of World Press and TV. were present at the ceremony while Gen. Yahya Khan's occupation forces continued bombing her cities, villages and machine gunning millions of fleeing refugees. It is high time for the world to recognize the reality and to act positively to bring an end to the sufferings of the millions of innocent Bengalees. If blood is the price for recognition, we have paid enough for it.

The democratically elected representatives of Bangladesh have formed the Government of the People's Republic of Bangladesh and her 76 million people owe their allegiance to it.

Yahya Khan, the dictator General has countered the ballots with bullets. He has unleashed a reign of terror in Bangladesh and waged a total war of aggression against the population. Our students were machine gunned while they were sleeping. Professors, Intellectuals and Scientists were bayoneted and gunned down in front of their raped wives, daughters and sisters. Our cities have been bombed and villages destroyed by napalm. The whole of Bangladesh has been turned into concentration camps where the vultures are too full to fly and dogs too heavy to move around the dead bodies of our dearest and nearest.

If one Mai Lai has aroused the passion of the whole civilized world how could hundreds of Mai Lai being committed in Bangladesh today be ignored? We, in the name of humanity and democracy urge upon the World Community to raise their voice against this brutality. They must except all their pressures to compel Yahya Khan and his savage army to withdraw from Bangladesh. It could be achieved by stopping all economic and military aid to West Pakistan. It is the incumbent duty of U.N.O. to intervene directly and force into Bangladesh with all her aids to relieve the sufferings of the people.

PRESENT POSITION IN BANGLADESH

As can be imagined, under the present circumstances, the forces and weapons available to the Bangladesh Government would have to be used economically and judiciously. The military policy of Bangladesh forces is being matched to the concrete situation on the ground. It is recognized that in frontal attacks the superior fire power of West Pakistan military would dominate. Thus the short, Bangladesh faces a new situation.

Larger cities and urban centers have passed under the control of the invades. Barbaric killing by them has partly depopulated those urban centers.

On the other hand, the Provisional Government has entrenched itself in areas geographically and tactically suitable for the immediate tasks of resistance.

The butchery and crimes by the West Pakistani Army have driven millions, six (6) millions till now, from their homes to destitution

In the occupied villages, stored grains have been destroyed. The terror and chaos of the occupation have severely affected all forms of agricultural operations, giving rise to the fear that West Pakistan plans to use the food shortage in the coming months as leverage and to break the moral and physical resistance of the people of Bangladesh.

WHAT DO THE FRIENDS OF BANGLADESH IN EUROPE DO TO HELP HER PEOPLE?

Obviously the sufferings of Bangladesh could have been easily brought to an early end if the member countries of Aid to Pakistan Club, major words powers and other nations including all aid-giving agencies had taken concerted actions to secure an early withdrawal of West Pakistani military from Bangladesh. Knowing as the world does, the geographical absurdity and the economic vulnerability of West Pakistan, we appeal the conscience of the world to stop giving any sort of aid to West Pakistan so that these cannot be used for butchering the Bengalees.

AID BANGLADESH COMMITTEE, EUROPA

The Aid Bangladesh Committee, Europa has recently been formed with headquarters at **Schepen-Tylbadestraat 25, Roormond, Netherlands.** The telephone number is 04750-9787. The objects of this Committee are to focus world opinion towards the desperate situation prevailing in Bangladesh and to organise aid in the form of food, medicines, clothes, blankets, milk and every materials and moral supports to the suffering millions and to the cause of Bangladesh. It also aims at propagating the 6-Point Programme of Sheikh Mujibur Rahman, of which on analysis will clearly show that at the time of election there was no idea of Bengalees to secede from Pakistan. However, the treacherous behavior of West Pakistan Government convinced them that they could never expect justice from Pakistan. They had no other alternative but to declare independence. The Committee also try to propagate the entire political and economic background behind the declaration of independence by Bangladesh.

PRESS CONFERENCES

The Bangladesh Aid Committee, Europe convened three Press conferences to focus on the prevailing conditions in Bangladesh and to mobilize world opinion to the cause of Bangladesh. They were held at Frankfurt, Den Haag and Heerlen. The activities of the Committee were also broadcast over the German Radio and Television.

WORLD UNIVERSITY SERVICE CONDEMNS GENOCIDE?

On 16th April the Secretary of the World University Service at Geneva has sent a cable to the West Pakistani military dictator, General Yahya Khan; condemning the carnage in Bangladesh. The cable specially condemned the indiscriminate killing of University Teachers and students with the aim of eliminating the intellectual’s leaderships of Bangladesh.

LIBERATION DEMANDS WITHDRAWAL OF OCCUPATION FORCES?

The annual conference of Liberation (formerly the Movement of Colonial freedom) held in London, 18th April has condemned the massacre in Bangladesh urged the British Government to help the end of the fighting. A resolution also demanded the withdrawal of West Pakistani troops from Bangladesh recognizing the right of Bangladesh to govern itself as an independent state.

GAFFAR KHAN CONDEMNS YAHYA-BHUTTO-QUAYUM CLIQUE

250 TEACHERS OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY in a memorandum condemned what Yahya Khan did in the name of Islam and Pakistan in Bangladesh. They demanded immediate withdrawal of Pakistani forces from Bangladesh. THE SPEAKER of Indonesia Parliament and Chairman of International Islamic Conference condemned the atrocities of Pakistani Army in Bangladesh.

BANGLADESH REPRESENTED IN WORLD PEACE CONFERENCE

The Government of the People's Republic of Bangladesh was officially represented in the 4th World Peace Conference held in Budapest, Hungary (May 13-16). The official delegation was led by Mr. A. Samad and member of the National Assembly and Roving Ambassador of the People's Republic of Bangladesh.

BANGLADESH IS AT WAR

Thanking the Organisation for inviting delegations from the People's Republic of Bangladesh Mr. Samad, the leader of the delegations declared that Bangladesh was at war. Mr. Samad briefly explained the up-to-date situation in Bangladesh and made it clear that the West Pakistan army was nothing but an occupation army and that they had no popular support at all.

ATROCITIES ARE CONDEMNED

The conference which was attended by more than 800 members from 124 countries unanimously condemned the atrocities and genocide in Bangladesh by West Pakistani

army. The World Peace Council expressed its solidarity with the people of Bangladesh struggling for their liberation. The Council awarded the LAMBRAKIS MEDAL to the people of Bangladesh for their heroic struggle for self-determination.

ROVING AMBASSADOR ON TOUR

Mr. M. A. Samad the Roving Ambassador to the Government of Bangladesh is now on a round the world tour. He had already met the members of the Hungarian Government and discussed about Bangladesh situation. He will meet Mr. Podgorny, the Soviet President, on conclusion of his East European tour, and he is also expected to pay a visit to the United Kingdom.

WORLD OPINION MOBILIZES

During the last two months Newspapers of different countries have taken important part in mobilizing the world opinion, which has now switched against the brutalities of Pakistani Army in Bangladesh.

Two English Newspapers, The Times and the Guardian, have in special reports shown that while talks were going on between Sheikh Mujibur Rahman and Yahya Khan, Yahya secretly brought in crack troops and modern warfare machines to Bangladesh. While every Press hand-out by the Pakistani Government indicated that the difference between the two parties Was being…..without breaking off the talks Yahya left Bangladesh and the Pakistani Army was unleashed within all its ferocity upto the unarmed people of Bangladesh.

TRAGEDY OF REFUGEES

As latest reports shown cholera has broken out in epidemic form among the refugees in India. With the number of refugees crossing the 5 million mark, and more than 60,000 pouring in everyday, medicines have become scarce, and the Government of India has called the attention of the World Community of India has called the attention of the World Community for help. The British, Dutch and German Governments have already sent monetary and medical aid to the disease striken areas. Aid Bangladesh Committee made an emergent appeal to the German people through Television, Radio and Newspapers for help. Through its agents in Europe, the Medico International, and the agents in India St. John's Ambulance Prigado, Calcutta, the Committee has sent to West Bengal more than 250,000 DM in medical aid, and is collecting more money and material.

BANGLADESH ARMY IS ON MOVE

The latest newspaper reports show that after the first advantage it won by its blitzkrieg offence, the Pakistani Army is now losing ground. The Liberation army has gained control of further areas, and even the Dacca Airport is threatened. The Pakistan Army has suffered terribly in man and materials, and is in short supply of daily necessities because of the non-cooperation of the common people. They can move out of

cities only in convoys, and many such convoys are ambushed by Liberation Guerrillas with the aid of people.

Time is on the side of Bangladesh, and Pakistan will ... to death slowly as its army continues to fight the costly was of intervention in Bangladesh.

o o o o o o o o o

BANGLADESH COMMITTEE, EUROPE-APPEALS

We appeal to all countries, national and international organizations to dispatch aids for the Bengalee refugees in India and suffering millions in Bangladesh. It is estimated that 3 million cholera vaccines, 2 million TABC vaccines, 100,000 bottles of saline. 25,000 molar lactates, one million oxytetracycline capsules, 100,000 packets of cotton, 70,000 feet of bandages and guages and 10,000 doses of anti-diphtheria serum are needed for the refugees only. The helpless millions of Bangladesh will possibly need more medical attention. But it will take some time before we reach them. We therefore appeal to the humanity in large to send money and material to us for the dispatch. ONCE AGAIN, WE IN THE NAME OF HUMANITY APPEAL TO THE WORLD CONSCIENCE NOT TO GIVE ANY SORT OF AID TO THE MILITARY JUNTA OF WEST PAKISTAN SO THAT THE SUFFERING MILLIONS OF BANGLADESH COULD BE SAVED FROM TOTAL DESTRUCTION.

We appeal to different Government to give diplomatic pressure on the Government of West Pakistan so that it removes its invading army from Bangladesh. We appeal to them also to give recognition to the BANGLADESH GOVERNMENT without any delay.

ISSUED BY AID BANGLADESH COMMITTEE- EUROPE.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে এ্যাকশন কমিটিসমূহের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা চালানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রতিবেদন	ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাকশন কমিটি প্রকাশিত প্রচারপত্র	৭ জুলাই, ১৯৭১

A Call to Bangladesh Action Committees in the United Kingdom-

WE HAVE ACHIEVED UNITY IN PURPOSE: LET US NOW ACHIEVE UNITY IN ACTION

A memo from the Bangladesh Action Committee (Westminster-London)

The Great Killing of 25 March 1971 has united, as never before, the entire Bengali nation. It has merged the 6-point of the Awami League into one point of national independence for Bangladesh. The task, the immediate one and the urgent one, of emancipation of the Bengali people has been reduced to a simple one of liberating the Bangladesh from the occupation of the Army of West Pakistan.

Since then three months have gone by and nearly eight weeks since the convention of the Coventry conference and the appointment of the Steering Committee. In the United Kingdom we are still to see a national network of action committees to emerge which could give a central guidance to hundreds of our dedicated workers all over Britain. We are still to witness the transformation of patriotic urge of our nationals into disciplined and determined activities. The Steering Committee has done valuable work in many fields but unfortunately, they have totally failed to provide an organizational framework for the operation of the Bangladesh activists. Tragically, they have not even been able to produce a draft constitution which could give a framework for our national organisation.

It is, therefore, high time that the community as a whole, as they did through the Coventry conference, must come out with a lead to overcome the failures of the Steering Committee. This could be done by reconvening the delegates of the Coventry conference with additional representatives from action committees formed since then. Such a conference could receive reports on the political situation, organizational affairs and constitutional matters and try to come to grip with some of the very pressing problems facing the Bangladesh nationals in the United Kingdom.

With these reflections in view the Bangladesh Action Committee (Westminster-London) has .drafted this memo for consideration of all concerned in the work or organizing the Bangladesh nationals in the UK into a coherent and disciplined national entity.

A. We consider that:

1. The perspective before such a national organisation-for the sake of easy reference let us call it Bangladesh Council in UK-should be to harness the moral, political

and material resources of the Bangladesh nationals in the UK in order to make more forceful and productive their support to the struggle for national liberation carried on by the freedom-fighters and the Bangladesh Government.

2. The work of the Bangladesh Council must not be confused with the work of the Envoy of the Bangladesh Government. The two are complementary though different and distinct in many ways. This distinction should be clearly understood and appreciated and most carefully and conscientiously reflected in our attitudes and activities. Or else overlapping will take place resulting in conflicts and confusion.

3. The primary responsibility of the Bangladesh Council will be to mobilize the Bangladesh nationals in UK and in this field of harnessing national resources the Bangladesh Council shall enjoy full autonomy and the Bangladesh Council shall be consulted by the Bangladesh Government and its Envoy. However, in debasement of its fund and utilization of its manpower the Bangladesh Council shall seek guidance from the Bangladesh Government and its Envoy and in the field of international solidarity activities the Council shall act in accordance with the direction of the Bangladesh Government and its Envoy.

4. The primary responsibility of the office of the Envoy will be to function as the spokesman of the Bangladesh Government and initiate moves in the field of international solidarity activities both in the UK and in the countries easily approachable from London.

5. The two bodies shall join in the safe-keeping of the Bangladesh Fund in the UK and its proper disbursement.

B. NOW ABOUT THE FRAMEWORK FOR THE NATIONAL ORGANISATION -Bangladesh Council

1. The most important assignment of the Bangladesh Council, overriding all other functions, will be to raise the maximum amount of financial contributions from the Bangladesh supporters. It should be remembered that the community as a whole has been raised to an unprecedented pitch of patriotism but the mechanism must be provided so that the organisation may reach them, and reach them regularly, once every month if not every week. Unless we are able to reach them, unless we are able to secure their active involvement in the fund-raising activities, it will not be possible to tap even 10 per cent of the potentialities of the community.

2. Therefore the basic committee-the local committee-should be constituted on the basis of concentration of our nationals because of residential or employment or professional requirement. Such grouping must not be too unwieldy, nor too widely disbursed. Both these factors will make personal and physical contact with the potential supporters difficult and.... This will be detrimental to the regular flow of communication and will undermine the collection of fund,

3. A local committee must be an operational unit and such a unit could be around 50 with about five activists in it and each activist carrying responsibility to look after at least five members of the group.

4. Such local committees should be registered with the central office of the Bangladesh Council and channel of communication on all matters of general interest should be direct. This arrangement is aimed to speed up operational efficiency. However, the representation of the local committees will have to be processed through respective regional committees where such committees are in existence or have become defunct.

5. For a local committee to have voting representation it must have on its role at least 100 paid-up members-the membership fee could be £12 per member per annum and the committee's minimum contribution to the central fund could be £1,000 per annum. A local committee should be accorded extra weightage in voting representation proportion to the additional financial contribution they would be making to the central fund.

6. For encouraging disciplined and coordinated activities the basic units could be regrouped in regional committees like (a) Glasgow & North; (b) Manchester & Lanes; (c) Leeds & Yorks.; (d) Birmingham & Midlands; (e) Bristol or Cardiff and South West England; (0 London & South .East England. Delegates of the regional committees should constitute the Central Committee of the Bangladesh Council and the entire organisation to derive its authority from the National Conference of the Bangladesh Council which shall be convened as and when the Central Committee shall decide.

C. SPEAKING ABOUT ORGANISATIONAL TASKS

1. The biggest hurdle to the achievement of UNITY IN ACTION will be provided by the growing conflict between the established community leadership (produced during the last two decades of socio-welfare activities and mostly belonging to the elder generation who are somewhat retarded intellectually-though for no fault of theirs) and the newly emerging leadership of the local action committees (mostly young and educated but many suffering from impatience and intellectual arrogance). The established community leaders are understandably worried about the incursion of the new generation of the political activists. The newly emerging leadership on the other hand rightly feels exasperated .when they find that their well-intentioned activities are blocked by parochial and factional coterie politics. Instead of seeing action, more action, and speedy action, the younger generation finds themselves wasting time in irrelevant debates and controversies. These two different types of leadership features will be very much apparent if one makes a comparative study of the style of work of two bodies in London, the Students' Action Committee or the Women's Committee and the London Action Committee. To compose these two distinctive trends into one composite stream is the most important and urgent organizational task before all of us who would like

to see UNITY IN ACTION among the Bangladesh activists in the UK. All efforts, at all levels, must be concentrated to tackle this problem. If such a blending between the established community leadership and the newly emerging leadership could be achieved then the two key problems of supply of fund and functionaries for the movement could also be tackled with comparative ease.

In order to achieve the psychological climate to unite and to cooperate both the groups-the established leadership and the newly emerging political activists-must try to learn more about one another and come to appreciate the strength and drawback of one another. Particularly for the political activist it is important to appreciate the strength and good points of the established leadership without overlooking their limitations and evolve a framework for accommodating them at the leadership level in suitable capacities. Many of these leaders are unquestionably dedicated to the cause, are capable of putting in sustained and hard work and are men of high integrity and great trust. Such persons are eminently qualified to hold posts of trustees, of arbitrators, treasurers, members of finance committees, etc. and many of them are also qualified to head organizations as presidents. But they are not, as experience has shown, suitable for secretarial responsibilities and with one or two exceptions not for the post of chairman. The fact that most of our meetings do not get a right start, get bogged down to irrelevancies, get derailed at least provocations, do not start in time, do not finish in time, do not reach any comprehensive conclusion, are because of bad chairmanship of the meetings. Because of bad chairmanship a meeting instead of helping the consolidation of the community, instead of raising our political consciousness and patriotic urge to a higher level does the reverse. Such badly conducted meetings contribute towards the creation of a hang-over of depression and frustration. These meetings instead of providing encouragement to the audience dampen our spirit and enthusiasm.

2. The functionaries, on the other hand, should be rallied around functional sub-committees, who should have specific assignments, like office administration, publications, public relations, accounting, etc. These functionaries in a suitable combination should constitute the executive branch of the organisation. Their primary responsibility should be to execute the policy decisions that will be arrived at by the delegates at the national conference or in between the conferences by the National Council.

3. To achieve UNITY IN ACTION and also EFFICIENCY IN OPERATION the organisation will come across another problem of combining the functionaries coming' through the representational apparatus of the organisation and individuals not involved with mass organizations but professionally and politically qualified to accept positions of responsibility. We cannot expect these individuals to come through the representational apparatus. The only way of getting them in is by means of draft. This problem can be best solved by providing power to co-opt to all elective bodies at the various levels of operations, from the basic unit to the National Council.

These are cursory thoughts on some of our pressing organizational problems of the Bangladesh movement in the UK and the members of the Bangladesh Action Committee (Westminster-London) shall be obliged to here comments and criticism of the memorandum from our colleagues and compatriots. We also very strongly feel that the leaders of the action committees must immediately meet to provide the movement with an adhoc constitution so that our rights and obligations as members and committees are outlined and limitations defined. Only then our organizational activities could be provided with an operational framework. Or else the frustration will deepen and undermine the patriotic upsurge of the people. If we allow this to happen, it will be a crime against the people and a betrayal of the national liberation struggle of Bangladesh.

On behalf of Bangladesh Action Committee
(Westminster-London)

23 Minford Gardens
London Wl.
7 July 1971,

A.Rahim Chaudhury
Shariful Islam
Joint Conveners.

Note: The Bangladesh Action Committee (Westminster -London) has been formed recently and with which the Campaign for Self-rule for East Bengal (established in March 1971) is incorporated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান বন্ধের জন্য বাঙ্গালী শ্রমিক নেতাদের আহবান	‘ওয়ার্কাস প্রেস’ লন্ডন	৯ জুলাই, ১৯৭১

Friday July 9. 1971

WORKERS PRESS

Bangladesh Exclusive

STOP PAKISTAN SUPPLIES: PLEA TO UNIONISTS

BY Robert Black

BRITISH LABOUR must block all aid to Pakistan, leaders of the four million- strong Bangladesh National Workers' League told Workers Press yesterday.

League President Shah Jahan and General Secretary Abdul Mannan are in Britain from Bangladesh to secure definite pledges of solidarity action from the major trade unions, especially those covering dockers and other transport workers.

Stressing the unity of interest between British and Bengali workers in their common struggle for basic rights, Shah Jahan said the National Workers' League had already requested that British dockers and seamen 'refrain from working on Pakistan ships or any other vessels carrying goods and arms to Pakistan*.

He intends to discuss this proposal with Jack Jones, whose Transport and General Workers' Union organizes the majority of Britain's port-workers. (The T & GWU conference opens in Scarborough next Monday.)

Shah Jahan said that after meeting trade union leaders from all over the world, he was convinced that if the British workers gave a lead in supporting Bangladesh, others would soon follow.

INFLUENCE

'It would greatly influence the workers of Europe, America and Canada', he stated.

He emphasized that workers and their leaders should not be diverted from supporting Bangladesh by the 'power considerations' of the world governments.

Their only consideration should be the cause for which workers throughout the world are fighting-political and economic emancipation.'

These points were endorsed by former jute mill worker Abdul Mannan. He spent seven years in Pakistani jails for organizing the first mass strikes against the military regime of Ayub Khan.

Seven of his family, including his mother, have been killed by the Pakistan army since March 25.

ANSWER

'We ask all British workers and their leaders in the TUC to answer our appeal', he declared.

'Blockade Pakistan. Do not load anything for Yahya Khan. If British workers give to lead, and especially their leaders, then workers all over the world will follow.'

Both Jahan and Mannan were in Bangladesh when the Pakistan army unleashed its massacres on March 25. Trade unionists bore the brunt of the attack,' said Shah Jahan.

Militants were hunted down in Dacca, Chittagong and other towns and shot on the spot.

Even workers answering calls to collect their back pay have been machine gunned down, hundreds at a time.

'But their spirit is unbroken,' Shah Jahan assured Workers Press.

He explained that 30 per cent of E. Bengal workers had received military training under the Yahya regime.

Many of these workers were now leading the Liberation Army and helping to train recruits in the camps.

Both leaders thanked Workers Press for the campaign it was organizing in the British trade unions for concrete solidarity action with the workers and peasants of Bangladesh.

Their impassioned appeal for an official trade union embargo on all goods and arms to Pakistan places the ball firmly in the court of Jack Jones, Hugh Scanlon and TUC general secretary Victor Feather.

Workers in all unions must demand that they act-and now.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তনে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ প্রয়াস সর্ম্পকে একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইংল্যান্ডের পুস্তিকা	১৪ জুলাই, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN S LATEST FORMULA FOR RESTORATION OF CIVILIAN RULE IN PAKISTAN: AN ANALYSIS

Bangladesh Association of New England
July 14, 1971

Under pressure from the World Powers and the international organizations like the World Bank, President Yahya Khan has been obliged to offer a plan for restoration of civilian rule in Pakistan. Nothing could be more farcical than his plan announced on June 28, 1971. He has foreseen the initiation of a process through which power will be transferred to the elected representatives of the people in the course of four months or so. Even after civilian governments are formed they will have the cover of martial law However, it is not the ineffective nature of the governments to be established, but the manner in which they will be called to being is what is most amusing.

Constitution to be Drafted by a Committee of Experts

The plan has laid down that the members who were elected to the National Assembly with the primary purpose of drawing up a constitution will now lose that right. Instead a Committee of Experts has been appointed to draft a constitution, with the promulgation of which the various elected Assemblies at the National and the Provincial levels will start functioning.

After a country-wide regular election has been held and people's representatives chosen to write up a Constitution, there is no room for any so-called expert body to abrogate that right from the elected representatives. This amounts to imposing by the regime on the people a Constitution of its own make. Such an authoritarian Constitution win have no legal validity under whatever martial law order it might be inducted. Such a Constitution will not have any prospect of lasting long, as did not the Constitution given by the former President Ayub Khan. This speaks not only of an ignorance of the democratic process, but also a calculated avoidance of that process for fear of being confronted with something unpalatable to the army rulers. But who have given this inalienable right to the army rulers to give Constitution to the country from time to time?

Nature of the Constitution

The nature of the Constitution has also been indicated by Yahya Khan. According to him, this will give greater autonomy to the provinces, but at the same time will ensure a stronger Central Government. This becomes self-contradictory and only jugglery of words. After what has happened to the Bengalis since the 25th March, 1971 due to army action no measure of autonomy will be acceptable to them. The ruthless and planned

killing of the people and the destruction of the economy have clearly exposed the intentions of the army junta of West Pakistan. They do not consider Bengalis their own people. They want to subjugate the 75 million Bengalis forever and exploit Bangladesh as a colony of the type the human history has not seen.

The present plan reveals the design quite obviously, though this has been an intended move to hoodwink the World Powers and the other world bodies. There is no expression of sympathy for the people who have suffered including the six million refugees in India. There is no desire of generating confidence and goodwill among the Bengalis. To the - West Pakistani Army rulers, these are not necessary. They believe that they can hold on to power through military suppression and ruthlessness. They are yet to accept the fact that the oft-repeated bond of unity and integrity has been torn asunder by them for all lime to come.

Expected Collaborators:

Who are the persons in Bangladesh that President Yahya Khan expects to cooperate with him in forming the Governments under the present plan? Not the Awami League that won all but two seals in the National Assembly. The Awami League has been banned for ever. The Awami Leaguers who were involved in the "secessionist movement" and "anti-state or criminal acts" will not be permitted to sit in the Assemblies. The others who would come forward could participate in the Assemblies only in their individual capacities. The vacant scats will be filled up through by-elections. These are the processes envisaged by President Yahya Khan to initiate civilian rule in the country. This is how Yahya Khan expects to enlist the support of the Awami Leaguers of Bangladesh to his plan of transferring power. But he knows that he cannot expect many Awami Leaguers to show up to cooperate with him. He also knows that an outright nullification of the last election results win create complications with respect to West Pakistan as well. Hence his frantic effort at a patched up formula to maintain credibility, though he fully realized that it is an exercise in futility.

We are not bothered about the lack of options before Yahya Khan, as he is trying to make out. He has engaged himself in this futile exercise, only to appease the world at large. He expects to form an Assembly of quislings and collaborators through a fake election for the vacant seats. This will not be legal, constitutional or even moral. No one can deny the right to the duly elected members to set and participate in the Assemblies. It did not lie within the competence of Yahya Khan to presume the attitude of the Awami League within the National Assembly. His presumption of a secessionist attitude of Awami League is not borne out by facts. Sheikh Mujibur Rahman did not declare independence of Bangladesh till the unwarranted and merciless crack-down by West Pakistan army on the night of the 25th March, 1971. The whole world press will bear witness to this. Hence it is Yahya khan, and not Sheikh Mujibur Rahman, who is responsible for splitting Pakistan into two. Once this split has been brought to the present, pass, any further rapprochement is totally out of the question.

Objective of the Plan

President Yahya Khan has put up the plan clearly not for the Bengalis, but primarily for the world governments and in particular for the Aid-to-Pakistan Consortium countries. He does not expect that the World Powers will not see through the hollowness of his plan. What he expects is that some of the world powers win find an excuse for continuing their policy of "non-interference in the internal affairs of Pakistan." Yahya Khan has claimed in his address that the world powers have generally approved of his army action in Bangladesh in the name of integrity and solidarity of Pakistan. Is that correct? Not in the least. The world press in a body have condemned the action in unmistakable terms. The Big Powers also have expressed their disgust and urged upon Yahya government for a political settlement of the problem.

The political settlement offered by President Yahya Khan is not what was conceived of by the world governments. This plan cannot solve the problem created by Yahya Khan over the past three months. The regime cannot revive the administration in Bangladesh through quislings and collaborators supported by the West Pakistani administrators. The atrocities still continue in the name of cleansing. But the regime very well knows that it would require the cleaning up a whole nation of 75 million people. Thus West Pakistani regime has finally failed to administer Bangladesh and by now has forfeited the right to rule them any longer.

However, Yahya Khan expects to rule Bangladesh through brutal force. He has been emboldened to feel so because of the silent support by some of the Big Powers. It is understandable that the Big Powers have many more problems to attend to. But does that justify their tacit support at perpetuation of the wholly untenable situation in Bangladesh?

The people of Bangladesh are suffering inhuman miseries and passing their days under a reign of terror, intimidation and persecution. The six million refugees across the border have not returned to their homes for fear of military action. Many independent observers have stated that the army is just trigger-happy and arbitrary.

The refugees can return only if a sense of security can be created in them, which "is possible only if their elected leaders assume power forthwith and the army aggression is withdrawn. The people inside Bangladesh will resume their full economic and reconstruction activities, only if the government of their chosen leaders administers the country.

Final Analysis

Peace and tranquility can remain undisturbed in the region, if and only if the inevitable is accepted without any further delay. President Yahya expects that with passage of lime, things will settle down and the wounds heal up. The world governments seem to think that the Bengalis will eventually submit. Nothing could be further from the truth after such a heavy price has been paid.

An organized and highly equipped army has gained control within their gun range over the territory, but not over the minds of the people. This is only natural for the armed

forces. But the non-cooperation of the people at large supported by mounting guerilla activities, along with the invisible pressure of the six million uprooted people will eventually force the army junta to crumble both economically and politically.

The sooner it is realized by the world powers, the better it is for the peace and security in South Asia. Will the world powers remain an onlooker to the greatest man-made tragedy in human history and thus help delay the inevitable birth of a new nation only through still greater sacrifices? A late response to the realities of the issue may only be too late.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়ারের প্রতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	বিশেষ প্রতিনিধির চিঠি	১৯ জুলাই, ১৯৭১

SPECIAL REPRESENTATIVE OF

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

জয় বাংলা

11 Goring Street
London E C 3
Tel:-01-2835526/ 3623
9-7-71

My dear Group Capt. Tawab,

It is absolutely unsafe for you to return to Pakistan. Please do not return to Pakistan. Bangladesh needs you. Please immediately get in touch with me.

With best wishes,

Yours Sincerely,
A .S Chowdhury

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১শে জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের সমর্থন সভায় যোগদানের কথা জানিয়ে বৃটিশ এমপি-র চিঠি	এম, এ, আর খানকে লিখিত চিঠি	২১ জুলাই, ১৯৭১

From Frank Judd, M. P.
21st July 1971.

Dear Mr. Khan,

Thank you for your letter of 20th July. Mr. Selway had told me about your meeting and I am sorry that I was not able to give you a reply earlier.

I shall be glad to come to St. Peter's Hall, Somers Road, at 3 p. m on Saturday, 31st July, and am looking forward to being, with you.

Yours sincerely,

Sd/-

Mr. M. A. R. Khan
President,
Bangladesh Action Committee
6 Britannia Road
Southsea.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১শে জুলাই -এর সভায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে জন স্টোনহাউস, এমপি-র চিঠি	এম, এ, আর খানকে লিখিত চিঠি	২২ জুলাই, ১৯৭১

From The Rt. Hon. John Stonehouse. M.P.
HOUSE OF COMMONS
LONDON, SW1
22nd July, 1971

Dear Mr. Khan,

Thank you for your letter of the 20th July inviting me to the meeting to be held on the 31st July.

Unfortunately, due to another appointment on that day, it will be impossible for me to attend your meeting. I do hope the meeting is a success.

Yours sincerely.
John Stonehouse.

Mr. M. A. R. Khan,
The Bangladesh Action Committee,
6 Britannia Road.
Southsea.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অচিরে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি	ভেনিজুয়েলা প্রবাসী ডঃ এন আলম খন্দকারকে লিখিত চিঠি	৪ আগস্ট, ১৯৭১

4th August, 1971.

Dr. N. Alam Khandker,
Instituto Oceanografico,
Apartado postal 94,
Cumana,
Venezuela.

Dear Mr. Khandker,

It was a great delight for me to receive your letter of 2nd June 1971, but I deeply regret that I could not write to you earlier. This is due to my preoccupation. For the last three months I could never go to bed before midnight. Nor have I, as yet, proper facilities for replying to letters promptly.

We are setting up a Bangladesh Mission shortly and things will get better organized and letters will be more promptly attended to then.

I was in New York for a very brief stay. As Special Representative of the Government of Bangladesh to the U. N. and overseas I have at times to go to different places, but my main work is in Great Britain and I am based in London.

I am very grateful for your kind thoughts and your kind words which will indeed inspire me as ever. I am also grateful for your concern about me personally. It has deeply moved me. If I require any such help personally I shall not hesitate to write to you.

With the very best of wishes and personal regards.

Yours sincerely,
Abu Sayeed Chowdhury

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

Action Committee for
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.
11 Goring Street, London, E. C. 3.

THE BENGALI COMMUNITY OF ONE HUNDRED THOUSAND PEOPLE RESIDING IN GREAT BRITAIN HAVE RECEIVED WITH DEEP ANGUISH AND SHOCK THE NEWS THAT YAHYA KHAN HAS FINALLY DECIDED TO HOLD A MOCK TRIAL ON I1TH AUGUST OF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, THE DEMOCRATICALLY ELECTED LEADER OF SEVENTY FIVE MILLION PEOPLE OF BANGLADESH.

PEOPLE BELIEVING IN DEMOCRATIC RIGHTS AND HUMAN VALUES NEED NOT BE TOLD AGAIN ABOUT THE CRIMES OF YAHYA KHAN IN SLAUGHTERING ONE MILLION, DRIVING EIGHT MILLION FROM THEIR COUNTRY, MAKING DESTITUTE THIRTY MILLION AND TERRORISING THE SEVENTY FIVE MILLION PEOPLE OF BANGLADESH. HE HAS NOW DECIDED TO FLOUT INTERNATIONAL OPINION AND PROCEED WITH THE TRIAL.

WE URGE THE BRITISH PUBLIC IN PARTICULAR, AND WORLD OPINION IN GENERAL. TO RISE TO THE OCCASION AND ASK THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS TO INSIST THAT YAHYA KHAN PUT A STOP TO THIS SINISTER AND DANGEROUS ACT AND RELEASE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক জাহাজ ক্রয়ের ব্যাপারে একটি বৃটিশ কোম্পানীর সাথে পত্র যোগাযোগ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১০ ও ১২ আগষ্ট, ১৯৭১

HORACE S. CORDRAN LTD.
Directors: H. S. Cordran, H. L. Cordran
Shipbrokers
Telephone: 01-283 3971/2
Telegrams: ANFIBIO. LONDON. E. C. 3.
Codes: NEW BOB & SCOTT'S

BEVIS MARKS HOUSE.
BEVIS MARKS,
LONDON. E. C. 3.

MR. BHUIA
11 Goring Street,
E. C. 3.

Attention of Mr. Bhuia.

Dear Sirs,

We thank you for your yesterday's telephonic call, and as requested, enclose herewith a list with a few coasters of about 700 tons deadweight presently available, for your kind consideration.

We shall follow up with further suggestions and meantime shall be glad to hear if you find any of these vessels of interest.

Yours faithfully,

HORACE S. CORDRAN LTD.
Sd/-

HORACE S. CORDRAN LTD.

Particulars of Screw Steamer YUK I and D U E L

Particulars Presumed to be correct but not guaranteed

Dead Weight inc. bunkers-abt. 740 tons

Draught Loaded-3.32

Bunkers -98 $\frac{3}{4}$ tons

When, Where Built- 1964/1963, Holland
Builder's Name- Scheeps v/d de Grtto

Class-Highest Lloyd's class

Last Survey- 1968 and 1969

Register Tons-455, Gross-204 Nett

Cubic Capacity-56.1 Grain/53.117 bale

Water Ballast 155 tons in double bottom,

abt. 12 tons Fresh water

Dimensions
Length 59.72 m/54.00 m
Breadth 9.20
Depth of Hold 3.32 m.
Depth Moulded 5.40

No. of Holds .... No. of Bulkheads

....

No. and size of Hatches 11.57 X 5.48 m

Dock Arrangements open shelter-deck

P..............B.................F.............Q..........

Engines-Description-M.W.M

Diesel Motor

Where placed-aft.

Maker's Name- Motorenwerk

Mannheim
Hores Power-750 HP at 355 r.p.m.

Diameter of Cylinders- 6:320

mm

Stoke of Piston-480 mm

Biolers...........Size..............

Age....................................

Average Speed 11 Knots

Consumption per 24 hours abt.

3 tons gasoil

Heating Surfaces..................

grate S.................................

Number of Furnaces............

Working pressure................

Ibs per sq. inch.....................

Donkey Boiler.....................

4 Winches hybraulic Derricks

4 @ 3 tons

Steam Windlass..................

Steam steering Gear............

Position................................

Price.....................................

HORACE S. CORDRAN LTD. BEVIS MARKS HOUSE

Directors: H. S. Cordran, H. L Cordran
Shipbrokers,
Telephone: 01-283 3971/2
Telex No. 28291
Telegrams: ANFIBIO, LONDON, E. C. 3.
Codes: NEW BOE & SCOTT'S

BEVIS MARKS.
LONDON, B.C.3.

12th August, 1971.

MR. BHU1A
11, Goring Street,
E. C.3.

Dear Sir,

With reference to your recent purchase enquiry for your Bangladesh Principals, we would draw your attention to the following further vessels which we can secure for sale:

"MOSSVILLE"-built 1953' in Holland, about 770 tons deadweight on 10'8¾ draf, classed Lloyd's, 36.000 grain, 32.800 bale, dimensions 285' o. a / by 29' 5" breadth by 11' 11" depth, single deck, 3 holds, 4 S. C. S. A. diesel engine aft, Industries engine, speed 9.5 kts. on about 1.5 tons gasoil, s. s. April 1967, two hatches: 45'3" x 16'2", 2 hydraulic winches, 2 derricks at 3 tons each.

She is trading in the Irish Sea, to Runcorn and Liverpool and as regards price we would try down to about £ 35/30.000.

"MERTOLA" about 692 ton d. w., 11'1"¾ draft, built 1950 Lloyd's class, 33.775 grain, 32.780 bale, dimensions 172' x 28' x 9' 4", one deck and raised quarter-deck, one hold, 103'6" can be divided by portable wooden bulkheads, two hatches: 34' x 157", 4 S. C. S. A. diesel aft, Deutz engine 395 BHP at 320 r. p. m. speed 8.5 knots on 1 ½ / 1¾ tons gasoil, Lister 14 HP driving ballast pump and also spare generator, two winches, two derrcisk.

This vessel also is available for early delivery U. K. port, and we would try about £.25.000 down to 24.000 for her.

We shall be glad to have your views on the above, and remain,

Yours faithfully,
HORACE S. CORD RAN, LTD.,
Sd/-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৭১ সনের ৬ ও ১২ আগষ্ট লন্ডনে অনুষ্ঠিত এ্যাকশন কমিটির সভার প্রস্তাবপত্র	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১২ আগষ্ট, ১৯৭১

FIRST MEETING 6TH AUGUST, 1971 RESOLUTION NOT ACCEPTED BY JUSTICE A. S. CHOWDHURY 7TII AUGUST, 1971

SECOND MEETING 12TH AUGUST, 1971 SHEIKH A. MANNAN AND MR. AZIZUL HA QUE BHUIA WERE ELECTED TO WORK IN THE CONVENTION COMMITTEE

In pursuance of Resolution No.2 of 6th August, 71, the following members had an audience with Justice A. S. Chowdhury on 7th August 71:

1. Mr. Sheikh A. Mannan
2. Mr. S. Rahman
3. Mr. K. Choudhury

Justice A. S. Chowdhury made an appeal to the members of the Steering Committee to convey the resolution of the Steering Committee to the members concerned envisaged in the unofficial resolution adopted in a meeting between Justice A. S. Chowdhury and some leaders of the Bengali Communities in Great Britain. The responsibility of ventilating the opinion of the Steering Committee to lend us convened were given to Mr. Kabir Choudhury. As Mr. Kabir Choudhury did not communicate the result of his dialogue with the leaders within the specific time, the convener of the Steering Committee conveyed an urgent meeting on 12th August, 71 at 11 Goring Street, E. C. 3 at 6 p. m. to discuss the situation.

The following members were Present at that meeting:

1. Mr. Sheikh Abdul Mannan
2. Mr. Shamsur Rahman
3. Mr. Azizul Haque Bhuia

and adopted the following resolutions:-

(a) In consideration of Justice A. S. Chowdhury's request, it is resolved that the unofficial resolution between Mr. Justice A. S. Chowdhury and some leaders of Bengali Communities be accepted with a qualification that the recommendation and suggestions of the Convention Committee will be placed for the approval of the Steering Committee who will eventually authorize the Convention Committee to hold the convention.

(b) ....It is also resolved that the following members of the Steering Committee shall sit in the Convention under the…….to the discussion of the Convention Committee.

1. Mr. Sheikh A. Mannan
2. Mr. Azizul Haque Bhuia.

THE RESOLUTION OF THE STEERING COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

To consider the unofficial resolution adopted in a meeting between Justice A. S. Chowdhury and some leaders of the Bengali Communities in the United Kingdom, a meeting of the Steering Committee was held at 11 Goring Street, E. C. 3 on 6th August, 1971 at 9 p. m. The following members were present:—

1. Mr. Sheikh Abdul Mannan
2. Mr. Shamsur Rahman
3. Mr. Azizul Haque Bhuiya
4. Mr. Kabii Choudhury

The following resolution was adopted:

(a) It is resolved that according to the Coventry Convention the Steering Committee was fully entrusted with responsibility of holding a convention and thereby form a powerful Central Organisation to help the Steering Committee in organization of the liberation movement in the United Kingdom. The contents of the unofficial resolution cannot be accepted in full. However, the committee gladly accepts the four regional representatives as suggested in the unofficial resolution to help the committee in organizing the convention. The Steering Committee expressed their heartfelt gratitude for his endeavor to form the Central Committee.

(b) It is also resolved that the next morning the resolution to conveyed to Justice A. S. Chowdhury for which Mr. Shamsur Rahman, Mr. Sheikh Abdul Mannan and Mr. Kabir Choudhury were requested to see Justice A. S. Chowdhury and seek his approval.

Sd/
Convenor, Steering Committee
6/8/71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১ই আগষ্ট প্রতিরোধ দিবস পালনের আহবান	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

১১ই আগষ্টঃ প্রতিরোধ দিবস

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে হবে। একে রুখে দাঁড়াতে হবে। আসুন হাজারে হাজারে এসে আগামী বুধবার, ১১ই আগষ্ট, বেলা ২ টায় হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারে জমায়েত হয়ে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।

বাংলাদেশের সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই জরুরী গণ-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এতে যোগদানের জন্য আমরা আপনাদের সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি।

কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ১১ গোরিং ষ্ট্রীট, লন্ডন, ইসি-৩ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোনঃ ০১-২৮৩ ৩৬২৩, ২৮৩৫৫২৬

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রতি মাসিক 'ভেঞ্চার' সম্পাদক জর্জ কানিংহাম এম,পি-র চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠিপত্র	১২ আগস্ট, ১৯৭১

VENTURE
11 Dartmouth Street London SW1 WHI3077

12th August, 1971
Justice Abu Sayeed Chowdhury,
Government of the People's
Republic of Bangladesh,
11 Goring Street. London.
E. C. 3.

Dear Justice Chowdhury,

I think you will be familiar with the Fabian Society's monthly magazine VENTURE which deals with overseas affairs and which I edit. VENTURE has already expressed itself in one editorial on the subject of Bangladesh (copy enclosed) and we except to carry pieces on the subject in the future.

I am anxious that our October issue should carry a well thought out piece arguing the case for a more robust British Government attitude to the problem. In particular, I would like to see a comparison drawn between the policies of British government and the American government. The Americans may not have gone as far as they should against Yahya Khan but they have gone further than the British Government has been prepared to go.

Would you be interested in contributing an article along these lines? I am afraid VENTURE cannot pay any fee to its contributors but it does have an influential readership and one which could be most valuable to your cause.

I very much hope that you will be willing to do this piece. I should be grateful if you could let me know whether I can expect an article in order to assist my planning of the October issue, copy for which I should need by September 10th at the latest.

Yours sincerely,
George Cunningham, M.P.
Editor.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬ই আগষ্ট অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনের কমিটির প্রথম সভার বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৩ আগস্ট, ১৯৭১

13th August 1971

Dear Mr. Ali,

Please accept my fraternal greetings on your nomination to the Convention Committee.

The first meeting of the Convention Committee will be held on Monday, 16th August at the Steering Committee Office, 11 Goring Street, London, E. C. 3. for a preliminary discussion on the subject of calling a conference of all the Action Committees for setting up the Central Action Council.

Yours fraternally,

Azizul H. Bhuia.

Mr. Arab Ali,
Kashmir Restaurant,
28 Neer Street,
Stratford upon Avon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার বন্ধের জন্য সোচ্চার আহবান সম্বলিত বিজ্ঞাপন	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির বিজ্ঞাপন	১৬ আগস্ট, ১৯৭১

ADVERTISEMENT

WAKE UP WORLD PLEASE .ACT IMMEDIATELY TO STOP CAMERA TRIAL

Secure release of the President of the People's Republic of Bangladesh

The President of the People's Republic of Bangladesh

There were 313 seats in the Pakistan National Assembly. Of these 169 were available to Bangladesh, formerly East Pakistan. Sheikh Mujib and his party won 167. In early February 1971, Yahya Khan actually declared that Sheikh Mujibur Rahman would be the next Prime Minister of Pakistan. This was widely reported in the press.

WHAT HAPPENED THEN?

Yahya Khan's military junta was and is responsible for
(1)Unleashing the brutal attack on the unarmed civilians in Bangladesh.
(2)Killing many thousands and making millions more flee from their homes.
(3)Millions of refugees inside Bangladesh.
(4)Arresting Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the majority party.

FURTHERMORE

This same junta concocted the cover story of "waging war against Pakistan" and conspired to harm the persons of the MAN DEMOCRATICALLY ELECTED

THE INTENDED "TRIAL" OF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN Is it not the trial of 75 million people, the population of Bangladesh?

Could it be the trial of democracy?

Can the world really afford to watch such an outrageous act of vengeance?

IS IT TIME TO WATCH OR ACT?

We demand that the British Government, the United Nations and the people of the world put a STOP to this "Trial" of Sheikh Mujibur Rahman and secure his release.

SPONSORS:

Steering Committee for the Action Committees for the People's Republic of Bangladesh in U. K.; Bangladesh Doctors Association, London; Bangladesh Women's Association, London, Leigh-on-Sea, Birmingham and Bradford; Bangladesh Action Committee, Bedford, Middleborough, Bristol, Bournemouth, Brighton, West London, Dorset, Exeter, Enfield. Southend-on-Sea, Ipswich, Chatham, Lufon, Oxford, Scunthorpe, SI. Alban's, Cleckheaton. Westminster, Kidderminster, Wellingborough, Mansfield, Uxpridge, Cardiff, Leicester, Coventry, Southampton, Bletchley, Southwest London, Northampton and Lancashire; Action Committee for the People's Republic of Bangladesh, Swindon, Southsea, Bradford, Sheffield, Birmingham, and Nottingham; Action Committee, London, for People's Republic of Bangladesh; Action Committee for Bangladesh, North and Northwest London; East Bengal Association, Newcastle-upon- Tyne; Islington Committee for Bangladesh; Relief fund for Bangladesh, London; People's Republic of Bangladesh Relief and Action Committee, Birmingham; Bengalee Association Cambridge; Committee for Bangladesh, Tiptree; Bangladesh Survival Committee. Croydon; Bangladesh Liberation Front, Leeds; Bangladesh Popular Front, Bradford; Bangladesh Shangram Parishad, Keighley, Halifax, Cleckheaton and Bradford; Bangladesh Association, Scotland and Manchester; Bangladesh Social Association Loughborough; Bangladesh Association Committee, Bradford: Bangladesh Juba Shangha, London; Bangladesh Students' Action Committee, Cardiff; Action Bangladesh, London; Bangladesh Students Action Committee, London.

The sponsorship for this advertisement bas been organized by:
Bangladesh Students' Action Committee,
35 Gamages Building, 120 Holborn, London, E. C. 1. Tel: 01-405-5917.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো রচনার লক্ষে প্রস্তাবিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৮ আগস্ট, ১৯৭১

70a High Street
COLCHESTER Essex.
18 August 1971

Dear Friends,

I enclose herewith a draft constitution for the Bangladesh movement in the United Kingdom with a sketch-map, hoping that this may be of some help in framing the Constitution.

I would be glad to explain any point of the draft if necessary.

Yours sincerely,

(M. LOQUEMAN)

We the Bangladesh supporters in the United Kingdom, in order to establish perfect and more unified movement, to ensure our unity in action and to exercise our democratic rights, accept this constitution of the Bangladesh Action Committee in the U. K. Henceforth this Committee shall be called "Bangladesh Council" in U. K. The address of the Council shall be 11 Goring Street (subject to any changes in the future).

AIMS:

1. The aim of the Council is to raise funds in order to purchase items for the Bangladesh Government and Mukti Fouj which would otherwise not be possible.

2. To mobilize Bangladesh supporters in U. K. in order to raise the tempo of their efforts and fulfill their desire of joining the liberation struggle.

3. To appraise the Bangladesh supporters of the situation at home and to some extent keep them aware of the use of their contributions.

4.To keep a liaison between Bangladesh supporters in U. K. and Bangladesh Government and its Envoy.

5. To help the trustees of the Bangladesh funds in U. K. in safe keeping and proper use of the funds.

6. To take such measures as and when necessary to mobilize world support for the cause of Bangladesh.

7. To arrange relief and any other such measures to alleviate the suffering of the Bangladesh people.

STRUCTURE:

'I. Board of Trustees.
2.National Council.
3.Executive Committee.
4.Local Committees.

RULES: The rules herein adopted shall be binding on all concerned of the Bangladesh movement in the U. K.

THE COUNCIL:

1. The Council shall be autonomous and free to lend its support in the liberation struggle through the best possible channel.
2. The Council, however, shall seek guidance from Bangladesh, Government and its Envoy.
3. The Council shall consist of two members from each local Committee.
4. The Council shall elect one president and four vice-presidents. The Office of president and vice-presidents shall be for one year.
5. The position of the Secretary of the Council shall be non-honorary.

THE EXECUTIVE COMMITTEE:

1. The Council shall elect the members of the Executive Committee both from the Councils' members and from the local Committees.
2. The members of the Executive Committee shall be from the professions, i. e. Lawyers, Journalists, Accountants and similarly experienced persons.
3. The Office of the executives shall be for one year.

FUNCTIONS:

1. The main function of the Council shall be to formulate its policy to make the movement forceful and effective.

2. The Council shall be responsible to the local Committees in order to keep liaison and to keep the Local Committee well-informed.

3. The Council shall supervise the works of the Executive Committee and the Executive Committee shall be responsible to the Council.

4. The Council shall have power to nominate or to co-opt any person or persons for some specific work.

5. Except in any emergency the Council shall inform its, members in writing at least four days before any meetings.

6. The Council shall take necessary measures for the misconduct of breach of contract by any of its members or by any members of the Executive Committee.

7. The Council members shall not act ultra-vires to this Constitution. Any doubt of this kind shall be resolved by a body of select committee.

8. Any individual member of the Council shall have power to bring a motion but this shall have to be passed for discussion with a two-thirds majority of the members present.

9. The Council shall meet at least once a month, but the Executive Committee shall meet once a week.

10. The Council shall be responsible to keep records of all minutes, resolutions and any other records concerning the movement.

11. Any member of the Council shall have access to these records in Office hours with a prior notification to the Secretary.

Duties of the President:

The prime duties of the President shall be to exercise general supervision in the Councils' affairs, to represent the Council on important occasions and shall be available for consultation when required. The Vice-President shall have similar duties as and when required.

Secretary's Duties;

The duties of the Secretary shall be to make, keep and endorse a list of members, to keep an accurate record of all meetings, proceedings, etc., to summon the Members to the meetings and to conduct all correspondence to the Council.

Chairman:

The Chairman of the council shall be elected or selected by the Council's members. He shall preside at all council meetings. He shall remain impartial in all his dealings with the members and in conducting council's avowed aims. He shall have the power to adjourn, postpone any council meeting but for no longer than a fortnight. In the absence of the Chairman, the Vice Chairman shall take the chair.

Local Committee:

A local committee shall have at least 50 paid up members on its role to have voting representation in the council.

Committees with less than 50 such members shall have to join with other committee, area, or town in order to gain such voting qualification.

Below is a sketch showing my suggestion of the structure of the Bangladesh Council in U.K.:

SKETCH - MAP

M. LOQUEMAN

70a High Street,
Colchester, Essex,
Tel: 020671255.

M. LOQUEMAN
On behalf of Bangladesh
Action Committees
Cambridge, Essex, Suffolk
and Norwich.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০শে আগষ্ট অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশন কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৮ আগস্ট, ১৯৭১

18th August 1971

Dear Mr. Khan,

Further to my telegram. I now write to confirm that the first meeting of the Convention Committee will be held on Friday. 20th August at 6 p.m. at the Steering Committee Office, 11 Goring Street, London, E C. 3, for a preliminary discussion on the subject of caning a conference of all the Action Committees for setting up the Central Action Council.

As you know, this meeting was originally arranged for Monday last. 16th August, but due to the unavailability of various members we had to change the date several times. However, as this is a most urgent meeting, 20th August, has been set as the final date for the meeting. Should you be unable to attend on this date, I regret to say that the meeting will have to proceed without you.

Yours fraternally,
Azizul H. Bhuia
Convenor.

Mr. Gous Khan,
58 Berwick Street.
London, W. C. 1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের সুব্যবস্থার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্যাংকে নতুন হিসাব খোলার বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৯ আগস্ট, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U.K.

11 Goring Street.
London, E. C. 3.
Tel. 01-283-5526/3623
19th August 1971.

Dear Sir,

The success of the Bangladesh Fund has meant that the facilities provided by the Hambros Bank Limited are not now sufficient to cope with the volume of business. The account at Hambros Bank will continue but in order to make it easier for Bangladesh supporters to pay their contributions into the Fund, it has been agreed to open a further account with the National Westminster Bank Limited.

As a joint stock bank with branches in every town and village in the United Kingdom, the National Westminster Bank is in a better position to provide the services that we require for the Bangladesh Fund. It will now be possible for any Bangladesh supporter to go into any branch of the National Westminster Bank in any part of the country and pay in money to the Bangladesh Fund. To do so all the supporter needs is to fill up a bank Giro paying in slip with the following information on it. National Westminster Bank Limited, 6 Tothill Street, London, S.W.I. Bank code 60-40-03. Account Bangladesh Fund, number 007722: The bank will give a receipt for the payment on a counterfoil. It is important that the supporter puts his name and address on the paying in slip so that we know who has paid in the money to the account.

It will now not be necessary to pay in any sums to the Hambros Bank as arrangements have been made for all in-payments to be made to the National Westminster Bank account, as above.

Yours faithfully,
Azizul Hoque Bhuia,
Convenor.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন সাব-কমিটির সভার আলোচ্যসূচী ও কার্যবিবরণী	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১০ আগস্ট, ১৯৭১

Agenda of the first meeting of the Convention Sub-Committee to be held on Friday, 20th August 1971 at 6 p. m. at 11 Goring Street, London, K. C. 3.

1. To discover a formula acceptable to all the Bengalis in the U. K. for calling the Convention.
2. To decide the basis on which representation to the Council (to be formed) will be based.
3. To draw up a structural detail of the 'would be' Central Action Council and the Central Executive Committee.
    A. Number of Councilors
    B. Number of the Executive Committee members
    C. Selection of three Trustees
4. To discuss, improve, alter or add to a draft constitution submitted by Mr. Azizul Hoque Bhuia, or any other draft which may be submitted by any other, member of the meeting.
5. To hasten the moves and steps towards calling the Convention to provide the Bengalis with a united platform to work for the liberation movement of Bangladesh under the advice of, and the guideline given by, the Special Representative of the provisional Government of Bangladesh.

The meeting on the above agenda started at 7.20 p. m. and continued until 12.20 a.m. It progressed with full participation and covered all points upto No.3 on the agenda. Resolutions in favor of these points have been passed unanimously. The proceedings and resolutions were recorded, read and signed by all the members of the 'Convention Committee.'

The rest of the agenda will be discussed and decided upon at the next meeting of the Convention Committee to be held at 3 p. m. on Tuesday, 24th August 1971.

The meeting was conducted by Mr. Azizul Hoque Bhuia, Convenor of the Steering Committee, who has also been elected Convenor of the Convention Committee for convening meetings of the Committee itself.

Azizul Hoque Bhuia.

Proceedings and Resolutions

1. Mr. Matin of Manchester proposed to select a convenor for the Convention Committee for convening meetings and communicating to each member of the committee.

The name of Mr. Azizul Hoque Bhuia was proposed jointly by Mr. Shaikh Abdul Mannan and A. M. Tarafdar and supported by Mr. Gous Khan, Mr. A. Matin and Mr. Arab Ali. Mr. Bhuia accepted the proposal to act as Convenor to the Convention Committee.

Communications to respective units and all other organizations shall be sent out in the name of the Convention Committee and under signature of all the joint convenors.

1st Agenda moved.

1. To discover a formula acceptable to all the Bengalis in the U.K. (for the convention).

On the above agenda, in principle the Committee agreed to accommodate all the organizations on the basis of one Committee in each city. The 'committee' takes it as its task to exert all power and use all influence to unite the committees if there is any discrepancy or disagreement within one city or town.

(Signed) Gous Khan
A. Matin
Sheikh Abdul Mannan
A. H. Bhuia
A. M. Tarafdar
Arab Ali.

Agenda No.2.

Moved- To decide the basis on which representations to the Council (to be formed) will be based.

The Basis of representation agreedto be on a population basis, accepting the following approximation of population:-

South England	30,00()
Midlands	25,000
Lancashire	9,000
Yorkshire	5,000
Scotland. Wales East Anglia Students, Women &	3,000
Doctors	72,000

(Signed) Sheikh Abdul Mannan
A. Matin
A. H. Bhuia
Arab Ali
A. M. Tarafdar
Gous Khan.

Agenda No. 3.

Moved-to draw up a structural detail of the "would be" Central Action Council and the Central Executive Committee and the following number has been agreed as follows:

Total number of Councilors 216 as detailed below:

South England	90
Midlands	75
Lancashire	27
Yorkshire	17
Scotland	3
Cardiff	2
E. Anglia	2
	216

And:

Number of the Executive Committee members:

South England	10
Midlands	9
Lancashire	5
Yorkshire	3
	27

And:

Three trustees to be elected from among the Councilors.

(Signed) Gous Khan
A. H. Bhuia
Arab Ali
Sheikh Abdul Mannan
A. Matin
A.M. Tarafdar.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৪ আগস্ট, ১৯৭১

Second Meeting of the Convention Committee held on Tuesday 24th Aug. 1971 at Goring Street.

In discussion sponsored by Mr. Gous Khan that Mr. N. Islam and another lawyer be present on the day when the draft constitution would be discussed. These two legal advisers will only participate in the discussion on constitutional matters without any voting right.

And, it is also agreed that the copies of the draft constitutions submitted by Messrs. A. Matin, A. H. Bhuia, A. M. Tarafder and Gous Khan be circulated among the members of the Convention Committee only for their consideration.

It is agreed that the discussion on the draft constitutions shall take place on Monday, 30th Aug. 71 at 3 p. m. at II, Goring Street, London E. C. 3.

(Signed)
A. H. Bhuia
A. Matin
Shaikh Abdul Mannan
Arab Ali
A. Tarafder

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৩০ আগষ্ট, ১৯৭১

THIRD MEETING OF THE CONVENTION COMMITTEE HELD ON MONDAY, 30th AUGUST 1971 AT GORING STREET, LONDON, E. C. 3.

1. Mr. Nurul Islam and Mr. Pasha have been accepted as advisers to constitution framing, without any voting rights.

   Later when the constitution is framed, a legal adviser to be invited to examine and scrutinize the legal aspects of the said constitution. The recommendations of the legal adviser would be considered by the committee of six.

2. Article 3 of the constitution.

"Trustees"

Clause I. The "Bangladesh Fund" shall consist of six trustees elected by the Council. Besides the three present elected trustees three more trustees shall be elected by the Council. Minimum four signatures shall be required to withdraw money from the Fund. No money shall be withdrawn without the prior decision of the Executive Committee. Clause II. Exception to the above article may only be made in case of urgency money could be released by the trustees on the recommendation of the Provisional Government of Bangladesh or the special representative of the Bangladesh Government in the U. K.

3. Article 4.

   The trustees shall be elected directly by the Council. They shall be ex-office members of the Council and of the Executive Committee but without the right to vote and shall not be eligible to hold any other office in the central or local committees.

4. Article 5. The Central Council.

   The Central Council shall be composed of representatives from all the existing Committees with the Regions. Regions are as follows:

   1.South England, 2. Midlands, 3. Lancashire, 4. Yorkshire and adjoining countries.

   The quota of representatives for each city and town shall be in general, on population basis.

   The central council shall sit al least once every three months.

Next Meeting

The next meeting of the Committee shall be held on Friday, 3rd September at 5 p.m.

(Signed) A. Matin
A. M. Bhuia
Nusul Islam
Shaikh Abdul Mannan
A. M. Tarafder
Gous Khan
A. Pasha
Arab Ali

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্টিয়ারিং কমিটির ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির আহবায়কের প্রতি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন সম্পাদকের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৩১ আগস্ট, ১৯৭১

ATMZC/NEC 31 st August. 1971.
A. H. Bhuia, Esq.
Convenor,
Steering Committee of the Action Committee,
For the People's Republic of Bangladesh in U.K.
11 Goring Street,
London E. C. 3.

Dear Mr. Bhuia,

Thank you for your letter of 19th August. 1971. It appears that in addition to the deposit account of Bangladesh Fund at the Hambros Bank Ltd., you have opened a new account at the National Westminster Bank Ltd. 1 would like to have a copy of the resolution which has been forwarded to the National Westminster Bank for the opening of such an account at the Bank. Furthermore, I would like to know if this is in accordance with the Bangladesh Governments approval, or the decision was taken by the Steering Committee. I would also like to know of all trustees of such account. Recently it has come to my notice that the Steering Committee also has an independent account at some other bank and I would like to know the details of this account and such signatures of this account and the resolution submitted to the bank. In this connection, may I mention that at the meeting of various committees held under the Chairmanship of Mr. Abu Sayeed Chowdhury, special representative and High Commissioner for Bangladesh in U.K.. at 11, Goring Street on 8th May, 1971, the Steering Committee's Bank Account was not approved.

I would like lo have all such details relating to these accounts.

Looking forward to hearing from you.

Yours sincerely.

A.T.M. Zafarullah Chowdhury
General Secretary,
Bangladesh Medical Association.

c.c. Mr. Abu Sayeed Chowdhury,
Special Representative
and High Commissioner for
Bangladesh in U. K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

11 Goring Street
London EC 3
Tele: 01-238 5526/3623

জয় বাংলা

প্রবাসী বাংগালী ভাইবোনদের প্রতি বিচারপতি চৌধুরীর আবেদন

প্রবাসী সংগ্রামী বাংগালী ভাইবোনেরা,

আসসালামু আলায়কুম

আপনারা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তার জন্য আমি গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে শেষ পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত আপনার অটুট মনোবল নিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা করে যাবেন।

যে কোন সংগ্রামেই প্রয়োজন বলিষ্ঠ সংগঠনের। গত ২৪শে এপ্রিল কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত বাংগালী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলনে যে ষ্টীয়ারীং কমিটি গঠিত হয়েছিল, তা এতদিন পর্যন্ত বিলাত প্রবাসী বাংগালী ভাইবোনদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে কাজ করে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও ষ্টীয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে আমি এতদিন চেষ্টা করে এসেছি দেশের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে বিদেশে আমাদের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার করে তুলতে। খোদার ফজলে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই আন্দোলন সাফল্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে বলে বাংলাদেশ সরকার এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

নির্বাচন অনেক সময় দলাদলি বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। সেই কারণে আমি মনে করেছিলাম যে কাজের ভিতর দিয়ে সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হওয়ার পর কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কাউন্সিলের নির্বাচন হলে ভালো হয়। তাই আমি সুগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠবার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপদেশ দেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ষ্টীয়ারিং কমিটির বিশেষ উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও তাঁরা আমার উপদেশ অনুযায়ী এতদিন নির্বাচন থেকে বিরত থাকেন।

বর্তমানে আমি অনুভব করছি যে, আন্দোলনের খাতিরে এখানকার কেন্দ্রীয় সংগঠনকে আরো বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। প্রথমত মাত্র কয়েকজন লোকের পক্ষে এতবড় আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়তঃ যত বেশী লোক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবেন আন্দোলন ততই জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই পুরোপুরিভাবে গণভিত্তিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কাউন্সিল গঠন করা খুবই দরকার। অতএব আমার উপদেশ অনুযায়ী ষ্টীয়ারিং কমিটি একটি

CONVENTION বা সম্মেলন আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য CONVENTION COMMITTEE গঠন করেছেন। CONVENTION COMMITTEE এ পর্যন্ত তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এই কাজে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন। আমি আশা করছি সম্মেলন শীঘ্রই ডাকা হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আপনারা সূষ্ঠভাবে ও শৃংখলার সাথে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

আমরা এক জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি এবং খোদার ফজলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে খুবই উৎসাহজনক খবর আসছে। এই সময় একতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন। এই ঐক্যে কোনরকম ফাটল ধরলে শুধু আমাদের সংগ্রামের ক্ষতিই হবে না, তা হবে পশ্চিম পাকিস্তানী শত্রুদের সপক্ষে এক বিরাট হাতিয়ার। তাই আপনাদের কাছে আমার বিনীত আরজ এই যে, দেশ ও দশের খাতিরে আপনারা এতদিন পর্যন্ত যে একতা বজায় রেখে এসেছেন তা অক্ষুন্ন রাখবেন। জয় বাংলা।

আপনাদের খাদেম-
(আবু সাঈদ চৌধুরী)
৩১/৮/৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩রা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Fourth meeting of the Convention Committee held on Friday, the 3rd September, 1971 at Goring Street, London.

The Central Council, The Central Council shall be composed of 217 representatives from all the existing Committees within the Regions.

Continuation of Article 5

Function of the Council: The Council shall decide all policies of the organisation except those emergency matters which need prompt decision by the Executive Committee. The meetings of the Council shall be convened by the convenor in consultation with the executive committee. The report of the E. C. activities of the E. Committees and financial matter should be submitted to the Council in every three months. A requisition meeting of the Council may be called by fifty councilors under their joint signature.

Signatures.

Article 6-Function of the Executive Committee:

The Executive Committee shall be composed of eleven Members to be elected directly by the central councilor from among the councilor by secret ballot paper.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আসন্ন কনভেনশনে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব চেয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটিকে লেখা আইলিংটন কমিটি সম্পাদকের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ISLINGTON COMMITTEE FOR BANGLADESH
(Established 1971)
189. Caledonian Road. LONDON, N. 1
Telephone: 01-837 1480

Date: 10th September, 1971

The Steering Committee,
11, Goring Street.
London, E. C. 2.

D/Sirs,

We are writing to express our opinion on the question of representation at the forthcoming Convention. We consider that all the local committees should be directly represented at the convention and not through any introductory structure.

As our committee had all along been in existence as an independent body we would therefore request you to kindly keep us directly informed of any development in the preparation of convention.

With greetings and hoping to be found with an early reply.

Yours sincerely,
E. Rahman
G. S.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের সভার প্রস্তাব ও গঠিত কমিটির বিবরণ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	**১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

প্রথম অধিবেশন

সাউথল
সময়- বিকাল ৪টা
তারিখ-১১।৯।৭১ ইং

অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকার সময় গ্রেটার লন্ডনস্থ সাউথঅলে স্থানীয় বাঙ্গালীদের উদ্যোগে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

উক্ত সংগ্রাম পরিষদ সর্বদাই গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ সহকারে কাজ করিবেন বলিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ

ওয়ার্কিং কমিটি

১। মিঃ আবদুস সালাম চৌধুরী	চেয়ারম্যান
২। ” আকবর আলী	ভাইস চেয়ারম্যান
৩। ” সাদিক আলী	ঐ
৪। ” এম, ইউ, আহসান	সেক্রেটারী
৫। ” গজনফর আলী	এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী
৬। ” চাঁন মিয়া	ঐ
৭। ” সাজ্জাদুর রহমান	ট্রেজারার
৮। ” প্রতাব আলী	এসিষ্ট্যান্ট ট্রেজারার
৯। ” নূর হোসেন	অরগানাইজিং সেক্রেটারী
১০। ” আবুল হোসেন	এসিষ্ট্যান্ট অরগানাইজিং সেক্রেটারী
১১। ” আব্দুল আউয়াল	ঐ

সাধারণ সদস্যগণ

১। মিঃ সাহিদ আলী
২। ” সূর্যলাল বেঘী
৩। ” এম, বকস চৌধুরী
৪। ” তাহির উল্যা
৫। মিঃ মাহমুদ আলী
৬। ” আরজু মিয়া
৭। ” মোহন লাল
৮। ” মতি লাল

৯। মিঃ আনা মিয়া

১০। ” মকবুল আলী

১১। ” বি, এস, হাওয়ালাদার

১২। ” গোলাম মর্ত্তুজা

১৩। ” জৈন উল্যা

১৪। ” ওয়ারিশ উল্যা

১৫। ” তৈয়াব আলী

১৬। মিঃ আবদুল বারী

১৭। ” আবদুল খালেক

১৮। ” আবদুল হান্নান

১৯। ” আবদুর রকিব

২০। ” আবদুল মতিন

২১। ” হাজী আফতাব আলী

২২। ” কনু মিয়া

M.U. Ahsan
11-9-71
Secretary,
Bangladesh Sangram Parishad
Southall, Middx

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট সরকার এবং জাতিসংঘে চাপ সৃষ্টির আহবান সংক্রান্ত বিভিন্ন লবীর কাছে লিখিত চিঠি	ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

UNITED ACTION-BANGLADESH
91. Commercial Road, London, E. 1.

Copy for Steering Committee

Dear Sir,

We are taking the liberty of enclosing here for your information copy of a report of Yahya Khan's recent press interview which appeared in the "Le Figaro" of 1st September and as reproduced in the "Hindustan Standard" of the 2nd September.

By claiming his army kills cleanly he is admitting to the genocide and the fatal blunder he has committed. More than a million people have been killed, more than nine million (9,000,000) terrorized Bengalis have crossed the border, more than 65 million Bengalis inside Bangladesh face a famine, starvation has started in some districts, faced with a civil war, Yahya finds himself in a political cul-de-sac, and has two choices open to him humiliation in Bangladesh or a war with India.

The world must be told by Yahya Khan where is the elected leader of 75 million Bengalis-Sheikh Mujib? Yahya is the spokesman of a military junta consisting of 5 Generals. He represents no one. He is where he is by the use of his bayonets and bullets.

By putting Sheikh Mujib on trial, he has put on trial the freely expressed wish of the 75 million people of Bangladesh. Nobody trusts Yahya Khan or his propaganda machine any more. It is not enough for him to say the Sheikh is alive and well. We want to know where he is. The only crime the Sheikh has committed is that he won an election.

India is giving shelter to 9 million people who have run for their lives. India is grimly determined that Yahya must not be allowed to divert world attention by starting a war with India. The world must help India to cope with the refugees. As "The Times" said recently, what is happening in East Bengal cannot be an internal matter for Pakistan.

Sir, we appeal to you, to think about the Bangladesh crisis and weigh up the issues and then act. Please move your government and the U. N. Bangladesh must be saved

From the hands of a reckless ruler. Bengalis don’t want to remain partners with Yahya and his Panjabis.

Yours faithfully,

1. M.A. Samad Khan
2. R. U. Ahmed
3. A. H, Joarder
4. A. Matlib
5. …………
6. Md. Abdur Rob.

For United Action Bangladesh

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ তহবিলের সাহায্যার্থে প্রদর্শিত চ্যারিটি শো-র বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেট বৃটেনের প্রচারপত্র	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ তহবিলের সাহায্যার্থে
চ্যারিটি শো

এক টিকিটে দু'টি প্রখ্যাত বাংলা ছায়াছবি।
আগামী রবিবার ১২ই সেপ্টম্বর লা কন্টিনেন্টাল সিনেমা হলে প্রদর্শিত হবে

বেলা ১২টায় শুরু

সূর্যান
অভিনয়েঃ আনোয়ার, নাসিমা খান, আনোয়ারা, রওশন আরা, কাজী খালেক।

পরবর্তী ছবি

দুই বাড়ী
অভিনায়েঃ জহুর গাঙ্গুলি, পাহাড়ী স্যানাল, রেনুকা, অনুপ, অনিল ও ভানু বন্দোপাধ্যায়

কাউন্টারেও টিকিট বিক্রি হবে

বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেটার লন্ডন এরিয়া কর্তৃক আয়োজিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশনে সরাসরি প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ রিলিফ কমিটির সম্পাদকের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

The Convener,
Steering Committee of the Action Committee
for the People's Republic of Bangladesh,
11, Goring Street,

London, E. C. 3.

Dear Sir,

It has been brought to our notice that in an effort for its inclusion in a possible all-U. K. Central Action Committee, the so-called London Committee is making claims that it includes and represents all existing Committees in London and adjoining areas.

In order to make our position clear, we would most emphatically state and advise you that this Committee is neither included nor represented by the so-called London Committee. Any such claim by that Committee as a "representative body" would therefore be fictitious, unfounded and hence unconstitutional.

This Committee is, however, participating in the "United Action Bangladesh"-a movement of like-minded committees for the carrying out of specific Action-Programmes for continuous mobilization of Bangladesh citizens in the U. K. and for the creation of long term favorable public opinion for Bangladesh.

We are. Sir,

Dated:
15 September, 1971

Yours faithfully,
Md. Abdus Samad Khan
General Secretary
Bangladesh Relief Committee,

Copy to: Bangladesh Envoy in the U. K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আসন্ন কনভেনশন সম্পর্কে নর্থ এ্যান্ড নর্থ-ওয়েষ্ট লন্ডন শাখা এ্যাকশন কমিটির সভাপতি কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লেখা চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ACTION COMMITTEE FOR BANGLADESH
(North & North-West London)
33 Dagmar Road, London N. 22
Tel. 889-4474

To,

The Special Representative of the Govt. of Bangladesh.

Dear Sir,

I have read your "APPEAL" circulated among the Bengali population in the U. K. with great appreciation. The reasons given by you for advising the Steering Committee not to hold the National Convention earlier are more than valid and commendable.

We formed a local Committee on the 10th April and since then have been doing our best to help the cause of liberation of our country.

I have learned from your "APPEAL" and from the "APPEAL" of the convenor of the Steering Committee that a National Convention is going to be held soon. In this context I appeal to you sir, to ensure that each and every functional Action Committee gets proper and direct representation in the National Convention. We abhor the undemocratic decision of the so called Regional Committees to select councilors in their respective Region. It seems to me as if we have still been cultivating Ayub's Basic Democracy. We believe in the Tightness of our struggle and we have every right to have direct participation in the formation of the organisation which will fight for the cause of our liberation.

1 believe, it has come to your notice that a group of people who think that only with their support and money Bangladesh can be liberated have indulged in keeping themselves more busy and active in organizing party political activities than helping the cause of liberation. In my opinion these people are doing the greatest of harm to the cause in the name of helping it. I would like you very much sir, to come forward and denounce those people and I assure you sir, you will get tremendous support from the rank and file of Bangladesh people here in the U. K.

I have also come to know that two of the four Regional Committees have not been transferring their collection to the Bangladesh Fund. I beg you sir, to tell this loud and

clear to the people whose money they dare holding tight for no good reasons. We have accepted you sir, as our guide and leader without any reservation. We once again pledge our wholehearted support for every stand you take for the achievement of our common goal. With thanks. JAI BANGLA.

Yours faithfully,

(S. M. AYUB)
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওলন্দাজ এম,পি-দের ভারতে সফরের ব্যাপারে ল্যাংকাশায়াস্থ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের তৎপরতা	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION
Lancashire and Adjacent Counties

A. MATIN
Chairman
LATIF AHMED
General Secretary

Affiliated Units of the Association:
Accrington, Blackburn, Burnley, Chester.
Hoslingden & Rawtenstail, Liverpool, Mossley,
Manchester & Adjoining Towns, Oldham
Rochdale, St. Helens, Stoke-on- Trent,
Todmordern.

336, Stockport Road,
Manchester 13.
Tel. 061-273 3422
Date 20th Sept. 1971.

Ref, ...

Mr. Justice A. S. Choudhury,
11, Goring Street.
LONDON.

Dear Mr. Justice Choudhury,

We are writing this to inform you about the proposed trip of the Dutch M. Ps. to India. According to your instructions, we have arranged the tickets (return), have informed the Honorable M. Ps at Holland through the KLM airlines of their time and date of departure etc. The latest message from KLM says that the passengers (the M. Ps) have departed for India on the 30th of August.

We have not had any more information about the success of their mission in India. If you have any information about the success of their mission, please let us know.

With kindest regards,

Respectfully Yours,
Zahirul H., Choudhury
for, Chairman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Proceedings of the 5th meeting of the Convention Committee held on 21sV-September. 1971.

ArticIe-6: Executive Committee

The Executive Committee shall be comprised of 11 members directly elected by the Council. They shall be members of the 'Council'. The election shall be conducted by secret ballot. The Executing Committee shall elect a Convener from among themselves at the first meeting of the committee which shall be held within seven days from the date of the election of the executive Committee. The name of the convenor elect' shall be notified by the Chairman of the first meeting of the Executive Committee. The convenor shall work under the direction of the Executive Committee.

Function

The Executive Committee shall be entrusted with the day-to-day functioning and decision making authority within the framework of the general policy decided by the Council. The executive committee shall publish other literature, pamphlets, books etc. It shall hold public meeting and demonstration on all U. K. basis. It shall carry out any other activity contributive to the National Liberation Struggle. The Executive committee shall form sub-committees with specific work and the members of such sub-committees may be non-councilors.

Article-7: Relations between the Component Regions and the Centre

The component regions will co-operate as directed by the Central Council or Executive Committee. No Constitutional decisions can be made by the component region in contravention of the Constitution nor any decisions of the Council of Executive Committee. The regions shall communicate all necessary information’s to the central office. The Executive committee shall communicate all policy decision of the centre to every region by mimeographed circulars. The component regions shall not have the fight to direct recourse or dealings on any matters of National policy with the Bangladesh Government or its Mission or with any Government or any other organisation without the prior concept of the Executive Committee. At the event of direct communication by the Executive Committee to any (unit) committee, a copy of the communication be sent to the Regional Committee.

In the case of disputes between the component organizations of a region the dispute shall be referred to the regional committee concern. Any party to the dispute shall have the right of appeal to the Executive Committee against the decision of the regional committee. If the decision of the Executive Committee is not acceptable to either of the parties the matter shall then be referred to the Central Council. Council's decision shall be final.

In case of a dispute between a component organisation and its regional committee, the dispute shall be referred to Executive Committee. If the decision of the Executive Committee is not acceptable to either of the parties, the matter then be referred to the Central Council. Council's decision shall be final.

Articlc-8: Disciplinary Action: Disciplinary Action against any office bearer, member or any organisation can be referred to the convenor who will in turn place this before the Executive Committee for their consideration. Action can be taken by the Executive Committee by a majority vote. An appeal against the Executive Committees decision can be made by the office-bearer, member or organisation concerned, to the Council through the convenor within fourteen days, which shall be, in turn, placed before the Council within thirty days.

Article-9: Quorum: Seven members of the Executive Committee and 95 members of the Central Council shall form the quorum of the Executive Committee and Central Council respectively.

Article-10

Any amendment to the constitution shall be made by more than half of the total members of the Central Council.

Article-11

Notice: At least 24 hours for the Executive Committee meetings and a clear seven days notice for the Central Council meetings shall be given.

Article-12

Chief Adviser: The High Commission for Bangladesh in U. K. shall be the Chief Adviser of the Central Action Committee.

Continuation of the Article-6

Any member absenting himself from three consecutive meetings of the Executive Committee without any valid reason shall automatically cease to be a member of the Executive Committee. Any such vacancy shall be filled in by the next meeting of the Central Council.

Signatures-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ

BANGLADESH PEOPLE'S CULTURAL SOCIETY
59. Seymour House
Tavistock Place
LONDON WC 1
Phone, 837-4542

September 28. 1971.

Dear Friend,

A Meeting of the Executive Committee of the Bangladesh People's Cultural Society will be held on Friday, the 1st October, 1971 at Stepney Institute, Myrdle Street, off Grand Plais Hall. Commercial Road, London. E. 1 (tube: Whitechapel) at 7 p. m. sharp.

You are cordially invited to attend.

A G E N D A:

1. Minutes of the last Meeting.
2. Preparations for the Manchester visit.
3. School Essay Competition.
4. Constitution.
5. Accounts.
6. Any other business.

With fraternal greetings

Yours sincerely,
Munni Rahman (Mrs.)
Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিচারপতি চৌধুরীর প্রতি বৃটিশ লেবার পার্টির চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE LABOUR PARTY

Transport House Smith Square London SW 1
Telephone: 01-834 9434
Telegrams: LABREPCOM SOWEST LONDON
General Secretary: H. R. Nicholas Obe
Hon. Treasurer: Rt Hon L. J. Callaghan MP
Assistant General Secretary: J. G. Morgan
National Agent: R. G. Hayward

29th September, 1971

TR/EE
Mr. Justice Chowdhury,
Bangladesh Office,
11 Goring Street, London. E. C. 3.

BRITISH OVERSEAS SOCIALIST FELLOWSHIP

Dear Sir,

I am writing to you to confirm the arrangement you made in a telephone conversation with Mr. Daljit Sehbai, Vice-Chairman of this organisation, to speak at a meeting organized jointly by the British Overseas Socialist Fellowship and Mr. Peter Shore, M. P. on Bangladesh at 5-15 p. m. on Tuesday, October 5th, at the Brighton Labor Club, Lewes Road, Brighton. I understand that you want to observe the Labor Party Conference and accommodation has been booked for you at the Bedford Hotel, Kings Road, Brighton, for the nights of October 3rd, 4th and 5th.

The British Overseas Socialist Fellowship was established by the National Executive Committee of the Labor Party with the original intention of working for better contacts between members of the Labor Party and the immigrant communities in Britain, and in recent years has concentrated on informing Labor Party members about aspects of foreign affairs. The Chairman of the fellowship is Miss Joan Lestor, M.P. a member of the National Executive Committee and a member of the Labour Government.

I shall be in Brighton on Tuesday, and I look forward to meeting you.

Yours faithfully,
Tim Ridoutt
Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নেদারল্যান্ডের দৈনিক 'DE TIJD' -এ প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর নিবন্ধের অনুবাদ সম্বলিত 'ফ্যাকট শীট-১৮'	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বুলেটিন	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন

BANGLADESH STUDENTS ACTION COMMITTEE IN GREAT BRITAIN

35 Gamage Building
120 Holborn, London EC I
Phone: 01-405 5917

Date 30. 9.71

FACT SHEET-18

The following is a translation of an article published in DE TIJD, Amsterdam (the largest circulated newspaper in the Netherlands) dated 14th September, 1971

SINCERE RESPECT?
by Aire Kuiper

De Tijd, Amsterdam
Heading: **Sincere respect?** (Comment by Aire Kuiper)
Column: From Time to Time.

14 9-71

"The Embassy of Pakistan expresses its respect for the Ministry of Foreign Affairs of the Royal Dutch Government and has the honor to invite the Ministry's attention for an article entitled 'From Time to Time' in De Tijd, Amsterdam, April 22, 1971. The article gives false information on the present situation in East Pakistan and the writer of the article uses the most insolent, abusive and derogatory language about the Pak President. And he sows hatred against the Pak Government. The Pak Embassy is 'distressed and pained' by the fact that such an article can be published in The Netherlands, a country with which Pakistan maintains such friendly and happy relations. The Pak Embassy protests strongly against publication of this article and hopes that the Ministry will see to it that 'appropriate action' will be taken in this case.

"The Pak Embassy seizes this opportunity to renew the assurances of its high esteem for the Foreign Ministry of the Royal Dutch Government."

The Pak Embassy sent this letter to the Ministry of Foreign Affairs a few months ago. His Excellency the Ambassador was indignant at an article 1 had written under the heading "Nobody can explain it".

My last words were: "Even if the future is glorious, one world full of peace, happiness and justice, it would not serve the people in the East Pakistan, Biafra and Vietnam. They live only once and nobody can explain to them why they have to suffer like this:"

This passage did not rouse the Ambassador's indignation, of course. He was displeased with the whole article; but to be honest, that was not my intention at all. It would have been a very bad article, if it had pleased him at all.

His Excellency was particularly angry about what I wrote about the Pak President, General Yahya Khan. Quoting one's own words is a form of vanity, but I have a good excuse this time. I wrote: "Yahya is the man who ordered his army to suppress the East Pakistanis. We tend to consider him a villain, an unprincipled criminal who should be arrested, who should be imprisoned for the rest of his life, or at least placed in a lunatic asylum, for he might be mad, otherwise he would not do such idiotic things: a deliberate murderous assault at thousands or tens of thousands of his own countrymen, whom he as President is supposed to protect! Indeed, such a man must be mad or a criminal."

I also quoted a Sunday Times reporter, according to whom Yahya was honestly convinced that he had the duty to preserve Pak unity at all costs. I wrote: "He does not realize that he is guilty of a crime. Such a man is the top of the pyramid which moves him, which he cannot control." And: "It is possible because the world is roaming about under circumstances of complete anarchy".

IN THE MEANTIME WE HAVE COME TO KNOW A LOT MORE ABOUT THE SITUATION IN EAST PAKISTAN. IT IS MUCH WORSE THAN 1 THOUGHT ON APRIL 22. THE NUMBER OF REFUGEES IS ESTIMATED AT EIGHT MILLION, OR TEN MILLION. HUNDREDS OF PEOPLE HAVE TESTIFIED WHAT THEY HAVE SEEN; THEY HAVE TOLD THE WORLD WHAT THE PAK PRESIDENT HAS DONE TO HIS EAST PAK SUBJECTS.

The American weekly Newsweek has published a long story about the activities of the Pak President under the title: "Genocide in East Pakistan". The cover showed an emaciated East Pak child, without parents, without food, without hope (why do we live, if we allow children to suffer?)-but His Excellency the Pak Ambassador does not care a straw. He wants the Dutch Government to take "appropriate measures", not to relieve the suffering of the East Pak children, but to stop a journalist expressing the feelings of many people in this rotten world: anger and despair, because these are happening before our eyes without us being able to do anything about it.

The only thing we can do is to help stimulate the world conscience, the consciences of 3 billion people, till the world conscience is so strong and irresistible that it puts a stop to the activities of incompetent politicians like Yahya Khan. But all the same: "those people live only once, and nobody can explain to then why they have to suffer like this".

If the Government of Pakistan, represented by its embassy at The Hague, want to prosecute me, they will have to prosecute Newsweek and (I give only an example) the **New York Times**, which wrote on August I about Yahya's "ruthless policy" and about the "systematic massacres, rapes and expulsion of Hindus to India".

And they will have to prosecute Senator Edward Kennedy, who declared in. New Delhi on August 16, that Pakistan is committing genocide in East Pakistan. And the World Council of Churches, which visited the refugees in India and ascertained that the Pak army has committed "the most terrible cruelty".

But undersigned and **De Tijd** will probably not be prosecuted. The Ministry of Foreign Affairs passed the letter on to the public prosecutor in Amsterdam. He ordered the CID to interrogate me. I asked the CID officers to include in' their report that in my opinion the article is not "insulting to the Pak President, unless a critical examination of his policy insulting by definition".

This happened six weeks ago and I have not heard from them since.

The case has probably been put apart. A pity, for I would have liked to explain to the judge that the Pak Embassy has been giving false information on the situation in East Pakistan, that I was "distressed and pained" by the fact that such a shameless insulting and humiliating policy can be followed by the President of Pakistan, with which The Netherlands maintains such friendly and happy relations.

I would also have said that President Khan has hurt my most elementary humane feelings, that he is sowing hatred against the Pak Government. I would have strongly protested against his policy and I would have expressed the hope that appropriate measures will be taken in this case.

But I would probably have failed to seize that opportunity to renew the assurances of my esteem for His Excellency the Ambassador of Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাসঃ বাংলাদেশের অব্যাহত স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটি সমীক্ষা	বাংলাদেশ ষ্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি, গ্রেট বৃটেন।	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SIX MONTHS OF LIBERATION STRUGGLE

The vast rivers of Bangladesh do not easily turn red!

The blood that Yahya's invading Pakistan army has spilt in Occupied Bengal is best measured in cusecs. Like the floods of the Meghna and the Padma, this blood will partly be emptied in the Bay of Bengal and partially absorbed by Bengali's emerald soil. The soil of deltaic Bangladesh, enriched by the myriad martyrs' blood, would smile again- when the invaders have been driven into the sea.

Meanwhile, there is an occasion to pause and remember that today is September 26. Six months have elapsed since that fateful night of March 25 when Yahya hurled his mechanized forces against unarmed Bengalis in a genocidal campaign. To be sure, these six months will be no more significant than a punctuation mark in the resistance struggle that has since unfolded in Bangladesh.

Yet, one remembers! The first six months have seen the savage Pakistan armed forces engaged in killing civilians and subjecting women and children to sadist assaults and weird brutalities-brutalities borrowed from nightmares of diseased minds. And both on a scale unknown in human history after the horrors perpetrated by Central Asian barbarians who descended in the medieval times on the fertile plains of Asia and Europe!

The crimes of Yahya's packs of wolves in Bangladesh would go down in history as among the worst any human group has suffered at the hands of an organized armed force.

These one hundred and eighty-odd days are also packed with other vital lessons. These emerge from a study of the enemy's known objectives and results of his crimes. To take but one of his objective. General Tikka Khan, "the butcher of Dacca", had launched his genocidal campaign with the avowed object of reducing the numerical superiority of East Bengal's population vis-a-vis West Pakistan's.

Well might he be pleased with his apparent success, with the demographic changes his crimes have caused: about a million killed outright in the initial bloodlust of the Pakistan army; nine millions driven as destitute into India where in refugee camps epidemics and malnutrition decimate many of them; and several more million uprooted people floating about within Bangladesh, fleeing Yahya's savage hordes.

Allied to Yahya's hordes is famine, the apocalypse whose arrival the Islamabad junta awaits hopefully. The expected famine, for which Pakistan has created conditions by destroying crops and driving cultivators away from their fields, will not only kill off another section of the Bangladesh but would also give the occupation forces a chance to purchase the starving people's acquiescence in exchange for food. All these genocidal

calculations designed to reduce the Bengali population would have had meaning, had Bangladesh remained in Pakistan. But, with Bangladesh independent, the invading army's demographic designs against the Bengali race are manic crimes which are even less successful than Hitler's ultimate solution of the Jewish problem!

The other lesson is the speed with which Bangladesh has succeeded in organizing its State and armed forces. Looking back on the dark weeks of last May, it seems incredible that the elected representatives of the people of Bangladesh have managed to create so soon after the initial reverses, out of the wreckage of Bengal, a machinery of state and weld together an effective liberation force. The liberation forces new gains need not be recounted here. The strength of popular resistance to the invaders and the Mukti Bahini's successes are being acknowledged almost daily by neutral Western news media.

Internationally, Bangladesh remains a victim of the "great power game". Aside from the natural reluctance of existing States to welcome a new State created through exercise of popular will, a strange confluence of interest of America and China in Pakistan keeps the evil junta in power in Islamabad, providing it with the sinews of war against Bangladesh. India, staggering under the weight of nine million refugees, waits on events and hopes that the Mukti Bahini's military endeavors would eventually force Yahya to withdraw from Bangladesh, and make possible the return of refugees to their homes.

The Soviet Union waits and watches, weighing the chances of survival of the new People's Republic of Bangladesh.

Thus the international situation predicates that the liberation of Bangladesh must come about very largely through efforts of the Government and people of Bangladesh. Even so, it would be wrong to exaggerate Islamabad's capacity to continue a distant colonial war indefinitely. Pakistan is not America.

While the agonies and indignities of the people of Bangladesh may have already exceeded those of Vietnam, the war in Bangladesh may not last as long as the current phase of the Vietnam War.

The patriots of Bangladesh must therefore view the immediate future with considerable hope.

ISSUED BY THE BANGLADESH STUDENTS' ACTION COMMITTEE
IN GREAT BRITAIN
35 Gamages Building, 120 Holbom, London E.C.I. Tel. 01.405 5917
Printed by Larcular Ltd.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১ অক্টোবর, ১৯৭১

1st October, 1971, Convention Committee resolution

(i) It is agreed that letters be sent to the regional Committees in compliance with the resolution No.2 of the 7th meeting of the Convention Committee held on 1st October by the Convention Committee, which may be signed by Convenor, Convention Committee on behalf of all six members.

(ii) It is agreed that a circular shall be issued in Sangbad Parikrama urging individual Committees to co-operate with the regional committees to speed up the process.

(iii) It is also agreed the Convention shall be held on Sunday the 7th November 1971 at 10-30 a.m.

The Election Commission shall be invited to sit with the members of the Convention Committee on 22nd October, 1971. The selected members of the Election Commission be informed about their selection as members of the Election Commission.

It is resolved that an Election Commission be set up with the following members:

(1) Barrister Amin,

(2) Barrister Ferdous,

(3) Doctor Harun,

(4) Doctor Sirajuddoula

(5) Mr. Ganesh Chandra Dey.

It is also resolved that the terms of reference regarding the fourth coming election will be given to the Election Commission by the Convention Committee.

The Commission shall elect one Chairman from among themselves. The Commission shall have the fullest authority to conduct the election of the Executive Committee and the three Trustees of the Bangladesh Fund.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংগৃহীত চাঁদার হিসাবসহ রসিদ বই ফেরতদানের জন স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের আহবান	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১ অক্টোবর, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF
THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U.K.

জয় বাংলা

11 Goring Street
London E C 3
Tel : 01-2 83 5526/ 3623

জরুরী আবেদন

বাংলাদেশ ফান্ডে চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রেট বৃটেনের জন্য যে সমস্ত শাখা কমিটি বা ব্যক্তি বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি থেকে ছাপানো রসিদ বই নিয়েছেন তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে চাঁদার হিসাব সহ সমস্ত বই স্টিয়ারিং কমিটি অফিসে ফেরত দিবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রস্ততি ও তৎপূর্বে হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার করার জন্যই রসিদ বইসমূহ এবং তার হিসাব ফেরৎ নেওয়া প্রয়োজন বিধায় স্টিয়ারিং কমিটির এক জরুরী সভা উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এ ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটি আপনাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করছে।

আজিজুল হক ভুঞা
আহবায়ক
স্টিয়ারিং কমিটি
১লা অক্টোবর, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বে'সওয়াটার শাখা এ্যাকশন কমিটির ২রা অক্টোবরের সভার প্রস্তাবাবলী	বে'সওয়াটার এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২ অক্টোবর, ১৯৭১

ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH,
BAYSWATER BRANCH, LONDON. W. 11

EXTRACT OF THE RESOLUTION
Dated 2nd October, 1971.

অত্র ২রা আগষ্ট শনিবার ১০৩ লেডবারী রোডে বে'সওয়াটার শাখার কার্য সংসদ পরিষদের সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। রিজিওনাল কমিটির প্রতি এই বে'সওয়াটার প্রতিষ্ঠানের কোন আস্থা নাই। বে'সওয়াটার শাখা সম্পূর্ণ নিরেপক্ষ এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি ব্যতীত অন্য কোন কমিটির অধীনস্থ নয়।

২। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিকট-ভবিষ্যতে যে প্রতিনিধি নেওয়া হইবে তাহা এই শাখা হইতে সরাসরি নেওয়ার জন্য দাবী করা হইতেছে।

৩। এই প্রতিষ্ঠান রিজিওনেল কমিটির মধ্যস্থতায় কোন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠাইতে সম্পূর্ণ অসম্মত।

এম, মোরশেদ
২-১০-৭১
সভাপতি, বে'সওয়াটার কমিটি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে প্রচারিত রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭ অক্টোবর, ১৯৭২

বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
BANGLADESH PRESS RELEASE

London, Oct. 8:-Mr. Rashed Suhrawardy, the only son of late Mr. H. S. Suhrawardy who was the founder of the Awami League and a former Prime Minister or Pakistan, in a statement issued in London 011 October 7, expressed his full support to the liberation movement of the people of Bangladesh and hoped that the brave freedom fighters would succeed in their struggle for full independence from the invading army of West Pakistan.

Following is the full text of the statement issued by Mr. Rashed Suhrawardy:-

"My sympathy and full support were with the liberation movement of the people of Bangladesh as soon as 1 learned of the genocide committee by the army of West Pakistan. Not being in politics I did not think a statement from me personally was necessary but since it has become apparent that the image and memory of my beloved father, Mr. Huseyn Shaheed Suhrawardy, are being sought to be furnished by one member of my immediate family by her recent statements, I felt it incumbent upon me to speak out.

I would like to express in unequivocal terms that I wish the liberation movement of the people of Bangladesh all success. They have been economically exploited and politically dominated by West Pakistan for the past 24 years and they have now been forced to take up arms to resist the genocide and other heinous crimes that have been and are being perpetuated by the West Pakistan Army.

I have no doubt in my mind that the brave freedom fighters will succeed in achieving full independence by ejecting the invading army.

I eagerly look forward to going to Bangladesh in the near future, to see that in an independent, Sovereign Republic people of all faiths and political affiliations are living in peace and harmony.

I also convey my greetings to the Government of Bangladesh, the members of which were all colleagues of my father and who were great objects of his affection."

Sd/
(Rashed Suhrawardy)
October 7, 1971)

Forwarded for favor of Circulation / Publication / Broadcast. Photocopy of the handwritten statement is also enclosed.

(Mahiuddin A. Choudhury)
Press & Publicity Division
Bangladesh Mission.

Issued by Press and Publicity Division, Bangladesh Mission in U. K.. 24 Pembridge Gardens. London W. 2. Phone: 2290281.229 5435.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশন উপলক্ষে সকল আঞ্চলিক এ্যাকশন কমিটিকে অবিলম্বে প্রতিনিধি নির্বাচন ও তা কনভেশন কমিটিকে জানানোর জন্য আহবায়কের বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

8th October. 1971

The Secretary/President
Action Committee for the
People s Republic of Bangladesh
in U. K. (Midland Region)
93, Stratford Road
Birmingham-11
Dear Sir,

The Convention Committee is pleased to inform you that it has approved of a draft constitution and agreed upon procedural points regarding calling a convention of all the action committees.

According to the decision of the Convention Committee at its meeting held on 1st October 1971, the Regional Committees are requested immediately to call a meeting of all the local committees in their regions for the allocation of number of delegates to each committee by joint consultation with all the Committees. **As soon as the allocation is finalized, each local Committee should call its own Committee meeting for nominating its delegates / councilors** and forward their names along with the resolution to the Regional Committee with a copy to the Convention Committee on or before 20th October 1971.

Delegates have been allocated to the 4 regions and other units in the following order:

London & South	90
Midland	75
Lancashire	29
Yorkshire	20
Students	4
Women	4
Glasgow (Scotland)	3
Wales	2
East Anglia	2
Bangladesh Medical Association	4
	233

The tentative date for the convention has been fixed as November 7, 1971. Please await further notification regarding the final date. Please find enclosed a copy of the resolution taken at the Convention Committee. Should any committee need any further clarification please write or telephone.

Convenor,
Convention Committee.

Copy to: All the Action Committees for information.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে ১১ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন প্রশ্নে ভিন্নমতাবলম্বীদের সভার প্রস্তাবাবলী	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

RESOLUTIONS ADOPTED AT THE LONDON MEETING OF BANGLADESH ACTIVISTS ON 11 OCTOBER AT CONWAY HALL, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF S. M. AYUB

1. This meeting of the activists of the Bangladesh action committees, concerned with the healthy and democratic development of the Bangladesh movement, convened to discuss the forthcoming national convention of the action committees, hereby (a) takes note with appreciation of the decision of the Steering Committee, though belated to regularize the constitutional framework and activities of the action committees and offers the Steering Committee full support far the success of the convention; (b) endorses the decision of the Convention Committee to give direct representation to the local action committees.

2. The meeting has, however, serious reservations on the procedures recommended for the constitution of the central body, adoption of the constitution and the mechanism of representation.

3. The meeting firmly believes that the right to voting-participation on the decision- making agenda of the convention belongs only to those among the Bangladesh community in the UK who have given organized support to the work of the Bangladesh liberation movement either through financial contribution or by active involvement. The number and composition of their representation may or may not be related to the population concentration. As such we recommend that all action committees should be invited to send at least two delegates to the convention with provision far additional weightage commensurate with their contributions to the common pool of the liberation movement in the UK.

4. The meeting believes that the process far setting up the central authority of the action committees should be phased out in two stages. The first stage should be limited to the adoption of constitution for the action committees. For this purpose the Convention Committee should immediately circulate the first draft of the constitution among all the action committees and invite their comments. In the light of the criticism and amendments that will be received the Convention Committee should then prepare the final draft, which should farm the basis of deliberation at the first conference of the delegates of the action committees.

5. After the adoption of the constitution of the proposed central organisation of the action committees the document should be immediately circulated and all action committees should be asked to reconstitute themselves in accordance with the provisions of the constitution. The regularized action committees then should be invited to send their delegates, in accordance with the provisions in the constitution, to the national

convention which would adopt a programme of activities for the action committees and (b) elect its officers and governing bodies to execute the policy and programme as adopted by the convention.

6. Further, this meeting considers that the Convention Committee, as at present constituted, has not the adequate human resources to undertake the heavy burden of preparing adequately for the national convention. It, therefore, recommends that the Convention Committee should be expanded by co-option of representatives from the action committees of the students, doctors & women, and if needed the Convention Committee should also set up sub-committees with special assignments.

7. The meeting also appointed a ten-member Campaign Committee for the National Convention of the Action Committees and appealed to all local action committees to send similar recommendations to the Steering Committee and to offer their support and services to the Campaign Committee to create a healthy and democratic body for the Bangladesh movement in the UK.

Issued on behalf of the Campaign Committee for the National Convention of the Action Committees by S. M. Ayub, 33 Dagmar Road, London N 22 (01-889—4474).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিক কমিটি গঠন সম্পর্কে প্রচারপত্র	লন্ডন আওয়ামী লীগের 'প্রচারপত্র-১'	অক্টোবর, ১৯৭১

'প্রচারপত্র-১

আওয়ামী লীগ লন্ডন

পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় জয় বাংলার জয়।

পাকিস্তানের ইতিহাস হলো মোনাফেকী, বেঈমানী শাসক ও শোষক চক্রের ইতিহাস। জিন্নার সাধের পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য ছিল এক বিরাট ফাঁকি আর ফাঁকিস্তান। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়েছে, আর এর সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হয়েছে। শাসন ও সামরিক বিভাগে বাংগালীদের স্থান নেই। জাতীয় সম্পদ হতে বাঙালীরা বঞ্চিত হয়েছে সদাই। সমগ্র পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হয়, শতকরা ৩২ ভাগ খরচ হয় ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। মোট রাজস্বের ৯৪ ভাগ বিভিন্ন নামে পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় হয়। মাত্র ৬ ভাগ পূর্ব বাংলার ভাগ্য জোটে। যদিও পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের আয়ের শতকরা ৬৪ ভাগ যোগায়। তাই পূর্ব বাংলার মানুষের পরিশ্রমের বুনিয়াদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের ইমারত গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মানুষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৩ বছর ধরে বাংগালী জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইসলাম বিরোধী জিগির-বাহানা প্রয়োগ করে আসছে। অতএব বাংলার মানুষ রাজনৈতিক ও স্বাধিকার নিয়ে বাঁচার দাবী উঠালো। শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হলো আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ গত ২০ বছর ধরে বাংলার দাবী নিয়ে চরম লড়াই করে আসছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পূর্ব বাংলার মানুষেরা পাকিস্তানে জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হলো। মহান নেতা শেখ মুজিব সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন। পাঞ্জাবী শাসক, শোষকচক্র ও নররক্তপিপাসু পশুরাজ ইয়াহিয়া বাংলার দাবীকে বানচাল করে দেবার জন্য "ডান্ডা দিয়া ঠান্ডা করার খেয়ালে" ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সৈন্য বাহিনী বাংলার মানুষের উপর লেলিয়ে দিলেন। বাংলার প্রিয় জননেতা শেখ মুজিবকে বন্দী করলেন। এসব নৃশংস ও নারকীয় কার্যকলাপের কাহিনী আপনাদের সবার জানা। বাংলাদেশকে কলোনীতে পরিণত করে রাখার জন্য অসুর ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ১২ লক্ষ নিরস্ত্র নাগরিককে হত্যা করেছে। প্রায় এককোটি মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে আর শত শত নারীকে ধর্ষণ করেছে। দলে দলে তরুণীদের গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেণ্টে আটক তরুনীদের একেবারে উলংগ অবস্থায় রেখে পাক পশুবাহিনী এক নারকীয় আনন্দ উপভোগ করছে। শত শত তরুণীকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলার আজ বড়ই দুর্দিন। অসহায় ছেলেমেয়ে ও লাঞ্ছিত নারীত্বের ক্রন্দনে বাংলার আকাশ বাতাস আজ ভারী। গরীব মানুষের লাখো লাখো ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। তাই অসুর ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ফৌজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ 'মুক্তি বাহিনী' গড়ে তুলেছে। সার্বভৌম ও প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে, বাংলার মাটিতে 'মুজিবনগরে'। বাংলাদেশ এখন পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত। আজ এই জাতীয় সংগ্রামে বাংলাদেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পাক শত্রুকে মরণ আঘাত হানতে হবে। ইনশা-আল্লাহ বাংলার জয় অনিবার্য।

জনাব সামাদের সভাপতিত্বে

লন্ডনে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও ভ্রাম্যমাণ দূত এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুস সামাদ এম-এন-এ ইংল্যান্ড সফরে এসেছিলেন। তিনি বার্মিংহাম, ব্রাডর্ফোড ও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরগুলিতে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন ও বিভিন্ন সভা- সমিতিতে বক্তৃতা করেন। গত ১৩ ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ লন্ডন শাখার এক কর্মী সম্মেলন হয়। এই কর্মী সম্মেলনে লন্ডন আওয়ামীলীগকে শক্তিশালী ও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য জনাব আবদুস সামাদ বিশেষ জোর দেন এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী জনাব সামাদের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত কর্মীবৃন্দকে নিয়ে আওয়ামী লীগ লন্ডনের অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয় ।

সভাপতি	ঃ	জনাব আলহাজ আবদুল মান্নান।
১ম সহ সভাপতি	ঃ	জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমদ
২য় সহ সভাপতি	ঃ	জনাব ইসমাইল মিয়া
৩য় সহ সভাপতি	ঃ	জনাব মোহাম্মদ ইসহাক
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	জনাব মোহাম্মদ আবুল বশর
সংগঠন সম্পাদক	ঃ	জনাব সুলতান মোহম্মদ শরীফ
জন-সংযোগ সম্পাদক	ঃ	জনাব জিল্লুর হক
সামাজিক সম্পাদক	ঃ	জনাব মিম্বর আলী
শ্রম সম্পাদক	ঃ	জনাব শাহ সিরাজুল হক
বহিরাগত সর্ম্পকীয় সম্পাদক	ঃ	জনাব আব্দুর রকিব
মহিলা সম্পাদিকা	ঃ	বেগম হেলেন তালুকদার
দফতর সম্পাদক	ঃ	জনাব এম, এ, হাকিম
কোষাধাক্ষ্য	ঃ	জনাব মজির উদ্দিন
সদস্যবৃন্দ	ঃ	জনাব রমজান আলী, শফিকুর রহমান, এন ইউ আহমদ, নুরুল ইসলাম, গউস খান, বি এইচ তালুকদার, আবদুল হামিদ, শফিক মিয়া, মোহম্মদ কলমদার আলী, শরিয়ত উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ একরাম হোসেন, নুরুল হক, তোয়াহিদ আলী, শামসুর রহমান, মশরফ আলী, মোহাম্মদ ওমর, রেদওয়ান মিয়া, এ কে এস ইসলাম, তৈয়বুর রহমান, মইন উদ্দিন, শায়েস্তা মিয়া, আবদুল আজিজ ও রহিম উদ্দিন।

অস্থায়ী আওয়ামী লীগ লন্ডন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ই অক্টোবর। এই অধিবেশনে বৃহত্তম লন্ডন শহরকে সাংগঠনিক কার্যকলাপের ও গণ- সংযোগের সুবিধার জন্য লন্ডনকে ৯টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এর এক এক ভাগকে একটি সাব-ডিভিশন আওয়ামী লীগের মর্যাদা দেওয়া হয়। সাব ডিভিশনগুলি নিম্ন লিখিত পোষ্টাল ডিষ্ট্রিক্ট এলাকা নিয়ে গঠিত হবেঃ-

১। এন+এন-ডাবলিউ

২। ডাবলিউ+ডাবলিউ-সি

৩। ই-১ ৪। ই-২+৮+৫ ৫। ই- ৯+১৪+১৬+৬+১৩+১৫+৭+১২ ৬। ই- ১০+১১+১৭+১৮+৪+ইসেক্স	৩ হতে ৬ পূর্ব লন্ডন

৭। দক্ষিণ টেমস এলাকা
৮। উত্তর টেমস এলাকা
৯। নর্থ+এন- ডাবলিউ

লন্ডনের বাংগালী ভাইবোনদের কাছে অনুরোধ

আপনারা রাজনৈতিক বিভিন্ন 'ইজম' পন্থীদের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলুন আর একটি মাত্র আওয়াজ তুলুনঃ

প্রিয় নেতা শেখ মুজিব আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে। আসুন, আমরা বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করি।

সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবুল বশর কর্তৃক ২৭৫ উলড ব্রোমটন রোড, লন্ডন, দঃ পঃ ৫ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। দুরালাপনীঃ ০১-৩৭৩ ৭৫৬১, ০১-৬০৩ ৭৪৬১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ লেবার পার্টির সিদ্ধান্ত জানিয়ে মিঃ আয়ান মিকার্ডো এম, পি-র চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৩অক্টোবর, ১৯৭১

Palace Chambers
Bridge Street, London SW1A 2JX
Telephone: 01.8392721

Mr. M A H Miah BCom
37' Biscott House
Devas Street
London E3 3LZ

13 October 1971

Dear Mr Miah:

I now have an opportunity, on my return from the Labor Party Conference, of thanking you for your letter of the 3rd. I am sure you .will have read of the resolution which was put to Conference by the National Executive Committee, and unanimously accepted; and also of the speeches made both in Conference and in meetings outside in the evenings. There is a considerable volume of support for your cause within the Labor Party.

Yours sincerely,
Sd/

Dictated by Mr. Mikardo
and signed in his absence.

from: Ian Mikardo, M.P.

…………..

NEWS RELEASE

Issued by the Labor Party Information Department
Transport House-London SW1.01-834-9434 **PS 83/71**
Director of Information: Percy Clark

For immediate release.

PAKISTAN

The Pakistan situation was discussed at today s meeting of the Labor Party International Committee and the following resolutions were adopted.

1. The N.E.C., deeply concerned about the present human crisis in West and East Bengal, believes that the dangers of the present conflict within Pakistan are a threat to international peace and security; that only a satisfactory political solution to the conflict within Pakistan can restore stability and end the threat to peace; and that the urgency and

scale of the present human suffering among the refugees, and the dangers of early famine demand an unsparing response from Britain. It therefore urges H. M. Government to take the following immediate steps:

(a)To raise the conflict in Pakistan in the Security Council as an urgent question threatening peace and endangering the security of others;

(b)To increase substantially the present British contribution to U Thant's Relief Fund and to make an immediate bilateral offer of generous additional aid to India to assist her in the costs of meeting the refugee problem.

The N.E.C. further believes that in this situation it is right that the British people should know what approach H.M. Government is proposing to take in the forthcoming early meeting of the Pakistan Aid Consortium, which will consider the very serious economic crisis facing Pakistan.

The N.E.C. believes that in a situation in which political institutions in East Pakistan have collapsed; aid for development cannot be meaningful. It therefore calls upon H. M. Government to urge at the forthcoming meeting of the Consortium that, until a peaceful settlement bas been achieved in East Pakistan, aid to Pakistan should be limited to the relief and prevention of actual disease and distress, bearing in mind that many of those who most need aid are no longer in Pakistan."

2). "In view of the obvious failure to get adequate relief to India and Pakistan and similar technical problems during other recent catastrophes, this Committee urges H. M. Government to propose the establishment of an international Relief Commission. This Commission should be set up immediately and be composed of those with experience of relief, transportation, and the management of large scale organisation. In circumstances such as now existing in Pakistan the Commission would meet continuously and report on what measures would be necessary on a world scale for implementation by the United Nations. The Commission would establish permanent machinery to provide immediate relief in natural and manmade disasters, to save life, furnish essential medical supplies and if necessary take control of the situation until longer term measures can be brought into effect. In proposing the establishment of this Commission, H.M. Government should pledge full British participation and financial support."

June 8, 197

ID/1970-71/93

STATEMENT OF THE NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE ON PAKISTAN

Conference expresses its horror and concern at the terrible human tragedy now taking place in Bengal. It believes that the Pakistan Government must take full responsibility for the terrible suffering endured by the people of East Bengal and Conference condemns the

Government of Pakistan for its totally unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal.

Refugees

Conference expresses its grave concern at the totally inadequate response of the World Community to the vast refugee problem. The Government of India has carried a disproportionate share of this burden and Conference urges the establishment of a United Nations Disaster Relief Agency to take full responsibility for refugee aid. Conference urges the British Government to pledge full support for such an agency and meantime to substantially increase its bilateral aid to India to enable the Indian Government to cope with the urgent and immediate problems of relief.

Aid

Without a satisfactory political solution" long-term aid to Pakistan would mean subsidizing a discredited military regime. Conference, therefore urges all countries and in particular the members of the Pakistan Aid Consortium to withhold all but urgent humanitarian aid until a satisfactory political solution has been agreed to by the people of East Bengal.

Political Solution

Conference believes that a political solution can only be reached after:

1. Military repression in East Bengal has ceased;
2. The political leaders of East Bengal and in particular Sheikh Mujibur Rahman have been released.

Any political solution should be negotiated with the democratically elected leaders of East Bengal and be acceptable to the people of the region.

Threat to Peace

Conference believes that the present situation on the Indian sub-continent constitutes a threat to World Peace. The United Nations should therefore, involve itself directly in working for a political solution which is in accordance with the will of the people of East Bengal. Conference urges the British Government to raise this matter at the current session of the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বক্তব্য সম্বলিত চিঠি	ক্যাম্পেন কমিটির দলিলপত্র	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

S. M. AYUB

01-889 4474

33, Dagiriar Road
London N 22
14. Octobcr 1971

Dear Friend,

I am enclosing the proceedings of a meeting held on Monday 11 October at the Conway Hall, London W C 2, under my chairmanship. Over 40 Bangladesh activists from 14 different action groups in and around London participated in the meeting and unanimously adopted the enclosed resolutions.

It is our hope that your Committee will give serious thoughts to the problems raised in the document if you find yourself in broad agreement with the views expressed in the resolutions please write directly to the Convention Committee, 11 Goring Street, London E C 3, giving the comments of your Committee on the points raised.

We would very much appreciate if it would be possible for you to join us as one of the members of the Campaign Committee for the National Convention of Action Committees and thus assure that the Bangladesh activities in the UK precede on democratic and healthy lines.

We hope you will appreciate that time is running out and frustration among the people is growing deep. Unless this process is checked, our movement in the UK will suffer irreparable loss.

To facilitate early reply we are providing a form for your use. I hope you will give the matter your urgent attention.

Should you need any elaboration please do not hesitate to get in touch with me.

With greetings and good wishes,

Yours sincerely,
S. M. Ayub
on behalf of the Campaign Committee.

FORM

The Secretary
Convention Committee
11 Goring Street
London E C 3

Our Committee is broadly in agreement with the recommendations of the London meeting of 11 October. It is also our view that the constitution of the proposed central body of the action committees should be framed at a specially convened conference of the action committees. Only after such a constitution has been adopted the national convention should be held to elect the officers, governing bodies, etc.

Your Name---Tel. No-----------------------------------
Name & Particulars of the Action Committee---

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশনের জন্য নির্ধারিত দুজন প্রতিনিধির নামসহ কিডারমিনষ্টার শাখার সভাপতির চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

BANGLADESH ACTION COMMITTEE
72 COVENTRY STREET, KIDDER MINSTER
Tele No. 62011

Dated: 15 Oct, 71.

The Secretary
Convention Committee
11 Goring Street, LONDON E. C. 3.

Dear Sir,

I am forwarding herewith the required papers together with a copy of resolution which been passed unanimously by Bangladesh Action Committee, KIDDERMINSTER WORCS.

A meeting of Bangladesh Action Committee Kidderminster was held on 15th Oct. 71. This meeting's urgent talk was about delegate which should invariably be sent to Convention Committee, LONDON.

Everybody has gone through the contents of Convention Committee letters dated 8th Oct, 71 and 14th Oct, 71 respectively.

This meeting has appreciated the resolutions adapted at the LONDON meeting under the chairmanship of MR. S. M. AYUB.

As per resolutions adapted by the Convention Committee in LONDON I am sending herewith the names of two delegates who will entirely represent Bangladesh Action Committee, KIDDER MINSTER to the Convention Committee in LONDON.

Further, I would like to draw your attention to the fact, that this Committee is not inclined to submit the necessary documents to the Convention Committee in LONDON through the region MIDLAND. The matter of non-attitude to the region can be discussed with the delegate.

Hope, the request for inclusion of the names of delegate in your Conventional Committee, will be acceded to:

Thank You

Name of delegate.	**Address**
1.SYED ALBAB HUSSAIN	72 Coventry Street, Kidderminster WORCS Tele No. 62011
2.SYED AFRUJ HUSSAIN	28 GILGAL., Stourport on severn WORCS

President of Bangladesh Action Committee, Kidderminster.
(SYED MUJTABA HASAN)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের পক্ষে আহবায়কের প্রতি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

S. M. AYUB

33. Dagmar Road
London N 22
15. Oct. 1971

The Convener
Convention Committee
11 Goring Street
London EC 3.

Dear friend.

I am enclosing a copy of the resolution adopted at the Conway Hall meeting on October 11, under my chairmanship.

The meeting was held on a two-day notice. Never the less it was attended by a large number of activists from 12 local action committee namely.

1 Enfield	5 Westminster	9 Bangladesh Cultural Asscn
2 Colchester	6 Bayswater	10 Islington
3 Uxbridge	7 Hendon	11 Relief Committee (East London)
4 Balham	8 North-West London	12 Students Action Committee

It can therefore be safely assumed that the recommendations made by the meeting have substantial support among the local action committees.

May we, therefore, hope that you will give this representation your serious consideration and let us have your reply at an early date so that we could take the next step for effective participation at the proposed convention.

Yours sincerely.
Sd/-
(S. M. Ayub)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন বক্তব্য জানিয়ে লিউটন শাখা এ্যাকশন কমিটির সম্পাদকের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.
LUTON (Beds.) UNIT

5 Kenilworth Road.
LUTON.
Beds.
17th October. 1971.

Phone: LUTON 26998

The Convener,
Steering Committee of the Action Committee
for the People's Republic of Bangladesh in U. K.,
11 Goring Street.
LONDON. E. C. 3.

Dear Sir,

We are surprised to note that you have not yet replied to our letter dated the 9th September. 1971, which was very important for the continuation of our movements in U. K. for the Independence of Bangladesh Even the letter was not acknowledged and as a result, our Committee, which was solidly organized is now on the way of collapsing and if such thing happens, you will be held fully responsible for this unexpected incident.

Meanwhile, we have been informed that a National Convention is going to be held shortly to form a Central Committee. We believe there will be chaos informing the proposed Central Committee in this way unless you hold a meeting we have already proposed, in consultation with the heads of the Regional Committees, to discuss the various matters which may come from the representatives of different Sub-Committees and to give clear understanding to all the Sub-Committees so that it may become possible to form a strong Central Committee peacefully and in a Democratic way.

We understand that some Committees are not aware what would be the constitution and how the Committees would be represented. The copy of the draft Constitution should be distributed to all the Committees to prepare them to debate the items, clauses and other things.

We hope that you give importance to this letter in the name of Unity among the Bengali people in U. K.

JOY BANGLA.

Yours faithfully,
Sd/-
(MD. BURHAN UDDIN)
Secretary.

Copy to: Mr. Justice A. S. Chowdhury.
The High Commissioner for Bangladesh
in U. K., 24 Pembridge Gardens,
London. W. 2, for information arid
necessary action thereon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ আন্দোলন সমর্থনকারী জনৈক বৃটিশ নাগরিকের প্রতি এ্যাকশন কমিটির আহবায়কের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

October 18, 1971

Mr. Brian M. Key
21 Schofield Dr
Darfield
Barnsley
Yorks.

Dear Mr. Key,

I am very much pleased that you attended our meeting in the Labor Party Conference at Brighton. We are very much encouraged to note your willingness to help our cause.

Bangladesh cause has not yet received the proper attention of the youths of this country. As such you can help us tremendously by helping and advising us as to how we can go about a national campaign to publicize and explain our cause to the young socialist in the country.

I would personally be grateful if you could suggest us if there is any possibility of a meeting in your area where I could send one of our workers to either to address a gathering or talk to a group of young socialist in your area. Looking forward to hearing from you meanwhile, we will keep you informed the developments in Bangladesh as well as our activities here.

Yours sincerely,

(M. A. H. BHUIA)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনারের প্রতি ষ্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়কের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF

THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.

জয় বাংলা

11 GORING STREET
LONDON E C 3
TEL: 01-283 5526/3623
October 18. 1971

Mr. Hossain Ali
High Commissioner for the People's
Republic of Bangladesh in India.

Dear Mr. Ali,

Mr. Abu Yusuf Khan the bearer of this letter who was till recently an engineer of the Pakistan Air Force (Stationed somewhere in Saudi Arabia) is proceeding to Bangladesh to join the Mukti Bahini. Mr. Khan's brother Major Taher who is one of the Sector Commanders of our Forces written a letter to Mr. Khan requesting him to procure some surgical instruments in London and take those instruments with him to Bangladesh (Base hospital somewhere in Meghalaya). As soon as Mr. Khan revealed this to us, we thought it proper to bring it to your notice in the home of obtaining the permission of the Government of Bangladesh so that the instruments concerned could be supplied by the Steering Committee. Since this will cost us a very small amount of money, we feel that you will gladly approve our decision and send us a very quick reply.

In this connection probably it is not out of place to refer to your letter No. B 5/4/71 dated 13th October 1971 circulated to all the Action Committees in Great Britain affiliated by the Steering Committee. Unlike many of your circular, this particular one has caused a great concern among the Bengali Community in Britain. Your direct appeal to various committees has created an impact of serious significance. The Govt. has ordered the Steering Committee through their Chief Adviser Justice Abu Sayeed Chowdhury to collect money and freeze it in the bank to be used by the Government at an appropriate time. Ever since we are collecting money and depositing it with the bank. This action of yours has put us in great jeopardy. Many responsible leaders in the field of politics, government and armed forces have written impatient letter to many action committees, individual Bengali leaders and to various other organizations depicting vividly the pitiful conditions and immense suffering of our boys in the training camps and battlefields and urging them to send contribution immediately. Since the entire Bengali population in this country gave and are still giving subscription to "Bangladesh Fund" they genuinely desire that their money should produce concrete and tangible result. Now

please try to imagine our position. The Liberation Army needs many things and you write to our people asking for those things, innocent people come to us and blame us. They say we are responsible for the sufferings of our fighting forces. They ask if money is not utilized for the purpose for which it has been contributed, why should further subscription be made? We are being accused of inaction. Just at a time when the Steering Committee was considering writing to you about their unfortunate predicament, your latest circular has reached the people in Britain. Scores of people are coming to us and asking why medicine, garments and other essential things have not been sent. They demand explanation, they want action and want us to be penalized for all our silence over sending materials for which you are writing to them.

We do not understand why we are not allowed to spend a fraction of the money we have collected for you. Frankly speaking, because of our inability to send any help and your direct approach to the individual, Committees for help the Central Authority shall be utterly disregarded and in all practical purposes and shall eventually collapse. The Pakistan High Commission through his agents is trying to prove that the Steering Committee has dwindled and money should not be contributed to Bangladesh Fund. Consequently, it is highly likely that out of sheer patriotism, individual organization shall operate different Fund, collect money and shall remain responsible only to themselves.

I hope I have been able to communicate to you the enormous pressure and insult that are being thrown at us.

In any case I have sent out a similar circular asking people to give warm clothing for the Mukti Bahini and hope inspite of all the points I have mentioned. I am sure it will receive tremendous response. I shall soon be writing to you again. With kindest regards.

JOY BANGLA.

Yours sincerely,

(M. A. H. BHUIA)
Convener.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘থার্ড ওয়ার্লড ফার্স্ট’-এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অনুরোধ সম্বলিত এ্যাকশন কমিটির আহ্বায়কের প্রতি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

THIRD WORLD FIRST
Britwell Salome
Watlington
Oxon
OX95LH
22nd October 1971
Bangladesh Action
Comm.
11 Goring Street
London E. C. 3

Dear Mr. Bhuia,

I am writing to confirm the arrangements we made over the telephone for you to speak at Newland Park College, Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, on Wednesday 27th October at 7 p. m. I have written to Steve Day who is our representative at the College and asked him to ring you and give you the details of how to get there and whether you can be met from a train.

I shall also ask the organizer of the Third World Convention to be held on Saturday, November 6th at Imperial College London, to contact you in order to finalize the arrangement for that.

Thank you very much for agreeing to come to these two meetings and I am sorry there was a misunderstanding about the meeting in Birmingham College of Education which I have discovered had to be cancelled at the last minute.

Yours sincerely,
Sd/-
Barbara Clark.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

Meeting of the Convention Committee
22nd October, 1971.

It is resolved that in view of the objection raised by some committees from the South England Region the Convention Committee shall organise a meeting inviting representatives from the Existing Committees to sit with the Convention Committee and the representative of regional Committee on Saturday the 30th October at 2 p. m. in London. The said meeting shall take into consideration the outcome of the reconciliation attempt to be made by the Regional Committee tomorrow, Saturday, the 23rd of October, 1971.

Signatures-
22. 10. 71

It is also resolved that the members of the Election Commission be requested to be present at 11 Goring Street, at 7 p. m. on 30th October 1971 to sit with the members of the Election Commission.

Signatures—

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনের জন্য মিডল্যান্ড অঞ্চলের কমিটিসমূহের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও নামসহ লিখিত চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ACTION COMMITTEE
(MIDLAND REGION)

93 Stafford Road.
Spark brook.
Birmingham Bll IRE
23.10 1971

The Convener,
Convention Committee
11. Goring Street, London. E C. 3

Dear Sir.

In compliance with your request/letter dt. 8-10-71 we had held a meeting of all the Committee in the Midland Region. And the allocations of seats were made in presence of and incomplete agreement of all the Committees in the Midland region.

We ore forwarding the lists as follows:

Committee	No. of seats allocated
1. Conventry	3
2. Leicester	2
3. Loughborough	2
4. Northampton	2
5. Wellingborough	I
6. Nottingham	1
7. Derbey Mansfied	1
8. Worcester	1
9. Kidderminster	2
10. Blackhealth	2
11. Wolverhampton	1
12. Wednessbery	2
13. Oarlaston	I
14. Walsall	2
15. Westbromwich	2
16. Tipton	2
17. Smethwick	4
18. Birmingham (B. D. A. C)	44
Total	75

WESTBROMWKH :(l) Mr. Abdul Jalil, 79, Hamilton Rd, Biham-21, (2) Mr. Ayas Miah, 68, Beechers Road, Biham-21

WORCESTER	: (1) Mr. Muzahid Ahmed, 74, Wylde Line, Worcester
LOUGHBOROUOH	: (1)Mr. A Ahmed 102. Freehold Street, Looghborough (2)Mr. S. A Hye
NORTHAMPTON	: (1)Mr. A. H. Choudhury, 7 Marcparc. Northampton. (2)Mr Abdul Ahad
WELLINGBOROUGH	: (1) Mr. Israil Ali, 32, Church Si Wellingborough.
SMETHWICK	: (1) Mr. Modoris Ali. 104. Lewisham Rd. Smethwick. Staffs (2) Mr. Muslauddin, 33. Middleman Rd. Smethwick. Staffs. (3) Mr. Ashabur Rahman Jaigirdar. 125, Oxford Rd. Smethwick. Staffs. (4) Mr. Monuhor Ali, 26. Central Place. Smethwick. Staffs.
NOTTINGHAM	: (1) Mr. M A. Yusuff Choudhury, 177. Alferton Rd. Nottingham

DARLASTON- WEDRESSBURY- COVENTRY- LECESTER- DERBY/MARSFIELD KIDDERMINSTER- BLACKWHEATH- WOLVERHAMPTON- WALSALL-	Would be forwarded later	TIPTONBIHAM, BDAC.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশনের জন্য মনোনীত বিভিন্ন কমিটির ও তাদের প্রতিনিধিদের তালিকাসহ সভাপতি ও সম্পাদকের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH ACTION COMMITTEE

93, STRATFORD
ROAD,
SPARKBROOK.
BIRMINGHAM Bll IRE
23-10-1971

The President, Republic of Bangladesh Action Committee
(Midland Region)
93, Stratford Road, Birmingham-11

Dear Sir,

We are submitting the following list of names and addresses of the delegates for the forthcoming Convention to be held on the date to be decided by the Convention Committee. This may kindly be forwarded to the Convention Committee. This list has been appended by the Executive Committee in a meeting held on Saturday the 23rd October 1971.

Your faithfully,

President

Secretary

Copy to the Convener, Convention Committee, 11, Goring Street, London E. C-3. for perusal & necessary action.

HANDSWORTH

.	15, Richmond Road, Handsworth	B’Ham-19
Mr. Noor Ali	91, Hunters Rd	Do
Mr. Azizur Rahman	31 John st.	Do
Mr. Mobeshir Ali	18, Sendwell Rd.	Do
	SALTEY	
Mr. Md. Afruz Meah	96 Adderley Rd,	B’Ham-8
Mr. Razaur Rahman Jaigirdar	46 Hardford St.	B’Ham-12
Mr. Sajidur Rahman	146, St. Saviours, Rd.,	B’Ham-8
Mr. Jahur Ali	48, Bowyer Rd.	Do
Mr. Mohibur Rahman	120, St. Saviours Rd.	Do

Mr. M. U. Ahmed	234, Victoria Rd.	Aston	B'Ham-6
Mr. Akmol Hussain	18, Lynton Rd.	,,	Do
Mr. Abdul Moclib	158, Victoria Rd.	,,	Do
Mr. Cherag Uddin	100, Frederick, Rd	,,	Do
Mr Monir Uddin	99,Frederick Rd.	,,	Do
Mr AsekAli.	118,Frederick Rd.	,,	Do
Mr. Gous Ahmed	60, Vicarage Rd	,,	Do
Mr. Abdus Subhan	227, Bevington Rd.	,,	Do
Mr Syed Aliq Ullah	310, Albert Rd.	,,	Do
Mr. Madhu Miah	125, Upper Sutton St	,,	Do
Mr. Abdus Sabur	Choudhury15, Vine St	,,	Do

SMALLHEATH

Mr A. M. Jagul Pasha	52, Wordsworth Rd.	Smallheath,	B'Ham-10
Mr. A. H. Bhuya	93,Stratford Rd	,,	B'Ham-11
Mr. Ismail Azad	23,Lloyds St	,,	B'Ham-10
Mr. Aftab Ali	75,Waverly Rd	,,	Do
Mr Kazi Abdul Monnan	2/416, Bolton Rd.	,,	Do
Mr. Moula Uddin Ahmed	29,Wordsworth Rd.	,,	Do
Mr. Abdul Bari	35, Dora Rd	,,	Do
Mr. Anwar Hussain	52,Aubory Rd.	,,	Do
Mr A. K. M. A Haque	93,Stratford, Rd.	,,	B'Ham-11
Mr Abdun Noor	21,Goldenhillock Rd.	,,	B'Ham-10
Mr. Abdul Hannan	35,Dora Road.	,,	Do

BALSALHEAT

Mr. Abul Hussain	122, Balsalheath Rd.	B'Ham-12
Mr. Abdul Matin	20,Alexandar Rd.	B'Ham-5
Mr. Giyas Uddin	115,Alexandar Rd.	Do
Mr. Monohar Miah	58,Alexandar rd.	Do
Mr. Lai Mohammed	13,Princess Rd.	Do
Mr. Jamshed Miah	64, St. lucks Rd.	Do
Mr. Shah Nurul Islam	218, Broad st.	B'Ham-15
Mr. Syed Abdur Rahman1	42,Balsalheath Rd.	B'Ham-12
Mr. Mohammed Ali	8/438, Bolton Rd.	B'Ham-10

SPARKBROOK & SPARKHILL

Mr. Askir Miah.	17/24, South Rd.	B'Ham-11
Mr. Manawar Hussain Khan	94,Kyrwicks Lane,	B'Ham-11

WEST BROMWICH

Mr. Abdul Jalil,	79,Hamilton, Rd.	Handsowrth,B'Ham-21
Mr Mobarak Ali	32,Bilhye St. West Brownich	Staffs

TIPTON

Mr. Rais Uddin	10,Peel St.	Tipton	Staffs
Mr. Ahmadul Haque	16,Peel St.	,,	,,

SMATHWICK

Mr. Madaris Ali	104,Lewishan Rd.	Smathwick	B'Ham-40
Mr. Ashabur Rahman Jaigirdar	125,Oxford Rd.	,,	Do
Mr. Monuhar Ali	26,Sendwell Place,	,,	Do
Mr. Muslch Uddin	20,Mafekine Rd.	,,	Do

WALSALL

Mr. Johurul Hussain Choudhury	18,Cald More Green	Walsall	Staff
Mr. Abdur Rahman	420,Old Walsall Road	"	B'Ham-22a

WEDNESSBURY

Mr. Abdul Khalique	14,Pery St.	Wednessbury	Staffs
Mr. Akaddas Ali	16,Holloway Bank, Hilltop,West Bromwich,Staffs		Staffs

DARLSTON

Mr. Abdul Jabbar	192,Walsall Rd.	Darlston	Staffs.

MOSLEY

Mr. Nuruzzaman Khan	570,Mosley Rd.	Mosley	B'Ham-13

SELEYOAK

Mr. Safir Ahmed	507,Bristol Rd.	Seleyoak	B'Ham-29

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের পক্ষে স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের প্রতি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

To The Convenor,
Steering Committee
11 Goring Street,
London EC 3.

Dear Friend,

I have been asked by the Saturday, 23 October 71 meeting of 12 action committees operating in the Greater London area, namely Relief Cttce, (Hessel St, El), Relief Cttee (Fordham St El), Bayswater Action Cttee, Islington Cttee, Hendon Cttee, Enfield Cttee, N & NW Cttee, Westminster Cttee. Students Action Cttee, Womens Association, Archway Cttee, Moulvibazar Cttee, to convey their opinion on the various questions relating to the forthcoming national convention of the action committees. They are:

1. That the education committee represented at the meeting have all been active since April/May 1971, some long before the Coventry Convention and have been responsible for making substantial contribution to the Bangladesh Fund and also have been active in the field of solidarity action.

2. That the so called 'London Committee' based at 58 Berwick Street, London WI, does not carry our authority to represent us the 12 committees mentioned in the foregoing para and the so called 'London Committee' do not carry our confidence.

3. That the aforementioned action committees would, therefore, like to be represented directly at the proposed convention and not through any intermediary bodies like the so called 'London Committee' or the so called 'South Regional Committee' (also based at 58 Berwick Street, London WI).

4. That the aforementioned committees, would, therefore, like to lie informed by you directly as to the number of delegation they were entitled to commensurate with the financial contribution, organizational involvement and population concentration.

We hope you will please let us have your reply at an early date.

We are also forwarding copies of this letter to the action committees concerned for their information and attention.

Yours Sincerely,
S. M. Ayub Chairman
33 Damgar Road
London N 22.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সর্মথনে গঠিত 'বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ'-এর তিনটি প্রচারপত্র	'বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ'-এর দলিলপত্র	অক্টোবর, ১৯৭১

From: TASADDUQ AHMED
Ganges Restaurant
40 Gerrard Street
London W 1
Tel. 01-437 8705/0284

This letter I am addressing to you as I presume you will be one of the many overseas Bengalis feeling completely frustrated and depressed because of lack of central initiative to give support to the resistance movement in Bangladesh. We share your feelings and your anguish and how we wish our national leaders for once at least could forget their parochial bickerings and join hands to give the 70,000 overseas Bengalis a national lead. The established leadership has miserably failed the community at a time of dire need.

However, a few groups of professional individuals have emerged during this period of patriotic upsurge with qualities of leadership. The ones that we have come to know in London are the Bengal Students' Action Committee, Women's Committee, Doctors' Committee, Campaign Committee, etc. These units have been trying to do their share during this critical period, but their work was terribly handicapped because of lack of adequate financial support. After all they ate tiny groups of individuals with very little link with the masses of the population.

To provide even a limited coordination to sporadic activities and prevent over-lapping, particularly in the field of solidarity campaign among foreign nationals, two committees have been recently sponsored, one is an all-party Parliamentary Committee styled JUSTICE FOR EAST BENGAL, the other one is an all-party citizen's campaign committee headed by Reverend David Mason, convener, Methodist Conference Committee for Community Relations. The international campaign committee will be known as BANGLADESH FREEDOM MOVEMENT OVERSEAS. In its panel of Vice- Presidents it has representatives from Canada, America, Ceylon. It is hoped that soon representatives from Middle-East and other countries will also be invited to join the Movement in suitable capacities. Our limited efforts so far have resulted in establishing regular contact with the Bangladesh Government. We were directly responsible for arranging the visit of Bruce Douglas-Mann M. P. to Bangladesh. International relief agencies have also been persuaded to come immediately to the aid of victims of the civil war. We have been closely in touch with John Stone house M. P. who recently went to Calcutta to assess the refugee situation. Weekly shipment of relief goods by plane has already been arranged. We are meeting the expenses of a representative now campaigning among the members of the Pakistan Aid Consortium in Paris. Arrangement has also been completed to send a two-man delegation to the United Nations. Besides, we have been able to send one of our associates to Karimganj with the special assignment to report on the situation Sylhet district.

Should you consider that we are trying to do our bit in our own humble way, then we would invite you to give us your full support. We are enclosing the appeal containing the aims and objectives of the Movement. Please read it carefully and distribute copies among your friends who may be interested to associate themselves with the Movement. Please let us know what support we can expect from you and your associates.

With greetings and regards,

Yours sincerely,

2.

BANGLADESH. FREEDOM MOVEMENT OVERSEAS
155 Whitfield Street, London W 1
Telephone: 01-387 6482/437 8705
Cable: Probashi London W 1
President-Rev. David Mason.

Pakistan is dead to us. The land which gave birth to so many of our hopes is a playground of inhuman hordes of an occupation army. All our unfulfilled dreams of tomorrows have become nightmares of murdered wives, dishonored sisters, and slaughtered children.

We who refuse to return to our homeland as slaves of the occupation army and are determined to back to a free country committed to peace justice and democracy are sponsoring the BANGLADESH FREEDOM MOVEMENT OVERSEAS-an international campaign of solidarity with the freedom Fighters of Bangladesh. The aim of the Movement is (a) to rouse world conscience against the inhumanities and brutalities carried out systematically and ruthlessly by the colonial army of West Pakistan; (b) mobilize international relief and aid for the victims of the civil war; and (c) to secure support of the civilized, democratic and socialist countries of the world to attain the right of self-determination for the 75 million people of Bangladesh.

The group which is sponsoring this new body has been active in securing international understanding and sympathy for the cause of Bangladesh since the unleashing of mass murder of unarmed civilians in Dacca in the small hours of 25 March 1971. We have been responsible for the English language bulletin 'Bangladesh', five weekly issues of which have so far been published and widely distributed. We intend to make the bulletin a regular feature of our activities and supplement it by occasional publications of pamphlets, booklets, posters, etc. This assignment alone is likely to cost us around £ 1,500 during the next couple of months.

Besides, we intend to mount solidarity campaigns in UN & USA (cost approx £ 1, 500), in Nepal, Ceylon, Burma and Afghanistan (£ 1,500) in UK (£ 1,500) and in Europe (£ 500). The total estimated cost for the projects is likely to be around £ 7,500. This money we intend to raise primarily from among those who have been deprived of their

right to have a free life in their own homeland and whose kith and kin in Bangladesh are today victims of the civil war imposed on the people by an invading army and their proteges.

Should you be one who would like to see our homeland smile again with freedom and be prepared to pledge your spare-fund and spare-time to the emergence of a new nation out of the ashes of our ruined lives then join us and help us to raise the amount we need. We expect the first hundred sponsors to pledge to contribute and/or collect £100 each during the first year of launching the campaign.

The new body will be non-partisan and non-sectarian in its approach to various problems related to the attainment of freedom for Bangladesh and multi-national and multi-racial in its composition. Anyone interested in the activities of the campaign may join as active members, supporting members or sympathizers. Should you be interested to get further details please get in touch with the undersigned?.

Yours sincerely.

HOW CAN YOU HELP THE FREEDOM MOVEMENT OF BANGLADESH-A Guideline.

1. Form an action committee wherever you may get together at least Five supporters of Bangladesh. It may be your place of work or of residence or of recreation. To start with, we recommend that all Bengali restaurants should be constituted as campaign centers for the Bangladesh movement and collection centers for fund and relief material. The committee should select an appropriate address for receiving mail and a place for meeting purposes. (We shall be prepared to help you with a model constitution and assign one of our colleagues in setting up your committee.)

2. The Committee should then get in touch with various national and international organizations who are campaigning for Bangladesh and try to secure moral and material aid for the freedom fighters and/or the victims of occupation army of West Pakistan. Ask these organizations to send you their literature, publications etc. Distribute them among your contacts.

3.The freedom fighters in Bangladesh, the Provisional Government of Bangladesh, the campaign for solidarity with Bangladesh-all of them need financial support to carry on their work. So create a fund for your committee. Open an account with a local branch of a bank. Appoint two trustees to operate the account. Persuade each member of your committee to contribute at least a pound a week to the Liberation Funds Persuade your contacts and associates to contribute to the fund. Small collections should be made in sealed boxes, which can be had from international and national relief and/or campaign organizations. Contributions of over a pound should always be receipted. Ask for receipt books from national and international campaign bodies.

4. The Bangladesh Government and their overseas agencies need qualified administrators, technicians, public relations personnel, etc. Please compile a list of such persons willing to place their services at the disposal of the Bangladesh Government and the liberation movement. When compiled, inform respective organizations of the availability of such personnel. In selecting such activists preference should be given to those who have acquired British citizenship or are qualified for British citizen-ship. Those who are dependent on remittances from Pakistan or are enjoying the benefits of stipends of the Pakistan Government must be persuaded not to get involved with the Bangladesh movement though it should be made clear that we value their concern and sympathy very much.

5. The Committee should be careful with the disbursement of funds. Funds or other forms of material aid collected for a specific purpose must be contributed to advance the particular cause. Choice and recommendations of the individual collectors must be respected. In case a committee wants to make a collective contribution the committee members should be asked to examine the various projects open to them and make the decision at the general body meeting of the Committee. These measures are extremely essential so that the contributors are satisfied that their contributions are being properly utilized. This way only can we win the confidence of contributors on any long-term project and gain their sustained interest in the Bangladesh movement.

Issued on behalf of BANGLADESH FREEDOM MOVEMENT OVERSEAS. 40 Gerrard Street. London W 1. 01.437 8705. by Tasadduq Ahmed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ গণহত্যার বিরুদ্ধে ‘‘ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ’’ আয়োজিত একটি জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব	‘‘ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ’’	২৫ জুন, ১৯৭১

RESOLUTION ON GENOCIDE IN BANGLADESH

At a public meeting in Conway Hall organized by the International Friends of Bangladesh on Friday, June 25th under the Chairmanship of Lady Gifford, the following resolution was moved by Mr. John Plats Mills, Q. C., and supported amongst others by Mr. Asoke Sen, Barrister at-Law (ex-cabinet Minister for Law of the Government of India) Mr. Justice Abu S. Chowdhury, Vice Chancellor of the Dacca University and special Envoy of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Shakwat Hossain, Barrister- at-Law and Lord Gifford, Barrister-at-Law and passed unanimously:

This public meeting resolves to require its conveners to take immediate steps to set up a preparatory Committee with the Genocide convention to ask the Security Council to establish an International War Crimes Tribunal to inquire into the conduct of the Pakistan Government in Islamabad and its military regime established in Dacca and military leaders serving them and try and punish those who may have committed crimes in violation of the Genocide Convention.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের ইস্যুতে ট্রাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভার পোষ্টার	এ্যাকশন বাংলাদেশ লন্ডন	১ আগষ্ট, ১৯৭১

STOP

GENOCIDE

★

R e c o g n I s e
B A N G L A D E S H
Rally at Trafalgar Square
on Sunday August 1, 1971
at 2 p. m.

★

ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas
LONDON NW 1
Phone 01 485 2889

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির আহবায়কের কাছে লিখিত বৃটিশ পরিবেশ নিয়ন্ত্রন বিভাগের একটি চিঠি	বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন	২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

Department of the Environment

Royal Parks Division

Gaywood House (5th Floor) 29 Great Peter Street London SW 1 P/3L W
Telephone 01-799 7533 ext 398

A H Bhuia Esq
Convener
Bangladesh Steering Committee
11 Goring Street
LONDON EC 3

Your reference -
Our reference: AL 103/3

Date 29 October 1971

Dear Sir.

1. I refer to our telephone conversation on Thursday 28 October 1971 and confirm that permission is given for your organization to assemble at the Speakers' Comer area of Hyde Park from 1.30 pm to 2.30 pm prior to marching to Claridges, on Sunday 31 October 1971. It is agreed exceptionally because of the very large attendance which you anticipate to the use of amplification equipment mounted on a lorry for the purpose of marshalling the crowds. The volume must be strictly controlled to the minimum necessary to enable to audience to hear the speakers and any signs or advertisements must be covered whilst the vehicle is in the parte and no reference should be made to the sources of the equipment.

2. This permission is given on condition that:

a. all arrangements for the entry of the lorry, the proposed site for the meeting and the entry and exit routes be agreed beforehand with the Inspector of Hyde Park Police (Telephone: 723 8274);

b. no annoyance is to be caused nor interference with the reasonable enjoyment of other persons using the Park and that you will leave the Park in a clean and tidy condition and will make good or (at the option of the Department) pay compensation to the Department in respect of any damage which may be caused to property belonging to or under the control of the Department arising from your use of the Park;

c. you will indemnify the Crown against all claims and proceedings in respect of personal injury (including death) loss of or damage to property arising out of

your use of the Park and against all payments made to a Crown servant by way of indemnity against such claims, and proceedings or made in respect of injury suffered by him (whether made in pursuance of a legal obligation or not);

d. any instruction which may be given by the Police or Park keeping staff to be complied with;

e. all the Park Regulations be observed your attention is particularly drawn to those prohibiting the solicitation or collection of alms, donations, contributions or subscriptions of any kind; the sale or distribution of pamphlets, leaflets, programmers, newspapers or similar articles, the display of banners, exhibiting or affixing any notice, advertisement or other written or pictorial matter and the playing of musical instruments.

2. It would be appreciated if you would appeal to your members not to leave litter in the Park. I must advise you that if it is necessary to divert Parks staff from their normal duties to that of clearing litter left by people attending a meeting or assembly we may have to ask the organizers to pay for this service.

4. We should be glad to receive your acceptance of these conditions.

5. Copies of this letter have been sent to Hyde Park Police and the Commissioner of the Police of the Metropolis.

Yours faithfully.
Sd/-
G R HART.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়কের একটি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটি	২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF
THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH IN U. K.

11 GORING STREET
LONDON EC 3
Tel: 01-283 5526/3623
October 29, 1971

To
Her Excellency the Prime Minister of India,

Your Excellency.

People of Bangladesh residing in Great Britain offer their respectful greetings on the occasion of your august visit to this country and we would like to avail of this opportunity to offer you our heartfelt gratitude for the immense help that your Government and people have extended to all those millions who had to take shelter in your land from the terror of the West Pakistan army.

Your Excellency is fully aware that genocide, rape, loot and arson are still being committed in Bangladesh by the army of Yahya Khan. The flow of refugees to your country is due to their ruthless oppression unparalleled in human history and will not end until they can go back to an independent Bangladesh to live there in safety, honor and dignity.

You are also aware how our land has been exploited economically and dominated politically by West Pakistan for the last 24 years, and when without calling off the talks with our beloved leader Sheikh Mujibur Rahman, the army of Yahya Khan unleashed a reign of terror in Bangladesh, we took up arms to resist them, declared independence and the elected representative of Bangladesh formally installed a Government.

We have a territory of our own and we are a separate nation by virtue of our habits, thoughts and culture. We already have vast tracts of liberation zones.

In exercise of the right of self-determination guaranteed under the U.N. Charter we have declared independence, and it is the duty of the world community and of the Government of the world to recognize this reality.

We do fervently hope that as Prime Minister of the country closest to our land, you will be pleased to take a forthright step and your Government will immediately recognize the Government of the People's Republic of Bangladesh.

Assuring your Excellency of our highest esteem and regards,

Yours faithfully,
Sd/-
(AZIZUL HAQUE BHUIA)
Convener,
Steering Committee of the
Action Committee of the
People's Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধূরীর কাছে লিখিত নর্দাম্পটন এ্যাকশন কমিটির সম্পাদাকের একটি চিঠি	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

From: Bangladesh Action Committee,
21, Castilian Street,
NORTHAMPTON.
30th October 1971.

To
Mr. A. S. Choudhury,
Special Representative of Bangladesh,
11, Goring Street,
LONDON E.C. 3.

Dear Sir,

With reference to your letter 21st September 1971. I am sorry that we could not collect any funds recently. The previous Action Committee has been dissolved and new Action Committee for Northampton is being formed for efficient and active works for the independence movement.

We are very glad to inform you that we have started collecting clothes (trousers and shirts) and money. The clothes will be sent to you soon.

The fellow Bangladeshi eager to see you Mr. Choudhury here in Northampton. Would you be kind enough to let us know when you will be able to visit us so that a meeting will be arranged accordingly I am sure if you visit people will regain and refresh their confidence and faith in Bangladesh movement and will contribute more generously to the cause. Weekly contributions will continue from now on.

I like to inform you of the Northampton Action Committee as follows:
(1)President-Mr. A. H. Choudhury
(2)Vice President-Mr. Israil Ali
(3)General Secretary- Mr. B. Meah
(4)Joint Secretary-Mr. Irshad Hussain
(5)Treasurer-Mr. Abdul Ahad

The address of the office has also been changed. Please note the address as above.

Yours,
B. MEAH
General Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রথম জাতীয় সম্মেলনের একটি প্রচার পুস্তিকা	বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি, গ্রেট বৃটেন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

FIRST
BANGLADESH NATIONAL STUDENTS CONVENTION
IN GREAT BRITAIN
(30th OCTOBER, 1971)
HENRY THORNTON SCHOOL
Clapham Common, Southside
LONDON, W 4

Bangladesh Students' Action Committee to Great Britain
35 Gamages Building
120 Holborn, London EC1.
Tel. 01-405-5917.

"THIS. FIGHT IS THE FIGHT FOR EMANCIPATION, THIS FIGHT IS FOR INDEPENDENCE."
-SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
President-People's Republic of Bangladesh.

" OUT OF THE ASHES A NEW BANGLADESH WILL RISE COMMITTED TO PEACE, DEMOCRACY AND SOCIAL JUSTICE RESTING ON SECURE FOUNDATIONS OF CREED, LANGUAGE, CULTURE AND RACE AND HELD TOGETHER BY THE SHARED EXPERIENCE OF A STRUGGLE WHICH MUST TAKE ITS PLACE IN THE EPIC STRUGGLES OF OUR TIME."
-TAJ UDDIN AHMED.

Prime Minister of Bangladesh

Message from KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED, Minister of Foreign and Parliamentary, Government of the People's Republic of Bangladesh.

"Extremely happy to learn about first Bangladesh National Students Convention in the U.K. Being held on October 30th. Bangladesh Students abroad have great role in mobilising world public opinion for our sacred cause of national liberation. Wish your convention all success. JAI BANGLA." (Telegraphic message)

"We will free Bangladesh from the occupation of the inhuman, Godless enemy totally devoid of all ethics, whatever be the cost.

Strike the enemy with whatever you can find, strike him hard, destroy him, and obliterate all semblance of his existence. Forward my countrymen to protect the lives and honor of our men and women, to secure the future of our citizens, whatever be their religion, caste or creed and to defend the independence of Bangladesh".

-Col MAG. OSMANI
Commander in Chief, Bangladesh Mukti Bahini.

I am glad to learn that a Convention of the students of Bangladesh residing in Great Britain is being held in London. I wish the Convention all success. My fervent prayer is that their cherished desire and their dedicated efforts will be crowned with success.

The deep anguish of the country is revealed in the determination, courage and patience. My relationship with the youth of Bangladesh is deep and I naturally feel personal pride in their glory. Youth of Bangladesh is indeed inspired with truth and patriotism.

-ABU SAYEED CHOWDHURY.
Special Representative of the Government of Bangladesh.

AN ADDRESS OF WELCOME

Your Excellency, distinguished guests. International friends of Bangladesh, and delegates friends:-

On behalf of the revolutionary students and the peoples of Bangladesh we have the great honor in welcoming you all to this first historic convention of Bangladesh Students in U. K. It is historic because it is the first International gathering here to express support and solidarity with the people of Bangladesh.

We are at war. It is true that we are mainly fighting for our own independence. But let no body forget that we are also fighting for humanity. Human values and human civilization have never been so debased and defiled as it was done by Pakistani Military Junta in Bangladesh. Pakistan has committed a gigantic crime against humanity. It would be very sad if world the let her go uncensored.

In this war of liberation, we seek and solicit the support and understanding of every right-thinking people but in our war against inhumanity unleashed by the Pakistani Military Junta we demand the active support of the International community. If the community fails then it would not be surprising if 75 million suffering people of Bangladesh lose faith in humanity. And in no time that will make the world a beastly

place to live in. Here we firmly believe that we have a common cause to fight for and thereby make the world a better place. This is a sacred duty and we carry a heavy responsibility to see that the world is made a safer place for posterity to live in. This is one of the main reasons why we have convened this convention.

But as a part of the fighting students-workers forces in Bangladesh, let us make it clear from this forum to the Governments and the people of the world that their cannot be any political solution short of independence. We cannot let millions sacrifice go in vain. We are also very much concerned about our President Sheikh Mujibur Rahman's safety and well being. We warn the West Pakistan Junta if any harms befalls on Sheikh Mujibur then the peace of the sub-continent would suffer in a way that has yet to be seen. We have learnt to die, and no power can stop us from commitment to peace, Democracy and social justice.

We take this opportunity to thank the people of the world who have come forward in our plight. We also thank our honorable guests. The representative of different organizations and the delegates. Without your co-operation, ladies and gentlemen, it would have been impossible to arrange this convention.

Once again we extend to you our warmest welcome.

Joy Bangla!

PROGRAMME

11.00 a.m.-1.00 p.m. Report and Review (For Bangladesh Students only)

1.00 p.m.-2.00 p.m. Lunch Break.

2.00 p.m.-4.00 p.m. Opening Session (Open to all)

(I) Justice Abu Sayeed Chowdury, Special representative of Bangladesh and High Commissioner for Bangladesh in the U.K. will declare the convention open.
(II) Guest Speakers:
(a) Rt. Hon. Mr. Peter Shore, M.P.
(B) Mr. Peter Hain, Chairman Young Liberals.
(c) Mr. Sylvia Murr, Representative of Comite Francais de Solidarite avec le Bangladesh
(e) Mr. Philip Clarke, President University of London Student's Union.
(F) Syed Abbdus Sultan, M.M.A.

4.00 p.m.-4.30 p.m. Tea break

4.300 p.m.-6.00 p.m. Discussion Session (Open to all)

(i)Justice Abu Sayeed Chowdgury will be in the chair
(ii)Discussion to be initiated by:

(a) Mr. Rehman Sobhan, Reader of the University of Dacca and Ambassador Extraordinary for Economic Affairs.
(b) Dr. Azizur Rahman Khan, a leading Economist of Bangladesh.
(c) Mr. Martin Adney, *The Guardian'.*

(iii) Open participation from the floor.

6.30 p. rn.-7.50_ p. m. CULTURAL SHOW
Dance Drama-"Astra -Hat-e Tule nao" ("*Take up Arms*")
to be presented by: the Bangladesh Peoples' Cultural Society.
7.50 p. m.-9.30 p. m. "Future line of Action" (*only for Bangladesh students*),

OUR STRUGGLE

When the West Pakistani army launched their aggression on East Pakistan on 25th March with express orders to crush the political and intellectual leadership "within 48 hours", they in fact buried the very concept of Pakistan, in addition to over a million corpses in the shallow graves. For the concept of Pakistan, comprising of two separate units 1,200 miles apart was mooted on the basis of consent. In the 1946 referendum, East Bengal almost unanimously voted in favor of creating a new State whereas in the Punjab and in the North West Frontier Province the All India Congress still enjoyed a majority.

But the confederation of "sovereign and autonomous states" conceived in the lahore Resolution of March 23rd, 1940, was never to be. On achieving independence in August 1947 the erstwhile "doubters", the usurpers, came to look upon themselves as the masters, the neo-colonials in the new-bom State. In doing so they derived their strength from the predominantly Punjabi army. The Bengalis, who constitute 56 per cent of the total population of the country, were systematically and deliberately debarred from the armed services on the bogey that they were a non-martial race.

The following 24 years have seen a long history of exploitation, deprivation, repression and the denial of fundamental rights to 75 million people. "Treason" was discovered whenever the majority attempted to voice their opinions on matters of vital importance-whether in the advocacy of a secular constitution in the form of a joint electorate system in the early fifties, in the demand for the adoption of the majority's language as one of the State Languages or whether in the way they voted in the Provincial elections of 1954. Ruthless repression inevitably followed.

President Yahya Khan, the "honest soldier" would have the world believe that he genuinely wanted the restoration of a democratic system when he ordered the country's first-ever general elections in December 1970. But the world has now seen with horror the monstrocity of the wrath of this "honest soldier" and his military junta, because the Bengalis did not vote the way they would have liked them to.

It is reasonable to assume with the benefit of hind sight that the West Pakistani Army was given the brief to eliminate the political and intellectual leadership (who were "trouble-makers") and the Hindus and other minority communities, who were "Kafirs"

(heathens) and Indian agents. The manner in which they carried out this brief would have put Hitler, Chengiz Khan and Atila to shame. One million men, women and children have been killed, thousands of women raped, entire villages and towns have been burnt down and over nine million Bengalis have been made to flee across the border into, to say the least, an uncertain future.

But the-"48-hour Objective" was never to be achieved. The myth of the Bengalis not being a martial race has, once and for all, been exploded. For over seven months now the Bangladesh Liberation Army and the guerrillas have been harassing the West Pakistani army, inflicting heavy casualties on them. Everywhere they go, they receive the whole- hearted co-operation of the local populace. On the other hand, even the Government- controlled newspapers in Pakistan are full of stories of the deserving fates of whoever decides to turn quisling.

The panic-stricken junta is now trying to save its face by escalating the issue. They are endeavoring to blame India for the consequences of their own misdeeds. And the irony of the game of power politics is that this danger of war between India and Pakistan, especially in official circles, seems to move more people than were moved by the greatest man-made tragedy in history.

According to newspaper reports certain Big Powers seem to favor a return to the position obtaining before March 1st. But let there be no mistake about it! As far as the 75 million Bengalis are concerned, this idea is a non-starter. Nothing short of full independence will be acceptable to the Bengali Nation. For instance, is it conceivable that any Bengali would ever contribute a single penny in revenue knowing full-well that over 60 per cent of it would go to maintain and equip an army which butchered over a million of their brethren?

No. Pakistan is dead and buried along with a million corpses. The Freedom Fighters are on the advance and it is only a matter of time before they completely rid the sacred soil of Bangladesh of enemy forces. American arms and aid can do nothing to erase the writing on the wall. After all America had also committed all its men, material, resources and prestige in Vietnam.

OUR ACTIVITIES

As we stand here today to report to you the activities of Bangladesh Students Action Committee, we not only urge upon you to look back to the early days of March, 1971 but to the glorious movement of 1969 in Bangladesh and beyond that. The endless endeavor, the sincere political scheme and the unexhaustable magnanimity on the part of the then East Pakistan had failed to save Pakistan-a nation whose two component parts were different in every respect but religion. And that unity of faith, metaphysical and spiritual as it were could not evoke an iota of decency and fairplay of the ruling class of the then Pakistan who were mostly from West Pakistan. Hence came the bloody end to Pakistan.

All these 24 years there were people in Bangladesh who foresaw the events that are taking place today. Here, even if we don't go for big names, we can mention many of our

friends believed that Pakistan could not survive. Again many of our friends believe and professed that they were Bengalis first and Pakistani next, which in turn were ridiculed by the conventional Pakistani Student leaders. We mention all these here only to show the mental and mutual confusion that existed amongst ourselves about Bengali nationalism even in early 1971.

Then came the most apparent and naked-the most unfathomable malifide design of the West Pakistani ruling clique on the people of Bangladesh in the shape of postponement of national assembly where Bangladesh won a massive mandate from its people on a much discussed programme at the first general election held on the principle of universal adult franchise. The nation, all of a sudden reckoned that it was about time we called it a day and quit the facade of false federation of Pakistan. Back in home, the students were in the vanguard of the movement. Here in London, we a large number of students rallied and determined that all love is lost and must put our meager might in the creation of a new nation-our own land-Bangladesh-sovereign and independent. It immediately caught the imagination of all students cutting across the party affiliations. With this aim in view in a mass meeting on the 7th March, 1971 after about two hours deliberation a student’s committee was formed-Bangladesh Students Action Committee with eleven members with powers to co-opt if and when the committee felt it necessary.

Although the committee came into being on the 7th March we the students were directly involved in the current movement from 28th February. That was when London Awami League called a demonstration to protest against Pakistan Juntas anticipated designs to postpone the national assembly.

From 1st March to 7th March we were maintaining a constant 24 hour vigil in the Pakistan High Commission as a mark of protest. The 7th March was another landmark in the movement in U. K. where thousands of Bengalees came out for a demonstration against Pakistan at the call of U. K. Awami League. We the students were in the forefront in organizing and attending these meetings and rallies.

The Action Committee in fact was born in the street and functioned till 25th March from the street corner; we are emotionally so involved that we responded to every situation automatically instead of planning our actions. In those days we were putting our last ounce of physical energy with the unattainable desire to move heaven and earth to wake the world's conscience. These were the days when we handed our memorandums and appeals to the Embassies of different countries. To mention a few we went to the following places more than once: 10 *Downing Street, U. S. A., U. S. S. R., Chinese, Indian, Ceylonese, and Burmese Embassies.*

During that period we sent cables to the Heads of the States of different Nations and U.N.O. drawing their attention to the plights of the people in Bangladesh. That was the period when we wished to impress upon the world that what happened in Bangladesh was a pure and simple case of GENOCIDE.

From the very beginning, we decided to mobilize the British M. Ps for Bangladesh. We started meeting them and kept all of them posted with our fact-sheets, newspaper cuttings and other materials. We were the first group to approach a British M. P. in

connection with Bangladesh. We met Mr. Peter Shore for the second time before he expressed his concern about Sheikh's safety. Since then, many M. Ps have come out for us.

We are highly grateful to Messrs. Peter Shore, John Stonehouse, Bruce Douglas-Mann, Fred Evans, Toby Jessel and other M. Ps for their support and understanding. And in our dealing with the M. Ps we always made it clear that nothing but complete independence would only satisfy the people of Bangladesh. With the same aim in view we wrote to other Parliamentarians. We were and still are in constant communication with U.S. Senators. We were in touch with the Senators who co-sponsored the Saxbe-Chuch amendment (S 1675) to the foreign assistance act of 1961. We note with pleasure and thank the Senators for their support for Bangladesh. In the later part of July we approached 5,000 American lawyers who were in London for the American Bar Association's conference. We supplied them all with a set of literature on Bangladesh, coupled with an appeal to act for the sake of humanity. We are glad to inform you that many of them on returning to America had contacted their Senators and Congressmen.

Our publications are wide and varied. The most important are our fact sheets. These are information sheets published as the occasion demanded. These are always sent to the Press, M. Ps and other organizations. To date we have published 20 fact sheets. Apart from these I we I also issued Press statements on different occasions. To inform the world we also reproduced the following booklets:

1) Prime Minister's statement which proclaimed the creation of the People's Republic of Bangladesh.
2) Conflict in East Pakistan-Background and Prospect.
3) The murder of a people-Why Bangladesh?
4) Why Bangladesh.
5) Six months of liberation struggle.

We inserted for advertisements in the local national dailies. The first one appeared in the Times urging upon the world to stop 'Genocide in East Bengal'. That was before 25th March. The next one appeared in the: Guardian on 27th March under the caption' Recognize Bangladesh. That was the time when news came over that Major Jiaur Rahman formed the Provincial Government in Bangladesh. The third advertisement in the, Guardian on 20th July was captioned "An open letter to the delegates of the American Bar Association from the people of Bangladesh". Sheikh's alleged trial moved us in the same way as it did to millions in Bangladesh. We put a half page advertisement in the Times on 16th August under the caption "Wake up world. Please act immediately to stop; camera trial." We also put an advertisement in the local Weekly Bengali JANOMOT urging upon, amongst other things, the local Bengali diplomats to sever their relations with Pakistan High Commission. The advertisement appeared on August 1st, 1971. The advertisement happily coincided with the mammoth rally-RECOGNISE BANGLADESH. On the first August, 1971, Mr. Mohiuddin Ahmed, Second Secretary Pakistan High Commission severed his relation with Pakistan High Commission.

Lobbying the different organizations was one thing we went with vigour and enthusiasm. Here we mention in brief the Party and Union conferences that we attended. Mr. Anis Ahmad attended the National conference to the National Union of Miners at Aberdeen. They passed a, resolution supporting the liberation struggle of Bangladesh. Again Mr. Anis Ahmad and our convenor, Mr. A. Z. M. Hossain went to lobby at the Transport and General Workers Union's conference at Scarborough. The conference did not move any resolution but their General Secretary Mr. Jack Jones made a pledge to our representatives to discuss Bangladesh at their National Executive's meeting.

Our representatives along with representatives of other organizations lobbied at the Liberal, Labour and Conservative Party Conference of 1971. The Liberal and Labour parties consequently passed resolutions on Bangladesh. Unfortunately, we could not have had such success with Conservative conferences.

Many of our friends travelled to foreign countries on different occasions representing Bangladesh and to propagate the cause of Bangladesh. Mr. Walie Ashraf, our Committee Member, on the request of the Government of Bangladesh, attended the World Assembly for Peace held in Budapest as a delegate from Bangladesh. Incidentally, the World Assembly for Peace was the first international forum where Bangladesh was allowed to participate.

Khandaker Mosharraf Hossain and Nazrul Islam went to Holland at the invitation of the Friends of Bangladesh in Holland to attend a Press Conference. Mr. Walie Ashraf also attended the same conference as the representative of Justice A. S. Chowdhury. They formed Europa Committee and they also visited Belgium to seek and solicit support for Bangladesh.

We also sent representative to attend Inter Parliamentary Union Conference in Paris. They were Dr. A. H. Pramanik, Nazrul Islam and A. Z. M. Mohammed Hossain. Their lobbying was a successful one. The I. P. U. Conference was attended by 70 nations. A large number of countries-Scandinavian, Latin American and quite a good number of Middle Eastern too I great interest and showed good understanding of the problem of Bangladesh. In the end I. P. U. conference moved and passed a resolution on Bangladesh.

At the request of Steering Committee we sent Mr. A. Z. M. Hossain to attend the Pug- Wash conference on Science and world peace in Sinaia, Rumania.

As we mentioned before we also took the informing committees in support of Bangladesh in some parts of the continent. The Committee formed in Holland styled as "Europa" is functioning mainly in the Scandinavia, Germany and Belgium. We also took part in formation of Comite Francais De Solidarite Avec le Bangladesh. We are happy to mention that their representatives are attending this convention. We are also in constant touch with other continental committees for Bangladesh and always posting them our latest publication. With the same aim in view we maintained close co-operation with American Committees for Bangladesh. We are in touch with Systeme Bibliograpique International Sur Le. Genocide, Les Crimes Contre L'Humanite Et Les. We are also in touch with a large number of Bengalis living in Arabia and Gulf States.

Our involvement with our own community in U. K. is all embracing and meaningful. We took the first initiative to form an all-embracing Central Action Committee. We had organized a large meeting of Bengalis on the last 19th March for the said purpose. For irreconcilable differences of opinion we could not form the' committee. But the movement was never slowed down in those days. Our movement even in those days had the full support of various sections of our own community.

We organized many demonstrations and took part in every demonstration. The first public meeting in London addressed by Justice A. S. Chowdhury and the Rt. Hon. John Stonehouse was organized by us. Since then we organized many rallies, processions and demonstrations. We also organized demonstrations against the visiting Pakistan Cricket team. Our comrades Manik Choudhury and Afroz Afgan staged a hunger strike in front of 10 Downing Street demanding recognition of Bangladesh. We also staged a hunger strike in from of the U. S. Embassy*. The evening of 25th March was a turning point in the lives of all and every Bengali living in the U. K. We took part along with many more Bengalis in the spontaneous outburst that took place in front of Pakistan High Commission in London. Since then we urged upon every Bengalis to sever their relation with Pakistan and never again we went to demonstrate in front of Pakistan High Commission. Bengalis in every localities formed Action Committees and we in turn made it a cardinal principle to co-operate with every Committee on the issue involving Bangladesh.

Friends, this report is not likely to give you the full details of our activities. We tried here in brief to give you the nature and character of our activities. We stand firm for the People's Republic of Bangladesh and let the world know that there is to be no compromise on that.

JOI BANGLA!

---

*against U. S. arms shipment to Pakistan. Mr. A Hye Khan and Mrs. Razia Choudhury called off their hunger strike at the request of Mr. Justice A. S. Chowdhury.

PUBLISHED BY BANGLADESH STUDENTS ACTION COMMITTEE IN U. K, 35 GAMAGES BUILDING, 120 HOLBORN, LONDON E.C.I.

Tel: 01-405-5917

Printed by Lurcular Ltd

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন সফর উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ৩০ অক্টোবর আয়োজিত একটি গণমিছিলের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি	অক্টোবর, ১৯৭১

মিসেস গান্ধীর লন্ডন আগমন উপলক্ষে
বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে
বিরাট গণ-মিছিল

স্থান	ঃ	হাইড পার্ক স্পীর্কাস কর্নার
সময়	ঃ	বেলা দেড় ঘটিকা (১-৩০মিঃ)
তারিখ	ঃ	শনিবার ৩০শে অক্টোবর,১৯৭১
গণমিছিল	ঃ	হাইড র্পাক স্পীর্কাস কর্নার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রুক ষ্ট্রীট ক্লারিজেস হোটেল হইয়া হ্যানোভার স্কোয়ারে শেষ হইবে।

সভায় বক্তৃতা করিবেনঃ

বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধূরী, বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ও বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের ৪ জন এম-এন-এ ও এম-পি-এ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিটি বাংগালী ভাইকে উক্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিনীত
আহবায়ক, বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি
১১নং গোরিং ষ্ট্রীট, লন্ডন, ই সি ৩।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০শে অক্টোবর হাইড পার্কের জনসমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচী	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF
THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE S
REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.

জয় বাংলা

11 Goring Street
London EC3
Tel:-01-283 5526/3623
October 30.1971

PROGRAMME FOR THE RALLY AND PROCESSION

Proposal by:-
1. Shamsur Rahman, Member. Steering Committee
2. Seconded by-Shamsul Alam
3. Presided by-M. Azizul Hoque Bhuia, Convener. Steering Committee 6Minutes

4. Quran Tilwat by...	3Minutes
5. Kator Chowdhury. Member. S. C	3 "
6. Mr. Pasha	2
7. Mr. Abdul Matin	2
8. Mr. Gous Khan	2
9. Mr. A. M Tarafdai	2
10.Mr A Z Chowdhury	5
11.Dr. Mafiz Choudhury	5
12.Dr. Zafrullah Choudhury	2
13.Women Association	2 "
14.Zakaria Chowdhury	2
15.Students Action Committee	2
16.Rezaul Karim	2
17.Enamul Huq	
18.Mr. A. Momen.	3
19.Talukdar B. H.	
Chief Speaker Justice A. S. Chowdhury	25 "
for Announcement	2
	70 minutes

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ মিশন প্রধানের কাছে লিখিত 'ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশের' পক্ষে কয়েকজন সদস্যের চিঠি	'ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ	নভেম্বর, ১৯৭১

UNITED ACTION-BANGLADESH
91, Commercial Road, London, E. 1

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury
Bangladesh Mission in the U. K.
24, Pembridge Gardens.
London, W. 2.

Dear Justice Choudhury,

We are enclosing herewith some papers which this Action Group has circulated in the past few days for the generation of favorable public opinion for the cause of Bangladesh.

We are particularly pleased to have been successful in stimulating the British National Union of Students in passing the enclosed Resolutions through our Appeal. Hitherto this Union was not aware to the fullest extent of the Disaster and it would appear that we have succeeded in persuading them to pass the composite Resolution. Also, we feel happy that United Action-Bangladesh has been successful in persuading Bishop Ruddleston , Rt. Hon. Richard Crossman M. P. and Lady Gifford to be the Trustees of the Relief Fund which we have established. We now hope that there will be some response from about six hundred Students' Unions to which we have circulated our Appeal; but in any case we have taken the message of Bangladesh to every corner of England and Wales through every University, College, Polytechnic etc.

We are also receiving direct various publicity materials from Calcutta Bangladesh Mission. One such message received recently is being circulated to all British M. Ps with a covering note from us. This is also enclosed for your information.

The third immediate thing in our hands is the organizing of a public meeting which is being held at Conway Hall on the 6th November at 6.30 p. m. We have sent invitations to your good self and other Bengali leaders present in England along with British M. Ps, Churchmen etc. We do hope that you will be able to attend as we believe that your presence is important to re-energize Bengali opinions in and around London.

We will keep you advised of our activities.

We are Yours Sincerely,
Signatures-
for UNITED ACTION-BANGLADESH.

c. c. Steering Committee
11 Goring St
E. C. 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সুরাইয়া খানমের কাছে বৃটিশ এম-পি জোয়ান হল- এর পক্ষে লিখিত একটি চিঠি	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

From Joan Hall, M. P.
3rd November, 1971.

Dear, Sir

Thank you for your letter of 27th October addressed to Miss Joan Hall.

Miss Hall is at present out of the country with a Parliamentary Delegation, but on her return at the end of next week she will reply personally to your letter.

Yours faithfully,
Per Pro Joan Hall.

Suraiya Khanam, Esq.,
Steering Committee of the Action Committee
for the People's Republic of Bangladesh in U. K.
11, Goring Street,
London, E. C. 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ষ্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারীর কাছে লিখিত ‘ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটি’র পক্ষে সৈয়দ বশীর আহমদের চিঠি	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটি	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

To
The Secretary Steering Committee,
(B.D.S.) 11 GORING St. London. E.C.3.

Dear Sir,

আমি ওল্ডহ্যামের পক্ষ থেকে দু’একটি কথা না লিখে পারছি না। ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটি গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত না হওয়ায় আপনাদের নিকট অভিযোগ করেছি। আপনারা মিঃ মতিনের অপেক্ষায় আমাদের কোন উপদেশ দিতেছেন না। মিঃ মতিন দ্বারা কোন কাজ সম্ভব হবে না। কারণ আমাদের পূর্বের চাঁদা ১৩/১৪ হাজার মানচেষ্টার জমা রহিয়াছে। আমরা ওল্ডহ্যামের বিষয় আপোষের চেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হই। গতিকে আপনাদের কোন উপদেশ না পেয়ে কোন কাজে অগ্রসর হতে পারছি না।

অতএব, আপনারা মেহেরবানী পূর্বক অতি সত্বর কিভাবে মুক্তিফৌজ বা বাংলাদেশের শরণার্থীদেরকে সাহায্য করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে এবং উপদেশ দিতে মর্জি হয়। ইতি-

Your’s
Syed Bashir Ahmed
11-PLOUGH St.
OLDHAM. Lancs.
Telephone : 061-652-4244

৪/১১/৭১ইং

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের আহবান সম্বলিত কর্নেল ওসমানীর চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Colonel M. A. G. OSMANY, p. s. c,
M.N.A,
Commander-in-Chief,
Bangladesh Forces
C/o Govt. of the People's
Republic of Bangladesh
Mujibnagar
DO No. 1151 A

29 Nov. "71

Dear Mr. Razzak.

Many thanks for your letter of 18 Oct 71 together with a copy of your letter of 10 August addressed to Justice A. S. Chowdhury, received by me on 26 Nov 71.

I am most grateful for the trust you exhibit in suggesting that some of the funds collected by you in U. K. be sent to inc. I fear I would NOT like the funds to be sent here to me and have been advising our people in U. K. to raise as much funds as they can for purchase of weapons but make sure the funds are held in UK and carefully husbanded for being lent solely for purchase of weapons.

I deeply appreciate the offer of your services to the MUKT1 BAHINI. In your situation I think you could do valuable look in UK, along with our people there, maintaining unity in support of the liberation war.

With Kind regards,
Yours sincerely,

M.A. RAZZAK KUAN CHOUDHURY Esqr.,
6 Brittania Road,
South Sea,
PORTSMOUTH
U.K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে হাইডপার্কে একটি জনসভার প্রেস বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটি	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STEERING COMMITTEE OF
THE ACTION COMMITTEE FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.

11 GORING STREET
London E C 3
Tel 01-283 5526/3623
9th Dec. 1971

PRESS RELEASE

RALLY AT HYDE PARK DEMANDING RECOGNITION OF BANGLADESH

Bangladesh has been recognized as an Independent Sovereign-Republic by India and Bhutan. The Steering Committee for the People's Republic of Bangladesh in the United Kingdom is holding a rally at Hyde Park Speakers' Corner on Sunday, the 12th December, 1971 at 12 Noon demanding recognition of Bangladesh by Her Majesty's Government and other countries of the world.

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, Special Representative of the Government of Bangladesh is coming from the United Nations to address this rally.

At least 75 thousands Bengalees are expected to come to London from every nook and corner of the United Kingdom to participate in this historic rally of the people of Bangladesh.

Sd/-
(M. A. H. BHUIA)
Convener.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ কনভেনশন কমিটির আহবায়কের কাছে লিখিত সাউথ ইংল্যান্ড রিজিওনাল কমিটির জয়েন্ট কনভেনর-এর চিঠি	বাংলাদেশ কনভেনশন কমিটি	নভেম্বর ৪, ১৯৭১

4th November, 71

From: Joint Convenors
South England Regional Committee
58 Burwick Street
London W 1

To: Mr. M. A. Bhuia
Convenor
Convention Committee.

Dear Mr. Bhuia,

Mr. Gous Khan informed me that you have called a meeting of the South England Regional Committee (SERC) on 7th November 1971 to consider the Validity' of the very Committee. I find it is difficult to understand what made you to take this action, while, neither you have discuss the matter of such grave nature with me prior to calling the meeting, nor you have the usual courtesy of inviting me to the meeting.

May I bring to your notice that the SERC has been carrying out its duty and responsibility from the very date of its formation faithfully with full democratic support of its member Action Committees; and according to the curriculum and the constitutional procedures of the Committee. May I also remind you that the Convention Committee, of which you are the Convenor, was formed by the representatives of the Regions plus the Steering Committee members. Therefore, the validity of the SERC cannot be considered in a meeting called by you in the name of the Convention Committee. Moreover, the Region has not authorized you to hold any meeting, not to speak of considering the 'validity' of the Committee. I, therefore, strongly object to your holding any such meeting of our Region; furthermore, I suggest that you should immediately put to a stop to such a meeting.

I am afraid that your thoughtless action and unconstitutional procedure may jeopardise the unity of the region. You should, therefore, be held responsible for bringing any disunity among the 'Probashi Mojahid' of Bangladesh at this critical moment of our national liberation struggle.

I would also like to inform you that in case any member of our Region has disagreement with the committee actions, we would be too happy to discuss the reason of

the member's disagreement and try to mitigate the grievances at the Committee level only.

Yours sincerely.
Sd/
(M. A. Chowdhury)

Copies for information to:
1. All Regional Committees.
2. All Action Committees of the SERC.
3. Mr. Justice A. S. Chowdhury.
4. Mr Gous Khan. Member, Convention Committee

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনের ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনস্টার ব্যাংক ম্যানেজারকে লিখিত বাংলাদেশ ফান্ড একাউনটেন্ট জেনারেল-এর চিঠি	বাংলাদেশ ফান্ড	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

3rd December 1971

The Manager,
National Westminster Bank Ltd.
Craxton House, 6 Tothill Street
London SW 1.

Dear Sir.

Please send me a credit transfer book so that we can use that book to deposit cash received in this office.

Yours faithfully,
(M. Q. RAHMAN)
Accountant General.
Bangladesh fund.
A/C. No. 48007722.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাইডপার্কে বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত স্বীকৃতি মিছিলের পরিচয়পত্র ও পোষ্টার	বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সালাম, সালাম, হাজার সালাম
গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের
রাষ্ট্রপতি ও বাংগালী জাতির জনক
শেখ মুজিবুর রহমানকে
জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি মিছিল

রবিবার ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১২টায় হাইডপার্ক স্পীর্কাস কর্নার

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম আজ বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ 'ভারত' আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই সাথে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'ভুটান'। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের কাছে আবেদন ও দাবী জানাইতে চাই 'স্বীকৃতির' জন্য। বিলাতের এক লক্ষ প্রবাসী বাঙ্গালীর মিছিল থেকে আমরা লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে চাই ''গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।''

সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ হয়ে তোমাদের নিকট আমাদের দাবী স্বীকৃতি দাও। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।

বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনস্থ হাইকমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এই সভায় ও মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে আসবেন।

দলে দলে আপনারা সভা ও মিছিলে যোগ দিন।

যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ এলাকার কমিটির সংগে যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি
কর্তৃক আয়োজিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে প্রচারিত একটি আবেদন পত্র	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লন্ডন	ডিসেম্বর, ১৯৭১

জরুরী আবেদন

মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুমুক্তির জন্য আজ জীবন-মরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে না পারলেও তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য নিয়মিত সাহায্য করে যাচ্ছি।

টাকা-পয়সা ছাড়াও আজ যেসব জিনিস মুক্তিবাহিনীর নিত্যপ্রয়োজন আমরা নিম্নলিখিত সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরাসরি বিনা খরচে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। প্রবাসী বাংগালী ভাইদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন সম্ভবমত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো অতি সত্বর নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

মুক্তিবাহিনীর জন্য যেসব জিনিস পাঠাবেন

নতুন কাপড়ঃ পুলওভার, সোয়েটার ও কম্বল।
খাদ্যদ্রব্যঃ টিনে ভর্তি মুক্তিবাহিনী মাংস, মাখন, চীজ, বিস্কুট ও ফলমূল।
উপরোক্ত জিনিস আগামী ১২& ই ডিসেম্বরের মধ্যে

BANGLADES MISSION, 24 PEMBRIDGE GARDENS, LONDON, W-2. ঠিকানায় পাঠাবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য টেলিফোন ০১-৪০৫ ৫৯১৭ নম্বরে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৩৫ নং গ্যামেজেস বিল্ডিংস, ১২০ নং হার্বোন, লন্ডন, ই সি ১ অফিসে সন্ধ্যা ৭টার আগে যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
লন্ডন ই সি ১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি’’ প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি লন্ডন	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে হাইড পার্কে গত রববারের জনসভা ও মিছিলকে কেন্দ্র করে যে তর্কের ঢেউ উঠেছে এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি বর্তমানে যে প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হয়েছে সে সম্বন্ধে ষ্টিয়ারিং কমিটির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলার খুবই প্রয়োজন। বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নির্দেশক্রমে ষ্টিয়ারিং কমিটি এ সভা ও গণমিছিলের আয়োজন করে এবং নিমন্ত্রণপত্র ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমস্ত শাখা কমিটিগুলোর কাছে ঐ সভা ও শোভাযাত্রাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আবেদন জানায়। বিলাতে সর্বত্র এ্যাকশন কমিটিগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দল নিরপেক্ষভাবে সকল বাংগালীর সমবেত প্রচেষ্টায় ঐ দিন হাইড পার্কে প্রচুর লোকসমাগম হয়। সভামঞ্চে ষ্টিয়ারিং কমিটির কাউকে না দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আয়োজিত জনসভা ষ্টিয়ারিং কমিটি পরিচালনা না করে একটা দলের উপর ছেড়ে দিল কেন? দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ এই জন্যই সেদিন প্রতিবাদ করেছে, প্রকাশ্যে ষ্টিয়ারিং কমিটির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছে এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি বাধ্য হয়ে জনতার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলার।

ঐদিন ষ্টিয়ারিং কমিটি ছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ স্বীকৃতির দাবীতে হাইড পার্কে জনসভা এবং সভাশেষে গণমিছিলের বন্দোবস্ত করে। প্রথমে ষ্টিয়ারিং কমিটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পরে যখন ঘটনাটি জানাজানি হয় তখন ষ্টিয়ারিং কমিটি অপর পক্ষের নেতৃবৃন্দের কাছে পৃথকভাবে তাঁদের সভা পরিচালনা না করে ষ্টিয়ারিং কমিটির সাথে সহযোগিতার অনুরোধ জানান। দুঃখের বিষয়, লীগের এই দলের নেতৃবৃন্দ ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এমতাবস্থায় ষ্টিয়ারিং কমিটি এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে জনতার কাছে ওয়াদাবদ্ধ এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে বহুল প্রচলিত জনসভা চালিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে দু’টা সভা হলে গত আট মাস ধরে প্রবাসী বাংগালী জনতা একতা ও দুর্নিবার সংগ্রামের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করেছে তার সবকিছু বিসর্জন দেওয়া।

লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে ষ্টিয়ারিং কমিটি এই মর্মে দাবী জানায় যে, খুনী ইয়াহিয়া বাংগালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে সেদিন যখন নিরস্ত্র নর নারীর উপর বর্বর আক্রমণ করেছিল তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, সকল ভেদাভেদ দলীয় কোন্দল এবং ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে প্রবাসী বাংগালীরা ষ্টিয়ারিং কমিটির জন্ম দিয়েছিল। দেশপ্রেম আর বিবেকের কাছে সেদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অহম পরাজয় বরণ করেছিল। স্মরণ থাকে যে, ষ্টিয়ারিং কমিটি এ্যাকশন কমিটিগুলোর সাহায্যে বিদেশে যে সংঘবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। শত শত শহীদের তাজা রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা কে বানচাল করে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন কুকুর আর বিভ্রান্ত গণচীন আজ বদ্ধপরিকর। তা ছাড়া পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে আমরা এখনও কোন স্বীকৃতি আদায় করতে পারিনি। জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রামের এখন বরং সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। যা হোক আওয়ামী লীগের এই দলটির নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের যুক্তিতর্ক কোন মূল্য বহন করলো না। তাঁরা তাদের সংকল্পে অটল থাকলেন।

অতঃপর এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ষ্টিয়ারিং কমিটি এক জরুরী সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করেনঃ

১। একই জায়গায় একই সময়ে একই উদ্দেশ্য বাংগালীদের আলাদা দুটো সভা ও শোভাযাত্রার ফলাফল কি দাঁড়াবে?

২। এর ফলে বৃটিশ জাতি পৃথিবীর কাছে আমাদের কি নতুন রূপ প্রকাশ পাবে?

৩। পৃথিবী কর্তৃক স্বীকৃতি পাবার আগেই বাংগালীদের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথে দলাদলি দেখানোর ফল কি দাঁড়াবে?

৪। বাংগালী বীরের রক্তস্রোতের মধ্যে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বর্তমান মুহূর্তে শুধু একটা শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে তার সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার প্রবাসী বাংগালীদের আছে কি?

উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করা এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অনুরোধ জানিয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটি লীগের ঐ দলটির কাছে পুনরায় আবেদন জানান। কিন্তু দলটি যে কোন মূল্যে তাদের নিজের সভা চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ঠিক এ সময় নিউইর্য়ক থেকে গ্রেট বৃটেনে নিযুক্ত স্বাধীন বাংলার হাই কমিশনার, বৃটেনে বাংগালীর মুক্তি আন্দোলনের নেতা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী টেলিফোন মারফৎ ষ্টিয়ারিং কমিটিকে জানান যে ঐ দলটি যখন যে কোন অবস্থাতেই মিটিং করে যাবেন তখন দেশের সম্মান রক্ষার্থে এবং বাংগালী জাততে নিশ্চিত অপমান থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ষ্টিয়ারিং কমিটি যেন ভিন্ন সভা না করে সকল এ্যাকশন কমিটিগুলোকে ঐ দলটির সাথে সভা ও শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

এ পরিস্থিতিতে দেশের মর্যাদাহানির সম্ভাবনা দেখে, কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে নিজেদের গভীর দায়িত্বের কথা স্মরণ করে এবং স্বাধীন বাংলার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ষ্টিয়ারিং কমিটি সমগ্র বাংগালী জনতার কাছে তাদেরকে লীগের সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করেতে অনুরোধ জানায়।

ষ্টিয়ারিং কমিটি ত্যাগ স্বীকার না করলে আমাদের স্বাধীনতার নতুন সূর্য সেদিন কিছুটা ম্লান হয়ে যেতো- প্রবাসী বাংগালীর এতদিনের সংঘবদ্ধ দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত সবকিছু সাফল্য মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে যেতো। নিজস্ব সভা বাতিল করে ষ্টিয়ারিং কমিটি যে অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান ভোগ করেছেন তার জন্য ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা দুঃখিত হন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বর্তমান অপমানের চেয়ে অনাগত ভবিষ্যতে তাদের সমগ্র বাংগালী জাতির কাছে অপরাধী হতে হতো। দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির চেয়ে জাতি অনেক বড় এবং জাতির জন্য অপমানিত হলে তাতে গৌরব ছাড়া ক্ষতি নেই, একথা স্মরণ রাখা দরকার।

জয় বাংলা।

নিবেদক-

ষ্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন

ইসি ৩।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ লেবার পার্টির অভিমত জানিয়ে লিখিত মিঃ হ্যারল্ড উইলসন এমপি-র একটি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

From: The Rt. Hon. Harold Wilson, OBE, FRS, MP.
HOUSE OF COMMONS
LONDON, SW 1.

15th December. 1971.

Dear Mr. Khan.

Mr Wilson has asked me to apologies for the delay in replying to your letter about (he sad situation in East Pakistan. The pressure of correspondence on this and other issues has been so heavy that it has been impossible to answer as quickly as we would have liked.

At Mr. Wilson's request, I am enclosing a copy of the Statement on Pakistan supported unanimously by the Labor Party at the annual conference at Brighton in early October.*

This statement was immediately forwarded both to the British Government and to the Secretary General of the United Nations.

The Parliamentary Labor Party as a whole remains deeply concerned about the situation and will continue to demand the most effective action possible by the Government.

Yours sincerely,
Sd/
Parliamentary Private
Secretary

M. A. Razzak Khan, Esq.,
General Secretary.
Bangladesh Action Committee in Portsmouta,
6, Britannia Road,
Southsea, Hants.
P05ISN.

* মিঃ আয়ান মিকার্ডো এম, পি-র চিঠি দ্রষ্টব্য, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ’ বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞের উপর একটি প্রচার পুস্তিকা	ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হুসাইন	------- ১৯৭১

GENOCIDE IN BANGLADESH

SAKHAWAT HUSAIN

Barrister-at- La w

SECOND PRINT

Price 5 New Pence

The term 'genocide' coined in 1944 by Dr. Raphael Lemkin, means among other things (a) killing; (b) causing serious bodily or mental harm; (c) deliberate infliction of conditions of life "calculated to bring about" physical destruction with intent to destroy in whole or in pan, a national ethical, racial or religious group (Article II, Genocide Convention). The Genocide Convention was passed by the General Assembly on December 9, 1948. The Convention represents the moral force of a unanimous proclamation by member states that "genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aim of the United Nations and condemned by the civilized world" (U.N. Resolution 96 (i), dated December 11, 1946, Preamble to the Convention). It came into force on January 12, 1957. Including Pakistan. 68 Governments are signatories to the Convention.

The Nazi Government of Germany systematically annihilated millions because of their religion or ethnic origin. A shocked world than rejected the contention that such crimes were internal affairs of the state which perpetrated them. The Charter of the International Military Tribunal at Nuremburg incorporated the world opinion and recognized the concept of "crimes against humanity", whether or not such crimes violated the domestic law or the country in which they took place.

Article IV of the Convention declares that persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article III, shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals. This ban to plead immunity only shows the severity and seriousness with which the provisions of the Convention are supposed to be applied.

Pakistan was created on August 14, 1941. BANGLADESH is separated by 1,200 miles from West Pakistan. Pathans, Punjabis and Sindhis are linguistically and culturally identifiable groups in West Pakistan. Despite differences the West Pakistan, as a whole, is distinctively different to culturally cohesive Bengalis. All people in BANGLADESH speak Bengali-a highly developed language. Sanskrit is its root. A Bengali poet got the Nobel Prize in 1931. None in West Pakistan speaks this language. The Bengalis are different from West Pakistan in race, food, dress, climate and political attitudes. The difference in political attitudes needs some elaboration.

Muslim League, the communal political organisation, which created Pakistan, lost its grip on BANGLADESH in 1952. It had been routed at the first opportunity-the 1954 Provincial Election. Its re-emergence under military dictatorship of Ayub Khan (1958- 1969) was artificial and superimposed. In BANGLADESH, 23.6% people are Hindus (1961 census). BANGLADESH opted for joint electorate in 1956 and gave its verdict in favor of secularism. In contrast, the elite in West Pakistan still hovers around Iqbal and his pan-Islamic doctrine. The Ahmadi-Quadiani (two Muslim sects) riot in 1953, in which 50,000 people died in Punjab, and the Shiah-Sunni (two Muslim sects) riots in Lahore are positive testimonies of the dimension of foul-play with religion, the vested interests is West Pakistan indulge in.

Further, the West Pakistan ruling class has hammered out a new divisive concept of first and second class Muslims. In the eyes of West Pakistan, the Bengalis are converted Muslims from Hinduism. It should be mentioned here that it is not these differences that prompted BANGLADESH to declare independence. The primary cause is of course the economic exploitation the Bengalis were subjected to for the last 25 years. The differences are important to understand the mechanism through which the capitalist class of West Pakistan could make possible the connivance in their deliberate infliction on Bengalis conditions of life, calculated to bring about its physical destruction. In the last flood in East Pakistan (1970), according to some estimates, half a million died. The unconcerned attitude of Pakistan administration is well known.

To show the extent of economic exploitation, we shall quote only a few figures. In terms of the contribution of manufacturing to gross domestic product. BANGLADESH and West Pakistan started from the same level. (Planning Department, Government of East Pakistan, 1963). In 1959-69 the per capita income in West Pakistan was 32 % higher than in the East. By 1969-70, the per capita income of the West was 61 % higher (Reports of the Advisory Panels for the fourth Five-Year Plan 1970-75. Vol. I; Planning, Commission, Government of Pakistan. The Report notes these estimates as understatements, because of a lack of adjustment in the basic official data for the generally higher prices which prevail in BANGLADESH compared to West).

In the last 25 years, BANGLADESH'S share of total Pakistan export earnings has varied between 50% and 70%, while its share of imports has been in the range of 25% to 30% (Official statistics issued by the Central Statistical Office, Government of Pakistan). On the basis of population. BANGLADESH should have imported 67.5%. During the period 1948-49 to 1968-69, BANGLADESH has transferred approximately 2.6 billion dollars to West Pakistan (Conflict in East Pakistan: Background and Prospect, by three Professors of Harvard University). This calculated exploitation constitutes the crime of genocide under (c). Article II, against Bengalis-a distinct national ethnical, racial group.

Article III enumerates different acts punishable under the Convention, namely (a) genocide; (b) conspiracy to commit genocide; (c) direct and public incitement to commit genocide; (d) attempt to commit genocide; and (e) complicity in genocide.

The West Pakistan Army in BANGLADESH has committed the offence under (a). The attack started at 10.30 at night. There was no curfew. No provocation. The attack was

preplanned. Indiscriminately, they killed men, women and children. The logic, as they put forward, of killing children, is that, as orphans, they would have grown with contempt against West Pakistan. Sub-Article (e). Article II, makes even "forcibly transferring children of the group to another group", an indictable offence under the Convention. They killed unarmed civilians, many in their beds-the entire population of residential areas, university halls of residence and slum areas. In Nazi Germany, people were first put in Concentration Camps and. slaughtered afterwards, Compared to this, the extent of atrocities in BANGLADESH has been more.

President Yahya and Mr. Bhutto are guilty, particularly under (b) and (e). The President had been engaged in talks for 11 days for a political solution until 3 hours before the start of the onslaught. Mr. Bhutto had been a party to those talks. The President in his 'savage' (Daily Telegraph) tone, spoke to the country of his hard line after completion of the initial onslaught at 8 o'clock in the morning, 26 March. On the same morning, Mr. Bhutto said to the reporters-'God has saved Pakistan". These evidences show that they were engaged not in talks but in buying time to complete military preparations.

The twenty families of West Pakistan, who own 85% of the wealth of former Pakistan, came under (e) complicity in genocide. BANGLADESH is important to them for foreign exchange and market. The infra-structure in West Pakistan is well built. At present, BANGLADESH is more important as a market-40% of the total export of West Pakistan is made in BANGLADESH. In the past, West Pakistan capitalists had been trying desperately, in vain, to find alternative markets. RCD is an example of these efforts. Since the popular uprising in 1968, the Punjabi (including migrant settlers), industrialists, businessmen, bureaucrats, had been admitting in private, that BANGLADESH could not be subjugated for long. Thus they started to close down their industries, business and monetary interests in BANGLADESH. But, nevertheless, due to the absence of an alternative market, they insist on holding on to BANGLADESH even at gun point, as a captive market for the next 10-12 years. This genocide is a follow-up of their insistence.

All senior military members have been West Pakistani, or the senior officers in the central civil services, 87% were from West Pakistan in 1960 and this proportion has not changed much since. Pakistan runs a top-heavy administration, both in military and civilian sectors. Moreover, 300.000 strong Pakistan Armed Forces cannot be sustained without usurpation of BANGLADESH resources. West Pakistani Armed Forces, civil servants and capitalists have jointly conspired this genocide for their individual and group interests. They all come under the purview of (b) and (c) of Article III.

According to press and first-hand reports, the Army committed the genocide with slogans-"Ea Ali, Ea Haider[1]'. These are conventional slogans for 'Jihad', holy war against the infidels. Through systematic indoctrination, amounting to conspiracy, the soldiers and public in West Pakistan are made to believer that the 'Kafir,' (infidcl-the Hindus) and the 'semi-Kafirs' (the converted Muslims) must be killed. The soldiers have shot people after slashing off their male organs. They are forcing people to show their proof of circumcision in order to prove their faith in Islam. A former Prime Minister of Pakistan, the late Firoze Khan Noon once said that most Bengali Muslims do not undergo.

circumcision. The troops are competing girls to recite verses from the Quran to avoid rape. These facts prove, the religious bigotry of Yahya's troops. They are conducting a 'religious war' against the Bengalis.

The Hindu areas have been special targets. Many of those have been just wiped out and their entire population killed. Prominent Hindus are systematically killed because of their religion. The army's intention to destroy Hindu religious groups is manifest enough.

Another group as special targets are the intellectuals. Many have already been killed and most have been forced to flee from the country. This onslaught on intellectuals is no sporadic incident, but a major part of the scheme of systematic destruction that is being perpetrated on BANGLADESH. Though the percentage of literate persons is higher (17.6) in BANGLADESH than in the West (13.6), the number of graduates in actual terms, despite, constant increase of population, has gone down enormously in BANGLADESH- from 41,484 (1951) to 28.069 (1961). while the West has shown an increase of 21.3 % in the same period (Population Census of Pakistan-1961).

Articles V and VI provide for trial in a competent national court. There is no scope for such a national action. The Convention also envisages trial by an International Penal Tribunal. Under Article VII, Parties to this Convention agree that genocide and other listed acts shall not be considered as political crimes. Therefore, Pakistan, as a signatory, is pledge bound to grant extradition of all persons, including President Yahya (under Article IV), charged with genocide, to stand the trial before an International Penal Tribunal.

The idea of International Penal jurisdiction is envisaged and provided for under Article VI. Further the International Law, Commission on invitation by the General Assembly, studied both the desirability and the possibility of establishing such international judicial organ "for the trial of persons charged with genocide, or other crimes over which jurisdiction will be conferred upon that organ by international conventions". The Commission recommended the establishment of an independent International Criminal Court. The recommendation is still under consideration by the United Nations. The United Nations must act now and set up this Court immediately, to try this case of genocide in BANGLADESH.

Under Article VIII, any contracting party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations, as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the related acts. The Charter confers wide and effective powers on the Security Council, including "complete or partial interruption of economic relations and the severance of diplomatic relations (Article 41)" demonstrations, blockage and other operations by air, sea or land "forces of members of the United Nations (Article 42)" (Chapter VII, Charter of the United Nations).

Lastly, Article IX of the Genocide Convention provides clear avenue for any of the signatory States to raise the issue before International Court of Justice-'disputes between the contracting parties relating to the interpretation, application or fulfillment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide

or for any of the other acts enumerated in Article III, shall be submitted to the request of any of the parties to the dispute". The mute world must act and act now

POSTSCRIPT

The first edition of this pamphlet ran out within a week. The publication of a second edition, therefore, was in order. But the snag arose at this point. The first edition was solely financed by Mr. Abdul Hamid and was distributed free. But where could the funds for the second edition come from? The publishers were scratching their heads when, once again. Mr. Hamid came forward with his characteristic kindness, and with him Mr. Shafiqur Rahman, with the ready funds. Our debt to these gentlemen is totally and literally i me pay able.

It is not possible to make demands on a person's generosity over and over again. We have, therefore, decided to put a price on the pamphlet this time, which is five new pence. It is inspired by the conviction that a cause needs material support. And it is our sincere hope that this conviction is justified.

AMEER ALI,

SHAMSUL MORSHED.

Courtesy-

Abdul Hamid

and

Shafiqur Rahman.

Published by Ameer Ali and Shamsul Morshcd from 29 RUPERT STREET.

LONDON W1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘দি এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দি ইউনাইটেড কিংডম’-এর গঠনতন্ত্র	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	------------- ১৯৭১

CONSTITUTION

PREAMBLE. "No people have secured freedom and justice unless they spill blood for it. To establish an independent, sovereign Bangladesh, to create a socialist economic order free from exploitation of man by man and of region by region."-Sheikh Mujibur Rahman. The People of Bangladesh have waged an armed struggle against the forces of reaction in West Pakistan.

We the Bengalies in the United Kingdom solemnly .affirm our support, sacrifice and contribution to the National Liberation Struggle of Bangladesh. Unity is imperative to "win the war" we are united. We have unity of purpose. We should unite in action too; so we form this organisation of all Bengalis in the United Kingdom.

THE ARTICLES. The name of the organisation shall be "The Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in the United Kingdom." The Head Office of the organisation shall be in London. The "Bangladesh Fund" at Hambros Bank with three Trustees namely-

1.Mr. Abu Sayeed Chowdhury

2.Mr. John Stonehouse

3.Mr. Chesworth

shall be the Central fund of this organisation. The "Central Council" shall elect three Trustees and the total number of Trustees shall be six. Minimum four signatures shall be required to withdraw money from the Fund. No money shall be withdrawn without prior valid decision of the "Central Committee."

The elected Trustees shall be elected directly by the "Central Council". They shall be ex-officio members of the "Central Committee", but without the right to vote and shall not be eligible to hold any other office, either in the Central or Local Committees.

There shall be nine member of "Central Finance Committee", including Mr. Abu Sayeed Chowdhury and the three elected Trustees. The other five members including two accountants shall be elected directly by the "Central Council". These five members shall not be eligible to, be elected as members of the Central Committee.

The function of the Central Finance Committee shall be to keep proper accounts, raise funds and submit accounts before the Central Council.

THE CENTRAL COUNCIL. The Central Council Shall be composed of representatives from all the Committees. The quota of representatives for each city and town shall be in general on population basis.

The Central Council shall sit at least once in every three months. The Central Council shall elect directly a Central Committee of 15 members.

FUNCTION OF THE CENTRAL COMMITTEE. The Central Committee shall be the supreme body to take and implement all political decision. It shall publish at least one Bengali and one English weekly or fortnightly paper which shall be the mouthpiece of the organisation. The Central Committee shall publish other literature, pamphlets, books etc. It shall hold public meetings, demonstrations on all U.K. basis. It shall carry out any other activity considered to be contributive to the National Liberation struggle. The Central Committee shall form sub-committee with, specific work and the members of such sub-committees may be non councilors.

FUNCTIONS OF THE LOCAL COMMITTEES. Local mobilization-raising of funds on a weekly or monthly basis and maintenance of a membership register.

There shall be only one active Committee in each city or town. In case of there being more than one existing Committee, efforts shall be made for conciliation and merger and if the 'efforts fail, both the Committees shall be recognized by the Central Council and Committee and their representative shall be proportional on membership basis.

In this first Conference-the Steering Committee shall sit with representatives of the Committees-shall first try for a merger and in the event of failure decide on an amicable appointment.

DISPUTE. In the case of a dispute between Committees, in a city or between a local Committee and the Central Committee or Committees of two or more cities or towns-the Central Committee shall adjudicate within 14 month of receipt of the formal complaint. The party to the Completion shall have the right of appeal to the Central Council against the decision of the Central Committee. Council's decision shall be final.

AMENDMENT Any clause to this Constitution may be amended by 2/3 councilors present. The number of members voting in favor of the amendment shall not be less than 50% of the total number of Councilors.

QUORUM. A 1/3 and 1/2 shall form the Quorum for Central Committee and Council meetings respectively.

NOTICE. At least 24 hours and a clear 7 days notice shall be given for the Central Committee and Central Council meetings. In case of emergency the Central Committee may meet without notice, but efforts shall be made to inform all the members available. Mr. Justice A. S. Chowdhury shall be the Adviser of the Central Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সমর্থন দানের আহবান সম্বলিত একটি পুস্তিকা	বাংলাদেশ সলিডারিটি ক্যাম্পেন	১৯৭১

SOLIDARITY WITH
BANGLADESH
LIBERATION
STRUGGLES

A CALL FOR SUPPORT.

We call on the British people-and especially the workers-to support the workers and peasants of Bangladesh at present fighting for the irrational liberation, for freedom from exploitation and for a socialist society.

WHO ARE THE PEOPLE OF BANGLADESH? WHY DO THEY DESERVE SUPPORT? These are very natural questions. British Press and Television have conspired to confuse the issues. They gave full coverage to news of the atrocities and of the refugees. But they have given no real explanation of the events leading to these tragedies, or to the causes of the crisis. A detailed account of the economic and political situation in Pakistan since 1947 is needed. Here are a few of the main facts only.

THE TREACHERY OF THE WEST PAKISTAN RULING CLIQUE. At midnight on Thursday 25 March, in Dacca, capital of East Pakistan, an act of treachery occurred which is unparalleled in contemporary history. Without issuing any warning or ultimatum, soldiers of the West Pakistan army, acting on orders, suddenly attacked the sleeping and unsuspecting civilian population with machine guns, artillery and tanks. They set Fire to their houses, and shot them down as they ran into the streets to escape the flames. That night some 50,000 died-most were women and children.

During the succeeding days the intentions of the West Pakistan assassins became clear. A carefully planned, absolutely ruthless policy of genocide was being followed. By indiscriminate mass killings they sought to cow the masses. By the selective destruction of administrators, politicians, intellectuals, technicians, students and professors they hoped to destroy the potential leaders of the resistance. They have failed in both these aims: but no-one knows how many have died so far. (The number is in the region of 1 million)

FAKE NEGOTIATIONS IN DACCA!!! From 16th March talks had been continuing between Yahya Khan, acting President of Pakistan, and Sheikh Mujibur Rahman, leader of the East Pakistan Awami League. Mujibur had, the full backing of the East Pakistan population, expressed in the elections and also in the peaceful non-cooperation movement from 10th to 25th March. The entire administration was involved, including judges, police and civil servants. On the 2nd and 3rd March the West Pakistan army had fired on peaceful demonstrators, killing more than one thousand. But Yahya Khan had expressed his regret and his desire for a peaceful settlement of the constitutional issues. Mujibur

accepted these assurance: he had chosen the path of negotiation. We know now that the whole negotiations were a fake: a cover behind which military preparations for the massacre were proceeding.

The killings which were carried out on 25th March, 1971, and on the days which followed, brought a violent end to the state of Pakistan after 23 years. They also brought into being the new state of the People's Republic of Bangladesh.

RECOGNITION OF BANGLADESH. From every possible viewpoint Bangladesh has established its rights to international recognition. The leaders won the votes of 80% of the population; the Awami League had a clear majority in the Provincial and National Assemblies. But Bangladesh will NOT be recognized at least not yet. It is inconvenient for the Great Powers to do so. The people of Bangladesh will fight on until they achieve self-determination. Their appeal is for moral and martial assistance in their struggle. Every day more lives are lost and more of the country's resources are destroyed.

WHY THE GENOCIDE? These actions of the corrupt ruling class in West Pakistan are not a sudden act of folly; they are the logical and necessary outcome of the policies of economic exploitation and political oppression followed ever since Pakistan was established in 1947.

HOW WEST PAKISTAN EXPLOITED TIIE EAST

Here are some of the basic facts of the economic domination of East Pakistan and the subordination of East Pakistan's interests to those of the West.

1. INCOME. There was a great disparity in the per capita income of West Pakistan and East Pakistan. In 1952-1960, the income in the West was 30% more than in the East. And by 1969-70 it was 61% more. Thus in ten years the income gap had doubled in terms of percentages.

2. INVESTMENT. This situation arose because Pakistan's investment funds derived from internal sources and foreign aid was directed mainly to West Pakistan's population of 75 million is 60% of the whole. But in the period 1950-1955 East Pakistan received only 20% of central government expenditure. And the peak during the Third Five Year Plan period 1965-70 was still only 36%.

East Pakistan's share of private investment was less than 25% in that period.

3. TRADE. Between 1950 and 1970 East Pakistan's foreign exports earnings were between 50% and 70% of the total exports earnings of Pakistan. But East Pakistan's share of imports from abroad was between 25% and 30%. Over the period 1948-69 East Pakistan transferred to West Pakistan resources to the amount of S 2.6 million.

(All of these figures are obtained from official statistics issued by the Central Statistical Office of the Government of Pakistan and from the Reports of the Advisory Panels of the 4th Five Year Plan, 1970-75, Vol 1, Planning Commission, Government of Pakistan, July 1970.)

The conclusion from these facts is that the development of West Pakistan has been at the expense of East Pakistan, that the East is in fact a colony of the West. This situation did not come about chance, it was a consequence of major political decisions. By whom were these decisions taken?

WEST PAKISTAN'S MILITARY DICTATORS. Since 1958 there has been a military dictatorship in Pakistan. All decision has been made by the military bosses and the senior civil servants. And since the Federal Capital of Pakistan is in West Pakistan, power has been concentrated in the hands of military clique made up of .West Pakistanis. However, the real decisions were made not in Islamabad out in Washington. As an integral part of its world strategy U. S. imperialism relies on the support of the West Pakistan military leaders, the bureaucracy and the corrupted politicians. And it rewards its supporters handsomely; it even gives them a 'Colony to exploit".

U. S. AID TO PAKISTAN. Between 1954 and 1965 Pakistan received between SI.5 to $2 billion in military aid. This included weapons such as Star lighters, Patton tanks, armored personnel carriers, automatic and recoil less infantry weapons. They were for the purpose of 'containing' Communism, but apart from the brief border war against India in 1965, their main use has been the murder of East Pakistan's unarmed civilian population.

Economic aid from the U.S. to the extent of $ 3 billion was received by Pakistan between 1951 and 1959. This was used to establish industries mainly in West Pakistan.

THE TWENTY TWO FAMILIES. The result of this decisions taken in Washington bas been to create the ruling clique in West Pakistan, the famous "twenty two families". They include military, civil servants, industrialists, and politicians. The clique controls 80 % of the country's Banking Assets, 75% of the Insurance Assets, and 60% of the Industrial Assets. They are allied by marriage and they combine to secure their economic and political interests. They will maintain-by force if necessary the unequal terms of exchange between West and East Pakistan. By means of the military coup d'etat they recognized the State apparatus so as to make it an instrument of their economic and financial Policy.

THE RESISTANCE OF THE PEOPLE IN EAST PAKISTAN

There has been sporadic resistance by workers and peasants in West Pakistan. But organized resistance by almost the whole population of East Pakistan has gone on ever since the State of Pakistan was established. And they have own important successes. The following is a brief chronology of some of the more important events:

1947 The Muslim State of Pakistan was established.

1948 In the "separate nation" campaign many deaths occurred. But the result was that Bengali was accepted as one of the two official languages.

1953 Election victory for the United Front in East Pakistan laid the basis for the struggle for secularism and for a workers' and peasants' state. At this time, too, the Awami League was established to defend the Bengali nation.

1958 Ayub Khan seized power and imposed martial law principally in order to restrict the development of the militant peasant movement in East Pakistan headed by the National Awami Party and its leader Moulana Bhashani.

1956 War between India and Pakistan was convenient for both Ayub Khan and Shastri of India. After the war East Pakistan people suffered severe hardships by the cutting of trade links with India.' But West Pakistan traders and industrialists benefitted.

1968 The Awami League's Six Points demanded provincial autonomy of East Pakistan, with control over foreign trade, foreign aid allocation and taxation. The National Awami Party's Thirteen Point Programme included a call for the nationalization of industrial assets and the limitation of land holdings.

1969 Overthrow of Ayub Khan's regime, mainly through the agitation of the East Pakistan masses.

1970 Cyclone in delta area of East Pakistan demonstrated clearly the indifference of the West Pakistan clique to the plight of the people in the East. In the General elections the Awami League won an absolute majority: 167 seats out of the 169 seats allocated to East Pakistan in the National Assembly. And it own 201 out of 343 in the Provincial Assembly.

1971 The corrupt clique of West Pakistan realised finally that their colonial exploitation of East Pakistan would end if the democratic election results were to stand. The massacre was the only possible policy in face of the unity of the Bengali masses.

NATIONAL LIBERATION STRUGGLE

A new stage in the struggle of the peasants and workers of East Pakistan has begun. In the long run the emergency of an independent Bangladesh is inevitable. In a popular guerilla war the people of Bangladesh will triumph finally over the military bureaucracy of West Pakistan and their mercenary troops. The people of Bangladesh have the right to expect from the rest of the world not charity but material aid in their battle against the forces of Imperialism and Capitalism.

SOLIDARITY WITH BANGLADESH

The Solidarity Campaign makes the following demands we call on the British Government to carry out.

1) The immediate cessation of all arms deliveries to West Pakistan.

2) The cessation of all credits, loans and aid of any kind to West Pakistan.

We call on the working class in Britain and other countries to impose their own sanctions on West Pakistan. We ask dockers and other workers to refuse to load or produce goods intended for the military regime in West Pakistan.

VICTORY FOR BANGLADESH
VICTORY FOR THE WORKERS AND PEASANTS STRUGGLES!
VICTORY FOR SOCIALISM!

Signed: BANGLADESH SOLIDARITY CAMPAIGN
70, HARCOURT ROAD,
SHEFFIELD S10 1DJ.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলনকারী এ্যাকশন বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপের সমর্থক ও সহযোগী ব্যক্তি এবং দলসমূহের তালিকা	এ, বি কমিটি, ইউরোপ-এর দলিলপত্র	--------- ১৯৭১

List of sonic sympathising groups, individuals, VIP's, Action Committees etc. with which A. B. Committee, Europe, worked and co-operated for the cause of Bangladesh.

1. Workgroup Bangladesh
   Wustelaan 80
   Santpoort
   Netherlands
   023-378134
   Mr. Paul Erftermijor.
2. Prof. DR. IR. P. M. Heertjes
   Julialaam 136, Delft, Holland.
3. Mr. A. Razzak
   Bangladesh Representative
   Durholmsgrand 38
   Stockholm, Sweden.
4. Relus Ter Beek, MP
   Tweede Kamer der staten-General
   Den Haag. Holland.
5. W. G. Neijman
   Kenmerk Television Holland
   (Produced television report about P. M. and Bangladesh).
6. Paul Meijs (Director; Third World Shop) of
   Stichting S O. S.
   (Stoun Ontwikkelings-streken)
   Post bus 25; Holz straat 19, Kelkrade,
   Nederland.
   Giro No: 1045678 ;
   Tele: 04445-537
   (This org. is also now working in Bangladesh)
7. Action Bangladesh
   34, Stratford Villas
   London N W 1
   Tele: 01-485 2889
8. Operation Omega
   151, Daitmonth park Hill
   London N 19, Tele: 01-263 0940
   5, Caledonian Road, London N I
   (Their volunteers are still working in B" desh)

9. Ganashasthya Kendra
132, New Eskaton
Dacca-2, Bangladesh.
(Now functioning in Bangladesh at Savar, Dacca with volunteers form Holland.)

10. Netherlands Committee for Couple Communities Bangladesh.
13, Strauss Laan; Bilthoven,
Netherlands.

(After call from the well-known french priest, Abberpierre, to stimulate the European people in town and villages, to build up friendship with and to lend help to the people of in towns and villages in Bangladesh, the above organisation was formed. A Branch group has already come here on goodwill mission.)

11. Drs. John C. W. Van &
Ronnie Dane (visited Bangladesh in connection with the above purpose
and selected Kushtia District).

12. Mr. F. J. F. M. Van Thiel
help Bengali Refugee Committee"
The Hague, Netherlands.

13. Workgroup Bangladesh-Venlo
Keuller Straat, l;Venlo;
Tele: 15573
Holland.

14. AKTIECOMITE KOPPELGE MEENTE DELFT'-BANGLADESH. DELFT.
HOLLAND.

15. BANGLADESH BULLETING
Leyden, Holland.

16. Mr. Frans A. Wildenberg.
Martin Luther King Centrum
Amsterdam, Holland.

(Took active part for the cause of Bangladesh, helped to raise fund and promoted mobile exhibition on Bangladesh in collaboration with Action Bangladesh of London. Mobile exhibition was held in almost all major places in Holland.)

17. Action Committee for the People's Republic of Bangladesh, United Kingdom.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
“বাংলাদেশ কেন?”ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষ্যমের একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, লন্ডন	--------- ১৯৭১

WHY BANGLADESH

STATISTICAL ANALYSIS OF DISPARITY BETWEEN
EAST AND WEST PAKISTAN
R. ALAM

The Bengalis demand for independence had been forced upon the people of East Pakistan by the savage and atrocious action of the West Pakistani Army government. What the Bengalis had really been wanting were regional autonomy and social and economic justice. Recent events have conclusively proved that there was no plan for secession and there was no armed preparation on the pail of the Bengalis to achieve that. They were confidently expecting a good result from President Yahya Khan's democratic gesture. But the West Pakistani army, through its systematic butchery of unarmed civilians forced the Bengalis to take the ultimate decision-to become a completely- independent sovereign state. A clear cut line has been drawn decisively, separating the Bengali speaking people of the East and the people of West Pakistan. The decision was inevitable because or the continuous exploitation of the East by the West. To the world it naturally did not come as a surprise. On the other hand many voices had been predicting it for a long time. Besides religion, there was nothing common between these two people. Ethnically, culturally, in their thought, language, way life-in every way they were two nations. There was no attempt towards reconciliation but only economic exploitation and social injustice. East Pakistan existed only for the benefit of the West Pakistani capitalist merchants, industrialists and contractors, for the militarists and civil bureaucrats. For the last 24 years the Pakistan government, manned mostly by West Pakistanis, dominated the state policy aiming to develop the deserts of West by a deliberate policy which impoverished the East. Cleverly enough, Pakistan government, tried its best not to reveal the figures separately to show the gross disparity. Nevertheless, from available figures, mostly official, the truth could not be kept concealed.

Average Annual Budget

Total Revenue	Rs. 6,000 million	W.P.	E.P.
Expenditure of Defense	Total 60%	50%	10%
Civil Expenditure	Total 40%	25%	15%

While E. P. provides 60% of the total revenue, it receives only about 25% its expenditure and West Pakistan providing 40% in the central exchequer receives 75% of the revenue.

Foreign Trade and Exchange Earnings

	West Pakistan		East Pakistan	
	Export	Import	Export	Import
During 10 year period	£ 820 m	£2,315m	£I,153m	£1,000 m
1958-1968	41%	70%	59%	30%

In foreign trade East Pakistan exports constitute 59% of the total but imports only 30% of the imports which consists of consumer goods and food, very little is left for development projects. During the same period West Pakistan earned 41% of the total foreign exchange and was allowed 70% of the foreign exchange earnings. Major portion of this was spent on various development projects in West Pakistan.

Inter Zonal Trade

1964-1969	Exports from West to East Pakistan	Exports from East to West Pakistan
	Rs. 5,292 million	Rs. 3,174

This is an example of continuous drain of E. Pakistan Capital to West Pakistan. It has been estimated that total transfer of resources from East Pakistan to West Pakistan since 1947 had been £3,000 million.

Let us look at a typical Export items for the Year 1664-65:

Jute and jute products (all from East Pakistan)	Rs. 124,580 m
Cotton and cotton manufactures (mainly from W. P.)	51,880 m
Hides and Skins (mainly from East Pakistan)	6,130 m
Tea (all from East Pakistan)	1,000 m
Wool (ail from East Pakistan)	7,300 m
Others (Oast and West together)	56,200 m

Percentage of allocation of funds for development projects

Items	West Pakistan	East Pakistan
Foreign Exchange for various Developments	80%	20%
Foreign Aid (Excluding U. S Aid)	96%	4%
U. S Aid	66%	34%
Pakistan Industrial Development Corporation	58%	42%
Pakistan Industrial Credit & Investment Corp	80%	20%
Industrial Development Bank	76%	24%
House Building	88%	12%
	77%	23%

Above figures are clearly indicative for the tremendous industrial growth in West Pakistan which received 77% of the total development expenditures for its 40% of the total population.

Foreign Aid to Pakistan

Chinese loan to Pakistan U. S $ 60m in 1965 mostly spent in West Pakistan including a Heavy Machinery Complex costing U.S. $ 9m but only U.S. $ 125,000 for East Pakistan Water & Power Development. But the loan is to be repaid by exporting jute and jute products.

World Bank credits in 1954 $ 14m and in 1965 $ 15 m for Sui gas project in West Pakistan. Same source supplied $ 17m in 1964 for Karachi Port development and $ 30m to Pakistan Investment and Credit Corporation to finance mostly projects in West Pakistan. International Development Association (U. N. Agency) gave a credit of $5m to West Pakistan and $ 4.5 m to East Pakistan in 1964 for educational projects.

Russian Aid of $llm to Sl8m was given to West Pakistan in 1965 for oil prospecting.

U. K. Loan during the period 1947-1965 amounted to £64m has been spent mostly in West Pakistan.

U. S. Aid of $ 3.6 billion- $2.7 billion spent for Mangla Dam & Tarbela Dam in West Pakistan and only $ 0.9 billion for control of flood in East Pakistan. These loans no doubt converted the barren lands of the West into fertile ones whereas very little was done to tackle effective ely the flood problem of East Pakistan- the most fertile land in the world. The people of East Pakistan had been allowed to suffer from recurring cyclones and flood disasters since 1953.

COMPARATIVE INDUSTRIAL DEVELOPMENT

	West Pakistan		East Pakistan	
Established Industries				
in both wings	1947/8	1966/7	1947/48	1966/67
Cotton Textile production	350	6,836	508	550
in million yards	1,853%	Increase	8.25%	Increase
Sugar production	10	304	25	112
in '000 tons	2,943%	Increase	348%	Increase
Cement production	305	1,934	46	75
in '000 tons	534%	Increase	63%	Increase

Above tables clearly shown how the established industries in East Pakistan had been allowed to grow extremely slowly in comparison with the extremely fast growing industries in the West. In 1947 East Pakistan had more industries than West. With the influx of Capitalists from Bombay the picture began to change rapidly.

In the field of new industries the percentage of investment in West and East Pakistan is roughly 75% and 25% respectively. Moreover, East Pakistani industries are mainly owned and controlled by the West Pakistanis whose main interest is to transfer the profits to West Pakistan instead of helping East Pakistan's prosperity. It has been calculated that since 1947 the real transfer of resources from East to West to the tune of $3,000 million.

There was no state control over private investment and as such the flow had been completely unchecked.

Steel-the basic item required for any development is now being produced in two mills in West & East Pakistan. Funds provided for these mills were £56 million for West Pakistan and £11 million for East Pakistan.

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

	West Pakistan		East Pakistan	
Fertilizer distribution during				
1964-68 in "000 nutrient tons	739	66%	371	33%
Improved seed distribution during				
1964-69 in '000 tons	342	89%	40	11%
	1951-52	1966-67	1951-52	1966-67
Increase in fish production				
in '000 metric tons	56	153	175	259
273%increase			48% increase	
Distribution of Tractors				
Wheel type, (numbers)	20,069			1,825
	2,000			350
Other large	91%			9%

Needless to mention that the agricultural land in East Pakistan has more acreage and most lands produce 2 to 3 crops a year whereas in the West the acreage is less and the productivity per acre is much smaller. One fails to understand the logic in these state of affairs.

Needless to mention that the agricultural land in East Pakistan has more acreage and most lands produce 2 to 3 crops a year whereas in the West the acreage is less and the productivity per acre is much smaller. One fails to understand the logic in these state of affairs.

In agricultural finance, the Pakistan Agricultural Development Bank has lent over Rs. 600 million but most of these went to West Pakistani farmers. Most of the large irrigation projects have been treated as federal projects and financed by the central government and has been completed in West Pakistan. This was a deliberate attempt to keep the 75 million Bangalis at starvation level. In the federal army of 500.000 only 20,000 are Bengalis. These 480,000 West Pakistanis spend their income in the West which indirectly help the economy of that part of the country. Economic experts have evidence that in 1959 an average East Pakistani was 20% worse off than another in the West. In 1968, he was 40% worse off than his brother in Islam in West Pakistan.

POWER DEVELOPMENT

Another criterion to measure progress is the consumption of electric power per head of the population. In Pakistan growth in power production has grown considerably. West Pakistan generates by hydel, thermal and other means 838,000 KW (83% of the total) whereas East Pakistan generates 179,500 KW (17% of the total). A great share of foreign aid had been spent on various power development projects. Two giant irrigation & power development projects in Indus Basincost $ 1800 million and WAPDA spent Rs. 1453 m. in 5 years 1959-64

EDUCATION : Progress in 20 Years

Area	West Pakistan	East Pakistan
	1947-48 1968-69	1947-48 196-69
Primary Schools	8,413 39,418	29,663 28,300
	Number increases 4'/2 times	Number decreases in spite of increased children
Secondary School	1947-48 1965-66	1947-48 1965-66
	2,598 4,472	3,481 3,964
	176% increase	114% increase
	1947-48 1968-69	1947-48 1968-69
Colleges-various types	40 271	50 162
	675% increase	320% increase
Medical/Engineering/	4 17	3 9
Agricultural Colleges	425% increase	300% increase
Universities	2(654 scholars)	1(1,620 scholars)
	6(18,708 scholars)	4(8,831 scholars)
Increase in scholars	30 times	5 times

It is interesting to note that although the school going population increased in East Pakistan the number of schools decreased through deliberate policy of neglect whereas during the same period the Pakistan government spent vast sums of money and increased the number of schools in West Pakistan by 4 and half times. Was not that a systematic plan for giving the West Pakistani children a better academic start so that their future career was firmly assured? The natural result was the vast increase in the number of colleges of all kinds and universities. This is clear evidence of government policy aiming at keeping the East Pakistan children intellectually inferior by not providing the facilities they deserve. The end product that we see is in the number of University scholars. In East Pakistan, which had double the number of scholars in 1947, the number only increased by five times in 20 years and in West Pakistan the corresponding increase is thirty times. In the field of research and development centers established for agricultural, medical, scientific, industrial research, out of 16 centers 13 are located in West Pakistan. As far as the scholarships and training grants for studies abroad under Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid and many others the bulk of these go to the West Pakistanis. Some of these are not even advertised in the East Pakistani press and many of these are awarded directly from West Pakistan.

If we consider the question employment, we can see the repetition of the same injustice. While the state policy on education had kept the East Pakistanis less developed, in the case of recruitment in civil, military and other services the same policy of depriving the Bengalis had been effectively carried out. Having most of the recruitment centers, they have the most advantage. Headquarters of the army, navy, air force and all central government services as well as private employers of all kind are located in West Pakistan. Most of the vacancies are either not advertised in the East Pakistani press or the practical difficulty of being interviewed is present. Moreover, the various recruitment

boards consisting mostly of West Pakistanis are not so well disposed to accept an East Pakistani. In the armed forces, by making a physical standard far too high for an average Bengali, the system of eliminating the Bengali candidates had been very easy and successful. The following figures show some examples of disparity in this field.

	West Pakistan	East Pakistan
Central Civil Service	84%	16%
Foreign Service	85%	15%
Foreign Head Mission (Numbers)	60	9
Army	95%	5%
Army : Officers of General Rank (Numbers)	16	1
Navy Technical	81%	19%
Navy - non Technical	91%	9%
Air Force Pilots	89%	11%
Armed Forces (Numbers)	500,000	20,000
Pakistan Airlines (Numbers)	7,000	280
P. I. A Directors (Numbers)	9	1
P. I. A Area Managers (Numbers)	5	none
Railway Board Directors (Numbers)	7	1

ORGANISATIONAL IMBALANCE

The selection of the capital of Pakistan in Karachi in 1947 gave the West a boost to growth in all spheres. Rs. 200 million was spent on its development and when it was fully developed it was handed over to the West Pakistan provincial government. All incomes derived as a result went to the provincial government. Thereafter another Rs. 200 million was allocated for the capital development at Islamabad. A sum of only Rs. 20 million was provided for a second capital at Dacca, in East Pakistan.

All the offices of the central government are located in the West including the Headquarters of the army, navy and the air force. All the military academies as well. It is important to note that 60% of Pakistan's budget is spent on defense and 80% of that goes to the military contractors, armed personnel who are West Pakistanis.

Head offices of all the public and private establishments, e. g. State Bank of Pakistan, Pakistan International Airlines, National Bank of Pakistan and other banks, Insurance companies, Pakistan Industrial Development Corporation, National Shipping Corporation, Foreign Mission and hundred other Pakistani and foreign agencies have their head offices in West Pakistan and with their West Pakistani bosses and West Pakistani connections made sure that the policies of those organizations favor West Pakistanis.

SOCLAL WELFARE

In the field of social welfare, the same pattern is reflected. Let us look at some of the statistics comparing the two wings:-

	West Pakistan	East Pakistan
Population	55 million	75 million
Total number of doctors	12,400	7,600
Total number of Hospital beds	26,000	6
Rural Health centers	325	88
Urban Community Development Projects	81	52

East Pakistan has been described as one of the poorest countries in the world. Even the economists, impartial and foreign admitted that How does the average East Pakistani compare with his compatriot in West Pakistan?

Employment of civil labor force	West Pakistan		East Pakistan	
	Rural	Urban	Rural	Urban
	59 %	41%	86%	14%

In West Pakistan the industrial development provided 4% of the total labor force, employment and better standard of life. In East Pakistan, the poor development in industrial sphere made only 14% of the total employment available in the cities. The result is reflected in the figures for per capita income and gross domestic product.

Per Capita income in Pak. Rupees	West	Pakistan	East	Pakistan
	1960	1970	1960	1970
	355	492	269	308

The difference in per capita income between East and West Pakistan had been 86 in 1960. Ten years later the difference soared to 184. In other words while the standard of living had been increasing in the West in had been declining in East Pakistan.

Gross domestic product per	West Pakistan		East Pakistan	
capita	1959/60	1964/65	1959/60/	1964/65
	312	391	242	297

Staple food of East Pakistan is Rice and of West Pakistani is Wheat. Let us compare the market price of the two.

	West Pakistan	East Pakistan
Rice per maund (82 lbs)		
Wheat per maund (82 lbs.)	Rs 18	Rs. 50
	Rs. 10	Rs. 3

How could one expect a better health standard when the East Pakistani has to pay a far higher price for his food when his income is far below that of his compatriot in the West?

The picture becomes clearer when we compare the average calories intake in rural areas.

Calorie intake in rural areas in	West Pakistan	East Pakistan
1960-65 per head per day	1,625	1.556

In the urban areas the disparity is even greater. (Calorie intake in U. K. is 3,250)

These facts and figures, backed by current available statistics, prove that East Pakistan is economically viable. The necessary resources vital for the development of a country are present, thought undeveloped. Given substantial foreign aid, and opportunities to develop its natural resources there is no reason why Bangladesh not be self-sufficient in course of time. World powers must realize that since Bangladesh is fully capable of attaining economic stability, the right of self-determination, vital to here very existence can no longer be denied.

Above all, the injustice meted out to her, the social and economic neglect that was
here share over the past two decades, justifies in all fairness that she be given the right to govern herself.

All these statistics have been taken from official and other reliable sources which include National planning Commission, 20 Years of Pakistan, Central Bureau of Education, Department of Investment promotion, Central Board of Revenue. Central Statistical Office, Pakistan Year Book, 1970, Marine Fisheries Department, Pakistan Economic Survey, Government of Pakistan Budgets, Keesing's Contemporary Archives, Financial Times, The Economist, Department Prospects of Pakistan (by a Norwegian Economist).

Published on behalf of the Bangladesh Relief Committee, II. Goring street. London.
E. C. 3 Phone 01-283-3622/3 by R. Alam (Press and publicity Unit). On behalf of the Central Action Committee lor the People's public of Bangladesh in U. K.

Twenty New Pence.

\ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা \

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নিদারুণ অবহেলা জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে লিখিত চিঠি	আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগের সভাপতির চিঠি	২৫ নভেম্বর, ১৯৭০

November 25, 1070

His Excellency U. Thant
Secretary General, United Nations.

Honorable Secretary General,

We the Pakistanis residing in the U. S. A. and Canada have observed the grave situation and magnitude of the recent cyclone and tidal wave disaster in the coastal areas of East Pakistan-where more than a million perished and still another million awaiting death from starvation, cholera, typhoid, dysentery, pneumonia, etc. The food dragging in the relief work by the dominant West Pakistani bureaucrats in the central govt., including the President of Pakistan has proven again that East Pakistan is only being used for exploitation. East Pakistanis do not even get humanitarian consideration during natural calamities-not to speak of their rights and privileges from the so-called Pakistan govt. We have seen similar behavior for the last 23 years. In spite of the Indian Govt's permission to fly over her territory for relief work-no planes or helicopters were taken in East Pakistan from West Pakistan. As yet, the Pakistan govt. has not even sent any helicopters by sea route, This proves that the present govt. of Pakistan is purposely ignoring their responsibility.

Indo-Pak subcontinent got their independence in 1947. Pakistan was supposed to be formed into two separate independent sovereign countries-but this was never implemented. The military-bureaucratic clique-always denied the human rights of East Pakistanis. Since the partition of India the central Govt. of Pakistan was captured by the West Pakistani Military bureaucratic complex and was ruling East Pakistan and transferring her wealth to West Pakistan. East Pakistan is practically being made a colony of West Pakistan.

Having suffered for the last 23 years, we urge you to bring our grievances to the attention of the Human Rights Committee of the U. N., so that 75 millions of East Pakistanis may get their human rights recovered and decide their own destiny.

Sincerely yours,
K. S. Ahmed
President
Pakistan League of America
2667 Broadway
New York. New York 10025.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিত চিঠি	আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগের সভাপতির চিঠি	২৫ নভেম্বর, ১৯৭০

November 25, 1970

The President of Pakistan
Islamabad, Pakistan.

Dear Sir,

We, the Pakistanis residing in the U. S. A. and Canada, observed the grave situation and magnitude of the recent cyclone and tidal wave disaster in the coastal regions of East Pakistan-where more than a million have perished and another million awaiting death from starvation, cholera, typhoid, dysentery, pneumonia, etc.

The foot-dragging efforts in the relief work of the dominate West Pakistani bureaucrats in the central govt., including your Excellency, has proven again that East Pakistan is only being used for exploitation. East Pakistanis do not even get humanitarian treatment during disastrous natural calamities—not to speak of their rights and privileges from the so-called Pakistan govt. during normal times. We have experienced similar behavior for the last 23 years. All the defense spending is still being drained in West Pakistan. Although 70% of the total foreign exchange and 60% of the total revenue is being earned by East Pakistan, not even very, small fraction has been spent in the development of East Pakistan. During this calamity if we have to depend solely on foreign nations, what is the use of being tagged with West Pakistan as a counterpart when West Pakistan's ruling clique is deliberately undermining the cause of relief work in East Pakistan.

We urge you to look into the 1940 Pakistan resolution moved by Mr. A. K. Fazlul Hoq, which called for two independent Pakistans. This was promised to East Pakistanis, but never fulfilled. Now we demand you to transfer the power to the present National leaders of East Pakistan and establish a separate, independent, sovereign East Pakistan and thereby avoid future enmity, violence, mistrust, hatred, and bloodshed between East Pakistanis and West Pakistanis.

We urge you to look into the 1940 Pakistan resolution moved by Mr. A. K. Fazlul Hoq, which called for two independent Pakistans. This was promised to East Pakistanis, but never fulfilled. Now we demand you to transfer the power to the present National leaders of East Pakistan and establish a separate, independent, sovereign East Pakistan and thereby avoid future enmity, violence, mistrust, hatred, and bloodshed between East Pakistanis and West Pakistanis.

Sincerely yours,
K. S. Ahmed
President
Pakistan League of America
2667 Broadway
New York, New York 10025

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্বাচনে বিজয় লাভের জন্য শেখ মুজিব ও দাঁর দলকে অভিনন্দন ও পরামর্শ দিয়ে লিখিত চিঠি	আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমিতির সভাপতির চিঠি	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০

THE PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 Broadway, New York, N. Y. 10025.

December 19, 1970

Mr. Sheikh Mujibur Rahman, President
Pakistan Awami League
Dhanmondi, Dacca
East Pakistan.

Dear Mr. Rahman,

On behalf of the Pakistan League of America, I would like to congratulate you and your party on your overwhelming victory during the first genuine election in the history of Pakistan. The result of the election explicitly proves that East Pakistanis can no longer tolerate the domination by W. Pakistan.

East Pakistan's resources are being exploited for the last 23 years to develop W. Pakistan. Today per capita annual income of an East Pakistani is $ 63.00 where as that of a West Pakistan is $125.00. East Pakistan is only being used as a colony of W. Pakistan. I am sure that there are many other issues involved and that one could be more aware of them than you.

However, there are a few other things which disturb me and I would like to call them to your attention. There are three thousand Pakistani students in the U. S. A..according to the latest registration statistics in the Embassy of Pakistan and out of which only 163 students come from East Pakistan. This kind of disparity regarding students also exists ill U. K. and in most of the other countries where Pakistani students go for higher study. A fantastic disparity also prevails in the 'Foreign services. For instance, in the ministry of Foreign Affairs, both Foreign Secretary and Assistant Foreign Secretary are from W. Pakistan. Also, there are 54 ambassadors and out of which only 14 from E. Pakistan.

The injustices which the East Pakistanis have suffered for the last 23 years is unimaginable and would be impossible to rectify even if E. Pakistan gels autonomy. The only way we can rectify this is to become the master of our own destiny.

We, the East Pakistani students and scholars in the U. S. A., therefore, do urge you to struggle' for the implementation of the 1940 Pakistan resolution moved by Mr. A. K.

Fazlul Hoq, which called for (wo independent and sovereign Pakistans. We have nothing in common with W. Pakistan that can keep us united. Now is the best time to struggle for independence. You not only have the support of 75 million Bengalis, but also the world's opinion in your favour.

Sincerely yours.

Sd/

Rafique U. Ahmed

Chairman
Cultural & Social Comm.

c. c. Mr. Yahya Khan, President of Pakistan.

Moulana A. H. K. Bhashani, Pres. of National Awami League.

Mr. Ataur Rahman Khan, Pres. of Pakistan National League.

Mr. Nurul Amin, President of Pakistan Democratic Party.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অভিনন্দনের জবাবে শেখ মুজিব কর্তৃক আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগের সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন	রফিকউদ্দিন আহমদকে লিখিত শেখ মুজিবের চিঠি	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১

SHEIKHMUJ1BUR RAHMAN
677, Dhanmandi R. A;
Road No. 32
Dacca. Tel. 242561.
19. 1.71.

Dear Mr. Ahmed,

Thanks for your kind letter of congratulation on the success of my party in the general election of the country. The verdict of the people is in vindication of the Six-Point programme which we are committed to implement in order to establish a society where justice between region and region and between man and man shall prevail. We shall not fail to honor that verdict.

With best wishes.

Yours sincerely,
Sd/.
(Sheikh Mujibur Rahman)

Mr. Rafique U. Ahmed.
Chairman; Cultural & Social Comm.,
Pakistan League of America,
Inc. 2667 Broadway
New York,
N. Y. 10025.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খানকে প্রতিশ্রুতি অস্ত্র সাহায্য না দেয়ায় আবেদন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত চিঠি	আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের দলিল	১২ মার্চ, ১৯৭১

THE EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 BROADWAY, NEW YORK. N.Y. 10025

Dated: 12th of March, 1971.

Dear Sir,

The organisation on whose behalf I am writing this letter represents the people of East Pakistan origin and their many friends in the United States. I feel impelled to write this letter to you because of what is going on in East Pakistan at this time.

The memory of the greatest natural disaster of recorded history which befell East Pakistan is still fresh in the minds of the American people. Few of them, however, seem to be aware of the magnitude of the danger that confronts the people of East Pakistan today. Unlike November last year the danger this time is man-made and, therefore, preventable. Seventy five million people-unarmed and helpless-stand face to face with machine guns and napalm bombs of an occupation force more than a thousand miles away.

In the twenty three years since Pakistan came into being, the people of (he Eastern Wing have been consistently exploited by the power elite in West Pakistan. Through their control of the bureaucracy and the army, they have been able to run the affairs of Pakistan in a manner which benefits them at the expense of the people of East Pakistan. They have frustrated the evolution of a democratic form of Government because it would mean giving a just share of the administration of the country to East Pakistan. Although 56 per cent of the population lives in the Eastern Wing, they have made significant concessions and sacrifices in a vain effort to weld the two distant parts into a nation. In 1956, they agreed to parity in representation by surrendering the rights of the majority. They did not even object to the capital being located ill the other wing. All this, however; was of no avail. Repeated blows were struck at the very basis of nationhood in 1956, 1958 and several times thereafter by an unholy alliance of the bureaucracy, the business interests and the army-all from West Pakistan. For nearly two decades the dominate clement in the politics of Pakistan has been the Army which is almost wholly composed of West Pakistanis. A series of coups engineered by the army took place to deny the people of East Pakistan their inalienable rights.

The result has been utter destitution of the people of East Pakistan. The world got a glimpse of the unabashed callousness and indifference of the ruling circles in Rawalpindi to the plight of East Pakistanis in the wake of the cyclone last November.

Driven to the wall by stark poverty and a tremendous pressure of increasing population in a small area, the people rose in revolt against Ayub whose 10 years rule collapsed under the assault of an aroused population; when General Yahya took over

power from Ayub, the people acquiesced in it, only because there was a clear understanding that power would be transferred to the representatives of the people after a constitution was framed by the elected representatives of the people.

Today, the stage has come for the drafting of the constitution but the military junta backed by the West Pakistani vested interests have struck again in order to thwart the restoration of power to the people. The "indefinite suspension" of the National Assembly, on the specious pretext of a agreement between Bhutto and Mujib and tensions between India and Pakistan has not fooled the people of East Pakistan. They knew from their bitter experiences in the past the perfidy of the vested interests in West Pakistan.

Thousands have already died in different cities and towns of East Pakistan protesting against the attempt to continue the military rule indefinitely. The solidarity that the people of East Pakistan has demonstrated on this issue is unparalleled in the world. Students, professionals, government servants have all joined together in a common cause. For once the vested interests in West Pakistan have not been able to find a single quisling among the 75 million people of East Pakistan. Is it not now the time for Americans to ponder over their role in this situation? How many Americans know that the arms furnished by U.S. over the years for defending the country are now being used against unarmed civilians in East Pakistan?

East Pakistan will fore-ever remember with gratitude the unstinting aid provided to them by the United States during their hour of need in the aftermath of cyclone only a few months ago. It is now their hope that Americans will not look on with unconcern at a human tragedy that is in the process of unfolding and may outstrip the devastating effects of the cyclone in human suffering.

Historically, the primary concern of the army in Pakistan has not been the defence of Pakistan, but defense of the vested interests of West Pakistan against the legitimate aspirations of the people of Pakistan.

The shameless role of the army is now being re-enacted in East Pakistan in full view of the world. It is therefore our earnest appeal to the American people, their representatives in Congress, their government, that the U.S. refrain from resuming arms aid promised to Yahya Khan during his visit to Washington in October last year.

The situation in East Pakistan today is not much different from what was in the United States when you embarked on your glorious struggle. (Like the British colonies in America, East Pakistan is being bled white in the interests of alive rulers thousand miles away. Like you, we arc having to pay taxes to a distant government indifferent to our welfare, without any rights of representation. Like you, we have decided to exercise our right of self determination. Like you, we will prevail, no matter what the cost.)

If you cannot help us, we beg of you, at least do not help the occupation forces in East Pakistan to continue their oppressive colonial rule.

Yours sincerely,
KAZI S. AHMAD
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	ইস্ট পাকিস্তান লীগের সভার কার্যবিবরণী	২৮ মার্চ, ১৯৭১

(212) 866-7474 Established in 1947

THF. EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA

2667 Broadway, New York. N. Y. 10025

March 28. 1971.

The East Pakistan League of America, New York, held an emergency meeting at 2.00 P. M. this afternoon to discuss the current situation in Hast Pakistan and to consider the ways and means to help the unarmed and innocent people of Bangladesh who are engaged in a heroic struggle to preserve their independence. The meeting, attended by the people of Bangladesh living in the United States and Canada unanimously resolved the following:

1. This meeting of more than 300 Bengalis representing all Bengalis living in the U.S. and Canada vows to spare no sacrifices for liberating (heir motherland from the barbarous clutches of the West Pakistan Occupation Army.

2. This meeting also commemorates the 31st anniversary of the historic Lahore Resolution of 1940 which clearly had asked for the creation of two separate and independent states in the North-East and North-West regions of British India

3. This meeting also notes the sacrifices of Bengalis of East Pakistan for the former State of Pakistan in that they agreed to parity of representation and the various services. East Pakistan also agreed to Jive under a Federal framework under the 6-point program of our democratically elected leader. Sheikh Mujibur Rahman. The West Pakistani Military Dictator Yahya Khan instead of accepting this demand of 75 million people of Bangladesh has started a war of annihilation and medieval savagery against our people using Jet Bombers, Tanks. Artillery and other modern weapons.

4. This meeting further resolves that all the democratic peoples of the world should come forward in this grave hour of need of Bangladesh and they (the Bengalis) request the Governments of U.N. Member States especially the United States of America. United Kingdom. France and India to immediately recognize the Provisional Government of Bangladesh by Major Zia Khan and based in Chittagong and extend all possible help to throw out the aggressors from West Pakistan. The meeting also requests these countries through their Heads of Permanent Missions to the United Nations to convene a meeting of the United Nations Security Council and allow the State of Bangladesh to retain the membership of U.N. currently being held by Pakistan on the analogy of the case of India in 1947 when India retained the original membership and Pakistan had to apply afresh.

5. This meeting also requests President Richard M. Nixon to immediately ask for UN military intervention in East Pakistan to save the eternal ideal of "Government of the people, by the people and for the people".

6. This meeting expresses its deepest gratitude to Prime Minister Indira Gandhi for her support to the cause of the democracy in East Pakistan and requests her to send aims and every other help to our valiant people in their struggle for survival with honor and dignity in the name of democracy, human rights and international morality.

7. This meeting further requests the Secretary-General of U. N. U Thant to call a meeting of the Security Council under Article 99 of the UN Charter and arrange to dispatch UN Peace Mission to East Pakistan to slop the Genocide.

Sd/-
(KAZI S. AHMED)
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলাদেশ’’- আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের মুখপাত্র	‘বাংলাদেশ’ ভল্যুম ১, সংখ্যা ১	৩১ মার্চ, ১৯৭১

BANGLADESH

An Organ of the East Pakistan League of America, Inc.
2667 Broadway, New York, N. Y. 10025

Volume 1 Number 1 March 31, 1971

MUJIB APPEALS

The following is the text of a broadcast message by Sheikh Mujibur Rahman to the people of the world monitored at a wireless station near Calcutta on the morning of Friday, March 26, 1971. The time of broadcast was 09.08 hrs. on 500 kcs:

"Pakistan Armed Forces suddenly attacked East Pakistan Rifles base at Peelkhana and Rajarbagh Police Station in Dacca on March 26 from 12 midnight killing lots of unarmed people. Stern fighting going on with East Pakistan Rifles and Police Force in Dacca. People fighting gallantly with the enemy for the cause of freedom of Bangladesh. Every section of people of Bangladesh are asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help in your struggle for freedom. JOY BANGLA."

-Sheikh Mujibur Rahman

WHY BANGLADESH

This is the first issue of Bangladesh. Its only function till the Pakistani aggressors, bombing and burning our cities and killing unarmed civilians, are driven out of our sacred soil, will be tell you, the readers, what the Pakistanis are trying in vain to blackout-the heroic struggle of our entire people to preserve their freedom won at the' cost of their blood and tears.

Bangladesh will also endeavor at this historic moment of the birth of our nation to express without fear the hopes and aspirations of our compatriots living in this pan of the world fully convinced that those are also the hopes and aspirations of our suffering people at home.

-The Editorial Board

The East Pakistan League of America presents its compliments to the people of Bangladesh living in the United States and Canada and wishes to convey the news of the historical declaration of independence of 75 million Bengalis by our leader Sheikh

Mujibur Rahman. The proclamation of independence came in a broadcast over The Bangladesh Radio by Sheikh Mujibur Rahman.

While this should have been an occasion of great rejoicing and happiness for us, We can hardly indulge in any such celebration now. As you all know; the West Pakistani occupation forces in Bangladesh are at the moment engaged in a ruthless and savage act of war against our innocent and unarmed people. A State Department spokesman in Washington said Americans reaching the United States consulate in Dacca had told of extensive shootings by Pakistani Army troops and tanks throughout Dacca city. As you must have read in the international press, the Pakistani Armed Forces are using jet bombers, tanks, heavy artillery, machinegun and naval shelling against our helpless people.

All freedom-loving and sensible people in the world would surely condemn this medieval act of butchery and naked aggression against the Bengalis whose only fault was that they had asked for their inalienable right of self-determination. The 75 Million people of East Pakistan wanted to shape their own destiny as during the 23 years of their existence under the flag of Pakistan, they have been savagely exploited by West Pakistanis and mercilessly machine gunned whenever they tried to resist or demand their fair share.

WE HAVE NO LANGUAGE TO CONDEMN THE SAVAGERY OF THE WEST PAKISTANI MILITARY MACHINE. ITS ATROCITIES AND HORRIBBLE MEDIEVAL CRIMINAL ACTS AGAINST OUR INNOCENT PEOPLE HAVE BEEN FULLY REPORTED IN THE INTERNATIONAL PRESS.

By Ali Ahmed

Bengalis in U. S. Vow To Sacrifice AH For Bangladesh

At a meeting of East Pakistan League of America held in New York on March 28,
1971, more than 300 Bengalis from all over U.S. and Canada resolves to spare no sacrifices to preserve the independence of their motherland. The meeting further requested the Governments of the friendly countries especially the USA, UK, French and India to immediately recognize the provisional Government of Bangladesh, headed by Major Ziaur Rahman and located in Chittagong. and extends all possible help to throughout the West Pakistan aggressors.

INDIAN PARLIAMENT ADOPTS RESOLUTION

Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, moved resolution in both houses of Indian parliament, on March 31, 1971, demanding "immediate cessation" of use of force and "massacre of defenseless people" of East Bengal by the Pakistan Government "to put and end immediately to the systematic decimation of the people which amounts to genocide."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ’’- এর বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্র	‘‘বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ’’ - এর প্রচারপত্র	মার্চ, ১৯৭১

Bangladesh
Defense
League

The BANGLADESH DEFENSE LEAGUE (BDL) is a tax-free, nonprofit organisation of Bengalis and Americans, incorporated in the State of Illinois. It was formed after the Pakistani army attacked the defenseless people of Bangladesh (formerly East Pakistan) on March 25, 1971.

The League's purposes are:

1. to place the Bengali view of the current crisis before the American public and keep it there.
2. to raise funds for the purpose of producing and distributing information.
3. to persuade the Congress and the Nixon Administration to change U. S. policy.
4. to maintain morale among the Bengalis in the U. S., many of whose friends and relatives are dead or missing.
5. to keep Bengalis and their American friends abreast of current developments inside Bangladesh, news of which is poorly covered.

The League also coordinates the efforts of the many Bangladesh groups in the U. S. and publishes a Bangladesh Newsletter periodically from Chicago.

I wish to join the BANGLADESH DEFENSE LEAGUE and receive the Newsletter

Enclosed is my contribution for $..

NAME ....

ADDRESS...
....PHONE..

BANGLADESH DEFENSE LEAGUE
5245 S. KENWOOD AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60615

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন	আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের প্রচারপত্র	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

STRUGGLE FOR PRESERVATION OF THE INDEPENDENCE OF BANGLADESH

The entire world is now fully aware of the barbaric atrocities let loose through the use of jet-bombers, tanks, heavy artilleries, machineguns and other modern weapons on the innocent and unarmed people of Bangladesh whose only crime was that they had asked for the transfer of government to their democratically elected leader Sheikh Mujibur Rahman who won an absolute majority in the newly elected National Assembly and further that they should be allowed a large measure of autonomy within the federal framework.

It may be recalled in this connection that the Lahore Resolution of 1940 passed by All India Muslim League the political party of Muslim community clearly and unequivocally expressed the will of the entire Muslim community of India to have "TWO SEPARATE AND INDEPENDENT STATES IN THE NORTH EAST AND NORTH WEST REGIONS OF BRITISH INDIA".

We would also like to point out the sacrifices of the people of Bangladesh for the former state of Pakistan in that they agreed to parity of representation in parliament and various services.

Already during the first three days of fighting three hundred thousand Bengalis have been killed by the shameless aggression of West Pakistan against our unarmed people.

In this grave hour of need of our people, we have approached the member states of the United Nations to accord immediate recognition to the provisional government of Bangladesh headed by Maj. Ziaur Rahman and located in Chittagong and extend all possible help to throw out the aggressor.

We have also requested the members of the U. N Security Council and other member-nations to convene an emergent meeting of the Security council and allow the state of Bangladesh to retain membership of the United Nations held by Pakistan 011 the analogy of the case of India in 1047 when India retained the original membership and Pakistan had to apply afresh.

As Mr. Samar Sen, the Ambassador of India to the U. N. has so courageously stated that although the situation in Pakistan was a domestic matter, it was a domestic matter which had taken **immoral proportions**. It is precisely a situation of this kind in which Article 99 of the U. N. Charter can be very effectively applied.

We have therefore requested 'the Secretary-General U Thant to call a meeting of the Security Council under Article 99 of the U. N. Charter and arrange to dispatch U. N.

Team to Bangladesh to stop the merciless and SELECTIVE Genocide which has no parallel in human history, not even in the annals of medieval savagery and butchery

JOI BANGLA ! VICTORY TO BENGAL'

New York
April X 1971

K S. AHMED
President.

The East Pakistan League of America. Inc.,

2667 Broadway,

New York. New York 10025

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী সকল বাঙালী ও প্রতিবেশীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের বক্তব্য	ইস্ট পাকিস্তান লীগের দলিলপত্র	৫ এপ্রিল, ১৯৭১

CIRCULAR NO. 1. April 5. 1971

To All Bengalis:

The devastation of our Country was so sudden and shocking that for some time an of us were stunned. We now realize that victory will certainly be ours but that the struggle will be long. The first and foremost, thing to remember is that every one of us must keep up our spirits, and not let ourselves be disheartened by temporary reverses. Remember that Bengalis are among the most courageous people in the world. They have fought machineguns, mortars, and tanks with sticks and spears. They have had the courage to face such overwhelming odds and in many instances they have own.

What can we, who are abroad, do to help the situation? There are some things we should do immediately.

1. Bangladesh League of America

It has been decided that East Pakistan League of America Inc., New York will be the parent body for all Bengali organizations in U. S. A. It's name will shortly be changed to Bangladesh League of America. You should form chapters of this body and inform us at the address given at the end of the circular. As far as possible Bengalies with American citizenship should be made presidents of local chapters. This will facilitate fund raising and support from local Congressmen, local elected bodies and the local people.

2. Fund Raising

Arrangements are being made for supply of material help to our people Money is needed immediately to purchase and ship these goods. All Bengalis should go out on a fund raising campaign. Most of our funds' will come from conscientious Americans who have been shocked by the brutality of the West Pakistan army. It should be emphasized that enormous amounts of assistance will be needed to provide food, medical aid and other forms of relief to the victims of the: atrocities. In every city where there are Bengalis you should start a body called "The American Friends of Bangladesh". This body may or may not be incorporated. Such bodies have been founded in Cambridge. Mass., Nashville, Tenn. and Washington D.C. An American citizen should be the president of your local AFB. When funds are collected the checks should be made out to BANGLADESH FUND. These checks should be kept with each chapter till further instructions. Weekly information on amounts actually collected should be sent by express delivery post to the address below. We should save on long distance telephone calls and better use it for purchase of supplies. The names, addresses and phone numbers of all Bengalis in each chapter should also be sent to the address given below, by special delivery post.

3. Information Campaign:

Various groups of Bengalis have already done good work in publicizing the atrocities perpetrated on our people and in approaching various influential persons to lend their voice in condemning West Pakistan. This work should now be taken up by every Bengali. Special attention should be paid to student bodies, academic councils, and eminent professors. The intellectual community should be informed of the enormity of the crimes committed by the West Pakistani Army. Try to get these bodies and persons to pass resolutions asking for the cessation of the genocide. Arrange to speak to any group or organization interested in hearing about our view of the conflict. It is important to point out that we are not "Rebels" as we are being called so often in press. TV and radio. (There is absolutely no analogy with the situation in America during their Civil War. Rather our struggle is analogous to their independence struggle against colonial rulers in 1776.)

It is the army which has rebelled against the majority of the duly elected representatives of the people. Emphasize the fact that a legitimate, elected body is being destroyed by an army led by a dictator. Also emphasize their Nazi-style attack on the entire educated class, the destroying of Dacca University, the wanton killing of students and the cold-blooded murder of at least 50 professors and lecturers of Dacca University. (We hear the among them there may have been Dr. Shah Azizur Rahman, Dr. G. C. Deb and Dr. Muzaffer Ahmed Choudhury.) It is absolutely imperative for the movement that the sympathy of the press, TV, radio and other publicity media is awakened and kept alive.

4**. India, Ceylon, Borma**

There should be unrelenting pressure on these three countries to help us. Ceylon should not allow re-fuelling as well as over flight of military or PIA planes. P1A is continuously ferrying troops into Bangladesh. Burma should not allow over flights of military planes coining via China. India should immediately help the Republic of Bangladesh with materials. Letters from Bengalis and Americans, telegrams, telephone calls, resolutions passed by Indian, Ceylonese and Burmese nationals, all these will help in our campaign. There is not a moment to lose. Please give your utmost for the cause of Bangladesh.

JOY BANGLA.

Temporary Address:

3117 7th Street, N. E.

Washington, D.C. 20217.

Telephone: 703-356-0277.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও নেতৃবৃন্দের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সভাপতির আবেদন	ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকার সভাপতির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

The East Pakistan League of America, Inc.

2667 BROADWAY, NEW YORK. N. Y. 10025"

Dear Sir,

The United States cannot stand by with folded arms while 75 million people of East Pakistan are being savagely repressed by the military junta headed by Yahya Khan in an effort to prevent democratic process from taking root in Pakistan. Considering the closeness of the military regime in Pakistan to Communist China, considering the importance of repairing our already fragile relations with India, the only major bastion of democracy in South Asia and the long-standing need to foster stable non-Communist societies on the periphery of Communist States, we urge support for East Pakistanis in their struggle for self-determination.

Since March 25 a region of terror has been let loose against defenseless people of East Pakistan by the military forces from West Pakistan. They are diverting U.S. food ships to Karachi on the pretext that the port of Chittagong is congested, while ships carrying U. S. ammunition continue to unload there. They have severed all communication between East Pakistan and the rest of the world. Even International Red Cross plans are not allowed to carry relief supplies to East Pakistan. An foreign correspondents have been expelled from East Pakistan. But foreigners, including Americans, who have been interviewed by the press after getting out of East Pakistan confirm wholesale shooting, rape and pillage of Innocent civilians.

In order to solidify American position in Asia, and the world, and to uphold our moral values, we should use our influence to stop bloodshed immediately. We can do so without risking direct involvement.

The deficit economy of West Pakistan is heavily dependent on (a) continued exploitation of Hast Pakistan as a colony and market and (b) foreign aid, especially from the United States. The aroused populace of East Pakistan is denying the exploitation of its resources for the benefit of the vested interests of West Pakistan. The Achilles Heel of West Pakistan, then, is its reliance on foreign aid. Without it, it cannot sustain military operation in East Pakistan for long.

Quite apart from moral consideration, it is in American interest to use its leverage on West Pakistan to put a stop to repressive measures by its army against the people of East Pakistan. Unless this is done, guerilla warfare will continue, cause radicalization of the political forces in both East and West Pakistan, and hamper the stability of the region.

Action, and speedy action, is necessary, if the United States is to maintain its position, and its stature, in this strategic part of the world. The United States as an immediate measure should move along the following lines:

1) The United States should cease all aid, military and economic, including any in the pipeline, to West Pakistan until its troops are withdrawn from East Pakistan.

2) The United States should put pressure on the Government of Pakistan to allow international relief efforts to aid distressed Pakistanis in areas under its occupation. In the liberated areas, relief can be provided through the newly-formed provisional government of Bangladesh, if necessary in cooperation with the Indian Government.

3) The United States should recognize the provisional government of Bangladesh, as the democratically expressed will of the people of East Pakistan as soon asn possible.

4) The United States should support the idea of a U.N. observer mixtion to go to East Pakistan and report on the situation to the Security Council for appropriate action.

Your sincerely,
Sd/-
KAZI S. AHMED.
PRESIDENT. THE EAST PAKISTAN
LEAGUE OF AMERICA, INC

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আবেদন	আমেরিকান লীগ অফ বাংলাদেশ প্রকাশিত বুলেটিন	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE GOVERNMENT AND THE PEOPLE OF THE UNITED STATES

FROM THE PEOPLE OF BANGLADESH

Only four months ago the people of Bangladesh (formerly East Pakistan) experienced the greatest natural disaster of modern times when a cyclone hit the coastal areas. The utter apathy and criminal negligence of the military regime was witnessed by the whole world at that time. To-day the same military junta are enacting the greatest man-made human tragedy of modern era.

A wholesale massacre of defenseless people by the army with machine guns and bombs has been going on for the past three days. Hospitals have been bombed, population centers razed to the ground, unarmed people mowed down in the streets-this is the picture that has been given to the world press by foreign correspondents present in Dacca when the carnage began. It is a measure of the horrible intention of the military - that they have found it necessary to expel the foreign correspondents at gun point. What is taking place is a massacre without parallel in modern history.

The people of Bangladesh are being systematically killed, because they have committed the crime of demanding that the military junta led by General Yahya hand over power to the elected representatives of the people. This promise was solemnly made by General Yahya when he illegally usurped power and was repeated before the General Assembly of the United Nations in October last year.

The events of this month have made it clear, if there was any doubt, that the military junta have no desire to abdicate power to the people, or loosen their colonial grip over Bangladesh. They are determined that Bangladesh should continue to remain a colony and captive market for West Pakistan, even if it means decimating the population.

The people of Bangladesh are no less determined to break themselves loose from a forced union with their oppressors from West Pakistan.

Let there be no doubt as to the outcome of this contest of wills. They are equipped with modem weapons, we are equipped with invincible faith in our cause. They are mercenaries, we are freedom fighters. They are few, we are many. They are morally corroded, we are morally strong. They may win a few battles, but we will win the war.

The struggle that is now going on in Bangladesh is part of the general world-wide movement for liberation from colonial domination. It is no different from the struggle that the American people waged against their distant rulers two centuries ago. Like the British colonies in America, East Pakistan is being bled white in the interests of alien

rulers thousand miles away. Like you, we are having to pay taxes to a distant government indifferent to our welfare, without any right of representation. Like you, we have decided to exercise our right of self-determination. Like you, we will prevail, no matter what the cost.

Knowing the great traditions of the American people, the people of Bangladesh have no doubt that the American Government and people will do their best to arrest the monstrous genocide in Bangladesh. Time, however, is of essence. If innocent human beings have to be saved, the time for action is now.

In the name of humanity, we appeal to you to use your influence as a world power to stop the indiscriminate killing of thousands of innocent civilians.

You can help us by not helping our oppressors. We beg of you not to give any assistance, military or economic, to the Yahya regime.

You can help us by recognizing the newly formed provisional Government of Bangladesh. We implore you to recognize this democratic government immediately.

April 15, 1971

AMERICAN LEAGUE OF BANGLADESH

416, Sinclair Avenue,

Glendale, CA91206

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সভাপতির প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পত্র	ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	২২ এপ্রিল, ১৯৭১

জয় বাংলা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

MUJIBNAGAR
April 22, 1971

K. S. Ahmed, Esqr.,
President.
The East Pakistan League of America, Inc
2667 Broad Way,
New York 10025.

Dear Mr. Ahmed,

Acknowledge your letter dated 9th April 1971 through Mr. Faruqul Islam and Mr. Mahbub Husain.

I thank you for the same and congratulate you and your Committee for organising the people of Bangladesh residing in America for all they can do in achieving our ultimate goal.

Your organisation is being authorized to mobilize pressure for the recognition of People's Republic of Bangladesh in the United Nation and upon the ambassadors of U. N. member countries.

I shall rely upon you to do the following :-

(a) Organise our people more vigorously.

(b) Create public opinion in America through mass rally, meetings, seminars, publications and other possible means against the mass killing and genocide that are now going on in Bangladesh.

(c) Mobilize and co-ordinate collection of funds and relief materials such as food grains, medicines, winter clothing’s etc. and arrange to send them at convenient interval. Further instructions with regard to utilization of funds shall be communicated to you in due course. In the meantime, specification of certain items have been handed over to Mr. Husain and Mr. Islam.

(d) Move International Red Cross and other similar humanitarian organizations for relief, aid and all kind of assistance.

(e) To co-operate with Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury our Special Representative to U. N. and extend to him as much assistance as possible.

For correspondence, it would be for the time being convenient to use the address at Bangladesh Diplomatic Mission, 9, Circus Avenue, Calcutta-17.

Yours sincerely,
Sd/-
Minister, Foreign Affairs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের বক্তব্য	ইস্ট পাকিস্তান লীগের দলিলপত্র	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

April 26,-1971

CIRCULAR NO.2

Contact has been established with our government in Bangladesh and we have been given certain directives to carry out. Our Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, wishes the Bengali community abroad to concentrate on two aspects of the struggle against the invaders: fund-raising and diplomatic pressure.

Fund-raising: The Prime Minister has asked for certain purchases to be made through funds raised abroad. Some of these items need not be revealed at present. Other items are medical supplies, certain items of clothing etc. These funds are also to be used support the diplomatic arm of the Bangladesh government.

Fund-raising should be for two different purposes. Funds raised through the American Friends of Bangladesh and various church groups should be earmarked clearly for relief supplies. We estimate that so far the invading Pakistan army has burnt 2000 villages, rendering a million persons homeless. Half-a-million refugees have crossed over to India for sanctuary. We have to help both the refugees in India and the homeless people in Bangladesh. For help to the homeless in Bangladesh arrangements are being worked out and will be intimated to you in another circular.

Funds raised for help to the Bangladesh government should be collected in the name of Bangladesh Fund (as intimated earlier in Circular No.l). Direct personal contributions can also be made to the Representative of Bangladesh in North America. This Representative is likely to be appointed within the next 2 weeks. For the Bangladesh fund we should elicit generous contributions from Bengalis. Our brothers and sisters are going through great sufferings at home. The least we can do is to suffer a little with them by sacrificing some of our comforts.

Diplomatic Campaign: The declaration of Mr. Hossain Ali in Calcutta has been a tremendous boost to our diplomatic campaign. 'His address is given below: Please do not write to him unless absolutely necessary. As the chief diplomatic mission of Bangladesh they have their hands very full. However a letter of congratulation to Mr. Ali and his colleagues will be much appreciated. The telegraph address is BANGLADESH. CALCUTTA.

---

* Mr. Hossain Ali
Chief Representative of Bangladesh in India
Bangladesh Mission
9 Circus Avenue
Calcutta-17. India.

Justice Abu Sayeed Chowdhury, Vice-Chancellor of Dacca University, is expected to come to New York to present our case before the United Nations. As soon as the exact dates of his visit are known we shall inform the bigger chapters telephonically. We expect the bigger chapters to inform the smaller groups/individuals around them. A big turnout to welcome and support Justice A. S. Chowdhury is expected. Each chapter should send at least one person to New York during his visit.

We must continue writing letters to Senators and Congressmen. Letters from Americans would be specially effective. Please do not relax the publicity campaign.

News from Bangladesh: From our contact with the Peoples Government of Bangladesh we have learnt about the following developments:

(a) Outside Dacca all civil servants have joined the Mukti Fouj and many instances the Deputy Commissioners and S.D.O.'s have led the resistance. Outside Dacca formers East Pakistan government employees have joined the Bangladesh government. Nearly all class II, III and IV employees of government offices in Dacca have gone to their villages and towns and joined the Mukti Fouj. The remaining officers in Dacca are being taken to and from their offices by armed escorts. This is necessary for the military invaders since at every opportunity people are slipping out of Dacca, because of the complete insecurity of life and property in the city. Biharis from Mirpur and Mohammadpur have occupied most of the house in Dhanmondi and they are looting without hindrance. "Muslim" Biharis in Dacca and other place (Saidpur, Lalmonirhat etc.) have been issued rifles and they have formed marauding gangs against the local people. Other non-Bengalis, such as the Garos and Santhals, are fighting against the, West Pakistani invaders. Most of these "tribal" people are Christians and, like the Hindus, are in danger of being killed as soon as they are caught by the West Pakistanis.

(b) Many persons have rushed to Bangladesh to help the war efforts. Unfortunately most of them do not have the skills urgently necessary. The Cabinet advised our emissary that they urgently need

(i) radio/electronics engineers and mechanics,

(ii) persons with UOTC/army/police training,

(iii) civil servants of all categories,

(iv) mechanical engineers and mechanics,

(v) medical doctors and nurses.

Anyone wishing to serve in Bangladesh should contact the Bangladesh Mission,

Calcutta, till such time that a mission is opened in USA.

(c) The seat of Bangladesh government is in Mujibnagar, which is not at a fixed location. Mujibnagar is wherever the Cabinet meet. This is to prevent the Pakistan Air Force from napalm-bombing the actual location. Till such time as we acquire antiaircraft capability the "capital" shall remain mobile. However, even at present the Pakistan army is incapable of holding most of the country.

They move in columns of 1000 or more with armored cars and tanks. Villages on either side of the advancing column are burnt, the Towns are shelled by howitzers and strafed, cannoned and napalm-bombed by Sabre jets. These marauders destroy or loot everything. However, they cannot hold on. For example they did advance from Ishurdi to Kushtia, Chuadanga and Meherpur. but now they have withdrawn to Bheramara. They are having considerable logistics trouble and are afraid of moving out without-artillery or air support. Pakistani troop of company strength is liable to be overwhelmed by the Mukti Fouj and this has made them change their tactics to one of massive but temporary force. The Mukti Fouj has also changed its tactics. They offered resistance in conventional form at first, but lacking armour, artillery or air force they found this to be rather costly. They have now switched largely to guerilla type warfare with great success. The supply position of the Pakistan army has been badly affected. Trains are not running in any part of Bangladesh. Chittagong port is paralysed. Chalna is in Mukti Fouj control (but Khulna is in Pakistan army control.) With the early advent of the monsoon rains and the deterioration of the financial position of Pakistan, coupled with training and arming of larger Mukti Fouj, we should see a reversal of the military situation in the next few months.

JOY BANG LA !

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার আবেদন	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE CONGRESS OF THE UNITED STATES

In December 1970, for the first time in its brief history as a nation, Pakistan held free and fair elections at the provincial and national levels. The national elections were designed to produce a constituent assembly which was to prepare a national constitution as a step toward the restoration of democratic government, absent from the country since 1958. The peoples of East Pakistan, or what is now called Bangladesh gave their overwhelming support (167 out of 169 seats for East Pakistan in the constituent assembly) to one party, the Awami League. The League under Sheikh Mujibur Rahman, had pledged to work for a national constitution which would grant more autonomy to the province of East Pakistan as a principal means of bringing an end to politico-economic discrimination against its citizens. And, as a result of this overwhelming support, the Awami League became the majority party in the constituent assembly, by virtue of which it would have been able to formulate a constitution of its choice. Nonetheless, for two months prior to the outbreak of violence, and before any convening of the assembly. Sheikh Mujibur attempted to work out a consensus with the leader of the principal minority party, Z. A. Bhutto, and Pakistani President Yahya Khan. Without warning on night of March 25, 1971, the negotiations were abruptly ended by premeditated military attacks against civilians, especially intellectuals, students, and political elites of the province.

For more than a month now, the Government of Pakistan has been using brute military force to suppress a non-violent democratic movement, in Bangladesh. The Pakistani army has committed without discrimination acts of atrocity against the civilian population of all ages and both sexes resulting in casualties ranging somewhere between 200,000 and 1,000,000 persons. Contrary to the original intention of the American military alliance with Pakistan, the weapons and military supplies acquired through this alliance have been used against citizens of the country not a foreign enemy. These acts of genocide transgress all values which the civilized world has come to classify as basic human rights, and especially the right of life.

By virtue of it5 military assistance to Pakistan, the United States has indirectly become a party to this instance of egregious inhumanity. And, while the United States cannot be expected to intervene to stop the Pakistani Government from using these weapons, it can take several measures which may help to stop the bloodshed and create a political community in that region which would be most consistent with the wishes of the Bengali people and restore political stability.

The measures are as follows:

1. Diplomatic recognition of the Government of Bangladesh.

2. Proscription of all economic and military assistance to Pakistan until the violence has ceased and the legitimate aspirations of the Bengali people are realized.
3. Adoption of measures in conjunction with other nations, the United Nations, and international relief agencies to arrange and assure the delivery of food, clothing, and medical supplies to the victims of the atrocities; and the adoption of all other possible steps which may be required to assure relief and rehabilitation of victims in Bangladesh and Bangladesh refugees in India.
4. Diplomatic efforts to influence the Government of Pakistan to end the atrocities immediately and to recognize the rights of the Bengali people.

The Pakistani armed forces may have gained the upper hand in the fighting thus far; but the legitimate aspirations of 75 million people are destined to prevail. American interests would be served best if the violence were stopped immediately and the justifiable rights of the Bengali people recognized. Otherwise, prospects for a stabilized region are non-existent. And, there is a possibility that the Bangladesh movement, presently under leadership of the democratic Awami League, might fall into the hands of the democratic Awami League, might fall into the hands of radical leftist elements.

April 27, 1971'

Bangladesh League of America

3117 7th St. N. E.

Washington, D. C. 20017

Tel: 832-8727

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগ সভাপতির বক্তব্য	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	৩ মে, ১৯৭১

THE EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 Broadway, New York, N. Y. 10025.

May 3, 1971

Dear Friend,

As you already might be aware of, the East Pakistan League of America, New York, had sent two representatives to Bangladesh to meet with the national leaders and also make a firsthand study of the situation. One of representatives, Mr. Mahbub Husain has just returned and has brought with him instructions from the Bangladesh Government Mr. Husain presented a detailed report to a General Meeting of the League held yesterday. Mr. Husain stated that the residence was now being organized on guerilla tactics and that by and large the countryside was under the control of the liberation Army. He further stated that the enemy army were using long-range heavy shelling and aerial bombardment and staffing. This led to large scale exodus of helpless Bengali refugees so much so that by the end of April, 1971 an estimated 2.5 million refugees had crossed over into India. The Bangladesh Government was taking all necessary steps for carrying out a guerilla warfare and throw out the enemy occupation forces.

The Government has also set up a Central Secretariat with the help of all former Pakistan Civil Servants and other officials. A High Command consisting of Members of National and Provincial Assemblies, teachers and student leaders has been established under the leadership of Mr. Mizanur Rahman Chowdhury to co-ordinate the training and supply activities for the Mukti Fouz (Liberation Army). We are fully convinced of our ultimate victory and we offer our complete and unsticted co-operation with Bangladesh Government.

We are enclosing a copy of the letter received from Bangladesh Foreign Minister, Khondker Mushtaque Ahmed dated April 22, 1971 for your information. The Foreign Minister has thanked the League for organizing the people of Bangladesh in America and has also authorized us to organise, mobilize and co-ordinate collection of funds and relief materials such as food and medicines.

We would also like to take this opportunity to inform you that Bangladesh Government has authorized Mr. A. H. Mahmood Ali, former Pakistan Vice-Consul in New York, to establish Bangladesh Mission in New York. Mr. Ali is now busy setting up the. Mission.

The Bangladesh Govt. has also requested for the services of experienced personnel in the fields of diplomacy, telecommunication, freedom fighting, press and broadcasting.

Copies of Bangladesh Prime Minister Tajuddin Ahmed's press statement are available with our office on donation.

JOY BANGLA!

Yours sincerely.

Sd/-

(Kazi S. Ahmed)

President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের সম্পাদকের বক্তব্য	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	৩ মে, ১৯৭১

THE EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 Broadway, New York, N. Y. 10025

May 3, 1971

Dear Friend,

Please he informed that the Annual General meeting of League will be held somewhere in the vicinity of New York metropolitan area. The exact date and the time will be notified later. We are calling all the Bengalis in the USA and Canada to attend that meeting. It is important that you do response and let us know if you would attend the meeting. Arrangements have to be made accordingly.

The election of the Executive Board will take place at that meeting to elect the following office bearers viz. President, Vice-President, Secretary, Asstt. Secretary. Treasurer, Chairman Cultural and Social Committee, Membership and public relation committee. Chairman, Editorial Board and not more that 6 members.

A nomination Committee has been appointed for the purpose. Please submit your nomination to Mr. A. K. M. Shahadat Hussain, not later than June 10. 1971. You will please note that both nominee and the nominator should be members of the E. P. L. A. or its affiliated chapters.

Please note the following two important information's:

1. A resolution has been adopted at the general body meeting held on May 2, 1971 at 145 Bleeker St. to change the name of E. P. L. A. to Bangladesh League of America Inc. All accounts and books of records will, however, continue to function as usual under the present name until the legal formalities are met with and the new name is approved by the State Govt. in Albany.

2. For the benefit of those who are enquiring about our relation with Bangladesh Govt., I would like to inform you that we have direct contact with our Govt. One of emissaries came back with directives from the Bangladesh Govt. A detailed information will be made available to the leaders of all local chapters.

We need fund and need it badly to comply with the request of our Govt. Please co- operate and response to our call.

For nomination, contact:
Mr. A. K. M. Shahadat Hussain,
397 8th Avenue, Yew York, N. Y. 10001.
Phone: 868-9794.

Sincerely yours,
Sd/-
(Fayzur Rahman)
Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকাস্থ বাংলাদেশ লীগের সদস্যভুক্তি ফরম	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	মে, ১৯৭১

APPLICATION FOR MEMBERSHIP

To

The Secretary
The Bangladesh League of America. Inc.
Greater Washington. D. C. Chapter.

Dear Sir.

I. MrVMrsVMiss.--

do hereby desire to be member of your organization. I shall abide by the constitution and shall render my services to the best of my ability.

My membership fee of $ 2.00 is enclosed.

Sincerely yours.

Signature.

Mailing Address:

Street :

Apt. :
City :
State :
Zip Code :

Note: Cheque should be made payable to: The Bangladesh League of America.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকার প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আহবান	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	১৩ মে, ১৯৭১

WASHINGTON CHAPTER

সুধী,

আমাদের সোনার বাংলা আজ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের ট্যাংকের আঘাতে। আমাদের ভায়েরা আজ বিকৃতদেহ বোমার আগুনে, আমাদের মা-বোন ধর্ষিত হচ্ছে নৃশংস, পশুসম পাঞ্জাবী সৈন্যের হাতে। আমার সোনার দেশের মানুষ আজ হীনতম পশুর চেয়েও জঘন্য অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে- কুকুর-বেড়ালের মত তাদের রাস্তায় গুলি করে মারছে। শকুন-চিল তাদের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে বাংলাদেশের পথে ঘাটে।

আমাদের কি অপারাধ? আমাদের অপরাধ বিদেশী শোষকের শোষণে অত্যাচারিত মাতৃভূমিকে আমরা মুক্ত করতে চেয়েছি। আমরা চেয়েছি বাংলাদেশের নিরন্ন চাষী-মজুরের মুখে খাবার দিতে, আমরা চেয়েছি শিক্ষাবঞ্চিত, চিকিৎসাবঞ্চিত বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আমাদের যা নায্য পাওনা, আমাদের রক্ত জল করা সেই পাটের পয়সা, চায়ের পয়সা- আমরা চেয়েছি আমার দেশের মানুষের উন্নয়নে তা ব্যয় হোক। আমরা চেয়েছি গত তেইশ বছর ধরে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ আমাদের আর্থিক জীবনকে পঙ্গু করে দেয়ার যে চক্রান্ত চালিয়েছে তার অবসান।

আমাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকারের জবাবে আজ তারা। পূর্ব বাংলায় ধ্বংসের তান্ডবলীলা চালিয়েছে। গ্রাম, শহর, গঞ্জ আজ ধ্বংসস্তূপ। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, চাষী, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র, শিল্পী, অধ্যাপক- সমস্ত বাঙালীকে হত্যা, করে বাঙালীকে একটা জাতি হিসাবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেয়া হচ্ছে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের পরিকল্পনা। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃসংশতার, বর্বরতার এমন দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র একথা জানে না যে এই বাংলাদেশ একদিন ক্ষুদিরামের জন্ম দিয়েছিল, এই বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছিল সূর্যসেনের, এই বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছে বরকত-সালামের। আজ বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুদিরাম, ঘরে ঘরে বরকত-সালাম। যদি প্রয়োজন হয় সাতকোটি বাঙালীর জীবন দিয়ে হলেও আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করবো। আজ আমাদের দেশ যদি স্বাধীনতা লাভ না করে, আমাদের জন্মভূমিতে যদি আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি, পৃথিবীর বুক হতে বাঙালী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন, কি প্রয়োজন আমাদের সম্পদে, পরদেশের জৌলুসে? আমাদের ব্যক্তিগত বৈভব, আমাদের শিক্ষা কোন স্বর্গ উদ্ধার করবে, আমাদের মাতৃভূমি যদি দলিত-মথিত হয় শত্রুর পদতলে?

বাংলার মানুষের আজ চরম পরীক্ষার দিন। আমরা যারা বিদেশে আছি, যারা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারছি না, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জীবন দিতে পারছি না মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচনের জন্য, আসুন আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনপণ করি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য। আজ প্রয়োজন আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা একত্রিত করা- যারা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে, তাদের সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার জন্য।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা (যা পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নামে পরিচিত ছিল) উত্তর আমেরিকার বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুবিদিত। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের জন্য

সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এই সংগঠন কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের মুখপত্র নয়। যে কোন বাঙালী তার দেশকে ভালবাসে, যে কোন বাঙালী তার দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায়, এই প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান তার জন্য। আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিন এবং বিদেশ থেকেও কিভাবে আমরা আমাদের আজকের জীবণ-মরণ সংগ্রামে সাহায্য করতে পারি, সে বিষয়ে আপনাদের অভিমত অন্য সবাইকে জানান।

আজ বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার একটাই মাত্র লক্ষ্য- মাতৃভূমির স্বাধীনতা।

জয় বাংলা।

মে ১০, ১৯৭১।

মহসীন রেজা সিদ্দীক
সম্পাদক, বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা,
ওয়াশিংটন ডিসি শাখা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	মে, ১৯৭১

THE CAUSE OF 75 MILLION PEOPLE OF BANGLADESH

You must have heard of the greatest man-made disaster in Bangladesh (formerly East Pakistan) by the West Pakistan Army led by military dictator Yahya Khan. The army has indiscriminately killed thousands of unarmed innocent people and has carried out large-scale planned murders of University Professors, school teachers, students, doctors, engineers and political leaders.

This mass murder is in response to the result of the first election in the history of Pakistan; it is the West Pakistan military Government's answer to an overwhelming popular victory of the representatives pledged to defend the interest of the people of Bangladesh.

Ever since the creation of Pakistan, the United States of America has provided economic aid for the development of entire Pakistan and military aid to defend the country against Communist aggression. When people of Bangladesh demanded autonomy to share the economic aid, which was denied to them for years by West Pakistan dominated Central Government, the built-up military force is used to exterminate them enmasse.

A reign of terror persists in Bangladesh. Thousands of people have fled to neighboring country India to save their lives. Those who escaped the bullets of the army are facing danger of starvation. Widespread cases of smallpox and cholera are reported.

The people of Bangladesh are fighting a desperate battle of survival. Their cause needs help and support from each and every peace-loving member of civilized society.

The Bengalis living in the United States have organized themselves to help the cause of Bangladesh. We, on behalf of the East Bengali community in Pittsburgh, appeal to you to voice your opinion by letters and telegrams to your Senators, State Department and World Bank to stop both economic and military aid until the military rulers stop their oppression and a democratic rule is established. We also appeal to you for generous help for alleviating the sufferings of the people of Bangladesh.

Contributions can be made to Bangladesh League of America by mailing your check to Dr. Ayub Iqbal, 5217 Fifth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15232. For further information call 363-2223 or 683-3146.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনদানের জন্য আবেদন	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার প্রচারপত্র	মে, ১৯৭১

When Silence Becomes Shameful
One Must Speak out!

G E N O C I D E I N B AN G L A D E S H

Pakistan Military butchered 200.000 defenseless civilians with arms given by your country.

Professors, Engineers, Doctors, Students slaughtered in their homes.

Dacca University shelled and destroyed by U. S. supplied Tanks.

Cities and Towns Bombed; Villages Burned.

-Please condemn the military atrocities in Bangladesh.
-Please raise your voice to protest against sending U. S. assistance to PAKISTANI DICTATORSHIP.

-Please help us. Send your contribution to:-

AMERICAN LEAGUE OF BANGLADESH
416 Sinclair Avenue
GLENDALE. Ca. 91206
-Your help can mitigate the suffering of the victims.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ক্যালিফোর্নিয়ায় আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশের তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিবেদন	আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশের দলিলপত্র	১২ মে, ১৯৭১

AMERICAN LEAGUE OF BANGLADESH
416, Sinclair Avenue
Glendale. California-91206
U. S. A.
Telephone: (213) 245-2709

May 12. 1971

Dear Mr. Muhith,

Received your circular No.2 in time. As you are aware, our being a central office for the western states kept us so busy that we couldn't write you sooner.

As you are the leader of our parent organization, I am enclosing copies of material prepared here for the use of our organization as well as a few bumper stickers. This will give you an idea as to how far the work has progressed in California and the adjoining states, for the American League of Bangladesh.

This bumper sticker idea of our organization would be beneficial. It would help us to raise funds and at the same time give wide publicity. The minimum donation for each sticker is one dollar. I believe that almost anybody in this country can afford a dollar without too much difficulty. I do hope nobody should have any problem collecting this minimum amount or even more

Among many other responses from different important people of this country, of our activities regarding Bangladesh, I am enclosing a copy of a letter from the U. S. Presidential candidates for 1972, senator Edmond S. Muskie of Maine, along with a copy of his statement addressed to the U. S. senate and the President of the United States of America, in this matter. A valuable copy of a booklet on the "Conflict in East Pakistan" by three eminent professors at the Harvard University is also being enclosed.

Thank you very much for your kind guidance. **Joy Bangla.**

Sincerely yours,
AMERICAN LEAGUE OF BANGLADESH
Sd/
(S. M. S. Doha)
President

Edmond S. Muskie
Maine

UNITED STATES SENATE
Washington, D. C. 20510
April 23, 1971

S. M. S. Doha, President
Bangla League of America
416 Sinclair Avenue
Glendale, California 91206

Dear Mr. Doha.

Thank you for expressing your views with regard to the current situation in East Pakistan. I appreciate hearing from you on this matter.

I share your concern over the tragic events which have occurred in East Pakistan in recent weeks. You may be interested to know that I have joined in co-sponsoring a resolution which would suspend an U. S. military assistance to East Pakistan until the conflict is resolved. I am enclosing a copy of a recent statement I have made on this subject which I hope will be of interest to you.

With best wishes.

Sincerely.
Edmond S. Muskie.
United States Senator

CONGRESSIONAL RECORD
Proceedings And Debates Of The 92d Congress, First Session
Washington, Wednesday, April 14, 1971.

Vol.117. No. 51.

SENATE

EAST PAKISTAN

Mr. MUSKIE. Mr. President, I have been reading with growing concern and apprehension the daily press reforts on the tragic events now taking place in East Pakistan. This is the second major loss of life in recent months in that unhappy region. While the picture is not absolutely clear, I believe that there is enough information on the dimensions of the tragedy to make it clear that concerned Americans should speak out.

The relation between our economic aid and the recent political and military developments in Pakistan is a matter of concern to me. Last week, in this connection, I

joined the Senator from Minnesota (Mr. Mondale), the Senator from Massachusetts (Mr. Brooke), and the Senator from Oregon (Mr. Hatfield) is sending a letter to the Secretary of State. In that letter we requested a clarification of the extent of American involvement, direct and indirect, in the civil strife and bloodshed in Pakistan. We are now awaiting a reply.

I also support the resolution regarding U. S. military assistance to Pakistan proposed by the distinguished senior Senator from New Jersey (Mr. Case).

The U.S. Government has been the principal supplier of arms to Pakistan since the
middle of the 1950's. There are reports that American supplied planes, tanks, weapons, and other materials are being used by the central government forces in both the cities and the countryside of East Pakistan.

Mr. President, the time has arrived for America unequivocally and immediately to
cancel any plan which would supply weapons of destruction to the Government of Pakistan under these circumstance-weapons which can only further exacerbate the tensions and bloodshed. There should be an immediate suspension of all military assistance to the Pakistani Government. The "one-time exception" to our 1965 embargo on the sale of lethal end items to India and Pakistan, agreed to in October 1970, proposed the supply of armored personnel carriers, Starfire jets, and B-57 bombers. These deliveries should not be carried out.

We have a responsibility to do an we can to reduce tensions and conflict in the world. As we seek to disengage ourselves from the conflicts of Indochina, can we allow our military support to be used to magnify tensions in South Asia?

I say we should not. I urge support of the Case resolution and I am proud to join in cosponsoring it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার আহবান	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার মুখপত্র 'বাংলাদেশ পত্র'	১৪ মে, ১৯৭১

বাংলাদেশ পত্র

কলেজস্টেশান, টেক্সাস | প্রথম সংখ্যা | চৌদ্দই মে, ১৯৭১

স্বাধীনতার ডাকে

বাংলাদেশে আজ রক্তগঙ্গা বইছে। বাঙ্গালীর রক্তে হোলী খেলে পাঞ্জাবী দস্যুদল পৈশাচিক আনন্দে মত্ত। আমাদেরই ভাইবোনেরা যখন অত্যাচারীর খড়গ রুখে দাঁড়াতে গিয়ে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না, তখন মার্কিন দেশের বিলাসময় পরিবেশের মধ্যে থেকে দেশের জন্য আমরা কি করছি? স্বাধীনতা আমরা পাবই, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে এ আন্দোলনে আমরা আমাদের দেশবাসীকে কতটুকুই বা সাহায্য করছি? ছিন্নবস্ত্রে, অনাহারে ও অন্নাভাবে থেকেও বাংলাদেশের বীর জনতা স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেট শাসনকেও ভূলুণ্ঠিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসী আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। আজ আমাদের সামান্য আত্মত্যাগের ভয়ে ভীত হলে চলবে না। কৈ আমরা কি একটুকু আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে পেরেছি? হাজারো মানুষের রক্তের ঋণে গড়া এই সংগ্রামের ডাকে আমরা এককভাবে সাড়া দিতে না পারলে উত্তরসূরীরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তাই আজ আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। আসুন, বাংলা মায়ের ডাকে সবাই একসাথে কাজ করে যাই। দলাদলি ও বিভেদ ভুলে গিয়ে মাত্র একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদেরকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

করণীয় আমাদের অনেক। প্রচারকার্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আদায়ে বাংলাদেশের বীর জনতার মহান আদর্শ ও আত্মত্যাগের সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রচারকার্যের এবং বাংলাদেশের দুর্গত মানবতার জন্য আর্থিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

এই চরম সংকটকালে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিনা ত্যাগে স্বাধীনতার আকাঙ্খা করলে ভুল হবে। এ ভুল অমার্জনীয় অপরাধ। সংগ্রামহীন স্বাধীনতা লাভের নজীর ইতিহাসে নেই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গড়া এই মুক্তির সংগ্রামকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বাংলার জয় হবেই।

জয় বাংলা

কলেজস্টেশানঃ আমাদের কর্মসূচী

গত নির্বাচনে অর্জিত গণতন্ত্রের অধিকার আদায়ের জন্য মার্চ মাসের প্রথম ভাগে শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য পাঞ্জাবী সৈন্যরা নির্বিচারে গণহত্যা আরম্ভ করে। এই ঘটনার প্রথম থেকেই আমরা কলেজস্টেশানের বাঙ্গালী ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজ শুরু করি। প্রথমতঃ একটি সামরিক পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর আজ (চৌদ্দই মে) মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের তিনজন সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংগ্রামী ছাত্র সংস্থার

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছায় কাজে এগিয়ে আসেন।

পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত অনেকবার মার্কিন সেনেটর, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, উথান্ট এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সরকার ও আরও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পত্র ও তার বার্তা পাঠানো হয়- বাংলাদেশের রক্তপাত বন্ধ করা ও জনগণের নির্বাচিত নেতাদের হাতে শাসনভার হস্তান্তর করার দাবী জানিয়ে।

পঁচিশে মার্চের অপরিণামদর্শী ঘটনা আমাদেরকে সাময়িকভাবে স্তম্ভিত ও বিহবল করে। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার পরে পরেই পুরোদমে আমাদের প্রচারকার্য শুরু হয়। মাত্র এক ঘন্টার নোটিশে আমরা সকল সদস্য একটা জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুর্গত মানবতার সেবায় ব্যয় করার জন্য মাথাপিছু কমপক্ষে একশত ডলার চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় নেওয়া হয়। এ ছাড়া নিউইয়র্কে ব্যয় বহনের জন্য মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম কিস্তিতে তিন হাজার ডলার তুলে নিউইয়র্কে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে অনেক ব্যাঙ্কে ধারের খাতার অংক বাড়িয়ে চাঁদা দিয়েছেন, অনেকে নির্ধারিত নিম্নমানের অনেক বেশী দিয়েছেন, এবং সকলেই যে-কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

ছাত্র হিসাবে টাকার অভাব থাকলেও, আমাদের কর্মপ্রেরণার অভাব নেই। কলেজস্টেশান থেকে এ পর্যন্ত বহুমুখী প্রচারকার্য চালিয়েছি তার মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

-পঁচিশে মার্চের পরে একশো সেনেটর, জাতিসংঘ প্রধান এবং বৃহৎশক্তির রাষ্ট্রপ্রধানগণের নিকট কয়েক দফা আবেদনপত্র ও তার বার্তা পাঠানো হয়। এখনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের নিকট পত্র ও তার বার্তা পাঠানো হচ্ছে।

-বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দুর্গত মানবতার সাহায্যের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন শহরের মার্কিন নাগরিকাদের স্বাক্ষরসহ ১১ জন প্রভাবশালী সেনেটরের কাছে ১৫০০ আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে।

-টেক্সাস এ এন্ড ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে বাংলাদেশের সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রত্যাগত অনেক শিক্ষক আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে দল বেঁধে দেখা করে এখানকার বাংলাদেশের দুর্গত ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

-পাকিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন লক ও প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধীদলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের সাথে যথাক্রমে ডালাস ও অষ্টিনে দেখা করে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং বাংলাদেশকে সাহায্য করার আবদেন জানাই।

-স্থানীয় বেতার, টিভি এবং দৈনিকে বাংলাদেশের উপর সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া হিউস্টনে বাংলাদেশ ছাত্র সংস্থার আয়োজনে ওখানকার টিভি ও বেতারে একই রকম আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছি।

-হারভার্ডের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদের "Conflict in East Pakistan : Background and Prospect" নামক নিরপেক্ষ রিপোর্ট খানির পাঁচশো কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

-এখানে ছাত্র-সেনেটে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকারের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকে নিন্দা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকাঃ

সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস

আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা। ১৯৪৭ সালে প্রবাসী সিলেটী ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্কে পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নামে বাঙ্গালীদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে এর নামকরণ হয় ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা। সদস্যসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য অনেক উল্লেখ্যযোগ্য কাজ করা হয়। গত প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের পর এ সংস্থার সদস্যবর্গ পাক সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বাংলাদেশে রিলিফের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও বাংলা ছবি দেখানোম জাতিসংঘের সম্মুখে বাংলাদেশকে আলাদা করার দাবি, একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন, এছাড়া আরও বহুমুখী প্রচারকার্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সাথে এর সরাসরি যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে।

শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। এ ব্যাপারে সকল সদস্য সংস্থা ও মেম্বারদেরকে পূর্বভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান বাংলাদেশ লীগকে আরও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য মার্কিন ও কেনাডাবাসী সকল বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার ঠিকানাঃ
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, ইন্ক,
২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক
১০০২৫
ফোনঃ (২১২) ৮৬৬-৭৪৭৪

*   *   *

যোগাযোগর আবেদন

নিউইয়র্ক মূল কেন্দ্রকে সব রকমের সাহায্য ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য সমস্ত আমেরিকা ও কেনাডাকে কতগুলি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের ৯টি স্টেটের ভার আমরা কলেজস্টেশান, টেক্সাস-এ গ্রহণ করি। আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম হবে- উপকেন্দ্রঃ দক্ষিণাঞ্চল। ওয সমস্ত স্টেটে আমরা সদস্য শাখাগুলির সাথে একসঙ্গে কাজ করতে চাই সেগুলো হলঃ টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, লুজিয়ানা, ওকলাহোমা, আলাবামা আরকানসা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া। এ সমস্ত স্টেটে বাঙ্গালী ছাত্র ও চাকরীজীবি যারা আছেন তারা সবাই শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার এলাকায় আপনি এক হলেও দেশের এই দুর্দিনে আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার শাখা গঠন করুন এবং শীঘ্রই আমাদের উপকেন্দ্রে আপনাদের সংগ্রামী পরিষদ ও সদস্যদের ঠিকানা ও আপনাদের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠান। আপনাদের খবর ‘বাংলাদেশ পত্রে’ ছাপা হবে।

আমরা যদি কোনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, তবে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আরও ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে চাই। প্রচার কার্যে এবং নিউইয়র্কের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব। তবে চাঁদা পাঠানো ও যে কোন জরুরী কাজের জন্য আপনারা মূলকেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি প্রস্তাব

আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রে আরও সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধার জন্য সকল সদস্য শাখাকে নিয়ে শীঘ্রই একটা আনুষ্ঠানিক আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টা আরও জোরদার

করা যায়। প্রচারকার্য, অর্থ সংগ্রহ, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার একটা নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি গঠন করাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে। পনরই মে এক সাধারণ সভায় আমরা এই প্রস্তাব বিবেচনা করব। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানাবেন।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

শীঘ্রই আমরা কলেজস্টেশান ও নিকটবর্তী শহরগুলোতে স্থানীয় মহলের কর্মকর্তাদের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করব।

বাংলাদেশের উপর টেক্সাস ও এন্ড এম ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে।

পত্রপত্রিকা ও বিদেশী খবরের কাগজে বাংলাদেশের উপর রচনা ও সংবাদ ছাপাবার আরও জোরদার চেষ্টা চালানো হবে।

এখানে অনেকেরই স্কলারশিপ বা দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জন্য চাকরী বা অন্য কোন অর্থ সাহায্য জোগাড় করার চেষ্টা করা হবে।

এছাড়াও আমাদের নিয়মিত প্রচারকার্য আরও সুষ্ঠুভাবে চালানো হবে।

শ্রীঘই 'বাংলাদেশ পত্রে' বাংলাদেশের সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উপর একটি সাহিত্য সংখ্যা বেরুবে। প্রবন্ধ ও যে কোন সাহিত্যমূলক রচনা সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য আমাদের পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক, 'বাংলাদেশ পত্র'
বক্স ২৩৭০।

কলেজস্টেশান, টেক্সাস ৭৭৮৪০
সর্বপ্রকার যোগাযোগের জন্যঃ
বাংলাদেশ, বক্স ২৩৭০
কলেজস্টেশান, টেক্সাস ৭৭৮৪০। ফোন (৭১৩) ৮৪৬-২১৩২

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, কলেজস্টেশান শাখা কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত ও প্রচারিত। সর্বপ্রকার যোগাযোগের জন্যঃ বাংলাদেশ, বক্স ২৩৭০, কলেজস্টেশান, টেক্সাস ৭৭৮৪০। ফোন (৭১৩) ৮৪৬-২১৩২।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকায় বাংলাদেশের দুটো মিশন খোলা সম্পর্কে জনাব রেহমান সোবহান ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করে লেখা চিঠি	ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	২৯ মে, ১৯৭১

THE EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 Broadway, New York, N. Y. 10025.

May 29, 1971

Dear Friend,

I like to take this opportunity to inform you about our recent discussion with Mr. Rehman Sobhan, Economic Adviser to the Bangladesh Govt, and also with Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury. representative of the Govt, of Bangladesh in United Kingdom and U.S.A. both of whom were here during later half of May.

Mr. Sobhan at a meeting with our Executive Committee suggested the following:-

1. To open Bangladesh Mission in U. S. A., preferably two missions, one in Washington and the other in New York. These two missions by a conservative estimate will cost approximately $ 5,000'00 a month, which will be met by voluntary donations.
2. To have a Supervising or a National Co-ordinating Committee to make policy decisions on behalf of the League.
3. The mission will work as a liaison among different Chapters, Committees and the Govt, of Bangladesh. Other activities of the Mission will be in the sphere of lobbying in U.S. Senate, House of Representatives, World Bank, International Monetary Fund,

U.N. Members etc. and propaganda.

Mr. Justice Chowdhury communicated his personal opinion that 2 Missions in U.S.A., if funds permit, will serve our cause better. According to him main work of the missions will be to stop aid to Pakistan from all possible source.

Mr. Justice Chowdhury has left for Europe, where he has some appointment to keep. We have requested him to be back in New York as early as possible. We trust he will be back here in good time for our rally on June 12, where he will speak. We expect to have detailed discussion with him on his return.

Your views regarding above will be considered at our Annual General Meeting to be held on June 26th, when we expect to take a decision on the subject.

Joy Bangla.

Mr. Enayatur Rahim
President.

Yours faithfully.
Sd/-
(Kazi S. Ahmed)
President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকার বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	সংস্থার দলিলপত্র	২৯ মে, ১৯৭১

THE EAST PAKISTAN LEAGUE OF AMERICA, INC.

2667 Broadway, New York, N. Y. 10025.

May 29. 1971

Dear Friend,

The Annual General Meeting, referred in my earlier letter, will be held on Saturday June 26, 1971, at 10 A. M. at THE UNIVERSALIST CHURCH OF NEW YORK, Central Park West at 76th Street, New York.

The programme for the meeting will be as under:-

1. Persona] acquaintance.
2. Welcome address by the President.
3. Annual report by Secretary.
4. Annual report by Treasurer.
5. A brief description on the activities of the past and the guide line that League followed during the last several months.
6. Reports and suggestions by Chapters' Representatives.

-RECESS-

7. Presidential Annual Report.
8. AGENDA:-

a) Formation of a National Co-ordination Committee or Regional Committee etc.

b) Bangladesh Mission in New York and Washington. A briefing will be given on the item by Mr. A. H. Mahmood Ali

9. ELECTION:

i) Report by the nominating committee.

ii) Appointment of an election body to conduct the election.

10. Miscellaneous.

It is important that at least one representative from each Chapter attends the Convention. This will facilitate making a nationwide Co-ordination committee to work in

systematic and effective manner. The Chapter representative- should discuss the issues with their respective members before attending the meeting suggestions from the Chapters and also from individual source will be welcome.

I look forward to seeing you at the convention.

Those arriving on Friday night should contact Mr. Kazi S. Ahmed at 866-7474, 865-3474 Mr. Fayzur Rahman 294-5851 for accommodation.

Joy Bangla.

Sincerely yours.
Sd/.
Fayzur Rahman)
Secy. E. P. L. A.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিড ওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কলাম্বাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	মিঃ মুহিতকে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিঃ জে কে ভট্টাচার্যের চিঠি	২৯ মে, ১৯৭১

MIAMI UNIVERSITY
Department of Microbiology

325 W. High St. 7
5/29/71
Oxford, Ohio 45056
Telephone: 513. 529-5422

Dear Mr. Muhit,

Please refer to the resolution 3. We would like to explore the possibility (consultation with lawyer etc.) to "pool the resources" in Washington D.C. in name of Bangladesh Government. Also we need an estimate (approximate) for the Washington office.

Personal greetings.

Sincerely,
J. K. Bhattacharjee.

RESOLUTION OF THE BANGLADESH ASSOCIATION OF THE MIDWEST INC.

Held at Columbus Ohio, May 29, 1971

1. Positive action to help the cause of Bangladesh must be taken immediately.
2. Bangladesh association of Midwest Inc. win support a representative (spokes's man) in Washington, D. C. The association urges Mr. Mahmood Ali to assume the responsibility of this position without further delay.
3. This organisation will seek ways and means (on discussion with proper person) to channel the resources to Washington, D. C.
4. A meeting of the Midwestern states for the purpose of better coordination and organisation be held immediately. Date and place of this meeting should be decided by the state-representatives.
5. Members of the Bangladesh association of Midwest Inc. will participate in the rally to be held in New York on June 12, 1971.

Why Bangladesh Association of Midwest Inc.

To assist with the enormous relief needs and help to support the cause of Bangladesh in as many different ways as possible, we have organized Bangladesh association of Midwest Inc. (tax exempt). This association will organize at the local level, raise funds.

give publicity and support necessary projects. This association will work in corporation with and will complement the activities of other organizations or individual dedicated to the same cause. A representative of this organization will coordinate the activity with similar representative of other organization.

PLEASE NOTE:

1. Senate resolution 21 (by Case & Mondale) to stop military aid to the military junta of Pakistan…..

2. Senate resolution 99 (by. Harris) to stop all aid…

3. Mrs. Rohde is leaving for Africa to meet her husband. Dr. Jon E. Rohde ...

4. Senator Saxbe has received additional information regarding the terrible situation in Bangladesh from Dr. Rohde….

5. Senator Saxbe sponsored a luncheon attended by the members of the Senate Foreign Relations Committee, on this very problem

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালীদের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংবাদের প্রতিবেদন	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	১ জুন, ১৯৭১

Please read and circulate among other Bengalis.

June 1, 1971

CIRCULAR NO. 3

I. World Bank-IMF Mission

The struggle against the Pakistani invaders has reached a critical stage now. Pakistan is nearly bankrupt and will not be in a position to wage war Bangladesh unless she gets aid by July. The Aid-to-Pakistan Consortium is to meet in Paris on June 21. A fact- finding mission from the World Bank and IMF is right now in occupied Bangladesh. This mission will stay in occupied Bangladesh from May 30 to June 10 and then move on to Islamabad before going to Paris. This missions' findings will be very important to us because if they report conditions are normal then aid will flow to Pakistan. Of course we know the situation h not normal but that the mission sees will depend on the members perceptiveness and extent to which the Pakistan army allows them freedom of movement. The Bank-IMF mission has 13 members and is led by Mr. P. Cargill, head of the South Asia Division in the World Bank. Individual members of the mission intend to visit Khulna, Chalna. Jessore, Sylhet, Mymensingh, Rajshahi, Comilla and Chittagong. They have been requested to visit some sub-divisional towns and thana centers also. From a number of reports from Bangladesh there is no doubt that the situation there is far from normal. We hope the mission will see and report the truth. Report of the true situation may halt aid to Pakistan and create conditions in Which she cannot prosecute an expensive war.

II. Food Relief

Rice prices have shot up alarmingly and many places report it is being sold at Rs. 80 per maund. In some places this has rightly led to the looting of the god owns of the hoarders. It is reported that people in the cyclone affected areas now near starvation. Using the plea of food aid the Pakistan military is going to obtain 30 ships and an unspecified number of trucks from US AID. It is said that these vessels and vehicles will be used only by international relief agencies. This does not satisfy us. After all the 50 speedboats given by US AID for cyclone relief arc all being used by the Pakistan Army. A photo in DAWN showed General Niazi of the Pakistan Army inspecting one of these "relief' boats before their attack on Gopalganj.

The Secretary, Food Dept. and Secretary, Relief Dept. in Dacca are serving the Pakistan Government. We cannot see how they will fairly distribute food aid to the

villages unless the Thana officers and union councilors pay allegiance to the Pakistan Army. Therefore food aid can be used to obtain their submission. In view of the recent attacks on Bhola, Hatiya and Sandwip by the Pak. Army we think food aid vessels and vehicles and the system of distribution will all be used against the interests of Bangladesh; unless the Pak. Army withdraws from our country.

III. News From Inside Bangladesh

From various channels of information we have been able to compile the following
bits of news of activities within Bangladesh:

(a) General Osmani, C-in-C Bangladesh Mukti Fouj, has announced that after re-training in guerilla warfare 10,000 freedom fighters have been sent to fight the invaders. More guerilla-trained Mukti Fouj will be put into action soon.

(b) In Jessore sector, freedom fighters ambushed some army gunboats in Padma River, 40 miles from Dacca, and damaged a road-bridge.

(c) In Comilla sector, they destroyed rail and road bridges, obstruct ted army movements by road and successfully attacked an army column proceeding to Feni killing 200 Pakistani troops.

(d) In Kasba sector, there was heavy fighting between the army and freedom fighters.

(e) Attempts by the army to recapture the vital Teliapara road junction in Sylhet District were foiled after heavy fighting.

(f) A railway bridge was blown up in Dinajpur District and a large section of railway track was made unserviceable.

(g) In Chittagong sector, a railway bridge and a road bridge between Laksham and Feni was demolished. The Elliotganj bridge has also been blown up.

(h) In Rangpur sector, a column of Pakistan troops was ambushed near Kalughat and a large quantity of arms and ammunition, was seized by the resistance forces.

(i) A railway bridge was blown up in Kushtia sector by the Mukti Fouj.

(j) An army depot near Barisal was reported raided by the resistance forces.

(k) Near Khulna. the water channel clearance operation by the Pakistani Army was thwarted by freedom fighters when they sank the barges again.

(1) Railway and steamer services throughout Bangladesh were paralyzed by the activities of freedom fighters and refusal of employees to work despite appeals and threats by the army.

(m) Hatiya, Bhola and Sandwip were invaded by the Pakistan Army after May 12. They devastated many villages and withdrew from, Hatiya and Sandwip due to the heavy rains. However, they are entrenched in Bhola. Their presence in the cyclone-affected area makes food relief a mockery.

(n) Chittagong North and South Sadar sub-divisions are being devastated by the invaders.. Hundreds of thousands are fleeing and dying by the roadside. A graphic description can be read in the London Times of May 18 (Hazelhurst's report).

(o) Six time-bombs exploded in various buildings (UBL, State Bank, Secretariat etc.) in Dacca. With these bombs were notes warning' against collaboration. It is reported that two prominent collaborators have been killed in Sylhet and another collaborator, an ex-minister, is next on the list.

(p) Reports coming in on May 25 indicate that the following percentage of pre-invasion population remains in the towns:

Mymensingh 10%, Chandpur 20%, Comilla 30%.

(q) Dhamrai has been looted. Temples and statues are being destroyed. It is feared that Dacca and Veranda Museums will be looted or destroyed. Already a vast amount of loot is being transferred from Bangladesh to the Punjab. Now they want to destroy our cultural artifacts. Various chapters may ask University bodies to request UNESCO to insure that museums, temples, mosques, churches etc. are not destroyed. UNESCO observers should be requested.

(r) There have been several instances of the Pak. Army requesting! factory workers to return to work and then shooting them. Definite evidence of such massacres has been obtained from Gopalganj Sugar Mill, Rajshahi; Khulna Newsprint Mill and. Bata. Shoe Factory, Tongi.

(s) All Thana Development Centers are empty and no work is going on at Thana or village level.

IV. Compromise Formulas

It has come as a shock to Pakistanis that they have not been able to crush Bangladesh in three days, as they had originally planned. Paced with a debacle they are now beginning to blame each other and even praising Sheikh Mujibur Rahman's efforts to keep Pakistan together. The Pakistan Student Association of America was taken over by a pre-Jamaat group last year. They were aided in this by the Pakistan Ambassador to USA. The PSAA, so long anti-Bengali, has come out with a long denunciation of Yahya and Tikka and asks for transfer of power to Mujib (see The Pakistan Student, April 1971). It considers Pakistan can remain one on the basis of brotherhood. It is a tragedy that the Pakistanis are exploiting the name of Islam while killing and torturing the Muslims of Bangladesh. Could they not have shown their brotherhood before killing 700.000 persons and rending 5 million persons utterly destitute? Living together with these treacherous butchers is now an impossibility for any Bengali.

Various other formulas were floated by M.M. Ahmed and other Pakistanis, during his visit to Washington D. C. All these formulas suggest that Bangladesh can remain with Pakistan and that despite Sheikh Mujib's trial and punishment the Awami Leaguers will cooperate with the army. These absurd notions were effectively destroyed by Rahman

Sobhan, who was fortunately in Washington at the same time. Mr. Sobhan appeared four times on T. V. and held a well-attended Press Conference. "His interview on Channel 26 has been widely praised and will be shown to Universities on request. Arrangements are being made to send coppices abroad. Mr. Sobhan also met a dozen Senators and Congressmen. He was given a luncheon by Senator Saxbe which was attended by Republican and Democrat Senators. Mr. Sobhan met high officials of the World Bank. IMF. US AID. and the State Department. He also visited Canada (Ottowa and Montreal) and met M. P.S. and held a Press Conference.

V. Justicc Abu Sayeed Chowdhury

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury. Vice-Chancellor of Dacca University, visited New York for a brief stay. It is visit could not be widely publicized as it was not certain till the last moment. He had to return to London on urgent business on behalf of Bangladesh Government. He has been able to collect over £150,000 and Bengalis in England are donating freely into the fund set up by him.

VI. Rally On June 12 In New York

The Bangladesh League of America has arranged to demonstrate in front of the Pakistan Consulate, New York and the U. N. building on June 12th. The speakers at the Rally will be:

Justice Abu Sayeed Chowdhury
Jay Prakash Narayan
Iqbal Ahmed
Ruth Gage Colby.

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury hopes to be back in America by June 12 and to slay several weeks, visiting Universities in USA and Canada. Mr. Rehmaii Sobhan is also expected back in USA after the Paris Consortium on June 21.

Let us re-double our efforts for Bangladesh and make the month of June the turning point in our fight for freedom.

Joy Bangla !

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়েস্ট কোস্টে বসবাসকারী বাঙালীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা ও তৎপরতার ওপর প্রতিবেদন	‘ওয়েস্ট কোস্ট নিউজ বুলেটিন’ -আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ	১ জুন, ১৯৭১

AMERICAN LEAGUE OF BANGLADESH

West Coast News Bulletin

NO. I June 1, 1971

Dear Patriots.

GREETINGS! !

After eight weeks lapse since the start of the liberation war in Bangladesh it became necessary to find ways for co-coordinating and channeling the spontaneous patriotic responses shown by all the Bengalis residing in the West Coast of the United States. In order to arrive at some specific lines of approach for effective co-ordination and communication, a meeting was held on May 22. 1971 at San Francisco among the representatives of Los Angeles, Berkeley, Stanford and San Francisco Bengalis residents.

Since many of our compatriots are scattered over a wide area, we must set up an effective co-coordinating system to utilize the efforts and enthusiasm of all these scattered individuals in a well knit organized way. This will eliminate unnecessary expenses like long distance phone calls etc. and unwanted expenditure of human energy. This news bulletin is the first step to set up the effective unified organisation.

In the meeting of May 22, the following decisions were arrived at by all the representatives of Berkeley, Los Angeles, Stanford and San Francisco.

1. The main co-coordinating body will be stationed at Los Angeles and will communicate with the other units of the West Coast at Berkeley. San Francisco. Stanford, San Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tucson (Arizona). It will also look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dallas and Pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York, Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main co-coordinating body, and it will also convey the instructions received from the Bangladesh government to all other units of the West Coast.

3. All units will exchange information of interests amongst themselves and will pass on the news to all local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Los Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and other coordinating expenses.

5. Generally each unit will keep up the publicity campaign to expose the brutalities and the atrocities of the Pakistan Army committed in our land, and promote our legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the American public in general and the representative Americans in particular.

6. Statement of all collections of funds will be submitted to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathizers will be prepared and the coordinators of each unit will send names and addresses of all such persons to the coordinators in Los Angeles.

8. Dr. Jyoti Dasgupta of Berkeley, a professor of Political Science, will advise anyone interested on political information and writing up of political letters.

Names and addresses of the coordinators of some of the West Coast units are given below. The other units are requested to send the names and addresses of their coordinators to Los Angeles.

Los Angeles :
1. Mr. Abul H. Saaduddin 505, Gayley Avenue, 401 Los Angeles, Calif, 90024, Tel : (213)478-3166

2. Mr. Chandan Das
1621 Glendon Avenue 7,
Los Angeles, Calif, 90024
Tel: (213) 475 -2946

Berkeley :
1. Mr. Jamal Munshi
1215. Kains Berkeley, Calif,
Tel: (415) 526-7417

2. Dr. Jyoti Das Gupta
Tel: (415) 524-8533

San Francisco:
1. Miss Amina Panni
770 Lake Marced Blvd.
San Francisco, Calif, 91432
Tel: (415) 469-3179

2.Mr. A.B.M. Faruque
Tel: (415) 469-3179

Standord :
1. Dr. Rafiqur Rahman
610 Circle Drive, Apt. 1
Palo Alto
Calif. 94303
Tel: (415) 325-5796

Santa Barbara
1. Miss Pramita Ghosh
6520 Cervantis Road. 22 Goleta,
Calif 93017
Tel : {805)968-1372

San Diego:
1.Mr. Ranadhir Mitra 3903-A
Miramer Street
La Jolla
Calif., 92037

Denver (Colorado)

I. Dr. Mr. Sher Ali
6401 West Colfax
Denver, Colo, 80214
Tel: (303) 237-7375

Tucson (Arizona)
1. Dr. M. Shafiqullah
1736 E. Broadway
Tucson, Arizona 85719
Tel: (602) 624-5458

RESISTANCE NEWS

(Excerpts from Bangladesh Newsletter May 17,1971 published from Chicago)

The Pakistan government through its embassy is trying to convince Bengalis of this country with a flood of propaganda materials that conditions have returned to normal in Bangladesh, and that the entire independence movement was engineered by a "handful" of India-inspired "miscreants". All of this is pure nonsense. You will be better of throwing away this rubbish in the wastepaper basket if you can't stop it from coming to you.

The main reason why the newspapers in this country do not carry any resistance news these days is that the Pakistan army has successfully sealed off the only motorable road between Calcutta and the western sector of Bangladesh. It was from this region that foreign newsmen based in Calcutta used to gather news during the first two weeks of the war. However, most of the 1300-mile border between India and Bangladesh is wide open. Indian newsmen and our own men are constantly crossing the border with news about resistance activities all over Bangladesh.

A Bangladesh representative who has just arrived in this country writes: "Sylhet (district) where forests in the Tea Garden areas provide natural cover is still under control of the Bengal regiment. That a force is still holding out in the Chittagong Hill Tracts. That all over Bangladesh armed Bengalis have withdrawn into rural areas and are harassing army units through guerilla action. This may be expected to increase in frequency and intensity as the resistance acquires more skill at this type of warfare, gets additional supplies and weaponry, of which sizeable quantities have already been captured from' the Pakistan army and when the monsoons make the logistical problems of the army more insecure. The capability for waging a prolonged war is there because the political motivation of the people has been guaranteed by the indiscriminate character of the war waged by the army. By destroying villages within the range of their artillery and declaring these areas as 'free fire zones' they have made the Pakistan army an object of hatred and a direct threat to the security of 75 million Bengalis who will be willing to resist or aid any resistance to this alien forces."

Another Bengali who left this country about a month ago writes from Agartala: "Every day hundreds of young men are being trained for guerilla action. It's unbelievable how fast they learn. I am happy that I came. Otherwise I would have never known this dedication of the Bengalis, their love for their country and their willingness to die for its freedom and honor."

NEWS OF INTEREST

BERKELEY: A conceit of Ustad Ali Akbar Khan (the renowned Sarodist), Mr. John Handy (American jazz) and Mr. Zakir Hussain (labia) was held on May 28, 197 I to raise funds for relief of Bangladesh refugees in India. Nearly three thousand dollars were collected from sale of tickets and about five hundred dollars were collected on the spot as donation.

SAN FRANCISCO: A demonstration is being organized on June 2, 1971.

LOS ANGELES : All members have committed to contribute $ 10.00 every month to the organisation and we hope, members of other units will do the same. Donations are flowing in and more are expected. Plans are being arranged to hold a demonstration on June 11. 1971.

TUCSON (Arizona): Publicity campaign going on in Arizona State University campus and donations are flowing in.

DENVER (Colorado): Local chapter formed and funds are being collected.

Attached to this newsletter is an enclosure describing the present state of politics in Bangladesh. It also includes an assessment of the people with whome the Pakistani military regime is hobnobbing to form a puppet government in Bangladesh.

AN APPEAL

The minimum donation per month was fixed at $ 10.00 per month for the members in Los Angeles. This should not limit the donations of those who are employed and are in a position to contribute higher amount. When millions of people back home are undergoing great hardships at this critical juncture of our history, we should be able to do away with some of our comforts and luxuries. Those who are employed and can afford to forego some of their luxuries are requested to donate as much as they can to the best of their ability, preferably at a fixed percentage of their net monthly income. Dr. Rafiqur Rahman of Stanford has suggested that 5% of the net monthly income may be made as contribution and may be handed over to the local head-office.

Published by American league of Bangladesh.
President Mr. S. M. S. Doha
416 Sinclair Avenue, Glendale, Calif. 91206.

WHO ARE GENERAL YAHYA'S "REPRESENTATIVE ELEMENTS"?

After having banned the Awami League, which secured 167 out of 169 National. Assembly and 298 out of 310 Provincial Assembly seats in East Bengal, General Yahya has said that he plans to allow "democratic process" after talks with "rational" and "representative" elements in East Pakistan.

A great amount of search and coercion has produced only two Awami League MNAs who have declared their support for the army. But Yahya's statement was issued before that development and referred to the politicians who have formed a "Citizens Committee" and assured full support to the martial law government. Let us see who these representative elements are.

Nurul Amin: Mr. Amin was appointed (not elected) as the leader of. East Pakistan Muslim League by the central government against the provincial ML. But soon after becoming the Chief Minister of East Bengal, he and his entire cabinet were defeated in the 1954 elections. Only 9 out of 309 seats went to his Muslim League Party. Because of his opposition to the Ayub regime, Mr. Amin regained some respect and was able to win a seat in Mymensingh during the last elections. But each of his 80 other party candidates for NA in East Pakistan was defeated. Mr. Amin. therefore, does not represent more than one constituency and is certainly not considered a leader by the Bengali people.

Fazlul Quader Cbowdury: Known for his rough dealings. Mr. Chowdhury gained special notreity as a henchman of Ayub Khan. In fact, he, Mr. Sabur Khan, and Mr. Monem Khan were the chief instruments of Ayub regime's alienation from the people of East Pakistan. In the- last elections, he opposed the demand for regional autonomy and was defeated by a plurality of 25,000 votes in Chittagong. He did not even have the grace to accept his defeat and called December 7 as a "teen-agers' day in East Pakistan". (Dawn. Dec. 14, 1970)

Khan A Sabur: Like Mr. Chowdhury. Mr. Sabur collaborated with Ayub regime and became one of the three most hated men in East Bengal. In spite of his attempts to win elections by fraudulent methods, Mr. Sabur found the sailing rough during the last elections and "withdraw" from the contest. Actually he came last in Khulna-6 with 6.288 votes against a winning total of 84,054.

Maulvi Fareed Ahmed: Maulvi Fareed, who was considerably popular in East Pakistan during the Ayub era, lost the confidence of the people when he began to oppose regional autonomy. In the last elections, he was defeated in his home constituency of Chittagong, receiving only 30% of the vote.

Malimud Ali: Once a "darling" of the left, Mr. Ali lost the support of his constituency in Sylhet after his attack on Maulana Bhashani and his collaboration with West Pakistani landlords, such as Nawabzada Nasrullah, of PDP. In the last elections, he came a poor fourth with 15,628 votes against the winner's 53,749 votes.

Khawaja Khairuddin: The leader of Council Muslim League in East Pakistan, Mr. Khairuddin was defeated by Sheikh Mujibur Rahman in Dacca during the last NA elections, polling only 40,000 votes against Mujib's 164,000.

Gluilam Azam: Jamaat.e-Islami's Prof. Azam was rejected by Dacca voters during the last elections when he received 35,527 votes against Zahiruddin's 116,2()4 votes.

There are a number of other individuals who have been projected by the military government as "representatives" of East Pakistan but whose contact with the masses is even worse that of the above mentioned.

Can we regard these elements are representative of East Pakistan? Can a political arrangement agreed upon by these individuals work? Have not we learnt from the history that the politics of creating Quislings, Vichys, Diems. Thieus, Kys, and Lon Nols does not work? Don't we realize that this is an exercise in self-deception?

Let us not try to deceive ourselves. Let us not become pawns in this creul game. Let us begin to see the reason.

No matter what reservations we have about the Awami League and its program, we cannot be blind to the fact that no settlement can be imposed on the Bengali people against their wishes. The salvation of the people of both East Bengal, as well as West Pakistan lies in honoring the people's right to self-determination. Only then bloodshed and hatred can subside.

Let us be free people by refusing to enslave others.

Issued by WEST PAKISTANIS IN SOLIDARITY WITH BENGAL

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্কে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	৬ জুন, ১৯৭১

Dear Friend,

Enclosed please find copies of letters we received from the President of the East Pakistan League of America. If you are interested to attend the Annual General Meeting to be held in New York on June 26, 1971, please get in touch with Mr. Mohbub Ali (Tel 765 4469 after 6.00 P.M.) who has kindly taken the responsibility of organizing a car- pool.

June 6, 1971

ENAYETUR RAHIM
President,
Bangladesh League of America
Washington D. C. Chapter

.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার গ্রেটার ওয়াশিংটন ডি-সি শাখার সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সম্পাদকের চিঠি	৬ জুন, ১৯৭১

NOTICE

A general meeting of the Bangladesh League of America, Greater Washington D. C. Chapter will be held on Friday, June 18. 1971. at 8.00 P. M. at 1722, 19th St. N. W. to discuss our participation to the National Convention of the League, to be held in New York on June 26, 1971.

We request your presence.

Sd/-
Secretary,
Bangladesh League of America
Greater Washington D. C. Chapter.

June 6, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশের বিজ্ঞপ্তিসহ মার্কিন জনগণের প্রতি সাহায্যের আবেদন	‘সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি’র প্রচারপত্র	৮ জুন, ১৯৭১

MASSACRE - GENOCIDE - BLOODBATH - TERROR

AND NOW STARVATION
ALL PART OF A GAME'

THE TRAGEDY OF EAST PAKISTAN
(BANGLADESH)

As a result of devastation and dislocations caused by war, floods, cyclones, in addition to the persistent food shortages between 10 & 30 million of East Pakistan's 75 million inhabitants face starvation within the next few months. Contrary to bland assurances which continue to emanate from West Pakistani spokesmen, **the situation is unquestionably desperate and will require a large-scale international relief effort, if a tragedy of major proportion is to be averted.**

The months required to return the system to normal would probably exceed the time during which the food reserves could sustain the population. The factors that determine mass famine are irreversible after a certain point. When the first stories and photographs of starving families are published, it will be too late to protect thousands of others. **International action, immediate and strong, is perhaps the only defence the people of East Bengal now have.**

On May 12, President Yahya Khan of Pakistan refused U.N. Secretary-General's offer of aid for East Pakistan.

After having unleashed one of the most brutal bloodbaths in all history, he is now planning to starve out the resistance.

In November it was a cyclone that took a toll of lives. That was nature. In March Bangladesh was hit by another disaster, systematically eliminating the country of its young men, intelligent and millions of innocent victims. This time the perpetrator is YAHYA KHAN.

BANGLADESH NEEDS OUR HELP RALLY: Saturday. June 12.

Meet at noon at Columbus Circle March to Pakistan Consulate on 2E/65 St, then on Madison Ave, 42 St to UN Plaza at 1st Avenue, and 47 Street.

SPEAKERS : Congressmen and other leading citizens.

BANGLADESH NEEDS YOUR HELP MEETING: Thursday, June 10 at 8 P. M., Community Church, 40E/35 St.

Speaker-Jay Prakash Narayan

Subject-Moral and Human Aspects of Struggle in Bangladesh.

Write to your Congressman. Senators and the President to help Bangladesh. Ask suspension of military and economic assistance to Pakistan until the terrorized and starved people of Bangladesh get relief and freedom.

Your donation will help East Pakistan. It is tax deductible. Please make check payable to East Pakistan League of America. With your name and address, mail the check to: Save East Bengal Committee 3J, 50 Kenilworth Place. Brooklyn. New York. N. Y. 11210.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্কের সমাবেশসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতার ওপর প্রতিবেদন	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার মুখপাত্র (নিউইয়র্ক) 'বাংলাদেশ' ভল্যুম-১	১৬ জুন, ১৯৭০

Bangladesh

Donate generously to:
Bangladesh Relief Fund
2667 Broadway
New York. N.Y. 10025
And/Or to your local
Chapter.

ORGAN OF BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA

Vol. 1, No. 3 New York: June 16, 1971.

RALLY IN NEW YORK

NEW YORK : June 12. 1971. Under the joint sponsorship of Bangladesh League of America, Bangladesh Friendship Association and Joint Committee of Indian Organization. a mass rally in support for the cause of Bangladesh was held in New York on June 12, 1971. An estimated 1,000 people from different walks of life and from different regions of the country attended the rally. The speakers in the rally were Mr. Joyprakash Narayan, Dr. Iqbal Ahmad, Mr. William Ryan, Dr. Plastrik, Mrs. Anne Taylor. Dr. Alamgir and Mr. A. Pulley. The meeting was chaired by octogenarian freedom fighter Mr. P.C. Mukherjee.

Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India Pointed out in his address that the people of East Bengal did not want to severe their lies from the Union of Pakistan until the time when it was virtually forced upon them by the military Government of Pakistan. Mr. Narayan maintained that the independence of Bangladesh is inevitable since it is the life and death question of each and every Bengali in that region. He appealed to the leaders of the world in general and the free world in particular to exercise their good offices in bringing lasting peace in the area immediately, in accordance with the wishes of the people. He attributed greater responsibilities to the Big Powers for restoring lasting peace in Bangladesh and he warned the leaders of the Big Powers that they would be held responsible for the miseries of Bengalis, if they fail to rise up to the needs and aspirations of teeming millions of Bengalis.

Dr. Iqbal Ahmed, a scholar from West Pakistan deeply condemned the acts of brutalities unleashed by the military Government of Yahya Khan. He termed the military Govt. of Pakistan as an extreme fascist Government. Dr. Ahmed extended his full support to the right of self-determination of the Bengalis.

Mr. William Ryan, US Congressman while addressing the rally urged the United States Government to withhold all types of aids from the Government of Pakistan till the rights of Bengalis are restored. He assured his all out supports to the realization of the rights of self-determination of Bengalis. Dr. Plastrik, Professor of the New York University also called for suspension of US aids to the Government of Pakistan till lasting peace is restored in East Bengal. He cautioned that the resumption of any US aid to the Government of Pakistan prior to the restoration of the rights of self-determination of the Bengalis, will make USA as a party to the suppression of the inalienable fundamental rights of the 75 million Bengalis.

Mrs. Anne Taylor, the free-lance journalist, who earlier went on hunger strike in Washington for the cause of Bangladesh, apprised the audience with her eye-witness accounts of acts of Brutalities committed by the West Pakistani armies against the unarmed civilians in East Bengal and finally, she appealed to the right thinking people in the USA to help realize the rights of self determination of the Bengalis. Earlier, Dr. Alamgir, from Bangladesh league of America made a fervent appeal to the people of the USA to exert influence upon their Government to stop any aid to the government of Pakistan till the independence of Bangladesh is fully guaranteed and the last soldier from West Pakistan in removed from the soil of Bangladesh.

EDITORIAL BOARD

Chairman: K.M. Alamgir. Members: Gulshan Ara Basu, Ashraful Islam, Moazzam Hossain, Rafiqul Huda Chowdhury

---

EDITORIAL

Our country was born on 26th in night of March is passing through much pain and agony, For all practical purpose, Pakistan as one country is dead. Bangladesh has come to reality out of much sacrifice and struggle for complete control of the territory has just started. This is the beginning of a long drawn against the foreign troops of Yahay’s fascist military regime of West Pakistan.

Yahya’s agent Tikka Khan will try to create quislings and will pick up few traitors from Bangladesh. Some of them may come out with statement under duress and gunpoint. We have no way of knowing the truth as there is complete blackout of any news. Foreign correspondents may now be allowed to enter and visit selected places under military supervision.

Awami League got a clear mandate for six points programme by majority population of former Pakistan. Fascist military government declaring this party illegal, its leader’s traitors, started bombing cities and villages, burned houses and student dorms, moved down people under tanks. They have already killed more than million by this time and forced more than 4 million to flee their home and to take shelter in neighbouring India. According to the fascist military ruler, entire population of Bangladesh are ‘miscreants

and infiltrators'. Civilized world is not only shocked but have lost words to express condemnation of such in paralleled barbarism.

Our task is tremendous at this moment. We have to realize once for all that we cannot stay as a colony of West Pakistan any more. Therefore, we have to continue our fight until! we win. We have to inform American people by organizing seminars, teaching, fund collection drive, demonstrations, rally etc. to mobilize public opinion so that US Government stops military and economic aid to the West Pakistani based Yahya Government. We have to urge American people to send telegrams, letters and memoranda to their leaders and representatives to move in positive direction- in favor of our people and the cause of Bangladesh. We have to watch the false propaganda of Pakistan Embassy and Islamabad and counter with truth. Bangladesh liberation army is more organized today. Number of volunteers are increasing daily in thousands, training centers arc coming up more in numbers and these are better equipped today. Commander- in-Chief of Bangladesh army General Osmani has predicted, The Country will be cleared of the occupation forces within 14 to 18 months'.

Surely victory is ours!

One of our freedom fighters who was known to all Bengalis Mr. Dewan Mahbub Ali suddenly expired while attending a political conference in Budapest this month (Inna Lillah . . .). We extend our heartfelt condolence to his family. Nation has lost a gallant fighter and an esteemed political leader whose replacement is hard to come in long time.

MOULANA BHASANI AND MUZAFFAR AHMED

EXPRESSED SOLIDARITY

Moulana Bhasani and Professor Muzaffar Ahmed, the leaders of the National Awami Party expressed their unequivocal support to the Sovereign Government of Democratic People's Republic of Bangladesh. Both the leaders appealed to the Democratic Nations of the world to recognize Bangladesh Government and to render all material and moral support to the cause of the people of Bangladesh.

TALE OF PERSECUTION FROM AN EYE-WITNESS VOICE

An American who recently travelled from Dacca to Jessore via Barisal and Khulna narrated his accounts of army brutalities Barisal, in the following recorded voice, ' wherever 1 went, the mark of army brutalities is distinctly clear. In Barisal town, an estimated 15 to 20 people are being killed every day on the grounds of being Hindu and on the suspect of being a member of Awami League, Student and youth any one can listen the death cry just sharp at 1 O'clock in the afternoon ... amnesty is usually declared to call people to be killed .... villages after villages are burned out and the process is still continuing ... despite army brutalities the liberation forces are successfully completing their missions ... Government claim of normalcy is just a mockery……..’

REFUGEES ARE NOT RETURNING

According to latest figures now available, there are some 5.5 million refugees from East Bengal now in India. The Government of Pakistan in an attempt to impress upon the Fact-Finding Mission from the World Bank now visiting Bangladesh, granted amnesty to the refugees and asked them to return to their home. But till now, according to Chairman. Interagency Committee on Pakistan Refugee Relief, 'there have been on reports that any refugee have returned'. The trick of Yahya Khan could not prevail upon the people.

BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA (NEW YORK)

-A GLIMPSE OF ACTIVITIES

The East Pakistan League of America, now known as Bangladesh League of America was founded in 1947 as Pakistan League of America. Then Amended to East Pakistan League of America on December 12, 1970. Since its inception, it undertook various activities to further the cause of Bengalis both home and abroad. Here, a brief description of the activities of the League, centering around major Bengali national events arc presented :

CYCLONE : The League arranged a film show. SHUTARANG to raise funds for the Cyclone victims of East Bengal. It has held a demonstration in New York in protest of apathy of the Central Government towards flood victims of East Bengal. The League dispatched letters, telegrams to the Government of the USA, US Ambassador in Islamabad and the US Consul in Dacca, protesting diversion of ships carrying food grains for the cyclone victims of East Bengal to Karachi. In addition to these, the League submitted a memorandum before the Human Rights Commission of the UN, pointing out colonial treatments of East Bengal by West Pakistani and urged for right of self determination for the people of East Bengal.

GENERAL ELECTIONS : Devastating cyclone was followed by General Election in Pakistan. The League in its telegram to Sheikh Mujibur Rahamn, dated March 6, 1971 hailed his landslide victory and pledged its unequivocal support for the Six-points programme of the Awami League. The League also sent a telegram to Yahya Khan, demanding self-determination of East Bengal.

GENERAL ELECTIONS : Devastating cyclone was followed by General Election in Pakistan. The League in its telegram to Sheikh Mujibur Rahamn, dated March 6, 1971 hailed his landslide victory and pledged its unequivocal support for the Six-points programme of the Awami League. The League also sent a telegram to Yahya Khan, demanding self-determination of East Bengal.

PROCLAMATION OF PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH

Following ruthless army crackdown of the self determination movement in East Bengal. Sk. Mujibur proclaimed Democratic People's Republic of Bangladesh on March 26. 1971. The League left no stone unturned to rise up to the call of a Nation. The League immediately launched all out campaign to seek support for the recognition of independent Bangladesh and stopping genocide let loose by the armies of Yahya Khan. Letters and telegrams were sent to Presidents of USA, USSR and France and Prime Ministers of UK and India, bringing to their attention the facts of the present crisis and urging upon them to recognize the independence of Bangladesh and use their good offices to the genocide in East Bengal.

Letters and memoranda were sent to the US Government and the members of the US Congress, requesting suspension of all types of US aids to the Government of Pakistan with immediate effect and to help sop the genocide. The representatives of the League personally met almost all the Ambassadors of the Member States of the United Nations and requested them to condemn the atrocities to the West Pakistani troops in East Bengal and sought support for the realization of the right of self-determination of the people of Bangladesh of its Government.

Telegrams were also sent to Mr. U Thant, Secretary General of the UN, requesting him to intervene in the crisis, in compliance with the article 99 of the UN Charter; he was also requested to send an UN observer and sponsor an UN supervised relief operation in Bangladesh. Several attempts were made in vain to have a personal interview with Mr. Thant.

ORGANIZATIONAL ACTIVITIES: A Relief Committee of Bangladesh was formed with Mr. Nurul Amin Chowdhury as Chairman in a meeting on March 30. The Action Committee, formed earlier, was enlarged in a meeting on April 4, 1971. On April 25, an Election Determination Committee was formed in view of the next general election of the League with Mr, Shahadat Hussain as Chairman.

CHAPTER NEWS

-Greater Washington D. C. Chapter of Bangladesh League of America is in lull swing of their activities to further the cause of Bangladesh. The Chapter has launched a vigorous lobbying campaign in the US Congress everyday as a routine, a group of League members alternatively contact the Senators and Congressmen with relevant literature to prove our cause for Bangladesh. The response to this efforts is highly fruitful and effective. The League in collaboration with the local chapter of Bangladesh Friendship Association and American University arranged a seminar for Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India. It may also be mentioned that the League has waged an impressive fund raising drive. In a general meeting of the League, it was agreed that each member of the League would contribute at least 5 % of one's salary each month to the League Account. The response to this commitment is highly favorable.

-Dr. Badruddoza of Mason City, Iowa organized a TV Programme in the local channel where he explained the events led to the declaration of independence by the people of Bangladesh. He also arranged sending more than 40 telegrams by his local American friends to American Senators and Congressmen.

-A panel discussion on Bangladesh was held in the International House, Columbia University, in the last week of April, 1971. Mr. & Mrs. Baman Basu, Dr. Rashiduzzaman and others participated in the discussion. After the discussion it was resolved that a fund would be raised from the members of the International House to help the - War victims in Bangladesh.

-Dr. Zillur Rahman Alhar, Dr. Habibur Rahman, Dr. Yunus, Dr. Ismail and others from Nashville, Tennesee, arranged a TV programme in their local channel where they gave vivid accounts of the army led blood baths in Bangladesh.

CHAPTERS OF BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA

1. NEW YORK:
   Bangladesh League of America, Inc.
   2667 Broadway,
   New York, N. Y. 10025
   President: K. S. Ahmed
   Secretary : Faizur Rahman
   Treasurer: -Abdul Haque
2. CALIFORNIA:
   American League Of Bangladesh
   416 Sinclair Avenue
   Glandale, Calif. 91206
   President: S. M. S. Doha
3. COLORADO:
   Bangladesh Of America
   3728 East 7th Avenue
   Denver, Colo. 80206
   President: Gerald R. Handricks
   Secretary: M. Sher Ali
4. MASSACHUSETTS:
   Bangladesh Association,
   24 Peabody Terrace, Apt. 510
   Boston, Mass.
   President: Khurshed Alam
   Secretary : M. Alamgir
5. ILLINOIS:
   Bangladesh Of America (Urbana Chapter)
   1107 West Green Street, Urbana, III. 61801
   President: M. Rahman
   Secretary: A. S. Shahab-Ud-Din
   Bangladesh League Of America (Chicago Chapter)
   5245 South Kenwood A venue
   Chicago. 111.60615
   President: F. R. Khan
6. OHIO:
   Bangladesh League Of America
   5115 Prescatt Avenue #D
   Dayton, Ohio 45406
   President: A. K. M. Aminul Islam
   Secretary: A. H. Jaffarullah
7. NORTH CAROLINA:
   Bangladesh League Of America
   218 Broad Street (East)
   Elizabeth City, N. C. 27709
   President: A. L. Choudhury

8. MICHIGAN:
Pakistan Association Of America,
Inc. 3130 Cass Avenue
Detroit, Mich. 48201
President: Abdus Shahid
Secretary: Mustafizur Rahman

9. PENNSYLVANIA:
Bangladesh League Of America
5903 Fifth Avenue
Pittsburgh, Penn.
President: Q. M. Ahmed

10. TEXAS:
Bangladesh League Of America
P. O. Box 3325
College Station. Texas 77840
President: Hafizur Rahman
Recently changed to Bangladesh Defense League.

11. WASHINGTON, D. C.
Bangladesh League Of America
P. O. Box 4465
Brookland Station, Washington D. C. 20017
President: Enayetur Rahim
Secretary: Mohsin R. Siddique

12. TENNESSEE:
Bangladesh League Of America, Inc.
808 Hillwood Blvd.
Nashville, Tenn. 37209
President: Zillur Rahman Athar
Secretary: Not Available

13. KENTUCKY:
Bangladesh League Of America
208J Williamsburg Rd.
Lexington, Kentucky 40504
President: George H. Bradbois, Jr.
Secretary: Mukhtar M. Ali
Treasurer: Shamsul H. Molla

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের মুখপাত্র ‘বাংলাদেশ নিউজ লেটার’ নং ৪	১ জুলাই, ১৯৭১

Editorial

BANGLADESH COUNTS ON YOU

Three months have passed since the brutal army operation began in Bangladesh. During this time hundreds of thousands of defenseless Bengalis have sacrificed their lives at the altar of freedom and justice. A conservative estimate puts the number of those killed by the Pakistan Army close to half a million. Six million, people have been forced to leave their homes for the safety and protection 011 the other side of the border. A hundred thousand more continue to pour into India everyday with tales of army brutalities, rape, torture, arson and killing. Thousands fall, dead on the way from fatigue and exhaustion. And several more thousands have died from cholera and other diseases and continue to die every day in the over-crowded camps in India. An exodus of this magnitude is probably unprecedented in human history. Within its own limitations, the government and the people of India have done a super-human job in taking care of these helpless millions of refugees. We owe a deep sense of gratitude to them for coming to our aid at the time of our greatest need.

Within Bangladesh Bengalis are sacrificing their lives to ensure that we can live as a free and proud people for all times to come. The tales of their courage and determination are being documented everyday in the press.

But what are we doing for our motherland at the time of her greatest need? We, who are living in the comfort and luxury of Western life, for removed from the scene of death, disease and destruction, may ask ourselves: Have we given our utmost for the sake of our country? Individually and collectively, we must put every bit of pressure on the officials of this country to stop all aid to Pakistan, and take all possible measures to create a strong public opinion in this country against any aid to Pakistan.

Secondly, Bangladesh is badly in need of foreign currency. A dollar goes a long way to help our cause. Let us pledge that from every paycheck we will keep only an amount to cover bare necessities and the rest will go to help Bangladesh. Can we afford to do otherwise?

o o o o o o o o o o

COORDINATION BODY FOR WEST COAST BANGLADESH GROUPS

With the beginning of liberation war in Bangladesh it became necessary to find way for coordinating and channeling the spontaneous responses of all the Bengalis. In order to arrive at some specific lines of approach for effective coordination and communication, a meeting was held on May 22, 1971 at San Francisco attended by the representative of Los Angeles. Berkeley, Stanford, and San Francisco Bengali residents the following decisions

were taken in the meeting:

1. The main co-coordinating body will be stationed at Los Angeles find will communicate with the other units of the West Coast at Berkeley. San Francisco, Stanford, San Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tuscon (Arizona). It will also look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dallas and Pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York, Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main co-coordinating body, and it will also convey the instructions received from the Bangladesh government to all other units of the West Coast.

3. All units will exchange information of interest amongst themselves and will pass on the news to all local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Los Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and other co-coordinating expenses.

5. Generally each unit will keep up the publicity campaign to expose he brutalities and the atrocities of the Pakistan army committed in our find, and promote our legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the American public in general and the representative Americans in particular.

6. Statement of all collections of funds will be submitted to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathisers will be prepared and the co-coordinators of each unit will send names and addresses of all such persons to the co-coordinators in Los Angeles.

PUBLIC MEETING

A public meeting will be held on Thursday, June 24 at 8:00 P.M. at Friends Meeting House, Fourth and Arch Streets, Philadelphia, Pa. The purpose of the meeting is to establish an organization, the FRIENDS of EAST BENGAL in order to 1) inform the American public of the events in East Bengal, 2) to Support relief work and 3) to appeal for an embargo on further aid to West Pakistan until it ends its reign of terror in East Bengal. The meeting is being organized by Prof. Charles Kahn (Univ. of Penn), Rev. Richard L. Keach (Central Baptist Church, Wayne and others. All are requested to attend.

BANGLADESH RALLY IN NEW YORK

A large rally in support of the Bangladesh was held in New York on June 12, 1971. The rally was attended by about 2000 persons representing Bangladesh communities and friends of Bangladesh from various places of the United States and Canada. It was a reflection of the tremendous concern of Bangladesh citizens living abroad for the cause of the struggling millions in Bangladesh.

Raising various slogans the participants expressed their determination to make any sacrifice necessary for the success of the Bangladesh Liberation war. They also appealed to the American people to come out in support of the legitimate demand for the freedom of the 75 million people of the Bangladesh.

The rally was organized by the Bangladesh League of America in cooperation with the American Friends of Bangladesh and the Joint committee of the India Associations. It was addressed among others by Mr. Iqbal Ahmed (a West Pakistani Scholar) and Mr. Jaiprakash Narayan (Indian Sarvoday Leader).

o o o o o o o o o o o

NEWS IN BRIEF:

A symposium on Bangladesh will be held at the University of Windsor, Canada, on July 7, 1971 at 7:00 P.M. The topic for the symposium is THE CASE FOR BANGLADESH. Speakers will include Prof. Ron Inden, Department of History, University of Chicago, Prof. Ralph Nicholas, Department of Anthropology, Michigan State University, Prof. Peter Bertocci; Department of Sociology and Anthropology, Oakland University. Michigan, Azizul Huq Khondker, BDL director from Detroit. The place of the meeting is The Room, Assumption College, 400 Huron Line, Windsor, Canada. Everybody is cordially invited to attend.

The next meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense League will be held in Madison, Wisconsin, on July 3; 1971 (Saturday) at 1:30 P. M. All members of BDL and sympathizers are Welcome to attend this meeting. If you decide to come, please Contact BDL, 408 Virginia Terrace, Madison, Wisconsin (Phone: 608 - 233-0253),

The Bangladesh Information Center has been set up in Washington headed by Mr. Abdur Razzaque Khan. This office will coordinate all lobbying activities in Washington" D C. please contact Mr. Khan (703931-2997) if you need any guidance for lobbying.

MARCH AND RALLY IN SAN FRANCISCO

The American League of Bangladesh, Stanford Chapter, in conjunction with several other organizations' and other League Chapters in the San ,Francisco Bay Area held a march and rally on Wednesday, June 2, to support the struggle of the people of Bangladesh.

The activity started with a rally in front of the U. S. Federal Building in San Francisco. While several, speakers discussed the tragedy of Bangladesh, a black coffin symbolizing this tragedy was placed on the steps of the Federal Building. People with black arm bands and carrying posters condemning the genocide and the U. S. role in this tragedy stood around the coffin in silent protest. The speakers included Professor Kleindorfer of the University of California at Berkeley, Mrs. Judith Carnoy of the Pacific Studies Center, Palo Alto, Mr. Mark Schneider of the Socialist Workers' Party and Dr. Rafiqur Rahman of the American League for Bangladesh. The speakers also pointed out that the United States government still maintains extensive military and economic

involvement with West Pakistan and has refused to take a stand against the political repression and blatant massacre of the East Bengalis.

At the end of the rally a large group of protestors, with black armbands, marched to the Pakistani Consulate, a distance of about two and one-half miles. A majority of the participants in the march were Americans. Leaflets describing the purpose of this march were distributed among the pedestrians, shop owners, and residents of the area along the route of the march. During the march, three persons dressed in the native costume of the Bengali peasants carried the coffin on their shoulders. They also wore simulated "bloody bandages" on their foreheads to dramatize the plight of the Bengali victims of the Pakistani massacre. Slogans such as "Joy Bangla" and "Victory to Bangladesh" were frequently shouted during the march.

On reaching the Pakistani Consulate, the protestors held a short rally in front of the consulate building, where Dr. Raftqur Rahman read a protest note.

BANGLADESH LEAGUE CONVENTION

National convention of the Bangladesh League of America will be held in New York- on Jute 26,1971. Representatives from all Bangladesh organizations have been requested to attend this meeting.

For Bangladesh literatures, buttons and bumper stickers please write to Bangladesh Defense League, Chicago.

Issued by

BANGLADESH DEFENSE LEAGUE

5245 S. Kenwood, Chicago, III. 60615.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সমর্থক ডঃ ও মিসেস গ্রীনোর প্রতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতির ধন্যবাদ পত্র	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের চিঠিপত্র	১৪ জুলাই, ১৯৭১

Dr. & Mrs. W. B. Greenough, III July 14, 1971.

1203 Poplar Mill Road,
Baltimore, Maryland 21210.
Dear Dr.Greenough,

This is to acknowledge receipt of your letter to Mr. Shahryar Ahmed sent late last month. Although we, the Bangladesh Association at the University of Oregon, have not been able to write to the I members of the Senate Committee and the House of Representatives, our other units, in particular, the American League of Bangladesh in Los Angeles have written to that effect. However, we Bengali students in this campus have written letters to:

(a) Eighty Professors in the States of Oregon and Washington.
(b) An the members of the State Senate.
(c) All the members of the House of Representatives.
(d) Important Organizations throughout the State of Oregon.

(e) Many important people of the State of Oregon: Judges, lawyers, businessmen, notary citizens etc.

We have confined our activities mainly to the States of Oregon and Washington. Right now we are busy preparing a list of sympathizers of the Bangladesh cause. We are also in constant touch with other units throughout the States.

We are in contact with Mrs. Rachael Jordan and other community members to coordinate our efforts.

We would like to extend our gratitude to. you and Mrs. Greenough for your magnificent work in promoting the Bangladesh cause. We would' appreciate further suggestions and ideas from you.

Thank you.

Very sincerely yours,
(Shawkat Hasan)
President.
Bangladesh Association.

Bangladesh Association
C/o Foreign Student Organization
Room 313 EMU
University of Oregon
Eugene, Oregon 97403.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনায় ইন্ডিয়ানার মিডওয়েস্টার্ন কম্যুনিটির উদ্বেগ ও তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিবেদন	জনাব মুহিতকে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের এফ, বারী মালিকের চিঠি	২৬ জুলাই, ১৯৭১

INDIANA UNIVERSITY

Department of Physics
Swain Hall West 117
BLOOMINGTON, INDIANA 47401

July 26, 1971 Tel. No. 812-337-3709

Dear Muhith,

You are undoubtedly aware of the incredible things happening in East Pakistan. Literally minions have been driven away from homes and thousands of villages have been razed to the ground. There are over seven million refugees in India many of them have already died of chelora. Ten to thirty millions are facing starvation. Even this quiet mid-western community has become very concerned and a local committee which includes the chancellor, a number of deans and three or four departmental chairmen has launched a large scale drive to raise money from the community, the students and the faculty. Our appeal letter and the format of four newspaper advertisement are enclosed. Newspapers have donated space.

1 wonder if it would be possible to organize a similar committee and a fund raising drive in your community. It is essential to raise enormous amounts of money for food and clothing and to stop this famine of colossal magnitude. If you want to help please organize a. similar thing and feel free to use our appeal letter and solicit funds through the mail, newspapers and church organizations. The Bangladesh Association is a completely non-profit organization registered with the Internal Revenue Service of the U. S. government. It has direct contact with

(i) Oxfam, the British relief organization

(ii) the government of India

(iii)the provincial government of Bangladesh which is exploring the means of directly sending aids within East Pakistan. Its account is legally open for inspection.

If you can organize a fund raising campaign, this association would supply you with an appropriate receipt book. I personally know this organization very well.

Sincerely yours,
Sd/-
(F. Bary Malik.)

P. S. I shall have to come to Washington, definitely, on Aug. 22 and leave on Aug. 23. Could I stay with you. As of Aug. 10, my telephone (812) 332-5985. I shall be here till Aug. 16. 1971.

APPEAL FOR HELP

* **Washington Post:** "About 4 million persons in the area of East Pakistan...

... by a cyclone and tidal wave last November face starvation because the civil war has halted emergency food distribution, officials from the area said today. In Paris, where representatives of 11 nations involved in the relief operations were meeting, it was estimated that as many as 30 million to 60 million East Pakistan's 74 million inhabitants could starve." (May 1, 1971)

* Since then there are now 7 million refugees in India-more than the entire population of Indiana. Thousands have died of cholera and if it breaks out again tens of thousands more would die. U. S. Congressional Record indicates a distinct possibility of a famine which may cost 10 to 20 million lives.

* **Life** magazine captioned. ... "They are dying so fast that we can't keep count." (June 16, 1971)

* **Newsweek** reports…. "I have no doubt at all that there have been a hundred My Lais ……….."(June 28, 1971)

***Congressman Gallagher**, Chairman, House Sub-committee on Asian Affairs, after visiting the area, commented on June 10, 1971, on the House floor: "Let me say that the situation is the worst I have seen abroad during my 12 years of service on the House Committee on Foreign AffairsI had felt the reports of genocide, brutality, and unparalleled human misery were overstated I can now report to my colleagues that, if anything, these reports were understated.'"

He concludes: "The nations of the world must make a great effort to avert other great tragedies from being piled on top of the flood and cyclone and barbarity which has already occurred in East Pakistan."

The Report of **the official delegates of the World Bank** described the town of Kushtia "like a World War II German town having undergone strategic bombing attacks 90 per cent of the houses, shops, banks, and other buildings were totally destroyed and the population was down from 40,000 to 4,000 In fact, the destruction of houses and buildings reminds one of Arnhem in 1944," (New York Times, July 13, 1971)

* **The International Committee on University Emergency Appeals**: "Having organized to defend the life of scholarship, we cannot remain silent when the very lives and minds of scholars are shattered in bloody massacre, and their distinctive culture threatened with obliteration." This is signed by over 100 international scholars of all shades of political opinion (e.g., Milton Friedman, Zbigniew Brzezinski, Richard Gardner. Edwin Reichhauser, ex-U. S. Ambassador to Japan) and seven Nobel Laureates (H. A. Bethe, W. Heisenberg, T. D. Lee, I. I. Rabi, C. Townes', H. C. Urey and E. P. Wigner).

*Official Bipartisan British Parliamentary Delegates said: "We saw children who had been shot up and we saw people dying of starvation on the side of the road." (The Times. London. July 2, 1971)

* Senator Kennedy noted before the House Committee: "The precarious situation which exists today will evolve into a nightmare of deaths of millions-unless immediate concerted efforts are made to -meet the needs of the people involved."

WHILE WE CANNOT HELP ALL OF TH£ 7 MILLION REFUGEES OR 10 TO 30 MILLION ESTIMATED TO PACE STARVATION, WE CAN TRY TO SAVE A FEW LIVES. WE APPEAL TO YOU TO DONATE GENEROUSLY.

Jorge Bolet	George Nakhnikian
Roger C. Buck	Roger Newton
Byrum Carter	Schuyler Otteson
James Counsilman	Austin Parker
Frank Franz	Jammalamadaka Rao
Dean Fraser	David Rogers
Julius Getman	Mary Scifres
	Philip Smith
Allen Grimshaw	Leo Solt
Herman Hudson	George Springer
Ralph Johnson	Jamws Swihart
Bary Mulik	Richard Young
Frank McCloskey	

YOUR CONTRIBUTION IN TAX EXEMPT

PLEASE MAKE OUT THE CHECK **TO BANGLADESH ASSOCIATION – MIDWEST**

INDICATE IF IT IS A ONE TIME DONATION OR A MONTHLY

PLEDGE AND MAIL TO :

Dr. Julius Getman
School of Law
Law Building
Indiana University
Bloomington, Indiana 47401.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিকের সংবাদসহ প্রকাশিত 'শিখা'	নিউইয়র্কের বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার মুখপাত্র 'শিখা' ভলু্যম-১, নং-৫	১ আগস্ট, ১৯৭১

SHIKHA

Vol. 1, No.5.

Organ of The Bangladesh League of America.

Editorial Board: Bamandas Basu-Chairman ; Manawar Ali-Member.

UNITED WE STAND................

It has been quite a long time since Pakistan army's bloody campaign to stop first the autonomy movement and then the independence movement of the Bengalis in Bangladesh started oft March 25, which resulted in the massacre of the Bengali population in general and the intellectuals in particular and the exodus of about seven million- terror-stricken people. The conscientious people of the world have cried out in anguish and condemned the mediaeval barbarism of Pakistan Government. But the so called world powers, big or small, with a few exceptions, have maintained silence over this worst genocide of its kind since Hitler's time. The hue and cry raised by their people failed to reach them penetrating the formidable barrier of power politics. The exceptions are India, U.S.A. and China. India along with the monumental task of taking care of about seven million refugees has publicly supported the cause of the people of Bangladesh, while U.S. is sending military equipments to feed the bloodthirsty military junta of Pakistan despite tremendous pressure from within and outside the government to stop all military aid to Pakistan until a political accommodation is worked out for the Bengalis. China, who has been the most outspoken critic of the aggressors and their running dogs has been turned into a running dog herself by taking sides with the Pakistani aggressors. While this goes on. Bangladesh is bleeding and she is bleeding profusely.

The lesson is: we, the people of Bangladesh, have to fight and liberate our "golden Bengal'; with whatever means we have, without even the moral support of this world powers. That means, our Mukti Bahini and workers inside occupied Bangladesh are our only saviors.

What we need at this crucial point of our history making is a global unity-unity among all the political parties and fighting force. At the same time, we have to induce and instruct the populace inside Bangladesh and this, we think, should be given serious considerations because the most important factor in a guerilla warfare is the active support of the populace. Only when the entire population of Bangladesh take up arms will the castle of military junta collapse. The Awami League, undoubtedly, commands the overwhelming mass support in Bangladesh, but the National Awami Parties and

other, parties, who have pledged their support for the independence struggle, also are influential in some areas. It is imperative that all the parties, regardless of their differences in political and social ideologies, join hands and form a broad liberation front to cope with the 70,000 well-trained professional army. The longer we wait, the firmer will be the grip of the West Pakistani vampires on us, and harder will it be to throw them off.

ACTIVITIES IN AND AROUND AMERICA:

AL1-CHOUDHURY IN CANADA

"International news of the civil war, massacres, flights of refugees and cholera epidemics are misrepresentations, being circulated by powerful financial groups", said Mr. Hamidul Huq Choudhury and Mr. Mahmud Ali in a press conference while about 15 men and women paraded in protest with placards outside the National Press building. The protesters yelled chants like "Long Live Bangladesh", "Down with Traitors". "Ali- Choudhury Go Back Home".

Mr. Choudhury who did most of the talking at the sparsely attended press briefing, challenged the commonly cited figures-about 6,500,000-for the number of refugees who have fled to India. He denied there was a genocidal policy being conducted by the soldiers of Yahya Khan.

For the most part, Mr. Choudhury met direct questions with long polemics that ranged far from the point of the question. He was challenged several times by frustrated reporters to stick to the point.

To one reporter who was in Dacca on March 7 and 8 and who described it as quiet on those days, Mr. Choudhury said, "This is your version. You will have to read the papers."

Mr. Ali. a tough looking man who sat quietly most of the time, at one point leaned forward over the desk and speaking loudly and aggressively said, "If the country's integrity was at stake, it is the duty of the army to uphold it…… whenever necessary the army and the police will be used", (reported by Clair Balfour of the Globe and Mail. Tronto, July 22, 1971).

From Toronto Mr. Sarwar Alam Khan. President of Bangladesh Association of Canada, reports:

The so-called 'Pakistan Solidarity Committee' in Toronto organized a meeting to be addressed by traitor Mahmud Ali in the Ontario College of Education auditorium on July 18. 1971.

To protest this propaganda tactics of Yahya Khan, the Bangladesh Association of Canada (Toronto) arranged a peaceful demonstration in front of the auditorium. As only 'Pakistanis' were invited, we decided to boycott the meeting totally.

The unruly West Pakistanis jumped on the lawful demonstration and attacked us with physical violence without any provocation from our side. When imposed upon us we had

to retaliate, and they were forced to retreat. At this point, the police arrived and pushed them inside the auditorium. The meeting was reported to be a complete failure.

DEMONSTRATION BEFORE U. N.

About fifty Bengalis and American sympathizers staged a demonstration on July 24 before the United Nations. They were carrying signs showing "Free Mujib Immediately", "Try Yahya not Mujib" etc. The demonstration organised by Bangladesh League of America, New York was in protest against the President Yahya's recent statement indicating the trial of Sheikh Mujib on charges carrying death penalty.

Later Bangladesh League of America handed over a memorandum to Secretary General U Thant urging him to intervene with the authorities of Pakistan to halt the forthcoming juridical killing of Sheikh Mujib and to stop the genocide and try the perpetrators of the genocide by an International tribunal.

ISCO APPEALS TO WORLD POWERS

International Students Cultural Organisation (ISCO), New York, consisting of members from Germany, Poland, America, India, Iran, Sudan and many other countries, in an extraordinary meeting, demanded the immediate withdrawal of all the invading Pakistani troops from Bangladesh and called on its brethren organisations to support the cause of democracy and self determination of the people of Bangladesh.

According to the chairman, Mr. Sudhangshu B. Karmakar, the organisation has sent appeals to United Nations Ambassadors, heads and. influential political leaders of different countries including premier Chou-En-lai and President Nixon urging them to use their influence on Pakistani military junta to stop immediately the genocide and withdraw all the killers from Bangladesh.

In response the National Council of Israeli Students has reportedly pledged their full support for the people of Bangladesh.

PICKETS AGAINST SHIPMENTS OF ARMS

Members of Save East Bengal Committee, Friends for Bangladesh, Quakers and different Peace groups jointly picketed pier 36 on the East River in New York on July 23 against the shipment of arms to the West Pakistani government from the United States.

The Pakistani Lines ship Sutej, berthed at the pier, is reportedly carrying military equipments.

Similar demonstration was also staged at Baltimore city port against arms loading into the Pakistani freighter Padma on July 15. Seven Quakers were arrested on that day.

The freighter Padma finished loading and sailed from Baltimore on July 18. Two longshoremen said that they had seen cannons abroad the ship.

SUPPORT GALLAGHER BILL

U.S. citizens, born in East Bengal, living in and around New York city, have sent letters and telegrams to congressmen urging them to exert all their influence to stop all

aids to Pakistan and to support the bill passed by Asian and Pacific Affairs Standing Committee under the chairmanship of Mr. Gallagher. In their letters they also urged the Congressmen to support the Saxbe-Church amendment #S-1657 when it comes to the floor.

BANGLADESH INFORMATION CENTRE

The Bangladesh Information Centre has been set up in Washington, D.C. The office will be a strictly non-partisan information centre and clearing house for all Bangladesh groups and sympathizers. Following volunteers are working in the office on a temporary basis now: M. Siddique, M. Yunus, F. Faisal, W. Greenough, D. Nalin (part-time), A. Taylor (full-time).

The Information Centre has published the first issue of its newsletter. For more information write to:

Bangladesh Information Centre

418 Seward Square, Apt. 4

Washington, D.C. 20003

or call: (202) 547-3194

ANNOUNCEMENT! ANNOUNCEMENT! !

The General Secretary of the Bangladesh League of America. Inc. in New York announces the general meeting to be held on Sunday, August 8, 1971, at the Gulistan Restaurant, 145 Bleecker Street, New York at 11.00 A. M. Apart from the general discussion about the activities of the League, the meeting will decide upon the amendments to the constitution brought forth on the election day. Prof. Stanley Plastrik of New York University will speak on this occasion. All members and interested persons are hereby invited to attend the meeting.

* * * * *

"…..one can say with certainty that if a poll is taken today, the entire population of

Germany would vote for the exclusion of Pakistan from the civilized society".

-Die Zeit, West Germany.

Shikha (The Flame) is published from the Bangladesh League of Aincrica, Inc., 2667 Broadway, New York. N.Y. 10025.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালীদের লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র	আগস্ট, ১৯৭১

Copy of a letter sent to different newspapers from ALOB.

Editor:

We have every reason to believe that Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali leader of Bangladesh (formerly East Pakistan), who won an absolute majority in the first general election ever held in Pakistan last December, is dead, killed by the Pakistani Military before March 31, 1971 unless Pakistani Military Government can provide ample evidences of his being alive. The only photograph released by the Pakistan Government is a fake one. taken during one of the many earlier arrests of Sheikh Mujib and has been dug out of the voluminous file on his previous records.

The" Mock Trial" of Sheikh Mujib as announced by the Pakistani Government is a very calculated plan to fool the people of the world who are not very familiar with the political developments in Pakistan. The closed door "trial" by a Special Military Court to begin Wednesday, August 11, the expected findings of same military court as to his "crime" of "treason", the subsequent "sentence of death" and the final "execution" of the "traitor" will seem very convincing to most people of the world of the legitimacy and the actuality of these "happenings".

But consider the other scenario which the Pakistani Military Government is very well aware of:

A "Sheikh Mujibur Rahman" will be brought into a very small military court room deliberately chosen so that only a handful of "authorized" persons, can be seen in his usual dress but will be heavily guarded and surrounded by the military personnel for his own "safety" so that no Pakistani or Bengali "Jack Ruby" can kill him inside the court room will be more than convinced of "Sheikh Mujib's" actual presence in the court room for they will get a glimpse of a part of "Mujib's" body, but will never be able to see his face beyond the bodies of the guards shielding him all throughout the trial.

The trial behind the closed doors may continue only for less than a week. All "evidences" will be provided to the Military Judges (to be appointed by General Yahya Khan, the Pakistani President, who already pronounced his own judgment on Sheikh Mujib of his being a "traitor" on March 21, 1971) to prove the heinous "crime" of Sheikh Mujib. Finally, the Military Court, convinced of the "crime" will find him guilty of "treason" and will pass the sentence of death. A Military Review Panel will immediately endorse the sentence and the Chief Martial Law Administrator of Pakistan, in this case President Yahya Khan himself, will confirm it since he has already declared Sheikh Mujib as a **traitor.**

The "execution" of "Sheikh Mujib" will be carried out on a Saturday and news reports on Sunday will fail to generate enough commotion and heat in the country as offices and business will be closed that day.

The subsequent short Military Press Release will read somewhat like this:

"Sheikh Mujibur Rahman", the so-called leader of the banned Awami League, who was earlier sentenced to death for treason by the Special Military Tribunal duly constituted by the Chief Martial Law Administrator, has been executed by a firing squad in the early hours of Saturday inside the Rawalpindi cantonment (Fort).

"His sentence of death was confirmed by President Yahya Khan, the Chief Martial Law Administrator yesterday."

"In compliance with the Islamic injunctions. Sheikh Mujibur Rahman was buried immediately according to all Islamic rites in a grave inside the Rawalpindi Cantonment as the Boards of Management of all tlie public and private cemetarics in Rawalpindi refused to bury his body because they considered him as a traitor to Pakistan.

"In view of the extreme heat during the summer (110° Fahrenheit), it was not possible to delay the burial as the body would have badly decomposed in few hours.

"No family member of the deceased could be contacted in Dacca. East Pakistan as most of them had either left the city of perhaps had fled to India.

"The exorbitant expenditure of sending the body of Sheikh Mujibur Rahman to East Pakistan by the Pakistan International Airlines did not make it possible for his burial in Dacca or his village in Faridpur.

"The Government of Pakistan regrets that the body of the deceased could not be delivered to his wife or any of his near relatives in Dacca."

Thus the Military Government of Yahya Khan will be able to "convince" the whole world of a legal "execution" which will never have taken place!

And perhaps the world will be convinced of the entire scenario for people outside Pakistan do not know that:

The same Sheikh Mujibur Rahman was arrested many times and was previously jailed for a total of about 12 years.

The former Military strongman of Pakistan Field Marshall Ayub Khan also had Sheikh Mujib arrested on a charge of "treason" (the infamous Agartala Conspiracy Case of 1967) and a high powered Military Tribunal, appointed by President Ayub Khan had been trying Sheikh Mujib inside Dacca Cantonment in East Pakistan during 1968-69.

This particular Military "trial" created such a catastrophic violence in East Pakistan that the Pakistan Military had to kill hundreds of people with machine guns in Dacca during one night in February, 1969, when they violated the curfew (the CJ. S. Ambassador at that time was Mr. Benjamin Olehart, the Coca Cola President"; the U. S. State Department knows all the details, as it had known about Diem's overthrow in Vietnam).

Finally, President Ayub Khan had to withdraw and drop all the charges of "treason" against the same Sheikh Mujib and released him in February 1969. President Ayub even went so far as to invite him, (whom he considered as a "traitor" only a few days ago!) to take part in a Round Table Conference in Rawalpundi.

But the die was cast! The "trial for treason" of Sheikh Mujib led to the downfall of President (Field Marshall) Ayub Khan on March 1969.

Who can tell where the "trial for treason" of the same Sheikh Mujib in 1971 will lead President Yahya Khan or his beloved country to !

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা দলিলপত্র	২২ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA
PRESENTS

CULTURAL PROGRAM

IN AID OF OVER SEVEN MILLION REFUGEES
FROM BANGLADESH (EAST PAKISTAN) TO INDIA

DATE: 22nd AUGUST (SUNDAY)

PLACE! JEFFERSON HIGH SCHOOL AUDITORIUM
2305, Pierce Street.

TIME: 03.15 P.M.

PLEASE SEND YOUR GENEROUS CONTRIBUTION
TO:

BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রামে মার্কিন জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন	বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার প্রকাশিত নিবন্ধ	------ ১৯৭১

BANGLADESH INFORMATION CENTER

423 5th Street, S. E., Washington. D. C. 20003 * 202-547-3873

AMERICA S FRIENDS OF BANGLADESH

By Kaiser Zaman

The people of Bangladesh have experienced a number of shattering: disillusionments in the past nine months. Most Bengalis did not seriously think that the Pakistan army would really turn on its own people, as the Bengalis were until 25th March last year. But it did-and with a viciousness which has few parallels in history. Once the point of no return was reached, the Bengalis predicted that the Pakistani economy would not be able to survive the strain even in the short run. But it did-and its absorption capacity confounded many an astute economist. The Bengalis expected that at least some countries would recognise Bangladesh immediately. But none did-not even India, until recently. Surely, thought the Bengalis, the United States of America, the champion and protector of democracy, would not support the military dictatorship in its ruthless campaign to suppress democracy. But it did-and with such doggedness that it was deplored the world over. To me, the Insensitive U. S. attitude toward the liberation struggle of the Bengalis is the hardest disillusionment to accept, for it was so shortsighted and senseless. To the Bengali mind, and no doubt to the minds of many others, if there was even a clear cut case of right and wrong, this was it. A military dictatorship had brushed away the results of a free and fair democratic election and gone on a rampage of killing innocent men, women and children, raping, looting and senselessly destroying a country. Surely, a civilized democracy such as the United States would condemn it or. At the very least, stay neutral. Slowly and painfully it became clear that the Nixon administration would not only condemn the atrocities of such a regime but would go to any length to aid and abet it.

Hopefully for democracy in general and America in particular, not all Americans supported the President's policy. Men and women, well-known and obscure, spoke out against this morally and politically wrong attitude of their government. Senators and students, academicians and workers, doctors and clergy-people from every walk of life began a Herculean effort to bring about a change of this policy. Virtually the entire Press made it crystal clear that the policy was biased in favor of the oppressor against the oppressed. A lone American lady, herself a victim of Nazi atrocity once, went on a fast and vigil outside the White House. A group of private citizens successfully blockaded a giant Pakistani ship with small canoes from leading arms for Pakistan. Little Davids all challenged the mighty Goliath. They walked endless miles in the corridors of the Senate

lobbying for a ban on all military and economic aid to Pakistan until Yahya stopped his ruthless suppression of a defenseless people. A group from Philadelphia set up a mock sewer pipe refugee camp in Lafayette Park across the White House. Others from as far away as Chicago and Boston, came to live in these pipes and eat' the same diet of rice and lentils for eleven clays like the millions of refugees. Such and other expressions of public concern arc the redeeming feature of an otherwise dismal American response to the South Asia crisis.

In addition to the thirty-odd Friends of Bangladesh associations a number of other groups have also played an active role. Though the Administration policy has increasingly hardened, against Bangladesh, the efforts of these dedicated people have not gone in vain. The Congress has been overwhelmingly sympathetic. At least thirty Senators and Congressmen have made statements' critical of the Administration. The Media response has also been very positive. The heat was felt by the White House which has perhaps restrained it for taking a. more blatant, Pro-Pakistani stand. Who knows, had it not been for these efforts, Mr. Nixon could have conceivably found enough excuse to send the marines in to help Yahya Khan.

The unchallenged passage of the Saxbe-Church Amendment to the Foreign Aid Bill which unequivocally cuts off all military and economic aid to Pakistan is a true reflection of America's reaction to Yahya Khan's action. Here also, the indefatigable Bangladesh sympathizers have worked hard. Working behind the scenes was a little known but well- respected group, called the Bangladesh Information Center. It was set up primarily by a group of American doctors and other professional people and their wives who lived in Bangladesh and loved it. Their untiring efforts and limitless sacrifice is a source of inspiration. Oddly enough, this is perhaps the greatest contribution of the U. S. economic aid programme.

The American friends of Bangladesh realize that the liberation of Bangladesh is not the end but the beginning of a long and hard struggle. For all their efforts, they also realize that given the resent American mood of isolationism. Bangladesh is not a burning political issue in this years's presidential election. Consequently, Mr. Nixon is under no overwhelming pressure to change his policy. So, whatever pressure has been, crated must he sustained and increased through hard and relentless work. The second and no less important goal is to keep working hard to generate more and more public commitment and contribution to help Bangladesh reconstruct. America cannot disclaim its moral obligation. Wittingly or unwittingly. America is a party to the destruction in Bangladesh. After all. it was American guns that killed a million people and American tanks and fighters that laid waste the country.

The writer of this article is a refugee from Bangladesh in the United States.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন	জর্জিয়াস্থ বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের প্রচারপত্র	ডিসেম্বর, ১৯৭১

"Those who deny freedom to others deserve it not for themselves and under a just God cannot long retain it-Lincoln

BANGLADESH CAN BE SAVED

Dear Friend.

We are passing through a critical phase in history. The whole civilization is at stake in Bangladesh (formerly East Pakistan). 75 million democratic people of Bangladesh are crying out for your moral support and help for their struggle against the barbaric Military aggression of West Pakistan. Close to a million people are already killed and over 8 million refugees have fled to India.

DONT JUST STAND THERE WHILE BANGLADESH BLEEDS

Remember, the struggle that is now going on in Bangladesh is no different from the struggle that the American people waged against their distant rulers about two centuries ago.

Civilization and humanity demand YOUR action: Condemn this mass genocide. Provide financial help to the victims.

Please send your contributions to:

C/o Bangladesh

Box 1263

Athens, Georgia 30601.

YOUR action may save the lives and freedom of 75 million people.

Bangladesh Defense League,

Athens, Georgia.

+ Enclosed is my contribution of $......... to Bangladesh.
+ Please send me detailed information on Bangladesh.

Please make your checks payable to "Bangladesh Fund".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	ক্যালিফোর্নিয়াস্থ প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টার প্রকাশিত বুলেটিন	---------- ১৯৭১

Rebellion in Bangladesh

May 7. 1971

By Judith Milgrom Carnoy

Member of Pacific Studies Center

With heavy fighting at an end and liberation forces in apparent disarray, news from East Pakistan has dropped from the front page. But Pakistan will never be the same. For the second time in a generation, a million Pakistanis have died violent deaths. Yet while the slaughter that followed partition from India in 1947 had a religious base, what today separates West Pakistan from East is primarily the control of the East Bengali economy by the Wrest Pakistani elite. (Before Pakistan achieved independence, East Pakistan was part of British Bengal East Bengal-now proclaimed Bangladesh-is East Pakistan. West Bengali is in India)

Largely unarmed, the Bengali people confront a 70,000-man West Pakistani army well-equipped with American, Russian, French and Chinese weapons. With moderate leaders dead, imprisoned, or in exile, their struggle shows signs of developing into a classical "people's war"-a guerrilla conflict on the Vietnamese model with the solid backing of the Bengali masses. As India already faces Maoist guerrillas in its own West Bengal state, and China is East Bengal s near neighbor, the outcome of the war has wide implications. As in Vietnam, its prosecution may spill across the region's formal boundaries.

Home of more than half of Pakistan's inhabitants, Bangladesh is one of the world's most densely populated regions-its seventy-five million live in an area the size of Louisiana. British terms of post-war independence for Pakistan united the East Bengalis across a thousand miles of Indian territory with peoples with whom they shared little more than religion not even language. Now, after a generation of simmering hostility between East and West, open war has left a million civilians dead in its first few weeks.

THE CURRENT SITUATION

Pakistan held its first one-man one-vote elections only last December, held as a concession by President General Yahya Khan to the worker and student movements that had toppled his predecessor, Ayub Khan. The elections brought overwhelming victories for nominally socialist candidates in both East and West. In the west the Pakistan People’s Party (PPP) of landlord Zulfikar Ali Bhutto won handily, while control of the national assembly was won by East Bengal's moderate Awami League under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. (In Bengali "sheikh," means something similar to the English "squire".)

The elections were to choose a national assembly that would write a new constitution for Pakistan. And because a small West Pakistani' elite of 20 families has ruled the two regions since independence, Mujib's bourgeois Awami League rode to ballot-box power on a demand for Hast Bengal autonomy. Had General Yahya convened the national assembly as scheduled on March 25, League members would have voted East Bengal a semi-sovereign status, allowing it to resume trade with India (suspended after the 1965 war) and to handle its own monetary affairs. Autonomy for the West Pakistani states of Pathan and Baluchistan would probably have followed leaving to the central government control over national defense and foreign policy.

Though there was probably little or no reason to suspect that the West Pakistani elite would give up their richest province without a fight, Mujibur gave his personal sanction to the post-election civil disobedience and work stoppages that protested what he called "the suppression of the majority". His Awami League made no preparations for armed struggle while General Yahya hemmed and hawed about convening the national assembly, finally inviting Mujib to a meeting with West Pakistan winner Bhutto, whose bourgeois PPP was in no mood to accept Bengali autonomy. The meeting came to naught and on March 26 Yahya outlawed the Awami League and all political activity in Bengal. On March 27, Bangladesh clandestine radio declared, in the name of Mujibur, an independent Bangladesh (Bengali Nation), rallying his unarmed countrymen in East Bengal's streets.

Reportedly pressured by hawkish West Pakistani generals-almost all the officer corps and most of the soldiers are West Pakistani-Yahya ordered the 70,000 central government troops stationed in Bengal to crush the revolt. Fearful that a lengthy campaign would encourage outside intervention, probably from India, he is said to have given his regional commander, Tikka Khan, forty-eight hours to do the job. The Army's blitzkrieg began on March 25 late in the evening.

The Pakistani generals seem to have carefully selected certain groups of Bengalis for wholesale liquidation. Heading their lists were Awami league leaders, East Bengali professionals, and the university community. At the University of Dacca some five hundred students were murdered in a midnight raid by a tank battalion. "Outside the university buildings there was a fresh mass grave," reported the April 2 Times of London. "Inside blood streamed from every room."

Pakistani troops were no more gentle with the man in the street-or his wife and children. Mortars, tanks, and machine guns were used in the cities and larger towns. In the countryside, as refugees fled from their homes, the Pakistani air force used bombs, napalm, and strafing runs. Anyone wearing Bengali native dress seems to have been fair game.

The cities where probably hardest hit. 'There was a terrible massacre in the town," one escaped British engineer described the port city of Chittagong. "If the men with guns could not find anyone in the streets, they threw mortar bombs through the windows of houses."

In Dacca, troops sought out not only political leaders and students, but policemen and firemen as well. According to Sajahan Seraj, a student leader who escaped on foot to

Calcutta, troops raided all but one police station, lining policemen up against the wall and shooting them. Firemen were given similar treatment, apparently to clear the way for the army's March 26 firing of shops in Dacca's "Old town" area. As the residents of this predominantly Hindu quarter tried to escape the flames, reported Seraj, they were machine-gunned by the troops. Elsewhere in the city, the army used flame throwers to set fire to two large apartment complexes housing some 50,000 people, and as the residents spilled into the streets, Seraj said, "they were mowed down."

When he joined the streams of refugees attempting to escape the city, Pakistani troops fired on them from both sides, Seraj said, killing "thousand". East Bengal's cities are deserted now.

Elsewhere, the fighting was fierce, though the Bengali weapons were primitive. Arrayed against West Pakistan's 70,000 well-armed troops were some 9,000 members of the East Pakistan Rifles, a border patrol armed only well enough to discourage petty smugglers. They were joined by the remnants of the 3,000-man East Bengal Regiment, in which the declaration of independence by the Bangladesh radio had precipitated fire fights between East Bengali troops and their West Pakistani officers. But the masses of people who responded to the call for a liberated Bengal by filling the streets, blanketing the airfields, and surrounding the garrisons, carried only sharpened sticks and bows and arrows. Reports from Calcutta-in the neighboring West Bengal state of India-have said that hundreds of East Bengalis had fanned out along the Indian border begging for arms.

Despite their poor preparations the Bengalis fought hard. In the city of Jessore, reported the Indian press agency (PTI), Pakistan regulars machine-gunned 1,500 Bengalis-many clad in sarongs and undershirts"-as they charged with spars, clubs, axes, and daggers in an attempt to capture the airport. Describing operations in the Kushtia district north of Jessore, an Awami League leader told the *Times of London* that, when a 300-man detachment of Pakistani troops were rounding up local political leaders, they were surrounded by 30,000 Bengalis armed with sticks and stones. The Pakistanis used their cannons and mortars on the crowd, but when they ran out of ammunition after twenty-eight hours, they were beaten to death.

Though they lack the planes, tanks, and trucks of the West Pakistanis-the East Bengal irregulars (estimated at 50,000 men) control the countryside, leaving the largely unpopulated cities and ports to the central government troops. And while their casualties have been extremely high, they have killed 3,000 West Pakistani troops (PTI) and taken an unknown number of prisoners heavy casualties for an army facing an unarmed people. In the lull, Yahya has reinforced his troops in East Bengal with 10,000 additional men and an undisclosed number of fighter planes.

As most observers expected, the Pakistani Army has won the war's first stage, but the Bengalis are counting on monsoon rains and guerrilla tactics to turn the advantage to their side. East Bengal's countryside is highly favorable for guerrilla warfare. The Bengalis' home territory, the Ganges-Brahmaputra delta's confusing network of thousands of rivers and streams is treacherous and foreign to the soldiers from the dry plains and mountains of the West. "West are just writing for the monsoon," a Bengali officer told the *New York*

Times April 14. "They are so frightened of water you can't imagine. And we are masters of water. They won't be able to move their artillery and tanks, and their planes won't be able to fly. Nature will be our second army."

But fighting has curtailed the sowing of the major rice crop which must be carried out according to meteorological schedule if millions of Bengalis are not to face famine some months hence. The monsoon will give the Bengalis a military advantage, but it will take its toll through starvation.

Leadership in a Bengali guerrilla war will most likely come from a Vietnam-like coalition of nationalist anti-imperialist forces developed at the local level. Most of the top Awami League leadership is either dead or in exile in Calcutta. The cadres of Bangladesh's small Maoist party-the East Pakistan Communist Party (Marxist-Leninist), or EPCP-ML-foresaw the blitzkrieg and went underground well before it hit, sabotaging bridges, power stations, and telephone lines on their way. The EPCP-ML are playing an important part in a people's war rallying the peasants for training in guerrilla warfare.

BRITISH IMPERIALISM

Nationalist anti-imperialism is not new to the Bengalis. Their struggles against imperial powers have been long and bloody. Before its mid-eighteenth century conquest by the British, Bengal's industrial development was what a British commission in 1918 described as "not inferior to that of the more advanced European nations." Its cottage textile industry exported large quantities of fine cotton and silk cloth throughout the East and to Europe. More than self-sufficient agriculturally, Bengal exported rice, sugar, and butter. As part of the Mogul Empire-the civilization of the Taj Mahal-Bengal was Europe's equal, perhaps its superior, in everything but arms. Entering Dacca at the head of a victorious army in 1757, Lord Robert Clive exclaimed that "this city is as extensive, populous, and rich as the city of London."

But within a generation, the ruling British East India Company had devastated the country and impoverished the people. With nothing but woolens to trade-Cor which the Bengalis had no use-the company's agents turned to extortion. By 1762 Clive's puppet royal Nawab was complaining of the Company's agents that they "forcibly take away the goods and commodities of the peasants and merchants for a fourth of their value and by. ways of violence and oppression oblige them to pay five rupees for goods that are only worth one rupee."

In the space of a few years the Company allowed Bengal's extensive irrigation system to fall into ruin and raised taxes so precipitously that farmers were forced to give up seed and livestock. The resulting famine in the early I770's brought death by starvation to fully a third of the Bengali nation. But British capital increased by gigantic amounts from its plunder of Bengal, fueling the first stages of the industrial revolution in England.

That dealt the death blow to Bengali textiles. After first using tariffs and outright prohibition to remove Bengali cloth from British and European markets, the British introduced machine-made goods into the Indian market. Within a few years Bengal's cottage textile industry was dead its practioners pushed into subsistence agriculture.

By 1850, once-thriving Dacca had shrunk from Clive's "London" of 150,000 people to a village of 20,000. And India was absorbing a quarter of Britain's textile output, providing for the employment of an eighth of the English working class.

With the skills and craftsmanship of Bengal's famous textile industry only a vague memory, modern Bengalis have been completely dependent on an agrarian export economy. More than four fifths of the land is given over to subsistence rice farming. The average family works some three and a half acres, usually in widely separated (thus inefficiently farmed) plots. The land bears two rice crops a year, but farming is risky-the monsoon climate floods the land each summer and parches it each winter. During the last few years East Pakistan has had to import about ten percent of its food grains-mostly from the U.S.

Though tea and betel nuts are grown in East Bengal, most of the cropland not given over to rice is used to grow jute, (he farmers' cash crop. These fields yield forty percent of the world's jute, which is used for making rope, burlap, and gunny. Except for the civil service and small commerce-mainly in Dacca-jute is the only East Bengal industry. The West Pakistani elite, which has monopolized the international aid funds granted for the government's first and second five-year plans, and has siphoned off the international exchange generated by East Bengal's jute export, is partially responsible for the lack of industry in the East. Since independence, West Pakistani capitalists have replaced Calcutta's' rich Hindus as owners of the jute processing mills and export firms. If East Bengal could free itself of West Pakistani imperialism, it would have a favorable balance of trade. Its jute, just prior to the current crisis, was earning ***half of Pakistan's total income from commodity exports***-some $ 50 million a year.

Beyond their common Islamic religion, the Bengalis have little in common with West Pakistan's Punjabis and Pathans. Even the language of West and East differ; the West's Urdu has a Persian base and Arabic script, the East's Bengali a Sanskrit base and script. While the British destroyed Bengali culture, they trained the Punjabis for military, administrative, and entrepreneurial roles in colonial India. Tall and light-skinned, many Punjabis consider themselves superior to the small, dark-skinned Bengalis, and the Easterners feel and resent it.

Many Bengalis believe-with reason-that they have traded colonial subjugation by the British for subjugation by West Pakistanis, especially the Punjabis. Not surprisingly, Bengal has been a hotbed of rebellion against first British, then Pakistani imperialism. The British partitioning of Bengal in 1905 brought strong nationalist protests, though British policy markers persisted in their divide and rule policy by having Hindu and Moslem Bengalis select separate members for the viceroy's advisory councils. At independence, many East Bengalis opposed the creation of a Moslem Pakistan, preferring to be reunited with their West Bengali brethren. Since partition East Bengali dissatisfaction with the central government has played a major role in precipitating most government crises.

BENGAL'S POLITICS

But Bengali politics have traditionally been dominated by the upper petty bourgeois-

the professionals, large shopkeepers, and commercial interests that in the absence of an aristocracy or capitalist class form the upper crust of Bengali society. This group provides the leadership for the Awami League. Although its propaganda for national autonomy won it considerable electoral support in the major cities and towns of East Bengal, many Bengalis criticized the Sheikh's moderate approach long before the Army began its blitzkrieg.

Bengal's small shopkeepers seem to articulate their demands through the smaller National Awami Party (NAP), which also has significant peasant support in northern Bengal and some influence in the trade unions. As its name suggest, the NAP is a national party, with a following in West Pakistan among peasants and students in the Punjab and workers and students in Karachi, Arguing that the military would not voluntarily relinquish its power; the NAP boycotted the December election.

The NAP is split between pro-Moscow and pro-Peking elements, whose differences have generally boiled down to whether to follow the "peaceful road" to socialism, or take up the gun. The Moscow wing of the party is led by the grand old man of Bengali nationalism, eighty six year old Maulana Bhashani. Once thought to be' pro-Peking, the Times of India reports that Bhashani now maintains that the stigma that he was pro- Peking must be forgotten"- perhaps because he recently visited India's Assam state, trying to raise arms from Mrs. Gandhi's anti-China government.

Nonetheless, Bhashani remains militant leader of some 55,000 well organized peasants under the NAP banner. And while the NAP lacks a concrete socialist program, it does express the essential radicalism of the Bengali peasantry.

Since the beginning of the civil war, the younger members of the NAP have gone underground, joining the cadres of the East Pakistan Communist Party-Marxist-Leninist. Mohammed Toaha, a veteran organizer in the Jessore area, leads the Maoist EPCP-ML. An educated man in his early forties, Toaha was Bhashani's right-hand man and secretary of the NAP until 1968.

No one outside the EPCP-ML knows with certainty its numerical strength thought it is estimated to be small. But the Maoists are believed to be extremely well organized; they constitute the only known underground in Pakistan.

While Yahya Khan holds Mujib prisoner in West Pakistan, Awami League officials based in Calcutta have formed a "provisional government of Bangladesh" and sent their agents through India and England begging diplomatic recognition, guns, and supplies to "begin a war of liberation".

FOREIGN POWERS

Most diplomatic response to the massacres has been verbose. Great Britain and the Soviet Union have both denounced West Pakistani genocide in Bangladesh and called for a "peaceful solution" to Pakistan's "internal" problems. The U. S. government first declared itself "concerned" with the situation, though it, too, called it an "internal" affair. Then in mid-April, in a sudden switch which seemed to parallel the Indian position.

American ambassador in New Delhi Kenneth Keating deplored the bloodshed, and slated that the "Hast Pakistan problem was the concern of the world community and not merely Pakistan's internal affairs."

In Pakistan, as in much of Asia, the U. S. for the past quarter century has filled the breach left empty when the colonial powers withdrew. U. S. economic aid to Pakistan has passed the billion dollar mark, maintaining the successive military regimes of what John Foster Dulles called a "bastion of freedom". For the current year, the U. S. has committed some $ 175 million in aid. most of it going as usual to the West. The U. S. has also been a major supplier to the Pakistani military and since 1950 has trained over 4,000 Pakistani officers-a majority of the largely West Pakistani officer corps. As in other American neo- colonies. live U.S. has since 1961 actively trained Pakistani police.

Aid in laying out Pakistan's heavily imbalanced development programs and five year plans has come primarily from an alliance between America's great "philanthropies" and its great universities-particularly from the programs of the Harvard Development Advisory Service and the Stanford Research Institute, both funded by the Ford Foundation. And while American social scientists experimented with West Pakistan's development. East Bengal has relied on the U. S. for food subsidies-mostly wheat from the PL480 ("Food for Peace") programs. Since the outbreak of the civil was the U. S. has cut off all PL480 shipments, ostensibly because they could not be distributed.

The PL480 cutback aggravates an already serious food shortage in Bengal. Last fall's highly destructive cyclone wiped out villages, flooded rice fields with salt water, and destroyed an estimated five percent of the year's crop. And because the recent fighting broke out at the beginning of sowing for the summer crop, the rebellious peasants will be hard pressed to feed themselves later in the year.

If the West Pakistani military continues to hold the major East Bengal ports and cities, whether the U. S. resumes shipments of food grains will become a decision of some political importance. If all that stands between the people and U. S. surplus food being distributed by the West Pakistanis are "small bands of communist terrorists." it will be easy for the Pakistani military to justify their attack on the people's militia and easy for the U. S. to justify supplying the Pakistanis with arms, helicopters, and perhaps' "advisors".

But in the long run, U. S. interests would probably not be hurl by an independent Bangladesh, at least not one in the hands of the pro-Weslern Awami League. Some members of elite decision-making circles in the U. S. have begun to rally a "a Bangladesh Lobby' around just that idea. Among them is Professor Edward Mason of Harvard, the chief architect of the Ford-Harvard development program in Pakistan and a long-time advisor to the State Department and the World Bank. Mason has written and circulated among academic and government circles a post-massacre report recommending that the U. S. discontinue aid to West Pakistan because otherwise "we will drive East Pakistan into the arms of another power—the U. S. S. R. Of China."

Pakistan's long-time enemy, India, has been openly sympathetic to the liberation of

Bangladesh, though like the U. S., India would be most comfortable with a bourgeois. Western-oriented Bengali Nation under Awami League leadership. India has opened its borders to a million East Bengali refugees, supplying them with medical care, shelter, and some food. It has also harbored Bangladesh liberation fighters, and Pakistani regulars have already fired on Indian border villages—the passage to safely for thousands of Bengali refugees.

The government of India's West Bengal state-where the electoral power of the pro- Moscow communists is strong-has expressed support for, East Bengali liberation. but it has little power to implement that support.

Like East Bengal, West Bengal is thoroughly exploited by non-Bengalis. Wages there are less than a third of those in the rest of the country, and the great bulk of capital and entrepreneurship is not local. West Bengalis fee] that non-Bengalis come to Calcutta only to make money, which they export from the state.

Nor do West Bengalis hold effective political control of West Bengal state. Communist leader E. M. S. Namboodripad explained on April 23 that while West Bengal was not directly under military rule (as was East Bengal), it was actually the Army that was running the administration of the state. Since the West Bengali "Naxalites"-the blood brothers of East Bengal's EPCP-ML-began their own Maoist struggle more than a year ago, several thousand Indian federal troops have been stationed in West Bengal to "curb disorders". Born of a melding of student and peasant movements in 1968, the Naxalites have gained wide support among the unemployed and underemployed in Calcutta as well as among the peasantry in the surrounding countryside. Sabotage is increasing in the city, and land lords have left some areas of the countryside for the cities after a wave of Naxalite attacks.

The Indian government is, in fact, in a quandary. While Prime Minister Indira Gandhi would like nothing more than a divided Pakistan, she fears above all that the East Bengal movement is becoming Maoist, under EPCP-ML leadership, and that its liberation movement will spread into India. Indian arms, she undoubtedly feels, would probably fall into the hands of Maoist guerrilla forces rather than those of the Awami League and, given time, they might return home in the hands of the Naxalites who threaten her government. While the 'peaceful road' communists in West Bengal wring their hands and say there is nothing they can do to help East Bengal liberation, Naxalite cadres have been crossing the border actively helping their eastern brothers. They say this is both to advance the struggle in the East and to "get experience" for their struggle in the West.

Mrs. Gandhi faces an equally difficult problem in Assam, the mountainous Indian state that lies between East Bengal and Burma, and shares a long boundary with China. Many Bengalis have escaped to Assam, where Indian troops have for some years been fighting rebellious and Naga and Mizo tribesmen armed with Chinese AK47 rifles and the thoughts of Chairman Mao. As the struggle in East Pakistan develops into a bonafide people's war. such armament will undoubtedly move down mountain trails into East Bengal.

Issued ten days after the Pakistani military began its attacks, China's carefully-worded statement on the civil war did not denounce' Pakistani genocide. On the country,

China appeared to back the central government of Yahya Khan. But the primary thrust of China's pronouncements thus far has been to declare the war an "internal matter" and to warm India to keep hands off. In a letter to Yahya Khan, Chinese Prime Minister Chou En-Iai has pledged that China would come to Pakistan's aid if India were to invade. Saying that Yahya Khan's efforts would "regain normalcy" in Pakistan. Chou asserted, "Pakistan unity... is essential to its survival and prosperity."

China's anti-Indian alliance with Pakistan's military regime came soon after the 1962 Sino-Indian War, and since then China has given economic and military aid to Pakistan. Radio Pakistan has recently announced, according to UPI (New Delhi, May 2) that China had made an offer of increased aid "over and above" the long-term $ 210-million aid commitment made during Yahya's visit to Peking in November 1970. Pakistani leftists complain that the alliance has been a hindrance to the NAP, which has softened its opposition to the government because of it.

China's purpose seems to be to keep the struggle in East Bengali a civil war and so far as is diplomatically possible-to deny India (and behind her the Soviet Union and the US.) the pleasure of supporting a bourgeois East Bengal under Awami League leadership. In his letter to Yahya Khan. Chou, remonstrated that "it is necessary to distinguish the great mass of the people from a clique who only think of sabotaging the Union of Pakistan," a statement that seems to refer directly to Sheikh Mujibur and the Awami League leadership. Mujibur himself has been quoted as warning that "I alone can save East Pakistan from Communism." Sometimes called the "Chiang Kai-shek of Bangladesh". Mujib is accused by Bengali leftists of being an "American agent” -a term metaphorically if not factually true.

China will most likely come to the support of Bangladesh when local-not national-leadership has been able to forge a Vietnam-style coalition liberation front. The possibility of China's publically supporting Pakistan against Indian intervention, while privately supplying guns to the Bengalis, cannot be ruled out.

As reports of heavy fighting receded from the news in late April, CBS reported that the West Bengali Naxalites had addressed a message to China explaining that Hast Bengal's liberation movement had become a true people's war, and was not in the hands of the Awami League.

Meanwhile, what it will mean to support united Pakistan in the next few months is somewhat unclear. The army's East Bengal blitzkrieg has cost Pakistan some $ 200 million in delayed and destroyed exports, and the central government has reported a thirty-five percent drop in Pakistan's gold reserves-down to $ 82 million. With the outflow of foreign exchange averaging about $ 20 million a month, Pakistan will have to cut its imports sharply, starving the West's factories of raw materials and forcing up already high unemployment.

Reports filtering out of the West (all Pakistan is under press censorship) say that food is short and that tenant farmers in some provincial areas of West Pakistan are refusing to pay their rents. Worker student unrest is reported in West Pakistan's industrial centers, with some strikers being fired on by government troops. In the East, Awami League

leaders have urged Bengali farmers to plow under their jute and plant rice to feed the "liberation fighters", and the jute industry is in massive disarray, some processing mills having been destroyed in the fighting. Pakistan has a $ 3 million debt to the World Bank coming due in June, with no country as yet rushing to bail out Yahya's foundering government. But in its efforts to stop Communism in East Bengal, the U. S. may put its bets on the central government. By further mortgaging the Pakistan economy, the U.S. could open Pakistan to greater penetration by American private capital.

All in all, it seems unlikely that the Army can bold out through the monsoon season in East Bengal without causing tremendous unrest in West Pakistan. To satisfy the demands of the more rational elements among the West Pakistani elite, Yahya Khan will probably abdicate in favor of Zulfikar Ali Bhutto, leader, of the West Pakistani People's Party and the winner in West Pakistan in the December elections.

Bhutto was foreign minister of Pakistan during the parliament of Ayub khan, resigning in 1966 in protest of the agreement ending the Indo-Pak war. A large landholder who talks of socialism-nationalizing banks, insurance and basic industry-Bhutto promises in the same breath an atmosphere "conducive" to private ownership in industry. Disliked by the East Bengalis. Bhutto is not totally popular in West Pakistan, either. *The Times of India* reports that demonstrations against Bhutto have been staged recently by workers and students in a number of Punjabi towns.

But whoever rules Pakistan in the next few months on years, East Bengal Bangladesh-is now in the first stages of people's war, with no outside support, no arms, no military training-just some seventy-five million people united behind independence. As leadership passes from the Awami League to more radical forces, China will probably offer concrete support. But whether or not this happens Bangladesh will probably wit its independence. As one NAP leader told T.J.S. George of the Far Eastern Economic Review, "We don't worry whether China openly support us or not, whether Russia tries to mediate, or America tries to replace Yahya Khan; we have to wage our own battle, and we are sure to win."

This pamphlet was prepared by members of the Pacific Studies Centre, a non-profit cooperative research organisation in East Palo Alto. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessary represent those of the Pacific Studies Center.

Copies are available in bulk for $ 6.50/500 copies plus shipping costs. Contributions are tax deductible.

Permission to reprint (not for profit) is granted. We request that, articles be properly credited and would appreciate remuneration if possible.

The Pacific Studies Center regularly (bi-monthly) publishes Pacific Research and *World Empire Telegram*, providing documented analysis on the Political Economy of Asia and the Pacific and articles on significant domestic issues. Subscriptions (for twelve issues) cost $ 5.00 for individuals and $ 15.00 for institutions.

Inquiries and orders should be addressed to the-

Pacific Studies Center
1963 University Avenue
East Palo Alto, California
94303.

Copyright May 1971, by Pacific Studies Center

SELECTED SOURCES:

Ahmed. Nafis. *An Economic Geography of East Pakistan*, Oxford University 1958.

Alavi; Hamza and Khusro, Amir, "Pakistan: The Burden of U.S. Aid Imperialist " and *Underdevelopment*, ed. Rhodes Robert, Monthly Review, 1970.

Ali, Tariq, "Class Struggles in Pakistan," *New Left Review*. Sept.-Oct. 1970, England.

Ali, Tariq. Pakistan: *Military Rule* or Peoples Power, Morrow, 1970.

Bhutto. Zulfikar Ali. *The Myth of Independence*, Oxford University, 1969.

Dutt, R.P., *India Today*, Peoples Publishing House, Bombay, 1947

Jack. J.C., *The Economic Life of a Bengal District*, Oxford, 1916.

Nutley, Timothy and Louise, "Pakistan: The Busy Bee Route to Development" Transaction, February 1971.

Papanek, Gustav, Pakistan's Development, /Harvard University press. 1967.

Periodicals

Far Eastern Economic Review, Hong Kong
Le Monde, Paris, France
Times of India, New Delhi. India
Manchester Guardian, England
New York Times, New York
Times of London, London
Peking Review, Number 16.

MY GOLDEN BENGAL
by Rabindranath Tagore

0 my golden Bengal, I love thee!

Always your sky and your wind play music in my heart.
0 mother, the fragrance of spring in your mango forests
makes me wild with joy.

And in your rich autumn fields I have seen your smile, so sweet.
What beauty and shade, what affection and tenderness have you spread-
In the shadows of your trees, in the banks of your rivers.
0 mother, your words sound heavenly in my ears;
And when your face is sad, my eyes fill with tears.

My childhood has passed in your playroom;
And blessed am I. covered with your dust and earth.
0 mother, at the end o f day when you light your lamps,
1 leave my play and run back to you.
All my life I have spent
In your pastures and ferry-ghats,
In your village roads full of shade and' the songs of birds.
In your courtyards laden with rice. "
0 mother, your peasants and farmers are my brothers, my own.

Here I am, my mother, my head at your feet,
Lei the dust from your feet be the gem on my forehead.
0 mother, my meager fortunes, I lay before your feet;
And jewels from others I shall never buy
For they soon become a noose round your neck.

কানাডায় প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা (টরেনটো) এর কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	এ্যাসোসিয়েশনের প্রচারপত্র	----- ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION OF CANADA (TORONTO)

ITS PRESENT OBJECTIVES

In addition to normal functions required of an ethnic group in Canada, the Association should also undertake a spccial responsibility that has fallen on its shoulders due to the continued occupation and colonial exploitation in Bangladesh by the Pakistani Army. The following points are of interest:

1. Since Bangladesh is not yet recognized by Canada as a Sovereign and independent state and there is no Bengali diplomatic mission here, the Association must discharge at least such responsibilities as would have been required of a mission representing a country under foreign occupation, and a country that has been waging an armed struggle to liberate herself.
2. Since socio-economic institutions serving Bengali interests are non-existent in Canada, the Bengali people must try to the needs of such institutions through Bangladesh Association and take active part in the resistance movement.

In concrete terms, the duties of the Association include:

(i) dissemination of information on Bangladesh,

(ii) publicity and propaganda at both public and Government levels for the cause of Bangladesh,

(iii) persuading agencies and institutions not to help the occupation forces of Pakistan, and

(iv) raising funds for the resistance movement of Bangladesh.

Postal Box 6247, Station 'A'. Toronto I. Ontario, Canada.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা প্রকাশিত মুখপাত্র ‘বাংলাদেশ’ -এর দুটি খবর	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার দলিলপত্র	৩১ জুলাই, ১৯৭১

ANNOUNCEMENTS:

*A Symposium On Bangladesh:-*Bangladesh Association of Canada (Toronto) has arranged a symposium on Bangladesh. Our guest speaker will be Mr. Andrew Brewin, M. P., a member of Canadian Parliamentary delegation, who recently returned from India, Pakistan and Bangladesh. He went there as a guest of Indian and Pakistan Governments on a fact finding mission.

The gathering will also be addressed by other eye-witnesses from Canada. There will be a session of documentary slide and film show, if time permits. You are cordially invited to come. *Time: 7-30* p. m. Place: Medical Science Building Auditorium (King's College Circle, University of Toronto main campus), Date: August 5, 1971.

BENGALI FILM SHOW

A Bengali film, 'DUI KANYA' by Satyajit Ray (with English subtitles) will be screened at the ODEON (Danforth and Pape, near Pape subway) on Thursday, August 26. 1971. There will be four shows. The show has been organized in collaboration with the ICA, in aid of the Bangladesh refugees in India. We need volunteers to sell tickets.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কুইবেক-এর তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য	এসোসিয়েশন প্রকাশিত মুখপাত্র ‘স্ফুলিঙ্গ’	১ আগস্ট, ১৯৭১

NEWS FROM CANADA AND U. S.A.

Shahjahan Kabir, President of the Bangladesh Association of B. C. reports from Vancouver!

The B. C. Association of Bangladesh strongly protests the continuing shipment of economic and military aid to the Federal state of Pakistan. Such aid in the hands Of the Yahya Khan regime, is going directly to the mass slaughter of our people-the Bangladesh-of the so-called Hast Pakistan.

This is part of a letter which was presented to the U. S. Consulate in Vancouver. July 22, protesting U.S. military aid to the Yahya Khan regime in Pakistan.

What can people in Vancouver do to support the Bangladesh struggle for self determination? Two actions are planned which we urge you to support:

Teach In: Vancouver City College (Langara); July 29 at 2.30 p.m.

Rally: U.S. Consulate, Friday, July 30, 6 p. m.

Bangladesh Association of Canada, Toronto and Bangladesh Association of Canada, Ottawa, held two militant demonstrations against the two boot-leakers of Yahya, Hamidul Huq Chaudhury and Mahmud Ali, on July 18 and July 22. These two collaborators of Yahya and agents of Imperialism recently toured Canada to speak for their masters. The demonstrators handed out pamphlets stating the background of these dejected politicians.

Matiur Rahman from Bangladesh Association of Toronto reports:

Bangladesh Association, University of Toronto, has arranged a Symposium-"Crisis in Bengal". Place: University of Toronto, Main Campus. Time: 7-30 p. m. Date: Thursday, August 5, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডার সাধারণ সম্পাদকের চিঠি	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার দলিল	১৬ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION OF CANADA

P. O. Box-6247, Stn.-A
TORONTO 1.
ONTARIO, CANADA

TELEPHONE:
(416) 363-2834
August 16, 1971.

Dear Mr.

You know that the secret show trial of our leader, Sheikh Mujibur Rahman, has already started on the phoney charges of high treason. We feel that we must do whatever possible on our part to create a public opinion all around the world against this unjust trial. Here in Toronto, an independent group of Canadians is now trying to send a public petition to the proper international authorities. We feel, we as Bengalis should co-operate with them. As such we are enclosing a copy of the said petition. Please make necessary copies and try to collect as many signatures as possible. If you have already made such attempt, please send the list or a copy to us so that a comprehensive petition could be prepared.

Please treat this very urgent. Perhaps we will be able to submit the petition before our leader is sentenced to death, if of course, he is still alive. In any event such petition will be of use to mould the world opinion.

Yours sincerely,
M. M. Rahman
General Secretary.

PAKISTAN JUSTICE RESOLUTION

The undersigned protest the action of the Government of Pakistan in conducting a secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman. The apparent denial of all traditional judicial procedures and safeguards can only totally discredit the verdict. If the trial should end in the execution of Sheikh Mujibur Rahman, the inevitable result will be further bloodshed in a country which has already suffered so cruelly.

We urge you to use your good offices to persuade the Government of Pakistan to abandon this unwise and unjust procedure as a step towards restoring tranquility and justice in East Pakistan.

Signature	Address
----------	-----------
----------	-----------

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডার মুখপাত্র ‘বাংলাদেশ’- এর সম্পাদকীয় এবং সমিতির কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত আরও তথ্য	সমিতির দলিলপত্র	২৫ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH, August 25, 1971

EDITORIAL

Since the Bangladesh struggle, long simmering in dormancy, erupted into intense activity last March, our minds have been challenged in trying to grasp the magnitude of the cataclysm, and our souls touched by the sufferings and the spirit of the Bengali people.

The world has been shocked by the genocide that has driven million Bengalis to

seek shelter in India. These dispossessed millions prefer to face disease and malnutrition in a foreign land rather than the murderous guns of their erstwhile countrymen. Numbed by the terrible experience that they have survived, they face an uncertain future. It would be suicidal for them to return to Pakistan under the present conditions. And the likelihood of a "political settlement" is nil. They have one hope-one thing can give them a better future-that hope is victory, Victory for the liberation forces, Victory for the Bengali people.

Inside Bangladesh, the army of Yahya Khan continues its reign of terror. Oppressed never before, no one dares to speak. But in the minds of the people there is a single thought-when the chance comes, to wrest the gun from the hands of the oppressor, and to obtain freedom. The Pakistan government knows this. That is why they are conducting an intense campaign of propagnada aimed at demoralizing the people. They identify the popular forces as "miscreants" alleging that they are part of some sinister Indian plot against Pakistan. They attempt to use religion as a divisive force, making it a crime to be a Hindu. They set up "peace committees" of collaborators. All with one aim the subjugation of the people.

What can give hope to these millions who daily live in the midst of oppression, whose lives and property are never secure, and who face imminent famine along with their present afflictions? For them the "unity and integrity" of the "Islamic" Republic of Pakistan means the perpetration of their role as exploited colonials. Their hope too is for victory. Victory for the liberation forces! Victory for the Bengali people!

As Bengalis who are living abroad, you have the chance to contribute to that needed victory. You can speak out against the oppressor, and tell the true facts about events in Bangladesh to influential people and concerned citizens of the world. You can try to enlist their support for relief and recognition. You have no valid excuse for silence. Your silence will not ensure the safety of your relatives at home. No one is safe there. So speak up for Bangladesh.

Another way you can contribute to victory for the people is by your financial support. Perhaps you can only give a little, but even a small amount will add up alongside other contributions to give a solid boost to the effort. Give something every month. Your continued financial support is needed. People are dying, but the only sacrifice required of you is a financial one. Don't hesitate to be generous.

Bangladesh means freedom from economic exploitation. It means democracy in the truest sense of the word-rule of the people. It means a secular state in which there will be equality for all. Many obstacles must be overcome to make this a reality. Your dedicated support can help to make this dream come true. Don't let down your suffering compatriots. Throw yourself into the struggle. Make the ultimate victory of Bangladesh your victory.

o o o o o o o o

SEMINAR ON BANGLADESH

A seminar on the "Crisis in Bangladesh" was arranged by the Bangladesh Association of Canada (Toronto) on Aug. 5, 1971. Mr. Andrew Brewin, M. P., a member of the Canadian Parliamentary Delegation which visited India, Pakistan and Bangladesh last month, was the main speaker. Others on the panel, who had also recently returned from India, were Mr. Frederic Nossal of the Toronto Telegram, Mr. Leslie Smith of OXFAM, and Mr. Paul Ignitieff of UNICHF. Mr. Stanley Burke was the chairman.

All the speakers gave horrifying accounts of the plight of the 7 million refugees in India. While Mr. Smith and Mr. Ignitieff had to confine themselves only to the refugee problem, Mr. Brewin and Mr. Nossal also touched on the political and other aspects. Mr. Brewin said that in his opinion the only solution to the Bangladesh crisis was an independent Bangladesh. Mr. Smith documented his speech with pictures of the refugee camps.

A group of West Pakistanis and two Bengali quislings belonging to the socalled "Pakistan Solidarity Committee" staged a unruly demonstration and tried their best to disrupt the proceedings with a shameful display of infantile behavior. But when they found that the audience was hostile to their hooliganism, they soon left the meeting. After they left one Canadian was heard to remark. "Now I know where the trouble lies." Another said, "I do not see how there can be any meaningful coexistence if this is their (Demonstrator's) attitude towards fellow countrymen."

The seminar proved very successful and was attended by over 500 people,

o o o o o o o o

BANGLADESH AMBASSADOR VISITS TORONTO

Mr. M. R. Siddiqui, the newly appointed Bangladesh ambassador to the US and Canada was in Toronto to attend the international conference on South Asia. On Aug. 22. he met with the members of the Bangladesh Association of Canada (Toronto) and addressed them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কুইবেক-এর মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল	মুখপত্র 'স্ফুলিঙ্গ'	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

o o o o o o o o

The Members and Sympathizers of Bangladesh Association of Vancouver Attack U. S. oil Bengali Issue.

The members and the sympathizers of the Bangladesh Association of B. C. held a militant demonstration in front of the U. S. consulate ort Friday the 30th July. After a rally they passed a resolution condemning the "U. S. complicity" in the war in Bangladesh which has killed about one million Bengalis and driven more than ten million Bengalis to cholera infected refugee camps across the border in India.

Three Bengali Sailors Seek Political Asylum in Canada.

Three Bengali sailors deserted a Pakistani ship, Sutlej, on 17th Aug. In a press conference in Montreal they said they did not feel safe to go back to Pakistan. They also did not like to collaborate with the ship which is carrying arms from U. S. A. for the West Pakistani military. At Present they are staying with the Bangladesh Association of Quebec.

o o o o o o o o

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া কর্মকর্তার প্রতিবেদন	সমিতির দলিলপত্র	২৭ সেপ্টেম্ব, ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA

905-550 West 12th Avenue,

জয় বাংলা Vancouver 9, B. C., Canada

Telephone: (604)876-8453

September 27,1911.

It is about six months since the 75 million people of Bangladesh (formerly East Pakistan) have become involved not only in a struggle for asserting their fundamental rights, but also in a grim fight for survival.

After decades of resentful subjugation by the minority in the West, the East Pakistanis demanded regional autonomy. In the country's first general election in December 1970, the Awami League won an absolute majority in the new National Assembly. The result was genocide of the East Pakistanis by the West Pakistan army simply when a well conducted peaceful election produced a result which the army could not stand Awami League did not want secession of East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman has not in any certain sense declared Bengali independence. He was not seeking essentially for more than the program of regional autonomy he legally fought and won the election on.

By resorting to pre-planned slaughter of unarmed civilians, extermination of selected 'Bengali intellectuals and decapitation of Hindus to crush the autonomy movement once and for all Yahya Khan and the West Pakistani ruling clique proved that the two wings of Pakistan were separated by more than a geographical gap of one thousand miles and compelled the East Pakistanis to declare the independent state of Bangladesh.

The world's response to the Bengali people's cry of help has so far been sadly disappointing. Each additional day this war is prolonged means further sufferings arid added loss in terms of life and property.

Regrettably the United States inspite of her expressed neutrality in the conflict continues to supply arms to the same West Pakistani Generals who launched the blood bath and President Nixon recently expressed strong opposition to any move to cut off aid to Pakistan. Undoubtedly flow of American arms will be responsible for slaughter of hundreds of thousands of Bengalis, while the economic aid is being used by the Pakistan Government to support a big occupying army in the Hast. This is obviously hot a neutral stand in the conflict. The U. S. role is completely contradictory to her assumed role as a "protector of the free world and democracy round the world", and is partly responsible for pouring millions of hungry, sick and angry refugees to India, jeopardizing stability and peace of the sub-continent.

We in the name of people of Bangladesh and in the name of humanity appeal to your conscience to exert all your influence to put pressure on your Government to desist from extending any economic and/or military assistance to President Yahya Khan's military junta, since such assistance could only increase their intransigence and prolong this war of genocide. We also appeal to you and to the American people as a whole to respect our right of self-determination.

Yours truly,

(Dr. A. M. Khan)

General Secretary,

Bangladesh Association of British

Columbia.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া কর্মকর্তার কাছে লিখিত মার্কিন সিনেটরদের চিঠি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট	৪-৭ অক্টোবর, ১৯৭১

UNITED STATES SENATE
COMMITTEE ON LABOR AND PUBLIC WELFARE
WASHINGTON, D. C. 20510,

October 4, 1971

Dr. A. M. Khan
General Secretary,
Bangladesh Association of British Columbia
905-550 West 12th Avenue
Vancouver 9, B.C., Canada

Dear Dr. Khan:

Thank you for your recent letter regarding the situation in East Pakistan.

I share your concern about the continuing conflict in East Pakistan. I have decided that we must take positive steps to bring about an end to these hostilities and thus promote a political solution. To achieve this objective, I have joined in cosponsoring S. Con. Res. 21 and amendment 159 to the Foreign Assistance Act. I am enclosing a copy of a recent news release which explains more fully my views on this matter.

With best wishes, I am

Sincerely yours,
Sd/-
Glenn Beall. Jr.

2.

Dr. A. M. Khan
Bangladesh Association of British Columbia
905-550 West 12th Avenue
Vancouver 9, B.C., Canada

October 6, 1971

Dear Dr. Khan:

I fully share your horror and dismay at the recent bloody events in Pakistan, and I intend to support legislation to curtail arms aid to the Karachi government.

Here again we have an example of the shocking misuse to which United States arms aid is all too often put by its recipients. Weapons which we provide for the ostensible

purpose of helping a friendly regime defend itself against possible Communist aggression turns out to be used to crush internal disaffection, or as in the case of the India-Pakistan border war of a few years ago, is used for settling old scores with hostile neighbors.

Our entire arms aid program is badly in need of reconsideration, and I intend to playa leading role in that effort.

Thank you for expressing your deep concern to me.

Sincerely,
Sd/
Vance Nartke
United States Senator

3.
Doctor A. M. Khan, General Secretary
Bangladesh Association of British Columbia
905-550 West 12th Avenue
Vancouver 9, British Columbia Canada
October 7, 1971

Dear Doctor Khan:

Thank you for your correspondence concerning the disastrous situation in Pakistan.

Certainly all Americans are deeply disturbed by the results of the fighting in East Pakistan. It is clear that the destruction of life and property has been extensive. The United States government has frequently reiterated that it is prepared to assist in any international humanitarian effort to alleviate the suffering caused by recent events.

Contrary to many recent reports, the U. S. Department of State asserts that we are currently operating no large scale program of military assistance to Pakistan. A limited amount of supplies has been sent; however, the States Department has told me that no further equipment will be sent pending review of the current situation.

1 appreciated the opportunity of learning your views on this most grave situation. You may be assured that I shall follow future developments in this matter closely, bearing in mind the thoughts which you have expressed.

Sincerely Yours,

Sd/-

Joen G. Tower

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার মুখপাত্র 'বাংলাদেশ'-এর সম্পাদকীয়, এসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি	মুখপত্র 'বাংলাদেশ'	১৫, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

BANGLADESH October 15. 1971

EDITORIAL

The formation of the five party Consultative Committee has been warmly welcomed by the freedom-loving people of Bangladesh, and it has given a new dimension to the struggle for liberation. It has consolidated unity and confidence among the democratic forces, and led to meaningful coordination between the freedom fighters. The cooperation between the people's parties' has further strengthened the bond of unity and brotherhood between the peasants, workers, students and intellectuals in Bangladesh. It is no wonder that the consolidation of this unity has become a particular eye-sore to the forces of Imperialism and Reaction, who ate now trying their utmost to create an and dissension in our ranks, by propagating mischievous and misleading propaganda. They are trying to create an impression that the formation of the Consultative Committee has been imposed on the Bangladesh Government by foreign pressure. They have suddenly become very sympathetic (1) and say that the only solution to the present crisis is full regional autonomy for 'East Pakistan'. Rumours have been circulating that Bangladesh is going to be independent very soon.

The history of Bengal has been a history of constant struggle against Imperialism. The Bengali masses have never bowed down their heads to any foreign master and never will. We do not believe in holding the umbrella over our heads when it rains in Moscow, Washington, or Peking and hence our present struggle for national liberation. So the question of anybody imposing any conditions on us cannot be true. Unity has been forged among the democratic forces as it was the ardent desire of the people of Bangladesh, and not because it serves the interest of some foreign power. On the other hand the formation of the broad-based Consultative Committee has own us respect and support in the anti- Imperialist camp.

Those people who are predicting that Bangladesh will be independent very soon are, deliberately or foolishly, harming the cause of the liberation struggle and playing directly into the hands of Imperialism and Reaction.

While we certainly want Bangladesh to be free as soon as possible, and are sure that ultimate victory is ours, we also feel that false hopes that do not materialize repeatedly tend to frustrate and demoralize the people. It surely is a very cruel joke on the poor, destitute people in the refugee camps in India and the homeless people inside Bangladesh.

The elements that are trying to create division and confusion amongst the Bangalis, have been saying since the beginning of our war of liberation that unless a compromise

war reached immediately the leadership would pass into the hands of the communists. Their campaign has gained momentum since the formation of the Consultative Committee, whose pronouncement that "nothing short of total independence is acceptable to the people of Bangladesh" has ruined their plans. They have become very 'sympathetic' all of a sudden and have been saying that the only solution to the present crisis "is full regional autonomy for East Pakistan". Huge amounts of money are being spent by some agencies and governments to propagate this view. One such view in wide circulation is that unless a political solution is accepted within the framework of Pakistan, "nobody" could give the guarantee for Sheikh Mujib's life. But such blackmail will not work, because our beloved leader will not barter his life for compromise with murderers and rapists.

The militant masses of Bangladesh will never accept any compromise. They have given blood in immeasurable quantities and will fight to the last man, but they will not accept anything short of total independence. We should give a fitting reply to the mischief-mongers and the dark forces of Imperialism and Reaction by consolidating the unity among the masses and implementing the programme of the Consultative Committee.

The military junta of Pakistan is backed by powerful allies abroad. So we should be prepared for a long and protracted war. During the course of this struggle we will be faced with many trials and tribulations, but we must never for a moment stray from our objective. We must not let the blood of the martyrs go in vain.

L O C A L N E WS

Professor Muzaffar in Toronto

Professor Muzaffar Ahmed, President of the Bangladesh National Awami Party and a member of the Consultative Committee, who came to New York as a member of the Bangladesh delegation ;to the U. N., paid a visit to Toronto on his way back to Bangladesh. He also addressed the Bangladesh citizens residing in Toronto on October 7.

He gave a report on the progress made by the Bangladesh delegation to the U.N., and also reported the overall progress made in the diplomatic field. He also gave a picture of the latest situation at the front. He emphasized on the need for unity at this moment of our national crisis. He said that though the people of Bangladesh were eager to see an early end to this war imposed on them, they were ready for a long and protracted war and were willing to lay down their lives to the last man to free their motherland.

South Asia Crisis Committee

Recently a South Asia Crisis Committee has been formed in Toronto with Mr. Stanley Burke, a former CBC broadcaster, as its Director. The aim of the group is to educate the Canadian people of the imminent famine in Bangladesh. Mr. Burke hopes to expand the activities of his committee on a national basis. At present various campus groups are actively working to educate the people. "People must wake up". Mr. Burke said, "when millions of people are waiting to die".

ANNOUNCEMENTS

A symposium on Bangladesh will be held at McMastcr University, Hamilton, on Oct. 20 at 7 P. M. Speakers include1 Mr. S. A. Sultan and Mr. Mafiz Chowdhury, members of the Bangladesh delegation to the U. N.

*

BANGLADESH, October 31, 1971

EDITORIAL

Recently newspapers have been reporting heavy shelling across the borders of occupied Bangladesh and India. In West Pakistan villages along India are being evacuated, and cars and buses in the main cities carry "Crush India" strickers. At night complete blackout is observed in the border areas. Siren is no more sounding for telling the city people time of "Iftar" or "Sehri". Both India and Pakistan have strongly reinforced their positions along the border. 'War seems imminent'.

It is time to think calmly about why such a condition has been created and what this war will mean-if it at all happen-for Bangladesh. Leaders in the West Privately requesting Mrs. Gandhi to talk to Yahya Khan to normalize the border tension. But she has 'rightly' pointed out that the root of the trouble is Pakistan Army's brutality in Bangladesh; and India is an unfortunate victim of Pakistan's internal problem. Nino million refugees have already fled to India creating an unbearable pressure on her already strained economy. According to Mrs. Gandhi, to restore normalcy, Yahya should stop the reign of terror in Bangladesh and talk directly to the elected representatives of East Bengal.

Some people in India and outside feel that the only way India can extricate herself from the mess, which is not of her making is to forcibly occupy Bangladesh and install a Bengali 'government' there. They contend that it win be far less costly than feeding and sheltering the millions refugees indefinitely. While we sympathize with India's genuine problems, and are grateful and obliged for all her help, we feel that such a war will be detrimental to both our cause and India's. It will damage her wonderful image abroad. On our part, we are fighting a war against colonial rule for our national liberation. It is not aimed against any particular West Pakistani but against all exploiters.

Mrs. Gandhi realizes the futility of such a step and has ignored all such suggestions, providing once again that India is a peace-loving nation. If India had really wanted a war, she would not have waited so long.

Then why all the sabre-rattling and war-preparations in the border areas? It its quite evident that the Army Generals in Pakistan (whatever great fools they may be) have realized that it is impossible to suppress Bangladesh by force. They are being badly mauled by the Mukti Bahini, and Pakistan's economy is on the verge of collapse. Moreover the people of West Pakistan have being to realize the implications of the military misadventure in Bangladesh. So, the Pakistani military build-up on the border is meant to serve two purposes.

Firstly, ii is intended to divert the attention of the people in West Pakistan and abroad. Pakistan's integrity and unity has always been based on 'hate India' or on 'crush India' campaign. So, by creating a war hysteria. Yahya hopes to gain some sort of unity among the people of whatever Pakistan he rules.

Secondly, this escalation is meant to frighten the world community into intervening, thus internationalizing the issue and diverting the world attention from the real issue-75 million people's desire and right of self-determination.-and to hide his own atrocities, brutalities and reign of terror in Bangladesh. It is advantageous for Pakistan to attack India: in the hope that a quick cease-fire would be stationed on either side of the border with India. This will enable him to maintain control over Bangladesh and stop the activities of the Mukti Bahini to some extent. Thus, it is quite clear that Pakistan has everything to gain from such a war. It is the duty of all peace-loving and democratic people to help prevent this war, and let the Bengalis win their own independence. The Bangladesh Mukti Bahini are sure to win since Truth and Justice are on their side.

L O C A L N E W S

SYMPOSIUM ON BANGLADESH

Hamilton, October 6: A symposium on Bangladesh was jointly organized by the Carribian Student Organisation and Bangladesh Association at McMaster University, Hamilton on October 6. Mr. S A Sultan and Mr. S. Ahmed, member of the Bangladesh delegation to the United Nations, spoke on the occasion and answered the questions from the floor. Large number of student and teacher of the University participated in the discussion. The meeting proved to be a success.

On the following day both the speakers gave a talk to the Political since Association at McMaster University, and in the evening addressed the members of the Bangladesh Association of Canada, Toronto at its office in Toronto. Both of them spoke about the need for unity at this moment of our national crisis.

JOIN US ON November 5

The Bangladesh Association of Canada, Toronto; will join the Anti-war Rally, organise by the Vietnam Mobilization Committee, on Saturday, November 6 at 2 pm, to protest -against the blasting of an atom bomb at Amchitka. Alaska.

The Bangladesh Association will join the rally with their own banners, placards and slogans primarily to propagate our solidarity with all oppressed people of the world. We want to let the people of Canada know that we do not want war, war has been forced on us. Come and join us in the peace rally at 2 pm at Queens Park.

BANGLADESH STAMPS

A complete set of, Bangladesh stamps are now available with us. If you want a set of stamps, call: Mr. Khan at 363-2834. The proceeds will go to liberation struggle.

Edited and circulated by the Publicity Secretary. on behalf of the Bangladesh Association of Canada. Toronto.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্বাবদ্যালয় ডীনের কাছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তার পত্র	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়ার দলিল	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

Mr. Philip H. White,
Dean: Comm. & Bus. Admin..
University of B. C.

November 15, 1971.

Dear Sir,

Perhaps you are aware of the fact that for the last eight months the people of Bangladesh (East Pakistan) are struggling for restoring their fundamental rights to live as a free citizen and even for their mere survival. As a result of army atrocities perpetuated on the defenseless civilians of Bangladesh, millions have fled to India and 10-30 million people are facing starvation. To help those unfortunate people, we have decided to make a campaign on campus to raise funds. The funds will be utilized for the benefit of hundreds of University. College and School teachers who are penniless, and at present staying in West Bengal and other states of India.

The money will be sent directly to the victims by us and by the "Medical Association of Bangladesh" based in London, U. K.

The door-to-door campaigns win last for a week starting from November 15.

It will be highly appreciated if you please allow us for the fund raising campaign, which will be beneficial for hundreds of unfortunate and needy people of East Bengal.

Thanking you.

Yours truly,
(Dr. A. M. Khan)
General Secretary,
Bangladesh Association of
British Columbia.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভ্যাঙ্কুভাবে প্রবাসী বাঙালী ও ফ্রেজার গ্রুপ প্রকাশিত 'বায়াস' পত্রিকার একটি আবেদন	'বায়াস' খন্ড-২ সংখ্যা-৪	------- ১৯৭১

WHAT YOU CAN DO

1. On the most basic level you can continue to inform yourself and others about the true nature of this struggle. You can demand that your local media report fairly and in depth its real causes. It is easy for the media to report only about the results of this struggle, i. e. refugee camps, brutal massacres, cholera epidemics, while ignoring the fact that these things were caused by a **deliberate** program of genocide by the West Pakistan government. Rarely mentioned is the fact that this government is supported directly and indirectly by both Canada and the U. S. Write to your newspapers and condemn the current western attempts to compromise with West Pakistan.

2. It is important that through your own awareness you exert pressure on those individuals and organizations which may have some effect on the outcome of this struggle or on people's understanding of it. To this end we urge you to write to your own government demanding that it **immediately** cease **all aid and military supplies to West Pakistan**, and moreover, that **it recognize the provisional government of Bangladesh.**

3. We can assist the struggle in Bangladesh by contributing to the growth of the guerilla movement there. It is fighting for the people and for the future. There are Bangladesh Associations an over North America. Donations and correspondence can be sent to the B. C. branch (#1). Otherwise contact this association nearest to you:

1. Bangladesh Association of British Columbia,
   Acadia Towers, # 1401
   2725 Melfa Road, Vancouver, B. C.

2. Bangladesh Association of Canada
   3520 Lorne Ave., Suite 5, Montreal, Quebec.

3. Bangladesh Association of Canada
   117 Carlton St., Toronto, 200, Ontario.

4. Bangladesh Association of Saskatchewan
   1220 Jubilee Ave. Regina, Sask.

5. Bangladesh League of America Inc.,
   5245 So. Kenwood, Chicago, III 60615, U. S. A.

6. Bangladesh Association of North America
   759 E. 18th St.,
   Brooklyn, New York. N. Y., U. S. A.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়ার একটি আবেদন	এসোসিয়েশন-এর দলিল	নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA
905-550 West 12th Avenue,
জয় বাংলা Vancouver 9, B. C. Canada
Telephone: (604) 876-8453

MASSACRE ** GENOCIDE ** BLOODBATH ** TERROR AND NOW STARVATION: ALL PART OF A GAME'

THE TRAGEDY OF BANGLADESH (EAST PAKISTAN)

As a result of devastation and dislocations caused by war, floods, and cyclones: between 10 and 30 million of East Bengal's 75 million inhabitants face starvation within the next few months. Contrary to bland assurances which continue to emanate from West Pakistani spokesman the situation is unquestionably desperate and will require a large scale international relief effort, if a tragedy of major proportion is to be averted. The months required to return the system to normal would probably exceed the time during which the food reserves could sustain the population. The factors that determine mass famine are irreversible after a certain point. International action, immediate and strong, is perhaps the only defense the people of East Bengal now have.

Since last March, the 75 million people of Bangladesh have become involved in a struggle for asserting their fundamental rights' and in a grim fight for survival.

After having unleashed one of the most brutal bloodbaths on his own people in all history President Yahya Khan is now planning to starve out the resistance.

In November, 1910, it was a cyclone that took a toll of lives. That was nature. In March, 1971, Bangladesh was hit by another disaster, systematically eliminating the region of, its young men, intelligentsia and millions of innocent victims. This time perpetrator is Yahya Khan.

We, on behalf of 75 million terrorized people of Bangladesh, appeal to you to put pressure on your Government by asking for suspension of military and or economic aid to Pakistan and to pursue the military government of General Yahya Khan to desist from further slaughter of civilians.

Please support and help by contributing to our 'Bangladesh Week' -a fund raising campaign (NOVEMBER 15-19).

\ ইন্দোনেশিয়ায় প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা \

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞে ইন্দোনেশিয়ার সরকার ও জনগণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রচার অভিযান সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন ‘আমরা’	১৪ মে, ১৯৭১

DJAKARTA. 14-5-71

1. AP reported on the carnage in Jessore, Khulna, and Chittagong. Indonesian Observer a leading daily, earned the reports. It stated brutality committed by both sides-Bengalis on Biharis and military on Bengalis indiscriminately.
2. Reports about Dacca were also published in press here. Army action was shown as horrifying. People here reluctant to believe the blame of killing on Awami League before 25th March. They sensed enough evidence of atrocities from the report done by army.
3. Direct approach may appreciably mould the attitude of this Government.
4. Pakistan has intensified the propaganda. We are trying hard to counter it in our own way by our limited means. Pakistan propaganda rarely finds place in the press.
5. Observers here give credence to a rumour that Bengalis are gradually called back from missions abroad. They will be herded in camp to face trial/death later on. If possible, an appeal to various Govt's to give protection and necessary help to Bengalis may be made through press or radio. Bengal is should also be cautioned not to return to concentration camps in Islamabad.
6. Three ships went to Chittagong with Japanese rice for East Pakistan. They were directed to unload the rice at Karachi. The ship-owners refused and came to Djakarta and unloaded the rice.
7. Vice President's speech heard over radio from Calcutta was encouraging. More encouraging is his warning to the traitors. Pakistan is trying to use Traitor's version of the situation in Bengal.
8. Our activities are spied and hampered by M. A. Aziz of IPECC. In collaboration with Punjabis, he and his wife are very active to mobilize opinion against our cause. He even propagates that Mujib, Bhashani, Tajuddin and their associates are all communists. Communists are hateful in this country.
9. Aziz arranged a Fateha Khani in the house of a Punjabi named Khalique Fakhruddin and prayed that Bengali should not be misled by Awami League.
10. Mr. H. R. Choudhury in Pak. mission Delhi was counselor here. He was virtually thrown out. His Path an enemy is still trying to implicate him in the present crisis.
11. A copy of AP's report is enclosed for information. Djakarta papers also carried it in full.

12. It is very happy to know the publication of "Joy Bangla". We shall made use of it here. Please send a copy regularly at the following address. We shall try to circulate copies to important personalities here --------------------

*

DJAKARTA-INDONESIA

1. These clippings from leading dailies of Djakarta for information and knowledge of the Members of Bangladesh Cabinet. Further consignment will follow. Happenings carried by all Indonesian papers also.

   (a) Editorial "The Complex Problem of East Pakistan" by the Djakarta Times on April 15.

   (b) Article "Is Islam Dead?" by Djakarta Times on April 15.

   (c) Editorial "Massacre in East Pakistan" by Djakarta Times on April 6.

   (d) Editorial "Bangladesh" by Djakarta limes on April 20.

   (c) Editorial "Sympathy with East Pakistan's Plight" by Indonesian Observer (Nationalist Paper).

2. Inspiring speeches. Press conferences and meetings will boost up morale of fighters and people. Sorry, we hear very little from leaders.

3. Organise & equip youths for offensive fighting.

4. Make arrangements for collection of funds from Bengalis and sympathizers living or serving' abroad. There will definitely be satisfactory response. Announce through Press where to deposit contributions.

5. Contact by letter/cable/representative all Heads of States. Give them background details accusing the aggressors. Do not please miss Indonesia though it is not sympathetic.

6. Extensive propaganda necessary. We are doing our way.

7. Arrange supply of arms and ammunitions from any source.

8. Appeal daily to all World Organizations by letter, or through Press for help and ask them to come and see magnitude of suffering.

9. Leaders should make alternative frequent visits to fighters and' give them assurance of victory. This is must.

10. Declare Nurul Amin, Hamidul Hoq, Sabur and others as traitors. They will face trial and get their due for betrayal.

11. Unity must be preserved at all cost and sacrifice, without considerations of party affiliations.

To

Mr. Hussain Ali
Bangladesh Mission,
9, Circus A venue,
Calcutta-17.

*

1. Will send press clippings. Already sent by air mail releases etc.
2. To boost up morale of fighters and people, statements are issued and press conferences are held.
3. To organise and equip youths for offensive fighting, necessary steps taken.
4. An appeal has already been issued to persons and organizations abroad for funds and materials-A/C No. in foreign banks are in formed as and when opened.
5. All Heads of States including Indonesia have been approached formally.
6. Collaborators in and outside Bangladesh are being warned occasionally.
7. Efforts are made for arms and ammunitions.

*

1. Publicity campaign needs to be geared up. Silence of leaders causes alarm & disappointment.
2. There are reports of disunity among the parties. Unity should be maintained at any-cost.
3. Indonesian presses do not now give much coverage. Local Pakistanis (Punjabis) have purchased most of them at huge money. Govt. attitude is not helpful to Bangladesh. Some lies are being circulated in the name of Ulamas by Radio Pakistan. Indonesia does not seem to help Pakistan materially. After the inquiry report on hijacking was published, Pakistan Ambassador was ridiculed by Foreign Minister. It is known secretly.
4. Public opinion here is that Pakistan unity is broken forever. The war is to continue a few weeks more for Bengali survival.
5. Direct approach to this Govt. may ease the herded attitude of non-interference. Please consider to do it soon, if possible.
6. Some prominent foreign journals are carrying encouraging articles by their correspondents. Some of them even traced the history and gave details of economic disparities which finally resulted to the present event. People are convinced and have sympathy.

7. Traitors are everywhere. One is here. M. A. Aziz, Dy. Secy. General. IPECC, Though a Bengali, is a nuisance. He is spying against Bengalies and trying to victimize the lovers & sympathizers. He is a non-believer in our cause. Please note it for future action.

8. It will be glad to know the arrangement for collection of money. We are ready to contribute our share.

Mr. Hussain Ali,
Bangladesh Mission,
9 Circus Avenue,
Calcutta-17.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বিগ্রেডের প্রাক্তন প্রধান কর্তৃক বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ	ব্যক্তিগত চিটিপত্র	১৫ মে, ১৯৭১

Piasangan Lama 111/39,
Djatinegara,
Djakarta-INDONESIA
May 15, 1971.

Dear Mr. Hossain Ali,

I was born in the district of Noakhali and joined the British Indian Army during World War II. In 1945 I came over to Indonesia with the Indian Army. I was commanding International Volunteers' Brigade in the freedom struggle of INDONESIA. I have since then settled in INDONESIA and is now a pensioner.

As you would appreciate in struggling for Indonesian independence, we have expertise in guerilla warfare and I have still a following of about 2000 personnel.

I was yet under the impression that the regrettable killings would end and a peaceful solution of the problem would come in one or the other form in final settlement. But it appears that West Pakistan would not stop killings in spite of international opinion.

It is my intention that I could actively participate to liberate my kith and kins left behind in Bengal who are now suffering miserably and killed indiscriminately with my 2000 men. I can seek permission from the Government of the Republic of INDONESIA to organize a volunteer corps but in view of her own economic position she would not be able to finance it. My offer stands firm for an active participation in your struggle if the possibilities of meeting the expenditure on personnel and material could be found.

Kindly accept my esteem and wishes for Bangladesh Government and its people and let me know if I could be of any use or service to my motherland. With all sympathies and support.

Yours sincerely,
Sd/-
Ex-Major Abdul Matin
Ex. Chief Commander,
International Volunteers
Brigade.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত ইন্দোনেশীয় প্রচার মাধ্যমের প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী	'আমরা'	২১ মে, ১৯৭১

Djakarta, 21/5/71.

AP's report of May II was published in daily "Indonesian observer" on 15. The following were the highlights of report:—

(a) Deaths more than 400,000 since the start of civil war on March 25.

(b) Rail and road links cut off at many places.

(c) 55 Jute mills are working with 15% labor force.

(d) Millions are facing starvation.

(e) Prediction made that Yahya would not last the year.

(f) Shops were looted by army.

(g) A colony for marketing of 60 products of West Pakistan is lost, remarked by a key businessmen of West Pakistan.

(h) Economic difficulties are being faced seriously in West Pakistan.

2. A list of the political and social elites are given below. They may be, supplied with materials leading to present crisis. They will help our cause. They may influence change policy.

3. A copy of "Joy Bangla" as requested earlier may be send at our address regularly. We hope to make good use of it. If possible, some more copies may be sent for distribution to politically important personalities.

4. Important papers again started publishing reports prominently. The govt. is though silent but seem to be convinced of the brutality Govt. do not fully believe Pakistan propaganda. It is sure this Govt. will not help Pakistan materially, it is unheedful to may requests.

5. Mrs. M: A. Aziz, wife of M. A. Aziz of 1PECC is engaged in censoring of the letters written in Bengali. A few letters reportedly not delivered.

6. In a gathering of local Pakistanis (mostly Punjabis) at a dinner given by Mr. Rang Elahi (a Punjabi) to celebrate his success and nomination in S. O. Examination, Mr. Aziz recalled the failure of attempts for achievement of autonomy in 1954 by the leaders-Fazlul Hoque, Suhrawardy and Bhashani. On Mr. Suhrawardy's imprisonment he said "there was something". "Bhasani is always a destructive element". There is complete peace in East Pakistan. A few of the guests digested the remarks with bad taste.

7. 'Far Eastern Economic Review' in its issue No. 19 published a story "words after warfare". The story was mixed with pleasure and disappointment. It said Nurul Amin

refused to accept power in this circumstance. Yahya feels confident to win at least KM) AL. elected members. They would be given assurance of autonomy provided they denounce Sheikh Mujib and join assembly as independents. Observers doubted the success of the move. It further said the army virtually controlled the province. The liberation army are inactive.

8. Antara, official news agency, quoting Reuter from Washington published on 19-5-71 that M. M. Ahmed could not do much to secure Economic aid from U. S. USA did not make any commitment until the situation is reviewed. Pakistan accepted, despite Yahya's earlier refusal to U Thant, the relief aid for Bengal. This was presumably due to pressure.

9. Local language dailies still continue to publish encouraging reports of regrouping reorganizing and training of liberation army. They give photos in some cases.

10. Indonesian Govt, may consider recognition to Bangladesh and possible help if an approach is made directly. This was opined by Adam Malik in a reception.

11. Prominent journalist & owners of papers were invited to a lavish dinner by Pakistan Ambassador. They were urged to be conservative about E. P. situation. This attempt proved failure. B M. Dia, former Information Minister, attended the dinner but his paper Indonesia. Observer next day published prominently the report of AP on E. P. situation.

12. One local language paper reported about serious rift in the Peoples Party. Some prominent members opposing Bhutto have been arrested as a result. Economic difficulties and possible inflation are current thinking in business circles, the report added.

13. AP's report is enclosed. Such report may cause serious damage to the safety of Bengalis in Hast Pakistan. Such reports may be countered.

"Amara"
Djalan Pemandangan 11/10.
Gn. Sahari. Antjol Depan A1P
Djakarta-Ulara.

INDONESIAN OBSERVER MAY 19.

Singapore, May 17 (AP).

For 23 years a common faith is the Moslem religion linked the disparate halves of Pakistan. Now the nation's leaders know it needs stronger cement if it is to stay united.

A brutal Civil War that began sweeping East Pakistan March 26 has killed perhaps 500000 persons, with may tortured and slaughtered simply because they spoke the wrong language and traced roots to the wrong place.

Non-Bengalis won't easily forget how husbands, mothers and children were killed by Bengalis espousing and independent East Bengal. Bengalis will long recall army terror and destruction.

The economy of the eastern wing of Pakistan lies shattered. Reconstruction must come from the West, 1,000 miles across India but six hours away by jet because India refuses over flights.

East Pakistan's economic infra-structure depended heavily on a 12 per cent minority of Hindu Bengalis who stayed on when India and Pakistan were formed from British India.

There are also millions Biharis, Moslem migrants who came to Pakistan at partition from several parts of India, mostly Bihar. And there were key West Pakistani businessmen and managers.

The Hindus suffered many dead in army reprisals. Thousands have fled to India or
remote parts of the province. Dacca's once picturesque Hindu sections elsewhere were razed.

Biharis and West Pakistanis were massacred by Bengalis across East Pakistan, and may survivors left in panic.

Significantly, much of the killing took no heed of religious lines. Eyewitnesses say Moslem Biharis were slaughtered in Mosques by Moslem Bengalis, despite the teachings of the prophet Mohammed.

As moslem Punjabi and Pathan soldiers moved to settle the score, they took no time to determine a man's faith.

The founder of Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, advocated the theory that Pakistan would stand as a nation, despite its geography and wide ethnic differences because of its faith in Islam.

Portraits of Jinnah still gave down from every official wall in West, and East Pakistan, but dispassionate leaders now find that his idea needs reinforcing. The problem is that no one knows how.

"For 23 years the West has enriched itself at our expense" thundered Major M. A. Osman of the Bengali Liberation Forces when Bangladesh or Bengal State was in its brief heyday.

Foreign economists add that 60-70 per cent of the foreign aid went to West Pakistan while the East provided 65 per cent and more of the country's foreign exchange.

Tariffs and policies tended to favor the West, which depend heavily on the Eastern inhabitants-two-thirds of the total population to consume its industrial and agricultural products.

Some Westerners want to gradually easy away from the East and cut all ties. This is considered unlikely, though, with a military government apparently determined to enforce a single Pakistan at any cost.

The cost, so far immense in economic and human terms, is likely to remain crushing. Bengalis now pin Pakistani flags to their clothing and fly them from their homes, but that is for safety.

"Look what the Army did" whispered a Bengali student to a reporter in one town. His eyes showed a fierce bitterness. Then, as an officer approached, he smiled brightly and offered a patriotic remark.

His reaction was common all over the sullen, defeated province. Bengalis must eventually return to work to feed their families. They lost badly and there seems little serious prospect of armed resistance.

But it will take more than impassive compliance to rebuild Pakistan even at its prewar level it was badly hurt by economic woes and natural disasters.

The question of tolerance is touchy. Military rulers have used their censorship net to black out in West Pakistan any reports of atrocities by Bengalis living their.

Eventually the facts will slip across to the other side.

One immediate threat is the crippled food crop and the disrupted relief program. Some foreign observers fear these may cause a calamitous famine this summer.

Another fear is that buyers of jute will switch to other fibers from more stable parts of the world. East Pakistan grows 80 per cent of the world's jute but exporters are concerned that the halted supply would not be missed.

That would stagger the East's economy and make it less attractive to the West.

"It's still far too early to tell what happens next", said one foreigner close to both economy and politics. "But one thing is certain. Things will never be the same again between the West and the East".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীর কলকাতা গমন সংক্রান্ত চিঠি ও তার উত্তর	বাংলাদেশ সরকার	২৬ মে এবং ১ জুন, ১৯৭১

A summary of the letter of Mr. SanauIIah of IPEC Djakarta.

1. Mr. SanauIIah is a senior Bengali Stenographer of the M/o Finance, on deputation to IPEC in Djakarta since 1967. His curriculum vitae is also enc.
2. He thinks that because he is a Bengali and sympathetic to our cause, he has been transferred to W. Pakistan even though persons who joined the IPEC later than he did, are still continuing.
3. He applied for leave but it was rejected (March 25th). He is being threatened with dire consequences if he does not join HQrs. immediately. Veiled threats have been given to him that he would be handed over to the Martial Law authorities to return.
4. He is paying his own rents, etc. and is not getting pay for the last 2~ months.
5. He approached some prominent people, including ex-Ministers, for political asylum, but the prospect of getting asylum is not very bright because of political considerations on the part of Indonesian Govt. However, he has been told that he may stay on in D'Jakarta. He wanted to know if the Pakistan Government insisted on his expulsion from the country what the Indonesian Government's attitude would be? He was told that this can be dealt with at a later stage as the situation develops. In sum, he has failed to obtain a categorical assurance in this respect. Nevertheless, he is staying on in D'Jakarta.
6. In the earlier portion of his finely'-written 5-page letter, he has given a detailed account of the injustices being committed by the' West Pakistan Ambassador and
   other Westies on the Bengali members of staff. He has also given an account of the conflicting loyalties of the Bengalies in D'Jakarta to the cause of Bangladesh.
   According to him there are 9 Bengali officials there out of 22. and his own version is that barring one or two Bengalis almost all of them are reluctant to identify themselves openly with our cause.
7. He wishes to know what he is expected to do now and how the Government of Bangladesh could help him. He fears that other Bangalies may face the same difficulty he is presently experiencing, in the very near future.
8. He concludes his letter by emphasizing on the justice of our cause and exhorting all of us to have faith in God.

S d/-
PA to HOM
26.5.71

তারিখঃ ১লা জুন, ১৯৭১

জনাব সানাউল্লাহ সাহেব,

আপনার ১৩ই মে তারিখের জনাব হোসেন আলী সাহেবের কাছে লিখিত পত্র পেলাম। ওখানে আপনার কাজের জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনার এখানে আসার বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে জানানো হচ্ছে যে, একজন স্টেনোগ্রাফারের পক্ষে এখানে কর্মের ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন হবে না। বাংলাদেশ সরকার আপনার কর্মব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তবে প্রশ্ন হলো বাসস্থানের। বাসস্থানের সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং কলকাতা তার কোন ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসায় সমস্যা আরও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। আপনাকে নিজ চেষ্টায় বাসস্থানের সন্ধান করে নিতে হতে পারে। এ সমস্ত বিবেচনা করে যদি আপনি এখানে চলে আসা মনস্থ করেন, তখন আমাদেরকে জনাবেন। যতদিন ওখানে থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারেন তার চেষ্টা করবেন এবং যদি নিতান্তই আপনাকে এখানে আসতে হয় তাহলে টি-এ ও ডি-এ নিয়ে নেবেন। একথা জানিয়েছেন মিঃ হোসেন আলী সাহেব।

পৃথকভাবে আপনাকে আমাদের রিলিজ, পুস্তিকা ইত্যাদি পাঠানো হলো।

শুভেচ্ছান্তে-
(এম, মকসুদ আলী)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতার উপর ভিত্তি করে "আমরা " গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রতিবেদন	"আমরা"	১৩ জুন, ১৯৭১

Djakarta
13-6-71.

1. U Thaw's opinion of refugee problem and his appeal for help appeared in the press widely. Radio & TV here included in the programme. Plight of refugees was shown in the TV. This was down to the much annoyance of Pakistanis and against attempts of Pakistani mission.
2. Refugee problem has shadowed reports of fighting of the liberation army. Still the reports of killing of 300 Pakistan army appeared. The news given by Aniara correspondent quoted to have been received from Bangladesh headquarters somewhere in East Pakistan.
3. 1PECC future seems bleak. In the last meeting Pakistan's eagerness survived it. Pakistan committed to bear all expenses of running the Sectt. With Mr. SanauIIah transferred from 1st March and another Rang Elahi moving shortly to assume the post S.O. there appears no probability of their substitutes. SanauIIah got the letter. He will decide in due course. IPECC lost its significance and purpose. A. Aziz is a common guest in any meeting & Milad organized by Punjabis.
4. Reports of British intention to give to Pakistan aids and loans for development programme appeared in Antara. Djakarta and Straits Times, Singapore. These aids and loans were committed before the war.
5. Two Information Assistants in the Ministry of Information, Islamabad have been dismissed. This has struck other Bengalis with fear. There are credible rumours of other dismissals from other Ministries. Bengalis do not get air passage unless a certificate of honesty and loyalty is produced from tile employer to the PIA. In some cases leave is granted without T. A. still in many cases leave is refused. This is to keep them entrapped and prevent their entry into Bangladesh.
6. Armed Forces HQs of Pakistan are reported alert for any possible attack from India. They are apprehending some such a thing and directed their propaganda on this line.
7. Photographs of captured enemy personnel may be sent press here.
8. To relieve foreign exchange burden, payment of 20% of pay in Pakistan has been effected from June by government.
9. It is reported their was demonstration before Indonesian and British Embassies in Delhi demanding support for Bangladesh cause.

10. Radio Pakistan has allotted more time for news and propaganda in Indonesian language. This has cut the afternoon monitoring time.

11. Maulana Maudoodi has reportedly written to all heads of Muslim States. He stressed that majority teachers and professors in East Pakistan were Hindus and the students were taught books written by Hindus and were influenced by Hindu ideas & policies. In essence, the Muslims there were only by name and not in spirit.

12. Mr. Swaran Singh's visit to Moscow, Germany and Paris got wide publicity in local and foreign language papers. His interviews and dialogues with press and leaders, as reported here, were encouraging:

13. A rumour spread in Delhi about Kosygin's visit to Islamabad and Delhi for talks on repatriation of High Commission's staff published here.

14. For fear of losing their own political interest in the coming general election, sympathizing leaders are not seriously critical of Govt's apathy on events in Bangladesh.

15. Letters of thanks and gratitude to editors & others as requested earlier will help publicity of our cause. They already did invaluable service. They may also be given materials for publications regularly.

16. This govt. is non-interventionist in Bangladesh affairs but it still has not put any restriction on press. This is a partial recognition facts which we stand for.

17. We are handicapped of materials and guidelines. We requested earlier too.

18. Registered letters arc not delivered at private addresses here. Please send communications by ordinary post.

19. A news item appeared in Antara said, among others, that 2000 deserters of E.P.R., and Police surrendered at the call of Tikka Khan. 5000 refugees also returned to East Pakistan. The reports were made by Antara correspondent from Calcutta.

20. Times, London carried a news item disclosing that liberation army recruits are being trained in 50 Indian camps.

21. Reports of deep resentment between locals and refugees in West Bengal appeared. A situation of near riot was however averted by officials.

22. Reports of Mr. Sharp and Ismat Kittani's talks with Pakistan govt. appeared. They said the talks were fruitful. Pakistan is cooperative and distribution of relief goods in East Pakistan will be through local administration under supervision of U.N. agency. U.N. cannot provide a great force for distribution.-

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পরিস্থিতি সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় পত্রিকার মূল্যায়ন	‘আমরা’	২০-২৩ জুন, ১৯৭১

BRIEF FOR FOREIGN MINISTER

Mr. Abdullah Alamudi, correspondent of the Daily Pedoman of Indonesia will come to meet the F. M. on June 13, 1971 at 10-30 A. M. He is visiting India as the guest of the Govt. of India. He will be accompanied by the representatives of the Govt, of India. Before coming over here, he has already toured the European countries for about six weeks. The Daily Pedoman is reportedly a newspaper with a socialist and nationalist bias.

(A)*Indonesian Government's point of view on Bangladesh:*

Indonesian Government's attitude on the whole is not very helpful. Foreign Minister Adam Malik described the situation to be "internal affairs" of Pakistan. It is, however, felt that a direct approach to the Government may case the hardened attitude of non- interference and the issue of recognition may also be considered. At present, the Govt. seems to be convinced of the Pakistan Army's brutality and Pakistan's propaganda is not fully believed. Indonesia is not providing any material help to Pakistan.

(B) *Public and Press attitude:*

A section of the Indonesian press gave good publicity to the Bangladesh movement. The Dacca atrocities of the Pak. army and activities of the liberation forces were covered by the local newspapers. Pakistan is reportedly spending huge amount of money to buy some of the newspapers.

The people in general feel that the unity of Pakistan is broken for ever. They are also reluctant to believe Pakistan propaganda putting the whole blame on the Awami League. Mr. Achmed Sjaicho, Speaker of the Indonesian Parliament and Chairman of the International Islamic Organisation and Dr. Mohammad Natcir, former Prime Minister and leader of Masjumi Party (banned) have appealed to Pakistan to act wisely' and seek a just solution.

(C) *Any Special angles likely to come up during meeting:*

Mr. Alamudi's discussions with the Head of Calcutta Mission on June 12, 1971 show that the former is not interested in giving stress on any particular issue or angle. He may, however, be eager to know why the Awami League had to take such a step to declare independence.

Brief report

Djakarta 23/4/71

1. Swaran Singh's visit found a good coverage in the press here. His and the two other Indian Minister's visits have been described as successful in a way.

2. Resolution moved by 120 British Parliamentarians pressing to cut and stop aid to Pakistan has been widely published. Every newspaper carried the news prominently. Reports of relief aid were published in detail.

3. Mr. Hussain Ali's account of fighting & loss and injuries inflicted to Pakistan army appeared in the press. Ordinary people were in gossip on the subject.

4. This country is quite convinced of, grave situation in Bangladesh. Non-intervention policy will continue for some time more at least till the coming election is over. The press here is giving all out' support to Bangladesh.

5. Accounts of atrocities in Bangladesh by Assistant Editor of Morning News published in Sunday Times. London was partially carried by press here. It was a well-written story, of facts. The people here were stunned with horror and believed the report mostly. It brought to Govt. silent condemnation of the people.

6. There was some hint in some papers that Pakistan is planning to send Bhutto abroad. The intention is to counter the conviction given by Swaran Singh. Bhutto will not be received well here. He is known as Subandrio of Pakistan.

7. There was mild attempts through press to further defame Awami League for Bangladesh situation. These have been checked by bitter attack of sympathizers.

8. In an earlier report list of newspapers and editors were given. It was requested to send them letters of thanks. It is not yet known if any action is taken so far.

9. No reply has so far been received on a number of request made earlier. It is feared the reports are intercepted somewhere or the letters to our address are blocked by enemy agents here. Our doubts and fear will be removed if the receipt of the reports are confirmed immediately. Otherwise we will be forced to stop writing any more.

10. Mr. J. P. Narayan's visit to this capital is not apparently successful. But it created favorable impression. Local language paper gave wide coverage of his interview and disclosure of factual position.

11. ANT ARA quoted reports from Paris about postponement of aid to Pakistan meeting. The news was carried by prominent papers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানরত বেসরকারী বাঙালীদের কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার	২৪ জনু, ১৯৭১

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

MISSION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
9 Circus Avenue,
Calcutta-17

Dear Mr. Abdul Matin,

We have been very pleased to receive your letter addressed to Mr. Iiussain Ali. Head of the Bangladesh Mission dated May 15, 1971. Please accept our thanks for your support and feeling for Bangladesh.

2. As you have settled in Indonesia, it would be a great help to the cause of Bangladesh if you could set up a Committee or Association in Djakarta to mobilize pubic opinion and to raise funds in Indonesia in favor of Bangladesh. The Bangladesh nationals in different parts of the world have organized such assistance committees to further the cause of Bangladesh. We very much need to get the support of the fraternal people of Indonesia to help us drive away the invading Pakistan troops from Bangladesh. We sincerely hope that you and your contacts can very well help us in this regard.

3. As regards your proposal to send volunteers, we are giving active consideration to the matter and would inform you as soon as a decision is reached.

4. Please keep us regularly posted about your activities there in support of Bangladesh. Given your assistance and full-fledged support, we are sure that the sacred land of Bangladesh will be free of the occupation army of Pakistan within short time.

Yours sincerely,
Sd/-
(Anwarul Karim Chowdhury)
for HEAD OF THE MISSION.

Ex-Major Abdul Matin.

Pisangan Lama III/39,
Djatinegara, Djakarta,
INDONESIA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
“আমরা” গোষ্ঠীর প্রচার তৎপরতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	“আমরা”	২৪ জুন, ১৯৭১

The report of our contact in Djakarta is seen and the contents are noted. The action to be taken by the publicity Division is:

(i) To send copies of "JOY BANGLA" weekly to our contacts.

(ii) To prepare a list of news papers and their addresses which have supported our cause. Actions on all these two points are being taken. Important information’s and other publicity materials will be also supplied to aforesaid news papers.

Letters of thanks are to be sent to these newspapers identified with our cause in Djakarta. Television and Radio are also responding well and deserve thanks.

The address of our contact at Djakarta:-

"Amara"
DJL. Pemandangan 11/10
Gn. Sahari Antjol
Depan A. I. P.
DJAKAR T A-UTARA.

A. P. A.

Mr. Salauddin.

Sd/-
External Publicity Division.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ আন্দোলনের অংগ্রহণকারী কর্মীর কাছে লিখিত বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসাপত্র	বাংলাদেশ সরকার	২৫ জুন, ১৯৭১

তারিখঃ ২৫ জুন, ১৯৭১

জনাব সানাউল্লাহ সাহেব,

আপনার ১৫-৬-৭১ তারিখের পত্র পেলাম। আপনি যে উৎসাহ নিয়ে বাংলাদেশের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আশা করি সম্ভাব্য সবকিছু আমাদের মুক্তির জন্য ভবিষ্যতেও এভাবে কাজ করে যাবেন।

গতকাল মতিন সাহেবের কাছে পত্র দেওয়া হলো। তার কপি আপনার কাছেও পাঠানো হয়েছে।

এর সঙ্গে কিছু পুস্তিকা ও আমাদের রিলিজ পাঠালাম।

শুভেচ্ছান্তে-
(এম, মকসুদ আলী)
প্রেস এ্যাটাচি।

আলহাজ এ,বি,এম, সানাউল্লাহ
জাকার্তা
ইন্দোনেশিয়া।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠীর সাথে প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা সম্পর্কে লিখিত বাংলাদেশ সরকারের চিঠি	বাংলাদেশ সরকার	১ জুলাই, ১৯৭১

No. Inf. 10/10/71.

Dated the 1st July, 1971.

My dear "Amora",

We sent you a copy of "Joy Bangla" as and when it was published. We now understand that those have not reached you. However, we are sending herewith the following: -

1."Joy Bangla" weekly-June 9, June IS, June 25 issues.

2.'The People" weekly-June 1, issue.

Future issues of both the weeklies will be sent to you regularly.

2. We have already issued letters of thanks to the editors of "The Djakarta Times"
and 'The Indonesian Observer" for publishing editorials and articles supporting the cause of Bangladesh. Would you kindly let us know the names and addresses of other dailies, weeklies etc. who are supporting our cause?

3. Kindly acknowledge receipt of the weeklies.

With best wishes.

Your sincerely,
(M. Maqsood Ali)
Press Attache.

To
"Amora"
Djalan Pemandangan II//6,
Gunung Schad Antjol,
Dappaan A. I. P.,
Djakarta- Utara
Indonesia.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিনিময়কৃত প্রচার ও বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত কয়েকটি চিঠি	‘আমরা’ ও বাংলাদেশ সরকার	২৮ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট, ১৯৭১

Dear Mr. Maqsood Ali, Djakarta, July 28. 1971

1. A draft D.O. is enclosed here. This is to be issued from your side to the two gentlemen mentioned at the foot of it. About the No.l gentlemen, our earlier reports had spoken to you. About the second man a report will follow in due course. However, before we form our view of these men definitely, we intend to give them another chance to change their mood, we shall observe their reactions further after they receive the proposed D.O. from you. Please inform us of the action taken by you.

2. In an earlier letter to you, I wanted to know about a few friends. I shall be glad if you could ask them to write a few words.

3. May I know that the reports and clippings and reaching to you regularly? 1 am afraid, these are not missed or intercepted. No materials have so far been received from you as indicated in your letter of 1st July. A few things have been collected from other sources and these are being suitably used.

With regards,
Yours Sincerely,
আমরা
(Amora)

Mr. Maqsood Ali,
Press Attache,
Bangladesh Mission
Calcutta.

*

Dear fellow countryman,

It is hardly necessary to narrate to you the history of Bangladesh struggle. The Bengalis sacrificed tremendously and suffered heavily for united Pakistan. But the greedy rulers were not satisfied with our sacrifice and sufferings for 23 years. Their motives and actions were clearly to reduce us to slavery.

2. The Bengalis have now risen determinedly to resist and vacate any sort of aggression-armed, political or economical. Seventy-five million people of Bangladesh will not rest, till a single West Pakistani occupation soldier is in their soil. This determination of the people is leading them to successes and glory. The world has recognized the facts and countries are gradually moulding and shaping their policies.

Enemies are struck with terror and losing grounds every day. Victory of Bangladesh is very near.

3. It is needless to say that Bangladesh is now a reality. Friends, sympathizers and especially the Bengalis wherever they are should be in doubt regarding this.

The Govt. of Bangladesh acknowledges the services being rendered by our people
abroad. They have already declared its policy that individual services and sacrifices at this hour of need for Bangladesh will be properly rewarded. The Govt. have also the knowledge and evidence of the activities of lackeys and collaborators of Pakistan and they will be dealt with appropriately in due course.

Yours sincerely,

Sd/--------

1. Mr. M. A. Aziz,
   Dy. Secy. General of IPECC.
   House Go. 53 Djl. Tandjung (Menteng) Djakarta.

2. Mr. Zainul Abedin,
   Press Counsellor of Pakistan.
   51 Djl. Tandjung (Menteng)
   Djakarta.

*

Djl. Pemandangan 11/10
Gunung Sahari. Antjol depan AIP
Djakarta-Utara, Djakarta.
July 21, 1971.

Dear Mr. Maqsood Ali,

Thank you very much for your letter of July 1. It gave us quite a lot of happiness. It removed our doubts and fears on many accounts. We hope to hear from you regularly at least acknowledgement of what is being dispatched.

I heard of you from many people here. You are still cordially remembered by your
friends and admirers. You left behind and undying impression in their minds.

With you there, I know, there are a few friends of mine. They are: M/S. Bashar Bhuiyan, A. Bashar (Patwari) and Sirajul Haque. The first one is my same villager. I shall love to hear from them at my above address. Please remember me to them with my regards.

We are well and passing through odds and obstacles. Efforts to recovery are continuing.

With kindest regards.

Yours sincerely,
আমরা
(Amora)

Mr. Maqsood Ali,
Press Attache.

*

No. Inf. 10/1/71. August 7. 1971.

My dear' Amora',

Please refer to your letter of July 21 and 28,1971.

As suggested by you we have already issued letters to both the persons under the signature of the Foreign Secretary of the Government of Bangladesh.

We are receiving reports and clippings from you. We are also sending you regularly copies of 'Joy Bangla', The Peoples' and the weekly bulletin 'Bangladesh'. Kindly let us know whether you are receiving them regularly.

As regards your friends here, there are two Bashars in this Mission. But neither of them seem to know you. Mr. Sirajul Haq, Stenographer, has left this Mission long ago.

With best wishes

Yours sincerely,
Sd/-
(M. Maqsood Ali)
Press Attache.

To:
"Amora",
Djl. Pemeandangan 11/10,
Gunung Sahari,
Antjol Depan A.I.P.,
Djakarta- Utara, INDONESIA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দোনেশিয়ার জনমত সম্পর্কে 'আমরা' গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন	'আমরা'	১লা আগস্ট, ১৯৭১

Djakarta. 1-8-71.

1. Mr. Svvaran Singh's proposed visit to this capital between 11-13 August for bilateral talks was published here. This was disclosed by Foreign Minister Adam Malik.
2. Report of Indian refusal to accept U. N. observers was published. The report said Indian point of view was that the issue was between Bangladesh and Pakistan. U. N. observers cannot be stationed in Indian territory.
3. Yahya Khan's plan to visit Dacca during August was published here. B. B. C. correspondent was not invited at Yahya's television interview in Karachi recently.
4. A report published in ANTARA said India would not permit Iranian and Kuwaiti delegates to visit refugee camps with Tungku Abdul Rahman of Malaysia. The tone of the report indicated that Iran and Kuwait were supporters.
5. Two lists-one of newspapers and the other of Muslim intellectuals are appended herewith. These are exhaustive lists. Important among them in both the lists have been marked with stars. They may be supplied with materials. Please let us also know if this is being done.
6. A few local language papers editorially supported strongly the cause of Bangladesh struggle. The editorials were full of disclosures of army atrocities, and suggested measures to be taken by the government.
7. A draft letter was sent earlier for issue from them. Please issue that urgently. Mr. M. A. Aziz is still very active to discourage people about Bengali resistance.
8. Yasser Arafat (Palestine Guerrilla Leader) accused that a Pakistani General commanded the Jordanian army in the recent fight against guerrillas. The accusation was published here in the papers.
9. Pakistan regretted Yasser Arafat's accusation and said it was merely helping the Muslim countries against Israel.
10. A report about sending of U. N. relief workers to East Pakistan was published. U Thant categorically denied, the report added, that the workers have been assigned the work of observation.
11. Report of Mr. Mohiuddin Ahmed's defection from London has been published.
12. Suspension of U. S. aid to Pakistan and Greece has been published in Antara and other papers. But an escape clause in the suspension bill may allow President Nixon to resume aid to Greece. But in the case of Pakistan suspension is final.

To : Mr. Maqsood Ali,
Press Attache,
Bangladesh Mission,
9 Circus Avenue, Calcutta-17 , India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালানো সংক্রান্ত ‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত প্রতিবেদন	‘আমরা’	৯ আগস্ট, ১৯৭১

Al-Haj A. B..M. Sonaullah
31, Djl. Sultan Agung,
Gunlur. DJAKARTA.
Dated-August 9, 1971.

My dear Maqsood Ali Saheb,

Kindly refer to your letter No. Inf. 10/10/71 of July 1. 1971, forwarding copies of weeklies "Joy Bangla" and "The People". Since then no further copies were received. 1 shall be grateful if you kindly arrange to send me live copies each of the above papers and other publications including "Bangladesh" Bulletin issued by you.

In addition kindly arrange to mail directly copies of 'The People", "Bangladesh" bulletin, and the like or any other material of interest to the addresses as per list attached.

It would be of great help to our cause if you could kindly arrange to issue letters or thanks and appreciation to Bahasa Indonesia dailies like "Merdeka"; "KAMI"-students'daily; "Sinar Harapan"; "Pedoman"; "KOMPAS"; "Berita Buana" (old name Berita Yudha); and "Abadi" in particular and others in general, as also to ANTARA News Agency; Drs. Sumadi, Director of Television Republik Indonesia (TVRI); Senajan. Djakarta; and Mr. Abdul Hamid. Director of Radio Republik Indonesia (RRI), Djl. Merdeka Barat. Djakarta; for the news coverage. It will perhaps be more appropriate if the expression is made on behalf of the people and the Government, if possible with a copy to me.

Kindly send all communications to the assumed name of "Amora" at the same address, except in case of personal contact, as it happened recently, at the above address.

With kindest regards.

Yours sincerely,

Sd/---------

Mr. M. Maqsood Ali,
Press Attache,
Mission of the People's
Republic of Bangladesh,
9, Circus Avenue,
Calcutta-17.

IDONESIA

Mailing List for 'The People", "Bangladesh" bulletin and any other material of Bangladesh in English.

1. K.H. Dr. Id ham Chalid, Djl. K.S. Mangunsarkora No. 51, Menteng, Djakarta	Minister of Slate for Peoples Welfare. Vice-President, N. U.
2. Hadji Adam Malik Djl, Diponegora No. 29, Djakarta	Foreign Minister
3. Hadji Achmad Sjaichu Komp. BDN, Djl, Let. Dgnn, S. Parman, Silipi, Djakarta.	Chairman, House of Rep N, U.
4. Mr. M. H. Isnani Djl. Imam Bondjol No. 28 Menteng, Djakarta.	Vice-Chairman, House of Rep. Chairman, National Party.
5. Lt. Gen. H. Alamsijah Djl. Proklamasi No. 36 Djakarta.	State Secretary. Adviser to President.
6. Mr. Wilopo S. H. Djl. Sriwidjaja No. 20, Blk. K-l 1 Kcbajoran Baru. Djakarta.	Chairman. Supreme Advisory Council; former Prime Miniser.
7. Dr. Mohd. Natsir. 46. Djl, HOS Tjokroaminoto Djakarta.	Former Prime Minister, Religious Scholar.
8. Hadji Anwar Tjokroaminoto Djl. Singamangaradja No, 29 Kcbajoran Baru, Djakarta.	Vice-Chairman. Sup. Adv. Council, Chairman, PSII
9. Hadji Imron Rosjadi S. H. Djl. TcukuUmar No. 30/Pav. Djakarta.	Chairman. Commission II of the Parliament dealing with the Dep. of Defence & Security and Dep. of Foreign Affairs. Secretary General, AAIO.
10. Mr. Fahmi Idris, (Student Leader), Secretary-General. Gerakan Mahasiswa Djakarta University of Indonesia, Economic Faculty, Djl. Salemba No. 4, Djakarta.	

NEWS PAPERS

11. Hadji Machbud Djunaedi
Editor, Duta Masjarakat,
Djl, Mentcng Raya No. 24, Djakarta.

12. Mr. Nono Anwar Makarim
Editor, KAMI (Students' daily)
Djl. Kramat VIII/2, Djakarta.

13. Mr. 13. M. Diah (former Inf. Minister)
Editor, MERDEKA,
Djl. Petodjo Selatan 11, Djakarta.

14. Brig. Djen Hadji Sugandhi,
Editor, Pelopar Baru (Daily owned by Sekber Golkar)
Djl. Asemka 29-30, Djakarta.

15. Mr. J . C. T. Simorangkir S. H.
Editor, Sinar Harapan, (Christian party Paper)
Djl, Pintu Besar Selatan No. 93
Djakarta.

16. Mr. Mochtar Lubis,
Editor, Indonesian Raya,
Djl. Merkeda Utara 11, Djakarta.

17. Mr. Fahmi Mu'thi
Djakarta Times,
Fjl. Hajam Wuruk No. 8 Djakarta.

18. Mrs. Herawati Diah
Editor, Indonesia Observer,
Djl. Petodjo Selatan 11, Djakarta.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারকে আন্দোলনের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে লিখিত 'আমরা' গোষ্ঠীর চিঠি	'আমরা'	১১ আগস্ট,১৯৭১

Djakarta, 11th August, 1971

Dear Mr. Maqsood Ali,

We already let you know the various odds and difficulties in our way. Our enthusiastic people as well as sympathizers kept the minds of millions here stirred up and a shape of favorable opinion was beginning to form. But enemies of our cause have lately gained a little success at huge cost to suppress from publishing the information of events in Bangladesh. Large-scale defection from missions has again convinced the society of journalists and readers that Bangladesh movement still survives the heavy repression and naked lies of Pakistan. The widely circulated English daily THE DJAKARTA TIMES in its "Billy's column'' critically remarked as follows (cutting also enclosed):-

> "Seven Pakistani diplomats in Washington and two in London resigned their posts and pledged allegiance to the 'Bangladesh' Government. I thought the 'Bangladesh' was already put down entirely. That was the Pakistani Information Service here said, you know!"

In the changed situation of this field, we have thought out to change our strategy. In this connection, we propose to make our approach to a large selected influential elites. But our approach, you know, cannot yet for obvious reasons be open. However, a few important names are sent to you herewith. We suggest that they may be supplied regularly with a copy of THE PEOPLE. The bills on this account should be sent to us for arranging immediate payment. We have started supplying materials to others. This we hope to counter the lies spread by enemies. We also hope your co-operation will be coming immediately.

May we hope that the actions suggested in earlier letters are being take by you? We do not yet know if the remittance to Mr. Hossain Ali has been received. Will you kindly let us know?

With regards,

Yours sincerely,

(Amora)

Mr. M. Maqsood Ali,
Press Attache,
Bangladesh Mission
9 Circus Avenue,
Calcutta-17,
India.

No. Inf. 10/1/71. August 21, 1971

My dear A mora.

Please refer to your report of August I, and your letter of August 11, 1971.

In our letter of August 7, 1971 we intimated you that letters to both the persons under the signature of the Foreign Secretary, Government of People's Republic of Bangladesh have been issued. You might have received our letter by now. In fact our Foreign Ministry have written to all the Bengali Diplomats serving abroad including those of the organisations you belong.

We have also received lists of addresses of newspapers and Muslim intellectual in
Indonesia. We are at present supplying you 20 copies of our weekly bulletin Bangladesh and a copy of "The People" regularly. We feel that instead of sending copies of this bulletin and the copies of 'The People" from here direct to the addresses given by you we should supply you copies in bulk to you for distribution from there. We do not know whether there will be any difficulty in distributing these copies. We can, however, place at your disposal an amount to meet the publicity expenses. Would you kindly let us know to whom and where we should send the money, in case the distribution of our materials can be undertaken by you?

We have received a sum of US $ 50 from one Mr. Machmud and this is the only contribution so far received by this Mission from Indonesia.

Yours sincerely.
Sd/-
(M. Maqsood Ali)
Mr. "Amora,
Djl. Pemandangan 11/10,
Gn. Sehari Antjal,
Depan A. 1. P..
Djakarta-Utara
INDONESIA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইন্দোনেশীয় জনগণের তৎপরতা সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন	‘আমরা’	১৬ আগস্ট,১৯৭১

Djakarta-16-8-71.

1. Almost all newspapers, radio and TV covered the news of Indo-Soviet treaty. Comments were not much different basically. There was near unanimity on one point that the treaty had been hastened (the negotiations first started in 1969) by the threat of war by Pakistan and Chinese support to Pakistan.
2. Refusal to Kennedy to visit Pakistan, U. S. Slate Department's regret and concern over the refusal were published here in local and foreign language papers.
3. Kennedy's visit of Agartala. Megalaya and other refugee areas and the welcome accorded lo him with shouts of "Joy Bangla", "Long live Sheikh Mujib" were carried by papers here. His comments were also published.
4. News o/bomb blast in Dacca Intercontinental injuring some 15 people convinced the people that Bangladesh guerrillas were alive and intensifying their activities.
5. Sheikh Mujib's trial was published with his photo. The news was carried by all papers. *Djakarta 'Time's* editorial was bold, factual and upright (cutting enclosed).
6. U. S. State Department's concern over Sheikh Mujibur Rahman's trial and Rogers discussions with U Thant about situation in Bangladesh were published here.
7. A list of addresses was sent last week. It contained 10 names. Please send them copy of "The People" regularly. We are arranging remittance of the cost on this account.
8. Thanks for the letter *of* 7th August *from Mr. Maqsood* Ali. We do not receive newspapers and other materials regularly. Reply to one letter in which advice was sought in case of emergency may please be expedited.
9. There is yet no sign or amendment in the behavior of the two gentlemen. A report will, however, follow after they are studied and observed carefully for sometime more.
10. Mrs. Gandhi's Independence Day speech and her reference to Bangladesh struggle was earned by all papers.
11. Mrs. Gandhi's appeal to 24 heads of Slates for release and safety of" Sheikh Mujib was published here.
12. Pakistan circulated a number of copies of 'White Paper* to Government Deptt., newspaper circles and high dignitaries. Newspaper circles did not seem very enthusiastic about its contents. Some of the newspapers carried it very briefly.
13. Ex-Information Minister of Pakistan, Slier AIL is currently on a tour to this capital probably to counter Swaran Singh and to report to his Govt, on the trend of public & Government minds. He was seen roaming in official and diplomatic circles.

14. Swaran Singh's visit seem to have softened to some extent the hard attitude of this capital. In the joint communiqué it has expressed concern about the Bangladesh situation and refugee problem. Extract is enclosed.

15. Newspaper comments on Sheikh Mujibur Rahman's trial were almost unanimous that this sort of secretarial would deprive him of justice. Newspapers also carried comments on the trial published in other counties.

16. Observers who visited Bangladesh recently were of the opinion that the guerrilla activities were intensified and occupied forces already lost courage and morality.

(AMORA)

To
Mr. M. Maqsood Ali,
Press Attache.
Bangladesh Mission,
9 Circus Avenue. Calcutta-17,
INDIA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক সাংকেতিক নাম ব্যবহার এবং আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	‘আমরা’	১৯ আগস্ট, ১৯৭১

SECRET

Djakarta-August 19. J 971.

Dear Hossain Ali Sahib,

Before your historic declaration of allegiance to Bangladesh Govt. we were in deep sea of puzzles as to how we could be useful to the cause of our country. Your action showed the way to many others and opened channel to establish contact and seek advice to organise efforts abroad. Since establishing of contact, we have been sending to you regularly reports on trends and developments in the capital. Inspite of heavy burden of works and terrific pressure on your mission, we are happy that our specific inquests on important matters are being attended to.

We have a number of problems and limitations which we would take up with you separately. This letter is to inform you briefly that our effort have been meeting with partial success despite serious odds and obstacles especially hard altitude of the policy makers. We are however continuing our efforts.

You have seen from our reports and clippings the trend of press here and we may add that millions of the people are quite convinced about our cause and sympathetic to our sufferings.

Bengali settlers are few and far between in this country. In Djakarta there are only
two and they too are financially handicapped and socially backward. We considered your advice. It is not possible to encourage them to do something openly. There are moreover chances of authority's interference and risk of our exposure. If situation favors the association in question will be duly taken up. We may however inform you that in the beginning of our contact with your office, we formed AMORA group with the following three members to do whatever possible with limited resources and against many handicaps :

Name	Code- Name	Distribution of work
1. A. F. Md. Shamsuzzaman	KAMAL	Coordination & research
2. A. B. M. Sanaullah	SUFI	Organisation & public relation
3. Siddique Ahmed	RUMI	Press & Publication

For reasons of security, we send this letter through the courtesy of Indian Embassy here. Our address which is already in your office (AMORA Djl. Pemandangan II/10. Gunung Sahari. Antjol Depan A.I P., DJakarta-Utata) can be utilised for posting of normal mail to us. In exceptionally important matters, if you think it advisable, the following address may kindly be used for the top cover :- Group Captain N. Sinha Ray, Indian Embassy. Djakarta, C/o Ministry of External Affairs, New Delhi. In the inside cover *just Amara* may be addressed. If there are any other safe and secure means of communications, you may please advise us.

We may often need to exchange information with our organizations in other countries. We shall be grateful if you could supply us their address with names of concerned persons at an early date.' Our address may also be circulated to them. For reasons of security however kindly use our code names in future.

This letter is being issued under the code signature of our authorized member. Important letters will be issued under this signature. If any important letter does not bear this signature, such letter may be ignored.

With our deep personal regards,

Joy Bangla
Yours sincerely.
AMORA

Mr Hossain Ali
Head of The Bangladesh Mission
Calcutta.

---

* This information has since been received.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	‘আমরা’	৩১ আগস্ট, ১৯৭১

Djakarta-August 31. 1971.

Dear Hossain Ali Sahib.

We addressed you a letter last week indicating code names of members and the work each has been doing since the beginning. The receipt of the letter may please be acknowledged.

The people here appear sympathetic but the policymakers are firm in their attitude. We are regularly supplying to our sympathizers and other elites whatever materials we get or produce ourselves to encourage the readers and their circles of influence about our cause. At the beginning, in a quite hurry and in the absence of requisite materials, a paper entitled "PAKISTAN-ITS BIRTH AND DEATH" was produced by KAMAL. It depicted briefly the background history which led Bangladesh to present movement and struggle for freedom. The paper was circulated to a number of politicians, leaders, press and dignitaries, and. you can be assured, it created effects in some circles. A copy is being sent to you separately for your perusal. Please advise us any modifications or omission in case of recirculation.

As you are aware, our resources are limited out of which we sent you already a token donation of US $ 50/-. We spent a considerable amount on cables, letters to places and individuals of eminence as well as heads of muslim states. Local cost of operation is also substantial. For all these, KAMAL being mainly taxed, the following others contribute their mite: -

1. RUMI
2. ROIIANI (Mr. A. H. Sarkar)
3. SAPRI (Mr. Ruhul Amin)

In a letter we requested Mr. Maqsood Ali to send regularly a copy of "The People" to 10 listed persons considered important in society, politics, press etc. outside Government. We promised to bear the cost of the papers and accordingly we have remitted an amount of $ 25/-. Further subscription will be remitted in due course. We shall be grateful to know if the action has been taken.

As our work is becoming more and more difficult every day, we feel that besides the People, copies of all other publications being produced by our government should be mailed to the 10 persons mentioned above regularly. We are prepared to bear the postage cost of these free publications.

We also requested you to send us addresses of Bangladesh missions/associations/ organizations in other countries. This we need to exchange information and advice. We shall be grateful for an early action.

With our kindest regards.

Joy Bangla,

Yours sincerely.

(Amora)

Mr. Hossain Ali.
Head of Bangladesh Mission.
9 Circus Avenue, Calcutta-I7,
India.

Amora
Djakarta

DONATIONS

(as on 31st Oct. 71)

Name		US $	Indon.Rp
1.KAMAL	---	50/-	52,000/-
2.SUFI	---	---	---
3.RUMI	---	35/-	---
4.SAPRI	---	20/-	---
5.RUHAN1	---	20/-	---
6.ANSAR (incurred his own expenses and help to HAMID)			10,000/-
		Total: 125	62,000/-
			Or. US S 160/-

EXPENSES

(as on 31-10-71)

1.	Remittance to Bangladesh Mission (Mr. Hossain Ali)	50/-	---
2.	Remittance to Bangladesh Mission for papers etc. (Mr. Maqsood Ali)	25/-	---
3.	Purchase of one typewriter (old)		12000/-

4.	Cost of postage etc. for letters to U. N. and world leaders.	20.000/-
5.	Conveyance charges to SUFI & IIAMID.	10.000/-
6.	Financial help to HAMID (local agent)	3,100/-
7.	Conveyance incurred by ANSAR and help given to HAMID.	10,000/-
8.	Local cost of operations (postage etc.)	26.900/-
	Total: 75/	-82.000/-
	Balance (+) 50/ (—)	20,000/-
	= dollar balance adjusted against Rp. deficits.	(+) 20.000/-
	Net balance carried forward:	

For information to: -
1. Mr. M. Hossain Ali,
2. Mr. M. Maqsood Ali.
3. Kazi Anwarul Islam.

(RUMI)
for AMORA

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রতিবেদন	‘আমরা’	৫ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

Djakarta, 5th Sept,

REPORT

(No. 2)

1. President Yahya Khan has declared general amnesty for all. This included rebellious politicians, civil and military service personnel and all other persons alleged to have been involved since March I to September 5. Defected diplomats, according to declaration, may resume their duties to their respective missions.
2. Mr. Ataur Rahman Khan is reported to have been released from detention under general amnesty; Some of the newspaper here have welcomed the declaration lukewarmly as a move of Yahya to transfer to civilian government.
3. The declaration has not clearly mentioned about Sheikh Mujibur Rahman and other top Awami League leaders still under arrest or underground. The declaration, as it is reported, will apply to all.
4. Dr. Malik’s appointment as governor in replacement of Tikka khan was hailed by ruling political circle here. Press and other circles doubted the intention of Yahya as to how much power he would give to the governor and how far success the new governor would attain while the virtual power will be exercised by military from behind the curtain. Some papers described the appointment as a first step towards ultimate surrender.
5. According to some source, the trial of SheikhMujibur Rahaman is postponed for three months. This was interpreted by diplomatic circle in two ways. First, an attempt again for a solution with united Pakistan due to bad world opinion and possible serious repercussions. Second, Yahya and his advisers are no more hopeful of controlling Bangladesh. The trial would produce nothing but a serious reaction in Bangladesh and the world.
6. Pakistani contradictions in many instances were noticeable in interested circles. One such contradiction recently was on the number of refugees.
7. Our collection of materials through various sources are being distributed to interested sympathetic quarters. Last week, we distributed the following:-
   (i) “ A Plot Against Yahya Khan’’, SUNDAY TIMES, London, Aug.1.
   (ii) “ Acts of Repression in Bangladesh”, as reproduced in THE PEOPLE (By Regg Prentice).

(iii) "While Paper Adds little to Bengal Story", THE MANCHESTER GUARDIAN. Aug. 6.

(iv) "Time is running out in Bengal". THE ECONOMIST, London, July 31.

(v) "Bengal: The murder of a people", NEWSWEEK, New York, August 2.

(vi) "Good Soldier Yahya Khan", TIME MAGAZINE, New York. August 2.

(vii) Editorial"...." THE DAILY TELEGRAPH, London, August 2,

8. We could not yet know if the action to dispatch copy of "The People" direct from there has been taken. We suggested 10 names and a remittance also was made to the Press Attaché.

9. Press Foundation of Asia expressed concern about the denial of press freedom in Pakistan. In. its meeting here it expressed grave concern on the murder of press worker in East Pakistan and imprisonment of pressmen in West Pakistan.

10. *Indonesian Observer's* editorial of August 30 and Sept. 3 show a marked departure from its earlier stand on Bangladesh question. Copies of the two editorials are enclosed.

(Amora)

The Press Attache.
Bangladesh Mission.
9 Circus Avenue, Calcutta-17,
India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে মতামত গড়ে তোলার সাফল্যের সংবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি	‘আমরা’	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Djakarta. 7th Sent. 1971.

Dear Maqsood Sahib,

You will recall, we sent you a list of 10 names. We requested you to send copy of 'The People" to each of the listed persons. As per our commitment to bear the expenses, we have already remitted to you an amount of US S 25/-. We shall be glad to know if you have already taken action.

We further requested you to arrange despatch to the above persons copy of bulletins or other useful materials which are published by our mission and distributed free of cost. We assured you to bear the cost of postages for such despatches.

A copy of the editorial in Indonesian Observer dated August 30 is enclosed. You will observe the change of attitude from its earlier stand. This is due to lack of our intensive drive which we are hindered for obvious reasons to do openly and aggressively. Another reasons is the continuous pumping of false ideas by activists of our opposition. However, there is yet nothing to discourage us and our efforts are continuing to cultivate a favourable or at least a just opinion about our cause. It will be quite possible, we believe, to mould the attitude easily to our side if the materials are supplied to them from you direct. We shall be grateful to know if you have already taken action.

Despatches of information materials and newspapers to us are not regular. Sometimes, we get these as late a time at which the usefulness and interest are diminished. We quite appreciate the pressure and burden you are handling daily; we shall be highly grateful if you could kindly supply us regularly useful materials and papers to intensify our drive in this difficult field.

With regards.

Yours sincerely.

(Amora) আমরা

Mr. Maqsood Ali,
Press Attache,
Bangladesh Mission,
9, Circus Avenue,
Calcutta-I 7.

INDONESIAN OBSERVER

Monday, August 30, 1971.

EDITORIAL

THE TRAGEDY IN EAST PAKISTAN

The main reason why events in East Pakistan continue to get a wide press coverage everywhere is simply because in that part of the world a tragedy of unprecedented proportion is unfolding as a result of the endless flow of refugees across the frontier into India. Senator Edward Kennedy, after an extensive tour of the refugee camps in India's West Bengal in his capacity as Chairman of the US Senate Judiciary Sub-Committee on Refugees, confirmed that the 5 month old conflict between East Pakistan and West Pakistan had driven over 7.50 million Bengalies to take refugee in India. And, as if losing properties or next of kin is not enough, some of these refugees have died or arc dying of disease and famine in their new temporary homes. Yet death seems much more preferable. On his visit to some of the refugee centers inside India, Kennedy said he saw "a scene which only can be described as the most appalling tide of human misery in modern times".

Though Kennedy's description of the suffering the Pakistani refugees have to endure needs no further testimony his call that the Nixon Government breaks off diplomatic relations with Yahya Khan regime in Rawalpindi can only be considered rash. Condemning the atrocities of Yahya's troops in East Pakistan is one thing but boycotting a nation, its government and people, is surely quite a different matter. This is definitely not the way in which one seeks to correct the mistakes of the other. What the Yahya government is accused of is the militaristic way with which it attempts to solve a political problem, one which since the period of Ayub Khan has plagued not East Pakistan alone but the entire republic as a whole. Yahya Khan is worse than his predecessor only because in this case he threw the full weight of his army against the unarmed millions of Bengalies, driving them into India and inviting bloody clashes from a meaningless few. The imprisonment of Sheikh Mujibur Rahman and taking him to a military tribunal for the sins of his secessionist minded followers after his arrest is another move which is unjustifiable and rightly deserves to be deplored.

But while it is wrong for Yahya to crush the opposition by force or by such pretense in legality as the court martial of Sheikh Mujibur Rahman, the reasons for an aims of the so-called "Bangladesh" are likewise un-acceptable. It is significant that none of the major powers has shown any inclination to support the break-away movement. India's official position on the matter, despite the enormous strain of the refugee crisis, is commendable. No doubt there are some people who support the birth of a "Bangladesh" nation. The secessionists have friends in probably all the continents. Last week, for instance, the Editors received an anonymous letter, postmarked Djakarta, containing several copies of "Bangladesh" propaganda. It proves that there are supporters of "Bangladesh" in Indonesia too. This paper, however, is definitely not one of them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দোনেশিয়ায় জনগণের মতামতের উপর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন	‘আমরা’	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Djakarta.

September 15, 1971.

REPORT

(No.4)

1. President "Yahya's proposed visit to Iran was first published here on *10/9/71.* The purpose, as reported was to attend '2,500th, anniversary of Iranian monarchy.

2. Arrest of 4 members of OMEGA relief operation team was published here. It was also reported that they were not treated honorably.

3. Formation of an eight-member committee of different political parties to advise coordinate Bangladesh work was carried in the papers here.

4. Bangladesh Foreign Minister's television interview was published in the press. He said "There is always room for negotiations, but Independence of Bangladesh could not be bartered away for the sake of negotiated settlement." Political settlement with the military regime of Islamabad must be preceded by the withdrawal of the Pakistan army from Bangladesh.

5. Bangladesh Foreign Secretary's announcement that sending of a team to D.N. Assembly session was being considered was published here. It was subsequently reported that Foreign Minister would head the delegation and Mr. Ahul Fateh and Mr. Mahbub-ul Alam would be members among others.

6. It is reported in the press here that India has been willing to normalize relations with China. But Prime Minister Indira Gandhi's letter to Chou-en-Lai is still unreplied.

7. The White Paper circulated by Pakistan could not evoke appreciation rather it created disgust in some circle because of the falsehood.

8. Bhutto's meeting with Yahya Khan, as reported in the press here, was failure to gel any result. It is also reported that Bhutto has been threatening of grave consequences if the power is not transferred to civilian government. He even said that the happenings in East Pakistan would be repeated in West Pakistan.

9. It is known from a reliable source that NAP (W. Pak) Chief Wali Khan would support Bhutto in case the latter would launch an agitation to secure civilian government. Wali Khan was contacted in Kabul by Mrs. Bhutto during her visit last month.

10. Passports of all East Pakistanis in the mission have been taken away.

11. "Bangladesh" News bulletin No.7 has been circulated to interested quarters. It is now yet known if arrangement for dispatch of newspaper to the addressees (already supplied) has been made so far.

(AMORA)

12. Important clippings are attached.

The Press Attache,
Bangladesh mission,
9 Circus Avenue,
Calcutta-17.

P. S:-13. A delegation headed by Mr. Abu Hanifa and including Dr. Natsir is reaching Bombay Saturday. The delegation will visit refugee camps. The members of the delegation represent political parties, high personalities, and social elites. We supplied them materials regularly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত দু’টি প্রতিবেদন	‘আমরা’	২৫ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

Djakarta. 25-9-1971.

The enclosures are two papers produced by us for action as below:

1. Letter to the editor, *Indonesian Observer* on 15-9-71 commenting on editorial of 30th August.
2. Circulated on 21-9-71 as an opinion of an independent observer about settlement of Bangladesh problem.

(Amora)

Mr. Maqsood Ali,
9 Circus Avenue,
Calcuna-17. India.

Editor, INDONESIAN OBSERVER 15-9-71.

Dear Editor,

I foster a deep regard for the journalists as a whole. 1 have a deeper regards for journalists of our country. It is the journalists who bring to us news of the world. It is the journalists who raise their voice unitedly against any oppression anywhere in the world. It is the journalists after all whose opinion and advices are valued to shape the policy of a nation and course the destiny of its people. Journalists. I believe, do not belong to any class of rulers. They stand for the cause of humanity; they voice the grievances of human being against any atrocity on human lives.

I have been reading with horror through your paper and others news of human turmoil &. suffering in Pakistan. Both Indonesia and Pakistan are bound in many ties-religion, geography, culture, economy etc. My personal love for Pakistan is for the fact of my long slay in and still occasional visits to Pakistan for my professional requirement. I saw both the pans of the country and observed myself the cause of bitterness and hatred between peoples of the two parts.

I seek your permission to express my opinion to you.

Development of economic imbalance between the two parts is, I suppose, the root cause of the present crisis. A glaring disparity and neglect are visible to observe and visitor.

The seat of the central government being located in West Pakistan, control of administration and military was frabed by West Pakistanis, to the neglect of their eastern partners. In the field of business, many West Pakistanis were found established in East

Pakistan by official help and patronize. East Pakistanis were put to uncomfortable comer in industry, economy, education, and service.

There were several democratic attempts by East Pakistan to realize its demand. They got nothing but promises from West Pakistani rulers. Oftentimes, advocates of provincial demands were hatefully called 'separatists', provincialists, regionalists or communists. The popular veteran leaders of East Pakistan. Fazlul Haque (The Tiger of Bengal), Suhrawardy. Bhashani were called unpatriots and enemy agents. The present leader. Sheikh Mujibur Rahman is charged with treason.

Democracy was not allowed to grow in Pakistan by a well conspiracy for fear of losing hold on administration and economy by West Pakistan. The first Prime Minister Liaqat Ali Khan was killed by this conspiracy. Subsequently, dissolution of Ministries, assembly and imposition of Martial Law by Ayub Khan were also results of the conspiracy to murder democracy and hold grip tightly over the weaker regions. In the present instance, in the name of Islam and unity and to the utter disregard of people's wishes and aspirations voiced through democracy, rulers of Pakistan took army action. According to many reports, impartial observers and eye witnesses about a million killed, more than seven million drove out and 20 million were displaced of homes and villages. The tragedy is unprecedented and unforgettable.

There are several other points relevant in this context. Pakistan's own follies and lies have been naked by its own contradictions and policies. Hijacking of Indian plane was announced to have been done by Kashmiri freedom fighters who were also congratulated by Ali Bhutto. Later on Pakistani court made out the story as Indian conspiracy to stop over-flight between the two parts. The government tone was changed to accuse India and termed it as planned step to disintegrate Pakistan. Sheikh Mujib was declared future Prime Minister by President Yahya Khan and he himself later on declared Mujib a traitor six-points was the basis of Awami Leagues fight for election. Nothing was said against it before by Yahya Khan. He now declares it as a move for separation. East Pakistan situation was brought under control on 27th March. Still, after 5 months there are miscreants to fight against by Pakistan army. Victims of army action were mere few miscreants and the fleeing away people were Indian infiltrators. Strangely, if admitted the outflow of refugees and invited them back. International humanitarian organizations with relief goods were prevented from entering into East Pakistan. The plea was that there was no need. I afterwards started crying at the United Nations for help. Everything was peaceful in East Pakistan but the latest officials reports said rail, road and other means of communications miserably disrupted by rebellions.

In your editorial on 30th Aug. you have not approved American Senator Kennedy's call to Nixon administration to boycott Pakistan and sever diplomatic relations. You suggested instead to deplore and condemn the action. Pakistan does not seem to be sensively responsive to diploration. Accumulation of condemnation in the Pakistan's credit has been already very great. It does not seem to care to digest shamelessly more of such stock.

You have said in the same editorial that the secessionists have friends in continents and other countries. It is by them that the news was spread and exaggerated. The basic thing was, I suppose, the response of human being at the human suffering. I am inclined to make friends with the human being and sympathies with their suffering. Inhumanity must be stopped and inhuman forces must be boycotted.

Without being influenced by any agent or propaganda, I may suggest for safety of human lives and preservation of world peace that the U.N., if it is worthy of its name, should investigate from the people of the troubled area about their demands, aspirations and wishes. It is not possible to thrust upon a people of 75 million a decision which they may not be willing to accept. Religion or anything for that matter cannot satisfy the materialistic needs and mental urges of a nation. I am personally in favor of a united Pakistan. I have many reasons to support my contention. But if the unity is a heavy tax on peace for other people, I hate advocacy of such unity.

I do not disclose my name for fear of impairing the relations of our two people. Please excuse me for this.

Yours.
A. B. C.

The Editor,
Indonesian Observer,
Djakarta.

Circulated **on 21-9-71**

-Independent observer

SETTLEMENT OF BANGLADESH PROBLEM

Peace-loving people are lately alarmed at the prolong instability in Pakistan. If the newspaper reports are to be of any credence, the situation is reported to be going from bad to worse. It is likely the situation may embrace other regions of the neighborhood to set the whole area on fire. Right minded thinkers and philosophers have genuinely warned the world leaders and policymakers to handle the situation with care and voiced their fear of danger to the world peace.

Presently, there is a talk of political settlement of the situation in various capitals. There is also planning on the part of some to mediate and some even offered their services. This is, though a belated realization, a good move.

A thorough judgment of what has already happened in East Pakistan and the rood causes of the great tragedy must be pie-requisite for the mediators.

There is not yet significant move by the combatant parties towards a settlement. Both sides are sticking to their own views-Pakistan loudly proclaims that it has established normalcy and Bengali guerrillas proudly claim they have liberated most of the rural areas.

Study of the following points and consideration of their merits may be useful for a meaningful solution of the problem, if a lasting peace and happiness for the human society is really desired.

What are the causes of the trouble:

All the reports and opinions are unanimous that disparity between the two parts of Pakistan in industry, service, education and economy since the creation of the country has been glaring. This disparity was created by the Central government which had been dominated by West Pakistan. Time and again, the rulers accepted this fact publicly and promised to correct the mistakes. Nothing was really done.

In the last general election, all the political parties fought it. Awami League fought the election on its six-point formula which it adopted in 1966. The six-points formula aimed at removing disparity and past injustices to the province by curbing the dominance of the central government. The formula convinced the people. The party won 167 seats of the 313-member assembly. The election was conducted under Martial Law regulation and everybody acclaimed it was peaceful and fair election.

The People's Party headed by Bhutto won 81 seats securing second majority position in the assembly. The assembly was to convene on 3rd March to frame the country's third constitution (the first and second were nullified).

The principle of democracy is the rule of the majority. Bhutto, leader of the second majority party, threatened to launch agitation if his party was not given share in the

power. The convening of the assembly was postponed and Awami League in protest launched non-cooperation in East Pakistan. It was reportedly peaceful and successful. President Yahya went to East Pakistan to negotiate with Mujib. Subsequent events showed the negotiation was a smoke screen and a plea to buy time for the army to move and take position in East Pakistan.

The army action killed nearly a million, pushed out India more than 8 million and rendered 25 million homeless. Damage to property and crops may be estimated at some billions. Humiliation, violation, misery and suffering are unforgettable and unpardonable. This erupted resistance from Bengalis and declared independence of Bangladesh. The escaped leaders announced the formation of a Bangladesh Government at a simple ceremony in a border village of East Pakistan. Bangladesh government appealed to the world to exercise influence over military rulers of West Pakistan to slop genocide. Reaction of the world has not been much encouraging and Muslim countries particularly has been dead-silent. Bengali guerrillas blew up bridges, cut roads, intercepted river vessels, destroyed power houses, ambushed and harassed the army. The army has been facing increasing difficulties. The military government is undergoing unbearable financial burdens.

Most of the civilian government servants in East Pakistan already deserted. Majority of the Bengali diplomats already defected and pledged their allegiance to Bangladesh Government. Bengalis everywhere are watched with suspicion and hatred. They all are in a way leveled as disloyal or traitors. Their passports in missions are taken away and their petty claims are suspended. Their movements and associations arc restricted. Their past records are reinvestigated.

All the Bengalis are in revolt in some way or the other against West Pakistan. They voted for six-points, they demanded their claims and they stood for their rights. So they all are Awami League followers. International relief supplies are not being given to them rather these are being distributed to army personnel and a few army collaborators. This way is to being the Bengalis to submission. They are dying of starvation.

Reinforcement of military, police, civil and other employees from West Pakistan is a routine policy of the government. All these confirmed deeply the Bengali doubt of the dishonesty, brutality, and barbarity of West Pakistan partners.

Solution of the problem:

The problem is a political one. Solution must be found in political method. It clearly lies between Bangladesh and Islamabad governments to find out a peaceful solution. It is better both sides should sit together under the Chairmanship of U.N. and come to terms on the basis of 'live and let live'. Lovers of peace may impress the disputants to negotiate with each other if they genuinely aspire for peace.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইন্দোনেশিয় প্রচার মাধ্যমে প্রচারের জন্য লিখিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন	‘আমরা’	১৬ অক্টোবর, ১৯৭১

Excellency,

Enclosed please find a copy of the comprehensive paper which was prepared by 'KAMAL’ in April 1971 for local circulation, for information and comments, if any.

It may also kindly be noted that the article entitled MS ISLAM DEAD' which was
published in the DJAKARTA TIMES of April 15, 1971, was also written and contributed by KAMAL.

Reply / advice on important matters may please be sent to the following address:

MR. KAMAL GUPTA
C/O Group Captain N. Sinha Ray
INDIAN EMBASSY, Djakarta. Indonesia
Through The Ministry of External Affairs
Govt. of India, New Delhi.

With kindest regards.
JOY BANGLA.

Yours sincerely.
KAMAL
For আমরা

H.E. MR. HOSSAIN ALI
High Commissioner for Bangladesh in India
CALCUTT A.

PAKISTAN-ITS BIRTH AND DEATH

I. Introduction.

Pakistan was carved out of British India on 14th August, 1947. Pakistan consists of two parts-East Pakistan and West Pakistan. The two pans are separated by 1600 kilometers of Indian territory. Means of communications between the two pans are by air which takes about 3 hours' time and by sea which takes about one week's time. East Pakistan has a population of about 75 million and West Pakistan about 55 million. The two parts are different in geography, race, language, culture, customs and habits. East Pakistan falls in South-East Asia while West Pakistan in the Middle East. Only common factor between the two peoples of the two regions is religion, which is Islam. About 90% of the people of East Pakistan are muslims-almost all Sunni. The rest are Hindus. Budhist

and Christians. West Pakistanis are mostly muslims, but they are divided into Shia, Sunni and Ahmadia (Qadiani) sects. Incidentally the present President of Pakistan Gen. Yahya Khan is a Shia.

II. Pakistan Movement.

Pakistan movement in British India was launched by the Muslim League which was founded in Dacca (capital of East Pakistan) in 1906 by the Bengali leaders. The Pakistan Resolution was moved in the Muslim League conference held in Lahore in 1940 by the great Bengali leader A. K. Fazlul Haque. The Lahore Resolution envisaged that Pakistan would consist of a number of independent sovereign states in the regions having muslim majority population. The Bengalis of East Pakistan who were the pioneers of muslim independence movement however did not demand an independent East Pakistan when independence was achieved. They made this sacrifice because of their brethren of West Pakistan. Later history, however, proved that their contribution and sacrifices before and after the creation of Pakistan went unrecognized.

III. Status of East Bengalis in Pakistan

Though a majority. East Bengalis right from the beginning were not given their due share in administration, services and economic development. The Punjabis who dominated the defense and civil services emerged as neo-rulers of the country and masters of Bengalis. They not only neglected the Bengalis but branded them as unpatriotic, enemies of state, agents of India etc. A. K. Fazlul Haque who was Chief Minister of undivided Bengal and who moved the Pakistan Resolution at Lahore was ousted from Muslim League by Mohd. Ali Jinnah. He was subjected to a lot of harassment and his patriotism used to be doubted by the Punjabi rulers of Pakistan. Khawaja Nazimuddin of Dacca who became Governor General after Mr. Jinnah's death and then accepted the post of Prime Minister after Mr. Liaqat Ali Khan's assassination was dismissed from Prime Ministership by the Punjabi Governor-General Ghulam Muhammad. Mohammad Ali of Bogra (East Pakistan) who attended the historical Bandung Conference was also dismissed from Prime Ministership.

Another great Bengali leader Hussain Shahid Suhrawardy who later became Prime Minister of Pakistan faced a lot of trouble from the West Pakistani rulers *after Pakistan was created. Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani who is not only a great political leader but a renowned religious leader with large following among the muslims in East Pakistan used to be branded indiscriminately by the West Pakistani rulers as communist and enemy of state. Maulana Bhashani and Shahid Suhrawardy were the two founders of present Awami League. Sheikh Mujibur Rahman, the present Chief of Awami League got his political training from both Suhrawardy and Maulana Bhashani. As a powerful student leader, he made significant contribution during the independence movement. He comes of a middle class family of East Pakistan and believes in Islamic justice and socialism. He is considered to be a moderate. After the creation of Pakistan he has always fought for East Pakistan's political and economic rights. Because of his stand against colonialization and exploitation of East Pakistan by West Pakistani bureaucrats and industrialists that he got the bad name of enemy of state and agent of India and suffered

imprisonment for many years. The United Front fronted by A. K. Fazlul Haque. Maulana Bhashani and Suhrawardy won 1954 election and formed government in East Pakistan. The United Front demanded provincial autonomy. For this reason the United Front government was dismissed by the Central government after a short time in an arbitrary fashion. When the Bengali students demanded in 1948 that Bengali, the language of 56% of the population of the country, should also be a state language' along with Urdu, Mr. Jinnah branded them as communists, fifth columnists and enemies of state and declared that only Urdu would be the slate language of Pakistan. Bengali was accepted as a state language in 1956 after many student leaders and supporters of language movement were killed by the Punjabi troops.

IV. Economic disparity between East and West Pakistan.

There has been an widening gap between the income of the average West Pakistanis and East Pakistanis. In 1959-60. the per capita income in West Pakistan was 32% higher than in the East. Over the next ten years, the annual rate of growth of income of West Pakistan was 6.2% while it was only 4.2% in East Pakistan. As a result, by 1969-70 the per capita income of West Pakistan was 61 % higher than in the East. Thus in 10 years the income gap doubled in percentage terms. It increased even more in absolute terms. The reasons for this disparity are: (i) Pakistan's resources, plus foreign aid. are directed unduly to development of West Pakistan to the utter neglect of East Pakistan.

(ii) East Pakistan's foreign trade earnings are diverted to finance imports for West Pakistan, (iii) Economic policy favours West Pakistan at the expense of East Pakistan. Specifically, tariffs, imports controls and industrial licensing compel East Pakistan to purchase commodities from West Pakistan at much higher prices than the world market prices.

With about 56% of the population. East Pakistan's share of total development expenditure has increased from a low point of 20% during the period 1950/51-1954/55 to a peak of 36% (in papers only) during the Third Five Year Plan period 1965/66-1969/70 The share of East Pakistan in private investment has been particularly low during the entire period and has amounted only to a little over 25% in recent years.

Over the last two decades. East Pakistan's share of total export earnings has been as high as 70% and has declined to the range of 50-55% in recent year, while its share of import expenditure has normally been around 30%. There by showing significant surpluses on foreign exchange account. By contrast. West Pakistan's foreign trade has shown a substantial and chronic deficit that has absorbed virtually all foreign exchange made available through foreign aid. West Pakistan has got a protected market for its goods and commodities in East Pakistan. In recent years, about 50% of all West Pakistan's exports have been sold to East Pakistan

An analysis of foreign trade coupled with reasonable assumption that East Pakistan's fair share of foreign aid would have been a proportion, equal to its proportion of Pakistan's population, indicates that a sizeable net transfer of resources has taken place from East Pakistan to West Pakistan. Based on official data and given allowance for the

under valuation of foreign exchange in terms of Pakistan's domestic currency, the total transfer from East Pakistan to West Pakistan Over the period 1948/49-1969/70 was Rs. 31 billion (about US $ 6 million).

Pakistan's economic policies have been harmful to East Pakistan. The economic exploitation of East Pakistan has been facilitated by West Pakistani dominance of the Central government. The military regime in Pakistan has existed since 1958, and decision making authority rests with a well-entrenched civil service and their military bosses. All senior military members of the administration have been West Pakistani and of the Senior members of the administration in the Central Civil Services, 87% were West Pakistani in 1960 and the proportion has not changed much since. The Deputy Chairman of the Planning Commission and the Central Finance Minister and the Finance Secretary, key individuals in resource allocation, have always been West Pakistanis. Pakistan has about 50 diplomatic missions abroad, of which only five are headed by Bengalis. The seat of the Central Government is in West Pakistan. This has encouraged the concentration of industry and entrepreneurial class in West Pakistan.

In all fields-agriculture, industry, transport and communications system, power supply, education facilities, health services, social welfare, employment, training and insurance-disparity between the two wings has been glaring. Big projects involving huge amount of money in respect of West Pakistan planned, financed and implemented with utmost speed. But in the case of East Pakistan even small development scheme involving small amount of money requires much time for planning and approval, and many years for implementation. Flood and cyclone is a regular feature in East Pakistan and claims many lives every year and causes heavy damage to property and crops. But until now no concrete flood control projects had been undertaken by the Central Government. Of the revenue budget about 60% expenditure is allocated to defense Invisible expenditure on defense is considerable. But almost all the defense expenditure go to West Pakistan.

V. Demand for Autonomy for East Pakistan.

The history of economic exploitation and political domination of East Pakistan by West Pakistan led naturally to increasing demands for provincial autonomy, spearheaded by Sheikh Mujibur Rahman's Awami League. Awami League's six-point programme for autonomy sought to transfer control over foreign trade, foreign aid allocation and taxation powers to the provinces so that no province could be dominated through disproportionate control of the Central government's power over resource allocation. The famous six- points of Awami League are as follows:

(i) Establishment of a federation on the basis of the Lahore Resolution and the Parliamentary, framework of Government with supremacy of Legislature directly elected on the basis of adult franchise.

(ii) Federal Government shall deal with only two subjects, that is defense and foreign affairs, and all other residuary subjects should rest in the federating states.

(iii) There should be either two separate but freely convertible currencies for the two wings or one currency for the whole country provided that effective

constitutional provisions were made to stop the flight of capital from East to West Pakistan. There should be separate banking reserves and a separate fiscal and monetary policy for East Pakistan.

(iv) Denial to the Central Government of the right of taxation; vesting of tax provisions in the hands of the federating states with the Central Government receiving a fixed share.

(v) Foreign trade: Five steps shall be taken: -

(a) There shall be two separate accounts, for foreign exchange earnings.

(b) Earnings of East Pakistan shall be under the control of East Pakistan, and the same for West Pakistan.

(c) Foreign exchange requirements of the federal government shall be met by the two wings either equally or in a ration to be fixed.

(d) Indigenous products shall move free of duty within the two wings.

(e) The Constitution shall empower the unit governments to establish trade and commercial relations with, set up trade missions in, and enter into agreements with foreign countries.

(vi) Set up a militia or para-military force by East Pakistan.

The six-points clearly sought to end economic exploitation of one province by another province and did not constitute a secessionist move as has been purposely misinterpreted and publicised by the West Pakistani vested interests. Awami League was not a leftist. anti-Islamic or provincial organisation. It wanted to establish people's rules and rights in all provinces. Its manifesto clearly laid down that no law repugnant to Quran and Sunnah could be enacted. Awami League had following in West Pakistan as well, particularly in Sind and Baluchistan where the common people are subjected to economic exploitation and deprived of their fundamental rights. It may be mentioned that Zulfiqar Ali Bhutto's Pakistan People’s Party is a leftist organisation and based in West Pakistan only.

Sheikh Mujibur Rahman was arrested just two months after the announcement of the six-point programme. The false Agartala conspiracy case was started in January 1968 purporting to show that a number of East Pakistani officers in Civil and military establishments had entered into a conspiracy to bring about the freedom of East Pakistan. As an after-thought Sheikh Mujib, who was already in jail, was also implicated in the trial.

Anti-Ayub mass agitations broke out at the end of 1968 and its real leadership in East Pakistan was provided by the Students' Joint Action Committee in which all the groups of students were represented. The eleven-point demand of the students incorporated the salient features of the six-point programme. The Anti-Ayub agitations forced the government to withdraw the Agartala conspiracy case and in the beginning of 1969

Mujib was released. Eventually he was invited by President Ayub Khan to joint the Round Table Conference in Rawalpindi. At the conference Mujib pointed out that the national question was the key question in Pakistan but it had been sought to be by-passed by those in power ever since the inception of the new State. He said that East Pakistan had a separate entity given by unalterable facts of geography, economics, language and culture. These facts had to be recognized in the organisation of state and government. He pressed for the recognition of the six-points.

Ayub khan's governments collapsed within a few days. There was a second military take-over. Ayub Khan was replaced by Yahya Khan on March 25, 1969. The aims of the new regime were annunciated in three declarations issued by Yahya Khan in 1969 and 1970 and through the Legal Framework Order (LFO) passed on March 30. 1970. Yahya avoided any direct commitment on the question of autonomy for East Pakistan. All he would say was that he wanted to grant the maximum autonomy to the provinces, subject to the limits set by the needs of an efficient working of the Central Government.

VI. People's verdict and position of Awami League.

Under the Legal Framework Order, elections would be held and the National Assembly of Pakistan would have to draw up a Constitution within 120 days from the date of its first meeting. Election to the National Assembly and the Provincial Legislatures were held in December 1910 under the strict supervision of the military regime. The Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won 167 out of 169 seats allotted to East Pakistan in the National Assembly and thus secured an absolute majority in a House of 313. In the elections to the Provincial Legislature also, Awami League recorded thumping victory.

In January 1971, Yahya Khan came to Dacca for talks with Mujib and other Awami League leaders. At the end of his visit, on January 14, Yahya referred to Mujib as the future Prime Minister of Pakistan and said that power was going to be transferred to him soon. But he refused at the time of fix a date for the session of the National Assembly. After considerable delay, the Assembly was convened to meet at Dacca on March 3. 1971. Zulfikar Ali Bbutto, whose Peoples Party had won 83 seats in the National Assembly, threatened to boycott the Assembly unless the Awami League modified its six-point programme. Bhutto wanted a strong centre with wide powers especially in the field of taxation and foreign trade. Mujib declared that the people of East Bengal had given a clear verdict in favor of the six-point programme envisaging full provincial autonomy and this verdict had to be respected. The country's Constitution had to be based on the six-points.

Preparations for the Assembly session want on in spite of Bhutto's threat, and the Awami League's Constitution Committee sat to review the draft Constitution prepared by the party on the basis of six-point programme. Bhutto continued to press for the postponement of the session and threatened that there would be mass agitation all over West Pakistan if the Assembly met and that any member from West wing joining session would be severely dealt with. Suddenly on March 1, Yahya Khan postponed the session indefinitely. He said that the attitude of the leaders of the two wings was regrettable and

that Pakistan faced a grave crisis. The President's Council of Ministers was dismissed. The Governors of West Pakistan Provinces were appointed as Martial Law Administrators for their respective areas. The Governor of East Pakistan was replaced by a new Martial Law Administrator.

At a news conference, Mujib condemned this postponement as a conspiracy. He regretted that the President had postponed the session without even caring to consult the majority party. He called for general strike throughout the country. Spontaneous protest demonstrations broke out in Dacca. As the demonstrators cried for retaliation, Mujib counseled patience and said, "we will launch a peaceful constitutional movement". But violence erupted in Dacca as the Pakistani security forces fired on the people. Curfew was imposed in Dacca and to other towns and Martial Law Administration issued a decree clamping press censorship in East Pakistan. On March 3, Mujib announced start of non-violent non-cooperation movement which would continue "until the fundamental democratic rights of the people of East Pakistan were secured". On the same day. Yahya Khan invited the leaders of the two wings to a conference in Dacca on March 10, 1971 to thrash out their differences over the formulation of the Constitution. As hundreds of angry demonstrators as well as innocent people were being killed and injured by the troops. Mujib declined to attend the conference. He said, "we do not want to sit it with the perpetrators of mass murder." He asked that the troops be sent back to the barracks. This request was not heeded, and may more demonstrators were killed in the next few days. While the military government reinforced troops in East Pakistan by planes and ships carrying more soldiers and equipment. Yahya Khan called the National Assembly session to meet on March 25. He however warned that the armed forces would maintain the 'complete and absolute' integrity of Pakistan.

Sheikh Mujib declared that his party would consider the question of attending the session only if Yahya Khan immediately (i) lifted the martial law, (ii)withdraw troops, (iii) restored civilian rule, and (iv)ordered an enquiry into the recent killing in East Pakistan. All the East Pakistanis strongly supported these four conditions of Mujib. Even the West Pakistani leaders with the exception of Bhutto and Abdul Qayum Khan, considered the four conditions as just and reasonable and advised the President to accept them. Among the West Pakistani leaders supporting Mujib's four points were Mian Mumtaz Daulatana, Chief of Council Muslim League; Maulana Mufti Mahmud. leader of the Jamiatul-Ulemai-Islam; Khan Abdul Wali Khan, Chief of National Awami Party; Sardar Shaukat Hayat Khan of Council Muslim League; Maulana Shah Ahmed Noorani of Jamiatul-Ulema-i-Pakistan; Prof. Abdul Ghafoor of Jamaat-l-Islami, Mr. Jamal Mohammed Koreja of Convention Muslim League; Maulana Zafar Ahmed Ansari; Independent M. N. A.; Sardar Maula Bux Soomro, Independent M. N. A. ; Air Marshal (Retd) Asghar Khan, Chief of Tehrik-i-Istiqlal party, Nawab Akbar Khan Bugati, Political leader of Baluchistan; Begum Tahira Masood of Bahawalpur United Front; Mr. Mahmud Ahmed Mintoo, President of Rawalpindi Council Muslim League; Mr. Mahmudul Huq Usmani, Secretary General of National Awami Party (Wali Group) and so on. All the political parties in West Pakistan, except Bhutto's Peoples Party and Abdul Qayum Khan's All Pakistan Muslim League, held Bhutto responsible for creating the

political crisis. The above leaders of West Pakistan as well as the Karachi Bar Association and the citizens of Karachi in different statements and meetings warned that Bhutto should not be allowed to disintegrate the country and suggested that powers should be transferred to the majority party, namely Sheikh Mujib's Awami League, to save the situation and the country.

The whole of East Bengal stood like one man behind Sheikh Mujib and his Awami League. Spontaneous support also came from Bengali leaders of other political parties, such as, Mr. Nurul Amin, Chief of Pakistan Democratic Party; Prof. Ghulam Azam, Chief of East Pakistan Jamaat-i-Islami. Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, Chief of NAP (Bhashani Group); Mr. Ataur Rahman Khan, Chief of Pakistan National League; Mr. A. S. M. Sulaiman, Chief of Krishak Sramik Party; Mr. Shamsul Huda, President of East Pakistan Convention Muslim League; Mr. A. N. M. Yousuf, General Secretary of East Pakistan Convention Muslim League and so on.

The whole of East Pakistan responded to Sheikh Mujib's call for non-cooperation. Even the Chief Justice and all the judges of the Dacca High Court responded to this call. On March 15, Sheikh Mujib issued a set of 35 directives to the East Pakistanis for smooth administration of the province and maintenance of perfect law and order. Within hours of this declaration. Yahya Khan flew to Dacca and on March 16 talks between the two started. At a later stage Bhutto and other West Pakistani leaders joined the talks.

VII. Conspiracy and betrayal of the ruling Junta and proclamation of independent Bangladesh.

Talks between Yahya Khan and Sheikh Mujib and other advisers continued for about ten days. At no stage was there any indication of breakdown of talks. On the contrary, it was indicated that an agreement had been reached on four points. These were: lifting of martial law and transfer of power to a civilian government by a Presidential Proclamation. transfer of power in the Provinces to the majority parties; Yahya Khan to remain as President and in control of the Central Government and separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to a joint session of the House to finalize the Constitution. Once this agreement in principle had been reached between Mujib and Yahya, there was only the question of defining the powers of East Pakistan vis-a-vis the Centre during the interim phase.

But suddenly on the night of March 25-26, Yahya dashed out of Dacca under cover of darkness. Simultaneously the Pakistan army went into action to re-assert its authority throughout the eastern wing. Back in West Pakistan, Yahya broadcast a message to the nation banning the Awami League and charging Mujib with treason. And on March 26, Sheikh Mujib proclaimed the independence of Bangladesh as a Sovereign Peoples Republic. Formation of a provisional government of Bangladesh was announced two days later and on. April 17, the People's Republic of Bangladesh was formally proclaimed.

This proves beyond doubt that Yahya Khan and his team never had the slightest intention of solving Pakistan's political crisis peacefully. They were only interested in

bidding lime to permute the reinforcement of troops with modem arms. The remarkable success of the civil disobedience movement left the Pakistan government in no doubt that the days of colonial exploitation of the East wing were gone forever. The West Pakistani rulers and capitatists were interested only in exploitation of East Pakistan. They did not therefore care for a peaceful political solution of the problem. Rather they decided to crush the movement for autonomy by ruthlessly killing all the Bengalis connected with the movement-Awami League leaders, students, teachers and all intellectuals. This barbarous and foolish action of the West Pakistan army dominated by Punjabi soldiers sounded the death-knell of Pakistan and forced the creation of an independent state in East Pakistan, popularly and officially called 'Bangladesh*.

VIII. Massacre in Bangladesh.

The well-trained professional troops of West Pakistan armed with most modem weapons and supported by air force and navy unleashed a massive attack against the entire people of Bangladesh on the night of March 25. The army action was well-planned and started simultaneously in all important cities and towns. Not only political leaders and intellectuals, but also innocent unarmed civilians including children and women were killed in brutal and cold-blooded way. Exact figures of death and devastation which is still going on will never be known. Yahya Khan's regime imposed complete censorship on news and communication and expelled the thirty-five foreign correspondents from Dacca on 26th March. The conspiracy of Yahya- Tikka Khan regime was to cow down the Bengalis by completing a selective genocide within 72 hours, without allowing the outside world to know what happened in East Pakistan.

They were partially successful in concealing their heinous crime and in creating a confusion about the East Pakistan situation in the outside world. But gradually, the brutalities and atrocities committed by the West Pakistan troops spread over the world through the eye-witness accounts of foreign correspondents, evacuated foreign correspondents who were taken, to East Pakistan in May by army authorities on a conducted tour saw signs of large scale devastation and death during army action. According to their estimates, death toll might be between half a million to one million. They found the cities deserted and half-dead, economic activities shattered and communications disrupted. The people were stunned and frightened. Reports leaking out from East Pakistan indicate that the process of terrorization and victimization is still going on. Jungle Jaws prevail there. The West Pakistan troops and their supporters non- Bengali population have license to shot anybody, to loot any property, to rape any woman and to burn any house. The fact that about six million East Bengalis have fled from their houses to India and that even now the flow of refugees is continuing at a rate of about 50,000 to 100,000 every day proves clearly that there is no law. no security, no normalcy in East Pakistan and that there must be terrible shortage of food, medicines and other necessities of life in that devastated territory.

IX. Eye-witness accounts of army atrocities.

The thirty-five foreign correspondents who were in Dacca on the night of March 25 saw glimpses of army action. Some of them reported after their expulsion from Dacca

how the army took the sleeping people by surprise. The army used tanks, mortars, rocket launchers, bazookas and other automatic modern weapons to kill the civilians and destroy their houses and properties. Some foreign correspondents also slipped into East Pakistan through Indian border to see for themselves the ruthlessness of army action and the determination of the Bengali freedom fighters to liberate their homeland from the West Pakistani army occupation. Among the foreign correspondents whose eye-witness accounts were published in different papers and periodicals are Arnold Zeiltein (AP), Michel Laurent (AP), Dennis Neeld (AP), Mort Rosenblum (AP), Sydney Schambaerg (New York Times). T. J. S. George (Far Eastern Economic Review), Nayan Chanda (Far Eastern Economic Review), Dan Coggins (Time), Tony Clifton (Newsweek). Loren Jenkins (Newsweek), Milan J. Kubic (Newsweek). Simon Drik (Daily Telegraph).

John Rhode, an American Aid worker, was in Dacca during the disturbance and witnessed the destruction caused by the Pakistani troops there. In a letter released by the Senate Foreign Relations Committee of the U. S. A. Rhode described how student dormitories of the Dacca University had been shelled by army tanks and all the residents slaughtered. He spoke of "the planned killing of much of the intellectual community including a majority of the professors at Dacca University". In his opinion "the law of the jungle prevails in East Pakistan, where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentia" was in progress. Simon Drik, a correspondent of Daily Telegraph, was an eye-witness of the Dacca carnage. He said that on the morning of March 26 the army went about for eleven hours systematically destroying the entire old city of Dacca. People were burnt inside their homes. As people fled out of the city, troops followed them. Drik narrated how people asleep in a bazar had been shot dead and in the morning were still lying there with the rugs on them as if they were still sleeping. "There is no doubt that the word massacre applies to the situation", said a foreign diplomat in Dacca. Another Western official said, "It is a veritable bloodbath. The troops have been utterly merciless". A British woman evacuated from Dacca said in Singapore on April 2, "the road from my house to Dacca airport was a mass grave. The roadside lanes were filled with corpses, mostly of women and children." She claimed that the reports of 300,000 dead were no exaggeration. Neil O’Toole, an American who was in Chittagong, said that the fighting reduced East Pakistan's largest port to a ghost town. A Danish student who was in Chittagong till April 4 told harrowing tales of atrocities committed by the troops on unarmed civilians and their destroying and burning of bazars, buildings, houses and factories. A jute mill manager from Chittagong related that all his employees had been battered to death. An engineer from Peterborough who was in Chittagong said that the army men were rounding up people and shooting them down. The same horrible things happened in other cities like Jessore, Khulna. Rajshahi. Rangpur, Dinaajpur, Sylhet, Comilla, Mymensingh etc. Teachers, students and intelligentsia were butchered, unarmed civilians gunned down, women molested, houses burned, banks looted and factories destroyed by the savage West Pakistani troops.

Two British parliamentarians, two United Nations representatives, one American Congressman and many other independent observers visited the East Bengal border areas and the refugee camps and had clear ideas of the brutalities committed on civilian population by the Pakistan army. The Bengali refugees in India whose number has

xceeded six million mark gave vivid description of the army's savagery. Many of the refugees bore bullet marks on their bodies.

X. Violation of human rights

By its repressive and oppressive measures on the people of East Pakistan. Yahya Khan's government has blatantly violated the most precious principles of international law. It has violated, inter alia, the Preamble and Articles 1,55 and 56 of the U.N. Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Convention of Civil and Political Rights 1956, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. Article 23 (g) of the Hague Regulations, 1907, Article 3 of the Geneva Conventions, 1949, the Doctrine of Immunity of Non-Combatants from Beligerent Attacks and the Genocide Convention 1948.

XI.World-wide condemnation of army atrocities.

The brutality and atrocity of West Pakistani troops in East Pakistan has been condemned throughout the world. The world press has criticized in strong terms the savage action of Yahya Khan's government and Published many eye-witness accounts and authentic stories of unprecedented brutality of the Punjabi-Pathan troops. Most of the important papers and periodicals in most countries-particularly in Britain, U. S. A., Indonesia, India, Japan, Australia-have advocated that the carnage must be stopped and a peaceful political solution to the problem acceptable to the East Bengalis should be arrived at. Political thinkers, scholars, students and enlightened public of many countries have condemned army crackdown sympathized for the sufferings of the Bengalis and urged the world body and world powers to forces Yahya Khan to stop the bloodbath and take hands off East Pakistan. The social and charitable organizations of the world have expressed their sympathy and their willingness to send relief for the sufferers.

President Nikolai Podgorny of Soviet Union in a massage to President Yahya Khan called for an end to bloodshed in East Pakistan and recourse to methods of a peaceful political settlement. The Indian Prime Minister Mrs. Indira Ghandhi denounced the selective genocide and decimation of Bengali population by the West Pakistani troops and expressed her sympathy for the oppressed people of East Bengal. She also called the world body and the big powers to intervene in the greatest human tragedy and take measures for a peaceful political solution of the problem of late, the United Nations Secretary General U Thant said, what happened in East Pakistan in late March and April was "a very terrible blot in the page of human history". He also said these happenings in which thousands died at the hands of West Pakistan troops "constitute one of the most tragic episodes in recent history", while many countries expressed concern at the happenings in East Pakistan, unfortunately most governments adopted an indifferent attitude on the plea that it was an internal affair of the government of President Yahya Khan. This indifference and apathy particularly on the part of the Muslim countries has been shocking to East Pakistanis and has emboldened the military government to continue repression and persecution. However, most governments are aware of the terrible facts and the governments of the aid giving countries are giving indirect pressure to Yahya Khan's government to bring a peaceful political settlement to the problem.

XII. Bengali refugees vis-a-vis India's role.

About six million East Pakistanis have crossed over to India-a number which is larger than the population of many countries such as Albania, Congo, Costa Rica, Cyprus, Finland. Guinea, Ireland. Israel, Jordan, Laos, Labanon, Luxemburg, Mauritania. Mauritius, New Zealand Norway, Panama" Paraguay, Senegal, Siena. Leone, Singapore. Somalia, Uruguay or Zambia. The influx is continuing and everyday about fifty thousand people are leaving their houses for shelter in India's eastern provinces. As there cannot be smoke without fire, there cannot be heavy influx of Bengali refugees in India unless the conditions in East Pakistan are abnormal and insecure. The sufferings of these uprooted people are tremendous. Thousands have died of cholera. Exhaustion, starvation and other diseases are likely to claim many more lives. The problem is gigantic, Yahya Khan's government has accused India of interference, aggression and infiltration. But the fact remains that many of these people would perhaps been killed by the army if they had not fled away. The problem has become too big for India and extremely expensive. The life and condition in the Indian provinces of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura have become abnormal due to heavy influx of Bengali refugees. The situation is explosive. The United Nations has recognized the fact and appealed to member nations for massive aid. Britain, U.S.A., Japan, Australia, Canada, West Germany, Soviet Union, France, Netherlands have responded to this appeal and are sending relief. More countries are expected to follow suit. An impartial study of the situation would prove that the gigantic humanitarian task India has undertaken at tremendous cost is laudable. India has sympathized with the suffering of East Pakistanis and supported their demand for human and political rights, but has not waged any war or aggression against Pakistan. As Mrs. Indira Gandhi said, "what we are doing is to raise our voice in the capitals of the world and in the United Nations over the brutal massacre across our borders. India has no desire to influence in the internal affairs of another country. But it cannot remain silent over the oppression and wanton killing across the border." Despite Pakistan's provocation through diplomatic lapses and border clashes, India has show great restraint. She has not taken any direct action against the Pakistan government s atrocity and brutality, but has been approaching world powers to intervene and creation conditions in East Pakistan so as to enable the refugees to return to their homes.

XIII. The Position of Bangladesh.

The independent Republic of Bangladesh as proclaimed by the Awami League leaders has not so far been recognized by any country. There is however no doubt that the provisional government of Bangladesh commands support, confidence and allegiance of 98 percent of 75 million people of East Pakistan. The last election provided this and the recent barbarous attacks on the people of Bangladesh by the West Pakistan troops has helped to establish this. The question of recognizing Bangladesh within the framework of Pakistan or as an Independent State should be given immediate consideration by the free world. Its provisional government must be consulted in any efforts to solve the problem of East Pakistan. It may be mentioned that Bangladesh (East Pakistan) has a population of 75 million which is larger than the combined population of (a) Australia (12.3 million). New Zealand (2.8 million), Philippines (37.2 million), Malaysia (10.6 million) and

Singapore (2.0 million) or of (b) North Vietnam (21.3 million), South Vietnam (19.9 million), North Korea (13.3 million), Laos (2.9 million) and Cambodia (6.7 million) or of (c) Iran (27.9 million), Iraq (8.8 million), Israel (2.8 million), Jordan (2.7 million) Syria (8.9 million), Algeria (13.4 million), Lybia (1.9 million and Lebanon (2.6 million) or (d) the combined population of Austria (7.4 million), Hungary (10.3 million), Finland (4.7 million), Belgium (8.7 million), Netherlands (12.9 million), Denmark (4.9 million), Sweden (7.9 million) , Switzerland (6.2 million) and Luxembourg (0.4 million), Bangladesh will be the eighth largest State in the world and the second largest among the muslim countries. The aspirations of the people of this big country to have autonomy or independence cannot be neglected. A peaceful and permanent solution to the present boiling problem can be achieved only through negotiations with the provisional government of Bangladesh. If this fact is not recognized, the fight for freedom will continue indefinitely, thus aggravating and prolonging the sufferings of the people. The people in East Pakistan are already in terrible condition. Besides mass murders, the economic life of the country has been shattered through arson, shelling and large scale bombing. East Pakistan is deficit in food and depends heavily on imports. Last cyclone which affected only a few million people in a limited area necessitated massive foreign aid. Five million refugees in India have become a difficult international problem. What about the seventy million people inside East Pakistan? The military government has kept all information about Bangladesh secret and suppressed. It can however be imagined that vast majority of the people must be facing starvation, disease and death. While international help in massive scale is required to save them, such help must be administered through U. N. agencies so as to ensure that such help reaches the needy people and is not misused by troops. It may be added that much of the relief supplies meant for cyclone victims has either been misused or has not yet been distributed.

As an independent state Bangladesh can be a self-sufficient agricultural country. It can live in peace, co-operation, and good relations with the neighboring countries. Because of its strategic position, it can contribute a lot in the maintenance of peace in South East Asia. Bengalis are good muslims but not communal minded. They can live in harmony with the people of other communities. The Bangladesh Government has declared that it will have friendly relations with all the countries of the world. If Bangladesh is not recognized the people's fighting for the right of self-determination will adopt extreme measures and may ultimately go over to the communist camp. This will be a severe blow to the free world, particularly to the muslim countries.

XIV. The attitude of Yahya Khan's Government to East Pakistan tragedy.

The regime which is solely responsible for the unprecedented tragedy in East Pakistan cannot have any sympathy or worry for the people of Bangladesh. The Yahya- Tikka Khan administration wanted to cow-down the Bengalis and crush their autonomy movement by killing a large number of people within 72 hours before the outside world could have any ideas of their brutality. They have got control of cities and towns and are holding them at the point of guns, but the rural areas particularly the border areas are far

from their control. They have miserably failed in forcing cooperation of the local people. The reports from various sources and the lies and contradictions that the military authorities are giving out prove that no law, order, security, peace or normalcy prevails in East Pakistan. Within a couple of days of army crackdown, the military authorities claimed that everything was normal in East Pakistan. On the one hand they still claim normalcy, on the other they speak of large scale killings and destruction by miscreants and Indian infiltrators. When the outside world came to know of unprecedented death and destruction, they started blaming the Bengalis, the undefined miscreants and the Indian infiltrators for the tragedy. Yahya Khan first said that there were no East Pakistani refugees in India, now he has opened reception camps to gat the refugees back. Yahya Khan initially refused international help for East Pakistan, now he has asked for massive help from the United Nations. He however insists that all help should be administered by his government. His design may be to utilise the help for the troops and starve the Bengalis to death.

President Yahya Khan announced after the election that Sheikh Mujibur Rahman was a great respected leader and future Prime Minister of the country, but on 26th March he _ branded him as traitor and arrested him and put him in a prison in West Pakistan. Yahya regime has been trying to divert the issue by creating diplomatic crisis and border trouble with India. It puts all blame on India. The hijackers of Indian plane were welcomed by Bhutto and West Pakistan people and government as freedom fighters. Then a mock trial was held and the hijacking was found to be an Indian conspiracy. The Military regime has kept the West Pakistani people ignorant of the real situation in East Pakistan. It is also trying to arouse provincial feeling and hatred among West Pakistanis. They are publicizing false reports that number of non-Bengalis were killed by Bengali insurgents. The action of the government is uncivilised and its attitude unsympathetic. This government does not however represent the people. It is an alien, enemy government to the East Bengalis. Even in West Pakistan, there is dissatisfaction and restlessness. Bhutto has been pleading for transfer of power to his party on the ground that bureaucracy cannot solve national problems. He and his party appear to have lost confidence in the present regime. All other West Pakistani political parties except Qayum Khan's Muslim League had earlier advocated that powers should be transferred to the elected representatives of the people. This shows that the military junta is not based on popular support and confidence. No wonder that such an oligarchy which rules merely with the help bf weapons will act in such savage and criminal way. The regime has not only ignored the opinion of the people of the country but also of outside world. Its special relation with China and the massive military and economic aid it is getting from China has emboldened it to ignore any power, even the United Nations. The opening of all weather road between China and West Pakistan has further cemented relations between the two countries. China has now a vested interest in West Pakistan and has taken a vow to support the military regime in all eventualities.

XV. The outlook.

Political thinkers and independent observers believe that old Pakistan is dead and can never be revived or reunited. The main issue should not be to keep Pakistan intact but to

end human tragedy and enable 75 million people of East Pakistan to live in their homeland in peace and security and free from 4anger of savagery and atrocity of outside troops. Immediate efforts must be made by the United Nations, the big powers and the Muslim countries to compel Yahya Khan's government to end repression and arrive at a peaceful political solution acceptable to the East Pakistani people. In order to make such efforts successful, the following conditions should be kept in view:

(a) Sheikh Mujibur Rahman should be released immediately without any conditions.

(b) Negotiations for future status of East Pakistan should be made with Sheikh Mujib and the provisional government formed by his Awami League.

(c) The Martial Law should be withdrawn and the troops sent back to West Pakistan from East Pakistan.

(d) The Awami League government should be recognized as de-jure government of East Pakistan.

(e) All facilities should be provided to enable the refugees to come back home. The refugees should be given full compensation for all the losses they have suffered at the hands of the Pakistan government.

(f) In case the provisional government of Bangladesh is no longer satisfied with the six-points, settlement should be made at its terms.

(g) If the government of Yahya Khan does not accept the above terms, the problem should be raised in the Security Council. Before that, however, the aid giving countries and the friendly countries should put pressure on the military regime of Yahya Khan to come to terms immediately.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা গোষ্ঠীর সদস্যদের সাংকেতিক নাম ব্যবহার সংক্রান্ত চিঠি	‘আমরা’	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Djakarta, Nov. 4. 1971

Dear Mr. Maqsood Ali,

Please find herewith enclosed 14 songs and parody composed by Shila Islam for broadcast from Swadhin Bangla Betar Kendra. Also enclosed two poems by her for publication in Joy Bangla or any other Bengali periodical. I will appreciate if you kindly do the needful for their broadcast / publication.

Shila Islam is the code name of Mrs. Roushon Ara Zaman, M. A. in Bengali from Karachi University (1960), Asstt. Editor, Bengali Academy, for two years, Professor of Bengali, PECHS college, Karachi, for two years. She has been a regular writer of Bengali poems, songs, short stories, and is quite known in the field. For reasons of security and safety, her real name should not be disclosed or published.

I also enclose a list of code names of concerned persons here. We will use these code names and we request you to note them and use them in all future correspondences. It may be added here that bio-data of the Bengalis here have been sent by Rumi. Receipt of all these may kindly be acknowledged.

Kindly use the following addresses when writing to me or Amora: -

1) MR. KAMAL; C/O MRS. BADROEN, DJL. KAMPAR-4 (TJIDENO BAR AT), DJAKARTA, INDONESIA.

2) MR. KAMAL GUPTA C/O GROUP CAPTAIN N. SINHA RAY, INDIAN EMBASSY, DJAKARTA. THROUGH BAG SECTION, MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, NEW DELHI.

Looking forward for an early reply.

With regards,

Yours sincerely,
KAMAL

MR. M. MAQSOOD ALI
BANGLADESH MISSION
9, CIRCUS A VENUE, CALCUTTA-17

S.No.	Name		Code Name
1.	Mr. Zainul Abedin	—	ZAFAR
2.	Mr. A. F. Md. Shamsuzzaman	—	KAMAL
3.	Mr. M. A. Aziz	—	ARAB
4.	Mr. M. Faruque Mohd.	—	BADAR
5.	Mr. A. B. M. Sanaullah	—	SUFI
6.	Mr. Siddiq Ahmed	—	RUMI
7.	Mr. Ruhul Amin	—	SAFRI
8.	Mr. Halim Sarkar	—	RUHANI
9.	Mr. Mahmud Hossain	—	ANSAR
10.	Mr. M. A. Matin	—	HAMID

The above code names may please be noted.

** KAMAL may be addressed KAMAL GUPTA when addressing letters to him care of Indian Embassy.

আমরা

(Amora)
Djakarta.

1. H.E. Mr. M. Hossain Ali,
2. Mr. M. Maqsood Ali.
3. Mr. Sayidur Rahman.
4. Kazi Narul Islam.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'আমরা' গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রচারকার্য সম্পর্কে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ সরকার	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

-1-

ভারতস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ হাই কমিশন
৯ সার্কাস এ্যভিনিউ
কলিকাতা

HIGH COMMISSION FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN INDIA
9 CIRCUS AVENUE
CALCUTTA-17

No. B-5/50/71. November 18, 1971.

Dear Mr. Rumi,

Thank you very much for your letter dated November 1, 1971.

We have noted for compliance your instructions for mailing letters and publicity materials. There has been certain delay on our part in the past to send replies. We shall try to ensure a regular correspondence in future.

Kindly let us know if you receive newspapers and other printed publications. We are happy that the local press is showing interest in our cause. Do kindly send us newspaper clippings so that we can get the views therein published in our publications.

Thanking you,

Yours sincerely,
(Sayidur Rahman)
for High Commissioner.

Mr. Kamal
C/O.Mrs. Badroen
DJL,Kampon 4,
Tjideng Barat (dekat Djl. Musi)
Djakarta, Indonesia.

-2-

No. B-5/50/71. Dated: November 18, 1971.

Dear Mr. Rumi,

Thank you very much for your special report and the clipping from the Djakarta times of an article by Aziz Beg a West Pakistani correspondent.

2. We are grateful for your report on the sinister adventure by Aziz Beg. The West Pakistani propaganda machinery has launched a offensive in countries abroad dishing out falsehood and lies to undermine the cause of the people of Bangladesh. The offensive has been intensified particularly in Muslim countries.

3. In two separate letters that we are sending we have made reviews on the Bangladesh struggle for freedom. You will come across facts and arguments that should adequately meet the challenge of the West Pakistani propaganda offensive abroad. If you can manage it, kindly get the contents of the reviews reflected through editorials or comments or even as articles in the local newspapers.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Sayidur Rahman),
for High Commissioner.

To
Tuan Kamal,
C/o Nj. Badroen,
Djl-Kampon 4,
Tjideng Barat,
{dekat Djl-Musi),
Djakarta, Indonesia

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘আমরা’ গোষ্ঠীর ভূমিকার উপর লিখিত প্রতিবেদন	‘আমরা’	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET

'A MORA'
DJAKARTA
November 22, 1971

APPRECIATION OF BANGLADESH MOVEMENT IN INDONESIA

As the largest moslem state, Pakistan enjoyed a prestige in Indonesia. It also enjoyed a reputation for its rapid economic development (in West Pakistan) during the last decade. The affairs of Pakistan have always interested Indonesian people. The downfall of Ayub Khan, the assumption of power by Yahya Khan, the general election of 1970, the spectacular victory of Sheikh Mujibur Rahman's Awami League and the happenings thereafter have been observed quite closely by the people of the different walks of life. The military rulers of Indonesia have been anxious to see that the military regime in Pakistan survived and continued to rule over a united Pakistan. The Moslem leaders with few exceptions have wanted that the integrity of the Islamic Republic of Pakistan was maintained, while wishing that the present problem was solved amicably. Some Sumatran leaders who feel somewhat deprived and frustrated as their island gives more to than receiving from the Republic, appear to have a tacit support for the independence movement of the Bengalis. Intellectuals, politicians and press are in favor of restoration of democracy in Pakistan and transfer of power to the elected representatives of the people. The press, the Radio and the T. V. have been giving wide publicity about the tragedy in Bangladesh. As a result, Indonesian people-whether they arc intellectuals, politicians, officials, businessman or rickshaw pullers, domestic servants or just men in the street have come to know of the atrocity and brutality committed by Pakistan Army in East Pakistan and of the repressive policy being pursued by the military regime. The Inedonesians now look down upon the Pakistanis in general, hate the West Pakistanis and pity the East Pakistanis.

2. The Indonesian press has played a great role in projecting Bangladesh in Indonesia. Pakistan was featuring quite prominently in the press since November, 1970 when the cruel cyclone hit East Pakistan. The election, the victory of Awami League, the postponement of Assembly session, the non-cooperation movement, the treacherous talks, the army action, and atrocity, the proclamation of independence etc. got good coverage. The Radio and the TV also gave similar publicity. Most of the papers have written favorable editorials. They have question the wisdom of army action, criticized repression and showed sympathy for the people of Bangladesh. News, articles, letters, editorial comments on Bangladesh situation have been appearing quite regularly. Though

sympathetic the press has not supported openly the independent Bangladesh movement. This may be attributed to the Government's policy of non-interference and the popular feeling that it would be tragedy if the greatest Moslem state is split into two. The press has however pressed the view that the military regime should seek a political solution to the problem. A few papers like the "Indonesian Observer" and the DJAKARTA TIMES have warned the consequences of continuing the repressive policy in East Pakistan.

One trend in the press is to project India's point of view more permanently. Releases of the Pakistan information Service are generally not earned by the press. The Pakistan Embassy and the local Pakistani community have to spend substantial amounts in inducing the papers (only a few) to get publish their articles or letters. The Indonesian Observer refused to publish an Article by Aziz Beg who visited Djakarta about a month back. The press is not however anti-Pakistani, but its reaction is definitely unfavorable to the policy of the military regime and its attitude sympathetic to the oppressed people of Bangladesh.

3. By and large, the people of Indonesia are convinced that the Most Pakistani troops are guilty of committing genocide in East Pakistan. Having the experience of the great tragedy of 1965, they shudder at the news of any massacre. The people now know that East Pakistan has always been exploited by West Pakistan. But many of them are not aware of the peculiarities of this absurd state and the reasons for disparities between the two parts. The name of Islamic Republic also creates confusion. They often think that the problem between East and West Pakistan is similar to that as exists between Sumatra and Java. But if explained, they can understand the absurdity of Pakistan and the reality of independent Bangladesh. In private discussion, knowledge enable people appreciate and support independence movement of the Bengalis. But they are shy to say anything in public because of the military dominated government's policy to keep quite. However, two Moslem leaders, Dr. Roem and Dr. Abu Hanifah, who attended the Bangladesh conference in New Delhi showed courage to speak and write about the crisis and the disparities between the two wings of Pakistan. It however appears that the view-point of Dr. Roem is more acceptable to the Indonesian people than that or Dr. Abu Hanifah, as the former has taken care to hint at a solution within the framework of Pakistan.

4. The Indonesian government was initially very vocal in supporting Pakistan's stand that the East Pakistan crisis was Pakistan's internal affair. Adam Malik declared this a number of times. The Government reportedly put pressure on the press not to publish anything that might be interpreted as interference in the internal affairs of Pakistan. The authorities took into custody some student leaders who demonstrated in front (If the Pakistan Embassy against the killing in East Pakistan. The Indonesian government is also believed to have put forward certain advices to the Pakistan Government as to how to tackle the East Pakistan problem. But the attitude of the government is gradually changing, through not in favor of Bangladesh, against the policy of the Generals in Pakistan. It shows indifference or coldness to unreasonable requests from the Pakistan Government/Embassy. Despite a lot of lobbying, the Pakistan Embassy failed to step Jai Prakash Narayan's visit to Djakarta, to stop Dr. Roem and Dr. Abu Hanifah to attend the Bangladesh conference in New Delhi to stop these scholars to speak or write about

Bangladesh and even to forcible ouster of SUFI from Indonesia. The Govt. does not pay much attention to the visitors from Pakistan. It does not interfere with the press in publishing news and views on Bangladesh crisis. Sometime back the Govt. T.V. showed our Foreign Minister Khandaker Mushtaq Ahmed replying to a question from an interviewer about independence through guerilla warfare. It appears that the government is gradually realizing the problem and the truth. It is not likely to allow open campaign in favor of Bangladesh as it still wished to see Pakistan undivided.

5. The foreign diplomats and the foreign correspondents based in Djakarta have no doubt about the reality of Bangladesh. They believe that the old Pakistan is dead and that it is a question of times when the independent Bangladesh will be recognized. They also think that Pakistan will wage war against India to internationalize the issue and save face over Bangladesh crisis. About a fortnight back some correspondents hurriedly left Djakarta for Bangladesh / Pakistan / India to report on the developments in the sub- continent.

6. The military rulers in Pakistan believe that Indonesia is still on their side. In order to get the continued support of this large Moslem country, they are doing everything possible. The Pakistan Embassy and the local West Pakistani community (which is quite large and resourceful) are spending large sums of money to induce the press to publicize their point of view. They have been occasionally successful in buying one or two papers or a few second-rate journalists and to get a few letters/articles published. They have often been partially successful in suppressing publication of news in favor of Bangladesh or against Pakistan. But by and large, their efforts have been ineffective. The press hardly carries any information supplied by the Pakistan Embassy. The Pakistan Ambassador sending journalists, scholars, officials and industrialists here to project their point of view. Aziz Beg, Dr. I. H. Qureshi, Amir Ali Fancy, Air Vice Marshal Yousuf recently visited Djakarta. They have not however been able to make their presence felt in any quarters. Though these people spoke publicly as their masters tutored them, they made no secret of their dismay and frustration in private discussions. Dr. Qureshi said the generals were not politicians and were unable to solve a political problem. He added, if there were a political government this situation would not have arisen. He also admitted that the L.F.O. and the White Paper were great blunders. Mrs. Yousuf, who accompanied her husband, remarked, they wanted peace to raise their children to be useful citizens of the state and not to be cannon fodder. Aziz Beg said war with India was inevitable as they were tired of the continued harassment. Amir Ali Fancy was critical of Bhutto and also of the Government. One journalist from Lahore, Khalid Hasan, who arrived without visa, was not allowed to come out of the airport and was forced to leave "by the next available plane. Mian Ziauddin, ex-Ambassador, accompanied by A. W. Shamsul Alam. Director, Foreign Office, in scheduled to arrive at Djakarta on 6th December, Mian Ziauddin is coming as Yahya's special envoy and bringing a letter from Yahya for President Sooharto. The Pakistan Government is also extending invitation to many officials and non-officials to visit Pakistan. Response from this side, is however, poor. With much effort they were successful in persuading Sri Sultan Hamengku Buaweno to visit West Pakistan on his way from Tehran to New Delhi. On their invitation three officials from Radio and TV left for West Pakistan in the third week of November. The

Pakistan Government and its agents here are however continuing efforts, ceaselessly and aggressively, in defeating the cause of Bangladesh and suppressing Bangladesh movements.

7. The news of the proclamation of independent Bangladesh by our leaders, following brutal army action on the peaceful democratic people of our land, ignited a few Bengali souls here who came forward spontaneously to serve the cause of the nation in the manner possible in the existing conditions and within the limited resources. A clandestine Bangladesh Committee called AMORA GROUP' was formed with 'KAMAL* as Chief/Co-coordinator and 'RUMP and 'SUFI', as member to organise operation and coordinate efforts. The first step taken was to apprise the local intellectuals of the real problem—the background of Pakistan, contribution of East Bengal, position of Bengalies, exploitation by West Pakistanis, demand for democracy; election of 1970 and happenings thereafter and the probable solution that would be acceptable to the Bengalis. A comprehensive paper entitled "PAKISTAN-ITS BIRTH AND DEATH" was produced by 'Kamal' for the purpose and distributed among the local leaders. (Copy of this paper has been furnished to our mission in Calcutta.) Simultaneously action was taken to publicize the crisis and the atrocities of West Pakistan army and to project Bangladesh. This was done by contributing a series of articles and letters to the press under different assumed names. An anonymous article titled 'IS ISLAM DEAD' was also contributed by Kamal. This article, published in the Djakarta Times of April 15, 1971, created a sensation. (It is gratifying that this article has got a place in the Bangladesh publications.) Among the other enlightening and thought-provoking articles contributed to the Djakarta Times are : The Role of the U. N. vis-a-vis Bangladesh (by Kamal) Pakistan and the World (by Rumi), Bangladesh Refugees (by Rumi) and -Bengali Revolutions (by Rumi). Besides, Kamal and Rumi contributed a number of letters to the press at different times to keep the issue alive. A number of telegrams were sent by Kamal to the World leaders urging them to stop killing, got release of Bangabandhu and help establish peoples' government in Bangladesh. . Arrangement was made to supply copies of world press news and views to the local press, to distribute Bangladesh newspapers and government publications among the leading papers and important personalities and to furnish copies of news, views and editorials appearing in the local press to the Bangladesh mission in Calcutta. This work is being done regularly by [4]Rumi\ The cost of operation is being met by a few members (contributors are Kamal, Rumi, Safri, Ruhani and Badar. Total amount so far contributed would be about US $ 430/-). Humble contribution was made to the Bangladesh funds. Certain amount has been remitted towards payment of subscription for the 'PEOPLE' for some local papers and important personalities. As a token of our love for our valiant freedom fighters, 90 pieces of warm clothing have been purchased and dispatched. The 'Group' has been trying to intensify its activities for more effective work, it needs encouragement, advice and guidance as well as regular supply publicity material. The Committee has no regular office. Most of the office and typing work is being handled by 'Rumi'. While time is not opportune conditions not favorable for open activity, the Committee could produce better results if it had suitable office, typing, cyclostyling and translation facilities. 'Sufi' was provided with a typewriter and entrusted with the responsibility of submitting periodical reports to our mission in Calcutta and of

contacting local leaders and intellectuals with the help of 'Hamid'. He has not been in touch with the 'Group' for the last few months. Presumably, he is busy with his personal problems. Though the group is missing the services of Sufi, it is fortunate in having active support of some enthusiastic members like Safri, Ruhani and Ansar. Its latest achievement is to enlist support of Badar. Though there is no room for complacency, the group is confident of making its humble contribution to the cause of the nation.

8. This report may be concluded with the following comments / suggestions:

(a) Though the attitude of the Indonesian Government towards Bangladesh is at present unfavorable and unfriendly, continued efforts should be made to convince them of our stand and win-over their support. This is necessary in view of the position of this country in the Moslem world particularly in South-East Asia and as the people in general are sympathetic to our cause. Bangladesh publicity material should be regularly supplied to officials and non-officials (list already supplied). Bangladesh leaders should occasionally address their counter- parts in Indonesia for support, sympathy and help. Though the Indonesian Govt. may not allow any Bangladesh representative to visit this country, our government should nevertheless constantly endeavor to send representatives here. Invitation may be extended to interested outstanding Indonesian leaders to visit liberated areas and refugee camps in India.

(b) The Important role played by the Indonesian press in highlighting army atrocities, sufferings of the people and the refugees and in projecting Bangladesh issue should be suitably recognized by our Govt. Appreciation letters may occasionally be sent to the papers concerned. Extracts from editorials, articles and letters as published in the local press should be reproduced in the Bangladesh Publications and copies thereof supplied to the press here. This will encourage them. Whether they accept or not, leading journalists may be extended invitation to visit liberated areas and refugee camps. The purpose is to maintain constant contact with them. The press should be supplied regularly Bangladesh papers and publications.

(c) The 'Amora Group’ should be regularly supplied with sufficient number of copies of all publicity material as well as newspapers to arrange their local distribution on selective basis. The group depends very much on this supply as it is working secretly with insignificant resources against the organized efforts of the West Pakistanis. The group also needs advice, directive and some sort of recognition to strengthen the team and intensify activities. More and more members are coming forward to assist the group. Efforts are being made to organise the secret group in a manner that its work does not suffer even if an individual member leaves the group or the station. It is felt that some sort of recognition will facilitate the task, even enable it to regain the services of Sufi who appears to have been working aimlessly and subjectively and making futile and duplicate efforts.

(d) Though open office or open campaign in Djakarta is not possible in the present circumstances, the group could produce better results if it had some sort of office and services of Interpreter-cum- Typist. Because of language problem it is experiencing difficulties in maintaining proper contacts with the local language dailies or fully using the materials that needs translation from English to Bahasa or from Bahasa to English. With its limited resources, the group is not in a position to employ the services of a Translator. Advice on this matter is solicited.

(e) The Bengalis here have not received any clear-cut instruction/directive as to what they should or should not do. What course to be taken in the event of transfer is not very clear. Government instructions/notifications on these matters may be supplied for the benefit of all concerned.

By Kamal.

Any comments on the report and on its usefulness will be appreciated.

(KAMAL)
Amora, Djakarta.
Nov. 22, 1971.

Circulation to:

1. Acting President, Bangladesh.
2. Foreign Minister, Bangladesh.
3. Foreign Secretary, Bangladesh.
4. High Commissioner, Bangladesh Mission, Calcutta.
5. Political Branch (Mr. Anwarul Karim Choudhury).
6. Information Branch (Mr. Maqsood Ali).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর সাফল্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'আমরা' গোষ্ঠীকে প্রেরিত বিভিন্ন তথ্য	বাংলাদেশ সরকার	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ভারতস্থ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাই কমিশন
৯ সাকার্স এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

HIGH COMMISSION FOR THE PEOPL'S REPUBLIC OF BANGLADESH
IN INDIA
9,Circus Avenue, Calcutta-17

No. B-5/50/71. Dated 3-12-1971.

Dear Mr. Kamal,

1. We are grateful for your service to the cause of the people of Bangladesh.

2. Enclosed kindly find photocopies of reports of some recent happenings in Bangladesh. We hope you would kindly use them for publicity in support of the cause.

3.The items include :-

(a) War-like preparations by the West Pakistan Military Junta against India-a desperate bid to turn its conflict with the Bangladesh into so-called Indo-Pakistan dispute and to divert world attention from the Bangladesh issue.

(b) West Pakistan war of genocide on the people of Bangladesh continues unabated. Its propaganda about normalcy in Bangladesh is a monstrous devilry. A blanket of fear and misery covers the occupied areas. The exodus to India has become perennial because of the enemy Army's continued terror.

(c) Successes by the Bangladesh Mukti Bahini. The Bangladesh Mukti Bahini and the people are fighting the enemy troops heroically.

(d) Victims of West Pakistan Army atrocities facing starvation and health hazards.

4.We shall be grateful if you kindly try to mobilize more support for the Bangladesh struggle for independence and organise massive relief for the suffering people.

Thanking you,

Yours sincerely,
(Sayidur Rahman)
for High Commissioner.

To
Mr. Tuan Kamal
C/o. Nj-Badroen, Dgl. Kampan 4
Tjideng Barat, (dekat Djl-Musi),
Djakarta, Indonesia.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিজয়োত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'আমরা' গোষ্ঠীকে লিখিত চিঠি	'আমরা'	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারতস্থ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাই
কমিশন
৯ সাকার্স এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

HIGH COMMISSION FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OK BANGLADESH IN INDIA
9, Circus Avenue, Calcutta-17

No. ***B-5/50/71*** December 18, 1971.

Dear Mr. Kamal.

The struggle of the people of Bangladesh for freedom from West Pakistani fascist rule has ended in a glorious conclusion. Bangladesh has won the war of independence. The West Pakistan occupation army, in the wake of a chain of reverses at the hands of the heroic freedom fighters, has surrendered en masse to the Bangladesh Mukti Bahini. That has happened in the afternoon of December 16, 1971. The entire Bangladesh now stands liberated from the West Pakistan colonial domination.

The war of genocide waged by the West Pakistan military Junta on the people of Bangladesh has been forced to an end. The long night of black terror has been lifted and our people had found their way to real freedom. It is not merely a great military victory but a triumph of high principles and noble ideals over barbarism and devilry, of democracy over colonialism. The West Pakistani fascists have had to accept an ignominious defeat since West Pakistan ruled the democratic Bangladesh in the colonial way for more than two decades and tried to perpetuate the colonial rule by the genocide on an innocent people irrespective of religion, age and sex.

The war over, Bangladesh Republic is confronted with the Himalayan task of repairing the devastating ravages in the country, of taking back ten million Bangladesh evacuees from India and of resettling the thirty million who were rendered homeless by the barbarians from West Pakistan. The tragedy of all, the million Bengalis who fell before the marauding troops of the fascist West Pakistan regime and a few lakhs more who could not survive the hazards of these eight months of refugee life cannot be brought back to life. Bangladesh has overpaid the price for freedom.

In the international sphere Bangladesh seeks formal recognition from all nations. The largest democracy India and the liberal Bhutan have accorded recognition to the new State. The immediate objectives in the domestic sphere are, besides restoration of law and order, repairing the ravages caused by the West Pakistani occupation army and of building the economy of the country.

All efforts have now to be directed to these objectives and we expect of our

compatriots, friends and supporters abroad to extend their continued support and help. In the joy of national freedom we cannot shut our eyes to the West Pakistan's diplomatic offensive at the U.N. and outside, with the backing of its patrons, to deprive Bangladesh of its independence. We have to continue in our efforts to rally international support in order to defeat the West Pakistan's diplomatic and political offensive and Big Power gunboat diplomacy.

Thanking you,

Yours sincerely,
(Sayidur Rahman)
for High Commissioner.

Taun Kamal
C/O Nj Badroen,
Djl. Kampan 4
Djideng Barat
(dekat Djl Musi)
Djakarta.

॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতা ॥

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবান	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি	২৯ মার্চ, ১৯৭১

শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন গনস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটা পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে অসমসাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য বুকের রক্তঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

জনগণের দুশমন কাহারা?

বাংলাদেশে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এই সংগ্রামে জনগণের দুশমন হইল পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমান সামরিক সরকার। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় জোতদার-জায়গীরদার-মহাজন ও একচেটিয়া পুঁজির মালিক ২২টি পরিবারের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র প্রভৃতি জনগণকে শোষণ এবং নিপীড়ন করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে আগাগোড়া বঞ্চিত করিয়াছে। আজও উহাদের স্বার্থেই ইয়াহিয়া সরকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের নয়া নেতা ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে নস্যাৎ করে ও গণতন্ত্র, জাতীয় অধিকার এবং শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামকে দমনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে এবং রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলার জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

তাই বাংলাদেশের জনগণের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী জাতিসমূহের মেহনতী জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নস্যাৎ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব বাংলার অবাঙালী উর্দু ভাষাভাষি মেহনতী জনগণকেও ঐ শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও নিপীড়ন করিতেছে। তাই ঐ দুশমনের পরাজিত করিয়া বাংলাদেশের জনগণের দাবী কায়েম করার জন্য আজ এখানে গড়িয়া তুলিতে হইবে বাঙালী-অবাঙালী,

হিন্দু-মুলমান জনগণের দুর্ভেদ্য একতা। ঐ দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণকে বেলুচ-পাঠান-সিন্ধি-পাঞ্জাবী মেহনতী জনগণকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামে তাঁহাদের সাহায্য পাইতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই সংগ্রামে এখানকার জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও বেলুচ-পাঠান প্রভৃতির সমর্থন যত বেশী গড়িয়া উঠিবে গণ-দুশমনের পরাজয়ও ততই নিশ্চিত হইবে।

প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে অবিচল থাকুন

ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদেরও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃংখলে বাঁধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলার কৃষক সমাজের উপর যাহাতে জোতদার-মহাজনদের শোষণ ও নিপীড়নে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্য ও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিহার করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

বিভ্রান্ত হইবেন না

কতকগুলি তথাকথিত ''কমিউনিস্ট পার্টি'' জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ''ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি প্রয়োজন নাই'', ''গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর'', ''জোতদারদের গলা কাট'' প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা "স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে'' বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্ত্ততিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। মার্কিনী এজেন্টরা এই সংগ্রাম অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানিতে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ প্রভৃতি বাধাইয়া সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে তৎপর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখুন

বাংলাদেশের জনগণ আজ অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও একতার সাথে অফিস-আদালতে হরতাল, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতির যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, সে সংগ্রাম ইতিমধ্যেই ইতিহাসে এক নূতন নজীর স্থাপন করিয়াছে। সামরিক সরকারের হুমকি, দমন-নীতি, অভাব-অনটন প্রভৃতির মধ্যেও সে সংগ্রাম শিথিল বা দমিত হইবে না এবং শত্রুর নিকট আমরা কখনও নতি স্বীকার করিব না- এই বজ্রদৃঢ় সংকল্প আজ বাংলার ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠুক।

ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামে অগ্রগতির সুবিধা হইবে-ইহা উপলব্দি করিয়া ঐ দাবীগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবীগুলি পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা, ইহা হইল এই মুহূর্তে জরুরী কর্তব্য।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন

বস্ত্ততঃ হরতাল, লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ, মিছিল সরকারী অফিস-আদালত ও সামরিক বাহিনীর সহিত অসহযোগ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থায় বর্তমান পর্যায়ে জনগণের আকাঙ্খিত স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃংখলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা ও উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর-গ্রাম সর্বত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহার যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

শ্রমিক-কৃষক ভাইয়েরা এগিয়ে আসুন

আজিকার সংগ্রাম জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম। পশুশক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বিজয়ের বজ্র কঠিন শপথ ও সংকল্প নিয়া আগুয়ান হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আজ নারী-পুরুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণকে বিশেষতঃ শ্রমিক, শহরের গরীব বস্তিবাসী, কৃষক ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানাইতেছে। সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।

ঢাকা
২৯-৩-৭১

কেন্দ্রীয় কমিটি
পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বিবৃতি	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

Press Statement issued by Professor Muzaffar Ahmed, President of National Awami Party, Bangladesh, on April 20,1971

We felicitate in glowing terms the establishment of the sovereign government of People's Democratic Republic of Bangladesh with Sheikh Mujibur Rahman as its titular head. We further congratulate the heroic struggle of the liberation army (Mukti Fouj) of Bangladesh in their determined endeavor and struggle to root out and repulse the Pakistani occupation army from the sacred soil of our mother land**. *We declare in unequivocal terms that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman is the only legally constituted government of Bangladesh. And urge upon all the democratic and progressive nations of the world to recognize newly-born state and its government and to render all material help and moral support.*** In this connection, we deem it our duty to gratefully acknowledge the sympathy received from all peace-loving and democratic people of the world and especially the support and co-operation given by the people and the governments of India and the Soviet Union.

In the name of humanity, tenets of civilization and conscience we fervently appeal to all democratic and progressive nations of the world and to the UNO to effectively move so as to immediately stop the genocide being perpetrated on the hundreds and thousands of innocent and unarmed men, women and children of Bangladesh.

The paramount need of the hour is the formation of a broad united front of the democratic parties and forces in order to conduct the liberation struggle and to carry it through. We urge upon the Awami League leadership and the Government of Bangladesh to take initiative in this matter.

We give a clarion call to all the sons and daughters of Bangladesh to carry forward the armed struggle with renewed vigour and determination till its victory. While paying respect and homage to the tens and thousands of martyrs of this struggle, we firmly declare that the blood of the martyrs cannot and shall not go in vain and the struggle of the people shall triumph. The barbarous policy of genocide pogrom and mass extermination of the military junta of Pakistan will be repulsed by the determined march of the 75-million of Bangladesh. The victory will be ours.

Long live the free people of the Democratic Republic of Bangladesh!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীর আবেদন	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	২১ আগস্ট, ১৯৭১

MAULANA ABDUL HAMID KHAN BHASANI'S APPEAL TO WORLD LEADERS
Dated April 21,1971

I

SECRETARY-GENERAL U-THANT, UNITED NATIONS,
NEW YORK, U. S. A.

On behalf of the 75-million people of Bangladesh I appeal to you to use your good offices and raise your voice against the barbarities and brutalities being committed by the trigger happy soldiers of dictator General Yahya Khan on the innocent, unarmed and defenseless people of Bangladesh irrespective of their caste, creed and sect, including women, children and even new-born babies in their mothers' arms. I appeal to you to raise your voice against this brutal suppression of fundamental human freedom and birth right of the people of Bangladesh to decide their own destiny without any interference from West Pakistan. I appeal to you, Mr. Secretary-General, in the name of humanity to issue all immediate appeal to stop these brutal massacres of innocent people and to extend all possible help for the relief of the victims of dictator General Yahya Khan against military rule in Bangladesh. I would welcome sending your observers inside Bangladesh to see the nature and volume of looting, arson, mass killings and molestation of women by West Pakistani Army so that they can reveal the true picture of the sordid tale of Bangladesh to the people of the world through the United Nations.

II

PRESIDENT MAO TSE-TUNG, PREMIER CHOU EN-LAI,
PEKING, CHINA

Ideology of Socialism is to fight against oppression. I appeal to save seven and half crores of oppressed people of Bangladesh from the atrocities committed on them by the military junta of dictator General Yahya Khan. Yahya's military government, by the help of modern war weapons supplied by your government, are mercilessly and brutally slaying the innocent, unarmed, helpless peasants, laborers, students, intelligentsia, women and children of Bangladesh. If your Government do not protest this brutal atrocities committed on oppressed masses of Bangladesh by the military junta with the help of vested, interests of West. Pakistan, the world may think that you are not the friend of oppressed people.

No such example of oppression, which the military junta is inflicting upon the innocent masses of Bangladesh, will be found even in times of Chiang Kai-Shek's rule in your own land, Czar's rule in Russia and in times of British Imperialism in pro-independent India. The reports of atrocities and oppression, which are being given publicity by various Indian agencies, are in fact the smallest portion of the volume and nature of oppression and atrocities which are really happening in wretched land of Bangladesh at present. World will come to know the true picture and actual nature, and will know the truth of many complaints, if the journalists, intelligentsia, politicians of any country, even of the countries friendly to Yahya's government, made field survey.

You are well aware that there are tremendous people's support behind the independent Bangladesh Government than that of Sihanouk Government's of Cambodia. I, therefore, earnestly request you to please extend your support, recognition and all possible help to the Government of Independent People's Republic of Bangladesh..

I had to undergo 31 years of imprisonment to achieve independence of Indo-Pak sub- continent and to achieve people's rights in Pakistan. I am at present an old man of 89. At this stage of my life my humble residence has been gutted by the barbarous soldiers of Yahya Khan. My precious collection of books from different countries has also been burnt by them. I do not know what has happened to the fate of my family after my house was set on fire.

III

SECRETARY GENERAL BREZHNEV, PRESIDENT PODGORNY,

CHAIRMAN KOSYGIN, KREMLIN, MOSCOW, U. S. S. R.

On behalf of the 75 million people of Bangladesh may I convey to you our appreciation of the statement issued by the Presidium of Supreme Soviet through President Podgorny on the situation in East Bengal?

I should, however, like to point out that more positive action is urgently required to stop the barbarous massacre of hundreds of thousands of unarmed, helpless masses of Bangladesh by the brutal military dictator ship of General Yahya Khan. These massacres are being perpetrated by the West Pakistani army with modern weapons of war supplied by U. S. A. and China. People are being butchered by the trigger happy soldiers of West Pakistan irrespective of caste, creed and sect, including women, children and even new- born babies in their mothers' arms. They excel in their brutality anything that has happened in history before. I earnestly appeal to you to stop this bloody massacre and not supply any aid to the military dictatorship of Pakistan. Your country and your people, under the enlightened and wise leadership of Lenin, have stood for the rights of oppressed peoples to self determination, and have given moral, political and material support to national liberation movements in various parts of the world. I would, therefore, appeal to you to do the same for Bangladesh and give it immediate recognition and all possible help of the Government of the People's Republic of Bangladesh.

The Soviet Union is part of Asia as well as Europe. The Leninist policy of peace is a great stabilizing factor for development throughout the world, particularly in the

developing countries. What is happening in Bangladesh today is the worst from of colonialism and imperialism. Looting, arson, gangsterism, mass killings and molestation of women are the order of the day. We rely on the people of the U. S. S. R. to raise their voice against these barbarities and the suppression of human rights. I hope that your government will give immediate attention to this urgent problem and see that the 75 million people of Bangladesh are allowed the freedom to decide their own destiny without any interference from the military dictatorship of Yahya Khan.

I had to undergo 31 years of imprisonment to achieve independence of Indo-Pak sub- continent and to achieve people's rights in Pakistan. I am at present an old man of 89. At this stage of my life my humble residence has been gutted by the barbarous soldiers of Yahya Khan. My precious collection of book from different countries has also been burnt by them. I do not know what has happened to the fate of my family after my house was set on fire.

IV

PRESIDENT NIXON, WASHINGTON. D.C., U.S.A.

Under the direction of dictator General Yahya Khan, and with the help of modern war weapons supplied by yours and China Governments the barbarous soldiers of West Pakistan are brutally slaying lakhs of innocent, unarmed and helpless masses of Bangladesh irrespective of caste, creed and sect, including women, children and even new-bom. babies in their mothers' arms.

I fervently appeal to you to please stop fresh supply of arms and to do the needful to give an effective check in using those weapons previously supplied, so that Yahya's Government could not use these arms in killing the unarmed masses in Bangladesh.

Please extent your immediate recognition and all possible help to the Government of the People's Republic of Bangladesh.

I shall be highly obliged if you be kind enough to please make an arrangement so that the foreign correspondents of different news agencies are able to tour inside Bangladesh to see the nature and volume of looting, arson, gangsterism, mass killings, and molestation of women in Bangladesh by West Pakistani army so that they can reveal the true picture of sordid tales of Bangladesh to the people of the world.

V

PRESIDENT POMPIDOU, PARIS, FRANCE

On behalf of the 75 million people of Bangladesh may I appeal to you to raise your voice against the barbarous atrocities being committed by West Pakistani soldiers under the direction of dictator General Yahya Khan and with the help of modern weapons of War supplied to him by your government and other governments? I appeal to you to raise your voice against the brutal suppression of human rights in Bangladesh. France has a great tradition of leaping the revolutionary movements of the world, and will. I hope, under your wise leadership, give a lead in recognizing the fundamental rights of the

people of Bangladesh to decide their destiny without any interference from the military regime of West Pakistan. France was great enough to recognize, the realities of the situation in Vietnam and Algeria, and, we hope, you can convince the dictator General Yahya Khan to learn from these examples. T would earnestly appeal to you to extend immediate recognition and all possible help to the Government of the People's Republic of Bangladesh. I would further welcome visits by your Press correspondents to tour inside Bangladesh and see for themselves the nature and volume of looting, arson, gangsterism, mass killings and molestation of women by trigger happy soldiers of West Pakistan on the innocent, unarmed and helpless people of Bangladesh.

VI

PRIME MINISTER EDWARD HEATH, LONDON. U.K.

I appeal to you on behalf of the 75 million people of Bangladesh to raise your voice in support of their birth right for freedom to decide their own destiny. I appeal to you to raise your voice against the brutal massacre of hundreds of thousands of innocent East Bengalis by the military dictator-ship of General Yahya Khan. I further appeal to you to stop any fresh supply of arms and to ensure that any arms supplied by U. K. are not used in killing unarmed, helpless masses in Bangladesh. 1 hope that your government will recognize the realities of the situation and extend immediate recognition and all possible help to the Government of the People's Republic of Bangladesh. It was heart-rending to real accounts of atrocities by British correspondents in the British Newspapers. However, even these accounts fall far short of real nature and volume of looting, arson, gangsterism, mass killings and molestation of women that is being perpetrated by the trigger happy soldiers of West Pakistan on the innocent and defenseless people of Bangladesh.

VII

PRESIDENT TITO, BELGRADE, YUGOSLAVIA

I appeal to you on behalf of the 75 million people of Bangladesh to raise your voice against the atrocities being committed by the West Pakistan soldiers under the direction of dictator General Yahya Khan on the unarmed and defenseless people of Bangladesh. I appeal to you to raise your voice against the brutal suppression of human rights in Bangladesh. Your powerful voice has always been raised whenever human rights and human dignity have been suppressed. I request you, Mr. President, to speak out against un-speakable atrocities which are now going on in Bangladesh and the complete denial of human freedom by the use of brutal force which is taking place there. I would earnestly appeal to you to extend immediate recognition and every possible help to the Government of the People's Republic of Bangladesh. I would welcome visits by your press correspondents to Bangladesh to see for themselves the nature and volume of looting, arson,, gangsterism, mass killings and molestation of women being committed by the trigger happy soldiers or West Pakistan on the innocent, unarmed and helpless people of Bangladesh.

VIII

PRESIDENT ANWAR SADAT, CAIRO, U.A.R.

Mr. President. I am addressing this appeal to you in your capacity as a great leader of the Muslim World to raise your voice in support of the 75 million peoples of Bangladesh whose fundamental rights and freedom are being brutally assaulted by the trigger happy soldiers of dictator General Yahya Khan. It is a travesty of Islam that is being perpetrated by the West Pakistani soldiers in Bangladesh today. Hundreds of West Pakistani soldiers, armed to the teeth with modern weapons of war by imperialist powers, are killing innocent, unarmed, defenseless people of Bangladesh in hundreds of thousands. The nature and volume of looting, arson, gangsterism, mass killings and molestation of weapons has to be seen to be believed. May I appeal to you to raise your voice against these brutalities and the suppression of human rights, and extend immediate recognition and all possible help to the Government of the People's Republic of Bangladesh and for their right to decide their own destiny without any interference from the military dictatorship of West Pakistan?

IX

MR. ABDEL KHALEK HASSOUNA

Secretary General, Arab league, Cairo, U.A.R.

I appeal to you on behalf of the 75 million people of Bangladesh to bring before the Arab League the brutalities being committed by trigger happy soldiers of General Yahya Khan on the innocent, unarmed and defenseless people of Bangladesh. Women have been molested systematically and, even new-born babies in their mothers' arms have not been spared. All these unspeakable acts have been perpetrated by a Muslim army on an overwhelmingly Muslim population. The Arab League has raised its voice against oppression and injustice. Its silence on the horrible events in Bangladesh has caused disappointment and dismay. I would request you to bring the tragic events in Bangladesh, since the ruthless soldiers General Yahya Khan were late loose on the 25th March, before the Arab League so that the voice of its august members may help in stopping the carnage and the suppression of human rights which is going on in Bangladesh today. I would welcome visits by your representatives to tour inside Bangladesh and sec for themselves the extent of looting, arson, gangsterism, mass killings and molestation of women being committed by the soldiers of West Pakistan on the innocent, unarmed and helpless people of Bangladesh.

X

MR. DIALLO TELL I

Secretary General O. A. V., Addis Ababa, Ethiopia On behalf of the 75 million people of Bangladesh I appeal to the O. A. U. to raise its voice against the barbarities and brutalities being committed by the trigger happy soldiers of General Yahya Khan on the innocent, unarmed and defenseless people of Bangladesh. The mass killings of men, women and children, and molestation of women by the West Pakistani army in Bangladesh is recent history. A small military clique is trying by the use of brutal force to

suppress the rights of the people of Bangladesh and human dignity and freedom. The O.A.U. which has fought for elimination of colonialism, should take note of the naked assertion of colonialism taking place in Bangladesh today.

I appeal to you, Mr. Secretary-General, in the name of humanity to stop these brutal massacres of innocent people and to extend all possible help for the relief of the victims of dictator General Yahya Khan's military rule in Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সমমনা দলসমূহের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি	৩ মে, ১৯৭১

ON THE SITUATION IN BANGLADESH

Text of the Letter of the Central Committee of the Communist Party of East Pakistan (Bangladesh), to Fraternal Communist and Worker's Parties, dated May 3, 1971

Dear Comrades,

The people of the world are today aware of the fact that since 25th March midnight an unparalleled genocide is being committed in East Pakistan (now named Bangladesh) by reactionary ruling military junta of Pakistan. In the course of the last five weeks, the Pakistan army has killed some hundreds of thousands of people, including prominent leaders and intellectuals; pillaged and ravaged the cities of Dacca, Chittagong and other towns; burnt down hundreds of villages and markets and destroyed educational institutions, including Dacca University hostels as well as other properties worth tens of millions of rupees throughout Bangladesh. Such wanton destruction of human lives and properties is still going on and about one million helpless and penniless people of Bangladesh have crossed the border and taken refuge in India. The military junta of Pakistan is actually waging a war of annihilation against the innocent and unarmed people of Bangladesh using the land army, air force and naval force. Modern history has rarely witnessed such wide scale brutalities and atrocities as are being perpetrated now in Bangladesh.

But in order to confuse the world public opinion, the reactionary ruling military junta of Pakistan, headed by General Yahya Khan, has raised the bogey that the people of Bangladesh led by the Awami League have launched a movement for secession of Bangladesh and disintegration of Pakistan "with the help of India" and that the steps taken by the army in Bangladesh are necessary to maintain the integrity and solidarity of the state of Pakistan.

But all these are colossal hoaxes. The reality is otherwise. The real fact is that the people of Bangladesh were always fighting for their just national and democratic rights, and the ruling military junta of Pakistan was trying to drown that popular struggle in blood. The following facts and specially the political background of today's happening will prove it beyond doubt.

Suppression of Nationalities

To explain the political, background of the genocide in Bangladesh it is first necessary to state the peculiar character of the state of Pakistan. Pakistan was carved out of the Indian sub-continent in 1947. Five nationalities (such as Bengalis. Sindhis, Punjabis, Pathans and Baluchis) and two regions (East and West Pakistan) widely separated by a distance of more than one thousand miles, and in between which lies

Indian territory, were lumped together under a single state (Pakistan) on the basis of Islamic religion. The conspiracy of the British imperialists had played a big role in the creation of this state with such a peculiar character.

From the very inception of this state, the ruling classes, the reactionary big bourgeoisie and feudalists, collaborating with imperialism, especially US imperialism, had in their own narrow class interests pursued a policy of suppression of all democratic and national rights of the various nationalities, such as of Bengalis in East Pakistan and Sindhis, Pathans and Baluchis in the Western Wing.

As a result of the policy of the national suppression and discrimination pursued by
the ruling classes, the condition of the people of East Pakistan had become extremely miserable in all aspects. Democracy was ruthlessly suppressed and virtual dictatorship had reigned supreme. People had no democratic right, no civil liberty and no freedom of the Press. Arrests, imprisonment and persecution of the democrats and progressive elements were a daily phenomenon. Hundreds of patriotic workers, including many communists, were always in jails.

In the economic field, big business, all of whom non-Bengalis, controlled banking, insurance, big industries and the entire economy of East Pakistan. The big business, known as the "22 monopolist families", had an overall domination over the economic life of Pakistan as a whole and was given a free hand of exploiting the working class and the people of East Pakistan. In the rural side, feudal exploitation went on rampantly.

Further, as a natural consequence of the policy of the ruling class to appease the big business and to practice national discrimination, a big imbalance and disparity had cropped up between the economic condition in Hast and West Pakistan. Whereas the per capita income in the Eastern Wing was lower than that of the Western Wing, the prices of all commodities, including food, were higher in the Eastern Wing. We do not, however mean to say that the people of West Pakistan were favored. Rather, they were also heavily exploited and oppressed. But the fact was that East Pakistan was virtually turned into a market and hunting ground for the "22 monopolist families" who were based in West Pakistan. They were also transferring the profits they earned in East Pakistan to their head offices in West Pakistan. Such fight of capital from East Pakistan together with the neocolonial exploitation of the penetrating US capital (amounting to about Rs. 3,000 crones) and the exploitation of the monopolists and feudalist had shattered the entire economy of East Pakistan.. The over whelming majority of the people of East Pakistan lived in utter distress.

Another result of the policy of national discrimination practised by the ruling classes had been that the people of East Pakistan, though in a majority (56 per cent), had little share in the Central services including the army. They were deliberately and plan fully kept away from all important jobs at the Centre, which were filled from the upper classes of Punjab.

In short, the people of East Pakistan were deprived of all rights and mercilessly oppressed and exploited. Similar was the condition of the Pathans, Sindis and Baluchis.

The problem of nationalities had thus become a most serious and important problem in Pakistan.

Fight of the People for Democracy and Autonomy

In the above context, the democratic movement in East Pakistan, as well as in the whole of Pakistan, had begun on two fundamental demands democracy and autonomy for the nationalists.

This struggle of the people of East Pakistan (Bangladesh) had begun as far back as 1948 on the issue of language. The ruling classes had tried to foist Urdu the mother-tongue of only 6 per cent of the population, as the only State-language of Pakistan. The Bengalis of East Pakistan had risen against that attempted reactionary measure of the ruling classes and had demanded that Bengali, the mother tongue of the 56 per cent of the population, be made one of the Stale languages. It is to be noted here that it was in the same year of 1948 that the Pathans had also launched a movement for their autonomy.

However, the struggle of the people of Bangladesh on the language issue assumed a wide character in 1952 and gradually developed into a struggle for democracy and autonomy.

The reactionary ruling clique had always tried to suppress that movement by severe repressive measures, including shooting down of students and youth on the streets of Dacca (1952). They had also tried to dub that popular struggle as being "inspired by India" and confuse the people.

But the popular struggle went on unabated. All democratic parties and forces, including the Communist Party of East Pakistan which had been functioning underground since 1948, participated in that movement.

In the background of the above struggle by the. people of East Pakistan for autonomy and democracy, there was a provincial election in East Pakistan in 1954. In that election, all opposition parties had formed a United Front against the ruling party-Muslim League. A 21-point programme was chalked out by the United Front in which the demand for the fullest autonomy for East Pakistan was a most important one. The United Front had demanded that "East Pakistan be, recognized as a sovereign and autonomous region" in accordance with the principle of the Pakistan Resolution passed by the All-India Muslim League Council in 1940 at Lahore, that "the Central government should be vested only with three subjects such as defense, foreign affairs and currency" and that "all other subjects including the residuary powers should be in the hands of the elected government of East Pakistan". The United Front had thus clearly defined the demand for autonomy, and the people of East Pakistan had unequivocally supported and voted for it. In that election the United Front had scored a glorious victory securing 290 seats, including 4 Communist Party candidates, out of 300. The ruling Muslim League was. routed and got only 9 seats. The result of that election of 1954 had clearly demonstrated the tact that the people of East Pakistan stood solidly for autonomy as defined in the United Front programme.

But the reactionary ruling classes were not ready to accept this clear verdict of the people or to grant autonomy to East Pakistan. So the Central government conspired and had with the open and overt support, of the US imperialists dismissed the United Front Ministry only after 45 days or so of its taking office on the false and fabricated plea that the United Front Ministry, specially its leader late A. K. Fazlul Haq, was "in league with India and trying to undo Pakistan by seceding". The ruling classes had also launched a reign of terror in East Pakistan and thousands were thrown into jails. The Communist Party was form ally banned at that time. Significantly, it was only after a week or so of the dismissal of the United Front Ministry that Pakistan had joined the military pacts under imperialism.

But even after such shameless attack by the ruling classes against the people of East Pakistan, the movement for autonomy and democracy went on in various forms. The Sindhis; Pathans and Baluchis were also fighting for their national and democratic rights.

The ruling classes had, on the other hand, taken two political steps to counteract the growing popular movement for autonomy and democracy. The Central government had arbitrarily passed two acts. By one of these acts, it was laid down that East and West Pakistan would have "parity" in all matters, which meant that East Pakistan which had the majority of the population (i. e. 56 per cent) was made equal with the 44 per cent population of West Pakistan. By the second act, all the provinces in West Pakistan, such as Sindh, Punjab, North West Frontier Province as well as Baluchistan, were abolished and the whole of West Pakistan was constituted as "one unit" or one single province. These two acts were new measures of the reactionary ruling classes to intensify their policy of national suppression.

But as has been said earlier, the popular movement for autonomy and democracy could not be checked. It was going on both in East and West Pakistan. After the imposition of one unit in West Pakistan the suppression of the smaller nationalities-Sindhis, Pathans and Baluchis assumed an acute form. They had complained that they had been made "virtual, slaves of the Punjab vested interests" who had, through the grace of the one unit, captured all the important posts in the administration of those regions and also occupied a dominant position in their economics. So, from that time, the demand for the liquidation of one unit had become the central slogan in the struggle by the Sindhis, Pathans and Baluchis -for democracy and autonomy.

Intervention by the Imperialists

One thing needs mentioning here. In 1966 a Constitution was framed for the country by the then Constituent Assembly which was elected in 1955 by indirect voting, on the basis of parity. That Constitution framed by the reactionary ruling classes was far from a democratic one and did not provide for autonomy of the various nationalities. The President was vested with many special powers. Its only redeeming features were that it had provided for parliamentary rule and accepted Bengali as a State language together with Urdu, solely because these were the most pressing and popular demands.

After the framing of that Constitution a popular demand had also risen that a general election be soon held on the basis of the new Constitution. This demand had become very powerful. There were also cliques and counter cliques within the ruling classes.

Under these circumstances, the then Central Ministry had declared that general election would be held in February-March, 1959.

This announcement of the general election together with the rising popular movement for autonomy and democracy had created a panic amongst the dominant section of the ruling coterie headed by the notorious lskandar Mirza, an ex-army officer, as well as in US imperialist circle. It was then at the connivance of the US imperialists and their open support that the ruling coterie had clamped down Martial Law in October 1958, to forestall the holding of the election as well as to suppress the democratic movement. Ayub Khan had then come to power with the overt support of the US imperialists. This was the second naked intervention by the US imperialists in the internal affairs of Pakistan to suppress democracy. The first was in 1954 when the United Front Ministry of East Pakistan, voted to power by the people, was arbitrarily dismissed. In fact, the US imperialists had always stood behind the reactionary classes of Pakistan in the latter's bid to suppress the movement for democracy and autonomy.

Renewed Popular Struggles

It was during the decade of the dictatorial regime of Ayub Khan that the suppression of the democratic forces, trampling down of democracy and of the national rights of the Bengalis and other nationalities had assumed monstrous proportions. The Constitution framed by the ruling classes in 1956 was scrapped. Communists were severely persecuted any democrat raising the voice for democracy or autonomy was thrown into jail, all vestiges of democracy were wiped out and any movement by the students, workers, etc, for their rights was sought to be suppressed by leonine violence. Anti-Hindu communal riots were also provoked and organized to disrupt the people.

But the oppression and suppression during the Ayub regime did not go unchallenged. From 1961 onwards the people of East Pakistan as well as of Pathanland and Baluchistan had carried on many a glorious battle for their right of autonomy and democracy. The heroic struggles of the Pathans in 1961, the death-defying battles of the Baluchis in 1961- 62 and the glorious battles of the East Pakistan students and people in 1962, 1963 and 1964 may be cited in this connection.

In 1965, during the Indo-Pakistan war, the reactionary ruling classes could temporarily confuse the people by virulent anti-India propaganda. But immediately after the termination of the war. a vigorous movement on the six-point programme of the Awami League had taken place in East Pakistan (June 1966). The six-point programme of the Awami League was basically a programme for parliamentary democracy and full autonomy. Regarding autonomy the six-point programme had demanded that only subjects, namely defense and foreign affairs (excluding foreign trade) would vest with the Central government and all other subjects, including foreign trade; would be in the hands of the East Pakistan government. As regards currency, the six-point programme

had laid down two alternatives. Is said, either these would be two separate but easily convertible currencies for East and West Pakistan or there would be one currency for the whole of Pakistan under the Central government with the provision that there would be a separate State Bank for East Pakistan and some arrangements would be there to stop the fight of capital from East Pakistan to the Western Wing.

So, the six-point programme of Awami League had demanded wide autonomous powers for East Pakistan within the State of Pakistan and was not a secessionist move as was suggested by some interested quarters.

This six-point programme of the Awami League did get wide support from the people of East Pakistan and the movement launched by the Awami League on its basis (June 1966) was a powerful one which was also supported by the communists and the left-wing section of the National Awami Party (NAP) then led by Moulana Bhasani. The Ayub regime had suppressed that movement with violence.

But again there Was a huge popular upsurge against the Ayub regime throughout the whole of Pakistan in 1968-69. The Communist Party of East Pakistan had played an active role in that movement, especially in forging a united front of all democratic and opposition forces. In East Pakistan, that popular upsurge was based on the 11-point programme advanced by the Student Action Committee (composed of all progressive and democratic students' organizations) and supported by the Awami League and the National Awami Party led by Wali and Muzaffar. The 11-point programme contained demands for a neutral and independent foreign policy, scrapping of the military pacts, nationalization of banks, insurance and big industries, living wage for the workers, reduction of rents and taxes, educational reforms, full civil liberty, etc., besides the demands for full autonomy and democracy (i. e., the six-point programme of the Awami League).

In West Pakistan all the opposition forces including the anti- Ayub rightists were united on the basis of the demand for parliamentary democracy and adult franchise. The people of Pathanland, Baluchistan and Sindh joined the movement with the aspirations of parliamentary democracy and autonomy, especially the break-up of one unit.

It was due to that popular upsurge throughout Pakistan, the main demands of which were democracy and autonomy, that the dictatorial regime of Ayub Khan was toppled down.

Yahya Khan Conies to Power

But Ayub Khan, before he had to step down, handed to the C-in-C, General Yahya Khan and Martial Law was Pakistan for the second time on 25th March 1969.

But though the Martial Law was clamped and there was a military rule headed by Yahya Khan, it was due to the pressure of the huge popular upsurge that Yahya Khan had to concede to the following popular upsurge that Yahya Khan had to concede to the following popular demands direct election on universal and adult franchise, abolition of "parity" introduced in 1955 and representation in the National Assembly on the basis of population, framing of a new constitution by elected National Assembly, undoing of one

unit in West Pakistan and restoration of the former provinces, restoration of parliamentary democracy, etc_

But Yahya Khan had also promulgated a Legal Framework Order (LFO) in which it was stipulated that the new constitution to be framed by elected National Assembly would have to be authenticated by the President (i.e., Yahya Khan), and that it would have to be an "Islamic" one.

This LFO had proved that though the ruling military junta was compelled to concede to election, etc., under pressure mass upsurge, it was in no mood to allow introduction of full parliamentary democracy and grant full autonomy to the nationalities. Rather, by that order it curbed the sovereignty of the elected National Assembly, ensured the reactionary religious basis of Pakistan, and sought to curtail democracy and the autonomous rights of the various nationalities.

Our part had been through this conspiracy of the military junta and criticized the LFO. demanded its amendment and sovereignty of the elected National Assembly. The National Awami Party led by Wali and Muzaffar had also done so. But the LFO was not amended.

General Election and Awami League's Victory

However, the general election, the first of its kind in Pakistan during the last 23 years, was held in December 1970. In. that election, the Awami League swept the polls in East Pakistan securing 167 National Assembly seats out of 169 contested and 290 Provincial Assembly seats out of 300. By sweeping the polls in East Pakistan, the Awami League had also secured an absolute majority in the All-Pakistan National Assembly-167 seats out of the total 313.

During the election, the Awami League's main platform was its own six-point programme as well as the 11-point programme of the Students' Action Committee. But its main emphasis was on its six-point programme which was highly popular with the masses of the people in East Pakistan and the people had solidly voted for it.

After the victory of the Awami League in the election the reactionary forces raised a hue and cry that East Pakistan would secede. But the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman had again and again declared categorically that he and his party did never want secession of East Pakistan but wanted the future constitution of the country be framed on the basis of the six-point programme of his party to end the exploitation and oppression over the Bengalis.

The people of East Pakistan also aspired that the newly elected National Assembly should soon sit in its session, that a democratic constitution based on the six-point programme be framed and that power be transferred to the victorious party-the Awami League. The downtrodden people of West Pakistan, especially of the smaller nationalities, also hoped that the oppressive days of the past would be over and democracy would be restored. In fact, everybody in Pakistan was eagerly waiting for a changeover to democracy.

Conspiracy of the Reactionaries

But the sweeping victory of the Awami League in the election had unnerved the ruling military junta and the right reactionary forces. And they began to conspire to nullify the verdict of the people and their hopes and aspirations. Z. A. Bhutto, the leader of the People's Party, acted as the political spearhead of that conspiracy. The People's Party had, through Bhutto's demagogy on socialism, etc. and his anti-India thunder, secured a majority of National Assembly seats (84 out of 144) from West Pakistan.

Bhutto's People's Party secured those 84 seats only from Punjab and Sind provinces, but failed to secure even a single from frontier (Pathanland) and Baluchistan. The National Awami Party (led by Wali and Muzaffar) got absolute majority in Baluchistan in the National and Provincial Assemblies. In Frontier Province it secured 3 seats in the National Assembly, and became the single largest party in the Provincial Assembly.

So Bhutto did not actually represent the whole of West Pakistan. But he. posed as such and to subvert the session of the National Assembly, he had raised a slogan that there should be no National Assembly session "prior to any agreement between the two major parties-the Awami League and People's Party-on the questions of the future constitution of Pakistan."

Bhutto and some People's Party leaders had also met the Awami League leaders at Dacca "to discuss constitutional issues" just to parade that they were trying for "an agreement". But actually Bhutto and his party were deadly against the six-point programme and the autonomy for the nationalities. They were trying to pressuring the Awami League to give up the six-point programme. But the Awami League had refused to go back on its commitment to the people. So the game of Bhutto failed.

The conspiracy of the reactionaries then went on in full swing. The Communist Party had foreseen the danger and had warned the people against it.

Meanwhile, Yahya Khan had summoned the first session of the National Assembly to be held at Dacca on 3rd March.

Immediately, Bhutto declared that he and his party would not attend the session of the National Assembly and if the National Assembly session was held on that dale "the whole of West Pakistan would be in flames".

It was on this threat of Bhutto, the leader of a- party which had only 84 seats in the National Assembly, that Yahya Khan had on 1st March issued a statement over the radio postponing the National Assembly session sine die. He had also convened a Round Table Conference of all the party leaders at Dacca on 10th March to discuss constitutional issues.

But, surprisingly enough, Yahya Khan had not thought it necessary to consult the Awami League-the party having an absolute majority in the National Assembly-before he had postponed the National Assembly -before he had postponed the National Assembly session and convened the RTC.

All these showed that Yahya Khan Was not acting ,either honestly or according to the principles of democracy, but according to a well-laid conspiratorial plan to continue the military rule.

New Upsurge of the People

The sudden postponement of the National Assembly session came as a rude shoke to all sections of the people. The convening of the RTC while postponing National Assembly session was nothing but an insult to the injury. So it was at once rejected by the Awami League, National Awami Party and other democratic forces. Even Nurul Amin, the leader of the Rightist Pakistan Democratic Party, refused to attend it.

On the other hand, no sooner the people heard about the postponement of the National Assembly session over the radio, they came out in thousands on the streets in all the cities and towns of East Pakistan spontaneously chanting "We Want Independent East Bengal !"

It may be noted here that continuous national oppression and suppression of democracy, together with the peculiar geographical position of East Pakistan, had already created a sentiment for "Independent East Bengal" in a section of the people, especially after their experience of the struggle for six-point and 11-point programmes (1966 and 1969). But still they hoped that their aspiration for democracy and autonomy might be realized and the unity of Pakistan might be maintained.

At last they had pinned their hopes on the election and hoped that if the Awami League came to power, they might see better days. But sow they saw that even the elected National Assembly session was being sabotaged and verdict of the people in the election was sought, to be nullified. So they thought that they had no chance of having democracy and autonomy by remaining within Pakistan. Consequently the slogan of an "Independent East Bengal" came out spontaneously which expressed their urge for self- determination.

This spontaneous upsurge had, turned into an organized and wide mass struggle when the Awami League had called for a peaceful general strike for five days from 2nd to 6th March as a protest against the postponement of the National Assembly session. The Communists, National Awami Party and other democratic forces supported the strike call. It was also made known that the Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman would announce the programme of action on 7th March at a mass rally.

The ruling military junta had, on the other hand, tried to suppress the spontaneous popular upsurge with machineguns and bullets. They had clamped down curfew in Dacca for 12 hours from evening of 2nd March. When the people defied the curfew and brought out peaceful processions, they were machine-gunned, resulting in innumerable deaths. Killings of innocent and unarmed people had thus begun on 2nd March. Besides such killings, the military junta was also trying to provoke Bengali versus non-Bengali riots and some such riots were actually connived at in Chittagong and Rangpur. It was due to

the intervention of the Awami League, National Awami Party, Communists and other democratic that the riots subsided and stopped. These parties and forces democratic had always tried to maintain absolute peace amongst the people.

The killings of unarmed people, etc., on 2nd March could not however demoralize the people. The general strike from 2nd March was a complete success. All section of the people as well as the police, Government officers, etc, had joined the strike. Besides from 2nd March onwards, spontaneous processions of thousands of people were taking place throughout the length and breadth of Bangladesh. The whole people of Bangladesh had demonstrated unprecedented unity against the military junta.

Threats by Yahya Khan

While the peaceful strike struggle was going on, Yahya Khan made a broadcast on 6th March. In that Yahya Khan against summoned the National Assembly session on 25th March. But he had, at the same lime, blamed the people and leaders of East Pakistan for the incident from 2nd March, while he fully exonerated Bhutto, who had precipitated the crisis. He had also threatened military action "for safeguarding the solidarity and integrity of Pakistan". Together with such threats, a reshuffle was made ill the military administration of East Pakistan and Lt.Gen. Tikka Khan, a man notorious for his ruthlessness, was sent to Dacca as Governor as well as the Chief of the military administration.

The above things showed that it was from the first week of March the military junta was making practical preparations for an armed onslaught against the people. Their talk of "transfer of power", etc, was merely to hoodwink the people.

Mujib's Four Demands and Non-Co-operation Movement

On 7th March, Sheikh Mujibur Rahman delivered his speech in Dacca Race Course Maidan, where about one million people had gathered to heat the Awami League Chief. The people expected that Sheikh Mujib would declare the independence of Bangladesh. But in his speech Sheikh Mujib had made three important announcements:

(i)He called upon the people to undauntedly carryon the struggle for ending the 23 years of oppression and exploitation.

(ii)He laid down four demands-such as (a) transfer of power to the elected representatives of the people; (b) lifting of Martial Law; (c) withdrawal of army to the barracks; and (d) inquiry into mass killings from 1st March.

He had also said that if these four demands were accepted, then he would – consider whether he and his party would attend the National Assembly session on 25th March.

(iii)He declared a peaceful non-co-operation movement against the government and the army from 8th March till the above demands were fulfilled.

Basides, the three above important announcements he had warned the people that the reactionaries were hatching a conspiracy and if the army attacked the people, the latter should resist with whatever means they had at their disposal.

Sheikh Mujib's speech was generally appreciated, The four demands which he had put forward were supported by all democratic forces and parties, including the Communist Party and the National Awami Party.

The Communist Party had also issued an open appeal in the form of a leaflet urging upon to rally round the above four demands and at the same time asking people to remain vigilant against all conspiracies of the reactionaries and to try to resist all attacks of the enemy, if they are made.

The non-co-operation movement launched by the Awami League from 8th March was also a complete success. The whole civil administration of Hast Pakistan, including the police department, had from that day acted according to the directives of the Awami League. In fact, the Awami League was then running the civil administration of East Pakistan. People also had absolute loyalty to the Awami League and they wished that it should formally take over power.

Treacherous Attack

While the non-violent non-cooperation movement was going on. it was announced by the Central government that Yahya Khan would soon go to Dacca to talk to Sheikh Mujib. Sheikh Mujib readily announced his readiness to meet and talk to Yahya Khan for a political settlement, if the latter came to Dacca.

Yahya Khan had come to Dacca on 14th March and Mujib-Yahya talks had begun from that date. After four or five days of talks, both Sheikh Mujib and Yahya Khan publicly stated that there had been "some progress" in the talks. Yahya Khan also publicly stated that he had "agreed in principle" to the demands placed by the Awami League Chief. Discussions were also being held between the advisers of Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman on details. So the people had expected hat a political settlement would come about and crisis would be over.

But the expectations of the people were belied. Before the Mujib Yahya talks ended, the army under orders of the military junta suddenly and treacherously launched a ferocious armed attack against the people of Bangladesh from the midnight of 25th March.

Liberation Struggle Begins

Under these circumstances, the people of Bangladesh had no other alternative but to take up arm for their own defense of their democratic and national rights. The East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and the police joined the people, formed the Mukti Fouj and carried on the armed battle. The people had no other alternative but to defeat and drive away the marauding Pak army from Bangladesh and liberate their motherland if they were to establish democracy and their national rights. There was no second path left to the people.

It was thus that the struggle of the people of Bangladesh for democracy and autonomy had turned into an armed battle for the liberation of their motherland.

It was also under the above compelling circumstances that the Awami League leadership, who had got the unequivocal support of the people in the last general election, had to declare Bangladesh a sovereign republic, from a new government of this republic

and continue the struggle for liberation. The Communist Parly of East Pakistan (Bangladesh) has already supported this government as the only legally constituted government of Bangladesh.

Role of the Big Powers

Here a few words regarding the attitude of the different governments of the world towards our liberation struggle. Of the big powers, only the USSR has condemned the genocide in Bangladesh in unequivocal terms and has also said that the problems of Bangladesh cannot be solved by arms but should be solved politically. This stand of the USSR, as expressed through Comrade Podgorny's letter to Yahya Khan, as been highly hailed by the people of Bangladesh as well as by our party. The people of Bangladesh including the communists also heartily appreciate the moral and political support that the people and the Government of India as well as Communist Party of India are rendering to their liberation struggle.

But the people of Bangladesh also see with disgust that the British imperialists and Maoist leaders of the People's Republic of China are openly supporting the reactionary ruling .military junta of Pakistan, that these two governments are virtually condoning the genocide in Bangladesh .and that the US imperialists are playing a dubious role.

A Just Struggle

From the facts narrated above, the following things become clear and obvious :

(i) The present struggle of Bangladesh is the culmination of their struggle for democracy and autonomy which they were conducting since 1948 against the reactionary ruling classes which had ruthlessly suppressed democracy and national rights of the various nationalities.

(ii) The people of Bangladesh and their leaders had never wanted the secession of East Pakistan. But they had always tried to establish their democratic and national rights through democratic struggles and through the election held in 1970. Even after a sweeping victory in the election and securing an absolute majority in the National Assembly, the Awami League and its Chief Sheikh Mujibur Rahman had wanted nothing more than a constitution based on the six-point programme. Sheikh Mujib had also repeatedly tried to come to a political settlement with the ruling military junta.

(ii) But it was the ruling military junta, which had earlier held the election but had ultimately refused to transfer power to the elected representatives of the people, that launched a treacherous armed attack against the people. In fact, the military junta had no intention of transferring power. The Yahya Mujib talks, etc., were nothing but ruse by the junta to gain time for preparation of the armed attack.

It was only after this armed attack by the ruling military junta that the popular struggle for democracy and autonomy had turned into an armed battle for the liberation of our motherland.

(iv) This liberation battle is fundamentally a battle for the just right of self-determination of the 7S-million Bengalis waged against the reactionary ruling classes composed of the monopolists and feudalists who are backed and armed by the imperialists, especially the U. S. imperialists.

(v) In no case it is a struggle against the people of West Pakistan. Rather this liberation struggle of Bangladesh against the reactionary ruling classes which are also suppressing and oppressing the people of West Pakistan will help their struggle for democracy and autonomy.

(vi) The liberation struggle is being carried on by the Mukti Fouj (Liberation Army) and the people of Bangladesh. Therefore, the propaganda by the ruling military junta of Pakistan that it is an "India-inspired struggle", "by Indian armed intruders" and that "India is interfering in the internal affairs of Pakistan", etc, is nothing but a canard. Similarly, the propaganda by some pro-Peking groups that this liberation struggle is inspired by the imperialists is a dire falsehood.

Judging all the above facts, all democrats of the world should be fully convinced that the present struggle for the liberation of our mothers.

land is a just struggle against native and foreign reactionaries who ate enemies of humanity and peace. The defeat of these reactionaries in Bangladesh will strengthen the forces of democracy and peace in the South-East Asia region.

Appeal

The Communist Party of East Pakistan (Bangladesh) therefore makes the following fervent appeal to all the fraternal Communist and Workers' Parties and to an the democratic forces of the world :-

(a)Support the liberation struggle of the people of East Pakistan (Bangladesh) in all possible ways, so that this liberation battle may be victorious and the native and foreign reactionaries may be routed and defeated.

(b)Raise powerful voices so that all the governments of the world especially the progressive democratic socialist governments, recognize the Bangladesh government and render it all possible help to repulse the aggression by the Pakistan army.

The Communist Party of East Pakistan (Bangladesh) has always been a part and parcel of the world communist movement and a signatory to the documents issued by the World Communist Conference held at Moscow in 1969. The Communist Party of East Pakistan (Bangladesh) hopes to get the support of the world communist movement and of the fraternal parties in the liberation struggle of our motherland. It is a struggle against a ruthless and barbarous enemy armed to the teeth by the imperialists and having the support of the Maoists of China. Therefore our battle is undoubtedly a grim one. For the victory of this just liberation War of ours support and help of the progressive and communist forces of the world are absolutely necessary.

We are expectantly looking to this support and hope that it will be forthcoming.

With revolutionary greetings,

Bangladesh
3rd May. 1971.

ABDUS SALAM,
Secretary" Central Committee.
Communist Party of
East Pakistan (Bangladesh)..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন	মওলানা ভাসানীর প্রচারপত্র	৫ মে, ১৯৭১

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন-

দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান হউন

গত ২৩ বৎসর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগের নির্মম শোষণ ও শাসনে পূর্ববাংলা আজ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল নিরবছিন্ন এই ধরনের হৃদয়হীন শোষণ, অবিচার ও অন্যাচার কি করিয়া কি করিয়া সম্ভব হইল? স্থানীয় পুঁজিদার ও সাহায্যকারী সাঙ্গাৎ না থাকিলে বাহিরের ডাকাত আসিয়া অজানাভাবে এমন নিপুণভাবে সহিত লুণ্ঠন করিতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তবাদী প্রভু, পুঁজিপতি, স্বেচ্ছাচারী সামরিক দানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাগণ পূর্ব পাকিস্তানে তাহাদের জঘন্য শোষণের উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ও দালাল সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের জনসংখ্যার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদিগের সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে এবং তাহাদের উলঙ্গ শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির পূর্ব পাকিস্তানী দালালেরা ধর্ম, সংহতি, ইসলাম বিপন্ন, কাশ্মীর গেল ইত্যাদির বাহানায় তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদিগের সহিত এক শ্লোগান তুলিয়া বাংলার বুকের উপর বসিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগকে বাংলার বুকের রক্ত শুষিয়া লইতে সুযোগ করিয়া দিয়াছে এবং নিজেরাও কথাকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট পাইয়াছে। ১৯৫২, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনসাধারণ এই দালালদিগকে বার বার উচ্ছেদ করিয়া দিলেও সমূলে বিনাশ করিতে পারে নাই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দালালেরা সুচতুর চাতুরি দ্বারা বার বার পূর্ব বাংলার জনসাধাণের সর্বনাশ সাধন করিতে সফল হইয়াছে। এই সকল দালালরা পূর্ববাংলার জনতার রুদ্ররোষে জনতার হাতে মার খাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে বা ভেক পাল্টাইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া বর্ণচোরারা স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমান পূর্ব বাংলার টেক্কা-এহিয়ার নরপশু সৈনিকদিগের ছত্রচ্ছায়ায় এই দালালেরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন টালবাহানায় পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়ী শোষণদাসে পরিণত করিতে সুচতুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। অথচ আপনারা অবগত আছেন এই মির্জাফরেরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর গণ ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে নিজেদের চামড়া বাঁচাইবার জন্য পূর্ব বাংলার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি জোর গলায় সমর্থন জানাইয়াছিল। এখন যখন টেক্কা-এহিয়ার অভিশপ্ত দানবদিগের হাত পূর্ব বাংলার নারী শিশু বৃদ্ধ অসহায় নিরাপরাধ মানুষের তাজা খুনে রঞ্জিত, যখন পাকিস্তানের নকল হিটলাররা ব্যাপক গণহত্যা বাদেও পূর্ব বাংলার মানুষের ঘর-বাড়ি-স্কুল-কলেজ জ্বালাইয়া দিতেছে, এমন কি মসজিদ-মন্দির কলুষিত করিতেছে, নারীদিগকে ধর্ষণ ও তৎপর খুর করিতেছে তখন এই সকল মুখচেনা দালালেরা ধর্ম, ইসলাম, সংহতি ও ভারত বিরোধী প্রচারণা দ্বারা সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিতেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নরপিশাচদিগের তাবেদার বনিয়া তাহাদিগকে মদদ যোগাইয়া বাঙ্গালীদিগের স্থায়ী সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

১৯৬৭ সালে আরব-ইহুদী যুদ্ধের পর ইহুদীরা দখলকৃত আরব এলাকা হইতে আরবী মুসলমানদিগকে জর্ডানে পাঠাইয়া দিয়াছে, জানে মারে নাই। ইহুদীদিগের নিকট মুসলমানদিগের জীবনের যেটুকু মূল্য আছে পাঞ্জাবী মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনের ততটুকু মূল্যও নাই। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ব্যাপক গণহত্যা তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হলের অসংখ্য মুসলমান ছাত্রীদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সতীত্ব নাশ করিয়াছে এবং পরে গুলি করিয়া ও বেয়নেট দিয়া খোঁচাইয়া নিমর্মভাবে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ নারীধর্ষণ ও হত্যা পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি শহর বন্দর ও গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা মসজিদে নামাজরত মুসলিমদিগকে হত্যা করিয়াছে ও মসজিদ জ্বালাইয়া দিয়াছে।

মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা লাখ লাখ নিরাপরাধ মুসলমান শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে পাইকারীভাবে হত্যা করিতে সামান্যতম কুণ্ঠাও বোধ করে নাই।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন মারা গিয়াছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মানুষই কোন প্রকার সাহায্য কিম্বা দুর্গত এলাকা সফর তো দূরের কথা সমান্যতম সহানুভূতিও জানায় নাই। এহিয়া খানের মুসলমানী শাসনে ঘূর্ণিবাত্যায় নিহত ৩ লক্ষ মুসলমানের যথাবিহীত দাফন-কাফন ও কবর দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকেরা পূর্ব বাংলার যে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে যথাবিহীত দাফ-কাফন-জানাজা ও কবর দিবার ব্যবস্থা করিতেছে না। এই সকল নরপশুরা যাহাদিগকে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে দিয়াই পূর্বে কবর খোঁড়াইয়া লইতেছে।

প্রতিটি মুসলমান জীবন শেষে কামনা করে তাহার মৃত্যুর পর যেন ধর্মীয় বিধানানুযায়ী তাহার সঠিক দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর হয়। এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকদিগের পৈশাচিক লীলায় লাখ লাখ মৃত মুসলমানের আত্মা সঠিকভাবে দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর না পাইয়া আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করিতেছে।

মুসলমান হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানী ঐ সকল মুসলমানরা পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক শ্রমিক মজুর ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদিগের ধনসম্পদ, ধর্ম, সংহতি ও ইসলামের ছলনায় হরণ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে হাড়ে মাংসে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সোনার বাংলাকে চির দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী দেশে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

মুসলমান হইয়া পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশের এ অংশে তাহারা প্রয়োজনীয় কলকারখানা গড়ে নাই, কৃষির উন্নতি করে নাই, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে নাই, পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নাই, চাকুরী ও ব্যবসাতে পূর্ব বাংলাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, মিলিটারীতে পূর্ব বালার লোক নেয় নাই প্রভৃতি বহুভাবে পূর্ব বাংলাকে ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

অথচ পূর্ব বাংলার এই সকল বিশ্বাসঘাতক দালালেরা কোনদিনই তাহার সামান্যতম প্রতিবাদ করে নাই। বরং এই নিমর্ম শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, ধ্বংস-লীলা, গণহত্যায় উহারা সক্রিয় অংশীদার হইয়াছে। আজ তাহারা সুযোগ বুঝিয়া আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব বাংলার ধ্বংসস্তুপের উপরে দাঁড়াইয়া আবার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ২৩ বৎসরের সেই ঘূণেধরা ধসে পড়া শ্লোগান ধর্ম, সংহতি, ইসলাম ও ভারতীয় বিদ্বেষের নামে তাহাদের প্রভু পশ্চিম পাকিস্তানী দাবনদিগকে নানাভাবে মদদ যোগাইতেছে। তাহারা পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতেছে। জনতার সুদৃঢ় একতায় ফাটল ধরাইতে চেষ্টা করিতেছে। মুক্তি সংগ্রামীদিগকে ধরাইয়া দিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য ও অবাঙ্গালীদিগের সাথে হাত মিলাইয়া বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীদিগের বাড়িঘরে লুটপাট ও আগুন জ্বালাইবার সহযোগিতা করিতেছে।

গত মহাযুদ্ধের পর আমি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়া পৃথিবীর কুখ্যাত অত্যাচারী ফ্যাসিষ্ট হিটলারের শক্তিমত্ততা ও তাহার অত্যাচারের বীভৎসতা দেখিয়া আঁৎকিয়া উঠিয়াছি এবং ভাবিয়াছি এই সমরদানব হিটলার এত ব্যাপক সৈন্য-সামন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কি করিয়া পরাজিত হইল? পরে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি-হিটলারের চরম বর্বরোচিত অত্যাচারে কোনক্রমে না ঘাবড়াইয়া ইউরোপের প্রতিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রশংসনীয় অপরূপ মনোবলই হইতেছে হিটলার-মুসোলিনীর মত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের মূলমন্ত্র। পাকিস্তানের ক্ষুদ্রে হিটলার-মুসোলিনী, এহিয়া-টেক্কার অত্যাচার-অবিচার-গণহত্যা হইতে বাঁচিবার আমাদিগের সর্বপ্রথম অস্ত্র হইতেছে সুদৃঢ় মনোবল। অত্যাচারী কোনদিনই স্থায়ী জয়লাভ করিতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে এই শিক্ষাই দেয় যে সকল যুগের সকল বর্বর অত্যাচারীই ধ্বংস হইয়াছে আদর্শে বলীয়ান সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী জনগণের বিরোধিতায়। ফেরাউন, এজিদ, হালাকু খা, হিটলার-মুসোলিনির মত অত্যাচারীর পতনই আমাদের সম্মুখে জলন্ত প্রমাণ তুলিয়া ধরে যে পূর্ব বাংলার অগণিত জনতা অস্ত্র ধরার সাথে সাথে তাহাদের অটুট মনোবল টিকাইয়া রাখিতে পারিলেই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দেশবাসী সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আমার আবেদন- কোন অবস্থাতেই গাবড়াইবেন না, মনোবল হারাইবেন না। অটুট মনোবলই সব অস্ত্রের বড় অস্ত্র।

এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, ছাত্র, জনতা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবিদিগের নিকট আমার আকুল আবেদন-

(১) আপনারা বিশ্বাসঘাতক এই সকল দালালদিগের কোন প্রচারণাতেই কান দিয়া নিজেদের মনোবল ও একতা নষ্ট করিবেন না।

(২) পূর্ব বাংলার ৪ হাজার ইউনিয়নে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়িয়া তুলুন।

(৩) প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেন্টার খুলুন। গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিন।

(৪) মুক্তিফৌজদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

(৫) জানমাল-ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য যাহারা হিজরত করিতে বাধ্য হইতেছে দালালদের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

(৬) চাউল ডাইল খড়ি নুন তৈল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য অথবা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য দিয়া মুক্তিফৌজদিগকে সাহায্য করুন।

(৭) সকল শ্রেণীর যুবকেরা মুক্তিফৌজে যোগ দিন।

(৮) দালাল ও শত্রুর প্রতি কড়া নজর রাখুন।

(৯) দালালদিগকে সামাজিক বয়কট করুন এবং তাহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন ।

(১০) সমরদানব এহিয়া-টেক্কার নির্মম অত্যাচারে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে অথচ জীবনের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী কাফন-দাফন, জানাজা ও কবরের মাটি পায় নাই সে সকল হতভাগ্য মানুষের এবং গত ঘূর্ণিবাত্যায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজা ও কবর হয় নাই গ্রামে গ্রামে ও শুক্রবারে মসজিদে মসজিদে জমায়েত হইয়া তাহাদিগের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করুন।

(১১) গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধবণিতা শপথ গ্রহণ করুন- যত রক্ত দিতে হয় দিব কিন্তু শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করিয়া ছাড়ব।

(১২) দলমত ভুলিয়া গিয়া সর্বদলীয় ঐক্যমোর্চা গড়িয়া তুলুন।

প্রত্যেক দেশেই দেশের যুবকেরা দেশের মুক্তির জন্য জীবন-ধন-মান-রক্ত দিয়া অসীম ত্যাগ করিয়া থাকেন। পূর্ব বাংলার সেই সংগ্রামী যুবশক্তির কাছে ও দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন-যে জনযুদ্ধ শুরু হইয়াছে তাহা শুধু বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম নহে। ইহা পশ্চিম পাকিস্তানী কুটিল সামন্ত প্রভু, শোষক শিল্পপতি অত্যাচারী সমরদানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাদিগের শোষণ শাসন অত্যাচার অবিচার হইতে নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক জেলে তাঁতী প্রভৃতি শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামও বটে। অতএব, গত ২৩ বৎসরের শোষণ-শাসনের ফলে বাঙ্গালীদিগের সর্বশ্রেণীর মানুষের যে চরম দুর্দশা দেখা গিয়াছে এইবার ধ্বংস না করিয়া পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পৈশাচিক কবল হইতে মুক্তি না পাইলে বাঙ্গালীদিগের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিজ্ঞা করুন যত রক্ত যত জীবন যত কোরবানী করিতে হয় করিব, যুদ্ধ যত কঠিন যত দীর্ঘস্থায়ী হয় হউক। সবকিছুর বিনিময়ে শোষণমুক্ত সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিব। এই মহান সংগ্রামে আল্লাহ আমাদিগের সহায় হইবেন।

* ছাত্রদিগের ও লেখাপড়া জানা জনসাধারণের নিকট আমার আবেদন- এই প্রচারপত্রটি কার্বনে লিখিয়া কিংবা সাইক্লোস্টাইলে কপি করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

সিলেট — মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৫/৫৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বের আন্তর্জাতিক যুব ও ছাত্র সংগঠনের প্রতি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন চেয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের আবেদন	বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন	২০ মে, ১৯৭১

Telegram :YOUNGINDIA Telephone: 567352.

BANGLADESH STUDENTS' UNION
(EPSU)
923, Faiz Road. Karol Bagh. New Delhi-5.
INDIA.

AN APPEAL BY THE CENTRAL COMMITTEE OF BANGLADESH STUDENTS' UNION.
(FORMERLY EAST PAKISTAN STUDENTS' UNION)

TO ALL THE NATIONAL AND INTERNATIONAL YOUTH AND STUDENTS ORGANISATIONS.

Dear comrades and friends.

We are sure that you know, we the people and students of Bangladesh (formerly East Pakistan) are today fighting a difficult but determined battle for our national liberation. The soil is running red in the blood of our martyrs. The Pakistani army of Yahya Khan is destroying our country and murdering unarmed and innocent people. The genocide, they have perpetrated and the bombing, shelling, firing and the loot, arson, rape and other criminal acts they have committed, will have hardly any parallel in human history. Of the 75 million people in our country, they have already massacred about one million which includes women, old people and children. More than two million people were chased out of the country by letting loose on them a sort of brutal and inhuman repression and harassment, unheard of. Several millions of our people are made destitute due to the wanton destruction of cities, villages etc. Millions arc dying in our country today due to starvation. And the epidemic already started taking its toll and while it spread many more millions will fall victims to it.

On the very first day when the occupation army began its "Operation Genocide" over 20 thousand people, including many students and teachers, were killed in the city of Dacca, our capital city, alone. The capital city was raced to ground by bombing and shelling. Most of our cities in Bangladesh including the main port city of Chittagong, most of the University centers, including the university of Dacca, thousands of villages and many of the market places have been destroyed. This is how military dictatorship of Yahya Khan is taking revenge on our people whose only "crime" Was that they wanted to uphold the noble cause of democracy, national autonomy and social progress.

In spite of all the atrocities committed against the people they stand more united and are fighting with more determination, higher morale and confidence that they will win their just cause.

Since the very inception of Pakistan, our people were lighting for the primary democratic rights of our people and for a democratic constitution for our country. We wanted national autonomy for our region while remaining as an integral part of Pakistan. We also demanded the national autonomy for all the other nationalities in Pakistan, as well as their balanced economic growth. We wanted that there should be no regional imbalances in the economic growth of our country and also we stood for the full development of our national culture, education and language. Raising these demands we fought many battles; and in these the students were in the forefront.

As a result of this the ruling class, the military clique and the vested interests in Pakistan always were against the students movement.

In this fight, on many occasions, we got the massive verdict of the people in favor of our demands. After the historic students movement in 1952. the East Pakistan went to polls in 1954 and the people gave their verdict in favor of the democratic forces. The ruling class, composed of monopoly capitalists, landlords and backed by imperialism had scuttled the peoples' will in the most unashamed manner. Again a period of struggle followed. An election was forced on the ruling clique by the powerful people's movement in 1959. While the whole nation was preparing for it. the ruling circles in their desperate bid for power had staged a military coup and thus began the dark days of Ayub dictator- ship. The country had been dragged so deep into the camp of imperialist military blocks and financial interests and thus our unfortunate country had become a threat to peace in this part of the world.

A decade long struggle continued again against the military dictatorship and finally it was brought down by our united and powerful struggle in 1969. This was followed by the military rule of Yahya Khan. The democratic movement of the people forced the military dictatorship to conduct an election. Thus the elections took place in Pakistan in 1910. Though it was held under strange conditions imposed by the military regime, the people in this election had expressed their will in unequivocal terms.

They voted in favor of democracy and had given clear majority in the National Assembly for those who stood for the peoples cause. Out of the 300 seats in the National Assembly, the Awami League had won 167 seats. More than 90% of the people of East Pakistan had voted for the national autonomy. The verdict of the people was so clear and so massive that even Yahya Khan had to accept it. while he described Sheikh Mujibur Rahman as the future Prime Minister of Pakistan.

But, as it was characteristic of the ruling class in Pakistan, this time also, they had scuttled the will of our people in a most shameless manner, violating all norms of democracy.

The ruling .clique-the military dictatorship, isolated from the people and backed by reactionary capitalist and feudal interest internally, and supported by imperialist forces abroad, had refused to transfer the power to the duly elected majority party and forced a political crisis in our country.

We have adopted peaceful methods of negotiations with the ruling clique to settle the problem. People in their en masse took part in peaceful mass actions to express their whole hearted support to the elected parliament.

But the ruling class took the most dastardly attitude towards it had Bent the army to East Pakistan on the night of 25th March. 1971 and began its occupation.

This is the background in which we in Bangladesh were forced to adopt a different course of action. We were put in a position where we had the alternative only to light for our national independence and dignity or to perish.

Naturally we have had to chose the former path and thus began a new chapter in our history.

Bangladesh is now declared an Independent Republic. The government of Peoples
Republic of Bangladesh is headed by Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Tajuddin Ahmed is the Prime Minister, which is the only legitimate government, duly elected and enjoying the confidence of our people.

In its desperate effort to wipe out and exterminate our people, and somehow to occupy the country, the ruling military clique of Pakistan is trying to discredit our movement by calling it a cessationist war and describe it as an effort against the interests of Islam and characterize it as an international affairs. We would like to make certain points clear here.

1. The democratically elected people's representatives who had every right to rule
Pakistan were refused to be acknowledged by a military dectator-ship, who have no mandate to rule but only the brutal strength of army at their disposal. We are fighting for democracy. It cannot be described as a war of cessation.

2. Bringing the name of Islam is an effort to confuse the world public opinion. The ruling military dictatorship of Pakistan is perpetrating genocide in Bangladesh where millions of Muslims are their victims. This is a fight for democracy and national dignity and it has nothing to do with the religion.

3. When brutal military force is indulged in mass massacre of innocents no one can take a passive attitude towards it saying that it is an internal problem of a particular country. By violating the norms of democracy and scuttling the will of people and by sending army to occupy Bangladesh, the military regime had actually struck the final blow to our national unity and now there is no more a Pakistan existing as it used to be. What is happening today is an occupation army is attacking a peaceful people and killing millions. It cannot be an internal matter of any nation.

It is a challenge to the conscience of the entire mankind. In this battle, it is very natural that the students any youth are playing a very significant role. They are in the battlefield as commandos, they are in the factories and fields producing materials for enabling their country to fight the enemy. The students movement of Bangladesh is holding high its banner of patriotism and are fighting for democracy and national autonomy.

In this struggle the Bangladesh Students' Union, formerly known as the East Pakistan Students' Union, with a membership of half a million and with the support of several hundreds of thousands of students, are in the forefront of the struggle. In the alter of this great battle, already hundreds of our student comrades have laid their lives.

We are fighting an enemy backed by the monopolists, feudal lords and are supported by World Imperialism, particularly by the US imperialists. The government of Pakistan is a member of imperialist military pacts like CENTO and SEATO.

But we are fighting with full confidence that we will win. In this context we need the unqualified support and solidarity of the students and youth from all over the world. It would inspire our comrades who are valiantly fighting in the front.

We appeal all national and international youth and students organizations to come forward.

—to demand the recognition of the Bangladesh Government headed by Sheikh Mujibur Rahman and to render all political, moral and material support to the noble cause for which we are fighting today.

—to send us arms, money, medicine, food, clothing and all other materials to our fighting people.

—to mobilize popular public opinion in your country in favor of our freedom struggle.

We once more appeal you to send immediately your greetings and messages to our students who are now in the battlefield. We are sure that these messages would inspire them in a big way.

We are looking forward for receiving a reply from you at your earliest convenience.

With Revolutionary Greetings,

New Delhi.
10th May, 1971.

Sd-/
NURUL ISLAM
President.
Bangladesh Students' Union.

P. S.: Due to obvious reasons, we are now setting up an office in Delhi in whose address all the communications and assistance etc. are requested to be sent:

The President,
Bangladesh Students' Union,
(East Pakistan Students' Union)
C/o All India Students' Federation,
923, Faiz Road, Karol Bagh
NEW DELHI - 5, INDIA

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য মওলানা ভাসানীর প্রস্তাব	এশিয়ান রেকর্ডার জুন ২৫-জুলাই ১, ১৯৭১	১৭ মে, ১৯৭১

Referendum Under U.N. Supervision-Maulana A. H. Bhashani's Proposal:

Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, the National Awami Party leader, on May 17 urged Gen. Yahya Khan to order a referendum on the issue of an independent Bangladesh under United Nations' supervision.

He said that malicious propaganda might be carried on by the West Pakistani military junta and other interested quarters against India. But the fact was that independence was the united demand of peasants, workers, students, young men and women, intellectuals and all communities in Bangladesh. India was in no way connected with the demand and a malicious campaign was being conducted to suppress the actual happenings in Bangladesh.

He said that if Gen. Yahya Khan had any doubt about this, he could hold a referendum under the aegis of the world body. He would find that 91 per cent of the people would vote for independence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবনগরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ গঠন	এশিয়ান রেকর্ডার জুন ২৫-জুলাই ১, ১৯৭১	১৯ মে, ১৯৭১

Bangladesh Liberation Council Formed By Intellectuals:

Noted intellectuals of Bangladesh who escaped the carnage of the Army, met in Mujibnagar on May 19 and formed a "Bangladesh Liberation Council" with Dr. A. R. Mullick, Vice-Chancellor of Chittagong University, as President.

The aims of the council include support to the efforts of the Bangladesh Government in the war of liberation, mobilization, and utilization of the displaced intellectuals and technicians and arrange for their temporary maintenance, and publicity for Bangladesh and the liberation war at national and international levels.

The Council would also produce feature and documentary films on the liberation war, send abroad intellectual squads to organize an "international conscience" troop for defense of human rights and democracy and organize entertainment and propaganda for refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২২ মে, ১৯৭১

PRESS STATEMENT OF MAULANA ABDUL HA MID KHAN BHASANI, PRESIDENT, NATIONAL AWAMI PARTY, BANGLADESH, 22ND APRIL, 1971.

Lakhs of Bengalis suffered tortures in jails and in detention, and many of them were hanged for trying to free the country from the British imperialists. It is a tragedy that though they achieved freedom from the British rule, the West Pakistan rulers and exploiters hatched a conspiracy to crush the 7.5 crore Bengalis politically, economically, culturally and socially, though the Bengalis were in a majority in Pakistan. The historic Lahore resolution for the creation of Pakistan spoke of two independent and sovereign states in the East and the West. The struggle for making East Bengal a sovereign independent state has been going on since the creation of Pakistan, in accordance with this resolution. The West Pakistan rulers have tried to foil this struggle by oppression and by appointing some agents who worked in the interests of the West Pakistan feudal and capitalist overlords. But the people of East Bengal have struggled continuously for the last 23 years, and have given much blood to get independence for themselves. The armed struggle of 1971 is the culmination of this struggle.

In 1949, the then Prime Minister Liaquat Ali Khan tried to' foist a ridiculous constitution which was nipped in the bud by the people of East Bengal. They foiled the attempt of West Pakistan leaders to crush the mother tongue of Bengalis, the majority of the people of Pakistan. The historic Language Movement of 1952 is a shining example. In 1954, the people of East Bengal recorded a historic victory in the ballot boxes against the exploiters from West Pakistan. Then was imposed Iskander Mirza's rule and they inflicted inhuman atrocities on the people of East Bengal, after Mr. A. K. Fazlul Huq's Ministry was dismissed by the Governor-General Ghulam Mohammad. Afterwards, the military dictator Ayub dissolved the Praliament and nullified the constitution and banned all political parties. He inflicted a reign of terror on all political parties. But the Bengalis were not daunted. They were not silenced. In 1962 the students started a movement against Ayub. With the help of some agents, Ayub tried to hoodwink the world and tried to crush the independence movement in East Bengal. The revolutionary Bengalis started a movement against the Ayub regime and protested against the Ayub regime's so called Agartala Conspiracy Case. When the students, peasants, workers and political parties launched mass movement in 1969-70, Ayub was compelled to retire after handing over power to another military dictator Yahya Khan. Gen. Yahya Khan was forced to promise that he would establish democracy, but be continued his conspiracy behind the curtain. The West Pakistani military rulers, capitalists and feudalists thought that in the name of Islam and integrity and by spending huge amount of money, they would be able to win over some traitors who would work as their agents for permanent exploitation. In 1970. however, the people of East Bengal voted for the Awami League en masse, and expressed

their determination to establish a sovereign Bengal on the basis of the Lahore Resolution. More than 99% of the representatives were elected in 1970 with boat as their symbol. The reason for this historic victory can be found in the dream of the Bengalis to have an independent and sovereign Bangladesh. Rulers of West Pakistan could not realize beforehand that the people of East Bengal would give such a tremendously united election verdict against the oppression and exploitation of West Pakistani vested interests. This election verdict made them unnerved and simultaneously infuriated them against the people of East Bengal.

So, totally ignoring the democratic rights of 7.5 crore Bengalis, Gen. Yahya Khan under cover the long negotiation, unleashed his army on the people on March 25. He himself fled away from Dacca at midnight. Under Tikka Khan's leadership, an orgy of violence and murder was let loose in Dacca from 10-30 p. m. on March 25. The Army started killing the students, young men, teachers, professors, intellectuals, traders and others with tanks, artillery, mortar, machinegun and other deadly weapons. They demolished schools, colleges, mosques, temples, hostels and industrial areas and burnt innumerable houses. From March 26, they started this killing in cities like Jessore. Rangpur, Pabna, Kushtia, Chuadanga, Bogra, Tangail, Mymensingh and many other places. They bombed and strafed thousands of innocent people. They burnt the villages on the roadside and committed mass murder. Women and children were not spared. Women were molested and there was wide scale looting of foodstuff and livestock’s. Shops and banks were looted by the soldiers. Women were kidnapped from schools and colleges. Who knows what has happened to them?

Has anybody heard of such atrocities? Is there any parallel in history? The examples of Chiang-kai-shek in China and Czar in Russia and of British oppression in undivided India or, the zulum of Zalem Yazid at Karbala pale into insignificance before this latest example of inhuman atrocity. The Yahya regime and his supporters think that they will be able to crush the people of East Bengal permanently by such oppression, and they will be able to continue their exploitation by breaking the backbone of Bengalis. They thought of jelling the world that the people of Bengal did not want independence. They wanted to tell the world that Pakistan's enemy India has created this movement by helping a handful of miscreants of East Bengal. But the people of the world cannot be misled. They knew why foreign correspondents were expelled from East Bengal on March 26. Is it not because the Pakistani rulers were afraid that the foreign press would expose the barbaric atrocity and tell the world of the great struggle for independence of the people of Bengal?

The foreign correspondents endangered their lives to get news of the war during the last world war. There is not a single instance in the history of the world of a dictator like Yahya who expelled the correspondents from the country. The barbaric Government not only prevented correspondents, but they prevented the International Red Cross from going there to render help to the people of Bengal who have been oppressed inhumanly and rendered homeless. They did this to cover up their own misdeeds. They wanted to ensure that the world would not know that the people of Bengal were prepared to give

their lives for independence. There is no connection between this people's war and India. If a nation does not have its own urge, it cannot get independence with outside help.

The question is whether the people of the world and the nations of the world will support the struggle of the 7.5 crore people of Bengal for independence or support the abominable conspiracy of the dictatorial exploiting ruling clique which is indulging in mass murder.

Yahya, who is a Muslim himself, in the name of religion is mercilessly killing lakhs of Muslims, Hindus, Christians and Buddhists. His soldiers who say that they are Muslims are raping women, including Muslim women. Through Muslims themselves, they are destroying mosques. They kill Muslims who are offering prayers. What will the Muslim world do about this ? Will they support the un-Islamic anti-humanity abominable policy of Yahya ? Or will they support the cause of truth, justice and love as preached by Islam ? The 7.5 crore Bengalis like to know from the democratic world if it will support Yahya's dictatorship? Will they remain neutral and thereby support him under the pretext that the situation was Pakistan's internal affair? The freedom struggle of East Bengal cannot be Pakistan's internal affair. The West Pakistanis have ignored the Lahore Resolution which was unanimously accepted by 10 crores Muslims of undivided India by ignoring this basic resolution of Pakistan movement they have tried to convert East Bengal as their colony for the last 23 years. This is a just struggle of the heroic Bengali people for independence and for preventing exploitation and loss of independence. The demonic West Pakistanis are trying to enslave the Bengalis and establish their empire. Has the world opinion nothing to do in this mass killing ? Will the democratic world support the mass killing on some excuse or other ? The socialist world, including China, has always helped the exploited and oppressed people in their struggle for establishing their rights. What role will they play in the current killing in East Bengal when the 7.5 crore people are fighting the final battle for independence after being exploited for 23 years ? By supporting Yahya how can they convince the world opinion that they are friends of the oppressed people ?

East Bengal is a part of Asia. The people of this country look towards the Asian nations, particularly to the Afro-Asian nations. The people of East Bengal, in this moment of crisis puts a burning question to humanity whether their great and just struggle will be crushed forever?

I make a fervent appeal to all peace loving and democratic minded people and Government of the world to extend an early recognition to the newly formed independent Government of People's Republic of Bangladesh.

I appeal to all the people of East Bengal, I appeal to the peasants, workers, blacksmiths, pottery workers, boatmen, weavers, persons engaged in cottage industry, students, traders, intelligentsia and service holders and others to forge an unity like steel. Some opportunists of East Bengal who are exposed are trying to mislead you in the name

of religion and integrity by carrying on false propaganda. They are agents of the military junta, industrialists, feudalists and despotic bureaucrats of West Pakistan. These Mirzafars of East Bengal have stabbed the freedom movement in the back during the last 23 years by being the agents of the West Pakistani vested interests. Don't listen to these traitors. The vested interests will have their purpose served if they can split your unity and steely determination. You will then be slaves of the West Pakistan military rulers, capitalists and bureaucrats and feudalists forever and ever. At the present moment, unity, mental strength and burning patriotism are our most vital weapons. Our victory is certain. God hates the oppressors and traitors. We will definitely get the blessings of Allah in our great struggle and we will establish a free sovereign happy and prosperous Bangladesh in East Bengal.

May Allah be with us.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা	বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণাপত্র	১ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা

[সম্প্রতি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার যে আহবান ও নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত) কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে), শ্রমিক-কৃষক কর্মীসংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ববাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া “বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি” গঠন করিয়াছেন এবং সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রণয়ন করিয়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন।]

বর্তমান পরিস্থিতি

সারা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির জীবনে আজ এক চরম মুহূর্ত উপস্থাপিত। পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গীশাহীর হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, মেশিনগান, মর্টার, রকেট, গানবোট প্রভৃতি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিরস্ত্র, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণের উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শুরু করিয়াছে এমন এক বর্বর হামলা, সভ্য দুনিয়ার ইতিহাসে যাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খিস্টান, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি জনতাই এই হানাদার দস্যুদের বর্বর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশের এমন কোন শহর, গ্রাম বা অঞ্চল নাই যেখানে এই পরদেশ লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধনসম্পত্তি বিনষ্ট, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন করে নাই। পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গীশাহীর এই হামলা অত্যন্ত আকস্মিক ও বর্বর। দীর্ঘ চবিবশ বছর গোটা বাঙালী জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে চরমভাবে নিপীড়িত হইবার পর এইবারই সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির আশার আলো দেখিতে শুরু করিয়াছিল। জাতীয় মুক্তি এই সুতীব্র আকাঙ্খা লইয়াই বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি তথা সমগ্র জনতা ইতিপূর্বে বারবার রক্তঝরা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জনতাই মুক্তির দুর্বার আকাঙ্খা লইয়া হাজার হাজার বীর সন্তানের রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি করিয়াছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের গৌরবোজ্জ্বল সুমহান গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলার জনগণ আবার সেই জাতীয় মুক্তির কামনাকেই বুকে করিয়া একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগকে ভোটদান করিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘ চবিবশ বছরের নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান ঘটিবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নিরস্ত্র অপ্রস্তুত জনতার উপর নামিয়া আসিল শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র হামলা। তবে এই হামলা জনগণের আকাঙ্খা অবদমিত করিতে পারে নাই বরং শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণাকে আরও বেশী করিয়া তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় হইলেও জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। যে যেভাবেই পারিয়াছে সশস্ত্র আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর, পুলিশ ও বাংলার অসংখ্য তরুণ হানাদারদের বিরুদ্ধে শুরু করিয়াছে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের জনগণ আজ নির্মম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপসের পথে বাংলার জনগণকে বাঁচিয়া থাকার তাগিদেই আজ হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রাখিতে হইবে।

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ার আহবান

বাংলাদেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি বাংলার সমগ্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা রক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের সুমহান ব্রত লইয়া এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কেননা এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যুদ্ধ। সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হানাদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এই বাস্তব উপলব্দির ভিত্তিতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী যে আহবান ও নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া ১লা জুন বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, ব্যক্তি, গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন একত্রিত হইয়া ‘‘বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’’ গঠন করিয়াছে। এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকারের ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দলমত ও ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণ-সংগঠন, শ্রেণী-সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এইরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানাইতেছি।

চূড়ান্ত লক্ষ্য

এই সমন্বয় কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বাংলাদেশকে হানাদার দস্যুদের হাত হইতে মুক্তি করিয়া বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি স্বাধীন, সুখী, সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইহা হইবে এমনই একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া শোষিত কৃষক জোতদারী-মহাজনী শোষণের নাগপাশ হইতে সত্যিকারের মুক্তিলাভ করিবে, যেখানে জমির উপর তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেখানে শ্রমিক পাইবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারসহ মানুষের মতো বাঁচিবার গ্যারান্টি, যেখানে বেকারত্বের অভিশাপ থাকিবে না, যেখানে ছাত্রের জন্য থাকিবে বিজ্ঞানভিত্তিক সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে বুদ্ধিজীবীরজন্য থাকিবে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ। প্রতিটি নাগরিকের জন্য থাকিবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজ নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবে। উন্নতমানের কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পবিকাশের মাধ্যমে গড়িয়া তুলিবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি ও একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এক কথায় এই সমাজব্যবস্থায় সমগ্র জনগণের জন্য থাকিবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষাও চিকিৎসা প্রভৃতির নূন্যতম গ্যারান্টি। এই বাংলা হইবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ, মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণীর বাংলা-জনতার বাংলা।

আশু করণীয়

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবার কর্মসূচী হইতেছে সমন্বয় কমিটির আশু কর্তব্য। আমাদের এই কর্তব্য মহান ও কঠিন। যেহেতু হানাদারবাহিনী সামরিক দিক দিয়া শক্তিশালী, অন্যদিকে যেহেতু জনগণের হাতে অস্ত্র নাই, সেহেতু এই সমন্বয় কমিটি মনে করে যে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ক্রমান্বয়ে শত্রুকে দুর্বল করিয়া এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যদিকে যেহেতু হানাদারবাহিনী বিদেশী বর্বর এবং সাড়ে সাত কোটি জনতার তুলনায় তাহাদের লোকবল অত্যন্ত নগণ্য, সেহেতু এই যুদ্ধে জনগণের জয় যে সুনিশ্চিত সে সম্পর্কেও এই সমন্বয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এই সমন্বয় কমিটি আরও মনে করে যে, সমগ্র জনগণের শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের উপরই যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে। কোন বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নয়, নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই এই মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে। জনতার মধ্য হইতে সশস্ত্র গণফৌজ গড়িয়া তোলার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করিতে হইবে। জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকরাই হইবে গণফৌজের মূল শক্তি। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল হইবে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি। এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হইবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে।

তাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি জনগণের নিকট নিম্নলিখিত করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছেঃ

১। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই গণমুক্তি পরিষদ গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্ববিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, গ্রামরক্ষীবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিবে এবং গণ-আদালত গঠন করিয়া বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

২। পাক-জঙ্গীশাহী সরকারকে দেয় খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইবে।

৩। যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখিবে গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

৪। গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে গরীব-জনসাধারণের উপর নিপীড়নমূলক মহাজনী ব্যবস্থা বন্ধ করিবে।

৫। (ক) যাহারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করিবে অথবা চর হিসাবে কাজ করিবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করিবে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

খ) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির সপক্ষে থাকিবে তাহাদের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর জোতদারের পূর্বতন শোষণ লাঘব হয়।

৬। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বাস্তুহারা হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবে।

৭। যথোপযুক্ত বিলিবন্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কেনাবেচা, কুটিরশিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা (mutual aid and mutual cooperation)।

৮। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা ও কলুষিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।

৯। (ক) গ্রামে গ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও অন্যান্য জঙ্গী তরুণদের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলাদের গঠন করিতে হইবে। এই গেরিলাদল সুযোগ ও সুবিধামত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শত্রুকে খতম ও ক্ষতিসাধন করিবে এবং শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিবে।

(খ) হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যাহাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে না পারে এবং নির্বিবাদে শাসন ও শোষণ চালাইতে না পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করিতে হইবে।

(গ) গেরিলাদলকে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনের জন্য

-জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।

-জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে।

-জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।

(ঘ) গেরিলা দল সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তির সপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনও চালাইবে।

(৯) যে সকল ব্যীক্ত, হানাদার পাক-সরকার ও পাক বাহিনী অথবা তাহাদের এজেন্টদের সহিত স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা যে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে তাহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্ণ তদন্ত করিয়া সমষ্টিগত ভিত্তিতে তাহাদের খতম অথবা যে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

১০। যাহারা জনগণের মনোবল নষ্ট করিবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রচারকার্য চালাইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। যাহারা জনগণের দূরবস্থার সুযোগে ডাকাতি, গুন্ডামি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত গণমুক্তি পরিষদের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। যাহারা মুক্তিসংগ্রামকে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত করিবার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ, উস্কানি অথবা প্রচারণা করিবে তাহাদের কঠোরতম শাস্তি ব্যবস্থা প্রদান করা হইবে।

১৩। শহরাঞ্চলে শত্রুকে বিপর্যস্ত ও ব্যস্ত রাখিবার জন্য ‘‘আঘাত করো ও সরিয়া পড়ো’’ নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইবে।

১৪। সর্বস্তরের জনগণকে জঙ্গীশাহীর প্রশাসনিক ও সকল প্রকার ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে।

১৫। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অচলাবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদাত্ত আহবান সমন্বয় কমিটি জানাইতেছি।

এই সমন্বয় কমিটি ইহার অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সাথে থাকিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সমন্বয় কমিটির বহির্ভূত যাহারা অনুরূপভাবে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে কাজ করিয়া যাইতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে তাহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে হইবে।

আমাদের ঘোষণা

এই পরিস্থিতিতে আজিকার এই জীবণ-মরণ সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ও জনগণের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ রাখিয়া, ‘‘বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’’ বাংলাদেশের এবং পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট দৃঢ়তার সহিত নিন্মোক্ত ঘোষণা পেশ করিতেছিঃ-

* সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিবাদীগোষ্ঠীর সেবাদাস পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গী শাসকচক্রের হানাদারবাহিনী গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও ব্যাপকভাবে নাগরিক বিতাড়নের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার যে সুপরিকল্পিত অভিয়ান চালাইতেছে তাহা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিয়া ‘‘স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ’’ প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।

*এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশে যে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম চলিতেছে তাহাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করিতেছে এবং যাহারা অসীম সাহসিকতার সহিত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিতেছে ও তাঁহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

* সমন্বয় কমিটির সকল প্রকার দেশী-বিদেশী আপসমূলক চক্রান্তকে প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ করিতেছে এবং সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদারবাহিনী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম থামিবে না। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য এবং প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্য বাংলাদেশের জনগণ রক্ত দিয়াছে, দিতেছে ও ভবিষ্যতেও দিবে।

* বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন, যাঁহারা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, সর্বস্ব হারাইয়াছেন, এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। যাহারা চরমভাবে নির্যাতিত হইয়া শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংস্থা মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে তাহাদের নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।

* বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি, আর, পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ এবং সকল স্বেচ্ছাসৈনিকেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

* বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি এবং বাস্তুহারা শরনার্থীদের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের জনগণ ও যে সাহায্য ও সগযোগিতা করিয়াছেন তাহার জন্য এই সমন্বয় কমিটি তাহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

* এই সমন্বয় কমিটি সিন্ধী, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবী জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনগণের নিকট পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট জঙ্গী শাসকচক্রের বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহবান জানাইতেছে।

* এই সমন্বয় কমিটি বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার আবেদন জানাইতেছে। অফুরন্ত জনবল আমাদের রহিয়াছে, অর্থ রসদ, ঔষদপত্র ও নৈতিক সমর্থন।

* এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।

* এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-সংগঠন ও গণ-সংগঠন এবং ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ‘‘জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট’’ গঠন করিয়া গণ-যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা ও বাংলাদেশের মাটি হইতে উৎখাত করিবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইতেছে। এই সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র জনতার লড়াই, সেই জন্য সমগ্র জনতার আশা আকাঙ্খার পরিপূরক একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টই তাহাকে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাংলার সংগ্রামী জনতা!

সারা বাংলাদেশ ব্যাপী মরণপণ যুদ্ধ চলিতেছে- স্বাধীনতার যুদ্ধ। লাঞ্ছিত জাতির অপমান মোচনের, পরাধীন দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হইয়াছি। বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধের ক্ষান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। যে দস্যুর দল আমাদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যাকে হত্যা করিয়াছে, মা-বোনের সম্ভব বিনষ্ট করিয়াছে, আসুন, আমরা তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা ও ঘৃণা লইয়া সেই দস্যুর উপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ি। তাহাকে খতম করি। রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করি। আমাদের যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। তাই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানী হানাদার দস্যুর পরাজয় অনিবার্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

-স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

-জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।

১লা জুন

১৯৭১ সাল। বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (নয়াদিল্লী)	২ জুন, ১৯৭১

FREEDOM ONLY WAY OUT: BHASHANI

Report of Maulana Abdul Humid Khan Bhashani, National Avvami Party Leader, talks with newsmen on current movement in Bangladesh on May 31, 1971.

Complete freedom from Bangladesh is only solution for saving the people from "inhuman exploitation of the Bengalees by West Pakistanis," Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, the National Awami party leader, declared here yesterday.

He deplored the attitude of those who talked of a "political settlement" of the Bangladesh problem and said that having been subjected to the world's worst savage repression and exploitation for the past 23 years, the people of Bangladesh were now waging a total war. There was, therefore, no chance of any political settlement now. Either total destruction or total victory was in store for them but the supreme sacrifices by 7.5 million people would not go in vain, he said.

The octogenarian NAP leader was talking to newsmen on the current liberation movement in Bangladesh.

Maulana Bhashani said it was a strange that those countries, which stood for the "oppressed" in the world had kept quiet at the unheard of oppression and wanton destruction of human lives in Bangladesh now.

He said he had sent telegrams to the Soviet Prime Minister, Mr. Kosygin, the Chinese Chairman, Mr. Mao Tse-tung, the US President, Mr. Nixon, and the British Prime Minister, Mr. Heath, asking them not to be misled by Pakistani propaganda but to send their emissaries to study the situation here.

The NAP leader said that all sections of the people of his country had protested against the imperialist designs in Vietnam and the French bombing on the Suez Canal. But it was an irony of fate that the same people for whom they had wept, now seemed to be swayed by the vile propaganda by Pakistan that the struggle in Bangladesh was a secessionist movement. They should know that it was a liberation war by 7.5 crores of people "reduced to mere skeleton through age-long exploitation, economically and politically," he said.

Maulana Bhashani said he had issued instructions to form all-party committees in the districts of Bangladesh to continue the liberation movement.

The Maulana said that except for a section of the Muslim League, all parties were now out to support the main issue-liberation of the people.

The Exploited

Replying to a question if |he extremist elements would join such an all-party committee in view of their attitude towards other parties, particularly the Awami League, the NAP leader said: "I think national liberation is the main task before the people, whichever party they may belong".

Maulana Bhashani said that the fight in Bangladesh was between two sections of Muslims-the exploiters and the exploited.

In a talk with newsmen, the NAP leader denied that the current "revolution" in his
country had been imported from India or any other land. Whenever the Pakistani rulers could not solve any problem, they blamed India to save their skin. Had India abetted this revolution, it could have given recognition to the Provisional Government, of Sheikh Mujibur, Rahman, he said adding that on many occasions he himself had been described as "an agent of India".

The octogenarian leader said that the British had left the Indian sub-continent in time and it was high time that Yahya regime left Bangladesh. The more the delay the more would be the complications, he added.

Maulana Bhashani does not know where is wife and children are at present.

"I do not know whether they are dead or alive," he said, answering a question by a
correspondent about a Pakistani report of his "arrest" by the Yahya Khan Government.

He said that he had heard the report after his house at Kagmari in Mymensingh District had been destroyed. But he had no information about his wife and children. However, what hurt him most personally was the total destruction by Pakistani troops of his small library, which contained the "collection of a life time," he said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মওলানা ভাসানীর সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ	ন্যাশনাল হেরাল্ড (নয়াদিল্লী)	৩ জুন, ১৯৭১

BHASHANI : NO POLITICAL SETTLEMENT

Report of Maulana Bhashani's talk: with some local and foreign correspondents somewhere in a liberated area of Bangladesh on June 2, 1971.

The octogenarian National Awami Party leader. Maulana Bhashani. made it absolutely clear that they did not want any mediation for a political settlement of the Bangladesh issue. He, however, reiterated his earlier stand that a referendum could be held under the direct supervision of the United Nations to assertion the wishes of the Bangladesh people. The NAP leader was talking with some local and foreign correspondents somewhere in a liberated area of Bangladesh. He asked: 'How can there be a political settlement with the invaders who have killed lakhs of defenseless people and unleashed a reign of terror in Bangladesh?"

The Maulana said that their main aim was to liquidate the hordes of West Pakistan. "We will fight to the finish: either we achieve victory or die", he said.

Mr. Bhashani spoke in the same vein as the leaders of the Awami League had done a few days ago. During his talk with newsmen he called the Chinese bluff and said that he was never a Communist.

Deprecating the international inaction, he said it was strange that the world community behaved like a silent spectator when Bangladesh was being drenched with the blood of its people. There was not a single country left to whom he had not approached seeking recognition to the Bangladesh Government, he said. They had only expressed sympathy.

The NAP leader expressed his gratitude to the Indian Government for helping lakhs of refugees with food and shelter. He felt sorry that no other country, be it a socialist or imperialist, had taken any note of the pitiable plight of the people of Bangladesh.

In reply to a query he said that China's friendliness with the military junta of Islamabad was a strange politics. He ruled out the possibility of his ever-visiting China. For long popularly known as a<friend of China, the Maulana said that Peking would one day realize mistakes in supporting Islamabad.

The Maulana is against the formation of a liberation front or a National Government at this stage because, according to him, there might be a struggle for leadership "which will jeopardize our cause." He said he was in favor of an all-party action committee to mobilize the people for the long-drawn battle against Pakistan.

He emphatically said that Pakistan and Bangladesh "can never meet together, the breach is total and final", he prophesied.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখা করে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি	পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রচারপত্র	৭ জুন, ১৯৭১

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে বরিশাল ও অন্যান্য জেলায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে, একে সমর্থন করুন ! জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব বাংলায় গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান ! জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন ! নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করুন ।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগণের উদ্দেশ্য প্রচারিত। (পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক ৩রা জুন, ১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত।)

১

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরের ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের পাহাড় উপরে ফেলার জন্য দেশের অফিস-আদালত-যোগাযোগ-ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। এভাবে তারা সমগ্র পূর্ব বাংলার পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর লুন্ঠন ও শোষণের যন্ত্রকে বিকল করে দেয়।

ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টরা জনগণের জাতীয় মুক্তির শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকার বুকে চরমতম ফ্যাসিবাদী বর্বরতা প্রদর্শন করে এবং অন্যান্য শহরে সৈন্য মোতায়েন করে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ ও গ্রেফতার চালায়।

যেখানেই অত্যাচার সেখানেই বিদ্রোহ-বিপ্লব। অহিংস-অসহযোগের ভুল পথ পরিত্যাগ করে জনসাধারণ ফ্যাসিবাদী বর্বর হামলার বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জনসাধারণ অস্ত্রহাতে রুখে দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ জেলা দখল করে নেয়, সামরিক দস্যুদের সেখানে খতম করে এবং ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টরা পুনরায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় তাদের দখল কায়েমের জন্য বিরাট শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের তান্ডবলীলা শুরু করে। বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণের উপর তারা যে অত্যাচার চালায় তা হিটলারের ইহুদীবিরোধী তৎপরতাকে ম্লান করে দিয়েছে। এভাবে তারা পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নির্মমতম নজীর স্থাপন করে। সঠিক নেতৃত্ব ও পথে পরিচালিত না হওয়ায় সশস্ত্র দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে, সামরিক দস্যুরা সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী তাদের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক দখল করতে সক্ষম হয়।

২

পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী, সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে আহবান জানায়। বরিশাল জেলার ঝালকাঠির মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিকরা আহবানে সাড়া দেয়। তাদের অংশগ্রহণসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ মুক্তিবাহিনী তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৃহত্তম পেয়ারা বাগান কুরিয়ানা, ডুমুরিয়া, ভীমরুলী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে।

এই গেরিলা যুদ্ধের রূপ হয় প্রধানত জাতীয় শত্রু খতম করা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক শত জাতীয় শত্রু খতম করা হয় ; পাক সামরিক দস্যুদের একখানি লঞ্চ আক্রমণ করা হয় এবং প্রায় তিরিশজন সামরিক দস্যুকে খতম করা হয়, দুজন পুলিশসহ দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি স্পীড বোট দখল করা হয়।

মে মাসের প্রথম থেকে শুরু করে প্রায় দেড়মাস সময়কালীন এ অঞ্চলের গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিক দস্যুরা এত ভীতসন্ত্রস্ত হয় যে, তারা বরিশাল জেলার প্রায় সমস্ত সৈন্য এবং অনেক থানার পুলিশ নিয়ে এ অঞ্চল ঘেরাও করে। তারা জলপথে কারফিউ জারী করে, গানবোট, স্পীডবোট, লঞ্চ দিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়, বরিশাল জেলার কয়েক হাজার মুসলিম জনসাধারণকে হত্যার ভয় দেখিয়ে পেয়ারা গাছ কাটা, মুক্তিবাহিনীকে খোঁজ করা, হিন্দুদের বাড়ি লুট করা, তাদেরকে খতমের জন্য নিয়ে আসে।

এ অঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ি তারা জ্বালিয়ে দেয়, লুট করে, শত শত লোককে হত্যা করে, পেয়ারা গাছ কেটে ফেলে-কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সন্ধান তারা পায়নি। মুক্তিবাহিনী তাদের ঘেলাও পার হয়ে বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন শক্তিই তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। বরিশালের গেরিলা যুদ্ধের সমর্থনে পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে জাতীয় শত্রুখতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চলছে।

৩

পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে মেতেছে। তারা লুণ্ঠন-শোষণ বজায় রাখা এবং চীন জনগণ কমিউনিজম বিরোধিতার জন্য গোটা পাকিস্তান ও ভারত যৌথ সামরিক জোট বা পূর্ব বাংলা-ভারত যৌথ সামরিক জোট স্থাপনের দ্বিমুখী লক্ষ্য সামনে রেখে, তাদের সমর্থকদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামকে ব্যবহার করছে। পাকিস্তান যাতে তাদের হাতছাড়া না হয় এ জন্য তারা একে সাহায্য ও সহায়তা করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মাঝে সহযোগিতা করছে আবার পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশের উপর একচেটিয়া প্রভাব স্থাপনের জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এই চার পাহাড়ের শোষণের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী তাদের সমর্থকদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন ও সহায়তা করছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় এই চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন কায়েম করা এবং চীনবিরোধী, জনগণ ও কমিউনিস্ট বিরোধী বাংলা-ভারত যৌথ সামরিক জোট স্থাপন করা।

অতীতে নেতাজী সুভাষ বোস ভারতের আনয়নের জন্য জাপানী ফ্যাসিস্টদের সহায়তায় আজাদ হিন্দু ফৌজ ও সরকার গঠন করে এবং জাপান-জার্মান ফ্যাসিস্টদের মিত্র হিসেবে কাজ করে। জাপানী ফ্যাসিস্টদের সহায়তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দু ফৌজ ও সরকারকে নিজের সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা এবং বৃটিশদের উৎখাত করে নেতাজীর নেতৃত্বে পুতুল সরকার গঠন করে ভারতকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরাজয় জাপানীদের এ স্বপ্ন নস্যাৎ করে দেয়। এভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় ভারতকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অতীত ও বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলী আমাদের শিক্ষা দেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় কখনই পূর্ব বাংলা বা বিশ্বের অন্য কোন দেশ, জাতি ও জনগণের সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে না। এদের সহায়তা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে হয় বানচাল করবে বা জাতীয় মুক্তির নামে চার পাহাড়ের শোষণ ও লুণ্ঠন পূর্ব বাংলায় কায়েম করবে।

পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জনগণ ও বিশ্বের বিপ্লবী জনগণ পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এ সকল জঘন্য চক্রান্তকে কখনই সমর্থন করতে পারে না।

কাজেই পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার সাথে সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকেও পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত করতে হবে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের মাধ্যমে চার পাহাড়ের শোষণ কায়েমের বিরোধিতা করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যের উপর ভিত্তি না করে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

৪

গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার জনগণের মহান জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সঠিকপথে পরিচালিত করার জন্য একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজন। এইরূপ একটি বিপ্লবী পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন গত সাড়ে তিন বৎসর ধরে বিপ্লবী কাজ করে আসছে। এ সময়কার বিপ্লবী অনুশীলনে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক লাইনের সঠিকতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী দেবেন-মতিন ট্রটস্কি-চে'বাদী, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র রাজনৈতিক, সামরিক ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা ও পরিচালনা করার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলছে; দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে একাবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তুলছে; বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত হচ্ছে। এভাবে সর্বহারা রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার যথাযথ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এ কারনে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহা পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি এবং এর পথপ্রদর্শক তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সেতুঙ চিন্তাধারা। ইহা হচ্ছে বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সার সংকলন, ইহা বিপ্লবের বিজ্ঞান। ইহার প্রয়োগের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব বাস্তবায়িত হবে।

পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন; পূর্ব বাংলার সকল সংগ্রামরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্মীয়, ভাষাগত উপজাতীয় সংখ্যালঘু, মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর, অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন; বরিশালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন; নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে জাতীয় শক্তি খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান; জাতীয় শত্রুর অস্ত্রে নিজেদেরকে সজ্জিত করুন: গ্রামসমূহ থেকে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সরকারের দালালদের উৎখাত করুন; গ্রামকে মুক্ত করুন; সুবিধামত পেলে সামরিক ও পুলিশ দস্যুদের খতম করুন; তাদের অস্ত্রে নিজেদেরকে সজ্জিত করুন- এভাবে পূর্ব বাংলার ভূমিতে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে পাকিস্তানী সামরিক দস্যুদের পরাজিত ও ধ্বংস করুন; পূর্ব বাংলাকে মুক্তি করে স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি-জিন্দাবাদ।
জাতীয় মুক্তিবাহিনী-জিন্দাবাদ।
জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট-কায়েম করুন।
জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ-জিন্দাবাদ।

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামরিক দস্যু ও তাদের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম করুন। মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী, হক-তোয়াহা নয়া সংশোধনবাদী, দেবেন-মতিন ট্রটস্কি-চে'বাদী, কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী-ধ্বংস হোক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য শাজাহান সিরাজের বক্তৃতা	বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দলিল	২৫ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

BANGLADESH CENTRAL STUDENT'S ACTION COMMITTEE

বাংলাদেশের মুক্তিকামী ভাই-বোনেরা,

বিশ্বের ইতিহাসের জঘন্যমত গণহত্যাকারী, রক্তলোলুপ, খুনী, লম্পট, মদখোর, পিশাচ ইয়াহিয়া ও তার পাকিস্তান সেনাবাহিনী বুলেট, বেয়নেট, ট্যাঙ্ক, কামান, আর পাশবিক অত্যাচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের গণজীবন আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী খুনী ইয়াহিয়া ও তার হানাদার বাহিনী বিনা নোটিশে বাংলার নিরস্ত্র মানুষের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। যুদ্ধের সমস্ত আইনকানুন উপেক্ষা করে ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাংলার শহর, বন্দর, গ্রামের নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা আজও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করছে গ্রামের পর গ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মন্দির, হাট-বাজার, দোকানপাট। বাংলাদেশের একের পর এক তল্লাশী করে সক্ষম যুবকদের মেশিনগানের শিকারে পরিণত করছে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ পরিবারকে করছে গৃহহারা। বর্বর সেনাবাহিনীর অত্যাচার এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের মা-বোনেরাও রক্ষা পায়নি তাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে। পিতার সামনে যুবতী মেয়েকে, স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে পাশাবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। শত শত মা-বোনকে ধরে নিয়ে তাদের ইজ্জত নষ্ট করে তাদেরকে উলঙ্গ করে ফেলে রাখছে পথে-প্রান্তরে। প্রতিদিন শত শথ যুবকের রক্ত নিয়ে মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই বর্বরতা থেকে রেহাই পায় না দুধের শিশু আর বৃদ্ধরাও।

কিন্তু মাতাল ইয়াহিয়া বাহিনীর এই পাশবিক অত্যাচার পারেনি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্দ করতে। ২৫শে রাতে গ্রেফতারের পূর্বে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব "স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ" ঘোষণা করেছেন। নেতার নির্দেশ বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে পৌঁছানোর সাথে সাথে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর বাহিনী, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও মুক্তিবাহিনী এক হয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, মেহনতি মানুষও পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার নিয়েছে এক ইস্পাতকঠিন শপথ। পৃথিবীর যে-কোন বৃহৎ শক্তিকেই বাংলার এই মুক্তিসংগ্রামের কাছে মাথা নত করতে হবে। কারণ এ সংগ্রাম বাঙালী জাতির বাঁচার সংগ্রাম, এ সংগ্রাম সত্যের সংগ্রাম। দিনের পর দিন জনতার মুক্তি মিছিল এগিয়ে চলেছে সাফল্যের স্বর্ণশিখরের দিকে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরবিক্রমে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে চলেছে। প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের আক্রমণে শত শত পাকিস্তানী হানাদার শত্রু নিহত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে প্রায় বিশ হাজার পাকিস্তানী শত্রুসেনাকে খতম করা হয়েছে।

বাংলার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের মনে রাখতে হবে শেখ মুজিব আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে নাই। ইচ্ছা করলে তিনি বাংলার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কুচক্রী ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। জালেম ইয়াহিয়ার কাছে মাথা নত করেননি বলেই ২৫শে মার্চের সেই নারকীয় বিভীষিকার রাতে জেল-জুলুম আর মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে সরাসরি বাংলার স্বাধীনতা

ঘোষণা করেন। নেতা আজ নরখাদক ইয়াহিয়ার কারাগারে কোথায় কিভাবে আছেন তা আমরা জানি না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ ও তাঁর বজ্রকণ্ঠ আজ প্রতিটি বাঙালীর মনে সদা জাগ্রত। যুব সমাজের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন আমরা যুবকেরা যেন তা ভুলে না যাই। আমরা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি।

ভাই-বোনেরা আমার- মনে রাখতে হবে আমাদের সকলের পরিচয় আজ একটি- আমরা মুক্তিযোদ্ধা। অতীতের বিদ্বেষ, ভবিষ্যতের মোহ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আজ আমরা লক্ষ লক্ষ যুবক যদি প্রতিটি পাকিস্তানী ফৌজ খতম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলার স্বাধীনতাকে রুখতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুকেও আমরা কারগার থেকে ছিনিয়ে আনতে পারব। আজ তাই যুবকেরা যেখানেই যে আছেন নিকটবর্তী ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিং নিন। ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক যুবক ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে পাকিস্তানী হানাদারদের বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার কলাকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করছে, কিছুদিনের মধ্যেই হানাদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নিশ্চিত হত্যা করবে।

কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি ভাইয়েরা- বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন আপনারা কৃষক ও শ্রমিক। আপনাদেরও আজ শত অত্যাচারের মুখে বাংলার এই মুক্তিযুদ্ধে অংশীদার হতে হবে। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। আপনারা আজ নিরস্ত্র। শত্রুর মোকাবেলা করার মত অস্ত্র আজ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু বুলেট-বেয়নেটের চাইতেও আমাদের বড় অস্ত্র আপনাদের হাতে রয়েছে। অসহযোগ ও আত্মনির্ভরশীলতাই আজ আপনাদের বড় অস্ত্র। ইয়াহিয়া সরকারের কোন আইন আপনারা মানবেন না। বাংলাদেশের উপর আইন প্রয়োগ করার কোন অধিকার তাদের নেই। খাজনা, ট্যাক্স দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন। যদি কেউ খাজনা নিতে আসে, তাকে ধরে শাস্তি দিন। আমাদের অর্থ দিয়ে আমাদের ধ্বংস করার গুলি যাতে না কিনতে পারে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী কেনা বন্ধ করুন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে এমন দ্রব্যাদি যেমন পাট, চা, চামড়া ইত্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন। প্রত্যেকটি গ্রামে আজ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তুলুন। খাদ্যের অভাব যাতে দেখা না দেয় তার জন্য ধানের চাষ বৃদ্ধি করুন। মনে রাখতে হবে পরনির্ভরশীলতাই আপনাদের বড় শত্রু।

আপনাদের আজ সর্বপ্রথম কর্তব্য- যে সকল জামাত-মুসলিম লীগের দালালেরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করছে, যারা আপনাদের ধনসম্পদ লুট করছে, যারা শত্রুসেনাদের কাছে খবরাখবর আদান-প্রদান করছে তাদের হত্যা করা। তাদের নামের তালিকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দিন। মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদের আশেপাশেই আছে। ইতিমধ্যেই শত শত দালালদের হত্যা করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা অনায়াসে শত্রুসেনাদের আক্রমণ করতে পারে তার জন্য আপনারা প্রত্যেকটি গ্রামবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাওয়া ও যোগাযোগের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিন।

কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি ভাইয়েরা- মনে রাখবেন এ যুদ্ধ শুধু বাংলার ভৌগোলিক স্বাধীনতাই এনে দেবেন না। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে আপনাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা।

পাকিস্তানী কুকুর বাহিনীর নৃশংস তাড়নায় বাংলাদেশের ৬০ লক্ষ মানুষ আজ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। শরনার্থী ভাইবোনদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। আপনারাও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আপনারাও এ যুদ্ধের অংশীদার। আপনাদের যে সমস্ত ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ ফেলে এসেছেন তা আবার আপনারা ফিরে পাবেন। পাকিস্তানী হানাদারদের দয়ার উপর নয়, কোন বৃহৎ শক্তির চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়- হাতে আমরা অস্ত্র নিয়েছি, রক্ত আমরা দিতে জানি- তাই যুদ্ধ করেই শত্রুর মোকাবেলা করে বাংলাদেশের মাটিতে আপনাদের ফিরিয়ে নেব। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের যে দালালরা আপনাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়েছে, মনে রাখবেন, আপনাদের চোখের সামনেই তাদের একমাত্র শাস্তি

হবে মৃত্যুদন্ড। শরনার্থীদের মধ্যে ঢুকে কেউ যাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য আপনারা অবশ্যই সজাগ থাকবেন। ৬০ লক্ষ শরনার্থীর প্রতি ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ যে মানবতাবোধ দেখিয়েছেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ ও বাংলার জনগণ তা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। বাংলাদেশে পৈশাচিক ইয়াহিয়ার নরহত্যা আজ যখন পৃথিবীর ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক নতুন কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তখন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ নীরব ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের কোন কোন বৃহৎশক্তি আজ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করছে। আমরা সেইসব বৃহৎশক্তিবর্গকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই আমরা আজ বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কোন প্রকার আপসের মাধ্যমে এর সমাধান করা যাবে না কারণ স্বাধীনতা কোন আপস মানে না। স্বাধীনতা ভিক্ষা করে আসে না। আমরা তাই কারো কাছে ভিক্ষা চাই না। তবে আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা যারা করবেন, বিশ্বের জাগ্রত বিবেকের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করছে দেখেও যারা নীরব আছেন, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না, ইতিহাসের পাতায় তাদেরকেও পাকিস্তানী জালেমশাহীর সমান কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হবে, মানবতার শত্রু হয়ে চিহ্নিত থাকতে হবে।

খুনী ইয়াহিয়া-জানি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত নিয়েও তোমার পিপাসা আজও মেটেনি। কিন্তু তুমি জেনে রাখ, যেসব পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী সেনাবাহিনীকে দিয়ে তুমি বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছ বাংলাদেশকে পুড়ে ছারখার করছ, তাদের একটিকেও আমরা বাংলাদেশ থেকে ফিরে যেতে দেব না। একটি একটি করে তাদের হত্যা করব। বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে প্রতিটি পাকিস্তানী সেনার লাশ তোমাকে দেখতে হবে। জানি বাংলাদেশ থেকে তুমি অনেক দূরে আছ। বাংলাদেশ থেকে তোমার পোষা হানাদারদের হত্যা করে শেষ করলেই যুদ্ধ শেষ হবে না। সেদিন বেশী দূরে নয় বাংলাদেশ থেকে তোমার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তোমাকে আর তোমার সেনাবাহিনীকে খতম করব। তোমার সাধের পশ্চিম পাকিস্তানকে ভেঙ্গে চুরমার করে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে পাকিস্তানের নাম নিশানা মুছে ফেলবো।

আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের একটি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। স্বাধীনতা আমাদের ভোগ করার জন্য নয়। আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের উত্তরসূরীদের জন্যই এ স্বাধীনতা। আমরা মায়ের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছি। হয়তো আমরা কেউ আর মায়ের কোলে ফিরে যাব না কিন্তু যারা আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে তাদের প্রতিশোধ যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে ইতিহাসের পাতায় আমাদের মীরজাফর হয়ে বেঁচে থাকতে হবে- আজীবন পাঞ্জাবের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। পিঠে বুলেট খেয়ে আমরা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি। আমরা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা বুকে বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহীদ হব। এতে যদি একটি একটি করে আমাদের সবাইকে শহীদ হতে হয় তাহলেও সে রক্ত বৃথা যাবে না। শহীদের রক্তে রঞ্জিত প্রতিটি ধূলাকণা সেদিন এক একটি বুলেট হয়ে শত্রুদের খতম করবে। বাংলাদেশের মায়েরা-জানি তোমাদের কোল আজ খালি হয়েছে। নিষ্ঠুর হানাদার বাহিনী লাখ লাখ সন্তানকে তোমাদের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলার এই স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে যে মায়ের সন্তান শহীদ হয়েছে সে মা কাঁদবে না, সে মায়ের চোখের অশ্রু হবে বারুদ- যে বারুদ পুড়ে ছারখার হবে ইয়াহিয়া ও তার সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে লাখ লাখ সালাম ও শ্রদ্ধা জানাই বীর শহীদদের। জয় আমাদের হবেই। জয় বাংলা।

শাজাহান সিরাজ

সাধারণ সম্পাদক,

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ;

সদস্য

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসী বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	পশ্চিমবঙ্গে প্রবাসী বুদ্ধিজীবি	২৯ জুন, ১৯৭১

MEMORANDUM BEFORE THE BRITISH PARLIAMENTARY DELEGATION ON BEHALF OF BANGLADESH REFUGEE INTELLECTUALS NOW IN WEST BENGAL

Sirs,

In the face of desperate attempts by the Govt. of Pakistan to justify before the world community its forcible military occupation of Bangladesh and to cover up their acts of genocide there, we take this opportunity to appraise you. Honorable Members of the British Parliament, of the circumstances under which the democratic and peace-loving people of Bangladesh were driven to the path of armed struggle for securing the independence of their country.

On the midnight of March 25, 1971 the Pakistan military Junta, i.e. the so-called government of Pakistan cracked down on Bangladesh to crush the democratic will of the people expressed in the general elections of December 1970. In these elections the people gave a clear mandate to the Awami League to redefine East Bengal's political and economic relationship with West Pakistan through the League's six-point Programme. The Awami League won 167 of the 169 seats from Bangladesh in a House of 313 which meant a clear majority for it in the National Assembly. The successful candidates of the Awami League received 80% of the popular vote cast in Bangladesh.

Yahya Khan started negotiations with the Awami League Leader Sheikh Mujibur Rahman for a political settlement in mid-March but actually only used this as a cover for military preparations and dispatch of troops from West Pakistan to Bangladesh. When in the course of these negotiations hopes were raised for a settlement within the framework of a united Pakistan for which the Sheikh tried till the last moment the Pakistan Army struck, in an act of treachery unparalleled in contemporary history. Guns, tanks and planes were used against unarmed civilians to carry out a programme of mass slaughter of Bengalis.

While hundreds and thousands of people were being killed, the police, the Bengali members of the East Pakistan Rifles and men and officers of the East Bengal Regiment rose in a heroic resistance, which was later joined by thousands of the sons and daughters of Bangladesh.

It is in this background of spontaneous resistance of the people against the army of West Pakistan that the Democratic Republic of Bangladesh was born on April 10, 1971. It derives its sanction from a people's inalienable right to live in security, which was threatened by the bad faith and genocidal attack of the Military Junta on the unsuspecting Bengalis on the night of March 25.

Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses. The hundreds and thousands of people murdered by the West Pakistani troops in Bangladesh will act as an impenetrable barrier between West Pakistan and the people of Bangladesh. It is Yahya Khan and his Junta therefore who have dug grave of Pakistan.

On their orders the West Pakistan troops committed acts of inhuman savagery and sadism. Professional West Pakistani soldiers, under orders from their commanders violated the code of military honor and were seen as beats of prey who indulged in an orgy of murder, rape. loot, arson and destruction unequalled in the annals of civilization. Foreign newsmen were driven out of Bangladesh to avoid international publicity. But even some journalists taken on a guided tour of Bangladesh in May reported genocide and inhuman atrocities. And now, we have the gruesome talc of Pak. Army's programme as reported in "The Sunday Times" by Mr. Antony Mascarenhas an erstwhile Pakistan journalist from Karachi. These atrocious acts clearly indicate the concept of two nations and two countries was already very deeply rooted in the minds of Yahya and his associates who would not conceive of committing such atrocities of their own countrymen. This is an alien occupation army full of racial hatred towards the people of Bangladesh whom it wanted to subdue and enslave. This is why the situation in Bangladesh is radically different from civil wars in other countries including that of the USA. In such cases two parts of one people fought over certain issues and could still achieve reconciliation and reunion based on a sense of common identity. From its very inception, Pakistan was an unusual slate, unique in modern history, with its two wings separated by more than one thousand miles of foreign territory. Linguistically and culturally, Bangladesh is completely different from West Pakistan.

The people of Bangladesh, despite all this asked for autonomy on the basis of the Awami League's six-point formula within the framework of Pakistan. But their sincere efforts to maintain the unity of Pakistan through justice to ail its units were frustrated by a large-scale massacre of the people of Bangladesh. A point of no return has consequently been reached. The sovereign and independent Republic of Bangladesh is now on the map of the world. The treacherous attack on, and the continuing slaughter of people whose only sin was to demand a change in their colonial status in Pakistan through constitutional means, clearly rule out all possibility of a return to the position before March 25.

The Government of Democratic Republic of Bangladesh has been constituted by the elected representatives of the people who alone represent the legitimacy, legal and moral authority in the Country.

The West Pakistan, military junta which is illegally and immorally occupying the urban centers of Bangladesh cannot and should not be considered as the lawful govt. of the land.

The people and government of the democratic world should come out on the side of democracy in Bangladesh as against the military dictatorship of Yahya and his junta. Britain as the mother of the democratic parliamentary system should act immediately and show others the way. We appeal to you and through you to the government of Britain to take the following steps immediately:

1. Recognize the government of the Democratic Republic of Bangladesh.
2. Put pressure on Islamabad to secure the release of Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners of Bangladesh.
3. Give all help to Bangladesh to defend freedom and democracy.
4. Stop all aid to Pakistan, including aid in the pipeline.
5. Several trade and economic relations with Pakistan.
6. Force Yahya to stop genocide.
7. Establish an International Commission of Jurists to enquire into the acts of genocide and traffic in women committed by the Pakistan troops, and punish the culprits.

BONGAON
JUNE 29, 1971

Your faithfully.
On behalf of Bangladesh intellectuals
now in West Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সাথে আপসের বিরোধিতা করে মওলানা ভাসানী	দি হিন্দুস্তান টাইমস (নয়াদিল্লী)	৩০ জুন,১৯৭১

NO COMPROMISE WITH YAHYA ON INDEPENDENCE: BHASANI
Press statement oil June 29,1971

Maulana Bhasani, the National Awami Party leader, today made it emphatically clear that there could not be any compromise regarding the political settlement of the Bangladesh issue.

In a Press statement, Maulana Bhasani reiterated that, however, deep the conspiracy against the freedom of Bangladesh might be, it was bound to fail.

The people of Bangladesh, he said, would not accept a hoax in the name of a political settlement when they had lost their most valuable assets, when the honour of their women had been violated, when they had lost their health and homes and had been driven out from their own country and when they had sacrificed one million valuable lives.

U. S. Criticized

"They are determined either to have full independence or to choose death. There can be no compromise or hotchpotch solution. Any party, which ignores the demand for full independence and joins hands with Yahya; will be hated more than the anti-people Muslim League. Their political death is inevitable."

The Maulana vehemently criticized the arms supply by America and said not only the people of free Bangladesh but also the democratic and peaceful people of the world, including those of America, had repeatedly appealed to the US Government not to extend arms or monetary help by the "most-hated Yahya Government."

He regretted that the U.S. Government had ignored the world opinion and was giving modern weapons and planes, more in quantity than before, to Pakistan. "They have thus exposed their own character which is against humanity. The Nixon Administration must bear the consequences of this policy," Maulana Bhasani added.

Since the last great war, the imperialist U.S. Government was indulging in a conspiracy and was trying to perpetrate its domination and exploitation in the Afro-Asian and Latin American countries. But the American Government should realise that though they might give the aggressor Yahya all the arms, they could not succeed in crushing the struggle of the 75 million Bengalis to liberate their country from the hands of the aggressors.

Maulana Bhasani said the population of Vietnam was much less than that of Bangladesh. Yet the Nixon Government was unable to crush the peoples' movement there, even though it was spending Rs. 50 million per day. "Those countries, including the U.S., China, and Britain, who would give arms and monetary aid to Yahya to perpetrate his regime in free Bangladesh, will one day be accused by history."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বের বিদ্যোৎসাহী সমাজের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আবেদন	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	১ জুলাই, ১৯৭১

BANGLADESH SIKSHAK SAMITI

(Bangladesh Teachers' Association)

Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India.

Dear friend, July 1, 1971

Perhaps you are aware that in the lace of unparalleled atrocities committed by the Pakistan Army on the people of East Pakistan, now Bangladesh, a large number of teachers of all levels has crossed into India. Since the community of teachers had played a significant role for over two decades, in the movement for democracy, secularism and a just social order in the country, its members became naturally enough a special target of the Pakistan Army. Many teachers have been killed, others who are trapped in the occupied zones are being harassed and persecuted, a few have been forced at gunpoint to issue statements in support of the action of the Pakistan Army. As a result, members of this harassed community are tracking into India every day. The teachers from Bangladesh, now in temporary exile in India, have formed an association of their own, on whose behalf we are writing you to-day.

About 100 university teachers. 1000 college teachers and 3000 schoolteachers have registered their names with us. Several thousand others in different bordering states of India are yet to make contract with the Association. Most of the teachers have come with their families and all are without any means to support themselves.

Having regard to the contribution that this community has made in the past and their expectant role in the reconstruction of society as and when the country achieves freedom, it is felt that we make all efforts to save it from impending doom. We have drawn up a number of schemes for providing the teachers with temporary academic occupation- research, publications and teaching the evacuee children in the refugee camps. The execution of this programme will require financial assistance from non-governmental sources, in addition to what the government of India and the government of Bangladesh may be in a position to make.

In the circumstances, we appeal to you-the members of the academic community the world over-to contribute generously to the funds of our Association. Contributions may be sent to the Bangladesh Sikshak Samiti. Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India.

Sincerely yours.
(Dr. A. R. Mallick)
Vice-Chancellor.
University of Chittagong
and
President.
Bangladesh Sikshak Samiti.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে জহির রায়হানের একটি আবেদন	বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ	৬ জুলাই, ১৯৭১

BANGLADESH LIBERATION COUNCIL
OF THE INTELLIGENTSIA
বাংলাদেশ বুদিজীবি মুহিসংগ্রাম পরিষদ

July 6, 1971.

Dear

Teachers, writers, painters, artists and journalists of Bangladesh those who have been forced to take temporary refuge in India have recently formed an organisation entitled Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia. Our aims and objectives are explained in an appeal enclosed. Further information about, our organisation can be obtained from the address given below.

At present we are in desperate need of financial and material help from an fraternal organizations and sympathetic individuals around the world. We hope you would be in a position to extend all possible help and co-operation in our efforts.

Any monetary contribution may be sent to :
Dr. A. R. Mallick
President. Bangladesh Liberation Council
of the Intelligentsia
17, Sundari Mohan Avenue
Calcutta-14, India.

With best regards.
Yours truly.
(Zahir Raihan)
General Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংসদ সদস্যদের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ	বাংলাদেশ সরকার	৬ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যবর্গের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ

স্বাধীন বাংলাদেশের মাননীয় পরিষদ সদস্যবর্গঃ

আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আজ জাতির ক্রান্তি-লগ্নে আমাদের এই সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মুক্তিফৌজের বীর নওজোয়ানেরা অপূর্ব বীরত্বের সাথে এখন শত্রুর মোকাবেলা করছে। হাজার হাজার যুবক পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আত্মোৎসর্গের মহান আদর্শে তারা বলীয়ান।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাঙালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বৈ আর কিছু নন। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের সহচর হিসাবে তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। আদর্শের জন্য, নীতির জন্য, নেতার কাছে আর বাংলার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ধরনের অটুট মনোবল আর কোন দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেখাতে পেরেছেন কিনা তার নজীর আমার জানা নেই। আপনাদের বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠা, মনোবল ও ত্যাগের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা গৃহহারা সর্বহারা হয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন- তাই আপনাদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ আন্তরিক সালাম আর অভিনন্দন।

বন্ধুরা আমার, নির্বাচন-উত্তরকালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে আমাদের মহান নেতা আপনাদেরকে শপথবাণী উচ্চারণ করিয়েছিলেন। সেদিন সাক্ষী ছিল রেসকোর্স ময়দানের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা আর বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। আমি আজ গর্বের সঙ্গে বলব, মহান নেতার হাত ধরে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতিজ্ঞায় আমরা অটুট এবং অটল রয়েছি। আপনাদের অসীম মনোবল বিগত কয়েক মাস যাবৎ স্বাধীনতা সংগ্রামকে জিইয়ে রেখেছে। অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হবে, আমাদের যে সমস্ত বীর সৈনিকেরা, মুক্তিফৌজের যে তরুণ সংগ্রামীরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁদের অপূর্ব বীরত্ব বাংলার মানুষের জন্য এক গর্বের বস্তু। আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য তা এক অপূর্ব বীর গাঁথা।

৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আপনারা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা পালন করতে আপনাদের নেতা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ কী কী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা আপনাদের জানা আছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ জানেন, একটা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেই খসড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য ৩০ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি যখন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল, তখনই মার্চ মাসের সেই ১লা তারিখে হঠাৎ জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে আর তাঁর অভিমান রক্ষার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দেন। সারা পৃথিবী জানে, আজকে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার যদি কোন মূল আর সঙ্গত কারণ থাকে, তাহলে সে অবস্থা সৃষ্টি আমরা

করি নাই, করেছেন ইয়াহিয়া খান সাহেব আর ভুট্টো সাহেব। আর এর জন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকেরা, যারা ২৩ বছর পর্যন্ত বাংলার গরীব-চাষী মজুরের রক্ত শোষণ করে পাহাড় গড়ে তুলেছে।

আওয়ামী লীগের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা কি অপরাধ করেছি? আমাদের একমাত্র অপরাধ ২ বছর পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, বাংলার মানুষকে শোষণ করে, বাংলার চাষী-মজুরের রক্ত শোষণ করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদীরা যারা বাংলাকে আজ রিক্ত করেছে, শূন্য করেছে, তারাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে চাইলাম বলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের নেতা নির্বাচন পরবর্তীকালেও একটার পর একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু যারা কায়েমী স্বার্থবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত প্রভুদের দালাল- আজ যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের ছত্রচ্ছায়ায় রাজনীতি করে শুধু বিলাস আর ভোগ করতে চায়, তারাই বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আওয়ামী লীগের আন্তরিকতাকে তারা দুর্বলতা মনে করে তাকে বানচাল করতে চেষ্টা করলো।

১লা মার্চের পর থেকে প্রতিটি ঘটনা যে কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিল সে আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে- যেদিন ইয়াহিয়া খান সাহেব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করলেন, সেদিন পূর্বাণী হোটেলে আমরা সম্মেলনে আর একবারের মত বসেছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটার পর একটা প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আর আপনারা সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত করে আবার বলেছিলেন বাংলার মানুষের কাছে- আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। দেশবাসী জানে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা করেন নাই। জঙ্গীশাহীর অত্যাচার, ইয়াহিয়ার প্রলোভন কোন কিছুই আপনাদের টলাতে পারে নাই। ইতিহাস এই কাহিনী একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

আপনারা নিজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন- অসহযোগ আন্দোলনের বাণী নিয়ে বাংলাদেশের হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাংলাদেশের সরকারী আদালতে। বাংলার দেশ-প্রেমিক ছাত্র-জনতার সাহায্যে আপনারা যে অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসে তার নজীর নেই। সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে যখন আমরা একটা থেকে একটা সঙ্কটের মুখে উত্তরণ লাভ করেছিলাম, তখন ইয়াহিয়া খান সাহেব ১৫ই মার্চ ঢাকায় আলোচনা করতে এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা শুরু হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি যদি বিন্দুমাত্র সত্য কথা বলেন, আজকে না হোক, কবরে গিয়েও যদি জবাব দেন- তাহলে অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম আলোচনাতেই আপনি স্বীকার করেছিলেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, মার্শাল ল' উঠিয়ে নেবেন এবং ৬-দফার ভিত্তিতে একটা অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র জারী করে ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেবেন। এর ভিত্তিতে আলোচনা হলো। বঙ্গবন্ধুর আদেশে এবং নির্দেশে আমি এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব, আলোচনা শুরু করলাম। জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেবের পক্ষে ছিলেন লেঃ জেঃ পীরজাদা, প্রাক্তন বিচারপতি কর্নেলিয়াস, আর অর্থনীতিবিদ বাংলার মানুষের চিরশত্রু এম, এম, আহম্মদ। ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনা হলো। ডকুমেণ্টও তৈরী হলো। জাষ্টিস কর্নেলিয়াস সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উনি যদি একজন সৎ-খ্রীস্টান হয়ে থাকেন তাহলে তাকে এ কথা স্বীকার করতে হবে।

বন্ধুরা আমার, আপনারা বলতে পারেন, নিরস্ত্র মানুষকে কেন তারা গুলি করে মারলো? কেন পরিষদ সদস্যদের বাড়িঘরে কামান চালানো হলো?

সেই ২৫শে মার্চের রাতের আঁধারে এই বীভৎস ঘটনার প্রতিবাদে আপনারা রুখে দাঁড়ালেন। বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা মফঃস্বল শহরে, জেলা শহরে, গ্রামে, বন্দরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রুখে

দাঁড়িয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবো আমাদের ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্ব আজকের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ই পি আর, আমাদের পুলিশ বাহিনী, আমাদের আনসার, আমাদের মোজাহিদরাও বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দুক আর কামান তুলে নিন। আজ তারা সংগ্রামের পুরোভাগে। বাংলার গ্রামে, বন্দরে, গঞ্জে আপনারা দাঁড়ালেন। আমি কিভাবে যে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাব তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যে সমস্ত মিথ্যাবাদী বলে আওয়ামী লীগের নেতারা আর সদস্যরা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল না তাদের আমি জবাব দিতে চাই। বাংলার মানুষ জানে আপনারই রয়েছেন পুরোভাগে। আমি জানি চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহে, যশোরে, রংপুরে, খুলনায়, বরিশালে, ঢাকায়, ফরিদপুরে বাংলার সর্বত্র আপনাদের নেতৃত্বেই সংগ্রাম হয়েছে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনারা গ্রামে-বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার সৈনিকদের পাশে পাশে আপনারা রয়েছেন। অকুতোভয় আপনারা লড়েছেন। বাংলার সৈনিকেরা যখন বুকের তাজা রক্ত মাতৃভূমির জন্য ঢেলে দিচ্ছেন এর পরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা না করে আর কি পথ ছিল? স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করে আর কি উপায় ছিল? মূলতঃ এবং বাহ্যত বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী রেখে যান। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনিই করে যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার, ২৫শে মার্চের রাতের পরে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা করতে আমাদের একটু বিলম্ব হয়েছিল।

আমরা যে পাঁচজন শেখ সাহেবের পাশে ছিলাম এবং যাদের কাছে কথিত, লিখিত, অলিখিত সর্বপ্রকারের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন- ১৩ই এপ্রিল তারিখে বাংলার পূর্ব অঞ্চলে সর্বপ্রথমে একত্রিত হলাম। পরিষদের সদস্যবৃন্দ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সামনে সেদিন আমি আমার সহকর্মীবৃন্দের তরফ থেকে স্বাধীনতা কার্যকরী করার জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম। তখন যোগাযোগহীন অবস্থায় আপনাদের বেশীর ভাগই ছিলেন বাংলাদেশে শত্রুর দখলীকৃত এলাকার অভ্যন্তরে। অথচ একটা সরকার গঠন না করলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করা যাচ্ছিল না। সেইহেতু সেদিনের উপস্থিত বন্ধুদের কাছেই আমরা পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম।

১৯৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আর একটি আম্রকাননে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি।

স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ১৭ই এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষকে যা বলেছিলাম, আমরা বিশ্বাস করি তা অন্তরের বাণী। বিশ্বাস করি- ১৭ই এপ্রিলের এই ঘোষণা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের মর্মবেদনার এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিরাট বিস্ফোরণ।

স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমি আমার সহকর্মী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তাঁর পরামর্শে এবং বঙ্গবন্ধুর পূর্বতম নির্দেশের বলে আমি জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহম্মদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনাব মনসুর আলী সাহেবকে অর্থমন্ত্রী আর জনাব কামরুজ্জামান সাহেবকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলাম। আমরা জানতাম, আপনারা যে প্রয়োজনে তাঁদেরকে দীর্ঘকাল নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন, আমি আপনাদের সবার সঙ্গে পরামর্শ না করেও নিঃসঙ্কোচে আর বিনা দ্বিধায় তাঁদেরকে সরকারের দায়িত্ব দিতে পারি।

তাঁদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার পরে তিন মাস চলে গিয়েছে। এই তিন মাস যাবৎ আমি আপনাদের কাছে অকপটে স্বীকার করব- যা করার ছিল অনেক কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই।

কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটি কথা বলব, জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সরকারের জন্মমুহূর্ত থেকেই,

কর্নেল এ, জি, ওসমানীর মত একজন স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক সমরবিশারদকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে পেয়েছি। আপনারা জানেন, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী অসীম বীরত্বের সাথে একটি অসম লড়াই লড়ে যাচ্ছেন।

রণক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ পরাজয় নয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং যাতে পুনরায় তীব্র আক্রমণে জয়লাভ করা যায়। যেদিন হিটলারের বাহিনী ফরাসীদেশ আক্রমণ করেছিল সেদিন হাজার হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ফরাসী সরকারকেও হিটলারের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল। মাত্র ৩ দিনে সব ধ্বংস করে হিটলারের ট্যাংক বাহিনী প্যারিসের উপকণ্ঠে উপস্থি হয়েছিল। ফরাসী দেশের বীরনায়ক জেনারেল দ্য গল মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জেনারেল দ্য গল শক্তি সঞ্চয় করে যেদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সে অবতরণ করেছিলেন সেদিন হিটলারের বাহিনী তাঁর সামনে টিকতে পারেনি।

বৃটিশের মত শক্তিশালী সেনাবাহিনীকেও সিঙ্গাপুর থেকে হটে এসে বর্মা ত্যাগ করতে হয়েছিল। যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করতে হয় যুদ্ধের কলাকৌশল প্রয়োজনে। তাই বাংলার মুক্তিবাহিনী আজকে সাময়িকভাবে যদি কোন রণাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করে তবে তাকে পরাজয় মনে করবেন না। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করেনি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করার জন্যই অস্ত্রধারণ করেছি। জয় আমাদেরই হবেই।

আমি জানি, আজকে বাংলার ঘরে ঘরে কী হাহাকার! আমি জানি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের বুকের মধ্যে কী ক্রন্দনের রোল! আপনারা যখন শোনেন, আপনার শহরে, আপনার গ্রামে, আপনার গঞ্জে যারা একদিন বিশ্বাস করে, ভালবেসে, আপনাদের ভোট দিয়েছিল তাদের ঘরবাড়ি আজকে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন কী মর্মবেদনায় আপনারা পীড়িত হন! আপনার প্রতিবেশী নারীদেরকে বর্বর পশুরা ইজ্জতের হানি করছে জেনে আপনাদের কলিজা ফেটে যায়। এই ধরনের অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সৈন্যবাহিনী কোন দিন করে নাই। নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে আজ আবার বাংলাদেশে, হত্যা করা হয়েছে দশ লক্ষ নারী, পুরুষ আর শিশুকে। মসজিদ, মন্দির আর গীর্জা ধ্বংস হয়েছে। বাংলার ফসল আজকে মাঠে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। আমাদের তরুণদের আজকে হত্যা করা হচ্ছে, গুলি করে মারা হচ্ছে।

এই কাহিনীর মর্মবেদনা আপনাদের বুকের ভেতর যেমন বাজে, আমার বুকে যেমন বাজে আর সকলের বুকেও তেমনি বাজে। যদি বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন, তার প্রিয় দেশবাসীর এই মর্মন্তদ দুঃখে তিনি অধীর হয়ে যেতেন তাদের মুক্তির জন্য। তাই বন্ধুরা! আপনাদের ব্যথা বিশ্ববাসীকে বলার জন্য মন্ত্রীসভার সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা কি পর্যন্ত সফল হয়েছেন তার বিচার করবেন আপনারা। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই- আপনারা সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে কাজের অগ্রগতি সম্ভব তার পথ দেখিয়ে দিন।

বিশ্ববাসীর কাছে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা আর কূটনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা আমরা এই কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে বাংলাদেশে আজ গণহত্যা চলছে। আজকে আপনাদের মন্ত্রিসভা নিরলস চেষ্টা দ্বারা সারা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে ইয়াহিয়া ভুল আর ভ্রান্ত, আর আমরা সঠিক পথে চলেছি। আজকে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা তা গ্রহণ করেছে।

আজকে লন্ডনের ‘‘অবজারভার’’ ‘‘সানডে টাইম’’ বা যে-কোন পত্র-পত্রিকা দেখুন, ইয়াহিয়ার বর্বরতার নিন্দায় তারা মুখর। যে আমেরিকা সারা পৃথিবীর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, ‘‘নিউইয়র্ক টাইম’’ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি ইয়াহিয়াকে ধিক্কার দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফরাসীদেশে, ইটালীতে, জার্মানীতে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এমন কি আরবেরও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে বৈরুতের আর সুদানের পত্রিকাগুলি আপনাদের পক্ষে আজকে মত প্রকাশ করে চলেছে।

আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এখন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের এই সরকারের স্বীকৃতি কেন লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই? কূটনৈতিক প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিবর্গ পৃথিবীতে নিজস্ব স্বার্থের কারণে অনেক কিছু করে।

কিন্তু জেনে রাখুন বিশ্বের জনমত আপনার পক্ষে সেখানে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি আপনাকে স্বীকৃতি দেবেই। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী ভারতবর্ষ আমাদের লক্ষ লক্ষ শরনার্থীকে শুধু আশ্রয়ই দেয় নাই আমদের দাবীর ন্যায্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছায় আজকে এগিয়ে এসেছে। সেই জন্য ভারত সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বন্ধুরা আমার, মুক্তিসংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিকে যেমন সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে হয় চরম আঘাত হানার জন্য, তেমনি আর একদিকে কূটনৈতিক আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে হয়। তৃতীয়তঃ দেশের অভ্যন্তরে মানুষের মনোবলকে শক্ত রাখতে হয়। আর শত্রুর মনোবল ভাঙ্গতে হয়।

বিদেশে কূটনৈতিক প্রচার চালিয়েছেন আপনার সরকার। মুক্তিফৌজকে সুসংগঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হাজার হাজার ছেলে আজ মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সবাইকে সমানভাবে সৈনিকের শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। তার একমাত্র কারণ আমাদের সীমিত সামর্থ।

এই সরকারের আয়ের কোনরকম সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত নেই। শুধুমাত্র দান, খয়রাত, ঋণ আর কিছু বান্ধব মারফত টাকা সংগ্রহ করে কোনমতে সরকার চলছে। তাই যারা মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাবার জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করতে বিভিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে আসছেন, তাদের সবাইকে ট্রেনিং-এর সুবন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। কি করে এই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে ভাল ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত ও মুক্তিবাহিনীকে আরও জোরদার করা যায় আপনাদের মন্ত্রিসভার সদস্যরা তা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি বিশ্বাস রাখি, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। মনে রাখবেন বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্যের। সারা পৃথিবীর মানুষ যেন দেখতে পায় আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীরা, বঙ্গবন্ধুর শিষ্যরা, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়করা এক প্রাণ এক মন হয়ে বাংলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ঐক্যে কোনরকম ফাটল ধরলে তার ফল হবে মারাত্মক। কেউ কেউ বাইরে থেকেও নানা প্রকার প্ররোচনায় আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করতে পারে। সেই সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমাদের বানচাল করে দিতে হবে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি আমার মন্ত্রীসভার সদস্যরা মনেপ্রাণে এক। তাদের প্রতিনিয়ত চিন্তা মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে কি করে ত্বরান্বিত করা যায়। যে অটুট ঐক্য আজকে সরকারের মধ্যে বজায় আছে সেই অটুট ঐক্য আজকে আওয়ামী লীগের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের প্রধান সেনাপতির বর্তমান রণকৌশল আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে। এবং গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। আপনারা যারা প্রতিনিধি, আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন আমাদের গেরিলা যোদ্ধারা যে রণনীতি আর কৌশলে যুদ্ধ করে চলেছে, এই রণনীতি আর কৌশলে আপনারাই তাদের সর্বাধিক সাহায্য করতে পারে- জনগণের মনোবল অটুট রেখে আর সমর্থন বজায় রেখে। বন্দুক নিয়ে যারা লড়াই করছে তারাও যেমন মুক্তিযোদ্ধা, আপনারাও তেমন মুক্তিযোদ্ধা। এটা জনযুদ্ধ, ভাড়াটিয়া সৈন্যদের যুদ্ধ নয়। এটা হচ্ছে People's War-এই People হচ্ছে সবচেয়ে Important factor.

আর সেই People-কে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব জনসাধারণের প্রতিনিধিদের। প্রতিটি সৈনিককে জনতার বন্ধু ভাবতে হবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত বাংলার মানুষ যেন ভাবে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের কর্মীরা, সৈনিকেরা তাদের বন্ধু। যদি আমরা জনগণের এই সমর্থনকে বজায় রাখতে পারি তাহলে, আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আপনাদের বীর সৈনিকেরা, পৃথিবী যা ভাবছে তার চেয়ে বহু আগে বাঙলার স্বাধীনতা অর্জন করবে।

বন্ধুরা আমার, জনগণের সমর্থন আদায় করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের কার্যকলাপে জনগণের বন্ধু, জনতার বন্ধু, নির্যাতিত চাষীর বন্ধু বলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। অত্যাচারী মিল মালিকের বিরুদ্ধে আমরা নির্যাতিত শ্রমিকের বন্ধু। বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির আমরা বন্ধু। এই বন্ধুত্ব প্রকাশের প্রধান উপায় হলো আওয়ামী লীগের প্রণীত ম্যানিফেষ্টোকে বার বার জনগণের সামনে তুলে ধরা। আওয়ামী লীগ ভোট পেলে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করব। এই মুহূর্তে মুক্তিসেনানীরা যে অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করবে সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, তাকে বাহ্য রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজে নামবেন। মনে রাখতে হবে, সেনাবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে যে স্বাধীনতাকে তারা অর্জন করে দেবে, সেই স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রূপে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।

তাই বন্ধুরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের নীতি আদর্শে আপনারা অটল থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হচ্ছে আমাদের আদর্শ। বিশ বছরের ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এই আদর্শকে আমরা আজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। অসাম্প্রদায়িকতা বা 'সেকুলারিজমের' মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এই আদর্শকে আমরা আজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। অসম্প্রাদায়িকতা বা 'সেকুলারিজমের' মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছি। এই একটি বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট থাকতে হবে। কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িকতার মালিন্যে যেন আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দের নাম কলঙ্কিত না হয় সে বিষয় আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থই হলো অসাম্প্রদায়িকতা। যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সেখানে গণতন্ত্র কোনদিন কার্যকর হতে পারে না।

আজ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই অসাম্প্রদায়িকতা বা সেকুলারিজমে বিশ্বাস করতে হবে। বাংলার প্রতিটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানেরা মনে প্রত্যয় জন্মাতে হবে যে আপনারা সবারই বন্ধু আর ভবিষ্যৎ বাংলার সুখ আর সমৃদ্ধিকে সবাই আপনারা রূপ দিতে যাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমরা বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এ প্রশ্নে কারো মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত মালিকানা হ্রাস করতেই হবে। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক মালিকানা অর্জন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হতে হবে।

বন্ধুরা আমার, আদর্শের উপর ফাটল যেন না হয়। বাংলার স্বার্থে পৃথিবীর যে দেশের সঙ্গে যে কোন জায়গায় বন্ধুত্ব করা দরকার তা আমরা করব। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি আমাদের অবলম্বন। বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতার জন্য আমরা সেই সমস্ত জাতির পাশেই দাঁড়াব। বহু রক্তের বদলে, বহু দুঃখের রজনী পার করে আমরা জেনেছি স্বাধীনতার লড়াই কি। আমরা জেনেছি সাম্রাজ্যবাদীরা যারা এখনো পৃথিবীর দিকে দিকে বিভিন্ন জাতিকে পদানত করে রেখেছে, সেই সমস্ত পদদলিত জাতির বুকের মর্মজ্বালা কি। একদিন আমেরিকাকে বৃটিশ রাজ্যের অধীন থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। বোস্টনের বন্দরে যেদিন জাহাজ ডুবিয়ে দিল, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং জর্জ ওয়াশিংটনের অসি ঝলসে উঠল বোস্টনের তীরে তীরে। আর জেফারসনের বলিষ্ঠ কণ্ঠ যেদিন মানবতার জয়গান গাইল, সেদিনের আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছিল। তাহলে কেন আজ সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহিয়ার জন্য অস্ত্র আসছে? আমি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আপনাদের তরফ থেকে মনের বেদনা প্রকাশ করেছি, প্রতিবাদ জানিয়েছি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে। বহু সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে তার জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল। জারের অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত, পরবর্তীকালে হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বীর রুশ জাতি স্বাধীনতার স্বর্ণশিখরে উপস্থিত হয়েছিল। আপনাদের মাধ্যমে আর একবার আমি মহান রুশ জাতির কাছে আবেদন জানাই, তারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক। চিরকাল বাংলার মুক্তিকামী মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষকে স্মরণ করবে।

আমাদের প্রতিবেশী চীনের বর্তমান নায়কেরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিতালী গড়ে তুলেছেন। জানি না পিছনে রাষ্ট্রগত স্বার্থ ছাড়া আর কি থাকতে পারে। আমরা তো চীনকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি নাই। চীনের বর্তমান নায়কেরা যাই বলুন না কেন মহান জাতি চীনের প্রতি কোন অবিশ্বাস আমরা পোষণ করি না। চীনের সাধারণ মানুষকে আমরা আমাদের ভালবাসাই দেই। আর আবেদন জানাই, আপনারা আপনাদের নায়কদের বাধ্য করুন- যেখানে কৃষক-শ্রমিক মরছে, যেখানে একটা জাতি নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছে সেখানে একটা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে তাঁরা সমর্থন যেন না জানায়। একটা সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে কী করে আজকে আপনাদের নায়কেরা সমর্থন করেছেন। তা একবার আপনারা দেখুন।

বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে আমাদের স্বাধীনতা অন্য কেউ এনে দেবে না। নিজেদের স্বাধীনতা নিজেদেরকেই অর্জন করতে হবে। বাইরের কোন রাষ্ট্র স্বাধীনতার ফল এনে দেবে, এ ধারণা ভুল। দশ লক্ষ বাঙ্গালী রক্ত দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন রক্ত যখন আমরা দিতে শিখেছি তখন রক্ত আরো দেবো, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। দশ লক্ষ বাঙ্গালীর বীর যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কসম দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, আজকে স্বাধীনতার লড়াই-এ প্রয়োজন পড়লে আরো আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব। তবু আপোস করব না। ইয়াহিয়া খান সাহেব তার শেষ বেতার ভাষণে আমাদের হুমকি দিয়েছেন। এই ইয়াহিয়া খান বাংলার নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বাতিলের ব্যবস্থা করেছেন। ইয়াহিয়া খাঁন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমরা নির্বাচিত সদস্য নই। বাংলার মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে। তাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যই আজ আমরা গৃহহারা, সর্বহারা, আজ আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরছি। কে তুমি ইয়াহিয়া? তোমাকে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কে দিয়েছে? পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও তোমাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় নাই। নির্যাতিত পাঠান, বেলুচ, সিন্ধিদেরকেও তুমি শাসন করে চলেছো। পাঞ্জাবের চাষী-মজুরদের উপর অত্যাচারে তুমি জমিদারদের সহায়তা করেছো। তোমার হুমকি ও ঔদ্ধত্যের উত্তর রণক্ষেত্রে আমাদের বীর সৈনিকেরা দেবে।

সর্বশেষে আপনাদেরকে বলি সংকল্পে অটুট থাকতে হবে ! দুর্বলতা কোনভাবে যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিকল্প কোন প্রস্তাব, আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তৎসত্ত্বে ইয়াহিয়া খান সাহেবের কাছে বলেছিলাম, আহবান জানিয়েছিলাম যুদ্ধ বন্ধ করুন। আমরা দশ লক্ষ মরেছি, তোমার ১৫ হাজার সৈনিককে তো ইতিমধ্যে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা খতম করেছে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার সৈন্য আহত হয়েছে। শুধু বাংলার ঘরে ঘরে মা-বোনেরা কন্দন রোল নয়, পাঞ্জাবের ঘরেও তো ক্রন্দনের রোল। সেখানেও বিধবার মর্মভেদী হাহাকার তোমার কানে কি পৌঁছে না? তাই যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান কর।

(১) বাংলা স্বাধীনতা স্বীকার কর। (২) বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দাও। (৩) সমস্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কর। আর (৪) যে ক্ষতি করেছ তার ক্ষতিপূরণ দাও। এই চারটি শর্ত আমি দিয়েছিলাম শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ইয়াহিয়া খান প্রত্যুত্তর দিয়েছেন আটাশে জুন তারিখে। আটাশের পর থেকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এখন বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বাংলার মাঠে, প্রান্তরে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে যুদ্ধের মাধ্যমে।

আপনাদের সুযোগ প্রধান সেনাপতির নির্দেশে তার সৈন্যবাহিনী রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তাদের সেই তপ্ত লহু আজ আপনাদের সংকল্পকে আরো দৃঢ় করুক। বাংলার যে শত শত সতী নারী তাদের ইজ্জত দিয়েছে, তাদের ইজ্জতের শপথ-ইয়াহিয়া বাহিনীকে নির্মূল না করা পর্যন্ত, বাংলার স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই। আপনারা সংকল্পবদ্ধ হউন, আপনারা শপথ করুন, মুক্তিযুদ্ধে যে কোন অবস্থায়, যে কোন অধ্যায়ে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

দীর্ঘকাল বহু সুখে-দুঃখে আমরা আপনাদের পাশে পাশে ছিলাম। আমার প্রিয়তম নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, আপনারা দীর্ঘকাল দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, কোনদিন কে আমরা আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছি? বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস, আপনাদের স্নেহ-ভালবাসার বিনিময়ে আমরা কি কোনদিন আপনাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি? ২০-২২ বছরের ইতিহাস যদি একথা বলে সুখে-দুঃখে জয়-পরাজয়ে গৌরবে-অগৌবরে আপনাদের পাশে পাশে ছিলাম। আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করি নাই। আজ আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জনাব আবার আপনারা বিশ্বাস করুন। দেখুন আমরা কি করতে পারি, যদি না পারি তবে শুধু আপনাদের কাছে নয় অনাগত ভবিষ্যতের কাছে আমাদের কি জবাবদিহি করতে হবে না? আমার বিশ্বাস আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং আমার প্রধান সেনাপতিও এ সম্বন্ধে সজাগ।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সালে এই তিন বছর আমি আপনাদের পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু এই তিন বছর কারাগারে ছিলেন। আইয়ুব-শাহীর দাপট আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি দেখেছি তখনও আপনারা অধৈর্য হন নাই। আমি কোনদিন ধৈয্য হারাই নাই। বহুবার আপনাদের বলেছি, সংগ্রামে জয়ী হতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন। বহুবার সংগ্রামের বহু কৌশল নিয়ে আপনাদের সাথে আমার মতবিরোধ হয়েছে। আজ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমার প্রবর্তিত কৌশলের ফলে আমরা ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত তথা আইয়ুবশাহীকে খতম করেছিলাম।

বিশ্বাসের বলে আপনারা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে প্রধান সহ-সভাপতি করেছিলেন। এই বিশ্বাসের বলে আপনারা আমাকে জাতীয় পরিষদে ডেপুটি নেতা করেছিলেন। আমি জানি, এই বিশ্বাসের বলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আবার আপনারা আমাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার ভাগ্য এই যে, আমার নেতা, আমার ভাই, আমার প্রিয়তম বন্ধু শেখ সাহেব যখনই যান, তার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গাড়ে পড়ে যায়। সেই কাজ চিরকাল আপনাদের পাশে পাশে থেকে করেছি। আজও আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, যদি সংকল্পে কোনরকম মলিনতা দেখেন, যদি আপনাদের নীতি ও আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুতি দেখেন, আপনারা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সংকট মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে আজকে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর যেখানে হাজারে হাজারে সৈনিক আজকে বনে-প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মুহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন। আমার বন্ধু তাজউদ্দিন সাহেব দীর্ঘদিন আপনাদের পাশে পাশে সংগ্রাম করেছে, বহু জেল খেটেছে। আমার ভাই মোস্তাক সাহেব, মনসুর সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব দীর্ঘকাল সংগ্রামের পরীক্ষিত সেনাপতি। তাঁদের উপর আপনারা আস্থা স্থাপন করুন। একথা আমি বলব না, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সমালোচনা আপনারা করবেন না। সমালোচনার উদ্দেশ্য হবে একটি- কী করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা যায়।

আর যদি বাংলার স্বাধীনতা এই মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে একদিন অর্জিত হয়, সেই গৌরব আপনারা নেবেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরা নেবেন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ নেবেন, মুক্তিযোদ্ধারা নেবেন। আর সেদিন যদি শুধু কিছু ধন্যবাদ, মন্ত্রিসভার সদস্যদের দেন, তবে আমি কৃতার্থ হব। আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

-জয় বাংলা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশের প্রবাসী বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	পশ্চিমবঙ্গে প্রবাসী বুদ্ধিজীবি	৭ জুলাই, ১৯৭১

MEMORANDUM TO THE VISITING MEMBERS OF THE CANADIA PARLIAMENT FROM REFUGEE INTELLECTUALS OF BANGLADESH

Sirs,

We take this opportunity to express our deep sense of gratitude for the moral support and sympathy shown by the Government and people of Canada for the cause of Bangladesh. We deeply appreciate your government's embargo on arms supply to the military overlords in Pakistan and also for your advocacy of a political settlement acceptable to the people of Bangladesh. We gratefully acknowledge your contribution to the relief undertaken for more than seven million unfortunate refugees who have taken shelter in India.

You are no doubt aware of the circumstances in which the People's Republic of Bangladesh emerged as the eighth largest sovereign state of the world on April 12, 1971.

From its very inception Pakistan was an unusual state, unique in modern history in that its two wings were separated by more than one thousand miles of foreign territory- with a common religious belief as the only binding- factor. The Pakistan Resolution- of 1940 which spelled out the aspirations of the Muslims of undivided India conceived of "Sovereign Stales" in the two Muslim majority areas of the sub continent.

In their sincere desire and enthusiasm to build a unified state the people of East Pakistan surrendered their right to sovereignty as visualized in that resolution and accepted the structure of one Pakistan. They tried t6 make- this dream work but, did not succeed owing to (the) undemocratic manoeuvres. Taking advantage of the goodwill of the people of East Bengal. They, evolved a political and economic system in which the Bengalis had an inferior position. The misery, suffering, and exploitation of the people of Bangladesh by the West Pakistani ruling clique over the last twenty three years finally brought home to them the realization that they could not survive with honor and dignity unless autonomy of the regions as visualized in the Pakistan Resolution of 1940 became a political reality. The six point programme of Awami League formulated by Sheikh Mujibur Rahman sought to end regional exploitation while preserving the unity of Pakistan. The massive support given to this programme by the people of Bangladesh in the first general elections held in Pakistan in December 1970" was the last desperate attempt by them to force a realization on the ruling circles of West Pakistan of the seriousness of the situation. But the- military rulers never meant to give up their colonial exploitation of Bangladesh nor were they prepared to let democracy function. The tragic happenings since March 25, 1971 have proved that the military rulers want to hold on to power at all costs. The declaration of independence by the people of Bangladesh was therefore the only course left open to them.

The atrocities committed by the Pakistani soldiers clearly indicate that the concept of one nation and one country had never taken root in the minds of Yahya Khan and his associates because such acts could never be permitted by an army except on an alien people whom it wants to subdue and terrorize.

We appeal to you and through you to the Government of Canada to take the following steps immediately:

1. Recognize the Govt of the People s Republic of Bangladesh.
2. Put pressure on Islamabad to secure the release of Sheikh

   Mujibur Rahman and all other political prisoners in Bangladesh.
3. Give all possible help to Bangladesh in defense of freedom and democracy.
4. Stop an aid to Pakistan, including aid in the pipeline.
5. Sever all trade and economic relations with Pakistan.
6. Force Yahya to stop his campaign of genocide.

7. Establish an International Commission of Jurists to enquire into the acts of genocide and traffic in women committed by the Pakistan troops and to punish the culprits.

BANGAON
July 7. 1971.

Yours faithfully,
On behalf of Bangladesh Intellectuals
now in West Bengal.'

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি কর্তৃক কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি	বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি	৭ জুলাই, ১৯৭১

MEMORANDUM BEFORE THE CANADIAN PARLIAMENTARY DELEGATION ON BEHALF OF BANGLADESH RED CROSS SOCIETY :

Sirs,

This short memorandum is being submitted to you on behalf of Bangladesh Red Cross Society formed after 25th March, 1971 by the doctors, nurses and volunteers who have been lucky enough to escape the carnage of the Pakistan Army. We are here today as international refugees in India, which country has very kindly offered us temporary shelter and assistance. We are here patiently waiting for time when resistance within the country and international pressure from outside will force Pakistan to withdraw its troops from Bangladesh and enable us to go back. We want to go back when we have an international guarantee for our safety on return or when Bangladesh is free.

We are here, Sir, today not because we "had anything to do with active politics or with the democratic protests of the people against the military junta in Pakistan, but simply because we are Bengalis. Our students, between the age of 15 and 30 are being systematically picked up and eliminated by the Pakistan Army, not because they broke any of their declared and undeclared regulations, but simply because they are considered as potential elements of opposition and resistance to Pakistan's military rule in Bangladesh. The twentieth century is witnessing in Bangladesh one of the worst criminal acts of racial subjugation and planned genocide and yet few Governments of the world have shown enough concern about it.

We do not wish to recount all the horrors of the continuing repression in Bangladesh as these have been fully documented and reported in the world press. It distresses us to find that the world powers have done nothing effective to stop genocide in Bangladesh while some of them are actually abetting it and contributing to it by supply of arms and economic aid.

We had hoped very much that the Government of the Canadian deleg*f»on, the oldest democracies in the world would not be a silent witness to the suppression of the elected representatives of the people of Bangladesh by means of brute force.

May we urge, you Sirs, to try and persuade your Government to initiate steps, as a signatory of the genocide convention, through the United Nations, to stop genocide in Bangladesh. May we also request you to help create conditions for our return to our country by recognizing the justness of our cause and the legitimacy of the People's Republic of Bangladesh, founded as it is on the wishes of her people.

BANGAON
July 7, 197'

Yours faithfully.
On behalf of Bangladesh
Red Cross Society.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যৌথ সভার উপর লিখিত আওয়ামী লীগের মুখপত্রের সম্পাদকীয়	জয় বাংলা	১৬ জুলাই, ১৯৭১

যুক্ত বৈঠকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

চলতি মাসের ৫ই ও ৬ই তারিখে মুজিবনগরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যে অধিবেশন হয়ে গেল- তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই বৈঠকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও তার গণপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের একটা যথার্থ প্রেক্ষিত তুলে ধরবে তাতে সন্দেহ নেই। এতে রণাঙ্গনে সংগ্রামরত আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের মনোবল ও আক্রমণ ক্ষমতা যেমন আরো বাড়বে, তেমনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যেসব বন্ধুরাষ্ট্র অকৃপণভাবে সমর্থন জোগাচ্ছেন, তাদের এই সমর্থনের নৈতিক ভিত্তি আরো দৃঢ় হবে। কারণ, রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধারা যেমন জানেন তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পাশেই রয়েছেন, তেমনি বিশ্বের মানবতাবাদী ও শান্তিকামী বন্ধু দেশগুলোও জানবে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সকল স্তরের মানুষের ঐক্য অটুট ও অনড় রয়েছে। ভুলভ্রান্তি মানুষ মাত্রেই হয়। বাংলাদেশের মানুষের উপর আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া এই যুদ্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রবিশেষে ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। বিপ্লবের ইতিহাসে স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই ধরনের মানবিক ভুলভ্রান্তি- সব দেশে সব যুগেই ঘটতে দেখা গেছে। এই ভুলভ্রান্তি বড় কথা নয়। বড় কথা অটুট গণঐক্য, জাতীয় ঐক্য এবং শত্রুর উপর আঘাত হানার ক্রমবর্ধমান মনোবল। গত তিনমাসে বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করেছে, তারা নিরস্ত্র এবং অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাঁচ ডিভিশনের এক বিশাল ও বর্বর দস্যু বাহিনীর বিমান, ট্যাঙ্ক ও গানবোটের ত্রিমুখী আক্রমণতারা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলেছে। তাদের বড় অস্ত্র অটুট মনোবল ও দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য। বাংলাদেশের একজন মানুষ, তিনি বুদ্ধিজীবি, চাকররিজীবি, ব্যবসায়ী, কিম্বা গণপ্রতিনিধি হোন, অথবা ক্ষেতের চাষী ও কারখানার মজুর হোন, নিদেন দিনমজুর হোন, আজ একটিমাত্র লক্ষ্যে তারা সকলেই উদ্দীপিত ও অবিচল, তা হল বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্যাটার্নে ইয়াহিয়ার জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে যে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে চায়, তার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তির উদয়াচরে- নতুন মুক্তিসূর্যের প্রত্যাশায় ভোরের অরুণিমার মত তাজা বুকের লহু ঢালছে দেশের বীর মুক্তিবাহিনী। এই রক্তদান বৃথা যেতে পারে না। মুজিবনগরের বৈঠকে সম্মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্য ও নেতারা সমস্বরে এ কথাই ঘোষণা করেছেন, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে আরো স্পষ্ট করে তুলল, এই মুক্তিযুদ্ধে জনগণের ও জনপ্রতিনিধিদের ঐক্য কত অকৃত্রিম নিবিড়।

ফ্যাসিস্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক জারজপুত্র জুয়াড়ি ইয়াহিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন জুয়ার চাল চালতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন বটে, তবে আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যদের সদস্যপদ তিনি নষ্ট করেননি, এমন কি গত ডিসেম্বরের মাসের নির্বাচনকেও তিনি বানচাল করতে চান না। সাধু! সাধু! এ না হলে 'নির্ভেজাল গণতন্ত্রী' আর কাকে বলে! দুনিয়া দেখুক, ইয়াহিয়া চক্র গণতন্ত্রের কত বড় পূজারী! তিনি জনগণের দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু দলের সদস্যদের হাতছাড়া করতে চান না। তিনি নির্বাচন বানচাল করতে চান না, চান নির্বাচনে জনগণের রায় বানচাল করে দিতে। তারপর যারা তার হাতে বয়েৎ হবে তাদের দিয়ে একটা পুতুল সরকার গঠন করে নিজেদের ইচ্ছামত এমন একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করা, যে শাসনতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত এই মর্মে অপপ্রচার চালিয়ে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দেয়া যাবে এবং অন্যদিকে যে শাসনতন্ত্রে নানা

কথার মারপ্যাচে ক্ষমতার চাবিকাঠি রাখা হবে ইয়াহিয়ার বর্বর জঙ্গীচক্রের হাতে, জনগণের অথবা জনপ্রতিনিধিদের হাতে নয়। যে শাসনতন্ত্র হবে আইউবী শাসনতন্ত্রের চাইতেও ধোঁকাবাজিপূর্ণ। আর এই ইচ্ছা থেকেই ইয়াহিয়া এদ্দিন তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। তার এই 'রাজনৈতিক সমাধানের' বটিকা সেবনের জন্য আইউবের দশ বছরের সেবাদাস ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর, ওয়াহিদুজ্জামানের মধ্যে যেমন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, তেমনি কাড়াকাড়ি লেগেছে আইউব আমলের গোপন সেবাদাস ফরিদ, খাজা, খয়ের, গোলাম আজম প্রমুখ চামুদের মধ্যে। ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন এই চামুদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কিছু পরিষদ সদস্যকে ধরে-বেঁধে এনে যুক্ত করে তিনি তার পার্লামেন্ট ও সরকার খাড়া করবেন। এই দুরাশা নিয়েই তিনি যে আওয়ামী লগি দলীয় সদস্যদের বাড়িঘর জ্বালিয়েছেন, তাদের পরিবার-পরিজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৪ বছর জেলে দিয়েছেন এমন কি তাদের কাউকে কাউকে খুন করেছেন- হঠাৎ সেই পরিষদ সদস্যদের প্রতিই 'ক্ষমা প্রদর্শন' ও জীবনের নিরাপত্তার 'নিশ্চয়তা' দিয়ে প্রচারকার্য চালাতে শুরু করেন। কিন্তু সীমান্তে 'অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপন এবং দালালদের মাধ্যমে অনেক দেনদরবারের পরও দেখা গেছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্যরা কেউ ইয়াহিয়ার বশংবদ হতে কিংবা তার পা-চাটা কুত্তাদের দলে ভিড়তে রাজী নয়। যে দু'একজন সদস্যকে বন্দুকের নল দেখিয়ে ইয়াহিয়া কয়েদ করেছেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তারা কি করবেন, সে সম্পর্কে ইয়াহিয়া চক্র নাকি নিশ্চিত নন। ফলে এলো ২৮শে জুনের বেতার ঘোষণা। তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের প্রহসন শিকায় তুলে রেখে ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে বিশ্ববাসীকে তার আসল চেহারা দেখালেন, বললেন, তিনি বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরী একটা শাসনতন্ত্র দেশকে উপহার দেবেন। অর্থাৎ নিজেই একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন। দেশকে শাসনতন্ত্র দেয়ার নামে আইউব যা করেছিলেন, তার রাজনৈতিক জারজপুত্রেরা তার চাইতে বেশী কি করতে পারেন?

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা চক্রের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই সমুচিত ও সফল জবাব বর্তমান মাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ দলীয় উভয় পরিষদের সদস্যদের যুক্ত বৈঠক। এই বৈঠকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাড়ে পনর আনা সদস্য অংশ গ্রহণ করে একথাই দিবালোকের মত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক সদস্যকে নিয়ে একটা তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টায় ইয়াহিয়া সফল হচ্ছেন বা হবেন এই প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইয়াহিয়ার হাতে দু'চারজন বন্দী সদস্য ছাড়া কেউ নেই। বাংলাদেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরা রয়েছেন মুক্তাঞ্চলে, প্রকৃত বৈধ সরকার রয়েছে মুজিবনগরে। দস্যু ইয়াহিয়াচক্র অধিকৃত বাংলাদেশে অবৈধ দখলদার মাত্র। বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করা বা বাংলাদেশের মানুষের নামে কথা বলার কোন অধিকার এই খুনী ও তস্কর-চক্রের নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের নামে কথা বলবে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে একমাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মুজিবনগরে বৈঠক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করব এজন্যেই যে, এই বৈঠক বাংলাদেশের মানুষ ও মুক্তি বাহিনীর মনোবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষ জেনেছে তাদের গণপ্রতিনিধিরা রমনায় দশ লক্ষাধিক জনতার সামনে ৩রা জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে শপথ করেছিল, সে শপথ তারা ভঙ্গ করেনি বরং অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। আজ মুক্তিবাহিনী জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে রণাঙ্গনে, সেই একই দায়িত্ব পালন করছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্যেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। গণমানুষ ও গণপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় আজ আর কোন পার্থক্য নেই। একই প্রতিরোধ-চেতনা ও স্বাধীনতা কামনায় তারা উদ্বুদ্ধ, অণুপ্রাণিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুজিবনগর বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমতঃ নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের একটা অংশকে ইয়াহিয়া-চক্র হাতে পেয়েছে এবং তাদের যোগসাজশে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের হয়ে কথা বলতে পারে এই দাবী ও প্ররোচনায় সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী দেশগুলোর কাছে আজ এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে তারা কৃতসংকল্প।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত বৈধ সরকার হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের দাবীদার। গণপ্রতিনিধিত্বহীন ইয়াহিয়ার গণ-দুশমন চক্র বাংলাদেশে বেআইনী দখলদার, সুতরাং মুজিবনগরের বৈঠকের পর বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরো ত্বরান্বিত হবে এবং বিশ্বের আরো বেশীসংখ্যক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের সাহায্য ও মৈত্রীর হাত বাড়াবেন, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামও ব্যর্থ হতে পারে না। স্বাধীনতার রক্তপতাকা মুক্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে উড়ছে। গণ ঐক্যের অজেয় দুর্গের প্রাকারে বাজছে আসন্ন বিজয়ের দুন্দুভি। পূর্ব দিগন্তে রক্তারুণ উদয় ঊষার সুসংবাদ ছড়াচ্ছে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। মুজিবনগরের বৈঠক এই অবশ্যম্ভাবী বিজয় আরো ত্বরান্বিত করবে।

-জয় বাংলা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দীকীর বক্তৃতা	ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের দলিলপত্র	**১৭ জুন, ১৯৭১**

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ
বাংলাদেশ

৪২ বলাকা ভবন
ঢাকা

বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দুঃখিনী মায়ের যেসব দুরন্ত নির্ভীক ছেলেরা আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন, শত্রুর রক্তেস্নাত হয়ে বাংলাকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়বোধে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা আমার, আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ হতে তিন মাস আগে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে পশ্চিমা গৃধিনীর দল ধ্বংসের উন্মত্ততায় পাগল হয়ে যখন আমার বাংলার নিরীহ নিরস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নারীর করুণ আর্তনাদে বাংলার মাটি যখন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, তখন সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, আপনারা প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনা জেনেও আপনারা দুঃখিনী মায়ের ডাকে সেদিন পাগলের মতো ছুটে আসতে পেরেছিলেন বলেই আজ বাংলার মাটিকে শত্রুর কবলমুক্ত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে। স্বাধীনতার এই সংগ্রামে আপনাদের আত্মত্যাগের কথা যখন আমি ভাবি, আর্তের বেদনার মাঝেও সম্ভাবনার বাণী আমাকে উজ্জীবিত করে। বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোস নাই, আত্মত্যাগের প্রশ্নে পিছু হটে নাই, নির্যাতনের কাছে মাথা নিচু করে নাই, অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে শেখে নাই। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা মুজিব ভাইকে কথা দিয়েছিলাম ছয়-দফাকে অস্বীকার করা হলে বাংলার শ্যামল মাটিতে রক্ত ঢেলে স্বাধীনতার জয়গান আমরা লিখে দেব। বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনের কথা আমি যখন ভাবি তখন আমার বার বার মনে পড়ে, মুজিব ভাই, তুমি এসে দেখে যাও, তোমার বাংলার ছেলেরা কি অপূর্ব রণসাজে আজ প্রস্তুত হয়েছে। আমার মনে হয়, বরকতকে ডাক দিয়ে বলি, ভাই বরকত, জীবনের ওপার হতে তুমি চেয়ে দেখো, তোমার রক্ত আমাদের বুকে কি প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়েছে। ভাই মনুমিয়া, বুলেট হাতে তোমার সাথীদের আজ তুমি দেখ। তোমার সাথী-সঙ্গীদের হৃদয়ে আজ প্রতিহিংসার প্রচন্ড উন্মত্ততা। সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মাতৃত্বের ঋণ শোধ করার তাগিদ আজ প্রাণের চেয়েও বড়। তাই জীবন দিয়ে আমাদের জীবনের সম্ভার সাজাতে হবে। শত্রুধ্বংসের মধ্য দিয়ে সম্ভাবনার আগুন জ্বালতে হবে। মৃত্যুকে যারা ভয় করে, ... ভ্রূকুটি দেখে যারা থমকে দাঁড়ায়, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার কজায় যাদের জোর নেই, রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার উন্মাদনায় যাদের অভাব-এ পথ তাদের নয়। এ পথ তাদের যাঁরা প্রতিহিংসার আগুনে আজ জ্বলছে, এ পথ তাদের যারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে শিখেছে, এ পথ তাদের যারা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার অক্ষর লিখতে পারে। সংগ্রামী বন্ধুরা আমার- এ পথ তাই তোমাদের। শত অভাব-অভিযোগ, অনটনের প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের এ যুদ্ধ আজ একথাই প্রমাণ করে এ যুদ্ধে বিজয়ের মালা তোমরা ছিনিয়ে আনবে। আজ আমাদের শপথ-রক্তে আনো লাল, রাত্রির বৃন্ত হতে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, পশ্চিমা শত্রুসেনারা পাশবিকতার জঘন্য প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হয়ে ধ্বংসের যে তান্ডবলীলা চালিয়েছে, তা বর্ণনা করতে আমি পারব না। গতবারেও তা বলেছি। গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে তার গর্ভজাত সন্তানকে তারা বের করেছে, কারণ আমাদের উত্তরসূরীদের তারা নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

মায়ের কোল থেকে শিশুকে টেনে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে তারা হত্যা করেছে। বাপের সামনে ছেলেকে খুন করে মরা ছেলের লাশ বাপকে টানতে বাধ্য করেছে। স্বামীর কোল হতে সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। যে মায়ের গর্ভে আমার জন্ম, যে মায়ের স্তন পান করে আমার বয়ঃবৃদ্ধি, যে মায়ের বুকভরা স্নেহ আমার মনের সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়েছে, যে মা আমার গাল ধরে চুমু খেয়েছে- আজ আমাদের চোখের সামনে সে মায়ের সতীত্ব ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। মায়ের মাতৃত্ব, বোনের সতীত্বের মর্যাদা পশুরা দেয় নাই। একটি ঘটনা তোমাদের বলতে চাই- যশোরের এক ক্যাম্পে এক মা পাগলিনির মত আর্তনাদ করছিল। তার সমস্ত শরীর, তার সমস্ত কাপড়ের আঁচল রক্তে ভেজা। মায়ের কাছ যখন গিয়ে শুধালাম, মাগো, তোমার কি হয়েছে- আমার মা তখন আঁচল সরালো। দেখি তার কোলে মাস তিনেকের একটি শিশুর লাশ বয়নেটের আঘাতে আঘাতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। রক্তে রক্তে তার সমস্ত শরীর লাল হয়ে গেছে। আমরা মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি নাই। মা আমার ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, ''আমার তিনমাসের ছেলে তো কোন অপরাধ করে নাই, আমার দুধের বাচ্চা মাসুম কোন অন্যায় করে নাই- কেন তার এ অবস্থা হলো? কেনো আমার চোখের সামনে বিনা অপরাধে এই নির্মমতার শিকার হতে হলো?'' আমার দুঃখিনী মা, আমার সন্তানহারা জননী, আমার শোকার্ত জন্মদাত্রী, আমার গর্ভধারিণী ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, ''আমি তোমাদের কাছে বিচার চাই, আমার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ চাই।'' সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মায়ের কোলে শায়িত ঐ কচি ভাইয়ের লাশ ছুয়ে মায়ের কাছে শপথ করেছি, বাংলাদেশে একটি তরুণ যদি বেঁচে থাকে, বাংলাদেশে একটি মুক্তিফৌজ যদি বেঁচে থাকে, দুঃখিনী মায়ের স্তনপান যদি আমরা করে থাকি তবে এর প্রতিশোধ আমরা নেবই। মা, মাগো আমার, ওদেরকে আমরা ক্ষমা করি নাই তুমি বিশ্বাস করো, ওদের রক্তস্নান না করা পর্যন্ত তোমার ছেলেরা ঘরে ফিরবে না। ওদের নির্মূল না করা পর্যন্ত বুলেট আমরা ছুঁড়বো। জীবন দিয়ে হলেও ওদের আমরা নির্মূল করবোই।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, যে ঘর আমাদের গপুড়ে গেছে, সৃষ্টির আবীর মাখিয়ে সে ঘর আবার আমরা বাঁধব। যে গ্রাম পুড়ে গেছে- সে গ্রাম আবার গড়ে উঠবে। যে ফসল পুড়ে গেছে- মাটির বুক চিরে সে ফসল আবার আমরা ফলাবো। যে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আমার বিশ্বাস, বিদ্যার্থীদের কলগুঞ্জনে আবার সে বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত হয়ে উঠবে। কিন্তু যে মা তার তিন মাসের ছেলেকে বিনা অপরাধে হারিয়েছে, শত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে সে মায়ের কোন সান্ত্বনা নাই। যে মা তার সতীত্ব হারিয়েছেম শত্রুকে নিপাত করার আগে সন্তানের দাবী নিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারব না। যে বোন সতীত্ব হারানোর বেদনায় আজ গুমরে গুমরে কাঁদছে, পাকিস্তানী শত্রুদের হত্যা করার পূর্বে সে বোনের সম্মুখে যাবার কোন অধিকার আমাদের নাই।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মাতৃত্বের ঋণ পরিশোধের জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি এই যুদ্ধে মুক্তিফৌজরাই লড়ছেন না, যে কৃষক গ্রীষ্মের খর রোদে দাঁড়িয়ে হালচাষ করতো তারাও আজ এই মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার। যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করতো, এ যুদ্ধের অনুপ্রেরক আজ তারাও। যারা দিনান্তে অফিস করতো, তারাও এ যুদ্ধের শরীক। যে জ্ঞানতাপস জ্ঞানের নিকুঞ্জে নতুন নতুন সম্ভাবনার ফুল ফুটাতো, সে শিক্ষকও আজ মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক। তাই ওদের মারণাস্ত্র থাকতে পারে, আমাদের হিমাচলের মতো অটল জনতা রয়েছে। ওদের কামান থাকতে পারে- কিন্তু আমাদের ঈমান হিমাচলের মতো অটল। ওরা লড়ছে লোভের উদগ্র নেশায় বুঁদ হয়ে- আমরা লড়ছি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাই বিজয় আমাদের অনিবার্য। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। রণাঙ্গনের ফলাফল সে কথাই তো প্রমাণ করে। পঁচিশ জনার কাছে তিন'শ জন মার খেয়ে হটে যাবে কেনো? এত মারণাস্ত্রের দাম্ভিকতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুসেনারা ২৫ হাজার সৈন্য হারাচ্ছে কেনো- একথা বিশ্ববাসী আজ জানে।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, এবার রূপসী বাংলা গণ-সমুদ্রের ফেনিল চূড়ায় পরিণত হয়েছে। বিসুভিয়াসের মতো জ্বলে উঠেছে- তাই তো গর্বে আজ আমাদের বুক ভরে ওঠে। এতো হুমকির কাছেও যে মানুষ মাথা নত

করে নাই, যে মানুষ ট্যাক্স দেয় নাই, যে মানুষ অফিসে যায় নাই, যাদের ঐক্যে চির ধরে নাই- বিজয় তাদের সুনিশ্চিত, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

সম্প্রতিকালে মিথ্যার বেসাতী করা যার অভ্যাস, সেই পাকিস্তান বেতারকেন্দ্র হতে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান এহিয়া একটি বক্তৃতা করেছেন। তার ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যুদ্ধে মার খেয়ে আজ রক্তপিপাসু শোষক বেসামাল হয়ে গেছে। নইলে আমরা বুঝতে পারি না, বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করার দুঃসাহস এহিয়া পেলো কোথা হতে? এহিয়ার জানা উচিত, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এহিয়ার জানা উচিত, দশ লক্ষ মানুষের লাশের তলায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্তান আজ একটা মৃত লাশ ছাড়া কিছুই নয়। হানাদারের একথা বোঝা উচিত বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার অধিকার তার নাই। বাংলাদেশের মানুষ তার মন্তব্যকে বরদাস্ত করতে আজ প্রস্তুত নয়। বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান, নির্লজ্জ-উপনির্বাচনের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু তার জানা উচিত, বাংলাদেশ থেকে উপনির্বাচনে দাঁড়ানোর চেষ্টা কোন দালাল যদি করে- তবে তার শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে মুক্তিবাহিনী জানে। বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের- এই সত্যকে এহিয়া যদি ভুলতে চাও, বুলেটের তীব্র আঘাতেই ভুল আমরা ভাঙব।

হিংসার উন্মত্ততায় দানবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার হীনমন্যতায় শোষণের নেশায় বুঁদ হয়ে এহিয়া খান বাংলার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। শোষক ভেবেছিল দশ লক্ষ মানুষকে খুন করলেই হয়তো বাংলার গণ-আন্দোলন থেমে যাবে। শেখ মুজিবকে বন্দী করলেই স্বাধীনতার কথা বাঙালীরা ভুলে যাবে। পঞ্চাশ লক্ষ লোককে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই হয়তো বাংলার গণ-আন্দোলন মোড় হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এহিয়া, তুমি বাংলাকে চেনো নাই। বাংলাদেশে শুধু গোলাপ, চামেলী, বকুল ফোটে না- এবার দেখো, সেখানে লাল টকটকে রক্তপলাশ ফুটেছে। চবিবশ বছরের সন্তান হারিয়ে মায়েরা শুধু কাঁদতো, এবার দেখো তারা আপন সন্তানের বুকের রক্তে স্বাধীনতার অর্ঘ্য দিতে শিখেছে। বাংলার বুকে শুধু বসন্তের হিল্লোলই বইতো- এবার দেখো সেখানে কালবৈশাখী কুজঝটিকার ঝড় উঠেছে। তোমাদের কাছে আমরা বার বার মার খেয়েছি- এবার দেখো প্রত্যাঘাত হানতে আমরা শিখেছি। তোমাদের ঔদ্ধত্যের জওয়াব আমরা রণাঙ্গনেই দেবো।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, আবার আমি বলতে চাই- আপনাদের অসুবিধা অনেক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রধানের চেষ্টার অভাব না থাকা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও, আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে তারা পারেন না। কিন্তু এবার আমি বলতে চাই, আজ নেওয়ার দিন নয়- আজ বুকের রক্ত উজাড় করে দিতে হবে। বন্ধুরা আমার, কান পেতে শোন, শহীদের আত্মারা আজও হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। চোখ মেলে চেয়ে দেখো, মায়ের চোখের অশ্রু আজও শুকায় নাই, বোনের দীর্ঘশ্বাসে বাংলার মাটি আজও বিষিয়ে আছে। তাই বন্ধুরা আমার, এগিয়ে চলো, আঘাত হানো, তোমাদের আঘাতে আঘাতে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে ফেলো। তোমাদের আত্মত্যাগে বাংলার দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য আলো বিচ্ছুরিত করে তুলুক, মায়ের ঋণ তোমরা পরিশোধ করো।.......

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষে বাংলাদেশ মিশনে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী	সরকারী দলিলপত্র	২০ জুলাই, ১৯৭১

Minutes of the meeting held on July 20, 1971 in the Hall Room of Bangladesh Mission in connection with the International Seminar at New Delhi from 14th to 16th August, 1971.

The following gentlemen were present:
1. Professor Syed Ali Ahsan
2. Dr. Anisuzzaman
3. Mr. Matilal Paul
4. Dr. K. S. Murshed
5. Dr. Bclayct Hossain
6. Mr. Ali Anwar
7. Mr. Moudud Ahmed
8. Mr. R. I. Choudhury, First Secretary, Bangladesh Mission In chair.

After examining all the relevant aspects of this Seminar it has been decided that capers on the following subjects should be prepared from our side by the persons as shown against each item.

(a) "Account of events in Chronological order leading to the present situation in Bangladesh”: The paper has already been prepared on this subject and Professor Syed Ali Ahsan will hand over the same to Mr. Moudud Ahmed for typing and finalization.

(b) "Economic viability of Bangladesh": The paper has already been prepared by Mr. Motilal Paul, Economist.

(c) "Genocide in Bangladesh": Mr. Sadeq Khan has already been working on this subject. He may be requested to prepare this paper.

(d) "Refugee influx from Bangladesh to India and the humanitarian aspects of the problem": Dr. Swadesh Bose. alternatively Dr. Mosharaf Hossain will prepare the paper.

(e) 'The legitimacy of independent Bangladesh and Awami League Government from the point of view of international law and political aspirations": Mr. Subrata Roy Choudhury, eminent Barrister of Calcutta High Court is already working on this subject. So, he may be requested to prepare this paper.

(f) "The political aspect of Bangladesh" (background with its true perspective which will include economic exploitation, attack on culture etc. leading to the present

crisis) : Dr. A. R. Mallick has already taken the responsibility of preparing this paper.

(g) "Recognition of Bangladesh in international law and current practices": Mr. Moudud Ahmed will prepare this paper.

(h) "The nature of Bengali nationalism": Dr. K. S. Murshed will prepare this paper..

(i) "Documentation of all immediate events leading to the proclamation of independence": A good compilation on this subject has already been made covering the period from March 1969 till April 1971. This compilation has already been approved by the Foreign Minister and is being sent to the press for printing. Therefore, this can be used for this purpose.

It has been decided that the individuals who will be preparing the papers should be informed so that they may be able to submit the same before 31st July positively for finalization and printing.

In this connection it has been observed by all members present that through this effort some literature will come out which can be utilized by us in future.

2. As per minutes of the last meeting Dr. A. R. Mallick submitted a list of 20 persons. The list has now been revised keeping in view the actual requirement and utility. It will be seen that each one who goes may take part in some way either by reading paper or for effective lobbying purposes. Out of 20, the following 10 has now been finally proposed.

1.Dr.-A.R. Mallick
2. Prof. Syed Ali Ahsan
3. Dr. K. S. Murshed
4. Dr. Swadesh Bose, Economist
5. Dr. A. A. Z. Ahmad, Physicist
6. Dr. Motilal Paul, Economist
7. Mr. Osman Jamal, Rajshahi University
8. Mr. Sadek Khan, Journalist
9. Mr. Moudud Ahmad. Barrister-at-Law
10. Mr. Alamgir Kabir. Journalist

3. The meeting finds difficulty in suggesting the names of the Parliamentarians as the Foreign Office in consultation with the appropriate authority would be able to prepare the proper list. But as some members suggested certain names, they are listed below:

(a) Mr. Abdul Muntakin Choudhury, MNA
(b) Mr. Amirul Islam, MNA
(c) Mr. M. A. Sultan, MNA
(d) Mr. M. A. Khair, MNA
(e) Mr. Taheruddin Thakur. MNA

4. As the Conference authority requires also some artists, the following names have been proposed:

(a) Mrs. Sanjida Kbatoon
(b) Miss Kallyani Ghosh
(c) Mr. Sarnar Das
(d) Mr. Abdul Jabbar
(e) Mr. Apel Mahmood.

20 names have been suggested above in total.. The rest five for inclusion may be suggested.

5.It has also been suggested that the Conference authority should be requested to send a formal invitation and also enquiring about the financial provisions for travelling, accommodation and other relevant expenses.

When all the papers reach the First Secretary of the Bangladesh Mission, a budget will be submitted for printing the same. However, proposal for printing these papers may be approved provisionally.

No. B. 5/80/71, dt. 21. 7. 71.

(R. I. Choudhury)
First Secretary.

Copy forwarded to Prof. Syed Ali Ahsan, 4/1, Palm Avenues, Calcutta-16.

He is requested kindly to ensure that the paper under the caption "Account of events in chronological order leading to the present situation in Bangladesh very kindly prepared by him reaches the undersigned in final shape by the 31st July, 1971 so that it can be printed in time.

(R. I. Choudhury)
First Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক স্বাধীনতা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা	'বাংলাদেশ'-বাংলাদেশ সরকার প্রচারিত বুলেটিন	২১ জুলাই, ১৯৭১

ELECTED REPRESENTATIVES VOW AFRESH

The elected representatives of Bangladesh vowed afresh to liberate the occupied territory of Bangladesh from the hands of the West Pakistani occupation forces and to follow the ideals and ideology of the Awami League and its leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. They completely rejected the idea of any political accommodation with Islamabad.

This strong determination was voiced by all the 374 elected representatives (Members of National and Provincial Assemblies of the now defunct Pakistan) of Bangladesh in the course of deliberations in a two. day conference held somewhere in Bangladesh, to consolidate the freedom and sovereignty of Bangladesh.

135 MNAs and 239 MPAs met in a conference on the 6th of July, 1971. The conference concluded on the 7th of July, 1971. It may be mentioned that all the ministers of the People's Republic of Bangladesh, namely, Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister, Mr. Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister, Mr. Mansur Ali, Finance Minister and Mr. A. H. M. Kamaruzzaman, Relief and Rehabilitation Minister, were present.

The session started with the inaugural speech by Syed Nazrul Islam and concluded with the adoption of some resolutions. Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister, and Cot. A. G. Usmani. Commander-in-Chief, Mukti Bahini (Liberation Forces) who is also a member of the National Assembly, addressed the conference and many members in the deliberations.

It became clear from the outcome of the two-day session that the members had moulded themselves to solidly stand behind the government in its effort to drive out the enemy. However, the conference gave its clear, unswerving, determined opinion, that there is no way left for any settlement after the carnage that bas been unleashed in Bangladesh by Yahya's hordes. The emancipation of 75 million people and the liberation of Bangladesh lay solely in the complete elimination of occupation forces from the soil of Bangladesh. To achieve these ends, the conference resolved to push on the war of liberation with greater speed and vigour.

The conference in a resolution urged all the countries o/the world to put pressure on the Islamabad regime to stop the genocide in Bangladesh. In another resolution it requested all the democratic countries in general, and the Secretary-General, United Nations in particular, to put pressure on Islamabad to get the unconditional release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and to put his family members in the hands of the

Bangladesh Government for their safety and security. The conference condoled the death of one elected representative at the hands of the Pakistan Army and prayed for the eternal peace of those souls who met martyrdom in the war of liberation.

The conference reiterated its confidence in the government of the People's Republic of Bangladesh and assured all necessary help to push on with the liberation programme.

In another resolution, the members regretted the arms supply by the U.S. to Islamabad and condemned the action which amounts to helping Yahya Khan to continue his genocide in Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মুক্তি প্রশ্নে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ- ২৫ জুলাই	এশিয়ান রেকর্ডার সেপ্টেম্বর ৩-৯, ১৯৭১	২৫ জুলাই, ১৯৭১

Prof. Muzaffar Abmed On Bangladesh Struggle:

The National Awami Party Chairman (Muzaffar-Wali group). Prof. Muzaffar Ahmed, said in Mujibnagar on July 25 that the liberation struggle in Bangladesh had the sympathy of the smaller States in West Pakistan. "We are expecting this sympathy to manifest itself soon."

In an interview, Prof. Ahmed said he had information that the freedom fighters there were marking time to renew their struggle. The people in two other States-Sind and Baluchistan-were also growing restive and "they may soon join the struggle for liberation."

He added: "I know their minds: we were in a common struggle for autonomy and democracy. The Fascist Government of Gen. Yahya Khan is completely isolated from the people in these three States."

He said that the Bangladesh struggle was not a secessionist movement of the type waged in Biafra. It was a national liberation struggle like that in the Portuguese colonies of Angola and Muzambique. Pakistan would never be able to crush the Bangladesh movement. However, while hoping for early success, the freedom fighters should not ignore the possibility of the movement resolving itself into a protracted guerrilla struggle. "The strength of the movement lay in the people's unity. From the Chief Justice down to. the chaprasi, the people are against the Pakistani army junta. Even the British rulers in India were not so completely isolated from the people as Gen. Yahya's regime is in Bangladesh. It was this unity that had frustrated Pakistan's attempt to set up a puppet regime. Another strong point of ours is that we have the sympathy of the people of India, which surrounds Bangladesh on all three sides."

He said: "The socialist countries were not helping us as we expected. On the other hand, USA and China are openly helping Pakistan. We did not expect silence from the Arab countries. We thought at least the progressive countries among the Arabs would show us sympathy."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
“সার্বভৌম বাংলাদেশ একমাত্র লক্ষ্য” -মওলানা ভাসানী	টাইমস অব ইন্ডিয়া (নয়াদিল্লী)	২৮ জুলাই, ১৯৭১

SOVEREIGN BANGLADESH IS THE AIM
Press statement by Maulana Bbasani on July 26, 1971

The President of the National Awami Party, Maulana Bhasani, said today that everyone in Bangladesh, irrespective of political shades-Rightist, Leftist of Centrist-barring a few self-seekers, must subscribe to the goal an independent Bangladesh.

"Only Mir Jafars will try to create a division on our ranks for their own personal gains," the Maulana said in a Press statement, repudiating reports that be ever stood for a united front of Leftist parties.

The Maulana said, "Since the inception of Pakistan, I have been harping on the same theme-ushering in of an independent, sovereign, and socialist Bangladesh for economic, social, and cultural freedom of Hindus, Muslims, Christians and tribals."

"I have never before or after the fateful day of March 25 pleaded for the creation of a United Front of all Leftist parties of Bangladesh, excluding the Awami League."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে বিশ্বের শ্রমিক সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন	বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি	৮ আগস্ট, ১৯৭১

AN APPEAL TO THE WORKERS OF ALL NATIONS OF THE WORLD

The war of liberation of Bangladesh is going on. In this uneven war on one side is the invading armed hordes of Yahya Khan killing, looting and plundering innocent and unarmed people of Bangladesh for the sake of perpetuating colonial hold on the 75 million people and on the other side is the unarmed people fighting and dying for justice and liberation.

The peoples' struggle will continue till the goal of achieving full freedom will come true.

In the following lines, the special position of the working class of Bangladesh in relation to the liberation movement is being narrated for enlightening the fellow brethren all over the world:

There are four million industrial workers in Bangladesh. These include workers in
industries, communication sectors and other allied fields.

The working class people were the worst victims of the colonial rule perpetuated on Bangladesh by the ruling coterie of West Pakistan. During the last 23 years, the Jagirdars-Landlords, industrial monopolists, and exploiters of West Pakistan, with the active and willing help of the so-called Field marshals, Generals and Air-marshals of the Armed Forces have been systematically exploiting the people of Bangladesh. The economic exploitation was accompanied with continuous and villainous attempts to destroy the distinct and long-cherished political and socio-cultural ideals of Bengalees. This was done in order to break the backbone of our people, so that, they could never consolidate themselves into a homogeneous entity to assert their rights for economic, political and cultural emancipation. The exploitation and repression, in all its forms and features, gradually took a classic form of colonial rule. At this stage, in 1966, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formulated and declared his historic 6 point programme to constructively combat the imminent disintegration of the people of Bangladesh. The Six-point programme was a comprehensive political formula to ensure economic, political, and cultural emancipation for the people of Bangladesh. The working class being the most conscious section among the "masses, immediately saw in this programme a definite promise/of economic emancipation and under the leadership of Sk. Mujib, came-out in the fore-front of the subsequent mass movements. As a matter of fact" in creating the overwhelming mass upsurge in favor of the 6-point programme in the late sixties in the face of extreme repression and intimidation let lose by the Ayub regime, in toppling his rule and freeing Sk. Mujib from the Agartala conspiracy case and later, in giving the Awami League a historic victory in the last general election, the workers and students of Bangladesh played the most decisive role.

Then again it was the workers and students who formed the hardcore of the non-cooperation movement launched by Sheikh for fighting against the Bhutto-Yahya conspiracy. And finally, when the armed might of Yahya Khan was let loose on the unsuspecting and unarmed people of Bangladesh to put at naught their democratic rights, the war of liberation began. Here also, as in other previous occasions, the workers were the first to join the war of liberation as fighters and volunteers.

The carnage, the ruthless killings, unprecedented mass massacres perpetuated on our people to-day by Yahya Khan and his army have not been able to break the will and determination of the workers of Bangladesh.

About one lakh members of the working class in Bangladesh have been killed so far. Residential colonies of the industrial workers through the length and breadth of Bangladesh have been systematically gutted down. In Adamjie Jute Mills premises, the invaders killed hundreds of workers in a mosque. The West Pakistani Army are now singling out leading workers and their families, killing them at sight, looting their meager possessions up to the last grain of rice. Those who have escaped the initial onslaught of tanks and mortars are now fighting a slow and painful death due to lack of shelter and food.

In the face of all these odds and atrocities the workers are still continuing their struggle. The non-cooperation call given by the Bangabandhu is being continued in to by our working class people. For the industrial and communication workers, non-cooperation is an effective weapon to, destroy the economic base of the invaders. The same weapon is, however, depriving the poor workers of their work and wages which they could have easily earned by agreeing to cooperate with Yahya. It is thus very clear indeed that the ,weapon of non-cooperation designed to weaken the enemy will eventually destroy the users of the weapon i.e. the 4 million workers of Bangladesh, if during the fighting period they are not sustained by help from their brethren all over the world.

We, therefore, appeal, on behalf of the fighting workers of Bangladesh, and in the name of humanity and justice to the working class of all nations of the world to come to our aid at this most crucial and fateful juncture of our struggle for freedom and economic emancipation.

1. We seek economic and material help of varied kinds.

2. We hope that the working people all over the world, through their respective organizations, will chalk-out an effective programme and launch immediate movements so that their Governments give recognition to the sovereign state of Bangladesh, with Bangabandhu Sk. Mujibur Rahman as head of the State.

3. We request our fellow workers of the world to create economic blockade against the Government of Pakistan. The international sea-mens fraternity may please refuse to work in any Pakistani ship or other ships going to or coming from West Pakistan.

4. We will also request our fellow workers to start appropriate movements so that countries all over the world forthwith stop giving any aid. economic or military, to the Government of Pakistan.

5. We would request you to take initiative in forming an International Workers Co-ordination Forum for giving effective and long term assistance to the fighting people of Bangladesh.

We would request our fellow brethren to consider that time is very important for us and a moment's delay in helping us today may cause us years of sufferings and subjugation. JAI BANGLA.

Yours in all
Struggles for Justice and Freedom
THE WORKERS OF THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF BANGLADESH

Sd/- Md. Shah Jahan
Acting President
National Worker's League and
Member, Bangladesh Central
Worker's Action Committee

Sd/- Abdul Mannan
General Secretary
National Workers' League and
Convener, Bangladesh Central
Workers' Action Committee,
Mujibnagar, Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ শরনার্থী বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে সিনেটর কেনেডীকে প্রদত্ত স্মারকপত্র	বাংলাদেশ শরনার্থী বুদ্ধিজীবি	১০ আগস্ট, ১৯৭১

A MEMORANDUM TO MR. EDWARD M. KENNEDY FROM REFUGEE INTELLECTUALS OI BANGLADESH

Sir,

We take this opportunity to express 'our deep sense of gratitude for the moral support and sympathy shown for the cause of Bangladesh. We deeply appreciate your own concern and opposition to the supply of arms and aid to the military overlords in Pakistan and also for your support to the cause of the people of Bangladesh. We gratefully acknowledge your contribution to the relief undertaken for more than seven million unfortunate refugees who have taken shelter in India.

You are no doubt aware of the circumstances in which the People's Republic of Bangladesh emerged as the eighth largest sovereign state of the world on April 10, 1971.

From its very inception Pakistan was an unusual state, unique in modern history in that its two wings were separated by more than one thousand miles of foreign territory- with a common religious belief as the only binding factor. The Pakistan Resolution of 1940 which spelled out the aspirations of the Muslims of undivided India conceived of "Sovereign States" in the two Muslim majority areas of the sub-continent.

In their sincere desire and enthusiasm to build a unified state, the people of East Pakistan surrendered their right to sovereignty as visualized in that resolution and accepted the structure of one Pakistan. They tried to make this dream work but did not succeed owing to (the) undemocratic manoeuvres. Taking advantage of the goodwill of the people of East Bengal, they evolved a political and economic system in which the Bengalis had an inferior position. The misery, suffering and exploitation of the people of Bangladesh by the West Pakistani ruling clique over the last twenty three years finally brought home to them the realization that they could not survive with honor and dignity unless autonomy of the regions as visualized in the Pakistan Resolution of 1940 became a political reality. The six-point programme of the Awami League formulated by Sheikh Mujibur Rahman sought to end regional exploitation while preserving the unity of Pakistan. The massive support given to this programme by the people of Bangladesh in the genera elections held in Pakistan in December, 1970 was the last desperate attempt by them to force a realization on the ruling circles of West Pakistan of the seriousness of the situation. But the military rulers never meant to. give up their colonial exploitation of Bangladesh nor were they prepared to let democracy function. The tragic happenings since March 25, 1971 have proved that the military rulers want to hold' on to power at all costs. The declaration of independence by the people of Bangladesh was therefore the only course left open to them.

The atrocities committed by the Pakistani soldiers clearly indicate that the concept of one nation and one country had never taken root in the minds of Yahya Khan and his associates because such acts could never be permitted by an army except on an alien people whom it wants to subdue and terrorize.

We appeal to you and through you to the Government and people of the United States of America to take the following steps immediately:-

1. Recognize the Govt. of the People's Republic of Bangladesh.
2. Put pressure on Islamabad to secure the release of Sheikh Mujibur Rahman and all other political prisoners in Bangladesh.
3. Give all possible help to Bangladesh in defense of freedom and democracy.
4. Stop all aid to Pakistan, including aid in the pipeline.
5. Sever all trade and economic relations with Pakistan.
6. Force Yahya to stop his campaign of genocide.
7. Establish an International Commission of Jurists to enquire into the acts of genocide and traffic in women committed by the Pakistan troops, and to punish the culprits.

BONGAO
August 10, 1971.

Yours faithfully,
On behalf of Bangladesh Refugee
Intellectuals now in West Bengal

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজনীতি ও রণকৌশলগত খসড়া দলিলের সংক্ষিপ্ত সার	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	১০ আগস্ট, ১৯৭১

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলগত খসড়া দলিলের সংক্ষিপ্ত সারঃ-

অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসকে সামনে রেখে ‘‘পার্টির কংগ্রেস প্রস্ততি কমিটি’’ কর্তৃক পার্টি সভ্যদের নিকট উপস্থিত করার জন্য পার্টির রণনীতি ও কৌশলগত খসড়া দলিল।

*পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদ বিরোধী পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলুন।

*তিন শত্রু বিরোধী সকল দল, মত, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তিফ্রন্ট গঠনে অগ্রসর হোন।

*‘‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের’’ ও মুক্তিফ্রন্ট গঠনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

(১) পূর্ব বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা

(ক) পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা উপনিবেশ।

(খ) আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা আধা বা নয়া উপরিবেশ।

(গ) আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদ তথা জোতদারী-মহাজনী প্রথার প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা আধা সামন্তরিক।

অতএব, পূর্ব বাংলা বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্তবাদী।

(২) মূল শত্রুতিনটি

(ক) পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তি তথা পাকিস্তানী আমলা মুৎসুদ্দী গোষ্ঠী।

(খ) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

(গ) সামন্তবাদ তথা জোতদার মহাজন গোষ্ঠী।

(৩) প্রধান দ্বন্দ্ব

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে পূর্ব বাংলার সামন্ত গোষ্ঠী ছাড়া বাকী সকল শ্রেণীর জনগণের বিরোধ হল প্রধান বিরোধ।

(৪) বিপ্লবের চরিত্র

* উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের থেকে মুক্তির প্রশ্নে এ বিপ্লব ‘‘জাতীয় মুক্তি বিপ্লব’’। আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের থেকে কৃষক জনতার মুক্তির প্রশ্নে এ বিপ্লবের চরিত্র হবে ‘‘গণতান্ত্রিক’’। অতএব এ বিপ্লবের চরিত্র ‘‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব’’।

* যেহেতু বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সমবায়ে শ্রমিক-শ্রেণী ও তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি, তাই এ বিপ্লবের চরিত্র ‘‘জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব’।

যেহেতু এ বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদের উৎখাত হবে এবং প্রকৃত কৃষকদের হাতে আসবে জমি, তাই এ বিপ্লবের চরিত্র ‘‘বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও’’ বটে। অতএব সব মিলে এ বিপ্লব হল ‘‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব’’।

(৫) বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট

তিন শত্রুবিরোধী সামন্ত রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-সংগঠন ও গণ-সংগঠন, রাজনৈতিক গ্রুপ ও মত এমনকি বিশিষ্ট সমবায়ে গঠিত হবে ‘‘জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট’’।

(৬)বিপ্লবের নেতৃতব

শ্রমিক কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এ বিপ্লব চূড়ান্ত রূপ নেবে।

(৭)বিপ্লবী অভিজ্ঞতা

* কোন প্রকার আপোসের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আসতে পারে না।
* নির্বাচন বা পার্লামেন্টারী প্রথার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তি আসবে না।
* নিরস্ত্র জনতার ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা স্বাধীন হতে পারে না।
* ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব সফল হতে পারে না।
* উন্নত মানের সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই-এর কায়দা যে কত ভ্রান্ত তাও প্রমাণিত হয়েছে।
* শহর থেকে বিপ্লবের সূচনা ও স্বল্প সময়ে ক্ষমতা দখলের রণকৌশল যে চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত তাও প্রমাণিত হয়েছে।

(৮)বিপ্লবের সঠিক পথ

* দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামই পূর্ব বাংলার মুক্তির একমাত্র পথ।
* এ সংগ্রাম শুরু করতে হবে গেরিলা কায়দায়, তারপর এটা বিকশিত হবে চলমান ও নিয়মিত যুদ্ধে।
* এ যুদ্ধের সূচনা গ্রামবাংলা থেকে। সেখানে শত্রুসবচাইতে দুর্বল।
* বিপ্লবের মূল শক্তি হবে গ্রাম্য ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী ও গরীব যারা সংখ্যায় শতকরা ৮০-৮৫ জন।

(৯) বিপ্লবে বাঙালী ধনী শ্রেণীর ভূমিকা

* এ বিপ্লবে প্রধান দ্বন্দ্ব পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার উঠতি ধনিক ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর তীব্র বিরোধ রয়েছে তাই তারা বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র।

* যেহেতু তিন মূল শত্রুর মধ্যে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রধান দ্বন্দ্ব এবং এ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বাঙালী ধনীদের রয়েছে তীব্র সংঘাত সেহেতু শ্রেণী হিসাবে তারা ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের’ দোদুল্যমান মিত্র।

* বাঙালী ধনীদের এ অংশ বিপ্লবের প্রথম দিকে ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেবে না। বিপ্লবী শক্তিসমূহ যখন দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে সুসংহত ও সবল হয়ে অগ্রসর হকে একমাত্র তখনই এ দোদুল্যমান মিত্ররা ঐক্যফ্রন্টে আসতে বাধ্য হবে।

* বাঙালী ধনীদের যে অংশ মুৎসুদ্দী চরিত্রের তারা সময় আপোষকামী। তারা সশস্ত্র শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীকে যমের মত ভয় করে। এরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

(১০) কোন পণ? আপোষ না সংগ্রাম?

পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বর্তমান স্তরে ''রাজনৈতিক সমাধানের'' অর্থ এক পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থান। এর অর্থ স্বাধীন সার্বভৌম জনগণের গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা নয়। এর অর্থ পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে।

(১১) নমনীয় কৌশল

বাঙালী ধনী যারা কলকারখানার মালিক, বাঙালী, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর, ধনী কৃষক এবং দেশপ্রেমিক জোতদারদের সম্পদ-বাড়ি গাড়ি ইত্যাদির কোন সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না একটি মাত্র শর্তে যে তারা বিপ্লবের পক্ষে থাকবে। তবে তাদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও বর্গাচাষীকে আগের মত নির্মম শোষণ করতে দেওয়া হবে না। এখানে থাকবে মুক্তিফ্রন্টের কঠোর বিধিনিষেধ।

যেসব ধনী, ধনী কৃষক, জোতদার বা যে কেউ শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ কাজে ব্যাপক কৃষক জনতাকে সক্রিয়ভাবে পক্ষে পেতে হবে, যার উপর বিপ্লবের জয়-পরাজয় নির্ভর করবে।

পরিশিষ্ট

প্রিয় কমরেডগণ, দীর্ঘ চবিবশ বৎসর পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার রাজনীতি অনেকগুলি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবসান ঘটিয়ে চলেছে। মূলতঃ সে বিষয়গুলি পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ছিল চূড়ান্ত বাধা। যেমন পূর্ব বাংলা ''উপনিবেশ'' কি না? ঔপনিবেশিক মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন আছে কি না? বুর্জো নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারে কি না? সংগ্রামের কৌশল কি হবে- সম্মুখ সমর না গেরিলা-পন্থা? শহর থেকে শুরু, না গ্রাম থেকে সূচনা? সর্বোপরি, প্রধান দ্বন্দ্ব কি পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, না সামন্তবাদ? উপরোক্ত সমস্ত পন্ডিতী বির্তকের অবসান ঘটিয়ে আজ পূর্ব বাংলার বিপ্লব সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে চলেছে। বাকী রয়েছে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর ও তার পার্টির নেতৃত্ব বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট। ইতিমধ্যে এগুলোও দানা বেঁধে উঠেছে। প্রতিটি পার্টিকর্মীর একনিষ্ঠ, ত্যাগ, সাহস, সহনশীলতা ও সংগ্রাম- এগুলো দ্রুত বিকশিত করতে সাহায্য করবে। গত কয়েক মাসের মধ্যে পার্টি কর্মীরা তার প্রমাণও দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে শহীদী মৃত্যুবরণ করেছে। অনেক নিচুস্তরের কর্মী উচ্চমানের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, অনেক উচ্চস্তরের কর্মী পেছনে হটে যাচ্ছে, দুর্বল জেলা সবল হয়েছে- সবল জেলা দুর্বল হয়েছে।

সবচাইতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পার্টি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লড়াই-এর মাধ্যমে খাঁটি পার্টি গড়ে উঠছে। এর মাধ্যমে আমাদের পার্টি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন করেছে। অতএব, বন্ধুগণ, আজ একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত এবং সংগ্রামী ''শক্তি'' আমাদের পক্ষে। দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়ক। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ, কমরেড স্ট্যালিন, মহান নেতা মাও সে তুং, কমরেড হো-চি-মনের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা আমাদের পাথেয়। জয় আমাদেরই হবেই।

পূর্ব বাংলার ''জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব'' জিন্দাবাদ।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবি হোক।

১০-৮-৭১ ইং

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সমন্বয় কমিটির নিজস্ব ভূমিকা ব্যাখা করে প্রদত্ত বিবৃতি	বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সমন্বয় কমিটি	১০ আগস্ট, ১৯৭১

১০ই আগস্ট ১৯৭১ ''বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সমন্বয় কমিটি'' কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়ঃ

আজ যখন একদিকে শত শহীদের রক্তস্নানে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম এক নুতন স্তরে উন্নীত হইয়াছে এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ পাক-জঙ্গীশাহী এই মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার জন্য নূতনতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে যে প্রশ্নটি বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতেছে বাঙালী জাতির ঐক্যের প্রশ্ন। গত ১লা জুন সেদিন বাংলাদেশকে দস্যুকবলমুক্ত এবং পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন করিবার ব্রত লইয়া কতগুলি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন একত্রিত হইয়া ''বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'' গঠন করিয়াছিল, সেই দিনই এই ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়াছিল। ১লা জুনের ঘোষণায় তাই উল্লেখিত হইয়াছে।

এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকারের ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া।

আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দল-মত-ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণ-সংগঠন, শ্রেণী-সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এইরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানাইতেছি।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যে মুহূর্তে সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইতেছে, সেই মুহুর্তে 'সমন্বয় কমিটি'র গঠনকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহল বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা ইহাকে বিভেদাত্মক ও বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ বলিয়া চিত্রটি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অথচ আমাদের ঘোষণা হইতে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'সমন্বয় কমিটি'র পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে বহু পূর্বেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমাদের এই বক্তব্য লইয়া গত ১লা জুলাই সমন্বয় কমিটির দুইজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 'সমন্বয় কমিটি' গঠনের পূর্বে এবং পরে সমন্বয় কমিটি পৃথকভাবে ও সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যের প্রস্তাব লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং 'সমন্বয় কমিটি'কে কেন্দ্র করিয়া কোন প্রকার বিভেদাত্মক কর্মকান্ড আবিষ্কার করা নিছক কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং সমন্বয় কমিটি বিরোধী কোন প্রকার মন্তব্য ঐক্যের ক্ষেত্রই বিনষ্ট করবে।

আমরা মনে করি বাংলার স্বাধীনতা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকটি বাঙালী নাগরিকের আছে। একমাত্র পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় দালাল ইহার ব্যতিক্রম। কে ছোট, কে বড়, কে ইয়াহিয়া প্রদত্ত ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল কি করে নাই, কে সেই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে বা পরাজিত হইয়াছে- সে কথা বড় নয়, বড় হইল বাংলার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার উদগ্র আকাংক্ষা লইয়া সমন্বয় কমিটি ইতিমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরে নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী জনগণকে সংগঠিত করা, পাকসেনা ও তাহার দালালদের খতম করিবার কাজ শুরু করিয়াছে। সে সকল এলাকায় এইরূপ কাজ ভালভাবে করা গিয়াছে

সেখানেই জনগণের মধ্যে নূতন উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে, এবং ফলে আরও কিছু রাজনৈতিক গ্রুপ এবং সংগঠন সমন্বয় কমিটির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক-শ্রমিক ও জঙ্গী সমবায়ে গড়িয়া উঠিযাছে ছোট ছোট গেরিলা দল ও গেরিলা এলাকা। এই সকল এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সমন্বয় কমিটি বহির্ভূত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও সমন্বয় কমিটির সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে এবং সমন্বয় কমিটির কাজগুলি কিভাবে চলিতেছে সে সম্পর্কে যাহাদের নূন্যতম ধারণা আছে, তাহরাই জানেন সমন্বয় কমিটির কাজ দেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামরত মানুষের ব্যাপক ঐক্যের ক্ষেত্র রচনা করিতেছে। তথাপি যেহেতু সমন্বয় কমিটির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা হইতেছে সেইহেতু কতকগুলি প্রশ্নে আমাদের পুনরুক্তি করিতে চাই। প্রথমতঃ সমন্বয় কমিটি কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নয়। বরং সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানানো হইয়াছে। সেই ফ্রন্টই হল একটি খাঁটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যাহা ছেট-বড় সকল সংগ্রামী শক্তিকেই সংঘবদ্ধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সমন্বয় কমিটি দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে সংগঠিত করিয়া যে গেরিলা বাহিনী গঠন ও গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী নয়। আমাদের ১লা জুনের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, ‘‘এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালত হইবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে।’’ তৃতীয়তঃ এই সমন্বয় কমিটি আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির বিরোধী কোন শক্তি নয়। সমন্বয় কমিটির ঘোষণায় প্রতিটি ছত্রে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলেই বিজয়কে সুনিশ্চিত করা যায়। তাই জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা সর্বপ্রকার দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করিবার জন্য সকলের নিকট উদাত্ত আহবান জানাইতেছি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার দলীয় সংকীর্ণ মনোবৃত্তি খুনী ইয়াহিয়ার হাতকেই শক্তিশালী করিবে। আমাদের তাই শ্লোগান- ঐক্য, একমাত্র ঐক্য, বাংলাদেশের মহান জনতার ব্যাপক সংগ্রামী ঐক্যই বিজয়ের চাবিকাঠি। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমরা মনে করি, অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলগুলিকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আরও একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের মতামত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে চাই। কিছুদিন ধরিয়া মহল ‘সমন্বয় কমিটি’ কে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জড়িত করিয়া বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে চাই যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে আমরা কোনভাবেই সম্পর্কিত নই এবং সম্পর্কিত হইতেও চাই না। আমরা চাই, ভারত সরকার, ভারতের জনগণ ও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক শক্তিই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রামে আমদের সর্বপ্রকার সাহায্য করুক। যে-কোন মহল হইতে এই ধরনের যে-কোন শর্তহীন সাহায্যে আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের গণহত্যায় পাকিস্তানকে সহায়তা না করার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আবেদন	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	২১ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH TEACHERS' ASSOCIATION
Durbhanga Building, Calcutta University
Calcutta-12.

Your Excellency,

The Bangladesh Teacher's Association have been viewing with grave concern the continuous supply of arms and ammunition by the Govt. of U.S.A. to the Government of Pakistan. The United States Government is aware that such arms and ammunition would be used by the Pakistan Army in its act of genocide in Bangladesh. The protests against this action by us and all peace and freedom loving people of the world do not seem to have had any effect, whatsoever, on the Govt. of U. S. A. till now. The Association had voiced a few weeks ago their feelings on the subject in their memorandum submitted to Senator Kennedy. The association had sent a copy of the same to President Nixon through the United States Consulate in Calcutta. A news item appeared recently in a section of the Press to the effect that American arms and military equipments in Vietnam are now being shipped or are proposed to be shipped to Pakistan and that the service of American experts on Guerrilla warfare, are being placed at the disposal of General Yahya for imparting training to Pakistan Army personnel to fight the Bangladesh Liberation Army. This has caused further concern to the 75 million people of Bangladesh.

The Bangladesh Teachers' Association consider all these actions of the Govt. of U.S.A. as abetment to the act of genocide now being perpetrated by Pakistan Army in Bangladesh. They find it difficult to believe that the American people are willing to offer assistance to a ruthless Military regime for crushing the Liberation struggle of the people of Bangladesh. The association, therefore, appeals to the people and Govt. of U.S.A. in the name of justice, humanity and freedom to :

(a) stop all aid, military and economic, to General Yahya's Government;

(b) put pressure on the Govt. of Pakistan to stop further atrocities in Bangladesh and release the great leader Sheikh Mujibur Rahman unconditionally; and

(c) recognize the Government of the sovereign state of Bangladesh.

Yours truly,

Dated, Calcutta, August 21, 1971.

(A. K. Roy)
General Secretary,
Bangladesh Teachers' Association.

The Consul General of the
United States of America,
Calcutta.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন প্রশাসনের সমালোচনা করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির বিবৃতি	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESS STATEMENT ISSUED BY DR. A. K. ROY, SECRETARY, BANGLADESH SIKSHAK SAMITI ON BEHALF OF THE BANGLADESH SIKSHAK SAMITI.

The recent utterances of Prof Galbraith, the noted Economist and the former Ambassador to India, regarding the solution of Bangladesh problem, made on his arrival in Calcutta during the course of his interview with the Press at Dum Dum Airport (vide Statesman September 9, 1971) has drawn our attention. Professor Galbraith has suggested that the only solution of Bangladesh problem is to grant Bangladesh' Self Government or Autonomy in some form or other. Obviously Professor Galbraith is still thinking in terms of united Pakistan of which Bangladesh would be an autonomous zone. If the learned Professor still thinks such a solution would be acceptable to seventy five million people of Bangladesh, he is very much mistaken. To-day nothing short of Independent Bangladesh will be acceptable to people of Bangladesh. We have sacrificed and are ready to sacrifice more and prepared to fight till we drive out the occupying army of West Pakistan from the sacred soil of Bangladesh. The sacrifices made by people of Bangladesh is too high a price for mere autonomous zone of Bangladesh within the frame of one Pakistan. While appreciating his humanitarian and sympathetic attitude towards the suffering millions of evacuees, who have taken shelter temporarily in India, we appeal to him to exert his personal influence to create public opinion in his country in support of Bangladesh Liberation Movement, so that Nixon Administration may be forced, under public pressure, to change their present policy towards Bangladesh and recognize the democratically constituted Government of Bangladesh. We have firm belief that peace-loving democratic Americans cannot allow Nixon Administration to supply arms and ammunitions to Pakistan for killing Bangalees in the name of saving Islam and integrity of Pakistan in one hand and to assist the refugees on the other hand, who would be driven out by the Pakistani Army equipped with those American arms and ammunitions.

We want to take this opportunity to draw the attention of Professor Galbraith to the fact that the Bangladesh Teachers Association have been viewing with grave concern the continuous supply of arms and ammunitions by the Government of U.S.A. to the Government of Pakistan. The United States Government and the great people of U.S.A. should be aware that such arms and ammunitions would be: used by the Pakistan Army in its act of genocide in Bangladesh. The people of the World including ourselves have protested against this action. But this protests do not seem to have had any effect on U.S.A. Government, till now. The Association had voiced about a month ago their feelings on the subject in their memoranda submitted to Senator Kennedy, to President Nixon through the United States Consulate in Calcutta. A news item appeared recently in

a section of the Press to the effect that American arms and military equipments in Vietnam are now being shipped or are proposed to be shipped to Pakistan and that the services of American experts on Guerrilla warfare, are being placed at the disposal of General Yahya for imparting training to Pakistan Army personnel to fight the Bangladesh Liberation Army. Our voice of resentment has also been communicated to the Consul General of U.S.A., Calcutta, through a Memorandum submitted by the Secretary, on behalf of the Association, a few days back. We also deplore the similar action taken by the Chinese Government. We find it difficult to believe that the American people are willing to offer assistance to a ruthless Military regime for crushing the Liberation struggle of the people of Bangladesh. The Association, therefore, appeal to the people and Government of U.S.A. and the Chinese people and their Government in the name of justice, humanity and freedom to :

(a) stop all aid. military and economic, to General Yahya's Government;

(b) put pressure on the Government of Pakistan to stop further atrocities in Bangladesh and release the great leader Sheikh Mujibur Rahman unconditionally and other political prisoners including Teachers and Intellectuals;

(c) recognize the Government of the sovereign state of Bangladesh.

Dated, Calcutta
September 11, 1911.

(A. K. ROY)
General Secretary
Bangladesh Teachers' Association.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেস সমবায়ে সংযুক্ত কমিটি গঠন	মুক্তিযুদ্ধ	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেস সমবায়ে সংযুক্ত কমিটি গঠন

সংগ্রামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে শুভ পদক্ষেপ

\ বিশেষ প্রতিনিধি \

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আরও সুষ্ঠুভঅবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গত বুধবার পাঁচটি সংগ্রামী দলের প্রতিনিধিদের সমবায়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে রহিয়াছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও ভাসানী ন্যাপের মওলানা ভাসানী। আওয়ামী লীগের দুইজন প্রতিনিধি এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তাঁহাদের নাম এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। জনাব তাজউদ্দিন এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।

গত বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের আহবানে মুজিবনগরে উপরোক্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দের দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বৈঠকে যোগদান করেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান ও জনবা আবদুস সামাদ (আওয়ামী লীগ), কমরেড মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মওলানা ভাসানী ও শ্রীমনোরঞ্জন ধর।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রথমাবধি দাবি জানাইয়া আসিতেছিল। ‘পরামর্শদাতা কমিটি’ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সমার্থক না হইলেও ইহাকে সঠিক পথে এক ধাপ অগ্রগতি বলা যায়। ঐক্যফ্রন্টের সপক্ষে প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেন।

বুধবারের সর্বদলীয় বৈঠক খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আশা করা যায় যে, ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

প্রস্তাবাবলী

সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্টপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অবিলম্বে ও বিনাশর্তে মুক্তি দাবি করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে আত্মদানকারী নাম জানা না-জানা সকল শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন

* বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র।

দান এবং বাংলাদেশের বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় ও সাহায্য দানের জন্য ভারতের জনগণ, ভারত সরকার ও অন্যান্য সাহায্য- সমর্থনদানকারী দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণের সহিত সংহতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তাঁহাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের আহবান জানান হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির উপর আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্রের সম্পাদকীয়	জয়বাংলা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

(সম্পাদকীয়, জয় বাংলা)

বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্ততঃ এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিসংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাংক্ষী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহী হবেন। বস্ততঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুললেন। এ ব্যাপারে এই দলগুলোর ভূমিকার যেমন প্রশংসা করতে হয়, আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা নিরানববইটি আসনে জয়লাভ করে জাতিকে নেতৃত্ব দানের অবিসম্বাদিত অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণে সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের আনুগত্য বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করছেন মওলানা ভাসানী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী মণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং মুজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ। এ ছাড়া এই কমিটিতে আওয়ামীলীগের দু'জন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এই কমিটিতে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহবান ও পরিচালনা করবেন।

মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এই উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই যে বাংলাদশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা এ সত্যটির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগদ পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র সংস্থা, জনগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির কাজ। তাই এই উপদেষ্টা কমিটির গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকার স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনটি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শিক্ষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য শাজাহান সিরাজের ভাষণ	বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ
BANGLADESH CENTRAL STUDENTS' ACTION COMMITTEE.

সদর দপ্তরঃ ঢাকা *Head Office : DACCA*

বাংলাদেশের সাথী ভাইবোনেরা,

আজ মহান ১৭ই সেপ্টেম্বর। এ দিনটি বাংলার ছাত্রসমাজ ও গোটা বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক ক্রান্তিক্ষণ। এ দিনের গায়ে আমাদের ভাই ওয়াজিউল্লা, বাবুল, গোলাম মোস্তফার বুকের তাজা খুন জড়ানো। আজ থেকে ন'বছর আগে এমনি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির অঙ্গনে বিদ্রোহের অগ্নিলাভা জ্বলে উঠেছিল। লক্ষ হাতের বজ্রমুঠিতে জ্বলে উঠেছিল রক্তরাতুল লাল ঝান্ডা।

একদিন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য ম্লান হয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকেরা এ দেশে মনিব সাজে। অফিস-আদালত-রাজপটে, সকল শিক্ষা নিকেতনে ওদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির দুর্বহ পাথর চেপে বসে। ধীরে ধীরে এই পাথর "অহল্যার অভিশাপে" পরিণত হয়। পঙ্গু করার প্রচেষ্টা বাঙালী জাতির ভাষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির সতেজ হৃৎপিন্ডকে। একমাত্র ইংরেজীই রাজভাষায় সমাসীন হয়। সাথে সাথে ফিরিঙ্গি শিক্ষাব্যবস্থা জোঁকের মত চেপে বসে আমাদের অস্তি মাংস হাড়ে হাড়ে।

ভারত ভাগ হয়ে তথাকথিত পাকিস্তানের জন্ম হল। জন্মলাভের শুরু থেকেই বাংলাদেশকে পাঞ্জাবের কলোনী করার হীন ষড়যন্ত্র শুরু হল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বারবার বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের উপর বুলেট, বেয়নেট ব্যবহার করে রাজপথকে লালে লাল করে দিয়েছে।....

শহীদের অতৃপ্ত আত্মার চিৎকার যায় নাই, যেতে পারে না। প্রতিবছর ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আমরা প্রভাতফেরী, পুষ্পমাল্য, সভা, শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই মহান দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু বাংলাদেশ আক্রান্ত। পাঞ্জাবী সেনাদের রাইফেল, কামান, মেশিনগান আর মর্টারের আঘাতে বাংলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত, লাখ লাখ শহীদের রক্তে বাংলার পথ প্রান্তর রক্তাক্ত। সারা বাংলাদেশ জ্বলে -পুড়ে ছারখার। আমরা আজ যুদ্ধে লিপ্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আর বিদেশে ছাত্র-ছাত্রী-যুবকেরা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজকের এই মহান সুপ্রভাতে তাই কোন প্রভাতফেরী নেই, একগুচ্ছো ফুলের পরিবর্তে একমুঠো বুলেট, ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ডের পরিবর্তে হাতে রাইফেল নিয়ে, মিছিলের পরিবর্তে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা হয়ে ছাত্র-ছাত্রী, ভাই-বোনেরা সারা বাংলার গ্রাম-গঞ্জে ওয়াজিউল্লা-বাবুল-মোস্তফার হত্যাকারী পাঞ্জাবী হানাদারদের হত্যা করে শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে মৃতঞ্জয়ী অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়েছে বাংলার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে।

মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা ভাইয়েরা

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাত ধরে শহীদদের নামে শপথ করে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে আমরা ওয়াদা করেছিলাম যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে পাঞ্জাবীদের হত্যা করে

মাতৃভূমিকে আমরা মুক্ত করবই। আমরা সে ওয়াদা ভুলে যাই নাই। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণে আজ পাক সেনাবাহিনীর ভীতসন্ত্রস্ত। প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণে শত শত হানাদার খুন হতে চলেছে। ১৭ই সেপ্টেম্বরের এই মহান দিনের বিপবী অগ্নিলাভার রঙ চোখে-মুখে ছড়িয়ে পাক হানাদার বাহিনীর দস্যুদের খতম করার কাজে আসুন আমরা আরো কঠোর প্রত্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওয়াজিউল্লা-বাবুল-মোস্তফার মত ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির স্বার্থে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করি।

কৃষক শ্রমিক মেহনতি ভাইয়েরা,

পাঞ্জাবী শত্রুসেনার বুলেটের আঘাতে আজও আপনারা প্রাণ দিচ্ছেন। রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে আপনাদের গণজীবন আজও বিপর্যস্ত। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না। আপনাদের সন্তান আপনাদের সন্তান হয়ে আপনাদের রক্ষা করার জন্য আমরা আজ হাতে অস্ত্র নিয়েছি। একটি পাঞ্জাবীকেও জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে দেব না। রাজাকার বাহিনীতে যারা আছে তাদেরকে কেবল একটি কথাই বলতে চাই তোমরা অনেকেই বাঙালীর সন্তান। বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীদের সাহায্য না করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। অন্যথায় তোমাদেরকেও পাঞ্জাবীদের মত একটি একটি করে হত্যা করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা আজ বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে হানাদারদের খতম করতে। আপনারা গেরিলাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করুন। কারণ তারা আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা সেজে আপনাদের উপর অত্যাচার করছে। তাদের নামের তালিকা নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পাঠিয়ে দেন।

বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে, সারা বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেও যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণে খুনী ইয়াহিয়ার কুকর বাহিনী বাংলার পথে-ঘাটে খুন হচ্ছে ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মাতাল ইয়াহিয়া অভিনব পন্থায় স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন শুরু করেছে। জল্লাদ ইয়াহিয়াকে শেষবারের মত একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- শেখ মুজিবের জীবনের উপর আঘাত আসলে তুমি টিক্কা বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যেখানেই যাও না কেন, সেখানেই গিয়ে তোমাদের হত্যা করা হবে। পাঞ্জাবের তখতে তাউসকে ভেঙ্গে খান খান করে ইতিহাস থেকে নাম-নিশানা মুছে ফেলা হবে।

সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ যখন খুনী ইয়াহিয়ার এই গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন বিশ্বের বৃহৎশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর চীন-মার্কিন সরকার জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেও কোন ফায়দা না দেখে বাংলাদেশের শত্রু ডঃ মালিককে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার অভিনব প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। আমরা সেই সকল শক্তিবর্গকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই হিমালয় পাহাড় ধসে যেতে পারে, বঙ্গোপসাগর শুকিয়ে মরুভূমি হতে পারে, কিন্তু বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পাঞ্জাবের গোলাম করে রাখা যাবে না। আমরা তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাই না। ভিক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। যুদ্ধ করেই আমরা শত্রুসেনাদের খতম করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করব।

বাংলার ছাত্রসমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে আজকের এই পবিত্র দিনে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বলতে চাই- বাংলার ভৌগোলিক স্বাধীনতার সাথে সাথে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন- আমি কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করব। লক্ষ লক্ষ মানুষের তাজা রক্ত আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যদিয়ে যে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তার অর্থনীতি অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যস্থাকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে খান খান করে একটি শ্রেণীশোষণহীন

সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রতিটি মায়ের সন্তান একই নীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পাঞ্জাবের ২২ পরিবারকে উৎখাত করে আবার নতুন করে কোন পুঁজিপতি বাংলাদেশে যাতে সৃষ্টি না হয়, জনগণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার কোন সুযোগ যাতে না থাকে তার বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অবশ্যই ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে।

ওয়াজিউল্লা, বাবুল, মোস্তফার রক্তে অনুপ্রাণিত আজকের স্বাধীনতা রক্তার যুদ্ধের ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা চিশতি শাহ হেলালসহ লাখ লাখ শহীদের উত্তরসূরী হিসাবে বাংলার মাটি ও মানুষকে মুক্ত করার যে মহান দায়িত্ব নিয়ে আমরা ছাত্রসমাজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি, তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হবো না। মানব সভ্যতার অবসম্বাদিত খুনী ইয়াহিয়া-টিক্কার বাদশাহীর হেরেম ভেঙ্গ চুরমার করে আমরা আমাদের জন্মভূমির সকল প্রান্তে স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী ওড়াবো। বাংলার ছাত্রসমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে সংগ্রামী সালাম জানাই বীর শহীদ ভাইদের। জয় আমাদেরই হবেই। আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর মহান নেতা শেখ মুজিব দীর্ঘজীবি হোক। মহান ১৭ই সেপ্টেম্বর অমর হোক-

জয় বাংলা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপদেষ্টা কমিটির উপর লিখিত সরকারের কাছে প্রদত্ত একটি প্রতিবেদন		সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

The newly formed Consultative Committee consisting of leaders of major political parties has been a step forward for conducting deliberation struggle as a national war. Awami League, having the overwhelming support of the people and being the supreme vanguard of the people's movement in East Bengal, did not have to go for a Committee like this. But it was considered necessary for the greater interest of the people. The immediate effect of forming this Consultative Committee has been.

(a) a psychological impact to boost the morale of our people inside Bangladesh;

(b) a psychological impact upon the people and Governments of the world to show that the liberation war is conducted by all the major forces of the population;

(c) It will have an impact on Yahya Khan's Government and create a psychological pressure on them to accept the world pressure sooner.

It appears that Indian Government has played a role in bringing about this Consultative Committee. The apparent reasons are:

(a) this would contain the left political forces in West Bengal and will restrain them from doing anything that will jeopardize the interest and policy of the Central Government of India;

(b) the pressure of the Russian Government to include NAP (Muzaffar group) and the pro-Moscow Communist Party into the front;

(c) Moulana Bashani has no party as such and is fully committed now to Awami League and its leadership. Therefore, by including his name the overall impression both from national and international point of view has been improved psychologically.

A Section of Awami League considers that this will gradually take the independence movement away from its leadership and push it into the hands of the more leftist elements. But the operative part, of this Consultative Committee is limited to :

(a) that the Committee would only be available to the Government of Bangladesh for consultation on matters relating to the, liberation struggle;

(b) The Prime Minister would convene and conduct meetings of the Committee.

This means that in reality the Consultative Committee would be nothing but a mere Advisory Board completely under the control of the Bangladesh Government. They will be consulted only when the Prime Minister would deem it necessary. In one way this has been a triumph for Awami League. In one hand it has extended its arms to embrace other political forces and in other hand it retains the complete political leadership and initiative.

*উপদেষ্টা কমিটি সংক্রান্ত এই প্রতিবেদন সরকারী নথিপত্র থেকে সংগৃহীত।

From the pro-Moscow group point of view, it is considered to be a step forward for them and above all they are happy that after such a long time they have given some sort of formal recognition as a force to be a part of this liberation struggle.

This Consultative Committee has not included the other' factions of the liftist movement in our country. Duba groups perhaps would not have joined in any case. But the component parts of the 9-party coordinating committee for the liberation struggle would perhaps have joined the Consultative Committee, if they were invited. From their point of view who are basically Mao se-tung and Che Guevara, this Consultative Committee is also a step forward but it would have been wiser to include this group also into the Consultative Committee.

The main reason why the Bangladesh movement could not attack the support and attention of the younger generation of the world, who are mostly dominated by the radicals, is that this movement is viewed as not a liberation war in the classical sense. It is not considered to be a revolutionary national liberation war and this is why it could not arouse enough public opinion in the European, African and Latin American countries. Even in England, France, Germany and America the youths have neglected our cause. From this point of view the more we give our war a color of a broad-based national liberation war the more support and assistance we will get from the people and the countries who traditionally support the people's struggles.

However, ineffective the Consultative Committee may be in reality, the radical forces whether included in it or not will derive certain benefit. They will be able to move more freely, organize their bases more actively and will again a kind of security for their personal safety both in India and inside Bangladesh. They may consider it as a recognition of their right to infiltrate and integrate their own forces with others.

ASSESSMENT

The remaining forces should be included into this Consultative Committee in some form or the other keeping (he main functional structure of the Committee as it is now. This will increase the strength of the liberation struggle and on the other hand will counter-act the unnecessary criticism that the leftists are kept out of this Committee. Both nationally and internationally, our support will increase keeping at the same lime the leadership of Awami League intact.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা যুদ্ধে আপোষের বিরোধিতা করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিবৃতি	সংগ্রামী বাংলা	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলা আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ
প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু এটাই বাঙ্গালী জাতির শেষ কথাঃ
বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের ঘোষণা

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের তরফ থেকে সম্প্রতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে কোন কোন শক্তির তরফ থেকে আপোসের যূপকাষ্ঠে এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলি দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তবে কি এত রক্ত, এত ত্যাগ, এত সংগ্রামের এই শেষ পরিণতি?

বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণঃ

বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম যখন জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তথাকথিত ‘রাজনৈতিক সমাধানের’ নামে আজ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গতিরোধ করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ সম্পর্কে বাংলার মুক্তিকামী জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে। বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শাসকচক্রের সঙ্গে কোন আপসের চিন্তাও করা যায় না। বাংলার মানুষ আজ নির্মম, নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটাই বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলার মুক্তি আপোষের সরল পথে আসবে না। হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রেখেই বাংলার মুক্তি সম্ভব।

বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, সে সম্পর্কে বাংলার মজলুম ও প্রবীণ জননেতা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাসানী ইতিপূর্বে ২৪শে জুন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- ‘‘বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক সমাধানের নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাদের একমাত্র পণ- হয় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। এর সঙ্গে গোঁজামিলের কোন স্থান নাই।’’

স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি প্রভৃতি চার দফা ছাড়া বাংলাদেশের সমস্যার কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়- এ মর্মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ৮ই অক্টোবর যে ঘোষণা করেছেন তা সমস্ত বাংলার মানুষের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি।

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারাই রণাঙ্গনে বাংলাদেশের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।

* মওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত পত্রিকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির শিক্ষা ও সমাজসেবা বিভাগের একটি চিঠি	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

EDUCATION AND SOCIAL SERVICE DIVISION

P-3, Suhrawardy Avenue,
Calcutta-17.

No. PC-78

21/22 October, 1971.

Dr. AJOY K. ROY,
Secretary,
Bangladesh Teachers Association,
38/2, Elgin Road,
Calcutta-20

Dear Dr. ROY,

I wonder if you could please see me at this address for discussion about your work here. We need your counsel and assistance in preparing a couple of questionnaires-one for eliciting information about demobilized freedom fighters (students and non-students) and the other for victims of undesirable motherhood. Perhaps you could care to see me on receipt of this note.

Thanking you,

Yours Sincerely,
(K. S. Murshid)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘বাংলাদেশের পূর্ন স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান’’ - আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা	জয়বাংলা	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাঃ বঙ্গবন্ধু আশু মুক্তির ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আবেদন

গত বৃহস্পতিবার মূলতবী হয়ে যাওয়ার পূর্বে নীতির পুনরুল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান। ওয়ার্কিং কমিটি এই সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে বাঙ্গালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের সদস্যপদ খারিজ করে তদস্থলে ইয়াহিয়ার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টাকে ‘ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করে এবং এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে বাঙ্গালী জাতি ও আওয়ামী রীগ স্বাধীন বাংলায় জাতীয় জীবনে তথাকথিত পাকিস্তানীদের কোন হস্তক্ষেপই সহ্য করবে না।

ভারতসহ বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন দান করেছেন তাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানান হয়। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি বাংলাদেশ ইয়াহিয়া চক্রের নজীরবিহীন গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে মানবতার স্বার্থে সক্রিয় জনমত গঠনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানান।

ভারত সরকার ৯০ লক্ষাধিক শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়ে ও তাদের বরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে মানবতার ইতিহাসে যে নজির সৃষ্টি করেছেন তজ্জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতে আশ্রিত প্রতিটি শরনার্থীকে সসম্মানে বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনার ব্যপারে আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ ছাত্র লীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

To
The News Editor,

Mujibnagar: 7th November, 1971.

Bangladesh Students' Union and Bangladesh Students' League the two traditional fighting organizations of the students of Bangladesh-the vanguard of all democratic movements have issued the radiant call of United Struggle against the reactionary ruling clique of Pakistan.

The representatives of these two main students organizations met to-day and issued the following statement on behalf of the students and youths of Bangladesh.

The signatories to the statement are :

* Noor-e-Alam Siddiquee.
President, Bangladesh
Students' league.

Nurul Islam
resident, Bangladesh
Students’ Union

*Shahjahan Shiraj,
General Secretary,
Do

Mujahidul Islam Selim.
Do.General Secretary,

* A. S.M. AbdurRab,
Vice-President,
Dacca University Central Students' Union.

* Abdul Quddus Makhan,
General Secretary, Do.

Released By :

(Shahjahan Shiraj)
General Secretary,
Bangladesh Students' League. ,

(Mujahidul Islam Selim)
General Secretary,
Bangladesh Students’ Union

PRESS RELEASE

The Statement:

The glorious freedom struggle of Bangladesh inspired by the ideal and conducted according to the instructions of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great leader of the Bengali Nation, is now seven months old. Our heroic freedom fighters are fighting a life and death battle and unhesitatingly shedding their blood for the liberation of their motherland. The fighting students of Bangladesh have long been unitedly fighting against the Ultra-reactionary ruling clique of Pakistan. In keeping with the past tradition of the students and youths of Bangladesh must forge iron-strong unity and canyon freedom struggle to liberate the motherland.

The students and youths must come forward and participate in the armed struggle.
We must keep in mind that the enemy of the 75 million people of Bangladesh- the savage Yahya clique is being nourished by the Chinese, Government, as well as the American Imperialists. We have therefore to fight against heavy odds.

Our struggle is a national liberation struggle for attaining the cherished goals of Bengali Nation and it is directed against imperialism and colonialism. This is a people's War. Therefore, all the fighting forces of Bangladesh should unite under the leadership of Bangladesh government.

We appeal to the youths and students of Bangladesh, particularly the workers of this two organizations to participate in the liberation struggle en masse against the freedom fighters unitedly, jointly boycott the administration in the Pak-occupied areas and destroy the invading army. We appeal to all fighting forces to advance under the leadership of the Bangladesh government that has been established according to people's verdict in order to accelerate our victory as well as to raise the demands for and secure the release of President of the People's Republic of Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

As the liberation forces are achieving new successes, the World conscious is more and more siding with us. We express our gratitude to the countries like India, Soviet Union which are in many ways helping and supporting us and we appeal to all freedom loving and democratic people and states, particularly the students and youths of the World, to extend support and assistance to our just struggle. We appeal to all States of the World to accord recognition to the Bangladesh Government headed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Raqman.

We appeal to all strengthening united armed struggle with a view to establishing secular, democratic, progressive state by completely liberating Bangladesh, a state that will free from all kinds of exploitation and ensure peace and prosperity to the workers, peasants, middle class, students and youths.

There is nothing in the World more glorious than sacrificing our Jives in the struggle for liberating our motherland. Let us pledge to unitedly liberate the country from the clutches of the enemy. Our victory is certain. Joy Bangla.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দীকির বক্তব্য	বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	**১৭ নভেম্বর, ১৯৭১**

স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে শুচিশুদ্ধ অনির্বাণ মুক্তিবাহিনী, অকুতোভয় ছাত্র-শ্রমিক ও আমার সংগ্রামী অভিভাবকমন্ডলী।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহানায়ক মুক্তিপাগল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে উজ্জীবিত, তার অবিস্মরণীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও তাঁর অমোঘ নির্দেশ পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ৭ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সংগ্রামের প্রারম্ভে বাংলার নৃশংস আক্রমণের মুখে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। হত্যা, ব্যাভিচার, নৃশংসতা ও পাশবিকতারকাছে বাংলার গণদেবতা মাথা নত করে নাই, আর তাই, আমাদের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে প্রতিরোধের মোহনা হতে প্রতিঘাতের প্রচন্ড উন্মত্ততায় মোড় নেয়। বাংলার প্রতিটি তরুণ বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শকে সামনে রেখে মায়ের কোল ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তারা সামরিক শিক্ষা নিতে থাকে শত্রুর বিষদাঁতগুলো উপড়ে ফেলা আর জননী বাংলাকে মুক্ত করার দৃপাত মানসে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, ২৪ ঘন্টায় বাংলাকে পর্যুদস্ত করার দুঃস্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে, আমারা দেখতে পাই সূর্যসেনাদের তীক্ষ্ম আঘাতের বিপর্যস্ত পশ্চিমা পশুদের শায়িত লাশের স্তুপ। ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীর সংগ্রামের ফলে শুধু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে নাই, সারাবিশ্ব বুঝতে পেরেছে যে, বাঙালী নিঃস্ব নয়। বাঙালীরা পরাধীনতা মানে না।

আজ সারা বাংলার একটি পথ- সে পথ মুক্তির, সে পথ স্বাধীনতার। তাই মৃত্যুর ভ্রুকুটি নির্যাতনের খড়গাঘাত আমাদেরকে বিপর্যস্ত করতে পরেনি; বরং শত্রুর পাশবিকতা শত্রু হননের প্রতিহিংসায় আমাদের প্রজ্জ্বলিত করেছে। বাংলার মাটি আজ অপরাজেয়, বাঙালীর প্রতিটি ঘর দুর্ভেদ্য দুর্গ। সমঝোতার প্রলোভন তাদের কাছে প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। আন্দোলনের অনির্বাণ আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আর আন্দোলনের সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। বাংলার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গণম্যান্ডেন্টকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যের চ্যালেঞ্জ করে যখন স্বাধীনতার উদাত্ত আহবান ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ জানায়, তখন তারা বঙ্গবন্ধুকে মহান জাতির নেতা হিসাবে সামনে রেখেই এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এবং দালাল ছাড়া বাংলার প্রতিটি মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এ আন্দোলনের পাশে সে দাঁড়িয়েছিল দলমত নির্বিশেষে। আজ স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে মুখচেনা দালাল, ডাস্টবিনের আবর্জনাকে তুলে এনে বিশ্বকে যখন বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তখন বাংলার প্রতিটি প্রগতিশীল মহলের সম্মিলিত পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে এ দুরুভিসন্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা উচিত। বিশ্বের মানুষ জানে বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহল দ্বিধাহীনচিত্তে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে অকুতোভয় সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। এছাড়া আমি গর্বিত এবং আনন্দিত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আমাদের সাথে এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ মুক্তি আন্দোলনের আহবান জানিয়েছে। তারা সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন গড়ে তোলার দ্বিধাহীন ডাক দিয়ে বিশ্বকে পুর্নবার জানিয়ে দিলেন সমস্ত প্ররোচনায় মুখে বাঙালী জাতি এক ও অভিন্ন। স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা হিমাচলের মত অটল। ... .আসুন, আমরা রাত্রির বৃন্ত হতে ছিঁড়ে আনি ফুটন্ত সকাল।

সংগ্রামী ভাইয়েরা, দখলকৃত বাংলায় সম্প্রতি উপ-নির্বাচনের নামে বিশ্বের প্রচন্ডতম হাস্যকর প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৪ বছরের ইতিহাসে যাদের কুষ্ঠরোগীর মত দালালীর ক্ষতচিহ্নে ভরা, গত নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ গণচেতনার ভয়ে যারা রণভঙ্গ দিয়ে বিবি সাহেবের আচঁলের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলো, এমন কি বিশ্বাসঘাতক সবুর ও নির্লজ্জ ফ-কা চৌধুরীর মত যারা তওবা করে ক্ষমা ভিক্ষা করে বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা

স্থাপন করেছিলো- তাদের মত প্রায় ৬৭ জন দালালকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষনার স্পর্ধা দেখিয়েছে বিশ্বাসঘাতক জালেম। আমরা জানি জালেম প্রায় সব জায়গায় নির্বাচন এড়িয়ে গেছে। কারণ কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচন্ডতায় বিক্ষুদ্ধ বাংলাকে সে চিনেছে। সে জানত নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়ার শক্তি আর দুঃসাহস তার নাই, তবুও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় নাক গলিয়ে যে অপরাধ ইয়াহিয়া করেছে তার প্রতিশোধ হিটলারের দোসব আইকম্যানের মৃত্যুদন্ডের মতই নেওয়া হবে। আমরা নিঃসংশয় রণাঙ্গনের বুলেটে এ প্রশ্নের উত্তর দেব। ....

গণতন্ত্রমনা বাঙালীর হৃদয়ের ঔদার্যকে এরা কাপুরুষতা ভেবেছিল। গত নির্বাচনের পর প্রচন্ড গণবিস্ফোরণের মুখে এদের পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে আমরা পারতাম। ... এদের জন্যে বাংলার আলো-বাতাস-মাটি আজ হারাম। এদের স্পর্শে বাংলার মাটি ডুকরে কেঁদে ওঠে। এদের দূষিত নিঃশ্বাসে বাংলার বাতাস দূষিত হয়। আজ এদের জন্য কোন মায়া নাই, মমতা নাই, দয়া-দাক্ষিণ্য নাই, ক্ষমা নাই। আজ এদের একমাত্র প্রাপ্য হল মৃত্যু। মোনেম আর মোনেম ঘোষিত এমপিএ আমির হোসেনের পথ ধরেই এদেরকে বাংলার বুক হতে বিদায় নিতে হবে। মাটির বুকেও যদি এরা লুকাতে চায়, মাটি খুঁড়ে এদের বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে গায়ে লবণ ছিটিয়ে উন্মুক্ত স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে প্রতিটি দালাল যেন এদের পরিণতির দৃষ্টান্ত দেখে শিউরে কেঁপে ওঠে।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার,

যেখানে যখন যে অবস্থায় এদের পাওয়া যাবে, মৃত্যুই এদের পাওনা। এদেরকে করায়-গন্ডায় পাওয়া বুঝিয়ে দিতে হবে। ..... আমাদের ধারণা, ভারতের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে, এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত হোন।

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা আমার, আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্দি করেছেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতই তীব্রতর হচ্ছে বিশ্ববিবেক, আজ ততই স্পষ্ট আমাদের সপক্ষে। বিশ্বের পথে-প্রান্তরে আজ স্বাধীনতার সপক্ষে অশান্ত মিছিল।.... গণতন্ত্রের পাদপীঠ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত প্রথম হতেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষে কার হৃয়মথিত সহানুভূতি উজার করে দিয়েছে। আমি আনন্দিত রাশিয়াও আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সংগ্রামী বাংলা এখন মুক্তির সুতীক্ষ্ম আকাংক্ষায় উদগ্রীব। সারা বাংলা এখর প্রচন্ড শক্তিতে শত্রুকে আঘাত হানছে। আর বিশ্ববিবেক যখন চিৎকার কর বলছে বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদতে দেব না, তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির চোরাগলিতে সমঝোতায় কানাঘুষা আমাদের কানে আসছে। আমরা এই ব্যর্থ প্রয়াসে কেবল মর্মাহতই নই, বিস্ময়াভিভূতও হয়েছি। ... মানবতার আর্তনাদ তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছে না, অসহায় মানুষের আকুতি এদের হৃদয়কে নাড়া দেয় না। বাৎকে বাৎ এরা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু গণতন্ত্রের অমোঘ মন্ত্র এদেরকে আকর্ষণ করে নাই, আর তাই ক্ষমতার সতরঞ্জে এরা ষড়যন্ত্রের গুটি চেলে বাজিমাৎ করতে চান। বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে দৃঢ়চিত্তে সত্যের প্রতিধ্বনি করার কথা ছিল- রাহুচক্রে তিনিও আজ দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, নইলে সেলসবারীতে ২৫ জন শ্বেতাঙ্গ হত্যা করার জন্যে যখন জাতিসংঘে মানবতা রক্ষা দিবস পালন করা হয়, তখন পৃথিবীর জঘন্যতম নৃশংসতা, জঘন্যতম পাশবিকতা, ১০ লক্ষ মানুষ হত্যার পরও তারা স্পন্দনহীন নির্বিকার থাকেন কেমন করে। ভাবতে আমি অবাক হয়ে যাই বিশ্বের নির্মমতম নৃশংসতার পরও সমঝোতা, কবরের শান্তি আর ধৈয্য ধারণের স্তূতিবাক্য আওড়ান তাঁরা কোন লজ্জার মাথা খেয়ে। শক্তির প্রচন্ড দাম্ভিকতায় উন্মাদ বলেই কেরিয়া, আলজেরিয়া, কিউবার ইতিহাস এদের চক্ষুকে উন্মোচিত করে নাই। এই সব মূক, ম্লান, বধির শক্তিবর্গকে আমরা নিঃসংশয়চিত্তে জানিয়ে দিতে চাই, এবার আমরা শেষ সমঝোতার জন্যই বৈঠকে বসেছি, তবে সে বৈঠক আন্তর্জাতিক প্রাসাদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দরবার কক্ষের গোলটেবিলে ঘিরে বসে নাই, বসেছে জননী বাংলার চতুস্পার্শেবর রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চে- সে বৈঠকের আলোচনা চালাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত সূর্যসেনা মুক্তিবাহিনীর নির্ভীক সেনানীরা। সে বেঠকের ভাষা স্বার্থের রাজনীতির পরিভাষার অনুলিপি নয়- তার ভাষা হল ব্যারেলের অগ্নিবর্ষী বুলেট। সে বৈঠকে সমঝোতা বা আপোষ-মীমাংসা হবে না- স্বাধীনতার

চূড়ান্ত সনদ লিখিত হবে। আর সে সনদ আমরা কলমের কালো কালিতে লিখতে চাই না, লিখব শত্রুর বুকের তাজা লাল টকটকে উত্তপ্ত রক্তে। আপনারা শুনে রাখুন, শত্রুর রক্ত নিক্তিতে মেপে আমরা পাওনা বুঝে নিতেই বৈঠকে বসেছি। এখানে রাজনৈতিক সওদাগরী ব্যর্থতার বেলাভূমিতে গুমরে মরবে।

আজও অসত্যের বুকে বিদীর্ণ করে সত্যের উদ্ভাসিত আলোকরশ্মি যেসব উপনিবেশবাদী শক্তি অবলোকন করতে পারেননি, শোষণ ও অবিচারকে যারা প্রতিবাদ করতে পারেননি, আজও দশ লক্ষ শহীদের আর্তনাদ যারা শোনেননি, সেইসব শক্তির প্রতিভূকে আমি একটিবার জিজ্ঞেস করতে পাই- এই শোষণের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে নিজের দেশ হইতে হিজরত করে আপনাদের জাতির কি জন্ম হয় নি?

বৃহৎ শক্তির প্রতিভূ আপনাকে একটি বার জিজ্ঞেস করতে চাই- দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু নয়, একটিবার আপনার সামনে যদি আমার জোয়ান ছেলেকে বুলেটের নির্মম আঘাতে শত্রুরা খুন করত, একটিবার আপনার চোখের সামনে আপনার অশীতিপর বৃদ্ধের বুক বেয়নেটের খোঁচায় চৌচির করে দিত, যদি একটিবারের জন্য আপনার চোখের সামনে আপনার মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পাশবিক অত্যাচার করত, যদি আপনার সম্মুখে আপনার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে তার গর্ভজাত সন্তানকে বেয়নেটের খোঁচায় বের করত, যদি আপনার বোনের কোল হতে তার তিন মাসের কচি শিশুকে কেড়ে নিয়ে তার সম্মুখেই টুকরো টুকরো করে খুন করত, যদি আপনার ঘর পুড়িয়ে ঘরছাড়া করে জোর করে পরে দেশে পরবাসী করত- তবে আপনি কি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠতেন না? আপনি কি ঐ জালেম জল্লাদের কবল হতে মুক্তি চাইতেন না? আপনার স্ত্রী অঝোরে কেঁদে বলত কিনা- ওগো এর প্রতিশোধ চাই। স্বজন হারানো শ্মশানে ওদের চিতা জ্বালাতে আপনি কি একটিবার চাইতেন না? শিশুর মৃত্যুকান্না ভেদ করে সমঝোতার সস্তা স্তুতিবাক্য কি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারত? নিশ্চুপ কেন? উত্তর দিন। আপনি কি পারতেন শত্রুর রক্তে না রাঙিয়ে আপনার নিষ্পাপ সতীত্বহারা মেয়ের সামনে পিতৃত্বের অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে। বৃহৎশক্তির প্রতিভূ! আপিনি যদি না পারে না পারেন তবে আমাদের পারতে বলবেন কোন লজ্জায়? কোন স্বার্থের তাগিদে? আজ আমি বিশ্বের উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই- আমরা আজ কেবল স্বাধীনতার জন্য লড়ছি না, লড়ছি মায়ের অশ্রু, পিতার আর্তনাদ, ভায়ের রক্ত, শিশুরকান্না, বোনের সতীত্ব হননের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য- লড়ছি শত্রুর রক্ত নিক্তিতে মেপে সব পাওনা বুঝে নেয়ার জন্য। এ যুদ্ধ সমঝোতার নয়, এ যুদ্ধ স্বাধীনতার। এ অস্ত্র কেবল বুলেটেই নয়, ন্যায় ও সত্যের মহান আদর্শ এর সঞ্জীবনী শক্তি। এর সেনা কেবল রণাঙ্গনে যোদ্ধারাই নয়, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ।

আমি জানি, শক্তির দাম্ভিকতা যত প্রচন্ড হোক না কেন তারপরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নইলে গত বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পরাজিত হত না, মুসোলিনী হার মানত না। কোরিয়া, আলজেরিয়া, কিইবা মুক্ত হতো না। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত আজকের চীন। আজ চীনের যে বিজয় তা পারমাণবিক শক্তির বিজয় নয়, সর্বহারা মানুষের বিজয়। তাই চীন স্বস্তি পরিষদে সর্বহারা ও স্বাধীনতাকামী মানুষের সমর্থনে এগিয়ে আসবে আমরা আশা করি।

ইতিহাস তুমি সাক্ষী রবে় সাড়ে সাত কোটি মানুষর এই ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না- হতে পারে না। ইনশাল্লাহ আমরা বিজয়ী হবই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থিত রাষ্ট্রীয় রূপরেখা ও কর্মসূচী	বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থাপিত স্বাধীন সার্বভৌম জন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা রূপরেখা ও কর্মসূচী

ভূমিকা

পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি তথা দস্যু হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন এবং বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ মুক্তি। এ মুক্তিসংগ্রামে পূর্ব বাংলার সমগ্র শোষিত মেহনতি মানুষের রয়েছে সক্রিয় অবদান। বিশেষ করে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত মুক্তি ফৌজের সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা মায়ের মুক্তিপাগল ঐ সেনানীদের জীবনাহুতি ছাড়া এ সংগ্রাম কিছুতেই সফল হতে পারত না, যদিও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক পশুশক্তিকে পরাজিত করার প্রশ্নে ভারত সরকার ও তার সেনাবাহিনীর ভূমিকাও এখানে জড়িত আছে। তবুও এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা চলে যে, পূর্ব বাংলার মেহনতি জনগণ ও তার সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনীই ছিল এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। আগামী দিনেও স্বাধীন-সুখী-সমৃদ্ধিশীল সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে এরাই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

দেশ আজ হানাদার-মুক্ত হলেও শত্রুমুক্ত নয়, নয় শোষক ও শোষকহীন। কেননা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর কেবলমাত্র পাকিস্তানী শাসকরাই শোষণ চালায়নি- তাদের সাথে শোষণের শরিকদার ছিল (ক) দেশের অভ্যন্তরের জোতদার মহাজন বা সামন্তবাদী শ্রেণী (খ) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যদিও এ তিনের মধ্যে প্রধান শত্রুছিল পাকিস্তানী শাসকরা।

বাংলার মাটিতে আজ পাকিস্তানী শাসকরা না থাকলেও তাদের বহু কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে, রয়ে গেছে মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজি-পাট্টা; তদুপরি জোতদার-মহাজনরা রয়েছে অক্ষত। অতএব ঐসব দেশী-বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, নতুবা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিঘোষিত শোষকহীন সমাজ হবে অর্থহীন।

গত নয় মাসের ঘটনাবলী কি প্রমান করে? প্রমাণ করে দেশের অভ্যন্তরের জোতদার-মহাজন ও তাদের দালালরাই ছিল পাকিস্তানী শাসকদের মূল খুঁটি; এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ব বাংলার অসংখ্য গ্রামে সংঘটিত হয়েছে অগণিত 'মাইলাই' (ভিয়েতনাম) হত্যাকান্ড। আজো শেষ হয়নি দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র, ভাঙ্গেনি তাদের শোষণের বিষদাত।

তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, তা পূর্ব বাংলার জনগণ গত চব্বিশ বছর ধরে হাড়ে হাড়ে উপলব্দি করেছে, উপলব্দি করেছে বলেই বাংলার সাধারণ মানুষ সর্বাগ্রে স্বাধীনতার দাবী তুলেছে, সকলের আগে ধারণ করেছে অস্ত্র। এ জনগণই গত নয় মাসে সবচাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাই এ জনগণকে সকল প্রকার শোষণ থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। শুধু মুখের কথায় জনগণের মুখে হাসি ফুটবে

১৯৭১ সালের ৩০ ও ৩১ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে রচিত।

না, পেটে ভাত জুটবে না, বেকার পাবে না কাজ, ভূমিহীন পাবে না জমি, ঋণগ্রস্থ মানুষ হবে না, ঋণমুক্ত, রোগী পাবে না ঔষধপথ্য, শিক্ষার দ্বার হবে না সকলের জন্য খোলা।

এমতাবস্থায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগনকে দেশী-বিদেশী সকল শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হলে সর্ব প্রথম তিনটি কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত: দেশের সর্ব স্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ন আস্থা। দেশের মাটিতে মিত্র বাহিনীর অবস্থানকে জনগণ ভীষণ আশঙ্কার চোখে দেখছে। যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ ঘরপোড়া গরুর মত, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তাদের ভয় জাগা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় সরকারকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে-

পাকিস্তানী শাসক তথা বাইশ পরিবারের, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশীয় জোত-মহাজন শ্রেণীর যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ তিন শোষণের কবল থেকে জনগণ সম্পূন মুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত: সকল স্তরের মুক্তি ফৌজকে নিয়ে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মক্ষম পুরুষদের সামরিক ট্রেনিং দানের জন্য মুক্তি ফৌজের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা।

তৃত্বীয়ত: দেশের অভ্যন্তরে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণার্থে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র জাতির সামনে বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী সবিনয় উপস্থিত করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, একমাত্র এ কর্মসূচী বাস্তবায়ণের মাধ্যমেই বাংলার সমগ্র শোষিত ও মেহনতি জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আসতে পারে। আমরা এও দৃপ্তকণ্ঠে যোষণা করছি যে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রের সরকারের সাথে বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে।

প্রথমত: রাষ্ট্রের নাম হওয়া উচিত জনগনতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা (People's Republic of Purba Bangla)। যেহেতু দুই বাংলা ছিল এক বাংলা, তাই ‘বাংলাদেশ’ নামটিতে সমগ্র বাংলাদেশ কে বুঝায় এবং এতে বিভান্তি থেকে যায়।

রাষ্ট্রের মুল নীতি সমূহ

(১) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দেশকে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ হতে উন্নত শিল্প প্রধান দেশ রুপে গড়ে তুলতে হবে। দেশকে শিল্পায়িত দেশরুপে গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ব ধাপ গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে মূল বাধারুপে তিনটি শত্রু সমাজের উপর জগদ্দল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ তিনটি শত্রু হচ্ছে- (১) উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, (২) দেশীয় সামন্তবাদ এবং (৩) আমলাতান্ত্রিক শোষণ।

পাকিস্তান উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদ, দেশীয় সামন্তবাদ (জোতদার-মহাজনী) ও এদের দালালদের সমস্ত সম্পদ এবং দেশীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজি গণতান্ত্রিক সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

(২) রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আনুপাতিক ভোট* ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ তাদের শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন করে পার্লামেন্ট গঠন করবে এবং এ পার্লামেন্ট হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরী করার সর্বোচ্চ শক্তিশালী হাতিয়ার। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের প্রতিটি নর-নারীর ভোটাধিকার থাকবে।

(৩) সকলের জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং বৃদ্ধকালীন ভাতা প্রদান করার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) সম্মুখে রেখে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হবে।

(৪) বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

(৫) এ রাষ্ট্র দেশের মধ্যে সকল রকমের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চুরি-ডাকতি-রাহাজানি, ভিক্ষাবৃত্তি, ব্যাভিচার-বেশ্যাবৃত্তি, মদ-মাতলামি-জুয়া, ছেলেধরা, কালোবাজারি মজুতদারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র আঞ্চলিকতা প্রভৃতি যেসব সামাজিক অনাচার ও শোষণ-নিপীড়ন মানুষকে যুগ যুগ ধরে পঙ্গু করে এসেছিল- তার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ করবে।

উপরোক্ত মূলনীতি সামনে রেখেই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত কর্মসূচী হাজির করছে-

১। কৃষক ও কৃষি সমস্যার ক্ষেত্রে

(ক) বাংলাদেশের আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা হবে। "যে চাষ করে জমি তার'' এ নীতির ভিত্তিতে কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তিন শত্রুর এবং তাদের দালালদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত জমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী ও গরীব কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনের অনুপাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

(খ) বিপ্লবের মিত্র শিবিরে অনেক অকৃষক জমির মালিক আছে বা থাকবে যারা কৃষির আয়ের দ্বারা স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না বলে অন্য পেশা গ্রহণ করেছে- কৃষক হিসাবে এদের ভূমিকা নেই। এদের জমি উচিত মূল্যে সরকারী খরচে ক্রয় করে বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু এদের জমি তখনই নেওয়া হবে যখন এরা নিজ নিজ পেশার আয়ের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে, তার আগে নয়।

(গ) অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান এর মৌলিক প্রশ্নে অসহায় বিধবা ও অন্যান্য অকৃষক মানুষদের হাতে জীবনধারণের মূল উপকরণ হিসেবে যে জমি আছে তা উচিত মূল্যে সরকারী খরচে ক্রয় করে নেওয়া হবে ও বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। তবে তা করা হবে ঐ সকল মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, রাষ্ট্র কর্তৃক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর, তার আগে নয়।

(ঘ) আবাদযোগ্য পতিত জমি ও সরকারী খাস জমিসমূহ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। ওয়াকফ, দেবোত্তর সম্পত্তির নামে যুগ যুগ ধরে কৃষকদেরকে শোষণ করা হচ্ছে তাকে বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু ধর্মীয় ও সৎ উদ্দেশ্যে যে ওয়াকফ বা দেবোত্তর করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্যে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) উন্নত ধরনের বীজ, সার ও বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষিতে সেচসহ উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, জরুরী কার্যক্রম হিসেবে বন্যা ও জলস্ফীতি প্রতিরোধের স্থায়ী দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।

---

* আনুপাতিক ভোট বলতে বুঝায়ঃ- নির্বাচনে ব্যক্তি প্রার্থী না হয়ে পার্টি প্রার্থী হবে। জনগণ পার্টিগুলোকে ভোট দেবে। যে পার্টি সারা দেশে যত বেশী ভোট পাবে তা একত্র করে সম্পূর্ণ প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্ট ঐ পার্টির প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে। তারপর ঐ পার্টি ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দেবে (অর্থাৎ পার্লামেন্ট প্রতিনিধি মনোনিত করে পাঠাবে)। এ অবস্থায় কোন ভোটারের ভোট অপ্রতিনিধিত্বমূলক থাকে না।

(চ) বাংলাদেশের জলসম্পদের যথাযথ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বিদেশী রপ্তানির উদ্দেশ্যে বনজসম্পদ, বন্যপশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধন করা হবে এবং মৎসশিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তনসহ উহার সার্বিক উন্নতি সাধন করা হবে।

(ছ) কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুরদের জন্যে উপযুক্ত মজুরি পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(জ) জাতীয় শত্রু জোতদার-মহাজনদের নিকট যে সমস্ত কৃষক-মজুর ও গরীব কুটিরশিল্প যুগ যুগ ধরে ঋণদায়গ্রস্থ, তাদেরকে ঐ ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হবে।

(ঝ) কৃষকদের জন্যে এবং কুটিরশিল্পীদের জন্যে বিনাসুদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির উচিত মূল্য পাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকদের মত কুটিরশিল্পীদেরও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে।

(ঞ) কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের স্বার্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনের জন্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পর্যায়ক্রমে কৃষি সমবায়, পণ্য সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ট) জনসাধারণকে যৌথ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু সংখ্যক আদর্শ যৌথ খামারের প্রবর্তন করা হবে।

২। শ্রমিক ও শ্রম সমস্যার ক্ষেত্রে

(ক) শ্রমিকদের জন্য মানুষের মত বেঁচে থাকার উপযোগী মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) দৈনিক অনাধিক ৮ ঘন্টা শ্রমের রেওয়াজ প্রতিটি শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে চালু করা হবে। অবশ্য প্রয়োজনে ৮ ঘন্টার অধিক শ্রমের জন্য দ্বিগুণ হারে উপরি পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) অবসরপ্রাপ্ত বা কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু বা কার্যে অক্ষম হয়ে গেছে এমন শ্রমিকদের জন্য সরকার ও মালিকদের খরচে বিশেষ মজুরি (গ্রাচুইটি), বীমা ও পেনশনের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) শ্রমিকদের জন্যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং অবসর বিনোদন কেন্দ্রেন ব্যবস্থা রাখা হবে।

(ঙ) শ্রমিকদের জীবনধারণের মান ও চাকরির শর্ত উন্নত করার প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিকদের সাথে যৌথ দর কষাকষি ও ধর্মঘট করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে।

৩। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে

(ক) কৃষিনির্ভর অবস্থা থেকে দেশকে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হবে এবং এ নীতির উপর ভিত্তি করে শিল্পব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হবে।

(খ) রেল, স্টিমার ও স্টেটবাস ব্যাঙ্ক, বীমা, পোর্ট, ডক এবং কাগজ, পাট, বিদ্যুৎ, তৈল, খনি, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, অস্ত্র কারখানা ও বিআইডিসি, ওয়াপদা ও বিসিক কর্তৃক নির্মিত কারখানা ইত্যাদি মূল শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।

(গ) দেশকে দ্রুত আত্মনির্ভরশীল ও শিল্প-সমৃদ্ধ করার নীতিকে ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পপতিদের সরকারী সহযোগিতা দেওয়া হবে। অল্প সুদে ঋণ প্রদান ও যুক্তিসঙ্গত দামে কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা ও বাজারের সুযোগ- সুবিধা লাভে তাদের সাহায্য করা হবে।

(ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার ও শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফত যৌথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথায় আমলাতান্ত্রিক শোষণ হতে শিল্পকে রক্ষা করা যাবে না এবং শিল্প বিকাশের পক্ষে এগুনো যাবে না, যেহেতু আমলারা লুটের মাল হিসাবে শিল্পকে এ যাবৎ ব্যবহার করেছে।

(ঙ) ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যাধিক মুনাফার ফলে যাতে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ না ঘটে, শ্রমিক যাতে উপযুক্ত মজুরি ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্যে এবং দ্রব্যমূল্যের প্রশ্নে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মুনাফার উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে ।

(চ) আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও পাট ব্যবসা এবং সমস্ত প্রকারের বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

৪। ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে

(ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে। সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী শিক্ষার প্রচলন করা হবে। কারিগরি ও বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হবে।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক রাখা হবে। এরপর সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রমিক, কৃষক ও অল্প আয়ের লোকের ছেলেমেয়েদের জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষার পরও দশন মান পর্যন্ত সরকারী খরচে শিক্ষা দেওয়া হবে। এদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারী খরচে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষালয় এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) বাংলাভাষার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাংলাভাষার উৎকর্ষ সাধন করা হবে।

(ঙ) ধর্মীয় শিক্ষার অবাধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।

৫। চিকিৎসা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে

(ক) চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনসেবা এবং আরোগ্যের চাইতে প্রতিরোধ শ্রেয়তর (Prevention is better than cure) ঐ নীতিদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হবে।

(খ) নিম্ন আয়ের লোকেরা যাতে সরকারী খরচে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে তার ব্যবস্থা থাকবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয়, আরোগ্য নিকেতন ও জটিল রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রাখা হবে। বিনা চিকিৎসায় একজনও লোকও যাতে মারা না যায় তার ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও হেকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের যথাযোগ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে।

(ঘ) সকল মানুষের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্যে গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কম মূল্যে (Subsidised price) সরাবরাহ করা হবে। শহর শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রে স্বল্প ভাড়ায় ঘর পাবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। বিচার ব্যবস্থা ও আইন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে

(ক) জনসাধারণের স্বার্থের জন্যে আইন, আইনের জন্য জনসাধারণ নহে- ঐ নীতির ভিত্তিতেই আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে। বিচার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে।

(খ) বিনাবিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা হয়রানি করা হবে না। যে কোন আদলতের রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এমন ব্যক্তির উচ্চতর আদালতে আপীল করার অধিকার থাকবে। অভাবগ্রস্তদের জন্য বিনা খরচে আইনগত সাহায্য ও পরামর্শ লাভের ব্যবস্থা থাকবে ।

(গ) ছোটখাটো ও প্রাথমিক বিরোধের যাতে শুরুতেই অবসান হয় তার জন্য গণআদালতের ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) বিচর ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন করা হবে। প্রতিটি বিচারক জনসাধারণ কর্তৃক যথাযথভাবে নির্বাচিত হবেন। প্রয়োজনবোধে নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিচারককে প্রত্যাহার এবং তদস্থলে নতুন বিচারক নির্বাচিত করতে পারবেন।

(ঙ) অন্যায় অবিচার বা অসাদচরণের দায়েং কোন বিচারককে উচ্চতর আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে।

৭। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

(ক) রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। যার যার ধর্ম তার কাছে পবিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জবরদস্তি নেই- ধর্ম প্রসঙ্গে এ নীতি কড়াকড়িভাবে কার্যকরী হবে। ধর্মের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ পাবে। রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্ম পালকদের অবাধ অধিকার থাকবে- কিন্তু ধর্মের নামে কোন প্রকার জোর-জুলুম করা বা শোষণ চলতে দেওয়া হবে না।

(খ) বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি বা তমদ্দুনের ভিত্তি হবে-

1) বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও তার উন্নয়ন সাধন করা;
2) সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মেহনতি জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে রূপায়িত করা;
3) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রের মূলনীতি বা আদর্শেও বিরোধী যাবতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশ, প্রচার ও প্রসার রোধ করা;
4) কুরুচিপূর্ণ যাবতীয় গান, বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার, শিল্পকলা ইত্যাদি তথাকথিত শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা;
5) জনগণের সর্বস্তরে সুন্দর, সুষ্ঠ স্বাভাবিক মননশীলতা ও মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। খাজনা ট্যাক্স ও করের ক্ষেত্রে

(ক) সকল প্রকারের ইজারাদারীসহ প্রচলিত খাজনা প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে। সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে। ‘খাজনা প্রথার স্থলে উৎপাদন অণুসারে কর আদায়ের প্রথা প্রবর্তন করা হবে। নিম্ন আয়ের কৃষক ও গরীব কুটির শিল্পীদের জন্য - যাদের ভরন পোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না- তাদেরকে রেহায় দেওয়া হবে।

খ. শিল্প- কৃষি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক উচ্চ হারের কর ব্যবস্থ্য প্রবর্তন করা হবে, অর্থাৎ উচ্চ আয়ের জন্য উচ্চতর হার এবং নিম্ন আয়ের নিম্নতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে এবং পরোক্ষ ট্রাক্স প্রথার বিলোপ করা হবে।

৯। নারী সমমাজের ক্ষেত্রেঃ

ক. নারীরা যে সমস্ত সামাজিক অব্যবস্থা বা দূনীতির দূরুন যুগ যুগ ধরে লাঞ্চিত ও নিগৃহীতা হয়ে আসেছে সেগুলোর অসান ঘটানোর হবে। সমম্পত্তির উত্তারাধিকতার, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, বৃত্তিগ্রহণ ও চাকুরীতে প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করবে।

খ. নর ওনারীর সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরির ব্যবস্থা রাখা হবে। গভৃাবস্থায় সংকটকালীন সময়ে মেহনতকারী নারীকে সর্বোত্তম প্রয়োজনীয় ছুটি ও বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে।

১০। উপজাতি ও তপসিলীদের ক্ষেত্রে

ক) বাংলাদেশের যে সমস্ত অণুন্নত উপজাতি আছে তাদের মাতৃভাষা, সামাজিক ও অর্থনেতিক জীবনের উন্নয়ন করা হবে।

খ) চাকরি এবং অন্যান্য সামাজিক ও শিক্ষাগত সুযোগরে ক্ষেত্রে উপজাতি, তফসিলী ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে

ক) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা হবে এককক্ষবিশিষ্ট। ঐ আইনসভা হবে- জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের স্বার্থের রক্ষক ও জনগণের মধ্য থেকে আসা-গণপ্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংস্থা।

খ) বিপ্লবের তিন শত্রু বা তাদের সাহায্যকারী দালালদের কোনরূপ নাগরিক অধিকার বা ভোটাধিকার একটি নিদির্ষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে না। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী শাসন বা প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদেরকে কোনরূপ অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা যাতে তাদেও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে নতুন সমাজের নতুন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে- তার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জেল ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে অপরাধীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে তাদের পূনর্বাসন করবে।

ঘ. পার্লামেন্ট, আইনসভা বা স্থানীয় শাসন বা প্রশাসন সংস্থাগুলোর নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা আঠার বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের এবং মানসিক সুস্থ অবস্থায় আছেনতনারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলেরই সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থাকবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall) করতে এবং নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে। গোপন ব্যালট প্রাথাতে ভোটদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

(ঙ) দেশে ব্যাপক গণপঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় গনপঞ্চায়েতের প্রাধান্য থাকবে।

(চ) সর্বনিম্ন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকল সরকানী প্রশাসক ও পরিচালক জনসাধারণের গোপন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। প্রধানত: স্থানীয় জনসাধারন থেকেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করা হবে। নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত যেকোন প্রশাসক বা পরিচালককে প্রত্যাহার করে সতুন প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করতে পারবে।

(ছ) যে কোন প্রশাসক বা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

(জ) দেশের সামরিক, আধা-সামরিক বা প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ও তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী এ যাবৎ যে দাসত্বমূলক অবস্থায় বা মৌলিক অধিকারবিহীন অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে এসেছে, তার থেকে তাদের মুক্ত করা হবে। তাদের দেশপ্রেমকে আরও উন্নত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের ভাবধারায় তাদের আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথাযথ সরকারী প্রচেষ্টা থাকবে।

(ঝ) দেশরক্ষার কাজে যাতে দেশের সমস্ত নাগরিক বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষক প্রয়োজনবোধে অংশগ্রহণ করতে পারে- তার জন্য উপযুক্ত সামরিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

(ঞ) বিপ্লবে অংশগ্রহণের কারণে যারা পঙ্গু বা বিকালাঙ্গ ও শহীদ হয়েছেন বা হবেন যথাক্রমে তাদের বা তাদের পরিবারের উপযুক্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার বহন করবে।

(ট) বিপ্লবে জড়িত থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতিটি অংশকে পুনর্বাসন করা হবে। বিপ্লব চলাকালে পূর্ব বাংলার যে সকল অধিবাসী দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবার ও তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে।

১২। বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে

(ক) বিশ্বের ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুই শিবিরের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষেই থাকবে।

(খ) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে থাকবে এবং সার্মথ্য অনুসারে ঐ সমস্ত জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।

(গ) বিশ্ব সর্বহারার সমর্থনে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হবে। প্রত্যেক জাতির নিপীড়িত জনসাধারণের সাথে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের নীতি সরকার গ্রহণ করবে।

(ঘ) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে- যথা ভারত, বার্মা, নেপাল, সিংহল ও মহাচীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপন করে চলবে এবং এই রাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সাথে পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলবে।

[১৯৭১ সালের ৩০শে, ৩১শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস (দ্বিতীয় বিশেষ) গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে রচিত]

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড আবুল বাশার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে পার্টি সার্কুলার	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পার্টি সার্কুলার

(পার্টি সভ্য,কর্মী ও দরদীদের জন্য)

মুক্তিযুদ্ধের নূতন অধ্যায়
ও
আমাদের করণীয়

আট মাসের কঠোর ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আজ সাফল্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। যে নর-পিশাচের দল বাংলাদেশ লাখ লাখ নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করিয়া, অগণিত অসহায় নারীর মান-সম্মান বিনষ্ট করিয়া এবং এক কোটি নিরপরাধ লোককে দেশ ছাড়া করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল তাহারা আজ মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় যৌথ দুর্বার আক্রমণের সম্মুখে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই মুক্ত হইয়াছে এবং আশা করা যায় রাজধানী ঢাকাতে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হইবে।

ভারতের উপর আগ্রাসী আক্রমণ

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া সরকারের সেনাবাহিনীর গণহত্যা, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি বর্বর অত্যাচার চালাইয়া মুক্তিসংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। জনগণের ইয়াহিয়া-চক্রবিরোধী লৌহদৃঢ়, ঐক্য, দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রামের প্রতি ভারতের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন, ভারত সরকারের সাহায্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও দুনিয়ার প্রগতিশীল জনগণের সহানুভুতির ফলে ইয়াহিয়া সরকারের চক্রান্ত প্রথম ধাপেই বানচাল হইয়া গিয়াছে। দুর্জয় মুক্তিবাহিনীর নিকট পর্যদুস্ত হইয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ইয়াহিয়া থান পা-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হিসাবে চিত্রিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র করিতে থাকে।

গত ৩রা ডিসেম্বর অতর্কিতে ভারতের উপর পাকিস্তানের বিমান আক্রমণ এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধেই আক্রমণ।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী

বর্তমান অবস্থায় গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারের স্বীকৃতি একটি সময়োচিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা এ জন্য ভারতের জনগণও ভারত সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও চীনের সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ন্যায্য লড়াই ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হওয়ার ভিত্তি রচিত হইয়াছে।

ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতিদানের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী একযোগে মিত্রবাহিনী হিসাবে সাধারণ শত্রু ইয়াহিয়া-চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। এই সম্মিলিত

মিত্রবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাহাদের বহু ঘাটি ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্রই বাংলাদেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবে। আমরা আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবং পার্টি কর্মীরা যে যেখানে আছেন, উক্ত মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবেন যাহাতে পাকবাহিনী তাড়াতাড়ি বিধ্বস্ত হইয়া আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়। ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, তবুও এই বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছেন এবং পাকবাহিনীর সহিত সম্মুখরণে রক্তও ঢালিতেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থেই এই বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য এবং এই কাজে জনগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে। ভারতীয় বাহিনীর প্রতি আমাদের দেশবাসীর বন্ধুত্বমূলক ও ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ আমাদের দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ও মৈত্রী ঘনিষ্ঠতর করিয়া আমাদের দেশের উপর প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েতের অবদান

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে আগাইয়া আসিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ২ শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া-চক্রের গণহত্যা প্রভৃতি শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই দুনিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভিতর একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগনি গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং সে নির্যাতন বন্ধ, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, তাঁহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ ও বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে একটা সন্তোষজনক রাজনৈতিক মীমাংসা করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন। তখন হইতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐ সমর্থন সূচক নীতি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করিয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে নিজ দেশের জনগণকে সমাবেশ করিয়াছেন এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দুনিয়াতে একটা প্রবল জনমতও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইয়াহিয়া খান যখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতেছিল তখনই সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই মুক্তি সারা এশিয়াতে শান্তির একটা দৃঢ় রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করিতেছে। উপরন্তু, ইহার ফলে ও বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়তের সমর্থনের নীতি হেতু ভারত সরকারও ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করিতে আরও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।

সম্প্রতি, পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিবার পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্ব ইয়াহিয়ার পাশে দাঁড়াইয়া নিরাপত্তা পরিষদের মারফত বাংলাদেশ ও এই উপমহাদেশে হস্তক্ষেপ করার চক্রান্ত করে। ইহাতে আমাদের মুক্তির সংগ্রামের সামনে একটি সংকট উপস্থিত হয়। সেই সংকট সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই নিরাপত্তা পরিষদে তাহার ভেটো প্রয়োগ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে বিরাট অবদান রাখে।

বস্ততঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমাবধি ইয়াহিয়া-চক্রের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। দুনিয়ার নিপীড়িত জাতি সমূহ ও জনগণের ন্যায্য অধিকারের সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ার যে নীতি সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই অনুসরণ করিয়াছে, সেই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকভাবে নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু। সোভিয়েতের সাহায্য ও সমর্থনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই

কিন্তু আমাদিগকে আত্মসন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের উপর তাহাদের কব্জি শিথিল হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় উন্মাদের মত আচরণ করিতেছে। ইয়াহিয়া-চক্রের ব্যাপক নরহত্যা এবং নানা পাশবিক অত্যাচারের কথা বেমালুম চাপিয়া গিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা এখন ভারতকেই আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিতেছে এবং বশংবদ ইয়াহিয়া সরকারকে টিকাইয়া রাখার জন্য পথ খুঁজিতেছে। এ জন্য তাহারা সম্ভবপর হইলে যে কোন ঘৃণ্য পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করিতেও দ্বিধা না করিতে পারে। অন্যদিকে চীনের নেতৃত্ব মার্কসবাদ- লেনিনবাদের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া সরকারকে র্নিলজ্জভাবে সমর্থন জানাইতেছে, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং ভারত সরকারকে আক্রমণকারী আ্যখ্যা দিয়া নানা প্রকার হুমকি দিতেছে। জাতিসংঘ চীন-বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সকল চক্রান্তের প্রতি সমর্থন দিতেছে। তাই, এইরূপ একটি আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে যে, অন্ধ সোভিয়েত বিরোধিতা হইতে চীন- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সোভিয়েত বিরোধী তথা সমাজতন্ত্রবিরোধী চক্রান্তে শামিল হইয়া চীন-সোভিয়েত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতে পারে। এমন আশঙ্কা আছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও চীনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হইলে বাংলাদেশ প্রশ্নকে ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশের বুকে এমন কি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এক প্রলংকরী যুদ্ধের সৃষ্টি হইতে পারে এবং আমাদের মুক্ত সংগ্রাম ব্যাহত হইতে পারে।

আমাদিগকে এই বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিতে হইবে এবং সকল প্রকার অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ও চীনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে এবং মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া দ্রুত বিজয় অর্জন করিতে হইবে।

সাফল্যের পথে মুক্তিযুদ্ধ

যদি বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ না হয়, তবে বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে পারে। এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের পার্টির বর্তমান করণীয়গুলি স্থির করিতে হইবে।

করণীয়ঃ

(১) আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে আমাদের কর্মী ও সমর্থকগণ সুদৃঢ় সক্রিয় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করুন, যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ বিজয় ত্বরান্বিত হয়। বলাবাহুল্য যে, আমাদের কর্মী ও সমর্থকগণ সুদৃঢ় সক্রিয় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করুন, যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ বিজয় ত্বরান্বিব হয়। বলাবাহুল্য যে, আমাদের কর্মী ও সমর্থকগণ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সাধারণ কার্যক্রম মানিয়া নিয়া তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন।

(২) মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজয় ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পর্কে আজ দেশবাসীকে সচেতন, সংগঠিত এবং সক্রিয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হিসাবে দেখা দিয়াছে। আমাদের পার্টির যেসব কর্মী ও সমর্থক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছেন, তাহাদের কর্তব্য হইবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনগণকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যাহাতে জনগণ পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করে তাহার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করিতে হইবে। যে সমস্ত পার্টি সভ্য ও কর্মী প্রবাসে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারাও অবিলম্বে স্ব স্ব জেলা কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিবেন এবং সেখানে গিয়া উপরোক্ত কাজগুলি শুরু করিয়া দিবেন।

(৩) মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত সাফল্যমন্ডিত করা ও আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলদেশকে একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন, সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য পার্টিও সমস্ত সদস্য, কর্মী ও সমর্থকগণ প্রতিনিয়ত জনতার স্বার্থে কাজ করিয়া যাইবেন এবং পার্টির নীতি ও কমসূচী জনগণের মধ্যে অবিরত প্রচার করিবেন।

(৪) যেসব অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে বা হইতেছে সেসব অঞ্চলের গ্রামে, ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দলমতের প্রতিনিধিদের লইয়া সর্বদলীয় গণকমিটি (People's committee) গঠন করার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কমিটির উপরেই সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব যাহাতে দেওয়া হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি মুক্ত অঞ্চল অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ইহা করতেই হইবে। জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারনের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে। অবাঙ্গালীবিরোধী বা কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাহাতে না হয় তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৬) মুক্ত এলাকায় খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির সুষ্ঠ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। জনগণের উপর কোন জোর-জুলুম করা চলিবে না। স্কুল, কলেজ, হাটবাজার প্রভৃতি আবার চালু করিয়া তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিতে হইবে।

সকলের মিলিত প্রচেষ্টা দরকার

মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পরপরই আমাদিগকে নানা ধরনের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী পুনর্বাসনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভাঙ্গাচোরা অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা, ভবিষ্যতে দেশকে গড়িয়া তোলার জন্য এবং বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার কাজ আমাদের সামনে উপস্থিত হইতেছে। জনতার পরিপূর্ণ আস্থা ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া উক্ত বিরাট কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়।

এই জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করা ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য আমরা প্রথম হইতেই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছি। বর্তমান জটিল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজ সুচারুরূপে অগ্রসর করার জন্য ঐরূপ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন দলকে ছোট মনে করা তাহার প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করার জন্য নয়, দেশবাসীকে সুদৃঢ় ঐক্য গঠনের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট দেশ পুনর্গঠনের উপযোগী একটা কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া উহা কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে পারে। এই কার্যক্রমের মূল কথা হইবে- দেশকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাবমুক্ত করিয়া একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উক্ত কার্যক্রমের মূল বিষয় হইবে- কৃষি জমির সিলিং নির্ধারণ করিয়া খোদ কৃষকের হাতে জমি বিতরণ; শ্রমিকদের বাঁচার মত নিম্নতম মুজরি নির্ধারণ; চাকুরীর নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিতকরণ; ব্যাঙ্ক,বীমা, বড় বড় শিল্প, পাট ও আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা প্রভৃতি জাতীয়করণ; ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান; সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়িয়া তোলা; সমতার ভিত্তিতে ভারতের সাথে বন্ধুত্বমূলক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ; সাম্রাজ্যবাদীদের শর্তযুক্ত সাহায্য বর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর হইতেই আমরা ইহাকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছি এবং আমরা এই সরকারকে সমর্থন করি। তবে আমরা মনে করি যে, বর্তমানে দেশের সামনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে সমাধান করার জন্য এই সরকারের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সংগ্রামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। ইহা দেশবাসীর মনে বিপুল অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করিবে এবং দেশ গঠনের কাজে প্রতিটি মানুষকে সক্রিয় করে তুলিবে।

দেশ পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জনের পরে দেশে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্ন দেখা দিবে। এ জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই শাসনতান্ত্রিক পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের একটি অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে। অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র যাহাতে সারাদেশের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে সে জন্য সকল সংগ্রামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের সমবায়ে একটি সাময়িক শাসনতন্ত্র পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠন, উহার একটি সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ, সম্প্রসারিত অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন এবং অন্তবর্তী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাইতে হইবে এবং দেশবাসীর মধ্যেও উহার সপক্ষে জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিকাশের স্তরে তথা দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়ার দল আওয়ামী লীগকে আমরা সাধারণভাবে মিত্র বলিয়া গণ্য করি। বর্তমান অবস্থায় দেশবাসীর স্বার্থের অনূকুলে ও দেশ পুনর্গঠনের কাজে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলাই আমাদের সাধারণ নীতি। এই সহযোগিতার ভিতরেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সরকারের কাজের সমালোচনা প্রভৃতি মিত্রসুলভভাবেই পরিচালনা করিতে হইবে।

কমরেডগণ,

মাতৃভূমির যে স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণ গত আট মাস যাবৎ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, সেই স্বাধীনতা আজ আমাদের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এক দশক আগে আমাদের পার্টি বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের যে দাবী ঘোষণা করিয়াছিল আজ সেই দাবী বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে। ঘৃণ্য দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আর্শীবাদে রচিত কৃত্রিম এবং সাম্প্রদায়িক-প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র পাকিস্তান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দুর্বার আঘাতে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিশাপ হইতে বাঙ্গালী জাতির মুক্তি আজ আসন্ন। দুনিয়ার বুকে জন্ম নিয়াছে এক নবীন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র-বাংলাদেশ।

আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জাতিসমূহও শীঘ্রই তাদের ন্যায্য জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য রুখিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহাদের এই ন্যায্য সংগ্রামে আমাদের পার্টি সবসময় সাহায্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

বাঙ্গালী আওয়ামী লীগ জাতির জীবনে আজ এক নূতন দিনের সূচনা হইতেছে। আসুন আমরা সবাই মিলিয়া শপথ গ্রহণ করি যে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণকে অতীতের সমস্ত বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব এবং স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠন করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইব।

কেন্দ্রীয় কমিটি,

৩রা ডিসেম্বর,১৯৭১ বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন	পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি	………

EVALUATION OF THE FREEDOM STRUGGLE OF BANGLADESH

The movement and struggle of Bangladesh have assumed a completely new form. The struggle for establishment of democracy and autonomy has been transformed into the freedom struggle of Bangladesh and the peaceful non-cooperation movement has now turned into armed struggle. The freedom fight of Bangladesh is aided and supported by the entire people. Such united support of the people to the freedom struggle is rare in history. The objective and the form of the struggle for Bangladesh have both changed. The freedom struggle of Bangladesh has important significance in both the national and international sphere. It is a completely new situation.

That is why, determining character of the struggle of Bangladesh and its correct evaluation is absolutely necessary.

The evaluation of the freedom struggle of Bangladesh made by the Central Committee and the tasks set by it are written below:

THE CHARACTER AND FORM OF THE STRUGGLE: ITS ENEMIES AND ALLIES

Character of the Struggle

The character of the rule and the exploitation of the reactionary ruling clique of Pakistan in Bangladesh is of a colonial nature; although, in the classical sense. Bangladesh is not a colony of West Pakistani rulers. In this context, the character of the struggle of Bangladesh is-national liberation struggle of Bangladesh.

This struggle is being waged against the reactionary ruling clique of Pakistan which is aided by the imperialists. Therefore, this liberation struggle of Bangladesh strikes at the imperialists and it now contains elements of assuming form of direct struggle against imperialism. Also, this struggle is undoubtedly democratic; because, democracy is one of its main objectives.

Form of the Struggle

The struggle is being waged-directly against the ruling clique of Pakistan and its armed occupation army. It is by defeating this army that Bangladesh will have to be established as an independent and sovereign state.

Therefore, the main form of this struggle is armed struggle against the armed enemy troops.

Enemies and Allies of the Struggle

Enemies: The rulling class comprising the monopoly capitalist of West Pakistan who are collaborators of imperialism, particularly American imperialism and the feudal landlords as well as their agents in this country are enemies of the freedom of Bangladesh.

Allies: (a) Allies of this struggle are the entire people of Bangladesh comprising the workers, peasants, middle class; bourgeoisie and jotedars. Among these, the big feudal landlords may prove to be the weakest section. Therefore, we must be cautious about the big feudal landlords (a section of the jotedars).

(b) We consider the exploited people of the different linguistic nationalities of West Pakistan, particularly the small nationalities, the friends of the liberation movement of Bangladesh. The freedom struggle of Bangladesh and the West Pakistani people's struggle for autonomy and democracy are complementary to each other. The freedom fight of Bangladesh is directed against the very reactionary ruling clique which is oppressing and exploiting them (West Pakistanis). Therefore, the people of West Pakistan should support the freedom fight of Bangladesh and all their struggles for democracy and autonomy will receive our support.

(c) In this freedom struggle of Bangladesh, peace, democracy and freedom-loving and progressive people of the world as well as all democratic progressive and socialist states of the world will be considered friends. For the success of this struggle, their total support and aid are essential. In this struggle, the aid of all democratic forces, the people and the Government of India is particularly necessary. Besides, the help of the people and governments of the neighboring Burma, Ceylon and Nepal is also necessary. The aid and support of Afghanistan and the democratic and progressive states of the Arab world will be helpful for the success of this struggle of Bangladesh.

THE RELATION BETWEEN THE FREEDOM STRUGGLE OF BANGLADESH AND THE WORLD MOVEMENT FOR PEACE, DEMOCRACY AND SOCIALISM

This freedom fight of Bangladesh will strengthen the world struggle for peace, democracy and freedom; also, the freedom struggle of Bangladesh is a part of the struggle waged by the International Communist Movement for national rights of various nations, nations' right to self-determination and democracy.

Because,: (a) The success of this struggle will strengthen the forces of peace and democracy in South East Asia.

(b) This struggle is directed against the despotic military autocracy of Pakistan which is supported by imperialism. Therefore, the success will indirectly weaken imperialism.

(c) The success of the struggle of Bangladesh will end communalism in Bangladesh and will be helpful in establishing friendly relation with India.

(d) If this struggle becomes victorious, there are chances that the relations of Bangladesh with socialist countries will improve.

If the communist and progressive forces of Bangladesh can play the correct role and if the International Communist Movement extends necessary aid and support, then the afore-mentioned possibilities will materialize and the path of the national democratic revolutionary struggle of Bangladesh will become wider.

THE STRENGTH AND WEAKNESS OF THE STRUGGLE

Strength :

(1)The demand and the struggle for the. freedom of Bangladesh

are supported by the entire people.

(2)There is militant attitude among the people and they are extending unreserved support and co-operation to the armed struggle against the enemy army. The youths are taking part in the armed struggle.

(3)Excepting for a small maoist faction, all democratic and leftist parties of Bangladesh have more or less actively joined this struggle.

(4)Since this struggle is directed against the enemy of the people of the oppressed and exploited nations of West Pakistan, there are chances of winning the support of the people of oppressed nations of West Pakistan to this struggle.

(5)This struggle is backed by the support of the people, the democratic forces and the Government of India.

(6) The Soviet Union and the democracy, peace and freedom loving forces and communities of the world have raised their voice of protest against the genocide committed by the Pakistani ruling clique in Bangladesh and have demanded a political solution of the Bangladesh issue. The leading newspapers of the world have protested against the genocide in Bangladesh. For these reasons, world public opinion is being formed in favor of the struggle of the people of Bangladesh and consequently, the freedom fight of Bangladesh is being strengthened.

Weakness:

(1)There is still lack of organized force and power to give organized form to the spontaneous participation and support of the people to the present liberation struggle of Bangladesh.

(2)There is lack of experience on the part of the people and the different fighting parties as regards the carrying on and guiding of this armed struggle.

(3)Among a section of the people, particularly among the Muslims of neighboring India, there is a hostile attitude towards the freedom struggle of Bangladesh.

(4)The Socialist Camp and the Arab World have not yet declared their strong support and help to the freedom struggle of Bangladesh.

(5) The unity of the various parties and forces fighting for the freedom of Bangladesh has not yet been achieved.

(6)The different imperialist forces are extending support and help to the Yahya government by various methods. The American imperialists, ,in particular, have all along been exploiting us also. But the people have not yet become fully conscious about these enemies.

(7)As a result of the national oppression and the discriminatory behavior of the ruling clique of Pakistan, on the one hand, and the policy of Bengali chauvinism or the anti- West Pakistani politics persued by the Awami League leadership in the past and during the election, on the other hand, there now exists an anti-non-Bangali attitude among the people of Bangladesh. On the other hand, as a result of the conspiracies, false propaganda and anti-Bengali incitement carried out by the ruling clique and other reactionary cliques, there have been created certain misunderstandings among the West Pakistani people regarding the people of Bangladesh and their freedom struggle. For these reasons, the question of achieving unity and fraternity among the people of Bangladesh and the exploited people and oppressed nations of West Pakistan continues to remain unsolved.

(8)Although the 'Mukti Fauj' (Liberation Army) that was initially formed out of the East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and Police, etc., fought heroically against the enemy soldiers, this Liberation Army is not politically educated. Moreover, as they had received anti-people and wrong education from the ruling clique of Pakistan over a long period, they are infected with various weaknesses.

CLASS CHARACTER OF THE LEADERSHIP OF THE STRUGGLE AND ITS STRENGTH AND WEAKNESS

Class Character of the leadership

The main leader of this struggle is-the Awami League and the Government formed by it. They are chiefly the representatives of the emerging bourgeois class of Bangladesh. They have acute and basic contradiction with the monopoly capital of West Pakistan.

Strength

The strength of this leadership is that in the present period they have not surrendered to the monopoly capital of West Pakistan, that is to say, the reactionary ruling clique, and on the question of national rights for the Bengalis, they have stood for armed struggle for the freedom of Bangladesh. This leadership enjoys the wide support of the people of Bangladesh.

Weakness

But the weakness of this leadership is that it lacks the revolutionary staunchness and the organizational ability necessary for directing the present armed struggle.

Secondly, they have no firm faith on achieving freedom through the strength and struggle of the people by means of organizing people's strength. On the other hand, they

are more inclined to achieve the desired result with the aid and support of any big power belonging to any camp. At present, they are completely dependent on the aid of the Indian Government. They still have illusions about the American imperialists.

Thirdly, there is lack of realization on the part of the leadership that unity of all fighting forces is necessary for leading this struggle to success. Rather, narrowness and sectarianism still exists among the leadership.

ROLE OF OTHER PARTIES IN THIS STRUGGLE

(a) The rightist parties have assumed the role of agents of Yahya clique.

(b) Although Bhasani NAP has now declared its support to this struggle, in the past they did not consistently follow any clear political line. (At present Bhasani NAP as a party does not exist anymore; Only Maulana Bhasani and some of his followers are associated with it.)

(c) Three maoist factions are at present lending their support to this movement. They verbally declare that a united front of all left forces including the Awami League is necessary; but actually, they want to form a separate left united front excluding the Awami League.

(d) Another maoist group (Huq -Toaha) is playing a divisive and actually opposing role.

THE QUESTION OF FORMATION OF THE UNITED FRONT

An essential condition for quick and sure victory in this struggle is the formation of a United National Liberation Front comprising all fighting forces including the Awami League, Communist Party and NAP (led by Wali-Muzaffar). The formation of this front will consolidate, heighten and strengthen the freedom struggle and will create greater enthusiasm among the people of Bangladesh. Besides, the sooner the fighting parties and forces of Bangladesh can be unified quicker will be the support extended by the progressive forces of the world and the socialist camp to the freedom fight of Bangladesh.

But the narrowness of the Awami League and, on the other hand, anti-Awami League attitude of some leftist groups are hindering the formation of this front. However, among the Awami League rank and file, particularly among the younger section, pro-unity attitude can be discerned. This attitude is taking shape among some sections of the Mukti Fauj also. Therefore, although many problems face the formation of this front, there is possibility of this front being formed.

The minimum programme on the basis of which a national liberation front comprising all fighting forces of Bangladesh may be formed and on the basis of which the Party may open talks and strive to form national liberation front is incorporated in this document. This programme has been framed keeping in view the object of uniting all classes of people of Bangladesh against the enemy.

PROBLEMS FACING THE STRUGGLE

(1)Organized and well-knit army, guerilla fighters etc. have not yet been formed.

(2)All militant political parties and mas-organisations inside the country have been destroyed.

(3)Economic crisis in the life of the people has assumed an acute form. As a result some sections of the people have fallen into despondency.

(4)Political propaganda inside the country is very weak compared to the extreme oppression to which the people are subjected.

(5)Confusion prevails abroad regarding the struggle of Bangladesh. Propaganda and diplomatic activity aimed at drawing world opinion and the different states to the side of our struggle is also very weak.

(6)Compelled by extreme oppression, millions of our countrymen have sought and are seeking refuge in India. This also has created a great problem for the struggle.

(7)Till now this struggle is dependent on the aid and support of the Indian Government alone and this government is a bourgeois government. This is also a difficult problem.

(8) The reactionary ruling clique of Pakistan is directly and indirectly backed by imperialist support. This has created a problem. Moreover, the overt political support and the military aid given by the maoist leadership of China to these reactionary ruling clique have encouraged them to commit genocide and ruthlessly suppress the freedom fight of Bangladesh by military force. This shameless action of the Chinese leaders has created confusion in many countries regarding this struggle of Bangladesh. This has started the freedom loving people of the world. Besides, as a result of this role of the Chinese leadership, Indo-Pak tension has increased, peace in Asia is being threatened and complications have arisen in the international sphere.

ROLE OF THE PARTY

The present armed fighting and the struggle in Bangladesh have imposed some special and difficult historical responsibilities on the Communist Party. To fulfill this responsibility, the Communist Party must perform the following basic tasks.

(1)To participate fully in the armed struggle on our own initiative.

(2)To try to get rid of all military, political, organizational and other weaknesses by participating in the struggle.

(3)To take the initiative and to try at all levels for the formation of a United Front.

(4)The Party must strive to lead forward this struggle along the path of national democratic revolution as soon as the immediate objective of this struggle is achieved.

VICTORY OF FREEDOM STRUGGLE IS CERTAIN

Finally, we must remember that the freedom fight of Bengal is the struggle against
the armed forces of the reactionary ruling clique of Pakistan. This army has been equipped with the modern weapons supplied by the American imperialists and the ruling clique of Pakistan are still getting various kinds of aid from the imperialists. Moreover, the Maoist leaders of China are extending unlimited political, economic and military assistance. In this condition, the freedom fight of Bangladesh is a hard, sanguinary struggle.

But. the ruling clique of Pakistan is completely isolated from the people of Bangladesh. As a result of non-cooperation movement and armed struggle, the administrative system and economic structure of Bangladesh has. completely broken down. Therefore, the ruling clique is today facing an acute crisis. The limitless oppression and repression perpetrated by the ruling class serves only to stir-up intense hatred and anger among the people. The people of Bangladesh are actively participating in the freedom fight and, except for a few agents, this struggle is backed by the support of the entire people of Bangladesh. The youths of Bangladesh are coming forward in large numbers to take part in the armed struggle. Broad unity of the people is the main strength of the freedom fight of Bengal.

Moreover, in the international sphere also, support and aid to the freedom fight of Bengal is gradually increasing. The people, the democratic parties and forces as well as the Government of India are extending unstinted support and aid to the freedom fight of Bangladesh. The Soviet Union has severely condemned the genocide in Bangladesh and has demanded a political solution of the Bangladesh issue. The World Peace Council has also condemned the genocide and demanded a political settlement of the Bangladesh issue.

The progressive forces and the peace loving people of the world are gradually coming forward in support of the freedom struggle of Bangladesh and the chances of world public opinion being formed in support of the freedom struggle of Bangladesh are gradually increasing.

Therefore, however well-equipped the army of the ruling clique of Pakistan may be and however difficult the freedom fight of Bangladesh may be, the ultimate victory of the struggle of Bangladesh is absolutely certain.

Adopted:
22. 5. 71.

Central Committee,
Communist Party of
East Pakistan (Bangladesh)

PROGRAMME OF THE NATIONAL LIBERATION FRONT

The minimum programme on the basis of which attempt may be made at present to form a national liberation front is as follows:

(1)To defeat and drive out the occupation army of the reactionary ruling clique of Pakistan by waging armed struggle. To completely liberate Bangladesh and to build up Bangladesh as an independent sovereign democratic republican state with a view to advancing along the path of socialism.

(2)To entrust to the representative legislature elected by the people the sovereign and absolute authority to run the state; to introduce direct election based on universal adult franchise and joint electorate system; to concede the people the right to recall elected representatives; to ensure parliamentary democracy; and to establish a secular democratic stale.

(3)To ensure the fundamental rights of the people, namely, freedom of speech, freedom of association, freedom of the press, etc; to ensure enjoyment of those rights by the workers-peasants and other people; to annul all kinds of oppressive laws; to concede full opportunity to the people so that they may actively participate in the determination of state policies; to set up local autonomous bodies elected by the people for managing the local affairs of the cities, towns and villages and to take the help of these bodies in running the government administration. To separate the judiciary from the executive and to entrust to the court the right to determine whether an act is legally valid.

(4)To grant equal rights to all citizens irrespective of race, religion and sex and not to discriminate against anybody on religious or ideological grounds.

(5)To ensure to all citizens the rights to hold their own belief and religious faith and observe their religious rites. To refrain from interfering in any body's religious beliefs. To ban all kinds of communal propaganda. To ban all communal parties as well as all such parties which have served the enemy.

(6)To remove from the administrative machinery of the state all such officials who are either trained or connected or are subservient to Pakistan's ruling clique and foreign imperialists. To restrict the powers of bureaucrats, police, etc.

(7)To build up the defense army of Bangladesh as a genuinely patriotic and people- oriented army.

(8)To adopt necessary measures for the political, economic, cultural i.e., total development of various tribal peoples.

(9)To build up heavy and basic industries in the state sector; to build up the state sector as the main determining force in the field of industries; to establish the authority of the popular representative legislature over the state owned industries; to ensure participation of the workers of state-owned industries in the management of their respective industries. To nationalize banks, insurance, jute industry and trade, foreign trade and main transport system with a view to collecting capital for building up

industries in the state sector and eliminating the hold of the monopolists over the economy.

To encourage capitalists, particularly owners of small capital to build up industries in the fields other than the state sector and to offer them favorable opportunities. To establish trade relations on equal terms with ail countries irrespective of social systems and to expand economic and trade relations with socialist countries. To establish closer trade relations with the neighboring countries, particularly with India.

(10) (a). To carry out urgent and necessary reforms in the sphere of land system. To fix the ceiling of land holding at 100 bigha (slightly more than 33 acres) per family and to distribute the excess land freely among the poor and landless peasants on the basis of their requirement. To pay adequate compensation to the landlords whose lands will have been acquired by the government. To distribute government land freely among the landless and poor peasants.

(b)To exempt the owners of upto 25 bighas of land from ground rent. To eliminate the system of rent collection gradually and introduce income tax in proportion to total income earned from sale of crops produced in the land.

(c) To ensure just price for jute and other cash crops.

(d)To ensure fair wage for agricultural laborers.

(e) To encourage peasants to adopt co-operative farming; to extend state help to the peasants in the form of modern agricultural implements, fertiliser, ow-interest agricultural loan, etc.

(11)To take up flood control, dispelling tidal bore and arrangement of irrigation as urgent tasks at the state lavel and to adopt necessary measures for their implementation.

(12)To introduce universal and free education; to arrange for higher education at low cost; to establish large number of schools, research laboratories, medical, agricultural and technical institutes; to radically reform the education system and arrange for imparting secular education by modern scientific method.

To arrange for imparting education through the medium of Bengali at all levels of education in Bangladesh and to extend all possible help from th* state for the development of the Bengali language. For the Urdu-speaking residents of Bangladesh, to ensure the right to receive education in their mother tongue and build up their own cultural life.

(13)To attach due importance to the development of people's education and culture and the public health system and to make increased expenditure from the state on these accounts; to make medical facilities easily available to the people.

(14)To ensure the workers a minimum wage for maintenance of life, job-security, a maximum of 8 hours working day, future security as well as all trade union rights, including right to strike and collective bargaining. To arrange for their housing, leave, education and medical facilities for family members, cultural performance, sports, etc.

To ensure the office workers, intelligentsia, etc; fair income commensurate with their standard of living; to ensure them a living, a job and security of service and to reduce burden of taxes over them. To arrange transport for the workers and office employees.

(15)To ensure to women equal rights and status as men in the social, economic and political spheres. To free the womankind from all kinds of discrimination and social oppression. To adopt special measures to spread education among women.

(16)To confiscate the movable and immovable properties of all those who have collaborated with the reactionary ruling clique of Pakistan or have acted against the people during liberation struggle and to mete out punishment to them.

To confiscate enemy property and turn it into national property.

(17)To return to owners the properties that have been confiscated or occupied by the enemy. To rehabilitate individuals and families evicted by the enemy.

To grant adequate help to the families of those killed or wounded in the liberation struggle.

(18)To persue an independent and neutral policy in the sphere of foreign affairs; to refrain from joining any imperialist war pact: to establish economic-cultural and friendly relations with all countries on the basis of equity; to establish relation of co-operation with the Afro-Asian countries including India, the Socialist Camp, and all friendly countries; to line up with the peace-loving countries and persue a policy of preserving world peace and extending support and co-operation to the anti-imperialist national liberation struggle all over the world.

To persue a policy of full co-operation and support to the just and democratic struggle of the exploited people and oppressed nations of West Pakistan.

To avoid being dependent on imperialist capital and to refrain from accepting foreign aid or loans entailing conditions contrary to the national interest.

This programme is to be implemented as far as practicable in all areas that will be liberated through struggle.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখা করে বিশ্ব বুদ্ধিজীবি মহলের প্রতি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আবেদন	বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ	..... ১৯৭১

AN APPEAL FROM THE BANGLADESH LIBERATION COUNCIL OF THE INTELLIGENTSIA

The Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia is an organization of the displaced teachers, scientists, poets, painters, writers, journalists and actors from Bangladesh who managed to escape the wrath of the West Pakistani army, which is responsible for one of history's blackest mass murders and purges.

The object of the Council is to support the war efforts of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to press to the attention of the world our case for independence, to document the crimes of West Pakistani army, to do educational work among our freedom fighters and to find for our members the means of their subsistence while they work for the liberation movement.

The community from which our membership is drawn has been a special target of the military action started on the night of March 25, 1971. A measure of the army's hostility to the intellectual community is its gunning down of twenty University teachers in cold blood before their wives and children. Their sins are their support for democratic and secular values, their opposition to dictatorship, their insistence on the linguistic and cultural individuality of the Bengalis, their articulation of the political, economic, and philosophical basis of the Bangladesh Movement. The army sought to liquidate the intellectuals as a class along with the political leaders with a view to silencing the demand for greater autonomy for the Bengalis.

The demand for autonomy arose from the wrongs and deprivation suffered for 23 years by Bengalis in Pakistan who formed its majority but had a very modest share in its prosperity. Their representation in the armed forces and higher echelons of the civil service of Pakistan was negligible, and most of their foreign exchange earnings from jute was used to build industries in West Pakistan while Bangladesh served as a protected market for West Pakistan products. Bengalis wished to put an end to this colonial pattern of exploitation and demanded the right to control their economic resources for their own development. This threatened the privileges of the ruling capitalist-bureaucratic-military clique based in West Pakistan, whose 22 rich families controlled 80% of national wealth.

When the general elections of the last December, conceded under popular pressure, showed that the Bengali demand was almost unanimous, President Yahya Khan entered into hypocritical negotiations with Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the people of Bangladesh, whose party, the Awami League, had secured 167 of the 196 National Assembly seats and a clear majority in the Assembly, for a political settlement. Under

cover of these talks, which were prolonged, Yahya Khan however gave finishing touches to a two year old plot of putting down the constitutional demand with brute force, Yahya's medieval hordes in modern arms cracked down upon the unsuspecting people of Bangladesh around the midnight of March 25. The massacres and destruction that followed have no parallel in history.

Yahya's perfidy is aimed at denying the democratic process, that is, the right of the majority and perpetuation of the colonial stronghold on Bangladesh. In furtherance of this aim. Islamabad has embarked upon a carefully thought out programme of genocide as a method of settling the problem. Its army has been killing unarmed Bengalis, women, children, the infirm and the old, with psychotic fury. It has so far killed a million and forced over seven million to flee to India and Burma to escape its brutalities, It has laid waste entire city blocks and wiped out entire villages, One of its favorite techniques of terror is to set fire to a village and then sadistically mow down the fleeing men and abduct the girls and subject them to dishonor and torture. In short, the West Pakistani army is carrying on a mission of murder, rape, and looting on a scale that would have shamed an Attila or a Hitler.

The planned extermination of the people of Bangladesh is in progress. We believe
that the intellectuals of the world have a duty towards humanity and, therefore, towards Bangladesh where humanity is in agony.

We appeal to intellectuals around the world:

(1)to organize movements in their own countries to stop genocide in Bangladesh

(2)to raise a voice of protest against Pakistan army's suppression of human rights and to move, the International Commission of Jurists arid the United Nations to take up the Bangladesh issue;"

(3)to support our struggle against dictatorship and colonialism which has now been transformed into a struggle for complete independence;

(4)to create pressure upon their own government to accord recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh.

(5)to create pressure upon Pakistan military authority tore/ease Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners ;

(6)to give financial support to our cause.

President

Dr. A. R. Mallick—Vice-Chancellor, Chittagong University
Vice-Presidents
Dr. K. S. Murshid-Head, Department of English, Dacca. University
Prof. S. Ali Ahsan-Head, Department of Bengali. Chittagong University
Qumrul Hassan-Painter
Ranesh Dasgupta-Journalist

General Secretary

Zahir Raihan-, Novelist and Film Director

Joint Secretary

Dr. M. Bilayet Hossain-Reader in Physics. Dacca University

Exetutive Secretaries

Hasan Imam-Actor

Sadeq Khan-Art Critic

Moudud Ahmed-Barrister

Dr. Motilal Paul-Economist

Brojen Das-International Sportsman

Wahidul Huq-Musician and Journalist

Alamgir Kabir- Journalist and Critic

Anupam Sen-Sociologist

Faiz Ahmed-Journalist

M. A. Khair-Film-maker

Kamal Lohani-Journalist

Mustafa Monwar-Painter and TV Producer.

Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia
9, Circus Avenue,
Calcutta-16, India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি	বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ	...... ১৯৭১

General Yahya Khan has once again outraged the world by revealing his plan of trying Sheikh Mujibur Rahman in a military court in secret and virtually pronouncing on him the sentence of death, in advance.

In fact, a paranoid ruler guilty of usurping the power that belongs to the people alone, has put the world on notice that he wishes to murder a man who has come to symbolize popular will, freedom and human dignity to vast sections of mankind in his own country and elsewhere.

Sheikh Mujibur Rahman sought to establish legitimacy, that is the sovereignty of the people, in a country which had been under the heels of dictatorship for over a decade, first by fairly winning the first general elections ever to be held in Pakistan by an absolute majority of votes, and then, by launching a non-violent non-cooperation movement, the like of which the world had never seen, when the right of the majority to rule was menaced and the promised transfer of power to the people appeared doubtful.

When Yahya Khan suppressed popular will and human rights, destroyed the last opportunity of a constitutional resolution of the Bengali demand for autonomy, and treacherously resorted to a genocidal war in Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman fulfilled his obligation to his people whose inalienable right to govern themselves was denied by a minority from a distance of 1000 miles, by declaring independence and urging his people to take up arms against the oppressors.

To try Sheikh Mujibur Rahman then, is to put democracy and its 75 million followers in Bangladesh on trial. To subject his to military justice in secret without the assistance of lawyer chosen by him is to deny him a right dear to all civilized societies.

We deny that the military rulers of Pakistan, who should have the hangman's noose round their own necks, have any legal or moral right to try the Bangabandhu.

We call upon all civilized men and women, peoples and governments and the U. N. Secretary-General to keep faith with their conscience and act before the brutal men in Islamabad carry out their publicly known intention.

Bengalis exercised through their undisputed leader Sheikh Mujibur Rahman the revolutionary right of the majority to resist their cultural, economic and political subjugation to the capitalists, bureaucrats and warlords, representing a minority, which had no faith in democracy and proved itself alien to the majority in every sense.

The life of Sheikh Mujibur Rahman, the founder of a secular, humanist democratic Bangladesh, is important for the well being of his people and for peace in Asia.

Sheikh Mujib is among the finest representative of oppressed and freedom-loving humanity of all time. Raise your voice against his contemplated murder after a covert trial which does not even pretend to be impartial and join an international effort to save him. Petition your MPs. head of State, and the UN Secretary-General to intervene and to presuade the Islamabad regime to abandon its scandalous plan to try Sheikh Mujib; and earn the eternal gratitude of the people of Bangladesh by securing his release.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতে আগত বাংলাদেশবাসীর যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি প্রচারপত্র	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ	.... ১৯৭১

ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশী ভাইবোনদের প্রতি আবেদন

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক কঠিন ও দুরূহ মুহূর্তে আমরা আজ বাস করছি। স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অমানুসিক গণহত্যা ও অত্যাচার থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে আমরা সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছি আমাদেও প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট ভারতের মাটিতে। আমাদের এ বিপদ মুহূর্তে ভারত সরকার ও এদেশের জনসাধারণ আমাদের প্রতি যে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান করেছেন তার তুলনা নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এ অবস্থা সাময়িক। আমরা সোনার বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে অতি শীঘ্র জন্মভূমির মাটিতে আবার ফিরে যাব। সংগ্রাম এগিয়ে চলছে। আজকে আমাদেরকে আরও সক্রিয়ভাবে সে সংগ্রামে শরিক হতে হবে। সংগ্রামকে সফল করে দেশকে শত্রুমুক্তি করার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

(১) যুদ্ধাবস্থায় আমাদের যে কোন রকম অসুবিধা সহ্য করার মত মনোবল প্রয়োজন। আমাদের স্বদেশবাসী লক্ষ লক্ষ লোক দেশের জন্যে প্রান দিয়েছে- লক্ষ লক্ষ লোক এখনও শত্রুসৈন্যের কবলিত এলাকায় নির্যাতিত হচ্ছে। তাঁদের কথা স্মরণ করে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব- দেশের খাতিরে যে কোন অসুবিধাকে আমরা তুচ্ছ মনে করবো।

(২) ৩০ লক্ষ শরণার্থীও ভরণ-পোষণ ও সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা এক ব্যাপক সমস্যা। শরণার্থীদের সহযোগীতা ও উপলব্ধি ছাড়া কোন সরকার বা বেসরকারী সংঘের পক্ষে সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদেরকে সাধ্যমত ক্যাম্প এলাকায় রিলিফ ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করতে হবে।

(৩) পাকিস্তানী দুশমনরা আমাদের ভেতর সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিদ্বেষের বীজ ছড়াবার জন্যে তাদের অনুচরদের লাগিয়ে দিতে পারে। কাজেই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে আমরা যেন শত্রুর শিকার না হই। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানী সরকার তাদের বর্তমান বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তারা বিশেষ করে চেষ্টা করছে, ভারতের মাটিতে একটা সাম্প্রদায়িকতা কলহ সৃষ্টি করতে। তাদেরই উস্কানিতে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী মিরজাফর হিন্দু-সম্প্রদায়ের জিনিসপত্র লুটপাট করে। মনে রাখবেন, যেসব মুসলমান এসব কাজ করেছে-তারা শুধুমাত্র হিন্দুদের শত্রুনয়, তারা আমাদের জাতীয় শত্রু। আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর সেনারা বহু অঞ্চলে এসব মীরজাফরী দস্যুদের শাস্তিদান করেছেন। আমাদের সবার এক পরিচয়। -হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান মিলে আমরা সবাই বাংলাদেশী। আমাদের লক্ষ্য এক- দেশকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করা।

(৪) সীমিত অর্থবল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে নানারকম জটিলতার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনায় কাজ করে যেতে চলেছে। আমাদের সরকারের প্রতিটি কাজকে বিশেষ ধৈর্যসহকারে গ্রহণ করতে হবে। শীঘ্রই বিভিন্ন কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সহায়তায়- ক্যাম্প এলাকায় স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক শান্তিরক্ষা, অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাদান ও মহিলাদের কার্যোপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে। এ ব্যাপারে আমরা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে সচেষ্ট হবো।

(৫) সর্বোপরি আমাদের সকলকে মানসিক ও যথাসম্ভব শারীরিকভাবে যুদ্ধাবস্থার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। মুক্তিবাহিনীকে জোরদার করে তোলার জন্যে আমরা যে কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করব।

আমাদের মনে রাখতে হবে- একতাই গণশক্তির মূল চাবিকাঠী, আর শৃঙ্খলা হলো একতার বন্ধন। আমাদের অভাব-অভিযোগের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে না পারে। মুক্তিযুদ্ধে সেই হবে আমাদের পরোক্ষ দান। আমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে আমরা ফিরে পাব স্বাধীন বাংলাদেশ। সে দিন আসন্ন। ‘‘জয় স্বাধীন বাংলা’’

‘‘দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙ্গালীর জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।’’

বাংলাদেশ-শরণার্থী শিবিরবাসীদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
কার্যালয়ঃ ১২/১ পাম এভিনিউ, কলিকাতা-১৯।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থনের জন্যে বিশ্বের শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রতি বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার	বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার	……. ১৯৭১

AN APPEAL

To The Trade Union Organizations & The Working People of the World
From the Trade Union Centre & the Working People of
"THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF BANGLADESH"

Dear friends and comrades.

You must be aware of the massacre and mass killings in Bangladesh (formerly called East Pakistan) by the ruling Military Junta of Pakistan.

You may know that Pakistan was formed in 1947 comprising of the muslim majority Provinces of the Indian Sub-continent. Inspite of the same religion Pakistan consisted of five distinct nationalities namely the Sindhis, Baluchis, Pakhtoons, Punjabis and the Bengalees. The Bengalees who are 56% of the total population of Pakistan inhabit in the eastern part of the country separated from the western part by a distance of more than one thousand miles. The Bengalees are 75 million in number.

From the very inception the ruling clique of Pakistan served the interest of a handful of big capitalists, feudal landlords and foreign imperialists. The ruling class carried on unbridled exploitation of the working class and peasantry, oppressed the nationalities and most of the wealth of their country was concentrated in a few hands to the utter deprivation of the masses. Under the umbrella of a dictatorial Govt. and black labor laws and a huge army of unemployed labor the limitless exploitation of the working class brought huge profits to the capitalists at rates unparallel in capitalist exploitation. Within a very short time monopolist groups grew up, about twenty-five in number who had a firm grip on most of the industrial and bank capital and consequently upon the Government.

The exploitation of the nationalities was a specific feature in Pakistan and it was particularly obvert in Bangladesh. Most of the industries were owned by industrialists who are mainly from the Punjab and Karachi in the Western wing of the country. Geographically separated from West Pakistan by a distance of more than one thousand miles the people of East Bengal has a language, culture and tradition distinct from those of the nationalities of western part of the country. The ruling class did everything to retard the progress and development of East Bengal and to turn it into a virtual colony. The ruling class attacked the language and culture of the Bengalees aimed at bringing the whole nations to its knees and keep it under subjugation.

In East Bengal as usual the working class had to bear the burnt of all such exploitations.

Democratic movements including struggle of the working class and movement for the rights of nationalities were ruthlessly suppressed. Efforts for the framing of a democratic Constitution and forming a democratic Govt. were frustrated at very step. Martial law was imposed in 1958 under the leadership of General Ayub Khan to suppress democratic movement.

But inspite of the repression and atrocities of the Military regime, progressive, democratic and anti-autocratic forces gradually gained strength. Ayub Khan had to withdraw Martial law and later on as a result of the great mass upsurge in 1969 dictator Ayub Khan had to step down. However, General Yahya Khan took over power and imposed Martial Law for the Second time, though the self-styled President had to declare that the sole objective of his regime was peaceful transfer of power to the elected representatives of the people.

Elections were held to the National and Provincial Assembly in December 1970 and the overwhelming majority of the people voted in favor of the democratic forces defending the rights of the nationalities as well as the cause of the people. These forces gained absolute majority in the National Assembly entrusted with the task of framing the Constitution of the country and forming the Govt.

The Military Regime serving the interest of the imperialists, feudal lords and the monopolists could clearly see in elections result their inevitable downfall. President Yahya Khan, therefore, began to sidetrack the issue of transfer of power on various pretext and refused to convene the National Assembly inspite of the repeated demands of the people and their representatives.

As a result mass movement developed in East Bengal which was supported by democratic elements in West Pakistan also. President Yahya Khan, however, started a dialogue with the representatives of the people with the declared purpose of arriving at a peaceful settlement of the unresolved issues of the constitutional impasse. After a few rounds of talks it was officially declared by the President that there was progress in the talks. The peace loving people of Bangladesh and also other democratic forces heaved a sigh of relief at the possibility of a peaceful solution of the political deadlock and they were expecting an announcement in this regard from the President within a day or two. People were given to understand that the principles were already agreed upon and the necessary legal formalities were being worked out.

While the talks were still continuing, suddenly in the late hours of the 25th March, 1971 without announcing that the talks had failed or without giving any ultimatum, the army of Yahya's military junta pounced upon the People of Bangladesh and let loose a regin of terror and burtality unparallel in human history. On that Black Night of the 25th, thousands of innocent people of Bangladesh, who went to bed with high hopes of a peaceful settlement and a happy future, did not see the light of the dawn. Humanity has never known such naked and dirty betrayal even by the darkest forces of reaction.

The Armed Forces of Pakistan is systematically carrying on mass murders, arrests, looting, rape, arson, distinction of industrial and commercial establishments, towns.

villages, important markets, places of worship, historical places. Banks. Treasuries and jewelleries are being looted by the Army and money and gold is being sent to West Pakistan. Modern automatic weapons, machine guns, tanks, explosives, war ships, gunboats and jet fighters and bombers are being used against the unarmed citizens. The attack is particularly directed against the industrial workers, urban poor people, students and the intelligentsia who were in the fore front of the movement. Slums and huts where the industrial workers and other working people live are being sent on fire and when the inhabitants rush out of the burning houses they are mowed down with machine guns. Factories which escaped destruction have closed down and workers have been rendered jobless and are without shelter. The industrial workers and other employees along with their families have to face starvation. In the occupied areas the Army is making house to house search; shooting and stabbing people, raping women and looting properties. People are being hung from the trees, tortured and killed in the open. People are being forced to dig their own graves before they are killed by the firing squad in the Nazi style. In the streets of the occupied towns passersby are being taken to custody and blood is being forcibly sucked out of their body for building military blood bank. The bloodless persons are then systematically being machine-gunned.

When the Army moves they shell and burn down the villages and markets on the both sides of their route and kill unarmed villagers mercilessly. Villages and towns where the occupation Army dare not enter are being razed to the ground and burnt to ashes by aerial bombing and shelling.

The barbarous atrocities of the occupation Army has made millions in our country shelter less, who are forced to leave the country in millions to save their lives and are taking shelter in the Indian Territory. The massacre has compelled the peasants to run away from their fields and homes leaving behind all their belongings.

Educational institutions, halls and hostels have been shelled and burnt, and thousands of students have been killed. Eminent intellectuals, philosophers, scientists and educationists have been mercilessly shot dead in the presence of their children. Educational institution close down.

News paper office and press have been shelled and burnt. Not less than fifty thousands people died only on the night of 25th March and the killings still continue unabated.

The facts, however, proved beyond doubt that the ruling Military junta was not ready to transfer power to the elected representatives of the people and allow the establishment of democracy and recognize the internationally accepted right of nations to self- determination. The ruling military clique was determined to cling to power even by obvert genocide and by adopting scorched earth policy. Virtually war has been imposed on the people of Bangladesh. And this made it clear to them that their democratic aspirations and right of national self-determination could not be achieved through peaceful means.

A spontaneous resistance against Pakistan Army developed all over Bangladesh. The people of Bangladesh aided by the Bengali Military and para-military personnel and

police who could come over to the side of the people before they were killed, are putting up heroic and determined armed resistance to the Pak Military. The working class of Bangladesh through their bitter experience of last twenty three years-the years of exploitation, poverty, misery and ruthless suppression, realized that the achievement of its class emancipation was impossible without first liberating the people of Bangladesh from the clutches of military Junta of Pakistan the last resort of the vested interest. The working class, true patriots as they are, actively participating in the armed struggle for the liberation of Bangladesh.

An independent, sovereign state under the name of "Democration Republic of Bangladesh" is born and a provisional Government with Sheikh Mujibur Rahman as President and Mr. Tajuddin Ahmed as Prime Minister has been formed and declared. This Govt. is the only legally constituted Govt. of Bangladesh since it has the unequivocal sanction of the people through their electoral verdict on adult franchise held in December 1970.

Facts indicate that this conspiracy of annihilation of the people of Bangladesh was premeditated and planned much earlier. A facist type Army & commando units were created and was specially trained up in the art of mass killings, destruction, arson, looting & raping. The dialogue which was opened by the President and the commitments he made from time to time was nothing but manuvoures behind which the war preparation was being carried on. We know it very well that we have to wage a long 'drawn, well planned and well organized armed struggle to defeat the enemy. We also know that for the victory of our struggle the active moral and material support of the international working class, all democratic forces and peace loving people is essential.

It is most encouraging to note that many trade union organisation of the working class and toiling masses and along with other democratic and peace loving forces have come out in support of our just cause and have also condemned the atrocities perpetrated by Pak Army.

We on behalf of the working class and the people of Bangladesh, appeal to all the people who love peace, freedom and democracy and particularly to the' international working class and trade union organisation of the world:

1. to persuade the Government of the respective countries to recognize the Government of the "Democratic Republic of Bangladesh" which is the only legally constituted Govt. elected by the people of Bangladesh in the last General Elections, which commands the unqualified support and allegiance of all the Bangladesh and whose authority is established throught Bangladesh except a few overrun towns and cities;

2. to give moral and material help to the Govt. and the fighting 'forces in Bangladesh and to persuade the Govt. of the respective countries to do the same;

3. to mobilize public opinion and create pressure on the military—fascist Regime of Pakistan to stop the genocide;

4. to persuade the Govt. of the respective countries to impose economic sanction against Pakistan and to refuse the supply of war materials to the Pakistan Military Junta including loading-unloading carrying of the same.

Mankind is faced with a grave challenge from the barbarous military Regime of Pakistan. Humanity has got two alternatives either to remain a silent spectator to the genocide, destruction and brutality when democracy, justice and freedom is being trampled under boots, when the hopes and aspirations and the birth right of 75 million people of Bangladesh are being crushed by force and thereby encourage the dark forces of reaction all over the world, or to rise up to the occasion to appeal to the conscience of the people, to unite the forces of peace, progress, democracy and freedom and to support the just cause of Bangladesh and give a crushing blow to the facist military junta of Pakistan so that it serves as a lesson to the reactionaries of the world that the awakened masses of the world are not ready to allow such barbarism.

We do not have the slightest doubt that the working class of the world true to its internationalist traditions shall rise to the occasion and mobilizes the forces of peace, freedom, democracy and progress in support of the people of Bangladesh.

Dear Friends, we have firm conviction that with your help and support we shall ultimately rout the enemy and wipe out the occupation Army from the sacred soil of Bangladesh.

The blood of tens and thousands of martyrs cannot and shall not go in vain. Victory shall be ours.

Long live the "Democratic Republic of Bangladesh".
Long live the International Solidarity of the working class.
Long live the unity and fraternity of the forces of peace, progress, freedom and democracy all over the world.

With Fraternal Greetings.
"Trade Union Centre" of Bangladesh.

1. Saifuddiri Ahmed Manik. Convener, TUC, President, Latif Bawany Jute Milts Sramik Union, Dacca, Bangladesh.

2. Manzurul Ahsan, President, Ujala Match Workers' Union and General Secretary, Hotel Inter-Continental Workers' Union. Dacca.

3. Ahsanullah Chowdhury, General Secretary, Bandar Sramik (Port Workers') Union, Chittagong.

4. Lutfur Rahman, President, Kanchan Regional Workers' Union. Dacca.

5. Shamsuddoha, Member, Railway Workers Council of Action, Bangladesh.

6. Alamgir Kabir, Engineering University 4th Grade Employees' Union, Dacca. Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচী	জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট	..... ১৯৭১

জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচী

যে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বর্তমানে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা চালানো যাইতে পারে, তাহা হইলঃ-

(১) পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর দখলকারী সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা পরাভূত ও বিতাড়িত করা, বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলা।

(২) এই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভার হাতে ন্যস্ত করা, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্তি নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু করা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিবার অধিকার জনগণকে দেওয়া, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) জনগণকে বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য জনতা যাহাতে ঐসব অধিকার অবাধে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, সর্ববিধ দমনমূলক আইন রহিত করা, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ নির্ধারণের ব্যাপারে জনসাধারণ যাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া, নগর, শহর ও গ্রামে স্থানীয় ব্যাপারসমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা এবং সরকারী শাসন পরিচালনার কার্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা এবং কোন আইন বিধিসম্মত কিনা তাহা নির্ধারণের ভার বিচারালয়ের উপর অর্পণ করা।

(৪) রাষ্ট্রের চোখে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা এবং ধর্মগত ও মতাদর্শগত কারণে কাহারও প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।

(৫) প্রত্যেক নাগরিকের নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অধিকার নিশ্চিত করা। কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করা। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বেআইনী করা। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক দল ও শত্রুদের দালালী করিয়াছে এমন সব দলকে বেআইনী করা।

(৬) পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও বিদেশী সাম্রজ্যবাদের দ্বারা শিক্ষিত, তাহাদের প্রতি অনুরক্ত ও সম্পর্কিত সকল স্তরের সমস্ত প্রকার কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিকযন্ত্র হইতে অপসারণ করা। আমলা, পুলিশ প্রভৃতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা।

(৭) বাংলাদেশের দেশরক্ষা বাহিনীকে একটি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও গণস্বার্থকারী সৈন্যবাহিনী হিসাবে গড়িয়া তোলা।

(৮) বাংলাদেশের উপজাতির জনগণের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা।

(৯) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও মূল শিল্প গড়িয়া তোলা, শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে প্রদান নির্ধারিত শক্তি হিসাবে গড়িয়া তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইত্যাদির উপর গণপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের মূলধন সংগ্রহ ও অর্থনীতির উপর হইতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা, পাটশিল্প ও ব্যবসা, দদেশিক বাণিজ্য, এবং প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা। যাহারা মুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-বীমা জাতীয়করণ করা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প বিস্তারের জন্য পুঁজিপতিদের বিশেষতঃ স্বল্প পুঁজির মালিকদের উৎসাহ প্রদান ও তাহদের সুযোগ-সুবিধা দান। সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের সাথে সমতার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিকও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি বিশেষতঃ ভারতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা।

(১০) (ক) ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। জমির সিলিং পরিবার প্রতি ১০০ বিঘায় নির্ধারিত করা এবং উদ্বৃত্ত জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তি বিতরণ করা। যেসব ভূ-স্বামীর ভূমি সরকারী আয়ত্তে নেওয়া হইবে, তাহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া। সরকারের খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা।

(খ) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা হইতে রেহাই দেওয়া। ক্রমে খাজনা প্রথা তুলিয়া দিয়া জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট আয়ের উপর আনুপাতিক হারে আয়কর ধার্যের নীতি অনুসরণ করা।

(গ) পাট ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্যে নিশ্চিত করা।

(ঘ) ক্ষেতমজুরদের জন্য যোগ্য মজুরী নিশ্চিত করা।

(ঙ) কৃষকদিগকে সমবায় চাষে উৎসাহিত করা, রাষ্ট্র হইতে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার নামমাত্র সুদে কৃষিঋণ প্রভৃতি দ্বারা কৃষকদিগকে সাহায্য কর।

(১১) বন্যা, জলোচ্ছ্বাস নিরোধ এবং সেচ ব্যবস্থার কাজকে রাষ্ট্র হইতে জরুরী কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং ঐগুলির জন্য রাষ্ট্র হইতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(১২) অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, কম খরচে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বহুসংখ্যক বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, ডাক্তারী, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও ধর্মনিরপেক্ষভাবে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গ্রহণ।

বাংলাদেশে শিক্ষার সকলস্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং বাংলা ভাষার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র হইতে সকল প্রকার সাহয্যদান। বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দু ভাষাভাষীদের নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তোলার অধিকার দান।

(১৩) জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়া উহার জন্য রাষ্ট্র হইতে বেশী করিয়া অর্থ ব্যয় করা এবং চিকিৎসার সুযোগ জনগণের জন্য সহজলভ্য করিয়া তোলা।

(১৪) শ্রমিকদের জীবন-ধারণের উপযোগী নিম্নতম মজুরি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, দৈনিক উর্ধ্বে ৮ ঘণ্টা কাজ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, ধর্মঘট এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করা ।

তাদের বাসস্থান, ছুটি, পরিবারসহ সকলের শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির জীবনধারণের যোগ্য আয় নির্ধারিত করা, তাহাদের জীবিকা ও চাকুরীর সংস্থান এবং নিশ্চয়তা বিধান ও তাহাদের উপর হইতে করভার লাঘব করা।

শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

(১৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত নারীর সমান অধিকার, সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা। সর্ববিধ সামাজিক নিপীড়িন ও বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে নারী সমাজের মুক্তির ব্যবস্থা করা। নারীদের ভিতর শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(১৬) যাহারা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে কিংবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনগণের শত্রুতা করিয়াছে, তাহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাহাদিগকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।

শত্রুসম্পত্তি বাজেয়াপ্তে করিয়া তাহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

(১৭) শত্রু কর্তৃক দখলীকৃত সম্পত্তি মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া। শত্রু দ্বারা উৎখাতকৃত ব্যক্তি ও পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

মুক্তিযুদ্ধে নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া।

(১৮) বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা, কোনরূপ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে শামিল না হওয়া, সকল দেশের সহিত সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপন, ভারতসহ আফ্রো-এশিয়ার দেশসমূহ, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও মিত্রভাবাপন্ন দেশসমূহের সহযোগিতা স্থাপন এবং শান্তিকামী দেশসমূহের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইয়া বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনগণ ও নির্যাতিত জাতিসমূহের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের নীতি অনুসরণ করা।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল না হওয়া এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ না করা।

সংগ্রামের মাধ্যমে কোন অঞ্চল মুক্ত হইলে সেই অঞ্চলে উক্ত কর্মসূচী যথাসম্ভব বাস্তবায়িত করিতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রতিবেদন	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	……. ১৯৭১

REPORT ON BANGLADESH

The whole world was startled and shocked at the news of the large scale destruction and massacre carried out by the mercenary thugs of Yahya Khan, the military dictator of Pakistan, in Bangladesh, formerly known as East Pakistan. On the night of the 25th March, the reactionary ruling clique of Pakistan, with the help of its army, trained and equipped by the imperialists, unleashed terror of a magnitude unparalleled in recent history; and it is still continuing unabated. During the last three months, the 75 million Bengalis have been subjected to inhuman repression, several hundred thousand people have been killed, and over six; million people have been driven out of the country only to suffer privations and face death from starvation and disease. Almost all the cities and towns and more than thirty thousand villages of Bangladesh have been ravaged. It is now perfectly clear that the murderous Yahya gang is trying to physically annihilate the Bengali nation.

Why This Genocide?

The roots of this heinous crimes committed by Yahya lies deep in the past. It is in fact the culmination of a deep-rooted conspiracy hatched by the imperialists and the local reactionaries of the then Indian subcontinent even before Pakistan came into existence.

Pakistan was created out of the British Indian subcontinent by incorporating some Muslim majority areas and it consisted of two regions separated by more than one thousand miles of Indian territory. Although Pakistan was created on the basis of the supposed idea that the Muslims of India constituted a single nation, actually five distinct nations with distinct languages and cultures, namely, the Bengalis in the Eastern wing and the Sindhis, Beluchis, Pathans and Punjabis in the Western wing, as well as many tribal peoples inhabited the state of Pakistan. This fact asserted itself again and found expression in national movements now of the Bengalis, now of the Pathans, now of the Sindhis and now of Beluchis.

During the last twenty-four years, people have made headway to progress, whereas the ruling clique has lapsed into greater reaction, and it is this contradiction that has finally led to the present crisis manifested in genocide by the ruling clique on the one hand and the freedom struggle by the popular forces on the other.

Repressive Policy of the Government

From the very beginning the extremely reactionary, ruling clique of Pakistan, which consisted of a handful of bourgeoisie and feudalists, persued a policy of total suppression of all individual, national and democratic rights, because that was the only possible way to prolong and preserve their class rule. In their attempt to preserve their narrow class

interest, the Pakistani ruling clique ruthlessly suppressed all attempts of the people to secure democratic and national rights. All democrats and progressives were mercilessly persecuted. Hundreds of patriots always filed the prisons and on many occasions their number ran into thousands. Conditions were particularly bad in East Pakistan where the level of democratic consciousness of the people was higher than in the Western region.

National Suppression and Disparity

Taking advantage of the uncontrolled sway of the big business, the bourgeoisie of Pakistan soon grew into monopolists. This could only be achieved by severely curtailing all democratic and national rights, in as much as, economic domination can hardly be maintained without political domination and under the peculiar circumstances prevailing in the multi-national state of Pakistan political suppression soon took the form of national suppression.

To maintain their class rule, the reactionary ruling class of Pakistan, which is concerned only with their base bourgeois and feudal interests and not at all with the economic and cultural uplift of the people, was forced to build up a permanent cultural barrier around Pakistan, particularly around East Pakistan; because, if democratic and advanced ideas were allowed to infiltrate into the country the whole attempt to preserve the medieval darkness in Pakistan, for which the ruling class was striving utmost, would collapse.

While the policy of national suppression and discrimination persued by the ruling clique against the different nations of Pakistan was equally intolerable for all, it was particularly disastrous for the Bengalis. The total economic and cultural barrier between India and Pakistan meant for the Bengalis complete estrangement with their past, it meant cultural death for the Pakistani Bengalis. It is no wonder, therefore, that the first voice of protest raised in East Pakistan against the reactionary policy of the ruling class was cent red upon the issue of Bengali language and culture.

The growth of national monopoly capital in Pakistan automatically resulted in economic domination over East Pakistan, and this domination was of a colonial nature as the following facts will reveal.

In Pakistan all the big bourgeoisie were non-Bengalis who had full control over the economy of East Pakistan. The biggest bourgeois is commonly known as "22 monopolist families", controlled 67 % of industrial resources and 79-80% of the Banks and Insurance of Pakistan.

As the big business in Pakistan had full control over the Central Government, the economic policy were always formulated in a manner which favored West Pakistan at the expense of East Pakistan. Consequently during the twenty four years of the existence of Pakistan, the economic disparity between its two wings has only widened. Although East Pakistan's proportion of Pakistan's total population is 56%, its share of total development expenditure has never exceeded 36% (1965-66-1969-70 period) and at the beginning it was even lower-only 20%(1950-51-1954-55). Over the last twenty years. East Pakistan's share of total export earnings has been as high as 70% and has declined to

the range 45-55%, in recent years, whereas its import earnings have normally been not more, than 32%. During all these years West Pakistan's foreign trade has shown a substantial and chronic deficit that has absorbed practically all available foreign exchange. Thus at the cost of East Pakistan, the West Pakistani big bourgeoisie could rise to a position from which they could turn East Pakistan into a captive market. It is important to note that in recent years 40-50% of all West Pakistan exports have been sold to East Pakistan.

The economic domination over East Pakistan has been made possible by the West Pakistan big business domination over the Central Govt., which in itself is an expression of the disparity between the two wings of Pakistan. Ever since the military rule was established in Pakistan, all the military members of the administration has been West Pakistani and of the senior Central Civil Servants 87% were West Pakistanis in 1960 (the figure has not much changed since then and in any case the small number of Bengali officers could hardly influence the central government policy).

In short, the quasi-colonial exploitation of the West Pakistan big bourgeoisie reduced East Pakistan to a state of utter distress. Of course, other nations of Pakistan, namely, the Pathans, Beluchis and Sindhis were also likewise suppressed. But the Bengalis were treated with xenophobic hatred and were subjected to an exploitation which was clearly of a colonial nature.

Popular Struggle for Democracy and Autonomy

The first struggle of the people of East Pakistan started on the language issue. Needless to say, it had a profoundly democratic content, because it started as a reaction against the ruling clique's undemocratic attempt to impose Urdu language, the mother tongue of a microscopic minority, on the rest of the population by making it the only state language. By this action the ruling clique sought to deprive the Bengalis and other nations of their rightful cultural heritage. This struggle assumed great proportions in 1952 in which year it developed into broad struggle for democracy and autonomy. Inspite of severe repression of the reactionary rulers, the movement continued unabated. People's urge for autonomy and democracy found fuller expression during the provincial election in East Pakistan in 1954. In that election the opposition parties formed a United Front against the ruling Muslim League Party. The United Front drew up the famous 21-Point Programme which, inter alia, demanded full autonomy for East Pakistan in accordance with the Pakistan Resolution passed by the all India Muslim league Council in 1940 in Lahore (the so-called Lahore Resolution). In the election the United Front gained a grand victory winning 290 seats out of 300, which clearly showed that the people firmly stood for autonomy and democracy.

But the reactionary Ruling clique refused to heed to the verdict of the people and proceeded to nullify the results of the election. Within two months of formation of the United Front ministry in East Pakistan, the Central Government, in connivance with the American imperialists, dismissed the United Front ministry on false and flimsy pretext. Simultaneously, severe repression was started in East Pakistan. Thousands of democrats and leftists were thrown into the jails.

But these oppressions could not stop the popular struggle in East Pakistan for autonomy. It is also noteworthy that other nations of Pakistan, namely, the Beluchis. Sindhis and Pathans were also fighting for national rights. During this time, the Central government converted the four provinces of West Pakistan into 'One Unit' and introduced 'parity' between the two wings of Pakistan, inspite of the fact that East Pakistan had a majority of population (56 %) and therefore could claim greater share in all matters. This was of course done with a view to suppressing the growing movements for national rights of the various nations of Pakistan. But the imposition of one Unit on West Pakistan only served to intensify the struggle of the smaller nations of West Pakistan mentioned above for achieving national rights.

The Constituent Assembly of Pakistan, which was elected by indirect voting in 1955, framed a Constitution in 1956. Three years after that, under great popular pressure, the Central Government, after much dillydallying, announced a date for the first general election of Pakistan (fixed for February-March, 1959).

But again the reactionary ruling clique began to conspire against the introduction of democracy and, in order to prevent the holding of election, which would open up the path of democracy, imposed martial law on the whole country, again with the connivance of imperialism. After this began the black decade of Ayub Khan's military dictatorial regime.

Ayub Khan tried his utmost to suppress nationalist and democratic movements of the various nations. But ever since 1961, the Bengalis, Pathans and Beluchis were carrying on heroic struggles for their just rights. Even the Indo-Pak war of September 1965 could not confuse the people for any length-of time. In June 1966 Awami League launched its famous 6-point movement. The 6-point programme basically demanded parliamentary democracy based on adult franchise and full autonomy. This programme was Supported by the leftists and communists and the people whole heartedly participated in the movement started on the basis of this programme. This movement was also suppressed temporarily.

But, towards the end of 1968 and beginning of 1969 a popular upsurge raged across the length and breadth of Pakistan which finally swept away the hated Ayub regime. In East Pakistan the movement was the centered upon the 11-point programme formulated by the Students' Action Committee and backed by the political parties opposing the regime.

In addition to the demands contained in the 6-point programme, the 11-point programme included demands for fun civil liberties, educational reforms, students' and workers' demands, neutral and independent foreign policy, nationalization of big industries, banks and insurance, etc.

In West Pakistan, the opposition parties, forces and the people were united on the basis of demand for direct election and parliamentary democracy. The dictatorial Ayub regime could not withstand the pressure of united mass movement of whole Pakistan and toppled over.

Enters Yahya

Then came Yahya Khan to the rescue of the ruling class. Yahya imposed martial law on Pakistan, abrogating Ayub's constitution and pushing aside his phoney democracy.

Popular pressure compelled Yahya to concede certain demands, namely, direct election based on adult franchise, dismemberment of one unit and restoration of former provinces, abolition of 'parity' which was introduced in 1955 as mentioned earlier, a constitution for the country to be framed by the elected National Assembly, etc. But Yahya promulgated a Legal Framework Order which stipulated, inter alia, that the constitution would have to be authenticated by Yahya Khan, the President. This greatly restricted the freedom of the National Assembly.

The first general election was held in December. 1970. The results were startling. In East Pakistan Awami League won 167 out of a total of 169 National Assembly seats. This made Awami League the party with an absolute majority in the National Assembly (having a total of 313 seats).

By voting for Awami League, the people of East Pakistan actually voted for autonomy. And it was the realization of this fact that unnerved the ruling class.

In West Pakistan Z. A. Bhutto won 84 (out of 144) N. A. seats, but these seats were from Punjab and Sind provinces only. However, the ruling class decided to use Bhutto as a cat's paw in their conspiracy to jeopardize democracy.

As soon as Yahya Khan announced a date for the first session of the National Assembly, 3rd March, Bhutto declared that his party would not attend the National Assembly session and threatened direct action in case the session was held on due date. And Yahya thought it fair to postpone the National Assembly session sine die and convene a round table conference of the various party leaders instead. He did not even consider it necessary to consult Awami League, the party commanding absolute majority in the National Assembly, before taking this unusual step.

The last peaceful mass upsurge: the peak

Naturally enough, all democratic parties and forces resented the postponement of National Assembly session and rejected the idea of a round table conference as absurd and ridiculous. But the people, without waiting for the reaction of the leaders, spontaneously came out in thousands in the streets as they heard the news, to protest against this high handed decision of Yahya Khan.

Yet, the upsurge did not lose its peaceful character. In protest against the postponement of the National Assembly session, the Awami League called a general strike for five days from 2nd March. All the democratic parties supported it. The entire people fully responded to this call. The ruling clique as usual tried to suppress it by intimidation and violence. Curfew was imposed on Dacca and other cities and when people brought out peaceful processions, they were mowed down by machine-gun fire. The conspiracies of the ruling clique failed to demoralize the people, however.

On March 6. that is, on the fifth day of the peaceful strike, Yahya announced a new date for the National Assembly session. 25th March, but at the same time blamed the people and the leaders of East Pakistan for the crisis which was actually precipitated by the ruling clique headed by Yahya Khan himself. He even threatened military action to preserve the so-called "solidarity and integrity of Pakistan'. Simultaneously, the military junta reshuffled the military administration in East Pakistan and appointed Lt-General Tikka Khan, a vile creature with low intelligence and cruel nature, the military administrator of East Pakistan. These measures showed that the military junta was already bent on suppressing the peaceful mass upsurge by military onslaught.

On March 7, Sheikh Mujibur Rahman declared his programme of continuous peaceful non-cooperation movement until martial law was lifted and power was transferred to the elected representatives of the people. Sheikh Mujib's demands and programme of action was supported by all democratic parties and the entire people responded to it with great enthusiasm. Literally all activities in the country came to a standstill. Mills, factories, educational institutions, all government, semi-govt. offices and institutions including the High Court and lower courts and the transport system of East Pakistan, etc. ceased to function. The civil administration of East Pakistan including the police and intelligence branch followed the directives of the Awami League. In short. Awami League was in virtual control of East Pakistan.

At this stage Yahya Khan announced that he would come to East Pakistan and talk with Sheikh Mujib. The talks started from 14th March. The talks continued for some time. At one time Yahya publicly declared that he had agreed in principle to the demands of the Awami League leader (i. e. transfer of power and lifting of Martial law). Discussions were also held between the advisers of Yahya Khan and Sheikh Mujib. Then, when people were beginning to think that a political settlement was in sight, came the sudden and furious attack against the unarmed and peaceful people of whole East Pakistan. On the night of 25th March, without the slightest warning and even before the Yahya-Mujib) talks ended, the mercenary thugs of the treacherous liar Yahya Khan were unleashed against the innocent people of Bangladesh.

A new stage begins: Aimed struggle for liberation

Thus, the military junta of Pakistan closed all paths of peaceful struggle for democracy and autonomy and forced the people to take up arms in their own defense and in defense of democracy and national rights. The Bengalee soldiers of the Pakistan army belonging to East Bengal Regiment and East Pakistan Rifles as well as the Police joined the people to form the Mukti Fouj (Liberation army) and began the freedom struggle against the Pakistan army which was, to all intents and purposes, behaving as a foreign occupation army (which in practice proved the colonial nature of West Pakistani rule).

From the events and facts related above, the following conclusions may be drawn:

* The present struggle of the people of Bangladesh is the final phase of their long struggle for democracy and autonomy.

* Even after the repeated and stubborn refusal of the ruling clique of Pakistan to concede democracy and autonomy, the people did not abandon the peaceful path and tried to reach a political settlement with the ruling military dictatorship. The armed attack by the ruling military junta forced the people to start fighting for freedom.

* The people of Bangladesh have taken up arms only when they were compelled to do so by the treacherous and barbarous attacks of the military dictatorship.

* The history of the last twenty four years of the existence of Pakistan as well as the events of the last few months have proved conclusively that conceding democracy was farthest from the thought of the ruling class. Therefore, it was inevitable that sooner or later the struggle for democracy and autonomy would have to develop into armed struggle for freedom of Bangladesh. Because, as has now become perfectly clear, the ultra reactionary ruling class of Pakistan would never allow democracy to be introduced in Pakistan and it would never be possible to dislodge the military-bureaucratic dictatorship of Pakistan by peaceful movement. In short, granting that in the present era, democracy is a vital and irresistible necessity for social development, secession of Bangladesh was a historical necessity.

By obstructing and stifling democracy over the last twenty-four years, by refusing to transfer power to the elected representatives of the people even after the long awaited general election was held and by starting the onslaught on the people of Bangladesh, the reactionary ruling clique of Pakistan has precipitated the present crisis. Therefore, it is the reactionary ruling clique, represented by filthy Yahya Khan, which is solely responsible for the death and disablement of millions of people and loss of colossal wealth.

The people of Bangladesh have accepted this challenge. They have sacrificed a million lives: they are prepared to do more. They will not rest before they reach their destination: liberation of Bangladesh from the clutches of ruthless, colonial occupation army and establishment of a secular, democratic, and just social order in the country.

BANGLADESH SIKSHAK SAMITI
(BANGLADESH TEACHERS' ASSOCIATION)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিদেশে সাহায্য চেয়ে অজয় রায়ের চিঠি		……… ১৯৭১

Dear Len,

It is long since I heard from you. I am sure you are closely following the recent events in Bangladesh. After the Pak army cracked down on 25th March, 1971 on the University Community and other civilians I have to leave my country to take shelter in India with my family. I left Dacca on May 15, and reached India on May 23. During my stay in Dacca I have witnessed the extensive mass killing and structural damage of the public and private buildings by Pak army. Even Mosques, Temples and Churches were not spared where the panic stricken people took refuge. Villages, market places, business centers were destroyed. Over a million were simply butchered, thousands of girls were molested, raped and taken to the army camps. About 100 millions were pushed into Indian soil. These refugees include university (200), college (over thousand) and school (10,000) teachers, scientists, medical doctors, engineers and other intellectuals.

You know we have declared independence on 26th March. A revolutionary Govt. of free Bangladesh has been established. All the democratic political parties including the Communist Party of Bangladesh have participated in this liberation war. We shall fight and fight to the last. Our Mukti Bahini (liberation army) is composed of regulars. University students, peasants, laborers, teachers etc. But you know in this struggle we need international support both material and moral. I have a special appeal to make to you and to your party workers to raise fund for our liberation war. Our boys are fighting without winter clothing’s. Please do the needful. Please try to send some money to my address which will be deposited to the fund of C.P.B. (Communist Party of Bangladesh).

Please note that I am now working as Secretary of Bangladesh Teachers Association. This is an organisation of the evacuee teachers which aims to help the distressed teaching community as well as the Mukti Bahini. So you would also appeal to your teaching community to extend generous help for our cause. This may kindly be sent to, Secretary, Bangladesh Teachers' Association, Darbhanga Buildings, Calcutta University, Calcutta-12, India.

With very good wishes,

Dr. Len Shields,
Deptt. of chemistry
Bardford University.
Bradford, ENGLAND.

Yours sincerely,
SD/
(Ajoy)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রচার পুস্তিকা	

২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর রক্তঝরা দিনগুলোতে

-শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাথের

সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ

১লা জানুয়ারী, ১৯৭২ইং

মুখবন্ধ

গিরিরাজ হিমালয়ের হিমবাহু বন্ধন থেকে পলাতকা গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্রের মহামিলনে ঘটেছিল কোন এক মহালগ্নে। তাদের এ সঙ্গম শ্রান্তি ও ক্লেদ মহাসাগরের নীল মহাস্নানে ধুয়েমুছে নেওয়ার ক্ষণেই মহাসাগরের বুকে ভেসে উঠেছিল বিশ্বেও অদ্বিতীয় কৃষিভূমি, আমাদের এই দেশ। এই সোনার বাংলা। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এ দেশ শত শতাব্দীর মহানিদ্রা ঘোর ছেড়ে বৌদ্ধ পালযুগের বৌদ্ধ বাংলাই গর্ব সমুন্নত শিরে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, -সিংহল, সুমাত্রা-জাভা, সুবর্ণভূমি ও সুবর্ণদ্বফিবাসীর মহাতীর্থ ক্ষেত্র এবং এটা ইতিহাসের স্বাক্ষ্য। বৌদ্ধ বাংলার চরম বেদনাকর বিয়োগান্ত পরিণতির ধারা বেয়ে দাসত্বের জিঞ্জিরের নির্মম লৌহ নিষ্পেষণে জর্জরিত মূমূর্ষ বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম, সভ্যতা, ভাব-ভাষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি পুনরুজ্জীবনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯০৫-১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গাআন্দোলনের অবয়বের বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন-সাধ নিয়ে। বিপ্লবী-বাংলার মন ও মানসের সীমাহীন দ্যোতনা ভাঙ্গার পূজারী বেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন ও নেতাজী সুভাষের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পূর্ণ পরিণতির পথে বেগবতী হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু অবাঙ্গালীর দল বিদেশী, বিজাতি বিধর্মী বেনিয়ার অনুকম্পা আশীষ ও সক্রিয় সহযোগিতাপুষ্ট হয়ে বাংলায় স্বপ্নসাধের ভ্রণাবয়বকেই করে দিয়েছিল শ্বাসরুদ্ধ।

অস্থিচর্মসার নাভিশ্বাসগ্রস্ত বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সন্তানদল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠের আহবানে ভাঙার পূজারীর বেশে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প গ্রহণ করলে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গভীর নিশিথে বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় নিদ্রায় মগ্ন শত শত বাঙালীর জীবনে নেমে আসে চিরনিদ্রা। শুরু হয় উন্মুক্ত তরবারি হাতে অত্যাচারীর উন্মাদ নর্তন-কুর্দন। শুধু শহর-বন্দরে নয়, গ্রামবাংলার হাজার হাজার পল্লীর হাটে-ঘাটে-মাঠে চলতে থাকে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী হরণ ও ধর্ষণের কালো বিভীষিকা। সবুজ বাংলার অফুরন্ত শ্যামলিমা হয়ে ওঠে মুক্তিপাগল অবুঝ বাঙালীর তাজা খুনে লালে লাল।

বৌদ্ধ জম্বুদ্বীপের হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় বাঙালী বৌদ্ধ সন্তানদলও অত্যাচারীর উদ্যত-কৃপাণের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। এর চরম সংকট মুহূর্তে ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধবিহারের শ্রদ্ধেয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের প্রাণও কেঁধে উঠেছিল মৃত্যু-মুখোমুখী অসহায় মানুষের জন্য। বলতে দ্বিধাবোধ করব না, কমলাপুর বৌদ্ধবিহার রূপ মধুচক্রের চারিদিকে মধুলোভীদের যেসব চাঁই সর্বাধিক গুঞ্জন তুলতো, দেশের এ মৃত্যু-সঙ্কটক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের টিকির সন্ধানও। এ গভীর বিয়োগান্তক্ষণেও কর্মবীর বিশুদ্ধানন্দ ভেঙে নুইয়ে না পড়ে চরম পিচ্ছিল পথে দৃঢ় পদক্ষেপে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম ‘রক্তঝরা-সহযোগিতার জন্য তিনি আমার প্রতি যে ভাব ও মন নিয়ে মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করেছিলেন তা গ্রহণ করেছি অতীতের সব দুঃখ-বেদনাকে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায়

ধুয়েমুছে দিয়ে; পরিস্থিতির সর্বনাশা পরিধি ও গভীরত্ব উপলব্ধি করে এবং দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বেদনাবিহ্বল হৃদয়ের বাস্তব রূপ চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করে।

-বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।

রক্তঝরা দিনগুলোতে

মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল যে রাত্রিতে- হিটলার, নাদিরশাহ, তৈমুরলঙ্গ, চেংগিশ খাঁকে ছড়িয়ে পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল যার; এক মাইলাই- এর যে ঘটনা একদিন বিশ্ববাসীকে করে দিয়েছিল স্কব্ধ- বাংলাদেশে সেরকম শত শত মাইলাই সৃষ্টকারী জঙ্গী ইয়াহিয়া সরকারের শত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে আজ বাংলাদেশে উঠেছে নতুন সূর্য। সেই রক্তিম সূর্যের আশায় প্রাণ দিয়েছেন হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষ; ঊষালগ্নের প্রত্যাশায় অনেকে কাজ করে গেছেন নেপথ্যে।

সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত এ অধ্যায়ের শুরুতে কামান, মর্টারের শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত আশেপাশের জনসাধারণ একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসাবে ‘কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দির’ কে বেছে নিলো। এভাবে জমা হতে লাগলো ঢাকা নগরীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের করে লোকেরা। আমি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম. ভাবছিলাম এদের কেমন করে বাঁচাবো। এ অসহায় লোকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবো কিনা। পরদিন সকালবেলা (২৬শে মার্চ, ’৭১ ইং) কমলাপুর রেল ষ্টেশন থেকে এ দিকটায় শেলিং শুরু হলো। হঠাৎ কয়েকটি এসে পড়লো আমাদের মন্দিরে সীমানায়। প্রাণ হারালো মুটে-মুজুরের ছোট্ত এক মেয়ে আর নাম না জানা দু’জন যুবক।

এদিকে দেখতে দেখতে হাজার চারেকের মতো অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু মন্দিরে জমা হলো। কেউ কেউ আবার অধিকতর নিরাপত্তার আশায় স্থানান্তরে গমন করতে লাগলো। আমি শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত প্রাণের নিশ্চয়াতা বিধানকল্পে ২৮শে মার্চ, ’৭১ ইং তারিখে সেক্রেটারিয়েট ভবনে তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী ও অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ছুটলাম। সাথে ছিলো আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু ও শ্রীমান জ্ঞানদারঞ্জন বড়ুয়া। পথে বের হয়ে যে ঢাকা নগরীর দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলাম তা চিরকাল স্মরণ থাকবে আমার। দেখলাম কামান-মর্টার সজ্জিত ঢাকার রাজপথে ইয়াহিয়ার সশস্ত্র বর্বর সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে মানুষের অগণিত লাশ। এ ছাড়া আর কোন পাবলিক কিম্বা প্রাইভেট যানবাহন সেদিক আমার চোখে পড়েনি।

সেক্রেটারিয়েটে হোম সেক্রেটারীর কামরায় ঢুকে দেখলাম চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, চিন্তা আর অবসাদে মুখ ভারাক্রান্ত। বৌদ্ধ মন্দিরে চার হাজারের মতো আর্তেও সমাগমের কথা জানিয়ে আমি তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এঁদের সাহায্য চাইলাম। উত্তরে হোম সেক্রেটারী ম্লান মুখে জবাব দিলেন, ‘‘আমার নিজের নিরাপত্তা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে আপনার বৌদ্ধ সমাজ কিম্বা আপনার মন্দিরে আশ্রিত লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি কি করে। তা ছাড়া আমার হাতে কোন ক্ষমতাও নেই। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম তবে একেবারে আশা ছাড়লাম না।

এপ্রিল মাসের ২তারিখ বেলা দশটার দিকে আমি আমার কামরায় বসে আছি। এমন সময় শুনলাম, মার্শাল ল-এর অর্ডার নিয়ে রেডিও অফিস থেকে তিনজন লোক এসেছেন, সাথে টেপ রেকর্ডার। আমার সাথে দেখা করে বললেন, ‘‘আপনাকে একটা বিবৃতি দিতে হবে।’’ একটু পরেই পুনঃ বললেন ‘‘এর জন্যে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, আমরা কয়েকটা প্রশ্ন এনেছি, আর তার সাথে এনেছি উত্তরটা। আপনি শুধু কণ্ঠটা দেবেন- এই যা।’’- বলে আমার দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। লিপিটুকু পড়ে- আজ বলবো, আমি সেদিন এতো দুঃখের দিনেও মনে মনে না হেসে পারিনি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, যেহেতু আজ আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্য কেউ রাইফেল কিম্বা বেয়নেট উঁচু করে ধরবে না অথবা জোর করে মিথ্যা বলাতে পারবে না; কারণ আজ আমি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক এবং সর্বোপরি আমার চিন্তাধারা মুক্ত। সেদিনের সে

বিবৃতির নামে অপরূপ প্রহসন পড়ে আমি বলেছিলাম, “আপনাদের এ বানানো উত্তর আমার পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারি; সরকার যদি ইচ্ছা করেন তবে তা প্রচার করতে পারেন।'' বৌদ্ধদের অবস্থা কেমন'- এরূপ এক প্রশ্নে তা জনতে চাওয়া হলে উত্তরে বলেছিলাম, ''ঢাকা বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থানরত বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের আপাততঃ ভালোই আছেন। ঢাকা শহর কিম্বা প্রদেশের অন্যান্য স্থানের লোকদের অবস্থা কেমন তা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখতে পারলেই বলবো। তবে সবাই ভালো ও শান্তিতে থাকুক এটাই আমি একান্তভাবে কামনা করি।'' এ ছাড়া তখনকার সৃষ্ট অবস্থার জন্যে একমাত্র আওয়ামী লীগই দায়ী বলে বলাতে চেয়েছিলেন। আমি এ বলে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাই যে, আমি রাজনীতি বুঝি না, যেহেতু আমি একজন ধর্মগুরু এবং আমার সংঘ কিম্বা আমি রাজনীতির ধার-ধারি না। মানুষের কল্যাণ কামনাই আমাদের একমাত্র ব্রত।

গোলমালের প্রথম দিকে দিন পাঁচেকের মতো আমাদের টেলিফোনের লাইন কাটা ছিলো। এরপর থেকেই চাটগাঁ, পটুয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা এবং আরও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের কাছে বার্তা আসতে লাগলো। ঐ মুহূর্তে তারা আমার উপস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছিলো। এর বেশী কিছু প্রকাশ করার মতো তখন কারো অবস্থা ছিলো না। গ্রামের অবস্থা বুঝতে আমার বেগ পেতে হলো না। ঐ সময়ে আমরা 'আকাশবাণী' থেকে প্রচারিত এক খবরে জানতে পারলাম, চট্টগ্রামের রাউজান থানার এক বৌদ্ধ বিহার গোলার আঘাতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মারা গেছেন। আমরা প্রায় সব সময়েই 'আকাশবাণী' আর 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে ঐ ধরনের খবর শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার প্রাণ ছটফট করছিলো, সংশয়াপন্ন হলাম অনেকের জীবদ্দশা সম্পর্কে। দিন যেতে লাগলো, কিন্তু জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করার তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারলাম না।

এরপর হঠাৎ মে মাসের পয়লা তারিখে তদানীন্তন গভর্নর টিক্কা খান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি আমার কর্মী শ্রীজ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়াকে নিয়ে সাবেক গভর্নর হাউজে গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি তৎকালীন চীফ অব স্টাফ হামিদ খান আর টিক্কা খান এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছে। হামিদ খান আমাকে বললো, “আপনাকে বিদেশে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে পরিভ্রমণে যেতে হবে। এখানে যে আপনারা শান্তিতে আছেন এবং যে সামান্য গণ্ডগোল বেধেছিল তা ঠিক হয়ে গেছে, এটাই বলতে হবে। আমি পাকিস্তানী বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো।'' বৌদ্ধদের নিরাপত্তা পাবার কথা শুনে আমি আশান্বিত হলাম; কিন্তু ভাবলাম দেশে যে প্রলয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কিভাবে একটা ডাহা মিথ্যা প্রচারণা চালাবার জন্যি বিদেশে যাবো। একটা সম্প্রদায়কে রক্ষা করার নামে কি করে একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবো। বললাম, “গ্রামের লোকেরা এক্কেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে। আমাকে কাছে পাবার জন্যি তারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারা কেউই ঘর থেকে বের হতে পারছে না। আকি দু'একদিনের মধ্যে চাটগাঁ যেতে চাই।'' একটা সফরসূচী দাখিল করতে বলবো আমাকে। আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম।

ওখান থেকে ফেরার পর থেকেই মানসিক দুশ্চিন্তায় ভীষণভাবে ভুগছিলাম। ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে।

ঐ রাত্রেই আড়াইটার দিকে কুকুরের ডাকে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। একটু পরেই কে একজন জানালা দিয়ে আমাকে ডেকে জানালো, সে একটু টেলিফোন করতে চায়। আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ জাগলো। তাকে জানিয়ে দিলাম, এত রাত্রে টেলিফোন দেয়া সম্ভব না। তার অনেক কাকুতি মিনুতির পরও আমি রাজী না হওয়াতে সে চলে যাচ্ছিলো। আঙ্গিনায় তাকে আমাদের কুকুরটা এমনভাবে ধরলো, আমার মনে হলো তাকে বুঝি কামড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমার মনে করুণা জাগলো। থাকতে না পেরে শেষ অবধি আমি দরজা খুললাম। যেই খোলা, অমনি দরজার দু'পাশ থেকে চারজন যুবক আমাকে ধরে ফেললো। দেখলাম, তাদের কারো হাতে রিভলবার, স্টেনগান কিম্বা রাইফেল। কামরায় এনে তারা আমাকে চেয়ারে বসিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখলো। এরি মধ্যে টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছে। চিৎকার করতে বারণ করে একজন আমার দিকে

রিভলবার উঁচু করে ধরে রাখলো। চাবি নিয়ে তারা একটা স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধ মুর্তি (জাপান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত), আমার গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা (সিংহলের জনৈকা ভদ্রমহিলা দান করেছিলেন), একটা টাইপরাইটার, শরণার্থীদের জমা স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ মোট পনের হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। আমি অবশ্যি কর্তৃপক্ষকে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণসহ এ বিষয়ে অবগত করাই। সেদিন ভেবেছি আমার সরলতার সুযোগ নিয়েই তারা সর্বস্ব লুট করেছিলো।

এরপর আমার জন্মস্থান রাউজান থানার পূর্বগুজরা থেকে ৭ই মে দুখানা টেলিগ্রাম পেলাম। লেখা ছিলো,-

MISCREANTS LOOTED TEMPLE WITH ALL THINGS YESTERDAY THREATENING BURNING WHOLE VILLAGE COME IMMEDIATELY" এবং "COME AT ONCE DONT FAIL"

এগুলো পেয়ে আমি রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়লাম। অনুমতি ব্যতিরেকে তখন কারো ঘর থেকে বের হবার সাধ্য ছিলো না। কারণ, এতে হয় মৃত্যু নয়তো অকথ্য নির্যাতন। আমি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কর্মীবাহিনীর জন্য কিছু 'পরিচয় পত্র' নিয়ে চাটগাঁ যাবার ব্যবস্থা করলাম। ডাঃ পি, সি, বড়ুয়া ও শ্রীমান জ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়াকে আমার কর্মীবাহিনীর অগ্রবর্তীদল হিসেবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্যি চাটগাঁ পাঠাই।

মে মাসের তের তারিখ অসম সাহসী মোঃ ইসহাক চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে আমি চাটগাঁ পৌঁছলাম। চাটগাঁ তখন মৃত ও জনমানবশূণ্য। আমি কাউকে না পেয়ে শা'জাহান হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পরে এক বিরাট কর্মীবাহিনী আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। ৪৬নং বৌদ্ধ মন্দির সড়কে সংঘের অফিস করে একটা সফরসূচী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কছে দাখিল করি এবং কর্মীবাহিনীকে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ শুরু করি।

ছ'তারিখে যে বৌদ্ধমন্দির লুট করেছিলো, চাটগাঁ গিয়ে জানতে পারলাম তা'স্থানীয় মুসলিম লীগের কতিপয় অসৎ কর্মীদের দিয়েই সমাধ্য হয়েছিল।

চাটগাঁ গিয়ে আমি প্রায় ৭০ হাজারের মতো 'পরিচয় পত্র' সংঘের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের মধ্যে বিলি করি। আমি পরে খবর পেয়েছি, এ পরিচয় পত্র দিয়ে অনেক বৌদ্ধ যুবক এবং হিন্দু পরিবার সামরিক শাসকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সীমানা অতিক্রম করে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রে চলে গিয়ে মুক্তি সংগ্রামে যোদ দিয়েছিলো।

চাটগাঁয় যে সমস্ত গ্রামে যাই, তার কেবল থানার নামই উল্লেখ করছি- রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার, রামু, উখিয়া, টেকিনাফ, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, মীরেশরাই, সীতাকুন্ডু, মহেশখালী, আনোয়ারা, বাঁশখালী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটি, রামগড়, বান্দরবন, বোয়ালখালী, দিঘীনালা, মায়নীমুখ, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা।

এছাড়া আমাদের সফরের পরবর্তী পর্যায়ে পটুয়াখালীর তালতলী, আমতলী, গলাচিপা, বরগুনা, খেপুপাড়া, কবিরাজপাড়া, নয়াপাড়া, বৈলতলী, কুয়াকাটাসহ মোট ৪২টি গ্রাম ঘুরি।

যশোহর, বরিশাল, কুমিল্লা, খুলনা, বাগেরহাট, ভোলার বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যাপক পরিভ্রমণ করি। টাংগাইলের শ্রী শ্রী অকুকূল ঠাকুরের 'সৎসংঘ আশ্রম' এবং মির্জাপুরের আর, পি, সাহার সংস্থাগুলো পরিদর্শন করি। আমি ও আমার কর্মীবাহিনী তিনমাস আটদিনে সবশুদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ১২,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করি।

আমাদের পরিক্রমার সময়সূচী বেতারে প্রচার করা হতো। আমাদের যাতায়াতের রাস্তার দু'পাশে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে জমায়েত আর ভিড় লক্ষ্য করেছি, তা থেকে উপলব্ধি করেছি তারা উৎপীড়ন-অত্যাচার সর্বোপরি মৃত্যুভয় থেকে রক্ষা পাবার ক্ষীণ আলোক দেখছিলো। আমার থেকে দুটো সান্ত্বনার বানী শোনার জন্যে

জনসাধারণ সব সময়েই উন্মুখ হয়ে থাকতো। এতে পরবর্তী সময়সূচী পালনে বিলম্ব ঘটতো, কিম্বা সম্ভবও হতো না।

প্রত্যেক গ্রাম এমন কি থান হিসেবে ঘটনা আর নির্যাতনের কথা উল্লেখ করলে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করা যাবে। যা দেখছি তার একটা মোটামুটি ধারণা হিসাবে এটাই বলতে হয় যে, উৎপীড়ন, নৃশংস হত্যা, পাশবিক অত্যাচার আর নৈরাজ্যের এক নজিরবিহীন ইতিহাস পাকিস্তানের সামরিক জান্তা রেখে গেছে।

আমরা যে সমস্ত জায়গায় গেছি সে সমস্ত এলাকার লোকদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সভায় আহ্বান জানিয়েছি; তাদের অভাব অভিযোগ নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে আশা দিয়েছি। বৌদ্ধ গ্রাম ছাড়া আমরা অনেক হিন্দু ও মুসলমান গ্রামেও সভা করে তাদের সাথে মিলিত হয়েছি।

স্বচক্ষে দৃষ্ট অত্যাচারের প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এবং লিখিতভাবে তা পেশ করি। এটা স্থিরনিশ্চিত যে, আমিই আমার সংঘকে নিয়ে সর্বপ্রথম (এবং সর্বশেষও) সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাদেরই ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অকুতোভয়ে তাদের অত্যাচারের কথা তাদেরই চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিই। আমার সংঘের তরফ থেকে আমিই তাদের সৃষ্ট রাজাকার, মুজাহিদ, আল-বদর এমনকি নিয়মিত সৈন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করি। এরা তথাকথিত শান্তির নামে যে অশান্তি, নৈরাজ্য ও লুটতরাজ, গ্রামের পর প্রাম জ্বালানো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকরণ, নরহত্যা, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ এবং তল্লশীর নামে প্রকাশ্যে স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ উলংগ করে দেখা- এ সমস্ত আমি জানাই। সামরিক জান্তাকে দাখিলকৃত দু'একটা চিঠির অনুলিপি উদ্ধৃত করলাম।

রাজাকার ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে Major General Civil Affairs কে 20th Sept 71-এ দেয়া এক চিঠির কিয়দংশ-

....While enclosing a copy of our letter of 17th instant, we beg to state that in all villages visited by us under the aforesaid Police Stations (Mirsarai & Sitakund) we could not have controlled our tears to see the shocking condition of the people including Buddhist Monks in general who have been mercilessly treated, brutally assaulted and severely beaten by the Razakars & Mujahids of the aforesaid Police Stations.......

.........Among the villages visited by us, although none is escaped from this torture, we would still like to mention the village Maiani under Mirsarai P. S. where men were brutally tortured and women were made naked in the name of the so-called investigation and operation by Razakars.......

24th Sept. 71 তারিখে রাজাকারদের বিরুদ্ধে Major General Civil Affairs কে দেয়া অপর এক চিঠির অংশবিশেষ-

Following an open declaration of Razakars in Bazar saying that the Buddhists of Aburkhil village (Raozan, Ctg.) shall be burnt alive for the cause best known to them, we were alarmed and our delegation went to the aforesaid village........

........When we were entering into the Main Buddhist Monastery of the aforesaid village, we could have heard the violent voices of looting by the Razakars in a corner of the village where about 14 houses were looted, inmates beaten mercilessly and five innocent persons taken......

উক্ত ব্যাপারে রাজাকারসহ মোট ১৭ জন দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে বলে খবর পাই।

মীরেশরাই থানার নিয়মিত সৈন্যের বিরুদ্ধে আমার কাছে যে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছে তাও সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করি। সেটা ছিল-

FORCE FROM MIRSARI BASE RAIDED BUDDHIST VILLAGE DAMDAMA TWENTY-NINTH NOVEMBER BURNT FIFTY-TWO HOUSES KILLING TWO WOUNDED MANY LOOTED PROPERTIES RAPED WOMEN BROKEN IMAGES OF LORD BUDDHA ASSAULTED MONKS.

বৌদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের যে সমস্ত অভিযোগ পাই তা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে তার কার্যকরী ব্যবস্থা নিই।

STATEMENT OF MR. ABDUL WALI, DIGHINALA, Chittagong Hill-tracts, Dated 7th Sept. 71.

......That the Rezakars have been the cause of constant miseries of the people.

That the Razakars compelled the Businessmen and villagers to sell every commodity without price....

That the Meizus are torturing the women and brutally assaulted a number of girls. That in Dighinala Hospital many girls assaulted by the Meizus are lying in an unpleasant condition.........

পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘীনালায় কতিপয় গুন্ডা প্রকৃতির লোক প্রায় ২৫টি হিন্দু পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে। শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরী নামে জনৈক ভদ্রলোকের পাঠানো একখানা দরখাস্ত আমার কর্তৃপক্ষ সমীপে দাখিল করি এবং পুনঃ তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা করি। এছাড়া চাটগাঁ আর পটুয়াখালীর বহু হিন্দু পরিবারকেও ধর্মান্ত রকরণ থেকে রক্ষা করেছি।

প্রথম পর্যায়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত বৌদ্ধদের আটক করে তার ৪৯ জনের এক তালিকা প্রস্তুত করে তাদের কাছে পেশ করি। এদের অনেকেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং প্রায়ই সরকারী চাকুরে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের ছাড়পত্র কিংবা খবরাদি দেবার জন্যে আমরা কর্তৃপক্ষ সমীপে বারবার চাপ দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তাদের কোন সন্ধান মেলেনি। তবে মার্চের পরবর্তী অধ্যায়ে রাজাকার কিম্বা মুজাহিদরা যে শত শত লোক ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তাদের সামরিক জান্তার মরণ থাবা থেকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক জনাব আলতাফ মাহমুদসহ বিল্লাহ পরিবারের নুহেল আলম বিল্লাহ, খনু, দিনু ও লিনু বিল্লাহকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। এদের পাঁচজনের মুক্তির জন্যে অশেষ প্রচেষ্টা চালানোর পর নুহেল ও তার তিনভাইকে কোন রকমে প্রাণে বাঁচিয়েছি। দুঃখের বিষয় জনাব আলতাফ মাহমুদকে সামরিক জান্তার মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করা গেলো না।

আমার মির্জাপুর সফরকালে সমাজসেবী, জনদরদী শ্রী আর, পি, সাহা-র কন্যা জয়া-র কাছ থেকে তাঁর পিতা, ভাই, অন্যান্য কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারের এক মর্মন্তদ কাহিনী শুনি। এদের হাত থেকে আর, পি, সাহাকে উদ্ধারের জন্যে বহু প্রচেষ্টা চালাই কিন্তু এ জনদরদীর কোন সন্ধান পেলাম না।

পটুয়াখালীতে শ্রী অবিনাশ চক্রবর্তী নামে জনৈক ভদ্রলোককে এক ধ্বংসস্তুপে দিন যাপন করতে দেখি। তাঁর তিন কন্যা মায়া, মঞ্জু ও প্রতিমা সামরিক জান্তার অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার জন্যে পাঁচ মাস অজ্ঞাতবাস অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে আমরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

ঢাকাস্থ শ্রীরথীন্দ্র সরকার এবং শ্রীঅলোক বলকে রাজাকার এবং পাক সৈন্যেরা ধরে নিয়ে অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালায়। এ খবর পেয়ে তাদের সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হই। শ্রীরথীন্দ্র সরকারকে মৃতপ্রায় অবস্থায় কিছু দিন হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল। ডাক্তার নূরুল ইসলাম সাহেবের (ডাইরেক্টর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন) আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠে।

আমাদের পরিক্রমণকালে আমি প্রত্যেক জায়গায় আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয়দান এবং মুক্তিবাহিনীর কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতে আবালবৃদ্ধবণিতা বিশেষ করে যুব সমাজকে পরামর্শ দিয়েছি। এমন কোন বৌদ্ধ গ্রাম নেই যেখানে মুক্তিবাহিনী এবং হিন্দু পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেনি, এমন কি জনৈক অফিসারসহ পাঁচজন মুক্তিবাহিনী ঢাকা বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলো।

বিগত ন'মাসে আশ্রয় প্রার্থী অনেক ছেলেমেয়ে এবং মাতৃপিতৃহীন শিশু অগ্রসার বৌদ্ধ অনাথালয়ে ভিক্ষু সুগতানন্দের তত্ত্বাবধানে আছে।

পয়লা মে তারিখে ঢাকা বৌদ্ধ মন্দির লুট হলে তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ আমাকে আট-দশ জনের নাম দাখিল করতে বলে। আমি অসম্মতি জানালে তারা গ্রাম ঘেরাও করে জ্বালিয়ে দেবে বললো। আমি বলেছি, আমার Case-এর তদন্তের প্রয়োজন নেই। তদন্তের নামে অনর্থক কতকগুলো নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার হোক, এ আমি কোনদিন চাইনে। এভাবে কমলাপুরের ঠাকুরপাড়া, সবুজবাগ, আহমদবাগ প্রভৃতি আমার প্রতিবেশী গ্রামের উপর পাক-সৈন্যের হামলা সব সময় প্রতিরোধ করেছি।

পরিভ্রমণকালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে যে সমস্ত মূর্তি ভগ্ন কিম্বা অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাই তা যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আমার সংঘ বৌদ্ধগ্রাম ও মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতির একটা মোটামুটি ফর্দ তৈরী করে তা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে তার ক্ষতিপূরণের দাবী জানায়।

এরি মধ্যে আন্তঃ পরিভ্রমণ বন্ধ করে বিদেশে যাবার জন্যে বারবার আমার কছে চাপ পড়তে লাগলো। আমি জানিয়েছি, স্বচক্ষে দেখা এত অত্যাচারকে ধামাচাপা দিয়ে বিদেশে গিয়ে আমার পক্ষে মিথ্যা বলা কি করে সম্ভব? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাত না করে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি শুরু করলো।

শরণ নিলাম পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর প্রফেসর নুরল ইসলাম সাহেবের। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাড়ে তিন মাস ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসাধীনে থাকতে বাধ্য হলাম।

হাসপাতালে থাকা অবস্থায়ও পাঁচ-ছ'বারের মতো কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত হতে আমাকে বাধ্য করেছিলো এবং বিদেশে যাবার জন্যে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করছিলো। আমি শারীরিক অনুপযুক্ততার কারণ দেখিয়ে বিদেশে শত মিথ্যা বলা থেকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উন্মেষের অন্তরায় না হয়ে বাঁচলাম।

আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে পাক-সরকার যে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হলো মেজর রাজা ত্রিদিব রায়কে দিয়ে তা করিয়ে নিলো। আমার কাঁধ থেকে বোঝাটা নামাতে স্বস্থির নিঃস্বাস ফেলে আমি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসলাম।

সামরিক কর্তৃপক্ষ জোর করে আমার কাছ থেকে দু' টো বিবৃতি নিয়ে প্রচার করে। ন'মাসে আমার নামেও মোট তিনখানা বিবৃতি ছাপায়। কিন্তু আরেকখানা আমার খুলনা পরিভ্রমণকালীন আমার এবং আমার সংঘের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ছাপানো হয়। তখন এগুলোর প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয়নি। অধিকন্তু সামরিক জান্তা আমার উপর অধিকতর অসন্তুষ্ট ও ক্রুব্ধ হয়।

এ ছাড়া দেশে থেকেও সামরিক জান্তার অত্যাচারের কথা বিশ্বের কাছে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছিলাম। Kyoto, Japan-এ 'বিশ্বধর্ম ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনে' উপস্থিত থাকাকালীন The World Conference of Religion for Peace-এর সেক্রেটারী জেনারেল Dr. Homer a. Jack-এর সাথে আমার আন্তরিকতা জন্মে। মানবতার সেবায় আমি নিয়োজিত এ খবর পেয়ে আমার সাথে দেখা করতে তিনি tourist হিসাবে একদিনের

জন্যে ঢাকায় আসেন। আমি তখন হাসপাতালে। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তাঁর সাথে আমার পুরো সোয়া তিন ঘন্টা আলাপ হয়। দীর্ঘকাল পরিভ্রমণে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি কিম্বা শুনেছি-রাজাকার, পাক-সৈন্যের অত্যাচার-অনাচার, লুটতরাজ, হত্যাযজ্ঞ, নারীহরণ ও নির্যাতন-এ সবই তাঁকে সবিস্তারে বলেছি। আমার হাসপাতালে আশ্রয় নেবার কারণ এবং এ তথ্য প্রকাশের পেছনে যে আমি, এ কথা ঘুর্ণাক্ষরেও প্রকাশ না করতে Dr. Jack কে অনুরোধ করি। অন্যথায় আমার নিশ্চিত জীবন সংশয়ের কারণ হবে বলে জানাই। তিনি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

Dr. Jack নতুন দিল্লীতে এ বিষয়ে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। এতে বাইশটি সংস্থা এক যুক্ত স্মারকলিপি পেশ করেন। এর পর ওয়াশিংটনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুরূপ এক বৈঠক বসে। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে চারটি প্রণয়ন করেন। এগুলো-

(1) "East Bangal / Bangladesh"
(2) "Dhaka Diary"
(3) "Death in 'Golden Bangladesh
(4) "Final resolution"-International conference on Bangladesh.

এ বইগুলোতে যেসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তার অধিকাংশই আমাদের উক্ত বৈঠকেরই ফলশ্রুতি। এগুলো ছাড়া তিনি মাসিক পত্রিকা (নভেম্বর, ৭১ ইং)

'Beyond Kyoto'-এর On Visiting Dacca' তে লিখেছেন-

.......In Dacca I learned that even 100,000 human beings massacred...... the killings are continuing, with the new home guard, the Razakars, adding to the disorder. I realized how badly the eight million Hindus were treated by the West Pak Army...... I still conclude that the massacres ..... in East Pakistan must Pakistan must not be forgotten by the world community any more than those in Germany under Hitler.

.......I could not know until arriving, that the Bangladesh movement and its guerrilla army, the Mukti Bahini, has wide support among the people. Many listen to the daily Bangladesh Radio Broadcasts......

Dr. Jack ছাড়াও আমার পরিচিত জাতিসংঘের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঢাকা থেকে থাইল্যান্ড যাবার পথে আমার সাথে দেখা হয়। থাইল্যান্ডে 'WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS' এর Headquarters কে তাঁর মাধ্যমে ঐ সমস্ত জঘন্য অত্যাচারের বিষয় অবগত করাই এবং এখানকার নিপীড়িত জনগণের দুঃখ উপশমের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার আবেদন জানাই।

এ খবর শুনে উক্ত সংঘের প্রেসিডেন্ট প্রিন্সেস পুন পিসমাই দিসকুল পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে একখানা চিঠি দেন এবং রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট থাইল্যান্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং আমাকে তার অনুলিপি দেন। চিঠিটা পুরো উদ্ধৃত করলাম।

General Agha Mohammad Yahya Khan,
President of Pakistan
Islamabad.

15th Sept. 71

Your Excellency,

We would like to bring to your kind attention the fact there is one active Regional centre of the World Fellowship of Buddhists in Dacca as per address stipulated below

which has been affiliated with our Headquarter since our organization was founded in 1950 in Ceylon.

Since there has occurred recently a state of unrest in East Pakistan, we have been in
great concern over the fate of our Regional Centre, from where any connection with it has been lost since then.

We would therefore ask of Your Excellency a favor of the information regarding the situation about the Monks and lay disciples in the above-mentioned area. And should there be any assistance on our part that we may be able to do to relieve them of their trouble, we would be obliged to do so provided your Excellency could grant us some information or connection there with.

Assuring Your Excellency of our profound regards, we remain.

Yours in the Dhamma.
Sd/-
H. S". H. Princess Poon Psmai Diskul.
President.
World Fellowship of Buddhists.

Address: W. F. B. Regional centre
Pakistan Bouddha Kristi Prachar Sangha
Buddhist Monastery, Kamalapur.
Dacca-2, East Pakistan

c. c. H. E. U Thant Secretary General U. N
H. E. The Ambassador of Pakistan, Bankok, Thailand.
W. F. B.- র Hon. Secretary General Mr. Aiem Sangkhavasi উক্ত চিঠিতে মাত্র ১৩ দিন আগেও আমায় লেখা

We are in receipt of your letter dated 18. 8. 71 and would like to express our appreciation for the humanitarian work you have been doing for your people. Yours painstaking efforts in an attempt to bring back the people to the condition of welfare and peace are sure to earn you a great merit….

অপর এক চিঠিতে তিনি লেখেন,-

Referring to your letter dated 19-06-71 we hereby offer our sympathetic feeling for the deplorable situation in your country and do appreciate your devotional attempt to relieve the sufferings of your people.

It is. we understand, an exacting task requiring much skill and patience based on a dedicated effort for humanitarian service. We pray that your Venerable be blessed with the strength of will and body to accomplish this burden.

With Metta towards all those suffering brethren-----এ সমস্ত চিঠি থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিয়মান হয় যে বর্হিবিশ্বে এখানকার মর্মন্তুদ কাহিনী ফলপ্রসূভাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছি এবং বিশ্ব-সংস্থা ঐ অবস্থায় আমার ভূমিকা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ আমার উপর সন্তুষ্ট নয় জেনে এবং এখানে থাকলে আমার সমূহ বিপদ ভেবে W. F. B.-এর প্রেসিডেন্ট আমাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য এক উদ্যোগ গ্রহণ করে আমন্ত্রণ জানাবেন,

Ven, Visuddhananda Mahathero,
President,
Pakistan Bouddha Kristi Prachar Sangha,
Buddhis Monastery,
Kamalapur, Dacca-14,
East Pakistan,

15th Nov. ‘71

Your Venerable,

We are very happy to inform you that arrangements are well in hand for the International Buddhist Youth conference to be held in Bangkok from 20-24 December 1971.

In view of the fact that you have attended so many of our conferences in the past and been of so much help to us, we would like to extend an invitation to your Venerable to come to Bangkok and assist us in this endeavor by making available to us your valuable experience and guidance.

Please let us know when you can join us, so that we may finalize arrangements for your accommodation in a suitable place.

With our good wishes for a safe journey and the Blessings of the Triple Gem. May all beings be happy.

Yours in the Dhamma,
Sd/-
H.S.H. Princess Poon Pismai Diskul,
President,
World Fellowship of Buddhists

কিন্তু সামরিক সরকার আমার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে থাইল্যান্ড যাবার অনুমতি দিলো না।

পরিশেষে মানবতার সেবা করতে গিয়ে আমার সমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমার সংঘের বিরাট কর্মীবাহিনী মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে জাতির এ দুর্দিনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সমাজ ও দেশের কাছে তা চিরজাগরূক থাকবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান প্রিয়নন্দ মহাথের, ভিক্ষু মুদ্ধানন্দ, ভিক্ষু জিনানন্দ, ভিক্ষু সুগতানন্দ, ভিক্ষু বোধিপাল, শ্রীশাক্যবোধি মহাথের, উ-জিনিতা মহাথের, উ-নাইন্দা, উ-পন্ডিতা, ভিক্ষু অগ্রবংশ, ভিক্ষু অগ্রশ্রী, শ্রী প্রফুল্লকমল বড়ুয়া, শ্রীবসুভূতি মুৎসুদ্দী, শ্রীজ্ঞানদারঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীব্রক্ষ্মদত্ত বড়ুয়া, শ্রীরণজয় বড়ুয়া, শ্রীসুধেন্দু বড়ুয়া, শ্রীঅশোক বড়ুয়া, শ্রীআনন্দ প্রসাদ বড়ুয়া, শ্রীশশাংক মোহন বড়ুয়া, শ্রীসুনিল কান্তি বড়ুয়া, মোহাম্মদ ইছহাক চৌধুরী, শ্রীসুদত্ত সেবক বড়ুয়া, শ্রীতেজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীইন্দুভূষণ বড়ুয়া, শ্রীসুমেধ বড়ুয়া, শ্রীযতীন্দ্রলাল

বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীবিজনবিহারী বড়ুয়া, এবং আরো অনেকে পাকসেনার রক্তচক্ষু ও বুলেটের ভয়কে উপেক্ষা করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এ ন'মাস দিনের পর দিন দেশের অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মা-বোনদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কত শত মুক্তিবাহিনী ও দেশের তরুণ প্রাণদের পাশে সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে তার ইয়ত্তা নেই। রক্তঝরা এ ন'মাসের কার্যবিবরণীতে সংঘের বিরাট কর্মীবাহিনীর কর্মতৎপরতার পূর্ণাংগ চিত্র প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

আজ এ ভেবে আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় যে, আমাদের সংঘের চাটগাঁ শাখার অফিস-ইন-চার্জ বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষু, যিনি রাজাকার, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছিলেন, স্বাধীনত প্রাপ্তির ঠিক দুদিন আগে তিনি এদেরই জঘন্যতম শিকারে পরিণত হন। সংসারত্যাগী, মানবধর্মী এই নবীন ভিক্ষু গত পঁচিশে মার্চের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালীর প্রতিটা উপদ্রুত গ্রামের প্রতিটা সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতাকে রক্ষার জন যে অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করে গেছেন তা' গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আজ যে সংঘের মাধ্যমে আমি তথা আমার প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায় বর্হিবিশ্বে সুপরিচিত হয়েছে সে সংঘেরই বিশিষ্ট কর্মী, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তম সাধারণ সম্পাদক শ্রীশশাংক বিমল বড়ুয়াকে (বঙ্গীশ ভিক্ষু) হানাদার পাক বাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

এতদসংগে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামে শত শত বিগতপ্রাণ মহান জীবনগুলো। ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর শহীদদের পারলৌকিক মংগল কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমাবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সবেব সত্তা সুখীতা হোন্ত।
জগতের সমস্ত প্রাণী সুখী হোক।
।।জয় বাংলা।।

পরিশিষ্ট

নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা এবং রিপোর্ট

নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ তালিকা হাতের কাছে না থাকায় ছাপাতে পারলাম না। সে জন্য আমরা দু:খিত। তদন্তের রিপোর্ট ও সাথে দিলাম

HQ SMLA SEC-4
Circuit House
Chittagong
Tele:85555
No.20/35/ML
26 June, 71

To : Ven. Visuddhananda Malialhero
T. PK, T. K. President Pakistan
Bouddha Kristi Prachar Sangha
Dacca.

Subject: **Petition/Investigation**

Your letter no. nil dated 28 May 71 refers.

A copy of enquiry report of superintendent of police is enclosed herewith for your information.

Encl-One

Sd/- Mumtaz H. Shah
Capt
SMLA
(Mumtaz Hussain Shah)

A copy of Superintendent of police letter 110 3512E dated 25 Jun 71.

I have the honor to report that I investigated the subject matter locally and ascertained from the staff of T. & T Department who were present during the occurrence i. e. on 29-04-71 that the persons mentioned in the attached petition were attended to their respective offices on 29-04-71. On the same day at 1.30 P. M. they were called by some army personnel to the circuit House but till today did not turn up to their respective offices.

During investigation, it is transpired that Mr. Dharmadarshi Barua was a time scale clerk and not telephone operator as mentioned in the petition.

It is further reported by the staff of T&T department that all the five persons were called by some army personnel from the office compound T&T not from their office room.

As regards Mr. C. R Barua Steno-typist of the Deputy Chief Accounts officers (Modernization) E. P. Railway attended to pay office station Road on 21. 4 71. From there he was called by some army personnel to the Circuit House but he did not come back to his office as yet.

On investigation it came to light that the individuals attended to their office duty regularly up to date of disturbance. Nothing could be found more adverse report against them. This for favour of your kind information.

Sd/-x x x
Y. O. S
Jafar S. I
Kotwali P. S

List of the personnel, who have been taken by the Army us 011 the date shown against the individual name.

Name & Designation	Remarks
1. Mr. S. R. Barua, M. A., P. R. A. S. Deputy Financial Adviser and Deputy Chief Accounts Officer, P. E. Railway, Chittagong.	He svas on regular duly soon after the disturbances was over. He has been taken by Army on 16-04-71 on way back to his Bunglow after office duty.
2. Mr. Pravash Kumar Barua. Sub-Assistant Engineer. Chittagong University. Chittagong.	He has been taken by Army from his residence premises 4. Serson Road. Chittagong 21.4.71
3. Mr. China Ranjan Barua, Stenographer, Modernisation Accounts. P. E. Railway. Chittagong.	He has been taken by Army when he was returning from office after his duty from Railway pay office while he was drawing his salary.
4. Mr. Sanchya Bhusan Barua, Electric Crane Fitter, Electric Deptt. Chittagong Port Trust. Chittagong.	He has been taken by Army from his office at Jetty on 21.4.71
5. Mr. Tarit Kami Barua, Telephone Operator, T & T Deptt. Chittagong.	He reported himself in the office on 21. 4. 71 according to instruction of the Martial Law Authority on that day and a security pass was issued to him by the Authority concerned and advised him to do his respective duty. From 22.4.71 he was performing his duty regularly but on 29.4.71 at about 1400 hours when he was on duty he has been taken by Army.
6. Mr. China Ranjan Barua, Office Superintendent T & T Chittagong	He has been taken from his office premises on 29.4.71
7. Mr. Dharmadarshi Barua, Tel/ Opertor, T & T Chittagong	-Do-
8. Mr. Parag Barua, Tel/ Opertor. T & T Chittagong	-Do-
9. Mr. Sudhir Ranjan Barua, Electrician. Karnafully paper Mills Ltd.. Chittagong Hill Tracts	-Do-

10. Mr. Hirandra Lai Barua, Mechanical Deptt. Karnafully paper Mills Ltd., Chandraghona, Chittagong Hill Tracs.	He has been taken on 14.4.71
11. Mr. Satya Ranjan Barua, proprietor. Motor workshop, Chandanpura, Chittagong	He has been taken from his workshop
12. Mr. Bhabesh Chandra Barua, Clerk. Workshop, Port Trust, Chittagong	He has been taken on 26.4.71
13. Mr. Nipul Kanti Barua, Elysian Building, College Road, Chittagong	He has been taken on 03.5.71
14. Mr.Subimal Barua, Tel/ Opertor, T & T Chittagong	He has been taken on 29.4.71
15. Mr. Bangish Barua, Assistant Head Master Kaptai Govt. H. E. School	He has been missing on and from 14.6.71.

সংঘ কর্তৃক ইসুকৃত পরিচয় পত্রের অনুলিপি

"NAMO TASSA"

Phone no: 244413

Pakistan Bouddha Kristi Prochar Sangha
(BUDDHIST CULTURAL ORGANISATION)
Regional Centre of the World Fellowship of Buddhists in Pakistan

Head Office	Chittagong Office
BUDDHIST MONOSTERY	30/5. ANDERKILIA.
Kamalapur. Dacca-14	Chittagong
East Pakistan	East Pakistan

TO WHOM IT MAY CONCERN

Date---------

This is to Certify that Miss/Mr. …………………………………………………..
Son/Daughter/Wife of Mr./ Late ....………. of
Village .... P. S.……………………………………………….
*Dist. Chittagong is a **Pakistani Buddist** by Birth.*

Authorities are requested to provide him help

Sd/
Ven. Visuddhanan Mahathero. T. pk. T. K.
President
Seal. Pakistan Bouddha Kristi Prochar Sangha
DACCA.

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সহায়ক সংস্থার একটি আবেদন	বাংলাদেশ পুলিশ কর্মচারী সহায়ক সংস্থার	..... ১৯৭১

বাংলাদেশ
নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সহায়ক সংস্থা

স্বাধীন বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী ভায়েরা আমর-

উনিশ শ'সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগষ্ট ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলাম, বিগত চবিবশ বছর ধরে বাংলাদেশের সাতে সাত কোটি মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কবলে পড়ে আমাদের সে আশা-আকাংক্ষা চিরতরে পর্যুদস্ত হতে চলেছিলো। সোনার বাংলাকে শোষণের কলোনী করে পাক শাসকচক্র আমাদের দাসত্বে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলো- কতিপয় পদলেহনকারী বাঙ্গালী দালালদের সহযোগিতায়। আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর সামাজিক দিক দিয়ে হয়েছিলাম পংগু আর অসহায়। ওদের শসন-শোষণ আর অত্যাচারের ষ্টীম রোলারের আঘাতে বাংলার নিরীহ সরল মানুষ হয়েছে ক্ষিপ্ত- অশান্ত। তারই মৃত্যু প্রকাশ ঘটে উনিশ শ' বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে- যে আন্দোলনের প্রবাহে বাংলার সোনা-মাণিক-ভাইদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলার পীচঢালা রাজপথ। শহীদ সালাম বরকত রফিকের লাল তাজা রক্তের বদলা শপথ নিয়েছিলো বাংলার সাতে সাত কোটি মানুষ। তারা বিনা দ্বিধায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মরণজয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পাক জংগীশাহীর বিরুদ্ধে-একাত্মতা প্রকাশ করেছিলো দেশের মুক্তির সংগ্রামে।

গত পচিশে মার্চের রাত থেকে পাক জংগীশাহী বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যেরূপ অত্যাচার অবিচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এধরনের বর্বরোচিত জঘন্য দমন নীতির নজির নেই।

বাংলার নিরীহ মানুষ আজ ক্ষিপ্ত, অশান্ত। তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুক্তিসৈনিক পাক জংগীশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। দশ লক্ষাধিক নরনারীর রক্তে রঞ্জিত বাংলার পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অথৈ জলরাশি-পথে-ঘাটে আজ মানুষের হাহাকার। বর্বর পাক সৈন্যদের নরহত্যা, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণের করুণ কাহিনীতে পৃথিবীর মানুষ আজ স্তব্ধ, হতবাক- বিশ্ববিবেক স্তম্ভিত, নির্বাক। তবুও বাংলার মানুষ আজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ইস্পাতকঠিন চেতনায় আজ সংগ্রামমূখর।

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে দেশেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে- সে দেশের সশস্ত্র বাহিনী হয় সরকারের পক্ষ সমর্থন করেছে, না হয় নীরবতার ভূমিকাই পালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের (বাঙ্গালী) ইস্ট পাকিস্তানী রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার বাহিনী জনগণের পক্ষে যেভাবে সরকার বিরোধী ভূমিকা সমর্থন করেছে- তার কোন নজির নেই। এ ধরনের বিপ্লব অনন্য- একক। এর একমাত্র কারণ, পাক জংগীশাহীর শোষণ আর অত্যাচার; অপর দিকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

আমরা সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ করে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ কর্মচারীরা ইংরেজ আমলের আইনের মাধ্যমে চবিবশ ঘন্টার জন্যে কাজ-কর্মে নিয়োজিত থেকেও আমরা ছিলাম সমাজের এক শ্রেণীর ঘৃণিত অস্পৃশ্য বীজ- পাক শাসকচক্রের ক্রীড়নক সমাজের এক শ্রেণরি অবহেলিত পদদলিত সরকারী কর্মচারী। আমরা কোনদিন মানুষের আস্থাভাজন হতে পারিনি- অথচ গাধার খাটুনি খেটেও আমরা ছিলাম অস্পৃশ্য অবহেলিত। আমরা চবিবশ ঘন্টা বিরামহীন পরিশ্রম করেও সমাজের কাছে হয়েছি লাঞ্ছিত-অবহেলিত। আমাদের দৈনন্দিন

দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আমরা বিরামহীন সমাজের সেবা করেছি, কিন্তু তার বিনিময়ে শুনেছি ‘পুলিশ জুলুম চলবে না’ পুলিশ গোষ্ঠী নিপাত যাক’ শ্লোগান। কিন্তু কেন, কন এই বিড়ম্বনা, এর জন্য দায়ী কারা- সমাজ, না রাষ্ট্রব্যবস্থা? এ বিচার কি কেউ কোনদিন করেছিল? করেনি। তাই আমাদের এ বিপ্লব পাক জংগীশাহীর বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে আমরা একার- আর পূর্ণ সহযোগী।

আজকে সমাজ-মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী, মানুষ। সরকারী কর্মচারী হলেও খাকী পোশাকের অন্তরালে আমাদেরও একটি সবুজ মন ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে দিতে অনেক সফল সম্ভাবনা আছে বলেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলার ভার পুলিশের উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা পূর্ব বাংলার প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার পুলিশের কর্মচারী এ আন্দোলনে পাক জংগীশাহীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করেছি- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সে কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। (এ ব্যাপারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধ- যা দৈনিক যুগান্তরের গত পনেরোই অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত- প্রণিধানযোগ্য।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন ও গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত। আমরা পুলিশ কর্মচারী, অতীতের দুঃখ-দৈন্য ভুলে গিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করবো। ইংরেজ আমালের শোষণরূপ আইন যন্ত্রকে পালটে নিয়ে জনগণের একত্মতাই হবে আমাদের কাম্য। আমরা হবো প্রকৃতই জনগণের বন্ধু আর সেবক এবং সেই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হতে হবে আমাদের শাসন ব্যবস্থা। আমাদের দিয়েই হবে তার সার্থক রূপায়ন। এ আশা নিয়েই আমাদের অতীত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাক বাহিনীর অত্যাচারে প্রাণের ভয়ে আমাদের প্রায় দু’হাজার পুলিশ কর্মচারী আশ্রয় নিয়েছেন পশ্চিমবংগ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে। আরও অসংখ্য পুলিশ কর্মচারী রয়েছেন পাক অধিকৃত এলাকায়। আমরা আজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত, ছেলে-মেয়েদের সাথে সম্পর্কচ্যুত, তবুও আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সংগ্রামমুখর- অতীতকে ভুলে গিয়ে আমরা অনাগত ভবিষ্যতের সফল সংগ্রামে নিয়োজিত।

চলমান জীবনে যে-কোন কাজে সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের অগণিত পুলিশ কর্মচারীরা আজও ছড়িয়ে আছে অধিকৃত এলাকায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ওদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দৈণ্য অবর্ণনীয়- এ জন্যে আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের ভাইদের দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগের সাথে একাত্ম হতে চাই। আর তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য দরকার একটি সহায়ক সংস্থা। বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দৈন্য মোচনের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এজন্যই আমরা একটি সংস্থার অভাব উপলব্ধি করছি- আশা করি এ ব্যাপারে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিত অবশ্যই পাবো।

এ ব্যাপারে আপনাদের পক্ষে আমি বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করেছি নিয়ম-শৃংখলা ও আইনানুগভাবে আমরা আমাদের অভাব-অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ করার দৃঢ়সংকল্প নিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবো- আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের পক্ষে-
(স্বাক্ষর) এ, কে, মকবুল আহমদ
(প্রাক্তন) ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী, মেহেরপুর থানা,
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর প্রতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী এবং ক্রীড়াবিদদের আবেদন	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিল	……. ১৯৭১

AN APPEAL TO SENATOR EDWARD KENNEDY

We were not surprised when we saw you taking up the cause of the people of Bangladesh following the noble tradition of your great brothers John and Robert Kennedy. Your forthright denouncement of the Nazi-style campaign of genocide against the Bengali nation and the policy of appeasement as is being pursued by the U. S. President. Richard Nixon, clearly brought consolation for the entire people of Bangladesh. The nation has now overcome the shock of a sudden massacre campaign and is pledged to win freedom from one of history's crudest colonialisms.

Our cause is just and our victory shall mean the victory for justice and democracy-the ideals that you and the American people cherish most. But this victory is being delayed and the suffering of the people is being enhanced by American military and economic aid to Islamabad generals who are brutally suppressing the democratic aspirations of the people.

You have rushed to India to see for yourself the shocking plight of nearly eight million refugees who have fled from Yahya's guns to find minimum safety here. You may also witness the condition of seventy million others who could not flee. They are virtual refugees in their own country were sudden brutal death haunts them constantly. Already a million men, women and children have been methodically decimated. Gestapo- style raids daily pick up hundreds never to be heard of again. The economy of the region has been destroyed irreparably by senseless destruction of commercial and trading centers. Since March 25 Pakistani soldiers were let loose to commit murder, rape, loot and arson at will. Today, after four long months, there has been no let up in this gruesome orgy. And to crown it all has come the declaration of the trial by military court on 11 August 1971 of Sheikh Mujibur Rahman, the unchallenged and democratically elected leader of Bangladesh. General Yahya did not even hesitate to pronounce the verdict in advance. The great leader is certain to face murder by firing squad unless superior powers restrain the general and his accomplices.

Such a reign of terror can only help to aggravate the refugee problem by unbelievable proportions. But the way the world is proposing to cope with this horrifying tragedy calls for an immediate censure. Finding relief material for ever widening flow of refugees without removing the real cause of the exodus is in itself, becomes a self-defeating process. As every day passes the world moves a step nearer to an international bloodbath over the issue. Yet the dangers could be adverted so easily simply by U. S. refusal to prop up the economically and militarily bankrupt regime of Islamabad. We are sure that American taxpayers, if correctly informed about the tragedy, would be least inclined to foot the hill for Pakistani junta's massacre campaign in Bangladesh.

We appeal to you, your party and the American people to do everything in your power to force the U. S. Administration to reverse its present policy, recognise the People's Republic of Bangladesh and secure the safety and release of its President Sheikh Mujibur Rahman.

Signatories:

A. R. Mallick
Syed Ali Ahsan
K. Sarwar Murshid
Zahir Raihan
Qamrul Hasan
Ranesh Dashgupta
Faiz Ahmed
Alamgir Kabir
Hasan Imam
Wahidul Huq
Ashraf Ali Chowdhury
M. A. Khair
Kama Lohani
Brojen Das
Sadeq Khan
Belayet Hussain
Mustafa Monwar
Anupam Sen
Motilal Paul
Moudud Ahmed
Quamruzzaman
Farukh Khalil
Dewar Mohammad Ahmed

Ajoy Kumar Roy
Golam Morshed
Anwaruzzaman
Mazharul Islam
Shamsul Alam Sayed
Musharraf Hussain
Rashbehari Ghosh
Anisuzzaman
A. A. Ziauddin Ahmed
Kabori Chowdhury
Narayan Ghosh
Chittaranjan Chowdhury
Khashru Noman
Samar Das
Subhas Dutta
Abdul Jabbar Khan
Udayan Chowdhury
Raju Ahmed
Sumita Devi
Chitta Bordhan
and

Zafar Iqval.

On behalf of

Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia,
Bangladesh Teachers Association.
Bangladesh Film Artists & Technicians Association
Bangladesh Sports Association.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি সংক্রান্ত তথ্য	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	১ জুলাই, ১৯৭১

BANGLADESH TEACHERS' ASSOCIATION
SPECIAL CIRCULAR

Dated 1-7-71

To,

Dear Sir,

Sub: BANGLADESH ARCHIVES

A Bangladesh Archives Committee has been constituted by the Bangladesh Teachers' Association for collection, preservation and record of all important publications, reports, developments, memoranda, documents, happenings, projects, programs, photographs, films and broadcasts concerning Bangladesh.

Professor Syed Ali Ahsan is the Chairman of the Committee and Mr. Sadeq Khan has been appointed Secretary. Arrangements have been made for safe custody and security cataloguing of records.

Materials may be donated in three categories: Confidential, Special, and General. It has been specifically stipulated that confidential materials may be sealed and stored without the contents being known to any archive official, for future reference strictly in accordance with the directions of the donors. Unsealed, the confidential materials would be kept in strict secrecy and will need the permission of the donors to be consulted. Special materials may be consulted by courtesy of the-Archive Committee, but will need the permission of the donors to be quoted. General Materials may be consulted or quoted by courtesy of the Archive Committee. You are requested to kindly cooperate with this committee by donating your materials for archives 'and by assisting in other ways in the notings and efforts of this committee for documentation of events and association of ideas in connection with Bangladesh movement.

Thanking you.

Yours truly
(Quamruzzaman)
MNA-in-charge
Educational Affairs
Govt. of the Peoples' Republic of Bangladesh,
and Executive Vice-President of Bangladesh
Teachers' Association.

এই দলিলটি যতাসময়ে হাতে না আসায় তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা সভাসমূহের কার্যবিবরণী	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির দলিল	২৫ নভেম্বর এবং ২ ও ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SCIENCE EDUCATION IN BANGLADESH

1.

A meeting was held with Mr. Z. Rahim in chair at 11, Sooterkin Street, Calcutta-I3 on the 25th November, 1971.

The following matters were discussed:

(1)Problems of education, in particular science education in Bangladesh.

(2)Objective of scientific education with special emphasis to the utilization of resources of Bangladesh for the maximum economic growth.

3) Methodology of Scientific education.

Items (1) and (2) were discussed fairly thoroughly. However, in the discussion it was realized that still more thinking was necessary to obtain the right pattern of scientific education which would best serve the objective as outlined in item (2)

Item (3) which naturally follow items (1) and (2) Was not discussed seriously.

The members were requested to think over the matters more seriously and express their views very briefly in the next meeting so that an overall orientation of scientific education in Bangladesh could be found out.

The meeting was adjourned and it was resolved that the next meeting would be held at 12 noon on the 2nd December 1971 at 11. Sooterkin street to continue discussion.

The following members were present in the meeting:

1. Mr. P. K. Chakraborty
2. Mr. S. K. Bhaltachaijee
3. Dr. M. A.Saleh
4. Mr. C. R. Guha-Roy
5. Dr. A. Rahman
6. Mr. K. K. Roy
7. Mr. S. Alam
8. Mr. A. Das
9. Mr. K.M. Saha
10. Mr. S. K. Mukjiapadhaya
11. Mr. D. Sharma
12. Mr. N. C. Datta-Banik.

Zillur Rahim
25/11/71

* এই দলিলটি যথাসয়ে হাতে না আসায় তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

2.

A meeting was held on the 2nd December, 1971 at II, sooterkin St., Cal-13 with Professor R. Huq in the chair.

It was decided in the meeting that work of the scheme would be divided primarily into two phases, namely. Phase (1) Planning of courses of scientific studies with the objective of utilization of country's resources for economic development, and Phase (2) Writing of scientific books in Bengali.

It was further decided chat concentration would be given to work out planning of scientific studies as in Phase (1).

Scientists were advised to frame detailed plan of studies in the elementary levels of schools in the first place through discussion amongst themselves, so that comprehensive/courses of studies comprising different disciplines of science could be designed.

The meeting was adjourned and it was resolved that the next meeting could be held on the 13th December, 1971.

The following members were present in the meeting:

1. Dr. A. K.Roy
2. Mr. Sham sui Alam
3. Mr. S. K. Mukhapadhyay
4. Dr. A. Rabmatl
5. Mr. S. Ahmed
6. Mr. P. K. Chakraborty
7. Mr. K. B. Chakraborty
8. Mr. S. K.Saha
9. Dr. A. Quader
10. Mr. K. M. Saba
11. Mr. S.K. Bhattacharjee
12. Mr. K. K. Roy
13. Mr.N.C. Dutta-Banik
14. Mr. C. R. Guha Roy
15. Dr. A. Saleh
16. Mr. D. Sharma.
17. Mr. A: Das
18. Mr. Z. Rahim.

Sd/-

3.

A meeting was held on the 13th December, 1971 at 11. Sooterkin St., Cal-13 with Professor R. Huq in the chair.

The experts of the different branches of science placed in the meeting outlines of curriculum and syllabus of the science courses for the elementary and secondary classes of schools. These were thoroughly examined and discussed and the experts were requested to prepare syllabus for Class I to VIII and submit them in their final form on the next meeting to be held on the 16th Dec., 1971.

The following members were present in the meeting:

1. Dr. A Saleh
2. Mr. D. Sharma
3. Mr. A. Das
4. Mr. K.K.Roy
5. Mr. P. K. Chakraborty
6. Mr. S.K. Saba
7. Mr.Z. Rahim
8. Mr. S. Ahmed.
9. Dr. A. Rahman
10. Mr. S. K. Bhattachrjee
11. Dr. A. Quader.
12. Mr. N. C. Dutta-Banik
13. Mr. S. K. Mukhapadhyay
14. Mr. K. M. Saha.
15. Mr. K. B. Chakraborty.

Sd/------
13. 12.71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সমর্থন এবং স্বীকৃতির জন্য সরকারকে রাজী করানোর অনুরোধ জানিয়ে বৃটিশ জনগণের প্রতি আহবান	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

S O S

BANGLADESH

DEAR PEOPLES OF GREAT BRITAIN.

The People of '*Bangladesh*' arc being massacred in a *'Nazi like'* manner. Their only crime-They wan ted-freedom and equality!

Brutal and powerful as the West Pakistani butchers are: They have failed to subjugate the freedom loving people of '*Bangladesh*'.

They have bombarded our universities, our student hostels; our houses and even our hospitals!!

They have committed a crime, which is both un-pardonable and unparalleled in human history.

The Bengalis have fought back with courage faith, and their bows & arrows; knives and bamboo sticks against modern Tasks, Sabre Jets, Artillery, Machine Guns and Bazookas!

IN THE NAME OF HUMANITY—please come to the help of Bangladesh.

We believe that the freedom loving peoples of Great Britain can help us and we implore them to come forward now with all the moral and material support that they can muster.

MAKE YOUR GOVERNMENT RECOGNISE AND SUPPORT BANGLADESH' NOW!!

BANGLADESH ACTION COMMITTEE
52, Wordsworth Road.
Small Heath.
Birmingham 10.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীতে টাকা না রাখার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আহবান	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তানের শব দাফন

পাকিস্তানের অর্থনীতি খতম। আসুন এবারে আমরা সবাই মিলে তার কাফন তৈরীর কাজে লেগে যাই।

গত তেইশ বছর ধরে ওরা আমাদের শোষণ করে এসেছে এবং আমাদের টাকায় বন্দুক কিনে আজ আমাদের বুকে মারছে। ওদের ব্যাংকে অথবা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে টাকা দেয়া মানেই তাদের বন্দুক কিনতে সাহায্য করা। অতএব আসুন, আমরা ওগুলোকে বর্জন করে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেই।

১। দেশে পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

২। অবিলম্বে নিম্নলিখিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকের একাউন্ট বন্ধ করুন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পলিসি ‘সারেন্ডার’ করুন।

ব্যাংকঃ ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড। ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড। স্ট্যান্ডার্ড ওভারসিজ ব্যাংক অব পাকিস্তান। কমার্স ব্যাংক। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড।

ইন্সিওরেন্সঃ ইস্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং। আদমজী ইন্সিওরেন্স কোং। হাবিব ইন্সিওরেন্স কোং। মুসলিম ইন্সিওরেন্স কোং।

পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ-কে, বেজওয়াটার ব্রাঞ্চ-এর সৌজন্যে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্রাডফোর্ডের বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাবাবলী	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

BANGLADESH SANGRAM PARISHAD (BRADFORD)
9 Cornwall Terrace
Bradford BD8 7JT

২৫শে এপ্রিল, ১৯৭১

অদ্য রবিবার ২৫শে এপ্রিল স্থানীয় টেক্সটাইল হলে বিকাল তিন ঘটিকার সময় ব্রাডফোর্ড বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের এক কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা সুষ্ঠুভাবে সংগ্রাম পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে না পারায় ও নানারূপ মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়ায় উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের হতে পরিষদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিষদের সকল কাজ চালিয়ে যাবে। আজ থেকে পুরাতন একজিকিউটিভ কমিটির সকল সদস্যকে তাদের সকল প্রকার দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দেয় হলো।

উক্ত কমিটি এ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ঃ

1) আজ পর্যন্ত পরিষদের নামে যে সমস্ত চাঁদা নেয় হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।
2) ইয়র্কশায়ার ও অন্যান্য সংস্থাতে যারা পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাদের আর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা থাকবে না।
3) একজিকিউটিভ কমিটির পুরনো সদস্যরা নতুন একজিকিউটিভ কমিটিতে অবশ্যই সদস্য হতে পারবেন না।
4) ইয়র্কশায়ারসহ অন্যান্য সংস্থাতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নতুন একজিকিউটিভ কমিটি নতুন প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে এবং সকল সংস্থাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবে।
5) নতুন একজিকিউটিভ কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদদের কোন কাজ নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের লিখিত পত্র ব্যতিরেকে হতে পারবে না।
6) আগামী রবিবার পরিষদের নতুন একজিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ (স্বাক্ষর):ঃ

১। এম, খান	৯। নূরউদ্দিন
২। নূরুল ইসলাম চৌধুরী	১০। আলতাব আলী
৩। হাজী আসাব আলী	১১। সুনফর আলী
৪। এস, আবেদীন	১২। সোহরাব আ
৫। এন, উল্লাহ	১৩। আনাম খান
৬। আবদুস সোবহান	১৪। বসির উদ্দিন
৭। মোঃ আজিজুর রহমান	১৫। মজলিস আলী
৮। সায়িফউদ্দিন আহমদ	

(সীলমোহর)
Bangladesh Sangram Parishad
9, Cornwall Terrace
Bradfor BD8 7JT

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বাংলাদেশের কবিগান	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকারশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) প্রকাশিত পুস্তিকা	মে, ১৯৭১

বাংলার এ দুর্দিনে যার অপার উৎসাহে এই ক্ষুদ্র কবিগান লেখা সম্ভব হলো, তিনি আর কেউ নন- তিনি আমার প্রতিবেশী ও পরম শুভাকাংক্ষী বন্ধুবর মাষ্টার এ, আজিজ। তারই সহযোগিতায় কবিগানটি উৎসর্গ করলাম রকেট যুগের অগ্নিপুরুষ, বঙ্গজননীর বীর সন্তান স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে...

”আমাকে বন্দী করো, আমাকে হত্যা করো-
এতে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু আমার দেশবাসীর
উপর অত্যাচার কোরো না।” মুজিব-

বাংলাদেশের কবিগান

-কবি আবদুর রহমান খান রচিত

চিল শকুনে মানুষ খায় হায়রে সোনার বাংলায়
হুকুম দিল এহিয়ায় খুন করিতে।। (ধুয়া)

উনিশ সাত চল্লিশ সনে, হিন্দু আর মুসলমানে
সোনার ভারত স্বাধীন আনে বৃটিশ রাজ হতে
দুই ধর্ম দুই জাতি পাক-ভারত হলো স্থিতি
গেল ভাই বাংলার শক্তি দুই ভাগেতে।।

পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন করে খান পাঠান
বাঙ্গালীরা ভাই জানে ভাব ভক্তিতে
পূর্ব বাংলার ফল ফসল তাদেরে খাওয়াইয়া সকল
বাংলার মানুষ হল দুর্বল এ জগতে।।

ধর্মের নাকে জুয়া খেলা লুটলোরে সোনার বাংলা
তেইশ বছরের দুঃখ জ্বালা পারি না সহিতে,
কি বলিব দুঃখের কাহিনী দুই নয়নে ঝরে পানি
দেশে যত হয় আমদানী তাদের ভাগ্যেতে।।

পাট তামাক চা আমরা ফলাই, গো মহিষের চামড়া খল
মোদের ভগ্যে সকলই ছাই খাই, তাদের হাতে
দুঃখের উপর দুঃখ ভারী, কড়াক্রান্তি হিসাব করি
দিতে হ'ল খাজনার কড়ি অফিস আদালতে।।
বলছি গত বন্যার কথা, হঠাৎ এল ঘূর্ণিবার্তা।
হারায়াছি ভগ্নি ভ্রাতা পানি না ভুলিতে,
হাতিয়া সন্দ্বীপের অধিবাসী একশ পঁচিশ হাজারের বেশী
জলের স্রোতে গেল ভাসি নদী নালাতে।।

ভোলা ও পটুয়াখালি হয়ে গেছে মানুষ খালি
মায়ে ছেলে গলাগলি ভাসা পানিতে
নোয়াখালী ও বরিশালে মানুষের লাশ খালে বিলে
মাংস খাইল কাক শৃগালে পাইলাম দেখিতে।।

মানুষ পশু সারি সারি ভাসল জলে মরি-মরি
সোনার বাংলার নরনারী কাঁদছে শোকেতে
ওদের কান্দনের সুর শুনল কি সরকার বাহাদুর
বল মোদের কিয়া কসুর চাই জানিতে।

ডুবল মাঠের পাট ধান্য ঘরে নাই কারো মুষ্টি অন্ন
কি আছে বাংগালীর জন্য জীবন রাখিতে
বাংলাদেশের কয়টি জেলা চিটাগাং ঢাকা কুমিল্ল
বারে বারে বন্যার ঠেলা আছে ভুগিতে।।

মানপুরাতে মরছে মানুষ আহার বিনে হইয়া বেহুঁশ
পশ্চিমারা খায় কাঁঠাল কোষ ময়দার রুটিতে
বড় কষ্টে দিন কাটাই ডাইল ভাত খাইতে না পাই
তৈল বিনা জটারে লাগাই বধূর চুলেতে।।

নায্য দাবী চাইলে মোরা বহে মোদের রক্তধারা
কারো হাতে শিকলকড়া ভরে জেলেতে
বাংলার যুবক বি-এ পাশ দেশে কাটে ঘোড়ার ঘাস
কেউ টানেরে মরা লাশ চৌকিদারীতে।।

উনিশ আটান্ন সনে আইয়ুব বসেন সিংহাসনে
ইস্কান্দার মির্জা যায় বৃটেনে প্রাণের ভয়েতে
কামান গোলার ভয় দেখাইয়া রক্ত মোদের খায় চুষিয়া
বাংলার মানুষ চুপ করিয়া রইল ঘরেতে।।
শোনেন দেশের ইতিকথা দেশে আনল চেয়ারম্যান প্রথা
ভাঙ্গিল বাংগালীর মাথা ভোট না দিতে
সংখ্যায় আমরা অনেক বেশী দুঃখের ভিতর ফুটে হাসি
বানাইতে চায় মানুষ ডাক্তারী মতে।।

শেরে বাংলা সুহরাওর্দী বাংলার শোকে কাঁদি কাঁদি
দুঃখ পাইল জন্মবধি অন্যায় শক্তিতে।
রেখে গেল প্রেমসিন্ধু শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু
জাগিল বাংগালী পঙ্গু তাহার ডাকেতে।।

স্ট্রাইক হল কলেজ স্কুল ছাত্রছাত্রী তুলল রোল
বাংগালীরা আঁখি খোল সংগ্রাম চালাইতে

ভয় পেয়ে বীর আয়ুব খানে এহিয়াকে ডেকে আনে
বসাইল নিজাসনে স্বার্থ রখিতে।।

নেতা যেজন পিতা বটে হয় না নেতা বটে চটে
নেতা হয়ে গণভোটে স্বাধীন দেশেতে
হইল দেশে ভোটাভোটি বাংগালীরা সপ্তকোটি
ভোট দিয়াছে মানুষ খাঁটি মুজিবের হাতে।।

শেখ মুজিবের হ'ল জয় পাঞ্জানী পাঠানের ভয়
বাংলার বুকে হ'ল উদয় চন্দ্র নিশিথে
মুজিব হবেন রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবীদের মনে কষ্ট
কি ভাবে হয় শ্রেষ্ট নষ্ট ভাবে কমজাতে।।

কলকৌশলে তিন মাস গেল দুটি তারিখ বাতিল হল
বাংলার মানুষ জেগে উঠল বাঁচার দাবীতে
মোদের এত রোনাজারী দেখ এহিয়ার ছলচাতুরি
কারফিউ আইন জারি করি দলি ঢাকাতে।।

বঙ্গবন্ধু বল্লেন তবে এবার বাংলা স্বাধীন হবে
বাংলার মানুষ কাঁদবে কত পেটের ক্ষুধাতে
আছে হাড় নাই মাংস সব নিয়াছে রাবন কংস
হায়রে অসুরের ধ্বংস মানব সুরেতে।।

যখন ভুট্টো এহিয়ায় মিলে ঢাকায় যায় মিটিং-এর ছলে
আশায় ভাষায় কথা বলে শর্ত সন্ধিতে
পাঠান পাঞ্জাবী সত্তর হাজার বংগসাগর দিচ্ছেরে পারি
কেউ জানে না সংবাদটি তার বাংলার মাটিতে।।

ভুট্টো এহিয়া পাজি কথা বলে আজিবাজি
পৌঁছিল যাইয়া করাচী পশ্চিম দেশেতে
দেশে গিয়ে দিল ভাষণ শেখ মুজিব রাষ্ট্র দুশমন
সাত কোটি বাংগালীর মন তখন জ্বলে গোস্বাতে।।

শেখ মুজিবের স্বপ্নধ্যান সাত কোটি বাংগালীর প্রাণ
বৃদ্ধলোক হইয়াছে জোয়ান শত্রুনাশিতে
কেঁপে ওঠে ঢাকার সিটি কেউ লইলরে হস্তে লাঠি
চায় ওরা শান্তি সৃষ্টি অশান্তি দেশেতে।।

তখন উঠল বাংলার জয় পতাকা চারিদিকে তার স্বর্ণমাখা
ভিতরে বংগের চিত্র আঁকা বাংলা কালিতে
আহা কি বিচিত্র নিশান জানিয়া কোন কবির ধ্যান
এই নিশানের গাহিব গান বাঁচলে ধরাতে।।

চোরের মতন রাত বারটায় দুশমন সৈন্য গেল ঢাকায়
গান মেশিন ট্যাংক বন্দুক চালায় ঘুমের ঘরেতে
ঘরে ঘরে আগুন দিল ঢাক শহর ছাই করিল
লক্ষাধিক মানুষ মরিল কামানের গোলাতে।।

ভাংলো ঢাকার ইউনিভার্সিটি ছাত্র মারল কোটি কোটি
রাংগা হোল ঢাকার মাটি মানুষের রক্তে
রোকেয়া ইকবাল হলে তিনদিন ভরা আগুন জ্বলে
নাশিল শিক্ষা সমূহে গোলাম বানাইতে।।

হাকিম মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রফেসার আর লেকচারার
মারে কত বিজ্ঞ ডাক্তার অগ্নি অস্ত্রেতে
হত্যাযজ্ঞ অবশেষে ছড়ে পড়ে সারা দেশে
শহর বন্দর ভরল লাশে চিটাগাংগেতে।।

বিদেশী সাংবাদিক যারা তাদেরে করিয় তাড়া
মিটাইল সাধ পুরাপুরি মনের খুশিতে
হোস্টেল বোর্ডিং দিয়ে হানা চালাইল হায় জিনাকিনা
কবিতার ছন্দ চলে না এসব লিখিতে।।

হসপিটাল ফার্মেসী যত ভাঙল ঢাকায় শত শত
সৃষ্টি নতুন ইতিবৃত্ত বংগ ভুমিতে
রেডক্রস দিল ফিরাইয়া পাষাণ নিষ্ঠুর ইয়াহিয়া
গেল ভাই কারবালা হইয়া ঢাকার বুকেতে।।

যেমন এজিদ সীমার মারোয়ান, এহিয়া ভুট্টো টিক্কা খান
বধিতে বাংগালী সন্তান নামল রণেতে
জয়নাল আবেদীন হবেই রাজা উড়াও স্বাধীন বঙ্গধ্বজা
ঠিক রাখ ভাই নামাজ রোজা ইমানের সাথে।।

কচি কচি ছেলেমেয়ে বাঁধিল পাষাণ কোন হৃদয়ে
শিশুর লাগি কাঁদে মায়ে বসি রাস্তাতে
লক্ষ লক্ষ নরনারী চলে গেল গৃহ ছাড়ি
বনজঙ্গল পাড়ি দিয়া স্বাধীন ভারতে।।

ধন্যরে ভাই ভারতবাসী, তোরাই মোদের প্রতিবেশী
তোরাই ফুটাইলি হাসি- মায়ের মুখেতে,
থাকবো তোদের চিরঋণী, লিখবো ভাই ভারতের কাহিনী
উঠবে যখন দিনমণি, ভাঙ্গা ঘরেহে।।

কুমিল্লার শ্রী ধীরেন দত্ত, গুলিতে হইলেন নিহত,
কাঁদছে মানুষ শত শত সারা বাংলাতে

শুটিং, লুটিং, বার্ণিং, হত্যা বলবো কত মৃত্যুর কথা
নত নয় বাংগালীর মাথা থাকবে উঁচুতে।।

রংপুরের মশিউর রহমান, হয়ে গেলেন শহীদ কুরবান
সিলেটে ফরিদ দেওয়ান অনেক মতে।
ছিল ওরা দেশের বাতি, থাকবে অমর ওদের খ্যাতি
ফিরে যদি বাংলার জ্যোতি, আল্লার কৃপাতে।।

সারা বঙ্গে পড়ল সাড়া, বুকটান করিয়া দাঁড়া
লড়তে হবে গুলি ভরা বন্দুকের সাথে।
বাংলার পুলিশ, ই পি আর, হেরি দুঃখ বঙ্গ মা'র,
রণ করিতে হ'ল তৈয়ার আনন্দ চিত্তে।।

রাখতে হবে বাংলা স্বাধীন, থাকলে ধরার আসমান জমিন
বলেছেন মন্ত্রী তাজউদ্দীন, বাংলা হতে,
মৌলানা ভাসানীর বাড়ী, উঠছেরে শহীদের ধ্বনি
বিলাইয়া দে জিন্দেগানী, আল্লার রাহেতে।।

ওরা দিল বীরের পরিচয়, জয় জয় বাংলা জয়,
শত্রুসৈন্যের পরাজয় রণ ক্ষেত্রেতে,
শত্রুসেনা রণ ছাড়ি, উঠল রে আকাশে উড়ি
প্লেন হতে বোমার ঝড়ি লাগে ফেলিতে।।

বাংলাদেশের জেলায় জেলায় কাপুরুষরা বোমা ফেলায়
কুষ্টিয়া ও চুয়াডাংগায় ভীষণ জোরেতে,
হায়রে মোদের অস্ত্র নাই, মরবে কি বাংগালী সিপাই
ভাই মরিলে কাঁদবেরে মায় পুত্র শোকেতে।।

দিনাজপুরে আবদুর রবে বীরত্ব দেখায় সগৌরবে
বংগ মা তোর জয় হবে স্বাধীন জঙ্গেতে,
শ্রীহট্টে মেজর ওসমান, রাখিতে স্বাধীন জন্মস্থান
চালাইল যুদ্ধ অভিযান নানান জেলাতে।।

ইউনুস আলী চীপ এডভাইজার আরেক সন্তান বঙ্গ মা'র
পশ্চিম পাকিস্তানে হাজার হাজার আছেন বন্দীতে।
ওরা যদি থাকতো মুক্ত, দেখতে মা তুই শত্রুর রক্ত
আদায় করতো তোমার শর্ত ভীম পদাঘাতে।।

বোশেখ মাসের পাকা ধান, মাঠে মাঠে হইল বিরাট
কৃষক শ্রমিক লড়িতে যান, পাছে বৃদ্ধ পিতা হাঁকে
শত্রুমাররে লাখে শোভা নাই এতে।।

এই মতন হাজার ভাই সভার নাম জানা নাই
ওদের কাছে সালাম জানাই বিলাত হইতে,
নছিব মন্দ ঘরের বার, মোরা হেথায় আমি হাজার
পাইলাম ভাগ শহীদ সুধার কলির যুগেতে।।

যেথায় যত বংগবাসী দেশের লাগি হও উদাসী
কে দোষী কে নির্দেষী দেখরে শেষেতে,
ছাড় হিংসা দলাদলি ঐক্য দাঁড়াও মাথা তুলি,
মাকে ডাক 'মা' বলি আও একতাতে।।

মিনতি বিশ্বের মহাশক্তি, বাংলাদেশের চাই স্বীকৃতি
সাত কোটি মানুষের শান্তি, চাই কমনওয়েলথে,
শুন মা ইংলন্ডের রাণী, তোমার কাছে এই বাণী,
দাও ফিরাইয়া চিন্তামণি, সিরাজ বাংলাতে।।

গানটি আমার রক্তলেখা, উর্ধ্বে তোর জয় পতাকা,
মায়ের অঙ্গে রক্ত মাখা, বাংলা ভাষাতে।
বলছে কথা এ রহমান, এবার মোদের শেষ রক্তদান,
জয় বাংলার জয় গান, গাওরে খুশীতে।।

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (ল্যাংকাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) ৩৩৬, স্টকপোর্ট রোড, ম্যানচেস্টার।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

লেখক বৃটেনে কর্মরত একজন সাধারণ শ্রমিক। ১৯৭১ সনের ৮ মে ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত জনসভায় গানটি পরিবেশিত হয়। এই সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	জুন, ১৯৭১

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY

59, Seymour House
Tavistock Place
LONDON WCI
Phone 837-4542

AN INTRODUCTION

The Bangladesh Peoples Cultural Society in U.K. is an organisation of the writers, poets, painters, musicians, signers, teachers, students, scientists, journalists, and all others from Bangladesh engaged in cultural activities and are staying overseas for one reason or the others.

The object of the Society is to support the liberation struggle of the people of Bangladesh, to project the cultural basis of our nationalism to impress upon the world opinion the inevitability of the independence of Bangladesh, and particularly to establish close contact with and obtain support from the progressive and freedom-loving intellectuals of the world in favor of the struggle against the worst kind of dictatorship and colonialism in Bangladesh.

It is the duty of the Bangladesh Peoples Cultural Society to build up and sustain a zeal and a determination among the people to preserve the cultural heritage of Bangladesh and destroy the peoples culture.

It is urged upon all patriotic citizens of the Peoples Republic of Bangladesh to participate in the activities of the Society. In order to achieve the above objectives the Society will endeavor to arrange lectures, seminars, symposia, debates, musical soirees, patriotic dramas, organise special exhibitions of paintings, photographs and films, publish appropriate journals; and sponsor cultural delegations from Bangladesh for better dissemination of the peoples culture of our country.

Citizens of the Peoples Republic of Bangladesh are requested to contact the above address.

LONG LIVE THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH.

Munni Rahman General Secretary	Enamul Haque President

JUNE 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ প্রচারিত স্বাধীনতা সংগ্রামের গান (বাংলা ও ইংরেজী)	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের প্রচারপত্র	জুন, ১৯৭১

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
London.

1.
Where the land is pure and air is fresh
That is Bangladesh-..
Where the rivers flow through the fields to sea
Where the sky is blue and cloud milky
Where all birds can sing
in winter and spring
through storms and rains
in ever happiness
That is Bangladesh.
Where the farmers and workers all fight serfdom
Wherein blood is spilled to build freedom
Where we resist all fascists
and fight colonialists
and crush all enemies
in ever readiness.
That is Bangladesh.

Lyric & Tune: Enamul Haque Bangali

2.
Listen my friend will you listen
1 am a Bangladeshi citizen
My head is burning
My heart is aching
Still my soul goes singing on.

My mother's nose-ring has been stolen
My home and hearth have all been broken

I lost my love-bird lost my orchard
Still I have not become a coward
My rivers are there
My boats are all there
I shall sail now everywhere.

Lyric: Enamul Haque Bangali
Tune: Bengali Traditional (adopted)

স্বাধীনতা সংগ্রামের গান

১.

এসো দেশের ভাই এক সাথে সবাই
এসো ভেদাভেদ ভুলে এবার করব যে লড়াই।।
যেখানে কণ্ঠভরা ছিল গান আর গোলাভরা ছিল ধান হে
যেখানে শিশুর মুখের হাসি দেখে জুড়াত সব মায়ের প্রাণ হে
আজ সেই দেশেতে ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি নাই।

অত্যাচারী হত্যাকারী নরপিশাচের আক্রমণে।
বর্বর বিদেশী যত শোষকের ঘৃণ্য আচরণে।
যেখানে শহরে বন্দরে গ্রামে উঠেছে আজ সংগ্রামের ঢেউ
যেখানে ছেলেবুড়ো মা বোনেরা মৃত্যুকে আর ভয় করে না কেউ
সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনব যে আমরাই।।

বাংগালী জাগে বাংগালী জাগে বাংগালী জগে
লড়াই-এর ময়দানে ছুটে কে যাবি চল আগে।।

মাতৃভূমি কাঁদেরে ভাই জন্মভূমি কাঁদে বাংলাদেশ কাঁদে
লড়াই লড়াই লড়াই কর পা দিও না ফাঁদে।।

২.

মুক্তি যদি পেতে চাও হেইও হেইও হেইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও হেইও হেইও হেইও
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাও হেইও হেইও হেইও
মুক্তি ফৌজ নাম লেখাও হেইও হেইও হেইও
যার বুকে আছে দেশের টান হেইও হেইও হেইও
সে দিতে পারে নিজের প্রাণ হেইও হেইও হেইও
সাবাস বাংলার মজুর কিষাণ হেইও হেইও হেইও
সাবাস বাংলার নওজোয়ান হেইও হেইও হেইও
সব বেদনার হবে শেষ হেইও হেইও হেইও
স্বাধীন হবে বাংলাদেশ হেইও হেইও হেইও
মুক্তি যদি পেতে চাও হেইও হেইও হেইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও হেইও হেইও হেইও।।

কথা ও সুরারোপ- এনামুল হক

বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রচারিত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ-গণ সংস্কৃতি সংসদের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	জুন, ১৯৭১

BANGALDESH PEOPLES COULTURAL SOCIETY

List of office bearers and executive committee members :

1	President	Mr. Enamul Hoque, 33 Abbey Road, Oxford 0865 46837
2	Vice Presidents	Mr. Shafiqur Rahman, 146 Cheviot Gardens N.W. 2 4558031
3		Mr. Eazle Lohani, 93 Chippenham R.d.W. 9 Mr. Sahidud Dahar, 79 Chiltern Ways, Northampton
5	General Secretary	Mrs. Munni Rahman, 59 Seymour House, Tavistock PI WCI 837 4542
6	Joint Secretaries	Mr. Mahmud Hasan, 40 Longridge Rd, SW5 373 9675
7		Mr. Jakiuddin Ahmed, 37 Bellawye St. SW 12.
8	Organising Secy	Mr. Bulbul Mahmud, 89 Colvill Rd, E 11,556 0845
9	Treasurer	Mr. Anis Ahmed, 2 Temperley Rd, S.W. 12. 572 5720
10	Members	Mrs. Lulu Bilkis Banu, 27 Courtfield Grdns, SW5 373 7241
11		Mrs. Zebunnessa Khair, 96 Aderbrook Rd, SW 12.673 4197
12		Mr. Ahmed Hossain Joardar, 16 Samfoin Rd. SW 17.
13		Mr. Abdur Rouf, 2 Temperley Rd. SW 12.673 5720
14		Mr.A Rouf, 66/A Hanbury St. E. 1.247 1469
15		Mr.Mesbah Uddin Ahmed, 129 Haverstock Hill NW 2.722 2962
16		Mr. Nazrul Islam, 134 Himley Rd, SW17
17		Mr. A Razzak Syed, 111 Westbourne Park Rd, W2
18		Mr. Ziaur Rahman Khan. 16 Pirbright Rd. SW 12. 874 4296
19		Dr. Hujjat Ali Pramanik, 2 Putney High St, SW 15 788 1476

Note : New members may be co-opted and the organisation will have correspondi all over U.K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে নীতিগত সম্মতি জানিয়ে মুজিবনগর থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সহযোগীর চিঠি	ডঃ এনামুল হককে লিখিত চিঠি	৮ জুন, ১৯৭১

D.O. No. 210

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Mujibnagar
July 8, 1971

Mr. Enamul Huq,
33 Abbey Road.
Oxford. U. K.

Dear Mr. Huq,

I received your letter dated 18th May '71 which you kindly sent through Mr. Chesworth. I have carefully gone through your various proposals. The Govt. have no objection in principle with regard to opening of Bangladesh Centre or Bangladesh Mission in England. We are sending necessary instructions and advise to Mr. Justice Chowdhury and his Steering Committee. This indeed will help to exchange our news and views. I personally feel that the need is too greet for such an office and if this be agreed by the Steering Committee, certainly we will welcome such effort.

With regard to Mr. Pasha. I have never met him. I don't know if he has come to Calcutta. As far as we are concerned we would like to coordinate all our activities through the Steering Committee. At this moment we are discussing the details with Mr. Bhuia who is now on his visit here.

With regard to the Philatelic, the designs have been approved. If you have other designs in hand please go ahead and send them for our approval. There is no harm in having more. With regard to publications, our Calcutta Mission has not been able to publish any news bulletin as yet. We very much look towards our London Office for bringing out a good publication immediately, at least in form of a News Bulletin.

Please show this letter to Mr. Justice Chowdhury and have his concurrence in all your activities which you propose to do. Convey my best regards to Mr. Justice Chowdhury and other friends in Britain.

With kindest regards,

I remain.
Yours sincerely.
(Rahmat Ali)
Principle Aide to the Prime Minister.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তবসহ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লিখিত চিঠি	ওয়ার্লড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের পক্ষে এ্যাসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারীর চিঠি	৮ জুলাই ১৯৭১

World University Service
20 West 40th Street, New York, N. Y. 10018.

July 8, 1971

Justice A. S. Chowdhury
11 Goring Street
London EC 3, England.

Dear Justice Chowdhury,

It was a privilege to have met with you during your brief visit to New York in connection with focusing U. N. and IJ. S. attention on the grim drama being enacted in Bangladesh.

I am writing this letter to propose an idea, and will deeply appreciate your response.

As you know. World University Service is committed to the assistance of students and scholars around the world, particularly when the university community is seriously affected, as in the case of the current Pakistani crisis. I think that the establishment of a University-In-Exile for those students and scholars who have fled from East Pakistan will not only dramatize the tragedy, but also serve as an oasis for those who have been persecuted. In a larger and more universal sense, it will also serve as a symbol of hope for others in the world who may have experienced the same kind of suffocation that totalitarian governments often impose on intellectuals.

If the Bangladesh University-In-Exile, located probably in West Bengal or any other part of India, sounds feasible, then a plan could be drawn up to secure substantial assistance from a major Foundation in the United States to give shape and substance tc this concept.

We feel that an outright appeal for funds to aid the refugees will not have much success with major foundations, since they do not look upon themselves as relief agencies, but rather as development agents that can effect social change.

Before I venture to draw up any plans to send to you for your comments and suggestions, I would like to get your reaction to the idea as such. I am sending copies of

this letter to several people, as you can see, and will keep you posted about their reactions.

With all my best.

Sincerely yours.
K. B. Rao
Associate Executive Secretary,

cc Mr. S. Chidambaranathan
Dr. Harry D. Gidconese
Mr. Enamul Haque
Mr. Jamshed Khan
Dr. A. R. Mallick
Mr. Leon O. Marion
Dr. Glen T. Nygreen
Mr. Leonard Sussman

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনের হাইডপার্কের সমাবেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণের বিবরণী	লন্ডনস্থ এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৮ জুন, ১৯৭১

"Joy Bangla-Joy Bangla"

We have assembled here to put an appeal to the people of Great Britain and to the people of the world to convey our message to them that butcher Yahya Khan of West Pakistan is continuing an unabated programme of genocide on Bangladesh. And it is the duty of all the freedom loving people of the world to condemn him and to stop him continuing with his programme of genocide. Today we have here we are going with a procession after this meeting is over to the Chinese Embassy and to the American Embassy with our appeal to them to stop their Aid to Yahya Khan and his brutal regime. I will request you all to raise your voice against this tyrranian oppression and to raise your voice with us so that the government of the world particularly Govt. of the people's Republic of China and America stop aid and recognize Bangladesh. And I can only say to you that top stop this genocide is the only way to recognize Bangladesh. And there is no other way out. So, I would request you to raise yoyr slogan with me, "Recognize, Recognize"-"Bangladesh, Bangladesh." "Recognize, Recognize"- "Bangladesh, Bangladesh," "Love live, Long live"-"Bangladesh, Bangladesh." "Long live, long live"- "Bangladesh, Bangladesh." Thank you, I would now request our special representative of the Govt. of Bangladesh Hon'ble Mr. Justice Choudhury to come upon the stage and to say few words to you. Thank you very much.

Clapping and Slogans: Joy Bangla!

Justice Abu Sayeed Chowdhury

"Friends and fellow citizens of independent Bangladesh, I convey to you on behalf of the Govt. of Bangladesh, their sense of gratitude and the warm Sympathy and support at this hour of our grim struggle.

Clapping-----

You are aware, ladies and gentlemen, that we have been trying by constitutional means to put an end to the political domination and economic exploitation which we have suffered in silence for the last twenty three years. But you are also aware, ladies and gentlemen, how the army junta of Yahya Khan stopped the attainment of our goal by constitutional means. And on the twenty-fifth March a. midnight they let loose the army on the unarmed civil population of Bangladesh and committed and are still committing genocide on the people of Bangladesh. In the wake of this massacre, went up the spontaneous cry of independence (Shame! Shame ! ------) and the seventy five million people declared themselves independent of Yaha Khan's administration.

-Clapping--------

We are now engage in grim struggle to thwart the invading army of Yahya Khan. (Clapping .....Joy Bangla).

In that grief……….(Mike failed) grim struggle, we expect the support and sympathy of the peoples of the world. The agony in one part of the world must reach the peoples of all other parts. And we are particularly grateful to the British nation, to the British Press, Radio and Television for their profound sympathy with us at this hour of our peril. (Clapping………..)

We have only one part of the work today that is to thwart this invading army of Yahya Khan. (Clapping……) and to make the lives of the people of the seventyfive million Bengalees free from their attack, free from their rape- (Slogan…….Joy Bangla…….) you are aware that their troops burning the villages, committing rapes, killing children, and the genocide is going on. Will not the conscience of the world rise even at this! (appeal to the people and its governments of the world to condemn in most unmistakable term that the Yahya Khan's administration. I appeal to the governments of the world that no economic aid should be given to the government of West Pakistan. (Clapping…..)

You must all realize that there is no government of Pakistan to whom you can give aid. Yahya Khan himself has killed Pakistan. What exists today is only the government of West Pakistan. (Shame ! Shame !) And that government should not be given any economic aid to kill the unarmed population of Bangladesh. That is my one prayer to the government of the world. No arms supply should be given to kill the children, men and women of Bangladesh-who are determined to achieve independence and thwart the invading army. They rely on their own strength but at the same time they appeal to the people and to the government of the world that no aid should be given nor arms supply should be made available to Yahya Khan for killing the unarmed population of Bangladesh. Now, ladies and gentlemen, another false propaganda is being carried that the people of Bangladesh do not want independence. My fellow citizens of Bangladesh, I will request you, those of you who are determined to thwart the invading army and those of you who want independence of Bangladesh to raise your hands in support of the demands of Bangladesh. (Slogan: Joy Bangla ....….)

It ***is*** known to everybody that England is a land of freethinking and free expression. It is therefore, clear to everybody that you have raised your' hands willingly and nobody could compel you to raise your hand. You are the representative of Bangladesh abroad. Each one of you is a representative. And to your Bangladesh has made it known that the demand for independence is a demand of the seventy-five million people of Bangladesh (Clapping). It is not this demand of the miscreants as Yahya Khan uses to call the people of' Bangladesh. We arc, ladies and gentlemen, determined to face the invading army. We are determined to establish the rule of law in Bangladesh. And in that struggle we want the support, sympathy and cooperation of all concerned.

Now, my fellow citizens of Bangladesh, I have a special direction to communicate to you in the name of the Government of Bangladesh..

(Joy Bangla ...)

This procession-which will be taken immediately after this meeting, is not a procession of protest. It is a mark with an appeal to the few great powers the People's Republic of China, our closest neighbor and to the United States of America. Our appeal to them is to stop arms supply to Yahya Khan. Our appeal to them is to slop economic aid to Yahya Khan's army administration. The Govt. of Bangladesh, requests the citizens of Bangladesh to maintain peace and discipline in this appeal march and make it plain to the People of Great Britain who have been very hospitable as that we are a disciplined nation. (Clapping--------)

Our march should be a very peaceful one. There should not be any offensive slogans. There should not be any different sect shall to be two embassies of the to great countries. We fervently hope that the people of the United States of America and China will rise in our favor and stop giving any arms supply to Yahya Khan. (Clapping ....)

With that prayer, with that appeal the citizens of Bangladesh will go to the two nations of the two great countries in London. (Clapping..........)

I am told that our enemies are also active and they might send some people who will get mixed up with the people who are going on behalf of the Govt. of Bangladesh and shall be prostrate to these missions. I make it plain that those who engage themselves in their activities, they are enemies to the cause of Bangladesh, And that for their mischievous activities the Govt. of Bangladesh will have no responsibility and they will have no protection from the Govt. of Bangladesh. (Clapping...........)

I will, therefore, again appeal to you, my fellow countrymen , that at all costs you will maintain peace and discipline. You know, we are continuing in this liberation movement, here in a foreign country and the British Govt. has been very hospitable to us, the British Govt. has allowed as continue with this movement as I have told you it is a land where freedom of speech, freedom of movement is there. (Clapping…..).

In this march of appeal you will also exhibit that you appreciate the great hospitality of the British Govt. and the British nation and do not by your action abuse that great hospitality. I, therefore, appeal to you, my fellow countrymen, in the name of the Govt. of Bangladesh and fellow countrymen of Bangladesh within Bangladesh that you and by your conduct demonstrate to the people of Great Britain that we are a disciplined honorable nation. (Clapping and Slogan I Joy Bangla…)

I thank you, ladies & gentlemen, who have assembled here to how your sympathy and support for our great cause, I convey to all of you the gratitude of the Govt. of Bangladesh. That day is not far off when Her majesty's Govt. and the Head of the Commonwealth will recognize the reality and give recognition to the Govt. of Bangladesh. (Clapping……)

I am firmly convinced in my mind that days are not far off when Bangladesh will sit in the Commonwealth of nations as a happy member of the Commonwealth. (Clapping)

I appeal to you, my fellow countrymen, to maintain your determination, your courage, your sacrifice and your unity. Success must be ours. Inshallah, we shall march forward in the path of peace and progress and an achievement. We shall frame a

Constitution which will guarantee freedom of thought, freedom of speech, freedom of oxpression-we will look forward to a democratic socialist Govt. in which all men will he equal. Hindus and Muslims, Christians and Buddhists and members of our other religions-we shall all live in peace and amity. (Clapping)

Our accredited leader Sheikh Mujib has been the harbinger of a new faith, ambassador of a new hope and that hope is to create state in which all will be equel-all will be free and nobody will be oppressed. (Clapping and Slogan)

Ladies and Gentlemen. Sheikh Mujib is still in prison and many other political leaders who have refused to sign the most dishonorable document that has been forced on them. We want release of Sheikh Mujib. We want release of all political prisoners. We are prepared for all sacrifices, nobody can stop us from getting the release of the political prisoners. (Clapping & Slogans : Joy Bangla……)

Ladies and Gentlemen. There are other distinguished speakers. They will address you briefly. But before you start on your march of appeal. I will address again a few words in Bengali. After which, I shall request you to proceed with your procession. I shall come back to speak to you in Bengali at the conclusion of this meeting.

Thank you ladies and gentlemen. (Clapping….)

বক্তৃতার শেষাংশ-

ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি মুক্তকণ্ঠে একতাবদ্ধভাবে ঘোষণা করতে যে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইয়াহিয়া খানের হানাদার সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

-Clapping-

আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সমস্ত দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে, আমরা একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ইনশাল্লাহ সেই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করবো। -Clapping and Slogan: Joy Bangla.

আজকের এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। বাংলাদেশের মন্ত্রীমন্ডলী আমাদের জানিয়েছেন যে, আমাদের এই শোভাযাত্রা আবেদনের শোভাযাত্রা-এটা বিক্ষোভের মিছিল হন। আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যেন তাদের হয়ে আপনাদের অনুরোধ করি যে, সর্ব অবস্থায় আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মান বৃদ্ধি করবেন। -Clapping-

আপনারা চীনা দূতাবাস এবং অ্যামেরিকান দূতাবাসে যাবেন এই আবেদন নিয়ে যেন তারা ইয়াহিয়া খানকে কোনরূপ সাহায্য না করেন; কিন্তু কোনরূপ শ্লোগানের দ্বারা বা কোনরূপ ব্যবহারের দ্বারা আপনারা তাদের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করবেন না। -Clapping-

পাকিস্তান হাই কমিশনের লোক আমাদের প্রসাশনের মধ্যে যোগ দিয়ে তাদের প্রতি অশোভন এবং অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে আমাদের দায়ী করবার, দোষী করবার চেষ্টা করবে। তাদের থেকে আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন। -Clapping-

এবং তাদের এই কাজের জন্য আমরা কোনরূপ দায়ী থাকবো না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাকে বলেছেন-“Our aim is goodwill for everybody, ill will for none.”

-Clapping-

আপনারা এই কথাটি মনে রাখবেন। আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা এই শোভাযাত্রায় যাবার সময় আমরা যে কয়েকটি শ্লোগান অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি, আশা করি, মাত্র সেই কয়েকটি বলে যাচ্ছি আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন- "Recognize, Recognize."

আপনারা বলবেন- "Bangladesh, Bangladesh"
আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন "Long live, Long live"
আপনারা বলবেন, "Sheikh Mujib, Sheikh Mujib"
আমাদের সেচ্ছাসেবকরা বলবেন "Long live Mukti Fouz"
আপনারা বলবেন "Long live Mukti Fouz"
তারপরে আর একটা শ্লোগন হবে "Stop, Stop"
আপনারা বলবেন "Genocide, Genocide"
আর একটা হবে, "Stop aid to"
আপনারা বলবেন ''ইয়াহিয়া খান''।
ঃআপনাদের মনে থাকবে, আপনাদের সকলের?
ঃ''হাঁ''
ঃআচ্ছা।
আমি আর একবার বলছি "Recognize, Recognize"
জবাবঃ ''বাংলাদেশ''।
জনাব চৌধুরীঃ ''বাংলাদেশ''।
জনাব চৌধুরীঃ "Long live, Long live"
জবাবঃ "Sheikh Mujib, Sheikh Mujib"
জনাব চৌধুরীঃ "Long live Mukti Fouz"
জবাবঃ "Long live Mukti Fouz"
জনাব চৌধুরীঃ "Stop Stop"
জবাবঃ "Genocide, Genocide"
জনাব চৌধুরীঃ "Stop aid to"
জবাবঃ ''ইয়াহিয়া খান''।

জনাব চৌধুরীঃ আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা যে কস্ট করে এখানে সমবেত হয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশ সরাকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আপনাদের ভাই ও বোনদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। এখন আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে মিছিলে যোগ দিন। আসসালামো আলায়কুম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্দোলনের কতিপয় দিক সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের বর্হিবিশ্ব প্রচার বিভাগের মওদুদ আহমদের প্রতি স্টীয়ারিং কমিটির আবায়কের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৭ জুলাই, ১৯৭১

Mr. Maudud Ahmed
External Publicity Division,
People's Republic of Bangladesh Mission,
9, Circus Avenue
Calcutta-I7. 27th July 1971.

Dear Mr. Ahmed.

Clippings are being dispatched from our Press and Information Department regularly from the 12th of July, 71 and which should have reached you in time. As requested the copies of publications which we are receiving from different sources and also from our publication department will be sent to you from now onward.

I have already handed over the manuscript to printing press which is on the process of being produced in a booklet form. I think it is a very late stage for stopping. In any case, I will send the manuscript back as soon as it is released from the printers.

I have been working in the line which I committed to you and Mr. Huda and hope that arrangements will be made very soon.

Since my return from Bangladesh I had been terribly busy with the organizational problems facing the Steering Committee. That's why I could not get in touch with you; for which I must be apologized. The programme with 'Panorama' was very well planned. It was a moral boost and also stimulus for the Bengalees here in U. K.

I hope the copies of Jivan Thekey Neya' are ready. I should therefore be very muci
interested in getting a copy. Kindly advise me how to proceed about it and how soon can we get it.

Convey my kindest regards to Mr. Zahir Raihan, Mr. Alamgir Kabir, Mr. Belayat Hussain and other members of the Liberation Council and also to the members of the staff of the Mission with profound regards.

Yours sincerely,
(Azizul Hoque Bhuia)
Convener.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্টীয়ারিং কমিটির প্রতি একটি কনভেনশন কমিটি গঠনের আহবান সম্পর্কিত প্রবাসী নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদান্তসমূহ	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৩০ জুলাই, ১৯৭১

This informal meeting held between some leaders of the Bengali community and Justice Abu Sayeed Chowdhury on 30th July 1971 at the Steering Committee office resolves to request the Steering Committee to set up a Convention Committee with 4 representatives from 4 units and representatives from the Steering Committee, totaling 6 members. This informal meeting further requests the Steering Committee to entrust the Convention Committee with responsibility of arranging for a convention of all committees to elect the Central Action Committee or Council and to reorganise the movement for the liberation of Bangladesh. The Convention Committee shall prepare a draft constitution to present at the Convention for final approval and adoption. This informal meeting finally requests the Steering Committee to act with utmost speed on this matter.

Signatures

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশের স্বীকৃতি মিছিলের কর্মসূচী-পুস্তিকা	এ্যাকশন বাংলাদেশ, লন্ডন প্রকাশিত পুস্তিকা	১ আগস্ট, ১৯৭১

STOP GENOCIDE RECOGNISE BANGLADESH — Souvenir Programme — STOP GENOCIDE RECOGNISE BANGLADESH

STOP GENOCIDE
RECOGNISE BANGLADESH RALLY
Sunday, 1st August 1971

STOP GENOCIDE RECOGNISE BANGLADESH — STOP GENOCIDE RECOGNISE BANGLADESH

PROGRAMME :

2.00 Music	Manesh Chandra the Indian sitae player together with Madhukar Kothara on Tabla.
2.15 Justice Abu Sayeed Chowdhury	Former justice of Dacca High Court and Vice-Chancellor of Dacca University. At present Special Representative of Bangladesh abroad.
2.30	Eye witness tape.
2.35 Reg Prentice. M.P	One of the 4 M.P.S who visited both West Pakistan and Bangladesh.
2.50 Rev. Kenyon Wright	Lived 15 years in West Bengal. Recent visitor to refugee camps in India and crossed to Bangladesh. Director of Urban Studies at Coventry Cathedral.
3.00 John Stonehouse. M.P.	Made two visits to refugee camps in India, and a visit to Bangladesh. Moved the motion signed by 210 M.P.s calling for the recognition of Bangladesh.
3.15 Lord Brockway	One of the first people to condemn the atrocities committed by the Pakistan army.
3.25	Sheikh Mujibur Rahman tape.
3.30Tom Williams O. C., M. P.	Defended Sheikh Mujibur Rahman in earlier political trial.
3.45 Music	Bangladesh People's Cultural Society
4.25 Mrs. Lulu Banu	Bengali lady studying here.
4.35 David Kossoff	Stage, film and television actor.

4.40 Rev. Roger Crosthwaite	Youth Director of the Church Missionary Society.
4.45 Lady Gifford	Co-sponsored and chaired meeting called to discuss charge of Genocide against Pakistan.
4.50 Bob Edwards. M. P.	General Secretary of Chemical Workers Union.
4.55 Simon Hebditch	Political Vice-Chairman. National League of Young Liberals.
5.00 Nirmal Singh	A Sikh worker from Luton.
5.05 Paul Connett	Spokesman for Action Bangladesh.
	Music.

March lo 10 Downing Street to deliver letter to Mr. Heath (see copy) and then on to Speakers Corner.

(This programme is subject to last minute changes.)

Copy of letter to be delivered to MR. HEATH today.

Dear Mr. Heath,

We bring this message to you from the thousands v ho attended the Bangladesh Rally in Trafalgar Square on Sunday, 1st August. 1971.

Whilst we all applaud your decision not to send further economic aid to Pakistan until a political settlement is reached in East Bengal, it is clear that this act alone has not deterred the Pakistan military regime from its mad attempt to suppress militarily the democratic will of the 75 million Bengali people.

We therefore appeal to you to take the following positive steps to stop Pakistan's genocide of the Bengali people.

Firstly we ask you to honor Britain's commitment to International Law by bringing Pakistan's military action against the unarmed Bengali people before the United Nations Security Council as a contravention of the U. N. Genocide Convention Article II. Subsections (a), (b) and (c). (Britain added her name to the Convention in 1970.)

Secondly we ask you to use your influence with the American government to get them to discontinue their arms shipments to West Pakistan.

Thirdly we ask you to recognize the provisional government of the Republic of Bangladesh since it is clear that this is the only peaceful and diplomatic method left to bring the West Pakistan regime to its senses. For if the ultimate objective of the brutal policies of this regime is to win the allegiance of the Bengali people, as they claim, they lost the War on March 25: the day they began it. An army of 70.000 cannot hope to hold down 75 million people indefinitely. An independent Bangladesh is merely a matter of time. This is the reality and it is up to the onlooking nations to recognize it before more lives arc lost. To do otherwise is to endorse the notion that the principle of self-determination comes only from the barrel of a gun.

We ask these things not only in the name of the 100,000 Bengali residents of Great Britain, whose friends and families are being terrorized and slaughtered, but also in the name of every human being, because if this policy of genocide is allowed to continue unopposed it will change the kind of world we live in.

Finally. Mr. Heath, we ask you to do these things because Britain bears a special responsibility to the Indian sub-continent in this matter since it was Britain who played a major part in the establishment of Pakistan some 23 years ago. If India is forced to go to war in order to solve the massive problem confronting her, Britain will share the blame if we have failed to take these elementary steps.

Whilst we appreciate any government's reluctance to sanction further 'fragmentation' we hope that you agree that the physical elimination and suppression of peoples, if accepted, will endanger our planet far more than the realistic rearrangement of arbitrary boundaries in response to the clearly expressed will of the people who live within them.

Yours sincerely,

Over 200 Members of Parliament have signed the following motion in the House of Commons. They include eleven Privy Councilors and over thirty former Ministers.

GENOCIDE IN EAST BENGAL
and the
RECOGNITION OF BANGLADESH

"That this House believes that the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, contrary to the United Nations Convention on Genocide signed by Pakistan itself, confirms that the military Government of Pakistan has forfeited all rights to rule East Bengal, following its wanton refusal to accept the democratic will of people expressed in the election of December 1970.

"Therefore believes that the United Nations Security Council must be called urgently to consider the situation both as a threat to International peace and as a contravention of the Genocide Convention; and further believes that until order is restored under United Nations supervision the provisional Government of Bangladesh should be recognized as the vehicle for the expression of self-determination by the people of East Bengal"

I enclose £ towards further work on behalf of the people of Bangladesh.
To:
ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas
London, N. W. 1.
Tel. 485 2889 and 267 4200

Chorus of Bengali Song:

"BREAK THE BARRIER"

Bengali Script

বাঁধ ভেংগে দাও। বাঁধ ভেংগে দাও। বাঁধ ভেঙগে দাও।

ভাং... ... ... গো (দু'বার)

বন্দী প্রাণ মন হউক উধাও। বন্দী প্রাণ মন হউক উধাও।

ধা ... . ও (একবার)

Transliteration in Roman Script:
BADH BHENGE DAO, BADH BHENGE DAO, BADH BHENGE DAO
BHAN--- --- --- --- --- --- --- --- --- NGO (***twice)***
DHA--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- O (***once)***

English Translation:
Break the barrier, Break the barrier, Break the barrier, Break.
Let the imprisoned soul fly away.

> ''এরপরে আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছ আমার অনুরোধ রইল-প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা যখন রক্ত দিয়েছি তখন আরও দেব-এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
>
> জয় বাংলা। ''
>
> -শেখ মুজিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে পাকিস্তান হাই কমিশনের বাঙালী কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনোপলক্ষে আয়োজিত সভার বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেনের দলিলপত্র	৩ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH STUDENTS ACTION COMMITTEE IN GREAT BRITAIN
34 Gamage Building
120 Hoi born, LONDON ECI
Phone 01-405 5917

Ref. Date-: 3-8-71

Dear Friends.

Amidst this national hardship, this is an occasion when we feel happy to invite you to attend a meeting arranged in honor of Mr. Mohiuddin Ahmed, a Bengali Diplomat to the Pakistan High Commission in the UK, who has declared his loyalty and allegiance to the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and expressed his desire to serve the people and Government of Bangladesh in any capacity. The meeting is to be held at Conway Hall, 25 Red Lion Square, Holborn, London, on Sunday, 8th August at 2.00 p.m.

Mr. Justice A. S. Chowdhury, Special Representative of the Government of Bangladesh will grace the occasion with his presence. We invite two of your representatives to join us in expressing our admiration for his courageous act.

A.Z. M. Hossain

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ট্রাফালগা স্কোয়ারে প্রদত্ত ১লা আগস্টের ভাষণ সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের ব্যাপারে আবু সাইদ চৌধূরীকে লিখিত চিঠি	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	৪ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
59. Seymour House
Tavistock Place
LONDON WCT
Phone 837-4542

August 4, 1971

Justice A. S. Chowdhury
Special Envoy of the Peoples Republic of Bangladesh
11, Goring Street, London, BC 3.

Respected Sir,

Apropos my discussion with you I shall request you to kindly instruct your office to print and circulate the text of your speech delivered in the Trafalgar Square on August I. I have a feeling that it will help project the views of the Government of the Peoples Republic of Bangladesh in a very useful way as it contains the most up to-date analysis of the situation and explains the objectives of the liberation struggle in Bangladesh. Perhaps the text may be available with Paul Connet of Action Bangladesh (in his tape recorder).

Assuring you of our very best cooperation.

With kindest regards.

Yours sincerely.
Enamul Haque
President
Bangladesh Peoples Cultural Society.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে বৃটেনের পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশনরি আহবান	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেনের দলিলপত্র	১৩ আগস্ট, ১৯৭১

BANGLADESH STUDENTS ACTION COMMITTEE IN GREAT BRITAIN
35 Gamage Building
120 Hoi born, LONDON, EC 1
Phone 01-405 5917 Date: 12-8-1971
The President/Secretary/Convenor,

Dear Sir/Madam,

You know that the President of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman is being illegally held in West Pakistan. Yahya Khan's Military Junta has conspired to execute him and put up a cover story that he will be tried in Military Tribunal in camera.

We should warn in public and in black and white about the consequences of this trial.

We got to appeal to the World to try and secure the release of our President.

With this view in mind we have planned to insert a full page display Advertisement in the Times in its 16th August, 1971 issue.

We propose that the said Advertisement should be inserted with the names and addresses of all Bangladesh Action Committee in this country. We also propose that all Action Committee should jointly meet the costs of £2600.00 (Two thousand and six hundred pounds) only.

The proposed Advertisement will also reply to the so called Pakistan Solidarity Front's Advertisement published in the Times recently.

We further propose each committee should contribute a sum of £30.00 (Pounds Thirty only) at least, towards the costs. If your committee would agree to the above proposal, please, phone at once and confirm (Office 01-405-5917, evening 01-673-5720) and send your contribution to Bangladesh Students' Action Committee at your earliest convenience.

We have discussed with the Bangladesh Government's Special Representative. Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury about the project.

JOI BANGLA.

A. Z. M. Hossain
Convenor.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ-পূর্ব ইল্যান্ড অঞ্চলের পক্ষে কনভেনশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া সম্বলিত একটি চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২২ আগস্ট, ১৯৭১

ACTION COMMITTEE FOR
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.
Enfield Unit
370. LINCOLN ROAD, ENFIELD, MIDDLESEX

August 22, 1971

The Convener
Steering Committee of
The Action Committee for
The people's Republic of Bangladesh In U. K.
11, Goring Street
London. E. C. 3

Dear Sir.

We wonder at the news that Mr. Gaus Khan. President of London Action Committee Unit has been selected Representative of Action Committee Units for Bangladesh in South East England Region. As he has neither been elected democratically nor he represents the majority Action Units of this Region which work so tirelessly to raise funds (the most vital factor in our struggle) for Bangladesh, we like most of them would not want to come under the shade of such umbrella.

So, with the majority, we raise our voice to represent ourselves directly, fairly and democratically to the Central Action Committee which would truly reflect the image of our nation and which would lead us undauntedly in this struggle-field.

Yours sincerely.
Md. Shahidur Rahman Khan.
For Action Committee for the People's
Republic of Bangladesh in U. K., Enfield Unit.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনস্থ মুকুল এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'জয় বাংলার' প্রচারপত্র	প্রচারপত্র	২৮ আগস্ট, ১৯৭১

MUKOOL ENTERPRISE
PRESENTS

JOI BANGLA (Variety Performance)
EMINENT ARTISTS WILL PARTICIPATE
THE FUNCTION IN DANCES. SONGS AND MUSICS.
PLACE-YORK HALL, BETHNAL GREEN, LONDON E. 2.
Nearest TUBE Station BETHNAL GREEN
"CENTRAL LINE-
DATE-SATURDAY 28th August 1971
TIME-3 p. m. (Doors Open 2.30 p. m.)
HONOURABLE GUESTS INVITED:
JUSTICE A. S. CHOWDHURY
PETER SHORE (MP)
Rt. Hon. B. J. STONE HOUSE (MP)
BRUCE DOUGLAS MANN (MP)
PAUL CONNETT
LADY GIFFORD & OTHERS.
Avoid disappointment and get your tickets early.

Office:
67. BRICK LANE.
LONDON, E. 1
01-247 0968

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
59, Seymour House
Tavistock Place
LONDON WCI
Phone 837-4542

1st September 1971

CONFERENCE ON PEOPLES CULTURE OF BANGLADESH

Dear Friend,

For the first time in the United Kingdom, a Conference on the peoples culture of Bangladesh has been convened in London on Saturday, the 18th September, 1971 under the auspices of the Bangladesh Peoples Cultural Society (previously scheduled to be held on 21st August). Writers, poets, painters, journalists, musicians, singers, teachers, students, scientists and all others engaged in cultural activities are invited to attend the- Conference as delegates and participants. The conference would deliberate on ways and means to obtain support for the liberation struggle of the peoples of Bangladesh, to project the cultural basis of our nationalism, to impress upon the world opinion the inevitability of the independence of Bangladesh, and particularly to establish close contact with the progressive and freedom-loving intellectuals of the world in favor of the struggle against the worst kind of dictatorship and colonialism in Bangladesh.

We would request upon the Bangladesh Action Committees and Associations of all Cities and Regions in the United Kingdom to nominate large numbers of delegates to the conference and send their names in advance to the above address by the 14th September 1971.

Besides the delegates from the U. K., Professor A. R. Mallick, the Vice-Chancellor of the University of Chittagong and the Roving Ambassador of the Peoples Republic of Bangladesh, and. Mr. Zahir Raihan, the renowned litterateur and Film Director of Bangladesh have been invited to attend the conference as the representatives of the Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia in Bangladesh, has kindly consented to inaugurate the Conference.

The following is the tentative programme:

Date: Sunday, the 19th September, 1971

Place: Conway Hall, Red Lion Square, London, W. C. 1. (tube: Holborn)

Inauguration & Discussion: 10 am to 1 pm

Revolutionary Dance Drama & Musical Soiree: 2.30 pm to 5 pm

We hope you will be able to send delegates and shall be grateful if you would forward their names at your very earliest.

Joi Bangla.

Yours fraternally,
Munni Rahman (Mrs.)
General Secretary.

To discharge the expenses at least £ 1.00 conference fee for each delegate may kindly be forwarded at the above address.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
59, Seymour House
Tavistock Place
LONDON WCI
Phone 837-4542

September 10, 1971

Actions to be taken:
Publicity:
1. Janomot
2. Bangladesh
3. Leaflets:
    a. La Continental Cinema
    b. La Palesium
    c. Brick Lane
    d. Hassel St.
    e. Commercial Rd.,
    f. Holloway Road, Bachoo's shop
    g…………………
    i………………….
    j………………….
    k…………………

Rehearsal :
1. Friday, September 10-Boys dance at Mardyl St.
2. Saturday, September 11-Full rehearsal, inform all singers, dancers, musicians.
3. Sunday, Bangladesh Bhaban

Mike:
1. Send a Cheque for £15.0() to M. Lightfoot of Stage Sound, 14, Langley St. WC2 before, Sunday the 12th September.
2. Contact caretaker of the hall, if he can install; pay him tips.
3. Contact Mr. Khair's son for arrangement of the amplification.

Stage:

1. Bulbul and Rouf to confer and decide as (o the design.
2. Can be supplemented by artificial plants, bamboo stipes etc..

Lighting Effects:

1. 2 persons must be in charge. I on the balcony, the other on the switch panel.
2. Another one with the lighting effect machine.
3. Contact the hall keeper immediately to see what he needs to install. Ask him to close shutter so that day light can be controlled. Pay him tips.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনে ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য
অস্ত্র হাতে তুলে নাও
(নৃত্যনাট্য)
ও গীতিবিচিত্রা

উদ্বোধন করবেনঃ

জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী

বক্তৃতা করবেনঃ (সদ্য বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাগত)

মিঃ পিটার শোর, এমপি

(চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে আসছেন।

স্থানঃ **কনওয়ে হল,** রেড লায়ন স্কোয়ার, হোবর্ন।

সময়ঃ **শনিবার ও রবিবার**

১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, বেলাঃ ২-১৫ মিনিট।

প্রবেশ মূল্যঃ ১ পাউন্ড মাত্র।

অবিলম্বে টিকিট সংগ্রহ করুন অথবা যোগাযোগ করুনঃ

বাংদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ
৫৯ সিমোর হাউস
ট্যাভিস্টক প্লেস, ডব্লিউসি-১
ফোনঃ ৮৩৭-৪৫৪২।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যাত্রার বার্তাসহ বিচারপতি আবুসাঈদ চৌধুরীর প্রতি মুজিবনগর থেকে প্রেরিত টেলিগ্রাম	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

TS 15/101 IN B0104 YR0436X
CKA242 CS313/0 GBLB BU INCA 023
CALCUTTA 23 20 1940
URGENT BANGLADESH LONDON 2W

FOR JUSTICE ABU SAYEED CHOWDHURY FOREIGN MINISTER UNABLE TO COME, KINDLY PROCEED TO NEW YORK TO LEAD DELEGATION.

-ALAM

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধের ছয়মাস উপলক্ষে লন্ডনের সাপ্তাহিক ‘জনমত’এর আবেদন	সাপ্তাহিক ‘জনমত’ -এর বিজ্ঞাপন	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সাপ্তাহিক জনমত

৩০৩ বিক্সটন রোড, লন্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম ৯। ফোন ০১-৬৭৩৫৭২০

শ্রদ্ধেয় আহবায়ক। সম্পাদক। স্বত্বধিকারী

....

....

আমরা আনন্দের সংগে ঘোষণা করছি যে, আগামী ২ শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস পপূর্তি উপলক্ষে ‘সাপ্তাহিক জনমত’-এর ৩য় বর্ষ ৩৩তম সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ ও ভারত থেকে পাঠান ছাড়াও প্রবাসী বাংগালীদের পাঠানো গল্প, প্রবন্ধ, রচনা, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নেতাদের এ উপলক্ষে পাঠানো বিশেষ বাণীও প্রকাশিত হবে।

এই প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, ‘জনমত’-এর আর্থিক সংকটের কথা আপনারে অজানা নয়। আমরা বিশ্বস করি যে, মুক্তসংগ্রামের সঙ্গে প্রচারের মাধ্যমে অংগাংগিভাবে জড়িত। তাই আমাদের পরিকল্পনা থালেও আর্থিক সংকট আমাদেরকে যথেষ্ট দমিয়ে দেয়।

তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আলোচ্য সংখ্যার ‘জনমত’-এ আপনারা বিজ্ঞাপন আকারে পৃষ্ঠাংশ নিয়ে আমাদেরকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা জানাতে পারেন। শুধু তাই না, বিজ্ঞাপনে আপনাদের কার্যাবলীর একটা ক্ষুদ্র বিবরণ জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন অথবা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে পারেন।

আমাদের বিজ্ঞাপনের হার। পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪০ পাউন্ড। । আধ পৃষ্ঠা । । এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা ১০ পাউন্ড মাত্র।

আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, বিলেতের বেশ কয়েকটি সংগ্রাম পরিষদ ইতিমধ্যেই আমাদের এই বিশেষ সংখ্যার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বতোভবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাব।

ইতি। । সাপ্তাহিক জনমত

বিজ্ঞাপনের জন্য নীচের কুপনটি পূরণ করে আজই পাঠিয়ে দিনঃ

বিজ্ঞাপনের বিভাগে, সাপ্তাহিক জনমত, বিক্সটন রোড, লন্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম ৯

এই সংগে পাঠান লেখাগুলো দিয়ে আমাদের পূর্ণ এক পৃষ্ঠা । আধ পৃষ্ঠা। এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের বিশেষ সংখ্যায় ছাপাবেন। এর সংগে ৪০ পাউন্ড। ২০ পাউন্ড। ১০ পাউন্ড এর চেক। পোষ্টাল অর্ডার পাঠালাম।

নাম..

ঠিকানা..

ফোন...স্বাক্ষর...

আপনারা চাইলে আপনার বিজ্ঞাপনে কি লিখতে হবে আমরা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি।

....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনের এনফিল্ড এ্যাকশন কমিটির পক্ষে চাঁদা আদায়ের রশিদ বই সংক্রান্ত অভিযোগসহ বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টী জন স্টোনহাউস এমপি-কে লিখিত চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ACTION BANGLADESH COM Mil TEE
239. Nags Head Road.
Ponders End. Enfield.
7.9.71

Mr. John Stonehousc, M. P.
House of Commons,
Westminster, London, S. W. I.

Dear Sir,

We, the undersigned wish to bring to your notice the following facts for your kind perusal.

On Sunday the 8th of August, 1971 we met at 195, Nags Head Road. Enfield, Middlesex, and resolved unanimously to form a Committee under the title "Action Bangladesh Committee-Enfield" with a view of conducting our activities in an organized and disciplined manner. It was resolved that Mr. Abdul Karim Convenor of (239. Nags Head Road, Enfield, Middlesex.) be given the responsibility of making all sorts of contact with the members of the public and other bodies.

Accordingly, the Convenor got in touch with the Steering Committee of the Action Committee for the People's Republic of Bangladesh in U. K. for receipt book for collection to the Bangladesh Fund to which you are a Trustee. The receipt books No. 9901991 and 992 serial No. from 24726-24765224776-24800 were issued on 16. 8. 71. collection went ahead smoothly. On the 23rd August, a total sum of £308.00 being the proceeds of the collection was deposited with the Steering Committee which was acknowledged by Mr. M. M. Haque for and on behalf of the Steering Committee.

We were promised further issue of receipt books but all in vain now we are being told that the receipt books will no longer be issued, we insisted that the decision of the Steering Committee be confirmed in writing, but without any success.

We tried to get in touch with Justice Abu Sayeed Choudhury but the Steering Committee is a stumbling block which is difficult to surmount.

We would like to urge upon you as a Trustee to do the needful so that we are supplied with the receipt books in order that we could carry on collection for the

Bangladesh Fund. Wet the under mentioned members are keen to contribute to Bangladesh Fund and any artificial barriers should be dismantled in order to frustrate any designs to obstruct the flow of money to the Bangladesh Fund.

We should be grateful if you would be kind enough to address our Convenor for all communications.

Your faithfully.
Lutfur Rahman

RT. HON
JOHN STONEHOUSE
B Sc. (Bcon.). M P.
Tel. 01-834 0922.

20.Gillingham Street.
London. S.W.I.
7th October. 1971

Dear Aziz,

1 shall be glad if you would look into the problem raised in the enclosed letter from the Bangladesh Committee in Enfield.

Yours Ever
Sd/-

Mr. M.A.H. Bhuia
Bangladesh Steering Committee
11 Goring Street,
London. E.C.3.
Encl

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ম্যাঞ্চেস্টারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করারা আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের প্রতি চিঠি	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন ল্যাংকাশায়ারের দলিলপত্র	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH ASSOCIATION
Lancashire and Adjacent Counties

A. Matin.
Chairman.
Latif Ahmed.
General Secretary.

336, Stockport Road,
Manchester 13.
Tel. 061-273 3422

Date 30th Sept. 1971

Mrs. M. Rahman
General Secretary
BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
59 Saymour House
London W. C. 1

Dear Madam,

Pursuant to a resolution of our Executive Committee I have much pleasure to invite your Society to stage a cultural performance at the Free Trade Hall, Manchester on the 16th October'71.

We shall bear all the expenses required for arranging the function. And half of the proceeds of sale of tickets shall be deposited to the fund of Bangladesh Peoples Cultural Society.

We hope you will be able to accept our invitation and shall be grateful if you would confirm at your very earliest.

Yours in solidarity,
Zahirul H. Chowdhury
For General Secretary.

Copy to the President of
The Bangladesh Peoples Cultural Society.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘মৌলভীবাজার এ্যাসোসিয়েশন’ নাম দিয়ে কতিপয় ব্যক্তির ক্ষতিকর কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃটেনে প্রবাসী মৌলভীবাজারের অধিবাসীদের চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১ অক্টোবর, ১৯৭১

The Convention Committee of the Action Committee,
11. Goring Street,
London. EC3

Dear Sirs,

We the undersigned persons who come from the Moulvibazar Subdivision of Sylhet District of Bangladesh and now residing in U. K. would like to draw your attention to the fact that a few self-styled leader, of our locality, now staying in London, are purporting to represent the 'people of Moulvibazar in U. K. by setting up an organisation under the name of "Moulvibazar Association" with some ulterior motives. We understand I the so- called Moulvibazar Association remitted some money to India in the name of helping the refugees' a few months ago and subsequently put up a huge publicity in the press in this country, as well as. in India. This sort of cheap publicity caused an awful damage in promoting a national feeling among all Bengali people in U. K. and, we feel, it created doubts and misunderstanding in the minds of other Bengali brethren about the activities of people from Moulvibazar.

On the other hand, we believe that the above-mentioned publicity also placated the name of Moulvibazar to the notice of the barbarous Yahya regime in Bangladesh, as a result of which, they picked on Moulvibazar and heavily bombed the area and persecuted our brothers and sisters indiscriminately.

This sort of parochialism is indeed most regrettable which, we apprehend, will create further misunderstanding in the minds of freedom loving people of Bangladesh and discourage our brothers from Moulvibazar in U. K. to participate more actively in our movement.

Hope you will no doubt give due consideration to this matter and see that no parochial slogan is encouraged.

Dated, London
1st October, 1971.

Yours faithfully,
....
(Signatures of 56 persons)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন এবং ‘বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ডে’ চাঁদা প্রদানের জন্য ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আবেদন জানিয়ে বৃটেনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি	ইউনাইটেড এ্যাকশন, বাংলাদেশের দলিলপত্র	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

MUST A MILLION CHILDREN DIE?
The Road From Bangladesh

The President 12 October 1971

AN APPEAL

Dear Sir,

1. In East Bengal, the world is witnessing a holocaust unmatched since Hitler-and 'witnessing' is the operative word. While a million or more of innocent men. women and children have been killed as a result of the Army action, and millions have fled, and world has done little but to look on in paralyzed horror, sighing for the victims and offering the survivors among them alms but taking no effective measures to ameliorate even the incontrovertibly international aspect of the tragedy: the forced flight of over 9, 000.000 (the equivalent of the combined populations of Sweden and New Zealand or the equivalent of the population of London!) terrorized Bengali refugees to India. There is no end to the terror, there is no end to the human trail, and this situation has been going on since March when the Army action began. The latest figures are that at least 40,000 refugees a week are still crossing the borders. The tragedy is appalling and indescribable, so we have had to seek the help of the "Sunday Times" and the "Daily Telegraph" and enclose some pictures of the human miseries as seen, by their own reporters in June and. as recently as, in September. Multiply these pictures a million fold and try to imagine the sheer size of the tragedy in West Bengal refugee camps and on the roads from Bangladesh.

2. The situation inside East Bengal is worse. Army action still continues; villages are still being burned: thousands are still leaving. We have now a civil war in Bangladesh which is reminiscent of the early stages of the Vietnam War. The war has prevented sowing or rice seeds in many areas; the food-distribution and the communication systems remain disrupted which, faced with guerilla action, the Pakistan Army ***is*** unable to restore. The ***fateful result*** of this is that there is now a very real threat of a famine which unless some action is taken in time, could become the greatest human disaster yet in the history of mankind. Experts are predicting up to 40,000,000 people could perish starting this November unless something is done swiftly by the world community.

3.We write to you now urging you to do something to help the people who face a famine before it is too late. British people have done a great deal for the suffering

millions around the world. We believe that in the present crisis in Bengal, you are in a special position to do something. Before we put our specific proposals, we ought to give you some of the more serious reports and comments in the press pointing to the gravity of the situation :

a. Mr. Reg Prentice M.P., was a member of the Parliamentary delegation which recently visited both Pakistan and India to study the present crisis. In the New Statesman of 16th July 1971. he wrote

" ...As we drove up the road...we drove past thousands of new refugees crowding the road on either side. They just kept coming, for mile after mile, people of all ages carrying their cooking pots and little bundles of possessions. Young children were carrying babies a few weeks old. Some people were lying helplessly in the ditches...and so it goes on-sometimes as many as 1,000.000 new refugees a day reaching India.

b. Mother Theresa, 69, the missionary who runs a village in India for three hundred lepers, winner of the pope's Peace Prize earlier this year, said on arrival in London on 24th September-

"Reports from East Pakistan indicated that the shooting of refugees appears to have begun again".

This means that the human trail is not ending, not yet.

c. The Pope called an urgent meeting on 25th September of Roman Catholic relief officials to discuss the "steady worsening" in the living condition of civil war survivors in East Pakistan. The Pope's announcement came after the Catholic relief organization Caritas International said that East Pakistan faced a disastrous famine unless the world governments provide help within the next few weeks.

d. Lincoln C. Chen and Jon E. Rhode of Harvard Medical School have written-

"The critical period lies immediately ahead. The similarities between the famine of 1943 with present trends in East Pakistan are striking. The malnourished state of the 7.5 million refugees (now 9 millions) who have fled into India attests the deteriorating situation within East Pakistan. Reliable estimates project that the current food shortage will affect approximately 25 million people: the landless laborer, the deficit fanner, craftsman, factory worker and urban poor. The number that will die of starvation is unknown."

e. Mr. Peter Shore, M. P., a former Labor Cabinet Minister, has just returned from a visit to India-East Pakistan border. He wrote in the Sunday Times of 5th September-

"The prospects for famine are grim...No one can tell what the East Bengal gross food deficit amounts to... The urgency of all this cannot be over stressed... India has so far absorbed 8 million people from East Pakistan. They are not refugees from hunger. They the refugees from oppression and fear. If hunger takes an increasing grip in East

Pakistan in the months ahead, yet another tide of refugees will flow across the border."

f. Describing the appalling conditions in the refugee camps in West Bengal Nicholas Tomalin of the Sunday Times wrote under the caption 'Must a million children die"? (Sunday Times 26th September)-

"By the end of each week people have long since finished their ration supplies (of 200 grams of rice). They are desperate. So to get their food earlier next day they queue all night, squatting under black umbrellas in long lines fenced in with bamboo. They looked like penned cattle……

"I saw one of them (a child) return to my next door rent. His hungry family awaited him for it Was six days since they had collected their rations-and their food had run out. He was only five, he scarcely knew what was happening, and he was an obedient member of his family. So he saw his brass pot of milk taken from him and shared round six people. Father took the largest gulp, brothers and sisters drank greedily. For the little boy all that was left was a large table-spoonful of milk...This

small incident multiplied a million fold. Presents worst potential disaster of all...these children need massive supplementary feeding if they are to survive."

4. Sir, we can go on giving you quotes but, we are sure, you already know enough. We now write to you seeking your help and moral support. We ask you to do whatever you can to provide relief and succor to the suffering millions in both East and West Bengal (please see pictures). The problem is of enormous magnitude but the aid far has been scanty. For the sake of humanity, in conscience. We, each one of us. should and must do all we can.

PROGRAMME FOR ACTION

Our appeal to you: Please organise any effort within your University Polytechnic College / Institution to raise money for "United Action Bangladesh Relief Fund". You may like to:

(a) Hold a dance or any other function to raise money;
(b) Observe "Help Bangladesh Week" and ask people for donations;
(c) Observe a day's fast and let students donate that day's expenses towards feeding of hungry millions;
(d) Ask willing students to fill in Banker's Orders for a regular contribution;
(e) Explore other means to raise money;
(f) Ask your Government and other world governments to rush aid.

We will of course be too ready to co-operate with you and be of any assistance to you, and if necessary, to arrange for one of us to come and talk to you.

6. United Action-Bangladesh has established the relief fund for the specific purpose of relief and help to the suffering millions. The name of the fund is "United Action-

Bangladesh Relief Fund". Its Bankers are :

National Westminster Bank Limited,
43 Kingsway. London WC2B 6TN.
Ale No. 01533118
Bank Code No. 01-04-78

Please send your contributions direct to this account. Cheques should be made payable to "United Action-Bangladesh Relief Fund" and crossed "A/c Payee only".

The Trustees of the Fund are;
(1)Rt. Rev. Trevor Huddleston, Bishop of Stepney;
(2)Lady Gifford;
(3)Rt. Hon. Richard Crossman, M. P.;
(4)Mr. S. I. Aziz, A. M. B. I. M.

We are Sir,

Yours faithfully.
1.Md. A. Samad Khan
2.R. U. Ahamed
3.Md. Abdur Rob
4.A. Matlib
5……………
6.A. H. Joarder
for United Action-Bangladesh

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধকালে বৃটেনের বিভিন্ন শহরে মঞ্চায়িত নৃত্যনাট্য 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' -এর পান্ডুলিপি	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	(রচনাকাল) আগস্ট, ১৯৭১

।। অস্ত্র হাতে তুলে নাও ।।

রচনা ও সুরারোপঃ এনামুল হক

[বৃষ্টির শব্দ। মেঘের গর্জন।]

কিষাণীরা ।।　　বরষা নেমেছে যেন বন্যাধারা
মেঘেরা ডাকিছে যেন বাজে নাকাড়া ।।
রিমঝিম রিমঝিম ঝরো ঝরো সারাদিন
পড়িছে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি বিরামহীন
শ্যামল পৃথিবী হোলো আত্মহারা ।।

বিজুলী চমক দেয় জোনাকীরা ঝলসায়
বউ কথা কও পাখী এলো বুঝি জলসায়
ভরে দিক গানে প্রাণ শ্রাবণ ধারা ।।

[ভীষণ মেঘের গর্জীন। আরো বৃষ্টি। বন্যা।]

কিষাণ। । হায় হায় এইবার আমাদের কি হবে উপায়
ফসলের সব ক্ষেত ডুবে গেল বরষার ।।
মাঠে ছিল পাকা ধান যত
স্রোতে সব হোয়ে অবনত
আমাদের রেখে গেল কঠিন ক্ষুধার তাড়নায় ।।

কিষাণী ।।　　তবুও আসবে জোতদের
চাইবে ধানের ভাগ তার
কি করে ঠেকাব তাকে আশা দেব কোন ভরসায় ।।

[ভীষণ মেঘের গর্জীন। ঢুলীর প্রবেশ।]

ঢুলী ।।　　টাক ডুমা ডুম বাদ্যি বাজে শোনো স্বদেশ বাসী
পঁচিশ টাকায় বিক্রি হবে পাঁটশ টাকার খাসি ।।

কিষাণ ।।　　বাজার বেজায় সস্তা দেখি বলত ভাই খুলে
এমন ভাবে দাও বুঝিয়ে যাই ন যেনা ভুলে ।।

ঢুলী ।। দেশের যত সমস্যা ভাই উঠছে কেবল জমে
তাই দেখে সব খান সাহেবদের ঘুমটা যাচ্ছে কমে
সৈন্য-সেনা আর আমলা মিলে পাকাচ্ছে এক জোট
ভুয়া পেটে নাচতে নাচতে দিতে হবে ভোট ।।

কিষাণ ।। বল কি হে ভোট দিয়ে কি পেটের ক্ষুধা যাবে ।।

ঢুলী ।। ওই ভোটটা দিলেই গরম গরম পেটের খাবার পাবে
টাক ডুমা ডুম বদ্যি বাজে শোনো স্বদেশ বাসী
পঁচিশ টাকায় বিক্রি হবে পাঁচশ টাকার খাসি ।।

[ঢুলীর প্রস্থান। ছাত্র ও যুবক দলের প্রবেশ।]

যুবক দল ।। নৌকার দলে ভোট দে সবে ভাই
নৌকার দলে ভোট না দিলে বাংলার বাঁচবার উপায় নাই ।।

এক ছাত্র ।। দেশ শাসনের কেতাব নাই
হিসাব করে লিখবে সবাই
তাইত তোমার ভোটটা চাই
নৌকার দলে ভোট দে সবে ভাই ।।

সকলে ।। জয় বাংলা ।। জয় বাংলা ।।
(যুবকদলের প্রস্থান।)

[গোলাগুলির শব্দ। ঢুলীর প্রবেশ।]

ঢুলী ।। টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম ডুম
মার খেয়ে সব মরতে হবে জঙ্গী লাটের হুকুম
বাংলাদেশের থাকবে শুধু নফর চাকর দাসী
পাঁচশ টাকায় কিনতে হবে পঁচিশ টাকার খাসি
ও মিয়া ভাই কি করি উপায় কিসে বাঁচাই প্রাণ
পশুর মত আসছে তেড়ে পাঞ্জাবী আর পাঠান ।।

কিষাণ ।। কেমন কথা আইন মত সবাই দিলাম ভোট
তাতেও দেখি খান সাহেবের বেজায় গরম চোট ।।

ঢুলী ।। খান সাহেবদের মাথা মোটা ধার ধারে না কারো
সারা জীবন শিক্ষা তাদের খুন কর আর মারো
শাসন করে শোষণ করে নেইক কোনোই দায়
সহজে কি কেউ সে ক্ষমতা ছেড়ে মরতে চায় ।।

কিষাণী ।। হায় বাঙ্গালী হায় বাঙ্গালী
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ বাঙ্গালী

ঘুম কি এবার ভাঙ্গবে রে তোর
রাত কেটে ঐ আসল যে ভোর
আরো রক্ত দিতে যে বাংলাদেশ আজ কাঙালি ।।

[ঢুলীর প্রস্থান। ভীষণ গোলাগুলির শব্দ।]

কিষাণ । । সহসা শুনি যে কোথাও বাজিছে যুদ্ধের কোলাহল
শিরায় শোণিতে জাগিছে হিংসার দাবানল
যুদ্ধের হুঙ্কার আমি তুচ্ছ করি
অন্যায় শক্তিকে আমি ব্যর্থ করি
মৃত্যুকে করি যে রুদ্ধ মৃত্যু দিয়ে
হিংস্রকে করি যে স্তব্ধ বজ্র দিয়ে
জীবনের সৈনিক আমি অন্যায়ের সাথে মোর দ্বন্দ্ব
জীবন সার্থক হোক সত্য জেনে সেইত আনন্দ ।।

সকলে । । শক্তির যে করে অপব্যবহার
শক্তির হাতে তার হবে সংহার।
শৃংখল পায়ে পায়ে পরায়ে
পশ্চাতে যে টানে জড়ায়ে
বিশ্বের ঘৃণা তারে দহে বারবার
তাই তার প্রতিকার জন্মের অধিকার । ।

কিষাণী । । এবারে উঠেছে ঢেউ
ঘরে বসে নেই কেউ
স্বাধীনতা সংগ্রামে
চলবেই অবিরাম । ।

সকলে ।। শরীরের কোষে কোষে
প্রতিবাদ জ্বলে রোষে
আছে যারা পরাধীন
তাদের নতুন দিন । ।

[মুক্তিফৌজের পোশাক পরে কয়েকজনের প্রবেশ।]

কিষাণী । । কি যে উল্লাসে জাগে দিকে দিকে
স্বাধীনতা নাম বুকে লিখে লিখে
তাপিত হাজার প্রাণ
প্রলয়ের মত সারা দিনক্ষণ
বিদেশী প্রভুর সব আয়োজন

ভেঙ্গে করে খান খান।।

কিষাণ।। স্বাধীনতা বলবার
স্বাধীনতা চলবার
লিখবার গাইবার বাঁচাবার
ভাগ্যকে ভাঙতে
হাসতে কি কাঁদতে
চাই সব করবার অধিকার ।।

সকলে।। জন্মভুমি ওগো বাংলাদেশ
তোমার ব্যথার করব যে শেষ
খামারে অথাবা যত কারখানা কলে
আর কারো দাস হোয়ে খাটি দলে দলে
মনে হয় এইবার সব উঠি ফুসে
করেছে যেমন ওই চীনে আর রূশে।।

কিষাণ।। হে-
মার জোয়ানো হেঁইও
জোরসে টানো হেঁইও
সাবাস জোয়ান হেঁইও
হও আগুয়ান হেঁইও

সকলে।। সাবধানে বাই
আমরা সবাই
মজুর কিষাণ
বাঁচাই পরাণ

কিষাণ।। পেটের চানে হেঁইও
সবাই জানে হেঁইও

সকলে।। হেঁইও রে হেঁইও
হেঁইও রে হেঁইও

কিষাণ ও কিষাণী। কারখানাতে খেত খামারে
শহর গাঁয়ে আর পাহাড়ে
বেলা অবেলা সকল বেলা
টানছি বোঝা ঠেলছি ঠেলা
মহাজনের মেশিন চালাই
সাহেব সুবার বাড়ী বানাই

সকলে ।।　　এই কপালে কিছুই নাই
আমরা মজুর পথে বেড়াই
আমরা খাটি ফসল ফলাই
তাইত গানে আগুন ছড়াই

কিষাণ ।।　　হে-
নয়া জামানা　　হেঁইও
দেয় নিশানা　　হেঁইও
সাবাস জোয়ান　　হেঁইও
হও আগুয়ান　　হেঁইও
সকলে ।।　　সাবধানে ভাই
আমরা সবাই
মজুর কিষাণ
বাঁচাই পরাণ
কিষাণ ।।　　পেটের টানে　　হেঁইও
সবাই জানে　　হেঁইও
সকলে ।।　　হেঁইও রে　　হেঁইও
হেঁইও রে　　হেঁইও
কিষাণ ও কিষাণী ।। রাতের শেষে সূর্য যেমন
আলোয় ভরায় সারা ভুবন
আসবে আসবে সেই দুদিন
আসবে সমাজ শোষণীয়
আসবে আসবে সেই স্বরাজ
সাম্যবাদের শ্রমিক রাজ
সকলে ।।　　এসো মজুর কিষাণ ভাই
এবার সবাই করব লড়াই
সবার মুক্তি অবশেষে
আসবে আসবে বাংলাদেশে
কিষাণ ।।　　হে-
মুক্তি যদি পেতে চাও　　হেঁইও হেঁইও হেঁইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও　　হেঁইও হেঁইও হেঁইও
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাও　　হেঁইও হেঁইও হেঁইও

মুক্তি ফৌজে নাম লেখাও	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
যার বুকে আছে দেশের টান	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সে দিতে পারে নিজের প্রাণ	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সাবাস বাংলার মজুর কিষাণ	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সাবাস বাংলার নওজোয়ান	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সব বেদনার হবে শেষ	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
স্বাধীন হবে বাংলাদেশ	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
মুক্ত যদি পেতে চাও	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও	হেঁইও হেঁইও হেঁইও ।।

রচনা কালঃ আগস্ট, ১৯৭১ । যুদ্ধকালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে মঞ্চায়িত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬ই অক্টোবর ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পোস্টার	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য

অস্ত্র হাতে তুলে নাও

(নৃত্যনাট্য)

ও গীতিবিচিত্রা

পরিবেশনায়ঃ

বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ

BANGLADESH PEOPLES CULTURAL
SOCIETY, LONDON

শনিবারঃ ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭১

স্থানঃ ফ্রি ট্রেড হল, ম্যানচেস্টার

সময়ঃ দুপুর দেড়টা

প্রবেশপত্রের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন

ল্যাংকাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা

৩৩৬ স্টকপোর্ট রোড, ম্যানচেস্টার

ফোনঃ ০৬১-২৭৩ ৩৪২২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেরিত চাঁদার রসিদ চেয়ে লিবিয়া থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লেখা চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

AL-MAARJ HOSPITAL
AL-MARJ (BRACE), LIBYA
17.10.71

জনাব চৌধুরী সাহেব,

আমার সালাম নেবেন। অনেকদিন পূর্বে আপনার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে আমি এবং ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড বাংলাদেশ ফান্ডে পাঠিয়েছি। ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১০০ পাউন্ডের রসিদ পেয়েছি। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে রসিদ পেলাম না। রসিদের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু যেহেতু মাহবুব পেয়েছেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেহেতু আমাদেরও দরকার এবং বিশেষ করে আমার আবদুর রহমান ও ডাঃ নূরুল আলম চৌধুরী প্রত্যেকে ৫০ পাউন্ড করে পাঠিয়েছেন। তারাও রসিদ পাননি। এ ব্যাপারে একটু ত্বরান্বিত না হলে অসুবিধা আছে। রসিদ তাড়াতাড়ি দিলে টাকা সংগ্রহও তাড়াতাড়ি হবে।

আপনাদের কাছ থেকে কাগজপত্র রীতিমত পাচ্ছি, সেজন্য আপনাদের সকলকে জানাই মোবারকবাদ। আরবীতে অনুদিত বইপত্র পাঠাতে পারলে খুব ভাল হয়। কোন ব্যাপারেই আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

... হাসপাতালে ডিউটি করছি আর চিঠি লিখছি। একই চিন্তা-কিভাবে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিরা মুক্ত হাওয়ায় শ্বস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে, কথা বলবে। ঐ দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম যেদিন পরম আল্লাহতালা জালিমের শাস্তি দিয়ে নিপরাধ জনসাধারণকে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেবেন......। **জয় বাংলা**

ডাঃ এ, কে, এম, আবদুল হাফিজ

Justice Abu Sayeed Chowdhury
11, Goring St.. London EC 3 U.K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ ইংল্যান্ড ও আঞ্চলিক এ্যাকশন কমিটির সম্পর্কে মতানৈক্যের প্রশ্নে আয়োজিত সভায় উপস্থিতির জন্য কনভেনশন কমিটির আহবায়কের বিজ্ঞপ্তি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	১ নভেম্বর, ১৯৭১

CONVENTION COMMITTEE OF THE ACTION COMMITTEE
FOR THE PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH IN U. K.
11 GORING STREET, London EC 3.

November I. 1971.

The President/Secretary,
Dear Friends,

As per the resolution of the Convention Committee at a meeting held on 22nd October, 1971. arising out of objections raised by several local Committees to the conduct, validity and bonafide of South England Regional Committee, you are requested to send two representatives from your Committee to the meeting of all the Committees of South England Region to be held on Sunday. 7th November. 1971 at Lady Margaret Church Hall. Lady Margaret Road, Kentish Town N. W. 5 (Kentish Town Tube Station), at 2 P.M.

Only authorized representatives will be allowed into the meeting on presentation of the admission cards supplied herewith.

Yours fraternally.
(M. A. H. BHUIA)
Convenor.

On behalf of the Convention Committee comprising of the following members:
I. Mr. M. A. H. Bhuia 2. Mr. Sk. A. Mannan 3. Mr. Gous Khan
4. Mr. M. A. Matin 5. Mr. Arab Ali 6. Mr. A. M. Tarafdar

ADMIT ONE

I, ______________________________ have been duly authorised by----------------------
___Committee to be present at the meeting called by the Convenor of the Convention Committee to be held on Sunday 31st October, 1971.

Convenor,
Convention Committee.

Signature of the President/Secretary
of ________________

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওল্ডহ্যামে গঠিত বাংলাদেশ ইয়োথ লীগের সংগৃহীত অর্থ সদ্ব্যবহারের উপদেশ কামনা করে স্টীয়ারিং কমিটিকে লিখিত চিঠি	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

JOY BANGLA
BANGLADESH YOUTH LEAGUE

11 TIN STREET
OLDHAM
LANCS.
Telephone:061-624 3189

Date, the 4th Nov, 1971.

To

The Steering Committee of the Action Committee for the Peoples' Republic of Bangladesh in United Kingdom.

জনাব,

আমি বাংলাদেশ 'তরুণ লীগের' পক্ষ থেকে আপনাদের মারফতে মাননীয় বিচারপতি চৌধুরী সাহেবের উপদেশ কামনা করছি। আমাদের 'তরুণ লীগ' তহবিলে এ পর্যন্ত প্রায় বারো শত পাউন্ড জমা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা উক্ত পাউন্ডগুলি আমাদের বীর সেনানী মুক্তিবাহিনীর জন্য গরম কাপড় খরিদার্থে ব্যবহার করা হোক।

আশা করি বিচারপতি সাহেব এ বিষয়ে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।

তাই আমাদের পয়সাগুলি কিভাবে তিনির হাতে পৌঁছাবো, আপনারা অতি সত্বর আমাদেরে উপদেশ দান করিবেন।

আমাদের সংগ্রামী সালাম রইল।

ইতি
Bangladesh Youth League
Oldham,
Lancs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রবাসে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সংবলিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে গণ-সংস্কৃত সংসদের পক্ষে পেশকৃত গোপন প্রতিবেদন	গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Confidential

15-11-71

Exclusive to Justice A. S. Chowdhury

This note favors the proposition to immediately establish a Bangladesh cultural centre in London. It will be an organisation with a 3 member management committee consisting of:

1. Justice Chowdhury
2. Honorary Director of the centre
3. One representative of the Steering Committee or its successor Comminee.

It will be financed by the Steering Committee and other private sources. It has every possibility of being self-sufficient. At the moment one room either at 11. Goring street or in the Bangladesh Mission will house the centre.

The centre will lie headed by the Director. Only one Assistant and a part time Typist - cum-Clerk will be the paid employees. All others will be recruited on the basis of voluntary service.

The general aim of (lie centre is to canyon the freedom struggle of Bangladesh in a different arena with a different kind of weapon. The centre would endeavor to project the cultural basis of our nationalism to show the inevitability of the independence of Bangladesh, to establish and sustain liaison with supporters of Bangladesh among foreign nationals, to project the rich cultural heritage of Bangladesh in order to attract public attention towards the positive aspect and soundness of Bangladesh nationhood, to publish sophisticated literature that would be appreciated by the intelligentsia, to invite eminent citizens of the world to participate in discussions on aspects of Bangladesh, to sponsor- exhibitions of photographs, paintings, films, posters etc. on Bangladesh, to create a library and a documentation centre containing books, journals, newspapers, films, slides, records, maps, charts etc. to work as the research cell for the Bangladesh Mission, Central Action Committee or any other such authority, to arrange for the celebration of the Shahid Day (21st February), Independence Day (20th March), Bengali New Years Day (14th April), Tagore Birth Day (Bill May), Nazrul Birth Day (26th May) and such other national anniversaries in a befitting manner etc.

It is about six months that the Bangladesh Peoples Cultural Society has been actively pursuing a programme on the above line of creating mass awareness among the Bangladesh citizens in U. K. In course of its activities it has derived at collaborating with

all other organizations with similar objectives, such as the Steering Committee, the Students Action Committee, the Women's Action Committee. Action Bangladesh, etc. But the Bangladesh Peoples Cultural Society is an assembly of heterogeneous elements and is naturally bound to submit to the and strains of its compositional weakness. Also being a voluntary Society it cannot implementing serious programme and has no funds at its command. It can at best be helpful in carrying out same work of popular nature (c. g. patriotic music, dance recital etc.) assigned by the centre.

Finally, it is not too much to expect that the centre would be treated, by virtue of its nature of work, as a rallying point of Bangladesh citizens of all opinions and would likely to a permanent institution even after the struggle for freedom has been successfully won. This, in its expanded form, would be treated as a legacy of the freedom movement of Bengalees in United Kingdom.

In order to understand the utility of an institution like the Bangladesh Cultural Centre, we may point out same inadequacies as far as organizational situation in London is concerned. The following are illustrative examples and are not aimed at complaining against anyone.

(i) During the last seven months Justice Chowdhury has met many eminent politicians, diplomats, journalists, and useful citizens in Europe and America. As far as it is known, such meetings have not been followed up by subsequent occasional polite and personal correspondence. Mere mailing of printed bulletin to their addresses can hardly be a substitute. The centre can take care of sustaining such contracts under the general guidance of Justice Choudhury.

(ii) The Steering Committee or its successor committee will, because of its objectives, be always bouy in politically organizing the Bangladesh citizens in U. K. by arranging meetings, processions, etc. Their main occupation would be to procure funds and keep us engaged and united in our struggle for freedom. One should not expect them to be able to undertake directly the sophisticated works outlined earlier in this note.

(iii) The same may be the case for the diplomats who have recently expressed their allegiance to Bangladesh. Without any reflection on their otherwise competence, they arc trained bureaucrats who can hardly take initiative on their own to handle cultural activities to promote a revolutionary struggle. This can be illustrated by a recent example. Mr. Hasnein Beikal, the editor of the Al-Ahram of Egypt and the most influential man of letters in the Arab world, was in London in October. It was reported in the newspapers also. But it appears that no one took initiative in arranging a meeting with him for Justice Chowdhury. What a great miss!

(iv) Even a pro-Pakistan newspaper like the Dawn of Karachi published in the beginning of November the news of bomb explosion in Dacca DIT television tower, in National Press Trust Morning News building, and the closure of Karnaphuli Paper Mills, the biggest in Asia, due to guerilla activities. These

Were indeed more remarkable news items than the stereotyped border incursions. Regrettably none of these items got mention in either of the Bengali bi-weekly or the English fortnightly, officially published from London. Indeed the creation of such a centre would always, with their continued research activities, be helpful to the Press Section of the Mission so that balanced and useful information are circulated.

(v) Andre Malraux, the eminent French intellectual has offered his support for and active collaboration with the Bangladesh struggle. It is not known whether any authority or individual, on behalf of Bangladesh, has exploited his offer. The Bangladesh Centre would have taken up the case and would have put him in contact with the government at Mujibnagar and used him for propaganda purpose in an appropriate way.

(vi) It has been a proven practice to publish suitably designed posters with lucid, slogans to keep up the tempo of any struggle. The Bangladesh Cultural Centre would immediately bring out several posters in Bengali (and also in English and French) for permanent display in Bengali restaurants, offices, and in public premises like libraries, museums, railway stations, air-ports, post-offices etc.

(vii) It is noticed with great satisfaction that the entire mass of the Bengalees, majority of them are though illiterate, have supported the cause of an independent Bangladesh. The spirit so far has been excellent. But the danger is even greater if this mass is not educated through practical measures the new basis of our nationhood, i. e., the secular character of Bangladesh in place of the religious hypocrisy of Pakistan. Mere slogans would hardly remove this well-nourished prejudice. The enemies of Bangladesh can easily fight on this ground even without using their guns, unless immediate efforts are made to take simultaneous measures to clearly demonstrate that the new stale of Bangladesh will create a society which will neither exploit nor interfere with the religion of the masses. The confidence of the people in this matter must be built up in right earnest. The Cultural Centre will have to work very hard in this respect.

(viii) Nobody knows how long it may take to finally liberate the occupied Bangladesh, and fully. Meanwhile the centre may handle the cases of all students of Bangladesh in U. K. and guide all enquiries in matters of higher studies in U. K. It can even procure scholarships, stipends, fellowships for suitable candidates from different sources.

(ix) Immediate measure should be taken to collect books and journals on ancient as well as current history, literature, art. politics, economics, sociology of Bangladesh-both in English and Bengali-for the Centre Library. We must develop our immigrant community in U. K. as a well-informed group of people who know about themselves, who are readers and not talkers only. We must know our culture in the broadest sense of the term.

(x) It is not necessary to go on listing what could have been done and what could be done. It is never too late to begin. Once the Centre is established it can start thinking itself and can provoke ideas and seek advise from others.

Financial implications (for first six months)

Salary of a full-time Assistant
@ £ 100 per month........ £ 600
Salary of a part-time Clerk-cum-Typist
@ £ 30 per month------- £180
Stationeries & Contingencies Conveyances etc. £ 600

(six months)
Total= £ 13.80
All activities expenses would be borne by the Steering Committee.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঈদের ফেতরাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সাহায্যের জন বাংলাদেশ মহিলা সমিতির আবেদন	বৃটেনে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রচারপত্র	১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH WOMEN’S ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN

103 Ledbury Road, London, W.11.
Telephone: 01 727 6578
Ref: 2/R.
Date: 16ই নভেম্বর, ১৯৭১ ।

সুধী,

পবিত্র ঈদ সমাগমে প্রতিটি দেশপ্রাণ বাংগালীর মন স্বভাবতঃই ভারাক্রান্ত। দেশ ও জাতি আজ ঘোরতর দুর্যোগের সম্মুখীন। ইয়াহিয়ার নীতি ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত নৃশংস সেনাবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত। অত্যাচারী এজিদ বাহিনী বাংগারী জাতির নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। দেশের এই সঙ্কটে আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল মরণজয়ী জেহাদেরত মুক্তিবাহিনীর ভাইরা। বাংলা ও বাংগালীকে তারা বাঁচাবেই-প্রয়োজন হলে তাদের জীবনের বিনিময়ে। আমাদের ঈদ ব্যর্থ হবে যদি পবিত্র দিনে তাদের প্রতি আমাদে কর্তব্য ভুলে যাই।

তাই যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস খরিদ করার জন্য পাঠিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের আমরিক সহযোগিতা।

আসুন ভাই-বোনেরা, এবারের ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জেহাদে শরীফ হোন। দানের দ্বারা দেশের প্রতি আপনার গুরুদায়িত্বের ভার কিছুটা লাঘব করুন। আপনার ঈদ সার্থক ও পবিত্রতার হোক।

জয় বাংলা।

নিবেদিকা

মিসেস বকশ

(কনভেনের)

একটি জরুরী আবেদন

সোনার বাংলার মানুষ আজ হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যালীলার শিকার। তারা আজ অন্নহীন বস্ত্রীহীন। এখন শীতকাল। মুক্তিবাহিনীরা খোলা জায়গায় কাজে ব্যস্ত। শরণার্থীরা শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এগিয়ে আসুন। দেশ স্বাধীন যাঁরা করছেন তাদের সাহায্য করাই দেশের কাজ করা। যে যা পারেন নতুন বা পুরানো কিন্তু পরিষ্কার জাম্পার, সোয়েটার, কার্ডিগান, পুলওভার, প্যান্ট ও গলাবন্দ দিয়ে সাহায্য করুন। এর আগে মে মাসে আমরা 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীদের জন্য ৪০০ সার্ট ও প্যান্ট পাঠিয়েছি। আপনাদের সাহয্য পেলে এবারও পারব ইনশাআল্লাহ। আপনার সংগ্রহ করা কাপড়গুলি নীচের ঠিকানায় আগামী ১৩ ও ২০শে নভেম্বর শনিবার বেলা ২-৪টার মধ্যে পৌঁছে দিন।

1. World service Trust,
27 Delancey St.
London N.W.1
(Off Camden High Street,
Camden Town).

2. 58 Berwick Street,
London W.1,
Oxford Circular

বাংলাদেশের মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতার পয়সা সংগ্রহ করে সেটা মুক্তি বাহিনীর জন্যে খরচ করবে। এই সংকল্প রূপায়নের জন্য চাই আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা।

দেশ আজ ইয়াহিয়া-সৈন্যের অত্যাচারে ধ্বংস কবলিত। বাংলাদেশে আজ জীবন ধারণ করাই দুর্বিষহ। জাতি আজ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন। আপনার-আমরা ভাই বোনেরা জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশকে শত্রমুক্ত করতে। আপনারা কি মনে করেন না যে যারা মানুষ বাঁচানোর ব্রতে নেমেছেন তাঁদের সাহায্য করাই ধর্মের কাজ ও বাংরার মানুষকে বাঁচানোই আজ বাংলার মানুষের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব?

আপনার বন্ধু-বান্ধাব ও আত্মীয়-স্বজনকে বলুন এবারের ফেতরার পয়সা মুক্ত বাহিনীর জন্য খরচ করতে এবং নিজেরাও ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে জমা দিন।

-জয় বাংলা-

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি , ১০৩ লেডবেরী রেডি, লন্ডন পশ্চিম ১১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতার আহবান জানিয়ে বৃটেনের লিবারেল পার্টির ১৯৭১ সনের কনফারেন্সে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত আবেদন	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র	.... ১৯৭১

AN APPEAL FROM THE PEOPLE OF BANGLADESH
to the
DELEGATES ATTENDING THE LIBERAL PARTY CONFERENCE, 1971,
at
SCARBOROUGH.

Dear Delegate,

You must be aware of the great human tragedy which has been inflicted on the people of Bangladesh by West Pakistan's fascist army Junta. The army launched its massive and ruthless campaign of terror against the people of Bangladesh by indiscriminate killing, plundering, burning and raping on 25th March for no other sin but exercising their democratic rights by voting for a Party and a mandate of their choice; for no other reason but to deny our people the fruits of their democratic expression in the first ever held General Election in December. 1970. The manner in which the army committed its acts of atrocities and brutalities has been confirmed by many independent witnesses and journalists, as Genocide. According to the latest newspaper reports the army continues to commit Genocide against our civilian people. Due to the presence of this alien army on our soil, all aspects of life, civilian, administrative, educational, cultural, and economic remain disrupted. An acute famine of unprecedented dimension which at least would directly affect 25 million people is sure to occur very soon unless the invading army is made to withdraw. Moreover, the 8 million people so far driven out of their country by army terror will never dare return unless the army leaves Bangladesh.

Faced with a war of extermination and absolute political suppression people of Bangladesh have taken up arms in defense of themselves, their land, their dignity, their honor and their inherent and inalienable democratic rights. If we are sad because of the plight of our people, we are proud of the valiant fight our people have put up in defense of freedom, democracy and justice.

We know the Liberal Party to be a bold and forward looking political party which never hesitates to stand firmly by a just cause in any part of the world. We know too, when the West Pakistani army cracked down on our people, your party was the first to condemn inequivocably the army action in Bangladesh. You, as a member of an enlightened party will appreciate that the people of Bangladesh after all these events will never cease its struggle against Yahia's fascist army till they have won complete independence.

We, on behalf of the people of Bangladesh, must fervently appeal to you to adopt the following resolution at your party conference this year, that:

1. The invading Army should stop committing Genocide and withdraw from Bangladesh forthwith.

2. The British Government and all other civilized governments are urged to take the Bangladesh issue to the United Nations and raise the question of Genocide under the 'Genocide Convention'.

3. Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of Bangladesh should at once be released from his unlawful captivity in West Pakistan.

4. The British Government should not resume economic aid and bring influence to bear on all other aid giving countries to do same till the withdrawal of the repressive army from Bangladesh. Furthermore, the Government should try to persuade all countries particularly the U. S. from giving any form of military assistance to the West Pakistani Army.

5. The British Government and all other civilized nations are urged to give acceptance to an existing reality by recognizing Bangladesh as a free and sovereign state.

Long live the friendship between the people of the U. K. and Bangladesh. JOT BANGLA.

Steering Committee of the Action
Committees for The People's
Republic of Bangladesh.
11 Goring Street,
London, E. C. 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটেনে গঠিত বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদে সভাপতি ডঃ এনামুল হকের চিঠিপত্র ও যোগাযোগ	গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র	তারিখ..... ১৯৭১

Abul Saaduddin,
Ethnomusicology,
University of California,
7 June, 1971.

Dear Enam,

It was a delight to talk to you over the phone. It sounds incredible, doesn't it? I am so glad to know that you are out of the country. You also realize, I am sure, how fortunate you must have been. Your various background (including wearing 'Mujib coat' in the T. V.) must have made you eligible for the military's selective list which they had guarded for a long time! I don't know why, but I had an uncanny feeling about you without knowing that you were at Oxford, and I also told Dr. Davidson about it. I was trying to visualize how you might have been dragged out of your Museum residence on March 26, the most shameful date in our history, and thought that the greatest tragedy might have befallen you. We Must pray to God that things have been different in your case. I have every trust on you and believe that you are in a much better situation to render service to the hopeless people who have been mournfully looking forward to those who are in a position to do so.

I just returned from a meeting of the American League of Bangladesh, Los Angeles and I feel ashamed to tell you what happened there. The Sylheti group (who form the manpower, not the brain-power) was looking for an opportunity to create disruptions because they did not have any office in the Organisation. 1 did not know earlier that they had a sinister motive to put us to embarrassment and that exactly what happened. Instead of discussing anything about the present situation in Bangladesh they demanded to look into our accounts as if we were a bunch of cheats. I was so mad that I quit the meeting out of disgust and in protest. One fellow was so mad that he hit me outside the building and called me son of a bitch. He posted that he could "fix me". Only if he could fix Yahya Khan instead of this stupid Saaduddin! No wonder 17 horsemen conquered Bengal and even today Yahya's stupid soldiers can overlord on us! Tagore, indeed, was a seer !

সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি!’’

I heard that same kind of things were happening in England too. What do you think about the whole situation? How can the destructive and wasteful energy could be better utilized? These are serious matters and that is why I am writing these things to you so that you can give serious thought to it and find out a way that will save us from perpetual

submission and humiliation. I think I have some idea about your ultimate goal in life and here is the most opportune moment. We have to do something. As a student of history and the field where you can tread so well, you already know how one can "seize the time". Are you thinking seriously about anything? If I had money I would have immediately gone to Cuba. I was in Red China when the Red Guards had enjoyed the supreme power and I have seen with my own eyes how a revolution can be created and made to survive. I already contacted some Israeli groups and one Trotskite group also asked me to talk to them and brief them as to what could be done to change the situation. Do you have any specific instructions or suggestions in this regard?

Please inform me immediately about your coming plans and schedules. It is too bad that you people could not be brought to the West Coast colleges on speaking engagements during the Spring Quarter. I am not quite sure whether Summer time is appropriate for such ... professional teachers who come to get credits for their higher degrees. However, try to persuade Justice Choudhury to come to the West Coast, especially Berkeley and U. C. L. A. to give talks. American public in general are very ignorant of world problems (as much as we are about Colombian or Finnish politics).

Please send some photographs of the atrocities and mass killings we may blow them up to a large size to impress the Americans for they "love" to see these kind of things. Their passion and sympathy can be easily aroused with such technique. Try to contact some British reporters and people who may have some pictures. What about "Janomat"?

I think it would be a good idea to write to Davidson personally and appeal to him to do something for us through the U. C. L. A. Your writing from London or Oxford will be more effective than my meeting him here. Please also write to Basham in Australia for he will be very pleased to receive your letter. Let him know who you are-the title 'Curator' will arouse much curiosity in him. Both the addresses are given below.

What reports do you have of Mujibur Rahman? I personally think that he is dead by now-killed. The fact that the military did not bring him before the public to effectively destroy the morale of Bengalees during the days when Mujib's "voice" was 'broadcast' over clandestine radio itself was a definite proof that he was not alive at that time. Can you think of some kind of effective ploy to prove that he is not alive? I was thinking of making a story to be published in the Newspaper (in a letter) telling that he was killed giving the "actual" circumstances which would be convincing enough for the American public. **The only way to "disprove" my contention would be with Yahya Khan to publicly refute it along with his presenting Mujib "alive" before the American** reporters. We have to take enough pains to prove that the released photograph of Mujib is a very old one, perhaps pre-1966 when he was being tried on a treason-conspiracy. Do not discuss the matter with others, but let me know how we can do it very effectively. History will guide you-remember the burning of Reichstag by Hitler and putting the blame on the communists.

I know you are extremely preoccupied. But you can dictate a letter to your wonderful secretary and she will do the rest of it very efficiently.

-ইনু

A. Kabir
C/o. P. C. Roy
49/4. Hindustan Park
Calcutta-29.

28. 8.71.

Dear Mr. Haq.

Received your telephone message. We are all set to send a rep. (or two) as per your capacity to issue tickets. We are against holding a photo exhibition on Mukti Bahini-It's a grave security risk. But the documentary film titled "Bangladesh War of National Liberation" (Part one) is complete. This Part has been devoted to genocide and in explaining the true nature of the movement. I think you will like the approach. The second Part-"Birth of A Nation"-and the rest 4 of the 6-part film-would be ready within next 6-8 weeks. Each pan will run for 20 minutes. Please, if you can, arrange for distribution in U. K., Europe and USA-on TV and film theatres. The proceeds would enable us to go for bigger projects. If we can send our rep. to the cultural meet in London he will carry the film.

The problem with sending reps is that few of us have passports to travel. Special travel documents can be arranged only if you send an official invitation (on letterhead and all that) along with the tickets. Please send-this is most important-the invitation letters immediately otherwise none of the persons you mentioned would be able to go....

With best regards
ALAMGIR

INCA 018 CALCUTTA CIRCUS AVENUE 18 6 1005
Z0094 YR0084X BLB389 CBA0017 CS/3/6 GBLB CO

ENAMUL HAQ 33 ABBEY ROAD OXFORD
UNABLE TO ATTEND FOR TRIP CEYLON ZAHIR WOULD GO
IF EVERYTHING ALRIGHT.

MALLICK

----

18 Sept. 1971

ZCZC ZR0542X C CKA861 CS372/16
GBLB CO INCA 018

CALCUTTA CIRCUS AVENUE 18 16 1930

ENAMUL HUQ 59 SEYMOUR HOUSE TAVISTOCK PLACE

LONDON WC 1

REACHING EIGHTEENTH AFTERNOON FLIGHT NUMBER 582
ATTEND AIRPORT.

ZAHIR RAEHAN

A.R. Mallick
17 Sunelain Nohar Avenue
Calcutta 14, India.

২৫-৯-৭১

প্রিয় এনামুল হক,

তোমার টেলিগ্রাম ও এর মধ্যে লেখা চিঠি পেয়েছি। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আমার তখন লন্ডন যাওয়া সম্ভব নয় দেখে জহির রায়হানকে যেতে বলেছিলাম এবং তোমাকে জানাতে বলেছিলাম। জহির এখান থেকে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছে জানি-তবে সেখান থেকে কোন সুবিধামত ফ্লাইট পায়নি বলে শুনেছি। এখান থেকে ফরমালিটি করতে সময় লেগেছে তার ফলে সম্ভবতঃ তোমাদের সেমিনারের তারিখ অনুযায়ী তার বিলাতে পৌঁছা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শেষ পযন্ত যে কি করবে জানি না। আমি দিল্লিতে ছিলাম। পরশু এসেছি। শুনেছ বোধ হয় আমার New York যাবার কথা। সব ঠিক হয়েছে। হয়ত ৩/৪ দিন মধ্যে রওনা হাব। যাবার পথে হয়ত তোমাদের সাথে দেখা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে ফেরার পথে অবশ্য দেখা করে আসব।

............পরে তোমাকে চিঠি দেব New York পৌছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

আজিজুর রহমান মল্লিক

162/23, Lake hardens.
Cal-45.
September 27.71

Dear Mr. Haq,

I am sure you all must have been extremely disappointed by Zahir's failure to reach London for the Cultural Conference. Let me tell you that he is not to be blamed. He tried his best. But everything was left undone until the last moment. The ticket arrived too late. The money you sent for his Delhi ticket arrived at Air India only a day before-they were sitting on it for two days. Zahir could get "Certificate of Identity" on September 17 after showing the tickets etc. There was no time to argue with the British who quite promptly marked his certificate (i. e. his travel document) with rejection of entry certificate because nowhere in your letter you say that you would look after him in

London and that he would not have to feed himself by begging. Anyway, it was still suggested that he should go to London where, at the airport, you could come and guarantee to British Immigration authorities about his upkeep during his stay in London.

Then came the final hurdle. The Aeroflaut ticket you sent made a journey via Moscow imperative. Because of the hurry the Aeroftuat office in Calcutta could not guarantee a seat on the flight from Moscow to London. However they suggested that Zahir should fly to Moscow anyway-and that it is most unlikely that he would have trouble to get a seat on the next plane to London. But they cleanly forgot to inform Zahir that without a confirmed seat from Moscow Soviet Union authorities do not allow transit passengers unless they have valid Soviet visa. This fact was revealed at Delhi airport where the Aeroflaut officials refused Zahir to board the plane because he hadn't a transit visa. I was there too-I had gone to Delhi to attend J. P. Narayan's international conference on Bangladesh. It was already too late. The next day, 19th-was a Sunday and the Soviet embassy in Delhi was closed. Moreover there was no plane before 20th. So I advised Zahir not to waste the ticket-as he could not attend your conference.

When the formalities were proving extremely difficult to overcome we had thought of sending somebody else with passport and all that. But it could not be done because you had sent the non-endorseable ticket in Zahir's name.

Anyway I think Zahir should still make the trip-perhaps next month. Perhaps you could use his presence at another meet on Bangladesh.

Can you fix up something for late October or early November?

Now another serious matter. One of our friends would be sent from here on a very
important mission to London-for two or three weeks. Even I may be selected for the job although I'm not keen to leave Calcutta right now. It is essential that you arrange his return passage (one way-the outgoing passage would be provided by Bangladesh government. Again, while in London he will have to be put up-lodging and food. Can you help? You must not ask any question about his mission or its nature. Nor should anybody else know-nobody except the minimum one or two about why he is in London. Let me know if you could be depended upon?

How did the conference go? Send me report for publication here. We also need a correspondent for weekly 'People'. Can you suggest a name?

Yours truly,
Alamgir.

QUAMRUL HASSAN

C/O, Mo, Khaled choudhury
2/1 A Nort Range
Calcutta-17
28-9-71

প্রিয় এনামুল,

বহু তত্ত্ব-তল্লাশির পর তোমার ঠিকানা পেলাম আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকেই আগে চিঠি পাব। আমি কলকাতায় এসেছি গত এপ্রিল মাসের তারিখে। সেই থেকেই তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। যাই হোক, বহু কথা জমা হয়ে আছে। এখানকার এই পরিবেশে সেসব চিন্তায় কোন বাস্তব রূপ দিতে পারব বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগের সভ্যদের মানসিকতা তো জানই। তবুও ধৈর্য ধরে কাজ করে যাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবেও নিশ্চিন্তে নাই, কারণ আমি একলাই কলকাতায় এসেছি। তোমার ভাবী এবং রত্না এখনও ঢাকাতেই আছে। এই ছয়মাসের মধ্যে মাত্র দুবার যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছি। বিশেষ অবস্থায় পড়েই তোমার ভাবী এখনও ঢাকায় পড়ে আছে। কখন যে কোন বিপদ আসে সেই চিন্তাতে মাঝে মাঝে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। গতমাসে আলভী (শিল্পী) ঢাকায় গিয়েছিল কিন্তু সে আর সংবাদ নিয়ে ফিরে আসতে পারল না। সে ধরা পড়ে গেছে পাক সেনাদের হাতে। অবশ্য ঢাকায় পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে। আলতাফ মাহমুদ এর বাড়ী থেকে।

আলতাফ মাহমুদ ধরা পড়েছে আগেই এবং ওর উপর অনুমানুষিক অত্যাচার হয়েছে সংবাদ পেয়েছি। তাকে বোধ হয় জীবিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাবো না। জানি না তুমি এ সংবাদ পেয়েছো কিনা। যাক এরকম নংবাদের তো শেষ নাই। এবার আমাদের কথা বলি।

এর মধ্যে আমরা বাংলাদেশের শিল্পীরা Painting Exhibition করেছিলাম। নতুন, দেবদাস, স্বপন চৌধুরী, মুস্তফা মনোয়ার, কাজী গিয়াস এবং আরও অনেকে-প্রায় কুড়িজন কলকতায় আছে। নানান অসুবিধার মধ্যে সকলকে ছবি আঁকতে হয়েছে। মোটামুটি প্রদর্শনী ভালই হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে আরও কাজ করছি। Poster আকছি। কিন্তু আমি যেভাবে কাজ করতে চাই তা এই পরিবেশে সম্ভব নয়। তোমাদের মাঝখানে যেতে পারলে খুব ভাল হত। অনেকেই তো গেল বিদেশে। শিল্পীদের মধ্যে কেউই যায়নি অথচ Painting এর মধ্যে অনেক কিছু করার আছে। তাছাড়া London এর মত জায়গায় গেলে বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ সুযোগ পাওয়া যাবে ফলে Painting এবং Poster সবই করা সম্ভব। প্রচুর কাজ করার রয়েছে।

আমার মনে হয় তুমি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আমকে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করতে পারো। তোমাদের কাছে একবার যেতে পারলে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবো। তোমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছুই জানি না। আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই তোমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ জানিও।

..........রোজী (আমাদের মেয়ে) সুইজারল্যান্ডে আছে। ......করাচী থেকে ওকে পালাতে হয়েছে। এখানে আসার পর আমেরিকা থেকে ‘নেনুর চিঠি পেয়েছিলাম। সে কিছু একটা করতে চায় আমাকে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু আমি প্রথমে তোমাদের কাছে যেতে চাই। তোমরা বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেই সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়, আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথেই সংযুক্ত। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও। উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকবো।

ইতি-

কামরুল ভাই

SHAHRIAR KABIR
66/6 Gorakkhabisi Rd.
Dumdum, Cal-28,
Tel 57378
India.

এনাম ভাই,

আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি। আপনার স্বাগত বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম লন্ডনে কিভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব। পুস্তক-পুস্তিকা অবশ্যই আনছি। এ ছাড়া উভয় বাংলার শিল্পীদের আঁকা ছবি, পোস্টার আলোকচিত্র ইত্যাদিও সঙ্গে থাকছে। জহির রায়হান 'stop' নামে যে প্রামাণ্য চিত্রটি তুলছেন সেজন্যে কদিন অপেক্ষা করছি। ওটাই সঙ্গে করে আনছি।

কিছু সরকারী অনুমোদনের ব্যাপারে আমাকে এ মাসের ২৩/২৪ তারিখ পর্যন্ত কোলকাতা থাকতে হচ্ছে। আপনি এ সময়ের ভেতর আপনাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাকে একটি আমন্ত্রণ লিপি পাঠান।

প্রদর্শনীর জন্য যে জিনিসগুলো অপরিহার্য তারও উল্লেখ করবেন। তাতে আমার ইউ-কের ভিসা পেতে সুবিধা হবে।

জাফর ভাই (সিকান্দার আবু জাফর) সম্প্রতি কোলকাতা এসেছেন। তার একটা বিবৃতি বাংলাদেশ সরকার পুস্তিকাকারে ছাপছে। ওটার ইংরেজীতে অনুবাদ করে আপনাদের পক্ষে কি ছাপানো সম্ভব হবে? বিবৃতিটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ এবং প্রামান্য, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রমাণ্য চিত্র নির্মানের কথা ভাবছেন। একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ইচ্ছাও তার আছে। তবে আর্থিক কোন সাহায্য এখানে পাচ্ছেন না। আপনারা কি তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারেন? আপনার চিঠি অথবা ফোনের অপেক্ষা করছি।

শ্রদ্ধান্তে

শাহরিয়ার

BANGALDESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY
59. Seymour House. Tavistock. LONDON
17th October. 1971

Mr. Shahriar Kabir
66/6 Gorakkhabosi Road
Dumdum. Calcutta-28
India.

Dear Mr. Shahriar Kabir.

Thank you very much for your letter of 8lh October 1971

Further to our cable dated 28th September indicating our initial agreement I do write to confirm chat as proposed by you the Bangladesh Peoples Cultural Society will organize in London the exhibition of paintings, posters, photographs and films made on the theme of the liberation struggle of Bangladesh.

We would advise you that you should come along with the exhibits and it may be necessary on your part to stay here for a couple of weeks. We shall also appreciate if you kindly bring select books and journals, mainly poetical works and drama of recent times, related to the same theme.

We would further suggest that you will contact Messrs Sikander Abu Jafar, Quamrul Hassan. Zahir Raihan and Alamgir Kabir for their advice and collaboration in this project as we were having correspondence with them for arranging similar programmes in U.K.

Looking forward to seeing you soon.

Yours sincerely.
Enamu I Haque
President.

তথ্য, প্রচার ও বেতার দপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলঅদেশ সরকার
মুজিবনগর
আমার ঠিকানা-75B, Linton street
Calcutta-14
26-10-71

স্নেহের এনামুল,

তোমার ১৩/১০ তারিখে লেখা চিঠিখানি আমি বেশ কয়েকদিন আগেই পেয়েছি। তোমার টেলিগ্রাম আমি পাই নাই। আশা করছি তোমার ভাবীর কাছ থেকেও এবার চিঠি পেয়ে যাবো। তোমার চিঠি পড়ে খুব বেশী আশ্চর্য হই নাই। আমিরুল, জহির বা কবীর কেউই তোমার কথা আমার কাছে এতটুকু ঈঙ্গিতেও জানায় নাই। একবার শুনেছিলাম জহির লন্ডন যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলনা এর মূলে যে তোমার প্রচেস্টা ছিল তা আমি জানতে পারি নাই। তোমার চিঠি পাওয়ার পর জহিরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সমস্ত পরিস্থিতি জেনেও মন শক্ত করে যেতে হবে।

স্ট্যাম্প প্রকাশ করার ব্যাপারে এমন একটা গোপন ভাব চলছিল যা আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর লাগছিল স্টোনহাউসের সাথে আমারও একদিন আলাপ হয়েছিলো এখানে কিন্তু এসব সমদ্ধে কোন আলোচনাই ভদ্রলোক করেনি। আর বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষে যারা অবস্থিত তাদরে সাংস্কৃতিক চিন্তা এবং রুচিবোধ তোমার কাছে অপরিচিত নয়; অতএব এ নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো। বাংলাদেশের প্রতীক এবং পতাকা দুটোই অবশ্য পরিবর্তনীয়। এসব পরে হবে।

তোমার বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি প্যাডের মানচিত্রটিও খুব ভালো হয় নাই, তাই আমি মানচিত্রটি নতুন করে এঁকে পাঠালাম। ছেপে নিও। আমি আপাতত বাংলাদেশ সরকারের ডিজাইন বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছি। দেবদাস, নিতুন, নাসির, প্রাণেশ মন্ডল, এরা কাজ করছে। এর মধ্যে অনেকগুলি Poster তৈরী করেছি। ইংরেজীতেও হচ্ছে। তোমার কাছে পাঠাবো।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর কাজ করার রয়েছে। 'সামরিক জুন্তা' এবার বিশেষভাবে আমাদের মত লোকদের ভীষণ পোষণ করছে। এর অন্তনিহিত কারণ বুঝতে পারলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্যও বুঝতে পারত কর্তাব্যক্তিরা।

আমি, দেবদাস এবং জহির লন্ডণে পৌঁছতে পারলে আমাদের আন্দোলন জোরদার হবেই। বাংলার সংস্কৃতির রূপ কি এবং এই দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার প্রবলতা যে কতখানি ছিল তা বোঝাবার সময় এসেছে। আজ কলকাতায় বসে বুঝতে পারছি আমরাই আজ সত্যিকারের বাঙ্গালী। আমাদের সন্তানেরা আজ অগ্রগামী। পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র মোটেই সংস্কারমুক্ত নয় এবং এখানকার হিন্দুরা আরও হিন্দু এবং মুসলমানরা আরও মুসলমান হয়ে বসে আছে। অথচ ব্রতচারীর মত একটি বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম এখান থেকেই-ব্রতচারীরও সেই প্রীতি নেই। এখানকার পুরাতন ব্রতচারীরা আমাকে পেয়ে খুবই উৎসাহিত এবং সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দিতে চায়। তাহলে বুঝতেই পারছ এরা কোথায় গিয়ে পড়েছে। যাক সাক্ষাতে সব আলোচনা এবং কর্মপন্থা বেছে নেওয়া যাবে।

আমি লিনোকাট করছি। উবায়েদ কলকাতায় আসছে কয়েকদিনের জন্য। তার হাতে লিনোকাটের একটি সেই পাঠিয়ে দিয়ো। এখানে যে সেট পাওয়া গেছে তাতে ভালো কাজ হয় ন। আমি যাওয়ার সময় অন্ততঃ ২০/২৫ টি লিনো বাংলাদেশের ঘটনার উপর নিয়ে যেতে পারব।

এব্যাপারে উবায়েদকেও লিখেছি। রশীদের সাথে নিশ্চয় তোমার যোগাযোগ ঘটেছে। তাকেও চিঠি লিখতে বলবে।

আমেরিকা থেকে হেনুও আমাকে চিঠি দিয়েছিলো, সেখানে গিয়ে Exhibition করার জন্য। আগে তোমাদের কাছে যাই, তারপর দেখা যাবে। যাক মোট কথা হতাশ হলে চরবে না তোমরা কবে পর্যন্ত টিকেট পাঠাতে পারবে জানিও। আমি এখন থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার আয়োজন করছি।

আমি এবং বদরুল একসাথে আছি। নতুন ঠিকানাতেই যোগাযোগ করবে এবার থেকে।

জুলেখা এবং বাচ্চাদেরকে আমার স্নেহাশীষ দিও। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি
কামরূল ভাই

----

৩৭ এ, পাম এভিন্যু
কলকাতা-১৯
৫/২২/৭১

শ্রদ্ধেয় এনামুল হক সাহেব,

........আমাদের প্রযোজিত গীতি-নকশা 'বিবর্তনের ইতিকথা' ও নাটক 'রক্তশপথ' আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে জেনে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছি। আমি সমর দাস, নারায়ণ, ঘোষ ও সুভাষ দত্তের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। টেপ করে উক্ত নাটক ও গীতি-নকশা পাঠান সম্ভব।

আমার মনে হয় সেই সাথে একটি ছোট্ট নায়ক-গায়িকার টিম ও দুজন পরিচালক গেলে ভাল হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানালে বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের সোসাইটির কাজ ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সভ্যদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বলবেন।

-আবদুল জববার খাঁ
আহবায়ক, প্রোগ্রাম কমিটি,
বাংলাদেশ চলচিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি।

56/6 Gorakshabasi Rd,
Dumdum, Cal-28
Tel-573781
১৩/১১/৭১

এনাম ভাই,

আপনার চিঠির জবাব অনেক আগেই দেয়া উচিত ছিলো। অনিবার্য কারণবশত আমাকে বেশকিছু দিন সীমান্ত এলাকায় কাটাতে হয়েছিল বলে লিখতে পারিনি। এ জন্যে আমি লজ্জিত। প্রদর্শনীর ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিত জানাচ্ছি।

এ প্রদর্শনীর জন্য আমি উভয় বাংলার শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যারা কোলকাতায় এসেছেন এরা হচ্ছেন কামরুল হাসান-মুস্তাফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু ও প্রাণেশ মন্ডল। এ ছাড়া আছেন ধীরেন সোম, স্বপন চৌধুরী গিয়াসউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন, শেখর, রঞ্জিত নিয়োগী এরা।

সব মিলিয়ে সতেরটা তৈলচিত্র (বেশ বড় সাইজের), চৌদ্দটা জলরং, ড্রইং এবং মিশ্রমাধ্যমের ছবি রয়েছে। ভারতীয় শিল্পীদের বাংলাদেশের উপর আঁকা গোটা চল্লিশেক ছবি রয়েছে। পোষ্টার তিরিশটা। আলোকচিত্র এখনো সংগ্রহ করছি। ৬০/৭০ টার মতো সংগ্রহ করতে পারবো। আর বাংলাদেশের উপর যেসব বই (কবিতা, প্রবন্ধ) বেরিয়েছে, আনছি। নাটকের ব্যাপারে আপনি উৎসাহ দেখিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের উপর বেশকিছু নাটক লেখা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা তো রয়েছেই। কিছু রেকর্ড বেরিয়েছে বাংলাদেশের ওপর। ওগুলো এবং আমাদের শিল্পীদের গানের টেপ আনছি। জহির রায়হানের প্রামাণ্য চিত্রগুলো যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় আনবো।

এবার আমি আপনার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এ প্রদর্শনীর ব্যাপারে আপনারা কতোখানি উৎসাহিত জানি না। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত। বেসরকারীভাবে অবশ্য যতোখানি সম্ভব করবেন। আপনি চিঠিতে লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর এবং অন্যান্যদের সাথে আলাপ করার জন্যে আপনারাও এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী। আপনারা প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগী হলে আরো ব্যাপক আকারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ প্রদর্শনী হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে আয়েজনের জন্যে একটা ফান্ডের প্রয়োজন। আর্থক স্বচ্ছন্দের ওপর প্রদর্শনীর স্বচ্ছল প্রদর্শন করছে। অবশ্য পরে প্রদর্শনীর ছবি এবং বিভিন্ন পুস্তক (যা প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ ছাপবে যার বিষয়বস্তু সঙ্গে করে আনছি।) বিক্রি করে প্রদর্শনীর খরচের টাকা তুলেও যথেষ্ট উদ্ধৃত্ত থাকবে যা স্বচ্ছন্দে মুক্তিসংগ্রামের জন্যে খরচ করা যেতে পারে। এ প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমাদের মিশন যথেষ্ট আগ্রহশীল।

আপনারা যদি এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব উপলদ্ধি করে এর সম্পূর্ণ ভার নিতে রাজী হন, এ চিঠি পাওয়া মাত্র লিখে জানাবে। তাহলে সেভাবে ব্যবস্থা করবো। এ মাসের শেষ সপ্তাহে যাচ্ছি। জাফর ভাইয়ের সংগে কথা বলেছি। আলমগীর কবির আপনার কোন চিঠি পাননি। জহির রায়হান বলেছেন ওকে চিঠি দিতে। জাফর ভাই আপনাকে খুব শীগগিরই লিখবেন। শ্রদ্ধা জানবেন।

-শাহরিয়ার

‘অভিযান’
বাংলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ঢাকা
সম্পাদকঃ শিকদার আবু জাফর
অস্থায়ী ঠিকানাঃ
৮৪/৯, রিপন স্ট্রীট কলকাতা-১৬
২৪-১১-৭১

এনামুল,

........৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসার পর থেকে ক্রমানুগত অসুস্থ থাকছি (Acute Bronchitis Azthma)। ....এখানে একেবারে চুপ করে বসে না থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বার করেছি একখানা। কপি পাঠালাম। অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবো। তোমরা কাজে লাগিও এবং পত্রিকার জন্যে আগ্রহ ও অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠিও।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত আমার অভিযোগ শীর্ষক বিবৃতি বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেছেন। তারও দুকপি তোমাকে পাঠালাম। প্রয়োজনমত ব্যবহার কোরো।

................এখানকার সর্বাধুনিক হাসপাতালের শ্বাস বিশেষজ্ঞ আমাকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন। আমাকে কিছুটা সুস্থ করে তোলা সম্ভব। ....কিন্তু খরচ হবে কমপক্ষে দেড় হাজার টাকা। আপাতত সে টাকার ব্যবস্থা নেই, অতএব চিকিৎসার প্রশ্ন এখন আসে না। কিন্তু সংগ্রাম চলবেই।

.............আমাদের পত্রিকায় ব্যবহার করা সম্ভব এ রকম তথ্যাদি এবং পত্র-পত্রিকা যদি পাঠাতে খুবই উপকৃত হবো। ....

-সিকান্দার আবু জাফর

....

From THE MASTER

St CROSS COLLEGE OXFORD
POSTCODE OXI 3TU
TELEPHONE 43182
25 October 1971

E. Haque Esq.
33 Abbey Road
OXFORD.
My dear Haque

Professor Sir William Coldstream has now taken up with the British Council the question of helping Mr. Hassan (Quamrul Hasan). Unfortunately, as far as I can see, he didn’t put the question in the right way and he seems to have asked for£700 for a return fare. The British Council replied that Mr. Hassan would have to have a specific reason for coming, for instance a scholarship to make a special study in England. Even so, they said, it would be unlikely that a man of fifty would be considered.

That’s the bad news, but I don’t think an is lost. The British Council did say that you should write to Mr. Gerald Forte-mentioning that this was Professor Coldstream’s

suggestion-explaining the situation and making any further suggestions you have in mind. I urge you to do so now. You would then explain of course that only £250 would be for the return fare and the rest for several month's subsistence for Mr. Hassan. Mr. Gerald Forte, British Council, 373 Euston Road, London N. W. I.

Yours sincerely
(Dr. W. E. Van Heyningen)

……….

Alamgir Kabir
49/4, Hindusthan Park
Calcutta-29
8-8-71

Dear Mr. Huq,

...... The reply was delayed because both Dr. Mallick and Zahir were out of

Calcutta. I was not surprised to hear about the divisions. Things becoming a little bitter now here so far as unity is concerned. A rumour about an all-party National Liberation is very much in the air. On top, Bangladesh is expected receive recognition any day. The war is going very well. Two Pak divisions are either wiped out or put out of action this is factual. Our casualty rate is very low because of the nature of the war as being fought now. Casualty ratio is 150 : 1 all over Bangladesh. But our casualty figure is likely to go up when we go for positional warfare. At the moment about 40% of the total area is in our control-100% area open to our action at will. Even Dacca city belongs to our boys at night when army personnel take shelter in the Cantonment. Tikka, too, has shifted there. Navy is about to go into action. Air Force is also ready to hit as soon as India recognizes and we have a defence treaty with them. The morale of our boys is fantastic; in fact, sector commanders are finding it difficult to hold them back. I think, at the moment this is what matters most.

Meanwhile, I whole-heartedly agree to your proposal re: International publicity and lobbying. Bangladesh Govt, is too slow in everything and is not using Dr. Mallick properly. Your information about his tour of England is wrong. Please do one thing. Send two tickets-one each for Dr. Mallick and Zahir Raihan. We shall then get him out of India any way we can. From England please send him to America. He'll be a more efficient man than Abu Sayeed Chowdhury. Zahir is willing to go-but may have to cancel the programme as he has film commitments. In that case, another Liberation Council representative would be sent to attend your Aug. 21 rally. We shall also send a documentary film on the liberation struggle in English-that has been made by Zahir and is expected to be ready on 15th Aug. Liberation Council has already organised a musical squad with Wahidul Haq as in charge. They have given several performances and have proved successful. They'll now be touring Makti Bahini Camps.

With best regards-

Alamgir

Dr. Enamul Haque
President
Bangladesh Peoples Cultural Society
33, Abbey Road, OXFORD, U. K.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইংল্যান্ডে গঠিত বাংলাদেশ ফান্ড ও এ্যাকশন কমিটিসমূহের স্টীয়ারিং কমিটির আয় ও ব্যয়ের হিসাব	বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টী বোর্ড	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

REPORTS AND ACCOUNTS
OF
BANGLADESH FUND AND STEERING COMMITTEE
OF THE ACTION COMMITTEES
FOR THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN THE UNITED KINGDOM BANGLADESH FUND
REPORT OF THE TRUSTEES

1.INTRODUCTION :

Just after 25th March, 1971, many Action Committees were formed to help liberation of Bangladesh in all possible ways. These Committees started collection of funds for the liberation movement. Most of these Committees felt the need of a co-ordinating body to run the movement. A Convention of these Committees was held in April, 1971, at COVENTRY. A Steering Committee of the Action Committees for the People's Republic of Bangladesh was formed at the meeting. Subsequently a fund known as the Bangladesh Fund was created with a Board of Trustees for its operation and management.

2.OBJECTS:

(a) To manage the funds collected and co-ordinated through the Steering Committee of the Action Committees for the People's Republic of Bangladesh.

(b) To utilize these funds tor the movement in such manner as the Trustees may think fit and under such conditions as existing at that time.

3.TRUSTEES:

The Trustees of the Fund arc:

1. Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury,
2. Rt. Hon. John Stonehouse, M. P., and
3. Mr. Donald Chesworth.

4.BANKERS:

The fol lowing are the bankers of the Trust:

1.Hambros Bank, 41, Bishopsgate, London E. C. 3, and.
2.National Westminster Bank, Caxton House, London S. W. I.

5.AUDITOR :

Quazi Muzibur Rahman, A. C. A., was appointed Auditor of the Fund by the Board of Trustees.

6. SUMMARY OF RECEIPTS AND PAYMENTS:

		£	£
(a) Total collections		--- --- --- ---	4, 12,083.26
Deduct:			
Direct expenses ... …	11,430.00		
Steering Committee ...	21,782.o5		
Transferred to the Government of Bangladesh		3, 76,568.05	4, 09,780.05
		------------	-----------
			2,303.21

(b) The above receipt includes a sum of £1,00,000.00 approximately, which was received after the 31st December, 1971. This indicates that a large amount of collection was retained by different Committees and Associations without depositing them into Bangladesh Fund and only after repeated reminders by the Board of Trustees they deposited the amounts to Bangladesh Fund.

1,335 Receipt Books were issued to different committees of which 47% were returned by 28th February, 1972 and 81% of these Receipt Books were returned by 31st July, 1972. These explain the delay in the publication of this report.

(c) Gross collection is a total amount of £4,12,083.26 of which an amount of £33,212.05 only has been spent for the movement. A sum of £3, 76,568.00 has already been transferred to the Government of Bangladesh and the remaining balance £2,303.21 will be transferred to the Government of Bangladesh and the account will be closed. Moreover, if any further amount is deposited in the said account before its actual closure, that amount will also be transferred to the Government of Bangladesh and a Public announcement to that effect will be made. After the closure of the account, any such deposit can be made to the High Commission for the Republic of Bangladesh in U. K., who will transfer the amount to the Government of Bangladesh.

(d)An amount of £11, 430.00 has been shown in the statement as direct expenditure from the Bangladesh Fund, the details of which are as follows :

	£
Contribution to Committees..	2,200.00
legal expenses for the trial of Bangabandhu	3,250.00
Sheikh Mujibur Rahman	2,191.22
Delegation expenses	2,807.50
Advertising campaign	968.78
Materials to Mukti Bahini..	12.50
Bank charges . .	-------------
	11,430.00

ABU SAYEED CHOWDHURY
JOHN STONEHOUSE
DONALD CHESWORTH
Members,
Board of Trustees,
Bangladesh Fund,

P. S. ***The Balance of £ 2,303.21 has been transferred to the Government of the People's Republic of Bangladesh after preparation of this report.***

I have prepared the annexed Statement of Receipts and Payments from the books and records of the Bangladesh Fund and from the information obtained as far as practicable from Action Committees. I certify that this Statement is in agreement with the books and records of the Bangladesh Fund.

In my opinion, the annexed Statement gives a true and fair view of the state of affairs of the Bangladesh Fund subject to the reservations made in Schedule NoI. I also certify that the expenses incurred were within the terms of the Trust.

I am thankful to Mr. M. A, L. Matin, Director of Audit and Accounts, Bangladesh High Commission in the U. K. for his help in preparation and compilation of this report.

The 30th September, 1972.

QUAZIMUZIBUR RAHMAN
Chartered Accountant,
164, Broomwood Road,
London S. W. 11

BANGLADESH FUND
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD
FROM 24th APRIL, 1971 TO 30th SEPTEMBER. 1972.

			£
Subscriptions and Donations Received (Schedule 1)			4,06,856.20
Col lection from Stamps Auction ..			450.13
Bank interest received			4.776.93

			4, 12.083.26
Deduct payment:			
Steering Committee	21,782.05		
Contribution to Committees	2,200.00		
Legal expenses for the trial of Banga bandhu Sheikh Mujibur Rahman...	3,250.00		
Delegation expenses...	21,91.22		
Advertising campaign	2,807.50		
Materials to MuktiBahini	968.78		
Bank charges	12.50		
		33,212.05	

		3, 78,871.21	
Deduct;			
Transfer to the Government of Bangladesh	3.76.568.00		
Balance	2.303.21		

Represented by			
Balance at Bank	2,303.21		

Notes (1) Amounts transferred to Bangladesh Fund as shown in the schedule No. 1 of this statement may not agree with the remittances as per the accounts of Action Committees remitted funds to Bangladesh Fund Account directly and it was not always possible to identify all of them.

(2) 1335 Receipt Books were issued to Action Committees of which 153 are still outstanding.

(3) The anuexed schedules from part of the Accounts.

(4) The audit fee is estimated at £5,500.00 and this amount is not charged in the account. The auditor has waived his claim.

ABU SAYEED CHOWDHURY
John Stonehouse
Donald Chesworth
Members,
Board of Trustees,
Bangladesh Fund.

BANGLADESH FUND
Summery Schedule No. 1

		Transferred to Bangladesh fund		Remittances to Mujibnagar		Expenses of Committees		Balance	
		£	£	£	£	£	£	£	£
London and South-West Region	Page No. 6	43,271.30		103.60		687.78		--	
	Page No. 7	24554.55		500.00		270.50		307.00	
	Page No. 8	37091.97		500.00		926.59		4132.08	
	Page No. 9	14052.36				2825.45			
	Page No. 10	13080.62		...		28.00		...	
			132050.80		1103.60		4738.32		4439.08
Midland Region	Page No. 11	96150.09				8887.05		199.65	
	Page No. 12	20462.81				790.72		...	
Yorkshire Region	Page No. 13		48748.74		3000.0		1.895.46		688.00
Manchester Region	Page No. 14		48871.13		32.80		1254.59		445.21
Steering Committee's collection and Committees outside U.K.	Page No. 14		26768.02		...		...		...
Direct and Unclassified Remittances			33803.91		...		...		...
			406856.20		4136.40		17566.14		5771.94

BANGLADESH FUND
SCHEDULE No. 1

1	Collection total 2	Transferred to Bangladesh Fund 3	Remittance to Mujibnagar 4	Expenses 5	Balance 6	No. of Receipt Books not Received 7	Remarks 8
	£	£	£	£	£	£	£
London an South- West Region							
Enfield Action Committee 370, Lincoln Road, Enfield	5,536.20	5,536.20				1	One Receipt Book reported lost
Uxbridge Action Committee, 10, Mill Avenue, Uxbridge	735.00	735.00	-	-	-	-	
Bangladesh Action Committee, 26 Chatham Hill, Kent	1,798.65	531.27	103.60	163.78			
Bangladesh Action Committee 58, Stockes Croft, Bristol.	3,709.00	3,562.00	-	147.00	-	-	
Bangladesh Action Committee 103, Ledbury Road, London, W.11	3,677.35	3,677.35	-	-	-	-	
Bangladesh Relief Committee, Hessel Street, London, E.1.	11,356.00	11,229.00	-	127.00	-	-	
Bangladesh Action Committee 68, Streatham High Road, S.W.16.	250.00	250.00	-	-	-	-	
Bangladesh People's Society, 45, St. Peter Street, Croydon.	119.00	119.00	-	-	-	-	
Bangladesh Action Committee 5, Victoria Road, Swindon.	1,355.20	1,355.20	-	-	-	-	
Bangladesh Committee, 15, Queens Road, Brighton.	2,585.58	2,335.58	-	250.00			
Bangladesh Samiti, 27, Fawcett Road, Southsea.	1,516.00	1,516.00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£		
Bangladesh Action Committee.	2,415.00	2,415.00	-	-	-	-	
125, St. Helen Street, Ipswich			-	-	-	-	
Bangladesh Action Committee,	25.20	25.20	-	-	-	-	
77, Belgrove Road, Welling Kent.							
St. Albans Aid Committee,	8,683.50	8,683.50	-	-	-	-	
56 Stanhope Road,, St. Albans.							
Bangladesh Action Committee,	60.00	60.00	-	-	-	-	
16, Onslow Road, Southampton,							
Bangla Fashion,	100.00	100.00	-	-	-	-	
169, Bricklane, London, E.1							
M. Rahman,	141.00	141.00	-	-	-	-	
14, Conway Road, London., S.E 18							
North and North-West Action Committee,	1608.60	729.00	503.00	209.60	170.00	1	Reported Lost
33, Dagmar Road, London, N. 22							
Darleston Action Committee,	243.00	243.00	-	-	-	-	
76, Stoke Newington Road, London, N. 16							

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
Women's Association, Luton.	164.90	164.90	-	60.94	-	-	
Bangladesh Worker's Association			-	-	84.00	-	
11. Gladstone Avenue, London, E.12	234.00	234.00	-	-	-	-	The Cheque for £84.00 returned by Bank for want of fund
Bengali Association							
74, Prince of wales Road, Norwich.	104.00	104.00	-	-	-	-	
Bangladesh Cultural Association.							
Tottenham Street, London, W.1	140.00	140.00	-	-	-	-	
Bangladesh Mission,							
24, Pembridge Gardens, London w.2.	1,120.35	1,120.35	-	-	-	-	
Bangladesh Action Committee,							
60, Outerfield Road, Middlesex.	881.00	881.00	503.00	209.60	170.00	-	
Bangladesh Juba Sangha.							
85, York Street, London, W.1.	800.00	800.00	-	-	-	-	
N. Huq and Co.							
50, Hansbury Street, London, E.I.	170.00	170.00	-		-		
Yusuf Ali,							
14 Betty Street, London, E.I.	197.00	197.00	-		-		
A. Rakib							
15, New Road, London, E.I.	588.50	588.50	-		25.00	-	
M. Rahman,	4,401.70	4,401.70	-		28.00	-	Two cheques bounced from Bank Total amount £28.00
Widegate Street, London, E.I.							
Bangladesh Association, Bletchely.	8,099.00	8,099.00	-		-		
Bedford Committee,							
98, Foster Hill Road, Bedford.	3,293.00	3,293.00	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	Reported Lost. Reminders sent but no response.
Bangladesh Relief Committee 5, Fordham Street, London, E.1. Bengali Association, 17, Hills Road, Cambridge.							Balance relates to association Fund and not transferable to Bangladesh Fund.
Luton Action Committee 5, Kenilworth Road, London.							As per Steering Committee's Receipt Books there is a shortage of £182.67 No proper books of Accounts were maintained by the Committee and 25 Receipt Books were sent to mr. B. Uddin who reported that these were not received.
Dr. M. H. Joarder, Backenham Hospital, Kent							The person is in Bangladesh.
Moulvi Bazar Janaseva Samity, 172, Wardour Street, London W.1.							3 books reported lost and 2 books issued to mr. Mahmud Ali of Hereford Road and Kaptan Mia of Westbourne Grove, London W. 2 Who have not returned the books.
Bangladesh Action Committee, South Wales							6 Receipt Books are outstanding. Remittance to Bangladesh Fund also includes the fund collected for East Bangal Cyclone victims.
Bangladesh Relief Fund Committee, 11, Groung Street, London	Not Known	-	-	-	-	1	Several reminders issued but no response. This committee collected funds by way of selling ties, etc. but no account produced and no amount remitted to Bangladesh Fund.

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
London Committee, 58, Berwich Street, London, W.I.	12,663.20	10,002.36	---	2660.84	--- -	56 - - - - - - - -	268 Steering Committee's Receipt Books were originally supplied to the Committee. 125 were transferred to other Committees. Against the balance of 143, 10 were returned to the High Commission by the individual collectors and 77 by London Committee leaving a balance of 56 books which are still outstanding collectors who did not return the Receipt books has been supplied by the London Committee to the High Commission in London. From the audited statement of accounts of the Committee it appears that. £2,902.84 were spent by the Committee out of the Collection of £12, 663.20. Expenditure also includes the cost includes the cost of one duplicator machine of the said London Committee valued at £120.00 and contribution to Operation Omega £ 120.00, London Committee members travelling to India £610.00
Council for the people's Republic of Bangladesh 58, Berwich Street, London, W.I.	4,214.61	4,050.00	- -	164.61	- -	180	The Council printed 1,000 Receipt Books out of which Mr. Taiyabur Rahman returned 765

Bangladesh Relief Committee, 67, Brick Lane, London, E.I.	Not Known	1,495.00	28.00	Receipt Books London Action Committee accounted for 20 Books, and 35 unused Receipt Books were returned by sundry collectors. Excepting 180 Receipt Books, all collections have been fully accounted for. The expenditure of the committee is £164.61. A list of collectors who did not deposit money nor the Receipt Books has been supplied by the Committee to High Commission for Bangladesh. 18 Action Committee's Receipt Books not returned of which 2 reported lost.
Bangladesh Survival Committee, 5, Derby Road, West Croydon.	,,	3,207.00		
Bangladesh Action Committee, 10, Cowley Mill Road, Middlesex.	,,	692.00		
Bangladesh Action Committee, Exeter.	,,	425.00		
Bangladesh Action Committee, Bournemouth.	,,	865.00		No account produced.
Bangladesh Medical Association	,,	1,325.00		Several reminders issued for return of Books but no response.
Bangladesh Action Committee, Islington.	,,	4,575.37		Account not produced.
				Account not produced.
Bangladesh Action Committee, New port.	,,	200.00		Collections were made by Committee's own Receipt book. Account not produced for audit. It is reported that a sum of £954-74is lying in Committee's Bank Account. Account not produced.

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
Sangram Parisad, Southhall, Middx,	,,	296.25					Account not produced.
Midland Region.							
Bangladesh Action Committee, 93, Statford Road, Birmingham	73,363.97	65,567.97	---	7,688.46	107.46	---	
Bangladesh Action Committee, 21, Bradder Street, Mansfield.	474.50	459.50	---	15.00	---	---	
Bangladesh Action Committee, 53, Church Street Halesowen,	1,866.10	1,866	---	---	---	---	
Bangladesh Action Committee, 6, Avington Road, Leicestrr.	5,463.50	5,251.60	---	211.90	---	---	
Bangladesh Action Committee, 74, Wylds Lane, Worcester.	2,212.00	1,806.20	---	386.80	19.00	---	
Bangladesh Action Committee, 40, Cresent, Coventry.	7,226.12	7,101.12	---	125.00	---	---	
Bangladesh Action and relief Committee, 94, Park Lane, Tipton.	380.00	380.00	---	---	---	---	
Bangladesh welfare Anociation 14, Parry Street, Wednesbury.	6,120.60	6,120.60	---	---	---	---	
A. Bangladesh Action Committee, Wednesbury.	2,365.00	2,365.00	---	---	---	---	Report sent to Steering Committee office by ordinary mail but these were not received. It is also reported that no fund has been collected through these books
Bangladesh Action Committee, 150, New John Street, Worcester.	363.00	310.00	---	---	---	---	
Bangladesh Action Committee, 34, Emerson Road, Dorset.	---	---	---	---	---	4	
Bangladesh Action Committee, 72, Coventry Street, Kidderminster.	---	5,402.00	4,922.00	---	459.89	20.11	

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
Bangladesh Action Committee 1, Morely Street, Loughborugh	3,805.00	3,100.00		---	705.00	---	£ 310.00 included in expenses but this Amount is donated to Birmingham Action Committee.
Bangladesh Action Committee, 7, Marefair, Northampton	4,984.44	4898.72		---	85.72	---	
Bangladesh Action Committee Nottingham	Not Known	1,770.00	---	---	---	---	No account produced.
Bangladesh Relief and Action Committee, 19, Mossley Road, Birmingham	,,	9,894.09	---	---	---	---	No account produced Statement produced showing amounts transferred to Bangladesh Fund.
Bangladesh Women's Association, 52, Wandsworth Road, Midland	,,	800.00	---	---	---	---	No account produced. A cheque for £155.00 which was dishonoured by bank. They were requested to re-issue the cheque by not response.
Yorkshire Region							
Liberation Front 10, Leicester Grove, Leeds.	7,001.00	6,299.00	---	702.50	---	3	
Sangram Parisad, 94, High Street Clackheaton	900.00	900.00	---	---	---	---	
Mukti Sangram Committee, 45, Kingshill Road, Huddersfield.	560.00	525.00	---	35.00	---	---	Reported lost.
Bangladesh Action Committee, 42, Victoria Street Middlesborugh.	4,618.00	4,098.53	---	519.47	---	---	
.Bangladesh Action Committee, 9, Cornwall Terrnce, Bradford	3,062.00	2,560.00	---	502.09	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
Bangladesh Sangram Parishad, 3, Scarborough Street, Southborough	823.53	823.53	---	---	---	---	
Bangladesh Action Committee, 27, Lister Lane, Halifax.	2,327.00	1,744.00	---	---	583.00	---	
Bangladesh Liberation Front, 25, Holker Street, Keighley.	3,455.00	3,455.00	---	---	---	---	
Bangladesh Mukti Sangram Committee, 42, Victoria Street, Teeside.	550.00	550.00	---	---	---	---	
Bradford Sangram Parisad, 10, Cornwall Road, Bradford.	17,636.00	14,500.00	3,000.00	136.40	---	---	One receipt book of the Action Committee issued to Mr. Afroze Bakht of Foxtone St. Bradford, who failed to return the receipt book even after repreated request.
Bangladesh Action Committee, 6, Thompson Road, Sheffield.	Not Known	6,736.68	---	---	---	9	Books were issued to Mr. M. Chowdhury Several reminders issued but not response.
Bangladesh Action Committee, 33, St. Peg Lane, Clackheation.	,,	852.00	---	---	---	5	These books were issued to Mr. Bari. Reminder issued but no response.
Bangladesh Action Committee, 10, Clerk Street, Scunthrope.	5,560.00	---	---	---	---	10	Reminders issued but no response
Bradford Popular Front, 86, Under cliff Street, Bradford-3,	250.00	145.00	---	---	105.00	---	
Manchester and Adjoining Place.							
Manchester Action Committee, 151, Oxford Road, Manchester, 13.	Not Known	42.100.00	---	---	---	27	27 Receipt Books reported lost. No account produced Used Manchester Action Committee’s own Receipt Books for collection

1	2	3	4	5	6	7	8
	£	£	£	£	£	£	
East Bengal Association 45, Cavendish Place, Newcastle-upon-Tyne.	1,994.00	1,994.00	-	-	-	-	
Bangladesh Association ---Crescent, Glasgow N..10	3,851.75	2,300.00	32.80	1,254.59	264.59	-	
Bangladesh Action Committee 105, Bold Street, Liverpool, 1.	180.85	-	-	180.15	-	-	No account produced for audit. Audited Account produced.
Action Committee Oldham, Lancs	1,573.39	-	-	-	-	-	This Committee used its receipt Books for collection
Rochdale Committee Rochdale	904.44	-	-	-	-	-	
Committee outside United Kingdom							
Bangladesh Club P.O. Box 10, Bahrain.	Not Known	1,497.57	-	-	-	2	Reported no collection made through our receipt books.
Bangladesh Education Centre,							
P.O. Box 152, Doha Quarter	,,	3,100.29	-	-	-	-	
P.O. Box 656, Libya	,,	2,382.42	-	-	-	-	
P.O. Box 363, Saudi Arabia-	,,	4,002.37	-	-	-	-	
P.O. Box 155, Muscat, Oman-	,,	184.00	-	-	-	-	
P.O. Box 641, Dubai-	,,	4,791.01	-	-	-	-	
Other Foreign Countries-	,,	386.05	-	-	-	-	
P.O. Box 181, Abu Dabi-	,,	6,557.46	-	-	-	-	
Bangladesh Samity, Al-Ain-	,,	1,369.49	-	-	-	-	
Steering Committee's Office Collection	,,	2,497.36	-	-	-	-	

ECEIPT BOOKS OF BANGLADESH FUND NOT YET RECEIVED

		Book Outstanding	Remarks
1.	London Action Committee-(Redisti ibuted to the following Collection by London Action Committee):		
(a)	Mr. Gauranga Saha Roy, 41, Tantallon Road,I London, S.W. 12.	1	
(b)	Ator Ali Khan, 40, Maple Street, London, W. 1.	1	
(c)	Mr. Sirajul Haque, 38, Arthur Deakin House, London, E.I.	6	
(d)	Mr. Harun-ur-Rashid, 23, renter's Avenue, London, N.W.4.	17	
(e)	Mr. S. Rahman, 27, Clifton Road, Southend on Sea.	10	
(f)	Mr. A. Khair, 7A, Dorset Street, London. W. I	1	
(g)	Mr. Abdul Ahad, 10, Kingston Hill, London.	1	
(h)	Mr. Shaista Miah, 275, Old Brompton Road, London, S.W.5.	1	
(i)	Mr. Abul Hussain, 113. Brick Lane, London, E. 1	1	
(j)	Mr. Abdul Khalique, Maharaja Restaurant, 50, Queensway, London, W.2.	2	
(k)	Mr. Nesar Ali, 4, Portland Road, London, S.E.25.	3	
(l)	Mr. Fazlu Miah, 19, Sale Place, London, W.2.	1	
(m)	Mr. Goyas Miah, 50, Brick Lane, London, E. 1	1	
(n)	Huji Nasimullah, 24, Chiksand place, London, E.l	1	
(o)	Mr. Amjad Ali, 21, Irene House, London, E.l.		
	Mr. A.London,	1	
(q)	London Committee could not account for	7	Reported lost.
2.	Enfield Committeem	1	Reported lost.
3.	Luton Committee	25	Reported not received.
4.	Relief Committee, Fordham Street, London, E. 1	I	Reported lost.
5.	Uxbridge Committee I	I	
6.	Uxbridge Committee II	3	
7.	Dr. M.A. Joarder, Beckenham Hospital, Kenl	1	

8.	Moulvi Bazar Jana Seba Samity	3	Reported lost.
9.	Bridgend Committee, Cardiff	6	
LO.	Mr. H. Rashid, 11, Goring Street	1	
11.	Dorset Committee	4	Reoported sent by ordinary post but not received at office
12.	Sheffield Committee	9	
13.	Halifax Sangram Parishad	1	
14.	Scunthorpe Committee	10	
15.	Manchester Committee	27	
16.	Cleakheaton Committee	4	

		Total 153	

ANALYSIS OF CONTRIBUTIONS OF ACTION COMMITTERS

Student Action Committee, U.K	1,200.00
Bangladesh Liberation Council, Mujibangar	1,000.00

	Total : 2.200.00

STEERING COMMITTEE

1.OBJECTS :

(1) To co-ordinate the activities of the Action Committees in U.K.
(2) To send material and moral help to Mukti Bahini and to send help to suffering people of Bangladesh.
(3) To achieve independence of Bangladesh and liberate Bangladesh from occupation Army.
(4) To organize meeting, rallies, etc. and to create public opinion outside Bangladesh.
(5) To sent delegates to different countries and world body to advocate the right cause of the people of Bangladesh.
(6) To co-ordinate the collection fo funds from the Action Committees.

2.COMPOSITON :

The Resolution constituting the Steering Committee provided that it would act in accordance with the advise of Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury.

The following gentlemen worked as members of the steering Committee throughout the liberation movement:

(1) Mr. Azizul Hoque Bhuia. Convenor.
(2) Mr. Sheikh Abdul Manan. Member.

(3)Mr. Shamsur Rahman, Member, and

(4)Mr. Kabir Chowdhury, Member.

3.OFFICE

The Committee's Office was situated at 11, Goring Street, London, E.C.3,

4.BANKER :

Lolyds Bangk Ltd. Cheapside, London, E.C.4.

5.AUDITOR :

Quazi Mujibur Rahman, A.C.A., was appointed Auditor of the Committee by the members.

6.ACTIVITIES :

(1) The Committee co-ordinated and controlled the Bangladesh liberation movement in U.K.

(2) Delegates and observers were sent to different countries to explain the liberation movement and to draw support and to create public opinion in our favour.

(3) Meetings, rallies and demonstrations were held to create public opinion in U.K.

(4) Co-ordinated collection for Bangladesh Fund by different Action Committees in U.K.

(5) Published "Sangbad parikroma" a Bi-weekly News letter, to keep the Bangalee community living in U.K. upto-date with liberation movement news.

(6) Published "Bangladesh Today", an English Weekly, to explain our movement to the people outside Bangladesh.

7. SUMMARY OF EXPENDITURE

Office Expenses:	£	£
Rent, Rates, Light and Heal	1,056.04	
Entertainment	270.86	
Volunteers expenses	1,900.47	
Printing, postages and stationery	698.63	
General expenses	131.58	
		4,057.58
Publicity Expenses:		
Publicity, rallies and meetings	4,288.76	
Publication and booklets	462.59	
Advertising campaign	1,486.58	
Telephone and Telegrams	1,187.58	
Travelling expenses	940.07	
		8,365.02
		3,055.11

Delegation Expenses
Mukti Bahini:

Materials to Mukti Bahini	3137.68	
Expenses for delegates from Bangladesh	1,220.73	
		4358.41
Contribution of Committees		1,583.
Fixtures, Fittings and Furniture		362.10
		21.782.05

Md. Azizul Hoquc Bhuia
Sheikh Abdul Miinnan
Sliamsur Rahman

For and on behalf of the Steering Committee of the Action Committees for the People's Republic of Bangladesh in U.K.

I have examind the annexed Statement which is, in my opinion in agreement with the books and records of the Committee and I certify that the Statement gives a true and fair view of the state of affairs of the Committee.

Quazi Muzibur Rahman
Chartered Accountant.
164. Broomwood Road,
London, S.W.ll.

The 30th September, 1972

STEERING COMMITTEE OF THE ACTION COMMITTEES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH IN THE UNITED KINGDOM

Statement of Receipts and payments for the period from 16lh April. 1971 to 30th September, 1972.

	£	£	£	£
Contribution from Bangladesh Fund				21,782.05
Deduct-Payments-				
Rent, Rates, Lighr and Heat		10,56.04		
Telephone and Telegrams		1,187.58		
Publicity, Meeting and Rally		4,288.76		
Publications and booklets, etc.		462.59		
Delegation Expenses		3,055.11		
Travelling Expenses	1,140.07			
Less-Contribution by Lanca-	200.00	940.07		

Shire Committee

Volunteer's Expenses	1,900.47	
Postage. Printing and Stationery	698.63	
Advertising	1,486.02	
Entertainment	270.86	
General Expenses	131.58	15,477.71
Materials to Mukti Bahini	3,137.68	
Expenses tor Delegation from Bangladesh	1,220.73	
Contributions to Action Committees	1,583.83	
Furniture, Fixtures and Fittings	362.10	6,304.34
		21,782.05
Balance - - -		-Nil

Notes : All properties have been transferred to High Commission for the People's Republic of Bangladesh in the United Kingdom.

Md. Azizul Hoque Bhuia
Sheikh Abdul Mannaii
Shamsnr Rahman

For and on behalf of the Steering Committee
of the Action Committees for the People's
Republic of Bangladesh in U.K.

ANALYSIS OF CONTRIBUTIONS TO ACTION COMMITTEE

	£
Student Action Committee - - -	765.00
Action Bangladesh - - -	250.00
Operation Omega - - -	100.00
Sundry Contribution - - -	25.83
Bangladesh Action Committee in Holland - - -	300.00
Bangladesh Action Committee in Sweden - - -	75.00
Enfield Action Committee - - -	68.00
Total-	1,583.83

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবুল এইচ, সাদউদ্দিনের চিঠিপত্র	ব্যক্তিগত চিঠিপত্র	এপ্রিল-মে, ১৯৭১

ETHNOM USICOLOGY
University of California.
LOS ANGELES-90024
April 27, 1971

Dear Mr. Senator,

We are speechless and dumbfounded at this hour of peril when the Pakistani military is pursuing a systematic plan of annihiliating all local leadership from Bangladesh (formerly East Pakistan) and is perpetrating gruesome actrocities on the defenseless people of my country. My brothers and sisters have been subjected to savage butchery committed by the bloodthirsty West Pakistani Millitary and all voices of protest inside Bangladesh have been stifled.

It is very shocking that no one in the U. S. Government has raised any voice of protest against the massacres nor has anyone condemned the brutal killings of innocent civilians including professors, engineers, doctors, lawyers, political leaders and students, by the Pakistani Millitary with arms supplied by your country. What a pity! President Nixon found Charles Manson guilty of murders, but he carefully preferred not to hear evil, see evil and speak evil as regards the happenings in Bangladesh. America's silence has become shameful now!

Please raise your voice to protest against the Pakistani Military's arrogance of power so that many lives may be saved in Bangladesh. If we cannot have a government of the people, for the people and by the people, must we then believe that political power can be achieved only through the barrels of guns? There is no denying that we will .. in freedom. **Bangladesh has come to be a reality.**

If the report of Red China's ultimate objective to wipe out all the moderate forces in favour of the extreme elements in Bangladesh is true (Vide Los Angeles Times; Thursday, April 22. 1971), then the United States will have to be the real loser in the long run. But at the same time we want to make it absolutely clear to you that we do not want your military involvement or intervention.

Please, Mr. Senator, we implore you to exert your influences to stop all aid to Pakistan-both military and economic. We in Bangladesh may have to starve but we will achieve freedom. Please also see that no educational scholarships and grants under U. S.

Exchange Programs are given to any Pakistani this year as a mark of your strong disapproval of the ruthless killings by the Pakistani Military Government. It may help bring the Pakistani Generals to their senses.

With my personal regards to you.

Yours sincerely.
(Abul H. Saaduddin)

35 Liberal Senators
both Democrats & Republicans
U. S. Senate
Capitol Hills.
WASHINGTON D C

----

505 Gayley Avenue. 401
LOS ANGELES.
Clifornia-90024
May 6, 1971.

The President,
Indiana University,
BLOOMINGTON, Indiana-47405

Dear Mr. President,

As an alumnus of Indiana University (1964) I have taken the liberty to write to you personally to draw your attention to the abominable atrocities still being committed by the West Pakistani Military on the unarmed civilian population of my country (formerly East Pakistan), which was recently forced to declare independence and the establishment of a newly formed Government of Bangladesh (Bengal).

Meagre reports coming out of Pakistan as a result of the most effective military censorship do not reach most Americans but nevertheless, there is no denying that the military brutality has been of a very high magnitude. Professors of Dacca University has been killed in the most gruesome manner in some cases, with their entire family. The following partial list of the victims will suffice to covince you of the legitimacy of my statement. Perhaps some of your professors in the School of Business Administration might have known these unfortunate professors personally while they were teaching at Dacca University. If you had any chance of getting first-hand reports from any American evacuee from Dacca or Chittagong, all my statements will seem to you as nothing but understatements.

In view of the ruthless butchery committed by the Pakistani Military (95% of both officers and enlisted men are West Pakistani; Bengali officers, and not many in number, are never promoted beyond the rank of Lieutenant Colonel) on the Bengali populace of Bangladesh, I fervently appeal to you to express your strong vocal condemnation and

indignation at the Pakistani Military Government's utter lack of respect for precious human lives of our people.

Indiana University maintains program of co-operation with both the Punjab University in West Pakistan (Education) and Dacca University (Business Administration). I urge you Mr. President to prevail on the members of the Board of Trustees and also the other officers and Deans of the Indiana University to suspend officially all kinds of cooperation with the Punjub University for an indefinite period with immediate effect as a mark of your strong protest and revulsion against the West Pakistani Mi I itary junta's most heinous barbarity. Please make sure that not a single West Pakistani scholar or official in the ruthless government gets any scholarship or grant from your University this year. Suspension of co-operation with Dacca University does not arise for obvious reasons.

It is a pity as well as shocking that the U. S. State Department called these current unfortunate events and happenings in Bangladesh as "internal matters" of Pakistan ! Perhaps I shall do justice to myself in thinking that Hitler's "final solution of the Jewish problem" inside Germany was indeed Nazi Germany's "internal matters" too?

I suppose there is no Bengali student at your University at present. 1 felt that when silence becomes shameful one has to speak out, and hence my sending this letter to you.

With my personal regards and best wishes.

Yours sincerely,
(Abul H. Saadudin)
Teaching Assistant,
Institute of Ethnomusicology
U. C. L. A.

Mr. Abul Saaduddin
Ethnomusicology
University of California
Los Angeles. California 90024

UNITED STATES SENATOR
Committee on
Labour and Public Welfare
Washington, D. C. 20513
May 20, 1971

Dear Mr. Saaduddin;

Thank you very much for your letter and the enclosed material concerning the situation in East Pakistan.

The events which have occurred in your country in past months are indeed tragic. They warrant our attention and concern.

As you may know there is legislation in the Senate to cease arms shipments to Pakistan and I will certainly support this important measure when it reaches the Senate Floor.

I was pleased to learn that the United Nations is considering emergency aid to the unfortunate victims in East Pakistan and trust this aid is forthcoming.

I am glad you took the time to contact me on this important issue. I assure you it will continue to receive my commitment and concern. I will certainly support measures in the Senate designed to alleviate the terrible plight confronting your people.

Sincerely.
Alan Cranston
California.

UNITED STATES SENATE
Committee on Foreign Relations
Washington. D. C. 20510
May 21, 1971

Dear Friend :

Thank you for your communication regarding the tragic situation in Pakistan. I appreciate your taking the time to write.

You will be interested to know that the Committee on Foreign Relations on May C approved a resolution calling for the suspension of military assistance to East Pakistan until the conflict is resolved and the normal distribution of relief supplies is undertaken. Because of your concern about this situation, I thought you might be interested in reading the Committees report on S. Con. Res. 21. A copy is enclosed.

I regret the necessity of resorting to a form letter, but my mail has been so heavy on this subject that I find it impossible to provide an individual response.

Sincerely yours,
J. W. Fulbright
Chairman.

UNITED STATES SENATE
Committee on the Judiciary
Washington, D. C. 20510
May 24, 1971

Mr. Abul H. Saaduddin
505 Gay ley Avenue 401
Los Angeles, California 90024

Dear Mr. Saaduddin,

Thank you for taking the time to share your views with me.

The use of American arms and other military material in the Pakistani Civil War has troubled me deeply. Although there is little which the United States can do to prevent American weapons already in the hands of the Pakistanis from being used, we can make it abundantly clear that no more military supplies will be forthcoming. In order to advise the President of my feelings on this matter, I have cosponsored S. Con. fees. 21 which provides that all American military assistance to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved and that all licenses for military sales to Pakistan should be suspended pending the termination of the terrible conflict. We all hope and pray that the people of East Pakistan will be spared any future natural or man-made disasters.

It was good to hear from you, and I hope you will always feel free to let me have your views on issues facing our country.

Sincerely,
Birch Bayh
United States Senator,
Indiana.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী, বাঙালীদের প্রচারিত 'টু এ্যাপিলস'	এ, এম, মুহিত সংকলিত 'Thoughts in Exile'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

TWO APPEALS

March 28. 1971

Background

Only four months ago the people of Bangladesh (formerly East Pakistan) experienced the greatest natural disaster of modern limes when a cyclone hit the coastal areas. The utter apathy and criminal negligence of the military regime was witnessed by the whole world at that time. To-day the same military junta are enacting the greatest man-made human tragedy of modern era.

A wholesale massacre of defenceless people by the army with machine guns and bombs has been going on for the past three days. Hospitals have been bombed, population centers razed to the ground, unarmed people mowed down in the streets- this is the picture that has been given to the world press by foreign correspondents present in Dacca when the carnage began. It is a measure of the horrible intention of the military that they have found it necessary to expel I the foreign correspondents at gun point. What is taking place is a massacre without parallel in modem history.

The people of Bangladesh are being systematically killed, because they have committed the crime of demanding that the military junta led by General Yahya hand over power to the elected representatives of the people. This promise was solemnly made by General Yahya when he illegally usurped power and was repeated before the General Assembly of the United Nations on October last year. The events of this month have made it clear, if there any doubt, that the military junta have no desire to abdicate power to the people, or loosen their colonial grip over Bangladesh. They are determined that Bangladesh should continue to remain a colony and captive market for West Pakistan, even if it means decimating the population.

The people of Bangladesh are no less determined to break themselves loose from a forced union with their oppressors from West Pakistan.

Let there be no doubt as to the outcome of this contest of wills. They are equipped with modern weapons, we are equipped with invincible faith in our cause. They are mercenaries, we are freedom fighters. They are few, we are many. They are morally corroded. We are morally strong. They may win a few battles, but we will win the war.

Appeal to the people and Government of the United States

The struggle that is now going on in Bangladesh, is part of the general world-wide movement for liberation from colonial domination. It is no different from the struggle that the American People waged against their distant rulers two centuries ago. Like the British colonies in America, East Pakistan is being bled white in the interests of alien

rulers thousand miles away. Like you, we are having to pay taxes to a distant government indifferent to our welfare, without any right of representation. Like you, we have decided to exercise our right of self determination. Like you, we will prevail, no matter what the cost.

Knowing the great traditions of the American People, the people of Bangladesh have no doubt, that the American Government and people will do their best to arrest the monstruous genocide in Bangladesh. Time, however, is of essence. If innocent human beings have to be saved the time for action is now.

In the name of humanity we appeal to you to use your influence as a world power to stop the indiscriminate killing of thousands of innocent civilians.

You can help us by not helping our oppressors. We beg of you not to give any assistance, military or economic, to the Yahya regime.

You can help us by recognizing the newly-formed provisional Government of Bangladesh. We implore you to recognize this democratic government immediately.

Appeal to the peoples and governments of the world

The struggle that is now going on in Bangladesh is part of the general world-wide movement for liberation from colonial domination. East Pakistan is being bled white in the interests of alien rulers thousand miles away. We are having to pay taxes to a distant government indifferent to our welfare, without any right of representation. We have decided to exercise our right of self determination and we will prevail, no matter what the cost.

The people of Bangladesh have no doubt, that your Government and people will do their best to arrest the monstruous genocide in Bangladesh. Time, however, is of essence. If innocent human beings have to be saved the time for action is now.

In the name of humanity we appeal to you to use your influence to stop the indiscriminate killing of thousands of innocent civilians.

You can help us by not helping our oppressors. We beg of you to impose sanctions against the fascist Yahya regime.

You can help us by recognizing the newly-formed provisional Government of Bangladesh. We implore you to recognize this democratic government immediately.

-By the Bengali Community of U. S. A.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের ওয়াশিংটন দূতাবাসে বাঙালি কূটনীতিকের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি	এ, এম, মুহিত সংকলিত 'Thoughts in Exile'	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

A NOTE OF PROTEST
By Messrs M. F. Ban, Muhid Cliowdhury and Mostaque Ahmed.

May 19, 1971

We have followed with great concern and dismay the actions of the Government of Pakistan in East Pakistan since March 25, 1971. We are appalled at the cold-blooded murder of tens of thousands of innocent and defenceless Bengalis and the brutal suppression of the democratic movement for autonomy. The atrocities committed by the west Pakistani army against the civilian population of East Pakistan and the apparent intention of the Government to continue this inhumane course of action render our continued association with that Government repugnant to our sense of dignity and moral propriety.

This attitude of denigration toward the Bengalis by the Government of Pakistan was further evidenced by the summary, unjustified firing of Mr. A. R. Khan, an Assistant Education Officer in the Embassy on 17th of May 1971 for his having attended the hearings of the United States House of Representatives Foreign Affairs Sub-committee of Asian and Pacific Affairs regarding the East Pakistan situation on May 11, 1971. The session attended by Mr. Khan was open to all members of the public and Mr. Khan was there only as a spectator. He made no statement of any nature nor was his presence especially notable. The same session was also attended by Mr. Akram Zaki, a Counsellor of the Embassy of Pakistan along with other West Pakistanis.

The Embassy's seizure of this occurrence as a pretext to fire Mr. Khan for alleged "misconduct" makes explicitly obvious the intention of the Government of Pakistan to extend its persecution of Bengalis even to those employed by that Government here in the United States.

We consider it both humiliating and discriminating that a Bengali employee should be fired while his compatriots from West Pakistan are not penalized for the same offence, if that indeed is an offence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে বাঙালী কূটনীতিক এ, এম, মুহিতের স্মারকলিপি	এ, এম, মুহিত সংকলিত 'Thoughts in Exile'	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

MEMORIAL TO PRESIDENT YAHYA KHAN
A. M. A. Muhith

July 21, 1971

Almost fifteen years back I was appointed to the Civil Service of Pakistan by the President of the country and it is with a heavy heart that I am giving notice of my dissociation with the government of Pakistan as it is constituted now.

As a young man of 22, I joined the Civil Service of Pakistan with high hopes for myself and my country. Pakistan was the dreamland of my adolescent years-the fulfillment of a revolt by Muslims of India against civic and economic exploitation and religious and cultural subjugation by the more advanced majority community. Civil Service appeared to me to provide not only a decent means of living but also a vehicle for serving the poor people of my country. To the best or my knowledge I tried to serve my country with loyalty and dedication which was recognized at various stages of my career. I was called upon to shoulder responsibilities in positions of trust and confidence, I enjoyed my busy but brief term as a Deputy Secretary to the Government of East Pakistan, General Azam Khan. I considered it a privilege to work as Deputy Secretary to the Cabinet for almost three years under President Ayub Khan and then for a short period under you. I was also given the civil award of Tamigha-e-Pakistan in 1966.

In the course of my service with the government which I have spent evenly between East and West Pakistan, I have like many others of my colleagues after found that justice was not being done to the cause of East Pakistan and the Bengalis were being discriminated against. It cannot be denied that we did not live up to the ideals on which Pakistan was founded-exploitation of one community by another and one region by another continued to flourish, equal opportunity never became available to citizens irrespective of class, language and domicile, democ rati sat ion of society and political institutions was deliberately and constantly hindered. But the situation never seemed totally hopeless. Participation by Bengalis in civil administration was gradually though agonisingly slowly increasing. Your good self held out the hope of their participation in political decision-making and there was every reason to believe that it would come tine. Acceleration in economic development was receiving attention even though not without grudge from many quarters. It appeared that the exploitative design of many of our compatriots from West Pakistan was at last on its way out. In our system party politics is not the cup of tea for a civil servant but what I am referring to is not a mater of party politics, it is the question of welfare of the majority of our people, it is an issue which has become very basic to our existence as a nation.

The recent events in Pakistan, as you have said it yourself, are a source of great anxiety and agony for the whole country and for the Bengalis in particular. Just when the country was on the threshold of a democratic era it appears that the fabric of the society and the basis of nationhood have been brutally shattered. Those of us who are outside the country have been observing the developments in East Pakistan political situation since December last in silent anguish. Even after the massive support that the demand for autonomy as reflected in the Six Point Programme received in East Pakistan, it was not heeded to by the powers that be in Pakistani. Instead you chose to lose the initiative by agreeing to postpone the Assembly session and allowing separatist sentiments to secure the upper hand. However, hopes for Pakistan were revived when you began negotiations in the middle of March. But such hopes were totally the news of the brutal military crack-down was received. Not till the lapse of almost a day the full significance and the objective of the military strike could be known. From than onward the information supplied through government channels was in such conflict with that received through all other sources that it was difficult to come to a correct appreciation of the situation. With the passage of lime the vast Iragedy in unfolding itself in full splendour. The belated announcement of the conspiracy was as unconvincing as a similar attempt made three years back {the infamous Agartala conspiracy case). All that appeared true is that the vested interests that dominate Pakistan could not be reconciled to ending exploitation and surrendering power to people; a military solution of a political crisis was being atlempted.

A dying man catches at a straw and I was, like many others of my countrymen, trying to find a ray of hope even through the darkest clouds. 1 have been hoping to see the lunatic course of military operation halted. I have been hoping that you would take steps to disengage the army from East Pakistan. I have been praying that you would at last come to terms with people's representatives and allow the Bengalis the right of self determination (a principle for which our country has been crying its voice hoarse throughout). But as regrettable as it may be not a single sane or rational move has so far been made by your government. Your long awaited announcement of 28th June has been a dismal disappointment that way. This statement leaves no room for any hope or optimism. On the other hand all over action of the government seems to be directed towards intensifying the reign of terror in the country, establishing a colonial rule in East Pakistan suppressing all civic rights there and finally destroying the economy of both wings of Pakistan.

Though it has been claimed that a small group of misguided people attempted to disintegrate the country, punishment is being meted out indiscriminately to all Bangladesh. On one pretext or another Bangalis are being killed and properties are being destroyed. Clearance of shanty towns, reprisals against sniping or acts of sabotage, prevention of sabotage to communication network, pursuit of miscreants and such other pretexts represent only a small sample. Your government is following an unholy mission of eliminating the Hindus in East Pakistan on the basis or an insulting insinuation that 64 million Bengali Muslims are being misguided by a more 8 million down-trodden residue of the Bengali Hindu community who did not have the willingness or means to take refuge in India over the last 22 years. For over three months now a mindless military

operation is going on which has rendered the event of staying alive as the greatest luxury in East Pakistan. Government instead of ensuring security of life and property of its citizens has taken upon itself the task of decimation of the country and the destruction of its people. Patriotic citizens have been driven into a foreign country which has never been friendly to us before. Citizens are being forced to die of disease and starvation both inside and outside the borders of East Pakistan. Your government has made the flow of information from as well as to Pakistan (both East and West wings) so difficult that there is no escape from the conclusion that you are afraid of skeletons in the cupboard. There is indeed, a complete reign of terror in the country and in East Pakistan such a situation is only heightened by mystery and atrocities that beggar description.

Though it is being widely circulated that power will shortly be restored to people, an attempt is being made to set up a colonial Rile in East Pakistan. Transfer of officials, both high and petty, from the West to run the Government in East Pakistan, relocation of non- Bengalis in strategic points in East Pakistan, importation of labour from the West to run the ports, airfields, factories and communication network in East Pakistan are steps which only a wild colonial power can contemplate. All Bengalis are suspect under your government. People in responsible positions are either being eased out or rendered ineffective. The relationship between Bengali and non-Bengali officials is taking a form worse than the relationship that existed in olden days between British officials and their native colleagues. People in East Pakistan, usually so vocal, under the pressure of your military stranglehold have become dazed and muted. They have to speak like parrots and write 011 the dotted lines for the sake of their skin.

Your government has adopted a course of action which is not only bleeding East Pakistan white but also destroying West Pakistan in the bargain. In East Pakistan cities remain largely deserted; lines of communication, out of economic activities, at a standstill; civil administration, vastly out of gear; and the youth of the nation, in hiding. Procurement of food grains has been very low (only 600,000 tons have been shipped in since September 1970). Supplies of essential items have been virtually at a halt since February 1971 and harvesting as well as sowing have been poor. All this presents a spectre of immediate misery in East Pakistan which is beyond human comprehension. At the rate at which insurgency is gaining momentum, there is no hope for any mitigation of this cotastrophe. The effects of East Pakistan situation are very deep on West Pakistan. West Pakistan has lost a good and large market. She is being asked finance the military operation in the East. Economic and millitary assistance from the outside world have been lost. The country has been thrown into a state of utter bankruptcy.

The government of Pakistan which is headed by you has lost all its claim to legitimacy by suppressing the elected representatives of the people. You have declared the most popular party in the country as "forever banned." Many leaders representing the people in both the wings of the country have taken to flight on account of your threats. The brutality with which massacre is being committed under your order and human habitations are being destroyed as well as the ruthless suppression of dissent in both parts of the country have rendered the claims of your government to place in the civilized world totally untenable. Your pre-emptive strike of March 25, has sown the seeds of a

war of liberation in East Pakistan and your forces there are treated as occupation forces. The savagery with which the strike has been made has engendered hatred of West Pakistanis among Bengalis and the rifl between the two wings now is top deep to be repaired. In fact, the basis of nationhood has been buried under mutual hafted and fear. It is not at an far-fetched to think that the epitaph of Pakistan has been written in the mangograve of Meherpur. Your government in the eyes of the world stand guilty of the crimes of genocide and dismemberment of the Pakistani nation.

Your government has also caused grave harm in many other ways. It has defiled Islam by killing innocent people or at least being the cause of their death and by destroying human habitations including places of worship. The crisis in East Pakistan threatens the security of 65 million Muslims living in India. The course of action adopted by your government has escalated a war situation between India and Pakistan. It has driven East Pakistan into the arms of India-a disservice which just cannot be forgiven. On top of everything you have set in the process of class war in East Pakistan-a social jolt which may affect the stability of entire South Asia for a long time.

Under these circumstances, in your quiet moment you will appreciate yourself that it is not possible for me to be associated with your government any more. I have waited long enough to see one rational move by your government. I am essentially not made of a native official under colonial masters. I have always chosen to state my views without fear but such a situation does not exist anymore in Pakistan. As such I am afraid, at this stage I have to be content with living abroad. In clear conscience I cannot go back to take my rightful place as a civil servant as long as your military stranglehold continues in East Pakistan. It looks abundantly clear now that the cause of Bangladesh alone will free the country (its both wings) from the oppressive, illegitimate and savage usurpation of power that has now taken place in Pakistan. I have no option therefore, but to support the cause of Bangladesh and affirm my loyalty to that cause. I can assure you, Sir, that I am expressing the sentiments of every same civil servant working under you who are afraid to speak out on account of the reign of terror that obtains in the country.

I would like to conclude with a personal prayer for you. I would like to believe that you are a man of sincere intentions but have become victim of galloping circumstances. I would, therefore, hope that you would soon shake off the evil influences or else dissociate yourself from the current tragedy. May Allah show you the path of righteous- ness and you find time to seek forgiveness for the sins for which perhaps you are unwittingly responsible.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের কারণ সংবলিত বাঙালি কূটনীতিক এ, এম, এ, মুহিতের বিবৃতি	এ, এম, মুহিত সংকলিত 'Thoughts in Exile'	২৭ জুলাই, ১৯৭১

WHY I QUIT

July 27, 1971.

The question that I would try to answer this evening in "What made me dissociate myself from the government of Pakistan and espouse the cause of Bangladesh." Since March 25, I have been deferring this decision in the hope that President Yahya Khan would make a proper move for a peaceful settlement of the crisis. No ground exists for such a hope anymore and so it becomes impossible to go on working for a self destructive government.

I must admit, however, that fifteen years of service with the government of my country, which was the dreamland of my adolescent years, could not be lightly brushed aside. 1 had also fond memories and associations, such as one of working for President Yahya himself.

The questions that agitate me about the government that is now in power in Pakistan are those relating to its legitimacy, its colonial ambitions, its savagery, its political and economic blunders, and its utter lack of humanitarian concern.

President Yahya used to call his government a caretaker government waiting to hand over power to people's representatives. Now he has suppressed people's representatives elected in the most free and fair elections ever held in the country, he has banned the most popular political party in the country for even and he has indicated that material law will not be lifted in the foreseeable future. Thus his government now has lost all claims to legitimacy.

Instead of guaranteeing the security of lives and property of its citizens, the government of Pakistan has made the fact of "staying alive" the greatest luxury in East Pakistan. Atrocities that this government is committing in East Pakistan, the frenzy with which it is driving Bangaiees out of the country and the suppression that it is making of dissent in both wings of the country, not only forfeit the right of this government to a place in a civilized world but also make it responsible for dismemberment of the country.

The government is desperately trying to establish a colony in East Pakistan through a reign of terror and a massive transfer of officials and labourers from the West. For a poor country with many other problems in hand such an attempt is sheer madness.

The government has embarked on a dangerous course of action which it is pursuing relentlessly. It is very frightening because it is so mindless. It has not only escalated a war situation in South Asia but also sown the seeds of violent social upheaval in that area. It is bleeding East Pakistan white and at the same time runing the economy of West Pakistan too.

In East Pakistan today the extent of human misery is simply incomprehensible. Leaving aside the death toll and destruction of property on account of army strikes, the spectre of famine is horrifying. Total disruption of communication network coupled with the gripping sense of terror has virtually halted all economic activities and movement of foodgrains and other necessities.

Despite the flight of seven million refugees, starvation in scattered pockets in East Pakistan now is unquestionable. Against a food gap of 2.3 million tons during last fiscal year only 1.3 million tons could be imported. And also movement of food stocks within the country from surplus to deficit areas remained suspended since March.

Prospects in the immediate future are bleaker still. The most optimistic estimate places production this year at 30% less than normal meaning a deficite of 3.5 million tons. Even if the refugees do not return, it will be necessary to ship 2.5 million tons of foodgrains into East Pakistan between now and June 1972. The internal transportation system with all possible addition of river vessels cannot handle more than 100,000 tons a month even if acts of insurgency remain at the low level of last month. This, however, is contrary to facts; there is evidence of intensification of such activities. I cannot visualize how foodgrains in excess of 1.2 million tons can be supplied to East Pakistan during the current year under present conditions. If hungry millions are to be saved the first essential condition is restoration of peace in East Pakistan. I mean genuine peace and not the silence imposed by guns and bayonets. The second condition is involvement of the entire population in a crash program for food distribution. None of these conditions, I am afraid, can be met as long as Pakistan government's military stronghold continues in East Pakistan, as long as Bangalee people nurture their sullen fear and resentment and as long as they continue to fight either directly or through sabotage and non-cooperation.

In 1943 Bengal had the worst famine in its history. Transport system was out of gear due to war and shortage of food amounted to 6%. That famine took a toll of between 2.5 to 5 million lives. This time the death toll is going to be multiplied by three times. This means in the next 3 months some 7.4 to 15 million people will starve.

I do not intend to sound like a prophet of doom. I believe the position can be redeemed. The world should not sit by in impotent anguish and witness the destruction of a people. It is dangerous to allow the Bangalee people to be totally brutalised. It is still more dangerous to permit madness in political behaviour.

Let me conclude by appealing to the conscience of the world to raise its voice effectively against Pakistan's madness.

- A. M. A. Muhith

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক সামরিক জান্তার অধীন গভর্নর মালিকের নিকট জনাব মুহিতের চিঠি	এ, এম, মুহিত সংকলিত 'Thoughts in Exile'	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

A LETTER TO GOVERNOR MALIK

September, 1971

You have asked for creation of an open society where issues will be settled by force of argument. Do you honestly believe that there is any possibility of such a course of action in West Pakistan or Bangladesh as long as Yahya's hordes arc not totally annihilated? That was what the country was wanting to do when Bhutto joined in the conspiracy of Yahya's gang to thwart the process altogether. I am surprised that you should say that after having been dismissed like a domestic servant on February 21 when the real shift of power to the hawks took place. How can you now try to remove 'suspicions'?

You are asking for rebuilding the economy and the society & to forgive & forget the past. For whom do you rebuild the economy? For your masters from West Pakistan and the Biharis whom we chose to give shelter when they were homeless? How can you forgive and forget when no family is there in Bangladesh who have not suffered death and destruction in the hands of Yahya's gangsters? Much less of it caused the partition of India. I feel like quoting you that we are "compelled to seek a separate homeland after we found our very existence threatened in United Pakistan." It is indeed a repetition of history and I lived through that also.

For God's sake do not talk of Indian conspiracy and their involvement in the creation of present troubles. Any time Bangalis get a chance to assert their will the hand of India is discovered. Your masters also had the nauseating temerity to accuse Sher-e-Bangla of complicity in Indian conspiracy. I have personally heard such accusations against Mr. Nurul Amin whose concern for Pakistan's solidarity is much more than that of any West Pakistani.

You have talked of national suicide for the Bangalis. Fortunately that is not the case this time. Pakistan was broken up by Yahya-Bhutto axis on March 25 and you cannot put it together again because a river of blood and 'scorched earth' is between the two regions now. Incidentally the destruction of Pakistan was caused by people who had no involvement in the Pakistan movement, who made no sacrifices for Pakistan but enjoyed rich dividends out of its creation. The Punjab did little for Pakistan but got the most benefits. Yahya and his generals have never worked for Pakistan so it was easy on their conscience to destroy the country. Bhutto was an Indian citizen as late as 1952. so it is only natural that personal lust for power should be more important to him than Pakistan's survival. I derive some satisfaction in the fact that Pakistan was not destroyed by those who worked for its creation.

You have given the assurance as the Governor to help rehabilitation of refugees and have claimed that minorities are good citizens. I am not sure about your authority and brief. I was told by Pakistanis that every Hindu was an enemy and they had caused all the trouble, they misled Bangalee Muslims. I took it as an insult on the intelligence of Bangali Muslims and you will notice that in my letter to Yahya I protested against such stupid insinuation. It looks that your speech is for international consumption and so any amount of untruth does not really matter. You are talking of arrangements with India for taking care of minority problem. May I remind you that you are for getting your history; you are talking of a situation when there were communal riots in both countries. This time it is not communal riots, it is deliberate policy of genocide by an organized government against Bengalis and specially Bangali Hindus.

You have talked of the futility of terrorist movement. You are forgetting that this is not a terrorist movement, it is a war of liberation. In dealing with civilised Britain who were governed by a democratic parliament, you could rely on constitutional methods to gain your objectives. Even then you had non-cooperation, civil disobedience movement (Punjab & Assam 1946-47) and Direct Action. Today you are dealing with a dictatorial military regime, the tactics have to be different. You are dealing with uncivilized, uneducated and unpatriotic vested interests of West Pakistan.

You have emphasised the food crisis but have followed the brief closely in maintaining that transportation and not food availability is the problem. When we were shouting about food crisis Yahya retorted sharply that godowns were bursting with stocks. But now it turns out that you cannot get as much food in the country as is required. You have spoken of plans to import 2.3 m tons. From my direct experience I can tell you that with the "goodwill" of the West Pakistan Government you will never reach a target anywhere near it. Do you know how much of 2.3 m tons planned for import last year was actually imported? It was only 1.1 m tons. You know better to be hoodwinked by your very dishonest masters who lack integrity in every respect.

You have promised test relief works, financial help to returnees and reconstruction. Do you really believe you will have either the currency notes (printed money) or the real resources? The experience of last November is otherwise. Even resources transferred from abroad did not reach Bangladesh. The relationship of the two regions was founded so much on exploitation of Bangladesh that deceit, outright lies and crooked maneouvers really did not bother West Pakistan. Do you believe that your speech and decision to serve them will change all that?

You are talking of a development programme of Rs. 279 million in Bangladesh. 1 am amazed that you should men tion it. Those who framed the budget, even they are under no illusion about this exercise in fantasy.

Your dream of a united, powerful and proud Pakistan is so absurd and your wish on restoration of power to the people is so pretentious that I could not help touching on them too. Pakistani ruling junta is a horde of barbarians, they cannot put up a civilised image anymore. They are also not in a mood to return power to the people. Just read through Yahya's speech of June 28 and analyse his activities since then including his choice of stooges for Bangladesh.

You are an elderly person and have been very close to me. I have used rough language because it pains me so much to find you performing such a heinous role in the winter of your life. Yahya dispensed with your services in February against your saner suggestion. How can you believe in the intentions or capability of this man who is either gone mad or has been entrapped in a mad circle? There is no way out for Pakistan anymore. Ever)' mother in Bangladesh is distressed, every young man is a revolutionary, every soul secretly harbours the idea of liberation from the ruthless occupation of your masters. That liberation is coming soon and that alone will teach this mad junta the lesson of its life. That alone will liberate West Pakistan as well. You are a non-entity in this process and the sooner you have this realisation the better it is for you and for the country.

নির্ঘন্ট

অ
অনিল, ১২১
অনুপ, ১২১
অনূকুল ঠাকুর, ৫৭৯
অবজারভার, ৪৮০
অভিযান (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র), ৬৭১
অসহযোগ আন্দোলন, ৫-৬
অস্ত্র হাতে তুলে নাও (নৃত্যনাট্য), ৬৪৪-৪৯
আ
আইলিংটন, ১১৬
আইয়ুব শাহী, ৪৮৩
আউয়াল, আবদুল, ১১৭
আওয়ামী লীগ, ১৪২, ১৮৫, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৭-৮৯, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৩-১৪, ৫১৫, ৫২৩, ৫২৬, ৫২৯, ৫৩৪, ৫৭৭
আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কিং কমিটি, ৫২৩
আওয়ামী লীগ (লন্ডন), ১৪২-৪৪, ১৯৭-৯৮
আজম, গোলাম, ৪৮৮
আজাদ হিন্দ ফৌজ, ৪৬৬
আজিজ, আব্দুল, ১৪৩
আজিজ, এ (মাস্টার), ৬০০
আনোয়ার, ১২১
আনোয়ারা, ১২১
আবেদীন, এস, ৫৯৯
আমরা, ৩৪৩-৪৬, ৩৪৮-৪৯, ৩৫৪-৫৫, ৩৫৬-৫৭, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২-৬৪, ৩৬৫, ৩৬৯-৭০, ,৩৭১-৭২, ৩৭৩-৭৪, ৩৭৫-৭৭, ৩৮০, ৩৮২-৮৩, ৩৮৪-৮৮, ৩৮৯-৪০৩, ৪০৪-০৫, ৪০৬-০৭,৪০৮-১৫
আল মোজাহিদ, আজিজ, ৬-৭
আলী, আকবর, ১১৭
আলী, আলতাব, ৫৯৯
আলী, ইউনুস, ৬০৫
আলী, গজনফর, ১১৭
আলী, তৈয়াব, ১১৮
আলী, তোয়াহিদ, ১৪৪
আলী, প্রতাব, ১১৭
আলী, মকবুল, ১১৮
আলী, মকসুদ, ৩৬০
আলী, মজলিস, ৫৯৯
আলী, মনসুর, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১৩
আলী, মশরফ, ১৪৪
আলী, রমজান, ১৪৪
আলী, মাহমুদ, ১১৮
আলী, মিম্বর, ১৪৩
আহমদ, মোজাফফর, ৪৬৬, ৪৯৮, ৫১৩, ৫১৫
আলী, মোহাম্মদ কমলদার, ১৪৪
আলী, সলমান, ৭
আলী, সাদিক, ১১৭
আলী, সাহিদ, ১১৭
আলী, সুনফর, ৫৯৯
আলী, সোহরাব, ৫৯৯
আলী, হাজী আফতাব, ১১৮
আলী, হাজী আসাব, ৫৯৯
আলী হোসেন, ৩৫৩
আহমদ, ইউ, এন, ১৪৪
আহমদ, এ, কে, মকবুল, ৫৯০
আহমদ, তাজউদ্দীন, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১৩, ৬০৪
আহমদ, মওদুদ, ৬১৮
আহমদ, মহিউদ্দিন, ৬২৪
আহমদ, মিনহাজউদ্দিন, ১৪৩
আহমদ, শরিয়তউদ্দিন, ১৪৪
আহমদ, সায়িফউদ্দিন, ৫৯৯
আহমদ, সৈয়দ বশির, ১৮৯
আহমদ, এম, এম, ৪৭৮
আহমদ, খোন্দকার মোস্তাক, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১৩
আহসান, এম, ইউ, ১১৭
আয়ান, মিকার্ডো, ১৪৫
ই
ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ, ১১৯-২০, ১৮৭
ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, ১৬৯
ইস্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশন, ১০
ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট, ২-৩, ৪-৭

ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিউজ, ২
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, ২৩৯-৪০, ২৬১-৬২
ইস্ট পাকিস্তান লীগ (আমেরিকা), ২২৮-২৩১, ২৩২-৩৬, ২৩৭-৩৮
ইসলাম, এ, কে, এস, ১৪৪
ইসলাম, নজরুল (কবি), ৫১
ইসলাম, নূরুল (ডাইরেক্টর, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন), ৫৮১
ইসলাম, নূরুল, ১৪৪
ইসাম, সৈয়দ নজরুল, ৪৭৬-৮৩
ইসহাক, মোহাম্মদ, ১৪৫৩
উ
উইলসন, হ্যারল্ড, ১৯৯, ২৬১
উ থান্ট, ৯, ৫৮২
উ-নাইন্দা, ৫৮৫
উ-পন্ডিতা, ৫৮৫

এ

এইড বাংলাদেশ কমিটি (ইউরোপ), ৭০-৭৪
এজিদ, ৪৪৪, ৬০৪
এশিয়ান রেকর্ডার, ৪৫০-৫১, ৪৯৮
এ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ-কে, ২৮
এ্যাকশন কমিটি (বে'সওয়াটার), ১৩৭
ও
ওমর, মোহাম্মদ, ১৪৪
ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটি, ১৮৯
ওয়াজিউল্লাহ, ৫১৬, ৫১৮
ওয়ার অন ওয়ান্ট, ৬৫৯
ওসমান (মেজর), ৬০৫
ওসমানী, এ, জি, ৪৭৯
ওয়ারিছ উল্লা, ১১৮
ওয়াহিদুজ্জামান, ৪৮৮

ক
কনভেনশন কমিটি, ৯৮, ১০৪, ১০৬-০৮, ১০৯, ১১৫-১৬, ১২৬-২৭, ১৩৯-৪১, ১৪৮-৫৩, ১৫৮-৬৪, ১৯২
কর্নেলিয়াস (বিচারপতি), ৪৭৮
কবির, আলমগীর, ৬৭১

কবির, শাহরিয়ার, ৬৬৮-৬৯, ৬৭১ কামরুজ্জামান, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১৩
কামরুজ্জামান, ৪৭৮, ৪৮৩, ৫১৩
কমিউনিস্ট, ৫৩৭-৪৮
কুন্ডু, নিতুন, ৬৬৯, ৬৭১

কেন্দ্রীয় এ্যাকশন কাউন্সিল, ১১৩
কেনেডী, এডওয়ার্ড, ৫৯১-৯২
ক্যাম্পেন কমিটি, ১৪৮
খ
খন্দকার, এন, আলম (ডাঃ), ৮৯
খান, আইয়ুব, ৪৮৮, ৬০২
খান, আনাম, ৫৯৯
খান, আবদুর রহমান (কবি), ৬০০-০৫
খান, ইয়াহিয়া, ৫-৭, ৯, ৫১, ৫৩, ১৪২-৪৩, ১৯৭, ২২৮, ৪৪২-৪৩, ৪৬০, ৪৬৯, ৪৭৭-৮৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৮-৮৯, ৪৯২, ৫০৯, ৫১৮, ৫২৩, ৫৩৭-৩৯, ৫৫১, ৫৭৭, ৫৮২-৮৩, ৬০০, ৬০৩-০৪, ৬১৬-১৭, ৬৫৯
খান, এম, ৬৮৬
খান, এম, আর, ১০, ১২, ২৫, ৮৭-৮৮
খান, এ, সবুর, ৪৮৮
খান, গউস, ১৪৪

খান টিক্কা, ৪৪২-৪৩, ৪৮৯, ৫১৮, ৪৭৭, ৬০৪
খান, নাসিমা, ১২১
খানম, সুরাইয়া, ১৮৮
খান, মোনেম, ৫২৭
খান, হামিদ, ৫৭৭
খান, আবদুল, ১১৮
খালেক, কাজী, ১২১
খায়ের, খাজা, ৪৮৮
গ
গাঙ্গুলী,জহর, ১২১
গান্ধী, ইন্দিরা, ১৮৫
গ্রীনো (ডঃ), ২৯৪
গোলাম মোস্তফা, ৫১৬, ৫১৮
চ
চক্রবর্তী, অবিনাশ, ৫৮১

চক্রবর্তী, দেবদাস, ৬৬৯, ৬৭১,
চিশতি, শাহ্ হেলাল, ৫১৮
চেংগিস খাঁ, ৫৭৬
চৌধুরী, আনোয়ারুল করিম, ৬৬
চৌধুরী, আবদুস সালাম, ১১৭
চৌধুরী, আবু সাঈদ, ৬৫, ৬৮, ৮৬, ৮৯, ৯৬-৯৭, ১১৩-১৪,
১২৩-২৪, ১৭৫, ১৮৫, ১৯৭-৯৮, ২৬৪, ৬০৫, ৬১১-১২, ৬৩৩-৩৪, ৬৫১, ৬৫৩-৫৭, ৬৬৭
চৌধুরী, ইস্আক, ৫৭৯, ৫৮৫
চৌধুরী, এম, বক্স, ১১৭
চৌধুরী, নুরুল আলম (ডাঃ), ৬৫১
চৌধুরী, নূরুল ইসলাম, ৫৯৯
চৌধুরী, ফজলুল কাদের, ৪৮৮, ৫২৭
চৌধুরী, বিনোদ বিহারী, ৫৮০
চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর, ৬৬৩-৬৪
ছ
ছয় দফা, ৪৭৭-৭৮
ছয় দফা দাবী, ৬, ৭
ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ, ৪৯১-৫০২
জ
জর্জ ওয়াশিংটন, ৪৮২
জববার আবদুল, ৬৭১
জয়নাল আবেদীন, ৬০৪
জয় বাংলা (সাপ্তাহিক পত্র), ৫১৫
জাতীয় কংগ্রেস, ৫১৩-১৫
জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, ৪৫৭, ৫৬৪-৬৬
জাতীয় সংগীত, ৬৪
জামাতে ইসলামী, ৪৪২, ৪৬৮
জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ (পুস্তিকা), ২০০-০৪
জেফারসন, ৪৮২
জৈনউল্লা, ১১৮
ঢ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৪৩
ন
নজিরউদ্দিন, ৫১
নামির শাহ, ৫৭৬
নাসির উদ্দিন, ৬৬৯, ৬৭১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৪২২, ৫১৩-১৪
নিউইয়র্ক টাইমস, ৪৮০
নিরুপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সহায়ক সংস্থা, ৫৮৯-৯০
নিয়োগ, রঞ্জিত, ৬৭১
নূরুউদ্দিন, ৫৯৯
নেজামে ইসলাম, ৪৪২

ত
তাওয়াব (ক্যাপ্টেন), ৮৬
তালুকদার, বি, এস, ১৪৪
তালুকদার, হেলেন (বেগম), ১৪৪
তাহির উল্লা, ১১৭
তৈমুর লঙ্গ, ৫৭৬
তোহায়া, ৪৬৬
থ
থার্ড ওয়ার্লড ফাস্ট, ১৫৭
দ
দ্য গল, ৪৮৯
দত্ত, ধীরেন, ৬০৪
দাশ, চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু), ৫৭৫
দিসকুল, পুন পিসমাই (প্রিন্সেস), ৫৮২-৮৩
দুই বাড়ী (ছায়াছবি), ২০৩
দেওয়ান, ফরিদ, ৬০৪
দৈনিক যুগান্তর, ৫৯০
ধ
ধর, মনোরঞ্জন, ৫১৩, ৫১৫
প
পদগর্নি, ৫৩৮
পলাশীর যুদ্ধ, ৪৭৮
প্রতিরোধ দিবস, ৯৬
প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন ও সংঘঠন, ১১৩-১৪
পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, ২৬১
পাকিস্তান লীগ (আমেরিকা), ২২৩-২৭
পিপলস (লেঃ জেঃ), ৪৭৮
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ৪১৯-২১, ৪২৯-৪১
পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ৫৪২-৪৮
পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৫৬
পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ৪৫৬

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, ৫০৫-০৭
পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন সিকদার), ৪৫৬
পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, ৪৬৪-৬৬
পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, ৪৫৬
পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন, ৪৪৬-৬৬
পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৫৬
ফ
ফরিদ, ৪৮৮
ফেরাউন, ৪৪৪
ব
বকশ (মিসেস), ৬৫৮
বন্দোপাধ্যায়, ভানু, ১২১
বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), ৫৭৫
বরকত, ২৫৩, ৪৯০, ৫৮৯
বল, অলোক, ৫৮১
বশির, মোহাম্মদ আবুল, ১৪৩-৪৪
বসিরউদ্দিন, ৫৯৯
বসু, সুভাষ (নেতাজী), ৪৬৬, ৫৭৫
বড়ুয়া, অশোক, ৫৮৫
বড়ুয়া, আনন্দ প্রসাদ, ৫৮৫
বড়ুয়া, ইন্দ্রভূষণ, ৫৮৫
বড়ুয়া, জ্ঞানদারঞ্জন, ৫৭৭-৭৮, ৫৮৫
বড়ুয়া, তেজেন্দ্রলাল, ৫৮৫
বড়ুয়া, ননীগোপাল, ৫৮৫
বড়ুয়া, নিরোদবরণ, ৫৮৫
বড়ুয়া, পি সি, ৫৭৮
বড়ুয়া, প্রফুল্ল কমল, ৫৮৫
বড়ুয়া, ব্রহ্মদত্ত, ৫৮৫
বড়ুয়া, বিজন বিহারী, ৫৮৫
বড়ুয়া, বেনামাধব, ৫৮৫
বড়ুয়া, মানবেন্দ্র, ৫৮৫
বড়ুয়া, যতীন্দ্রলাল, ৫৮৫
বড়ুয়া, রণজয়, ৫৮৫
বড়ুয়া, শচীভূষণ, ৫৮৫
বড়ুয়া, শশাঙ্ক বিমল, ৫৮৫
বড়ুয়া, শশাঙ্ক মোহন, ৫৮৫
বড়ুয়া, শুধাংশু বিমল, ৫৮৫
বড়ুয়া, সুদত্ত সেবক, ৫৮৫
বড়ুয়া, সুধেন্দ্র, ৫৮৫
বড়ুয়া, সুনিল কান্তি, ৫৮৫
বড়ুয়া, সুমেধ, ৫৮৫
ব্রতচারী আন্দোলন, ৬৭০
বাবুল, ৫১৬, ৫১৮
বালী, আবদুল, ১১৮
বাশার, আবুল (কমরেড), ৫৩৬
বাংলাদেশ ইয়থ লীগ (ওল্ডহ্যাম), ৬৫৩
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, ৮-৯, ২১-২২, ৩৫-৩৬, ৪৩-৫০, ৫২-৫৩, ৫৫-৬০
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি (ওয়েস্টমিনস্টার), ৭৫-৭৯
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড, ৮২-৮৫
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ডান্ডি), ২৭
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকারশায়ার), ৫২, ৬০০-০৫, ৬৫০
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড, ১৩-১৫, ২৩, ৩৯-৪২, ৫৪
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৪৬৭-৬৯, ৫১৬-৫১৮, ৫২৬-২৮
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংসদ কমিটি, ৫০০-০২
বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ, ৬০৬-০৯, ৬২৫, ৬২৯-৩৩, ৬৩৮, ৬৪৪-৫০, ৬৫৪-৫৭
বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ (লন্ডন), ১২৮
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ৪৪৬-৪৯, ৫২৪-৫২৫, ৫২৭
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ৫২৪-২৮
বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ১১, ১৯৬
বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (গ্রেট বৃটেন), ৬২৪, ৬২৬
বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (যুক্তরাজ্য), ৬৪, ৬৮, ১৩০-৩২
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি, ৪৫৬-৬০, ৫০৮-০৯
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, ৫৫৯-৬৩
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ (চিকাগো), ২৩৪
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ৪৫৬, ৫১৩-১৫, ৫২১
বাংলাদেশ নিউজ, ৭০
বাংলাদেশ তরুণ লীগ (ওল্ডহ্যাম), ৬৫৩
বাংলাদেশ পত্র (বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার মুখপত্র), ২৬০-৬৩

বাংলাদেশ পরিষদ, ৪৭৬-৮৩
বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেট বৃটেন, ১২১
বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রিডম (পুস্তিকা), ৫৫-৬০
বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসিজ, ১৬৫-৬৮
বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ, ৪৭৫, ৫৫২-৫৬
বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, ৫৭৫-৮৮
বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ৬৫৮-৫৯
বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, ২১৩
বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, ১৫-২০
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, ২৫৩-৫৪, ২৬০-৬৩, ২৬৯-৭২
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, ৪৫৬
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, ৪৭৪, ৫১০-১২, ৫২২, ৫৬৭-৭৩,
৫৯১-৯৬
বাংলাদেশ স্টীয়ারিং কমিটি, ১৯৭-৯৮
বাংলাদেশ স্টুডেন্ড এ্যাকশন কমিটি, ৬১-৬৩, ১৩৩-৩৪
বাংলাদেশ সলিডারিটি ক্যাম্পেন, ২০৭-২১০
বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ (ব্রাডফোর্ড), ৫৯৯
বাংলাদেশ সংগ্রামী ছাত্র সংস্থা, ২৬১
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ৫২৯-৩৬
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ৪৫৬, ৫১৩-১৫, ৫৩৭-৪৮
বিদ্রোহী বাংলা (পুস্তিকা), ৪-৭
বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট, ৫০৫-০৭
বিলকিস বানু, ২৮
বিশ্বধর্ম ও বিশ্বশান্তি সম্মেলন, ৫৮১
বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ, ৫৭৫-৮৮
বৃটিশ লেবার পার্টি, ১৯৯
বেবী, সূর্যলাল, ১১৭

ভ
ভাসানী, মওলানা হামিদ খান, ৪২৩-২৮, ৪৪২-৪৫, ৪৫০, ৪৫২-৬৩, ৪৭৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫২১, ৬০৪
ভিক্ষু, অগ্রবংশ, ৫৮৫
ভিক্ষু, অগ্রশ্রী, ৫৮৫
ভিক্ষু, জিনানন্দ, ৫৮৫
ভিক্ষু, বোধিপাল, ৫৮৫
বিক্ষু, শুদ্ধানন্দ, ৫৭৭, ৫৮৫
ভিক্ষু, সুগতানন্দ, ৫৮৫
ভূঞ্রা, আজিজুল হক, ১৩৬
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ২৫৩, ৪৭৭, ৪৮১, ৬০৩-০৪
ম
মইনউদ্দিন, ১৪৪
মজিরউদ্দিন, ১৪৪
মতিন, ৪৬৬
মতিন, আবদুল, ১১৮
মতিন আবদুল (প্রাক্তন মেজর), ৩৬০
মতিন, এ, ৫১
মতিন (মিঃ), ১৮৯
মতিলাল, ১১৮
মন্ডল, প্রাণেশ, ৬৬৯, ৬৭১
মনোয়ার, মুস্তফা, ৬৭১
মর্তুজা, গোলাম, ১১৮
মল্লিক, আজিজুর রহমান, ৬৬৬
মহাথের, উ-জিনিতা, ৫৮৫
মহাথের, প্রিয়ানন্দ, ৫৮৫
মহাথের, শাক্যবোধি, ৫৮৫
মাইলাই হত্যাকান্ড, ৫৩০, ৫৭৬,
মাও সেতুং, ৫০৭
মান্নান, আলহাজ আবদুল, ১৪৩
মারোয়ান, ৬০৪
মালিক (গভর্নর), ৭০৮-১০
মাহবুব (ডঃ), ৬৫১
মাহমুদ, আলতাফ (সংগীতজ্ঞ), ৫৮১, ৬৬৭
মিকার্ডো, আয়ান, ১৯৯
মির্জা, আনা, ১১৮
মিয়া, আরজু, ১১৮
মিয়া, ইসমাইল, ১৪৩
মিয়া, কনু, ১১৮, ৪৯০
মিয়া, চাঁন, ১১৭
মিয়া, রেদওয়ান, ১৪৪
মিয়া, শফিক, ১৪৪
মিয়া, শায়েস্তা, ১৪৪

মীরজাফর, ৪, ৪৪২, ৪৬৭, ৫৫৭-৫৮
মুক্তিফৌজ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী, ৬৯, ১৪৩, ১৮৯, ১৯৬, ২৫৪, ৪১৪, ৪৬৭-৬৯, ৪৮০, ৬৫৩
মুক্তিযুদ্ধ (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র), ৫১৩-১৪
মুসলিম লীগ, ৪৪২, ৪৬৮
মুসোলিনী, ৪৪৪, ৫২৮
মুহিত, এম, এ, ৬৯৯-৭১০
মুৎসুদ্দী, বসুভূতি, ৫৮৫
মোরশেদ, এম, ১৩৭
মৌদুদী, ৬-৭
মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন, ৬৩৯

য
যতীন্দ্র মোহন, ৫৭৫

র
রওশন আরা, ১২১
রকিব, আবদুর, ১১৮, ১৪৪
রনো, আকবর হায়দর, ৪৬৬
রফিক, ৫৮৯
রব, আবদুর (ডাঃ), ৬৫১
রহমান, তৈয়বুর, ১৪৪
রহমান, ফয়জুর, ২৬২
রহমান, মশিউর, ৬০৪

রহমান, মোঃ আজিজুর, ৫৯৯
রহমান, শফিকুর, ২৩২
রহমান, শামসুর, ১৪৪
রহমান, শেখ মুজিবর, ৫, ৬, ১২, ৯০, ৯৬, ৯৮, ১৪২, ১৪৪, ১৯৫, ২২৫, ২২৭, ২৬১, ৩০২, ৪৬৭-৬৮, ৪৭৬-৭৯, ৪৮১-৮৩, ৪৯০, ৪৯২, ৫১৫, ৫১৬-১৭, ৫২৩, ৫২৬-২৮, ৫২৯, ৫৩৮, ৫৭৫, ৫৯০, ৬০০, ৬০২-০৩, ৬১৭, ৬২৩, ৬২৬
রহমান, সাজ্জাদুর, ১১৭
রহিমউদ্দিন, ১৪৪
রাজাকার, ৫৭৯-৮০, ৫৮১-৮২
রাজ্জাক, এম, এ, ৬৬
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৫৮৯

রায়, অজয়, ৫৭৪
রায়হান, জহির, ৬৩৩, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১

রেনুকা, ১২১

রেহমান, সোবহান, ২৬৪
ল
লক, ইউজিন, ২৬১
লেবার পার্টি, ১২৯, ১৪৫
শ
শব্দসৈনিক (পত্রিকা), ৩
শ্রমিক, ৮, ৩০১, ৩১৩, ৩৩৫
শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, ৪৫৬
শাসন ব্যবস্থা ও পুনর্গঠন, ৪১০-৫০৬
শিকদার, দেবেন, ৪৫৬, ৪৬৬
শিয়া কাদিয়ানী প্রভূত্ব, ৩০৬
শোর, পিটার, ৬৩৩
স্ট্যালিন, ৫০৭
সৎসংঘ আশ্রম, ৫৭৯
স্ফুলিঙ্গ, ৩২৫, ৩২৯
সরকার, রথীন্দ্র, ৫৮১
সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি, ৫১৫-১৬, ৫১৯-২০
সুলতান মাহমুদ শরীফ, ১৪৩
সংগ্রামী বাংলা (পত্রিকা), ৫২১
সংযুক্ত কমিটি (আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেস সমবায়ে), ৫১৩-১৪
সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ, ১৭৭-১৮
সাদউদ্দিন, আবুল এইচ, ৬৯৪-৯৮
সানডে টাইম, ৪৮০
সানাউল্লা, এ,বি, এম, ৩৫৩, ৩৬০
স্যানাল, পাহাড়ী, ১২১
সাপ্তাহিক জনমত, ৬৩৫
স্বাধীন বাংলা (বুলেটিন), ৯

সামাদ, এ (এম-এন-এ), ৬৫
সামাদ, আবদুস (এম-এন-এ), ১৪৩ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ, ৫৫৭-৫৮
সালাম, ২৫৩, ৫৮৯
সালাম, মোঃ আবদুস (ডাঃ), ৬৫১
সাহা, আর, পি, ৫৮১
সিকান্দার আবু জাফর, ৬৬৮, ৬৭১-৭২

সিদ্দীক, মহসীন রেজা, ২৫৪
সিদ্দীকী, নূরে আলম, ৫২৫-২৮
সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ, ১৪৩
সিরাজ, শাজাহান, ৪৬৭-৬৯, ৫১৬-১৮
সিং, মনি, ৪৬৬, ৫১৩, ৫১৬
সীমার, ৬০৪
সূর্যস্নান (ছায়াছবি), ১২১
সেরটানহাউস, জন, ৮৮, ৬৬৯
সোবহান, আবদুস, ৫৯৯
সোহরাওয়ার্দী, রাশেদ, ১৩৮-৩৯
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৬০২
হ
হক, এ, কে, ফজলুল, ৬০২
হক, এনামূল, ৬০৬,-০৯, ৬৪৪-৪৯, ৬৬২-৬৪, ৬৬৭-৭৩
হক, জিল্লুল, ১৪৩
হক, নূরুল, ১৪৪
হক, শাহ সিরাজুল, ১৪৩
হল, জোয়ান, ১৮৮
হাওলাদার, বি, এস, ১১৮
হাকিম, এম, এ, ১৪৪
হান্নান, আবদুল, ১১৮
হাফিজ, এ, কে, এম আবদুল (ডাঃ), ৬৫১,
হালাকু খা, ৪৪৪
হামিদ, আবদুল, ১৪৪
হাসান, কামররুল, ৬৬৭-৬৮, ৬৬৯-৭১
হিটলার, ৪৪৪, ৪৬৪, ৪৭৯, ৫২৭, ৫২৮, ৫৭৬
হুদা, এন (ক্যাপ্টেন), ৬৯
হুসাইন, সাখাওয়াত, ২০০
হো-চি-মিন, ৫০৭
হোসেন, আবুল, ১১৭
হোসেন, আমীর, ৫২৭
হোসেন, নূর, ১১৭
হোসেন, মোহাম্মদ একরাম, ১৪৪
ক্ষ
ক্ষুদিরাম, ২৫৩

INDEX

A

Abedin, Zainul, 363,405
Action Bangladesh (London), 100,170,173-74,211
Action Bangladesh, Committee (Enfield), 636-37
Action Bangladesh, Committee (Europe),211-12
Action Committee of Bangladesh (Bays water), 137
Action Committee of Bangladesh (Luton Unit), 152-53
Action Committee for the People's Republic of Bangladesh, 28,597-98
Adney, Martin, 30, 179
Afgan, Afroz, 184
Agartala Conspiracy Case, 59,304-06, 453, 501, 703
Ahad, Abdul, 160, 175, 689
Ahmad, Anis, 183, 609
Ahmad, Selim, 7
The Ahmadi-Quadiani Riot (1953), 201
Ahmed, Ali, 233,
S Ahmed A., 160
Ahmed, A.A.Z. 494, 592
Ahmed, Dewar Mohammad, 592
Ahmed, Faiz, 554,592
Ahmed, Gous, 162
Ahmed, Iqbal, 272, 283-84, 292
Ahmed, Jakiuddin, 609
Ahmed, Khandaker Moshtaque, 177, 249,410,496
Ahmed, K.S., 223-24, 218-31, 236, 240, 243, 249-50, 264, 266, 288
Ahmed, Latif, 125, 638
Ahmed, Mahiuddin, 624
Ahmed, Maulvi Fareed, 277
Ahmed, Mesbah Uddin, 609
Ahmed, Mohiuddin (F.S.), 183, 365
Ahmed, Mostaque, 701
Ahmed, Moudud, 493-94, 554,592,618

Ahmed, Moula uddin, 162
Ahmed, Muzaffar (Professor), 288, 335, 422,434-36,497
Ahmed, Muzahid, 160
Ahmed, M.M.. 272, 349
Ahmed, M.U., 162
Ahmed. Q. M., 289
Ahmed, Rafique U., 225-27
Ahmed, Raju, 592
Ahmed, R. U.,120, 643
Ahmed, Safir, 163
Ahmed, Saifuddin (Manik), 563
Ahmed, Shahryar, 294
Ahmed, Siddique, 373, 375-76,404-09, 410-11
Ahmed, Syed Bashir, 189
Ahmed, S., 337, 595-96

Ahmed, Tajuddin, 176, 244, 250, 343, 448, 496, 561
Ahmed, Tasadduq, 165
Ahsan, Manzurul, 563
Ahsan, M.U., 118
Ahsan, Syed Ali (Professor), 493-94, 554, 592-93
Aid Bangladesh Committee (Europe), 70-74
Alam, Khurshed, 288
Alam, Mahbub-ul,382
Alam, R., 213-20
Alam, Syed Shamsul, 186, 592
Alam, S., 594-95
Alamgir, K.M., 283-84, 288
Alamsjah, H. (Lt. Gen), 367
Alamudi (Mr.), 356
Alec (Sir), 29, 48
Ali, Aftab, 162
Ali, Akaddas, 163
Ali, Ameer, 108
Ali, Amjad, 689
Ali, Anwar, 493
Ali, Arab, 98, 107-09, 111, 652
Ali, Asek, 162
Ali, A.H. Mahmood, 250,265, 267,
Ali. Dewan Mahbub, 61, 285
Ali, Hossain (High Commissioner), 155, 244, 345-347, 357, 373-77, 389, 405
Ali, Innas (Prof.), 13,27
Ali, brail, 160, 175
Ali, Jahur, 162
Ali, Mahmud, 277, 299,325
Ali, Mansur, 496
Ali, Maqsood, 361-64, 365-66, 369-71, 375-77, 380, 404-05,413
Ali, Mobarak, 161
Ali, Mobeshir, 160, 163
Ali, Modoris. 160, 163
Ali Mohammad (Bogra). 390
Ali, Mohammed. 162
Ali, Mohbub, 279
Ali, Monuhor, 160, 163
Ali, Mukhar M., 289

Ali, M. Sher, 275, 288
Ali, Nesar, 689
Ali, Noor, 161
Ali, Rahmat, 610
Ali, Sarwar (Dr.), 61
Ali, Sher, 372
Ali, S., 13
Ali. Tarik, 2
Ali, Yusuf,681
Aligarh Muslim University, 72
Aligullah, Syed, 162
The Al-Ahram, 656
All India Congress, 180
All-India Muslim League, 16, 18, 61, 235
All-India Muslim League Council(1940), 432, 569
All India Students' Federation, 449
All Pakistan Muslim League, 396
Alvi, Hamza, 20
American Bar Association Conference, 183,
American Civil War, 238
The American Friends of Bangladesh, 237
American League of Bangladesh, 241-42, 246-57, 273-79, 288, 293. 294
Amina Panni (Miss), 274

Amora, 348-49, 361-62, 364,369-380,382-416
Amin, Nurul, 135, 226,277, 349, 396, 436.708
Amin. Ruhul, 375-76, 405,411-12,

Anisuzzaman (Dr.), 493,592
The Annual Conference of Liberation, 72,

ANSAR (Code name of Mahammed Hossain), 405,412,
Ansari, Zajar Ahmed, 396
Antara (Official News Agency), 349, 354-55, 357, 365,
Anti-Aybu mass agitation (1969), 393-94,453, 570,
Anwaruzzaman, 592,
ARAB (Code name of M.A. Aziz),405,

Arab League, 427 s
Arafat, Yasser (Palestine Guerrilla

Leader), 365
Aryan, 20
Ashraf, Wali, 61, 84
Attila, 180, 551
Awami League, 17, 39,41-42,49, 53, 59-60, 75, 83, 209-10, 226, 287, 272, 276-77, 285, 299, 303, 310-12, 314-16, 317, 330, 343, 356-57, 385,387-88, 391, 392-97.400, 403, 408, 422, 429, 433-39,441, 453, 462-63, 470-71,493, 496, 501, 503, 519-20, 546, 570-72,

Awami League Constitution Committee,395,
Ayub, S.M., 124, 140-41, 148, 150, 151,164,
Azad, Ismail, 162
Azam, Ghulam (Prof.), 278, 396
Aziz, S.I., 643
Aziz M. A., 343, 346, 348, 354, 363, 391, 405
B
BADAR (Code name of Faruaque Mohd.),405, 411-12,
Badruddoza (Dr.),287.
Bahawalpur United Front, 396
Bakht, Afroze, 687,
Balfour, Clair, 299
Bandar Sranaik Union (Chittagong),563
Bangladesh (English Language Bulletin), 167
Bangladesh Action Committee (Midland Region), 159-60
Bangladesh Action Committee (Portsmouth), 199
Bangladesh Action Committee (in U.K.),21, 35-36,43-50, 52-53, 55-60, 65, 75-79, 87, 88, 90, 91. 94-95. 100, 101, 112, 122, 123, 136, 150. 152, 155-56, 158-63, 175, 188, 205-06,
Bangladesh Action Committee (West-Minster, London),75-79
Bangladesh Archives Committee, 593

Bengalee Association (Cambridge), 100
Bangladesh Association (Dundee), 27
Bangladesh Association (Lancashire and adjacent Counties), 125,638
Bangladesh Association (Manchester), 100
Bangladesh Association (Midwest), 267-68, 288, 294. 295
Bangladesh Association (Scotland), 13, 14, 15,24, 39-42, 54, 100
Bangladesh Association of British Columbia, 330-33, 337, 340
Bangladesh Association of Canada, 323-29, 339

Bangladesh Association of New England, 82-85
Bangladesh Association of North, America, 339
Bangladesh Association of Quebec, 329
Bangladesh Association of

Saskatchewan, 339
Bangladesh Association Committee (Bradford), 100
Bangladesh Bulletin, 212
Bangladesh Central Students Action Committee, 467-469, 516-518

Bangladesh Central Worker's Action Committee, 500-02
Bangladesh Council in U.K., 65-78
Bangladesh Defence League (Chicago), 234. 289, 290-93, 308
Bangladesh Doctors Association (London), 100, 165
Bangladesh Fights for Freedom (Brochure), 55-60
Bangladesh Film Artists and Technicians Association, 591-92
Bangladesh Freedom Movement Overseas, 165-68
Bangladesh Friendship Association, 283, 287
Bangladesh Juba Shangha (London), 100, 681

Bangladesh League of America, 237,

247-48,251, 252, 255,269-72, 279, 280, 283-89, 292, 293,299-01, 305, 339
Bangladesh Liberation Army (Mukti

Fouz, Mukti Joddha), 69, 101, 134, 155, 156, 167, 177, 181, 190, 245, 246, 249, 270, 298, 315, 336-37,414,415,440, 441,496, 545, 573, 574,582
Bangladesh Liberation Council, 451, 475, 618
Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia, 475, 552-56, 591-92, 629
Bangladesh Liberation Front, 16-20
Bangladesh Liberation Front (Leeds), 100,
Bangladesh Medical Association, 112
Bangladesh Mission in U.K, 138-39
Bangladesh Movement in Indonesia, 408-13
Bangladesh National Students Convention in Great Britain, 176-84
Bangladesh National Worker's League, 80
Bangladesh News, 70
Bangladesh Peoples Cultural Society, 128, 179, 606-609, 621, 625/629-32, 638, 650, 654-57, 673, 679
Bangladesh Popular Front (Bradford), 100,486-07
Bangladesh Red Cross Society, 486-87.
Bangladesh Relief Committee, 100, 122, 213-20
Bangladesh Relief Fund Committee, 34, 599
Bangladesh Sangram Parisad (Bradford), 599
Bangladesh Sangram Parishad (Keighley, Halifox, Checkheaton and Bradford), 100
Bangladesh Sangram Parishad (Suothhall), 118
Bangladesh Sikshak Samiti, 474. 567-73. 593-96
Bangladesh Social Association

(LonghBorough), 100
Bangladesh Solidarity Campaign, 207-10
Bangladesh Sports Association, 591-92
Bangladesh Steering Committee, 171
Bangladesh Students Action Committee,
61-63, 64, 100, 130-132, 165, 176-84
Bangladesh Student's Action Committee (Cardiff), 100, 133-34,
Bangladesh Students Action Committee in Great Braitain, 624, 626,
Bangladesh Students League, 524-25,
Bangladesh Students Union, 446-49, 524-25,
Bangladesh Survival Committee (Croydon), 100
Bangladesh Teachers Association, 474, 510-12, 522, 567-74, 591-96
Bangladesh Today (Weekly),691
Bangladesh Trade Union Centre, 37
Bangladesh Women's Association (London), 100, 165, 186, 658-59
Bangladesh Week, 254
Bangladesh Youth League (Oldham),653
The Baptist Times, 39
Bari, Abdul, 162
Bari, M.F., 701
Barua, Bangish, 588

Barua, Bhabesh Chandra, 587
Barua, Chitta Ranjan, 587
Barua, Dharmadarshi, 586-87,
Barua, Hirendra Lai, 587
Barua, Nipul Kanti. 588
Barua. Parag. 587
Barua, Pravash Kumar, 587
Barua. Sanchya Bhusan, 587
Barua, Satya Ranjan, 587
Barua. Subimal, 587
Barua, Sudhir Ranjan. 587
Barua. S.R., 587
Barua. Tarit Kanti, 587
Basic Democracy, 123
Basque Nationalist Movement, 45
Basu. Baman (Mr. & Mrs.)287
Basu. Gulshan Ara. 284

Bayh, Bireh, 689
Beall, J. Clenn. 332
Begum Tahira Masood. 396
Beek, RelusTer, 211

Beg. Aziz, 407,409-10
Bengal Muslim League, 18,
Bengali New Years Day, 655
Bengal's Politics, 314
Bertocci, Peter, 292
Behte, H.A., 297
Beweno, Sultan Hamengku, 410
Beyond Kyoto (Monthly Journal). 582
Bhasani. Maulana Hamid Khan, 62, 119, 138.285, 314, 343, 348, 385, 391, 396. 423-28,434, 450, 452-55, 461-63, 473. 499, 545-46
Bhattacharjee, J.K., 267
Bhattacharjee, S.K., 494-96
Bhattacharya, A., 13
Bhuia. Azizul Hoque,2, 3, 21, 28, 65, 69.91,93-95,98, 104-09. 111-12. 154-57, 162, 173-74. 186, 191-92,618, 637, 652, 691-93
Bhuiyan, Basilar, 364
Bhuia (Mr.), 610
Bhutto, Z. A., 19, 20,41,59-61,72, 202, 229, 247. 317, 357. 382, 385, 388, 393-96, 410, 436, 438, 501. 571, 708

Bidrohi Bangla L Fortnightly News Papar, 4-7
Bolet, Gorge, 297
Bose, Sub hash Chandra, 58
Bose. Swadcsh (Dr), 493
Bradbois, George H., 289
Braine, B.R., 30
Brewin, Andrew, 324, 328
Brezezinski, Zhigniew, 297
British Imperialism in Bengal. 312-14
British National Union of Students, 187
Brockway, Lord, 29, 33, 620
Brooke (Senator), 259
Buck, Roger C, 297
Bugti, Nawab Akbar Khan, 396
Burhanuddin (Md.), 153
Burke, Stanley, 328, 336

C
Calcutta University, 474, 510
Callaghan, L. J., 129
Campaign Committee, 148-49, 165
Canadian Parliamentary Delegation, 328
Cargil, P. 269
Caritas International, 648
Carnoy, Judith (Mrs). 293
Carnoy, Judith Milgrom, 309-19
Carribean Student Organization, 337
Carter, By rum, 297,
Case (Senator), 259, 268
The Case for Bangladesh (a symposium), 292-93
CENTO. 449
Central Action Committee, 104. 122
Central Council, 115
Chaintron, Francois, 179
Chakraborty, K.B., 595-96
Chakraborty, P.K., 594-96
Chalid, Idham (Dr.),
Chanda , Nayan, 398
Chanda, Menesh, 620
Che Guevara, 520
Chen. Lincoln C., 642
Cherag Uddin, 162
Chesworth, Donald, 610, 674, 676-77,
Chiang Kai-Shek, 317, 424,453

Chidmabarabathan, S., 612
Chitta-Bardhan, 592
Chittagoong University, 13,24, 27, 451, 474, 554
Chou En-Lai, 300-01, 317,382, 423-24
Choudhury, A. H., 160, 175
Choudhury, A. L., 289
Choudhury, A. Rahim, 79
Choudhury, Abdul Muntakin, 495
Choudhury, Abdus Sabur, 162
Choudhury, Abu Sayeed, 23-24, 29, 55, 63, 65-67, 86, 89, 94-97, 112, 123-25, 129, 153, 155, 169, 175, 177, 179, 184, 186-87, 190-93, 205-06, 243, 245, 264,272, 610-17, 619-20, 624-26, 628, 634, 637, 654-57, 663, 673-74, 676-77, 691
Choudhury, H. R., 344
Choudhury, johurul hussain, 163
Choudhury, Mafiz (Dr.), 186, 336
Choudhury, Mahiuddin A., 139
Choudhury, Manik, 184
Choudhury, Muzaffer Ahmed, 238
Choudhury, M.A. Razzak, 66
Choudhury, M.A. Yusuff, 160
Choudhury, R.I., 493
Choudhury, Zahirul H., 125, 638
Choudhury, Ahsanullah, 563
Choudhury, Anwarul Karim, 66-67, 272,413
Choudhury, A.T.M. Zafarullah, 112,186
Choudhury, A.Z., 186
Choudhury, A.T.M. Zafarullah, 112,186
Choudhury, A.Z., 186
Choudhury, Chittaranjan, 592
Choudhury, Fazlul Quader, 277
Choudhury, Hamidul Huq, 299,325
Choudhury, Kabir, 28,94, 95, 186, 691
Choudhury, Kabori, 592
Choudhury, Mizanur Rahman, 249
Choudhury, Muhid, 701
Choudhury, M., 687
Choudhury, M.A., 193
Choudhury, Nurul Amin, 287
Choudhury, Rafiqul Huda, 284
Choudhury, Udayan, 592
Choudhury, Zakaria, 186
Church Missionary Society, 621
Citizens Committee, 277
Civil Disobedience Movement, 709
Clark, Barbara, 157
Clarke, Philip, 179
Clifton, Tony, 398
Clive, Robert (Lord), 312-13
Coggins, Dan, 398
Colby, Ruth Gage, 272
Coldstream (Professor), 672
Colonial Freedom Movement, 33, 72
Comite Francais de Solidarie avee le Bangladesh, 179, 184
Communist, 59, 312, 314-16, 333, 429-441, 537-48, 570
Communist Party of Bangladesh (CPB), 574
Communist Party of India, 38
Conflict in East Pakistan (A Booklet), 257, 261
Congress, 19
Connett, Paul, 621, 725
Conservative Party, 35, 183
Consultative Committee, 334-35, 519-20, 11, 114-15, 122-23, 126-27, 135, 139-41, 148-64, 192, 652
Convention Muslim League, 396,
Cordran, H.L., 91,93
Cordran, H.S., 91,93
Council Muslim League, 396,
Corunsilman, James, 297
Cranston, Alan, 697
Crisis in Bangladesh (Seminar), 328-29
Crossman, Richard, 187, 643
Crosthwaite, Rev, Roger, 621
Cunningham, George, 97
Czar, 424, 453

D

Dacca race Course Maidan, 438,

Dacca University, 13, 24, 27,42,43, 55, 60. 66. 169, 179, 238. 256, 272. 398. 429, 554, 620,695-96
Dacca University Central Student's Union, 524
Dacca University Convocation, 56
The Daily Pedoman, 356
The Daily Telegraph, 23, 27, 30, 32, 34, 202, 379, 398,640
Dane. Ronnie. 212
Das, A.. 594-96,
Das. Brojen, 554, 592
Das, Chandan. 274
Das. Samar, 495, 592
Dasgupta, Jyoti (Dr.) 274
Dashgupta, Ranesh, 554,592
Day, Steve, 157
Datta, Subas. 592
Datta-Banik, N.C., 595-96
Daulatana, Mian Mumtaz, 396
David, Rogers, 297

Davidson, 663
The Dawn, 270,277
The DeTijid, 130, 132
Dev. G.C. (Prof), 13,238,
Devi, Sumita, 592
Dey, Ganesh Chandra, 135
Diah.B.M.. 368
Diah, Herawali (Mrs.). 368
Die Zit. 301
Dipu (Editor, Bidrohi Bangla),7
Diskul, Poon Pisimai (Princess), 582-84
Djakarta Times, 344, 361, 369, 371, 389,409, 411
Dauglas Mann, Bruce, 30, 33-34, 54, 62, 166, 183.628
Doha. S.M.S., 257, 258, 276, 288,
Dring Simon, 23, 398
Drofman, Robert, 57,
Dui-Kanya (Bengali Film), 356
Dulles, Johu Foster, 314
E
East Bengal Association (Newcastleupon Tyne), 440,
East Bengal Regiment,
East Pakistan Communist Party (Marxist-Lininist), 312, 314
East Pakistan jamaat-i-Islami. 396
East Pakistan League of America, 228-33, 235-240, 243, 249-51, 264-66. 279. 282,285
East Pakistan Liberation Front, 2-3, 7
East Pakistan Liberation News, 2
East Pakistan Rifles, 440
East Pakistan Student's Union. 446. 449
Economic Disparity Between East, and West Pakistan, 41, 57-58, 201-03, 213-19, 384-85. 387-88. 391-92, 568
The Economist, 33, 56, 57, 379
Edwards, Bob, 621
Elahi, Rang, 347, 354
Eleven (11) Point Programme, 434-35, 437,570
Engineering University 4th Grade Improyees Union, 563
Erftermijor, Paul. 211

Evans, Fred, 183
F
Fabian Society, 97
Faisal. F., 301
Fancy, Amir Ali, 410
The Far Eastern Economic Review, 318, 349,398
Faruque, A.B.M., 274
Faruque, Mohd. 405,411-12
Fateh, Abul, 382
Feather, Victor, 81
Ferdous (Barrister). 135
Food for Peace (PL-480), 395
Forte, Gerald, 672
Foreign Student Organization, 294
Four Conditions of Mujib, 396, 438-39
Franz, Frank, 297
Friedman, Milton, 297
Friends for Bangladesh, 301
Friends of East Bengal, 291-92
Friends Not Masters. 19
Fulbright, J.W., 698
G
Galbraith (Professor), 511

Gallagher (Congressman), 296, 301
Gallagher Bill, 301
Ganashasthuy Kendra, 212
Gandhi (Mahatman), 60
Gandhi, Indira, 31-32, 231, 233, 314, 316, 336, 371-72, 382, 399-400
Gardner, Richard, 297
Geneva Conventions, (1949), 398
Genocide In Bangladesh, 169, 200-04
Genocide Convention, 43, 169, 200, 203
George, T.J.S., 318,398
Getman, Julius, 297
Ghafoor, Abdul, 396
Ghengiz Khan, 180

Ghosh, Rashvehari, 684
Ghosh, Narayan, 684
Gideonese, Harry D. (Dr.), 612
Gifford, Lord, 187, 621, 628, 643
Gifford, Lord, 169
Giyasuddin, 162
Gladwyn, Lord, 29

Gosh, Kallyani (Miss), 275
Greenough, W.B., 294, 301
Grimshaw, Allen, 297
The Guardian, 27, 30-33, 73, 179, 379
Guba, Kamal, 389, 404-05

H

Habibullah (Prof.), 13
The Hague Regulation (1907), 398
Hain, Peter, 179
Hall, Per Pro Joan, 188
HAMId (Code name (M.A. Matin), 405, 412
Hamid, Abful, 204, 366
Handricks, R. 288
Handy, John, 275
Hanifa, Adu, 383, 409-10
Hannan, abdul, 162
Haq, Wahidul, 673
Haque, Abdul, 288
Haque, Ahmadul, 163
Haque, A.K.M.A., 162
Haque, Enamul, 606-10, 612, 625, 662-64, 666, 668, 609-73
Haque, M.M., 636
Haque, Sirajul, 364, 689
Harris (Senator), 268
Hart, G.R., 172
Harun (Dr.), 135
Harvard Development Advisory Service, 314
Harvard University, 56-57
Hasan, Khalid, 410
Hasan Mahmud, 609
Hasan, Syed Mujtaba, 150
Hashim, Abul, 18
Hassan, Qumrul, 554, 592, 667-68, 668,672
Hassan, Shawkat, 294
Hassounia, Abdul Khalek, 427
Hatfied (Senator), 259
Hayward, R.G., 129
Hazelhurst, Peter, 30, 32
Hazelhurst's Report, 271

Healey, D., 29
Heath, Edward, 34, 426, 461, 621-22
Hebditch, Simon, 621
Heertjes, P.M., 203
Heikal, Hasnein, 656
Heisenberg. W., 297
Help Bengali rejugee Committee, 298
Heswarth, Donald, 66
Heyningen, W.E. Van., 672
The Hindustan Standard, 119
Hitler, 52, 180, 198, 553, 640, 696
Holden, David, 30, 60
Hoq, A.K. Fazlul, 224, 226, 348, 385, 390-91, 432, 452, 708
Hoq, Hamidul, 345
Hossain, A.Z.M., 183-84, 624, 626
Hossain, Belayet (Dr.) 493, 554, 592, 618
Hossain, Kamal (Dr.), 27
Hossain, Khandaker Mosharraf, 184
Hossain, Mahmud, 405, 412
Hossain, Moazzam, 284
Hossain, Monwar, 28
Hossain, Mosharaf (Dr.) 493, 592

Hossain. Shakwat, 169
Hotel Inter-Continental Worker's Union, 563
Huda, N. (Capt), 69
Huda, Shamsul, 396
Huddleston. Rev. Trevor, 643
Hudson, Herman, 297
Human Rights Commission, 23, 286
Human Rights Committee (U.N.), 221
Huns, 20, 53
Huq. Inamul. 186
Huq, Wahidul, 554, 592
Hussain, Mahbub, 243, 249
Hussain. Abul, 162, 689
Hussain. Akmol, 162
Hussain, Anwar, 162
Hussain. A.K.M. Shahadat, 251,
Hussain, Irshad, 175
Hussain, Syed Afruj, 150
Hussain, Syed Albab. 150
Hussain. Zakir, 275

Hye. S.A., 160
I
Idrish, Fahmi, 367
Igniteff. Paul, 328
Inter Parliamentary Union Conference (Paris), 184
International Commission of Jurists, 553
The International Committee on University, 297
International Court of Justice, 203
International Convention of Civil and Political Rights (1956). 398
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1956), 398
International Criminal Couit, 303
International Friends of Bangladesh. 169
International Islamic Conference, 72
International Islamic Organisation, 356
International League of the Red Cross Societies, 26
The International Military Tribunal at Nuremberg, 200
International Penal Tribunal, 203
International Red Cross, 2, 14, 39,42, 241,243,454
International Students Cultural Organisation (ISCO), 300
International Volunteers' Brigade. 347
International War Crimes Tribunal. 169
Iqbal, Ayub (Dr.), 255
Iqbal, Jafar, 592
Imam, Hasan, 554, 592
Inden, Ron, 292
Independence Day (26th March). 654
The Indonesian Observer, 343-44. 348, 350-51. 361, 368, 369-70, 381-82, 384-88,409
Indo-Pak War, 317
Islam. Ashraful, 284
Islam. Amirul, 495
Islam. A.K.M., 289
Islam. Faruqul, 243
Islam, Kazi Anwarul, 377
Islam, Kazi Nurul, 405

Islam, Mazharul, 592
Islam, Nazrul, 184, 609
Islam, Nurul (Prof.) 13
Islam, Nurul (President. Bangladesh Students Union). 524,446-49
Islam, Nurul, 110-11
Islam. Shah Nurul, 162
Islam, Shariful, 79
Islam. Syed Nazrul, 70, 496
Islington Committee for Bangladesh, 100, 116, 151
Ismail, A., 7
Ismail i Dr.).
lsnani. M.H.. 367
J
Jafar, Abdul, 163,495, 592
Jack. A. Homer (Dr.), 581-82
Jafar (S.I), 587
Jafarullah, A. H., 289
Jaigirdar, Ashabur Rahman, 160. 163
Jaigirdar, Razaur Rahman, 161
JaliK Abdul, 159, 163
Jammate-e-Islami. 278, 396
Jamiatul-Ulama-i-Islam 396

J amiatu 1-U la ma-1-Pakistan, 396
Jama I, Osman. 574
Janomot (weekly Bengali). 183
Jenkins. Loren, 398
JesseKToby, 183
Jinnah, M. Ali, 18,55-56, 350, 390-91
Jiban Thekey Neya (a Bengali Film), 618

Jorder. A. H., 120, 609. 643
Joarder. M. H. (Dr), 682, 690
Johnson. Ralph, 297
Jones. Jack, 81, 183
Jordan. Rachael (Mrs.). 294
Joy Bangla (a brochure), 344, 348. 359,

361.364.366
Judd, Frank. 12, 26
Justice for East Bengal, 165
K
Kabir, Alamgir, 494, 554, 592, 618, 664-66, 668, 673
Kabir, Shahijahan, 325
Kabir, Shahriar, 668
Khan, Charles (Prof.) 292
KAMAL (Code name of A. F. Md. Shamsuzzaman), 373, 375-76, 389,404-05,410-11,413
Kamal.Tuan, 407, 414-16
Kamaruzzaman, A. H. M., 496
Kanchan Regional Wrokers[1] Union, 563
Karachi Bar Association, 396
Karim, Abdul, 636
Karim, Rezaul, 186
Karmakar, Suddhangshu B., 300
Kashmir Dispute. 60
Reach. Richard L. (Rev.). 292
Keating, Kenneth. 32, 314
Keatlv. Patrick. 31

Kennedy. Edward. 134. 297. 371, 381, 386, 503-04,512, 591-92
Kennedy, Robert, 591
Key, Brian K.. 154
Khair, A.. 689
Khair, M. A.. 495, 554. 592, 631
Khair, Zebunnessa (Mrs.) 609
Khairuddin, Khawaja. 278
Khali I Farukh, 592
Khaliquc, Abdul, 163, 689
Khan. A. Hye, 184
Khan. A. M. (Dr.) 244-46, 337-38
Khan. Abdul Qaum 72. 396.403
Khan, Abdur Razzaque, 293
Khan, A. R., 701
Khan, A. Sabur, 277, 245
Khan, A. Samad. 643
Khan, Abu Yusuf, 156
Khan, Alai Akbar (Renowned Sarodist),
275
Khan, Asghar, 396
Khan, Alaur Rahman. 226. 378, 396
Khan, Ator Ali, 689
Khan, Ayub, 19, 59. 80, 82.123, 201. 209-10, 229, 277, 304, 310, 317. 381, 385,
394, 408,433-35, 447,452-53, 501. 560, 570, 702
Khan, Azam (General), 702
Khan, Azizur Rahman (Dr.), 179
Khan, F.R., 289.
Khan, Gaffar, 72
Khan,Gous, 104. 107-09, 111, 186. 192-93. 627, 652
Khan. Jamshed, 612
Khan. Liakat Ali, 385, 390,452
Khan, Manawar Hossain, 163
Khan, Momen, 277
Khan, M. a. Razzak, 10, 12, 25, 87-88.
190, 199
Khan, M. A. Samad. 120, 122
Khan, M. Yahya, 2, 17, 20, 24, 30, 32. 33. 38. 41-43.46-48, 53, 59-60,61-62, 70, 72, 73. 81-84, 97-98, 119, 131-34, 173. 180, 202-03, 208. 213.226. 229-30, 239. 241, 247, 255, 272, 276, 281, 284-85. 286,299. 300. 302-04, 307, 309-10, 314, 317, 325, 327, 330-31, 336, 340, 349, 336, 378-79. 381, 382, 385. 390, 394-97, 398-400, 402-03
. 408.410,423-29, 435,436. 438-41, 446-47, 450, 453-55, 462, 471-73,485. 496, 498, 500-01, 504,510, 519, 525, 545. 553, 555, 560, 567, 570-72. 581, 591, 613-15, 639, 661-62, 699-700. 702-06, 708, 709-10
Khan, Nuruzzaman, 163
Khan Sadek, 493-94, 554,592-93
Khan, Sardar Shaukat Hayat, 396
Khan, Sarwar Alam, 300

Khan. Shahidur Rahman, 627,
Khan, Tikka, 133, 272. 285, 378, 397, 402. 438. 453, 572, 673
Khan, Wali. 383, 396, 434-36
Khan, Ziaur Rahman. 609
Khan. Suraiya, 188
Kbandker, Azizul Huq, 292,
Khandker N. Alam (Dr.), 89,
Kittani. Ismat. 270.
Kleindorfer (Professor), 293
Korean War. 45
Koreja, Jamal Mohammad, 396
Krishak Srmilk Party, 396

Kossoff, David, 621
Kosygin (Soviet Prime Minister), 32. 355, 461
Kethara. Madhukar, 620
Kubic, Milan J, 398
Kuiper, Arie, 130
L
The La Figaro, 209

The Labour Party, 129. 145-46. 183-84. 199
Labour Party International Committee, 145
Lahore Resolution, 15-20, 43.46,49, 58-59. 61. 180, 224. 230. 235, 390, 392.452-54, 569
Lai Mohammad. 162
Lambrakis Medal. 62, 73
Language Movement, 56-57
latif Bawany Jute Mills Sramik Union, 563
Laurant. Michel, 398
Lee, T. D.. 297
Legal Framework Order (LFO), 394,410, 435, 571
Lemmiin, Raphael, 200
Lenin. 425
Lcstor, Joan (Miss). 129
Lewis.AIIVed, 39
Libera] Parly. 183-84
Liberal Party Conference (1971), 660-61
The Life (Magazine), 296
London Aclion Committee, 77, 122-23
London Awami League. 182
Lohani. Fazle. 609
Lohani. Kamal. 554, 592
Loqueman, M., 101, 103
The Los Angeles Times, 694
Lulu Bilkis Banu, 609. 621
M
The Making of Pakistan (Book), 56
Mahalhero, Visudhananda, 5S4. 586, 588
Mahmood, Apel, 495
Mahmud, Balbul, 609
Mahmud, Maulana Mufti. 396
Makarim, Nono Anwar, 368
Makek, A., 689
Makhan. Abbdul Quddus, 524
Malik Adam. 349. 356. 365, 367. 378.410
Malik. F. Barry, 295, 297
Malraux, Andre, 656
The Manchester, 379
Maniruzzaman (Prof.), 13
Mannan, Abdul (Mr.). 65. 80-81. 652
Mannan. Sh. Abdul, 28. 94-95, 107-09. 111,691-93

Manson, Charles, 694
Mao Tse Tung, 47, 316, 461, 520
Maoist, 441
Marion, Leon D . 612
Mascarenhas, Anthony, 54, 471
masjumi Party (banned), 356
Mason, David, 165-66
Mason, Edward. 315
Mason, S.. 56
matin, Abdul (Ex-Major), 162. 347. 358. 405.412, 652
Matin. A., 107-9. Ill, 125, 186. 638.676
Matlib, A., 124,
Maudoodi,Maulana, 355
McCloskey, Frank, 297
MdDonald. Ian. 14
Meah, Afruz, 161
Meah. B.. 175
Medico International, 73
Meijs, paul, 211
Memorandum of the Bangladesh Refugee Intellectuals. 470-72,484-85. 503-04
Miah, Askir, 163
Miah. Ayas, 159
Miah, Fazlu, 689
Miah. Goyas, 689

Miah, Jamashed, 162
Miah. Madhu, 162
Miah. Monohar. 162
Miah. M. A. H., 145
Miah. Shaista, 689
Mikardo, Ian, 145
Mintoo, Mahmud Ahmed, 396
Mirza, Iskander, 452
Mirzafars, 454
Mirra, Ranadhir, 275
Mochatar. Lubis, 368
Mogul Empire, 312
Molla, Shamsul H.. 289
Mondale (Senator), 259. 268
Monir Uddin. 162
Mannan, kazi Abdul, 162
Monwar, Mustafa, 554. 592
Morgan, J. G., 129
Morning News (Karachi), 54
Morning Star News Service, 38
Morshed. Galam, 592

Morshed. Shamsul, 204
Moulvibazar Association. 639
Moulvi Bazar Janaseva Samiti, 682, 690
Muhammad, Ghulam, 390, 452
Muhith, M. A.. 267, 295. 699-710
Mukhapadhaya, 595-96
Mukherjcc, P. C.. 283
Mukit Fouj (Mukii Bahini), 69, 101, 134, 155-56, 167. 177. 190. 245-46, 249. 270. 298. 315. 336-37. 414-15. 440-41. 496, 545. 573. 574. 582
Mullick. A. R. (Dr.). 451. 474-75. 494, 554, 592, 612. 629, 665-66. 673
Munshi, Jamal, 274
Mun\ Sylvia (Miss). 179
Murshed, K. S. (Prof.). 13.493-94, 522, 554, 592
Muskie, Edmond S.. 258-59
Muslauddin, 160, 163
Muslim League, 55-56, 59, 201. 277-78, 390.403. 432. 462.473, 569
Mu'thi. Fahmi, 368
N
Nahar, B. S., 34
Nakhnikian. George. 294
Nalin, D.,30l
Narayan, Joy Prakash, 272, 282. 283, 287, 292, 357,410,
Nartke, Vance, 333
Nasi mullah, Haji. 689
Nasruilah, Nawabzada, 277
Natcir, Mohammad, 356, 367, 383.
National Awami party. 61, 62. 209. 285, 299, 314, 335.422,434, 437,439,450. 452-55 461-63 473, 498
National Awami Party (NAP- Bhashani). 396. 499. 441, 545-46
National Awami Party (Muzaffar). 519. 546
National Awami Party (NAP-Wali). 383. 396, 435-36, 546,
National Executive Committee on Pakistan, 147,
National League of Young Liberals. 621.
National Union of Miners at Aberden, 183,

National Workers' League, 580,
Nazimuddin. Khawaja, 390,
Nazrul Birth Day. 655,
Neijman, W. G., 211
Neeld. Dennis. 398
Netherlands Committee for Couple Communities, Bangladesh, 212
The New Statesman, 29, 641
The Newsweek, 33-34, 133, 379, 398
Newton. Roger. 297
The New York Times, 134, 297, 311. 398
Nicholas, Ralph. 292
Nixon, Richard M.,231, 234. 301. 306-7. 330, 365, 386,425. 461.473, 511-14
Noman. Khashru, 592,
Non-Violent non-Co-operation movement, 46. 395.439, 501. 571-72. 709
Noon. Firoze Khan. 203
Noor, Abdun, 162
Noorani, Shah Ahmed, 396
Nossal, Frederic. 328
Nygreen, Glen T. (Dr.). 612
O
Obe, H. r. Nicholas, 129
The Observer. 30.32

One Unit, 432. 435. 569, 571
Operation Omega. 211, 382
Osmun. M. A. (Major), 351
Osmani, M. A. G. (Col.), 177, 190,285
(Usmani), 496
Otteson, Schuyler. 297
O' Toole, Neil, 398
P
Pacific Research and World Empire
Telegram, 318
Paddington, N., 54
Pakistan Boudda Kristi Prachar Sangha,
584,; 86, 588
Pakistan Democratic League, 226
Pakistan Democratic Party, 396,436
Pakistan League of America, 223, 224,
225-27, 285. 289
Pakistan Movement. 19, 20
Pakistan National League, 226, 396
Pakistan Peoples Party (PPP), 310, 388.
393-94, 396, 436

Pakistan Resolution (1940), 240. 390,432,
484, 503
Pakistan Solidarity Committee. 300. 328
Pakistan Student Association of America
272
Pakistan Liberation Movement, 45
Parker, Austin, 297
The Parliamentary Labour Party, 199
Pasha, A., 110-11, 113, 162, 186
Pasha (Mr.), 610
Patwari, A. Bashar. 364
Paul, Motilal, (Dr.), 493-94, 554. 564
The Peace News, 14
The People (weekly), 361,3l366-67,
369. 371.379-80.411
Peoples Democratic Front of Bangladesh,
37-38
Peoples Democratic League, 422
Pir of Paggaro, 19
Plastrik, Stanley, (Prof.), 283-84, 301
Plattsmills, John, 169
Podgorny (President of Russia), 31-32, 62,
73. 383, 424-25, 440
Pompidou, 425
Pope's Peace Prize, 641
Popular Upsurge in Pakistan (1968-69),
434
Pramanik. Hujjat Ali (Dr.), 184, 645
Prentice, Reg, 620, 641
Probashi Mojahid, 192
Programme of the National Liberation
Front, 549-51
Provincial Autonomy, 391, 192-94. 395,
431-32. 569
Pulley, A., 283
Punjabi Genocide. 17
Panjabi Musalman, 20
Q
Quder, A. (Dr.), 595-96
Quamruzzaman, 592, 593
Qureshi, I. H.,410
R
Rab, A. S. M. Abdur, 524
Rabi, 1.1., 297
Radio Monitor Service. 9

Radio Pakistan, 39
Rajshahi University, 15, 24, 27.494
Rahim, Enayatur, 264, 279, 289
Rahim, Z, 594-96
Rahman. Abdur, 163
Rahman, Azizur, 161
Rahman. A. (Dr.). 594-97
Rahman. E., 116
Rahman, Fayuzur, 251, 266. 288
Rahman. Habibur, 161, 288
Rahman, Hafizur, 289
Rahman, latifur, 563, 637
Rahman. Matiur, 325
Rahman. Mohibur. 162
Rahman. Munni. 606. 609. 629-30
Rahman. Munni (Mrs.), 128
Rahman. Mustafizur. 289
Rahman. M.. 288
Rahman, M. (Mrs.) 638
Rahman, M. M., 326
Rahman, M. Q., 194
Rahman. Quazi Muzibur, 670. 675,692
Rahman, Rafiqur (Dr.), 275, 276, 293
Rahman, Sajidur, 162
Rahman, Sayidur, 405-407. 414-416

Rahman, Shafiqur, 204. 609
Rahman, Shah Azizur (Dr.). 238
Rahman. Shamsur, 28. 94-95, 168. 691-93
Rahman. Sheikh Mujibur, 12, 15, 17, 24, 30-32, 36, 41, 43,46, 53, 58-60. 61,71, 73, 83-84, 90, 98, 119, 147, 176. 178. 183, 205. 208. 225, 227, 229. 230. 232-33. 235, 247, 294. 278, 286, 300. 302-04. 310. 314. 317, 326. 330, 343, 349. 371, 472. 378, 381. 385. 388, 391. 392-93. 394-396, 402-03. 408. 422, 436, 437-39,441, 448. 449, 462. 470. 472. 484-85. 496-97. 500-01, 503-06, 510. 525, 554-56. 561, 572, 591-92, 616, 620, 626, 661. 664. 677
Rahman, S.,689
Rahman, Syed Abdur. 162
Rahman, Ziaur [JiaruJ (major), 183, 230. 233, 235
Rahman. Zillur (Dr.), 288, 289
Rahman, Taiyabur, 684
Rahman, Tungku Abdul. 365

Rahman. Zahir. 475, 554, 592, 618, 629, 665-66, 668, 673
Railway Workers' Council of Action, 563
Raisuddin. 163
Rajarbagh Policc Station, 232
Rajput, 20
Rakid, A., 681
Rao, K. B., 611-12

Rao. Janmalamadaka. 297
Rashid. Harun-ur, 689-90
Rashiduzzaman (Dr.), 287

Ray, N. Sinha. 374, 389
Ray, Satyajit, 324
Razakars, 579-80. 582
Razzak. A.13. 211
Razzak. Syed A.. 605
Rebellion in Bangladesh, 309-19
Red Cresent, 2
Reiehhanser, Edwin, 297
Rehman, Sobhan. 264, 272
Ridott, Tim. 129
ROHANI (Code name of A. H. Sarker), 375-76. 405.411.412
Roem (Dr.), 409-10
Roger. 371
Rohde (Mrs.), 268
Rohde. Jon E. (Dr.), 268, 398, 642
Rosenblum, Mort, 398
Rosjadi, Hadji Imron. 367
Round Tabic Conference. 304. 394.436
Roy A. K., 510-11, 522, 574, 592.595
Roy, K. K., 594-96
Royle. Anthony, 26
Roy Choudhury, Subrata, 493
Ruddleston (Biship), 187
RUMI (Code name of Siddique Ahmed), 373, 375-76. 405-07.410-11
Ryan. Willim, 283-84
S
Saduddin, Abul H., 274, 679, 695-98
Sadat, Anwar, 426-27
Saha, K. M., 594-96
Saha, S. K., 595-96
Saha Roy, Gauranga, 689
Salam, Abdus. 429-41
Salauddin (Mr.), 359
Saleh, M. A. (Dr.). 594-96

Samad. M. A. (MNA). 61-62, 65. 67. 72-73
Sanaullah, A. B. M., 352, 354, 373. 376. 405.410-12
Sangbad Parikroma (a Bi-weekly News Letter), 135, 691
Sangkhavasi, Aiem, 583
Sanjida Khatoon (Mrs.). 495
SAPRI (Code name of Ruhul Amin). 375-76, 405,411-12
Sarkar. A. H., 375-76. 405, 411-12
Save East Bengal Committee. 281-82. 301
Saxbe (Senator), 268. 272
Saxbe-Chuch Amendment (S 1675), 183. 301, 307
Scanlon, Hugh, 81
Scifres. mary, 297
Schamberg. Solney. 398
Schneider, Mark, 293
Scythian. 20
SEATO. 449
Sehbai, Daljit, 129
Sclim. Mujahidul Islam. 524
Selway (Mr.). 87
Sen, Anupam, 554, 592
Sen. Asoke. 169

Sen, Samar. 235
Seraj. Shajahan, 311, 524
Shafiqullah, M. (Dr.), 275
Shahjahan, 80-81, 502
Shah, Mumtaz H., 586
Shahab-ud-Din, 288
Shahid Abbus, 289
Shahid Day (21st February), 654
Shamsuddoha, 563
Shamsul, A. W.. 410
Shamsuzzaman, A. F., 373, 375-76. 389, 404-05,410-11,413
Sharif, A. (Dr.), 13
Sharma, D., 595-96
Sharp (Mr.), 355
Shastri, Lai Bahadur, 209
The Shiah-Sunni Riot, 201
Shields, Len (Dr.,), 574
Shikha, 298-301
Shi la Islam (Code name of Mrs. Roushan Ara Zaman), 404

Shore, Peter, 128, 179, 183, 628, 642
Shutarang (A flim), 286
Siddique. Mohsin R.,
Siddiquee, Noor-e-Alam, 289, 209
Siddiqui, M. R., 524
Sikander Abu Jafar, 328
Simonds. Richard, 668
Simorangkir, J.C.T., 56
Singh, Nirmal. 368
Singh, Swaran. 621
Sino-India War, 31. 355, 357, 365. 372
Sirajuddoula, 317
Six Points, 135
Sjaicho, Achmed, 58-59, 71, 75, 209, 227, 230. 286, 385, 392-94, 403, 433-34. 436, 470-71, 484, 500, 503, 570, 703
Smith, Leslie, 356, 367
Smith, Philip, 324
Sobhan, Rehman, 297
Socialist Wrokcr's Party, 293
Solit. Leo, 297
Sooharto (President of Indonesia). 410
Soomro, Sardar Maula Bax, 396
SOS - Bangladesh. 597
South Asia Crisis Committee, 336
South Asian Review. 20
The Spectator, 34
Springer, George. 297
Stanford Research Institute. 314
State Language Movement. 391.431.452. 569
The Statesman, 511
Stewart. M.. 29
Stonehouse, John, 63, 66. 88, 166. 183-84. 620, 628. 636-37. 674, 676-77
Stop Genocide, 170
The Straits Times, 354
The Students Action Committee, 77, 151, 186, 434-36, 569
Students' Joint Action Committee. 393
The Students Union of Bangladesh. 38
Subhan. Abdus, 162
SUFI (Code name of A. M. Sanaullah). 373, 376, 405,410-12
Sugandhi, Hadji. 368
Suhrawardy. H. S., 138, 348. 385, 391

Suhrawardy Rashed, 138-39
Sulaiman, A. S. M., 396
Sultan. M. A., 495
Sultan, Ayed Abdus (MNA), 179, 337
Sumadi (Dr.) 366
The Sunday Telegraph. 23
The Sunday Times. 30. 33. 54-55, 60, 133, 357, 373,471,640, 642
Sussman. Leonard, 612
Swihart, James, 297
T
Tagore, Rabindranath, 319, 662-66
Tagore, Birth Day. 655
Taher (Major), 155
Taj Mahal, 312
Talukdar, B.H.. 186
Tarafdar. A. M.. 107-9. 111. 186. 652
Tawab (Captain). 86
Tailor. Anne (Mrs), 283-84. 301
Tehrik-i-Istiqlal, 396
Telli, Diallo. 427-28
Thakur, Teheruddin, 495
Takurda. J. (Dr.) 13
Teresa (Mother), 641
Third World Convention, 157

Third World First, 157
Thirteen Point Programme. 209
Thomson, Lord. 54
Thrope, Jermy, 29
The time Magazine, 379
The Times, 27, 31. 32, 34, 73, 183, 297, 311,355
The Times of India, 314. 317
Tito (President of Yugoslavia), 426
Tjokroaminoto, Hadji Anwar, 367
Toha. Mohammad. 314, 546
Tomalin. Nicholas. 642
Tower, John G., 333
Townes, C.. 297
Trade Union Centre of Bangladesh, 559-63
Twenty-one (21) Point Programe, 569
U
U Thant, 164, 223, 231, 236, 300, 349, 365, 371.399, 423.583-84
Ujala Match Workers' Union, 563

United Action-Bangladesh, 119-20, 122, 187-88
United Front in East Pakistan, 209. 391, 432, 569
United Front Ministry, 432,433, 569
U.K. Awami League, 182
United National Liberation Front, 546-47, 549-51
U. N. Covenant on Civil and Political Rights (1966), 44
Unionist Party, 35
The Universal Declaration of Human Rights, 57, 398
Urey, H. C., 297
Usmani, Mahmudul Huq, 396
V
Van. Jhon C. W..212
Van Thiel. F.J.F.M., 212
The Venture, 97
Veronese. Mario (Father), 39
Vietnam Mobilization Committee. 337
W
Wali. Abdul, 580
The Washington Post, 296
West Cost News Bulletin. 273-79
White, Phillip H., 338
Winger, E. P., 297
Wikeley, J. M., 20
Wildenberg, Frans A., 212
Williams, Tom, 620
Wilson, Harold, 34, 199
The Womens' Committee, 77
Woollacott, Martin, 31
Workers Press, 80-81
The World Conference of Religion for Peace. 581
World Communist Conference (1969), 441
World Peace Conference, 61, 67,72
The World Peace Council, 62. 73. 548
World University Service, 611-12

Wright, Rev. Kenyon, 620
Wynne-Jones, Loard, 29
Y
Yahya-Mujib Talks, 572
Yazid. 453
Young, Richard, 297
Yousef, A.N.M., 396
Yousef (Air Vice Marshal), 410
Yunus (Dr.). 289
Z
ZAFAR (Code name of Zainul Abedin), 405
Zaki, Akram, 701
Zaman, Kaiser, 306-7
Zaman, Roushan Ara (Mrs.). 404
Zeiltein Arnold, 398
Ziauddin. Mian. 410

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : পঞ্চম খন্ড

মুজিবনগর : বেতার মাধ্যম

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-5

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December 2003
Reprint: June 2009

ISBN: 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : পঞ্চম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালযে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ’’বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্ সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুলস্নাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রুয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া ’’ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর - বেতার মাধ্যম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ৫ম খন্ডের দলিলপত্রের অধিকাংশই প্রাথমিক সূত্র থেকে আহৃত। প্রাথমিক সূত্র থেকে পাওয়া য়ায়নি এমন কিছু কিছু দলিল শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত শব্দসৈনিক এবং রেডিও বাংলাদেশের পাক্ষিক মুখপত্র ‘বেতার বাংলা’ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্নিবেশিত গানসমূহের কয়েকটি উৎস শামসুল হুদা চৌধুরী সম্পাদিত অনেক রক্ত :একটি জাতি নামক সাময়িকী এবং তার রচিত একাত্তরের রণাঙ্গন। সন্নিবেশিত দলিলসমূহের সূত্রোল্লেখ থেকেই এটা জানা যাবে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের সূচনা চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবনে ২৬-৩০ মার্চ ১৯৭১- সমাপ্তি মুজিব নগরে জানুয়ারী ২, ১৯৭২ তারিখে। ৩০ মার্চ ১৯৭১ তারিখে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবন হানাদার বাহিনীর বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল, সেগুলির কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ পর্যায়ে প্রচারিত মাত্র একটি বিষয় (পৃঃ ১৩) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সূচনা পর্বের ২৬ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত প্রচারিত বিষয় সমূহও বেশি পাওয়া যায়নি, শুধু একখানি বাণীবদ্ধ টেপ (পৃঃ ১-১০), ‘ শব্দসৈনিক ’- এ প্রকাশিত একটি কথিকা (পৃঃ ১২) ও বেতার বাংলায় প্রকাশিত এ সময়ের প্রচারিত অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ (পৃঃ ১১) ছাড়া। এগুলি গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনরে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকার তত্ত্বাবধানে সংগঠিতভাবে ২৫ মে ১৯৭১- এ স্বাধীন বাংলা বেতার সম্প্রচার নিয়মিতভাবে শুরু হয়। সেই তারিখ থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার দলিলপত্র যতোদূর সংগৃহীত হয়েছে তা আংশিকভাবে সন্নিবেশ কারা হয়েছে (পৃঃ ৪০-৫১১)।

তার আগে বেতারের অধিবেশন সমূহের পরিচয় দেবার প্রয়াস রয়েছে গ্রহন্থের ৩ নং শিরোনামভূক্ত অনুষ্ঠান পত্রগুচ্ছে (পৃঃ ১৫)। শেষে রয়েছে সংগীত সূচী (পৃঃ ৫১২-৫১৬)। স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত কর্মী, সংগঠক ও পরিচালবৃন্দের নামের কোন তালিকা এ খন্ডে দেওয়া হয়নি, কারণ, অনুরুপ একটি তালিকা এই দলিলপত্রের ৩য় খন্ডে আগেই মুদ্রিত হয়েছে।

বিভিন্ন শিরোনামে প্রচারিত বাংলা ধারাবাহিক স্বাতন্ত্র কথিকামালাকে সূত্রানুযায়ী বিভাজন করা হয়েঠেছ (পৃঃ ৫৪-৫২৬)।বাংলা অনুষ্ঠানের বিষয়াদি ছাড়াও উর্দু এবং ইংরেজী অনুষ্ঠানের প্রচারিত বিষয় সমূহের পরিচয় মিলবে যথাক্রমে ২৭৯-২৮০ ও ৪২২-৫০২ পৃষ্ঠাগুলিতে। বিষয় বস্তু অনুসারে আলাদা শিরোনামে চিহ্নিত করেও বাংলা অনুষ্ঠানের কিছু কথিকা সন্নিবেশিত হয়েছে-যেমন রণাঙ্গন সম্পর্কিত কয়েকটি কথিকা (পৃঃ ৫২৭-২৭৮), ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক কথিকা (পৃঃ ২৮১-২৮৭) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অনুষ্ঠন (পৃঃ ২৮৮-২৯৫) ইত্যাদি। প্রচারিত বিভিন্ন নিয়মিত অনুষ্ঠান যেমন রক্ত স্বাক্ষর সাহিত্যানুষ্ঠান (পৃঃ ২৯৬-৩০৯), মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অগ্নিশিখা অনুষ্ঠান (পৃঃ ৩৪০) গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান (পৃঃ ২৯৬-৩০৯), প্রবৃতির অন্তর্গত কিছু কিছু বিষয় সংকলন করা হয়েছে। এ ছাড়া কবিতা(পৃঃ ৩১০-৩৩৯), রুপকানুষ্ঠান (পৃঃ ২৪৮-৩৭০),জীবন্তীকা (পৃঃ ৩৭১-৩৮২), গান(পৃঃ ৪০২-৪২১) ইত্যাদিও রয়েছে। সংযোজনীতে স্থান পেয়েছে মার্চ ও এপ্রিল ১৯৭২-এর বেতার বাংলা থেকে সংকলিত আরও কয়েকটি বাংলা কাথিকা (পৃঃ ৫০৩-৫১১)।

পরিশিষ্ঠে (পৃঃ ৫১৭-৫২৭) আছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন জনের লেখা কয়েকটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ। সবশেষে এসেছে বেতার অনুষ্ঠন প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার সরকারী দরিল (পৃঃ ৫২৮)। এ দলিলপত্রের পঞ্চদশ খন্ডে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার নেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে এ সম্পর্কিত তথ্য সংক্ষেপ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিয়মিত অনুষ্ঠানমালার বাইরে বিভিন্ন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সরকার প্রধান, সেনাবাহিনী প্রধান ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের যেসব ভাষণ এবং সরকারের যেসব নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হয়েছে সেগুলি বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র -এর অন্যান্য প্রাসঙ্গীক খণ্ড, যেমন- ৩য়, ৪র্থ ও ১১শ খন্ডসমুহে সংযোজিত হওয়ায় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বিষয়সমূহের রচয়িতার নাম প্রায় ক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে যেমন-'বিশ্বজনমত শীর্ষক ধারাবাহিক বাংলা কথিকাগুলির (পৃঃ ৫৪-৮৬) লেখকের নাম দলিল সন্নিবেশকালে জানা যায়নি বলে অনুল্লিখিত থেকে গেছে। এ পর্যায়ের ৩০ মে, ১০ জুন, ২৯ জুলাই, ১ আগষ্ট ১৯৭১- এর কথিকাগুলি বাদে বাকী সবগুলি সাদেকীন-এর রচনা বলে পরে চিহ্নিত করা গেছে। ১ আগষ্ট-এর কথিকাটি লিখেছেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটির লেখকের নাম জানা যায়নি। অনুরূপভাবে, ইংরেজী অনুষ্ঠানের 'ওয়ার্ল্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রতিবেদনগুলিরও লেখকের নাম জানা যায়নি। তবে এগুলি একাধিক জনের রচনা এবং আলমগীর কবীর, আলী জাকের ও মওদুদ আহমেদ সাধারণত এগুলি লিখতেন।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র প্রচারিত অনুষ্ঠান (অংশ)	১
২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান	
	-২৬ শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে	১১
	-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কথিকা	১২
	-সাম্প্রদায়িতকাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ	১৩
৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর অনুষ্ঠান গুচ্ছপত্র (অংশ)	১৫
৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজী সংবাদঃ	
	-বাংলা সংবাদ	৪০
	-ইংরেজী সংবাদ	৪২
৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত নিয়মিত বাংলা কথিকামালাঃ	
	-বিশ্ব জনমত	৫৪
	-দৃষ্টিপাত	৮৬
	-সংবাদ পর্যালোচনা	১০৪
	-মানুষের মুখ	১২৩
	-প্রতিনিধির কন্ঠ	১৩০
	-অভিজ্ঞতার আলোকে	১৩৯
	-শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন	১৪৩
	-পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে	১৪৬
	-দর্পণ	১৫০
	-কাঠগড়ার আসামী	১৫৩
	-জনতার সংগ্রাম	১৫৪
	-পুতুল নাচের খেল	১৫৫
	-বিশ্ব বিবেক ও বাংলাদেশ	১৫৮
	-পিন্ডির প্রলাপ	১৬১
	-রক্তের অক্ষরে লিখি	১৬৬
	-দৃষ্টিকোণ	১৭২
	-রাজনৈতিক মঞ্চ	১৭৫
৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও কয়েকটি নিয়মিত কথিকাঃ	
	-দর্পণ	১৭৮
	-রাজনৈতিক মঞ্চ	১৮১
	-জনতার সংগ্রাম	১৮৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-অভিযোগ	১৮৫
	-চরমপত্র	১৮৭
৭।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা কথিকামালাঃ	
	-সাময়িকী	১৯০
	-বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত	১৯২
	-মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা	১৯৩
	-রণ দামামা	১৯৬
	-কথিকা	১৯৭
	-বাংলাদেশ গেরিলা	১৯৮
	-আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা	১৯৯
	-দেশবাসী সমীপে নিবেদন	২০০
	-যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী	২০৩
	-সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাঙলাদেশ	২০৪
	-আমরা তাদের ভাতে মারাবো	২০৬
	-যুদ্ধই একমাত্র পথ	২০৮
	-কয়েকটি ছবি- একটি ইতিহাস	২১০
	-মুক্তি সংগ্রামে মায়ের প্রেরণা	২১২
	-মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গ বীরাঙ্গণা	২১৪
	-বাংলার মুখ	২১৬
	-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন	২১৯
	-বাংলাদেশে কাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়	২২১
	-আগ্রগামী মুক্তিবাহিনী	২২৩
	-এখন অনেক কাজ	২২৪
৮।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও বাংলা কথিকা	
	-রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে	২২৭
	-প্রতিধ্বনি	২২৯
	-অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর	২৩০
	-ইয়াহিয়া জবাব দাও	২৩২
	-ঝিলামের চার ভাই	২৩৩
	-রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম	২৩৫
	-রেনেসার সূচনাঃ বাংলাদেশ	২৩৭
	-রণাঙ্গনে বাঙলার নারী	২৩৯
	-দেয়ালের লিখন	২৪০
	-বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু	২৪২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-দেশে গঠনে নারীর ভূমিকা	২৪৪
	-স্বদেশ স্বকাল	২৪৬
	-বাংলার সংগ্রামী জনাতা প্রস্তুত	২৪৮
	-বাংলাদেশের পুর্নগঠন-৩	২৪৯
	-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ	২৫১
৯।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত রণাঙ্গন সম্পর্কিত কংয়েকটি কথিকাঃ	
	-দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম	২৫৭
	-মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে	২৬৪
	-মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে	২৬৬
	-দুর্জয় বাংলা	২৬৮
	-মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম	২৭০
	-ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল	২৭২
	-রণাঙ্গণ ঘুরে এলাম	২৭৩
	-মুক্তাঞ্চলে	২৭৬
১০।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান থেকেঃ	
	-একটি উর্দু কথিকা	২৭৯
১১।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত র্ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের কয়েকটি কথিকাঃ	
	-ইসলামের দৃষ্টিতে	২৮১
	-ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ	২৮২
	-বাইবেল পাঠ ও আলোচনা	২৮৫
১২।	ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানঃ	
	-রমজানের ওই রোজার শেষে	২৮৮
	-রকেথ রাঙ্গ ঈদ	২৯১
	-রক্তে রাঙা ঈদুল ফিতর	২৯৪
১৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠন থেকেঃ	
	-বিপন্ন যখন	২৯৭
	-আজকের বাংলায়	৩০০
	-সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে	৩০৩
	-রণ শিবিরের একটি প্রতক্ষ্য চিত্র	৩০৫
	-স্বীকারোক্তি	৩০৭
১৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত কয়েকটি কবিতাঃ	৩১০
১৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিখা থেকেঃ	৩৪০
	’-এহিয়া বধ কাব্য’	
১৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত একটি রুপক অনুষ্ঠানঃ	
	-জল্লাদের দরবার (অংশ)	৩৪৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত জীবন্তিকা অনুষ্ঠানঃ	
	-মীর জাফরের রোজনামচা	৩৭১
	-এ সত্য রুধিবে কে?	৩৭৪
	-কে আমাদের রুখবে?	৩৭৯
১৮।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানঃ	
	-সোনার বাংলা	৩৮৩
	-জনতার আদালত	৩৮৯
	-গ্রাম বাংলা	৩৯২
১৯।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান	৪০২
২০।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ	
	-নিউজি কমেন্টারী	৪২২
২১।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ	
	-ওয়ার্ল্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ	৪৩৪
২২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী প্রতিবেদনমালা:	
	-Shocking Western Apathy : Bangladesh No Biafra or Indonesia	৪৫০
	-UN Proved Impotent	৪৫১
	-British Parliament Debates Bangladesh	৪৫২
	-More US Arms for Killing Bengalees: AAPO Fails to Understand Bangladesh	৪৫৪
	-Emergence of Secularism	৪৫৫
	-British Delegation States Yahya, Tikka	৪৫৭
	-Awami League Opts for Military Solution	৪৫৮
	-Not Separatism : A War of Liberation	৪৬০
	-Causes of Arab Apathy Toward Bangladesh	৪৬২
	-Nixon Goes to Peking as Bangladesh Bleeds	৪৬৪
	-Yahya Prepares to Murder Sheikh	৪৬৫
	-Indian Moslems Misled	৪৬৭
	-A multi-pronged Attack on Bangladesh	৪৬৯
	-UN to Pakistan's Rescue	৪৭১
	-Famine as a Weapon Relief Food for Soldiers! Bangla is NO Biafra	৪৭২
	-World Press Worried about Sheikh: Honor for Tikka!	৪৭৪
	-Yahya Finds His Quisling	৪৭৬
	-'Amnesty' Fail to deceive : BBC Thaws: Mercenary Malik	৪৭৭
	-An Historic Five-Party Agreement : Proof. Galbraith Mistakes Bengali Spirit	৪৭৯
	-US Senators Vote Stop[page of Aid: Paks on the Run	৪৮১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-Collusion with Iran	৪৮৩
	-India-USSR Treaty	৪৮৪
	-British Labor Party Wakes up: UN Intervention Not Welcome Now	৪৮৬
	-Yahya and His Bay Elections	৪৮৯
	-Monem Eliminated: Other Collaborators Shaking in	৪৯০
	Pants	৪৯১
	-Yahya'a Approaching Doom	৪৯৩
	-US People Force Nixon Stop Arms Flow	৪৯৫
	-Pakistan in Tight Corner: D-Day Nearing Warning for	৪৯৬
	UN	৪৯৮
	-Bangladesh Get Ready!	৫০০
	-Final Battle Begins: Mukti Bahini Riding High	৫০১
	-The Decisive Stage	
	-Niazi'a Pitiful Boasts	
	সংযোজন	
২৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানমালার আরও কয়েকটি কথিকাঃ	
	-তথাকথিত পাকিস্তান বেতার ঢাকা	৫০৩
	-মৃত্যুহীন প্রাণ	৫০৬
	-ইবলিশের মুখোশ	৫০৭
	-রণাঙ্গনের চিঠি	৫০৯
	-বিচার চাই	৫১০
২৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত সূচী (অংশ)	৫১২
	পরিশিষ্ট-১	
২৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন (অংশ)	৫১৭
	পরিশিষ্ট-১	
২৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার কার্যবিবরণী	৫২৮
২৭।	নির্ঘণ্ট	৫৩১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত অনুষ্ঠান (অংশ)	টেপ থেকে উদ্ধৃত	২৬-৩০ মার্চ, ১৯৭১

“এবার তোমাদের বিদায় নিতে হবে, তবে অক্ষত অবস্থায় নয়। যে রক্ত এতদিন তোমরা নিয়েছো, সে রক্ত এবার আমরাও নেব।” বলেছেন বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

“বাঙালী রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ বাহিনী, মুক্তিসেনা- এগিয়ে যাও। তোমাদের সাথে রয়েছে বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা। এরা সবাই রক্ত দিতে প্রস্তুত, আজ এরা রক্ত দেবেই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে পাকিস্তানী হানাদারদের ওপর এরা আক্রমণ চালাবে।” বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

“পাক সৈন্যদের খতম করুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। যে পতাকা একবার বাংলাদেশের মানুষ উড়িয়েছে,শেষ রক্তবিন্দু থাকতেও সেই পতাকা কোনোদিন তারা ভুলে যাবে না।” বলেছেন স্বাধীন বাংলার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চারজন নেতা।

মনে রাখবেন, শত্রুসৈন্য ধ্বংস হওয়া না পর্যন্ত এই যুদ্ধাবস্থা চলবেই। তাই আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে, রাতের ঘুম হারাম করে আপনারা আপনাদের বিজয়ের পথে এগিয়ে যান।

পশ্চিমা হানাদারেরা এখনো চিনতে পারেনি বাঙালী রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ বাহিনী আর মুক্তিসেনা কি জিনিস! তারা ভুলে গেছে, এই বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে যে শৌর্য ও বীর্য দেখিয়েছে তা তারা এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, যে সমস্ত হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য এখনো রয়েছে তাদের বাঙালীরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। জয় বাংলা।

সংগীতঃ জয়, জয়, বাংলার জয়... ...।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রাম চলেছে। বাংলার বীর সৈনিক, ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী এবং এদেশের প্রতিটি ছাত্র, কৃষক, জনতা, হানাদার পশ্চিমা গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করে চলেছে। এবং বাংলার বীর সৈনিকদের আক্রমণে দিশেহারা পশ্চিমা বাহিনী পিছু হটে চলেছে এবং মর্টার, কামান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা করে চলেছে। পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন প্রতিটি আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে গতকাল রাত্রে হাসপাতালে পর্যন্ত বোমাবর্ষণ করেছে- বাংলার সাত কোটি মুক্তিপাগল মানুষের উপর যেভাবে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে চলেছে, তার প্রতিরোধে বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তাই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন বাংলার মুক্তিপাগল জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। আপনাদের অবগতির জন্য আমরা আরও জানাচ্ছি যে, পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল টিক্কা খান- যাকে বাংলার বীর জনতা গর্ভনর হিসাবে মেনে নিতে .... (অস্পষ্ট) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সেই কুখ্যাত টিক্কা খানকে বাংলার বীর

স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচারের পর হানাদার বাহিনীর বিমান আক্রমণে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় এবং চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চল থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৫ মে থেকে মুজিব নগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বেতার সম্প্রচার পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়।

* বন্ধনীযুক্ত অংশের টেপ অস্পষ্ট ও বাংলা ভাষণের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সৈনিকেরা হত্যা করেছে। বাংলার বীর জনতা প্রতিটি অলিতে-গলিতে অস্ত্র হাতে শত্রুদের মোকাবিলা করে চলেছে। বিশ্ববাসী, আপনারা আসুন, বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আমরা জানি, ইনশাল্লাহ্‌ জয় আমাদেরই হবেই। জয় বাংলা।

আপনারা বাংলার প্রতিটি জনসাধারণকে জানিয়ে দিন যেন শত্রুর মোকাবিলায় তারা সর্বাত্মক সাহায্য করেন। বাংলার বীর সৈনিকেরা যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে চলেছে, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনারা কেউ শহর থেকে যাবেন না। যে যেরূপ ভাবেই পারেন বাংলার মুক্তিপাগল মানুষকে সাহায্য করুন। ...... আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খাদ্য ও যেসব সামগ্রী সংগ্রহ করা আছে, আপনারা যদি পারেন, সেখানে খাদ্য ও সামগ্রী জমা দিন।

সঙ্গীতঃ ... ...

ঘুম পাড়ানো তোতা পাখী লও বিদায়, লও বিদায়।

... ...

I Major Zia of Bengal Liberation Army. This is Major Zia, the Leader of Bengal Liberation Army, speaking on the support of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’s liberation movement.

The Pakistan Army consisting mainly of Punjabi are killing the Bengalee civilians of all ages, and they acted in most ruthless manner. They have not spared the unarmed Bengalees - those are chiefly unarmed Bengalee officers and men of the army, navy and air force, some of whose families have not been killed]* the massacre started on the night of last Thursday when they attacked and started killing the unarmed soldiers, navy, airmen and civilian population all over Swadhin Bangladesh. they have been using American Russia and Chinese armaments including artillery gun and tank including Russian tank which is presented, which was so generously given by the Indonesian during the last 1965 war, All these acts uncivilized and cruel, They had a very well conceived plan of killing the senior political, civil, military leaders of Bengal. The need of the hour is that the important personalities of Bangladesh should go underground and work from there. Voice of America has announced that Beluchistan and Pakhtunistan with North-West Frontier Province has seceded from Pakistan to support the cause of Swadhin Bangladesh. At this moment, we have to fight united. By the grace of God, we will capture all Punjabi traitors in a matter of one or two days and free Bangladesh of these menaces. Joi Bangla.

This is- you are listening the taped broadcast by Major Zia of Bengal-Bengal Liberation Army leader. The broadcast coming to you from Free Radio Bengal.

আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। এবার আপনাদের মুক্তি-বাঙালী মুক্তিসেনা বাহিনীর নায়ক মেজর জিয়া আপনাদেরকে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন।

আমি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত স্বাধীন বাংলা প্রসংগে বলছি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানত ....* পাঞ্জাবী সৈন্যরা বাংলার বেসামরিক মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তারা অফিসার এবং নিরস্ত্র সৈন্যদের হত্যা করেছে। এমন কি তাদের পরিবারদেরকেও রেহাই দেয়নি। তাদের এরকম হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার থেকে। সেদিন থেকে তারা বাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে এবং সমস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের উপর জুলুম চালাতে থাকে। তারা আর্টিলারী কামান, আমেরিকান, রাশিয়ান ও চীনা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এছাড়াও তাদের জুলুমের ভয়াবহ সামগ্রীগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক, যেটি তাদেরকে গত উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের তথাকথিত যুদ্ধে মহান দেশ ইন্দোনেশিয়া আমাদেরকে দিয়েছিলো। দুশমনদের এ সমস্ত কাজ যেমন বর্বরোচিত তেমনি জঘন্য। এই সমস্ত বর্বর হানাদারদের এখন সুপরিকল্পিত মতলব হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান রাজনীতিক নেতাদের, বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনাদের হত্যা করা। এই চরম মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদিগকে আণ্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন কাজে চলে যেতে হবে এবং সেখান থেকে দুর্বার আক্রমণ গড়ে তুলতে হবে। কিছুক্ষণ আগে ভয়েস অব আমেরিকা বেতারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ন্যায় আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করে বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনিস্তান তথাকথিত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই সময় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে মহান সংগ্রাম গড়ে তোলা। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করবো। এই পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের বিধবস্ত করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র একদিন কিংবা দুইদিন। এবং এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে আমরা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবো। জয় বাংলা।

This is.... This is Lt. Shamsher of Bengal Liberation Army- I hereby pass a message from Major Ziaur Rahman of the Bengal Liberation Army. He says it is reported that more Pakistani Punjabi Force and armament have been brought to Chittagong and Dacca by the sea and by air- I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace-loving country of the world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh...Under the circumstances I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidance of Sheikh Mujib. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement with increased vigor and intent devotion. By the grace of God the victory is ours- Joi Bangla.

Here is an announcement: All civilians of Chittagong are requested to collect at Laldighi Maidan with whatever weapons they have and report to Captain Bhuiya and Captain Naser of the Bengal Liberation Army.

চট্টগ্রামে অবস্থানরত সমস্ত নাগরিকদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে যে, তারা দুপুর বারোটার মধ্যে লালদিঘীর ময়দানে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাপটেন ভূইয়া এবং ক্যাপটেন নাসের .... (অস্পষ্ট) হাজির হন। তিনারা দুপুর বারোটা পর্যন্ত আপনাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করবেন। দুপুর বারোটার মধ্যে আপনারা সবাই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘীর ময়দানে হাজির হয়ে যান। সেখানে ক্যাপটেন ভূইয়া ও ক্যাপটেন নাসের আপনাদেরকে আদেশ ও নির্দেশ দেবেন। অস্ত্রশস্ত্র পারতপক্ষে লুকিয়ে আনবেন-সাধারণ নাগরিক যাতে তা না দেখেন। আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে আনবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া লালদিঘীর ময়দানে যাবেন না। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে শুধু তারাই লালদিঘীর ময়দানে যেয়ে হাজির হবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কেউ ওখানে যাবেন না।

---

*এই অংশে টেপ অস্পষ্ট

আর একটি বিশেষ ঘোষণাঃ কুমিরায় অবস্থানরত স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর সংগে ক্যাপটেন ভূইয়া-ক্যাপটেন ভূইয়া দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর সংগে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের তিনশত সিপাই নিহত হয়েছে। তারা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। কোন বেসামরিক নাগরিক তাদেরকে সাহায্য করবে না। পাঞ্জাবী কোন সৈনিককে বেসামরিক নাগরিক সাহায্য করবেন না। এখানেও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর জয় হয়েছে। জয় বাংলা।

.....স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশে আমাদের আবেদন, আপনারা কোন অবস্থাতেই বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাদের উৎসাহ ও মনোবল অক্ষুণ্ন রাখুন। শান্তি ও শৃংখলার সাথে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের নাগরিক বাংলার মুক্তিবাহিনীর কাজে সহায়তা করুন। আমাদের মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতায় সমগ্র এলাকা মুখর। আমাদের ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট চালু করেছেন যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুলভে পাওয়া যায়। ঔষধপত্রের দোকানগুলো খোলা হচ্ছে। আপনারা যদি পরাজিত শত্রুবাহিনীর কোন বর্বর সৈন্যকে বিক্ষিপ্তভাবে কোন স্থানে যেকোন বেশে চলাচল করতে দেখেন তাকে উচিত সাজা দিন। তাদের সাথে কথা বলে তাদের ভাষা পরীক্ষা করবেন। তারা আমাদের বাঙালী সামরিক বিভাগের জোয়ানদের ওপর জুলুম করেছে। তাদের ক্ষমা নেই। ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! নেবো! নেবো! আমাদের মুক্তিবাহিনী, কুমিরায় তিনশত বেঈমান পাঞ্জাবী জোয়ান যখন পালাচ্ছিল, ক্যাপটেন ভূইয়ার নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

দুশমনরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর পোশাক পরে চোরের মত স্বাধীন বাংলাদেশ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকরা সজাগ দৃষ্টি রাখুন এই হানাদারদের ওপর। এদের যেখানেই পান, সাথে সাথে এদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দিন। এদের চেনার প্রথম উপায় হচ্ছে- যেখানে দেখেন বেশ দূরত্বে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এদের সাথে কথা বলবেন, সামনে যাবেন না প্রথমে। সন্দেহজনক লোক দেখলে বেশ দূরত্ব থেকে কথা বলে এদের পরিচয় জেনে তারপরে যদি সন্তুষ্ট হন, ছেড়ে দেবেন। নয়তো হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করুন।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত খবর শুনুন

স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, স্বাধীন বাংলার গ্রাম ও শহরের কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার গুজবে কান না দেন বা কোন গুজবে বিভ্রান্ত না হন। কেননা, শত্রুসৈন্যরা ছদ্মবেশে শহরে ছড়িয়ে পড়ে এসব গুজব ছড়াতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থা স্বাধীন বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর হানাদার পাঞ্জাবীদের অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন। গত পাঁচদিন ধরে শত্রুসৈন্যরা পানি, খাদ্য, বিদ্যুৎবঞ্চিত হয়ে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তাদেরকে ভাতে পানিতে মারাই হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিশোধ। এই উচিত সাজাই হবে তাদের প্রাপ্য। আসাম বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত এহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর প্রচারের বহু পরে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেছে। আমি আবার বলছি, আসাম বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত এহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর প্রচারের বহু পরে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বিপ্লবী পরিকল্পনা কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। মুক্তিবাহিনী প্রধান

নির্দেশ দিয়েছেন- বেসামরিক লোক, যাঁরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানেন না, তাঁদের হাতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আছে, তা প্রত্যেক জেলার ই-পি-আর বাহিনীর হাতে অবিলম্বে জমা দিতে হবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাখতুনিস্তানে অবস্থানকারী সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক বাঙালী লোকজন সম্প্রতি আশংকার কোন কারণ নেই বলে আসাম বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী প্রধানের খবরে প্রকাশ,নিহত টিক্কা খানের চারজন সহকারীও নিহত হয়েছে। এ খবর আপনারা শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার শরন সিং পূর্ববাংলার উপর পশ্চিমাদের সামরিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কোন আবেগ প্রকাশ না করার অর্থ এই নয় যে, ভারতবাসীদের মনে বাঙালীদের প্রতি সহানুভূতি ও আবেগের অভাব রয়েছে এবং এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার অর্থই হচ্ছে তারা আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। মিসেস গান্ধী স্বাধী বাংলার মুক্তিকামী জনতার ওপর পাঞ্জাবী দস্যুদের ট্যাঙ্ক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভয়েস অব আমেরিকার খবরে প্রকাশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশের সমস্ত সরকারী-বেসরকারী অফিস, আদালত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এই সম্পর্কিত তথাকথিত পাকিস্তান রেডিওর খবর সর্বৈব মিথ্যা।

খবর শুনলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের পরবর্তী ঘোষণার জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোন প্রাইভেট গাড়ীর জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন।

আমি আবার বলছি, বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোন প্রাইভেট গাড়ীর জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন। এই সংগে অন্যান্য নির্দেশ হচ্ছে, রাত্রে কেউ বাতি জ্বালাবেন না। কোন ঘরের আলো যেন আকাশ থেকে দেখা না যায়। সারা বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রদীপ থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকটি গাড়ী চেক করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিমানবন্দরের রানওয়ে যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে বিমান নামার পক্ষে অনুপযোগী করে তুলুন। রাত্রে কোন বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক কোন গোলাগুলির আওয়াজ করবেন না। কোন অবস্থাতেই কোন সক্ষম ব্যক্তি শহর ছেড়ে গ্রামে যাবেন না। ঘোষণাটি আবার পড়ছি … …

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রর অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘোষণাঃ

এখন থেকে আমরা প্রতিদিন নিয়মিত তিনটি অধিবেশন আমাদের সংগ্রামী জনতার উদ্দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি অধিবেশন আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। প্রতিদিন সকাল ন'টায় আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করা হবে, বেলা একটায় দ্বিতীয় অধিবেশন ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু করা হবে। আবার বলছি … … …

প্রত্যেক অধিবেশনে আপনারা খবর, দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া, সংগীত ইত্যাদি শুনতে পাবেন। মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর মেজর জিয়ার নির্দেশ শুনতে পাবেন। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ান এবং বেসামরিক ব্যক্তিবিশেষের সংগে সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিশেষ ঘোষণা ও খবর প্রচার শেষ হলো। জয় বাংলা।

Bangladesh Liberation Army- I will now read out an appeal made by Major Ziaur Rahman of the Bangladesh Liberation Army. It says- it is reported that more Pakistani Punjabi troops and armaments have been brought to Chittagong and Dacca by Sea route and by air- I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace-loving countries of world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh. Under circumstances however I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement. I will repeat.......

সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি-যারা গাড়ী চালানো জানেন, তারা অবিলম্বে রেস্ট হাউজে আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হোন।

.... (নারীকণ্ঠ)- বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলার সব পুরুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এদের সাহস ও উৎসাহ যোগাতে হবে আমাদের। নিজ নিজ ঘরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাড়িতে পুরুষদের উজ্জীবিত করে প্রমাণ করুন- এ সংগ্রাম শুধু বাংলার পুরুষদের নয়, মা-বোনেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনারা প্রমাণ করুন প্রতিটি বাঙালী ললনা বীর নওজোয়ানদের মা-বোন,বীরাঙ্গনা। আপনারা বর্গীর হাংগামার সময় যেভাবে হানাদার বর্গীদের বিরুদ্ধে তেজের সংগে রুখে দাঁড়িয়েছেন, রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন, তা এখন বৃথা যেতে দেবেন না। আপনারা সবক্ষেত্রে প্রাণপণ সাহায্য করুন। প্রতিটি ঘরে দুর্গ তৈরী হয়েছেন, আজ দেশদ্রোহী পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আপনাদের সন্তানদের প্রেরণা দিন, সাহস দিন, তাদেরকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়তে দিন। আপনাদের কোন ভয় নেই। আমাদের স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় সারা বাংলাদেশ এখন আমাদের হাতে আমাদেরই আছে, আমাদের কাছে। আপনারা এদেশ রক্ষা করুন, আপনারাও রক্ষার কাজে পার্টিসিপেট করুন, অংশগ্রহণ করুন-অংশ নিন। আপনারা মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের সব রকমের সহায়তা করুন। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। জয় ন্যায়ের ও বিনাশ অন্যায়ের হবেই হবে, এ আমাদের মনে রাখতেই হবে। জয় বাংলা। ... ...

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার এখনকার মত এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আমরা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন।

স্বাধীন বাংলার ভাই-বোনেরা, আসসালামু আলায়কুম-

মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সারা বাংলাদেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার জনসম্পদ লুণ্ঠন করার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে এখনও শোষণ অব্যাহত রাখতে চায় ওরা। তাই তার সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্যভাবে প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাসের আর দ্বিতীয় নজীর নেই। আজ সারাদেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বিপ্লবী জনসাধারণ*........ হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার তস্করের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এ শত্রুবাহিনী তাদের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই-পি-আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলায় প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ মুক্তিপাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার নিকট আহ্বান জানাই-শত্রুসেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতয়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধা মত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে দিন, হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন। বন্ধুগণ!..........

আজকে আমরা দেখতে পাই, নিরপরাধ নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, দেখামাত্র গুলি করছে, হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে তার নজির এ বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাবো, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাবো, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ করে থাকবেন না। আসুন বিশ্ববাসী, সাড়ে সাত কোটি এই পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের বাঁচানোর জন্য আপনারা আমাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই- আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন। হে বিশ্বের অধিবাসী তোমরা দেখ, কিভাবে পশ্চিমা এই গণবিরোধী শক্তি,এই শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ পশ্চিম- এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালেরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে কিভাবে তাদের নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না, আসুন আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করুন। বন্ধুগণ, আমি সারা বাংলার স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান জানাবো, বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদেরকে শরিক করুন এবং হানাদার দুশমনদের খতম করুন। যেখানে যে যে অবস্থায় আছেন, যার হাতে যে অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র তুলে নিন। মা-বোন বাপ-ভায়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বার হন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে শত্রুসেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন। আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে- এদিন আর সুদূরপরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাবো, এই দেশ এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হবে- অন্য কোন কারও নির্দেশ বাঙালীরা কোন দিন বরদাশত করবে না এবং কোন মার্শাল ল’ বাঙালীরা মানে না। আমি আহ্বান জানাবো- বাংলার প্রতিটি নরনারী সকলের কাছে-আপনারা মার্শাল ল’ মানবেন

টেপ অস্পষ্ট

না, মার্শাল ল'র আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক। স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলা-জয়।

....অনুষ্ঠান শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার তেকে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলা খবর।

স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার থেকে খবর বলছি। আমাদের বিপ্লবী গণবাহিনী শত্রুর দুর্ধর্ষ আক্রমণকে প্রতিহত করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সামরিক ঘাঁটিতে এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সামরিক বিধি-বিধান, ভয়-ভীতি সবকিছুকে তুচ্ছ করে আমাদের বিপ্লবী বাঙালী সৈন্যবাহিনী শত্রুদের হটিয়ে চলছে। বাংলাদেশের মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে বাংলার মাটি আজ দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম এবং আরও কয়েকটি জেলায় সামরিক ঘাঁটি আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে এসে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত মানবতার সহায়তা আমরা পাচ্ছি। খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের বীর সেনানীরা বিপুল বিক্রমে দুশমন সৈন্যকে প্রতিহত করে চলছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুক্তির আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি থানার পুলিশ বাহিনী আমাদের সাথে লড়ছেন। ই-পি-আর বাহিনী, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাংলার বীর স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, বাংলার মা-বোনেরা, বাংলার যুবক সম্প্রদায় প্রত্যেকে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে আছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আজকের মত খবর এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের মত এখানেই শেষ হলো। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।

শত্রুবাহিনী উপায়ন্তর না দেখে ট্যাঙ্ক ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে, আঘাত হানার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বাঙালীদের আয়ত্তে। (একজনের হাততালি ও বাহবা) কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে। এদেশের অন্যান্য সকল স্থান বাঙালীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে এসে গেছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এখন খবর পড়ছি-

বাংলাদেশের পথে পথে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ জনতার সাহায্য নিয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ করে চলেছে। ঢাকার সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান হানাদার সেনাবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ টিক্কা খান দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে হানাদার সৈন্যদের মুখপত্র পানিস্তান রেডিও থেকে যে খবর পৌঁছেছে যে শেখ মুজিব ধৃত হয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। টিক্কা খান তার দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বাঙালীদের আয়ত্তাধীন। কুমিল্লা থেকে একদল সৈন্য চট্টগ্রামের পথে পালাবার সময় বাংলার বিপ্লবী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনী তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে ও তারা এখন তাদের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে বিভিন্ন অবস্থায় পালিয়ে রয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু এক নির্দেশ জারি করেছেন যে পলায়িত সৈন্যরা যাতে কোনক্রমেই রেহাই না পেতে পারে। চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাঙালী সৈন্যদের আয়ত্তাধীন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য বিভিন্ন অবস্থানে লুকিয়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের বীর জনতা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ তাদের ধ্বংস করে দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। গতকাল চট্টগ্রামের বিভিন্ন অবস্থান থেকে হানাদার বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় এবং এতে করে

হানাদার বাহিনীর বেশ কয়েকটা ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যশোর, রংপুর সিলেট এসব শহরেও এখন পর্যন্ত প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে এবং হানাদার সৈন্যদের এখন মূল লক্ষ্যস্থল হলো বেতার কেন্দ্রগুলো। তারা বেতার কেন্দ্রগুলো দখল করে সেখান থেকে ভুয়া প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু বাংলার বীর জনতা তাতে মোটেই বিভ্রান্ত না হয়ে তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকার পথে পথে এখন মুক্তিসেনা এবং বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর ও পুলিশদের সাথে হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, টিক্কা খান তার দলবল সহ নিহত হয়েছেন। সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যের নির্দেশ অমান্য করে জনসাধারণ স্বাধীন বাংলার পাহারাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশক্রমে চলছেন এবং তারা বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত প্রত্যেকটি নির্দেশকে হুবহু মেনে চলছেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘের কাছে এক আহবানে বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে তাই জাতিসংঘের এখন উচিত বিদেশী সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে হটানোর ব্যাপারে বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে সহযোগিতা করা। আপনারা এ খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে।

টিক্কা খান সদলবলে নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তার নির্দেশ জারি করে চলেছেন। তার সর্বশেষ নির্দেশ হলো যে, আপনারা জনসাধারণ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই পশ্চিমা সেনাবাহিনীর অবস্থান নির্দেশ করুন। এবং পশ্চিমা সেনাবাহিনী কোথায় আছে সেটা জেনে তাদের ধ্বংসকাজে লিপ্ত থাকুন। ই-পি-আর, বেংগল রেজিমেন্ট ও পুলিশ বাহিনীকে খাদ্য-পানীয় দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন। যার ঘরে যা আছে, বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার, প্রয়োজনবোধে সেটা ই-পি-আর অথবা বেংগল রেজিমেন্টের হাতে তুলে দিন আর আপনারা যারা চালানো জানেন তারাও তৈরী হয়ে থাকুন এবং যেখানে পশ্চিমা সেনাবাহিনী দেখবেন তাদের উপর আক্রমণ করুন। তবে একটি জিনিস মনে রাখবেন যে, কোথাও বাংগালী বা অন্য কেথাও কোন সৈন্য দেখা গেলে তার প্রতি গুলি করবেন না এবং এসব করার আগে ই-পি-আর, বেংগল রেজিমেন্ট অথবা পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করুন। গত রাত্রেও সারা বাংলাদেশের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলেছে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা পশ্চিমা হানাদার সৈন্যদের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদেশের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এটাকে দখল করে নিতে চাইছে। তাই প্রত্যেকটি দেশের উচিত এ অবস্থায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা ও সাহায্য করা এবং পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর এক নির্দেশে এ কথাও জানিয়েছেন যে .... পাকিস্তানী সৈন্য যারা যেখানে আছেন তারা যদি আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে। অন্যথায় বাংলার মাটি থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এবং যাতে করে তারা বাংলাদেশ থেকে পালাতে না পারে তারও সম্পূর্ণ নির্দেশ তিনি জারি করেছেন। জয় বাংলা। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার আপাতত এখানে শেষ হলো।

Here is an announcement from Radio Free Bangladesh. Our leader Sheikh Mujibur Rahman had declared the independence of Bangladesh. Now Bangladesh is an independent and sovereign state. After the declaration of independence, the Pakistani anti people forces have become mad like dog and are out to massacre our people, thus creating a reign of terror in Bangladesh. But the gallant forces of Bangladesh under the guidance of Sheikh Mujibur Rahman are fighting them out of the homeland of ours. East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and Police forces with all the efforts and help of the people of Bangladesh, are restricting them, sticking hard on them throughout the whole Bangladesh. Chittagong is completely under the control of Bangla Regiment as well as other sectors such as Comilla, Rajshahi, Sylhet, Jessore, Rangpur. In Dacca, heavy fighting is going on and our gallant forces are marching towards victory. We appeal to

the people residing in towns and cities not to leave their places and to prepare themselves with whatever they have and create barricades at every road-corner by which enemy may travel. Do not allow them to move an inch forward without resistance. All the people in the villages those who have fire arms of any kind are requested to proceed to the town and cities. People of all walks of life are specially requested to extend their help specially by giving food to our gallant fighting forces.

Now, this is an appeal on behalf of Free Bangladesh to the people of peace-loving countries throughout the world specially our neighboring countries to help with whatever they can so that we can become masters of our own destiny. We also appeal to the big powers to intervene and see that seventy five million people of Bangladesh can become free from injustice, hardship, deprivation from legal right and oppression and torture by forces of Pakistani aggression. We also appeal to the United Nations to immediately.....(Noise)........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান	১। 'বেতার বাংলা' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ ২ ও ৩। 'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	২৬ ও ২৮ মার্চ এবং ২১ এপ্রিল, ১৯৭১

১.

২৬ শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে
আবদুস সালাম

''নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লীআলা রাসুলিহীল কারিম''

আসসালামু আলায়কুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা-তারা মৃত নহে, অমর।

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

আল্লার ফজল করমে বাংলার আপামর নরনারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি- তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহাযতা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তাদের এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোন অবাঙালী সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না।

মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোন গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়েকজন মিলে কোন পশ্চিমা মিলিটারীর মোকাবেলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি যুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে- তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানায়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

''নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব'' । আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী।।

২.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কথিকা

বেলাল মোহাম্মদ

কবির ভাষায়ঃ

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃংখল বলো কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।’

দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী। স্বাধীনতাবঞ্চিত জীবন থেকে তারা স্বাধীন জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার পথ দুর্গম, দুর্বার। এই যাত্রাপথে কোনো শাসক-শোষকের দমননীতি, কোনো অশুভ শক্তির বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জীবনজয়ের অভিযাত্রীদের কে বাধা দেবে? কে এই অভিযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে? সেই সাধ্য কারুর নেই, সেই দুঃসাহস দেখাবার সকল ‘পশ্চিম পাকিস্তানী দাপট’ আজ ছিন্ন-ভিন্ন, পর্যুদস্ত।

ভাবতে অবাক লাগে, তেইশ-তেইশটি বছর কিভাবে সেই তথাকথিত পাকিস্তান সরকার বাংলার মা-বোন, বাংলার শিশুবৃদ্ধ, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতী কামার-কুমার-মেহনতি মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছে। আমার সন্তানের দুধ ওরা কেড়ে খেয়েছে, আমাদের ক্ষেতের ফসল ওরা লুটে নিয়েছে, ওরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তথাকথিত সংহতির ধুয়া তুলে ওরা আমাদের নিরীহ জনপদের ওপর শাসনের নামে চালিয়ে গেছে শোষণ।

বাংলার মানুষকে ওরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অবহেলা দিয়ে দিয়ে নিজেদের জাতিগত দুশ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছে।

আজকের স্বাধীন বাংলার পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় বীর জনতার গড়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানী গুপ্তচর, বর্বর সৈন্যদের প্রত্যেক প্রবেশপথ আজ রুদ্ধ। ওদেরকে যেখানেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠছে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে বুলেট- আজ ধরাশায়ী হচ্ছে এক-একটি হানাদার দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই- ক্ষমা নেই।

স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের মা-বোনেরাও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। দুশমনকে উচিত সাজা দেবার জন্যে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই সদা প্রস্তুত।

বাঙালী আজ জেগেছে। দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা-

‘এবার বন্দী বুঝেছে,
মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে
উঠিতেছে এক তান;

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান।’
জয় স্বাধীন বাংলা।

প্রচারঃ ২৮-৩-৭১

৩.

সাম্প্রদায়িকতাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ *

মোস্তফা আনোয়ার

সামন্তবাদ সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়। বাংলাদেশেও একদিন ছিলো সামন্ততন্ত্র। ছিলো জমিদারের শাসন ও শোষণ। এই জমিদারদের ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ। পরগাছার মত এই জমিদার-শ্রেণী বেঁচে ছিল লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই জমিদাররা নিজেরাই এক জাতি-নিজেরাই একটা শ্রেণী। এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এরা রক্তপায়ী এক জীব। এরা দরিদ্র মুসলমান কৃষককে শোষণ করেছে-নিরন্ন হিন্দু কৃষককেও ক্ষমা করেনি। এদের রক্তলোলুপ থাবা থেকে কেউ-ই রেহাই পায়নি। সম্পর্কটি ছিলো জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক- হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নয়। হিন্দু জমিদারের মধ্যে যেটা কাজ করেছে সেটা শ্রেণীস্বার্থ-জমিদাররূপে অত্যাচারিত কৃষকের রক্ত-পানের উদগ্র নেশা।

হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের অত্যাচারের এটাই বাস্তব চিত্র। শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের এটাই আসল চেহারা। রাশিয়ায় বা আমেরিকায় এই সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের কাহিনী রক্তলেখায় লেখা আছে ইতহাসে ও সাহিত্যে।

(বিশ্বের প্রতিটি দেশে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে এই জমিদার শোষকগোষ্ঠী দ্বারা। কিন্তু এই অমানিশারও শেষ আছে। মানুষের মুক্তির সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারিত মানুষ জেগেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে দৈত্যপুরীর রাজকন্যার। অবশেষে কবর রচিত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের। অত্যাচার আর নিপীড়নের হয়েছে অবসান। শোষণহীণ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে সংগ্রামী মানুষ।)

আমরা আগেই বলেছি, সামন্তবাদ বা জমিদারতন্ত্র সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়-যাদুঘরের সামগ্রী। যে জমিদার অত্যাচার করেছিলো, সে জমিদার শেষ হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই রক্তাপায়ী জোঁক শ্রেণী। ব্যাপারটি হচ্ছে শ্রেণী-সংঘর্ষের- হিন্দ-মুসলমানের নয়। বরং সর্বহারা কৃষকের জয় ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখের অবসান হয়েছিল। বাংলার কৃষকের চোখে নেমেছিলো নতুন ফসলের আশা। বাংলার কৃষক দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ তাণ্ডবলীলা, দেখেছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণির বিধ্বংসকে। তবু সে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার। পদ্মাপারের মানুষ ধ্বংসকে ভয় করে না, তার হাতে আছে দুর্জয় সৃষ্টির মন্ত্র।

কিন্তু এতবড় দুর্যোগ কি কেউ কোনোদিনও দেখেছে? নিজের দেশে, নিজের ঘামঝরানো পয়সায় কেনা গুলি এসে বিঁধে নিজেরই বুকে। কারা চালালো গুলি? হিন্দু জমিদার-নাকি সেই দস্যু বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার?

চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপিত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

কারা পুড়িয়ে দিলো কৃষকের সাজানো সবুজ ক্ষেতকে- কারা কামান ও গোলায় গুঁড়িয়ে দিলো কৃষকের কুটির- কারা কেড়ে নিলো নবান্নের উৎসব- কারা, কারা, তারা কারা?

ইতিহাসের কবর থেকে উঠিয়ে আনা হচ্ছে জমিদারকে। জমিদার তো অত্যাচার করেই ছিল আর তার শাস্তিও পেয়েছে গণ-মানুষের হাতে। কিন্তু তোমাদের শাস্তির দিনও যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে- তা কি জানো?

তোমরা কি ভেবেছ জমিদার ও কৃষকের শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাসটি মুছে দিয়ে আজকের জাগ্রত শ্রেণী-সচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িতার ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে? ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করে দাঙ্গাবাজ রাজনীতি এদেশের মাটিতে আজ অচল।

আজ প্রতিটি বাঙালী জানে, এ যুদ্ধ তার বাঁচার জন্য। এ যুদ্ধ তার চিরদাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে তাই ইতিহাসের কবরে পচে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে ঘুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

তথাকথিত পাকিস্তান আর নেই। পাকিস্তানের নিশান আমরা পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছি। আমরা উড়িয়েছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। রক্তে আমাদের স্বাধীনতার আগুন গদগদ করছে। চোখে আমাদের প্রতিশোধের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখে আমাদের স্বাধীনতার বাণী চৌচির করে ফেটে পড়েছে শত-কোটি কণ্ঠে।

এই মহান বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তাই উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওদের রসদ কই? হ্যাঁ, আছে বস্তাপচা রাজনীতি- হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-বাধানোর অপচেষ্টা। বুকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে মেতে, অখণ্ডতার প্রলেপ মাখানো আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ভূত দেখানোতে।

এক কথায়, দাঙ্গাবাজি, লুটতরাজ, নারী-হরণ প্রভৃতি অসামাজিক পৈশাচিক নারকীয় পশুত্বের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় ওরা লক্ষ শহীদের রক্তভেজা বাংলার মাটিতে। যে জাতি সূর্যতেজে জেগে উঠেছে সে কি অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে দাসত্বের জন্য হার মানে? অদ্ভুত ওদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। অদ্ভুত ওদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। অদ্ভুত ওদের বেপরোয়া গণ-হত্যার নজির।

দাঙ্গাবাজি কলা-কৌশল আর চলচে না। লাঞ্ছিত নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালী গণ-মানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি। পশুও বুঝি এত নগ্ন নয়- এত বিশ্রী, এত কুৎসিৎ, এত বীভৎস নয়।

ওরা মানুষ হত্যা করেছে- আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

জয় বাংলা।

প্রচারঃ ২১-৪-৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (মুজিব নগর) এর অনুষ্ঠানপত্র গুচ্ছ (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	২৫ মে-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আজ মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮
২৫ মে ১৯৭১ সাল

(Signature Tune)

7-00A.M আসসালামো আলায়কুম।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।
বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি।
অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে .... মিটারে.... কিঃ সাঃ এ।
অধিবেশনের প্রথমে শুনুন তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা।

7-10 ’’ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ঘোষণা। আজ থেকে সকাল ৭টা ও সন্ধ্যে ৭টায় দুটি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠানঃ
* বাঙলা খবর প্রচারিত হবে সকাল সোয়া সাতটায়।
* ইংরেজী খবর শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে।
* ‘চরমপত্র’ শুনতে পাবেন সকাল ৭টা বেজে ......মিনিটে।
* বঙ্গবন্ধুর বাণী থেকে পাঠ শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে।
* জাগরণীঃ দেশাত্মবোধক গান শুনবেন সকাল পৌনে আটটায়।
আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সূচী শুনলেন।
আপনারা এ অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র থেকে ... মিটারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর শুনতে পাবেন-প্রথমে বাংলা পরে ইংরেজীতে।

7-15A.M (News in Bengali)

7-25 ’’ (News in English)

7-30 ’’ সকাল সাড়ে সাতটা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আজ এগারই জ্যৈষ্ঠ। বিদ্রোহী কবি নিপীড়িত জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এ উপলক্ষে এখন কবি রচিত কবিতা থেকে আবৃতি ও গান শুনুন অগ্নিশিখা অনুষ্ঠানে।

7-40 ’’ Slogans & Sayings of SK. Mujib.

SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA
(Cue Sheet)

Trans-I

Date : 26-5-71

6-57 P.M. Signature Tune

6-59 ’’ Opening of the station & Programme Summary.

7-00 ’’ AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.
(a)Message from

	(b) ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু''- Nazrul Islam's Song.
	(c) Agiye Chalo : Talk on inspiration.
	(d) Special News Bulletin.
	(e) Patriotic Song.
7-20 P.M	CHARAMPATRA :
7-30 ''	Counter Programme
7-40 ''	News in Bengali
7-45 ''	News in English
	AGNIBINA : A special programme on observance
8-15 ''	of the birth anniversary of poet Nazrul Islam.
8-20 ''	Slogans & Sayings of
8-55 Ó	National Leaders.
8-30 ''	.......Alor Diganta : A talk
২৭ শে মে, ১৯৭১	in Bengali.
6-59 P.M.	Flashes & music.
	Close down.
7-00 ''	
	Signature Tune & Opening of the station & Programme Summary.
	AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.
	(a) Darpan : A talk in Bengali.
	(b) Oikatan : Patriotic Song.
	(c) Kabikantha : Self-composed poems.
	(d) Ranaveri : News of the Sectors.
7-20 ''	(e) partiotic Song.
7-30 ''	Talk in Bengali
7-40 ''	News in Bengali
7-45 ''	News in English
	RAKTASWAKKHAR : Self-composed poems & patriotic Song.
7-50 P.M	CHARAMPATRA : Couter Progamme.
7-55 ''	BIHWA JANAMAT :
8-00 ''	Bengali talk.
	Close down.
৩০ মে, ১৯৭১	
6-58 P.M	Signature Tune.
6-59 ''	Opening of the Station.
7-00 ''	AGNISHIKHA : A composite Progamme for the freedom fighters.
	(a) Darpan : Talk in Bengali
	(b) Oikatan : patrioic Song.
	(c) Recitation :
	(d) Ranaveri : Reports from Sectors.
7-20 ''	(e) patriotic Song.
7-30 ''	News in English.
	''স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা : Talk in Bengali :
7-40 ''	Mr. A. Mannan, MNA.
	RAKTASWAKKHAR : Self- composed poems,
	(a) Belal Mohammed.
7-45 ''	(b) S.I. Noor.
7-55 ''	News in Bengali
	Samayeeki : News
8-00 ''	Commentary in Bengali.
8-05 ''	Falk Song : Shah Ali Sirker.
8-15 ''	বাঙালী জবাব দাও : Talk in
8-20 ''	Bengali
8-25 ''	patriotic Song.
	Biswa Janamat.
8-35 ''	CHARAMPATRA :
8-40 ''	Counter progamme.
	Slogans & patriotic Song.
	Close down.

৩১ মে, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশন :

৬-৫৯ মিঃ	সূচকধ্বনি ও উদ্বোধনী ঘোষাণা
৭-০০ ”	অগ্নিশিখাঃ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (ক) দর্পণঃ বাংলা কথিকা (খ)জাগৃতিঃদেশাত্মবোধক গান (গ) আবৃত্তি (ঘ) রণভেরীঃ যুদ্ধের খবর (ঙ)বজ্রকণ্ঠঃ শেখ মুজিবেরবাণী (চ) দেশাত্মাবোধক গান
৭-২০ ”	ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ”	বিশ্বজনমত
৭-৩৫ ”	পল্লীগীতিঃ শাহ আলী সরকার
৭-৪০ ”	রক্তস্বাক্ষরঃস্বরচিত কবিতা পাঠ (ক) বেলাল মুহম্মদ (খ) শিকদার ইবনে নূর
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৭-৫৫ ”	দেশাত্মবোধক গান ও বিশেষ ঘোষণা
৮-০৫ ”	যন্ত্রসঙ্গীত
৮-১৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও দেশাত্মবোধক গান
৮-২০ ”	চরমপত্র
৮-৩০ ”	সমাপ্তি।

৭ জুন, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

৬-৫৯ মিঃ	পরিচিতি সুর
৭-০০ ”	উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৫ ”	অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-১০ ”	অগ্নিশিখা। (ক) দর্পণঃ বাদশা (খ) সংগীত (গ) আবৃত্তিঃ নূরে আলম (ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ কামাল লোহানী (ঙ) নির্দেশাবলী (চ) সঙ্গীত
৭-৩০ মিঃ	বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ ”	সাময়িকী/কথিকা
৭-৫০ ”	ইংরেজী খবর
৭-৫৭ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ ”	সঙ্গীত
৮-১৫ ”	… …
৮-৩০ ”	জাগ্রত বাংলা
৮-৪০ ”	চরমপত্র
৮-৪৭ ”	বিশ্বজনমত
৮-৫১ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ ৭ই জুন (ক) কথিকা-শহিদুল ইসলাম (খ) কবিতা
৮-৫৫ ”	সমাপ্তি

১৯ জুন, ১৯৭১

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণঃ ইসলাম ও পকিস্তানের রাজনীতিঃ কথিকা -কামাল মাহবুব (খ) সঙ্গীত (গ) সংবাদ (ঘ) আবৃত্তি (ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
৭-২৫ ”	বিশ্বজনমত
৭-৩১ ”	সঙ্গীত
৭-৪০ ”	দৃষ্টিপাতঃ কথিকা-ডঃ মজহারুল ইসলাম
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ পড়বেন কামাল লোহানী।
৭-৫৫ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান।
৮-২৫ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত

৮-৩০ মিঃ	চরমপত্র
৮-৪০ ”	সঙ্গীত
৮-৪৫	রক্তস্বাক্ষর
	(ক) শহীদ মিনারঃ
	আলেখ্য-মোস্তফা আনোয়ার
৯-০০	জয় বাংলা।

২৭ জুন, ১৯৭১

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ
	(ক) দর্পণ
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) আবৃত্তি
	(ঘ) রণভেরীঃ সংবাদ বুলেটিন
	(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
৭-২৫ ”	বিশ্বজনমতঃ পর্যালোচনা
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ
	অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ, সঙ্গীত ও স্লোগান
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৩০ ”	চরমপত্র
৮-৪০ ”	ইসলামের দৃষ্টিতেঃ
	সৈয়দ আলী আহসান।
৯-০০ ”	জয় বাংলা

৩০ জুন, ১৯৭১

সকালঃ

৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী
	(খ) কোরান তেলাওয়াত
৭-১০ ”	(ক) অনুষ্ঠান সূচী
	(খ) বাংলা সংবাদ
	(গ) ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪০ মিঃ	ত্রিপিটক/কথিকা অথবা আবৃত্তি
৭-৪৫ ”	বিশ্বজনমত
৭-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৭-৫৩ ”	চরমপত্র
৮-০০ ”	জয় বাংলা।

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ
	(ক) দর্পণ
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) আবৃত্তি
	(ঘ) রণভেরীঃ সংবাদ বুলেটিন
	(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী
৭-২৫ ”	বিশ্ব জনমতঃ পর্যালোচনা- আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ কথিকা- অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৩০ ”	চরমপত্র
৮-৩৫ ”	সঙ্গীত
৮-৪০ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ ষড়যন্ত্রের অন্তরালেঃ পাকিস্তানের কবর রচনার জন্য দায়ী কে?- অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী।
৮-৪০ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

৫ জুলাই,১৯৭১

সকালঃ

৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী
”	(খ) কোরান তেলাওয়াত

৭-১০ মিঃ	(ক) অনুষ্ঠান সূচী (খ) বাংলা সংবাদ (গ) ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪০ ”	আবৃত্তি
৭-৪৫ ”	বিশ্বজনমত
৭-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৭-৫৩ ”	চরমপত্র
৮-০০ ”	জয় বাংলা।

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণঃ আজকের মুক্তিযুদ্ধঃ সূর্যসেনের স্মৃতি-কথিকাঃ রণেশ দাশগুপ্ত (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিন (ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী
৭-২৫ ”	বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ কথিকা- অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) …… (খ) বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিঃ আলী জাকের (গ) গান ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-৩০ মিঃ	চরমপত্রঃ কথিকা-এম, আর, আখতার।
৮-৩৫ ”	সঙ্গীত
৮-৪০ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ…….
৮-৪৫ ”	সঙ্গীত
৮-৫০ ”	ইসলামের দৃষ্টিতেঃ সৈয়দ আলী আহসান
৮-৫৫ ”	স্লোগান ও দেশাত্মবোধক গান
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

১০জুলাই, ১৯৭১

সকালঃ

৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী (খ) কোরান তেলাওয়াত
৭-১০ ”	(ক) অনুষ্ঠান পরিচিতি (খ) বাংলা সংবাদঃ আলী রেজা চৌধুরী (গ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪৫ ”	বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ
৭-৫৩ ”	চরমপত্রঃ এম আর আখতার (পুনঃপ্রচার)
৮-০ ”	জয় বাংলা।

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা (ক) দর্পণ (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ মনজুর কাদের
৭-২৫ ”	বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ ”	সঙ্গীত

৭-৩৫ মিঃ	দৃষ্টিপাতঃ জামিল শারাফী
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি (খ) পর্যালোচনা (গ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন (ঘ) সঙ্গীত
৮-২৫ ”	সাম্প্রদায়িকতার উপর উর্দু কথিকা-শহীদুর রহমান
৮-৩০ ”	দেশবাসীর উদ্দেশে অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলীর ভাষণ
৮-৪০ ”	দেশাত্মবোধক গান
৮-৪৫ ”	চরমপত্রঃ এম আর আখতার
৮-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-৫২ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৩ জুলাই, ১৯১৭

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণ (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিন শহীদুল ইসলাম
৭-২০ মিঃ	সংবাদ পর্যালোচনাঃ আমীর হোসেন
৭-২৫ ”	আলাপনঃ শ্রোতাদের চিঠির জবাব
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ অধ্যাপক আবদুল হাফিজ

৭-৪০ মিঃ	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য (খ) পর্যালোচনা (গ) সঙ্গীত (ঘ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ ”	উর্দু সংবাদঃ শহীদুল হক
৮-৩০ ”	চরমপত্রঃ এম আর, আখতার
৮-৩৫ ”	সঙ্গীত
৮-৪০ ”	মানবতার নামেঃ কথিকাঃ আবু মাসুদ
৮-৪৫ ”	বজ্রকণ্ঠ, স্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৭ জুলাই, ১৯১৭

সকালঃ

	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০০ মিঃ	অগ্নিশিখাঃ
৭-০৫ ”	(ক) দর্পণ (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ শহীদুল ইসলাম (ক) আমাদের সংগ্রামঃ
৭-২০ ”	আবু শহিদ (খ) স্লোগান ও সঙ্গীত দৃষ্টিপাতঃ
৭-৩৫ ”	অধ্যাপক আবদুল হাফিজ সঙ্গীত
৭-৪০ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৭-৪৫ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ
৮-০০ ”	পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য

	(খ) পর্যালোচনা
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ ”	উর্দু সংবাদঃ শহীদুল হক
৮-৩০ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৩৫ ”	শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনঃ আহমদ রফিক
৮-৪৪ ”	বজ্রকণ্ঠ, স্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৫৩ ”	চরমপত্র : এম, আর, আখতার
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

১৮ আগস্ট, **১৯৭১**
সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
	অগ্নিশিখাঃ
৭-০৫ ”	(ক) দর্পণঃ আশরাফুল আলম ও মোস্তফা আনোয়ার
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) আবৃত্তি
	(ঘ) সংবাদ বুলেটিন
	সংবাদ পর্যালোচনাঃ
৭-২৫ ”	আমির হোসেন
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতেঃ কামাল লোহানী
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান পরিচালনা-আলমগীর কবীর
	(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের পর্যালোচনা
	(খ) সঙ্গীতঃ
৮-২৫ ”	(গ) ইংরেজী সংবাদ
৮-৩০ ”	উর্দু সংবাদ
৮-৩৫ ”	সঙ্গীতঃ
	শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গেঃ লিখিত-সলিমুল্লা, পড়বেন- মোস্তফা আনোয়ার
৮-৪৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৪৭ ”	জল্লাদের দরবার
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৮আগস্ট, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী
	(খ) বাংলা খবর
	(গ) ইংরেজী খবর
১-১৫ ”	সঙ্গীতানুষ্ঠান/পল্লীঃ
	১। শেখ মুজিব সত্যযুগের....
	২। মুজিব বাইয়া ....
	৩। ওরা কোথায় ....
১-৩০ ”	বিশ্ব জনমত
১-৩৫ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ
১-৪৫ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ আশরাফুল আলম।
১-৫০ ”	পুঁথিপাঠঃ মোহাম্মদ শাহ বাঙালী
২-০০ ”	জয় বাংলা।

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	
৭-০০ ”	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী
	অগ্নিশিখাঃ পরিচালকঃ আশরাফুল আলম
	(ক) সংবাদ বুলেটিনঃ মনজুর কাদের
	(খ) সঙ্গীতঃ বীর বাঙালী অস্ত্র ধর
	(গ) দর্পণঃ আশরাফুল আলম
	(ঘ) আবৃত্তিঃ কামাল লোহানী
	(ঙ) পুঁথিপাঠঃ মোহাম্মদ শাহ বাঙালী
	(চ) মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকেঃ মোস্তফা আনোয়ার
	(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ মিঃ	বাংলা খবরঃ আলী রেজা চৌধুরী
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনাঃ শহীদুল ইসলাম
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান (ক) পর্যালোচনা (খ) উদ্ধৃতি (গ) সঙ্গীতঃ ‘দুর্জয় বাংলা’ (ঘ) খবর
৮-২৫ ”	উর্দু খবর
৮-৩০ ”	‘সোনার বাংলা’: গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্যে অনুষ্ঠান
৮-৪৫ ”	পর্যাবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৮-৫২ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৫৫ ”	চরম পত্র
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশনঃ সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা (ক) সংবাদ বুলেটিন (খ) সঙ্গীত (গ) দর্পণঃ রণজিৎ (ঘ) আবৃত্তি (ঙ) সঙ্গীত (চ)মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকেঃ মোস্তফা আনোয়ার (ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান সঙ্গীতঃ … … খবরঃ ইংরেজী
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু

৮-৩০ ”	উর্দু কথিকা
৮-৩৫ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা/পল্লীগীতি
৯-০০ ”	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলাঃ মেহের খোন্দকার
৯-০৭ ”	সঙ্গীত
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ ”	চরমপত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

২০সেপ্টেম্বর,১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী ঘোষণা (খ) তেলাওয়াত (গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ”	(ক) খবরঃ বাংলা (খ) খবরঃ ইংরেজী
৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪৫ ”	‘রুস্তমের মা আমার মা’: কথিকাঃ কামাল লোহানী (পুনঃপ্রচার)
৭-৫৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-০০ ”	সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যাঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০০ মিঃ	অগ্নিশিখা (ক) সংবাদ বুলেটিনঃ
৭-০৫ ”	(খ) সঙ্গীত (গ) দর্পণঃ মোস্তফা আনোয়ার (ঘ) সঙ্গীত (ঙ) বাংলার মুখঃ জীবন্তিকা (চ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা

৭-৫৫ মিঃ	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) ডাইরি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা
৯-০০ ”	কথিকা
৯-০৭ ”	সঙ্গীত
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ ”	চরম পত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

২১ সেপ্টেম্বর,১৯১৭
তৃতীয় অধিবেশনঃ
সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা
	(ক) সংবাদ বুলেটিন
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) দর্পণ
	(ঘ) আবৃত্তি
	(ঙ) সঙ্গীত (২টি)
	(চ) আমরা গেরিলা (২)
	(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) উদ্ধৃতি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর
৮-২৫ মিঃ	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	(ক) আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলাঃ বেগম উম্মে কুলসুম
	(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৫০ ”	সোনার বাংলা
	(ক) কথোপকথন
	(খ) পল্লীগীতি
৯-০০ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ ”	সঙ্গীত
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ ”	চরমপত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

২৪সেপ্টেম্বর,১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা
	(ক) সংবাদ বুলেটিন
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) দর্পণ
	(ঘ) আবৃত্তি
	(ঙ) সঙ্গীত (২টি)
	(চ) আমরা গেরিলা (৩)
	(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) উদ্ধৃতি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর
৮-২৫ ’’’	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	(ক) ইয়াহিয়া জবাব দাও (১): শওকত ওসমান
	(খ) সঙ্গীত

৮-৪০ মিঃ সোনার বাংলা
(ক) কথোপকথন
(খ) পল্লীগীতি
৯-০০ " পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ " সঙ্গীত
৯-১৫ " বজ্রগকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ " সমাপ্তি

আজ ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আজ ছ'মাস পূর্ণ হলো

ছ'মাস আগে ২৫ শে মার্চের কাল রাতে জঙ্গী ইয়াহিয়া তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ আর শিশু হত্যার এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে জঙ্গীশাহী সমগ্র বিশ্ববাসীকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার জবাব দিতে বাংলার ছাত্র, যুবক, ই পি আর, আসনার আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ানরা গড়ে তোলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিবাহিনী। প্রতি রণাঙ্গণে তারা প্রচণ্ড আঘাত হেনে চলেছেন শত্রু বাহিনীর উপর। চূড়ান্ত বিজয় এখন সন্নিকটে।

সোনার বাংলার সোনালী আকাশ, রূপালী নদী আর শ্যামল প্রান্তরে তাজা রক্তের অর্ঘ দিয়ে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা শত্রু হননের দৃঢ়প্রত্যয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের দুর্বার শপথে যাঁরা অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করছি।

বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এ মরণজয়ী সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন এবং যারা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী সালাম জানিয়ে আজকের অগ্নিশিখা অনুষ্ঠান শুরু করছি। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতির উপর সেদিন নেমে এসেছিল শতাব্দীর ভয়াবহতম বিভীষিকা। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী পশুশক্তি বনমানুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর। কিন্তু সংগ্রামী বাঙালী জাতি সে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে। সংগ্রাম চলেছে অবিরাম-১ দিন- ২দিন- ১ মাস- ২ মাস। আজ ২৫ শে সেপ্টেম্বর। মুক্তিসংগ্রাম আজ সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করলো দীর্ঘ ৬টি মাস। সংগ্রাম চলছে, চলবে- যতদিন না দেশ থেকে শেষ শত্রুসৈন্যটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই গৌরবমণ্ডিত দিনে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখন পরিবেশিত হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠান 'রক্তশপথ'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে শহীদানের প্রতিটি রক্তবিন্দু আজ উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতার সূর্যকে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনা আর কোটি কোটি বীর বাঙালীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আজকের এ অধিবেশন এখানে শেষ করছি।

আবার আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো আজ বেলা ১টায়। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘোষণাঃ

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূণিঝড়টি এখন হারিকেনের আকার ধারণ করেছে এবং তা আজ সন্ধ্যায় সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

- চালনার সমুদ্র-বন্দর থেকে ৮ নম্বর মহাবিপদ থেকে দেখাতে হবে।
- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সমুদ্র-বন্দরগুলো থেকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সঙ্কেত দেখাতে হবে।
- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ থেকে ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপদ সঙ্কেত দেখাতে হবে।
- চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া রাজশাহী জেলার নদী-

বন্দরগুলো থেকে ২ নম্বর নৌ সর্তক-সঙ্কেত দেখাতে হবে। খুলনা জেলার সমুদ্রবর্তী এলাকায় যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করছি।

সমুদ্রে অবস্থানরত জেলে-নৌকা ও ট্রলারসমূহের আরোহীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন নৌযানগুলোকে বন্দরে নিরাপদ আশ্রয়ে ভিড়িয়ে রাখেন।

ঘোষণাটি শেষ হলো।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

সকাল

৭-০০ মিঃ (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা
(খ) তেলওয়াত
(গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ” (ক) খবরঃ বাংলা
(খ) খবরঃ ইংরেজী
৭-৩০ ” মুক্তিযুদ্ধের সফল অর্ধবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত রাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে যে বেতার ভাষণ দেন, তার ইংরেজী অনুবাদ।
৮-১৫ ” বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-২০ ” সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

বেলা

১-০০ মিঃ (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
(খ) খবরঃ বাংলা
(গ) খবরঃ ইংরেজী
১-১৫ ” (ক) ঐকতানঃ কোরাস
১-৩০ ” (ক) ‘এবার মায়ের পুজোয় আমরা’: বিশেষ কথিকা- রণজিৎ পাল চৌধুরী।
(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত
১-৪৫ ” রক্তস্বাক্ষরঃ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি-শামীম চৌধুরী
১-৫০ ” পুঁথিপাঠ
২-০০ ” সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণঃ মাহমুদ ফারুক
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত
(চ) স্বাধীন বাংলা বেতার পরিক্রমা
(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ” খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ” প্রতিধ্বনিঃ শহীদুল ইসলাম
৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর
৮-২৫ ” খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ” কথিকাঃ উর্দু
৮-৪০ ” সোনার বাংলা
৯-০০ ” পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ ” সঙ্গীত
৯-১৫ ” জল্লাদের দরবার
৯-৩০ ” সমাপ্তি

১ অক্টোবর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা

(ক) বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) আবৃত্তি
৭-৩৫ ” পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৭-৪৫ ” বাংলা খবর
৭-৫৫ ” সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ” উর্দু সংবাদ
৮-৩০ ” কথিকাঃ এ,বি,এম, শাহাবুদ্দিন
৮-৪০ ” সোনার বাংলা
৯-০০ ” জয় বাংলা
৯-৩০ ” সমাপ্তি।

২ অক্টোবর **১৯৭১**
প্রথম অধিবেশনঃ
সকাল
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৩ ” তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা
৭-০৮ ” অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ” বাংলা সংবাদ
৭-২০ ” ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ” জাগরণী
৭-৪৫ ” কথিকা (পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে)
৭-৫৫ ” বজ্রকণ্ঠ, সঙ্গীত
৮-০০ ” সমাপ্তি

আজ শনিবার, **১৬**ই আশ্বিন **১৩৭৮** সন, **২**রা অক্টোবর, **১৯৭১** সাল। অধিবেশনের শুরুতে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন মোঃ মুজিবুর রহমান জেহাদী ও তার বাংলা তরজমা পড়ছেন মোঃ খায়রুল ইসলাম যশোরী।

তৃতীয় অধিবেশনঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা (মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
(ক) বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত (দুর্জয় বাংলা)
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানঃ মেজর মঈনের সাথে
(চ) সোনার বাংলা (গান)
৭-৪৫ ” খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ” সংবাদ পর্যালোচনা আমির হোসেন
৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ” উর্দু সংবাদ
৮-৩০ ” সঙ্গীত
৮-৪০ ” সোনার বাংলা (পল্লীর শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
৯-০০ ” সঙ্গীত
৯-০৫ ” কথিকাঃ আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী
৯-১৩ ” বজ্রকণ্ঠ
৯-১৫ ” চরমপত্র
৯-২৫ ” জয় বাংলা
৯-৩০ ” সমাপ্তি

৩ অক্টোবর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠানসূচী
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা
(ক) বুলেটিন
(খ) দর্পণ
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান
(ঙ) সোনার বাংলা (গান)

৭-৪৫ মিঃ	খবরঃ বাংলা	১-১৫ মিঃ	ঐকতান
৭-৫৫ ”	প্রতিধ্বনি	১-৩০ ”	কথিকাঃ ইলিয়াস আহমেদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান	১-৩৮ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু	১-৪৫ ”	সাহিত্যানুষ্ঠানঃ
৮-৩০ ”	উর্দু কথিকা		রক্তস্বাক্ষর-শামিম চৌধুরী
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা	১-৪৮ ”	পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি
৯-০০ ”	সঙ্গীত	১-৫৫ ”	জয় বাংলা
৯-০৫ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে	২-০০ ”	সমাপ্তি।
৯-১৩ ”	সঙ্গীত		
৮-১৮ ”	দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলামঃ	তৃতীয় অধিবেশনঃ	
৯-৩০ ”	কথিকা	সন্ধ্যা	
৯-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও সঙ্গীত	৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৯-৩০ ”	জল্লাদের দরবার		
৯-৫০ ”	জয় বাংলা	৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা
৯-৫৫ ”	সমাপ্তি।		(ক) সংবাদ বুলেটিন
			(খ) সঙ্গীত
৪ অক্টোবর, ১৯১৭			(গ) দর্পণ
প্রথম অধিবেশনঃ			(ঘ) আবৃত্তি
			(ঙ) আমরা গেরিলা (৪)
৭-০০ ”	উদ্বোধনী		(চ) আমার সোনার বাংলা
৭-০৫ ”	কোরান তেলাওয়াত ও	৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
	তরজমা	৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৭-১০ ”	অনুষ্ঠান পরিচিতি	৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
৭-১১ ”	খবরঃ (ক) বাংলা		(ক) পর্যালোচনা
	(খ) ইংরেজী		(খ) উদ্ধৃতি
৭-৩০ ”	জাগরণী		(গ) সঙ্গীত
৭-৪০ ”	নিমজ্জমান ব্যক্তিদের তৃণ		(ঘ) খবর
	অঁকড়ে বাঁচার চেষ্টাঃ কথিকা	৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু
	(পুনঃপ্রচার)	৮-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৯ ”	বজ্রকণ্ঠ	৮-৪০ ”	সোনার বাংলা
৭-৫০ ”	নজরুলগীতি	৯-০০ ”	কথিকা
৭-৫৫ ”	জয় বাংলা	৯-০৭ ”	সঙ্গীতঃ পল্লী
৮-০০ ”	সমাপ্তি।	৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ
		৯-২০ ”	চরমপত্র
দ্বিতীয় অধিবেশনঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি	৯-৩০ ”	সমাপ্তি।
১-০০ মিঃ	খবরঃ (ক) বাংলা (খ)		
১-০৫ ”	ইংরেজী		

৮ অক্টোবর, ১৯৭১
দ্বিতীয় অধিবেশনঃ
১-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
১-০৫ " খবরঃ (ক) বাংলা
(খ) ইংরেজী
১-১৫ " ঐকতান
১-৩০ " ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ ও ইয়াহিয়া (২য় পর্ব): আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রহমান
১-৩৬ " নজরুল গীতি
১-৪৫ " পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি
১-৫৫ " জয় বাংলা
২-০০ " সমাপ্তি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

একটি বিশেষ ঘোষণা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত শনিবার মুক্তাঞ্চলে অনুষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর অফিসার ক্যাডেটদের প্রথম শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এর উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে আমাদের আজকের রাতের অধিবেশনে।

ঘোষণাটি এখানেই শেষ হল।

১৬ অক্টোবর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
7-00 P.M Udbodhani Ghoshana-O-Anushthan parichiti
7-05 '' Agnishikha : Mukti Bahinir janya
a) Sangbad Bulletin
b) Sangeet
c) Darpan
d) Kabita Abriti
e) Sangeet
f) Kothika/Sakhyatkar
g) Amar Sonar Bangla
7-45 P.M Khabar : Bangla
7-55 '' Sangbad Parjalochana/Pratiddhani
8-00 '' English Programme
a) Commentary
b) World Press Review
c) Music
d) News
8-25 '' Khabar : Urdu
8-30 '' a) Kathika
8-40 '' b) Sangeet
Sonar Bangla
(a)Kathopakathan
(b) Palligeeti
9-00 '' Kothika/Pindir Prolap
9-07 '' Palligeeti/Puthi/Jari
9-12 '' Bajrakantha-O-Slogan
9-15 '' Drama/Jallader Darbar
9-20 '' Charampatra
9-30 '' Samapti.

১ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশনঃ
7-00 A.M. a) Udbodhani
b) Quran Tillawat-O-Anubad :
c)Anushthan Parichiti
7-10 '' Khabar : Bangla
7-20 '' Khabar : English
7-30 '' Sangeet
7-35 '' Kothika : Ranangane Banglar Nari-
Begum Umme Kulsum.
7-42 '' Rabindra Sangeet
7-47 '' Kothika : Mustafizur Rahman
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতেঃ শত্রুর রক্তে অবগাহন করতে দাও (পুনঃপ্রচার)
7-50 '' Bajrakantha-O-Slogan
8-00 '' Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন :

1-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
1-05 ’’ a) Khabar : Bangla
b) Khabar : English
1-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Biswa Janamat : Script written by Sadekin
1-30 ’’ Palligeeti/Puthi/Jari
1-40 ’’ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা : এ সপ্তাহের জয়বাংলা পত্রিকা থেকে
1-47 ’’ Sangeet.
1-50 ’’ Punaprachar : Jallader Darbar
2-00 ’’ Samapti

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Agnishikha :
a) Sangbad Bulletin
b) Sangeet
c) Darpan : Ashraful Alam
d) Sangeet-O-Slogan
e) Abriti : Mustafa Anwar
f) Banglar Mukh : Jibantika: Script by Kallyan Mitra, Participated by Purnendu Saha & Bulbul Mahalnabish.
g) Amar Sonar Bangla
7-45 ’’
7-55 ’’ Khabar : Bangla
Sangbad Parjalachana :
Lekha : Amir Hussain
8-00 ’’ Paath : Ashfaque Rahman
8-05 ’’ Sangeet
Jibantika : Mirjafarer Rojnamcha :
Script by Kallyan Mitra
8-15 ’’
8-20 ’’ Nazrul Sangeet :
Kothika :
Biswa Bibek-O-Bangladesh by Mohadeb Saha
8-27 ’’
8-30 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
English Programme:
Conducted by Alamgir Kabir
(a) Commentaries by Ahmad Chowdhury
(b) Patriotic Song
(c) Extracts from World press/Talk
(d) News
8-55 ’’ Khabar : Urdu
Zahed Siddiqui
9-00 ’’ Kothika : Urdu/Partiotic Song
9-15 ’’ Slogan & Orchestra
9-20 ’’ Charampatra : M.R. Akhtar
9-30 ’’ Samapti.

২নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন:

7-00 A.M (a) Udbodhani
(b) Quran Tillawat-O-Anubad : Moulana M.R. Zehadi
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khaba : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangeet
7-35 ’’ Kothika/Biswa-Bibek-O-Bangladesh : by Mohadeb Saha
7-42 ’’ Nazrul Geeti
7-47 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
7-50 ’’ Kothiha
8-00 ’’ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Agnishikha :
(a) Sangbad Bulletin kamal Lohani
(b) Sangeet
(c) Kothika by Mustafa Anwar
(d) Sangeet-O-Slogan
(e) Abriti : B. Hasan
(f) Amar Sonar Bangla
7-45 ’’
7-55 ’’ Khabar : Bangla
-Babul Akhtar
Sangbad Parjalochana

	Lekha : Amir Hussain
	Paath: Ashfaque Rahman
8-00 P.M	Sangeet
8-05 ’’	Kothika/Sangram Ghare
	Ghare (সংগ্রাম ঘরে ঘরে)
	by Mustafizur Rahman
	(Recorded)
8-15 ’’	Nazrul Sangeet
8-20 ’’	Kothipka : Parjabekkhaker
	Drishtite
	Lekha- Fayaz Ahmed
	Paath – Kamal Lohani
8-27 ’’	Bajrakantha-O-Slogan
8-30 ’’	English Programme :
	Conducted by : Alamgir Kabir
	(a) Commentaries by :
	Ahmed Chowdhury
	(b) Patriotic Song
	(c) Extracts from World
	Press/
	Talk : Ali Zaker
	(d) News : Parveen Hossain
8-55 ’’	Khabar : Urdu
	by Zahed Siddiqui
9-00 ’’	Kothika : Urdu by Zahed
9-15 ’’	Siddiqui/Patriotic Song
9-20 ’’	Slogan & Orchestra
9-30 ’’	Charanpatra: M. R. Akhtar
	Samapti.

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন:

7-00 A.M	
	(a) Udbodhani
	(b) Quran Tillawat:
	Moulana M. R Zahedi
	Anubad : A. A. Faruqui
7-10 ’’	
7-20 ’’	a) Khabar : Bangla
7-30 ’’	b) Khabar : English
7-35 ’’	Sangeet
	Kothika/Kathgarar Ashami:
7-42 ’’	by Mr. Rahman.
7-47 ’’	Rabindra Sangeet
7-50 ’’	Bajrakantha-O-Slogan
	Kothika : Pondir Prolap or
8-00 ’’	Charampatra
	Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

1-0 P.M	Udbodhani-O-Anushthan
2-0	Parichiti
1-05 ’’	a) Khabar : Bangla
	b) Khabar : English
1-15 ’’	Sangeet
1-23 ’’	Biswa Janamat :
	Lekha : Sadein
	Path : Shahjahan Faruq
1-30 ’’	Palligeeti
1-40 ’’	Shahitya Anusthan :
	Rakta Swakkhar/Swarachira
	kabita by Nirmaleendu Gun
1-47 ’’	Sangeet
1-50 ’’	Kothika : (punaprachar:)
	Parjabekkhoker Drishtite
2-00 ’’	Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন:

7-00 A.M	
	Udbodhani-O-Anushthan
7-05 ’’	Parichiti
	Agnishikha :
	Parichalana-A. Alam
	(a) Sangbad Bulletin : Babul Akhtar
	(b) Sangeet : ১। আমি অস্ত্র সাগর..
	(c) Darpan : A. Alam
	(d) Sangeet-O-Slogan :)
	মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম
	(e) Abritti : A. Rahman
	(f) Kothika : Mustafa Anwar
7-45 ’’	(g) Amar Sonar Bangla
	Khabar : Bangla
7-55 ’’	-Abdullah-al-Ialam
	Sangbad Parjalochana:
	Lekha- Amir Hassain
8-00 ’’	Paath- Ashfaqur Rahman\
	Sangeet ১। আঁধারে বাঁধ ভেঙ্গে
8-05 ’’	২। মরবো তাতে নেই ক্ষতি
	Kothika/Jibantika: Drishtipat by
8-15 ’’	Zafar Sadeque
	Egiye Chalo : A Prog. of
	patriotic song with Slogans
	১। আয়রে চাষী
	২) এবার উঠেছে মহা আলোড়ন

8-27 P.M Bajrakantha-O-Slogan
8-30 ,, English Programme:
Conducted By : Alamgir Kabir
(a) Commentaries by : Ahmed Chowdhury, A. Kabir
(b) Patriotic song : ব্যারিকেড বেয়নেট
(c) Extracts from World Press/ Talk
(d) News : Zareed Ahmed
8-55 ,, Khabar : Urdu-Zahed Siddiqui
9-00 ,, Kothika : Urdo & Sangeet
9-15 ,, Jallader darber : Script by Kallyan Mitra
Participants : Raju ahmed, ...Bose, Babul Chowdhury Narayan Ghose
9-20 ,, Charampatra
9-30 ,, Samapti.

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M.(a) Udbodhani
(b) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti :
7-10 ,, Khabar : Bangla-Abdullah-alIslam
7-20 ,, Khabar : English : Parveen Hossain
7-30 ,, Sangeet : জন্ম আমার ধন্য হল....
7-35 ,, Kothika
7-42 ,, Nazrul Sangeet : ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
7-47 ,, Bajrakantha-O-Slogan
7-50 ,, Kathika : Pindir Prolap by Abu Toab Khan
8-00 ,, Samapti.

২য় অধিবেশন :

1-00 P.M. Udbodhani-O Anushthan Parichiti
1-05 ,, (a) Khabar : Bangla : Ali Reza Choudhury
(b) Khabar : English : Parveen Hossain
1-15 P.M Sangeet
(a) রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন
(b) দূর্গম দূর পথ বন্ধুর
1-23 ,, Biswa Janamat :
1-30 ,, Palligeeti : Indramohan Raj Bongshi
1-40 ,, Shahitya : Anusthan
1-47 ,, Rakta Swakkhar/Salf composed poems by Mohd. Rafique
Sangeet : Rabinrda Geeti-wbwkw`b fimv ivwLm
1-50 ,, Jibantika : Punaprachar– Mirjafarer Rojnamcha
2-00 ,, Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ,, Agnishikha:Parichalana Ashraful Alam
(a) Sangbad Bulletin : Babul Akhthar
(b) Sangeet:
(c) Kothika:
Amra Gurilla: Belal Mohammad
(d) Sangeet-O-Slogan
(e) Abritti : Mustafa Anwar
(f) Durjoy Bangla : Talk by Badrul Hasan
7-45 ,, Khabar : Bangla-Kamal Lohani
7-55 ,, Sangbad Parjalochana:
Lekha– Amir Hassain
Paath– A. Rahman
8-00 ,, Sangeet
8-05 ,, Kothika : Talk by Nurul Huq M.N.A
8-15 ,, Nazrul Sangeet
8-20 ,, Kothika : Putulnacher Khel-Talk by Abdul Gaffar Chowdhury
8-27 ,, Bajrakantha-O-Slogan

8-30 P.M English Programme :
(a) Commentaries
(b) Patriotic Song
(c) Extracts from World Press / Talk
(d) News : Parvccn Hossain
8-55 ’’ Khabar : Urdu
9-00 ’’ Kothika:
9-15 ’’ Urdu Kothika & Sangeet: Zahcd Siddique
9-20 ’’ Parjabekkhaker Drishtite
Lekha - Fayez Ahmed
Paath - Kamal Lohani
9-30 ’’ Samapti.

১০ নভেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Agnishikha :
(a) Sangbad Bulletin :
(b) Sangeet
(c) Kothika : Janatar Sangram : by Badrul Hasan
(d) Sangeet-O-Slogan
(e) Abrittt: Mustafa Anwar
(f) Sakkhatkar: Ranangane: Documentary
(g) Amar Sonar Bangla
7-45 ’’ Khabar : Bangla
7-55 ’’ Sangbad Parjalochana:
Lekha : AmirHassain
Paath : A. Rahman
8-00 ’’ Sangeet
8-08 ’’ Drishtipat : Zafar Sadeq
8-12 ’’ Sangeet (Folk Song)
8-17 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-30 ’’ English Programme ;
Conducted by Aiy Zaker
(a) Commentaries : by Ay Zaker
(b) Patriotic Song
(c) Extracts from World Press / Talk : Jamil Akhtar
(d) News
8-55 P.M. Khabar : Urdu
9-00 ’’ Kothika : Ramjaner Adarsha by Syed All Ahsan
9-10 ’’ Orchestra & Slogan
9-25 ’’ Jallader Darbar : Script by Kalyan Mitra
9-30 ’’ Samapti.

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

7-00 P.M. (a) Udbodhani
(b) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangeet
7-35 ’’ Kothika / Putul Nacher Khel: Punaprocher
7-42 ’’ Rabindra Sangeet
7-50 ’’ Kothika : অভিযোগ
8-00 ’’ Gana Sangeet-O-Slogan
8-15 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-20 ’’ Kothika : PindirProlap : A. Toab Khan
8-30 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

1-00 P. M. Udbodhani-O-Anushtha Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar : Bangla
(b) Khabar : English
1-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Religious Prog. /Is tamer Drishtitie (!5iCut)- Punaprachar
1-30 ’’ Puthi-Mohammad Shah Bangali
1-40 ’’ Shahitya Anusthan : Chotagalpa-Musa Sadek
1-47 ’’ Jantrasangeet
1-50 ’’ Kothika : Punaprachar- BcimanerDalilByShawkat Osman
2-00 ’’ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar: Bangla
7-15 ’’ Ganasangeet -O- Slogan
7-30 ’’ Agnishikha : Parichalana - Ashfaqur Rahman
(a) Bajrakantha
(b) BiswaBibek-O-Bangladesh : Mohadev Shaha
c) Sangeet
d) Abritti
e) IbliserMukhosh : Mesbah Ahmed
f) Sangeet
g) PindirProlap : Punaprochar
h) Juddher Khabar
8-25 ’’ Amar Sonar Bangla
5-30 ’’ English Programme
8-50 ’’ Khabar : English
9-00 ’’ Puthi Path
9-10 ’’ Kothika : Parjabekkhaker Drishtite
9-20 ’’ Urdu Anushthan :
a\ Kothika
b) Khabar
9-35 ’’ Sanghad Parjalochana
9-40 ’’ Sangeet
9-45 ’’ Kothika: Islamer Drishtite by Syed Ali Ahsan
9-55 ’’ Sangeet
10-00 ’’ Charampatra : M. R. Akhtar
10-10 ’’ Gram Bangla : Jeebantika "
10-25 ’’ Khabar Shironam
10-30 ’’ Samapti.

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P. M. Udbodhani-O-Mnushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar: Bangla
7-15 ’’ Ganasangeet - O- Slogan
7-30 ’’ Agnishikha :
(a) Bajrakantha
(b) Sangeet
c) PratindidhirKantha: Abdul Malek Ukil MNA
d).....
e) Kothika:
Kathgarar Asami: Mustafizur Rahman
0 Slogan & Sangeet
g) Janatar Sangram : Badrul Hasan
h) Juddher Khabar
8-25 ’’ Amar Sonar Bangla
8-30 ’’ English Programme : Conducted by Aiamgir Kabir
8-50 ’’ Khabar : English
9-00 ’’ Palligeeti/ Puthipaath
8-10 ’’ Kothika :
Abdur Razzak Chowdhury
9-20 ’’ Urdu Anushthan :
a) Kothika : Zahed Siddiqi
b) Khabar
9-35 ’’ Sanghad Parjalochana :
Script by Amir Hossain
Readout by Ashfaqur Rahman
9-40 ’’ Sangeet
9-45 ’’ Kothika : Islamer Drishtitie Shabe Kadar: Syed Ali Ahsan
9-55 ’’ Sangeet
10-00 ’’ Kothika : Drishtipat Dr. Mazharul Islam
10-10 ’’ Jeebantika: Zaiiader Darbar
10-15 ’’ Kothika
10-25 ’’ Khabar Shironam
10-30 ’’ Samapti.

২০ নভেম্বর, ১৯৭১- ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a) Udbodhani
(h) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English :

7-30 ’’	Musical Sketch: Specially composed for Idd-day-Scripl by ShahiduL Islam &Ajit Roy.
7-45 ’’	Ramzaner-Oi-RojarShcshe: Script written by AbdulGaftar
8-15 ’’	Chowdhury.
8-20 ’’	Sangcet Bajrakantha-O-Slogan
8-25 ’’	Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন:

1-00 P.M	M. Udbodhani-0 Anushthan Parichiti
1-05 ’’	(a) Khabar: Bangla (b) Khabar : English :
1-15 ’’	Sangeet
1-23 ’’	Rakta Ranga Idd: Jibantika in Banglai - Written by Badrul Has an
1-30 ’’	Puthi on Idd: Md. Shah Bangali,
1-40 ’’	Shahitya : Anusthan : Chhotagalpa- Bulban Osman
1-47 ’’	Janlrasangeet & Slogan
1-50 ’’	Kothika : Idul Fittr :
2-00 ’’	TalkbySyedAli Ashan.
2-05 ’’	Sangeet Ramjanner-Oi-Rojar Sheshe (Re-broadcast): Script by Abdul Gaffar Chowdhury
2-30 ’’	Close Down.

তৃতীয় অধিবেশন

7-00 P.M	Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’	Khabar : Bangla
7-15 ’’	Musical Sketches Specially Composed on Idd: Script Written by Mustafizur Rahman Produced by Ashraful Alam
7-30 ’’	Agnishikha : Ashfaqur Rahman (a) Bajrakantha (b) Sangeet : Idul 1'ittr Ei Dincy: Talk in Bengali by Hafez Ali, Readout by Md. Faruq. c) Abriui:KrishakcrIdd by Poet Nazrul Islam :To be recited by MustafaAnwar d) Kothika :BiswaBibek-0-Bangladesh e) Sangeet: f) Pindir Prolap: Abu Toab Khan g) Juddher Khabar
8-25 ’’	Amar Sonar Bangla
8-30 ’’	English Programme : Conducted by Alamgir Kabir
8-50 ’’	Khabar: English
9-00 ’’	Palli Geeti
9-10 ’’	SurjyaShapalh:TalkbyAbdur Razzak Chowdhury.
9-20 ’’	Urdu Anushthan : a) Kothika : b) Khabar
9-35 ’’	SanghadParjalochana: Script by Amir Hossain
9-40 ’’	Sangeet
9-45 ’’	Kothika-.PatraPatrikar Mantabya-Script by Sadekm
9-55 ’’	Chandar Talwar: Script by MamunoorRashid, Produced by Hasan Imam
10-25 ’’	khabar Shironam
10-30 ’’	Samapti.

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 AM	(a) Udbodhani (b) Quran THawat-OAnubad (C) Anusthan Parichtti
7-10 ’’	Khabar :Bangla
7-20 ’’	Khabar : English :
7-30 ’’	Sangeet
7-35 ’’	Kothika : Muktisangrame Mayer Prerona
7-42 ’’	Rabindra Sangect/ Nazrul Geeti

7-50 ’’ Kothika : Drishtipath Script by
8-00 ’’ Dr. M. Islam
8-15 ’’ Gana Sangeet with mirations
8-20 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
Kothika : Pindir Prolap-Script and Read out by Abu Toab Khan
8-30 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন :

1-00 P. M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar : Bangla
(b) Khabar : English
1-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Religious Prog. / Geeta Paath
1-30 ’’ Palligeeti/Puthi/Jari
1-40 ’’ Shahitya Anusthan :
Rakler Akhore Likhi by Jafar Sadek, Read out by Ashraful Alarn
1-47 ’’ Jantrasangect
1-50 ’’ Kothika : A suitable talk from "Agnishikha to be re-b'cast
Kathgorar Asami: M. Rahman
2-00 ’’ Samapti

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

7-00 AM (a) Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla-Read out by Babul Akthar
7-20 ’’ Khabar : English Read out by
7-30 ’’ Parveen Hossain
7-35 ’’ Sangeet
Kothika : Parjabekkhaker Drishtite : Script by Faiz Ahmed
7-42 ’’ Rabindra Sangeet / Nazrul Geeti
7-50 ’’ Kothika জনতার সংগ্রাম-
গাজীউল হক

8-00 ’’ Ganasangcet with Narrations
8-15 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-20 ’’ Kothika : Pindir Prolap : By Abu Toab Khan
8-30 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন

1-00 P. M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar : Bangla-Rcad out by Kamal Lohani
(b) Khabar : English-Read out by Parveen Hossain
1.-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Jibantika : Janatar Adalat
1-30 ’’ Pally Gccti/Puthi/Jari
1-40 ’’ Shahitya Anusthan :
Rakta Shakkhar : Chhotogalpa
1-47 ’’ Jantrasangeet
1-50 ’’ Kothika : A talk from Agnishikha to be re-b cast
2-00 ’’ Samapti

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a) Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anuslhan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangeet-O-Slogan
7-40 ’’ Kothika : Muku' Sangram-O-BanglarNari:
Subhra Chowdhury
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika : Swikritir Khabar Peye (স্বীকৃতির খবর পেয়ে)
Shawkat Osman
7-58 ’’ Khabar Shironarn
8-00 ’’ Kothika / Pindir Prolap : Abu Toab Khan
8-10 ’’ Sangeet

8-15 ’’ Kothika : Bangladesh-O- Buddhijeebi Samprodai : Dr. Ajoy Roy
8-22 ’’ Nazrul Geeti
8-28 ’’ Khabar Shironam Palligecti
8-30 ’’
8-42 ’’ Bajrakanlha-O-Slogan
8-42 ’’ JanIra Sangeet-O-Slogan
8-45 ’’ Khabar: Urdu
8-50 ’’ Khabar : Bangla
9-00 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন

1.00 P.M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ Khabar : Bangla
1-15 ’’ Khabar : English
1-25 ’’ Saneet
1-30 ’’ সংগ্রামী বাংলা
1-37 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
1-40 ’’ Sahitya Anushtahn : Rakta Swakkhar / Self Composed Poems by Asit Roy Chowdhury & Sabuj Chakravarty
1-50 ’’ Sangeet
1-58 ’’ Khabar Shironam
2-00 ’’ Kothika :
2-07 ’’ Jantra Sangeet-O-Slpgan
2-10 ’’ Kothika : Ekti Samikkha : Script-Fafez Ali
2-20 ’’ Sangeet
2-28 ’’ Khabar Shironam
2-30 ’’ Puthipath : Muhammad Shah Bangali
2-40 ’’ Kothika : Drishtipat : Dr. Mazharul Islam
2-50 ’’ Khabar Bangla
3-00 ’’ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar : Bangla
7-15 ’’ Khabar : English
7-25 ’’ Sangeet
7-30 ’’ Agnishikha :
(a) Bajrakantha-O- Slogan
(b) Sangeet :
(c) Pratinidhir Kantha : Zillur Rahman. M. N. A
d) Abritti : Blank Verse : Ashfaqur Rahman & Umme Kulsum
e) Jantra Sangect-OSlugan
f) Kothika : Janatar Sangram : Gaziul Huq
g) Sangeet
h) Kothika / Ranangan Ghure
Elam : Musa Sadek
j) Juddher Khabar
8-10 ’’ AMAR SONAR BANGLA
8-15 ’’ Urdu Anusthan :
(a) Kothika
(b) Khabar
8-28 ’’ Khabar Shironam
8-30 ’’ English Programme
8-50 ’’ Parjabekkhaker Drishtite : Scripte-Faiz Ahmed Read out by Kamal Eohani
8-58 ’’ Khabar Shironam
9-00 ’’ Kothika : জঙ্গীশাহীর পদলেহীদের উদ্দেশ্যে
9-10 ’’ Jeebantika : Gram Bangla
9-28 ’’ Khabar Shironam
9-30 ’’ Sanghad Parjalochana : Script by-Amir Hossain
9-40 ’’ Sangect-O-Slogan
9-50 ’’ Khabar : Bangla
10-00 ’’ Samapti.

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a)Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khabar: Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangeet-O-Slogan

7-40 ’’ Kothika : একটি আলেখ্য-জলি জাহানুর
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ : সাধন কুমার ধর
7-58 ’’ Khabar Shironam
8-00 ’’ Kothika
8-10 ’’ Sangeet
8-15 ’’ Kothika : বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ : মহাদেব সাহা, পাঠক : শহীদুল ইসলাম
8-22 ’’ Nazrul Geeti Khabar
8-28 ’’ Khabar Shironam
8-30 ’’ দৃষ্টিপাত : ডা. মজহারুল ইসলাম
8-40 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-42 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
8-45 ’’ Khabar : Urdu
8-50 ’’ Khabar : Bangla
9-00 ’’ Samapti.

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশন

1.00 P.M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ Khabar: Bangla
1-05 ’’ Khabar: English
1-25 ’’ Sangeet
1-30 ’’ Biswa Janamat: Script - Sadekin
1-37 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
1-40 ’’ Sahitya Anushtahn : Rakta Swakkhar/Swarochita Kabita Nirmalendu Gun
1-50 ’’ Sangeet
1-58 ’’ Khabar Shironam
2-00 ’’ Kothika :
2-07 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
2-10 ’’ Kothika : Parjabekkhaker Drishtite (পুনঃপ্রচার)
2-20 ’’ Sangeet
2-28 ’’ Khabar Shironam
2-30 ’’ Pallygeeti Puthipath : Muhammad Shah Bangali

(a) Bajrakantha-O- Slogan
(b) Kothika : ঢাকায় স্বাধীনতার mh- দীপ্তি লোহানী
c) Sangeet

2-40 ’’ Kothika : Ranangan Ghure Elam : Musa Sadek
2-50 ’’ Khabar Bangla
3-00 ’’ Samapti.

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a)Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anuslhan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangcct-O-Slogan
7-40 ’’ Kothika : Desh Gathane Narir Bhumika : Parveen Akhtar
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika : Moder Garab Moder Asha : Asad Chowdhury
7-58 ’’ Khabar Shironam
8-00 ’’ Kothika : Drishtikon : Abu Toab Khan
8-10 ’’ Sangeet
8-15 ’’ Kothika : Satyer Jhankar : Pranab Chowdhury
8-22 ” Nazrul Geeti
8-28 ” Khabar Shironam
8-30 ” Kothika : Surja Shapath : Rezwanul Huq Chowdhury
8-35 ” Jantra Sangeet-O-Abritti from Shamsur Rahman or Sukanta by Mustafa Anwar
8-40 ’’ Bajrakantha -O- Slogan
8-42 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
8-45 ’’ Khabar : Urdu
8-50 ’’ Khabar : Bangla
9-00 ’’ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P. M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar: Bangla
7-15 ’’ Khabar: English
7-25 ’’ Sangeet
7-30 ’’ Agnishikha :
৭-৩০ ’’ তোরা সব জয়ধ্বনি করঃ বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪২ ’’ এই ঢাকা এই রাজধানীঃ বিশেষ জীবন্তিকা

d) Abritti : Shahidul Mam
e) Jaritra Sangeet-O-Slogan f) Kothika : বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য :
Shamim Chowdhury
g) তোরা সব জয়ধ্বনি করঃ কোরাস গান
h) Juddher Khahar

8-10 ’’ Orchestra
8-15 ’’ Urdu Anusthan : Conducted by
Zaheed Siddique
a) Kothika by Shahidur Rah man
b) Khabar
8-28 ’’ Khabar Shironam
8-30 ’’ English Programme
8-50 ’’ Parjabekkhukcr Drishtitc : Faiz Ahrned
8-58 ’’ Khabar Shironam
9-00 ’’ Kothika : Charampatra : M. R. Akhtar
9-10 ’’ Jeebantika : Written by Kalyan Mitra
9-28 ’’ Khabar Shironam
9-30 ’’ Sanghad Parjalochana : Amir Hossain
9-40 ’’ Sangeet-O-Slogan
9-50 ’’ Khabar : Bangla
10-00 ’’ Samapti.

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

সকালঃ

৭-০০মিঃ ক. উদ্বোধনী
খ. কোরান তেলাওয়াত ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ’’ খবর : বাংলা
৭-২০ ’’ খবর : ইংরেজী
রচনা : টি,এইচ সিকদার।
৭-৫২ ’’ (ক) অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
(খ) বিজয় নিশান উড়ছে ওইঃ বিশেষ সঙ্গীত।
৮-০০ ’’ শ্লোগান ও গান (স্বাধীন স্বাধীন......)
৮-০৫ ’’ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ‘দি পিপল’ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার
৮-১০ ’’ বাংলার মাটি বাংলার জল : রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-১৫ ’’ চরমপত্র : এম,আর, আখতার
৮-২৫ ’’ দেশাত্মবোধক গান
৮-৩০ ’’ যন্ত্রসঙ্গীত ও শ্লোগান
৮-৩৫ ’’ বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নিয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণা।
৮-৪০ ’’ দেশাত্মবোধক গান
৮-৪৫ ’’ খবর : উর্দু
৮-৫০ ’’ খবর : বাংলা
৯-০০ ’’ সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
১-০৫ ’’ খবর বাংলা
১-১৫ ’’ খবর ইংরেজী
১-২৫ ’’ সঙ্গীত
১-৩০ ’’ বাংলার মুখ : কথিকা-সাদেকীন
১-৩৭ ’’ বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে প্রশাসনিক পুলিশ অফিসার নিয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণা।
১-৪২ ’’ সাহিত্যনুষ্ঠান : স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিঃ মোহাম্মদ রফিক ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপ

১-৫০ ’’ সঙ্গীত
১-৫৮ ’’ খবর শিরোনাম
২-০০ ’’ ....
২-০৭ ’’ যন্ত্রসঙ্গীত ও শ্লোগান

কথিকাঃ বদরুল হাসান
c) Sangeet: ও আমার দেশের মাটি
d) Abritti
c) Jantra Sangeet-O-Slogan

২-১০ ’’ বহু ইতিহাসের নগরী ঢাকাঃ কথিকা-
জয় বাংলা পত্রিকার কাটিং.........
২-২০ ’’ সঙ্গীত
২-২৮ ’’ খবর শিরোনাম
২-৩০ ’’ পল্লীগীতি/পুঁথিপাঠ
২-৪৫ ’’ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক পুলিশ অফিসার নিয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণা
২-৪৬ ’’ সঙ্গীত
২-৫৩ ’’ খবরঃ বাংলা
৩-০০ ’’ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar: Bangla
7-15 ’’ Khabar: English
7-25 ’’ Sangeet
7-30 ’’ Agnishikha : Condt. by Ashraful Alam
(a) Bajrakamha-O- Slogan
(b) দর্পন : আশরাফুল আলম
Kothika : Mohadeb Sana
g) Kothika
h) Sangeet
i) Juddher Khabar
8-10 ’’ Orchestra
8-15 ’’ Urdu Anusthan :
a) Kothika / Jibantika
b) Khabar
8-28 ’’ Khabar Shironam
8-30 ’’ English Programme
8-50 ’’ Parjabekkhaker Drishtite: Script by Faiz Ahmed, Read out by Kamal Lohani
8-58 ’’ Khabar Shironam
9-00 ’’ Kothika / Drishtikon : by Abu Toab Khan
9-10 ’’ Patriotic Song
9-28 ’’ Khabar Shironam
9-30 ’’ Sanghad Parjalochana: Mustafizur Rahman
9-40 ’’ Sangeet-O-Slogan
9-50 ’’ Khabar: Bangla
10-00 ’’ Samapti.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	২৬ মে-৫ জুন, ১৯৭১

বাংলা সংবাদ

২৬-৫-৭১

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন,স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি।

(২) ওয়ার অন ওয়ান্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বৃটিশ এম-পি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন।

(৩) বুদাপেস্টের শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশে পাকিস্তানী হামলার নিন্দা করেছে।

(৪) মুক্তিফৌজ গানবোট দখল করেছে, কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছে, পাক ফাঁড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।

(৫) আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে।

(৬) বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন।

(৭) পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রধান উ থান্টের কাছে বাংলাদেশের বৌদ্ধহত্যার কাহিনী জানিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করে নেওয়ায় মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসার নিশ্চয়তা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্য সরিয়ে নিতে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য বিশ্ব সরকারসমূহের প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যে আবেদন জানিয়েছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বিরাট সংখ্যক নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ যে পাক-দস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়েছে উ থান্টের আবেদনে তার স্বীকৃতি রয়েছে। সেক্রেটারী জেনারেলের বিবৃতি থেকে এও প্রতীয়মান হয়, কি নিদারুন পরিস্থিতিতে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন যে উ থান্ট বাংলাদেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবেন যে পরিবেশে দেশত্যাগী শরণার্থীরা পূর্ণ মর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আবার দেশে ফিরে আসতে পারবেন। উক্ত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার এ বক্তব্যের দ্বারা আমি এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে জাতিসংঘ পাকিস্তান সরকারের উপর এমন একটা চাপ সৃষ্টি করবে যে চাপের মুখে বাংলাদেশ থেকে

পাক হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা

ফিরে আসার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সে অবস্থাতেই দেশত্যাগী লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু স্বদেশে ফিরে আসতে পারবে।

বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী ৫৫টি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করেছেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের এবং গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন।

আবেদনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যদানের জন্য এবং তারা যাতে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেন সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সরকারসমূহের ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান হয়েছে। তারা বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সামরিক শাসক-চক্রের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তারা পাক সামরিক শাসকচক্রের প্রতি আহ্বান জানান। তারা সিয়াটো-সেন্টো জোটের মার্কিন এবং অন্যান্য সদস্যরা যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করেন তার জন্যও দাবী জানিয়েছেন। বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম. এ. সামাদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বর্তমানে লণ্ডনের পথে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিলেতের War on Want প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঃ ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এবং শ্রমিক দলের পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ মাইকেল বার্নস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান বলতে বৃটিশ পার্লামেন্ট কি বোঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ এম, পি-র কাছ থেকে বিশদ ব্যাখ্য দাবী করে বলে জানা গেছে। বৃটিশ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নকেই তাঁরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বলে মনে করেন। বাংলাদেশ থেকে বাঙালীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটা শাসন চাপিয়ে দেওয়ার নাম রাজনৈতিক সমাধান নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় সদর দফতর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তানী সেনাদের একখানা গানবোট দখল করে নিয়েছে। গানবোটযোগে খানসেনারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানবোটের আরোহী সব ক'জন খানসেনাই পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুক্তিবাহিনী জোয়ানেরা বরিশালে একটি থানা আক্রমণ করেন এবং বাঙ্গালীর দুশমন খানসেনাদের কয়েকজন স্থানীয় দোসরকেও হত্যা করেন।

রংপুর সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি দল ধরলা অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজ তাদেরকে বাধা দেয়। সংঘর্ষকালে বেশ কয়েকজন খানসেনা নদীতে ডুবে মারা যায়।

রাজশাহীর কাছে একটি কালভার্টে মুক্তিফৌজের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি জীপ ধ্বংস হয়েছে। জীপের আরোহীরা গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি কনভয়ের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুপক্ষের ৭ খানা যানবাহন ধ্বংস হয়। বিয়ানীবাজার এবং বরলেখায় মুক্তিফৌজ খানসেনাদের ১৭ জন স্থানীয় দালালকে হত্যা করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি কুমিল্লার কসবা অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ একটি পাক-হানাদার বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাদের হটিয়ে দেয়।

এই অঞ্চলে মোন্দেভাগ নামক এক জায়গায় পাক-হানাদারদের একটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্র আর খাদ্যদ্রব্য যাচ্ছিল। মুক্তিফৌজ সেটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। বল্লবপুরে পাক-ঘাঁটির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ দু'জন প্রহরীকে হত্যা করেছেন। কাঁঠালবাড়িয়াতে মুক্তিফৌজের হামলায় পাক-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন পাক-হানাদার খতম হয়েছে। ময়মনসিংহ এলাকার শ্রীবর্দীতে মুক্তিফৌজ একটি পাকা সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন।

সিলেট সেক্টরে দু'টি পাক-ঘাঁটি মুক্তিফৌজ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই ঘাঁটি দুটির নাম জামকান্দি ও লালাপুঞ্জি। কুমিল্লায় বিবিরবাজারে মুক্তিফৌজ মাইন ফেলে পাক-হানাদারদের একটি ট্রাক বিধ্বস্ত করেন। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। হিলি আর পাচবিবির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের মুক্তিফৌজ বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় যুক্তিসংগ্রামরত বাঙালী ছাত্ররা পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছে। পোস্টারের ভাষা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার সেনাদের খতম কর- ওদের খতম কর- খতম কর। অবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে না গেলে হানাদার সৈনিকদের সবাইকে খতম করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে আলোচনা সভা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আজকের সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নজরুলের উপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মিঃ জ্যোতিপাল মহাথেরো জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে বাংলাদেশে পাক সৈন্য কর্তৃক বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এই হত্যাকাণ্ড থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বাদ যাচ্ছে না। মহাথেরো জানিয়েছেন, বৌদ্ধদের গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। মহাথেরো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের রক্ষা করার জন্য উ থান্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইংরেজী সংবাদ

26-5-71

1. Syed Nazrul Islam, the acting President of people's Republic of Bangladesh, said: In the recognition of the freedom and sovereignty of Bangladesh, lies the key to the restoration of normalcy this part of the world.

2. The Chairman of the war on want organization and a Labor M.P. had called on the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed.

3. The Budapest Peace Conference condemned the Pakistani atrocities in Bangladesh.

4. The 72nd birthday of Poet Nazrul Islam is being celebrated throughout Bangladesh today.

5. The Liberation Forces captured a gunboat, shattered a culvert and burnt Pakistani check posts.

6. The Chief of the Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha has cabled U Thant about the plight of the Buddhists in Bangladesh.

7. Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a Bangladesh special envoy to the U. N. O. has proceeded to New York.

8. Terrors talks every corner of East Bengal today, says the London Times.

9. The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday.

The acting President of the People's Republic of Bangladesh, Syed Nazrul Islam has said that in the recognition of the independence and sovereignty of Bangladesh lies the key to the restoration of normalcy in that part of the world. He has expressed his hope that the United Nations will not fail to bring in pressure on the Pakistani Government to pull Pakistani forces out of Bangladesh.

The acting President of Bangladesh was talking lo a special correspondent of United Press International.

While commenting on the Secretary General U Thant's appeal seeking relief for the Bengalee evacuees in India, Syed Nazrul Islam said that the appeal of U That is an admission' that a large number of Bengalees had to leave their hearth and home under a terrible situation perpetrated by the military junta of Pakistan. The unbearable circumstances that warrants the people to leave their homeland is also evident in the Secretary General's appeal itself.

Syed Nazrul Islam told the U. P. I. correspondent that he hoped the Secretary General of the U. N. O. will take up the responsibility of creating such conditions inside Bangladesh to enable the evacuees to return home. By this he meant that the U. N. O. should bring pressure upon the Pakistani Government so that the Pakistani Occupation Army is withdrawn from Bangladesh and the freedom and sovereignty of Bangladesh is recognized. Only in that condition can normalcy be restored in Bangladesh.

The Chairman of the War on Want organization of England, Mr. Donald Chessworth and a Labor Party M. P., Mr. Michael Burns called on the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed yesterday. The British leaders spent at least three hours with our Prime Minister and discussed points of mutual interest. The Question of recognition of Bangladesh by the British Government is believed to have

figured prominently in the discussions. Our Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed wanted to know from the British leaders what they understood by a political settlement of Bangladesh issue. The British leaders told the Prime Minister that fulfillment of the hopes and aspirations of the majority of people in Bangladesh is considered to be the political settlement of the Bangladesh issue. They said that by driving a considerable number of Bengalees out of their own country, a political solution cannot be imposed on them in any case.

125 representatives of 55 participating countries in the World Peace Conference in Budapest have jointly issued an appeal to the world governments to extend relief and succour to the Bengalee evacuees in India. The conference also invoked the good offices of the world governments to create a situation congenial for the evacuees to return home. The signatories of the appeal consists of Ministers, Members of Parliament, lawyers, doctors and leaders of Afro-Asian freedom fighters and neutral powers. They held the Government of Pakistan responsible for the unprecedented carnage and genocide in Bangladesh and condemned the action with all the emphasis at their command. They have called upon the Pakistan military junta to be respectful to the democratic hopes and aspirations of the people of Bangladesh. They have also called upon the United States sponsored SEATO and CENTO Organizations to stop helping Pakistan's ruling military Junta. Mr. M. A. Samad. M. N. A, has represented Bangladesh in this peace conference in Budapest. He is now supposed to be on his way to England.

An Awami League Working Committee Member, Mr. Molla Jalaluddin. M. N. A, is presently touring Patna. He held talks with State Government leaders and will continue to do so during his stay there.

The news is coming to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

Reports reaching here from the Southern sectors of the Liberation Army, suggests that after a tense fighting the Liberation Army has captured an enemy gunboat which was patrolling the coastal areas of Barisal. AM the Pakistani troops in the gunboats were drowned in the water. The jawans of the Liberation Army made a severe attack on a Police Station in the District of Barisal, captured it and vanquished the local quislings.

In the Rangpur sector. Pakistani Force were taken to task when they were trying to cross the River Dharla. Near Rajshahi a culvert has been blown away due to a mine operation and an'enemy jeep was destroyed. In the Sylhet sector the Liberation Army conducted a guerilla attack on an enemy convoy. Seven enemy trucks were destroyed in the operation.

In the Kasba sector, the Mukti Fouj, attacked an enemy lorry full of ammunition and food and set fire to it. The Ballabpur Pakistan outpost was suddenly attacked by Mukti Fouj and two of its guards were killed. At Kathalbaria, a Pakistan army Captain and a few of his followers were killed. At Sreebardi. the Mukti Fouj has successfully blown a concrete bridge. In Jamkandi and Lalapunji, two Pakistani outposts were burned by the Mukti Fouj. At Bibirbazar of Comilia sector, an enemy lorry was destroyed by mine operation.

The President of Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha and Pakistan Region Centre for the World Fellowship of Buddhists, Mr. Jyotipal Mohalhero, sent a cable to Thant the Secretary General of the U. N. O. describing the plight of the Buddhists Bangladesh. He invited protection for the Buddhists of Bangladesh immediately from the world organization. The cable said : "Many Buddhists including Bhikkus of East Bengal brutally killed by Pakistani troops : Temples demolished. Buddhist villages burnt to ashes. Property looted by miscreants actively aided by Pakistani troops. Please arrange for their protection."

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a special envoy of the People's Republic c Bangladesh to the U. N. O. has gone to New York from London to take up his assignment. He will present the case of Bangladesh to the Council of Nations. Mr. Justice Choudhury will also present a pen-picture of the planned genocide and preconceive) extermination of the youth and intellectuals in Bangladesh by the belligerent Pakistani Army, to the press and people of the U. S. A.

All over Bangladesh the 72nd birthday of the Rebel Poet, Nazrul Islam is being celebrated today. The cultural and social organizations of Bangladesh have drawn up various programmes like seminars, cultural functions etc. in the occasion. The Swadhin Bangla Betar Kendra will broadcast a special programme on Nazrul Jayanti in its evening transmission today.

The Times of London has carried an exhaustive on the grim social conditions prevalent in Bangladesh today. Times correspondent Peter Hazelhurst writes : Terror stalks every corner of East Bengal today. Millions of people have been left homeless, famine is around the corner and there are not enough doctors left to combat an expected epidemic.

The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday on a two day visit for talks with President Anwar Sadat on the latest Middle East crisis.

More than £1 million donated by the British public for the victims of a cyclone disaster in Bangladesh last November is still lying in Banks in London even after six months after the catastrophe. Oxfam, one of the largest British relief agencies, says that the money is lying idle because the Pakistan Government has refused to allow relief workers into the area,

---

27-5-71

*   *   *   *

The Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh has said : We wanted to establish democratic rights of the people in Pakistan and to that end we tried our best.

When all our peaceful attempts were tailed and on the night of" the 25th of March Yahya's army most shamelessly cracked down on the unarmed people of Bangladesh, we had no alternative hut to proclaim independence of Bangladesh to safeguard the very entity of 15 million democratic Bengalees of Bangladesh.

Our Prime Minister was talking to a correspondent of the Times of London. He said What I cannot understand is how the democratic govt. of the world could afford to continue supporting a dictatorial regime of a military junta in preference to a nation involved to the last in a democratic struggle for survival with democratic values of life and hopes of a statehood.

West Pakistan will be bankrupt by the end of the Summer and will be unable to sustain its struggle against Bangladesh according to leading economist of Pakistan. Dr. Robert Dorfman, the Harvard economist, said yesterday that West Pakistan cannot continue without some kind of aid from outside which can be diverted towards military efforts in Bangladesh. He said : It appeared that West Pakistan was desperately seeking a moratorium on its dept installment which fall due this month. Therefore the continued flow of American grants and loans is the most immediate objective in West Pakistan strategy, more important by far than any military operations. He said that the U. S. A should therefore refuse to finance any military operations.

The Pakistani arrogance has at last been swallowed by them when they agreed to accommodate representative of Secretary General U Thant, to coordinate relief work in Bangladesh. This was made clear in a letter from the Pakistani representative in the U. N. O. Mr. Agha Shahi. The letter was published in the U. N. O headquarters yesterday. Previously no less a person than the President of the now defunct Pakistan, himself declined to accommodate such representatives of the U. N. O.

The Soviet Communist Party Paper, Pravda, today highlighted the firing by the Pakistani army into Assam on Monday, thus reflecting Soviet concern over growing tension in that region. The report depicted the incident as an act of provocation on the part of the Pakistani Army in occupation of East Bengal.

The U. N. O. Secretary General U Thant has expressed his final decision not to contest for the office for another term.

The Indian Prime Minister. Mrs. Indira Gandhi, appealed to the world community to intercede for restoration of peace and democracy in Bangladesh. She was replying to a 8 hr. long debate in the Indian Lok Sobha yesterday. She emphasized that the refugee influx and other developments caused by Pakistan's calculated genocide in Bangladesh threatens the peace and security of India and indeed of South-East Asia.

The Soviet President Podgorny accompanied by his military, economic, and political aids has started discussion with his Egyptian counterpart President An war Sadat. Podgorny reached Cairo on Monday last and met the Egyptian President in the night. The meeting continued yesterday.

Yahya's occupation government could not clear the salaries of the government officials for the month of May even today. Some lump sum were doled out to officials in certain areas the dole did not reach.

The Awami League quarters has ruled out the possibility of any negotiated settlement of the Bangladesh issue and said whoever tries to that end will be totally rejected by the people of Bangladesh. The attention of this quarter was drawn to a U. S. State Department spokesman claiming recently that an emissary of Yahya Khan had suggested formula for a compromise solution. The Awami League circle emphatically told. Bangladesh is a free and sovereign country today and there is no fresh scope for talks.

The Bangladesh Government sources said that the chief of the Bangladesh mission in Calcutta, Mr. Hossain Ali called on Poet Nazrul Islam yesterday to pay respect on behalf of the 75 million people of Bangladesh on the occasion of his 72nd birthday. Mr. Hossain All accompanied by his wife, went to visit the poet yesterday morning and garlanded the poet on behalf of the people of Bangladesh.

In a brief statement in the poet's house, Mr. Hossain AM said : "A terrible carnage is on in the beloved land of Poet Nazrul Islam today. The people of Bangladesh have waged a war of independence against an occupation Army. Insha Allah we shall be victorious."

2-6-71

This is Swadhin Bangla Betar Kendra.

Here is the news read by Parveen Hossain.

1. The foreign banks in Pakistan have declined to underwrite letters of credits from Pakistan.

2. The 3-member Bangladesh Parliamentary delegation has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi.

3. Khan Abdul Ghaffar Khan has blamed the power hungry rich classes of West Pakistan for the crisis in Bangladesh.

4. Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Jhikargacha on Monday last.

5. Moulana Bhashani said : Freedom is the only goal of the people of Bangladesh.

The foreign monetary institutions have raised an alarm with regard to Pakistan's credibility abroad and have declined to underwrite letters of credit from Pakistan.

The foreign banks have also demanded 100% deposits for such purposes.

The Pakistani businessmen have told by the bank officials that they have taken this step due to the grave economic crisis of Pakistan.

A leading export-import businessman told Pakistani newsmen yesterday that an American bank had first demanded 100% deposit as a condition for opening letters of credits for imports from the U. S. A.

The Swiss and Japanese banks have also refused to issue letters of credit to Pakistani businessmen.

Another businessman is reported to have complained that the Japanese banks have gone to the extent of demanding a guarantee by banking establishments in England because the Ministry of Trade in Japan has stopped exporting insurance orders for Pakistan.

The refusal of foreign banks to issue letter of credit has created a scare among the West Pakistani business community.

The three-member Bangladesh Parliamentary delegation, headed by Mr. Phani Majumder has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi. The legislators from Bangladesh, including Mrs. Noorjahan Morshed and Shah Moazzem Hossain, also addressed the members of the Indian Parliament yesterday at the Parliament House. A spokesman of the Foreign Office of the Government of Bangladesh, told us: In the course of their 45 minutes talk with Mrs. Indira Gandhi, the Indian Prime Minister, the members of the Bangladesh delegation discussed the problems relating to the refugee problem created in India by the West Pakistani atrocities in Bangladesh.

They also discussed the question of recognition of the Bangladesh Government.

The Indian President, Mr. V. V. Giri, gave them a hearing for about 20 minutes and discussed various matters relating to Bangladesh.

The three legislators from Bangladesh, while addressing the Indian Parliament, made an impassioned appeal for the recognition of Bangladesh by the Government of India. They put before the Indian Parliamentarians the background of the Bangladesh issue, its exploitation by the West Pakistani rulers, the discrimination meted out to the majority people and finally the reign of terror let loose by the West Pakistani army on the innocent people of Bangladesh,

Addressing the Indian M.P.s Mr. Phani Majumdar said: Bangladesh stands for democracy, secularism and socialism. He called upon the Indian Government, to recognize the Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Majumdar also urged the Indian M. P. s to take up the question of the release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at every national and international forum.

Mrs. Noorjahan Morshed, while referring to the talk of political settlement, said': If, is to be a political settlement, it will have to be on our terms. And that is complete; withdrawal of the West Pakistani Army and the Liberation of Bangladesh.

Mr. Shah Moazzem Hossain, in his speech before the Indain M, P.s described the discrimination the people of Bangladesh, who constituted the majority, had suffered since the creation of Pakistan. He said: It is the rulers of Pakistan who have disintegrated Pakistan. They have killed Pakistan; we are only burying it. Mr. Moazzem Hossain said: Pakistan, with its two wings separated, and having nothing in common between the people of the two wings except religion, could not sustain without the will of the people. Such a will could develop only when all were treated an equals and not as slaves.

Mr. Moazzem Hossain gave a description of the killing unleashed by Yahya Khan's Army. He said : about five lakhs of people have been killed in Bangladesh. In his speech, Mr. Moazzem Hossain also appealed to the Indian Government to offer diplomatic recognition to the Government of Bangladesh.

This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news,

The Pakhtoon leader. Khan Abdul Ghaffar Khan, has blamed the aggressive, power-hungry, rich class of West Pakistan for the present crisis in Bangladesh.

Reporting this, the Kabul daily 'Caravan' says : The Frontier Gandhi Khan Abdul Gaffar Khan, is prepared to leave for Bangladesh to mediate between the Awami League and the West Pakistani leaders.

The Pakhtoon leader has also said : He has been asked by the Pakistan Council in Jalalabad to visit Pakistan and have meeting with President Yahya Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan is reported to have rejected this Pakistani offer and has declined to meet a military dictator of Pakistan.

Mr. M. Mansoor Ali, Minister for Finance. Govt. of the People's Republic of Bangladesh, has today proceeded for a trip to the eastern part of Bangladesh. During his stay there, he is expected to meet the Awami League M.P.A.s and M, N.A.s, leaders and workers.

The freedom fighters of Bangladesh are reported to have intensified guerilla activities m Rangpur, Comilla and Dacca sectors. A number of bridges on the railway line between Lalmanirhat and Keknia, have been blown up, dislocating railway communications for the Pakistani troops. In the Lalmonirhat-Kurigram area, freedom fighters have continued to harass the Pakistani troops by frequent commando raids. It is reported, in a recent encounter, the Liberation Forces killed 6 Pakistani soldiers and destroyed an enemy jeep at Lalmonirhat.

In the Dacca sector, the freedom fighters are reported to have exchanged fire recently with a Pakistani Army patrol, northeast of Mymemsingh. The Liberation Forces have

also successfully prevented (he Pakistani troops, from crossing the River Dharla. The enemy troops retaliated by burning down villages and attacking the civilian population.

In the Comilla sector, the Liberation Forces damaged two Railway bridges near Akhaura to disrupt the movement of the Pakistani Army. In Comilla the Pakistani troops are reported to have molested and abducted women after killing a number of people. The Pakistani soldiers also shot dead about 300 people, south of Chandpur. In Jessore, the local population killed two Pakistani soldiers recently.

Road and rail communication between Dacca and Chittagong have not yet been restored. Our Mymensingh correspondent reports: The freedom fighters have dislodged Pakistani troops from Mymensingh's Tawakucha border outpost.

Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Ganganandapur in Jhikargacha Thana on Monday last. These agents included the local President of the Anjuman-e-Muhajarian, A. Samad and two sub-inspectors of Jhikargacha Police Station. It is reported these Pakistani agents, with the help of the local goondas, were loading a jeep with articles looted from the civilians, when the four freedom fighters launched a surprise attack and killed three of them. The freedom fighters seized a few rifles and a light machine gun. The enemy jeep was captured and the dead body of a killed agent was also brought by the freedom fighters.

This news broadcast comes to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

The National Awami Party leader, Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, has ruled out the possibility of coming to a political settlement of the Bangladesh issue. In clear cut terms the Moulana declared: Our fight against Pakistan will continue to the last. Either we win or we die.

He said: Even if attempts are made for a political settlement either by someone in Bangladesh or abroad, the 75 million people of Bangladesh will reject it outright. The reason is that the people have lost their faith in the Pakistani Government, more so after its recent atrocities perpetrated on the people of Bangladesh, which is something unheard of in human history.

The Moulana said : He would not mind a referendum being held under the U.N. auspices to ascertain the wishes of the people of Bangladesh. He said : He is sure that not even 1% of the people will vote against independence,

The Moulana has also called upon such countries like the U.S.A., U.S.S.R., Britain and China, which are friendly to Pakistan, to send out their journalists to make an independent study of the Pakistan Army's atrocities in Bangladesh. Declaring his support to the Awami League leadership, Moulana Bhashani said : Nothing should be done to provide an opportunity to the Pakistan Government to divide and rule the people of Bangladesh.

(This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news.)

The Bangladesh emissary, Mr. Abdus Samad, now on a visit to Moscow, has said that Yahya's appeal to the evacuees to return to Bangladesh from India has been made only to mislead the people of the world. He said : While the West Pakistani troops continue genocide and barbaric atrocities in Bangladesh, this appeal from Yahya Khan is nothing but a cruel gesture.

Mr. Samad has been touring different countries of Europe for the last three weeks to give a clear picture of the Bangladesh situation to European leaders.

And that is the end of the news.

5-6-71

This is Swadhin Bangla Betar Kendra.

The news read by Parveen Hossain.

1. Widespread condemnation of Pakistani Army's inhuman atrocities upon the innocent people of Bangladesh, has been reported from different corners of the world.

2. The Pakistani Government has at long last accepted the humiliating position of standing defaulter to its creditor countries as a sequel of its war of Bangladesh.

3. The correspondent of the Dally Telegraph reports that the Pakistani army fears a Vietnam type guerilla warfare in Bangladesh.

4. The Freedom Fighters of Bangladesh continue launching massive attacks upon the Pakistani aggressors in all sectors.

5. Radio Australia reports : A Roman Catholic Archbishop of Calcutta, has confirmed that at least three priests have been killed by the Pakistani Army in Bangladesh in the past two months.

Widespread condemnation of the Pakistan Army's inhuman atrocities upon the innocent people of Bangladesh has been reported from different corners of the world. More and more people of the world are expressing their sympathy and support for the people of Bangladesh.

The World Federation of the United Nations Associations has expressed grave concern over the genocide committed in Bangladesh by the West Pakistani mercenaries. The 23rd Plenary Assembly of the Federation held in Luxemburg, has adopted a resolution condemning Pakistan for the massacre in Bangladesh. The Pakistani Ambassador to Belgium, was also not permitted to attend the Assembly session. The

Assembly of the World Federation of the U.N. Associations was attended by delegates from 52 countries of the world including U.S.A. U.S.S.R. Britain, Poland, Italy, Yugoslavia, Australia and Ghana. A spokesman of the Federation has said : It is significant that all delegates were very much vocal in condemning the unfortunate killing f hundreds of thousands of people of Bangladesh.

The Venezuelan Chamber of Deputies have called upon the U.N.O. and other international organizations in demanding that the military Government of Pakistan aspect the human rights of the people of Bangladesh. They have also urged the world bodies to put pressure upon Pakistan to facilitate the return of the Bengalee evacuees who, as to flee from Bangladesh following the bloody repression by the Pakistani Army. In a resolution unanimously passed by the 214 members of the Venezuelan Chamber of Deputies have deplored such acts of violence as have occurred in Bangladesh, and particularly acts of genocide against the Bengalee population.

Thailand has suspended the supply of aviation fuel to Pakistan as a mark of protest against the mass killing in Bangladesh by the West Pakistani soldiers. The Thai Foreign Ministry has announced his Government's inability to supply aviation spirits to Pakistan "or military operation against the 75 million innocent people of Bangladesh. The Thai leaders are also reported to be keeping themselves informed about the situation in Bangladesh.

The Vatican daily, 'Observatory Romano' has expressed the view that the war thrust upon Bangladesh by the army junta of Pakistan could have repercussions of incalculable proportions. In a front page comment the paper said: In order to solve the crisis, Pakistan should immediately stop the war and accept the right of freedom and self-determination of the people of Bangladesh. Otherwise East Bengal will be torn by guerilla war which will have economic repercussions on West Pakistan.

The Pakistan Government has at long last accepted the humiliating position of standing defaulter to its creditor countries as a sequel of its war on Bangladesh. Shamelessly the military rulers of Pakistan, have asked its representatives in the countries concerned to beg debt relief. Reliable sources tell us that Pakistan is currently incurring a loss of Rs. 120 to Rs. 150 million per month, due to what Pakistan calls 'temporary interruptions of export earnings in East Bengal'. Most of the Pakistani missions have been instructed to approach the Governments of their accreditation for the grant of debt relief.

The correspondent of the Daily Telegraph reported on May 20th that Pakistan Army in Bangladesh which claimed a month ago that it had the situation under control. But now they have expressed fear that a Vietnam type guerilla warfare was developing in Bangladesh. Every night, the correspondent says, the freedom fighters carry out about 30 acts of demolitions to disrupt enemy movement and inflict heavy casualties on them. Pakistani senior officers predicted that more intensive guerilla warfare are likely in Bangladesh during the coming Monsoons, the correspondent added.

The freedom fighters of Bangladesh continue launching massive attacks upon the West Pakistani aggressors in all sectors. In a determined bid to crush the enemy, the Liberation Forces have been putting up stiff resistance on all fronts. The freedom fighters are also harassing the Pakistani soldiers by cutting off strategic rail and road points. In all the sectors the Pakistani troops have been confronted with the problem of moving their men.

The liberation forces have blown up a bridge connecting Birol and Kanchan Railway Stations in order to block the movement of Pakistani troops.

Our Rangpur correspondent reported that the freedom fighters launched a surprise attack upon the Pakistani soldiers patrolling a place between Lalmonirhat and Barbari. This operation took a toll of 16 enemy soldiers.

The freedom fighters have blown up the Swarmati Railway Bridge. It is reported that the Liberation Forces also attacked a train carrying Pakistani soldiers and killed ten of them.

The freedom fighters have destroyed two ferry boats on the Bhotmari Ghat of Tista. These boats were being used by the Pakistani Army to move its troops. Due to the disruption of rail and road communications throughout the northern pans of Bangladesh, the Pakistani troops have been faced with a very difficult situation regarding their movement.

Fierce fighting between the freedom fighters and the West Pakistani mercenaries is reported from Amarkhana in the northern sector.

The Liberation Forces also exchanged heavy fire with the Pakistani troops last Friday at Bhurungamari and inflicted casualties upon the enemy. A large number of Pakistani soldiers are reported to have been killed in this engagement. At Dinajpur the freedom fighters launched massive attacks upon Pakistan Army position in several places.

Radio Australia reports: A Roman Catholic Archbishop of Calcutta has confirmed that at least three priests have been killed by the Pakistan Army in Bangladesh in the past two months. The Archbishop is reported to have said that the latest death he has confirmed occurred on May 8 when the Pakistani troops passing in a truck fired on a priest at a church close to the Pakistani border.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ-এর নিয়মিত কথিকামালা (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দালিলপত্র	৩০মে-২৬ নভেম্বর. ১৯৭১

বিশ্ব জনমত

৩০ মে, ১৯৭১

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকার ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র জনতার উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে- ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আর সে রতের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিশ শতকের ইয়াজিদ ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার যে চক্রান্ত সাবেক পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়েছিলো একাত্তরের মার্চ মাসে ঘটলো তারই নগ্ন প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা তাই আর কোনকিছু রেখেঢেকে রাখতে চায় না। এজন্য তারা কামান-বন্দুক-মেশিনগান-বোমারু বিমান মায় যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বাংগালীদের সামনে একটি মাত্র পথ-সে পথ স্বাধীনতা রক্ষার সশস্ত্র লড়াই। বাংলার বীর জনতা সে দায়িত্ব পালন করেছে। আজ তাই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। এ সত্য বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রাণের মন্ত্র- বাংলাদেশের বাঁচার শপথ।

বিগত ২৪ বছর বাংলাদেশ শোষিত হয়েছে ধর্ম আর সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী লুণ্ঠন করেছে বাংলার সম্পদ-ধ্বংস করেছে বাংলাদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। আর এ পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা। কিন্তু পাটচাষীরা তাতে কোনো উপকৃত হয়নি। বাংলার গরীব চাষী-শ্রমিকেরা আরো গরীব হয়েছে- তাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতনের চরম দণ্ড।

বাংলাদেশ এবং বাংলার জনগণকে বাঁচাবার জন্যই আজ তাই শুরু হয়েছে মরণপথ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শরীক বাংলার বুদ্ধিজীবি, বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা সবাই।

বাঙালীরা এ সংগ্রামকে আজ নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অধিকাংশ সদস্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বাংলার জনগণের প্রতি তাঁদের সমর্থন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর ফুলব্রাইট এবং আরো কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন- পাকিস্তানের জংগী সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তাকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত কমিটি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ইসলামাবাদের খুনী সরকারের বিশেষ দূত এম, এম, আহমদ হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর সাথে দেখা করার সকল আবেদন-নিবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ত্বরান্বিত করেছে। যুদ্ধের খরচ দৈনিক দেড় কোটি টাকা। অতএব-চাই-চাই-সাহায্য চাই। সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেশ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ইয়াহিয়ার দোসর এম,এম, আহমদ কিন্তু সবখানেই ব্যর্থ হয়েছেন- তিনি শূন্য হাতেই ফিরেছেন।

অন্যদিকে যতই দিন যাচ্ছে বাংলা মুক্তিবাহিনীর আঘাত দুর্বার হয়ে উঠেছে। হানাদার শত্রুরা গেরিলা আক্রমণে হয়ে উঠেছে দিশাহারা। সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এগিয়ে আসছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে। কয়েকদিন আগে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন। পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছেন- বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সর্বাত্মক সাহায্য করবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে।

সুইডেনের সকল রাজনৈতিক দল যুক্তভাবে ঘোষণা করেছেন- বাংলাদেশে ইসলামাবাদের লেলিয়ে দেয়া জল্লাদদের নির্বিচার হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে বাংলার নির্যাতিত জনগণকে। তাদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাঁরা জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সুইডেনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দল-মত নির্বিশেষে সবাই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শুভ বিবেকের এই কণ্ঠস্বরকে জানাচ্ছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে- স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের লড়াই আজ তাই সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পীকার মিঃ জাইচেক বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে বাংলাদেশের সপক্ষে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হানাদার সেনারা বর্বরতা ও নৃশংসতার যে বীভৎস ইতিহাস রচনা করছে- তার তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর উপর অকারণে ইয়াহিয়ার সেনারা যে নির্যাতন চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আওয়াজ তোলার জন্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। তিনি বলেছেন, বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে- শাসকগোষ্ঠীর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষই করতে পারে না।

দেশে দেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর আজ বহু দেশে উচ্চকিত। বৃটেনের শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্ণসও বিশ্ববিবেকের সাথে ঘোষণা করেছেন একাত্মতা। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসহায় জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে যে কোন রকম সাহায্য দান বন্ধ রাখুন।’

বাংলাদেশের যে সমস্ত লোক পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি স্বচক্ষে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। মিঃ মাইকেল বার্নস বলেছেন, বৃটেনের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

---

১০ জুন, ১৯৭১

হংকং-এর ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

দৈনিক ডন এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমসসহ পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা স্বীকার করেছিলেন যে প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান ও মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আলোচনা চলাকালে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ একথা প্রচারও করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী

লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই চারটি দাবী হলোঃ

এক - সামরিক শাসন তুলে নেয়া

দুই - সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

তিন - নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেয়া

চার - সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র জনসাধারণ হত্যার তদন্ত করা।

এই দাবীগুলো মেনে নেয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিতান্ত গোপনে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বিমানযোগে করাচী ফিরে গেলেন। এবং আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে ও পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এর কোনো যুক্তসঙ্গত ব্যাখ্যাও প্রেসিডেন্ট দিতে পারলেন না। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, আলোচনার নামে সময় নিয়ে ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলায় সৈন্য আমদানী করলেন- যাতে বাংলাদেশের অধিকার-সচেতন মানুষ ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ সকল কারণে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর প্রতি সকলে সন্দেহ পোষণ করলো।

কানাডার দৈনিক মনট্রিল স্ট্রিট পত্রিকায় বলা হয়েছেঃ

ঢাকার ব্যাপক গণহত্যা পরিকল্পনায় স্বয়ং ইয়াহিয়া খানসহ পাক-সেনাবাহিনীর সব জেনারেল জড়িত ছিলো। মূলত গৃহযুদ্ধ দমনের পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় এই জেনারেলরা পুরোপুরি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই হত্যাযজ্ঞ কেবলমাত্র টিক্কা খানের নিজস্ব ও একক উদ্যোগ নয়- এটা আসলে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে সংঘটিত একটি মিলিটারী অভিযান। বাঙালী হত্যার সামরিক আদেশ সেনাবাহিনীর সকল ইউনিট কমাণ্ডারের কাছে যাতে প্রত্যক্ষভাবে এবং লিখিতভাবে পৌঁছে সেজন্য প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ বিকেল দুটো পর্যন্ত নিজেই খোঁজখবর নিয়েছেন। সন্ধ্যে সাতটায় প্রেসিডেন্ট বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বাসভবন ত্যাগ করেন। রাত ১১টায় ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার গানসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়।

জাপানের ডেলী জাপান টাইমস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেনঃ পূর্ববাংলায় পাক-সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণেই এই রক্তক্ষয়ী অভিযান চলছে। জাপানের আসাহি শিমবুন পত্রিকা বলেছেন, বাংলাদেশে নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও সেখানে যে নির্বিচারে গণহত্যা চলছে, তা নজীরবিহীন।

নেপালের দি নিউ হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্র পূর্ববাংলায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে এবং গণজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে তাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের প্রতি বিশ্ববাসী সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মুক্তিকামী জনতাকে এভাবে হত্যার ফলে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক চিরতরে তিক্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর কাণ্ডকারখানার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, পূর্ববাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এবং তারা প্রাণ দিচ্ছেও।

তুরস্কের ডি ডেলী জুনাইদিন পত্রিকা মন্তব্য করেছেন যে, একদিকে প্রায় এক লক্ষ সুসংগঠিত, সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য, অপরদিকে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সকল বাঙ্গালীকে কখনো কতল করতে পারবে না। বাঙালীর মুক্তি অবধারিত।

---

১৭ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা ও ব্যাপক গণহত্যা অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র এক ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের গণহত্যার ঘৃণ্য অপরাধ ঢাকা দিতে তারা ‘‘ইসলাম বিপন্ন, ইসলামী দেশ বিপন্ন’’ বলে ধুয়ো তুলেছে। এই ধুয়ো তুলে তারা মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশসমূহের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। ‘‘ইসলাম বিপন্ন, ইসলামী দেশ বিপন্ন’’ বলে তারা ওইসব দেশের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানের কবরে শোয়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। কিন্তু সবরকমের সাবধানতা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের এই হীন দুরভিসন্ধি ঢাকা পড়েনি। বাংলাদেশে গণহত্যার রক্তাক্ত হাত তারা লুকোতে পারেনি। গোপন করতে পারেনি তাদের জঘন্যতম অপরাধ।

বিভিন্ন আরব দেশের পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে যে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আরব জনগণকে প্রতারিত করার যে চেষ্টা করেছিলো তা ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যার প্রতিবাদে আরব দুনিয়া থেকে এটাই হলো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি ও প্রতিবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো আবার।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তথা বাঙালীদের বিপুল বিজয়ের বর্ণনা করে বিবৃত্তিতে বলা হয়েছে যে, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবার এবং জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইয়াহিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করেছে। বাংলাদেশের জনগণের উপর গণহত্যা ও পাকবাহিনীর বর্বরতা ঐক্যের ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত হেনেছে।

আরব দুনিয়ার এই পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। বাঙালী মুক্তিসেনাদের বীরোচিত লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। বাঙালী মুক্তিসেনাদের বীরোচিত লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও সাহায্যদানের জন্যে সংহতিমূলক প্রচার সংগঠিত করার এবং ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনীর গণহত্যার মুখোশ খুলে ধরার জন্য আরব জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরব যুব সংস্থাগুলি দাবী করেছেন যে, বাংলাদেশে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রকে বাধ্য করে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

বিবৃতিতে সিরিয়ার ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব ইউথ, ইরাকের ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন, ইয়েমেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আসসালাফি যুব আন্দোলন, সুদানের ইউথ ইউনিয়ন,ও লেবানন ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন ও লেবানন ডেমোক্রেটিক ইউথ ইউনিয়নে নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের ১২০ জনের বেশী সদস্য বাংলাদেশে গণহত্যার জন্যে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে এককভাবে দায়ী করে এক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন।

বৃটেনের ক্যাবিনেট মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ এই প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর বাংলাদেশে আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্তিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তির পথে মারাত্মক হুমকি ও জেনেভা কনভেনশনের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান

জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকেই প্রকৃত সরকার বলে মর্যাদা দিতে হবে।

মার্কিন প্রতিনিধি সভার এশিয়া বিষয়ক সাবকমিটির চেয়াম্যান মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাঘার পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে গতকাল একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। মার্কিন সিনেটের এ ধরনের একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এদিকে ইউরোপের বহু দেশ সুস্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে এক তরফা সামাধান চাপিয়ে দিতে পারে না।

সুইডেন, হল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী সমেত ইউরোপীয় দেশগুলি এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর একতরফাভাবে কোন সমাধান চাপিয়া দিতে পারে না। ইউরোপের এইসব দেশগুলি তাদের মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে একত্রে মিলে ইয়াহিয়া সরকারকে তাদের এই মনোভাব জানিয়ে দেবে।

১৯ জুন, ১৯৭১

.... বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ এক মাস ধরে সফরের পর মাত্র কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে ফিরে এসেছেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ গিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ ও সরকারের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারদের ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতার করুণ চিত্রটি তুলে ধরতে এবং দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের উৎখাতের জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ যে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে তার প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করতে।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বুদাপেস্ট অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সম্মেলন সার্থক হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য সমর্থনে এই সম্মেলনে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পরিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আইনসঙ্গত ও ন্যায্য সংগ্রাম ও তাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে ‘ল্যামব্রাকীস’ পদক উপহার দেয়া হয়েছে।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বিশ্ব এটাও বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির সমাধান না হলে সমগ্র বিশ্বে এর বিস্ফোরণ ছড়িয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়াশাহীর অবসান ঘটবে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্মূল হবে এবং তাদের ধবংসস্তুপের ওপর একটি নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটবে- এই মূল সত্যটি বিশ্ববাসী আজ উপলব্ধি করেছেন।

২০ জুন, ১৯১৭

...পাক সেনারা বাংলাদেশে যে অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ, লুঠতরাজ ও নারী নির্যাতন চালিয়েছে তাকে ‘কতিপয় দুষ্কৃতকারীরা কার্যকলাপ’ বলে বিভ্রান্তকর খবর রটিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বের মানুষ তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত

হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত সাংবাদিক, কূটনীতিক, শান্তি ও সমাজসেবী সংস্থাসমূহ এবং পর্যটক প্রকৃত ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা দেখেছেন বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর লোমহর্ষক নৃশংসতার চিহ্ন। ভারতের সীমান্তে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ইয়াহিয়া সরকার ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বলে বর্ণনা করেছিলো তারা সকলেই যে প্রকৃতই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত এবং ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর অত্যাচারেই যে তারা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছে এটা তারা প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর সকল দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে এর প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের কোন মানুষই ইয়াহিয়া সরকারের জঘন্য প্রচারে ভ্রান্ত হয়নি।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট বললেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা মানব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়- মানব ইতিহাসের এই কলঙ্ক মুছে দেয়া সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্টের এই মন্তব্যের কয়েক দিন পরেই জাতিসংঘ ত্রাণ ও সাহায্য দফতরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁ ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।

ভারত সীমান্তে শরণার্থী শিবির সফর করার পর সদরুদ্দীন আগা খাঁ নিজেই বললেনঃ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা নিজেদের জীবন সম্পর্ক কোনোরকম নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত স্বদেশে ফিরতে পারে না। বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এই স্মারকলিপিটিতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা বলেছেন যে, যতদিন পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে থাকবে ততদিন স্বদেশে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেন, পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আজও সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে, আজও তারা সেখানকার সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পদ ধ্বংস করছে- নারীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারদের এই বর্বরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা ও এর অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হবার জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সন ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ রজার্সের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সিনেটর কেনেডী বলেন, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের সৃষ্ট এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকারের নীরবতা মানব ইতিহাসের এক করুন ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে ইয়াহিয়া সরকার তা সবই বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

সিনেটর কেনেডী বলেন, আর কালবিলম্ব না করে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সক্রিয় হতে হবে। বর্তমান জরুরী অবস্থাই ইয়াহিয়া সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রকৃত সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২১ জুন, ১৯৭১

... সম্প্রতি হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী সামরিক তৎপরতার জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে পাক

হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন বন্ধ করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতি বৈঠকে আহ্বান জানান হয়। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এই মর্মে দাবী জানান যে তারা যেন পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেন।

বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে এক আবেদনে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বলেন, যারা মানবিকতার নীতিকে অস্বীকার করে, যারা মানবতাকে হত্যা করে- বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র, সভ্যতা ও মানবতাকে একসঙ্গে খুন করেছে তাদের ক্ষমা নেই।

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘শান্তি ও মানবতার প্রতি আজও যারা শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রক্যেকেরই উচিত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে এমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির দাবী করা, যাতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাদের স্বদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতিসহ ফিরে যেতে পারেন।’

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেছেন। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বাংলাদেশের সংগ্রামকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে বিশ্বের সকল শান্তি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু মানবদরদী ও শান্তি সংস্থা সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। এইসব তারবার্তায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী যেহেতু ‘মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়’ সেই কারণেই বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অথচ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ইয়াহিয়া সরকার তার বেতার, টেলিভিশন ও কূটনৈতিক মিশনসমূহের মাধ্যমে এই ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রচার করছিলো। বাংলাদেশে তাদের সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যাতে তারা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর মধ্যে সংঘর্ষ ও কমিপয় দুষ্কৃকারীর কার্যকলাপ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের সে অপকীর্তি বিশ্ববিবেকের চোখে এখন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। জানি না ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার এই কেলেঙ্কারির পর আবার কোন ছেঁদো কাহিনীর আশ্রয় নেবেন- তবে সত্য ঢাকতে গিয়ে, অপরাধ গোপণ করতে গিয়ে তারা যে কৌশলই অবলম্বন করুন না কেন পরিণতি তাদের একই হবে। কারণ, খোঁড়ার পা গর্তেই পড়ে।

২৭ জুন, ১৯৭১

সম্প্রতি বার্লিন থেকে প্রকাশিত জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকারের এক ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যাপক গণহত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতনের ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী আর যাতে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য না হয় এবং ইতিমধ্যেই যে ৬০ লক্ষ বাঙালী দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে তারা যাতে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে এবং বাংলাদেশে যাতে তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হয় তার জন্য কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যাতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইসব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই বাস্তবসম্মত, উপযুক্ত এবং স্থায়ী সমাধানের পথ নিহিত আছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং সেখানকার গণনির্বাচিত নেতৃবর্গের পরামর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক সঠিক ও সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারকে বিশ্বের সকল দেশের রাজনৈতিক মহল দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাঁরা বলেন, এই ইশতেহারে বাংলাদেশ থেকে যেসব শরণার্থী ভারতে চলে গেছে তাদের সমস্যাকে শুধু যে কেবল আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এই ইশতেহারে দাবী করা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব রাজনৈতিক নেতার মুক্তি, আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি।

ইউরোপ ও আমেরিকার পত্রপত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনসমূহের প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্যে বলা হয়ঃ গত ২৫ শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে বর্বরতা চালিয়েছে তাতে বাংলাদেশ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশছাড়া হতে বাধ্য হবে।

গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিলো তাতে অনুমানিক ১৮ থেকে ২০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং এই ব্যাপক প্রাণহানির মূল্যেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রচ্ছন্ন কারসাজি ছিলো। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যুর হাত থেকে শতকরা ৯৫ জন অব্যাহতি পেতে পারতো, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তথা ইয়াহিয়া সরকার ইচ্ছা করেই সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমন কি ব্যাপক প্রাণহানির খবরটুকু পর্যন্ত চেপে গেছে। বাইরের জগত যেটুকু জেনেছে তা বাংলাদেশের বেসরকারী কতগুলো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের খবর থেকে। গত ২৫শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চাললো, এর খবরও তারা চেপে গেছে। ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ১০ লাখ নরনারীকে গুলি করে ও আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা থেকে এই তথ্য উদ্ধৃত করা হয়। অনেকগুলো পত্র-পত্রিকায় একরম মন্তব্য করা হয়েছে যে, পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত মুসার (আঃ) যুগে মিশরের উপর পর পর যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় এসেছিলো তাতেও এত প্রাণহানি ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ পর্যন্ত যত বাঙালী খুন করেছে তার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই। এত নরহত্যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি।

২৮ জুন, ১৯৭১

বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে আর কোন আর্থিক সাহায্য দেবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এ প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি প্যারিস পাকিস্তানকে সাহায্য দানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত ১১টি দেশের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ স্থির করেছেন যে, বাংলাদেশে সবদিক থেকে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে নতুন করে কোন রকম আর্থিক সাহায্যদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং পাকিস্তান এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ঋণ নিয়েছে সেগুলোই সুদে-আসলে আদায় করা হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যে, আর্থিক সাহায্য লাভের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে পাকিস্তান যত কান্নাকাটিই করুক না কেন, এ ব্যাপারে কনসর্টিয়ামের আর কোন বৈঠক বসবে না।

'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর প্যারিসস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে উক্ত বৈঠকে বেলজিয়াম, কানাডা ও বৃটেন একথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাদের জনমত প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং পাকিস্তানকে কোন রকম সাহায্য দানের তারা ঘোরবিরোধী। অতএব নিজেদের দেশের জনমতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক বর্বরতা চালানোর সহযোগিতা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। -অর্থাৎ পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের অভিমত হলোঃ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গী সরকার যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণহত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন বন্ধ না করবে, বাংলাদেশ থেকে যতদিন পর্যন্ত তাদের রক্তভেজা লোমশ হাতগুলো গুটিয়ে না ফেলবে এবং যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন আমরা কেউই পাকিস্তানকে একটি কানাকড়ি পর্যন্ত দিচ্ছি না।

হল্যাণ্ড সরকারও এই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। হল্যাণ্ডের উন্নয়ন সাহায্য সংক্রান্ত মন্ত্রী মিঃ জে, বি, উডনিক হেগস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানের সরকার তার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিহত করেছেন, যেহেতু পাক সরকার তার নিজের দেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ও শহর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করেছে এবং যেহেতু পাক সরকার নিজেই নিজের দেশের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদটিকেই বুলেট-বেয়োনেটের আঘাতে শেষ করে দিয়েছে, সেই কারণেই পাকিস্তানকে নতুন কোন সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করা যায় না।

মিঃ উডনিক বলেন, পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের সিদ্ধান্তের সাথে অমত হয়েই তার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, যেসব সাহায্য দেওয়ার কথা ইতিপূর্বেই হয়েছিলো তা এখন পুনর্বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।...

৪ জুলাই, ১৯৭১

... ভাটিকানের মহামান্য পোপ পল থেকে শুরু করে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলে উথাণ্ট এবং পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ধিক্কার আর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার একদিকে যেমন বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা ও অবর্ণনীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে অন্যদিকে তারা বাংলাদেশ থেকে বাইরে সংবাদ যাওয়ার সকল পথ রুদ্ধ করে চরম অপপ্রচার ও ভুয়ো কল্পকাহিনী ছড়িয়েছে। এইসব পরস্পরবিরোধী চিত্র ও প্রচারণার জন্যেই সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল পাক-অধিকৃত এলাকাসমূহ এবং বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফরের এসেছিলেন। এই বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলের সদস্যই ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন দলের প্রভাবশালী সদস্য মিঃ আর্থার বটমলি।

মিঃ আর্থার বটমলি ছিলেন বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব। এখন তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের একজন প্রভাবশালী সদস্য।

বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে মিঃ বটমলি সাংবাদিকদের বলেছেনঃ ইয়াহিয়া তার সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন তা স্রেফ ধাপ্পা মাত্র। ইয়াহিয়ার ওই বেতার বক্তৃতায় রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তা ছুড়ে ফেলে দেবেন। ও ধরনের প্রস্তাব বাংলাদেশে মানুষ গ্রহণ করতে পারেন না।

মিঃ বটমলি বলেনঃ আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের অন্যতম সদস্য মিঃ টোবি জেসেল ও বিশিষ্ট সদস্য মিঃ আর্নেস্ট প্রিন্টিসও এ ব্যাপারে মিঃ বটমলির সঙ্গে একমত।

মিঃ টোবি জেসেল বলেনঃ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা বিপজ্জনক। অবিলম্বে এ সমস্যার সমাধান যদি না করা হয়, তাহলে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ হতে বাধ্য। তিনি বলেন, পাকিস্তান এখন এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসের পিছনে ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা রয়েছে বলে পাকিস্তান যে ডাহা মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছিল বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যগণ সকলেই তার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে ধ্বংসের যে বীভৎস চিত্র আমরা দেখে এসেছি তা কোনক্রমেই ভারতীয়দের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়।...

বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের অপর সদস্য প্রাক্তন বৃটিশ সমর সচিব মিঃ জেমস র‍্যামসডেন বলেনঃ বাংলাদেশে পাক সামরিক বাহিনী যা করছে তা বীভৎস। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভবনা নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এতই বিপজ্জনক ও দুর্বিষহ যে সেখান থেকে আরও অধিক সংখ্যায় শরণার্থী ভারতে বা প্রতিবেশী দেশে চলে যেতে পারে। এর ফলে শরণার্থী সমস্যা আরও গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে। আর তা দেখা দিলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পাকিস্তানের পক্ষে আসবে এক দারুণ মরণ আঘাত। সে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই।

বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যই বলেনঃ পাকিস্তানের আজ এটা উপলব্ধি করা উচিত যে পাকিস্তান বর্তমানে এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মাঝ দিয়ে চলেছে। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের ওপর জঙ্গী শাসন চাপিয়ে রেখে এর সুরাহা হবে না, হতে পারে না। মিঃ আর্থার বটমলি বলেনঃ পাক বাহিনী কেন, পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষেই সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-সচেতন মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ...

৯ জুলাই, ১৯৭১

গতকাল বিশ্বজনমত অনুষ্ঠানে মার্কিন সাময়িকী 'নিউজউইক'-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কিত একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টের অংশবিশেষ আমরা উল্লেখ করেছিলাম। 'দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান'' বা ''টিক্কা খানের বীভৎস রক্তস্নান'' শিরোনামের এই রিপোর্টে 'নিউজউইক' সংবাদদাতা টনি ক্লিফটন বাংলাদেশে পাক বর্বরতার একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরেছেন। রিপোর্টে তিনি বাংলাদেশে যে মর্মান্তিক ঘটনাবলীর কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য না করে আমরা শুধু তার বাকী অংশটুকু তুলে ধরছি।

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে লিখেছেনঃ পাক বর্বরতার যেসব বীভৎস স্বাক্ষর আমি প্রত্যক্ষ করেছি ও পাক-হানাদারদের পৈশাচিকতার যেসব লোমহর্ষক কাহিনী আমি শুনেছি তাতে আমার শুধু একথাই মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে কয়েক হাজার মাইলাই ও কয়েক হাজার লিডিসেস সংঘটিত হয়ে গেছে। আমার আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত এমন বর্বরতা কখনও সংঘটিত হয়নি। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং এমন কি গত দুটো বিশ্বযুদ্ধেও একখানি বিপর্যয় কখনও ঘটেনি। আমার মনে হয়, পাক বর্বর বাহিনী বাংলাদেশে যে হাজার হাজার মাইলাই আর লিডিসেস করেছে তার শেষ এখানে নয়- বাংলাদেশে আরও অনেক মাইলাই, আরও অনেক লিডিসেস অচিরেই সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

টনি ক্লিফটন বলেনঃ এইসব দেখে-শুনে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো- আমি হতবাক, স্তব্ধ হয়ে গেছি। আমি যা দেখেছি যা শুনেছি তাতে ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে

যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি হতবাক হয়ে গেছি- বার বার বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি- এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড আর এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায় একজন মানুষের কোন চেতনা থাকা কি সম্ভব?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক-হানাদারদের হত্যা, নির্যাতন ও ব্যাভিচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের একটি সর্বহারা বালিকার এক মর্মান্তিক কাহিনী তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেনঃ লালফুল ও সবুজ লতাপাতা আঁকা গোলাপী রঙের একটা ছেঁড়া ফ্রকের আট-ন'বছরের বালিকা ইসমত আরার মুখে আমি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছি। আমি তাকে দেখলাম শরণার্থী শিবিরের অনতিদূরে একটি হাসপাতালে। শত শত আহতদের ভিড়ের একপ্রান্তে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। দিশেহারা দুটি ভিরু চোখ দিয়ে চারিদিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। সে যে আহত আমি তা দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম। মনে হলো শীর্ণ আলোর একটি রেখার মতো এই মেয়েটি তো কারও বিপদের কারণ হতে পারে না? এই ছোট্ট মেয়েটি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে কি এমন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যার জন্য তারা এভাবে আঘাত করেছে? একজন পাকিস্তানী সৈন্য বেয়োনেট দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করেছে। তার শ্বাসনালি কেটে দিয়েছে। সে তার গলার ব্যাণ্ডেজের ওপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি বললোঃ আমার নাম ইসমত আরা আমার বাবার নাম মরহুম ইশাক আলী। কুষ্টিয়ায় আমার বাবার দোকান ছিলো। দু'মাস আগে বাবা কুষ্টিয়ায় রওয়ানা হয়েছিলেন সেই রাতে আমি ঘুমোবার আগে বাইরে কোলাহল আর ভারী ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে যাওয়ার আগেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো পাক সৈন্য আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা আমাদের ঘরে ঢুকেই আমার দাদাকে গুলি করে। আমার দাদা বি-এসসি পাস করেছিলো। তারপর তারা আমার মা ও বোনদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের শেষ পর্যন্ত বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে। একজন সৈন্য লাফ দিয়ে এসে আমাকে আঘাত করে। তারা বেয়োনেট দিয়ে আমার গলায় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়ে যাই এবং মৃতের ভান করি। তারপর সৈন্যরা চলে গেলে পরের দিন একজন লোক দিয়ে আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে। এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কেমন হয়ে পড়েছিলো। সেই বীভৎস দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো। সে তা সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। আর তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার ওয়ার্ডের ডাক্তারের সংগে আলাপ করলাম। ডাক্তার আমায় জানালেন, একদিন আকে ভদ্রলোক তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে নিয়ে আসে। এরপর হাসপাতালে আহত শরণার্থীদের ভিড় ঠেলে আমি যখন বাইরে বের হচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় ইসমত আরা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার দুচোখের কোণায় জল টলমল করছিলো। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে সে আমায় জিজ্ঞেস করলোঃ বলুন না এখন আমি কি করবো? জানেন আমরা পাঁচ বোন ছিলাম, আমার ভাই ছিলো, মা-বাবা ছিলো। কতো সুন্দর আমাদের ঘরবাড়ি ছিলো। আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আজ আমি এতিম। বলুন না, আমি কোথায় যাবো? আমার কি হবে? আমি তাকে বললাম, আর তো কোন ভয় নেই। তুমি এখানে চলে এসেছ, এখন তোমার ভয়ের কিছু নেই। কপট এক নির্বোধের মতো আমি তাকে সান্ত্বনার কথাগুলো বললাম- কিন্তু ইসমত আরার কি হবে? কি হবে আরও হাজার হাজার ইসমত আরার?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার নিউজার্সির কংগ্রেস সদস্য মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাঘার আমায় বলেছেন যে, পাক বাহিনীর বর্বরতার খবর অতিরিক্ত বলে আমি প্রথমে মনে করেছিলাম এবং প্রকৃত সত্য যাচাইয়ের জন্যেই আমি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। মিঃ গ্যালাঘার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর একজন বিখ্যাত সামরিক অফিসার ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের সময় ফ্রান্সের বিধ্বস্ত এলাকাগুলো আমি দেখিছি- মর্মান্তিক বধ্যভূমিগুলোও আমি দেখেছি, কিন্তু আমি এমনটি কখনও দেখিনি। এ বীভৎসতা, এ বর্বরতার কোন তুলনা হয় না।

টনি ক্লিফটন বলেন, গত তিন মাসে পশ্চিম হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তাতে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র দেশ হয়ে যাচ্ছে। সেটা ঠিক কবে হচ্ছে সেটাই শুধু প্রশ্ন, হচ্ছে কিনা সেটা আজ আর কোন প্রশ্ন নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা।

১০ জুলাই, ১৯৭১

বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র কয়েক দিন আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- ''বাংলাদেশের লাখো শহীদের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে।'' প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের এই উক্তির ক'দিন পরেই লণ্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক ডেলী মিরর-এ প্রকাশিত A DEATH OF A NATION শিরোনামের একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক বর্বরতার লোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে এই একই মন্তব্য করা হয়। এর আগে লেবানিজ দৈনিক 'আল সাব' পত্রিকায় প্রকাশিত ARTIFICIALLLY CREATED PAKISTAN IS UNFIT TO CONTINUE শিরোনামের রিপোর্টেও এই একই মন্তব্য করা হয়। তারপর গত সপ্তায় প্রকাশিত প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী NEWSWEEK- এ প্রকাশিত THE TERRIBLE BLOOD BATH OF TIKKA KHAN শিরোনামের রিপোর্টে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বীভৎস হত্যাযজ্ঞ, ব্যাভিচার, নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে। পাকিস্তান ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ ভাঙ্গন জোড়া দেয়ার নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা। চলতি সপ্তাহে নিউজউইক লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সৈন্য পাঠিয়েছে সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি কানাডীয় পার্লামেন্টের তিনজন প্রভাবশালী সদস্য বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া সর্বহারা শরণার্থীদের অবস্থা এবং বাংলাদেশে পাক বর্বরতার নমুনা দেখার জন্যে শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেছেনঃ 'পূর্ব পাকিস্তান'- এই নামে কোন রাষ্ট্র-রাষ্ট্রাংশের অস্তিত্ব আর নেই। বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব সত্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এ কথা জোর দিয়ে বলেন, আমরা একটি গণতান্তিক দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আর এই আস্থা বলেই আমরা মনে করি বাংলাদেশের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের নেতা, কানাডার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মিঃ জর্জের লাচাঁস সাংবাদিকদের বলেনঃ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে অন্যায় কিছু করেননি। তিনি বলেন, কানাডার অনেক পরিষদ সদস্যই তো কুইবেক-এর বিছিন্ন হওয়ার দাবী তুলেছেন। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অতএব এই গণতান্ত্রিক অধিকার তোলার জন্যে কাউকে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত নয়।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর কানাডীয় প্রতিনিধিগণ বলেনঃ এটা এখন পরিষ্কার যে পাকিস্তাতনের সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, এটা এই শতাব্দীর সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়। শুধু কানাডার জনসাধারণের নয়, বিশ্ববাসী বিশেষ করে কমনওয়েলথ দেশসমূহের মানুষের যা কিছু করণীয় আছে আমরা তা অবশ্যই তুলে ধরবো।

তাঁরা বলেন, পাকিস্তান, ভারত ও কানাডা সকলেই কমনওয়েলথের সদস্য। কমনওয়েলথের একটি সদস্যরাষ্ট্রের সমরনায়করা বাংলাদেশকে ও বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে তা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

কানাডীয় পরিষদের এই তিনজন সদস্য হলেন ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মিঃ জর্জেস লাচাঁস, মিঃ এ বিউইন ও মিঃ হিথ নেলসন।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার কারাকাস থেকে প্রকাশিত খৃষ্টীয় বিশ্বের প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য রিলিজিয়ন' পত্রিকায় বলা হয়ঃ পাকিস্তানী হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তা দেখলে যীশুখৃষ্ট নিজেও ভয়ে শিউরে উঠতেন।

পাক হানাদারদের এই পৈশাচিকতার কঠোর সমালোচনা করে 'দ্য রিলিজিয়ন' পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়ঃ পাক সামরিক সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে ঘরোয়া ব্যাপার বলে চালাতে চেষ্টা করে বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদেরই চূড়ান্ত অপমান করেছে। বস্তুতঃ এই সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং মানববিবেকের প্রতি এটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৪ জুলাই, ১৯৭১

... গত ১২ই জুলাইয়ে প্রকাশিত মার্কিন সাময়িকী নিউজইউক-এ বলা হয়ঃ পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে সৈন্য পাঠায় সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

নিউজউইক' পত্রিকায় বলা হয়ঃ ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে বাংলাদেশে যখন সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে সবদিক থেকেই রাজনৈতিক সমাধানের দাবী উঠছিলো। ইয়াহিয়ার সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছিলো। দাবী উঠছিলো- পাকিস্তানের যে সঙ্কট তার সমাধান সমরসজ্জা বা সামরিক অভিযানে সম্ভব নয়। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। কোন রকম শর্ত আরোপ না করে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই সমাধান নিহিত রয়েছে। বুলেট-বেয়োনেটে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র ঘরে-বাইরের এই দাবী উপেক্ষা করে পাকিস্তানের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত বৈঠক বাতিল করে বাংলাদেশের ওপর সামরিক অভিযান চালালো।.....

নিউজউইক উল্লেখ করেঃ গত সপ্তাহে ঢাকায় কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক মন্তব্য করেছেন, আপোষ আলোচনার আর কোন পথই খোলা রইলো না। ইয়াহিয়ার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আলোচনার সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। আলোচনা এখন আর সম্ভব নয়। পাকিস্তান মরে গেছে এবং ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্রই পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে।

১৫ জুলাই, ১৯৭১

... পাকিস্তানকে উন্নয়ন সাহায্য দেয়ার মতো আদৌ কোন অবস্তা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফলকরে ফিরে গিয়ে তাঁরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে এসে বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদল তাঁদের রিপোর্টে এই একমাত্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া বন্ধ করা

হোক। কারণ, এখন পাকিস্তানে যে কোন আন্তর্জাতিক সাহায্যই দেয়া হোক না কেন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

রিপোর্টে তারা বলেছেনঃ বর্তমানে পাকিস্তানকে কোন রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যাবে না। এমন কি পাকবাহিনী বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্যে যদি কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠানো হয় তাহলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার সেই সাহায্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোন সাহায্যই গিয়ে পৌঁছুবে না। বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে কোন রকমের আন্তর্জাতিক সাহায্য দিলে ইয়াহিয়া সরকার তা পশ্চিম পাকিস্তানেই পাচার করবে। অতএব পাকিস্তানকে কোন রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফরকারী বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদলের নেতা Mr. I. P. M. CARGILL এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। Mr. I. P. M. CARGILL বিশ্ব ব্যাঙ্কের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর।

Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এত বেশি হয়েছে যে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবনধারা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এখন এক ভয়াবহ আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে লিখেছেনঃ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষের বিরুদ্ধে যে এখনও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে, সেখানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাঁরা যে এখনও চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, হত্যা, লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারে তারা যে এখনও সমান তৎপর রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই হোক অথবা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই হোক, সামরিক গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মুক্তিসেনাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পাক সেনারা, আর তারই প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করছে সাধারণ মানুষের ওপর।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের প্ররিস্থিতি এখন দারুণ উদ্বেগজনক। স্বাভাবিকতার নাম-গন্ধ নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে পাকিস্তানী সামরিক সরকার যে দাবী করছে Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে তার কঠোর সমালোচনা করে বলেনঃ সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা, সৈন্য প্রত্যাহার করা ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না।

১৮ জুলাই, ১৯৭১

কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত আজ এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি স্বার্থান্বেষী মহল ও ইয়াহিয়া চক্র সর্বাত্মক মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে যে বিভ্রান্তির কালো ধোঁয়া ছড়িয়েছিলো বিশ্বমানবতা ও বিশ্ববিবেকের নবতর অভ্যুদয়ের আলোকচ্ছটায় তা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে আজ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও অমানুষিক নির্যাতনের খবর পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার পেছনে কোন দুরভিসন্ধি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে বিশ্বের মানুষের কাছে তা আজ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত ঘটনাবলী যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বিশ্বের মানুষ ততই আমাদের পক্ষে মত প্রকাশ করছে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশ আজ আমাদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ এবং আরও কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নটি জাতিসংঘে তোলার জন্যে

উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রশ্নটি জাতিসংঘে উত্থাপনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার অপরাধ সম্পর্কে পাকিস্তানের কোন বক্তব্য যে থাকতে পারে না তা ধরে নেয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, সমাজসেবী, কূটনীতিক, পর্যটক ও বিশ্বসংস্থাসমূহের যেসব প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তাদের রিপোর্ট ও প্রামাণ্য তথ্যাদি থেকে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পাক বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা ও বর্বরতার অপরাধে অপরাধী। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠলে পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী হানাদার বলে চিহ্নিত হবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশও বিশ্ব সংস্থার সমর্থন এবং স্বীকৃতি লাভ করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে কোন অবস্থাতেই তারা পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে সহযোগিতা করবে না। অর্থাৎ, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ইয়াহিয়া সরকারকে আর কোন সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে না।.....বিশ্ব ব্যাঙ্কের যে প্রতিনিধিদলটি গত ৩রা জুন থেকে ২১ শে জুন পর্যন্ত উনিশ দিন ধরে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তারা বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক নয়। সেখানে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, পাক হানাদার সৈন্যরা এখনও বাংলাদেশের ওপর হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছাড়া এইড কনসর্টিয়ামভুক্ত সব দেশই পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতনিধিদলের নেতা তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে একথা তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া অর্থহীন হবে এবং পাকিস্তানকে এখন যে কোন সাহায্যই দেয়া হোক, ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার তা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে, ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে সমর সম্ভার ও অর্থ সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করলেও আমেরিকান জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশ ও বহু জননায়ক বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী প্রকাশ করে বাংলার জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ খোলাখুলিভাবেই বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ইভিনিং স্টার' প্রভৃতি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকাগুলিতে মার্কিন সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ঋণদানকারী রাষ্ট্রগুলির উচিত পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত Mr. Chester Bowles পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য প্রেরণের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, মার্কিন সরকারের এ ভুলের কোন তুলনা হয় না। মার্কিন সরকারের এটা শুধু ভুল নয়, এটা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ- ইতিহাস এ অপরাধ কোন দিনই ক্ষমা করবে না।

২০ জুলাই, ১৯৭১

... ডাবলিন থেকে প্রকাশিত 'আইরিশ টাইমস' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ ইয়াহিয়া তার বেতার ভাষণে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বা যে রাজনৈতিক রদবদলের প্রস্তাব করেছে তা জঘন্য। ইয়াহিয়া তার বেয়োনেট-উদ্যত সেনাবাহিনী দিয়ে আটক দেশবাসীর উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেছে তাতে তার দেশ গোল্লায় যাবে। বাংলাদেশ থেকে যে সকল নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সেনাবাহিনীর অত্যাচারে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা কেউই এ প্রস্তাবে দেশে ফিরে আসতে পারে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পদ্ধতির কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছে তা দুরভিসন্ধিমূলক। দশ লক্ষ বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করে গোটা বাংলাদেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের কিছু অংশের ওপর তথাকথিত দখল রেখেছে সত্যি, কিন্তু এই দখল

রাখতে গিয়ে তাদের যে কী পরিমাণ দিতে হচ্ছে তা একমাত্র তারাই জানে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশে সরকারের অধীনে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠছে। আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যেসব বাঙালী সৈনিক ছিলেন তারাই আজ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইয়াহিয়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। বাংলাদেশের সর্বত্রই এখন গেরিলা যুদ্ধ চলছে- শুধুমাত্র তাই নয়, ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীতেও গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

'আইরিশ টাইমস' পত্রিকায় আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে। বর্তমানের এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী ও সরকার যেখানে আজও হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন সমানে চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। ভারতে এভাবে লাখ লাখ শরণার্থী ঠেলে দিয়ে ইয়াহিয়া সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করতে চাইছে। পত্রিকায় বলা হয়ঃ বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকেই যাবে এবং তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

স্টকহোম থেকে প্রকাশিত সুইডিশ দৈনিক, DOGENS NYHETER-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে বাংলাদেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হয়।

'ডগেনস নিহিতের' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে ইয়াহিয়ার সামরিক অভিযানের কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়ঃ বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এখনও বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ শরণার্থী সৈন্যদের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

পত্রিকায় বলা হয়ঃ বাংলাদেশে সামকি বর্বরতা সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে গিয়ে কিছু সময় দাঁড়ালেই ইয়াহিয়ার স্বাভাবিক পরিস্থিতির দাবীর অসারতা সহজেই ধরা পড়ে- বোঝা যায় ইয়াহিয়া সরকারের মিথ্যা প্রচারণার বহর।

২৩ জুলাই, ১৯৭১

... সিয়েরা লিওনের ফ্রিটাউন থেকে প্রকাশিত 'মেইল' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে এক দীর্ঘ রিপোর্ট বেরিয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ফ্রিটাউন দৈনিকের সংবদদাতা Mr. SOM SHORT প্রশ্ন করেছেনঃ বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার চেয়ে বেশি কিছু কি ঘটতে পারতো?

তিনি লিখেছেনঃ বাংলাদেশে যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, তা বোঝার জন্যে বা তা বিশ্বাস করার জন্য এর চেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশের ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখে ফ্রিটাউন দৈনিক মেইল-এর সংবাদদাতা Mr. SOM SHORT বলেন, পাকিস্তান সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের পশ্চাতে যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র বা ভয়াবহ একটা কিছু আছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্বরতা ক্রমে বেড়েই চলেছে, যুদ্ধ যতো দীর্ঘস্থায়ী হবে বাংলাদেশে ধ্বংস ও মৃত্যু ততো বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই তো এখন এখানকার ঘটনাবলীর অল্পবিস্তর জানতে পেরেছে কিন্তু তবু আমরা আমাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য করতে পারছি না কেন?- এই রক্তস্নানের কি কোন শেষ নেই?

২৯ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার যতো অপচেষ্টাই পাকিস্তানী সামরিক চক্র করুক, কিন্তু যা সত্য তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে।

আমেরিকান বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' ও লণ্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক 'দি টাইমস'-এ বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের মোকাবিলায় মুক্তি বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তথাকথিত দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মুল করা হয়েছে বলে যে দাবী করেছেন, সে প্রসঙ্গে 'The Bengalis Strike Back' শীর্ষক একটি নিবন্ধে 'নিউজউইক' পত্রিকা বলেঃ 'ইয়াহিয়ার জন্যে দুঃখ হয়, কেননা তিনি যা দাবী করেছেন প্রকৃত ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।' পত্রিকায় বলা হয় যে, সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ অভিযান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এ অভিযান গোড়া থেকেই পরিচালিত হচ্ছে এবং উন্নত সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী চরমভাবে ঘায়েল হচ্ছে।

'নিউজউইক' বলেঃ বাংলাদেশের বহু কলকারখানা ধ্বংস করা হয়েছে, ডিনামাইট দিয়ে প্রধান প্রধান ব্রীজসমূহ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, মাইন বসিয়ে বহু রেল সড়কের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

পত্রিকায় বলা হয়, সামরিক বাহিনী অধিকৃত ঢাকা শহরেও নিয়মিত গোলাগুলি চলছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত মুক্তি সংগ্রামীদের অভিযান বাংলাদেশের সর্বত্রই অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল সফরকারী নিউজউইকের সংবাদদাতা মিঃ লোরেন জেনকিনস এখানে মুক্তিবাহিনীর হাতে খুলনার দু'জন দালালের 'লালরঙা চিঠি' প্রাপ্তি এবং কড়া সামরিক পাহারাধীন থেকেও শোচনীয় মৃত্যুর খবর জানান।

লণ্ডন টাইমসের রিপোর্টার মাইকেল হর্নসবী জানান যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অহরহ মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা রাস্তা, রেলওয়ে ব্রীজ, রেললাইন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে পাকিস্তানী সামরিক প্রশাসনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশের সকল শহর বিশেষ করে ঢাকা শহরে গেরিলাদের পাক বাহিনীর ওপর বোমা নিক্ষেপ করছে।

হর্নসবী জানান যে, গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক বাহিনী আশপাশের এলাকার বেসামরিক বাসিন্দাদের ওপর উৎপীড়ন করে থাকে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের পাক বাহিনী অধিকৃত এলাকায় এমনি প্রশাসনিক অচলাবস্থাই বিরাজ করছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আক্রমণে পাক সেনারা এখানে-ওখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দিন দিনই হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে।

এই বাস্তব সত্যকে গোপন করার মতো অপচেষ্টাই পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার করুক, বিশ্বের চোখে ধরা পড়বেই। আর এভাবে বাংলার সার্বিক মুক্তিকামী মানুষের সপক্ষে গড়ে উঠবে বিশ্বজনমত।

১ আগস্ট, ১৯৭১

... বর্তমানে ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত ইয়াহিয়ার সৈন্যদের অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার ও দাপট যতই বাড়ছে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা যতই জোরদার হচ্ছে ততই বিশ্ববাসী আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের সপক্ষে ততই গড়ে উঠছে বিশ্বজনমত।

ইতিমধ্যে জঙ্গীশাহীর অনেক বাধাবিপত্তি সত্বেও বহু বিদেশী সাংবাদিক, সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদ যুদ্ধক্ষত বাংলাদেশ সফর করেছেন।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি কর্নেল আ্যার্লা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে তাঁর সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন বায়াফ্রার মর্মান্তিক ঘটনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্যরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার কোন নজির নেই। নরওয়ে রেডক্রসের একজন প্রতিনিধি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে বলেছেন, বর্তমান শরণার্থী সমস্যার সাথে বিশ্ব ইতিহাসের অন্য কোন ঘটনার তুলনা করা যায় না।

একটি স্বাধীন দেশে দখলদার সৈন্যরা কতো বেশি নির্যাতন চালিয়ে গেলে ৮০ লাখ মানুষকে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি ফেলে দেশত্যাগ করতে হয় তা সকলেই বোধগম্য।

এহেন অবস্থায় বাংলাদেশে যখন মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই- মানবতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা যখন বিপর্যস্ত, সে ক্ষেত্রে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি বৃহৎ শক্তি একনাগাড়ে পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করে গণহত্যার উস্কানি দিচ্ছে।

মার্কিন জনগণ ও সেখানকার পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র সাহায্যের নীতিতে অবিচল রয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বহু প্রভাবশালী সদস্য পরিষ্কার ভাষায় নিক্সনের এই অনমনীয় নীতির সমালোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেয়ার মানেই হচ্ছে গণহত্যায় অংশ গ্রহণ করা। তা ছাড়া যুদ্ধের ফলে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিন কোটিরও বেশি মানুষ চরম খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া সরকারকে খাদ্য ও অস্ত্র সাহায্য দেয়া রীতিমত যুদ্ধাপরাধ।

এদিকে ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী জন আরউইন সিনেটের এক সাব-কমিটির বৈঠকে বলেছেন যে, বাংলাদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষের খবর তাঁরা পেয়েছেন। অথচ পাকিস্তানের দখলদার সমরকর্তারা দুর্ভিক্ষ রোধের কোনো চেষ্টা চালাচ্ছে না। এতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দেশ থেকে ৮০ লাখ মানুষকে তাড়িয়ে এবং ১০-১২ লাখ মানুষকে হত্যা করেও এদের কসাই বনোবৃত্তির এখনো খায়েশ মেটেনি।

এমনি মর্মান্তিক অবস্থায় জাতিসংঘ আবার বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা করছে। অথচ গত চারমাস যাবৎ জাতিসংঘ বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারও বাংলাদেশ-সমস্যাটিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ হিসাবে দেখাবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে প্রদত্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ জঙ্গীশাহীর এ ধরনের নির্লজ্জ অপকৌশলকে পাকিস্তানের 'ভ্রান্ত পদক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলে সহানুভূতিশীল বিশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়ে পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী জঙ্গী কর্মকর্তারা আজকাল জাতিসংঘের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশে তাদের কৃতকর্মের কালিমা মোচনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই বাংলাদেশ সমস্যাটি হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বিরোধ। এ বিরোধ যত শ্রীঘ্র মিটমাট হবে ততই সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে- বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের মনে ফিরে আসবে শান্তি ও আস্থার মনোভাব।

বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশন সংস্থাও সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবনের নিরাপত্তার জন্যে বাংলাদেশ সমস্যার আশু সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বাংলাদেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরাই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং লাখ লাখ শরণার্থীকে নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবে।

১৫ আগস্ট, ১৯৭১

... গত ২৫শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্র বাংলাদেশে যা করেছে সমস্ত বিশ্ব তাতেই হতবাক হয়েছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বর্ণিত মানব ইতিহাসের সেই সর্বাধিক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনার পর এবং মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বর্ণিত মানব ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় সৃষ্টির পর ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী বর্তমান বাঙলার নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে বিচার প্রহসন শুরু করেছে। এই বিচার প্রহসনের পিছনে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রের যে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি রয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশে পাক সামরিক চক্রের বর্বরতা ও বীভৎসতার দৃষ্টান্তে এটাই মনে হয় যে, ইয়াহিয়া ও তার নয়া নাৎসী বাহিনী করতে পারে না এহেন কিছু নেই।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ট্রুডো পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক তারবার্তায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনেও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারে দারুণ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

লণ্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যেভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে পাক সামরিক চক্রের ওপর আদৌ ভরসা করা যায় না। লণ্ডনের 'টাইমস্' 'ইয়র্কশায়ার পোস্ট' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে এই তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। বৃটেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীগণ এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থাও শেখ মুজিবুরের বিচার প্রহসনের জন্যে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

'টাইমস্' পত্রিকায় প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ ডব্লু টি, উইলিয়ামের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে মিঃ উইলিয়াম বলেছেনঃ যেভাবে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে তিনি ও বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, যেভাবে এই তথাকথিত বিচার চলছে তাতে কোনক্রমেই শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় বিচার আশা করা যেতে পারে না। তিনি বলেন, একমাত্র প্রাণের ঝুঁকি ও বহু ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়া কোন বাঙালী কৌশুলিই শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থনে যাবেন না। মিঃ উইলিয়াম বলেন, আইয়ুবের আমলে সুপ্রিম কোর্টের রায় লঙ্ঘন করে সামরিক সরকার শেখ মুজিবুর

রহমানের বিচার শুরু করেছিলো। ভয়ঙ্কর ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র সেই একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিচারে প্রহসন শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাক সামরিক চক্র মূঢ়তার বশে মিথ্যা অভিযোগ শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি কোনরকম দণ্ড দেয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ মিথ্যা অভিযোগ তুলে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা এক মারাত্মক ভুল করেছে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যদি এই তথাকথিত বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে সেটাই হবে সবচে মারাত্মক ভুল আর সেই ভুলের কোন সংশোধনের পথ থাকবে না।

১৬ আগস্ট, ১৯৭১

... পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষ দেশবরেণ্য জননেতা, বুদ্ধিজীবী সমাজ, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র পাকিস্তানী নরঘাতী তস্করদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।....

জাতিসংঘের জনৈক মুখপাত্র গত শুক্রবারে বলেছেন যে, পাকিস্তানী সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসনের ব্যাপারে সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন ।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন স্টার' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে পাকিস্তানের মূঢ় সামরিক চক্র এক প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের একথা বোঝা উচিত যে নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদা প্রশ্নাতীত।

'ক্রীশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। আজও তিনি বাংলার নয়নমণি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর হৃদয়ে আজও তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম। পাকিস্তানের জঙ্গী সামরিক চক্র বিচার প্রহসনের দ্বারা যদি তার কিছু করে, তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যে চিরতরে বিদায় হবে তা নয় বরং মূল পাকিস্তানটাই চূর্ণ হয়ে যাবে।

যুগোশ্লাভ দৈনিক "বলগ্রেড বোরবা" পত্রিকার সম্পদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন করতে গিয়ে ইয়াহিয়া তার নিজের সমস্যার সমাধানের সকল পথই রুদ্ধ করেছে। এখন অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

জেনেভার 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস'-এর সদর দফতর থেকে ইসলামাবাদে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়েছে। এই তারবার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

'জাকার্তা টাইমস'-এ বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা। তার বিচার প্রহসন চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সর্বস্ব খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছে।

১৮ আগস্ট, ১৯৭১

বিশ্ব জোড়া প্রতিবাদ, ঘৃণা ও কোটি ধিক্কার উপেক্ষা করে পাক সামরিক চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে।....

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঝানু আণ্ডার সেক্রেটারী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলস শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেনঃ পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের যে গোপন বিচার চালাচ্ছে তা আগাগোড়া একটি প্রহসন মাত্র। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এটা একটা চরম ধৃষ্টতা। এ বিচার সকল রীতিনীতি ও আইন-কানুনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মিঃ চেস্টার বোলস পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান নীতির কঠোরতম সমালোচনা করেন। মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে সামরিক সাহায্য অব্যাহতভাবে দিয়ে চলেছে, মিঃ চেস্টার বোলস তাকে "চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নীতিবিগর্হিত" বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্প্রতি 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে মিঃ চেস্টার বোলস বলেনঃ পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী সরকারকে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক চরম ভুল করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অতীতের সব ভুলত্রুটি সংশোধন করে পাকিস্তানের কাছে সামরিক অস্ত্র ও সমরসম্ভার বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেবার আহ্বান জানান।

পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর সহোদর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী সৃষ্ট 'মানব ইতিহাসের চরম বিপর্যয় ও মানব ইতিহাসের সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়' নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে গেছেন। তিনি পাক অধিকৃত বাংলাদেশেও যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাক বাহিনীর বর্বরতা পাছে পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায় সেজন্যে পাকিস্তানী সামরিক সরকার তাঁকে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশে যাবার অনুমতি দেয়নি। শুধুমাত্র সীমান্তে দাঁড়িয়ে ও শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে তিনি যা দেখেছেন এবং যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকেই তিনি বলেছেনঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিটির সভাপতি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেনঃ পাকিস্তানী সামরিক জান্তার কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র অপরাধ হলো তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তাঁর বিচার আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে বিচারের ব্যাভিচার এবং ন্যায়বিচারের প্রহসন মাত্র।

আদ্দিস আবাবা বেতার থেকে প্রচারিত এক খবরে বলা হয়ঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্যে সারাবিশ্বে এক প্রচার অভিযান শুরু করবে।

বিশ্ব জোড়া এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তানী সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই প্রহসন মেনে নেয়নি। আজ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই চলছে পাক হানাদার নিধনের দুর্বার অভিযান। মুক্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বাংলাদেশের পুণ্যভূমি থেকে হানাদারদের সমানে উৎখাত করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ হানাদার উৎখাতে বদ্ধপরিকর।

১৯ আগস্ট, ১৯৭১

...পাকিস্তানের সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের তীব্র নিন্দে করেছেন। এই বিচার প্রহসনের কঠোর সমালোচনা করে তিনি পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশে যা করছে এবং বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে মেতে যা করতে যাচ্ছে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর ফলে পাকিস্তানটাই তাসের ঘরের মতো এক মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এ নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে পরপর দুবার হুঁশিয়ার করে দিলেন। এয়ার মার্শাল আসগর খানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের আরও কয়েকজন নেতার চৈতন্যোদয় ঘটেছে। সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সর্বনাশা তৎপরতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর খোদ মুখপত্র 'পাকিস্তান টাইমস'-এও শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের সমালোচনা করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি শান্তিকামী মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে সমরাস্ত্র, সমরসম্ভার ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এলেও মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহল, রাজনীতিক ও শান্তিকামী মার্কিন জনগণ পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদমুখর। গত সপ্তাহে পাকিস্তানী জাহাজ আল-আহমদী মার্কিন সমরাস্ত্র বহনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার চেষ্টা করছিলো কিন্তু সেখানে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং বিক্ষোভকারীরা ছোট ছোট নৌযান দিয়ে পাকিস্তানী জাহাজের সম্মুখে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানী জাহাজটিকে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার সংকল্প পরিত্যাগ করে বাল্টিমোরের দিকে এগুতে হয়।

শুধু ফিলাডেলফিয়া বন্দর নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই পাকিস্তানী সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার উঠেছে। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী সর্বত্র লাঞ্ছিত। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মদদ পেয়ে পাকিস্তানের গোঁয়ার সামরিক চক্র এখনও আস্ফালন করছে সত্যি কিন্তু এর শোচনীয় পরিসমাপ্তি অত্যাসন্ন।

২০ আগষ্ট, ১৯৭১

... পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এসে তাঁর বাবা খান আবদুল গফফার খানের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কাবুলে পৌঁছে তিনি সেখানকার একটি ইংরেজী পত্রিকা 'নিউ ওয়েভ'-এর সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেনঃ পাকিস্তানের রাজনীতি এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়-পাকিস্তান ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবেই। পাকিস্তানের রাজনীতি এখন যেভাবে চলছে তাতে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই।

তিনি বলেনঃ বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করছে তা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতাকেও হার মানায়। তবে পাকিস্তানী সৈন্যদের পক্ষে বাংলাদেশকে দখলে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যদি মনে করে থাকে যে, চরম অত্যাচার চালিয়ে, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের বীর জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে তাহলে তারা চরম ভুল করবে। খান আবদুল ওয়ালী খান বলেনঃ আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশও যখন ভিয়েতনামের বীর জনগণকে বশে আনতে পারেনি তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুঁচকে পাকিস্তানের পক্ষে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশকে কব্জায় রাখা কি করে সম্ভব? পাকিস্তানের আর্থিক ও সামরিক বাজেট এখনও যেখানে বাংলাদেশের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেখানে জয়লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না।

পশ্চিম পাকিস্তানী ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান বলেনঃ ধর্ম যে ভিন্ন সংস্কৃতির দুটি জাতির রাষ্ট্রীয় বন্ধন হতে পারে না, তা চিরকালের মত প্রমাণিত হয়ে গেল। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় বন্ধন বলে যারা ভাবতো এবার তাদের মোহমুক্তি চিরদিনের মতো ঘটে গেল। তিনি বলেনঃ আমার কাছে বাঙালীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্ব এখানেই।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া আর তার বর্বর সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হবার দুদিন আগে পর্যন্ত খান আবদুল ওয়ালী খান ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠনের একমাত্র অধিকারী তিনিই ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখার যে ক্ষীণতম সম্ভবনা ছিলো, পাকিস্তানী সামরিক চক্র তাকেও বেয়োনেট বিদ্ধ করেছে। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হবেই- তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। অথচ এমনটি হয়তো এতো তাড়াতাড়ি ঘটতো না। পাকিস্তানী সামরিক চক্রের মাথায় গোবর বোঝাই না হলে খুব সহজে এমনটি ঘটতো না। তারা যদি জনগণের রায়কে মনে নিত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে স্বীকার করে নেয়া হতো তাহলে পাকিস্তানকে আরও কয়েকটা দিন টিকিয়ে রাখা যেতো। কিন্তু তা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। গত ২৫শে মার্চের রাতেই ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী সেই সম্ভাবনাকে খুন করেছে।

পিণ্ডির বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করতে গিয়ে খান আবদুল ওয়ালী খান একটি উপমা দিয়ে বলেনঃ ‘দুধের কলসী ভেঙ্গে গেছে। দুধ চারদিকে গড়িয়ে পড়ছে। আর তার চারপাশে বসে তারা কাঁদছে।’’

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ যে কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন তা নয়, বিপজ্জনক।

২১ আগষ্ট, ১৯৭১

... বাংলাদেশের শহরে নগরে বাজারে বন্দরে প্রতিটি পল্লীতে আজ শত্রুহননের দুর্বার লড়াই চলছে। আর এই লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সামরিক চক্র নতুন এক ফন্দি আঁটলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা ভারত-পাকিস্তান সমস্যা বলে চিহ্নিত করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো আমাদের দেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে তারা যদি ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আজ যে বিশ্ব জনমত গঠিত হয়েছে তাকে বিভ্রান্ত এবং বাংলাদেশে আজ যে দুর্বার লড়াই চলছে, তাকে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে। পাকিস্তানী সামরিক চক্র এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সীমান্তে এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা শুরু করলো। কিন্তু বিশ্বের সচতেন মানুষ পাকিস্তানী সামরিক চক্রের এই দুরভিসন্ধিটা বুঝে নিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এমন কি প্রয়োজন হলে সংঘর্ষ একটা বাধিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার যে দুরভিসন্ধি তারা করেছিলো তা ভন্ডুল হয়ে গেছে।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সী কোসিগিন পাকিস্তানী ফ্যাসীবাদী সামরিক চক্রের এই ঘৃণ্য দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী নির্যাতনের নায়ক পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেনঃ সাবধান! ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো পাকিস্তানের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে।

গত ১৭ই আগস্ট ইসলামাবাদস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ এ, এ, রদিনভ জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের একটি চিঠি পৌঁছে দেন। ওই চিঠিতেই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানী সামরিক চক্রের গোপন দুরভিসন্ধি ঔদ্ধত্যের বিষয়ে জেনারেল ইয়াহিয়াকে হুঁশিয়ারী প্রধান করেন। চিঠিতে তিনি ইয়াহিয়া ও তার বর্বর সামরিক চক্রকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে, তারা যেন গোঁয়ারের মতো ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আস্ফালন বা দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি না করে। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিন ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সামরিক চক্রকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও উৎপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে আর একপা অগ্রসর না হওয়ার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন।

২৭ আগস্ট, ১৯৭১

... সম্প্রতি বৃটেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের পনেরোজন লোকমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণরক্ষার জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশ্বের সকল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের সকল সরকারের কাছে পাঠানো এক বার্তায় তাঁরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেনঃ বাংলাদেশে আজ যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে, তাকে বিশ্বশান্তি আজ দারুণ এক হুমকির সম্মুখীন। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীকে কোনরকম সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্যেও তাঁরা বিশ্বের সরকারবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

হংকং-এর একটি প্রভাবশালী দৈনিক ‘হংকং ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের নামে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যা করতে যাচ্ছে তা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচার প্রহসনের পেছনে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার যে গোপন দুরভিসন্ধি রয়েছে তা বীভৎস। পত্রিকায় বলা হয়ঃ সম্প্রতি পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ঘোষণা করেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একজন কৌঁসুলি নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে কো কৌঁসুলি থাক আর না-ই থাক এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা ও প্রসহন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইয়াহিয়া আর জঙ্গী সরকার ইতিপূর্বেই শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাকতার অভিযোগ এনেছে। তারা যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগেভাবেই দোষী বলে ঘোষণা করছে সেখানে এই বিচার স্রেফ একটি প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

আইরিশ আইনজীবী সমিতির অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য ও রাজনৈতিক বন্দী মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়াম্যান মিঃ সিয়ান ম্যাকব্রাইড জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অসামরিক আদালতে করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে আইনগত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করার জন্যে গত মাসে মিঃ ম্যাকব্রাইড পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে তখন কিছুই করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার গোপনে সামরিক আদালতে না করে প্রকাশ্যে বেসামরিক আদালতে করার দাবী জানিয়ে মিঃ ম্যাকব্রাইড বলেনঃ কোন বিদেশী আইনজীবীকে পাকিস্তানের আদালতে শেখের পক্ষ সমর্থনের অনুমতি যদি না দেয়া হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান যাতে তাঁর ইচ্ছেমতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন তার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

মিঃ ম্যাকব্রাইড গত মাসে তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উল্লেখ করে বলেনঃ শেখ মুজিবুর রহমানের লণ্ডন সলিসিটরদের অনুরোধে তিনি বাংলাদেশের নেতার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার আইন উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করে শেখের বিচার যেভাবে চলছে সে সম্পর্কে দারুণ উদ্বেগ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে তিনি বিচারের কতগুলো উদ্বেগপূর্ণ দিক সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন।

তিনি অভিযোগ করেনঃ সামরিক আদালতে গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার চলছে তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যে শুধু একটাই বলা হয়েছে যে, অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তিনি বলেন, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি তার ইচ্ছামতো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে সে বিচার বলে গণ্য হতে পারে না।

২১ আগস্ট, ১৯৭১

... আজ বাংলাদেশ সমস্যা একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানী শাসক চক্র শত প্রচেষ্টাতেও বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে মৃত পাকিস্তানের পচা গলিত লাশের তলায় ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্বের সকল চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছেও এই তথ্যটি আজ অজানা নয়। আর ঠিক এই কারণেই মার্কিন সিনেটের আরও একজন প্রভাবশালী সদস্য রিপাবলিকান দলের মিঃ চার্লস পার্সি মন্তব্য করলেনঃ পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। আর কোন অবস্থাতেই দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানে জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

রিপাবলিকান সিনেটর পার্সি সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখে গেছেন। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর তিনি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের হোমড়া-চোমড়াদের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছেন এবং দেখেশুনেই তিনি বলেছেনঃ এখন আর যাই হোক, একথা কল্পনাও করা যায় না যে পাকিস্তান আবার বেঁচে উঠবে। আগের অবস্থা ফিরে আসবে এ কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বাঙালীর মনোভাব একই রকম। বাঙালীদের কাছে পাকিস্তানীরা বিদেশী হানাদার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেনঃ বাঙালী জাতি আজ যে ইস্পাতকঠিন সংকল্প নিয়ে লড়াই করবে তা একটি বিরাট ও মহৎ সংকল্প। আমি আশা করি পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নায়করা এটা উপলব্ধি করবে এবং ই উপলব্ধির উপরেই তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেনঃ আমি পাকিস্তানী সামরিক সরকারের নেতাদের এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে তারা যদি আর এক পা অগ্রসর হয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা যদি তথাকথিত বিচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে পৃথিবীর কেউ-ই তাদের ক্ষমা করবে না।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

... বাংলাদেশ পরিস্থিতির এই ক্রমাবনতিতে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দারুণ উদ্বিগ্ন। বিশ্বজনতার এই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরে এক বিবৃতিতে তিনি বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এক দারুণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ বাংলাদেশের ঘটনাবলী বর্তমানে যেভাবে জটিল হয়ে পড়ছে সেখানকার পরিস্থিতি বর্তমানে যেভাবে দ্রুত অবনতির দিকে গড়িয়ে চলেছে এবং এর ফলে প্রতিনিয়ত যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যাদির উদ্ভব ঘটছে তাতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে দারুণ উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।...

তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতি এখন এত দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এ ব্যাপারে বিলম্ব হলে যে কোন রকমের মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং তা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সীমার মধ্যে সীমিত থাকবে না। তিনি বলেনঃ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে এটা দারুণ এক উদ্বেগের ব্যাপার। বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে অবিলম্বে এগিয়ে আসবে হবে।

সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বলেনঃ গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছে। তারপর সেখানে শুরু হয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান এবং তাতেও লক্ষ

লক্ষ মানুষের জীবনহানি ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেন, আজও বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশের তাঁবেদার সরকার খাড়া করেছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে- কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে না, বরং প্রতিদিনই জঙ্গী সরকার যতই গলাবাজী করুক না কেন তারা সেখানে তাদের গণবিরোধী নীতি এখনও সামনে চালিয়ে যাচ্ছে।

সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বলেনঃ বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের ফলেই এই দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকসমূহের মানুষ আজ দারুণ এক শোচনীয় অবস্থার মুখে পড়েছে। অবিলম্বে সেখানে বড় রকমের ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গত ২৮শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদাররা যা করেছে যা করেছে এবং আজও যা করে চলেছে তার এক মর্মান্তিক বিবরণ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর কঠোর সমালোচনা করেন।

অধিবেশনের শুরুতে সোভিয়েট উইনিয়ন, সুইডেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ কঠোরতম ভাষায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের সমালোচনা করে বলেনঃ পাকিস্তানী হানাদাররা বাংলাদেশে যা করছে এবং আজও যা করে চলেছে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা দাবী করেন, অবিলম্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতার অবসান ঘটাতে হবে। তাঁরা বলেছেনঃ বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তানী সরকারী প্রচারযন্ত্র যতই বিভ্রান্তির জাল বুনুক সেখানকার প্রকৃত ঘটনাবলী আজ আর কারও অজানা নয়। পাকিস্তানী সামরিক সরকার বা সেখানকার জান্তা যা-ই বলুক না কেন সেখানে যা ঘটেছিলো তা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বিশেষ কোনো দাবীভিত্তিক আন্দোলন নয়। তা ছিলো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবন-মরণের আন্দোলন। আর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী নিও-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনই শুরু করেছিলো। গত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেছিলো পাকিস্তানী হানাদাররা তা মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের একমাত্র অপরাধ হলো নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যেই তারা বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সুইডেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ গভীর আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান না করা হলে তা এক মহাপ্লাবী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে এবং তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ক্রিসটার ভিকম্যান বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী যা চালাচ্ছে তা কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না। দেশমাতৃকার বুক থেকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে দেবার জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ পাল্টা আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশের পাক অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই দুর্বার লড়াই চলছে এবং এ লড়াইয়ের পরিণতি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে দারুণ বিপজ্জনক। মিঃ ক্রিসটার ভিকম্যান এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে মান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং বাংলাদশের মানুষের পূর্ব নিরাপত্তার ব্যাপারে অবিলম্বে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট না হলে এ সংকট বহু দূর গড়াবে।

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস স্যুম্যান বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশ সংকটের সমাধান করতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশের সংকট আরও বিস্তার লাভ করবে।

২ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশে সাধারন মানুষের উপর পাকিস্তানী হানাদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঢাকায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মিঃ টাইগারম্যান পদত্যাগ করেছেন।

মিঃ টাইগারম্যান গত ছ'বছর ধরে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাঙ্কের একজন বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শিকাগো গিয়েছিলেন। মিঃ টাইগারম্যান একজন মার্কিন নাগরিক। তিনি শিকাগো থেকে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন।

মিঃ টাইগারম্যান বলেনঃ বাংলাদেশ অত্যন্ত পরিচিত দেশ। এদেশে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পর এখানকার প্রতিটি জিলা প্রতিটি শহর-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে আমি ঘুরেছি। ঘুরেছি একবার নয়, বার বার। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় তিনি এ পর্যন্ত ঘুরেছেন ১৮ বার।

গত ৮ই সেপ্টেম্বরে আবার তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বলেনঃ বিমান থেকে নেমেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই পরিচিত ঢাকা বিমানবন্দর এ যেন নয়। এ যেন বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোন বিমান ঘাঁটি। বিমান বন্দরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলোকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে দেখলাম। দেখলাম বিমানবন্দরের চারিদিকে অসংখ্য বিমানবিধ্বংসী কামান। টার্মিনাল ভবনের ছাদে, জানালায় আর চিলতে ছাদ বা বারান্দাগুলোয় দেখলাম বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার করা হয়েছে এবং সেখানে সশস্ত্র পাকিস্তানী সৈন্যরা বিমানবিধ্বংসী কামান, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তাক করে আছে যেন এখুনি কিছু ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে। আগে যেখানে বিমানবন্দরের পূর্বপাশে রাস্তায় প্রাচীরের ধারে এবং ডমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল উইংসের টার্মিনাল ভবনে হাজার হাজার দর্শনার্থীকে দেখতাম লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে এখন সেক্ষেত্রে একজন অসামরিক ব্যক্তিকেও দেখলাম না। আগে বিমানবন্দরে যেসব অসামরিক কাস্টম ও ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মচারীদের দেখতাম, তাদের কাউকেই দেখলাম না। হয় তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হয়েছে, অথবা তারা প্রাণভয়ে এ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরাই সবকিছু করছে। বিমানবন্দরে যেসব বিদেশী নাগরিক যাওয়া-আসা করছে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের নানাভাবে নাজেহাল করছে। পিআইএ বা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের যে বিমানগুলো আগে অসামরিক যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যেতো সেগুলোকে আজকাল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম, গোলাবারুদ ও সৈন্যদের পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিঃ টাইগারম্যান বলেন, ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে একজন বাঙালীকেও আমি খুঁজে পেলাম না। অথচ দেশটা একান্তভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেশ।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মিঃ টাইগারম্যান বলেনঃ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আমি দেখলাম এয়ারপোর্ট রোডের দু'পাশে বহু ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে এবং রাস্তার দুধারের বাড়িগুলি জনশূন্য। আর এইসব জনশূন্য বাড়িগুলির ছাদে, বারান্দায় ও জানালায় বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার বানানো হয়েছে। রাস্তায় দু'হাত ছাড়া চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এইসব চেকপোস্টে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে কথিত যে দু-একটা অসামরিক গাড়ী চলাচল করছে স্যৈন্যরা সেগুলো তন্নতন্ন করে তল্লাশী করছে। পথচারীদেরও তল্লাশী করা হচ্ছে। পথচারীদের বেশভূষা ও চেহারায় বাঙালীত্বের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেলে সৈন্যরা তাদের ধরে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টর দিকে যাচ্ছে। বাঙালী বুদ্ধিজীবী তরুণ হলে তো আর কথাই নেই। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোয় যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সারি সারি বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে সশস্ত্র পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার দুপাশে দেয়াল তুলে দিয়ে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান সরকারী ভবনগুলোর চারপাশে ১৫

থেকে ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল তোলা হয়েছে। ঢাকা রেডিওকে বর্তমানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর ঢাকার রাস্তায় কেউ হাঁটে না। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের রাস্তায় কেবল পাকিস্তানী সৈন্য, পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও কুকুর ছাড়া আর কেউ চলাচল করে না। মানুষ সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচার এতই ভীবসন্ত্রস্ত যে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে তারা ভীষণ ভয় পায়। কারণ আজও প্রতিদিন শহরে ধরপাকড় চলছে। কখন কোন মুহূর্তে সেখানে কার জীবনে মৃত্যু নেমে আসবে না কেউ জানে না। প্রায় প্রতিরাতেই বোমা বিস্ফোরণ ও খণ্ড লড়াইয়ের শব্দ শোনা যায়। গোটা শহরটা এখন বদ্ধভূমিতে পরিণত।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বলেনঃ এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সেখানে থেকে কাজ করা আমার পক্ষে যুক্তিগতভাবে, নীতিগতভাবে কিংবা নৈতিকতার দিক থেকে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন , পাকিস্তানে আমি আর কোনদিন ফিরে যাবো না। বাংলাদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হলে আমি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে যাবো। আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কাজ করবো। দীর্ঘ ছ'বছর থাকার পর আমি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসেছি। তাদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের বন্ধন অনেক গভীর।

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

...বৃটিশ কমন্সসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য মিঃ ফ্রেভ ইভান্স বলেছেনঃ বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। জাতিগতভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভাষা ও সামাজিকতার দিক থেকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র- সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বাঁচার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই বাঙালীরা আজ হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তারা আজ যে লড়াই করছে তা হলো এ দেশকে মুক্ত করার লড়াই- শত্রুমুক্তির লড়াই। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যে যুদ্ধ করছে তা তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। আর এই অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী-নির্যাতনের ফলে যে দুই লক্ষাধিক শরণার্থী সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে এবং কি নারকীয় নির্যাতনের ফলে তারা তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে উদ্বাস্তু শিবিরে দিন কাটাচ্ছে তা জানার জন্যে বৃটিশ কমন্সসভার বিশিষ্ট সদস্য মিঃ ফ্রেড ইভান্স লণ্ডন থেকে পশ্চিম বাংলায় গিয়েছিলেন। একাধিক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের অসহনীয় নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেরই এগিয়ে আসা উচিত।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতায় বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেনঃ অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলে এশিয়ার এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে। অবিলম্বে এর সমাধান করতেই হবে।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেনঃ বাংলাদেশের মূল সমস্যা মানবিক চেতনা ও মানবাধিকারের সমস্যা। তিনি বলেনঃ একজন গণতন্ত্রী হিসাবে বুলেটের বদলে ব্যালটের মাধ্যমেই যে কোন সমস্যার সমাধানে আমি পক্ষপাতী। বাংলাদেশ সঙ্কটের শুরুতে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মতো আমিও এটাই আশা করেছিলাম কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক শক্তি সে সম্ভাবনাকে গোঁয়ারের মতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেনঃ আমরা বৃটেনবাসী ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিলাম, প্রয়োজন নয়া ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত।...

২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

...গত বাইশে অক্টোবর থেকে পঁচিশে অক্টোবরে মধ্যে নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা হয় তাতে এই উপমহাদেশের পরিস্থিতি এবং পাকিস্তান ভারতের সীমান্তে যে গুণ্ডামি ও তস্করবৃত্তির মহড়া দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে উভয়পক্ষে আরও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে চারদিনব্যাপী আলোচনার পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়ঃ পাকিস্তান ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে এই উপমহাদেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তাতে এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবার দারুণ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ভারত আক্রমণ করে বাংলাদেশ প্রশ্নকে ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নে রূপান্তরিত করার সপক্ষে এবং পরে জাতিসংঘের সাহায্য নিয়ে ত্রাণ পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছে তাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ ভারত আক্রমণের অর্থ হবে পাকিস্তানের আত্মহত্যা, ভারত আক্রমণ করতে গেলে গোটা পাকিস্তানটাই কবর হয়ে যাবে।

গত ছাব্বিশে অক্টোবর মস্কো ও অটোয়ায় যুগপৎভাবে প্রকাশিত সোভিয়েট-কানাডা যুক্ত ইশতাহারে বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কানাডার এই যুক্ত ইশতাহারে বলা হয়ঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতির এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান আনতে হবে যাতে বাংলাদেশের জনগণের আইনসম্মত অধিকার ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা পূর্ণ আস্থায় ও মর্যাদায় দেশে ফিরে আসতে পারবেন। কানাডায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সী কোসিগিনের আটদিনব্যাপী সরকারী সফরশেষে এই ইশতাহার প্রচারিত হয়।

১ নভেম্বর ১৯৭১

... যুগোশ্লাভিয়া সর্বতোভাবেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ একটি শান্তিমকামী দেশ বলে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীবাদী উভয় ব্লকেই এই সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছেই জোটনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়া সমানভাবে সমাদৃত।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোও আজ বাংলাদেশের পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট টিটো বলেছেনঃ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করেছে এবং আজও তারা সেখানে যা করে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সেখানকার নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও বর্বরতা চালিয়েছে তার ফলেই বাংলাদেশ থেকে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের ঘরবাড়ি সহায়-সম্বল ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ গোটা সরকারী প্রচারযন্ত্র এতদিন প্রচার করে এসেছিলেন যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী মুষ্টিমেয় অবাঙালীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলো, আর তাকেই থামাতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করে জনগণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে বাংলাদেশের মানুষ আজ দেশ থেকে হানাদার নিশ্চিহ্ন করার যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছে তাকে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুচরদের কার্যকলাপ বলে ইয়াহিয়া সরকার কতদিন যাবৎ প্রচার করে এসেছে।

পাকিস্তানের মাথামোটা গোঁয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সরকারের অপপ্রচামুখর মুখে বিরাট একটা চপেটাঘাত মারার মতো জওয়াব শোনা গেল গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভীয় প্রেসিডেন্টের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে। তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ প্রশ্নটি ভারত-পাকিস্তান প্রশ্ন নয়। এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোন বিষয় নয়। তিনি বলেনঃ এটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারও নয়।

সপ্তাহব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে গত সপ্তাহে মার্কিন টেলিভিশন সংস্থা সি, বি, এস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট টিটো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বাবাসীকে এই সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন।...

৬ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি তথা বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে পাক হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা নগরীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার ঢাকা থেকে পাঠানো এর রিপোর্টে বলেছেনঃ বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযান শুরুর পর সাত মাস কেটে গেছে কিন্তু এখনও কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। বাংলাদেশের প্রত্যেক শহর-বন্দরের জনসংখ্যা বিগত ২৫ শে মার্চের আগে যা ছিলো এখন তার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এই ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষের কিছু অংশ সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে, কিছু লোক নিখোঁজ হয়েছে এবং বাকী সকলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টে বলা হয়ঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তি বাহিনীকে খতম করবে বলে যে দুরাশা পোষণ করেছিলো তা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ফল উল্টো ফলতে শুরু করেছে- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর হাতে দারুণ মার খাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। লড়াইয়ে তারা তারা কোনোক্রমেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না। জলে-স্থলে সর্বত্রই তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো কয়েকটি ক্যান্টমেন্ট।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার লিখেছেনঃ বাংলাদশের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর অধিকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওই রিপোর্টার লিখেছেনঃ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাগুলোয় ব্যাপক হত্যা, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসের দ্বারা পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বিভীষিকা ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো তা এখন হ্রাস পেয়েছে। মুক্তিসেনারা এখন দেশের শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বাঙালীদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ঘৃণা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সামরিক অভিযানের পর প্রথমদিকেও এতখানি ঘৃণা ছিল না। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অসামরিক প্রশাসনে নিযুক্ত বাঙালী এবং সাধারণ বাঙালীদের ওপর এখনও চরম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। একজন বাঙালী একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলো-শুধু এই অপরাধেই পাকিস্তানী সৈন্যরা ওই বাঙালী ভদ্রলোকের পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। কিন্তু এত করেও তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠছে না।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা লিখেছেনঃ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ প্রশ্নটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর উদ্দেশ্যে ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ভারতীয়

বাহিনীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষের মাধ্যমে তারা বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চালাবার চেষ্টায় আছে। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ফলে বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা, সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য কমে গেছে।...

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

... সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ ভি, কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন-বাংলাদেশে আজ যে লড়াই চলেছে তা খাঁটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তথা বর্বর সমর নায়করা বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংস আর চরমসন্ত্রাসের নীতির দ্বারা বাঙালীদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। তিনি বলেনঃ আমি আশা করি এই বাস্তব ঘটনা যত তিক্ত ও যতো কঠোরই হোক না কেন পাকিস্তান এটা উপলব্ধি করে সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে। সম্প্রতি সোভিয়েট পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ভারত সফরে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন।

বিশিষ্ট সোভিয়েট নেতার এই উক্তিরই আরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠেছে ফরাসী দেশে। ফ্রান্সের লোকবরেণ্য নেতৃবর্গ আজ মনে করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাবার কোনো পথ নেই, পন্থাও নেই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পঁপিদু নিজেই বলেছেনঃ বাংলাদেশ সংকটের মূল হচ্ছে রাজনৈতিক, অতএব বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এ সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। তা না হলে সমগ্র উপমহাদেশে বিপর্যয়ের ঝড় নেমে আসবে এবং যার পরিণতি ভাবা দারুণ কঠিন ব্যাপার। বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও পৈশাচিকতার ফলেই বাংলাদেশ থেকে ৯৬ লক্ষ অসহায় নরনারী-শিশু বৃদ্ধ তাদের বাড়িঘর-সহায় সম্পদ হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশকে একটি বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিলো। বাংলাদেশে এই ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী তথা জঙ্গী সমরনায়করাই দায়ী। আর ঠিক এই কারণেই সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'য় পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার ও সামরিকজান্তাকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশের যে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের সহায়-সম্পদ ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তারা যাতে পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তার উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে তারা যাতে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তেমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। 'প্রাভদা'য় বলা হয়, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীই শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এ সমস্যা আজ এক জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিনত হয়েছে। পাকিস্তানের মাথাগরম জঙ্গীচক্র যুক্তিতর্ক বিসর্জন দিয়ে তাদেরই সৃষ্ট সমস্যার জন্যে গোঁয়ারের মতো ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে।

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

... গত রাতে বিবিস'র এক বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের পাঠানো রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ঃ মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গত ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তান তার দশটি সামরিক ঘাঁটি হারিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা পশ্চিম খণ্ডে মোট বাইশটি সীমান্ত চৌকির মধ্যে একুশটি দখল করেছে।

গত রাতে ঢাকা থেকে বিবিসি'র বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ রোনাল্ড রোবসন জানাচ্ছেনঃ মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা এখন যশোরের চৌগাছা থেকে যশোর বিমান বন্দরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর

আক্রমণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অধিকৃত যশোর বিমানবন্দরে রানওয়ে ও কন্ট্রোল টাওয়ারটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে করতে পাকিস্তানী বাহিনী এখন দ্রুত পিছু হটে যেতে শুরু করেছে।

বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অস্ট্রেলীয় বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়ঃ বাংলাদেশের সর্বত্রই বীর মুক্তিসেনারা সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে শত্রুসেনাদের একের পর এক ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানী হানাদারদের শিবিরে শিবিরে এখন ত্রাহি ত্রাহি হাঁক উঠেছে।

ঢাকা থেকে AFP সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাচ্ছেনঃ শত্রুবাহিনী অধিকৃত ঢাকার সঙ্গে গত সোমবার থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঢাকা-যশোর, ঢাকা-ইশ্বরদী, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কুমিল্লা এক কথায় বাংলাদেশের সকল আভ্যন্তরীণ রুটে পি-আই এ'র সকল সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। গত মার্চের পর ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার একমাত্র যোগাযোগ ছিলো পাকিস্তানী বাহিনী নিয়ন্ত্রিত পি-আই-এ সার্ভিস। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে তাও বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিসেনারা বর্তমানে চারদিক থেকে শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার শত্রুবাহিনীকে সমূলে নিধন করে চলেছে। সর্বত্রই চলেছে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। ঢাকার মাত্র আঠারো মাইল দূরে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা মুন্সীগঞ্জ শহর আক্রমণ করে। মুন্সীগঞ্জ থানার পুলিশের ওপর আক্রমণ করলে থানার একজন পুলিশ অফিসার ও বহু পুলিশ নিহত হয়। মুক্তিসেনারা বিজয় দর্পে সারা শহরে কুচকাওয়াজ করেন। মুক্তিসেনারা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী থানা দুটিও পুড়িয়ে দিয়ে ঢাকার এক বিশাল এলাকাকে শত্রুমুক্ত করে।

এদিকে মুক্তিসেনারা বর্তমানে উত্তরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সিলেট শহরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বলে বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ ডোনাল্ড রোবসন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সিলেটের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা হটে যাচ্ছে। তিনি তার বার্তায় জানিয়েছেন মুক্তিসেনারা কুমিল্লার ওপরেও এক ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে।

গত রাতে অস্ট্রেলীয় বেতারের এক সংবাদদাতা বুলেটিনে বলা হয়ঃ বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার আক্রমণ চালিয়েছে তার সঙ্গে একমাত্র বাংলাদেশের গত ঘূর্ণিঝড়েরই তুলনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করবোঃ গত সপ্তাহে NEWSWEEK-এর সিনিয়র এডিটর মিঃ বোচগ্রেভ তাঁর An unwinnable Guerilla war শীর্ষক রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এখন এমন এক দুর্জয় গেরিলা যুদ্ধের ফাঁদে পড়েছে যেখান থেকে তাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

... গত ২২ শে নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর করাচীস্থ সংবাদদাতা গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে God is not with the big battalions শিরোনামের এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেনঃ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কিত মাও সেতুঙ এর একটি বিখ্যাত উক্তি ভিয়েৎনাম তথা সমগ্র ইন্দোচীন, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসেনাদের দারুণ প্রেরণা দিয়ে চলেছে। উক্তিটি হলোঃ মাছ

যেমন করে সমুদ্রের অগাধ জলের মধ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, মুক্তিসেনাকেও সেভাবে জনসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে হবে।

Mr. Malcom Browne তাঁর এই রিপোর্টে বলেনঃ বাংলাদেশের বীর মুক্তিসেনারাও আজ বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্রে মাছের মতোই সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা বলেনঃ গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অধিকৃত বিভিন্ন এলাকা এবং মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বিশাল এলাকা সফল করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি কোনদিন তা কল্পনাও করিনি। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশের সমগ্র জনগণ মুক্তিসেনানী হয়ে উঠবে একথা ভাবাও যায় না। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা নয় বাংলাদেশে গিয়ে আমাকে তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আজ বাংলাদেশের যে কোন পর্যটক যেকোন সাংবাদিক যান না কেন তিনিও আমার মতোই বিস্ময়ে মুগ্ধ হবেন।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বত্র শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে আমার শুধু বার বার একটা কথাই মনে হয়েছে যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থেকে এইসব হতভাগ্য পাকিস্তানী সৈন্য ও সমর নায়করা কিছুই শেখেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকায় আমি যেসব পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তাদের সবাইকেও মনে হয়েছে এক একটি আস্তো উজবুক।

পাকিস্তানের মাথামোটা সমরনায়করা বাংলাদেশে বড়ো বড়ো রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ন নিযুক্ত করেছে বাঙালীদের মুক্তি সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু God is not with the big battalions -অর্থাৎ আল্লাহ তাদের সহায় নন। বাংলাদেশের গণগেরিলাদের হাতে তারা চূড়ান্তভাবে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানের ব্যাটেলিয়নগুলো এখন কেবল প্রাণরক্ষার জন্যেই লড়াই করছে। বাংলাদেশের নদী-মাঠ-প্রান্তরে আর জলাভূমিগুলোয় পাকিস্তানী যুদ্ধজয়ের স্বপ্নের কবর দিয়েছে বাঙালী গেরিলারা। যে কোন বিদেশীর পক্ষে বাংলাদেশের এই বাস্তব পরিস্থিতিটুকু উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ শুধু গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে নয়- বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহের প্রতিটি শহর-বন্দরের সর্বত্রই মুক্তিবাহিনীর দেখা পাওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, দোকান, বিদেশী ফার্ম, কনসুলেট অফিস থেকে শুরু করে সরকারী অফিস আদালতের প্রত্যেকটি দফতরে তারা সক্রিয়। বাংলাদেশের আমি যেখানে গেছি, যার সঙ্গে কথা বলেছি সবখানে সবার মুখে একই কথা শুনেছি পাকিস্তানী হানাদারগুলোকে আমরা নিশ্চিহ্ন করবোই। আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদারমুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চলবেই।

পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এখন এমন অবিশ্বাস্যরূপে কমতে শুরু করেছে যা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ এটাই কঠোর বাস্তব।

দৃষ্টিপাত

১৪ জুন, ১৯৭১

আমাদের চোখের সামনেই যেন একটি মর্মান্তিক ইতিহাস তার পৃষ্ঠাগুলো দিনের পর দিন উন্মোচন করে দিল। আর আমরা সবাই হয়ে থাকলাম ইতিহাসের এক-একজন উজ্জ্বল সাক্ষী। সর্বযুগের, সর্বকালের এবং সর্বদেশের একটি নিষ্ঠুরতম ঘটনা, একটি অমানুষিক পৈশাচিকতা, একটি হৃদয়বিদারক, বিশ্বাসঘাতকতা

আমাদের চোখের সামনেই ঘটে গেল। আমরা চোখ দিয়ে দেখলাম, আমাদের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে অনুভব করলাম এবং আমরা সবাই বহু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে আবার নতুন সূর্যের অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। নতুন দিনের আশায় আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ উজ্জীবিত নতুন সংগ্রামে আমরা সমগ্র বাঙালী আজ শপথ গ্রহণ করেছি। এ সংগ্রাম আমাদের সুনিশ্চিত মুক্তি নিয়ে আসবে, এ সংগ্রাম আমাদের বিজয়ের তোরণদ্বারে উপস্থাপন করবেই।...

বন্ধু, আমরা তো কোন অন্যায় করি নাই। বৃটিশ বেনিয়াদের উৎখাত করে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করতে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালীর অবদান সবচেয়ে বেশি। মহামতি গোখলে তাই একদিন বাঙালীকে লক্ষ্য করে এ যুগের একটি পরম সত্যবানী উচ্চারণ করেছিলেন What Bengal thinks today, Indian thinks tomorrow -অর্থাৎ বাঙালী আজ যা ভাবে, সারা ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল। রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নেতাজী সুভাষ বসু, নজরুল ইসলাম এবং এই জাতীয় আরো বহু নাম উচ্চারণ করা যায় যাঁরা সারা ভারতীয় উপমহাদেশকে মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিও ছিল বাংলাদেশ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকায়। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব যিনি সারা বিশ্বের কাছে পেশ করেছিলেন তিনিও ছিলেন একজন বাঙালী-বাংলার নয়নমণি, বাংলার বাঘ ফজলুল হক। পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুতে মুসলিম লীগের বিরোধী মন্ত্রিসভা ছিল- সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান চায় কিনা তা নির্ধারণ করতে হয় গণভোট নিয়ে। সারা পাকিস্তানে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ সরকার কায়েম ছিল। সুতরাং পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি বহুলাংশে নিস্পৃহ ছিল-এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ এবং অগ্রণী নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। বাঙালীর আন্দোলনেই পাকিস্তান এসেছে পাঞ্জাবীম সিন্ধী, বেলুচি বা পাঠানদের আন্দোলনে নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই মাতব্বর হয়ে এলো পাঞ্জাবী, কি চাই? না লুটের মাল চাই- এলো সিন্ধী, এলো পাঠান। কোথায় লুট করা যায়। আর কোথায়! সোনার বাংলায় সোনা ফলে। সুতারাং সবাই মিলে লুটের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু লুট করতে গিয়ে দেখা গেল বাঙালীর সাধনা, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সংস্কৃতি সব কিছু অত্যন্ত প্রদীপ্ত। সুতরাং শুরু হলো ষড়যন্ত্র। ধ্বংস, করতে হবে বাঙালীর আসল চেহারাকে। ইসলামকে সামনে রেখে পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে সামনে রেখে তাদের এই লুণ্ঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর দিনের পর দিন ষড়যন্ত্রেও জাল বিস্তারিত হতে থাকলো। প্রথম আঘাত এলো ভাষার ওপর তারপর অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শুরু হলো শোষণের এক সুপরিকল্পিত আয়োজন, আরম্ভ হোল শাসনের এক নিদারুণ প্রয়াস। আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছিলাম এবং প্রত্যেকটি বাঙালী পাকিস্তানের নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের আদর্শকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে একান্ত সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের দেউলিয়া অর্থনীতিতে পুষ্ট মানুষ নিজেদের স্বার্থপরতাকে ভিত্তি করে বাঙালীর সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে বড় হবার জন্য মেতে উঠেছিল, আর তাই তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিরে পরিণত করলো। কথায় কথায় আমরা যে পাকিস্তানের সত্যিকার নাগরিক সে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো-আমাদের আন্তরিকতা, আমাদের বিশ্বস্ত চেতনা সবকিছু পদদলিত করে আমাদের সবাইকে পর্দার সামনে থেকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে যাবার সুপরিকল্পিত কাজ শুরু হোল। আর এই হোল পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ইতিহাস। বর্তমান শতাব্দীর নিমর্ম একটি ইতিকথা।

(‘চেনাকণ্ঠ’ ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

১৬ জুন ১৯৭১

বাংলার প্রাণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হককে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদীচক্রের মুখপাত্ররা একদিন বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল Mr. Fazlul Hoq is self-confessed traitor ১৯৫৪ সালের

নির্বাচনে কুচক্রী মুসলিম সরকারের অনুসারীগণ বাংলার মাটিতে সাংঘাতিক পরাজয়বরণ করে আবার পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার সপক্ষে সমগ্র বাঙালী অকুণ্ঠ রায় দিয়েছিলেন। বাঙালীর এই একতা ও নবজাগ্রত চেতনা পশ্চিমাদের ভয়ের ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাকে যেমন নির্বিচারে শোষণ করা চলছিল এবার সে পথে এক বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই জাগ্রত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক ব্রজকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকেন যে বাংলাকে আর শোষণ করতে দেয়া হবে না তখন পশ্চিমা আমলাগণ এবং স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদরা বিপদ গুনতে শুরু করে। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হতে থাকে-আর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ফজলুল হককে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক। এই ষড়যন্ত্রের নেতা সেদিন ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ প্রমুখ। এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল চুয়ান্নোর নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগের কতিপয় বাঙালী মীরজাফর। ১৯৫৫ সালের ২৯ শে মে বাংলার দরদী নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক যখন করাচী থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে ফিরে এলেন তখন বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস-নিজের দেশে ফিরে এসে, যে বাংলার মাটিকে ফজলুল হক প্রাণের মত ভালবাসতেন সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলবার অধিকার তাঁর রইল না। সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় তাঁকে বিমানবন্দর থেকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হোল এবং নিজের ঘরে তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হোল। ছয় মাস তাঁকে বাইরের কোন লোকের সাথে মিশতে দেয়া হোত না। এমনকি পবিত্র ঈদের দিনে মুসলিম জামাতের সাথে একত্রে বসে নামাজ পড়তে পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হোত না। বাংলাকে ভালবাসার এই হোল শাস্তি-বাংলার দুঃস্থ, নিঃস্ব, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের জন্য কথা বলার এই হোল সত্যিকার পুরস্কার। ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করে একদিন যে ফজলুল হক বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষা করতেন, বাংলার গ্রামে, বন্দরে, শহরে অসংখ্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার পথ যিনি সুগম করেন এবং সর্বোপরি লাহোর বৈঠকে যিনি সারা বিশ্বের সামনে পাকিস্তান প্রস্তাব তুলে ধরেন সেই ফজলুল হক, সেই শেরে বাংলা ফজলুল হক সেদিন প্রবীণ ও বৃদ্ধ বয়সে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন। যেদিন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস ও আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফজলুল হক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন কোথায় ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ? বৃটিশের তাঁবেদার ও গোলাম সেজে তারা তখন চাকরি করতো ও নিজেদের সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করতো এই দুই পরাশ্রিত বশংবদ জানোয়ার। আর পাকিস্তান প্রস্তাবের যিনি উদ্যোক্তা, যাঁরা হাতে পাকিস্তান প্রস্তাবের জন্য, সেই মনীষী ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক বলতে এদের এতটুকু বাধলো না।....

উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনের পর এসেছে অভিশপ্ত একাত্তর সাল। এবারেও সেই একই খেলার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। চুয়ান্নোর নির্বাচনের পর শিকার ছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক, প্রবীণ গণনেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও অসংখ্য দেশপ্রেমিক। শিকার ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আজকের নির্বাচনের পর শিকার হয়েছেন বাংলার অবিসংবাদিত প্রাণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। যে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং এম, এম, আহমেদ একদিন ছিল বৃটিশের পদলেহী চাকর, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল এক-একটি অখ্যাত-কুখ্যাত সাধারণ গোলাম, আজ তারাই হয়েছে দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতা। আর ফজুলল হকের ভাগ্যে যেমন জুটেছিল বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি, তেমনি বাংলার প্রাণের নেতার সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একমাত্র গণনেতা আজ হলেন দেশদ্রোহী। ভাগ্যের এ এক নির্মম পরিহাস বটে-রবীন্দ্রনাথের উপেনের ভাষায় ‘‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আর আমি চোর বটে।’’

কিন্তু দিন আর বেশী দূরে নয় যখন এই ষড়যন্ত্রের জাল আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবোই এবং বাংলাদেশকে এই দানবদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবোই। আসুন আপনি কৃষক-মজুর, আসুন আপনি চাকরিজীবী-বুদ্ধিজীবী, সবার ওপর এসো তোমরা ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-তরুণের দল এবার আমরা দানব হত্যায় ও দানব বিতাড়নের

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। জয় বাংলা। ('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

২৩ জুলাই, ১৯৭১

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকবর্গ তাদের বেতার ও অন্যান্য প্রচারকেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের নিকট দিন-রাত প্রচার করে চলেছে যে তাদের দখলীকৃত বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিগত তিন মাসে জঙ্গী শাসকদের অমানুষিক কার্যকলাপ এবং সমগ্র প্রচারণা যে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে আমরা তা জানি এবং বিশ্বের নিকটও তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের চীৎকার এবং ক্রন্দন এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রচারণাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মাসক্যারেনহাস্ নামক 'সানডে টাইমস'-এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এই মাসের ১৩ তারিখে করাচী থেকে সপরিবারে লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবার সুপরিকল্পিত কার্যকলাপের একটি লোমহর্ষক এবং প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন। সানডে টাইমস-এর জেনোসাইড বা একটি জাতিকে নির্মূল করা সম্পর্কে এই প্রামাণ্য তথ্য আজ ইউরোপ, আমেরিকা এবং প্রাচ্যজগতে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে শক্তসমর্থ যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে শরীর থেকে রক্ত নিয়ে মৃতদেহগুলোকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি দেখেছেন সৈন্যরা কিভাবে যাকে খুশী তাকে ধরছে এবং খেয়ালখুশিমত গুলি করে মারছে। তিনি দেখেছেন এই বর্বর পশুগুলো কিভাবে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করছে। এবং এই জাতীয় আরো বহু চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আর এই ঘটনাগুলো সবই বেশী দিন আগের নয়। মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটেছে। সুতরাং একদিকে মৃত্যুর নিষ্ঠুর লীলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের বর্বর হানাদার সেনাবাহিনী, অন্যদিকে জঙ্গী সরকার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পি-টি-আই পরিবেশিত আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ করবো। কোন একটি শহরে শতাধিক নিরীহ লোককে বলা হয় যে, রেশনের দোকানে এলে তাদেরকে সাপ্তাহিক রেশন দেয়া হবে। লোকজন সরল বিশ্বাসে রেশনের দোকানে উপস্থিত হয়। তখন সেনাবাহিনী রেশনের দোকান খুলে দিয়ে সেই শতাধিক লোককে দ্রব্য নিয়ে দোকান থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তখন সৈন্যরা পেছন থেকে গুলি করে এবং শতাধিক লোককে সেখানেই হত্যা করে।

এগুলো সবই বর্বরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার এক-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই দৃষ্টান্তগুলো এখন সবই ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশী পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে মিথ্যা প্রচারণার তো অন্ত নেই। দেশবাসী সবাই জানেন যে এখনো ট্রেন পুরো চালু করা সম্ভব হয়নি- যে সব জায়গায় দিনে একটি কি দুটো মাত্র ট্রেন চালু হয়েছে সেখানেও বাঙালীদের উঠবার বিশেষ সুযোগ নেই। সড়কপথেও অনুরূপ অবস্থা। মফস্বল শহরগুলোতে লোকজন ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছে না, কেননা বহু ঘটনায় দেখা গেছে যে লোকজন ফিরে এলেই তাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সড়কপথে গাড়ি দু'এক স্থানে চালু হলেও লোকজন নেই। জলপথের অবস্থাও একই রকম। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে কিন্তু দু'একজন শিক্ষক কাজে যোগ দিলেও ছাত্র নেই- এবং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হানাদার সৈন্যদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত কোন ছাত্র পড়াশুনা করতে যাবে না।

অফিস-আদালতের অবস্থাও অন্যরূপ নয়। ঢাকার বেশকিছু পরিমাণ অফিস খোলা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার অফিসগুলো মফস্বল শহরগুলোর অফিসের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু মফস্বল শহরে শতকরা আট-দশটির বেশী

অফিস চালু হয়নি, সেহেতু ঢাকায় লোকজন অফিসে গিয়ে বসে বসে সময় কাটানো ছাড়া করবার কিছু পাচ্ছেন না।

সুতরাং পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক চীৎকার করে যতই বলুক যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে কিন্তু আসলে যে তা সত্য নয় একথা আমরা সবাই জানি। আর আমরা বাঙালী একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশকে যতদিন পর্যন্ত না হানাদার পশ্চিম পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে, ততদিন দেশে স্বাভাবিক অভস্থা ফিরে আসতে পারে না। সত্যিকারভাবে বাংলায় বিগত তিনমাসে যা ঘটেছে তারপর আর কোন অবস্থায়ই এই হানাদার পশুশক্তির সাথে সহযোগিতা করতে একটি বাঙালীও অগ্রসর হতে পারেন না। জোর করে কিছুসংখ্যক লোককে অফিসে, আদালতে, ট্রেনে, বাসে বা শহরে-নগরে নিয়ে এলেও বাংলার মানুষের মন জয় করবার সাধ্য এই পশুশক্তি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের বর্বরতা, তাদের ইতিহাসে নজীরবিহীন হত্যালীলা, পাশবিকতা ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক দেশটি মৃত্যুবরণ করেছে-আর সেখানে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূতি বাংলাদেশ। জয় বাংলা।

(‘চেনাকণ্ঠ’ ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

২৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশ! ও নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। এ নামের লাবণী অবনি বহিয়া যায়। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শেখ মুজিবের বড় প্রিয় গান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রাণের গান। এ গানে বাংলাদেশের মর্মকথাটি আছে। আমার কাছে এ গানের কিন্তু একটা ভিন্ন অর্থ আছে। মনে পড়ছে গাঁ থেকে ফিরছি। অদূরে রাজশাহী শহর দেখতে পাচ্ছি। তেসরা এপ্রিল। সকাল দশটা। মাথার ওপরে উড়ে এলো ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বিমান স্যাবর জেট। তারপর শুরু হলো নির্মম বোমা বর্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি একটা খালে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু খালটার দশহাত দূরেই একটি ছেলে হাল চাষ করছে। তাকেও শুয়ে পড়তে দেখলাম। কিন্তু সে নির্বিকার হাল চাষ করতে লাগলো। কোন কিছুই হয়নি। বিমানগুলি চলে গেলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঝাড়তে লাগলাম। কিন্তু ছেলেটি তখন গাইছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। আমাকে দেখে ও বলদ দুটি থামালো-বললো, আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছিলেন? তার কথায় একটু বিদ্রূপের সুরও ছিল। বললাম, হ্যাঁ ভয় একটু পেয়েছিলাম বৈকি। বললাম, তোমার বুঝি ভয় করেনি। বললো, না। বললো, মরতে তো হবেই স্যার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নামটি কি ভাই? উত্তর এলো, অমল। ঘটনাটা ছোট্ট কিন্তু অসামান্য। অমল, বিমল, রহিম, করিম হাল-চাষ করছে আর গান গাইছে, আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি। আম বাগানের নীচে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বীর সেনানী ভাইরা বন্দুক নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রাজশাহী শহরের চারদিকে অতন্দ্র প্রহরী এই ই-পি-আর বাহিনীর জোয়ানেরা। ওদের কাছে বসলাম। পাশেই বাজছে রেডিও। আবার গানঃ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ই-পি-আর এর কয়েকজন জোয়ান গানের সঙ্গে পায়ের তাল ঠুকছে। ওরই মধ্যে একজন, নাম রশিদ। ঢাকায় বাড়ি, বললো, কি জানেন সাহেব, এ গানটা শুনলেই পরানটা এক্কেবারে ফাইট্যা যাবার চায়। বললো ঐ যে ছেলেটাকে দেখছেন, ঐ যে হাল চাষ করছে। ওর নাম অমল। কাল সারা রাত ট্রেঞ্চ কেটেছে আমাদের জন্য। আর এই যে দেখছেন বুড়ো মিয়াকে, ইনি মসজিদের ইমাম। সারাদিন আমাদের জন্য খাবার দিয়ে যাচ্ছে। পানি আনছেন। বিড়ি-সিগারেট জোগাড় করছেন। বুকটা আমার গর্বে ফুলে উঠলো। বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এমন প্রমাণ আর কখনও দেখিনি।...

(অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ রচিত)

২৭ জুন, ১৯৭১

২৭ জুন, ১৯৭১

একজন মায়ের কথা বলছি। হ্যাঁ, একজন বাঙালী মায়ের কথাই বলতে চাইছি। মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার সরকার বন্দুক-রাইফেল জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ জমাও দিয়েছিল। কিন্তু যে মায়ের কথা বলছি তিনি রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর ছেলেদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন-খবরদার, বন্দুক জমা দিবি না। জল্লাদের হাতে বন্দুক দেয়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করবি না তোরা? বললেন তিনি। আমার মনে আছে, তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই বললেন, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করো। হয় ইয়াহিয়ার সেনাদেরকে খতম করবে আর না হয় মরবে। ছেলেরা কথা রেখেছে। তাঁর এক ছেলে শহীদ হয়েছে। আর বাকী দুজন এখনও লড়ছে। গেরিলা আক্রমণে তারা দুজনেই সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছে। এই কিছুদিন আগে এদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। বললাম- তোমার মায়ের কথা বলো। বললে মা আছেন গাঁয়ে। তিনি তাঁর কাজ করছেন। সবাইকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন, প্রেরণা যোগাচ্ছেন। বললে- মা কি বলেন জানেন আপনি? বলেন, মাকে আর দেশকে এক করে দেখবি। তোমরা আমার ছেলে নও, তোমরা বাংলাদেশের সন্তান- এই কথাটা মনে রেখো, ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু সেনারা আমার মতো বহু রত্নপ্রসবিনী মাতাকে হত্যা করেছে। আর এখন রত্নগর্ভা বাংলাদেশকে হত্যা করছে। কিন্তু ওরা জানে না, একজন মাকে হত্যা করা যায় কিন্তু দেশকে হত্যা করা যায় না। বাংলাদেশকে হত্যা করা যায় না। যাবেও না। মাতা আর পুত্রের রক্ত থেকে জন্ম নেবে রক্তবীজের ঝাড়।

এমনি মা আমরা পেয়েছি লক্ষ লক্ষ, আর এমনি পুত্রও পেয়েছি লক্ষ লক্ষ। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আজ মরণ-পণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। সমস্ত শোষিত নিপীড়িত জনগণ আজ জেগে উঠেছে, হাতে তুলে নিয়েছে তারা তরবারি-আজ ভয় নেই। মুক্তিফৌজের বীর ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত কঠিন আঘাত হানছে ইয়াহিয়ার সেনাদলের ওপর। আর ভয় নেই। মুক্তিফৌজির সামনে তিনটি প্রধান কর্তব্যঃ

(এক) শত্রুকে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে হবে

(দুই) শত্রুর দালালদের খতম করতে হবে

(তিন) কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনতে হবে।

... আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করছি, আমরা জানি, পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। কারণগুলো কি? প্রথম কারণঃ পৃথিবীর কোনও মুক্তিযুদ্ধ এমন অভূতপূর্ব গণঐক্য দেখে নি। দ্বিতীয় কারণঃ পৃথিবীর কোনও মুক্তিযুদ্ধই যুদ্ধের শুরুতেই সশস্ত্র বাহিনীর এমন সমর্থন লাভ করেনি। স্মরণ করুন কিভাবে আমরা ই-পি-আর, ই-বি-আর পুলিশ, আনসার এবং মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং এ মুহূর্তেও তারা কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। এমন কি ভিয়েতনামের যুদ্ধেও প্রথম দিকে এ ধরনের সশস্ত্র সমর্থন পাওয়া যায়নি, কাজেই সবদিক থেকে বিচার বিবেচনা করে বলা যায় আমরা সবাই একটি গৌরবময় মহান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছি। মনে রাখতে হবে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কারণসমূহ যথার্থ। আমরা লড়াই করছি ন্যায়ের জন্য এবং আমাদের লড়াইও যথার্থ পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই বিশ্বের সকল দেশ থেকে আমরা সমর্থন, সাহায্য ও সহানুভূতি পাবোই এবং পাচ্ছিও....

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

৯ জুলাই, ১৯৭১

মাঠে মারা গিয়েছে ইয়াহিয়া খানের লম্বা-চওড়া রেডিও গলাবাজি। শাহী কায়দায় ফরমান জারির ভঙ্গীতে কাকাতুয়া ইংরেজীতে আওড়ানো প্রায় একঘণ্টার নরম গরম চরম বিলাপ আর প্রলাপ কি করে দাগ রাখবে

দুনিয়ার মানুষের মনে? তবু, যাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি ভর করেছে, যাদের মাধ্যমণি হিসেবে ইয়াহিয়া খান ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, তারা এই রেডিও গলাবাজির আগে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বাজনা তো কম বাজায়নি, কাঠখড় তো কম পোড়ায়নি, গৌরীসেনের টাকা তো কম খরচ করেনি, বেঈমানি ঢাকবার জন্যে দেশদেশান্তরে মিষ্টি কথা তো কম পরিবেশন করেনি। পাকিস্তানী শাসকচক্রের ঝানু ঝানু উপদেষ্টারা ইতিমধ্যে তদ্বির-তদারকের বাকি কিছু রাখেনি। কিন্তু কোন ফল হলো না। ইয়াহিয়া খানের ২৮ শে জুনের রেডিও ভাষণ একটা জঘন্য অপভাষণ হিসেবেই বরং চিহ্নিত হয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে গেলে রাওয়ালপিণ্ডি সামরিকচক্রের সেই মুনাফালোভী দুর্বুদ্ধিতা, যা এই চক্রকে বাংলাদেশ দমনে প্রবৃত্ত করেছে। ইয়াহিয়া খান তার প্রলাপে বলেছে যে, রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক চক্র নিজেরাই শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও শাসনতন্ত্র রচনার এখতিয়ার নাকচ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে তো তারা ধ্বংস করতেই চেয়েছে। এটা ইয়াহিয়ার কারণে দুনিয়ার কাছে জাহির হয়ে গিয়েছে।

২৮শে জুনের আগে দুনিয়ার যেসব রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চিন্তা করছিলেন যে, দাবনীয় অপকর্ম করে ফেলে হাতেনাতে ধরা পরে ইয়াহিয়া খানেরা হয়তো তওবা করে পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল থাকার জন্যেও দুনিয়ার কাছে একটা সম্মানজনক মীমাংসাসূত্র রাখতে পারবে, তারাও খুঁজে পেতে কিছু পায়নি ইয়াহিয়া খানের বাচনে।

বস্তুতপক্ষে ২৮শে জুনের পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বলেছেন, তাদের প্রত্যেকটি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায় যে, এইসব মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানের বাচনকে আমলেই আনেননি। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসাসূত্রের জন্যেই তাগিদ দিয়েছেন। এটা ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা কূটনৈতিক সূত্রে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক সমাধান সূত্রগুলিকে প্রত্যাখান করেছেন।

কানাডা আর আয়ারল্যান্ডের আইন পরিষদের যেসব সদস্য বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন, তাদেরও একই কথা। তাঁরা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের রাওয়ালপিণ্ডি চক্রের জল্লাদেরা একটা গোটা জাতিকে সাড়ে সাত কোটি নরনারী শিশুকে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ধরনের হত্যাকাণ্ড করেছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের যে তাগিদ তাঁরা দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারা যায়, ইয়াহিয়ার বাচনকে তাঁরা ঝাড়া অগ্রাহ্য করেছে। গোটা বাঙালী জাতিকে নিধন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকচক্র যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে এতদিন, ইয়াহিয়ার বক্তব্য তারই একটা বেতালা পদক্ষেপের মহড়া ছাড়া যে আর কিছু নয় সে কথা আজ বিশ্বের মানুষ বুঝে নিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে আসছে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা গেল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্মকর্তারা সরকারীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশের ব্যাপারে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। এর সোজা অর্থ এই যে, ইয়াহিয়া খানের রেডিও বাচনকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব, এটাই বর্তমান, এটাই ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ নিজের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরী করবে। দুনিয়ার দেশ-দেশান্তরের কাছে এই ঘটনা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ঘটনা হিসেবে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ইয়াহিয়া খানেরা মিথ্যা। স্বাধীন বাংলাদেশ সত্য। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নরনারী-শিশু বুকের রক্ত ঢেলে এই সত্যের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের মুক্তির দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

('জামিল শারাফি' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

১০ জুলাই, ১৯৭১

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দুটো পত্র পৌঁছেছে লণ্ডনে। সরকারীভাবে সরকারী চিঠি। এগুলো নাকি প্রতিবাদলিপি। কিন্তু কিসের প্রতিবাদ? দুনিয়া তাজ্জব হয়ে গিয়েছে খবরটা শুনে। পাকিস্তানী জল্লাদ সরকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখে জানিয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে বৃটেনের সংবাদপত্রে পাকিস্তানবিরোধী প্রচার চলছে- এ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থা হোক।

বিশ্ববাসীর মনে স্বভাবতই দুটো প্রশ্ন জেগেছে। বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার পরেও যে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকচক্র অতীতের রেশ ধরে বাংলাদেশের ঘটনাকে এখনও আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বোঝাতে চেষ্টা করছে। আর শুধুমাত্র অস্ত্রপাতির জোরে বলে বেড়াচ্ছে যে বাংলাদেশ তাদের দখলে রয়েছে- তারা বৃটেনের খবরের কাগজগুলি কি লিখছে না লিখছে তার ওপর খবরদারি করতে চাইছে কোন লজ্জায়? এটা হতে পারে প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা ভিন্ন ব্যাপার থেকে এসেছে। পাকিস্তানী জল্লাদেরা নিজেদের হাতে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করা ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম নগরীতে রাজমিস্ত্রী দিয়ে দুটো-চারটে দালানকোঠা মেরামত করিয়ে আর রং ফিরিয়ে, নিজেদের হাতে খুন করা হাজার হাজার নরনারী-শিশুর গলিত লাশ গুম করে সাফাই-সাক্ষীর মারফত প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিল যে, পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা বেকসুর, মাসুম; তারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে জান কোরবান করে দিয়েছে আর ফৌজী কর্তাব্যক্তিরা করুণার বড় বড় থলে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বসে আছে জনসংযোগ দফতর হাট করে খুলে। ফল এতে উল্টোই হয়েছে। সাংবাদিকরা অবরুদ্ধ নগরীগুলিতে ঢুকবার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন এবং ফাঁস করে দিয়েছেন পাকিস্তানী জল্লাদদের সমস্ত গোমর। শেষ রক্ষা করার জন্যে, সত্যের বিশ্বপরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখাগুলিকে ঢাকা দেবার জন্যে পাকিস্তানী জল্লাদেরা এখন চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেশের সরকারকে দিয়ে কিছু একটা করাতে। কিন্তু এদের মাথায় কি এ কথাটা ঢুকছে না যে, যে হাত দিয়ে এরা সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র লিখছে, তা বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী-শিশুর রক্তে রঞ্জিত সে রক্তের দাগ লেগে যাচ্ছে এদের চিঠিপত্রেও? তবে দুনিয়ার সামনে উপরোক্ত দুটো প্রশ্নের একটাই জবাব রয়েছে। দু'কান কাটা রাস্তার মাঝ দিয়েই চলে। আসামীর কাঠগড়ায় উঠে আবোল-তাবোল বকে পাগলের ভান করে। সত্যকে চাপা দেবার জন্যে পাকিস্তানী জল্লাদেরা কম চেষ্টা করেনি এরা ২৫শে মার্চে নৈশ হামলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা নগরীতে সমাগত সমস্ত বিদিশী সাংবাদিকদের হোটেলের কামরায় আটকে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সেই অবরোধ ভেদ করে সাংবাদিকরা পাকিস্তানী জল্লাদদের নারকীয় কাণ্ডের যে তথ্য আর ছবি নিয়েছিল, সেই সব তথ্য আর ছবি কেড়ে নেয়া হয়েছিল করাচী বিমানবন্দরে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে এরা ঢুকতে দেয়নি, পাছে পাপ প্রকাশ পেয়ে যায় এই চিন্তায়। এরা বাংলাদেশের যেসব খবরের কাগজের অফিসকে দালান সমেত পুড়িয়ে ছাই করেনি, তাদের ওপর জঙ্গী আইনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কোন ফাঁকে যাতে বাংলাদেশ থেকে খবর বাইরে না যেতে পারে সে জন্যে এরা বিদেশীদের জন্যে নির্ধারিত কূটনৈতিক শিষ্টাচারকে বুটের তলায় মাড়াতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া যায়নি। পাকিস্তানী জল্লাদেরা ভেবেছিল, দিন চলে যাবে একরকম করে এবং দুনিয়ার মানুষ আস্তে আস্তে ভুলে যাবে।

('জামিল শারাফী' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

১৬ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের মত এমন শান্তির দেশ, এমন সুখের দেশ আর কোথায় আছে। এমন জন্মভূমি ক'জনে ভাগ্যে পায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল ঘরকুনো। বুঝিবা একটু আড্ডাবাজ। কিন্তু বাংলার ছেলেমেয়েরা কোনোদিন গোলমালে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। মায়ের স্নেহ, দাদা-

দাদী আর নানা-নানীর আদর কেড়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। অথচ আজ! ভাবলে অবাক লাগে। এই তো সেদিন! ঘুরছি আর ঘুরছি। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম মুক্তিবাহিনীর শিবিরে। শান্ত নিরীহ বাঙালীর ছেলেরা দীপ্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। এক একটি ছেলে যেন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে নিয়েছে। মায়ের আঁচল ছেড়ে, ঘরের নিশ্চিন্ত কোণ ছেড়ে, সামান্য সুখ আর আনন্দের পথ ত্যাগ করে বাংলাদেশের ছেলেরা এই প্রথম অস্ত্রের ভাষায় কথা বলছে। পার্থক্যটা অনুভব না করে উপায় নেই। আমিও না করে পারিনি। বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ নেই মুক্তিবাহিনীর স্কুল-কলেজ। তা সব সময়ই খোলা।

এমনি একটি মুক্তিবাহিনীর শিবিরে গেলাম সেদিন। সোনার টুকরো হীরের টুকরো সব ছেলেরা লড়াইয়ে যাবে তাই তৈরী হচ্ছে। বললাম, কেমন আছো ভাইরা আমার? কেমন আছো? সবাই বললে ভালো আছি। বললেঃ আমাদের বিপ্লবী সেলাম নিন। ওদের সঙ্গে কথা বললাম। পেয়ালা পেয়ালা চা খেলাম। একজন বললেঃ আমরা এখন লড়াই করতে যাচ্ছি। বললাম- সে কি? এক্ষুনি? হ্যাঁ এক্ষুনি। প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। অস্ত্রে ওরা দীক্ষিত হচ্ছে- অস্ত্রে ওরা শাণ দিচ্ছে। ওদের সমস্ত মাংসপেশীগুলো ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, ওরা পায়ের তালে তালে মার্চ করছে- ওরা তৈরি হচ্ছে, লড়াই করতে যাচ্ছে। বাংলার সন্তান মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে, শত্রু নিকেশ করছে। পার্থক্যটা সত্যিই ভুলবার মত নয়। মায়ের আদূরে খোকা নয় আর। ঘাড়ে বন্দুক, বুকে অসীম সাহস, চোখে-মুখে উজ্জল বিশ্বাস, পায়ে পায়ে বলীয়ান অশ্বের বেগ। ওদের একজন বললে-দেখবেন লড়াইটা। বলার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল মুক্তিবাহিনী আর একদল পাক-সেনা। শুরু হল লড়াই। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী হেরে গেল। আমি হাততালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানালাম। এরপর ওরা গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল দেখালো। আর একবার হাততালি দিয়ে ওদেরকে অভিনন্দন জানালাম। ওদের অবসর ওরা এমনি করে কাটায়। আনন্দের মধ্যে শিক্ষা আর শিক্ষার মধ্যে আনন্দ। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এভাবে তৈরী হচ্ছে। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনীর কবর রচিত হবে অচিরে।

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

১৯ জুলাই, ১৯৭১

কবি শহীদ সাবের আজ আর নেই- কিন্তু তার কবিতা আছে। সেই কবিতাটিই পড়ছিলাম। গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী যেভাবে গেরিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল- সেসব কথা মনে পড়েছিলো শহীদ সাবেরের। সাবেরের মনে তৈরি হচ্ছিল বিদ্যুতের-জন্ম হচ্ছিল একটি কবিতার- আর সে কবিতা মুহূর্তে মনকে আক্রান্ত করে।

কবিতাটি পড়ছিলাম। শহীদ সাবের আজ আর নেই। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী হত্যা করেছে শহীদ সাবেরকে। হত্যা বলবো, না অন্য কিছু? শহীদ থাকতেন ঢাকার দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ'-এর কার্যালয়ে আগুনে-বোমা ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল সংবাদ কার্যালয়। তাঁরই সঙ্গে পুড়ে গেলেন শহীদ সাবের- যে শহীদ সাবের ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী, যে শহীদ ছিলেন মুক্ত মানবতার প্রতীক। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনী শুধু অধ্যাপক হত্যাই করেনি। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী কেউ বাদ যায়নি।

শহীদ সাবের নেই- কিন্তু আছে তাঁর কবিতা। কবিতাটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন সরদার ফজলুল করিম। লিখেছিলেনঃ

'কিশোর শহীদ সাবের আমারই ন্যায় জেল থেকে জেলান্তরিত হতে হতে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এসে আমার সঙ্গে দৈবক্রমে মিলিত হয়েছিলেন। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব-বাংলার

আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল। আর সে আন্দোলনের সঙ্গে ইলা মিত্রের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।''... সরদার ফজলুল করিম আরও লিখেছেনঃ ''ইলা মিত্রের গ্রেফতার এবং তার উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন তখনকার সংগ্রামের উপকথায় পরিণত হয়েছিল। সে কাহিনীর ভিত্তিতে শহীদ সাবের তাঁর 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন।'' সংক্ষেপে এই হল শহীদ সাবেরের সেই বিখ্যাত কবিতার পটভূমি। তাঁর মনে পড়েছিল হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অত্যাচারের কথা। কিন্তু যে কারণে আমি বিস্ময় বোধকরি, তা হল শহীদ সাবেরের সেই কবিতায় ইয়াহিয়ার খুনী জল্লাদ সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন ধর্ষণ, অপহরণ, খুন সবই প্রতিফলিত হয়েছে বিস্ময়কর ভাষায়। কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। দেখতে পেয়েছিলেন শহীদ সাবেরও। সবচাইতে বড় কথা সেই ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের শিকার হলেন কবি নিজেই। এমন করে নিজের ভবিষ্যৎ আর কোনও কবি দেখেছেন কি? আছে কি বিশ্বে কোনও উদাহরণ? না নেই- শুধু আছে এই বাংলাদেশে। শহীদের সেই কবিতার ভাষা তাই কান্নায় সিক্ত, ঘৃণায় ঘৃণায় উচ্চকিত, ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত, পাশব শক্তির ঘৃণ্যতম অত্যাচারের কথা এমন কোরে কেউ কখনও প্রকাশ করেনি।...

কবিতাটির প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে একজন জার্মান ফ্যাসিস্ট ক্যাপ্টেন ভের্নের গর্ভবতী একজন রুশ মহিলাকে উলঙ্গ করছে। কারণ, সেই রুশ মা ছিলেন গেরিলা দলের সদস্যা। তাই এই নির্মম অত্যাচার। শহীদ সাবের লিখছেনঃ

মাগো, মা আমার কাঁদছো তুমি?
আমাকে একবার দেখো,
দেখো, আমি স্থির, অটল, চোখের পাতাটি নড়ছে না।
চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই,
কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, লুকিয়ে আনা বইটি।
এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে
সেতো তোমারি ছবি মাগো।

কি সেই ছবি? ছবিটা দেখুন।

চারদিকে রক্ত-জমানো হিমেল মৃত্যু
আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমাণ্ডারের সামনে
মাগো ক্যাপ্টেন ভের্নের কি বুঝবে বলো?
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে?
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে
পররাষ্ট্র লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা।

না, শুধু হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী নয়। বোঝেনি ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ট জল্লাদ সেনারাও। শহীদ সাবের তারপর লিখেছেন দ্বিতীয় দৃশ্য। ফ্যাসিস্টরা ধরে নিয়ে গেছে গর্ভবতী মাতাকে। পথেই তার সন্তান হল। মায়ের কোল থেকে দস্যুরা কেড়ে নিলে নবজাতককে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার
সেই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে, সেই দুঃসহ শীতে
তুমি উলঙ্গ, মাগো তুমি উলঙ্গ

সেই বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তুমি
হেঁটে চলেছ মাগো, পেছনে বেয়োনেটের ডগা
ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার,
দস্যুরা হাসছে মাগো, মাতৃমূর্তির নগ্নতায়,
তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মাগো
খোঁচায় খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত তোমার শরীর

* * * *

তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারণ যন্ত্রণা বলোঃ
একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ডঃ আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে।
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে

* * * *

শয়তান তোমার ছেলের জান কবজের দিক হুমকি
মাগো, তুমি, মা- তোমার একটি কথার পরে
করছে নির্ভর অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী, বলবে না একটি কথাও।

না জননী একটি কথাও বলেননি। তাঁর চোখের সামনে তার সাদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করা হলো। পরে তিনি নিজেও প্রাণ দিলেন। বাংলাদেশের মা-বোনদের ওপরে এমনি নির্যাতন চালিয়েছে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনারা।...

শহীদ সাবের লিখেছিলেনঃ
আর দেখ আমি কারাগারে
মাগো তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
আমার জন্যে কেঁদো না, দেখ দেখ
আমি স্থির, অটল...

না, শহীদ সাবেরের জন্য আমরা কাঁদবো না। বাংলাদেশের তিনিই প্রথম কবি যিনি ইয়াহিয়ার বর্বর ফ্যাসিস্ট সেনাদের হাতে প্রাণ দিলেন।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

২০ জুলাই, ১৯৭১

...পাকিস্তান সরকার শিক্ষিত সেনাবাহিনীর নিয়মিত মৃত্যু রোধ করতে আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে? যেমন- রাজাকার বাহিনী তৈরী করেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। আকাশ থেকে নিক্ষেপ করেছে রাশি রাশি প্রচারপত্র। তাতে বলা হয়েছেঃ হে দেশপ্রেমিক জনগণ দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা বড্ড খারাপ কাজ করছে। আপনারা তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেবদের জন্য এখনও দেশপ্রেমিক আছে, এ কথা ভাবলে হাসি পায়। তবে একটা কথা বলতেই হয়, বাংলাদেশের মানুষ দেশপ্রেমের বাস্তব পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন হাতে হাতে।

একজন কৃষক ভাইয়ের সাথে আলাপ করছি। তিনি জমিতে রোয়া লাগাচ্ছিলেন। বললাম- কেমন আছেন? বললে-ভাল আছি, খুব ভাল আছি। বলেই মাথার টোপরের ভেতর থেকে একখানা কাগজ বের করে দিলে। বললে, এই এক্ষুণি ফেলেছে বিমান থেকে। ওখানেই বসে বসে পড়লাম। সেই প্রচারপত্র যাতে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। কৃষক ভাইটি জানালেন, মুক্তিবাহিনীকে বলবেন- তাদের জন্য আমরা ধান-চাল আটা-গম সব মজুদ করে রেখেছি। এমন জায়গায় রেখেছি, খান সেনাদের চৌদ্দপুরুষও খুঁজে পাবে না।

অবাক লাগলো। একজন সাধারণ চাষী মুক্তিবাহিনীর জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী যা করছে, তা সমস্ত অত্যাচারের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিদিন অনুভব করছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী ধনিকদের দালাল পাকিস্তানী হানাদার সেনার হাত থেকে মুক্ত করতেই হবে স্বদেশকে তাই দেশের সমস্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছেন। দেশের সাধারণ মানুষ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতাই মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের কারণ। রাজাকার বাহিনী কিংবা শান্তি কমিটি করেও কূল পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণের ব্যাপক অংশে বিরাজ করছে অসন্তোষের তীব্র দাবদাহ।...

আজ 'পাকিস্তান' বলতে যা বোঝায়- তা হল পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনো অভিযোগ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমাদের মতই শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকচক্র পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে মিথ্যে ভাঁওতায় ভুলিয়ে, কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাঙালীকে হত্যা করবার কাজে লাগাতে চেয়েছে। সিন্ধু থেকে কৌশলে এভাবে স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক আনা হয়েছে সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্যে মুক্তিবাহিনীর হাতে এরাও প্রচণ্ড মার খাচ্ছে।

গোড়াতে সেই যে চাষী ভাইয়ের কথা বলেছিলাম। তিনিই বলছিলেন- একটা মজার ব্যাপার দেখেছেন? মজার ব্যাপার? আমি অবাক হলাম- চারিদিকে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ এবং অত্যাচারের মধ্যে মজার ব্যাপারটা কি? তিনি বলছিলেন, সিন্ধু থেকে আনা একদল সেনা রাস্তার ধারে বসে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করছে। তারা এ হত্যাকাণ্ডে নিজেদের হাত রক্তাক্ত করতে চায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে যেতে চায়। আর কেউ বা বসে বসে কাঁদে। এরা যুদ্ধ করতে চায় না, মরতে চায় না। পাকিস্তানী শাসকচক্র সিন্ধুর শোষিত জনগণকে লেলিয়ে দিয়েছে শোষিত বাঙালীদের বিরুদ্ধে। মানুষ যুদ্ধ নয়- মানুষ ভাবে, মানুষ চিন্তা করে, মানুষেরই শুধু বিবেক রয়েছে। তাই সিন্ধী, বেলুচী এবং সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা লড়তে চায় না। একজন কম্যাণ্ডিং অফিসার তার অধীনস্থ সেনাদেরকে বাঙালীদের বাড়ি ঘর লুট করতে বললে তারা রাজী হয়নি। উল্টো তারা কম্যাণ্ডিং অফিসারকেই হত্যা করে।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ শত্রুমুক্ত। এইসব জায়গায় মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় গ্রামবাসী প্রতিটি গ্রমকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে গড়ে তুলেছে। যে হাত কেবল লাঙল ধরতো, কিংবা কলম ধরতো, কিংবা যে হাতে একতারা শোভা পেতো-সেই হাত, সেই একই হাত আজ তুলে নিয়েছে রাইফেল।

এই সব এলাকা কয়েকদিন আগে ঘোরার সময় খান সেনাদের অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি, শুনেছি তাদের বর্বরতার কথা, জেনেছি মুক্তিবাহিনী ও গ্রামবাসীর সম্মিলিত ক্রমাগত যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা। তরুণ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেছি এবং বার বার অনুভব করেছি কি গভীর আমাদের দেশের মানুষের দেশপ্রেম; কি প্রচণ্ড সংগ্রামের, যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের। এবং কি কঠিন পণ নিয়েছে তারা সবকিছু উৎসর্গ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার।

এসব জায়গায় যে কদিন খান সেনারা ছিল, সে কদিন তারা গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বহু মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়েছে, ফসলের ক্ষতি করেছে, বাজার-দোকানপাট জ্বালিয়েছে, লুট করেছে, অনেকের পাকা বাড়ি ভেঙ্গে ইট নিয়ে বাঙ্কার বানিয়েছে। খেয়াল-খুশিমতো হত্যা করেছে মানুষকে, অত্যাচার করেছে মেয়েদের উপর।

এইসব অন্যায়-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ-পদদলিত, শোষিত মানুষ জেগে উঠেছে। তাদের চোখে এখন শত্রুহননের আকাঙ্খা। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ এখন যুদ্ধ করে যেতে চায়। একজন গ্রামবাসী আমায় বললেনঃ যুদ্ধ তো সবে শুরু, এখনই কি জয়ের কথা বলেন। খান সেনাদের বিষদাঁত ভেঙে না দেয়া পর্যন্ত জয় কিসের। আমাদের হাতে অস্ত্র ছিলো না তাই খান সেনারা ফাঁকা মাঠে কারদানি দেখিয়েছে, এখন তো আমরা সবে অস্ত্র ধরেছি, তারা শোধ তুলবো না?

গ্রামের একজন যুবক বললেন, ‘অস্ত্র যখন ধরেছি তখন বেঁচে থাকতে খান সেনারা এই গ্রামে আর ঢুকতে পারবে না। চেষ্টাও তারা কম করেনি, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন মজাটা টের পেয়েছে তারা। এখন তারা মাইল সাতেক দূরে থানা গেড়েছে।’

সবখানেই এক মানসিকতা। খরচাপাতি কমিয়ে দিয়েছে সবাই। খাদ্যসামগ্রী জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্য। গ্রামের এখানে-ওখানে জঙ্গল হয়ে গেছে- আমাদের যোদ্ধাদের জন্য খুবই অনুকূল। গ্রামবাংলা যুদ্ধ ও জীবন সব এখন একাকার হয়ে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা এমন চতুরতার সঙ্গে খানসেনাদের ঘায়েল করে চলেছে যে আমাদের কোন প্রাণহানি হয় না বল্লেই চলে। তার কারণ নিজেদের পরিচিত দেশে যুদ্ধ করে চলেছে মুক্তিসেনারা। সহজে তারা দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মানুষের শত্রুখান সেনারা তা পারে না। কাউকেই তারা বিশ্বাস করতে পারে না, দেশের মাটি ও পরিবেশ তাদের অনুকূল নয়। কারণ এদেশ তাদের নয়, এদেশকে তারা জানে না, এ দেশের মানুষকে চেনে না, জানে না। তারা কেউ এদেশের নয়। তারা যে জোর করে এদেশে থাকতে চাইছে সেটি নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার তাই তারা এদেশে থাকতে পারবে না, এদেশ থেকে তাদের চলে যেতে হবে, এদেশের মানুষই তাদের তাড়িয়ে দেবে। মাটির সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে যারা শত্রুতার করে তাদের এরকমই পরিণত হয়ে থাকে।

যুদ্ধ কিভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা দু-পাঁচজন মুক্তিসেনার সঙ্গে আলাপ করলেই জানা যায়। যারা আহত হয় তাদের কারুর হাতে বা পায়ে, কিংবা কাঁদে বা শরীরের অন্য কোথাও হয়তো গুলি লাগে। এগুলো যেন কাউকে বলার মতো কোন ব্যাপার নয়। নিতান্ত জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়ঃ গুলি তা লেগেছিল

গোটা দুই-হাত কিংবা পায়ে বা অন্য কোথাও। বেশ কিছু ছেলে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছে তা বিশেষ কোন ব্যাপার নয়, জীবনে আর পাঁচটা ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটে, ঘটেছে; এও তেমনি। সে জন্যে এসব ব্যাপারে কোন মুক্তিসেনার ভ্রূক্ষেপও নেই। তাদের সবার সামনে একটি মাত্র লক্ষ্য-শত্রু ধ্বংস করা।

দুটি তরুণের কথা শুনলাম। কয়েকবার যুদ্ধ করেছে এমন একটি ছেলের নাম খোকন। স্কুলের ছাত্র। হালকা গড়ন। লাজুক লাজুক ভাব। সবার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতো। যুদ্ধ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোন সুযোগ এলেই সে লাফিয়ে উঠতো। তার সঙ্গে শেষবারের মতো যখন আমার দেখা হয় তখন সে বারবার আমাকে বলেছিল, 'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শুত্রু খতম করে এদেশের শোষিত মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দেয়া। কেউ যেন আর কোন দিন আমাদের বঞ্চিত পদদলিত করতে না পারে সে জন্যই আমরা জীবন দিচ্ছি। পাক-সেনাদের দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল খোকন। একটি সজিনা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গুলি চালাচ্ছিল সে। তার শেষ চেষ্টা ছিল সঙ্গীদের বাঁচানো। কয়েকজন খানসেনাকে খতম করার পর একটি গুলি সজিনা গাছ ভেদে করে তার শরীর বিদ্ধ করে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার উত্তর ছিল একজন খান সেনার উদ্দেশে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয়া। তাতেই খানরা তাদের বহু সঙ্গীকে হারিয়ে পালিয়ে যায়।

কাছাকাছি এক শিবিরে দেখা হয় হাবলুর সঙ্গে। তার বুকে পাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে। বাঁ হাতেও লাগে কয়েকটি গুলি, বাঁ পা-ও রেহাই পায়নি। ডান হাত ছাড়া হাবলুর কোন অঙ্গই আর চালু ছিল না। বুক পেটের সামনের মাংস সমেত উড়ে চলে যায়, হাত-পা অচল তবু হাবলু যুদ্ধ চালিয়ে গেছে এক হাতে, ছুড়েছে গ্রেনেড। যে খানসেনাটি তাকে গুলি করেছিল তাকে হাবলু শেষ করেছে এক গ্রেনেডেই। সামনে যে কয়টি পড়েছিল তাদের কাউকেই ছাড়েনি সে। তারপর বুকে হেঁটে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে নিরাপদ জায়গায় চলে। হাবলুর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো অচল হয়ে গেছে।

হাবলু বললো, 'আমরা এখন খানদের একেবারে কাছে না পেলে আর গুলি ছুড়ি না। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে, আমরা হিসেব করে গুলি খরচ করি। ওরা বেহিসাবীর মতো মরে, মরে অন্যায়ের ধ্বজাধারী হয়ে। আমরা মরি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রতিটি প্রাণ আমাদের অমূল্য, একটি একটি মৃত্যু একটি অবদান।'

এরকম বহু খোকন ও হাবলুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা সবাই প্রাণ দিচ্ছে, দেবে। তারা বারবার বলেছে, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা শোষণের শেষ ঘাঁটিটি পর্যন্ত ধ্বংস করতে চাই। কড়াই থেকে আগুনে পড়তে চাই না আমরা। দশ লক্ষ নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। মরছে প্রতিদিন হাজার হাজার। রক্ত দিচ্ছে মুক্তিসেনারা, দেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর বিরাম নেই। কিন্তু তার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ যেন মুছে যায়, শোষক যেন ধ্বংস হয়। শোষক যেন না গজায়, গরম কড়াই থেকে আমরা যেন আগুনে না পড়ি। তাহলেই, কেবল তাহলেই আমাদের জীবন বিসর্জন, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের যুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সার্থক হবে।

('জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' প্রবাদটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য পিণ্ডি অধিকর্তাদের বেলায়। কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, ৯০ লক্ষ লোককে দেশত্যাগী, আরো অসংখ্য গৃহ ভস্মীভূত এবং লুণ্ঠন করে হঠাৎ টনক নড়েছে। আজ ইয়াহিয়ার বাদশাহী সিংহাসন টলোমলো, জল্লাদবাহিনীর আর্তনাদে মুখর সমস্ত পাকিস্তানের আকাশ বাতাস। যারা এসেছিল এদেশকে পদানত করতে, শৃংখল পরাতে, ধনসম্পদ লুট করতে আজ মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে হত্যাকারী হয়ে উঠেছে হতোদম, গতপ্রাণ। জল্লাদ বাহিনীর মনেও আজ ভয়, সন্ত্রাস দানা বেঁদে উঠেছে। মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে তিনবার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে।

এখন উপায়? উপায় খুঁজে বের করেছে বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণিত নায়ক, বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো বিবৃতি, সর্ব অসত্যের ভাণ্ডার রেডিও পাকিস্তান থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচারিত হলো সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন, যারা ঘর ছেড়েছে অত্যাচারের জ্বালায় র্জজরিত হয়ে, গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য, একটু আশ্রয়, একটু নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে। দরদবিগলিত কণ্ঠে পরম বন্ধুর মতো আহ্বান এলো- 'আয়, ওরে আয় ঘর ছেড়ে যারা গেছিস তারা আয়। তোদের সব আছে, তোদের সব দেবো। কিন্তু বাংলার মানুষ দুর্জনের আশ্বাসে ভুলল না। কেননা তারা জানে, 'খলের ছলের অভাব হয় না। একবার তারা আঘাত পেয়েছে, বহু কষ্টে বুকের পাথর চাপা দিয়ে ভুলে আছে মা বোন ভাই আত্মীয়স্বজনের হত্যার কাহিনী। তারা চায় নায় আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

ইয়াহিয়ার তাঁবেদাররা বলল, 'সংবর্ধনা শিবিরগুলি ফেরত-উদ্বাস্তুদের দ্বারা ভেঙ্গে গেছে।' সংগে সংগে ইংল্যাণ্ডের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, 'সংবর্ধনা সভায় একটি লোকও দেখলাম না। দুর্জনদের মিথ্যা উক্তির প্রমাণটি লক্ষ্য করুন।

যারা মানুষকে ঘরছাড়া করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, বাঙালীকে হত্যা করে সংখ্যাসমতা আনতে চাইছে- তাদের কোন আশ্বাস কি সংগ্রামী মানুষ সুস্থ মানুষের উক্তি বলে গ্রহণ করতে পারে?...

শুধু এই নয়, আরো আছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের দিন ও তারিখ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই, 'নিজের মুরগী যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে কাটব'। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার, ভাগ্য, ধ্যান-ধারণা তো সস্তা বা মূল্যহীন নয়। ইয়াহিয়া খান অনুভব করেছে এতদিনে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সদস্যদের দেশদ্রোহী বলে ফরমান জারি করা হলো। আবার সেই ব্যক্তি যে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, সে দলেরই নির্বাচিত কতিপয় সদস্যদের আবার বৈধ বলে মেনে নিলো। প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিলো। বাতিলকৃত সদস্যপদ আবার নির্বাচন হবে। এ যেন ছেলের হাতের মোয়া। সামরিক শক্তির বলে গণমানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা যেন ছেলেখেলা ব্যাপার।

শুধু তাই না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিনিধি নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, আওয়ামী লীগের সংগে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাদেরই অনেকে আজ নির্বাচিত হলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, খেলা আর বলে কাকে? মনগড়া হিসেবে বিশ্বকে ভাঁওতা দেয়ার যে পথ বেছে নিয়েছিল ইয়াহিয়া খান, আজ তা নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বাংলার মানুষ আজ তার জবাব দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বারবার।....

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

৭ নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ বাহিনীর মৃত অফিসারদের জন্য কাটের বাক্স তৈরী করা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে ব্যাপকহারে। বেচারা কাঠমিস্ত্রীর শান্তি বা স্বস্তি নেই। দিন-রাত তার কাজ-বাক্স বানাও। মরা লাশগুলোকে জলদি পাঠাও নিজের দেশের মাটিতে। কারণ? কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, বাংলার মানুষ যেন বুঝতে না পারে যে বর্বরবাহিনীর অফিসাগুলোর একে একে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়, বাংলার মাটিতে ওদের ঠাঁই নাই। কেননা ওরা বাংলার নয়। বাংলার মাটির এতোটুকু দরদ নেই ওদের জন্য। বাংলা শুধু বাংলাদেশের জনগনের। এখানের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কৃষ্টি সব এদেশেরই। এসবই বেড়ে উঠেছে সবুজ কোমল লতার মতো বাংলার মাটি থেকে। তাই এ মাটিতে কি ঠাঁই পেতে পারে যারা বাঙালী বিদ্বেষী, যারা বাংলার পয়লা নম্বরের দুশমন? কখনোই না।

হিংস্র পশুদের খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বাংলার শ্যামল প্রান্তর আর জনপদে। লোভী, বিবেকহীন পশুর দল দিকদিশাহীনভাবে চালিয়েছে অত্যাচার, হনন আর সন্ত্রাসের রাজত্ব।

কিন্তু তারপর? কূল আর রক্ষা হয় না। চারিদিক থেকে আঘাত হানছে বাংলার মানুষ। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, জলে-স্থলে, যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের খতম করছে। এখন শয়তানদের পথ চলতে ভয়, ঘরের মধ্যেও নেই স্বস্তির আশ্রয়।

এজন্যেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রাইফেল দেখিয়ে টেনে নিয়ে আসছে খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষকে। তাদের আড়ালে এগিয়ে আসছে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখে। কিন্তু এতেও কূল রক্ষা হচ্ছে না। তীক্ষ্ণধী, সদজাগ্রত বাংলার প্রহরী মুক্তিবাহিনী তাদের কৌশল ধরে ফেলেছে। পাল্টা এমন আঘাত হানছে যে দস্যুর দল ‘পরি কি মরি’ করে পালাতে দিশা পাচ্ছে না।

ভীতসন্ত্রস্ত জল্লাদবাহিনী শহরের চারপাশে নদীর ধারে গড়েছে বাঙ্কার, বসিয়েছে মেশিনগান। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গা মিশিয়ে এসে মুক্তিবাহিনী আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর, তাই কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। নদী দিয়ে পানা ভেসে যাবে ওদের সামনে দিয়ে? যাদি মুক্তিবাহিনী হয়? মেশিনগানের গুলি চলে পানার ওপর।

রাতের অন্ধকারে শিয়াল-কুকুরেরও ওদের সীমানা দিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। হত্যাকারীদের ধারণা, মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা যেকোন রূপ ধারণ করতে পারে-অতএব দৃশ্যগোচর কোন কিছুকেই ক্ষমা নেই।

রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর গুলির শব্দ পেলে সে পথে তারা হাঁটে না। প্রথমে তাদের পরম ভৃত্য রাজাকারদের পাঠিয়ে খোঁজখবর নেয়, পরে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে সেখানে যায়।

একবার রাতের বেলায় গেরিলারা একজন পাক দালালের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করে। দালালের এক শুভানুধ্যায়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় পার্শ্ববর্তী জল্লাদবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে। খবর দেয়, ‘হুজুর, অমুককে মুক্তিবাহিনী এসে মেরে ফেলল। এখনো ওরা আছে, রাজাকারদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাপুরুষ পশুপ্রবর, খেঁকিয়ে উঠে বলল, ‘হাম কিয়া করেগা। মুক্তিফৌজ আয়া হ্যায়, তুম লোগ যা কর হঠা দো। আভি হাম নেহি যায়েগা, সুবাহ মে যায়েগা।’ নিরাশ হয়ে ফিরে এলো দালালের সাগরেদ।

এখন ফল হয়েছে অন্যরকম। এখন বরং পশুগুলো এলে এইসব ঘা খাওয়া মানুষগুলোই এসে খবর দেয়, ‘ওরা এসেছে। তাদের সংখ্যা এবং শক্তি সমস্তই পুংখানুপুংখরূপে জানিয়ে দেয় মুক্তিবাহিনীকে।

যারা নেহাৎই প্রাণের দায়ে শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছিল বা রাজাকারে নাম লিখিয়েছিল, আজ তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড মারের সামনে টিকতে না পেরে দলে দলে রাজাকার আত্মসমর্পণ করছে। জংগীশাহীর জঘন্যতার রূপটাও ফাঁস করে দিচ্ছে।

আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে ভাড়াটে সৈন্যের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৈনিক। আমাদের গেরিলারা আজ তাই হয়ে উঠেছে অজেয়, দুর্বার।

আর পক্ষান্তরে এবং মুক্তিবাহিনীর সাম্রাজ্য বাসনা ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দুঃসাহসী গেরিলাদের এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে খতমকৃত জালেম বাহিনীর অফিসারের জন্য আর কতো কতো কাটের বাক্স লাগবে, তার খতিয়ান কি করছে ইয়াহিয়া খান?

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যাদের চক্ষু আছে এবং চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন, আজ তাঁদেরকে একবার বাংলাদেশের রণাঙ্গনে দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করবো। একবার চোখ খুলে দেখুন আমাদের সংগ্রামী বীর যোদ্ধা বাঙালী যুবকগণ কিভাবে পশ্চিম পাকের হানাদার পশুদের খতম করে ক্রমাগত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছেন। বাংলাদেশের চূড়ান্ত দুর্দিনে পশু পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকগণ আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বিক্রম, ধৈর্য এবং দেশপ্রেমিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নিদর্শন একান্ত বিরল। একবার চেয়ে দেখুন যশোর রণাঙ্গনের দিকে-আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাত সামালাতে অপারগ হয়ে কিভাবে খানসেনারা পশ্চাদপসারণ করছে। খুলনায় একটি জাহাজ ডুবিয়ে আমাদের সেনারা জাহাজ চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সিলেট, চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া সর্বত্রই আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতি এবং পাকসেনাদের পরাজয় অব্যাহত রয়েছে। ঢাকায় বেসামাল হয়ে সামরিকচক্র বারবার সান্ধ্য আইন জারি করে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করছে। কিন্তু তাই বলে বাঙালীর মনোবল হ্রাস পায়নি। আমাদের বীর সেনাদের অগ্রগতির দেখুন এবং জেনে রাখুন, ইনশাল্লাহ সময় আর খুব দূরে নাই যখন ঢাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা গৌরবের সঙ্গেই উত্তোলিত হবে।

সে কারণেই বলছিলাম যাঁদের চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন আজ তাঁরা চোখ খুলে একবার দেখুন- শ্রবণশক্তি যদি বধির না হয়ে থাকে তবে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের এই বিজয় বার্তাগুলো শুনুন। কথাগুলো এইজন্য বলছি যে বাংলাদেশ এখনো কিছুসংখ্যক বাঙালী আছেন যারা চোখ থেকেও অন্ধ এবং শ্রবণশক্তি থেকেও বধির। ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে এই জাতীয় কিছু অন্ধও বধির বাঙালী এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য দেদার চীৎকার করে যাচ্ছেন। এইসব বাতুলদের তখনই জ্ঞানোদয় হবে যখান মুক্তিবাহিনীর সঙ্গীন তাদের গর্দানকে স্পর্শ করবে। যে প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য এখনো কিছুসংখ্যক জন্মদালাল বাঙালী গলদঘর্ম হচ্ছেন তাদের বোঝা উচিত যে আজ ঐসব প্রভুদের কি অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। বেলুচিস্তানে বেলুচরা এবং সীমান্ত প্রদেশে পাঠানরা এবার অস্ত্রধারণ করেছে। এমান কী রাজনীতির ক্ষেত্রে বালকোচিতে চাপল্যই যাঁর বৈশিষ্ট্য সেই জুলফিকার আলী ভূট্টোর খোদ জন্মভূমি সিন্ধু ও আজ বিক্ষুদ্ধ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া চক্রের পালাবার স্থানটি পর্যন্ত থাকবে না। এই দুই জানোয়ারের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথাই আমরা এখন ভাবছি।

জানি, বহু দুঃখ এবং বেদনা, এবং নিপীড়ন বহু রক্তক্ষয় এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের দিন কেটেছে এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। জানি, আমরা যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে দুদিন পর বিজয়ীর বেশে নতুন করে যাত্রা শুরু করবো, তাদের অনেকেই প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনাকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। যে জীবন আমরা হারিয়েছি, যে সম্মান এবং ইজ্জত আমরা পশুদের হাতে বিসর্জন দিয়েছি, যে সম্পদ আমাদের লুণ্ঠিত হয়েছে, জানি, সেসব আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবক্ষয়, এই অপরিসীম ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা একটি জাতিকে, একটি দেশকে বিশ্বের ইতিহাসে নবজন্ম দান করতে চলেছি- এই মহান গৌরব একান্তভাবেই আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান বংশধরদের। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য হয়নি। সেদিকে থেকে আমরা অনেক ভাগ্যবান। দুঃখ আমাদের অনেক হয়েছে, রক্ত এবং জীবন আমাদের প্রচুর দিতে হয়েছে সত্য কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এই মৃত্যু এই রক্তদান, এই আত্মত্যাগ সবকিছুর মধ্যেই একটি বিরাট মাহাত্ম্য আছে। সেই মাহাত্ম্যই আমাদের মহীয়ান করে তুলেছে। তার জোরেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে বলতে পারবে যে আমরা আজ দেশের কারণে মরতে শিখেছিলাম বলেই তারা মানুষের মত বাঁচতে পারবে। আমদের

আত্মত্যাগ ও মৃত্যুর মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরদের সত্যিকার মানুষের মত বাঁচবার একটি স্থান, একটি পথ আমরা আজ তৈরি করে যাচ্ছি। যে মহৎ কারণের জন্য জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে, অনেক অভাব ও দীনতাকে হাসিমুখে বরণ করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের সকল ছোবলকে দু'পায়ে দলিত মথিত করে আজ বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তার মূল্য মানুষের ভাষায় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই মহান কারণ ও সংগ্রামের উজ্জ্বলতম আদর্শ শুধু বাংলাদেশের নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বের সমাজ গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। বাঙালী জাতি হিসাবে আমরা যে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এই একট অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়েছি, তা কম গৌরবের কথা নয়।..

এটা অত্যন্ত আশার কথা যে বিশ্ববিবেকের ক্ষেত্রে আজ আশানুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ আজ উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে। অবশ্য বাংলাদেশের মানবতার যে অপমান সংঘটিত হয়েছে, মানবতার ইতিহাসে তুলনা হয় না। আর এই লাঞ্ছিত মানবতাকে রক্ষার জন্য সভ্যতাগর্বী উন্নত দেশগুলো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন, আমরা গোড়া থেকেই এমন আশা করেছিলাম। সে আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে একথা আমরা বলতে পারবো না। গণতন্ত্রের আদর্শকে সমগ্র বিশ্বে যাঁরা সমুন্নত রেখেছেন বলে গর্ব করেন, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভূমিকা আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে।

বিশ্বের জনগণ আমদের সাথে আছেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও আমদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন। এ ছাড়া বিশ্বের সর্বত্রই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম মোটামুটি একটি সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে। আমরা আশা করবো, আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বিশ্ববিবেক আমাদের সপক্ষে আরো জাগ্রত হবে। আমরা একথা জানি,স্বাধীনতা কোনদিন শুধুমাত্র অপরের সাহায্যে আসে না- সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হবে। আম তাই আজ দিকে দিকে সংগ্রামের এমন দুষ্কর যাত্রাপথকে বেছে নিয়েছি। আর এই সংগ্রামই আমাদেরকে বিজয়ের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর জয়পতাকার ছায়া আজ বাংলা সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চলে সবুজ ঘাসের ওপর বিপুল এক শুভাবহ মায়ার প্রলেপের মত বিস্তারিত হচ্ছে। সেদিন আর অধিক দূরে নয় যখন এই বিজয়-কেতনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা জাগ্রত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী কবি নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে গভীর প্রত্যয় জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকেও প্রণতি জানাবোঃ

নমঃ ননঃ বাংলাদেশ মম

চির মনোরম চির মধুর

বুকে নিরবধি বহে শত নদী

চরণে জলধির বাজে নূপুর।

(ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

সংবাদ পর্যালোচনা*

২১ জুলাই, ১৯৭১

একটি ছোট্ট খবর। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী শীগগীরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করবে। কখন, কোথায়, বিভাবে এ বিচার প্রহসন জমে উঠবে, খবরে তার বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশিত খবরে এটুকু স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকার স্বাধীন বাংলার জনক শেখ মুজিবের বিচারের আয়োজন করছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

ভ্রান্তি বিলাসের কি বিচিত্র পুনরাবৃত্তি! সত্যকে, ন্যায়কে, বিবেককে, টুঁটি টিপে হত্যা করে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকবার কি দুঃসাহসিক প্রয়াস! কি সীমাহীন স্পর্ধা! এ তো নতুন কিছু নয়। বিচার নামে প্রহসনের জালিয়াতি মঞ্চ সাজিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার এমনি এক স্পর্ধিত অপচেষ্টা ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। উনিষ শ' ছিষট্টি সালে বীরপ্রসবিনী বাংলার অগ্নিসন্তান শেখ মুজিব যেদিন ছয়দফা দাবী পেশ করেন, সেদিনই ত্রাসে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো পশ্চিমা শাসককুলের তখতে তাউস। আর তাই সেদিনের গণবিরোধী শাসক সামরিক জান্তার মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি। উদ্ধত রাজরোষ জেল-জুলুম আর বক্ষভেদী বুলেট হয়ে নেমে এসেছিল আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের উপর-স্বাধীনচেতা বাঙালী জাতির উপর। কিন্তু তাতেও যখন ফল হয়নি, যখন বাংলার গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে আয়ুবের রণহুঙ্কার বিধবার অসহায় আর্তনাদের মত বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আইয়ুবশাহী শেষরক্ষার জন্য সাজিয়েছিল মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা। উদ্দেশ্য ছিল, ভাড়াটিয়া জজ, উকিল আর সাক্ষীসাবুদের সযত্নসৃষ্ট ষড়যন্ত্রের জালে বেঁধে শেখ মুজিবকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। কুর্মিটোলা সেনানিবাস দিনের পর দিন সেই সাজানো-গুছানো মামলার বিচার প্রহসন চলেছে। ভাড়াটিয়া সাক্ষীদের মিথ্যা জবানীর রেকর্ডপত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে-গোটা সরকার তার সর্বশক্তি দিয়ে শেখ সাহেবকে আটকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সকলি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। বাংলার মানুষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মনে করেছে তাদের নিজেদেরেই বিরুদ্ধে, সমগ্র বাংলার বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। আর তাই সর্বশক্তি নিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। শেখ মুজিবের পিছনে কাতারবন্দী বাংলার মানুষের সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের স্রোতের মুখে খুলে গেছে জেলের তালা, খড়কূটোর মত ভেসে গেছে ক্ষমতাদর্পী শাসকের মসনদ আর আইয়ুব-মোনেম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। বাঙালীর আশা-আকাঙ্খার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি, বঞ্চিত বাংলার বিবেকের কণ্ঠস্বর শেখ মুজিবর রহমান জেল-জুলুম আর ত্যাগ-তিতিক্ষার দুঃসহ আগুনে পুড়ে হয়েছেন আরও খাঁটি সোনা। হয়েছেন বঙ্গবন্ধু-বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। বিগত সাধারণ নির্বাচনে নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবে বাংলার মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে-শেখ মুজিব বাংলার, বাংলা শেখ মুজিবের। তারা আরও দেখিয়ে দিয়েছে-শেখ মুজিব শুধু বাংলার নন, সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দলের নেতা। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত হতবাক করে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে এক নয়া রের্কড সৃষ্টি করেছে। সবচাইতে বড় কথা, শেখ মুজিবেরই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তারই নির্দেশে বাংলার মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ বহিনী গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। এই নরপশুর দল ছারখার করে দিয়েছে অগণিত সোনার সংসার-চিরতরে নিভিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ ঘরের প্রদীপ। কিন্তু বুলেট শুধু রক্তই ঝরাতে পারে-মানুষের হৃদয়ের অমোঘ বাণীকে, তার আত্মার আন্তরিক আকাংক্ষাকে পিষে মারতে পারে না। ওরাও পারেনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে যে অনিবার্য প্রদীপশেখা শেখ মুজিব জ্বেলেছেন সাড়ে সাত কোটি

---

* সংবাদ পর্যালোচনা' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি আমির হোসেন রচিত।

বাঙালীর অন্তরে, হানাদার সেনা-দস্যুদের হিংস্র থাবা তা নিবিয়ে দিতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তা আজ বাংলার দশদিগন্তে চলেছে শত্রুহননের মহোৎসব। দিন যায়, রাত যায়, আর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে জল্লাদবাহিনীর মৃত্যুঘণ্টার শব্দ। ওরা দেখতে পাচ্ছে ওদের পরাজয় আসন্ন। ওরা বুঝতে পারছে সোনার বাংলার বুকটিকে চিরে চিরে খাবার দিন শেষ-এবার বিদায়ের পালা। তাই মুমূর্ষু শয়তানের মরণার্তির মতই ইয়াহিয়ার মুখে অশ্রাব্য প্রলাপধ্বনি। তাই আইয়ুবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শোচনীয় পরিণতির স্মৃতি মিলিয়ে যাবার আগেই তার জারজ সন্তান আজ ব্যতিব্যস্ত শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নতুন মামলা সাজাবার আয়োজনে।

কিন্তু কিসের মামলা? কিসের বিচার? কে করবে কার বিচার? নরঘাতক ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ক্ষমতাদর্পী সেই উন্মাদ জেনারেল রঙীন পানীয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আজ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে যে, শেখ মুজিব আজ আর ইয়াহিয়ার শক্তির উৎস বন্দুকের নল। আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের শক্তির উৎস তার দেশবাসীর শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সংগ্রামী চেতনা....

২৮ জুলাই, ১৯৭১

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় অফিস-আদালতে ও দোকান-পাটের নামফলক বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী ও উর্দুতে লেখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নামের সংগে অমুসলিম গন্ধ রয়েছে সেগুলো পাল্টিয়ে নয়া নামকরণের অভিযান শুরু হয়েছে।

খবরটিতে নতুনত্ব না থাকলেও কৌতুকের খোরাক আছে। কারণ, ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটা পেছনদিকে ঘোরে না জেনেও কসাই ইয়াহিয়া ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটাকে পশ্চাদমুখী করার হাস্যকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলার পরিবর্তে উর্দু এবং ইংরেজীতে নামফলক লেখা আর বিশেষ বিশেষ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠানের নয়া মুসলমানী নামকরণের নির্দেশে ওদের দুরভিসন্ধিটাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমরা এতে বিস্মিত হইনি। বিক্ষুব্ধ হলেও আমরা এতে মোটেই বিচলিত হইনি। করণ, ওদের এই অপচেষ্টা নতুন কিছু নয়। চব্বিশ বছর আগে যেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশ ছেড়ে যায় সেদিনই পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীচক্র মেতে ওঠে বাংলার বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল বাঙালী জাতিকে চিরদিন পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখা। আর এই ঔপনিবেশিক লক্ষ্য হাছিলের স্বার্থে পশ্চিমা শাসককুল বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক হিস্যা, তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আর স্বকীয় সত্তার ওপর হামলা করেছে বার বার। বাঙ্গালীদের নিজস্ব পরিচয়, তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে মুছে ফেলবার জন্য চক্রান্ত চলেছে সুপরিকল্পিতভাবে। চেষ্টা চলেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখবার...

বাংলার মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতিকে পঙ্গু করার যে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলে এসেছে চব্বিশ বছর ধরে, পরাধীন বাংলার শেষ সুবেদার মোনেম খানের আমলের একটি ঘটনায় তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। দুরন্ত প্রতাপশালী গভর্নর মোনেম খান একদিন লাটভবনের দরবার কক্ষে ডেকে পাঠালেন ঢাকার কবি, সাহিত্যক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের। এ এত্তেলা পেয়ে হাজির হলেন সকলে। তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল হাশিম, কবি জসীমুদ্দীন এবং অন্যান্য। হুকুম করলেন গভর্নরঃ কি লেখাপড়া করেছেন আপনারা? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?’ জবাব দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। বললেনঃ ‘না, পারি না। আমরা কি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত

লিখবো? আমরা লিখলে তো তা হবে হাই সঙ্গীত, জসীম সঙ্গীত...। লজ্জায় অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন গভর্নর। জারি করলেন দ্বিতীয় নির্দেশ- বাংলা ভাষাকে ইসলামী রূপ দিতে হবে। এবার জবাব দিলেন অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা রাজনীতিক- মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিলো বাংলার ছাত্র-তরুণের দল- 'না। তোমার কথা মানি না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' বিদ্রোহী বাঙালীর সেই কণ্ঠস্বর নূরুল আমিনের বুলেটও স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের দল বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করে এনেছেন। রক্তের অক্ষরে লিখিত হয়েছে বাংলাভাষা আর বাঙালীর বিজয়গাথা।

কিন্তু পশ্চিমা শাসকের দল কোনদিন এই সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংলা আর বাঙালী কথা দুটি ওদের অনুভূতিতে প্রতিনিয়ত ছড়িয়েছে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। তাই অবিরাম হামলা পলেছে বাঙালী জাতির উপর-বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালী, সংস্কৃতির ওপর। ওরা আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখতে চেয়েছে, হাওয়াই হামলা করেছে, ভাষাটাকে মুসলমানী চেহারা দেবার জন্য তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিয়েছে। 'কৃষ্টি-সংস্কৃতি'কে করা হয়েছে 'তাহজিব-তমদ্দুন'। নজরুলের কবিতায় 'শ্মশান' কেটে করা হয়েছে 'গোরস্থান'। কায়কোবাদের লেখা 'মহাশ্মশান' বইখানির নাম পাল্টিয়ে রাখা হয়েছে 'মহা-গোরস্থান'।

কিন্তু কি লাভ? মিঃ জিন্নাহ থেকে মোনেম খাঁ যা পারেনি-ইয়াহিয়া-টিক্কাও তা পারবে না। ইতিহাসের গতি পশ্চাদমুখী নয়, ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখের ভাষা আর তাদের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়বাদী চেতনাকেও কেউ জোর করে হত্যা করতে পারবে না।

৩০ জুলাই, ১৯৭১

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে জানা যায় যে, এবারে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। অপরাধ? সেখানকার মানুষ শত্রুকবলিত ঢাকা বেতারের কোন অনুষ্ঠান শোনে না-তারা শোনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী ও ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান।

খবরটি ছোট্ট হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, অধিকৃত এলাকার জনগণকে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশ্বজনমত সর্ম্পকে অন্ধকাকে রাখবার জন্যই জঙ্গীশাহী রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। আর এই প্রচেষ্টা থেকে বাংলাদেশে হানাদারদের নাজেহাল অবস্থারই স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

যুদ্ধের সবচাইতে বড় বলি হচ্ছে সত্য। মারণাস্ত্র মানুষের জানমালের মত সত্যকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জঙ্গীশাহীও তাই করেছে। প্রকৃত ঘটনা যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাতে প্রকৃত ঘটনার কোন বিবরণ থাকে না, নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ সেখানে নেই। প্রতিটি শব্দ ছাপা হবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। সব কাগজে একই খবর ও মন্তব্যের কার্বন কপি ছাপা হয়। ফলে সংবাদপত্র নামে যে কাগজগুলি অধিকৃত এলাকায় প্রকাশিত হয়, তা বস্তুত সংবাদপত্র নয়- জঙ্গীশাহীর প্রচার বুলেটিন মাত্র। তাই সেগুলো কেউ কেনে না, পড়ে না। জালেমশাহীর প্রচার দফতর ওগুলো বিনামূল্যে বিলি করে।

এইতো গেল সংবাদপত্রের কথা। এরপর থাকে রেডিও। এবং সেটাই আজকের দিনের সবচাইতে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। ঢাকা বেতারকেন্দ্র এখন শত্রুবাহিনীর দখলে। শত্রুকবলিত এই বেতারযন্ত্রটি থেকে যা প্রচারিত হয়, তা জঘন্য জালিয়াতি আর মিথ্যার বেসাতি ছাড়া কিছুই নয়। জল্লাদ বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের রক্তের গঙ্গা

বয়ে চলেছে বাংলার দিকে দিকে। ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসস্তূপ সাক্ষী হয়ে আছে ওদের পাশবিক নির্যাতনের। হানাদার দস্যুরা নারীর কেড়ে নিচ্ছে, দুধের শিশুকে খুন করেছে, দলে দলে মানুষকে করছে ঘরছাড়া, দেশছাড়া। অধিকৃত এলাকার মানুষ নিজের চোখে দেখেছে, দেখছে এ দৃশ্য। কিন্তু ঢাকা বেতারে শুনছে ঠিক এর উল্টো কথা। ঢাকা বেতার সুকৌশলে প্রচারণার মারপ্যাচে সত্যটাকে হত্যা করে মিথ্যার পুতুল সাজিয়ে খাড়া করছে মানুষের কাছে। তাই তারা আস্থা হারিয়েছে- বীতশ্রদ্ধ, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঢাকা বেতারের উপর। আর সেই কারণেই কেউ আজ ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছে না। তারা সত্যি খবরের জন্য, নির্ভূল তথ্যের জন্য, বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমতের ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য শুনছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান। জঙ্গীশাহী এ খবর জানে। তারা জানে যে, এসব বেতার কেন্দ্রের মারফত জনগণ হানাদারদের নির্যাতন-নিপীড়ন-গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী জেনে নিচ্ছে। জেনে নিচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় সাফল্য এবং হানাদারদের ক্রমাগত বিপর্যয়ের বৃত্তান্ত। ফলে ওদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ে যাচ্ছে ওদের মিথ্যাবাজি আর জালিয়াতির বেসাতি। তাই শংকিত, বিব্রত হয়ে উঠেছে জঙ্গীশাহী। ওরা জানে, লোকের হাতে যদি রেডিও থাকে, ঢাকা বেতারের জাল-জুয়াচুরি অনুষ্ঠান তারা শুনবে না- শুনবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও বিদেশী বেতারের অনুষ্ঠান। তাই আক্রোশের ক্রোধে দিশেহারা হয়ে জল্লাদেরা এখন কেড়ে নিতে শুরু করেছে সকল রেডিও উদ্দেশ্য-মিথ্যে যদি না শুনতে চাও, সত্য কথাও শুনতে দেবো না...।

১আগস্ট, ১৯৭১

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দোবর জন্য চাষীদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে যে, ফসলের এক-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে জরিমানা হিসাবে এবং বাকী দুই-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ।

বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় চাষীদের শায়েস্তা করা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য আছে এই নির্দেশে জারি করেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ পশ্চিমা শাসকদের রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছে। আর সেই শূন্য রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া করেছে এই তোগলকি নির্দেশ।

একথা আজ সকলেরই জানা যে, বাংলাদেশে যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভারের চাপে পাকিস্তানী অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে পাট, চা, চামড়া সহ সমস্ত রকম রফতানী বাণিজ্য বন্ধ। কলকারখানায় উৎপাদন নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে থাকার দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে এসেছে চূড়ান্ত অচলাবস্থা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংরক্ষিত বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বিক্রয়ের নামে হরিলুটের বাতাসের মত দুহাতে অর্থ লুটে নেবার দিন শেষ। রাজত্ব আদায় বন্ধ-বাংলার মানুষ খাজনা দিচ্ছে না, ট্যাক্স দিচ্ছে না। আয়ের কোটা শূন্য কিন্তু খরচ বেড়েছে বহুগুণ। প্রশাসনিক ব্যয় ছাড়াও জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে গণহত্যা খাতে প্রতিদিন খরচ করছে দেড় কোটি টাকা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? বৈদিশক সাহায্য বন্ধ। পৃথিবীর দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরেছে ইয়াহিয়ার অনুচরেরা, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। তাই রাজকোষ শূন্য-নিদারুণ অর্থসংকট, পরের ধনে পোদ্দারিতে ঘটেছে মারাত্মক বিঘ্ন। বেসামরিক কর্মচারীদের তো বেতন দেয়ার প্রশ্নই নেই, কসাই বাহিনীর জোয়ানদেরও বেতন বাকী পড়েছে দীর্ঘদিনের। ফলে দিকে দিকে উঠেছে অসন্তোষের ঝড়। বেগার খাটতে রাজী নয় তারা-কাজ করাছি, পয়সা চাই। বেতন বাকী রেখে যুদ্ধ করা যায় না। আর এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই টাকা চাই-প্রচুর টাকার দরকার ইয়াহিয়া খানের। টাকার দরকার বাঙালী হত্যার হাতিয়ার কিনতে, জল্লাদ ভাড়া করতে। আর সে টাকা ওরা আদায় করতে চায় বাংলাদেশেরই চাষীদের কাছ থেকে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্যই জারি হয়েছে নরঘাতক ইয়াহিয়ার নয়া নির্দেশ।...

১৭ আগস্ট,১৯৭১

তিনটি খবর। তিনটি খাবরের উৎসস্থল দূর-দূরান্তরে তিনটি জায়গা-করাচী, নয়াদিল্লী, ওয়াশিংটন। অথচ খবর তিনটি একই সূত্রে গাঁথা-একই লোককে কেন্দ্র করে। আর তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

করাচী থেকে ফরাসী বার্তা প্রতিষ্ঠান এ-এফ-পি জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আদালতে তার বিচার স্থগিত হয়ে গেছে। লায়ালপুরের কাছে শেখ সাহেবের বিচার প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমি কোন অপরাধই করিনি। তাই বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না।

নয়াদিল্লীতে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তিদানের শর্তে বাংলাদেশের সমস্যার একটি রজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী। বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা করে সিনেটর কেনেডী বলেন, শেখ মুজিব যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। যেভাবে গোপনে তা বিচার হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে জাতিসংঘে জঙ্গীশাহীর রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে যে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দেয়া হবে না।

আগা হিলালী আরও বলেছে যে, বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী মিলিটারী কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে না। রায়ের পর প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাস করতে পারবে।

খবরগুলো পাশাপাশি রেখে এগুলোর তাৎপর্য লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবকে জল্লাদ বাহিনী এখনও হত্যা করেনি- করতে পারবেও না। কারণ সে শক্তি ওদের নেই। তাই বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভীতসন্ত্রস্ত করে নরঘাতক ইয়াহিয়া চেষ্টা করছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে। বঙ্গবন্ধুর অমূল্য জীবনকে বাজি রেখে সে নেমেছে বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধ বানচালের জুয়াখেলায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আবার ভুল করেছে- আবার ভ্রান্তির বালুচরে পা আটকে গেছে তার। ইয়াহিয়া স্বীকার না করলেও বিশ্ববাসী জানেন, প্রায় সাড়ে চারমাস ধরে ভয়ভীতি-প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা চলেছে শেখ মুজবকে বশে আনার। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মাথা সে কিনতে পারেনি। আর পারেনি বলেই শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের মত হুঙ্কার ছেড়েছে-আমি শেখ মুজিবের বিচার করবো, তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। এর পিছনে এক সুচতুর লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া খাঁর। সে ভেবেছিল, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাকে বশে আনা যাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যাবে, আর যাবে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়েছে জল্লাদী প্রচেষ্টা। ভয় পাবার পরিবর্তে আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছেন: আমি কোন অপরাধ করিনি। সুতরাং বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাই বাধ্য হয়ে তাকে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবি রাখতে হয়েছে। এই বিচার আর হত্যার হুমকি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এতটুকু দমাতে পারেনি। বরং শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে দ্বিগুণতর শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুশমনের ওপর-আরও ত্রিশঙ্কু অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে হানাদার বাহিনী। আর বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে ইয়াহিয়া খানের। এইতো গতকাল সিনেটর কেনেডী বলেছেন শেখ মুজিবের একটিমাত্র অপরাধ যে তিনি নির্বচনে জয়লাভ করেছেন। তার গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ মাত্র। বস্তুতঃ এ কথা কেনেডীর একার কথা নয়। কেনেডীর কণ্ঠে বিশ্ববিবেকের দ্ব্যর্থহীন রায়ই ধ্বনিত হয়েছে। আর সে ক্ষমাহীন নিয়তির মত জানিয়ে দিয়েছে যে, অপরাধী শেখ মুজিব নয়- ইয়াহিয়া

খান। যুদ্ধ শেখ মুজিব শুরু করেননি-ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা অভিযানের জবাবেই সৃষ্টি হয়েছে রক্তাক্ত সংঘর্ষের। আর তাই সমস্যার সমাধানের শর্ত হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি। কেনেডীর এই বক্তব্যের আরেকটি তাৎপর্য আছে। কেনেডীদের বলা হয়ে থাকে মার্কিন বিবেকের কণ্ঠস্বর। আর সে কারণেই বলা যায়, কেনেডীর বক্তব্য পৃথিবীর আর দশটি দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরই বক্তব্য। সুতরাং দেখা যায়, যে দেশের অস্ত্র দিয়ে ইয়াহিয়া বাঙালীদের হত্যা করেছে, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সেই আমেরিকার জনগণের দৃষ্টিতেও ইয়াহিয়া দোষী, শেখ মুজিব নির্দোষ। জল্লাদ ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে, বিচারের রায় যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে না। তার দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাসের ক্ষমতা থাকবে ইয়াহিয়ার। চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু এর গোপন তাৎপর্যটুকু বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইয়াহিয়া চেয়েছিল ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু ভারত-রাশিয়া শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি জল্লাদের সে খায়েশ চিরতরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন একটিমাত্র তুরুপের তাস আছে ইয়াহিয়ার হাতে। আর সে হচ্ছে শেখ মুজিবের জীবন। তাই সে চাইছে বিচার প্রহসনে বঙ্গবন্ধুর চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করে তার জীবনরক্ষার ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে নিয়ে তাই দিয়ে রাজনীতি করতে। আর ইয়াহিয়ার এই গোপন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে : "এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শেখ মুজিবকে দণ্ড দেওয়া হবে। তবু মনে হয় ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে না। কারণ, সে জানে বাংলাদেশের যুদ্ধে এক পাকিস্তানের আসা চিরতরে সমাধিস্থ হয়েছে। শেখ মুজিবকে বাচিঁয়ে রাখলে অন্তত একটা শেষ সুযোগ পাওয়া যাবে। সে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগাভাগিটা সম্পন্ন করা।" অতঃপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২২ শে আগষ্ট, ১৯৭১

লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পন্থা স্থির করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ও তেহরানে গোপনে গোপনে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলেছে। এই তৎপরতার নায়ক ইরান। আর এই পেছনে নাকি সমর্থন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার। খবরটিতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী ইতিমধ্যেই তেহরান পৌঁছেছেন। সেখানে ইরানের উদ্যোগে তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের গোপন সাক্ষাৎকারের আয়োজন হবে।

সুদূর ইরানে বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে পর্দার অন্তরালে কি ঘটেছে স্পষ্ট জানবার উপায় নেই। আর সে নেপথ্য নাটকে তেহরান-চন-রাশিয়ার ভূমিকাটাও সহজবোধ্য নয়। ডেলী টেলিগ্রাফের এই খবরটি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন সূত্র থেকে কোন তথ্যও আমাদের হাতে আসেনি। তাই এক কথায় খবরটি উড়েয়ে দেয়া বা একে সত্য বলে মেনে নেয়া কোনটাই সহজ নয়। তবু কথা আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচ-আক্রমণের মুখে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া বাহিনী আজ দিশেহারা। প্রতিদিন ওরা মরছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে মাত্র কদিন আগে নতুন করে এক ডিভিশন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে বাংলাদেশে। আমেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র আসছে, চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম আসছে, মার্কিন বিশেষজ্ঞ এসেছে। এমনকি জর্দান থেকে লোক ভাড়া করে আনা হয়েছে বাংলাদেশের বীর যোদ্ধাদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু তবু অবস্থার উন্নতি হয়নি-পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে ইয়াহিয়ার। প্রতিদিন নয়া নয়া এলাকা মুক্ত হচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাতে। ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি তার দুরভিসন্ধি সে বানচাল করে দিয়েছে-ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের খায়েস মিটে গেছে ইয়াহিয়ার। ক্ষমতার মদমত্ত সেই নরঘাতক চেষ্টা করেছে জাতিসংঘকে টেনে এনে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে। কিন্তু সে চেষ্টাও তার নিদারুন ব্যর্থতা বরণ করেছে। আরেকটা চাল খেলেছে খুনী ইয়াহিয়া। সে

ভেবেছিল বিচারের নামে প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে মিলিটারী জজ-ব্যারিস্টারের পুতুল নৃত্যের ব্যবসা করে শেখ মুজিবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে-আর তার ফলে মনোবল ভেঙ্গে যাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের। তার ভাড়াটিয়া ডালকুত্তা বাহিনীর দুরু দুরু বক্ষে আসবে নতুন শক্তি-দাবিয়ে দেওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ। কিন্তু এখানেও হতাশ হয়েছে জোনারেল ইয়াহিয়া। এ খবরে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী-তীব্রতর হয়েছে তাদের আক্রমণধারা। তারই পাশাপাশি বিশ্বজনমতের প্রচণ্ড চাপে শাণিত ছুরিকা খসে পড়েছে জল্লাদের হতে থেকে। তার প্রমাণ- বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবকে গুলি করা হবে না বলে জাতিসংঘে পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর ঘোষণা। ইয়াহিয়ার সামনে এখন পাকিস্তান নামক মৃত ঘোড়াটিকে জীবিত করে তোলার আর কোন পথই খোলা নেই। তবু শেষ চেষ্টা করছে সে। শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে দিয়ে হলেও যদি বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাখা যায়, সেটাই তার শেষ চেষ্টা। হতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই চলেছে তেহরানের গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা । আবার এমনও হতে পারে যে, এই তৎপরতা নতুন কোন জালিয়াতি, কোন দুরভিসন্ধি হাসিলের জঘন্য ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।...

২৬ আগস্ট, ১৯৭১

একটা খবরের মত খবর! করাচী থেকে এ-এফ-পি জানিয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রতি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। যেসব সদস্য জল্লাদশাহীর দৃষ্টিতে নিরপরাধ সুবোধ বালক, তাদের প্রতিই এই আবেদন জানানো হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের মারফত সরকারী মহল গণপ্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

খবর শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাই না। মনে হয়, পৃথিবীর সবকিছুই সীমা আছে- সীমা নাই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নির্লজ্জ বেহায়াপনা, নিষ্ঠুরতা, ন্যাকামি আর ধোঁকাবাজির। আর সীমা নাই বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ওদের নির্মম পেশাদারী রসিকতার। সম্ভবতঃ সে কারণেই, এতদিন পরে জঙ্গীশাহী গণপ্রতিনিধিদের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালনের আবেদন জানাতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। কে না জানে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যই তারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এজন্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার মানুষ নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শিরদেশে পরিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের নজিরবিহীন নির্বাচনী বিজয়ের গৌরবময় শিরোপা। বাংলার মানুষ বিগত নির্বাচনে শেখ মুজিব এবং তার অনুসারীদের শুধু ভোট দেয় নাই- দিয়েছল হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবিচল বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আস্থা। এ বিশ্বাস ও আস্থার যাতে এতটুকু অমর্যাদা না হয়, স্বীয় দায়িত্ব পালনে যাতে বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়, সেই সচেতন সতর্কতাই গণপ্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে। দিনটা ছিল ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ সাল। বাংলার উদার আকাশের নীচে শীতার্ত দিনের শেষ প্রহরে স্নিগ্ধ সূর্যালোক-স্নাত সুবিশাল রেসকোর্সের জনারণ্য আর উপরে জাগ্রত বিধতাকে সাক্ষী রেখে সেদিন বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা শপথ নিয়েছিলেন। এক হাত বুকের উপর রেখে আরেক হাত ঊর্ধ্বে তুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গণপ্রতিনিধিরা বিবেকের নামেই ওয়াদা করেছিলেন : 'জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব।' এই শপথ যে ধোঁকাবাজির ভড়ং ছিল না, ছিল তাদের ঈমানেরই অঙ্গ-সেই সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণেও তার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। শেখ মুজিব সেদিন বাংলার মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ভায়ায় নির্দেষ দিয়েছিলেন : যদি কেউ এই শপথ ভঙ্গ করে, যদি কোন গণপ্রতিনিধি তোমাদের বিশ্বাস ও আস্থার অমর্যাদা করে, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয-তাকে জ্যান্ত কবর দিও। এমনকি এই যদি আমি করি-আমাকেও তোমার রেহাই দিও না।

গণপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের এমন দুর্বার আগ্রহ ছিল বলেই নির্বাচনী-বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার জাতীয় অধিবেশন আহ্বানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহবার জানিয়েছেন। এজন্য তিনি ১৫ই ফেব্রয়ারী তারিখটিও নিদির্ষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়াই টালাবহনা করেছে। শেষ পর্যন্ত তারই খুশিমত ১লা মার্চ হয়েছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ। কিন্তু সেদিনও পরিষদের অধিবেশন বসতে দেয়নি ইয়াহিয়া খানই-গণপ্রতিনিধিরা নয়। আর এভাবেই শাসনতন্ত্র রচনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পথ গণপ্রতিনিধিদের সামনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে- অথচ আজ হঠাৎ করে সেই জঙ্গীশাহীর মুখেই শোনা যাচ্ছে গণপ্রতিনিধিদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন। শুনে চমকে উঠতে হয় ভূতের মুখে রাম নাম শোনার মত।

কিন্তু আর যাই হোক হঠাৎ করে জঙ্গীশাহীর এই সুমতির পেছনে যে কোন সাধু উদ্দেশ্য নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিন ও আজকের অবস্থাটার দিকে তাকালেই জল্লাদী আবেদনের গোমরাটা ফাঁস হয়ে যাবে।

৩১০ সদস্যের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ১৬৭। ৩০০ সদস্যের বাংলাদেশ পরিষদেও আওয়ামী লীগারের সংখ্যা ২৮৮। যদি মার্চের এক তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারতো, ক্ষমতাসীন হতে পারতো। ফলে সমাধি রচিত হতো জঙ্গীশাহীর। কিন্তু তা হতে দিতে চায়নি জল্লাদ ইয়াহিয়া। আর চায়নি বলেই ষড়যন্ত্র আর শঠতার আশ্রয় নিয়ে সে বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষের ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে, অসংখ্য ঘর-বড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশান্তরী করেও ইয়াহিয়া বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের বিবেককে কিনে নিতে পারেনি। তাই সেই বিবেকহীন জল্লাদ কলমের এক খোঁচায় জবাই করেছে আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ এবং ১৯০ জন প্রাদেশীক পরিষদ সদস্যকে। ইয়াহিয়ার দৃষ্টিতে তার পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পরিষদে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা এখন সংখ্যলঘু। শেখ মুজিব কারাগারে। পাকিস্তানের সাবেক জঙ্গীশাসক আইয়ুবের জারজ সন্তান এবং বর্তমান শাসক ইয়াহিয়া লেজুড় ভূট্টোর দল জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু। সুতরাং আর ভয় নেই। তাইতো আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া মেহেরবানি করে পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। এ আবেদনের আজ শুধু মানুষের মনে বিদ্রূপ, ঘৃণা আর ধিক্কার সৃষ্টি করবে।...

২৭ শে আগষ্ট, ১৯৭১

বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার তথাকথিত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত গণপ্রতিনিধিদের শূন্য আসনগুলির উপনির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে চায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যে ৭৯ জন অনুসারীকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছে, তাদের জায়গায় আগামী নভেম্বর মাসে উপনির্বাচন হবে বলে ইয়াহিয়া খানই ঘোষণা প্রচার করেছিল। লণ্ডনের ‘ডেলী টেলিগ্রাফ’ পত্রিকা জানিয়েছে যে, নির্বাচনে দাঁড়াবার মত দালাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ইয়াহিয়া খান উপনির্বাচন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে গেরিলাদের অপ্রহিত তৎপরতা। তারা যে কোনভাবে হোক উপনির্বাচনের প্রহসন ঠেকিয়ে রাখবে। ডেলী টেলিগ্রাফ বলেছে, ইয়াহিয়া খান খুব শিগগিরই উপনির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যা ঘটতে যাচ্ছে তা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক কিছু নয়।

গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তেইশ বছরের প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়েছে শোষক-ষড়যন্ত্রী শাসকের কব্জা থেকে নিজেদের ভাগ্য ছিনিয়ে আনার দূর্বার আকাঙ্ক্ষায়। বিজয়ী করেছে তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে। দেশ ও

দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালোবাসা এবং তার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আস্থাই নেতা ও জনতাকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছে। এই নৈকট্যবোধ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই প্রতিফলিত হয়েছে নির্বাচনী রায়ে। এই নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু এই নির্বাচনের রায় যখন শেখ মুজিবের পক্ষে গেল, যখন শোষক-ষড়যন্ত্রকারী গণদুশমন শাসকরা বুঝতে পারলো যে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মানে হলো নিজেদের কবরের উপর জনতার বিজয়-কেতন উড্ডীন করা, ওরা প্রমাদ গণলো। লিপ্ত হলো নির্বাচনী রায় বানচালের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। ন্যায়নীতি-বিবেকের মাথা খেয়ে জঙ্গীশাহী জনতা, গণ-প্রতিনিধিবর্গ আর তাদের নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে শুরু করলো নতুন চক্রান্ত। উদ্দেশ্য-যে কোনভাবে হউক পরিষদের অধিবেশন বাতিল এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখতেই হবে। আর এই দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য কি না করেছে জঙ্গীশাহী। রক্তগঙ্গা সৃষ্টি করেছে ওরা বাংলাদেশে-খুন, জখম, লুট, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা ওরা করেনি। এমনকি শেখ মুজিবকে বন্দী করে, বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করতেও ওরা পিছপা হয়নি। তাতেও যখন কাজ হয়নি-মাথা নত করেনি বাংলার নেতা ও জনতা-জল্লাদ ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় খারিজ করেছে পৌনে তিনশত গণপ্রতিনিধির সদস্যপদ। কারণ, ইয়াহিয়া ভেবেছিল আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের এসব শূন্যপদে উপনির্বাচন করে দালালদের পার করিয়ে নেওয়া যাবে, গঠন করা যাবে একটি পুতুল সরকার-যে সরকারের একমাত্র দায়িত্ব হবে জল্লাদের পা চাটা।

কিন্তু বিধি বাম, বাংলার মাইর দুনিয়ার বাইর। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আর বীর জনতার মিলিত প্রতিরোধের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ইয়াহিয়ার তোগলকি খোয়াব।...

....সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রয়টার পরিবেশিত এক খবরে জানা যায়, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নায়ক ইয়াহিয়া খান গত মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরান গিয়ে পৌঁছেছে। ওয়াকেবহাল মহল জানিয়েছেন, ইয়াহিয়া খান ইরানের শাহের সঙ্গে পাক-ভারত সর্ম্পকে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সে সর্ম্পকে আলাপ-আলোচনা করবে।

তেহরানের ইংরেজী দৈনিক ‘তেহরান জার্নাল’-এর উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান ও ভারতের বর্তমান সংঘাত ইরানের মধ্যস্থতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে ইরানের বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক বিরাজমান থাকায় ইরান দুই দেশের সর্ম্পকোন্নয়নের ব্যাপারে তৃতীয় যে কোন দেশের চাইতে অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পত্রিকাটিতে এমনও বলা হয়েছে, অক্টোবরে পারস্য সাম্রাজ্যের আড়াই হাজারতম বার্ষিকী অনুষ্ঠান ইয়াহিয়া খান ও ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের একটা চমৎকার সুযোগ করে দেয়।

ঠিকই দিল ঢাকা থেকে এক বেতার ভাষণে বাংলদেশের অধিকৃত এলাকার লাটবাহাদুর গাদ্দায় মালিক বলেছে যে, সে ভারতীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দুটি খবরের উৎসস্থল তেহরান ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব অনেক-হাজার হাজার মাইল। কিন্তু আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে খবর দুইটির সারসংক্ষেপে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে অনেকের কাছেই। তবু একথা সত্য যে, সমস্যার কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া ধর্না দিয়েছে ইরানের দরবারে, উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের। আর এদিকে ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া গর্ভনর মালিক বাস্তুচ্যুত বাঙ্গালী শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য আলোচনা করতে চাইছে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে।

কিন্তু কেন? পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর এই আচরণের, ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এত খায়েশ কেন?

বিশ্ববাসী জানেন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ নেই। আসলে সংঘাত চলেছে, যুদ্ধ চলেছে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশ এবং উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর মধ্যে। রক্তপাত, বর্বরতা, লুটতরাজ, নির্যাতন চলছে বাংলার মাটিতে-এসব করেছে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া ডালকুত্তার দল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে অমিতবিক্রমে লড়ে চলেছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী নাপাম বোমা ফেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে বাংলাদেশের জনপদ। স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে জল্লাদ ইয়াহিয়া খান। লিপ্ত হয়েছে তার বিচার প্রহসনে। তাই সমগ্র বিরোধটা, মূল সংঘর্ষটা চলেছে বাংলাদেশের জনগণ আর পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এর মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? ভারতের কথা আসে কিসে?

কিন্তু তবু গোড়া থেকেই জঙ্গীশাহী চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বেমালুম চাপা দিয়ে বিশ্ববাসীকে এই মর্মে বিভ্রান্ত করতে যে সংঘর্ষটা আসলে পাকিস্তন ও ভারতের মধ্যে। এর উদ্দেশ্যেও পরিষ্কার। জঙ্গীশাহী চাইছে পাক-ভারত সংঘর্ষের ডামাডোলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ইয়াহিয়া চাইছে বাংলাদেশ ইস্যু থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কল্পিত পাক-ভারত বিরোধের দিকে সরিয়ে নিতে। আর সে কারণেই তেহরানের দুয়ারে ধর্না।

২২শে 'সেপ্টেম্বর', ১৯৭১

খবরের পর খবর। নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সর্ম্পকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী ২৫টি দেশ একবাক্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করেছে। গত সোমবার সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দানের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ভারতের সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করা এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত সমুদয় সাহায্য সামগ্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করারও দাবী জানানো হয়।

এদিকে কুয়ালালামপুর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে বলা হয়েছে, তার মত কালজয়ী নেতাকে আটক রাখা গর্হিত অন্যায়। আফগানের বাদশাহ জহির শাহের মস্কো সফরশেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-আফগান যুক্ত ইশতেহারেও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি, বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের নীরব দর্শক জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদাপূর্ন স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। তিনি একথাও বলেছেন যে, বাঙালী জাতিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা বিশ্ববাসীকে নৈতিক দায়িত্ব।

এদিকে, ফ্রান্সের বিশিষ্ট লেখক, রাজনীতিক ও প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মঁসিয়ে আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে দেশ-

বিদেশের বহু তরুণ তার কাছে চিঠি লিখেছে। এই খবর পরিবেশনাকারী একটি পত্রিকার ভাষায় ‘‘আজ বাংলার মুক্তিসংগ্রামের কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি’’ পড়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, উল্লেখিত সবক'টি খবরই বাঙালী জাতির জন্য শুভ সংবাদ। কারণ, এতে একদিকে যেমন বাঙালী জাতির মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে দুনিয়ার মানুষ জল্লাদ ইয়াহিয়ার কথা বিশ্বাস করেনি। বরং পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে অস্ত হীন ঘৃণা আর ধিক্কার ছাড়া তার আশা করবার আর কিছুই নেই।...

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

একটি বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, লণ্ডনে এই মর্মে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি আসন্ন। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে, বাংলাদেশ সর্ম্পকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার আগেই শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। লণ্ডনে পাকিস্তানী অনুচররা এই মর্মে প্রচরণা চালিয়ে যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবের কোন দোষ নেই। শুধুমাত্র চরমপন্থীরা দেশদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য দায়ী। আর একই দরুন ২৫শে মার্চ পাক ফৌজকে অস্ত্র হাতে রাস্তায় নামতে হয়েছিল।

এদিকে করাচী থেকে ফরাসী বার্তা সংস্থা এ-এফ-পি জানিয়েছে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেগম মুজিবকে লয়ালপুরের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারে। রাওয়ালপিণ্ডির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় চিকিৎসাধীন তার বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে পারে। বলা হয়েছে যে, গত সপ্তাহে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গর্ভনর ডাঃ মালিকের সঙ্গে দেখা করে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধু যাতে তার অসুস্থ পিতা-মাতাকে দেখতে পারেন সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। পিণ্ডির পত্র-পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবের বিচারের রায় আগামী সপ্তাহেই দেওয়া হবে বলে মনে হয়।

জল্লাদ ইয়াহিয়া খেলাটা ভালো জমিয়ে তুলেছে। উপরের খবরগুলো একটু তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কারভাগে বুঝতে পারা যায় যে এর পেছনে রয়েছে ইয়াহিয়ার এক সুচতুর চাল। এই ক'দিন আগেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান ‘লা ফিগারো’ পত্রিকায় প্রতিনিধির কাছে সদম্ভে বলেছে যে, শেখ মুজিব কোথায় আছে তা তার জানা নেই। কারণ, কারারুদ্ধ ক্রিমিনালদের' কে কোথায় আছে তা-একটা দেশের প্রেসিডেন্টের জানা থাকবার কথা নয়। আজ সেই ইয়াহিয়া খানের সরকারই দয়ায় বিগলিত শেখ মুজিবের পত্নীকে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবে, বঙ্গবন্ধুকে তার রোগশয্যাশায়ী মাতাপিতাকে দেখতে ঢাকায় নিয়ে আসবে, এমনকি জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্নে বির্তক শুরু হবার আগেই বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবে-এতসব খবরে এখন বাজার মাত। শুধু কি তাই, একদিকে ইয়াহিয়া খান নিজেই বলেছে শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিমিনাল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে তার হচ্ছে বিচারের নাম প্রহসন- আবার অপরদিকে জেনারেল ইয়াহিয়াই বঙ্গবন্ধুর জাতীয় পরিষদ সদস্যপদটি খরিজ করে। তার অনুচরেরা সার্টিফিকেট দিচ্ছে ‘শেখ মুজিব আসলে ভালো মানুষ। তার কোন দোষ নেই। ইয়াহিয়া খান ‘লা-ফিগারো’কে বলেছে, ‘শেখ মুজিবকে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবী করিয়েছে। ইয়াহিয়ার অনুচরেরা বলছে, ‘চরমপন্থীরাই ‘দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডের গুরুঠাকুর।’

কিন্তু ঘটনাটা কি? আমরা বরাবরই বলেছি, শেখ মুজিবের জীবন এবং তার নিরাপত্তাকে ইয়াহিয়া খান ব্যবহার করতে চাইছে শেষ রক্ষার তুরুপের তাস হিসাবে। তাই সে এদিকে শেখ মুজিবের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে, অপরদিকে গোপনে দূত পাঠিয়ে তারই কাছে দিচ্ছে আপসের ধর্না। ... তারই অনুসারীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে জঙ্গীশাহী আর তার চেলা-চামুণ্ডারা জনমনে বিভ্রান্তি এবং বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। ইয়াহিয়া

খান জানে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের নির্দেশিত থেরেই অভিযাত্রিক মাত্র। তবু এই বিভেদ-প্রচার নীতি অনুসরণ করছে তারা নিজেদের দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্যই। ...

১লা অক্টোবর, ১৯৭১

জাতিসংঘ সদর দফতর প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য পাকিস্তান জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ উথান্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়, জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগা শাহী উথান্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে এ আবেদন জানিয়েছে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে গুরুতর ‘ক্রিমিনাল’ অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে জনাব সিদ্দিকী এবং প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের নিউইয়র্কে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও আবেদন করা হয়েছে।

ব্যাপারটাকে কি বলা যায়! পাকিস্তান যে ফরিয়াদ জানিয়েছে তাকে মামা বাড়ির আবদার বললেও খাটো করে বলা হয়। একটি। স্বাধীন দেশের জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের বিশ্বসংস্থায় মাতৃভূমির বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টিকল্পে উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীর এই নির্লজ্জ অপচেষ্টাকে কলঙ্কজনক তস্করবৃত্তি আখ্যা দিলেও যথেষ্ট বলা হয় না, কিন্তু তবু ঘটনা সত্য যে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এমনকি জাতিসংঘ লবিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা যাতে স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে না পারেন, সেজন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা মঞ্জুর বন্ধ করার চেষ্টাও পাকিস্তান করেছে। পাকিস্তানের এই অপচেষ্টার দরুনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা লাভে বিলম্ব হয়েছে এবং তার ফলে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছে পুরো চারটি দিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গীশাহীর প্রথম অপচেষ্টাটি ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেছে।

সকলেই জানেন, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং লণ্ডনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নিউইর্য়ক গিয়েছেন বিশ্ব সংস্থার সদস্যদের কাছে জননী বাংলার বুকে জল্লাদ ইয়াহিয় ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও নজিরবিহীন গণহত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করতে। তাঁরা গিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিদান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্ব রাষ্ট্রবর্গকে অগ্রণী করতে। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যারা জাতিসংঘে গিয়েছেন তারা জনগনের আস্থভাজন-সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং কূটনীতিক। সততা ও দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি সোনা তারা। তাদের কণ্ঠস্বর বাঙালী জাতির কণ্ঠস্বর বলেই বিবেচিত হবে। তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন হানাদার বর্বর উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত একটি দুর্বিনীত জাগ্রত জাতির।

অপরদিকে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলটি গঠিত হয়েছে গণধিকৃত রাজনৈতিক মৃত সৈনিকদের নিয়ে। সকলের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। শুধুমাত্র দুই নেতা-বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী এবং পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা পেশাদার দালাল মাহমুদ আলির দিকে তাকালেই দুটি প্রতিনিধিদলের মধ্যকার পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাবাসী জানেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের হয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের-পাঞ্জাবী কুচক্রের জারজ সন্তান মাহমুদ আলিদের নয়। তাই একথাও পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্যকেই বিশ্ববাসী চূড়ান্ত

বলে মেনে নেবে। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার জল্লাদী খায়েশ নির্ঘাত মাঠে মারা যাবে। আর সেই ভয়েই জঙ্গীশাহী প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিশ্বসংস্থার আঙ্গিনায় ঢুকতে না পারেন-তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে না পারেন।...

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় জঙ্গীশাহীর উপনির্বাচনের প্রহসন সর্ম্পকে আরও জবর খবর এসেছে। শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার মারফত জানা গেছে যে, অধিকৃত এলাকার যে ৭৮টি জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের খারিজ করে উপনির্বাচন হচ্ছে তার ৫৫টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাকিস্তান দরদী ইসলামী-দরদীরা নির্বাচিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৩টি আসনের ৮৫টিতে জনাবরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে-ভোটাভুটির দরকার হয়নি। এদিকে রেডিও পকিস্তান জানিয়েছে লাহোরে ইয়াহিয়া খাঁ’র সঙ্গে তার বৃদ্ধ ঘেটু নূরুল আমিন সুদীর্ঘ আলোচনা-বৈঠক চালিয়েছে। বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠা জানিয়েছে, ইয়াহিয়া খান নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় নিয়েই নাকি জল্লাদ আর দালালের সলাপরামর্শ চলেছে।

অপরদিকে ভুট্টোর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী-গিরির চাকরিটা পাকা হবার সম্ভাবনাই বেশী বলে মনে করা হচ্ছে তার চীন সফরের দরুন। কিছুদিন আগেও ভুট্টো ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম কথা বলেছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই ইয়াহিয়ারই ট্যাণ্ডেল হিসাবে সে পিকিং সফর করছে সমরাস্ত্রের ভিক্ষাপাত্র হাতে। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে ক্ষমতার কাঁচকলার গন্ধ পেয়েই ভুট্টো এতটা তকলিফ স্বীকার এবং নীচে নামতে রাজী হয়েছে।...

এবার আসা যাক উপনির্বাচনের তেলেসমাতি খেলার কথায়। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলি ,‘৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাই বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি। তাদেরই নিয়ে গঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। তাই বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় পর্যন্ত এই তথাকথিত জল্লাদী উপনির্বাচন শুধু অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপই নয়-ইয়াহিয়ার এক হাস্যকর পাগলামিও বটে। আর এই উপনির্বাচন সম্পর্কে ইয়াহিয়ার খাস তালুক পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকার মতামতই কি তার প্রতি খুব অনুকূল? মোটেই নয়। সেকথাই এখন বলছি।

করাচীর ‘ডন’ পত্রিকা বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার উপনির্বাচনে ভুট্টোর পিপলস পার্টির ৬ জন সদস্যের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াকে ‘রহস্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছে। পত্রিকা বলেছে, এটা সত্যিই রহস্যাবৃত-কেন এই ৬টি আসনের সবক’টিতে পিপলস পার্টির বিরোধী নূরুল আমিন নেতৃত্বাধীন ৬ দলের ঐক্যজোটের সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর কেন নিয়েছে, তার জবাব নূরুল আমিনও দিতে পারেনি-সে জানে না। লাহোরের উর্দু দৈনিক ‘কোহিস্তান’ জানিয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ৬টি আসন দখল করার জন্য পিপলস পার্টি বিরোধী প্রার্থীদের ২২ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছে। আরেকটি লাহোরী উর্দু দৈনিক ‘আজাদ’ এ ব্যাপারে তদন্ত দাবী করেছে। পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে। এই উপনির্বাচনের ফলাফল জনগণকে এবং বিশ্ববাসীকে নির্বাচনের বৈধতা, নিরপেক্ষতা ও সত্যতা সম্পর্কে সংশোধন করতে পারবে না। পত্রিকাটি বলেছে, ‘এই ৫৫টি আসনে তারাই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে, ডিসেম্বরই নির্বাচনে যাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল।’ তারপর আমাদের আর কি বলার আছে?

১৬ই নভেম্বর, ১৯৭১

... নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর আর্নড বোর্চগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক তারবার্তায় অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন : ইস্টার্ন সেক্টরের কমাণ্ডার নিয়াজীকে মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে বললো, 'বিদ্রোহীরা কোন সমস্যা নয়। তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমাদের রাজাকাররাই যথেষ্ট।' অথচ বোর্চগ্রেভের মতে রাজাকাররাই সামরিক জান্তার উপকারের তুলনায় ক্ষতিই করেছে বেশী। যেহেতু তাদের হাতে বন্দুক আছে, তাই তারা মনে করে তাদের এক-একজন বিধাতাপুরুষ। খাদ্য বা মেয়েমানুষ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানালে এই রাজাকাররা যে কোন লোকের জীবর বিপন্ন করে তুলতে পারে।

বোর্চগ্রেভ আরও লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সত্যটিকে সযত্নে ডাঃ মালিক থেকে শুরু করে জেনারেল ইয়াহিয়া পর্যন্ত সবার কাছে থেকে গোপন রাখা হচ্ছে। তাদের ধারণা, সেনাবাহিনী সঠিকভাবেই মুক্তিবাহিনীর মোকাবেলা করছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে এখনও কত ভয়াবহ হিংস্র বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তারই দুটি নজির পাওয়া গেছে সম্প্রতি। নিউজউইকের প্রতিনিধি বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের পশ্চাদ্ধাবনের নামে কয়েকদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ডেমরা গ্রামে ঢুকে পড়ে। হানাদার নরপশুরা সেখানে ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের বেশী বয়স্ক সকল পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরই দু-একদিন পরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা চালনার কাছে নদীতে দ্রুত গানবোট চালিয়ে ঢেউ তুলে কতকগুলি জেলে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। জেলেরা সাঁতরে তীরে উঠবার চেষ্টা করলে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়।

আমাদের কথা নয়-বিদেশী সাংবাদিক আর্নড বোর্চগ্রেভের এই বিবরণীই নিরপেক্ষ নিয়তির কঠিন রায়ের মত বিশ্ববাসীকে আরেকবার জানিয়ে দিল বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী জঙ্গীচক্র মার্চ মাসে যে নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, যে হিংস্র বর্বরতা শুরু করেছিল আজো তা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই বর্বরতা? কেন এই নৃশংসতা? কোন মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন এই পাশবিক গণহত্যযজ্ঞ? কি অপরাধ করেছিল বাংলার মানুষ?...

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন উপনিবেশবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে-আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া ভোট দিয়ে বাঙালী জাতি শেখ মুজিবকে প্রদান করেছে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্বভার। আর বিধাতার ছায়া সন্দর্শনে ভীতসন্ত্রস্ত শয়ানের মতই থর থর করে কেঁপে উঠেছে গণবিরোধী শাসন-শোষককুলের অন্তরাত্মা। কারণ, তারা জানতো, শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থই হবে দুঃখী জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-আর চক্রান্তকারী শাসক-শোষক ও জঙ্গীবাজদের চূড়ান্ত সর্বনাশ। এ তাই তাদের স্বার্থের জিম্মাদার, ভাড়াটিয়া এজেণ্ট ইয়াহিয়াকে তারা প্ররোচিত করেছে হিংস্র বর্বর পন্থায় বাঙালী জাতিকে নির্মূল করে দেবার অভিযান চালাতে।...

২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি ম্যাককম ডব্লু ব্রাউন বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফরশেষে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের মানুষ পূর্ন স্বাধীনতা চায়। ইয়াহিয়া খান শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাদের এ ইচ্ছাকে দাবিয়ে দিতে পারবে না। অর্থাৎ তার বর্বরতা এবং শক্তি প্রয়োগের মাত্রা যত, বাড়বে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ততই ত্বরান্বিত হবে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের এই রিপোর্টে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিদ্রোহী তার সব রকমের মাধ্যমের সাহায্যে যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, নিউইয়র্ক টাইমসসহ

বিভিন্ন নিরপেক্ষ বিদেশী সংবাদপত্রের রিপোর্টে এবং মন্তব্যই বিশ্ববাসীর সামনে তার অসারতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি আজ বাংলাদেশের দিকে। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ যাতে ঠিক তথ্য জানতে না পারে জল্লাদ ইয়াহিয়ার প্রচারবিশারদরা সেজন্য চেষ্টার এতটুকু কসুর করেনি।

পশ্চিম পাঞ্জাবী শিল্পপতি, কায়েমী স্বার্থবাদী এবং শোষককুল পৃষ্ঠপোষিত উপনিবেশবাদী জঙ্গী শাসককুলের গণবিরোধী শাসন ও শোষণের চাকা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকায় তাদেরই ভাড়াটিয়া গোলাম জল্লাদ ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। ইতিহাসে নজিরবিহীন গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, হিংস্র বর্বরতার সঙ্গে নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের আশ্রয় নিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা দেশান্তরী করে ইয়াহিয়া খান চেয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তাদের স্বাধীনতার দাবীকে নির্মূল করে দিতে। আর এ বর্বরতার লোমহর্ষক কাহিনী চাপা দিয়ে রাখবার জন্য কুচক্রী ইয়াহিয়া বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছিল বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর প্রথম মুহূর্তেই। কিন্তু তার অসদুদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইয়াহিয়া একদিকে যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করতে পারেনি, তেমনি পারেনি বাংলাদেশে তার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর পৈশাচিকতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রাখতে।

বহুদিন কড়া সেন্সরশীপ আরোপ রেখে, কিছু অসৎ সাংবাদিক ভাড়া করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে জল্লাদশাহী নিজেদের পাপকীর্তি চাপা রাখার, বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়াব্যাপী সংবাদপত্র জগৎ এর জনমতের প্রচণ্ড চপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশে ঢুকতে দিয়েছে। প্রথম সুযোগেই দুনিয়ার দশদিগন্ত থেকে খ্যাতনামা পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা ছুটে এসেছেন যুদ্ধবিক্ষত বাংলাদেশে। তারা দেখেশুনে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছেন। ভিয়েৎনাম, আলজেরিয়া, কিউবার বিপ্লব আর জনযুদ্ধসারা পৃথিবীর মানুষের সপ্রশংসা দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আট মাস সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি কিন্তু এরি মধ্যে বীর প্রসবিনী বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা যে অভূতপূর্ব বীরত্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তার আর কোন নজির নেই। ইয়াহিয়া খান ৭২ ঘণ্টার ‘ক্রাশ বেঙ্গলী’ পোগ্রামের হিংস্র নখরাঘাতে শুরুতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দাবিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের তীব্রতায় জল্লাদী খোয়াব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আজ জল্লাদী সাম্রজ্যের মোহই চূড়ান্তভাবে ক্রাশ হবার দ্বারপ্রান্তে। বিদেশী সাংবাদিকরাই নিজের চোখে দেখছেন প্রতিদিন প্রতিটি রণাঙ্গনে হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটছে। প্রতিদিন মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা-নতুন নতুন অঞ্চলে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। আর তাই হানাদার জঙ্গীবাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়ে বিদেশী সাংবাদিকেরা সত্যভাষণের স্বার্থেই বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীন হবেই-কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ ইয়াহিয়া খান গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি ভারত ও পাকিস্তানের সম্পদ এমন একটি এক জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আর ফিরবার উপায় নেই। রেডিও পাকিস্তানের কাজ অনুসারে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছে, পাকিস্তানের সম্মান ও অখণ্ডতাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবে । ইয়াহিয়া খান আবার অভিযোগ করেছে যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ পরিচালনার ফলেই উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে।

একই দিনের আরেকটি খবরে জানা যায়, যে সমস্ত বৃটিশ, মার্কিন ও জার্মান নাগরিক বাংলাদেশে আছেন অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা এই মুহূর্তেই স্বদেশে ফিরতে পারছেন না তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। গতকালের খবরে বলা হয়েছে, মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা থেকে হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে যশোর সেক্টরে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। সাতক্ষীরা মহকুমাও গতকাল শত্রুমুক্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একটি দল খুলনা শহর অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর যশোর ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে আকাশবাণীর খবরে জানা যায়, পকিস্তানী সৈন্যরা বুধবার মধ্যরাত্রি থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাটের ওপর একটানা ১২ ঘণ্টা ধরে গোলাবর্ষণ করায় ১২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আগরতলা সীমান্তেও পাকিস্তানী বাহিনীর অশুভ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইতিপূর্বেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে আশংকা করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, পাকিস্তানী কাণ্ডজ্ঞানহীন জঙ্গীচক্রের ভারত আক্রমণের সম্ভবত বেশী দেরী নেই। ভারতও প্রস্তুত হয়ে আছে হামলার পাল্টা জবাব দেবার জন্য। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে একথা নিশ্চিত যে, পাকিস্তান যদি আক্রমণ চালায় ভারত তার দাঁতভাঙ্গা জবাবই দেবে। আর সে জবাব যে পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের জন্য কত ভয়াবহ হবে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের আকাশসীমা লংঘনকারী ৪টি পাকিস্তানী বিমানের তিনখানির ভূ-পতন।

কিন্তু, কেন এই রণপাঁয়তারা? কেন এই যুদ্ধের আগুন? ভারত যুদ্ধ চায় নাই। ভারত চেয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন জাতি হিসাবে বাঁচুক, সেখান থেকে জঙ্গী বর্বরতার অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণভয়ে যারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তারা সসম্মানে দেশে ফিরে যাক। তবু, শুধুমাত্র এই মৌলিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দায়েই পাকিস্তান ভারতের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছে। আগাগোড়াই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতের কারসাজি বলে চালিয়ে দিয়ে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে। আজ যখন ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটিয়া বাহিনী শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চারদিকে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখনও ইয়াহিয়া খান সেই পুরাতন সুরেই কথা বলছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিজের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হওয়াতেই হয়তো সে বলে চলছে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেছে। আর এই কল্পিত অভিযোগে তুলেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণের পাঁয়তারা করছে।..

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য পাকিস্তানী জঙ্গীশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইয়াহিয়া খানের শুভেচ্ছা বাণীর জবাবে শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের মাধ্যমে তার এই আহ্বান জানিয়ে দেন।

ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, ইয়াহিয়া খান শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ কোন আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারবে না। শ্রীমতী গান্ধীর মতে, তিনি বাংলাদেশের জনগণকে কোন সমাধান মেনে নিতে বলতে পারেন না। কারণ সে অধিকার তার নেই।

এই উপমহাদেশের বর্তমানে উত্তেজনাকর পরিবেশের পটভূমিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর এই আহ্বানের তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মধ্যে একটা ভয়াল রক্তক্ষয়ী এ্যাডভেঞ্চার পরিহার করে বাস্তবতার আলোকে বিরাজমান গুরুতর সমস্যা থেকে শান্তিপূর্ণ পরিত্রানের এটাই সম্ভবত বিশেষ মানবিক আহ্বান। ইয়াহিয়া খান যদি শ্রীমতী গান্ধীর এই ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, এই উপমহাদেশে উত্তেজনার বারুদস্তূপে জল্লাদী হামলার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগে, সর্বাত্মক যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ইয়াহিয়া খান শুধু মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদই-নয় কূটচক্রান্তের এক ঘৃণিত নায়ক। যে পশ্চিম পাঞ্জাবী শোষক-পুঁজিপতি-উপনিবেশবাদী চক্রের সে ভাড়াটিয়া গোলাম, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইয়াহিয়া না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। বাঙালীদের বুকের ওপর দিয়ে ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের রথচক্র চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ আর নারী-ধর্ষণের পাশবিক উন্মত্ততায় লিপ্ত হয়েছে। এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই সে দশ লক্ষ বাঙালীর নরকঙ্কালের ওপর বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে মেতে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলায়। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশ ইস্যুকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের চেহারা প্রস্তাব দিতে। এই উদ্দেশ্যেই সে বারবার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রত্যাখাত হয়েও আবার প্রস্তাব দিয়েছে। এই একই উদ্দেশ্যেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং সর্বশেষ সুইজারল্যাণ্ডের কাছে তথাকথিত ভারত-পাকিস্তানে বিরোধ মীমাংসার মধ্যস্থতা করার জন্য ধর্না দিয়েছে। ঈদবাণীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার জল্লাদী খায়েশেরও আসল উদ্দেশ্য ভারত-পাকিস্তান বিরোধের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা দিয়ে জননী বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সংগ্রামকে পিষে মারা। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তারও পিছনে সক্রিয় এই একই দুরাভিসন্ধি।..

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার অপকর্মের দোসর স্বঘোষিত ডেনমার্কের যুবরাজ জুলফিকার আলী ভুট্টো ৮-সদস্যের এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে জাতিসংঘে গিয়েছে। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর চাকরি পাওয়ার পরপরই ইয়াহিয়া তাকে জাতিসংঘে পাঠিয়েছে তার পক্ষ হয়ে বক্তব্য পেশের জন্য।

ভুট্টো ভাগ্যবান লোক। ইয়াহিয়া জল্লাদ হলেও বেঈমান নয়। সম্ববত সেকারণেই অনেক ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মান-অভিমানের পর আবার জল্লাদে-যুবরাজে মিলন ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হয়নি ভুট্টো। দীর্ঘদিন পরে ক্ষমতার কাঁচকলাটার টুকরা একটা অংশ হলেও ইয়াহিয়া ভুট্টোর হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে পাঠিয়েছে জাতিসংঘে।...

বিগত সাড়ে আট মাসে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বানচাল করার জন্য যে হিংস্র বর্বরতা, যে পাশবিক গণহত্যা, শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আর ছন-চাতুরির তস্করসুলভ অভিযান চালিয়েছে, মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। কিন্তু তবু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, এক কোটিকে দেশান্তরী করে, অগণিত জনপদ নিশ্চিহ্ন করে, কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার হুমকি দিয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে ইয়াহিয়া খান। বরং যতই দিন গেছে, ততই তীব্রতর দুর্জয় দুর্বার হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ বাঙালী জাতির আক্রমণধারা। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত করতে চলেছেন। দুশমন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তারা দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছেন শত্রুকবলিত ঢাকার দিকে। বাঙালী জাতি আজ শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের। তাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছে শেষরক্ষার জন্য -ধর্না দিয়েছে আমেরিকার দুয়ারে। আমেরিকা এগিয়ে এসেছে খুনী নিক্সনের দোসর জল্লাদ ইয়াহিয়ার পরিত্রাণে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালিয়ে আমেরিকা চাইছে ইয়াহিয়াকে সর্বনাশের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা করতে। ইয়াহিয়ার সরকার মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞের নায়ক-এক কলঙ্কিত সরকার। এই সরকারের চেহারাটা বিশ্ববাসীর কাছে এত বেশী ঘৃণাদায়ক যে খোলস বদল ছাড়া ওকালতির ও সাহস পাচ্ছে না নিক্সন। সম্ভবত সে কারণে -ওয়াশিংটনের অদৃশ্য সুতার টানে ইয়াহিয়া নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী আর ভূট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। উদ্দেশ্য : বাঙালী নূরুল আমিন আর সিন্ধী ভূট্টোকে মঞ্চে খাড়া করে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়া যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। জনগণ পাকিস্তানই চায়-ভারতই পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য পূর্ব বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে ভূট্টোকে অস্ত্র ভিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল চীনে। এবার তাকেই মৃত পাকিস্তানের সঞ্জীবনী সঙ্গীত গাইবার জন্য পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘে। ইয়াহিয়ার বড় আশা, ভূট্টো ব্যারিস্টার, তুখোড় বক্তা-নিশ্চয় সে সবকিছু গুছিয়ে বলে সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে।

হায়রে দুরাশা! ইয়াহিয়া হয়তো জানেই না যে, কথার মারপ্যাচে ধোঁকাবাজির দিন বাসি হয়ে গেছে। আসল সত্য, উপমহাদেশের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। তার প্রমাণ বিদেশী পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে ও নিবন্ধ।

লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখেছে, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হোক আর না হোক, ধ্বংস আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি এরপর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অতি নাটকীয় কিছু ঘটে তবু বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। গার্ডিয়ান আরও বলেছে, ইয়াহিয়া যদি এখন আলোচনায় বসতে চায়, সে আলোচনার মূল বিষয় হবে কি উপায়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া যায়। আমেরিকার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনেক দেরীতে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গতিরোধের সময় পার হয়ে গেছে। 'নিউজউইক' লিখেছে, পাকিস্তানের মৃত্যুচিৎকারের মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে নবজাত বাংলাদেশের প্রথম জন্মধ্বনি। আমাদের আর কিছু বলবার দরকার আছে কি?

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনিবার্য পতনের মুখে জঙ্গীশাহীর সাম্রাজ্য। বড্ডো প্রাণ লাগছে, সাধের উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে্ গালে চড় খেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। বীরবর জওয়ানরা লড়াই করা তো দূরের কথা, প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করছে মিত্রবাহিনীর কাছে। তবু অবশ্য আশানুরূপ সাড়া এখনো মেলেনি। আজ পর্যন্ত অফিসার এবং জওয়ান মিলিয়ে ৮ হাজার অস্ত্র ফেলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করার স্বপ্ন যারা দেখেছিল, বাংলাদেশে জুলুমের এবং ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যারা বাংলাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, তারা প্রত্যক্ষভাবে কেউই বাংলার অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর শক্তির সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি, অথবা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও মনকে চোখ ঠেরে সবকিছু ধামচাপা দিতে চাইছিল। পিণ্ডির সদর দফতরে যুদ্ধের ঢেউয়ের আঘাত লেগেছে কিন্তু বাংলার মাটিতে মৃত্যভয়ে ভীতি খানসেনাদের আর্তহাহাকারের কোন শব্দ হয়তো পৌঁছায়নি।

কিন্তু সত্যকে গোপন করে বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। সেটা বোধগম্য হয়েছে জল্লাদশাহীর অনেক দেরীতে। যুদ্ধরত সৈনিকের আকুল আবেদন পৌঁছেছে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে, কিন্তু সে আবেদনের সাড়া দেবার এখতিয়ার নেই রাষ্ট্রসংঘের। বাংলাদেশে জল্লাদবাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ নাকচ

---

* সংবাদ পর্যালোচনা'র এই কথিকাটি মুস্তাফিজুর রহমান রচিত।

করে মৃত্যুর দিনটিগোনার জন্য তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন। মেজর জেঃ রাও ফরমান আলীর সব আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ’ বারবার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসংবরণ করে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আর তা না হলে চরম বিপর্যয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেনে। ঢাকা নগরীর ওপর গত রাত থেকে চরম আঘাত হানা শুরু হয়েছে।

জেনারেল নিয়াজী সত্যকে গোপন করার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ বা উদ্ধারের পক্ষে সমর্থন জানায়নি। কারণ, উদ্ধারপ্রাপ্ত জীবিত এই সেনাবাহিনী দেশের মাটিতে অর্থাৎ পাকস্তানে ফিরে গেলে সেটা হবে জঙ্গীশাহীর পক্ষে আত্মহত্যার শ্যামিল। বাংলাদেশের সংগ্রামের সামগ্রিক রূপটি উদঘাটিত হয়ে যাবে। আপামর জনসাধারণের কাছে এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, তাদেরই বাপ-ভাই-ছেলে বাংলদেশে জঙ্গীশাহীর পরিচালিত অন্যায় যুদ্ধের জন্যই মারা গেছে। তাদের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে গ্লানিকর মৃত্যু। তার ফলে হবে মারাত্মক। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাকিস্তানে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ, আকাশবাণী এবং বি-বি-সি শোনা নিষিদ্ধ।

আর এদিকে যাদের ভরসা দিয়ে শক্তির অহমিকা দেখিয়ে একটি অবাস্তব পুতুল সরকার গড়ে তুলল, তাদেরও স্বস্তি নেই। চিরকালের মিথ্যাবাদী, উগ্রমস্তিষ্ক ভুট্টোকে তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাঠানো হলো জাতিসংঘে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! সেই উগ্রমস্তিষ্কের মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিথ্যাবাদীর মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এতদিনে ভূট্টো স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছে এবং ভুট্টোর স্বভাবসিদ্ধ নীতিমাফিক সামরিক জান্তাকে দোষরোপ শুরু করেছে-অন্যায়ের সমস্ত ঝক্কি এখন ঠেলে দিচ্ছে সামরিক জান্তার উপর।

পুতুল সরকারের লোভী, ক্ষমতালিপ্সু পালের গোদটির যখন এই অবস্থা তখন বাংলাদেশের অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। জঙ্গীশাহীর ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করে একটি বালির প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল চিরদিনের বাংলার জাতশত্রু পাক দালাল ডাঃ মালিক। পাকিস্তানী সুবেদারের দায়িত্বভাবে গ্রহণ করে তাঁতের মাকুর মত নিয়াজী এবং ফরমান আলী যাতয়াত করেছিলেন, ঠিক কখনই কলজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী। চৈত্যন্যোদয় হলো বাংলার কলংক, জঙ্গীশাহীর পদলেহী তথাকথিত পাকিস্তানী সুবেদার ডাঃ মালিকের। চোখ থেকে এতদিনে গ্যালন গ্যালন জল ঝরতে শুরু করেছে।

ঢাকার গভর্নর হাউসের উপর বোমা এবং কামানোর গোলা নিক্ষেপের সংগে সংগে সন্দেহাতীভাবে পাক প্রতিরোধের পতন অনুধাবন করেছেন ডাঃ মালিক।

আন্তর্জাতিক রেডচক্র সোসাইটির একটি খবরে প্রকাশ, ডাঃ মালিক কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর এবং মন্ত্রী পরিষদের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে ডাঃ মালিক নিডের জীবনের চুলচেরা হিসেব করে দেখছেন।

গভর্নর হাউসের বাংকারও আজ নিরাপদ নয়। তাই অতি মূল্যবান নিজের প্রাণটি বাঁচানোর জন্য স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে ঢাকা নগরীর নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। গতকাল অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশের প্রধান এম, এম, চৌধুরী উচ্চপদস্থ আরো ১৬ জন সরকারী কর্মচারীকে নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ডাঃ মালিক সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছেন অবশ্য। আসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত।

ঢাকা নগরী মিত্রবাহিনীর এবং মুক্তিবাহিনীর পদানত না হওয়া পর্যন্ত ডাঃ মালিক সপরিষদ আইউব খানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কাজের পর্যালোচনার করুন, হিসেবের খতিয়ান কষে দেখুন।

পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বশেষ এবং সুদৃঢ় প্রতিরোধ যে বিপর্যস্ত এবং পতনের মুখে, এটা আজ দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট।

এখন পাকিস্তানী বাহিনীর সম্মুখে দুটি পথ-একটি জেনারেল মানেকশ'র আহ্বান আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করা, আর তা না হলে মৃত্যুকে শ্রেয় জেনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা।

মানুষের মুখ *

১৬ জুন, ১৯৭১

এক টুকরো রুটি

সময় : উনিশ শ' একাত্তের সনের ২৭শে মার্চ। স্থানঃ চট্টগ্রামের কোন উপকণ্ঠ। পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গড়ে উঠেছে শহরে, বন্দরে, গ্রামে। 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হয়েছে ঘরে ঘরে' আমাদের মুক্তিবাহিনী। সীমান্তে থেকে ছুটে এসেছে ই-পি -আর এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জওয়ানরা। দলে দলে ওরা এসেছে রামগড়া রাঙামাটি আসলং কিংবা হরিণা থেকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত অথচ উদ্দীপ্ত ঐ জওয়ানদের অন্তত একরাত্রির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাল ভোর থেকে ওরা 'অবরোধ শুরু করবে ক্যাণ্টনমেণ্টে। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দেড়শ জওয়ানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

না, অসুবিধা মোটেই হল না। থাকার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালা খুলে দেয়া হল। খাবারের কথা গ্রামে পৌঁছতেই বাড়ি বাড়ি থেকে গরম ভাত-তরকারি চলে এল। মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই নবাগত মেহমানদের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত খাবার এল অঢেল পরিমাণে।

যুদ্ধের সময়ে খাদ্য সরবরাহ একটি গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার। স্থানীয় যুবকবৃন্দ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একটি কমিটি করে ফেললেন। খবর এল, রাতেই আরও নতুন জওয়ান পৌঁছে যাবে ওখানে। মোট আড়াই শ' লোকের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা থাকলেও নিয়মিত কার্যসূচী চালিয়ে যাওয়া নিতান্ত সাধারণ কথা নয়।

ভোর বেলাতেই বস্তা বস্তা চাল এসে পৌঁছলো মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় দফতরে। গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক দু'টো দশাসই ছাগল নিয়ে এলেন। ওগুলো যুদ্ধকর্মীর হাতে তুলে দিতে বললেন, আগমী ঈদে কোরবানী দেব ভেবেছিলাম। সে সুযোগ আর জীবনে আসবে কিনা জানি না। ছাগল দুটো দিয়েই খালাস পেলাম ভাববেন না। প্রয়োজন হলে নিজেকেও কোরবানী দিতে কসুর করব না।

শুধু চাল আর ছাগল নয়। আরও এল তরিতরকারি, লাউ-কুমড়ো, গুঁড়ো মশলা ইত্যাদি। অনেকে পাক করে আনলেন ভাজা কিংবা সেদ্ধ ডিম। সেসব যথাযথভাবে রাখতে হিমশিম খেয়ে উঠলেন তিরিশজন কর্মী।

---

* মানুষের মুখ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'কামাল মাহবুব' ছদ্মনামে মাহবুব তালুকদার রচিত।

একাশি বছরের বৃদ্ধ সাদেক আলী লাঠীতে ভর দিয়ে যখন এসে পৌঁছালেন তখন সকাল আটটা। গভীর মমত্ববোধে তাকিয়ে রইলেন জওয়ানদের মুখের দিকে। শীর্ণ হাতে ধরে থাকা একটা কলাপতার ঠোংগা। ওটার মোড়ক খুলে বেরুল এক টুকরো রুটি।

বৃদ্ধ একজন জওয়ানের দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন ঠোংগাটি। দেখতে পেয়ে জনৈক কর্মী ছুটে এলেন। বললেন কিছু দিতে হলে আমাকে দিন। ভদ্রলোকে রুটি টুকরোটি এগিয়ে দিলেন কর্মীটির দিকে। বললেন, আমি গরীব মানুষ। এক টুকরো রুটি দেয়া ছাড়া আমার আর সাধ্য নেই বাবা। বয়স কম হলে যুদ্ধে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ সে সৌভাগ্যও কপালে রাখেননি।

আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কর্মীটি সহনুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। গ্রামের নাম বললেন বৃদ্ধ। আত্মপরিচয়ও দিলেন, 'আমি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতাও করেছি। এখন আর কিছু করে খাবার সাধ্য আমার নেই।' 'কিন্তু আপনি দেড় মাইল পথ হেঁটে রুটি বয়ে আনলেন, কষ্ট তো আর'- বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার এতগুলো ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর আমার হবে কষ্ট?' একটু যেন উষ্ণতা তাঁর কণ্ঠে। ভদ্রলোক বিশেষ অপেক্ষা না করে চলে গেলেন।

এক টুকরো রুটি নিয়ে যুদ্ধকর্মীটিকে যথেষ্ট অসুবিধেয় পড়তে হল। সকালের টিফিন-সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। রুটিটা তাহলে কি করা যায়? এমনিতর রুটি তখন পর্যন্ত আর আসেনি, সুতরাং ওটাকে আলাদা রাখতে হবে এবং এক টুকরো রুটির জন্যে আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন। কর্মীটি মনে মনে বিড়ম্বনা বোধ করলেন।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক সুবেদার সাহেবে তাঁর প্লাটুন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অপারেশনের জন্যে। কর্মীটি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, এটা খেয়ে নিন তো?

আমার নাস্তা সারা হয়েছে। সুবেদার বললেন, এখন এটা দিয়ে কি করব?

কর্মীটি ম্লান মুখে বললেন, আমার রাখার অসুবিধা হচ্ছে। একজন অনেক কষ্ট করে রুটিটা নিয়ে এসেছেন। সুতরাং কোনদিকে ফেলে রাখতেও মন চাইছে না।

দিন তাহলে আমেকে, সুবেদার সাহেব হাত বাড়িয়ে রুটির টুকরোটি নিলেন। তারপর ওটা কাগজে মুড়িয়ে প্যান্টের পেছন-পকেটে ভরে রেখে দিলেন।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হল না। দুদিন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া গেল না সুবেদার সাহেবের। শোনা গেল, যুদ্ধ করতে করতে সুবেদার সাহেব ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি চলে গিয়েছেন, বিস্তর পাক সৈন্যকে খতম করেছে ওঁদের দলটি। গড়পড়তায় এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনজন পাকিস্তানীর প্রাণ নিয়েছে। কিন্তু সুবেদার সাহেব বেঁচে আছেন কিনা কে জানে!

হ্যাঁ, বেঁচেছিলেন সুবেদার সাহেব। তিনদিন পরে যখন ফিরলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল, কয়লার খনি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন যেন, দুচোখ ভরে কালি পড়েছে। শ্রন্তি আর ক্লান্তির প্রলেপ পড়েছে মুখে।

কিন্তু সুবেদার সাহেব কাকে যেন খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন এক সময়। সেই যুদ্ধকর্মীটিকে সামনে দেখে হাত চেপে ধরলেন তার। বললেন, আপনি আমার খুব উপকার করেছেন।

আঁ-আমি! অপ্রস্তুত হলেন কর্মীটি।

আপনি সেদিন রুটিখানা না দিলে কি যে হত? উপোস করার অভ্যেস অবশ্য আছে। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যে তাকদ দরকার ঐ রুটিখানাই তা আমাকে দিয়েছিল। আপনি ওটা না দিলে-

কর্মীটি বাধা দিয়ে বললেন-সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্মরণ করুন ঐ এক টুকরো রুটি যে সময় বিশেষে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাতো আমি জানতাম না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকে বোধকরি জানতেন।

দুজনেই মাটির দিকে তাকালেন। দুজনের অভিভূত মনে একজন বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। একজনের মনে বাস্তব, আর একজনা তাঁকে দেখেননি বলে ছবিটি কাল্পনিক।

কিন্তু আর একটা ছবি ওদের সামনে স্পষ্ট। দুজনের চোখের সামনেই অতি সাধারণ এক টুকরো রুটি।

২৭ জুন, ১৯৭১

স্বাতীর যুদ্ধ

স্বাতী। বয়েস সাড়ে পাঁচ। পেশা-ঘরকান্নার কাজে মাকে টুকিটাকি সাহায্য করা, আব্বু বাড়ী ফিরলে দরজা খুলে দেয়া, ছোট বোনটিকে যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে উপদেশ দান। ইস্কুলের পড়াশুনা এখনও ওর শুরু হয়নি, বাসায় প্রথম পাঠের অনেক দূর এগিয়ে গ্যাছে। বাংলাদেশের হাজার মেয়ের মত সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট্ট স্বাতী এখন যুদ্ধ করছে।

ওর বাবা ছিলেন অধ্যাপক। আর অধ্যাপক মানেই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর পয়লা নম্বরের শত্রু। ওদের চোখে শিক্ষা ও শিক্ষকতা মারাত্মক অপরাধ। মনুষের বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতি আণবিক বিস্ফোরকের চাইতেও মারাত্মক; ফলে কুচক্রী পাশব শক্তির ষড়যন্ত্রে ওদের ছোট্ট সংসারেও নাড়া পড়ল। সংসারের সাজানো বাগান পেছনে ফেলে ওদের এগিয়ে যেতে হলো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল একটি স্কুলের ছাত্রাবাসে। দিন দশেকের মধ্যে ওখন থেকে সরে যেতে হলো গ্রামের আরো অভ্যন্তরে, তারপর আরও ভেতরে যেখানে আদি অকৃত্রিম পা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর কোন যানবাহন চলে না। চিরকালের পরিবেশ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন করে নতুন এক পরিবেশে এসে দাঁড়াল ক্ষুদে পরিবারটি। হাতের সম্বল বলতে সামান্য কিছু টাকা-স্বাভাবিক অবস্থায় যাতে পনেরো থেকে বিশ দিন অব্দি চলে। এখন ঐ টাকায় অনির্দিষ্টকালে চালাতে হবে। প্রথম দিকে আলুভর্তা, ডাল আর দুবেলা ভাত বরাদ্দ রইল, কিন্তু ওতে মুখ ঘুরিয়ে রইল স্বাতী। বল্লো, আমি নাশতা খাবো। আমার বড়ো খিদে লাগে।

ওর মা এসে মাথায় বুলালেন, নাশতা এখন কোথায় পাব মামণি? এখন তো যুদ্ধ চলছে। সাবইকে তাই কষ্ট করতে হচ্ছে। আমরা যুদ্ধ করেছি? স্বাতীর মুখের রেখা পালটে গ্যালো সহসা। ওর চোখে-মুখে ঔজ্জ্বলতার ছোঁয়া লাগল। কণ্ঠ নামিয়ে বল্লো, ভূট্টো খুব পাঁজী, খুব শয়তান। আর শেখ মুজিব কতো ভাল, না আম্মু?

আম্মু মাথা নাড়লেন।

এরপর স্বাতীই সংসারের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলল। ওর আব্বুর পরনের একমাত্র লুঙ্গিটা ছিঁড়ে এসেছিল কিন্তু কেনা হচ্ছিল না। স্বাতীর মাও কবার বলেছেন আর একটা কিনে ফেলতে। কিন্তু পয়সার অভাব তখনকার জন্যে নিদারুণ সত্য। স্বাতী বল্লো, যুদ্ধ থামলে তোমাকে একটা ভালো লুঙ্গি কিনে দেব আব্বু।

এ কথার পর যথাশীঘ্র লুঙ্গি কেনার ব্যাপারে ওর মায়ের চাপ কার্যকরী হলো না। ওর বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্বাতীর ছোট বোনটির অনেকগুলো হবি। তার মধ্যে অন্যতম কান্না। কিছু একটা হাতের মুঠোয় পায়নি বলে হঠাৎ সেদিন কান্নায় প্লাবন বইয়ে দিল। বোনের রকম-সকম দেখে স্বাতী ভারি খাপ্পা। বোনকে রীতিমতো শাসাল সে, কতবার বলছি এখন যুদ্ধ হচ্ছে! খবরদার তুমি কান্নাকাটি করবে না। কাঁদলে মিলিটারি বুঝে ফেলবে আমরা এখানে আছি। আব্বুকে তখন ধরে নিয়ে যাবে।

তারপর আব্বুর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বল্লো! আব্বু! তুমি যে প্রফেসর তা কিন্তু কাউকে বলো না। তুমি যদি কিছু না বল, তাহলে তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না, আবার যুদ্ধ করে আমাদের জয় হলে তখন তুমি প্রফেসর বলবে।

ওদের বাসস্থানের তিন-চার মাইলের মধ্যেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেত। ততদিনে স্বাতী চিনে ফেলেছে কোনটি মেশিনগানের শব্দ আর কোনটা শেল। বেশী আর অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হলে বুঝত পাকিস্তানীদের আওয়াজ, অন্যদিকে পাশাপাশি কম শব্দ হলেই বুঝতে পারতো বাঙালীদের গোলাগুলির শব্দ। সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী যুদ্ধের অনেক কথাই শিখে ফেলেছিল।

এইটা মেশিনগানের শব্দ, না আব্বু? দূরের শব্দ শুনে স্বাতী বলতো। কখনো ছোট বোনকে ধমকে দিয়ে বলতো, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। খালি বিস্কুট খেতে চাও। যুদ্ধের সময় কি বিস্কুট পাওয়া যায়।

কান্নাকাটি থামিয়ে ছোট বোনটি তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকাত ওর দিকে। আম্মু ও আব্বু দুজনেই তাকাতেন। তখন ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনার মুখর হতো স্বাতী ; আমাকে আর ছোট বোনকে দুটো শাড়ি কিনে দিয়ো যুদ্ধ থামলে। আমরা না একদিন পোলাও খাব তখন! তখন তো তুমি আবার মাইনে পাবে। আমাদের সাইকেলে চড়ে আবার বিকেলে বেড়াতে যাব। আচ্ছা আব্বু আমাদের অতসুন্দর বাড়িটা মিলিটারিরা নিয়ে গ্যাছে? তোমার বইগুলো ওরা নষ্ট করেছে? এসব কথা শুনে ওর আব্বুকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হতো, ছল ছল করতো ওর মায়ের চোখ। আশ্চর্য, এসব মোটেই বিষাদ-বেদনা জড়াতো না ওর কণ্ঠে। স্বাভাবিক সহজভাবে বলতো সব কথা। যুদ্ধক্ষেত্রের একজন সৈনিক যেমন জীবনের সকল অস্বাভাবিকতা দূর করে পৃথিবীর নির্মমতম সত্যটিকে হাতের মুঠোয় রাইফেল তুলে দাঁড়ায়, তেমনি ওদের ছোট্ট সংসারে বাস্তবের কঠিন সত্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য প্রেরণা যোগাত সে।

একদিন বিকেলে দিঘীর পাড়ে আব্বুর সাথে বসে ছিল স্বাতী। চুপচাপ বসে মেশিনগানের শব্দ শুনছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে , আব্বু! যুদ্ধ কেন হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর ওর আব্বুর অজানা-কি উত্তর হতে পারে এই অবোধ সরল শিশুর ক্ষুদ্র প্রশ্নটির? মানুষ মারার কারিগর ইয়াখান! আপনি কি পারবেন এ প্রশ্নের জবাব দিতে? বাংলাদেশের মানুষের উপর কেন যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন আপনি? কি স্বার্থ রক্ষা করলেন নিরীহ লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নির্বিচারে হত্যা করে? আপনি তো পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়েছিলেন; সেনাবাহিনীর পশুত্ব লেলিয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে নিহত করল কে? ইতিহাসের পাতায় একদিন পাকিস্তানের প্রথম শত্রু ইয়াহিয়ার কলঙ্কিত নামে সিন্ধু-বেলুচিস্তানের মানুষও থুতু ছিটাবে। আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রবাদে রূপ লাভ করবে এই কথাটির : বিশ্বাসঘাতকতার অন্য নাম ইয়াহিয়া খান।

কিন্তু স্বাতীর কথায় আসি। দিঘীর কালো জলের দর্পণে মুখ রেখে স্বাতী বলেছিল : আমাদের পেলেন থাকলে বেশ হতো।

পেলেন দিয়ে কি হবে? অন্যমনস্ক আব্বু প্রশ্ন করেছিলেন।

শান্ত ধীর কণ্ঠে স্বাতী বলেছিল, তাহলে পেলেন বসে আমরা মেশিনগান দিয়ে ওদের মারতাম। আমাদের অনেক বন্দুক থাকলে মিলিটারীরা আমাদের সাথে পারত না।

হ্যাঁ মা-ওর আব্বু বলেছিলেন, আমদের হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলী হয়ে গ্যালো। অস্ত্র হাতে থাকলে তা হতো না।

স্বাতী কি বুঝেছিলে কে জানে! আব্বুর হাত ধরে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিল, ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারবে না।

ওর আব্বুকে উত্তর দিতে হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে এর উত্তর লিখেছে রাঙ্গামাটির প্রান্তরে। সত্যি, ওরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। জল্লাদ বাহিনীর কয়েক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য ছাড়া আর কি আছে? হৃদয়হীন পাশব শক্তির উল্লাস ছাড়া ওদের অস্ত্রের আর কোন ভাষা নেই।

আর বাংলার মাটির দুর্বার ঘাঁটিতে 'প্রত্যেকে সৈনিক আজ, প্রত্যেকে সৈনিক'। ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে? আমাদের মুক্তিফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে। ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে?

স্বাতী কেবল একটি মেয়ের নাম নয়, এদেশের অগণিত শিশু মেয়েদের নাম- সে স্বাতী জাতির অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারার মতো সংগ্রামী জনতাকে পথ দেখায়, যে স্বাতী রাতের অন্তিমে আসন্ন সূর্যোদয়ের আহ্বান জানাতে ঘন অন্ধকারেও প্রাণের আলো জ্বেলে রাখে।

''কলিজার রক্তে ভেজা মুহূর্তেই সে মুক্তি মহিমা

আকাশ, তোমারে ভাঙ্গে সীমা!''

৩ জুলাই, ১৯৭১

দেশের শত্রু

ছেলেটির বয়স ষোল কিংবা সতেরো। মুখের আদলটি কিন্তু আরও কচি। দেখতে চৌকস। এস-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল দুটো লেটার নিয়ে। কলেজের ছাত্র ছিল ঢাকায়। মুক্তিফৌজের দফতরে এসে বলল, আমি গেরিলা যুদ্ধে নাম লেখাব।

তুমি এত দেরী করে এলে কেন? প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

কি করব? আব্বা দিচ্ছিলেন-না কিছুটা উষ্মা ও ক্ষোভ ছেলেটির কণ্ঠে।

তোমার বয়সী ছেলেরা অনেকেই বাবার মতামতের অপেক্ষা করেনি। তদন্তকারী অফিসার বল্লেন।

জানি, একটু বিরক্তির স্বর ছেলেটির কণ্ঠে। বলল, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রাখলে আপনি কি করবেন?

তাহলে কি করে এলে? এবারে কৌতুহলের স্বরে অফিসারের কণ্ঠে।

অনশন করে। তিনদিন যখন না খেয়ে রইলাম, তখন মা-কে দরজার তালা খুলে দিতে হলো। মা অবিশ্যি আব্বার ভয়ে কিছু বলতে পারেন নি, নইলে আটকে রাখার মতো মহিলা নন।

তোমার বাবাই বা আটকালেন কেন?

বাবার কথা বলবেন না, সে পরে বলব, আমি আবার একটু ভদ্র ছেলে ছিলাম কিনা, মুক্তিফৌজ যোগদান করব ভেবে বিদায় চাইতে গিয়েছিলাম।

অফিসার ভদ্রলোক অন্য প্রসঙ্গ তুল্লেন, বল্লেন-ঢাকার কি খবর বলো।

সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছে, ঐ যে ''পরমপত্র'' বলে অনুষ্ঠানটা-দারুণ পপুলার। আচ্ছা বলুন না ভদ্রলোক কি এই ক্যাম্পে থাকনে? আমি দেখব।

পাকিস্তানী বেতার লোকে শোনে না তাহলে?

শোনে মাঝে-মধ্যে, তবে স্বাধীন বাংলা না থাকলে ভারতীয় বেতারই শোনে বেশী। বিশেষ করে রাত সাড়ে দশটার সংবাদ পরিক্রমা।

ব্যাস! এবার বলো ঢাকার মুক্তিসেনার গেরিলারা কেমন কাজ করছে?

করছে বেশ ভাল, কয়েকটি তো ঘুঘু লোককে সাবাড় করে দিয়েছে। তবে টপ লীগার ফিগারগুলোর মাথায় মিলিটারী ছাতা ধরা কিনা, ঝড়-বৃষ্টি এখনও এদের গায়ে লাগেনি, দু'চারটে বাজ ফেলতে পারলে কাজ হবে।

এরপর ছেলেটাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করা হলো। ওর নাম মোরশেদ। ঢাকার এক অভিজাত এলাকায় ওদের বাড়ি। ওদের এলকায় একটি লিস্ট তৈরি করে মিলিটারিরা লোকজন ধরছে। বিশেষ করে কম বয়সী ছেলেদের । ওর জন্য অবশ্য বিশেষ ভয় ছিল না। ও বরাবরই একজন গুড বয়। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে ওর সচেতনতা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২৫শে মার্চের পরের ঘটনা ওকে দারুণভাবে প্রভাবন্বিত করে। তারপরই মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাবে বলে ঠিক করেছে।

তদন্ত ও অন্যান্য কাজ শেষ হলে মোরশেদকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করে ট্রেনিং সেণ্টারে পাঠান হল। এতদিনে ওর সকল স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছে। সেই সফলতার ছাপ লাগল ওর চোখে -মুখে।

ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পের এক অফিসারের উপর ভার পড়েছিল একটি লিস্ট তৈরি করবার, তাতে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর সাহায্যকারী দালালদের নাম সংকলিত করে ওদের খতম করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দান ছিল অফিসারটির কাজ। দুজন বন্ধুকে নিয়ে মোরশেদ ঢাকা থেকে নবাগত বলে উনি ওর সাথে আলাপ করছিলেন।

আপনি কি শত্রুদের লিস্ট করেন? মোরশেদ এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করল।

কেন? অফিসারটি এহেন প্রশ্নের জন্য বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না।

আমি আপনাকে একটা নাম দেব। মোরশেদ বলল।

সবার কাছে সব সময়ে অবশ্য নাম নেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি শত্রুতার উপযুক্ত প্রমাণাদি পাওয়া যায়, তবেই তার নাম তালিকায় রাখা হয়।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যি একজন শত্রুর নাম আপনাকে বলতে পারি, মোরশেদ জানালো।

কিন্তু, সে তো সত্যিকার শত্রু না-ও হতে পারে। আসলে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি না বল্লে ঠিক বোঝা যায় না কে কোন ধরনের শত্রু। অনেকে ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যও আমাদের কাছে একজনের নাম দিয়ে বসতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয়।

ব্যক্তিগত শত্রুহলেই দেশের শত্রুহবে এমন কি কথা আছে? দেশের শত্রুমানে দেশের শত্রুই।

কিন্তু সেটা তুমি কিভাবে বিচার করবে। এমন তো হতে পারে যে, তুমি যাকে শত্রুভাবছ, চরম মূল্য দেবার মতো শত্রুসে নয়।

আমি তাকে ভাল করেই চিনি। তিনি যে দেশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করেছেন, সে সম্পর্কেও কোনরকম সন্দেহ নেই। মোরশেদ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লো কথাগুলো। সব অভিযোগ খুলে বল্লো।

কি নাম তার বলো। অফিসারটি কাগজ-কলম নিলেন। বল্লেন, যাচাই করে অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিতে হবে।

এবারে অকস্মাৎ ম্লান হয়ে উঠল মোরশেদের মুখ। চেখের সমস্ত উজ্জ্বল্য যেন নিভে গেলো, শীতল কণ্ঠস্বরে বল্লো-আমি একটা কথা বলতে চাই এ সম্পর্কে।

কি কথা?

ধরুন তাকে না মেরে বন্দী করে নিয়ে আসা যায় না?

সেসব আমরা দেখব। তোমার ভাবনায় কারণ নেই, তাকে যদি বন্দী করে রাখা যায় তো সবচেয়ে ভাল। বল্লাম তো! সে আমরা দেখব, অফিসারটি ওর চোখ-মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেই হঠাৎ ধমকে গেলেন, বল্লেন, লোকটির প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে মনে হয়; কিন্তু ওর কাজের বর্ণনা শুনে কিন্তু তার প্রতি কোন দুর্বলতা থাকার কথা নয়।

মোরশেদ চুপ করে রইল, কিছু বল্লো না।

কথা বলছো না কেন? অফিসার ভদ্রলোক সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

উনি আমার আববা, মোরশেদ বল্লো। ওর দুচোখের পাতা ভিজে উঠছে।

না। মোরশেদের আববার নামটি শেষ পর্যন্ত শত্রুর তালিকায় উঠাতে পারেন নি অফিসার। ঐ তালিকায় নাম থাকার একটিমাত্র অর্থ, তা হচ্ছে মৃত্যু।

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে মোরশেদ এখন দিগ্বিজয়ের মতো একটির পর একটি দেশের শত্রুকে খতম করছে। ওর মতো একটি ছেলের শুধুমাত্র জনক হয়ে মোরশেদের বাবা তা জীবনের মূল্য পরিশোধ করেছেন। জনাব আফতাব আলী সাহব-ঐ হীরের টুকরো সন্তানের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করে নিজেকে আপনি সংশোধন করবেন না কি?

প্রতিনিধি কণ্ঠ*

১৯শে জুলাই, ১৯৭১

... টিক্কা-হামিদ, ভূট্টো-মওদুদী চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাপতি ইয়াহিয়াকে বলিলেন, ‘‘আলোচনার প্রয়োজন নাই, আলোচনা দ্বারা বাঙালীকে ঠাণ্ডা করা যাইবে না। সেনাবাহিনী প্রস্তুত, হুকুম পাইলেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালী জাতিটাকে চিরদিনের জন্য হুকুমের গোলাম বানাইয়া দিতে পারি।’’ হুকুম মিলিয়া গেল। রাতের অন্ধকারে পরিকল্পনা মোতাবেক আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী নারী শিশু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ১০ লক্ষ বাঙালীকে খুন করিল। নগর, বন্দর, গ্রাম, জনপদ, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, কারখানা, পত্রিকা অফিস সবই এই কসাইরা অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধ্বংস করিতে লাগিল। ইহারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করিল। বাঙালী জাতি এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জল্লাদদের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া রুখিয়া দাড়াঁইল। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কসাইদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কারণে ৬০ লক্ষ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইয়াহিয়ার নিয়মিত জল্লাদ বাহিনীতে যখন টান পড়িল, তখন পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনিয়মিত বাহিনী আমদানী করা হইল। বঙ্গশার্দুলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি বলা হয় ইয়াহিয়া-টিক্কার হানাদার বাহিনী খতম হইয়াছে, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা যাহারা অসীম সাহসী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছি তাহারা দেখিয়াছি বাংলার সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে কিভাবে এই হানাদার বাহিনী প্রাণ লইয়া দৌড়ায়। মার খাইতে খাইতে ইহারা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে আসিতে নারাজ। অপরপক্ষে এই পশুবাহিনী নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চালাইয়া প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছে। এই প্রসঙ্গে দুই-একটি জেলার যুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে চাই। তাহা হইতে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবেন প্রকৃত অবস্থা কি। একমাত্র নোয়াখালী জেলার শুভপুর, ছাগলনাইয়া, বান্ধুয়া, মুন্সিরহাট, পরশুরাম, রথি ইত্যাদি স্থানের সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর তিন হাজারের উপর সৈন্য নিহত হইয়াছে। গেরিলাদের আক্রমণে এই জিলার পেনাঘাটা, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মাদাসব্রীজের নিকট, বগাদিয়া , আলোরপাড়া, কাঠালিয়া, পারপাড়া, পাঠাননগড় ইত্যাদি স্থানে কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন, জে-সি-ও ইত্যাদি অফিসার সহ এক হাজারের উপর হানাদার বাহিনী নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যা নিহতের সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে। পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জিলার শত্রুর অবস্থা আরও শোচনীয়। কুমিল্লা হইতে ফেনী পর্যন্ত হাইওয়ে রাস্তার দুই পার্শ্বে মিয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথ দিঘী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শালদা নদী, কসবা, আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি রণাঙ্গন হানাদার বাহিনীর গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। মুক্তিবাহিনীর সাথে গ্রমবাসী একত্র হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিয়াছে। গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নোয়াখালীর এক গ্রামবাসীর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করিতে চাই। তাহারা পিতা-পুত্র দুইজনে শত্রু যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বের জমিতে ইরি ধান কাটিতেছিল। এমন সময় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়া শত্রুর সৈন্যসহ দুইখানা ট্রাক ধ্বংস হইয়া যায়। পরের দিন গ্রামবাসীরা তাদের নিকট ঘটনার বিষয় জানিতে জড়ো হয়। তখন বৃদ্ধ বলিতে থাকনে, ‘‘যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি, এইবার আল্লাহ তাহা দেখাইয়াছে। কামান-বন্দুকের কথা শুনিয়াছি কিন্তু গতকল্য যাহা দেখিয়াছি তাহা আল্লার গজব ছাড়া আর কিছু নহে। এই পাঞ্জাবী পশুরা নিরীহ গ্রামবাসী মা-বোনের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, শরিয়তবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। তাই আল্লাহতায়ালা এই গজবিয়াগো উরফে এক্কারে নারাজ অই গ্যাছে। নইলে কওচেন, হিগুন যাওন লাগছিল রাস্তার হরদি গাড়ী চালাইয়া, আচমবিৎ মাটির তলেত্তুন আওয়াজ করে কি একটা বারঅই হিগুনরে কিল্লাই ধ্বংস কল্লো! ইয়াত্তুন আঁর মনে অইচে ইগুনের উরফে আল্লার গজব নাজিল অইচে। আল্লা মজিবের উরফে রাজী অই গ্যাছে। মজিব এই যুদ্ধে জিতবো। নইলে আল্লার কিতাব মিইছা।’’......

(নূরুল হক, এম-এন-এ)

---

* জাতীয় সংসদ সদস্যদের বক্তৃতামালা থেকে সংকলিত।

৫ আগষ্ট, ১৯৭১

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ বর্তমানে পঞ্চম মাসে পদার্পণ করল। প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম এবং প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ২২ বৎসর যাবৎ টিকে আছে। যুদ্ধ আমরা চাইনি, যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ চাইনি বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা নির্বাচনে অংশ্রগ্রহণ করেছিলাম। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পশ্চিম পাক সামরিক জান্ত ভেবেছিল আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে কিন্তু অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সামগ্রিক সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ওরা ভেবেছিল বাংলদেশের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল আছে তাদের কিছু কিছু বাঘা বাঘা নেতা নির্বাচনে জয়লাভ করবেই এবং সেই সমস্ত 'কুইস্লিং'দেরকে নিয়ে যে পরিষদ গঠিত হবে তাতে আওয়ামী লীগ খুব জোর হলে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে পরিষদে আসন গ্রহণ করবেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত নির্বাচনে সাড়া বাংলার সংগ্রামী মানুষ যেন এক হয়ে গেল এবং শতকরা ৯৮$\frac{১}{২}$ টি আসনে জয়লাভ করে অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। তার পরেই শুরু হলো নতুন খেল। সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করে ফেরার পথে মন্তব্য করল যে ''আমি পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে এসেছি।" এদিকে পূর্বেই আয়োজিত লারকানায় শিকারের বাহানায় ভুট্টোর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলল যে, চিরাচরিত প্রথায় অর্থাৎ মন্ত্রিত্বের টোপ আমি দিয়ে এসেছি। ভুট্টো তুমি শক্ত হয়ে যাও। ভুট্টো তার চিরাচরিত প্রথায় আবোল-তাবোল বকা আরম্ভ করে দিল এবং তার ঔদ্ধত্য এতখানি বেড়ে গেলে যে, সে বলল- ''পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।'' অথচ সবাই জানেন যে, সিন্ধু প্রদেশ '৪৭ সালের পরে কোন সময়ই শাসনযন্ত্রের চাবিকাঠি হাতে পায় নি। পশ্চিম পাঞ্জাবের সামন্তপ্রভু এবং আমলাতন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে সিন্ধু প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার যোগান দিত। আমাদের তরফ থেকে আমরা জবাব দিলাম যে, স্মরণকালে ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাব কোন সময়ই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ছিল না, বরং বৈদেশিক আক্রমণে বিদেশীদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, আলেকজাণ্ডার হতে আরম্ভ করে যত বিদেশী আক্রমণকারী ভরতবর্ষে স্বল্পকাল অবস্থান করেছেন তাদের অনেকেই নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আসেননি।

যাই হোক ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধুর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি জনগণের কাছে আমার দলের ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচী দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি। এ থেকে একচুল নড়া আমার পক্ষ সম্ভব নয়। ভুট্টো বলেছিল সে তার দলের নেতাদের সঙ্গে আলেচনা করে পরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুট্টোর ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আপনাদের সকলেই জানা আছে। যাই হোক সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনাপতি ইয়াহিয়াকে তারযোগে জানিয়ে দিলেন যে, যদি ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হয় তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তহার পরে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। এদিকে ভুট্টোর একগুঁয়েমির কারণে পহেলা মার্চ বেআইনী এবং অগণতান্ত্রিকভাবে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই মুলতবি ঘোষণা করে দিল। সারা বাংলাদেশ আন্দোলনে ফেটে পড়লো। শত শত ছাত্র-জনতা ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন। সংগ্রামী ছাত্রলীগ ২রা মার্চ প্রদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করল এবং আওয়ামী লীগ

৫ই মার্চ প্রতবাদ দিবস ঘোষণা কর। বঙ্গবন্দু ৭ই মার্চ রমনার ঘোড়দৌড় মায়দানে আয়োজিত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসকি সমাবেশে ঘোষণা করলেন, ‘‘শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ দিয়ে আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।’’ তিনি ঘোষণা করলেন যে, অবিলম্বে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সৈন্যদেরকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ২রা মার্চ হতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে তাদের হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে- অন্যথায় আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।

পরবর্তীকালে ১৫ই মার্চ থেকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ তার উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সকল শর্ত মেনে নিল এবং ২৪ কি ২৫শে মার্চের মধ্যে উহা ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু আসলে এই দীর্ঘসূত্রতা অতি সংগোপনে সামরিক প্রস্তুতির বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিওর ঘোষণা দূরে থাকুক আসলে ২৫ই মার্চ রাতে ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান নিয়ে হানাদার বাহিনী বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা এবং বিভিন্ন রেজিমেন্টে যে সমস্ত বাঙালী অফিসার ও নিয়মিত বাঙালী আছে তাদেরকে নিরস্ত্র করে হত্যা করা এবং ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দো। তাই তারা যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে নিয়মিত বাহিনীর বাঙালীদেরকে হত্যা করেছে এবং ই-পি-আর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের ই-পি-আর পুলিশ বাহিনীর উপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আমাদের বাঙালী ছেলেরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে এবং দেশমাতৃকাকে হানাদারের কবলমুক্ত করার অগ্নিশপথে সারা বাংলার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-জনতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আজকে বাংলার প্রতিটি ঘর এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য মরিয়া হয়ে হানাদার বাহিনী নারী ও শিশু সমেত হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করে চলেছে। ইয়াহিয়া বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে যাঁরা আত্মাহূতি দিয়েছেন তাঁদের জন্য আমাদের মন ও প্রাণ শোকাপ্লুত এবং অভিভূত।...

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আজকে আপনারা সকলেই বিক্ষুব্ধ। বাংলার ঘরে এমন কোন পরিবার নেই যাদের কেউ না কেউ কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বঙ্গবন্ধুর নামে আজকে আপনাদেরকে ডাক দিয়ে যাই-বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার আপনার সকলের। মুক্তি বাহিনী আজ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দিন দিন এর শক্তি বেড়েই যাবে, কমবে না। আপনারা ধৈর্য করুন। বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে আমরা উদ্বুদ্ধ। একটি বাঙালী বেঁচে থাকা পর্যন্ত হানাদারদের রেহাই নাই। বাঙলা মায়ের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব কায়েম আমরা করবোই। বাঙালী হিসাবে জন্মেছি, বাঙালী হিসাবে বাঁচবো, বাঙালী হিসাবে আমাদের জীবনতরী বেয়ে যাবো আর বাঙালী হিসাবেই মরবো- এই মন্ত্রই হোক আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই-

‘‘আমাদের যাত্রা হলো শুরু
এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এবার বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক
ফিরবো নাকো আর
ওগো কর্ণধার।’’

আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। জয় বাংলা।

(মিজানুর রহমান, এম-এন-এ)

২১ আগস্ট, ১৯৭১

শেখ মুজিব আজ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়- শেখ মুজিব আজ বাংলার ইতিহাস। বাংলার ২৩ বছরের রাজনীতি তথা সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে তিনি এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। শোষণ ও পীড়নের রাজনীতিতে শেখ মুজিব এক আশ্চর্য প্রতিবাদ। প্রতিবাদ তিনি করেছেন সমস্ত জীবন ধরে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। তিনি তাঁর পর্বতপ্রমাণ অটল সাহস ও মনোবল নিয়ে সবকিছু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এককভাবে বাংলার ইতিহাসে প্রতিবাদের মুর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ সেই শেখ মুজিব, যাঁকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী বঙ্গবন্ধু নামে আখ্যায়িত করেছিল এবং যিনি শুধু মুজিব ভাই বলে সবারই কাছে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং বিচারের নামে প্রহসন চলছে।

শেখ মুজবুর রহমান বাংলার সন্তান। বাংলাদেশে জন্মেছেন, বাংলাদেশে লালিত-পালিত, বাংলাদেশকে ভালবেসেছেন এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন। শুধু তাই নয় বাঙালীর স্বার্থে বাঙালীর মুক্তি কামনায় নিজের জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে না রেখে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোষক গোষ্ঠী সমস্ত রকমের আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়েও নিরীহ বাঙালীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে ১২০০ মাইল দূরে বন্দী করে রেখেছে। শুধু তাতেই তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করেনি। বাঙালীর কণ্ঠকে ও দাবীকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করার জন্য তাঁকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।...

এবারের এই বন্দীদশা তিনি অনায়াসে এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে, বিশ্বাস করতেন অহিংস আন্দোলনে। তিনি কোনদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি যে, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। তিনি কোনদিন চাননি নিরস্ত্র, নীরহ জনসাধারণের রক্তে বাংলাদেশ রাঙা হোক। আগরতলা কেস থেকে মুক্তি পেয়েই রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘আমি জনগণের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করব না, দেশের স্বাধীনতার জন্য দরকার হলে সবার আগে আমি রক্ত দেব’’। তিনি নিজের ঘোষণার সম্মান দিয়েছেন। আজ তিনি ধৃত। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে তিনি সবার আগে তাদের হাতে ধরা পড়েছেন।

আর আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া বিচারের আসনে বসেছেন। কিন্তু কার বিচার কে করে? তাঁকে বিচারের অধিকার খুনী ইয়াহিয়ার নাই। শেখ মুজিব সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-ভরসার স্থল, তাদের একচ্ছত্র নেতা। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া তাঁকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিনন্দিত করতেও কসুর করেনি। আজ শেখ মুজবুর রহমান যদি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে ইয়াহিয়াকে তাঁরই হুকুমের তাঁবেদার হতে হতো। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শেখ মুজিবের বিচার তিনি করতে বসেছেন। যদি বিচার করতেই হয় তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? কেন আজ স্থানের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে? কেন বিচারকদের নাম জনগণকে জানান হচ্ছে না? কেন বাইরের কৌঁসুলী আসবার অনুমতি দেয়া হয়নি? শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী বা দেশের শত্রু হন তাহলে সাধারণ কোর্টে এবং সবার সামনে বিচার করার মত সৎসাহস থাকা উচিত ছিল।...

আজ পৃথিবীর শান্তিকামী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের দাবী ও আবেদন তাঁর যেন শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ করতে জল্লাদ ইয়াহিয়াকে বাধ্য করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কোন একটি বিশেষ দেশের মানুষ নন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতীক, তিনি নিপীড়ত জনগণের ত্রাণের প্রতীক। তাঁর জীবন রক্ষা

করার দাযিত্ব শুধু বাংলাদেশের লোকের নয়, তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের। শেখ মুজিবকে হত্যা মানেই গণতন্ত্রকে হত্যা করা- সত্য ও ন্যায়কে আবর্জনার আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া।

বাংলাদেমর মা-বোনের তরফ থেকে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তাঁর মত মহান নেতার কোন ক্ষতি আমরা সহ্য করবো না। এবং তাদের এই বলেই সাবধান করে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানের কোন লোককেই ক্ষমা করবে না।...

(বদরুন্নেসা আহমেদ, এম-এন-এ কর্তৃক

'শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে' শিরোনামে লিখিত ভাষণ)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষের উপর যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন বাংলার শ্যমল প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে চললো, যখন বাংলার আকাশ নির্যাতিত মানুষ ও ধর্ষিতা মা-বোনদের আর্তণাদে বেদনাকরুণ, তখন পৃথিবীর মানুষের চোখে এক নিদারুণ বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো। পরম বিস্ময়ে মানুষ দেখেছিলো বিশ্ববিবেক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সরকার, যারা গণতন্ত্র এবং মানবতার নামে চীৎকারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের এই রক্তপ্লাবী ঘটনাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে একটা ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টারও অন্ত ছিল না। এদের মনোভাব দেখে এই সময়ে মনে হয়েছিলো ব্যবসার মুনাফার বেদীমূলে তারা মানবতাকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত নন। বাংলাদেশের ঘটনা যে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয় নেই সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো ‘‘লাখো লাখো আদম সন্তানের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। পাকিস্তান আজ মৃত। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জাতির জন্ম হয়েছে।’’ কিন্তু তার এই পরিষ্কার ঘোষণাটিও যেন তখন পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল মানবতাকে রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মুক্ত মানুষের মন সোচ্চার হয়ে উঠলো বাংলার মানুষের সপক্ষে। ধিক্কার দিল তারা ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসক ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রকে। ব্যবসার মুনাফার গোলকধাঁধায় বাধা সরকার ছাড়া প্রতিটি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ইংল্যাণ্ডের লিবারেল দলের M.P মিঃ রাসেল জনস্টোন ৩১ মার্চে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বল্লেনঃ

‘‘আমি বিশ্বাস করি না ইহাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া বৃটেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে। আমাদের চোখের সম্মুখে যে ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা চূড়ান্ত বর্বরতার নামান্তর মাত্র। শান্তি ফিরাইয়া আনা এবং মীমাংসার জন্য কমনওয়েলথের প্রধান সদস্য হিসাবে বৃটেনকে তাহার সমস্ত কিছুই করিতে হইবে।’’

"Conflict in East Pakistan : Background & Prospect" শিরোনামে হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক- মি: এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান এবং স্টীফেন এ, মার্গলিন ১লা এপ্রিল তারিখে লিখলেনঃ

‘‘স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম, বাংলাদেশ হবে একটি সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু প্রশ্ন হল এই স্বাধীনতার জন্য তাকে কত রক্ত ঢালতে হবে।’’

History of Economics & Political Domination of East Pakistan পত্রিকায় Herbert বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপন সোসাইটি লিখলেন, ‘‘বাংগালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ লড়ছে।

এই যুদ্ধে তাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের কত প্রাণ দিতে হবে এবং তাদের কত সম্পদ ধ্বংস হবে।''

৯ই এপ্রিল নেপালের 'অর্পন' পত্রিকা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলো,"ইহা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আজ শুধুমাত্র কল্পনা নয়, একটি বাস্তব সত্য।"

১৩ই এপ্রিল তুরস্কের পত্রিকা 'আকসাস' লিখলো, ''পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ছে।''

ইন্দোনেশিয়ার 'জাকার্তা' পত্রিকা ১৫ই এপ্রিল লিখলো, ''পূর্ব পাকিস্তানীরা আর পাকিস্তানী নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছুক নয়। তারা বাঙালী- এই পরিচয়ই গ্রহণ করেছে। কারণ আজ 'পাকিস্তানী' শব্দ দ্বারা তারা মনে করে একদল সৈন্য, যারা তাদের লোকজনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।"

৩০শে মার্চ চিকাগো ট্রিবিউন লিখলো, ''পৃথিবীর যে অংশটি একদিন ভিয়েতনামের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখর ছিল, সেই অংশে আজ শত-সহস্র লোককে মেশিনগানের গুলিতে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ভিয়েতনামে গত ৪ বছরে যত লোককে হত্যা করা হয়নি তার চেয়েও অধিক লোককে মাত্র ৪ দিনে হত্যা করা হয়েছে।''

৭ই এপ্রিল 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখলো, ''পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা করছে, চাক্ষুষ দর্শীর এই বিবরণ সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং নিরবতা মানুষের কাছে নিশ্চয় পীড়াদায়ক। বাংলাদশের এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধ প্রতিবাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয় একটি মানবিক দায়িত্ব রয়েছে।

শুধুমাত্র এই কয়েকটি পত্রপত্রিকাই নয়, লণ্ডনের ডেইলি মেইল, ডেইলি টেলিগ্রাফ, New Statesman. Sunday Times. London- এর Time পত্রিকা, গার্ডিয়ান, Sunday Telegraph. Newsweek. Christian Monitor. Washington Post. Ockland Tribune. Bultimore Sun. Otowa Citizen. চিলির আলমারকিউরিও, ব্রসেলসের লা লিব্রা, জাপানের Time পত্রিকা, আরব রাষ্ট্র কুয়েতের আকবর-আল-কুয়েত, সিরিয়ার আল-তাউরা, রামিয়ার প্রাভদা, ইত্যাদি সমস্ত পত্রিকায় পৃথিবীর মানবতাকামী মানুষ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেন, স্বাধীনতাকামী বাংলার মানুষকে জানালেন আন্তরিক সমর্থন।

হিমালয়ের ঘুম ভাঙলো। পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেবার বিরুদ্ধে আমেরিকার সিনেটে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন সিনেটর কেনিডি। শ্রমিকরা পাকিস্তানী জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে অস্বীকার করলেন। আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য কমিটি পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন।

বৃটেন, ফ্রান্স, পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলো। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন গণহত্যার নিন্দা করে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য দাবী জানালেন।

এবার বাংলাদেশর সপক্ষে এগিয়ে এলো উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম। সংগ্রামী উত্তর ভিয়েতনাম ঘোষণা করলোঃ ''বাংলাদেশের যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।'' বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে তারা পূর্ণ সমর্থন জানালেন- কিন্তু বিশ্বের দৃষ্টি নিবন্ধ রইল চীনের প্রতি। ইয়াহিয়া বারবার হ্রেষা ধ্বনি করছিলো, ''চীন আমাদের সাথে''। চীনের কণ্ঠ নীরব। অবশেষে চীন মুখ খুললো ভুট্টোর চীন গমন উপলক্ষ ভোজসভায়। বিভ্রান্ত ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসাবে মানবতার ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য অপরাধী ভুট্টো গিয়েছিলো চীনের সমর্থন আদায়ের জন্য।

ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো চক্র মনে করেছিলো চীন তাদের কুকর্মকে সমর্থন জানাবে, কিন্তু চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন প্রকৃতপক্ষ ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মুখে চপেটাঘাত করলেন। ভোজসভায় চীনের অস্থায়ী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোকে পরামর্শ দিলেন পূর্ব বাংলা সম্বন্ধে একটি যুক্তিসম্পন্ন মীমাংসা করতে। শুধু তাই নয়, চীন ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের সমস্ত প্রচারণার মুখে পদাঘাত করলেন।

১১ই নভেম্বর B.B.C.-র খবরে প্রকাশ, চীন পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। চীন বলেছে, "কোন অবস্থাতেই ভারত আক্রমণ করা পাকিস্তানের উচিত হবে না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার আকারে নিরাপত্তা পরিষদে তোলার আবেদন জানিয়েছিলো। চীন তার সেই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছে।

চীনের এই কথার অর্থ এই দাঁড়ায়, চীন পাকিস্তান সরকারের কার্যাবলী সমর্থন করতে প্রস্তুত নয় এবং ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কারকেও চীন অসার ও অযৌক্তিক মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যাকে চীন পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে দেখতে রাজী নয়।

এইদিকে মার্কিন সরকারও পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে আজ ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার সারা বিশ্ব অসহায় এতিমের পর্যায়ে নেমে এসেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলার মানুষের সপক্ষে। বাংলার দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছেন। তাদের ক্ষীপ্রতায় এবং প্রচণ্ডতায় হানাদার বর্বর পাক বাহিনী দিশেহারা।

সেদিনের স্বল্প অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিবাহিনী আজ বিশ্বের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং দুর্ধর্ষ অজেয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তারা প্রস্তুত হচ্ছে চরম আঘাত হানার জন্য, বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটিকেও নিশ্চিহ্ন করার জন্য। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

(জিল্লুর রহমান, এম-এন-এ)

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিগত প্রায় আট মাসাধিককাল যাবৎ আমরা সবাই মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত আছি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মুক্তিসংগ্রামে শরীক হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোরবানী দিয়েছে কোন না কোন ভাবে। মুক্তিযুদ্ধ ও সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের পার্থক্য এই যে, সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে জোর করে যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়; বেতনভোগী (Mercenary) সৈন্যরা দায়ে পড়ে অথবা পদের লোভে বা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়- সুশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুসেনাকে খতম করার জন্য মাতৃভূমিকে শত্রুকবল হতে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে। আমাদের বাংলাদেশের বাহাদুর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার ও মোজাহেদ বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার সংগ্রাম পরিষদের বাহাদুরেরা প্রথমে এরূপ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমরনায়ক ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের হানাদার দস্যুবাহিনীর বর্বর আক্রমণ রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের সর্বস্তরের নরনারী, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মজদুর তথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে পরবর্তীকালে এই চরম সংগ্রামে শরীক হয়েছে- কে সক্রিয়ভাবে, কেহ পরোক্ষভাবে, সক্ষম যুবকেরা অস্ত্রের মাধ্যমে এবং শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও কূটনীতিবিদ সাধ্যমত তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার মাধ্যমে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মুক্তিযুদ্ধ কারও একার কর্তব্য। অবশ্য যুগে যুগে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বেঈমান, সুবিধাবাদী, বা 'কুইসলিং' 'মীরজাফরদের' যেমন ভূমিকা ছিল, আমাদের এই সংগ্রামেও

মীরজাফরেরা তেমন নিষ্ক্রিয় নয়। দেশবন্ধু তাই একসময়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ''পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় বেশী।'' সোনার বাংলার লক্ষ লক্ষ নীরিহ 'মাসুম' নরনারী, শিশু, যুবক-যুবতীকে নির্বিচারে হত্যার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ নারীর শ্লীলতাহানি ও সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে, বাংলার কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা, লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির অপরাধে, প্রায় ৯৫ লক্ষ নরনারী-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার অপরাধে এবং অপর প্রায় ২ কোটি লোককে গৃহহারা-বাস্তুহারা এবং ছিন্নমূল করার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা তথা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করার অপরাধে ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টো-হামিদ যেমন অপরাধী- তেমনি এই জলল্লাদচক্রের ক্রীড়নক সহযোগী মাহমুদ আলী, ডাঃ মালিক, নূরুল আমীন গং এবং তাদের প্রত্যেকটি সক্রিয় সমর্থক ও তাঁবেদারগণও সমভাবে অপরাধী এবং সমভাবে শাস্তির যোগ্য। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধানানুসারে হত্যাকরী এবং তার সহযোগীকে একই আইনে ফাঁসি দেয়ার বিধান চালু আছে। সহযোগী বা নরহত্যাকারীর সহকারী সম্পর্কে আইনে বলা আছে, As if he himself Committed murder- অর্থাৎ, সহযোগী যেন নিজেই খুন করেছে। কাজেই ইয়াহিয়া চক্রের দালালদের সম্পর্কে এই চালু ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বন্ধুগণ, "Truth shall prevail" -এটা universal truth বা সার্বজনীন সত্য- অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই, আমাদের পবিত্র কোরানেও আছে-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا০

অথাৎ ''সত্য সমাগত- মিথ্যা অপসৃয়মাণ, এবং মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।''

আমাদের এই আজাদীর সংগ্রাম মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জালেমের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মজলুমের সংগ্রাম। আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষা- ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'' এই যুদ্ধে ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই। আমাদের মনজিলে মকসুদে আমরা পৌঁছবই।

দুনিয়ার সমস্ত আজাদীর ইতিহাসে দেখা যায় স্বাধীনতা ''অর্জন করা হয়েছে''। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক কোরবান হয়েছে, নানাভাবে আজাদী পাগল মানুষ নির্যাতন ভোগ করেছে- কিন্তু শির দিয়েছে তবু আমামা দেয়নি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে ফাঁসির রজ্জু বরমাল্যের মত কণ্ঠে বরণ করে আজাদীর জয়গান গেয়েছে, তবুও জাতির স্বাধীন সত্তাকে বিলিয়ে দেয়নি- স্বাধীন পতাকাকে অপমানিত হতে দেয়নি। ইতহাসে মহাচীন, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে স্বীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কেহই স্বাধীনতা দান হিসাবে বিনা রক্তপাতে পায়নি। অবশ্য ওদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা পেয়েছে সভ্য জাতির নিকট হতে, সক্রিয় বা পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছে। আমরাও আশা রাখি, দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশ হতে সাহায্য সমর্থন পাবো। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে অনেকের হয়ত ভ্রান্ত ধারণা যে, মেহেরবানী করে বৃটিশ সরকার আমাদিগকে স্বাধীনতা দান করে গিয়েছেন। বাস্তবপক্ষে কি তাই? ১৮৫৭ ইং সনের সিপাহী বিদ্রোহ, ক্ষুদিরাম, ভগৎসিং এবং হাজার হাজার সিপাহীর ফাঁসির কি কোন দাম নেই? তোজী সুভাষ বসুর পরিচালনায় বার্লিন, সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা ও বিভিন্ন স্থানে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করা হয়েছিল, তা কি কম চাঞ্চল্যকর? মনিপুর ও ইম্পল অপরেশনে যে প্রায় ছয় হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ (INDIAN NATIONAL ARMY) অনাহারে-অর্ধাহারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষ তথা ব্রিটিশ আর্মির হাতে যে বিভিন্নভাবে প্রায় ২০ হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ বন্দী হয়েছিল, নির্যাতন ভোগ করেছিল বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তা কি এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি? বর্মা, রেঙ্গুন, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, জাপান ও অন্যান্য স্থানের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় (তদানীন্তন) নাগরিকগণ কেহ কেহ তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও কোটি কোটি টাকা এবং কেহ কেহ

মোট সম্পদের একটা অংশ INA ফৌজকে দান করেছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির Kin’s Commission, প্রাপ্ত Major G.S. Dillon, শাহনাওয়াজের মত শত শত কমিশণ্ড অফিসার এবং হাজার হাজার জোয়ান ব্রিটিশ সরকারের চাকরি ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্রোতে নিজদেরকে নিক্ষেপ করে আজাদ হিন্দু ফৌজে যোগ দিয়েছিল। ICS পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেও নেতাজী সুভাষ বসু যে চাকরি ত্যাগ করেছিলেন, তা কি বৃথা গিয়েছে? বস্তুতঃ এই সব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ উপমহাদেশের আজাদী লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আমার প্রিয় ধর্মভীরু দেশবাসীকে বলা প্রয়োজন যে, মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। এবং এটাকে অপমৃত্যু বলা চলেনা। অবশ্য পাকিস্তানের জন্মটাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলা চলে। কাজেই এর প্রতি আর কারও কোন মোহ থাকা উচিত নহে? পাকিস্তানরূপী যে শিশুকে তিওয়ানা-নসরুলা কোম্পানীর আকবার-আহরার পার্টি তথা পশ্চিম সামন্তবাদ চক্র জন্ম দিতেই চায়নি, তারাই পরবর্তীকালে স্বীয় বুর্জোয়া স্বার্থে সে শিশুর দাবীদার সেজে প্রকৃত জন্মদাতা তথ্য নিরীহ ধর্মভীরু বাঙালীকে বিগত ২৪ বৎসর ধরে নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন করেছে। ইসলাম, সংহতি ও মুসলমানের নামে বহু অনৈসলামিক কারবার বেঈমানী ও ধোঁকাবাজি করেছে। ব্যবসায়ী স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা ভাই বলে মুখে প্রচার করেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষকে কোনদিন তারা হৃদয়ে স্থান দেয়নি। লক্ষ লক্ষ বাঙালী বন্যায়-জলোচ্ছ্বাসে-ঘূর্ণিঝড়ে শিয়াল-কুকুরের মত প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা শোষকচক্র, কখনও শোষণের যাঁতাকল বন্ধ করেনি। ১৯৬৪ সনে যখন পূর্ববাংলার এক মহকুমায়ই ১৮ হাজার লোক একরাত্রে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারিয়েছিল তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সফর করতে পূর্ববঙ্গে না এসে লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। লণ্ডনের পত্রপত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিলঃ 18 thousand people died, who cares? অর্থাৎ বিগত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালীতেই যখন প্রায় ১০ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারা নরবারীর অগণিত মৃতদেহ পদ্মা-মেঘনা-যমুনাতে এমনকি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে পর্যন্ত ভেসে ভেসে যাচ্ছিল- তখন আমাদের গরীবের ট্যাক্সের টাকায় কেনা Gunboat, Helicopter কোথায় ছিল? তদানীন্তন গভর্নর এডমিরাল আহসান বলেছিলেন, “আমি Islamabad-এর কাছে Helicopter চেয়েছিলাম- কিন্তু পাইনি।” সেই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগ। লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। ভারতসহ দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্র হতে সাহায্য-সম্ভার এসেছিল, হেলিকপ্টার এসেছিল। তখনও পিণ্ডি-ইসলামাবাদশাহীর হৃদয় বিগলিত হয়নি। শত শত নর-নারীকে, স্ত্রী ও পুরষকে একসাথে কবরস্থ করা হয়েছিল। এমনকি হিন্দু-মুসলমানকে একসাথে এক গোরে দাফন করা হয়েছিল-কারণ দাফনের কাপড়েরও অনটন হয়েছিল। Gunboat ছিল না, অর্থ ছিল না। এক ফোঁটা পানি, এক মুঠো অন্ন ও লজ্জা নিবারণে এক টুকরো কাপড়ের জন্য লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে সারা দুনিয়া বিগলিত হয়েছিল, সাহায্য-সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু বিগলিত হয়নি আদমজী, ভালিকা, আমীর আলী, ফেন্সী, দাউদ ও গান্ধারা গোষ্ঠীর তথা পশ্চিমা ২২-পরিবারের হৃদয়। এর পরও আপনারা এদের ইসলামী দরদের ধোঁকামিতে বিশ্বাস করেন? এদের ইসলাম শোষণের যন্ত্রবিশেষ। আসলে এরা ইসলাম মানে না। ১৪ শত বৎসর পর্যন্ত প্রতি জুম্মাতে, ঈদে আপনারা খোতবায় শোনেন-

انَّ اللهَ يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

-আল্লাহ ‘আদাল’ ও এহছানের কথা তথ্য ন্যায়বিচার ও ইনছাফের কথা, মঙ্গলের কথা বলেছেন; আর এই লুটেরা দস্যুদের পাক কোরানের এই নির্দেশ অমান্য করে যুগ যুগ ধরে বেইনসাফ ও বেঈমানী করেছে। ভাইসব, দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রই শুধু ধর্মীয় বন্ধনের নামে বা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জোর করে অবাস্তব ও অসম্ভবকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। তাই বহুদিন জোড়াতালি দেওয়ার পর নকল পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আর যদি কেহ মনে করেন পাকিস্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তজ্জন্যও বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ বা পূর্ববঙ্গবাসী দায়ী নহে।

বঙ্গবন্ধু শেখ পর্যন্ত Artificial Heart Transplantation করে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে পকিস্তানের জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ২৫শে মার্চের গভীর রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া-টিক্কাখান-ভুট্টো চক্র বেয়নেটের খোঁচায় পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এর জন্য এককভাবে তারাই দায়ী। তারপর ১০ লক্ষাধিক বাঙালী নরনারী-শিশু-যুবক-যুবতীর-মা-ভাই-ভগ্নির তাজা রক্তস্রোতের অতল তলে পাকিস্তান নিমজ্জিত হয়েছে-ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রাণরক্ষা আর সম্ভব নহে। ইসলাম Universal -আল্লাহ সবার। আমরা 'আলহামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামীন'- অর্থাৎ 'সব প্রশংসা তাহার জন্য যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন'....

মোট কথা, ইসলাম Co-existence, Co-havitation ও Compromise-এর ধর্ম। এক কথায় ইসলামের মর্মকথা Secularism-এর মর্মকথা। কাজেই আমরা স্বাধীন বাংলদেশ গড়ে তুলবো এমন এক সমাজব্যবস্থা যা হবে সার্বজনীন- Universal and Secular-যাতে থাকবে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার। থাকবে না মানুষে মানুষে কোন বিবাদ-বিচ্ছেদ, কোন ভেদাভেদ। আর আমাদের এই মহান মূলমন্ত্রের হোতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তথা দুনিয়ার সমস্ত মজলুম বঞ্চিত মানবতার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাগ্যের পরিহাস, তিনি আজ জোনরেল ইয়াহিয়ার কারাগারে আটক, আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী সাবধান করে দিতে চাই- বঙ্গবন্ধুর কোন ক্ষতি সাধিত হলে সমগ্র বিশ্ব দাবানলের অগ্নির মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এখনও সময় আছে জেনারেল ইয়াহিয়া, তাকে এখনও মুক্তি দাও-নচেৎ শুধু তোমার পাকিস্তান নয় অচিরেই তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে। জয় বাংলা।

(আবদুল মালেক উকিল,এম-এন-এ)

অভিজ্ঞতার আলোকে

২৪ জুলাই, ১৯৭১

বাংলার মুক্তি আন্দোলনের যারা রক্ত দিয়েছেন, যারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রায়কে উপেক্ষা করে, গণতন্ত্রের সমস্ত নীতি পদদলিত করে এবং মানবতার সমস্ত শিক্ষাকে মথিত স্বৈরাচারী বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরপরাধ নিরস্ত্র বাঙালী জনতার উপর ২৫শে মার্চের রাতে। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করার পূর্বেই প্রচারিত হয়ে গেল এ খবর, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপের ঘটনা। কিন্তু বাংলার মানুষ এবার মরণজয়ী। সামনিক বাহিনীর কামান, ট্যাংক, মর্টার, বিমান ও আরও হাজার ধরনের উন্নত মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল তারা। বিপুল বিক্রমে বিশ্বাসঘাতক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল EPR, পুলিশ বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর। এ খবরও প্রচারিত হল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিশাবসানের পূর্বেই। সচেতন জনতা বুঝতে পারলো মুক্তি তাদের সোজা পথে আসবে না। স্বাধীনতা তো ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হয়। এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় রক্তের। জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো বঙ্গবন্ধুর বাণী ''রক্ত যখন দিতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'' বাংলার বীর জনগণ রুদ্ররোষে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কৃষক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও জনতা অস্ত্র হাতে তুলে নিল। কোটি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল রক্তের বিনিময়ে বাংলার মুক্তি আদায় করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, পরাধীনতার গ্লানির অবসান করার দীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

এ ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে আঘাত করলো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর সে ঢেউ এসে সাড়া জাগালো হজরত শাহ মখদুম শাহদ্দৌলার পদস্পর্শে পবিত্র শাহজাদপুরসহ পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, ফরিদপুরসহ আরও অসংখ্য গ্রামে। প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলো সবাই। মুক্তিবাহিনী গঠিত হল মহল্লায় মহল্লায়। মা-বোনেরা এবং অশীতিপর বৃদ্ধও এসে দাঁড়ালো মুক্তিবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সবার মুখেই একই মন্ত্র "জয় স্বাধীন বাংলা"। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলে শত্রু বাহিনীর আগমনের- মোকাবেলা করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে দা এবং কারও হাতে মজবুত লাঠি। বাইরে থেকেও মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা এলো। বিভিন্ন জায়াগয় ছাউনি ফেলা হল। শেরপুর থেকে নগরবাড়িঘাট পর্যন্ত ঐ রকম ছাউনি পড়লো পাঁচ-ছয়টা। এ পর্যন্ত ছাউনিতে বাংলার মুক্তিসেনাদের হাতে সাধারণত বন্দুক, রাইফেল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে নেওয়া কিছু উন্নত ধরনের অস্ত্র থাকতো। সোনার বাংলার সোনা মুক্তিযোদ্ধাদের জনতা আপন করে নিল। নিস্পেষিত, অধিকারবঞ্চিত জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখতে পেল স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি। একটি ঘটনা বলি। একদিন দুপুরের দিকে খেয়া নৌকায় পার হচ্ছি। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন যুবক। নৌকারোহীরা মুক্তিসংগ্রামে মোমেনের ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ উঠে এলেন আমাদের কাছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোমরাই তো বাবা অবহেলিত, লাঞ্ছিত বাংলার চোখের মণি। তোমাদের রক্তের বিনিময়ে আমার মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হবে। আমি মুক্ত বাংলায় মরতে পারবো। আমাদের পরবর্তী পুরুষকে আর পরাধীনতার গ্রানি সহ্য করতে হবে না। কি গৌরব এ ত্যাগের! জয় তোমদের হবেই বাবা, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হবেই। এ যুদ্ধ তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। দুর্ভাগ্য, অনেক বয়েস হয়েছে আমার। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা এখন আর নেই। কিন্তু তবুও যদি আমাদের মত নিরস্ত্র হয়ে সামনে আসতো শত্রু; তবে এ বয়সেও একবার দেখিয়ে দিতাম বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি।" ভাবছিলাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এই আর্শীবাদের উপর শ্রদ্ধা রেখে, মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো অসংখ্য রণাঙ্গনে বাংলার রত্নরা সদাসচেতন প্রহরী হয়ে রয়েছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য। চিন্তা করার আর সময় হয়নি। বৃদ্ধকে মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনও করা হয়নি। হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলাম মারণাস্ত্রের বিকট আওয়াজ। খুব কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে খেয়াল হল অদূরে পাইকারহাটির ডাববাগানে মুক্তিবাহিনীর ছাউনির কথা-আমাদের বাহিনীর ৬০ জন মুক্তিসেনার কথা। তখন বেলা প্রায় দুটো।। পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যরা ১৪ খানা ট্রাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে কাশিনাথপুর থেকে আসছিল বাঘাবাড়িঘাট অভিমুখে। মাঝপথে ডাববাগানে। ট্রীগারে হাত রেখে মুক্তি বাহিনীর জোয়নরা প্রস্তুত। শত্রুসেনাদের ট্রাকগুলো ওদের আওতায় এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মুক্তিসেনাদের রাইফেল আর ব্রেনগানগুলি। শত্রুবাহিনীর পাঁচখানা সৈন্যবাহী ট্রাক অকেজো হয়ে গেল গুলির আঘাতে। প্রাণ দিল ৫০/৬০ জন পাকিস্তানী সৈন্য। এ যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল- EPR- এর লোক। অদ্ভূত শরীর। তার গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল ৫/৬টা বুলেট। অচেতন অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হল ফ্রন্ট থেকে। ডাক্তারগণ তাকে ঔষধ দিচ্ছেন- অপারেশন করে তার শরীর থেকে শত্রুবাহিনীর বুলেট বের করছেনর। বাঁচার আশা খুবই কম। আমরা সেবা করছি কায়মনোবাক্যে। ও চোখ মেলে চাইলো। জিজ্ঞেস করলেও মুক্তিসেনাদের কুশল, অগ্রগামী অবস্থানের পরিস্থিতি। মুমূর্ষ অবস্থায়ও ওর চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। করুণাময় আল্লাহতায়ালার অসীম কৃপায় ও বেঁচে আছে। মনে হয় বাংলার কোন প্রান্তে আবার সে অস্ত্র তুলে নিয়েছে শত্রুসেনাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। খোদার অসীম রহমত আছে ওর উপর, কারণ ও তো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। পরে পাকিস্তানী বাহিনীর কামান আর মর্টারের আঘাতে ডাববাগান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ধ্বংস হয়েছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো। মুক্তিযোদ্ধারা তবুও নির্ভয়। তারা আবার ঘাঁটি গড়ালো ঘ্যাটনা ব্রীজের তলায়। পণ করলো, পাকস্তানী বাহিনীকে কিছুতেই সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না কয়েকদিন পর শত্রুসেনারা ট্রেনে সৈন্য বোঝাই করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে সিরাজগঞ্জের দিকে। কিন্তু মুক্তিসেনারা ঘ্যাটনা ব্রীজের কাছে রেলের ফিস-প্লেট তুলে রেখেছে। ট্রেন থেমে গিয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্রেন

থেকে নেমেছে মেরামত করার জন্য। এ সময়ের জন্যই ওৎ পেতে বসে ছিল মুক্তিসেনারা-সংখ্যায় মাত্র ১০ জন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো তাদের রাইফেল। ভূলুণ্ঠিত হল আক্রমণকারী পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর ১৫/১৬ জন সৈন্য। শত্রুসেনারা মেশিনগান, মর্টার আর রকেট ব্যবহার করেও মাত্র ১০ জন মুক্তিকামী বাঙালীর সামনে দিয়ে সেদিন ঘ্যাটনা ব্রীজ অতিক্রম করতে পারেনি। নরপিশাচ পাকিস্তানী সৈন্যরা তখন ফিরে উল্লাপাড়া গ্রামে চলে যায়। নিরপরাধ জনগণের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে নিরস্ত্র লোকজনকে। আশ্চর্য পৌরুষ পাকিস্তানী সৈন্যদের। মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে নিরস্ত্র মানুষ মারার অদ্ভুত মনোবল! আরও আশ্চর্য ইসলামপ্রীতি এহিয়া খানের! ইসলাম কি কোথায়ও নিরস্ত্র, নিরপরাধ লোককে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে? অনুমতি দিয়েছে কি অসংখ্য নিরপরাধ লোকের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার, খাদ্যশস্য নষ্ট করার? মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার?

জানি, এহিয়া খান এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে-পারবে না। কিন্তু যত অত্যাচারই করুক না কেন বাংলার জনগণ এবার এদের উৎখাত করবেই। একজন বাঙালী জীবিত থাকলেও সে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। বাংলাকে মুক্ত করবে। আমরা পশুর-মত বাঁচতে পারি না। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদের আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাইতো সেদিন বাংলার সোনা ফলানো মাঠের মধ্য দিয়ে আসবার সময় কয়েকজন কৃষক আমার কাছে এসেছিল। ওরা বলছিলো, ‘‘তিন গাঁয়ের লোক সভা করে ঠিক করেছে-যদি গায়ে মিলিটারী আসে তবে লাঠি, দা আর বর্শা নিয়েই তাদের খতম করব। গায়ের একটা পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে একটা মিলিটারী ঢুকতে পারবে না। পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে গায়ের মেয়েদের উপর মিলিটারী এত অত্যাচার করবে তা হতে দেওয়া হবে না।’’ ওরা জানে ওদের লাঠি আর বর্শা মিলিটারীর মারণাস্ত্রের তুলনায় কত নগণ্য। কিন্তু কি অদ্ভুত প্রত্যয়! এহিয়া খান, তুমি এদের পরাভূত করতে পারবে কি?

(এই কথিকাটির লেখকের নাম জানা যায়নি)

২৭ জুলাই, ১৯৭১

অসম সাহসীর অধিকারী মুক্তিবাহিনীর হাতে নরপশুরা মার খেয়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, আর অনেকে হাসপাতালে পা-হাত হারিয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের বন্ধুরা সেসব দেখেশুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে যেসব বংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় ‘ছেড়ে দে মা পালিয়ে বাঁচি’ এই পুরাতন কথাটি ওরা জেনে ফেলেছে। কারণ, পশ্চিম পাঞ্জাবী কুকুরদের সঙ্গে বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের তীব্র মতদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পশ্চিম পাঞ্জাবী অধিনায়ক অনেক জায়গায় বালুচ ও পাঠান সৈন্যাদের নিরীহ নিষ্পাপ গ্রামবাসীদের উপর গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিলে এই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে সৈন্যদের মধ্য হতে একটা বিরাটসংখ্যক অংশ বাঙালীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী নয়, এ দৃষ্টান্ত কয়েকটা ঘটনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিছুসংখ্যক পাঠান সৈন্য মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিফৌজে যোগদানেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অনেকে নিজের পায়ে নিজেরা গুলি করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তারা জানে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে

লড়াই করে এ পৃথিবী হতে চিরবিদায় না নিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে থাকা অনেক ভাল। তবুও আশা থাকবে ভাল হয়ে মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র পরিজনের সঙ্গে দেখা করার।

স্পষ্টতই পাক বাহিনী ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এমনকি সেদিন পাক পশুদের একটা চলন্ত গাড়ির সামনে একটি বোমা ফুটলে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার সমেত অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে সকলেই নেমে পালাতে আরম্ভ করে। তখনই মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ও জনগণ গিয়ে গুলি না করে ছুরি দিয়ে পাক পশুদের কতল করে ফেলে। এই চার মাসের যুদ্ধে পাক পশুরা সেখানে যেভাবে নতুন নতুন কলাকৌশল করে প্রস্তুত নিয়েছে, পরক্ষণেই মুক্তিবাহিনী চারদিকে থেকে আক্রমণ করলে আস্তানাতেই চিরতরে মৃত্যুর কালো অন্ধকারে লুটিয়ে পড়েছে। এসব দেখেশুনে পাক পশুরা বাঙালীদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে রাজী নয়। তাছাড়া বেশ কিছুদিন হতে পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত লোক বাংলাদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও এক নম্বর লাইসেন্স নিয়ে কন্ট্রাকটরি করত এবং বড় বড় চাকরিজীবী হয়ে বাংলার মাটিতে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করত, তাদের অনেকেই এদেশ থেকে চলে গেছে। খুলনা পোর্ট হতে জাহাজ ভর্তি হয়েছে তাদের মালপত্র-জীপ, ট্যাক্সি, খাট, আলমিরা, আসবাবপত্র ও এমন কি যাত্রীবাহী বড় বড় বাস পর্যন্ত। এইসব মালপত্র নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। বাংলাদেশে কার্যরত সব লোকই খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে এদেশে তাদের থাকা চলবে না। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। বেশ কিছুদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানী পশুদের মেজর খান আলতাফ হোসেনের ভাই, যিনি একজন সি এ্যাণ্ড বি'র প্রথম শ্রেণীর কণ্ট্রাকটর, তিনি বক্তব্যগুলি তার আর এক বাঙালী প্রথম শ্রেণীর কণ্ট্রাকটর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে পেশ করে বলেন, ‘‘রহমান সাহেব, এদেশে আমরা থাকতে পারব না। ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু শুনলাম। যে কটা টাকা-পয়সা আছে তা নিয়ে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। আর আমার যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে, তা আপনাকে দিয়ে চলে যাব। আপনাদের দেশ মুক্ত হবার পর বেঁচে থাকলে পরে দেখা হবে।’’ এমন কি খুব গোপনভাবে তিনি বলে গেলেন, ‘তার ভাই যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টে রয়েছেন কিন্তু খুলনায় থাকা বেশী নিরাপদ নয় মনে করে চলে আসতে চান- কখন কোন সময় কি হয় তার ভয়ে।’ এখন বুঝতেই পারা যাচ্ছে তাদের মনোবলের মিটার কত নীচুতে নেমে গেছে। অথচ টিক্কা এত ধাক্কা খাওয়ার পরও চিন্তা করতে পারে না কি গতি হবে তার। আর জঙ্গী এহিয়া ইসলাবাদের স্বপ্নপুরীতে থেকে মুক্তিবাহিনীর মার কি রকম কি করে বুঝিতে পারবে? যে স্বপ্নপুরী একদিন ওর বাপ বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্ত চুষে অর্থ নিয়ে গড়ে তুলেছিল, সেখানে শুধু লালপানির শ্রাদ্ধ করা হয়। আর এদিকে তার দালাল ভাইস অ্যাডমিরাল মোজাফফর হাসান ঐ বর্বর কুকুরদের আস্তানায় আস্তনায় সাহস যোগাতে বেরিয়ে পড়েছে। হলে কিজ হবে, ফলে যে হচ্ছে তার উল্টো। মুক্তিবাহিনীর হাতে ওরা দিনের পর দিন মার খেয়ে হয়েছে দিশেহারা।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে একটা কথা বলতে; মুক্তিবাহিনীর হাতে এত মার খাওয়ার পরেও ইয়াহিয়া আজও ভারতকে দোষারোপ করছে। লজ্জাহীনকে শিক্ষা দিতে হলে কিছুটা নির্লজ্জ না হয়ে পারা যায় না। এখন পর্যন্ত তো বাংলার মুক্তিবাহিনীকে স্বীকার করা হল না, অথচ মুক্তিবাহিনী বাংলার মাটিতে থেকে আজ হতে প্রায় চার মাস ধরে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে, তবুও তারা ভারতের দুষ্কৃতকারী। যদি তাই-ই হয় তাহলে ইয়াহিয়ার প্রিয় দালাল ও পাক সেনাদের জিজ্ঞাসা করলেই তো সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে। কারা তারা, যাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে? দালালেরা কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ পাবার আশায় তো রাজাকার বাহিনী করেছে। আর এই রাজকার বাহিনীতে যতসব চোর, বাটপার, বদমাইশ ও ডাকাতদের নেয়া হয়েছে- যারা সমাজের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং যাদের সমাজে কোন ঠাঁই নেই। এদে রমধ্যে অবশ্য অনেকে জেল-হাজতে ছিল। এই সমস্ত লোকেরাই পাক পশুদের লুটতরাজ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তাদের নাম ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর কাছে ধরা পড়েছে। আসলে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে জীবন রক্ষার্থে রাজাকারের খাতায় নাম লিখেছে। অথচ দেখা গেছে, পাক বাহিনী এদেরকে ভালোভাবে বিশ্বাসও করে না। ঐ রাজাকারেরা

এখন শুধুমাত্র মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের কতগুলি দালালের দেহরক্ষী হিসাবে রাইফেল ঘাড়ে করে চলে, কোন সময় মুক্তিবাহিনীর সম্মুখীন হলেই অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে আবার ইয়াহিয়া ডিফেন্স সার্টিফিকেট, সেভিংস সার্টিফিকেট ও প্রাইজবণ্ড কেনার কতই না আহ্বান জানাচ্ছে: কিন্তু বিশ্বসঘাতক এহিয়া জানো যে অন্ধ তার লাঠি একবারই হারায়। যে ভুল বাঙালী একবার করেছে, তার পুনরাবৃত্তি আর করতে পায় না। কারণ তারা জানে এসব টাকা-পয়সা কোন দিনই আর ফিরে পাওয়া যাবে না । বাঙালীদের জানতে বাকি নাই যে, এগুলোর হেড অফিস ঐ দালালদের দেশে। সে জন্যই ব্যাঙ্ক-বীমার টাকা জমা দেয়া ও প্রিমিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ার দিতে গেল কোন দিনও আর সে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। অবশ্য বাংলদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ সরকার এর একটা ব্যবস্থা করবে। আমরা পশ্চিম পকিস্তানী দালালদের কোন মালপত্র খরিদ করবো না। কোন কাপড়-চোপড় আমরা না কিনলে ওদের গুদামে সব জমা হয়ে হয়ে পচবে। এ জন্যই ওদের কল-কারখানা বন্ধ হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে অনেক মিল ও কারখানা হতে শ্রমিক ছাঁটাই আরম্ভ হয়েছে। আমরা ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিরতরে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো। বাংলার মানুষকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করবার দিন ঐ ২৫শে মার্চের রাত ১০টায় ফুরিয়ে গেছে। যারা আজ পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য দেখেশুনে খরিদ করছে, তারা নরঘাতক এহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করতে সহায়তা ছাড়াও বাংলার সম্পদ ভোগ করে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়ে, বাংলার সম্পদ ভোগ করে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যে কত বড় অপরাধ তার কৈফিয়ৎ ওদের দিতে হবে জীবন দিয়ে। বাঙালীরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করবেই করবে- যার জন্য দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার প্রতিটি ছাত্র, শ্রমিক ও যুবকেরা এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করছে। এরা সকলেই স্বাধীনতা রক্ষার বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে ঐ কুকুরদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছে। তারা জানে, অমবস্যার কালো অন্ধকারে ভেদ করে অচিরেই লাল সূর্য আলোয় ভরা আভা নিয়ে পূর্বদিগন্তে উদিত হবে।

(অধ্যাপক এম, এ, সুফিয়ান রচিত)

শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন

২৭শে জুলাই, ১৯৭১

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বাংলদেশ রত্নাগর্ভা। বাংলাদেশে শুধু সম্পদ নয়, আছে মানুষের মত মানুষ। বাংলাদেশের জননেতারা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর নিজ দেশের জনগণকে ভালোবেসে যে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তার তুলনা সমকালীন ইতিহাসে নেই। বঙ্গজননী তার কোলে শুধু তীতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বাঘা যতীনদের মত বিপ্লবীদের ধারণা করেনি, করেছে চিত্তরঞ্জন, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত বিখ্যাত নিয়মতান্ত্রিক নেতাদেরও। নিয়মতান্ত্রিক নেতা হয়েও এরা দেশের জন্য কম নির্যাতন ভোগ করেননি। শেরে বাংলা ফজলুল হককে পাকিস্তানের তৃতীয় বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিয়ে নজরবন্দী করেছিলেন। এই বৃদ্ধ সর্বজনমান্য নেতাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শয়তান শাসকচক্র ঈদের নামাজের জামাতেও যোগ দিতে দেয়নি। এর চাইতেও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। হৃদরোগে আক্রান্ত এই নেতাকে বৃদ্ধ বয়সে ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের’ কাল্পনিক অভিযোগে দীর্ঘ ছয় মাস

জেলে আটকে রাখা হয়েছে। জেলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। মুক্তিলাভের পর দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে প্রিয় পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশের আরেক জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনের পর গিয়েছিলেন লণ্ডনে। তিনি দেশে ফেরার আগেই হয়ে গেল সব ওলট-পালট। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করে দিলেন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ। ফজলুল হক হলেন নজরবন্দি। গোলাম মোহাম্মদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসকান্দার মীর্জা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'মওলানা ভাসানী যদি দেশে ফেরেন, তাকে আমি গুলি করার নির্দেশ দেব।'

বিবরণ দিতে গেলে এক মস্তবড় পুঁথি তৈরি করা যায়। বাংলাদেশের এমন একজন নেতা, এমন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী নেই যাকে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শাসকচক্র হয়রানি করেনি, নির্যাতন করেনি, অমর্যাদা করেনি। তাই এবারেও বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে পাকিস্তানের বর্তমান ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের নাক ইয়হিয়া খাঁ যখন বলেন 'শেখ মুজিব একজন ক্রিমিনাল, তখন আমরা বিস্মিত হই না। ইয়াহিয়ার মত একজন অর্ধশিক্ষিত বর্বরের কাছ থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা সম্পর্কে এর চাইতে শোভন ও ভদ্র ভাষা আমরা আশা করি না। যে ব্যক্তি নিজে ক্রিমিনাল,যার হাতে এখনো নিরীহ-নিরপরাধ বাঙালীর বুকের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে, ইতিহাসের সেই জঘন্যতম খুনী দস্যু বাংলার ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান জননায়ক সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে কথা বলবেন, এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশে অনেক মহান নেতা জন্মেছেন। দেশের জন্য তারা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধেয়। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, নির্যাতন বরণ ও নেতৃত্বাদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুগ সৃষ্টিকারী নেতা। তার ত্যাগ, সাহস ও ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তিনি এখন শুধু বাঙালীর নয়নমণি নন, কিংবদন্তীর রাজা। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রায় বারটি বছর তিনি কাটিয়েছেন জেলে। ইয়াহিয়ার আগে আইয়ুব একবার তার গলায় ফাসিঁর রজ্জু পরাতে চেয়েছিলো। পারেনি। এখন আবার সেই ফাঁসির রজ্জু হাতে নিয়ে খুনী ইয়াহিয়া নতুন খুনের নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবের অপরাধ তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভালোবাসে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের ইতিহাসে যে অধ্যায় যোজনা করেছেন, তার কোন দ্বিতীয় নজির নেই। একটি নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলনকে রজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের প্রভাবে তিনি রূপান্তরিত করেছেন বিপ্লবে। বিপ্লবকে রূপান্তরিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড রুখে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সুদক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে বলতে গিয়ে প্রায় খালি হাতে লড়ছে। এ কি ইতিহাসের কম বড় বিস্ময়? এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র মানুষের সবল ও প্রেরণাদানকারী নেতৃত্বের জন্য। একটি নামই আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সৃষ্টি করেছে। আর বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের নতুন সংগ্রামী ইাতহাস। তাই বাংলাদেশের ঘৃণ্য শত্রু ইয়াহিয়া, হামিদ ও টিক্কা খাঁর দল এই ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের নায়ক শেখ মুজিবকে ধ্বংস করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবকে জেলে বন্দী রেখে কাপুরুষ ইয়াহিয়া সাহস ও স্বস্তি পাচ্ছে না। সুতরাং বিচারের নামে তাকে হত্যা করার এই শয়তানি চক্রান্ত।...

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

২০শে আগস্ট, ১৯৭১

(এই পর্যায়ের শেষ আলোচনা)

সত্তরের নির্বাজচনবিজয়ী বাংলাদেশের একচ্ছত্র জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত চলছে পকিস্তানী নাৎসীদের জেলে। এটা যেবিচার নয়, বিচার প্রহসন এবং হত্যা করার নারকীয় চক্রান্ত,

সে সম্পর্কে বিশ্বের কোন দেশের কোন মানুষের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সম্পর্কে ইউরোপের প্রভাবশালী দৈনিক 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা গত ১২ই আগস্ট তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেনঃ ''এই বিচারে বিদেশী সাংবাদিকদের পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে দেয়া হচ্ছে না। বিদেশের সংবদাপত্রগুলোর প্রতি ইসলাবাদের এই অবিশ্বাস, পাকিস্তানের কল্যাণ সাধন করবে না।''

'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা ঠিকই বলেছেন। তবে তিনি বলছেন বিদেশী সাংবাদিকদের প্রতি ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রের অবিশ্বাস, আসলে সেটা ভয়। ইয়াহিয়া জানে, গত ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকেরা ছিলেন বলেই, তার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে। আজো শেখ মুজিবের তথাকথিত প্রহসন যদি বিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকেন, তাহলে আসল কথা ফাঁস হয়ে যাবে। ধরা পড়বে আসল অপরাধী ইয়াহিয়া এবং তার বেঈমান খুনী চক্র। তাই বিচারের নামে খুনী ইয়াহিয়ার এই কঠোর গোপনীয়তা। প্রতি যুগে বিচারের নামে ইয়াহিয়ার মত খুনীচক্রের যে হত্যালীলা, তারই প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন-

'আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রে আজ এই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। তবে কবিগুরু, তোমোকে আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে পারে, বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। শয়তান ইয়াহিয়া চক্র আজ বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তি নয়। এই জানোয়ারদের, এই বর্বর পশুশক্তির পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য বাংলাদেশের তরুণরা আজ অস্ত্রধারণ করেছে। বাঙালী মুক্তিবাহিনী আজ অজেয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এই অপরাজেয় মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কাপুরুষ ইয়াহিয়া ঢাকা আগমনের সাহস পাচ্ছে না। টিক্কা এবং সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছে ছাউনিতে।

এখন প্রশ্ন, এত শীঘ্র শেখ মুজিবকে বিচারের নামে হত্যা করার জন্য পাগলা কুকুরের মত কেন হন্যে হয়ে উঠেছে ইয়াহিয়া? এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সোজা। মূর্খ ইয়াহিয়া ভেবেছে- এক. শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর উৎসাহ নষ্ট হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হবে; দুই. বাংলাদেশ নেতাহীন হবে এবং তার প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস হবে; তিন. শেখ মুজিব বেঁচে না থাকলে বাংলাদেশের সারা এলকা স্বাধীন হলেও তাকে সংগঠিত ও স্থিতিশীল করার মত কোন নেতা ও সংগঠন থাকবে না।

আগেই বলেছি, অতীতের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি এই মূর্খ ইয়াহিয়া। নইলে সে জানতো, আইয়ুবের আমলে এই পরীক্ষা একবার নয়, বহুবার হয়ে গেছে। ১৯৬৬ সালে যখন বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফার আন্দোলন শুরু করেন, তখন আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে রেখে ভেবেছিল আন্দোলন ব্যর্থ হবে। শেখ মুজিবকে ছাড়া তার হাতে গড়া আওয়ামী লীগ এই আন্দোলনকে টিকিয়ে রখতে পারবে না। আইয়ুবের এই দুরাশা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭ সালে কুচক্রী নওয়াবজাদা নসুরল্লাকে হাত করে পশ্চিম পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহম্মদ আলী চক্র ভেবেছিল, শেখ মুজিব জেলে রয়েছেন এই সুযোগে আওয়ামী লীগকে ভেঙে তাদের পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। কিছু লোককে হাত করে এজন্য তারা চেষ্টাও চালিয়েছিলেন, কিন্তু নসরুল্লার এই চক্রান্তও সফল হয়নি। ১৯৬৮ সালে যখন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়, তখনও আইয়ুব চক্র ভেবেছিল শেখ মুজিবকে জেলে রেখে এই মামলার বিচার চালানো হলে দেশে নেতৃত্বের অভাবে কোন আন্দোলন হবে না। আইয়ুবকে এই ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে যে গণবিপ্লব হয়, তখনো শেখ

মুজিব কারাগারে। তার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নবীন অথচ সংগ্রামী নেতারা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রনেতারা এই বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নির্ভূলভাবে পরিচালনার করেন।

ইয়াহিয়া বাংলাদেশের এই বিপ্লবী ইতিহাস জানে না তা নয়। কিন্তু মানবতাবোধ ও ইতিহাসজ্ঞান বর্জিত এক মূর্খ সেনাপতির কাজ থেকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আশা করা বাতুলতা। ইয়াহিয়া এবং তার চারপাশে জমায়েত জঙ্গী নায়কেরা জানে না, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা যায়; কিন্তু একটি আইডিয়া বা আদর্শকে হত্যা করা যায় না। শেখ মুজিব আজ শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি সংগ্রামী আইডিয়া বা আদর্শ। বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামী জাতীয়তা এবং তার সংগ্রামী সংগঠন আওয়মী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি শেখ মুজিবরূপী এই আদর্শ। এই আদর্শেই আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা আজ বলীয়ান। শেখ মুজিব যদি সশরীরে এই আদর্শ রূপায়ণে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারেন, তাহলে সারা বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির পরম গৌরব। আর তিনি যদি কোন চক্রান্তের শিকার হয়ে নাও থাকেন, তাহলেও তার প্রদর্শিত পথেই আওয়ামী লীগ ও বাঙালী জাতির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিব আজ দেশের বাইরে বহুদূরে কারান্তরালে রয়েছেন; তবু তার প্রদর্শিত পথে অবিচল থেকে আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি সুসংগঠিত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারে শক্তি ও স্থিতিশীলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দিন দিন সংগঠিত ও শক্তিশালী হচ্ছেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঙালী জাতির এই নবঅভ্যুত্থান ব্যর্থ করার আশা মূর্খ ইয়াহিয়ার দূরাশা মাত্র।

তবে বাঙালীর নয়নমণি, জাতির প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে ইয়াহিয়া চক্র নিস্তার পাবে তারা এমন আশা যেন স্বপ্নেও না করে। এই কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার সময় এসেছে। বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নাজরুল ইসলাম বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র পরিণতি হবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। আমরা বলি, একজন বাঙালীর দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে এই পৈশাচিক হত্যার পরিশোধ না নিয়ে তারা ছাড়বে না। ইয়াহিয়া চক্র পালিয়েও প্রাণে বাঁচবে না। তোজো ও হিটলারের পরিণতি বরণই তাদের ভাগ্যে অবধারিত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি, কোটি কোটি বিশ্ববাসী এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার জোরে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সমস্ত শয়তানি চক্র ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবেন এবং তার প্রিয় জনগণের মধ্যে ফিরে আসবেন। আজ এই সংকট সন্ধিক্ষণে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুনছি।

শেখ মুজিব দীর্ঘজীবী হোন।। জয় বাংলা।। ..

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

২৫শে আগস্ট, ১৯৭১

রোগাগ্রস্ত ভদ্রলোকের অপচেষ্টা

বিদ্রোহের অগ্নিতে ভস্মীভূত ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে বিশ্বের বৃহত্তম উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে পৃথিবীতে এতো ব্যাপক উপ-নির্বাচন বোধ হয় আর কোন দেশে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দখলীকৃত

এলাকায় মূক ও শঙ্কিত নাগরিকদের অস্ত্রের হুঙ্কারে একটি তথাকথিত সাধারণ নির্বাচনের স্বাদ পেতে হয়তো চলছেন। বন্দী নাগরিকদের অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ইয়াহিয়া যে উপ-নির্বাচনের ফাঁদ পেতেছেন, গণহত্যার মতোই সেটা হবে তার আর একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক রেকর্ড-প্রবঞ্চকের ডাইরীতে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন।

ভদ্রলোক রোগগ্রস্ত। মনস্তত্ত্ববিদগণ যেমন কোন কোন রোগীর মধ্যে বিশেষ জৈবিক প্রবণতা সন্ধান পান, মনোবিজ্ঞানের চেম্বারের উপস্থিত করলে ইয়াহিয়ার মধ্যেও রক্তপাতের প্রবল উন্মাদনা পরীক্ষাযন্ত্রে ধরা পড়বে।

জীবনে অন্ততঃ একটা বিজয় তার আছে- তা হচ্ছে অস্ত্রের ঝঙ্কারে বলপূর্বক পাকিস্তান দখল, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত। অঙ্গুলি হেলনে তিনি নির্বাচন করেছেন, অঙ্গুলি আস্ফালনে তিনি গণহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবে সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। আবার খেয়াল-খুশী মতো নির্বচিত প্রতিনিধিদের আসনচ্যুত করার নির্দেশ দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। এই তোঘলকী হঠকারিতার উত্তরাধিকারী শৈলনিবাসী ভদ্রলোকে ইয়াহিয়া জানেন না যে, নির্বাচনে অনুষ্ঠানের নির্দেশ তিনি দিয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু প্রতিনিধিদের সদস্যপদ খারিজের অধিকার তার নেই। কারণ, পরিষদ সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের ভোটে, তার ভোটে নয়। এক্ষেত্রে ধনুক থেকে তীর তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। তার এই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রটি একটি মাত্র অভিপ্রায় বা মনোবাসনা দ্বারা পরিচালিত, তা হচ্ছে অস্ত্রবলে বেআইনীভাবে ক্ষমতার মসনদ আইনানুগ ও চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়। পাগলাগারদের চিকিৎসকগণ এ রোগের একটা নাম দিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে সুস্থ-সবল দেখতে, এমন কি মাত্রাধিক অমৃত রসধারা পান করেও লোকটি স্বাভাবিক মাতালের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ আকাঙ্খা চরিতার্থে করার উদ্দেশ্যে সে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে- তখন যেকোন ব্যক্তিকে সে হত্যা করতে পারে। বিশষজ্ঞগণ এ রোগকে 'প্যারানাইয়া'' বলেন। উন্মাদদের শ্রেণীবিন্যাস।

নরহত্যার জেনারেল এই ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের নির্বাচন বাতিল করেছেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৫ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের পদ খারিজ করে আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই আবার আওয়ামী লীগ প্রধানরূপে অবশিষ্ট পরিষদ সদস্যদের উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে স্বপ্নরাজের ভবিষ্যৎ পরিষদে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ 'প্যারানাইয়া' রোগে আক্রান্ত এই ভদ্রলোকের এক অস্বাভাবিক খেয়ালে দু'টি পরিষদে আওয়ামী লীগের মোট ৪৫৫ জন সদস্যপদ হারিয়েছেন এবং মোট যে ১৮১ জন সদস্যপদ হারাননি, তাদের ইয়াহিয়া খান নিজেই শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেছেন! এ যেন টোগোল্যাণ্ডের কোন এক ক্লান অধিনায়ক কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার নির্দেশের মতো। ইয়াহিয়ার এই স্বেচ্ছাচারমূলক অধিকারটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে উন্মাদের কার্যকলাপ বলেই পরিগণিত হচ্ছে, একথা আজ সত্যের মতো উজ্জ্বল।

যে ২৭৪ জনকে অপরাধী বলে উল্লেখ করে সদস্যপদ খারিজ করেছেন, তাদেরই আবার বিচারের জন্যে কোর্টে উপস্থিত হতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শাস্তি আগে দিয়েছেন, বিচার পরে হতে চলছে। শরীরের রক্তপ্রবাহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; কিন্তু মানুষ যদি রক্ত পান করে, তবে তার কার্যক্রমে অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ও অসঙ্গতি দেখা যায়- এ তারই দৃষ্টান্ত।

এতো সামঞ্জস্যহীন কার্যপদ্ধতির মধ্যেও ইয়াহিয়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করতে চাচ্ছেন- এক ঢিলে দুই পাখী। অন্ততঃ কাল্পনিক পরিষদে আওয়ামী লীগকে এভাবে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে এবং গণহত্যার সহচরও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী চক্রান্তকারী ভূট্টোকে সংখ্যালঘু দলের নেতার নেতারূপে পঙ্গু করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিষদে মাত্র ৮৮ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৯৩ জন আওয়ামী লীগ নেতার সদস্যপদ বাতিল হয়নি বলে পিণ্ডি সরকার ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশ নাগরিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, উক্ত মোট ১৮১ জন আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্য ইয়াহিয়া ও তার উন্মাদ জেনারেলদের পাশে রয়েছেন। এমন কি বাংলাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, ও নারী নির্যাতন তারা সমর্থন করেন। পরিষদ সদস্যদের একটা বিরাট অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। অপরদিকে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, উক্ত ১৮১ জন সদস্য ইয়াহিয়ার কোটের পকেটে রয়েছেন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি এই বিভ্রান্তিকর চিত্র সাময়িককালের জন্যে তুলে ধরেছেন। কারণ মিথ্যাশ্রয়ী এই জেনারেল জানেন যে, ১৮১ জন সদস্য তার মুঠোর মধ্যে নেই। এদের প্রায় সব ক'জনই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করতে যাননি। তিনি সদস্যপদ বাতিল না করে শুধুমাত্র প্রলোভন দেখিয়েছেন।

এতো ব্যাপকসংখ্যক আওয়ামী লীগ সদস্যকে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা বিশ্বাস করতে পারে না। অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিষদের মধ্যেও তারা বিদ্রোহীর ভূমিকা নিতে পারেন। যারা বিশ্বাসঘাতক, 'বিশ্বাস' শব্দটি তাদের অভিধানে থাকে না। চক্রান্তের প্রথম পর্বেই হচ্ছে সন্দেহ। রক্তপিপাসুদের হাতে নিহত হবার জন্যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন ছাড়া কেহই যখন ইয়াহিয়ার বন্দীশালায় পা বাড়াবেন না, তখন তিনি পর্যায়ক্রমে বাতিলকৃত সদস্যদের তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করবেন এবং সে সংখ্যা চার শতাধিক হয়ে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। আর সে ক্ষেত্রে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের নির্বাচনের রূপ নেবে ইয়াহিয়ার সর্বব্যাপী উপ-নির্বাচন।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'কমপিউটারকে' ও জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে হত্যাভিযানে যিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার নিয়েছেন, সেই ইয়াহিয়া জানেন যে, যতো প্রলোভনই থাকুক না কেন লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের মৃতদেহ মাড়িয়ে ইতিপূর্বে নির্বাচিত কোন সদস্য পরিষদকক্ষে প্রবেশ করবেন না। তিনি জানেন যে, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যারা হত্যা করেছে নির্বিচারে, তাদের সাথে সহযোগিতা করে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে কেউ এগিয়ে যাবেন না। তিনি জানেন যে, দেশপ্রেমিকদের রক্তে কলম চুবিয়ে কেউ ইয়াহিয়ার পরিষদের হাজিরা খাতায় দস্তখত করবেন না। সেই দানব শক্তিটি জানেন যে, দস্যু-হানাদারদের কবল থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে উদ্ধার করার জন্য এরা সবাই স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

এই রোগগ্রস্ত ভদ্রলোক এ-ও জানেন যে, বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার তার এই অপচেষ্টা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হবে।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়েছে

সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খানকে তাড়িয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তারই প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে যখন পিণ্ডির সিংহাসনের বসলেন, সে সময় এই মিথ্যাশ্রয়ী জেনারেল বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যে সভ্য জগতের শাসকদের অনুকরণে কোমল ভাষায় দর্শনসম্মত বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন, জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত শাসনতন্ত্র ও ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি অহরহ প্রচার করতেন। এমন কি, ''আমি জনগণের প্রতিনিধি নই- সৈনিক; জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবো এবং সামরিক সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন''- এ সমস্ত বক্তব্য ফলাও প্রচার করে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

দেশী-বিদেশী নেতৃবর্গ, অফিসার ও সাংবাদিকদের কাছে সবচাইতে প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ বন্দুকধারী মানুষটির মধ্যে গণতন্ত্রের এক সুকুমার মূর্তি বিরাজ করছে, এটাই ছিল সমগ্র কিছুর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক কথায় তিনি দানবের কাছ থেকে মানবীয় গুণাগুণ লাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশপের গল্পের সত্য তার মধ্য প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ বিশেষ পশু বা পক্ষী ছদ্মবেশ ধারণ করে দীর্ঘ সময় যেমন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না, কণ্ঠস্বরই তার জন্যে অভিশাপ হয়ে ওঠে, তার পরিচয়কে ঘোষণা করে-ইয়াহিয়ার ব্যাপারেও তাই ঘটল। ক্রমবিকাশমান পাশবিক রূপটি সকলের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তবে তিনি সুচতুরের ন্যায় বাক্যব্যয়ে শিক্ষিত।

তখন পিণ্ডিতে ট্যাঙ্কগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়েছিল, রাস্তার মোড়ের কামানগুলোর নল মাথা নত করে স্তব্ধ। অসামরিক ও সামরিক স্টারধারী আমলদের রাজনৈতিক শাসনগত কাঠামো তখন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় ইয়াহিয়া সিভিলিয়ান পোশাকে ঢাকা সফরে আসলেন। হাতের ব্যাটন আর মূখনিঃসৃত সৌরভ বাদ দিলে তাকে সেদিন অন্ততঃ একজন মোনাফেক রাজনীতিকের মতো মনে হয়েছিল। সাংবাদিকরা বিমানবন্দরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে- দেশব্যাপী এক রেফারোণ্ডামে দ্য গল পরাজিত হয়ে সেদিনকার পত্রিকাতেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

প্রশ্ন ছিলঃ দ্য গলের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান হাতের ব্যাটন বাঁ হাতের তালুতে দু'বার ঠুকে বিজ্ঞের ন্যায় মন্তব্য করেনঃ যে কোন সম্মানীয় নেতার পক্ষে এটাই হচ্ছে গৌরবজনক পথ।

আবার প্রশ্নঃ পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও কি এ কথা প্রযোজ্য?

এ প্রশ্ন যে তির্যকভাবে তাকেই আঘাত করছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ক্রোধ সংবরণ করে প্রশ্নকারী রির্পোটারের কাঁধে হাত রেখে দ্রুত উত্তর দেন 'ইয়েস্'-মানে 'হ্যাঁ'।

এটা যে তার দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে কথা এই সিপাহীর মস্তিষ্কে আসেনি। কিন্তু রিপোর্টারগণ বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় তার আঘাত লাগে।

ক্রমান্বয়ে ক্ষণিকের এই ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবঞ্চনাপূর্ণ বক্যসম্ভারের ছিদ্রপথে তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালানোর তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন- রিপোর্টারের কাঁধে তিনি হাত রেখে ''গৌরবজনক পথ অবলম্বনের'' প্রতিশ্রুতি তখন থেকেই তার কানে ব্যঙ্গ'র মতো শোনাতে ।

পিণ্ডির এক সংবর্ধনা সভায় ঘনিষ্ঠ মহলের আলোচনায় ইয়াহিয়া অস্ত্রে শান দেওয়ার তথ্য সগৌরবে ফাঁস করেন। তিনি বাঁ হাতের অমৃত্যাধার উর্ধ্বে তুলে ডান হাতের অঙ্গুলি নির্দেশে বলেনঃ আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন মুষ্টিবদ্ধ হাতে- বিদায়ের সময় মুষ্টি খুলে তাকে চলে যেতে হয়েছে। আর আমি এসেছি মুষ্টি খুলে, কালক্রমে আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে। কথাটা শুনে জী-হুজুর পরিষদ নিষ্প্রয়োজনে হেসে উঠেছিলেন, সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা বিচলিত হয়ে পড়বেন- কিন্তু জনসাধারণ তার এই বক্তব্যে মোটেই বিস্মিত হননি। তারা জানতেন ডিক্টেটর সেনাপতি কোন পথ নেবেন, তার শাসনের পথ কোনটি, ক্ষমতার স্থির থাকার জন্যে তার হাতের অস্ত্রের নাম কি। আর এক দুস্য জেনারেলের ''অস্ত্রের ভাষা'' সম্পর্কে তারা সচেতন।

নির্বচনের আয়োজন ও বিলম্বিত ব্যবস্থার পরও জনগণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ইয়াহিয়াকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তবুও সামরিক আইনের মধ্যেই জনগণ ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে চুরমার করে এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠীর গুপ্ত বাহিনীর রির্পোট ছিল আওয়ামী লীগ

শতকরা ৬০ বা ৬৫টির অধিক আসন লাভ করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল শত্রুর শানিতে অস্ত্রের ন্যায় ইয়হিয়ারে বক্ষে প্রোথিত হল। এই পরিস্থিতিটা ছিল সামরিক শাসকদের বিদায়ের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু সামরিক শাসক কোনদিন সম্মানের সাথে বিদায় নেন না- বিতাড়িত পশুদের ন্যায় পরাজয় হয়ে পলায়নই তার চরিত্র। ডিক্টেটরের চরিত্রের নির্দেশে ইয়াহিয়া চণ্ড রূপ নিয়ে হত্যার অভিযানে বের হলেন বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে। বিদ্রোহের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখমণ্ডল। বিপ্লবী প্রত্যেকটি মানুষের লৌহ-পেশী বাহু দৃঢ়তার হয়ে উঠলো ঘৃণ্য আক্রমণকারী ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের তাড়নায়। এতো হত্যা, এতো ধ্বংস আর নির্যাতনের বিভীষিকার মধ্যে তারা আজ দৃঢ়তর ক্রন্দনরত নয়, নয় স্থবির। তারা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ, নবচেতনায় উদ্ভাসিত মুক্তির দিশারী।

তাই আজ পরিস্থিতিটা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে চলছে। বিশ্বের সচেতন রাষ্ট্র ও নাগরিকগণ সোচ্চার কণ্ঠে বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। কিন্তু এর পরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া নানান অপকৌশল অবলম্বনে পথ বেছে নিয়েছেন। চক্ষু চিকিৎসককে করেছেন ক্রীড়নক গভর্নর, আর মন্ত্রী করেছেন দশজন ধিকৃত ও জনগণের আঘাত থেকে পলাতক পশুকে। তত্তুপরি নির্বচিত ১৮৪ জন সদস্যের পদ খারিজ করে উপ-নির্বাচনের নির্দেশে দিয়েছেন। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উপনির্বাচনে হবে। আর এরই মধ্যে তিনি সামরিক নির্দেশে রচিত শানতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করবেন। তার মতের বাইরে উক্ত খসড়ার কোন ধারাই প্রস্তাবিত তথাকথিত পার্লামেন্টে বাতিল সংশোধন কথার ক্ষমতা থাকবে না। সম্ভবত ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর পূর্বে তিনি পার্লমেন্টে আহ্বান করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তার এই স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র রচনা ও অধিবেশন সবকিছুই একটা বিরাট ''যদি''র উপর ঝুলছে।

কার রাজত্ব তিনি শাসন-নির্যাতন-হত্যা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এইসব বিভ্রান্তির আয়োজন করার ঘোষণা করছেন, সে কথা পিণ্ডির ''ব্রাসহ্যাট'' গোষ্ঠী হয়তো জানেন। কিন্তু তার চাইতে ও সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর চক্রান্তের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রয়েছন বাংলাদেশের সংগ্রামরত নাগরিকগণ। ইয়াহিয়ার প্রতিশ্রুতি আর দেশদ্রোহীদের সমাবেশ দ্বারা অস্ত্রধারী সংগ্রামীদের স্তব্ধ করা যাবে না-সমগ্র নব-চক্রান্ত আজ সূর্যের মতো প্রখর।

যার জীবনেতিহাস প্রবঞ্চনার বিষধারায় আচ্ছন্ন, মুক্তিকামী মানুষের ক্রুদ্ধ অস্ত্রের বর্ষণেই কেবল তার চক্রান্তের ফলপ্রসূ উত্তর।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

দর্পণ

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্প্রতি প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যক ও কূটনীতিকে মঁসিয়ে আঁদ্রে মালর বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সংগ্রামী ভিয়েৎনামী জনগণের মত জবাব দিতে বলেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তিনি আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আবেদন করেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করছেন না- তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন।

মঁসিয়ে মালর দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাতে জয় তাদের অনিবার্য।

দ্য গল মন্ত্রীপরিষদের সংস্কৃতি দফতরের বিদগ্ধ মন্ত্রী এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী বর্বরতা নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি জানেন যুদ্ধ কি। তিনি জানেন, অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কিভাবে গড়ে ওঠে এবং তিনি জানেন মুক্তিযুদ্ধ কি। এই কূটনীতিক ও সংবেদনশীল মানুষটির অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ফ্রান্সকে নাৎসী জার্মানীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে একদিন জেনারেল দ্য গলকেও ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জেনারেল দ্য গল তখন মুক্তিযোদ্ধা-স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন।

আলজেরিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের জন্যে অনেক প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক কারাগার বরণ করেন। এ সম্পর্কে এ কালের বিবেকের অন্যতম মুখপাত্র জাঁ পল সাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সার্ত্র নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শুধু সার্ত্র নন, ফরাসী দেশের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলবেয়র কামুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও বহু প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছেন কিংবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন Anglo-Spanish যুদ্ধে নিহত হন। স্পেনের কবি গার্সিয়া লোরকাও স্পেনের গৃহযুদ্ধ শহীদ হন। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপনাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধেরও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিক ছিলেন মহান সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ঋষি টলস্টয়।

এ যুগের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল তারকা গ্রীসের মিকিস থিওডোরাকিস। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লবী শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ মিকিস থিওডোরাকিস গ্রীক সামরিক জান্তার উৎপীড়নকে না মেনে নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। গ্রীক সামরিক জান্তা তাকে বন্ধ করে রেখেছে কারাগারে।...

মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকবলিত দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা। সকলেই হয়তো রণাঙ্গনে শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবেলা করেন না- কিন্তু সকলেই যুদ্ধ করছেন। কেউ নিষ্ক্রিয় নয়, সকলেই সক্রিয়। চাষী, শ্রমিক, মজুর, চাকুরে, ব্যবসায়ী সকলেই যুদ্ধ করছেন।

এই মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পীদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে- তারা সংগ্রামীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁদের গান, কবিতা ও রচনার মাধ্যমে।

রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করার দরকার নেই কবির। কবি তখন যুদ্ধক্লান্ত যোদ্ধাদের গেয়ে শোনেন দেশপ্রেমের উদাত্ত সঙ্গীত, বিজয়গাথা । রণক্লান্ত সৈন্যরা আবার নতুন বলে বলীয়ান হয়ে মাভৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যান। কবি তখন চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মসি ও অসির প্রাধান্য নিয়ে পুরোনো বিতর্ক সৃষ্টি করার সময় নয় এটা। মসি এখন ঝলসে উঠুক অসির মত প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতিতে।

বাংলাদেশের বেশীরভাগ কবি, সাহত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী আজ গৃহহারা। ঘাতক ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ রাতেই তাদেরকে খতম করতে চেয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি বাংলদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নরপশু ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের কোয়ার্টারগুলোতে আক্রমণ চালায়। বেশীরভাগই নিহত হয়েছেন। কেউ কেউ হয়তো পালিয়ে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখনও যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি কিংবা অসুবিধার জন্য যারা দেশের শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে রয়ে গেছেন, তারা কি করছেন- এটাই জানতে ইচ্ছে হয়। বলাবাহুল্য তারাও চুপ করে নেই। কি করে চুপ করে

থাকা যায়? চোখের সামনে মা, বোন, ভাই, বাপ, বন্ধুবান্ধব সকলকে ঘাতকেরা হত্যা করছে। এই জল্লাদদের অকথ্য অত্যাচারে সোনার বাংলা আজ শ্মশান।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্ধন হচ্ছে ভাষার বন্ধন। বাংলা-বাংলা ভাষাভাষীর দেশ। কি করে সহ্য করা যায় বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে হানাদারদের আনাগোনা? তবু সহ্য করতে হয়। সারাদিন রাত-কাটে এক ত্রাসের মধ্যে, এক দুঃস্বপ্নের জগতে। বেয়নেটের মুখে বিপন্ন অস্তিত্ব!

শামসুর রাহমান এখন পত্রিকা অফিসের তেতলায় বসে কবিতা লিখছেন কি? তাঁর বিষণ্ণ চোখ দুটোতে নিশ্চয় দশ লাখ মৃত মানুষের পুঞ্জীভূত নিষ্পলক দৃষ্টি লেগে রয়েছে। দুঃখ, মহা দুঃখ! আর এই দুঃখ অহরহই নাম লিখেছে- বাংলার প্রতিটি পর্ণ কুটিরে-ভাবনার আদিগন্ত জুড়ে।...

শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন নিশ্চয় বেয়নেটের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সৃষ্টির উন্মাদনায় একর পর এক এঁকে চলেছেন ধর্ষিতা বাংলার ছবি। আরব গেরিলা শিবিরে থাকাকালে তার তুলিতে জ্বলে উঠেছিল আগুন- আর সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল আরব মুক্তিযোদ্ধারা। আমরাও সে্ মন্দ্রে দীক্ষা নেবার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছি।

জিন্না এভেন্যুর রেস্তেরাঁতে নববিবাহিত শহীদ কাদরী কি এখনও সন্ধ্যা কাটান? রক্ত, রক্ত চায়ের কাপে, ফ্রিজের জলে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে বৃষ্টির শব্দকেও কি তার দশ লাখ মানুষের আত্মার হাহাকার মনে হয়?...

আবুল হাসান কি এখনও হাসপাতালে পড়ে আছে? অসুখে নয়, জল্লাদের গুলীতে আহত হয়ে । নাকি সে পড়ে পড়ে ধুঁকছে কোন মেসের আলোহীন কক্ষে-আলোর প্রতীক্ষায়। ... সে কি এক মিলিয়ন শবের দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যে ঘেমে ওঠে?

রফিক আজাদের অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয়ই এখন বারুদের আগুন হয়ে শত্রুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে?

.... তোমাদের মৃত্যু নেই। তোমাদের স্থান সাড়ে সাত কোটি বাঙারীল মনের মণিকোঠায়।

বিশ্ববিবেক তোমাদের দিকে। তোমাদের ভয় কি?

জয় আমাদের হবেই। তোমাদের মসিকে করে তোল জিঘাংসু ধারালো হাতিয়ার। পড়ে পড়ে মার খাবার দিন চলে গেছে। তোমার প্রাণের ভাষা তোমার পবিত্র জন্মভূমি জননী বাংলাকে ওরা ধর্ষণ করছে। তোমরা দেখিয়ে দাও রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমরা তোমাদের পাশেই রয়েছি। পশ্চিম বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে চাই-

'মরো কিন্তু মেরে মরো এবং উদ্ধার করো ঘর-

নিশ্চিত রয়েছি পাশে আমি তোর জন্ম সহোদর।''...

(রণজিৎ পাল চৌধুরী রচিত)

কাঠগড়ার আসামী

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংস হত্যাকারীর তালিকায় সংযোজিত হয়েছে দুটি নাম। একটি ইয়াহিয়া খান, অপরটি টিক্কা খান। জঘন্য জালেম হিসেবে সারা বিশ্ব তাদের ধিক্কার দিচ্ছে। টিক্কা খান শুনেছ সেসব কথা? তোমার বক্তব্য আছে কিছু? বিচারের কাঠগড়ায় হলফ করে বলো, কেন এই গণহত্যা অনুষ্ঠিত করলে? বাংলার মাটি মানুষের রক্তে কেন লালে লাল হয়ে গেলো? এ গণহত্যার অন্যতম আসামী টিক্কা খান জবাব দাও।

অদ্ভুত এবং মস্তিষ্কবিকৃত নাদির শাহের যোগ্য প্রতিনিধি, হত্যার নেশায় ভুলে গেছিলে, মরিয়া মানুষের কি প্রচণ্ড শক্তি! বিশাল অতল সমুদ্রও সে শক্তির কাছে হার মানে। তুমি তো আজাজিলের পাণ্ডা, তুমি তো কোন ছার! ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লায় তথা সারা বাংলাদেশে তোমারই নির্দেশে নিতান্ত বর্বরের মতো গুলি করে মারা হয়েছে অগণিত মানুষ। বিভীষিকার রাজত্ব কয়েম করতে চেয়েছ সারা বাংলাদেশে। বলো কুখ্যাত গণহত্যাকারী-কি অধিকার তোমার ছিল এ গণহত্যায়?

জল্লাদ প্রভুর আর জনগণের দুশমন দালালদের মনোরঞ্জনের জন্য, অমিতশালী তুমি- ৭২ ঘণ্টায় স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিলে সারা বাংলার সংগ্রামের আগুন। কত শক্তি ধরে তোমার ওই শূকরছানার দল? সাম্রাজ্যবাদী, গণতন্ত্রের শত্রু এ যুগের কলংক টিক্কা খান, তোমারই সেই বীর পুংগবের দল নেড়ীকুত্তার মত আজ লেজ গুটিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে গর্তে। দেখেছ? প্রত্যক্ষ করছে বাংলার মানুষের শক্তি? তোমার শক্তির দম্ভ এক নিমিষেই মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অবশ্যই এ কথা তোমার জানা। তবু, তবু হত্যাকারী, তোমার হত্যার নেশা মেটেনি। গ্রামে-জনপদে-শহরে-নগরে জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অত্যাচারের বান ডাকিয়েছ। বাংলার মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে হয়ে গেছে লালে লাল। রক্তের সমুদ্রে আজ কার সর্বনাশ দেখছো শয়তান? তোমার? না তোমার মহাপ্রভুর? বলো কুৎসিৎ হত্যাকারী, এ বীভৎস হত্যার জবাব কি? জবাব দাও।

গ্রামে-গ্রামান্তরে-শহরে নগরে কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়েছ তোমার সেনাবাহিনী। ধর্ষণে, লুণ্ঠনে, হত্যায় তারা সারা বাংলাকে করে তুলেছিল মৃত্যুর পুরী! এ অত্যাচারে কতটুকু পেলে শয়তান? এক-একটি রক্তবিন্দুতে জন্ম নিয়েছে লাখো লাখো মুক্তিযোদ্ধা। তোমার সেই কুকুরের দল মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে দিকভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তবু আজো সাধ মেটেনি, হত্যার নেশায় এখনো খুঁজে ফিরছে অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষদের। কিন্তু তারই বদলে কুকুরগুলো নিঃশেষ হচ্ছে একের পর এক। বলো নরকের কীট, গ্রামবাংলাকে তুমি পুড়িয়েছ, লুট করেছ, শ্রীহীন করেছ কেন? জবাব দাও।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে পদলাভে উন্মুখ হয়েছিলে, যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলে- চেয়ে দেখা আজ সেই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মৃত মানুষের লাশের তলায় চাপা পড়ে গেছে তোমার সাধের পাকিস্তান। হাত-পা কামড়াচ্ছ কেন? সঙ্গীদের মতোই লাঙ্গুল দিয়ে গায়ের মাছি তাড়াও। বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিহিত আত্মাকে খুঁজে পাচ্ছে না? নির্লজ্জ বিবেকহীন, জবাব দাও, কোন বিষীষিকা তোমার চোখে ভাসছে?

কতো মজার শাসন ব্যবস্থা তোমার দেশের! বেহায়ার পৃষ্ঠপোষক বেহায়াই হয়। তার প্রমাণ তুমি আর তোমার বন্ধু-বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কিত নায়ক ইয়াহিয়া খান। এত অত্যাচার, এত লুণ্ঠন, এতো হত্যা করার পরেও তোমার পদোন্নতি হলো- পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে 'কোর-কমাণ্ডার'! কিন্তু অর্বাচীন টিক্কা খান, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছে তার জের চলছে, চলবে। বাংলাদেশের মানুষে কোনদিন তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমাদের

শয়তানের মতো কালো মুখে নিক্ষেপ করবে রাশি রাশি কলঙ্কের কালি। তুমে যেখানেই যাও, যতো পদোন্নতিই তোমার হোক না কেন, শান্তিহীন, স্বস্তিহীন হবে তোমার দিবারাত্রি। বলো হত্যাকারী শয়তান, তোমার জবাব কি?

কালো কলংকের বোঝা মাথায় দিয়ে, নৃশংস জালেম প্রস্তুত হও। বলো, তোমার জবাব কি? জবাব দাও শয়তান ইয়াহিয়ার চেলা টিক্কা খান।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

জনতার সংগ্রাম

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা রচনা করেছে নয়া ইতিহাস। হরতাল, মিছিল আর বিক্ষোভের স্তর পার হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে মুহূর্তে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, সে মুহূর্তে জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনাআপনি। ফুল ফুটলে যেমন সুগন্ধ বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে।

দুনিয়ার ইতিহসে দেশের এমন ঘটনা অবশ্য ঘটেছে এর আগেও। ফ্রান্সে ঘটেছে ফরাসী বিপ্লবের সময়। রাশিয়াতে ঘটেছে সোভিয়েট বিপ্লবে। চীনে গণচীনের প্রতিষ্ঠায়। কিউবাতে ঘাটেছে চে গুয়েভারার গেরিলা সংগ্রামের ধারায়। আর ঘটেছে হো চি মিনের ভিয়েতনামে- সারা দুনিয়াকে আজও যা করছে বিস্মিত।

কিন্তু বাংলাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ আর মিছিলের স্তর পার হয়ে জনতার মুক্তিসংগ্রাম যত তাড়াতাড়ি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, এমনটি আর কোথাও হয়নি।

চলতি '৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে অহিংস গণঅসহযোগের কর্মসূচী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, তা যে দেখতে দেখতে অস্ত্রধারণের কর্মসূচীতে পরিণত হবে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল পাকিস্তানী হানাদার সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার দুর্দম অভিযানে পৌঁছতে পারবে, এ ধাণা হয়তো আগে করা যায়নি।

কিন্তু এ ঘটনাই ঘটিয়ছে আমাদের বাংলাদেশ- আমাদের বাংলাদেশের জনতা- বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দা। পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশের নিরন্ন বুভুক্ষু সর্বস্তরের মানুষ, নরনারী-শিশু অবতীর্ণ হয়েছে আপোষহীন মুক্তিযুদ্ধে। মাত্র সাত মাসের মধ্যে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখেছে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের সমস্ত রকমের যোগাড়যন্ত্র করা আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়া বাহিনী 'ব্লিৎসক্রিগ' বা বজ্রগতির যুদ্ধপদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেনি। ফিউজ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানী 'ব্লিৎসক্রিগ'। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের একটিমাত্র অংশের কাছে মামুলি ধরনের অস্ত্র ছিল ২৫শে মার্চ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাঙালী ইপিআর আর বাঙালী পুলিশ বাহিনী এবং আনসার বাহিনীকে সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আধুনিক অস্ত্র পাবার আশায় বাংলাদেশের জনতা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই হানাদার পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর সামরিক সময়সূচীকে পণ্ড করে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে উদ্যোগ।

নরঘাতক ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, হামিদ খান, গং এর নির্দেশে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে ঠাণ্ডা করার মতলবে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে গত সাত মাস ধরে, পৃথিবীর তিহাসে তার নজীর নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এতে ঠাণ্ডা না হয়ে বরং আরও বেশি একরোখা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি মানুষ উৎখাত হলেও দেখা যাচ্ছে জনতা শুধু সামলে নেয়নি নিজেদের, পাল্টা আঘাত শুরু করেছে হানাদার বাহিনীর ওপর- প্রথমত গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা করে, দ্বিতীয়ত নিয়মিত সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে নিয়োজিত করে। সমূসূচীর দিক দিয়ে এইভাবে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার তুলনা নেই ইতিহাসে।

সে জন্যই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা মুক্তিসংগ্রামের নতুন নজীর স্থাপন করলো।

তুলনা করার জন্যে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের আমলের ফরাসী জনতার। ফ্রান্সের জনগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকসমাজ আর শহরের মেহনতি মানুষ আর ব্যবসায়ীরা খাজনা-ট্যাক্সের কড়ি গুণতে গুণতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন ফ্রান্সের শহর আর গ্রামাঞ্চলের কোটি জনতা তাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতাকা নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ণ গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ফরাসী জাতির নবজীবন আর মুক্তি আর মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম চলে আসছিল বিভিন্নভাবে, তা-ই দানা বেঁধেছিল সশস্ত্র বিপ্লবে।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্যারিসের জনতা শুধুমাত্র সড়কি সম্বল করে দুর্ভেদ্য ব্যাস্টিল কারাগার ভেঙ্গে ফেলেছিল। মুক্ত করে এনেছিল রাজবন্দীদের। তার পরে বিপ্লবী ফরাসী গণসেনাবাহিনী গড়ে তুলতে তাদের চার বছর লেগেছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ফরাসী জনতা চার বছর সময় পেয়েছিল গণসেনাবাহিনী গড়ে তোলার। পরে অবশ্য তৎকালীন ইউরোপের সমস্ত দেশের রাজতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল এই ফরাসী জনতার গণসেনাবাহিনী। রাজকীয় অস্ত্রভাণ্ডারগুলি দখল করে জনতার এই সেনাবাহিনী রাজতন্ত্রীদের সাঁজোয়া বাহিনী তুলোর মত উড়ে গিয়েছিল ফরাসী গণবাহিনীর ঝটিকা অভিযানে। এই গনসেনাবাহিনীর লোকদের নিয়মিত সামরিক পোশাক-আশাক ছিল নাব লে দের স্যানসবুলেট নাম হয়েছিল। জনতার মুক্তিসংগ্রাম জনতার মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হবার পরে জনতার সুখে-দুঃখে, ভাবনায়-চিন্তায় জড়িত যে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়, তার সফল সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে।

এদিক দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা আর মুক্তিবাহিনী ফরাসী বিপ্লবকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে বিপ্লবের নেতা ড্যান্টনের অগ্নিবাণী- আমাদের চাই সাহস, আরও সাহস এবং আরও সাহস।

শ্রদ্ধা জানাবে একথা মনে রেখেই যে, বাংলাদেশেও এমন লড়াই করছে, যা আজ এবং আগামী যুগে-যুগান্তরে মুক্তিপ্রেমিক দেশদেশান্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।...

(রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

পুতুল নাচের খেল

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষ দখলীকৃত ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে না। গত পঁচিশে মার্চের পর থেকেই ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে তারা বর্জন করতে শুরু করে। এখন এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের নারী, পুরুষ, শিশু

কেউ শোনে না। কে শুনবে? যারা নিজেদের চোখে দেখেছে মেঘনা নদীকে কারবালার রক্তরাঙা ফোরাত নদী হয়ে যেতে, যাদের চোখের সামনে হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, তারা কি করে বিশ্বাস করবে দখলীকৃত ঢাকা বেতারের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার? গল্পের পাগলা মেহের আলীর মতো অবস্থা হয়েছে ঢাকা বেতারের। মেহের আলী থেকে থেকে কেবল বলতো, সব ঝুট হ্যায়- সব ঝুট। ঢাকা বেতারও সেই মার্চ মাসের সাতাশ তারিখ থেকে কেবল চেঁচাচ্ছে, সব নর্মাল হায়- সব নর্মাল।

এবার রমজান মাসের শুরুতে যশোরের এক মুক্তাঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেখি মাগরিবের নামাজ ও ইফতার সেরে গ্রামের মসজিদের এক ইমাম সাহেব তার ট্রানজিস্টর রেডিও নিয়ে বসেছেন। নিবিষ্ট মনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। পরিবেশটি বড় চমৎকার। আকাশে চাঁদ নেই। মিটি মিটি জ্বলছে তারার প্রদীপ। কার্তিকের হিমেল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। যে পুকুরের পাড়ে ইমাম সাহেব বসেছেন, তার পানিতে ঝিকিমিকি তারার প্রতিভাস। ক'দিন আগেই এই গ্রামটিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে- তার চিহ্ন এখন নেই। হানাদারের পালাবার সময় কোন কোন বড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ধানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষ আবার নতুন উৎসাহে ঘর বাঁধার কাজে হাত দিয়েছে। তাদের কেউ হারিয়েছে তার প্রিয়তম ভাইকে। কেউ হয়েছে পিতৃহারা। কারো যুবতী বোন লাঞ্ছিত হয়েছে বর্বর হানাদার দস্যুদের হাতে। কিন্তু তাতে কারো চোখে অশ্রুকণা নেই। সব অশ্রুকণা পুড়ে যেন ক্রোধের বারুদ হয়ে গেছে। সকলের মুখে, সকলের বুকে এক প্রতিজ্ঞা- মরতে হয় আরো মরবো, তবু হানাদারদের দেশছাড়া করবো।

ইমাম সাহেবের পাশে বসে আমি দেখছিলাম সোনার বাংলার সংগ্রামী রূপ। এই তো কার্তিকের হিমে ভেজা বাংলার সবুজ ঘাস। মাথার উপরে সাদা মেঘের কারুকাজ করা নীল আকাশ। ইমাম সাহেব নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম। এই গ্রামে আপনি কি একাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন, না সবাই শোনেন? ইমাম সাহেব হেসে বললেন, কি যে বলেন, সবাই শোনে। এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য আমরা সারাদিন পাগল হয়ে থাকি।

প্রশ্ন করলাম, এই অনুষ্ঠান শুনে কি লাভ হয় আপনাদের?

ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের আশা বাড়ে, সাহস বাড়ে, বুকের হিম্মত বাড়ে।

এরপরই আমার কাছে সরে এসে বললেন, একটা সত্য ঘটনা বলি শুনুন। তখনো আমাদের এই গ্রাম মুক্ত এলাকা হয়নি। পাকিস্তানী সৈন্যরা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে, দিনে-দুপুরে লুটপাট চালাচ্ছে, ঘরের মেয়েকে বেআব্রু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বুড়ো মানুষেরা তখন কেবল চোখের পানিতে ভাসি, আল্লাহকে ডাকি আর ভাবি, মুক্তিবাহিনীর নওজোয়ানেরা কবে আমাদের গ্রামে আসবে? আমার ছোট নাতিটির বয়স বছর দশ। সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। আমি তাকে একদিন সাবধান করে দিলাম, বললাম- নানু, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনিস না। মিলিটারিরা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। নাতি বলল, কতজনকে মারবে! এই গ্রামের সকলেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। কেউ ঢাকা বেতারে হুক্কামে মারশাল ল'-র অনুষ্ঠান শোনে না।

এর পরই নাতি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো- আচ্ছা নানা, হুক্কামে মারশাল ল'র অর্থ কি?

নাতির প্রশ্ন শুনে এই বুড়ো বয়সেও ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, নানু, হুক্কামে মারশাল ল'-র অর্থ- মার শালাদের। এই শালা কারা জানো? ওই বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা। বৃদ্ধ ইমাম আর নাতির গল্প শেষ করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, আপনার নাতির কথা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনি এবং আপনার এই মসজিদের অন্যান্য মুসল্লিরাও কি ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনেন না?

ইমাম সাহেব বললেন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। মুসলমানদের কাছে তো কবিরা গুনা। এটা পবিত্র রমজান মাস বাবা। আমাদের কাছে বড়ই পবিত্র মাস। এই মাসে মিথ্যা কথা বলার মতো শোনাও মস্তবড় পাপ। ঢাকা বেতার থেকে এই রমজান মাসেও রাত দিন যে মিথ্যা বলা হয়, আল্লাহর বান্দা, নবীর উম্মত হয়ে তা কেমন করে বরদাস্ত করি বাবা?... তবু মনকে চোখ ঠেরে না হয় ঢাকা বেতারের প্রাচারই বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এর পরই একদিন শুনলাম নতুন প্রচার। শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানের মিলিটারি সরকার বর্ডারে অভ্যর্থনা শিবির খুলেছেন। শুনে আমরা সবাই বেকুব! ঢাকা বেতারই এতদিন বলে এসছে, যারা দেশ ছেড়ে গেছে তারা দৃষ্কৃতকারী, তারা ভারতের চর। এখন সেই দৃষ্কৃতকারী ও ভারতের চরদেরই আবার ফিরিয়ে আনার জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা কেন?

এটা গেল জুলাই মাস পর্যন্ত প্রচার। আগস্ট মাস ও সেপ্টেম্বর মাসে শোনা গেল নতুন কথা। দলে দলে শরণার্থী ভারত থেকে দখলীকৃত বাংলাদেশের ফিরে এসেছে। ঢাকা বেতর থেকে বলা হলো, রোজ হাজারে হাজারে মানুষ ফিরে আসছে। আগে যারা বলেছিলেন, মুষ্টিমেয় দৃষ্কৃতকারী দেশ ছেড়েছে- তারা পরে কি করে বললেন, হাজারে হাজারে দেশত্যাগী ফিরে আসছে? এটা যে বাবা আমাদের সেই পুঁথির বয়ানের মত-

লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতারে

শুমার করিয়া দেখি চল্লিশ হাজার।

মাঝখানে ঢাকা বেতারের মুরুব্বিরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের মিথ্যা প্রচার বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই ফাঁক বুঝে এক সময় বলা হলো, ভারতে কিছু শরণার্থী গেছে বটে, কিন্তু তাদের ভয় দেখিয়ে ও লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোন বাবা কথা। বিদেশের রেডিওতেও শুনেছি, বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে নব্বুই লাখ শরণার্থী গেছে। কেউ লোভ দেখিতে বা ভয় দেখিয়ে এতগুলো লোককে রাতারাতি দেশছাড়া করতে পারে? আর যদি তা পারাই যায়, তাহলে তোরা কেন বাপু ভারতের অন্তত এক হাজার লোককেও ভয় দেখিয়ে, কি লোভ দেখিয়ে তোদের দিকে নিয়ে আসতে পারিস না? দেখা না তোদের কথার সত্যতা!।

ইমাম সাহেব থামলেন, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, কত আর বলবো বাবা, বললে কিসসা ফুরায় না। সারা আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে শুনেছি, ভারত থেকে হাজার হাজার শরণার্থী ইয়াহিয়া খানদের অভ্যর্থনা শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। যে হারে হিসাব দেয়া হয়েছে, তাতে এতদিনে নব্বুই লাখ লোকেরই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন ওই ঢাকা বেতারেই তাঁবেদার গভর্নর মল্লিক মিয়ার একটা ভাষণ শুনলাম। মল্লিক মিয়া বলেছেন, ভারত রাজি হলে তারা বিমান পাঠিয়ে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবেন। শোন বাবা কথা! এতদিন তোরা বল্লি সব শরণার্থী ফিরে গেছে। তাহলে বিমানে কবে কাদের আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছিস? এ জন্যই কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তির কম। আগে জেনেশুনেও ওরা কত মিথ্যা বলতে পারে, তা যাচাই করার জন্য ঢাকা বেতর ধরতাম। এখন আর ধরি না। এই রমজান মাসে মিথ্যা শোনাও পাপ। বাবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই কথাটা কেন তোমরা ঢাকা বেতারকে জিজ্ঞাসা কর না- প্রত্যেক দিন এত মিথ্যা কথা বলতে ওদের জিহবা আড়ষ্ট হয়ে যায় না? ঈমান কমজোর হয়ে যায় না? আমি বাবা এখন ঢাকা বেতার ধরি না। কেউ ধরে না। খামোখা কেন মিথ্যা কথা শুনে গুণাহ্গার হই বলো! তার উপর এখন তো আবার রমজান মাস।

ইমাম সাহেবকে বললাম, এ নিয়ে দুঃখ করবেন না। দখলীকৃত ঢাকা বেতারে এখন চলছে পুতুল নাচের খেল। পুতুলকে দিয়ে যা বলানো হচ্ছে, তাই তারা বলছে। যে খেল খেলানো হচ্ছ তা-ই তারা বলছে। মেফিস্টোফিলিস আর ফাউস্টের কাহিনী আপনি জানেন না- শয়তানের কাছে আত্মা বন্ধক রেখে এক সাধুর কি পরিণতি হয়েছিল। ঢাকা বেতারেরও এক শ্রেণীর ভাড়াটি বুদ্ধিজীবী তাদের আত্মা, বিবেক, সততা ও মনুষ্যত্ববোধ কয়েকটা টাকার বন্ধক রেখেছে খুনী দস্যু ইয়াহিয়া চক্রের কাছে।

ইমাম সাহেব কি বুঝলেন জানি না। দুঃখিত স্বরে বললেন, বাবা, এর কি কোন প্রতিকার নেই? তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আছে এবং সেই প্রতিকারের দিনও খুব দূরে নয়। শিগগিরই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ঢাকা বেতার কেন্দ্রসহ সারা দখলীকৃত এলাকা মুক্ত করবে। আবার ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আপনারা শুনতে পাবেন মুক্ত বাংলার মুক্ত কণ্ঠ, সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা।

ইমাম সাহেব ভাবাবেগে অশ্রুপূর্ণ চোখ মুছে বললেন, আমিন, আমিন। ইয়া আল্লা, রব্বুল আলামিন, বাংলাদেশের সেই সুদিন যেন দেখে যেতে পারি।

কার্তিকের সেই স্বপ্নসন্ধ্যায় ইমাম সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ

১১ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের মানুষের কাছে এখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলের মানুষের চোখ বাংলাদেশের ওপর- সেখানে কি ঘটছে, কি চলছে সেখানে। কিন্তু জল্লাদ ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচারণার কুয়াশা ভেদ করে বাংলাদেশের ঘটনাবালী সঠিক চিত্র কি সব সময় তাদের চোখে ধরা পড়ছে? তারা কি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের বর্তমান রূপ, তার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত চেহারা? বাংলাদেশ এখন আক্রান্ত। হানাদার বর্বর দস্যুরা তার বুকের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সেখানে সত্য নেই, ন্যায় নেই- মানুষের মুল্যবোধ মৃত, সেখানে এখন প্রচলিত মিথ্যা, উন্মাদ লালসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সেখানে কেবল-

জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া

নির্বিচারে নির্ববাদে সওয়া

শবের সংসর্গ আর শিবার সদভাব;

বর্তমান আক্রান্ত বাংলাদেশকে যদি আপনার জানতে চান, যদি তার পূর্ণাঙ্গ ছবি মানসচক্ষে অবলোকন করতে চান, তাহলে পিশাচের উপজীব্য জীবনকেই সেখানে খুঁজতে হবে। কারণ পাশবিকতাই এখন সেখানকার মৌলনীতি। কিন্তু এইসব নয়। এই রক্তাক্ত, নিপীড়িত বাংলাদেশের মাটি থেকেই লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের কংকাল থেকেই বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের জাগ্রত তারুণ্য। তারা যুদ্ধ করছে মিথ্যার বিরুদ্ধে, পাশবিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করছে- আর তার নামই বাংলাদেশ। তাই আমরা হতাশ হইনে, হতাশ হবো না।

বিশ্বের বিবেকমান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে আমাদের এই সংগ্রামে, অস্তিত্ব রক্ষার এই যুদ্ধে। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশের একটি মানব হৃদয়ও ব্যথিত হয়নি বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলীতে। সব অঞ্চলের সব দেশের বিবেকমান মানুষের মন এই ঘৃণ্য বর্বরতায় বিষায়িত হয়েছে, প্রতিবাদ করেছেন তারা। আর সেই হলো আমাদের পুরস্কার, আমাদের স্বীকৃতি। পশুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল মানুষের কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তারই অন্তর্ভুক্ত। ...

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত বিজয়ের পথে। যতই দিন যাচ্ছে, নৈতিকতাহীন, বর্বর হানাদার সেনাবাহিনীর মনোবল ও শক্তি ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিজয় ও সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। বিশ্বের সব প্রভাবশালী পত্রপত্রিকা মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কথা স্বীকার করেছেন। 'নিউজউইক' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি ও পাকিস্তানী হানাদার খান সেনাদের চরম নাজেহাল হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিক ও সংবাদ ভাষ্যকারদের মতে, হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আর দীর্ঘদিন এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে তাদের প্রভূত্ব বজায় রাখতে পারবে না, তাদের মৃত্যু আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী।

এর পরেও মধ্যযুগীয় বর্বরতার নায়ক জল্লাদ ইয়াহিয়া তার মিথ্যা অপপ্রচারের দ্বারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কারণ তার খোয়াব ভাঙতে এখনো কিছু বিলম্ব। কিন্তু ইয়াহিয়া, তোমার খোয়াব যেদিন ভাঙবে, সেদিন দেখবে কি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর বাস্তব তোমার সম্মুখে।

দস্যু ইয়াহিয়া বাংলাদেশে পুতুল সরকার খাড়া করে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। সম্প্রতি একজন বিদেশী সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে তার বাংলাদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পুতুল মন্ত্রিসভার যে ঠাঁট ইয়াহিয়া দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। মন্ত্রী সাহেবরা থাকেন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের সাক্ষাৎ মেলেনি। আর বাংলাদেশের মালেক মন্ত্রিসভার কোনো আছে অস্তিত্ব বলেও মনে হয় না। এইসব মন্ত্রীদের জনসাধারণ কেউ চেনে না। বরং সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। মৃত্যু, নির্যাতন সবকিছু উপেক্ষা করে ঢাকার অধিবাসীরা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন। ফলে হানাদার বাহিনীর দিশেহারা হওয়ার জোগাড়।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের প্রবল চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে সামরিক সাজসরঞ্জাম রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঘোষণায় এই তথ্য জানা গেছে। এদিকে চীনে গিয়ে মি. ভুট্টো বড়ো বেশি কল্কে পাননি। বরং চীনা অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিং পেং ফেই বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তসঙ্গত সমাধানের প্রতিই পাকিস্তানকে সচেষ্ট হতে বলেছেন। ফরাসী সরকার বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন এবং এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক ফ্রান্স সফরকালে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে এই মতামত প্রকাশ করা হয়। পশ্চিম জার্মানীর চ্যালেন্সর উইলি ব্রান্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিম সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে পশ্চিম জার্মান সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

কিন্তু এখনো বাংলাদেশের মানুষ মরছে, গৃহ অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। এখনো দলে দলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এখনো অন্ধকার রাত্রির শেষ হয়নি। তারা সকল চোখে অসহায় দুটি হাতে তুলে তাকিয়ে আছে সত্য ও ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড করে নেমে আসবে, কবে, কবে। কবে শেষ হবে এই কালরাত্রির কুটিল অন্ধকার? শেষ এর হবেই। এতো রক্ত, এতো মায়ের চোখের জল, বুকফাটা কান্না, সকরুণ প্রার্থনার বাণী ব্যর্থ হতে পারে না :

বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার ও অশ্রুধারা
এর যতো মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?

রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্নিল যাবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দেবে না দেখা
দেবতার অমর মহিমা?

(মহাদেব সাহা রচিত)

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চরম বিজয়ের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে, অমিতবিক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশই তারা সংগঠিত হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছেন, দুর্বার দুর্জয় হচ্ছেন। আর অন্যদিকে সেই সঙ্গে যতই দিন যাচ্ছে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ততই দুর্বল হচ্ছে, মনোবল ও নৈতিক সাহস হারাচ্ছে। এর কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তারুণ্য ও নৈতিক মনোবল হানাদার দস্যুদের নেই। তারা পাশবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটি নবজাগ্রত জাতির স্বাধীনতার আকাংক্ষাকে পদদলিত করে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখতে। আর সেই শাসন কায়েম রাখতে গিয়ে তারা নির্বিচারে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণের পাশবিকতার পথ অনুসরণ করেছে। নীতিবোধ, মনুষ্যত্ব, মানবিক ন্যায়বিচার সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে তারা দস্যু ও তস্করের নির্লজ্জ বর্বরতার ভূমিকায় নেমেছে- যেখানে তারা বন্যপশুর মতোই আদিম, হিংস্র ও নৃশংস। তাদের কাছের ন্যায়নীতি, সুবিচার, যুক্তি কিংবা মনুষ্যত্বের কোনো মূল্য নেই। নিষ্ঠুরতায় তারা বন্যজন্তুর মতোই অন্ধ, বর্বরতার তারা মধ্যযুগীয় হার্মাদ দস্যুদের মতোই হিংস্র ভয়ংকর।

বিপরীত দিকে বাংলাদেশের তরুণ যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের সংগ্রাম নিজেদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম, মায়ের লজ্জা, বোনের অপমান, পিতার অমর্যাদার প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রাম। তাদের রক্তে মায়ের বোনের ভায়ের রক্তের প্রতিজ্ঞা জড়িত। তাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঐ হানাদার বর্বর দস্যুরা বন্দী পশুর মতোই অসহায়, দুর্বল। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা। বাংলাদেশে উড়ছে স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা, সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতার মনের ভূগোলে অর্জিত হচ্ছে তাদেও জন্যে সমর্থন ও শুভেচ্ছার রক্তকুসুম। পৃথিবীর দিকে দিকে উড়ছে তারই উজ্জ্বল মানবিক পতাকা। তাই ওদেও যেখানে শেষ; আমাদের সেখানে শুরু।

বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক ‘নিউজউইক’ লিখেছেন, সামরিক ও রাজাকার বাহিনীর ক্রমাগত অত্যাচার বাংলাদেশের মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারিনি। বরং অত্যাচার যতই বাড়ছে, বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার মনে প্রতিশোধের স্পৃহা ততই প্রবল হচ্ছে। ঐ সাপ্তাহিকের বিশেষ প্রতিনিধি সিনিয়র সম্পাদক আর নো দ্যা বোরচাগ্রাফ বলেছেন, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর এখন মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সারা বাংলাদেশের মানুষ আজ প্রতিশোধ চায়। ‘শিকাগো নান টাইমসের’ সহযোগী সম্পাদক মি. রবার্ট ই, কেনেডি বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতি তার কাছে হতবুদ্ধিকর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমস্যাটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নন বলেও তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মি. কেনেডি স্বীকার করেছেন যে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য আসন্ন এবং তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধেও বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। মার্কিন সাপ্তাহিক ‘টাইমস এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের একটি দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- পাকিস্তান একটি ডুবন্ত কুকুর। তার মাথা জলের নিচে ঠেসে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই ভারতের।

মস্কোর প্রভাবশালী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস'-এ বিশিষ্ট সোভিয়েট লেখক মি. উলানুকী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পাকিস্তানের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণই স্বাধীন বাংলাদেশের দাবীর জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে মি. উলানুকী বলেছেন, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতেই বাঙালীরা অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৃটেনের উদারনৈতিক দৈনিক 'গার্ডিয়ান' বলেছেন, পাকিস্তান এখন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুবিহীন। যুদ্ধ বাধলে তাকে একাই তার ফল ভোগ করতে হবে। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও পাকিস্তানের এই নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছে, যতক্ষণ না ইয়াহিয়া বাংলাদেশ সমস্যার একটি যথার্থ রাজনৈতিক সমাধান না চাচ্ছেন, ততক্ষণ তার বন্ধুহীনতা কেবল বাড়তেই থাকবে।

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ রিচার্ড উড বাংলাদেশ সমস্যার যথার্থ রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তগ্রাহ্য সমধান ছাড়া শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। আর এই যুক্তগ্রাহ্য সমাধানের অর্থই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মার্কিন সিনেটর উইলিয়ম স্যাকসবি বলেছেন, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার কোন সমধান হতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেম সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হলে প্রথমেই শেখ মুজিবের মুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাকে তিনি ইতিহাসের অন্যতম শোচনীয় ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে মার্কিন সরকারকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে- আর সেই সঙ্গে বিশ্বমানুষের সমর্থনপুষ্ট মানবতার পতাকাও উড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। কেননা ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না।

(মহাদেব সাহা রচিত)

পিণ্ডির প্রলাপ*

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁ আর তার জল্লাদ বাহিনীর তোতাপাখীগুলা সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একই শেখানো বুলি আউড়ে চলেছে রেডিও গায়েবি আওয়াজে গ্রামোফোন কোম্পানীর কুকুরের ছবিওয়ালা সেই রেকর্ডের মতো। পিন দিয়ে চড়িয়ে দিলেই হোল কলেরগান বাজতে শুরু করবে। বাঁধা গতে গান হবে। সকাল-সন্ধ্যা-রাত-যখনই শুনুন না কেন, পড়ানো লবজই বেতারের একমাত্র পুঁজি। সকালবেলা উঠে শুনতে পাবেন, 'অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।' দুপুরে-'দেশপ্রেমিক জনসাধারণ দৃষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় তো দিচ্ছে-ই না বরং সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিচ্ছে।' এরপর রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে পিন পাল্টে দেয়া হবে। আর তোতার কণ্ঠে শোনা যাবে- 'একদল অনুপ্রবেশকারী আমাদের সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের সেনাবাহিনী শুরুতেই তাদের বাধা না দিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরে সময়মতো আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে অনুপ্রবেশকারীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়।' এর পরেই একটি অস্ত্রপাতির লম্বা ফর্দ পেশ

* 'পিণ্ডির প্রলাপ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলো তোয়াব খান রচিত।

এবং হতহাতের সংখ্যা বহু বলে উল্লেখ করা হবে। সবশেষে বলা হবে, 'কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' দিনের পর দিন তোতার কণ্ঠে রেডিও গায়েবী আওয়াজের এই বাণীই শুনতে পাওয়া যাবে। অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও আবার কয়েক হাজার, কিন্তু তোমার প্রভুর ক'জন বরকন্দাজ মারা গেল সে সম্পর্কে গায়েবী আওয়াজ এক্কেবারেই চুপ।

সমরবিদ্যার সবচেয়ে খারাপ ছাত্রটিরও পেটের পিলে এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে ফেটে যেতে পারে হাসতে হাসতে। সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে, হতাহতের সংখ্যা বহু, কয়েকজন গ্রেফতার'- অর্থাৎ সঠিক সুস্পষ্ট কোন তথ্য তোতার মুখে ভুল করেও শোনা যাবে না। যদি প্রশ্ন করা যায়- মাথা খারাপ হয়েছে, ও কথা মুখে আনবেন না। কোন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা সাফ মানা। তার উপর তোতা কি প্রশ্ন করতে পারে? কিন্তু মুশকিল হোয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানীর তোতা আর তার প্রভু ছাড়াও বাইরের যে জগতটি রয়েছে তাকে নিয়ে তারা তো তোতা নয়, তাই প্রশ্ন তারা তুলছে। বলছে, নাদীর শাহের বংশধর আর গোয়েবলসের মন্ত্রশিষ্যারা হাতে কোন সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে ছাড়ুন। কয়েক হাজার অনুপ্রবেশকারী, কয়েকশ' গজ ভেতরে, কয়েকজন গ্রেফতার, হতাহত বহু- এসব কথা শুনলে তো পাগলেও হাসবে।

বাংলাদেশে কি ঘটেছে বা এখন কি ঘটছে, সে সম্পর্কে তোতার মুখের কাহিনীর ছাড়া অন্য কিছু যাতে দুনিয়ায় প্রচারিত না হয় তার জন্যই ইয়াহিয়া খাঁর আর সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমেই সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। পরে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদের মুখে নিজেদের ইচ্ছমত বাছাই করা সাংবাদিককে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। সেই সঙ্গে বলে দেয়া হলো- অমুক অমুক জায়গায় যেতে পারবেন না, তমুক তমুক কথা লিখতে পারবেন না। অমান্য করলে হয় ফাটক, না হয় লেখা গুম। এতসব বাধানিষেধ সত্ত্বেও বিদেশী খবরের কাগজগুলো যা লিখছে, তাতে জঙ্গীশাহীর বিচারের বেলুনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

'নিউজউইক' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। এই মার্কিন সাপ্তাহিকীটির সাথে সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য বলেছিলেন। সেই কাগজই লিখেছে, ইয়াহিয়ার সরকার যাদেরকে অনুপ্রবেশকারী, ভারতীয় চর বলছে, তারা তো শুরু থেকেই লড়ছে সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে। এরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কিছুই নয়। পত্রিকাটিতে ভারতীয় গোলাবর্ষণের পাকিস্তানী অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, শেলগুলো পরীক্ষা করলেই যে কোন পর্যবেক্ষক বুঝতে পারবেন- এগুলো নিকটপাল্লার কামান বা দু'ইঞ্চি মর্টার থেকে বর্ষিত হয়েছে। দূরত্ব বিচার করে একথা অনায়াসে বলা বলে, ভারত থেকে বর্ষণ করলে শেলগুলো এত দূরে আসতে পারে না। বিলেতের কাগজগুলো বলছে, বিবিসি বলছে, ফ্রান্সের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র 'লামদ' বলছে একই কথা। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তোতার শেখানো লবজ তা পাল্টে যাবে না।

এরপর ধরুন না 'অবস্থা স্বাভাবিক, দেশপ্রেমিকেরা দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিচ্ছে' তোতার এ বাণীর কথা। দেশপ্রেমিক নাগরিকরা জঙ্গিশাহীর সাথে এমনই সহযোগিতা করছেন যে, এখন তাদের উপর পিটুনি ট্যাক্স ধার্য করতে হচ্ছে জঙ্গীশাহীকে। এতেও যদি নিজেদের দৈন্য প্রকাশ না পায়, তবে 'দৈন্য' শব্দের আধিধানিক অর্থই পাল্টে ফেলতে হবে। বিবিসির ভাষ্যকারের মতে, পিটুনি ট্যাক্স ধার্য থেকে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, জঙ্গীশাহীর এ দাবির অসারতা দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পেরেছে। শুধুই তাই নয়, মুক্তিবাহিনীর লোকজন বাংলার মানুষের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাচ্ছে, এ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। গার্ডিয়ান, ডেলি টেলিগ্রাফ ও বিবিসির মতে, বাংলাদেশের মাইলে পর মাইল এলাকায় ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বা তার ক্রীড়নক সরকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি ইয়াহিয়ার চামুর দল রাতের বেলা কোথাও বের হতে সাহস করে না।

মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জঙ্গিশাহীর এই যখন হালহকিকত, সৈন্যদলের মোরাল ঠিক রাখার জন্য তখনই খাঁ সাহেবরা গোয়েবলসের প্রেতাত্মার ঘাড়ে ভর করেছেন, তাই প্রতিদিন কুৎসা আর মিথ্যার বোঝা তাদের বেড়েই চলেছে। কিন্তু এমন দিন আর দূরে নয়, যখন মিথ্যার বোঝা চাপা পড়ে জঙ্গীশাহীকে পুঁজিপাটাসমেত পৈত্রিক প্রাণটাও হারাতে হবে।

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

একেবারে গোমড় ফাঁক! ইয়াহিয়া খাঁর জবর বাক্যবাগীশ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজীকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে মার্কিন কাগজ 'নিউজউইক'। এত জাঁক করে তিনি বলেছিলেন, মার্চে যা করেছি, প্রয়োজনবোধে আবার তা করবো ঢাকার রাজপথে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলো অপেক্ষা করছে। কিন্তু নিউজউইর্কের সিনিয়র এডিটর আরনড-দ্য-ব্রচগ্রেভ তো আর নিয়াঁজীর ক্যান্টনমেন্টের সিপাই নয়। সাফ বলে দিয়েছেন, জেনারেল তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছো। পায়ের তলায় মাটি যে কতটা সরে গেছে তার খবর রাখ না। বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ থানার উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। খোদ ঢাকার উত্তরাংশ এখন মুক্ত।

বাংলাদেশের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান শেষ করার লম্বা-চওড়া আশ্বাসদানীকারী নরঘাতক জেনারেল টিক্কা খানের সর্ববৃহৎ বেলুনটি চুপসে যাওয়ার সাথে সাথেই এ, এ, কে নিয়াজীর আবির্ভাব। পাঞ্জাবের সাবেক সামরিক প্রশাসন এই জেনারেলের ভূমিকা সামরিক চক্রের জঘন্য ষড়যন্ত্রগুলিতে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। '৬৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ যখন সারাদেশ গর্জে উঠেছিল আইয়ুবের স্বৈরাচারী কুশাসনের বিরুদ্ধে, হরতাল মিছিল আর ঘেরাওয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল সামন্ত প্রভু একচেটিয়া পুঁজিপতি আর সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ, পশ্চিমী আমলারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছিল সামরিক অফিসারদের বাড়িতে বাড়িতে সেই সময়ে এই নিয়াজীকে দেখা যায় ঝিলামের একটি সামরিক ছাউনি এলাকায় অফিসারদের সাথে সলাপরামর্শ করতে-সংগঠিত করতে। '৬৯ সালের ২৫ মার্চের ইয়াহিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ বলেছিল, জেনারেল নিয়াজীর-যাকে সামরিক চক্র টাইগার নিয়াজী বলে অভিহত করে থাকে- নেতৃত্বে একদল অফিসার এই মর্মে আলটিমেটাম দিয়েছিল যে তারা বাংলাদেশের তথাকথিত অরাজকতা কোনমতেই বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাদের মতে, এই সময়ে যা চলেছে তাকে বাড়তে দিলে সব যাবে। শোনা যায়, ঝিলামের সেই কুখ্যাত বৈঠকেই ঠিক করা হয়েছিল, বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য যদি দরকার হয় তবে লক্ষ লক্ষ লোককে সাবাড় করে দেওয়া হবে। শহরে-নগরে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের উপর প্রয়োজনবোধে চালানো হবে ট্যাঙ্ক। তবে নিয়াজীর বড় আফসোস ছিল '৬৯ সালেই এগুলো ঘটেনি বলে। অতএব নিয়াজী এ্যান্ড কোম্পানীরা বাংলাদেশের গণহত্যার ব্লুপ্রিন্টটা দু'বছরের জন্যে কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিলেন। তাই '৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশের মানুষের অসহযোগ আন্দোলনের আলোতেই এইসব জেনারেলরা তাদের বিপদের সংকেত দেখতে পেলো। কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন। তাই তারা চক্রান্তের জাল ফেলতে শুরু করলো একে একে। অবশেষে এলো ২৫শে মার্চের সেই কালোরাত। টিক্কা খাঁর সাথে সাথে জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশে এলেও প্রেক্ষাপটে তার আগমনবার্তা ঘোষিত হয়নি। কিছুটা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন তিনি। দায়িত্ব দেওয়া হলো বাঙালী নিধনের অপারেশনের। তারপর একদিন রণাঙ্গণে তার আবির্ভাব সামরিক প্রশাসন ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমাণ্ডাররূপে।

কিন্তু এবারে জেনারেল সাহেবের এস্টার্ন কমান্ড একোবরেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে মুক্তিবাহিনীর গোলা আর বুলেটের আঘাতে আঘাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজাকার নামক একদল ক্ষুদে ডাকাত সৃষ্টি করা হলো, যাদেরকে 'নিউজউইক' পত্রিকা 'রাস্তার বখাটে তস্কর দল' বলে অভিহিত করেছে। পত্রিকাটির মতে, ''হাতে অস্ত্র আছে বলে রাজাকারদের দল নিজেদের খোদা বলে মনে করে। যত্রতত্র নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের কাছ থেকে

টাকা-পয়সা আদায় করছে। যারা তাদের আশ্রয় দিতে বা মেয়েলোক সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে হত্যা করছে গুলি করে। এরপর মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় অভিযানের সামনে সেনাবাহিনী প্রথমেই ঠেলে দিচ্ছে এইসব নির্বোধ রাজাকারের দলকে।”

এসব সত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজীর লম্বা-চওড়া দাবি কেন? নিউজউইকের মতে, পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা লাঘবের জন্য জেনারেলের জল্লাদ বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, ব্যাপকাকারে চালাচ্ছে লুটতরাজ। সংবাদদাতা ঢাকার ডেমরা এলাকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যদল এই গ্রামটি ঘেরাও করে ১২ থেকে ৩৫ বছরের প্রত্যেকটি মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের উপরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। এই হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিকতায়ও শেষরক্ষা যে অসম্ভব, বাংলার দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে একবার তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

মিথ্যেবাদী রাখালের কান্নায় ভিজে তার মহাপ্রভু শ্বেতপ্রাসাদ থেকে একেবারে দূরপাল্লার টেলিফোন করে বসেছেন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে। অভিপ্রায়- কিভাবে বাঁচানো যায় রাখালটিকে। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক-টৈঠক কিছু করা যায় কিনা, তারই শলাপরামর্শ নাকি চলছে। হাজার হলেও এই রাখাল আর তার দেশ দীর্ঘদিন ধরে সাথে সাথে আছে সবকিছুতেই। সেই বাগদাদ চুক্তি, সিটো আর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি থেকে শুরু করে সব সময়ে দুর্দিনে-সুদিনে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে পিণ্ডির জঙ্গীচক্র। ’৫৮ সালের ইরাকী বিপ্লবের পর বাগদাদ জোট থেকে খোদ বাগদাদ খসে পড়ার পরও পিণ্ডির জঙ্গীচক্র উৎসাহী দোসর হিসাবে পাশ্চাত্যের সাথে থেকেছে সেন্টো চুক্তির বাঁধনে। আর এশিয়ার মাটিতে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও পিণ্ডির জল্লাদের দল কোন সময়েই সিটো জোট থেকে সরে দাঁড়ায়নি। অতএব এ ধরনের একটি বিশ্বস্ত দালালকে তো রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জাতিসংঘ নামক সংস্থাটির সনদ নিয়ে। এই সনদ অনুযায়ী একমাত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত অবস্থা দেখা দিলেই শুধু স্বস্তি পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পিণ্ডির জঙ্গীচক্র এখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি, যাকে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি বলে অভিহিত করা চলে। অন্যদিকে জঙ্গীচক্রের বরকন্দাজেরা একথা ক্রমান্বয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, বৈদেশিক হামলা-টামলা নয়, মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণেই এখন তারা চোখে সর্ষের ফুল দেখতে শুরু করেছে। বরকন্দাজ দলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজী তো খোলাখুলিভাবে বলেই ফেলেছেন যে, একমাত্র ঢাকাতেই দু’হাজার গেরিলা সক্রিয় রয়েছে। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ বলছে, যশোরের চৌগাছার কাছে লড়াই চলছে। তবে কিনা মুক্তিবাহিনী এখনও সরাসরি যুদ্ধ করার পর্যায়ে যায়নি। আতএব জঙ্গীচক্র শীঘ্রই চৌগাছা আবার দখল করতে পারবে-এই তাদের আশা! বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রেডিও গায়েবী আওয়াজ এটা প্রচার করলেও একটি সত্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়- চৌগাছায় মুক্তিবাহিনীর সাথেই জল্লাদ দলের লড়াই চলছে। অতএব বৈদেশিক আক্রমেণর জুজুটা যে একেবারেই নির্জলা মিথ্যা, এটা রেডিও গায়েবী আওয়াজও স্বীকার করে নিল। এ অবস্থায়, অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর সাথে জল্লাদ দলের লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে শ্বেতপ্রাসাদের মহাপ্রভূরো রাখার বালকের জন্য তাদের উদ্বেগকে নিয়ে স্বাস্তি পরিষদের কোথায় রাখবেন? আন্তর্জাতিক আইন-কানুনেই তা স্পষ্টই ধোপে টেকে কি করে? বাংলার মানুষের মুক্তিসংগ্রামের আট মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ আট মাসের তীব্র ও তিক্ত সংগ্রামকালে যাদের মুখ থেকে এমনকি সমবেদনার একটি কথাও শোনা যায়নি। আজ তারা এতই উদ্বিগ্ন যে, স্বস্তি পরিষদে হাজির হওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবছেন। অবশ্য মিথ্যেবাদী রাখালটিকে নিয়ে শ্বেতপ্রসাদের মহাপ্রভুরা উদ্বেগে আজ সোচ্চার হলেও নতুন কিছু নয়।কিছুদিন আগে ছ’জন সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্তদল গঠনের কথা তারা ঘোষণা করেছিলেন। এটার মাধ্যমে তারা আসর জাঁকাতে চেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঐ রাখাল বালকটিকে কিছু কিছু সুপরামর্শও দেয়া হয়েছে। এবং সেই অনুযায়ী বাংলার গভর্নর পদে আবদুল মোতালিব

মালিক নামক জনৈক দালাল দন্তচিকিৎসককে বসানো হয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনগণের কাছে পরিত্যাক্ত কতিপয় রাজনীতিককে নিয়ে একটি তথাকথিত বেসামরিক সরকারও খাড়া করা হয়েছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনকে তথাকথিত 'সুবিচার' হিসেবে দেখানোর জন্য একজন অনুমোদিত কৌঁসুলি দেয়া হয়েছে। আরো শোনা যায়, মার্কিনী সুপারিশ অনুযায়ীই গঠন করা হয়েছে রাজাকার বাহিনী, দেখানো হয়েছে সাধারণ ক্ষমার প্রহসন।

বাংলাদেশের মানুষ, সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কেউই এই ধরনের কোন ফাঁদে পা দেননি। সকলের কাছেই এই ধরনের সুকৌশল-চাতুর্যের আসল মতলবটা সব সময়ই ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। এবার তাই মরণোন্মুখ রাখাল বালটিকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা শুরু হয়েছে শ্বেতপ্রাসাদ আর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে। যে সংস্থা বাংলার লাখ লাখ মানুষ হত্যার, গণহত্যার অভিযোগ শুনতে চায়নি, জল্লাদ দলের অত্যাচারে পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বিদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি মানুষের আকুল আবেদন যাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, তাদের নতুন যেকোন চক্রান্ত বাংলার মানুষ বানচাল করে দেবে। হানাদার বাহিনীকে চিরতরে খতম করে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে অম্লান অক্ষয় রেখেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এই নতুন চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বস্তি পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা মার্কিন চক্রান্ত একের পর এক চলতে থাকলেও গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এটা অস্বীকারের অর্থ সকালের নবীন সূর্যের আলোকরশ্মি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। নিরাপত্তা পরিষদে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে কতিপয় পেটুয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে এবং চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ তথা ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছে। আর তাদের সাথে এ ব্যাপারে ভিড়ে গেছে ইসলামের বেশধারী কতিপয় ইসলামপন্থী রাষ্ট্র। কিন্তু জাতিসংঘে যত তাড়াহুড়ো করেই তারা প্রস্তাব পাস করুক না কেন বাংলাদেশের পিণ্ডির জল্লাদ দলের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দুর্বার অভিযান তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবে না । জাতিসংঘের ফরমান বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তানী হানাদারদের প্রতিরোধের সকল প্রাচীর ধসে পড়বে, এটা এখন প্রায় সুনিশ্চিত। সত্যি কথা বলতে কি, জাতিসংঘ নামক ঠুঁটো জগন্নাথকে রবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আর পাচ্ছে না বা এ সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার যে সূর্য আজ আপন মহিমায় বিকশিত হয়েছে তাতে কলঙ্কিত করার মওকা পাক-দোস্ত চীন বা পিণ্ডির মহাপ্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের রবার স্ট্যাম্প জাতিসংঘ পাবে না।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে সংগ্রাম শুরু করেছেন মহান গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতির পর তা আজ এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মুক্তাঞ্চলে নবজীবনের রূপায়নের মহান দায়িত্ব আজ মুক্তিসংগ্রামী সকলের উপর বর্তেছে। তারাই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সুখী শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নকিব। এজন্যই প্রথমে মনে রাখা দরকার, আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও মূলনীতির কথা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাদের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীন বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছেন। এই নীতির ভিত্তি হলো ধর্মনিরেপক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তারা বলেছেন, মানুষের উপর মানুষের শোষণের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক ব্যবাধানের অবশ্যই বিলোপ সাধন করতে হবে। আজ তাই এমনভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ উপকৃত হয়। যাতে শ্রমিক-কৃষক পায় সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের জীবনযাত্রার পুনর্বাসনের জন্য।

বস্তুতঃপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোটি কি ধরনের দাঁড়াবে তার একটি মোটামুটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে। এতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা ভারী ও বৃহৎ শিল্পসহ পাট, তুলা, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি সমেত আমদানী-রফতানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্বকরণের কথা বলা হয়েছে। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং কর কাঠামোর প্রগতিশীল রূপায়নের দিকও নির্দেশিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টেতে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান ও কৃষিনির্ভর দেশ সেহেতু গ্রামবাংলার উন্নয়ন তথা কৃষির পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। দারিদ্র্য তার সর্বগ্রাসী সংহার মূর্তি নিয়ে সর্বত্র সমান ছায়া ফেললেও পাকিস্তানী শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চেহারা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পাকিস্তানী শোষকরা দরিদ্র কৃষককুলের কল্যাণের জন্য কোন ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেইনি বরং এমন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে ভূমিহীন কৃষকের হাতে এককাঠা জমি না যায়। এক সময়ে ভূমির সর্বোচ্চ সীমা পরিবারপ্রতি ৩৩ একর নির্ধারণ করে যে আইন পাশ করা হয়েছিল, জল্লাদ ইয়াহিয়ার গুরুদেব আইয়ুব খাঁ তা রদ করে ১২৪ একরে নির্ধারণ করে। যার ফলে উদ্ধৃত্ত ভূমি বাংলাদেশে বণ্টনের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই আজকে বাংলাদেশের মেহনতি কৃষকসমাজের ৭৬ শতাংশ হয় ভূমিহীন আর না হয় নিতান্তই গরীব। পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ভূস্বামী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সীমাহীন শোষণের ফলে বাংলাদেশের কৃষকের ঋণের পরিমাণ শুধু সরকারের কাছে দাঁড়ায় একশো কোটি টাকার উপরে। জোতদার ও মহাজনী ঋণের পরিমাণ তাতে ধরা হয়নি। আর কৃষকদের মধ্যে এই মহাজনী ঋণের পরিমাণ যে কত ব্যাপক তা সকলেরই জানা আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ আবাদী জমিও এদের কবজার মধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার বলে বিবেচিত জেলাগুলো- সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে মহাজনী ও জোতদারী শোষণের রূপটা সবচেয়ে প্রকট। এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার অবসানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টেতে। ভূমিব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে যাতে সত্যিকারের কৃষক উপকৃত হয়। বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ জমির জন্য বকেয়া কোন খাজনা দিতে হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করে কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত-ব্যবসায়ী তথা আপামর জনসাধারণের জন্য এক সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের দায়িত্ব আজ সকলের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজ হাতে নিয়েছেন। নয়া জামানার নতুন নকীবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আজ নবজীবনের শপথ, নতুন সমাজ গঠনের রণতূর্য।

রক্তের অক্ষরে লিখি*

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

শান্তির ললিতবাণী যাদের কাছে পরিহাসের সামগ্রী, সেই দানবের সঙ্গে সংগ্রামের তরে সংগ্রামীরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে- এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছিলেন বহু বছর আগে। আজ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করছি সংগ্রামীদের পদচারণা, বীরের মতো তারা যুদ্ধ করছে শত্রুর সঙ্গে, প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে প্রাণ দেয়া-নেয়ার এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের সোনার বাংলা ও তার শান্তিপ্রিয় মানুষকে সুখের মধ্যে

---

*'রক্তের অক্ষরে লিখি' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত।

প্রতিষ্ঠিত করার মহান সংকল্প নিয়েছে। জেগেছে মানুষ, জেগেছে প্রাণ, খুলেছে দুয়ার। কার সাধ্য বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কার সাথ্য অন্ধকারে রাজত্ব কায়েম করে।

সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলাদেশ, রক্তাক্ত বাংলা, সংগ্রামী বাংলা। সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলার মানুষ, প্রমাণ তাদের সংগ্রামী চেতনা। সেই চেতনার কথা বলছেন বাংলারই এক কবিঃ

আমার চেতনা ঘিরে বিচ্ছুরিত এক কণা
গড়ে তোলে আর এক রক্তিম চেতনা
পৃথিবীর সব কথা ম্লান ভেবে অনেক বিস্মৃতি
মুছে ফেলে আজ জেগে থাক রক্তাক্ত স্মৃতি।

এই রক্তাক্ত অনুভূতির কথা বাংলার হৃদয়কে উজ্জীবিত করেছে। বাংলার যে মানুষ চিরকাল শান্তি চেয়েছে, চেয়েছে সবাইতে ভালোবাসতে। চেয়েছে পরের তরে সব কিছু উৎসর্গ করতে, ভালোবেসেছে বন্দুকের বদলে কবিতা- তারা আজ তুলে নিয়েছে হাতিয়ার। নেমেছে মানুষের শত্রু, শান্তির শত্রু, সভ্যতার শত্রু র সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আজ শত্রু হননের পালা। জীবন আজ উৎসর্গিত হবে জীবন বাঁচাতে- জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে এমনভাবে যেন শত্রু আর শান্তির নীড়ে হানা দিতে না পারে। তাই আজ চারিদিকে লাল সূর্যের অভ্যুদয়।...

২১ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জোরদার করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'জয় বাংলা' সাপ্তাহিক বাদে বাংলার বাণী, নতুন বাংলা, বিপ্লবী বাংলা, স্বদেশ, দাবানল প্রভৃতি নানা নামের পত্রপত্রিকায় আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতির সংবাদ, অজেয় মনোবল ও অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনীসহ দেশী-বিদেশী সংবাদ সব সময় বেরুচ্ছে। দেশের জনসাধারণকে সব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল রাখতে এই পত্রপত্রিকাগুলো নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। হানাদারদের মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য দেশপ্রেমিক সাংবাদিকরা মন-প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ার যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা দেশের মানুষ সব সময় করে চলেছে, এটা তারও একটি অংশ। দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সংবাদপত্র যে মহান ভূমিকা পালন করতে পারে সেই ভূমিকাই আন্তরিকভাবে এইসব পত্রিকাগুলো পালন করে চলেছে।

সংগ্রামীরা যুদ্ধের সংগে সংগে কলম ধরেছেন এবং দেশপ্রেম ও সংগ্রাম এক হয়ে যে আগুন ঝরাচ্ছে তা অনুভব করতে হলে এই পত্রিকাগুলো বার বার পড়া দরকার।

মুক্তিযোদ্ধারা ডায়েরীর আকারে তাদের অভিজ্ঞতার কথা সব সময় লিখছেন এখানে। 'দাবানল' পত্রিকায় 'গেরিলার ডায়েরী' লিখেছেন মুকুল নায়ক। ৩১শে অক্টোবর সংখ্যায় ইনি লিখেছেন :

''আমি একজন গেরিলা নায়ক। গত মাসে পাবনার বিভিন্ন মুক্ত এলাকা ঘুরেছি। গ্রামবাংলার মানুষ এত দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতনের মাঝেও সুকঠিন মনোবল নিয়ে থাকতে পারে এটা একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই নয়। তাদের বাড়ি-ঘর দস্যুসেনারা জ্বালিয়েছে, লুট করেছে মা-বোনের ইজ্জত, হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে, তবুও তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন মুক্তিবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায়।... তারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন।... তাদের সকলের কথা 'অস্ত্র চাই, মরতে হয় যুদ্ধ করে মরবো, দেশকে স্বাধীন করবোই।' কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে।

এরপর লেখক দালাল, দস্যু ও পাকসেনাদের খতম করার কাহিনী বলেছেন :

"রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে এলো আমাদের গেরিলা ইউনিটসমূহের দলপতিগণ।... গাজনার বিলে অপারেশন করে এগারোজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে ধরে এনে গণআদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বাকী দুষ্কৃতকারীগণ গ্রাম থেকে পালিয়েছে।... তৃতীয় দল নগরবাড়িগামী পাকসেনা বোঝাই ট্রাকের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন।

তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা শুনে সত্যি আনন্দ অনুভব করছিলাম।"

'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকার নিয়মিত 'মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী' প্রকাশিত হচ্ছে। বরিশাল থেকে মিজানুর রহমান লিখেছেন তার উপর পাকসেনাদের নির্যাতনের কথা, কিভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন তার কথা। তিনি লিখছেনঃ

"মৃত্যুর হাত থেকে আমি বেঁচে এসেছি। বাঁচিয়েছে মুক্তিসংগ্রামী আবদুল জলিলকে। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি শহীদুল হাসান, শাহজাহান ও আমির হোসেনকে। ওরা আজ মৃত্যুর দেশে বসে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে।"

এই স্মৃতিচারণের পর লেখক বর্ণনা করেছেন, কিভাবে তারা পাঁচ বন্ধু খান-সেনাদের হাতে বন্দী হলেন। এরপর তিনি লিখছেনঃ

"পাক হানাদাররা আমাদের পাঁচজনকে পাঞ্জাবী পুলিশের হেফাজতে রেখে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।... এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হোল থানায়। সেখানে পাঁচজনের উপর চলল নির্যাতন।... শরীর কেটে লবন পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। সমস্ত রাত ধরে চলল এমনি অত্যাচার, পর দিনও কাটল। আবার রাত হলো।...

দেখতে দেখতে এক সময় চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। ফায়ারের অর্ডার হলো। তিনজন পাঞ্জাবী পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠল, লুটিয়ে পড়ল শহীদুল হাসান, শাহাজান, আমির হোসেন। আবার ট্রিগার টানা হলো মুহূর্ত পরেই লুটিয়ে পড়ব আমরা বাকী দুজন, কিন্তু এমন মৃত্যুই কি চেয়েছিলাম?

না, না, প্রতিশোধ নিয়ে তবে মরতে হবে। পাশেই স্রোতস্বিনী নদী বয়ে চলেছে- বাঁচতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে। আবার ফায়ারের অর্ডার হলো। কিন্তু তার আগেই জলিলকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীর বুকে। হে দেশমাতা, তোমার বুকে ঝাঁপ দিয়েছি, তুমিই গ্রহণ করো।

রাতের আধাঁর বিদীর্ণ করে ঝাকেঁ ঝাকেঁ গুলি এসে পড়তে লাগল নদীর বুকে, জলিলকে ধরে ডুব দিতে দিতে ওদের নাগালের বাইরে চলে এলাম, এবার প্রতিশোধ।".....

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যদিয়ে এ বছরের ঈদ উদযাপন করলো। দেশের মাঝে পশুশক্তির প্রতীক ইয়াহিয়া চক্র নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, নিরস্ত্র বঙ্গবাসী প্রাণ রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত, আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনপণ করে লড়ছে শত্রুর সঙ্গে। বিভিন্ন সেক্টরে খান সেনারা আজ কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, দিন গুণছে মৃত্যুর। এমনি পরিবেশের ঈদের চাঁদ উঠলো, ঈদও হয়ে গেল- কিন্তু বাঙালী আজ দরদভরা

কণ্ঠে, আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে শুনতে পেলো না নজরুলের সেই বিখ্যাত গানঃ 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'।

এতে বাংলাদেশের মানুষ দুঃখিত নয়। কারণ তারা জানে যে, কোনো জাতির জীবনে কোন কোন সময়ে এক-একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে যখন তাকে স্থায়ী একটি সিদ্ধান্ত দিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে ভাবতে হয়, জীবন বিসর্জন দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় শত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। শত আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে তাকে এ কথা নিশ্চিত প্রমাণ করে যেতে হয় যে, পরবর্তী বংশধররা আর অত্যাচারিত, শোষিত, নিষ্পেষিত হবে না। সেই ঐতিহাসিক ও চরম মুহূর্ত আজ এসে গেছে। আমরা সেই ইতিহাস পরিবর্তনকারী, ইতিহাস সৃষ্টিকারী গৌরবময় মুহূর্তের মধ্যে আছি যখন আমরা বুঝতে পারছি 'ফুল খেলবার দিন আজ নয়'- আজকের দিন হচ্ছে চরম সংগ্রামের, চরম আত্মত্যাগের, আত্মোপলব্ধির।

বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অবস্থা বিরাজ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার ঈদ সম্পর্কে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রপত্রিকায়।

সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকা ২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছেঃ এবার শারদোৎসবে বুড়ীগঙ্গার পারে যেমন বাজন বাজেনি, তেমনি এবার ঈদেও খুশীর চাঁদ বাঙালীর আকাশে ওঠেনি। খুশী হওয়ার উৎসব করার অবকাশ কই এখন বাঙালীর জীবনে? গোটা জাতি যখন তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত, নরপশু ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের বিরুদ্ধে জাতি যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন উৎসব করার, আনন্দ করার অবকাশ মানুষের জীবনে থাকতে পারে না।

গতবারও বাংলাদেশের মুসলমান রোজার ঈদে উৎসব করতে পারেনি। বারোই নভেম্বরের প্রলংকারী ঝড়ে সেবার বিশ লাখ বাঙালী মৃত্যুবরণ করেছে। দেড় হাজার মাইল দূরে তথাকথিত ইসলামাবাদের শাদ্দাদী বেহেশতে বসে ইয়াহিয়া-চক্র বিশ লাখ বাঙালীর মর্মন্তদ মৃত্যু দেখে উপেক্ষার শয়তানী হাসি হেসেছে এবং আরো দশ লাখ বাঙালীকে হত্যার জন্য ছুরি শাণিয়েছে। গতবার বাংলার মুসলমান বিশ লাখ মানুষের মৃত্যুর শোকে রোজার ঈদে শোকাশ্রু চোখে কাতারবন্দী হয়েছে নমাজের ময়দানে,- এবার আরো বিশ লাখ ভাইবোনের লাশের স্তুপের উপর বসে তারা আকাশে দেখছে বাঁকা খঞ্জরের মত ঈদের চাঁদ। এবারও তারা উৎসব পালন করতে পারে না।

আজ নয়, বাংলার আকাশে খুশীর ঈদের চাঁদ একদিন উদিত হবে এবং সেদিন সুদূর নয়- যেদিন ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হবে এবং স্বাধীন ও মুক্ত বাংলার নীলাকাশে শওয়ালের চাঁদ সব অশ্রুর কুয়াশামুক্ত হয়ে আবার খুশীর রোশনাই ছাড়বে।

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায়ও ঈদ সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণেও বিধ্বস্ত একটি পাকা মসজিদের ছবিসহ এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে এসে ঈদ যেন এবার ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল। তার নামে যে কী একটা উৎকট দুর্গন্ধের দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ফেললো। কী এক বিকট হাহাকার ও আর্তনাদের ধ্বনি যেন তার কানে তালা লগিয়ে দিলো। চোখ তুলে এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল সে?। ধ্যাননেত্রে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় কোথাকার কোন রক্তপিপাসু রক্তপায়ী দানবের দল কামড়ে আঁচড়ে লাখো লাখো বাঙালীর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। ধর্ষিতা বাংলার মা হতচেতন অবস্থায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আর এখনো যারা বাংলাদেশে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে আছে তারা প্রায় সকলেই প্রিয়জনের

বিয়োগব্যথায় শোকাতুর, ব্যাথাতুর, ম্লানমুখ, জীবন্মৃত অবস্থায় ধুকছে। আমি কি করে এদের মুখে হাসি ফোটাব?...

মৃত্যুর সঙ্গে, শত্রুর সঙ্গে যে পাঞ্জার লড়াই চলছে- তার সংবাদ দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের উদ্দেশ করে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, আমরা শত্রুকে চারদিক থেকে আঘাত হেনে চলেছি, দেশবাসী যেন তৈরি থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলেছিলেন, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে। শত্রুকে নির্মূল করে এমন এক সুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে একজন আর একজনকে শোষণ করতে পারবে না। সবাই সমান সুযোগ-সুবিধে পাবে।

এর পর পরই মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসেনার উপর আঘাত হেনেছে এবং খুলনা, যশোর, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম খান সেনারা প্রচণ্ড মার খেয়ে ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। মুক্তিবাহিনী এখন বিজয়ের পথে। সে কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী গত ২৩শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক বেতার ভাষণে দেশের প্রতিটি মানুষকে শত্রুর ওপর চরম আঘাত হানার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, শত্রু দাঁতভাঙ্গা জবাব পাচ্ছে। সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। তার মনোবল ভেঙে গেছে। সে বুঝতে পারছে অন্যায় টিকতে পারে না। অহঙ্কারের পতন অবশ্যম্ভাবী, অত্যাচারীর ধ্বংস অনিবার্য, পশুশক্তি মানবতার কাছে কিছুই নয়। বাংলার মানুষ আজ ইতিহাসের শুভ্রতম পৃষ্ঠাগুলো অধিকার করেছে, আর ইয়াহিয়াচক্র ইতিহাসের কৃষ্ণতম পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ছে। এরই নাম ইতিহাস, এরই নাম মহাকাল। এরই নাম সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়।

২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

... ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তখনও আমরা জানতাম পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনধারন পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই আমাদের মিল নেই, তাদের সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় নেই, বহুদূরে অবস্থিত সেই দেশের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সব সময় পরিচায়েরও সুযোগ নেই। তবুও আমরা মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিলাম। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি নিয়েও একসঙ্গে বাস করা যায়। রাশিয়া, ভারত, চীন তার প্রমাণ। আমরা আশা করেছিলাম, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত যেমন আমরা অনুসরণ করছি তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও অনুসরণ করবেন। দেয়া-নেয়া, মিলনের মধ্যদিয়ে একটি বৃহৎ মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, সে জন্যই আমরা সব সময়ই স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম, স্বার্থ ত্যাগ করেছিও। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদে সমান সমান প্রতিনিধিত্ব আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এ কথা আমরা বলিনি যে একমাত্র বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা আমরা চেয়েছিলাম, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা আমরা বলিনি যে, উর্দু সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে- যে উর্দুকে আমরা জানবো না, উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কোন উৎসাহ নেই। বরং উর্দু ছোটগল্প, কবিতা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ-ই ছিল। সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজসহ অনেকেই আমাদের পরিচিত ছিলেন। শুধু উর্দু কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সবকটি ভাষা সম্পর্কেই আমাদের গভীর আগ্রহ ছিল। পশতু বা সিন্ধী সাহিত্য জানবার চেষ্টা করেছি আমরা। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন পাকিস্তানী ভাষা ও সাহিত্য কেন পৃথিবীতে সমস্ত ভাষা ও সাহিত্য জানবার দরজা আমরা সব সময়ই খোলা রেখেছি। বাঙালী কি ইতোপূর্বে সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, উর্দু, ইংরেজি শেখেনি? সেইসব ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অধিকার অর্জন করেনি?

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনরকম বাধানিষেধ বা ঘৃণার জন্ম দিতে কখনও রাজি হয়নি। আমরা জানিয়ে দিয়েছি কোন কিছু জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে আমরা মেনে নেবো না- যেমন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি; কিন্তু তখন একথা আমরা বলিনি, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। এমনকি বাংলাদেশে যে সমস্ত উর্দুভাষী বাস করছেন তাদেরকে উর্দু বাদ দিয়ে কেবল বাংলাই শিখতে হবে এমন কথাও আমরা বলিনি। আমরা সব সময়ই উদার নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা স্মরণ করেছি যে, হিটলারের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছে, তখনও জার্মান সাহিত্য গ্রন্থ বা সংগীত বন্ধ করে দেয়নি বৃটেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদের লেখকরা বারবার কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন; বিশেষ করে ভারত থেকে বাংলা গ্রন্থাদি আমদানী করার সয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা বলেছিলাম যে, যে জাতি জ্ঞানের দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয় সে জাতির মৃত্যু অনিবার্য। কেবল গায়ের জোরে একটি জাতি টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী....

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

... আমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা, সবসময় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাস করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বলেই দীর্ঘকাল ধরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রচণ্ড স্বার্থ ত্যাগ করেছিলাম। বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, আর বাংলাদেশে সামান্য কয়েক শ কোটি টাকার অভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচার জান্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। লক্ষ লক্ষ বাঙালী প্রাণ দিয়েছে। তবু পশ্চিমী কুচক্রীদের চৈতন্যেদয় হয়নি। শেষ পর্যন্ত বীর বাঙালী হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও করছে শত্রুর সঙ্গে । এখন চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণার সময়, এখন শত্রুর পরাভব শিকারের সময়, এখন শত্রুর অস্ত্র ত্যাগ করে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার সময়। এখন সত্যের জয়, আলোকের জয়, ন্যায়ের জয় ঘোষণার সময়। এখন নতুন সূর্য ওঠার সময়।...

বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি আজ সেই গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে। তারা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। প্রাণ দেয়ার মহান কর্তব্যে বাংলাদেশের লক্ষ তরুণ আত্মনিয়োগ করেছে। তাদেরই একজন আমিন। সেই আমিনের আত্মত্যাগের কথা লিখেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ‘বিপ্লবী বাংলাদেশ’। পত্রিকাটি লিখছেনঃ

‘‘তেতুলিয়া নদীর পাড়ে ছোট একটি গ্রাম, নাম তার সোনাহাটি। কবে অনাদি কালে কে এই মিষ্টিমধুর নামটি রেখেছিল জানি না, তবে সোনারহাট না হলেও ঘর আলো করা অফুরন্ত সুখ-সৌন্দর্য এই গ্রামটিকে ঘিরে ছিল-আজও কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার সবটুকু হরণ করে নিতে পারেনি। সোনাহাটির প্রতিটি গাছ, পাতা, লতা আর ধূলোমাটির সাথে তার অন্তরের একান্ত আত্মিক সম্পর্ক। সে বন্ধন কেউ কোনদিন ছিন্ন করতে পারে না- পাক হানাদার বাহিনী তো দূরের কথা মহাকালও সেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়।

এরপর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তেতুলিয়াতে যে যুদ্ধ হয় তার প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখছেনঃ

‘‘তেতুলিয়ার বুকে আজ দস্যুদের গানবোট। গোলাগুলির বজ্রগম্ভীর শব্দের অকস্মাৎ সোনাহাটির আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। চোখের পলকে ছোট ছোট কুটিরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বিশ্বাঘাতক বেঈমানেরা হানাদারদের খবর দিয়েছে- খবর দিয়েছে আমিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা সুসংঘটিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করছে। আর যোগ্য সেনানীর ন্যায় পরিচালনা করছে ওর সহযোদ্ধাদের। এ যুদ্ধ হলো বিপ্লবী বাংলাদেশের বীর সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধ, যে মুক্তিযুদ্ধ কোনদিন ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেল আর হাল্কা মেশিনগানের গুলি হানাদারদের আক্রমণের জবাব দিতে আরম্ভ করল। পাক পশুরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সারাদিন ধরে এইভাবে চললো গুলিবিনিময়। একশো’র উপর খান

সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে- পশুদের উষ্ণ তাজা রক্তে সেনাহাটির মাটি তর্পণ করছে। এক সময় পশ্চিম দিকের মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি চালনা থেমে যায়। এই সুযোগে অবশিষ্ট হানাদারদের গানবেটে পালিয়ে গেলঃ পেছনে ফেলে গেল ১০-১২ খানা গানবেটি ও অসংখ্য আধুনিক মারণাস্ত্র।"

এই যুদ্ধে আমিন শহীদ হন। আমরা জানি ইতিমধ্যে শত্রুরা তেঁতুলিয়াসহ বহু জায়গায় পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। আমিনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছেন।

"আমিন মরেনি, আমাদের মাঝে ও বেঁচে আছে-বেঁচে আছে বাংলার মাটির সাথে, মিশে আছে তেঁতুলিয়ার উদ্দাম তীরভাঙ্গা পাগলা ঢেউগুলোর সাথে, যা কোন দিনই বাংলা মায়ের কাছ ছাড়া হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশে আবার সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাবে-ফিরে যাবে সেই ছোট গ্রাম সোনাহাটিতে। সেই গ্রামে অজস্র ঝরা বকুল ফুল কবরটাকে ঢেকে রেখেছে। মিষ্টিমধুর গন্ধে মাতোয়ারা মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছটাকে ঘিরে, লক্ষ আমিন জন্মেছে বাংলাদেশে। আমিনরা কোনদিন মরবে না, আমিনরা কোনদিন মরে না।

দৃষ্টিকোণ

১৫ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের হবু বেসামরিক সরকারের হবু উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্টমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর জাতিসংঘ প্রাসাদ চত্বরে পদার্পণের সাথে সাথেই হাজার মাইল দূরের ভিয়েৎনামের টনকিন উপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। গন্তব্যস্থল অনির্দিষ্টি বলে উল্লেখ করা হলেও আপাতত উদ্দেশ্য নাকি ঢাকার মার্কিন নাগরিকের উদ্ধার করা। ঢাকার মাত্র কয়েক শ' মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের জন্য সপ্তম নৌবহরের পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ ন্যায় রণপোতকে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই খোঁড়া অজুহাতটি দুগ্ধপোষ্য বালকেও বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া মার্কিন নাগরিকরা হয়তো ইতিমধ্যেই ঢাকা ছেড়ে গেছেন। তাই সপ্তম নৌবহরের এই আকস্মিক আনাগোনা বা শক্তি প্রদর্শনের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন অভিসন্ধি রয়েছে, এটা সকলেই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ করবেন। এদিকে দিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ন্যক্কারজনক কীর্তিকলাপের রেকর্ড কেউ বিস্তৃত হবেন না। মার্কিন সমর দফতর পেন্টাগনের গোপন দলিলপত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর দুনিয়ার মানুষ জেনেছেন কিভাবে বিনা প্ররোচনায় এই সপ্তম নৌবহর টনকিন উপসাগরে থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এখনও ভুলে যাওয়ার কথা নয়, ১৯৫৬ কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন হানাদার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআরথারের নৌবহর বলে পরিচিত এই সপ্তম নৌবহরকে কোরিয়ার হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ! লোক অপসারণের নামে এরা অবতরণ করেছিল ১৯৬২ সালে থাইল্যাণ্ডে। পর্যবেক্ষকরা তাই ১২৫টি জাহাজ, ৬৫০টি বিমান ও ৬৫ হাজার নৌসেনা গঠিত এই সপ্তম নৌ-বহরকে উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গানবেটের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব অবরুদ্ধ মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের অজুহাত যে একেবারেই বাজে একথা বলাই বাহুল্য মত্র। ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র ইতিমধ্যেই তাই বলেছেন" মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্যই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এই পদচারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের পিণ্ডি-প্রেম বর্তমানে প্রায় চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও একেবারে নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সকল জাতির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় সবার আগে এগিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে পিণ্ডির জল্লাদ দলের গণহত্যা তথা এক কোটি বাঙালীর পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের ব্যাপারে

এই মার্কিন প্রশাসন তাই উচ্চবাচ্য করেনি। মার্কিন সংবাদপত্র এবং উদারপন্থী সিনেটেরদের প্রবল চাপের মুখে নিক্সন সরকার শরণার্থীদের জন্য কিঞ্চিৎ খয়রাতি বিতরণ করলেও পিণ্ডির জল্লাদচক্রকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সবকিছুর সাহায্যে মদদ দিয়েছে। যার পরিণতি ভারতের উপর পাকিস্তানী সামরিক চক্রের প্রকাশ্য নগ্ন হামলা। আজ নিজের চক্রান্ত জালে আটকে জবরদস্ত সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁর যখন নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে তখন পেয়ারের পিণ্ডিকে বাঁচানোর জন্য স্বস্তি পরিষদের দুয়ারে ছুটে গেছে নিক্সনের অগ্রদূত বুশ সাহেব। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ায় দিনের পর দিন নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে গ্রামের পর গ্রাম এমনকি বনাঞ্চল সাফ করে দিলেও আজ শ্যামচাচারা এই উপমহদেশের শান্তির জন্য একেবারে বেচায়েন হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণে যে মার্কিন প্রশাসন অস্বীকৃতি জায়য়েছে সেই একই প্রশাসন আজ বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবারের চক্রান্তে মার্কিনী ‘‘কাগুজে বাঘ’’ রা এক নয়। চীনের বিপ্লবী সাত্বিক নায়করা এবার মার্কিন শ্যামচাচার সাথে ভিড়ে গেছেন। স্বস্তি পরিষদে প্রস্তাব পেশ ও ভোটদানের ব্যাপারে এ দুটো দেশ একই সাথে চলেছে হাতে হাত মিলিয়ে।

পিকিং ও ওয়াশিংটন একের পর এক প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদে উত্থাপন করেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করার জন্য, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে। কিন্তু মহান সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে তাদের সে চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে প্রতিবারেই। সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেনের বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার মূল অনুসন্ধান না করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগ অধিকারের কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালে তাতে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি স্বস্তি পরিষদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিকে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাতেও সমর্থন জানানোর প্রয়োজনবোধে করেনি।

জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদের ব্যর্থ হওয়ার পর পিণ্ডির মহাপ্রভু ওয়াশিংটন আর জানি-দোস্ত পিকিং একই সাথে জাতিসংঘের বাইরে দাবার ঘুঁটি চালাতে শুরু করেছে। নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর সায়গন দরিয়ার পানি কেটে এগিয়ে চলেছে তথাকথিত মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের অজুহাতে। অন্যদিকে তিব্বত চীনা সৈন্য নাকি নড়াচড়া করতে আরম্ভ করেছে। মার্কিন বা চৈনিক কার্যক্রমের পেছনে যে গূঢ় অভিসন্ধিই থাকে না কেন, তাদের লেজের আগুনে আর একটি ভিয়েতনাম এই উপমহাদেশে কখনই করতে দেবে না বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি এবং ভারতের ৫৫ কোটি মানুষ। ‘স্বাধীন দুনিয়ার’ বড় মোড়ল গণতন্ত্রের মেকি ভজনাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ঘৃণাভরে উপেক্ষা করবে এই দু’ দেশের সাধারণ মানুষ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সককারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও সাম্প্রতিক এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, এই উপমহাদেশ সম্পর্কে মনগড়া যে ধারণা নিয়ে কতিপয় বৃহৎ শক্তি থাকুন না কেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। নিক্সন প্রশাসনের চোখরাঙানি আরো একবার প্রমাণ করলো, গণতন্ত্রের জন্য যতই তারা চীৎকার করুক না কেন আসলে এরা দুনিয়ার সকল জঙ্গীচক্রের শয্যাসঙ্গিনী। ভিয়েতনামের থিউ, কম্বেডিয়ার লন নল, লাওসের ফুমি নোসাভান, থাইল্যাণ্ডের কিট্টিকাচরণ, কঙ্গোর মোবুতু আর পিণ্ডির ইয়াহিয়া সবাই শ্যামচাচার অবৈধ সন্তান।

নিক্সন প্রশাসনের বাসনা থাকলেও বাংলদেশকে আর একটি ভিয়েতনাম বানানোর পথে বড় বাধা হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাগ্রত জনমত। ভিয়েতনামের জঙ্গীচক্রের শাসন বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকার শত শত মা হারিয়েছেন তাঁদের সন্তান, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, পিতা হারিয়েছে পুত্রকে। তাই আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টির ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডী, সিনেটোর মাস্কি, সিনেটের ম্যাকগর্ভান এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সিনেটর মাইক ম্যান্সফিল্ড ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সর্ম্পকে নিক্সন প্রশাসনের ভ্রান্তনীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠছেন। এই সিনেটরদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হতে পারেন। আশা করা যায়, এই অবস্থায়

প্রেক্ষিতে নিক্সন সাহেব যত লম্ফঝম্ফই করুন না কেন আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজনৈতিক সমাধি রচনায় তিনি সাহসী হবেন না। সর্বোপরি, মার্কিন দুঃসাহসের পথে প্রচণ্ডতম অন্তরায় হয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পদগণি ইতিমধ্যেই বৃহৎ শক্তিবর্গকে এই উপমহাদেশের সংকট থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে নাক গলানোর বিরুদ্ধে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত সত্য। জাতিসংঘ বা বিশ্বের অন্যান্য দেশ যত তাড়াতাড়ি এই সত্যকে স্বীকার করে নেবেন, এই উপমহাদেশে সংকট তত তাড়াতাড়িই নিস্পত্তি হবে। এতে বিভ্রান্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকার অধিকৃত এলাকা থেকে চমকপ্রদ খবর এসে পৌঁছছে। দখলদার বাহিনীর তথাকথিত বেসামরিক প্রশাসনের শেষ কাঠামোটুকুও ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেছে। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর গভর্নর ডাঃ মালিক সদলবলে মন্ত্রিসভা সমেত ইস্তফা দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। চীফ সেক্রেটারী ও পুলিশের আইজিসহ আমলাদের একটি দলও মহাজনী পন্থা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ঢাকার লাখ লাখ বেসামরিক অধিবাসী এখন কি ভাবছেন, কি করছেন? বিগত নয় মাস ধরেই তারা বাস করছেন ইতিহাসের দীর্ঘতম অমাবস্যার রাত্রিতে। ২৫শে মার্চের কালরাতে অমবস্যার যে অন্ধকারে নেমে এসেছিল এখনও তার অবসানের প্রতিক্ষা। স্বজন হারিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে আজ যাঁরা বেঁচে আছেন, একটিমাত্র আশা তাঁদের- কবে আসবে মুক্তির সেই সোনালী দিন? আবার যখন বলতে পারবো ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি? সেই দিন যেদিন আসবে পাকিস্তানের রাহুগ্রাস থেকে সোনার বাংলার মুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তির দ্বারপ্রান্তে ঢাকায় এখন চলেছে চূড়ান্ত সংগ্রাম- পিণ্ডির জল্লাদ দলের শাসন-শোষণের অবসানের শেষ সংগ্রাম। মুক্তির এই উষালগ্নে জঙ্গীশাহী যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন ঢাকার মানুষ কি ধাতুকে গড়া তা তারা ভালভাবেই জানে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক হবেন যে ঢাকার মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ, একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা চলে। গত এক দশকের ইতিহাসে যাঁরা জ্ঞাত আছেন, যাঁরা দেখেছেন কিভাবে ঢাকার মানুষ এই সময়ে জঙ্গী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য একের পর এক দুর্বার গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলেছে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। কামানের গোলা, মর্টারের শেল আর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে হাজারো হাজারে। কারফিউ আর ১৪৪ ধারা সেখানে নিত্যসহচর। সমুদ্র সেখানে শয্যা পাতা, জঙ্গীচক্রের আজকের শেষ চোখরাঙানিতে সেখানে ভয়ের কি আছে! ঢাকার সংগ্রামী নাগরিকরা পিণ্ডির জল্লাদ দলের সকল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে বার বার। ইয়াহিয়ার গুরুদের আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের খবরদারীকে ছিন্নভিন্ন করে পথে নেমেছিলেন ঢাকবাসী গণতন্ত্রের দাবী কণ্ঠে নিয়ে ১৯৬২ সালে। মিছিলে মিছিলে রক্ত ঝরেছিল সেদিনে। আইয়ুবের ছবিগুলো হয়েছিল টুকরো টুকরো। আইয়ুবের দেওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠ সংগ্রামের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল রমনার রাজপথে, পটুয়াটুলির অলিতে-গলিতে। আইয়ুবের মৌলিক ধরনের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ঢাকার মানুষ সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। এলো ১৯৬৬ সাল ঐতিহাসিক ছ’দফা আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্ন। বাংলার স্বাধিকারের দাবীতে গর্জে উঠলো ঢাকা। ৭ই জুন স্তব্ধ হয়ে গেল নগরীর প্রতিটি ধমনী। মিছিলের ভৈরব গর্জনে প্রকম্পিত হোল একনায়কত্বের পাষাণ কারা। জনসন রোড, জিন্নাহ এভিন্যু, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শত শত শহীদদের রক্ত স্লান করেছিল কৃষ্ণচূড়ার লাল রং। এরপর থেকে ঢাকার মানুষের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে বারবার ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। ৬৮-৬৯ সালের আইয়ুব-বিরোধী গণূঅভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পিণ্ডির শাসকচক্রের সকল জঞ্জাল। ঢাকার মুক্তিপাগল মানুষ সেদিন অগ্নিমন্ত্রে

দীক্ষা নিয়ে শাসক। শ্রেণীর মিথ্যার বেসাতির কারখানাগুলোকে সাফ করে দিয়েছিল আগুনের লেলিহান শিখায়। বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবীতে ঘেরাও করেছিল ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট। সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা নথিপত্র সমেত পুড়েছিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ রহমানের বাসভবন। বাঙালী গৃহভৃত্যের মহানুভবতায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রাত। ঢাকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে সে এক অনন্য রাত। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে মুখোমুখি মোকাবিলা করেছে নিরস্ত্র মানুষ সারা রাত। অবরোধ করে রেখেছে ঢাকা নগরীকে। কারফিউর বিধিনিষেধ দিয়েছে উড়িয়ে। মেশিনগানের গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছিল তারা। শ্লোগানে শ্লোগানে ঝংকৃত ঢাকা নগরীতে সে রাতে হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছিল আইয়ুবের বেতনভুক সেনাবাহিনীর। রক্তের বিনিময়ে মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে এনেছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের লৌহকারা থেকে। ঢাকায় দুটি জাতীয় পরিষদের আসনে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গবন্ধুকে জয়যুক্ত করে ধন্য হয়েছিল তারা। তারপর মার্চের অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতেও ঢাকা আপন মহিমায় থেকেছে অম্লান। বস্তুতঃপক্ষে ইয়াহিয়া খাঁন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করলে ঢাকার মানুষই প্রথমে ছুটে গিয়েছিল তাঁদের নেতার কাছে নির্দেশের জন্য। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে তখন বৈঠক চলছিল বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির। নির্দেশ এলো সর্বাত্মক গণঅসহযোগ আন্দোলনের। কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া উড়লো না। ট্রেনের চাকা গেল থেমে। লঞ্চ-স্টীমার স্তব্ধ। বাস-ট্যাক্সি-রিকশা চললো না। এমন যে সাধের পিআইএর বিমানগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো মাটিতে। মিছিলে পতাকায় ব্যানারে ফেস্টুনে শ্লোগানে সে আরেক ঢাকা। পিণ্ডির শাসক-চক্রের বাংলাদেশবিরোধী অনড় মনোভাবের মুখে ঢাকার মানুষই প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন একটি নতুন জাতীয় পতাকার, নতুন জাতীয় সঙ্গীতের। মিছিলের বজ্রমুঠিতে সেদিন উচ্চকিত হয়েছিল একটি নতুন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম শপথ।

নিষেধাজ্ঞা-বিধিনিষেদের বেড়াজাল ফেললেই ঢাকার মানুষ প্রতিবাদে আলোড়িত হয়, ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারফিউ দিলে রাস্তায় নামে। কাউকে ডাক দিতে হয় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। আওয়াজ তোলে । গুলিতে বুক পেতে দেয়। আবার শ্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে আকাশ-বাতাস।

অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে এখনও সে মানুষ আছে। পিণ্ডির জল্লাদ দলের পাশবিক হামলাকে বিশেষ এক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা মুখ বুঝে সহ্য করেছে। গত নয় মাস শুধু সেই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রতীক্ষায়, যখন তারা ফেটে পড়তে পাড়বে আগ্নেয়গিরির মত। নাদিরশাহের সুযোগ বংশধর জল্লাদ সরদার ইয়াহিয়া খাঁর পাইকবরন্দাজের দল মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যে বিভীষিকাই কায়েম করুক না কেন, ঢাকায় তাদের নিস্তার নেই।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

রাজনৈতিক মঞ্চ

৪ অক্টোবর, ১৯৭১

পূর্ব বাংলা-পূর্ব পাকস্তান- বাংলাদেশ। এ রূপান্তর ২৫শে মার্চের সেই কালো রাতে নিরীহ নিরস্ত্র গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর ইয়াহিয়ার ঘাতক দলের উন্মুক্ত আক্রমণের ফলে চূড়ান্ত রূপ নিলেও বিগত ২৫ বছরের অনেক বঞ্চনা আর রক্তঝরা ইতিহাস জমাট বেঁধে ছিল এর পিছনে। বাংলাদেশে গণপজাতন্ত্রী সরকার

প্রতিষ্ঠার সাথে ফলগুধারার সেই বাঁধটি খুলে গেছে, যা প্রতিনিয়ত পিষে মারছিলো বাঙালীর সঞ্জীবনী শক্তিকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে রাখার জন্য, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার জন্য একের পর এক চক্রান্তের জালে বুনেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত সামরিক চক্র। বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আঘাত এসেছে একের পর এক। এসবের প্রতিবিধান দাবী করে বাঙালী পেয়েছে শুধু বুলেট।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্জাবী-বেলুচ, পাঠান-সিন্ধী সকলের অবস্থানের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বীকৃত পায়নি শুধু বাংলার মানুষ। ভাগ্যের এ এক নিদারুণ পরিহাস। দেশে জনসংখ্যার যারা শতকরা ৫৬ ভাগ, যাদের ভোটের জোরে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল ধ্যান ধারণা বিসর্জন দিয়ে অতীব কৃত্রিম একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তারাই হলো অবহেলিত। অবজ্ঞা আর বঞ্চনার হোল শুরু। সদ্য স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠলো। সদর্পে ঘোষণা করা হলো- উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আর একথা বাঙলা মুলুকে সরবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্ণধাররা ড্যাকোটা বিমানে চেপে ঢাকা এলেন। প্রতিবাদ জানালো ঢাকার ছাত্রসমাজ। মুসলিম লীগের দোর্দণ্ড প্রতাপের সেই দিনগুলিতেও ছাত্ররা রেসকোর্স ময়দানে মুসলিম লীগের মহানায়কের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার তীব্র প্রতিবাদ জানালো। পুলিশ বাহিনী আর গুণ্ডাদলের সম্মিলিত হামলার মাধ্যমে এই প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা হলেও শাসকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে তখন প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিয়েছিল। এলো রক্তস্নাত ১৯৫২ সাল। শাসনতন্ত্রের মুসলিম লীগ সংক্রান্ত বিষয়ে আবার এলো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। গোলাম মোহাম্মদ-নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠী আবার বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলো উর্দুর বোঝা। এবার ছাত্র-জনতা পথে নামলে ফেস্টুন-ব্যানার-প্লাকার্ড নিয়ে। রাজপথ হলো প্রকম্পিত। বিধিনিষিধের বেড়াজাল গেল উড়ে। খুনী নূরুল আমিনের পুলিশের গুলিতে বরকত-সালমসহ শাহাদাতবরণ করলেন বহু ছাত্র। জনতা গর্জে উঠলো "আমরা সালামের ভাই! আমরা বরকতের ভাই!!" সেই গর্জন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে, কলে-কারখানায়, হাটে-মাঠে। একের পর এক সর্বদলীয় সমাবেশ ঘটতে থাকলো কুখ্যাত মূলনীতি কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে। জনতার একবাক্যে রায়-মানি না।

এলো নির্বাচন। পূর্ব বাংলার মানুষ আইনসভায় নিজেদের বক্তব্য পেশের সুযোগ পেলেন। গঠিত হোলো যুক্তফ্রন্ট- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। শাসক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ ছোটখাটো অনেকেই শরীক হলেন এ যুক্তফ্রন্টে। নির্বচনী রায়ে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সমাধি রচিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হক বাংলাদেশের স্বার্থে যখনই কিছু করতে ও বলতে শুরু করলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তা নস্যাৎ করে দিল। ৯২ (ক) ধারাবলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হোল।

পরবর্তী বছরগুলিতে বুড়ীগঙ্গার অনেক পানি বয়ে গেছে। বাঙালীর রক্তে রমনার কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছ আরো লাল হয়েছে। কিন্তু চক্রান্তের রাজনীতি শেষ হয়নি। মরহুম সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন এবং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমী সামন্ত সামরিক গোষ্ঠীর একমাত্র উপজীব্য ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ রাজনীতিকে সার্বজনীন ভোটধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে খতম করার।

এবারে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সকল আশা-আকাঙ্খা নস্যাৎ করার জন্য সেনাবাহিনী সরাসরি এগিয়ে এলো। সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁর অধিনায়কত্বে এবং তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো সারাদেশ দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ। আইয়ুবী আমলের এই কালো দশকে বাংলার মানুষের জাতীয় সত্তার প্রতিটি তন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার নিষ্ফল চেষ্টা হয়েছে বারবার। শত শত ছাত্র যুবক-কৃষক-শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে গুলি করে। আটক করা হয়েছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিককে। বাংলা ভাষা-

সাহিত্য ধ্বংস করার জন্য চালানো হয়েছিল বর্ণমালা-বানান সংস্কারের দানবীয় অভিযান। বেতার-টেলিভিশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিষিদ্ধ।

রাজনীতিতে এই যখন অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র সে সময়ে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আইয়ুব খান দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবস্থাটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। সেই কমিশনের একবাক্য রায় ছিলো- আয়ুবের তথাকথিত ''উন্নয়ন দশকে '' বৈষম্যের পরিমাণ আরো ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলার জাতিসংঘ বিকাশের সুযোগ-সুবিধার দাবী কণ্ঠে নিয়ে গড়ে উঠলো ঐতিহাসিক ছ'দফায় আন্দোলন। আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো ''জাগো জাগো, বাঙালী জাগো'' আওয়াজে। হুঙ্কার ছাড়লেন 'বন্ধু নয় প্রভু'র ফিল্ড মার্শাল- অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হবে। বাংলার মানুষ অবিলম্বেই বুঝতে পারলো এ কথার তাৎপর্য। সাজানো হলো কুখ্যাত আগরতলা মামলা''। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান থেকে শুরু করে অনেককেই জড়ানো হলো এই সাজানো মামলার জালে। কিন্তু বাঙালী এটাকে মেনে নেয়নি। আর মেনে নেয়নি বলেই ১১ দফা আন্দোলনের সূচনা, '৬৯-এর আইয়ুব বিরোধী গণবিপ্লবের অভ্যুদয়। আইয়ুব খানের পতন ঘটলেও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন তাঁরই বরকন্দাজ পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ধনকুবের সামরিক চক্রের আরেক প্রতিভূ আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রতি এবার তাদের নীতিতে কপটতার আশ্রয় নিল। দেশব্যাপী সাধরণ নির্বচনে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হলো। তারা মনে করেছিল জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করে তাদের শোষণের পাকাপোক্ত একটা রূপ দিতে পারবে। কিন্তু এবারেও বাংলার মানুষ এই চক্রান্ত প্রতিহত করলেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়যুক্ত করে। জাতীয় পরিষদে চক্রান্তের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষের উপর সরাসরি সামরিক হামলার পথ বেছে নিল।

পাকিস্তানের বিগত ২৩ বছরের ইতিহাসে এইভাবে বারবার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙালীর জাতিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের প্রচেষ্টাকে হিংস্র পন্থায় দমন করতে চাওয়া হয়েছে।' ৪৮, ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০ সালগুলো বাংলার মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক-একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পাল্টা হামলা চালিয়েছে নব নব কৌশলে। তাই' ৭১-এর ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীর জাতিসত্তা বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার শুরু হয়েছে স্বাধীন জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার পালা।

(আহমদ নাদিম রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও কয়েকটি নিয়মিত কথিকা।	'শব্দসৈনিক', ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।	আগস্ট-ডিসেম্বর,১৯৭১।

দর্পণ

২৬ আগস্ট, ১৯৭১

ক্যাম্পে বসে বসে সে তার পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবছিল। সেই নদী, শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়, বন্দুকের শব্দ, পরান মাঝির চোখ-এক এক করে সব কথাই মনে পড়ছে। প্রথম যেদিন বন্দুক থেকে গুলি ছুড়েছিল সেদিনের কথাও।

সোনাগাছির চর পাখী শিকারের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে নদী ক্রমশঃ শুকিয়ে এলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর পড়ে। এই চর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে তোরণের বাড়ি। বাড়ি বলতে অবশ্য ছোট দুটি কুড়েঘর, একট আমগাছ, গোটা কয়েক সুপারি গাছ। চালের উপর সারা বছর কুমড়ো গাছের লতা ছেয়ে থাকে। শীতের খুব ভোরে উঠে তোরণ সোজা চলে আসত নদীর পারে। বর্ষা পরিত্যক্ত নদীর পরিসর তখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। ঘাটে বাঁধা নৌকায় নদী পার হয়ে, চরের শিশির ভিজে ওঠা বালুর উপর দিয়ে আরও মাইল খানেক হাঁটার পর এলোমেলো চরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খালের পাড়ে এসে দাঁড়াত। খালের পাশেই বালুর উপর দুটো ছই পাতা। তার একটাতে খড়ের উপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ পরান মাঝি তখনও ঘুমাচ্ছে। তোরণ তাকে ডেকে তুলতো। খালে বেড় দিয়ে মাছ ধরার যন্ত্র সারারাত পেতে রাখা হত; তোরণ আর পরান দু'জনে মিলে গামছা পরে সব মাছ খাঁচিতে ঝেড়ে তুলতো। তারপর তোরণ নিজ হাতে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে মালসা জ্বালিয়ে তাতে দুজনেই হাত-পা সেঁকে নিত। পরান নিজ হাত হুকো ধরিয়ে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে আয়েশ করে খোঁচা খোঁচা মুখে ধোঁয়া ছাড়ত। এরপর একটা বাঁশের টুকরোর দু'পাশে দুটো খাঁচি বেঁধে নিয়ে নদীর ঘাট পার হয়ে কুয়াশা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেত গঞ্জের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে রাতের অন্ধকারে বসে থাকা তোরণের এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়ল। তখন ওর বয়স প্রায় ২৩ বছর। বছর ন'য়েক পূর্বে ওর বাবা মারা গেছে। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ মা ছাড়া আর কেউ নেই। পনের বছর বয়স থেকে সে পরান মাঝির সাথে কাজ করে। বৃদ্ধ পরান তাকে ছেলের চেয়েও বেশী স্নেহ করত।

সে শীতের সেই সকালগুলোর কথা ভাবছিল । পরান গঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলে, তোরণ মালসার পাশে বসে নতুন করে হুকো ধরিয়ে পরানের মত ভঙ্গিতে টানতো। ক্রমে ক্রমে কোন দিন কুয়াশা আরও পাতলা হয়ে আসত, কোন কোন দিন আরও ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চরের বালু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিত। সূর্য উঠবে উঠবে ভোরবেলার ভাবটা যখন এইরকম ঠিক তেমনি সময় থেকে সোনাগাছির চরে অসংখ্য সৌখিন শিকারীর পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করত। এবং তাদের সবাইকে যেতে হ'ত পরান মাঝির মাছ ধরার জায়গার উপর দিয়ে। তারপরই বিস্তীণ চর-যেদিকে খুশী চলে যাওয়া যায়। এইসব শিকারীদের একজনের কাছ থেকে সে প্রথম বন্দুক চালান শেখে।

সেদিনও তোরণ যথারীতি বসে বসে হুঁকো টানছিল। বন্দুক হাতে জনাতিনেক লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, চরের কোন অঞ্চলটায় ভাল পাখী পাওয়া যায় এবং এর জন্য তোরণকে তারা সঙ্গে নিতে চায়। উপযুক্ত পারিশ্রমিকেরও কথাও তারা উল্লেখ করল। তোরণ বন্দুক কোনদিন নিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, ‘‘যাবার পারুম এক শর্তোত, হামাক বন্দুক মারা শিখাবার নাগিবে।’’ যে ভদ্রলোক কালো একটা ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলেন তিনি হেসে উঠলেন। মাছ মেরে শখ মেটে না, পাখী মারার ভীষণ শখ তাই না?

তোরণ কোন উত্তর দেয়নি, ভদ্রলোকরা রাজী হয়ে গেল। সেদিনই সে প্রথম বন্দুক ছুড়লো। লাল একটা কার্তুজ ভরে যখন তার হাতে বন্দুকটা দিল তখন সে নতুন একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের আনন্দে কেঁপে উঠেছিল, কিছুটা ভয়ও করেছিল। নির্দেশমত বাঁটটা বুকের কাছে শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে দিয়েছিল। এখনও সেই দিনের কথা ভাবলে তোরণের নাকে বারুদের গন্ধ এসে লাগে।

সেইদিনের থেকেই প্রায় প্রত্যেকদিন বন্দুক ছোড়ার শর্তে চরের যেসব অঞ্চলের প্রচুর পাখী সেইসব এলাকায় শিকারীদের নিয়ে যেত। তারপর দুপুরবেলা মাছ ধরার ডেরায় ফিরে আসত। ভোরে গঞ্জে যাওয়া বৃদ্ধ পরান দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরে আসত। আসার সময় বাড়ি থেকে খেয়ে আসত। পরান ফিরে এলেই তোরণ বাড়িতে ফিরে যেত। আবার সন্ধ্যেবেলায় দিকে কিছুক্ষণের জন্য আসত-তারপর আবার সেই ভোরের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে বসে এক এক করে সব কথা মনে পড়ল। কবে তার বাবা মরে গিয়েছিল। কবে একবার নদীর পাঁকে পড়ে ডুবতে ডুবতে আশ্চর্যভাবে বেঁচে এসেছিল, একবার মাছের ডেরা ফেলে সারা রাত যাত্রা শোনার জন্য বুড়ো পরান মাঝি তাকে ভীষণ মেরেছিল । সব কথা এক এক করে মনে পড়ছে। কিন্তু একদিনের কথা তোরণ কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন দেখল অসংখ্য নৌকায় চড়ে দলে দলে সব লোক যাচেছ! জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কুড়িগ্রামে নাকি বিরাট মিটিং-শেখ মুজিব বক্তৃতা করবেন। অতি পরিচিত নামটা শুনে তোরণ যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। বলে কয়ে কুড়িগ্রামমুখী একটা নৌকায় উঠে বসল।

এখনও মনে পড়ছে কি সে মিটিং। লক্ষ লক্ষ লোক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অসংখ্য স্পীকার লাগান হয়েছে। ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। শেখ মুজিব বক্তৃতা দিলেন, বাংলার কথা বললেন, বাংলার মানুষের কথা বললেন। তোরণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমস্ত বক্তৃতা শুনলো।

মিটিং ভাঙ্গলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ফিরতি কোন এক নৌকায় ফিরে এসেছিল। ভোররাতের দিকে তাকে ঘাটে নামিয়ে দিল। তোরণ ভয়ে ভয়ে মছের ডেরায় ফিরে এসে দেখলো ছই-এর নীচে পরান চাচা নেই। সে অবাক হয়ে গেল। এরকম একটা ব্যতিক্রম পরান মাঝির জীবনে নেই বললে চলে। ভোরের দিকে মাঝি ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলো পরান মাঝিও মিটিং -এ গিয়েছিল। মাছের ডেরা ফেলে মিটিং-এ যাওয়া পরান মাঝির জীবনে এই প্রথম।

তোরণের জীবন থেকে একটা একটা দিন প্রতিদিনের মত খসে যেতে লাগল। এক সময় সারা দেশ জুড়ে ভোট হল, শেখ মুজিব নির্বাচিত হলেন । তারপর বাংলার বুকে খুব দ্রুত কতকগুলো দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত ফাঁদলেন। আবার নতুন করে শুরু হল শ্লোগান, মিটিং, পোস্টার, ব্যানার। ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক বসল।

গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লেকাজনের কাছ থেকে সব খবরই সে পেত। কিন্তু পরান মাঝি বিশ্বাস করত না। তোরণও বিশ্বাস করত না। ‘ভোট দিনু যাক’ ক্ষমতাও যাবার নয় এটা হবার পারে না।’’

পরান মাঝি তখন নিশ্চিন্তে ডেরা নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন দেখল গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকগুলো খুব উত্তেজিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে পত্রিকা। গ্রামের ছাত্ররা দল বেঁধে যেন দিন-রাত কিসব সলাপরামর্শ করে। থানায় পুলিশদের মধ্যেও এ কি উত্তেজনা।

তারপর একদিন দুপুর গাড়িয়ে বিকেল হ'ল-বিকেল গড়িয়া সন্ধ্যা। ভোরে গঞ্জের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পরান মাঝি ফিরে এলো না। অন্যান্য দিন গঞ্জ থেকে সারি সারি নৌকা ফিরতো। সেসবও দেখা গেল না। রাত্রিবেলার দিকে সে মাঝির বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। না, তখনও মাঝি ফেরেনি। তারপর রাত আরও বাড়লে গঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম বন্দরের উপর পশ্চিমা সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড গুলি চালিয়েছে। তোরণ মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ল। কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে পরান মাঝি নিশ্চয়ই ফিরে আসত।

পরের দিন তোরণ গঞ্জের দিকে রওয়ানা দিল। স্কুলবাড়ির থেকে একটু দুরে পাটের গুদামের পাশ দিয়ে গঞ্জের ভেতর ঢুকতে যাবে এমন সময় সমস্ত গা ছমছম করে উঠল। একটা লোকজন নেই। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেল বাজারে পোড়া ধ্বংসাবশেষ। তোরণের আর ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জোরে পা চালিয়ে বেরিয়ে সোজা গ্রামে চলে এসেছিল।

তোরণের এখন অন্য জীবন শুরু হয়েছে। বসে বসে পরান মাঝির চোখ দুটোর কথা মনে করল। সেই চোখ দুটো থেকে তোরণের জন্য সবসময় স্নেহ ঝরে পড়ত। না, পরান মাঝি আর গঞ্জ থেকে ফিরে আসেনি। সব বুঝতে পেরে তোরণ মাছের ডেরার পাশে গ্রামে চলে এসেছিল।

তারপর পশ্চিমা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন তোরণ মাছের ডেরায় কাজ করছিল, এমন সময় তাদের গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল। তোরণের ছেঁড়া জাল মেরামত করা বন্ধ হয়ে গেল। সে খুব ভয় পেয়েছে। ঘণ্টা খানেক পর গুলির শব্দ থেমে গেল। বাড়িতে ফেরার সময় বার বার কেন যেন পরান চাচার কথা মনে পড়ল। গঞ্জে গুলি হয়েছিল। পরান চাচা আর ফিরে আসেনি। মা, পরান চাচার বউ এখনও কি বেঁচে আছে? ঘাটে নৌকো পেল না। পশ্চিমা দস্যুরা নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। সাঁতারে তোরণ নদী পার হ'ল।

তোরণ এখন মুক্তিযোদ্ধা। গতকাল একটা অপারেশনে গিয়েছিল। আবার আগামীকাল রাতের অন্ধাকারে পশ্চিমা দস্যুদের খোঁজে গ্রেনেড, এল-এম-জি নিয়ে কয়েকজন মিলে যেতে হবে। আজ রাতটা শুধু একটুখানি বিশ্রাম। ক্যাম্পের বাইরে একটা অন্ধকারে গাছের নীচে বসে বসে তোরণ এইসব ভাবছিল। সাঁতরে তোরণ নদী পার হয়ে কাছাকাছি আসতেই সে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। গ্রামের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঠিক শ্মশানের পরিত্যক্ত চিতার মত। গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখতে পেল গুলি চালনার সময় যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা ফিরে এসে ছাইয়ের ভেতর থেকে তাদের আপনজনের মৃত লাশ খুঁজছে। তোরণ পাগলের মত দৌড়ে তার বাড়ির দিকে ছুটে গেল। ভিটের উপর তার মায়ের চিহ্ন খুঁজে পেল না। তারপর বাড়ির আশেপাশের ফিরে আসা দু'চারজন লোককে জিজ্ঞেস করল। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। তোরণ পাগলের মত বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এমনও তো হতে পারে গুলি খেয়ে বাঁশঝাড়ে ঢুকে সেখানেই মারা গেছে। তন্নতন্ন করে সেখানে খুঁজতে লাগল । সেখানেও পেল না। তারপর বাড়ির থেকে আরও দূরে খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

ক্যাম্পের বাইরে বসে থাকা তোরণের চোখ দিয়ে দু'ফোটা উত্তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে পড়ল। তাদের গ্রাম থেকে আধা মাইল খানেক দূরে একটা আমবাগানে আছে। তারি ভেতর তার মায়ের লাশের পাশে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিল তোরণ।

এখনও মায়ের কথা মনে পড়লে তার কণ্ঠস্বর যেন কানে এসে বাজে। শীতের খুব ভোরে মাছ ধরার ডেরার দিকে যাবার সময় মা তাকে বলতো, ‘‘জার নাগিবে রে তোরণ, জার নাগিবে। মোর একখানা শাড়ি জড়ায়া নে ক্যানে?’’

এই মা আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

তোরণ শুধু ভাবছে। সে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিল, তারি বন্ধু কাজল যে ইউনির্ভাসিটিতে পড়ত তার সথে একদিন দেখা হয়ে গেল। সে-ই তাকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

শেষবারের মত তার মায়ের কাঁচা কবরের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পোড়া ভিটেটাকে পেছনে ফেলে রেখে কখনও নৌকায়, কখনও হেঁটে কাজলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চল এসেছিল।

প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল। রাতের পর রাত জেগেছে। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু তোরণের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নামেনি। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দিনের পর দিন লড়াই করে চলেছে। সে জানে মাকে আর কোনদিন সে ফিরে পাবে না। পরান মাঝি আর কোনদিন ফিরে আসবে না। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে লড়ছে। তোরণ আবার সেই ফেলে আসা শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস এইসব হারিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো সুখ আবার আগের মত ফিরে পেতে চায়।

(আশরাফুল আলম রচিত)

রাজনৈতিক মঞ্চ

২ নভেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও গোপন দুরভিসন্ধি সে কি ছিলো গত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল রহস্যের উপসংহার ঘটালো গত ২৫ মার্চ থেকে জন্ম নিলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লাখো মানুষের গলিত লাশের তলায় কবর হয়ে গেল পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কিছু অশের উপর আজও যেহেতু দখলদার হানাদার বাহিনী তাদের মরা পাকিস্তানের লাশকে জিন্দা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই কারণে বাংলাদেশ মৃত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্কে দু’চার কথা বলার অবকাশ আজও আছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, রাজনৈতিক কর্মী, যুদ্ধরত তরুণ এবং কৃষক-মজুর সকল শ্রেণীর মানুষকেই জানতে হবে পাকিস্তান নামক সেই মৃত রাষ্ট্রের প্রকৃত শ্রেণী-চরিত্র কি ছিলো, এবং কোন অনিবার্য কারণে তার মৃত্যু ঘটলো। এবং বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে আমরা শত্রুবাহিনী তথা শত্রুর নাম-নিশানা ও অস্তিত্বকে কেনই বা দ্রুত নিশ্চিহ্ন করতে চাইছি। এসব বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা আজ স্পষ্ট হতে হবে।

একথা সবাই জানেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে যে মূল রাজনৈতিক শক্তি কাজ করেছিলো তার নাম হলো মুসলিম লিগ। এই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিলো দুটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে। একটি হলো বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান জমিদার শ্রেণী এবং অপরটি হলো তদানীন্তন ভারতের গজিয়ে ওঠা

মুসলমান বণিক শ্রেণী, যারা সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য বণিক শ্রেণীর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছিলোঃ যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় মূলতঃ কৃষিজীবী, সেই কারণে তাদের মুক্তি নিহত আছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অমুসলমান জমিদার, জোতদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অমুসলমানদের উৎখাতের মধ্যে। মুসলিম লীগ বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক প্রচার জোরদার করে কাজ হাসিল করে নিল। আসল উদ্দেশ্য ছিলো দেশের অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের বাসস্থান বাংলাদেশকে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উদ্বাস্ত বণিক শ্রেণীর একটি স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরলপ্রাণ বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দিকে তাদের এই গোপন দুরভিসন্ধি ধরতে পারেনি। তারা আশা করেছিলো দেশ ভাগ হলে সামন্ত ও আমলাদের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে। সোনার বাংলা তার হৃত শ্রী আবার ফিরে পাবে। এই আশাতেই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে প্রথম দিকে সমর্থন করেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের আসল রুপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকাশ পেলেও শুরু থেকে বাংলাদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে তার প্রক্রিয়া হতে থাকে। বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যেই তা সীমিত ছিলো। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও ওই পর্যায়ের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিলো। পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিন্তু শুরুতেই আর একটা খেলা খেলেছিলো। সেটা হলো ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার। এবং আসল উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্যে এই সাম্প্রদায়িক প্রচারকে স্থায়ী করতে তারা ১৯৮৪ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করে। জন্মলগ্নে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের পক্ষে একটা সুবিধে হয়ে গেল। তারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের প্রথম এবং প্রধান জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করলো। এবং কাশ্মীর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেশের চিন্তা-ভাবনা, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই যাচাই করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতারা কাশ্মীরের দোহাই দিয়ে এগুতে লাগলো তাদের আসল উদ্দেশ্যের পথে। এর মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতার ভাগবোটোয়ারা নিয়ে আত্মকলহ যে বাধেনি তা নয় । বরং বলা যায় তাদের নিজেদের মধ্যকার কলহ-বিবাদ চরমে পৌঁছেছিলো, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেশে ঘটলো সামরিক অভ্যুত্থান। গজিয়ে ওঠা পুঁজিপতি ও আমলারাও তথাকথিত নেতাদের ঝগড়া-বিবাদ ও কামড়াকামড়িতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমারিক শাসনকে সমর্থন করে চললো। তারা সাপমরিক শাসনের সাহায্যে নিয়ে রাতারাতি ফুলে উঠতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশকে পশ্চিমক পাকিস্তানের একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করার সব রকম আয়োজন তারা গ্রহণ করলো। আইয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় অর্থাৎ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের গতি হলো অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে এই দীর্ঘকালীন সামরিক শাসনে দেশের গণআন্দোলনের সর্বনাশ করা হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে যে গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিলো আইয়ুব তাকে গুঁড়ো করে দিলো।

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করা হয়। গোটা দেশের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সাম্প্রদায়িককতা ও ভারতবিদ্বেষের প্লাবন বইতে দিয়ে তারা এপথে এগিয়েছে। সচেতন বাঙালীরা যে এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি তা নয়, কিন্তু জানতে পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্লাবনের মুখে তাদের করার কিছু ছিলো না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিলো তার প্রথম একটা চিত্র পাওয়া গেল আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৩ সালে। এই সময় সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা ছিলো শতকরা ৫ ভাগ, বিমান বাহিনীতে ছিলো শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ এবং নৌবাহিনীতে ছিলো শতকরা ৩ ভাগ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে পুরোপুরি ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্বেও এর কৃষি উন্নয়নের জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা করা হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান-অনুর্বর অনাবাদী পশ্চিম পাকিস্তানকে কৃষি ও খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে

সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিকে বাংলার যে সোনালী আঁশে পশ্চিম পাকিস্তানটা গড়ে উঠলো তাকেও শেষ করার চেষ্টা করা হয়। পাটচাষ ও পাটচাষীদের কৃত্রিম অসুবিধে সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৯ সালে টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসায় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পাটের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল এবং তাতে পাটচাষীরা ডুবে গেল।

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হলো। সুতীবস্ত্র, পশমীবস্ত্র, ইস্পাত, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী শিল্প-কারখানাগুলোর মধ্যে সবগুলোই করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববাংলায় বা বাংলাদেশে যা করা হলো তা অত্যন্ত নগণ্য, এবং তা করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানী বণিক পুঁজিপতি তথা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থেই। সরকারি খাতে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায় রয়ে গেল। বেসরকারি বিনিয়োগ আরও শোচনীয়। সারা পশ্চিম পাকিস্তানকে সরকারি ও সরকরি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি শিল্প কারখানায় ভরে তোলা হলো। বাংলাদেশ হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপণ্যের বাজার। শুরু হলো বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ শোষণ। বাংলাদেশ পৃথিবীর বাজারে পাট বিক্রি করে ও চা বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা পেতো তার শতকরা আশি ভাগেরও বেশি খরচ করা হতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণের কাজে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের স্বার্থে বিদেশ থেকে সাধারণের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানি বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা নিজেদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অত্যাধিক চড়া দরে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করলো তাদের দ্বিমুখী শোষণ। রফতানি ও বৈদেশিক সাহায্যের সবখানি ফল ভোগ করতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তান।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বাদ দেয়া হয়েছে। তা যদি না দেয়া হতো তাহলে আর যাই হোক বাংলাদেশকেও ওদের কলোনীতে পরিণত করতে পারতো না। অবশ্য এ সবই হচ্ছে আজ গৌণ বিষয়। আজকের দিনের বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানীদের দীর্ঘদিনের শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে নিজেদের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে স্বাধীন সার্বভৌগ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে। দেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক দস্যুদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা দ্রুতগতিতে।

(সাদেকীন রচিত)

জনতার সংগ্রাম

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমি যতদিন শত্রু কবলিত থাকবে ততদিন আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। চূড়ান্ত জয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ আর থামবে না। এবং এই যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই কথাগুলো আজ আর উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগে চালিত নয়, এই কথার সত্যতা আজ প্রতিটি বাঙালীর ধমনীতে প্রবাহিত। বিশ্ববাসীও বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে বাঙালীর এই অভূতপূর্ব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে।

নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিজের জমিতে চাষ করতে করতে কৃষক লাঙলের ফলা হাতে আজ শত্রুনিধনে তৎপর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে পার্শ্ববর্তী চাষী ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলে ওঠে, পশ্চিম পাকিস্তানী শত্রুসৈন্যরা যতদিন আমাদের সবুজ মাটিতে আছে ততদিন আর শান্তি নেই। তার রক্ত জল করে উৎপাদিত

পাট-চা-ধান-ধানের মুনাফা লুটবে পশ্চিম পাকিস্তানী ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা আর কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। কারখানার শ্রমিক আজ বুঝতে পেরেছে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী মুনাফখোর শিল্পপতিদের শিকার মাত্র, কাজেই সর্বপ্রথমে তাদের সরাতে হবে এবং ঐ ধনিক গোষ্ঠীর অনুচর হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদল। ছাত্ররা আজ দিশেহারা, স্কুল-কলেজে আজ শিক্ষক নেই, ক্লাসগুলো বলতে গেলে প্রায় শূন্য, তারা আজ মিলিটারী জান্তার শিকার মাত্র। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সৈন্যরা বুঝতে পেরেছে তাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ। কেননা তাদের উপরে বসে আছে পাঞ্জাবী সামরিক অফিসাররা। দিনে দিনে সর্বস্তরে এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের প্রতিরোধ আকাংক্ষা। মার খেয়ে বাঙালী অস্ত্র তুলে নিয়েছে, তারা হাতিয়ার তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

তাই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আজ সর্বস্তরের মানুষ সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে আজ কৃষক-মজুর-ছাত্র-পুলিশ-সৈন্য সকলেই যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। সামরিক অফিসার থেকে গ্রামের একেবারে সাধারণ একজন কৃষক যুবক প্রত্যেকেই মুক্তিবাহিনীর আজ সক্রিয় সদস্য, অর্থাৎ বীর যোদ্ধা। একজন কারখানার মজুরের পাশে বসে একজন ছাত্র বলছে সে কয়জন শত্রুকে নিহত করেছে। একজন শিক্ষক, যে কোনদিন রাইফেল ধারার কথা চিন্তাও করেনি সে আজ একজন পরিপূর্ণ যোদ্ধা। এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, এবং তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়।

অনেক ত্যাগ এবং অনেক রক্ত দিয়ে বাঙালী আজ আরো রক্ত দিতে ও নিতে শিখেছে। এবার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঝরবে শত্রুর রক্তের বদলা নিতে। অনেক রক্ত দেবার পর বাংলাদেশের সবুজ মাটি আজ নির্মম হয়ে উঠেছে। এই রক্তপাত ব্যর্থ হবার নয়। বীরের রক্ত কখনো ব্যর্থ হয় না এই সত্য মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা বুঝতে ফেলেছে।

আমাদের স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামে প্রথম দিকের অস্ত্রর সংগ্রহের অভিযান এখন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে আমাদের ভয় ছিল আমরা অস্ত্র পাব কোথায়। এখন আমাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে। আরো আসছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের মত ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র। এমনকি তাতে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। আমাদের টাকায় কেনা অস্ত্র আজ আমাদের হাতে এসেছে শত্রুর হাত হয়ে। বাঙালীদের টাকায় শত্রুরা যে অস্ত্র কিনেছিল দেশরক্ষা করতে, সেই অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের মারছে। আমরা রুখে দাঁড়িয়ে সেই অস্ত্র কেড়ে নিয়েছি এবং নিচ্ছি। প্রতিটি গেরিলা আক্রমণে আমাদের পীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে রাইফেল, মর্টার, মেশিনগান, কামান। সেই অস্ত্র বাঙালীদের ঘরে ঘরে উঠছে। মুক্ত এলাকায় আজ প্রত্যেকেই রাইফেল চালাতে জানে, অস্ত্র আজ তাদের খেলা। বাঙালী আজ বুঝতে শিখেছে যে এই অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, এই অস্ত্র আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এবং অস্ত্র দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে- নিয়মতান্ত্রিক পথে কিছু আদায় করা যাবে না, শত্রুর সঙ্গে কোন আপোস নেই। যুদ্ধ করেই মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কিউবার মুক্তিসংগ্রাম থেকে আমরা শিখেছি স্বাধীনতাস্পৃহাই হচ্ছে বড় কথা। এই স্বাধীনতার আকাংক্ষাই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। বুকের মধ্যে একবার এই আগুন জ্বলে উঠলে তা আর কোনদিন নেভে না। আমাদের বুকের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন প্রতিনিয়ত খেলা করছে তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি নির্বাপিত করতে পারে না, সেই আগুন দিনে দিনে শুধু বেড়েই থাকে। একবার সেই আগুন জ্বলে উঠলে কোনদিন আর নেভে না। বাংলার বুকে আজ সেই আগুনের অনির্বাণ শিখা। শত্রুকে চিরতরে শেষ করে তাতেই তার শান্তি। এমনকি স্বাধীনতার এই স্পৃহা বা আগুন থেকে কোন মানুষ নিজেকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলেও এই আকাংক্ষা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। এমনকি এক সময় এই স্বাধীনতাস্পৃহা এমনভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে যে ভীতু এবং দুর্বল লোক পর্যন্ত সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়ে ওঠে । তখন সে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয় শত্রুর ওপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোন বাধা তখন তার কাছে আর বাধা থাকে না। আমাদের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসামানী বলেছেন, ‘‘আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে

রাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে হবে। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে হবে যাতে শত্রু এক মুহূর্তের জন্যেও অবকাশ না পায়।'' তিনি আরো বলেছেন, ''আপনাদিগকে দলমতনির্বিশেষে সকল পার্থক্য ভুলে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, পরিকল্পনা প্রস্তুতি নিতে হবে, শত্রুর উপর আঘাত হানতে হবে, এবং শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। শেষ শত্রুটি ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না।'' -এই যুদ্ধ তাই প্রত্যেক বাঙালীর যুদ্ধ, এই মুক্তিযুদ্ধে তাই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে সংগঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। তারা রাতদিন চেষ্টা করছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃঢ় মনোবল আমাদের সহায়। আমাদের অস্ত্র যোগাবে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পাওয়া শত্রুর হাতের অস্ত্র। এবং মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়েই। এমনিভাবে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রগতি চলছে দুর্বার ও দুর্দম গতিতে; তারা আর থামবে না, কোনদিন থামবে না। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পূর্বে, চূড়ার বিজয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ থামবে না। কারণ প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা জানেন-

আমি সেই দিন হত শান্ত-

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না;

অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

(বিপ্রদাস বড়ুয়া রচিত)

অভিযোগ*

.....১৯৭১

বাঙালীর মনোবল ভাঙতে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম ক'দিন হাজার হাজার বাঙালীর লাশ ওরা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রাখলো। সংসার-নিস্পৃহ ডক্টর গোবিন্দ দেব, আমার বন্ধু অধ্যাপক জ্যোতির্ময়, ডক্টর মনিরুজ্জামান, সপ্ততিবর্ষী আইনজীবী ধীরেন্দ্র দত্ত, নব্বই বৎসরের ভিষগাচার্য যোগেশ ঘোষ, মিউনিসিপ্যালিটির মেথর, স্টেশনের কুলি, নৌকার মাঝি, ক্ষেতের চাষী, নদীর জেলে, গায়ের তাঁতী, ঘাটের ধোপা, পথের নাপিত, হাটের পশারী, গঞ্জের মহাজন, মসজিদের ইমাম, গীর্জার পাদ্রী, মন্দিরের পুরোহিত-সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল শ্রেণী-ধর্মের নিরীহ বাঙালীর শবদেহ অসনাক্তভাবে কুকুর-শকুনের ভক্ষ্য হল সকলের চোখের সমানে। মনুষত্বের এতবড় অবমাননা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও সম্ভব হতো বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর সেই জন্যেই বোধ করি এই অমানুষিক বর্বরতা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবু বলব, দুষ্কৃতি দমনের নামে যারা বাঙালীর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুট করল, জাহাজ ভর্তি নতুন নতুন গাড়ী, টেলিভিশন, রেডিও, রিফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার ব্যক্তিগত মালিকানায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করল, কোটি কোটি টাকার অর্থ, অলংকার প্রকাশ্য মানি অর্ডার, পার্সেল অথবা পি-আই-এ কার্গো মারফত নিজের নিজের এলাকায় পাঠিয়ে দিলো, হাজার হাজার অবাঙ্গালীর হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়ে বাঙালী নিধনে লেলিয়ে দিলো, হাট-বাজার, গ্রাম-জনগত পুড়িয়ে শ্মশান করে ফেললো, দশ লক্ষাধিক বাঙালীর মৃতদেহ খাইয়ে জলের হাঙ্গর-কুমীর ও ডাঙ্গার কুকুর-শেয়াল-শকুনের সখ্যতা অর্জন করলো, দীর্ঘদিন ধরে যারা সেই ঘাতক দস্যুদের এই সব ক্রিয়াকীর্তি সার্কাসের দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে চিরনির্বাসনের সড়ক তাঁরা নিজেরাই প্রশস্ত করে নিলেন।

---

* কবি সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই একটি অভিযোগ-ইশতেহার প্রকাশ করেন। এটি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়। এখানে তার অংশবিশেষ সংকলিত।

পাকিস্তানী হানাদারদের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা শহীদ মিনারগুলো ধ্বংস করে নিজেদের পদলেহী কিছুসংখ্যক গরুচোর দিয়ে সেখানে নামাজ পড়াচ্ছে। অর্থাৎ ওইসব জায়গার এক-একটা মসজিদের দাবী খাড়া করানো হচ্ছে। মজার ব্যাপার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটগাছটিকেও তারা নির্মূল করে উপড়ে ফেলেছে। যেন ওই বটগাছের ডালগুলোতেই বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা ট্রাপীজ খেলতো। বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব পাকিস্তানী সংহতির পরিপন্থী। কাজেই তাবৎ হিন্দুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা পালিয়ে বেঁচেছে তারা এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকছে কিন্তু একজনেরও সম্পত্তি নিজেদের দখলে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের পেশাদার বাঙালী গুণ্ডারা সেগুলো দখল করে বসে আছে। তাই যখন ইয়াহিয়া খান বাঙালী হিন্দুদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তথা অতি দুঃখেও হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, হিন্দুরা তো আসবে কিন্তু উঠবে কোথায়? নিজের নিজের বাড়ি বলতে যা বোঝাতো সে তো পুড়ে-জ্বলে খাক। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও কি আর খালি আছে?... হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মাটির বরাবর করা হচ্ছে তা-ও দেখছি চোখের সামনে। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন এলাকার লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমানদের সম্পত্তি এখন অবাঙালীদের দখলে। ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বাঙালী খেদানো এবং নির্বিচারে বাঙালী নিধন শুরু হয়েছে ২৩ শে মার্চ থেকে। ওই দুটি অঞ্চলের তাবৎ বাঙালীর সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং অবাঙালীদের অধিকৃত। ভারতে শরণার্থী বাঙালী মুসলমানেরা ফিরে এলে যথাসময়ে ওইসব অবাঙালীদের অস্ত্রের শিকার হবে। আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের হাজার হাজার বাঙালী ছাত্র যুবককে পাকিস্তানী ঘাতকরা ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলেছে। এখনও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো মেরেও ফেলেছে। উদ্দেশ্য, সক্ষম বাঙালী যুবকদের খতম করে বাঙালীদের বাহুবল ভেঙ্গে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের দেয়া ভারতীয় সংহতির চোহারা- ‘‘শক হুনদল পাঠান মোগল এবং দেহের হলো লীন’’- আমরা দেখলাম, পাকিস্তানী সংহতি কসরতে হানাদার সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী পাঠান বিহারী বালুচ অফিসার জওয়ান পাইকারী হারে অপহৃতা বাঙালী নারীদেহে লীন হচ্ছে। দূরপ্রসারী অভিসন্ধি হয়তো একটি মিশ্র জেনারেশন সৃষ্টি করা। সেটা রোধ করতে গেলে আমার আশঙ্কা, যে পরিমাণ গর্ভপাতের প্রয়োজ হবে তাতে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় মেটারনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে শত শত বিশেষজ্ঞ ধাত্রী আমদানি অপরিহার্য। আজ এদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ আমদানি হচ্ছে। বাঙালী অফিসার বাদ দিয়ে তাদের জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। বাঙালী অফিসারদের যারা অবাঞ্ছিত তাদের মেরে ফেলা এবং আধা-বাঞ্ছিতদের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্যে জেলে পোরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই একই ব্যবস্থা হবে শিক্ষক, সংস্কৃতিবিদ এবং সাহিত্যকদের ক্ষেত্রেও। ফলে গড়ে উঠছে অবাঙালী তাঁবেদার গোষ্ঠী এবং সুবিধাভোগী বাঙালী মীরজাফর শ্রেণী। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁবেদার গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি বাড়িয়ে। এই সংহতি অভিযানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কোন ফললাভের সুযোগ আমাদের নেই। কারণ এসবই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত বাঙালী আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে মুক্তি সংগ্রামের দুর্জয় অঙ্গীকারে। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক বাংলার বাছাই করা বীর সন্তানেরা। তাদের সঙ্গে নিজেদের বন্ধু-আত্মজনের রক্তস্নাত তৎখালীন ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার বাহিনী আর মুক্তি- মাতাল বাঙালী তরুণ কিশোর ছাত্র এবং ছাত্রীরাও। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন “বাঙলার মাটি বাঙলার জল বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল পুণ্য হউক।’’- আজ এতদিনে শ্রেণী বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে নিরীহ বাঙালী নরনারীর রক্তধৌত বাংলার মাটি মহাপুন্যাস্নাত হয়েছে। পাকিস্তানী হানাদার ঘাতকেরা ইতিহাসের একটি সহজ সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি যে, সার্বিক মৃত্যু ছিটিয়ে একটি জাতিকে আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত রাখা যায় না।

জাতীয়তাবাদ কোন একটা নির্ভরযোগ্য নীতি নয়। আমার মানসিক প্রস্তুতি আন্তর্জাতিকতাবাদ গ্রহণ করারই সপক্ষে। কিন্তু পাকিস্তানের কালে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন কবিতায় বাঙালী

জাতীয়তাবাদকেই আমি বলিষ্ঠ আকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। এর কারণ, প্রথম থেকেই বাঙালীর সমস্যা হয়েছে নবজাত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করার জন্যে, অস্থিমজ্জায় একান্ত আত্মীয়তার পরিচয়ে স্বাক্ষরিত, বাঙালী জাতীয়তাবাদ বর্জনের তাগিত। এই তাগিদ এসেছে প্রধানতঃ দ্বিজাতিতত্বের প্রবক্তা এবং তাদের অনুগামী গোষ্ঠীর কাছ থেকে, পাকিস্তান যাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে এক উজ্জ্বল সূর্য-সম্ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এদের প্রায় অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পতি এবং পাকিস্তানী জঙ্গীযন্ত্রের পরিচালক। দেশ-বিভাগের প্রথম দিন থেকেই এরা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্তে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমূলে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং সেই একই দিন থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে বাঙালী যতই লুণ্ঠিত, নিগৃহীত এবং অপমানিত হয়েছে ততই হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধ তার কাছে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর দীপ্তিলাভ করেছে। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য-নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং নারীধর্ষণের অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতা লাভের আগে দীর্ঘ দুই শতাব্দী শৃঙ্খলিত শিকারী কুকুরের মত ঔপনিবেশিক প্রভুর পদলেহনের কৃতিত্ব। বাঙালীর আত্মমর্যাদা এই চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে কোনদিনই তাকে আত্মহননের উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা আজ বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিকল্পনা সূচীত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটি থেকে।

আর সার্বিক অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালীর পক্ষে আত্মসংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। শিক্ষক হিসেবে যাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশ্নাতীত মর্যাদা, তারা আজ শুধুমাত্র পেশাদার চাকুরে। ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার, বিচারপতি কিম্বা আইনজ্ঞ হিসেবে নিজের নিজের কৃতিত্বে যারা গোটা দেশের জন্যে অপরিহার্য তারা আজ অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আত্মবিস্তৃত, চাষী-মজুর বাস্তুহারা, দিশাহারা। সরকারী কর্মচারী আজ নিরক্ষর সিপাই প্রভুর ভ্রূকুটিলাঞ্ছিত মর্যাদাহীন হুকুমের নফর। ব্যবসায়ী-শিল্পপতি আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় নিষ্পিষ্ট নিরূপায় সরীসৃপ। ছাত্রছাত্রীরা আজ উদ্দেশ্যহীন আকাংক্ষাহীন। এমন সামগ্রিক মৃত্যুর আবর্তে কোন জাতি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। তাই বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন আজ অগণিত আত্মপরিজনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে- মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাংলার মাটিরে পূণ্য-পীযুষধারায় সঞ্জীবিত প্রাণ একটি বাঙালী বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হবে না।

(সিকান্দার আবু জাফর রচিত)

চরমপত্র

....১৯৭১

মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরোমুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচকা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলো তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা- আ-আ-আ- দম ফেলাইতেছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ- ভৈরব থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মধ্যে তো দেখতাছি- লেখা রইচে ভৈরবে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস ব্যাস আর কইতে হইবো না- বুইজ্যা ফালাইছি। বাকীগুলোর বুঝি হেই কারবার হইয়া গেছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১ জন কীর লাইগা? তোমার কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও- এই যে পাইছি কালিয়াকইর-১২৫ জন। তা হইলে ১১৪ জনের ইন্নালিল্লাহে ডট ডট ডট রাজেউন হইয়া গেছে। হউক, কোন ক্ষতি নেই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলর বাঙ্গালমুলুকে আনা হইছিলো। আরে এইগুলি কারা? যশুরা

কই মাছের মতো চোহারা হইছে কীর লাইগ্যা। ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড়লেড়া হইয়া গেছো। অ্যাঁ: তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা? কী কইলা-তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল নাঃ- ও-অ-অ-অ বাকী হগগলগুলোরে বুঝি বিচ্ছুরা মেরামত আছে? গাং- এর পারে পাইয়া আর মাসে পানির মাইদ্দে চুবানী মারছে। কেইসডা কী? আমাগো বকশীবাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস না। কইছিলাম না, ‘বাঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্দে মছুয়াগো মউত তেরা পুকারতা হ্যা।’ নাঃ তখনই কী চোট-পাট-হ্যান করে গা, ত্যান করেগা; আর তখন! অখন তো মওলবী সাবরা কপিকলে মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে। ‘ইডা হ্যামি কী করছুনুরে, হামি ক্যা নানীর বাড়িতে আচ্ছিনুরে। হামি ইডা কী করণুরে।’ আতকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ‘ভাইসাব, আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতেছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা মাথাডা এ্যাঙ্গেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহী কী! শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার চাপ মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়ইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর তাগো জিগাইলো ‘তুম লোগকো কাপড়া কেধায় গিয়া? জবাব আইলো ‘যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আচিয় আণ্ডারউইয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি-হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া- হামলোগ তো আভি নাঙ্গা মছুয়া বন গিয়া?’ আতকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইলো- ডরাইয়েন না ডরাইয়েন না। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাবড়াইতে শুরু করেছে- ‘পদ্মা নদীর কূলে আমরা নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমরা নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার দাদা মরেছে, গাবুর বাড়ির চোটে আমরা কাম সেরেছে। ব্যাস মওলবী রাও ফরমান আলী, ঠেটা মালেক্যা ভাগোয়াট হওনের গতিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে খবর পাডাইলো, ‘হে প্রভু তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনরকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা হইলে তুরনদ আমাগো কইয়া দাও কীভাবে বিচ্চু আর হিন্দুস্থানী ফোর্সের পা ধরলে আমার লেড়লেড়া আর ধ্বজভংগ মার্কা বাকী সোলজারগো জানটা বাঁচানো সম্ভব হইব।’ এই খবর না পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজী আর সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? ছদর ইয়াহিয়া লগে লগে উ থান্টের কাছে টেলিগ্রাম করলো, ‘ভাই উ থান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এইরকম কারবার করছে। হের চিডিডারে চাপিশ কইরা ফালাও। এদিকে আমি আর শাহনেয়াজ ভূট্টোর ডাউটফুল পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতেছি। একটুক নজরে রাইকখো।’ বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে। সাবে কইছে কীসের ভাই, আহলাদের আর সময় নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা। ব্রাকেট শেষ জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে টু-উ-উ মারত মানে কিনা লুকোচুরি খেলা খেলতাছিলো। তারপর জাতিসংঘে আতকা কান ধইর্যা উঠ বস উঠ বস কইরা ভুট্টো সাবে চিল্লাইতে শুরু করলো, আর লাইফে এইরকম কাম করুম না। বাঙ্গাল মুলুকে আমরা গেনজাম কইর্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি।- আমাগো এইবারের মতো ক্ষমা কইর্যা দেন। কিন্তু ভুট্টো সাহবে বহুত লেইট কইর্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ কথাবার্তায় আর কাম চলবো না। ঠাস ঠাস কী হইলো? কি হইলো? সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘে ভেটো মাইরা হগগল মিচকী শয়তানরে চীৎ কইর্যা ফালাইছে। কইছে ফাইজলামীর আর জায়গা পাওনা? এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরান জানের জান চাচা নিক্সন কড়া কিসিমের টিরিক্স করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহরের সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে সোভিয়েট রাশিয়া একটুক হিসাব কইর্যা কামকরণের লাইগ্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্দি ক্রেমলিন থাইক্যা কইছে পাক-ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলাইলেই ভালো হয়। ব্যাস, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো। এ্যাঃ এ্যাঃ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হারাধানের একটা ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ, হেইটা গেলো গাথার মাইন্দে

রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর্‌্যা ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের মাইন্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে, আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কি হইবো? আমি পাইট করুম, পাইট করুম। আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া উঠলো এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজীর ফুলপ্যান্টোর দুই রকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং, কেইসডা কী? অনেক থিংক করলে বোঝন যায় এর মাজমাডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম...

(এম আর আখতার রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা কথিতমালা।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর, ১৯৭১

সাময়িকী

২৮ মে, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের নিধনযজ্ঞে নেমে পাকিস্তানের সামরিকশাহী অকল্পনীয় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। লণ্ডনের যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় হাজার মাইল দূর থেকে এসে বাংলাদেশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর দৈনিক এককোটিরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে- এ হিসেবে যুদ্ধের প্রথম পঞ্চান্ন দিনে পাকিস্তানের আড়াইশ' কোটি টাকা খরচ ও ঘাটতি হয়েছে। মার্চ মাসের শুরু থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন মাল রপ্তানি না হওয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ নেমে কমেছে ১৫ কোটি ডলারে। বাণিজ্য খাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

ফ্রান্স-এর পত্রিকা 'লা ফিগারো'র মতে যুদ্ধের প্রথম মাসে অর্থাৎ প্রথম ত্রিশ দিনে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের পশ্চিম পাকিস্তান একশ' কোটি টাকা হারিয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা ছিল ১২৭ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৯০ কোটি টাকা। যুদ্ধের দরুন এপ্রিলের শেষে সেই অংক কমে ৮২ মিলিয়ন ডলারে, অর্থাৎ প্রায় ষাট কোটি টাকায়। এবং বর্তমানে সেটা এসে ঠেকেছে ২০ কোটি টাকার কাছে।

পাশ্চাত্যের অর্থ-বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন দেশের সংরক্ষিত তহবিলে বিশ কোটি ডলার অর্থাৎ এক শ' কোটি টাকা জমা থাকা উচিত। এর কম হলে সে দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়া দেশ বলা হয়। পাকিস্তানের সংরক্ষিত তহবিলে এখন জমা আছে মাত্র ২০ কোটি টাকা। এদিক থেকে পাকিস্তান এখন সত্যসত্যই দেউলিয়া দেশ।

ফলে পাকিস্তানী টাকার মূল্যমান কমানো অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান কমাতে সম্মতও হয়েছে। কারণ এখন আর উপায় নেই।

ফ্রান্সের 'লা ফিগারো' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, মার্কিন সরকার পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে এ বছর ষাট কোটি টাকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা দেয়া হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শে মার্চ অর্থাৎ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনানায়করা যুদ্ধ শুরু করার দিন থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া স্থগিত রেখেছে। বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুত সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকার সাহায্য বন্ধ রয়েছে।

এদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা মি.এম,এম আহমদকে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো ঋণ দেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে।

জার্মান পত্রিকা 'আলগেমাইনে জাইটুং'-এ এই মর্মে সংবাদ ছাপা হয়েছে যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের রফতানী এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং যুদ্ধ খাতে প্রচুর ব্যয়ের জন্য পাকিস্তান এখন আর্থিক দেউলিয়া দেশে পরিণত হয়েছে।

ইয়াহিয়া খানের অর্থ-উপদেষ্টা মি. এম,এম আহমদ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বলেছেন, পাকিস্তানের মাত্র তিন-চার মাসের খাদ্যশস্য মজুদ আছে। সেখানে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করতে গিয়ে পাক-সেনারা বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ রেলপথ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বর্তমান শতকরা ৮০ ভাগ রেলপথই অকেজো। ফলে বাংলাদেশে সরবরাহ ব্যবস্থা বিলকুল বন্ধ- মানে প্রায় তিনমাস ধরে বন্ধ। তাছাড়া প্রায় তিনমাস ধরে চট্টগ্রাম ও চালন বন্দর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বাংলাদেশের কল-কারখানা বন্ধ-ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নেমে এসেছে রীতিমতো আকাল।

অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত কোনো জিনিসপত্র গত তিনমাস ধরে বাংলাদেশে আমদানী কলা সম্ভব হয়নি। অথচ এই বাংলাদেশেই গত ২৩ বৎসর ধরে পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের বাজার ছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অচলাবস্থার দরুন বাংলাদেশে থেকে যেমন চা, পাট, পান, সুপারি পশ্চিম পাকিস্তানের নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও কোন মালামাল এখান আমদানী করা সম্ভবপর হয়নি। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদনকারীরা অতুলনীয় ব্যবসায়ীক সংকটে পড়েছেন। এদিকে বাংলাদেশে পাক-সেনারা জানমালের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং এখনো করছে তার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে বিরল।

এ অবস্থায় পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করেছেন। ১৪ বৎসর ধরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম থাকায় এবং এবার জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বরং বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী-নির্যাতন ও লুটতরাজসহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মতো লাভজনক বাজার হারাতে বসায় পঃ পাকিস্তানের সর্বত্র খান-সরকারের অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে থেকে ইয়াহিয়াশাহী অবিলম্বে সেনাবাহিনী গুটিয়ে না নিলে আর্থিক ও জানমালের ক্ষতি যে কি পর্যায়ে পৌঁছে তা বলা দুষ্কর- তাই জঙ্গীশাহীর অর্থর-বিশেষজ্ঞরা আজ আতঙ্কিত হয়ে কি ভাবছেন না যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি?

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ রচিত)

বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত

৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্রপত্রিকা সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে এবারই প্রথমবারের মত সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্টের পত্রপত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি মুসলিম দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যান্ত আশা ও আনন্দের বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে আমরা বিশ্ববাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়ে আসছি।

* সিরিয়ার ‘আল-তাউরা’ পত্রিাকায় ২৭ শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে পাকিস্তানের মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা ফিরে আসুক, এটা চাননি। তারা এটাও চানটি যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে হোক।

* তুরস্কের দৈনিক ‘জমহুরিয়াত’-এ ২৮ শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পশ্চিম পাকিস্তান তাদের কামান-বন্দুক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে দমন করতে শুরু করেছে কিন্তু একটু আগে বা পরে পূর্ব বাংলা তার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

* মালয়েশিয়ার দৈনিক ‘উতশান মালয়েশিয়া’ পত্রিকার ৩০ শে মার্চ তারিখে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পাকিস্তানের মিলিটারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং বুঝেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার জনগণের অবস্থা ও ভাগ্যের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা ও উদাসীন মনোভাব পোষণ করায় বাংলাদেশে গণ-অসন্তোষ বিরাজ করছে। বর্তমানে ইয়াহিয়া খান পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, পূর্ব বাংলা কোন স্বাধীন দেশের অংশ নয়- বরং পূর্ব বাংলাকে বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী।

* সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘রোসে আল-ইউসুফ’-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

অনেক পর্যবেক্ষক এই ভেবে অবাক হয়েছেন যে, পূর্ব বাংলা এতদিন পরে কেন স্বাধীনতা চাইল! পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে পূর্ব বাংলায়। অথচ পাকিস্তানের মোট সাধারণ বাজেটের ৪ ভাগের ১ ভাগের চাইতে কম অর্থ ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বাজেটের তিন ভাগের একভাগের চেয়েও কম টাকা ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। আর বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিজাত আয়ের মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ পায় পূর্ব বাংলা। সরকারি চাকুরির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং সামরিক বিভাগীয় চাকুরির শতকরা মাত্রা ১০ ভাগ পেয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় দেখা গেছে যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি বেশী নজর দিয়েছে।

* সুদানের দৈনিক ‘আল-সাহাফা’ পত্রিকার ৫ই এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র দ্বারা বঞ্চিত ও শোধিক হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করে আসছে। পূর্ব বাংলার এই অভিযোগের কারণ হলো এইঃ

১। পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেয়া নেওয়া হয়েছে।

২। বেসামরিক সরকারী অফিসার পদে ৮০% পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। পাকিস্তানের বার্ষিক আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

৪। রপ্তানিজাত আয়ের ৮০% ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্রা ২০% ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়।

এ সকল কারণেই পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত মনে করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে পূর্ব বাংলার ১৭% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২%। পূর্ব বাংলার অধিকার সচেতন মানুষের কাছে এখন এ বিষয়টি একেবারে খোলাসা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট, চা ও চাউল বিদেশে রপ্তানী করে যে আয় পাকিস্তানের হয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্যই ব্যয় করা হয়। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা পূর্ববাংলার মানুষের কাছে তাদের সম্পদের শোষক ও বঞ্চনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব বাংলার মানুষের টাকা দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে যে রাজধানী গড়া হলো হলো তাতেও খরচ করা হয়েছে ৫শ’ কোটি টাকা।

এ সকল ন্যায্য কারণেই পূর্ববাংলা স্বায়ত্তশাসন চেয়েছে।

* আফগানিস্তানের দৈনিক ‘আফগান মিল্লাত’-এর এক প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পশ্চিম পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঁজিবাদী এবং ফৌজী নেতারা এ অবস্থা দেখতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না যে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা বাঙালীর হাতে যাক। এ কারণেই তারা জাতীয় পরিষদের বৈঠক বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল। এবং পরিষদের অধিবেশন বসবার আগে একটা কিছু গোঁজামিল দিয়ে বাঙালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতা করতে ফন্দি এঁটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খানই এসব বেআইনী ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছেন। তার দাবি ছিল, যেকোনো সমস্যার সমাধানের পন্থা পরিষদের বৈঠকে বসেই স্থির করতে হবে।

পশ্চিমা শাসকচক্র দেখলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব বাংলাকে শোষণমুক্ত করতে চান না, একই সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত ও বঞ্চিত প্রদেশগুলোকেও পুঁজিপতি ও সামরিক জান্তার শোষণ থেকে মুক্ত করতে চান। কাজেই ক্ষমতা হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় ইয়াহিয়া খান, ভুটো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি নস্যাৎ করার জন্য আঁটলেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র-পূর্ব বাংলার এঁরা পাঠালেন সেনাবাহিনী।

* কুয়েতের দৈনিক ‘আখবার আল-কুয়েত’-এর ৬ এপ্রিল তারিখের এক সম্পাকদীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছেঃ

শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, নির্বাচনের জয়লাভ করলে তার দল পূর্ব বাংলা জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনের তার দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো। শেখ সাহেবের দাবি ছিল ন্যায্য, আইন-সঙ্গত এবং গঠনমূলক। তিনি চাইলেন গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং দেশের সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে

সশস্ত্র ধ্বংসাভিযান চালিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই হত্যাকাণ্ড সৃষ্টির অপরাধে ইয়াহিয়া খানকে ভবিষ্যৎ বংশধররা কোনদিন ক্ষমা করবে না।

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ অনূদিত)

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা

১১ জুন, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চের রাত্রির সুপ্তি থেকে সমগ্র বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। মধ্যরাতের দুঃস্বপ্নে অকস্মাৎ কেঁদে উঠেছিল ঢাকা নগরী। সে কান্না মায়ের জঠর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নবতর জন্মলাভের কান্না। বিশ্বাসঘাতকতার খোলস ছেড়ে নতুন সূর্যোদয়ের মতই স্বাধীন বাংলা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। তার মুক্ত আলোকচ্ছটা সূর্যকরের মতই সত্য আর স্বচ্ছ।

সুজলা সুফলা বাংলা আজ বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত। কৃষাণের লাঙ্গল রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ারে, শ্রমিক তার হাতুড়ি ছুড়ে দিয়েছে গ্রেনেডের মত, দেশের অগণিত জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পোস্টার লিখছে। এ কোন বাংলাদেশ। এই অচিন্তনীয় বাংলার রূপ কি পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেছিল? হয়ত দেখেনি, কিন্তু বাংলার কবিতার চিরকালীন আবহমান বাংলাকে অনুভব করেছেন এই বিস্ময়ময় রূপের মধ্যে। তাই বাংলার রণক্ষেত্রে আজ তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং তাদের দেশের একান্ত প্রিয় কবিদের কাব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একদিকে হিংস্র বন্য পশুদের নির্মম অত্যাচারের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর, অন্যদিকে স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগময় ভালবাসা। এই ভালাবাসার প্রতিভাস ফুটে উঠেছে এ দেশের কবির সৃষ্টিতে। মসি এখানে অসির সহযোগী। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণ জীবনানন্দের অনুভবে একান্ত হয়ে উচ্চারণ করেনঃ ‘‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।’’

ভাষাই সম্ভবত বাঙালীর চেতনার উৎসমুখ। নদীর স্রোতের মত অগণিত কাব্যের প্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে এদেশের মানুষ আত্মশুদ্ধ হন। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব ভাষা ও ভাবের আত্মীয়তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের মুক্তি আবিষ্কার। এ জন্যেই একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষার আন্দোলন নয়; একুশে ফেব্রুয়ারি আজকের স্বাধীনতা-বাসনার প্রথম প্রজ্বলন।

দেশের প্রতি কবিদের আত্মনিবেদনে দেশের মানুষ সমান অংশীদার। তাই এদেশের মানুষের কাছে একজন সৈনিক এক একজন কবি পাশাপাশি পথ চলেন। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালেবাসি- এ কেবল জাতির সঙ্গীত নয়, জাতির হৃদয়-সঙ্গীত। অন্তরের প্রতি প্রান্তে স্বদেশের মাটির প্রতি কবির যে সংবেদন, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রতিটি বুলেটে সেই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর তাই অকুতোভয় বাঙালী সৈনিকের কাছে মৃত্যুকেও মৃত মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয়।

বাংলার জাতীয় জাগরণে জসীম উদ্দীন কেবল কবি নন, তিনি সংগ্রামের সৈনিক ও বটে। মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি তাকে নিয়ে এসেছে সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে তাই তিনি বলেনঃ

‘সেনাবাহিনীর অশ্বের চড়িয়া

দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,

কামান গোলার বুলেটের জোরে

হানে বিষাক্তা শ্বাস।

তোমার হুকুকে তুচ্ছ করিয়া

শাসন ত্রাসন ভয়

আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে

চলেছি আনিতে জয়।’

আমাদের স্বাধীনতার মূল উদ্দীপনা আহৃত হয়েছে দেশের প্রতি উৎসারিত মমত্ববোধ থেকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রেও এই স্বদেশপ্রীতিই হচ্ছে আসল হাতিয়ার। দেশকে ভালোবাসার অপরিমেয় আগ্রহ এক নতুন রণশক্তির সৃষ্টি করেছে যে মানবিক মূল্যবোধহীন বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম। এখানেই বাংলাদেশের কবিরা হয়ে উঠেছে মুক্তিসেনার পরম সহায়ক। যুদ্ধ এক ধরনের হিংস্রতা সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন দেয়া-নেয়ার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের মুখে যে নির্ভীক সাহাসিকতার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশমান তার প্রেরণা বাংলা মায়ের মুখ। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসই যেখানে অস্ত্র, সেখানে পশুশক্তির পরাজয় অনিবার্য। হাসান হাফিজুর রহমান এমনিতর অস্ত্রই আবিষ্কার করেছেন। যা জনগণের চোখের দৃষ্টি আর বুকের ভাষা থেকে উৎসারিত।

‘অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায়?
মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
দ্যাখো না লক্ষ্য কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাদের আকাশ বাতাস চেরে?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা’।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি আজ অতি স্পষ্ট। ইতিহাসের অনিবার্য গতিতেই আসন্ন হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা। মানুষ মারার জন্যে বুলেটের সাথে অমানবিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু পশু হত্যার জন্যেই চাই মানবিক দৃঢ়বদ্ধ চেতনা। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি এখন রক্তক্ষয়ী আপোষহীন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা ভাড়াটে হানাদল বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে উঠেছে। কোন নৈতিক মনোবলশূন্য সামরিক শক্তি যত বিশালই হোক না কেন, আত্মিক বলে বলীয়ান নিরস্ত্র মানুষের শক্তিও তার চেয়ে কম নয়। এহেন মনোবলের বোধ পাকিস্তানের শূন্যগর্ভ বুলিতে কোনকালেই জাগ্রত করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে বাংলাদেশের কবিরা বাঙালীর আত্মিক প্রেরণার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শত্রূর মোকাবিলা করছে। রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে যদিও বাংলাদেশ ধুয়ে যাচ্ছে, তবু মহান মুক্তিসেনারা আজ মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। তাদের মনের নির্ভীক প্রতিরূপটিকে ব্যক্ত করে এদেশের কবি বলেনঃ

‘মৃত্যুকেও মৃত মনে হয় আজকাল, কারণ মৃত্যুতে

মোমবাতির শিখাটি নড়ে না,

শোকধ্বনির মধ্যে গভীর আনন্দে খোল করতাল বাজে
অন্ধকারে আলো ওঠে জ্বলে
স্বপ্নের রং গুঁড়ো হলে কারা তবু আঁকতে চায় ছবি
বারুদের পোড়া গন্ধ শুঁকে
স্বদেশের ঘ্রাণ পায়, প্রাণে নেয় আশ্বাসের বায়ু
দুঃখ ক্লান্তি ভীতি নেই, যেহেতু তাদের
প্রত্যেক দুঃখের সঙ্গে আনন্দ ঘুমায় অবিরত,
যেহেতু এখন
মায়ের জঠরে কাঁদে বাংলাদেশ নবতর জন্মের পুলকে।'

ইতিহাসের অমোঘ ধারাকে লংঘন করার সাধ্য পাশব শক্তির প্রতিভূ ইয়াহিয়া খানের নেই। বাংলাদেশ এখন সেই মহাজাগতিক সত্যের ধারায় স্নাত হয়ে মুক্ত সত্তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। 'এ পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়'- জীবনানন্দের এই চিরন্তন বাণী মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে স্বাধীনতা পরম সত্যের মাঝখানে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই অলখ অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন। জীবনকে ভালবাসি বলেই আমরা বরণ করি মৃত্যুকে।

('কামাল মাহবুব' ছন্দনামে মাহবুব তালুকদার রচিত)

রণ দামামা

৬ জুলাই, ১৯৭১

''এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তৃষ্ণাহারা তাপহারা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।''

গ্রীষ্মের খরদাহ তাপক্লিষ্ট রুদ্র রূপের পর বর্ষা তুমি এসেছে। তোমার রুমঝুমাঝুমু নৃত্য আমার হৃদয়ে ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোলে না। রুদ্র দাহনের পর তোমার শ্যাম-সুন্দর সরল আগমন। আজ জনমত সঞ্জীবিত তোমার রসসিঞ্চনে। হারান সম্পদ বিয়োগব্যথার ত্রিধরা প্রকৃতি আজ শীতল হল।

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গরজে গগনে গগনে'। সেই সাথে গরজে আমার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মন। আজ হৃদয় দুর্জয়, অশান্ত, টালমাটাল। ঘন বর্ষার বাংলার ঘুমন্ত রানীল তন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্ন বেশ। ঝমঝম করে একটানা করছে। ঝরে পড়া জলের সমুদ্দুরে আরও নতুন ধারা পড়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠছে। আমার হৃদয় সমুদ্রেও তেমনি বিক্ষুব্ধ কল্লোলধারা অশান্ত ঊর্মিমালা উত্থিত-পতিত হচ্ছে ভীমবেগে। আজ 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি টালমাটাল'। স্বাধীন বাংলায় বর্ষা এসেছে নতুন জাগরণের বাণী নিয়ে, উত্থানের মন্ত্র নিয়ে- ঘুমপাড়ানী গান যেন নয় শিকল-ছেঁড়া বাঁধনহারার গান গেয়ে। তরুণ অরুণের বহ্নিশিখার মতো প্রতিজ্ঞার ভাস্বরতা নিয়ে।

হৃদয়-বারিধি তীরে সে আহ্বানের অনুরণন। নতুন নতুন শপথের দীপ্ত প্রতিভাস, নবীন প্রত্যয়ের সুরে ঝংকৃত অসংখ্য প্রতিজ্ঞার মালা হৃদয়কে আরও কঠিন, আরও ভৈরব-রুদ্র করে তুলছে। বরষার মন্দ্রার মঞ্জরী উত্তরীয় আর হৃদয়পদ্মের কোমল পাপড়িকে আন্দোলিত করে না, বরং নব উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের ঘুমন্ত বিদ্রোহী সত্তাকে জাগিতে তোলে। আজ প্রাণের রুদ্রবীণায় একটি সুরের লয় মিলে-মুক্তির সুর, স্বাধীনতার সুর। রিমঝিম সুরের ঐকতান হৃদয়ের নিকুঞ্জবনকে স্বর্ণমদিরায় অসল-উতল ঘুম আর্দ্র করে তোলে না, বরং বিসুভিয়সের সুপ্ত লাল লাভা উদগীরণ করে। বর্ষার কলকল্লোল বারিধারা, ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর উদ্দম কলহাস্য, তাল-তমালের শিহরণ এখন আর হৃদয়ের পেলবতন্ত্রীতে সুন্দরে ঝঙ্কার তোলে না বরং দুরন্ত দুর্দম কালবোশেখীর প্রলয়বিষাণ বাজায় হৃদয়মধ্যে। কদম্ব-কেতকী-কামিনী আর কুমুদ-কহলার অনুপম অনাবিল সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি ভয়ঙ্কর সুন্দরের প্রতিভাস। স্ফীতকায়া নির্ঝরিণীর সলিল-উল্লম্ফনে রক্তের ফিনকি চমক দিয়ে যায়। বজ্রামানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়ের মালায় একটি রক্তকবরী গেঁথে দেই। যেন এক শপথের গুচ্ছ শহীদী রক্তের সিক্ত হয়ে নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। বিজলী চমকের ঝিলিকে সে প্রত্যয় আরও প্রোজ্জ্বল, আরও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘমল্লার রাগে নতুন করে বাজুক রণদামাম- 'জয় নিপীড়িত প্রাণ, জয় নব উত্থান'।

(দিলীপ কুমার ধর রচিত)

কথিকা

১৩ আগস্ট, ১৯৭১

২৪ বছর পরে আজ ১৪ই আগস্টে মনে পড়ছে আজ থেকে ২৪ বৎসর আগেকার দিনটি কথা। সেদিন কি উজ্জ্বল ছিল বাংলাদেশ, আর প্রাণদপ্ত ছিল বাংলার মানুষ। সারাদেশে কাগজের রঙিন পতাকা আর মালার ছড়াছড়ি। আলোয় আলোয় সারাদেশ ঝলমল। আমরা স্বাধীন হয়েছি, এবার আমাদের দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী শাসন, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ আর সামাজিক অসাম্যের হাত থেকে রেহাই পাবে বাংলার মানুষ। সারাদেশের মানুষ অন্তরের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে বরণ করে নিল ১৪ই আগস্টের ভোরের লগ্নটি।

তারপর প্রতিবছর ১৪ ই আগস্ট ঘুরে ঘুরে এসেছে। বাংলার মানুষ তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশ্যা নিয়ে প্রতিবছর ১৪ই আগস্টের ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ভেবেছে, যে দিনগুলো চলে গেলো সে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এবার নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত নতুন জীবনের বাণী বহন করে আসছে ১৪ই আগস্ট। কিন্তু প্রতিবারই ভুল ভেঙ্গে গেছে বাংলার মানুষের। তার অতি কাঙ্ক্ষেয় জীবনের প্রতিশ্রুতি বহন করেন এলো না কেন ১৪ই আগস্ট। বিদেশী শাসনের পরিবর্তে তার ঘাড়ে চেপে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন। ১৪ই আগস্ট বাঙালীর জন্যে মুক্তি নিয়ে এলো না কোনবার। শুধু তীব্রতর হলো শোষণ। জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনের শোষণের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের বর্বরতম অত্যাচার ও তীব্রতর শোষণে তারা জর্জরিত হয়ে উঠলো। সামাজিক অস্বীকৃতি আর অনাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ।

এই শৃঙ্খলিত শাসন আর সামাজিক অবিচারের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকবার প্রতিটি উপকরণের জন্যে তাদের লড়তে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র বাংলাদেশের প্রতিটি দাবিকে অস্বীকার করেছে, আর প্রতিটি দাবি আদায়ের জন্যে বাংলার মানুষকে লড়তে হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর বাংলাদেশের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানী

শোষকশ্রেণীর শোষকের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে বাংলার বীর সন্তানেরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে তাজা তাজা প্রাণগুলো উৎসর্গ করেছে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন কোটি বাঙালীর প্রাণের দাবি দফ-দফাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে ভাই মনু মিয়া এবং আরো অনেকে। ১৯৬৯ সালে বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবিতে, বাঙালীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে বুকের তাজা রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি লালে লাল করে দিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণী, আমলাতন্ত্র, সামরিকচক্র এই তিনশক্তির বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে বার বার হামলা করেছে। প্রতিবারই বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের সম্মুখে পিছু হটে গিয়েছে। এবং চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। তারপর তারা তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করলো ২৫ মার্চের গভীর রাত্রিতে। বুলেট, সঙ্গীন, মেশিনগান, মর্টার আর বোমার আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো বাংলার মুক্তিকামী জনতার কণ্ঠকে। কিন্তু বাংলার মুক্তিকামী জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের সম্মুখে আবার পিছু হটে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর শোষকশ্রেণী এবং তাদের স্বার্থবাহী সামরিক চক্র। তাদের এই অভিজ্ঞান হয়েছে যে, পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত-মৃত্যুর ঘণ্টা বেজেছে।

বাংলায় আজ রক্তের স্রোত বইছে। ঘরে-ঘরে, মাঠে মাঠে, রাজপথে জমাট-বাঁধা রক্ত। ধর্ষিতা মা-বোনদের মরণ আর্তনাদ অভিশপ্ত ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট আর তার নায়কদের প্রতিমুহূর্তে ঘৃণার সাথে ধিক্কারে ধিক্কৃত করছে। ’৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বাংলার জন্য এনেছে প্রতিশ্রুতির আড়ালে বঞ্চনা, শোষণ আর রক্তস্নান; কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।

তাই আজ ১৪ই আগস্টে স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকল-ছেঁড়া বাংলার মানুষ অতীতের অপমান আর গ্লানিভরা দিনগুলোকে স্মরণ করছে প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে। আর সেজন্যেই সেদিন ছোট ছেলেটি বললো- মা, কি পুণ্যই যে ছিল তোমার, যার জন্যে ১৯৪৭-এর আগস্টের কলঙ্কিত দিনটির মুখ দেখেতে পাইনি, আর তোমাদের মত আমার দুহাত দিয়ে এমন দিনটির জন্যে মালা গাঁথতে হয়নি।

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত)

বাংলাদেশ গেরিলা

২৯ আগস্ট, ১৯৭১

‘গেরিলা’ শব্দটি এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত। এ শব্দটা শুনলেই মানসপটে ভেসে উঠে একটা ছবি-‘রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি চলেছে এক যুবক, কখন ঝড়ের রাতে তার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে বাংলা মায়ের আনন্দাশ্রু বৃষ্টিধারায়, কখন স্রষ্টার বরাভয়ের মত ঝরে পড়ছে তালনবমীর আধো আধো জোছনা। পরনে কেন নির্দিষ্ট যুদ্ধসাজ নেই। কখন লুঙ্গী, কখন পাজামা, উর্ধ্বাংগে কখন শার্ট কখন ফতুয়া। সে চলেছে শত্রুপক্ষের

কোন গুপ্ত অবস্থানের খবর পেয়ে। অস্ত্র তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকানো কিছুক্ষণ পরেই গর্জন করে উঠবে প্রচণ্ডভাবে...।

এখন প্রশ্ন-গেরিলা কে? তাকে দেখতে কেমন? কী এমন তার মাঝে আছে যা তাকে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে?

প্রথম প্রশ্নের একমাত্র উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ‘গেরিলা’ সবাই। ‘গেরিলা’ যে কেউ হতে পারে, সে ছাত্র হোক অথবা শিক্ষিত হোক। কৃষক শ্রমিক মজুর মালিক যে কেউই গেরিলা হতে পারে। জীবিকার জন্যে যে -যে পেশায় নিয়োজিত আছে- যেমন মুদি দোকানী, হোটেল বা রেস্টুরেন্টের মালিক, কর্মচারী, রিকশাঅলা, বুদ্ধিজীবী- সবাই গেরিলা। গেরিলা শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক হতে পারে। যেমন শত্রুনিধনে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদেরই শুধু নয়, বরঞ্চ যারা সক্রিয় গেরিলাদের প্রকারান্তরে সাহায্য করছে গেরিলা বলতে তাদেরকেও বোঝায়। বাংলাদেশের মা-বোনেরা যারা মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের খাবার দিয়ে বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করে অশীতিপর বৃদ্ধা, বেঁকে যাওয়া কোমড়ের ভাঁজে মুড়ির ধামা আর লোলচর্ম হাতে জলের বালতি নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর জন্যে অক্লান্ত স্মিত মুখে। সেই অর্থে এমন বাংলাদেশের আবলবৃদ্ধবনিতা, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সবাই ‘গেরিলা’।

(শামীম চৌধুরী রচিত)

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২৩ বছর ধরে নিরপরাধ নিঃসহায় বাঙালীর উপর যে অত্যাচার অবিচার আর নির্যাতন চলে আসছিল সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বাঙালীর দানাবাঁধা ক্ষোভ এবার ফেটে পড়েছে ’৭১-এর ২৫শে মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামের আকারে। বাঙালীদের বাঁচার দাবীকে দাবিয়ে রাখতে বছরের পর বছর জঙ্গীশাহীর নরঘাতকরা অসহায় বাঙালীর উপর অস্ত্র ব্যবহার করছে। রক্তপিপাসু নরপিশাচরা বার বার রক্ত পান করছে। কিন্তু এবার বাঙালীর সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী বাঙালী তার স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবার হাতে অস্ত্র নিতে শিখেছে- হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

আর তাই বাংলার তরুণ যুবকরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর তরুণ যোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাহস আর কৃতিত্বের সহিত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করে অস্ত্রের ভাষায় অস্ত্রের জবাব দিচ্ছে।

আজকের আমাদের মুক্তিসংগ্রাম বাংলার সাড়ে সাত কোটি নরনারীর মুক্তিসংগ্রাম। বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের এ ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে অকাতরে এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। বাংলার সামগ্রিক জনতার অর্ধাংশ যে নারী তারাও আজ পিছিয়ে নেই। তারও স্বাধীনতা-চেতনার পরিস্ফুটন আজ আমরা আমাদের মুক্তসংগ্রামে দেখতে পাই। তাই দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায় বীরাঙ্গনা খাওলা, চাঁদ সুলতানা থেকে শুরু করে জামিলা বোখারীদ, প্রীতিলতা

ওয়াদ্দেদার আর লায়লা খালেদের পাশে বাংলার বীরঙ্গনা রওশনারা নিজের নাম যোজনা করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে কবির সেই বৈপ্লবিক চেতনার কথা স্মরণ করতে হয়। কবির ভাষায়-

এ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কিংবা-

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান

মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।

আজকের আমাদের এ সংগ্রামও বাংলার মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আজকে দেখি বঙ্গমাতার হীরের টুকরো ছেলে যখন অশ্বধামের বলির মত বর্বর পশুর হাতে স্বাধীনতা শিকারে পরিণত হয়েছে তখনও শোকাকিনী মাতা সগর্বে আর এক সন্তানকে তার প্রতিশোধ নিতে মুক্তিসংগ্রামে পাঠাচ্ছে। আজকে বাংলার ভগ্নীকুল তার নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও ভাইকে দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্ধুদ্ধ করেছে। আজকে বাংলার কুলবধূ স্বামী হারিয়েও রণাঙ্গনের পাশে পাশে বীর সৈন্যদের সেবশুশ্রূা করছে।

নরপিশচরা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে হত্যা করে, পাইকারী হারে লুটতরাজ করে, মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করে-কামান, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক চালিয়ে, নাপাম বোমা ব্যবহার করেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে পারে নাই। কেননা আমাদের ভাইরা যখন রণাঙ্গনে থেকে শত্রু খতম করছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্ত, সড়ক, সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে তখন বাংলার মহিলারা তাদের অনুপ্রেরণায় শরীরে ডিনামাইট বেঁধে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছে।

তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা তাদের স্বেচ্ছাসেবিকা কেন্দ্রে স্থাপন করে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং গ্রহণ করছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে মহিল সমাবেশ সৈন্যদের খাবার ও পোশাক তৈয়ার করা হচ্ছে। সর্বোপরি মহিল চিকিৎসকরা সূর্য-সৈনিকদের সাথে সাথে যুদ্ধাঙ্গনে রয়েছে। আহত সৈন্যদের পাশে চিকিৎসালয়ে মায়েরা বোনেরা নার্স হিসাবে তৎপর রয়েছে।

'কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।'

তাই বাংলার বিজয়লক্ষ্মী নারীরও আজ বঙ্গবন্ধুর 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব' মন্ত্রে আজ দীক্ষা নিয়েছে। জয় বাংলা।

(মেহের খন্দকার রচিত)

দেশবাসী সমীপে নিবেদন

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
বালাদেশবাসী ভাই-বোনেরা,

কী বুকফাটা আহাজারী আর কান্নায় দরিয়া সাঁতরে সাঁতরে আমাদের দিন কাটছে, তা ইসলামাবাদের দুর্বৃত্তেরা না জানলেও, পৃথিবীর মানুষ জানে। অনেকেই আজ একে অপরের কাছ থেকে ছিটকে পড়েছে। লক্ষ মানুষ ছিটকে পড়েছে দিগ্বিদিক-স্বদেশহারা, গৃহহীন, আত্মীয়স্বজনহারা। একদিন যারাঁ কাছে ছিল, আজ নেই।

শুধু মানুষ নয়, আমাদের অতি মেহনতে-গড়া শহর- সবুজের ভাঁড়ার ঘর আমাদের গ্রাম-যেখানে ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে হাসিকান্নায় দিন কাটত- পরম শান্তির নিবাস আমাদের বহু গ্রামও ধ্বংস হয়ে গেছে। আগুনে বোমা, কামানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে বসুজের ভাণ্ডার। ঝোপঝাড়ে যেখানে পাখি ডাকত সেখানে একমাত্র আওয়াজ মানুষের গোঙানি- রমণীর আর্তনাদ। বেঁচে যাওয়াটা এদেশে দৈবী ব্যাপার। ছোট ছেলেমেয়ে, এমন দৈবীভাবেই যারা বেঁচে গেছে, আজ তাদের মুখে স্বাভাবিক হাসি নেই। কান্না ভুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু ফ্যালফ্যাল চেয়ে আছে সেই রাস্তার দিকে যে-পথে ঘরবাড়ি তছনছ করার পর বুটপরা খাকী লেবাস জানোয়ারেরা কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। এরা কেউ বাংলার বাসিন্দা নয়। বাংলাদেশের দুঃখ-আনন্দের শরীক তারা কী করে হবে? লুটতরাজের মালে পকেট বোঝাই এইসব জানোয়ারদের কাছে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

কিসের পরীক্ষা? তা আপনাদের জানা। অনেককে ব্যক্তিগতভাবে এই মসিবৎ পার হতে হয়েছে। পরীক্ষা- আমরা বাঙালীরা মুসলমান কি না। তাই চার-কলেমা পড়তে হয়েছে উদ্যত সঙ্গীন বা রাইফেলের মুখে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! যে বাঙালীর তাগদ ও তাগিদের জোরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে বাঙালী নিজ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি প্রীতি-পরবশ পাকিস্তান চেয়েছিল, যে বাঙালী শাসনতন্ত্র পরিষদে লিয়াকত আলি প্রমুখ অবাঙালীদের বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, নেহায়েৎ বাঙালীসুলভ উদারতায় এবং নিজে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা মাইনরিটি হয়েছিল শাসনতন্ত্র পরিষদে- সেই বাঙালীকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ও হচ্ছেঃ সে মুসলমান কি না। অদৃষ্টের পরিহাস বটে!

পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বা হয়েছে কার কাছে? যে পাঞ্জাবী সৈন্য লুটতরাজ করে, নিরীহ নিরস্ত্রকে হত্যা-খুন করে, জুলুমের চাকা নির্দয় চালিয়ে যায়, বোনকে ভাইয়ের সামনে বলাৎকার করে- এমন জন্তুর কাছে। পশু ইসলামের ফর্মাবরদার। আর আমি আমার ভালমানুষিয়ানা এবং উদারতা নিয়ে মুসলমান নই। অদৃষ্টের পরিহাস বটে।

ভাইবোনেরা আমার, আমাদের ভালুমানুষিয়ানার দাম দিচ্ছি। বড় চড়া দাম। রক্ত অশ্রু অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা প্রাণের বিনিময়ে- বড় চড়া দাম। অথচ বাংলাদেশের পাটচাষী তার ফসলের দাম পায় না। রোদে-বৃষ্টিতে অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাদের আবাস জীর্ণ কুঁড়েঘর। ভরপেটে দু'বেলা অন্ন তাদের কাছে স্বপ্ন। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবে না, যেহেতু কূলকিনারা অসম্ভব। সেই পাটে আদমজী ইস্পাহানীরা শুধু ধুনকুবের হয় না, ঐ ফসলজাত বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা অস্ত্রে সজ্জিত হয় পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী। সেই অস্ত্র আজ আমাদের বুকে বিঁধছে। ভালমানুষিয়ানার দাম এইভাবে দিতে হয় কি না? কেউ কোথায় দিয়েছে?

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভালমানুষিয়ানা ও সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। আজও তার কামাই নেই। পূর্বে আমাদের তারা বাঙালী হতে দেয়নি। মুসলমান বানানোর চেষ্টা নিয়েছে। এর উপর ফিরিস্তি আজ দেয়া সম্ভব নয়। আপনারা জানেন। মিসর, ইরান, তুরানে মুসলমান থাকতে পারে- মিশরী ইরানী তুরানী হয়েও। কিন্তু আপনি আমি বাঙালী হলে আর মুসলমন থাকতে পারি না। শোষণের চাকা সদা সচল রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার কিছু দেশী দালাল সব সময় এই দাগাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করতে জিন্না সাহেবের পর্যন্ত এতটুকু বাধেনি।

ওদরে জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। তাই তো হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মাদারীর পুরাতন খেল চালু করতে ওদের কসুর নেই।

পঁচিশে মার্চের রাত থেকে নেকড়ের মত যখন বাংলদেশের নিরীহ-নিরস্ত্রের উপর পোষা জন্তুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তারা জাতির্ধম নির্বিশেষে বাঙালী হত্যা করতে লাগল। মনে রাখবেন, এই হত্যা খুচরা

নয়। পাইকারী। কতলে আ'ম! ধর্ম ছাড়া আরও হাজার রকম মানবিকতার মিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা মধ্যে বর্ণের দিক থেকে এক। দেখতে একই রকম। পঁচিশে মার্চ থেকে নামটা উচ্চারণ করতে ঘৃণা হয়, টিক্কা খান ও অনুচরেরা বাঙালী ধ্বংস করতে নামল। এক মাস পরে যখন নিজেদের কৃতকর্মের চেহারা ওরা দেখতে পেল, তখন আবার সেই পুরাতন ফন্দি-সাম্প্রদায়িকতায় ফিরে গেল। প্রথম কিস্তি, হিন্দু মুসলমানকে নির্যাতন করছে, তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। কিন্তু শয়তানের জন্মগত খাসলৎ অভ্যাস কি সহজে যায়? জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফন্দি পুনরায় চালু হলো। এবার বেছে বেছে হিন্দু হত্যা, হিন্দুর গৃহদাহ ওরা শুরু করল। তাই বলে কেউ মনে করবেন না, মুসলমানদের তখন টিক্কা খান ভগ্নিপতির আদরে আপ্যায়িত করছিল। হিন্দুর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে, মুসলমানের ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে। তফাৎ এতটুকু। বাঙালী ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে পাঞ্জাবী মুসলমান (হায় মুসলমানদের নামধারী!) সেনারা এতটুকু নড়েনি। কৌশল বদলেছিল, নীতি যথারীতি অব্যাহত । এইভাবে মুসলমানদের কাছে গোঁসাই ঠাকুর সাজার ফন্দি। নিজেদের অপরাধের বোঝা হাল্কা করার অপচেষ্টা ওরা নিয়েছিল। এইভাবে আমার মৃত সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চলে।

কিছুটা সফল হলো বৈকি পাঞ্জাবাগত এই হানাদারের দল নেজামে ইমাম ইসলাম, জামাতে ইসলামীর ধর্মান্ধ পশুর দল যারা এতদিন গণঅভ্যুত্থানের সামনে কেঁচোর মত মাটিতে মিশেছিল, তারা তাদের মিলিটারী আব্বাজানের ডাকে এবং উৎসাহে কেউটের মত তৎপর হয়ে উঠল। নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামীর গুণ্ডারা বাঙালী নয়। পাঞ্জাবী মিলিটারীরা সত্যি ওদের বাবা ও বাপজান। নচেত বাংলাদেশের মাটিতে জন্মে, বাংলার মা-বোনের বেইজ্জতি দেখেও ওরা কীভাবে মিলিটারীর সঙ্গে হাত মিলায়? যারা দেশকে বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে পারে, তারা মা-বোনকেও বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে সক্ষম। বাংলাদেশের যুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক-আশা করি এই কথাটা স্মরণ রাখবেন।

কিন্তু সকলেই তো নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর অনুচর নয়। সাড়ে সাত কোটির মানবজননী বাংলাদেশের কি সাচ্চা সন্তান নেই, জন্মভূমির অপমান যাদের বুকে যন্ত্রণার ঝড় তোলে; দেশের চাষীমজুর ও অন্যান্য সকলের দুঃখ-কষ্ট যাদের বিচলিত করে। তারা এগিয়ে এসেছে বৈকি। শুধু এগিয়ে আসেনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাতিয়ার হাতে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকান। কতো সামরিক অফিসার নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল, পুলিশ ভায়েদের গৃহসুখ , স্নেহমমতা ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। জন্মভূমি প্রেমের বেদীতে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। আর আছে আমাদের দেশের তরুণেরা-যাদের অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছেলে। নিজেদের সকল সাধ-আরাম-আয়েস হারাম ভেবে যারা সৈনিকজীবনের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। হিন্দু-মুসলমান এখানে এক-কাতার। যে বিভেদ মারফৎ বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ বছরের পর বছর শোষণ করেছে, তা মুছে দিয়ে এক-কাতারে দাঁড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান। নতুন বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। নতুন আদর্শের প্রদীপ জ্বালিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। সেই প্রদীপের শিখা-রোশনাই অনির্বাণ রাখার দায়িত্ব আমাদের, আমার যারা ঠিক লড়াইয়ের ময়দানে নেই, তারাও জন্মভূমির মুক্তিসংগ্রামে শরীক। মনে রাখবেন, এই লড়াই সর্বাত্মক লড়াইয়ের পর্যায়ে পড়ে। আজ আমরা প্রত্যেকেরই সৈনক- হাতে হাতিয়ার থাক বা না থাক। পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি সামগ্রী যে কেনেনা সেও লড়াইয়ের ময়দানে আছে বৈকি। শত্রুক সেও ঘায়েল করছে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। যে পাটচাষী পাট চাষ করে না, ধান চাষ করে সেও লড়াইয়ে শরীক। কোন সভ্য দেশে নজীর নেই, দুশমনেরা আমাদের প্রতিটি বাজারে চাল-ডাল ধ্বংস করে দিয়েছে, যেন আমাদের অন্ন না জোটে এবং দুর্ভিক্ষ আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়- যার ফলে গোলামি আমরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেব। এই চালেঞ্জ-তালু-ঠুকা-স্পর্ধার মোকাবিলা করছে সেই চাষী যে প্রচুর পরিমাণ ফসল ফলানোর চেষ্টায় কোমল বেঁধেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা যাতে শত্রু না পায় তার জন্যে সতর্ক-সে পাট করছে না। এই কৃষক কোন সৈনিকের চেয়ে কম নয় যদিও স্রেফ কাস্তেধারী, অস্ত্রধারী নয়। এমনিভাবে জন্মভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হতে পারি।

আমরা লড়ব বৈকি। যতদিন একটি হানাদার সেনা (আশ্চর্য, এগুলো আবার ধর্মে মুসলমান) আমাদের জন্মভূমির মাটির উপর থাকবে ততদিন আমাদের সংগ্রামের বিরতি নেই। বৃটিশের শিকল ছিঁড়ে আমরা গোলামির নতুন জিঞ্জির পরেছিলাম- এতদিন পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী যাকে ইসলামী জেওর বা অলঙ্কার বলে জাহির করেছে। সেই জিঞ্জির ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে। আমার আর ধোঁকাবাজির শিকার হবো না।

আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ব- যেখানে শোষণ চিরতরে নির্বাসিত- যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মেহনতের দাম পায় যথাযথ মর্যাদায়- যেখানে জাগতিক অসহায়ত কারো মনুষ্যত্বের বিকাশ-পথে বাধা নয়। আমরা গড়বো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত শ্রেয়বোধ প্রিয়বোধে দীপ্ত খাড়া শিরদাড়াঁ নাগরিকের কলকণ্ঠঙ্কৃত নতুন বাংলাদেশ। জয় বাংলা ।

(শওকত ওসমান রচিত)

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গত ২৫শে মার্চ রাত ১২টা থেকে বাংলাদেশে যে আন্দোলনের শুরু হয়েছে, সে আন্দোলন আমাদের মুক্তির আন্দোলন, সে আন্দোলন আমাদের বাঁচার আন্দোলন, স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বর্বর জঙ্গীশাহী সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমাদের বুকের রক্ত শোষণ করে আমাদের সোনার বাংলাকে নিঃস্ব করে তার বুকে মেরেছে ছুরি। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের শস্য-শ্যামলা মাকে তারা পরিয়েছে শ্বেত বসন, মাঠের ফসলে জঙ্গীশাহী বিমান থেকে ফেলেছে বিষ। আমাদের ঐতিহ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকদেরও তারা রেহাই দেয়নি। বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্রদেবকে বিছানা থেকে পথে টেনে এনে জঙ্গীশাহী তাঁর বুকের উপর করল বেয়নেট চার্জ। এমনি করে মারা হয়েছে মনিরুজ্জামানকে ও আরো অনেককে। জগন্নাথ হল, ইকবাল হলের ছাত্ররা রাত ১১টার দিকে নিদ্রামগ্ন ছিল। সেই অসস্থায় তাদের উপর চালান হয়েছে মেশিনগান। ঘুম থেকে তারা উঠতে পারেনি। যখন তাঁরা পড়াশুনা করে ঘুমিয়েছিল তখন তাদের মনে ছিল কত আশা, কত স্বপ্ন। কিন্তু না, তারা সেই যে ঘুমিয়েছিল- সে ঘুম তাদের আর ভাঙ্গেনি। তারা আর ঘুম থেকে ওঠেনি, আর উঠবেও না কোনদিন। রোকেয়া হলে রাত ১২টায় জ্বালিয়ে দিল আগুন। ঘুমন্ত হল আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। আরো কত হাজার হাজার মানুষকে এই হিংস্র জানোয়ারদের বর্বরতার শিকার হতে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ভাবতে পারেন? কল্পনা করতে পারেন? কি নির্মমভাবে জঙ্গীশাহী আমাদের রক্ত দিয়ে আমাদের জন্মভূমিকে রক্তস্নান করিয়েছে?

হিংস্র পশুর মত টিক্কা খান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের উপর ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে। দম্ভভরে বলেছিল জঙ্গীসর্দার ইয়াহিয়াকে ‘‘আমার হাতে ক্ষমতা দাও, আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করে দেব।’’ হ্যাঁ, নেমেছিল সে তার সবটুকু ক্ষমতা নিয়ে, কিন্তু পেরেছিল কি? পারেনি, পারবেও না। ২৪ ঘণ্টা অতীত হয়ে কতদিন পার হয়ে গেল তবুও পারেনি। শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেয়ে হাল ছেড়ে পালিয়ে গেল। এবার আর এক মিরজাফর

ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসেছে গদিতে। দেখা যাক ক'দিন এর আয়ু? এই ক'দিনেই ডাঃ মালিকের অবস্থা হয়েছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

যাক সে কথা। জঙ্গী সরকার যেভাবে আমাদের অগণিত মা-বোনদের নিঃস্ব করে গৃহছাড়া করেছে আমাদের ভাইকে হত্যা করেছে, আমাদের বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে-সেই হানাদারদের আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতেই হবে। আজ আমাদের দেশে যে সংগ্রাম চলছে সে হল মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অর্থাৎ নারীদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যেমনভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছে আমাদের ভাইয়েরা। ভাইয়েদের সাথে আমাদের হাতে হাত মেলাতে হবে। এখন দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আজ ঘরে বসে থাকলেও চলবে না। আমাদের ভূমিকা আমাদেরকেই পালন করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রী বোনদের কাছে আমার আবেদন, তোমারা এস- এগিয়ে এস- আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের ভাইয়ের মত আমরাও মেশিনগান-মর্টার হাতে নিয়ে শত্রুনিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি। আমাদের এগিয়ে আসতেই হবে। বোনেরা আমার এগিয়ে এস। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমরা কেন ঘরে থকব? মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তোমরা কেন ঘরে থাকবে? পথে নামো। আজ আমাদের ঘরে থাকার দিন নয়, আমাদের সামনে আজ বহু কাজ। ঝাঁসির রানীর বাহিনীর মত আমাদেরকেও সেনাবহিনী গঠনে অগ্রণী হতে হবে। আমাদেরকে নার্সিং-এ অংশগ্রহণ করতে হবে আহত ভাইদের সুস্থ করে তাঁদেরকে আবার দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনে পাঠাতে হবে। যেদিন দেশমাতৃকাকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করতে পারব- সেদিন আবার আমরা আমাদের ঘর আলোকিত করব-আবার স্বপ্নের জাল বুনব। শুধু বোনদেরই এগিয়ে আসলে চলবে না। মায়েদেরও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। মায়েরা তাঁদের সন্তানকে উৎসাহিত করবেন এই মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই সংগ্রাম আমাদের সকলের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে আমাদের সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় আমাদের হবেই। আমাদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।

(মিস ডলিনাথ রচিত)

সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাংলাদেশ

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

.... সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পকিস্তানের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর যাবৎ পশ্চিম শাসক ও শোষক গোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বার বার শুধু জনগণের কণ্ঠই রোধ করেনি অধিকন্তু জনগণের অন্তরে আশা ও ভাষার মূর্ত প্রতীক নির্ভীক মুখপত্রগুলোর উপরও চালিয়েছে বিবেকহীন ধারলো কাঁচি।

১৯৯৪ সন থেকেই পশ্চিমা শাসক ও শোষক গোষ্ঠী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই পথটি বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, নিজস্ব স্বার্থে তারা জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির উপরও জঘন্য হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশ তার অনন্য শিকার। আর সেই শাসকচক্র বাংলাদেশে তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক দালাল গোষ্ঠীর মতোই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কিছু তোষামদকারী ও চাটুকারের দল খুঁজে পেয়েছিল। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ

করার জন্য তারা সব সময়ই জনগণের স্বার্থকে নিদারুণভাবে বলি দিয়ে গেছে। অপরদিকে স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর দিয়ে যারা শোষিত জনগণের অন্তরের কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলো, তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও চরম দারিদ্র।

বিগত চব্বিশ বছরে বাংলার জনগণের প্রিয় মুখপাত্র দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও জনতার আরো কয়েকটি পত্রিকা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সেদিনকার সে দুরবস্থা কোনদিনই ভোলার নয়। তবু তারা হার মানেনি কোনদিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে- সকল প্রকার দুঃখ-দারিদ্র, জেল-জুলুম, অন্যায় ও নির্যাতনের কাছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁরা ছিল একাত্ম এবং সোচ্চার। অগ্নিক্ষরা ছিল তাঁদের লেখনী।

সরকারী বিধিনিষেধ, জেল-জুলুম এবং সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াও পশ্চিমা শাসক ও শোষক পদলেহী বিছুসংখ্যক এদেশীয় পত্রিকার মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক তাঁদের প্রভুদের চেয়েও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ক্ষেত্রে অনেক বেশী বর্বরতার পরিচয় দিয়েছেন।........ তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবরসহ প্রায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। মালিকপক্ষ ছাড়াও বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কয়েকজন লোক অপ্রয়োজনীয় আগাছার মতো সম্পাদকের আসন গেড়ে বসে আছেন- যারা সবসময়ই জাতীয় স্বার্থ, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সর্বপ্রকার শোষণ, শাসন ও নির্যাতন চলাকালেও একতা, সংহতি ও ইসলামের জিগীর তুলে বাঙালী জাতির ন্যায্য অধিকারকে নির্দয়ভাবে চাপা দিয়ে গেছেন।.......

এছাড়া বাংলাদেশের বাইরে- পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব সম্পাদক এবং সাংবাদিকই ‘পাকিস্তান টাইমস’ এর দীর্ঘস্থায়ী সম্পাদক জেড, এ, সুলেরীর চেয়ে গুরুত্বের দিক থেকে কোন অংশেই কম নয়। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি তার লেখনীতে সর্বপ্রকার ছলা, কলা ও ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে কোনদিন কার্পণ্য করেননি।

সারা বাংলাদেশ আজ একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে মুক্তির লাখো কোটি মশাল। তার আগুন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার দিকে দিকে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অগণিত বাঙালী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীর দল। তারা প্রত্যেকেই আজ এক-একটি মুক্তিসেনায় পরিণত হয়েছে। জীবনকে বাজি রেখে তারা লড়ে যাচ্ছে মুক্তির জন্য। দুর্জয় সাহসে অপ্রতিরোধ্য গতিতে শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। সে আক্রমণে পশ্চিমা জঙ্গীশাহীর তখতে তাউস কেঁপে উঠেছে।

এ মুহূর্তে কি করছেন শত্রুকবলিত আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিকরা? কি আজ তাদের নৈতিক এবং ঐতিহাসিক দায়িত্বে? বিবেকসম্পন্ন মননশীল সেসব সাংবাদিককে কোনকিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও ছিল একটি সংগ্রামী ভূমিকা। কিন্তু আজ যখন তারা সম্পূর্ণ পরাধীন-বিবেক যেখানে বিধিনিষেধের বাহুল্যে ক্ষতবিক্ষত- চোখের সামনেই যেখানে ২৫শে মার্চের পর একমাত্র বাঙালী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা বলেই Eastern News Agency- কে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ENA ছাড়াও দি পিপল, সংবাদ, স্বরাজ, বাংলার মুখ, একতা, স্বাধিকার, বাংলার বাণী, গণশক্তি, গণবাণী, হলিডে, এক্সপ্রেস ও আরও অনেকগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙালী জাতীয়তাবাদ, আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও তাদের সংবাদকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এহেন অন্যায়কে তারা কিভাবে সহ্য করে যাচ্ছেন? শুধু তাই নয়- হানাদার এহিয়া সরকারের সর্বৈব মিথ্যা সংবাদ কিভাবে তারা দিনের পর দিন প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন? আমরা জানি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা। তবুও বলবো, আজ যারা বাংলাদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণ এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তারা তাদের

চেয়েও কি মানসিক দুরবস্থায় আছেন। হার না মানা সেসব বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিকরা তো মরে যান নি! মুক্তিপ্রত্যাশী সেসব সাংবাদিকরা দুর্বার আকাংক্ষা নিয়ে এখনো জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও মনোবল যোগানোর জন্য লেখনীতে অগ্নি ঝরিয়ে যাচ্ছেন। বাঙালী জাতি তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা কোন দিনই ভুলে যাবে না। মুক্তিসংগ্রামে তাদের অমূল্য অবদান অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালী জাতির সংগ্রামী চেতনার এবং ইতিহাসে ।

পশ্চিমা হানাদার বাহিনী- যারা পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন- যাদের আক্রমণে ১৪ লক্ষ নিরস্ত্র লোক নিহত- যাদের অত্যাচকারে ৯০ লক্ষ নিরপরাধ, নিঃসহায় মানুষ নিজেদের আবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে- তাদের ক্ষমা নেই। বাঙালী জাতি তার সমুচিত প্রতিশোধ নিতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু তাই নয়- বাংলাদেশের যেসব পত্রিকা মালিকপক্ষ ও সাংবাদিক গোষ্ঠী আজো সেই নরঘাতক ঔপনিবেশিক সরকারের নারকীয় কার্যক্রমকে সহায়তা করছেন এবং মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন তাদেরও ক্ষমা নেই। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। এর যথাযোগ্য প্রতিদান তারা পাবেনই। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনদিনই তাদের ঠাঁই হবে না। আত্মশুদ্ধি এবং দোষ স্খলনের পথ এখনো খোলা আছে। আমরা তাদের সংগ্রামী আহ্বান জানাই তারা যেন হানাদার এহিয়া সরকারের তাঁবেদারী ও দালালী ত্যাগ করে, এখনো জনগণের মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসেন।

বাঙালী জাতি হানাদার জঙ্গীশাহীর কোন প্রকার চাতুরিতেই আর বিভ্রান্ত হবে না। তারা জানে বাংলাদেশে অসামরিক পুতুল সরকার নিয়োগ, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও আলোচনার জন্য ভারত সবকারকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে তাদের আন্তরিকতা ও সততা কতটুকু আছে। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই হচ্ছে বাঙালী জাতির শেষ কথা! বাঙালী জাতি তাদের জীবনে আর কখনো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না, বরং পশুশক্তির সমূলে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তাদের বজ্রকঠোর শপথ। সে সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিদীপ্ত বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিক শ্রেণীই বা কেন পিছিয়ে থাকবেন। বাঙালী জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আজ যখন সে দিন অত্যাসন্ন তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিনা দ্বিধায় তাদের এগিয়ে আসা উচিত। পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান মুক্তিসূর্যের দীপ্ত আভাস ফুঠে উঠেছে। তাকে জীবন্তভাবে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার অনেকটা দায়িত্বই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর ন্যস্ত।

(গাজীউল হাসান রচিত)

আমরা তাদের ভাতে মরবো

১অক্টোবর, ১৯৭১

রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে দিয়ে জিন্না এভিন্যু হয়ে ফকিরাপুল আমার গন্তব্যস্থল। রেলওয়ে হাসপাতাল পেরিয়ে শ'দুয়েক ফুট যাওয়ার পরই রাস্তার ডান দিকের টেলিফোন ভবনের স্থানে মেশিনগানের ট্রিগারে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা কয়েকজন সৈনিক দৃষ্টিগোচর হবে। জানোয়ারের রুক্ষ হিংস্রতা নিয়ে তারা অদৃশ্য শত্রুর দিকে নিশানা করে রয়েছে। এ ছাড়াও টেলিফোন ভবনের চারদিকে প্রকাশ্য ও গোপন জায়গা থেকে প্রহরারত রয়েছে আরও শ'খানেক সৈনিক। দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারা সশস্ত্র। কিন্তু টেলিফোন ভবনের মূল ফটকে অস্ত্রের সমাবেশ বেশী চোখে পড়বে না। সেখানে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল হাতে কয়েকজন অবাঙালী মোহাজের

রাজাকারকে দেখা যাবে। তাদের চোটপাট দেখার মতো। টেলিফোন ভবনে ঢুকতে প্রত্যেককেই তল্লাশী করা হয়। শার্টের কলার থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে নিষ্ঠার সাথে বোমা, অটোমেটিক সমরাস্ত্র, এসিডের বোতল রয়েছে কিনা পরখ করে দেখা হয়। এ টেলিফোন হাউজ তাদের রক্ষা করতেই হবে। কারণ এ ভবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হলে পশ্চিমের সাথে পূর্বের তার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা বিকল হলে একমাত্র ভরসা থাকবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ওয়্যারলেস সিস্টেম। আমি বাসা থেকে যে রিকশায় উঠেছিলাম তার চালকের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ দাড়ির অর্ধেকেরও বেশীতে সাদা ছাপ লেগেছে। রিকশায় উঠে বসার পরেই হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস কজরলেন, ‘‘বলতে পারেন সাহেব, এটা কার দেশ?’’ আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। রিকশাওয়ালার বললেন, ‘‘এটা হারামজাদা বদমাশ পাঞ্জাবীদের দেশ, না মানুষের দেশ?’’ আমি চারদিকে তাকিয়ে আস্তে কথা বলতে অনুরোধ জানালাম। বুড়োর দু’চোখে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে। বুড়োর কাহিনী হলোঃ পাঁচদিন রিকশা চালিয়ে সঞ্চয় করেছিলেন তের টাকা। একটি ছোট্ট কাপড়ের থলেতে তার জীবনের নিঃশ্বাসের মতো মূল্যবান সঞ্চয়গুলো গোপন করে রেখেছিলেন। মালীবাগের কাছে মোড়ে এক পাঞ্জাবী বর্বর সৈন্যের লোভের লুটেরা হাত তার সে সঞ্চয় কেড়ে নিয়ে গেছে। বুড়ো বললো, ‘‘হারামজাদাটি আমার রিকশা থামিয়ে আমার কাছে টাকা চায়। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রথমেই রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। আমার মুখের দিকে তাকালে চোর-ডাকাতের মনেও দয়া হতো। কিন্তু তার মনে দয়া নেই। আবার রাইফেল উঠানোর পর থলে থেকে আমার সঞ্চয় তাকে দিয়ে দেই। বলতে পারেন সাহেব, আর কতদিন এ ভাবে চলবে? আল্লার গজব পড়বে না। তাদের ওপর! আল্লা আর কত সহ্য করবে? হে খোদা, তাদের ওপর তোমার গজব নাজেল করো।’’ বুড়ো এরপর থেমে গিয়ে একমনে রিকশা চালাতে শুরু করলেন। এ তো শুধু বুড়োর অভিযোগ নয়। রাস্তা থেকে পথচারীদের হাতের ঘড়ি খুলে নেওয়া, পকেট হাতড়িয়ে টাকা-সিগারেট বের করে নেয়া তো সাধারণ ব্যাপার। একটি দেশের বাহিনীর নয়, নিকৃষ্টতম লুটেরা ছ্যাঁচড়া চোরেরা পর্যন্ত এ ধরনের লুটতরাজ করে না। সৈন্যদের দূর থেকে আসতে দেখলেই হাতের ঘড়ি, চোখের গগলস খুলে পকেটে লুকিয়ে রাখা তো সাধারণ ঘটনা। দু-এক টাকার বেশী পকেটে নিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় না।

টেলিফোন ভবনের সামনে আসার পর দেখলাম একটি কিশোরের দেহ জনৈক রাজকার তল্লাশী করছে। কিছু না পেয়ে পকেট থেকে কলম নিয়ে ক্যাপ খুলে নাকের সামনে তুলে তা পরীক্ষা করে দেখলো। উর্দুভাষী লোকজন এ অপমানজনক তল্লাশী ব্যবস্থা থেকে নেহাই পাচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো তারাই। তারাই মালিক-মোখতার।

এ টেলিফোন ভবনের অভ্যন্তরে ২৫শে মার্চ রাত বারটায় এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। রাত বারটা বাজার কয়েক মিনিট আগে হিংস্র হায়েনার ক্ষিপ্রতা নিয়ে একদল রক্তলোলুপ এ্যালসেসিয়ান টেলিফোন ভবনের কণ্ট্রোল রুমে ঢুকে পড়ে। কন্টোল রুমে কয়েকজন বাঙালীর ডিউটি ছিল। বাইরের হত্যাকাণ্ডের খবর সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন রাতেও তারা ডিউটি করছিলো। আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক যা করার সে কাজই করছিলো। হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে রক্তখেকো কুকুরগুলো সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই মনে করে কয়েকজন কর্মী কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রপাতি চোখের পলকে যতদূর সম্ভব বিনষ্ট করে দেয়।

এর ফলেই ঢাকা শহরের সব বেসামরিক টেলিফোন ২২ দিনের মতো অকেজো ছিল।

হঠাৎ কি মনে করে গুলিস্তান এলাকায় রিকশা ছেড়ে দেই। দিনের বেলাও চারদিকে থমথমে ভাব। এখানে কয়েকটি পশ্চিম পাকিস্তানী রেডিমেড শার্ট বিক্রির দোকান রয়েছে। দু-একটা দোকান ঘুরে দেখলাম। মালিক মুখে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। বিক্রি নেই। একজন দোকানদারের সাথে পরিচয় ছিল। তাই কণ্ঠে সহানুভূতির

রেশ নিয়ে বেচাকেনার খবর জিজ্ঞেস করলাম। উর্দু ভাষা ব্যবহার করলাম। কারণ উর্দুভাষী দোকানদারদের সাথে বাঙালীর বাংলা ভাষায় কথা বলাও প্রায় দেশদ্রোহিতার শামিল। কোন অবস্থাতেই অধিকৃত এলাকায় বাঙালীত্ব প্রকাশ পায় এমন কিছু করা হারাম। প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে।

'বেচাকেনা কেমন চলছে' প্রশ্নের উত্তরে দোকানদার যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে-কোন বাঙালী পাকিস্তানী কাপড় কেনে না, আর অবাঙালীরাও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অর্থ ব্যয় করতে চাচ্ছে না।

এরপর গেলাম বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়ামের একটি শাড়ির দোকানে। দোকানদার বললো, তাঁতের শাড়ি কিছু বিক্রি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাড়ি সারা দিনে একটিও বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ।

দখলীকৃত এলাকার আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোটি কোটি বাঙালী ইয়াহিয়াশাহীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের এমনি প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছেন। এমনিভাবে কোটি বাঙালী জনতা বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদগাতা শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান 'আমরা তাদের ভাতে মারবো' বাণীকে বাস্তবায়িত করছেন।

('ইলিয়াস আহমদ' ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

যুদ্ধই একমাত্র পথ

১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন তারা শত্রুর সঙ্গে লড়ছে পাঞ্জা। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। একই সঙ্গে বাঙালীরা ইতিহাসের এ-সত্যও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কোন স্বাধীনতাই অল্প কয়েকদিনের যুদ্ধে অর্জন করা যায় না। কোন দেশে কোন কালে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং আমাদের আবেগ যতই তীব্র হোক না কেন, সত্যকে, অভিজ্ঞতাকে, বাস্তবকে, যুক্তিকে, অস্বীকার করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে, আমরা প্রচণ্ড আবেগে বার বার মনে করেছি দু-একদিনের মধ্যেই আমরা সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারবো, কিন্তু এখন আমরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, যুদ্ধের বাস্তব কলাকৌশল শিখেছি, এখন আমরা যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছি-তাই আমরা জানি যুদ্ধ শুধু আবেগের ব্যাপার নয়, যুদ্ধ যুক্তির ব্যাপার, পরিশ্রমের ব্যাপার, বুদ্ধির ব্যাপার, জীবন উৎসর্গ করার ব্যাপার। শুধু আবেগ থাকলেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। কারণ তাহলে এতদিনের বাংলাদেশে হানাদারদের অস্তিত্ব থকতো না। যুদ্ধ শুধু অস্ত্রেরও ব্যাপার নয়, কারণ তাহলে এতদিনের মধ্যে হানাদাররা নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করে দিতে পারতো, আমাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে তারা এতো দিশেহারা হয়ে পড়তো না। যুদ্ধজয়ের জন্য পারিপার্শ্বিকতার সাহায্য লাগে। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মাটির সমর্থন, যে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মানুষের সমর্থন- এ দুটোই হানাদারদের বিরুদ্ধে, আর এ দুটোই আমাদের পক্ষে। কিছু পিছনে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো যে, যুদ্ধ করার জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি নেইনি। আমরা ধারণা করেছিলাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের পাওনা আদায় হবে। দেশের লোক বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দিয়েছিল। শেখ মুজিব আশা করেছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনাসাধারণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশবাসী সেই আশাই করেছিল। দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি যে, ধীরে ধীরে তারা এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার

হতে যাচ্ছে। সে কথা বুঝতে পারলে আমরাই সর্বপ্রথম তাদের ওপর আঘাত হানতে পারতাম। সমস্ত পরিস্থিতিই আমাদের অনুকূলে ছিল। বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ও বাঙালী সৈন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেখ মুজিব সেনানিবাসে আবদ্ধ পাকিস্তানী, সৈন্যবাহিনীকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ, যশোরের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ ও রংপুর-রাজশাহীর পরিস্থিতি ও যুদ্ধ এবং সিলেটের পরিস্থিতিও যুদ্ধ যাঁরা দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারকারীদের ধ্বংস করার জন্য কেবল প্রয়োজন ছিল পূর্বপ্রস্তুতির। উপযুক্ত প্রস্তুতির নাম অর্ধেক যুদ্ধজয়। চট্টগ্রামের সেনানিবাস থেকে ২৫শে মার্চের আগেই শত শত বাঙালী সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেয়া হয়, বহু বাঙালী সৈন্যের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। অথচ সে পথ বন্ধ করতে পারলে, চট্টগ্রামে ও চালনা বন্দরে দূরপাল্লার কামনা বসাতে পারলে ও বিমানবন্দর দখল বা অকেজো করে দিতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু আমরা কেন তা করিনি? কেন আমরা হানাদারদের তৈরি হওয়ার সুযোগ দিলাম? কেন আমরা অসহায়ের মতো তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হোলাম? এর তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের মতো আশা করেছিলো আলোচনাই একমাত্র পথ।

আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক শাসকবৃন্দ এবং সামন্তপ্রভূ ও বড় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে শোষণ করা বন্ধ করতে পারে না। ছয়-দফা বাস্তাবায়িত হলে শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যেতো। শেখ মুজিব বার বার চেয়েছিলেন যে-কোন প্রকারে হোক বাংলাদেশকে আর শোষণ করতে দেবো না, বাংলাদেশকে শোষণ করার পথ বন্ধ করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের ভক্ত শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব যেমন বলেছিলেন ‘কিসের গোলটেবিল, কার সঙ্গে গোলটেবিল’, আজ দেশের সাধারণ মানুষও বলছে ‘কার সঙ্গে গণতন্ত্র?’ পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রীদের সঙ্গে কি গণতন্ত্রের পথে মিত্রতা করা যায়? তাদের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যুদ্ধ। যারা হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছেন সেই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, শত্রুর সঙ্গে কোনরকম আপোষ করা চলে না। বিশ্বাস করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শত্রুর বিনাশ সম্পূর্ণ না হওয়ার পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা তাই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পেরেছি যে, তারা সবাই দুটি সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। একঃ শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। ‘নিউইর্য়ক টাইমস’ পত্রিকাই বলেছেন, প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হানাদররা ৩ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোঝা যায়। আধুনিক অস্ত্র যেমন এদের রয়েছে তেমনি মনের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙালী-বিরোধী। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বাঙালীরা ছোট জাত, তারা শাসিত হতেই জন্মেছে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। সাধারণ সৈনিকদের এই মজ্জাগত ধারণার জন্যই তারা দুঃসাহসী হয়ে ‘ইয়া আলী’ ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ও এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং আমাদের সাহসী বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার পাক- সেনা খতম হয়েছে, পাক-সেনাদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়েছে, তবু জয় নিশ্চিত জেনেও শত্রুকে খাটো করে দেখা চলে না। দুইঃ শত্রু কোনদিনই অপরাজেয় নয়। কারণ শত্রু রয়েছে অন্যায়ের পক্ষে, অসত্যের পক্ষে, সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। আমরা রয়েছি সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ কোনদিনই পাক-সেনাদের অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন জানাবে না। কিছু দালাল যা গজিয়েছে তা নতুন কিছু নয়। কারণ ফ্রান্সের মতো দেশেও হিটলার মার্শাল পেঁতার মতো বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। সুতরাং দালাল নতুন কোন ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দালালরা আসলে সুবিধাবাদী। হাওয়া ঘুরেছে বুঝতে পারলেই তারা তাদের ভোল পাল্টে ফেলবে। সুতরাং বিদেশে দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থনশূন্য পাক-সেনারা চরমভাবে পরাজিত হবেই।। আঘাতের পর আঘাত হানলে পাহাড়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাসের শিক্ষাই তাই।। সুতরাং আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে।

আজ যারা যুদ্ধ করছে তারা কি কোনদিন যুদ্ধ করেছিল? তাদের কি যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা ছিল? তাদের হাতে কি আগের থেকেই অস্ত্র ছিল? এর উত্তর হচেছ- না। কিন্তু তবু কেমন করে যুদ্ধ চলছে, কেমন করে অস্ত্র এলো? এর উত্তর হচ্ছে- যুদ্ধ করতে চাইলে,স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে চাইলে অস্ত্র এসে যায়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও হয়, যুদ্ধ জয়ও হয়। আলজিরিয়া তর প্রমাণ, ভিযেতনাম তার প্রমাণ। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইচ্ছাটাই বড় কথা।

আমাদের যোদ্ধারা, যুবকেরা বার বার বলেছেন যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিচার করছেন, সে ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন আকর্ষণ নেই। তাঁরা বলছেন, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যাচ্ছি। আমাদের নেতারাও সেই কথা বলেছেন। কারণ, তাছাড়া বাংলাদেশের শোষণ বন্ধ হওয়ার আর কোন পথ খোলা নেই। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ শোষিত হয়েছে। তাদেরকে শোষণমুক্ত করতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। শেখ মুজিব শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার একমাত্র নাম যুদ্ধ। আমাদের যুবকরা প্রাণ দিয়ে শোষণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে আজ বদ্ধপরিকর। দেশের মানুষ চায় বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশে থাকবে, আমরা সবাই সেই টাকা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো। কেউ যেন বলতে না পারে, আমি আমরা ভাগ পাইনি, আমি ব্যথিত, আমি শোষিত। সুতরাং সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে, আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে যারা সাহায্য করবে তারাই আমাদের বন্ধু।

(‘জাফর সাদেক’ ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

কয়েকটি ছবি- একটি ইতিহাস

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

- কি ভাই, কি দেখছেন? ও, ছবিগুলো? আচ্ছা দেখুন। একের পর এক ছবিগুলো দেখে যাচ্ছিলাম আমি।

প্রথম ছবিটি একটা তুলসী গাছের। অবশ্য এতে দেখার কিছু নেই। শুধু উপলব্ধি। ছবিটি তোলা হয়েছিলো ১৩ই এপ্রিল। ময়মনসিংহ শহরের কোন এক হিন্দুপারা থেকে। ক্ষতবিক্ষত একটি দোতলা দালানের পাশে দেখা যাচ্ছে গাছটি, বোবার মতো দাঁড়িয়ে। বাড়িতে কোন লোকজন নেই। হয়তো তাদের সবাই প্রাণ হারিয়েছে পাকস্তানী সৈন্যদের মেশিনগানের গুলিতে। অথবা সবাই প্রাণভয়ে পালিয়েছে ওপার বাংলায় শরণার্থী হয়ে। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছিলো, কেউ আর মাথা নীচু করে, নতজানু হয়ে পূজা দেবে না সকাল -সাঁঝে-তুলসী তলায় বসে প্রার্থনা জানাবে না হরি-মাধবের কাছে আর কোনদিন।

দ্বিতীয় ছবিটি কোন এক নবদম্পতির-মুখোমুখি অবস্থায়। তবে জীবিত নয়, মৃত। হাতে মেহেদীর কাঁচা রং। তরুণের মুখটা থ্যাবড়া হয়ে গেছে-চেনার জো নেই। তরুণীর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে-টকটকে লাল রক্তিম কলজেটা দেখা যায় শুধু! এদের বিয়ে হয়েছিলো ২৪শে মার্চ। আর ছবিটি তোলা হয়েছিলো ২৬শে মার্চ-ঢাকা মিটফোর্ড থেকে। ২৫শে মার্চ। গভীর রাতের নির্জন নিস্তব্ধতায় এ নবদম্পতির মাঝে ছিলো এক মধুময় পরিবেশ। কিন্তু অকস্মাৎ গর্জে উঠলো পশ্চিমা বর্বর সেনাদের কামান। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা। চিরদিনের মতো নিঃশেষ হলো ওদের পরস্পরের সকল চাওয়া-পাওয়া।

তৃতীয় ছবিতে বুড়ীগঙ্গার সীমাহীন জলরাশি। একটি বৃদ্ধ সাঁতরে যাচ্ছেন প্রাণপণে। কিন্তু জানা নেই কোথায় যাবে, কখন যাবে বা আদৌ কোথাও গিয়ে উঠতে পারবে কিনা। ছবিটি ২৯শে মার্চ সকালে তোলা। হয়তো এ বৃদ্ধ ছিল রাজধানীর কোন এক ঝাড়ুদার, সরকারী অফিসের পিয়ন, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী- নতুবা ছিলো বড়দের সরকারী অফিসার কিম্বা কারখানায় মলিক। ইয়াহিয়ার জঙ্গী সেনাদের বেয়নেট ও বুলেট থেকে কোনমতে রক্ষা পেয়ে অতি সন্তর্পণে পালাচ্ছেন। শহর ছেড়ে, তার সর্বস্ব ত্যাগ করে। হয়তো চলে যাচ্ছেন কোন এক দূরপল্লীতে, অথবা অতি কষ্টে দেশ ছেড়ে বিদেশে। যেখানে আর দেখা যাবে না পশ্চিম জল্লাদ বাহিনীর চেহারা- শোনা যাবে না সন্তানহারা জননীর অথবা বেয়নেট উচিয়ে আসবে না কেউ হৃদপিণ্ডটি বিঁধে ফেলতে।

এটি চতুর্থ ছবি। তোলা হয়েছিলো ২৭শে এপ্রিল ভৈরবের পুলের উপর থেকে। ছবিতে অসংখ্য মরা লাশ- ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোতে । কে জানে কতদিন এরা নদীতে ভেসে চলেছে এমনি করে। ফুলে ওঠা বীভৎস দেহ ওদের। কতকগুলো কাক-শকুন বসে আছে এদের উপর।

এর পরের ছবিটি তোলা হয়েছিল কুমিল্লা শহরে। ৪ঠা মে সকালে। ছবিটির একপাশে দেখা যাচ্ছে একদল লোক লুট করছে দোকানের মাল। অপর পাশে খাকী পোশাক পরা একজন লোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছেঃ ঠিক এর পরে ছবিতেও এরাই। ব্যতিক্রম শুধু এ্যাকশনে। কারণ এটিতে লুটেরার দল 'হ্যাণ্ডস-আপ' হয়ে একলাইনে দাঁড়িয়ে। আর সেই ক্যামেরাম্যান স্টেনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে তখনও অপেক্ষমাণ । হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রিগারে চাপ পড়বে। কড় কড় করে উঠবে স্টেনগান। অসহনীয় যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে থাকবে লুটেরার দল। এরপরের দৃশ্যে হয়তোবা এরা পড়ে থাকবে অবাঞ্ছিত আর্বজনার মতো কপালে হাত রেখে। ওদের প্রাণবায়ূ তখন অনন্ত অসীমের সন্ধানে উর্ধ্বগামী।

এবারের ছবিতে ছনের ছাউনি দেয়া একটা ঘর। দুটো কুকুর মুখোমুখি বসে। মনের সুখে লেজ নাড়ছে ওরা। আর একটি ছাগল ওদিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্! এ ঘরটা তৈরি না হলে বেচারা ছাগল আর এ কুকুর দুটো ভর দুপুরের এ কাঠফাটা রোদে কি মুসকিলেই না পড়তো। ছবিটি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি পাক জঙ্গীশাহীর কোন এক অভ্যর্থনা শিবিরের সম্মুখভাগ থেকে নেয়া। কিছুদিন আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এ অভ্যর্থনা শিবির। শত্রু কবলিত ঢাকা বেতার অহরহ মিনতির ফাঁদ পেতে চাইছিলো শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এতোই দুর্ভাগ্য যে, কেউ গেলো না পাক-জঙ্গীশাহীর অভ্যর্থনা কুড়াতে, এতো সাধের শিবিরে এক রাত ঘুমাতে, বিষ মেশানো তাদের দুধ-কলা খেতে।

এ ছবিটি একদল তরুণ রাইফেল হাতে ট্রেনিং নিচ্ছে। চেহারায় তাদের দারুণ জিজ্ঞাসার ভাব। চোখে সংগ্রামের সীমাহীন দীপ্তি। হয়তো এরাই হবে বাঙালী মুক্তিবাহিনী। উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে আক্রমণ চালাবে গেরিলা কায়দায়, নতুবা অবতীর্ণ হবে সম্মুখসমরে। আজ হোক বা কাল হোক বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করবেই এরা। মায়ের বুকে ফিরে আসবে সান্ত্বনা-প্রিয়ার মুখে হাসি। ছবিটি তোলা হয়েছিল বাংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকা থেকে।

এর পরের ছবিতে পাক-তস্করদের ২০টি শবদেহ পড়ে আছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে। বঙ্গশার্দুল মুক্তিসেনাদেরই এ কাজ। হয়তোবা এদের কোন এক গেরিলা ইউনিট লুকিয়ে ছিলো ঝোপের আড়ালে , টহলদার পাক-সেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছিলো ওরা। শত্রুকে সম্পূর্ণ খতম করে ওদের অস্ত্র-গোলাবারুদ দখল করে নিয়ে নিমিষেই উধাও হয়ে গিয়েছিলো ওরা। আর পাক-সেনারা পড়ে রইলো বাংলার কুকুর-শেয়ালের খাবার হিবেবে। ছবিটি তোলা হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনের কসবা এলাকা থেকে।

ছবিগুলো দেখা হলে চলে এলাম আমি। পথে এক পা দু'পা করে হাঁটছিলাম, আর ভাবছিলাম শুধু ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, সে অনেক কথা! হয়তো বন্ধুটি ক্যাপশন লিখবে ছবিগুলোর। এরপর তার এ্যালবামে সাজিয়ে রাখবে একে একে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে। এরপর চলে যাবে এক বছর, দু'বছর- দশ বছর, বিশ্ব বছর বা আরও কয়েক বছর। কিন্তু ছবিগুলো? এগুলো ঠিকই থেকে যাবে এ্যালবামে। এরপর হঠাৎ একদিন এ্যালবামটা পড়বে বন্ধুটির কোন এক ভবিষ্যৎ বংশধরের হাতে। সে ছবিগুলো দেখে যাবে, তা থেকে শিক্ষা নেনে- তরে ঠিক ছবি হিসেবে নয়, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হিসেবে।

(জাহাঙ্গীর আলম রচিত)

মুক্তি সংগ্রামে মায়ের প্রেরণা

৪ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলেই মায়েদের সভা ডাকা হয়েছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলছিল সভার কাজ। একে একে সবাই বিদায় নিয়ে গেলেন। সারাদিনের খাটুনিতে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। টেবিলের উপর মাথাটা রেখে চোখ বুজেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি আনুর মা ভাবী এসে দাঁড়িয়েছেন আমার টেবিলের কাছে।

আমাকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে দেখে বললেন, ''মাথাটা ধইরছে বুঝি, টিইপ্যা দিমু।'' হেসে বল্লাম, ''না, তেমন কিছু না, ও এমনি সেরে যাবে ।'' ''না না সরম কইর না, খাড়নী পইড়ছে ধরব না ক্যান।'' আনুর মা ভাবী সত্যি সত্যি হাত লাগাতে আসছে দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বললাম, ''তেমন কিছু মাথা ধরেনি। সভা শেষ হবার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। যাক ওসব। আচ্ছা ভাবী সভা তো হলো। সবাইকে বললাম এবং সবাই স্বীকার করলেন প্রত্যেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের জন্য কাপড়, জামা , কাঁথা সেলাই করে দেবেনে। সত্যি, হবে তো?'' ''অইব না মানে? আইজ থাইক্যা হগলে ল্যাইগা যাইব। মুক্তিবাহিনীর ছাওয়ালগুলা আমাগো ছাওয়াল না? ছাওয়ালগো বাঁচান আমাগো ফরজ না?'' একটা গর্বিত দীপ্তিতে আনুর মা ভাবীর মুখখানি ঝলমল করে উঠল। মাতৃত্ব ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে। বিস্মিত হলাম এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলার তেজস্বিতায়, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদে। একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা ভাবী, আনুর কোন সংবাদ পেয়েছ?" আনোয়ার ওরফে আনু ভাবীর একমাত্র ছেলে। আর একটি ছেলে ছিলো, নাম হাবিব। কারখানায় কাজ করতো। এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে দু'বছর আগে। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে, যার যার স্বামীর বাড়িতে থাকে। আনুই ছিল ভাবীর কাছে। বোশেখের শেষের দিকে বিয়ে ঠিক হয়েছিলো একটা লক্ষ্মী মেয়ের সাথে। সে বিয়ে আর হতে পারেনি। এরই মধ্যে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বাংলাদেশের উপর চালিয়েছে নারকীয় আক্রমণ। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে সারাটা দেশ। যে মেয়েটির সথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে খুনী পাকসেনা। মেয়েটির কোন হদিস নেই। আনু তার মাকে নিয়ে চলে এসেছে মুক্তাঞ্চলে, তার মামার বাড়িতে। এখানে এসে আনু শুধু ছটফট করতো আর বলতো, ''মা , আমাকেও কিছু করতে হবে।''

ভাবী প্রথমে ছয় পেতেন, আনুকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন- ''আমাকে দেখাই তোর এখন ফরজ কাম।'' আনুও বেশীকিছু কথা বাড়াতো না।

একদিন আনু ফিরলো বিকেলে। মুখখানা থমথম করছে। মাকে ডেকে বললো, ‘‘শুনছ মা, রিজিয়াকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে।’’ রিজিয়া মেয়েটির সাথেই তা বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

আনুর মা ভাবী আফসোস করেছিল সংবাদটি শুনে কিন্তু তার জন্যে আরও কিছু অপেক্ষা করছিল। আনুই বললো, ‘‘মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে যাবো। রিজিয়াকে উদ্ধার করবো।’’

আনু মুক্তিবাহিনীতে যাবে শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন আনুর মা ভাবী। বোকার মত জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘রিজিয়াকে উদ্ধার কইরা কি কইরবি?’’

‘‘বিয়ে করবো, তার দোষ কি মা? আমারই সাথে তার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। আমারই তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল। আমি পারিনি। আমারই দোষ। ও যদি বেঁচে থাকে আর ওকে যদি উদ্ধার করতে পারি তবে আমি ওকেই ঘরের বউ করে আনব।’’ আনু লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলে ফেলে কথাটি। আনুর মা ভাবী আনুর কথার জবাব দিতে পারেন নি। ঠিকই তো। রিজিয়ার দোষ কি? আজ যদি তার দুই মেয়ের এই অবস্থা হতো? ছেলের কথায় রাগ হয় না। তার - গর্বই হয়। এর কয়েকদিন পরে আনু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এখন সে আছে পূর্ব রণাঙ্গনে। তারই কুশল জিজ্ঞাসা করলাম ভাবীকে।

‘‘তার লাইগ্যাই ফিরা আইলাম। এইহানে আইবার আগে একখানা চিডি আইছে। তোমর কাছে পইড়া শুনুম বইলা লইয়া আইছি। তোমাগো কথা শুইনতে শুইনতে ভুইলা গেছলাম। মনে হইতে ফিরা আইছি।’’

আনুর মা ভাবী তার জামার বুকের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করলেন। আটদিন আগেকার লেখা চিঠি। আনু লিখিছেঃ

মা,

কয়েকদিন তোমাকে কোন খবর দিতে পারিনি। কারণ আমাদের দুটো লড়াই লড়তে হচ্ছে। মা, তোমার দোয়ায় দুটো লড়াইতেই আমর জিতেছি। হানাদার পাকসেনাদের আমরা মেরে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়ে দুটো ঘাঁটি দখল করেছি। দুটো লড়াইয়ে আমরা ৮১ জন পাকসেনাকে মেরেছি। তোমর দোয়ায় আমাদের কারো গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। জান মা, লড়াইতে যাওয়ার আগে আমি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে তোমার মুখটা স্মরণ করতাম,আর আমার দেহে শক্তির বান ডাকতো। কেন এমন হয় মা? আমার মনে হয় মায়েরাই সকল শক্তির উৎস। তাইতো আমরা দেশকে মা বলি ডাকি, বলি দেশমাতা। আর একটি খবর বলি মা, একটা ঘাঁটি থেকে আমরা ১৩ জন মেয়েকে উদ্ধার করেছি। বর্বর দস্যুরা ওদের উলঙ্গ করে আটকে রেখে ওদের ওপর বর্বর পাশবিক অত্যাচার করতো। সবগুলো মেয়েই রেজিয়ার বয়সী। উদ্ধার করার পর কি কান্না ওদের। দুইজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আমিই ওদের বাঁচিয়েছি। জানো মা, ও দুজনের কাছে রিজিয়ার গল্প বলেছি, বলেছি- রিজিয়াকে উদ্ধার করতে পারলে আমি ওকে বিয়ে করবো,সম্মান দেবো। ওরা তাতে কিছুটা সান্তনা পেয়েছে। আমাকে ওরা ভাই ডাকে। ওরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমাদের হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশ্রূষা করে।

মা, আমার দেশকে যাঁরা ধ্বংস করেছে তাদেরে ধ্বংস করবো। আমরা পশুদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। তুমি দোয়া করো মা। আমরা জিতবো, তারপর একদিন তোমার কোলে মাথা রেখে খুউব করে ঘুমাবো।

ইতি-

তোমার আনু।

পড়া শেষ হলো। আনুর মা ভাবীর চোখে থেকে টস টস করে জলে পড়ছে।

"কেঁদো না ভাবী, আনু নিশ্চিয়ই ফিরবে। মন খারাপ করো না।" আনুর মা ভাবীকে সান্তনা দিতে গেলাম।

"মন খারাপ না। খুশী লাইগতাছে। আনু আমাগো দেশের লাইগ্যা লড়তাছে। এর থাইক্যা খুশীর আর কী অইতে পারে। কারবালায় কাশেমের মা যুদ্ধে যাওনের আগে পাগড়ী বাইন্ধা দিছিলো। আমিও তারে নিজের হাতে কাপড় পরাইয়া দিছি। আনু আমার কাশেম।" চোখের জল মুছে ফেলে আনুর মা ভাবী হাসলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি।............

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত)

মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গ বীরাঙ্গনা

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

নারী জাতির ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন-

যুগে যুগে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

আজকের যখন বাংলাদেশের এক অন্ধকারময় দুর্দিনে পশ্চিমা পশুদের বিতাড়নের জন্য দিকে দিকে আমাদের সংগ্রামী যুবকগণ জীবনকে তুচ্ছ করে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তখন বাংলাদেশের মা-বোনেরাও এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পশ্চিম পাকের বর্বর পশুগুলো বাংলাদেশের মা-বোনদের ওপর যে পাশাবিক অত্যাচার করেছে মানবতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের মা-বোনেরা এই অবমাননার কথা কোনদিন ভুলতে পারেন না। তাঁরা দেখেছেন তাঁদের সামনেই সন্তানদের কিরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে- তাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্বামীর করুণ মৃত্যু,স্বজনদের রক্তাক্ত নিধন। আর দেখেছেন অসংখ্য মা এবং কন্যার ওপর বর্বরতম পাশবিক অত্যাচার। আজো বোধ করি কয়েক হাজার মা-বোন পশুসৈন্যদের শিবিরে শিবিরে ছাউনিতে ছাউনিতে গ্লানিকর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই করুণ বেদনার কথা ভুলি নাই, ভুলতে পারি নাই। তাই বাংলাদেশের মা-বোনেরাও আজ সংগ্রামের পথকেই বেছে নিয়েছেন।

নারীর স্থান যে শুধু ঘরে নয়, বাইরের জগতেও যে তার সমাজকল্যাণমূলক এবং দেশসেবার প্রচুর কাজ আছে, বাংলাদেশের জাগ্রত নারী সমাজ তা প্রমাণ করেছেন। আজকের মুক্তিসংগ্রামেও বাংলাদেশের ললনাগণ সেই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমরা জানি, আমাদের কোন কোন রণাঙ্গনে অনেক উৎসাহী ছাত্রী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে পাক-সেনাদের খতমের কাজে তাঁদের সংগ্রামী ভাইদের সাহায্য করছেন। কিন্তু নারীর পক্ষে শুধু অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করাই আধুনিক যুদ্ধের বড় কথা নয়-নারীর পক্ষে আহত সৈনিকদের সেবার মাধ্যমে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করাও একটি বড় এবং মহান কাজ। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের বহু সক্ষম ছাত্রী ও মহিলা আজ এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের সেবায় আমাদের বহু সংগ্রামী বাঙালী উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় মেয়েদের জীবন যে কত সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সেকথা ভেবে আমরা বেদনায় অস্থির হই। সেখানে খাদ্যভাব, অর্থাভাব এবং চিকিৎসার নিদারুণ অভাব ছাড়াও রয়েছে নিরাপত্তার অভাব। দখলীকৃত এলাকায় যে-কোন মুহূর্তে যে কোন স্থানে পশ্চিম পাকের পশুসেনারা অথবা রাজাকার বাহিনীর গুণ্ডারা যে-কোন মেয়েকে তাদের পাশবিক আনন্দের শিকারে পরিণত করতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, দখলীকৃত এলাকায় এই সংকটের মুখে বাস করেও আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। দখলীকৃত অঞ্চলের যে গ্রামে মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীরা আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে তাঁদের জন্য রুটি প্রস্তুত করতে বসেন, ভাত রান্না করেন এবং পরম উৎসাহ সহকারে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, গ্রামের মেয়েরা মুক্তবাহিনীর সেননীদের জন্য খাবার তৈরি করে যে কি এক গভীর তৃপ্তি অনুভব করে তার সীমা নেই। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি গ্রাম ও শহরের সর্বত্র দখলীকৃত বাংলাদেশের মেয়েরা কি অসীম প্রতীক্ষায় দিন গুণছে- কখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে বিজয়ের দিন আসবে আর বাংলাদেশ এই পশুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে। এই আন্তরিক শুভেচ্ছার মূল্য যুদ্ধের দিনে কম নয়। আমরা মনে করি, মহিলারা মুক্তিবাহিনীর সেনানীদের খাবার প্রস্তুত করে, তাদের উৎসাহ প্রদান করে যেভাবে সাহয্য করছে তারও অপর নাম সংগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মহিলা সমাজও তাই কৃতিত্বের দাবীদার।

কিন্তু বাংলাদেশের মহিলারা কৃতিত্ব চান না- পার্থিব কোন কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশের মহিলারা কাজ করেন না। সন্তানের মুখে, ভাইয়ের মুখে, স্বামীর মুখে, পিতার মুখে তাঁরা যদি দেখতে পান অমলিন হাসি, তবে সব কষ্ট, সব ত্যাগকে তাঁরা সার্থক মনে করেন। দেশজুড়ে এই হাসিমুখ যদি তাঁরা দেখতে পান তবে তাই হবে তাঁদের সবচেয়ে বড় পাওয়া, সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

আরো একটি উপায়ে বাংলাদেশের মহিলারা এই সংগ্রামে সাহায্য করতে চলেছেন। মায়েরা সন্তানকে বোনেরা ভাইকে এবং স্ত্রীরা স্বামীকে বার বার তাগিদ দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রেরণ করছেন। রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে এমনি একজন মহীয়সী মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির বয়স বাইশ বছর। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। ছেলেটির পিতা যদিও দেশপ্রেমিক-তবুও একমাত্র ছেলের প্রতি অসীম দুর্বলতা। বস্তুত তিনি ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু মা বলেছেন, না-আজ যখন মা-বোনের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করেছে পাক-সেনারা তখন আমার ছেলেকেই সেই ইজ্জত রক্ষার্থে প্রথম যুদ্ধে যেতে হবে।

ছেলেটিকে হাসিমুখে তিনি যুদ্ধে পাঠিয়ে এখন পবিত্র প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। তাঁর ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আবার তাঁর কোলে ফিরে যাবে। তাঁর মনে দুঃখ নেই, কোন সংশয় নেই। সেই মহীয়সী মায়ের কথা মনে পড়ে শ্রদ্ধার আমার মাথা নত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ এমনি মায়ের পবিত্র মুখ আমরা দেখতে পাব। সেই মুখগুলো শুধু পবিত্র নয়- যেন বঙ্গজননীর মুখচ্ছবির মতই সে মুখগুলো সোনালী অরুণাভায় সমুজ্জ্বল। আর তাঁদের সেই সংগ্রামের মূল্যও আমাদের মুক্তিসংগ্রামে অপরিসীম মূল্যে স্বাক্ষরিত।

(নূরজাহান মযহার রচিত)

বাংলার মুখ

২২ নভেম্বর, ১৯৭১

হেমন্তের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে এলো। আমরা এখানে এসে পৌঁছুনোর অপেক্ষাতেই যেন সে বসেছিলো। এসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ত্বরা পড়ে গেল। আমার চার পাশে, সমুখের ওই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর আর এই দূরের গ্রামগুলোর কোলে ঘেঁষে ঘেঁষে নীল ধোঁয়ার মতো কুয়াশারা জমে উঠেছে। চাপা কান্নায় ভেজা দৃষ্টির মতো হালকা কুয়াশার জমে উঠেছে ঢাকার উপকণ্ঠের এই বনানীর প্রান্ত ছুঁয়ে ছুয়ে।

একটু আগেই আমরা এই ছোট্ট উপবনটিতে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু জিনিসপত্র রয়েছে-কিছু অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটি হালকা মর্টার, কিছু বিস্ফোরক, গোলাবারুদ ও তিনটি হালকা মেশিনগান। এ সবই আমরা পেয়েছিলাম শালদা নদীর তীরে পাকিস্তানী-সৈন্যদের বেলুচ রেজিমেন্টের ১০৩ ব্রিগ্রেডের একটা কোম্পানীর সঙ্গে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ের পর। এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের ১৪৩ জন নিহত হয়েছিল। আর আমাদের পক্ষে একজন বীর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনজন আহত হছেন। শালদা নদীর তীরের এই লড়াইকে আমরা আমাদের কোন বড়রকম বিজয় বলে মনে করি না। কারণ এ লড়াইয়ে আমাদের একজন মুক্তিসেনারও আহত হওয়ার কথা ছিল না। এই লড়াইয়ে আমাদের গেরিলা বাহিনীর যে ইউনিটটি অংশগ্রহণ করেছিলো তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত, অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। আমাদের আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনাটিও ছিলো নিখুঁত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য নিহত হবার কথা ছিলো। কিন্তু ওদের কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ গরম আলোচনা হয়েছে, আমাদের সামান্যতম ভুলত্রুটি ও শিথিলতার কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, আমরা পাঁচজন মুক্তিসেনা সঙ্গে করে যেসব অস্ত্রশস্ত্র এনেছি ওজনে বেশ ভারী ছিলো। আমাদের এক-একজনের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিলো। এগুলো পিঠে-কাঁধে ঝুলিয়ে একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা আমাদের হাঁটতে হয়েছে। হাঁটতে হয়েছে নদীতীরের বালুকারাশির ওপর দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে জলাভূমি ভেঙে ভেঙে। আবার কখনো হেঁটেছি ছবির মতন শান্তস্নিগ্ধ ছোট ছোট সব গ্রাম আর ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পিঠে আর কাঁধের বোঝা নামিয়ে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হাতিয়ারটা নিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা একটা ঝোপের পাশে এসে বসলাম। সঙ্গীরাও আমার পথ অনুসরণ করলো।

এই উপবনটিতে এসে পৌঁছুনোর পরমুহূর্ত থেকেই একটা পাখির ডাকের জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বাংলাদেশের এমনি সব বন-উপবন মুখর করা একটি অত্যন্ত পরিচিত পাখির ডাক।

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বেশীক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হলো না। কয়েক মিনিট পরেই শুনতে পেলাম আমাদের সেই আকাংক্ষিত পাখির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচজন সঙ্গীত একজনের কণ্ঠে সে ডাক প্রতিধ্বনিত হলো। একটু পরেই দেখতে পেলাম তিনজন শীর্ণকায় লোক। গ্রামের সাধারণ ক্ষেতমজুর ছাড়া তাদের আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়। এদের আগে কখনও দেখিনি। এরা তিনজনই ভয়ংকরভাবে রোগা। এদের বুকের পাঁজরের হাড়গুলো মাঠের বা গ্রামের খাল-নালার ওপরকার বাঁশের সাঁকোর মতো উঁচু উঁচু। এরা তিনজনেই আমাদের গেরিলা বাহিনীর অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক। আগে ইপিআর প্যারামিলিটারী গ্রুপে কাজ করতেন। তাদের সঙ্গে আমরা অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিলাম। আজ রাতেই এই এলাকা আমরা ছেড়ে যাবো। যাবো-ঢাকা শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, শত্রুবাহিনীর চেকপোস্টগুলোর কাছাকাছি। ওই তিনজনের

সঙ্গে কথাবার্তার পর বুঝলাম এ স্থান ত্যাগ করতে আরও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের এগোতে হবে এবং তাও ওদের সিগন্যাল পেলে তবেই। সুতরাং হাতে আমাদের অঢেল সময়। ওরা আমাদের জন্যে কিছু খাবর এনেছিলেন- ঢেকিভাঙ্গা চালের আটার রুটি আর হাঁসের মাংস। পাশের গ্রামের এক গৃহস্থ পরিবার আমাদের জন্যে এই খাবার পাঠিয়েছে।

হাঁসের মাংসের হালকা একটা গন্ধ পেলাম।- বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো- বুকের অনেক গভীরে একটা বেদনা, ভারী একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার আর বিক্ষিপ্ত কুয়াশার সিঁড়ি ভেঙে আমার সমুখে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো আমার মা, আমার নিঃসন্তান বিধবা বড়ো আপার মুখ। বুকের ভিতরের যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ যেন আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো। হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠের তৃণের মতোই আমার দুচোখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিলো।

তাড়াতাড়ি করে কোন রকমে খাওয়া সেরে আমি আবার সেই ঝোপটার পাশে এসে বসলাম। একটা পোড়া সিগ্রেট ধরিয়ে সমুখে তাকিয়ে ছিলাম। সমুখের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়- দেখা যায় আমার প্রিয় নগরী আমার ঢাকার প্রান্তদেশ পর্যন্ত। চারপাশে বহুদূর বিস্তৃত ঝোপঝাড় থাকলেও এখান থেকে সমুখের অনেক দূর দূর এলাকা দেখতে পাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যে জায়গাটিতে বসে ছিলাম সেটি ছিলো বেশ উঁচু- বলা যায়, এই বনান্তরে একটা উঁচু ঢেউয়ের চূড়ায় বসেছিলাম।

সমুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কিছুটা উদ্দেশ্যহীন এক দৃষ্টি নিয়ে। একটু পরেই জ্বলে উঠলো ঢাকার উপশহর সাভারের আলোকমালা। দেখতে পেলাম ঢাকা বেতারের হাইপাওয়ার ট্রান্সমিটারের টাওয়ার লাইট, লাল একটা জ্বলন্ত বুলেটের মতো ঝুলছে।

সহকর্মীদের সঙ্গে দু'একটা কথার মাঝ দিয়ে আমার সময় কাটছিলো। কাজের কথাই বলছিলাম। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ যা ঘটনা নিয়েও আমরা কথা বলছিলাম।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা রওয়ানা হবো। কিন্তু মাঝখানের সময়টা বড়ো অসহ্য মনে হচ্ছিল। আর এই অসহ্য ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বেশ কিছুটা নির্ভাবনা ও নির্লিপ্ততার ভাব নিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। সমুখে ফেলে দেয়া জ্বলন্ত সিগ্রেটের থেকে শেষ ধোঁয়ার শীর্ণ রেখাটি তখন বিসর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে ছোট্ট একটা শঁটিঝোপের দিকে মিলিয়ে যচ্ছিল।

শঁটিবনে হারিয়ে যাওয়া ওই বিশীর্ণ নীল ধোঁয়ার মতোই মনটা আমার হারিয়ে গেল পিছনে ফেলে আসা নাম-না-জানা অনেক গ্রাম-জনপদ, নদী, নদীর তীরভূমি-মাঠ, মাঠের মাঝখানের বিজন বটগাছটি-আপনমনে ঘাস ছিঁড়ে খাওয়া কতগুলো গরু। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের একান্তে বাঁধা একটা গরু-লম্বা মুখ তুলে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের গ্রামটির দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের মাঝখানে চিলতে একটুখানি জায়গায় জমে থাকা পানির ধারে ধারে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মতো অসংখ্য বক-কয়েকটা অল্প উঁচু দিয়ে ইতস্তঃত উড়েছে।

হঠাৎ করে আমার চিন্তার নীল বিশীর্ণ রেখাটি যেন শঁটিবন ছড়িয়ে আরো অনেক- অনেক দূরে হারিয়ে গেল। উপশহর সাভারের ওই ঝিলমিল আলোকমালার চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার গ্রাম-গ্রামের মাঠের সেই বিজন বটতলাটি, যেখানে কেটেছে আমার শৈশবের দিনগুলোর অনেক অলস দুপুর, চারপাশের গ্রামের বৃত্তরেখার অনেক ওপরে ছড়ানো আমার সেই শিশু আমির কল্পনাগুলো যেখানে রামধনু হয়ে থাকতো।

অত্যন্ত গরীব এক কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলাম আমি। তবু আমার মা-বাবার সাধ ছিলে, আশা-আকাংক্ষা ছিলো-আমি বড়ো হবো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো-সীমাহীন দারিদ্রের কশাঘাত থেকে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমার মা-বাবার গোটা জীবন-তাদের আজীবন বাঁচার লড়াই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো লেখাপড়া শিখতে। গাঁয়ের নওশের মাস্টারের পাঠশালে যেতাম। পাঠশালা বসতো সকালে, কারণ নওশের মাস্টারকেও আমার বাবার মতো মাঠে কাজ করতে হতো শুধু পেট চালানোর জন্যেই। দুপুরে আমার মাঠে কাটতো। আমাদের একটি গাই গরু ছিল। পাঠশালার পড়া সেরে আমি তাকে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতাম। দুপুরে মাঠের মাঝখানের বটগাছের তলায় বসে যেন এক দারণ একাকীত্ব আমার ঘিরে ধরতো। একটা বাঁশির অভাব আমি বোধ করতাম।

একদিন অনেক রাতে মায়ের কোলে ঘুমানোর সময় মাকে কথাটা বলেছিলাম। মা রাজী হয়েছিলেন, আমাদের গাঁ থেকে দু'মাইল দূরে বৈশাখী মেলা বসলে আমাকে একটা তালপাতায় রাঙা বাঁশি কিনে দেয়া হবে।

এরপর থেকে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমার কল্পনার ভাসতে লাগলো তালপাতার একটা বাঁশি। মুহূর্ত দিন গুণতে গুণতে সত্যি সত্যিই সেই দিনটি ফিরে এলো । মা আমাকে দু'আনা পয়সা দিলো। সাতরাজার ধন মানিকের মতো ওই দু'আনা পয়সা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে চঞ্চল এক হরিণশিশুর মতো আমি ছুটে যাচ্ছিলাম। পুকুরের পাড়ে বসেছিলেন ফকির দাদু। আশি বছরের এক সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ। গাঁয়ের সব ছোটরা তাঁকে দাদু বলতো। আমাকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখে তিনি আমায় ডাক দিলেনঃ কোথায় যাচ্ছো দাদুভাই। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললামঃ আমি-আমি মেলায় যাচ্ছি- বাঁশি কিনতে। মা আমাকে দু'আনা পয়সা দিয়েছে। বৃদ্ধ আমার শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, মেলা থেকে ফেরার সময় বৃদ্ধকে ওই একই জায়গায় আমি দেখেছিলাম। তিনি অবশি সকাল-সন্ধ্যে ওই জায়গাতেই বসতেন। সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন বিকেলের হলুদ রোদ গাছের চূড়োয় চূড়োয়। বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞেস করলেনঃ কই দাদুভাই তোমার বাঁশি কই? আমি সহজভাবে বললামঃ কিনিনি তো! বৃদ্ধ বললেনঃ তবে তুমি যে বললে বাঁশি কিনবে? বললামঃ সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে আমার খুব ক্ষুদে পেয়েছিলো, মুড়ি কিনে খেয়ে ফেলেছি। বৃদ্ধ অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত ধরে তাকিয়ে ছিলেন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠেছিলেনঃ বেশ, বেশ, করেছো দাদুভাই! মুড়ি খেতে আমারও বেশ ভালো লাগে- এখন সব নতুন চালের মুড়ি তো, বেশি মিষ্টি লাগে- তাই না দাদুভাই।

মিষ্টি আমার মোটেই লাগেনি। প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় মুড়িগুলো গিয়েছিলাম মাত্র। মেলায় ঘুরে ঘুরে রকমারি মিষ্টি আর নানা ধরনের নানা স্বাদের খাবার দেখার পর ওই শুকনো মুড়িগুলো মিষ্টি লাগার কথাও নয়। তাছাড়া বৃদ্ধ যতোই উচ্ছ্বাস আর হাসির সঙ্গে কথাগুলো বলুন কেন, আমার কাছে তা বিষণ্ন মনে হয়েছিল।

সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মাও আমার বাঁশি কেনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। মা দারুণ স্নেহের আবেগে বুকে টেনে ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। মায়ের দু'চোখে জল। কান্নার বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো টলটল করতে মায়ের গাল বেয়ে পড়লো। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না- উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম আমাদের ভিটের এক প্রান্তে একটা ডালভাঙ্গা সজনে গাছের তলায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকের অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীদের আলো আর আমার বিধবা আপার ধরানোর চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে আমিও কাঁদছিলাম।

সেদিন আমাদের দাদুভাইয়ের কণ্ঠের সেই বেদনাভারাক্রান্তের বিষণ্নতা, আমার মায়ের এই আবেগাকুলতা, চোখের জল, আমার কান্না- এসবের কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনি।

অর্থ খুঁজে পেয়েছি আরও অনেক পরে- দীর্ঘ একুশ বছরের পর, ঢাকায়-গত ২৫শে মার্চের বীভৎস রাতে। একটি সংবাদপত্র অফিসের ছাদে বসে। আমাদের গায়ের ভিটের সেই ডালভাঙা সজনে গাছের চারপাশের অন্ধকার আর হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীর আলোর মধ্যে নয়, চারদিকে পাকিস্তানী বর্বরদের স্বয়ংক্রিয় রাইফফেল, মেশিনগান, মর্টার ও ট্যাঙ্কের গোলাগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বিধবা আপার ধরানো চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে নয়, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, সদরঘাট, শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, চকবাজার, পিলখানা আর ফার্মগেটে হাজার হাজার ঘরে পাকিস্তানী বর্বরদের লাগানো ভয়াবহ আগুন দেখতে দেখতে।

সেদিন রাতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমার সেই গ্রাম, গ্রামের মাঠ আর বৈশাখী মেলায় ঘুরে বেড়ানো আমার সেই শিশু আমিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম প্যান্ট পরা নগ্ন গায়ের সেই চঞ্চল শিশু- তার মাথাটা ওরা গুলির আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে-কালো পীচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তধারা -মাথার খুলির টুকরোগুলো- সেইদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের গাঁয়ের সেই দাদুভায়ের কান্নাভারাক্রান্ত কণ্ঠের অর্থ, বুঝতে পেরেছিলাম আমার মায়ের আবেগাকুল বুকের দ্রুত স্পন্দন আর চোখের জলের অর্থ। বুঝতে পেরেছিলাম আমার সেই শিশু আমির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার অর্থ।

অতীতের এইসব টুকরো টুকরো স্মৃতির কথা ভাবতে অজান্তেই কখন যে হাতের এল-এম-জি'টাকে ইস্পাতের সাঁড়াশির মতো দু'হাতে চেপে ধরেছিলাম তা আমার মনে নেই।

(সাদেকীন রচিত)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

........ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী ঘটনা। এর পটভূমিতে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও জীবনদানের করুণতম গাথা। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বাধীন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বিশ্বের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত নৃশংসতম ও বর্বর পাক-সৈন্যদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের এ স্বাধীনতার সূর্যোদয় সম্ভবপর হয়েছে। অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের মতই আমাদের মুক্তিযুদ্ধও প্রথমদিকে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন- পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম স্তরে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলেছিল। এই গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নাজেহাল করা। মূলত কতগুলি ফ্রন্টে বিভক্ত করে শত্রুকে কোণঠাসা করে আনা গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি। এই ফ্রন্টগুলি হলো অর্থনৈতিক, সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষতি সত্ত্বেও শত্রুকে কোণঠাসা করার জন্য বাংলাদেশ গেরিলাদের বিভিন্ন পুল, রেলওয়ে, ব্রিজ, কালর্ভাট, প্রধান প্রধান সড়ক প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করতে হয়। শত্রুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আঘাত হানার জন্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের অনেক শিল্পকারখানাও নষ্ট করতে হয়।

পরে শত্রুমুক্ত করার তথা স্বাধীনতা অর্জনের চরম মুহূর্তে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে নিশ্চিত পরাজয় বর্বর হার্মদ পাক-সৈন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে বহু বছর পিছিয়ে

দেবার মানসে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের উপর ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় এবং সার্বিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। তাই বিজয়ের পরে আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সব মন-প্রাণ নিয়োগ করা।

মুক্তিসংগ্রামের থেকে মুক্ত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন আরো কঠিন ও কঠোর । এ বিরাট দায়িত্ব স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং সরকারও এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রতিশ্রুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানী হার্মাদ নরপিশাচরা স্বেচ্ছায় হাতের অস্ত্র ছাড়েনি। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারা পরাজয়ের শেষ মুহূর্তে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জের কল-কারখানাগুলি নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এছাড়া দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃষকরা ঠিকমত চাষাবাদ করতে পারেনি। শিল্প ও কৃষি দেশের প্রধান দুইটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর মারাত্মক আঘাত পড়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত নয় মাস যাবৎ বাংলাদেশের অধিবাসীদের ওপর যে দুর্যোগ ও কালরাত্রি নেমে আসে তাতে ১২ লক্ষাধিক লোক নিহত হয়, ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশের অভ্যন্তরেই গৃহহারা হয়। এই ছিন্নমূল অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করার অনুকূলে ছিল না। অন্যান্য সকল লোকমাত্রেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং কল-কারখানা, কৃষিকার্য, স্কুল, কলেজ, কোর্টকাচারী প্রভৃতি সবকিছু বন্ধ অবস্থায় ছিল।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল স্বর্ণতন্তু পাট। এই পাটচাষের প্রতি কৃষকদের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মনোনিবেশ করতে হবে। বিশ্বে এর অসম্ভব চাহিদা অনস্বীকার্য। এছাড়া চাও বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ দুটি ব্যবসায় বৃটেনের বাংলাদেশের সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এমন ধারণা নিত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই দুটি শিল্পে ব্যাঘাত না সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বৃটেন বাংলাদেশ সমস্যায় পাক-জাঙ্গীশাহীকে শেষের দিকে সমর্থন করেনি।

এছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পের পুনর্গঠনে বহু অর্থের প্রয়োজন। এটা কিছু সময়সাপেক্ষও বটে। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব নেই। আর বাংলাদেশ সরকারের বিরাট ও নিরঙ্কুশ জনসমর্থন আছে। তাই মনে হয় বাংলাদেশে এই সমস্ত সমস্যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে। দেশের সাংগঠনিক কার্যে মানুষ চরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহনশীলতা দ্বারা দেশকে গড়ে তুলবেন।

দেশের সাংগঠনিক কার্যে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করতে হবে। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই এ ব্যবস্থা সীমিত রাখলে চলবে না। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সাহায্য তর্কাতীত। তাই রণবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতকেই এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে আগে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জল, নৌ ও বিমানপথের যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য ইতিমধ্যেই বনগাঁ, বেনাপোল, শিয়ালদহ ও যশোরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, তথাপি তা আরো প্রসারিত করার আমু ব্যবস্থা দুই সরকারকেই করতে হবে- যদিও তা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্থলপথ ও জলপথের এই অসুবিধাগুলি আকাশপশে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করে অনেকাংশে দূর করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে সত্বর বিমান যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এটা ঠিক, যুদ্ধে অনেক বিমানক্ষেত্রে রানওয়েগুলির ক্ষতি হয়েছে, তথাপি সেগুলির সংস্কার খুব বেশী সময়সাপেক্ষ নয়।

বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর, দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখায় যা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থের কোন স্থান থাকবে না, পুঁজিবাদ বা আমলাতান্ত্রিকতা কোন অসুবিধা করতে পারবে না, নতুন করে কোন সুবিধাবাদী চক্রকে গড়ে উঠতে দেয়া হবে না। সরকার এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, সংগঠন ও পুনর্গঠনের জন্যে রয়েছে যেটা সেটা

হলো দেশের সর্বত্র অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রসারিত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। ইতিমধ্যেই সরকার দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, বাংলাদেশে আর কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে দেশ আর কলুষিত হতে পারবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা যুবকদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানী রক্তলোভী হার্মাদরা বাংলাদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্মী, সাহিত্যিক প্রভৃতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাই দেশের পুনর্গঠনে অধিকতর সহায়ক হবে জানতে পেরেই ইয়াহিয়ার লুটেরারা বেছে বেছে এদের হত্যা করে। কাজেই নানা দিক দিয়ে সরকারের অসুবিধা হবে। অবশ্য যতই বাধা থাকুক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আবার দেশ গঠনেও আত্মনিয়োগ করতে পারবে। সাংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোণিতমূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি- এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে এবং দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্যেও আমরা তেমনি প্রাণ পণ করব। এ ব্যাপারেও আমরা বিশ্বে নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হব।

(নাসিম চৌধুরী রচিত)

বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

.... ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে গড়ে তুলতে হয় নতুন জীবন,সভ্যতা। মানুষ যুদ্ধ চায় না। চায় শান্তি। তবু যুদ্ধ চলে আসছে মানব অস্তিত্বের আদিকাল থেকে। আমরা যুদ্ধ চাইনি। তবু যুদ্ধ চেপে বসেছিল আমাদের উপর। নয় মাস ২২ দিন পরে বাংলাদেশের পাক দখলদার বাহিনী সর্বত্র আত্মসমর্পণ করেছে। এখন আমাদের ভাববার পালা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন নিয়ে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করা। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দুঃখ-দারিদ্রকে দূর করে, সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল দেশ। এখানে গড়পড়তায় প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার হার ৯০০ জনের উপরে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ এখানে খুব বেশী। আমাদের প্রধান এবং প্রাথমিক সমস্যা এই বিরাট জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগান।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৩৫.৩ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ হল ২২.৫ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে বৎসরে একাধিকবার আবাদ করা হয় এমন জমির পরিমাণ হল ৩ মিলিয়ন একর। তাই বলতে হয় মোট ফসল উৎপাদন জমির পরিমাণ হল ৩৮.৮ মিলিয়ন একর।

একটা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় দু'ভাবেঃ

(১) নতুন জমিকে কর্ষণ উপযোগী করে; এবং

(২) আবাদী জমিতে ফসলের উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়ে।

বাংলাদেশে বর্তমানে চাষ করা হয় না কিন্তু চেষ্টা করলে কর্ষণ উপযোগী করা যায় এমন জমির পরিমাণ প্রায় ১ মিলিয়ন একর। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, যেমন কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে এই ভূমিকে কর্ষণ উপযোগী করা সম্ভব। বিগত কয়েক বছরে অনেক উন্নয়নগামী দেশে খাদ্য উৎপাদনের মাত্রা দ্রুত বেড়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত নতুন জমি আবাদ করে। কিন্তু বাংলাদেশে আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়। তাই ফসল বাড়াবার প্রধান উপায় হিসাবে এখানে গ্রহণ করতে হবে বর্তমানে যে আবাদী জমি আছে তাতেই অধিক ফসল ফলানোর উপায় উদ্ভাবন করে- উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রয়োগ ঘটিয়ে।

বাংলাদেশে ফসলের ফলনের মাত্রা খুবই কম। যেখানে বাংলাদেশের ধানের গড়পরতা ফলনের পরিমাণ একরপ্রতি ৯০০-১০০০ পাউণ্ডের মত সেখানে জাপানে একরপ্রতি ধানের ফলন হচ্ছে ২০০০ পাউণ্ডের উপর। আমাদের দেশে ধানের ফলন-মাত্রা কমের একটি বড় কারণ জমিতে যথাযথভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের জমিতে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রদান করে ফসলের হার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। যেমনঃ একর প্রতি ৪০ আউন্স নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিয়ে দেখা গিয়েছে যে, এর ফলে আউশ ধানের ফলন ৩৭ ভাগ, আমন ধানের ফলন শতকরা ৪০ ভাগ ও বোরো ধানের ফলন শতকরা ৪৬ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

আমাদের দেশে মাটির নীচে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার সাথে বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস যুক্ত করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার পরিমাণ হল ৯.৩৪ মিলিয়ন কিউবিক ফুট। এই গ্যাস আমরা বহুদিন ধরে ব্যবহার করতে পারবো। সার উৎপাদনের কাজে জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আবাদী জমির কম করে শতকরা ৬০ ভাগ শীতকালে পতিত থাকে। এর প্রধান কারণ শীতকালে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়পরতায় দেড় ইঞ্চির বেশী নয়। শীতকালে জলসেচের ব্যবস্থা করে তাই বহু জমিতে ফসল ফলান সম্ভব। এইভাবে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা বহুলভাবে সমাধা করা চলে। পাকিস্তানী আমলের সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ৫ ভাগ জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত আরো অনেক জমিতে সেচ-ব্যবস্থা সম্ভব।

বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা বন্যা। বন্যার পানি প্রতিবছর যথেষ্ট পলিমাটি বহন করে বাংলার মাটিকে উর্বর করে। কিন্তু বড় বন্যা হলে তাতে বাংলাদেশের ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে যখন মাঝারি রকমের বন্যা হয়, তখন প্রায় ৯ মিলিয়ন একর জমি জলমগ্ন হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধান এ পর্যন্ত চালান হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভারতের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক কারণে, ভারতের সাথে এতদিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা সবম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সহযোগিতার প্রতিবন্ধক এখন দূর হয়েছে।

একটা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্তমান যুগের রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা এখন মোটামুটি সব অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন। কিন্তু সব পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে যেমন পরিকল্পনা তৈরির নির্ভুলতার উপর, তেমনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যর্কর করার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাদের নিষ্ঠা ও সত্যতার উপর। কেবল আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গণসংগঠনের। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, যে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে দেশকে শত্রুকবল

থেকে মুক্ত করল, তাদের দেশপ্রেম ও কর্মশক্তিকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগাতে হবে। এদের সাহায্যে গ্রামবাংলার কৃষি অর্থনীতিতে দ্রুত বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব।

(ডা. এবনে গোলাম সামাদ রচিত)

অগ্রগামী মুক্তিবাহিনী

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানী বর্বর সেনারা মুখের উপর এক বিরাশী-সিক্কার চড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ার উপক্রম। গত মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সমানে জ্বালাতন করে, বাংলার বুকে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে, সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানে পরিণত করে, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করেছে ভেবে, বাংলার পথে পথে শকুনী-গৃধিনী এবং শিবাদলের অট্টহাসিতে ভরে তুলেছিল বাংলার আকাশ। কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি তাদের বোধের অন্তরালে কখন যে জেগে উঠেছে, অনুধাবন করতে পারেনি অদূরদর্শী বর্বর হায়েনার দল। আচমকা কোন দিক থেকে গালের উপর পড়ল বিরাশী সিক্কার চড়।

আর অমনি বন্ধুর দল হায় হায় করে উঠলো। নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বিতাড়িত হয়ে সাধারণ পরিষদে হাজির। গণতন্ত্রের জিগির তুলে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে, পাকিস্তানের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানী বন্ধুরা আরামকে হারাম করে বিশ্বের দরবারে হাজির হলো। বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ কর।

কারণ কী? কারণ আছে তো বটোই। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। একের পর এক পতন হচ্ছে নিরাপদ দুর্গগুলোর। সাহায্যদ্রব্য আনয়নের এবং পাঠানোর পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দুটি প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম এবং চালনা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বিমান বাহিনী যে সাহায্য করবে সে উপায়ও নেই। কুল্লে দু'খানা বিমান এখন পাকিস্তানের বেঁচেবর্তে আছে, তাও আবার লুকানোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেননা সারা বাংলাদেশে জানোয়ারগুলোর আর লুকানোর কোন ঠাঁই নেই। মুক্তিবাহিনী খুঁজে খুঁজে ওদের আঘাত করছে, শেষ করছে। সারাবাংলা এখন হয়ে উঠেছে শয়তানের মৃত্যুফাঁদ।

বাংলাদেশের অর্থে কেনা সমরসম্ভার নিঃশেষিত প্রায়। এতদিন যে ধর্মের আফিমের নেশায় বুঁদ হয়েছিল সারা পাকিস্তানের সুবিধাবাদী জল্লাদ আর দালালের দল, আজ তাদেরও নেশা ভাঙতে শুরু করেছে। জাতীয় সংগ্রামের আগুনের আঁচে আফিমের নেশাও চড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী মহাপ্রভূদের মনোরঞ্জনার্থে আর অস্ত্র ধরতে রাজী নয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অনেকেই। আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জবানবন্দীতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে।

এবার দিন গুণবার পালা সামরিক জান্তার এবং তাদের চেলাচামুণ্ডা মওদুদী, ভুট্টো, কাইয়ুম খান, নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী প্রমুখের। নিয়াজী বাংলার মাটিতে বসে ইয়ানফসী, ইয়ানফসী শুরু করেছে। ঢাকা বেতার তবু আজো প্রলাপ বকছে। ওদেরই কথার প্রতিধ্বনি তুলে নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অনুভব ভুলের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

মুক্তিবাহিনীর মর্টার শেলের আঘাতে এবং মেশিনগানের গুলিতে সচকিত দালালের দল কোন বিবর খুঁজছে? বোমার আঘাতে প্রকম্পিত ঢাকা নগরীতে আজ কি আর বর্বরদের জীবনের উচ্ছলতার কোন অবশিষ্ট আছে? না,

নেই। যশোর দুর্গ পতনের পর, ময়নামতি দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পর, সিলেট জেলা, রংপুর এবং যশোর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পর আর কি ভাবছে বাংলার স্বার্থবিরোধী, বাঙলার চরম শত্রু পাকবাহিনী এবং তার অনুচরেরা?

আজ মুক্তিবাহিনীর পথ রোধ করবে কে? কোথায় সে শক্তি? নিঃশেষিত শক্তি পাকিস্তানের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। যারা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে তাদের নিজেদের স্থান করে নিতে হবে সেই করবে।

দুঃসাহসী মুক্তিবাহিনীর দৃঢ়পণ, বজ্রমুঠিতে ধরে রাখা হাতিয়ার আজ বদ্ধপরিকর সব অনাচারী, অত্যাচারী, জুলুমবাজদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য। লাখো শহীদের রক্তলাল-বাঙলায় উদিত আজ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। উত্তাল বিজয়-উল্লাসে মুখরিত বাংলা আকাশ-বাতাস।

আজ শোন বর্বরের দল, হয় মৃত্যুবরণ করো নয় পরাজয়ের কালি ললাটে লেপন করে আত্মসমর্পণ করো। বাংলার মাটিতে ঠাঁই নেই তোমাদের।

দুর্জয়, দুর্বার বাঙলার মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলো। সংহার করো, নিঃশেষ করো অনাচারী বর্বরদের। বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তোমাদের বিজয়-আহ্বান জানাতে প্রস্তুত।

সুদূর দিনাজপুরের বাংলাবান্ধা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত দৃঢ় দুর্দমনীয় হোক তোমাদের পদক্ষেপ। মনোবলহীন, ক্লীব, কুৎসিৎ হানাদার আজ মৃত্যুর দিন খুঁজছে বন্দীপ্রায় বিবরে।

তোমাদের জয়যাত্রায় শরীক সাতে সাত কোটি বাংলার মানুষ। গণহত্যাকারীদের নিঃশেষ করো বাংলার মাটি থেকে

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

এখন অনেক কাজ

২২ ডিসেম্বর, ১০৭১

বাংলাদেশ এখন মুক্ত, কিন্তু আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই সবে শুরু। মুক্ত বাংলার আকাশে নতুন সূর্যের প্রভাতী আবিরে সদ্য স্নান করে উঠেছি আমরা একটা জাতি। তাই নতুন জাতির জন্ম হোল-এখনই না বলে-একটি বাস্তব সত্য মিথ্যার কারামুক্ত হোল একথাই ঠিক। সত্য বনাম মিথ্যার চূড়ান্ত এই মুখোমুখি সংঘর্ষে পতন হয়েছে মিথ্যার, কিন্তু এ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে সত্যও হয়েছে মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত। সে জন্যেই এখন বিজয়ের উল্লাসে বুঁদ হয়ে আমাদের খুখীর তুফানে ভেসে যাওয়া চলবে না। এখন অনেক কাজ।

কারামুক্ত হলেই মুক্তি নয়, মুক্তির জন্য দরকার বেশুমার ত্যাগের-অনাবিল একতার। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমরা শোষিত, ধর্মের নামে ভণ্ডের অত্যাচারে জর্জরিত। আমাদের আকাশে এখন নতুন সূর্য- কিন্তু মাটিতে ২৪ বছরের ভাগাড়ের ধ্বংসাবশেষ। শকুনেরা চব্বিশ বছর ধরে- আমাদের মরা আত্মাকে নখ দিয়ে ছিঁড়েছে, গায়ের

জোরে এই ভাগাড়েই কামড়াকামড়ি করেছে একে অন্যে। এই চব্বিশ বছরের নৃশংস ভাগাড়কে, শকুনের উচ্ছিষ্ট এই হাড়গোড়ের পাহাড়কে অপসারণ করে যদি সজীব করতে পারি তাহলে হবে আমাদের সত্যিকারের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ‘‘জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক।’’ নজরুল বলেছেন, ‘‘সজীব করিব মহাশ্মশান’’। এই শপথই আমাদের সত্যিকারের মুক্তির শপথ।

আমাদের অনেক ক্ষত-জাতীয় দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত। এই মুক্তির প্রভাতে আমরা হয়তো মনের ক্ষতই উপলব্ধি করছি গভীরভাবে।

আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৫২-র সেই ভাষা আন্দোলনে, আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৪৮-এর মোহাম্মদ আলী জিন্না সেই সমাবর্তন বক্তৃতায়, সে বক্তৃতায় জিন্না বলেছিলেন,- ‘‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে।’’

আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বরকত, সালামের মায়ের কথা- আজকের খসরু ড্রাইভারের মায়ের মতই। এ স্বাধীনতাকে তাদেরও ভাগ আছে সমান সমান। স্বাধীনতার প্রত্যেকটি শহীদকে আমাদের জানতে হবে। এ যুগের দধীচির মতই। এবং সেখান থেকে শুরু করতে হবে এই নতুন জাতির পুনর্গঠন।

শত্রুরা আমাদের অর্থনীতিকে যেনম তছনছ করেছে তেমন তছনছ করেছে সংস্কৃতি ও জাতীয় সম্ভ্রমকে। একটা জাতির বিকাশে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা যেমন বাধ্যস্বরূপ, তেমনই সমান প্রতিবন্ধক হল সাংস্কৃতিক সংকট। আমাদের সামনে এখন দুটোরই সংকট অতিমাত্রায়। জাতির অর্থভাণ্ডার আজু মুক্তির ঊষালগ্নে যেমনই শূন্য, সংস্কৃতিও একইভাবে শূন্য। শত্রুরা জাতীয় তহবিলের অর্থের মতোই শেষবেলায় রাইফেল দিয়ে লুটিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী তথা শিল্পী গোষ্ঠীকে।

সব খুইয়ে মুক্তি পেয়েছি বলে আমাদের হতাশায় ভেঙ্গে পড়া ভুল- শূন্যতা আমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের ধ্বজাধারীরা সাথে কোন তহবিল নিয়ে আসেনি- আমাদের সম্পদ নিয়ে তারা মোড়লী করেছে এতকাল। আমাদের মাটিতে ফসল ফলে- আমাদের ভেতর থেকেই এসছিলেন জাতীয় সংস্কৃতিক বা বুদ্ধিজীবীরা। সুরের ইন্দ্রজাল বা মধুকণ্ঠ আমাদেরই ঘরের ফসল। তাই শূন্য দেখে ভেঙ্গে যাওয়া মানেই পূর্ণতার পথে কাটা দেওয়া। শত্রুর শিবিরে নির্যাতিতা বোনদের দেখে আমাদের শিউরে ওঠার প্রয়োজন নেই। তাদের সামনে আমরা মুখ তুলেই দাঁড়াবো। আমাদের ছেলেরাই দেবে তাদের এই চরম ত্যাগের বখশীস। তাদের ত্যাগের মর্যাদা দিতে যদি আমরা না পারি তাহলে অসংখ্য-শহীদকেও আমরা অপমানিত করবো- কারণ শহীদের আত্মার সঙ্গে এই নির্যাতিত আত্মার যোগ খুবই নিবিড়।

আমরা জীবন দিয়েই নতুন জীবন লাভ করেছি। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এসেছে আমাদের এই মুক্তির প্রভাত, তাই সেই ত্যাগ দিয়েই এই মুক্তিকে আমাদের বরণ করতে হবে- ভোগ দিয়ে শুরু করে নয়। আমরাই প্রমাণ করেছি- ভোগের জগৎ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই আজ চব্বিশ বছর পরে ভোগের চিরনিবৃত্তি হোল।

আজ নতুন দিনের এই প্রভাতবেলায় আমাদের আরো ত্যাগের জন্য শপথ নিতে হবে। কারণ, কোন মতেই আবার যেন আমাদের এই মুক্ত আকাশ কালো মেঘে না ঢেকে যায়, কোনোমতেই যেন আজকের এই মুক্ত বাতাস আবার বিষিয়ে না যায়।

অর্থ নাই- তাতে কী? আমাদের মাটিতে সোনা ফলে। যে সোনার বাংলাকে কবি ভালবেসে গেছেন, কবি যে বাংলার মুখ দেখে আশান্বিত হয়েছেন- সে বাংলাকে আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙলী আবার ভরিয়ে তুলতে পারবো।

শকুনেরা চলে গেছে, ফেলে গছে অজস্র হাড়গোড়। তাই আমরা এখনও মুক্ত নই, শকুনমুক্ত মাত্র। এই জন্যেই আনন্দ মিছিলে আমাদের উল্লাস করার মত সময় নেই- এখন ত্যাগের মুহূর্ত। ঝটিকাবিধ্বস্ত জাতির ভাঙ্গা কাঠামোকে পূর্ণ উদ্যম গড়ে তোলার কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরই। মনে রাখতে হবে, ব্যথা আমাদের এবং তা আমাদেরই দেহে। তাই এখন শুধু উল্লাস নয়, এখন অনেক কাজ।

(হাফেজ আলি রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও বাংলা কথিকা	''শব্দসৈনিক'' ফেব্রুয়ারি ১৯৭২	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১

রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে

১৪ আগস্ট, ১৯৭১

আজ উনিশশো একাত্তর সালের চৌদ্দই আগস্ট। মাত্র এক বছর আগেও এই দিনে আমি ছিলাম ঢাকায়। আমার প্রিয় পরিজন, পরিচিত পরিবেশের মধ্যে। আমার চোখে কত স্বপ্ন, দেশ স্বাধীন, স্বাধীন দেশে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনে দেশে আসবে বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা। সর্বোপরি দেশের মানুষ পাবে তাদের হারানো অধিকার।

এই অধিকার আমরা পাইনি। তার বদলে পেয়েছি বুলেট। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অকস্মাৎ' ঘুম ভেঙে গেছে, চারদিকে কামান আর ট্যাঙ্কের গর্জন। অসহায় মানুষের ভীত আর্তনাদ। রক্তে ঢাকা শহর ভেসে গেছে। সারা বাংলাদেশ ভেসে গেছে। আর সেই রক্তের স্রোতে ভাসমান স্তূপীকৃত লাশ। শিশু-নারী-বৃদ্ধ-যুবকের মৃতদেহ। এই লক্ষ মানুষের মৃতদেহের স্তূপের নীচে ইয়াহিয়া চাপা দিতে চেয়েছে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার লাভের ইচ্ছা। ইয়াহিয়ার সৈন্য আমার ভাইকে হত্যা করেছে, আমার বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। আমার পিতার সাধের গোলার ধান পুড়িয়ে ছাঁই করে দিয়েছে। আমার মাকে দিয়েছে এক-বুক হাহাকার উপহার। গত ২রা জুন তারিখে আমার কৈশোর আর যৌবনের হাজারো স্বপ্নমাখা ঢাকা শহর ছেড়ে যেদিন মুক্তাঞ্চলের দিকে পা বাড়াই, সসিদন জ্যৈষ্ঠের বাংলার তপ্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলেছি, মাগো, আবার যেন তোর কোলে ফিরে আসতে পারি। ফিরে আসতে পারি স্বাধীন বাংলার পতাকাশোভিত তোর ছায়া-সুনিবিড় নীড়ে। খুনী ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী আমার চোখ থেকে স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে, আমার কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে নিয়েছে, আমার দেশের সবুজ শ্যামল আঁচল রঞ্জিত করেছে আমারই ভাই আর বোনের রক্তে। কিন্তু সে আমার মৃত্যুঞ্জয় কালজয়ী আবহমানের স্বাধিকার-চেতনা হরণ করতে পারেনি। তাই আজ মুক্ত বাংলার বুকে লক্ষ মুক্তিফৌজ প্রস্তুত। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমি আমার দেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিফৌজের পাশে রয়েছে। যদি মরতে হয় স্বাধীনতার জন্য মরবো, যদি বাঁচতে হয় স্বাধীন জাতির গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচবো।

চৌদ্দই আগস্টের কথা বলছিলাম। এই দিনটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু গত ২৫শে মার্চ বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া মধ্যরাতের বর্বরতায় যে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে, তার আবার স্বাধীনতা-দিবস কি? বাঙালীর স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করবো ঢাকায়, রাজপথ থেকে ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের রক্তচিহ্ন মুছে, শিশুঘাতী নারীঘাতী বর্বরতার শেষচিহ্ন লুপ্ত করে স্বাধিকার-চেতনার নতুন উৎসবে মুখর হবে ঢাকা, উদ্ভাসিত হবে সারা বাংলাদেশ। বিশ্বাস করুন, এই প্রত্যয় নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার বিশ্বাস বাঙালীমাত্রেই এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন।

চৌদ্দই আগস্ট আমারও স্বাধীনতা দিবস হতে পারতো। কিন্তু তাকে হতে দেয়া হয়নি। যা হতে পারতো আমার প্রাণের, ধানের, গানের সৌরভ, তাকে করা হয়েছে আমাকে দমনের-নির্মমভাবে দমনের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার আজ ভেঙে গেছে। তাই চৌদ্দই আগস্ট আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবনে মৃত। আর এই একটি

দিবসের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নব-জন্মগ্রহণ করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলা। বঙ্গবন্ধু যার নেতা। আমি, আপনি সকল বাঙালী যে স্বাধীনতার অগ্নিরথের আরোহী।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় সমঅংশীদারিত্ব দেয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না করাচী ও ইসলামাবাদের শাসক চক্রের। তারা চেয়েছে বাংলাদেশে একটি অর্থনৈতিক কলোনী প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই কলোনী শাসনের জন্য চেয়েছে বাঙালীর উপর একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভুত্ব। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ততোধিক সংখ্যালঘু একটি আমলাতান্ত্রিক সামরিকচক্র গত তেইশ বছর বাংলাদেশকে শাসন করেছে, তাদের অনুগৃহীত তেইশটি পরিবার বাংলাদেশেকে যথেচ্ছ শোষণ করেছে, তাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার করে রেখেছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কোন কোন খ্যাতনামা রাজনৈতিক ভাষ্যকার সম্পূর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অশ্বেতাঙ্গদের উপর মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের শাসনের অনুরূপ। পিণ্ডির শাসকচক্র ও প্রিটোরিয়ার শাসকচক্রের ফ্যাসিস্ট, অগণতান্ত্রিক ও মানবতাদ্রোহী ভূমিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বাঙালীর ভাষা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি-এক কথায় যা কিছু বাঙালীর জাতীয় চেতনার মহত্তম প্রকাশ, ১৯৪৮ সাল থেকে তাকে বার বার ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে, এই একটিমাত্র লক্ষ্য থেকে। এবং সেই লক্ষ্য হল বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার হরণ। বাংলাদেশে পিণ্ডির একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা।

এই প্রভূত্বের বিরুদ্ধে, এই নির্মম শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে যিনিই কথা বলেছেন, বাংলাদেশের বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, করাচী এবং পিণ্ডির শাসকচক্রের চোখে তিনিই হয়েছেন দেশদ্রোহী। বৃটিশ আমলের আমলা গোলাম মোহাম্মদ শেরে বাংলা ফজলুল হকের মত বরেণ্য নেতাকে বলেছেন দেশদ্রোহী, তার বিচার করতে চেয়েছেন। মীরজাফরের বংশধর ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দিয়েছেন, তিনি গুলি করে মারবেন বয়োবৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানীকে। ইংরাজ আজলের পা-চাটা সিপাই আইয়ুবের চক্রান্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। আজ আইয়ুবের বিশ্বাসঘাতক দক্ষিণ হস্ত ইয়াহিয়ার চক্রান্তে প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত। চলছে তার প্রাণ হননের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

বাংলাদেশের এমন একজন বরেণ্য নেতা নেই, যিনি পিণ্ডির প্রাসাদ-চক্রীদের কাছ থেকে দেশদ্রোহী আখ্যা পাননি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধিকারের দাবি যিনিই করেছেন, তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে। পিণ্ডির এই নির্মম পীড়ন-চিহ্ন আজ যারা বাংলাদেশের শরীরে। ১৯৪৭ সালের পর এমন একটি বছর নেই, যে বছর বাংলাদেশে রক্ত ঝরেনি, মায়ের বুক খালি হয়নি, সন্তানহারা বাপের বুকফাটা আর্তনাদ বাংলাদেশে আকাশ বিদীর্ণ হয়নি। বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখ কি একটি? ১৭ই মার্চ, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৭ই জুন, ২০ শে জানুয়ারি, ২৫ শে মার্চ কত রক্তাক্ত তাখির আর এই তারিখের বীভৎস বর্বরতার কথা বলবো? সবশেষের তারিখ এই ২৫ শে মার্চ তারিখ। ছাত্র-যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী মজুর, ঘুমন্ত বস্তিবাসী নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষকে অকাতরে হত্যা করা হল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে, এবং তা'হল বাঙালীর স্বাধিকার হরণ।

তাই বাংলাদেশ আজ বিদ্রোহী। স্বাধীনতার রক্তপতাকার নিচে জমায়েত হয়েছি আমরা কোটি কোটি বাঙালী। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালীর প্রিয় মুজিব ভাই। এই একটি নাম আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী প্রেরণা। বাঙালীর স্বাধিকার চেতনার সঙ্গে এই একটি সংগ্রামী মানুষকেও হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে পিণ্ডির খুনী চক্রীদের মধ্যে।

আমি সূর্যসম্ভাবনার বিশ্বাসী। বুড়িগঙ্গার পলিমাটিতে তৈরি নতুন জীবন সম্ভাবনাতেও আমি আস্থাবান। এত রক্ত আমরা দিয়েছি, এই রক্তপিচ্ছিল পরে স্বাধীনতার সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী।

আমরা আবার ফিরবো ঢাকায়। আমাদের নতুন স্বাধীনতা-দিবসে উৎসব হবে। প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উৎসব দিবসটি পালনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আমি জানি, আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক্ষা সফল হবেই।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

প্রতিধ্বনি

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সেখানে অন্যায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যেখানে মানুষ মানুষের রক্ত চোষে, যে দেশে রক্তের স্রোত বয়, পংকিলতা আর কুটিলতার শত আচ্ছাদন ভেদ করে সেখানেই ফুটে ওঠে নতুন সূর্য। রক্তনদীর ঢেউ চুরমার করে দেয় শোষণ-নির্যাতনের যাঁতাকল। এটাই চিরন্তন সত্য। আর এই মহাসত্যের ভিত্তিতেই এই নরম রোদের দেশবাংলায় আজ আমরা হয়েছি সৈনিক। পক্ষান্তরে পাক জঙ্গিশাহী বাংলাদেশে শোষণ, নির্যাতন ও নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েও যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারনি বরং বাংলাদেশের অর্থের ওপর নির্ভরশীল গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ইয়াহিয়া চক্র।

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় খুনী টিক্কার পরিবর্তে ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগ এমনি একটি চক্রান্ত। এর পেছনে জঙ্গিশাহীর চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত বাঙালী গবর্নর নিয়োগ করে বাঙালীদের বিভ্রান্ত করে যুদ্ধকে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন চালু হচ্ছে বলে বিশ্ব-বিবেককে ধোঁকা দেয়া।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের তৃতীয় কারণটি হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া খান একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সুনিশ্চিত যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গবর্নর আজ হোক, কাল হোক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের হাতে নিহত হবেই। সুতরাং জঙ্গিশাহীর কথা হচ্ছে, মরবেই যখন পশ্চিম পাকিস্তানী কেন, একজন বাঙালীই মরুক। চূড়ান্ত এবং প্রধান কারণটি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসনের মুখোশ ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করবার জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বাগানো। কারণ বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জঙ্গিশাহীকে সাহায্যদান বন্ধ করে দিয়েছে।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে বিশ্ববিবেকের কাছে। তাই বিশ্বের নামকরা পত্রপত্রিকা ও বেতারে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া চক্রের কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্রডকাস্টিং কমিশনের রিপোর্টার মি. শ্যোন ও কনার ঢাকা সফর শেষে বলেছেন, ‘‘টিক্কা খানকে সরিয়ে ডা. মালিককে দখলীকৃত এলাকার গবর্নর নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য বিদেশী সাহায্য বাগানো এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা।’’

এ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান পত্রিকার মি. মার্টিন এডিনি বি-বি-সি থেকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অসামরিক গবর্নর নিয়োগ করা হলেও সামরিক তৎপরতার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।’’ অর্থাৎ ‘‘বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর পাক বর্বরতা ঠিকই চলবে এবং বেসামরিক গবর্নর ডা. মালিক সামরিক বাহিনীর হাতের পুতুল মাত্র।’’

জন্মভূমি থেকে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেশকে মনের করে গড়ে তুলতে আজ আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দুর্বার প্রথিরোধের সম্মুখে টিকতে না পেরে দখলীকৃত এলাকায় জাতিসংঘের রিলিফ কর্মী নিয়োগের আরেকটি চক্রান্ত এঁটেছে জঙ্গীশাহী। কিন্তু আমরা জানি এই রিলিফ কর্মী নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য কি। জঙ্গীশাহী চাচ্ছেঃ রিলিফ কর্মীর কথা বলে বাংলার বুভুক্ষ জনতাকে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যাবে, তেমনি বিশ্বজনমতকে বাঙালীর দরদি সেজে ধোঁকা দেয়া যাবে।

আমরা এও জানি, জাতিসংঘের এই তথাকথিত রিলিফ কর্মীদের বাংলাদেশে নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গীশাহীর বর্বরতা-ও পৈশাচিকতায় সহায়তা করা। অর্থাৎ এদের ভূমিকা হবে দস্যুবাহিনীর দালালদের প্রতি আমাদের যে ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে এদের প্রতিও তাই করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বি-বি-সি থেকে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর একজন মুখপাত্র জাতিসংঘকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তাদের রিলিফ কর্মীদের জঙ্গীশাহীর দালাল বলেই গণ্য করা হবে এবং তারা দালালদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থারই আওতায় পড়বে। ‘বি-বি-সি থেকে আরও বলা হয়, ‘এ ব্যাপারে জাতিসংঘ থেকে কোন মন্তব্য করা হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীর মুখপাত্রের এই হুঁশিয়ারি জাতিসংঘকে বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে।’

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হয়, ‘ডেমোক্র্যাট দলের নেতা এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর পার্সীও পাকিস্তান সরকারকে আমেরিকান সাহায্য দান বন্ধের দাবী জানান।’

বি-বি-সি রিপোর্টার মিঃ মার্টিন বেল সম্প্রতি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের জন্য ভারত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শরণার্থীদের অসীম দুঃখ-দুর্দশাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন- শুনেছেন পাক জঙ্গীশাহীর চরম বর্বরতা ও পৈশাচিকাতর অনেক করুণ কাহিনী। কিন্তু তিনি লাখ লাখ লাঞ্ছিত মানুষের শুধু একটা প্রমাণই দেখেছেন। শুনেছেন একই কথা। চাপ চাপ যন্ত্রণায় সে কথা চাপা পড়ে যায়নি বরং আরো বলিষ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা বিশ্বে। আর সে কথাটি হচ্ছে বাঙালীর অন্তর মথিত হৃদয়-সঙ্গীত ‘জয় বাংলা।’

(শহীদুল ইসলাম রচিত)

অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বরণে

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন বাংলাদেশের ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেছিল। সেই থেকে এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে, দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে ১৯৬২ সালের শিক্ষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি চিরকালই ছিল জনসাধারণের স্বার্থের থেকে বিযুক্ত। নানারকম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হয়নি, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষালাভের সুযোগের ক্ষেত্রেও দেশের দুই অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে এর সংখ্যা ছিল অনেক কম। গত বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ২৪ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানে সে সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারের চেয়ে বেশি।

শুধু স্কুল-কলেজের সংখ্যা নিয়েই কথা নয়। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুল-কলেজের যে পাঠ্য তালিকা তৈরী করা হয়, তা প্রকৃত শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক ছিল না; বরঞ্চ ভাষার চাপ, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং অগণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তনে এই পাঠ্য তালিকা ছিল গঠনশীল চিত্তের পক্ষে ক্ষতিকর। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তার ও বক্তব্যের স্বাধীনতা হরণ ছিল সরকারী শিক্ষানীতির অঙ্গ। শিক্ষার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকার যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাও স্বাধীন ও ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের বিষয়েও সরকারী উদাসীনতা ছিল এই নীতির অংশস্বরূপ।

আইয়ুব সরকারের আমলে যে নতুন শিক্ষানীতির অবতারণা হয়, তাতেই এই অগণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বভাবতঃই এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছাত্রসমাজের প্রাপ্য। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও, তা শুধু শিক্ষানীতির প্রতিবাদস্বরূপ ছিল না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খান যে একনায়কত্ববাদী শাসনের প্রবর্তন করেন, ১৭ই সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ সেই অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। যখন সারাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে পীড়িত হচ্ছিল, তখন ছাত্ররাই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল এবং প্রাণের বিনিময়ে সে আন্দোলনে তারা সাফল্য অর্জন করেছিল। একনায়ক আইয়ুবের সেই ছিল প্রথম পশ্চাদপসরণ। আর এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালে- যখন আইয়ুবকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এরপর ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া-সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দেখা গেল শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনের আরো স্বীকৃতি ঘটেছে। প্রস্তাবিত নীতিতে শিক্ষা-প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের ধারণা কিছুটা গৃহীত হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির জন্য যে দাবী শিক্ষক ও ছাত্ররা করেছিলেন, তা স্বীকার করা হয়নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রস্তাবও সেখানে ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা দেয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকেই মেনে নেয়া হয় নীতি হিসাবে। আশা করা গিয়েছিল যে, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। তার আগেই সামরিক শাসনের বর্বরতম আঘাত নেমে এসেছে দেশের মানুষের উপর।

আজ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পরে সার্বিক পুনর্গঠনের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার নব রূপায়ণ ঘটবে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্ত, সেই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের কলঙ্কস্বরূপ। শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে সকলকে। শিক্ষার ভিত্তি প্রসারিত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে আমাদের। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কাজের সুযোগ। সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার এই অভিপ্রেত পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে না।

আজ আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত। ইতিহাসে অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার যেদিন উদঘাটিত হবে, সেদিনই ১৭ই সেপ্টেম্বরের আন্দোলন সার্থকতায় উপনীত হবে।

(ডক্টর আনিসুজ্জামান রচিত)

ইয়াহিয়া জবাব দাও

প্রথম সওয়াল

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আমার সওয়াল খুব ছোট। ইচ্ছে করলে এক কথায় জবাব দিতে পারেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ১৯৭০ সনে আপনি ইলেকশন কেন দিয়েছিলেন? একদম সোজা জবাব দেবেন। সাফ, সাফ। তালিবালি করবেন না। কারণ, আপনার খাসলৎ আমাদের জানা আছে। খালি আপনার নয়, পাঞ্জাবে যত ইসলামের চ্যাম্পিয়ান আছে, সকলের খাসলৎ আমাদের জানা। সাংবাদিক হিসেবে আপনার সঙ্গে সফর করবার বদ-নসীব বা খোশ-নসীব আমার হয়েছে। বেলা এগারোটা না বাজতে আপনার ছাতি শুকিয়ে যায়, আপনার বড় পেয়াস লাগে। আপনার তেষ্টা আবার সাধারণ পানিতে যায় না। পেগের পর পেগ হুইস্কি জরুরৎ হয়।তাই বলছি সাফ-সাফ জবাব দেবেন। বাংলাদেশের মানুষের চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন, আর তা চেষ্টা করবেন না।

আসুন, আসুন, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এবার ঢুক্ করে জবাবটা বলে ফেলুন, আপনি নির্বাচন বা ইলেকশান কেন দিয়েছিলেন?

এখন মনে হচ্ছে আপনি নির্বাচনের মানে জানতেন না। ইলেকশান মানে জনগণের রায়। তখন বাংলার মানুষ কী চেয়েছিল? দেশের সাচ্চা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসুক। ইলেকশানের ফল বেরুনোর পরই আপনি বললেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং আপনার যে জনগণের রায়কে সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা বোঝা যায়। আর কথাটা আপনি মুখ দিয়ে বলেননি আর কোন জায়গা দিয়ে বাতাসে বের করেছিলেন? তার প্রমাণ তখন ছিল না। আপনি মুখই ব্যবহার করেছিলেন।

তবে ওয়াদার খেলাফ করলেন কেন আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান? তার ফলাফল কি আপনি জানেন না? জেগে ঘুমাচ্ছেন? আপনার নাম নারীঘাতী, শিশুঘাতী- অন্ধকারে আগুন-লাগানো চণ্ডাল নামে দুনিয়ায় পরিচিত যারা বেঁচে আছে, তারা নিজের বাপ-দাদার বাস্তভিটা থেকে খারিজ। আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে হয়রান। তাদের বুকফাটা আহাজারী, দুর্দশা-সব আপনার ওয়াদা খেলাফের ফল।

অথচ নির্বাচন বা ইলেকশানের পর কী আপনি বগল বাজাননি? নিজের ঈমানদারী দুনিয়ার কাছে জানাতে বুক টান টান করে ফুলিয়ে দাঁড়াননি? আপনার বোধ হয় খেয়াল নেই? একটু শলা দিয়ে উস্কে দিচ্ছি। আপনার প্রচার বিভাগের পুস্তিকা মানে ছোট কেতাবে-Election in the world’s third largest democracy- “দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাজ্যে নির্বাচন” এর পাতায় পাতায় কী নিজের সাফাই গাননি? বইটা এবার

খুলে দেখুন। বাংলা তর্জমা করে বলছি, কান খুলে শুনুন দেখিঃ ‘সেনাবাহিনী সাধারণত বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এই নির্বাচন ঠিক নাটকীয়ভাবে তার বিপরীত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণের কাছে তার কথা, প্রতিশ্রুতি, ঈমান ঠিক রেখেছেন, স্বাধীন এবং ন্যায্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছেই তিনি ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন।’’

শুনলেন ত? আপনার প্রচার বিভাগের কেতাব এ কথা বলছে। আরো জানিয়েছে, ঐ বইয়ের দ্বিতীয় পাতা খোলেন, ‘‘The Election results underlined the political maturity, sound commonsense and practicality of the average voter......Parties preching regionalism, tribalism, racialism and religious Bigorty have been short shrift. অর্থাৎ ‘‘এই নির্বাচন থেকে বোঝা যায়, জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক থেকে কত পাকা। তাদের সাধারণ জ্ঞান কত খাঁটি। যেসব পার্টি আঞ্চলিক, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলেছে, সাধারণ মানুষ তাদের তওবা করার সময় পর্যন্ত দেয়নি।

এরপরও কী আপনি বলতে পারেন শেখ মুজিব দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল? যা ঘটছে সব হিন্দুদের কারসাজি? সব গণ্ডগোল ভারতের ফন্দী- এসব ধুয়া আপনি তুলতে পারেন? না তোলার কোন সুযোগ আছে, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান?

আজ সর্বদা আমানুল্লাহ খান যে বাংলাদেশে আপনার জনসংযোগ-অফিসার, তিনিই তা ঐ পুস্তিকা লিখেছিলেন তার দপ্তর থেকে প্রকাশিত।

সর্দার আমানুল্লাহ পাঠানের বাচ্চা। তাকেও আপনি ঝুটটা বানিয়ে ছেড়েছেন। এ-ই ঘটে তুনিয়ায়। মিথ্যেবাদীর সঙ্গে যে বসবাস করে, সেও সিথ্যুকে পরিণত হয়। সঙ্গ দোষ।

ইয়াহিয়া, জাবব দাও, তুমি কেন ওয়াদা খেলাপ করলে?

(শওকত ওসমান রচিত)

ঝিলামের চার ভাই

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে অবস্থানকালীন কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি আমার মনে আজও অনেক অনেক ঘটনার সাথে জেগে রয়েছে। অজস্র ঘটনার সমষ্টি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমার অবসর সময়ে জাতীয় অনেক অনেক চিন্তার মেঘ এসে আবৃত করে ফেলে। আমি যেন সম্বিতহারা হয়ে পড়ি। হৃদয়ের কোন সূর্য তারে এক অদৃশ্য হস্তের টোকায় যে শব্দ ধ্বনি উত্থিত হয় তা যেন বেদনার মতো শীতল। আগ্রাসী নিস্তব্ধতা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে ছেঁকে ধরে। আমার উন্মনা উদাসী মন আমার শ্যামল বাংলার পথ-ঘাট, গঞ্জ-গ্রাম, বন্দর-নগরের পরিধি পেরিয়ে চলে যায় (এক সময়ে আমাদেরই দেশে অংশ হিসেবে বিবেচিত) পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলাম, নওশেরা, লায়ালপুরে। সেখানকার খেটেখাওয়া মজুর চাষীদের পূর্ণ কুটিরে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্লান্ত-অভুক্ত কোন পরিবারের মরুভূমি আবাসে।

সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের একটি স্টীল ফার্নিচারের দোকানের সামনে। আমার কাছে একটি গোপন বার্তা। এ বার্তাটি নিয়ে একজন মুক্তিসেনা চলে যাবে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্পে। এ বার্তার

আলোকে রাতের কমান্ডো আক্রমণের ধারা রচিত হবে। বার্তা যার হাতে দেওয়ার নির্দেশ তাকে আমি চিনি না। আমার হাত থেকে যিনি বার্তা নেবেন তিনিও আমাকে চেনেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়কে প্রথম দৃষ্টিতে চিনে নেয়ার একটি বিশেষ সংকেত ছিল।আমাদের শার্টের বিশেষ একটি দৃশ্যমান স্থানে একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। আমরা দু'জন দু'জনকে চিনলাম এবং কৌশলে বার্তাটি হস্তান্তর করলাম। এরপর আমার কাজ শেষ। তেজগাঁর কোন এক স্থানে চলে যাবো পরবর্তী নির্দেশ গ্রহণের জন্য। অনেক চেষ্টা করে একটা বেবী ট্যাক্সি পাকড়াও করলাম। গ্যারিসন শহর ঢাকা নগরীতে বেবী ট্যাক্সি পাওয়া দুস্কর। চালকের অভাবে অধিকাংশ যানই মালিকদের গৃহে পড়ে রয়েছে। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালানোর পর বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে অসংখ্য বেবী ট্যাক্সি চালকও মার্কিন ও চীনের বুলেটের শিকার হয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন জীবনধারণের তাড়নায় তাদের কেউ কেউ রাস্তায় বেবী ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু রাস্তায়ও ভয়। কারণ শাহেনশাহ ইয়াহিয়ার লুটেরা বাহিনী যানবাহনের অভাবে ডিউটি করার জন্য সাইকেল-রিকশায় আর বেবী ট্যাক্সিতে আরোহণ করে কিন্তু ভাড়া দেয় না। ভাড়া চাওয়ার দুঃসাহস দেখলে চালক সাথে সাথে ভারতীয় চর বা মুক্তিবাহিনীর এজেন্টে পরিণত হয়ে যান এবং এদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার অবাধ অধিকার জল্লাদ বাহিনীর রয়েছে। এমনকি রাজাকারাও এ জাতীয় হত্যা চালাতে পারে। হত্যার জন্য কোন জবাবদিহি হয় না, বুলেটের হিসাব দিতে হয় না। এ জাতীয় হত্যার জন্যে উপরি বাহবা পাওয়া যায়।

বেবী ট্যাক্সিতে আমি উঠে বসেছি। এমন সময় একজন দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সৈনিক আমাদের থামাতে ইশারা করলো। সৈনিকটি কাঁধে একটি অটোমেটিক চীনা রাইফেল। রাইফেলের নলটি আমাদের দিকে উদ্যত নয় বলে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তবু যেন আমার মনে হলো বেবী ট্যাক্সির দিকে প্রতিটি বুটের পদক্ষেপ যেন আমার মৃত্যুর সময়সীমাকে ঘটিয়ে আনছে। একটি চীনা সীসার গুলি আমাকে প্রাণহীন করে দেবে। যেমন ১০ লক্ষ বাঙালীকে তারা প্রাণহীন করে দিয়ে ৭ কোটি ৪০ লাখ বাঙালীকে রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য অবিস্মরণীয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে।

কিন্তু না- সৈনিকটি আমাকে গুলি করল না। বাঙালীর জাত তুলে গালাগালিও করলো না। আমাকে লাথি মেরে বেবী ট্যাক্সি থেকে ফেলেও দিলো না। শুধু উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথায় যাবো। আমি বললাম তেজগাঁ ফারমগেট। সে বেবী ট্যাক্সিতে উঠে বললো, আমিও ওদিকে যাবো। প্রতিবাদ করার সাহস আমার ছিল না। আমি সরে জায়গা করে দিলাম। সৈনিকটি কাঁধ থেকে রাইফেলটি হাতে নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে তা দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। জিপিও ছাড়িয়ে, প্রেসক্লাব সামনে ফেলে হাইকোর্টের কাছে আসার পর নির্বাক সৈনিকটি সবাক হলো। সে আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম। জিজ্ঞেস করলো আমি মুসলমান কি না। বললাম নামেই তো বুঝতে পারছো। সৈনিকটি আবার চুপ করে গেলো।

আবার সে মুখ খুললো। অনেকটা জনান্তিকেই যেন বললো- তোমরা বেশ আছো! তোমরা বেশ আছো!

আমি এবার কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম। আমি বললাম, আপনারাও তো বেশ আছেন। বাঙালী কেমন আছে একথা তাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার কাছে যে হায়েনাটি বসে আছে কত বাঙালীর রক্ত তার দেহে লেগে রয়েছে। হয়তো আমার কোন বোন এ পশুটির লালসার শিকার হতে অস্বীকার করায় বেয়নেটের খোঁচায় জীবনকে আলিঙ্গন করেছে। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না! তাই আবার বললাম- আপনারা তো বেশ আছেন। ভালো খাওয়া, ভালো পোশাক আর জীবনের নিরাপত্তা। প্রশ্নে একটু যেন জ্বলে উঠলো।

বললো সে তার কথা। সুখে থাকার কথা। ঝিলামের সুদেহী দীর্ঘকায় যুবকটি বললো তার কথা। সে বললো- সকালে নাস্তা দেওয়া হয় এক চামচ সেমাই আর এক চামচ ভিটামিন। ব্যস। এ খাবার খেয়ে হয়তো

বেঁচে থাকা যায়; কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। খাওয়ার মান অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ক্ষিধে পেলেই সৈন্যরা দোকানে ঢুকে খেয়ে নেয়। পয়সা চাওয়ার সাহস করে না দোকানদাররা।

একটি বিমর্ষ কণ্ঠ থেকে শব্দ ঝরে পড়ছিলো। আমি খেতেও পারিনে। খেতে গেলেই ভাইদের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার আম্মার মুখ ভেসে ওঠে।

ভাবলাম ভাইদের হয়তো খুব ভালোবাসে। তাই বিদেশ, বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে এসে ভাইদের কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছে। বললাম- তারা বুঝি ঝিলামে রয়ে গেছে? সৈনিকটি বললো- না। তারা মাশরেকী পাকিস্তানের মাটির নিচে শুয়ে আছে।

এই সৈনিকটির চার ভাই বাংলাদেশের যুদ্ধে রত ছিল। তিন ভাই ফেনী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে। আমার পাশে বসা এই জানোয়ারটি আরও অনেক জানোয়ারের মতো আমার বাংলাদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশু-হত্যার জন্য দায়ী। তার খাকী রং আমাদের অনেক অনেক রক্তে রঞ্জিত। তবু পশুটির সাথে আমি বসে রয়েছি বলে আমার চাঞ্চল্য চাপা রাখতে হলো। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো যে, সে তার মাকে কি জবাব দেবে। যে মায়ের চার সন্তান ছিল, এখন তার মধ্যে তিনজনই চিরদিনের জন্য অনুপস্থিত হয়ে গেছে। তেজগাঁ আসার পর সে নেমে পড়ে। আমি এবং বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

('ইলিয়াস আহমদ' ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম

৬ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বছরের অর্ধভাগ পেরিয়ে গেলো। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছ'মাস পূর্ণ হয়েছে। একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ছ'মাস সময় তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এই ছ'মাস সময়ের ব্যাখ্যা অনেক বেশী, অনেক ভিন্নভাবে মূল্যবান। কেননা যে সামরিক এক নায়কতন্ত্রের হিসাব কষা ধারণা ছিলো মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেখানে ছ'মাস প্রতিনিয়ত সংগ্রামমুখর একটি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্ব আমাকে নিঃসন্দেহে সগর্বিত জবাব দেবার অধিকার দেয়, আমি গর্ববোধ করি।

আমরা গর্ববোধ করি, আমরা যুদ্ধ করেছি। আমরা গর্ববোধ করি আমাদের বাঁচার সংগ্রামে। কারণ আমরা যুদ্ধ করে বেঁচে আছি, আমরা যুদ্ধ করে মরছি। আমাদের অস্তিত্ব আজ তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভু, ভূস্বামী পুঁজিপতি কিংবা বর্বর সামরিকতন্ত্রের অনুগ্রহ নয়, আমাদের অস্তিত্ব আমাদের অর্জিত অধিকার। এ কারণে আমি গর্ববোধ করি।

আমরা সবাই যুদ্ধ করে বেঁচে আছি কিম্বা বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করছি, আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্য যুদ্ধ করছি- এ আমার অহংকার ও এ আমার সম্মান। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অস্তিত্বকে আমরা নিরাপদ না করে পারি না, আমরা সে জন্য যুদ্ধ করছি। আমরা যুদ্ধ করছি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ। মনে পড়ে ছ'মাস আগের কথা। ২৮শে মার্চ ঢাকা থেকে বেরিয়ে চলেছি

গ্রামের দিকে। ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ। যানবাহন নেই। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকায়, এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছি। আমার একজন সহযাত্রী বন্ধু নিজের হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে পুরে অতি সন্তর্পণে একটি রেডিও সেট নিয়ে এসেছিলেন। ফরিদপুরের দিকে পদ্মায় আমরা নৌকা নিয়ে চলেছি। রেডিও সেটটি হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি। সহসা বুকের মধ্যে লাল রক্ত যেনো ফিনকি দিয়ে উঠলো। স্থানকাল ভুলে আমরা ক'জন সহযাত্রী আনন্দে একসংগে চিৎকার করে উঠলাম, চিৎকার করে উঠলাম আমরা বেঁচে আছি, আমরা বাঁচবো।

হয়তো পদ্মার বক্ষ থেকে আমাদের সেদিনের সেই উল্লাসধ্বনি ক্ষণিকেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রক্তের মধ্যে সেদিন যে প্রবল উত্তাপ অনুভব করেছিলাম তা আজো ভোলা যায়নি। জানি না, যুদ্ধের জন্যে কখনো এমন হয় কিনা। এতো দিন নিজের মানসিকতা সম্পর্কে যতোটুকু সচেতন হয়েছি, তাতেও জানি যে নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের সপক্ষেই আমার মানসিক প্রস্তুতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন যুদ্ধের সংবাদে, আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের ঘোষণায় পবিত্র আনন্দে ফেটে পড়েছিলাম। দীর্ঘ শীতরাত্রির নিরুত্তাপ নিঃশব্দ অন্ধকারের পর এই যেনো প্রথম আমাদের রক্তের মধ্যে দারুণ উত্তাপ বোধ করেছিলাম। যুদ্ধ কোনো মানুষকে এমন জীবিত করে তোলে এর আগে কখনো এমন ভাবতে পারিনি। পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ংকর দুঃসহ অন্ধকার ২৬, ২৭ ও আটাশের দিবালোকেও ছিলো এরো বেশি স্পষ্ট, সমাচ্ছন্ন। আর বহু হাতড়িয়েও সে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, নিজের সবকিছু নিয়ে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও এলামেলো ভাষারাজী নিয়ে ক্রমাগত যেনো কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি; কোথায় তা জানিনে, তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, ভয়ানক অস্বাভাবিক অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।

দীর্ঘ পাঁচদিন পর এই আমাদের প্রথম ভোর হলো। জানিনে ইতিহাসে কারো জীবনে কখনো দীর্ঘ পাঁচ দিন পর রাত শেষ হয়েছে কিনা, কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ রাত্রি আমার কাছে শেষ হয়েছিলো পুরো পাঁচদিন পরে। পুরো পাঁচদিন পর এই প্রথম বুঝলাম, ভোর হচ্ছে, আলো আসছে। অথচ আমরা তখন কোনো বন্দী শিবিরে ছিলাম না, ছিলাম না দেয়াল ঘেরা কারান্তরালে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যখন প্রথম শুনলাম আমরা যুদ্ধ করছি, বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তখনই কেবল অনুভব করলাম যে, দীর্ঘ পাঁচদিন পর ভোর হলো। তখন কেবল বোধ করলাম যে আমি বেঁচে আছি। নিজের পায়ে হাত দিলাম, রক্তের উত্তাপ নিলাম। দেখলাম আমি মরিনি।

আমি তাই জানি না আর কোনো মানুষের যুদ্ধের সংবাদ এমন শিহরণ এনেছে কি না। কিন্তু আমি জানি, আমরা সেদিন অস্ত্র হাতে পথে না নামলে আমরা মরে যেতাম, এই মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুলে মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারলে আমরা মরে যেতাম। অথবা বেঁচে থাকতামথ- কিন্তু সে দুই-ই মৃত্যু।

কারণ আমরা জানি, এ আমাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধ, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেন হানাদার দুস্যুদের অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে তাদের ওপর মরণ আঘাত হেনে। তারা যুদ্ধ করেন, এক- একটি অঞ্চল মুক্ত করেন হানাদার দস্যুদের পাপপঙ্কিল অধিকার থেকে। সেখানে উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের ভালোবাসার বিজয় পতাকা। সেখানে খুলে দিয়ে আসেন আমাদের উত্তর পুরুষের; আগামী সুখী-স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনের সোনালি স্বপ্ন; ওরা তাই যুদ্ধ করে; যুদ্ধ করে বাঁচে, যুদ্ধ করে মরে- মরেও বেঁচে থাকে।

আমরা বেঁচেও মেরে ছিলাম, তাই আমরা যুদ্ধ করছি- আমরা মরেও বেঁচে থাকবো। তাই আমরা রক্ত দিচ্ছি, আমরা রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের দুর্জয় স্বপ্নের ফুল। ফ্রন্টে আমাদের মুক্তিসেনারা অবিরাম যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য; ঘরে আমাদের জায়া-জননী, ভগ্নীরা যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, শরণার্থী শিবিরে শিবিরে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনের সংগে যুদ্ধ করছে বেঁচে

থাকার জন্য, আমাদের অস্তিত্বের জন্যে। হানাদার আক্রমণকারীর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তার যুদ্ধ সাময়িক, কিন্তু আমরা যারা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছি- এ যুদ্ধের শেষ নেই।

(মহাদেব সাহা রচিত)

রেনেসাঁর সূচনাঃ বাংলাদেশ

৪ নভেম্বর, ১৯৭১

রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ কথাটা আজ নানা সূত্রে- বিশেষ করে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ প্রগতি উপলক্ষে বারংবার উচ্চারিত। রেনেসাঁর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সামনে রয়েছে বহু আলোচিত ইওরোপীয় রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁধর্মী নবজাগরণ। বর্তমানে বাংলায় যে মুক্তি আন্দোলন বাঙালী জীবনে দুকূলকপ্লাবী জোয়ার সৃষ্টি করেছে, আমি তাকে জাতীয় জীবনে রেনেসাঁর লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে চাই। এই জাগরণ বা অভ্যুত্থানকেই রেনেসাঁ না বলে রেনেসাঁর লক্ষণ বলতে চাই এই কারণে যে, রেনেসাঁ মুখ্যতঃ গঠনধর্মী, আর এখন আমরা একটি অচলায়তন ভাঙ্গার কার্যে ব্রতী- ভাঙ্গার পরে গড়বার পালা- স্বভাবতঃই সে দায়িত্বও হবে দুরূহ এবং তাতে প্রয়োজন হবে মুক্তিযুদ্ধের মতোই চরিত্র ও সংকল্পের প্রতি একনিষ্ঠতা। বর্তমান সংগ্রামে যে দুর্জয় শক্তি ও মানসিক বলের পরিচয় বাঙালী দেখিয়েছে- তা মুক্ত নবজীবনকে অঙ্গীকার করার প্রবল বাসনা থেকেই জাগ্রত।

বাঙালীচিত্তের এই নবজীবন প্রয়োগের পশ্চাতে যেসব অনুপ্রেরণা কার্যকরী সেসবের লক্ষণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব রেনেসাঁর সূচনা কত স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীনতা নিজেই একটি জাতির জীবনে অনুপ্রেরণাস্বরূপ হতে পারে এবং তার নবজাগরণ সূচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সে আশাকে সফল হতে দেয়নি। বৃহত্তম জনসমষ্টির ভাষা-সাহিত্য- সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করার চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তার জাগরণ সম্ভাবনাকে-সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় মেতে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জাবী চক্রান্ত। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর ফল হয়েছে বিপরীত। জলস্রোত যেমন আপন গতিপ্রবাহেই সব বাধাকে অতিক্রম করে সম্মুখগামী- তেমনি বাঙালীর নবজীবন তৃষ্ণাও কোন ষড়যন্ত্র বা বাধাকে গ্রাহ্য করেনি বরং বিরুদ্ধতা তার শক্তিকে সংহত করেছে। রেনেসাঁর বিশেষত্বগুলিকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমনঃ

১। জাতির অতীত ঐতিহ্য থেকে রস আহরণ এবং তার পুনর্মূল্যায়ন।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ।

৩। অপরিময়ে জীবনতৃষ্ণা।

মাটির রস যেমন বৃক্ষদেহে সঞ্চারিত হয়ে তাকে সজীব রাখে, তেমনি ঐতিহ্যও একটি জাতির জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। পাকিস্তানী শাসকচক্র প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালীর যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্য সম্পদের ওপর। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লোকশ্রুতিকে হিন্দুয়ানীর গোড়া অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা হয়, নজরুলের

সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর উল্লেখের জন্যে তাকে পৌত্তলিক বলে উপেক্ষা করা হয়- সর্বোপরি দেশের শতকরা ৬৫ জনের ভাষা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে ফতোয়া জারি করে বাঙালীর প্রাণরস শুষ্ক করে দেবার ষড়যন্ত্রের মেতে ওঠে এই কীর্তিমানেরা। কিন্তু মনন-সমৃদ্ধ বাঙালী সেদিন ধরে ফেলে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপ। সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করল, বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্য-ইতিহাস. সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্তই তার রক্তধারায় প্রবাহিত। বাংলা ভাষা তার বুকের রুধিরের চেয়েও প্রিয়। প্রমাণ দিতে হলো বুকের রক্ত দিয়েই। ভাষার জন্যে প্রাণদান। লিখিত হলো নব ইতিহাস। বাঙালী মুসলমান তার ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও খর্জুর কুঞ্জের পরিবর্তে আম্রবীথির শোভা নিরীক্ষণ করলেন। শুরু হলো বাঙালীর আত্মঅন্বেষা এবং তার পুনর্জাগরণ। ইওরোপের এবং উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও দেখি ঐতিহ্যের পুনরালোচনা এবং তার থেকে শক্তি সঞ্চয়। সুতরাং ঐতিহ্যের নব-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালী জীবনেও রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছে এ ঘোষণা করা চলে নির্দ্বিধায়।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ রেনেসাঁর একটি বিশেষ লক্ষণ। সংস্কারের আবাসস্থল হলো অচল মন। যে মন নিত্য বহমান, সে মনে কখনো সংস্কারের জড়বুদ্ধি আশ্রয় পায় না, সেই অচল মনের নিত্যসংগ্রাম বিশ্ব মানবসমুদ্রের চিন্তা-তরঙ্গে। মধ্যযুগের অন্ধকার অতিক্রম করে ইউরোপ রেনেসাঁ যুগের আলোকোজ্জ্বল পথে পা বাড়ালো মুক্তিবুদ্ধির প্রদীপ হাতে নিয়ে। উনিশ শতকে বাংলার চিত্ত বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল ইউরোপের এই সচল মনের স্পর্শেই। মানস-মুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদক্ষেপের বেলায়ও একথা অনেকখানি সত্য। এই আলোকাভিসারের প্রথম যাত্রী ঢাকার শিখা গোষ্ঠী। সংস্কারমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের সেদিনের ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল অর্থপূর্ণ প্রয়াসের ফল ভেতরে ভেতরে আজও অবশ্যিই ক্রিয়াশীল। মহৎ আজ বা আন্দোলন- তা যতো সামান্যই হোক- এইভাবেই যুগাতিক্রমী হয়। সেদিন তাঁদের আন্দোলন নির্বিরোধে হয়নি। বর্তমান জাগরণের সূত্রপাতে বাধা এসেছে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল পাঞ্জাবীচক্রের তরফ থেকে। তাদের আশংকা, আলোকপ্রাপ্ত বাঙালী হবে শোষণের প্রতিবন্ধক। তাই ওদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেয়াল গাঁথার আরা আমাদের নিয়ত প্রয়াস দেয়াল ভাঙ্গার। শিক্ষার সংকোচন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের লাঞ্ছনা, বাংলার ঐতিহ্যকে বিদেশীয় বলে ঘোষণা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা এক-জাতীয়তার ধারণাকে বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস-এর প্রত্যেকটি বাঙালীকে অন্ধকারে রাখার ষড়যন্ত্রের অংশ।

তবে এ ষড়যন্ত্রের পূর্ণ স্বরূপ বাঙালীর নিকট পরিষ্কার। সর্বপ্রকার অচলায়তনকে দূর করে জাতির যাত্রা এক মহাজীবনের পথে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এক বাঙালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথে।

এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যি স্বীকারযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর এই রাজনীতি-প্রাধান্যের যুগে যেহেতু সব রকম আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজনীতির অবস্থান, সুতরাং বাংলাদেশের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি এখানেও নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধজয়ের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সমগ্র জাতির পরম লক্ষ্য এক বিপুল জীবনের আহ্বান সেই আহ্বানের পথে সার্থক পদক্ষেপেই পথে বাঙালী জীবনের সার্বিক জাগরণ বা রেনেসাঁ।

(সুকুমার হোড় রচিত)

রণাঙ্গণে বাংলার নারী

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

পবিত্র রমজানের কঠোর উপবাস পালন করছেন এখন দেশ রণাঙ্গন বাংলার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষেরা। অশেষ পুণ্যের মাস এই রমজান। সাধারণভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার বিরত থাকাই রমজানের বাহ্যিক উপবাস অনুষ্ঠান। এ ছাড়া কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করা রমজান মাসের অবশ্য করণীয় ইবাদত।

এবারের রমজান এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনের এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগসন্ধিক্ষণে। এখন আমাদের সন্তানরা দেশকে শত্রুমুক্তি করার সার্বক্ষণিক যুদ্ধে নিয়োজিত, আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ তথা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। পবিত্র রমজানের কঠোর সিয়াম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ হয়েছে আমাদের মা-বোনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কৃচ্ছ্রসাধনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাধানমন্ত্রী পবিত্র রমজান উপলক্ষে তাঁর বেতার বাণীতে বলছেন, গত বছরের রমজান মাসে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এক প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করেছে, প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবে সেবারে এখানে সংঘটিত হয়েছে এক ব্যাপক, ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুলসংখ্যক মানুষের আকস্মিক মৃত্যু। আর এবারের রমজানে আমরা সাত মাস আগে সূচিত এক আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরতিহীন পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করছি, যে আক্রমণ আমাদের ওপরে এসেছে এক পশু প্রকৃতির সামরিক জান্তার কাছ থেকে একান্তই অতর্কিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জীবনের তাগিদে আমরা সেবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিলাম, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছিলাম বানের জলে ভেসে যাওয়া ক্ষেতেখামারে, আত্মীয়স্বজনহারা ঘর-সংসারে। আর এবারের জাতীয় জীবনের তথা বাংলাদেশ ও বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমরা আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জীবনযুদ্ধই দেশ রণাঙ্গন বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে এবারের রমজান সমাসের পুণ্যময় শপথরূপে অভিষিক্ত হয়েছে।

বরকতের মাস রমজান। এ মাসে আমাদের মুসলিম পরিবারে সাধারণ বাড়তি খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইফতারী, সেহরী ইত্যাদির সরঞ্জাম হয়ে থাকে ব্যয়বহুল। সারাদিন উপবাস পালনের ওপর প্রচুর খাদ্য, ঘ্রাণযুক্ত ও সুস্বাদু খাবার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এবারে অন্য রকম। বাংলার গৃহিনীরা এবারে সর্বময় সংযম ও কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী। অল্পে তুষ্টির সুশিক্ষাই তারা আজ গ্রহণ করেছেনথ- গ্রহণ করেছেন জাতীয় স্বার্থের কারণেই।

আজকের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেসে সালামের সেই সুমহান হাদিসের শিক্ষাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- বলা হয়েছে, এক বেলার খাবার, উপস্থিত পরিধানের জন্য এক প্রস্থ কাপড় এবং এক রাতের মতো মাথা গুঁজবার আশ্রয় বা ঘুমোবার বিছানা যার আছে, সে কাঙাল নয়। তার জীবনে থাকা উচিত পূর্ণ পরিতৃপ্তি। আমরা পরিতৃপ্ত। রমজানের সত্যিকার সংযম সাধনার শুভ মুহূর্তে আমাদের বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আমাদের পরিতৃপ্তি শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার বিরত থাকাতেই নয়, বরং এই বরকতের মাসে ব্যয়বাহুল্য অর্জন করে। আমাদের পরিতৃপ্তি উপবাসের চেয়ে কঠোর ত্যাগ বুকের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। আমাদের পরিতৃপ্তি দেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার কাজে আমাদের রক্তবীজ সোনামণিদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে।

ত্রিশ দিনের আনুষ্ঠানিক উপবাস পালনের শেষে যে ঈদ- সে ঈদকে আমরা কিসের মূল্যে আনন্দমুখর করে তুলবো, সে ভাবনা থেকেও আজ বাংলার মা-বোনরা নির্লিপ্ত নন। আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুশক্তি যেদিন আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে, সেদিনই জমে উঠবে আমাদের ঈদের উৎসব। এ জন্য যতো ত্রিশ দিনই আমাদের কেটে যাক, আমরা করে যাবো সংযম-সাধনা। একটি স্বাধীন জাতির ভবিষ্যৎ হিসাবে যেদিন আমাদের বংশধররা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে, সেদিনই তো শুভ সমাপ্তি হবে আমাদের উপবাস পালনের।

এবারে আমরা দেখেছি, পুজোপার্বনে আমাদের দেশ ঢাকা-ঢোল, সানাই-কাঁসা, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত হয়নি। কেবল কানে শুনেছি মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দ। পূজামণ্ডপে রক্তচন্দনের লেপ দেখিনি, দেখেছি রক্ত। দুর্বৃত্ত হানাদার সৈন্যদের রক্ত। আমাদের দুঃসাহসী গেরিলা সন্তানদের হাতের অস্ত্র অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে চলছে এক একটি হানাদারের বক্ষদেশ। পুজোর আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি মহিষাসুর বধের মাধ্যমে। বাংলা মাকে প্রত্যক্ষ করেছি জাগ্রত রণচন্ডীরূপে।

আমাদের সন্তানরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। আমাদের মা-বোনরা কেউবা তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ভুক্ষা পালন করেছেন, কেউবা গৃহবাসে যুদ্ধকালীন কর্তব্য পালন করছেন। এ কর্তব্য বড় কঠোর, ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মতোই বাংলার মা-বোনরা আজ মেনে নিয়েছে জাতির এই মুক্তিযোদ্ধাকে। এ যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় তাই হয়ে উঠেছে সুনিশ্চিত।

(বেগম উম্মে কুলসুম মুসতারী শফি রচিত)

দেয়ালের লিখন

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সব ভালো, যার শেষ ভালো। আর সব খবরের সেরা খবর শেষ খবর। সেই শেষ সংবাদটা কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে দেয়ালের লিখন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, বিবেচক ব্যক্তিরা, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা আগেভাগেই দেয়ালের লিখন পড়তে পারেন, পড়ে সাবধান হতে পারেন।

দেয়ালের এই লিখনকে কেউ কেউ হয়তো বলবেন ভবিতব্য, আমি কিন্তু বলি- ইতিহাসের মার।

মরণকালে যাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়, সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে যারা কাণ্ডাকাণ্ড, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দেয়ালের লিখন তারা পড়তে পারে না।

ইতিহাসের চরম মারের হাত থেকে তাদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

ইতিহাসের মার দুনিয়ার বার। সেই মারের রকমটা কেমন, শুনবেন? ইতিহাসের সেই মারের চোটে দখলীকৃত বাংলাদেশে একটা নতুন ছুতোর-শিল্প গড়ে উঠেছে। ঢালাও কারবার চলছে সেই ছুতোর-শিল্পের। তার নাম হচ্ছে কফিন-শিল্প। ঢাকা, যশোর, ময়নামতি, ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত তৈরী হচ্ছে শুধু কফিনের বাক্স। কফিনের বাক্সের যোগাড় দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ছুতোর-মিস্ত্রিরা। পাক হানাদারদের কর্নেল জাঁদরেলরাই

বেনামীতে কফিন সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারী নিয়ে বেশ টু-পাইস কামাতে শুরু করেছে। আর কামাইয়ের এই নতুন রাস্তাটা যাতে চালু থাকে, নতুন নতুন লাশ সরবরাহের রাস্তাটাও তারা তৈরী করে রেখেছে। মৃত্যুর এই ঠিকাদাররা সহজে তো আ এমন লাভের কারবার ছাড়তে পারে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব তরতাজা জল্লাদ আমদানী করা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর কবল থেকে, তাদের তো আর বিদেশে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাদের লাশগুলো কফিনের বাক্সে পুরে তাদের স্বদেশে পাঠানো হবে।

বলিহারী আশা।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধকে যখন এই জল্লাদরা নির্বিচারে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, নৃশংস হত্যার নব নব কৌশল উদ্ভাবন করে চরম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে হত্যা করেছে, তখন তারা এদেশের সেই শহীদদের দাফনের কথা ভাবেনি, মৃত্যুর পরে তাদের কবরে ঠাঁই মেলেনি। পথে-ঘাটে-ভাগাড়ে এদেশের বাপ, মা-ভাই, বোনের মৃতদেহ পড়ে থেকে পচেছে, শেয়াল-শকুনের খোরাক হয়েছে- কবরের কোলে তাই ঠাঁই দেয়া হয়নি, ইয়াহিয়ার জল্লাদরা সে সুযোগটুকুও দেয়নি। নিরপরাধ সদ্য বিবাহিত হারুনকে হত্যা করে ঠাটারী বাজারের পথের ওপারে ফেলে গিয়েছিল জল্লাদরা। হুকুম দিয়ে গিয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ সেই লাম ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। তেমনি পড়ে থেকেছে যুবক হারুনের মৃতদেহ, ঠাটারী বাজারের পথের ওপরে। জল্লাদদের জীপ বার বার সেই মৃতদেহের ওপর দিয়ে গিয়েছে, এসেছে। আর দানবীয় অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে ইয়াহিয়া, জল্লাদরা। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির ডোমের গাড়ী হারুনের নশ্বর দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে এসেছে ভাগাড়ে।

এ ইতিহাস শুধু এক হারুনের ইতিহাস নয়। ইয়াহিয়ার জল্লাদদের হাতে নিহত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বা্বা-মা, ভাই-বোনকে তারা শেয়াল-শুকুনের খোরাকে পরিণত করেছে।

আজ তারা আশা করে তাদের জল্লাদের দেহ কফিনের বাক্সে পুরে স্বদেশ পাঠাবে দাফনের জন্যে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হবার নয়। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী জল্লাদদের কাউকেই স্বদেশের মাটিতে যেতে দেবে না- জ্যান্ত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই না। এই বাংলাদেশের মাটিতেই নির্বান্ধব জল্লাদের অন্তিমশয্যা রচিত হবে। কফিনের বাক্স যেমনকার তেমনি পড়ে থাকবে।

অনেক বিলম্বে হলেও এই অনিবার্য পরিণতির কথা জল্লাদদের প্রভুরা বোধ হয় কিছু কিছু অনুমান করতে পারছে। তাই তাদের এবং তাদের ভাড়াটিয়াদের কণ্ঠে ইদানিং যেন দরদের বান ডাকছে। তাই তারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর তরুণদের উদ্দেশে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনী গাইছে। আহা, কুলোকের কুপরামর্শে বাংলাদেশের এইসব সরল-নিরীহ ছেলেরা না-হক প্রাণ দিচ্ছে! ওহো, কি দুঃখের কথা!

একেই বলে গরুর শোকে শুকনের কান্না। বাংলাদেশের তরুণদের জন্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া গোষ্ঠী আর তার দালালদের কি দরদ।

বলি বেহায়া খান, বাংলাদেশের এই তরুণদের, তাদের মা-বাপ, ভাই-বোনকে কিভাবে তোমরা হত্যা করেছো। সে কথা আমরা ভুলে যাব ভেবেছ? ভুলে যাব ভেবেছ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির কথা? তোমরা ঘাতকরা হঠাৎ এক-একটা জায়গা ঘেরাও করে শিশু-কিশোর-যুবকদের ট্রাকে উঠিয়ে পাগলায় নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করেছো। তারপর বুড়িগঙ্গার পানিতে তাদের ফেলে দিয়েছো। শিশু-কিশোর-যুবকদের চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহ থেকে নিঃশেষ রক্ত শুষে নিয়ে হত্যা করেছ তোমরা। তারপর ফেলে এসেছ ভাগাড়ে। শকুনে শকুনে সেখানকার আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের কণ্ঠে দরদের বান ডাকছে। তোমরা বেহায়া, তোমরা পশুরও অধম, দানবের চেয়েও নৃশংস।

ততোধিক ঘৃণ্য তাদের দালালরা, যারা আজ ইনিয়ে বিনিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদছে।

ঢাকার রেডিও ষ্টেশন পাগলার সেই বধ্যভূমি দূরে নয়, যেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু, কিশোর ও যুবককে বেয়নেটের খোঁচায় আর রক্ত নিংড়ে নিয়ে ইয়াহিয়ার ঘাতকরা হত্যা করেছে। বধ্যভূমির আকাশে শুধু শকুন আর শকুন। সে বীভৎস নারকীয় হাহিনী জানে ঢাকার প্রতিটি মানুষ, শকুন-ছাওয়া আকাশ সকলে দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। কিন্তু শিউরে ওঠেনি ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দালালরা। তাই দিনের পর দিন মুক্তিশপথে দৃপ্ত বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদতে কণ্ঠটাও একটু কাঁপে না।

কোনদিন কি তোমরা পাগলার কাছে বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাবে হাজার হাজার শিশু-কিশোর তরুণ কণ্ঠের চাপা গোঙানি। আরও কান পেতে থাকলে শুনতে পাবে শান্ত বুড়িগঙ্গার প্রাণের অশান্ত চাপা গর্জন। শুনতে পাবে বুড়িগঙ্গার আকাশ, পাগলার বাতাস সারা বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের ডাক দিয়ে বলেছে-

তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো,

তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো।

সেই চাপা অথচ বজ্রনির্ঘোষ, সেই অবরুদ্ধ লাঞ্ছিত পরাধীন প্রাণের ক্রুদ্ধ হাহাকার যদি তোমরা শুনতে পেতে তাহলে বুঝতে-বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণপ্রাণ শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও কেন জানোয়ার হত্যার শপথ গ্রহণ করেছে। শুনলে বুঝতে পারবে তোমাদের জন্যে শেষ সংবাদে কোন বার্তা অপেক্ষা করছে।

(আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী রচিত)

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলার মাটিকে,বাংলার আকাশ-বাতাস-মাঠ-প্রান্তরকে এবং বাংলার মানুষকে এমন নিবিড় করে বোধ করি আর কোন বাঙালী ভালোবাসতে পারেনি। বাংলাদেশকে ভালোবেসে, বাংলার নির্যাতিত শোষিত লাঞ্ছিত মানুষকে ভালোবেসে শেখ মুজিবের ন্যায় দুঃখ ও নির্যাতন আর কোন মানুষ সহ্য করেননি। বাংলার মাটির প্রবাহ শেখ মুজিবের রক্তে সৃষ্টি করেছে তরঙ্গ, বাংলার নিঃশ্বাস যেন শেখ মুজিবের নিজের শরীরের নিঃশ্বাসে পরিণত হয়েছে- বাংলার সমগ্র অস্তিত্বের সাথে তিনি যেন একাত্ম হয়ে পড়েছেন। তাই বাংলার শরীরে যখন যে ব্যথা বেজেছে সে ব্যথা যেন শেখ মুজিবের শরীরেও ঝংকার তুলেছে। বাংলার মাটিতে যুগে যুগে মানুষ জন্মেছে, কিন্তু ‘চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি’ যিনি বলেছেন, সেই বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাংলার প্রাণের সাথে একাত্মতা এমন গভীরভাবে কেউ অনুভব করেননি- আর পরবর্তীকালে শুধু বাক্যে নয়, শুধু অনুভূতি দিয়েও নয়, দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে, জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে, সকল শক্তি ও সাধনা দিয়ে যিনি বাংলার সাথে একাত্মতা প্রমাণ করেছেন তিনিই বাংলাদেশের নয়নমণি শেখ মুজিব। বাংলার অস্তিত্ব থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ‘‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব’’ অথবা ‘‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’’ এই কবিতা শুনে যিনি বাংলার প্রেমে তন্ময় হতেন, তিনি আজ আর প্রিয় জন্মভূমি বাংলার থেকে দূরে-বহু দূরে শত্রুর কবলে, দানব পশুর পাহারায় আবদ্ধ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ রক্তস্নাত আর জননী বঙ্গভূমির সবচেয়ে আদরের দুলাল শেখ মুজিব আজ হৃদয়হীন পাষণ্ডের দেশ পাকিস্তানে বন্দীজীবনের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত। আজো বাংলার মাটিতে ‘‘কাঁঠালপাতা করিতেছে ভোরের বাতাসে’’ এবং ‘‘সেখানে খয়েরী ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে’’- কিন্তু এই দৃশ্য দেখে যে মানুষটি সবচেয়ে অভিভূত হতেন, যে সিংহপুরুষ সমগ্র বাংলাদেশকে হৃদয়ের কাছে আঁকড়ে ধরতে হাত বাড়াতেন সেই শেখ মুজিব বাংলা থেকে বহু দূরে শত্রুর কারাগারে শত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন অতিবাহিত করে চলেছেন। বাংলাদেশের কাছে এর চেয়ে দুঃখের, এর চেয়ে মর্মান্তিক বুঝি আর কিছুই হতে পারে না। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কি এক নিঃসীম শূন্যতা অনুভব করি, মনে হয়-

যতদূর যাই,

নাই নাই সে পথিক নাই,

মনে হয়ঃ প্রভাতের অরুণ আভাসে

ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে

পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে

ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে

যতদূর চাই

নাই নাই পথিক নাই।

কিন্তু না। কে বলে শেখ মুজিব আমাদের মধ্যে নাই। তুমি যদি বাঙালী হও, তুমিও যদি বাংলাদেশের মাটি ও আলো-বাতাসকে শেখ মুজিবের মতই ভালবেসে থাকো, তুমি একবার চোখ নিচু করে তোমার হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ- দেখবে শেখ মুজিব তোমার হৃদয়ে বাংলার প্রেমের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছেন আর তোমার হৃদয়কে বার বার নাড়া দিয়ে আহ্বান করছেন ‘‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’’ তুমি যদি মুক্তিযোদ্ধা হও, সংগ্রামী বাঙালী হয়ে পাকিস্তানের হানাদার কুকুরগুলোকে বিতাড়নের শপথ গ্রহণ করে থাকো- তুমি তোমার হৃদয়ে শেখ মুজিবকে খুঁজে পাবে, তোমার বাহুতে অজেয় শক্তি হয়ে, তোমার বক্ষে দুর্বার সাহসের প্রবাহ হয়ে শেখ মুজিব সর্বদা জাগ্রত রয়েছেন। শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির প্রতীক- তিনি আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে পারেন না, তিনি আছেন আমাদের সবার পশে পাশে, আমাদের সবার একান্ত নিকটে। পিণ্ডির কয়েদখানা শেখ মুজিবের দেহকে আবদ্ধ করে একটি বর্বর আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে; কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, বাংলাদেশের আজাদীর জনক শেখ মুজিবকে বিশ্বের কোন শক্তির সাধ্য নেই আবদ্ধ করে, কোন শক্তির সাধ্য নেই তাঁকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। তবু দুঃখ হয়, দুঃখে প্রাণমন সংকুচিত হয়ে আসে এই ভেবে যে, পাকিস্তানের বর্বরদের মধ্যে কি নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবের। বাংলাকে ভালবেসে জীবনে যিনি সর্বদা যে কোন নির্যাতনকে এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত, বাংলার সেই সবচেয়ে দরদি সন্তান আজ একটি বাঙালীর মুখ দেখতে পারছেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি দেখছেন সেই হীনতম জানোয়ারগুলোর মুখ, যাদের স্মরণ করলেও আজ প্রত্যেকটি

বাঙালীর হৃদয় প্রতিহিংসায়, ঘৃণায় ও ধিক্কারে সংকুচিত হয়ে ওঠে। কবিগুরুর ভাষায়- আল্লাহকে বারবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেঃ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো;

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, বেসেছ তাদের ভালো?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেঃ শেখ মুজিব কি অন্যায় করেছেন, যার জন্য আজ এই নিদারুণ শাস্তি তাঁর ভাগ্যে নেমে এলো? বাংলাদেশকে ভালোবাসা, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য শপথ গ্রহণ করাই কি শেখ মুজিবের একটি অন্যায় কর্ম? আর তারই জন্য কি এই মহান নেতার ভাগ্যে এমন বিপর্যয়?

(ডক্টর মাযহারুল ইসলাম রচিত)

দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আজ দেশের প্রায় সকল এলাকাই শত্রুমুক্ত। এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, যাকে ভালোবাসার অপরাধে বুলেট, বেয়নেট, মর্টার, মেশিনগানে, লক্ষ লক্ষ প্রাণের অবসান ঘটেছিল। হারিয়েছিল কতজন স্বামী, সন্তান পিতা-ভ্রাতা। আত্মীয়পরিজন ভরা সুখের সংসার সর্বস্বহারা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কতজন বাহির হয়েছিল পথে- সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে।

আজ শত্রুমুক্ত অঞ্চলে ফিরে আসছে সবাই- কিন্তু বসতি গড়ে তুলবে এ কোন মাতৃভূমির কোলে চির সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা যার প্রতিরূপ এক পশুশক্তির দাহনে জনশূন্য, শস্যশূন্য, গৃহশূন্য দগ্ধ হাহাকারের এক চরম অভিশাপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বর্বর ইয়াহিয়ার অনুচরবর্গের অঞ্চল ত্যাগের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হত্যাযজ্ঞের অবশিষ্টরূপে রয়েছে দগ্ধ গৃহ, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভগ্নাংশ, স্বজনসম্পত্তি হারা, শোকার্ত, বুভুক্ষু ও পঙ্গু একদল নরনারী, অনাথ শিশু আর বালক-বালিকা।ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শত শত মৃতদেহের ভাগ নিয়েছে শিয়াল, কুকুর আর শকুনের লড়াই। শূন্য ভিটায়, ভগ্নগৃহে কারো বুকে জ্বলছে পিতা-মাতা, ভ্রাতা আর বন্ধু বিয়োগের বেদনা- স্বামী-সন্তান আর সুখের সংসার হারিয়ে কেউ বা কাঁদছে ভূলুণ্ঠিত হয়ে, কারো বা বেদনা ভাষাহীন। বর্বর হামলায় অঙ্গহীন, চক্ষুহীন, পঙ্গু নরনারী নিজেদের ভবিষ্যত অন্নসংস্থানের দুশ্চিন্তায় অর্ধমৃত। প্রিয় বিয়োগের বেদনা, সন্তান আর সম্পদ হারানোর শোক অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিকও নয়- আর এ শোকে সান্ত্বনার ভাষাও নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিস্ফল শোকও পরিহার করতে হবে। অত্যাচারীর কবলমুক্ত পুনর্জীবিত আমরা। আমাদের এই নবজন্ম ও জীবন পরিচালনার সন্ধিক্ষণে পশ্চাতের শোক, দুঃখ, অনুশোচনাকে দূরে সরিয়ে একতা, শান্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সংগঠনে সক্রিয় হয়ে নতুন উদ্যমে বাঁচতে ও বাঁচাতে হবে। এই ভগ্নহাটের দগ্ধভূমিতে এই শোকার্ত, নির্যাতিত পঙ্গুদের মাঝেই আমাদের কর্মক্ষেত্র বিছাতে হবে। আত্মনিয়োগ করতে হবে বিপন্ন, বিপর্যস্ত, নিরন্ন এই জনসমাজের কল্যাণমূলক সংগঠনের দায়িত্বে।

দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে মুক্তাঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অব্যবস্থা ও ময়লা নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মশামাছির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

তদুপরি রক্তলোলুপ খান সৈন্যদের পলায়নের প্রাক্কালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে নিহত পরিত্যাক্ত গলিত মৃতদেহ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যোগে এ সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যা সত্বর নিরসনে অগ্রণী হওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলের ভগ্ন, অর্ধভগ্ন নলকূপ মেরামত, প্রয়োজনবোধে নতুন নলকূপ চালু করার ব্যাপারে কর্তপক্ষকে অবহিত করা, নর্দমা ইত্যাদি সংস্কারে নিজেদের মনোযোগী হওয়া- যেখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লা ফেলার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা, জল ফুটিয়ে পান করা- স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় এই সমস্ত দায়িত্বগুলিতে মেয়েরা নিজেদের দৃষ্টান্তে অপরকেও সতর্ক করতে পারেন। নালা-নর্দমায় জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ, ঘরে ঘরে টিকা-ইনজেকশনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ইত্যাদিতে বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূলে মেয়েরা যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন।

বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত প্রায় পল্লী ও শহরগুলির যেখানে আহত-পীড়িতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা সহজসাধ্য নয়, সেখানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, ঘরোয়া চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলে ও সাধ্যানুযায়ী সহায়তা দানে মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারেন- আর্তের সেবা, সাহায্য পথ্য ও পানীয়ের সমস্যা সকলের সম্মিলিত যত্নে সমাধান হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিয়মিত বিদ্যালয় চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাঠাভ্যাসে দীর্ঘ অনভ্যস্ত ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে সমান সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে গেলে শিক্ষাদান কার্য অনেকটা এগিয়ে যাবে।

উপস্থিত আমরা সকলেই লুণ্ঠিত, সর্বস্বান্ত- তবুও তার মধ্যে কিছুটা সামর্থ্য আর সঙ্গতি যাদের আছে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে, আর সঙ্গতি যাদের আছে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে, কল্যাণমূলক কিছু কাজ পরস্পরের সহযোগিতা আর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে আরম্ভ করতে পারি। শীতবস্ত্রের প্রয়োজনে সুতো-কাঁটা সংগ্রহ করে বসে গেলে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অপরের প্রয়োজনেরও সাহায্য করতে পারি। রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যাণ্ডেজ, বন্ধনী, নবজাত শিশু আর প্রসূতির উপযুক্ত বস্ত্রাদি, সাময়িক সাহায্য, কিছু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, শিশুদের পাঠ্যবইও আমরা এ থেকে করে নিতে পারি।

হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারের শিকারে পরিণত, নির্যাতিত-নিপীড়িত- যারা সমগ্র মাতৃজাতির অবমাননার কালিমা নিজের গায়ে মেখে জীন্মৃতঃ জনচক্ষুর অন্তরালে পড়ে আছে, আসুন আমরা এগিয়ে যাই ব্যথায় বিমূঢ় লাঞ্চনা, বেদনা আর অপমানের বিষপানে জর্জরিত নিরুপায় সেই মা, বোন, বধূ আর কন্যাদের মাঝে। তাদের দুঃসহ. দুঃখ ও লজ্জার গুরুভার যদি সমগ্র অন্তর দিয়ে লাঘব করতে না পারি, তবে বৃথাই আমরা মাতৃ অংকে জন্ম নিয়েছি। সমবেদনার প্রলেপে, দরদের অশ্রুতে আমরা মুছে নেব তাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত। ডেকে নেব আমাদের সর্ব কাজে, সর্বস্তরে। বেঁধে দেব তাদের ভাঙ্গা ঘর, ফিরিয়ে দেব তাদের সুখ-শান্তি, সম্মান।

তবে একতা, শৃঙ্খলা, শান্তি আর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যেন আমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাই। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা আর সাম্প্রদায়িকভাবে বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন আমাদের এই কল্যাণব্রতকে কলুষিত না করতে পারে। সকল স্বার্থ, নিন্দা, ভয়, ভেদ, বিবাদের সমস্যাজয়ী বাংলার নারী- আমরা আমাদের দেশকে, জন্মভূমিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে যদি এগিয়ে যাই, তবে সমস্যা যতই দুরূহ হোক না কেন, সুসমাধান যে হবেই এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(বাসনা গুণ রচিত)

স্বদেশ স্বকাল

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে পাকিস্তানের মৃত্যু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সেই সাথে শেষ হলো শাসনের এবং শোষণের একটি কলংকজনক অধ্যায়। হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক তুলনাহীন বেঈমানকে, যে ভাইয়ের মুখোশ পরে সিন্দাবাদের গল্পের সেই অসহ্য দৈত্যটার মত বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল গত চব্বিশ বছর ধরে, অবশেষে আমরা উৎখাত করলাম বাংলাদেশের মাটি থেকে। স্বেচ্ছায় ঘাড় থেকে নামেনি লোভী দৈত্যটা বারবার প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে একটি পরাজিত আহত কুকুরের মত সে আত্মসমর্পণ করেছে প্রাণ বাঁচাবার নিতান্ত জৈবিক তাড়নায়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর রচিত হবার সাথে সাথে মৃত্যু হলো উগ্র সাম্প্রদায়িকতার, যে বিষ একদিন বাংলাদেশের মানুষের উপর উগড়ে দেবার চেষ্টা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী প্রাসাদষড়যন্ত্রীরা। বিগত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানী প্রভুরা এই উৎকট বিষবৃক্ষটিকে বাংলাদেশের মাটিতে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন শাসন এবং শোষণ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, একজন বাঙালীকে অন্য একজন বাঙালীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এর জন্যে আমদানী করার চেষ্টা চলেছিল সাম্প্রদায়িকতার, যা মানুষকে ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করতে এবং অর্থহীন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

এই সচেতন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুরা- এ কথা সত্যি, কিন্তু এই বিষবৃক্ষটির লালনে এবং পুষ্টিসাধনে নিরন্তর সহায়তা যুগিয়েছে একদল বাংলাদেশের ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী- যারা সামান্য কিছু লাভের আশায় নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমা প্রভুদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে পদলেহী কুকুরের মত। সাম্প্রদায়িকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে জিইয়ে রাখবার জন্যে এরা সব রকম ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে- এমনকি বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে বিনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেও এদের বিবেকে বাধেনি। এরাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে, উর্দু হরফে বাংলার প্রচলনের, এরাই ফরমান দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ বর্জনের, এরাই মুখর হয়েছে বাঙালী আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিরুদ্ধে। সর্বস্তরে এই উৎকট ব্যাধিটিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে সমগ্র দেশব্যাপী গড়ে তুলেছে বিএনআর, পাকিস্তান কাউন্সিল ইত্যাদি মগজ ধোলাইয়ের প্রতিষ্ঠান। এরাই বিকৃত করে রচনা করেছে ইতিহাস, এমনকি সুকুমারমতি শিশুদের মনটিকে পর্যন্ত বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে- সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে। এদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাঙালীর বাঙালিত্ব, তার আচার অনুষ্ঠান, তার ভাষা, তার আজন্মের অন্তরঙ্গ সংস্কৃতি। পশ্চিমা প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে এরাও গান ধরেছিলঃ বাঙালীয়ানা আসলে হিন্দুয়ানীরই নামান্তর মাত্র। বাংলা ভাষাটাই নাকি হিন্দুদের ভাষা- মায়ের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের তাতে কোন অধিকার নাই। অতএব একজন সাচ্চা পাকিস্তানী হতে হলে এইসব বাঙালীয়ানা সযত্নে পরিহার করতে হবে এবং তার বদলে গ্রহণ করতে হবে পশ্চিমা প্রভুদের প্রেরিত সেই ঘৃণ্য, ব্যাধিটিকে, যার নাম সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা। বাংলাদেশে বাঙালী সংস্কৃতি চলবে না, তার বদলে বরণ করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধোলাই হয়ে আসা 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' নামক আজব বস্তুটিকে। এসব কুকীর্তির বিনিময়ে কুচক্রী প্রভুদের কাছ থেকে কিছুই যে ইনাম মেলেনি তা নয়। এই পাপের পথে পদচারণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কুখ্যাত শিক্ষকটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ লাভ করেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ঘৃণ্য মীরজাফরটি পেয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ। এবং একইভাবে লাভবান হয়েছে তাদের সমগোত্রীয় ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এই সমস্ত ঘৃণ্য দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত কোদিনই বিভ্রান্ত

করতে পারেনি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে- ফেলে আসা কয়টি উজ্জ্বল গণআন্দোলন এবং আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায় এই মন্তব্যের সপক্ষে রায় দেবে। নগ্ন অর্থনৈতিক শোষণ যখন বাংলাদেশের মানুষকে নিক্ষেপ করেছে এক অকল্পনীয় দুঃসময়ের বিবরে, তাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে চক্রান্তের আসল রূপটি।

মুক্ত বাংলাদেশে তাই আজ সাম্প্রদায়িকতার কোন ঠাঁই নেই। আপন ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে আমরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সূর্যালোকে আলোকিত হয়েছি। ধর্মকে তাই আজ আমরা আর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি নই। আমার সোনার বাংলাদেশে তাই আর সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে কোন কথা নেই- প্রতিটি মানুষের আপন আপন ধর্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকার নিয়ে বাঁচবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে, এ কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই মুহূর্তে- অনেক দিন আগে পড়া সুসাহিত্যিক শ্রী মনোজ বসুর একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্পের কথা আমার মনে পড়ছে। দেশ বিভাগকালীন অর্থহীন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার পটভূমিতে লেখা গল্পটি। এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করত দু'টি পরিবার- একটি হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। এই দুই পরিবারের সম্পর্ক ছিল নিবিড় সম্প্রীতির এবং অন্তরঙ্গতার। তারপর- এক সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের একটি ছোট্ট ঢেউ সেই সুদূর গ্রামটিতেও গিয়ে লাগল এবং ফাটল ধরল সম্পর্কের। একে অন্যকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। বন্ধ হয়ে গেল মেলামেশা পর্যন্ত। দু'বাড়ির দুটি ছোট ছেলেমেয়ে কিন্তু এতসব জানতো না। তাই বাপ-মা'র নিষেধ সত্ত্বেও তাদের লুকিয়ে মেলামেশা বন্ধ হয়নি।

একদিন হিন্দু বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটি মুসলমান বাড়ির মেয়েটিকে বলল, 'জানিস মুসলমানরা হিন্দুদের দেখলেই কেটে ফেলছে।'

তুই কিচ্ছু জানিস না, মেয়েটি বলল। আসলে হিন্দুরাই মেরে ফেলছে মুসলমানদের। একটু নীরবতা। তারপর মেয়েটি বলল, আচ্ছা তুই 'হিন্দু' দেখেছিস?

ছেলেটি বলল, নাতো! তা তুই মুসলমান দেখেসনি? মেয়েটি উত্তর করল, না রে! দরকার নেই বাবা ওসব হিন্দু-মুসলমান দেখে।

ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটি খুবই আশ্বস্ত বোধ করল এই ভেবে যে, ওদের কাছাকাছি কোন 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' নেই।

গল্পটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কি হাস্যকর এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, যার নিরর্থকতা ছোট্ট দুটি ছেলেমেয়েও তাদের সহজাত বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে।

উগ্র ধর্মান্ধতা অনেক দেখেছি আমরা, বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছি তার বিষাক্ত নখরে। তাই বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে এই কুৎসিৎ বিষবৃক্ষটিকে ঠাঁই দিতে আর প্রস্তুত নই আমরা।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)

বাংলার সংগ্রামী জনতা প্রস্তুত

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মোহাম্মদপুর কলোনীর একমুঠো মাটি একটা কাগজে মোড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কালচে মাটি। রক্ত আর মাটি মিশে জমাট বেঁধে গেছে। কার রক্ত? হয়তো মুনীর চৌধুরী কিংবা ডাঃ ফজলে রাব্বির। ডাঃ আলীম চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, গোলাম মোস্তফা, সিরাজউদ্দিন হোসেন খান-কার রক্ত মিশে আছে এ মাটিতে? জানিনে। হয়তো সকলের রক্তই মিশে একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বরতার জঘন্যতম নিদর্শন। বুদ্ধিজীবীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিশ্বমানব ঘৃণায় শিউরে উঠেছে; বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের কণ্ঠ। মোঙ্গল হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করেছিলো। বাগদাদের রাজপথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হয়নি। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ যুগ ধরে সযত্নে সঞ্চিত গ্রন্থাগারে আগুন দিয়ে বহ্নি-উৎসব করেছিলো। রাশি রাশি পোড়া গ্রন্থের ছাই ইউফ্রেটিস নদীর জল কালো করে দিয়েছিলো। ৮০০ বছর পর ঢাকার বুকে বিংশ শতাব্দীর হালাকুরা যে ঘটনা সংঘটন করলো তাতে অতীতের হালাকুও লজ্জা পেতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শরিক। কারাবরণ করতে হয়েছিলো তাঁকে। ফজলে রাব্বি বিখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসক, ডাঃ আলীম চৌধুরী চক্ষুরোগ বিশারদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য ইতিহাসের অধ্যাপক, সাংবাদিক মোস্তফা, নজরুল, কেউ-ই রেহাই পেলো না। বাংলাদেশের মাটিকে, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসার এবং পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী হবার চরম খেসারত দিতে হলো তাঁদের। থোকা থোকা রক্তে বাংলা মায়ের পায়ে আল্পনা এঁকে গেলেন তাঁরা।

বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশের জনতার রক্তদানের ইতিহাস। ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরায় সামান্য মানবিক দাবী আদায়ের জন্য আনোয়ার, হানিফ, কম্পরাম এদের সাতজনকে প্রাণ দিতে হলো। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী করার অপরাধে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসকচক্রের সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হলো বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারদের। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে বাস কর্মচারী ওয়াজিউল্লা প্রাণ দিলেন। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা দাবী, বাংলার স্বাধিকার দাবিতে আবার কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুনে লাল হলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, টঙ্গীর মাটি। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ১১- দফার দাবীতে আসাদ, ডাঃ শামসুজ্জোহা,মতিউর, রোস্তম এমনি শত শত লোক বুকের রক্তে দেশমাতৃকার তর্পণ করলেন। ১৯৭১ সালে স্বৈরাচারের অবসানের জন্য আবার শুরু হলো প্রাণ বলিদান পর্ব। ফারুক, ইকবাল, পাবনার এ্যাডভোকেট আমীরুদ্দীন, যশোহরের মসীউর রহমান, রাজশাহীর বীরেন সরকার, ঢাকার ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডঃ গোবিন্দ দেব, ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী এমনি লক্ষ লক্ষ লোকের বুকের রক্তে বাংলার মাটি আজও ভেজা। একটা অপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল রক্তদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে শত্রুর কলুষ স্পর্শ থেকে মুক্ত করেছে।

বিগত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছে। সেই মহান অপূর্ব সংগ্রামের পরিণতি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনতার চূড়ান্ত বিজয়, আজকের গণজপ্রতান্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হবার সংগে সংগেই বাংলাদেশের জনতার সংগ্রামের অবসান হয়েছে- এই চিন্তা ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনতা আজ এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংগ্রাম হলো দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর হানাদাররা বিগত নয় মাসে সুপরিকল্পিত উপায়ে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মনীষা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বত্র এক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালিয়ে সোনার বাংলাদেশকে আপাত-শ্মশানে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, কলকারখানা এবং হাজার

হাজার বাড়ি তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আত্মসমর্পণ করবার প্রাক্কালে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলো লুট করে সমস্ত টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানের Gold Reserve রাখা হতো করাচী স্টেট ব্যাঙ্কে। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে কোন স্বর্ণ রক্ষিত হতো না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সদ্যজাত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যে কোন দেশের অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধির জন্যে স্বর্ণের একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান শুধু বাংলাদেশ সরকারের একার হাতে নিবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের যে সাড়ে সাত কোটি জনতা তাদের অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং নিষ্ঠার দ্বারা বাংলার মুক্তি অর্জন করলো, সেই সাড়ে সাত কোটি জনতাকেই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কঠিন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর করবে। আর এ কথাও জানা যে, বাংলার সংগ্রামী জনতা এককণ্ঠে সেই দাবীর প্রতি জানাবে তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা। প্রস্তুত সংগ্রামী বাংলার সংগ্রামী জনতা। জয় বাংলা।

(গাজীউল হক রচিত)

বাংলাদেশের পুনর্গঠন-৩

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ধর্মের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগতিক তথা রাজনৈতিক কাজে লাগানো হয়েছিল বলেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান টেকিনি। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পটভূমি ছিল ধর্ম। সাম্প্রদায়িকতা; কিন্তু বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ লক্ষ প্রাণের রক্তে অর্জিত হলো- তার সংগ্রামী পটভূমিতে যে সত্যটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তা হলো দেশপ্রেম। দেশের মাটির প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা- দেশের সংগ্রামী শাসনক্ষমতার সংগে দেশবাসীর প্রাণের মিলন। আজ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি নবজাত রাষ্ট্রের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে নতুন স্বপ্নের হাতছানি- কল্পনার অজস্র বিস্তার।

এদেশ কেমন হবে- এ প্রশ্নের উত্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। 'আপনারা কিভাবে এ দেশকে গড়ে তুলতে চান'- এর উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ কেমন হবে। সত্যিই অনেক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে মাথা তুলে যে নতুন রাষ্ট্র আজ এলোমেলো, এবড়োথেবড়ো. বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে আছে তাকে আমাদের মনের মতো করে সাজাতে হবে- রূপায়িত করতে হবে আমাদের প্রতিটি স্বপ্নকে।

এই স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সহযোগী চেতনার। হানাদার বাহিনীর চলাচলের পথ দুর্গম করে তোলার জন্য একদিন যে পুল, কালভার্ট আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম- আজ সেই পথেই আমাদের নিত্যদিনের যাত্রা। এই বাড়ির পাশের পুলটির পুনঃনির্মার্ণের জন্য আপনি কি সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবেন? নিশ্চয়ই নয়। আপনার কাজ হবে প্রাথমিকভাবে পার্শ্ববর্তী মানুষের মধ্যে এমন এক চেতনার জন্ম দেয়া- এমন এক নতুন কর্মপ্রেরণাকে সঞ্চারিত করা, যাতে শারীরিক সাধ্যের অন্তর্গত পরিশ্রমে দেশের যে কোনো পুনর্গঠন কাজে নির্দ্বিধায় অংশ নিতে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসে। এ ভাঙা পুলটি আপনারাই পুনঃনির্মাণ করতে পারেন। অর্থের সংগে কর্মের নিষ্ঠা যুক্ত না হলে অপচয়কে রোধ করা যায় না।

বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সর্বপ্রথম এই ভেঙে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যতশীঘ্র সম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেঘনা নদীর ওপর ভৈরব রেলব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতো বড়ো বড়ো সেতুগুলোর পুনঃনির্মাণের কাজে সরকার ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ বৃহৎ দায়িত্বগুলো নিশ্চয়ই সরকারী ব্যবস্থাধীনেই ত্বরান্বিত হবে- কিন্তু বাড়ি পাশের, গ্রাম-গঞ্জের ছোটখাট পুলগুলো গ্রামীণ স্থানীয় চেষ্টায় মেরামত করা অসম্ভব কিছু নয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

আপনার বাড়ির পাশের যে স্কুলটি কিম্বা আপনার বাড়ির পাশের মসজিদটি, যা কিছুদিন আগে হানাদার বাহিনীর কামানের গোলা বা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপনাদের দায়িত্ব নিজেদের প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজনীয় পুনঃনির্মাণ। সরকারকে ছোটখাটো পুনর্গঠনের দায়িত্বের দিকে টেনে না এনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে দেয়া। আজকে অর্থনৈতিকও সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি যে মহান দায়িত্ব সরকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সমবেতভাবেই সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

দীর্ঘদিন শত্রুকবলিত বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদন অসম্ভব রকম হ্রাস পাওয়ায় এবং বহিঃবিশ্বের সংগে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ায় গ্রামে গ্রামে তেল, কেরোসিন, লবণ, সাবান, কাপড়, ঔষধপত্র প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। যোগাযোগের অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারী-মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াবে। স্থানীয়ভাবেই গ্রামে গ্রামে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসামরিক প্রশাসন গ্রামে গ্রামে চালু হবার সময় এসে গেছে। সুযোগসন্ধানী যারা সময়ের সুযোগ নিতে চাইবে- দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তিই তাদের প্রাপ্য হবে।

আগামী শুভ নববর্ষের পদার্পণের সংগে সংগেই পূর্ণ উদ্যমে শুরু হবে বাংলাদেশ সরকারের তথা বাংলাদেশবাসীর পবিত্র দায়িত্ব- শরণার্থীদের পুনর্বাসন। এই পবিত্র মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সাহায্য, সহানুভূতি ও সশ্রম আত্মত্যাগ অপরিহার্য। এ দায়িত্ব সরকারের নয়- এই পুনর্বাসনের নৈতিক ও মানসিক দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় যে সমস্ত দালাল অনেক ভাবে অপরের সম্পত্তি, বাড়িঘর ও অস্থাবর মালামাল নিজেদের দখলে রেখেছিল- সরকারী হস্তক্ষেপের পূর্বেই সবকিছু ফিরিয়ে দিয়ে তাদের কর্তব্য হবে পুনর্বাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করা। অবৈধভাবে অপরের সম্পদ ভোগ-দখলের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আপনার বাড়ির পাশেই তার নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে দীর্ঘ দশ মাসের অনিশ্চিত জীপনযাপনের পর আজ যারা ঘরে ঘরে ফিরবেন- পুরনো বিদ্বেষ, স্বার্থের ব্যাঘাত সবকিছু ভুলে গিয়ে আমাদের উচিত হবে ফিরে আসা শরণার্থীদের দিকে বন্ধুত্বের কোমল হাতকেই প্রসারিত করা। ভাই, বন্ধু ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পরস্পরের সহযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। জনসাধারণের মধ্যে এই শুভবুদ্ধির প্রসার ঘটাতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘৃণা নয়, প্রতিবেশী বলে বুকে টেনে নিতে হবে পরস্পরকে।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টার সফলতা জনসাধারণের সহযোগিতা নির্ভর। যাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, তাদের জন্য ঘর তুলতে হবে- প্রয়োজনবোধে অর্থ, প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সাহায্য করতে হবে আমাদের যে অশুভ শক্তি একদিন তার অসহনীয় বর্বরতা দিয়ে এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া করেছিল- অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা সেই শক্তিকে পরাজিত করেছি। সেই ত্যাগের মহান আদর্শ, সেই সহযোগিতার ঐতিহ্যই বাংলাদেশের প্রতিটি পুনর্গঠনে আমাদের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করুক, ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই আমাদের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করুক। ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই আমাদের আকাংক্ষিত সোনার বাংলাদেশ নতুন আলোয় স্নাত হবে।

(নির্মলেন্দু গুণ রচিত)

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

.....১৯৭১

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁর আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে তাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, এরা সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগপত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নূন করাচীর আই, আই, চুন্দ্রিগড় ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে- একটি সামরিক ‘জুন্টার সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান, মোনায়েম খান, সবুর এরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনসীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে। আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান- পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর জন্ম, লালন-পালন ও মৃত্যু সেহেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তারা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তাঁরা ভাবতেন না, কিম্বা ভাববার অবসর পেতেন না। জনগণের কোনো তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। জনগণের আশা-আকাংক্ষা, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবী-দাওয়ার প্রতি সব সময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরীবের দল আরো গরীব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র পাঞ্জাবী ভূস্বামী, পাঞ্জাবী ধনপতি, পাঞ্জাবী আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবী সামরিক ‘জুন্টা’র দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, সেহেতু পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশ, পূর্ববাংলা, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছে পূর্ববাংলা ও পূর্ববাংলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ববাংলা এই শাসক চক্রের হাতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়-করা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসত পূর্ববাংলা থেকে, তবু পূর্ববাংলাকে তার আয়ের সিকি ভাগও ভোগ করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরীর কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ আসত পূর্ববাংলা থেকে, তবুও শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে

ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছয় আনা তিন পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র এক পাই শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু টাকা দুই আনা সাত পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছরে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। যে বছরে রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা। সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ববাংলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচজন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বইজন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১.৯ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮.১ ভাগ পূর্ব বাঙালী। কী নিদারুণ বৈষম্য! কী ভয়াবহ শোষণ! পূর্ববাংলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবি করল। স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। পাকিস্তানের যে কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যে কোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ববাংলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবি তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ববাংলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবি তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গী আইয়ুবশাহী তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে, যখন অসংখ্য নরনারীকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে, তখন পূর্ববাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে- এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবি করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সবসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিঘ্নে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তানের একসঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। পূর্ববাংলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

খাইবার থেকে টেকনাফ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রেকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯- এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া-হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ, পাঞ্জাবী-পাঠান বিরোধ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যখনই গদিচ্যুত হবার সম্ভবনা প্রকট হয়ে উঠছে, তখনই যে কোন একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯- এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো, তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তাঁর পরিকাল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক-পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন- কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিলো পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছিলেন তিনি। নিজেকে সাধু-সজ্জন হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ব বাংলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলচ্ছ্বাসে দশ লাক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণ হারালো। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়- সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর হয়নি। এই দুর্যোগের সময়ে হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য , বিদেশী সাংবাদিক বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল পূর্ব বাংলার ঝড় উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্তনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণ কাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন নামবে আমাদের মাটিতে? আমাদে সৈন্যরা বসে বসে করছে কি? এত বড় দুর্যোগ ঘটে গেল কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদে বসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেলো কোথায়? নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। দশ লাক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছো। কিন্ত আরো দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ববাংলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোনো বিশ্বরাজনীতির দাবা খেলার ছকের মধ্যে পড়ে আছি?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো। যথা সময়ে শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তান ব্যপী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলো পাকিস্তানের নাগরিকরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকারী দুটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো- আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আর প্রদেশ তিনটি হলো- পূর্ববাংলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বাকি দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেও একচেটিয়া শোষনের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে- সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো, ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচনে কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে, এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরোনো পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শসকচক্র। আবার সেই পুরনো বিভেদের রাজনীতির দাবা খেলা শুরু করল তারা। এবং এই দাবা দেখার সুযোগ্য সহযোগী হিসেবে ভুট্টো আর কাইউম খান দুজনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রভুক্ত।

খান আবদুল কাইউম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন ছয়-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আজলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভূস্বামী।

ভুট্টো আর কাইউম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে- এক ঢিলে চার পাখি মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে, ভুট্টো ও কাইউম খানের মাধ্যমে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মাটিতে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তাঁরা- তাঁদের অনুচর মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু, পূর্ব বাংলার সদাসচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর মুখোশের কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন, জাতীয়

পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা হবে না।

এই ধরনের একটি অযৌক্তিক দাবি ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা-গোপন বৈঠক ও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চে আহূত সভা কোনো কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুতলবী ঘোষণা করে দিলেন- যদিও জাতীয় পরিণষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ঢাকা এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কাইউম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্তের কথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লাগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে একরাতে তাঁর বর্বর সৈন্যেরা প্রায় দু-হাজার দেশপ্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসকচক্রের ভাড়াটে দালালরা পূর্ব বাংলায় বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- পূর্ব বাংলার বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, বাঙালী-অবাঙালী সবাই সমান অধিকারের দাবিদার, সবাই পরস্পরের ভাই। শাসকচক্র দাঙ্গা বাধাতে টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করে ঢাকায় পাঠান হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল- যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েক'শ বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকায়। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী। এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ইয়াহিয়া খান আর সামরিক 'জুন্টা'র প্রধানরা।

জল এবং বিমান পথ হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব বাংলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকে আরও সুদৃঢ় করলেন। ঢাকা সৈন্যশিবির ও বিমানপোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসান হলো বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে। একদিকে আলোচনার প্রহসন চলল আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১

এল সেইদিন, যে-দিনটির জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যাবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী, পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরানী, বুদ্ধিজীবী-কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়ালডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাংলার মেহনতি মানুষ আর দুর্জয় মনোবল আর তার সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগল।

হিংসার এই উন্মত্তার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোনো পথ রইল না। বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত।

পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাংলাদেশের মানুষ দায়ী হয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ লাশের নীচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলও দায়ী নয়। দায়ী লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা-মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীর দল- যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙালীর প্রাণ।

বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে মানুষ প্রাণ ভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে।

লড়ছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্য।

বাংলার মানুষের এইমুক্তির লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাবে।

(জহির রায়হান রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত রণাঙ্গন সম্পর্কিত কয়েকটি কথিকা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১

দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এক

মুজিবনগরে এসেছিলাম প্রায় দু'মাস আগে। তাই এ দু'মাস শুধু পরের মুখেই শুনেছি দেশের দখলীকৃত এলাকার কথা। শুনেছি পশ্চিম পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যা, নির্মম অত্যাচার, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের লোমহর্ষক কাহিনী। তাই, মনে মনে ভাবছিলাম একবার বাড়ি যাব। স্বচক্ষে দেখে আসব দেশের ও দশের অবস্থা। পারলে ওদেরকে একটু প্রবোধও দিয়ে আসব। আর বলে আসব 'তোমাদের মুক্তির দিন আগত প্রায়।'

কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হয় না। প্রথমত, আমি যে দায়িত্বে ন্যস্ত তা কার হাতে দিয়ে যাই। তার ব্যবস্থাও যখন করলাম তখন দেখা দিল নতুন ফ্যাসাদ। বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাংক্ষীদের দু'একজন ছাড়া সবাই নিষেধ করে বললেন, 'গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। ওরা পেলে আপনাকে গুলি করে মারবে।'

তবু সব উপেক্ষা করে একদিন রওয়ানা দিলাম, অতি ভোরে। হাঁটতে হাঁটতে সকাল ১১টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বন-জঙ্গল ও গাছপালার ঘেরা একটা ছোট্ট গ্রাম। তারই মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে এই ক্যাম্প। বাড়িটার চারদিকে এক মাইলের মধ্যে নেই আর কোন বাড়িঘর। তবে এলাকাটা এমন জনমানবহীন সব সময় ছিল না। সোনার বাংলাকে দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণে যারা শ্মশানে পরিণত করেছে, তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া খুনী সৈন্যরা গত এপ্রিল মাসে সমগ্র এলাকাটিকে উজাড় করে দিয়েছে। বহু লোককে ওরা গুলি করে মেরেছে, প্রায় সমস্ত বাড়িঘর ওরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই এসবের পরও যারা বেঁচে ছিল তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ক্যাম্পের কাছে যেতেই কে একজন 'হল্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ডানে তাকিয়ে দেখি রাইফেল হাতে একজন তরণ। সম্ভবত কয়েক মাস আগে সে কোন কলেজে পড়ত। কাছে এসেই জিজ্ঞেস করল, আমি কে এবং কি জন্য ওখানে গিয়েছি। বললাম, আপনাদের কম্যাণ্ডার সাহেবের সাথে দেখা করব, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে।

সৈনিক আমাকে দাঁড়িয়ে রেখে আরেকজনকে ডেকে আনতে গেল, কয়েক কদম আগে। মধ্য-বয়সের দ্বিতীয় লোকটি কাছে এসে অতি বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন আমার পরিচয় এবং কম্যাণ্ডার সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের কি প্রয়োজন। তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দানের পর তিনি আমাকে একটা গাছের গোড়ায় বাঁশের চটায় তৈরী একটা বেঞ্চিতে বসতে বলে ভেতরে গেলেন। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে কম্যাণ্ডার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

র‍্যাঙ্ক তার ক্যাপ্টেন বটে, কিন্তু তিনি হলেন ঐ ক্যাম্পের সর্বাধিনায়ক। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধ করছেন তারই নির্দেশে। সারাদিন সারারাত বসে বসে তিনি খবরাখবর নেন শত্রুর

গতিবিধির। তারপর স্ট্রাটেজী ঠিক করে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠান এ্যাকশনে, মাঝে মাঝে তিনি নিজেও এ্যাকশনে যান, তবে তা নির্ভর করে এ্যাকশনের গুরুত্বের উপর।

দোহারা চেহারার লোক এই ক্যাপ্টেন বা কম্যাণ্ডার। তাকে আগে কোথায় দেখেছি বলে আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। তবে তিনি আমাকে দেখেই বলে ফেললেন। বললেন, রহমতের খবর কি? বললাম, ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তার খবর জানতাম। বিজলীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে সে সময় রহমত ঢাকায় ছিল। তারপর আর কিছু জানি না। সাথে সাথে মনে পড়ল এ ক্যাপ্টেনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে দেখেছি। তখন তিনি ছাত্রলীগ করতেন। দেখেছি প্রতিটি আন্দোলনে, প্রতিটি মিছিলের পুরোভাগে। তাছাড়া, তাকে দেখেছি সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের টেবিলে। কলেজ ছাত্র সংসদের খবর নিয়ে তিনি যেতেন রিপোর্টারদের কাছে।

বললাম, আপনি ত ডাক্তার হয়েছেন, শুনেছি আর্মি মেডিক্যাল কোরে গিয়েছেন। আর এখন দেখছি কম্যাণ্ডারগিরি করছেন। হেসে বললেন, 'এখন দরকার এ্যাকশনের, যুদ্ধের। তাই জল্লাদের আর্মি মেডিক্যাল কোর থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে নেমেছি।'.......

মার্চ-এপ্রিলের মত আজ আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আনাড়ী যোদ্ধা নয়। তারা আজ পুরাপুরি ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তারা আজ মেশিনগান চালাতে পারে, মর্টার চালাতে পারে এবং গ্রেনেড ও ডিনামাইট ব্যবহার করতে পারে। প্রয়েজনীয় অস্ত্র হাতে থাকলে এদের দশজন অন্তত একশো-দুশো শত্রুসেনাকে ঘায়েল করতে পারে।

ক্যাপ্টেন ও তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে দেখলাম ওরা নির্ভয়, মৃত্যুকে ওরা আজ পরোয়া করে না। মৃত্যুর সাথে ওরা আজ পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত। কথাটা ক্যাপ্টেন নিজেও আমাকে এক পর্যায়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ওদের নিয়ে আমাকে অসুবিধায়ও পড়তে হয় অনেক। বাঘ যেমন নরমাংসের গন্ধ পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ওরাও কোনস্থানে শত্রুপক্ষের উপস্থিতির খবর পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শত্রুর কাছে কি অস্ত্র আছে আর ওদের কাছে কি আছে তার বাছবিচার ওরা করতে চায় না।'

ক্যাম্প থেকে ফিরে আসছি, এমন অতি পরিচিত একজন মুক্তিযোদ্ধা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা মতিন ভাই, আমাদের মুজিব ভাই কি বেঁচে আছেন? ওনাকে কি ফিরে পাব?''

এ প্রশ্নে নতুনত্বের কিছু ছিল না। এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিন অসংখ্যবার। তবু তাকে বললাম, তিনি ত বলে গেছেন, তিনি হুকুম দিতে না পারলেও যেন আমরা নিজ নিজ কর্তব্য করে যাই। সুতরাং বর্তমান সময় ওসব বিচার না করে তিনি যা চেয়েছিলেন তা সমাধা করায় আত্মনিয়োগ করাই কি শ্রেয় নয়?'

তিনি বললেন, 'তা ত ঠিক। আমরা তাই করছি এবং করে যাব। প্রয়োজনবোধে প্রাণ দেব। কিন্তু মুজিব ভাইকে ছাড়া যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই চিন্তা করতে পারি না! জানেন, আমার বাবা ও দুই ভাইকে ঘাতকরা হত্যা করেছে। তবু বেঁচে আছি। কিন্তু মুজিব ভাইকে হারালে যে বাঁচতে পারব না।'

দুই

......সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ক্যাম্পে কিছু সময় কাটানোর পর ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে একজন সুবেদার মেজরের হাওলা করে দিয়ে বললেনঃ 'ওনার সাথে কথা বলুন, আমরা শিকারে যাচ্ছি।'

সুবেদার মেজর ৩৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক। কয়েক বছর আগে বাঙালীর গৌরব বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢুকেছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন যশোর ক্যান্টমেন্টে। তারপর থেকে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন দখলকার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি জানেন না, তাঁর পরিবারের কে আজ বেঁচে আছে আর কে বেঁচে নেই। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন ''পরাধীন জাতি হিসাবে বাঙালীদের বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? পশ্চিমারা যেভাবে জাতি হিসাবে আমাদের অপমান করেছে, সর্বনাশ করেছে- তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আর সব কথার সেরা কথা বাংলাদেশকে শত্রুকবলমুক্ত করতেই হবে। তারপর বাপ-ভাই-এর অভাব হবে না বাংলাদেশে।''

অবাক হয়ে ভাবলেন এই আধাশিক্ষিত লোকটির কথা। কি অসীম দৃঢ়তা! কি গভীর আত্মপ্রত্যয় বিরাজ করছে তার মাঝে! বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বাঙালীর অপমানের প্রতিশোধই আজ তার কাছে বড়। নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রদের বেঁচে থাকা না থাকার প্রশ্নটি আজ তার কাছে গৌণ।

এতদিন পরে বুঝতে পারলাম কি করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে মাত্র দুই কোম্পানী বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অন্ততঃ ৫/৭ গুণ শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও যুদ্ধ করতে করতে পথ করে নিতে পেয়েছিলেন। সেদিন তাদের পাঞ্জাবী-অধিকর্তা লেঃ কর্নেল বেঈমানী করেছিল। ষড়যন্ত্র করে সন্ধ্যার সময় অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু এরা বাঙালীর জাতশত্রুদের হুকুম মোতাবেক আত্মসমর্পণ করেনি। অন্যান্য বাঙালী অফিসারদের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করেছে। একজনের প্রাণের বদলে ১০ জনের প্রাণ নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুবেদার মেজরের কাছে শুনলাম ক্যাপ্টেনের পশু-শিকারে যাওয়ার কাহিনী। তিনি বললেন, 'একটু আগেই খবর এসেছে ৪০-৫০ জন খানসেনা এসে আস্তানা গেড়েছে। গত রাতেও তারা নাকি ওখানে ছিল। আজ রাতে ওদেরকে দলবলে খতম করতে হবে। স্থানটাও এখান থেকে বেশ দূরে। তাই ক্যাপ্টেন জন পনেরো মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে এখনই রওয়ানা হতে যাচ্ছেন।'

বললাম, '৪০-৫০ জন সুদক্ষ শত্রুসৈন্যের মোকাবেলায় আমাদের ত আরও বেশী মুক্তিযোদ্ধা যাওয়া দরকার।'

তিনি হেসে দিয়ে বললেন, 'না, না, তা মোটেই নয়। আমাদের ১৫ জনই ওদের ৫০ জনের মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট। ইনশাআল্লাহ, ঐ ১৫ জনের হাতেই ওদের অন্ততঃ ৩০ জন খতম হবে এবং অন্যরা কুকুরের মত পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে।'

কথা প্রসঙ্গে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম উভয় পক্ষের হতাহতের তুলনামূলক হার। তিনি একটা রেকর্ড বের করে বললেনঃ হতাহতের হার হচ্ছে ১:৫০- অর্থাৎ গড়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার বদলে ৫০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আমি বললাম, 'এমনটা কি করে সম্ভব? যুদ্ধে দু'পক্ষের হতাহতের এমনতর অনুপাতের কথা ত কোনদিন শুনিনি।'

জবাবে তিনি বললেনঃ 'আমরাও আগে শুনিনি। কিন্তু এখন নিজের চোখে দেখছি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ওদের খতম করা। আর ওদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণে বাঁচা। তাই, প্রাণের বাঁচার তাগিদে ওরা এখন আর আমাদের সাথে যুদ্ধই করতে পারছে না, আর কোনদিন পারবেও না।''.........

সুবেদার মেজরের সাথে কথা বলার সময় সেখানে এসে হাজির হলেন একজন তরুণ পূর্বতন সি-এস-পি অফিসার। কয়েক মাস আগেও তিনি ছিলেন কোন এক মহকুমার প্রশাসক।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফশার্ট, পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যাণ্ডেল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ অবস্থা কেন? জবাবে জানালেন, 'এর চেয়ে বেশী যোগাড় করাও সম্ভব নয়। তদুপরি, আমার সহমুক্তিযোদ্ধারা যেখানে এক-কাপড়, এক-জামায় দিন কাটাচ্ছেন সেখানে কারো পক্ষে কি বিলাসিতা শোভা পায়?'

ভদ্রলোক চলে গেলে সুবেদার মেজরের কাছে সব শুনতে পেলাম। সাবেক মহকুমা প্রশাসক আজ একজন মুক্তিসেনা হিসাবে কাজ করছেন। আর দশজন যেখানে থাকেন, যা খান- তিনিও সেভাবে থাকেন, খান।

এসব শুনে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পরলাম। সুবেদার মেজর কিছুক্ষণ পর বললেনঃ এত কি ভাবছেন? সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, ভাবছিলাম ওই ভদ্রলোকের কথা।

একটি মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন তিনি মাত্র সেদিনও। আমরা যারা যুদ্ধ করি, সাংবাদিকতা করি অথবা যারা রাজনীতি করেন তারা ত বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়েই ওসব পেশা গ্রহণ করেছিলাম। শেখ সাহেবের যে বিচার প্রহসন হতে পারে তা তিনি নিজেও জানতেন। কিন্তু এরা? এরা ত ছিলেন পাকিস্তান সরকারের সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত কর্মচারী। রাজনীতি ছিল এদের জন্য নিষিদ্ধ। এরা ইচ্ছে করলে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে পারতেন। কিন্তু এরা নিজেদের আলাদাভাবে ভাবতে পারেননি। ভেবেছেন জাতির একজন হিসাবে। তাই জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুক্তিসংগ্রামে। সত্য বলতে কি, এই দায়িত্ববোধের আদর্শই বর্তমান মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

তিন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে বের হয়ে পড়লাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। বেলা তখন সাড়ে ১২টা। পথ রয়েছে ২২ মাইল। অথচ সোজাপথে গেলে এ দূরত্ব অর্ধেকে হ্রাস করা সম্ভব ছিল।

যাত্রার সময় সুবেদার মেজর আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সামনের কতিপয় এলাকা সম্পর্কে। কেননা ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও শত্রুপক্ষ তখন সক্রিয় ছিল। তবে তিনি আমার সাথে একজন গাইডও দিয়েছিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়।

মাঠ-ঘাট পেরিয়ে মাইল তিনেক যাওয়ার পর আমরা একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। চারদিকে তাকিয়ে আমি জঙ্গল আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। মাত্র মিনিট তিনেক সময়ের ব্যবধান। তারপরই ১৮-১৯ বছরের এক যুবককে সাথে নিয়ে আসলেন। আমাকে নিয়ে রওনা হলো সেই তরুণ সঙ্গী।

আমরা দুজন চলছি। তরুণ চললো আগে আগে, আমি তার পেছনে পেছনে। তরুণকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র। এখন মুক্তিবাহিনীতে কাজ করছে। যশোর জেলায় তার বাড়ি। বহু আগেই বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে ছিলো বিধবা মা আর ভাইবোন। গত এপ্রিল মাসে পাকিস্তানী সৈন্যরা তার কলেজে পড়া বোনকে ধরে নিয়ে যায়। ছোটভাই তাতে বাধা দিলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। অবশ্য পরে ছোট বোনটিকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, বাড়ি থেকে দূরে। এই খবর পেয়ে সে যখন বাড়ি গিয়েছিলো তার

শোকাহতা মা নাকি তাকে বলেছিলেনঃ বাবা তুই যদি আমার সন্তান হোস, তাহলে এই ঘৃণ্য অপরাধের যোগ্য প্রতিশোধ তুই নিবি। যা, এক্ষুনি বের হয়ে পড়- মা-বোনদের অপমানের প্রতিশোধ তোকে নিতেই হবে।

মায়ের দোয়া মাথায় নিয়ে সেই সে তরুণ ছাত্রটি বেরিয়ে এসেছে, আর ঘরে ফেরেনি। এরপর মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ছোট ভাইবোনের হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে। নিজের হাতে হত্যা করেছে পাঁচজন খান সেনাকে। তবু তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। যেদিন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মুক্ত হবে, বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় পতাকা, সেদিনই হবে তার সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া।

মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই বীর সৈনিকের নিষ্ঠা ও অবিচলতার প্রমাণ তার কথা থেকেই। অমিততেজ বাঙালী তরুণ আমাকে বললঃ দেখুন, যারা আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিলো, আমিও পেয়েছিলাম তাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করার সুযোগ; কিন্তু তা আমি করিনি। তা আমি করতে পারি না। সহকর্মীদেরও এমন অপকর্ম থেকে নিবৃত করেছিলাম- কেননা আমরা যে পাশবিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছি। ওরা পশু, ওরাই পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মানবিক মূল্যবোধকে পদদলিত করতে- আমরা তা করতে পারি না।

আমরা একটা বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঠের এখানে সেখানে লোকজন কাজ করছে। কেউ ধান কাটছে, কেউ ঘাস তুলছে ক্ষেত থেকে। একটা পাটক্ষেতের আড়ালে কজন ক্ষেতচাষী ধানখেত থেকে ঘাস তুলছে। তাদের দিকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ আমাকে বললো, ওরা আমাদেরই লোক। আরো বললো- বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা এমনি করে ছড়িয়ে আছে গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার মাঠে-ঘাটে সর্বত্র। ঐ যে সামনে নদীটা দেখছেন তার ওপারেই রয়েছে একটা বাজার। বাজারে আগে পাকিস্তানী সৈন্যের ঘাটি ছিলো। তাদের সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বেশীরভাগ খানসেনা মারা পড়েছে। আর যারা বেঁচে ছিলো তারা সবাই প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়েছে। তারপর বহুদিন এদিক আর ওরা আসেনি। কিন্তু গতকাল নাকি একটা দল এসেছিলো। শুনেছি আজো আবার আসতে পারে। তাই আমাদের মুক্তিসেনারা পশুদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খানিকটা সামনেই ছিলো নদী পারাপারের খেয়া। খেয়াঘাটে গিয়ে পাটনীর সাথে কিছু কথা বলে তরুণ বিদায় নিলো। অতপর তীরে গিয়ে আমি নেমে পড়লাম। পাটনীও আমার পেছনে পেছনে নেমে পড়লো। সে আমাকে নির্দিষ্ট একটা রাস্তা এড়িয়ে যেতে বললো। আমি যখন সেই বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, আনন্দে তখন আমার বুকটা ভরে উঠলো। সেখানে সবগুলো দোকানেই উড়ছিলো স্বাধীন বাংলার পতাকা। নিজের মনেই খানিক দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখানে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। বললাম : সালাম, আমার স্বাধীন বাংলার বিজয় পতাকা, তোমাকে সালাম।

আরো মাইল তিনেক এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে বর্বর পাকিস্তানী সেনাদের পাশবিকতার চিহ্ন। চারদিক ধ্বংসের ছাপ লেগে আছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড, আগুনে জ্বালিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম লণ্ডভণ্ড করেছে কতো সুখের সংসার। খুব পিপাসা পেয়েছিলো। বারান্দায় এক বৃদ্ধকে দেখে এগিয়ে গেলাম। বললাম, বুড়িমা পানি খাবো। বৃদ্ধার বয়স ৭০/৭৫ হবে। একটা ছেলেকে পানি আনতে বলে তার দুঃখের কথা শুরু করলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে এসেছি। বলাম মুজিবনগর থেকে। বাড়ি যাবো।

‘বাড়ি যাবো’ এ কথাটা শুনেই বৃদ্ধা আঁৎক উঠলেন, বললেন- বাড়ি যেয়োনা, পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলবে, ওরা মানুষ নয়, ওরা পশু। দেখছো না, আমার ঘর খালি। আমার সোনার ছেলেদের ওরা হত্যা করেছে। আমার আর কেউ নেই বাবা। তবু আমি কেনো যে বেঁচে রইলাম। বলতে বলতে বৃদ্ধা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বললাম-বুড়িমা কাঁদবেন না। আপনার ছেলে গেছে, আমরা রয়েছি তো আপনার সন্তান- আপনার আরো কতো সোনার ছেলে দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে, তাদের দোয়া করুন।

পানি খেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধা বললেন- আচ্ছা বাবা বল তো, ঐ যে আমরা ভোট দিয়েছিলাম, সেই মুজিবর ভালো আছে তো? সে বেঁচে থাকলে এর শোধ নেবেই।

দেখলাম গ্রামের সাধারণ বৃদ্ধাও বঙ্গবন্ধুর খবর রাখে- তার হৃদয়ে রয়েছে তার জন্যে অফুরন্ত দরদ। আরো অবাক হলাম এ ভেবে, যে দেশে এমন বৃদ্ধা রয়েছে সে দেশের ছেলেরা বীর সৈনিক না হয়েই পারে না।

এরপর যেখানে গেলাম সেটি যশোরের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মশিউর রহমানের নির্বচনী এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব। কোথাও কোনো মানুষ দেখা গোল না। এই জনশূন্য পথে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার উপর একটি লোকের সাথে দেখা। ২৭/২৮ বছরের লোকটির মুখে দাড়ি। পরনে পাঞ্জাবি। দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে লোকটি সম্ভবত জামাতপন্থী কেউ হবেন। দু'জন পাশাপাশি চলছি, কারো মুখে কোনো কথা নেই। আরো কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে নিতান্ত কৌতূহল ও উদ্বেগ বশেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, মশিউর রহমান সাহেবের খবর কি?' প্রশ্ন করেই নিজের মনেই শংকিত হলাম কি জানি কি হয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনে লোকটি আমার দিকে এমন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন যে তাকে দেখে মনে হবে তিনি যেন কোন ভাবনার সাগরে ডুবে আছেন। সারা চোখ-মুখে তার উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হয়তো এক্ষুনি দু'চোখ বেয়ে নামবে অশ্রুর বন্যা।

ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এমন বিচলিত হলেন কেনো? তাকিয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা সেই অপরিচিত লোকটির চোখ বেয়ে তখন অশ্রু পড়াতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে আমাকে বললেনঃ দেখুন, শেখ সাহেব কিংবা মশিউর রহমানের কথা তো কেউ এমন প্রকাশ্যে বলাবলি করতে সাহস করে না। তাই আপনার কথা শুনে আমার অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আপনি বোধ হয় এ এলাকায় নতুন এসেছেন?

পরে আলাপে জানতে পারলাম লোকটি স্থানীয় একটি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্যে প্রাণপণ খেটেছেন। মাইল খানেক একসাথে গিয়ে তিনি ভিন্ন রাস্তায় চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন যেন প্রকাশ্যে এমন কথা আর কাউকে আমি জিজ্ঞেস না করি।

মশিউর রহমানের পৈত্রিক গ্রাম সিংহঝুলি। সেখানে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো একটা উপশহর। তার উপর দিয়ে চলে গেছে যশোর-চৌগাছা সি এণ্ড বি রোড। রোড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে আছি। সি এণ্ড বি রোড পার হবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি-হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো একটি লোক। বললো, বসে পড়ুন সাহেব, বসে পড়ুন। ঐ যে মিলিটারীর গাড়ি আসছে যশোরের দিক থেকে। লোকটি একরকম জোর করে আমাকে রাস্তার একপাশে বসিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাজারের উপর। গাড়ির গতি থামলো মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে। চারদিকে একবার নজর করে ভোঁ করে চৌগাছার দিকে ছুটে চললো তারা।

লোকটির কাছেই শুনলাম, ঐ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর হাতে বারবার প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা আজকাল এদিকে বড়ো একটা এগুতে সাহস করে না। যদিওবা আসে একদণ্ড অপেক্ষা করার ভরসা পায় না।

মিলিটারীর গাড়িগুলো চলে যাওয়ার সংগে সংগে আমি তাড়াতাড়ি সি এণ্ড বি সড়ক পাড়ি দিলাম। যাবার সময় দু'পাশে তাকিয়ে দেখলাম ধ্বংসস্তুপের সীমাহীন চিহ্নরাশি। সারা বাজারের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়িই হার্মাদ

দস্যুরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর জনাব মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ি তো ছিলো এই দস্যুদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। সুতরাং সে বাড়ির যে কিছুই অক্ষত থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

রাত তখন সাড়ে আটটার মতো হবে। কোথায় রাত কাটাবো ঠিক করে উঠতে পারছি না। একজনকে রাত কাটানোর অনুরোধ জানালে দেখিয়ে দিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের বাড়ি। তবে একথাও শুনলাম ঐ সদস্য আগে জামাতে ইসলামীর লোক ছিলেন। সোজা গেলাম তার বাড়িতে। ডেকে বললাম, আমি আপনার এখানে রাত কাটাতে চাই, আমাকে থাকতে দিতে হবে। আর যদি আমাকে মিলিটারীর বা রাজাকারের হাতে তুলে দিতে চান, তাও করতে পারেন। তবে তার আগে খেতে দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন বড়ো বেশি ক্ষুধার্ত।

ভদ্রলোক ছোট ভাইকে ডেকে আমার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি আগে জামাতপন্থী ছিলাম। কিন্তু গতকাল থেকে আমি বাঙালী এবং এখন এটাই আমার একমাত্র পরিচয়। জানেন, গতকাল মিলিটারী আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি এসে তাকে ২০টি যুবক ও কয়েকটা মেয়ে সংগ্রহ করে দিতে বলে। তিনি দুইদিনের সময় চেয়েছিলেন মাত্র। তারপর সৈন্যরা তার বাড়িতে ঢুকে চেয়ারম্যান সাহেবের পুত্রবধু ও যুবতী মেয়েকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বুঝতেই পারছেন। বলতে বলতে মুহূর্তে ভদ্রলোকের মুখ-চোখের লক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে গেলো। দেখলাম, তার সারা মুখে ঘৃণা ও গ্লানির চিহ্ন পরিস্ফুট। বাঙালী কি আর ভাইয়ের অপমান সইতে পারে?

চার

৩ অক্টোবর, ১৯৭১

মেম্বার সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল। তথাকথিত ইসলাম-দরদীদের বর্বর মানবতাবিরোধী কাজই যে জামাতপন্থী এ মানুষটিকে সত্যিকারের বাঙালীতে পরিণত করেছে তার কথাবার্তায় তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষটির কথাবার্তা থেকে আরো বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিটি গুলি, প্রতিটি অত্যাচার বাঙালীর ঐক্যকে দিন দিন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

গালগল্প শেষ করে যখন শুয়ে পড়লাম তখন রাত প্রায় ১টা। চোখে তন্দ্রার ভাব আসলেও পুরোপুরি ঘুম বলতে যা বুঝায় তা তখনও আসেনি। এমনি সময়ে গগনবিদারী একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চমকে উঠলাম। এটা যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের কাজ তা বুঝতে বাকী থাকল না। তবে কোথায় তারা এ বিস্ফোরণ দ্বারা কি নষ্ট করেছে তা তখনও জানতে পারলাম না। এরই কয়েক মিনিট পরে রেললাইনের দিকে আরেকটি প্রচণ্ড শব্দ হল। পরের দিন ভোরে জানতে পারলাম গেরিলারা সিংহঝুলির কাছে জোড়াপুলটি উড়িয়ে দিয়েছে। যশোর থেকে চৌগাছায় সৈন্য আনা-নেওয়ার জন্য এ পুলটির গুরুত্ব ছিল অনেক। আর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানা গেল যে তা দিয়ে গেরিলারা একটি মালগাড়িসহ রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে। মালগাড়ির পাহারাদার কয়েকজন রাজাকার প্রাণ হারিয়েছে।

সকাল তখন প্রায় ৮টা। আমি মেম্বার সাহেবের বাড়ি ছেড়ে নিজের পথে বের হয়ে পড়বো ঠিক এ সময়ে ঐখান থেকে মাইল চারেক দূরে শুরু হল মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ। গোলা বর্ষণ চলছে তো চলছেই। থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাই ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত মেম্বার সাহেব আমাকে ঘরের বাইরে পা দিতে নিষেধ করলেন। ইত্যবসরে একটা সাহসী তরুণকে পাঠান হল ব্যাপারটা জেনে আসতে। ঘণ্টা দু'এক পরে তরুণ এসে যা জানাল তা হচ্ছেঃ প্রত্যুষের দিকে কে বা কারা যশোর-ঝিনাইদহ রাস্তার এক জায়গায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে গেছে। স্থানীয় রাজাকাররা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে খবর দিলে তারা পতাকা থেকে মাইল তিনেক দূরে এসে অবস্থান নেয় এবং সেখান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করে। পতাকা যেখানে উড়ান

হয়েছে তার আশেপাশে কোথাও হয়তো মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে- এ ভয়েই পাঞ্জাবী সৈন্যরা ঘটনাস্থলের তিন মাইল দূর থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে।

যাহোক, সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তারা অবিরাম গোলাবর্ষণ করে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশে। তারপর রাস্তার দু'পাশে ও সামনে গোলাগুলি ছঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এল ঘটনাস্থলে। এতে প্রায় আরও ১ ঘণ্টা সময়। পতাকাটা তখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে থেকে পতপত করে করে মুক্তির গান গাইছিল। কিন্তু মানবতার দুশসন পাঞ্জাবী সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুজি করেও কোন মুক্তিসেনাকে জীবন্ত বা মৃত খুঁজে পেলনা। কিন্তু তবুও ক্যান্টানমেন্ট গিয়ে যে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী ঢাকায় নিয়াজীর কাছে পাঠাতে হবে- তাই তারা কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে।

সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৪ঘণ্টা সময়ে শুধু মাত্র কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে কত হাজার রাউণ্ড গোলা-গুলি অপচয় করেছে এবং তার মূল্যই বা কত হাজার বা কত লাখ টাকা তা কেবল সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে তা হল নিজেদের টাকায় কিনতে হলে অথবা অন্যের কাছ থেকে না পেলে কি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এমনভাবে গোলাগুলির অপচয় করতে পারত?

জবাবও আমি নিজের কাছ থেকে পেয়েছি। নিশ্চয়ই তারা এমনটা পারত না।

আমি আরো ভেবে দেখেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক জান্তা এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছে। বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে দুদিন আগে বা পরে তল্পীতল্পা গুটিয়ে যেতে হবে। সেদিন হয়ত বর্তমান জান্তা ক্ষমতায় থাকবে না- যেমন নাই আইয়ুব ভুট্টোর চক্র। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে যে এ টাকা সুদে আসলেই শোধ করতে হবে। বাংলাদেশের সোনালী সূত্র-পাট বেচা টাকা ছাড়া যে এ কাজ কত দুঃ সাধ্য হবে তা আমরা যেমন জানি, তারাও তেমনি জানে। তার প্রমাণ ইতি মধ্যেই মিলেছে। যুদ্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সামরিক জান্তাকে সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঋণের কিস্তি পারিশোধের ব্যাপারে নিজেদের অপারগতার কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। নতুন ঋণের জন্য নাকে খৎ দিতে হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধর্ণা দিতে হয়েছে রাজধানীতে রাজধানীতে। সুতারাং যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হলে তাদের পক্ষ নিজেদের সগৌরবে দেউলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।...

(মতিন আহমেদ চৌধুরী রচিত)

মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে

৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ছমাস পূর্তি হয়েছে গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই ছমাসে মুক্তিযুদ্ধ কতটা এগিয়েছে তার খতিয়ান নিতে গেলে দেখা যাবে আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। বরং বাংলাদেশের বর্ষণমুক্ত শারদ আকাশের মতই বাংলার মুক্তিযুদ্ধও এক সফল ও প্রসন্ন প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথ আমাদের দুর্গম। যাত্রাপথও বিপদসঙ্কুল। তবুও এই যাত্রাশেষে স্বাধীনতা ও মুক্তির সোনালী ঊষা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এই দৃঢ়বিশ্বাসে আজ আমাদের বুক ভরে উঠছে। গত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর বলেছিলেন, ‘‘রক্ত যখন দিয়েছি, তখন আরো দেব-কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।’’ বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। সেই সে মার্চ মাস থেকে রক্তদান শুরু, বাংলার মানুষ এখনো জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য রক্ত দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই রক্ত ও প্রাণদান এখন আর একতরফা নয়। বাঙালীর হাতে এখন অস্ত্র। বাংলাদেশের যুবশক্তি এখন মুক্তিবাহিনীতে রূপান্তরিত। তাদের হাতে রোজ খতম হচ্ছে শত শত হানাদার সেনা। তাই গভীর প্রত্যয়ে বুক বেঁধে আজ আমরাও বলতে পারি- ‘‘রক্ত দিয়েছি, আরো দেব। ইনশাআল্লাহ গোটা বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদারদের কবলমুক্ত হয়ে ছাড়বো।’’

গত ছ’মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তিনটি ফ্রণ্টে বিস্তৃত হয়েছে। যুদ্ধ এখন আর একটি ফ্রণ্টে সীমাবদ্ধ নয়। এই তিনটি ফ্রণ্ট হচ্ছে- এক, রণাঙ্গনে সম্মুখযুদ্ধ এবং দখলকৃত এলাকায় ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা। দুই. অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা। তিন. বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি এবং ইসলামাবাদের জঙ্গী ফ্যাসিস্ট চক্রের উপর ক্রমাগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি।

হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের সাফল্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তিনদিনের যুদ্ধের কথা। এই তিনদিনের যুদ্ধে ১১৯ জন খানসেনা নিহত হয়েছে। ঢাকা শহরের অদূরে ইছামতী নদীতে হয়েছে আরো চমকপ্রদ যুদ্ধ। কয়েকটি লঞ্চযোগে সশস্ত্র হানাদার সৈন্যকে যখন নদী অতিক্রমের চেষ্টা করছিল, তখন নদীর উভয় তীর থেকে মুক্তিবাহিনী মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দলে দলে গ্রামবাসী। ফলে বহু হানাদার সৈন্য নিহত হয়। পাঁচজন আহত সৈন্যকে গ্রামবাসী পিটিয়ে মেরে ফেলে। অবশিষ্ট লঞ্চগুলো দ্রুত পলায়ন করে। পদ্মা ও ইছমতী নদীতে এ পর্যন্ত হানাদার সৈন্য বোঝাই একুশটি লঞ্চ ও অন্যান্য যান হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও হানাদার সৈন্যদের জন্য খুব ভীতিপ্রদ। শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বাঁশ ও লোহার ডাণ্ডা দিয়ে রোড ব্লক করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। রাতে গেরিলাদের চলাচলে বাধা দেয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রাতে গেরিলারা যখন সত্য সত্যই অপারেশনে বের হন, তখন তাদের ভয়ে বীরপুঙ্গব খানসেনারা আর ঢাকার রাস্তায় থাকেন না। তারা ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নেন। অবাঙালী রাজাকারদের বাধ্য করা হয় এই রোডব্লক পাহারা দিতে।

এটা গেল সম্মুখযুদ্ধ ও গেরিলা তৎপরতার কথা। এবার অর্থনৈতিক ফ্রণ্টের যুদ্ধের খবর শুনুন। বাংলাদেশে কোন বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য কিনছে না। ফলে হাহাকার উঠেছে বাইশ পরিবার ও অবাঙালী ব্যবসায়ী মহলে। বাংলার চাষী পাট বুনছে না, ধান বুনছে- ফলে কারখানায় বাঙালী মজুর উৎপাদন চালাচ্ছে না। ফলে কি দাঁড়িয়েছে, তারই একটা হিসাব দিয়েছেন ‘ইকোনমিক টাইমস’ পত্রিকার রিসার্চ ব্যুরো। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘‘পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। শিল্পোৎপাদন, কৃষি উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় পাকিস্তান এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানি শতকরা ৮০ ভাগ কমে গেছে। পাকিস্তানের সমগ্র বিদেশী মুদ্রার শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগই আসে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি করে। এছাড়া আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যে ২৫০ কোটি টাকারও বেশী ক্ষতি হয়েছে। একদিকে এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি অন্যদিকে বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্টচক্রের মাসে খরচ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে যেখানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে ছিল ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। গত দু’মাসে এই তহবিল আরো শূন্য হয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির আণ্ডার-ইনভয়েসিং ও আমদানীর ওভার-ইনভয়েসিং এর দরুণ বিদেশে পাকিস্তানের মূলধন দেদার চলে যাচ্ছে। বৃটেন ও ফ্রান্স পাকিস্তানে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ওদিকে আবার খবর প্রচারিত হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্ক কনসরটিয়াম ইয়াহিয়া চক্রকে আবারো জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, তাদের কোন সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বে জনমত সৃষ্টি ও রাজনৈতিক চাপের ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া-চক্রের অবস্থা আরো খারাপ। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্ত ইস্তাহারে এই প্রথমবারের মত ‘পূর্ব পাকিস্তান’ শব্দটি বাতিল করা হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মানুষের ‘অনপহরণীয়’ অধিকার রক্ষার দৃঢ়সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ্ব শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, আফ্রো-এশীয় কমিটি, সাংবাদিক সমিতি একবাক্যে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের বর্বরতার নিন্দা করেছেন এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করেছেন ‘প্রাভদা’ ও ‘ইজভেস্তিয়া’ পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। আরব রাজ্য কাতারের প্রধান শাসক বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধানন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তায় তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে উল্লেখ করে কার্যতঃ বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। সিংহলের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ গুণবর্ধন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তিদাবীতে সিংহলের পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। এছাড়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ককালে ভারত বাংলাদেশ সমস্যার যে রাজনৈতিক সমাধান দাবী করেছে, তার প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইডেন, ইকুয়েডর ও নরওয়ে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে। উগাণ্ডা, জাম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডস এবং চিলিও বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত সমাধান দাবী করেছে।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান আবার মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ঢাকায় নতুন মীরজাফর ডাঃ মালিক ওরফে মল্লিকের নেতৃত্বে যে অসামরিক সরকার বসানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্বের কোন যোগ্যতা তাদের নেই। কয়েকজন অখ্যাত ও অপরিচিত লোক নিয়ে এই তাঁবেদার সরকার গঠনর করা হয়েছে। করাচী, পেশোয়ার, তুরঘামের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে ‘জঙ্গীশাহী নিপাত যাক’। লাহোরের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। ফলে ইয়াহিয়া-চক্র বেসামাল হয়ে পড়েছেন। চারদিকের অবস্থা দেখে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এদের ভরাডুবির আর দেরী নেই। তাই সাহসে বুক বেঁধে আজ আমরা বলতে পারি-

পূর্ব দিগন্তে রক্ত সূর্য শিশু রোদের জন্ম দিচ্ছে-

মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, কীর্তনখোলায় তার প্রতিভাস

আমরা মুক্তি সৈনিক, আমাদের জয় অনিবার্য,

আমাদের হাতের মুঠোয় স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে

.........অক্টোবর, ১৯৭১

সেদিন একটা মুক্তিফৌজ-এর ক্যাম্পে গিয়েছিলাম রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু মনের মধ্যে আরো একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। সেটা হলো বাংলাদেশের সেই সমস্ত কিশোরদের দেখা, তাদের কথা শোনা, যাঁরা মা-বাবা আত্মীয়-পরিজন সবার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্বার শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর। সত্যি বলতে কি এটা আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। তাই যখন রিপোর্ট সংগ্রহের ছুতো করে সেই সুযোগটা অকস্মাৎ এসে গেল তখন আর এক মুহূর্ত দেরী না করে ক্যাম্পে যাবার আয়োজন আরম্ভ করলাম।

ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে তিনটা। চারদিকে সারি সারি টেন্ট খাটানো। প্রায় আধমাইল দূরে কোলাহলমুখর বসতি। আমরা এতদূর থেকেও আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম প্রতিটি ঘরের চালে ও গাছের ডালে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। ক্যাম্পে দেখলাম এক জায়গায় কতগুলি ছেলে তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ তাদের জুতোর কাদা ধুয়ে ফিতে পরাচ্ছে, আবার এক জায়গায় কয়েকজন মিলে জয়বাংলা পত্রিকা পড়ছে। সবার চোখে মুখে যেন একটি ভাষাই সোচ্চার, সবার মনেপ্রাণে একই দৃঢ়তা ও প্রত্যয়। দেখে মনে হলো এরা সবাই যেন এখনই জীবনার্ণবের অমৃত উৎসে অবগাহন করে উঠেছে। হঠাৎ দেখলাম পাশের একটা টেন্ট থেকে একটা কিশোর চপল হরিণের মত চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ওর গভীর অতল চোখগুলো দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে সেগুলো জ্বলে উঠতে পারে নির্মম দহনে। ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভাল লাগল যে আমি আলাপ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ''তোমার নামটা কি?'' প্রথমে কোন উত্তর করল না। তার চোখে স্পর্শ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে রইল। মনে হলো ও যেন আমার কপালের ত্রিবলী আর মুখের বিভিন্ন রেখার মাঝে কী এক পাঠ্য খুঁজে পেয়েছে। আর তাই পড়ে নিচ্ছে নিঃশব্দে। কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হয়ে বলল- 'নাম?' আবার একটু থেমে বলল ''আমার নাম জানেন না? আমরা তো আমাদের সবার নাম জানি। আমাদের সবার নামই তো এক- বাঙালী'' চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম ওর কথায়। ও বলল, ''আপনি তো রিপোর্টার।'' আমি বললাম, ''হ্যাঁ। শুনলাম মুক্তিবাহিনীর মাত্র তেরজন গেরিলা আড়াইশ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য মেরেছিল। এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। যদি আপনার ইচ্ছা হয়,আমার থেকেও সব ব্যাপার জানতে পারেন।'' আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত বড় সাহসিকতার যে সেও একজন ভাগীদার তাতে তাঁর কোন বিকার নেই। এগুলি যেন এখন তাদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। আমি আরো ঘন হয়ে ঘাসের উপর বসলাম। সে বলতে রইলঃ গত পরশু দিন আমাদের মেজর এসে খবর দিলেন পাকিস্তানী বাহিনীর কয়েক ব্যাটেলিয়ন নিয়ে আড়াইশ জনের মত সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের অদূরে অধিকৃত এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। একথা শোনার পর আমরা সবাই তাদের খতম করতে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মেজর আমাদের তের জনকে বেছে তৈরী হতে বললেন। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা খবর পেয়েছিল হানাদার বাহিনীর সাথে এল-এম-জি, এইচ-এম-জি প্রভৃতি ছাড়াও তিন ইঞ্চি মর্টার আছে। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা দিলাম শত্রুর ঘাটির দিকে। যখন সেই জায়গাটায় পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জায়গাটা একটু উঁচুনিচু ও টিলাবহুল। কিছুটা দূরে কী এক বড় নদীর এক ক্ষীণ শাখা প্রবাহিত। বহু দূরে দেখা যাচ্ছিল শত্রুর ক্যাম্পের নিষ্প্রভ ও কম্পিত শিখা। জানেন, সেদিকে চোখ পড়তে আমাদের রক্ত এত চঞ্চল হয়ে উঠল, শত্রুহননের জিঘাংসা এত প্রবল হয়ে উঠল তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ তো ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়, জন্তু হত্যা করায় এত আনন্দও আছে। কিন্তু আমাদের সে অধৈর্য কমাণ্ডারের আদেশে প্রশমিত করতে হলো। ঠিক হলো রাত সাড়ে এগারটার দিকে আমরা আক্রমণ চালাব। কমাণ্ডার আমাদের দলের দু'জনকে নিয়ে শত্রুক্যাম্পের জায়গাটা পরিদর্শন করতে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তারা ফিরে এসে আমাদের জানালেন পরিস্থিতি আমাদেরই অনুকূল এবং আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে, A.B.C এই তিন পদ্ধতিতে। তখন রাত সাড়ে আটটা। আরো তিনঘণ্টা, ১৮০ মিনিট, কত সহস্র সেকেণ্ড! উফ ভাবতেও অসহ্য লাগল। এত সময় কীভাবে কাটাব, ঐ নোংরা পাপী পশুগুলি আরো তুঘণ্টা বাংলাদেশের নির্মল পবিত্র বাতাসে নিঃশ্বাস টানবে। ভাবতেও গা রী-রী করে জ্বলে উঠল। কিন্তু কমাণ্ডারে আদেশ। একচুলও এদিক-ওদিক করার জো নেই। বসে রইলাম দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে। সদ্য পানিতে ফেলা এ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের মত চাঁদটা ঝুরো ঝুরো লঘু মেঘের ভেতর ঢুকে গলে যাচ্ছে, আধো আধো হয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম। নাকে ভেসে আসছিল অদূরের ঝোপ থেকে কোন বনফুলের গন্ধ। হঠাৎ কার হাতের রূঢ় নাড়ায় তন্ময়তা ভেঙ্গে গেলো। চকিতে তাকিয়ে দেখলাম কমাণ্ডার। ইশারায় জানাল সময় হয়ে গ্যাছে।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। জন্তু বধ করার সময় হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম- কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে, কখনো খর পায়ে। শত্রুক্যাম্পের থেকে একটু দূরে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে আমরা A.B.C পদ্ধতিতে ভাগ হয়ে দাঁড়ালাম। A ও B দুই দল L-M-G, H-M-G, S-M-G সাধারণ রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল দুই টিলার আড়ালে। এখান থেকে শত্রুক্যাম্প মাত্র চারশ গজের মত দূরত্ব। আর C দলের দুইজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে আমাদের উল্টো দিকে শত্রুক্যাম্পকে আমাদের উভয়ের মধ্যে রেখে প্রস্তুত হয়ে রইল। ঠিক সাড়ে এগারটা বাজতে সে দল বাদে আমাদের সবার অস্ত্র গর্জন করে উঠল। হঠাৎ-আক্রমণে শত্রুসৈন্যগুলি কিছু বুঝতে না পেরে ক্যাম্পের ভিতরেই চুপ করে বসে রইল। বাইরে যে কয়জন ক্যাম্প গার্ড দেয়ার জন্য ছিল, তারা, সে আবছা আলোতেও দেখলাম মৃত্যুযন্ত্রণায় দাপড়াচ্ছে। ক্যাম্পের ভিতরের সৈন্যগুলোর কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম তারা কিছু একটা ফন্দী বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। চারিদিকে নীরব। আমাদের অস্ত্রগুলিও তখন নীরব। কারণ আমাদের উপরে কড়া নির্দেশ অযথা গুলি নষ্ট করা যাবে না। হঠাৎ ওদিকে যারা বসে ছিল তাদের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল ও একসঙ্গে বহু মর্মান্তিক আর্তরব সেই ভয়াল নীরবতাকে খান খান করে তুলল, আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষেরও আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শোনা গেল। আমরা বুঝতে পারলাম প্রথমে আমাদের হঠাৎ আক্রমণের সময় তারা কিছুক্ষণ নীরব থেকে এই ফন্দি বের করেছিল যে যেহেতু আমরা সামনে দিয়ে আক্রমণ করছি, তাই তারা নিঃশব্দে ক্যাম্পের পিছন দিক দিয়ে আমাদের অস্ত্রের রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে ও সেখান থেকে দূরপাল্লার রকেট ও মর্টারের সাহায্যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে তারা যেদিকে পিছন ফিরে সরে আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে সেখানেই আমাদের দলের দুজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে বসে আছে। তাই যখন তারা আমাদের সেই দুজনের রকেট লাঞ্চারের রেঞ্জে এসে পড়ল অমনি আমাদের পক্ষের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগারজন ছত্রভঙ্গ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় শত্রুসৈন্যের উপর এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কোণঠাসা করে আনলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের কমাণ্ডারের আদেশে শত্রুসৈন্যরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করল। গুণে দেখলাম চল্লিশজন। মৃতদের সংখ্যা ২১০ জন হয় নাকি আর গুনিনি বলে একটু হেসে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু লক্ষ করে দেখলাম সেই হাসিতে কী এক বিষন্নতার ছাপ, যেন একটু ভিজে ভিজে। পরে একটু থেমে আবার বলল, ‘‘না গুণে ভালই করেছিলাম। কারণ মৃতের সংখ্যা একটু বেশীই ছিল। আমার দুজন বন্ধুও কাল শহীদ হয়েছে। তার ছলছলে চোখ দুটো দেখে আমার চোখ ভিজে আসলো। দেখলাম চারদিকে গোধূলি থমথমে হয়ে উঠেছে। তাকে আর সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কাল প্রথম সূর্যোদয়ে সে আবার হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন রণাঙ্গনে। জিঘাংসার মদমত্ততায়ই হয়ত তার কেটে যাবে প্রতিটি সূর্যোদয়, প্রতিটি সূর্যাস্ত। এই সময়টুকু যদি দিনান্তের বিধুবতায় সে আত্মবিশ্লেষণে বসে প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় তার চোখ ভরে আসে তবে মন্দ কী!

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

দুর্জয় বাংলা

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলা চিরদুর্জয়-চির দুঃসাহসী তার দূরন্ত সন্তান। বাংলাদেশের গা বেয়ে ঝরছে রক্ত আর রক্ত, বাংলার মা-বোনের বুকে দুঃসহ কান্না আর কান্না। রক্তের বদলে রক্ত নিয়ে, মার অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে লাঞ্ছনা ঘুচিয়ে দিতে বাংলার দূরন্ত দুলাল আজ বদ্ধমুষ্টি। কণ্টকপথে বিরামহীন যাত্রায় শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন তার ব্রত। শপথের গান উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত-

বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণদল

শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল

সূর্যসেন তিতুমীরের বীর্যগরিমা

রবিঠাকুর নজরুলের ছন্দভঙ্গিমা

*   *   *   *

সংগীতের মূর্ছনা শেষ হয় না ভাবাবেগের আবেশ গড়িয়ে। কারণ কঠিন বাস্তব রক্তাক্ত সংগ্রামের পথের রক্ত পথিক বাংলাদেশের লৌহদৃঢ় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় সাহস আর রণকৌশলের সাহায্যে পাক-হানাদার, তার পদলেহী কুকুর রাজাকারের দল ভীতসন্ত্রস্ত। বাংলাদেশের সুদূর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের রক্তস্বাক্ষর খোদিত।

কিছুদিন আগেই রাজশাহীর আরানী ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে মুক্তিফৌজ কেবল বীরত্বের পরিচয় দেয়নি-দিয়েছে অসম সাহসিকতা ও রণকৌশলের পরিচয়। টহলদার পুলিশ ও রাজাকাররা অগ্রসরমান বীর সেনাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেলেও অধিকতর ক্ষিপ্রতার সাথে পুলিশদের কাবু করে ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে গেরিলা যোদ্ধারা সক্ষম হন। তারা কয়েকজন পুলিশকে গ্রেফতারও করেছেন, সেই সাথে কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রও হয়েছে হস্তগত। ‘এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন’। সচিত্র বিবরণই তার প্রমাণ।

পাহাড়পুর-পবিত্র বৌদ্ধ বিহার ভূমি- যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধধর্মের অহিংসার মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হোত। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, পর্যটনেচ্ছু পথিক, ইতিহাসের তথ্যাভিলাষী শিক্ষক-ছাত্র যেখানে পদচারণা করেছে সবিস্ময়ে, সংগ্রহ করেছে নানান তথ্য- সেই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে হিংসার অনল জ্বালিয়েছে পাক হানাদাররা অহিংসার পাদপীটে। ধর্মদ্বেষী সেই পাক পশুদের দশজন খতম হয়েছে মুক্তিবাহিনীর হাতে।

দিনাজপুরের গোসাইনগঞ্জে, রংপুরের কারনাইতে হানাদার রাজাকাররা গেরিলাদের অব্যর্থ নিশানার লক্ষ্যবস্তু হয়ে করেছে মৃত্যুবরণ। পেয়েছে পাপের চরম শাস্তি। সিলেট, ময়মনসিংহের রণাঙ্গন থেকেও আসছে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের খবর। কুমিল্লার শান্তধরে গোমতীর তীর মুক্তিসংগ্রামের রণঝনঝনায় ঝংকৃত। ময়নামতীর গুহাবাসী দানবের দল শালদা নদী অধিকার করতে এসে পেয়ে গেছে ইহলোক ত্যাগ করার ছাড়পত্র। পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগের অধিকার তারা চিরদিনের জন্য হারালো। কায়েমপুরের ক’জন পাকসেনার ভাগ্যে ঘটেছে একই পরিণতি।

খবর! খবর! নিঃশব্দ শব্দেরা কাগজের পাতায় আর নিরুপদ্রব নির্জীব খবর নয়-তাজা জীবন্ত জ্বলন্ত শব্দের স্ফুলিঙ্গ আজকের খবর। কামানের গোলা, মেশিন-গানের গুলি, মর্টারের ভয়ংকর শব্দ আর তারই মোকাবেলায় মুক্তিবাহিনীর তরুণ গেরিলার হাতের গ্রেনেডের সশব্দ বিস্ফোরণ, এলএমজি’র ঘন ঘন অগ্নুদগার, মুমূর্ষু পাকসেনার রাজাকারের অসহায় আর্তনাদ, জয় আর সাফল্যেও উন্মাদনায় দুরন্ত দামাল তরুণ দলের উল্লাসধ্বনি কাঁপাচ্ছে বাংলার দিগদিগন্ত। এই প্রচণ্ড সশব্দ সংবাদ শত্রুবুকে সৃষ্টি করেছে হৃদকম্পন। তাই পাক-সরকার আর সেনাবাহিনীতে লোক পাচ্ছে না নতুন করে। মুহুর্মুহু গ্রেনেড বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আর পদার্পণ করতে নারাজ। তারা জানে বাংলার নদী, অরণ্য, পাহাড়, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুছোবল। হাতে অটোমেটিক রাইফেলই থাক আর মেশিনগান থাক- একা কিংবা দশজনই হোক- প্রতিহিংসায় গর্জমান ভয়ংকর সর্পের বিষমুখে ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ যম বাংলার গেরিলা। তথাকথিত ‘কাফের মারা’র জেহাদী জোশ আজ মারের চোটে অন্তর্হিত। তাই আত্মসমালোচনার আত্মস্বরে

পশ্চিম পাকিস্তানীরা ক্ষতবিক্ষত- ২৫শে মার্চের হামলার কী প্রয়োজন ছিল? বেলুচ-পাঠান-সিন্ধীরা গালে হাত দিয়ে ভাবছে বাংলার মানুষের কী দোষ? তারা চেয়েছিল স্বাধিকার। তারা চেয়েছিল দেশের বেশিরভাগ লোকের মঙ্গল। সে মঙ্গলের আলো ছড়াতো সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত সিন্ধী-পাঠান-বেলুচদের ঘরে ঘরে। একদিন বেলুচরা মাথা নোয়ায়নি বলে তাদের জীবনেও নেমেছিল টিক্কা খানের পাশর অত্যাচার। ৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঈদের জামাতে পাক-বাহিনী ফেলেছে বোমা। মুক্তিবাহিনীর সাফল্যই ঘরে-বাইরে পাকহানাদারদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। দুর্জয় বাংলার দুর্জয় প্রাণের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(বদরুল হাসান রচিত)

মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই মুহূর্তে একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রতি প্রহরে মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা নতুন নতুন এলাকায় তাদের বিজয় ধ্বনিত করে তুলছে। তাদের বিজয়দৃপ্ত পদচারণা মানুষের মুক্তি এবং মানবিকতার শাশ্বত বাণীকে চিরন্তন এবং মহিমান্বিত করে তুলছে। শত্রুরা হটছে, পিছু হটছে, মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলেছে, সামনে চলেছে। মানবিকতার শত্রুপাক-হানাদাররা মৃত্যুমুখী যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে, বাঙালীরা মহিমাময় মুক্তিতোরণের দ্বারে এসে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা পায়ে পায়ে চলেছে, সামনে চলেছে, চলেছে মুক্তির মহাসঙ্গীত উৎসে। পাক হানাদাররা পায়ে পায়ে মরছে, আরো মরছে, মরছে ঘৃণা এবং গ্লানির অন্ধকারে। ওদের মৃত্যু সহজ, সম্ভব- তাই সত্য। আমাদের অমরত্ব ন্যায়ত্ব, সত্যত্ব তাই অবধারিত। ওরা লাঞ্ছিত সমগ্র মানুষের বিবেকের বিচারে। আমরা নন্দিত সমগ্র সভ্যতার সান্নিধ্যে। সভ্যতার বিনাশে ওদের পাশবিক তৃপ্তি। সেই সভ্যতার স্থায়িত্ব আমাদের একমাত্র মুক্তি।

সভ্যতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যে যুদ্ধ বাংলাদেশের সীমানায় বন্দী ছিল, হানাদার হায়েনারা সে যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরো বৃহত্তর পৃথিবীতে। পাকিস্তানীরা সমগ্র মানুষের রক্তে স্নাত হতে চাইছে। চাইছে পৃথিবী জুড়ে তাদের বর্বর মৃত্যু, হত্যাযজ্ঞ নির্বিচারে শুরু করতে।

এদের থামতে হবে। এদের থামাতে হবে। এদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে হবে। এদের বিনাশ করতে হবে। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানুষকে বাঁচাতে হবে।

আজ মানুষকে বাঁচাবার লড়াই। বিস্তারিত মুক্তাঞ্চলে অন্ততঃ তারই বিরামহীন প্রচেষ্টা চলেছে। ওরা সবকিছু ধসিয়ে, পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে পিছু হটছে- আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলার শ্রমে জড় হচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাংলার বহু অঞ্চল মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলোর অনেক স্থানই এখন জ্বলছে। পশ্চিমারা পিছু হটার প্রাক্কালে অনুসরণ করছে পোড়ামাটি নীতি। জ্বালিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম। কয়েকদিন আগে এই অঞ্চলে পাক-হানাদারদের সাথে প্রচণ্ডভাবে লাড়াইয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী খুলনার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করেছেন। এই এলাকা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল শাজাহান মাস্টারের সাথে। তিনি দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। আজ তিনি কলম ছেড়ে স্টেনগান হাতে নিয়েছেন। শিক্ষকের চেয়ার ছেড়ে সৈনিকের বাঙ্কারে বসেছেন।

দশমাস আগেও যিনি ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসে বসতেন, আজ তাদেরকে নিয়েই তিনি বৈরীদের মুখোমুখী লড়াই করতে বসেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ কি লাভ, কি হবে স্কুলে, যদি ভবিষ্যতের ছাত্রদের না বাঁচানো যায়।

একটা আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং সাহস ভদ্রলোককে আজ এতখানি দুর্বার করে তুলেছে যে অন্ততঃ একটা রাত দেখলেন না ঘুমিয়ে- মুক্তিবাহিনীর সরবরাহ কর্মে কাটিয়ে দিলেন। আমার মনে হোল শিক্ষকরা মহান, কিন্তু ক্যাপ্টেন শাজাহানের মত নিরলস শিক্ষকরা? নিশ্চয় ভবিষ্যৎ জবাব দেবে।

শাজাহান মাস্টার সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন শরীফপুর গ্রামে। গ্রামটি খুবই ভালো। অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করলাম গ্রামে একটা বাড়িও নেই। আমার চোখকেই যেন ক্ষণমুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনো কোনো পোড়া ঘর থেকে তখনও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। গ্রামের অস্তিত্বটাই যেন হরণ করেছে কোন এক পাষাণ দানব। ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেনঃ হ্যাঁ-এই গ্রামের এগার হাজার লোকের বাসযোগ্য গৃহাদি ছিল। কিন্তু এখন আপনি দেখছেন- তার একটাও নেই। আমি মাস্টার সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি বললেনঃ দীর্ঘ বাইশ ঘণ্টা তীব্র সংঘর্ষের পর পাক-হানাদাররা পিছু হটবার সময় সব বাড়িতে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা মাত্র চার ঘণ্টা আগে এই গ্রাম দখল করেছি। এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে তিনি বললেনঃ এর নাম রতন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এলেন। চোখে তাঁর অশ্রুধারা। ঠোঁট দুটো একটু নড়লো। কোন শব্দ উচ্চারিত হোল না। আবার ফিরে গেলেন। মাস্টার সাহেব জানালেন, বৃদ্ধার পেশা ছিল দুধ বিক্রী করা। চারটে গাই গরুই ছিল তার সম্বল। এবারে আসুন আমার সাথে। শাজাহান সাহেব আমাকে যে গোয়ালঘরের কাছে নিয়ে এলেন সেখানে সে কি বীভৎসতা, কি দুর্গন্ধ- চারটে গরুর বিকৃত পোড়া দেহ পড়ে আছে। চার ধারের মাটিতে পোড়া চর্বির তেল গড়িয়ে গড়িয়ে ভিজিয়ে তুলছে। নাকে কাপড় চেপে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমি বললাম, ক্যাপ্টেন সাহেব আমার বড় খারাপ লাগছে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

ভাঙ্গা ধরা গলায় ক্যাপ্টেন শাজাহান কথা বললেন। আমি চমকে উঠলাম। তিনি বললেনঃ ও, আপনি আমার এক ছাত্রের বৃদ্ধা অচল মাকে ওরা ঘরে পুড়িয়ে মেরেছে তা দেখবেন না? তারপর বললেনঃ আর কটাই বা দেখবেন? ওরা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সর্বত্র গ্রাম, ধানের গাদা, গরুর গোয়াল, পাটের ঘর, সাঁকো, পুল সবই তো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা শরীফপুর গ্রামই না-এমন বহু শরীফপুর ওরা প্রতিদিন তৈরী করছে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আমরা আবার গড়ে তুলবো পোড়া ঘর ভাঙা ভিটেগুলোকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখ চলে গেল বড় একটা ভিটের ওপর, যেখানে ঘরের চারকোণের চারটে পোড়া ফাটা কাঠই অবশিষ্ট আছে- আর সব ফাঁকা। আমার মনে হোল এই ফাঁকা ঘরকে এরা একদিন ভরাট করবে, এই পোড়া নির্জনতার বুক চিরে এরা তুলে আনবে জীবনের স্পন্দন, নির্মাণ করবে পুনরায় সেই শান্তির নীড়-ছোট ছেলে-মেয়েদের কলকাকলিতে আবার ভরে উঠবে ঘরের আনাচ-কানাচ, সোনার বাংলায় আবার জেগে উঠবে সোনার গ্রাম। সেই সাধনায় এরা রত-রত শিক্ষক, রত ছাত্র, রত গ্রামের কৃষক-শ্রমিক।

সন্ধ্যা হলে এলো। ভাবছিলাম এবার আমাকে ফিরতে হবে। এমন সময় সাইকেলে একজন লোক এলো। হাতে তার একটা ভাঙ্গা সাইকেল। ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানালেনঃ আমাকে মাফ করবেন, এক্ষুণি আমাকে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যেতে হচ্ছে। যে ছেলেটি এসেছিলো তাকে দেখিয়ে বললেনঃ ওর নাম মৃণাল কান্তি মুখার্জি। ও আমার অত্যন্ত স্নেহের ছাত্র ছিল। এখন ও একজন মুক্তি সৈনিক। ও খুব সাহসী যোদ্ধা। একবার দেবহাটা থানায় ও এগার জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১০০ জন পাকবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। ১৮ জনকে হত্যা করেছিল। লেঃ মৃণাল বাবু আমাকে হাত বাড়ালেন। তার সাথে পরিচয় হোল। তার ডান আর বাম হাতে ব্যান্ডজ বাঁধা। বললাম, এ কেন? তুচ্ছভাবেই জবাব দিলো যোদ্ধা মৃণালঃ কয়েকদিন আগে দুই হাতে হারামীদের ব্রাশ

লেগেছিল। ও কিছু না, শত্রুদের খতম না করা অবধি আমরা ক্ষান্ত হবো না। তার দৃঢ় জীবন্ত শব্দগুলো আমার বিস্ময় এনে দিল

তারপর ওঁরা আমার কাছ থেকে বিদান নিয়ে চলে গেলেন সাইকেলে চেপে। হাত নেড়ে ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেনঃ 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে'-। আমি হাত নেড়ে বললামঃ জয় বাংলা।

(মুসা সাদেক রচিত)

ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনেক ঝড়ঝাপ্টার পরেও- দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়া সত্বেও সহজ স্বাভাবিক সবুজ শ্যামলিমা সর্বত্র অক্ষুণ্ন। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। গ্রামবাংলার সেই চিরন্তন দৃশ্যই দেখছিলাম দু'চোখ ভরে, আর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিলাম সামনের দিকে। পথে ছোট একটি খাল পড়ল। এটি পার হয়ে যেতে হবে। দেখলাম খালের পুলটি ভেঙ্গে পড়ে আছে আর তার পাশ দিয়েই নতুন একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। হানাদার বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামবাসীরা পুলটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। এখন আবার তারাই নতুন করে সাঁকো তৈরী করেছে।

খালের ওপারে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে বিধ্বস্ত একটি বাড়ি। না, কোন ঝড়ের তাণ্ডবে ওটি বিধ্বস্ত হয়নি। ইতিহাসের কলঙ্ক ইয়াহিয়ার উন্মত্ত জানোয়ারগুলো বাড়িটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এগিয়ে গেলাম বাড়িটির ভিতরে। কোন মানুষ নেই, আছে শুধু চাপ চাপ রক্ত। বাঁধানো উঠোনের এক প্রান্তে একটি কুকুরের মৃতদেহ পড়ে আছে। ওটির পায়ে গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম, পশুগুলোর হিংস্রতার কাছে কুকুরটিও রেহাই পায়নি।

হ্যাঁ, বলছিলাম খুলনা জেলার একটি মুক্তাঞ্চলের কথা। ওই ফ্রন্টের মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দলের অধিনায়ক আমার বন্ধু আনোয়ার। গত পরশুদিন গিয়েছিলাম ওর ক্যাম্পে। পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'যে বাড়িটি দেখলেন ওটি স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি। পশুগুলো তাকে এবং তার দুই পুত্রকে হত্যা করেছে এবং তার একমাত্র মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।' সবচেয়ে মর্মান্তিক যা শুনলাম তা হল, মাস্টার সাহেবের এক বছরের শিশুপুত্রটির পা ধরে একটি জানোয়ার সিমেন্ট বাঁধানো উঠানে সজোরে নিক্ষেপ করে শিশুটির মাথাটিকে চৌচির করে ফেলেছে। তখন আর একটি জানোয়ার পাকিস্তানী পতাকা একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাগিয়ে শিশুটির মাথার ভিতরে পুঁতে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চিৎকার করে উঠেছিল।

এ ধরনের শত শত জল্লাদী তাণ্ডবের কথা শুনতে শুনতে উপস্থিত হলাম স্থানীয় বাজারে। সেখানে দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পতপত করে উড়ছে। বাজারে বেশ লোক সমাগম হয়েছে। কেনাকাটার মাঝে আলাপ হচ্ছে কোন কোন এলাকা মুক্ত হলো, কটা জানোয়ার খতম হল ইত্যাদি হরেক রকমের কথা। প্রতিটি মানুষের দৃঢ় মনোবল দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বীর প্রসবিনী বাংলার আজ এক অভূতপূর্ব সাজ।

বাজার থেকে অল্প দূরেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। সেখানে গিয়ে শুনলাম আনোয়ার ক্যাম্পে নেই, রণাঙ্গনে। তার দলের একজন যোদ্ধা আহত হয়ে ক্যাম্পে শুয়ে আছেন। তার কাছে গিয়ে বসলাম, চারিদিক থেকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ হচ্ছিল। এক-একটি প্রচণ্ড শব্দের সাথে আহত তরুণটি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। আমাকে দুঃখ করে বললেন, সামান্য আঘাতের জন্য তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে। এতক্ষণ রণাঙ্গনে থাকলে নিশ্চয়ই সে কয়েকটি হায়েনার জীবন নিতে পারতো। ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। কিন্তু সে বিশ্রাম চায় না। তার ইচ্ছা কালই সে যুদ্ধে যাবে। কিন্তু আমি দেখেছি তার আঘাত বেশ গুরুতর। কম করে আর ৩/৪ দিন তাকে বিশ্রাম নিতে হবে। সত্যি, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য অনুসারী আজ এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই আগুনের দুর্জয় শক্তির স্পর্শে শত্রুর সকল প্রতিরোধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। মৃত্যু তাদের কাছে আজ খেলা মাত্র। আহত যোদ্ধাটির উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল।

ক্যাম্প থেকে আর একজন তরুণের সাথে এগিয়ে গেলাম রণাঙ্গনের দিকে। কানে আসছিল শুধু শব্দ আর শব্দ। যাবার পথে গ্রামবাসীদের দেখলাম কেউ চাষ করেছেন, কেউবা মাছ ধরছেন, আবার কিছু লোককে দেখলাম তাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত করতে। ওদের চোখ-মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মুক্তিবাহিনীর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে বিনা দ্বিধায় তারা দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন। মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়া ডালকুত্তা বাহিনীর আক্রমণে যারা আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে, নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা একে একে ফিরে আসছেন। কবরের মাঝে আবার গড়ে উঠেছে জনবসতি।

যেতে যেতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে পরিখা খনন করে তার ভিতর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান তৈরী হয়ে আছেন যে-কোন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিজয়ের গর্বে তারা প্রত্যেকে গর্বিত। স্বাধীনতার পবিত্র আলোকে ওদের মুখ-চোখ উদ্ভাসিত। তারা জানালেন হানাদার বিতাড়িত হওয়ার পর মুক্ত এলাকা রক্ষার ভার তাদের উপর পড়েছে। এবং তারা দৃঢ়তার সাথে সে দায়িত্ব পালন করছেন। আর ওদের সহযোদ্ধারা প্রচণ্ডতম আক্রমণে কচুকাটা করে চলছেন পররাজ্যলোভী ডালকুত্তাদের। তাদের এই আক্রমণে মনোবলহীন ভাড়াটিয়া হায়েনার দল পরাজয়ের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পিছু হটছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহী এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা বাংলার দশদিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজয়ের বার্তা। চূড়ান্ত আঘাত হেনে শেষ হানাদারটিকে খতম করার দুর্জয় সংকল্পে অটল বঙ্গশার্দুল এই বীরবাহিনী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে জানিয়ে দিচ্ছে- তাদের সম্পূর্ণ মুক্তির দিন সমাগত।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলাম তার দুই মাইলের ভিতরেই তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। কাজেই আর সামনে যাওয়া যাবে না। এবার ফিরতে হবে। ফিরে এলাম ক্যাম্পে। একটু আগেই আনোয়ার ফিরে এসেছে। শুয়ে আছে ওর ক্যাম্পখাটে। কিন্তু ওরে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুনলাম যুদ্ধ করার সময় ওর পায়ে হঠাৎ গুলি লাগে। কিন্তু ও কাউকে না বলে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন হানাদারেরা পিছু হটে গিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের এগিয়ে যাবার পালা তখন আনোয়ার ওর দুজন সহযোদ্ধাকে বলেছিল ওকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারা ওকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদেরকে দেখলাম তখনও তারা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি-গেঞ্জি, কাঁধে স্টেনগান আর চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। ওরা চলে গেল ওদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।

আনোয়ারের কাছে যুদ্ধের খবর শুনলাম। ওই দিনই আরও তিনটি থানা শত্রুমুক্ত হয়েছে, আর ও নিজেই ৪টি হানাদারকে খতম করেছে। পশ্চিমারা এখন আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় বেশী তৎপর। কাজেই পালানোর সময় অধিকাংশই মারা পড়ে। রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। ‘বজ্রকণ্ঠ’ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর বাণী শোনা যেতেই আনোয়ার কঠিন হয়ে উঠল। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম ওর চোখেমুখে এক কঠিন শপথের ছায়া। ‘বজ্রকণ্ঠ’ শেষ হয়ে যেতেই আমাকে বলল, বঙ্গবন্ধু আজ শত্রুর হাতে বন্দী। কিন্তু সবসময় মনে

হয় তিনি আমাদের সাথেই আছেন, নির্দেশ দিয়ে চলছেন সামনে এগিয়ে যাবার, জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচন করার। তিনি যতই দূরে থাকুন আর যেখানেই থাকুন না কেন, আশীর্বাদই আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে মৃত্যুভয়কে হরণ করে সামনে এগিয়ে যাবার। এমনি অনেক কথা বলতে বলতে আনোয়ার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ গুম গুম করে প্রচণ্ড দুটো শব্দ হল একেবারে কাছেই। আমাকে বিস্মিত করে ওর খাটের পাশে রাখা রাইফেলটা নিয়ে ও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই পায়ের যন্ত্রণায় কুকিয়ে উঠল। ততক্ষণে আমি ওকে ধরে ফেলেছি। আমি ধরতেই ও সম্বিত ফিরে পেল। আমাকে বলল, মনে ছিল না আমি আহত। ওই শব্দ শুনলে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। আবার ওকে শুইয়ে দিলাম।

(তপন ভট্টাচার্য রচিত)

রণাঙ্গন ঘুরে এলাম

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলার স্বাধীনতা এখন অবধারিত সাফল্যের পথে যাত্রা করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে এখন পশ্চিমী হানাদার বাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে হদ্দম মার খাচ্ছে এবং পিছু হটছে। অচিরেই তারা লক্ষ্য করবে কিছু হটার পরিণামে তারা বঙ্গোপসাগরের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসার এবং ফিরে যাওয়ার দুটো রাস্তাই বন্ধ। শেষের সেদিন কি ভয়ংকর আর মাত্র কয়েক দিনেই তারা হাড়ে-মাংসে টের পাবে। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা এখন এগিয়ে, শুধু এগিয়ে চলেছে। শত্রু এখন ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। খুলনা, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মুক্তিবাহিনীর কবজার মধ্যে প্রায় এসে গেছে। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা এ মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর দখলে এবং এসব এলাকার কয়েক কোটি মানুষ এখন স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে শান্তিতে জীবনযাপন শুরু করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গন এখন মুক্তিবাহিনীর উল্লাস-ধ্বনিতে মুখরিত- ‘জয় বাংলা’ নিনাদে প্রকম্পিত। খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালির যুদ্ধরত মুক্তিফৌজ ভাইদের সাথে আলাপ করে এবং এইসব রণাঙ্গন সফল করে আমার যেন বরাবর মনে হয়েছে- এ কি সেই বিধ্বস্ত বাংলা, না জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর ঢাকা? এই বছরের প্রথম দিকে সমগ্র ঢাকার আকাশ-বাতাস নগর বন্দর যে নামে যে ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠতো- বরিশাল খুলনার রণাঙ্গনগুলোর জয়ধ্বনি তার সাথে কত আশ্চর্যভাবে একাত্মং যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরার রণাঙ্গনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে ‘জয় বাংলা’ ‘শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি তা যেন বরিশাল-পটুয়াখালি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকেও শোনা যায়। বাংলার সব রণাঙ্গনের রঙ আজ এক, সব রণাঙ্গনের ধ্বনি আজ এক, সব রণাঙ্গনের চিত্র আজ এক। মুক্তিবাহিনী সর্বত্র জিতছে, শুধু জিতছে। রণাঙ্গন এবং সেই সাথে বাংলার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা শেখ মুজিব ও জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত, নিনাদিত। সব রণাঙ্গনেই একই রবঃ যাত্রা করো- যাত্রা করো- এগিয়ে চলো- এগিয়ে চলো। বাগেরহাট রণাঙ্গনে এসে মনে হলো সেই ইতিহাসের গ্রীকবাহিনীর বিজয়যাত্রার ছবি আমার

সামনে। মনে হলোঃ বীর আলেকজাণ্ডারের গ্রীকবাহিনী যে বিজয়যাত্রার দৃপ্ত পদধ্বনিতে সাফল্যকে অতিক্রম করেছিল এখন সেই বাহিনীরই আরেক রূপ। এদের যাত্রা যেন শুধু সফলতার ইঙ্গিতকেই চেনে। শুধু বিজয়ের যাত্রাকেই স্বীকার করে। একেকটা বাহিনী একেকটি এলাকা থেকে এসে একটু থেমে আবার যাত্রা করছে। শত্রুর সাথে ওরা কেউ হয়তো বারো ঘণ্টা বুঝেছে, কেউ তিরিশ ঘণ্টা। তারপর সে জিতেছে- শত্রুকে-হারিয়েছে, বিবেকের সম্মান আদায় করেছে। সবাই এসে মিলিত হয়েছে। এতক্ষণ ওরা লড়েছে। কিন্তু কেউ বিশ্রাম চায় না। তাই আবার ওদের যাত্রা শুরু। অকস্মাৎ একটি রবে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ওরা যাত্র করছে কোথায়? ওদের ধ্বনিতে ওরা জানায়ঃ চলো চলো, ঢাকা চলো। কুর্মিটোলা ভাঙো, ভাঙো শত্রুদের, হানো হানো। এখানে দীর্ঘ সতের ঘণ্টা পশ্চিমী হানাদাররা লড়ছে। অতঃপর তারা মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা মুক্তিবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এখন ওদের তারা খাওয়ার পালা। এখন ওদের পরাজয়ের পালা। রণবিধ্বস্ত বাগেরহাটের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে আলাপ হল নবম সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর জলিলের সাথে। তিনি দেখলাম দারুণ ব্যস্ত। মাথায় একটা সবুজ ক্যাপ, পায়ে বুট, এক হাতে একটা দূরবীন এবং অন্য হাতে একটি স্টিক। আমাকে দেখে স্টিক উঠিয়ে বললেনঃ জয় বাংলা। আমি তাঁর কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলামঃ শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ? ছোট্ট জবাবে বললেনঃ বহু। তারপর বামহাত দিয়ে স্টিক তুলে হাত বিশেক দূরে নির্দেশ করলেনঃ দেখুন। একটা মিলিটারী জিপ বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে তিনটে রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ হানাদার, একজনের মাথাটা আছে কি নেই বোঝা মুস্কিল- দেখা শেষ না হতেই কমাণ্ডার জলিল সাহেব স্টিকটা আরেকটু ডাইনে সরিয়ে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেনঃ ঐ বাঙ্কারে ওদের কমপক্ষে বিশটা লাশ পড়ে আছে। একটু সামনে ডাইনে সরে গিয়ে দেখলামঃ হানাদারদের সেই দুর্ভেদ্য বাঙ্কারের মধ্যে থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে- আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের শেল এসে বাঙ্কারটা দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। নবম সেক্টরের কমাণ্ডার জলিল সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এবার আপনি বলুন ক্ষয়ক্ষতি। কমাণ্ডার সাহেব এরপর কয়েকটি গ্রুপকে সামনের অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যাত্রা করবার জন্য আদেশ দিয়ে আমাকে বললেন, এখানে আমরা শত্রুদের কারো ফিরে যেতে দেইনি। আমাদের আরো দ্রুত সম্মুখপানে যেতে হবে। ওদের কারো ফিরতে দেয়া হবে না। সুতরাং বাংলার এই মুক্তিবাহিনীর এই অপ্রতিরোধ্য গতিকে না থামিয়ে সামনে চলার গতিকে আরো দ্রুতময় করে তুলবো আমরা। হেসে আমাকে বললেনঃ চলি, জয় বাংলা।

বাংলাদেশের পতাকা হাতে ট্রুপ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, পশ্চাতে উড়ছে ধূলি, তার পাশ দিয়ে কমাণ্ডারের গাড়ি এগিয়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর পশ্চাতে বিকেলের শেষ সূর্যের বিদায়ী রঙ কাত হয়ে পড়েছে- তারা চলে গেল- দূরে, অনেক দূরে- একসময় চোখের নিশানার ওপারে- এখানে তখনও শত্রুদের বাঙ্কার থেকে কালো ধোঁয়ার রেশ উঠছে, চারদিকে শত্রুদের মৃতদেহ পড়ে, পড়ে বিধ্বস্ত সামরিক যান, তার ওপর চার-চারটি হানাদারের নিষ্প্রাণ দেহ। আরো ওপাশে হানাদার বাহিনীর একটি তাঁবুর ভস্মাংশ, তারও ওপাশে পশ্চিমা দস্যুর একটা ভগ্নকামান, দুটো বিক্ষত ট্রাক, ট্রাকের ওপর দিয়ে তখনও রাবারপোড়া ধোঁয়া উঠছে। এখানে হানাদাররা ছিল। এখন হটছে তারা। চোখ তার ওপারে এক বৃদ্ধার এবং গ্রামের আরো কতকগুলো পুরুষ-রমণীর দিকে ফিরে গেল। তারা এতসময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন কর্মে সহযোগিতা করছিলো। এবার তারা সবাই সমস্বরে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের দিকে ফিরছে। আমি এগিয়ে গেলাম। সবাই গ্রামের দিকে ফিরছে, কিন্তু এক বৃদ্ধা, সাদা একমাথা চুল, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ততক্ষণে। বৃদ্ধার দৃষ্টি তখনও সেই পথপ্রান্তে- যেদিক দিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ভায়েরা এগিয়ে গেছে। বৃদ্ধার মুখের ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম, তাঁর চোখে অশ্রুধারা। জিজ্ঞেস করলামঃ কি মা, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বৃদ্ধাটি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেনঃ ‘আমার মণি গেছে যুদ্ধে। খানদের খতম করে ও শহরে ফিরবে।’ তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর আর আমি শুনতে পেলাম

না- অথচ লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর ঠোঁট দুটো তখনও নড়ছে। আমার যেন মনে হলো বৃদ্ধা মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হাজার মণিদের মাথায় বর্ষিত হোচ্ছে, মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত নির্মিত হোচ্ছে।

(মুসা সাদেক রচিত)

মুক্তাঞ্চলে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ! বাংলাদেশ আজ স্বীকৃত সত্য! বাংলাদেশ আজ প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের আর্তি, বাংলাদেশ আজ সকলের হৃদপিণ্ডের শব্দ হয়ে বাজবে। আমাদের প্রাত্যহিক কাজে, চিন্তায়, স্বপ্নে, জাগরণে সুষুপ্তিতে বাংলাদেশ অবিশ্রাম ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের ভালোবাসায়, বাঙালীর প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগ, চিন্তা-অনুরাগে, পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সহানুভূতিতে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে।

কিন্তু শত্রু এখনো বাংলাদেশে আছে। শত শত শত্রু আত্মসমর্পণ করছে, অনেকে আবার আত্মসমর্পণ না করে পালাতে গিয়ে মরছে- মৃত্যু তাদের জন্য নির্ধারিত। এতোদিনের অত্যাচার আজ সমাহিত হওয়ার কালে, অস্ত্র তাদের দিকে উদ্যত হয়েছে, ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম। তাই শত্রুসৈন্যের পরাজয় এতো দ্রুত, এতো করুণ। কিন্তু পলায়নের পর কি চিহ্ন আমরা পাচ্ছি অতীতের বাংলাদেশের? ছোট-বড় শতেকের মতো শহরে, ৬০ হাজার গ্রামে তারা কি স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে? মিত্রশক্তির সহায়তায় মুক্তিবাহিনী একের পর এক গ্রাম ও শহর দখল করে এগিয়ে চলেছে এবং যেখানেই তারা যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন শুধু ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস। যেন মানবসভ্যতার শত্রু চেঙ্গিশ খাঁর দলিত জনপদ ও গ্রাম, যেন নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারে বিক্ষত কোন গ্রাম বা শহরের ওপর দিয়ে পথ চলা- যেন এক অচেনা জগতের পথে, কোন ঝঞ্ঝাহত গ্রামের ওপর দিয়ে। বাংলার চিরপরিচিত গ্রাম, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, যেদিকে চোখ ফেরাই শুধু ধূ ধূ করে হাওয়া। পরিচিত যশোরের সেই ছোট ছোট ঘর আর জনবহুল রাস্তা আজ ম্রিয়মাণ। তবু মুক্তিবাহিনীর আর মিত্র বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে যে কি উল্লাস! তারা আবার সেই হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে। দুহাত বাড়িয়ে তারা জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। বুকের থেকে একটি বিরাট পাথরের বোঝা নেমে গিয়ে তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। যেখানে সেখানে পথে পথে ধ্বংসের ছবি লাফিয়ে উঠছে। শত্রুর অত্যাচারের কাহিনী। লজ্জা ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে স্থানীয় জনগণের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বুক, স্বজন পরিজন হারানোর ব্যথা, সম্পদ হারানোর দুঃখ, গৃহহীন মানুষের অসহায় কান্না- কিন্তু মুক্তির নিঃশ্বাস টেনে, দুচোখ মেলে বলছে আর গান গাইছে- সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের জয়।

কোথাও পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ছে পাগল একটি মানুষ। খবর নিয়ে জানা গেলো কিছুদিন আগেও সে ছিলো একজন বেসরকারী অফিসের অধস্তন চাকুরে। শত্রুসৈন্যরা তার পিতা-মাতা সকলকে হত্যা করেছে এবং সে হয়ে গেছে পাগল। মুক্তিবাহিনী থেকে খবর জানতে চাইলো তার, কিন্তু হায়, তার আর পূর্বের সেই সুখের বা দুঃখের স্মৃতি স্মরণে নেই। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু বেয়ে পড়লো, মিত্র বাহিনীর জওয়ানরা সহানুভূতি জানালো। তারা এগিয়ে চললো। তাদের হাতে অনেক কাজ। আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে। পেছনে যারা প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে আসছে তাদের

কর্তব্য সকলের দেখাশোনা করা। তারা দেখবে জনগণের সমস্যা, দুঃখ আর বেদনা। দুঃখের প্রতিকার করবে অসামরিক প্রশাসনের কর্মচারীবৃন্দ এবং সেই কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি শত্রুমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা, জনগণের মনে পূর্বের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং সুখের সন্ধান দেবার দায়িত্ব তাদেরই, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে সাধারণ মানুষ। সরকার আর জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ সত্যিকার সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

আরো কিছুদূর যেতে যেতে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ হলো শত্রুদের সঙ্গে, শত্রুসৈন্য মরলো, আত্মসমর্পণ করলো বহু। কিছুদূরে গিয়ে চোখে পড়লো একজন আহত মানুষ। তার হাতে একটি স্টেনগান তখনো, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ এবং সে তখনো জীবিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা তার মুখে জল দিয়ে ডাকলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা, নাম। তবু নিরুত্তর সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা তরুণটি। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ তাকে রাজাকার বলে সন্দেহ করলো, অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করলো। কেউ কেউ বললঃ কেড়ে নাও অস্ত্র, বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত সাজা হয়েছে, পথের ধারে তাকে ফেলে রাখা, ধুঁকে ধুঁকে মরুক। কিন্তু অনেকেই জানতে চাইলো প্রকৃত ঘটনাটি। সহসা ক্যাপ্টেন এলো, আহতের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে গ্লাস থেকে আরেকটু জল মমতা-মাখা হাতে তুলে দিলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা। আহত জবাব দিলো, আস্তে আস্তে- যেন মাধ্যাহ্ন সূর্য ধীরে ধীরে গ্রাস করছে কালবোশেখীর কালো মেঘ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় সে বললো তার মনের কথাঃ

ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু-

ঠিকানার সন্ধান,

আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করবো না অভিমান?

* * *

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না

তোমাদের দেওয়া ক্ষতে

আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু

সূর্যোদয়ের পথে।

* * *

আমার হদিস জীবনের পথে

মন্বন্তরে থেকে

ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে

মুক্তির পথে বেঁকে।

* * *

বন্ধু, আজকে বিদায়!

দেখেছো উঠলো যে হাওয়া ঝড়ো,

ঠিকানা রইলো,

এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো।

এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো ।।

বলতে বলতে আহত অনামা সৈনিক মুর্ছিত হয়ে পড়লো। সকলের মনে প্রশ্ন জাগলো- কে এই অজানা বীর! হয়তো সে একা একা শত্রুকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, হয়তো মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলো সে। কিংবা সে একজন গেরিলা বাহিনীর সদস্য।

তাকে তাড়াতাড়ি সামরিক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে আবার পথ চলা শুরু। কখনো মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেনের বার বার মনে পড়তে লাগলো এবং বিড় বিড় আবৃত্তি করতে লাগলোঃ

আমার হদিস জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।

* * *

(বিপ্লব বড়ুয়া রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান থেকে	'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	আগস্ট, ১৯৭১

একটি উর্দু কথিকা

১৪ আগষ্ট, ১৯৭১

আজ ১৪ই আগস্ট- মৃত পাকিস্তানের জন্মদিন। এই মৃত শব্দটি শুনে চমকে উঠবার কোন কারণ নেই। গত ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং নিয়াজী সমবেতভাবে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে। ২৫ বছরের ভরা যৌবনে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটল। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশকে কেন্দ্র করে এই দেশের বিশেষ এক অঞ্চলে কি ধরনের শোষণ-অত্যাচার-চক্রান্ত চালানো হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে বলছি।

গত ২৪ বছরের ইতিহাস অত্যাচার এবং বর্বরতার ইতিহাস। ফ্যাসিজমের একটা জীবন্ত চিত্র। এই চব্বিশ বছরে এদেশের শাসক এবং শোষক গোষ্ঠী গণতন্ত্রের সমস্ত শত এবং দাবীকে পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করেছে। মনুষ্যত্ববোধ এবং মানবিকতাকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছে। বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ- শোষক এই ভয়ে ভীত হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এর সমস্ত সুফল বাঙ্গালীদের জীবনে বিরাট কল্যাণ ডেকে আনবে। তাই গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার চক্রান্ত চালিয়ে যেতে লাগল। এবং ধর্ম ও সংহতির নামে গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করা হল। শোষকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল বাঙ্গালীরা ধর্মভীরু। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নেবে। ইসলামের নামে অর্থনৈতিক শোষণ এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ শুরু করল। এই শোষণ থেকে বেলুচিস্তান এমনকি সিন্ধুকেও মুক্তি দেয়া হল না। সিন্ধুর জনগণের কবি শেখ আয়াজকে তারা কারারুদ্ধ করল।

সীমান্ত প্রদেশের জনগণের কবি ফারেগ বোখারীকে জেলে পুরে নির্যাতন চালাল। উপমহাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খান আবদুল গফফার খানকে মানবতামুখী কার্যকলাপের দোষে তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করল। এমনকি নির্যাতিত বেলুচীদের মৌখিক দাবীগুলোকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ঈদের জামাতে অমানুষিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা উল্লেখ করছি। প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৬০% ভাগ দিত বাংলাদেশ এবং মাত্র ৪০% ভাগ দিত পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান শাসকচক্র সুস্পষ্ট ভাবে জানত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর তাই বাংলাদেশে যুদ্ধের আগুন আরো প্রচণ্ডভাবে জ্বালিয়ে পাকিস্তানের সৈন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে যাতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা এইসব সৈন্যের ব্যয়ভার আর তাদের বহন করতে না হয়। একবার ভেবে দেখুন, যে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের পরিচিত, যে দেশের জলবায়ুতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অভ্যস্ত নয় সে দেশে ১৫শ মাইল দূর থেকে এসে এই নদীমাতৃক সমতল ভূমিতে তারা কি পেতে পারে- একমাত্র অসহায় মৃত্যু ছাড়া?

নাট্যকার খুনি ইয়াহিয়া এই রক্তাক্ত নাটকের পরিকল্পনা অনেক পূর্বেই করেছিল। এই নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর চরিত্র টিক্কা খাঁ'কে সে একবার প্রশ্ন করেছিল, ''বলো, তুমি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আয়ত্বে আনতে পারবে কি না?''

টিক্কা বিনা দ্বিধায় চট করে উত্তর দিয়েছিল, হুজুর ৭২ ঘণ্টা নয়, বলুন ২৪ ঘণ্টার ভেতরে আমি বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। শুধু দশ-বিশ লাখ বাঙ্গালীর রক্তের প্রয়োজন।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নাট্যকার ঘাতক ইয়াহিয়া আহাম্মকের স্বর্গ ইসলামাবাদ চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে সেই রক্তাক্ত নাটকের মঞ্চ বাংলাদেশ।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতে নরঘাতক টিক্কা তার সশস্ত্র বর্বর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র, নিরীহ বাংলাদেশের মানুষের উপর। কামানের কুটিল গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়বাংলা' ধ্বনি আরও প্রচণ্ড রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে-বাতাসে। টিক্কা খান এতে হতভম্ব হয়ে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, এদেরকে নির্বাচারে হত্যা করার আদেশ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর পশুরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সমগ্র বাংলা জুড়ে চালাল হত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম তারা পুড়িয়ে দিল। বাংলার মাটিতে শুধু রক্ত আর রক্ত। একদিকে এইসব অত্যাচার অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও মনোবল দিন দিন বেড়েই চলল। বাংলার জনতা এক হয়ে একটা ইস্পাতের দেয়াল হয়ে গেল। রক্তলোলুপ হায়েনারা জানত না এরা বাংলার সন্তান, এরা সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর বাঘের সাথে খেলে, প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং মৃত্যুর চোখের উপর চোখ রেখে হাসে।

গত ২৫শে মার্চের পরে টিক্কা খাঁর ২৪ ঘণ্টা- ঘণ্টা থেকে দিনে, দিন থেকে মাসে অতিক্রম করল। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫ মাস। অর্থাৎ শত্রুকবলিত বেতার থেকে প্রত্যহ তারা প্রচারণা চালাচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক বলে। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অফিসের দরজায় দরজায় তালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, কারখানার চাকা নিস্তব্ধ, মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে বর্বর সৈন্যরা পালাবার পথ খুঁজছে, সত্তরজন সামরিক পদস্থ অফিসার প্রাণভয়ে আকাশ পথে পাড়ি জমিয়েছে। এইসব অফিসাররা তো আকাশপথে পাড়ি জমাবেই, বিপদ আসবে শুধু সাধারণ সৈন্যদের উপর। কেনই বা আসবে না? তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াই তো শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। সামরিক পদস্থ কোন অফিসার যুদ্ধে মারা গেলে তাদের মৃতদেহ কাঠের তৈরী কফিনে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সাধারণ সৈন্য মারা গেলে তাদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে মাটিচাপা দিয়ে দায়সারা কাজ সারে। এটাই তো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ।

মিথ্যের সম্রাট ইয়াহিয়া খান ইরানে গিয়ে বলেছে, হিন্দুদের ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। চমৎকার! মিথ্যার সম্রাট চমৎকার। তোমার ওষ্ঠদ্বয়ই শুধু চওড়া নয়, মিথ্যে বলায় তোমার জিভের দৌরাত্ম্যও অসীম। নিজের ঘৃণিত কার্যকলাপকে ঢেকে ফেলার জন্য আর কত মিথ্যে তুমি বলবে? শোন এহিয়া খাঁ, কান খুলে শোন, বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এটা ধ্রুবতারার মত জীবন্ত সত্য। তোমাদের তথাকথিত পাকিস্তান মৃত। তার গলিত শবদেহকে সত্বর কবরস্থ কর, নইলে পচন ধরা দেহের দুর্গন্ধ বাতাস বিষাক্ত করে তুলবে। মারাত্মক বীজাণু ছড়াবে বাতাসে বাতাসে। ইরানের সেই নোংরা বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুমি শাস্তি দেবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয় যার স্পন্দনে স্পন্দিত তাকে তুমি শাস্তি দেবে কি করে? শেখ মুজিব শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, তার ব্যক্তিত্ব সমস্ত বাঙ্গালীর জন্য একটা আলোকস্তম্ভ, যে আলো পথনির্দেশ করবে একটা শোষণহীন জাতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জেনে রেখো, আমরা যারা বাঙ্গালী তারা তোমাদের মতো শোষকদের এ দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করব। বাংলাদেশে-নব ইতিহাস সূচীত হবে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে রবীন্দ্র-নজরুলের সঙ্গীত মুখরিত করে তুলবে। বিশ্বের ইতিহাসে ফেরাউন, নমরুদ, ইয়াজিদ, চেঙ্গিস, হালাকুর নামের সাথে আর একটা নাম কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। সে নাম তোর। নরঘাতক হায়েনা ইয়াহিয়া, সে নাম তোর।

(উর্দুতে মূল রচনা : জাহিদ সিদ্দিকী। অনুবাদ : আশরাফুল আলম)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের কয়েকটি কথিকা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	........১৯৭১

ইসলামের দৃষ্টিতে

....জুলাই, ১৯৭১

মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন অথবা যে স্বভাবেরই হোক না কেন, আল্লাহতায়া কতগুলো বিষয় থেকে তাকে কখনো বঞ্চিত করেন না। একজন মানুষ অবিশ্বাসী হতে পারে, নাস্তিক বা কাফের হতে পারে, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে, কিন্তু তবুও মানুষ হিসাবে তার কতগুলো অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। সেসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। এ অধিকারগুলো হচ্ছে- আলোর অধিকার, বাতাসের অধিকার, পানির অধিকার এবং মৃত্তিকার অধিকার। অর্থাৎ মানুষকে আলো থেকে বঞ্চিত করবার, বাতাস থেকে বঞ্চিত করবার, পানি থেকে বঞ্চিত করবার এবং মৃত্তিকা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহতায়ালা চরমতম পাপীকেও এ সমস্ত অধিকার থেকে মাহরুম করেননি। সুতরাং যেখানে আল্লাহতায়ালা শাশ্বতরূপে কতগুলো অধিকারের সংগে মানুষকে যুক্ত রেখেছেন সেখানে পৃথিবীর কোন প্রচল শক্তিরই অধিকার নেই সেই কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার। যখন মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে আল্লাহর নাফরমান হয়ে এসমস্ত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন সে মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ পাপী বলে চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে নৃশংস অন্যায় লীলা চলছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং আল্লাহতায়ালার শাশ্বত ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের ঘরসংসার, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে জীবনযাপন করছিল- সে সমস্ত মানুষকে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পথে যারা বের করেছিল তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী। যে মানুষ ক্ষুদ্র এক মাটির ওপর ঘর বানিয়ে সংসার যাপন করেছে, যে মানুষ উৎসবে-আনন্দে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক নির্লিপ্তি হচ্ছে সেসব মানুষকে তাদের সকল প্রকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুধু যে মানবিক বিচারে অন্যায় তাই নয়, এটি জঘন্যতম পাপাচার এবং ইসলামের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত। কোরান শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহতায়ালা ফলবান বৃক্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নদী এবং সমুদ্রের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বাতাস এবং মৃত্তিকার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে এই চারটি সম্পদের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে চান।

অর্থাৎ কোন মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে না, পানির অভাবে পিপাসার্ত থাকবে না, বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবে না এবং মৃত্তিকার অভাবে গৃহহারা হবে না। সুতরাং, যে সমস্ত লোক বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বঞ্চনা এবং হত্যাকাণ্ডে সময়কে কলুষিত করছে, তারা ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করলেও পৃথিবীতে তারাই একমাত্র ইসলামবিরোধী। সুতরাং আল্লাহর লানৎ তাদের ওপর একদিন না একদিন পড়বেই।

যারা নিষ্পাপ, নিরপরাধ- যারা শুধু বাঁচার অধিকারের কথা ঘোষণা করতে চাচ্ছে তাঁদের জয় একদিন হবেই। বাংলাদেশের মুসলমান অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এ সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়ভাবে মারণ অস্ত্র ধারণ করেছে, আমি ইসলামের নামে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ ঘোষণা করছি।

আমাদের জয় হবেই, আমাদের জয় অপরিহার্য ।।

(সৈয়দ আলী আহসান রচিত)

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ

৮ অক্টোবর, ১৯৭১

।। দ্বিতীয় অংশ ।।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরান শরীফের সুরা তওবাতে মুনাফেকদের সম্পর্কে হুজুর (ছঃ)কে নির্দেশ করে বলেছেনঃ

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماوهم بجهنم. وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهمو بما لم ينالوا.

অর্থাৎ, হে নবী, অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন এবং তাদেরকে দমন করুন। এদের বাসস্থান হয়েছে দোযখ। এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। ঐ সমস্ত মুনাফেকগণ কথায় কথায়ই আল্লাহর নামে কছম খায়, পক্ষান্তরে তারা গর্হিত কথাবার্তা বলে ও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কুফুরী কাজ করে এবং লোকসম্মুখে ঐ সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে যেগুলির সাথে তাদের অন্তরের কোন মিল নেই। অর্থাৎ, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের কুমতলব হাসেল করার জন্য ঐ সমস্ত অলীক ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে বেড়ায়, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ওরা হচ্ছে মুসলমান নামধারী বেঈমান। এজন্য ঐ সমস্ত বেঈমানদের কথায় কর্ণপাত করে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদের ভাঁওতাবাজির উপযুক্ত জওয়াব দেওয়ার জন্য আল্লাহতালা মুসলমানদের উপর নির্দেশ জারি করেছেন।

আল্লাহতালা সুরা নেছা-তে আরো বলেছেনঃ

الذين امنو يقاتلون في سبيل الله . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان.

অর্থাৎ, যাঁরা বিশ্বাসী ও সৎ তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর যাঁরা অবিশ্বাসী এবং অসৎ তারা মিথ্যা নির্দেশক বা শয়তানের পথে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যুদ্ধ করে। তাই হে বিশ্বাসী ও সৎ

লোকগণ, তোমরা শয়তানের বন্ধু- অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টিকারী, বেঈমান, মুনাফেক ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাবেন, তাঁরা শহীদ ও অমর হয়ে থাকবেন এবং পরকালে অসীম সুখের অধিকারী হবেন। যেমন কোরান শরীফে আছেঃ

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে যাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হবেন; হে মানুষ, তোমরা তাঁদেরকে মৃতব্যক্তি বলে অভিহিত করো না, বরং প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কারণ তারা হলেন শহীদ এবং শহীদকে কখনো মৃত বলে অভিহিত করা ঠিক নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেছেন, আমার নির্দেশিত জেহাদে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অংশগ্রহণ করে তাতে তোমরা উত্তীর্ণ হতে পারো কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে আমি যুগে যুগে বিভিন্ন জেহাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করব এবং কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখব, আমার নির্দেশের আজ্ঞাবহ হয়ে আমার এ সমস্ত অগ্নিপরীক্ষায় তোমরা কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পারো। তোমাদের মধ্যে যাঁরা এ সমস্ত কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারবে, একমাত্র তাঁদের জন্যই রয়েছে অসীম সুখময় বেহেস্তের শুভ সংবাদ। যেমন নাকি আল্লাহতালা কোরানে উল্লেখ করেছেনঃ

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين- الذين اذا اصابتهم مصيبة قالو انا لله وانا اليه راجعون.

অর্থাৎ, আমি কতগুলি জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। সেগুলো হল এইঃ

(১) আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবেশে ফেলে দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করব, যেখানে চতুর্দিক থেকে ভয় ও আতঙ্ক তোমাদেরকে গ্রাস করতে চাইবে।

(২) তোমাদেরঅনাহারে ফেলে ক্ষিধের জ্বালায় কষ্ট দেব কিন্তু আবার কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত রাখব, অর্থাৎ তখন কোন খাবার দ্রব্য তোমরা খুঁজে পাবে না।

(৩) তোমাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে দেব; অর্থাৎ অত্যাচারীরা তোমাদের ধনদৌলত লুট করে নেবে ও বিনষ্ট করে দেবে, অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(৪) আমি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র. আত্মীয়-স্বজন এবং অত্যন্ত আপনজনকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব, অর্থাৎ মেরে ফেলব।

(৫) তোমাদের ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ এবং শস্য-সামগ্রীতে ভরা ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগ-যথা ঝড়-তুফান, বন্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেব।

আমি তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বিপদে ফেরে পরীক্ষা করে দেখব- যাতে তোমরা ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, ক্ষিধের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে, ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য হতে বঞ্চিত হয়ে, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনহারা হয়ে, ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ ও সুফলা জমির ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার উপর থেকে ভরসা ছেড়ে দিয়ে একেবারেই হা-হুতাশে পড়ো এবং ন্যায় পথ থেকে সরে দাঁড়াও। ঐ সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আমার নাম স্মরণ করে দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে এবং সৎপথে থেকে ঐ সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যাও, অর্থাৎ ন্যায়নীতির

ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করো। মনে রাখবা, সৎপথ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে ধৈর্য সহকারে ঐ সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করা এবং এ সমস্ত দুর্যোগ যদি কোন অত্যাচারী লোকের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে, তবে তাদের ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়ানোর নামও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ।

অতঃপর আল্লাহতালা বলেছেনঃ যে সমস্ত লোক ঐ সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর এই সমাধানের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়ে সৎ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে জেহাদের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করে, আর ঐ কথা বলে- আমরা আল্লাহরই সিদ্ধান্তের উপর রাজী রয়েছি এবং তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে আমার বেহেস্তের শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।

কোরান শরীফের এই আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত ২৫শে মার্চ থেকে নরঘাতক জল্লাদ ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে যে গণহত্যা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এবং এর মাধ্যমে এদেশের জনগণের উপর যে ভয়াবহ ও দুর্বিষহ বিপদ নেমে এসেছে, এগুলোও মানুষের উপর আল্লাহতালার বিরাট পরীক্ষা। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। এবং সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে জেহাদ করে যাওয়া। এই বিপদের দিনে অবশ্যই আমাদেরকে ন্যায়-নীতি মেনে চলতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অক্টোবর, ১৯৭১

।। তৃতীয় ও শেষ অংশ ।।

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী বিগত ২৪ বৎসর যাবৎ শুধু বাংলাদেশের জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত করে নাই, উপরন্তু এদেশের জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের ন্যায্য অধিকার চিরতরে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে বিগত ২৫শে মার্চ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। তারা হিংস্র পশুর ন্যায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, দোকান-পাট লুট করছে ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, প্রায় এক কোটি লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে ও তিন কোটি লোককে নিজেদের ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে এবং বলপূর্বক এদেশের মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে ও তাদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ওরা আমাদের সাথে যে ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তা হচ্ছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। কোরানের দৃষ্টিতে ওরা শয়তানের বন্ধু এবং দোযখী। অতএব আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহতালা আরও বলেছেনঃ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم ٥

অর্থাৎ, সুপরিকল্পিতভাবে যদি কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করে তবে এর একমাত্র বদলা হচ্ছে দোযখ। এমনকি কোন অমুসলমানকেও যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তবে তার জন্যেও একই শাস্তির কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। দোযখীদের সাহায্য করাও দোযখের কাজের মধ্যে গণ্য। আল্লাহতালা বলেছেন, আমার বান্দা যত বড় গোনাহ বা অন্যায়ই করুক না কেন, সে তার অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যদি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তা আমি মার্জনা করে দেব। কিন্তু কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করে, অন্যের অধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, অপরের মনে কষ্ট দেয় ও নারীর অমর্যাদা করে সে আমার যত এবাদত বন্দেগীই করুক না কেন আর যত ক্ষমাই চাক না কেন, তাকে ক্ষমা করার কোন অধিকার আমার নেই। তাকে একমাত্র ক্ষমা সে-ই করতে পারে, যার সঙ্গে সে এহেন আচরণ করলো। রাসূলুল্লাহ

(ছঃ) বলেছেন, এ ধরনের আচরণ করে যে ইহলীলা ত্যাগ করবে, সে সবচেয়ে নিম্নস্তরের হতভাগ্য ব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের লোক হীনতর ইতর প্রাণী শূকর ও কুকুরের চেয়েও বেশী নিকৃষ্টতর। যেমন আল্লাহতালা তাকে কোরানে বলেছেনঃ اولائك كالانعام بل هم اضل
সুতরাং, চিন্তা করুন ওরা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে অন্যের অধিকার নষ্টের কাজে লিপ্ত রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা কত বড় অপরাধী! নারীদের উপর বলাৎকার করা ইসলামের কঠোর ভাষায় নিষেধ আছে। হুজুর (ছঃ) বলেছেন-

الزني لايزني حين يزني وهو مؤمن

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি মুসলমান থাকা অবস্থায় কোন নারীর সাথে জেনা বা অবৈধভাবে পাশবিক লালসা চরিতার্থে মিলিত হতে পারে না। সুতরাং পাক হানাদার পশুরা যেভাবে বাংলাদেশে নারীধর্ষণ চালাচ্ছে, তাদেরকে আমরা ইসলামের নামে সংহতির ধ্বজাধারী মুসলমান বলে মেনে নিতে পারি না। তারা হল মুসলমান নামধারী বেঈমান ও মুনাফেক। অতএব, এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ও সার্বিক অসহযোগিতা প্রদান করে ওদের বেঈমানীর সমুচিত জবাব দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের ইসলামিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরাও ওদের সম-অপরাধী বলে গণ্য হব। কারণ, ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে প্রতিটি বিশ্বমানবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অর্থ শুধু অস্ত্রধারণ করে জেহাদই নয়- অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সাহায্য প্রদান, অন্যায়কারী ও তাদের সহযোগীদের সাথে সার্বিকভাবে অসহযোগিতা করা, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের নানাভাবে সাহায্য প্রদান করা, এর বিরুদ্ধে মানুষকে বুঝিয়ে গণসমর্থন গড়ে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয়ের উপর দৃঢ়বিশ্বাস ও আশা পোষণ করা এবং পুরোপুরি ধৈর্য সহকারে সৎ ও ন্যায়নীতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উজ্জ্বল ও স্বর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখাও ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, হে বাঙালী ভাইবোনেরা, আসুন আমরা অন্যায়কারী পশ্চিমা হানাদার পশু ও এদের পদলেহী দালাল কুকুরদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জেহাদ চালিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

نصر من الله وفتح قريب.

(আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রহমান রচিত)

বাইবেল পাঠ ও আলোচনা

.....নভেম্বর, ১৯৭১

আজ আমরা আলোচনা করব যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে। প্রথমেই পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র থেকে কটি অংশ পাঠ করে নেই।

....."প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল।"

‘‘তখন পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল, ……তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমি ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। ….তখন যীশুকে দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকেরা চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও। …পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই। তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।’’

একথা বললে ভুল হবে না যে, জগতে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ছিল ঈশ্বর-নিরূপিত। যীশু জগতে এসেছিলেন মানুষকে তার পাপের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোক-সরণীতে পৌঁছে দিতে। তিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য- মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে আমিই পথ, সত্য ও জীবন- আমাতেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। বলেছিলেনঃ সৎ হও, পবিত্র জীবনযাপন কর; কারণ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর পবিত্র। আহ্বান জানিয়েছিলেন, ‘হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দেব।’ তাঁর সমস্ত বক্তব্য ছিল মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে। জীবনভর তিনি অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই সামাজিক প্রভুত্বের ক্ষমতালোভী যাজক-পুরোহিত ও গোঁড়াদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা প্রতিবাদ করেছেন। কারণ, এই সমস্ত ভণ্ড ধর্মগুরুরাই তখন মানুষকে এক মহাভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থে। এরাই নিজেদের কুটিল চক্রান্তে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে বসাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মানুষ তখনকার দিনে সরাসরি ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পারতো না। আসতো ঐসব যাজকদের কাছে।

কিন্তু খ্রীষ্ট এসে মানুষকে দেখালেন প্রকৃত সত্যকে। কারণ, পাপী মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম সমমর্মিতা। মানুষকে ভালোবেসে তাই তিনি স্বর্গ ছেড়ে মাটিতে এসেছিলেন মানুষের অতি কাছে। এর ফলে পুরোহিত সম্প্রদায় ভিন্ন সকলের কাছে তিনি শুধু আপন হয়েই ওঠেননি- সকলের হৃদয়ে তাঁর জন্য পাতা হয়েছিল শ্রদ্ধার আসন। সকলেই তাঁর ধর্ম উপদেশ শুনতে ভালোবাসত। সকলেই তাঁকে প্রকৃত ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্র সেদিন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা তখন সর্বদাই যীশুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে। তাঁর দোষ ধরতে চেষ্টা করেছে, তাঁকে জনসমাজে-অপদস্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তারা যীশুর প্রাণনাশের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। আজও যেমন সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই, সেদিনও অভাব হয়নি। যীশুর বারোজন শিষ্যের একজন এসে যোদ দিল এই ষড়যন্ত্রে- শুধুমাত্র অর্থের প্রলোভনে।

এই বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের সাহায্যে চক্রান্তকারীরা লোকচক্ষুর আড়ালে রাতের অন্ধকারে গেৎশিমানী বাগান থেকে যীশুকে বন্দী করল। ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষ পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার জন্য নিভৃতে নির্জন স্থানে শিষ্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে হাজির করা হয়েছিল বিচারকের কাছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল- এ ব্যক্তি ঈশ্বর-নিন্দুক, কারণ এ নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে। আরও অভিযোগ করা হল, এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, কারণ এ নিজেকে যিহূদীদের ইব্রীয়দের রাজা বলে ঘোষণা করেছে। বলা বাহুল্য, সে সময় সমগ্র প্যালেস্টাইন দেশ রোম-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যাহোক, যীশুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল তার জন্য পুরোহিত-তন্ত্র হাজির করেছিল বহু মিথ্যা সাক্ষীকে। রোম সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন দেশাধ্যক্ষ পীলাত। তার সামনে চলল এক বিচারের প্রহসন। তিনিও বুঝলেন যাজকরা হিংসার বশে যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। বুঝলেন, ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে এনেছে রাজদ্রোহিতার

অভিযোগ- যাকে অবজ্ঞা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যুগে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল বিস্তৃত। তারা পীলাতকে ভয় দেখাল যে, যদি পীলাত যীশুর বিচার না করে তবে তিনি রোম সম্রাটের প্রকৃত বন্ধু নন।

পরিশেষে পীলাত নিজের ভালো দেখলেন। চাইলেন তার বিরুদ্ধে যেন সম্রাটের কাছে কোন নালিশ না যায়। তাই তার বিচার প্রহসনে দাঁড়িয়ে গেল। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিচার বিচার খেলাটা শেষ হয়ে গেল। প্রকাশ করা হল রায়- ঐ ব্যক্তিকে চরম দণ্ড দেওয়া হল। না, ফাঁসী নয়- আরও নির্মম, নৃশংস ও লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ-ক্রুশীয় মৃত্যু। হাতে, পায়ে পেরেক গেঁথে ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে যীশুকে হত্যা করা হল- যিনি ছিলেন নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, নিস্পাপ ব্যক্তি। যিনি এসেছিলেন মানুষের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের শুচিতা, শুভ্রতা ফিরিয়ে আনতে। যিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করে অনন্ত, অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে।

এখন প্রশ্ন হল, তাঁর মৃত্যুতেই কি সব শেষ হয়ে গেল? তিনি কি হেরে গেলেন পাপী প্রতিক্রিয়াশীল পুরোহিত-তন্ত্রের কাছে? তাঁর মৃত্যু কি তাঁর সাথে মানুষের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল? না। এর উত্তরে অসংকোচে বলা যাবে, তা নয়। অন্ধকারের পরে আসে আলো- এটা বিতর্কিত নয় কিন্তু প্রাকৃতিক সত্য। যীশু প্রমাণ করলেন মৃত্যুর পরে তেমনি আসে পুনরুত্থান। মৃত্যুর তিন দিন পর কবর থেকে অমোঘ মৃত্যুকে পরাজিত করে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। তাঁর পুনরুত্থান তার প্রতি বিশ্বাসী মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিল। মানুষকে বললেন, আমাকে বিশ্বাস কর। বললেনঃ ভয় নেই আমি আছি, আমি তোমাদের শক্তি দেব। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর- পরাজিত হবে না। আমার মতো বিজয়ী হবে। পাপের সাথে যুদ্ধ কর- অবশ্যই তোমরা পাপকে জয় করতে পারবে। কারণ, আমি তোমাদের পরিত্রাণ কর্তা- তোমাদের শক্তিদাতা। মৃত্যুকেও তোমরা জয় করবে, আমার মতো মৃত্যুঞ্জয়ী হবে- ঈশ্বরের রাজ্যে, অনন্ত জীবনের দেশে তোমরা পৌঁছাতে পারবে। তখন অনায়াসেই বলতে পারবে- মৃত্যু, তুমি নাই।

কবির ভাষায়ঃ

‘মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে।’

(ডেভিড দাস রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	২০ নভেম্বর, ১৯৭১

[অফুরন্ত আনন্দের বন্যা নিয়ে ঈদ আসে আমাদের দ্বারপ্রান্তে। রমজানের শেষে এবারও এসেছে ঈদ-উল-ফিতর। কিন্তু এবারের ঈদ বয়ে আনেনি সেই আনন্দবন্যা।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলার মাটি বাংলার আকাশ আজ রক্তরাঙা। এবারের ঈদ তাই আমাদের জীবনকে অগ্নিশপথের আলোকে বিচার করার দিন। এগিয়ে চলার মুহূর্ত। এখন শুনবেন ‘রমজানের ওই রোজার শেষে’’- একটি স্মৃতি আলেখ্য। -স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা।]

রমজানের ওই রোজার শেষে

1st Voice (Male)

বাংলার আকাশে আবার শওয়ালের চাঁদ উদিত। অঘ্রাণের কুয়াশামাখা দিগন্তে এক ফালি খণ্ড চাঁদে কত আলো আর আনন্দের প্রত্যাশা! কিন্তু সেই আলো আর আনন্দ আজ এমনভাবে নিভে গেল কেন? আকাশে যেন চাঁদ নয়, চাঁদের করোটি। ঈদের আহত চাঁদের গা বেয়ে যেন ঝরছে চাপ চাপ রক্ত। বাংলার আকাশ আজ লাল, মাটি আজ লাল। হেমন্তের পাখি গান গায় না। নবান্নের ধান কুমারী মেয়ের মত বাতাসের প্রথম সোহাগে আর আন্দোলিত হয় না বাংলাদেশের সবুজ ক্ষেত্রে। শওয়ালের চাঁদ, তবু তুমি এসেছো মৃত্যুদীর্ণ বাংলার আকাশে। আলো আর আনন্দের সব পশরা দূরে রেখে। এসেছো রক্তাক্ত দেহে। এসেছো নিহত শিশুর আর নারীর লাশের ছবি বুকে গেঁথে-

2nd Voice (Femal)

‘‘ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্,
এনেছে এজিদ বাংলার বুকে মোহাররমের চাঁদ।
এসেছে কাসেম এসেছে সখিনা সারা দেহে হায় তপ্ত খুন
আজ নয় ঈদ, আজ কোটি মুখে ইন্নালিল্লা......রাজেউন।
ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্,
এনেছে এজিদ আবার এদেশে মোহাররমের চাঁদ।’’

1st Voice (Male)

শওয়ালের চাঁদ নয়, মোহাররমের চাঁদ। না, তা কি করে হয়? রমজানের পর কি মোহাররম না শওয়াল?

1st Voice (Female)

শওয়াল। কিন্তু বাংলার আকাশে এখন রমজানের পর মোহাররম। শওয়ালের চাঁদ পথ ভুলে গেছে। এজিদের তরবারির ভয়ে, বর্বরতার ভয়ে বঙ্গোপসাগরে উঁকি মারতে এসে সে পালিয়ে যায় তার সব আলো আর

আনন্দ নিয়ে দূরে আরবের মরু বিয়াবানে। এবার দামেস্কে নয়, ঢাকায় হয়েছে এজিদের অভ্যুদয়। তার সীমার সেনারা ঘুরছে বাংলার পথে পথে। লুট করছে নারীর ইজ্জত, হত্যা করছে রোজাদার বাঙালীকে। এজিদের বাবা যেমন একদিন বর্শার আগায় পবিত্র কোরান বেঁধে বিভ্রান্ত করেছিল আরবের মুসলমানদের, এ যুগের এজিদ ইয়াহিয়াও তেমনি ইসলাম আর কোরানের দোহাই পেরে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বাংলার মুসলমানকে। সে যুগের এজিদ ছিল মুসলমান। এ যুগের ইায়াহিয়াও মুসলমান। এজিদ কারবালায় হত্যা করেছে দশ হাজার মুসলমানকে। আর ইয়াহিয়া বাংলাদেশে হত্যা করেছে কয়েক লাখ মুসলমানকে।

1st Voice (Male)

ঠিক। ঠিক। এজিদ বলেছিল, আরবের মুসলমানকে খেলাফৎ দেব না। আমি চাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ইয়াহিয়া বলছে, বাংলার মুসলমানকে আমি গণতন্ত্র ও স্বাধিকার দেব না। আমি চাই মিলিটারী ফ্যাসিজম কায়েম। রাখতে। আলোচনার নামে এজিদের বন্ধু কুফার বিশ্বাসঘাতক মুসলমানেরা মহানবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কারবালায়। তার পিপাসার্ত স্ত্রী, পুত্র, শিশুকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি খেতে। এ যুগের ইয়াহিয়া আলোচনার নামে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করেছে। আজ তিনি কোথায় কেউ জানে না। কেউ জানে না।

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে]

তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব
বাংলাদেশের প্রাণে গানে চিরঞ্জীব
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।।

2nd Voice (Female)

বঙ্গবন্ধু আছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর বুকে। ইয়াহিয়া বা টিক্কার মত নরপশুদের সাধ্য নেই এই নামটি বাঙালীর বুক থেকে মুছে দেয়।

1st Voice (Male)

নবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন মুসলমান। বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলার কয়েকজন কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মুসলমান। নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, কাসেম, সোলায়মান, খাজা খায়রুদ্দি, গোলাম আযম, মাহমুদ আলী গয়রহ। এদের চরম শাস্তির দিন আজ সমাগত। বাংলার বুক থেকে এই নামগুলোর অপবিত্র অস্তিত্ব মুছে দিতে হবে।

2nd Voice (Female)

এবার নিয়ে দু'বার- দু'বছর মোহাররমের চাঁদ এলো আকাশে শওয়ালের চাঁদের পরিবর্তে। গত বছর ঠিক রোজার ঈদের আগে বারোই নভেম্বরের কাল-রাত্রিতে বিশ লাখ বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রচণ্ড ঝড়ে। সেদিনও ইয়াহিয়া পিণ্ডির শাদ্দাসী বালাখানায় বসে হেসেছে। বাংলার মানুষকে বাঁচাতে, বিপন্ন মানবতার ত্রাণে নেবে আসেনি এই মনুষ্যদেহধারী জানোয়ার গোষ্ঠী।

1st Voice (Male)

গত ঈদেও সারা বাংলা কেঁদেছে। কেউ গায়নি প্রাণভরে- ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ- গেয়েছে মোহাররমের মর্সিয়া, ঈদের জামাতে হয়েছে- জানাজার জামাত।

2nd Voice (Female)

বাংলার মানুষের কণ্ঠে শুনেছি তারই আর্ত ক্ষোভ-
''বাঁচতে চাইলে বাঁচবে এমন কথা তো নেই
প্রমাণ পেলে তো হাতে হাতে
বিশ লাখ শিশু নারী ও যুবক আজকে নেই
মরে গেছে তারা এক রাতে
বাঁচতে গেলেই বাঁচবে এমন কথা তো নেই।।

প্রভু, তুমি এই পুণ্যির মাসে ধন্যি,
ঝড়ে নেভায়েছো লক্ষ প্রাণের বহ্নি
সাগরে ডুবেছে আমার স্বপ্ন-শিশুরা
তোমার ধ্যানেতে নিরত এখনো যীশুরা
আর যারা আছে, তারা প্রাণ দেবে নীরবে-
নাহলে তোমার পুণ্যিমাসের কি রবে?

কাফনে জড়নো চাঁদের শরীর গলিত লাশ
দ্বীপাঞ্চলের বাতাস এখন দীর্ঘশ্বাস
গোলাপের মত কত ফোঁটা ফুল লুণ্ঠিত
মৃত্যু মলিন ঠোঁটে চাপা ক্ষোভ কুণ্ঠিত।''

1st Voice (Male)

গেলবার প্রকৃতির হাতে মারা পড়েছে লাখো মানুষ। সেই মৃত্যুদীর্ণ বাংলার বুকে আবার আঘাত হানতে দ্বিধা করেনি রক্তপাগল নরপশু ইয়াহিয়া। এ বছর মরেছে দশ লাখ। ১ কোটি মানুষকে হতে হয়েছে দেশছাড়া। বাংলার ঘরে ঘরে আজ হাজার সখিনার শরীরে শ্বেতবাস। কাসেমের লাশে ভরে গেছে বাংলার প্রান্তর। শওয়ালের চাঁদের ছদ্মবেশ ধরে আবার বাংলার আকাশে উঠেছে মোহাররমের চাঁদ।

2nd Voice (Female)

আবার শয়তান সীমারের ছুরি উদ্যত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীর বুকে। পবিত্র রমজান মাসে কারফিউ জারি করা হয়েছে ঢাকা শহরে। ঘরে ঘরে চলছে, সার্চ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। শওয়ালের চাঁদ, তুমি মুখ ঢাকো। তোমার আলোয় যারা মোনাজাতের হাত তুলবে পশ্চিমমুখো হয়ে পবিত্র কাবাঘরকে সাক্ষী রেখে, যারা জামাতে শামিল হয়ে করবে এবাদত, তারা আজ কোথায়? তাদের কঙ্কালের স্তুপে, তুমি কিসের আলো ছড়াবে- আনন্দের, না শোকাশ্রুর?

[নেপথ্যে গান]
ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দিবি শোন আসমানি তাগিদ।।

1st Voice (Male)

না শোকাশ্রুর নয়, সংকল্পের। এবারের শওয়ালের চাঁদ বাঁকা খঞ্জর হয়ে বাংলার মানুষকে পথ দেখিয়েছে। উঠুক মোহাররমের চাঁদ বাংলার আকাশে। আমরা কাঁদবো না। অশ্রু ফেলবো না। বাংলার তরুণের হাতে আজ অস্ত্র। ঈদের চাঁদের বাঁকা শরীরের মত বাঁকা তলোয়ার। শত্রুনিপাতের সংকল্পে আজ ঐক্যবদ্ধ লক্ষ বাঙালী তরুণ। ওই দ্যাখো, সীমারের চোখে আজ ভয়। এজিদের চোখে ঘনায়মান পরাজয়ের আতঙ্ক।

[আবার গান]
রমজানের ওই রোজার শেষে.............

2nd Voice (Female)

রমজানের রোজার শেষে এবারের ঈদ খুশীর ঈদ নয়, সঙ্কল্পের ঈদ। সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়ার খুশির ঈদ। শত্রুবধের খুশির ঈদ। দেশ ও মাতৃভূমির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার খুশির ঈদ। আত্মোৎসর্গের ঈদ। শহীদী দরজা খুলে দেওয়ার ঈদ। গাজী হওয়ার- বিজয়ী হওয়ার আনন্দের ঈদ।

[আবার গান]

রমজানের ওই রোজার শেষে........

1st Voice (Male)

হেমন্তের আর্দ্র কুয়াশামাখা চাঁদের কি সজল মিনতি- বাংলার যুবশক্তি রুখে দাঁড়াও। বাংলার আকাশে বজ্রে ও বিদ্যুতে কি গভীর কানাকানি- বাংলার মানুষ, বজ্রকঠিন শক্তিতে আঘাত হানো। ঈদের জামাতে শামিল হয়ে যে হাত উর্ধ্বে তুলে ধরবে মোনাজাতের জন্য, সে হাত দৃঢ়মুষ্টিতে পরিণত করে শেষ আঘাত হানো হানাদার দস্যুদের উপর। বাংলার বাতাস থেকে মোহাররমের মর্সিয়া মুছে দাও, বাংলার আকাশ থেকে মোহাররমের চাঁদকে বিদায় দাও। আসুক পুণ্য বিজয়ের ঈদ, শওয়ালের চাঁদ। চূড়ান্ত বিজয়ের চাঁদ আলো আর আনন্দ ছড়াক শত্রুমুক্ত বাংলার আকাশে। রমজানের রোজা, ত্যাগ, কৃচ্ছ্রতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের সত্যি সত্যি আসুক প্রকৃত খুশির ঈদ। গানে গানে ঝঙ্কৃত হোক কোটি বাঙালীর হৃদয়, আর সেই দৃঢ় প্রত্যাশায় বুক বেঁধে বলি- মোবারক হো ঈদ, ঈদ মোবারক।

[গান- রমজানের ওই রোজার শেষে ......।।

(রচনাঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রযোজনাঃ মেসবাহ আহমেদ)

রক্তে রাঙা ঈদ

শরীফ- দেখছিস ঐ ভাঙা বাড়িটার দেয়ালের ওপর দিয়ে, পোড়া গাছটার মাথা ছুঁয়ে ঈদের চাঁদ উঠেছে- একফালি সরু চাঁদ!

কবীর- হ্যাঁ, অসংখ্য শহীদের বুকের পাঁজরার হাড় যেন চাঁদ হয়ে ফুটে উঠেছে আকাশের গায়ে। পড়িসনি- নজরুলের ‘কৃষকের ঈদ’?

শরীফ- নিশ্চয়ই পড়েছি। বাংলার নিঃস্ব শোষিত জনগণের মর্মকথাকে নজরুল প্রাণস্পর্শী ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করেছেন-

জীবনে যাদের হররোজ রোজা
ক্ষুধায় আসে না নিদ
ক্ষুধাতুর সেই কৃষকের ঘরে
এসেছে কি আজ ঈদ?

কবীর- আমারও প্রশ্ন তাই রে- লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ বুকে নিয়ে সারা বাংলা যখন গোরস্থান- নির্যাতিত শিশু, নারী, বৃদ্ধার কান্নায় বাংলা যখন ক্রন্দসী, মজলুম মানুষের ফরিয়াদে বিশ্বের বাতাস ভারাক্রান্ত তখন ঈদকে খুশির ঈদ বলে মোবারকবাদ জানাতে পাচ্ছি না।

শরীফ- তবু তো প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। রোজই সূর্য উঠছে ভোরকে রাত্রির কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে। আবার সে সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যে আসে ছায়াভীরু পদক্ষেপে-

কবীর- কিন্তু আমরা কি আগের মত- সেই ভয়ংকর রাক্ষুসে রাত ২৫ শে’র পূর্বে, যেমন করে সকালের সূর্যের আলোয় নেয়ে উঠতাম- তেমনটা কি এখন পারি? সন্ধ্যা মায়াময় গন্ধ ছড়ায় না। একটা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ অন্ধকারে গা ঢেকেই পাক হানাদাররা আমাদের আক্রমণ করেছিল- আজও করছে- দিন-রাতে আমরা সবসময়ই মৃত্যুর মুখোমুখি- শয়তানের সম্মুখীন।

শরীফ- জানি কবীর, আমরা তাই গতানুগতিকভাবে ঈদকে মোবারকবাদ জানাতে পারবো না, জানাতে পারবো না, তেমন করে খুশির ঢেউয়ে গা ভাসাতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে ঈদ-উল ফিতর তো ফিরে যাবে না আমাদের দ্বার থেকে।

কবীর- না, ফিরিয়েও দিবো না আমরা- আমরা নতুনভাবে ঈদকে স্বাগত জানাবো। (নেপথ্যে মেশিনগানের শব্দ) ঐ শোন- গুলির শব্দ- সংঘর্ষ চলছে হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর- (একটু হেসে) ঢাকায় ঈদের চাঁদ দেখলে ছোট ছেলেরা পটকা ফুটাতো উল্লাসে- আজকের পটকা ঐ গুলির আওয়াজ, বোমার আওয়াজ।

শরীফ- বেশ তো আজকের ঈদকে আমরা সম্বর্ধনা জানালাম বন্দুকের গুলি ছুড়ে, শপথ নিয়ে কসম খেয়ে- বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে ঈদের প্রকৃত তাৎপর্যে খুশির বন্যা বইয়ে দেবো ঘরে ঘরে। আমাদের জীবনের ঈদকে যারা চির ম্লান করে দিতে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, আমাদের মা বোনের ইজ্জত নিয়েছে তাদের পশুহস্তকে চূর্ণ করেই পালন করবো ‘ঈদোৎসব’।

মা- হ্যাঁ বাবা শরীফ, তোরা কি কেবল গল্প করবি? একটু কিছু মুখে দিবি না? ইফতার করেছিস দু’টুকরো রুটি খেয়ে-

শরীফ- দেবো মা- এক মাসের সিয়াম আমাদের চরিত্রে এনেছে দৃঢ়তা, হৃদয়ে দিয়েছে বল, অনুভূতিকে করেছে তীক্ষ্ণ, বাহুতে দিয়েছে লড়াই-এর শক্তি-

কবীর- সেই শক্তিকে আমরা নিয়োগ করব শত্রুবিতাড়নের সংগ্রামে।

নার্গিস- ভাইয়া শুনেছ, পাক বেতার কি জঘন্য প্রচার চালাচ্ছে!

শরীফ- কীরে?

নার্গিস- ওরা বলছে ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী ঈদের জামাতে আক্রমণ করবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে-

কবীর- ওরা প্রচারপত্রও ছেড়েছে ঢাকা শহরে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে।

নার্গিস- কী জঘন্য! আমরা ইসলাম ধর্মের শত্রু-এই কথাটাই প্রচার করতে চায় তারা, অথচ মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে ইসলামের কি নাম তারা করলো?

শরীফ- যারা মানবতার শত্রু; তারা ইসলামের সকল ধর্মের শত্রু।

কবীর- তাছাড়া মসজিদের উপর গোলাবর্ষণ করে ভেঙে চুরমার করেছে খোদার ঘর! কারা নামাজরত মুসল্লিদের হত্যা করে রক্তে ভাসিয়েছে মসজিদের পবিত্র অঙ্গন? আমরা না পাক হানাদাররা?

শরীফ- আজ বিশ্বের সকলেই জানে ওদের ঐ ধর্মবিরোধী বর্বরতার ইতিহাস- তবু তাদের মিথ্যা ভাষণের বিরাম নাই।

কবীর- আসল মতলব কি জানিস! ৪৮ সালে পেশোয়ারের সীমান্ত এলাকায় ঈদের জামাতে বোমাবর্ষণ করে কাইউম-লীগ সরকার হাজার হাজার পাঠানদের হত্যা করেছিল- ৫৮ সালে আয়ুবী আমলে এই নররাক্ষস টিক্কা খান বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতে বোমা ফেলেছিল- এবার বাংলাদেশে একই পৈশাচিকতার পুনরাবৃত্তি করতে চায় ওরা।

নার্গিস- আর তাই করে দোষ চাপাতে চায় বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের উপর।

শরীফ- কিন্ত ওদের সে পরিকল্পনা সফল হবে না। আজকের বাঙালী অনেক বিচক্ষণ- আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। লানৎ নেমে আসবে ওদের মাথায়।

শরীফ- শহীদ-ই-ঈদগাহে জমায়েত ভারী- আমাদের দুঃখকে আমরা ভুলেছি শহীদের আত্মদানের শিক্ষায়, বীর সেনাদের বীরত্বের গৌরবে, শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণায়। রক্তে রাঙা ঈদের চাঁদ শত্রুমুক্ত শোষণমুক্ত বাংলার পতাকায় ছড়াবে নতুন আলো।

(বদরুল হাসান রচিত জীবন্তিকা)

রক্তরাঙা ঈদুল ফিতর

১। মাহে রমজান- ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক অপূর্ব প্রতীক। সংযত চরিত্রের মানুষের জন্য এ মাস এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু আজ বাংলার মাটিতে যে দাবানল জ্বলে উঠেছে তাও এবারের রমজান এবং ঈদুল ফিতর পেয়েছে নতুন অর্থ। এবং তারাই আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষ। ক্ষতবিক্ষত বাংলা। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। নতুন শপথে ভাস্বর এবারের ঈদুল ফিতর। আনন্দ নয়, সংগ্রামী প্রত্যয় দৃঢ় তাই বাংলার মানুষ।

আজ নয় নয়, নয় কোন আভরণ
রক্তে রক্তে বাজে দুন্দুভি শপথ নেয়ার দিন
আজকে প্রাণের মহফিলে বাজে
রুদ্র রৌদ্র বীণ ।।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকে
হানে যারা খঞ্জর
নয় ক্ষমা নয় হানো হানো তারে
দুর্জয় দুর্বার
উদ্যত মুঠি করো না শিথিল
মুক্তি সেনানী বীর ।।

আজকে তিমির পল্ললে শোন
জীবনের মহাগান
জয় সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি
জয় জয় মহীয়ান।
রক্ত রঙিন বাংলার বুকে
অতন্দ্র প্রহরায়
জাগে নির্ভীক লাখো সৈনিক
নাই ভয়, ভয় নাই
বঞ্চিত আজি জাগ্রত ওই
এসেছে মুক্তিদিন ।।

(২) দুর্জয় সাহস, দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিরোধ করছে শত্রুর হামলা। প্রতিদিন এই বাংলার মানুষ নতুন এক সম্ভবনায় হয়ে উঠেছে উজ্জীবিত। অপূর্ব এই মহাজাগরণ। বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ আজ ধন্য। পূর্ণতার এক

জীবনের সন্ধানে আজ দেখছে নতুন স্বপন। নতুন সূর্যদিন ডাকছে ওদের হাতছানি দিয়ে। এক দিগন্তে থেকে অন্য আরেক দিগন্তে আজ তাই চলছে প্রাণের উল্লাসে।

এগিয়ে চলো
দিগন্ত থেকে দিগন্তে আজ
এগিয়ে চলো ।। এগিয়ে চলো ।। এগিয়ে চলো ।।

হিংস্র শ্বাপদ ওই হানাদার
নিঃশেষে নাম মুছে ফেলো তার
বাঙালীর তরে বাংলার মাটি
নিশংক আজ বলো।।

মায়ের বোনের ভাইয়ের রক্তে
ভিজে গেছে এই মাটি
প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম তাই
এ মাটি অনেক খাঁটি ।।

এ মাটির বুকে কোন অনাচার
সইবো না কেউ সইবো না আর
হাতে হাতিয়ার নির্ভয় প্রাণ
জ্বেলে দাও সব আলো।।

(৩) আজ নয় হিসেব নিকেশের দিন, আজ নয় আনন্দ উৎসবের দিন- আজ শুধু সংগ্রাম, ঘরে-বাইরে দুঃসহ দারুণ সংগ্রাম। কাপুরুষ হানাদারদের নিঃশেষে খতম করে তবেই আমরা হবো নিশ্চিন্ত। আজ এই দিনে আমরা তাই শপথ নিই- দেহের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা অর্জন করবো আমাদের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আমাদের জীবনের চেয়ে মহান।

বাংলার নামে আজ শপথ নিলাম
মুজিবের নামে আজ শপথ নিলাম
বাংলাকে করবোই মুক্ত
শত্রুর বিষদাঁত ভাঙবোই ভাঙবোই
আজ আর নয় কোন শর্ত।।

কৃষক শ্রমিক চায় মুক্তি মুক্তি
ছাত্র মজুর চায় মুক্তি মুক্তি

সাড়ে সাত কোটি এই জনতার ইচ্ছা
মুক্তির জন্য হয় হোক মৃত্যু।।

বাংলার বুকে যারা জ্বেলে দিল দাবানল
তারে আজ ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়
লেলিহান অগ্নির দুঃসহ প্রান্তে
দুশমন পুড়ে আজ হোক ছাই।।

শহর নগর চায় মুক্তি মুক্তি
বাংলার গ্রাম চায় মুক্তি মুক্তি
ত্রাসের কাঁপন লাগে শত্রুর বক্ষে
বাংলার বুকে ওরা একেবারে রিক্ত।।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত সঙ্গীতালেখ্য)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠান থেকে	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	.....১৯৭১

বিপন্ন যখন

...অক্টোবর, ১৯৭১

এই অন্ধকার, নিটোল নিশছিদ্র অন্ধকার, অন্তহীন হোক- সে প্রার্থনা করল মনে মনে। আর সেই সুতীব্র অন্ধকারের কামনার সাথে অসাড় হয়ে যাওয়া চেতনা ফিরে আসে নিঃশব্দে, এবং যখন নিজেকে সে আবিষ্কার করল কচুরিপানার ভরা জলাশয়টির এক প্রান্তে। এক গলা জলের মধ্যে মাথায় কচুরিপানা চাপিয়ে কতক্ষণ লুকিয়ে রয়েছে তার নিজেরই মনে নেই। আমার মা, বউ, চার বছর বয়সের ফুটফুটে ছেলেটি- কেউ বেঁচে নেই, নৈঃশব্দের হু-হু ধূসর পটভূমিতে এই সব মনে এল এখন। ছোট ছোট মাছ অথবা জলের পোকা ক্রমাগত তার শরীরের অনাবৃত অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটি তীব্র অনুভূতি, সে ঠিক জানে না তা কি, তার সমস্ত শরীরে ওঠানামা করছে। আস্তে করে কচুরিপানা সরিয়ে সে মাথা তুলল এবং একটি আহত জন্তুর মত ভীত দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। কিছুই চোখে পড়ছে না। অন্ধকার, তার চারপাশে এখন মৃত্যুর মত শীতল অন্ধকার।

এবার উঠি, সে ভাবল এবং অশক্ত পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। যেহেতু ক্লান্তিতে এখন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, তার পদক্ষেপ সংক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো।

জলাশয় পেরিয়ে মাঠ, তার পর আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। তারপর, কি আশ্চর্য, তেঁতুল গাছের পেছনে উঁকি মারে মৃত্যুশয্যার বিবর্ণ ম্লান চাঁদ। দু'এক পা এগোতে এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারল ক্ষিধে পেয়েছে তার, এক্ষুনি কিছু খেতে না পেলে সে বোধ হয় মরে যাবে। সতর্ক চোখে তাকায় চারিদিক, কোন বাসগৃহ চোখে পড়ে না- কোন নিকানো আঙিনা বা অস্পষ্ট কোন আলো রেখা। এ গাঁয়ে বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই। আখের ক্ষেতের আশেপাশে লুকিয়ে নেই কোন সতর্ক প্রহরা। সে ভাবলো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফলন্ত ক্ষেতের কিনারে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কয়েকটি আখ ভেঙ্গে নিয়ে একটিতে কামড় বসাল।

এখন সে একটার পর একটা আখ চিবিয়ে চলছে। শক্ত খোসায় লেগে একপাশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। আখের খোসা ছাড়ান খণ্ডগুলো দাঁতে পিষতে অল্প মিষ্টি অথচ নোনতা তরল পদার্থে মুখের ভেতটা ভরে উঠছে। এখনো পাকেনি, পাক ধরতে সেই আশ্বিন মাস, পুজোর সময়। আর বোধ হয় আমার ক্ষিধে নেই, সে ভাবল এবং আখ চিবানো বন্ধ করল। মাথা ঝিম ঝিম করছে, সমস্ত শরীরে অসহ্য ক্লান্তি এবং ক্রমশ ভারী হয়ে আসা চোখের পাতার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে অজস্র দৃশ্যাবলী। না, ঘুম আসবে না এখন- কারণ সেই বীভৎস দৃশ্যটি এখনো তার চেতনায় অনির্বাণ। ঘাসের উপর শরীরটা ছেড়ে দিতেই স্মৃতিরা ফিরে এল দ্রুত লয়ে, প্রপাতের মত- তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সেই নির্দয় মুহূর্তটির নৈকট্যে।

আমার নাম জীবন, জীবন দাস- তার মনে পড়ল। মনে পড়ল বিধবা মাকে, জোয়ান বউ সরমাকে, আর চার বছরের ফুটফুটে বাবুকে। গত পরশু সকালে ওরা বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। অথচ, কি আশ্চর্য, ওরা এখন নেই। হিংসার জানোয়ারগুলো নিরস্ত্র নিষ্পাপদের গুলি করে মেরেছে। আর আমি, উনত্রিশ

বছরের ক্লীব, অক্ষম যুবক আমি, মা ছেলে- বউকে ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি নিজের মহামূল্য প্রাণটি বাঁচাতে- একথা ভাবতে চোখের জলে ঝপসা হয়ে এল তার সামনের দৃশ্যাবলী।

এখন, এই বিষণ্ন রাতে, তার মনে পড়ল কয়েকদিন আগের একটি অনিশ্চয় রাত্রিকে।

: আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। অন্তরঙ্গ শয্যায় সরমা বলেছিল তাকে।

তা ভাবনা হবারই কথা। যদিও শহর থেকে যাত্রী বোঝাই লঞ্চের আসা যাওয়া হঠাৎ করেই বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক মন-কেমন-করা গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল দক্ষিণ খুলনার সুদূর নিস্তরঙ্গ এই গ্রামটিতেও। একটা প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে নাকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মিলিটারি আর বাংলাদেশের শহর গঞ্জে বাস করা মানুষগুলোর মধ্যে। কারণটা কি, ওরা সঠিক জানে না কেউ- কেবল গ্রামের একমাত্র কলেজে পড়া ছেলে রফিকের কথাবার্তা থেকে একটা ধোঁয়াটে উপলব্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে ওরা। হাতে টাকা নেই, মাঠে ফসল ফলে না, অনাবৃষ্টি বন্যা অনাহার, দুঃস্বপ্নের অনাবাদী বছরে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য দাওয়ায় উঠে বসে পাওনাদারের মত- এ সবকিছুই নাকি পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাদের ষড়যন্ত্রের ফল। যে বিপুল ষড়যন্ত্রে বিরান হয়ে যায় উর্বর, বর্ধিষ্ণু জনপদ- ফলবতী হয়ে ওঠে আজন্মের অনুর্বর মরুভূমিও। বছরের পর বছর অত্যাচার, অনাচার আর শোষণের অবসান ঘটাতে এই জীবনান্ত যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ জিতবই- রফিকের কণ্ঠে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ঝলমল করে।

: আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে। সরমা আবার পুনরাবৃত্তি করে।

ভাবনা আবার কিসের? সরমাকে নয়, যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে জীবন। শহরে নাকি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে। ক্ষ্যাপা কুকুরীর মত হয়ে গেছে মিলিটারী। মানুষ পেলেই গুলি। কোন বাছবিচার নেই। সরমার গলায় উদ্বেগ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

: তা শহরে যাই হোক গাঁয়ে তার কি? আমাদের এখানে ত আর যুদ্ধ হচ্ছে না। জীবন সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে।

: কিন্তু যদি হয়?

: পাগল! এই অজপাড়াগাঁয়ে মিলিটারী আসপে মরতি? আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এখেনে?

সব আশঙ্কাকে জোর করে সরিয়ে পাল্টা এক প্রত্যয়ের প্রশ্নকে বউয়ের দিকে ছুড়ে দিয়েছে জীবন। চুপ করে গেছে সরমা।

গত পরশুর ভয়ঙ্কর সকালের কথা মনে পড়ল এখন। যথারীতি সূর্য উঠেছিল, নদী থেকে এলোমেলো হাওয়া উঠে এসে গ্রামের গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রশান্ত সকালে আকাশে অনেক সঞ্চারণশীল মেঘ চোখে পাড়েছিল এবং স্পষ্ট মনে আছে জীবনের, বাড়ির পাশের গাছপালা থেকে যথারীতি পাখিদের ডাকাডাকি শুনেছিল ঘুম থেকে উঠেই।

মুখ-হাত ধুয়ে, দু'মুঠো পান্তা খেয়ে, রোজকারের মত রফিকদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। এই আসাটা প্রায় একটি অভ্যেসে পরিণত হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুদিন থেকেই- কর্যত শহরে গণ্ডগোল শুরু হবার পর থেকেই। কেবল জীবন নয়, গ্রামের অনেকেই রফিকদের বাড়িতে ভিড় করত রেডিওর খবর শুনতে।

রফিকদের বাড়িতে পৌঁছে জীবন শুনতে পেল রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর হচ্ছে এবং তার চারপাশে ছোটখাটো একটি উৎসুক জনতা। খান সেনারা মার খাচ্ছে। ক্রমাগত জিতে চলছে মুক্তিবাহিনী,

এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে। শিগগির বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে, রফিকের দৃপ্ত ঘোষণা ভোর বেলাকার এক মিষ্টি স্বপ্নের আমেজ বয়ে আনে যেনবা।

বেলা একটু বাড়তে দূর থেকে অবিরত এক যান্ত্রিক আওয়াজ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। লঞ্চের শব্দ অথবা কোন স্টীমারের। প্রত্যাশায় ব্যাগ্র গ্রামবাসীরা ভাবে। অনেকগুলো জিজ্ঞাসা পাক খায়ঃ যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেল তবে? হেরে গেছে খান সেনাদের দল? সেই শুভ ঘোষণা করতে আসছে বিজয়ী মুক্তিসেনারা?

দুপুরের দিকে তারা এল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে থাকা পাখির মত অসহায় গ্রামটির ওপর। গানবোট থেকে দূরপাল্লার কামানের শব্দ জেগে উঠতেই আগন্তুকের পরিচয় গোপন থাকেনি। গ্রামবাসী প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এ রকম একটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা ওদের কল্পনাতেও অনুপস্থিত ছিল। এখন, এই নির্দয় দুপুরে, অকস্মাৎ তাকে শরীরী হয়ে উঠতে দেখে বৃষ্টির মত আতঙ্ক নামে এবং তা গড়িয়ে গড়িয়ে যায় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

গানবোটের কামানের শব্দ শুনেই দৌড়ে বাড়ি ফিরেছে জীবন। ওদের বাঁচাতে হবে- আমার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর সন্তানকে। এই একটিমাত্র চিন্তায় সে একাগ্র এখন ।

দাওয়ায় বসে মা চীৎকার করে কাঁদছে, সরমার মুখ মৃতের মত ফ্যাকাসে, ছোট্ট বাবু অবাক হয়ে চেয়ে আছে- বাড়িতে পা দিতে তার সামনের দৃশ্যপটটি ছিল এই রকম।

-চল, পালাতি হবে। মিলিটারী।
কথা নয়, যেন কাঁদছে জীবন।
-না মা, কিছছু নিতে হবে না। খালি হাতে চল। শিগগির।

মা-বউ-ছেলেকে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল জীবন। এখন, এই অভাবনীয় সংকটকালে, মৃত্যু যখন একটু ওপাশে ছাঁ করে দাঁড়িয়ে, একটি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন।

অথচ সেই নিশ্চিন্ততার আশ্রয় ওদের জোটেনি। রাস্তার মোড়ে সৈন্যের পোশাক পরে মৃত্যু ওদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে ছিল। যমদূতগুলোর মুখোমুখি হতে আর্ত চিৎকার করে উঠেছে মা, গলা ছেড়ে কেঁদে উঠেছে সরমা, আর সেই সাথে ওদের হাতের মেশিনগানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে লুটিয়ে পড়েছে মা, সরমা আর বাবু। অথচ, কি আশ্চর্য, জীবনের চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় এক ঝাঁক গুলি এবং সেই সাথে রাস্তার পাশের আগাছা ভর্তি খানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। দ্রুত ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে শুনতে পেল বাবুর গোঙানি, ভারী ভারী বুটের আওয়াজ, বিজাতীয় ভাষার বীভৎস উল্লাসধ্বনি, সহসা কোন নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উচ্চগ্রামে উঠে হারিয়ে যায় নিঃশব্দে। গুলির শব্দ থেমে যেতে এবং বুটের আওয়াজ ক্রমশ অপসৃয়মান মনে হতে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসেছে জীবন। রাস্তায় তার চোখের সামনে পাশাপাশি এলোমেলো শুয়ে তার জননী, তার জায়া, তার একমাত্র সন্তান, ওরা মরে গেছে- এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধির পরও চোখে জল এল না তার।

অনেকক্ষণ বিরতির পর আবার খুব কাছাকাছি শোনা গেল গুলির আওয়াজ এবং আর্তচীৎকার। জীবন আর দেরী করেনি। ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আবার মড়ার মত পড়ে রয়েছে। এই মৃত্যুপুরী থেকে, এই নরককুণ্ড থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই, তার লুপ্তপ্রায় চেতনায় তখন একটিমাত্র সিদ্ধান্ত।

দূর গাঁয়ের এই পরিত্যক্ত জলাশয়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাটা দিন এবং সমস্ত সন্ধ্যে। কারণ, গানবোটের আওয়াজ মনে হয়েছে কখনো দূরে, আবার কখনও খুব কাছে। রাইফেল, মেশিনগানের আওয়াজ ভেসে এসেছে অনেক বার।

এখন, এই বিবর্ণ শেষরাতে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে মানুষটি, যার নাম জীবন, আর যার জীবন এক অন্তহীন অর্থহীন যন্ত্রণার উপাখ্যানে পরিণত। সব হারিয়েও আমি এক অন্ধকারের জন্তুর মত পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আমার বিষে নীল হয়ে যাওয়া পদ্মপাতার জীবনকে বাঁচাতে এ কি এক হাস্যকর প্রহসন,এলোমেলো ভাবনারা ঘুরেফিরে আসে।

এই মুহূর্তে, নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ হতে লোকটি আবিস্কার করে- আজন্মের অন্তরঙ্গ মৃত্যুভয় অকস্মাৎ অপসারিত। তার এখন মরতে কোন ভয় নেই, ভয় নেই সেই সব হিংস্র ঘাতকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, সারা শরীরে মাখতে চাই আমার সন্তান-হত্যার রক্ত, একটি অমোঘ প্রতিজ্ঞা ক্রমশ ওকে জড়িয়ে ধরছে নিবিড় করে। অতএব, আমি ফিরে যাব। একটি আশ্চর্য সিদ্ধান্তে নিজেই অবাক হল জীবন।

এখন, ভোররাতের আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে, একটি মাত্র কামনা করে হঠাৎ ঋজু হয়ে বসা মানুষটি- অস্ত্র চাই, একটি অমোঘ শাণিত অস্ত্র, যা দিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে পারি আমার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হার্মাদদের ওপর।

হঠাৎ জীবনের স্মৃতিতে তার ফেলে আসা বাড়িটি একটি ছায়াছবির দৃশ্য হয়ে ভেসে ওঠে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন। তারপর ধানের গোলার নীচে এসে থমকে দাঁড়ায় যেন ক্যামেরার চোখ। ওই তো স্পষ্ট চোখে পড়ছে- তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটিকে, বিকেলের সূর্যালোক তার অবয়বে প্রতিফলিত।

ফেলে আসা বাড়িটি এক দুর্বার আকর্ষণে ডাকছে জীবনকে। চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে গোলার নীচে কাটপাতার তলে লুকিয়ে রাখা হঠাৎ বিপদের অবলম্বন সেই চকচকে ফলার বর্শাটি।

আমি এখন বাড়ি যাব। শেষরাতের হালকা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাব- বিড় বিড় করে নিজেকে শোনায় জীবন। আর তখন সে স্পষ্ট শুনতে পেল- একটি চার বছরের কচি ছেলে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, শোধ নেবে না বাবা?

উঠে দাঁড়ায় জীবন। শোধ নেবে সে।
সব মৃত্যুর প্রতিশোধ।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)

আজকের বাংলায়

১৬ অক্টোবর, ১৯৭১

ঘাট থেকে ফিরে এলো গোলাপজান। তার কোলের বাচ্চাটার নোংরা কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে। উঠোনে সেগুলো একটা বাঁশের ওপর মেলে দিতে দিতে সে লক্ষ্য করলো- কলিমুদ্দিন তার ফেরীতে যাবার সরঞ্জামগুলো

সাজিয়ে নিচ্ছে। গোলাপজান ত্রস্তে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। মেঝেতে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে তার বছর পাঁচেকের ছেলেটা। ওকে নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে গোলাপজানের এতো ভীতি। গতকাল রাতে যখন ওর সামনে একটা আধপোড়া শুকনো রুটি ও খেতে দিয়েছিল, তখন ছেলেটা কিছুতেই তা গিলতে চায়নি। ওর একমাত্র জেদ ভাতই খাবে আর কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত গোলাপজান সকালেই ভাত রেঁধে দেবে বলে বহু সাধ্যসাধনা করে রুটিটা খাইয়েছিল। এখন, যদি ও উঠেই জেদ ধরে এই আশংকায় যতোক্ষণ কলিমুদ্দিন ঘরের ভেতর ছিল, গোলাপজান ওর সাথে কথা বলেনি। বারান্দায় আসতেই ও স্বামীর উদ্দেশে বলে উঠল-

'আইজ তুমার ফেরীতে জাওনের কাম নাইক্যা।'

'ক্যান, কি অইছে, ঘরেত চাউল নাই, খাওনের কিছু নাই, এড্ডা পয়সাও নাই, হে খেয়াল আছে? এমতেই আইজ দশদিন বাইর অই নাই, প্যাটেত খাওন লাগবো না?'

'থাউকগা অবাবর, তুমারে বাড়িত থাকন লাগবো, আমারে ডর করতাছে।'

'ডর! কি তামাসা করতাছস, ডর কিয়ের লাইগ্যা?'

'হেই কতাই ত কইত্যাছি, ঘাটেত ত্যানাবানি ধুইয়্যা, গোসল কইর‍্যা উঠতাছিলাম, দেহী নাকি, দুইডা মেলেটারি, আমারে দেইখ্যা খাড়াই গ্যালো, আর চিকখোর পাইড়্যা, এশারা কইরা কি য্যান কইব্যার লাইগলো, তারপর আমারে ছটপটাইয়া বাড়িত যাওন দেইক্যা তাগোর কি হাসি। হাচা কইতাছিগো, ডর লাগতাছে, তুমি যাইও না।'

'তোক তাগোর মনে লাগছেরে সোন্দরী, আর আমগো বাবনা কিরে, তোর কপালটা ফির‍্যাই গ্যাল। আচ্ছা থাউক, আমি যাইগ্যা।'

গোলাপজানের উদ্দেশে রসিকতার কথা কয়টি বলে কলিমুদ্দিন তার অ্যালুমিনিয়নের হাঁড়িপাতিলগুলো বিক্রির উদেশ্যে রাস্তায় নামলো।

শহরে এমনিই মানুষজন কম। মিলিটারীদের সাথে শেখ সাহেবের দলের কি একটা গোলমালে মিলিটারীরা সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে তাদের সমস্ত সম্পত্তি। ভালো ভালো ঘরের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। রাস্তাঘাটে অনেক ধর্ষিতা রক্তাক্ত তরুণীর লাশ অথবা অচৈতন্য দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। শহরের প্রতিটি নর্দমা ভরে আছে গলিত মৃতদেহে। একটা ভ্যাপসা পচা কটুগন্ধে ওর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। শহর জনশূন্য। কৃচিৎ-কদাচিৎ কোন বাড়িতে দেখা যায় বুড়ো অথবা আধবুড়ো দাড়িটুপিওলা এক-আধজন মুরুব্বী চেহারার লোক। শহরের সব লোক পালিয়ে গেছে গ্রামে। পথচলিত দু'একটা লোকের মুখে কলিমুদ্দিন এ খবরও পেয়েছে, শহরের লোক গ্রামে চলে যাওয়ায় এখন মিলিটারীদের লক্ষ্য গিয়ে পড়েছে গ্রামে। তারা শহরে যে সমস্ত অত্যাচার চালিয়েছে, এখন ব্যাপক হারে তা চালাচ্ছে গ্রামে। হঠাৎ এসব কথা ভাবতে ভাবতে কলিমুদ্দিনের ভীষণ হাসি পেলো। বোধ হয় একটু জোরেই হেসে উঠলো ও। আরে কি বোকা সে। যেখানে শহরে মানুষ নাই বললেই চলে, যা এক-আধজন আছে, তারাও আতঙ্কে খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, দোকানপাট-হাটবাজার সব ভস্মীভূত-ধ্বংস-প্রায়, আর এরমধ্যে সে কিনা বের হয়েছে হাঁড়িপাতিল বেচতে।

আবার মাইল চারেক হেঁটে শহরতলীর বস্তিবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই তার যেন ক্লান্তিতে সারা দেহ অবসন্ন হয়ে পড়লো। কি করবে সে এখন? একটু জিড়িয়ে নিয় বাড়ির দিকে হাঁটবে? কিন্তু, অন্ততঃ কিছু চাল না নিয়ে সে বাড়ির দিকেই বা যাবে কি করে? হঠাৎ এই মুহূর্তে তার ভীষণ রাগ হলো মিলিটারীদের

উপর। সত্যিই, কি অন্যায় গোটা দেশটাকে ওরা একেবারে ছারখার করে দিল। এতো সুন্দর সাজানো শহর, মানুষজন, বাড়িগাড়ি, সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কলকাকলিতে ভরা এতো বড়ো শহরটা, এখন যেন মৃতের শহর। কোথাও প্রাণের কোন কিছু নাই। পথেঘাটে কুকুরেরা লুটোপুটি করে খাচ্ছে মানুষের গলিত অর্ধগলিত শবদেহগুলি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে তার মনে পড়লো গোলাপজানের কথা, তার মুখে শোনা আজ সকালের ঘটনাটা। আঁৎকে উঠলো সে। অজান্তেই ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে। তার সাজানো সংসার আজো যেখানে অন্ধ স্যাঁতসেঁতে বস্তিবাড়িতে মোটামুটি সম্ভ্রমের সাথেই টিকে আছে- গতকাল পর্যন্ত যেখানে শকুনীর দৃষ্টি পড়েনি- এতোক্ষণ সেখানে যে কি তাণ্ডবলীলা চলেছে কে জানে! আচ্ছা, মিলিটারীরা কি গোলাপজানকে ধরে নিয়ে গেছে? তাই যদি হয়- সলিম, তার বড়ো ছেলেটা, সে কি করছে? নাকি সংগীনের এক খোঁচায় তাকে....না, আর সে ভাবতে পারে না তা তিন মাসের কোলের বাচ্চাটার কথা। ভয়ে-উত্তেজনায় সে হাঁটতে থাকে, তার পা যেন আর উঠছে না মাটি থেকে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে সে বসে পড়লো রাস্তার পাশের বাবলা গাছটার নীচে, ঘাড় হতে তার ফেরীর বোঝাটা নামিয়ে। এক সময় তার মনে হলো আর বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নাই, এতোক্ষণে সব শেষ। এখন বাড়ি গিয়ে যে দৃশ্য সে দেখবে, তা সে দেখতে চায় না। তা সে সহ্য করতে পারবে না।

নাঃ, সে সে যাবেই না আর ওদিকে। বরং বরং সে কামালের সাথে দেখা করবে। উকিলপাড়ার চৌধুরীদের বড়ো ছেলে কামাল, তাদের কামাল ভাই। কামালদের বাড়িটা যেখানে ছিল, সেখানে তখন ইট-সুরকির একটা বিরাট ধ্বংসস্তুপ পাকসেনাবাহিনীর বাহাদুরীর সাক্ষ্য হয়ে জমে আছে। যখন এ ঘটনা ঘটে তখন কামাল বাড়িতে ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্য হতে কামালের ছোটবোন আই-এ ক্লাশে পড়া কুমকুমকে ওরা শুধু জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেছে। আর সবাইকে......যাকগে, এখন সেকথা ভেবে তার কি লাভ। কামাল কোথায় আছে তা সে জানে। বোঝাটা ঘাড়ে নিয়ে সেদিকে পা চালালো কলিম।

এরপর-বিকেলের কিছু আগে কলিমুদ্দিকে দেখা গেল, দুই ফুট চওড়া গ্রেটার রোডে। কোর্ট হতে মাইল দু'য়েক যে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলে হাতের ডাকদিকে চোখে পড়ে তীর চিহ্ন দেওয়া একটা কালো কাষ্ঠফলক, ইংরেজীতে যার গায়ে লেখা Sector Headquarter-B Prohibited Area- সেদিকে। এ লেখা অবশ্য সে পড়তে পারে না, তবে একথা সে জানে ওখানে অনেক মিলিটারী থাকে। এই ভরভেলায় ওই রাস্তায় কলিম কেন যে বোঝাটা নিয়ে চলছে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার দু'পাশে যে সমস্ত বড়িঘর, সেগুলো জনশূন্যই, তবু দেখা গেল, দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইতে চাইতে আর হাঁকতে হাঁকতে কলিমুদ্দিন সে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে এসে পৌঁছল সে কাষ্ঠফলকের সামনে। ওখান হতে সোজা ভিতর দিকে চলে গেছে মিলিটারীর ছাউনীটায় যাবার রাস্তা, জঙ্গলে ঘেরা। একটা গেটের মতো তৈরী করা আছে। আর তার কাছে গোটা পাঁচেক মিলিটারী প্রহরী- কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। সিগারেট ফুঁকছে আর হাসাহাসি করছে।

ওদের দেখেই কলিমুদ্দিন একটা লম্বা-চওড়া সালাম ঠুকে দিল, কোন জবাব এলো না। তাজ্জব বনে গেল। মিলিটারীগুলো। যেখানে ওদের দেখলেই সবাই পালায়, সেখানে এ ব্যাটা নিঃসংশয়মুখে ওদের সামনে দিয়ে শুধু যাচ্ছেই না, সালাম ও দিচ্ছে। একজন মিলিটারী ওকে ধমক দিয়ে উঠল- 'আবে ভাগ্, ইহা তেরা হাণ্ডি কোন খরিদেগা?- 'অহনই যাইত্যাছি সাব, খুব পেরেসান অইছি, পসীনা মুছ্যা লই।' বলে কলিমুদ্দিন মাথার গামছাটা খুলে ঘাম মুছল। মিলিটারীগুলো অবাক বিস্ময়ে ওর ভীতিহীনতা লক্ষ্য করছে। ঘামটাম মোছা শেষ হলে কলিমুদ্দিন ওর টুকরি হতে বের করলো এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট। ম্যাচ দিয়ে ফস্ করে সিগারেটটা জ্বেলে প্যাকেটটা আর ম্যাচটা রেখে দিল টুকরির মধ্যে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে টুকরীর মধ্য হতে কি যেন একটা বের করল। তারপর-ক্ষিপ্রগতিতে সে জিনিসটা ছুড়ে দিল মিলিটারীদের দিকে।

ততোধিক ক্ষিপ্রতায় একটা মিলিটারীও তার দিকে হাল্কা মেশিনগান হতে গুলি ছঁড়িলো- অব্যর্থ লক্ষ্য- দুটো বুলটেই কলিমুদ্দিনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। লুটিয়ে পড়েছে সে রাস্তায়। ছটফট করছে সে, আর দমকে দমকে তার বুকের রক্ত রাস্তায় লাল লাল ছোপ এঁকে যাচ্ছে।

আর ওদিকে গ্রেনেডের বিকট শব্দে যখন ছাটনী হতে সৈন্যরা উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো, তারা দেখলো, তাদের প্রহরী পাঁচজন শতটুকরোয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এদিকে-সেদিক ছড়িয়ে আছে। গেটের মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত, তখনও চারপাশে ধুঁয়ো উড়ছে, কাপড় আর পোড়া মাংসের কটু গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মিলিটারীগুলো তার দিকে এগিয়ে গেল- দেখলো, তার দেহটা আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। একটা প্রশান্তির তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত সে মুখে যন্ত্রণার চিহ্নও নাই।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে

২ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেরণার আলোয় যে হৃদয় দীপ্ত, সে হৃদয় প্রকাশের উন্মাদনায় উন্মুখ। এই প্রেরণা জীবনের প্রেরণা এই আলো মেঘের পরে মেঘ জমা আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো আলো নয়। অনেক অনেক আলো।

জীবনকে সুখের ঐশ্বর্যে শান্তির পরশ বুলিয়ে আপন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পেতে চাই। ঐশ্বর্য বা শান্তিই প্রেরণার উৎস।

প্রেরণার দীপশিখা যে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, সে হৃদয় অনির্বাণ- কেননা এই দীপশিখা দেহকে একদিনে উত্তপ্ত করেনি। সময়, হ্যাঁ প্রচুর কালহননের পর বিবেকতাড়িত মন একটি বিশেষ মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হৃদয় তখন প্রকাশের প্রতীক্ষায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আমরা প্রেরণা পাই। আলো জ্বলে, আলো নেভে না। তথাপি ঝড় ওঠে। বাতাস ছোটে। দীপশিখায় কাঁপন জাগে। কখনো মৃদু, কখনো ভয়ঙ্কর। তাই বলে কি নিভিয়ে দেবে প্রেরণার আলো। নীরব অন্ধকার ঠেলে দেবে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? না, দিতে পারে না কস্মিনকালেও না।

প্রেরণার আলো অন্তরে জ্বলেছে। জেনেছি প্রেরণার উৎস কোথায়। শুধু পাইনি ফসলটুকু। কিন্তু শুনেছি তো কবির কণ্ঠে, ‘‘সেদিনও এমনি ফসল বিলাসী হাওয়া মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।’’

‘পাকা ধান আর রূপসীর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ। মনে হলে কেমন যেন আবেশ জাগে। উত্তাপও। অথচ না পাওয়ার একটা জলার্ত বেদনা।

না না না, এ হতে পারে না। পেতেই হবে। আলোর রশ্মিটা দিব্যদর্শন করেছি। আর বেশী দূরে নয়। তিমির রাত্রির অবসান হবে। ভোর হবে। পাখি ডাকবে। আবার জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যোদয় প্রাণভরে উপভোগ করবো। হঠাৎ চমকে উঠবো, একি সন্ধ্যা তুমি, এমনি অকালে!

- হ্যাঁ, আমি, চমকে উঠলে যে বড়! এই নাও, মালাটা রাখ।

সন্ধ্যার চোখে-মুখে দুষ্টুমি হাসি। হাতে বকুলমালা। শয্যা থেকে ওঠা সন্ধ্যার মিথিল বৈশিষ্ট্য দৃকপাত করতে অজান্তেই কেমন যেন শৈথিল্য আসে। অন্যমনস্ক হতে চায়। কিন্তু শুধুই কয়েকটি মুহূর্ত। অন্যমনস্ক চিত্ত আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে একটি কথায়- এমন করে আমাকে দেখছ কি? আকাশের দিকে চোখ মেলে দেখ।

ও তাই তো! আমাকে আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে। আমার দৃষ্টি হবে প্রসারিত। আকাশ। মাটি। স্বদেশ। ভালবাসা।

সন্ধ্যা আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই আমার দৃষ্টিপথ সৃষ্টি করে দিলো একটি সরল সংলাপে। আমি হাত বাড়িয়ে মালাটি নিয়ে নিলাম। নিমেষে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যা।

'বকুল' ও সন্ধ্যা'। এই দুটোর মধ্যে কেমন যেন দূর অস্তিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। 'বকুল'-'সন্ধ্যা' না হয়ে 'মালতী'-সন্ধ্যা হতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যা মালতী নিয়ে এল না। এল বকুল নিয়ে। প্রভাতসূর্যোদয় মুহূর্তে। একটি বকুলমালাও জীবনের মহৎ প্রেরণা।

এমনি মহৎ প্রেরণার উৎস খুঁজে বেড়াবো। স্বদেশের লাখো লাখো সন্ধ্যা প্রভাতসঙ্গীতের সুর নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করবে। আবার চিনতে পারবো নিজেকে। উপলব্ধি করতে পারবো।

সন্ধ্যা, এই মুহূর্তে আমি তোমার স্মৃতিচারণ করছি। তোমার সরল সংলাপ আমার মনে পড়ছে। পঁচিশে মার্চের কয়েকদিন আগে বলেছিলে, তুমি ভয়ানক ঘরকুনো। একদিন মিছিলেও যোগ দিলে না। এত ঘরকুনো আমার ভাল লাগে না- তোমার কথায় সেদিন লজ্জা পেয়েছিলাম। এ লজ্জা যে আমার দীনতা তাও বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে ঠিক সেই মুহূর্তে পরাজয়টা স্বীকার করে নিতে পারিনি। কঠিন জবাব দিয়েছিলাম- যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না সন্ধ্যা। হাউকাউ করে, মিছিলে ঘুরে স্বাধিকার পাওয়া যায় না।

রূঢ় জবাবে তোমাকে সাময়িক স্তব্ধ করতে পেরেছিলাম হয়তো কিন্তু বিবেককে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। পরক্ষণেই ভীরু হৃদয় আমার সংকুচিত হয়েছিল। সন্ধ্যা, তুমি জানতে না এসব শ্লোগান মিছিল সভা শোভাযাত্রা আমার বড্ড ভয় করতো! কিন্তু আজ? তুমি জান না কেমন করে আমি জনতার মিছিলে লিখেছি আমার নাম। আমি এখন মিছিলের ভিড়ে। ছিন্নমূল মানুষের মাঝে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেমন করে লাখো লাখো ছিন্নমূল প্রাণ জীবনের জয়গান করে। কেমন করে মরিয়া হয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার সংগ্রামে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো তুমিও এতক্ষণে তস্করদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ।

জান, বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে কেমন যেন করে। তোমার মুখখানি মনে পড়লে একটা অজানিত আশংকায় কেঁপে উঠি। না জানি তুমি কোথায় কেমন করে আছো! অবশ্যি আমি একটি শক্তিও অর্জন করে ফেলেছি। আত্মসান্ত্বনার বিপুল শক্তি। আগে তো সপ্তাহখানেক না দেখলে কেমন ভেঙ্গে পড়তাম। কই, এখন তো আর তেমন হয় না। বলতে পার কোথায় পেয়েছি এই সান্ত্বনা। এই সংযমশক্তি। আমার মনে হয় কি জানো, এর পেছনে প্রেরণা আছে। তোমার ভালোবাসাই এই প্রেরণার উৎস।

সন্ধ্যা, আমার অনেক আশা। হয়তো তুমি এক মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিতা। ঘরের বাইরে। ঝড় কেটে গেলে তুমিও একদিন সুন্দর একটি ঘরের মানুষ হবে। বাংলার লাখো লাখো সন্ধ্যা তোমার মতো সংলাপী হবে। তারা আমার সহোদরা। একদিন বধূ হবে। মা হবে। বীর সন্তানের জননী। তোমার মধ্যে আমি কোথায় আমার মায়ের আদল খুঁজে পাই। আমার মাও যে এমনি কথা বলে। বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে আমি তোমার অস্তিত্ব খুঁজি। দিনমণি বিদায় নিলে আমরা অন্ধকারে জলে জলে স্থলে, কখনোবা কালো পাহাড়ের গায়ে মিলে যাই, অতন্দ্র

রাত জাগি, হানাদার শত্রুশিবির নিশ্চিহ্ন করে অন্যমনে পরিপূর্ণ ভিন্নজগতে- তখন সত্যি ভুলে যাই তোমার কথা। ভুলে যেতে হয়। সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরি, তখন নিশুতি রাতে অসহায় ছিন্নমূল মানুষের কান্নার শব্দ ভেসে আসে। রাতজাগা দু'একটি পাখি পাখা ঝাপটায়। আমি বাতাসে তোমার ঘন ঘন নিঃশ্বাস শুনতে পাই। অনুভব করি। তুমিও বুঝি এতক্ষণেও কোনও ক্যাম্পে ফিরছ।

সূর্য ওঠার এখনও দেরী। বাকি রাতটুকু আমাদের পাড়ি দিতে হবে। জমাটবাঁধা অন্ধকার ব্যারিকেড সবল বাহুতে উপড়ে ফেলে আবার প্রভাতসঙ্গীতের সুর শুনব। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবো। তুমি আমার বকুলমালা হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ হাসবে।

(মেসবাহ্ আহমেদ রচিত)

রণশিবিরের একটি প্রত্যক্ষচিত্র

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

ছেলেটার কর্মক্ষিপ্রতা এবং কর্মপটুতা আমার প্রথম নজরে পড়ে। অথচ ও আমাকে দেখেনি- এতখানি একান্তচিত্তে সে হাতের যুদ্ধাস্ত্রগুলো নাড়ছিলো। রবিনবাবুর কাছে তার এলাকার কথা শুনতে শুনতে পারি যে বার-তের বছরের ছেলেটার দিকে বেশ মনোযোগী হয়ে পড়েছি তা তিনি লক্ষ্য করে বললেনঃ হ্যাঁ, ও ছেলেটার নাম আলো। ওর বাবা হালিম মাস্টার আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। ওর আর এক ভাই ছিল। এখন তারা কেউ নেই। ও একা।

আমি আগেই শুনেছিলাম, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের এই গ্রামটার ওপর হানাদার পাকবাহিনী জওয়ানরা দুবার হামলা করে। এবং শেষে এসে গ্রামের কাঁচাবাড়িগুলো পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবশ্য মুক্তিসেনা ভায়েরা তার মাশুলও আদায় করেছে এদের কাছ থেকে। তবু হানাদারদের অত্যাচারের পরিচয়টা সরেজমিনে জানতে আমি দীর্ঘ এগার-বার মাইল কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার সময়ে সেখানে পৌঁছে যাই। গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আমার পরিচয় জানার পর দলপতি রবিনবাবুর কাছে নিয়ে যায়। রবিনবাবু আমাকে জানালেনঃ আপনার কোন সিকিউরিটির অভাব হবে না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে রাতে গ্রামের ধ্বংসচিত্র দেখানো যাবে না- প্রধানতঃ আমাদের গ্রামের সবাইকে কড়া ডিফেন্স দিতে হচ্ছে। রাতের আঁধারে দেখলাম গ্রামের খানা, ডোবা, নালা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের এক-একটা মজবুত বাঙ্কার- সবাই অস্ত্র হাতে অতন্দ্র প্রহরী।

সকালে রবিনবাবুর সাথে বিধ্বস্ত গ্রামের পোড়া বাড়ি, ভাঙ্গা ঘর, শূন্য উঠোন দেখে মনটা খা খা করে উঠলো। অথচ বাংলার এই গ্রাম একদিন নবান্নের ধানে গানে, ছেলেমেয়েদের কলকাকলীতে মুখর ছিল। তাদের অনেকে আজ হানাদারদের হাতে বলী হয়েছে। অনেকে চলে গেছে অন্যত্র নিরাপত্তার সন্ধানে। একটা আশ্চর্য নির্জনতার কালো গ্রামটাকে বিষাদে যেন ঘিরে রেখেছে। তবু, তবু দেখলাম- যারা আছে, যারা এখনো বাপদাদার ভিটে না ছেড়ে সাহসে নির্ভর করে আছে- তারা সেই নির্জনতার বুকে জীবন জাগিয়ে তোলার সাধনায় রত। ধীরে ধীরে তারা সকল প্রতিকূলতার মুখেও তাদের অধিকার রক্ষার সাহসে প্রত্যয় গড়ে তুলেছে মনের ভিতরে, বাইরে।

গ্রামের সবদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ রবিনবাবুর সাথে মুক্তিসেনা বন্ধুদের গ্রামের অফিসে ফিরলাম। টিনের ছাউনি দেয়া একটু ছোট ঘর, দুটো তক্তপোষ, একটা টেবিল, একটা চেয়ার- এই ওদের অফিস। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রবিনবাবুর কথা শুনছিলাম। কর্মরত ধবধবে ফরসা ছেলেটার দিক থেকে চোখ তুলে রবিনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললামঃ কিন্তু ও একা কেন? রবিনবাবুর মুখের ওপর একটা কষ্টের ছাপ দেখলাম। রবিনবাবু একবার ছেলেটার দিকে এক নজর দেখলেন তারপর ম্লান কণ্ঠে বললেনঃ হ্যাঁ, ও একা। ওর ভাই মনি ক্লাস নাইনে পড়তো। সে আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রথম গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। মনির ছিল আশ্চর্য সাহস। পাকসেনারা প্রথমবার এসে গ্রামের মোড়ল হাজীসাহবের বাড়িতে আগুন দেয়। মনি আগুন নেভাতে গিয়ে পুড়ে মারা যায়। মনির মা কয়দিন পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আলো মুক্তিসেনাদের সাথে আসতে চাইতো। কিন্তু ওর মা ওকে বুকে জড়িয়ে রাখতো সর্বদা। কিন্তু এমনটা ঐটুকু ছেলের ভাগ্যে আছে, কে বলবে বলুন? শেষবার যখন পাকসেনারা সমস্ত গ্রাম ধরিয়ে দিল, তখন একপ্রান্তে ওদের সাথে আমাদের ফাইট চলছে, অন্যদিকে গ্রামের নিরীহ নারী-পুরুষ উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে ব্যস্ত। হালিম মাস্টারের স্ত্রী, হালিম মাস্টার ও আলো ইতস্ততঃ দৌড়ানোর প্রাক্কালে অকস্মাৎ এক মিলিটারী ট্রাকের সামনে পড়ে যায়। বেঈমান পাকবাহিনীর লোকেরা হালিম মাস্টারের ফরসা সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করে ট্রাকে তুলে নেয়। বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবার অপরাধে হালিম মাস্টারকে গুলি করে মেরে ফেলে। আলো ভয়ে ত্রাসে মা-মা-মা করে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে- দস্যু ট্রাকটি ঘর ঘর শব্দ করে আলোর জলভরা চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

রবিনবাবু এখানে থামলেন।

আমি বল্লামঃ তারপর?

রবিন্দ্রবাবু বললেনঃ বহুকষ্টে আগুন আমরা নেভালাম- কিন্তু আপনি তো দেখেছেন এতবড় গ্রামে মাত্র গোটা ছয়-সাত বাড়ি রক্ষা হয়েছে।

আমি আলোর দিকে তাকালাম। রবিনবাবু বললেনঃ আর ঐ আলো- তারপর দিন এলো আমাদের কাছে- বললেঃ আমি মুক্তিসেনা। তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাবো।

রবিনবাবু অল্প থেমে বললেনঃ আমার মনে হয়েছিল ওকে ফিরিয়ে দিই। গ্রামের কারো কাছে ও থাক- কেননা ও যে ওর পরিবারের শেষচিহ্ন। কিন্তু ওকে ফিরাতে পারিনি। ওর চোখের জলভরা প্রতিবাদ আমাকে জয় করলো। তারপর থেকে আলো আমাদের সাথে ওই শিবিরের প্রাণ ও। ও গুলি ছুড়তে চায় বার বার। কিন্তু ও যে একেবারে বার বছরের শিশু। ওকে আশ্বাস দিয়েছিল আর কিছুদিন পরেই ও গুলি চালাবে। মুক্তিসেনা ভায়েরা সারারাত টহল দিয়ে সকালে প্রত্যেকের অস্ত্র আলোর জিম্মায় জমা দিয়ে যায়। এরপর সারাদিন অস্ত্রের সাথে আলোর খেলা। সে প্রত্যেকটা রাইফেল-স্টেনগান খুলবে, পরিষ্কার করবে, তেল দেবে। ওর হাতে অস্ত্রগুলো যেন শাণ পেয়ে চিক চিক করে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় ওই আলোই আবার প্রত্যেকের হাতে জীবন্ত অস্ত্রগুলো তুলে দেয়- এই ওর কাজ। এই কাজেও এত পটু যে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। আলোর দিকে চোখ ফিরে গেল দুজনেরই। আলো আশ্চর্য একাগ্রতায় তখনও কর্মরত। একঝাঁকড়া কালো চুল মাথায়- একটি কচি ফর্সা মুখ, ডগডগে দুটি চোখ- নরম নরম দুটি হাতে কি ভীষণ ব্যস্ততা আলোর। আলো কার মতো দেখতে? হয়ত ওর বাবার মত, নয়তো ওর মায়ের মতো- কিন্তু তারা যে আজ কেউ নেই। এমন অসম্ভব একটি দুঃস্বপ্ন ঐটুকু আলোর জীবনে ঘটেছে ভাবলে বড় পাষণ্ডেরও বোধ করি কষ্ট লাগে।

আলো কাছে গেলাম।

মিষ্টি করে বললামঃ তোমার নাম বুঝি আলো? স্টেনগানের খুলে ফেলা অংশগুলি আঙ্গুলের নরম কারসাজিতে এক মিনিটে ঠকাঠক শব্দে লাগিয়ে নিয়ে মুখ তুলে ছোট করে বললেঃ হ্যাঁ তারপর ডানহাতে স্টেনগানটা রেখে বামহাতে একটা ৩০৩ রাইফেল নিয়ে একান্ত চেনা ভঙ্গিতে পার্টগুলো খুলে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

আমি বল্লামঃ তোমার বাবা-মা কেউ নেই বুঝি?

আলো একটু কাজ থামালো। তারপর বললোঃ ওরা বাবাকে গুলি করে মেরেছে। ডান হাতে একটা বেতের ছড়ি দিয়ে তারপর মাথায় কিছু দেশী তুলো সেঁটে রাইফেলের ব্যারেলটা পরিষ্কার করতে করতে আলো কিছু একটা বলার জন্য মুখ তুললো- কিন্তু কিছু বললো না।

আমি বললামঃ গ্রামে তোমার কোন আত্মীয় নেই? আলো আমার দিকে তাকালে। আমি বললামঃ এই ধরো চাচীমা, খালাম্মা, এমন কেউ? আলোর কচি মুখটা এর পলকের ব্যবধানে অন্য ধাতুর মনে হল। আমার দিকে থেকেও অন্যদিকে তাকালো। বললেঃ আমার মাকে ওরা নিয়ে গেছে- আনতে যেতে হবে। আলোর গলাটা এখন অন্যরকম শোনাল। আমি ওর বাহুর ওপর একটু নাড়া দিয়ে বললাম- ওদের কাছ থেকে আনতে পারবে তুমি? রাইফেলের খোলা ব্যারেলের মধ্য থেকে বেতের ছড়িটা বের করে নেয় আলো, তারপর ব্যারেলের ছিদ্র দিয়ে দূর আকাশের গায়ে চোখ রেখে আলো মাথা নাড়ে। তার সামর্থ্যের ইঙ্গিত দেয়। আলোর কচি নরম মুখটার ওপর চোখ পড়তেই আমার যেন মনে হলোঃ ব্যারেলের ছিদ্র দিয়ে আলো দূরে, অনেক দূরে, নীল নীল চোখ মেলে শত্রুহননের সাহসগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে, শত্রুর পরাজয়ের পথগুলি চিহ্নিত করছে- মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে তার বাবা হালিম মাস্টার, ভাই মনির মৃত্যুর বদলা নিতে। প্রস্তুতি নিচ্ছে দস্যুদের নাগাল থেকে তার মাকে ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

স্বীকারোক্তি

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

ছাপাখানাটা শহরের মাঝখানে এবং আবাসিক এলাকায়। এ অঞ্চলে আর কোন ছাপাখানা ছিল না। পরে যখন আরো দুটো ছাপাখানা বসে শহীদ সাহেব চিন্তিত হয়, অবশ্য সেটা সাময়িক। ছাপাখানার কাজে কোন ভাটা পড়েনি, যেমন আজ আসত তেমনি আসতে লাগল।

একতলা বাড়ীর উঠোনের একপাশে বাঁশের চালায় দুটি যন্ত্র নিয়ে ছাপাখানা। একটা ট্রেডল, একটা ফ্ল্যাটবেড। একপাশে শহীদ সাহেবের বসার ঘর, যেটা অফিস বলে বিবেচিত। শহীদ সাহেব প্রায় পঁয়ত্রিশ বয়স, মাথার একপাশের চুল অর্ধেক সাদা-কালো। ইংরেজী সাহিত্যে এমএ, কিন্তু বরাবর ছিল ব্যবসার দিকে ঝোঁক, তাই চাকরি না নিয়ে অল্প মূলধন জোগাড় করে ধরেছে এই ব্যবসা।

ব্যবসায় প্রথম দিকে তেমন সুবিধা হচ্ছিল না। তাই কমার্সের সব বই নিয়ে বসে যায়, বিশেষ করে ছোট ব্যবসা কেমন করে চালাতে হয় এ ব্যাপারে পড়াশোনা করে একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং এখন তার কাছে

এম-কম পাস করা লোকেও অনেক কিছু শিখতে পারে। লেখাপড়ার ফল হিসেবে ছাপাখানার এখন বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। পাঁচজন লোক নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন পঁয়ত্রিশজন খাটছে।

পত্রিকা বের করার ইচ্ছা ছিল, তাই মাসিক বেরিয়েছে- এবার বাসনা দৈনিকের। বন্ধুবান্ধবের ধারণা শহীদ তা পারবে।

শহীদ সাহেব ভীষণ নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী। সময়মত পাওনা দিয়ে দেওয়া এবং সময়মত কাজ আদায় করতেও ছাড়ে না। তার সঙ্গে ব্যবসা করতে এসে সবাই খুশী। শ্রমিকরাও। বড় ঝড় বড় গাছের উপর দিয়েই যায় প্রবলভাবে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক-একটা ঝড় আসে যা ঘাসকেও রেহাই দেয় না। মার্চ মাসে বাংলাদেশে সে ঝড় এসে গেল। দোসরা মার্চ থেকে সব কিছু বন্ধের সাথে শহীদ সাহেবের ছাপাখানাও গেল অচল হয়ে। সাত তারিখ থেকে শেখ সাহেবের ডাকে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল কর্মীরা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যেতে লাগল, বেশীর ভাগই বাড়ি চলে যাবে ঠিক করে।

দশ তারিখে শহীদ সাহেব সব কর্মীদের নিয়ে মিটিং-এ বসে যায়।

বলে, আমরা এখানে কেন জমায়েত হয়েছি আপনারা জানেন।

জানে, সবাই জানে, তাই সবাই চুপ।

শহীদ সাহেব বলে চলে, দেখুন আমরা রাজনীতি করতে চাই বা না চাই, রাজনীতি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। আজ দেশ যে পর্যায়ে গেছে সেখান থেকে আমাদের আর ফেরার উপায় নেই। এ ব্যাপারে আমাদেরও ত্যাগ স্বীকার করেত হবে। দেখুন, কাজ হোক আর না হোক মাইনে আমাকে গুণতেই হবে। তবে আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন, এ মাসের পনের দিনের টাকা নিয়ে দেশে চলে যান, পরে আমি চিঠি দিয়ে ডেকে আনব, আর বাকী টাকা দু'মাসের মধ্যে কিস্তিতে শোধ করে দেব। প্রেসের আয় কত তাতো আপনারা সবাই জানেন।

শ্রমিকরা প্রতিবাদ না করে এই ব্যবস্থা মেনে নেয়।

ভরা বসন্ত তখন বাংলাদেশে। চৈত্র পবনে বাতাস উতলা। ঝুমকো লতার চাওয়ায় মনের বেদনা উদাস হয়ে দেখা দেয়। মুকুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। এমন এক বসন্ত-রাতে অকস্মাৎ সেই ঝড়টা চূড়ান্ত রূপে এসে গেল। পঁচিশে মার্চের রাতে।

ঘুমন্ত দশ লক্ষ লোক খুন করে বিশ্বের দরবারে সাহসিকতার চরম দেখানোর সুযোগ ইয়াহিয়ার নেকড়েগুলো ছাড়েনি।

এক মাস কেটে গেছে ছাপাখানার কোন কর্মীর দেখা নেই। শহীদ সাহেব আর তালা খোলেন না। কি হবে খুলে? ব্যবসা, টাকা-পয়সার কথা চিন্তা হলেই বুকের কাছটা কেমন করে ওঠে তার, মাথা ঘুরে যায়।

কয়েকদিন পর শহীদ সাহেব ছাপাখানা খোলেন, সরকারী চিঠি এসেছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব খুলে রাখার হুকুম।

ধুলো ঝেড়ে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবছেন এমন সময় প্রতিবেশী রসুল সাহেব উঁকি দেন।

বলেন, কি ভাই, অফিস খুলেছেন, বহুত আচ্ছা।

ভদ্রলোক অবাঙালী।

খাতির করে ডেকে বসান শহীদ সাহেব।

দু'চারটে কথা বলে রসুল সাহেব বেশ হৃষ্ট মনে চলে যান। আর শহীদ সাহেব গালে হাত দিয়ে ভাবেন এক মাস আগেও এই রসুল সাহেব যেতে-আসতে সালাম দিয়ে যেতেন, গায়ে পড়ে করতেন আলাপ, আর আজ? এই রসুল সাহেবের দয়ার উপরেই নির্ভর করছে এ পাড়ার লোকগুলোর জীবন-মরণ।

প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। ছাপাখানা তেমনি অচল। তবে প্রতিরোধের কাজ দিন দিন জোরদার হচ্ছে। শুধু বোমা নয়, ঢাকা শহরে রীতিমত সামনাসামনিও লড়াই হচ্ছে। চোরাগুপ্তি সংগঠনের সাথে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা দুটো পত্রিকা চলছে, গোপনে একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে চলে যায়- লিফলেট-হ্যাণ্ডবিলও বিলি চলছে।

দু'দিন গভীর রাতে রসুল সাহেব লক্ষ্য করেন শহীদ সাহেবের ছাপাখানায় আলো- আর ট্রেডল মেশিনটাও চলছে। ভাবেন, এত রাতে কি কাজ। বলেন ত কোন কাজও নেই।

রোজকার মত শহীদ সাহেব অফিস খুলে বসেন, ঝিরঝিরিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, ভিজে বাতাসে ঘুম ঘুম ভাই। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন চোখের পাতা তার জড়িয়ে গেছে। এক সময় দেখতে পান তার অফিসটা কখন তিনতলা বাড়ি হয়ে গেছে, নীচতলায় চলতে অফসেট মেশিন, লাইনোটাইপে কম্পোজ হচ্ছে। তার দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক বাংলাদেশ', কাগজের শেষ পাতায় নীচের দিকে কোণায় তার নাম লেখা, সম্পাদকঃ শহীদ আহমদ।

এই সময় ভীষণ ঘরঘর শব্দে তার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখে একটা মিলিটারী জিপ সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ঘাড় কাৎ করে শহীধ সাহেব দেখেন জিপটা রসুল সাহেবের বাসার সামনে থেমে গেল। জিপ থেকে নামেন রসুল সাহেব, কি যেন বলেন, তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে এদিকেই কি দেখান।

জিপটা মুখ না ফিরিয়ে ব্যাক করে ছাপাখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। লাফ দিয়ে নামে সশস্ত্র দু'জন পশ্চিমা সেনা।

একজন সেনা পরিষ্কার বাংলায় বলে, শহীদ আহমদ কার নাম?

আমার নাম। কি দরকার বলুন। ভাবেন রসুল সাহেব হয়ত কোন সরকারী কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন।

কোন জবাব না দিয়ে সৈনিক বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে শহীদ সাহেবের মুখের সামনে তুলে ধরে।

একটা হ্যান্ডবিল বড় বড় হরফে লেখা- মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করুন। কিন্তু অত বড় অক্ষরগুলো কেমন চিনে উঠতে পারেন না শহীদ সাহেব, সব কেমন গুলিয়ে যেতে থাকে। তা অবশ্য মুহূর্তের জন্যে।

পর মুহূর্তের শহীদ সাহেব সহজ গলায় বলেনঃ ও হ্যান্ডবিলটা তো, ওটা আমার প্রেসেই ছাপা হয়েছে।

(বুলবন ওসমান রচিত গল্প)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কয়েকটি কবিতা	....	জুন-ডিসেম্বর, ১৯৭১

৮ জুন, ১৯৭১

শব্দের তারতম্যে

শিকদার ইবনে নূর

শব্দকে আমার বড় ভয় ছিল
পৃথিবীর নানা রকম শব্দকে,
বিশেষ বয়সে এসে অতর্কিত
বাবার পায়ের শব্দ, সেকেলে
খড়ম পড়া মায়ের চলার শব্দ,
প্রিয়তমার কাঁকন নিক্কন; ট্রেনের
চাকার শব্দ, মোটরের বিস্ফোরণ,
প্রাচীন ইটের স্তূপে টায়ারে
আর্তনাদ- অকারণ ট্রাফিক হুইসিল,
এবং বিদগ্ধ দিনে রাজ পথে
রোদ্রের বিলাপ- ইত্যাদি অনেক শব্দে
শব্দময় পৃথিবীকে আমার ভীষণ ভয় ছিল।
অথচ অবাক হই, ইদানীং
আমি এক অত্যাশ্চর্য শব্দের মিছিল।
আমার আত্মায় শব্দ, শব্দ নাচে
প্রতি লোমকূপে, ধমনীতে, ফেনায়িত
রক্তের কণায়, জাগরণে, বিলম্বিত
ঘুমের সত্তায়।
শব্দ বাজে-সোনামুখি ধানের
শীষের মত, চতুর্দশী কৃষাণী
মেয়ের চুলে রক্ত লাল
শাপলার খোপার মত;
আমার সমস্ত দেহে, হৃৎপিণ্ডের
রক্তের ধারায়-শব্দ বাজে।

বাংলার শ্যামল মাঠে, আঙ্গিনায়
পৈশাচিক পদশব্দ, নিসর্গের
বুক চিরে কামান গোলার শব্দ
বিধ্বস্ত মায়ের চোখে দুগ্ধপোষ্য
শিশুদের কচিকণ্ঠে শব্দের আগুন,
আমার পৃথিবী জুড়ে শব্দ শব্দ শব্দ শুধু;
কাজেই, এখন আর শব্দকে, ভয় নেই,
আমিও নিজেই এক অত্যাশ্চর্য
শব্দের মিছিল।

('শব্দ সৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

৯ জুন ১৯৭১

আবার দেখবো *

আবার দেখবো বাংলার পথে-ঘাটে
কৃষাণের লাঙ্গল জোয়াল-
সোনালী ধানের ক্ষেতে শালিকের আনাগোনা-
পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ের ঝড় তোলা পানসী-নৌকা দেখবো।
দেখবো মাঠ থেকে ফেরা ষোড়শীর সোনালী মুখ
ভিজে দেহ, হিজল-বট-আমের বনে
দোয়েল-শালিকের মেলা। দেখবো ডানপিঠে ছেলের
দুরন্তপনা। বাড়াভাত নিয়ে বসে থাকা মায়ের
উদ্বিগ্ন মুখ আবার দেখবো।

আবার দেখবো রমনার কৃষ্ণচূড়ায়
থোকা থোকা লাল ফুল।
পল্টনের বাতাসে অনেক শপথী কণ্ঠ।
দেয়ালে দেয়ালে চোখ মেলে চেয়ে থাকা
সবুজ ইচ্ছে দেখবো। দেখবো-
ভার্সিটির চত্বরে অনেক উন্মুখ স্বপ্নের
চঞ্চলতা শহীদ মিনারে নতুন শপথের
বজ্রমুষ্ঠি আবার দেখবো-

রেসকোর্সে মুজিবের দৃপ্ত কণ্ঠ। ক্লান্ত দুপুরে
বৈরাগীর সুরেলা কণ্ঠ- সন্ধ্যায় ঘরফেরা
মানুষের তালহীন কণ্ঠস্বর অবিশ্রান্ত শুনে যাবো-
আবার। আবার দেখবো- আমার চিরপরিচিতা।
রূপসী বাংলাকে।

---

* স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত। লেখকের নাম জানা যায়নি।

.....জুলাই, ১৯৭১

আমার প্রতিদিনের শব্দ

সৈয়দ আলী আহসান

(১)

আমার সমস্ত চেতনা যদি
শব্দে তুলে ধরতে পারতাম-
জীবনের নৈমিত্তিক আচার
অকুণ্ঠ অভিবাদন,
কখনও রহস্যের অস্পষ্টতা
আবার কখনও সূর্যের তাপ
এবং রাত্রিকালে সমস্ত সুন্দর
গাছের পাতার নিদ্রা
তমসার অবগাহন যখন
সময়কে গ্রাস করেছে
যখন নিঃশ্বাসের ছায়া
স্বচ্ছ কাচে কুয়াশা ফেলেছে
তখন আমার ভাষার শরীরে
প্রকাশের যে যন্ত্রণা
তা আমি প্রতিবার কবিতা লিখতে যেয়ে
অনুভব করেছি-
তার কেশে সমস্ত আকাশের মেঘ
তার নয়নে চিরকালের নদীর উদ্বেলতা
এবং বাহুতে প্রান্তরের বিস্তীর্ণ আশ্রয়।
সে আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(২)

বিষণ্ণ নির্জনতা যেখানে চিরদিন রাজত্ব করে
এবং লম্বা ঘাস বসে থাকে সিঁড়ির ফাটলে
চাঁদ, সূর্য, শীত, গ্রীষ্ম এবং তুষার
যেখানে দেয়ালের রং মুছে দেয়

কয়েকটি ইঁদুর যখন ছুটোছুটি করে
তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়-
এ-পরিত্যক্ত অট্রালিকায় কে বাস করতো?
একটি সাপ তখন কোনো উত্তর না দিয়ে
সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়-
আমার ভাষার শব্দ
সময়ের অন্ধকারকে প্রকাশ করবার জন্য
আহত শরীর নিয়ে উদ্ভ্রান্ত
রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্য, সৌভাগ্য এবং আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত
হৃতশ্রী আমার শব্দ আজ সমস্ত ক্ষুব্ধ ইচ্ছার
উপমা হতে চাচ্ছে-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(৩)

দ্বিখণ্ডিত শিশুর মৃতদেহ নিয়ে
অট্টহাস্যে যারা রাত্রির নীরবতাকে
ভয়াল করলো,
যারা আমার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করবে ভেবে
সকাল বেলার শিশিরকে রক্তিম করলো-
(মাতৃদুগ্ধের মতো স্রোতস্বিনী
অজস্র শবের আর্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রবাহিত)
মধ্যযুগের অন্ধকারকে লজ্জিত করে
যে-সব সারমেয় তাদের করাল
দ্রংষ্ট্রারেখায় আমাকে
আতুর করতে চাচ্ছে
আমার প্রতিদিনের শব্দে তাদের
ধ্বংস উচ্চারিত হোক,
মাতৃভূমি আমার, আমার সপ্রেম
অনুরাগকে যারা কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে
আমার অজেয় শব্দে-
তাদের সর্বনাশ চিহ্নিত হোক-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(৪)

ভয় থেকে উন্মাদ উদ্দেশ্যহীন পলায়ন
যখন আর সম্ভবপর হচ্ছে না
যখন রুদ্ধশ্বাস জীবনে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে
আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আর রাত্রির অন্ধকারে দেখেছি
আকাশ থেকে এক একটি তারা খসে পড়ছে
এবং অসহ্য একটি স্তব্ধতায়
আবেগের সমস্ত তরঙ্গগুলো
অশ্রুতে হারিয়ে যাচ্ছে,
তখন আমার শব্দে নতুন বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটুক-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।।

লেখকের নিকট থেকে প্রাপ্ত)

---

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জ আমি

নেওয়াজিস হোসেন

রক্তে আখরে লেখা
পঁচিশের মর্মন্তুদ রাত্রির
ভয়াল পরিধি- নীল-স্বপ্নের
সাত কোটি রজনী জলের
সমুদ্রে কান্না শব্দে তরঙ্গ শিহরিত।
বাংলাদেশ-
কুচক্রী শক্তিসমূহের লালসার
পাদপীঠ কখনো নয়;
এ নির্ভুল শাশ্বত সত্য যোজনার জবাব
প্রস্তুত রণাঙ্গণে-
সাড়ে সাত কোটি সুদৃঢ় বজ্রমুষ্ঠি।
ক্ষমার অযোগ্য পশুশক্তির
নির্মম শাস্তি দিচ্ছিঃ
নিঃস্নেহে জীবনের শত্রুকে আহ্বান করে
মৃত্যুর খোলা দরজা।
শব্দ দেয় উৎফুল্ল উপহার আমায়
বিপুল বিপ্লবী সাড়া।
স্বজন হারানোর বেদন বিক্ষোভের সবটুকু বহ্নি
আজ প্রাণ মনে উত্থিত।
নির্মেঘ আকাশে অযথা মেঘাবির্ভাবকারীর
কখনো যদি পুনরাবির্ভাব হয়,
তাহলে চ্যালেঞ্জের জন্যে প্রস্তুতঃ
অগ্নিমূর্তি এক আমি সত্তা।

(‘শব্দসৈনিক- ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কমাণ্ডার

নাসিম চৌধুরী

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান, মর্টার, রকেটে, গোলায়,
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি।
এবার তোমার অর্ডার দেবার, পালা-
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার।

দেখ, চারিদিকে প্রস্তুতির আয়োজন শেষ,
কী ভয়াল সুন্দর অন্ধকার ঘনিয়েছে চারিদিকে
এতক্ষণ যে মুমূর্ষু আলো ছড়াচ্ছিল
কৃষ্ণপক্ষের অসুস্থ চাঁদ,
সেটাও টুপ করে খসে গ্যাছে কোন রহস্যালোকে
এখন শুধু অন্ধকার-
কি বিশ্বাসী বন্ধুর মত ঘিরে আছে চারিদিক

আর দেখ কী লোমহর্ষক নীরবতা!
কুলায় ফিরে গ্যাছে সর্বশেষ পাখী
শুধু একটানা ঝিল্লীর ঝংকার।
এটাইতো শত্রুনিশ্চিহ্নের মাহেন্দ্রক্ষণ
কমাণ্ডার
আর দেরী নয়, শুধু অর্ডার।

কমাণ্ডার
শুধু তোমার একটি অর্ডার
দেখবে কী দুর্জয় করে তোলে আমাদের।
কী প্রচণ্ড সাড়া জেগে ওঠে রক্তের ধারায়

কী প্রখর জ্বলে ওঠে চোখের তারা

কী অট্টশব্দে গর্জন করে ওঠে প্রতিটি অস্ত্র
আর তার সাথে কী সুন্দর মেলাবে
শত্রুর আর্তরব।
কমাণ্ডার, এবার শুধু অর্ডার করো, অর্ডার
তোমার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে
ছুটে যাব আমরা
ঐ দূরে যেখানে শত্রুরা ফেলেছে ক্যাম্প
যেখানে প্রতিটি বাঙ্কারে শুয়ে আছে
হিংস্র ঘাতকের দল
আর পেন্টাগনের জেনারেলদের মত
কুটিল বক্র ট্রেঞ্চগুলি লুকিয়ে রেখেছে যে
হিংস্র হায়েনাদের
সেখানে ছুটে যাব কী তুমুল প্রাণের আবেগে
গর্জে উঠবে আমাদের মুষ্টিচ্যুত গ্রেনেড
সেই ধ্বংস উৎসবের আশায় বসে আছি
কমাণ্ডার
শুধু আদেশ দাও এবার।

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান মর্টার গানে, রকেটে গোলায়
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার।

কমাণ্ডার
এখনো কী সময় হয়নি তোমার?
এখনো কী দৃষ্টি রাখবে ঘড়ির কাঁটায়?

উৎকর্ণ হবে ঘাসের প্রতিটি শিহরে?
দায়িত্ব কী পালন করবে তুমি
সংসারী কৃষাণীর মত
ভেবে-দেখে, কম্পনে-ত্রাসে?

দায়িত্ব গ্রহণ কী তবে বৃদ্ধত্ব গ্রহণেরই নামান্তর শুধু।
নইলে হিসাবের প্রয়োজন কী
ঘড়ি আর আঁধারের গাঢ়তা নিয়ে?
জানি তা আনবে আরো সুচারু সফলতা
কিন্তু আমাদের কাম্য তা নয়।

আমরা চাই বিশৃঙ্খল বেঠিকের মাঝে
ভয়াল বিজয়।

আমাদের যাত্রা হবে হঠাৎ আচম্বিতে
মনের তাড়ায়।
নিমেষে উগড়াবো যতগুলি জ্বালা আছে মনে
চকিতে ছুঁড়ে দেবো যতগুলি গোলা পাবো চোখে
হিসাবের জের আর টানবো না ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে
আনবো না বিজ্ঞান অংকের মাপ
শুধু যাবার আবেগে চলে যাব।

কমাণ্ডার
যদি ঐ বিদেশী পদবীটার সাথে জড়তা ওতপ্রোত থাকে
তবে তা ছুঁড়ে ফেলো বিষাক্ত ঘৃণায়
ভুলে যাও সময়ের নির্দিষ্টতা
চলো এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি
শত্রুগুলোর ওপর
তাদের নিশ্চিহ্ন করে দি
আমাদের বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতায়।
তারপর ক্ষতি হয়ে পড়ে থাকি
বে-নিয়ম পৃথিবীর পরে।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

রিপোর্ট ১৯৭১

আসাদ চৌধুরী

প্রাচ্যের গানের মতো শোকাহত, কম্পিত, চঞ্চল
বেগবতী তটিনীর মতো স্নিগ্ধ, মনোরম
আমাদের নারীদের কথা বলি, শোনো।
এ-সব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে
বৃক্ষের আড়ালে স'রে যায়-
বেড়ায় ফোঁকর দিয়ে নিজের রন্ধনে
তৃপ্ত অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে
শুধু মুখ টিপে হাসে।
প্রথম পোয়াতী লজ্জায় অনন্ত হ'য়ে
কোঁচরে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা-
সূর্যকেও পর্দা করে এ-সব রমণী।
অথচ যোহরা ছিলো নির্মম শিকার
সকৃতজ্ঞ লম্পটেরা।
সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গ্যাছে-
আমি তার সরকার- তার রক্তে স্বরলিপি লিখি।
মরিয়ম, যীশুর জননী নয় অবুঝ কিশোরী
গরীরেব চৌমুহনী বেথেলহেম নয়
মগরেবের নামাজের শেষে মায়ে-ঝিয়ে
খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিলো,
অস্ফুট গোলাপ-কলি লহুতে রঞ্জিত হ'লে
কার কী বা আসে যায়।
বিপন্ন বিস্ময়ে কোরানের বাঁকে-বাঁকে পবিত্র হরফ
বোবা হ'য়ে চেয়ে দ্যাখে লম্পটের ক্ষুধা,
মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।
পোষা বেড়ালের বাচ্চা চেয়ে-চেয়ে নিবিড় আদর
সারারাত কেঁদেছিলো তাহাদের লাশের ওপর।
এদেশে যে ঈশ্বর আছেন তিনি নাকি

অন্ধ আর বোবা

এই ব'লে তিন কোটি মহিলারা বেচারাকে গালাগালি করে।
জনাব ফ্রয়েড,
এমন কি খোয়াবেও প্রেমিকারা আসে না সহজ পায়ে চপল চরণে।
জনাব ফ্রয়েড, মহিলারা
কামুকের, প্রেমিকের, শৃঙ্গালের সংজ্ঞা ভুলে গ্যাছে।
রকেটের প্রেমে পড়ে ঝ'রে গ্যাছে
ভিক্টোরিয়া পার্কের গীর্জার ঘড়ি,
মুসল্লীর সেজদায় আনত মাথা
নিরপেক্ষ বুলেটের অন্তিম আজানে স্থবির হয়েছে।
বুদ্ধের ক্ষমার মূর্তি ভাঁড়ের মতন
ভ্যাবাচেকা খেয়ে পড়ে আছে, তাঁর
মাথার ওপরে
এক ডজন শুকুন মৈত্রী মৈতী ক'রে
হয়তো বা উঠেছিলো কেঁদে।
র‍্যাঁবো, পাউণ্ড চোরের মতন
পা-টিপে পা-টিপে জ্যোতির্ময়
স্যারের কেলাস থেকে চ'লে গ্যালো।
কাচের গ্লাসের মতো ভেঙ্গে গ্যালো ছাত্রাবাস।
পৃথিবীর সব চিন্তা কাগজের চেয়েও দ্রুত পুড়ে গ্যালো,
বারুদের গন্ধে ধন্য গ্রন্থাগার ব্যাণ্ডেজে সুন্দর।
জনাব উ থান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া ক'রে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশুর গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ, আমাকে কন্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি- পড়, পাঠ কর।
কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে
ঘৃণাকে জেনেছি-পড়, পাঠ কর।

চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে
জুলুমের সবক নিয়েছি-পড়, পাঠ কর।
দুঃখের স্মৃতিতে ডোবা আশি লক্ষ শরণার্থী
শিখিয়েছে দীর্ঘশ্বাসে কতোটুকু ক্রোধ লেখা থাকে।
কোলকাতার কবির মতো কে পারে শোনাতে
'আমি তোর জন্ম সহোদর?'
অনাহূত বিবেকের ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী প্রতিনিধি হ'য়ে
ক্লান্তিহীন, বিশ্রামবিহীন আমি ছুটে যাই শান্তির সভায়
কখনো দিল্লীতে, মস্কো, লন্ডন, প্যারীর
জনাকীর্ণ সমাবেশে আমি খুঁজি একজন রাসেলের মুখ,
প্রেমের লিপিকা পড়ি জেনেভার জুরীদের কাছে-
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো রেখে
চ'লে আমি ক্যানাডার বিশাল মিছিলে শ্লোগান শোনাতে।
মানুষের জয় হোক, নিপীড়িত জনগণ জয়ী হোক অন্তিম সমরে।
অসত্যের অন্যায়ের পরাজয়ে খুশী হোক বিশ্বের বিবেক,
পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে আহত বাংলার ঘরে ঘরে।

(শব্দসৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ থেকে সংকলিত)

কোন এক নিবেদিতাকে

টি, এইচ, শিকদার

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
দেখেছি পথের ভিড়ে, একুশের
সুকান্ত মিছিলে।
এবং কখনো কোন-জলসায়
ভার্সিটির তর্কের আসরে, পাঠাগারে
মেটেরিয়া মেডিকার স্তূপীকৃত
জ্ঞানের সমুদ্রে।

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
বঙ্গোপসাগর তীরে, কিংবা কোন সবুজাভ
হিলট্র্যাক্ট জুড়ে সাঁওতালী ছেলের হাতে,
মুক্তোময়ী ঝিনুকের খোলের ভেতরে।

তখনো তোমার চুল ভার্জিনিয়া
তামাকের দেশে, মূর্ছিত নেশার মত
তীব্রতর সুবাস ছড়ায়;
তোমার ভুরুতে আঁকা সমুদ্র-কাজল
বৃষ্টির নূপুর হয়ে সঙ্গীত শোনায়।

সুচরিতা,
আজকে তোমাকে আমি দেখেছি আবার-
রক্তাক্ত বাংলাদেশে, খুলনা, কুমিল্লা, ঢাকা,
রংপুর, সিলেট আর কুষ্টিয়ার বিষণ্ন সেক্টরে;-

আহত আত্মার পাশে, ট্যাংকের
ভয়াল-চোখ গর্জনের মুখে,
প্রসন্ন ফুলের মত উৎসর্গের তরে।
কি আশ্চর্য! এখন তোমার মন
অন্যভাবে, অনন্য ইচ্ছায়
নিবেদিত, সাত কোটি রক্তের সত্তায়ঃ
সহস্র ধ্বংসের বাজ, মেশিনগান, মর্টারের স্তূপে
অক্টোপাশ-ডানা দেখি অনির্বাণ ভিসুভিয়েসের;
এবং তোমাকে দেখে, সমর্পিতা,
যদি আমি হতে পারি অন্য এক নিবেদিত প্রাণ।।

(‘বেতার বাংলা’-মার্চ ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি)

নামফলক

অনু ইসলাম

মহান শহীদানের স্মরণে লেখা
প্রস্তর ফলকে বন্ধু তোমাদের নাম।

আমি হাঁটছি ২৫শে মার্চ থেকে
আমি হাঁটছি কালো-লাল এবং
সবুজ থেকে ঝলসানো স্বাধীনতা
পর্যন্ত।

এখন বন্ধুরা
স্থির হয়ে তাকিয়ে দ্যাখো
কেমন করে ঢেকে রেখেছি
তোমাদের স্মৃতিগাঁথা আমার বুকের মর্মরে।

জানো এখন আমার চোখ থেকে
সব আলো ফুরিয়ে গ্যাছে।
দ্যাখো আমার চোখ দুটি কেমন করে
ঢেকে রেখেছি
রাশ রাশ জানা অজানা নামে।

আমি তবুও পড়তে পারি
(শিশু শিক্ষায় যেমন পড়তাম)
মানুষের হৃদয়ের পটে পটে
লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম।
(ওরা মানুষ নয় বীর)
সালাম
বরকত,
মুক্তিযোদ্ধা
এবং শেখ
যে একটি মানচিত্র!

আমার বুকের নীচে
রক্তের ঝরণা-
ঝরণার গানে গানে
শুধু শুনি লক্ষ নাম-

সালাম
রফিক
মুক্তিযোদ্ধা।

('শব্দসৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি)

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

হে স্বদেশ হে আমার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিক

তোমার দেহের মতো খর-কৃপাণের মতো
দীর্ঘ ও উদ্যত ঋজু
সারি সারি
শাল-তরু-শ্রেণী
দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পাশে;
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চুমু খেলে
ভয়ে ও বিহ্বলতায়
যেমন কম্পন জাগে
তোমার দু'গালে ঠোঁটে, আজকে রাত্রেও তেমনি
উদগ্রীব অপেক্ষার
রুদ্ধ শিহরণ সাড়া
শাখে শাখে, শকুনের ডানার ঝাপটে যেন
ঢেউ ওঠে ভয়াল সাগরে;

তোমার ত্বকের রং যেন
তপ্ত কাঞ্চনের মতো
লেগে আচে সড়কের প্রতি ধূলিকণা সাথে,
চোখের মণির মতো সজল নিবিড় কালো
জমছে খণ্ড খণ্ড মেঘ
সারাটা আকাশময়
হয়তো নামবে বৃষ্টি একটু পরে,
যেমন শোনিত চুঁয়ে চুঁয়ে
পড়ছে তোমার পথে পথে
তাল ও তমাল শাখে,
শত্রুর সৈন্যের বেয়নেটে

তোমার প্রাণের মতো
উষ্ণ লাল রক্ত
যেমন ঝরছে

মাঠে মাঠে গঞ্জে বাটে;
ক’জন চলেছি আমরা
সড়কের, পর দিয়ে এই
একটি ট্রাকে ঠাসাঠাসি
উঁচিয়ে সঙীন দৃপ্ত
আমরা চলেছি এই
নীরন্ধ্র রাতের মাঝামাঝি
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত ঋণ
রক্ত দিয়ে শোধ করে দিতে;

শুধু আলো হাওয়া চাঁদ
বা সূর্যকিরণ নয়
তোমার শরীরে মাগো
বিকট দুর্গন্ধ আছে,
ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন সব
কচি কচি যোদ্ধাদের
ঘামে ভেজা ছেঁড়া গেঞ্জি
ময়লা বিছানা হ’তে
বিবমিষা ছুটে আসে;

তোমার দেহের সাথে
এ দুর্গন্ধে মাগো
আমাদের ভবিষ্যৎ যেন
নবজাতকের মতো
হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে খেলা করছে;

শুধু খালে বিলে মাঠে
নদীতে নালায় জলে
বা সীতাকুণ্ডর
পর্বতমালায় নয়,

এইসব বৃষ্টিভেজা
কাদামাখা তাঁবুতে তাঁবুতে যেন

তোমার মানচিত্রখানি
কতগুলি
ছোট ছোট জারুল চারার মতো
উষ্ণ তাজা
হৃদয়ের সাথে লেপ্টে আছে।
বিভিন্ন টিলায় ট্রেঞ্চে
রাইফেলে ট্রিগারে হাত চেপে
দেখছি প্রতিদিন

হাজার হাজার জীর্ণ অবসন্ন ধর্ষিতা নারীও
পুরুষের সাথে
শত্রুর সন্ত্রস গুলি বেয়নেট বেড়াজাল
কি করে এড়িয়ে মা আমার
হেঁটে চলছে দল থেকে দলে
দৃপ্ত পায়ে

কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে
ভেঙেপড়া
প্রথম সূর্যের ক্ষীণ
আলোর রেখার মতো
কম্পমান সম্ভাবার দিকে!

বহু পরে
অনেক রাতের শেষে
আঁধারের আস্তরণ ভেঙে
নির্দয় নিশ্চিত সূর্য
জরাজীর্ণ
দেয়াল ফাটলে বট
বৃক্ষের চারার মতো
যখন বেরিয়ে আসবে
ফেটে পড়বে

বহু প্রতীক্ষিত
সেই আনন্দিত ক্ষণে

হয়তো দেখবে
তোমার ঘরের পাশে
উজ্জ্বল পৈঠার, পর
দু'একটি ফোঁটা
পুরানো মলিন রক্ত
লেগে আছে,
তখন কি
মনে পড়বে
প্রিয়তমা
আমরা ক'জন মিলে
অবিচল প্রত্যাশায়
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত-ঋণ
সহস্র সহস্র কোটি
হায়েনার চীৎকারের মতো
সেই এক
পৈশাচিক অন্ধকার রাতে
চলে গেছি
রক্ত দিয়ে
শোধ করে।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আমার স্বর্গের নামে

মযহারুল ইসলাম

(এক)

সব কথা সব অনুভূতি যেন কোন এক বিষন্ন উদ্বেগে
হতবাক হয়ে আসে, ক্ষোভাচ্ছন্ন চেতনার উদ্দাম আবেগে
বাংলার মাঠে ঘাটে শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে
রক্তঝরা মুহূর্তের তিমিরাঞ্চল-ছায়া নামে
শ্মশানের ভস্মে আর দুর্দিনের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
আমাদের কাল শুধু বেদনায় ম্লান হয়ে আসে।

(দুই)

বাংলা দেখেছে তার সন্তানের মৃতদেহে
কেমন ভরেছে মাঠ নদী
বাংলা দেখেছে তার সন্তানের রক্তে রক্তে
হিমসিক্ত স্রোতের প্রবাহ
বাংলা জেনেছে তার অপমানে লাঞ্ছনায়
অন্ধকার নামে নিরবধি
বাংলা বুঝেছে তার নির্যাতন নিপীড়নে
কি দুঃসহ যাতনা-প্রদাহ।

ইতিহাস তবু কথা বলে
মুক্তির সোনাসূর্য প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে পূর্বাচলে।

(তিন)

চারিদিকে শুধু সংগ্রাম আর যুদ্ধ
হাতিয়ার হাতে চলে মহা জয় যাত্রী
বাংলার গ্রাম প্রান্তরে ঘাট প্রতিরোধ বিক্ষুব্ধ
পূর্বগগনে কাটে অভিশাপ-রাত্রি।

অযুত মৃত্যু, অনেক রক্ত সীমাহীন নিগ্রহ
পেরিয়ে এসেছে আজকের দিন অগ্নিশপথে স্নাত

দিকে দিকে জাগে মহা অভিযান বিপ্লব বিদ্রোহ
বিজয়ের দিন মুক্তির দিন সম্মুখে প্রতিভাত।

(চার)

বাংলা আমার, স্বদেশ আমার, আমার বাংলাদেশ
রূপে রূপময়ী, চিরমধুময়ী স্বর্গ আমার বিশ্বে
সুজলা তটিনী আকাশ চেয়ে দেখি অনিমেষ
সবুজে শ্যামলে নৃত্যে ও গানে নবীনা দৃশ্যে দৃশ্যে।

বিশ্বে আমার স্বর্গ বাংলাদেশ
জাগ্রত আমি সেই স্বর্গের নামে
তার প্রেমে নব-চেতনার উন্মেষ
তারই অনুরাগে নামি মহাসংগ্রামে।।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

---

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ

মিজানুর রহমান চৌধুরী

গুরুদেব,
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।
ফাগুনের আমের বনে
মুকুলের গন্ধ আজ আর নেই
বারুদের গন্ধে ভরেছে ফাগুনের বাতাস।
অবারিত মাঠ গগন ললাট
আজ উত্তপ্ত।
দস্যুদের শেলের আঘাতে
বাংলার শ্যামল রূপ বিপর্যস্ত।
মেশিন গান, মর্টার আর বোমার আঘাতে
বাংলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে।
হে রবীন্দ্রনাথ
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।

হে বিদ্রোহী
ওরা সাত কোটির মুখের গ্রাস
কেড়ে নিতে চায়।
ওরা বুলেটের আঘাতে বাঙালীকে
নিশ্চিহ্ন করতে চায়।
ওই শোনো আকাশে বাতাসে
নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন রোল
ওই দেখ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
রক্তের হোলি খেলায় মেতে গেছে।

এস বন্ধু সেই শমসের নিয়ে
আর একবার পদ্মার জলে মোরা

লালে লাল হয়ে মরি।
বাংলার পথ-প্রান্তর রক্তলেখায় পূর্ণ
এস বন্ধু আজ মোদের রক্তলেখায়
ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিই।

জীবনানন্দ

তুমি দেখেছিলে রূপসী বাংলার
রূপ মনোহর।
পাখীর নীড়ের মত চোখ দেখেছিলে-
নাটোরে বনলতা সেনের।
বাংলার ভাঁটফুল কদম্বের ডালে
ধানসিঁড়ি নদীটির পারে
ফিরে আসতে চেয়েছিলে
এই বাংলায়।
কিন্তু বন্ধু
রূপসী বাংলার রূপ আজ বিবর্ণ
পশ্চিমা হানাদারের নির্মমতায়
বাংলার মাঠে ঘাটে হাহাকার ধ্বনি
প্রিয়া আজ দানবের হাতে বন্দিনী
ধর্ষিতা তরুণীর দিগন্ত বিদারী কান্না
আজ বাতাসে কেঁদে মরছে।
আশীর্বাদ করো বন্ধু
প্রিয়ার দৃষ্টির অগ্নিশিখায় যেন
শত্রুর মুখ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুকান্ত

নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার করে বলেছিলে
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে
কিন্তু নরদানবের পৈশাচিকতায়
অসংখ্য শিশু আজ অধিকার হারা।
বুভুক্ষু জনতার অসহায় ক্রন্দন
লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের ম্লান মুখ

গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
এসো আজ সিগারেটের মত জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত মুখে বারুদ নিয়ে।
এসো এই সংগ্রাম মাঝে
নতুন আলোর মন্ত্র নিয়ে।
ঠিকানা তোমার পেয়েছি বন্ধু
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভ, কম্বোডিয়া নয়
আলজিরিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম নয়
স্নেহ মায়া মাখা, মমতা ঘেরা
এই বাংলায়।।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

---

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল

মুসা সাদেক

মহামান্য বিচারকমণ্ডলীঃ

এখন থেকে দুই দশক পূর্বে
পবিত্র ধর্ম এবং আইনের দোহাই সাজিয়ে
বিশ্ববিবেক, বিশ্বমানবতার ধ্বজা উঁচিয়ে
আপনাদের আদালতে যাঁদের বিচার করেছিলেন
আদালতে শেষতম শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন
ঈশ্বর-দণ্ড-প্রাণ রক্ষার অধিকার কেড়েছিলেন
তারা প্রত্যেকেই নিরপরাধী এবং প্রত্যেকেই পুণ্যবান
এবং পবিত্র আইনের শ্লীলতাহানির অভিযোগে
মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে আপনারা অভিযুক্ত।
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না- দুই দশক বিলম্বে
আসামীর কাঠগড়ায় আপনারা দাঁড়িয়ে
তার খাসা একখানা প্রমাণ নির্মাণ করলেন অন্তত।

বিশ্ববিবেকের যেসব মহানতম ব্যক্তিত্বকে
আপনারা সেদিন মানব সত্তা এবং সভ্যতা হন্তা হিসেবে
চিহ্নিত করেছেন, তার জন্য আমাদের দারুণ বিলাপ
এবং বিশ্বব্যাপী শোক সভার ঘটা অচিরেই শুরু হবে।

মহামান্য আদালতঃ
আমি অবশ্য কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের জনক
ফুয়েরারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছি
আমি অবশ্যই ফুয়েরার দোসর বেনিটো মুসোলিনীর কথা ভাবছি
ষাট লক্ষ ইহুদী নিধনের পুরোহিত মহাত্মা আইখম্যানের নামও উল্লেখ করছি।
আমি অবশ্যই কূটনীতিক হের হেস, প্রচারবিদ গোয়েবলস, সমরবিদ তেজো
প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদের নামও উপস্থাপন করছিঃ
যাঁদেরকে আপনারা অবৈধ আইনের সত্তা অনুসরণ করে
ধর্মের দোহাই পেড়ে পাপাত্মা বলে চরম দণ্ড দিয়েছেন।

এই সব মহাপ্রাণদের ন্যুরেমবার্গ-ট্রায়াল-প্রহসনের মাধ্যমে দণ্ড দিয়ে
সমগ্র বিশ্ব সভ্যতার যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনারা করেছেন
আজ তার হিসাব হবে, আজ তার বিচার হবে
না হলে মানব সভ্যতার বুকে মহা অভিশাপ ধার্য হবে।

হে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারমণ্ডলীঃ
ঈশ্বরের অসীম করুণা যে সত্য, ন্যায়, ধর্ম এবং বিচার
অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে- তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছো
অবৈধ ন্যারেমবার্গ ট্রায়ালের তোমরা আসামী
ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের আসামীদের উত্তরসূরীরা আজ বিচারপতিদের আসনে।
ভিয়েৎনামের লক্ষ লক্ষ হত্যাযজ্ঞের পুরোহিত মহাত্মা রিচার্ড নিক্সন
বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যার যোগ্য জনক পুণ্যাত্মা এহিয়া
এবং অসংখ্য মাইলাই- ঐতিহ্যধারী পুণ্যাত্মারা।
আজকের মহামান্য আদালতের মহিমান্বিত বিচারকমণ্ডলী।
আজকে বিচার হবে অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকদের
আজকে বিচার হবে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অপরাধে হোচিমিনের
আজকের বিচার হবে বাংলাদেশ অপরাধে শেখ মুজিবের।।

('শব্দসৈনিক' -ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

---

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা

রফিক নওশাদ

বন্ধু তোমার শদীহ মিনার রক্তে আমার রাঙিয়ে দেবো
স্বাধীনতার জয় পতাকা এই মিনারেই উড়িয়ে যাবো।

বাংলার বুকে বেদনার ছায়া- হাসে না বাংলা সহজ গানে
হিংস্র শ্বাপদ তীক্ষ্ণ নখরে সবুজ কুঁড়িয়ে মৃত্যু আনে।
ঘন কালো রাত কালো শৃঙ্খল দুর্গম আজ পথের রেখা
তবুও রক্তে বান ডাকে জানি মুক্তি পথের মিলবে দেখা।

যুদ্ধক্লান্ত বন্ধু আমার, ঘুমাও শহীদ- মুক্তি সেনা-
তোমার রক্তে শপথ নিলাম শত্রুকে আজ হয়েছে চেনা।
গণ-শত্রুর কলজে ছিঁড়ে পিষবো পায়ে কসম ভাই-
আমার ভায়ের রক্তের ঋণ শুধতে হবে আপোষ নাই।
সব শোষণের হিম কারাগার পদাঘাতে জানি পড়বে ধসে
গণ-যুদ্ধের রক্ত-ফসল তুলবো এবার যুদ্ধশেষে।

এদেশ আমার, কোটি জনতার- পরাধীনতার লগ্নশেষ
কৃষ্ণচূড়ার লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা- হাসে স্বদেশ।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অন্বিষ্ট রাজ্যঃ আমার বাংলা

প্রণব চৌধুরী

আমি পেয়েছি খুঁজে এক বাস্তবিক মানোরম রাজ্য।
এ রাজ্যের কোথাও নির্ধারিত কোন সামরিক শাসনের নেই
কড়া বিধি, খাঁচাবন্ধের ভয়।
এখানে সবার নির্বিকার বাধাহীন চলাফেরা,
মা'র কোলে দোল খাওয়া নিগূঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম,
নিরপরাধ আঁচলে মাথা ঝুঁকানো স্বামীর সোহাগ
পুত্তলি ... ...

এ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো কথা, মূলত,
এখানে চিরায়ত নিয়মের সব পথঘাট, প্রান্তর, জলাশয় নদী
ছায়ান্ধ অন্ধকারে কতোকাল ঢেকেছিল ভয়াবহ জঙ্গল।
অতঃপর একদিন এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধ হাত বুলিয়ে গভীর প্রেম,
একে একে সব আঁধারের পাষাণ পাহাড়, সারি সারি
সভয় জঙ্গল কেটে ভয়াল বাঘের চামড়ায়
শুতে দিল আজীবন ভীরু হরিণী;
মায়ের অনিঃশেষ স্নেহের মতো বাড়ালো সূর্য মুখ
এ সূর্য আর ডুবলো না কোনদিন
ডুবে আবার প্রাত্যহিক বিশাল কালো নদীতে
মাথা বাসানোর বুক ফুলালো না,
এ রাজ্যে সেই থেকে অন্ধকার নেই, প্রতি মূহূর্ত সূর্য,
সূর্য আর ডোবে না প্রত্যহ
শুধু 'আলোয় ভুবন ভরা' 'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি'।।*

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

---

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দিন এলো

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

রাত্রির শেষ-তমসার শেষ- পূর্ব দিগন্ত লাল
বন্দরে শুনি গর্জন আর সমুদ্রে উত্তাল
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে- শংকার রাত শেষ
ধ্বংসের স্তূপে শিহরণ জাগে- জীবন্ত উদ্দাম।
গর্জন-ভীতি শংকিত বুকে দুর্জয় সংগ্রাম।
নবতর আজ চেতনার ধ্বনি- জীবনের ধ্বনি
কাল শেষ হয়ে গেলো- রাত্রির শেষ- দিগন্ত আজ লাল।

বেদনার দিন, শোষণের দিন, জালিমের কাল শেষ
শাদ্দাদ কাঁপে ভীত-শংকিত। সব নমরুদ মুহ্যমান।
দুর্গের দ্বার ভেঙেছি ওদের কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞায়-
আমাদের আজ দুর্বার গতি- দুর্জয় হলো বাংলাদেশ
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেলো- শংকার রাত হয়েছে শেষ।

দিন এলো আজ বিজয়ের দিন- উল্লাস-ধ্বনি দেশে।
বেদনার কথা মিলনের বাণী বিরহবিধুর মন
সচেতন সব বঞ্চিতগণ- বিবেকের জাগরণ
নব উত্থান- নতুন জাতির হৃদয়ে সূর্যোদয়।
চঞ্চল চোখে উদ্দাম আশা মৃত্যুর পরাজয়।

['শব্দসৈনিক'- ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান ‘অগ্নিশিখা’ থেকে সংকলিত	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	...ডিসেম্বর ১৯৭১

এহিয়া বধ কাব্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারীঃ

কহ বীর ত্বরা করি কীবা সমাচার?
কিভাবে দলিছে, মিত্রসেনা রণাঙ্গনে
এহিয়া চমুরে? ভূপাতিত ইয়াহিয়া
গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে?

পুরুষঃ

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ-শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; শত শত মিত্রসেনা বলী
তেমতি ধায় যশোর শত্রুদুর্গ পানে
চূর্ণিয়া বিচূর্ণ হত করিতে তাহারে।

যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, পাক-চমুর পলাইয়া রণে
হেরি যমাকৃতি মুক্তিসেনা রথীদলে।
হুঙ্কারে, বিষম ঘামে ব্যথিত কুমতি
পলাইলা, পলাইয়া সত্রাসে চৌদিকে।
মহারোষে যমসম মুক্তি মিত্র সেনা
ঘেরিলা, ঘেরিলা অবরুদ্ধ খান সৈন্য
বেড়াজাল মাঝে যথা ক্ষীণপ্রাণ মীন।
সমর্পিল অস্ত্র যত দীন করজোড়ে
মাগিল জীবন ভিক্ষা নরাধম কূল।
যশোহর দুর্গশিরে বিজয় কেতন
বাঙ্গালার মুক্তিসেনা উড়ায় গৌরবে।

নারীঃ

যশোহর দুর্গ তবে হয়েছে পতন?
কহ বীর ত্বরা আর আর রণাঙ্গনে
কিভাবে যুঝিছে মিত্র অক্ষৌহিনী সেনা?

পুরুষঃ

সিলেট কুমিল্লা টাংগাইল নোয়াখালী
জিনি হেলাভরে, আন্দোলিয়া নীলাকাশে,
ঘোর রবে গরজিয়া ভীষণ সরবে
চলিয়াছে মিত্রসেনা ঢাকা অভিমুখে
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করীযুথ যথা।
অগ্নিময় আকাশ পুড়িছে কোলাহলে
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে
উগড়ে আগ্নেয়গিরি অগ্নিস্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে শত্রু উঠিছে কাঁপিয়া
কাঁপিছে মালিক বিভীষন প্রাণভয়ে
থরথরি পিণ্ডিনাথ কাঁপে সিংহাসনে।
অলংঘ্য সাগর সম মিত্র অক্ষৌহিনী
বেড়িছে তাহারে। রক্ষা নাহি এবে তার।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, সবশেষে
নাশে বৃক্ষে; মহারথী মিত্র অক্ষৌহিনী
তেমতি দুর্বল করে এহিয়া পামরে
নিরন্তর। অবিলম্বে সমূলে নির্মূল
হইবে কুমতি। রক্ষিবে না কভু তারে
চীন আমেরিকা; রক্ষিবে না খান সেনা
আপনার জন। তুরঙ্গে কুরঙ্গে যেবা
মৃগেন্দ্র কেশরী নখে ছিন্নভিন্ন করি
নাশে প্রাণ, শৃগালের পদতলে চাপি
পিষ্ট করি সংহারে ক্রোধান্ধ ঐরাবত
তেমতি নাশিবে প্রভঞ্জন-সেনা সম
মিত্রসেনা ঘোর রণে এহিয়া পামরে।

নারীঃ

ধর্ম-নাম লয়ে যেবা ধর্ম নাশিয়াছে,
ধর্ম তারে করিবে না ক্ষমা। ধর্ম কভু
ক্ষমিবে না ঘোর অধর্মীরে। নরহন্তা
পাশব শ্বাপদ লভিবে না প্রাণভিক্ষা।

পুরুষঃ

পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি ছত্র ধরি
তারে রক্ষিবারে চাহে, বজ্রাঘাত হতে
রক্ষা নাতি হার। লুকালে জলধিতলে
মিত্রসেনা জল সেচি অতল সলিল
আনিবে ধরিয়া তারে মৃত্যুদণ্ড লাগি।
অধর্মের পরাজয় জানো সুনিশ্চয়।

নারীঃ

জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়

উভয় কণ্ঠেঃ
জয় মুক্তিবাহিনীর জয় জয় জয়
জী জীবনের জয়, জয় বাংলার জয়।

...ডিসেম্বর, ১৯৭১

পুরুষঃ

দুরাত্মা দানব দল মদমত্ত হয়ে
হানিয়াছে বঙ্গবক্ষে নিষ্ঠুর আঘাত
কাপুরুষ সম। সদা রুধিরাক্ত দেহে
কাঁদিছে জননী। হিংস্র হায়েনারা সবে
প্রমত্ত উল্লাসে ফেরে রাতের আঁধারে
প্রসারিত লোলজিহ্বা প্রেতের মতো।
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্তূপ মৃতদেহ,
ধর্ষিতা নারীর দেহে রাখি পদ ভার
বিধাতার জয়গান গাহিছে দানব।
পাকিস্তানের গলিত শব কাঁধে বহি

ইসলাম বাঁচাইতে করিছে বাসনা
পামর এহিয়া।

নারীঃ

ইসলাম কি বাঁচিবে তাহে?
মানবতা হত্যাকারী জল্লাদের
হাতে ধর্ম কভু লভিবে কি প্রাণসুধা?

পুরুষঃ

ধর্ম কহে না কভু নিষ্পাপ শিশুদেহে
করিতে আঘাত। ধর্ম কভু কহে নাই
নারীদেহ পশুসম করিতে দলন।
ধর্ম কভু কহে নাই সুতীক্ষ্ম শাণিত
অস্ত্রে নারীদেহ খণ্ডবিখণ্ডিত করি
রক্তমাখা মুখে গাহিতে ধর্মের গান।
যদি কেহ অস্ত্রাঘাতে শিশুহত্যা করে
যদি কেহ মদমত্ত পাশব ক্ষুধায়
নারীদেহ করিবে দলন তার লাগি
রহিয়াছে অনির্বা অনন্ত নরকণ।

নারীঃ

ইয়াহিয়া পাকসেনা মুখে ভাই বলি
ভ্রাতৃবক্ষে হানিয়াছে পাশব আঘাত
নারীরক্তে করিয়াছে ক্ষমাহীন পাপ
বাংলার বুকে।

পুরুষঃ

তারি লাগি দৃঢ়পদে
চলিয়াছে মুক্তিসেনা ক্ষমাহীন ক্রোধে
বিধাতার বজ্রসম করিতে সংহার
পাক পশু সেনা। ক্ষিপ্ত কেশরী যেমতি
বনভূমি প্রকম্পিয়া প্রচণ্ড গর্জনে পশুদেহ
ছিন্নভিন্ন করি তপ্তরক্তে করে

তৃষ্ণা নিবারণ, মদমত্ত করি
যথা শঠ শৃগালের পদতলে দলি
প্রতিহিংসার আগুন যত করে প্রশমন
তেমতি দুরন্ত ক্রোধে বীর মুক্তিসেনা
সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহারে জর্জরিত করি
পাক সেনা যত, প্রতিশোধ বহ্নি করে
নির্বাপণ। শত্রুরক্তে করি স্নান সদা
নিভাইছে প্রতিহিংসার প্রজ্বলিত চিতা।
ক্রুদ্ধ সিংহসম মুক্তিসেনা আগমনে
দানবের দল ভীত শ্বাপদের মতো
পুচ্ছ নামাইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়াছে
আত্মরক্ষা লাগি। দিকে দিকে ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠে বাংলার জয়,

নারীঃ

জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়-

উভয় কণ্ঠেঃ

জয় মুক্তিবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় জীবনের জয়, জয় মানবতার জয়।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারীঃ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মাঝে
কিবা খেলা চলিয়াছে কহ সমাচার

পুরুষঃ

নিরাপত্তা পরিষদে চীন আমেরিকা
স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে কুকীর্তি স্থাপিল
ধরা মাজে। স্বর্ণ বঙ্গে দুরাত্মা এহিয়া
কনক কমল বনে ঐরাবত যথা
লণ্ডভণ্ড করে সব বিস্মারিল তাহা।
বিস্মারিল দানবের প্রচণ্ড ক্ষুধায়
জ্বলিতেছে এবে বাংলার জনপদ।

স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি তোষণ করিছে
দুরাত্মা দানবে। ভারত আগ্রাসী কহি
মুক্তিযুদ্ধ দংশিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে
উঠিয়াছে মাতি, আনিয়াছে পরিষদে
প্রগলভ প্রস্তাব ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
মহান ভারত! অস্ত্র করো সংবরণ।

নারীঃ

অতঃপর কি করিল মহান রাশিয়া?

পুরুষঃ

গর্জিয়া উঠিল রাশিয়ার প্রতিনিধি
ধূর্ত শৃগালেরে দেখি সঘনে গর্জিয়া
যেমতি কেশরী ধায় বিদ্যুৎ গতিতে
ধরিতে তাহারে, পাপিষ্ঠ ভ্রমিছে দেখি
যেমতি গর্জিয়া ওঠে সুর, সুরপতি
হানে বজ্র পাপিষ্ঠের শির লক্ষ্য করি
রাশিয়ার প্রতিনিধি তেমনি গর্জিয়া
হানিল বজ্রের প্রচণ্ড আঘাত। ভেটো দিয়া
কহিল অশনি স্বরে, পাপী পাকিস্তান
কোটি লোক করিয়াছে নিজ গৃহ হারা,
দশ লক্ষ মানুষের রক্ত মাখি হাতে
মহাপাপ করিয়াছে পামর এহিয়া।
শৃগাল হইয়া সিংহে করিছে আঘাত
ভারত সীমান্ত দেশ করি আক্রমণ।
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে হিংস্র হয়ে
ছিন্নভিন্ন করেছিল বাংলার দেহ?
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে ক্রুর লালসায়
আহুতি দিছিল ভোগে লক্ষ লক্ষ নারী?
মানবতা বিসর্জিয়া আসিয়াছ এবে
পশু লাগি করিতে ক্রন্দন, দানবের

রক্ষা করিবারে? কিন্তু হীন ইচ্ছা তব
হবে না সাধিত। যতদিন পাক সেনা
না ছাড়িবে বাংলার মাটি যতদিন
গলবস্ত্রে পামর এহিয়া চাহিবে না
ক্ষমা ভারতের পায়ে, অস্ত্র ততদিন
কোষবদ্ধ করিবে না ভারত কেশরী।

নারীঃ

ভেটো লভি দিশাহারা হইয়াছে তারা
কলংক জর্জর মুখে কথা নাহি আর।
হীনতার পরিচয় সর্ব অঙ্গে মাখি
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যাচে
দস্যুর জীবন ভিক্ষা। লজ্জা নাহি পায়
নিক্সন সরকার। নির্লজ্জ হয়েছে
চীন প্রগলভ কুমতি। এতদিন ধরি
গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলি ভিয়েৎনামে
লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করি আমেরিকা
বাংলার গণতন্ত্র হত্যা অনুষ্ঠান
করিবার ষড়যন্ত্রে রত। বিসর্জিয়া
মানবতা, সাম্যবাদ বুলি প্রকাশিছে
চীন আপনার ক্রুর গূঢ় অভিলাষ
ভারত বিদ্বেষ। মানবতা নিয়াছে সে
বলি আপনার হীন স্বার্থ বেদিমূলে
রক্ষা কি পাইবে তাহে পামর এহিয়া?

পুরুষঃ

পৃথিবীর শক্তি যদি ছত্র ধরি থাকে
এহিয়ার শিরের উপর রক্ষা নাহি
রক্ষা নাহি তার। লুকাইয়া থাকে যাদি
সমুদ্রে পর্বতে কিম্বা মরুভূমি মাঝে
রক্ষা নাহি পাবে, রক্ষা নাহি পাবে
কভু এহিয়া চমুর। যশোহর জিনিয়াছে,
জিনিয়াছে মিত্রসেনা সিলেট সমর
চলিয়াছে বীর সেনা বীর পদভারে

করিতে হেলায় জয় ঢাকার অংগন,
ব্যূহ ভাঙ্গি পলায়িত এহিয়া চমুর
এস্তভীত শ্বাপদ যথা মহা শংকায়
সন্দর্শিয়া বীরেন্দ্র কেশরী প্রাণভয়ে
উর্ধ্বশ্বাসে করে পলায়ন। সূর্যকর
মুক্ত হবে রাহুগ্রস হতে, ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠ, বাংলার জয়-

নারীঃ

জয় ন্যায়ের জয়, জয় ধর্মের জয়

উভয় কণ্ঠেঃ

জয় মিত্রবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় বাঙালীর জয়, জয় সত্যের জয়।

(রচনাঃ গাজিউল হক। আবৃত্তিঃ উম্মে কুলসুম ও আশফাকুর রহমান।)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটি রূপক অনুষ্ঠান- 'জল্লাদের দরবার' (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	...১৯৭১

জল্লাদের দরবার

১১ জুলাই, ১৯৭১

নকীবঃ (চিৎকার করে হাঁকছে) জনাব সদরে-মূলুক, খানা-এ-তালুক, প্যায়ারে মোহাম্মদ কেল্লা ফতে খান বাহাদুর-

ফতেঃ সিপাহসালার টিটিয়া খান, যুদ্ধের খবর কি?

সিপাহঃ যুদ্ধ শেষ। আমাদের সেনারা এখন ক্যাম্পে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে। আর ঘুমুচ্ছে।

দুর্মুখ খানঃ জনাব সদরে মুলুক, গোস্তাকি মাপ। আমি দুর্মুখ খান। মাঝে মাঝে অতিব সত্য কথা না বললে কেমন যেন অম্বলের মতো বুক জ্বলে যায়।

ফতেঃ তোমার কি বক্তব্য, বলে ফেল দুর্মুখ খান।

দুর্মুখঃ আমাদের সিপাহসালার বুড়ো হলেও মনটা জোয়ানই আছে। উনি এই মাত্র বললেন আমাদের সেনারা নাকি যুদ্ধ শেষ করে এখন ক্যান্টনমেন্টে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে।

ফতেঃ তুমি কি বলতে চাও?

দুর্মুখঃ হুজুরে আলা, আপনি তো তিন মাস হ'ল হার্ট আর মাথা ঘুরানি ব্যামোতে আপনার 'মসরকী বাঙ্গালে'' পা রাখতে পারেননি। যদি মেহেরবানী করে একবার ''বাংলাদেশে'' যান তাহলে দেখতে পাবেন, ওইসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদী মানে মুক্তিবাহিনী প্রতিদিন আপনার প্যায়ারে সেনাদলকে এ্যায়সান ধোপা পাটকান পাটকাচ্ছে যে, সেইসব আমাদের সেনারা তুন্দুরী রুটি খাবার বদলে হাসপাতালের বেডে খাবি খাচ্ছে। ওরা ঘুমুচ্ছে ঠিকই- তবে সে ঘুম সহজে ভাঙবার নয়। উঃ কি মার হুজুর- একেবারে বদন বিগড়ে দিয়েছে।

ফতেঃ খামোশ নালায়েক! মুক্তিবাহিনী-মুক্তিবাহিনী-মুক্তিবাহিনী! আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

দুর্মুখঃ গোস্তাফি মাফ জনাব। ভুলে গিয়েছিলাম, ওদের মুক্তিবাহিনী বলা চলবে না। মানে ঐসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

ফতেঃ দুমুর্খ খানের একথা কি সত্য টিটিয়া খান?

সিপাহঃ জনাব, মারতে গেলে মার খেতে হয়- এইটাই আমাদের যুদ্ধকৌশল।

ফতেঃ তাহলে ওইসব দেশদ্রোহীদের হাতে আমার সাধের সেনাদল এখনও মার খাচ্ছে।

দুর্মুখঃ খাচ্ছে মানে? এ মার এমন মার যে হজম করা মুস্কিল। মেরে একে বারে তক্তা করে দিচ্ছে। আহা!

ফতেঃ দুর্মুখ খান, তোমার এই কথা শুনে আমার মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। পানি।

সিপাহঃ জনাব, আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের বীর সেনাবাহিনী জান দিয়েও দেশ রক্ষা করবে।

দুর্মুখঃ দেশ রক্ষা নয়- বলুন তারা এখন পেট রক্ষায় ব্যস্ত।

ফতেঃ তার মানে? বেশ খোলাসা করে বলো দুর্মুখ খান।

দুর্মুখঃ তার মানে বুঝলেন না জনাব? আপনার সেনাদল বাংলাদেশের বুকে অভিযান। চালাবার নামে নিরীহ মানুষ গুলোকে হত্যা করেছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুটতরাজ করেছে, ব্যাঙ্ক লুটেছে। এইসব লুটের টাকায় আপনার এক-একজন গরীব সেনা রাতারাতি ক্রোড়পতি বন গিয়া।

ফতেঃ এ তো আনন্দের বিষয়। খোশ খবর।

দুর্মুখঃ কিন্তু নিরানন্দে আপনি তাদের ভাসালেন জনাব। আচমকা একশো আর পাঁচশো টাকার নোটগুলোকে কাগজ করে দিয়ে আপনার ওইসব ক্রোড়পতি সেনাদের আপনি একেবারে পথে বসালেন। তারা বলছে, কেল্লা ফতে খান আমাদের পথে বসালেন।

ফতেঃ সিপাহসালার, এ কথা কি সত্য? এই দেখো মাথাটা আবার-

সিপাহঃ আংশিক সত্য জনাব। লুটের টাকা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা পুরো মাইনে না পাওয়াতে মানে ডিফেন্স সার্টিফিকেটে মাইনে দেওয়াতে দিলে বড়ই দুঃখ পেয়েছে।

ফতেঃ কি আর করা যাবে সিপাহসালার। যুদ্ধের ব্যয়, খয়রাতি সাহায্য বন্ধ, ব্যবসা অচল। এই সব মিলে কোষাগার প্রায় শূন্য। উঃ মাথাটা কেমন যেন-

সিপাহঃ ভাববেন না জনাব। আমাদের সেনারা মাইনে না পেলেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

দুর্মুখঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, কুছ পরওয়া নাহি হ্যায়। পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় আমাদের স্বনামধন্য লালকানার নবাব নন্দন বলেছিলেন, যদি আমাদের ঘাস খেয়ে বাঁচতে হয় তবু হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। ভাগ্যিস সতেরো দিনে যুদ্ধ থেমেছিলো।

সিপাহঃ তুমি পরিহাস করছো দুর্মুখ খান!

দুর্মুখঃ এ পরিহাস নয় সিপাহসালার। বাস্তব আর মুখের বজ্রঠাণ্ডা। বুলি এক নয়। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, আমাদের কিছু সেনা নাকি আর বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ খুন করতে রাজী নয়।

ফতেঃ ওফ! মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল!

সিপাহঃ বিচলিত হবেন না জনাব। এ নিতান্ত কিছু সেনার মুখের কথা- মনের কথা নয়।

দুর্মুখ ঃ আমাদের বৃদ্ধ সিপাহসালার আজকাল কি তাঁর প্রতিটি সেনার অন্তরের গভীরতর তলদেশ অন্বেষণ করে এ কথা বলছেন? আপনার বীর বেলুচ সেনারা যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা নাকি এখন বলছে, কাফের হত্যার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা যাদের খুন করছি তারা নিরীহ মানুষ, তারামুসলমান, তারা আমার ভাই।

ফতে ঃ ওফ-মাথাটা আবার-

সিপাহ ঃ জনাব, আপনার মাথাটাকে অতো ঘোরাবেন না। আপনার প্রেসার আবার বেড়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখুন। সব ঠিক করে দেবো।

ফতে ঃ কি করে আস্থা রাখি টিটিয়া খান! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে বলেছিলেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমিও বিশ্বকে বুক ঠুকে বলেছিলাম, দেখে যান বিশ্ববাসী, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব স্বাভাবিক করে ফেলেছি। কিন্তু কতোকগুলো বিদেশী মানুষ এদেশে এসে আপনার জারি-জুরি সব ফাঁস করে দিল। আমার মুখ হাসালেন।

দুর্মুখ ঃ শুধু মুখ হাসালেন না, চোখের জলে লোমশ বুক ভাসালেন। আচ্ছা জনাব, যুদ্ধটা বন্ধ করে দিলে হয় না?

ফতে ঃ কি বললে?

দুর্মুখ ঃ একটু ভেবে দেখুন, আপনার জন্মদাতাও অবশেষে যুদ্ধে ক্ষ্যান্ত দিয়ে নিরালায় বসে আত্মজীবনী লিখছেন আর দিলখুশবাগে পায়চারী করছেন। আপনিও না হয় সব কিছুতে ইস্তফা দিয়ে সাকী আর সুরা নিয়ে খোশমহলায় বাকি জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেবেন। কি দরকার এসব ঝুট ঝামেলা!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান, তোমার এই ঔদ্ধত্য স্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। রসনা সংযত করো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বহিষ্কার করতে পারি।

দুর্মুখ ঃ পারেন না জনাব। কারণ আমি আপনার হৃদয়ের গভীরে বাস করি। সেখান থেকে আমাকে বিতাড়িত করবেন কি করে।

সিপাহ ঃ জনাব আমি তাহলে এখন চলি।

ফতে ঃ আসুন। তবে হ্যাঁ, স্মরণ রাখবেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চরমভাবে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম আমাদের হারাম।

সিপাহ ঃ আমি আবার বলছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর ক'দিন পর ওদের আমরা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো জনাব।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) দেখবেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মিলিত নিঃশ্বাসে আপনারা শেষে উড়ে না যান! নিজেদের গোড়া শক্ত করে রাখবেন।

সিপাহ ঃ এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি চললাম জনাব। খোদা হাফেজ।

ফতে ঃ খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ ঃ জনাব, আমাদের সিপাহসালারের ভীমরতি ধরেছে। ওকে অবসর দিন।

ফতে ঃ আমিও তাই ভাবছি।

নকীব ঃ জনাবে আলা, লারকানার নবাবজাদা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

ফতে ঃ উঃ লোকটা আবার ঝামেলা করতে আসছে।

দুর্মুখ ঃ সে কি জনাব, বাদশাজাদা আপনার প্যায়ারের দোস্ত। সেই দোস্তকে এখন বরদাস্ত না করার কারণ?

ফতে ঃ যখন প্রয়োজন ছিল দোস্তি করেছি।

দুর্মুখ ঃ আর এখন প্রয়োজন শেষে ছোববার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন এইতো!

ফতে ঃ এইটাই আমাদের নীতি। যাও, নবাবজাদাকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব ঃ জো হুকুম জনাব।

দুর্মুখ ঃ আমি কি চলে যাবো জনাব?

ফতে ঃ না-না-থাক। বুঝলে দুর্মুখ খাঁ, এক এক সময় তোমাকে সহ্য করতে পারি না সত্য, আবার তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে পারি না। আসুন, নবাবজাদা, আসন গ্রহণ করুন। তারপর কি সংবাদ?

নবাব ঃ আমাদের পক্ষে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা দুঃসাধ্য খাঁ সাহেব। কোন রকেম ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলছি।

ফতে ঃ কেন?

নবাব ঃ আমার দলের সদস্যরা আজকাল কাবলে তাগাদা শুরু করেছে। তারা বলছে, আমরা এতো তকলীফ করে সদস্য হলাম, আর এখন পর্যন্ত ক্ষুদে উজির হওয়া তো দূরের কথা, মাইনেটা পর্যন্ত পেলাম না।

ফতে ঃ (হেসে) নবাবজাদা বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই ঘোলাটে।

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদা সেটা জানেন হুজুর, কারণ ওঁর হাত দিয়েই তো ঘোল ঢালিয়েছেন।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাফ করবেন।

নবাব ঃ খাঁ সাহেব, আপনি আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঠাণ্ডা করেই ক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করবেন।

দুর্মুখ ঃ লাগ ভেল্কি লাগ, চোখে মুখে লাগ।

ফতে ঃ নবাবজাদা, আমার ওয়াদার পূর্বে আপনি আপনার দেশবাসীর কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, আপনার কতো একর জমি যেন গরীবদের মধ্যে দান করবেন। আপনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন?

নবাব ঃ সেটা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ফতে ঃ আর এটাও আমার কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বৈ কি! কারণ-

দুর্মুখ ঃ কারণ, এই দেশ হুজুরের বাপ-দাদার খাশ তালুক না হলেও গোটা মালুকের একছত্র মালিক উনি।

ফতে ঃ স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান।

নবাব ঃ আমি এসেছি এই জন্যে যে, আর আপনার কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাবো খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ প্রতীক্ষায় থাকু-ব্যবস্থা হবে।

নবাব ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু কবে!

দুর্মুখ ঃ ঠিকই তো। এ কথা তো ছিল না!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান-

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাপ করা হোক জনাব।

ফতে ঃ আর চার মাস অপেক্ষা করুন নবাবজাদা। যদি দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারি, যদি পৃথিবীর মানচিত্রে এ রাজ্যের অস্তিত্ব থাকে- তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সম্পূর্ণ বিমুখ করবো না।

দুর্মুখ ঃ হুজুর পাঠানের বাচ্চা- এক কথার লোক। পাঠান জীবন থাকতে ওয়াদা খেলাপ করে না।

ফতে ঃ নিশ্চয়ই।

দুর্মুখ ঃ অবশ্য নেহাৎ বেকায়দায় পড়ে দু'চারবার বাধ্য হয়ে জনাবকে কথার বরখেলাপ করতে হয়েছে তবে পৃথিবীর গ্রেটম্যানরা ওসব করেই থাকেন।

ফতে ঃ দুর্মুখ, তোমাকে আমি কোতল করবো। তুমি গাধার বাচ্চা।

দুর্মুখ ঃ হুজুর আমার মা-বাপ। যা বলবেন তাই সত্যি।

নবাব ঃ আমি চলি। আবার আসবো। খোদাহাফেজ।

দুর্মুখ ঃ লারকানার নবাব নন্দন একটু চটে গেছেন।

ফতে ঃ কুছ পরওয়া নাহি। এই দেখো, আবার মাথাটা ঘুরে উঠল। বাতাস দাও-পানি খাওয়াও।

১৬ জুলাই, ১৯৭১

সিপাহ ঃ কি ব্যাপার দুর্মুখ খান? তুমি একাকী দরবারে বসে যে?

দুর্মুখ ঃ এসেছি একা, যাইবো একা। দোসর নাহিকো আর।

সিপাহ ঃ কাব্য করতেও জানো নাকি?

দুর্মুখ ঃ বাংলায় কিছুদিন ছিলাম। তাই শ্যামল মাঠভরা ধানের বাতাসে হৃদয়ে একটু কাব্য সঞ্চার হয়েছিল সিপাহসালার ।

সিপাহ ঃ বাংলাকে তুমি ভালোবাসো?

দুর্মুখ ঃ অমন সোনার বাংলাকে কে না ভালোবাসে জনাব। বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, সোনাঝরা রোদ্দুর প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগায়।

সিপাহ ঃ কই আমার মনে তো কোন স্পন্দন জাগে না!

দুর্মুখ ঃ সিপাহসালার, জীবনে আপনি কোনদিন হেসেছেন?

সিপাহ ঃ না।

দুর্মুখ ঃ কোনদিন কেঁদেছেন?

সিপাহ ঃ না।

দুর্মুখ ঃ তবে কি করে আপনার হৃদয়ে স্পন্দন জাগবে? আপনি যে মৃত নক্ষত্রের মতো। হৃদয়টাকে হত্যা করেছেন আপনি।

সিপাহ ঃ না। আমি উল্কার মতো আকাশের বুকে অশুভের বার্তা নিয়ে দেখা দিই। তাইতো আমার ছায়া দেখলে লোকে শিউরে ওঠে।

দুর্মুখ ঃ আমার মনে হয় সিপাহসালার, শৈশবে, কৈশোরে আপনি কারও স্নেহ-ভালোবাসা পাননি। তাই আপনার হৃদয় থেকে স্নেহ, ভালোবাসা শুকিয়ে গেছে। অন্তর বিদ্রোহ করেছে। আচ্ছা সিপাহসালার, আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার এতোটুকু স্নেহ-ভালোবাসা নেই?

সিপাহ ঃ প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ ঃ নিজের স্ত্রীকেও কি কোনদিন একটু ভালোবেসে-

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান! বেয়াদপি আমি পছন্দ করি না। ভালোবাসা! স্নেহ! মমতা! ওসব হচ্ছে ন্যাকামি, ভাঁড়ামি। আমি ঘৃণা করি ওসবকে। ওই মোহে যারা আচ্ছন্ন তারা বেয়াকুব।

দুর্মুখ ঃ আচ্ছা আপনি তাহলে কি ভালোবাসেন, সিপাহসালা?

সিপাহ ঃ মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি। রক্ত! মুঠো-মুঠো রক্ত হাতে নিলে আমি আনন্দ পাই- আমার বুকজোড়া তৃষ্ণা নিবারণ হয়- হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগে- স্পন্দন, শিহরণ জাগে।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) ইতিহাসের এক নতুন চরিত্র! বিশ্বের বিস্ময়!

সিপাহ ঃ জানো দুর্মুখ, যুদ্ধে মানুষ খুন করলে কোন গুণাহ হয় না। তবে জানি না আমার কিসমৎ আমাকে কোথায় নয়ে চলেছে।

দুর্মুখ ঃ জাহান্নামে জনাব।

সিপাহ ঃ কি বললে দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ না, মানে ইয়ে বলছিলাম কি, জনাবের বয়স অনেক হয়েছে, তাই জাহান্নামে যাবার পাসপোর্ট পেতে দেরী নয়। তবে হুজুর, বেহেস্তে যাবেন না। ওখানে আপনি শান্তি পাবেন না। কারণ সেখানে যতসব মহাত্ম ব্যক্তিরা খোদার ধ্যানে মগ্ন। ওসব ন্যাকামিপনা দেখলে আপনার গা খিসমিস করবে- হাত চুলকাবে। তার চাইতে আপনি দোজখবাসী হবেন। সেখানে আপনার

অনেক বাপ, দাদা, চাচা, মামুর সাক্ষাৎ পাবেন। আপনি সেখানে গেলে একেবারে দোজখ গুলজার হবে। কবে যাবেন জাহাপনা? আগে থেকে জনাবের যাতে ঢাকেশ্বরী মিলের ফাইন কাফনের কাপড় আপনার হাতে দিতে পারি। আমাদেরও তো একটু কর্তব্য আছে।

সিপাহ ঃ খামোশ কমবকত!

দুর্মুখ ঃ এইতো আবার চটে যাচ্ছেন। যতো বুড়ো হচ্ছেন ততই মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে। শিশুহত্যা নারী হত্যা করে আপনি যেরকম না করেছেন- তাতে মেজাজের মুখে লাগাম না দিলে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবেন।

সিপাহ ঃ আমাকে মারবার সাধ্য কারও নেই।

দুর্মুখ ঃ আছে জনাব-আছে- ওই মাথার ওপর যিনি বসে আছেন তার মার আপনি রকেট-বোমা দিয়েও ঠেকাতে পারবেন না। সেই মার দুনিয়ার বার।

সিপাহ ঃ আমি কাউকে পরোয়া করি না দুর্মুখ।

দুর্মুখ ঃ আপনি খোদাকে মানেন?

সিপাহ ঃ যাকে দেখি না তাকে মানি না।

দুর্মুখ ঃ তাহলে ইসলাম রক্ষার জন্য বাংলার বুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেন কেন?

সিপাহ ঃ মসনদ ক্ষমতা রক্ষাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দুর্মুখ ঃ ও! ''ইসলাম বিপন্ন- ইসলাম রক্ষা সাচ্চা মুসলমানের ফরজ'' ইত্যাদি বজ্র বুলি তাহলে বাষ্প? আসলে-চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

সিপাহ ঃ বাঁচতে পারছি কই?

দুর্মুখ ঃ কি বললেন!

সিপাহ ঃ না- কই কিছু না! যাক, ওসব রাজনীতি নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ওসব তুমি বুঝবে না।

দুর্মুখ ঃ ২৩ বছর পর এবার বুঝেছি। চোখ খুলে গেছে। সূর্যের আলোর মতো সব ঘোর কেটে গেছে।

সিপাহ ঃ তুমি বড় চালাক দুর্মুখ খান। তোমার বুদ্ধির প্রখরতায় এক এক সময়- যাক, চলো জাঁহাপনার মন্ত্রণা কক্ষে যাওয়া যাক।

দুর্মুখ ঃ সে কি জনাব, আমাকে আপনি সহ্য করতে পারেন না অথচ আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে জাঁহাপনার সামনে হাজির হতে চান? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তো সিপাহসালার!

সিপাহ ঃ না মানে, তুমি দরবারে না থাকলে দরবার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

দুর্মুখ ঃ যাক, তাহলে এতদিন পরে আমার অস্তিত্বটুকুকে স্বীকার করলেন। সত্যিই আমি যে কি আনন্দিত সিপাহসালার যে, এই মুহূর্তে আপনার মৃত্যু হলে এতো আনন্দিত হয়তো হতে পারতাম না।

পিসাহ ঃ দুর্মুখ খান! বেয়াদপ- বেতমিজ-

দুর্মুখ ঃ ক্ষ্যাপা কুকুরটা বিদায় হলো তাহলে। খোদা, তোমার দুনিয়া থেকে এই আবর্জনাগুলোকে সরিয়ে নাও। নইলে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষ তোমাকে অভিশাপ দেবে। তোমার আরশ কেঁপে উঠবে। এ্যায় পরওয়ারদিগার, তুমি রহমানুর রাহিম। রহম করো- নিরীহ, নিষ্পাপ বঙ্গসন্তানদের প্রতি তুমি রহম করো। ওরা সত্য, ন্যায়ের পূজারী। ওরাই তোমার সৃষ্টির গর্ব। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরাত্মা যেখানে অত্যাচারিত নির্যাতিত, সেখানে কেন তুমি নিশ্চুপ!

নবাব ঃ দুর্মুখ খান-

দুর্মুখ ঃ এই যে আসুন নবাবজাদা।

নবাব ঃ জাহাপনা কোথায়?

দুর্মুখ ঃ মন্ত্রণা কক্ষে।

নবাব ঃ কেউ কি মন্ত্রণা কক্ষে গেছে?

দুর্মুখ ঃ জী হ্যাঁ। ত্রিরত্নের এক রত্ন এইমাত্র অন্দরে গেলেন, এবার আপনি গেলেই ত্র্যহস্পর্শ।

নবাব ঃ কোন গোপন সলাপরামর্শ হচ্ছে নাকি?

দুর্মুখ ঃ (হেসে) আজ তেইশ বছর ধরেই তো এই দরবারের মন্ত্রণা কক্ষে কতো চক্রান্তের জাল জন্ম নিল- আবার ভাঙলো- আবার গড়লো। মাকড়শার মতো এই দরবার জালে ছেয়ে গেছে। তাইতো নিজেদের জালে নিজেরা ফেঁসে গিয়ে এখন আর পালাবার পথ পাচ্ছে না।

নবাব ঃ তুমি বড় বাজে বলো।

দুর্মুখ ঃ মাঝে মাঝে একটু চরম সত্যি কথা না বললে মুখটা কেমন যেন তেতো তেতো লাগে।

নবাব ঃ আমার হাতে ক্ষমতা আসলে আমি তোমাকে একটা মন্ত্রিত্ব দেবো। দু পয়সা পাবার লাইন ধরিয়ে দেবো।

দুর্মুখ ঃ সাবাস নবাবজাদা- সাবাস! গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে নিজের পেট বাঁচান নবাজাদা।

নবাব ঃ আমি অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ ওসব ধাতু ছাতু হয়ে যাবে নবাজাদা। সত্যিই, আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করলে আমার মরা কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করে।

নবাব ঃ কেন? কেন? কাঁদার কি আছে!

দুর্মুখ ঃ কাঁদবো না! জাঁহাপনা আপনার গলার দড়ি ধরে ডুগডুগি বাজালেন। দর্শকের সামনে আপনি লেজ নেড়ে নাচলেন, ডিগবাজী খেলেন, খেল দেখালেন। তারপর ভাঙ্গা থালে হাতে করে দর্শকের পায়ে হাত দিয়ে পয়সা নিয়ে জাঁহাপনাকে দিলেন। জাঁহাপনা মুচকি হেসে পকেটে সব পয়সা পুরলেন- আর আপনি বসে বসে এখন উকুন বাছছেন- আর এক টুকরো কলার জন্যে জাঁহাপনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। এদিকে লোকে আপনার পেছনে কাঠির খোঁচা দিয়ে মজা লুটছে- আর আপনি দাঁত খিচুচ্ছেন। এইতো পরিণাম!

নবাব ঃ খামোশ বেয়াদপ। তোমাকে- তোমাকে আমি-

দুর্মুখ ঃ আহা- আপনার এ্যালকোহলী চেহারা লাল হয়ে গেল। রাগ করবেন না নবাবজাদা। একটু ঠাট্টা করলাম মাত্র।

নবাব ঃ তুমিই কি এই মন্ত্রণা কক্ষের দ্বাররক্ষী?

দুর্মুখ ঃ না জনাব, আমি হৃদয়ের দ্বাররক্ষী! হৃদয়ের বন্ধ দরজা আমি খুলে দিয়েছি।

নবাব ঃ উন্মাদ! যতোসব উন্মাদ-

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদাও মন্ত্রণা কক্ষে চলে গেলেন। আমি উন্মাদ! কিন্তু তোরা- তোরা কি? তোরা জল্লাদ। তাই এই জল্লাদের দরবার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। (Change over)

।। মন্ত্রণা কক্ষ।।

ফতে ঃ শুনুন সিপাহসালার টিটিয়া খান, শুনুন লারকানার নবাবজাদা, পিণ্ডির মসনদ আজ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে চলেছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহীরা আমাদের লক্ষ্য করে একের পর এক তীর ছুঁড়ছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহের ফলে দারুণ অর্থসংকট দেখা দিয়েছে আমার রাজ্যে। শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হয় না- যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে আমার কোষাগারে। আপনারাই বলুন, এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

দুর্মুখ ঃ (স্বাগত) আহত মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র শেয়াল আর বেড়ালের কাছে মুক্তি চাইছে। হাসি পায়।

সিপাহ ঃ আমাদের আহাম্মুখ খান, চিটজাদা কি উপদেশ দিচ্ছেন?

ফতে ঃ ও ব্যাটাদের মাথায় কিছু আছে নাকি! বাঁদরের বাচ্চারা আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়ে এখন জিব চাটছে।

দুর্মুখ ঃ না জনাব। ওদের গোঁফ-দাড়িতে এখন কাঁঠালের আঠা জড়িয়ে গেছে। তাই এখন ঘরের কোণে বসে কাঁঠালের আঠা ছাড়াচ্ছে।

নবাব ঃ অনেকটা সত্য। ওদেরই জন্যে রাজ্যের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে ভেঙ্গে পড়েছে।

ফতে ঃ সিপাহসালার, বাংলাদেশে খাজনা-কর আদায় কেমন হচ্ছে?

সিপাহ ঃ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি জনাব।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু কোনই ফয়দা হচ্ছে না। কারণ বাংলার দামাল ছেলেরা সব তহসীল-অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে।কার বাপের সাধ্য যে বোমা খাবার জন্যে খাজনা আদায় করতে যাবে!

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান, অবান্তর কথা বলে জাঁহাপনাকে অসুস্থ করে তুলো না।

দুর্মুখ ঃ কবে কখন জাঁহাপনা সুস্থ, প্রকৃতিস্থ থাকেন সিপাহসালার!

ফতে ঃ খামোশ দুর্মুখ খান। এটা মন্ত্রণা কক্ষ।

দুর্মুখ ঃ এই মন্ত্রণা নিয়েই তো আপনার যতো যন্ত্রণা।

ফতে ঃ সিপাহসালার, মসরেকী বাঙ্গাল থেকে পাট বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা করলেন?

দুর্মুখ ঃ পাট সব লোপাট জনাব।

ফতে ঃ তার মানে?

দুর্মুখ ঃ জনাব, বাংলার ওই বিদ্রোহী নেকড়েগুলো আপনার পাটের গুদামগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে- কারণ, আপনারা যাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে অস্ত্র কিনতে না পারেন। তা ছাড়া বাংলার মুক্ত অঞ্চলের যাবতীয় পাট বাংলাদেশ সরকার ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানী করছেন। ওই পাট দিয়েই আপনাদের সাট করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! উঃ মাথাটা আবার ঘুরে উঠল।

সিপাহ ঃ দুর্মুখের কথায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন না-জনাব। এবার মাশরেকী বাঙ্গালে পাট খুব কম পয়দা হয়েছে।

ফতে ঃ নসীব- সবই বদনসীব সিপাহসালার। বিপদ যখন আসে তখন চারিদিক দিয়ে আসে।

দুর্মুখ ঃ আলবৎ। খোদা যখন দেন তখন একেবারে ছাপ্পর ফারকে দেন। আর যখন মারেন, তখন পানি খাবারও সময় দেন না।

ফতে ঃ উঃ পাঁচ ডিভিশন সৈন্য দিয়েও আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না। সিপাহসালার! অথচ বোমাবাজ টিটিয়া খানের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল।

দুর্মুখ ঃ বোমাবাজ, ধরিবাজ যাকেই পাঠান- বাংলা মুলুকে গিয়ে সবাই ডিগবাজী খাবেন। কারণ আল্লাহ খোদ মদত করছেন বাঙালীদের। তাইতো বীর প্রসবিনী বাংলা আজ ধন্যা।

ফতে ঃ ওফ্- বাংলা-বাংলা-বাংলা। সিপাহসালার বাংলাকে আপনি পোড়ামাটি করে দিন। মৃতদেহের ভাগাড়ে পরিণত করুন মাশরেকী বাংলাকে। কুকুর-শেয়ালের সামনে বাঙালীদের লাশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন।

দুর্মুখ ঃ চমৎকার।

সিপাহ ঃ অবশেষে তাই করবো আলমপনা। আমি টিটিয়া খান- আমার রোষানলে সব ভস্মীভূত হবে। পুড়িয়ে দেবো বাংলার মাটি, জ্বালিয়ে দেবো ক্ষেত খামার। বাংলার মাটিকে আমি বন্ধ্যা করে দেবো।

দুর্মুখ ঃ আপনার মাথার ওপর শকুন উড়ছে সিপাহসালার!

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান!

নবাব ঃ দুর্মুখ ঠিকই বলেছে সিপাহসালার। বিদ্রোহ শুধু বাংলার মানুষের মধ্যে নয়- বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে।

ফতে ঃ আপনি আমার সৈন্যদের ভেতরের খবরও রাখেন নাকি নবাবজাদা!।

নবাব ঃ নিশ্চয়ই। চোখ-কান আমার সদা সজাগ। খাঁ সাহেব হয়তো জানেন না যে, ইতিমধ্যে আমাদের ‘ম্যাসাকার বাহিনী’ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে পালাচ্ছে- আত্মসমর্পণ করছে- আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে।

ফতে ঃ তারপর- তারপর নবাবজাদা?

নবাব ঃ শুধু তাই নয়, আমাদের বেলুচ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এমন কি আমাদের সৈন্যদলের কিছু অধিনায়ক তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছেন খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ ঃ তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কিত্ কিত্ খেলা শুরু করবো। আগেই বলেছি কাকের মাংস কাকে খায়। তাইতো বলছি আলমপনা, আপনাদের মাথার ওপর শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা সাবধান!

ফতে ঃ এদিকে ভারত আমাদের সামনে বিরাট মহীরুহ। যুদ্ধের হুমকি দিয়েও ফয়দা হ'ল না। এই জাতশত্রুকে খতম করতে না পারলে-

দুর্মুখ ঃ ভারত অস্ত্র শাণিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবার জন্যে বসে আছে। মার আমরা খাবো ঠিকই- তবে তারা মলম লাগিয়ে দেবে বলেছে।

ফতে ঃ অসহ্য- অসহ্য! সিপাহসালার, অবিলম্বে ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করুন। যুদ্ধের দামামা বাজান। যুদ্ধ-যুদ্ধ চাই। হয় উত্থান- না হয় পতন। হয় ইতিহাসের মানচিত্রে আমরা টিকে থাকবো- না হয় মুছে যাবো। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সিপাহ ঃ কিন্তু জাঁহাপনা-

ফতে ঃ এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। বাঁচা কিম্বা মরা, দুটোর একটা বেছে নিন। মাশরেকী বাঙ্গালকে কবজায় আনতে হলে, ভারত আক্রমণ ছাড়া অন্য উপায় আর নেই সিপাহসালার। এ কি আপনার মুখটা অমন ছাইয়ের মতো, অমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন! যান, মুখে পানির ছিটে দিয়ে বিছমিল্লাহ বলে অগ্রসর হোন। আর নবাবজাদা, আপনিও বিদায় গ্রহণ করুন।

সিপাহ ঃ খোদা হাফেজ।

ফতে ঃ খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ ঃ উফ! দুই রাহু বিদায় হল। আলমপনা, আপনি একটা অষ্টধাতুর মাদুলী গলায় বাঁধুন। যেভাবে শনির দল আপনাকে ঘিরে ধেরেছে-

ফতে ঃ দুর্মুখ! তোমার ওসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগছে না। যক্ষ্মার বীজাণুর মতো কে যেন সর্বদা আমার বুকেরভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সাড়া শরীরে যেন শক্তি পাচ্ছি না। একটা দাহ, বুঝলে দুর্মুখ, কিসের যেন একটা দাহ সর্বদা পুড়িয়ে মারছে। জ্বলে যায়- আমার সর্বশরীর জ্বলে যায়।

দুর্মুখ ঃ কিসের দাহ জানেন না? শিশুহত্যা, নারীহত্যার গুণাহ। ওদের অভিশাপের দাহ আপনাকে দগ্ধ করছে। এর কোন দাওয়াই নেই জনাব। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

ফতে ঃ শিশুহত্যা-নারীহত্যা। হ্যাঁ- মানুষের বাচ্চাগুলোকে আমি খুন করেছি- নারীর ইজ্জত লুটেছি- হত্যা করেছি। আমি খুনি-আমি জল্লাদ- আমি বেঈমান। দেখেও নাও- দেখে যাও বিশ্বাবাসী। আমি নিরীহ বাঙ্গালীর লহুতে রক্তস্নান করেছি- বাঙালীদের লাখো লাশের ওপর বসে আমি মসনদী করছি। আমি বিশ্বের বিস্মরণ- আমি মহাত্রাস- আমি জল্লাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জল্লাদ-

আমি খুনী- আমি কশাই। হা-হা-হা-আরও রক্ত চাই- আরও রক্ত চাই- আমি রক্তবীজ- আমি রাক্ষস-হা-হা-হা-....

দুর্মুখ ঃ নাটক জমে উঠেছে। যবনিকার আর দেরী নেই। তারপর নতুন পালা শুরু।

১ আগস্ট, ১৯৭১

।। বাদশা কেল্লা ফতে খান হাসছেন।।

দুর্মুখ ঃ আলমপনা, সকাল থেকে আপনি শুধু হাসছেন। এ এক আশ্চর্য পরিবর্তন।

ফতে ঃ কেন হাসছি বল তো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ অনেক রকম হাসি আছে জনাব। আনন্দের হাসি, দুঃখের হাসি, শয়তানের হাসি-

ফতে ঃ আমার হাসি শুনে কি মনে হচ্ছে তোমার?

দুর্মুখ ঃ ইথারের বুকে কান পাতলে এমনি অনেক অট্টহাস্য শুনতে পাই। সুলতান মামুদ, নাদির শা, চেঙ্গিস, হিটলার সকলে বোধ করি এভাবেই হাসতেন।

ফতে ঃ রাজা-বাদশারা এভাবেই হাসে মূর্খ।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু জাঁহাপনা, কোনদিন কি মায়ের হাসি দেখেছেন? যখন মায়ের কোলে শিশুর মধুর হাসি মুখ দেখে বুক ভরিয়ে যায়? কোনদিন কি রাস্তার ওই উলঙ্গ ছেলেটার মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখেছেন? দেখেছেন কি গ্রাম-বাংলার কৃষকের প্রাণের খোলা হাসি? না, দেখেননি। কারণ সেইসব হাসি আপনি কেড়ে নিয়েছেন।

ফতে ঃ বাংলা-মাশরেকী বাঙ্গালা। শোন দুর্মুখ খান, বাংলার মানুষের মুখের হাসির চাইতে সেখানকার জমিন আমার কাছে-

দুর্মুখ ঃ জানি জনাব, বাংলাদেশটা আপনাদের কাছে সোনার থালা, আর বাঙালীদের কাছে বাংলা ওদের মা। সেই মাকে কোনদিন কি আপনি ওদের কাছে থেকে কেড়ে নিতে পারবেন?

ফতে ঃ দুর্মুখ, বাদশা কেল্লা ফতে খান যেখানে থাবা চালায় সেখান থেকে খালি মুঠি কোনদিন ফিরিয়ে আনেন না।আর খোদা না খাস্তা যদি বাংলাদেশ আমার হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে গোটা বাংলাদেশটাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মস্তুপে পরিণত করবো। এই আমার কসম।

দুর্মুখ ঃ জনাব, শুনি নাকি ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই নতুনের ভিত্তি রচিত হয়। আশ্চর্য সাহস ওই বাংলার দামাল ছেলেগুলোর-এখনও হিংসের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

ফতে ঃ ওই বিদ্রোহীরা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমার নীদ হারাম করেছে। কিন্তু কমবকতরা জানে না বাদশা কেল্লা ফতে খান জিন্দেগীর চলার পথের কোন কাঁটাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি- বরঞ্চ দু'পায়ে দলে গেছে।

দুর্মুখ ঃ জনাব, শুনি নাকি বাংলাদেশের পথে কাঁটার চাইতে কাদা বেশী। সেই হাতী এবার কাদায় পড়েছে জাঁহাপনা।

ফতে ঃ তার অর্থ?

দুর্মুখ ঃ আলমপনা, দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হতে চললো, আপনার জবরদস্ত বীর জোয়ানরা স্বাধীনতাকামী ছেলেগুলোঠাণ্ডা করতে পারল না। এদিকে ওই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আরও শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ হচ্ছে। আমাদের সৈনিকরা বুকে থাবা মেলে এগিয়ে যাচ্ছেথ- কিন্তু পরক্ষণে মাজা ভেঙ্গে ছাউনীতে ফিরছে। কেউ আর নাড়িভুঁড়ি এলিয়ে চিতোচ্ছে। আহা রে, আমাদের সোনার চাঁদ সেপাহীদের রক্তাক্ত দেহ দেখে- (কান্নার সুর কণ্ঠে)

ফতে ঃ কেঁদো না-কেঁদো না দুর্মুখ খান। আমার মাথা ঘুরছে। এ্যাই- দাওয়াই কা বেতল লে আও।

দুর্মুখ ঃ অতো দাওয়াই খাবেন না জনাব। এমনিতেই ভুল বকছেন- আবার ঘন ঘন দাওয়াই পেটে পড়লে, একেবারে ক্ষেপে যাবেন জনাব।

ফতে ঃ খামোশ কমবকত! তমিজ-সে বাত করো!

দুর্মুখ ঃ বড় দুঃখে বলি জনাব। আমার বুকটা দুঃখে জার জার।

ফতে ঃ বেচেখান হয়ো না দুর্মুখ খান। যুদ্ধের সাফল্যের ওপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ক্রুর রাজনীতি আমার হাতিয়ার।

দুর্মুখ ঃ মেহেরবানী করে বান্দাকে যদি একটু খুলে বলতেন-

ফতে ঃ শোন দুর্মুখ- গোলা, বারুদ, সুরা, নারী আমার জীবনের সবচে' পেয়ারা চীজ। মাগার পিণ্ডির এই তক্তে তাউস আমাকে ছাড়ল না। উনোসত্তরের বাংলা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল। সেই বাংলার জনতার জ্বলন্ত লাভা আছড়ে পড়ল পিণ্ডির মসনদে। কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাঙ্গালীদের বঙ্গবন্ধু।

দুর্মুখ ঃ জানি জনাব। এবং সঙ্গে সঙ্গে মসনদচ্যুত হলেন আপনার ধর্ম-আব্বা হুজুর জনাব খানে খান বেকুব খান।

ফতে ঃ উত্তাল তরঙ্গে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে এই তক্তে তাউস। আমি হাল ধরলাম। ছলনা আর মিষ্টি কথার অস্ত্র প্রয়োগকরে অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে, ওই বঙ্গবন্ধু মানুষটার মধ্যে এতো আগুন আছে। আগে যদি জানতাম, তাহলে নির্বাচনের প্রহসন করতে গিয়ে-

দুর্মুখ ঃ সং সেজে বুক চাপড়াতে হতো না।

ফতে ঃ তবু আমি বঙ্গবন্ধুকে প্রলোভন দেখালাম- ছলে বলে বশ করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আজ পর্যন্ত মানুষটাকে নীতিচ্যুত করতে পারলাম না। তাই চাঁদির জুতো ফেলে চামড়ার জুতো চালালাম কিন্তু-

দুর্মুখ ঃ কিন্তু সেই জুতো যে ফিরে এসে আপনার মুখে পড়বে তা কি আর ভেবেছিলাম জনাব!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাফ করবেন জনাব। আচ্ছা আলমপনা, এখন আপনার এই খাশ তালুক রক্ষার কি ব্যবস্থা করছেন?

ফতে ঃ শোন, আমি নিজেই একটা আইন তৈরী করছি। আর সেই আইন মোতাবেক আমিই হবো এই তক্তে তাউসের একচ্ছত্র অধিপতি।

দুর্মুখ ঃ একেই বলে রাজরাজড়ার মাথা!

ফতে ঃ আরও শোন, আমার ওইসব পোষা কুকুর যারা এইটুকরো মাংসের জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ সর্দার, বেঈমান হতে পারে- তাদের আমি নফর করবো। বিশ্ব দেখবে, আমার ছত্রচ্ছায়ায় গণপ্রতিনিধিরাই রাজ্যভার গ্রহণ করেছে।

দুর্মুখ ঃ মারহাব্বা- মারহাব্বা, জনাব! আপনাকে যে মা গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি সত্যিই বিশ্বের বিস্ময়!

ফতে ঃ কেমন লাগলো পরিকল্পনা?

দুর্মুখ ঃ অদ্ভুত! জনাব- অদ্ভুত! আমি শুধু ভাবছি, এতো বুদ্ধি নিয়ে আজও আপনি বেঁচে আছেন কি করে।

ফতে ঃ (হেসে) সত্যিই তুমি রসিক পুরুষ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ একটা ছোট্ট গল্প বলি জনাব। বিয়ে-পাগল এক মূর্খ ব্যক্তি স্থির করল সে এক ধনীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে, শ্বশুর-শাশুড়িকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই মুর্খকে কোন মেয়েই পছন্দ করল না। অবশেষে এই মূর্খ রাগে-দুঃখে তার বুড়ি মাকে বললো- মাগো, আমার বিয়া আমি আর দেইখ্যা যাইতে পারুম না।

ফতে ঃ (উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন) হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-[আচমকা হাসি বন্ধ করে ক্রোধে] এ্যাঁ। কি বললে, দুর্মুখ খান! বেহুদা বততামিজ, কমিনে- নিকাল যাও- [গর্জে উঠলেন’ উঃ মাথাটা আবার-

।। দরবার কক্ষ।।

নবাব ঃ বন্দেগী খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ আসুন লারকানা নবাবজাদা। কি সংবাদ?

নবাব ঃ আমার কিছু বক্তব্য আছে খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ আমিও কিছু বলতে চাই নবাবজাদা। শুনছি, ইদানীং আপনি নাকি আমার কার্যের সমালোচনা করছেন?

নবাব ঃ আমার দলের স্বার্থে-

ফতে ঃ উফ্ - স্বার্থ-স্বার্থ! শুনুন নবাবজাদা, আমি এসব পছন্দ করি না।

নবাব ঃ খাঁ সাহেব কি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন?

ফতে ঃ না নবাবজাদা। কার ওপর ক্ষুব্ধ হবো? আপনারা যে আমার ভাই- অতি আপনার জন। আমার সততা, সারল্যকে-

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদা জনাবকে ভালোভাবেই চেনেন। আমাদের আলমপনা সারল্যে শিশু, মহসীনের ন্যায় দয়ার সাগর-সততায় ইয়ের মতো আর কি।

ফতে ঃ নবাবজাদা- এই মসনদ, এই গুরুভার আমি বইতে পারছি না। আপনাদের বৃহত্তর স্বার্থে এই রাজদণ্ড আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সময় আসলে এই মসনদের সব আপনাদের হাতে অর্পণ করে-

দুর্মুখ ঃ জনাব আবার রংমহলায় ফিরে যাবেন।

ফতে ঃ না, আমি মক্কা শরীফে যাবো।

দুর্মুখ ঃ (স্বগত) এই বারেই কানা মরেছে।

নবাব ঃ কিন্তু আমার দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ তাঁদের ইচ্ছার ওপর আমার রাজকার্য নির্ভর করে না।

নবাব ঃ যদি তাঁরা বিদ্রোহ করে?

ফতে ঃ তাহলে বাংলার মানুষের মতো তাদের কলিজাগুলো ছিঁড়ে আনা হবে।

দুর্মুখ ঃ (স্বগত) একেই বলে কাকের মাংস কাকেই খায়।

নবাব ঃ জাঁহাপনা, শক্তির আতিশয্যে আপনি ভুল পথে চলছেন।

ফতে ঃ (হেসে) জীবনের পাশাখেলায় আমি কোনদিন হারিনি নবাবনন্দন। পশ্চিম খণ্ডে যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে আপনি- না-না- আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা, ভরসা আছে নবাবজাদা। কারণ-

দুর্মুখ ঃ কারণ কাকের বাসাতেই কোকিলের বাচ্চা মানুষ হয়ে কু-কু করে ডাকে।

নবাব ঃ জাঁহাপনা, আমি একা কি করবো? বাংলার মাটিতে আগুনের লেলিহান শিখা, সিন্ধুর আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, পাঞ্জাবের বাতাসে পুঞ্জীভূত অস্ফুট প্রতিবাদ ধ্বনি- দারুণ অর্থসংকট, ব্যবসা, বাণিজ্য, কল-কারখানা সব বন্ধ। এতগুলো সমস্যা-

ফতে ঃ উঃ সমস্যা- সমস্যা-সমস্যা। এতোগুলো সমস্যা সমাধান আমার এক চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্মুখ ঃ ভাববেন না জনাব। মাথার ওপর আমাদের মামারা আছেন, দুর্যোগে কেটে যাবে। নাকের বদলে নড়ন পাবো- সেই ভালো। নবাবজাদা তো এখন থেকেই "চীন-মার্কিন" ভাই ভাই বলে চেঁচাচ্ছেন।

ফতে ঃ কি লাভ। আমি এতো করে আমার মার্কিন বন্ধুকে দিয়ে পূর্ব বাংলার সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব করলাম, কিন্তু আমাদের শত্রু ভারত-সম্রাজ্ঞী অমনি কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করল।

দুর্মুখ ঃ জনাব, আমি বলি কি, এতোসব ফন্দিফিকির না করে একেবারে চোখ-কান বুঁজে বিসমিল্লাহ বলে ভারতআক্রমণ করে ফেলুন।

নবাব ঃ আমি তোমার সঙ্গে একমত দুর্মুখ খান।

সিপাহ ঃ বন্দেগী জাঁহাপনা। আমিও একমত এদের সঙ্গে।

ফতে ঃ কিন্তু সিপাহসালার কোথায় দাঁড়িয়ে, কিসের ভরসায়, কি নিয়ে যুদ্ধ করবেন? বাংলার জমিন, বাংলার মানুষ ওই হাজার হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের শত্রু। এদিকে কোষাগার শূন্য, চার মাসের যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র, সৈন্য আমরা হারিয়েছি। তাই ভেবে দেখুন, ঘরের শত্রুর পাশে দাঁড়িয়ে, ভুখা শরীরে, খালি হাতে ভারতের ন্যায় শক্তিশালী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বাতুলতা।

দুর্মুখ ঃ যথার্থ বলেছেন জনাব। দীর্ঘ চার মাস ধরে আমাদের বীর সেনানীরা কতকগুলো ডানপিটে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার রাজধানী ঠেকাতে পারছে না। আর-

সিপাহ ঃ তাহলে জাঁহাপনা, আপনি আপাতত ভারতকে একটা কড়া হুমকি দিন। তাতে দুটো সুফল হবে। এক. যদি বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে বাংলার কিছু জমি দখল করে, তাহলে আমরা বিশ্বকে জানাবো ভারত আমাদের ভূখণ্ড জোর করে দখল করেছে। আর দ্বিতীয়তঃ ভারত-সম্রাজ্ঞী নারী। আপনার ন্যায় সিংহপুরুষের হুঙ্কারে অবশ্যই ভীত হবে।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) ভারত-সম্রাজ্ঞী জানেন যে, ফাঁকা কলসীর আওয়াজ বেশী।

ফতে ঃ খামোশ বেয়াদপ। ঠিক আছে টিটিয়া খান, আপনার যুক্তি মতোই ভারতকে একটা হুমকি দিন। সেই সঙ্গে এটা নিয়ে দিন, এবারের যুদ্ধে আমরা একা নই। হুঁশিয়ার।

দুর্মুখ ঃ আপনার হুংকারে ভারত-সম্রাজ্ঞী একটু মুচকি হাসবে জনাব। বিশ্ব জানে আপনার ভীমরতি ধরেছে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! সিপাহসালার যুদ্ধের খবর বলুন।

সিপাহ ঃ আমাদের বীর সৈন্যরা বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে জনাবে আলা।

দুর্মুখ ঃ তা-ঠিক। তবে মাঝে মাঝে কমবকত বাঙালী ছেলে-ছোকরারা ঢাকার বুকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, গ্যাসঘাঁটি উড়িয়ে দিচ্ছে। শহর-গ্রামে রেললাইন সেতু, রাস্তাঘাট, সামরিক ছাউনী গুড়ুম-ফটাস হয়ে যাচ্ছে। জনাবের ভুঁড়িয়াল সৈন্যরা, পোষ্যপুত্রেরা মাঝে মাঝে জিব বার করছে। সে এমন কিছুই নয়। সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ফতে ঃ উফ! মাথাটা আবার ঘুরছে।

দুর্মুখ ঃ ঘাবড়াবেন না জাঁহাপনা। আপনার নতুন চালানের সামান্য কিছু সৈনিক বিদ্রোহ করলেও- সব ঠাণ্ডা, সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে জনাব।

ফতে ঃ সত্যই কি সব স্বাভাবিক টিটিয়া খান?

সিপাহ ঃ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন আলমপনা। ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করতে পারলেই-

ফতে ঃ কেন? ওদেশের ব্যবসাদাররা দোকান খুলছে না?

দুর্মুখ ঃ সব ভাগল-বা জনাব।

সিপাহ ঃ তবে আমি নয়া এলান জারি করেছি জনাব। এক সপ্তাহের মধ্যে কেউ যদি তার দোকান না খোলে তাহলে সেই দোকানে আমরা নিজেদের লোক বসাবো।

নবাব ঃ নিজেদের লোক মানে?

দুর্মুখ ঃ মানে জনাবের ওইসব জারজ সন্তানদের- মানে আর কি জনাবের খাস তালুকের খাস আদমীদের বসানো হবে।

নবাব ঃ সে কি ভালো হবে টিটিয়া খান সাহেব?

সিপাহ ঃ ভালো-মন্দের বিচার এখন রাখুন। বাঁচার কথা ভাবুন নবাব সাহেব। ওই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা না করা পর্যন্ত-

ফতে ঃ হ্যাঁ, বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। ভেবেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করলে বিদ্রোহের আগুন নিভে যায়। কিন্তু আগুন আরও জ্বললো। এবাব বাঙ্গালীর দরদী বন্দুকে খতম করতে হবে। জানিয়ে দিন বিশ্ববাসীকে- বঙ্গবন্ধুর বিচার করা হবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিতে হবে।

দুর্মুখ ঃ জনাব, গোস্তাফি মাফ করবেন। বঙ্গবন্ধুকে খতম করলে বীর প্রসবিনী বাংলা বীরশূন্য হবে না। আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধু- প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা এক- একজন সিপাহসালার। কাটা বঙ্গবন্ধুরে খতম করবেন জনাব? একটি মশাল থেকে আর একটি মশাল জ্বলে উঠেছে। হাজারো হাতের উদ্যত শাণিত তরবারী পিণ্ডির মসনদ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। কি দিয়ে তাদের রুদ্ধ করবেন?

ফতে ঃ স্তব্ধ হও- স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। এ কি! দরবার এতো অন্ধকার কেন? কিসের যেন আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। কারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। ঐ, ঐ- জনতার স্রোত, গলিত লাভা এদিকে ছুটে আসছে। আগুন, আগুন! বন্ধ করো- সিংহদ্বার বন্ধ করো। আলো, আলো- আরও আরো জ্বেলে দাও। উঃ-

নবাব ঃ জাঁহাপনা মূর্ছা গেছেন। পিণ্ডির মসনদ, তুমিও একদিন মুক্তিকামী জনতার পায়ের তলায় গুঁড়া হয়ে যাবে। মহাকাল, ইতিহাস- শুধু তোমরা সাক্ষী থেকো।

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

নবাব ঃ পিণ্ডির মসনদ, অপেক্ষা করো- আমি আসছি। তোমার কলঙ্কিত জীবনের হবে অবসান। আমার এতোদিন প্রতীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত। অনাগত দিনে তুমি আমাকে পেয়ে প্রাণ পাবে- ধন্য হবে। যে করে যেমনভাবে হোক তোমাকে হোক তোমাকে আমার চাই।

ঈমান ঃ (ইকো) হা-হা-হা- হা-হা-হা-

নবাব ঃ কে? কে?

ঈমান ঃ সিন্ধুর কুলাঙ্গার-পাকজাঁহার বেঈমান লারকানার নবাবজাদা, সিংহাসনের পানে একদৃষ্টে চেয়ে কিসের সুখস্বপ্ন দেখছো?

নবাব ঃ কে! কে তুমি অদৃশ্য পুরুষ?

ঈমান ঃ (ইকো) আমি ঈমান। তুমি আমাকে চেনো না। কারণ বেঈমান, শয়তান তোমার দোস্ত। আমি ন্যায়, আমি সত্য, সুন্দর। আমি নিয়ম- আমি বিবেক- আমি মানবতা! কোনদিন আমাকে চিনবার চেষ্টা করেছো কি?

নবাব ঃ না। ওসব নিয়ে নির্লিপ্ত থাকার সময় আমার নেই। আমি আমার দেশের কথা ছাড়া-

ঈমান ঃ (ইকো) দেশ! হা-হা-হা-! সুন্দর শয়তান, মানুষ তোমাকে কতো রূপেই না দেখলো। দেশ! দেশের জন্য কি করেছো আর করছো তা একবার ভেবে দেখেছো কি! স্বার্থের নামী জুয়াড়ী তুমি। দেশকে জুয়ার বাজিতে এনেছো। দেশের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো। আসলে তুমি, পাকিস্তান সামরিক জুন্তার এর উগ্রদলের হাতের পুতুল। মিলিটারী ব্যুরোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ভাড়াটে কণ্ঠ তুমি।

নবাব ঃ না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী- আমি গণতন্ত্র চাই।

ঈমান ঃ (ইকো) মিথ্যা কথা। তুমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নও। ওটা তোমার পোশাকী কথা। তুমিই বলেছো, পাকিস্তানের হৃদপিণ্ড হচ্ছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু। মানে পাঞ্জাবের সামরিক গোষ্ঠী। তুমি যদি সত্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে- তাহলে বলতে পাকিস্তানের প্রাণ তার জনগণ। আর সেই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস বাংলায়। অতএব বাংলাদেশেই হচ্ছে পাকিস্তানের হৃদপিণ্ড।

নবাব ঃ আমি স্বীকার করি না।

ঈমান ঃ (ইকো) তা জানি। স্বীকার করার সৎসাহস তোমার নেই। কার এক অশুভ লগ্নে, রাজনীতিতে তোমার হাতেখড়ি। আর সে থেকেই তোমার পিপলস পার্টি জন্ম থেকেই সামরিক জুন্তার শক্তিশালী অংশের তাঁবেদার। আর আজ যে পিণ্ডির বাদশার মুখের পানে চেয়ে আছো- সেই বাদশাও সামরিক জুন্তার ভৃত্য মাত্র। আমি জানি, এই সামরিক গোষ্ঠীর অস্ত্র হিসাবে তুমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে ঝড় ডেকে আনলে- বাঙ্গালীর রক্ত নেবার জন্য পিণ্ডির বাদশাকে সহযোগিতা করলে।

নবাব ঃ না-না- এসব মিথ্যা! আমি কারো খেলার পুতুল নই। আমি যা কিছু করছি- আমার দেশের স্বার্থের জন্য। বাংলার মানুষের ঔদ্ধত্য আমি বরদাস্ত করিনি কোনদিন- করবোও না।

ঈমান ঃ (ইকো) ক্ষমতালিপ্সু, অন্ধ তুমি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হল, ক্ষমতার স্বাদ কেমন তা বুঝতে পারলে না। কতো রঙ্গই না দেখাচ্ছো। তুমি কি ভেবেছো, পিণ্ডির এই মসনদ কেল্লা ফতে খান সাগ্রহে তোমার হাতে তুলে দেবেন?

নবাব ঃ শাহানশা ওয়াদা করেছেন।

ঈমান ঃ (ইকো) ওয়াদা। বিশ্বের সেরা নরঘাতী দানবের ওয়াদা! চমৎকার। তাই বুঝি পিণ্ডির বাদশার পেয়াদা হয়ে পিকিং দৌড়েছিলে?

নবাব ঃ অনেকটা তাই। কারণ বিশ্বের কোন বৃহৎশক্তির সমর্থন না পেলে মসনদ বিপদমুক্ত হবে না।

ঈমান ঃ কিন্তু কি পেলে? চীনের নীতির পটপরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছো নিশ্চয়ই? দেখলে তা চীন সরকার শুধুমাত্র তোমাদের দু'চারটি উপদেশ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তুমি ব্যর্থ হলে। এবার কি পিণ্ডির বাদশা তোমার প্রতি খুশী হয়ে মসনদের ভাগ দেবেন? তুমি ইনাম পাবে না।

নবাব ঃ তোমরা সবাই অনাগত দিনের দিকে চেয়ে থাকো। এই মসনদ আমার হাতে আসবে। আমিই হবো এদেশের ভাবী প্রধান উজির।

ঈমান ঃ অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো লারকানার নবাবজাদা। সত্যিই তুমি যদি জননায়ক বলে দাবী করো, তাহলে কি ভেবেছো সৈরাচারী সামরিক গোষ্ঠী জননায়ককে পেয়ার করে? অসম্ভব। তুমি কি ভেবেছো, যে কেল্লা ফতে খান সামরিক গোষ্ঠীর প্রতীত সে মুখের কথায় মসনদ ত্যাগ করবে?

নবাব ঃ যদি স্ব-ইচ্ছায় ওয়াদামতো কেল্লা ফতে খান মসনদ ত্যাগ না করে তাহলে আমি প্রতিহিংসার আগুনে গোটা পাক জাহান পুড়িয়ে দেবো।

ঈমান ঃ জ্বালাময়ী ভাষা প্রয়োগ করতে ওস্তাদ লোক তুমি। কিছুদিন আগেই তো বাদশার সঙ্গে তোমার তীব্র মতপার্থক্য শুরু হল। তুমি প্রকাশ্যে অভিযোগ করলে- 'জনগণের পরিষদ' আহ্বান করবে বলে বাদশাকে হুঁশিয়ার করে দিলে- আবার সেই তুমি পোষা কুত্তার মতো পিকিং দৌড়ালে।

নবাব ঃ এর পশ্চাতে রহস্য আছে। বিচিত্র- বিশ্বের বিস্ময়। তোমাদের ২৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠগুলি রক্তে ভেজা। বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভরপুর তোমাদের অন্তর। তাই পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে তোমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশের রাজনীতি চরম সঙ্কটের সম্মুখীন- এদেশের রাজনীতি পথভ্রষ্ট। তাই কোন বাদশা, কোন প্রজা তোমাকে সহ্য করতে পারে না। তুমি যেন ধূমকেতু। তুমি এক অশুভ ব্যক্তি।

নবাব ঃ খামোশ! আমাকে তোমরা সবাই মিলে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চাইছো। কিন্তু না- পারবে না। আমার এতোদিনের আশা-পরিকল্পনাকে তোমরা ভেঙ্গে দিতে পারবে না।'

ঈমান ঃ (ইকো) পঙ্গু-পরাজিত নায়ক, তুমি এখন মাঝ-দরিয়ার পাঁকে পড়েছো। তুমি তলিয়ে যাবে। যদি বাঁচতে চাও- তাহলে সাচ্চাইয়ের হাত ধরো।

নবাব ঃ আমাকে প্রলোভন দেখিও না।

ঈমান ঃ (ইকো) বেয়কুব, প্রলোভনের জন্যেই তো বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধিকার, গণতন্ত্রকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছো- বাংলার রক্তগঙ্গা বইয়েছো- তোমার দেশের মানুষের জীবনকে নিয়ে স্বার্থের জুয়াখেলা শুরু করেছো। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার, ধোঁকাবাজি তোমার দেশের জনগণও আর সহ্য করবে না। সেখানেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। সব স্বার্থ ভস্মীভূত হবে।

নবাব ঃ আমাকে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান তুমি দিতে পারো?

ঈমান ঃ (ইকো) একটিই পথ। সেটা হচ্ছে সত্য-সুন্দরের পথ। শান্তি-সংহতি-সৌভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রসর হয়ে মানুষের অন্তরের গভীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। গোটা বিশ্বের মানবকল্যাণে নিজেকে-

উৎসর্গ করো। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করো। তবেই তো মানব ইতিহাসের সাচ্চা দেশপ্রেমিক বলে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবে। গন্ডিমুক্ত হও- একলা চলো।

নবাব ঃ কিন্তু কি করে সর্ব বাঁধনমুক্ত হবো আমি! আমি যে আমার গোটা সত্তাটাকে বন্ধক দিয়েছি! আমি মুক্ত হতে চাইলেও- সামরিক জুন্তা আমাকে মুক্তি দেবে না।

দুর্মুখ ঃ আরে নবাবজাদা, মসনদের সামনে বসে কি ভাবছেন? ও- নবাবজাদা-

নবাব ঃ কে! ও! দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ ঃ হা- খোদা! আজকাল থেকে থেকে অন্য জগতে চলে যাচ্ছেন নাকি!

নবাব ঃ আচ্ছা দুর্মুখ খান, তুমি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি। আচ্ছা বল তো দুর্মুখ খান, আমি যা কিছু করেছি ও করছি সবই কি স্বীয় স্বার্থের জন্যে?

দুর্মুখ ঃ দুষ্ট লোকে অবশ্য তাই বলে। ওরা বলে আপনিই নাকি স্বচ্ছ পানি ঘোলা করেছেন। আবার অনেকে বলে- আপনি নাকি মুশকিল আসান। ভেবে দেখুন, ভেঙ্গে-পড়া গদীহারা পিণ্ডির বাদশা বেকুব খান আপনাকে মুশকিল আসান হিসেবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পিকিং-এর সঙ্গে পাকিস্তানের দোস্তীয় বন্ধনে আপনি বেঁধে দিয়েছেন। আবার বাংলাকে কোতল করবার পরামর্শ দিয়ে মিলিটারী জুন্তার মুশকিল পথ বাতলে দিলেন। কিন্তু আমি ভাবছি নবাবজাদা, আপনি তো সকলের মুশকিল আসান- কিন্তু আপনার মুশকিল আসান কে করবে?

নবাব ঃ তুমিও কি আমাকে বিদ্রুপ করছো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ তোবা-তোবা! আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ-এও কি সম্ভব!

নবাব ঃ ধিক্কার-বিদ্রূপ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে পথটিকেও বেছে নিচ্ছি সে পথই আমাকে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে। জানি না, অনাগত দিন আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, না আমাকে-

দুর্মুখ ঃ ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করবে। গোস্তাফি মাপ করবেন, শেষের টুকু আমিই বলে দিলাম। এ কি, কোথায় চললেন নবাবজাদা?

নবাব ঃ এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাইরে থেকে আসি।

(Change over-Music)

।।দরবার।।

ফতে ঃ একে একে সবাই আমাকে পরিত্যাগ করছে। সবাই আমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। সর্বশক্তিমান যে আগুন আমি জ্বেলেছি মাশরেকী বাঙ্গালে, সেই আগুনের তাপ যেন পিণ্ডির দরবারে বসে পাচ্ছি। কিন্তু কি করবো আমি? অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে আমাকে পৃথিবীর মানচিত্রের এক অংশে সুপরিকল্পিত উপায়ে আগুন জ্বালাতে হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি। উঃ ভাবতে পারছি না আর। এই-কোই হ্যায়?

দুর্মুখ ঃ বান্দা হাজির জনাবে আলা। ফরমাইয়ে-

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! তুমি!

দুর্মুখ ঃ আমিই হাজির হলাম জনাব। আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে কাউকে দেখলাম না।

ফতে ঃ কমবকতদের আমি বিতাড়িত করবো।

দুর্মুখ ঃ এখন কে কার হুকুম তামিল করে জনাব। দরবার, হারেমের সকলের চোখেমুখে কেমন যেন হতাশা-কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক-

ফতে ঃ আতঙ্ক! হতাশা! এই সব আতঙ্ক-হতাশাকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো। যার কণ্ঠে শুনবো আমি হতাশার বাণী, তার জিবটা আমি ছিঁড়ে নেবো।

দুর্মুখ ঃ আপনার অন্তরের গোপনেও কি হতাশা নেই জনাব?

ফতে ঃ না নেই। আমি পাঠান কা বাচ্চা।

দুর্মুখ ঃ এই হুঙ্কার আপনার মুখের-মনের নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সমর্থন হারানোর জ্বালা আপনার হৃদয়কে দগ্ধ করছে। আমেরিকা কর্তৃক অস্ত্র সাহায্য বন্ধ, চীনের পাল্টা সুর, মশরেকী বাঙ্গালের সেনাবাহিনীর হত মনোবল, মুক্তিবাহিনীর বিক্রম আপনাকে, ধীরে ধীরে হতাশা-নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে।

ফতে ঃ বন্ধুহীনতায় আমি কিছুটা দুর্বল হয়েছি সত্যি-নানারকম চাপ, হুমকির সম্মুখীন হয়ে আমি বিচলিত হয়েছি সত্য- আমার অগণিত সৈন্যদের মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করেছে সত্য-কিন্তু তাই বলে মাথা নীচু করে বিশ্বের দরবারে বিচারাধীন হতে আমি রাজী নই। এ পরাজয় আমার আত্মহত্যার শামিল।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু জনাব, এখনও কি ভেবেছেন বাংলা মুলুকে আপনার রাজ কায়েম রাখতে পারবেন?

ফতে ঃ হ্যাঁ পারবো। প্রয়োজন হলে বাংলার প্রতিটি ঘরকে আমি ভস্মস্তূপে পরিণত করবো- বাংলার মানুষের লাশে ওদের নদীর বুক ভরে যাবে। তবু –তবু বাংলার জমিন আমি ছাড়বো না।

দুর্মুখ ঃ হাসালেন-নিতান্তই হাসালেন। আপনি কি আর ছাড়বেন- ওরা ছাড়িয়ে নেবে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ হ্যাঁ জনাব। পিণ্ডিতে বসে বাংলার খবর কতোটুকু একবার যান না বাংলায়! আপনার সৈন্যদের মাঝে গিয়ে একবার দাঁড়ান। তাদের আশা দিন, ভরসা দিন।

ফতে ঃ বাংলায় যাবার আমি প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ ঃ বলুন বাংলায় যাবার সৌভাগ্য আর হবে না। ২৫শে মার্চে নিশ্চয় 'হে বাংলা বিদায়-চিরবিদায়' বলে সেলাম জানিয়ে চলে এসেছেন?

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! তমিজ-সে বাত করো। বাংলায় যাবার সময় হলেই যাবো।

দুর্মুখ ঃ সেই ভালো। কারণ খতরনাক স্থানে বুঝে-সুঝে সাবধানে যাওয়াই মঙ্গল। কোথায় মাইন পাতা আছে, ঘুপ-ঘাপ কোথায় বোমা পড়ছে বলা যায় না। এই দেখুন- খবরে প্রকাশ, আপনার ভাবী পুতুল সরকারের একটা পুতুলকে মুক্তিবাহিনী বোমের ঘায়ে খতম করেছে। অশান্তি কমিটির

কয়েকজন চামুণ্ডাও আচমকা মারে পটল তুলেছে। ত্রিপুরা- নোয়াখালীতে আপনার জেট বিমান দিয়েও বিদ্রোহীদের কাত করা যাচ্ছে না।

ফতে ঃ মরুক-মরতে দাও ওদের। ওদের স্থানে আর একটি পুতুল খরিদ করতে আমার বেশী কষ্ট হবে না।

দুর্মুখ ঃ আরও খবর আছে। চাঁদপুরে অস্ত্র বোঝাই একটা মার্কিন জাহাজ বাংলার নৌ-কমাণ্ডোরা ডুবিয়ে দিয়েছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া।

ফতে ঃ তোমার এই কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে আমার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিচ্ছে। কতোগুলো অপদার্থের ওপর বাঙ্গাল মুলুকের দায়িত্ব দিয়েছি।

দুর্মুখ ঃ সৈন্যদের আর অপরাধ কি? তারা লড়ছে-মরছে। আর আহত সৈনিকরা চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিচ্ছে। এই ধরুন না, মেহেরপুরে আমাদের সৈন্যদের উপর বিদ্রোহীরা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা কোনদিক সামলাবে? তাই যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। আরও চমকপ্রদ খবর আছে জনাব। আপনার পোষ্যপুত্র নবাবজাদা একটুর জন্যে রক্ষা পেয়েছেন।

নবাব ঃ বন্দেগী খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ ঃ আসুন নবাবজাদা, জাঁহাপনাকে একটু সান্ত্বনা দিন।

নবাব ঃ আমি আর কি সান্ত্বনা দেবো- কি ভরসা দেবো দুর্মুখ? একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত। মার্কিনীরা অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করল। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা সকলেই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী করছে।

ফতে ঃ দাবী! কিসের দাবী! কারও কোন দাবী-কোন আব্দার আমি বরদাস্ত করবো না। আমি জানি আমি বন্ধুহীন-আমি নিঃসঙ্গ। কিন্তু এর শেষ আমি দেখতে চাই।

নবাব ঃ তবে খাঁ সাহেব, আমাদের চীনা বন্ধুরা-

ফতে ঃ থামুন থামুন। চীনা বন্ধু! কি আশ্বাস নিয়ে এলেন আপনি চীনা দোস্তদের কাছ থেকে? নৈরাজ্য- কিছু উপদেশ আর কিছু সান্ত্বনা ছাড়া চীনা দোস্তরা কি দিয়েছে আপনাকে?

দুর্মুখ ঃ চীন বলেছে বাংলাদেশের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করে নিতে। আরে বাবা, নবাবজাদা কতো কাঠখড়ি, পুড়িয়ে, পাক-জাঁহার ভাবী পেরধান মন্ত্রী হবার আশ্বাস নিয়ে চীনে গেলেন অস্ত্র আর মদত আনতে। চীনা সাহেবদের হৃদয়ে কি নবাবজাদার জন্য এতটুকু করুণা-

নবাব ঃ স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। খাঁ-সাহেব, চীন যে এভাবে আমাদের নিরাশ করবে তা ভাবতে পারিনি।

দুর্মুখ ঃ কপালে যখন আগুন লাগে-তখন তুষের আগুনের মতোই জ্বলতে থাকে।

ফতে ঃ হ্যাঁ ঠিকই বলেছো দুর্মুখ খান! অথচ ক্ষমতা নেবার জন্য সকলের লোলুপ জিহ্বা মসনদটাকে গ্রাস করার জন্য ব্যস্ত।

নবাব ঃ আপনার এই উক্তি কার প্রতি খাঁ-সাহেব?

ফতে ঃ আপনাদের প্রতি নবাবজাদা। মসনদের ভাগ নেবার জন্য একদিকে শক্তিশালী সামরিক জুন্তা, অন্যদিকে আপনি, আপনি, নুরুল আমিন, দৌলতানা, কায়ুম প্রভৃতি।

নবাব ঃ চীন সফরের পূর্বে আপনি আমার নিকট কি ওয়াদা করেছেন আশা করি ভুলে যান নি।

ফতে ঃ না-না-ভুলে যাইনি-যাবো না। আমি বিদায় নেবার পূর্বে মসনদটাকে টুকরো করে আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যাবো। আমি ষোল আনা বুঝে দিয়ে যাবো।

দুর্মুখ ঃ কবে সেই দুর্দিন আসবে জনাব?

ফতে ঃ জানি না। বুঝলেন নবাবজাদা, বড় আশা করেছিলাম আপনাদের নিয়ে-তাই আজ আমার এই পরিণতি। বড় আশা করেছিলাম টিটিয়া, পিয়াজী, দান্দাল গভর্নরকে নিয়ে-বড় আশা করেছিলাম আমাদের দুর্দিনে একমাত্র দোস্ত চীন অন্তত নিঃসন্দেহে আমাদের সক্রিয় সমর্থন জানাবে। ব্যর্থ-আপনি ব্যর্থ নবাবজাদা!

নবাব ঃ এখন থেকে আমাদের অন্য কারও ওপর ভরসা না করা বাঞ্ছনীয়!

ফতে ঃ চীনের প্রতি আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলেই আমি বড়মুখ করে বলেছিলাম-

দুর্মুখ ঃ সে মুখ এভাবে ভোঁতা হবে তা কি জানতেন? চীনে নবাবজাদার প্রতি চীনা ছাত্রদের বিক্ষোভ রীতিমত অপমানকর। যে দেশে বিক্ষোভ, প্রদর্শনী, মিছিলের জন্য সরকারী অনুমতি লাগে, সে দেশে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সরকারের সমর্থন ও অনুমতিতেই হয়েছে।

ফতে ঃ চীনও শেষে কি দোস্তের প্রতি অবিচার করবে?

নবাব ঃ খাঁ সাহেব, এখন থেকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে সংযত উক্তি করাই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখবেন আমরা ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হয়ে পড়ছি-নিন্দিত হচ্ছি।

ফতে ঃ তবু আমি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চাই। বন্ধুহীন, অসহায়, রিক্ত আমি। তবু আমি মরণ-ছোবল দেবো। এ ছাড়া কোন উপায়, কোন পথ নেই নবাবজাদা। চরম অবস্থার সম্মুখীন আমি।

দুর্মুখ ঃ সামনে অন্ধকার-পেছনে অতল গহবর। ইতিহাস তুমি লিখে যাও-মহাকাল তুমি দেখে যাও-বন্য পশু কিভাবে মরণ গহ্বরে তলিয়ে যায়। বিশ্ববাসী তোমরা প্রত্যক্ষ করো, কেমনভাবে সত্যের অগ্নিতে মিথ্যার মৃত্যু ঘটে।

।।জয় বাংলা

(রচনাঃ কল্যাণ মিত্র। অংশগ্রহণেঃ রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ (মিতা), নাজমুল হুদা মিঠু, প্রসেনজিং বোস, অমিতাভ বোস, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহলানবীশ, করুণা রায় প্রমুখ।)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত জীবন্তিকা অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	......১৯৭১

মিরজাফরের রোজনামচা

১ নভেম্বর, ১৯৭১

ভাগ্নেঃ (ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে) মামা- মামাগো-

মামা ঃ কেরে ? কে?

ভাগ্নেঃ দরজা খোল মামা শীগগীর। আমি তোমার ভাগ্নে হাঁদু।

মামা ঃ চিৎকার করিসনে- আসছি দাঁড়া। (দরজা খোলার শব্দ)

ভাগ্নেঃ মামা মামাগো- (ক্রন্দন)

মামা ঃ ওকি কাদছিস কেন? এই মলো, বলি কাঁদছিস কেন গবেট?

ভাগ্নেঃ মামাগো চোখের সামনে খুন করল।

মামা ঃ খুন! মিলিটারী কাকে মারল?

ভাগ্নেঃ না।

মামা ঃ তবে মুক্তিবাহিনী কি রাজাকারকে মারলো?

ভাগ্নেঃ বলছি না।

মামা ঃ (রেগে) তবে কি তোর সাতগুষ্ঠির পিণ্ডি চটকালো?

ভাগ্নেঃ না।

মামা ঃ তবে কে কাকে খুন করল?

ভাগ্নেঃ একজন বাঙালী রাজাকার আর একজন খান রাজাকারকে আমার চোখের সামনে ধরাম করে গুলি করে পেড়ে ফেলে দিল।

মামা ঃ এই হতভাগা, শীগগীর আমার টেবিল থেকে মিরজাফরের রোজনামচাটা আর পেনটা নিয়ে আয়।

ভাগ্নেঃ এই নাও।

মামা ঃ এবার বল।

ভাগ্নেঃ আমি ওই মোড়ের ওপর দোকানে বসে চা খাচ্ছি। আমার পাশের টেবিলে একজন বাঙালী আর একজন খান রাজাকারের মধ্যে বেশ গরম কথাবার্তা চলছিল।

মামা ঃ কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোর কানে গিয়েছে!

ভাগ্নে ঃ যাবে না মানে? থিয়েটারের অভিনেতাদের যেমন কান প্রমটের দিকে থাকে, এদিকে অভিনয়ও করে যায়,- আমিও তেমনি চা খেতে খেতে ওদের দিকে কান খাড়া করে রেখেছিলাম।

মামা ঃ ওরে বাবা হাঁদু, তোকে কতদিন বলেছি বাপ-ইনট্রোডাকশন বাদ দিয়ে কথা বলবি। ইয়াহিয়া খানের মতো যতো আজেবাজে কথার ঝুড়ি উপুড় করে দেবে। আসলে কি ঘটল তাই বল?

ভাগ্নে ঃ তারপর? মুখ ছেড়ে হাতাহাতি। খানটা বাঙালীকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। তারপর বাঙালীটা মুখের রক্ত মুছে নিজের রাইফেলটা হাতে নিয়েই খানের বুকে গুরুম করে গুলি চালালো। খান রাজাকার আল্লা বলে বুক ধরে পড়ে গেল- । তারপর-

মামা ঃ তারপর খান পটল তুললো এইতো? একটা আপদ গেছে।

ভাগ্নে ঃ কিন্তু মামা, যদি গুলিটা আমার বুকে লাগতো?

মামা ঃ লাগেনি তো-তবে আর ভয় কি? এরকম ঘটনা তো রাজাকারদের মধ্যে আকছার ঘটছে। লুটের মাল নিয়ে খুনাখুনি, বন্দী রমণী নিয়ে রক্তারক্তি। ইয়াহিয়ার এ এক জ্বালা। ওদিকে দলে-দলে কাতারে-কাতারে বহু বাঙালী রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পা চেপে ধরে আত্মসমর্পণ করছে। রাজাকাররা নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গোপন খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্নে ঃ তাই নাকি মামা?

মামা ঃ দুনিয়ার কোন খবরই রাখিসনে? শুধু মামার ভাত রেধেঁই মলি?

ভাগ্নে ঃ তোমার মতো ঘোড়েল সাংবাদিক যার মামা তার চিন্তা কি? আচ্ছা মামা তুমি এসব সংবাদ সংগ্রহ করে সরবরাহ কর কোথায়?

মামা ঃ কোথায় এ্যাঁ? হা-হা-হা- শোন, গোপনে এইসব সংবাদ সরবরাহ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, বেতার আর প্রচার দপ্তরের কাছে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দেই। বাংলার মুক্ত অঞ্চল থেকে এসব খবর প্রচার করা হয় বিশ্বে।

ভাগ্নে ঃ এ্যাঁ, বলো কি মামা।

মামা ঃ গোপন কথা ফাঁস করে ভুল করলাম নাতো?

ভাগ্নে ঃ জান যাবে- তবু কথা বেরুবে না। -হ্যাঁ।

মামা ঃ সাবাস ভাগ্নে।

ভাগ্নে ঃ তাহলে বাংলাদেশ সরকার সব দপ্তরই একরকম খুলে ফেলেছেন।

মামা ঃ আছিস কোথায় রে বেটা হাঁদু। বাংলাদেশ সরকার এমন কি কাস্টম ডিপার্টমেন্টও খুলে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। বাংলাদেশ কাস্টমকে সকলে নিয়মমতো শুল্ক দিচ্ছে।

ভাগ্নে ঃ এসব কথা শুনলে, সত্যি বলছি মামা বুকটা খুশীতে ডগোমগো করে। আচ্ছা মামা শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার নাকি বিমান আর নৌবহর গড়েছেন?

মামা ঃ গড়েছেন মানে? এইতো সেদিন বাংলাদেশ নৌবাহিনী চাটগাঁর কাছে পাক-সৈন্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। একটা পাকিস্তানী জাহাজ 'নাসিম' আর একটা গ্রীসের। নাম 'এলভোস'।

ভাগ্নে ঃ আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে মামা।

মামা ঃ এই খেয়েছে।

ভাগ্নে ঃ আচ্ছা মামা শুনলাম, ইয়াহিয়া মামু নাকি ভারত আক্রমণ করার জন্যে লুঙ্গি ঝেড়ে ভাল করে গিঁট মেরে মালকোচা দিয়ে ভারতের সঙ্গে লড়বার জন্যে ''ইয়া আলী বলে ডন বৈঠক মারছে আর বুক চাপড়াচ্ছে?

মামা ঃ হ্যাঁ। শেষে লুঙ্গি হারিয়ে ল্যাঙ্গট পরে ''মাইয়ারে মাইয়া'' বলে পিঠে হাত দিয়ে ব্যাক গিয়ারে দৌড়ুতে হবে। বুঝলি হাঁদু, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। গুণ্ডাধিপতি ইয়াহিয়ার পাখনা গজিয়েছে।

ভাগ্নে ঃ হা-হা-হা-যথার্থ বলেছো মামা। আচ্ছা লড়াই করে কি জিততে পারবে ইয়াহিয়া মামা?

মামা ঃ অসম্ভব। ইয়াহিয়া এখন ''কলকে ছোট-তামুক বড়'' পান করছেন।

ভাগ্নে ঃ সে আবার কি?

মামা ঃ বুঝলিনে? মানে গেঁজা। গুলগাপ্পি মেরে হামবড়াই ভাব দেখাচ্ছে। ওর ছয় জেনারেল দিনরাত পাম্প দিচ্ছে ইয়াহিয়াকে। কারণ বাংলাদেশ আজ বাস্তব-জ্বলন্ত সত্য। বাংলাদেশে খান দস্যুসেনারা বাঙালীদের হাতে প্যাদানী খেয়ে মরছে-হাড়গোড় ভেঙ্গে বদন বিগড়ে পড়ে আছে।

ভাগ্নে ঃ ইয়াহিয়া মামুজান জানে বাংলাদেশ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

মামা ঃ শুধু কি তাই, খান সাহেবের ট্যাঁক শূন্য। ব্যবসা. বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী নেই। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো একে একে মৌলভী সাহেবের পেছন থেকে কেটে পড়ছে। কেউ আর খান সাহেবকে টাকা, অস্ত্র দিয়ে চোট খেতে রাজী নয়।

ভাগ্নে ঃ তাছাড়া তো বাংলাদেশে জাহাজ, রেল, সেতু পোঁ-পোঁ করে চোকের নিমিষে উড়ে যাচ্ছে। পাট লোপাট হয়ে যাচ্ছে। চা বাগানগুলো-

মামা ঃ চা রপ্তানী করা ছেড়ে এখন আমদানী করতে হচ্ছে। ইয়াহিয়াকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বোমাবাজ ট্যাঁটোন খান, বাংলার মামদো ভূত মামুদ আলী, বোতল ট্রেড মার্কা ভুট্টো, কুপুত্তর মালকে বেটা, গুণ্ডা নিয়াজী, টেকো নুরুল চাচা কতো কেমেকারী-কতো কসরৎই না করলেন। কিন্তু কোন ফয়দা হ'ল?

ভাগ্নে ঃ মোটেই না। বরঞ্চ আরও পানি ঘোলা হ'ল।

মামা ঃ তাই ইয়াহিয়া এখন বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করছে। ইয়াহিয়া দেখছে, আমি যদি যাই তাহলে ভোগ করার জন্যে আমিও কাউকে রেখে যাবো না। মরি যদি সবাইকে নিয়েই মরবো। তাইতো ভাগ্যের জুয়াখেলা শুরু করেছেন। তাইতো বাঁচেগা ইয়া মরেগা বলে ভারত আক্রমণ করতে চাইছে।

ভাগ্নে ঃ আচ্ছা মামা, ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণ করে কিভাবে বাঁচবার পথ পাবে?

মামা ঃ এই পরিষ্কার ব্যাপারটা বুঝতে পারলিনি হাঁদু। ইয়াহিয়া এখন ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচাতে চায়। ইয়াহিয়া বেটা ভাবছে ভারতের সঙ্গে চুলকিয়ে ঘা করে যুদ্ধ বাধাতে পারলেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাদা পতাকা বাঁধা বাঁশ কাঁধে করে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলবে- ‘‘থাম বাপ-সকল মারামারি করিসনে।’’ তারপর সিজ ফায়ার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তখন পাক-ভারত মীমাংসার জন্যে মাথা ব্যথা শুরু হবে। আর মুখ্য বাংলাদেশ সমস্যা তখন ধামাচাপা পড়বে। ব্যাস-খেল খতম!

ভাগ্নে ঃ ইরি বাপ্! খানের মাথায় এতো বুদ্ধি!

মামা ঃ শয়তানি বুদ্ধিতে খান সাহেবরা চিরদিনই ওস্তাদ ব্যক্তি। কিন্তু এসব বুদ্ধি লাসটিং করে না বেশীদিন।

ভাগ্নে ঃ হা-হা-হা- মামা একেবারে রসে টুইটুম্বুর। বাংলার মানুষ আজ খান সেনার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু মামা ঠিক আছে।

মামা ঃ ঠিক থাকবো না কেন রে ছোঁড়া? আমিও বিয়ে করিনি-তুইও বিয়ে করলিনে? আমাদের কিসের চিন্তা? প্রয়োজনে অস্ত্র ধরবো। দেশের জন্য যদি মরি তাহলে জানবি-আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষের পুণ্যের ফল।

(কল্যাণ মিত্র রচিত)

এ সত্য রুধিবে কে?

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

(একটি ঝোপের আড়ালে গভীর আঁধারে নারায়ণ পজিশন নিয়ে বসে আছে। দূরে মর্টার ও মেশিনগানের ক্রমাগত শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু কাছে সামান্য একটি শব্দ হোল-সঙ্গে সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ করে উঠলো)

নারায়ণ ঃ হল্ট। হু কামস দেয়ার?

মাইকেল ঃ ফ্রেণ্ড।

নারায়ণ ঃ পাস্ ওয়ার্ড!

মাইকেল ঃ বুলেট পিলেট মর্টার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ ঃ ও. কে.

মাইকেল ঃ তারপর এদিককার খবর কি নারায়ণ?

নারায়ণ ঃ খুব চলছে অর্থাৎ খুব চালাচ্ছে। জানোই তো, খান-সেনারা এখন হাওয়ায় গুলি ছোড়ে, আমরা ছুড়ি হয়তো একটা, আর ওরা ছুড়বে এক ধামা।

মাইকেল ঃ উদ্দেশ্য?

নারায়ণ ঃ উদ্দেশ্য অতি, পরিষ্কার, যেন আমরা আর কাছেই না যাই। তা না হলে কখনো শুনেছ কোন সেনাবাহিনী হাঁটু কাঁপায় আর এলোপাতাড়ি আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়ে?

মাইকেল ঃ না, তবে অপূর্ব চীজ এই খান বাবাজীদের কল্যাণে তাও এ জীবনে দেখে যেতে হোল। যাক সে কথা, শ্রীমতী বড়ুয়া কি ফিরেছে?

নারায়ণ ঃ কে, শান্তি? না এখনও তো ফিরলো না। কথা ছিল ডক্টর সিদ্ধার্থ বড়ুয়ার কাছ থেকে কিছু ঔষধ নিয়ে সবুজ গ্রামে গিয়ে রহমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সেখান থেকে তো দুজনেরই ফেরার কথা। এদিকে তো রীতিমতো সুবিধে একেবারে তৈরী হয়েই আছে, খালি একবার ঘোড়া টানার অপেক্ষা।

মাইকেল ঃ এতো ব্যস্ত হয়ো না। রহমান ভাই এখনই এসে পড়বেন। আসলে কি একটা জরুরী ব্যাপারেই নাকি তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণ ঃ আমিও তাই শুনেছি। আমার মনে হয় চরম আঘাত হানার সময়-হল্ট, হু কাম্‌স দেয়ার?

রহমান ও শান্তিঃ ফ্রেণ্ড।

নারায়ণ ঃ পাস্ ওয়ার্ড।

রহমান ও শান্তি ঃ বুলেট পিলেট মটার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ ঃ ও. কে.

মাইকেল ঃ কে, রহমান ভাই? তোমার দেরী দেখে আমরা ব্যস্ত হচ্ছিলাম। নাও চলো, যা দেখে এসেছি তাতে এখনই হানাদারদের আঘাত হানতে হবে। গোটা পঁচিশেক যা ফট ফট করছে তা একবারেই সাবার হয়ে যাবে।

রহমান ঃ না মাইকেল, এখন আর পঁচিশ-পঞ্চাশের ব্যাপার নয়, এখন হাজারের ব্যাপার শুরু হয়েছে।

নারায়ণ ঃ অর্থাৎ?

রহমান ঃ অর্থাৎ চরম মুহূর্ত এসে গেছে।

মাইকেল ঃ হ্যাঁ, চরম মুহূর্ত। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কাজ আমরা শেষ করে এনেছি। এবারে শুত্রুর ওপর হানবো আমরা চরম আঘাত। (নেপথ্যে ক্ষীণ ক্রমাগত গুলির শব্দঃ সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে মুজিবের কণ্ঠস্বরঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে..... ইত্যাদি)

নারায়ণ ও মাইকেল ঃ চালাও কিস্তি ডাঙ্গা দিয়ে! এই তো চাই।

রহমান ঃ হ্যাঁ এবার কিস্তি ডাঙ্গা দিয়েই চলবে। এবার মানুষের শত্রু, সভ্যতার শত্রুজানবে কটা ধানে কটা চাল। এবার তারা জানবে অন্যায়ের দ্বারা, অত্যাচারের দ্বারা ন্যায়কে, সত্যকে, মানবতাকে হত্যা করা যায় না। শান্তি!

শান্তি ঃ রহমান ভাই।

রহমান ঃ তোমার ওপরে যে আদেশ এসেছে তা বুঝতে পেরেছ?

শান্তি ঃ হ্যাঁ, রহমান ভাই।

রহমান ঃ তুমি প্রস্তুত?

শান্তি ঃ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহমান ভাই...হল্ট ও কামস দেয়ার?

জনৈক ঃ (কাঁপা গলায়) ফ্রেণ্ড।

শান্তি ঃ পাস্ ওয়ার্ড।

জনৈক ঃ পিলেট বুলেট মর্টার, বুলেট বুলেট মর্ডার। (সঙ্গে সঙ্গে শান্তির হাতের স্টেনগান গর্জে ওঠে, একটি আর্ত চিৎকার। সবাই ছুটে এগিয়ে যায়।)

মাইকেল ঃ কে লোকটি রহমান ভাই?

রহমান ঃ রাজাকার দেখছি। পকেটে পাওয়া কাগজই তার সাক্ষী। গোয়েন্দাবাজি করতে এসেছিল।

শান্তি ঃ আহা, বেচারা গতকালকার পাসওয়ার্ড সম্বল করে এসেছিল দালালী করতে, ও হয়তো জানতো না সত্যের প্রহরীরা সদা জাগ্রত।

রহমান ঃ তোমায় ধন্যবাদ শান্তি, তুমি সময়মতো ধরে ফেলেছিলে। যাক্ যা বলছিলাম। চরম মুহূর্ত এসে গেছে। এতদিন আমরা কেবল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছি। সারা বাংলাদেশের রাস্তাঘাট অকেজো করে দিয়েছি, ব্রিজ উড়িয়েছি, রেললাইন ধ্বংস করেছি। এবং সুযোগ পেলেই শত্রুকে আঘাত করেছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখিয়ে দেওয়া যে খালি হাতে শুরু করলেও আমরা তাদের কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হবার পদার্থ নই, আমরা এক মরে বহু হই। আমরা শত্রুর সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি, সে ইচ্ছা করলেই সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে না। সর্বত্র আমাদের ঘাঁটি, সবখানে আমাদের দুর্গ। হানাদাররা এখন যশোরে, রংপুরে, সিলেটে, কুমিল্লায়, ঢাকায়, চট্টগ্রামে আলাদা হয়ে আছে, বন্দী হয়ে আছে। কথায় কথায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের আর যেতে হবে না; একখানে দাঁড়িয়েই তাদের দেখে যেতে হবে সত্য কিভাবে অসত্যের ওপর জয়লাভ করে।

নারায়ণ ঃ তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কি?

রহমান ঃ এখানেই বসে থাকা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মুক্তিবাহিনী এখান দিয়েই যাবে, এগিয়ে যাবে সামনে। সবুজ গ্রাম, অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে এখান থেকেই সরাসরি মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। এইবার আমরা চারদিক থেকে হানাদারদের আক্রমণ করবো। আমরা দেখিয়ে দেবো বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।

নারায়ণ ঃ রহমান ভাই, আজ আমার বারবার মনে পড়ছে ঢাকার সেই ভয়াবহ পঁচিশে মার্চ, সেই হাহাকার, সেই আর্তনাদ। আমি এখনও যেন শুনতে পাই খান-সেনাদের বুলেটে ঢলে পড়া আমার মায়ের সেই শেষ আদেশঃ খোকা তুই প্রতিশোধ নিবি, প্রতিশোধ নিবি তোর মায়ের, তোর দেশের।

(নেপথ্যে ঢাকার হাহাকার, মায়ের আর্তনাদ ও শেষ আদেশ দূর থেকে ভেসে আসবে)

মাইকেলঃ আমিও ভুলিনি নারায়ণদা আমার বোনের হাহাকার। আমি এখনও শুনতে পাই আমার বোন মেরীর- তার বান্ধবী রাবেয়া, মরিয়ম, লক্ষ্মীর চীৎকার। তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার বার বলেছেঃ প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই। আমরা মরে যাচ্ছি-তোমরা বেঁচে থাকবে, প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ। (নেপথ্যে মহিলাদের চীৎকার ও সংলাপ ক্ষীণভাবে ভেসে আসবে)

শান্তিঃ সত্যিই কি আমরা বেঁচে আছি মাইকেল? সত্যিই কি আমরা তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি? সত্যিই কি আমরা বৃদ্ধ বাবার আদেশ আমি পালন করতে সক্ষম হয়েছি? আমাদের সবার চোখের সামনে আল্লাহর ঘর মসজিদ, মন্দির, ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গুঁড়িয়ে দিলো খানরা, আমার বাবা বাধা দিতে চাইলেন, বেয়োনেট দিয়ে তারা হত্যা করলো তাঁকে। আমরা ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখলাম বাবার বুক দিয়ে গল গল করে রক্তের নদী নামছে। বাবা বলতেন কাউকে ঘৃণা করতে নেই, কারুর প্রতি হিংসা করতে নেই। কিন্তু, কিন্তু যে মানুষ নয়, যে পশুরও অধম, যে মানুষেরই শত্রু তাকেও কি ঘৃণা করবো না? (নেপথে-মার ঢালো বাঙালীকা)

রহমানঃ তুমি আমি ঘৃণা না করার কে? যারা গুলি খেয়ে মরেছে, যে নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে, যে শিশু আগুনে পুড়ে মরেছে তাকে জিজ্ঞেস করো ঘৃণা করা উচিত কিনা। যে মানুষ, তার বিরুদ্ধে তো আমাদের কোন যুদ্ধ নেই-কিন্তু যে অমানুষ, যে মানুষের শত্রুতাকে আমরা ধ্বংস করবোই।

শান্তিঃ ঠিকই বলেছ রহমান ভাই। আচ্ছা রহমান ভাই, চট্টগ্রামে আমরা যে দুভার্গ্যের মুখে পড়েছিলাম তাতো বললাম, কিন্তু তুমি তো কিছুই বললে না তোমার কথা।

রহমানঃ আজ আমাদের ব্যক্তিগত কোন সংবাদ তো নেই শান্তি। আমাদের জিজ্ঞাস্য একটিঃ বাংলাদেশ কেমন আছে। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একমাত্র নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। আর সে জন্যেই তোমরা সবাই নিজেদের কথা বলোনি, বলোনি কি দুঃখের পাহাড় বুকের মধ্যে প্রতিদিন বহন করছো।

নারায়ণঃ বলিনি এই জন্যে যে, বলার সময় নেই আমাদের। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত সময় নেই আমাদের। তবু আজ এই মুহূর্তে সেইসব বেদনার কথা আমাদের মনে পড়ে গেল যা স্মরণে এলে হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই জানতে বড় ইচ্ছা আমাদের তোমার কথা, তোমার ব্যক্তিগত কথা।

রহমানঃ (করুণ কণ্ঠে) কমরেড, তোমরা আমার জীবনের মরণের বন্ধু। তোমাদের বলতে আমার বাধা নেই। কুষ্টিয়ায় ছিলাম আমরা। এই হতভাগ্য আমি বাদে আমাদের আর সবাই হারিয়ে গেছে অনন্তে। তাদের হাত-পা বেঁধে আমাদেরই ঘরে পুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয় নরপশুরা। (নেপথ্যে ক্ষীণ শব্দঃ বাঁচাও-বাঁচাও)

সবাইঃ আহা!

(দূর থেকে ক্ষীণ মার্চের শব্দ ভেসে আসবে)

রহমানঃ ঐ শোন, মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। বন্ধুগণ, প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি রচম সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে। তখন তাকে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, মুক্ত আকাশ ও বদ্ধঘর- এর যে

কোন একটি বেছে নিতে হয়। তাকে বলতে হয় সে সম্মান চায়, না অসম্মান চায়? জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা সেই চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। আমরা ছাব্বিশে মার্চেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি- প্রাণ দেবো, কিন্তু স্বাধীনতা চাই। সেই সিদ্ধান্ত আজ আমরা চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করার কাজে লিপ্ত। কাজ যখন শেষ হবে তখন আমি নিজে আর আমরা অনেকেই বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করছি, প্রাণ দিচ্ছি।

শান্তি ঃ আমরা যুদ্ধ করছি শোষণের বিরুদ্ধে। একজন মানুষ যাতে আরেকজন মানুষকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্যেই আমরা প্রাণ দিচ্ছি।

(মার্চের শব্দ আরো কাছে চলে আসবে)

মাইকেল ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন সবাই সমান অধিকার পাবে, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না, মানবিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই কায়েম করতে হবে।

নারায়ণ ঃ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও তাই চায়। তারা চায় কেউ যেন আর তাদের ঠকাতে না পারে, চব্বিশ বছর ধরে যে শোষণ তা যেন আর না হয়। কেউ যেন বলতে না পারে আমি শোষিত, বঞ্চিত।

রহমান ঃ বন্ধুগণ! বঙ্গবন্ধুর সেই মহান ঘোষণার কথা পুনরায় বলেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি ও অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ এদেশের সম্পদ সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। দেশের মানুষকে প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি প্রদানের জন্য সমাজতন্ত্র-ভিত্তিক একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথাই তাঁরা বারবার বলেছেন। আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর সেই মহান লক্ষ অর্জনের পথে চলেছে। তাদেরকে কোন অন্যায় অত্যাচারী শক্তি বাধা দিতে পারবে না।

(মার্চ আরো কাছে চলে এসেছে)

শান্তি ঃ আমরা সত্যের সৈনিক, তাই আমরা অজেয়। দেশের মাটি আমাদের বন্ধু, দেশের মানুষ আমাদের সহায়। আমরা যতই সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবো, দেশের মানুষ ততই আমাদের সাহায্য করবে; তারপর এক সময় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুর উপর। এভাবে চারপাশ থেকে শত্রুকে আমরা ঘিরে ধরবো-পিষে মারবো তাকে।

(মার্চের শব্দ কাছে)

রহমানঃ বন্ধুগণ, আমরা জনতার প্রতিনিধি, জনতার অংশ, জনতার বন্ধু। আমরা ন্যায়ের পথিক, আলোক পথিক, মানবতার প্রতীক। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রাণ দেবো, জয়ী আমরা হবোই। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মায়, মরে যায়, আবার জন্মায়, আবার মরে যায়- জীবনের প্রবাহ এভাবেই চলে আসছে, চলে আসছে আদিকাল থেকে। সাধারণভাবে একজনের জীবন আর একজনের জীবনের চেয়ে কি বেশী মূল্যবান?

না, তা নয়। কিন্তু যে জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য বিসর্জিত হয়, যে জীবন ন্যায়ের জন্য বিসর্জিত হয়, সে জীবনের ক্ষয় নেই। সে জীবন অব্যয় অক্ষয় অমর। আজ আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য, ন্যায়ের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছি, যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আজ আমরা মুখোমুখি দাঁড়াবো অন্ধকারের সঙ্গে। কে আমাদের জয়কে ঠেকাবে? কে আমাদের পথ রোধ করবে? কে বাধা দেবে ইতিহাসকে? সত্যকে? ন্যায়কে?

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

কে আমাদের রুখবে?

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

(মুক্তিবাহিনীর শিবির। গেরিলাদল হানাদারদের আক্রমণ করার পূর্বমুহূর্তে প্রস্তুত। গেরিলা অধিনায়ক নিয়াজ তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন)।

নিয়াজ ঃ তবু বন্ধুগণ লড়াই আমাদের করতেই হবে। সমস্ত প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদকে বরণ করে নিয়ে শত্রুধ্বংসের জন্য নিজেকের নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য-বাংলার মাটিতে যারা রক্ত ঝরিয়েছে, বাংলার বুকে যারা আগুন জ্বালিয়েছে, বাংলাকে যারা শ্মশান করেছে, তাদের ক্ষমা নেই। তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করব, বাংলার মাটি মুক্ত করব শয়তানদের কবল থেকে। আর এমনই শিক্ষা আমরা দেবো যেন ভবিষ্যতে কেউ আবার বাংলার মাটিতে পা রাখতে জায়গা না পায়। বন্ধুগণ প্রস্তুত!

সমস্বরে ঃ প্রস্তুত কমরেড।

নিয়াজ ঃ তবে এগিয়ে যাও-নির্ভয়, নির্ভীক। ভয়ংকর ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কাপুরুষ হানাদারদের উপর। ওদের নিঃশেষ করে দেবে। প্রভাত আলোর মতো তোমাদের গতি হবে সম্মুখে। এগিয়ে যাও।....মানিক, তুমি স্বপনাকে ডেকে নিয়ে এসো।

মানিক ঃ নিয়াজ ভাই আসতে পারি?

নিয়াজ ঃ এসো মানিক, স্বপন কোথায়? ও এসেছ, শোন তোমাদের উপর একটা কাজের ভার দেবো, এর সফলতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের পরবর্তী আক্রমণ। যেমনই করেই হোক এ কাজ তোমাদের করতেই হবে।

স্বপন ঃ প্রাণ থাকতে পিছিয়ে আসবো না নিয়াজ ভাই। হয় সাফল্য, না হয় মৃত্যু।

নিয়াজ ঃ সাবাস। এই হচ্ছে বাংলার সন্তানের, বাংলার মুক্তিযোদ্ধার কথা। এই তো চাই।

মানিক ঃ আমরা নিয়েছি এগিয়ে চলার শপথ-চলাই আমাদের গতি, চলাই আমাদের জীবন।

নিয়াজ ঃ হ্যাঁ, চলাই আমাদের জীবন।

(জনান্তিকেঃ হল্ট, হু কামস দেয়ার) (মহিলা কণ্ঠঃ ফ্রেণ্ড)

রেখা এসে গেছে। ও তোমাদের সংগে যাবে। দিনের বেলায় যেতে হবে। বিপদসংকুল যদিও, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে।

রেখা ঃ জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। বিপদের কথা শুনলে মন আমার আনন্দে নেচে ওঠে। বিপদহীন, শংকাহীন জীবন বড্ড ঠুনকো লাগে কমরেড। আমি চাই মৃত্যুর মাঝে জীবনের গান গাইতে।

স্বপন ঃ আর সে গান রক্তরাঙ্গা নির্ভীক জীবনের গান।

মানিক ঃ রোদ্রোজ্জ্বল সংগ্রামী জীবনের গান।

নিয়াজ ঃ নির্ভয় নিঃশঙ্ক চলার শপথ যে নিয়েছে তার কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। দুস্তর সমুদ্র বা দুর্লজ্ঘ্য পাহাড় কিছুই তার পথ রোধ করতে পারে না।
(বিস্ফোরণের শব্দ দূর থেকে)
শুনলেন তো, ফরহাদপুরের ব্রিজ উড়ে গেলো। হানাদারদের পথ আজ থেকে রুদ্ধ হয়ে গেল।

রেখা ঃ এবার আমরা বাকী পথটুকুও বন্ধ করে দেবো। আজ ওরা গ্রামে-গ্রামে দলবদ্ধ পাগলা জানোয়ারের মতো হামলা চালাচ্ছে। ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে পোড়াচ্ছে। মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে হত্যা করছে।

নিয়াজ ঃ আর মা-বোনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে শয়তানরা ১০০টা বন্দীশিবির করেছে। আর সেখানে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে অকথ্য নির্যাতন করছে। মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছেলেখেলা করছে। এ নির্যাতন বন্ধ করব, নির্যাতনকারীর মৃতদেহের স্তূপে লেখা হবে হানাদারের গ্লানিকর পরাজয়।

মানিক ঃ নিয়াজ ভাই, আমাদের কি কাজের ভার দেবেন বলেছিলেন না?

নিয়াজ ঃ ও হ্যাঁ, শোন, নগরপুরে দুশমনদের একটা শক্ত ঘাঁটি আছে। এ ঘাঁটিটা আমাদের নষ্ট করতে হবে। এ ঘাঁটিটা নষ্ট হলে আমরা নদীপথ এবং সড়ক উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। শহরে আঘাত হানার পক্ষেও সুবিধা হবে।

স্বপন ঃ এ আক্রমণে আমি নেতৃত্ব দেবো নিয়াজ ভাই, আমাকে শুধু পাঁচটা ছেলে দেন। আমি শয়তানদের ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে আসবো।

রেখা ঃ নেতৃত্ব তুমি দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু এভাবে এতো অল্প ছেলে নিয়ে গেলে কতখানি সফল হবে ভেবে দেখেছ?

স্বপন ঃ এখন এতো ভেবে দেখার সময় নেই। এখন জানি শুধু শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।

নিয়াজ ঃ না, স্বপন। বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েই তোমরা এগিয়ে যাবে। আমরা ত্রিমুখী আক্রমণ চালাবো। তিনটে দল থাকবে, তার একটার নেতৃত্ব নেবে তুমি।

মানিক ঃ আমার কাজ কি নিয়াজ ভাই?

নিয়াজ ঃ তোমারও কাজ আছে। তুমি থাকবে রক্ষণভাগে। আক্রমণ শুরু হলে, শহর থেকে শয়তানদের সাহায্য আসতে পারে। তুমি এই সাহায্য আসার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কোনভাবেই যেন তারা সাহায্য নিয়ে আসতে না পারে।

রেখা ঃ আর আমি? আমি কি করব?

নিয়াজ ঃ তুমি আমার সংগে ওষুধের ব্যাণ্ডেজ সব নিয়ে থাকবে। প্রয়োজন হতে পারে। একটা স্ট্রেচার নিয়ে নিয়ো। মানিক নায়েক কাসেম, বাবলা, রশিদ, কালু, স্বপন তোমার সংগে থাকবে। নায়েক মোহর আলী রফিক, বিজন, মনি এবং আমি নায়ক নিযামুদ্দিনকে নিয়ে নেবো। নাও প্রস্তুত হয়ে নাও, অস্ত্রশস্ত্র সব নিয়ে নাও। শয়তানদের গুলির জবাব দিবে-বেশী গুলি অহেতুক খরচ করো না।

(ক্ষণ বিরতি)

প্রস্তুত, এগিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান কেউ অহেতুক উত্তেজিত হয়ে উঠবে না। বিপদের মুখে যে ধীরমস্তিষ্কে, শান্ত মাথায় কাজ করতে পারে সে-ই কামিয়াব হয়। যাও, এগিয়ে যাও।

(মেশিনগান ও রাইফেলের গুলি)

মানিক ঃ কাসেম ভাই, ডাইনে চেপে যান, বাঁদিকের মেশিনগানটা বন্ধ করতে হবে।
(গুলি চলতেই থাকবে)

স্বপন ঃ রফিক-বিজন বাঁয়ের খাঁড়ি দিয়ে উঠে যাও, পাশের বাংকারের মেশিনগানটা স্তব্ধ করে দাও। মোহর ভাই থামো, এগিয়ে যেয়ো না, থামো........

মানিক ঃ বাবলা, কাসেম ভাই কোথায়?
(মর্টারের শব্দ ও মেশিনগানের গুলি)

নিয়াজ ঃ মিনিটে ৫টা করে সেল করো, ডাইনে, আর একটু ডাইনে। ঠিক হয়েছে, বাছাধনদের ট্রাকটা একেবারে গেছে। মর্টার থামাও।

স্বপন ঃ রফিক চার্জ।
(গ্রেনেডের বিস্ফোরণ)

মানিক ঃ বাবলা চার্জ (গ্রেনেডের বিস্ফোরণ) এবার জয় বাংলা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো।
(সমস্বরে-জয় বাংলা)
হ্যাণ্ডস আপ। ঐ দেখ একটা শয়তান পালাচ্ছে, (গুলির শব্দ) যাক মরেছে। স্বপন ভালই হয়েছে, নাও ভাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদগুলো নিয়ে নাও।
(কাতরানোর শব্দ)

স্বপন ঃ কে কাতরাচ্ছে!...বিজন দেখ তো ভাই। ...আরে এ কি কাসেম ভাই...কাসেম ভাই-
(আর্তনাদ করে ওঠে)

কাসেম ঃ আমাকে নিয়াজ ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলো।

মানিক ঃ নে, ধরাধরি করে ওঠা। চল চল।

স্বপন ঃ তার আগে ক্ষতস্থানটা বেঁধে নে।

নিয়াজ ঃ কি, কি হয়েছে স্বপন?

স্বপন ঃ কাসেম ভাইয়ের গুলি লেগেছে।

নিয়াজ ঃ কাসেম।

মানিক ঃ কাসেম ভাই!

কাসেম ঃ কেঁদো না ভাই। কেউই বেঁচে থাকার জন্য আসে না। একদিন তাকে যেতেই হয়। আমার দুঃখ নেই, আমি আমার জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছি। এ মৃত্যু আমার অনেক গৌরবের। দুঃখ করো না।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭১

সোনার বাংলা

২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

সবাই ঃ আসসালামু আলায়কুম।

ছোটমিয়া ঃ ওয়ালায়কুম আসসালাম।

রুস্তম ঃ কি জমির ভাই ভাবছ কি? আমাদের ছোটমিয়া গো, ছোটমিয়া। আশফাক ভাই কাল যাবার সময় আমাকে বলল, ‘চলো বেড়িয়ে আসি।’

জমির ঃ কাল তাহলে তুমি ছোটমিয়ার ওখানে গেছিলে? তা ভালই হয়েছে।

কাজলীর মা ঃ কি জমির ভাই, আশফাক ভাই আজ আসবে না?

ছোটমিয়া ঃ আশরাফ ভাই আজ আর আসবেন না। উনি রক্ষীবাহিনী গঠনের ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই কাল আমাকে বললেন, ‘তুমি ভাই আসরে যেয়ো’।

কাজলীর মা ঃ ভালই হয়েছে।

ছোটমিয়া ঃ জমির ভাই, এবার তোমাদের খবর-টবর বলো। এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে তো যুদ্ধের দামামা বাজছে। একদিকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি মানুষ, আর অন্যদিকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী।

রুস্তম ঃ ওদিকে আবার জুটেছে ‘চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা’।

কাজলীর মা ঃ তার মানে, কি বলছ রুস্তম!

জমির ভাই ঃ রুস্তম আজকে আবার ভালো কথা বলছে মনে হচ্ছে। কার কথা বলছ রুস্তম!

রুস্তম ঃ ও, দেখেছো তো শুধু শুধু আমাকে বোকা ভাবো, এখন দেখো বুদ্ধি হয়েছে কিনা।

জমির ভাই ঃ বুদ্ধি তো হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কার কথা বলছ আগে সেটা বলো।

ছোটমিয়া ঃ বলো, রুস্তম। কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া ভাল না। কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত।

রুস্তম ঃ বলব? ওই রাজাকারদের কথা বলছি। খান সৈন্যেরা যত না চেঁচায়, তার চেয়ে বেশী লাফায় রাজাকাররা।

জমির ভাই ঃ তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো, রাজা যতো বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।

কাজলীর মা ঃ ঠিকই বলেছ জমির ভাই, রুস্তম কিন্তু ঠিকই ধরেছে।

ছোটমিয়া ঃ রুস্তমেরও ধ্যান-ধারণা আছে। আজ বাংলার প্রতিটি মানুষ সচেতন, তারা প্রত্যেকে নিজের দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রাণ যায় তবু স্বীকার, স্বাধীনতা চাই-ই।

জমির ভাই ঃ আমরা দখলদার বাহিনীকে তাড়াবোই। প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ছেলেরা ট্রেনিং নিচ্ছে, মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে।

রুস্তম ঃ ট্রেনিং আমি নিচ্ছি, দুশমনের বিষদাঁত ভাঙ্গতেই হবে। এমন শিক্ষা দিবো জীবনে যেন আর কোনদিন-

কাজলীর মা ঃ থেমে গেলে কেন, বলো।

ছোটমিয়া ঃ রুস্তম বলতে চাচ্ছে, দুশমন যেন আর কোনদিন বাংলার মুখে না হয়, বা বাংলার নামও মুখে না আনে। তাই না রুস্তম?

রুস্তম ঃ ঠিক বলেছ ছোটমিয়া। শক্ত কথা তো একটু আটকে যায়। তবে শিখে নিয়েছি। তাই না ছোটমিয়া?

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, মানুষ ঠেকতে ঠেকতেই শেখে।

জমির ভাই ঃ এই রাজাকাররা শিখছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে এমনই মার খাচ্ছে যে বদবুদ্ধি সব কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

কাজলীর মা ঃ যাবে না, অন্যায় কদিন থাকবে বলো। দুদিন হয়তো মানুষকে কষ্ট দেবে, তারপর যেতেই হবে।

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, অন্যায় বেশীদিন থাকতে পারে না। একদিন তাকে দূর হতেই হবে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবেই।

জমির ভাই ঃ এই যেমন দেখ না, আমতলীর বসিরউদ্দিন খবর দিয়ে গেল, বিশজন রাজাকার পালিয়ে এসেছে, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

রুস্তম ঃ কেন, তিড়িং বিড়িং ফুরালো? হাতে তো রাইফেল নিয়ে গাঁ-গেরামের হাঁসটা মুগরীটা ছাগলটা খুব জুত করে খাওয়া হচ্ছিল, কেন সে শখ মিটে গেল?

কাজলীর মা ঃ শখ মিটবে না? মুক্তিবাহিনীর মার জানা আছে না-এমনই মার দেয়, ল্যাজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড়।

রুস্তম ঃ মুক্তিবাহিনীর ভয়ে খানসেনাদের রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম হয়ে গেছে।

জমির ভাই ঃ কথাটা একেবারে সত্য বলেছ রুস্তম। আর তার জন্যেই তো ওরা নিজেরো কোথাও যাওয়ার আগে রাজাকারদের পাঠিয়ে দেয়। হালচাল দেখে তারপর এগোয়।

রুস্তম ঃ কথায় আছে না, সাবধানের মার নেই।

ছোটমিয়া ঃ কথাটা ঠিকই, কিন্তু এক করেও দখলদার পাকবাহিনীর কুল রক্ষা হচ্ছে না। ওরা ভেবেছিল ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের ইচ্ছাকে, সমগ্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু

বাংলার মানুষের ইচ্ছাই বাংলার মানুষকে জাগিয়েছে। আজ বাংলার মানুষ ঘরে-বাইরে সংগ্রামী। একদিকে লড়াই করছে দুঃসাহসী বীর মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে সহায়তা করছে বাংলার সাধারণ মানুষ।

জমির ভাই ঃ আর ভাই রাজাকারদের অবস্থা হয়েছে 'বিনা জলে মাছের মতো' খাবি খাচ্ছে।

কাজলীর মা ঃ তার জন্যেই উপায় না দেখে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা দিচ্ছে। বুঝলে ছোটমিয়া, ওদের নাক কানগুলো কেটে দিতে হয়। কি কষ্টই না মানুষকে দিচ্ছে।

রুস্তম ঃ ওরা যেমন যেমন করে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তেমন তেমন করে শোধ তুলে নেওয়া উচিত।

ছোটমিয়া ঃ ওটা ভুল ধারণা। যারা নিজে এসে ধরা দেয়, তাদের উপর অত্যাচার করাটা ভুল। ওতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়। আর তাছাড়া রাজাকার মানেই যে খারাপ একটা কিছু তা নয়। তুমি কি বলো জমির ভাই।

রুস্তম ঃ জমির ভাইয়ের মনে লাগেনি কথাটা, তুমিই একটু বুঝিয়ে বলো ছোটমিয়া।

কাজলীর মা ঃ সেই ভালো ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া ঃ আচ্ছা জমির ভাই, ভাল-মন্দ মিলিয়েই মানুষ- কিন্তু সব মানুষই কি খারাপ? তা নয়। আজ বাংলাদেশের রাজাকার যারা তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণের দায়ে রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। অনেকে হয়তো সামরিক লোভে পড়ে রাজাকার হয়েছে। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারছে তখনই দলে দলে সরে আসছে। তখন তাদের আর শাস্তি দিলে ভুল হবে। মানুষেই ভুল করে, তাই না? কি বলো জমির ভাই?

জমির ভাই ঃ ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তবে দুর্বলের উপর আমাদের রাগ নাই, কিন্তু দখলদার সৈন্যের অত্যাচারের জবাব আমরা দেবো।

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, দুশমনদের যোগ্য জবাবই আমরা দেবো। তাদের সমস্ত শক্তি আর দম্ভ আমরা নিঃশেষে চূর্ণ করব।

কাজলীর মা ঃ এ জন্যেই তো ঘরে ঘরে ছেলেরা আজ ট্রেনিং নিচ্ছে। মা-বোনেরা তৈরী হচ্ছে।

ছোটমিয়া ঃ নিশ্চয়ই কেননা এ সংগ্রাম আমাদেরই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

রুস্তম ঃ ছোটমিয়া, বলছিলাম এতো সুন্দর সুন্দর কথা হলো এরপর একটা গান হলে হতো না?

জমির ভাই ঃ ঠিকই ছোটমিয়া, একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া ঃ বেশ, তাহলে শোন, একটা দেশাত্মবোধক গান শোন।

(দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া ঃ গান তো শুনলে, বেশ ভালই লাগলো, না কি বলো?

রুস্তম ঃ এরকম গান শুনলে রক্তটা একেবারে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

জমির ভাই ঃ ঠিকই

কাজলীর মা ঃ সবই তো হতো। ছোটমিয়া, হাতে তো সময়ও নাই।

ছোটমিয়া ঃ হ্যাঁ, হাতে আজকে আমাদের আর সময় নেই, চলো আজকের মতো উঠি।

রুস্তম ঃ চলো।

১ নভেম্বর, **১৯৭১**

জমির ভাই ঃ আসসালামু আলায়কুম।

সবাই ঃ ওয়ালায়কুম আসসালাম।

ছোটমিয়া ঃ এসো জমির ভাই। খবর সব ভাল তো?

রুস্তম ঃ জমির ভাই নিশ্চয় খবর নিয়ে এসেছে। আজ আসরে আবার 'নেট'-এ এলো দেখছ না?

জমির ভাই ঃ রোজদিন নিজে দেরী করে আসো। আজ তাই খুব ঠাট্টা হচ্ছে, না?

কাজলীর মা ঃ ঠাট্টা করেনি জমির ভাই। রুস্তম সত্যি বলছে। একটু আগে ছোটমিয়াকে বলছিল জমির ভাই খুব খাটছে।

ছোটমিয়া ঃ খুব ভালো কথা। জমির ভাই শুধু কেন, তুমিও তো খুব খাটো।

কাজলীর মা ঃ নিজের কথা কি নিজে বলা যায় ছোটমিয়া? অন্যের উপর দিয়ে যদি যায় ভালো কথা।

রুস্তম ঃ কি যে বলো। একটু কাজ করি, তা আবার বলে বেড়াতে হবে নাকি? কাজ তো করতে হবেই। সব মানুষ কাজ করছে আর আমি একলা বসে থাকবো নাকি?

জমির ভাই ঃ কি বলছো রুস্তম। তুমি কাজ করো না একথা বলছে কে?

ছোটমিয়া ঃ ওটা কেউই বলেনি, তবে রুস্তম মনে মনে সন্দেহ করছে, হয়তো সবাই ভাবছে রুস্তম কাজ করে না। তাই না রুস্তম?

রুস্তম ঃ ঠিকই ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া ঃ তা কেউ ভাবে না রুস্তম। যে কাজ করবে সে তার মূল্য অবশ্যই পাবে। আজকে আমাদের সবাইকে খাটতে হবে। বর্বর ইয়াহিয়ার সৈন্যেরা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, খেতখামারে ফসল নষ্ট করেছে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকার সময় তো কারোরই নেই।

কাজলীর মা ঃ এর জন্যেই তো। দিন-রাত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরছি। এই সংগ্রামে আমাদের মা-বোনদেরও দায়িত্ব আছে-কর্তব্য আছে, সেটা তাদের বুঝাচ্ছি। নিজের নিজের সংসার গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করছি।

জমির ভাই ঃ এক হিসেবে এটা তোমার বিরাট দায়িত্ব। আমাদের সবার সবারই প্রতি দায়িত্ব আছে। তুমি ঠিকই করছ।

ছোটমিয়া ঃ আজকের এই দিনে আমাদের মা-বোনরা কেউই বসে নেই। যার যা কাজ করে যাচ্ছেন। এতদিন তোমরা ছিলে অন্দরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আজ সংগ্রামে তোমাদেরও ডাক পড়েছে।

আজ তোমরাও বেরিয়ে এসেছো বাইরে। আজ তো কোন প্রশ্নই ওঠে না কি করব, কেন করব।

রুস্তম ঃ দেখো ছোটমিয়া। এই লড়াই শুরু হয়ে কতো মানুষ ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছে। কতো ভাই ভাইকে হারিয়েছে।

জমির ভাই ঃ ও কথা তুলে মন খারাপ না করাই ভালো, তাই না ছোটমিয়া?

কাজলীর মা ঃ আগে বাপু শোনই কথাটা কি বলতে চাইছে। কথার মাঝে বাগড়া দেওয়া-

ছোটমিয়া ঃ থামো, হয়েছে। রাগ করে জমির ভাইকে এমন করে না ধমকালে হতো না? যাক রুস্তম কি বলতে চাইছো বল তো?

রুস্তম ঃ কি আর বলব, মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

কাজলীর মা ঃ ও মা, এতটুকু কথা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলে চলবে কি করে রুস্তম। তুমি না সৈনিক, তুমি না লড়াই করো?

জমির ভাই ঃ আমি ওভাবে কথাটা বলিনি ছোটমিয়া। আমি ভাবছিলাম, রুস্তম হয়তো কথার তোড়ে আসল কথাই চাপা দিয়ে দেবে, তাই বলেছিলাম। যাক রুস্তম বল।

ছোটমিয়া ঃ আচ্ছা এবার বলো রুস্তম। এখন আর অভিমান করার সময় নেই রুস্তম। আর ওটা তোমার সাজেও না। আজ আমরা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত। কোথাও কোনদিকে চাইবার সময় নেই আমাদের। এখন সোজা কথা বলো, সোজা কাজ করো। অযথা দুঃখ করে সময় কাটিয়ে লাভ আছে? মনে বল রাখো, বুকে সাহস রাখো, চোখ-কান খুলে রেখে লড়াই চালিয়ে যায়।

রুস্তম ঃ হক কথার এক কথা। ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তাই তো বলছিলাম আমি। আজ ভোরে গাবতলীর মাঠ দিয়ে কাসিমপুরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় দেখা মানকের সাথে। ওই যে মানকে গো-মজিরুদ্দিন লাতিটা।

কাজলীর মা ঃ মজিরুদ্দিন লাতির আবার কি হলো! খুব ভালো লোক-কিছু হয়েছে নাকি?

জমির ভাই ঃ কৈ, আমি তো শুনিনি কিছু হয়েছে নাকি?

রুস্তম ঃ না কিছু হয়নি। আগে কথাটা শুনোই না বাপু, তারপর পিড়িং পিড়িং করো। বাঁধা সারিন্দার তার হাত লাগলেই পিড়িং।

ছোটমিয়া ঃ থামো রুস্তম। কথাটা খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে । বলো।

রুস্তম ঃ হ্যাঁ, তারপরে মানকে তো মুষড়ে, মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তোর। মুখ এমন শুকনো কেন? বলে কি জানোয়ারগুলো যেখানেই যাচ্ছে সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষগুলোকে মেরে খতম করে দিচ্ছে।

ছোটমিয়া ঃ কাপুরুষ শক্তি প্রয়োগ করে নিরীহের উপরে। এ জন্যেই আমরা আজ রুখে দাঁড়িয়েছি, মরণপণ করে লড়াই করে যাচ্ছি।

রুস্তম ঃ আমিও তাই বললাম। যুদ্ধ করছি, করব, কিন্তু শেখ মুজিব বলেছেন, দেশকে স্বাধীন করবো। তাই স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আমরা করবই।

জমির ভাই ঃ ঠিক বলেছ রুস্তম। গ্রামে গ্রামে আজ এ জন্যেই আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। যেখানেই দুশমনকে পাও, মারো-ইঁদুরের মতো মেরে মেরে খতম করো।

কাজলীর মা ঃ এর জন্যই তো খানসেনারা শিবির থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। কখন কোনদিকে মারা পড়ে ঠিক আছে।

ছোটমিয়া ঃ মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে গেরিলাদল। আর সঙ্গে সহযোগিতা করছে বাংলার সংগ্রামী মানুষ। প্রতিটি বাড়ি হয়ে উঠেছে দুর্গ। প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠেছে সৈনিক।

রুস্তম ঃ ইয়াহিয়া বুঝতে পারেনি, না বুঝেই ভীমরুলের চাকে ঢিল দিয়েছে। এখন ভীমরুলের কামড়ের চোটে চোখ-মুখ অন্ধকার।

কাজলীর মা ঃ এখন তো খান সেনাদের অবস্থা ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

ছোটমিয়া ঃ ভীরু কাপুরুষরা যতো অত্যাচার করছে, আমাদের মানুষের মনে সাহস এবং শক্তি ততোই বেড়ে যাচ্ছে। মানিককে বুঝিয়ে দিয়েছো তো ‘শয়তান জ্বালাতে পারে, মারতে পারে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একযোগে লেগেছে-আমরা কামিয়াব হবোই। বর্বরদের তাড়াবোই আমরা।

জমির ভাই ঃ মনে বল ধরতে হবে, আল্লার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, এবং লড়াই করে যেতে হবে। তাই না?

কাজলীর মা ঃ আমারও কথা তাই জমির ভাই।

ছোটমিয়া ঃ আজকের সংগ্রামে জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা এবং শক্তি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং সংগে সংগে দরকার অটুট মনোবল, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে-আমরা জিতব, জিতব, জিতবই। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হবেই।

রুস্তম ঃ মানকেকে খুব বুঝালাম-ছোটমিয়া। তারপরে মানকের সে কি তড়পানি। বলে কিনা, ঠিক বলেছিস রুস্তম লড়াই যখন করছি, তখন আর ভাবব না, দুশমনকে তাড়িয়ে তবে আরাম করবো। মানকে আবার আশফাক ভাইয়ের কাছে গেলো।

জমির ভাই ঃ রক্ষীবাহিনীতে নাম লেখাতে, না?

কাজলীর মা ঃ ঠিকই করেছে। পঙ্গুও মনের জোরে পাহাড় ডিঙায়। আর আমাদের তো সবই আছে।

রুস্তম ঃ কি ব্যাপার জমির ভাই, কথায় কথায় তোমাদের খেয়ালই নাই।

জমির ভাই ঃ কি হলো আবার?

রুস্তম ঃ গান শুনবে না? ছোটমিয়া একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া ঃ ওহো, আমারও খেয়াল নেই। আচ্ছা এবার তাহলে একটা গান শোন, দেশাত্মবোধক গান। (দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া ঃ গান তো শোনা হলো, হাতে সময়ও নাই আর-চলো আজকের মতো উঠি।

কাজলীর মা ঃ চলো, জমির ভাই, রুস্তম চলো যাই।

সবাই ঃ চলো, চলো।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

জনতার আদালত

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

কুঁকড়্যা ঃ শুন রাসুবু আমি খুব ভালো কর‍্যা বুঝ্যা লিয়্যাছি, আমাধের দুষমুন আমাধেরই শায়েস্তা কইরতে হবে। তুমি যে একটু আগে বুলল্যা, দানেশ মিয়ার ব্যাটা রাজাকারে ভর্তি হয়া ধরাখে সরা জ্ঞান করছে-তা ঠিক। আইজক্যাল ওই খালি লুটপাটই কইরছে না, আরো ম্যালা কিছু আছে।

রাসু ঃ আরে খুলে না বললে কি আর আমি জানিনে। দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম তো পাণ্ডা, ওর সাথে যোগ দিয়েছে মোমিন বেপারীর শালা আর কালু মিস্তিরীর ভাই। সেদিন দেখো না বলা নাই কওয়া নাই, একদল মিলে এসে আমার গাছের ডাবগুলো পেড়ে নিয়ে গেল, কি না ওদের কে অফিসার এসেছে, সে খাবে। শোন কথা, বেটারা যেন সব বাপের সম্পত্তি পেয়েছে। তা কে বলতে যাবে বল আমার বোনের ছেলেটা গিয়ে জিজ্ঞেসে করেছে, তাতেই রাগ কতো, এই মারে কি সেই মারে।

কুঁকড়্যা ঃ তুমার ডাব খায়্যাছে। আমার একদিন জাল দিয়্যা মাছ মার‍্যা লিয়্যা গিয়্যাছে। আমি ছিল্যাম না, না হোলে সেদিন আর জান লিয়্যা যাত্যে দিত্যাম না। আমিও তক্কে তক্কে আছি, আর একদিন পাল্যে হয়।

রাসু ঃ আরে শুধু ফল পাকুড় গেলে তো কথাই ছিল না। ওদের জ্বালাতে আজকাল বো- বিটীরই কি ঘাট-ঘাটালীতে যাওয়ার জো আছে। সেদিন আমেনা বুবুর বড়ো মেয়েটাকে পানি নিয়ে আসার সময় ধরে, সে যা-তা, আমেনা বুবু যখোন গিয়ে বলল- হ্যাঁরে রহিম, এক পাড়ার ছেলে-মেয়ে, আমার বাশেরা কি তোর বোন নারে। তো সে হারামজাদা কথায় তো কান দিলই না, যা-তা বলতে শুরু করলো মনে হয় নোড়া দিয়ে ওর মুখ ভেঙ্গে দিই।

কুঁকড়্যা ঃ আমিও শুন্যাছি আবার হই চই হয়্যাছিল বুল্যা নাকি রহিম আমেনা বুবুকে শাসিয়্যা গেছে- বাশেরাকে চুরি করা লিয়্যা যাবে বুল্যা। শুন কথা, দিন দিন হচ্ছে কি? আমাধের সহ্যের বাহেরে চল্যা গেলছে, মোড়ল ভাই আসুক, তুমরাও সবাই আছ, আজই ওদেরকে ডাক্যা আন্যা আমরাই ওদের বিচার করব। তুমরা সবাই মোড়ল ভাইকে বুলব্যা। আইজই য্যানে একটা ব্যবস্থা করে।

মোড়ল ঃ কি ব্যাপার, কুঁকড়্যাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন। নোতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

রাসু ঃ এইতো মোড়ল ভাই এসেছে। বল কুঁকড়্যা ভাই, একটু গুছিয়ে বলো তো।

কুঁকড়্যা ঃ আমি খুব রাগ্যা গেছলি, আমি সাজিয়্যা বুলতে পারবো না, তুমি বুল।

মোড়ল ঃ কি হয়েছে রাসু বুবু?

রাসু ঃ কি হয়েছে তা' আমি বলব আর তুমি জানবে? তোমার কি নিজে থেকেই খবর রাখা উচিত ছিল না মোড়ল ভাই। থাকগে যা বলি শোন। এই যে দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম, গুণ্ডাপাণ্ডার দল নিয়ে রাজাকারে নাম লিখিয়ে গোটা গ্রামটাকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে, এর তোমরা কোন বিহিত ব্যবস্থা করবে, না আমাদেরকে দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মোড়ল ঃ তোমরা কি বলতে চাও, আমি এসব কোন খবর রাখি না, না কোন চেষ্টা করছি না। নিজে কদিন রাস্তায়-হাটে ডেকে সাবধান করে দিয়েছি এরপরও যদি তাদের অত্যাচার বন্ধ না হয় বা রাজাকারের দল থেকে নাম না কাটায় তখোন বাধ্য হয়েই মুক্তিবাহিনীর লিস্টে ওদের নাম তুলে দিতে হবে।

কুঁকড়্যা ঃ যদ্দিন সে ব্যবস্থা না হয়, তদ্দিন কি আমরা সহ্য করবো ভাব্যাছো মোড়ল ভাই। এতো বাড়া বাড়্যাচ্ছে ওরা যে আইজকাল কাণ্ঠা ঘাঁটাতে বৌ-বিটীর হাঁটাচলা বন্ধ হবার যো হয়্যাছে। কেউ কিছু বুললেই ভয় দেখায়। আইজকাল ত পকেটে ছুটু বন্ধুক লিয়্যাই ব্যাড়াই।

রাসু ঃ হ্যাঁ, বাপেদের কাছ থেকে বন্ধুক পেয়েছে ত, গুলি-বারুদের হিসেব নাই। আরে মানুষ না হয় দুর্বল, খোদা কি দেখছে না, তোদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবি তোরা।

কুঁকড়্যা ঃ বাদ দ্যাও বুবু ওসব কথা, মোড়ল ভাই। আমি এখুনই যায়্যা ডাক্যা আনছি ওদেরকে। হয় তুমি এখুন ওদের বিচার কইরব্যা না হলে কিন্তু খুন খারাবী হয়্যা গেলে আমার দোষ দিতে পাইরব্যা না, হ্যাঁ।

মোড়ল ঃ আরে, কুঁকড়্যা ভাই, মাথা গরম করো না, শোন শোন...

কুঁকড়্যা ঃ শুনাশুনির কিছু নাই। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। আমি কিছু বুইলবো না, যা বোলার তুমিই বুলো, আমি খালি ডাক্যা আনছি, বুইঝল্যা-আমি চননু।

(একটু বিরতি)

মোড়ল ঃ রাসু বুবু তুমি একটু বসো, আমি আর দু'চারটে মুরুব্বীকে ডেকে আনি, হাজার হলেও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ব্যাপার, সবারই থাকা উচিত। আর, এইত নিয়ামত চাচা এসে গেছে, বসো চাচা বসো, পেছনে ওই অন্ধকারের দিকে কে বসে আছে। আবেদ ভাই নাকি-আঃ হা, পেছনে কেন, সামনে এসে বসোনা, এসো হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসো ওখানেই বসো, আরে ডাক্তার সাহেবকে আড়াল করে দিয়ো না, একটু গুছিয়ে বসো।

রাসু ঃ আচ্ছা মোড়ল ভাই দানেশ মিয়াকে একটু ডেকে নিলে হতো না, ছেলের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে দানেশ ভাইয়েরও কিছু জেনে রাখা ভাল। পরে আবার না বলে যে, আমরাই অন্যাই করেছি।

মোড়ল ঃ এতো রাগা তোমরা রেগেছ রাসু বুবু, যে, মানুষ পর্যন্ত চিনতে পারছ না, সামনের সারির ওই বামদিকে ওটা কে বসে আছে দানেশ ভাই না, লজ্জায় এতোক্ষণ কথা বলেনি বুঝলে। দেশ ও দশের এই দুর্দিনে কারো ছেলে যদি শত্রুর সাথে পাঞ্জা মিলিয়ে এমন সব জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, তবে স্বভাবতই সে বাপের মুখ লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

রাসু ঃ আচ্ছা মোড়ল ভাই, এই যে পাকিস্তানের মিলিটারীদের অমানুষিক অত্যাচার, লুট, গ্রাম পোড়ানো, খুন আর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করা- আর দেশেরই কিছু লোকের ওদের দিকে হয়ে ওদেরকে সহযোগিতা করা, এর কি কোন ব্যবস্থা নাই? কিছু একটু বলো না- এরকম সময়ে আমাদের কি করা উচিত?

মোড়ল ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের সবাইকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, দেখ-পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের শত্রু তারা শুধু শোষণ করার জন্য আমাদেরকে জুলুম করে ওদের গোলাম করে রাখতে চায়। ওদের মেরে নিঃশেষ করে দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। রীতিমত যুদ্ধ হচ্ছে এবং শুনলে অবাক হবে, খোদা সহায় আছেন বলেই, সব জায়গাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা মার খাচ্ছে আর পিছু হটছে। আমাদের কাজ হলো- সব রকমে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে অসহযোগিতা করা এবং এমন কিছু না করা, যাতে আমাদের দেশের পয়সা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।

রাসু ঃ তা কি করে সম্ভব? ওরা আমাদের ধার ধরছে থোরাই? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই ত করছে।

মোড়ল ঃ খুব সম্ভব। ওদের মনোবল এতো ভেঙ্গে গেছে, যে, আজকাল কোন জায়গায় আর নিজেরা এগোচ্ছে না। আমাদেরই ভাই-ছেলে দিয়ে তৈরী করা রাজাকার আল-বদর বাহিনীকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ছেলেরা যাতে ওদের কাজ না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারপর-ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যতো ক্ষতিই হোক, একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য ক্রয় করা চলবে না। আমরা যারা দেশে অসহায় হয়ে পড়ে আছি, তারা এভাবেই মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, তাতে করে যুদ্ধরত আমাদের ভাইদের কাজ এগিয়ে যাবে।

কুঁকড়্যা ঃ এই যে মোড়ল ভাই। তোমার আসামীরা। সবাইকে নিয়্যা আস্যাছি। যা বোলার তুমি বোলো।

মোড়ল ঃ এই যে রহিম, বাদশা মিয়া, শাকের ভাই, বসো, সব বসো।

রাসু ঃ এঃ আদর করে আবার বসতে বলা হচ্ছে। ওরা ভদ্রলোকের মধ্যে বসার যোগ্য?

মোড়ল ঃ থাম রাসু বুবু। অমন করে কাউকে বলতে নেই। দোষ থাক্ গুণ থাক্, ওরা আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে। আমাদেরই ভাই-ভাইপো। আমরা মানুষের কাজের সমালোচনা করতে পারি, কাজকে ঘৃণা করতি পারি- মানুষকে নয়।

কুঁকড়্যা ঃ তুমার ওই ব্যবহারেই ত ওরা অতো আস্কারা পায়্যাছে। হুঁঃ কথায় আছে-ছেল্যাক থাবা, বুঢ়্যাক বাবা, তা না ভাই-সোনা কর‍্যা কর‍্যা...

মোড়ল ঃ তুমি থাম কুঁকড়্যা ভাই। শোন রহিম, তোমরাও শোন বাদশা ভাই। তোমরা রাজাকার হয়েছ ভাল কথা, যদিও আমাদের সেটুকুই বরদাস্ত করা উচিত নয়। অন্যান্য স্থানের রাজাকাররা শুধু নামেই রাজাকার, তারা কাজ করছে। আমাদের তোমরা তাতো করছই না, উল্টে তোমাদের অত্যাচারে গাঁয়ের লোকের সুখ-শান্তি শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ। এমন কোন নোংরা কাজ নাই যা তোমরা করোনি। আর এই সভা যে শাস্তি তোমাদের দেবে- তা তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। কারণ, গ্রামবাসীরা তোমাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তোমাদের বিচার করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে।

(সমস্বরে কয়েকজনে)

সমস্বর ঃ আমরা ওদের মুখ দেখতে চাই না। ওদের গ্রাম থেকে বের করা হোক। ওদের যোগ্য শাস্তি দেয়া হোক।

কুঁকড়্যা ঃ মাইরের বদল মাইর। ওরা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে, আমরা তার বদলা মার‍্যা লিবো।

মোড়ল ঃ দেখছ তা রহিম, তোমাদের বিষয়ে মানুষ কতো উত্তেজিত। যাহোক, ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়। এবার যদি তোমরা কথা দাও যে আর কখনও অন্যায় করবে না আর উপস্থিত সবার কাছে ক্ষমা চাও.....

কুঁকড়্যা ঃ ওসব বুঝিন্যা। এই বুটারা- পাঞ্জাবীরা তোধের বাপ। দেশের লোক ভাল লাগে না। এই দেখ শাস্তি কি দিই। (লাঠির শব্দ)

(উঃ হু-হু-রে, আঃ ওরে বাবারে)

মোড়ল ঃ থাম কুঁকড়্যা ভাই। এবারের মতো ওদেরকে ক্ষমা করা হলো। তবে জানিয়ে রাখি, মুক্তিবাহিনীর তালিকায় তোমাদের নাম দেয়া আছে, ওরা তোমাদের গতিবিধির ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সাবধান না হলে ভবিষ্যতে মারা পড়বে বলে দিলাম।

কুঁকড়্যা ঃ হ্যাঁ- তেড়িবেড়ি কইরব্যা তো মইরব্যা।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

গ্রামবাংলা

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

মাস্টার ভাইঃ সবাই এসে গেছে? ময়না বু'তো এখনো এলো না? রাত হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া শীতের মধ্যে লোকজনকে বেশীক্ষণ আটকে রাখাও যাবে না। তুমি ওদের খবর দিয়েছিলে তো?

বনি ঃ হ্যা, ভাল করে বলে দিয়েছি, কাজের কথা আছে, লোকজন আসবে, সাঁঝ লাগতেই ইদলপুরের স্কুলে চলে এসো।

মাস্টার ভাইঃ তাহলে ওরা আসবে। যাক এবার আমরা কথাবার্তা শুরু করি। দেখ তো বাইরে কার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বনি ঃ ভালই হয়েছে, ময়না বু এসে গেছে। এসো বুবু এসো।

ময়না বু ঃ আঁধারী রাত, আসতে একটু কষ্ট হলো বাপু। হারিকেন জ্বালিয়ে আসতে পারিনি।

মাস্টার ভাইঃ ভয়ের কি আছে? ভয়কে জয় করে চলতে হবে।

ময়না বু ঃ ভয় নয়, তবে, 'সাবধানের মার নাই।' শয়তান জল্লাদ বাহিনীর চেলাগুলো কোথায় কখন কিভাবে আসে কেউ জানে?

মাষ্টার ভাইঃ ময়না বু'র কথাটা ঠিকই 'সাবধানের মার নাই।' শয়তানগুলো তো নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, মারলেই হলো। তাছাড়া মনুষ্যত্ব বলতে ওদের নাই কিছুই। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালী মারো, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করে দাও।

বনি ঃ আমরাও কিন্তু কসম করেছি, ওই জানোয়ারগুলোকে না তাড়াতে পারলে, আমরাও আরাম করব না। দেখ না, দিনে মাঠে কাজ করি, রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর সাথে দুশমনকে মারতে যাই।

ময়না বু ঃ এটা আমাদের করতেই হবে। দেশ যখন শত্রুমুক্ত হবে, তখন বসে বসে গল্পগুজব হৈ-হল্লা ঠাট্টা-তামাসা করা যাবে, কি বলো?

বনি ঃ আমার কথাটাও তাই। যারা আমাদের জানের দুশমন তাদের আমরা শেষ করবই।

মাষ্টার ভাইঃ আজকে এই শপথ নিয়েছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ, প্রতিটি স্তরের মানুষ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে।

বনি ঃ কিন্তু একটা কাজ খুব ভাল হয়েছে মাষ্টার ভাই, কথায় আছে না, সাপের লেজ আর শত্রুর শেষ রাখতে নাই। মুক্তিবাহিনী একথা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে-দেশের শত্রুদালাল, এই দালালগুলোকে মেরে শেষ করছে।

ময়না বু ঃ পাকিস্তানের দালালগুলোই তো পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে ঐ জল্লাদ বাহিনীকে, ওরা কাকে চেনে বলো তো? ওরা এদেশের মানুষ, না, কাউকে চেনে? দালালারাই তো লোকজনকে চিনিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে।

বনি ঃ এ জন্যেই তো আমরাও একটা একটা করে দালাল শেষ করছি। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে এতটুকু কাজ করবে, তাকে আমরা কিছুতেই রেহাই দিব না। আমরাও দালালদের চিনে চিনে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিব।

মাষ্টার ভাইঃ হ্যাঁ, দেশের এই মারাত্মক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী এবং সুযোগসন্ধানী সেইসব শয়তান, যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মানুষের নিঃসহায়তার সুযোগ নিয়ে মানুষকে জ্বালাতন করছে, তাদেরকে আমাদের খতম করতে হবে। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে- এইসব দালালদের শেষ না করলে গেরিলা বাহিনীর গোপন আস্তানাও গোপন থাকবে না। অতএব আমাদের সংগ্রামের নিরাপত্তার জন্য, সাফল্যের জন্য আমাদের ঘরের দুশমনের চিহ্ন রাখব না। এরাই হচ্ছে জাতির কলংক, এদের ঠাঁই নেই বাংলার মাটিতে।

ময়না বু ঃ ওদিকে আবার মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের খবর ভাল। চট্টগ্রাম, চালনা-দুটো বন্দরেই বিদেশী জাহাজ আসতে চাচ্ছে না।

বনি ঃ কেন ময়না বু?

ময়না বু ঃ আমাদের গেরিলারা কড়া পাহারার মধ্যেও হরদম জাহাজ ডুবাতেই আছে। অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ এরই মধ্যে অনেকটা ডুবেছে। তাছাড়া দিন কয়েক আগে একটা তেলবাহী জাহাজও ডুবিয়ে দিয়েছে। এত কড়া পাহারার মধ্যেও এ দুর্ঘটনা ঘটাতে শয়তান পাকবাহিনী তো, হকচকিয়ে গেছে।

বনি ঃ শুধু জাহাজই না ময়না বু, লঞ্চ, নৌকা কিছুই নিরাপদ না। নৌকা করে শয়তানগুলো যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনী গুলি করে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ওদের এখন তরাস ধরে গেছে, ডাঙাতেও ভয়, পানিতেও ভয়।

ময়না বু ঃ জুলুম করার আগেই একথা ভাবা উচিত ছিল। অন্যায় করলে তার প্রতিফল পেতেই হবে। আমাদেরই টাকায় গুলি কিনে আমাদেরই খুন করবে, এতো হতে পারে না। এ জন্যেই দিন কয়েক আগে দুটো জাহাজ বাংলাদেশ থেকে পাট নেবে বলে এসেছিল, গেরিলারা ও-দুটোও ডুবিয়েছে।

মাস্টার ভাই ঃ বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে বলেছিলেন আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'। আজ দেখো সে কথাটা কতখানি সত্য। শয়তানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে। এখন পাগলা কুকুরের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটছে। বিদেশ থেকে সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার সম্পদ নিয়ে যে শক্তিমত্ততা দেখাতো আজ তার সেসব জারিজুরি ভেঙে গেছে।

বনি ঃ এবারে তো বাংলাদেশের মানুষ পাট ভেঙে ফেলে ধান বুনে দিয়েছিল, যার জন্য পাটের উৎপাদনও কমে গেছে অনেক।

মাস্টার ভা ঃ শুধু পাটই না-চা তামাক এগুলোরও কোন উৎপাদন নাই। চায়ের বাগানগুলো এখন মুক্তিবাহিনীর কব্জায়, যার জন্য জল্লাদ সৈন্যদের ভাগ্যে আর চা জুটছে না, এখন নিষিদ্ধ পদার্থের মতো চা খাওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে জল্লাদবাহিনীর। যে অন্যায় তারা করেছে তার তিল তিল করে শোধ তুলে দিবো আমরা।

বনি ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম মাস্টার ভাই, সেদিন তুমি বললে না, কতগুলো খানসেনা খতম হয়েছে?

মাস্টার ভাই ঃ গত এক মাসের হিসেব ২৪৭০ জন জল্লাদ সেনা, আর তাদের অফিসার খতম হয়েছে এবং রাজাকার পুলিশ মিলিয়ে খতম হয়েছে ২২০০ জন। ২৪টা সামরিক গাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে, ৫টা মিলিটারী স্পেশাল ট্রেন নষ্ট হয়েছে।

ময়না বু ঃ খুব ভাল হয়েছে-'যেমন কর্ম তেমন ফল।' বাংলাকে দেখেছে, বাংলার মানুষকে দেখেছি। বাংলার মানুষও যে প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে লড়াই করতে পারে, জুলুমের প্রতিকার করতে পারে, এবার বুঝেছে।

বনি ঃ লড়াইয়ের খবর-টবর বলো মাস্টার ভাই।

মাস্টার ভাই ঃ আমাদের মুক্তিবাহিনী একটা গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অধিকাংশ স্থানই দখল করে নিয়েছে, সড়কটা হচ্ছে দিনাজপুর-ফুলবাড়ির মধ্যে। এই সড়কের পার্শ্বে দুশমনদের যেসব রাজাকার ছিল, এখন সেগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে, মুক্তিবাহিনীর কাজে লেগেছে। এখানের লড়াইয়ে ৪৫ জন পাকসেনা খতম এবং তিনজন আহত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি সেক্টরেই তুমুল লড়াই চলছে।

বনি ঃ লড়াই আরো জোরদার হয়েছে। দুশমনরা পিছু হটতে শুরু করেছে। টাঙ্গাইল তো মুক্তই হয়ে গেছে মাস্টার ভাই।

ময়না বু ঃ আস্তে আস্তে সবই মুক্ত হবে বনি। ধৈর্য ধরতে হবে, মনের বল রাখতে হবে। তাই না মাস্টার ভাই?

মাস্টার ভাই ঃ ঠিকই। লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চোটে জল্লাদবাহিনীর পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা লড়াই করছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিজের দেশকে উদ্ধার করার জন্য, আর ওদের সৈন্যরা বেতনভোগী পেশাদার সৈন্য-দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। দেশের জন্য যার দরদ আছে তার শক্তি ওই ভাড়াটিয়া সৈন্যদের চেয়ে দশগুণ বেশী।

বনি ঃ এটা একেবারে খাঁটি সত্য কথা। দেশকে ভালবেসে দেশের জন্য জন্য জান দিতে যাওয়া কি কম কথা মাস্টার ভাই? এর থেকে বড় গৌরব আর কি আছে? কিন্তু এই দালালগুলো বুঝতে পারেনি সে কথা। তাই মরছেও দমাদম।

ময়না বু ঃ ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’।

বনি ঃ ঠিক বলেছ-ময়না বু, লোভের খেসারত দিচ্ছে। ইসাহাকের ঠ্যাং খোঁড়া হলো, সুলতানউদ্দিন মরলো, মোনেম খাঁ, একে একে সব মরবে।

মাস্টার ভাই ঃ ফসলের জমিতে যেমন আগাছা রাখতে নাই, ঠিক তেমন একটা সমাজে বা জাতির মধ্যে বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক রাখতে নাই। যাক শোন, তোমাদের একটা কথা বলি, সবাই খেয়াল রাখবে কে আমাদের মধ্যে মোনাফেকী করার সুযোগ নিচ্ছে-তার নাম চাই, নাম দিতে হবে মুক্তিবাহিনীকে। গ্রামে গ্রামে লোক লাগাও, ময়না বু তোমার পক্ষে এ কাজটা করা অনেক সহজ, তুমি অন্দরমহলের মারফত খবর পাবে। খবরগুলো পৌঁছে দিও।

ময়না বু ঃ আচ্ছা মাস্টার ভাই। তা মাস্টার ভাই বলছিলাম কি, রাত তো অনেক হলো, আমি উঠি।

বনি ঃ তুমি একলাই যাবে না, আমরাও যাবো।

মাস্টার ভাই ঃ হ্যাঁ চলো, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে, চলো আমরাও যাই।

বনি ঃ কাল সকালে তুমি একবার আমার সাথে দেখা করো, কথা আছে।

মাস্টার ভাই ঃ চলো, যাই।

সবাই ঃ চলো।

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

মাস্টার ভাই ঃ যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন মারাত্মক। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে আর পাকিস্তানী শয়তানগুলো প্রাণের ভয়ে পিছে হটে যাচ্ছে। বনি, আমাদের আরো সজাগ আরো সতর্ক হতে হবে।

বনি ঃ আমরা সতর্ক আছি মাস্টার ভাই। মানুষের মনের শক্তি কেমন বেড়ে গেছে শুনেছ। মুক্তিবাহিনী যতোই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ ততই যেন নতুন শক্তি অর্জন করেছে।

মাস্টার ভাই ঃ এটা তো খুবই স্বাভাবিক বনি। বাংলার মানুষ যেমন আমাদের গেরিলাদের আশ্রয়স্থল, আমাদের গেরিলারা এবং মুক্তিবাহিনী ঠিক তেমনি বাংলার মানুষের ভরসাস্থল।

বনি ঃ পরশু কালিগঞ্জ গেছিলাম। মুক্তিবাহিনীর গানবোটে চড়ে। গায়ের লোক আমাদের বোট দেখে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিতে দিতে নদীর পাড়ে এসে হাজির, আর আমাদের দেখে কতো খুশী!...কে যায়? কে?

বসির ভাই ঃ আমি বসির। কে, বনি নাকি?...আরে মাস্টার ভাই দেখছি। আসসালামু আলায়কুম।

মাস্টার ভাই ঃ ওয়ালায়কুম আসসালাম। এসো বসির ভাই। কোথায় যাচ্ছিলে?

বসির ভাই ঃ ময়নাবুবুর কাছে যাচ্ছিলাম। কাল কিছু কাপড়-চোপড় ময়নাবুবু জোগাড় করেছে, মুক্তাঞ্চলের গরীব-দুঃখীকে দেওয়ার জন্য, ওগুলো নিয়ে আসি।

বনি ঃ আমিও কিছু জোগাড় করেছি, তাহলে তুমি সেগুলোও নিয়ে যেয়ো, আমি আবার অন্য কাজে আটকা পড়ে গেছি, সময় পাচ্ছি না।

বসির ভাই ঃ ঠিক আছে নিয়ে যাবো। তারপর কি গল্প করছিলে তোমরা।

বনি ঃ গল্প না, বসির ভাই। সত্যি ঘটনা।

মাস্টার ভাই ঃ বনি পরশুদিন কালিগঞ্জে গেছিল তারি গল্প করছে।

বসির ভাই ঃ কও শুনি। আমিও যাবো একদিন!

বনি ঃ যা বলছিলাম, মাস্টার ভাই, ঘাটে যখন বোট ভিড়ল, লোকে কি খুশী। এর মধ্যে এক বুড়ো মানুষ হঠাৎ বলে উঠল ‘বাপুরে, আজ তোমাদের গানবোট দেখে আমরা ছুটে আসছি তোমাদের দেখার জন্য। আর দুদিন আগে ওই শয়তানের বাচ্চারা যখন আসত, নদীর দুই পাড়ে গাঁয়ের লোক কে যে কোথা পালাবে, তার হিসাব পেতো না। মেশিনগান ফিট করে রাখতো। সমানে গুলি চালাতো পাড়ে, কে মরবে, কে বাঁচবে, বলা মুস্কিল ছিলো।

মাস্টার ভাই ঃ মানুষের মনে ভয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এলাপাতাড়ি গুলি চালাতো, সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কিছু যেতো-আসতো না- কিন্তু আজ শয়তানরা বুঝতে পেরেছে, বাংলার মানুষ তাদের চরম ঘৃণা করে। মুক্তিবাহিনীকে পরম আদরে তারা ডেকে নেয়, কিন্তু জল্লাদদের দেখলে ঘৃণায় মরে যায়।

বসির ভাই ঃ কথাটা কিন্তু ঠিক। অত্যাচার করে যে মানুষের মুক্তির ইচ্ছাকে দমানো যায় না সেটা শয়তানগুলো বুঝেছে।

মাস্টার ভাই ঃ আর আজ বেঈমানের জাতগুলো তাই ‘পোড়া মাটি নীতি’ অবলম্বন করেছে। তারা যে অঞ্চল ছেড়ে পিছু হটে যাচ্ছে সে অঞ্চলটা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ধান-চাল লুটপাট করে দিয়ে যাচ্ছে, বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বনি ঃ তাতেই কি মানুষকে কোনদিন দাবিয়ে রাখতে পারবে?

মাস্টার ভাই ঃ না, মোটেই না। এ জন্যই তো আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘আমাদের আ দাবিয়ে রাখা যাবে না।

বসির ভাই ঃ মাস্টার ভাই, চলো না হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে যাই, ময়না বুবুর ওখানে।

বনি ঃ কথাটা ঠিকই বলেছ বসির ভাই। চলো মাস্টার ভাই ময়না বুবুর ওখানেই যাই, কাজের কথাও হবে, একটু গল্প করাও যাবে।

বনি ঃ ময়না বু....ও ময়না বু।

ময়না বু ঃ কে? বনি নাকিরে- আরে ভাই, কাজ করছি।

বসির ভাই ঃ আমরাও এসে গেছি ময়না বু,

ময়না বু ঃ এসো এসো, মাস্টার ভাইও দেখছি, বসো।

মাস্টার ভাই ঃ কাপড়-চোপড় তো অনেক জোগাড় হয়েছে দেখছি ময়নাবুবু। ভালই করেছ। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবন তো ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটছে, মুক্ত হওয়ার পর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবন কাটছে একটা বিভীষিকাময় ঘোরের মধ্যে। স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, ঘুম নাই, আরাম নাই। এদিকে শয়তানগুলো আর রাজাকার- বদর বাহিনীর জানোয়ারগুলো মানুষের ঘর থেকে তাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে। তাদের জীবন-ধারণের জন্য ন্যুনতম অন্ততঃ কিছু করতেই হবে। ময়না বু আমি কিছু জিনিস, ঔষধপত্র আর কাপড়-চোপড় জোগাড় করে দেবো।

ময়না বু ঃ আমরা তো মানুষের সেবা করতে পারি। তাই এই সেবার ভারটা আমি হাতে তুলে নিয়েছি।

মাস্টার ভাই ঃ আজ বাংলা মা-বোনেরা এভাবেই তো দেশের সেবা করছে, সেবা করার জন্য এগিয়ে এসেছে ময়নাবুবু। আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যে যা কাজ করতে পারে, সে তাই করবে। যেকোন কাজ দ্বারাই মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করা যায়। যে মুক্তিবাহিনীর জন্য মরচা খোঁড়ে, তাদের শত্রুর অবস্থানের খবর এনে দেয় অথবা মুক্তিবাহিনীর গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যায়, সেও মুক্তিসংগ্রামের সামিল, সেও মুক্তসংগ্রামকে সাহায্য করছে।

ময়না বু ঃ যুদ্ধের খবর-টবর কিছু বলো মাস্টার ভাই।

বনি ঃ তাহলে আমিই বলি- যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে তুমুল লড়াই চলছে। ক্যান্টনমেন্টের উপর চরম আঘাত হানছে। এদিকে আবার জল্লাদবাহিনী মসজিদে মসজিদে ওদের জন্য দোওয়া করতে বলেছে। বেটারা মরে মরে ভূত হচ্ছে আর আতংক বাড়ছে।

বসির ভাই ঃ নোয়াখালীর কথা শুনেছ? মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখল করে এখন ফেনীর দিকে এগিয়ে চলেছে। পথে ছাগলনাইয়া দখল করে নিয়েছে। ছাগলনাইয়া ফেনী থেকে মাত্র চার মাইল দূরে।

ময়না বু ঃ এদিকে তো আমি শুনলাম, পঁচাগড়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আর সেটা দখল করার জন্য পাক ফৌজ খুবই চেষ্টা চালাচ্ছে।

বসির ভাই ঃ চেষ্টা তো করবেই, কিন্তু পারলে হয়। মুক্তিবাহিনী যেখানে মুক্ত করছে, তাদের ঘাঁটি শক্ত করছে।

ময়না বু ঃ ঢাকা শহরে তো হরদম বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। কয়েকটি পেট্রোল বোমার আগুনে রেলসেতুগুলোর চরম ক্ষতি হয়েছে।

মাস্টার ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী এখন প্রতিটি সেক্টরে তৎপর। রাস্তা-রেল-নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম-অধিকৃত অঞ্চলে পঞ্চাশ থেকে একশ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেছে।

সমস্ত শহরের চারিদিকে পরিখা খোঁড়া হয়েছে। দোকানপাট সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় তো জোর গুজব দু'হাজার মুক্তিসেনা প্রস্তুত, যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বসির ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী এদিকে ঝিনাইদহ পাঁচমাথার মোড় দখল করে নিয়ে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে।

বনি ঃ এদিকে তো আর দু'চারদিনের মধ্যেই রাজশাহী-নবাবগঞ্জ দখল হওয়ার উপক্রম। মুক্তিবাহিনী ১৭ জন রাজাকার, তিনজন পাকসেনা বন্দী করে এনেছে। আর বহু রাইফেল আর গুলি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

ময়না বু ঃ এর জন্যই তো শয়তানগুলো এখন পালাবার পথ খুঁজছে।

মাস্টার ভাই ঃ পালাবে আর কোথায়? এখন ওরা সবাই আশ্রয় নিতে চাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টগুলোয়। আর মুক্তিবাহিনী তাদের সে পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এখন শয়তানগুলো ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বাংলাদেশের পথে-ঘাটে মুক্তিবাহিনীর হাতে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরছে। পাকিস্তানী ৬০টা ট্যাংকের মধ্যে ১৭টাই তো মারা পড়েছে। বিমান বহরের ১৮টা বিমানের মধ্যে পাঁচটা নেই। নদী-আকাশপথ আর সড়কে কোথাও নিস্তার নেই শয়তানদের।

ময়না বু ঃ সংঘবদ্ধ মুক্তিকামী মানুষের শক্তি যে কি প্রচণ্ড তার প্রমাণ পাচ্ছে শয়তানরা এখন।

বনি ঃ আরো পাবে বুবু, কিন্তু সেদিন আর বেশী দূরে নয়।

বসির ভাই ঃ যাক ময়না বুবু, কথাবার্তা তো হলো, এবার কাপড়-চোপড়গুলো দাও, আমাদের আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলে যাবো।

ময়না বু ঃ এই যে দিচ্ছি ভাই।-নাও, কাল আরো কিছু পাবো, পরশু এসে নিয়ে যেয়ো।

বসির ভাই ঃ আচ্ছা।

মাস্টার ভাই ঃ চলো, আমরা তাহলে যাই। বুবু চলি।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মাস্টার ভাই ঃ এখন আমাদের দুর্যোগময় রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে। এখন আমাদের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শত্রুশিবির একের পর এক মুক্তিবাহিনীর পদদলিত হচ্ছে। মুক্তাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে দিনের পর দিন। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ এখন ফেলছে স্বস্তির নিঃশ্বাস। মুক্তাঞ্চল দিয়েছে তাদের নতুন জীবনের আশ্বাস। আজ আমরা জমায়েত হয়েছি দুটো কারণে। একটা হলো- আমরা মুক্তিবাহিনীকে কিভাবে আরো সাহায্য করতে পারি তারই পরিকল্পনা নিতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হলো- সদ্য মুক্তাঞ্চলের বিপর্যস্ত জীবনধারা আমরা আবার স্বাভাবিক এবং সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। এ কাজ নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তার জন্য চিন্তা আমরা করি না, কেননা মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তি আপন আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, সচেষ্ট এবং উন্মুখ। আমরা গভীরভাবে আমাদের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাসী।...কি ব্যাপার বসির ভাই কিছু বলবে নাকি?

বসির ভাই ঃ পাকিস্তানী জল্লাদগুলো নিজের ঘাঁটি ছেড়ে পালাবার সময় আশেপাশের গ্রাম-বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এর জন্য আমরা কি করব? আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি, আমাদের বলো।

বনি ঃ হ্যাঁ মাষ্টার ভাই, বসির ভাই ঠিকই বলেছে। প্রত্যেকটা জায়গায় একই রকম অন্যায় করছে ওরা। আমাদের বুদ্ধি দাও কিভাবে সাহায্য করব আমরা।

মাষ্টার ভাই ঃ নানাভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা। প্রথমতঃ যেসব অঞ্চলে ওরা এমন অত্যাচার করছে, বা করেছে সেখানের খুঁটিনাটি খবরাখবর আর ক্ষতির পরিমাণ জানতে হবে। তারপর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অত্যাচারিত মানুষকে আশু সাহায্য করতে হবে। অসুস্থ-আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র নিয়ে যেতে হবে।

ময়না বু ঃ আমি কিন্তু আরো কিছু ওষুধপত্র , কাপড়-চোপড় জোগাড় করে রেখেছি। আমাকে খবর দিলেই আমি লোকজন নিয়ে সংগে সংগে চলে যাবো।

মাষ্টার ভাই ঃ তাহলে সবাই প্রস্তুত। প্রতিটি মানুষকে খবর দিয়ে রাখো। যে ছোট ছোট দল ভাগ করে কাজের ভার দেয়া হয়েছে, তাদের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত থাকবে।

বসির ভাই ঃ সে কথা বলে দিয়েছি মাষ্টার ভাই। ইতি মধ্যেই কয়েকটা সাহায্যকারীদল চলে গেছে। ওষুধপত্র, কাপোড়-চোপড়ও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছু জোগার করে রেখেছি।

মাষ্টার ভাই ঃ খুব ভালো করেছ। লড়াই যে ভাবে তীব্রতর হচ্ছে, তাতে বিজয়ের দিন আমাদের সুদূর নয়। জল্লাদবাহিনীর বিষদাঁতগুলো একের পর এক ভেঙে আমরা মুক্ত করব বাংলাদেশ।

বনি ঃ এদিকে তো মুক্তিবাহিনী যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর জেলার আরো কয়েকটি থানা দখল করে নিয়েছে।

বসির ভাই ঃ শুধু তাই নাকি? গেরিলা আক্রমণে হেরে গিয়ে পাকফৌজ যশোর শহর থেকে পাকবাহিনীর সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে মাগুড়া শহরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ময়না বু ঃ মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকফৌজ এখন চেঁচাচ্ছে ‘পালাও, পালাও’। এখন ওরা যাযাবরের মতো আজ এ শহরে কাল ও শহরে পালাবে, শেষে পালাবার যখন আর পথ থাকবে না তখন কি করবে?

বনি ঃ তখন বঙ্গোপসাগরে-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ধলেশ্বরী-মহানন্দা-আত্রাই আর পুনর্ভবায় ইঁদুরের মতো ডুবে মরবে। আর তা না হলে এখন যেমন মাঝে মাঝেই ধরা দিচ্ছে, তখন মুক্তিবাহিনীর কাছে দলে দলে ধরা দেবে।

ময়না বু ঃ সাহায্যের সব রাস্তাগুলোই তো বন্ধ হয়ে গেছে। নদীপথ, সড়ক আর রেলপথে যোগাযোগ তো বন্ধ, এদিকে আবার বিমানপথও বন্ধ হবার উপক্রম। গেরিলারা লালমনিরহাট বিমানবন্দর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

মাষ্টার ভাই ঃ যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শয়তানগুলোর এখন আর অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না, তখন হবে হয় মৃত্যু, নয় আত্মসমর্পণ। এ ঘটতেই হবে, হতে বাধ্য। ইতিহাসের লিখন মর্মান্তিকভাবে ওদের যে পরাজয় লিখে রেখেছে, তাতে হানাদারদের নিঃশেষ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বনি ঃ এদিকে শুনেছ গেরিলা বাহিনী নাগেশ্বরী থানাটা দখল করে নিয়ে লালমনিরহাট বিমানবন্দরটা ঘিরে ফেলেছেন, এখান থেকে হানাদারদের জন্য বিমান চলাচল বা বিমানের সাহায্যে কোন সাহায্যদ্রব্য পাঠানো একেবারে বন্ধ-

বসির ভাই ঃ গত বুধবার মুক্তিবাহিনী সিলেটের শমসেরনগর বিমানঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছেন। রংপুরের ধরলা নদীর উপরে তারা শক্তি সঞ্চার করে হানাদারদের আঘাত হানার জন্য দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী খুলনার সাতক্ষীরা শহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে এবং ফেনীর কমলপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা যশোর জেলার সাদিপুর, ঝিনাইকুণ্ড এবং জামিরা এলাকা থেকে দখলদার সৈন্যদের বিতাড়িত করেছে।

ময়না বু ঃ মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর জেলার বোদা থানা সদর দখল করে নিয়েছে। পচাগড় থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এই বোদা থানা। এখন মুক্তিবাহিনী তীব্রগতিতে ঠাকুরগাঁয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে দখল করে নিয়েছে। এদিকে আবার ময়দানদীঘি এলাকাটা হানাদার বাহিনীর হাতে থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে।

বনি ঃ মুক্তিবাহিনী এখন যেখানে আঘাত হানছে সেখান থেকেই শয়তানরা পিছু হটছে। সময় হয়ে গেছে, বাছাধনরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে এখন ‘ইয়া নফসী, ইয়া নফসী’ শুরু করেছে।

বসির ভাই ঃ বনি, একটা সুন্দর আলোচনা হচ্ছে। তার মধ্যে শুরু করেছ ফাজলামি, তোমাকে কতবার বলা হয়েছে, এখন ঐসব হালকা কথাবার্তা বলবে না।

মাস্টার ভাই ঃ যাক তোমরা দুজনেই থামো, মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা জেলার তিনটে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে। শয়তানদের বাইরের সংগে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই এলাকাগুলো হলো গংগাসাগর এবং রাজারকোট।

বসির ভাই ঃ যশোর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে নাভারন-সাতক্ষীরা রোডটি থেকে পাক জল্লাদবাহিনীদের সরিয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরা শহর থেকে তিন মাইল দূরে ভোমরা-সাতক্ষীরা রোডে হানাদারদের সংগে মুক্তিবাহিনীর জোর লড়াই চলছে।

বনি ঃ কুষ্টিয়া জেলার কথাও শোন তাহলে। জীবননগর তো মুক্তিবাহিনীর দখলে; এদিকে আবার জীবননগর থানার উত্তর-পূর্বে আন্দুবাড়িয়া এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। চুয়াডাঙ্গা দখলের ব্যাপার নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সংগে-প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

মাস্টার ভাই ঃ মারো আর তাড়ো। কথাটা ঠিকই। বগুড়া জেলায় মুক্তিবাহিনী আরিয়াকান্দি থানায় ২২ জন পাক দস্যুকে খতম করেছে। আর বেঁচেছিল দুজন, তারা আবার পালাতে না পেরে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ময়না বু ঃ পাক জানোয়ারগুলো যেখানে না পারছে, সেখানেই বিমান আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষদের মারছে, তাদের বাড়িঘর নষ্ট করে ফেলছে।

মাস্টার ভাই ঃ কিন্তু তাতেই কি বাংলাদেশের মানুষের মনোবল ভাঙতে পারবে? পারবে না। কোনদিন ওরা সক্ষম হবে না। বাংলার মানুষের মন আরো সবল, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। শত দুঃখ কষ্টেও বাংলার মানুষ ভেঙে পড়বে না।

বনি ঃ বাংলার মানুষ এবং মুক্তাঞ্চলে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করেছে; চাষবাস করছে, ফসল কাটছে, ফসল তুলছে ঘরে।

মাস্টার ভাই ঃ এদিকে আরেক খবর শুনেছ? ঢাকার বেতার কেন্দ্র, পাকিস্তানের প্রলাপের ভাণ্ডার একদম বন্ধ হয়ে গেছে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণে শেষ পর্যন্ত ওদের দালালী কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বসির ভাই ঃ ওদের হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে, গলার স্বরও বন্ধ হয়ে আসবে। হতেই হবে।

মাস্টার ভাই ঃ যাক, যুদ্ধের আলোচনা হলো, আমরা খবরাখবর তো শুনলাম, এবার আমরা আমাদের অন্য আলোচনায় আসি।

ময়না বু ঃ বলো মাস্টার ভাই। আমরাও কাজের কথা শুনি।

মাস্টার ভাই ঃ ময়না বু শোন, মেয়েদের কাজ প্রচুর আছে। তোমরা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষকে সান্ত্বনা দেবে। নতুন করে গেরস্থালী যারা গুছিয়ে নিচ্ছে, তাদের সাহায্য করবে। মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া বা তার ভাঙা সংসার গড়ে তোলার কাজে তোমরা সাহায্য করতে পারবে সবচেয়ে বেশী। এ কাজের ভারটা তোমাদেরই নিতে হবে। তা ছাড়া শয়তানদের বোমায় আহত বা যুদ্ধে আহত মানুষের সেবা করার দায়িত্বও তোমাদের নিতে হবে। আশা করি এ কাজটা ভালই পারবে তোমরা, তাই না?

ময়না বু ঃ হ্যাঁ, মাস্টার ভাই। খুব ভালভাবে পারব। আমি আমার দলবল নিয়ে এই কাজই করছি, দরকার হলে আরো কয়েকজনকে নিয়ে নিবো।

মাস্টার ভাই ঃ বসির ভাই, বনি-তোমাদের কাজ হবে আহত অসুস্থ মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা, মানুষের ঘরবাড়ি তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং খাদ্য এবং আশ্রয়হীন মানুষের জন্য খাদ্য এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

বসির ভাই ঃ বনি, তাহলে আমি উত্তর পাড়ায় যাচ্ছি, ওখানেই কাজ করব, আর তুমি তোমার ছেলেদের নিয়ে পূর্বপাড়ায় চলে যাও।

বনি ঃ হ্যাঁ, আমি পূর্বপাড়ায় থাকবো, মাস্টার ভাই তুমি আসবে তো? আমাদের মাঝে মাঝে বুদ্ধি-সুদ্ধি দিবে, কিভাবে কাজ করলে সুবিধা হবে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিবে।

মাস্টার ভাই ঃ নিশ্চয় আমি সব জায়গায় যাবো, আমি সবসময় তোমাদের সংগে সংগে থাকবো, আর শোন, কাল আবার এ সময় এসো, কতগুলো নির্দেশ আছে, সেগুলো জানিয়ে দেবো। আর একটা কাজ করো, মানুষের মনোবল অটুট রাখার জন্য তাদের সংগে গল্পগুজব করবে, যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। আর হ্যাঁ, শয়তানদের ঘাঁটির খবরাখবর, ওদের চলাফেরার খবরগুলো কিন্তু অবশ্যই জোগাড় করবে।

বনি ঃ ঠিক আছে, তাহলে আমরা যাই। ময়না বু চলো যাই, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি যাবো।

ময়না বু ঃ চলো উঠি, মাস্টার ভাই তাহলে গেলাম।

মাস্টার ভাই ঃ আচ্ছা।

বসির ভাই ঃ তাহলে মাস্টার ভাই, চলো আমরাও যাই।

মাস্টার ভাই ঃ চলো।

(রচনা ও পরিচালনাঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

শিরোনাম	**সূত্র**	**তারিখ**
১৯। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান	---	...১৯৭১

(এক)

জয় বাংলা বাংলার জয়।।
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময়।।

বাংলার প্রতিঘর ভরে দিতে
চাই মোরা অন্নে।
আমাদের রক্ত টকবক দুলছে
মুক্তির রিক্ত তারুণ্যে।।

নেই--ভয়
হয় হউক রক্তের প্রখ্যাত ক্ষয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
অশোকের ছায় যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ।
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ।।
শাসনের নামে চলে শোষণের
সুকঠিন যন্ত্র।
বজ্রের হুংকারে শৃংখল ভাংতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর--নয়
তিলে তিলে মানুষের এই পরাজয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয়।।

(কথা-গাজী মজহারুল আনোয়ার)

(দুই)

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ।।

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জলে ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে নদীর নীল অম্বরে মোর মেলছে পাখা
সারাটি জীবন সে মাটির গানে অস্ত্র ধরি।।

নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি-
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।।

যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভুলে
যে গৃহকপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খুলে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি।।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য আজি অস্ত্র ধরি।।

(কথা-গোবিন্দ হালদার)

(তিন)

আমি এক বাংলার মুক্তি সেনা
মৃত্যুর পথ চলিতে
কভু করি না ভয় করি না।
মৃত্যুরে পায়ে দলে চলি হাসিতে।
দুঃসহ জীবনের রাহু মুক্তি
প্রাণে মেখে সূর্যের নবশক্তি
বজ্রশপথে নেমেছি যুদ্ধে
বাঙ্গালীর জয় হবে নিশ্চয়
চলেছে এ দুর্জয় মুক্তির পথে।

বাংলার তরে আমি সঁপেছি এ মন
নেই জ্বালা হাহাকার নেই হুতাশন।
রক্তে রাঙা আজ বিপ্লবী মন
ক্ষমা নেই বাংলার গণদুশমন
বজ্রের তূর্যের মন্ত্রে
মারবো এবার মরবো না আর
চলেছি যে শত্রুকে পায়ে দলিতে।

(কথা-নেওয়াজিস হোসেন)

(চার)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শোধবে তারা
ও জনতা এই জনতা এই জনতা।।
তোমার সভায় আমীর যারা,
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা।
তোমার রাজা মহারাজা,
করজোড়ে মাগবে বিচার।
ঠিক যেন তা এই জনতা।।

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে।
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে
প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে,
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে।
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে।।
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।

রক্ত দিয়ে শোধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।
ঠিক যেন তা এই জনতা।।

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।

(কথা- সলিল চৌধুরী)

(পাঁচ)

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি
বলো যতো খাঁটি
তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটিরে
আমার জন্মভূমির মাটি।।

ধন জন মন যত ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে।
কত মার ধন মানিক রতন
কত জ্ঞানীগুণী কত মহাজন।
এনেছে আলোয় সূর্য এখানে
আঁধারের পথ পাতি রে
আমার বাংলা ... ... ।।

এই মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম
কত তিতুমীর, কত ঈশা খান
দিয়েছে জীবন, দেয়নি তো মান।

রক্ত শয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়েছে পরিপাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।

(কথা-আবদুল লতিফ)

(ছয়)

ছোটদের বড়দের সকলের
গরীবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।।

নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান দেশ মাতা এক সকলের
লাঙ্গলেরা সাথে আজ চাকা ঘুরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা সে যে কোন প্রাণে
মসজিদ, মন্দির, গীর্জার আবাহনে
বাণী শুনি একই সুরের ।।

চাষাদের মুজরের ফকিরের
ফকিরের নিঃস্বের গরীবের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।
বড়দের ছোটদের সকলের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার এদেশ সব মানুষের ... ।।
(কথা ও শিল্পী-রথীন্দ্রনাথ রায়)

(সাত)

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই।।

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাসের নির্মোক কাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।

প্রতারণা প্রলোভন প্রলোপ
হোক না আঁধার নিশিছদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি ত শান্তি আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত

হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রা চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।

হতে পারি পথভ্রম আরও বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আশায় ত সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই।

আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন অগ্নিশিখা জলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

(কথা-সিকান্দার আবু জাফর)

(আট)

মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
অনাচার অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-ঝংকার-হুংকার
আমরণ সংঘাত, প্রচণ্ড উদ্দাম
সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম!|

ক্ষমতা দম্ভ লোভ সালসায় যারা
জনতার অধিকার করে খর্ব
ঘরে ঘরে গড়েছি দুর্জয় প্রতিরোধ দুর্গ
তাদের আজ প্রতিহত করবোই করবো।

যারা মানুষের রক্ত চোষে,
মানুষের মাঝে আনে ব্যবধান
যারা পৃথিবীর কলঙ্ক কালিমা,
কেড়ে নেয় মা-বোনের সম্মান
এসো রক্তশপথে আজ আঘাতে আঘাতে
তাদের করি খান খান-

বঁচার জন্য ভয় সংশয় রেখে
প্রতিজ্ঞা করেছি আজ মোরা লড়াবো
কাটিয়ে জীবনের দুঃখ ঝরা রাত্রি
নতুন এক পৃথিবী গড়বোই গড়বো।

(কথা-শহীদুল ইসলাম)

(নয়)

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
পারি দিবরে
আমরা ক’জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে।।
জীবন কাটি যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।

ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই।।

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে।।

জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না।।

বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়।।

হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শান্ত সোনার
দেখি ঐ ভোরের পাখী গায়।।

তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পারে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে।
তীরহারা এই ঢেউয়ের
সাগর পারি দিব রে।।

(শিল্পীঃ আপেল মাহমুদ ও সঙ্গীরা)

(দশ)

অবাক পৃথিবী দেখো
রূপসী বাংলা রুদ্র মূর্তি আজ।।

তোমরা চিনতে মায়াভরা সেই বাংলাকে
তোমরা জানতে শস্য শ্যামলা বাংলাকে
সেই সে বাংলা আজ হয়েছে ক্ষুধার রাজ।।

যে দেশ ছিল সোনার ফসলে ভরা
যে দেশ ছিল নীল নভঃনীলে ঘেরা
আঘাতে আঘাতে সেই পলিমাটি চৌচির হলো আজ।।

যে মায়াকুঞ্জ একদিন ছিল পাখীর কুজনে ভরা
যে সহজ মন একদিন ছিল স্নেহ প্রীতি মায়া ঘেরা
সে হৃদয় যন্ত্রে আজ গরজে উঠেছে বাজ।।

(কথাঃ নূরে আলম সিদ্দিকী)

(এগার)

রক্তেই যদি ফোটে
জীবনের ফুল
ফুটুক না, ফুটুক না, ফুটুক না।।

আঘাতেই যদি বাজে
প্রভাতের সুর
বাজুক না, বাজুক না, বাজুক না।।

গান গান গান বেজেছে অগ্নি গান
দূর সব ব্যবধান
সাত কোটি প্রাণ বিসর্জনে
বাংলার গ্লানি ঘুচুক না, ঘুচুক না।।

এক এক এক
হয়েছি সবাই এক
আসুক দুর্বিপাক
ক্ষুব্ধ মিছিল চলবেই চলবে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠুক না, উঠুক না।।

(কথাঃ সৈয়দ শামসুল হক)

(বারো)

নোঙর তোল সময় যে হোল হোল
হাওয়ার বুক নৌকা এবার
জোয়ারে ভাসিয়ে দাও
শক্ত মুঠি বাঁধবে বজ্র বাঁধিয়া নাও
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা ভোল
দূর দিগন্তে সূর্য রথে
দৃষ্টি রেখেছ স্থির
সবুজ আশার স্বপ্নেরা আজ
নয়নে করেছে ভিড়
হৃদয়ে তোমার মুক্তি আলো
আলোর দুয়ার খোল।

(কথাঃ নঈম গওহর)

(তেরো)

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো, এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে জেগেছে কাঁপন
আয়রে বাঙালী ডাকিছে রণ।।

ঘরে ঘরে ঐ জ্বলছে অগ্নিশিখা
শহীদের খুনে লিখতে রক্ত লেখা
আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গেছে পাহাড়
ভেঙ্গেছে ওরে বন্ধুগণ।।

দিকে দিকে তোরা আয়রে সর্বহারা,
মুক্তি শপথ ভেঙ্গেছে বন্দী কারা।।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে পথের বাঁধন
ওরে ও বাঙ্গালী শোনরে শোন।।

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো এর জীবন পণ।

(কথাঃ টি, এইচ, শিকদার)

(চৌদ্দ)

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে পরশ মনে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।।
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল,
হয়েছে কাল, হয়েছে কাল।।

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুন প্রতরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া শ্মশান, নয়া শ্মশান।

আর দেরী নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয় বিষাণ
বিদ্যুৎ গতি হউক অভিযান।
ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রুজাল, শত্রুজাল।।
(কথা-গোবিন্দ হালদার, সুর-সময় দাস)

(পনেরো)

এক সাগর রক্তে বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

কিষাণ কিষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতান
বাউলের একতারাতে
আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে
আমরা তোমাদের ভুলব না।।
(কথা-গোবিন্দ হালদার, সুর ও শিল্পী-স্বপ্না রায়)

(ষোল)

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথচলাতে
হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে।।

ভাইয়ের বুকের রক্তে আজিকে
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে
সংগ্রামী আজ মহা জনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে।।

বাংলাদেশের লাখো বাঙালী
জয়ের নেশায় চলে রক্ত ঢালি
আলোর দেয়ালী ঘরে ঘরে জ্বালি
ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালি-
শহীদ স্মৃতি বরণে।।
(কথা-ফজল-এ খোদা)

(সতেরো)

সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের
শ্মশান করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত
জবাব দিতে হবে।।

শ্যামল বরণী সোনালী ফসলে
ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সদা ব'য়ে যেত
পূর্ত অমৃত ধারা
অগ্নিদাহনে সে সুখ স্বপ্ন
দগ্ধ করেছে কে?
আমরা চেয়েছি ক্ষুধার অন্ন
একটি স্নেহের নীড়
নগদ পাওনা হিসেব কষিতে
ছিল না লোভের ভীড়।।\

দেশের মাটিতে আমরা ফলাবো
ফসলের কাঁচা সোনা
চিরদিন তুমি নিয়ে যাবে কেড়ে
হায়রে উন্মাদনা
এই বাঙালীর বুকের রক্তে
বন্যা বহালো কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত
জবাব দিতে হবে।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-মকসুদ আলী খান সাঁই)

(আঠারো)

সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে,
বন্ধুগো এসো হয়েছে সময়,
পথ যে তোমায় ডাকছে।।

বন্ধুগো আজ চেয়ো না পিছে,
আজকে শঙ্কা করো না, মিছে,
বাংলার মাটি, বাংলার তৃণ,
তোমাদেরই কথা বলছে।।

বন্ধু অনেক বেদনা সয়েছি,
অনেক হয়েছি কাতর,
বন্ধু ভুলেছি বেদনা এবার
হৃদয় করেছি পাথর।।

রক্তের দাম চাইনাকো আর
আজকে দেখুক বিশ্ব আবার,
বাংলার প্রাণে, বাংলার গানে
আগুনের শিখা জ্বলছে।।
(কথা-সারওয়ার জাহান)

(উনিশ)

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারীভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা
ছেঁড়া খোড়ে খাবলায়
খাবলায় নরপাল।।

ঘুম নয় এই খাঁটি ক্রান্তি
ভাঙো ভাই খোয়ারির ক্লান্তি
হালখাতা বৈশাখে
শিষ দেয় সৈনিক হরিয়াল।।

দুর্বার বন্যার তোড়জোড়
মুখরিত করে এই রাঙা ভোর
নায়ে ঠেলা মারো হেই এইবার
তোলো পাল তোলো পাল ধরো হাল।।

কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার
হাতিয়ার কলমের তলোয়ার
সংগ্রামী ব্যালাডে
ডাক দেয় কমরেড কবিয়াল।।

(আবু বকর সিদ্দিক)

(কুড়ি)

শোনন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ।।

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
‘জয় বাংলা’ বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিন মণি।

(কথা-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর ও শিল্পী-অংশুমান রায়)

(একুশ)

অত্যাচারীর পাষাণ কারা জ্বালিয়ে দাও।
সভ্যতার ওই বধ্যভূমি জ্বালিয়ে দাও।
শত্রুহনন চলছে দিকে দিকে
সকল যুগের নিপীড়িতের পক্ষ থেকে

আপোষহীন সংগ্রামের
শেষ কথাটি জানিয়ে দাও

অসূরের হাড়কাঠে
তোর পায়ের ধূলিঝড়
ওরে লাগুক,
লাগুক ভয়ঙ্কর-

খুনের বদলা খুন নেবো
খুন নেবো আজ
রক্ত লোভীর খুনী পাঁজর ভেঙ্গে
হানাদারের কলজে ছিঁড়ে
খুনের আগুন জ্বালিয়ে দাও।

(কথা-আল মুজাহিদী)

(বাইশ)

আমার নেতা শেখ মুজিব,
তোমার নেতা শেখ মুজিব,
দেশের নেতা শেখ মুজিব,
দশের নেতা শেখ মুজিব,
আহা বাংলা মা'র কোল কইরাছে উজল।
ওরে মনের আশা আল্লায় তাঁরে কইরা দিক সফল রে
আশার আরো করতাছে ঝলমল,
ও দ্যাখো আশার আলো করতাছে ঝলমল।।

আমার নেতা শেখ মুজিব,
দিশার নেতা শেখ মুজিব,
যুগের নেতা শেখ মুজিব,
সবার নেতা শেখ মুজিব,
আজি নেতার নেতা হইছে শেখের ব্যাটা
ওরে সাবাস ব্যাটার বুকের পাটা, যেমন বিজলী ঠাটা রে
চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা,
এবার চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা।।

হাইলার বন্ধু শেখ মুজির,
জাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
কুলির বন্ধু শেখ মুজির,
ঢুলির বন্ধু শেখ মুজির,
আহা এমন বন্ধুর তুলনা আর নাই।
ওরে নিজের প্রাণ বিলাইয়া করে দ্যাশেরি ভালাই রে,
আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই
ও এবার আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই।।

(কথা ও সুর-হাফিজুর রহমান)

(তেইশ)

ও বগিলারে,
কেন বা আলু বাংলাদেশের মাছের আশা নিয়া।।
ও বগিলারে, ...।

শিয়াল কান্দে, কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া হায়রে।।
দুপুর রাইতে ডুপরি কান্দে, ভুট্টো বড় মিয়া, কান্দে!।
ও বগিলারে,.........।

আপন ফাঁন্দে আপনি বন্দী টিক্কার চৌখত পানি, ঐ দেখ।।\
আন্ধার দেখে মাইরের চোটে মিছাই বন্দুক তানি।।\
বগিলারে,............।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বাংলার মাটি ঠুকরি ভাংলু কার।
আষাঢ় মাসোত কাদোয় পরি
হলু নাজেহাল, ও তুই হলু নাজেহাল।
শাওন মাসোত ফালগুন ছাড়ি
নেংটি করলো ছাড়ি
বৈঠার গুঁতায় বাপরে মরে
জান বাঁচে না আর
ও তোর জান বাঁচে না আর।

মরদ মরদ কাওয়ার শালি
কেমন তোর মরদানি ঐ।।
বন্দুক ছাড়ি ঘর উদাসী, ও তুই।।
বউয়ের আগে কেরদানি
গাইলের চোটে কোমড় ভাংগী ভাত বাড়িনু গিয়া
হাত বাড়াইয়া কান্দে এখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া, টিক্কা-ইয়াহিয়া
ও বগিলারে,
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।

(কথা-হরলাল রায়, শিল্পী-রথীন্দ্রনাথ রায়)

(চব্বিশ)

ওরে আমার দেশের মানিক সোনা।।
তোরা হাসিয়া জীবন দিতেছিস
শেখ মুজিবের সব জানা।।

তোমাদের মত কে আর আছে,
তোদের মারতে বসেছেরে।।
তোরা দুরাচারী ধ্বংস কর
সহায় আছে রাব্বানা।।

কত দিন করবে শয়তানী
উড়িয়ে দেবে তার জীবন খান।।
তোরা শেষ কর তাদের দুশমনি
গুলিকে ভয় কইর না।।

যত শয়তান আছেরে দেশে,
বেশীদিন রবে না,
কয়দিন পরে খুঁজলে তাদের,
একটিও পাবি না।

তোদের কাছে সবাই নত,
শেষ করে দাও শত শত।।
এখন হইছে বাঘে হত হত
প্রাণ ভয়ে আর বাঁচে না।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ্ আলী সরকার)

(পঁচিশ)

মোদের ফসল কেড়ে নিলরে,
যারা মারলো জাতি-কুলরে,
তোরা ভাই শেষ কর তাদের।।
তাদের পাঠাইয়া দেরে তোরা,
ঐ না যমের ঘরে।।

তোদের খাইয়া মানুষ হইল,
তাই বাঘেরা বেঁচে রইলরে।।
এবার বুঝিয়ে দে ভাই সকল
কেমনে যায় সে পারে।।

হানাদারীর পাঞ্জেগানা
ভিতরে শয়তানী
এবার বুঝুক বাঙ্গালীদের
সিংহ বিক্রমণি।।

তোরা জয়ধ্বনি কর...বাঙ্গালী
জোরছে কষে গুলি মাররে।।
দেখবি তোরা জয় হয়েছিস
এই ভব সংসারে।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ আলী সরকার)

(ছাব্বিশ)

ওরে ও বাঙ্গালীরে,
দুশমনদেরে, দেশে রাইখ না।।
যারা তোদের খাইয়া তোদের মারে
তারে ক্ষমা কইর না।।
খানের ঘরে খান ইয়াহিয়া-
মানব পশু গেছেরে হইয়া।।
ভাইরে মারে ভাই হইয়া
কি আজব এ ঘটনা।।

কতদিন আর ঘুমাও ঘরে:
চাইয়া দেখ আজ বাহিরে,
ওরে অবোধ নয়ন মেললি না।।

ও বাঙ্গালী-
মরুভূমির বাঘে ঘুরে
এবার মার ধইরে ধইরে।।
চালাও গুলি বুদ্ধির জোরে
একটিরও প্রাণ রাইখ না।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ আলী সরকার)

[১-৪ গান শামসুল হুদা চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িকী ‘অনেক রক্ত একটি জাতি’, ৫-১৬ গান ‘বেতার বাংলা ডিসেম্বর ১৯৭৯’, ১৭-২৩ গান শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত গ্রন্থ ‘একাত্তরের রণাঙ্গন’ এবং ২৪-২৬ গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত।’]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ নিউজ কমেন্টারি	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিল পত্র	জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

NEWS COMMENTARY

১৯ জুন, ১৯৭১

With the postponement of the forthcoming meeting of the Aid-to-Pakistan Consortium of World Bank begins a new phase in the international response to the genocidal war in Bangladesh-formerly the majority wing of Pakistan. The postponement is particularly significant because this is for the first time in the 86-day old war between the people of Bangladesh and the Pakistani military junta that the big aid-giving powers including USA and Britain have spoken in silent but real terms about their dislike of what is happening in the East. After all, the Consortium is not a charitable organisation. It grants interest-carrying loans only when it feels that the recipient country can guarantee the safety of both principal and interest. It does not require an expert to see that the genocidal war has made Pakistan totally bankrupt. Although the Newsweek has quoted a very low price for Pakistani rupees at the international money market, the reality is that Pakistani rupees is not saleable at all. Eye-witness reports from such open money markets as Beirut, Hong Kong and Bangkok indicate that buyers would not even touch Pakistani rupee let alone naming a price however low. Pakistan is trying to find a temporary relief by borrowing from rich Arab sheikhdoms. But they, too, are business men and are not likely to prove too eager to throw large amounts of gold down the one-way drains of Pakistan's dwindling economy.

The World Bank team that visited Bangladesh last week quickly saw through the carefully fabricated veil of deception put up for them by Yahya's henchmen. According to its report, widespread famine is just round the corner in Bangladesh. Peter Cargil, Chairman of the World Bank Aid-Pakistan Consortium, has talked only about possible increased food, aid prior to his departure from Karachi. Through the diplomatic euphemisms of his comments it has become clear that the World Bank wants Pakistan to find a political solution of the problem in the East before further economic aid can be considered with seriousness, Almost simultaneously comes a similar statement from William Rogers, US Secretary of State, He, too, has stressed upon a political settlement of the war in Bangladesh for what he termed as lasting peace in the sub-continent. France, Canada and Japan- three other members of the Aid Pakistan club are presumably thinking on the same line,

---

ইংরেজী সংবাদ ভাষ্যগুলি 'আহমেদ চৌধুরী' ছদ্মনামে আলমগীর কবীর রচিত।

Thus two clear-cut world opinions are polarizing fast on Bangladesh issue. The public opinion around the world, greatly molded by extensive press reporting, is clearly in favor of recognizing Sheikh Mujibur Rahman and his party as the sole legal and moral spokesman for the people of Bangladesh. They are convinced that after the genocidal war of the Army junta over the people of Bangladesh the very basis of Pakistan has now vanished and that the people of Bangladesh must be granted independence forthwith. They are genuinely worried about a serious threat to international peace in the area.

The second opinion is that of Western governments. It has been rather slow in crystallizing, but is clearly bringing pressure now upon Yahya regime to seek political solution of the problem. If the lunatic generals are in a listening mood they are likely to be tempted by the proposal because it offers them sufficient room for political maneuvering without conceding anything. A Hurry of proposals and counter proposals would buy them sufficient time during which to make a yet another frantic effort to find money for footing the bill of the mad adventure-an adventure that aims at a total colonization of Bangladesh, at least for a few decades. It would be foolish to expect that a fascist army that undertakes and executes a mass extermination programme without any armed provocation whatsoever would agree willingly to a political settlement.

If, as a repercussion, thousands of Muslims die in the communally vulnerable area; of India, Pakistani junta could not care less. All they want is a political advantage over India. Those Muslims of India who have been showing their allegiance to the Pakistan Junta and are finding it difficult even to sympathise with great misery perpetrated by the junta on the people of Bangladesh should note this point. They should also note the treatment that is being meted out to the refugees from India in various West Pakistan provinces, particularly in West Punjab. However, the Indian Prime Minister has more than once expressed her determination to counter the vicious Pakistani plot and ha: already taken measures against communal violence in India.

The world must act now—not only in the interest of the captives and displaced o Bangladesh but also in its own interest. It must recognize the legitimate, popularly elected government of Bangladesh and arrange for the total withdrawal of the invading army of, Yahya. Only this can ensure a political stability in the region.

...জুন, ১৯৭১

Western governments, although still inadequately, are showing signs of awakening l the gigantic refugee problem that Pakistani Army junta has inflicted with deliberation upon India. According to reports, Relief goods are pouring in daily in Calcutta. These are being distributed speedily among the suffering millions in the camps. The quantum of aid is expected to rise over the coming weeks. But this should not encourage too much hop in the sufferers inside and outside Bangladesh. The sympathy for the refugees m N international community may continue indefinitely, but, the aid pipeline is most certain to

dry up gradually before the end of the year. Naturally, one could not possibly expect the donor countries to go on bearing such a heavy burden indefinitely. So what happens in the end? The load again passes on to the hard-pressed economy of India. But can India absorb such a shock? No.

Thus a permanent solution must be found immediately before the sub-continent develops into another bloody trouble spot of the world. The Pakistani junta seems to have been fairly successful in the propaganda field in its effort of diverting the world attention from the cause to the effect, from the criminal to the crime. The world seems to be more keen on arranging temporary relief for refugees who have crossed the border than on containing hordes of Yahya who were not only responsible for the crisis but are bent upon delaying the inevitable solution, namely, a free political climate, honorable and suitable for the refugees to go back eagerly to their homes. They cannot go back as long as the occupation army that murdered their dear ones and uprooted them with senseless brutality remain on the soil. The world must equally wake up to fate of the millions of captives who for various reasons failed to leave their country and are now desperately marking time in a state of terror. Deliberate destruction of food grains and food crops all over the occupied area has made an unprecedented famine a sure possibility. Because of the almost total disruption of the communication system, distribution of food-stocks that escaped destruction has become impossible. Already famine looms large over the districts like, Barisal, Patuakhali and Faridpur. Since Pak Army's carnage people have been subsisting on summer fruits before they could even ripen. By the end of May, all green mangoes, jack-fruits, bananas and whatever was humanly edible were exhausted. Price of rice shot up from Rupees forty a maund i.e. 80 pounds to Rs. 90 a maund. A match box costs 50 paisa. There is no salt, no sugar or tea. Nobody, rich and poor alike, has the money to buy anything. Pakistan Army soldiers and officers not only destroyed market places and food grain stocks but also robbed every household of cash money and gold. Overnight thousands of families were reduced to beggary. But there is none left rich enough to give them alms.

This is the state of affairs that these lunatic generals of Pakistan are bent upon of continuing unless there is a superior power either to eliminate them or to force them to call off the mad adventure. The heavy casualty among the young officers has given rise to some dissension within Pakistan army. A coup d'etat cannot be ruled out. But the world cannot go on waiting silently for that to happen, nobody knows when……

২০ জুলাই, ১৯৭১

A frightened Yahya has threatened war. The desperate man has now brought out his last card in the game of international deception and blackmail that he has been playing ever since he let loose his primitive hordes to massacre innocent human beings in Bangladesh. In an interview with a correspondent of the Financial Times of London he has threatened India with war if, as he liked to put it, India captured any part of East Pakistan. He even hinted that if he declares War on India he will not be alone-meaning

he will be backed by some other stale in his aggression. This is, indeed, yet another of the series of political blunders that he and his accomplices have been committing ever since March i, the day he dealt a lethal blow to the re-emergence of democracy in Pakistan and paved the way toward total disintegration 25 days later. Yahya's threat is an expression of extreme frustration that usually makes appearance prior to a nervous breakdown. This is, in reality, a public admission of the precarious War position in Bangladesh. He has now admitted that Pak Army, has lost positional control over vast areas of Bangladesh.

According to reports from various fronts, Pakistan Army has been retreating in all sectors following massive inspired attacks by the Liberation Forces. In the western sector, Pak Army suffered particularly heavy casualties and almost whole of Kushtia district has been recaptured by Mukti Bahini.

Observers believe that the significant setbacks suffered by the Pakistan Army in this sector has been mainly responsible for Yahya's threat of war on India. Naturally he is accusing India for territories that his occupation army lost to Mukti Bahini. How could he admit that his 'invincible' army has been putting up a pathetic show against the ill-equipped but superbly inspired youths of Bangladesh Liberation Forces? The pretending that his men were losing to mighty India is a desperate attempt at an artificial resuscitation of, at least, his own moral. But the world knows better. Scores of foreign journalists have toured the liberated areas of Bangladesh. They have also visited the camps of Mukli Bahini miles inside Bangladesh territory and talked with the commanders and commandos.

Foreign Television networks shot films of Mukti Bahini operations from war fronts. Their reports would easily testify that Indians have nothing to do with the liberation war. As a matter of principle the war is being fought only by the dedicated citizens of Bangladesh. The cause of their spectacular success has been, not a grand-scale fire power, but a supreme sense of dedication. They are fighting for the liberation of their motherland. Pakistan invaders, even though they bristle with armoury, will never match their spirit and moral armament. But Yahya and his accomplices are too drunk with their narcissistic madness to be able to recognize this. After all the war does not threaten the clique or their families. As thousands of dumb soldiers die thousands of miles away in the muddy, rain-soaked jungles of Bangladesh these officers enjoy the cool comforts of officers mess and company of international call-girls. Swiss banks are looking after the safety of their private fortunes-fortunes that they accumulated robbing Bangladesh and Pakistan for the coming rainy day. When the army rank and file discover their vicious motives and make things too hot-they will have chartered Boeings to fly them with their families to the safety of Swiss villas.

The darkly hint that Yahya will not be alone when he commits aggression against India shows that he has still remained the schoolboy bully he always was. Obviously he has forgotten that China never ventured outside her borders since Korea. Even the US-backed invasion of Laos could not stir her up. Whether she will come in direct military confrontation with India just to please Yahya's fascist junta is a question that is not too difficult to answer. On the other hand, India is no......to be frightened by the

desperate muscle-flexing of a militarily sterile-and deeply frightened gang leader such as Yahya. Moreover, Yahya's self-deceiving presumption that India is friendless once again points out his total back of political understanding.

৮ আগস্ট, ১৯৭১

With Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko's significant visit to New Delhi probably begins the decisive stage of the Bangladesh Liberation Struggle. The Soviet Government has reportedly given clear indications about its support for India if Islamabad military junta with American and Chinese approval chooses to declare war against India in its frantic and clearly suicidal effort to avert military defeat in ' Bangladesh in the hands of the Bangladesh Liberation Forces. This resolute stand of Soviet Government may well mean an end to Yahya's war cries as both Nixon and Lin Piao are not likely to risk a world war with unthinkable consequences just to save the ugly faces of Yahya and his accomplices. In other words, the possibility of Indo-Islamabad military conflict has now become a great deal remoter than it seemed even a few days ago. And that means the failure of Yahya junta to internationalize the Bangladesh issue with a view to crushing the liberation struggle.

Political observers believe that the Chinese, even the American stand on the issue might experience qualitative changes during the coining weeks-the weeks that are sure to 3ve crucial for the future of Bangladesh, West Pakistan and South East Asia. The Indian protest against American military and economic aid to Islamabad junta is certain have discernible effect on Nixon Administration. India has informed Washington that e considers such aid as hostile acts against India as Yahya's war threats were direct consequences of American support. The Indian denouncement is likely to have telling effects on American domestic politics. Nixon, by what now gradually appears to be a short-sighted policy, has alienated the largest democracy in the world but has gained-thing tangible yet from the Chinese front in return. While India is definitely moving .t of the sphere of American influence, China is still sounding no less belligerent so far U. S. Imperialism is concerned. Nixon is yet to not any concrete gain to prove to the voters that Peking has been floored and the threat of revolutionary communism has been eliminated to justify the sacrifice of U. S. influence over India that was cultivated with so much sweat after Indo-Chinese border clash in 1962, China in her own interest may not concede an ideological sell-out to USA just to gain an entry at the United Nations without which she has been doing not so badly so far. Finally, comes the cruel treatment of the people of Bangladesh by President Nixon. Despite comparatively poor publicity of the genocidal crimes of Yahya junta in the United States politically conscious people in general were shocked by the way Nixon lined up with the murderers. This proved an added burden over a conscience already badly bruised over Vietnam. In his desperate attempt at getting a hold over the Chinese plum Nixon did not have the time even to use- publicity media to create opinion in favor of the Pakistani fascists, Now if Sheikh Mujibur Rahman is murdered as has been threatened by Yahya regime when Nixon could easily secure his personal safety and release, that would mean really the point of no return " him. With such a poor record Nixon would surely prove a very bad runner at the 1972 presidential elections.

It is not that Nixon does not realize the mess he has got himself in during last few weeks. What then could be his strategy to avert his impending political disaster for the Republicans. His first move is likely to be to find a 'political solution' short of impendence for Bangladesh and get Sheikh Mujib to consent to it. As Yahya junta has made the scene too messy to make them presentable at a conference table one should not surprised to see the good old CIA back at its favorite game and pull off a coup d'etat by a group of so-called moderate generals.

Field reports by American officials still staying in Bangladesh must have convinced him that, let alone victory a military defeat is imminent for the Pakistani army caught in Bangladesh. If Nixon succeeds in saving the surviving army personnel here Pakistan would still remain tied to US apron strings out of sheer gratitude.

On the other hand, the Chinese stand on the issue no longer appears rigid. Peking radio has remained quiet over the issue for an unusually long time. The latest all-out American support for the Pakistani junta must have brought home to them the reality of Sino-Pak friendship based on nothing else but a common hatred against India. Despite all those arms and interest-free economic aid etc. Pakistan has always remained very much a baby of the White House. This is a reality that must taste rather unpalatable to the foreign Relation experts in Peking. Recently, discernible indications are there of a charged Chinese attitude toward India. Now with Indian disenchantment with American friendship may begin a newer phase in Indo-Chinese relationship because, until now, the major Chinese objection was against Indo-American understanding. On this side, Indian political leaders of almost all the major parties including the ruling Congress Party are increasingly expressing opinions in favor of a serious review of the Indo-Chinese cold confrontation. All these new developments certainly encourage prediction of an international atmosphere favorable to the future of Bangladesh. With the series of spectacular successes of the Mukti Bahini on the battle field and their increasing might and capability to go soon for a positional warfare to liberate and hold the occupied areas of Bangladesh comes the possibility of the recognition of the Government of Bangladesh by more than one country. The month of August is sure to prove the most significant for the liberation struggle of Bangladesh.

১২ আগস্ট, ১৯৭১

I can't help repeating my fear once again. The question of the moment-Is Sheikh still .alive? Has he not been done away with by the maniacs before Yahya's sudden declaration of the date of trial with shortest possible notice-a notice of precisely 48 hours? Why they hurry? Sheikh was not running away ! He was in their hands and far away from the; battlefield where defeat is engulfing the Pak army not too slowly and, quite steadily. There must be a greater reason behind the timing of the trial than a mere wish to show the .florid their kind of justice.

Sheikh had been kept incommunicado since his arrest. Nobody other than his vile captors has seen him. Of course, Begum Sulaiman, daughter of late Shahid Suhrawardy and presently a quisling of the military junta, claimed in Dacca late lust May that she has

met Sheikh Mujibur Rahman at the military jail in Attock in her bid to make the lead agree to a so-called compromise formula devised by the killer generals. Apparent Sheikh has told her to mind her own business. Even if this story is true, it is more th seven weeks now that no one has visited Sheikh to be able to tell the world about the stat" of his physical and mental health. Only Yahya himself conceded to a foreign journalist sometime ago that Sheikh was keeping bad health because the food supplied by the army was proving disagreeable.

There were also rumours that the leader was being subjected to inhuman torture r would not be surprised if it is true. It is a public fact that Yahya hated his guts. For a man almost totally devoid of civilized sensibilities fully trained by the British in colonial arrogance unarmed Sheikh's refusal to be browbeaten or to give in to army threat had consumed Yahya's brittle patience in no time.

Let me refer to his speeches since the day he declared the postponement of the national assembly session after consulting Bhutto and ignoring totally the majority party leader. He accused Sheikh of his failing to come to a so-called "consensus" with Bhutto but forgot his manners totally in the anger. While he referred to the villain as Mr. Bhutto, Sheikh was being referred to as Mujib. For a man raised in British-style army mess such lapse of courtesy could not have been an oversight. It easily betrayed his total dislike of the personality. In his next speech on 6th of March in which he grudgingly agreed to call the national assembly session on March 25 he again insulted Sheikh in the same manner, in fact added a crude venom every time he pronounced the name. In his speech of March 26 we noticed the repetition of the bad manner once again. It was clear that nothing would please Yahya more than to see Sheikh dead.

A deliberately leaked-out information alleging that Sheikh......had refused a defense counsel provided an added ground to the suspicion about a foul-play. Outside world did not have any contact with Sheikh. How could the refusal-to-defend story reach the world press unless with Yahya's collaboration? Doesn't this "refusal story'" come very handy if the so-called trial is meant to be cover-up for an already committed crime? Particularly when everybody knows that Sheikh would never have agreed to be tried by a foreign military court. The mystery has been further hardened by the reported transfer of Mrs. Mujibur Rahman to Karachi from Dacca where she was kept under house-arrest since last April along with her children. Is the family being liquidated as well? The fact is that no crime is impossible for these men from the pages of medieval tales of horror.

That the junta has proceeded with the illegal trial despite worldwide condemnation including repeated concerns expressed by its mentor, the U. S. State Department gives more credence to the fear. If it turns out to be a fact, it would be proved that Yahya was taking the foreign press for a ride while his hangmen were putting the noose round Sheikh Mu jib's neck. It would be interesting to note Nixon's response to the crime. The pretext he has been putting forward so far to justify continuance of arms and economic aid to the junta was that the U. S. government could gain a leverage this way for what….a political accommodation over Bangladesh. As long as Sheikh lives and remains in captivity the pretext comes very handy as a cover-up device. But without him

Nixon would be in a quandary. He has miserably lost in the international power game as ' has only a ping pong ball to show to his voters in exchange of world's largest democracy. Sheikh's death is certain to spell disaster for Nixon and, consequently, for his protégés in Islamabad.

As for the people of Bangladesh-they will not rest until the murder has been avenged to their satisfaction.

If by one chance in a thousand, Sheikh is still alive it would be for the world powers to stop this farce of a trial before it is too late.

১৭ আগস্ট, ১৯৭১

Reports from Islamabad suggest that Yahya has lost control of Tikka Khan. The maniacal murderer in Dacca has stopped just short of publicly declaring himself the supreme ruler of what Islamabad likes to believe its Eastern colony. Now Yahya is afraid of visiting Dacca. On the other side Tikka is scared of touring Islamabad for fear of sadden arrest. Yahya has for the second time put off his much-publicized tour of Occupied areas of Bangladesh-a place he did not dare to visit since he betrayed Sheikh Mujibur Rahman and the people of Bangladesh and fled from Dacca like a thief in the darkness of night. Two weeks ago he pompously asked a number of foreign journalists to f hang around if they wanted to accompany him in his tour of Dacca. Some of them must F still be hanging around but with tongues in their cheeks. Meanwhile, Tikka Khan was conspicuously absent from the meeting of so-called National Economic Council held in Islamabad sometime ago.

It is also interesting to note that on August 14 Yahya, as a matter of routine, decorated Tikka with Hilal-e-Quaid-e-Azam. Yet, if the relations were good, he would: most certainly have been decorated with the highest award Hilal-e-Pakistan for [completing the historic task of destroying Pakistan. Of course, it is possible, that Yahya has kept the medal for himself.

The rift between the gangsters apparently resulted over Tikka's total lack of (understanding of the world reaction to his crimes. He led Yahya into believing that the; situation was really normal in the East and that he could send any number of foreign journalists to see it for themselves. Perhaps he thought that the journalists could be ' bought over just like those hacks from West Pakistan by drinks and dinners in the army mess. Perhaps like those silly West Pakistanis (with the notable exception of Anthony Mascarenhas) they, too, would parrot his hand-cuts. Like an honest fool Yahya believed in him and sent the journalists who in due time exploded the lies of Tikka. This apparently annoyed Yahya who would have preferred to keep the journalists' out Particularly when the naked aggression against the people of Bangladesh could not be hidden with mere repairs of some badly damaged buildings of Dacca.

He was hoping to get Tikka in Islamabad in order to punish him for the costly folly. But, then, Tikka got the smell of it through his personal friends in the junta and stayed

out. Now he could not euro less if Yahya's international position is made doubly ludicrous by his repeated failures to keep the schedule of Dacca tour.

One thing is certain that the twin can no longer co-exist. Either Tikka goes or Yahya goes. Apparently, President Nixon would like to see both go leaving the power in the hands of other pro-American generals who might not find it so difficult to swallow some kind of an agreement with Sheikh Mujib. The President is clearly against Bangladesh independence but would be very happy to see a political solution within the framework of Pakistan-something that is, of course, totally unacceptable to the people of Bangladesh now.

১৮ আগস্ট, ১৯৭১

According to latest reports Pakistani ambassadors to USA and UK have been called back. It is not known whether they have been sacked or are going to be put in the secretarial godown of Islamabad with some inconsequential assignments in corridors of the foreign office. Whatever happens to their fate-it is now clear that the gang must have been going nuts over the national and international mess they succeeded in creating out of almost nothing over last few months.

The faults of Aga Hilaly-Yahya's man in Washington and Salman All, his henchman in Britain to warrant this hit in the stomach have been their failure to get even a single story published in the US and the British press in support of Yahya's crimes in Bangladesh. But, by Jove, didn't they try? It was indeed a difficult task for Salman Ali, or any other diplomat for that matter except the Americans, to get anything published in the British press with which the editors didn't agree. Poor Salman knew this and gave up futile efforts after some initial failures. But Hilaly, by nature, is a different kettle offish, He is such .a pest that the simple mono-syllables like "no" are rather insufficient to dampen his spirit. Moreover, he happened to be an East Pakistani domicile. Although he could not speak a word of the Bengali he bagged his ambassadorship from the Bengali quota. Being originally a refugee from Madras he could never be one of the family with the Punjabi coterie in the foreign office. He would have been set aside long long ago had it not been for that Bengali quota business. At a time when Yahya was busy committing genocide for sheer self-survival he had indulged in frequenter and louder yap-yap in favor of the crimes even if it was only to prove that he wasn't a Bengali after all. He got himself TV spots and whined like a school-boy before the American viewers complaining that the American press never listens to him-never publishes his handouts. These were such pathetic shows that even the rustic tin-gods of Islamabad felt embarrassed. And the Punjabi coterie was just waiting for the chance to get rid of him.

But would it be possible for their successors to score better marks? How could mi anyone defend such a revolting case anyway? After all, a measure of civilization still exists outside the borders of Pakistan and Lin Piao's China. There it is impossible to present a linen soaked in the blood of at least a million innocent lives as something snow white....

২০ আগস্ট, ১৯৭১

The fate and real whereabouts of Sheikh Mujibur Rahman who voluntarily allowed himself to be arrested on March 25 still remains shrouded in mystery. Although some questionable characters like Begum Akhtar Suleiman claimed to have visited him in prison, there has been not a single conclusive proof to date to suggest that he is still alive surviving the wrath of the psychopathic murderer Tikka Khan on the night of his arrest.

Contradictory reports deliberately leaked out by the sources close to the trigger-happy junta kept the world guessing helplessly until this day. The lone and intrinsically negative response that came from the junta's secretariat was a crude attempt at criticizing United Nations' Secretary General for his publicly expressed concern for the safety of Sheikh Mujibur Rahman. U Thant and other world personalities considered the trial, whose verdict had been already pronounced by the prosecutor-cum-judge-cum-;executioner Yahya in so many of his interviews with foreign press, as yet another disgrace to civilized norms and sensibilities. Despite American and Chinese hacking of the junta U Thant failed to remain quiet this lime contrasting with his shocking silence [during the first week of Pakistani genocide in Bangladesh-a silence that encouraged the-bloodthirsty generals to go for Sheikh's life so blatantly. The reply from Pakistani foreign office had the audacity to point out to the Secretary General that he had remained silent over British massacres in Northern Ireland. By this the Pakistanis tried to convey that they too are entitled to all the United Nations inaction over their crimes in Bangladesh. Its sounds like a murderer defending himself citing another murderer who got away with his crimes. The attitude thus revealed shows the level of shamelessness to which these criminals in general's uniform capable of stooping.

Even greater an outrage is the fact that these children of Hitler and Marquis de Sade have so far been getting away with their criminal lunacies. Is the world so powerless to rid this planet of these ugly growths and make it a better place for human beings to live? Can the world powers, including China and USA, be so devoid of conscience, so blinded by petty national interests that they could go on playing either collaborators or silent onlookers of the crimes? Hasn't the Soviet Union a greater responsibility toward the people of Bangladesh and their undisputed leader than mere signing of treaties with third, fourth and fifth parties forgetting first party of the confrontation?

Let us assume that the murderers have still kept Sheikh Mujib just alive. I say just because according to another report Sheikh has been tortured-a fact that was responsible for his collapse in the courtroom of the so-called trial. Now, defying world condemnation, if Yahya proceeds to execute the leader what do the world powers propose J do? Will they do anything more meaningful than just words? This is the question that has been dominating the thoughts of the observers of the gruesome tragedy.

If the world thinks, just like the killers of Islamabad, that Sheikh's murder would cow the Bengali nation and solve the problem-it is indeed living in fool's paradise. Bangladesh is not Biafra or Congo-let us remind the great powers once again. The entire nation has been hit by an unjust and un-called for war by a vicious fanatical, feudalist and

fascistic military junta. We have paid a record price for our freedom. Now we are convinced that our only condition for survival is nothing short of total independence. And independence we shall win-by our own might. We do not ask the big powers to help Us or give us arms. AM we want is that these murderers do not get economic and arms aid. History has doomed them.

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Keeping neatly quiet for 10 days the Pakistani Radio has come up with yet another blatant lie concerning the shame trial of Sheikh Mujibur Rahman. It has claimed in its news broadcast of yesterday that Sheikh who, according to the same source, had earlier refused to defend himself in a court with no right to try him, has named a pane! of three lawyers to defend his case. The radio has also claimed that A. K. Brohi, one of the three lawyers allegedly chosen by Sheikh, has refused to take the brief for what the radio claims as his prior commitments. Unconsciously, the radio has forgotten to mention the names of other two lawyers. Or was it consciously?

The news, which is the most despicable lie of the Pakistani junta since its handouts on its genocidal crimes in Bangladesh, has been tailored to suit the needs of the conspiracy to hoodwink world opinion that has been outraged by farce of the trial. This latest bit of fiction has been designed to counteract the earlier 'expose' that Sheikh has refused to defend himself. We are well aware of the attitude our leader is likely to take if confronted with the proposition of such a trial. Some in the junta know this as well and, hence, tried that way to convince the world that Sheikh was actually alive. That he has not been tortured or maimed by his sub-human captors to respond the way he would have responded in a normal state of affair.

But the junta played one card too many. The world immediately doubted the move. It was seriously suspected that Sheikh has probably been murdered and this story about his refusal has been cooked to make the lie an all-military affair. The suspicion most probably pushed the army professional liars on duty off the track. Quickly they have come up with this new story a-bout Sheikh Mujib's defense choice.

The story of Brohi's refusal to defend Sheikh also looks quite convincing. Brohi or, for that matter any other, would have to have it least three heads on shoulder to take up brief for Sheikh Mujib. Because he would most certainly be in dire trouble if he ventures to display professional honesty in his role of the counsel for defense. He might even be bumped off to mysterious death. Brohi would be the last man to come to Sheikh's rescue. Of course, he had also refused to be the counsel for the prosecution when the Ayub regime framed the so-called Agartala Conspiracy Case against Sheikh Mujibur Rahman. This shows that he is much too clever a jockey to ride Yahya's lame horse. Assuming that Sheikh is still alive and the trial would be pushed through whether the world-frorn White House to Kremlin, from Secretary General U Thant to Khan Abdul Gaffar Khan-like it or not, Yahya junta will have to appoint a defense counsel at least to keep the books right. According to legal procedures, any case carrying the penalty of death the defendant

must be provided with a counsel-if necessary at slate's cost. Thus defense counsels there ' will be whether the defendant likes it or not.

Political observers still find nothing tangible to suggest that Sheikh has not already been murdered. Even this latest lie about Sheikh's alleged choice of a defense panel does not prove that he is alive. The Pakistani Radio has mentioned other two lawyers who have presumably agreed to collaborate with the junta in this farce of a trial. The army W0uid use them to sign the papers suggesting a fair trial before the execution of Sheikh Muiibur Rahman. It is most likely that the army would not risk exposure by keeping them alive for long. That is the contradiction of politics by murder. You never can stop killing.

The world must force the Pakistani junta to reveal the truth. If Sheikh is alive the world must force the junta to set him free.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ ওয়ার্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭১

২৫ জুলাই, ১৯৭১

The policy of murder and violence that the military rulers of Islamabad adopted to subdue the people of East Bengal has begun to boomerang. Abandoning the path of peaceful negotiation, the trigger-happy West Pakistani generals cracked down on the mild-mannered, cultured, and peace-loving East Bengalis. Why? Because the people had asserted their democratic right to run their province according to their wishes and end the decades-long colonial exploitation at the hands of West Pakistani military and bureaucratic rulers. The Military Governor of East Bengal, General Tikka Khan, had boasted that he would crush the people of Bangladesh in six days. Three months after the expiry of that date, the people are still far from being crushed. The war that the 'valiant1 generals of Islamabad launched was not merely against armed rebels but the entire people of East Bengal. The atrocities committed against unarmed civilians— men, women and children, are now known all over the world and the smoke screen raised by the military junta has been completely blown off. How millions of refugees have been driven away from their homes is also now a matter of common knowledge. However, repeated claims of normalcy in Bangladesh by Pakistani publicity media show that Islamabad still wants the world and especially the people of West Pakistan to be kept in the dark about the strong fight being put up by the Mukti Fauj. A West German State Minister Dr. Earnest Hcinsen and a British Labor M. P. Mr. John Storehouse, have been to some of the liberated areas. They say they were impressed by the activities of the freedom fighters there. For some time past, the freedom fighters have changed their tactics completely, The nature of engagements shows that they have become adept in the advanced techniques of guerilla warfare. They ambush the enemy and make raids at places of their choice. Bridges, culverts, railway lines and other strategic installations have been blown up on a large scale. The commanders are using artillery and mortars. The activities of the freedom fighters are by no means confined to the countryside. In recent days, there have been grenade attacks inside Dacca city. At least twenty raids on army camps and positions are being made daily in the city and its suburbs. Production in the Ghazipur Ordnance Factory near Dacca has again been suspended following damage caused by guerilla attacks. Water supply in Dacca has remained suspended for two days. The main power plant in Dacca was knocked out by insurgents a few days ago. There have been reports about the reimposition of curfew in the city.

In Chittagong city and other areas of the district, flags of Bangladesh are again fluttering on housetops. There have been attacks in many other towns also.

The expelled correspondent of the New York Times, Sydney Schonberg has reported that guerilla resistance appears to be widening and growing more effective. Mark Tally of

the B.B.C. recently reported that the Pakistan army was not in a position to post its personnel at all the would be strong-holds of freedom fighters and strategic bridges.

In short, the army is feeling the punch strongly. Recent history has shown that an army, however powerful, cannot crush a whole people. The flame of freedom has been lighted in Bangladesh. The atrocities committed by the West Pakistani army have embittered the hearts of the East Bengal people. The freedom fighters are gaining in experience and strength and time is on their side. Well, violence was Islamabad's own choice.

২৮ জুলাই, ১৯৭১

Much is now known about the genocide carried out in East Bengal by the West Pakistan military rulers. They have made such a thorough job of it that if Hitler were to come to life, he would not find anything lacking in the methods of his modern disciples. The most conservative estimates put the number of those killed at a quarter million. Seven million East Bengalis have had to flee to India to save their lives and honor. Before the world today, the name of the military junta of Islamabad is mud. Yet, to hoodwink public opinion, the Pakistani militarists are issuing appeals to the refugees to return to East Bengal, claiming complete normalcy in the region. They have even opened reception centers for returning refugees.

A correspondent of the British newspaper, The Sunday Times, recently visited one of 5: these camps and reported that its entire population was five stray dogs. During the past few weeks, Parliamentary delegations from Britain, Canada and Ireland have toured East Bengal. They all got the impression that an atmosphere of terror prevailed there. The Islamabad rulers seem to have learnt even more than mass murder "techniques from the book of the Nazis. Information trickling though, despite censorship, shows that East, Bengal has been turned into a police state. It is today a valley of fear, where a Gestapo type inquisition is going on. To such government employees as are still attending offices, a questionnaire has been issued by the martial law authorities. One of the questions to be answered specifically is: Did you vole for the Awami League? 'Another, are you a Bengali? What great crimes!

A graphic account of conditions in East Bengal has been given by a correspondent of the Los Angeles Time's Jack Foisie. Dacca, he says, is a city in which fear is the dominant emotion. There is ghostly emptiness in the streets at night. At dusk, the workers hurry to their homes or to the homes of kinsfolk if their walls are thicker and doors stronger. Says Foisie: "After a quickly eaten monotonous meal of rice and greens, and may be a bit of curried fish, the oil lamp is extinguished and the door is barred. There is the belief that a darkened house is less likely to receive a visit from the authorities." The cause of the fear, the correspondent says, is what several people, in furtive conversations, have described as the 'inquisition'. He adds, "In all nocturnal poundings of the door, the object appears to the same. Information about the whereabouts of rebels; the recruiting of informers, who do so to save their own skins; or the ravishing of their women; or just a visit for the pleasure of intimidating; or to collect payment to be left alone." He narrates

the story of an Bengali banker, who had to buy his safety and that of his family from military officers with a large sum. "Sometimes men are marched at gun point." Foisie writes, "leaving the women to wail. Some men don not return or are returned beaten."

The so-called Peace Committees set up by the army authorities and the local militia raised by them are but another tool for terrorizing the people. Mark Tally of the B.B.C London Times says the local militia are mostly thugs, and glad of the opportunity to settle old scores.

৩০ জুলাই, ১৯৭১

Army repression in East Bengal resulting in the postponement of a return to democracy in Pakistan has finally started to have reverberations in West Pakistan itself, : no less a person than Mr. Bhutto. who has been considered the collaborator par excellence with the army. It should not be forgotten that the army and Mr. Bhutto acted in concert earlier this year to thwart effectively Pakistan's return to a democratic set up following the elections of December 1970… At that stage it was clear that the interests of the army and those represented by Mr. Bhutto had converged. Their joint aim was to deny the transfer of effective political power to the duly elected majority in Pakistan's National Assembly, namely the Awami League. The basic reasons behind this move were many, including the fear that with the Awami League in power the equation between East and West Pakistan will be radically altered. the army will lose its financial autonomy and the hate-India campaign on which Pakistan's ruling elite has thrived so far will collapse like a house of cards. Moreover, Mr. Bhutto with his well-known love for power, was not able to tolerate a situation in which he would be personally deprived of any significant share in the power structure of Pakistan. Mr Bhutto had probably pinned his hopes on the fact that with the Awami League out of the way one of two things would happen. Either, power would be transferred to his People's Party, the second largest party in the National Assembly, at the Centre, or, in the event of East Bengal continuing under martial low at least the four provinces in West Pakistan would have representative government restored to them. In this case his party would come to power in the two most populous provinces of the western wing, Punjab and Sind, As it turned out, all these calculations went away. General Yahya Khan refused to transfer power to the elected representatives in the western wing as long as, what he called, "normalcy' had not returned to East Bengal. Since there was no indications of return to such normalcy Mr. Bhutto felt his designs frustrated. Moreover, there were indications of increasing restiveness within his party as a result of this delay in the transfer of power. As a result of all this. Mr. Bhutto in his frustration tended to become more and more vocal in his demand for transfer of power, this becoming a source of embarrassment to the military regime. The honeymoon period apparently had come to an end. It was probably with this in mind that the regime sent him on a jaunt abroad, ostensibly to present Pakistan's case on Bangladesh.

It is now reported that in an interview with an Iranian paper in Tahran. Mr. Bhutto has stated that there must be a political settlement in Pakistan and the Awami League, the

majority party, just play its party in this settlement. He has also demanded a speedy return to civilian rule. Mr. Bhutto. whose tour was organized by the military junta, was immediately called back to West Pakistan. His later meeting with Yahya indicate they are no longer seeing eye to eye.

৬ নভেম্বর, ১৯৭১

The Asian', an international news weekly published from Hongkong covered the increased activities of the Liberation armed forces in the occupied areas of Bangladesh.

The report captioned "Bangladesh fighters harass Pak army in renewal resistance" begins with a description of "Razakars:, the mercenaries raised by the invaders. It reads. "in the occupied areas of Bangladesh today, the chief operators in this murky field are the Razakars. Their name has lofty historic associations; it means, literally, "Servants of the king." In fact, the Razakar are paid agents of the Pakistani army. Their special operations are haphazard personal assaults.

These hired hands of the Pakistani security forces have also set a standard fee for "aiding" the enemy are paid to repress. The charge for guiding Bengalis on their war to safety is three rupees (about 40 US cents)

In such a field of twilight operations, where "protection" is an ambidextrous business, it is often unclear whose interest are really being served. It is, for example quite possible that Pakistan Army officers are content to ignore the devious aid that the Razakars give to fleeing refugees, reckoning that it can only add to the tide of confusion and panic.

But two things can be said with certainty about these hirelings. First, money talks eloquently to them. Secondly, they can be very hasty and brutal.

As the onslaught by our valiant armed forces mount into organized frontal offensive, these band of Razakars, when the occupation army has left to our mercy, willingly and/or unwilling come forward to our help. The Asian comments, the Razakars have been recruited from among the Biharis, these immigrants to Bangladesh whose arrival dates from the partition of India. As guerilla raids have increased, so have their activates. In addition to assisting refuges, some of them have been known to act as guides to the Mukti Bahini, the Liberation Army, during their forays against isolated outposts.

There are signs now that the Pakistani army may be losing faith in the efficacy of the Razakars, who are evidently not living up to their unofficial designation of a "Home Guard." Some Bengalis among them have defected with their weapons, to the Bangladesh guerillas. It is known that training courses which were conducted for Razakar recruits on the playing fields of Dacca University have now been abandoned.

The same mark the surrounds the movements of the Razakars envelopes large areas of the whole field of spasmodic conflict in Bangladesh. But some clear pointers are beginning to emerge now and they suggest that the Bangladesh forces are now more "battle-hardened" and rare ready to launch attacks on a far more impressive scale that hitherto.

"The Asian" commenting on the casualty rate of the Pakistan army, efficiency of the Mukti Bahini and fast organisation of our armed forces, says, "To judge from known casualty rates, the Mukti Bahini are already engaging in more than hit-and-run skirmishes. Between 20 and 30 wounded Pakistani soldiers are being brought in daily to Dacca Cantonment Hospital.

Guerilla casualties, on the other hand, appear to be relatively light, possible because of the advantage they have in surprise.

The Guerilla are meeting increased support in the villages they pass through. In some places, where the inhabitants previously asked the Mukti Bahini fighters to keep away, for fear of reprisals, the inhabitants now freely offer food and shelter.

This, and reliable reports of better supplies of arms and ammunition, must lend weight to the forecasts that the Bangladesh forces are about to launch attacks over wider fronts in a much expanded scale of operations.

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

The Newspapers throughout the world are-still continuing to report about the atrocities of Yahya Khan's troops in Bangladesh. These atrocities are compelling more innocent civilians to cross the border and take shelter in India. The U. N. relief Commissioner accepts the figure of 9.5 million refugees but Yahya Khan for last 4 months maintaining the figure of 2 million only. However, again, the General at the same time claims that huge number of refugees are returning every day, If that is so how does the figure remain static for 4 months?

The Time Magazine of the United States writes on Oct. 25 "although Islamabad has ordered the military command to ease 'off on its repressive tactics, refugees are still trekking into India at the rate of about 30,000 a day, telling of villages burned, residents shot and prominent figures carried off and never heard from again". This means that approximately one million refugees are crossing the border every month and while Yahya Khan may maintain figure of 2 million for next 4 months also in reality there would be 4 more million refugees crossing the border before the end of February.

On the atrocities of the occupation army the Financial Times writes on October 26 "instead of the military regime's persistent denials, the Pakistan army and police continue to take reprisals against unarmed civilians living where the Bengali rebels operate, even within sight of residence of the new civilian Governor in the middle of Dacca, Martin Woollacott writes in the Guardian on Nov. 1, "the Pakistani regime in East Bengal, inspite of Islamabad's unholy and contemptible attempts to bring about a return to normalcy still rests on a foundation of violations and raw coercions.

The success of Mukti Bahini also continues to dominate the world newspapers and magazines, The Newsweek magazine of the United States writes on Nov. 1 "since Yahya Khan launched extermination campaign last March against the insurgent Bangladesh State and forcing more than 9 million refugees to flee into India-the Bengali guerillas

have built up a force of 50 thousand men." Naturally, the Newsweek correspondent has been extremely conservative about the number of guerillas. It goes on to say: the guerillas have been highly successful in harassing Government troops, and many western analysts feel that the rebels success is likely to continue. Yahya does not have enough troops there now to curb the guerillas."

The Guardian of London writes "recently the Mukti Bahini have struck several times in the very centre of Dacca-usually with bombs and on several occasions mounting conventional attacks". It further writes "in the Gopalganj area, south of Faridpur, where the Mukti Bahini are well established, they appeal to have a special political cadre which although armed, spends most of its time explaining to the peasantry what is happening in Dacca."

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

"Bengal guerillas step up number of assassinations and bombings" was the headline of the London Times of Nov. 9. It writes "the guerillas are trying to close down all higher educational institutions in East Bengal on the ground that they are controlled by Pakistan army". It further says, "the number of political assassinations have increased sharply in the last few days. Yesterday a rightwing politician appointed by the Pakistan Govt. to serve in the future provincial assembly was killed by sub-machinegun fire." That the Mukti Bahini are serving notices on the people who are collaborating with the occupation army and giving them enough time to rectify themselves are also evident in the report of the Times. It says, "the guerillas have threatened to kill all members of the peace committees, all officials appointed by the martial law authorities and anyone else actively cooperating with the occupation army." It further reports "the Bengali civil servants who have stayed at their jobs have generally been warned that they are under close observation by the guerillas and that more than token cooperation with the government will be punishable by assassination.11 About the heavy casualties that the occupation army is suffering, is also evident in the report of the Times. It says, "military morale is understood to have declined and the increasing number of army casualties have apparently made it impossible to continue a former policy of flying the bodies of officers back to West Pakistan for burial."

......Current week's the Newsweek Magazines of United States also suggests that Pakistanis are fighting a losing battle. Yahya Khan is engaged in a unwinnable war. It says "Pakistan army has only the deepest notion of guerilla warfare. While the soldiers are close door on the border the Mukti Bahini seem to have the run of East Pakistan. The Government has attempted to combat the insurgent with Razakars, but the Razakars harm the government more than they help it." That the' effect of employing Razakars has become counterproductive and leads to alienate the people more in favor of the Mukti Bahini. The Newsweek says "these repressive tactics of Razakars when applied against the people have turned most Bengalis into Mukti Bahini's supporters". The senior Editor of the Newsweek Magazine Arnaud de Borchgrave asked the people whether they wanted

to remain pan of Pakistan or create a new state of Bangladesh, the reply was, he wriies ilmost all of them answered Bangladesh". The Magazine further confirms that all the people in Bangladesh are now more committed to an independent state than ever before. The senior Editor of the Magazine writes "Several people whispered to me "Bangladesh should be independent, all of us feel that way".

The Magazine also mentions that the Pakistan army is losing grip over the situation. writes "what general Niazi, martial law administrator in East Pakistan does not seem to appreciate is the steady deterioration of internal security and the degree of organisation of Mukti Bahini. By last week the government had lost control of 25% of the police stations E. Pakistan."

That the civil administrators of Yahya Khan are also cooperating with Mukti Bahini evident from this issue of the Newsweek Magazine of Nov. 15. It says "a number" of strict commissioners are tacitly cooperating with the guerillas and much of the areas north of Dacca itself is still under the outright control of the Mukti Bahini." With regard the organisation and efficiency of the Mukti 'Bahini the senior editor writes. "I personally was contacted by Mukti Bahini representative within 30 minutes of checking to my hotel in Dacca despite tight police security," He further says, the rebels had established a disciplined network carefully organized into teams- some assigned to collect taxes and organise Bank robberies, others designated as saboteurs, still others coldly ear-marked to be assassins."

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

The Newsweek Magazine of U.S. on Nov. 15 reveals that Yahya Khan and his generals are completely unaware of the realities in Bangladesh. His civil Governor also does not know of the factors that are prevailing in the minds of the people. It says "the harsh truths about Bengali resistance are being concealed not only from the civil Werner A. M. Malik but from President Yahya Khan himself."

Lastly, the Magazine also confirms the atrocities that are being committed by Pakistan army even today. It reports, "a highly knowledgeable foreign observer accuses e soldiers of atrocities." The army recently surrounded the village of Demra where the Mukti Bahini had never been, raped all the women between 12 and 35 and shot all the en older than 12."

It further writes, "only days' later Pakistani gunboats swept up the river Chalna eking fishing boats and shooting the fishermen as they swam for safety." But the agazine's senior editor rightly points out that the more repressive Pakistan's army is and e more atrocities they commit, the bolder the resistance will be from the people. It will only strengthen the power of resistance rather than subjugating the people. The Magazine rites, "all this accomplishes is to make the resistance in East Pakistan more extreme and

more dedicated than ever. The majority of people are already anxious to break away from Pakistan and the Pakistan army commanders are beginning to realize that they are trapped in an unsinkable guerilla war."

"Yahya's shrinking alies" was the editorial headline of the Guardian of London on November 9. It mentions how Pakistan is gradually being isolated and Yahya Khan's closest friend China is now gradually withdrawing her support. The editorial says "events are running inexorable against Yahya Khan. The continuing American aid stopped dead yesterday and China most devoutly. .of allies has sent Yahya Khan's emissaries home from Peking with the softest of comradely cotton wool." With the American stoppage of arms supply to Pakistan, the editorial says "it leaves Yahya without western friends. The West Pakistan generals in short have come to an end of their path of bungling violence." Chinese cold behavior with Yahya Khan's representatives in Peking is also reflected when the editorial says "unease became manifest during the talks. There is no prospect of intervention by China against India if war breaks out. If war comes indeed Pakistan will be operatively alone, deserted and condemned."

"Pakistan army still killing and looting-says refugees" was the headline of the Daily Telegraph, London. The Newspaper reports "it was at first thought that the wholly Muslim Pakistan army was concentrating its attacks on Hindu villages but officials regard the latest evidence as proved that the army is waging a straightforward campaign against any one thought to offer support to the idea of an Independent Bangladesh nation."

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

As the days go on the Mukti Bahini's offensives intensify more. "Wave of sabotage in East Bengal as border tension rises" was the headline of the London Times this week. It writes, "the most spectacular act of sabotage carried out by the guerillas was the sinking in Chittagong of a large oil tanker that was about to sail for Dacca, 7 of the crews were missing". The Newspaper's Dacca correspondent Malcolm Brown further says the guerillas have recently blown up patrol fuel supplies to hamper to Pakistan army, and have so far sank or damaged at least a dozen ships." He further writes, in the past 24 hours they have also assassinated a leading Dacca Lawyer in his room and set off three large bombs in a power station leaving Dacca and two towns nearby without electricity for most of the day. Lack of power yesterday caused a water shortage in Dacca. He goes on to say electric power in Dacca and elsewhere in East Pakistan has been progressively disrupted by sabotage to the point where there are half a dozen power outs every day.

"Dacca Business Centre shaken by bomb blast" was the headline of Daily Telegraph of London on November 12. It says, a heavy explosion had shaken business centre of Dacca yesterday when a bomb exploded in a car a few yards from the entrance to the main post office. A reliable British eye-witness saw one man killed but later it was learnt 3 people were killed." About the morale of 6,000 West Pakistan Police who were brought m to East Pakistan in March is at a very low point, reports this Newspaper. It says "they

are beginning to show signs of severe strain. .several units have been confined to barracks for the past week." The correspondent of this paper further writes "I understand the police who came to Dacca to replace those members of the East Pakistani force who had defected to Bangladesh were told they would return home on September. As there is still no signs of relieve for the force, they are becoming increasingly truculent in their demands to be given a firm date when they will return to the West.

That the troops out of their desperate situation continue to harass ship-keepers by demanding goods the reporter writes "I have also seen some West Pakistani soldiers in groups harassing shopkeeper. The behavior of the troops is certainly worse than it was two months ago."

"Guerillas disrupting flow of Pakistan's raw jute" was the headline of Financial Times of Nov. 12. It says "guerrilla activities in East Pakistan appear to be having an impact in supplies of raw jute to the World's Spinning Industries. According to some shipping Companies there is a continual short of jute for lifting". From a report in London Goatfrey Brown, correspondent of the Financial Times writes "the uncertainties and delays in shipments are forcing jute spinners in Europe to mop up any unbought persons afloat. As a result prices for jute are tending to rise and have gone up by 7 to 10 pounds a ton in the last fortnight."

১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

"Guerillas took over large areas of East Pakistan" was another headline in the Daily Telegraph of London. It says "7 major regions of East Pakistan have been declared liberated zones by Bangladesh guerillas. Since an autumn offensive got under way two weeks ago the 'successes are more than even guerilla commanding officers had anticipated".

The correspondent of the Newspaper gives the details about the liberated areas controlled by the Mukti Bahini. The correspondent travels 70 miles from the Indian border into the liberated areas of Bangladesh. It mentions Modhupur forest and the Sundarban forest to be the main guerilla bases of Bangladesh Mukti Bahini, The Newspaper says "apart from the main towns and the land routes between them the whole of Bangladesh excluding the north-west becomes guerilla held territory". The Razakars who are supposed to guard the ferry crossing bridges, administrative buildings and army camps are not proving much of a success.

In another dispatch by Clare Hollingworth writes in the Daily Telegraph of London "Industry within 30 miles of Dacca was brought to a complete standstill after Bangladesh guerillas destroyed 3 out of 4 generators of the main power station on the outskirts of the city".

In the dispatch "guerillas cut off Dacca Power Station" Clare Hollingsworth further writes, 3 explosions occurred inside the compound of the well-guarded power station at

Siddhirganj. They caused an immediate cut in electricity supplies even to emergency, clients such as the workers house, police and army barracks. She further writes, the most : serious result is that at least one thousand workers in jute mills and light industry in the Dacca region will be put out of work, where around 60% of the working population were already unemployed.

The Times of London writes about the conditions that are now prevailing inside Bangladesh and the absolute failure of the Pakistan Government's attempt to administer the occupied areas. The law and order situation has gone completely out of hand. The West Pakistani soldiers and residents in Bangladesh are feeling insecure and the businessmen are taking away all their properties to West Pakistan. The Times of London writes "most West Pakistani residents of East Pakistan feels themselves dangerously threatened and many are finding some way to immigrate before it is too late." About the Mukti Bahini, it writes "the guerillas operate more or less at will, despite constant search by the army against suspected guerilla strongholds." It further writes, "military morale is understood to have declined. Police' morale has also suffered." The Newspaper further confirms that police and Razakars are joining the Mukti Bahini in a much larger way. It says "in June the Government sent over a force of West Pakistani police officers, and men to replace the defectors. The force was told that the assignment would be only for the duration of a brief emergency but they are still here and the emergency appears more serious than ever.

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

The occupation army of Yahya Khan has started to disintegrate. They are on the brink of collapse as they suffer heavier casualty's every day. The more they continue their atrocities and repression, the more support the Mukti Bahini enjoy from the common people. The fool, dull and the below-average soldier, Yahya Khan, has gone stark staring bankers. The Daily Express of London describes him on November 17 "he is a thick-set, somewhat cumbersome man. It is to his great discredit that he has not visited Bangladesh since the crackdown began on March 25." It further goes on to say "he has relied for his information on reports from his commanders and one can only assume, that is why, both refugees and guerilla fighters have been dismissed by him as miscreants and Indian infiltrators,"

Ian Brodie, the Foreign Correspondent of the Daily Express further accuses Yahya Khan by saying "he has precipitated the crisis when the result of the Pakistan election, a big win for Sk. Mujib, did not suit him." He further writes about Yahya Khan, "Yahya Khan, the bull headed man seemingly somewhat bemused by the peril he has wrought". He further goes on to say "when General Yahya says he is just a simple soldier he should be taken at his word. With his hectoring manner he is better suited to be a sergeant-major than a General.

The Financial Times of November 16 reports Mrs. Indira Gandhi to have said to the Congress Party executive "Bangladesh has come to stay, (here is no power on earth which can alter this real position."

"Mrs. Gandhi reported to have given ultimatum over Bangladesh" was the Headline of the Times of London on November 17. In this dispatch Peter Hazelhurst reports "Mrs Gandhi the Prime Minister had given the international community a time-limit of two weeks to resolve the crisis in Bangladesh."

"Mrs. Gandhi sees tide turning" was the headline of Daily Telegraph of London on November 16. David Loshak, the New Delhi correspondent of the Newspaper writes "Mrs. Gandhi the Indian Prime Minister told parliament yesterday that the international tide was turning against Pakistan."

That Pakistani troops in the occupied areas of Bangladesh are getting more desperate everyday is now confirmed by the report in the Daily Telegraph of London of November 17. "Pakistanis murdered Priests" was the headline. The correspondent writes "American Roman Catholic Priest Father William P. Evans was shot dead at the weekend, 17 miles south-west of Dacca. He had lived and worked in Pakistan for 23 years" Clare Hollingsworth further writes "I was on my way to his Mission Church of Bukshnagar when he was murdered in a disputed area of no roads or telephone. The boatman he engaged to take him from Gola to the Mission described what happened to the Archbishop of Dacca who was staying at the Mission". The boatman told Clare Hollingworth "we were boating down the river when military guards ordered them to report to the local commanding officer as the boat was searched. Father Evans was questioned and allowed to return to the boat. But for some unknown reason they took Father and me out of the boat and forced us to sit in a ditch".

Clare Hollingworth, the correspondent of the Daily Telegraph, further describes the most criminal and treacherous act of Pakistan army in killing Father Evans, the respected American Roman Catholic Priest in Bangladesh. She writes "although the commanding officer was satisfied about the identity of Father Evans the army began firing at close range." The boatman told the correspondent " I broke lose in fear of my life and they fired at me also a couple of time but missed. I later heard from another boatman in the neighbor that Father was shot dead and his body thrown into the river."

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

The report of massive attack of Mukti Bahini on the occupation army continue to bring tremendous success every day. They have now intensified their offensives from every corner and at every sector wherever the troops of Yahya Khan are existing. The world press in almost all the capitals report on the successes of the Mukti Bahini.

"In Bengali guerillas Hamlet hope is high" was the headline in the New York Times

of United States. Malcolm Browne in this dispatch from Bangladesh writes "under the precepts of warfare laid down by such Asian strategists as Mao Se-tung, Bangladesh is a guerillas haven, with the terrain mostly on the side of the fighters of the Mukti Bahini". He further writes quoting the Mukti Bahini leader of the area saying "If you foreigners would send us the arms and ammunitions we need we could throw out the Pakistan army in 7 days. The correspondent further writes "traveling on a motor launch and a Shampan I was escorted to the hamlet which is south of Dacca by a guerilla guide. This guerilla I hamlet, in common with many rural communities in the deltaic flood plain of Bangladesh, is a good 20 miles from the nearest road or footpath. It is accessible only through a maiz of shallow canals clogged with water plains with innumerable positions for ambushing intruders." "Guerillas in liberated zones like this one feel completely secure from army operations and houses displayed Bangladesh posters and portraits of the imprisoned Bengali leaders Sk. Mujibur Rahman". The correspondent further appreciates the organisation of the Mukti Bahini by saying "when traveling with guerilla agent in Dacca and elsewhere, an elaborate system of signals and clandestine arrangements smoothed the way past any potential military obstacle. He further writes an exact knowledge of where won liberated zones ends and the other begins is important to everyone in Bangladesh. As a rule of thumb, foreign diplomats and military observers consider that about a quarter of the region is in the control of the guerillas who claim a force of at least 100,000 men. But even in the heart of army occupied territory Pakistani control is tenuous".

Malcolm Browne further writes that the guerrilla commander told me "in common with all guerilla movements we captured our arms from the enemy". He further mentions "communications between guerilla districts are said to be rapid and reliable". During my visit a guerilla arrived from a distant zone carrying a plastic case sealed against the mud and rain and containing battle directives propaganda posters and copies of the mimeographed Mukti Bahini Newspaper.

"Bangladesh forces take down in drive to gain control on vital communications link" were the headline of the Times of London on Nov. 18. It says, Bangladesh guerillas have captured the town of Darshana. The Mukti Bahini's aim in this sector seem to be to push further east to gain control of the main road link between the port of Chalna and districts in the north and the east. The Road is also vital for control of the important towns of Kushtia, Jessore and Khulna.

John Stonehouse in a debate in the British Parliament on Nov. 18 again demanded of the British Government to recognize Bangladesh. In this debate in the House of Commons the former Cabinet Minister of the last Labor Government said the United Nations has through inactivity completely failed to do anything about the rape of Bangladesh and that some initiative must be taken to get Yahya Khan to call off the repression carried on by the army in East Bengal, to release Sk. Mujib and to allow the people of East Bengal to decide their own future.

He said "Awami League leaders who survived the carnage and escaped, declared the Independent State of Bangladesh and it is that state that we should recognize as having come into existence."

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

The Mukti Bahini for the whole week have now been engaged in fierce fighting with occupation army in all sectors of Bangladesh. "Town is liberated by the Bangladesh -guerillas" was the headline in Morning Star of London on Nov. 23. It says "Bangladesh forces have liberated the town of Chougacha in the Jessore District of Bangladesh after a bitter battle with Yahya Khan's troops". It further quotes "after the capture of Chougacha, 14 miles north-west of Jessore town, Yahya Khan's army withdrew to the nearby town of Navaran from which they were launching counter attacks on the Bangladesh Mukti Bahini." It further says "the Mukti Bahini had also made advances over the weekend in Kushtia, Khulna and Jessore districts on the border with West Bengal and before capturing Chougacha it has taken Maheshpur 23 miles north-west of Jessore town." The Newspaper further writes, "the Pakistan army suffered immense losses in men and tanks planes in the engagement with the cracked commandos of the Mukti Bahini in Jessore and Kushtia sectors. The commandos are pressing forward liberating more areas 3se two sectors."

It goes further to confirm, "the Mukti Bahini had liberated Debhala a border town in khulna district after a grim and formidable battle:' The Bahini also captured Kaliganaj and were advancing in lands from there. The Newspaper further says "in kustia the Bahini is…..towards the towns of Jibannagar and Damurhuda under cover of own artillery established in liberated areas near the Indian border towns of Banpur and Gidi. Yahya's army was suffering heavy casualties and that the sound of shell fire Mukti Bahini's 25-pounder artillery could be heard in Krishnanagar more than 20 from the battle scene.

“Guerillas make major gains in Bangladesh" was the headline of the Daily Telegraph of Nov 23. David Loshak a correspondent of the Newspaper reporting from Delhi says “Bangladesh government guerillas make major advance against the Pakistani army in bangladesh. The guerillas were said to have met again in Khulna, Kushtia and Jessore districts and have taken the town of Chougacha".

The Financial Times of London reports on Nov. 23 "the Mukti Bahini in a consorted offensive have overrun 10 Pakistani positions in different districts of Bangladesh from a in the south to Rangpur and Sylhet in the north. The guerillas have, inflicted casualties on the Pakistani troops at all the places where the fighting have been in progress since last Friday". It further says freedom fighters have liberated 14 villages spread over a wide areas in Kushtia and Jessore districts following a fierce battle which

"Bengali guerillas put on the pressure" was the headline of the Financial Times. In a dispatch by its correspondent from Karachi the Newspaper writes "Mukti Bahini guerillas continued to increase pressure on the military administration. … … …There has been a constant intensification of sabotage activities making the situation fluid and difficult despite the strict measures taken by the military regime over past few weeks to deter guerillas from escalating their activities". It further says, "the chosen targets of the guerillas include industrial establishments, disrupting communications and shooting peace Committee members cooperating with the government with the object of creating panic and paralyzing civic life and administration to the extent they have abandoned hope of a return to normal”.

"Razakars help of Bangladesh forces" -was the headline of the Scotsman of Britain on Nov. 22. It says, the Razakars in Bangladesh are no more then headed group they used to be. They have found a new rule that make them acceptable at least partly to the guerillas. The Razakars employed by Pakistan army have reportedly been helping the guerillas lately with vital information about the army. The Razakars inform the rebel commando to leave or take defensive positions before Pakistani army plans to attack them. It further reports many recent successes of Mukti Bahini had been due to the information that had come primarily from the Razakars. The Razakars also provide the Mukti Bahini with protective cover.

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

All over Britain and elsewhere Bangladesh residents are rejoicing at the news of India's recognition of Bangladesh Government as a sovereign Independent State. Ian Nrodie, special correspondent of Daily Express in a front page dispatch says "Sullen and silent villagers of Sudigh picked through rubble of their homes. ."

John Pilger, chief international correspondent of Daily Mirror, which has a circulation of 15 million a day, was the first outsider to view result of what obviously has been the most efficient blitzkrieg since Israel's six-day war in 1967. One Bangladesh old man told Pilger "my friend you are too late, they have taken all our women and all our;' girls they have taken many of our young men too. Still we are glad you have come Joi Bangla".

The ruffle feathers here and any other parts of the west caused by the Indian army's action in and around East Bengal appear to be giving way to an attempt to view the escalation of the fighting in some perspective. In a feature article, the Times of London said "it would be wrong to put the blame on India for following this realistic policy and putting power to the test. For 8 months the Pakistani government………….almost willfully turning aside from the political reality of the Eastern wing………..It further goes on to say "they cannot hope now to swing, international support to their side by representing themselves as innocent sufferers from unprovoked aggression. And if India have calculated that the cost in human suffering could be less from the limited action they

have undertaken no one can easily accuse them of gross misjudgment". The Times of London in the same article says, for the moment however the Pakistan government is being urged to acknowledge its impose and to make concession that will return real political power to the elected representatives of Bangladesh.

On the continent, comments in France and West German Newspapers by and large suggest the same line. The Daily Telegraph of London writes. President Yahya's possible aim was to install a civilian government which would include Bengalis in the next few days in an attempt to outmaneuver India but it failed.

The Times-of London on December 6 writes "as Pakistan has rejected all the warnings of such appeals as world leaders made, India believes she has no voice but to enforce a solution for Bangladesh". It further goes on to say given the brutality of Pakistan behavior in the East since March 25, given the suffering imposed on so many millions of refugees and given the strong backing in Bangladesh for provincial autonomy Pakistan enters the conflict at best with a weak and disreputable record. The Daily Telegraph of London suggested on Dec. 6, "the best thing that could happen on the circumstances would be an early Indian victory in Bangladesh so that India could neutralize Pakistani offensives in the West.

Sir Alec Doglas Hume, British Foreign Secretary in a statement to the House of Commons refrained from making any value judgment on the Indian subcontinent. The leader of the opposition Mr. Harold Wilson associated himself with Sir Alec's attitude in not arriving at a snap judgment on the issues raised by the fighting.

Mr. John Storehouse, the leader member of the Parliament and a former cabinet member congratulated Sir Alec for not supporting the U. N. resolution and declared that the world community was to be blamed for not recognizing the rights of the 75 million people of Bangladesh.

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

In a statement circulated through the East German News Agency ADN, the East German Government echoed the Soviet stand that the bloodshed in the Indian subcontinent should be halted immediately. The statement said "East Germany was and is not indifferent to the situation on the Indian subcontinent". It says "responsible governments interested in world peace had made several appeals to Pakistan to guarantee a peaceful settlement in Bangladesh. India also had made repeated proposals for a peaceful political settlement but Gen. Yahya Khan did not see any reason to it.

In Paris, French Communist Party in a statement said "Pakistan's declaration of a state of war with India had created an extremely grave situation in Asia". The statement further said "the conflict had been triggered by the Yahya Khan's government's refusal to recognize the massive success of the Awami League in the last year's elections".

A commentator of the Communist Party newspaper L `Humanite said "It is of great significance not to lose sight of its root causes. En the course of over 8 months it has been not an Indo-Pakistan conflict but a war unleashed in Bangladesh by the Pakistani military authorities '.

The Times of London writes on December 7 "India has now affirmed the political end of the war in Bangladesh in the hope that doing so the military end will be reached sooner. No room is left for compromise, no protest from any quarter, no ceasefire resolution at the United Nations or observers interjected between the combatants will alter India's resolves." The Daily Telegraph of London says "given India's policies and the stage which had been reached on the ground in Bangladesh the decision had indeed become logical."

The Guardian writes "Bangladesh born on blood and desperation will not go away now. Even if the international efforts for peace succeed Mrs. Gandhi's recognition of a Awami League government will still stand backed by substantial territorial control". The Reuter reports "Radio Moscow today accused China of lack of sincerity in current moves in the United Nations to find a peaceful solution to the Indo-Pakistan conflict". It further said "China was colluding with the imperialists in betraying the national liberation movements".

The New York Times of Dec. 7 accused President Nixon of supporting Pakistan under the guise of neutrality in the Indo-Pakistan conflict. In all editorial it says "everything failed to condemn the repression in Bangladesh or to press for a genuine political settlement. The United States has now flatly charged India with major responsible for the resulting international conflict having waited months to suspend arms aid to Pakistan. The administration has now promptly suspended military aid to India. This is hardly ‘absolute neutrality The editorial further says "the United States efforts at the United Nations first in the Security Council and now in the General Assembly have been aimed at bringing about a simple cease-fire and withdrawal of forces". Urgent and desirable as such action surely is, it cannot be practically effective unless the United Nations and its leading members specially the United States are prepared at the same time to recognize and attempt to deal with the root cause of the problem with Pakistan.

With regard to President Nixon's last desperate bid to save his face by saying that America would remain absolutely neutral in the South Asia conflict, the editorial further said "President Nixon's declaration of absolute neutrality in Indo-Pakistani conflict fails to conceal administration policies, which have in fact, been obviously biased in favor of the government of President Yahya Khan in Islamabad."

শিরোনম	সূত্র	তারিখ
২২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজী প্রতিবেদনমালা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	জুন-নভেম্বর ১৯৭১

১৫ জুন, ১৯৭১

SHOCKING WESTERN APATHY:

BANGLADESH NO BIAFRA OR INDONESIA

Western popular response to the tragedy of Bangladesh has been very slow in warming up. The responsible press based at London, New York and Washington has pointed this out more than once with elements of bewilderment. However, the reaction to the cool reception, in the people of Bangladesh, has been quite sharp. Because we know (hat thousands of innocent’s lives could have been saved only if western people and governments could use their influence on the economically bankrupt regime of Yahya to stop its totally uncalled-for genocidal war on the people of Bangladesh. It was a better realization. We can't believe that twentieth century civilization could remain a silent spectator to an outrage that negated and demolished every one of its cherished norms. They hoped and waited. They hoped against hope and waited. Lingering days grew into long weeks. Weeks into months. But little happened except lip service.

What could be the reason for such bewildering apathy? The World press is already calling the tragedy of Bangladesh as something than that of Vietnam. Yet where are those thousands of white radicals, students and peaceniks who can work themselves into frenzy over anything happening in South Africa or Vietnam? Why the militant Black Power movement and Women's Lib are silent?

Yahya's genocidal war against Bangladesh is both racist and communal in character. Yet where are those vociferous crusaders against racism? The whole apathy tempts one believe that, despite the advances in technical civilization, the world has remained spiritually where it was during the ages of colonialism and slave trade. It is not divided into nationalities as we want to believe but into two distinct zones of whites and colored’s with the latter overwhelmingly outnumbering the former. White radicals suffer pangs of conscience only when whites set about the colored’s. But when colored’s commit genocide among themselves they close their rank and seem enjoy a common secret pleasure. White radical's conscience remains linen clean as long as the whites remain out of the bloody game. I do hope I am not wrong in my interpretation.

There may be a second reason behind this apathy. Yahya regime, aided by some malevolently tendentious reporting of the tragedy by some irresponsible western journalists, has succeeded in convincing a section of the whites that Bangladesh

* প্রতিবেদনগুলি আলমগীর কবির রচিত

liberation movement is actually a secessionist movement like that of Biafra and thus can meet no other end but defeat. One Western radio still insists on calling our liberation fighters separatist guerillas. Yahya's apologists also cite the example of Indonesia's Suharto who successfully removed the extremely popular nationalist leader Sukarno simply by decimating half a million alleged members of the PKI. Emphasizing that Yahya, too, would find pace and keep Pakistan together simply by decimating the Awami League and the Bengali intelligentsia. Just before the launching of the genocide Zulfiqar Ali Bhutto's Karachi weekly Combat hinted at these consequences with relish and with a view to warning the people of Bangladesh against demanding too much of autonomy through Six Points formula.

Needless to say that all these beady-eyed fascists have been gazing through the wrong end of the political telescope. They failed to sec that the Bangladesh liberation struggle is not a secessionist movement and that the issues at stake are essentially different from those of Biafra or Indonesia. In Indonesia Suharto succeeded because he did not go for genocide and aimed only at the liquidation of the Communist Party which did not enjoy even a quarter of the popular support enjoyed by Awami League in Bangladesh. In Biafra, the issue was essentially tribal in nature and it was the revolt of a small minority against an overwhelming majority. That was armed to the teeth, and, as such, was doomed from the start. In Bangladesh, we have a clear cut case of liberation movement. Here the majority of the populations have decided to rise after 23 years of brutal economic and political exploitation by the vested interests of West Pakistan aided by a fascist army. It was impossible for them to remain in a union where mutual trust and respect and not a common religion could be the only basis of unity. Added to this, remains the unique geographical and ethnical reality.

The war is indeed a mad venture of the Army junta that still appear to be too pig-headed to realize the extent or even the nature of their folly. It is a matter of great pity that the western world in general could also be a victim of the same myopia.

১৬ জুন, ১৯৭১

UN PROVED IMPOTENT

The failure of the United Nations to act against the genocidal war of Pakistan's military junta against the people of Bangladesh shocked world conscience more than anything else. The suffering millions waited in vain for Secretary General U Thant to Kit least to restrain the marauding hordes of the fascist junta from decimating innocent men, women and children who had little concern with politics except that they voted for Sheikh Mujibur Rahman in an election conducted by Yahya himself. The Indian delegation to United Nations tried his best to make U Thant take a positive step to make the Security Council wake up to the threat to peace not only in the sub-continent but also in e of Asia. Yet nothing came out of it except U Thant's offer of humanitarian aid for distressed only if Yahya asked for it. But Yahya had no intention of bringing succour

to those whom he himself, with deliberation, has thrown into great misery. The Secretary General, however, remained fully informed of the carnage and genocide through one or two UN officials who were not evacuated during March. The shocking tale, however, forced him to make public his private sorrow and disgust. He termed the tragedy as one of the most horrifying in human history.

Presently world pressure is mounting for UN intervention in Bangladesh, Leading British and American papers have called upon the Security Council to take up the matter with due urgency. Whether the Secretary General can stir up the council member sufficiently to call a meeting is something that we would not like to speculate upon at this moment. But with USA and Britain still sitting on the fence and Soviet Union too cautious to act hastily this may not be an easy matter for U Thant.

Whether the UN tries to Jive up to its great expectations for the first time in its history or not, the people of Bangladesh and the freedom fighters would do better to rely upon nobody else but themselves for liberation. The history of the United Nations hardly encourage high hopes. It intervened several times in Africa but this or that big power rendered its efforts sterile. We only have to look toward Congo, South Africa or Rhodesia. There is a chance that UN intervention in Bangladesh would only confuse the issue further and add to the misery of the suffering millions unless big powers take direct interest in the inevitable independence of Bangladesh.

As the sole and moral spokesman of the people of Bangladesh-Sheikh Mujibur Rahman raised the issue of Bangladesh in March when U Thant ordered his personnel to withdraw from Bangladesh apprehending the massacre that followed. That should have provided him with sufficient grounds to make UN come to the rescue of the people of Bangladesh.

But all that is old history now. A Sot of blood has since flown under the bridge. 74 million Bengalees have survived the shock and are now regrouped and morally reinforced and all poised to shatter the myth of Pak Army's prowess once and for all. The ultimate victory is very much in view. All that is needed now is' total unity, and unflinching patience and courage.

১৭ জুন, ১৯৭১

BRITISH PARLIAMENT DEBATES

BANGLADESH

Bangladesh has become once again a hot subject of debate in the British Parliament, thanks to that section of Labor MPs who had also acted at the very beginning of the carnage by demanding an immediate ceasefire. 120 Labor members of the parliament have emphatically demanded the recognition of Bangladesh government because, insist, that "with the widespread murder of civilians and atrocities on a massive scale, the

Pakistani Army forfeited all rights to rule East Bengal." In a motion tabled at the House of Commons they called for a meeting of Security Council to consider the threat to peace and contravention of the Genocide Convention.

It was indeed a bold step particularly when one realizes that the Conservatives have the issue of Common Market at its disposal to get the mind of the British Public off any other world problem including the horror in East Bengal. Political observers believe that the British Government would stick to whatever policy toward the Pakistani genocide it has so far been following despite opposition pressure. Still the debate might help to make Sir Alec more cautious in accepting the promises of Yahya about a political settlement on their face value. If that happens then British economic aid to the Reactionary junta would be slow in coming and help the liberation movement however indirectly, however modestly.

What the influential world politicians with conscience and human feelings could do now is to expose the treacherous nature of Yahya and the group of lunatic general backing him. Right from the day he usurped power while his ailing mentor Ayub Khan kept the politicians busy with a fake Round Table Conference in 1969, he continually played a game of unpardonable deception with the people of Pakistan, particularly with the people of East Bengal. He proved himself a successful actor. The whole country including the wily journalists were taken in by his put up show of naive simplicity and plain talk. He did not miss a single occasion to stick out his favorite antic "I'm a soldier-I talk straight and I mean business". Yet all along he was planning with his mentally sick associates what he thought the "Final Solution" to the demands for democracy in Pakistan and to autonomy for East Bengal. To hoodwink the world he went through the expensive paraphernalia of an election. It did not cost him anything but cost the taxpayer’s 8 crores of very hard-earned rupees. Foreigners thought that the whole thing could not possibly be a hoax because a poor country like Pakistan could not possibly afford to allow such an expensive election go waste. Well, they did not know much about Pakistani military madness. Nor did we. Thus the history's worst betrayal of the people, that remained also the decade's most well-guarded secret, was given effect on the night of 25th of March. That Yahya and his associates are some of the most deceitful liars of this century was further proved from the lame explanation he put forward in defense of his genocidal war on Bangladesh. On March 26 in his broadcast he said that he had no choice but to act the way he did because the Awami League has been trying to run a parallel government during March and because Pakistani flag and Mr. Jinnah's picture were torn and army personnel were insulted by the public. His henchmen could not think fast enough to put forward the Awami League plot of revolt in Dacca and Chittagong and consequent arrest of Yahya and his generals-an excuse that was extended about a month later for the world press. His recent speeches show that he likes the latter story and considers it suitable for convincing foreign governments.

The fact is that his lies are as clear as daylight now. He has proved himself a lowdown conspirator, and an unrepenting murderer. Despite his boasts about soldier ship

he and his henchmen generals are a disgrace to the uniforms they wear. It is only a matter of time before the Army proves itself a traitor even to the people of West Pakistan. Yahya has already used an over-clever, greedy and over-ambitious Bhutto in his conspiracy against the people of East Bengal. The playboy politician has now been pushed into oblivion. But the junta has a more vicious role for him in view as soon as they can finish with the problem in the East.

Thus, any promise coming from such a confirmed liar and a traitor as. Yahya should cut no ice with Western governments that sincerely wish to see a people's rule in East Bengal which has now evolved into an irreversible People's Republic of Bangladesh. A political settlement can be possible only if the conditions put forward by Syed Nazrul Islam, Acting President, People's Republic of Bangladesh, in his radio broadcast of 6th June are accepted unconditionally:

These are -

a) Release Sheikh Mujibur Rahman and all political prisoners.

b) Total withdrawal of all Pakistani soldiers from the soil of Bangladesh.

c) Recognition of the Government of Bangladesh.

d) Compensation for the economic exploitation of East Bengal since 1947 and indemnities for the war losses imposed on Bangladesh since March 25.

২৫ জুন, ১৯৭১

MORE US ARMS FOR KILLING BENGALEES:

AAPSO FAILS TO UNDERSTAND BANGLADESH

The U. S. Government's concern for the victims of Pakistani genocidal war on the people of Bangladesh that has already taken a toll of about one million innocent lives came under suspicions once again with some fresh shipment of military hardware for Pakistan. Despite the pledge given by the State Department to the Congress about the stoppage of all military aid to Pakistan after March 25, two Pakistani freighters sailed from New York with deadly equipment. The licenses were issued, as has been admitted by the State Department official, on March 31 and April 6. He said that the government decision of March 26 to stop arms shipment look several days to be put into effect.

Whether such an excuse of common lapse can be accepted as genuine has been questioned by a personality no less than that of Senator Stuart Symington. He said: the fact that these shipments have gone forward indicated that the State Department either did not know what was going on or misled the Congress." Senator Edward Kennedy n already challenged the U. S. government about the truthfulness of its promises. Meanwhile comes the news that a third ship has also sailed for Pakistan carrying & probably war goods. The incident that has shocked the world along with the entire U.S.

public is sure to rock Secretary of State, William Rogers, if not the White House itself. We in Bangladesh wonder if the existence of a pro-Pakistan cell within the State Department is possible-a cell that cleverly manipulated the movement of files to create technical delays necessary for the Pakistani freighters to load and sail before the government decision is officially effected. Is it also possible that the Pakistani military-junta bribed some key officials to obtain clearance for their deadly cargo that is sure to be used in the genocide of Bengalese? It would be for the Secretary of State to probe into the matter and eliminate the cell if it really exists.

The least the U. S. government could do now to prove its sincerity is to intercept the ships on the high seas and seize the cargo. There is no time to be lost. Pakistani killers are clever enough to transfer the cargo to ships flying different flags to evade any action.

Another sad episode appears-this time from the mid-eastern front. The Afro-Asian Peoples Solidarity Organisation that held its 10th session in Damascus this week, failed to find enough sympathy for the million dead and over 5 million refugees of Bangladesh caused by the Pakistani fascist junta. Being forced by the unrelenting pressure of the Indian delegate a brief resolution was passed that expresses least amount of sympathy possible for the victims of the tragedy. Kabir Ahmed, a representative from Bangladesh, was allowed to be present at the sessions, but was not allowed to speak. Why the Arab countries who dominated the scene failed to find sufficient grounds to condemn history's worst crimes against humanity perpetrated by the Pakistani military junta appears like a paradox. The debate on the issue proved shockingly controversial and it was clear that the representatives of Libya, Syria, UAR and Nigeria were too prejudiced by the official religion of Pakistan to pay much attention to the crimes committed in its name. Nigeria of course, could not support the cause of Bangladesh because it itself committed a similar crime in suppressing its minority population of Blafra. Libya is a mediaeval monarchy with little concern for democratic principles. Since the death of Nasser, UAR has fast moved towards rightist fanaticism. It is quite significant that, contrary to the altitudes displayed by the reactionary Arab Governments, Yassir Arafat, the leader of Palestinian Guerrilla Organisation Al Fattah has expressed his unreserved solidarity with the people of Bangladesh struggling for freedom against some of the most detestable criminals of history. It is a matter of great regret that the Afro-Asian People's Solidarity Organisation has found enough grounds to express its solidarity with these criminals instead of 75 million people struggling for independence and democratic rights. This very act of the Arab States delivers a terrible blow to the fundamental principles of Afro-Asian People's Solidarity Organisation.

৪ ও ৫ জুলাই, ১৯৭১

EMERGENCE OF SECULARISM

One of the most significant resultants of the liberation struggle now being waged in Bangladesh against an army that is sick with communalism has been the emergence of

secularism. For the first lime in known history-Moslems and Hindus faced a common enemy without a trace of internal dissension. Both suffered equally and both are now resolved to destroy the enemy once and for all so that they would be able to live in a free land where social relations particularly the relation between religious communities would be founded on a totally new economic base that would guarantee inter-community peace.

The emergence of secularism that has now been irreversibly consolidated actually found a popular base during the Language Movement of 1952. This is probably the only movement that has been almost exclusively interested by students and later nourished by the intelligentsia.

The communal riots that occurred in East Bengal were almost always provoked by the ruling clique with the aid of a section of non-Bengali refugees. These refugees, being bitter victims of the partition always proved willing collaborators in the hope of expropriating the property belonging to minority community if they could be forced to leave for India, In the communal frenzy of 1950 a section of Bengali Muslims were also tempted by the then Muslim League into believing in similar material gains.

The main grievance that the Muslim community put forward to build a case for Pakistan in Bengal was the economic dominance of the Hindu community. After partition the situation reversed abruptly in East Bengal but the vested interests continued to use the old bogey for their own ends. The Kashmir issue proved very handy for a time.

Then came the beginning of the great awakening, Soon Bengali Moslems began to recognize the real forces of economic exploitation that were tightening their grip on the rich soil of East Bengal. Soon after the creation of Pakistan the blue-print for transforming East Bengal into a virtual colony had been drawn up by the vicious military-capitalist-bureaucratic entente based in West Pakistan. The first onslaught came through the embargo over Bengali language. The aim was that if Urdu could be imposed on the people as the only State Language the cultural, political and economic dominance would automatically pass to the 3 per cent of the population whose mother tongue happened to be Urdu. Bengalees smothered the design successfully. But communalism still remained a lever in the hands of the ruling clique, After 1952, East Bengalees felt the need for a sane, normal relationship with neighboring India. This frightened the rulers because anti-Indian jingoism had helped them so much in their political deception and economic exploitation of the people. They made a desperate attempt at reviving communalism in East Bengal in 1964 in the wake of the communal disturbances that took place in India over that missing prophet's heir from a shrine in Kashmir. This time the division was clear. One side, aided by the military regime of Ayub Khan, those non-Bengalis were all set to create a bloodbath. Opposing them came out the entire Bengali Moslem community led by the intelligentsia. Newspapers came out with 8-column banners urging people to counter the vicious design, For the first time in history Moslems died trying to save Hindus from murderous knives. The outcome was spectacular. The riot was quelled

This popular inclination for secularism frightened the regime that desperately looked for yet another way to revive the old scourge. The Indo-Pak war over Kashmir that came only a year later was a direct outcome of this policy, A section of the intellectuals were bought over by the regime to rouse popular frenzy against India. But the people were not at all convinced about the necessity of a war over a piece of land that they have never seen. Shastri Government's decision to not to attack East Bengal reinforced the justification further.

The credit for this steady growth of secularism in a people that only 23 years ago thought in terms of nothing else but religion should particularly go to the popular political parties. The Awami League initiated the march of sanity when the party decided to introduce joint electorate system for Pakistan and dropped the word "Muslim" from its nomenclature. This also quickly won over a large section of the minority community for its membership. Other left parties also steadfastly held on to secular political concept. During the election campaign of 1970 rightist parties with clear backing of Yahya regime and foreign reactionary forces tried to revive communalism. They were thoroughly beaten,

One might ask-can there be a revival of communalism once Bangladesh becomes a free country with a Muslim majority? The answer is no because through the liberation struggle most of the built-in economic antagonisms of the society are being eliminated. A new beginning would be made where ability and need would be the only criteria of economic distribution. Neither religious denominations nor the social set up that existed prior to March 25 would have any relevance to the processes of the new state.

৫ জুলাই, ১৯৭১

BRITISH DELEGATION SLATES YAHYA, TIKKA

The British Parliamentary delegation that visited the occupied areas of Bangladesh last week has not only overcome the traditional British passion for understatements but has come out with a clear indictment against the law of jungle that has been introduced by Pakistan's military regime over the land of Bangladesh. Arthur Bottomly, a former Labor Minister, and the leader of the delegation tried his best to remain dispassionate despite the signs of horror that he and his fellow members witnessed during their army-conducted tour of certain areas of the occupied zone. While in India, although his teammate conservative M, P. Toby Jessel emphatically denounced Yahya regime for the genocide he and his army committed against the unarmed people of Bangladesh. Mr. Bottomly remained satisfied with somewhat non-committal euphemisms. But as soon as he reached London he woke up at least partially to the great responsibility that he and his team had laid on them. He did not mince words. He said: "President Yahya's administration had totally failed in Bangladesh." He further said, "this is clear, we are convinced of it," Mr. Isonomy in a statement on behalf of the team put Tikka Khan, the

executioner of lakhs of Bengali men, women and children, on the dock. He said that "Tikka Khun has no understanding of the economic and social aspects of the situation. His army not only committed atrocities hut it is continuing to do so." The team also found Yahya an arrogant power drunk man when he turned down (he team's request to let them meet Sheikh Mujibur Rahman. Yahya apparently denounced Sheikh as a criminal. Thus the architect of the murder of a million unarmed men, women and children, denounces the unchallenged leader of 75 million people and a men who till the moment he was arrested believed in democratic principles and civilized codes of behavior. This indeed is a irony of history.

Toby Jessel, the conservative M.P. has now become, after what he saw in Bangladesh with his own eyes, a forthright champion of the cause of the people of Bangladesh. He is likely to strengthen the hands of that tireless sympathizer of Bangladesh tragedy Labor M. P. John Stonehouse. As soon as the team reached London Airport Mr. Jessel told newsmen that refugees would not go back home until they are asked to do so by Sheikh Mujibur Rahman himself.

Labor M. P. Reginald Prentice, another member of the team said in reply to a question (hat in 99 cases out of a hundred he would be against using economic aid as a lever. But in the present case of Pakistan it was justified. Now it would be for the delegation to force a hearing of their report in the Parliament. They must do everything in their power to force the British Government to wake up lo its responsibility as the former splitter of the sub-continent. The split is no longer working. A new balance of power must be found. If Bengali Muslims had the right to vote into Pakistan, they also have the right to vote out of it. It is for Britain to see that this right is not denied by a junta of mad generals. Britain must not only stop all economic and military aid to Pakistan but should also see that the state of Bangladeshis guaranteed of its independence.

৪ ও ১০ জুলাই, ১৯৭১

AWAM1 LEAGUE OPTS FOR MILITARY SOLUTION

Over 300 elected representatives of the Awami League met somewhere in Bangladesh early this week to discuss the future course of the Liberation Struggle that has entered a crucial and most probably, the decisive stage this week. The members met and the discussions were not open to journalists. All the members apparently resolved to fight for a military solution of the problem. It was decided to carry on the liberation war with new revolutionary zeal and annihilate on me soil of Bangladesh all invading soldiers from Pakistan. The entire machinery of the Government of the People's Republic of Bangladesh would now be fully geared toward this end.

With this decision comes to an end all speculations about a so-called political solution of the problem. A political solution always meant nothing else but a political understanding or rapprochement with Yahya regime-a regime that has already taken a

million Bengalee lives and has rendered millions and millions rootless, homeless and jobless. The very suggestion of any such so-called understanding within the framework, of Pakistan should have appeared totally repugnant not only to the freedom loving Bengalees but also to the radical sympathizers around the world. But many a genuine well wisher of the people of Bangladesh kept asking for a handshake with the killers with the hope that this might bring to an end further massacres of innocent people. Luckily Yahya and this arrogant brutes cared little about world opinion. Yahya has certainly helped the liberation movement with his arrogant broadcast of June 28. That made the situation crystal clear. The only solution to the problem is a military rout of the invading army and the rout must be carried out by no foreign power but by the Bengalees themselves. What the sympathetic foreign governments can do now is to stop all aid to Pakistan and extend all moral and material support to Bangladesh.

The world, particularly the people of Bangladesh were shocked to hear about the continued arms aid from USA to the killer junta. Many Bengalese thought this might help to defeat the Liberation Forces. One must not lose a second to point out that the arms are not going to make much of a difference to the victorious assaults of the Liberation army. As it is, Pakistan has enough arms in stock to run this war for another year. What do you think they were doing with the lion's share of national budget keeping the country underfed for last two decades? They were piling up arms. In addition, Chinese arms pipeline is always loaded. The American arms on top of this only shows Pak junta's nervousness. But they haven't enough of one thing that would not be, supplied either by China or by America and that is manpower willing to die seeking victory not for themselves but for the callous murderers. Pakistan's total number of men in arms would not exceed 250 thousand. Of this lot, the junta can deploy no more than 100,000 in to die in Bangladesh because the rest would be needed for the protection of West Pakistan borders. Of the 70,000 odd already sent to Bangladesh over 30,000 are either dead or badly wounded. The families of the casualties are not receiving even the insurance money that they are entitled to in the event of a war. The killer regime was clever enough not to declare its bloody adventure in the East as a war. This has caused so much unrest among the affected that processions demanding compensation from the bankrupt regime have started to come out in West Pakistan towns. This unrest has a built-in mechanism to grow and grow as casualties mount and mount in Bangladesh. On the other hand, Mukti Bahini has an unlimited source of manpower. Today the volunteers who have dedicated themselves to the Liberation struggle would number over 300,000. And the Mukti Bahini has only to give a call-there would be a million young fighters ready to die for their motherland. Thus, not only Pakistan cannot run this war long enough without destroying itself economically but militarily, too, it is doomed to defeat.

There is only one way to hasten this inevitable conclusion and that is by providing the Mukti Bahini with heavier arms and aircraft. The People's Republic of Bangladesh must find these. These are not impossible to get.

১২ ও ২২ জুলাই, ১৯৭১

NOT 'SEPARATISM': A WAR OF LIBERATION

A section of the world seems to be in the habit of referring to the struggle for emancipation of the people of Bangladesh as a 'secessionist or a separatist movement'. This indeed builds an impression similar to that of the separatist movements of the French-speaking people of Canada or the Flemish-speaking people of Belgium. This also builds an image about the future-a future similar to that of Katanga of Congo or, lately, of Biafra. General readers have little time to go through the pros and cons of the upheaval to discover that the movement in Bangladesh is significantly distinct from any of the upsurges mentioned earlier. Although the sympathy for the plight of the people of Bangladesh following the genocidal war launched by Pakistan against them is universal, few of the newspapers, especially those of USA, take the trouble to explain the significant difference and to emphasize that in the case of Bangladesh the end is bound to be nothing else but victory unlike Katanga or Biafra. Part of this vital discrepancy is due to the comparative ignorance of the correspondents themselves about the real nature of the movement. But to a great extent it is a deliberate attempt at downgrading the liberation movement-an attempt that is being constantly made by these forces who want to preserve the political status quo in the subcontinent for their own ends.

Perhaps time is here to explain to the world once again, in clearest possible terms, the radical distinction that exists between the national liberation struggle now being waged by the people of Bangladesh against a foreign army and a secessionist or separatist movement. Pakistan came into being because various nationalities of the sub-continent belonging to the religion of Islam chose to avoid the overwhelming economic and political domination of the Hindu majority. At the Lahore meet of the Muslim League in 1940 they agreed to work for the achievement of Pakistan on the condition that each region coining within the new state would be granted sovereignty and total economic and political autonomy. The historic Lahore Resolutions promised to ensure such a loose federation. This shows that the then Muslim League, recognized the ethnical, cultural and linguistic differences that existed among the nationalities that lived in various parts of this vast sub-continent inspite of the fact that they followed the same religion. What the Muslim League strived for was to create a new state where a lasting unity would be achieved among the various nationalities of the union through an equitable and rational distribution of economic resources and political power. In fact, the very future of the new state depended entirely on the realisation of this fundamental premise-a premise that was to be founded on mutual trust and respect-a premise that did not exist in 1947 when the state of Pakistan came into being.

In the ecstasy of the freedom from colonial rule after two hundred grueling years few of the Moslems in partitioned Bengal had the time to examine the real nature of the power transfer. Quietly the British colonial government left the reins of power to those who would serve their interest best in the sub-continent. We found a group of capitalists,

bureaucrats and army officers who, in general, had played anti-independence, anti-people role during the entire freedom movement firmly placed in the seats of power, Almost overnight these anti-people products of British Raj, who served the Raj so well, transformed themselves into defenders of the new state, defenders of its integrity and religion-integrity and religion as they interpreted them. Needless to say, their interpretations were tailored to help the preservation of their stranglehold on the new state's economy, and polity. They had no intention of striving for that cherished foundation of the artificial union. I call the union artificial because a mere common religion can never be the basis of international unity. Because, then there would have been no need for so many Arab states or the need of such a high boundary wall between Pakistan and Afghanistan both of whom have Islam as their state religion. An equitable distribution of economic resources and political power in Pakistan would have meant the emergence of a truly democratic state something that this capitalist-bureaucratic-military entente dreaded most.

Thus began the sordid story of one of the most brutal colonial exploitations in history. The large geographical distance between the two regions came to the advantage of the clique. On top the general apathy of the people of West Pakistan toward politics proved an added advantage. Fascist repression helped to perpetuate the shameless exploitation of East Bengal until a time came when the Bengalees cried out-enough. The clique, under the leadership of a fascist military junta, knew from the beginning that their exploitation of the people of East Bengal could not go on unchallenged forever and ever. Keeping this in view they kept strict surveillance on the armed forces so that the percentage of Bengalees in the forces never exceeded 10 per cent or so. And this way they thought they had ruled out any possibility of an armed rebellion. But history has surprised them.

The rest of the story is too familiar to repeat here. It has gone into the blackest phase of human history. Pakistan was born divided and the clique that captured power and still holding on to it never made an attempt to find a basis of unity with the Bengali nation in the east. It is only the natural patience of this nation that helped to linger the doomed union for 23 long years.

That the people of Bangladesh are racially, culturally and linguistically different from other nationalities of West Pakistan has been amply proved by the genocidal war that has been unleashed by the Pakistani junta. They have massacred innocent men, women and children. Indiscriminate rape of Bengali women and other indignities inflicted on them are so barbaric and inhuman in nature that only Hitler's racists madness could be compared with this. Such atrocities could never be inflicted on a nation by the members of the same nation or race whatever the degree of madness or megalomania.

Secession or separatism is essentially intra-national in nature. A section of one nation rises to secede from the rest seeking to safeguard its regional interests. But when a nation seeks to break out of an artificial union-a union that in essence is comparable to a

colonial empire, it clearly becomes a case of national liberation struggle. A case of struggle for freedom from colonialism. Human history is replete with many, many such instances. The United States of America, China or the Soviet Union-all have go through this unavoidable and irreversible stage of national liberation from foreign domination. Today if the same slates oppose or even play the part of a silent onlooker they become guilty of betrayal of the same cause that they once cherished-a cause for which they laid down lives by millions.

১৩ জুলাই, ১৯৭১

CAUSES OF ARAB APATHY TOWARD BANGLADESH

When misfortunes come they come in battalions-so goes the proverb a la Shakespeare. But never could one think that nature would pick the people of Bangladesh to make the proverb come true even if it is only for once in a century. No human being with a heart in the right place would ever want such grisly extermination campaign to take place in a Country that was still groggy' from century's worst cyclonic calamity that claimed not less than two million lives only a few months ago. But it did happen and to rub it in further came that inexplicable international apathy-particularly from governments of super powers who could do so much to stop this mad, heinous crime of the Pakistani junta against the civilization as a whole. As if that was not enough. Soon the Bengalees heard that some Arab government are finding it difficult even to express some sympathy for the disgraced humanity in Bangladesh let alone condemning the beastly crimes of the killer junta. Such a shocking antipathy caused in them more heartache than Nixon administration's open collusion with the murderers because, dating from Suez Crisis. Bengalees never missed an opportunity to stand behind the Arabs in their hour of need despite the fact that all the Pakistani regimes followed a dubious policy that actually supported the imperialist plot against Arab freedom. This was never forgotten by President Nasser as long as he was alive. Every time he had a visitor from Pakistan he would point out the sofa on which the then Pakistani foreign minister sat just before he went to London to intimate the support of his regime for British aggression in the wake of Egyptian nationalization of the Suez Canal. But things have changed radically since the disappearance of Nasser. We'll come back to that later.

I must put the facts vis-a-vis Arab response to Bangladesh freedom movement in their correct perspectives. Things are not really all black for us there. We must clearly recognize who are really giving tacit approval to Pakistani crimes and who are not. Saudi Arab government has been the first to come to Pakistan's aid. She was followed by other medieval monarchies of the desert land. We must not hasten to condemn these governments outright because we must try to understand why, for what interest would (hey approve of such a horrible massacre of a people-an overwhelming majority of whom are devout Moslems. Their reaction to Pakistani appeal for support was somewhat natural. Being thoroughly feudal in outlook these monarchies have little concern or love

for the democratic aspirations of the common masses. Common masses in these countries live in a state of serfdom and suffer perhaps one of world's wretched existences. What appealed to these governments is the clever religious overture of the Pakistani junta. As there were few Bengalees around to point out the facts, the Pakistani regime had a free field and made these monarchies believe that Islam was in danger in Bengal and that its Moslem population were fast becoming non-Moslems and were trying to join a Hindu dominated India. So Pakistan had, as it made them believe, no choice but to launch a 'Jehad" and safeguard Islam in East Bengal. It was a pill that came easy and the monarchs being totally ignorant about East Bengal swallowed it no less easily. Obviously there was none to point out that these self-styled defenders of Islam were not only the usurpers of political power in Pakistan, but themselves led a life that was in total contradiction with the tenets of Quran and Sunnah. There was none also to tell them that Pakistani army was actually butchering devout Moslems by their thousands and were destroying places of worship for no other reason hut in its attempt to crush Bengali nation's will to bring to an end the brutal economic and political exploitation of the West Pakistani military-bureaucratic-capitalist entente. Saudi newspapers that published pro-Pakistan articles by correspondents who had never been within even a thousand miles of Bangladesh and were totally fed with Yahya's press releases. That explains the monarchist attitude. But why the standard bearers of Arab socialism have gone against the people of Bangladesh who stood by them through thick and thin? They too have nothing to gain by approving the Pakistani butchery. What then has gone wrong with their proclaimed solidarity with the peoples of the world striving for national liberation? As I was saying earlier, something has gone radically wrong with Arab socialism since the demise of Nasser. UAR is clearly shifting to the night-toward reaction. This contention can be supported by citing the systematic suppression by Sadat government of moderate socialists and simultaneous concessions for the fascist Moslem Brotherhood, an Egyptian counterpart of Pakistan's Jamat-i-Islami, a vicious sect that was ruthlessly suppressed by Nasser himself. The trend is very much same in countries like Syria and Lebanon where Egypt has great influence. Thus, the attitude of the non-monarchist Arab governments is, in essence, similar to that of the monarchists because they, too, have been blinded by the Pakistani hoax in the name of Islam.

But, even in this darkly atmosphere of ignorance and bigotry, comes a shaft of light from the direction of those freedom fighter of the Arab world who are now simultaneously confronting two enemies-Israel from without and the monarchist governments from within. The Palestinian commando organizations like AI Fattah and EPLP who are now locked in a grim battle in Jordan against Hussain's troops that also include Pakistani soldiers have expressed their solidarity with the freedom fighters of Bangladesh. The similarity of the plight of the people of Bangladesh and Palestine, if could be explained to the Arab people, I'm positive that entire Arab world would come to know about the Pakistani crime and would unequivocally express their solidarity with the people of Bangladesh.

১৭ জুলাই, ১৯৭১

NIXON GOES TO PEKING AS BANGLADESH BLEEDS

So the cat is out of the bag at last. China is not really 'East1 and the U.S.A is not really "West'-The twain can meet. President Nixon's decision to visit Peking at latter's invitation is probably a happening that is much more significant that many of us are able to visualise at the moment. Until the genocidal war on the people of Bangladesh who could have thought that such a meeting was possible before the end of this century?

Those virulent Peking radio broadcasts against Yankee imperialism still ring in the ear making eyes blink in disbelief. Thus, Peking has come forward to disprove its own so loudly drummed thesis that the contradiction between the highest stage of capitalism that was termed by Lenin as imperialism and revolutionary socialism is irreconcilable. Now the fact that President Nixon, probably the most rightist US President ever, has actually been invited by Peking hierarchy perhaps indicates that Peking's Neo-socialism and brutal US imperialism cannot only coexist but a lot greater intimacy is very much possible. There is little doubt now that Chou en Lai's China will be admitted in the United Nations at the first available opportunity. The immediate casualty of the union would be Chiang's Formosa. But in the long run the real victim is likely to be Soviet Union.

After Formosa only country that is likely to be extremely concerned about this Sino-American wedlock is the People's Republic of Bangladesh. As more facts emerge into light it is becoming increasingly clear that Pakistani junta played an important role in bringing about this hitherto unthinkable marriage. Both the parties were apparently ready to be bedfellows for quite a few months but there had to be a third party enjoying the confidence of both to crack the 23-year old ice Pakistani regime looked quite suitable. A common sickening obsession about India led China and Pakistan to believe that they were good friend and that they had a lot in common. On the other had, since its inception,. Pakistan played second fiddle to American foreign policy and actively collaborated with imperialist plots around the world. One should never forget Pakistan's betrayal of Arab cause during Suez Crisis. Pakistan agreed to do the match-making but demanded in return Chinese and American support for its grisly murder plan against the people of Bangladesh. As it has been proved later, Pakistan was promised a so-called "noninterference" in her crimes. Thus, probably knowing fully well that these would be used to massacre innocent people of Bangladesh, China went on supplying huge quantities of small and medium weight arms and ammunition. She even devised a 3-man mini-tank suitable for use in small towns of sub-tropical Bangladesh. These were the tanks that were used in the demolition-cum-massacre operation in Dacca, Chittagong, Narayanganj, Khulna, Jessore and Comilla. On the other hand, there are reasons to believe that the Nixon Administration, particularly the Central Intelligence Agency, knew well in advance of the massacre plan of the Pakistani military junta. What delayed the public admission of White House that U.S.A. was continuing arms aid to Pakistan despite State

Department's pledge to the contrary to the Congress was nothing else but a mounting public opinion against the Pakistani genocide. Pakistan could not find a single newspaper in the whole of the United States, nor a TV or Radio network to invent some excuse for I its gruesome crimes in Bangladesh. One must note that Nixon's adviser Dr. Kissinger was allowed to come to Pakistan to make his secret trip to meet the Chinese leaders only after I White House announced that Nixon Administration intends to continue arms and economic aid to Pakistan. It was a kind of blackmail to which Nixon perhaps submitted unwillingly. He would have preferred the traditional U. S. method of doing things i. e. do everything say nothing. But such a silence was proving crucial for Yahya and his gang of murderers in the power tussle within the army. But admitting the offence publicly Nixon has been forced to give the political advantage to the Democrats in the coming elections. But he has also calculated the gains. If he manages to bring about a lasting friendship with China that would help withdrawal of U. S. troops from Indo-China without really losing political control over it he stands a good chance of neutralizing the Democrats.

Thus China and America have got a date for themselves at the expense of a million lives in Bangladesh and 6 million Bengali refugees in India. Such a callous manoueuvre in political opportunism would surely help to write some of the darkest pages of human history. China a self-proclaimed defender of the rights of suffering humanity condoned the crime clearly for a political advantage in its global strategy against the Soviet Union. USA, the standard bearer of history's most vicious imperialism, in this joint effort at undercutting the Soviet Union, seeks even greater political domination of the world. China is yet to become a super power but the Soviet Union is already one. This is a very clever way of undermining its influence. As things stand now, there is no likelihood of a Chinese display of similar political accommodation for the Russians.

But what is going to happen to us? Are we the people or Bangladesh to be doomed in the cause of Sino-American friendship? However, political observers are more inclined to believe that Sino-American honeymoon may in the long run mean better days for Bangladesh. The new understanding may result in the softening of Chinese attitude toward India. Moreover, now that the main purpose has been realized it is unlikely that the marriage partners would continue to go out of their way to please the marriage broker. The solution of the Bangladesh problem i. e. total independence could be hastened only if the Soviet Union begin to take greater active interest.

Now a question to ponder. Has Washington become more socialist or Peking more capitalist?

২৩ জুলাই, ১৯৭১

YAHYA PREPARES TO MURDER SHEIKH

We the people of Bangladesh are now shock-proof. Naturally, thus, we were not startled to hear about Yahya's determination to murder Sheikh Mujibur Rahman after

going through the minimal paraphernalia of a trial by military Court. Nobody expected a more civilized behavior from these morbid fascists. They have more than established by now that they are not only totally devoid of those human values that constitute the line of demarcation between animals and human beings but are too drunk with arrogance to recognize even their own impending doom. Now that they have totally failed to deceive the world about the crimes they have committed against humanity in Bangladesh they have given up pretending altogether. Their naked designs-so obnoxious to civilized sensibilities-are now being publicized through its publicity media. That they are making the civilized world shudder in disgust matters little to them.

Fairplay and magnanimity are words unknown to the dictionary of cowards. It would be only foolish to expect any civilized treatment of Sheikh Mujibur Rahman from such confirmed cowards as Yahya and his conspiring Generals. The Sheikh, if he wanted, could have escaped in time. But being a brave democrat and a man with supreme faith in civilized codes of behavior considered the idea distasteful. But he was clever enough not to put all the eggs in the same basket and had ordered his party men to seek shelter outside the domain of the Pakistani Army in case they go berserk. The Army came, surrounded his house and opened fire around the midnight of March 25. Sheikh a man of great moral power, came out on the balcony and asked the Army Officer to arrest him and stop that shooting nonsense. This gesture was regarded by that towering coward Tikka Khan as a great victory. Tikka Khan who is totally devoid of almost all the human characteristics would have loved to put his prize captive to death had it not been for Yahya-who wanted to play around with the gallant leader of 75 million Bengalees a little longer. He did not trust trigger-happy Tikka. Sheikh was soon transferred to a military prison in West Pakistan. As the massacre continued in Bangladesh Sheikh was being coerced to sign a so-called "agreement" that meant a virtual political sell-out of the people of Bangladesh. Naturally, alcohol and power drunk Yahya did not know the stuff Sheikh was made of. Despite menacing threats coupled with physical torture Sheikh successfully resisted the nefarious move and held on to the trust reposed in him by 75 million freedom-hungry people of Bangladesh. Consequently came the threat of his trial by military court. The way some of world's biggest powers are appeasing the Pakistani fascists, it is not unlikely that Sheikh Mujibur Rahman will be murdered and the world will have the memory of yet another great patriot like Patrice Lumumba on its conscience. And the murderers will not end there. Sheikh's family now living under house arrest in Dacca's Dhanmondi Residential area may not be spared either.

One might wonder about the role that the U. N. might play in this regard. Lumumba died under its very nose in the hands of Katanga fascists led by Moise Tshombe. But the U. N. did play a role there. It's the then Secretary General Dag Hammarskjold gave his life trying to find a solution. U Thant before he retires could at least impress upon the members of the Security Council about the grave threat to international peace that is hiding in any possible murder of Sheikh Mujibur Rahman. Indications are there that the U. N. is stirring up about Bangladesh-particularly after Yahya's lunatic threat of war against India. But there are influential coteries within U. N. who might like to avoid the real

responsibility by simply devising some form of cushioning pad between India and Pakistan should they decide to clash suddenly. Avoiding the real issue-the issue of Bangladesh freedom-has been the U. N. role so far. But it is also clear that it wants to avoid an Indo-Pak showdown over Bangladesh. It is time it realizes that-not India-but Pakistan would force a flare-up as soon as it realizes that it can no longer hold out in Bangladesh. It has been paying a heavy price in men and money to retain a semblance of control over Urban Bangladesh. But the Liberation Forces are making even that existence rather miserable by stepped-up offensive. Desperately Yahya sought Chinese help and persuaded China to commit interference in Bangladesh's affair by supplying 200 odd Chinese experts who are to prop up the tottering strategy and logistics of the Pakistan Army. Presence of Chinese troops on Bangladesh soil has pushed the area a step further toward the bloodbath dreaded by political observers. Time is certainly here for the U. N. to do something about it and not by sending so-called 'observers' to inspect India-Bangladesh border. Only way to halt this slide toward a bigger disaster is by forcing the illegal and immoral Pakistani government to leave the soil of Bangladesh.

As for ourselves: we shall retaliate on the battlefield. Let us remind Yahya about the fate that the murderer of Lumumba had in store for himself. Tshombe not only lost his Katanga-but himself died rather ingloriously when lots of hot bullets flew through his guts. Yahya's end will be no more glorious.

২৪ ও ২৮ জুলাই, ১৯৭১

INDIAN MOSLEMS MISLED

There are unmistakable indications that a section of Indian Moslems are finding it difficult to sympathies with the suffering millions of Bangladesh. They seem to be more inclined to have faith in the lies that are being spread by saboteurs, spies and agents-provocateur planted in their midst by the Pakistani military junta. Our Calcutta correspondent reports that, clandestinely published leaflets in Urdu carrying vicious lies against the people of Bangladesh are being distributed by Pakistani agents. Most unnerving of all is the report that these leaflets are not only being quoted in a section of Indian Urdu press but some irresponsible editors feel roused enough to publish lurid accounts of imaginary massacres of Urdu-speaking refugees by Bengali nationalists during the month of March-just before the genocidal war of Yahya. These dispatches' claim that lakhs of 'Beharis' were massacred in Dacca, Chiuagong, Khulna and other areas in the wake of the non-violent movement launched by Sheikh Mujibur Rahman on 1st of March. They also claim that if Yahya did not start the counter massacre of Bengali population the entire Urdu-speaking population would have been wiped out.

What a convenient apology for Yahya's mass murder in Bangladesh and it coincides so well with a claim of word-to-word similarity put out by the military regime when .its earlier claims of equally fantastic nature failed to dupe the world. The travesty of truth in these malicious reports is so perfect that it is too embarrassing to make even an attempt at a reply. But a reply must be given.

During the 25 days that followed Bangabandhu Sheikh Mujib's call for peaceful, non-violent non-cooperation movement not single case of non-Bengali death was reported from any place in Bangladesh. Only some West Pakistanis who were escaping from Dacca with substantial wealth in cash and gold were intercepted by student volunteers Although the army provoked them by opening fire, killing and wounding them, there has not been a single case of West Pakistani death either. Finding the atmosphere rather tense Bangabandhu himself had ordered the students to withdraw.

Unfortunately, a section of short sighted refugee non-Bengalees in Bangladesh always joined hands with the West Pakistani clique against the political and economic interests of the Bangladesh. It was indeed this section that collaborated fully with Yahya's murderers since they were let loose on March 25. The Army first trained and armed them. Then they backed them with full military protection to start anti-Bengali riots in Dacca, Narayanganj, Chittagong, Khulna, Rangpur, Syedpur, Ishurdi and many other places. Hundreds of unarmed innocent Bengalis were massacred and their houses and properties looted. Even women and children were not spared. The ghastly massacre was reminiscent of the communal madness that we had the misfortune to witness 20/25 years ago. Yet the Bengalees displayed supreme tolerance. Despite great emotion-Mukti Bahini commander protected the Urdu-speaking population in the liberated areas. Unfortunately, a section of the same people later collaborated with the Pakistani army when the Mukti Bahini made tactical withdrawals and contributed to Bengali massacre.

So far I have been referring to a section of non-Bengalees. This I did only to emphasize that there exists another section of Urdu-speaking population in Bangladesh who had faith in Sheikh Mujib's promise that they, too, would be treated equally with Bengalees. This helped them to identify themselves with the people of a land where they intend to settle permanently. Despite temptations held out by the colonial Pak army whose prime aim is to use one section of the population against another-a trick that they learnt from their past masters-they have refrained from anti-national acts.

A section of Indian Muslims still seem to nurse a nostalgic affection for Pakistan-a state for which we all had sacrificed so much in the forties with the hope that it would find a better economic and political lot for the Moslem India. But, almost in no time, the great expectation had turned sour. A vicious coterie captured power and systematically and ruthlessly exploited people for their own ends. Suddenly the people of Bangladesh realized that the mere fact of having the same religion with these exploiters was not helping at all-in fact it was proving a great handicap. Because any opposition to the exploitation was being attacked by the coterie in the name of Islam and so-called integrity-When people refused to be duped, hoodwinked, or suppressed under such pretexts, they came out in strength to massacre them in cold blood.

How could anyone in his senses side with such a viciously anti-people force. Even those who are collaborating with them do not realize that they are only being used. Pakistani junta, in its effort to hide its real nature, is trying its best to present the issue as

a conflict between Hindus and Moslems, between India and Pakistan. But the reality is that of the million unarmed men, women and children massacred by them an overwhelming majority were devout Moslems. How then could these Indian moslems call this massacre of fellow-religionists a "Jehad" or even a move to safeguard Islam-or Pakistan-the supposedly Islamic state.

Indian Moslems must not get carried away with those sugar-coated blood clots being dished out by the Pakistani sub-humans. They must realize that Pakistan has ceased to be the state that they once dreamt.

They must feel lucky to live in a democratic state where they can freely display their support for an enemy state. They could be justifiably branded the fifth column for Pakistan and dealt with accordingly. They must not misuse or abuse this privilege that had been denied to every Pakistani since 1947.

২৬ জুলাই, ১৯৭১

A MULTI-PRONGED ATTACK ON BANGLADESH

The nature and extent of the economic exploitation of Bangladesh since it was included in the state of Pakistan is no less tragic than the gruesome horror of the current genocidal war. In fact the tragedy has reached unbelievable proportions since April this year.

It is now known universally that Bangladesh, former East Pakistan earned the lion's share of the foreign exchange of Pakistan all these 23 years but received, in return, shares of national wealth that may symbolically be compared with peanuts. This part of the doomed federation was deliberately reduced to a colonial market for West Pakistan-based industry that was built up by huge foreign exchange earned by our cash crops-jute and tea. A fraction of the industrial boom did come to East Pakistan but were mostly owned and controlled by West Pakistani capital. There has been little incentive for local entrepreneurs. As a result, the industrial units in Bangladesh that were not owned by West Pakistanis were put up by the public sector. But as the glaring example of Karnaphuli Paper and Synthetic Fibre Complex would show, these too were being disinvested to West Pakistani capitalists. Despite popular resentment culminating in violent mass demonstrations against this outrageous economic exploitation, nothing really changed. In fact the economic colonization was boosted up further by the capitalists who, obviously, were assured of military protection by a junta of West Pakistani Generals who have been ruling Pakistan first indirectly-then, for last 12 years, directly.

During last few years the nature of exploitation became very crude. West Pakistani business concerns operating in East Bengal not only refused to invest even a penny locally but its eastern offices had strict orders to transfer to West Pakistan all the takings daily before sunset. The jute industry happened to be the only industry that could not be

set up in West Pakistan for geographical reasons. Right from the start it was being dominated by Adamjee an undeterred bankrupt of pre-partition Bombay who became billionaire in Pakistan almost literally in a twinkle. This greedy manipulator monopolized the market and reduced jute growers to virtual beggary while he minted money by selling the products of their labor at ludicrously high prices. Later he was joined by other non-Bengali capitalists to add a few more twists to the grind. The result of this ceaseless multi-faceted, ruthless exploitation soon revealed itself even in the government statistics where the figures are always questionable. Today the per capita income of East Bengal is about half of that of West Pakistan although they began from the same mark. In fact Bengalees had a slightly better average in 1947.

Politically, as the military-capitalists-bureaucratic entente considered. East Bengalis had no right to protest against this slow strangulation to death. "Islam in danger", "Indian agents", "anti-state conspiracy", "national integrity in jeopardy", etcetera and etcetera were the bugles to suppress them. Political persecution of Bengalees took a vicious form, Thousands languished in prisons without trial. Ayub Khan, after capturing power by a unique combination of political man oeuvre, intimidation and blackmail in 1958, sought to tackle the' mounting discontent in the East by a subtler method. He officially recognized that East Bengal had been deprived all these years and promised to put things right. Of course he did not mean it. The exploitation continued. But to keep it out of public view he went all out to buy out the disgruntled intelligentsia-with jobs, scholarships and other legal and illegal material bribes. It worked but pushed the political leadership from middle classes to the masses who were hit in the stomach. Ayub had no plan to buy them over as well. The rest of the story-until 25th March 1971-is now too familiar to warrant repetition here.

The junta led by Yahya lacks .the 'finesse' of Ayub. As a consequence, we are witnessing history's most disgusting two-pronged attack on the people of Bangladesh. Military butchery has already taken a million innocent lives. Yahya and his gang are now slowly gearing up to create history's worst famine before the end of the year. Marching in step has come industrial robbery. All important machineries and machine parts from mills and factories owned by West Pakistani capitalists .are being shipped to Karachi. Now, according to latest reports, the military administration of murderer Tikka has taken over from them the economic robbery. Industrial concerns belonging to public sector i. e. to the people of Bangladesh are being robbed of their machineries. As for instance the Film Development Corporation Studio of Dacca-the nucleus of what was until March 25 a growing film industry, is being robbed of its expensive equipment. Movie cameras, shooting floor equipment, sound recording units and the black and white and color film laboratory equipment are reportedly being shifted to Lahore. The studio that has (he highest production rate in the world came into being in 1956 through an act of the provincial assembly moved by Sheikh Mujibur Rahman, the then provincial Industries Minister. This kind of robbery is also being extended to other industries owned by the public. We had heard that Britain callously destroyed our traditional handloom industry

to secure market for Manchester's textile industry. We had also heard about the brutality of the British indigo planters. It seems that history has remained stand still ever since. I Only nobody knew about it until these Pakistani sub-humans got to work in Bangladesh.

২৭ জুলাই, ১৯৭১

UN TO PAKISTAN'S RESCUE

A highly sinister move has been reported from the glass house of the United Nations. Needless to say that the move has been masterminded by someone no less than the UN Commissioner for Refugees, Prince Sadniddin Aga Khan. Prince Sadruddin, it might be realized, to hide his sympathy for the Pakistani fascists even after touring the battered Bangladesh occupied areas and the refugee camps in India where six million refugees from Pakistani brutality were staying. A callous indifference toward the terrible plight of the people of Bangladesh seeped through his guarded and diplomatic cliché-ridden statements to the press. Needless to say that his latest design against our people-a design that aims to send 50-member team of U.N. observers to Bangladesh for only he and his mentors know what-has the wholehearted support of Nixon Administration that has now taken a clearer stand on the issue and seems to be bent upon scheming and doing anything possible to fix up a puppet regime of hated Pakistani colonists in Bangladesh-a design that is even more obnoxious than the one with which USA tried to prop up Ngo Din Diem regime of South Vietnam. This is, indeed, the first diplomatic offensive of Nixon Government against the people of Bangladesh after its decision to supply more and more arms to the killer junta.

Against such a formidable backgrounder there should be no reason for us to have any illusions about this proposed U.N. team of observers. Its intentional are clearly antagonistic to the struggle for freedom now being waged by the people of Bangladesh. The animalistic butchery of a million innocent lives by the Pakistani military fascists who have also been subjecting the entire population of Bangladesh to an infernal and senseless brutality for last four months made little impression on the United Nations. Its Secretary General, although had publicly expressed his personal shock at the tragedy, failed utterly as the chief executive of a body that once used to be looked upon as the protector of world's suffering humanity. Week after week the ravaged humanity in Bangladesh waited in vain for the United Nations to do something to reduce the agony of a genocidal war treacherously imposed on them by a group of sub-human conspirators. But nothing happened. The U.N. proved a shockingly heartless, silent spectator. When such an organisation suddenly becomes too active it certainly gives rise serious concern. The proposal of sending the so-called observers is not only sinister in motive but is ominous of an even worse predicament for the people of Bangladesh. The team's presence is surely meant to help the Pakistani junta to consolidate its position in the occupied areas of Bangladesh. Its army, cripplingly harassed by freedom fighters, badly needed a breather. The U.N. observers, in a way known to themselves, intend to provide just that. The overall design is to try and shift the emphasis from the liberation struggle and to divert

the international attention to that imaginary Pakistani contention that it is merely a of confrontation between India and Pakistan. That the Pakistanis began with a genocidal war against the entire population of Bangladesh-a. war that gave birth to uncompromising war of liberation-is the real issue and that India is being referred Pakistan in its mischievous aim to divert world attention from its inhuman crimes the people of Bangladesh is now being opposed officially by the United Nations hat obnoxious role this once-noble organisation is being made to play just to satisfy the interest of Nixon's foreign policy! It looks as though the civilized world is coming to end and all the cherished human values are going all topsy-turvy.

The Pakistani fascist radio could not control the glee at its dubious victory with the United Nations. Its latest news bulletin gave away the secret motive of Prince Sadruddin It has claimed that the observers are meant to spy on the Indo-Bangladesh border to establish the Pakistani claim that India has been helping the freedom fighters and that there is no such thing as liberated zone of Bangladesh. Ignoring the on the spot reporting from famous western journalists who visited the liberated areas the United Nations has decided to surrender to the Pakistani lie. As for India, she has always declared her sympathy for the freedom movement of Bangladesh. Whether India would accept the presence of such U.N. spies near her borders is not difficult to answer.

The United Nations could have played a helpful role in Bangladesh only if it could be roused by considerations other than the dubious political motives of bigger powers. It is a matter of great pity that the shortsighted advisors of U-Thant are failing to see the futility of their sinister move aimed at helping the Pakistani fascist junta to colonies Bangladesh and to keep in the saddle a puppet government against the clear wishes of its people to be free.

The people of Bangladesh and their government regard this latest U.N. move not only illegal but consider it a gross violation of their sovereign and an unpardonable act of interference in the affairs of Bangladesh. The team is, thus, warned of grave consequences. These so-called observers would be considered enemies of our freedom struggle. Bangladesh liberation forces would, thus, consider them as collaborators and would treat them exactly the way collaborators and traitors are treated. But the U.N. need not necessarily play the role it is being made to play. There is still time for something constructive.

১৩ জুলাই, ১৯৭১

FAMINE AS A WEAPON RELIEF FOOD FOR SOLDIERS!

BANGLA IS NO BIAFRA

Two important aims of Yahya's killer junta in Bangladesh are an outright military victory and a great famine. The former he had futilely hoped to achieve in a few days-

certainly not longer than a week or so, It is now dragging toward the sixth month with the hope of victory fast receding beyond the horizon with every sunrise. Like a drowning man Yahya now wants to survive by holding on to any piece of weed coming his way.

His latest strategy has been one of creating a famine, as wide-spreadly as possible, in the occupied areas of Bangladesh. He, hopes that with this famine, when he will have millions more die in Bangladesh, the resistance will crumble assuring a lasting victory for his colonial army. That he is bent upon this trebly more infernal, sadistic madness has been proved by several recent happenings. He received from U.S.A. and China boats and coasters, allegedly to facilitate the distribution of food following total disruption of the communication system by the Mukti Bahini. These have been duly transformed into gunboats and army supply crafts. This week Mukti Bahini captured a Pak army supply convoy. It was carrying ration that included dozens of cartons of relief food meant for cyclone and flood victims of Bangladesh donated by World Red Cross and CARE, the American relief organisation. Not only that blankets, tents and other relief materials donated by various world organizations for the victims of great November cyclone have been supplied to the killer-army. Thus, deliberately hungry millions are being forced to die of hunger not only by not doing anything for supply of required food grains in the occupied areas, but also by depriving them of the food supplied by outside agencies. This monstrous vengeance against the people of Bangladesh is being practiced within full knowledge of Nixon administration that claims to have a lever with the killer junta by virtue of its policy of appeasement. The critical month of October is approaching. Unprecedented famine is perhaps imminent. We shall soon know that the United Nations has proceeded to justify this premeditated mass murder like the way it condoned the Pakistani genocide. But can this apocalyptic design of the killer junta be successful in destroying the liberation war? Obviously, Yahya and his collaborators are working keeping Biafra in view. In Biafra the severe famine was responsible for the defeat. Can the same thing happen here too?

The fallacy of the murderous logic of victory through famine lies in the very nature of the war and in the geographical conditions of Bangladesh. In Biafra, the rebels were trapped by the federal army in a land that was contiguous to Nigeria. They could not even seek sanctuary in another friendly country. Thus, with famine, their war economy crumbled. The conditions in Bangladesh are just the opposite. Here the colonial army is trapped and totally surrounded by the liberation forces who do not depend on the economy of the occupied areas. In fact, in the 85-90 per cent of the areas controlled by the People's Republic of Bangladesh, there will be no question of famine whatsoever. Already measures are being taken to meet any food shortage during October. Hence, a famine in the occupied area will have no effect whatsoever on our march to victory.

The murderous famine strategy shows once again that Yahya may be a monstrous killer but a lousy military strategist. And the way he fled from Dacca on March 25 had proved already that he is also a disgraceful coward. The man seems to be going round the bend-as the net is steadily closed in. The writing is getting larger on the wall.

১৫ জুলাই, ১৯৭১

WORLD PRESS WORRIED ABOUT SHEIKH :

HONOUR FOR TIKKA!

Now the daily Telegraph of London has joined Radio Bangladesh in expressing doubts about the whereabouts and fate of Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh. In an editorial published in its issue of August 14, the paper asked-"Is Sheikh Mujibur Rahman Dead?" Like we did on several occasions during last few days the leader-writer of the daily also points out the fact that since Sheikh's voluntary arrest on the night of March 25 nothing has been heard of him except for some statements by Yahya Khan that Sheikh would be punished and that he would be tried secretly on charges that carry death penalty. The Pakistani army had said last Monday that his trial would start next day. "Has he," asks the editorial, "in fact already been executed?" It also asks-"Is General Yahya able to do anything to show that such inevitable suspicions are unfounded?" The paper has further suggested that to put world suspicions at rest Yahya should arrange for Sheikh's non-Pakistani lawyers to have access to him. But such an effort has already been made without success. What roused international suspicion is the fact that Sheikh was suddenly put on this dubious trial only at a day's notice. The announcement was followed by another report, again through army source, that Sheikh has refused to accept the validity of the court and has. thus, refused to have a defense counsel. This could be the only piece of clever propaganda in the entire handling of the Bangladesh tragedy. Anybody who knows Sheikh would be convinced of Sheikh's alleged stand. But the point is it suits the purpose of the military junta so well. If Sheikh has already been murdered-this fiction would come very handy for deceiving the world. In that event-the next move of the killer junta would be to declare that Sheikh has been found guilty and that he was sentenced to death. It might be tempted to play around with the execution pan of the sadistic farce a little longer. Nevertheless, after some time, the news of Yahya's refusal to grant the reprieve and consequent execution of the leader would be made public with suitable timing and language.

Earlier Yahya had taken the British press for a ride when he remarked to a correspondent during an interview that Sheikh may not be executed by firing squad-he may die, what he called, 'a natural death in prison'. Of course, he did not say what really is meant by "natural death" in hangman's vocabulary. Anyway, the news helped to control speculations about Sheikh's whereabouts until the Daily Telegraph came out with its serious doubts yesterday.

There are, of course, reports of people finding an under construction prison as a possible venue for the trial. One foreign correspondent reports that he has seen the prison well guarded by army personnel. There is nothing more concrete than what could be made out by putting these presumptions, assumptions, rumors, and stray incidents together to suggest that Sheikh might still be alive and the ludicrous farce of his trial is

still being enacted. A similar rumor now suggests that the trial might have been adjourned.

But all this kite-flying amounts to very little when one remembers that in this game the prosecutor, the judge and the executioner are embodied in the same man who has, on more than one occasion, made public his passionate desire to see the death of his prize captive. Now that he has failed in the conspiracy to convince the world of this essentially Bangladesh-Pak confrontation as one of Indo-Pak conflict, he would be doubly tempted to murder Sheikh with a view to killing two birds at a time or so to speak. This would most certainly rule out all possibility of a negotiated independence of Bangladesh which is the only political settlement of the issue that would be acceptable to the people of Bangladesh and, to the Soviet Union and India. On the other side, Yahya expects a serious power tussle within the Awami League for leadership in the event of Sheikh's death. Political observers noted the carefully selected list of Awami Leaguers exempted from cancellation of their seats issued by the military junta. The list excludes important cabinet members of the People's Republic of Bangladesh with the calculated hope that such exclusions would germinate devastating mistrust within the Party which, in turn, would shatter the unflinching unity of the people of Bangladesh in their determination to liberate themselves from West Pakistani colonialism.

However childish, the man oeuvre certainly shows that nowadays even ostriches are trying to be cleverer than what we are used to believe. Nevertheless they still are essentially ostriches and ridiculously powerless to change the direction of the rising storm.

It is too late for Yahya's mediaeval antics. The wilting is very much on the wall. If Sheikh's death means blocking of the way to a negotiated independence for Bangladesh-something that is wished by our peace loving friends like the Soviet Union and India, then military solution it will be. A military victory is not only a grand possibility but our valiant fighters of the Liberation Forces can wrench it much sooner than many of our reserved well-wishers think. All we need is active sympathy and cooperation. We never wanted nor do we want now that anybody other than the people of Bangladesh would fight in this war of liberation. We are quite able and willing to beat back the invaders to win our freedom ourselves.

Now I971's Crudest Joke

According to a report from Islamabad Tikka Khan, the unrepentant murderer of not less than two million unarmed men, women and children, has been decorated by Yahya with the high civil award of Hilal-e-Quaid-i-Azam. This shows that, in some peculiar way history does repeat itself sometime. General Dyer who massacred within minutes a peaceful crowd at Jalianwalabag was honored by London's Daily Express with the Silver Sword of Velour on his arrival from India. Of course, the crimes of Tikka Khan against humanity dating from the massacre of Baluch people in the midst of their Eid-day prayer until today are of a much grislier order than that of Dyer. This unconscious

disciple of Marquis de Sade is really in the class of Eichman and Dr. Meogele and the commandants of Hitler's extermination camps Auswitz, Belsen and Dachan. Hitler decorated them with some of the highest order of the Nazi Reich-needless to say, in the name "of their services to German people and state.

৪ জুলাই, ১৯৭১

YAHYA FINDS HIS QUISLING

The appointment of the mercenary Motaleb Malik as the civilian governor of the occupied areas of Bangladesh in reality marks the beginning of the Pakistani junta's final capitulation. This so-called doctor who never made a living by practicing his alleged training in dentistry is indeed a seasoned mercenary politician who moves into total oblivion during popular movements but returns right back to the dias when anti-people forces usurp political power. According to a political observer, he is neither a male nor a female-politically speaking that is. This political eunuch has been a favorite name in all the illegal, undemocratic, immoral cabinets that hoisted themselves over the people of erstwhile Pakistan for last twenty years with unnerving regularity. This so-called doctor has also a unique record to his credit that explains the attraction that he has for Yahya and his gang. Just like his medical practice, he never could get himself elected by popular vote since-well, nobody knows when. Who else could Yahya trust for the job except for such a political non-entity having the soul of a slave?

There is very little doubt, inside and outside the occupied areas of Bangladesh that Dr. Malik's authority as the so-called governor would not and could not extend much beyond the door of his personal toilet. Even the word 'puppet' fails to fathom the irrelevance of his political and administrative authority. Yet Yahya plans to tell the world-particularly the hard pressed White House and the angry World Bank-that through this character he has started 'civilianizing' the administration of the occupied areas of Bangladesh. Yet the truth is, and will be until the final capitulation, that with Malik on display for the outside world the campaign of genocide, rape, loot and arson will continue unabated under the direct planning of the military apparatus of the Martial Law Administrator of the zone whoever he might be. Malik, let alone having any authority over anything, will in fact, be a permanent headache for the army and its intelligence service. Because it would not be a pleasant worry for them to keep their stooge alive from Mukti Bahini bullets-particularly because he will have to be brought out of the cupboard in the Governor's House from time to time for specially staged public shows. Not that Yahya worries much about the death of yet another Bengali, whether a collaborator or not. But his demise would rob him of-one of the very few perfect quislings available to aid him in his crimes. Nevertheless, this is the last act of treachery that this Dr. Malik will play against the people of Bangladesh.

Meanwhile news comes from Paris that Yahya has viciously attacked the democratically elected leader of 75 million people of Bangladesh. In an interview to the

rightwing Paris daily 'Le Figaro' he has called Sheikh Mujib a 'criminal' and a "minor fascist". But the half-wit went on to brag about his Nazi-style massacre of the people of Bangladesh only a sentence later. He shamelessly boasted that his army is a professional one and that when they kill they do it cleanly. He apparently led himself into believing that his army fought a full-fledged war on the night of March 25 against an equally equipped army. Using typically Army Mess lingo he boasted that "it was no football match." Unfortunately" Le Figaro" correspondent failed to remind him that his barbarous army was let loose on an unarmed and unsuspecting civilian population and that only a cowardly army would declare war on women and children. The correspondent should also have reminded this major fascist that his animals in army uniforms not only did the killing with professional efficiency but also displayed great talent in rape, loot and arson. Cruelty with a great purpose may be called efficiency ‘but otherwise, it is plain sadism. He should also have reminded the major fascist that if Sheikh Mujib did not believe in democratic processes he could have made mincemeat out of these Pakistani fascists if he wanted. It's his civilized behavior that has given the major fascist the opportunity to breathe air in Islamabad instead of pushing up the daisies.

It is indeed an irony of history that world's one of the most cowardly killers and despicable liars now sits in judgment of a defender of democracy. Until now crime has not only paid but it seems to have allowed enough latitude for such intolerable effrontery. But history also shows that things do change for better at long last. Otherwise today we would have had Hitlers, Mussolinis and Tojos settling the destiny of mankind.

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

AMNESTY1 FAIL TO DECEIVE : BBC THAWS :

MERCENARY MALIK

It is perhaps not accidental that Yahya's fresh offer of so-called amnesty to Bengali army personnel who are now fighting as dedicated members of the Mukti Bahini comes just after the installation of his Bengali-speaking quisling-a non-practising doctor called Motaieb Malik.

Naturally, the so-called offer has been made-incidentally for the third time in last four months-with a view to deceiving those who have been successful in evading the murderous assaults of the horders of Yahya and Tikka. The announcement seems to tell-"now boys, come back now. You have nothing to fear now that you have a Bengali-speaking governor to look after you". Yahya must be in a desperate plight to resort to such silly trickery. The trick looks a great deal more stupid than that refugee-reception-centre gimmick where foreign correspondents found only dogs responding to Pakistani hospitality-a sort of canine solidarity-a grand display of dogly one heartedness. But this time Yahya is not likely to find even dogs. For some simple hearted men did believe his words when he had announced this fake amnesty for the first time. Some of those members of the armed forces who had taken shelter in the villages and were still in two minds about joining the Mukti Bahini responded to the call and tasted the lethal honey of

Yahya's amnesty. These unfortunate fools were found by the captive population of Dacca floating in the river Buriganga tied up in bundles of 15 to 20. They were still wearing" the army shorts and vests. Some had bayonet wounds on their bodies. But most died when the murderers from hell drained out the last drop of blood from their bodies inside Dacca cantonment.

Luckily only a small number were hoodwinked by Yahya's siren of death. After the news of mass slaughter spread out-not even one army personnel responded to the second call. In fact, just after the first slaughter the minds of the confused were made up and hundreds of them were seen marching in the darkness of the night toward the zone controlled by the Mukti Bahini. They now belong to the hardcore of the massive Liberation Army that has now got the Pakistani cowards on the run. For the first time the BBC, an extremely conservative and perennially suspicious body, has accepted the reality of the situation. After near-total silence over the liberation war for months, the BBC has at last publicly recognized that Free Bangladesh is very much a reality and not just a figment of imagination of a couple of million people living outside the range of Pakistani guns. Its special correspondent Martin Bell in a filmed reportage has sought to establish that the Mukti Bahini has grouped itself into a well-organized force and that free Bangladesh is very much a reality although its formal control over the entire territory remains to be announced. He has given enough space to a member of the liberation army to justify the cause of liberation. He revealed: Pakistani soldiers are cowards. They run for their lives when Mukti Bahini boys go into action. They run so fast that they leave behind arms and ammunition for use by the Mukti Bahini.

Now either Yahya must be-a fool or totally mad to except such a victorious army to fall for an 'amnesty' trap by a colonial force that not only massacred their loved ones by the thousand but has looted their property and brutally raped their mothers, wives and sisters. His trick of using the name of this Bengali speaking political eunach called Motaleb Malik can never work outside his Islamabad palace.

All these years-since before the partition of the sub-continent-Motaleb Malik managed to stay away from the limelight. But there are too many witnesses who grew up with him. He began his career by dressing himself up as a so-called labor leader of Calcutta. Exploiting the name of religion he had managed to establish himself as a leader of Moslem laborers. Soon he became one of the inventors of the technique of personal profit by workers strike. Making the workers strike to force the employer pay a handsome bribe to him but little or nothing to workers-became his flourishing profession. Meanwhile, thanks to his love for Anglo-Saxon masters, he had changed his family name from 'Mallik' to 'Malik' so that his white bosses could pronounce his name with less effort. When the whites departed, he was quickly picked up by Mohammad Ali Jinnah in his frantic effort to demolish the Bengal Opposition that was consolidating under the leadership of Shaheed Suhrawardy. Jinnah only had to wag his finger like a banana—and Malik fell at his feet like a dog. He got a minister ship in Jinnah's handpicked cabinet from the Bengali quota while the great sons of Bengal-like A.K. Falul Haq and Shaheed Suhrawardv were left in the lurch.

There began Mollik alias Maiik's chain of minister ships. He proved such an obliging peasant to the West Pakistani bureaucrats, I mean, he proved himself such a servile puppet thai the secretaries enjoyed complete freedom in depriving the then East Pakistan. This is the reason why he was always favored by the military-cupitalist-bureaucratic entente that ruled Pakistan until the State exploded on the 25th day of March in the year of one thousand nine hundred and seventy one. For the same quality Motlik: alias Malik is Yahya's favorite today despite Yahya's pathologically racist hatred against the Bengali people.

As I was saying, Yahya may fool himself with this quisling but not the people of Bangladesh. Even that prize fool of a war horse Zulfi Bhutlo seems to have got the wind. Mollik alies Malik is a bad man for him too. He has reportedly denounced Mollik alias Maiik's appointment.

As a footnote: let me inform the listeners in the occupied areas of Bangladesh the latest news from the bookmakers. It is reported that already betting has started over the next president of Islamabad. Will it be Bhutto or Yahya? Latest odds favor Bhutto as a 10 to 2 winner.

Yahya has destroyed Pakistan. Bhutto will have the privilege of destroying the remnant.

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

AN HISTORIC FIVE-PARTY AGREEMENT :

PROF. GALBRA1TH MISTAKES BENGALI SPIRIT

A historic five-party agreement has been reached yesterday in Mujibnagar. After long discussions for 2 days the leaders of the Awami League, National Awami Party (Bhashani group), National Awami Party (Muzaffar group), Bangladesh Communist party and Bangladesh National Congress agreed to Form an 8-member National Consultative Committee. The Committee will be available for consultations in matters relating to the national liberation struggle. For the first time since March 25 Moulana Bhashani attended such a top level political discussion.

The Consultative Committee consists of the following members: Moulana Ahdul Hamid Khan Bhashani, Bangladesh Premier Tajuddin Ahmed, Bangladesh Foreign Minister Khondoker Moshtaque Ahmed, Professor Mujaffar Ahmed of National Awami Party. Moni Sing of Bangladesh Communist Party and Monoranjan Dhar of Bangladesh National Congress. Two more members are to be included from other parties with definite commitment in the liberation struggle.

The Committee reaffirmed the determination to continue the liberation war until victory. In clearest possible language it has declared that any political settlement short of lull independence for Bangladesh would not be acceptable to people of Bangladesh.

The Committee appealed to the civilized countries of the world to declare their solidarity with the struggling people of Bangladesh and called upon them to recognize the People's Republic of Bangladesh. The committee also appealed to all countries for full support including arms and ammunition for the liberation struggle.

The formation of National Consultative Committee at such a critical juncture of Asian history was hailed in various quarters soon after its announcement from Mujibnagar.

The most significant declaration of the Committee vis-a-vis the national liberation war has been its appeal for recognition and arms and ammunition. This is for the first time that such a public appeal has been made for recognition by any political party including the Awami League and the Government of People's Republic of Bangladesh. It is believed that the appeal is likely to make great impact on many states having unquestionable sympathy for the cause of the people of Bangladesh. In fact, reliable sources indicate that recognition of the Republic by a number of states are probably in the offing. Now that a number of socialist parties' have formally joined with the Awami League with the right of having a say in matters concerning the running of the war a number of East European countries might feel encouraged to come forward with recognition and material help. The reliable source informs that the German Democratic Republic i.e. East Germany which, incidentally, is also the fourth largest industrial power in Europe, might be the first country to recognize Bangladesh. GDR's example would most certainly be taken up by other socialist counties. One must not forget the consistently favorable attitude of the Yugoslav Government since the outbreak of the Pakistani genocide. In fact, one would not be surprised if Yugoslavia beats GDR to become the first country to recognize the inevitable sovereignty of the Peoples Republic of Bangladesh. Hungary is another good possibility. Czechoslovakia and Poland might, however, be slow in coming as they have considerable business stakes in Pakistan. Some Asian states are also expected to recognize the Republic soon enough. A number of Latin American states including Cuba might prove no less cooperative. Next few days are likely to prove extremely eventful so far as the death of Pakistan is concerned.

Against such significant development and an unmistakable reiteration of the Bengalee people's will to continue the war till victory, the call for total autonomy for East Bengal by Professor John Galbraith a former US Ambassador to India, really comes as an anti-thesis. Professor Galbraith, reports Radio Bangladesh's Calcutta correspondent, has apparently suggested on his arrival there yesterday that a just solution to the Bangladesh problem would be the granting to total self-rule to East Bengal so that the Bengalees could feel that they are the masters of their own fate like the people of Panjab. He further, said that such a solution would be acceptable to the civilized peoples of the world.

It is a matter of great regret that such a learned economist and seasoned diplomat as Professor Galbraith should be suggesting such an unrealistic and improbable solution so late in the game. It is a pity that he has failed to understand the verdict of history. He has

failed to see that Pakistan was such in unnatural union that could survive only through mutual trust and respect. Yet over last twenty three years some reactionary forces who usurped power imparted the East-West relation a colonial character whose worst manifestation was this brutal, genocidal onslaught on last March. How does the professor think that there could be resurgence of the primary conditions for a meaningful partnership when the colonists have decimated million innocent men. women and children of the deprived region? Not only that the vicious genocide is still continuing, the colonists are systematically proceeding to destroy the cultural and economic backbone of the Bengalees. The colonists are now proceeding even to destroy their mother tongue-a language to which the Bengalees have already laid down countless invaluable lives-by imposing an underdeveloped and alien script on it. How could any civilized man, let alone such a distinguished scholar as professor John Galbraith, suggest now any basis for continuing union? It is quite possible that the former US Ambassador is privately airing White House's formula for a so-called political settlement. If total autonomy for Bangladesh was such feasible formula why couldn't the American masters of Islamabad impose it upon the killer Generals before March 25?-before making the people of Bangladesh the victims of world's one of the most heinous crimes against humanity? In fact. Sheikh Mujib's Six-Points aimed at nothing more. Still the US Administrations allowed the massacre to happen. Professor Galbraith-please try to understand that history was set along an irreversible course on March 25. Please see that the only civilized, sensible and peaceful solution is total independence for Bangladesh.

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

US SENATORS VOTE STOPPAGE OF AID : PAKS ON THE RUN

Bangladesh war of National liberation has now entered its final stage. From our side, the Mukti Bahini is all set to go for the kill as soon as the dry season returns to press home the spectacular advantages of the monsoon-time guerrilla warfare. From the enemy's side, the last card is down-that of so called civilianization of the administration in the occupied areas of Bangladesh. At the end of the fifth month of Yahya junta's brutal war against the people of Bangladesh it is all but lost for them. The Pakistani army, the remnants that is, are now confined to the cantonments. Over 35 thousand men and officers are dead. The hastily raised par militia Razakars are not only dropping dead at every available opportunity but are proving a positive burden on the beaten army gasping for breath.

Despite all kinds of clandestine cash and material aid from Nixon Administration, China and Arab monarchies, Pakistani economy has at last reached the brink and is poised to slip over. Advised by the US State Department Yahya had to embark upon this stupid civilianization programme with the help of puppets enjoying the trust, not of the people, but of the junta. US Foreign Aid Bill has now gone to the Senate where Senator

Kennedy is a dominant factor. The Rill's proposals fur economic aid to Pakistan and Greece have already been rejected by the House of Representatives. It was suggested there that until there is a civilian rule in Bangladesh and the refugees have returned aid to Pakistan could not be resumed. The Senate members are also likely to vote the same way Thus the sham civilianization with Or. Motaleb Mollik alias Malik as the figurehead governor is clearly a pitiful effort at pacifying the American senators before the decisive voting on the Hill which starts early next week. Malik has now started working on the second condition-that of refugee-return yesterday. He has offered to have talks with Indian authorities for their return and has promised the sky and the heaven to the refugees who had fled for their very lives. The junta and its running dogs like Motaleb Mollik, however could not care less about the kind of reaction of the refugees toward this overture from an agent of the same murderers who had forced them to flee. The overture is merely a sinister move to put on record something about the refugees so that some ill-informed senators could be hoodwinked. Needless to say, so far as the refugees are concerned, his master's dog's assurances could not appear any more or less deceitful than those that had already come from the master killer himself. If US senators choose to follow the line of the House of Representatives on the subject of further economic aid to Pakistan, how the Islamabad junta is going to react? This is the most crucial question of the moment. Stoppage of US aid will mean sudden collapse of the economy whose backbone has been irreparably crushed by the mad ventures against the people of Bangladesh. This is certain to lead to' severe unrest throughout Pakistan. Even the old faithful of the junta-Zulfi Bhutto is growing restive and has already threatened to go Mujib's way if Yahya does not hand over power to him.

The junta members including the hawks would be thinking twice before embarking upon a Bangladesh-type populace versus army confrontation in Pakistan. Not for anything else but for the hard fact that the army hasn't got the breath for yet another war. Needless to say, that its war cries against India are only outbursts of desperation that offer the killers a faint hope of relief through UN intervention.

How then would it react? The most likely reaction of the Junta would be retreat from Bangladesh after executing a scorched-earth policy. This is sure to happen unless there is a coup d'etat by saner forces that might prove practical enough to accept the fact of history that Pakistan as it was on March 25 has ceased to exist. But such a coup has only an even chance of coming off.

People of the occupied areas however should prepare themselves for the worst. They must be ready to hit the defeated army when they choose to go berserk again and embark upon yet another genocidal mass murder. They must remember that despite all its show of strength Pakistani army in Bangladesh is helplessly trapped. A retreat to Pakistan is a logistical impossibility. It is quite likely that the officers would want to flee by aircraft when things get really hot, leaving their war-weary men behind to face the jazz. This time the army must not be allowed to repeat the surprise attack of March 25. You must hit any

weapon-modern or indigenous-would prove useful against an army on the run and short of ammunition. In fact, indigenous arms might play a decisive role in the final act. If the Pakistanis surrender-take them prisoners and treat them well.

A note of caution. All the guerrilla groups that have developed within the occupied areas independently of the central command of the Mukti Bahim must fight unitedly irrespective of their political beliefs. This is a war of national liberation. The country and its freedom come first. Any parochialism or partisan attitude resulting in a mutually annihilating conflict would, tantamount to a betrayal of the cause of the1 people of Bangladesh. After much suffering our people deserve a better patriotism from those who have taken upon themselves the noble task of liberating their fellowmen from the yoke of Pakistani colonialism.

Let the slogan he-Unite for victory. Victory to Bangladesh.

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

COLLUSION WITH IRAN

Yahya's hurried trip to Tehran did not really come as a great surprise. With the military defeat approaching fast in Bangladesh he must find some way out. Not that he is giving up the hope of victory altogether. However ridiculous the military position might be-he is still moving aroused with mischievous ideas.

The joint communiqué issued from Shah's Palace, however, indicate that for the first time since his genocidal attack on the people of Bangladesh Yahya has been able to make the Iranian monarch talk in favor of Pakistan's interest. It is significant that after the failure of his agents including Zulfi Bhutto in getting the Iranian regime to side with Pakistan in its crimes Yahya himself had to have a go at the House of the Pahalvis. But even such high level overture could not produce what he really wanted. Shah eventually stuck to his original title over Bangladesh-that of no commitment. The joint communiqué does not say that Iran considers Bangladesh issue an internal affair of Pakistan.

But Yahya's gains are fairly considerable from another point of view. For the first time since United Nations High Commissioner for Refugees Prince Sadruddin Aga Khan, Yahya has not been able to sell his idea about the basic nature of the conflict. He has been insisting, without any rhyme or reason, that the war between the People ofBangladesh and his junta was actually an Indo-Pakistan confrontation. We are amazed that the Shah swallowed the pill and apparently offered his government's good offices for a meeting between India and Pakistan for a settlement of the imaginary conflict.

New Delhi is certain to prove rather cold to this dubious move. India, however, is not surprised to see the Iranians play the Pakistani game. During Ayub's war against India in

1965 Iran broke all the norms of international behavior for a non-involved country. She provided the harassed Pakistani air force with planes, aviation fuel and large quantities of arms. Pakistani Boeings were given shelter against Indian attack. In his neurotic hurry Yahya forgot that Iran with such a record of collusion against India would prove hardly acceptable as a mediator.

Yahya's Tehran trip and his alleged attempt at the 'normalization' of Indo-Pak relations is a mere publicity stunt, What then was his real move? Is Yahya trying to prove to the world that he is striving for peace with India while, behind the door, he is engaged in devising a surprise attack with a view to averting his imminent defeat in Bangladesh? That, indeed, would be more in the line of Yahya's thinking. Only in a war with India that he can expect to get the United Nations involved in the Bangladesh conflict. UN intervention would surely come to his advantage and might avert the crushing defeat that is approaching fast. If this is the real motive then Shah of Iran is playing the dangerous role of a Pakistani collaborator that might eventually lead to an international flare-up in South and West Asia. World powers, particularly the Soviet Union are sure to note this with concern Pak-Iranian sinister move. Soviet President Podgorny's call for an immediate solution of the Bangladesh problem in Moscow yesterday has probably come also as a warning against this Pak-Iranian design.

President Podgorny's speech is sure to put Yahya and his accomplices in great difficulty. The major behind-the-scene villain who, with great deliberation since the fifties, helped to bring about the destruction of Pakistan is M. M. Ahmad. He has also been a great friend and guide of Yahya and his killer associates, His removal from the scene, at least temporarily, by a stabbing incident is certain to put Yahya in a real guidance crisis. Yahya seems to have been able to pacify a restive Bhutto for the time being after latter's threat to do Sheikh Mujib to him unless he hands over power. Bhutto might try to take advantage of the crisis in which Yahya now finds himself. Next few days are likely to prove rather eventual in the ivory tower of that haunted city of Islamabad.

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

INDIA-U.S.S.R. TREATY

The part of the text of Indira-Kosygin joint statement that specifically mentions the issue concerning Bangladesh contains certain safeguards for the future of the freedom struggle in Bangladesh. It is quite significant that the word 'Bangladesh' has been avoided in the text. Although the critics of the Indo-Soviet pact have capitalized on this calculated omission, the fact remains that the statement is destined to prove a document of tar-reaching consequences. President Podgorny's subsequent statements in Delhi strengthens the hope even more. Let met begin the analysis by quoting from the statement:

> "Taking note of the developments in East Bengal since March 25, 1971 both sides consider that the interest of the preservation of peace demands that urgent measures should be taken to reach a political solution of the problems which have arisen there, paying regard to the wishes, the inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal as well as the speediest and safe return of the refugees to their homeland in conditions safeguarding their honor and dignity."

In other words, the guideline for any political solution of the problem has been made clear in these lines. The wishes and lawful rights of the people' mean nothing else but upholding of the results of the December 70 elections. In other words, the two countries demand a political solution acceptable to the elected representatives of the people of Bangladesh. The Bangladesh Government, through a statement, has made it clear that nothing short of independence should be acceptable. Another most significant aspect of the statement is the unique fact that the statement was signed, on behalf of the Soviet Union, by the Chairman, the Prime Minister and the General Secretary of the Soviet Communist Party.

In my opinion, the most significant remark of the Soviet Premier concerns that internal matter "phrase". This, if taken singularly, could give rise to misapprehensions. But as the statement should be taken in its totality one must note that the Soviet Union also considers the problem thus created-an international matter. Against such a background, what does the Soviet leader mean by "internal matter"? We must not forget that the only way to disrupt our liberation struggle would be by internationalizing it in a wrong sense. In the sense of, say, Vietnam. This is, considered an internal matter so far as the war between Bangladesh freedom fighters and Islamabad generals is concerned. This is our fight. It is the Bengalee nation alone-and no other nation-that must be involved in the war that is now raging. We would rely upon such friendly countries as India and the Soviet Union to guarantee us that-to guarantee us international non-interference. Let me remind other friends and well-wishers that this "non-interference line" is precisely the stand of the Vietnamese people and, of course, that of Soviet Union vis-a-vis Vietnam. In fact, the failure of the world community to restrain foreign forces from getting involved in Vietnam has been directly responsible for the prolongation of the conflict.

In this context, we must also note a few significant omission. Particularly missing were words of sympathy that both the countries feel for the freedom fighters. Any such mention would have given sufficient grounds to the imperialist backers of the fascist Islamabad regime to get involved directly in Bangladesh. There is no reason why we one should assume that neither Indira nor Kosygin wants to see a victorious liberation army. One must remember here that the Soviet Union supplied billions of dollars worth of arms and ammunition to the Vietnamese while demanding, all along, a peaceful political solution.

Nobody is averse to any political solution suggested by the joint statement provided the solution is endorsed by the legally elected representatives of the people of

Bangladesh. But these representatives have already announced the minimum terms for an agreement with Islamabad-and these are-acceptance of (he independence and sovereignty of Bangladesh and an unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners being subjected to torture and terror in the occupied areas. These minimum conditions are indeed our conditions, for no ideology as such, but for sheer survival. And, until these are achieved, we have no choice but to fight on-as has been so aptly suggested by the French freedom fighter, writer and former minister of Culture-Andre Malraux. And fight we shall. We have great confidence in the leadership of all friendly countries including India and the Soviet Union and we believe that they will never be party to any conspiracy to impose upon us a so-called political solution just because it would suit the national interests of certain inflated powers. We the majority of the people of pre-March 25 Pakistan proclaimed that the artificial union of Pakistan ceased to exist as from that fateful day when some mad, sadistic and power hungry generals and their capitalist and bureaucratic collaborators chose to unleash on the majority population an unprecedented wave of terror and butchery. Nothing could be more moral and legalistic than this solemn-irreversible proclamation. Yet, if some powers think that they can still make the framework of Pakistan survive just because it suits their interest they are indeed grossly mistaken. Our only appeal to them is-leave us alone to settle our own scores. Do not interfere by supplying arms and money to either party. If you can do that we promise you a solution within weeks and, thereby, ensure a peaceful zone in South Asia-if that is what you really want.

By this extremely tactful-essentially brilliant stand the Soviet Union has succeeded in keeping a leverage with Islamabad without harming at all the progress of the war of our national liberation. By using her influence she might be able to persuade Islamabad to agree to settle the issue by agreeing to quit Bangladesh. This is not an impossibility. There is no reason to think that after six-months of this suicidal war Islamabad is not already crippled economically. According to latest reports the World Bank is sure to refuse further loans. Militarily, too, the picture is far from rosy.

Finally, a note of warning to our people inside occupied areas and abroad. Forces financed and encouraged by powers that are unfriendly to Bangladesh are out to create confusion with a view to demoralizing the fighters and their sympathizers. Some are going so far as to suggest that we are too ill-equipped to fight Pakistan's modern army and, thus, we should agree to a so-called political solution. Yet the stock-taking of last six months war would show that the enemy, despite better training and armory, has lost 40 times more men than we have. Is this a miracle? Of course not what are the causes then of such a staggering victory? People's support, first class terrain for our kind of warfare and inextinguishable patriotism of our young lions. Victory is ours-not only because we want it but because it’s a verdict of history.

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

BRITISH LABOUR PARTY WAKES UP : UN INTERVENTION .

NOT WELCOME NOW

At long last the British Labor Party has come very near to clear commitment on Bangladesh issue. A statement prepared by Party's national executive calls for immediate end to military repression in Bangladesh and for the release of Bengali political leaders-particularly Sheikh Mujibur Rahman. The statement also calls upon the Aid-Pakistan consortium and all other countries to suspend all aid to the discredited military regime until a solution acceptable to the people of Bangladesh is found. It also demands that the United Nations should be more active in finding such a solution.

The statement is to be presented at the annual convention of the Labor Party being held in Breighton this week. It is to be debated next Thursday and, political observers believe, the views expressed by the leadership may get endorsed in to by the general body,

This is indeed a significant development. Because despite persistent lobbying and maneuvering by such leading members of the party and the parliament as John Stonehouse, Peter Shore and others, party leader Harold Wilson had remained tight-lipped over the Pakistani crime in Bangladesh.

There may be several reasons behind this seemingly sudden commitment. One thing is certain that Bangladesh has at last begun making her presence felt-around the world. Bangladesh is not just a case of 'internal revolt' of some country like Greece, Spain or Nigeria. This realization has been (he highlight of latest reactions from world capitals that had remained neutral so far. Labor Party's awakening to the unshakable reality, even though it took six long months to take shape, signifies unmistakably the rising of me great wind of change. A number of Labor MPs were of the opinion that among all international powers Britain has a unique responsibility toward the sub-continent. It was argued that as Britain presided over the division of its Indian empire in 1947-she is directly responsible for any anomaly generating from the artificial division and consequent artificial unions. Islamabad junta's colonial, racist and fascistic onslaught on the people of Bangladesh clearly showed that British-aided division ot the sub-continent is not working at all. It is now clear that to ensure a lasting and peaceful political equilibrium in the sub-continent, the lines of demarcation have to be redrawn, rearranged. The new Republic of Bangladesh has to be found a respectable place in the map of the sub-continent.

London could have played an important and significant role in the conflict. By acting in time, the Conservative ministry of Edward Heath could have saved the lives of thousands of innocent victims of Pakistani bullets and could have minimized greatly the strain on India because of the exodus from Bangladesh. But Sir Alec Douglas Home,

the Foreign Secretary, failed to act positively enough. This failure has, quite probably, spurred the Labor Party to seize the initiative. As Bangladesh is increasingly proving an issue of great international significance, it is quite likely to play significant part in British and American elections. Anyhow, whatever the causes of Labor leadership's swing toward us, the people of Bangladesh will thank heart fully John Stone house and those Labor members of the parliament who have proved themselves such great friends of our people. Most certainly their maneuvers were mainly responsible for ending Labor Party's indecision vis-a-vis Bangladesh.

About the involvement of the United Nations in Bangladesh-we are frankly sceptical. Even after six months of gruesome killing the United Nations has failed even to examine the accusations of genocide raised from four corners of the earth. It remained a silent spectator when Yahya boastfully tried to our record, outscore his pagan ancestor Nadir Shah through mass massacres in Bangladesh. In fact, with a view to aiding Yahya in his brutal yet hopeless effort to suppress the spontaneous war of Independence in Bangladesh it devised several ways to intervene. These were resisted resolutely and successfully by the people of Bangladesh and their international friends. Even today, the United Nations is viewing the conflict between Bangladesh and Islamabad as a kind of confrontation between India and Pakistan. This stand is considered positively mischievous and anti-people by the people of Bangladesh because this has been the spirit of the Pakistani propaganda from the moment Yahya opened his mouth on March the 26th .

In the interest of world peace and peace in South Asia and in the interest of the people of Bangladesh who want to live in peace as a free people in their homeland, there can be only one solution of the conflict. And that is outright and universally recognized independence of Bangladesh. Let us point out, once again, that only mutual trust and benefit could have been the basis for any union between the people of Bangladesh and various regions of Pakistan, as they have nothing else in common, linguistically, ethnically, culturally and historically. The common religion argument is too stupid, too anachronistic to deserve a second mention.

Britain, U.S.A and certain other countries who have given large amounts of aid to Pakistan are worried as creditors. Will Pakistan be able to repay the debts once the rich jute and tea-producing land of Bangladesh becomes independent? This has been their main worry and was the cause of their bewildering silence over Yahya's crimes. West Pakistan is faced with acute economic crisis since the foreign exchange-earner Bangladesh declared independence. Yahya and his stupid advisers have seen to it. through nothing else but sheer arrogance, that there could never be any basis for a rapprochement. Now the onus is on the creditors-some of whom also happen to be Islamabad's political guides. Free Bangladesh has come to stay. The sooner they realize this the better. Because by that acceptance of reality they might stop losing further-in credits, debt-servicing and all that.

Only thing that remains to be done now is to force Yahya and his gang to see the light and accept the verdict of history. Perhaps, countries like Britain are more qualified

for the job than the UN where some nations have already shown great inclination to play football with the life-and-death issue of 75 million people. The game at UN suits Yahya very well. Moreover, by its callous silence over the real issue the United Nations has virtually lost its legitimate right to mediate.

১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

YAHYA AND HIS BY-ELECTIONS

One of the blessings of living in an ivory tower is that it allows inhabitants limitless liberties-shame or morality or legality never has a role to play in their schemes. Yahya's latest drum-headings about holding so-called by-elections in occupied areas of Bangladesh where he did hold successful elections only 10 months ago confirms this once again. Always being far away from the people and during last 6 and half months being only among his closest collaborators in crime-he seems to have lost even that film-thin veneer of consciousness about what other people or even the world may have to say about his series of misdeeds and crimes.

Otherwise how could any self-respecting man talk about electing representatives of the people when he has, by the simple scratch of a pen (of course accompanied by genocidal onslaughts on the people themselves), made the party that won the elections illegal, invalidated the election of the 79 legally elected members and created conditions to make sure that no more than 15 or 16 treacherous Awami Leaguers of the rest 88 attend the farcical 'national assembly' that he say he intends to call next December to frame a constitution-his constitution. A man who considers the rest of the world foolish enough not to be able to see through these childish pranks of his certainly qualifies for the title- "Ass of the century". It doesn't take a political expert to understand that what he wants from East-not people's representatives but a set of criminals who would not deter from committing any crime against the Bengali nation to suit their master's taste for blood and intrigue.

But, in reality, this so-called holding of by-elections when Yahya has only his razakars to vote for his selected criminals in the last desperate attempt at creating some world consensus in his favor. Poor thing! Being always surrounded by professional liars who constantly tell him fairy-tales about the exploits of his killers in uniform in Bangladesh and secret sympathies of world government, he doesn't realize the real extent of his predicament. The war in Bangladesh is all but lost. His war-cries against India have been, so far, falling on deaf ears. Even his imperialist friends realize that the man is going round the bend with every sunrise.

But he will not break until the very last moment. This is the only positive quality that his thoroughly bad breeding has infused in him. Even after six months of thrashing by the Mukti Bahini-even after he has lost the services of over 40,000 of his best men and officers-he wants to pretend that he is not perturbed. In the next few weeks he will be struck an unforgettable blow by the freedom fighters. But, if he is still there, this sick

arrogance of his is expected to continue. The suicidal war on Bangladesh has ruined Pakistan economically nullifying its ill-gotten economic gains of last twenty four years. But the tin-soldier would not budge. He still continues blowing through the hopelessly punctured balloon of his non-existent prestige. He wants to show that he doesn't give a damn to world's view of his effrontery. Despite Worldwide condemnation of the illegal immoral trial of Sheikh Mujibur Rahman the man had the audacity to go through with it and condemning the People's leader to death. What cowardly reaction to Sheikh's super bravery! If he wanted Sheikh could have escaped to safety. But a democrat by heart and soul, he refused to do that and voluntarily, accepted arrest. Now this criminal has also the audacity to 'leak out' his intentions-that he might not murder Sheikh but instead let him rot in Pakistani prisons for the rest of his life. He thinks that by this he would be able to demoralize the freedom fighters. But, like all his erstwhile thoughts, he is gravely mistaken in this one too. Sheikh did not put all the eggs in the same basket. He stayed on but ordered all his lieutenants to continue the fight until victory. The greatest ambition of his life has been the establishment of a free, independent Bangladesh. Well-this has been achieved. What remains to be done now is its consolidation through a mopping-up operation against the foreign enemy, That is being carried out with increasing speed and efficiency. Our great leader Sheikh Mujibur Rahman's physical presence may not be necessary as every freedom fighter, whether with arms or without arms is inspired by his ideals.

Bangabandhu Shaikh Mujibur has left behind a million Mujiburs. Yahya is welcome to taste what such a leadership can mean.

১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

MONEM ELIMINATED : OTHER COLLABORATORS

SHAKING IN PANTS

So traitor Monem gets his due at last. For the first time in Bangladesh it has been established that crime, after all, doesn't always pay. As expected, Ayub Khan has publicly shed a few drops of tears for the man who served him with the devotion and ferocity of an Alsatian. Monem had one good quality-he never could be discreet with his inner feelings. For this, often he used to talk quite shamelessly, about his master's benevolence that made a Governor out of a brief less district lawyer. He not only worked like a slave for his master-but successfully created within himself the soul of an ideal slave. When Ayub and his grotesque dictatorship were hated by the people-this man had the hateful guts to pronounce publicly-"Ayub is my father, my leader." With his active help Ayub turned the then East Pakistan into a colonial market for West Pakistan's industry. The more the people of Bangladesh hated him, the more reasons Ayub had for retaining him. He inflicted him on the Bengali people for 7 long years.

Monem was Ayub's most trusted collaborator in latter's grand designs against Bengali people's autonomy movement in general-and Sheikh Mujibur Rahman and the Awami

League in particular. Prisons of Bangladesh swelled with thousands of patriots. Monem unleashed all the evil powers that Ayub reposed in him in his attempt to crush Sheikh Mujib and his party. In May 1966 he had Sheikh arrested. On the 6th of June the same year when the 6-point autonomy movement was formally launched, he set his police against the demonstrators and soon there was no space left in the prisons to lake more prisoners.

Alongside the reign of terror, developed unprecedented volumes of corruption and nepotism. In the offices nothing would move without bribe. Every leaf of Monem's family-tree prospered like magic. During his last years, public traffic had to be stopped to make room for his escorted, siren blaring American car. In every sense, Monem symbolised Ayub's worst insult to Bengali nation. No wonder Ayub calls him a great patriot in his funeral message.

The man is dead now. The Mukti Bahini in its purification campaign has removed him despite fullest protection given to him by the Pakistani army. Justice has triumphed-however delayed. No more will this man be mentioned in matters concerning Bangladesh. Let no man right his epitaph.

Elimination of Monem has reportedly struck terror in the hearts of the quislings and collaborators of the foreign army in Bangladesh. The so-called ministers in Motaleb Malik's puppet cabinet have been shaking in their pants. They do not usually come out of doors even with army escort. Fazlul Qader Choudhury-the so-called politician has reportedly fled to West Pakistan. Parid Ahmed, too, has gone into hiding. And, that rat Mahmud Ali does not know for sure whether he should return to Bangladesh whose people he betrayed as Yahya's stooge at the United Nations. The days of the traitors at Dacca University, Radio Pakistan and Dacca Television are numbered too. But there is still time to repent. Stop betraying your own kith and kin only to help a vicious foreign enemy. Come to the liberated area and surrender. You may be forgiven.

২ নভেম্বর, ১৯৭১

YAHYA'S APPROACHING DOOM

The man who has lost only one ear tends to walk along one side of the road. But when he has lost both his ears he walks through the middle of the road. So goes a Bengali saying about shamelessness. And it fits so well with the way Yahya has been moving as revealed in his latest interview with London's Empire Loyalist paper the Daily Mail. When the whole world knows that he and his gang were hectically preparing to put into effect a two-year old genocide plan against the people of Bangladesh holding fake talks with Sheikh Mujib, this creature still insists that Sheikh Mujib went back on his promise of asking only internal autonomy and organized and led an armed rebellion. Ignorance is indeed a bliss for such incorrigible nincompoops. The fellow does not seem to recognize the glaring fallacy of his own claims.

After the heinous betrayal of the people of Bangladesh he suddenly postponed on February 28 the scheduled opening session of the National Assembly. Sheikh Mujib had every right to opt for armed struggle against the vicious junta, the usurpers of people's, power, and its feudal and capitalist collaborators like Bhuttos, Saigols and Adamjees. But icing it heart-and-soul democrat he still hoped against hope. He chose a nonviolent means to give Yahya and his gang the last chance. But the criminals seized the, opportunity to prepare for one of history's grisliest crimes. If Sheikh really had organized armed rebellion he would not be in Yahya's prison now to swallow indignities and suffer tortures from such scrums of (he earth. The fact is, if Yahya had anticipated the kind of armed struggle that the people of Bangladesh have succeeded in mobilising despite the sudden, unsuspecting onslaught by not, less than 5 divisions of Pakistani animals in human garb, things would have been quite different now. He and his collaborators would have come to the table like good boys for talks. Sheikh Mujib through his Six Points Charter had given them the last opportunity to save Pakistan through a partnership of equals. But then Pakistani army generals are not supposed to be visionaries nor are they supposed to be politician by any measure. Quite naturally, thus, they were intoxicated with the armed might that they had acquired hut paid for by the poverty-stricken people, they led themselves into believing that by indiscriminate murder, rape, loot and arson hey would be able to cow down the 75 million people of Bangladesh within 72 hours to urn Bangladesh into colonial paradise for the Pakistani coterie for centuries and the Bengalees would be forced to serve their Pakistani masters. However ridiculous the idea night have been it fitted perfectly with the mentality of the man who, even in this stage of civilization, quite shamelessly boasts of his decadency from that mass-killing pagan Nadir Shah in presence of foreign journalists. As the days of tyrants molding human destiny are over, Yahya despite the infernal massacre campaign in Bangladesh, is now faced with an unavoidable defeat. Bengalees are poised to prove that it is the people and not a handful of tyrants who would choose the course of future history.

The Daily Mail interview also reveals that Yahya has at last started talking about independent Bangladesh however reluctantly. He has accused India of trying to install in Bangladesh a 'puppet' government. This is indeed an observation of great humor. The elected representatives of Bangladesh would form a 'puppet1 government and Yahya's quislings in Dacca have formed a 'representative' government! Even a look through the wrong end of the telescope" would produce a better observation. Perhaps the same cupidity is also responsible for the so-called bye-elections for choosing obedient quislings. I leave the conclusion to the listeners. Let us assure Yahya and the world that Bangladesh Liberation Forces are new quite capable of driving out the Pakistani invaders from the soil of Bangladesh. All India should do now is to remain war-ready to counter Pakistani onslaught against her sovereignty. Yahya has apparently told both Newsweek and the Daily Mail that he would definitely go to war with India. He has even talked of Chinese arms aid in case of a War. This is probably a bluff-meant to bolster up Pakistani morale. Cleverly he did not mention U. S. arms aid. Pakistani war adventure in 1965 has proved quite clearly that no country can fight a modern war without a war industry-with

borrowed arms. Islamabad is welcome to taste a bigger defeat this lime. He should remember what the Indian Defense Minister has just said. He said: This time war would be fought only on West Pakistani soil. Whether Yahya actually starts a war against India or not, he can cleanly write off Bangladesh. Bangladesh is destined to be free perhaps before the end of the year.

Another laughable aspect has been an unwanted advice of Yahya to Mrs. Indira Gandhi. After hurling abuses, that are characteristic of his bad breeding at the Indian Premier he went on to warn that an independent Bangladesh would mean the beginning of the end of the Indian Union. It seems that even after so much trouble the fellow is totally incapable of understanding the laws of politics or history. He fails to see that the people of Bangladesh opted for independence only after it was made clear that their union with Pakistan only means an endless subjugation that has all the characteristics of classical colonialism. If there has been any genuine effort on the part of the usurpers of political power in Pakistan to treat Bangladesh as a partner with full democratic rights history-would have moved along a completely different course. In India, Yahya fails to realize, the very practice of democracy does not allow outright colonization of one region by another. It is in this democracy lies the root of Indian unity. Because the reactionary clique led by the army will never allow democracy to flourish in Pakistan, disintegration of what was once Pakistan would not halt with the parting of Bangladesh alone. Even the feeble union of West Pakistani regions would eventually snap and perhaps no less bloodily. Because there exists a no less crude form of exploitation of at least three other regions by one. The domination of feudal Punjab in the armed forces, in administration and industry and commerce was responsible for the Baluch rebellion of 1959-a rebellion that was ruthlessly suppressed with the world knowing little about ii. In fact, it was this success that encouraged the killer junta to undertake the murder mission against the people of Bangladesh. As things are moving now-within a matter of years the very name of Pakistan will vanish from the surface of the earth. Only the people of Pakistan by rising in arms against the vicious clique and its class allies like Bhutto can stave off this logical inevitability.

৯ নভেম্বর, ১৯৭১

US PEOPLE FORCE NIXON STOP ARMS FLOW

The United States has suspended all future arms aid to Pakistan. According to State Department spokesman Charles Bray the decision to revoke the license granted to Pakistan for 3.6 million dollars worth of military hardware was reached several weeks ago. The time taken to announce the decision has been attributed to the technicality of informing the Congress first.

On the face of it, the announcement signifies, at least, partial victory for a large section of the American people and their elected representatives to the Congress.

Nevertheless the decision has been taken with a view to creating an impact on the !972 presidential elections. President Nixon's foreign policy has suffered .severe setback with the signing of the Indo-Soviet pact and the entry of the Peoples Republic of China into the United Nation and consequent expulsion of the US baby-the Taiwan regime of Chiang Kai Shek. According to political observers, this deliberately timed announcement of the stoppage of arms aid to Pakistan is being interpreted as an attempt by President Nixon to recoup at least a part of the territory he had lost to the Democrats.

The announcement, however, should receive careful consideration of the people of Bangladesh and their friends around the world. One must not fail to notice that the decision to stop future arms aid was reached with the consent of Yahya junta. Moreover, there is absolutely nothing to suggest that there has been any change at all in U. S. Administration's basic approach to Bangladesh tragedy. Despite Indian Prime Minister's personal approach, President Nixon has chosen to remain sympathetic to Islamabad regime and has declined to put pressure upon Yahya and his killer gang even to halt their butchery in Bangladesh. This fact, again, emphasizes that the stoppage decision has, perhaps, nothing to do with the plight of the Bangladesh people-that the move is aimed at U. S. politics at home.

The fact that Yahya voluntarily agreed to the stoppage-particularly at a time when he is faced with certain defeat in Bangladesh-invites a lot of suspicion. Could it be that he agreed to the stoppage of direct aid in lieu of promises of the same aid through indirect channels? Pakistan's close lies with Saudi Arabia. Jordan, Iran and Turkey may help to open up an alternative route for U. S. arms flow without disturbing Nixon Administration's domestic image. All these countries have been close collaborators of Yahya in latter's genocidal war against Bangladesh people. There are confirmed reports that during last six months substantial quantities of military hardware and fuel came to Yahya by way of Tehran and Ankara. Is there any way to stop passage of U. S. arms crates via these countries? U. S. Congressmen have displayed great alertness over their administration's heartless policy vis-a-vis Bangladesh. Perhaps, they would now be on the lookout for any such deception.

A great part of the credit for the stoppage of direct arms supply to Islamabad must go lo "New York Times". Had it not been for its superb exposition of the State Department lies vis-a-vis continued arms aid to Pakistan despite a public announcement to the contrary-the real behind-the-scene story would never have come to light. By this the paper has served a great human cause-because the entire civilization is now on trial .in Bangladesh. We are pretty certain that with such daring watchdogs of human values remaining active, it would not be easy for the black cargo to reach the killers unnoticed. Despite the doubts and fears, the State Department announcement certainly marks a significant step forward in mankind's march toward a better world. We congratulate all these Congressmen who have been responsible for exerting the pressure needed.

১৩ ও১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

PAKISTAN IN TIGHT CORNER: D-DAY NEARING :

WARNING FOR UN

A senior editor of Newsweek has just been in Mujibnagar by way of Bangkok, after spending a number of days in occupied and liberated areas of Dacca district. Despite worldwide speculation about the imminence of an Indo-Islamabad war, privately he is of the opinion that Pakistan is hardly in a position to fight a full-scale war with India. The colonial army in Bangladesh is in a desperate position. After visiting several Mukti Bahini strongholds in and around Dacca he has concluded that the Bahini is not only a viable force but has already succeeded in cornering the invaders. Pakistanis are so short of ammunition supply that often they fail to reply to Mukti Bahini shelling. In more than 50 per cent of their operations the freedom fighters succeed in capturing enemy arms and ammunition stocks. He also reports that the Mukti Bahini has gained such confidence by these successes that they no longer retreat after the sudden attacks. They capture an area and stay there. This latest tactic has paid off handsomely in many ways. Not only this is destroying Pakistani morale but is wining at the same time, greater and greater confidence of the population. Pakistanis are in the habit of surprise attacks against unarmed civilians anytime they suffer a defeat at the hands of the Mukti Bahini. Now this hit-and-crush policy has reduced civilian casualty considerably. The Newsweek man, a veteran of many wars including Vietnam, Algeria, South Africa and Biafra, is of the opinion that Islamabad is militarily nearly-finished. He thinks that even without an Indo-Pak conflagration the Mukti Bahini is capable of winning the war much sooner than Western observers would like to admit. He told a friend in confidence that Pakistan is certain to taste defeat in one or, at most, two months.

Such an assessment by someone who is one of the few confidante's of Yahya certainly draws attention. Apparently, he has been personally requested by Yahya to make a secret realistic report to him about the predicament of his army in Bangladesh. This fact, of course, should prove rather disturbing for the Mukti Bahini boys who took the correspondent in confidence and showed him their camps and strategic installations. There is little to suggest that he was not spying for Yahya. Perhaps time is here for the Mukti Bahini to impose a security cordon against all foreign correspondents. During last one week or so, hundreds of these correspondents were frantically searching for Mukti Bahini stones. After pooh-poohing Bahini war efforts and their successful hits against Pak army for 6 long months suddenly they have realized the extent of the blunder they had committed. They are also keen on the story in a sort of Cuban way. As the Mukti Bahini is certain to be victorious they must discover the political character of the struggle. Are they all nationalists or Reds in disguise? And, as past experience shows, the conclusions generally have little to do with reality. So it is always better to stay away from them in every possible manner. The freedom fighters, even if they happen to meet these people, they must not talk on politics or war tactics. They must mistrust them all

unless there are definite proofs to the contrary. Now, a caution far the inhabitants f Dacca. The desperate enemy might seek to attack and destroy the city itself when h begins to reel the hopelessness of this position. The people must prepare themselves f the fateful day right now. He assured that this time it will not be an one-sided affair The citizens must not only help the Mukti Bahini boys hut also rise with whatever they can lay their hands on to kill enemy soldiers who will he driven out of the cantonment and would be forced into hand to hand street fighting. You have nothing to fear. We are much too numerous, and now much too strong, for them.

Meanwhile a lot of publicity is being given to the blowing up of an American ship donning United Nations markings at China port. The ship, claimed US and UN sources carried nothing else but food grains for relief. The publicity clearly aims to establish that freedom fighters want the famine-stricken people of Bangladesh to die without food. Whether the suffering millions of Bangladesh would believe the story or not is nut difficult to guess. They know who their friends a re-freedom fighters or the United Nations that continues to give tacit approval to Yahya's genocide in Bangladesh. So there is nothing on UN's record to prove that it cares a hoot about whether we die or live. In fact, we are not quite sure whether the ship actually had a cargo of food grains and didn't have hidden ammunition- Even if it carried food grains there is nothing to assure us that the stuff was not meant to feed the bcseiged Pakistani Army. We have definite proof of World Red Cross milk meant for emaciated babies being used to feed the Pakistani invaders.

Let this be a warning. Any ship calling at enemy occupied ports of Chittagong and Chalna would be categorized as saboteurs and collaborators. It is our sacred duty to destroy them. Any country genuinely concerned about the plight of our people should send their food gifts through the Government of Bangladesh-the only legal authority of the land. Any attempt to by-pass it would be interpreted as a hostile act.

In reply to a question by the Newsweek man, Yahya's chief killer in Bangladesh General Niazi has threatened to deploy his tanks once again against the people ol Dacca if the Mukti Bahini boys take the fighting inside the city. He blow his tops and said that the Bengalees should know what the colonial army can do to the unarmed civilians of Dacca. This is, indeed, the first public admission by the killers that they deployed tanks against defenseless, unarmed citizens of Dacca on and after March 25. The silly General didn't quite realize that this boasting to the foreigner actually gave away the degree or Pakistani soldiers' cowardice. Anyway Mukti Bahini is well prepared this time to face all the consequences.

২২-২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH GET READY!

Most of the journalists who had entered the occupied as well as the liberated areas of Bangladesh usually come to Mujibnagar to report then" experience to anyone willing to

listen. This specialist traffic has been coming this way over last two or three weeks. Many of them, including the correspondents of some of the well-known papers with international circulation, have filed stones to tell the world, in one way or another, that Pakistan has been buried on March 25 and that Bangladesh is not only a reality but, in a matter of weeks, it might score a total military victory over the decaying occupation forces. Needless to say that these correspondents and photographers are, invariably, dispassionate in their views. They take all kinds of risks just to be able to file exclusive stories, not for any cause, but for their own professional fame. As a result, their views, although often devoid of compassion for the suffering, in a way provides a fairly reliable guide.

Over two weeks or so I have personally met a large number of these journalists, Ail of them appeared to present the same picture about the Pakistani occupation, army's hopelessness. They used to hesitate to concede even this much only a month ago. The mounting atrocities and indiscriminate killing going on in the enemy occupied zones of Bangladesh further confirm the nervousness of the killer army. In fact, the atrocities are likely to be stepped up even further with every victory the Mukti Bahini scores against them.

The people living in the occupied zones particularly in the cities of Dacca, Chittagong and Comilla should prepare themselves right now for any eventuality. The net is closing in steadily. The Mukti Bahini boys have been marching toward Dacca from al! directions. The occupation army's supply lines are dwindling fast. Their officers are expected to fly out of Bangladesh when things get really hot leaving behind the dumb, halfwit soldiers to kill and destroy until the ammunition stocks are exhausted and then to get killed themselves. This horrible phase is not far off. The citizens must take note and prepare themselves in any way they think best. Their only duty would be to stay alive by whatever means and help the liberation fighters when they lay a siege round the cantonment. The killers are most likely to attempt a total destruction of the cities by launching shells and rockets from inside the cantonments. They may even be tempted to let loose the mini China-built tanks against the cities. But these tanks are vulnerable to anti-tank weapons that the Mukti Bahini have in abundance. They will be blown to pieces in no time. The fact few days fight in the Western Sector-already as many as 13 medium sized tanks have been destroyed by the Mukti Bahini. The Pakistanis are not likely to come out of the cantonments being afraid of street fighting with the Mukti Bahini to be outnumbered and outgunned. The extent of prolongation of the war will depend on how long the enemy can hold out in the cantonment. Mukti Bahini's strategy is to flush them out. Keeping these in mind-the people must prepare themselves right now. There is no time to be lost. Stay clear of the cantonment areas.

Meanwhile the world continues to be in total darkness about suspected massacre that took place in Dacca late last week when the army went about the unarmed civilians after suddenly clamping curfew on the city early in the morning for nearly 15 hours at a stretch. The world press and radio networks did not appear to receive any report from their correspondents on the grisly happening. This shows that the killer authorities have

stopped the correspondents from filing stories on the massacre. Of course, the killers could not possibly hide the whole story for ever. Soon some foreign correspondents would come out of Dacca to tell the world what has actually happened. Our own reports indicate that fighting did take place between the Mukti Bahini and the killers well before his curfew was clamped. Losing the fight the invaders went about the innocent civilian’s n revenge-the natural reaction of the cowards. This war has proved that the Pakistani lords are primitive barbarians right from the pages of medieval history and that modern civilization and its values failed to make any impression on them. As soldiers they are; One of the most cowardly even known. They seem to fight with lot of velour only against unarmed men and women and children.

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

FINAL BATTLE BEGINS:

MUKTI BAHINI RIDING HIGH

Just before the end of the rainy season there were a surprisingly large number of pundits all over the place to suggest that with the advent of the dry season the Pakistani barbarians in Bangladesh would turn into an army of Hercules’s and would beat the tiny Bengali freedom fighters to a pulp. Quite naturally this was the hope that was nursed by these dubious pundits, in other words, the admirers of the fictional Pakistani prowess. Well, half the prediction was right i.e. the prediction about some people getting chopped into mince meat. It has become too evident even for the reluctant foreign correspondents to ignore. Since the Mukti Bahini quickly changed their lactic of hit-and-run for one of hit-stay-and-crush about four weeks ago, the brave young lions of Bangladesh struck terror in the hearts of the invaders by driving to hell an unbelievable number of their lives in frontal, unrelenting battles all over Bangladesh. Finding himself totally powerless Yahya sought to take it out on neighboring India by shelling her undefended towns and villages and by killing innocent civilians-the only job in which this descendent of the pagan marauder Nadir Shah has already displayed great expertise.

In reply to extreme restraint displayed by India Yahya-clique have been flexing their fatty muscles. Right from the day the freedom fighters of Bangladesh took to arms, the frightened skunks of Islamabad have been trying their best to internationalize the Bangladesh-Islamabad conflict. Although the animals have quite a few foreign associates !n (heir crimes against the people of Bangladesh, they all failed to involve the United Nations in the conflict for one reason or another.

Now, failing in its international maneuvers, the skunks are bent upon going over the rink-if necessary, along with the unsuspecting, ignorant 45 million people of Pakistan. Early last week when the Mukti Bahini initiated the final phase of this war of national liberation-Pakistani invaders in Bangladesh have suffered heavy casualties and they have been made to run in all the sectors. With every defeat they suffer Islamabad-controlled

radios cry hoarse over imaginary involvement of Indian troops. Of course, this has been the stupid official line right from the start. They always found great pleasure in terming the freedom fighters as Indian infiltrators. The silly stand made them world's laughing stock. But, then, shame or international humiliation means little to the arrogant buffaloes with brains about the size of peanuts.

Even though the impartial journalists would not corroborate Islamabad's fiction about Indian tanks rolling towards Jessore, it matters little to the frightened generals. They have already declared emergency and are going frantically through the motions of precipitating a war with India hoping against hope that someone will come to their rescue in Bangladesh. Yet even a child knows that Islamabad is hardly likely to declare war against India because that would simply mean shedding of Pakistani blood on Pakistani soil. Until now the killer junta has been, by and large, successful in deceiving the entire Pakistani population with shocking lies about the Bangladesh massacre and the crisis that was precipitated by nobody else but the junta members almost out of the blue. The tons of thousands of dead bodies of Pakistani soldiers are either buried or burnt out with petrol in Bangladesh. And nothing about the inglorious end is disclosed to dead soldiers' relations. But when Indian tanks and planes actually start hitting the cities of Lahore, Karachi and Rawalpindi-blood will flow-Pakistani blood for a change-and the whole game will be over for the junta. It is already worse than worst in Bangladesh. Troubles in Pakistan would virtually mean the capitulation of the killer junta. Thus, this war-dance and jingoism are perhaps put up shows, more exercises in political and military impotency. Whatever the killer junta does-it will never shift the theatre of conflict from Bangladesh to Pakistan. So far as they are concerned-if more blood is to flow let it be Bengali blood.

But, the fun is that, they are doomed to defeat in Bangladesh as well-and in the hands of the Mukti Bahini. And a lot sooner than many observers would concede or would want to believe. India has nothing to gain by going to war. In fact, she has everything to gain by not going to war. Why should she fight a war when the Mukti Bahini is capable of guaranteeing the return of all Bangladesh refugees to their homes-refugees who have been India's primary concern? If Pakistani planes are shot down it is only to show to Islamabad killers that India was no longer prepared to tolerate any more violation of her territorial integrity whether on land, sea or air.

Whatever may the transmitters of Islamabad liars have to say about to war, one thing is certain the Mukti Bahini is poised for final victory. Our countrymen particularly those who are captives in the occupied areas of Bangladesh-you can now wait for the new dawn. The darkness of the ghastly night of horror is clearing fast. Until your liberators reach yon-fight and stay alive. The citizens of Dacca, Chittagong and Comilla and other towns in particular must remain extra alert. While the entire western sector is being liberated fast, special divisions and battalions are moving steadily toward the capital and port cities. Civilians must try and stay away from the confrontation zones.

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

THE DECISIVE STAGE

The war of Bangladesh National Liberation has now gone well into the decisive stage. Reports from Western Sector indicate that liberation of Jessore town is imminent. Capture of Jessore would in real terms, mean at least half the final victory- as this will actually mean defeat of Pakistani troops in all the Sectors that rely on Jessore for their supplies, In other words, except parts of Dacca and Chittagong Pakistanis could be totally got rid off. The frantic withdrawal of Pakistani troops and collaborators from Jessore over last few days indicates that the killer invaders are already on the run. PIA planes were engaged to run as many as 40 sorties daily. Meanwhile, during the battle all along Jessore Road, Mukti Bahini boys have been scoring decisive victories. They have knocked out over 15 tanks and a large number of enemy soldiers. Being caught in a desperate position the invaders called in their air force for bombing and strafing the Mukti Bahini positions. One of the four Sabre jets was shot down by ground fire1. The rest 3, trying to show off, crossed Indian borders and were neatly destroyed by Indian Air Force. Meanwhile, in Chittagong, reports the Australian Broadcasting Corporation, the Bangladesh Air Force went into operation for the first time and bombed the hell out of surprised Pakistanis. But, despite all these defeats, the shameless mouthpiece of Islamabad beasts, Radio Pakistan, goes on barking about fictional Pakistani victories. It mentions all the Sectors where the killers are getting ail the licking but claims, in the same breath, that the fleeing Pakistanis have killed hundreds of Indian soldiers. Obviously, by Indian soldiers-the faithful dog means the Mukti Bahini boys. By listening to the Radio it would seem that the Bahini boys were sucking their thumbs when the Pakistanis allegedly killed them and ran.

That the Pakistanis are in a mess is amply proved by the way Niazi has' been behaving of late. He has been going on daily murder sprees in Dacca by imposing curfew every six or ten hours or so. Reports say, that the Pakistani murderers have been on continuous rampage. The unarmed and innocent civilians were being subjected to murder, loot, rape and arson. This outrage coming after so many claims of 'normalcy' certainly proves that Niazi has gone berserk out of fear and frustration. One Pakistani spokesman has admitted publicly that they are hopelessly outnumbered, outgunned. He is right-for a change. But killer Niazi wouldn't believe it. The fool has announced cash rewards for Mukti Bahini heads. He is much too idiotic to realize that it is too late in the game for such stupid antics. He has also proved himself, rather lousy on figures. He does not realize that entire treasury of Islamabad would get exhausted if rewards are to be paid for even a third of the Mukti Bahini heads. Perhaps, he knows that he won't have to pay a penny in real terms. Not one head will be sold out to foreign invaders.

It's a futile exercise Niazi. Take our advice: Get out of Bangladesh before. it is too late.

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

NIAZI'S PITIFUL BOASTS

.London's The Daily Express has called Yahya a sadistic general with the intelligence of a Sergeant-Major, If that is the I. Q. of his boss, what, then, could be the level of intelligence of Lt. General Niazi-Yahya's killer associate in the occupied areas of Bangladesh? A clue to this is certainly available in Newsweek's Senior Editor Arnand Borchgrave's on the spot reporting from the occupied .one a few days earlier. It suggests that this nincompoop of a general has the intelligence of an overfed buffalo. Consequently, he is totally unresponsive to most of the human sensibilities and realities. Perhaps this is the only explanation that could be attributed to his silly boasts about how he has been killing the guerrillas. He reportedly barked: Oh, I'm not afraid of the guerrillas: I'm picking them off like flies." Obviously, the smug nit has neither the experience nor the intelligence to know how difficult it is to kill a fly. Moreover, the analogy falls flat when one realizes that flies don't bite-like the way Mukti Bahini tarantulas have been sucking the life blood out of the invaders. What's more, these tarantulas are immune from all kinds of insecticides that Niazi may have in his store. It's only a fool's smugness that has been allowing him to bark so noisily even at this stage of the game. Soon you will be laughing from the other side of your mouth Niazi-it's a solemn promise from us to you. Try and stay alive if you can to listen to the final jazz-to be more precise, to the inglorious regime.

Yahya and his stupid generals may not have realized what is really happening-but the good old lago seems to have got the smell of death already. Zulfi Bhutto, the self-styled Duke of Larkana, has reportedly said in Karachi that "Old Pakistan is dead. And that a new Pakistan must be created to avert a catastrophe". In other words, the clever cheat and the liar of a Dick has already written off Bangladesh and is already pleading for arresting further disintegration of the artificial union of Pakistani nationalities. Yet, it was only seven months ago-on March 26 to be more precise-that this man had boasted "I have saved Pakistan"-after giving his fullest support to Yahya's campaign of genocide against the people of Bangladesh. It requires a truly shameless creature to make such an about-turn and that, too, so publicly. However, by this he has displayed at least a higher degree of political understanding than those beasts in generals uniform, He knows how bad things are and how fast the whole of Pakistan is sliding toward disaster. Pakistan is finished-he knows that. Now to save his skin he is moving cleverly. He no longer demands transfer of power. The artificially created war-hysteria against India has helped him very much. The declaration of a state of emergency rules out any possibility of that never-never power transfer. Yet, cunning Bhutto is quiet. As trouble fumes all over Pakistan he continues to play the dubious role. Without taking any lesson from his fiasco in Bangladesh, Yahya has chosen to apply the same stick against the Sindhis, Baluchis and Pathans. The National Awami Party of both Wall Khan and Moulana Bhashani have been banned using the same pretext that was used against the Awami League. And, as expected, the reaction, too, is going to be the same. As NAP and Awami League leaders

are being hauled up, armed resistance is breaking out. The outcome-that is inevitable is the disappearance of the State of Pakistan from the surface of the earth. Bhutto is cleverly moving out of the scene—so that the blame doesn't fall on him. Yet the fact is he has played no less an active role in this shocking tragedy than that of Yahya and his criminal collaborators.

The end is near. Probably nearer than a few weeks. On Bangladesh theatre the last act is more than halfway through. There the net is closing in steadily and fast. The next play has already commenced-not along Indo-Pak border but in Pakistan itself. Despite all his muscle flexing-Yahya cannot afford a war against India. That means he would eventually fail in rousing the fascist jingoism in the people. He is certain to fail in his attempt to divert their attention from the inner strife that is waiting there like a time bomb. It is certain to explode and with it will explode the fascist generals, fascist feudal-lord politicians and fascist bureaucrats-the entente that was all along responsible for this sad end.

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানমালার আরও কয়েকটি কথিকা।	'বেতার বাংলা' মার্চ ও এপ্রিল,	……. ১৯৭১ ১৯৭২

তথাকথিত পাকিস্তান বেতার ঢাকা

ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। না, গ্যাস চেম্বার কিম্বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বেতার কর্মচারীদের হত্যা করা হচ্ছে না। মিথ্যে প্রচারকে জিইয়ে রাখবার জন্য তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং এই প্রয়োজনটুকু না থাকলে বেতারের সঙ্গে জড়িত সবাইকে মানবতার বর্বরতম শত্রু ইয়াহিয়া সরকার এতদিনে নিশ্চয়ই হত্যা করতো। তবু বলছি ঢাকর বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন আর কি হতে পারে?

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-এর পর যদি কারো কারো বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হ'ত তা হলে দেখতে পেতেন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সামী কোরায়শীর সেক্রেটারীয়েট টেবিলের উপর দ্বিতীয় আর একটি টেলিফোন শোভা পাচ্ছে। সাধারণ টেলিফোনের থেকে এর গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এই টেলিফোন থেকে একটি মাত্র জায়গায় যোগাযোগ করা যায় এবং সে জায়গাটা হচ্ছে কসাইদের সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কেন এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেলিফোন লিঙ্ক-এর এই আলাদা ব্যবস্থা? ঢাকার বেতারে আরও ৬ জন সিনিয়র সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আছেন। কিন্তু কেনই বা বেছে সামী কোরায়শীর কক্ষে এই টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হল? যদিও তিনি অনেক জুনিয়র- এর একমাত্র উত্তর সামী কোরায়শী পশ্চিম পাকিস্তানী। অতএব, তিনি কসাই সরকারের একনিষ্ঠ পদলেহী। অবশ্য সামী কোরায়শী ছাড়াও ঢাকা বেতারে আরও এমন কয়েকজন দালাল রয়েছে যারা সামরিক স্বার্থের লালসায় বর্বরতার গ্যাংরিনে আক্রান্ত শত্রুদের পদলেহন করছে। বাংলার মানুষের ন্যায়দণ্ড তাদেরকে কোনদিনই ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করতে পারে না।

এ থেকে আর একটি সত্য আগুনের মতো জ্বল জ্বল করে ওঠে। আর সেটা হচ্ছে কসাই সরকার বাঙালীদের কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছে না, বাংলার মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে তারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত। অবশ্য এটা অত্যন্ত পুরোনো সত্য। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে- এত অবিশ্বাস, এত সন্ত্রস্ততা, এত আতঙ্ক সত্ত্বেও বর্বর সরকার মিথ্যে প্রচারের প্রলেপ বুলিয়ে তাদের কুৎসিৎ মানসিকতাকে চাপা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাই রেডিও পাকিস্তানের খবরে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, অমুক জায়গায় জনসাধারণ কসাইদের ভাষায় দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিয়েছে। একদিকে তারা প্রচার করছে শান্তি কমিটির কথা, অন্যদিকে প্রচার করছে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই যদি হবে তাহলে শান্তি কমিটির প্রয়োজন পড়ল কেন? কেন নানা ধরনের মিথ্যে প্রচারণার বেসাতি? কেনই বা বার বার প্রচার করা হচ্ছে আপনারা সবাই কাজে যোগ দিন? এর উত্তর বাংলার মানুষ জানে। নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

[১৯৭১-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বেতারের কয়েকজন কর্মীসহ আশরাফুল আলম শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র ছেড়ে মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দেন। এই কথিকাটি ১৯৭১-এর ৯ই জুন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল- বেতার বাংলা, ১৯৭২]

বলছিলাম ঢাকা বেতারের কথা। কিভাবে সেখানে ন্যায়কে, সত্যকে হত্যা করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে আসছি। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামত- শত্রু কবলিত ঢাকা বেতারের একটি নিত্যকার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কি সত্যি কথা প্রচার করা হয়? এর উত্তর জানতে হলে পত্রিকা অফিসের কথা জানা প্রয়োজন। বর্বর জঙ্গীশাহী বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিষয় টেলিফোনে জানিয়ে দেন। এবং সেইসব বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় লেখা হয়ে থাকে। এরপর লিখিত বক্তব্য ছাপাবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেটা অনুমোদন করেন।

পত্রিকার সমস্ত সংবাদ ঠিক একই নিয়মে ছাপা হয়-শুধুমাত্র তারিখ, পত্রিকার নাম এবং সম্পাদকের নাম ছাড়া। বিবেকহীন নির্মম বেয়নেট সত্যকে লংঘন করে যে পত্রিকার জন্ম দেয় তাদের আর যা-ই থাক বিন্দুমাত্র সত্যের প্রয়াস থাকে না। তাই দৈনিক পত্রিকার মতামত একটি জাল অনুষ্ঠান। ঢাকা বেতারে এ ধরনের অনেক জালিয়াতি চলছে। ২৫'শে মার্চের পরও আমি ঢাকা বেতারে কিছুদিন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে ছিলাম পরে ও-বি সেকশনে লোক না থাকায় সেই সেকশনে আমাকে দেয়া হ'ল। ও-বি অর্থাৎ আউটসাইড ব্রডকাস্ট সম্পর্কে বলার আগে 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠানটির কথা না বলে পারছি না। ২৫শে মার্চের পর প্রথম যেদিন পত্রবিতান প্রচার করা হ'ল তার দুদিন আগে এই অনুষ্ঠানটির স্ক্রীপ্ট লেখা এবং পড়বার জন্য একটা নির্দেশ পেলাম। সেই সঙ্গে আমাকে কয়েকটা চিঠি দেয়া হ'ল। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব দেয়া হয়। সেই চিঠিগুলোর তারিখ দেখে অবাক হয়ে গেলাম, চিঠিগুলো ১৯৭০ সালের। আরও অবাক হলাম চিঠিগুলোর উপরে লেখা 'রিপ্লাই' অর্থাৎ ৭০-এর কোন এক সন্ধ্যায় এই চিঠিগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক। দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার পত্রবিতান অনুষ্ঠান-এর পালা এলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষও একটু চিন্তায় পড়লেন, শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাকে পুরোনো কিছু চিঠি খোঁজ করতে বললেন। দোতলার একটা অফিসরুমে গিয়ে দেখলাম আলমারির পাশে মেঝেতে অসংখ্য চিঠি পড়ে আছে। এত চিঠি? একটু অবাক হবারই কথা। চিঠিগুলো ১৯৭১ সালেরই, কিন্তু ২৫শে মার্চের আগের কথা। একটার পর একটা চিঠি পড়তে লাগলাম। প্রত্যেকটা চিঠির বক্তব্য প্রায় একই ধরনের। এক সময় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে যেসব অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল তারই প্রশংসায় ভরপুর। একটা চিঠির এক জায়গায় পড়লাম 'বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য ধন্যবাদ- অনুষ্ঠানগুলি শুনিলে এত আনন্দ লাগে যে, আমার মায়ের মৃত্যুশোকও আমি ভুলিয়া যাইতে পারিব।''

প্রতিটি চিঠিই অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য ছাড়াও কুটিল ভুট্টো ও প্রধান কসাই ইয়াহিয়ার কঠোর সমালোচনায় ভরা ছিল।

দোতলার সেই কক্ষে যখন চিঠিগুলো পড়ছিলাম পাশের কোন রুম-এর স্পীকার থেকে পাকিস্তানী খবর-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারী, দেশের প্রধান শত্রু শেখ মুজিব এইসব শব্দ ভেসে আসছিল, আমি তখন যে চিঠিখানা পড়ছিলাম তাতে অল্প বয়সের একটি ছেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লিখছে-

''এয়ারপোর্ট-এ ইয়াহিয়া খান আসলে তাকে তো বাচ্চা ছেলের দ্বারা মালা দিয়ে স্বাগত জানান হয়, তাই না? জানেন আমাকে যদি তাকে মালা দেয়ার জন্য নেয়া হত তাহলে লুকিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে যেতাম আর মালার বদলে তাকে গুলি করে মারতাম।''

এইসব চিঠি নিয়ে কর্তৃপক্ষকে দেখালাম। কিন্তু এ দিয়ে তো আর 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠান চলে না। জনৈক কর্তাব্যক্তি নির্দেশ দিলেন কিছু মিথ্যে ঠিকানা দিয়ে সমস্ত স্ক্রীপ্ট লিখতে। ক্ষমা করবেন, আমি লজ্জিত। সেই নির্দেশ মত স্ক্রীপ্ট লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তা যথারীতি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্রচার করেছিলাম। তারিখটা আমার স্মরণ নাই। ২৫শে মার্চের পর মে মাসে দ্বিতীয় যেদিন পত্রবিতান অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় সেই দিনের কথা বলছি। ঐ দিনের চিঠির সত্যতা সম্পর্কে যে কোন শ্রোতা শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সেই দিনের পত্রবিতান অনুষ্ঠানে যেসব শ্রোতার চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছে তাদের সেই ঠিকানায়

বেতার কর্তৃপক্ষ কোনদিনই তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কারণ, নাম-ঠিকানা সবই কাল্পনিক ছিল। সেই দিনের পত্রবিতানে এমন অনেক কাল্পনিক শ্রোতার চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছিল যারা নাকি কষ্টিপাথর, প্লেইন ট্রুথ, ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। কি ভয়ঙ্কর জালিয়াতি।

ঢাকার আউট ব্রডকাষ্ট সেকশনকে 'ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে' এই শীর্ষক অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করতে হ'ত। ঢাকা এবং তার আশেপাশে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তারই উপর শত্রুদের ভাষায় প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। যেমন ট্রেন কেমন চলছে কিংবা ফ্যাক্টরী কেমন চলছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার। আর ওই সাক্ষাৎকারগুলো নিতে আমাকেই যেতে হত। গেল মাসের প্রথম দিকের কথা। পোরটেবল রেকর্ডিং মেশিন নিয়ে কমলাপুর ষ্টেশনে গেলাম। সমস্ত ষ্টেশন খাঁ খাঁ করছে। ডিকেড অব রিফর্মস-এর ভাষায় এশিয়ার বৃহত্তম ষ্টেশনের এ কি পরিণতি! জনহীন নিস্তব্ধতায় চারদিক থম থম করছিল। মনে হচ্ছিল নির্জনতার দ্বারা সমস্ত ষ্টেশনটা লাঞ্ছিত। টিকেট কাউন্টারের পাশের বিরাট চত্বরটার উপর দিয়ে একমাত্র আমিই প্ল্যাটফর্মের ভেতর প্রবেশ করলাম। দু'একজন উর্দুভাষী টিকেট কালেক্টর ও দু'একজন অন্যান্য কর্মচারী প্ল্যাটফর্মে অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরে দেখতে পেলাম লাইনে দাঁড়ানো নিস্তব্ধ কতগুলো কম্পার্টমেন্ট। জানালাগুলো বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায়, বহুদিন চাক্কা ঘোরেনি। প্রথমে ষ্টেশনের জনৈক পদস্থ কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নিলাম। বুঝতে পারলাম তিনি নিরূপায় হয়েই ইন্টারভিউ দিলেন। প্যাসেঞ্জারদেরও সাক্ষাৎকার নিতে হবে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার পাব কোথায়? ষ্টেশনের কয়েকজন কর্মচারীকে প্যাসেঞ্জারের ভূমিকায় অভিনয় করালাম। তারা সবাই উর্দুভাষী। বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন। ষ্টেশনের সেই পদস্থ কর্মচারীই ব্যবস্থা করে দিলেন। সাইডিং-এ একটা ইঞ্জিন দাঁড় করানো ছিল। সেখান থেকে সাউণ্ড এফেক্ট সংগ্রহ করলাম। যথারীতি ট্রেন চলাচলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হল। অথচ যবনিকার দুয়ারে যে অভিনয়টুকু করান হ'ল, যে সাজান মিথ্যে কথাগুলো বলান হ'ল তার হিসেব কে রাখে? এরি নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান! বেয়নেটের আগায় অনেকেই বাধ্য হয়ে সাজানো সাজানো কথা তোতাপাখির মত আউড়ে গেছে। এবং সেই সব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ফলাও করে ''ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে'' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। বর্বর ইয়াহিয়া সরকার এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলে রাখি, ঢাকা শহরে একটা মাত্র কারখানা পুরোদমে চলেছে। আর তা হচ্ছে ঢাকা বেতার। যেখান থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 'মিথ্যে'' ম্যানুফ্যাকচার করা হয়।

মে মাসের ৮ তারিখে স্কুলগুলো খোলার জন্য বর্বর সরকার নির্দেশ দিয়েছিল। তিন-চারটে স্কুলে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন স্কুলে ছাত্র দেখতে পাইনি। ঢাকার কোন এক নামকরা স্কুলের গেটে দেখলাম জনা ৫/৬ ছেলে জটলা করছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম তারা ক্লাশ করতে আসেনি। এবং তারা ক্লাশ করবেও না। এমন কি স্কুলবাড়ির ভিতরে ঢুকতেও তারা ভয় পাচ্ছিল। কারণ যে কোন মুহূর্তে দু'পেয়ে পশুরা এসে তাদেরকে হত্যা করতে পারে। তবুও স্কুলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। দু'একজন শিক্ষক যাদেরকে বেয়নেটের ডগায় স্কুল খুলতে বাধ্য করান হয়েছিল তারাই সেই বেয়নেটের ভয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ক্লাশে কোন ছাত্রী নেই অথচ একজন শিক্ষয়িত্রী ক্লাশে পড়াচ্ছেন। এমনি একজন শিক্ষয়িত্রীর কণ্ঠস্বরও সেদিনের সেই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল অথচ ছাত্রীবিহীন একটি ক্লাশকক্ষে সেই শিক্ষয়িত্রী শুধু পড়ানোর অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ ধরনের অভিনয় করতে বাধ্য করেছিল।

এরই নাম স্বাভাবিকতা, এরই নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। এবং এরই নামই জালিয়াতি। 'ডকুমেন্টারী' নামে তারা জাল অনুষ্ঠান প্রচার করছেন। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে তারা কাল্পনিক শ্রোতাদের কাল্পনিক চিঠির উত্তর দিচ্ছেন, সংবাদ সেখানে 'ম্যানুফ্যাকচার' করা হয়, যে কোন স্ক্রীপ্ট প্রচারের পূর্বে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়; কোরানের কোন কোন আয়াত এমন কি ছুরা, হাদিসের কোন কোন অংশ বা পুরো হাদিস তারা প্রচার করতে দিচ্ছেন না। বেতারের 'প্রোগ্রাম ফাইল' ঘাঁটলে এমন

অসংখ্য ‘স্ক্রীপ্ট’ পাওয়া যাবে না থেকে কোরানের উদ্ধৃতি কেটে দেয়া হয়েছে। বেতার কেন্দ্রের ডিউটি রুমের আলমারিতে রাখা হাদিসের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এমন কি কোন কোন হাদিস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে-‘আল্লাহতালা সে জাতির অবস্থা কখনই পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে।’’ আল-কোরানের এই বিখ্যাত বাণীটি শত্রুর দ্বারা পরিচালিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আর শোনা যায় না। মোটের উপর মিথ্যার বারুদ পুড়িয়ে ঢাকা বেতার আতসবাজির খেলায় মেতে উঠেছে। সেখান থেকে এক ধরনের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে- যাকে সহজ কথায় ছ্যাবলামো ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ঢাকা বেতার একটা অনুষ্ঠানের নাম সোহাগ করে রেখেছে ‘প্লেইন ট্রুথ’। অনুষ্ঠানের বক্তব্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে তারা কতগুলো জটিল মিথ্যের জাল বুনছেন অনুষ্ঠানটির নাম ‘কমপ্লেক্স লাই’ দিলেই ভাল হত। তাই বলছিলাম- ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর কি হতে পারে।

(আশরাফুল আলম রচিত)

মৃত্যুহীণ প্রাণ

মাকে গল্প বলতে বললে মা গড়িমসি করতেন। পরে আমাদের আগ্রহ দেখে শুরু করতেন।

এক দেশে ছিল এক রাজা। আর রাণী। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সেপাই লস্করে জনে মানুষে ম ম করে রাজপুরী, আমলায় পইলায়, উজিরে নাজিরে রাজদরবারের কী রবরবা! কিন্তু আজ গল্পের ধরন পাল্টে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিখিয়ে দিয়েছেন রাজা একটি নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যেকেই এক একটি রাজা। আমরা সবাই রাজা। শুধু স্বাধীনতা বন্দী নয়, জালেমের কারাগারে ন্যায়বিচার মানবাধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ২৪ বছর ধরে মাথা কুটে মরছে। বন্দী আমার বাংলা। আমার রূপসী বাংলা আমরা ধর্ষিতা বাংলা। আমার জননী বাংলা।

রাজপুত্র একটি নয়। হাজার হাজার, লাখ লাখ রাজপুত্র-মাতৃ অপমানের তীব্র প্রতিশোধ কামনায় ছায়াহীন, বৃক্ষহীন ধু ধু তেপান্তরে ধূসর পথ অতিক্রম করে চলছে বন্দিনী মাকে উদ্ধার করতে।

আমার মা রাজপুত্রের যে বর্ণনা দিতেন তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! সেই রাজপুত্রের পোশাকে জরীর কারুকাজ, সূর্য এসে চুমু দিলেই সাত রং খেলা করে তার দেহে। রূপোর খাপে কারুকাজ করা তলোয়ার। মাথায় মণিমুক্তা খচিত উষ্ণীষ। গলায় গজমতি হার। কানে কানপাশা। চন্দন চর্চিত কপালে জয়-তিলক। চরণে চটকদার বাহারী জুতো। ঘোড়াটাই বা কম কী! দুধের মতো সাদা ধবধবে চোখ জুড়ানো ঘোড়া। তার উপর মখমলের জীন। আর আমার রাজপুত্র! পায়ে তার জুতো নেই। না বর্ষায়, না শীতে। পরনে একটি মাত্র লুঙ্গি। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা গেঞ্জি, নইলে গামছাই সার। চন্দন চর্চিত অঙ্গ নয়, ক্রলিং করে করে সারা গায়ে মেখেছে বাংলার মাটি। তলোয়ার তো নেই। হাতে লাঠি, নয় বর্শা। রাজাকার বা হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা থ্রি-নট-থ্রি। আমার রাজপুত্র বলে, না না ছিনিয়ে আনা নয়, ওটা তো রোজগার। রোজগারটা যদি এল-এম-জি হয়। ব্যাস আহার-নিদ্রা মাথায় উঠল, তেল দাও, সাফ কর, শোবার সময় বুকে জড়িয়ে ধরে শোও- স্বপ্নও ঐ এল-এম-জি নিয়ে। না, রাজকন্যা-টন্যা নয়, এমন কি পরীটরী কাছে ঘেঁষতে পারে না তার, সে স্বপ্ন দেখে বিশাল এক প্রান্তরে সে দাঁড়িয়ে আছে, এল-এম-জি একটানা গর্জন করে চলেছে, আর শত্রুসেনারা, তাগড়া ছোট চাচা প্রবল ঝাঁকুনী দিলে কুলগাছের কুলগুলো যেমন ঝুপ ঝুপ করে শিশিরের উপর ঝরে পড়ত, তেমনি

রাক্ষসগুলো ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে তো পড়ছেই। এক সময় একটা বুলেট এসে তাকে থামিয়ে দেয়। সে দ্যাখে, তার প্রিয় পতাকা দিয়ে গোটা শরীর জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

গান শুনতে শুনতেই তার ঘুম ভাঙে। আহা স্বপ্নটা যদি সত্য হয়! ধীরে ধীরে নতুন রাখা দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলায় সে।

আচ্ছা, আমার এই রাজপুত্রের কাছে আমার মায়ের রাজপুত্তুরটাকে একটু পানসে পানসে মনে হয় না! ঐ রাজপুত্রটা যেন যাত্রা-থিয়েটারের। কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা। না? নিজের কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, কোন কাজ নিজের করার মুরোদ নেই, হয় ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নয় পরীটরী এসে করে দেয়। না হলেই চিত্তির।

আমার মায়ের কিসসা শেষ হতো এভাবে-তারপর? তারপর আর কি, রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। আর আমার রাজপুত্র?

না। না, না এমন রাজপুত্র পৃথিবী কোনদিন দেখেনি, কোন কবি কল্পনা করতে পারে না এর রূপের। পৃথিবীতে এর কথা কেউ কোনদিন বলে নি। বীর প্রসবিনী বাংলাদেশের গর্ভেই এমন রত্ন জন্মগ্রহণ করে। খালি হাতে যারা বীরের মতো লড়াই করতে পারে। যারা হাসতে হাসতে মারতে পারে, হাসতে হাসতে বীরের মতো মরতে জানে। আমার রাজপুত্র জানে মৃত্যু কত তুচ্ছ। জানে, মানুষ মরে। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ হাসপাতালে মরে, কিন্তু প্রাণ দিতে জানে না। আমার রাজপুত্র শুধু মারতেই নয়, প্রাণ দিতেও জানে। যে প্রাণ মানুষের কল্যাণের জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে মর্যাদা দেয়ার জন্য, দেশের জন্য নিবেদিত, তার জন্য মৃত্যুবরণ করার মতো সৌভাগ্য আর কিছুতেই নয়। সকল জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানা। এ প্রাণ মরে না, চিরকাল বেঁচে থাকে। মেয়েরা ঘাটে চাল ধুতে ধুতে তারই গল্প করে, পাল তুলে দিয়ে বৈঠায় ক্লান্ত হাত রেখে মাঝি তারই গান গায়, কবিরা তাকে নিয়ে অমর কাব্য রচনা করেন, ক্ষেতে হুকোয় তামাক ভরতে ভরতে তারই গল্প চলে বুড়োদের আসরে।

সাধ্য আছে কোন নুরুল আমীনের কোন নতুন অস্ত্র দিয়ে, বুলেট দিয়ে, স্যাবরজেট দিয়ে বা শ্যাকে ট্যাঙ্ক দিয়ে বাংলার বুক থেকে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামকে হত্যা করতে পারে? না । কেন? আমার রাজপুত্র মৃত্যুহীন প্রাণ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিসসার রাজপুত্র রাজা হয়, তারপর এক সময় মারাও যায়। এই রাজপুত্রের মৃত্যু নেই। এরা মৃত্যুহীন প্রাণ।

(আসাদ চৌধুরী রচিত)

ইবলিশের মুখোশ

যখন ছোট ছিলাম, বয়স যখন পাঁচ কিংবা ছয়ের কোঠায় ছিল তখন দাদীমা গল্প শোনাতেন। ঝোলা বোঝাই গল্প ছিল দাদীমার। আজগুবি সব ভূতের গল্প। গল্প শুনতে শুনতে কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, কখনো আবার প্রত্যক্ষ ভূত দেখার মতোই আঁৎকে উঠতাম। বুকের ভেতরটা দূর দূর কেঁপে উঠতো। কোন কোন দিন এত ভয় পেতাম যে ভয়ের প্রচণ্ডতায় দাদীমাকেই নিজের অজান্তে জড়িয়ে ধরতাম। এতো ভয় পেতাম তবু কিন্তু গল্প শোনার নেশা কাটত না। ভয় খেয়ে গেছি বলে দাদীমা একটু থেমে গেলেই ওকে তাড়া দিয়েছি আবার শুরু করবার জন্য।

দাদীমার ভূতের গল্পে কেমন একটা যাদু ছিল। গল্পের সব নায়ক-নায়িকারা ছিল জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখি। মজার ব্যাপার হল জন্তু-জানোয়ারগুলো কথা বলতে পারত। দাদীমা সেই জন্তু-জানোয়ারের হাঁকডাকের স্বর ও গোঙানী অবিকল নকল করে শোনাতে পারত। জন্তুরা কেমন আচমকা তাদের রূপ পাল্টাতে পারত এবং দেহের রূপ পাল্টাবার সাথে সাথে বাঁচনভঙ্গীও কেমন পাল্টে যেত, দাদীমা সবকিছু পরিবর্তন করে শোনাতে পারতো। দাদীমার গল্পের সব জন্তু-জানোয়াররাই ছিল ভূত-প্রেত। সন্ধ্যার অন্ধকারে গুটি শুটি মেরে গল্প শুনতাম। অন্ধকারে ভূতেরা কেমন করে হাঁটে, কেমন করে চাঁপা গোঙাতে গোঙাতে পাহাড় পর্বত নদী খাল বিল অতিক্রম করে তা দিব্যি দেখতে পেতাম। দু'মিনিট আগেই যে ভূতটির আকৃতি একটি হিংস্র বাঘের ন্যায় ছিল হঠাৎ কেমন করে তা একটি পোষা ময়না পাখি বনে গিয়ে মিহি সুরে গান শুরু করত তা তখন ভেবেই পেতাম না। তখন ওই সব বিশ্বাস করতাম। কেন না, বয়েসটা ছিল পাঁচের কোটায়। দু'দশক পর আজ হলে দাদীমার সেই আজগুবি ভূতের গল্প হয়ত আমল দিতাম না। দাদীমার ভূতের গল্পে তখন শুধু এক জন্তু অন্য জন্তু বা পশু-পাখিতে রূপান্তরিত হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একাত্তরের প্রান্তসীমানায় মানুষও যে ভূত হতে পারে এবং রাতের অন্ধকারে তারা নরঘাতক পশু হতে পারে তা হয়ত দাদীমা জানতো না। জানা থাকলে এ মনুষ্যবশী ভূতদের গল্পও পারতো। বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে এই মনুষ্যবেশী ভূত তথা হিংস্র জানোয়ারদের আজকাল বিচরণ করতে দেখা যায়। সত্যি সত্যি যা ভূত, তার অস্তিত্ব বুঝে পাওয়া কঠিন-কিন্তু এরা যে মনুষ্যবেশী ভূত এদের মূর্তিমান অস্তিত্ব আবিষ্কার করাটা তেমন দুরূহ কাজ নয়।

বাংলার মুক্তিসেনারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে তাদের শৌর্যবীর্য ও পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হানাদার জন্তুদের আবিষ্কার করে চলেছেন। মনুষ্যবেশী এই জন্তুদের মুণ্ড আবিষ্কারই এখন এই বীর সেনাদের জীবনের পরম কামনা।

গত কয়েক দিনে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে মুক্তিবাহিনীর বীর গেরীলাদের হাতে হানাদার পাকিস্তনী সৈন্যরা প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর বাংলাদেশে জন্তুরাজ জেনারেল নিয়াজী এই সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। নিয়াজী বলেছে, আমার জওয়ানরা ভারতীয় অনুচরদের আক্রমন প্রতিহত করেছে এবং পাল্টা আক্রমণের মুখে ভরতীয় অনুচররা পিছু হাটতে বাধ্য হয়েছে। ওদিকে ইয়াহিয়া খানই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিকৃত রূপ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য মনুষ্যবেশী ভূতের মতো গোঙাতে শুরু করেছে। ভারত নাকি পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি আক্রমণ করছে। বেমালুম চেপে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মাদ খাঁ তার আব্বা হুজুর ইয়াহিয়ার চেয়েও কয়েকহাত বেড়ে গলাবাজি করছে। ভরত-পাকিস্তানের সীমান্তে নাকি একটি যুদ্ধাবস্থার মতো পরিবেশ বিরাজ করছে।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' এ কথা যথার্থতই প্রমাণ করেছে ইয়াহিয়ার তাবেদার সুলতান খাঁ। মনুষ্যবেশী পশুসম্রাট ইয়াহিয়া আরেক কাণ্ড করে বসেছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি। ভারত কিন্তু এর যথোচিৎ জবাব দিয়েছে। গত তেইশ বছর ধরেই ভারত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে এসেছে। আজ হঠাৎ জঙ্গী শাসকদের প্রবক্তা ইয়াহিয়া খান ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য এত উদ্বেল হয়ে উঠলো কেন? মতলবটা কি? আসল মতলব আমরা টের পেয়েছি। উদ্দেশ্য সৌহার্দ্য স্থাপন নয়, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাকে বিভ্রান্তির অতলে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু ইয়াহিয়া জানেন, বিভ্রান্তির অতলে বাংলাদেশের মানুষকে আর ডুবানো যাবে না। বাংলাদেশই নয় বিশ্ববিবেকও আজ জাগ্রাত।

ভূতের মুখে রাম নামই হোক আর সৌহার্দ্যর প্রস্তাবই হোক, সে আমাদের ব্যাপার নয়। তার জবাব ভারতই দিয়েছে এবং দেবে। কিন্তু আমাদের জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বুলেট বেয়নেটে মনুষ্যবেশী জন্তুরা আমাদের সর্বহারা করেছে সেই বুলেট বেয়েনেটের আমরা জবাব দেব। কেননা, আমরা তাদের স্বরূপ উদঘাটন

করেছি। এরা দাদীমার সেই আজগুবি জন্তুবেশী ভূত নয়। এরা মানুষ্যবেশী হিংস্র জন্তু নরঘাতক, ইবলিশ। বাংলার পবিত্র মাটি থেকে উৎখাত করে বিশ্বের দরবারে এই ইবলিশের মুখোশ আমরা ফাঁস করে দেবোই দিবো।

(মেসবাহ আহমেদ রচিত)

রণাঙ্গনের চিঠি

যশোহরের রণাঙ্গনে ক্ষণিক বিরতির সময়ে জানতে পেলাম, গণতন্ত্রের পীঠস্থান মহান ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উল্লাসে ফেটে পড়েছে আমাদের সমস্ত শিবির। আনন্দে কোলাকুলি করছে সবাই, কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, আমার দেশের মাটি আমার মায়াঘেরা দেশের সোনার মাটি, কত ঝড় বয়ে গেলো তোর উপর দিয়ে, শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তোর সোনার অঙ্গ। ভাবিস আমরা তোর শৃঙ্খল ঘোচাবো, তোকে মুক্ত করবো, আবার তোকে সাজাবো আমাদের প্রীতি মমতা দিয়ে, সবটুকু শক্তি দিয়ে।

জানো বন্ধু, কী তৃষ্ণা কী আকুলতা নিয়ে কেটেছে গত আট মাস বারো দিন এই একটি সংবাদের জন্য! কেটে গেছে কতো বিনিদ্র রজনী। যখন রণক্ষেত্র থেকে আহত স্বামীকে কোলে করে নিয়ে ফিরেছি, তখন ভেবেছি আর কতদিন? স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে ভেবেছি আর কতো দিন বাকী আমাদের স্বীকৃতির। মনে পড়ে কয়েক দিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে আশরাফ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করেছিলো "স্বীকৃতি মিলেছে? উত্তর দেবার আগেই আশরাফ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। আমার বুকে আমার হাতে তখনও আশরাফের ছোপ ছোপ রক্ত। রক্ত কথা বলে উঠলো, "আমি আশরাফের রক্ত স্বীকৃতির দাবী নিয়ে বাংলার মাটিতে জমাট বেঁধে থাকবো, তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও। তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও।"

আজ স্বীকৃতি মিলেছে। আমার বুকপকেটে রয়েছে আশরাফের রক্তমাখা আমার রুমালটি। বার বার রুমালটি দু'চোখে চেপে ধরছি। আমাদের বন্ধু আশরাফের রক্ত-শোন, তুমি শোন, স্বীকৃতি মিলেছে তোমার। স্বীকৃতি মিলেছে আশরাফের, স্বীকৃতি মিলেছে কুদ্দুস, টিটু, আজাদ, তারিক, মাসুদ আরো শত শত শহীদের রক্তের। স্বীকৃতি মিলেছে দশ লক্ষ লোকের রক্তের, যারা বর্বর খুনী ইয়াহিয়ার বাহিনীর গুলির আঘাতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, স্বীকৃতি মিলেছে বাংলার সাতে সাত কোটি মানুষের।

বন্ধু, আনন্দে আমার চোখের জল ঝরছে। আশরাফের পবিত্র রক্তের সংগে আমার চোখের জল মিলে একাকার হয়ে গেছে। তুমিও কী কাঁদছো বন্ধু? কেঁদো না। দোহাই তোমার, কেঁদোনা, চোখের জল মুছে ফেলো।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী সরকারের বিমান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ৪৭টি পাকিস্তানী জংগী বিমান ভূপাতিত। তাদের দুটি যুদ্ধজাহাজ, একটি ডেস্ট্রয়ার, ১টি সাবমেরিন নিমজ্জিত। তাদের একটির পর একটি ঘাঁটিতে পতন ঘটেছে। আখাউড়া, লাকসাম, কুলাউড়া, লাতু, বিয়ানীবাজার, মিয়ার বাজার, ফেনী থেকে শত্রুসেনা সম্পূর্ণ বিতাড়িত। সমগ্র টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উড্ডীয়মান বাংলাদেশের জয় পতাকা।

সুতরাং, বন্ধু কেঁদো না। চোখের কোণে তোমার আনন্দের, বেদনার যে জলটুকু জমে উঠেছে তা মুছে ফেলো। আমরা এগিয়ে চলেছি, তোমরাও এগিয়ে চলো দুর্বার গতিতে। শত্রুর দুর্গে আঘাতের পর আঘাত।

হানবো আমরা। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো ওদের সামরিক শক্তি। ধুলোয় মিলিয়ে দেবো ওদের শক্তির দম্ভকে। তারপর আর মাত্র কয়েকদিন পর যখন বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যখন আমাদের সোনার বাংলার মাটি শত্রুস্পর্শের কলঙ্কমুক্ত হবে তখন আমরা কাঁদবো গলা জড়িয়ে আমাদের হারানো সাথীদের জন্যে। আমরা সেদিন চোখের জলে আমাদের বন্ধুদের শুভ্র, পবিত্র অম্লান স্মৃতিকে স্মরণ করবো। আর সবাই মিলে গড়ে তুলবো আমাদের সোনার বাংলাকে।

(গাজীউল হক রচিত)

বিচার চাই

সারা বাংলাদেশ যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার নবীন আভায় অবগাহন করছে ঠিক সেই সময় এক দুঃসংবাদ আমাদের সবাইকে বিস্মিত, মর্মাহত ও বেদনার্ত করে তুলেছে। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে পশুর চেয়েও নির্মম খান-সেনারা ও তাদের দালালরা ঢাকার বুক থেকে শত শত বুদ্ধিজীবীকে গোপনে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই নরঘাতকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এরা বেছে বেছে হত্যা করেছে প্রখ্যাত অধ্যাপকদের, ডাক্তারদের, ইঞ্জিনিয়ারদের, সাংবাদিকদের। ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের অফিসারদেরকেও এরা হত্যা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পশুদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

প্রথম থেকে এই নরপশুরা যে একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের মানুষকে, তার ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এরা বর্ণগত ভিত্তিতে, ভাষাগত ভিত্তিতে, ধর্মগত ভিত্তিতে, সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়। আমরা প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আমরা বলেছি উপযুক্ত অনুসন্ধান করে আমাদের এই অভিযোগ যাচাই করা হোক। আমরা বার বার জাতিসংঘের সদস্যদের বলেছি যে, যে আইন আপনারা পাশ করেছিলেন নেই আইন অনুসারে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা গণহত্যা। বর্ণগত ভিত্তিতে গণগত্যা চলেছে। গণহত্যা চলেছে ধর্মের নামে ভাষার নামে, সংস্কৃতির নামে। আমরা চিৎকার করে বলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে মেরে ফেলা হচ্ছে। নারীর উপর নির্যাতন চলছে, বৃদ্ধ ও শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। আপনারা গণহত্যা হচ্ছে কিনা অন্তত একবার তদন্ত করুন, একবার দেখুন আমাদের ক্রন্দন যথার্থ কিনা। আমরা আরও বলেছি, একই বিষয়ের জন্য দু'ধনের মানদণ্ড হতে পারে না- একথা আপনারাই একদিন বলেছিলেন। ন্যুরেমবার্গে হিটলারের সাঙ্গপাঙ্গদের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আপনারা বিচার করেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যুদ্ধাপরাধের. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের। তাদের বিরুদ্ধে আপনারা গণহত্যার অভিযোগ এনেছিলেন এবং সেই অপরাধে তাদের শাস্তিও দিয়েছিলেন। আর তখনই সেই আন্তর্জাতিক আদালতের মার্কিনী বিচারপতি কি মন্তব্য করেননি যে, একই অপরাধের জন্য বিচারের মানদণ্ড দু'রকম হতে পারে না? তিনি কি আরও বলেন নি যে, উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশেই অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার কোন দোষ নেই, সব দোষ অফিসারের, এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়? তিনি কি বলেন নি যে, যে যার কাজের জন্য দায়ী হবে? সেই মহান বিচারপতি কি আরও ঘোষণা করেন নি যে আমরা এমন কোন আইন তৈরী করবো না যা আমাদের বেলায় ব্যবহার করা যাবে না? গণহত্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন পাশ করার সময় এ কথা কি ঘোষণা করা হয়নি যে গণহত্যার বিচার করার জন্য জাতিসংঘ যে-কোন ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তার অর্থ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বোঝাবে না? সেখানে কি বলা হয়নি যে বর্ণগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত কারণে কাউকে হত্যা বা অত্যাচারিত করা যাবে না? জাতিসংঘের সনদের ৯৯ সংখ্যক ধারায় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে কি ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে

এসব হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া হয়নি? দুঃখের বিষয়,বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পুরাপুরি গণহত্যা অনুষ্ঠিত হোল, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হোল, লক্ষ লক্ষ নারীর আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো, লক্ষ শিশুর আর্তনাদে কেঁদে উঠলো বাংলার গাছপালা, কিন্তু তাতে জাতিসংঘের গলাবাজ সদস্যদের হৃদয় সামান্যতমও কাঁপলো না। মানুষের মরণ আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছালো না। তারা নির্বিকার চিত্তে সম্মতি জানালো পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর কার্যাবলীর প্রতি। তারা গণহত্যা হতে দিলো, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে দিলো, তারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে মরতে দিলো, তারা অত্যাচারিতকে পায়ে দলে দিলো, অত্যাচারীকে সাদরে কোলে টেনে নিলো। তারা আইন ভঙ্গ হতে দিলো, তারা অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করলো।

বিশ্বশান্তির এই সব ধ্বজাধারীদের ধারণা যে, চোখ বুঁজে থাকলেই কঠিন কঠোর সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এদের ধারণা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র বলেই ন্যায়বিচার করার দরকার নেই। এরা মনে করে, দু'একবার আইন ভঙ্গ হতে দিলে এমন দোষ ঘটে না। এরা ভাবে, যত আইন ভঙ্গ হোক না কেন গোলমালে না জড়িয়ে পড়লেই বাঁচা যাবে। এরা ঠিক করেছে যে, কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখবো না।

দুঃখের বিষয় মহাকালের শিক্ষা এরা ভুলে গেছে। এরা ভুলে গেছে যে, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া কোন উদারতার ব্যাপার নয়, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া দুপক্ষেরই বিপজ্জনক। হিটলার যখন বারবার অন্যায় করছিল তখন বৃহৎ শক্তিগুলো সব মেনে নিচ্ছিল, হিটলার ছোট ছোট দেশগুলো যখন দখল করছিল তখন চেম্বারলিন ছাতা দিয়ে তাকে বাতাস করছিলেন। কিন্তু সেই আইন ভঙ্গকারী হিটলারই কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ডেকে আনলো, বৃটেন ফ্রান্সসহ বহু দেশে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালালো। যদি প্রথম থেকেই বাধা দেয়া হোত তাহলে এই ধ্বংসের সম্মুখীন হতো না পৃথিবী।

পৃথিবীর সর্বত্র অন্যায় হচ্ছে। অথচ স্বার্থপরতার জন্য তার প্রতিকার করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের মানুষ প্রাণ দিলো, কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হলো না। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো চেয়ে চেয়ে তাই দেখলো। আমরা ক্ষুদ্র বলেই এই অবহেলা। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা যদি মিথ্যা না হয় তাহলে একদিন অন্যায়ের প্রশ্রয়দানকারীরা উপযুক্ত শিক্ষাই পাবে। অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য রক্ত দিয়েই শাস্তি পেতে হবে। এবং অত্যাচারীর হাতেই সেই শাস্তি পেতে হবে তাদের।

আমার সোনার বাংলার শত শত প্রতিভাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। কি আর কোন ভাষায় যে আমরা হাহাকার করবো বুঝতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়েছি। শত স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরাও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। কোন কিছুই দিয়েই তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ হবে না। যেসব সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন তাঁদের অভাবে সারা দেশ আজ কাঁদছে। আমরা সবাই আজ হাহাকার করছি। সেইসব বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময় চীৎকার করে আমরা বলতে চাই- হত্যাকারী যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারী যেন শিক্ষা পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শিক্ষা পায়।

তবে এ কথা ঠিক, অপরাধীর বিচারের ভার আমরা নিজের হাতে তুলে নেবো না। বিচার করবেন আমাদের সরকার। বিচারের ভার বহন করবেন সরকারের আইন বিভাগ।

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত সূচী (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	......১৯৭১

২৫ আগস্ট, ১৯৭১
১। সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা (কোরাস)
২। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো একটি কাহিনী (আপেল মাহমুদ)
৩। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ
৪। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম

২য় অধিবেশনঃ
১। মুজিব বাইয়া যাওরে (আঃ জব্বার)
২। জাগো অনশন বন্দী উঠোরে যত (কোরাস)
৩। আমার দেশের মাটির গন্ধে (ফেরদৌসী রহমান)
৪। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
৫। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী

৩য় অধিবেশনঃ
১। চল বীর সৈনিক (আপেল মাহমুদ)
২। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)
৩। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৪। আমার প্রতিবাদের ভাষা
৫। আমি শুনেছি শুনেছি বাংলার মায়ের কান্না (মান্না হক)

২৮ আগস্ট, ১৯৭১
২য় অধিবেশনঃ
১। শেখ মুজিব সত্যযুগের (তোরাব আলী শাহ)
২। মুজিব বাইয়া যাওরে (আঃ জব্বার)
৩। ওরা কোথায় গো (শাহ আলী সরকার)
৪। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৫। আজি বাংলাদেশের (অজিত রায়)

৩য় অধিবেশনঃ
১। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
২। সোনার বাংলা বলো (কোরাস)
৩। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
৪। অনেক রক্ত দিয়েছি (আঃ জব্বার)
৫। দুর্জয় বাংলা- (কোরাস)

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১ম অধিবেশনঃ
১। সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের (কোরাস)
২। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম (ঐ)
৩। আমার বাংলা দেশের মাটি (ঐ)
৪। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (ঐ)

২য় অধিবেশনঃ
১। ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা (কোরাস)
২। ভায়ের মায়ের (ঐ)
৩। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নাই (ঐ)
৪। হাজার বছর পরে (আঃ জব্বার)
৫। জয়ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মোঃ শাহবাঙালী)
৬। হায়রে পাষাণ তোদের শীর্ণ দেহ (স্বপ্না রায়)
৭। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ (কোরাস)
৮। কারার ঐ লৌহ কপাট (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ
১। রক্তে যদি ফোটে (কোরাস)
২। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৩। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৪। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক (তপন ভট্টাচার্য)
৫। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৬। অনেক রক্ত দিয়েছি (আঃ জব্বার)
৭। সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশনঃ

১। পথে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ ও স্বপ্না রায়)
২।আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৩। তোমার নেতা আমার নেতা (ঐ)
৪। সোনার বাংলা বলে (ঐ)
৫। জয়ধ্বনি করে শেখ মুজিবর (মোঃ শাহ বাঙালী)
৬। কার বা বিচার কে বা কররে (হরলাল রায়)
৭। শিকল পরা ছল (নজরুল গীতি)
৮। জাগো অনশন বন্দী (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ

১। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (কোরাস)
২। বাধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৩। বাংলার মাটি বাংলার জল (ঐ)
৪। যুদ্ধ কর অসি ধর (অনিল চন্দ্র দে)
৫।আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৬। জাগো জাগো ও বাঙালী (ঐ)

২১ অক্টোবর, ১৯৭১

১ম অধিবেশনঃ

১। ও আমার দেশের মাটি (অজিত রায়)
২। জয় জয় বাংলার জয় (কোরাস)
৩। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ)
৪।সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২য় অধিবেশনঃ

১। জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে (নাসরিন ও অরূপ)
২। আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৩। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (ঐ)
৪। বিচারপতি তোমার বিচার (ঐ)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহমদ)
৬। জাগো অনশন বন্দি (নজরুল গীতি)
৭। কারার ঐ লৌহ কপাট- (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ

১। ওরে জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (কোরাস)
২। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (ঐ)
৩। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)
৪। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহমদ)
৬। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (অজিত রায়)
৭। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নেই (কোরাস)

১ নভেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশনঃ

১। জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো (কোরাস)
২। জয় জয় বাংলার জয় (ঐ)
৩। পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৪। বাংলার মাটি বাংলার জল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৫। ও খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি (রবীন্দ্রনাথ)
৬। আরে ও মাঝি ভাই (মনিরা জামান)
৭। দুর্গম গিরি কান্তার মরু (নজরুল গীতি)
৮। চল ছুটে চল (পল্লীগিতি) (আঙ্গুর)

৩য় অধিবেশনঃ

১। আমার প্রতিবাদের ভাষা (কোরাস)
২। যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক (ঐ)
৩। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
৪। আমি একজন মুক্তিসেনা (মান্না হক)
৫। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল)
৬। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ (ঐ)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

১ম অধিবেশনঃ

১। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (কোরাস)

২। দিনের শোভা সূর্য রাতের শোভা চাঁদ (আঃ গনি বোখারী)

৩। 'এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ'- একটি গীতিনকশা

সংযোজনা-শাজাহান ফারুক

বর্ণনায়- আশরাফুল আলম

সঙ্গীত পরিচালনা-

১। সুজেয় শ্যাম

২। আপেল মাহমুদ

৩। রফিকুল আলম।

৩য় অধিবেশলনঃ

১। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)

২। মোরা ঝঞ্জার মত (ঐ)

৩। জনতার সংগ্রাম চলবে (ঐ)

৪। সোনার বাংলা (জারী গান) (হযরত আলী)

৫। চল ছুটে চল (মফিজ আঙ্গুর)

৬। একি অপরূপ (কোরাস)

৭। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (ঐ)

৮। সংগ্রাম সংগ্রাম (অনুপ)

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

১। গীতিনকশা (রক্ত চাই)

সঙ্গীত পরিচালনাঃ সুজেয় শ্যাম (কোরাস)

২। জয় বাংলার জয় (কোরাস)

৩। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)

৪।ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

৫। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (কোরাস)

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১। এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ

২। জয় ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মোঃ শাহ বাঙালী)

৩। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)

৪। সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি

৫। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

৬। এই কথাটি ধরেই (লায়লা জামান) (ঐ)

৭। এবার তোর মরা গাঙ্গে (তপন ভট্টাচার্য) (ঐ)

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

১। ধন্য আমার জন্মভূমি (কোরাস)

২। রক্ত চাই রক্ত চাই (ঐ)

৩। আগুন আগুন আমরা আগুন (ঐ)

৪। জনপদ প্রান্তরে সাগরে বন্দরে (ঐ)

৫। ঝড় ঝঞ্জার মুখোমুখি (ঐ)

৬। আহা ইয়াহিয়া কান্দেরে (হরলাল রায়)

৭। কার বা বিচার কে বা করে রে (ঐ)

৮। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

১। পথের আঁধার আর নাই (কোরাস)

২। এবার উঠেছে মহাঝড় (ঐ)

৩। মোরা জঞ্জার মতো উদ্দাম (ঐ)

৪। কারার ঐ লৌহ কপাট (ঐ)

৫। ও বাঙালী ভাই কে কে যাবি (ইন্দ্রমোহন বোখারী)

৬। ঐ ঐ ঐ চল চল নওজোয়ান (আঃ গনি রাজবংশী)

৭। জয় বাংলা জয় (কোরাস)

৮। রক্ত রঙ্গীন উজ্বল দিন (ঐ)

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১। ও বগিলারে কেন বা আইলো (নথীন্দ্রনাথ রায়)

২।সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ (কোরাস)
৩। ওরা কলিজা ছিঁড়ে
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। সম্মুখপানে চলবো মোরা
৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা তোদের (আঃ গনি বোখারী)
৭। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)
৮। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১। দেয়ালে দেয়ালে লিখা (কোরাস)
২। ওরা যতই বলুক (ঐ)
৩। সোনার বাংলা করবো সোনা (মোঃ নৌশেদ আলী)
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। পথের আধাঁর আর নেই (লাকি আখন্দ)

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। সংগ্রাম সংগ্রাম (কোরাস)
২। আমার প্রতিবাদের ভাষা (ঐ)
৩।মুক্তির একই পথ সংগ্রাম (ঐ)
৪। দুর্জয় মোরা সাত কোটি (ঐ)
৫। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (ঐ)
৬।এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ (ঐ)
৭।সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি (ঐ)
৮।ঐ ঝঞ্জার ঝংকারে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৯। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)
১০। ও আমার দেশবাসী ভাই (মোঃ মুন্নাফ)
১১।জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
১২। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
১৩।এবার তোর মরা গাঙে (রবীন্দ্রসঙ্গীত
১৪। এই কথাটি বলেই (ঐ)

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। জয় জয় জয় হবে বাংলার (কোরাস)
২। ওরা কলিজা ছিঁড়ে (ঐ)
৩। ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি (ঐ)
৪। ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল (ঐ)
৫। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৬। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
৭। রুখে দাঁড়াও রুখে দাঁড়াও (সরদার লাউদ্দিন)
৮। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৯। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল মাহমুদ)
১০। অনেকে রক্ত দিয়েছি (আঃজব্বার)
১১। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
১২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা (ঐ)

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

১। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (কোরাস)
২। মোরা ঝঞ্জার মত উদ্দাম (নজরুলগীতি)
৩। শিকল পরা ছল (ঐ)
৪। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (কোরাস)
৫। সংগ্রাম আজ সংগ্রাম (ঐ)
৬। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। আমরা গেরিলা আমরা (কোরাস)
২। আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা (ঐ)
৩। দুর্জয় বাংলা (ঐ)
৪। দুর্গম দূর পথ বন্ধুর (ঐ)
৫। নোঙ্গর তোল নোঙ্গর তোল (ঐ)
৬। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)
৭। দস্যু মারিতে চল ধাইয়া (ঐ)
৮। পরানের বন্ধুরে বলবো কি তোরে (দ্বৈত সঙ্গীত)

৯। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার (আপেল মাহমুদ)
১০। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১১। চল যাই চল যাই (ঐ)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ
১। আজ রণ সাজে বাজিয়ে বিষাণ (সমবেত কণ্ঠ)
২। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য (ঐ)
৩। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৪। রক্ত রঙ্গীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)
৫। আমি মস্ত সাগর
৬। মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম (নজরুল গীতি)
৭। রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ
১। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
২।থের আঁধার আর নাই (কোরাস)
৩। চল বাঙ্গালী চল (পল্লীগীতি) (কোরাস)
৪। মুক্তি ভাই ঝম ঝম করে (তোরাব আলী শাহ্)

তৃতীয় অধিবেশনঃ
১। সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গীকার (কোরাস)
২। সম্মুখপানে চলবো মোরা (ঐ)
৩। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (ঐ)
৪। মুজিবর মুজিবর (ঐ)
৫। ওরে শোনরে তোরা শোন (ঐ)
৬। আমি মরবো তাতে ক্ষতি নাই (ঐ)
৭। আমার মুক্তিবাহিনী ভাইরা (তোরাব আলী শাহ্)
৮। আকাশের তারার মত (ঐ)
৯। ও আলোর পথ যাত্রী (কোরাস)
১০। চল চল চল (নজরুলগীতি)
১১। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১২। নাই নাই ভয় (ঐ)
১৩। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে (ঐ)

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন	....	........১৯৭১

১. মুক্তিকামী বাঙালীর প্রেরণার উৎস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

আতিকুর রহমান

ইথারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীর বীর পশুরা সেদিন বুলেট-বেয়োনেট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী আঘাত হেনেছে নরপশুদের বিরুদ্ধে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী বাহিনী মরণ ছোবল হেনেছিল। শহর-বন্দর-গ্রামকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সেই আঘাতে হকচকিত বাংলার মানুষ পরদিন ২৬শে মার্চ বেতারে শ্রুত একটি বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন আশার বাণী। সে বাণী ছিল স্বাধীনতার, হানাদারদের কবল থেকে মুক্তির। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এই বেতার বাঙ্গালীদের যুগিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দেশকে মুক্ত করার প্রেরণা।

বিপ্লবী বীর সূর্যসেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল চট্টলার বুক থেকেই সেদিন বেতারে হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা। আর কালুরঘাটস্থ পাকিস্তানী বেতারের ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানো হয়েছিল স্বাধীনতার সে বাণী। ২৬শে মার্চ জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

২৫শে মার্চ রাতে হানাদার হায়েনার দল হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর ২৬শে মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে নিয়েছিলেন। ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখেছিলেন যাতে হানাদার বাহিনী প্রয়োজনবশত অবিলম্বে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করতে না পারে। ঢাকা বেতারও সেদিন নীরব ছিল।

চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করেছিলেন তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে।

২৬শে মার্চ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য একবার চট্টগ্রাম বেতার থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান প্রচারিত হয়েছিল।

সংগঠিতভাবে না হলেও সেদিনই সন্ধ্যায় আরেকদল কর্মী ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ বলে পরিচয় দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। ২৭শে মার্চ এই কেন্দ্র থেকে মেজর (বর্তমান লেঃ কর্নেল) জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

এই কেন্দ্র থেকেই ২৮শে মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঢাকায় টিক্কা খানকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয়। সত্য না হলেও জনগণের হৃদয়ে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বেতার কর্মীরা সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ সেদিন করেছিলেন।

দুই ভাগে বিচ্ছিন্নভাবে এজন্য প্রচেষ্টা চলেছিল। প্রথম দিনে দুপুরে সামান্যক্ষণ অনুষ্ঠান প্রচারকালে গণ-পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ, হান্নান হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আর এই অনুষ্ঠান প্রচারে সহযোগিতা করেছে চট্টগ্রাম বেতারের ইঞ্জিনিয়ার মীর্জা নাসির, জনাব আবদুস সোবহান, চট্টগ্রাম কাস্টম বিভাগের জনাব আবদুল হালিম, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জনাব এম, এ, মাসেম প্রমুখ।

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সাথে জড়িত বেতার কর্মিগণ ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে এই প্রচার চালু রেখেছিলেন। সেসব বেতার কর্মীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর বাসভবনে জমায়েত হয়েছিলেন দেশপ্রেমিক কয়েকজন ব্যক্তি। নেপথ্যে শুরু হয়েছিল অপর প্রচেষ্টা। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার জনাব আসিকুল ইসলামের গাড়ীতে (চট্টগ্রাম ট-৯৬১৫) সেদিন ডাঃ আনোয়ার আলী, জনাব ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ চন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা সবাই ছুটে গিয়েছিলেন আগ্রাবাদস্থ ব্রডকাস্টিং হাউসে। আরেকদিক থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী জনাব বেলাল মোহাম্মদ, জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, জনাব মাহবুব হাসান একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রডকাস্টিং হাউসে পৌঁছেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল ফলে সেদিন সন্ধ্যায়।

সেই কর্মীদের দল আবার একত্রে কালুরঘাট পৌঁছেন। খবর পেয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন টেকনিশিয়ান ও প্রোগ্রাম প্রডিউসার কয়েকজন।

রাত সাড়ে সাতটার দিকে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের একটি কক্ষকে স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করে জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তির নবতম হাতিয়ারের ব্যবহার।

প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে টেলিগ্রামের বাংলা ও ইংরেজী তর্জমা প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজী থেকে তর্জমা করেছিলেন ডঃ মঞ্জুলা আনোয়ার। ইংরেজীতে ঘোষণাটি পড়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিকুল ইসলাম। এই ঘোষণায় বাঙালী জাতি উদ্বুদ্ধ হয়নি শুধু- বাঙ্গালী জাতি যে স্বাধীন হবেই সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

আধ ঘণ্টার মত প্রচারকালে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ও বয়োবৃদ্ধ কবি আবদুস সালাম কথিকা পাঠ করেছেন। সেদিনের ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছেন কাজী হোসনে আরা।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত বেতার কর্মীরা অনিয়মিত হলেও অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। ৩০শে মার্চ হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা চালায়। আর তা ছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। স্যাবর বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ করে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইথারের ভাষা।

পরে বেতার কর্মীরা স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে তখন মুজিবনগরে গড়ে উঠছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের পথ ধরেই। সেদিনের অনেক কর্মী পরে সেখানে যোগ দেন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্বে থেকে সেই কয়দিন অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অনুষ্ঠান চালু রাখার।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে তখনকার অনুষ্ঠান প্রচারে জড়িত ছিলেন এ ছাড়াও প্রোগ্রাম প্রডিউসার জনাব আবদুল্লাহ-আল-ফারুক ও জনাব মোস্তফা আনোয়ার, বেতার ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আহমদ শাকের, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট জনাব রশিদুল হাসান ও জনাব আমিনুর রহমান, টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, জনাব শরফুজ্জামান ও কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ।

সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন জনাব এ, কে খানের দুই ভাইপো সেকান্দর ও হারুন।

অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন। মেকানিক শফুর। প্রথমে ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার জন্য মেকানিক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শত অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তার অদম্য প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় একদিন অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

[-দৈনিক 'পূর্বদেশ,' ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

২, বেতার-মুক্তি সংগ্রামে*

বেলাল মোহাম্মদ

এই তথ্য-নিবন্ধ নির্মাণোদ্যত হয়ে প্রথমেই যে বিবেচনা বোধ করছি, তা হচ্ছে, ইতিহাস দুই কারণে বিকৃত হতে পারে। এক, প্রণেতার স্মৃতি বিপত্তি, যার কারণ কালবিলম্ব না করে লিপিবদ্ধকরণের পরিবেশের অপ্রতুলতা। দুই, অবস্থা গতিকে না ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থে কোনো কোনো তথ্য গোপন বা অব্যক্ত আবশ্যকতা। এই শেষোক্ত কারণে অনেক সময় কোন বক্তব্য বিষয়কে বিকৃত না করলেও সীমাবদ্ধতা দিয়ে ক্ষুন্ন করতে পারে বেশ খানিকটা, অনেক কথাই স্মৃতিতে অম্লান হওয়া সত্ত্বেও সর্বমুহূর্তে প্রকাশ করা যায় না।

গোড়াতেই সবিনয়ে একটি কতা বলে রাখতে চাই, যে বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ কর্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, আমার সহকর্মীরা অনেকেই বর্তমান আছেন যারা এটি পাঠ করবেন এবং আমার ভ্রমের জন্য বা দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও উপলব্ধির বিভ্রমের জন্য তাদের কারো কাছে এখানে বর্ণিত কোনো তথ্যকে অস্বস্তিকর আপত্তিকর বিবেচিত হলে তা যেন ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির বা অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে একজন সাংবাদিক যখন কোন সংবাদ সরঞ্জাম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সংগ্রহ করেন, তখন তিনি ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে স্বয়ং জড়িত না হয়ে তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকা লিখতে গিয়ে আমরা স্বকীয় নগণ্য প্রয়াসকে ও সামগ্রিক সংগ্রামসূচী ও সংগ্রামী কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হই। এটি একটি সংগ্রামী জাতির অস্তিত্বের সংগে একটি ব্যক্তিজীবনের কর্মময়।

---

*একই শিরোনামে ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে 'বেতার বাংলা'র বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত বেলাল মোহাম্মদ-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

অস্তিত্ব রক্ষার আত্মপরিচয়মূলক সহজাত এবং নির্দোষ ঔৎসুক্য। অনুরূপ মানসিকতার প্রাবল্যে আমাদের ন'মাসকালের দেশ রণাঙ্গনের যাবতীয় কথা প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় আত্মকথা।

বর্তমান সময়ে সঙ্গত কারণেই আমরা সবাই অসম্ভব রকম জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত বলেই নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকা আকারে এতো কথা বলতে হলো।

এবার আরম্ভেরও প্রারম্ভিক হিসেবে বলতে হচ্ছে, একটা বিষয় রহস্যাবৃত থাকা পর্যন্ত তাই নিয়ে বিচিত্র বিক্ষিপ্ত জল্পনা-কল্পনারও যেমন অবকাশ আছে, তেমন অবকাশ আছে নানা রকম রটনার এবং নানা জনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ-সুবিধার।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইতিমধ্যেই একটি বহুবিতর্কিত জটিল প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে একজন নগণ্য বেতার কর্মী হিসেবে আমার সর্বসময়ের বক্তব্য হচ্ছে, স্বধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব কারুরই নেই। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বেতার বিভাগীয় কর্মীরাই আলোচ্য কেন্দ্রটি চালু করেছেন- সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক কিংবা হোক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে বা সহযোগিতায়। কেননা, বেতার মাইকের সামনে শব্দনিক্ষেপণ এবং শব্দকে ইথারে উৎক্ষেপন এই দুই কর্মই বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় কর্মীগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ২৫শে মার্চ, ৭১- এর পূর্বহ্নে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের বেতার কেন্দ্রগুলো দখলদার সরকারের সঙ্গে সত্যিকার অসহযোগিতা প্রদর্শনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল- তারই নির্দশন হচ্ছে 'রেডিও পাকিস্তান'- নাম ঘোষণাটি সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজ নিজ আঞ্চলিক নাম ঘোষণা শুরু করেছিল, যেমন, ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল বাঙালী কর্মীদের সমন্বয় সংগ্রাম কমিটি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম ৭ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার করা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৫ই মার্চ, ৭১ স্থানীয় লালদীঘির ময়দানে অভিনীত গণনাটক মমতাজউদ্দীনের রচিত 'এবারের সংগ্রাম'- এর রেকর্ড ১৭ই মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাজানো হয়েছিল। বেতার তথা সরকারী কর্মচারীদের কানে নিত্যই বাজাতো একটি বজ্রকণ্ঠের বাণীঃ বাঙালীর স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ তোমাদের করতে বলা হলে তোমরা অফিস বন্ধ করে দেবে।

ঠিক তা-ই করেছিলাম ২৬শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা। প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে যে মুহূর্তে বেতারের তখনকার প্রাদেশিক অনুষ্ঠানের সামরিক প্রশাসক প্রবর্তিত বিধানের প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে উপস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা বেতার ভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তার পরের ঘটনাগুলো অসম্ভব রকম স্বতঃস্ফূর্ত, অসম্ভব রকম বিচিত্র-বিক্ষিপ্ত। বিচিত্র কি, তখন আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও এরকম কিছু একটা ভাবতে পারেন, এখন যদি বেতারের বাঙালিদের সংগ্রামের সপক্ষে কিছু প্রচার করা যেতো।

বস্তুতঃ অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটারে বিভিন্ন পর্যায়ে একই দিনে ২৬শে মার্চ, ৭১ তিনবার স্বল্পকাল স্থায়ী তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হয়। একবার বেলা ২ টা বেজে ৭ মিনিট আর একবার সন্ধ্যা ৭ টা বেজে ৩৫ মিনিটে এবং আর একবার রাত ১০ টায়। বস্তুতঃ এই তিনটি ঘটনাই অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত- দেশে দখলদার সামরিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে যেমন সেদিন সর্বত্র গড়ে উঠেছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, এগুলোও ঠিক তেমনি।

দ্বিপ্রহরের অধিবেশনটির আমি প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতা নই। কিন্তু পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান। তিনি ও তার দলের সহকর্মীরা আমাদের কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ট্রান্সমিটার চালু করিয়েছিলেন। অধিবেশনটিতে ঘোষণা হিসেবে জনাব হান্নানের নাম ও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং জনাব হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাঁচ মিনিট ভাষণ প্রচার করেছিলেন। অধিবেশনের স্থিতিকালও ছিল ছয় থেকে সাত মিনিট।

জনাব হান্নানের প্রভাবে যেসব বেতারকর্মী/প্রকৌশলী ট্রান্সমিটার চালু করেছিলেন, তাঁর পরে আর এমুখো হননি-অধিকন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলাম।

সন্ধ্যা৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দ্বীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬ শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে। তখনই আমার মনে এসেছিল, এখন যদি কিছু একটা করা যেতো! যেটা একজন অসহযোগকারী বাঙালীর জন্যে অত্যান্ত স্বাভাবিক, আগেই বলেছি। মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম- তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে- নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু'একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করেছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব/ পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজেন প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জীপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালী সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দুজন জীপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং- এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টার্সে কমাণ্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২ টা। কমাণ্ডার আধ ঘণ্টার মধ্যে বেতার ভবনে ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বাস্ত হয়ে আমার রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী- প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জীপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেনঃ তারা কাজ করবেন, তবে এক, আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন- অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো! দ্বিতীয় শর্তে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোন মুহূর্তে কমাণ্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমারা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। পথে কলেজ রোডে পৌঁছে মমতাজউদ্দীন বললেনঃ আচ্ছা, ভালো কথা, আমরা কিন্তু কি প্রচার

করবো সেটা একটুও চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরিই আগ্রাবাদ গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান- আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস এর সামনে এসে জীপ ছেড়ে দিয়েছিলাম- গাড়ী আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার ভবনে পৌঁছেই মাহবুব হাসান কন্ট্রোল রুমের সূইচ অন করেছিলেন। এমন সময় টেলিফোন। ট্রান্সমিটার থেকে প্রকৌশলী বন্ধুরা মাহবুব হাসানকে জানিয়েছিলেন তারা অনুষ্ঠান 'এয়ার'-এ দিতে পারবেন না। কেননা ইতিমধ্যেই তারা আঞ্চলিক প্রকৌশলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি সম্মতি দেননি- কাজেই তারা ট্রান্সমিটার ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি টেলিফোন ধরলাম। বলেছিলাম আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দুই শর্তের একটি কর্যকারী হবে।

মাহাবুব হাসান আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসার নম্বরে ডায়াল করে রিসিভার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক প্রকৌশলী ঠিক এ কথাটি বলেছিলেন। বেলাল সাহেব আমাকে কেন জড়াচ্ছেন। বেতার কেন্দ্রে আমি তো দু'নম্বর। আপনি বরং নাজমুল আলম সাহেবের পারমিশন নিন। দুপুর বেলা হান্নান সাহেব জোর করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে কাজ করালেন, তার জন্য কি যে বিপদ আসে, আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।

আমি বলছিলাম- আর ডি সাহেবের বাসায় তো টেলিফোন নেই, ওর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করবো। তিনি বললেনঃ আলম সাহেব এখন আর ডি কাহহার সাহেবের বাসায়। ওখানে টেলিফোন করুন।

ঠিক সে সময় আমার খোঁজে এনায়েতবাজার থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবব্দুল্লাহ আল ফারুক বেতার ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। জনাব কাহহারের বাসায় টেলিফোন করে আমি কাসেমকে কথা বলতে দিয়েছিলাম। নাজমুল আলম সাহেব ওখানে আছেন কিনা এটাই জেনে নিতে বলেছিলাম। ওদিক থেকে এই অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাওয়া হলে কাসেম আমার কথা বলেছিলেন। স্বাভিকভাবেই রিসিভার আমার হাতে এসে গিয়েছিল।

নাজমুল আলমের সঙ্গে আলোচনা করে আবদুল কাহহার আমাকে যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে, বেতার ভবন বন্দরে নোঙ্গ করা পাকিস্তনী যুদ্ধজাহাজ 'বাবর' সোয়াত-এর শেলিং এর আওতায় যে কোন মুহূর্তে শত্রুকবলিত হতেপারে। উত্তম হবে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ক্ষুদে স্টুডিওটি ব্যবহার করা- সেটি শহর থেকে বেশ দূরে- সে এলাকার পতন শীঘ্র হবার কারণ নেই। এ ছাড়া একযোগে দুটি ঘর রক্ষা করার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি অবশ্যক। ট্রন্সমিটার ভবনটি ব্রডকাস্টিং পারপাস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে মাহবুব হাসান, আবুল কাসেম স্বন্দ্বীপ, আবব্দুল্লাহ আল ফারুক আর আমি কন্ট্রোল রুম থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম। গাড়ি বারান্দায় আমাদের একজন মহিলা ঘোষিকা- তিনি একজন ভদ্রলোককে দেখিযে বলেছিলেনঃ বেলাল ভাই, ইনি আমার চাচা ডাক্তার আনোয়ার- আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেনঃ আচ্ছা আপনারা বেতার চালু কার কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন?

আমি বলেছিলামঃ আগে চালু করার ব্যবস্থা করি, তারপর যা মুখে আসে বলবো। কথা তো সেই একটা, আমরা স্বধীন।

তিনি সাইক্লোস্টাইল করা একটি ক্ষুদ্রকার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেনঃ এটা দেখুন তো দুই বা তিন বাক্যবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পড়েই আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলেছিলামঃ ভালোই হলো এটা দিয়েই অধিবেশন শুরু করা হবে, আর এরই ভিত্তিতে প্রচার করা হবে সকল বক্তব্য।

আমি টুকরো কাগজখানা পকেটে নিয়েছিলাম। তারপরই বেরিয়ে এসেছিলাম ডাক্তার আনোয়ারকে বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রদর্শন না করে।

জেকস্-এর সামনে এসেই খেয়াল হয়েছিল আমাদের গাড়ী নেই। এখন উপায়! উদ্ধার করেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার- তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ঘোষিকা হোসনে আরা। ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেনঃ কালুরঘাট যাবেন তো আসুন আমার গাড়ীতে।

মাহবুব হাসানের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

ট্রান্সমিটার ভবনে অবস্থানরত প্রকৌশলী বন্ধুরা তো তাদের শর্ত পূরণ ছাড়া সহযোগিতা দেবেন না। দেখা যাক আঞ্চলিক প্রকৌশলীকে বাধ্য করে এখান থেকে একটা টেলিফোন করিয়ে দেয়া যায় কিনা। আমরা আগ্রাবাদ কলোনীতে আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায় গিয়েছিলাম- তিনি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে পরে চাপে পড়ে বলেছিলেনঃ আচ্ছা, আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আপনারা যান।

রাস্তায় ইতিমধ্যে কবি আবদুস সালাম আমাদের গাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। বললেনঃ নাতী বেলাল, আমাকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। আমি-এই-দেখ্-একটা কথিকা লিখছি-দু'পাতা লেখা হয়ে গেছে, এটা প্রচার করবো। তুই দেখে দিস।

মাহবুব হাসান বলেছিলেনঃ দেখুন, আর-ই সাহেব আসলে, ট্রান্সমিটারে আদৌ ফোন করবেন না। এদিকে বিনা পারমিশনে ওঁরা দুজন কাজ করবেন না। আমি বরং এক কাজ করি- আমি স্টেশন রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়েই এসে পড়বো। আপনারা এ গাড়ীতে যান।

মাহবুব হাসান আর আমাদের সংগে যোগদান করতে পারেননি- শুধু দু'দিন পরে একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন।

কালুরঘাটগামী মোটর গাড়ীতে আমরা তখন ছ'জন- হোসনে আরা, ডাক্তার আনোয়ার, কবি আবদুস সালাম, কাসেম, ফারুক ও আমি। ট্রান্সমিটার ভবনের গেটের কাছেই আমি একরকম লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পরেছিলাম। কেননা, দেখতে পেয়েছিলাম, প্রকৌশলী বন্ধু দু'জন ততোক্ষণে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠেছেন। রিকশা আগলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম-বলেছিলামঃ আর-ই সাহেব পারমিশন দিয়েছেন (?) এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও এসে পড়বেন মাহবুব হাসানের সংগে। আপনারা দয়া করে চলে যাবেন না।

ওরা বলেছিলেনঃ আর-ই সাহেবের সংগে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, তিনি বলেছেন কিছু করলে নিজের দায়িত্বে করবেন। দেখুন, আমাদের চাকরি থাকবে না।

ডাক্তার আনোয়ার সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ও শেষবাবের মতো পরম আনুকূল্য দিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছি কোনো গ্রামীণ অস্থায়ী ছাউনী থেকে কয়েকজন সশস্ত্র জোয়ানকে নিয়ে এসে সাময়িকভাবে ট্রান্সমিটারে মোতায়েন করার উপস্থিত ব্যবস্থা করেছিলেন- বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৌশলী বন্ধুদের দেয়া একটি শর্ত পূরণ করা গিয়েছিল।

কেন্দ্রের নাম ও প্রথম ঘোষণাপত্রটি আমি লিখেছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনের অফিসকক্ষে বসে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আমি 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিলঃ বেলাল সাহেব, দেরী করছেন কেন? এখন তো প্রায় সাড়ে সাতটা-যা পারেন প্রচার শুরু করুন। লোক এখন

রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছে- আটটা বাজলেই কিন্তু আকাশবাণীর খবর শুনবে সবাই। আপনাদেরটা আর কেউ শুনবে না।

আমাদের বার্তা সম্পাদক সুলতানা আলী। করেছিলাম তিনি হয়তো ইতিমধ্যে আবদুল কাহহারের কাছ থেকে আমরা কথা জেনেছিলেন। সুলতানা আলী আমাকে প্রচারযোগ্য দুএ'কটি খবরও বলে দিয়েছিলেন।

হোসেন আরাকে আমি কণ্ঠ দিতে দিইনি- কেননা একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্রে আমাদের শ্রোতা সাধারণের জন্যে একটি মহিলাকণ্ঠের ঘোষণা বেমানান ঠেকাতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। সেদিন অন্য একজন ঘোষক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন- সুলতানুল আলম। তবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম ঘোষণটি সর্বপ্রথম আমার নির্বাচনক্রমে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। কবি আবদুস সালাম কথিকা প্রচার করেছিলেন।

অধিবেশন চলাকালেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জনাব এম, এ হান্নান। তিনি তাঁর ভাষণের পূর্বাহ্নে নাম ঘোষণা করতে বলেছিলাম। আমি বলেছিলামঃ নাম ঘোষণা না করলেই ভালো হতো, কেননা আমরা শত্রুশ্রোতাদের কাছে যতোটা সম্ভব নিজেদের অবস্থানকে দুর্জ্ঞেয় রাখাত চাই-সহজে যেন ওদের বোমাবর্ষণের টার্গেট নির্ণয় করতে না পারে। রাডারের সাহায্যে ওরা ঠিকই ধরে নেবে- তবে এক-দু'দিন অন্ততঃ তা বিলম্বিত হবে।

জনাব হান্নান দ্বিপ্রহরে স্বনামে ব্রডকাস্ট করার কথা বললে আমি বলেছিলামঃ তখন কেন্দ্রের নামকরণ হয়নি এবং অনুষ্ঠান প্রচারের ধারবাহিকতা পরিকল্পনা ছিল না।

আমার উদ্দেশ্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই তার মূল্যবান ও সময়োপযোগী ভাষণ প্রচার করেছিলেন।

বেতার ভবন থেকে আমার একটি টেপ হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রেকর্ডকৃত ও প্রচলিত গণসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গীটার বাদ্য ছিল- সেই টেপটিও এই অধিবেশনে বাজানো হয়েছিল।

আনুমানিক আধঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশন শেষে বাইরে এসে আমরা ডাক্তার আনোয়ার ও তাঁর সৌজন্যে মোতায়েনকৃত জোয়ানদের কাউকে আর দেখতে পাইনি। জনাব হান্নানও তার ভাষণ প্রচারের পর চলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ডাক্তার আনোয়ারকে এরপর আর কোন দিনই বেতারকেন্দ্রে দেখতে পাইনি এবং হোসনে আরা পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

আমি, কাসেম ও ফারুক পায়ে হেঁটে রাত সাড়ে দশটায় এনায়েতবাজারে ফিরে এসেছিলাম্ পথটি ছিল ৭/৮ মাইল। (অংশ)

-দৈনিক 'আজাদী,' ২৬ মার্চ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭

---

৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্মকথা

মেসবাহ আহমেদ

.....বাংলাদেশে ২৬শে মার্চের সূর্যোদয় হল রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। ইথারে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল ‘‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’’! ঐ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে মনে হয়েছিল এ একটি অল্প বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র। তখনো জানা যায়নি কে বা কারা এই অসমসাহসী যোদ্ধা যাদের উদ্যোগে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও সুখ -দুঃখ-কান্নার কথা প্রথম বাতাসে ধ্বনিত হল। অবশ্য পরে আমরা এদের সন্ধান পেয়েছি।

শত্রুসৈন্য চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করাবার পর এই বেতার কেন্দ্রের অন্যতম বেলাল মোহাম্মদের পরিচালনায় দশজনের একটি দল চট্টগ্রাম থেকে সরে গিয়ে কালুরঘাট এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার প্রথম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করে। এই দলে ছিলেন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, শরফুজ্জামান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লা-আল-ফারুক, সুব্রত বড়ুয়া ও কাজী হাবিবউদ্দীন। কালুরঘাট পাকিস্তানী সৈন্যদের কবলে এলে পরে তাঁরা বাংলাদেশকে অন্য এক মুক্তাঞ্চল থেকে কিছুদিন অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

২৫শে মার্চ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রেও কয়েকজন বাঙালী কর্মী আটকা পড়েছিলেন। ২৮শে মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনে পুলিশ বাহিনী ও ই-পি-আর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাক ফৌজ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একদিন একরাত পর্যন্ত কয়েকজন বেতারকর্মীকে একটি স্টুডিও মধ্যে আটকে রাখা হয়।

মুক্তাঞ্চল থেকে স্বাধীনতার অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন নির্ভীক কর্মী জীবন বিপন্ন করে বেরিয়ে পড়েন বেতার ভবন থেকে। এই দলে ছিলেন অনুষ্ঠান সংগঠক মেসবাহ আহমেদ, অনুষ্ঠান সংগঠক আতাউর রহমান, অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম, অনুষ্ঠান প্রযোজক শাহজালাল ফারুক এবং বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন।

রাজশাহী বেতারের এই কর্মীদল ২রা মে মুজিবনগরে পৌঁছান। দু’চারদিন পরের কথা। তখন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক শামছুল হুদা চৌধুরী এসে গেছেন। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আরো উৎসাহ পেলাম।

ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার এবং জামিল চৌধুরী, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, বিশিষ্ট সাংবাদিক এম, আর, আখতার এবং চিত্রাভিনেতা হাসান ইমাম ও তখন মুজিবনগনে। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং শেখ সাহেবের প্রেস সেক্রেটারী আমিনুল হক বাদশার সংগেও দেখা হল।

আমরা সকলে মান্নান সাহবের সংগে দেখা করলাম

পর পর কয়েকদিন আলোচনা হল। মান্নান সাহেবের পরিচালনায় উচ্চ বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারযোগে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের কয়েকটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

ইতিমধ্যে ট্রান্সমিটার সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গেছে। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেনার জন্য ১৪ই মে মান্নান সাহেব আমাদের শ’ দুই টাকা দিয়েছিলেন।

আমি, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক এম, এ মোহাইমেন এম-পি-এ ঐদিনই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করি।

দু-তিনদিন ধরে আমরা প্রপোজল রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট ফরম, আর্টিস্ট রেজিস্টার ইত্যাদি তৈরি করি। এবস কাজে অনু ইসলাম আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেণ, যদিও তিনি তখন 'জয়বাংলা' পত্রিকায় কাজ করতেন।

এগিয়ে এল চরম মুহূর্ত। মান্নান সাহেবের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ কিলোয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঢাকা বেতারের সেই নির্ভীক 'তিন কর্মী' আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান এবং টি, এইচ শিকদার মুজিবনগরে এসে পৌঁছেন। তারা এসেই এম-এন-এ তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং আমিনুল হক বাদশার সংগে দেখা করেন। তাদের সংগে ঢাকা থেকে আনীত কিছু মূল্যবান গানের টেপও ছিল।

২৫শে মে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশের বেতারকর্মীদের জবিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিনই বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও দুঃখ-কান্নার শব্দ ধ্বনিত হয় বাতাসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে বাংলাদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বেতার প্রচারে শুরু হল।

কয়েকদিন আবাসিক বাড়ীর সীমাবদ্ধ পরিবেশে ছোট একটি ঘরকে স্টুডিও করে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। প্রথম কিছুদিন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার নিদারুণ অসুবিধার মধ্যেও অনুষ্ঠান প্রচার করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা সে সমস্ত অসুবিধা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলাম। স্টুডিও অভাব, পর্যাপ্ত রেকর্ডিং সুবিধার অভাব এবং শিল্পী-সাহিত্যেকের ও কথকের অভাবের মধ্যে প্রথম দু'তিন মাস যে কি কষ্টে আমরা অনুষ্ঠান চালিয়েছি তা আজ লিখে শেষ করা যাবে না। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের সেই দশজনের দলটিও এসে কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রথম দিকের ঝক্কি খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পর অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমগ্র দায়িত্ব ছিল তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এম-এন-এ আবদুল মান্নানের উপর ন্যস্ত।

কিছুদিনের জন্য সেক্রেটারী পর্যায়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব আবদুস সামাদও অনষ্ঠান সম্পর্কে আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভেতর অনুষ্ঠান সংগঠন এবং কেন্দ্রের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন আমাদের সিনিয়র পোগ্রাম অর্গানাইজার শামসুল হুদা চৌধুরী।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন আশফাকুর রহমান।

পরবর্তীকালে তথ্য ও বেতার সচিব হিসেবে আনোয়ারুল হক খান আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগে নিয়মিত কর্মী হিসাবে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হলেনঃ শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান, মেসবাহ আহমেদ, বেলাল মোহাম্মদ, তাহের সুলতানা, টি এইচ সিকদার, মোস্তফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল্লা-আল-ফারুক, শহীদুল ইসলাম, শামসুদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুর কাদের (বাবুল আখতার), আবু ইউনুস প্রমুখ কর্মী।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেছেন আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, মইনুল হক, প্রণব রায়, মোহাম্মদ মহসিন ও শরফুজ্জামান।

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সংবাদ বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে তারা হচ্ছেন কামাল লোহানী, মোহাম্মদ মামুন, সুব্রত বড়ুয়া, মৃণালকৃষ্ণ রায়, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, নূরুল ইসলাম সরকার, আলী রেজা চৌধুরী, পারভীন হোসেন, জাহেদ সিদ্দিকী, শহীদুল হক ও জারিন আহমেদ।

ড্রামা প্রডিউসার ছিলেন রণেন কুশারী ও হাসান ইমাম। ইংরেজী অনুষ্ঠান প্রচারে ছিলেন আলমগীর কবীর ও আলী যাকের।

যেসব শিল্পী, সাহিত্যক ও বুদ্ধিজীবী অনুষ্ঠান সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, তাদের মধ্যে ডক্টর এ, আর, মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, ডক্টর আনিসুজ্জামান, শওকত ওসমান, গাজীউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সিকান্দার আবু জাফর, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, কল্যাণ মিত্র, নারায়ণ ঘোষ, সুভাষ দত্ত, জহির রায়হান, সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বুলবন ওসমান, আসাদ চৌধুরী, আনু ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, রাজু আহমেদ, নূরন্নাহার মযহার, আইভি রহমান, উম্মে কুলসুম, জিল্লুর রহমান, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্প আবদুল জব্বার, অজিত রায়, রথীন রায়, কল্যাণী ঘোষ, আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, রফিকুল আলম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মী বলে নয়, একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে বলতে পারি, এই কেন্দ্র থেকে গত নয় মাসে প্রচারিত প্রায় সব অনুষ্ঠানই উন্নতমানের হয়েছে। বিশেষ করে ‘চরমপত্র’, ‘অগ্নিশিখা,’ ‘জল্লাদের দরবার’, ‘পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে’, ‘পুতুলনাচের খেল’ অনুষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশিষ্ট সাংবাদিক এম আর আখাতার ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের লেখক ও প্রচারক। ‘জল্লাদের দরবার’ লিখতেন প্রখ্যাত নাট্যকার কল্যাণ মিত্র। জল্লাদ, দুর্মুখ, নবাবজাদা, টিটিয়া খান, পিয়জী খান, গর্ভণর এবং বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করতেন যথাক্রমে চিত্রাভিনেতা রাজু আহমেদ, চিত্র পরিচালক নারায়ণ ঘোষ, প্রসেনজিৎ আজমল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতিখার, জহিরুল হক ও বুলবুল মহলানবীশ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন আশরাফুল আলম। ‘ইসলামের দৃষ্টিতে’ অনুষ্ঠান প্রচার করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যক সৈয়দ আলী আহসান আমাদের অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

‘পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে’ এবং ‘পুতুলনাচের খেল’ লিখতেন যথাক্রমে ফয়েজ আহমদ ও আবদুল গাফফার চৌধুরী।

গণসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গানের সুর সংযোজনা এবং কণ্ঠদানে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করেত হয়। তাঁরা হচ্ছেন- তাহের সুলতান, সমর দাশ, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, মান্না হক, কল্যাণী ঘোষ, সুজেয় শ্যাম, অজিত রায়, রফিকুল আলম, অনুপ ভূট্টাচার্য, হরলাল রায়, রথীন রায়, প্রমুখ শিল্পী।
(অংশ)

-‘জয়বাংলা/বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে শামসুল হুদা চৌধুরীর ‘একাত্তরের রণাঙ্গন’ গ্রন্থে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সাভার কার্যবিবরণী	‘বেতার বাংলা’ ডিসেম্বর, ১৯৭৮	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

MINUTES OF MEETING ON CO-ORDINATION ON PROPAGANDA AND PUBLICITY EFFORTS IN SUPPORTS OF WAR ACTIVITY HELD ON 10-10-1971

Members Present :

1. A. Samad, Secretary, Ministry of Defense.
2. Dr. B. Hossain, Adviser.
3. Mr. Alamgir Kabir.
4. Mr. Shamsul Huda Chowdhury.
5. Mr. Kamal Lohani.
6. Mr. A. Rahman.
7. Mr. B. Mahmood.

Progress of action on decisions taken in last meeting was discussed. Members from Radio Bangladesh assured that they are working on lines already decided upon and significant improvement will be noticeable from 15-10-71 onwards.

There was further discussion on measures which will contribute to improve the Radio Programme.

DECISIONS :

1. An office will be immediately set-up in the Radio Building and all Staff work done there.

2. The method of news composition will be changed and text will be the same for English. Bengali and Urdu Bulletins. In view of pressure of work Mr. A. Kabu will compose the night bulletin and Mr. K. Lohani will compose the morning and afternoon bulletins.

3. The Radio will be immediately provided with a type-writing machine, two portable tape recorders and one Cassette tape recorder.

4. The Staff of the outside broadcast section will go out frequently to the field I h will be given T.A. as no conveyance can be arranged at present.

5. Dependence on patriotic songs should be reduced and in its place martial songs and music should be introduced.

6. Arrangement for bringing the microphone from Agartala should be immediately made.

7. Security checking will be made rigid from 15.10.71. In the meantime I.D. Cards should be issued where necessary.

8. Payments for script-writers and talkers should be regular.

9. The panel of Talents should be finalized immediately in consultation with Mr. A. Mannan, MNA-in-charge.

10. Programme shall be drawn up for 7 days at a time sufficiently in advance (at least 4 days). The responsibility of filling in the Programme shall lie with the respective Programme organizer/Section heads.

11. Arrangement shall be made by Secretary, Information for getting Pak Newspapers for the counter-propaganda section.

Sd/-A. Samad
Secretary
Ministry of Defense.

Memo No. D-003/76(8)

Dated 18-1071

1) Copy forwarded to Mr. M.A. Mannan, MNA-in-charge, Information & Broadcasting for information.

2) Mr. Shamsul Huda Chowdhury, Swadhin Bangla Betar Kendra for information.

Secretary.

নির্ঘণ্ট

অ
অগ্নিশিখা (মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান) ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৪০-৩৪৭, ৫২৭
অগ্রগামী মুক্তিবাহিনী (কথিত) ২২২-২২৫
অন্বিষ্ট রাজ্যঃ আমার বাংলা (কবিতা) ৩৩৮
অনুপ ৫১৪
অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল (কবিতা) ৩৩৫-৩৩৬
অভিজ্ঞতার আলোকে ১৩৯-১৪৩
অভিযোগ (কথিকা) ১৮৫-১৮৭
অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্মরণে (কথিকা) ২৩০-২৩২
অরূপ-৫১৩
অর্থনৈতিক পুর্নগঠন (প্রস্তাব) ২১৮-২২৩, ২৪৯-২৫০
অর্পণ (নেপালের পত্রিকা) ১৩৪-১৩৫
অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জ আমি (কবিতা) ৩১৬
অসহযোগ আন্দোলন (১৯৭০), ১৩৮-১৩৯, ১৫৪
অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশন ২২৯

আ
আইখম্যান ৩৩৫
আইরিশ টাইমস(ডাবলিন থেকে প্রকাশিত)
আওয়ামী লীগ ৬, ৫৬, ৫৭-৫৮, ৬৩, ১০০, ১১১, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১৩০-১৩২, ১৩৮-৩৯, ১৪৪-১৪৫, ১৪৭-১৪৮, ১৪৯-১৫০, ১৬৬, ১৭৫-১৭৭, ১৯৩-৯৪, ২০৫, ২০৭, ২৫৩-৫৫, ৫১৯, ৫২১, ৫২৫
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৩৬-১৩৭
আকবর-আল-কুয়েত (কুয়েতের পত্রিকা) ১৩৪-১৩৫, ১৯৩--১৯৪
আকন্দ, লাকী ৫১৫
আখতার, এম, আর ১৯, ২১, ৩১, ৩৯, ১৮৭-৮৯, ৫২৫, ৫২৭
আকসাস (তুরস্কের পত্রিকা) ১৩৪-৩৫, ১৯৩-৯৪,
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১০৪, ১৪৫, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭
আঙ্গুর, মফিজ (সঙ্গীত শিল্পী) ৫১৪
আজকের বাংলায় (কথিকা) ৩০০, ৩০৩
আজাদ (লাহোরের উর্দু দৈনিক) ১১৬-১৭
আজাদ, রফিক ১৫২
আজাদ হিন্দু ফৌজ ১৩৮
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ৫৪, ১৮১-৮৪, ১৯২-৯৩, ২৫০-৫৪, ২৭৯
আনসার ২৪, ৯১, ১৫৪-৫৫, ১৮৭, ২৫৫-৫৬
আনিসুজ্জামন (ডঃ) ২৩০-৩২,৫২৭
আনোয়ার ২৪৮
আনোয়ার, মঞ্জুলা (ডাঃ) ৫১৯
আনোয়ার, মোস্তফা ১৩-১৪, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ৫১৯,৫২৩, ৫২৭
আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি ৭১, ১২২
আদমজী ১৩৮-৩৯
আবদুল্লা-আল-ফারুক ৫১৯, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫,৫২৭
আবার দেখবো (কবিতা) ৩১২
আবেদীন, আনোয়ারুল ৩০০-৩০৩
আবেদীন, জয়নাল (শিল্পাচার্য) ১৫২
আবু জাফর, মোহাম্মদ ১০০, ১৬৬-৭২, ২০৭-১০
আবু জাফর, সিকান্দার ১৮৫-৮৭, ৪০৬-০৭, ৫২৭
আব্বাস উদ্দিন (সঙ্গীত শিল্পী) ১৬৮-৬৯
আফগান মিল্লাত (আফগানিস্তানের দৈনিক পত্রিকা) ১৯৩-৯৪
আমরা গেরিলা ২৩, ২৪, ২৮,

আমরা তাদের ভাতে মরাবো (কথিকা) ২০৬-০৮
আমার প্রতিদিনের শব্দ (কবিতা) ৩১৩-৩১৪
আমার স্বর্গের নামে (কবিতা) ৩৩০-৩১
আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা (কথিকা) ১৯৯-২০১
আমিন (শহীদ) ১৭২-১৭৩
আমীন, নূরুল ১১৬-১৭, ১৩৭, ২২৪, ২৮৯-৯০
আমীর আলী ১৩৮-৩৯
আমীরুদ্দীন (এ্যাডভোকেট) ২৪৮
আমেরিকান ভূমিকা ১৭২-৭৪
আরউইন, জন ৭১
আরথার, ম্যাক (মার্কিন জেনারেল) ১৭২-৭৩
আলগেমাইনে জাইটিং (জার্মান পত্রিকা) ১৯০-৯১
আল-তাউরা (সিরিয়ার পত্রিকা) ১৩৫-৩৬, ১৯২
আলবেয়র, কামু ১৫১
আল মুজাহিদী ৪১৫-১৭
আল সাব (লেবাননের দৈনিক পত্রিকা) ৬৫
আল-সাহাফা (সুদানের দৈনিক) ১৯৩
আলম, আশরাফুল ২১, ২২, ৪০, ১৭৮-১৮১, ৫০৩-০৬, ৫১৪, ৫২৬, ৫২৭,
আলম, ইফতেখারুল ৩৪৮-৩৭০
আলম, জাহাঙ্গীর ২১০-১২
আলম, নূরে ১৭
আলম, রফিকুল ৫১৪, ৫২৭
আলম, সুলতানুল ৫২৪
আলমারকিউরিও (চিলির পত্রিকা) ১৩৪-৩৫
আলী, ইশাক ৬৪
আলী, জাকের ১৯,৫২৭
আলী, মনসুর ২০
আলী, মাহমুদ ১১৬,১৩৭, ২২৪, ২৮৯-৯০
আলী, মোহাম্মদ (বগুরা) ২৫০-৫১
আলী, রাও ফরমান (লেঃ জেঃ) ১২১-২২, ১৮৮, ৫১৭
আলী, সুলতান ৫২৪
আলী, সৈয়দ আনোয়ার (ডাঃ) ৫১৮,
আলী, হযরত ২১৪
আলী, হাফেজ ২২৪-২৬
আলী, অ্যার্লা (কর্ণেল) ৭১
আসসালাফি যুব আন্দোলন (ইয়েমেন) ৫৭-৫৮
আসাদ ২৪৮
আসাহি শিমবুন (জাপানের পত্রিকা) ৫৭
আহমদ, এম, এম ৫৪, ৫৫, ৮৯, ১৯০-৯১
আহমদ, জরিন ৫১২,৫১৩, ৫২৭
আহমদ, তাজউদ্দিন ৪১, ৬৫, ১৬৬, ১৬৯-৭০, ১৭৩, ৩৭৮
আহমদ, নাদিম ১৭৫-৭৭
আহমদ, ফরিদ ২৮৯-৯০
আহমদ, ফয়েজ ১৪৬-১৫১, ১৭০-৭১, ৫২৭
আহমদ, সালেহ ১৯,২০
আহমদ, হাবিবউদ্দিন ৫১৯
আহমেদ, ইলিয়াস ২৮, ২০৬-২০৮, ২৩৩-৩৫
আহমেদ, বদরুন্নেসা (এম, এন, এ) ১৩২-৩৪
আহমেদ, মেসবাহ ২৮৮-৯১, ৩০৩-৩০৬, ৫০৮-০৯, ৫২৫-২৭
আহমেদ, রাজু ৩৪৮-৩৭০, ৫২৭
আহমেদ, শামসুদ্দিন ৫২৭
আহম্মদ, মনজুর ৫১৩
আহসান (এডমিরাল) ১৩৮-৩৯
আহসান, সৈয়দ আলী ১৮, ১৯, ২৮১-৮২, ৩১৩-১৪, ৫২৭,
আয়ুব-বিরোধী গণবিপ্লবী(১৯৬৯), ১৭৬-৭৭, ২৪৮

ই

ই,পি,আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) ১, ৪, ৬-৭,৯, ২৪, ৯১, ১২৩, ১৩৬-৩৭, ১৩৯-৪৩, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ২০২, ২১৬-১৭, ২৫৫-৫৬
ইউথ ইউনিয়ন (সুদান) ৫৭-৫৮
ইউনুস, আবু ৫২৭

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টান্যাশনাল ৪০
ইকবাল, ফারুক ২৪৮
ইজভেস্তিয়া (সোভিয়েত পত্রিকা) ২৬৫-৬৬
ইবলিশের মুখোশ (কথিকা) ৫০৮-০৯
ইফতিখার, ফিরোজ ৫২৭
ইভান্স, ফ্রেড ৮১-৮২
ইমাম, হাসান ৫২৫, ৫২৭
ইমাম হোসেন ২৮৮-৮৯
ইরাকী বিপ্লব (১৯৫৮), ১৬৪-৬৫
ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস ১, ৯১
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১৩২, ১৩৬-৩৭, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ১৮৭, ২৫৫-৫৬
ইসমত আরা ৬৪
ইসলাম, অনু ৩২৫, ৫২৫, ৫২৭
ইসলাম, আশিকুল ৫১৯
ইসলাম, কাজী নজরুল (বিদ্রোহী কবি) ১৫, ৪০, ৪২-৪৩
ইসলাম, মযহারুল (ডা.) ১৭, ৩৯, ৮৬-৯০, ১০১-১০৩, ২৪৩-৪৪, ৩৩০-৩১, ৫২৭
ইসলাম, শহিদুল ১৭, ২৬, ৩১, ২২৯-৩০, ৪০৮, ৫২৬, ৫২৭
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ২৮, ৪০-৪১, ১৬৬
ইসলাম ও পাকিস্তানের রাজনীতি (কথিকা) ১৭
ইসলামের দৃষ্টিতে (কথিকা) ১৯, ২৮১-৮২, ৫২৭
ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ (কথিকা) ২৮১-৮৫
ইয়র্কশায়ার পোস্ট ৭২
ইয়াজিদ ৫৪, ২৮০, ২৮৮-৮৯
ইয়াহিয়া জবাব দাও (কথিকা) ২৪, ২৩১-৩৩
ইয়াহিয়া--ভুট্টো বৈঠক ১৭৯-৮০
ঈ
ঈশা খান ৪০৪-০৫
উ
উইলিয়াম, ডব্লিউ, টি ৭২-৭৩
উকিল, আবদুল মালেক (এম-এন-এ) ১৩৬-৪০
উড, রিচার্ড (বৃটিশ মন্ত্রী) ১৬১-৬২
উডনিক, জেবি (হল্যান্ডের মন্ত্রী) ৬২
উতশান মালয়েশিয়া (মালয়েশিয়া দৈনিক) ১৯২
উ থাণ্ট ৪১, ৪২-৪৩, ৬০, ৭২, ৭৩, ৭৮-৭৯, ১১৩-১৪, ১১৫, ১৮৮-৮৯
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ১৭৪-৭৫, ২০২,২৫৩
উপনির্বাচন (পুনঃনির্বাচন) ১১১-১২, ১১৬-১৭, ১৪৬-৪৮, ১৪৯-৫১
উম্মে কুলসুম ৩৪০-৪৭, ৫২৭
উলানুকী (সোভিয়েত লেখক) ১৬০-৬১
ঋ
ঋণ সালিসী বোর্ড- ১৬৩-৬৪
এ
এ সত্য রুধিবে কে? (জীবন্তিকা) ৩৭৫-৩৮০
এক ইউনিট প্রথা ২৫২
একটি উর্দু কথিকা (উর্দু অনুষ্ঠান) ২৭৯-৮০
একতা (পত্রিকা) ২০৫-০৬
এক্সপ্রেস ২০৫-০৬
একুশ দফা ৮৮
এখন অনেক কাজ (কথিকা) ২২৪-২৬
এগারো (১১) দফা কর্মসূচী ১৩১-১৭৬, ২৪৮
এডিনি, মার্টিন (মিঃ) ২২৯
ও
ওসমান, বুলবন ৩০৭-০৯
ওসমান, শওকত ২৪, ২০০-০৩, ২৩১-৩৩, ৫২৭
ওসমানী (কর্নেল) ১৮৫
ওয়াজিউল্লা (২৪৮
ওয়ার অন ওয়ান্ট ৪৫
ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস ৭৩
ওয়াশিংটন পোস্ট ৬১-৬২, ৬৮, ৭৩
ওয়াশিংটন স্টার ৭৩
ক
কনার (মিঃ ২২৯
কবির, আলমীর ২০, ২১, ৪৪২, ৪৫০, ৫২৭
কম্পরাম ২৪৮
কমাণ্ডার (কবিতা) ৩১৭-১৯

করিম, রেজাউল ৫২৫, ৫২৭
কয়েকটি ছবি - একটি ইতিহাস (কথিকা) ২১০-১২
কাঠগড়ার আসামী ১৫৩-৫৪
কাদের, মঞ্জুর ২২,৫২৭
কাদের, যহুর ৫২৬
কাদরী, শহীদ ১৫২
কামাল মাহবুব (মাহবুব তালুকদারের ছদ্মনাম) ১২৩-৩০, ১৯৩-৯৭
কাসেম ২৮৮, ২৮৯-৯১
কাহহার, আবদুল ৫২৪
কায়কোবাদ ১০৬
ক্লিফটন, টনি ৬৪-৬৫
ক্রীশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর ৭৩, ১৪৪
কুদুরিয়াভেৎসেভ, ভি ৮৪
কুশারী, রণেন ৫২৭
কে আমাদের রুখবে? (জীবন্তিকা) ৩৭৯-৮২
কেনেডি, এডওয়ার্ড ৫৪, ৬০, ৭২, ৭৩ , ৭৪, ১০৮-০৯, ১৬০-৬১, ১৭৪
কেনেডি, জন এফ ৭৩
কোন এক নিবেদিতাকে (কবিতা) ৩২৩-২৪
কোরায়শী, সামী ৫০৩
কেসিগিন, আলেক্সী ৭৭,৮২, ১৩৫-৩৬
কোহিস্তান (লাহোরের উর্দু দৈনিক) ১১৬-১৭
ক্রাশ বেঙ্গলী প্রোগ্রাম ১১৮-১৯

খ

খসরু ২২৫
খাঁ, সুলতান মোহাম্মদ ৫০৯
খান, আবদুল কাইয়ুম ২২৪, ২৫৪, ২৫৬, ২৯৩
খান, আবদুল গফফার খান ৭৫, ২৭৯
খান, আবদুল মোমেন ১০৫, ১০৬, ২৫০-৫১, ২৫৬
খান আসগর (এয়ার মার্শাল) ৭৪
খান এ, কে ৫১৯
খান, ওয়ালী ৭৫-৭৬, ১৯৩-৯৪
খান, টিক্কা ২, ৫, ৯, ১০, ৫৬, ৬৪, ৮৯, ১৩০, ১৩৮-৩৯, ১৪৪-৪৫, ১৫৩-৫৫, ২০৩, ২২৯, ২৫৫-৫৬, ২৭৯, ২৯৩, ৪১৭-১৮, ৫১৭, ৫১৮-১৯,
খান, তোয়াব ১৬১-৬৬, ৫২৭
খান, মুহাম্মদ আইউব ১০৪, ১১১, ১২২, ১৪৪, ৪৫, ১৪৯-৫০, ১৬৩, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭, ১৮৩, ২২৭-২৮, ২৩০-৩১, ২৪৮, ২৫০-৫১, ২৫৩, ২৫৪
খান, মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ৪, ২৪, ২৮, ৪২, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৭-৫৮, ৫৮-৫৯, ৬০, ৬১, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১২-১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৬-১৭, ১১৭-১৯, ১১৯-২০, ১২১, ১২৫-২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫-৩৬, ১৩৭, ১৩৮-৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪২-৪৩, ১৪৩-৪৭, ১৪৭-৪৮, ১৪৮-৫১, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭-৫৮, ১৫৮, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৩-১৬৪, ১৬৮-৬৯, ১৬৯-৭০, ১৭২-৭৩, ১৭৩, ১৭৫-৭৬, ১৭৬ -৭৭, ১৭৯-৮০, ১৮৫-৮৬, ১৮৮, ১৮৮-৮৯, ১৯০-৯১, ১৯২, ১৯৩-৯৪, ১৯৬-৯৭, ২০৩, ২০৭-০৮, ২২৭-২৮, ২২৯, ২২৯, ২৩০-৩১, ২৩১-৩৩, ২৩৩-৩৪, ২৪২, ২৪২-৪৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৫-৫৬, ২৫৬, ৩৬৫-৬৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৩-৮৪, ২৮৮-৮৯, ২৮৯-৯০, ৩৩৬, ৩৪০-৪৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪১৭-১৮, ৪১৮-১৯, ৪২০, ৫০৫, ৫০৯, ৫১০, ৫১৭
খান, লিয়াকত আলী, ২০১-০২, ২৫০, ২৫৬,
খান, সদরুদ্দীন আগা, ৬০
খান, সর্দার আমানুল্লাহ ২৩৩
খান, সবুর ২৫০-৫১
খান, সিরাজউদ্দিন হেসেন ২৪৭-৪৮
খাপরা জেলা ওয়ার্ড ঘটনা ২৪৮
খায়েরুদ্দিন, খাজা ২৮৯-৯০
খোকন, (শহীদ) ৯৯
খোন্দকার মোশতাক ৭১

খোন্দকার মেহের ২২, ১৯৯-২০১
গ
গওহর, নঈম ৪১১
গণশক্তি (পত্রিকা) ২০৫-০৬
গণহত্যা ৬৪, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৯-৯০, ১১০-১১১, ১২৫-২৭, ১৩০-৩১, ১৩৩-৩৫, ১৫৫-৫৬
গ্রামবাংলা (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান) ৩৯২-৪০১
গান্ধারা ১৩৮-৩৯
গান্ধী, ইন্দিরা ৫, ১১৯-২০, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬১
গার্ডিয়ান (লণ্ডনের পত্রিকা) ১২১, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ২২৯
গুণ নির্মলেন্দু ২৪৯-৫০, ৫২৭
গুণ, বাসনা ২৪৪-৪৬
গুণবর্ধন (সিংহলের পার্লমেন্ট সদস্য) ২৬৬
গুহ ঠাকুরতা, জ্যোতির্ময় (অধ্যাপক) ১৮৫
গোখলে ৮৬-৮৭
গোলাম, মহম্মদ ৮৮, ১৪৩, ১৪৪-৪৫, ১৭৬, ২২৭-২৮, ২৫০-৫১, ২৫৬
গোয়েবলস ১৬২, ১৬৩, ২২৯
গ্যালাঘার, কর্নেলিয়াস ৫৭-৫৮, ৬৪,৭৮
ঘ
ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল (কথিকা) ২৭২-৭৪
ঘোষ, কল্যাণী ৫২৭
ঘোষ, যোগেশ ১৮৫
ঘোষ, নারায়ণ (মিতা) ৩৪৮-৭০, ৫২৭

চ
চট্টোপাধ্যায়, মাধুরী ৫২৭
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি ১৫৩
চরমপত্র ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ১২৭-২৮, ১৮৭-৮৯, ৫২৭
চাঁদ সুলতানা ১৯৯-২০০
চার দাবী ৫৬,
চিকাগো ট্রিবিউন ১৩৪-৩৫
চি পেং (চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ১৫৮-৫৯
চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ৮৭, ১৪৩
চুন্দ্রিগর, আই, আই ২৫০-৫১
চেঙ্গিস খান ২৮০
চেনা কণ্ঠ ৮৭, ৮৯, ৯০
চেম্বারলিন ৫১১
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড ৪১
চৌধুরী, আবু সাঈদ ১১৫-১৬
চৌধুরী, আবদুল গাফফার ১৪২-৪৭, ১৫৫-৫৮, ২২৭-২৯, ২৬৪-৬৬, ২৮৮-৯১, ৫২৭, ৫২৭
চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক ২৭, ২৪০-৪৩
চৌধুরী, আলী রেজা ১৯, ২২, ৫২৬, ৫২৭
চৌধুরী, আলীম (ডাঃ) ২৪৭-৪৮, ২৪৮
চৌধুরী, আসাদ ৩২০-২২, ৫০৬-০৮, ৫২৭
চৌধুরী, এম এম (পুলিশ প্রধান) ১২২
চৌধুরী, জামিল ২২৫
চৌধুরী, নাসিম ২১৮-২১, ৩১৭-১৯, ৫২৭
চৌধুরী, প্রণব ৩৩৮, ৫২৭
চৌধুরী, মতিন আহমদ ২৫৭-৬৪
চৌধুরী, মিজানুর রহমান ৩৩২-৩৪
চৌধুরী, মুনির (শহীদ) ২৪৭-৪৮, ২৪৮
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ২৫০-৫১, ২৫৬
চৌধুরী, রেজাউল করিম ৫১৯
চৌধুরী, শামসুল হুদা ৪২০-২১, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৭
চৌধুরী,, শামীম ২৬, ২৮, ১৯৮-৯৯
চৌধুরী, সলিল ৪০৩-০৫
চৌধুরী, হামিদুল হক ২৮৯-৯০
ছ
ছয় দফা দাবী ১০৪, ১৪৪-৪৫, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭, ১৯৮, ২১৩, ২০৯, ২৪৮, ২৫৪
জ
জনতা (পত্রিকা) ২০৫
জনতার আদালত (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান) ৩৮৯-৯২
জনতার সংগ্রাম (কথিক) ১৫৪-৫৫, ১৮৩-৮৫
জনস্টোন, রাসেল ১৩৪

জব্বার (শহীদ) ১০৫, ২৪৮
জব্বার, আবদুল ৫১২, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭
জমহুরিয়াত (তুরস্কের দৈনিক) ১৯২
জমিদার ১৩-১৪
জলি, জাহানূর ৩৮
জলিল, আবদুল ১৬৭-৬৮
জল্লাদের দরবার (রূপক নাটক) ২১, ২৭, ২৭, ৩৪৮-৭০, ৫২৭
জয় বাংলা (পত্রিকা- ৩০, ১৬৭, ১৬৮-৬৯, ৫২৬, ৫২৭
জসীমুদ্দীন (কবি) ১০৫, ১৯৪-৯৫
জাইচেক (ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পীকার) ৫৫
জাকার্তা (ইন্দোনেশীয়ার পত্রিকা) ১৩৪-৩৫,
জাকার্তা টাইমস ৭৩
জাগরণী (দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান) ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৬, ২৭
জাগৃতি (দেশাত্মবোধক গান) ১৭
জাফর, মোহাম্মদ আবু ৩৭৫-৮০, ৫১০-১১
জাফর সাদেক (মোহাম্মদ আবু জাফরের ছদ্মনাম) ১০০, ১৬৬-৭২, ২০৭-১০
জামাতে ইসলাম ২০২, ২৫৪, ২৫৫
জামিল শারাফি (রণেশ দাশগুপ্তের ছদ্মনাম) ৯১-৯৩
জামিলা বোখারিদ ১৯৯-২০০
জিন্নাহ, মুহাম্মদ আলী ১০৬, ২২৫
জীবনানন্দ (কবি) ১৫২, ১৯৬-৯৭, ৩৩৩, ৪১৫-১৬
জেনকিনস, লোরেন ৭১
জেবুন্নাহার আইভি ১৯৭-৯৯, ২১২-১৪
জেসেল টোবি ৬৩
জেহাদী, মোঃ মুজি বুর রহমান ২৭

ঝ

ঝিলামের চার ভাই (কথিকা) ২৩৩-৩৫

ট

টলস্টয় (সোভিয়েট উপন্যাসিক) ১৫১
টাইগারম্যান (বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি) ৮০-৮১
টাইম ম্যাগাজিন ১০৯
টিক্কা খানের বীভৎস রক্তস্নান (সংবাদ শিরোনাম) ৬৪
টিটো (যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট) ৮২
টুডো (কানাডার প্রধান মন্ত্রী) ৭২
দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান (সংবাদ শিরোনাম) ৬৪

ঠ

ঠাকুর, তাহের উদ্দীন ৫২৬

ড

ডন (করাচীর পত্রিকা) ৫৫, ১১৬-১১৭
ডর্ফম্যান, রবার্ট ১৩৪-৩৫
ডগেনস নিহিতের (সুইডিশ দৈনিক) ৬৯
ডেমোক্রাটিস ইউথ ইউনিয়ন (ইরাক) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন (লেবানন) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব ইউথ (সিরিয়া) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক পার্টি (যুক্তরাষ্ট্র) ১৭৪
ডেলী জাপান টাইমস ৫৭
দি ডেলী জুনাইদিন (তুরস্কের পত্রিকা) ৫৭
ডেলী টেলিগ্রাফ (লণ্ডনের পত্রিকা) ১০৯, ১১১, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ১৬৩-৬৪
ডেলী মিরর (লণ্ডনের পত্রিকা) ৬৫
ডেলী মেইল (লণ্ডনের পত্রিকা ১৩৪-৩৫
ড্যাণ্টন (ফরাসী বিপ্লবের নেতা) ১৫৫

ঢ

ঢাকা বেতার ১০৭

ত

তথাকথিত পাকিস্তান বেতার, ঢাকা (আলোচনা) ৫০৩-০৬,
তালুকদার, মাহবুব ১২৩-৩০, ১৯৩-৯৭
তীতুমীর ১৪৩, ১০৪-০৫
তেহরান জার্নাল (তেহরানের ইংরেজী দৈনিক) ১১২-১৪

তুগলক ১০৭
থ
থিওডোরাকিস, মিকিস (সঙ্গীতজ্ঞ) ১৫১
দ
দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম (কথিকা) ২৫৭-৬৪
দত্ত, ধীরেন্দ্র ১৮৫
দত্ত, সুভাষ ৫২৭
দর্পণ (বাংলা কথিকা) ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ১৫০-৫৮, ১৭৮-৮৯
দাউদ ১৩৮-৩৯
দাবানল (পত্রিকা) ১৬৭-৬৮
দাশ, সময় ৪১২, ৫২৭
দাশগুপ্ত, রণেশ ১৯, ৯১-৯৩, ১৫৪-৫৫, ৫২৭
দাস, ডেভিড ২৮৫-৮৭
দাস, দিলীপ চন্দ্র ৫১৮
দিন এলো (কবিতা) ৩৩৯
দ্বিজাতিতত্ত্ব ১৩৮-৩৯, ১৮৭
দুর্জয় বাংলা (কথিকা) ২৬৯-৭১
দুর্জয় বাংলা (সঙ্গীতানুষ্ঠান) ২২, ২৩
দৃষ্টিকোণ (কথিকা) ১৭২-৭৬
দৃষ্টিপাত ২০, ২১, ৮৬-১০৩
দে, অনিল চন্দ্র ৫১৩
দেব, গোবিন্দ (ডঃ) ১৮৫, ২০৩, ২৪৮
দেবী, সুমিতা ৫২৭
দেয়ালের লিখন (কথিকা) ২৪০-৪৩
দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা (কথিকা) ২৪৪-৪৬
দেশবাসী সমীপে নিবেদন (কথিকা) ২৭৮-৮০
দৈনিক আজাদী ৫১৯-২৪
দৈনিক ইত্তেফাক ২০৫
দৈনিক পূর্বদেশ ৫১৯
ত্য গল (ফ্যান্সের প্রেসিডেন্ট) ১৪৮-৪৯, ১৫০-৫১
ধ
ধর, দিলীপ কুমার ১৯৬-৯৮
ধর, সাধন কুমার ৩৮
ন
নওশাদ, রফিক ৩৩৭
নজরুল (সাংবাদিক) ২৪৭-৪৮
নজরুল ইসলাম (বিদ্রোহী কবি) ৮৭, ১০৬, ১৫২, ১৬৮-৬৯, ২২৪-২৫, ২৮০, ৩৩২, ৪১৫-১৬
নতুন বাংলা (পত্রিকা) ১৬৭
নমরুদ ২৮০
নসরুল্লা, নওয়াবজাদা ১৪৪-৪৫
নাজিমুদ্দিন, খাজা ১৭৬
নাথ, ডলি, (মিস) ২০৩-০৪
নাদির শাহ ১৬২, ১৭৫-৭৬
নামফলক (কবিতা) ৩২৫
নারায়ণ, জয়প্রকাশ (ভারতের সর্বোদয় নেতা) ১১৩-১৪
নাসরিন ৫১৩
নাসির, মীর্জা ৫১৮
নাসের (ক্যাপ্টেন) ৩
নিউইয়র্ক টাইমস ৮২-৮৪, ৮৬, ১১৭-১৯, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ২০৯
নিউ ওয়েভ (পত্রিকা- ৭৫
দি নিউ হেরাল্ড (নেপালের পত্রিকা) ৫৭
নিউজইউক ৬৩-৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ১১৬-১১৭, ১২১-২২, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬৪
নিক্সন, রিচার্ড ৬০, ৭১, ১২১, ১৭২-৭৪, ১৮৮-৮৯, ৩৩৬, ৩৪৫
নিয়াজী, এ, এ, কে, (ইস্টার্ন সেক্টরের কমাণ্ডার) ১১৬-১৭, ১২১-২২, ১৬৩-৬৪, ২৭৯
নুন, ফিরোজ খান ২৫০-৫১
নূরজাহান মযহার ২১৪-২১৬
নুরন্নাহার মযহার ৫২৭
নেজামে ইসলাম ২০২, ২৫৪, ২৫৫
নেলসন, হিথ ৬৬
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ২৫৩-৫৪
প
পত্র বিতান (বেতার অনুষ্ঠান) ৫০৪-০৬
পদগর্নি, নিকোলাই ১৭৪, ১৮৮-৮৯

পঁপিডু, জর্জেস (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) ৮৪
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ১৪৬-৫১, ৫২৭
পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৭৫
পাকিস্তান কাউন্সিল ২৪৬-৪৭
পাকিস্তান টাইমস (দৈনিক পত্রিকা) ৫৬, ৭৪, ২৫৫
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (কথিকা) ২৫০-৫৬
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১১৬-১৭
পাকিস্তান প্রস্তাব ৮৭
পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ৪২-৪৩
পাল চৌধুরী, রণজিৎ ২৬, ১৫০-৫৩
পার্সি, চার্লস ৭৮
পিণ্ডির প্রলাপ ১৬১-৬৬
দি পিপল (পত্রিকা) ৩৯, ২০৫-০৬
পিলাত ২৮৫-৮৭
পুতুল নাচের খেল ১৫৫-৫৮, ৫২৭
পুলিশ বাহিনী ১, ৯, ৯১, ১৩৬-৩৭, ১৩৯-৪০, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ১৮৭, ২০২, ২৫৫-৫৬
পোপ পল ৬২
প্রতিধ্বনি (কথিকা) ২৬, ২৭, ২২৯-৩০
প্রতিনিধির কণ্ঠ (জাতীয় সংসদ সদস্যদের বক্তৃতামালা) ১৩০-৪০
প্রসেনজিৎ ৫২৭
প্রাভদা ৮৪, ১৩৫-৩৬, ২৬৫-৬৬
প্রিন্টির আর্নেস্ট ৬৩
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৯-২০০

ফ

ফজল-এ-খোদা ৪১২
ফজলে রাব্বি ২৪৭-৪৮, ১৪৮
ফরাসী বিপ্লব ১৫৪-৫৫
ফার ইর্স্টান ইকনমিক রিভিউ ৫৬
ফারুক, মাহমুদ ২৬
ফারুক, মোহাম্মদ ৫২৭
ফারুক, শাহজাহান ৫১৪, ৫২৫
ফুলব্রাইট (সিনেটর) ৫৪
ফুয়েরা ৩৩৫
ফেন্সী ১৩৮-৩৯
ফেরাউন ২৮০

ব

বজ্রকণ্ঠ (শেখ মুজিবের বাণী) ১৭-২৮, ২৭৩-৭৪
বটমলি, আর্থার ৬২-৬৩
বরকত ১০৫, ১৭৬, ২২৫, ২৪৮, ৩২৫, ৪০৪-০৬
বসু, মনোজ (সাহিত্যিক), ২৪৬-৬৩
বড়ুয়া, বিপ্রদাস ১৮৩-৮৫
বড়ুয়া বিপ্লব ২৭৬-৭৮
বড়ুয়া সুব্রত ৫২৭, ৫২৭
বাইবেল পাঠ ও আলোচনা (কথিকা) ২৮৫-৮৭
বাইশ পরিবার ১৩৮-৩৯
বাংলা ভাষা ১০৪-০৬, ১৯৩-১৯৮, ২৩৮-৩৯, ২৪৬-৪৭,
বাংলাদেশ গেরিলা (কথিকা) ১৯৮-৯৯
বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু (কথিকা) ২৪৩-৪৪
বাংলাদেশে (কবিতা) ৩৩২-৩৪
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় (কথিকা) ২২১-২৩
বাংলাদেশের অর্থনৈথিক পুনর্গঠন (কথিকা) ২১৮-২১
বাংলাদেশের পুনর্গঠন (কথিকা) ২৪৯-৫০
বাঘা যতীন ১৪৩
বাঙ্গালী জবাব দাও (কথিকা) ১৬
বাঙালী জাতীয়তাবাদ ১৮৭
বাঙালী রেজিমেন্ট ১, ৯, ২৪, ১২৩, ১৩৬-৩৭
বাঙালী, মোহাম্মদ শাহ ২২, ৫১২, ৫১৩
বাংলার বাণী ১৬৭, ২০৫-০৬
বাংলার মুখ (জীবন্তিকা) ২৩, ২১৬-১৯
বাংলার মুখ (পত্রিকা) ২০৫-০৬
বাংলার সংগ্রামী জনতা প্রস্তুত (কথিকা), ২৪৭-৪৯
বার্নস, মাইকেল ৪১, ৫৬
বায়রন লর্ড (ইংরেজ কবি) ১৫১
বায়াফ্রার ঘটনা ৭১
বি, এন, আর ২৪৬-৪৭

বিউইন, এ ৬৬
বিচার চাই (কথিকা) ৫১০-১১
বিপন্ন যখন (কথিকা) ২৫৭-৩০১
বিপ্লবী ফরাসী গণ সেনাবাহিনী ১৫৫
বিপ্লবী বাংলা (পত্রিকা) ১৬৭-৬৮
বিপ্লবী বাংলাদেশ (পত্রিকা) ১৭১-৭২
বিশ্ব জনমত ১৭-২১
বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ (কথিকা) ১৫৮-১৬২
বিশ্ব ব্যাঙ্ক রিপোর্ট ৬৭
বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপ ৪২-৪৩
বিশ্ব শান্তি সংসদ (হেলসিঙ্কি) ৬০
বীরাঙ্গনা খাওলা ১৯৯-২০০
বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলন ৪০-৪১, ৫৫, ৫৮-৫৯
বেগম উম্মে কুলসুম মুসতারী শফি ২৩, ২৩৮-৪১
বেগম মুজিব ১১৪
বেতার বাংলা ১১
বেনিটো মুসোলিনী ৩৩৫
বেল মার্টিন (বি, বি, সি'র রিপোর্টার) ২৩০
বেলগ্রেড বোরবা (যুগোশ্লাভ দৈনিক পত্রিকা) ৭৩
বেলাল মোহাম্মদ ১২, ১৭, ৫১৯-২৪, ৫২৭
বোখারী, আবদুল গনি ৫১৪, ৫১৫
বোখারী, ফারেগ (কবি) ২৭৯
বোলস, চেষ্টার ৭৩
বোস, অমিতাভ ৩৪৮-৭০
বোস, প্রসেনজিৎ ৩৪৮-৭০
ব্রচগ্রেভ, আরনড-দ্য ৮৬, ১১৬-১১৭, ১৬৩
ব্রাউন, ডব্লু ম্যালকম ১১৭-১৯
ব্রাণ্ট, উইলি (পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর) ১৫৮-৫৯

ভ
ভগৎ সিং ১৩৭
ভট্টাচার্য, অনুপ ৫২৭
ভট্টাচার্য, তপন ২৭২-৭৪, ৫১৩, ৫১৪
ভট্টাচার্য, সন্তোষ (অধ্যাপক) ২৪৮
ভট্টাচার্য, সুকান্ত (কবি) ২৭৭-৭৮, ৩৩৩-৩৪
ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ১১০
ভালিকা ১৩৮-৩৯
ভাসানী, মৌলানা আবদুল হামিদ খান ৮৯, ১৪৩, ১৭৬, ২২৭-২৮
ভিকম্যান, ক্রিস্টার (সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ৮০
ভুইয়া (ক্যাপ্টেন) ৩, ৪
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৫৬, ১০২, ১১১, ১১৬-১৭, ১২০-২২, ১৩০, ১৩১, ১৩৫-১৩৭, ১৩৮-৩৯, ১৫৮-৫৯, ১৭২, ১৮৮-৮৯, ২২৪, ২৫৪-২৫৬, ৪১৭-১৯, ৫০৫
ভূমি রাজস্ব নীতি ১৬৬
ভের্ন (ক্যাপ্টেন) ৯৫, ৯৬

ম
মঈন (মেজর) ৭২
মওদুদী, ১৩০, ২২৪
মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন ৪১৫-১৬
মতিয়ার ২৪৮
মনিরা জামান ৫১৪
মনিরুজ্জামান (ডঃ) ১৮৫, ২০৩, ২৪৮
মল্লিক, এ, আর (ডঃ) ৫২৭
মহসিন, মোহাম্মদ ৫২৭
মহাথেরো, জ্যোতিপাল ৪২-৪৩
মহালনবীশ, বুলবুল ৩৪৮-৭০, ৫২৭
মহাশ্মশান, (কায়কোবাদ রচিত) ৯৯
মাইলাই হত্যাকাণ্ড ৬৪
মাও সে তুঙ ৮৫
মানবতার নামে (কথিকা) ২০
মানুষের মুখ (ধারাবাহিক কথিকা) ১২৩-৩০
মান্নান, আবদুল ৫২৫-৫২৭
মানেকশ', শ্যাম (জেনারেল) ১২১-২৩
মামুন, মোহাম্মদ ৫২৭, ৫২৭
মান্সফিল্ড, মাইক (সিনেটর) ১৭৪
মার্গলিন, স্টীফেন এ, ১৩৪-৩৫
মালরো, মঁসিয়ে আঁদ্রে ১১৩-১৪, ১৫০-৫১
মালিক (ডাঃ) ১১২-১৩, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১৩৭, ১৫৭-৫৮, ১৫৮-৫৯, ১৬৫, ১৭৪, ১৮৮, ২০৪, ২২৯

মালিক মন্ত্রীসভা ১৫৮-৫৯
মাসেম, এম, এম ৫১৮
মাস্কি (সিনেটর) ১৭৪
মাসুদ, আবু ২০
মাহবুব, কামাল ১৭
মাহমুদ, আপেল ৪০৮-৪০৯, ৫১২, ৫১৩,৫১৪,৫১৬,৫২৭
ম্যাসকারেনহাস, এন্থনী ৮৯-৯০
ম্যাসকারেনহাস, রির্পোট ৮৯-৯০
ম্যাকগর্ভাস (সিনেটর) ১৭৪
ম্যাকব্রাইড, সিয়ান ৭৮
মির্জা, ইস্কান্দার ৮৮, ২২৭-২৮, ২৫০-৫১, ২৫৬
মিত্র, ইলা ৯৪
মিত্র, কল্যাণ ৩৪৮-৭০, ৩৭১-৭৪, ৫২৭
মিত্র বাহিনী ১২১-২৩, ২১৯, ২২৪, ২৭৭
মীরজাফর ৮৮, ১৩৬-৩৭, ১৮৭, ২২৭-২৮, ২৪৬-৪৭
মীরজাফরের রোজনামচা (জীবন্তিকা) ৩৭১-৭৪
মুকুল নায়ক ১৬৭
মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম (কথিকা) ২৭০-৭২
মুক্তাঞ্চলে (কথিকা) ২৭৬-৭৮
মুক্তিবাহিনী (মুক্তিসেনা) ১, ৩-৯, ১২, ২৪, ২৮, ৪০, ৪২, ৬৯-৭১, ৭৪, ৭৬, ৮৩, ৮৫, ৮৬-৮৭, ৯০-৯১, ৯৩-৯৪, ৯৬-১০০, ১০১-০৩, ১১৮-২০,১২১-২৬, ১৩০, ১৩৯-৪০, ১৪৪-৪৫, ১৫৯-৬২, ১৬৩, ১৬৪-৬৫, ১৬৭-৭১, ১৭১-৭২, ১৭৮-৮১, ১৮৩-৮৫, ১৮৭,১৯৮-২০৩, ২১২-১৯, ২২২-২৫, ২২৭, ২৩৩-৩৪, ২৪২-৪৩, ২৫৭-৮৩, ২৯২, ২৯৮-৯৯, ৩০৫-০৮, ৩৪৮, ৩৭৫-৮৯, ৩৯২-৪০১
মুক্তিফৌজের ক্যাম্প (কথিকা) ২৬৬-৬৯
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা (কথিকা) ১৯৩-৯৭
মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে (কথিকা) ২৬৪-৬৬
মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী ১৬৭-৬৮
মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবীরঙ্গনা (কথিকা) ২১৪-১৬
মুক্তিসংগ্রামে মায়ের প্রেরণা (কথিকা) ২১২-১৪
মুখার্জি, মৃণাল কান্তি ২৭২
মুজাহিদ বাহিনী ৯১, ১৩৬-৩৭
মুন্নাফ, মোহাম্মদ ৫১৫
মুসলিম লীগ, ৮৭, ৮৮, ১৭৬, ১৮১-৮২, ১৮৫-৮৬, ২৫৪, ২৫৫
মুসা (আঃ) ৬১
মৃত্যুহীন প্রাণ ৫০৬-০৮
মেইল (ফ্রিটাউন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ৭০
মেসন, এডওয়ার্ড ১৩৪-৩৫
মোস্তফা (সাংবাদিক) ২৪৭-২৪৮
মোস্তফা, আনোয়ার ৫২৫
মোহাইমেন, এমএ (এমপিএ) ৫২৬
মৌলিক গণতন্ত্র ১৭৪-৭৭

য
যীশু খৃষ্ট ৬৬, ২৮৫-২৮৭
যুক্তফ্রন্ট ৮৮, ১৭৬
যুদ্ধই একমাত্র পথ কথিকা ২০৭-১০
যুদ্ধকালীন পরিস্তিতি ও বাংলার নারী (কথিকা) ২০৩-০৪

র
রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম (কথিকা) ২৩৫-৩৭
রক্তরাঙা ঈদুল ফিতর (ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠান) ২৯৩-৯৫
রক্তশপথ (নাট্যনুষ্ঠান) ২৫
রক্ত স্বাক্ষর (স্বরচিত কবিতা পাঠ) ১৭-১৯, ২২, ২৬, ২৮
রক্তে রাঙা ঈদ (ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠান) ২৯১-৯৩
রক্তের অক্ষরে লিখি ১৬৬-৭২
রজার্স (মিঃ) ৬০
রদিনভ, এ এ (পাকিস্তানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত) ৭৭
রণজিৎ ২২
রণদামামা (কথিকা) ১৯৬-৯৮
রণভেরী (যুদ্ধের খবর) ১৭, ১৮

রণশিবিরের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র (কথিকা) ৩৯৯-৪০১
রণাঙ্গন ঘুরে এলা (কথিকা), ২৭৩-৭৭
রণাঙ্গণ বাংলার নারী (কথিকা) ২৩৮-৪১
রণাঙ্গণের চিঠি (কথিকা) ৫০৯-১০
রফিক ১০৫, ২৪৮, ৩২৫, ৪০৪-০৫
রফিক, মোহাম্মদ ৩৯, ৪০, ৩২৬-২৯
রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বকবি) ৮৭, ৮৯, ১৪৪-৪৫, ১৫২, ১৬৬, ১৭৬-৭৭, ১৮৭, ২২৪-২৫, ২৪৪, ২৮০, ৩১৪, ৩৩২, ৪১৫-১৬
রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসংগ ১০৫, ১৭৬-৭৭, ২৪৬-৪৭
রমজানের ওই রোজার শেষে (ঈদ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান) ২৮৮-৯১
রশিদ (ই-পি-আর জোয়ান) ৯১
রহমান, আইভি ৫২৭
রহমান, আতাউর ৫২৫
রহমান, আতিকুর ৫১৭-১৯
রহমান, আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর ২৮, ২৮১-৮৫
রহমান, আমিনুর ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
রহমান, আশফাকুর ৩৪০-৪৭, ৫২৬, ৫২৭
রহমান, এস,এ (বিচারপতি) ১৭৪-৭৫
রহমান, জিল্লুর (এম-এন-এ) ১৩৪-১৩৭, ৫২৭
রহমান, জিয়াউর ২, ৬, ২৩৫-৩৬,৫১৮
রহমান ফেরদৌসী ৫১২
রহমান, মসিউর ২৪৮
রহমান, মিজানুর (এম-এন-এ) ১৩০-৩৩
রহমান, মুস্তাফিজুর ১০০-০১, ১২১-২৩, ১৫৩-৫৪, ২২২-২৫,২৯৩-৯৫, ৩৭৯-৩৮২, ৩৮৩-৮৯, ৩৯২-৪০১, ৫২৭
রহমান, শহীদুর ২০
রহমান, শেখ মুজিবুর ১, ২, ৪, ৬-১০, ১৭, ২১, ৫৬, ৬৩, ৬৬, ৭২-৭৫, ৭৬-৭৮, ৮৯, ১০০, ১০৪, ১০৮-২১, ১৩০-৩৩, ১৩৭-৪০, ১৪৩-৪৮, ১৫৪-৫৫, ১৬১-৬২, ১৬৫, ১৬৯-৭০, ১৭৪-৭৭, ১৭৯-৮০, ১৯৩-৯৫, ১৯৮, ২০৪, ২০৭-১০, ২২৯, ২৩২-৩৩, ২৪৩-৪৪, ২৫৪-৫৬, ২৬৪-৬৬, ২৮০, ৩১২, ৩২৫, ৩৩৬, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৮, ৪১৫-১৯,
রহমান, হাফিজুর ৪১৬-১৮
রহমান, হাসান হাফিজুর ১৯৫-৯৬
রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে ২২৭-২৯
রাজনৈতিক মঞ্চ (কথিকা) ১৭৫-৭৭, ১৮১-৮৪
রাজবংশী, ইন্দ্রমোহন ৫১৫
রাজাকার, ৯৬-৯৭, ১০১, ১১৬-১১৭, ১৪২, ১৬৩-৬৪, ২০৬, ৩৯৪
রামমোহন ৮৭
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১০৫-১০৬, ১৭৬-৭৭, ১৯৮, ২২৫, ২৪৮
রায়, অজিত ৫১৬, ৫২৭
রায়, অংশুমান ৪১৫-১৬
রায়, করুণা ৩৪৮-৭০
রায়, প্রণব ৫২৭
রায়, মৃণাল কৃষ্ণ ৫২৭
রায়, রথীন্দ্রনাথ, ৪০৬-৭, ৪১৭-১৯, ৫১৪, ৫১৫, ৫২৭
রায়, স্বপ্না ৪১২-৪১৩, ৫১৩, ৫২৫
রায়, হরলাল ৪১৭-১৯, ৫১৩, ৫১৫
রায় চৌধুরী, অসিত (অধ্যাপক) ১৯, ২৪৬-৪৮, ২৯৬-৩০১
রায়হান, জহির ২৫০-৫৬, ৫২৭
রাহমান, শামসুর ১৫২
র‍্যামসডেন, জেমস ৬৩
রিপন সোসাইটি ১৩৪-৩৫
রিপোর্ট- ১৯৭১ (কবিতা) ৩২০-২২
দ্য রিলিজিয়ন (ভেনেজুয়েলার পত্রিকা) ৬৬
রেনেসাঁর সূচনা : বাংলাদেশ (কথিকা) ২৩৭-৩৯
রোবসন, রোনাল্ড ৮৫
রোস্তাম ২৪৮
রোসে আল-ইউসুফ (আরবের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা) ১৯২-৯৩

ল

লতিফ, ৪০৪-০৫

লণ্ডন টাইমস ৭১, ৭২
লা ফিগারো (পত্রিকা) ১১৪, ১৯০
লা লিব্রা (ব্রুসেলসের পত্রিকা) ১৩৪-৩৫
লাচাঁস, জর্জেস ৬৬
লামদ (ফ্রান্সের সংবাদপত্র) ১৬২
লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা (কবিতা) ৩৩৭
লালদিঘীর ময়দান
লায়লা খালেদ ১৯৯-২০০
লায়লা জামান ৫১৪
লিবারেল দল (ইংল্যাণ্ড) ১৩৪
লিবারেল পার্টি (কানাডা) ৬৬
লোরকাও, গর্সিয়া (স্পেনের কবি) ১৫১
লোহানী, কামাল ১৭, ১৮, ২১-২৩, ৫২৭
লোহানী,দীপ্তি ৩৯
শ
শব্দ সৈনিক ১১, ১৭৮-৮৯. ২২৭-২৫৬, ২৭৯-৮০, ৩১০-১১, ৩১৬, ৩২০-২২, ৩২৫, ৩৩৫-৩৬, ৩৩৯
শব্দের তারতম্য (কবিতা) ৩১০-১১
শরণার্থী সমস্যা ৪০-৪১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৮১, ৮২, ২৫০
শরফুজ্জামান ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
শহীদ, আবু ২১
শহীদ মিনার (আলেখ্য) ১৮
শহীদ সাবের ৯৪-৯৬
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (ডঃ) ১০৫
শ্রমিক দল (ইংলণ্ড) ৪১, ৫৫, ৬২
শাকের, সৈয়দ আহমদ ৫১৯, ৫২৫
শাহজাহান (ক্যাপ্টেন) ২৭২
শারাফী, জামিল ২০
শামসুজ্জোহা (ডাঃ) ২৪৮
শাহ, জহির (আফগানের বাদশাহ) ১১৩-১৪
শাহ, তোরাব আলী ৫১২, ৫১৬
শাহনাওয়াজ ১৩৮, ১৮৮-১৮৯
শাহাবুদ্দিন, এ,বি,এম ২৬
শাহবুদ্দিন, খাজা ২৫৬
শ্যাম, সুজেয় ৫১৪, ৫২৭
শিকদার, ইবনে নুর ১৭, ৩১০-১১
শিকদার, টি,এইচ ৩৯, ৩২৩-২৪, ৪১১, ৫২৬, ৫২৭
শিকাগো নান টাইমস ১৬০-৬১
শিক্ষা দিবস ২৩০-৩২
শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন ২৩০-৩২, ২৪৮
শেখ আয়াজ (সিন্ধুর কবি) ২৭৯
শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার : বিশ্বজনমত ৭২-৭৫, ৭৭-৭৮, ১০৪, ১০৮-১০৯, ১৩২-৩৪, ১৪২-৪৭
শ্যোন (মিঃ) ২২৯
স
সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা) ৯৪, ২০৫-০৬
সর্দার, আলাউদ্দিন, ৫১৪, ৫১৫
সন্দ্বীপ, আবুল কাশেম ৪০, ১৯০-৯৪, ৩৩৯, ৫১৮, ৫২১, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৭
সপ্তম নৌবহর ১৭২-৭৪
সলিমুল্লা ২১
সরদার ফজলুল করিম ৯৪
সরকার, বীরেন ২৪৮
সরকার, মনোরঞ্জন ৫১২, ৫১৩, ৫১৫
সরকার, শাহ আলী ১৭, ৪১৮-২১, ৫১৫, ৫১৬
সলিমুল্লা (ইলিয়াস আহমেদের ছদ্মনাম) ২০৬-০৮, ২৩৩-৩৫
স্বদেশ (পত্রিকা) ১৬৭
স্বদেশ স্বকাল (কথিকা) ২৪৬-৪৮
স্বরাজ (পত্রিকা) ২০৫-০৬
সাঁই, মকসুদ আলী খান ৪১৪
সাঁওতাল কৃষক আন্দোলন ৯৪
সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাংলাদেশ (কথিকা) ২০৪-০৬
সাদেক, মুসা ২৭০-৭২, ২৭৩-৭৭, ৩৩৫-৩৬
সাদেকীন ৪০, ১৮১-৮৪, ২১৬-২১৯
সার্ত্রে, জাঁ পল ১৫১
সানডে টাইমস ৮৯-৯০,

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (কথিকা) ১৬
স্বাধিকার (পত্রিকা) ২১৩
স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ ৯, ১৩৬-৩৭
স্বাধীণ বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান ৪০২-৪২১
স্বাধীনতার ঘোষণা ২
সামন্তবাদ ১৩-১৫
সাময়িকী (বাংলা কথিকা) ১৯০-৯১
সামাদ, এবনে গোলাম (ডঃ) ২২০-২৩
সামাদ, এমএ ৪১, ৫৮-৫৯, ৫২৭
সারওয়ার জাহান ৪১৪-৪১৫
সালাম, আবদুস ১১, ১০৫, ১৭৬, ২২৫, ২৪৮, ৩২৫, ৫১৯, ৫২৩, ৫২৪
সাহা, মাহদেব ৩৯, ১৫৮, ১৬২, ১৩৫-৩৭, ৫২৭
স্যাক্সবি, উইলিয়াম (মার্কিন সিনেটর) ১৬১-৫২
সিং, মরণ ৫
সিদ্দিক, আবু বকর ৪১৪-৪১৬
সিদ্দিকী, এম, আর ১১৫
সিদ্দিকী, জাহেদ ৫২৭
সিদ্দিকী, নূরে আলম ৪০৮-৪১০
সিপাহী বিদ্রোহী ১৩৭
সিরাজী, ইসমাইল হোসেন ৮৭
সিয়াটো-সেন্টো জোট ৪১
স্বীকারোক্তি (কথিকা) ৩০৭-০৯
সীমার ২০৯-৯১
সুফিয়ান এম,এ (অধ্যাপক) ১৪১-১৪২
সুভাস বসু (নেতাজী) ৮৭, ১৩৭-৩৮
সুলতান, তাহের ৫২৬-৫২৭
সুলেরী, জেড ২০৫
স্যুম্যান, মরিস (ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ৮০
সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে (কথিকা) ৩০৩-৩০৬
সূর্যসেন ১৪৩, ৫১৭
সূর্যসেনের স্মৃতি (কথিকা) ১৯
সেকান্দার ৫১৯
সোনার বাংলা (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত) অনুষ্ঠান ২২, ২৩, ২৪, ২৬-২৯, ৩৮৩-৮৯
সোবহান, আবদুস, ৫১৮
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ৮৪
সোভিয়েতের ভূমিকা ১৭৩-৭৪
সোলায়মান ২৮৯-৯০
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ১৪৩-৭৪, ২২৭-২৮
স্টোনহাউস জন ৫৭-৫৮
হ
হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড (হংকং-এর দৈনিক) ৭৭
হক, আমিনুল (বাদশা) ১৯, ২০, ৫২৬
হক, গাজীউল ৩৭, ২৪৭-৪৯, ৩৪০-৪৭, ৫০৯-১০
হক, জহিরুল ৩৪৮-৬৯
হক, নূরুল (এম-এন-এ) ১৩০
হক, ফজলুল ৮৭-৮৯, ১৪৩, ১৭৬, ২২৭-২৮
হক, মান্না ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬
হক, শহীদুল ২১, ২২, ৫২৭
হর্নসবী, মাইকেল ৭১
হলিডে (পত্রিকা) ২১৩
হাই, মোহাম্মদ আবদুল (অধ্যক্ষ) ১০৫
হানিফ ২৪৮
হান্নান, এম,এ ৫১৮, ৫২১, ৫২৪
হাবলু ১০০
হাবিবউদ্দীন, কাজী ৫২৫
হামিদ ১৩০, ১৩৭, ১৪৩, ১৫৪-৫৫,
হাফিজ, আবদুল (অধ্যাপক) ১৮-২১, ৯০-৯১, ৯৩-৯৯
হারুন ২৪২, ৫১৯
হালদার, গবিন্দ ৪০৩, ৪১২-১২
হালাকু খান, ২৪৮, ২৮০
হালিম, আবদুল ৫১৮
হাশিম, আবুল ১০৫
হাসান, আবুল ১৫২
হাসান, কামরুল ৫২৫
হাসান, গাজীউল ২০৪-০৬

হাসান, বদরুল ৪০, ২৬৯-৭১, ২৯১-৯৩
হাসান, মাহবুব ৫১৮-৫২৩
হাসান, মোজাফফর (ভাইস এডিমরাল) ১৪২
হাসান, রশিদুল ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
হিটলার, ১৭১-৭২, ২০৯, ৫১০, ৫১১
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৩-১৪
হিলালী, আগা (জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত) ১০৮-০৯
হুদা, নাজমুল (মিঠু) ৩৪৮-৭০, ৫২৭
হুদা, সৈয়দ শামসুল ৪১০
হে স্বদেশ হে আমার বাংলাদেশ (কবিতা) ৩২৬-২৯
হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট (মার্কিন ঔপন্যাসিক) ১৫১
হোচিমিন ৩৩৬
হোড়, সুকুমার ২৩৭-৩৯
হোসেন, আমীর ২০, ২১, ২৭, ১০৪-২৩
হোসেন, নেওয়াজিশ ৩১৬, ৩৮৯-৯২, ৪০৩-০৪
হোসেন, পারভীন ১৯, ২০, ৫২৭
হোসনে আরা, কাজী ৫১৮, ৫২৪
ক্ষ
ক্ষুদিরাম ১৩৭, ১৪৩, ৪০৩-০৪
INDEX A
Abdullah-al-Islam 31, 32
Activities of the Liberation Army 45, 50, 52-53
Afro-Asian Peoples Solidarity Organization 454-56
Agartala Conspiracy Case 433
Agnishikha (A Composite Programme for the Freedom Fighters) 15, 16 ,29
Ahmad, M.M. 483
Ahmed, Farid 491
Ahmed, Fayez 30, 33, 38, 39,40
Ahmed, Khondoker Moshtaque 479
Ahmed, Mesbah 34
Ahmed, Muzaffar (Professor) 479
Ahmed. Raju 32
Ahmed. Tajuddin 44. 479
Ahmed, Zareed 32
Ahsan, Syed Ali 33, 34, 35, 36
Akhtar, Babul 30, 32, 37
Akhtar, Jamil 33
Akhtar, M.R 30, 31, 34, 39
Akhtar, Parveen 39
Alam, Ashraful 32, 34, 35, 36, 40
All. Hafez 36, 38
Ali. Hossian 47
Ali. Mansur 50
Ah. Salman 431
Alor Diganta (A talk in Bengali) 16
Amar Sonar Bangla 30
Amnesty, fall to deceive : BBC Thaws : Mercenary Malik (article) 477-79
Anjuman-e-Mahajarian 50
Anwar, Mustafa 29, 30, 31, 32, 36, 39
Arafat, Yassir 476
Awami League 45, 47, 50, 435, 436, 443, 448, 451, 452-53, 458. 458-60. 475. 479. 490. 502
Awami League Opts for Military Solution (article) 458-60 The Asian 437
B
Bajrakantha (Voice of Sheikh Mujibur Rahman) 29
Bangladesh Communist Party 479
Bangladesh Get Ready (article) 497-98
Bangladesh Liberation Forces 42-43, 426-27,427-29,434-35. 437-38, 438-39,440, 441,442-46, 468, ,493,498-500
Bangladesh National Congress 479
Bangali, Mohammad Shah 34, 35, 38, 39 Begum Akhtar Sulaiman 431 Begum Umme Kulsum 29 Belal, Mohammad 32
Bell, Martin 478
Bengal Liberation Army 2, 3, 6,10
Bhashani, Moulana Hamid Khan 48. 5 1. 479, 502
Bhuiya (Captain) 3
Bhutto, Z A 430, 436, 437.451. 479. 482. 483,501-02

Biswa Janamat 16,29 Borchgrave, Arnaud de 438 Boltomly, Aurther 458-59 bowles. Chester 68 Bray. Charles 493
British Delegation Slates Yahya Tikka (article) 458-59
British Labour Parly Wakes Up: An Intervention Not Welcome Now (article) 486-89
British Parliament Debates Bangladesh (article) 452-54
Brodie. Ian 441
Brohi A.K. 432
Brown, Malcolm 86, 440, 443
Brown, goatfrey 440
Budapest Peace Conference 42-43
Bultimore Sun 134-35
Burns, Michael 44
The Bangalis Strike Back (article) 70 C
Caravan (Kabul Daily) 49
Cargill, I.P.M.67, 422 .('arm 11 report 67
Causes of Arab Apathy Towards Bangladesh (article) 462-63
CENTO 45
Centre for the World Fellowship of Buddhists 46
Chakravarty, Sabuj 38
Charampatra (Counter Programme) 16, 17,29
Chessworth, Donald 44
Chaing Kai Shek 493
Chinese Attitude 426- 29, 464-65
Chow-En-Lai 464
Chodhury, Abdul Gaffar 33, 35, 36
Chodhury, Abdul Razzak 34, 36
Chodhury, Abu Sayeed (Justice) 42-43, 46
Chodhury, Ahmad 30, 31, 32
Chodhury, Ali Reza 32
Chodhury. Asad 39
Chodhury, Babul 32
Chodhury, Fazlul Qader491 Chodhury, Pranab 39
Chodhury, Rezwanul Huq 39 Chodhury, Shamim 39 Chodhury, Shamsul Huda 528. 529 Chodhury, Subhra 37 Christian Monitor 134-35 Collusion with Iran(article) 483 Conflict in East Pakistan : Background and Prospect 134-35 Conservative Party (U.K.) 487

D

The Daily Express (London) 441, 445-46. 475,501
The Daily Mail 493
The Daily Mirror 445-46
The Daily Telegraph 51-52, 52, 440. 441.
442, 444, 445-47, 448, 474-75
Darpan (A Talk in Bengali) 16, 29
A Death of a Nation (Report) 65
The Decisive Stage (article) 499-500
Declaration of Independence 10
Dhar, Monoranjan 479
Dillon, G.S. (Major) 138
Dogens Nyheter (Swedish Daily) 69
Dorfman, Rober (Dr.) 46,-47

E

East Bengal Regiment 10
East german News Agency 447-57
East Pakistan Rifles 10
Eastern News Agency (ENA) 205-06
Eichman 475
Emergence of Secularism (article) 456-57
Evans, William P. 442

F

Famine 424-26
Famine as a Weapon Relief Food for Soldiers! Bangla is no Biafra (article) 472-74
Faruq, Md. 36 Faruqui, A. A. 31
Final Battle Begins : Mukti Bahini Riding
High (article) 498-99
The Financial times 438, 441-42, 444
Foisie, Jack 435
French Communist Party 448

G
Galbraith, John (Prof.) 4, 71-73 Gandhi. Indira 46-47, 48, 441-42,448, 484-86, 493 Gestapo 4, 5 Ghose, Narayan 32 Giri V. V. 48
Gromyko, Andrei (Soviet Foreign Minister) 427-28
The Guardian 438, 440, 448
Gun, Nirmalendu 31. 39
H
Hammarksoeld Dag 466 Hasan. Badrul 30, 33, 35 Hazelhurst, Peter 46 Heath, Edward 487 Heinsen, Earnest (Dr.) 434 Hilaly, Aga 431
An historic five-party agreement : Prof Galbraith mistakes Bengali spirit (article) 479-81
History of Economics and Political Domination of East Pakistan. 134-35
Hitler 435,462,475
Hollingworth, Clare 441, 442
Home Guard 437
Hoq, A. K. Fazlul 88, 479
I [ornsby, Michael 435
Hossain, B (Dr.) 528
Hossain, Parveen 31, 32, 33, 37,47,51
Hossain, Shah Moazzem 48, 49
Hume, Sir Alec Doglas 447, 452
Huq.Gaziul 38
Huq, Nurul (M.N.A) 33
Hussain, (Jordan) 463
Hussain, Amir 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39
I
Imam, Hasan 36
India-USSR Treaty (article) 484-86
Indian Moslems Misled (article) 467-469
Indian National Army (INA) 138 Indo-China Border Clash (1962) 428-29 Islam, Kazi Nazrul (Poet) 15, 16, 36, 42-43 ,46,47
Islam, Syed Nazrul 42-43, 39, 454
Islam, Mazharul (Dr.) 35, 36, 38
Jalianwalabag Massacre 475 Jallader Darber (Drama) 29 Jamat-e-Islami 463 Islam, Shahidul 35, 36, 38 Jessel, Toby 458-59 Jinnah, Muhammad Ali 452. 479
K
Kabikantha (Self Composed Poems) 16
Kabir, Alamgir 30, 31, 32 35, 36, 450
Kashmir Problem 457 Kennedy, Edward (senator) 454-55, 481 Khan, Abu Toab 32 ,34, 36, 37, 39 ,40 Khan, Abdul Gaffar Khan. 47. 49-50, 433 Khan, Abdul Monem 490-91
Khan, Ayub 452-53, 457, 470, 483, 490-91
Khan. Muhammad Yahya 46-47. 49. 51, 422-433,436-38, 439-40, 441,442, 443, 448, 449, 450-54, 458-59, 463,465-67, 468, 470,472-79, 481-483, 488-93, 494-97,501.-02
Khan, Sjadruddin Aga (Prince) 471-72, 483 "*
Khan, Tikka 65, 430, 431. 434, 458-59, 466,474-75
Khan, Wali 502
Kissinger, (Dr.) 465
Kosygin 484-86
L
L' Humanite (Communist Party Newspaper of France) 448
Labour Party (England) 44, 487, 488
Lahore Resolution (1940) 460-61
Laldighi Maidan 3
The Le Figaro (Paris Daily) 477
Lin Piao431
Lohani, Kamal 30, 33, 37, 38, 40 The London Times 44, 46-47, 134-35, 437, 438, 440, 441 -42,445-47, 448 Los Angeles Time 435 Loshak, Devid 444

M

Mahalanabish, Bulbul 30
Mahmood, B 528
Majumder, Phani 48, 49
Malik, A. M. 439, 475-77. 477-79, 481, 491
Malreaux, Andre 485
Mannan, M. A 16,529
Mao-Se-Tung 443
Maruqis De Sade 475
Mascarenhas, Anthony 431
Mitra, Kalyan 30, 32, 33, 39
Mohathero, Jyotipal 46
Molla. Jalaluddin 45
Monem Eliminated : Other Collaborators Shaking in Pants (article) 490-91
More Us Arms for Killing Bengalees : AAPSO Fails to understand Bangladesh (article) 454-56
The Morning Star 443-44
Morshed, Noorjahan 48, 49
A Multi-pronged Attack on Bangladesh (article) 469-71
Muslim League,456. 460-61

N

Nadir Shah 493, 488, 498
Naser (Captain) 3
Nasser (President) 463
National Awami Party (Bhashani Group) 51, 479, 502
National Awami Partv (Muzaffar Group) 479. 502
National Awami Party (Wali) 502
National Consultative Committee 479-81
National Economic Council 430
New Statesman 134-35
News Comentary 422-33
Newsweek 65, 86, 134-35,422, 438,493, 495
Newsweek Magazine 438-39
New York Times 435. 443,448-49, 494
Ngo Dm Diem regime 471
Niazi (Captain) 439, 500, 501-02
Niazi's Pitiful Boasts (article) 501-02
Nixon 427-28, 506-07, 431, 449, 451-52, 463,464-65,471, 473,493-96 Nixon Goes to Peking as Bangladesh Bleeds 464-65
Not 'Separatism' : A War of Liberation (article) 460-62

O

Observatore Ramano (The Vatican Daily) 52
Ockland Tribune (Newspaper) 134-35
O'Dyer 475
Oikatan (Patriotic Song) 16 Osman, Bulban 35 Osman. Shawkat 34 Otowa Ciuzen 134-35

P

Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha 42-43, 46
Pakistan in Tight Corner: D-Day Nearing
: Warning for U.N. (article) 495-97
Palestinian Guerrilla Organisation 456
Peace Committee (Local) 444
People's Party of Pakistan 436
Pilger, John 445-46
Pmdii Prolap (Radio Talk) 29
Podgorny 44, 46, 47, 483, 484 .
Political Solution 422-24, 428-29, 454
Pratiddhani 29
Pravda (Soviet Communist Party Paper) 46-47
Prentice, Reginald 458-59

R

Rafique, Mohd 32 Rahman, A. 33, 529
Rahman, Ashfaqur 33, 31, 35, 36, 38
Rahman, Mustafizur 29, 35, 40 ,
Rahman. M. 3 1, 33. 36 Rahman. Shamsur 39 Rahman, Sheikh Mujibur 2, 3, 6, 10 , 49, 423,428-29, 430, 431, 432-33, 441 ,443, 451 -52,454, 458-59, 465-67, 468-69, 471,474-75, 477, 482, 483, 485, 490, 492 Rahman, Ziaur(Major Zia) 2, 3, 6 Rahman. Zillur(MNA) 38
Raj Bongshi, Indramohan 32

Raktaswakkhar (Self Composed Poems and Patriotic Song) 16
Ranangane Banglar Nari (Radio Talk) 29
Ranaveri (News of the Sectors) 16
Rashid, Mamunoor 36
Razakars 437, 438. 441, 444-46
Reicn (Nazi) 475
Rogers, William (U.S. Secretary) 422-23, 454-55
Round Table Conference (1969) 452-53
Roy, Ajit 35-36
Roy, Ajoy 37
Roy Chowdhury, Asit .38
S
Sadat, Anwar 46, 47
Sadek, Musa 34, 38, 39
Sadekin 29, 36, 39,
Sadeque, Zafar 31, 33, 36
Shaha, Manadev 30, 34, 36, 40
Shaha, Purnendu 30
Sakhyatker (Radio Talk) 29
Samad, A (Local Agent) 50, 528-29
Samad, M.A. 45,51
Samayeeki (News commentary in Bengali) 16
SEATO 45
Shah (Iran) 483
Shahi, Aga 46-47
Shamsher, (Lieutenant) 3
Shastri, Lai Bahadur 457
Shocking Western Apathy : Bangladesh No Biafra or Indonesia 450-51
Siddiqui, Zahed 30. 31, 32, 33, 35, 39
Sirkar, Shah Ali 16
Six Point Formula 451, 492
Som Short (Reporter of the Mai) 70
State Language Movement (1952) 456
Stonehouse. John 434, 443, 447, 449, 458-59
Suharto (Indonesia) 451 Suhrawardy, Hussain Shahid 429, 479 Sunday Telegraph 134-35 Sunday Times 134-35
The Terrible Blood Bath of Tikka Khan 65
The Time Magazine 438 U
Swadhin Bangla Liberation Government 6
Symington, Stwart 454-55 T
Tally, Mark 435,

U Thant 42-43, 44,46-47,431, 432,433, 451-52,466,472
Ukil, Abdul Malek (MNA) 34
(Jmme Kulsum 38
UN Proved Impotent (article) 451-52
United Press International 44 US People force Nixon stop arms flow (article) 493-95
US Senators Vote stoppage on aid : Paks on the UN (article) 481-83
An Unwinable Guerilla War (Report) 86

V
The Venezuelan Chamber of Deputies 51-
52

W
War on Want 41-44
Washington Post 134-35
Woollacott. Marwt438
The World Federation of the United Nations Associations 51 -52
World Opinion 44-48, 51-52
World Peace Conference 45
World Press Review on Bangladesh 447-
49
World Press worried about Sheikh : Honour for Tikka! (article) 474

Y
Yahya and his by-elections (article) 489-90
Yahya finds his quisling (article) 475-77
Yahya's Prepares to murder Sheikh (article) 465-67
Yahya's approaching Doom (article) 491-93

Z
Zaker, Ali, 31, 33
Zehadi, Moulana M. R. 30, 31

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : ষষ্ঠ খন্ড

পাকিস্তানী দলিলপত্র

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ষষ্ঠ খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ন, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-6

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail: info@paramabd.com

On behalf of **Ministry of Information**
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright: **Ministry of Information**
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: June, 1984
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : ষষ্ঠ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয়-সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলি সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলি প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রানঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলি ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলি পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
এয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর-গণমাধ্যম

স্বাধীনতার সপক্ষে বাংলাদেশ ও বিদেশে বাঙালীদের উদ্যোগে প্রকাশিক সংবাদপত্রসমূহ এই খন্ডসন্নিবেশিত হয়েছে। মুজিবনগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (১-৫৬০ পৃষ্ঠা) এবং বৃটেন, আমেরিকা ও কানাডাসহ বিদেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৫৬১-৭৪৮ পৃষ্ঠা) সংযোজন করা হয়েছে। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলিতে থাকতো বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসে বাঙালীদের সংগঠন ও আন্দোলনের খরব এবং বাঙালী কুটনীতিকদের কার্যক্রমের বিসত্মারিত বিবরণী। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলি সকল পর্যায়েই মুজিবনগর সরকারের প্রতি অনুগত ছিলো।

প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত দুটি ছাড়া অন্য সংবাদপত্রগুলির ভাষা বাংলা। ইংরেজী পত্রিকা দুটিকে অধ্যায়ের শেষে সংযোজন করা হয়েছে (৪৮০-৫৬০ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত অধিকাংশ সংবাদপত্রই ইংরেজীতে প্রকাশিত হতো। এক্ষেত্রে বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে লন্ডনস্থ সংবাদপত্র অংশে দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থে তারিখভিত্তিক কালানুক্রমিকতার পরিবর্তে মুদ্রিত সংবাদপত্রটির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই প্রথম সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে সংগৃহীত সংবাদপত্রের তারিখভিত্তিক প্রথম সংখ্যাটি শুরুতে মুদ্রিত হয়েছে।

সন্নিবেশিত প্রতিটি পত্রিকার পরিচিতি প্রারম্ভিক পৃষ্ঠার পাদটীকায় মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদপত্রে সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রকের ছদ্মনাম ব্যবহৃত হতো, গ্রন্থের পাদটীকায় সে নামই মুদ্রিত হয়েছে।

সন্নিবেশিত সংবাদপত্রগুলো গণহত্যা ও নির্যাতন, গেরিলা ও সশস্ত্র যুদ্ধের খবরও পরিবেশন করতো। কিন্তু এ দুটো বিষয়ের ওপর প্রকাশিত কয়েকটি ছাড়া, অবশিষ্ট বিবরণ দলিলপত্রের অন্যান্য প্রাসংগিক খন্ডে স্থান দেয়ার জন্যে এই খন্ডে বাদ দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Office.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Office.

সূচীপত্র

ক্রমিক সংবাদপত্র/তারিখ		বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ এবং মুজিবনগর

থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

১।	জয় বাংলা		
	৩১ মার্চ	সম্পাদকীয়	২
২।	১ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	৪
৩।	৩ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	৬
৪।	৪ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	৭
৫।	৫ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	৯
৬।	৮ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	১১
৭।	৯ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	১৪
৮।	১১ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	১৬
৯।	বাংলাদেশ		
	১৭ এপ্রিল	সম্পাদকীয়	১৭
১০।	জয় বাংলা		
	১১ মে	সম্পাদকীয়	১৮
১১।	১১ মে	এ যুদ্ধ আপনার আমার সকলের	২১
১২।	১৯ মে	সম্পাদকীয়ঃ আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট	২২
১৩।	১৯ মে	অমানিশার অবসানে পূর্ব দিগমেত্ম উষার আলো।	২৪
১৪।	১৯ মে	পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদ বাংলাদেশের কত লাখ লোক খুন করেছে?	২৬
১৫।	১৯ মে	বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা	২৭
১৬।	১৮ জুন	সম্পাদকীয়ঃ রাজনৈতিক সমাধান?	৩০
১৭।	১৮ জুন	ঐক্যবদ্ধ বাঙালী আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে	৩৩
১৮।	২৫ জনু	সম্পাদকীয়ঃ এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা?	৩৫
১৯।	২ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ তোমরা তোমরা, আমরা আমরা	৩৭
২০।	২ জুলাই	মুক্তিযুদ্ধে আপনার করণীয় কি?	৩৯
২১।	৩০ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত	৪১
২২।	৩০ জুলাই	বাংলাদেশের মানুষ বরদাশত করবে না (শেখ মুজিবের বিচার প্রসংগে)	৪৪
২৩।	৩০ জুলাই	ঐতিহাসিক গণপ্রতিনিধি সমাবেশ	৪৫
২৪।	২৭ আগস্ট	তাঁকে (মুজিব) হত্যা করে বাঙালী জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে না	৪৮
২৫।	২৭ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ বন্যা ও মুক্তিযুদ্ধ	৫০
২৬।	২৭ আগস্ট	ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া খান বিশেষ জল্লাদ বাহিনী গড়ে তুলেছে।	৫২

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭।	২৭ আগস্ট	বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ভিত্তি	৫৪
২৮।	১৭ সেপ্টেম্বর	সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি	৫৮
২৯।	১৭ সেপ্টেম্বর	সেই পুরাতন খেলা	৫৯
৩০।	১৭ সেপ্টেম্বর	জল্লাদরা ত্রাণ সামগ্রী যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছে	৬১
৩১।	২৪ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ ইয়াহিয়ার ইরাণ সফর	৬২
৩২।	২৪ সেপ্টেম্বর	কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ	৬৪
৩৩।	২৪ সেপ্টেম্বর	আর আবেদন নয়, এবার সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে	৬৬
৩৪।	২৪ সেপ্টেম্বর	বিশ্বমানবতা জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিচার চায়ঃ জাতিসংঘ কি তা করতে পারবে?	৬৮
৩৫।	২৪ সেপ্টেম্বর	বহু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে আঁদ্রে মালরো বলেছেন	৭০
৩৬।	১৫ অক্টোবর	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি	৭২
৩৭।	১৫ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধান নিহত জঙ্গী শাহীর সামরিক পাঁয়তারা	৭৫
৩৮।	২৪ অক্টোবর	বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান	৭৭
৩৯।	১২ নভেম্বর	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও জাতীয় পুনর্গঠন	৭৮
৪০।	১২ নভেম্বর	মোনেমের ভাগ্য সব দালালকেই বরণ করতে হবে	৮০
৪১।	১৬ ডিসেম্বর	ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়	৮১
৪২।	১৬ ডিসেম্বর	ঢাকা আমাদের	৮২
৪৩।	বঙ্গবাণী		
১৩ জুন		সম্পাদকীয়ঃ বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে	৮৩
৪৪।	১৩ জনু	আড়াই ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ বাংলার স্বাধীনতা রুখতে পারবে না	৮৫
৪৫।	১৬ জুন	সম্পাদকীয়ঃ আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ	৮৬
৪৬।	১৬ জুন	পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতি	৮৭
৪৭।	১ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ জানি রক্তের পিছে ডাকবে সুখের বান	৮৯
৪৮।	১ জুলাই	বিচ্ছিন্নতার পথে পাকিস্তান	৯০
৪৯।	১ জুলাই	আমাদের প্রধানর সেনাপতিঃ জেনারেল ওসমানী	৯২
৫০।	১ জুলাই	লন্ডনের চিঠি	৯৫
৫১।	১১ জুলাই	বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্ন মাত্র	৯৭
৫২।	১৪ জুলাই	স্বাধীনতার দাবী করে মুজিব অন্যায় করেনি	৯৮
৫৩।	১৪ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ রক্তে মোদের জ্বলছে আজ প্রতিশোধের আগুন	১০০
৫৪।	১৪ জুলাই	আমেরিকা তোমার পতাকার তারাগুলো যেন বুলেটের গর্ত	১০১
৫৫।	২১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ বিচিত্র নয়-অবাস্তব নয়	১০২
৫৬।	২১ অক্টোবর	মৃত নগরী ঢাকা	১০৩
৫৭।	২১ অক্টোবর	ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্টঃ বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী	১০৪

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
৫৮।	২১ অক্টোবর	রাষ্ট্রসংঘে ‘পাক অপপ্রচার’ ব্যর্থ হয়েছে	......	১০৫
৫৯।	১৪ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন	......	১০৬
৬০।	বাংলাদেশ	২২ জুনু সম্পাদকীয়	......	১০৭
৬১।	১৯ জুলাই	সম্পাদকীয়	......	১০৮
৬২।	১৬ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ এই প্রহসন নতুন নয়	......	১০৯
৬৩।	১৬ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন	......	১১০
৬৪।	২৩ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ ৬ দফা না মুজিববাদ?	......	১১১
৬৫।	২৩ আগস্ট	শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুনঃ দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন	......	১১৩
৬৬।	৪ অক্টোবর	খাদ্যের ব্যবস্থা হলে মুক্তাঞ্চলে উদ্বাস্তদের ফিরিয়ে নেয়া যায়	......	১১৪
৬৭।	৪ অক্টোবর	বাংলাদেশ নারীদের উপর পাক-ফৌজের অত্যাচারঃ তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য রাষ্ট্র সংঘের প্রতি আবেদন	......	১১৫
৬৮।	১৫ অক্টোবর	পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউঃ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি	......	১১৬
৬৯।	২৫ অক্টোবর	মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্কঃ পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ	......	১১৭
৭০।	১ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সেই অতীতে যেন আর ফিরে না যাই	......	১১৮
৭১।	১ নভেম্বর	ভন্ড নায়ক ইয়াহিয়া	......	১১৯
৭২।	১ নভেম্বর	রাজাকাররাও আর বিশ্বাসী নয়	......	১২১
৭৩।	১৫ নভেম্বর	বাঙালী রাজাকাররা সাবধান	......	১২২
৭৪।	১৫ নভেম্বর	ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার	......	১২৩
৭৫।	২২ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ শান্তি কমিটি?	......	১২৪
৭৬।	২২ নভেম্বর	বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে কর্মসূচী নিচ্ছেন	......	১২৬
৭৭।	২২ নভেম্বর	বাস্তত্যাগীদের নিয়ে ঢাকা বেতারের অপপ্রচার	......	১২৭
৭৮।	২২ নভেম্বর	নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন	......	১২৮
৭৯।	২২ নভেম্বর	রাজাকারদের জন্য শেষ সুযোগ।	......	১২৯
৮০।	রণাঙ্গন			
	১১ জুলাই	সম্পাদকীয়	......	১৩০
৮১।	২৫ জুলাই	সম্পাদকীয়	......	১৩১
৮২।	৮ আগস্ট	সম্পাদকীয়	......	১৩২
৮৩।	২৪ অক্টোবর	সম্পাদকীয়	......	১৩৩
৮৪।	২৪ অক্টোবর	বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো	......	১৩৪
৮৫।	স্বাধীন বাংলা			
	১২ জুলাই	সম্পাদকীয়	......	১৩৫
৮৬।	১২ জুলাই	বিশ্বের প্রতি অন্তিম আবেদনঃ বাংলার নারীদের বাঁচান	......	১৩৬

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
৮৭।	১৮ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন	......	১০৫
৮৮।	২৫ জুলাই	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ের স্বার্থে	......	১০৬
৮৯।	২৪ জুলাই	সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার	......	১০৭
৯০।	১ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি	......	১০৮
৯১।	১ আগস্ট	ইয়াহিয়া চক্রকে মদত দেয়ার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ	......	১০৯
৯২।	৪ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সামরিক দিক হতেও ঐক্যজোটের অনিবার্য তাগিদ	......	১১০
৯৩।	১৯ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ শুভ সূচনা	......	১১১
৯৪।	৩ অক্টোবর	স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই	......	১১৩
৯৫।	১০ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ সোভিয়েত ভারত যুক্ত বিবৃতি	......	১১৪
৯৬।	১০ অক্টোবর	বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন	......	১১৫
৯৭।	৭ নভেম্বর	উপদেষ্টা পরিষদকে সংগ্রামী ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীকে পরিণত করা হউক	......	১১৬
৯৮।	১৪ নভেম্বর	ঐক্যবদ্ধভাবে চুড়ান্ত আঘাত হানিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত কর	......	১১৭
৯৯।	১৪ নভেম্বর	গ্রাম বাংলায় জঙ্গী শাহীর কর্তৃক অচল	......	১১৮
১০০।	১৪ নভেম্বর	বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে	......	১১৯
১০১।	২১ নভেম্বর	দিনাজপুরের মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত	......	১২১
১০২।	২১ নভেম্বর	রাজনৈতিক হালচাল	......	১২২
১০৩।	৫ ডিসেম্বর	মুক্তাঞ্চলে নতুন জীবন গড়িতে হইবে	......	১২৩
১০৪।	১২ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ জাতীয় জীবনের এই পরম লগ্নে	......	১২৪
১০৫।	১৯ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তির শুভদিনে	......	১২৬
১০৬।	সোনার বাংলা জুলাই	টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া মুক্তিবাহিনী জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে		১২৭
১০৭।	- জুলাই	হানাদার বাহিনীর শাস্তিদানের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করুন	......	১২৮
১০৮।	-আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তিযোদ্ধা লহ সালাম	......	১২৯
১০৯।	-আগস্ট	মুজিবের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি		১৩০
১১০।	৩১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ বিশ্ববিবেক নীরবতার প্রেরিতে	......	১৩১
১১১।	৩১ অক্টোবর	বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে	......	১৩২
১১২।	বাংলার মুখ ২৭ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	......	১৩৩
১১৩।	১৭ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের প্রতি	......	১৩৪
১১৪।	১৭ সেপ্টেম্বর	মুক্তি সংগ্রামের নতুন দিক	......	১৩৫
১১৫।	১৭ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ ও বিশ্ববিবেক	......	১৩৬
১১৬।	১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব সত্য	......	১৩৬

সতের

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
১১৭।	২৬ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ এবারের ঈদ	......	১৯৩
১১৮।	২৬ নভেম্বর	বাংলার স্বাধীনতা অশ্রুআর রক্তে	......	১৯৫
১১৯।	২৬ নভেম্বর	বাংলাদেশ সরকার ও তার ব্যাপক সাফল্য	......	১৯৭
১২০।	১০ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ তোমার স্বপ্ন সফল, তোমার বাংলা স্বাধীন	......	১৯৯
১২১।	বিপ্লবী বাংলাদেশ			
	৫ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ জনযুদ্ধের জন শিক্ষা	......	২০০
১২২।	১২ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	......	২০২
১২৩।	১২ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন?	......	২০৩
১২৪।	১০ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ অবরোধ	......	২০৫
১২৫।	১০ অক্টোবর	রাজনৈতিক সমাধান	......	২০৭
১২৬।	১০ অক্টোবর	বিশ্বের মুক্তিকামী সরকার বাংলার মুক্তি বাহিনীকে অস্ত্র দিন	......	২০৯
১২৭।	১৭ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ তথ্য সংগ্রহ ও অন্য কাজ	......	২১০
১২৮।	২৪ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম	......	২১২
১২৯।	৭ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী কে? দুষ্কৃতিকারী কে?	......	২১৪
১৩০।	৭ নভেম্বর	বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ	......	২১৬
১৩১।	২১ নভেম্বর	এবারের ঈদ রক্ত তিলক শপথের দিন	......	২১৭
১৩২।	২১ নভেম্বর	বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে বিরূপ রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়া হবে না	......	২১৮
১৩৩।	২৮ নভেম্বের	সম্পাদকীয়ঃ শোষন অবসানের অভিযান।	......	২১৯
১৩৪।	জন্মভূমি			
	৬ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ মালিক সাবধান!	......	২২১
১৩৫।	৬ সেপ্টেম্বর	যাঁরা বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেছেন	......	২২২
১৩৬।	৬ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের ডাক টিকেট	......	২২৪
১৩৭।	১৩ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ (১) দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ সংস্থা (২) একটি শুভ পদক্ষেপ	......	২২৫
১৩৮।	৬ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ নিশ্চিহ্ন পাকিস্তান, এ লড়াই শেষ লড়াই	......	২২৬
১৩৯।	৬ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ	......	২২৭
১৪০।	৬ ডিসেম্বর	জঙ্গী শাহীর সামরিক শক্তি কতটুকু	......	২২৮
১৪১।	বাংলার বানী			
	১৪ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বাংলাদেশ	......	২৩০
১৪২।	১৪ সেপ্টেম্বর	জাতিসংঘের সাহায্য সামগ্রী লইয়া ছিনিমিনি খেলা	......	২৩২
১৪৩।	১৪ সেপ্টেম্বর	অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা	......	২৩৩
১৪৪।	১৪ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখলাম	......	২৩৪
১৪৫।	২১ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ জাতিসংঘের অগ্নি পরীক্ষা	......	২৩৫
১৪৬।	২১ সেপ্টেম্বর	মাতৃভূমির বক্তব্য পেশের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নিউইয়র্ক যাত্রা	......	২৩৮

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪৭।	২১ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখলাম	......	২৩৯
১৪৮।	২১ সেপ্টেম্বর	বাঙালী কূটনীতিবিদদের আনুগত্য বদল অব্যাহত	......	২৪১
১৪৯।	২৮ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ ইতিহাস আমাদের অনুকূলে	......	২৪৩
১৫০।	২৮ সেপ্টেম্বর	বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া না হলে ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হতে বাধ্য	......	২৪৫
১৫১।	২৮ সেপ্টেম্বর	অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবিদের উপর দমন নীতি অব্যাহত	......	২৪৭
১৫২।	২৮ সেপ্টেম্বর	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও বিশ্ব রাজনীতে	.....	২৪৮
১৫৩।	২৮ সেপ্টেম্বর	সশস্ত্র যুদ্ধে বাঙালীদের পাশে আসিয়া দাড়ইতে হইবে আদ্রে মালরো		২৫১
১৫৪।	৫ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ সর্বশেষ জল্লাদী ষড়যন্ত্র	......	২৫৩
১৫৫।	৫ অক্টোবর	কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের আপোষ?	......	২৫৬
১৫৬।	১২ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ বিশ্ববাসী রুখিয়া দাড়াও	......	২৬০
১৫৭।	১২ অক্টোবর	স্বাধীন বাংলাই একমাত্র সমাধান	......	২৬৩
১৫৮।	১২ অক্টোবর	বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে		২৬৫
১৫৯।	২ নভেম্বর	জঙ্গী শাহীর ব্যর্থতা চাপা দেয়ার নয়া কৌশল	......	২৬৭
১৬০।	৯ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সাম্রাজ্যবাদী খেলা	......	২৬৯
১৬১।	৯ নভেম্বর	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রতিক্রিয়া	......	২৭১
১৬২।	৯ নভেম্বর	বঙ্গবন্ধুর মক্তি চাইঃ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি	......	২৭৩
১৬৩।	১৪ নভেম্বের	জননী বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই কনসালটেটিভ কমিটি	......	২৭৪
১৬৪।	৭ ডিসেম্বর	মুজিবের বাংলাদেশ, ইন্দিরার ভারত একযোগে রুখিয়া দাঁড়াও	......	২৭৬
১৬৫।	৭ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ (১) আমরা কৃতজ্ঞ (২) আর কোন পথ নাই	......	২৭৮
১৬৬।	৭ ডিসেম্বর	রাজনৈতিক দিগন্তে	......	২৮১
১৬৭।	৭ ডিসেম্বর	চিঠিপত্রের জবাবে	......	২৮৪
১৬৮।	নতুন বাংলা			
	১৬ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ এই যুক্ত কর্মদ্যোগকে সংগ্রামের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিন		২৮৭
১৬৯।	১৬ সেপ্টেম্বর	আপোষ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাঃ পাঁচ পার্টির যুক্ত ঘোষণা	......	২৮৯
১৭০।	১৬ সেপ্টেম্বর	ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত	......	২৯১
১৭১।	১৬ সেপ্টেম্বর	রাজনৈতিক প্ররিক্রমা	......	২৯২
১৭২।	১৬ সেপ্টেম্বর	সাম্রাজ্যনাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তান	......	২৯৪
১৭৩।	১৬ সেপ্টেম্বর	মুক্তাঞ্চলের চিঠি	......	২৯৬
১৭৪।	২১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ জঙ্গী শাহীর চক্রান্ত ব্যর্থ করুন	......	২৯৮
১৭৫।	২১ অক্টোবর	অনিলম্বে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য চাই	......	৩০০
১৭৬।	১১ নভেম্বর	স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই	......	৩০১

উনিশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৭৭।	১১ নভেম্বর	ইয়াহিয়ার যুদ্ধ চক্রান্ত ও তার দোসররা	......	৩০৩
১৭৮।	১৬ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর	......	৩০৫
১৭৯।	১৬ ডিসেম্বর	স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সমীপেষু	......	৩০৬
১৮০।	মুক্ত বাংলা			
	২০ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ অভ্যুদয়	......	৩১২
১৮১।	২০ সেপ্টেম্বর	দখলীয় এলাকায় পাকিস্তানী প্রশাসন অচল	......	৩১৩
১৮২।	২০ সেপ্টেম্বর	রাজাকার ও শান্তি কমিটি সমীপে একটি খোলা চিঠি	......	৩১৪
১৮৩।	৪ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর আহবান	......	৩১৬
১৮৪।	৪ অক্টোবর	কেন বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম	......	৩১৮
১৮৫।	৪ অক্টোবর	বাংলাদেশের সমর্থনে মহামান্য পোপ	......	৩১৯
১৮৬।	১১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ দেশদ্রোহী	......	৩২০
১৮৭।	১ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ পাকিস্তানী সেনা, নারী নির্যাতন ও আলেম সমাজ	......	৩২২
১৮৮।	সাপ্তাহিক বাংলা			
	২৬ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা	......	৩২৪
১৮৯।	২৬ সেপ্টেম্বর	ইয়াহিয়ার শক্তির উৎসে আঘাত করো	......	৩২৬
১৯০।	২৬ সেপ্টেম্বর	স্বাধীনতা ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	......	৩৩০
১৯১।	দাবানল			
	২৬ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ অসুর নিধন উৎসব	......	৩৩২
১৯২।	২৬ সেপ্টেম্বর	পাকিস্তানে নয় বাংলাদেশেই শরণার্থীরা ফিরবে	......	৩৩৪
১৯৩।	২৬ সেপ্টেম্বর	মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ	......	৩৩৬
১৯৪।	২৮ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ আরো জোরে আঘাত হানো	......	৩৩৭
১৯৫।	২৮ নভেম্বর	গণচীন ও বাংলাদেশের সংগ্রাম	......	৩৩৯
১৯৬।	২৮ নভেম্বর	মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ	......	৩৪১
১৯৭।	প্রতিনিধি			
	১৫ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ ইয়াহিয়া ভুট্টো ক্ষমতা দ্বন্দ্ব	......	৩৪২
১৯৮।	মুক্তি			
	অক্টোবর	সম্পাদকীয় এবং একটি প্রবন্ধ	....	৩৪৪
১৯৯।	সংগ্রামী বাংলা			
	১৮ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ সংগ্রামী বাংলার ডাক	......	৩৪৫
২০০।	২৭ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়	......	৩৪৮
২০১।	২৭ নভেম্বর	বাংলাদেশে ঈদ হয় নাই	......	৩৫০
২০২।	২৭ নভেম্বর	সংগ্রামী জনসাধারণের দায়িত্ব	......	৩৫১
২০৩।	অগ্রদূত			
	২০ অক্টোবর	সম্পাদকীয়	......	৩৫২
২০৪।	২০ অক্টোবর	মুক্ত অঞ্চলের পৌর সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাস	......	৩৫৩

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
২০৫।	২৭ অক্টোবর	সম্পাদকীয়	......	৩৫৪
২০৬।	২৭ অক্টোবর	দুইজন কুখ্যাত পাক দালালের মৃত্যুদন্ড-	......	৩৫৫
২০৭।	২৪ নভেম্বর	ঈদুল ফেতর উদযাপন	......	৩৫৬
২০৮।	১ ডিসেম্বর	জনৈক হেড মাষ্টারের মৃত্যুদন্ড-	......	৩৫৭
২০৯।	মুক্ত বাংলা			
	২৩ অক্টোবর	আত্মসমর্পণের হিড়িক	......	৩৫৮
২১০।	১ নভেম্বর	মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে	......	৩৫৯
২১১।	২৯ নভেম্বর	সম্পাদকীয়	......	৩৬০
২১২।	২ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়	......	৩৬১
২১৩।	জাগ্রত বাংলা			
	৩০ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ রাজাকার দর্পণ	......	৩৬২
২১৪।	৩০ অক্টোবর	নিয়াজীর গোপন রির্পোট ফাঁস	......	৩৬৪
২১৫।	৩০ অক্টোবর	জনসভা	......	৩৬৫
২১৬।	৩০ অক্টোবর	মুক্তিযোদ্ধার জবানবন্দী	......	৩৬৬
২১৭।	১১ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ যুদ্ধ ও শান্তি	......	৩৬৭
২১৮।	১১ ডিসেম্বর	জনসভা	......	৩৬৮
২১৯।	১১ ডিসেম্বর	জনমত	......	৩৭০
২২০।	১১ ডিসেম্বর	শত্রু পরিত্যক্ত ভালুকা	......	৩৭১
২২১।	১৬ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৈত্রী	......	৩৭৩
২২২।	১৬ ডিসেম্বর	জনসভা	......	৩৭৫
২২৩।	১৬ ডিসেম্বর	জনমত	......	৩৭৬
২২৪।	রণাঙ্গণ			
	অক্টোবর	বাংলাদেশকে ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন	......	৩৭৭
২২৫।	৩০ অক্টোবর	প্রশাসনিক কাজ শুরুর দ্বিতীয় পদক্ষেপ	......	৩৭৮
২২৬।	৩০ অক্টোবর	স্বাক্ষী গোপাল মন্ত্রীদের প্রতি খোলা চিঠি	....	৩৭৯
২২৭।	বাংলাদেশ			
	৩১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তি পথের যাত্রী সশস্ত্র বাঙালী	......	৩৮১
২২৮।	৩১ অক্টোবর	কেন আমি মুক্তিযোদ্ধা	......	৩৮৩
২২৯।	৩ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী	......	৩৮৪
২৩০।	৩ ডিসেম্বর	ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প	......	৩৮৫
২৩১।	১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানচিত্রে নতুন চিত্র বাংলাদেশ	......	৩৮৬
২৩২।	স্বাধীন বাংলা			
	১ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ার	......	৩৮৭
২৩৩।	১ নভেম্বর	দেশবাসীরা সাবধান-ভাসানী	......	৩৯১

একুশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৩৪।	দেশ বাংলা			
	৪ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ অনিবার্য সমাধি	……	৩৯২
২৩৫।	৪ নভেম্বর	রাজনৈতিক সমঝোতা সোনার পাথর বাটি	……	৩৯৪
২৩৬।	১১ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী	……	৩৯৬
২৩৭।	১৮ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন জন?	……	৩৯৭
২৩৮।	১৮ নভেম্বর	বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গনতন্ত্র চাই কি? আওয়ামী লীগকে মন স্থির করতে হবে	……	৩৯৯
২৩৯।	১৮ নভেম্বর	অধিকৃত বাংলায়	……	৪০২
২৪০।	১৮ নভেম্বর	শত্রুশিবিরে	……	৪০৪
২৪১।	১৮ নভেম্বর	শরণার্থী শিবিরে	……	৪০৭
২৪২।	১৮ নভেম্বর	মুক্ত বাংলায়	……	৪০৯
২৪৩।	৯ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ কালরাত্রির অবসান নতুন সূর্যের অভ্যূদয়	……	৪১০
২৪৪।	৯ ডিসেম্বর	পাকিস্তান নামে কোন দেশ থাকবে না	……	৪১২
২৪৫।	১৬ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে হবে	……	৪১৪
২৪৬।	১৬ ডিসেম্বর	সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত	……	৪১৬
২৪৭।	১৬ ডিসেম্বর	এবার দেশ গড়ার পালা	……	৪১৮
২৪৮।	দুর্জয় বাংলা			
	৪ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ জয় আমাদের হবেই	……	৪২০
২৪৯।	স্বাধীন বাংলা			
	৬ নভেম্বর	সম্পাদকীয়	……	৪২১
২৫০।	১৩ নভেম্বর	পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন	……	৪২৩
২৫১।	২৭ নভেম্বর	সম্পাদকীয়	……	৪২৪
২৫২।	আমাদের দেশ			
	১১ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ শান্তির পারাবত	……	৪২৭
২৫৩।	১১ নভেম্বর	মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু	……	৪২৯
২৫৪।	২৫ নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ আঘাতের পর আঘাত হানুন	……	৪৩০
২৫৫।	২৫ নভেম্বর	পাক তাসের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে	…….	৪৩২
২৫৬।	২৫ নভেম্বর	পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সফর	……	৪৩৪
২৫৭।	২৫ নভেম্বর	মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের বক্তব্য	……	৪৩৫
২৫৮।	সংগ্রামী বাংলা			
	নভেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ এবারের ঈদ সংগ্রামের নব চেতনা	……	৪৩৮
২৫৯।	৮ ডিসেম্বর	ঐ নতুনের কেতন ওড়ে	……	৪৩৯
২৬০।	অভিযান			
	১৮ নভেম্বার	সম্পাদকীয়ঃ অভিযান	……	৪৪০
২৬১।	১৮ নভেম্বার	শ্রীমতি গান্ধীর পশ্চিম সফরান্তিক সাফল্য	……	৪৪১

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৬২।	১৮ নভেম্বর	প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত	......	৪৪৪
২৬৩।	১৮ নভেম্বর	ঢাকায় আবার গনহত্যা	......	৪৪৬
২৬৪।	১৮ নভেম্বর	ব্যর্থ মনোরথ ভূট্টোর প্রত্যাবর্তন	......	৪৪৭
২৬৫।	১৮ নভেম্বর	বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচারিত সংবাদ দুরভিসন্ধিমূলক	......	৪৪৯
২৬৬।	২৫ নভেম্বর	খেলা সমাপ্তির শেষ ঘন্টাধ্বনি	......	৪৫০
২৬৭।	২৫ নভেম্বর	বাংলাদেশঃ ইতিহাস থেকে ইতিহাস	......	৪৫৩
২৬৮।	২৫ নভেম্বর	প্রতিধ্বনি	......	৪৫৭
২৬৯।	২৫ নভেম্বর	মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও বাংলাদেশ	......	৪৫৮
২৭০।	২৫ নভেম্বর	পাকিস্তানী চন্ড চক্রের চন্ডতম নায়ক ইয়াহিয়া	......	৪৬১
২৭১।	২৫ নভেম্বর	পাক দুতাবাসগুলিতে শয়তানের অনুচর	......	৪৬৩
২৭২।	২৫ নভেম্বর	বিশ্বাসঘাতকতার পথ এখনও পরিহার করন	......	৪৬৫
২৭৩।	১০ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ পাকিস্তানের কবর খোড়া শুরু হয়েছে	......	৪৬৭
২৭৪।	১৭ ডিসেম্বর	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ঐতিহাসিক পুরস্কার	......	৪৬৯
২৭৫।	১৭ ডিসেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি	......	৪৭১
২৭৬।	১৭ ডিসেম্বর	ভয় পাইয়ে দেবার কারসাজি মাত্র (মার্কিন সপ্তম নৌবহর)	......	৪৭৩
২৭৭।	১৭ ডিসেম্বর	মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনে সরকারী দির্দেশ	......	৪৭৫
২৭৮।	১৭ ডিসেম্বর	কারও করুণায় নয় একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে	......	৪৭৬
২৭৯।	১৭ ডিসেম্বর	বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বায়িত্ব আজ আমাদের হাতে	......	৪৭৮

মুজিবনগর সংবাদপত্রঃ ইংরেজী

২৮০।	বাংলাদেশ	পাকিস্তান গণহত্যার অপরাধী ১৪ জুলাই **(Pakistan Guilty of Genocide)**	......	৪৮০
২৮১।	২১ জুলাই	গণপ্রতিনিধিদের শপথ **(Elected representative vow afresh)**	......	৪৮২
২৮২।	২১ জুলাই	প্রথম বাংলাদেশ মিশন **(First Bangladesh Mission in the world)**	......	৪৮৪
২৮৩।	২৮ জুলাই	জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের দ্বৈত আচরণ **(Double Dealing By U.N. Officials)**	....	৪৮৬
২৮৪।	২৮ জুলাই	বাংলাদেশের ডাক টিকেট **(Bangladesh Stamps A mark of Statehood)**	......	৪৮৭
২৮৫।	২৮ জুলাই	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে **(Inside Bangladesh)**	......	৪৮৮

তেইশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৮৬।	২৮ জুলাই	বিশ্বজনমত (**World Press**)	......	৪৮৯
২৮৭।	২৫ আগস্ট	বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কিছু চিন্তা **(Some Thoughts on Bangladesh)**	......	৪৯২
২৮৮।	২৫ আগস্ট	'নতুন ভিয়েতনাম' এর পূর্বাভাস **(Prelude to a New Vietnam)**	......	৪৯৪
২৮৯।	১ সেপ্টেম্বর	'সত্যের সন্ধানে' **(In Search of Truth)**	....	৪৯৬
২৯০।	৮ সেপ্টেম্বর	পাগলা কুকুর হতে সাবধান **(Beware of mad Dog)**	......	৫০০
২৯১।	৮ সেপ্টেম্বর	মুজিবনগর সমাচার **(From Mujibnagar)**	......	৫০৩
২৯২।	৮ সেপ্টেম্বর	অঙ্গীকার প্রতিপালিত হয়েছে **(Promise Fulfilled)**	......	৫০৪
২৯৩।	২৭ অক্টোবর	মুজিবনগর সমাচার **(From Mujibnagar)**	......	৫০৫
২৯৪।	২৭ অক্টোবর	মক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা **(Medical care for Freedom Fighters)**	......	৫০৬
২৯৫।	১০ নভেম্বর	পাকিস্তানের দিল্লী মিশন ইয়াহিয়ার কসাইখানা **(Delhi Pakistan Mission Yahya's Slaughter House)**		৫০৮
২৯৬।	১০ নভেম্বর	বাংলাদেশ অভ্যন্তরে **(Inside Bangladesh)**	......	৫০৯
২৯৭।	১০ নভেম্বর	বাংলাদেশ সরকারের কৃতিত্ব **(Achievements of the Bangladesh Govt.)**	......	৫১১
২৯৮।	৮ ডিসেম্বর	ভারত বাংলাদেশের স্বীকৃতি দিয়েছে **(India Accords Recognition to Bangladesh)**	......	৫১৪
২৯৯।	৮ ডিসেম্বর	জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান **(Bangladesh No to UN Observers Idea)**	......	৫১৬
৩০০।	৮ ডিসেম্বর	জোট নিপপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণসহ অবস্থান **(Non Alignment & Peaceful Co-existence)**	......	৫১৭
৩০১।	২২ ডিসেম্বর	ভয়ঙ্কর বুদ্ধিজীবী নিধন **(Horrifying Pakistan Elitocide In Bangladesh)**	.....	৫১৯
৩০২।	২২ ডিসেম্বর	দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ **(Occupation Forces Surrender)**	......	৫২০
৩০৩।	দি নেশন ২৪ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকীয়ঃ বালাদেশকে স্বীকৃতি দিন **(Editorial: Recognize Bangladesh)**	......	৫২১
৩০৪।	২৪ সেপ্টেম্বর	যুদ্ধ কতদিন চলবে? **(How Long the War Will Continue)**	......	৫২৩

চব্বিশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩০৫।	২৮ জুলাই	স্পষ্ট ভাষণ **(Frankly Speaking)**	৫২৬
৩০৬।	২৫ আগস্ট	আপাতঃ দৃষ্টিতে **(Prima Facie)**	৫২৮
৩০৭।	২৪ সেপ্টেম্বর	স্বাধীনতার জন্য নারীরা **(Women for Cause of Libration)**	৫২৯
৩০৮।	২৪ সেপ্টেম্বর	মুজিবের বিচারঃ বাংলাদেশের আইনজীবীদের নিন্দা **(Bangladesh Lawyers Condemn Mujib's Trial)**	৫৩১
৩০৯।	২৪ সেপ্টেম্বর	পাকিস্তানের ওপর কুটনৈতিক আক্রমণের পুরোধাগণ **(Pioneers of Diplomatic Onslaught on Pindi)**	৫৩২
৩১০।	২৪ সেপ্টেম্বর	বিশ্বজনমত **(The World Press)**	৫৩৪
৩১১।	৮ অক্টোবর	সম্পাদকীয় রাজনৈতিক সমাধান কোথায় **(Editorial: Whither Political Solution)**	৫৩৬
৩১২।	৮ অক্টোবর	যুদ্বেই বাংলাদেশের মুক্তি **(War Alone Can Free Bangladesh)**	৫৩৮
৩১৩।	৮ অক্টোবর	স্পষ্ট ভাষণ **(Frankly Speaking)**	৫৪১
৩১৪।	৮ অক্টোবর	আপাতঃ দৃষ্টিতে **(Prima Facie)**	৫৪৩
৩১৫।	৮ অক্টোবর	মুজিবনগর সংবাদ **(Capital Calling)**	৫৪৪
৩১৬।	৮ অক্টোবর	স্বেচ্ছাসেবী দলের প্রশংসনীয় কাজ **(Volunteer Corps Doing Fine Job)**	৫৪৬
৩১৭।	৮ অক্টোবর	ভারতীয় দৃষ্টিতে **(The Indian Point of View)**	৫৪৭
৩১৮।	২২ অক্টোবর	স্বাধীনতার যুদ্ধ মধ্য পথে **(Battle of Freedom is Half-way Through)**	৫৪৯
৩১৯।	২২ অক্টোবর	আপাতঃ দৃষ্টিতে **(Prime Facie)**	৫৫১
৩২০।	২২ অক্টোবর	কলিকাতা মিশনের দৃষ্টিতে অপূর্ব **(Calcutta Mission's Defection is Singular)**	৫৫২
৩২১।	২২ অক্টোবর	বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ **(Famine Stalks Bangladesh)**	৫৫৫
৩২২।	২২ অক্টোবর	একটি দেশত্যাগী শিশুর লেখা **(An Evacuee Child Writes)**	৫৫৮

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা
বৃটেন
(ইংরেজী সংবাদপত্র)

১। বাংলাদেশ নিউজ লেটার			
	২৬ এপ্রিল	ঐক্যবদ্ধ হও, নয়তো নিন্দা কুড়াও **(Unite or be Damned)**	৫৬২
২।	২৬ এপ্রিল	যুক্তরাজ্য ডায়েরী **(The United Kingdom Diary)**	৫৬৩
৩।	২৬ এপ্রিল	আমেরিকার চিঠি **(Letter From America)**	৫৬৯
৪।	২১ জুন	যুক্তরাজ্য ডায়েরী **(The United Kingdom Diary)**	৫৭১
৫।	২১ জুন	বাংলাদেশের রিপোর্ট **(Report from Bangladesh)**	৫৭৫
৬।	২১ জুন	আফ্রো-এশীয় জনমত **(Afro-Asian Press Say)**	৫৭৭
৭।	৭ জুলাই	যুক্তরাজ্য ডায়েরী **(The United Kingdom Diary)**	৫৭৮
৮।	৭ জুলাই	বাম ফ্রন্টের সমর্থন **(Support from the Left)**	৫৮১
৯।	৭ জুলাই	আরব সাংবাদিকের চোখে ‘জিন্নাহর স্বর্গ’ **(Arab Writer Exposes ‘Jinnah’s Heaven’)**	৫৮২
১০।	৭ জুলাই	পশ্চিম পাকিস্তান দৃশ্যপট **(West Pakistan Scene)**	৫৮৩
১১।	নভেম্বর	সম্পাঃ অনিবার্য সফলতা ত্বরান্বিত করুন **(Ed. Make the Inevitable Possible Immediately)**......	৫৮৪
১২।	বাংলাদেশ টুডে		
	১৫ সেপ্টেম্বর	মক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযান **(Mukti Bahini Marches Ahead)**	৫৮৬
১৩।	১৫ সেপ্টেম্বর	সম্পাঃ ইয়াহিয়ার বেসামরিকীকরণ **(Ed. Yahya’s Civilian Eye Wash)**	৫৮৭
১৪।	১৫ সেপ্টেম্বর	মুজিবের বিচার চলছে **(Mujib on Trail)**	৫৮৯
১৫।	১৫ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ এখন আর অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয় **(Bangladesh No More An Internal Issue)**	৫৯১

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৬।	১৫ সেপ্টেম্বর	‘বাংলাদেশ মানবাধিকার নিশ্চিত করবে’		
		(‘Bangladesh will Ensure Human Rights’)	……	৫৯৩
১৭।	১৫ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ লবী		
		(Lobbying Bangladesh)	……	৫৯৫
১৮।	১৫ অক্টোবর	বৃটিশ লেবার পার্টি ইয়াহিয়ার বর্বরতার নিন্দা করেছে		
		(British Labor Party Condemns Yahya’s Brutality)		৫৯৬
১৯।	১৫ অক্টোবর	ব্যাপক হারে মৃত্যু		
		(Death ‘On A Megaton Scale’)	…….	৫৯৮
২০।	১ নভেম্বর	মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমন		
		(Vigorous Offensive by Mukti Bahini)	……	৬০০
২১।	১ নভেম্বর	‘বাস্তবনা মেনে নিন’		
		(‘Recognize Reality)	……	৬০২
		বাংলা সংবাদপত্র		
২২।	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা			
	৩ আগস্ট	সভা-সমিতি-সম্মেলন	……	৬০৩
২৩।	২০, ২৭ আগস্ট	পরিচিত সভা। বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন	……	৬০৫
২৪।	৮ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন	……	৬০৬
২৫।	১৭ সেপ্টেম্বর	বিভিন্ন বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব	…….	৬০৮
২৬।	২১ সেপ্টেম্বর	বিচারপতি চৌধুরীর তৎপরতা	……	৬০৯
২৭।	২১ সেপ্টেম্বর	জনসভা ও নৃত্যনাট্য	……	৬১০
২৮।	২৬, ২৯ অক্টোঃ	ডেলিগেশন। গণমিছিল	……	৬১১
২৯।	৫ নভেঃ	বাংলাদেশ সরকার তৈরী।	……	৬১২
	২৪ ডিসেঃ	স্বীকৃতির দাবীতে জনসভা	……	৬১২
৩০।	জনমত			
	২১ নভেম্বার	সম্পাদকীয়ঃ কোন আপোষ না	……	৬১৩
৩১।	২১ নভেম্বার	বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা	……	৬১৪
৩২।	২১ নভেম্বার	মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী	……	৬১৬
		আমেরিকা		
		(বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার শাখাসমূহ)		
৩৩।	‘বাংলাদেশ পত্র’		…..	৬১৭
	১৪ মে	সম্পাদকীয়, সংগঠন ও ইতিহাস ও কর্মসূচী	……	৬১৯
৩৪।	বাংলাদেশ নিউজলেটার			
	শিকাগো, ১৭ মে	বাংলাদেশ আন্দোলনঃ সম্পাদকীয় ও খবর		
		(Activities and Program for Bangladesh Movement: Ed. & News)	……	৬২৩

সাতাশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা

৩৫। ২৫ মে সম্পাদকীয় ও ঘোষণা
(Editorial & Announcement) ৬২৮

৩৬। বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন
ক্যালিফর্নিয়া
১ জনু সম্পাদকীয় ও খবর
(Editorial & News) ৬৩১

৩৭। বাংলাদেশ নিউজলেটার
শিকাগো, ১০ জুন বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর
(News on Bangladesh Movement) ৬৩৪

৩৮। বাংলাদেশ
নিউইয়র্ক, ১৬ জন সম্পাদকীয়
(Editorial) ৬৩৬

৩৯। ১৬ জনু এক নজরে আন্দোলন তৎপরতা
(A Glimpse of Activities) ৬৩৮

৪০। বাংলাদেশ নিউজলেটার
শিকাগো, ১ জুলাই সম্পাঃ বাংলাদেশকে সাহায্য করুন
(Ed. Bangladesh Counts on You) ৬৪১

৪১। ১ জুলাই বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর
(News on Bangladesh Movement) ৬৪২

৪২। বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন
ক্যালিফর্নিয়া, ১ জুলাই সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন
(Editorial & Reports) ৬৪৪

৪৩। বাংলাদেশ নিউজলেটার
শিকাগো, ১৪ জুলাই বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর
(News on Bangladesh Movement) ৬৪৭

৪৪। শিখা
নিউ ইয়র্ক, ১ আগস্ট সম্পাদকীয় ও বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর
(Editorial And News on Bangladesh Movement) ৬৫৩

৪৫। বাংলাদেশ নিউজলেটার
শিকাগো, ৫ আগস্টকংগ্রেসে পাকিস্তান প্রশ্ন
(How the Pakistan Question Stands in Congress) ৬৫৭

৪৬। ৫ আগস্ট সম্পাদকের কথা
(Editor's Note) ৬৫৯

৪৭। ৫ আগস্ট ইকনমিক কাউন্সিলর-এর পদত্যাগ বি, ডি, এল, সভাপতির সফর
(Economic Counselor Reigns BDL President Visits) ৬৬২

৪৮। ৫ আগস্ট বিভিন্ন বাংলাদেশ দলের খবর
(News From Various Bangladesh Groups) ৬৬৩

আঠাশ

ক্রমিক	সংবাদপত্র / তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৯।	২০ আগস্ট	সম্পাদকের বক্তব্য ও পরামর্শ **(Editor’s Note & Suggested Course of Action)**......	৬৬৬
৫০।	২০ আগস্ট	বাংলাদেশ দুতের ভাষণ, বি ডি এল সভাপতির সফর **(Bangladesh Ambassador Addresses BDL President’s Trip)**	৬৬৮
৫১।	২০ আগস্ট	বিভিন্ন বাংলাদেশ দলের খবর **(News From Various Bangladesh Groups)**......	৬৭০
৫২।	১০ সেপ্টেম্বর	ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজের বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ **(Week-long Demonstration Against World Airways)**	৬৭৫
৫৩।	২৫ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ দলসমূহের খবর **(News From Bangladesh Groups)**	৬৭৬
৫৪।	২৫ সেপ্টেম্বর	সম্পাদকের বক্তব্য **(Editor’s Note)**	৬৭৭
৫৫।	১০ অক্টোবর	সম্পাঃ ইয়াহিয়ার মোমের প্রাসাদ **(Ed. Yahya’s House of Wax)**	৬৭৯
৫৬।	১০ অক্টোবর	দখলীকৃত বাংলাদেশে মৃত্যু ও সন্ত্রাসের তান্ডব **(Death And Terror Reign in Occupied Bangladesh)**	৬৮০
৫৭।	১০ অক্টোবর	সংবাদ কণিকা **(News in Brief)**	৬৮২
৫৮।	২৫ অক্টোবর	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গ্রেফতার ও চাকুরীচ্যুত **(University Professors Arrested, Dismissed) ......**	৬৮৩
৫৯।	২৫ অক্টোবর	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Bangladesh Movement)**	৬৮৪
৬০।	১০ নভেম্বর	রাজ্যসমূহে বাংলাদেশ তৎপরতা **(Bangladesh Activities Around the States)......**	৬৮৬
৬১।	২৫ নভেম্বর	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Bangladesh Movements)**	৬৮৯
৬২।	১০ ডিসেম্বর	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Bangladesh Movements)**	৬৯১
৬৩।	১০ নভেম্বর	যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ তৎপরতা **(Bangladesh Activities Around the US)**	৬৯৫

কানাডা

৬৪।	বাংলাদেশ টরন্টা, ৩১ জুলাই	পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের ডাক **(Call up In West Pakistan)**	৬৯৮
৬৫।	২৫ আগস্ট	সম্পাদকীয় **(Editorial)**	৬৯৯

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৬।	২৫ আগস্ট	শেখ মুজিবের বিচার এবং বিশ্বপ্রতিক্রিয়া **(Trial of Sheikh Mujib & World Reactions)**......	৭০১
৬৭।	২৫ আগস্ট	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Bangladesh Movement)**	৭০৩
৬৮।	১৫ অক্টোবর	স্থানীয় সংবাদ **(Local News)**	৭০৫
৬৯।	৩১ অক্টোবর	স্থানীয় সংবাদ **(Local News)**	৭০৬
৭০।	স্ফুলিঙ্গ কুবেক, ১ আগস্ট	সম্পাদকীয়ঃ বাংলাদেশে জনযুদ্ধ **(Ed. Peoples War in Bangladesh)**	৭০৭
৭১।	১ আগস্ট	‘পদ্মা’র ঘটনা **(The Story of Padma)**	৭০৯
৭২।	১ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Bangladesh Movement)**	৭১১

বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৩।	বাংলাদেশ ওয়াশিংটন	৩ সেপ্টেম্বর মুজিবের বিচার ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া **(World Concern Over Mujibur Rahman’s Trail) .....**	৭১২
৭৪।	৩ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর **(News on Activates for the Cause of Bangladesh)**	৭১৪
৭৫।	১০ সেপ্টেম্বর	পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর কাজ **(W. Pakistan Army Emulates Gestapo & SS.)**	৭১৬
৭৬।	১৭ সেপ্টেম্বর	পাকিস্তানী ধ্বংসলীলা **(The Pakistan Massacre)**	৭১৭
৭৭।	১৭ সেপ্টেম্বর	সিদ্দিকী বাংলাদেশ মিশনের নেতৃত্ব করছেন **(Siddiqi Heads Bangladesh Mission)**	৭১৯
৭৮।	১৭ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ সাহায্য **(U.N. Humanitarian Assistance in Bangladesh)**	৭২০
৭৯।	২৪ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিশ্বশান্তির জন্য হুমকী হতে পারে **(Bangladesh Situation Poses Threat to World Peace)**	৭২২
৮০।	২৪ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশের মিশনসমূহ **(Bangladesh Missions)**	৭২৩
৮১।	২৪ সেপ্টেম্বর	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বাড়ছে **(Bangladesh Forces Gain Tenacity and Skills)**	৭২৪
৮২।	১ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ মার্কিনীদেরকে প্রতারণা **(Ed. Deceiving the Americans)**	৭২৬
৮৩।	১ অক্টোবর	ইয়াহিয়ার গোপনীয়তার অন্তরালে **(Behind the Veil of Yahya’s Secrecy)**	৭২৮
৮৪।	১৫ অক্টোবর	পাকিস্তান পরিস্থিতি **(News no Pakistan Situation)**	৭৩০

ক্রমিক	সংবাদপত্র/তারিখ	বিষয়		পৃষ্ঠা
৮৫।	১৫ অক্টোবর	রাজনৈতিক সমাধানের বিশ্বজনীন আহবান **(News on Pakistan Situation)**	......	৭৩১
৮৬।	১৫ অক্টোবর	রাজনৈতিক সমাধানের বিশ্বজননী আহবান **(Universal call Political Solution)**	......	৭৩২
৮৭।	১৫ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ রাজনৈতিক সমাধান **(Ed. Political Solution)**	......	৭৩৪
৮৮।	১৫ অক্টোবর	বাংলাদেশের জয় সুনিশ্চিত **(Bangladesh Victory is certain)**	......	৭৩৫
৮৯।	২২ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ মুক্তিবাহিনী **(Ed. Mukti Bahini)**	......	৭৩৭
৯০।	২৯ অক্টোবর	সম্পাদকীয়ঃ ইয়াহিয়ার কৌশল **(Ed. Yahya's Strategy)**	......	৭৩৮
৯১।	১৯ নভেম্বর	জাতিসংঘ মিশন উঠে যেতে পারে **(U.S. Mission may withdraw)**	......	৭৩৯
৯২।	৩ ডিসেম্বর	মানব সৃষ্টি ধ্বংসলীলা **(Man-made Disaster)**	......	৭৪০
৯৩।	৩ ডিসেম্বর	বাংলাদেশ আন্দোলন কর্মসূচী **(Programs on Bangladesh)**	......	৭৪১
৯৪।	১০ ডিসেম্বর	সম্পাঃ বাংলাদেশের স্বীকৃতি **(Ed. Recognition of Bangladesh)**	......	৭৪২
৯৫।	১৬ ডিসেম্বর	সম্পাঃ বাংলাদেশ **(Ed. Bangladesh)**	......	৭৪৩
৯৬।	১৭ ডিসেম্বর	কংগ্রেস সদস্যগণ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রস্তাব **(U.S. Congressmen Move Resolutions for Recognition)**		৭৪৪
৯৭।	১৭ ডিসেম্বর	পর্যালোচনা **(Review and outlook)**	....	৭৪৫
৯৮।	১৭ ডিসেম্বর	বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ **(Colonial Exploitation of Bangladesh)**	....	৭৪৭
৯৯।	নির্ঘন্ট		....	৭৪৯

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশ

এবং
মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত

পত্র-পত্রিকা

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা* ২য় সংখ্যা	৩১ মার্চ, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Man does not live by bread alone" অর্থাৎ মানুষ শুধুমাত্র আহার করিয়াই বাঁচিয়া থাকে না।

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম উহার প্রমাণ। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে জনসাধারণ ভুট্টা, গম, চাউল ইত্যাদি মোটামুটি খাইতে পাইত। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চিৎকার না করিলে "বাসমতী" চাউলও কিছু খাইতে পাইত! শুধু ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধ্যায়টির ইতি হইয়াছে। ভাতের সংগে আমরা স্বাধীনতাও চাহিয়াছি- এবং আমরা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে সফলতা অর্জন করিয়াছি।

আমরা মনে করি ভাতের সঙ্গে মানুষের মনের খোরাকেরও প্রয়োজন আছে।

"জয় বাংলা" সেই চাহিদার কিঞ্চিৎ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

*

গতকল্যকার সংখ্যায় আমরা জনসাধারণের প্রতি আবেদন করিয়াছিলাম- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করিবেন না। জানিতে পারিলাম কিছুসংখ্যক লোক বেহুশের মত লবণ কিনিতে শুরু করিয়াছে। এই জাতীয় কর্ম হইতে বিরত থাকুন। ইহাতে বাজারে সংকট সৃষ্টি হইতে পারে। আমরা মনে করি দোকানদারদের উচিত লবণের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কাহারও নিকট এক সঙ্গে অর্ধসেরের বেশী বিক্রয় না করা।

এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারেও সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিবেন-ইহা কোন কাজের কথা নহে। সংগ্রাম পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনারাও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নাগরিকের জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করা কর্তব্য।

*

"জয় বাংলা" জনসাধারণ, সংগ্রাম পরিষদ ও সেনাবাহিনীর সমর্থন ও উৎসাহ পাইয়াছে। সেজন্য আমরা সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

*

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নওগাঁর বাহিরেও বেশ কিছুসংখ্যক পত্রিকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

*

নিরস্ত্র যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা ন্যায়নীতি ও যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। ভাবাবেগে চালিত না হইয়া সংশ্লিষ্ট সকলে বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য করিবেন। ইহা আমাদের কথা নহে-পবিত্র কোরানে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।

জয় বাংলাঃ স্বাধীন বাংলার আদি পর্যায়ে নওগাঁ হতে প্রকাশিত একটি মুদ্রাকার দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদকঃ রহমতউল্লাহ এম, এ,। সম্পাদক দাবী করেছেন, "জয় বাংলা"-ই সে সময়ে স্বাধীন বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের একমাত্র মুখপাত্র।

*

বাংলা মুক্তিবাহিনী, পুলিশ আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। মনে রাখিবেন হয় আমরা জয়ী হইব, নতুনা ধ্বংস হইব। মাঝামাঝি কোন পথ আর নাই।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে বলিয়া অনেক সময় জনসাধারণের তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে অল্প-স্বল্প অসুবিধা হইতেছে। আমরা মনে করি জনসাধারণের সহিত সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে মহকুমা প্রশাসকের দপ্তরে সরকারী কর্মচারীরেদ রোষ্টার ডিউটি দিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা প্রয়োজন। সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশের আওতার মধ্যে উক্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হইতে বিশেষ বিশেষ কাজ-যেমন পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কাজ সুষ্ঠভাবে চলিতে পারে। ইহাকে উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

কোরানের বাণী

‘‘..... যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে তবে ঠিক সেইভাবেই তুমি তাহাকেও আক্রমণ কর....’’

(সুরা বাকারা-১৯৪ আয়াত)

‘‘.... অত্যাচার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই কর-ধর্ম আল্লাহরই। যদি তাহারা বিরত হয় তবে শুধুমাত্র অত্যাচারীদের ছাড়া অপর কাহারও উপর বিদ্বেষ না রাখাই শ্রেয়....’’

(সুরা বাকারা-১৯৩ আয়াত)

‘‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

‘‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।’’
- বঙ্গবন্ধু

(ঘোড়দৌড় মাঠ, ঢাকা, ৭ই মার্চ)

‘‘তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম
চালাইয়া যাও।’’ -মওলানা ভাসানী

(পোলোগ্রাউণ্ড, চট্টগ্রাম-২১শে মার্চ)

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৩য় সংখ্যা	**১ এপ্রিল ১৯৭১**

সম্পাদকীয়

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার কৃপায় ‘‘জয় বাংলা’’র তৃতীয় সংখ্যা বাহির হইল। নওগাঁও মত ছোট শহর হইতে বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি দৈনিক পত্রিকা (যত ছোট কলেবরই হোক) বাহির করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুদ্রণালয়ের কর্মচারীদের অকুণ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলে ‘‘জয় বাংলা’’ হয়ত বা আপনাদের কাছে পৌঁছিত না।

*

ইংরেজ কবি শেক্সপীয়ার সিজারের মুখ দিয়া বলাইয়াছেনঃ-

“Cowards die many times before their death,

the valiant never tastes of death but once.

কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগেও বার বার মরে, বীরেরা কখনও একবারের বেশী মৃত্যুবরণ করে না। (আমাদের অনুবাদ) টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

*

‘‘জয় বাংলা’’র প্রথম সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ কেহ অমান্য করিবেন না। আমরা পুনর্বান সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

*

আমাদের চূড়ান্ত বিজয় সমাসন্ন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যুদ্ধে যত ক্ষতি হয় বিজয় পূর্বে বিশৃঙ্খলার দরুন অনেক সময় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিহাসে আছে ফরাসি বিপ্লবের পরে আত্মকলহ, হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা এত চরমে উঠিয়াছিল যে বিপ্লবের অনেক লক্ষ্যই অর্জিত হয় নাই। এমনকি বিপ্লবের পরিষদের অধিকাংশ নেতৃবর্গকেই ‘‘গিলোটিনে’’ প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। পরিণামে ফ্রান্সে পুনর্বার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই আমাদের অনুরোধ জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন শাখা সকলে হুশিয়ার থাকিবেন।

*

সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ফেরেশতা নহেন-তাহারাও মানুষ। কাজেই ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি ত হইবেই। আমাদিগকে দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে এই চরম সত্যাটি অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না। লক্ষ্য করা গিয়াছে কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকও এসব ব্যাপার নিয়া জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের অনুরোধ, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করিয়া সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতঃ আপনাদের গঠনমূলক মতামত পেশ করিয়া সামান্য ভুল-ত্রূটি দূর করার ব্যাপারে সহায়তা করুন। আমরা মনে করি “Voice of reason must prevail,”

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও অন্যান্য সূত্র হইতে আপনারা যথেষ্ট খবর পাইতেছেন। সে কারণে এবং ছোট কলেবরের দরুন ''জয় বাংলা'' কোন খবর ছাপান হইতে বিরত রহিয়াছে। সব খবরের সারমর্ম নজরুলের ভাষায় বলা যায়-''মাভৈ মাভৈ আর ভয় নাই-নবযুগ ঐ আসে ঐ।''

*

বাংলা মুক্তিবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। নওগাঁর আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং লুটতরাজ বন্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন মহল্লার স্বেচ্ছাসেবকরা যে রকম সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন সেজন্য নওগাঁবাসীর পর হইতে জয় বাংলা'' তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে। সাবাস!

*

নওগাঁ হাসপাতালে বেশ কিছুসংখ্যক জখমী চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। জনসাধারণ এবং ঔষধ বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের আবেদন-হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাহাদের চাহিদা মত কিছু ঔষধপত্র বিনামূল্যে দান করিবেন। মনে রাখিবেন পীড়িতদের সেবা করা মহান কাজ। বেশী দামের সম্ভব না হয় কম দামের ঔষধপত্রই দান করিবেন।

*

বঙ্গবন্ধু বলিয়াছেন ''বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিকের জানমাল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। সে বাঙ্গলী হউক, বিহারী হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৫ম সংখ্যা	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলার বীর সৈনিকেরা-বাংলা রাইফেল বাহিনী, বাংলা রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক-যেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করিতেছেন, তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে মিলিবে না। সারা বিশ্ব তাহাদিগকে সালাম জানাইতেছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি বীর জনতার পক্ষ হইতে ''জয় বাংলা'' ও তাহাদিগকে জানাইতেছে হাজারো সালাম।

একের পর এক শত্রুর ঘাঁটি আমাদের বীর সৈনিকেরা প্রাণপণ লড়াই করিয়া দখল করিয়া লইতেছে। বাংলার মাটি হইতে শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত আমাদের আরাম হারাম।

বাংলার সমগ্র উত্তরাঞ্চল (দুই একটি জায়গা ছাড়া) মুক্তিবাহিনীর দখলে। পূর্বাঞ্চলেরও অধিকাংশ অংশ মুক্তিবাহিনীর করায়ত্ত। স্বাধীন বাংলার সৈন্যবাহিনী অন্যান্য অংশ হইতে ইনশাআল্লাহ অচিরেই শত্রুদেরকে উৎখাত করিবে। বাংলার অন্যান্য বীর সন্তানদের প্রতি আহ্বান-আপনারা বাংলা-সেনাবাহিনীর সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই এবং তাহাদের সহিত সর্ব প্রকার সহযোগিতা করুন। জনসাধারণের প্রতি আহবানঃ সৈনিক ভাইদের যখন যা প্রয়োজন আপনাদের সাধ্যমত যোগাইবার চেষ্টা করিবেন। নিজেদের হাজার অসুবিধা হইলেও লক্ষ্য রাখিবেন সৈনিক ভাইদের যেন কোন কষ্ট না হয়, কেননা বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ লড়াই করিতেছেন। আমরা সকলেই লড়াই করিতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু সৈনিক ভাইরাই সকলের আগে রহিয়াছেন। ঝড়-ঝাপটা তাহাদের উপর বেশী যাইতেছে।

বাংলাদেশের শুধুমাত্র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম হইতেই দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। উক্ত দুইটি শহরে প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে বিধায় কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাংলাদেশের অন্য কোন শহর হইতে কোন দৈনিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকী বহু প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। দেখা যাইতেছে এই ক্ষুদ্র আকারে ''জয় বাংলা''-ই বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা। কাজেই ''জয় বাংলা''-ই স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণের একমাত্র মুখপত্র। ইহা অযৌক্তিক দাবী নহে, এই দাবী অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেহেতু ''জয় বাংলা''র মতামতকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সকলের কর্তব্য বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।.....

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমরা বীরের জাতি। পৃথিবীর বীর জাতিগুলির তালিকায় সর্বাগ্রে বাঙ্গালীদের নাম অবশ্যই থাকিবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ট্যাঙ্ক, কামানের বিরুদ্ধে লাঠি, সাধারণ বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা লড়াই করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবীর অন্যান্য দুই এক জায়গায় এই ধরনের প্রতিরোধের কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে আর কোথায়ও প্রতিরোধ করা হয় নাই। বীর মুক্তিযোদ্ধারা-আল্লাহর উপর ভরসা রাখিবেন। জয় আমাদের হইবেই।

এতদিন বাঙ্গালীরা ঘুমন্ত সিংহের ন্যায় ছিল। আজ তাহারা জাগ্রত হইয়াছে। আজ তাহাদের গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

গত কয়েক শতাব্দী তাহাদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, অনেক জাগরণী গানও শোনান হইয়াছে। কিন্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জাগাইতে একমাত্র বঙ্গবন্ধু সক্ষম হইয়াছেন। জয় বঙ্গবন্ধু!

অতীতে কে কি করিয়াছেন ভুলিয়া যান।

যে যা হাতিয়ার-লাঠি, বৈঠা, বন্দুক, রামদাও, বল্লম, বর্শা, সড়কী, কাস্তে, হাতুড়ী, তীর-ধনুক ইত্যাদি-যোগাড় করিতে পারেন উহা লইয়াই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। বাংলার কামারেরা অস্ত্র তৈরী করিতে থাকুন। শুধু বন্ধুদের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেদের যা আছে তাহার উপরও নির্ভর করিতে শিখুন।

সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মগ ও অন্যান্য ভাইয়েরা আপনাদের বিষমাখা তীর-ধনুক লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ুন। সৈন্যদলে বিভিন্ন উপশাখা থাকে। আপনারা বাংলার ধনুক-বাহিনী হইবেন।....

প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রবর্গের কাছে স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে আমাদের আবেদন-প্রয়োজনমত আমাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিবেন। বাঙ্গালীরা অকৃতজ্ঞ নহে। আপনাদের বিপদের দিনেও আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াইব। কে জানে কার উপর কখন বিপদ নামিয়া আসিবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণ স্বাধীন বাংলার জনগণের প্রতি সমর্থন দান এবং তাহাদের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য বাঙ্গালীরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা সকল সময়েই প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখিতে চাহিয়াছি। আমাদের শত্রুরাই তাহাতে বাধা দিয়াছে। এবার শত্রুদের উৎখাত করা হইয়াছে এবং হইতেছে।...

বন্ধ করুন

কিছু কিছু বর্বর ব্যক্তি আইন নিজেদের হাতে নিয়া বহু নিরস্ত্র নিরীহ লোকের উপর জুলুম চালাইতেছেন। উহা অবিলম্বে বন্ধ করুন। এইরূপ বর্বরদের উপর খোদার গজব আসিবে। জনসাধারণ ও অন্যান্যদের প্রতি আবেদন আপনারা বাধা দিন।

কিছুসংখ্যক লোক শহর ত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। অসমর্থ ব্যক্তিরা শহর ছাড়িয়া যান আপত্তি নাই। কিছু কিছু সমর্থ ব্যক্তিরাও শহর ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। বহু চেনা মুখকেই নওগাঁ শহরে দেখা যাইতেছে না। এই সমস্ত লোকগুলিই সময়ে শহরে ফিরিয়া লম্বা লম্বা কথা বলিবে, উজির নাজির মারিবে, নওয়োয়ান মাঠ চেঁচাইয়া ফাটাইবে। এ সমস্ত লোককে জানান যাইতেছে ‘‘জয় বাংলা’’র কলমরে খোঁচা খাইতে না চাহিলে অবিলম্বে শহরে প্রত্যাবর্তন করুন। জানেনই ত “ Pen is mighter than the sword” কলম তরবারীর চাইতে শক্তিশালী।’’....

হিংসা সংক্রামক রোগের ন্যায়। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসাকে চাড়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া সম্ভব না হয় (চাপা দিতে পারিলেই মঙ্গল) তবে উহাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখা কর্তব্য। আজ যে হিংসার স্রোতে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দিকে প্রবাহিত হইতেছে পরে উহা যে অন্য কোন দিকে দিক পরিবর্তন করিবে না তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণে রাখা ভাল। সময় অতিক্রান্ত হইলে কোন কিছুকেই হাজার চেষ্টা করিলেও নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবেন না । অত্যাচারীদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হইবে, তবে নিরাপরাধ ব্যক্তিদেরকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। উহা নীতিবিরুদ্ধ এমনকি পবিত্র কোরানের নির্দেশেরও পরিপন্থী। অত্যাচারীর সঙ্গে লড়াই করা ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য। হিংসার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। বঙ্গবন্ধু নিজেও একাধিকবার হিংসা পরিহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৭ম সংখ্যা	৫ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হইবেই। উহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবেন। তাহাদিগকে আশার বাণী শোনাইবেন, সাহস দিবেন। মনে রাখিবেন তাহারাও মানুষ। আপনাদের আশার বাণী তাহাদের মনে নব-বলের সঞ্চার করিবে। নব উদ্যমে তাহারা শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং কামিয়াব হইবে।

রাজশাহীতে বহুসংখ্যক শত্রুকে ধ্বংস করার সময় আমাদের কয়েকজন সৈনিক ভাই জখম হইয়াছেন। তাহারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। ''জয় বাংলা''র পর হইতে তাহাদের জন্য ৬টি গ্লুকোজ ও এক ডজন গ্লুকোজ বিস্কুট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত এলাকার আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ, আনসার, মোজাহিদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপরে। তাহারা নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করিবেন। কেহ কোন অপকর্মকে প্রশ্রয় ত দিবেনই না বরং কঠোর হস্তে দমন করিবেন। মনে রাখিবেন, যে যাহা করিবেন তাহার ফল পাইবেন। অন্যায় অত্যাচার চোখের সামনে ও জানামতে সংঘটিত হইতে দেখিয়াও যদি কেহ উহাকে কঠোর হস্তে দমন না করেন তবে তাহাদিগকে আল্লাহ যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন। অন্যায় অন্যায়ই। আল্লাহর বিচার অতি সূক্ষ্ম, কেহই তাঁহার বিচারের আওতার বাহিরে নহে। দুই একদিন আগে পরে প্রতিটি অত্যাচারীকেই কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কবিগুরু বলিয়াছেনঃ ''অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে''-অর্থাৎ অন্যায় করাও পাপ, অন্যায় চোখের সামনে সংঘটিত হইতে দেখিয়া বাধা না দেওয়াও পাপ। কেহ কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম নিজেরাও করিবেন না বা অন্যকেও করিতে দিবেন না।

'ক' আপনার ভাইকে মারিয়াছে- উহার প্রতিশোধ নিবার জন্য আপনি নিরস্ত্র নিরপরাধ 'খ' কে মারিবেন- তাহা হইতে পারে না। 'ক' অত্যাচারী, উহাকে সমুচিত শাস্তি দিতেই হইবে। যদি আপনি 'ক' এর নাগাল না পাইয়া নিরপরাধ 'খ' কে মারেন তবে আপনিও 'ক' এর সমান অত্যাচারী হইলেন। 'খ' এর উপরে আপনার সন্দেহ থাকে অথবা উহার পক্ষ হইতে বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে 'খ'-কে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিতে পারেন-কিন্তু কোন অবস্থাতেই হত্যা করিতে পারেন না।

''জয় বাংলা''র কণ্ঠ স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত সত্য কথাই বলিবে। ''জয় বাংলা'' বিশ্বাস করে ''সত্যম শিবম সুন্দরম'' অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই মঙ্গলময় এবং সুন্দর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ''জয় বাংলা''র কণ্ঠকে স্তব্ধ হইতে দিবেন না। আপনাদের সকলের দোয়া চাই।

কোথায় কি চক্রান্ত হইতেছে না হইতেছে, কে কোথায় কি দুষ্কর্ম করার চেষ্টা চালাইতেছে আল্লাহর মেহেরবাণীতে ''জয় বাংলা''র কানে তাহা যথাসময়েই পৌছে। শয়তানদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। ''জয় বাংলা''কে কেহ দুর্বল মনে করিবেন না।

আল্লাহর মেহেরবানী ত আছেই তদুপরি সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই সমর্থন এবং সহযোগিতা ''জয় বাংলা'' পাইয়াছে এবং পাইতেছে। কাজেই হুঁশিয়ার।

জানা গিয়াছে সান্তাহারে বেশ কিছুসংখ্যক নিরস্ত্র নিরপরাধ নারী, শিশু এবং পুরুষ কতিপয় হিংস্র দানব এবং লুঠেরাদের ভয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহকে ডাকিতেছে এবং সকলের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আবেদন আপনারা অবিলম্বে তাহাদের সকলের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে অতিসত্বর নিরাপদ জায়গায় অপসারণ করুন। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার বলিয়াছেন ‘‘বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকই বাঙ্গালী- সে যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন-।’’ বঙ্গবন্ধুকে যদি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেন এবং তাহার নির্দেশ মানেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান বলিয়া জনস্বার্থের খাতিরে ‘‘জয় বাংলা’’ স্ব-আরোপিত সেন্সর নীতি (Self censorship) অবলম্বন করিয়াছে। কেহ ইহাকে অন্য অর্থে নিবেন না। ‘‘জয় বাংলা’’ প্রথমতঃ আল্লাহ এবং দ্বিতীয় জনস্বার্থ ও দেশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুরই তোয়াক্কা করে না।

‘‘জয় বাংলা’’ পশ্চিমা বর্বরদের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপকভাবে বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলবার কথা চিন্তা করিতেছে।...

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৮ম সংখ্যা	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বগুড়ার তরুণ মুক্তিফৌজের বীর সদস্যদের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গলীর পর হইতে "জয় বাংলা" লাখো ছালাম জানাইতেছে। যে রকম বীরত্ব তাহারা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হানাদারদের যেভাবে উৎখাত করিয়াছেন তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশী একটা পাওয়া যাইবে না। একদিকে কয়েকশত মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুসেনা অপরদিকে মামুলি বন্দুক-রাইফেলে সজ্জিত বগুড়ার বীর তরুণেরা। চার পাঁচ দিন বাহিরের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই অবিরাম লড়াইয়ের পর তাহারা বহিরাগত হানাদারদেরকে পশ্চাৎপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কে জানে ঐ একটি ঘটনাই সমস্ত যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে কিনা। সেইদিন বগুড়ার তরুণেরা যদি মৃত্যুর ভয় করিয়া শত্রুদের বাধা না দিত তবে যুদ্ধের গতি কোন দিকে মোড় নিত তাহা বলা কঠিন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাহারা সফলকাম হইয়াছেন। জয় বগুড়ার বীর তরুণ মুক্তিফৌজ!

মূল শহরে প্রবেশের মুখে (যাহাকে ১নং ফ্রন্ট বলিব) মাত্র ২৩ জন তরুণ মুক্তিফৌজ কয়েকটি রাইফেল ও বন্দুকসহ বিভিন্ন দালানের ছাদে উঠিয়া হানাদারদের গতি রোধ করিবার প্রথম প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। এই দলেরই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আসাদুজ্জামানের পুত্র বগুড়া জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র বিংশ শতাব্দীর তীতুমীর বীর তীতু অন্যান্যদের সাথে ঘন্টাখানেক লড়াই করিবার পর শাহাদাৎ বরণ করে। তাহার সাথে একটি রাইফেল ছিল। তাহার সঙ্গে আর যে ৪ জন ঐ দালানের ছাদ হইতে রাইফেল এবং বন্দুক হইতে শত্রুদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্যকে ঘায়েল করিয়াছিল, তাহাদের আর কোন খোঁজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। দালানটি আমরা দেখিয়াছি। উহা রাস্তার মুখে অবস্থিত। এদেশে শান্তি ফিরিলে বাংলার মানুষ যে শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শহরের অন্য অঞ্চলে (২নং ফ্রন্ট) বগুড়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন ওরফে বকুলের নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক তরুণ ও জনতা হানাদারদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এক নং ফ্রন্ট অপেক্ষা এই দলে মুক্তি যোদ্ধাদের বেশী ছিল। কিন্তু বন্দুক ও রাইফেলের সংখ্যা ছিল কম। এই ফ্রন্টেও হানাদারদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলে। এই ফ্রন্টে বীর বকুল একাই একটি ২-২ বোর রাইফেলের সাহায্যে বেপরোয়া এবং অবিরাম গুলিবর্ষণ করিয়া হানাদারদেরকে দেড় ঘন্টা ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে অন্যান্যরা হানাদারদের ঘিরিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা চালাইলে উহারা কাপুরষের মত পশ্চাৎপসরণ করে। এই ফ্রন্টে সকলেই কিছু কিছুর আড়ালে কভার নিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া হতাহতের সংখ্যা বেশী নহে।

বিশেষ ঘোষণা

আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশেষ করিয়া বাংলা রাইফেল বাহিনীর প্রাণপণ চেষ্টার ফলস্বরূপ গতকল্য দুপুরের আগে রাজশাহী আমরা পুনরুদ্ধার করিয়াছি। শত্রুদের ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। দুই একটি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সমস্ত উওরাঞ্চল আমাদের দখলে। এগুলিও ইনশাআল্লাহ অনতিবিলম্বে আমাদের করায়ত্ত হইবে। পূর্বাঞ্চলের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ঐ অঞ্চলেও মাত্র দুই একটি ক্যান্টনমেন্ট শত্রুদের দখলে রহিয়াছে। শত্রুদেরকে স্বাধীন বাংলার মাটি হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমাদের সকল প্রকার আরাম হারাম করা কর্তব্য। স্বাধীন বাংলার উওরাঞ্চলের বীর যোদ্ধাদের এবং তাহাদের তরুণ

সর্বাধিনায়ককে স্বাধীন বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে ‘‘জয় বাংলা’’ সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইতেছে.....

প্রথম হামলায়ই হানাদারেরা যে প্রস্তর-দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তাহাতে তাহাদের প্রায় বিলুপ্ত মনোবল আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পরে আরও তিন চারদিন ধরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সঙ্গে হানাদারদের খণ্ড লড়াই চলে এবং পরিশেষে তাহারা বেশ কিছুসংখ্যক হতাহতকে পিছনে ফেলিয়া রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত পলায়ন করে। শত্রুদের আগমনের খবর ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি সেনারা তাহাদেরকে বাধা দিবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম লড়াই শুরু হয় ২৬শে মার্চ শুক্রবার।

এদিকে শহরের অপর প্রান্তে শহর হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত আড়িয়ার বাজার ক্যাম্পে অবস্থানরত বাঙ্গালী এবং পশ্চিমা সৈন্যদের মধ্যে কনফ্রন্টেশন চলিতেছিল। পশ্চিমারা অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বিমান সাহায্য চাওয়ায় ক্যাম্পকে টার্গেট করিয়া দুইদিনে বেশ কিছুসংখ্যক বোমা ফেলা হয়। শোনা যায় উহাদের অন্য বিশেষ মতলব ছিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে শত্রুদের কোন কুমতলবই হাসিল হয় নাই। শহরেও কয়েকটি বোমা ফেলা হয়। উহাদে ৪-৫টি ঘর বাড়ী মাত্র আংশিক পুড়িয়াছে। কেহ হতাহত হয় নাই। অবশেষে মুক্তিসেনারা শহরের অপর অংশ হইতে হানাদারদের বিতাড়ন করিয়া আড়িয়ার বাজার ক্যাম্পের বাঙ্গালী সৈন্যদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। এই সময়ে কিছু পুলিশ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে প্রেরিত কিছু নিয়মিত সৈন্যও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনধিক এক ঘন্টার মধ্যে শত্রুদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই ফ্রন্টে বগুড়া শহর আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বীর মাসুদ শহীদ হন।

প্রথম দিনেই হানাদারদের বাধা দিতে রওয়ানা হইবার পূর্বে বগুড়ার মহকুমা প্রশাসক জনাব আব্দুল হাই সাহেব তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়া তরুণ মুক্তি সেনাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় হাই সাহেব বয়োবৃদ্ধ হইলে কি হইবে-বগুড়ার বীর তরুণেরা তাহাকেও তরুণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছে। জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দও তাহাদের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছেন। অপর একজনের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না- তিনি হইলেন মুক্তি সেনাদের ‘‘কমন মামা’’ (সম্পাদকও তাহাকে ‘‘মামা’’ বলিয়া ডাকে) ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) এম, আর, চৌধুরী। মুক্তি সেনাদের ঠিক পথে পরিচালিত করাই তাহার অন্যতম প্রধান কাজ। পুলিশ বাহিনীর বর্তমান অধ্যক্ষও মুক্তি সেনাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন। ইহা ছাড়া দু’একজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শও তাহারা পাইয়াছিলেন।

গত ৫ তারিখ রাত্রি হইতে ৭ তারিখ সকাল পর্যন্ত বগুড়ায় অবস্থানকালে দেখিতে পাইয়াছি বেশ কিছুসংখ্যক গর্তে পলায়নকারী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা মাঠে নামিয়া তাহাদের নানা প্রকার কুমতলব হাসিলের চেষ্টায় রত রহিয়াছেন। ইহাদের কার্যকলাপ এতই জঘন্য যে উহারা মুক্তি সেনাদের মাঝেও বিভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাহাদের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষ করিয়া বেসামরিক, সামরিক এবং মুক্তি সেনাদের প্রতি আমাদের আবেদন অবিলম্বে চোর-ছ্যাচড়াদেরে যে সব গর্তে উহারা পলাইয়াছিল সেই সব গর্তেই উহাদিগকে ফেরত পাঠান। এখন যুদ্ধাবস্থা। এ ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য দেখান কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। সকলেই স্মরণ রাখিবেন একতা ছাড়া আমাদের কোন প্রচেষ্টা কোন দিনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। আর একটি কথাও স্বরণ রাখিবেন-আমরা বাঙ্গলী। যুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের আত্মগোপনের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু সকলেরই পলায়নের অধিকার বা প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা আমরা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতেছি অবিলম্বে মুক্ত অঞ্চলসমূহে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে স্ব স্ব অঞ্চলে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টিকারীদের সমূলে ধ্বংস করিবার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া কর্তব্য। এ ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা দেশে অরাজকতা দেখা দিতে পারে। হিংসাও মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে কোন প্রকার হিংসা এবং অনৈক্যকে প্রশয় দিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কে কি করিয়াছে শুধু তাহাই আমরা দেখিব না বা অনুসরণ করিব ন- আমরা কি করিব তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। অরাজকতা এবং হিংসার বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা মনে করি সয়ম নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা আমাকে জানাইয়াছেন যে মুক্ত অঞ্চলসমূহে অনতিবিলম্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাইবেন। সংশ্লিষ্ট সকলে তাহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

‘‘জয় বাংলা’’ র সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র বগুড়ায় দশ পয়সা মূল্যে বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। একমাত্র শর্ত কাহারও নিকট হইতে কোন অবস্থাতেই ঐ বাবদ দশ পয়সার বেশী লওয়া চলিবে না। তরুণ মুক্তিফৌজের তরুণতম সদস্য বগুড়া জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বাবলুর অনুরোধে এই অনুমতি দেওয়া হইল। সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া বগুড়ার মুক্তি ফৌজের বড় ভাইদের বিভিন্ন টুকিটাকি জিনিস জোগান দিবার উদেশ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ‘‘জয় বাংলা’’ ফাণ্ড খুলিয়াছে। ‘মামা’সহ মুক্তিফৌজের অন্যান্য সকলেই উহা অনুমোদন করিয়াছেন বিধায় আমাদিগকে নতি স্বীকার করিতে হইল।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি এই ফাণ্ড হইতে ‘‘জয় বাংলা’’ কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষ বলিতে এ ক্ষেত্রে আমাকেই বোঝাইতেছে) এক পয়সাও গ্রহণ করিবে না।

বগুড়ার মুক্তি ফৌজের তরুণ ভাইয়েরা ‘‘হাইজ্যাক’’ বাদ দিন। সিগারেট না পান দাদার আমলের হুক্কা ধরুন!!

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ৯ম সংখ্যা	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করিতেছি। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার দূর করিয়া স্বাধীনভাবে শির ও স্বদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখিয়া বিশ্বের বুকে বিচরণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে জয় আমাদের হইবেই। আমাদিগকে ঠেকাইবার শক্তি (এক আল্লাহ ছাড়া) আর কাহারও নাই।

যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য নিরস্ত্র লোক বর্বরদের হাতে নিহত হইয়াছেন তাহাদের সকলের আত্মার শান্তির জন্য আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি।

গতকল্যকার বিশেষ সংখ্যায় বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। প্রতিটি খবরই বিভিন্ন মহল হইতে সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাচাইয়ের পরেই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে। যতগুলি 'ফ্রন্টের' উল্লেখ রহিয়াছে প্রতিটি অঞ্চলই ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করা হইয়াছে। উহা ছাড়াও সমস্ত শহরও একাধিকবার চষিয়া বেড়ান হইয়াছে। একাজে দ্বিচক্রযানের পিছনে বসাইয়া ঘোরানোর এবং গাইডের কাজ করিবার জন্য জনাব আলমগীর হোসেন সাহেবকে এবং দ্বিচক্রযানের খোরাক এক গ্যালন পেট্রোল যোগাড় করিয়া দিবার জন্য মুক্তিযোদ্ধা দোস্ত পেস্তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

চূড়ান্ত বিজয় সমাসন্ন। এখন সকলকেই আরও বেশী হুশিয়ার থাকিতে হইবে। অনৈক্য, অরাজকতা, হিংসা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কোন মতেই বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া চলে না। পশ্চিমা বর্বরেরা যতখানি ক্ষতি করা সম্ভব করিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি উপরি-উল্লিখিত পাপগুলিকে (আমরা ঐগুলিকে পাপ বলিয়া মনে করি) প্রশ্রয় দেই বা নির্মূল না করি তাহা ইহলে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা হয়ত বা আমাদের নিজেদের হাতেই ধ্বংস হইবে। ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তির গুরুত্ব যুদ্ধবিশারদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, জনপ্রশাসনবিদ যাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন একবাক্যে স্বীকার করিয়া নিবে। বিজয়ের মুহূর্তে এবং বিজয় পরবর্তী সময়ে ঐগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

পশ্চিমা বর্বরদের অত্যাচারে সারা বাংলাদেশে এমন লোক পাওয়া দুষ্কর যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। চূড়ান্ত বিজয়ের পরে পশ্চিমা বর্বরদের চিহ্ন একরকম থাকিবে না। এদিকে যাহারা উহাদের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের একটি অংশ ধীরে ধীরে হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। এখনই ইহাকে বাধা না দিলে জয়ের শেষে হিংসাকে বাধা দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন- যুদ্ধের শেষে একরকম নিশ্চিহ্নই হইয়া যাইবে। কিন্তু হিংসা শুধু থাকিবেই না-নিত্যনতুন বর্বরতার খবর কানে আসিবার (সমস্ত বর্বরতার সঠিক খবর এখনও পাওয়া যায় নাই) সঙ্গে সঙ্গে উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই পুঞ্জীভূত হিংসা কোন দিকে ধাবিত হইবে? দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ত ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে-যেদিকে ইচ্ছা হিংসাকে দিক পরিবর্তন করাইবার চেষ্টা ক্রটি করিবে না। আমাদের তৃতীয় সংখ্যায় (১৮ই চৈত্র, ১৩৭৭) আমরা ফরাসী বিপ্লবের উদাহরণ দিয়াছিলাম। ইতিহাস একেবারে অস্বীকার করা চলে না-যদি তাহাই চলিত তবে আর উহা নিয়া মাথা ঘামাইত না-আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলন ফরাসী বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাহিনী পড়িত না।

কাজেই আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলেই দেশের মঙ্গল ও জনস্বার্থের দিকে লক্ষ রাখিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন।

আমরা একাধিকবার বলিয়াছি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং উহাদিগকে ধ্বংস করা ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য। হিংসার সঙ্গে উহার কোনই সর্ম্পক নাই।...

মুক্ত অঞ্চলসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যাহা করা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলেই সেদিকে নজর দিবেন।

পশ্চিমা বর্বরদের বেতার কেন্দ্র কেহ ধরিবেন না। আমরাও তাহা শোনা অনেক পূর্বেই বাদ দিয়াছি। নিজস্ব একটি বেতার কেন্দ্র যতদিন আমাদের চালু না হইতেছে ততদিন বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানাদি শুনিতে পারেন। পূর্বের একটি সংখ্যায় আমরা উত্তরাঞ্চলে একটি বেতার কেন্দ্রের আবশ্যকীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ১১শ সংখ্যা	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

পশ্চিমা বর্বরদের সীমানা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সূত্র হইতে প্রাপ্ত খবরগুলি যেমনই পৈশাচিক তেমনিই হৃদয়বিদারক। খবরগুলি যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন এখন আর শোক প্রকাশের সময় নাই। বর্বরদেরকে অবিলম্বে পালাইতে হইবে। বাংলার প্রতিটি সবল দেহ লোক বিশেষ করিয়া যুবকদের প্রতি আমাদের আহ্বান, হাতিয়ার তুলিয়া নিন, হানাদারদের বর্বরোচিত হামলার উপযুক্ত জবাব দিন।

বাংলার মা-বোনেরা-ছেলে, ভাই, স্বামীদের উৎসাহ দিন, প্রেরণা যোগান। তাহাদিগকে লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করুন। কোন প্রকার স্নেহের ডোরে এখন আর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন না। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, এমনকি নিজেদের স্বার্থে তাহাদিগকে অবিলম্বে যুদ্ধে পাঠান। মনে রাখিবেন শত্রুকে নিমূর্ল না করিতে পারিলে কাহারও কোন প্রকার নিরাপত্তা থাকিবে না।

গতকল্যকার সংখ্যা আমরা সবল দেহ লোকদিগকে যুদ্ধ-ট্রেনিং দানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকদেরকেই অগ্রণী হইতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই সহযোগিতা আপনারা পাইবেন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও এ ব্যাপারে যোগাযোগ করিতে পারেন।

এই সংখ্যা হইতে কিছু কিছু খবর ছাপিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিছু বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত, কিছু আমাদের নিজস্ব সংস্থা ‘‘জবাসসের’’- ‘‘জয় বাংলা’’ সংবাদ সংস্থা-মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রাপ্ত।

খবর ছাপিবার প্রস্তাবটি যিনি দিয়াছেন তাহাকে ‘‘জয় বাংলার’’ পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক Amrita Bazar Patrika- র ৯ই এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ ঢাকা The Pakistan Observer, Morning News, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ এবং আজাদ -এই দৈনিক পত্রিকাগুলি পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাগুলির অধিকাংশ সাংবাদিক ও কর্মচারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে। পশ্চিমা বর্বরেরা বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নাম বা Goodwill ব্যবহার করিতেছে। উক্ত খবরে আরও বলা হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও The People-এর কার্যালয়গুলি ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ভোরে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

‘‘জয় বাংলা’’ বাংলার সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মচারী, তথা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে ইহাতে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং বর্বরদের হাতে নিহত সকলের আত্মার শান্তির জন্য বিশ্ব-নিয়ন্তার দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছে। ইহার উপযুক্ত বদলা অবশ্যই লওয়া হইবে।

হে বিশ্বপ্রভু, আমাদের উপরে তোমার রহমত অবিলম্বে আরও অধিক মাত্রায় বর্ষিত হউক।

জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা!

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	বাংলাদেশ* ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত আর অত্যাচারে আজও বাংলার মানুষ নিপীড়িত, আজও বাংলার মানুষ দস্যুর সহিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও এই সম্পাদকীয় লিখতে হচ্ছে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের জমাট বাঁধা রক্তের উপর দাঁড়িয়ে। তাই বিশ্বের মানবতাকামী সকল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মানবতাবোধের কাছে আমরা আবেদন জানাই এই বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ত শপথে রুখে দাঁড়াবার জন্য।

বাংলাদেশঃ বরিশাল হতে প্রকাশিত একটি অনিয়মিত অর্ধসাপ্তাহিক।
সম্পাদনায়ঃ এস, এম, ইকবাল, মিন্টু বসু, হেলাল উদ্দিন।
প্রকাশনায়ঃ হারেচ এ, খান, এনায়েত হোসেন, মুকুল দাস।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা* ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	১১ মে, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মানুষ আজ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রের দখলকার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে চলছে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই। অস্ত্র বলে বলীয়ান খান-সেনাদের নায়ক টিক্কা খান ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভেঙ্গে দেয়া যাবে বাঙ্গালীর প্রতিরোধ, তাদের পরিণত করা যাবে গোলামের জাতে। কিন্তু তাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদিন বাড়ছে মুক্তিবাহিনীর শক্তি। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যোগ দিচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নিচ্ছে খান সেনাদের খতম করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শত্রুর কামান চিরতরে স্তব্ধ না করা পর্যন্ত থামবে না এ যুদ্ধ। কিন্তু এছাড়া কি অন্য কোন পথ খোলা ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী ও তাদের নেতাদের জন্যে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে নানা বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হয়। গণতন্ত্রের পথেই হয়েছিল পাকিস্তানের জন্ম, এবং তা অর্জনের উদ্দেশ্যই ছিল আপামর দেশবাসীর সার্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি কি কোনদিন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ? বারবার বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর হানা হল একটানা হামলা।

গোড়াতেই চলল বাঙ্গালীর মাতৃভাষার উপর আক্রমণ-যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বেশীরভাগ ছিল বাংগালী। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রাণ দিতে হল আমাদের সন্তানদের, কিশোর তরুণের তাজা রক্তে লাল করতে হল ঢাকার রাজপথ। অনেক খুন, অনেক রক্ত ও অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেলেও কোনদিন তার ন্যায্য মর্যাদা পেল না।

বাংলাভাষার বিরুদ্ধে ওদের কত ঘৃণা কত বিদ্বেষ, বাংলাদেশব্যাপী শহীদ স্মরণে গড়ে উঠা শহীদ মিনারগুলো কামান দাগিয়ে ধ্বংস করা থেকেই পাওয়া যায় তার প্রমাণ।

শুধু ভাষা নয়, বাংলার সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা চালাল হামলা। আমাদের সংস্কৃতিকে গলা টিপে মারার প্রচেষ্টা চলল সুপরিকল্পিতভাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও চললো একটানা শোষণ বঞ্চনা। বাংলাদেশকে শোষণ করে গড়ে তোলা হল পশ্চিম পাকিস্তান। ফলে একদিকে সোনার বাংলা পরিণত হল শ্মশানে অন্যদিকে মরুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে উঠলো শস্য শ্যামলা। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী বাকুরী সশস্ত্রবাহিনী কোথাও হল না বাঙ্গালীদের স্থান। আজাদীর চবিবশ বছর পরও সশস্ত্রবাহিনীতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা শতকরা দশজনও ছিল না। বিদেশী সাহায্য, ঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পেল না বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা। সাড়ে বার কোটি পাকিস্তানীর নামে এসব বিদেশী সাহায্য ঋণ ও মঞ্জুরী এনে তা ভোগ করলো দেশের মাত্র একটি অংশের মানুষ। বাংলাদেশের পাট বেচা টাকা থেকে আয় হত পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার মোট শতকরা ষাট ভাগ। কিন্তু কোনদিন বাঙ্গালী এর অর্ধেকও নিজের ব্যবহারের

জয় বাংলাঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিঃ আহমদ রফিক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকঃ মতিন আহমদ চৌধুরী। মুজিবনগর, জয়বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আহমদ রফিক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জন্য পায়নি। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি। কেনা হয়েছে দেশের সেই অঞ্চলের জন্য কলকারখানা ও শিল্পের যন্ত্রপাতি, আর আনা হয়েছে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বাঙ্গালীর অর্থে কেনা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আজ নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে বাঙ্গালীদের।

আওয়ামী লীগ যখনই এসব অন্যায়, অবিচার ও শোষণ বঞ্চনার প্রতিকার দাবী করেছে তখনই তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ভারতের দালালরূপে, ইসলাম ও সংহতির দুশমনরূপে। তবু নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধান করতে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার তথা দেশের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে। ভাই ভাই হিসেবে একসাথে বাস করতে। কিন্তু বেঈমান ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র রুদ্ধ করে দেয় গণতন্ত্রের পথ। গণতন্ত্রের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবার পরই শুরু হয়েছে আজকের এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালীরা দায়ী হয়। এ যুদ্ধ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গী চক্রের চক্রান্তেরই ফলশ্রুতি।

বাংলাদেশের মানুষ সব সময়ই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান চেয়েছে। তাই যখনই দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের সামান্যতম সুযোগ এসেছে তাকে তারা গ্রহণ করেছে সযত্নে। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের আশা আকাঙক্ষাকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট বাংলাদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। পরাজিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের দালাল নূরুল আমিন ও তার মুসলিম লীগ দল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯২ক ধারা প্রয়োগ করে ১৪ দিনের বেশী মন্ত্রিত্ব করতে দেয়া হয় না। এরপরে চলে নানা চক্রান্ত। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাজান হল ডাকাতির মামলাসহ অনেকগুলো মামলা। কথা ছিল ১৯৫৯ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে সেদিন কেন্দ্রে মন্ত্রী সভায় যোগ না দিয়েও ফিরোজ খান নুন মন্ত্রী সভাকে সমর্থন করছিল। কারণ সেদিন বাঙ্গালীরা ভেবেছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা। পশ্চিমা স্বার্থ যখন বুঝতে পারল যে নির্বাচন হলেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হবে তথা বাঙ্গালীদের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা চলে যাবে তখন আইয়ুব খান করলেন ক্ষমতা দখল। পাকিস্তানে চালু হল সামরিক রাজ। সামরিক রাজ মানেই পাঞ্জাবী রাজ। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী সব নেতাদের জেলে পাঠান হল। আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকে করা হল বছরের পর বছর কারাবরণ। তাদের অপরাধ ছিল, তারা পাকিস্তানে চাচ্ছিলেন সত্যিকার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আর চাচ্ছিলেন বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন তার বিখ্যাত ছয় দফা কর্যসূচী। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে দানা বাধতে থাকে গণ-আন্দোলন। ঢাকার রাস্তায় নিরস্ত্র মিছিলের উপর চলে গুলি। অবশেষে শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজান হয় । এই মামলা চলাকালীন সারা দেশে সৃষ্টি হয় বিরাট গণ-অভ্যুত্থান। আইয়ুব শাহী বাধ্য হয় তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে।

আইয়ুবের জায়গায় আসেন ইয়াহিয়া খান তার নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বুলি নিয়ে। ইয়াহিয়া নির্বাচন দেন জনসাধারণের চাপে পড়ে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় দেখে শংকিত হয়ে উঠেন ইয়াহিয়া সামরিক চক্র, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে শতকরা ৭৯টি পপুলার ভোট পেয়ে ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি দখল করে। আওয়ামী লীগ নিজেকে প্রমাণ করে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে এবং বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্ররূপে। গণতন্ত্রের সার্বজনীন নিয়মরীতি অনুসারে আওয়ামী লীগেরই ছিল মন্ত্রী সভা গঠন করার, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকার। কিন্তু সে পথে না গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্র, আমলাতন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থবাদীর দল নতুন করে চক্রান্ত শুরু করে বাংলার বিরুদ্ধে। অনেক টালবাহানার পর ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলল তার শাসনতান্ত্রিক বিল নিয়ে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের দালাল ভুট্টো সামরিক বাহিনীর ইঙ্গিতে দাবী তুললেন জাতীয় পরিষদের বাইরেই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। এটাকে

ছুতো হিসেবে ব্যবহার করে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। সারা বাংলাদেশ ফেটে পড়ল গণ-বিক্ষোভে। সামরিক চক্র চাইল গুলি ছুড়ে এই বিক্ষোভ দমন করতে। কিন্তু পারল না। শত শত শহীদের রক্তে রাঙা হল বাংলার রাজপথ। শেখ সাহেব ঘোষণা করলেন তার অসহযোগ আন্দোলনের কথা। সারা বাংলাদেশ সাড়া দিল তাতে। ইয়াহিয়া সরকার প্রমাদ গণলেন। ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়। আলাপ- আলোচনা আরম্ভ করলেন শেখ সাহেবের সাথে। কিন্তু এই আলোচনা ছিল আসলে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল কেবল সময় নেওয়া। আলোচনার অছিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তত করা। ইয়াহিয়া যখন ঢাকায় আলোচনায় বসেন তখন বাংলাদেশে যা সৈন্য ছিল তাকেই যথেষ্ট ভাবতে পারেনি ইয়াহিয়া চক্র। আরো বিপুল রণসম্ভার আনা হতে থাকে এই সময়। আনা হল কমপক্ষে আরো বিশ হাজার সৈন্য। বাঙ্গালীরা যা সামান্য কিছুসংখ্যক সেনাবাহিনীতে ছিল তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হতে থাকল অস্ত্রপাতি। ই, পি, আরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলল। এমনকি পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকেও অস্ত্র-শস্ত্র সব নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হল।

যাতে লোকের সন্দেহ না হয় তাই ইয়াহিয়া বলতে থাকে বিভিন্ন মন ভোলান কথা। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার আগেই ২৫শে মার্চ রাত্রিতে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙ্গালীদের উপর। সারা দেশে আরম্ভ হয়ে যায় ফৌজি বিভীষিকা। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এমনি ভয়াবহ জঘন্য বেইমানির নজির আর নেই। হিটলারের নিষ্ঠুরতাও হার মেনেছে এদের কাছে।

আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়। ছয় দফার গোড়ার কথা ছিলঃ পাকিস্তানকে হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্র। এই প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র (বৈদেশিক বানিজ্য বাদে) ও দেশ রক্ষার ভার। অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। ছয় দফার মধ্যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় এর সব কিছুই বাহ্যতঃ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল এ সবই ছিল ভাওতা। তার আসল লক্ষ্য ছিল সময় নেওয়া। আলোচনার নামে আক্রমণের প্রস্তুতি চালান।

ইয়াহিয়া ও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, সেনাবাহিনীর নরঘাতী আক্রমণ বাঙ্গালীকে বাধ্য করেছে অস্ত্র ধারণ করতে। স্বাধীন সরকার গঠন করতে। বাঙ্গালী আর কোন ষড়যন্ত্রে পতিত হইতে চায় না। ওদের সাথে একসাথে বসবাস করা যাবে না-এটা প্রতিটি বাঙ্গালী আজ বুঝতে পেরেছে। অস্ত্রের ভাষার জবাব বাঙ্গালী আজ দিতে প্রস্তত অস্ত্রের ভাষায়। বাংলাদেশের লক্ষ কোটি ভাই বোন এগিয়ে আস, অস্ত্রধর, বাংলার মাটি থেকে শোষক, অত্যাচারী, নিপীড়ক ও স্বৈরাচারী খান সেনাদের খতম করতে। খুনের উত্তর খুন। রক্ত দিয়েই আমরা রক্তের বদলা নেব। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে এক নতুন পতাকা। বাংলাদেশের সবুজ প্রান্তরে পড়ছে লাল রক্তের দাগ। এ রক্তের কথা আমরা ভুলব না। বাঙ্গালীর রক্ত বৃথা যেতে দেব না। পূত পবিত্র এ রক্ত আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে দেবে অনুপ্রেরণা। আবার বলি এ যুদ্ধ আমরা চাইনি। বাধ্য হয়েই আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছি। নিজেদের সরকার গঠন করেছি আর পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। কারণ তারা আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা রাখেনি। জয় বাংলা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	জয়বাংলা ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১১ মে, ১৯৭১

এ যুদ্ধ আপনার আমার সকলের

রক্তের অক্ষরে লেখা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। যেমন লেখা হয়েছে আরো অনেক দেশের। অন্যান্য দেশের মানুষের দেশপ্রেমের কাছে হার মেনেছে বিদেশী হানাদারেরা। আমাদের কাছেও মানবে। ঘাতকের ক্ষমা নেই। শত্রুকে নির্মূল না করে ক্ষান্ত হব না আমরা।

আমরা এ যুদ্ধ চাইনি। কিন্তু যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের উপর জঙ্গীশাহীর সেনাবাহিনী। হাতে তার সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র। সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আক্রমণ করেছে। কিন্তু লক্ষ্য সিদ্ধ হয়নি। শত্রু আমাদের পরাভূত করতে পারেনি। হিটলারী কায়দায় হঠাৎ আক্রমণ করে, ভয় পাইয়ে আমাদের নিস্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়ে চেয়েছিল আমাদের স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু তা সে পারেনি। বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আজ রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে। জেগে উঠেছে বীর জনতা তার বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে।

প্রথমে আমাদের দাবী ছিল স্বায়ত্তশাসনের। কিন্তু ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গীচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা খুলে দেয় আমাদের দৃষ্টি। জন্ম নিয়েছে আজ গণপ্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ। আর এই সরকার ও জনতার সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে মুক্তিফৌজ। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে শত্রু নিধনের। আমাদের এই যুদ্ধ একটি জাতির বাঁচা মরার যুদ্ধ। আসুন, আপনিও শরীক হন এই যুদ্ধে। শত্রুকে ধ্বংস করে রক্ষা করুন আপনার দেশের হাজার হাজার মানুষকে। আমাদের শত্রু নির্মম। আর নির্মম হাতেই রচনা করতে হবে তার কবর।

আমাদের রণনীতিঃ

আমরা যে রণনীতি গ্রহণ করেছি তার মূল লক্ষ্য হল যত কম ক্ষতি স্বীকার করে যত অধিক সংখ্যক শত্রু সৈন্য হত্যা করা যায়। আমাদের লক্ষ্য হল শত্রুসৈন্যকে আক্রমণের পর আক্রমণ করে তাকে সদা ব্যস্ত রাখা। তাকে ক্লান্ত করে তোলা। তার মনোবল নষ্ট করে দেওয়া। তারপর একসময় মনোবলহীন ক্লান্ত শত্রুকে আক্রমণ করে সমূলে উৎখাত করা। পাকিস্তান সরকার অস্ত্রপাতি তৈরি করে না। গোলাবারুদের জন্য বিশেষভাবে সে অন্যদেশ নির্ভর। তার অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে তীব্র সংকট। তাই দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে গিয়ে তার সমর কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের কাছে এ যুদ্ধ হল গণযুদ্ধ বা জনগণের যুদ্ধ। আমরা ভাড়াটে পেশাদার সৈনিক নই। অস্ত্রবল আমাদের কম। কিন্তু আমাদের মনে আছে প্রবল দেশপ্রেম। শুধু অস্ত্র দিয়ে যে যুদ্ধ হয় তার থেকে আমাদের যুদ্ধের চেহারা আলাদা। গণ-সমর্থন আমাদের যুদ্ধের মূল ভিত্তি। সমস্ত বাঙালী আজ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এ যুদ্ধ মুষ্টিমেয় পেশাদার সৈনিকের বিরুদ্ধে একটা সমগ্র জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল নেই। আমাদের লড়াই কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াই নয়। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, সুযোগ পেলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব শত্রুসেনার উপর। আমরা তাদের হত্যা করব। আমরা তাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে বানচাল করবো। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে যে পাকিস্তানী সৈন্য আছে তা একটি যুদ্ধজয়ের জন্য যথেষ্ট নয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট	জয়বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১৯ মে, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট

রাওয়ালপিণ্ডি--ইসলামাবাদসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। তবে দুটি মাত্র শর্তে। তাহলো সামরিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁরই দেয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র মেনে নিতে হবে। তারপর জাতীয় পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করবে তাও হুবহু অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হতে হবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদের উপর আদৌ গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা যথার্থ গুরুত্ব না দিয়ে পারছি না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ইয়াহিয়া বা অন্য কারো দেয়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে কি করবে না, তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তারা যদি রোজ কেয়াতম পর্যন্ত সামরিক আইনে শাসিত হতে চায় তাহলেও আমাদের বলার কিছু নেই। কেন না, ওটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তারা একটা আলাদা রাষ্ট্র।

আমাদের বিশ্বাস, সামরিক সরকারের ইঙ্গিতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো আলোচ্য সংবাদটি গুরুত্বসহকারে বাজারে ছেড়েছে। কেননা, পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহের উপর সামরিক আইনের যে খড়গ উদ্যত হয়ে আছে তার প্রেক্ষিতে কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ধরনের কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে উল্টাপাল্টা সংবাদ ছাপিয়ে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের ক্ষেপিয়ে তুলবে?

বিশ্বের ইতিহাসে যখনই কোন বিদেশী শক্তি অস্ত্রের জোরে পরের দেশ দখল করেছে তখনই তারা চেষ্টা করেছে সেদেশে একটি শিখণ্ডি সরকার খাড়া করার। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা খানও আজ সেই মহাজনী পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, তাদের মনোবল নষ্ট করা, চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা। অতীতে কোন দখলদার শক্তি সাময়িকভাবে সফল হলেও তাদের সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি-ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রেরও হবে না, হতে পারে না। শোষক, নিপীড়ক, বর্বর এই পশ্চিম পাকিস্তানী চক্র হয়তো ভেবেছে যে, আওয়ামী লীগকে অবৈধ ঘোষণা করে শিখণ্ডিদের দ্বারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করাবে। তাই তারা আজ সওয়ার হয়েছে নূরুল আমীন, হামিদুল হক, সবুর খান, ফকা চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, মাহমুদ আলী, সোলায়মান, খয়ের উদ্দীন প্রমুখ কুখ্যাত, গণধিকৃত, সুবিধাবাদী ও জনগণবর্জিত লোকের ঘাড়ে। এদেরকে বাঙালীরা ডাস্টবিনের আবর্জনা ছাড়া কিছুই মনে করে না।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর বা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সাথে বাংলাদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যখন ক্ষমতা চেয়েছিলাম তখন তা দেয়া হয়নি। তার বদলে আমরা পেয়েছি গুলী। এতে প্রাণ দিয়েছে আমাদের লাখ লাখ ভাই-বোন, ইজ্জত হারিয়েছে আমাদের মা-বোনেরা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে লাখ লাখ পরিবার, গৃহহারা হয়েছে দেড় কোটির মত বাঙালী সন্তান। লাখো শহীদের লাশের তলায় লাখো মায়ের তপ্ত অশ্রুর অতল তলে কবর হয়ে গেছে পাকিস্তানের। আমরা ঘোষণা করেছি স্বাধীনতা। আমাদের সন্তানরা ধরেছে অস্ত্র, বহাচ্ছে খুনের বন্যা। আমরা লিপ্ত হয়েছি এক মরণপণ

সংগ্রামে-হয় স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঁচনো না হয় মরবো। আজ আমাদের একটি মাত্র কথা- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

তাই আজও যারা ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণের জন্য ঢাকা পিণ্ডি- ছুটাছুটি করছে, এক পা কবরে রেখে আরেক পা নিয়ে সংহতির নামে বিবৃতি দানের জন্য রেডিও পাকিস্তানে দৌড়াচ্ছে, তাদেরকে আমরা হুশিয়ার করে দিতে চাই-বাঙালীদের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন আর নেই। ১৭ জন সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ দখলের দিন ফুরিয়ে গেছে। এক মীরজাফরকে হাত করে পলাশীর যুদ্ধ জয় করার দিন অতীত হয়ে গেছে। শত মীরজাফরকে মসনদে বসিয়েও বাংলাদেশকে আর পদানত রাখা যাবে না।

বাঙালী আজ জেগেছে। শেখ মুজিবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। পশ্চিমা বর্বর সৈন্যদের ঝরানো রক্তের প্রতি ফোঁটায় জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার মুজিব। প্রয়োজনবোধে তারাই দেবে জাতিকে নেতৃত্ব। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকদের বাংলার ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন বা অধিকার নেই। বাঙালী জাতি নিজেকে মুক্ত করবেই করবে। টিক্কা খান ৩০ লাখ বাঙালী কেন তিনশ' লাখ বাঙ্গালী সন্তানকে হত্যা করেও শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না। একটি বাঙালী তরুণ বেঁচে থাকা পর্যন্তও সে অস্ত্র চালিয়ে যাবে বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে। কেন না, বাঙালী আজ বেঁচে মরতে চায় না, সে মরে বাঁচতে চায়।

নূরুল আমীন, হামিদুল হক প্রমুখরা অতীতে বাংলাদেশ ও বাঙালীর অনেক সর্বনাশ করেছে। আর সে সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। নূরুল আমীন মাতৃভাষায় কথা বলার দাবী করার অপরাধে আমাদের সন্তানদের গুলি করে মেরেছে। বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার কোন অধিকার বাঙালী তাকে দেয়নি। গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে বাঙালী এ অধিকার দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার দলকে। ''অতি বুদ্ধিমান'' ও ধনকুবের হামিদুল হক চৌধুরীর পরামর্শেই যে পাক ফৌজ বর্বরের মত ঢাকাসহ বাংলাদেশের সমস্ত বস্তি এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে তাও আমাদের জানা হয়ে গেছে। অতীতেও বহুবার হামিদুল হক বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়েছে। ফরিদ আহমদ, মাহমুদ আলী ও সোলায়মানের মত সামাজিক কীটগুলো তো দালালের দালাল তস্য দালাল। উপসংহারে আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, পাকিস্তান মরে গেছে। সেজন্য আমরা দায়ী নই-দায়ী ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র। তার কবরও দিয়েছেন ইয়াহিয়া খান যথারীতি সামরিক কায়দায়। কবর থেকে লাশ তুলে আহাজারি করাতে কারো কোন লাভ হবে না। যারা বাঙালী হয়েও এ লাশ নাড়াচাড়ার চেষ্টা করবে তাদেরকে আমরা জাতিদ্রোহী বলেই গণ্য করবো। সাথে সাথে জাতিদ্রোহিতার যে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাও আমরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
অমানিশার অবসানে পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো দেখতে পাচ্ছি।	জয়বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১৯ মে, ১৯৭১

অমানিশার অবসানে পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো দেখতে পাচ্ছি

জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের বেতার ভাষণ

'মুক্তি সংগ্রামের অন্ধকার অধ্যায় কাটিয়ে আমরা শুভ প্রভাতের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতিমধ্যে আমি পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

গত ১৮ই মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বহু বিদেশী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করবে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে মুক্তিফৌজের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বলেন, মুক্তিফৌজের কঠোর প্রতিরোধ ও তীব্র পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তান বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে এবং তাদের মনোবল একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-পাগল মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বালাদেশের মানুষ ইতিমধ্যেই অভাবিত-পূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেছে। লাখো লোক ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, কোটি লোক গৃহহারা হয়ে পথের ভিখারী বনেছে। লাখো লাখো মাতা তাদের সন্তান হারিয়েছেন, তাদের অশ্রুতে বাংলার আকাশ-বাতাস আজ সিক্ত। শহীদদের রক্তে বাংলাদেশের পথ-প্রান্তর আজ নদী। তবু তারা আজো সংগ্রামী মনোবল হারায়নি। আজ তাদের এতসব ত্যাগের প্রতিদানে তিনিও শুধু অশ্রু দিতে পারেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। এবং তা বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বাঙালীর এ অশ্রু একদিন তাদের মুখে হাসি ফোটাবে।

বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা ২৫শে মার্চ সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটি ঘোষণা শোনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে ঘোষণা কোন সময় আর আসল না। তার বদলে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের উপর।

তথাকথিক দুই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের উপর যে দোষ চাপানোর প্রয়াস চলছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ওটাকে একটি মিথ্যার বেসাতি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারাই তাদের খসড়ায় এ প্রস্তাব করেছিলেন। তাতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ পৃথক

পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়ে দুটো শানসতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। তারপর যৌথ অধিবেশনে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ভুট্টোকে খুশী করার জন্যই ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন।

সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মী এবং দুষ্কৃতকারীদের উপরই শুধু সামরিক বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে বলে সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে যে দাবী করা হয়েছে তার জবাবে সৈয়দ নজরুল জিজ্ঞেস করেনঃ তাহলে ই পি আর ও পুলিশের সদর দফতরের উপর আক্রমণ চালান হল কেন? তারা তো আওয়ামী লীগ কর্মী বা দুষ্কৃতকারীর কোনটাই ছিলেন না।

বাংলাদেশে ইতিহাসের বৃহত্তম গণহত্যা দেখেও বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রবর্গ আজ যে নীরবতা অবলম্বন করেছেন তার জন্য সৈয়দ নজরুল গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ লাখো লাখো নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে বিনা কারণে হত্যা কি ইসলাম অনুমোদন করে? মসজিদ, মন্দির বা গীর্জা ধ্বংস করার কি কোন বিধান ইসলামে আছে?

বাংলাদেশের মানুষের আশ্বাস দিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জনগণকে যেসব ওয়াদা দিয়েছিল তার প্রতিটি তারা পালন করবে। তিনি জানান যে, তাঁর সরকার ভূমিহীনকে ভূমি দান, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করছে, তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাদেরকে অবিলম্বে বাংলার স্বার্থবিরোধী ও মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী ঘৃণ্য কাজ করবার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতেই তাদেরকে এসবের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তখন তাদের প্রতি কোনরূপ কৃপা প্রদর্শন করা হবে না।

উপসংহারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তির সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। বাঙালীরা তাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করবেই করবে।

তিনি বাংলাদেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য অর্জনে-মুক্তি অর্জনে সহায়তা করার আবেদন জানান। কেন না, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কোন শক্তিই তা ঠেকাতে পারবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিদেশী সাংবাদিকের জিজ্ঞাসা	জয়বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১৯ মে, ১৯৭১

পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদ বাংলাদেশের কত লাখ লোক খুন করেছে?

গত ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র নাগরিককে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার জন্য ইয়াহিয়া-টিক্কা এবং তাদের জল্লাদ বাহিনী যে ঘৃণ্য পথ গ্রহণ করে তার কুকীর্তি বিশ্ববাসীর চোখে ঢাকা দেওয়ার জন্য ঢাকায় অবস্থানরত ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে ২৬শে মার্চ জোর করে ধরে তাদের ফিল্ম ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশনের উপর কঠোর সামরিক সেন্সরশীপ আরোপ করে পাক হানাদার বাহিনী সারা বাংলাদেশে এক লোমর্হষক গণহত্যা লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ অভিযান চালিয়ে যায়। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশের সত্যকার ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তবু লৌহ যবনিকার অন্তরালে এবং পাকফৌজের কঠোর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যে সব সাংবাদিক প্রাণভয়কে তুচ্ছ করে সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে যে টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করলেন তা দিয়ে বিশ্ববাসী জোড়া করলেন বাংলাদেশের একটি বীভৎস চিত্র। আর তখন সমগ্র বিশ্ব আজকের বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত বাংলার চিত্র দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বিশ্বজনমত মূল তথ্য জানাবার জন্য চাপ শুরু করে দিয়েছে। গুটিকতক স্থান ঠিকঠাক করে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে ৬ জন বিদেশী সাংবাদিক যারা এর আগে কোনদিন বাংলাদেশে আসেনি তাদের আমন্ত্রণ করলেন। এসব নতুন সাংবাদিককে সফরে আনায় ইয়াহিয়া খানের একটি লাভ হলো-এরা রেসকোর্স ময়দানের ঢাকার জনসংখ্যা দেখেনি, দেখিনি সদরঘাটের বাস, নবাবপুরের ভীড় আর দেখেনি ঢাকার পথে সাইকেল, রিকসা, বেবীট্যাক্স, মোটর গাড়ীর প্রচণ্ড ভীড়।

সে যাহোক সামরিক গাড়িতে সামরিক নিয়ন্ত্রণে এ সব সাংবাদিককে ৬ দিনের জন্য বাংলাদেশে সফরের অনুমতি দেওয়া হল। এই সফরের আগে ইয়াহিয়া সাহেব বায়না ধরলেন যে সব সাংবাদিক ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন তাদের এই সফরে আসতে দেয়া হবে না। কারণ তাদেরকে এই নিয়ন্ত্রিত সফরে আসতে দিলে আদিম পৈশাচিকতার মূল তথ্যকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। তবু এই নিয়ন্ত্রিত সফরের ব্যবস্থা করেও বাংলাদেশ নবাগত সাংবাদিকের চোখকে যথার্থভাবে ফাঁকি দিতে পারলেন না বেঈমান ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র।

এসোসিয়েট প্রেসের প্রতিনিধি সাংবাদিক মর্ট রোজেন ব্লুম বলেন যে সামরিক কর্তৃপক্ষ এই সফরের নিয়ন্ত্রিত পথে বিভিন্ন স্থানে ভাড়া করা লোক দাঁড় করে রাখে। পথঘাট মেরামত করে মূল তথ্যকে ঢাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্য থেকেও বাংলাদেশের এক ভয়ঙ্কর বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে একটা মাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি সারা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর পৈশাচিক নরহত্যার একটি খণ্ডাংশ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, গলিত লাশের মাংসে শকুনী, গৃধিনীদের পেট এত পূর্ণ হয়েছে যে পদ্মার তীর ধরে উঠে যেতেও কষ্ট হচ্ছে। তার মতে মাত্র ৫ সপ্তাহে হানাদার বাহিনীর হত্যালীলায় বাংলাদেশের ৫ লক্ষ লোকের লাশ শকুনীরা মেজবানীর জন্য পেয়ে গেছে।

রোজেন ব্লুম লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকফৌজ কত লাখ লোককে হত্যা করেছে তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ হিসাবের ভিত্তিতে এ সংখ্যা কমপক্ষে দশ লক্ষ হবে বলে তাঁর ধারণা।

কিন্তু আমাদের কাছে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সূত্রে যে সমস্ত হিসাব এসেছে তার থেকে বলা যায় যে এ যাবৎ অন্ততঃ ৩০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ লোককে তারা হত্যা করেছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব-শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১৯ মে, ১৯৭১

মানবতার ক্রন্দনরোলে কাঁপছে আল্লাহর আরশ

কিন্তু কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাংবে কবে?

থোক থোক রক্তের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ। এই শিশু ও নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, নির্মূল করার জন্য নরঘাতক জঙ্গী ইয়াহিয়া লেলিয়ে দিয়েছে তার হায়নাদের সবুজ বাংলার শ্যামল প্রান্তরে। চলছে নির্বিচারে গণহত্যা, শিশু, নারী, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী কোন ভেদাভেদ নেই। অবলীলায় ধ্বংস করছে সভ্যতার পীঠস্থান শিক্ষাঙ্গনকে, মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদ-মন্দির জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, শিল্প-কারখানা, বিপনীকেন্দ্র আর এই বর্বর নাৎসি হামলার মর্মন্তুদ ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের করছে নিধন, ভস্ম করে দিয়েছে স্বাধীন সংবাদপত্র অফিসগুলো।

সারা বাংলাদেশ আজ রণক্ষেত্র। বাংলার মাঠে জ্বলছে আগুন বাতাসে তার রূঢ়তা, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর চারদিকে ভীত, বিহবল ও আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষের চিৎকারে বাংলাদেশ হয়ে পড়েছে প্রেতপুরী। মানবতার এহেন অবমাননায় আল্লাহর আরশ হয়তো থর-থর করে কাঁপছে কিন্তু বিশ্বমানবতার এবং শান্তির সোল এজেন্ট জাতিসংঘের বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের ঘুম ভাঙছে না, বিবেক দংশিত হচ্ছে না।

উথান্ট সাহেব কি জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের কথা ভুলে গিয়েছেন? না শুধু বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত না থাকলে তাঁর কণ্ঠে শান্তির ললিতবাণী বেরোতে বাধে? শুধু বিনয়ের সাথে উথান্ট সাহেবকে জানাতে চাই বাংলাদেশে যে মানবনিধন যজ্ঞ চলছে তা পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। এ যুদ্ধ একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ-তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন, সিদ্ধান্ত নিন। যাতে জাতিসঙ্ঘের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে না ফেলে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি আমেরিকা আজ নীরব। নীরব নিক্সনের কণ্ঠ। কিন্তু কেন? তিনিও কি ভাবেন এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাই নাক গলানোর প্রয়োজন নেই? কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নাক গলাতে তো তারা কোন পাত্রাপাত্র, স্থান, কাল বিচার করে না-তবে এখানে কেন এত চিন্তা এত ভাবনা। ফুলব্রাইট এবং এডওয়ার্ড কেনেডির মত প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ যখন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়েছেন, তখনও নিক্সন কোন কোন ব্যবস্থা করছেন না? আমেরিকার পত্র পত্রিকাও মানবতার এই ক্রন্দন বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিহবল।

কিন্তু নিক্সন সাহেব কি বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে নিজের এবং তাঁর সরকারের দায়িত্ব এড়াতে পারেন? তাঁর জানা উচিত বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে তাতে তিনি মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন না। নিক্সন সরকারের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, ইয়াহিয়া জঙ্গীচক্র কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রদত্ত মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র তাদের অনুমতি ব্যতিরেকেই বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞে ব্যবহার করছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি তাদের কিছু করণীয় ছিল না বা নেই? তাঁরা কি চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পারতেন না? আসল কথা হলো ক্ষমতাসীন মার্কিন সরকারের গণতন্ত্র ফাঁকি। দেশে দেশে একনায়কত্ববাদীদের ফাঁকি। দেশে দেশে একনায়কত্ববাদীদের পোষণের যে নীতি মার্কিন সরকার অনুসরণ করে আসছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেন না, মার্কিন সরকারের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশে একদিনও যুদ্ধ চালাতে পারে তা আমাদের বিশ্বাস হয় না। মার্কিন সরকারের জেনে রাখা উচিত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার

প্রয়োজনেই আজ মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের জয়লাভ করতেই হবে। জয় তাদের অবশ্যম্ভাবী। মাঝখানে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষ অবলম্বন না করে চিরকালের জন্য তাদের বন্ধুত্ব হারালেন-এই আমাদের দুঃখ।

বৃটেনও একই পথের পথিক। বৃটেন বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলো মানবিক মূল্যে কথা। পাকিস্তান আজও কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য। বৃটেনের কাছ থেকে সে পাচ্ছে নানারকম সাহায্য ও সহযোগিতা। সুতরাং বৃটেন সরকার ইচ্ছে করলে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতো কিন্তু তারা তা করেনি। কারণ পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্রের সাথে রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সম্পর্ক জড়িত। বৃটিশ শ্রমিক দলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হীথ পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানে বৃটিশ সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমা শক্তিবর্গ ভাবছেন এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপার এবং বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী। ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও টিক্কা চক্রের বক্তব্যও এই। ভাবখানা এই- বায়াফ্রা, নাগা ও মিজোদের মত বাংলাদেশও একই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যুক্তির ধোপে তা কি টিকে? একটু আলোচনা করে দেখা যাক। বায়াফ্রা নাইজেরিয়ার একটি ক্ষুদে অংশ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনের দিক থেকে নাইজেরিয়ার অন্য এলাকার সাথে কোন পার্থক্য নেই। নাগা ও মিজ্যোল্যাণ্ড- ভারতের বিরাট অংশের দুইটি ক্ষুদ্র এলাকা। তাদের দাবীর সংগে বাংলাদেশের বক্তব্যকে এক করে দেখার অর্থ-জেগে ঘুমানোর মত। কারণ, পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন জনের বাস বাংলাদেশে। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের দূরত্ব বারশত মাইল। মধ্যবর্তী স্থানে ভারত অবস্থিত। ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধন এবং আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এবং তথাকথিত পাকিস্তান সংহতির নামে বিগত তেইশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে রাজনৈতিক অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে। ৫৪ হাজার বর্গমাইল ভূমিকে তারা তাদের বাজারে পরিনত করে। অতএব অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও মানবিক মূল্যায়নের এই সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায় না।.....

বাংলাদেশ যখন ইয়াহিয়ার হায়নাদের ছোবলে ক্ষতবিক্ষত তখন রেডক্রস এগিয়ে এসেছিলো আর্তের সেবায়, কিন্তু সামরিক জান্তা যেহেতু বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেননি সেহেতু তারা মানবতার সেবা করতে নিরস্ত রয়েছেন। তা নিরস্ত রয়েছেন বলে জঙ্গীচক্রের মানব নিধনযজ্ঞ বন্ধ হয়নি, বন্ধ হয়নি মানবতার ক্রন্দন। প্রশ্ন রয়ে যায় রেডক্রসের দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গিয়েছে? বিশ্ব জনমতের কাছে তারা এই নগ্নতার বর্বরতার বীভৎস করুণ চিত্র তুলে ধরে বৃহৎ শক্তিবর্গের উপর আশু চাপ সৃষ্টির দাবী করতে পারেন না? আমরা আশা করবো, তারা আর মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না। আমরা এতদিন শুনে এসেছি চীন এশিয়ার গৌরব, নির্যাতিত নিপীড়িত সংগ্রামী জনতার আশা-আকাঙক্ষার মূর্ত প্রতীক। বিশ্ববাসী জানতো, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষও জানতো বিশ্বের যেখানেই শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার সেখানেই আছে মহাচীনের শীতল স্পর্শ। সেখানেই মহাচীন নিপীড়িত মানুষের দুঃখ মোচনের চেষ্টায় সচেষ্ট। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার দখলদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর জীবন যখন আজ বিপন্ন, অর্থনৈতিক জীবন যখন জীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন চীন আক্রমণকারী হানাদারদের পক্ষ অবলম্বন করছে এটা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

বলা যেতে পারে যে চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ বাংলাদেশের গণমানসের সত্যিকার পরিচয় না জেনেই জঙ্গী শাসকদের সমর্থন যোগাচ্ছেন। কিন্তু তাও বা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো? কারণ চীন বিশ্বের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিচয় জানবেন না তা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

অবাক বিস্ময়ে তাকাতে হয় আরব জাহানের দিকে। ইসলামের শিক্ষা যেখানে অন্যায়, যেখানে জালিমের জুলুম তাকেই প্রতিহত করতে হবে, যেকোন মূল্যের বিনিময়ে মজলুমকে দিতে হবে ছায়া কিন্তু তারতো কোন

নমুনা বিশ্ববাসী দেখছেন না । আরব জাহানের মানবতা ও বিবেক জাগ্রত হোক, ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য স্বাধীনতা সৌভ্রাতৃত্বের পরশে স্নাত হোক বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই কথাই বিশ্ববাসীর চোখে-মূখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

আরব জাহানের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা উচিত যে, কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনের জোরেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এক রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে একই ভাষা, একই ভূগোল একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির অধিকারী আরব জনগণ আজ এতগুলো রাষ্ট্রে বিভক্ত কেন?

মানবতার এই অবমাননা ও বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ন্যক্কারজনক পলায়নী মনোভাবের মধ্যেও সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র নিরন্ন মানুষের যন্ত্রনা চিৎকারে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে যারা নজির স্থাপন করেছেন, তাঁরা হলেন বুদ্ধ, গান্ধী, নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মানব প্রেমিকতার আশীষে পুষ্ট মহামানবের মিলন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ আর মহামতী লেলিনের আদর্শে পরিচালিত সোভিয়েট রাশিয়া। বিশ্ব-মানব-প্রেমিকরা এ দুটি রাষ্ট্রকে জানাচ্ছে প্রীতিসিক্ত সালাম।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ রাজনৈতিক সমাধান	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৮ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সমাধান?

বাংলাদেশ সমস্যার এক রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বের বহু দেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর রূপ পাওয়া যাচ্ছে না বলে 'রাজনৈতিক সমাধান' এ অস্পষ্ট কথাটি অনেক কল্পনা-জল্পনার জাল বুনে চলেছে। যে কোন সমাধানের পথে কল্পনা-কল্পনা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এবং সমস্যাটিকে জটিলতর করে। এ জন্যে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট পথের একান্ত প্রয়োজন।

যে কোন সমস্যার মত বাংলাদেশের সমস্যাকে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ না করে কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করা হলে, আমরা মনে করি এর সমাধান পাওয়া যাবে না। কেন আজ বাঙ্গালী মরণপণ করে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে-এ কথাটির জবাব পেতে হবে।

পৃথিবীর কাছে অজানা নয় যে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক এক রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাই, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়ী হয়েও শান্তিপূর্ণ, সহ-অবস্থানের জন্য আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছি। সহিংস বিপ্লবী মত ও পথ আওয়ামী লীগের নয়। তবু কেন আজ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে এর সদুত্তর পেতে হবে। এ সংগ্রামের, এবং ইয়াহিয়া খান সরকারের পৈশাচিক বর্বরতার বহু কথা বলা হয়েছে, বহু বই লেখা হয়েছে। দুনিয়ার সকলের কাছে এ সব কথা জানা।

মূল সমস্যার মৌলিক কারণগুলোকে এড়িয়ে কোন সমাধানের চেষ্টা করা হলে, সাময়িকভাবে স্বস্তি পাওয়া গেলেও স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। স্থায়ী সমাধাণের জন্যে নিরপেক্ষ, প্রভাবমুক্ত মন, গভীর ও সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি এবং বাস্তব উপলব্ধির প্রয়োজন। তাই, যারা রাজনৈতিক সমাধানের ধুয়া তুলেছেন তাঁদের কাছে সংগ্রামের সার্বিক রূপটি স্পষ্ট থাকতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন শেষে স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিল, গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়মে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবে, পাকিস্তানের শাসন, ভার, পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলে আসছে তারই পথ ধরে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী, অগণতান্ত্রিক শক্তি আবারও চক্রান্ত শুরু করল। মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তারা আকস্মিকভাবে নিরাপরাধ, নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য লেলিয়ে দিল। তারা বাংলাদেশকে গোরস্থানে পরিণত করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা, করেছে, আবাল-বৃদ্ধা-বনিতাকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনদের ইজ্জতহানি করেছে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুট করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রের নজিরবিহীন নির্মমতা ও পাশবিকতা, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মনকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। বাঙ্গালীর চোখে আজ তীব্র ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের কণ্ঠে যেদিন ধ্বনিত হল-'লক্ষ লক্ষ শহীদের লাশের উপর আলোচনা চলতে পারে না'-সেদিন ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালীর মনের কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাস্তব ও যুক্তিবাদী বলে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেন না। মূলতঃ তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলে অপ্রয়োজনে রক্তপাতে আগ্রহী নন। বিনা রক্তপাতে যদি লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি রূপায়িত হওয়া সম্ভব হয়, সেই পথ অনুসরণে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে, তারই জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম চারটি পূর্বশর্ত দিয়েছেন। সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের কেবল দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক নয়, এতে তাঁর মানবিকতা ও আন্তরিকতাকেও প্রতিভাত করেছে। তাঁর চারটি শর্ত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বাঙ্গালীর মনের কথাটিকেই প্রতিধ্বনিত করেছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের চারটি শর্ত হলঃ (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিনাশর্তে মুক্তি (২) বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্ত সৈন্যদের অপসারণ (৩) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি এবং (৪) বিগত ২৩ বছরের বঞ্চিত অর্থসহ বর্তমান যুদ্ধে ক্ষতিসাধিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। তিনি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁকে কারাগারে রেখে কোন আলোচনা চলতে পারে না। আলোচনা চালাবার জন্য তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতেই হবে। বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে অভিমত দেবার একমাত্র অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বাঙ্গালীরা বিদেশী হানাদার বলে মনে করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর বাঙ্গালীদের কোন আস্থা নেই। তাদের উপস্থিতিতে বাঙ্গালী নিরাপদ মনে করতে পারে না এবং এ কারণেই ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা সত্ত্বেও কোন উদ্বাস্তু ফিরে যাননি। ভীতি ও অবিশ্বাসের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলার সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন। বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে প্রতিফলিত। বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা গত ২৩ বছরে বাংলাকে শোষণ করে, বঞ্চিত করে এবং সর্বশেষে গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থেকে হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অর্থনীতেকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নৈতিক বা আইনগত যে কোন বিচারে বাঙালী ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। বিনা অপরাধে তার সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলতে হয়, অনাহার-অনটনক্লিষ্ট, দারিদ্র-পীড়িত মানুষ কখনো শান্তিতে থাকিতে পারে না।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের চার দফার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান হলে স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশবাস করি। একটি জাতি নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে পৌছার জন্যে জীবন মরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সমাধান সেই লক্ষ্যে পৌছে দিতে ব্যর্থ হলে স্থায়ী ফল বা শান্তি আসতে পারে না। সত্য সে যতই কঠোর হোক, তাকে অস্বীকার করা যায় না এবং করাও উচিত নয়। বাস্তব ও সত্যকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করা হলেও পরিস্থিতি তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যেতে বাধ্য।

বাংলাদেশের ব্যাপারেও সত্যকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। আজ নগ্নভাবে এ সত্যটি ভেসে উঠেছে যে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এক নয়, বাংলা ও বাঙালীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলনের কথাই উঠে না, এমনকি সম্প্রীতিও জাগতে পারে না। বাংলার প্রতি ঘরে যে হাহাকার উঠেছে, প্রতিটি বাঙালীর মন যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর কোন মধুর বাণী এ হাহাকার, এ আর্তিতে প্রলেপ দিতে পারবে না। আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলার স্বাধীনতাই একমাত্র সমাধানের পথ। বাঙ্গালীর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির কোন মিল নেই এ সর্ববাদীসম্মত বক্তব্যের সাথে গত ২৩ বছরের বঞ্চনা এবং গত কয়েক মাসের হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, নির্যাতন মিলে বাঙ্গালী-মন যেভাবে বিষাক্ত হয়ে গেছে, তাতে কোন বন্ধনের কথা প্রলাপ বলেই মনে হবে। তাই আজ স্বীকার করে নিতে হবে পাকিস্তান যে কোন বাস্তব বিচারে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কেবল আবেগ ও অনুভূতিতে সমস্যার বিচার চলে না।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার চিন্তাও বাতুলতার সমান। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর পৈশাচিকতার শত শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে, বাংলাদেশে এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি আজ প্রায় ধ্বংসের পথে। এ ধ্বংসস্তূপ থেকে অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। ভয়-ভীতি, ত্রাস, ঘৃণা, অবিশ্বাসের মধ্যে সহযোগিতা হতে পারে না। চাপে পড়ে যে কাজ তাতে আন্তরিকতা থাকে না আন্তরিকতা না থাকলে কার্যকরী প্রচেষ্টা চলতে পারে না। তাই রাজনৈতিক সমাধানের নামে যদি বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে তাতে সংহতি-সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, আসতে পারে না। বরং এ কথা বলা চলে, বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নিলে, কালের গতিতে বর্তমানের পুঞ্জীভূত হিংসা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস কেটে যেতে পারে এবং এক সময়ে হয়ত প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠতে পারে।

তাই, আমাদের অভিমত ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায়, বর্তমানে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নির্মম সত্য-বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালী আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৮ জুন, ১৯৭১

ঐক্যবদ্ধ বাঙালী আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে

পৃথিবীর সভ্য মানুষ মাত্রই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বা একই রাষ্ট্রের মধ্যকার ধর্ম সম্প্রদায়ের হানাহানিকে ঘৃণা করে। এই সাম্প্রদায়িকতা ক্ষয়িষ্ণু শাসকচক্রের আত্মরক্ষার কবচস্বরূপ। বর্তমান পাকিস্তান সরকারও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বাংলাদেশকে শাসনের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। এখন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ পাকিস্তান সরকার ছড়াচ্ছে তার পশ্চাতে আছে শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সরকারের অনেক কৌশল, অনেক চক্রান্ত এবং অনেক স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

একনায়ক শাসন ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণী শাসন ও শোষণ যন্ত্রকে অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি করে পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়। পাকিস্তানে যতবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছে ততবারই তার মূলে পশ্চিম পাকিস্তান শাসক শ্রেণীর চক্রান্ত ক্রিয়াশীল ছিল। উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল সমস্যা থেকে বাঙ্গালীদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেয়া ও বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যাহত করা। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাংলার শোষণ সহজতর হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র বরাবরই চেয়েছে পূর্ববাংলার জনগণ যেন একতাবদ্ধ না হতে পারে। কারণ পূর্ববাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান যদি একতাবদ্ধ হয় হবে তাকে কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তান রুখতে পারবে না। এ জন্যেও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে তার এত উৎসাহ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পূর্ববাংলার মানুষ ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তোলে; এই অভিজ্ঞানের পর থেকে সাধারণ মনোভঙ্গী গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ও বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রভাবে সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত সৃষ্টির সমাধি রচনা হলো। আজ যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোভাগে তাদের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেদিনই। আর এই ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বিভিন্ন নির্যাতনমূলক আইনের মাধ্যমে জেল ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের প্রধান সহচর পূর্ববাংলার তদানীন্তন গভর্নর মোনয়েম খান পুনরায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবর্গ বাংলাদেশের সর্বত্র দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। এই সময় ঢাকার সকল পত্রিকায় ‘পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও’ শিরোনামায় বাঙালীর প্রতি এক আকুল আবেদন করা হয়। সেই আহবানে এক অপার মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতি সাড়া দিল। দাঙ্গা রোধ করতে গিয়ে সেদিন আমির হোসেন চৌধুরীর মত বহু মুসলমান অকাতরে মৃত্যুবরণ করে নিল। কথায় ফানুস দিয়ে নয়, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাঙালী এবারও তাঁর মানবতাপ্রীতি প্রমাণ করলো। তারপর থেকে শাসক শ্রেণী চেষ্টা করতে লাগলো বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সে ঘৃণ্য চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের নিরাশ করলো। বর্তমান সংগ্রামের এক পর্যায়ে আবার পশ্চিমী শাসকচক্র সাম্পদায়িকতার ধুয়া তুললো। পাকিস্তানী বেতার যন্ত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ে ইয়াহিয়ার জঙ্গীচক্র সুপরিকল্পিতভাবে বেশ কিছু হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে অসহায় জনগণকে ঘর

ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান গ্রামও পুড়লো, অগণিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী জঙ্গী মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দিল। তার ফলে সারা বাংলাদেশ আজ শ্মশানভূমি।

এই অত্যাচার চালানোর জন্যে বর্বর সৈন্য বাহিনী ভয় দেখিয়ে কিছু লোককে গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের কাজে নিয়োগ করে। এবং সেই অগ্নিসংযোগকারীকে দুষ্কৃতকারী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ক্যামেরার সাহায্যে তাদের ছবি তুলে নিয়েছে। আবার পরক্ষণেই গুলি করে তাদেরকে হত্যা করেছে। তবু বাংলাদেশের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে উত্তেজিত হয়নি। ইস্পাতের মত কঠিন একতা নিয়ে অপেক্ষা করছে শত্রুর ধ্বংস দেখার জন্য।

আজ সর্বত্র সামরিক বাহিনী সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের এই লুটপাটে নিয়োজিত করেছে, এই সমস্ত জঘন্য অত্যাচারে জর্জতির হয়ে নিরুপায় নিরীহ জনগণ দলে দলে পালিয়ে ভারতবর্ষে যেতে শুরু করে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলেই পালাচ্ছে- এতেই প্রমাণিত হয় অত্যাচার এসেছে বাঙালী জাতির ওপর। কোন ব্যক্তিবিশেষ, কোন গোষ্ঠীবিশেষ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের উপর নয়। বহু বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা, খৃষ্টান গীর্জা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ কিছুই রেহাই পায়নি এই বর্বর অত্যাচারীদের হাত থেকে।

বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করতে যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে সেখানে হিন্দু-মুসলমান সমান হারে মরেছে। এর কারণ বাঙালীকে নেতৃত্বহীন করে দেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ দেব-এর পাশাপাশি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান জনাব মনিরুজ্জামান এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার পাশে অধ্যাপক মোক্তাদিরও একই হাতের শিকার।

তাই দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় অত্যাচারী পাকিস্তান সরকারের অতীত ও বর্তমান রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার এই সাম্প্রদায়িকতা। আজ বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টায় যে ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটেছে তা বানচাল করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গী সরকার বাঙালীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারা অবাঙালীদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে তারা নতুন করে অত্যাচার শুরু করছে, রাস্তায় রাস্তায় এই সব অবাঙালীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে ইয়াহিয়া সরকারের প্রচার যন্ত্র একথা প্রচার করছে যে, বাংলা ও বাঙালীদের স্বাধিকারের জন্য যারা সংগ্রাম করেছে এবং এই সংগ্রামে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে তারা এবং যেহেতু বাংলার সংখ্যালঘুরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা করেছে, কাজেই তারাই পূর্ববাংলার এই দুরাবস্থার জন্য দায়ী। এই ঘৃণ্য অপপ্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো। লক্ষ লক্ষ বাঙালী আজ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, এ অবস্থায় যদি পকিস্তানের উস্কানির ফলে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে তাহলে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাই এই মুহূর্তে সব থেকে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাংলার শত্রুঘৃণ্য পশ্চিমী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, তাদের কোন প্রকার উস্কানিতে কান না দেওয়া বরং দিনের পর দিন মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজেদের তৈরী করা। একথা মনে রাখতে হবে যে কোন স্বাধীনতা যুদ্ধেই সহজে সাফল্য অর্জন করা যায় না। সুতরাং সংগ্রাম যত কঠিন ও দীর্ঘ হোক না কেন তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা?	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	২৫ জুন, ১৯৭১

<u>সম্পাদকীয়</u>

এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা?

মিথ্যার শত জাল বুনেও সত্যকে কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্ব মানবতার কাছে আজ একটি মহাসত্য। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাড়ে সাত কোটি মানুষ ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্যবীর্য্য ও আত্মদানের যে নজীর স্থাপন করেছে তা মানব ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর থাকবে। অথচ এই মহাসত্যটিকে মুছে ফেলার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে জল্লাদ ইয়াহিয়া খান প্রথম থেকে একের পর একটি করে মিথ্যার জাল বুনে বুনে তার প্রচার যন্ত্র, ব্যক্তিগত দূত ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার কত কোশেশই না করে এসেছে। সত্যের কাছে মিথ্যা পরাজিত হবেই। তাই ইয়াহিয়া খানের ধোঁকাবাজীও বিশ্ব-মানবতার কাছে হার মানতে বাধ্য।

সাড়ে ৭ কোটি বাঙালী জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করার মানসে নজিরবিহীন নৃশংস গণহত্যা, ব্যভিচার, লুণ্ঠন প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে প্রায় ১০ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ সর্বহারা বাস্তুত্যাগী হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং দুই কোটিরও অধিক বাঙালী বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে আশ্রয়ের আশায় অনিশ্চয়তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। শুধু তাই নয়, গুটিকয়েক শহর ও বন্দর এবং মুষ্টিমেয় এলাকায় হানাদার বাহিনীর আধিপত্য সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলার ৬৪ হাজার গ্রামের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম ও পরিবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আজ জল্লাদ ইয়াহিয়ার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে। অথচ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে ঢেকে রাখার জন্য পৃথিবীর মানুষকে অপপ্রচারের মাধ্যমে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিষয়টি একান্ত ভাবেই পাকিস্তানের ‘ঘরোয়া ব্যাপার’। কিন্তু, সাড়ে সাত কোটি মানুষের করুণ ফরিয়াদে বিশ্বের দরবারে এই সত্যটি আজ প্রকাশ্য দিবালোকের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের কাছে যা ঘরোয়া ব্যাপার, মানব ইতিহাসে সেটা জঘন্যতম কলঙ্ক। কখনো ইসলামের ব্যবসা করে, কখনো তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে অখণ্ডতার নামে, আবার কখনো সাম্প্রদায়িকতার জঘন্যতম অপপ্রচার করে বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শাশ্বত সত্য প্রাণের চেয়েও প্রিয় যার জন্য প্রতিটি বাঙালী যে কোন ত্যাগকে হাসিমুখে গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কত কৌশলই না করেছে। কিন্তু সূর্যের আলো থেকে কুয়াশা দূরে সরে যাবেই। যতই দিন যাচ্ছে শত মিথ্যার ধূম্রজালকে ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে সূর্যরশ্মি ততই আসন্ন হচ্ছে।

আজ সার্বভৌম বাংলাদেশ যেমন মহা সত্য, তথাকথিত পাকিস্তানের অনলুপ্তিও তেমনি একটি সত্য। ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থান্ধতা ও হঠকারিতা এবং ভুলের মাশুল হিসাবেই এই অবলুপ্তি ঘটেছে, একথা আমরা পূবেই বলেছি এবং পৃথিবী তা স্বীকার করেছে। কারণ, মৃত পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পৃথিবী আজ নারাজ। এর কোন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কনসোর্টিয়াম বৈঠক থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সাহায্যকারী দেশ অভিমত প্রকাশ করেছে ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের ‘আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি’ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নটি স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। এ রকম অভিমত প্রকাশের পিছনে অবশ্য একটি গূঢ় রহস্য আছে। সাহায্যকারী দেশ ভালভাবেই জানেন যে, বাংলাদেশ আর ইয়াহিয়া খানের মৃত পাকিস্তান এক নয়। আর বাংলার পাট, চা, তামাক এবং

চামড়ার টাকা ছাড়া বৈদেশিক ঋণ শোধ করার কোন সম্ভাবনা নেই। সুদের জন্যই যেখানে কিস্তি ভিক্ষে সেখানে আসল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই জনাব ইয়াহিয়া খান ঢাকঢোল পিটিয়ে মুক্তিফৌজ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যারা দু'দিন আগে দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী বলে আখ্যায়িত করেছে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের নামে রিসেপশন ক্যাম্প খুলে, আগে অস্বীকার করে পরে বিপাকে পড়ে মাত্র ৪০ হাজার বাস্তুত্যাগী স্বীকার করে 'স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে' শিরোনামওয়ালা ১২ পৃষ্ঠার জায়গায় ২ পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রগুলোকে প্রকাশ করতে বাধ্য করে, আর মুক্তিফৌজের কাছে পাক সেনাবাহিনীর বেধড়ক মার খাওয়া গোপন করে, গুটিকতক ভাড়াটিয়ে পদলেহী তথাকথিত শিল্পীকণ্ঠে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ইসলামের গান গাইয়ে ইয়াহিয়া খান এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে সাহায্য পাওয়ার স্বাভাবিক অবস্থা এখন ফিরে এসেছে।

বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা বাঙালীরাই ফিরিয়ে আনবে। প্রতিটি বাঙালী আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে, হানাদার ইয়াহিয়া বাহিনীদের বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে, বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করে, বিগত দিনের অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে বাংলার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেই।

....

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
তোমরা তোমরা আমরা আমরা	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	২ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

‘‘তোমরা তোমরা আমরা আমরা’’

আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত তার অসংখ্য কর্মী ও সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে তথাকথিত পাকিস্তান সরকারের প্রচার যন্ত্রগুলো কতকগুলো বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। সরাসরিভাবে প্রকৃত নাম উচ্চারণ করার বাধা কোথায় আমরা তা বুঝি না। বিশেষণগুলো হলো-দুষ্কৃতকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি।

এই বিশেষণগুলোর ব্যবহার পাকিস্তান সরকারের পক্ষে যদি নেহাৎ লজ্জাজনিত হয়ে থাকে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে যখন তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তখন লজ্জাবনতভাবে সে বলেছিলো-

‘‘বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি

জান হে স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।’’

সরাসরিভাবে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে ইয়াহিয়া সরকারের যদি বাধে তা হলে আমাদের বলার কিইবা থাকতে পারে। এটা হলো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই বিশেষণগুলোর ব্যবহার যদি ঘৃণাজনিত হয় অথবা আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা এবং অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষের নাম বিস্মৃতির অন্তরালে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হয়ে থাকে তা হলে আমাদের অবশ্যই কিছু বলার আছে।

ইয়াহিয়া খানের জানা দরকার শেখ মুজিবর শুধু মুক্তি-পাগল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতাই নয়, শেখ মুজিব কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা ও আবাল বৃদ্ধা বনিতার ‘মুজিব ভাই’। শেখ মুজিব একটি নাম-একটি ইতিহাস এ নামের প্রভাবে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী আমলাতন্ত্র সামরিক জান্তা ও যাবতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রাসাদ চক্র খান খান হয়ে ধুলায় লুণ্ঠিত হতে চলেছে অন্যদিকে তেমনি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসাবে জন্মলাভ করেছে। তার নেতৃত্ব ত্যাগ তিতিক্ষা নির্যাতন ও অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বহু চড়াই- উতরাই পার হয়ে গিয়ে আজ বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার অলৌকিক জনপ্রিয়তা আজ কঠিন বাস্তব। তার অপরিসীম সংগঠনী ক্ষমতা আজ সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। মুজিবের আর এক নাম সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের জন্ম হয়েছে মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের অঙ্গনে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, পরিস্ফুটন পরিব্যাপ্তি এবং অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটেছে নিরলস নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে। নির্বাচনে শতকরা সাড়ে আটানববইটি আসন ও শতকরা ৮১ জনের সমর্থন লাভ করা একমাত্র ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিষ্কলুষ সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত জনপ্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে সুদীর্ঘ ৪৩ বছর লেগেছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে আর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে

মাত্র তিন মাস তিন মাস মুক্তিফৌজের সাথে অসম যুদ্ধের পর আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ইয়াহিয়া বাহিনীর নাভিশ্বাস উঠেছে। এটা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনী শক্তিমত্তা ও দলীয় ঐক্য সংহতি শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের প্রতি অটুট আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

আর মুক্তিফৌজ ও আওয়ামী লীগ এরা একে অপরের পরিপূরক। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার কঠিন শপথে তারা আবদ্ধ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তিযুদ্ধে আপনার করণীয় কি?	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	২ জুলাই, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধে আপনার করণীয় কি?

পাঞ্জাবী শোষক গোষ্ঠীর তল্পীবাহক ইয়াহিয়ার সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে তার নজীর ইতিহাসে নেই। মুখে ইসলাম, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, এক জাতীয় বুলি আওড়িয়ে সে তার পশু সৈন্যদের হিংস্র কুকুরের মত লেলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে। সারা দেশে সৃষ্টি করেছে এক বিভীষিকার রাজত্ব, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। স্বাধীন বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, তাদের পীঠস্থান। বাংলাদেশকে এই দানবীয় পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে বাংলাদেশ, বাংলাদেশকে শ্রক্রসৈন্য মুক্ত করবার জন্যে আজ বাংলাদেশের মুক্তিকামী সমস্ত জনতা ইস্পাত কঠিন শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ রক্তের শপথ নিয়েছে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা, তারা আঁজলা ভরে বুকের রক্ত ঢেলে দেবে, বিনিময়ে স্বাধীন বাংলার বুক থেকে শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করবে। সুতরাং লড়ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা, বাংলাদেশের সোনার ছেলেরা। সিংহের মত তারা ওৎ পেতে বসে থাকে সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়ছে পাক সৈন্যের ওপর, নির্মমভাবে হত্যা করছে হানাদার দস্যু পাক সেনাদের। প্রতিদিন শত শ্রক্রর রক্তে সণাত হয়ে বাংলার মাটিকে করছে কলুষমুক্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে অপূর্ব বীরত্বে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে পাকসেনা। প্রতিদিন শত শত পাকসেনার মৃত্যুতে পাক সেনাবাহিনীতে হাহাকার উঠেছে। তারা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে এমনিভাবে আর কিছুদিন যুদ্ধ চললে বাংলাদেশ থেকে আর একটি পাক সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় বীরত্ব সারা বিশ্বের মানুষ আজ বিস্মিত, মুগ্ধ। তাদের অপূর্ব সাফল্যে আজ শত্রুদের অন্তিমদশা উপস্থিত।

বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন, একান্ত নিষ্ঠার সংগে। তাদের অজেয় দেশপ্রেম, তাদের ত্যাগ, তাদের অপূর্ব নিষ্ঠা সারা বাংগালী জাতিকে এক গৌরবময় মহিমা দান করেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা যেমন তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন অপূর্ব নিষ্ঠার সাথে তেমনি আজ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিটি কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত সমগ্র জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনের ওপর।

মুক্তিযোদ্ধারা যেমন এ দেশের কৃষক শ্রমিক জনতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, তেমনি বাংলাদেশের মানুষকেও মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের নিরাপত্তা এবং সাফল্য সম্পূর্ণরূপে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, জনতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বর্তমান যুদ্ধে অবলম্বিত গেরিলা যুদ্ধের নীতিই হলো শত্রুর সন্ধান নেয়া, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করা, ধ্বংস করা এবং নিজেকে রক্ষা করা। সুতরাং শত্রুর সন্ধান নিতে হলে, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হলে সর্বশেষে গেরিলাদের আত্মরক্ষা করতে হলে সংঘর্ষের এলাকার এবং তার চারপাশের এলাকার কৃষক শ্রমিক জনতার সক্রিয় সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর চোখ এড়িয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে সাহায্য ও তারাই করতে পারেন। তাছাড়া শত্রুকে আক্রমণের আগে এবং দ্রুত পশ্চাৎপসরণের সময়েও আশ্রয় দিয়ে সাহায্যও তারাই করবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে আজ মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর একদল অনুচর শত্রুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। এরা সব সময়ে চেষ্টা করছে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুকে চিনিয়ে দিতে। এদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়

এরা যদি সাফল্য লাভ করতে পারে তাহলে মুক্তিযুদ্ধে এরা চরম ক্ষতিসাধন করবে।সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের প্রথম কর্তব্য হবে এই সমস্ত শত্রুচরদের দৃষ্টি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করা। তাহলে বর্তমান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের আশু করণীয় হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটির সাথে যোগাযোগ রাখা, শত্রুর গতিবিধির খবর গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটিতে পৌছিয়ে দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়া, পশ্চাৎপসরণকালে তাদের সাহায্য করা, শত্রুকে এবং শত্রুর চরদের ধ্বংস করতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। এছাড়া তারা নিজেদের প্রচেষ্টা চালিয়েও শত্রুর চরদের খতম করবেন। গ্রামকে শত্রুচর মুক্ত করতে না পারলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহায়কদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

উপরে উল্লিখিত উপায়ে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করতে হলে গ্রামগুলোকে সংগঠিত হতে হবে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, মুষ্টিমেয় শত্রুর অনুচর ব্যতিরেকে সারা বাংলাদেশের মানুষ আজ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে। কিন্তু এ প্রসংগে এ কথাও একান্ত সত্য যে, গ্রামে দু একটি শত্রুচর থাকলেও গেরিলা যোদ্ধা কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারীগণ কেউ নিরাপদ নন। সুতরাং সুযোগ পেলেই শত্রুর চরকে খতম করে দিতে হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	৩০ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত

বাংলাদেশে এবং ভারতের সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন বাংলাদেশের জাতিসঙ্ঘের চল্লিশজন পরিদর্শক পাঠাবার প্রস্তাবও করেছেন। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, ভারতে চলে এমন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যাতে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং তারা পুনর্বাসিত হন তার তদারকি করা। দৃশ্যতঃ প্রস্তাবটি খুবই নির্দোষ ও সাধু। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে দৃশ্যতঃ সাধু ও নির্দোষ প্রস্তাবটির আড়ালে রয়েছে জাতিসঙ্ঘ ও তার প্রধান মুরুব্বি যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিষ্ট্রেশনের নতুন চক্রান্ত। কেবল একটি প্রস্তাব এসেছে তাদের পাকিস্তান ঘেঁষা এজেন্ট সদরুদ্দিনের মারফৎ। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারও সঙ্গে সঙ্গে জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের 'সাধু' প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কিছুদিন আগে, জাতিসঙ্ঘের তরফ থেকে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পরিদর্শনের নামে ভারত, পাকিস্তান ও অধিকৃত বাংলাদেশ সফরে এসেও সদরুদ্দিন নানা উল্টাপাল্টা কথা বলে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ তার দোস্ত ইয়াহিয়ার গণহত্যার পাপ যথাসম্ভব কমিয়ে দেখানো।

প্রিন্স সদররুদ্দিনের কথা থাক। বাংলাদেশ ও ভারতে জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার প্রস্তাব শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও আমাদের একটি পুরনো গল্প মনে পড়েছে। একবার এক সার্জন একজন রোগী দেখে বললেন, এমন কিছু বড় অপারেশন নয়। এখনই তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করে দেবেন। ঘটা করে সার্জন রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে কক্ষের বাইয়ে এসে রোগীর রুদ্ধশ্বাস আত্মীয়দের বললেন, 'আপনাদের কি বলবো' অপারেশন অত্যন্ত সাকসেসফুল হয়েছে। তবে দুঃখের কথা এইটুকু যে, রোগী মারা গেছে।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যুচক্র বেপরোয়া গণহত্যা চালাচ্ছে আজ চার মাস হয়ে গেল। দখলীকৃত বাংলাদেশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখানো বাংলার জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসের কোন সঠিক হিসাব হয়নি। বেসরকারী হিসাবে আশঙ্কা করা হয়েছে, মৃতের সংখ্যা দশ লাখ, গুরুতরভাবে আহতের সংখ্যা পঁচিশ হাজার, সাধারণভাবে আহত তিন লাখ, নির্যাতিত নারীর সংখ্যা পনর হাজার থেকে বিশ হাজার। আর বাংলাদেশ থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে শরণার্থী ভারতে ঠেলে দেয়া হয়েছে ৭০ লাখের উপরে। এই পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড যখন চলছিল, তখন বাংলাদেশের নেতারা বার বার জাতিসঙ্ঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের কাছে মানবতা ও বিশ্বশান্তির নামে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, এই শিশুঘাতী ও নারীঘাতী বর্বরতা বন্ধে সক্রিয় হোন, বাংলাদেশে মানবতার স্বার্থে জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ চাই। জাতিসঙ্ঘ কোটি কোটি মানুষের এই বিপন্ন আর্তনাদে কান দেননি। আর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আমেরিকা জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র পাঠিয়েছে এই অস্ত্র নিরীহ ও নিরস্ত্র নর-নারী হত্যার কাজে লাগানো হবে এই তথ্য জেনেও। এই দীর্ঘ চার মাস পরে যখন ইয়াহিয়া চক্রের ধ্বংসযজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে, তখন জাতিসঙ্ঘ কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চান কি প্রয়োজনে? সেখানে স্তুপিকৃত মৃতদেহের সংখ্যা গুনতে? ধ্বংস্তূপে পরিণত দখলীকৃত বাংলাদেশে জাতিসংঘের তথাকথিত ত্রাণকার্যের মহড়া দিতে? হ্যা, তাতে জাতিসঙ্ঘের ত্রাণকার্যের অপারেশন অবশ্যই সাকসেসফুল হবে, কিন্তু রোগী

বাঁচবে না, অর্থাৎ বাংলাদেশের ধ্বংস চূড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। এই ধ্বংসস্তূপ ও মৃতদেহের স্তূপের উপর দাঁড়িয়েই জাতিসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকরা তখন হয়ত দাবী করবেন, বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে আমাদের কি? আমাদের অপারেশন অভিযান সাকসেসফুল।

জাতিসজ্ঘ নামক একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের যদি যথার্থই কোন অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে তারা ভারতে তো দূরের কথা, বাংলাদেশেও পর্যবেক্ষক পাঠাবার নাম এখন মুখে আনতেন না। জাতিসজ্ঘের কর্তা ব্যক্তিদের স্মরণ আছে কিনা আমরা জানি না, এপ্রিল মে মাসের দিকে দখলীকৃত বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যাযজ্ঞ যখন পুরোদমে চলেছে, তখন জাতিসজ্ঘ সেখানে ত্রাণসামগ্রী পেরণ এবং নিজেদের তদারকিতে তা বন্টনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। ইয়াহিয়া তখন আন্তর্জাতিক রেডক্রুসের একটি টিমকেই শুধু পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে দেয়নি, উ-থান্টের প্রস্তাবেও সাফ না বলে দিয়েছিল তারপর জাতিসজ্ঘের পক্ষ থেকে আবার নরম ভাষায় প্রস্তাব দেয়া হল, জাতিসজ্ঘের ত্রাণসামগ্রী ইয়াহিয়ার সরকরী সংস্থাগুলোই বন্টন করবে, তবে তদারকি করবে জাতিসজ্ঘের লোকেরা। এই প্রস্তাবটি প্রথমে ইয়াহিয়ার মনঃপূত হয়নি। ইয়াহিয়ার কাছে জাতিসজ্ঘের আমল পায়নি। এমনকি তার পৈশাচিক গণহত্যা বন্ধ করতেও জাতিসজ্ঘ পারেননি। আক্রমণকারী ও অত্যাচারীর বর্বরতা বন্ধ করতে সাহসের সঙ্গে না এগিয়ে দীর্ঘ চার মাস পর সক্রিয় হয়েছেন, পর্যবেক্ষক নিয়োগের নামে আক্রান্ত পক্ষের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ও উদ্যোগ আয়োজন নষ্ট করার জন্য। এ না হলে আর জাতিসজ্ঘ! আসলে জাতিসজ্ঘ নামক বিশ্ব সংস্থাটির বহুদিন আগেই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। নিউ ইয়ার্কে জাতিসজ্ঘ সদর দপ্তর নামে যে ভবনটি আছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ শবাধার। আর এই শবাধারটি বহনের জন্য সর্বাগ্রে এগিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন এডমিনিস্ট্রেশন। এবং সর্বশেষ ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন পাকিস্তান নামক একটি অধুনালুপ্ত রাষ্ট্রের বেআইনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

সব চাইতে মজার ব্যাপার এই যে, জাতিসজ্ঘ ভারত সীমান্তেও পর্যবেক্ষক মোতায়েন করতে চেয়েছেন। এ যেন মামার বাড়ীর আবদার। ভারত সরকার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে না বলে দিয়েছেন। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়, ভারতে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে কি হবে? গৃহস্থ বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। ডাকাত না বেঁধে, গৃহস্থ বাঁধার এমন চমৎকার প্রস্তাব আর কখনো শোনা যায়নি। অপরাধ করেছে পাকিস্তান। সত্তর লাখ শরণার্থী সে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়েছে। ভারত এই শরণার্থীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে বিরাট মানবতাবাদী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষণে অপরাধী পাকিস্তানের সঙ্গে মানবতাবাদী ভারতকে একাসনে বসিয়ে ভারতের ঘাড়েও পর্যবেক্ষক বসিয়ে দেয়ার প্রস্তাব বাতুলতা না নতুন চক্রান্ত পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতেই তা বিচার্য। এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার শরণার্থীরা ভারতে গিয়ে বিপন্ন হয়নি। এ জন্যেই পাকিস্তান ঘেঁষা জাতিসজ্ঘ প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন ইয়াহিয়ার অনেক দুষ্কর্ম চাপা দিতে চাইলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন ‘পাকিস্তানে ফিরে গেলে শরণার্থীদের জীবন বিপন্ন হবে না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না। যে স্বীকারোক্তির একমাত্র অর্থ , পাকিস্তানে এখনো অত্যাচার চলছে এবং দেশত্যাগীদের প্রত্যাবর্তন সেখানে নিরাপদ নয়। এই অবস্থায় জাতিসজ্ঘের যদি সত্যই কোন দায়িত্ব বোধ থাকে, তাহলে তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে অত্যাচারী হানাদার বাহিনী অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিরাপদ ও নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বালাদেশ সরকারকে তাদের বৈধ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে সাহায্য করা। তা না করে শরণার্থীদের জন্য মেকি দরদ দেখিয়ে বাংলাদেশে এবং ভারতে পর্যবেক্ষক প্রেরণের প্রস্তাব আসলে নতুন মোড়কে একটি পুরনো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মাত্র। জাতিসজ্ঘ এই চক্রান্তেরই বহু ব্যবহৃত মাধ্যম।

জাতিসজ্ঘ পর্যবেক্ষক ও জাতিসজ্ঘ বাহিনীর মোতায়েনের চমৎকার ফল বিশ্ববাসী একবার মধ্যপ্রাচ্যে এবং আরেকবার কঙ্গোতে প্রত্যক্ষ করেছে। জাতিসজ্ঘের চমৎকার পর্যবেক্ষণ ও খবরদারি প্যালেষ্টাইনেও দেখেছে। কঙ্গোতে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসজ্ঘ বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ দেশে নিয়েছিলেন। এ জাতিসজ্ঘ বাহিনীর নাকের ডগায় দাড়িয়ে কঙ্গোর ফ্যাসিষ্ট চক্র মহান দেশনায়ক লুমুম্বাকে পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে।

জাতিসঙ্ঘ এই হত্যাকাণ্ডের নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। সুতরাং বাংলাদেশের শরণার্থীদের সেবার অছিলায় সুঁচ হয়ে ঢুকে জাতিসঙ্ঘ কাদের জন্য ফাল হতে চান, তা বুঝতে 'বোকা বাঙালীরও' খুব বেশী দেরী হয়নি।

জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে এই নয়া চক্রান্তের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট। দখলীকৃত বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী এখন ক্রমবর্ধিত গেরিলা তৎপরতায় কাবু হয়ে পড়েছে। মুক্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ইয়াহিয়ার হানাদার চক্রের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তাদের নেপথ্যের মুরুব্বিরা চাচ্ছে হানাদারদের এই চরম মার থেকে বাঁচাতে। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের নামে যদি বাংলাদেশেও ভারত সীমান্তে জাতিসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন করা যায়, তাহলে মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের তৎপরতা রোধ করা যাবে এবং তাদের মার থেকে হানাদার বাহিনীকে বাঁচানোও যাবে, এই তাদের দুরাশা। পাকিস্তানকে এখনো অস্ত্র প্রদানের যুক্তি হিসাবে নিক্সন সরকার যে অভিনব তথ্য অবিষ্কার করেছেন, তাহল বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য অস্ত্র প্রেরণ দরকার। ভবিষ্যতে এই উগ্রপন্থীদের দমনের নামে মুক্তিবাহিনীকে দমনেরও এক চমৎকার যুক্তি নিক্সন সাহেবেরা খাড়া করতে পারবেন, বাংলাদেশে যখন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তখন সেখানে যারা 'উগ্রপন্থীদের অস্তিত্ব বা তাদের প্রভাব আবিষ্কার করতে পারেন, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ব্যবসায়ীদের এখন প্রধান ব্যবসা অস্ত্র বিক্রয়। ভিয়েৎনামের কিছু উদ্বৃত্ত মার্কিন সৈন্য জাতিসঙ্ঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীতে ঢুকিয়ে যদি বাংলাদেশে পাঠানো যায়, তাহলে এখানেও আরেকটি ভিয়েৎনাম সৃষ্টিতে দেরী হবে না এবং মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অস্ত্র ব্যবসায়ও ভাটা পড়বে না। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরও তাই উচিৎ, তাদের দেশের রক্ত ব্যবসায়ীদের এই নতুন চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হওয়া।

বাংলাদেশ সমস্যায় জাতিসঙ্ঘ যদি কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়, তার পথ এখনো উন্মুক্ত রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার সাম্প্রতিক এক ভাষণে এই পথের কথাই সুস্পষ্ট ভাষাই বলে দিয়েছেন। এই পথ হল, বাংলাদেশ থেকে পাক হানাদার বাহিনী অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার ও জাতিসঙ্ঘে স্থান দেয়া, গত তেইশ বছর ধরে বাংলাদেশে যে শোষণ চালানো হয়েছে বিশেষ করে গত ২৫শে মার্চের পর ধ্বংস সাধন করা হয়েছে, ইসলামাবাদ সরকারের কাছে থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা ও শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনে সাহায্য করা। একমাত্র এ পথেই বাংলাদেশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব। জাতিসঙ্ঘের তাই উচিৎ কোন নেপথ্য চক্রীদলের চক্রান্তের মাধ্যম না হওয়া এবং ভাওতাবাজির আশ্রয় না নেয়া। বাংলাদেশের মানুষ এখন অপরের কৃপাপ্রার্থী নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান ও হানাদার উৎপাদনে কৃতসংকল্প।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মানুষ বরদাশত করবে না (শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে)	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	৩০ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষ বরদাশত করবে না
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বঙ্গবন্ধুর বিচার করবে, একথা প্রচার করেছে ইসলামাবাদের খুনী চক্র। কিন্তু এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ইতিহাসের পথ রোধ করে যারা ক্ষমতার দাপটে উন্মাদ হয়ে উঠে, বাংলার সরলপ্রাণ মানুষ তাদের শায়েস্তা করেছে। আর তাদেরই অবিসম্বাদিত চেতনা বঙ্গবন্ধু আজ বন্দীদশায় কাল কাটাচ্ছেন জঙ্গীশাহীর কারান্তারালে। কিন্তু তাঁকে বিচার করবার অধিকার তাদের নেই। জবরদস্তি করে এ প্রহসন করলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে বরদাশত করবে না। এ উদ্ধৃত আচরণের সমুচিত জবাব দেবেই বাংলার মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশ একটি সত্য। পৃথিবীর মানচিত্রে এ এক সার্বভৌম নবরাষ্ট্রের নাম। ইতিহাসে এ নাম সাড়ে সাত কোটি রক্তের অক্ষরে লেখা চিরভাস্কর। এই দেশেরই প্রতিটি মানুষের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেশদ্রোহীর অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়, এমন ধৃষ্টতা কার? 'পাকিস্তান' নামের যে দেশটি আজ মৃত, তারই নরপতি ইয়াহিয়া যদি এই দুঃসাহস নিয়ে বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে বোকা বানাতে চায় আর বাংলার সার্বিক মুক্তির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামকে করতে চায় দুর্বল তবে জেনে রাখো ইয়াহিয়া তোমাদের জবাবের দিন সমাগত। এবারেতে প্রতিশোধ কসম নিয়েছি, পালাবার পথ দেবো না তোমাদের।

জঙ্গী পাক সরকারের হাতে মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দুরে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জল্লাদ অধিপতি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক আদালতে বিচারের হুমকি সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গের আশু মুক্তির জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, গণচীন, ভারত, কানাডা, অষ্ট্রোলিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পৃথক পৃথক তারবার্তা প্রেরণ করে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ ছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ যুবশক্তির অদম্য প্রেরণার অফুরন্ত উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিশ্বের যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিবৃতিতে বলেন যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার ন্যায় ও আইনসঙ্গত অধিকার আজ জঙ্গী সরকারের নেই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঐতিহাসিক গণপ্রতিনিধি সমাবেশ	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	৩০ জুলাই, ১৯৭১

ঐতিহাসিক গণপ্রতিনিধি সমাবেশ

আহমদ রফিক

অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম বৈঠক এ মাসেই ৫ই ও ৬ই তারিখে মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যখন সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বুকের তাজা রক্ত বইয়ে দিয়েছে বাংলার শ্যামল প্রান্তরে, জাতীয়তাবাদের নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সংগ্রামী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ, বিশ্বমানবতা যখন বিবেকের দংশনে কিংকর্তব্য বিমূঢ়, সারা বিশ্ব যখন বাংলার নেতৃত্ব বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দিকে এক বিরাট উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তেমনি এক মুহূর্তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কার্যকরী সংসদের ৩৯ জন সদস্য এবং উভয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে মোট ৩৭৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৩৫ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ২৩৯ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত অথবা গ্রেফতার হয়েছেন এবং কয়েকজন আত্মসমর্পণও করেছেন। আর কেই কেই নিজ নিজ এলাকায় থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে হাজির হতে পারেননি। অবশ্য আরও বেশ কয়েকজন সদস্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই বৈঠক কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশের মক্তি সংগ্রামকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছিল। ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করে, আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের উপর সকল রকম অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করেছে। আর সর্বশেষে আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করা হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচন বাতিল হবে না বলে একটি মস্ত বড় প্রলোভনের টোপ ছেড়েলিল। কিন্তু এই বৈঠক প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইয়াহিয়ার প্রলোভনের টোপ ব্যর্থ হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই যে সংগ্রামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার চিহ্ন আঁকা রয়েছে তাদের চোখে মুখে। তাঁরা এসেছেন রণক্ষেত্রের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সার বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের দুর্জয় সংকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে। তাদের চোখ মুখে চূড়ান্ত বিজয়ের আলোর উদ্ভাসিত।

এই বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য, ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। ভাবী কালের ঐতিহাসিকেরা যেদিন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখবেন, সেদিন এই মুজিবনগর বৈঠকের গুরুত্ব তার যথার্থ প্রেক্ষিত নিয়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা একটি যুক্ত বৈঠক করেছেন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

এই তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে, আজ থেকে দু'মাস আগে জানুয়ারীর এক শীত বিকেলে রমনার সবুজ ঘাসে ঢাকা রেসকোর্সের ময়দানে। তখন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সদ্য নির্বাচন বিজয়ের মহা উল্লাস। গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাওয়ার আকুল প্রত্যাশায় বাংলার আবাল বৃদ্ধা বনিতা প্রতীক্ষারত। সেই মহা বিজয়ের মহা উল্লাসের দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রস্তাব দিলেন রমনার মাঠের প্রায় বিশ লাখ মানুষের সামনে দাড়িয়ে অর্থাৎ গণ-আদালতে দাড়িয়ে আওয়ামী লীগের সকল সংসদ সদস্যকে শপথ গ্রহণ করতে হবে, জনগণের রায় বানচাল হতে পারে, জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতে পারে এমন কাজ কেউ করবেন না। জনগণের সঙ্গে গণস্বার্থের সঙ্গে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে জনগণের অধিকার রইল তাকে চরম শাস্তি দেয়ার। সেদিনও বাইরের রাজনৈতিক পর্যপেক্ষকেরা প্রশ্ন তোলেননি তা নয়, নতুন করে আবার শপথ গ্রহণের দরকার কি? বাংলাদেশের জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু তার ময়দানের ভাষণে এর জবাব দিয়েছেন অল্প কয়েকটি কথায়, ''এই নির্বাচনী বিজয়ই চূড়ান্ত বিজয় নয়। আমাদের আবার সংগ্রামে নামতে হতে পারে।''

মাত্র তিন মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ইয়াহিয়া চক্র বিশ্বাসঘাতকতা করলো। নিরস্ত্র এবং অহিংস গণ অসহযোগ আন্দোলনের মোকাবিলায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক ডিভিশন সৈন্য তারা লেলিয়ে দিল বাঙ্গালী নিধনে। মার্চ মাসের সাত তারিখে আবার লাখো লাখো মানুষ জমায়েত হল রমনার মাঠ তাদের মুক্তি সংগ্রামে নেতার নির্দেশ লাভের জন্য। তাদের সকলের মনেই সেদিন একটি নীরব প্রশ্ন এরপর কি হবে? বঙ্গবন্ধু যদি তাদের মধ্যে না থাকেন, তাকে যদি গ্রেপ্তার হতে হয় বর্বর জঙ্গীচক্রের হাতে তাহলে কি হবে? কে নির্দেশ দেবে সংগ্রামী জাতিকে? এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। আবেগমণ্ডিত বজ্রকণ্ঠে বললেন, ''আমি যদি নির্দেশ দেয়ার জন্য না থাকি তাহলে আমার এই নির্দেশ রইল, এই সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মধ্যে হাজির নেই। হানাদার বর্বর ইয়াহিয়া চক্রের হাতে আজ তিনি বন্দী। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থামেনি, স্বাধীনতার সংগ্রাম পথভ্রষ্ট হয়নি, আওয়ামী লীগের একজন কর্মী অথবা নেতা নীতি ভ্রষ্ট হয়নি, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বরং তারা আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মুক্তি সংগ্রাম আরও জোরদার ও সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভের দিনও ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। আর এই সংগ্রাম ও সাফ্যল্যের নিরিখেই এ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিবনগর বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্যও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করতে হবে।

ইয়াহিয়া ভুট্টো টিক্কা চক্র আশা করেছিল, বঙ্গবন্ধকে আটক করা হলে নেতাহীন মুক্তি আন্দোলন বানচাল হবে, চরম অত্যাচারের মুখে আওয়ামী লীগ দল ভেঙ্গে যাবে, আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যেরা ইয়াহিয়ার নির্দেশ মেনে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্বাচনী রায়কে ব্যর্থ করে দেবে। এই দুরাশায় ইয়াহিয়া তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে বিশ্ববাসীকে ধোকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ভাবী ভোলেনি। আওয়ামী লীগ দলীয় কয়েকজন পরিষদ সদস্যকে বন্দীকরা ছাড়া আর দু'একজনের বেশী ইয়াহিয়া খান দলে ভেড়াতে পারেনি। আওয়ামী লীগ গোটা জাতির সমর্থন পেয়ে মুক্ত অঞ্চলে বাংলাদেশের গণপ্রাজতন্ত্রী সরকার গড়ে তুলেছেন, মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে কাধে কাধে মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে শরিক হয়েছেন। নগরে এই মাসের গোড়ার দিকে তারা সকলে একত্র হয়ে ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচারণা ফাঁস করে দিয়েছেন এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, শেখ মুজিব বন্দী হলেও আদর্শ রয়ে গেছে পিছনে, আর রয়ে গেছে তার সুযোগ্য সহকর্মীরা যাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই ইয়াহিয়ার তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের ফাঁদে তাদের কেউ ধরা দেননি। তারা সকলেই মুক্তাঞ্চলে রয়েছেন এবং মুক্তি সংগ্রামে শরিক হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন রত। বিশ্বের কোন কোন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার তাই বিশ্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। আওয়ামী লীগের মত একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল রাতারাতি বিপ্লবী চরিত্র গ্রহণ করবে, এটা বিস্ময়কর বিশ্বের ইতিহাসে এটা তুলনাহীন, উপমাহীন ঘটনা।

এই বৈঠক প্রমাণ করেছে, ইয়াহিয়া-চক্রের চরম বর্বরতার মুখেও বাংলাদেশের গণঐক্য অটুট গণপ্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়সংকল্প। এই বৈঠক আমাদের মুক্তিবাহিনীর মনে নতুন প্রেরণা এনেছে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এনেছে নতুন প্রত্যয়, দৃপ্ত সাহস। বহির্বিশ্বের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোও উপলব্ধি করেছেন, বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে আমরাও বলি, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবং সংগ্রামে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। উদায়াচলে মুক্তি সূর্যের আলোর রেখা উদ্ভাসিত। রক্ত পিছল সূর্যতোরণে আজ প্রতীক্ষারত বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাহাকার ব্যর্থ হবে না বীরের রক্তস্রোত, মায়ের অশ্রুধারা বিফলে যাবে না। জয় আমাদের সন্নিকট এবং সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

(স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত)

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
তাঁকে হত্যা করে বাঙালী জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে না	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

তাঁকে হত্যা করে বাঙালী জাতিকে স্তব্ধ করা যাবে না
মুজিব আজ আর কোন ব্যক্তি নয়
সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নাম শেখ মুজিব
(জয় বাংলা প্রতিনিধি)

মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকারী ইয়াহিয়া লাখো লাখো নিরাপরাধ বাঙালীর শোণিতে দেহ রঞ্জিত করেও তার রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেনী। খেঁকি কুত্তা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে যেমন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যা তা কিছু করে বসে তেমনি মদ্যপ দুশ্চরিত্র ইয়াহিয়াও ঝাঁকালো ডিম্পল হুইস্কির নেশায় গোলাপী হয়ে গিয়ে তার মনিব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসন চালাবার জন্য উদ্ধত ঔদ্ধত ঔদ্ধত্যে খেউ খেউ রব ছাড়তে শুরু করেছে।

মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি হুমকিস্বরূপ এই ঘৃণ্য নরপশুকে তার বিপজ্জনক কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বিশ্বের মানবতাবাদী বিবেক তাদের কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলেছেন। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হচ্ছে না। উন্মত্ত খেকি কুত্তাকে যেমন মুগুরের আঘাতে মাথার মগজ বের করে দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পরিচালনার পথকে কন্টকহীন করতে হয় ইয়াহিয়া এবং তার ইতিহাসের শিক্ষা বিস্মৃত জান্তাকেও তেমনি প্রচণ্ডতার সাথে আঘাত করতে না পারলে আগুন নিয়ে খেলা করা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। ইতিহাসের আস্তাকুড়ের গালিজ পচা চরিত্র হিটলার, আইখম্যান মুসোলিনীদেরও মিষ্টি কথায় নিবৃত্ত করা যায়নি। যেমন কুকুর তার জন্য তেমন মুগুরের প্রয়োজন। আমাদের মুক্তি বাহিনী স্বয়ংক্রিয় মুগুর হাতে সে কাজ সমাধা করার জন্য আজ বিদ্যুতের গতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তারা পথের কোন বাধা মানবে না বাঙালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য কোন ত্যাগকেই বড় করে দেখবে না। মুজিব ভাই না বাচলে তাদের আলো বাতাস নিঃস্বাস নিয়ে বেচে থাকারও কোন আগ্রহ নেই। প্রতিটি অস্ত্রাঘাতে জল্লাদদের বাচার ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও তরুণ মুক্তি সেনারা অসম্ভব করে তুলবে।

ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছে, সে ৭৫ মিলিয়ন বাঙালীর আশা আকাঙ্খা ও আবেগ অনুভূতির প্রতীক শেখ মুজিবের বিচার করবেই। বিচারের কয়েক মাস আগেই সে ২৬শে মার্চের বেতার ভাষণে রায়ও দিয়ে ফেলেছে। মদ্যপ ইয়াহিয়ার মাতাল কণ্ঠ থেকে সেদিন ঝরে পড়েছিলঃ শেখ মুজিবকে রেহাই দেওয়া হবে না। পরবর্তীকালে একই কণ্ঠ ঘোষণা করেছে, বিচারে শেখ মুজিবের প্রাণদণ্ড হতে পারে। তার পাঞ্জাবী সেনাদের বুটের আঘাতে প্রকম্পিত বেতার থেকে প্রতিদিন শেখ সাহেবকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খেকি কুকুরের দুগ্ধক্তময় নখ চাটা বাঙালী কণ্ঠ তাকে মীরজাফর বলার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে।

এই পরিবেশে স্থানের নামহীন, বিচারকের নামহীন, খাকী ইউনিফরমধারীর গ্যাস চেম্বারে বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবের বিচার শুরু হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আরও একটি চমকপ্রদ ঘোষণাও একই সাথে সাথে করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে সিন্ধুর আল্লাবক্স খোদাবক্স দ্রোহী শেখ সাহেবের পরে মামলা পরিচালনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এবং তাকে শেখ সাহেবের পক্ষ

অবলম্বনের জন্য অনেক চেষ্টা তদ্বির করা হয়েছে। চেষ্টা করেছেন স্বয়ং ঘাতক বিচারক ইয়াহিয়া। অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পর জনাব ব্রোহী মামলা পরিচালনায় স্বীকৃত হয়েছেন। আহা কি নাটক! কি উপাদেয় নাটক!

শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমার বিচার করার কোন এখতিয়ার ইয়াহিয়ার নেই। কিসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কি অধিকার ইয়াহিয়ার আছে, তাকে এ অধিকার কে দিয়েছে?

এর পরও জনাব এ কে দ্রোহীকে নাকি শেখ সাহেবের পক্ষে মামলা পরিচালনায় নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি তার মক্কেলের সাথে আলোচনার জন্য এক অঘোষিত স্থানে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সে স্থানের নাম তিনি প্রকাশ করবেন না কারণ তিনি গোপনতার শপথ পাঠ করেছেন ইয়াহিয়ার কাছে। ঘাতক যে শেখ সাবেককে অপরাধী বলে পূর্বেই রায় দিয়ে ফেলেছে, যার প্রচারযন্ত্র অহরহ শেখ বিরোধী বিষ ছড়িয়ে ঝালিয়ে যাচ্ছে সেই আইনের আর ইতিহাসের জ্ঞান বর্জিত ইয়াহিয়া আবার অনেক চেষ্টার পর, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীও ঠিক করে নিয়েছেন। ইয়াহিয়া তোমাদের হাজারো গ্রামের গুহায় এ জাতীয় বিচারের প্রহসন হতে পারে-কিন্তু সভ্যতার আলো বাতাসে উদ্ভাসিত আজকের বিশ্বে এ জাতীয় মধ্যযুগীয় বিচারের প্রহসন অকেজো। ইয়াহিয়া তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে পরকীয়া প্রেম করে তোমার সাদ্দামী বেহেস্ত প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রত্যাবর্তনের পর তোমার স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গিয়ে ঠান্ডা করার ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু দুর্জয় শপথের দীপ্তিতে মাথা উচু বাঙালীরা তোমার হুমকীর কাছে যে মাথা নোয়াবার শিক্ষা পায়নি তা তুমি এবং তোমার জেনারেলরা ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে।

মিঃ ব্রোহী মামলায় কার পথ অবলম্বন করবেন? শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কি অভিযোগের জবাব তিনি দেবেন এবং কার কোর্টে? বিশ্ব জনমতের আদালতে শেখ মুজিব একটি মাত্র অপরাধ করেছেন এবং তা হলো জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির সাথে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি-ছয় দয়ার সাথে বেঈমানী করে প্রধানমন্ত্রীর পদকে বড় করে দেখেননি। জনতার নদী রক্ত আর অশ্রু গঙ্গার সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিতে সূক্ষ্মতর বিলম্ব করেননি। এই অপরাধে যদি শেখ সাহেবের বিচার হয় তা হলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকেও বিচারের কাঠগড়ায় উঠাতে হবে। কারণ শেখ মুজিব আজ ব্যক্তি নয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নাম শেখ মুজিব মুজিব মানে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী কণ্ঠ বাঙালী-প্রাণ বাঙালী আবেগ। ইয়াহিয়া তোমার ক্ষমতাদর্পী সেনারা একটি জাতিকে কি নিশ্চিহ্ন করতে পারবে? পারবে না। হিটলার পারেনি। আইখম্যানদের গ্যাস চেম্বারও একদিন 'টায়ার্ড' হয়ে পড়েছিল।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় বন্যা ও মুক্তিযুদ্ধ	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বন্যা ও মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। হানাদার বাহিনীর দখলীকৃত এক বিস্তীর্ণ এলাকা এখন পানির নীচে। বাংলাদেশের এটা সাম্বৎসরিক বন্যা। ১৯৫৫ সালে প্রথম পথম এই সর্বগ্রাসী বন্যার প্লাবন দেখা দেয় বাংলাদেশে। এখন এটা নিয়মিত মৌসুমী ব্যাপার। প্রথম প্রথম এক বছর বা দু'বছর অন্তর এই বন্যা দেখা দিত। তারপর প্রতি বছর এমনকি বছরে একাধিকবার এই প্লাবনে বাংলাদেশের মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। বন্যায় প্রতি বছর বাংলাদেশে ফসলের যে ক্ষতি হয়, তার পরিমান দুশো কোটি টাকা। গবাদিপশু ও ঘরবাড়ীর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। অবশ্য এই দুশো কোটি টাকাও ইসলামাবাদের 'মিথ্যাবাদী রাখাল বালকদের' হিসাব। বন্যায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এখন পর্যন্ত জানা যায়নি বা জানানোর চেষ্টা হয়নি। ইসলামাবাদের উপনিবেশিক শাসকেরা সকল সময় এই ক্ষতির হিসাব চেপে রাখার চেষ্টা করেছেন।

বন্যায় বাংলাদেশের ক্ষতি শুধু ফসল, গবাদিপশু বা ঘরবাড়ী সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ক্ষতির ধাক্কা যেমন পৌনপুনিক, তেমনি সুদূরপ্রসারী। এক বছরে একাধিকবার সর্বপ্লাবী বন্যা হওয়ার ফলে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি একটি সংক্রামক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষাবস্থা বাংলাদেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার বন্যার দরুন কৃষি সংস্কার ও অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন কিছু মাত্র সফল হয়নি। ইসলামাবাদের শোষক চক্র বাংলাদেশকে হরি লুটের বাতাসার মত কেবল চোষণ করেছেন, কিন্তু বন্যার প্রতিকার এবং খাদ্য ঘাটতি দুর করার জন্য সবুজ বিপ্লব অনুষ্ঠানের কোন ব্যবস্থা করেননি। জাতিসংঘের পিয়ারসন কমিটির রিপোর্টেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই ব্যাপারে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে ভুমির উপর অত্যাধিক চাপ হ্রাসের জন্য শক্তি চালিত পাম্প ও গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা বহু আগেই বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লব বা কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা উচিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যা করা হয়নি, তা করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে। সেখানে গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা গত চবিবশ বছরে একটি খাদ্য ঘাটতি এলাকাকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। অন্যদিকে সেখানকার শিল্পোন্নতি তো রয়েছেই। বাংলাদেশে না হয়েছে শিল্পোন্নতি না সবুজ বিপ্লব। ফলে খাদ্য ঘাটতি দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রের করালগ্রাসে বাংলাদেশ আজ সর্বনাশের শেষ প্রান্তে উপনীত। তারপর গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত জুটেছে প্রতি বছরের বন্যা।

পিয়ারসন কমিটির এই রিপোর্টের বিবরণ প্রকাশিত হলে বাংলাদেশে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আজ ঢাকা শহরের যে দুটি বা তিনটি পত্রিকা পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পা চাটা দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, মাত্র এক বছর আগে অর্থাৎ গত বছরের এই সময় তারাই পিয়ারসন কমিটির রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশকে বঞ্চনা ও বাঙালীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে এবং ইসলামাবাদ বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে বলে অভিমত ও প্রকাশ করেছে।

বন্যা বাংলাদেশ ও বাঙালীর জীবন মরণ সমস্যা। বন্যা সমস্যার সমাধান না হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক ধ্বংস রোধ করার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। কিন্তু গত ষোল বছর যাবৎ প্রতি বছর কোটি

কোটি টাকার শস্য নষ্ট, জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার পরও এই সমস্যার যে সমাধান হয়নি, তার কারণ বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের ঔপনিবেশিক শাসন। বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শকুনী চরিত্রের একদল মানবতাদ্রোহী শাসকের ও শোষণের লীলাক্ষেত্র। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন কর্তা এবং এখন যিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সেই পাঞ্জাবী আমলা এম এম আহমদ এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতারক ও জালিয়াত আখ্যালাভের যোগ্য। বাংলাদেশের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা, মংলা বাধ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে পরিকল্পনা বহির্ভূত টাকায় জমির লবণাক্ততার সমস্যা মোচন করা সম্ভব হয়েছে, এমনকি বিনা প্রয়োজনে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যায় পাঞ্জাবের মরুভূমিতে ইসলামাবাদ নাম দিয়ে একটি নতুন রাজধনী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। কেবল সম্ভব হয়নি ১৯৫৫ সালের পর বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচশো কোটি টাকার একটি প্রাথমিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করা, বাংলাদেশের একমাত্র প্রস্তাবিত আনবিক চুল্লী রূপপুর কেন্দ্রের জন্য বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করা।

বছরের পর বছর পরাধীনতার যে মর্মজ্বালা বাঙালীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের মুক্তি সংগ্রাম। এবারেও বাংলাদেশেও দখলীকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার ঢল নেমেছে এবং বিভিন্ন নদীতে পানির উচ্চতা বিপদসীমার দিকে দ্রূত এগিয়ে গেছে। কিন্তু এবারের বন্যা বাঙালীদের জন্য যতই দুঃখ কষ্টের হোক, তার মধ্যে আশীর্বাদের অংশও কম নয়। বন্যার ফলে হানাদার বাহিনীর চলাচল এখন রুদ্ধ। তাদের ট্যাঙ্ক ও বিমান অকেজো হয়ে পড়েছে। দখলীকৃত এলাকায় বাঙালী মুক্তিবাহিনী এই সুযোগে আগের চাইতেও তৎপর হয়েছেন। এই তৎপরতা আরো বাড়ানো হবে। শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার সন্ধিক্ষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের মানুষের সকল দুঃখকষ্টের অবসানের একমাত্র উপায় তার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করাই আমাদের আজিকার একমাত্র কর্তব্য।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া খান বিশেষ জল্লাদ বাহিনী গড়ে তুলেছে	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

ভিয়েতনাম পদ্ধতিতে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া খান বিশেষ জল্লাদ বাহিনী গড়ে তুলেছে

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বেলুচিস্তানের কাকুনে বাংলাদেশে হত্যার জন্য বিশেষ জল্লাদ বাহিনী ট্রেনিং লাভ করেছে। এক ডজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স তৈরীর কাজে ট্রেনিং দিচ্ছেন। দক্ষ হত্যাকারী গড়ে তোলার জন্যে এই বিদেশী হত্যা বিশেষজ্ঞদের আমদানী করা হয়েছে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে।

যুগে যুগে যে সমস্ত জল্লাদ সম্রাট ও রাষ্টনায়ক বিশ্বের বুকে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, নৃশংষ হত্যার শিকার সাধারণ মানুষের রক্ত দিয়ে বর্বর শাসনের ইমারতে গাথুনী দিয়েছে পিণ্ডির ইয়াহিয়া তাদের সমগ্রোত্রীয়। অতীতের নির্যাতনকারী হত্যার নায়কদের ব্যতিক্রম তিনি নন। ২৫শে মার্চের বহু পূর্বে থেকেই এই মানব সভ্যতা বিরোধী হত্যাবাজ জেনারেল অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ক্রমে ক্রমে রুদ্ধদ্বার ভেদ করে অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে।

সব জানোয়ারকে যেমন পোষ মানানো যায় না, তেমনি সব মানুষকে দিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্যে ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। সে জন্যেই রক্ত পিপাসু ও পশু প্রকৃতির সেনাদের বাছাই করে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদের বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিকামী ভিয়েতনামী নাগরিকদের বেছে বেছে হত্যা ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যেমন করে গুপ্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিল। যার নাম সরকারী ভাবে ‘‘গ্রীন ব্যারেট’’ ইয়াহিয়া সরকারও ঠিক তেমনি করে গোপন ট্রেনিং দিয়ে একটি বিশেষ হত্যাকারী বাহিনী গড়ে তুলেছে। ব্যাপক গণহত্যা বেছে বেছে জীবন নাশ, হিটলারের এস এস অফিসারদের পদ্ধতিতে নির্যাতন, ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে এদের বিশেষজ্ঞ করে তোলা হয়েছে। জেনারেলদের ফাইলে একে ‘‘বিশেষ বাহিনী’’ বা স্পেশ্যাল ফোর্স বলে উল্লেখ রয়েছে।

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার কাছাকাছি অঞ্চলে যে স্থানটিতে বৃটিশ আমল থেকেই সামরিক ছাউনী রয়েছে তার নাম কাকুন। সাধারণ প্রশাসনিক কাজে কাকুন স্থানটির নাম উল্লেখ থাকে না। এই বিশেষ ছাউনীতে সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই নিঃচ্ছিদ্র কাকুনে বাংলাদেশে হত্যার জন্যে বিশেস জল্লাদ বাহিনী ট্রেনিং লাভ করে।

বিদেশী তথ্য অনুযায়ী, কাকুনে প্রায় এক ডজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স তৈরীর কাজে ট্রেনিং দিচ্ছেন। দক্ষ হত্যাকারী গড়ে তোলাই এই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাজ। বেতনভুক্ত এই হত্যা বিশেষজ্ঞদের আমদানী করা হয়েছে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে।

আইয়ব খাঁর আমলে ১৯৬৪ সাল থেকেই এই ধরণের একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের চেষ্টা চলছিল। আর সে সময় জেনারেল মুসা ও বর্তমান জেনারেল ইয়াহিয়া উক্ত বাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানত

পাঞ্জাবী ও আরো কয়েকটি রেজিমেন্ট থেকে বাছাই করা পাঁচ শত অস্বাভাবিক চরিত্রের সেনাকে পাঠানো হয় আমেরিকায় হত্যা বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং লাভ করতে। এই ব্যবস্থাকে এতোই গোপনে করা হয়েছিল যে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দুরের কথা, অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাপ্রধানও তা জানতেন না। এই সমস্ত হত্যা ও ধ্বংসের সেনাদের সমন্বয়ে যে হত্যাকারী নরপিশাচের দল গঠন করা হয়, তার নাম ‘‘স্পেশ্যাল ফোর্স’’। দশজনের এক একটি দল করে তাদের পঞ্চাশটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়।

আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনাস্থ ‘‘ফোট ব্র্যাগ’’ এ মার্কিন স্পেশ্যাল ফোর্স ট্রেনিং ক্যাম্পটিতে এই ধরণের বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত হত্যা বাহিনী তৈরী করা হয়ে থাকে। ইয়াহিয়ার স্পেশ্যাল ফোর্স প্রথমে এ ‘‘ফোট ব্র্যাগ’’ ক্যাম্পেই লালিত হয়েছে। বর্তমানে কোয়েটাস্থ ‘‘কাকুন’’ পশ্চিম পাকিস্তানী উন্মাদ জেনারেলদের ‘‘ফোর্ট ব্র্যাগ’’ আর ‘কাকুন’ থেকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হত্যাকারী বাহিনীই হচ্ছে তাদের ‘‘গ্রীন ব্যারেট।’’

জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের তথ্য অনুযায়ী, অতীতে ও বর্তমানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হত্যা বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে নরহত্যা ও ধ্বংসের অবিশ্বাস্য অভিযানে যুক্ত রয়েছে। কাকুন গুপ্ত শিবিরে এদের তিন সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত জল্লাদদের সংখ্যা দিন দিনই এতো বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ভবিষ্যতের দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন ‘‘বিদ্রোহ স্থানে’’ এদের পোষ্ট করার ব্যবস্থা হয়েছে।

২৫শের রাত্র থেকে মেজর জেনারেল মিঠার উপর দায়িত্ব পড়েছিল ইয়াহিয়ার গেরিলা বাহিনীর। আর রক্তপিপাসু ‘‘স্পেশ্যাল বাহিনী’’ তারই সামগ্রিক নেতৃত্বের আওতায় আসে। এ রাত্র থেকে এবং পরবর্তীকালে এই বাহিনীই ইয়াহিয়ার গণহত্যার পরিকল্পনা কার্যকরী করেছে।

কিন্তু সেই স্পেশ্যাল বাহিনীর রক্ত লালসা শেষ হবার পূবেই তারা নিজেদের রক্ত প্রবাহ দেখে আৎকে উঠেছে। আর নিজের সঙ্গীর মৃতদেহের পাশে দাড়িয়ে শিউরে উঠেছে পরবর্তী ভয়াবহ মুহুর্তের কথা ভেবে।

ভিয়েতনামে যেমন ‘‘গ্রীন ব্যারেট’’ দের পালিয়ে যেতে হয়েছে, বাংলাদেশের মাটিতে ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহিয়ার ‘‘স্পেশ্যাল বাহিনীকে বিলীন হয়ে যেতে হচ্ছে। নৃশংস হত্যা আর ধ্বংসের শিকার দেশপ্রেমিক সাধারণ নাগরিকদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা থেকে আজ জন্ম নিচ্ছে জন্ম নিচ্ছে মুক্তি সেনা। তাদের দুর্জয় অভিযানের মুখে তাদের প্রতি আক্রমণের তীব্রতার ঝলকে হত্যাকারী হায়নাদের জীবনে বিভীষিকার হাতছানি। মৃত্যু, উচ্ছেদ আর পরাজয়ের কালিমা তাদের আজ কলঙ্কিত ইতিহাসের ধিকৃত জীব বলে চিহ্নিত করেছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ভিত্তি	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশ ও বিশ্ববিবেক

বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ভিত্তি
হানাদারদের সামরিক সাহায্যদান অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক সমাধান সম্বব নয়

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাকত ইয়াহিয়া ও তার জল্লাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আলোচনা চালানোর নামে ইয়াহিয়া খান ষোলই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত টালবাহানা করে নিজের ঘাতক বাহিনীর শক্তিকে সংহত করেছে এবং নিঃসন্দিগ্ধ ও নিরস্ত্র বাঙালী জনতার উপর আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তত করেছে। তারপর ২৫শে মার্চের রাতে ভুট্টো আর ইয়াহিয়া খান গোপনে পালিয়ে যাবার পর মধ্য রাতে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরস্ত্র ঘুমন্ত নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী জনসাধারণের ওপর।

বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্ব গণতন্ত্র সম্মত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাঙালীর স্বাধিকার তথা দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া র ঘাতক বাহিনী সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ পরিত্যাগ করে সামরিক পশু শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

বিশ্ববিবেক, বিশ্বের গণতন্ত্রীকামী মানুষ ইয়াহিয়ার পশুশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারছে, ইসলামাবাদের শাসকচক্রের পক্ষে সামরিক পশুশক্তির সাহয্যে বাংলাদেশ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।

আর সেই জন্যেই জনৈক সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সক্ষোভে প্রশ্ন করছেনঃ সাম্রাজ্যবাদকে 'মানবতাবোধ সম্পন্ন' করতে সমর্থ হবার পূর্বে আরও কত নিখুঁত মানুষকে 'শান্তিপূর্ণ' এবং 'অহিংসভাবে' মৃত্যুবরণ করতে হবে? 'অহিংস' মুত্যু কি সম্ভব? এই ক্ষোভ এক্ষণে সারা পৃথিবীতেই ধ্বনিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক সমাধান

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপরে জোর দিচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হলে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটবে এবং তার প্রতিক্রিয়া পড়বে সারা বিশ্বের ওপরে।

এডওয়ার্ড কেনেডির মন্তব্য

সম্প্রতি মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক সাব-কমিটির প্রেসিডেন্ট সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে নয়াদিল্লীতে তিনি মন্তব্য করেন যে প্রকৃত অবস্থা দেখার পর তাঁর ধারণা হয়েছে যে, একমাত্র রাজনৈতিক পথেই বাংলাদেশ

সংকটের সমাধান হতে পারে এবং রাজনৈতিক আলোচানা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই হতে হবে। তিনি পূর্বাহ্নে এমন একটি ধারণাও দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে তাঁর মনে একটি প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু সেই প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি সেই মুহুর্তে কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

পূর্ব জার্মানীর অভিমত

পূর্ব জার্মানীর তিন সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলো দেখার পর নয়াদিল্লীতে গত ২১ শে আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন, ‘‘এশীয়া তথা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখতে হলে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।’’

পশ্চিম জার্মানী

অপরদিকে নয়াদিল্লীর দূতাবাসে পশ্চিম জার্মানীর নবনিযুক্ত মন্ত্রী মিঃ ডবল্যু বেহরেন্ডস পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের শিবির পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছেন যে, শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন সেজন্যে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হোক, এটাই তাঁর দেশের কাম্য, এবং সে জন্যে একটা রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন।

সমাধান কোন পথে?

সকলেই বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে রাজনৈতিক পথে এই প্রশ্নের যদি মীমাংসা করা সম্ভব হয় তাহলে আপত্তির কি থাকতে পারে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের রূপ কি হবে এবং কোন পথে এই সমাধানকে ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে তা কেউই খোলাখুলি বলছেন না।

হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার চাই

সিনেটর কেনেডি গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ভূমিকার জন্য বিশ্বের গণতন্ত্রবাদী ও শান্তিকামী মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। তিনি নিজেই একটা কথা স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলার মাটিতে থাকা পর্যন্ত একজন শরণার্থীও স্বদেশে ফিরে যাবে না বরং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষে দাঁড়াবে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা সিনেটর কেনেডি সংখ্যাটা অনেক কমিয়ে বলেছেন। তবে তাঁর কথা অনুযায়ী বলা যায় যে, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সেখানে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্তে নিরাপদে বাস করা সম্বব নয়। তারা দেশে সামান্যতম স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ বৈদেশিক হানাদার বাহিনীর চরিত্র তারা কোন ক্রমেই চাপা দিতে পারছে না। সেখানকার অবস্থাটা যে খুবই অবনত তার প্রামাণ পাওয়া যায়, পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার কর্তৃক শেষ মুহুর্তে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় সিনেটর কেনেডির সফরের অনুমতি বাতিল করার ভেতর দিয়ে।

‘অপারেশন ওমেগার’ লাঞ্ছনা

বৃটিশ ও মার্কিন নাগরিক সমবায়ে গঠিত ‘অপারেশন ওমেগার’ নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় দুস্থ মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় রিলিফ সামগ্রী বিতরেণর উদ্দেশ্যে বেনাপোলের পথে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী তাদের বাধা দেয় এবং ত্রাণ সামগ্রীসহ পুনরায় মুক্ত এলাকায় ফিরে আসতে বাধ্য করে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সদস্যগণ মানবতার নামে এবং মানবাধিকারের দাবীতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অধিকার দাবী করেছিল। কিন্তু জল্লাদ হানাদার বাহিনীর

কাছে মানবতা বা মানবাধিকারের বানী অর্থহীন শব্দ মাত্র । অথচ এই হানাদার সামরিক জান্তাই বিশ্বের কাছে দখলীকৃত এলাকার দুর্গত মানুষের ত্রাণ কার্যের জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠাচ্ছে।

আসলে তা বাঙালীদের ত্রাণ কার্যের জন্যে নয়, তাদের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার এবং ঘাতক সৈন্যদের জন্যে রসদের সরবরাহ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই এই সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। তা নইলে 'অপারেশন ওমেগার' সদস্যদের সাহায্য সম্ভার দুস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতে না দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

যাঁরা সত্য-সত্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন, তাঁরা এটাও জানেন যে, একমাত্র বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেই রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। তাঁরা এও জানেন যে, পঁচিশে মার্চের রাতেই ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র সেই সমাধানের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

শুধু মুখের কথায় একটা সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আনা সম্ভব নয়, তাদের রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসতে বাধ্য করতে হবে। ভাল কথায় তাদের মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে না। সিনেটর কেনেডি নিজেই বলেছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা কিছুতেই স্বদেশে ফিরতে প্রস্তুত নয়, এ কথাটা তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। তাহলে এই সমস্যার সমাধান যে কি তাও তিনি নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই সমাধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে করতে হবে।

পূর্ব জার্মানীর প্রতিনিধিদলও বলেছেন যে, রাজনৈতিক সমাধান সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী হতে হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন, আশি লক্ষ শরণার্থীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ ও আরও সমপরিমাণ শরণার্থীর আগমন সম্ভাবনা এবং গণপ্রতিনিধিদের অভিমত থেকে জনগণের ইছা যে কি তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা হয়। আরও অস্ত্র শস্ত্র ও রসদ দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে তাদের ঘাতক বৃত্তিতে উৎসাহ দান করলে কোন ক্রমেই বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা যাবে না। সত্য সত্যই রাজনৈতিক সমাধান করতে হলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান বন্ধ করতে হবে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই হানাদার বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান করে রাজনৈতিক সমাধানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নৈতিকতা বিরোধী

এককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ও ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদুত মিঃ চেস্টার বোলস মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পাকিস্তানে অব্যাহত মার্কিন সাহায্য 'দাবিত্বজ্ঞানহীন' ও নীতিবিগর্হিত। ভ্রান্ত মার্কিন নীতি সংশোধন করে তিনি সামরিক সাহায্যদানের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার জন্যে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন।

সিনেটর কেনেডির রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক সমাধানের ফর্মুলা উদ্ভাবন করতে হবে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই সমাধানের যে সম্ভাবনা ২৫শে মার্চের পূর্বে ছিল, ২৫শে মার্চের মধ্য রাতেই সে সম্ভাবনাকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানও সম্প্রতি কাবুলে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এই সত্য স্বীকার করেছেন।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তিপুঞ্জে তাদের প্রভাব বলয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এই সত্যটির প্রতি যদি উদাসীন থাকেন তা হলে বিশ্বের একটা মৌলিক ও শাশ্বত সত্যের প্রতিই মুখ ফিরিয়ে থাকা হবে। সেই সত্যটি হচ্ছেঃ পৃথিবী কোথাও কখনও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত কেউই ব্যর্থ করতে পারেনি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চিরকাল জয়লাভ করেছে।

যারা আজ বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন তাদের এই সত্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে। হানাদার বাহিনীকে অস্ত্র, রসদ ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। সিনেটর কেনেডির এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। মার্কিন জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান যে বাংলাদেশের সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং রাজনৈতিক সমাধানের পথে পর্বত প্রমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করা, মার্কিন জনগণের কাছে এই সত্যটাকেই তুলে ধরতে হবে।

‘আমরাও একা নই’ বলে ইয়াহিয়া খান যে সামরিক দম্ভোক্তি করেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে এই দম্ভোক্তি যাদের সমর্থনের কথা ভেবে করা হয়েছে, তাদের জন্যে মোটাও শ্লাঘার বিষয় নয়, মার্কিন জনগণ ও মার্কিন সরকারের কাছে এ কথাও সিনেটর কেনেডিকেই পৌঁছে দিতে হবে। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের এং পাকিস্তানী সামকির জান্তা কর্তৃক দখলীকৃত বাংলাদেশে তার সফরের অনুমতি বাতিলের পর, এই দায়িত্ব তাঁর ওপর বিশেষভাবে বর্তেছে।

চারটি প্রশ্ন

বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চারটি মৌলিক প্রশ্নের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেনঃ সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে কি না? সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি সংখ্যালঘুদের দ্বারা নিপীড়িত হতে থাকবেন? এই সংখ্যালঘুরাই কি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবিয়ে রাখার জন্যে অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে চলবেন?

তিনি চান যে, প্রতিটি রাষ্ট্র উপরোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করুণ এবং উত্তর দিন।

যারা আজ রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন, তাদের আন্তরিকতা কতটুকু তার বিচার হবে ভারতীয় প্রধানন্ত্রীর উপরোক্ত প্রশ্নের কার্যকরী উত্তরের ওপর।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রাজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিসংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহী হবেন। বস্তুতঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুলবেন। এই ব্যাপারে এই দলগুলোর ভূমিকার যেমন প্রশংসা করতে হয়, তেমনি প্রশংসা করতে হয় আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা নিরানববইটি আসনে জয়লাভ করে জাতিকে নেতৃত্ব দানের অবিসম্বাদিত অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের আনুগত্য বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করছেন।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাওলানা ভাসানী, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী মণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। এ ছাড়া এই কমিটিতে আওয়ামী লীগের দুজন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কমিটিতে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করবেন।

মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত এই উপদেষ্টা কমিটির প্রথম কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই যে বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতা এ সত্যটির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র সংস্থা। জনগণের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্য ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির কাজ। তাই এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের সকল এলাকার স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনটি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সেই পুরাতন খেলা (সামরিক জান্তা কর্তৃক একজন অসামরিক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের গভর্নর পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে)	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সেই পুরাতন খেলা

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় একটি নতুন নাটকের অভিনয় চলছে। নাটকটি যদিও নতুন কিন্তু তার বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুরনো। এই বিষয়বস্তু হল, একজন অসামরিক তাঁবেদার বাঙালীকে গভর্ণরের পদে বসিয়ে বিশ্ববাসীকে বোঝানো, বাংলাদেশে আর সামরিক শাসন নেই। এমন চেষ্টা আইয়ুব খাঁও করেছিলেন। তার দশ বছরের স্বৈরাচারী শাসনে মোনেম খাঁ নামক এক বটতলার উকিলকে গভর্নর পদে বসিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। মোনেম খাঁর বদলে এবার ভাড়া পাওয়া গেছে আবদুল মোতালিব মালেক নামক এক দাঁতের ডাক্তারকে।

ঢাকার লাটভবনে শুধু তাঁবেদার গভর্নর বসিয়ে নয়, পিণ্ডির জঙ্গীচক্র বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার আসল অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য আরো ছল চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে। হঠাৎ খুনী ইয়াহিয়া একেবারে 'মহানুভব' ব্যক্তি সেজেছেন এবং তাদের কথিত এক শ্রেণীর ''রাষ্ট্রবিরোধী '' বাঙালীর প্রতি সাধারণ অনুকম্পা ও ঘোষণা করেছেন। দখলীকৃত ঢাকা বেতার থেকে বলা হয়েছে, কিছুসংখ্যক আটক লোককে নাকি জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই কিছুসংখ্যক লোক কারা, তাদের নাম ধাম কি, তা কিছু বেতার ঘোষণায় বলা হয়নি। সুতরাং আশঙ্কা হয় শিয়ালের কুমীর ছানা প্রদর্শনের মত এই 'ক্ষমা প্রদর্শনের' মহড়াটিও জঙ্গীচক্রের কোন নতুন শয়তানি অভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ কিনা।

একদিকে এইসব লোক দেখানো ভড়ং, অন্যদিকে দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের বর্বরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এখনো বাঙালী মেয়েদের ইজ্জত নাশ করা হচ্ছে এবং এক একজন অশিক্ষিত সেপাইকে বাঙালী মেয়েদের বলপূর্বক পত্নী (উপপত্নী) হিসাবে গ্রহণে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে। দখলীকৃত এলাকায় এখনো চলছে গ্রামের পর গ্রাম লুন্ঠন, হত্যা ও অগ্ন্যুৎসব। দখলীকৃত এলাকায় বাঙালীদের এই অবস্থা। বিদেশেও তাদের সঙ্গে একই আচরণ করা হচ্ছে। ইয়াহিয়া চক্র বুঝতে পেরেছে, তাদের বিদেশী দূতাবাসে যেসব বাঙালী কর্মচারী রয়েছে, তাদের কেউ আর পিণ্ডির খুনীচক্রের প্রতি অনুগত নয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন এবং সুযোগ পেলেই তা ঘোষণা করবেন। গত পাঁচ মাসে বহু বাঙালী কূটনীতিবিদ ও দূতাবাস কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে বহির্বিশ্বে ইয়াহিয়া চক্রের মিথ্যা প্রচারণার বেলুন ফুটো করে দিয়েছেন। শঙ্কিত ইয়াহিয়া চক্র তাই অবশিষ্ট বাঙালী কর্মচারীদের আটকানোর জন্য তাদের পাসপোর্ট আটকের আদেশ দিয়েছেন। যদিও নির্দেশে বলা হয়েছে, এই আদেশ সকল দূতাবাস কর্মচারীর বেলাতেই প্রযোজ্য, কিন্তু কাজের বেলায় বেছে বেছে যে কেবল বাঙালী কর্মচারীদের পাসপোর্টই আটক করা হচ্ছে, বিশ্ববাসীর সে খবর জানতেও আর দেরী হয়নি।

দেশ-বিদেশে এই বাঙালী নিধন ও বাঙালী-বিতাড়ন নীতি অব্যাহত রেখেও ইয়াহিয়া চক্র ঢাকায় কেন এক বিশ্বাসঘাতক বাঙালীকে তাঁবেদার হিসাবে লাটের গদিতে বসিয়ে এই অসামরিক শাসনের ভড়ং দেখাচ্ছে? এই প্রশ্নটির জবাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ গত ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তার ভাষণে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আসন্ন হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে অসামরিক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ভাব সৃষ্টির

একটা কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, ইয়াহিয়া ঘৃণ্য টিক্কা খার স্থলে একজন অসামরিক সাক্ষী গোপালকে বসিয়েছেন এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় হতাশ বাঙালীকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি করে জাতিসংঘে পাঠাবার চেষ্টা করছেন এ সবই ওই একই কৌশলের অঙ্গ। অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সামরিক আইন, গণহত্যা ও দমননীতি অব্যাহত রয়েছে, এই নগ্নসত্য গোপন করার চেষ্টা।

কিন্তু পিণ্ডির খুনী চক্রের এই সত্য গোপন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তাই বাংলাদেশে একজন তাঁবেদার গভর্নর নিয়োগ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউইয়র্ক পোস্ট' পত্রিকা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ' বাংলাদেশে গভর্নর হওয়ার কোন যোগ্যতা এই লোকটির নেই। বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র অধিকার রয়েছে জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের।' নেদারল্যাণ্ডের একজন প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য ডাঃ মালিককে বাংলার দখলীকৃত এলাকার গভর্নর নিয়োগ করা সম্পর্কে বলেছে 'এটা ঔপনিবেশিক ধরণের নিয়োগ।' বস্তুত ইয়াহিয়া চক্র যতই চেষ্টা করুন, বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করা তাদের চোখে ধুলা নিক্ষেপের কোন চেষ্টাই সফল হবে না। বাংলাদেশের মানুষ আর ইয়াহিয়া চক্রের দাসত্ব স্বীকার করবে না। বরং মুক্তিবাহিনী অস্ত্রের মুখেই ইয়াহিয়ার এই নবনাট্যাভিনয়ে সকল ভাড়ামীর অবসান ঘটাবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জল্লাদরা ত্রাণ সামগ্রী যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছে	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদরা ত্রাণ সামগ্রী যুদ্ধের কাজে লাগাচ্ছে

পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসক গোষ্ঠী ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের অপরাপর ত্রাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় গাড়ী ও যানবাহন যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার লণ্ডনস্থ মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘকে একথা জানিয়ে দিয়েছে।

জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থা ইউনিসেফ এর একটি জীপে টিক্কা খানকে দেখা গেছে।

১৯৭০ সালের ভয়াবহ বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিপন্ন মানবতার সেবায় যেসব ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল, সেগুলোও সামরিক শাসকেরা যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করছে। দ্রুত রিলিফ প্রেরণের জন্য যাতায়াতের সুবিধার্থে নরওয়ে এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র যে সব রবারের নৌকা, দ্রুতগামী লঞ্চ পাঠিয়েছিল, সেগুলোও ঐ একই কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি খুলনার নিকটে একটি সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাবাহিনীরে কাছ থেকে একটি গানবোট দখল করেন। পরে মুক্তিবাহিনী দেখে আশ্চর্য হন যে ওটা ঘূর্ণিদূর্গতদের সাহায্যে বিতরণের কাজে ব্যবহারের জন্য নরওয়ে প্রেরিত নৌ যানগুলোর অন্যতম। শুধু যানবাহনই নয় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালীর জন্য প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড়-চোপড় পাক সেনাবাহিনী নিজেরাই ব্যবহার করছে। সম্প্রতি পশ্চিম রণাঙ্গনে নিহত শত্রুসেনাদের কাছে টিনে ভর্তি খাবার পাওয়া গেছে। টিনের উপরের ছাপ এবং লেখা থেকে দেখা যায় যে, এগুলোও বন্যা ও ঘূণিঝড় দুর্গতদের রিলিফের জন্য প্রেরিত জিনিস। এমন কি, শরণার্থীদের জন্য প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যও হানাদার বাহিনীর ‘রেশন’ দ্রব্যে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, ভারতসহ ইউরোপের তিনটি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টকে পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে।

□□□□.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ ইয়াহিয়ার ইরান সফর	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

<u>সম্পাদকীয়</u>

ইয়াহিয়ার ইরান সফর

একদিনের জন্যে ইয়াহিয়া খানের আকস্মিক ইরান সফর সম্পর্কে পর্যবেক্ষক মহলের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সংকটের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী অপরদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন এবং ঘাতক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের ফলে দখলীকৃত বাংলাদেশে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় বিব্রত সামরিক সরকার কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সত্যিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হওয়ায় খাস পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের সাক্ষী ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের ৮৫ লক্ষ শরণার্থী। এই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর জন্যে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের মুখ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের কৈফিয়তও খাটছে না। এইভাবেই তৈরী হয়েছে তাদের সংকটের বেড়াজাল।

এই সংকটের জাল এড়াবার জন্যে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ইরানের হৃদ্যতামূলক সম্পর্কের সুযোগে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ইরানকে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ন করাতে চায়। বাংলাদেশ সমস্যাকে এড়িয়ে বর্তমান সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধের রূপ দেয়ার এই পাকিস্তানী আগ্রহ নতুন নয়। বাংলাদেশে সামরিক এ্যাডভেঞ্চার শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা নিজেদের সৃষ্ট সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। তার পর থেকেই ইয়াহিয়ার সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একজন মধ্যস্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে আমরা মধ্যস্থ হিসেবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার টেংকু আবদুর রহমান প্রভৃতির নাম শুনেছি। আবার বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক বাহিনী মোতায়েন করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিরোধকে পাক-ভারত বিরোধ রূপান্তরিত করার প্রয়াসও আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই সফল হয়নি। এক্ষণে পাকিস্তানের হয়ে এই কাজটি করে দেয়ার জন্যে ইয়াহিয়া খান ইরানের শাহের দ্বারস্থ হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বর্তমান সংকটটি বাংলাদেশ সমস্যা থেকে উদ্ভুত। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাংলাদেশ সমস্যা। একে এড়িয়ে গিয়ে সমস্যার প্রকৃত কারণ হতে পারে না। ইরানের শাহ সত্যিই যদি পাকিস্তানের সামকির জান্তা কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে প্রকৃত বিবদমান পক্ষকেই বেছে নিতে হবে। এই বিরোধের বিবদমান পক্ষ পাকিস্তান ও ভারত নয়, আসল বিরোধ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে। এটাকে এড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যে ৮৫ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সরাসরিভাবে বাংলাদেশে পশ্চিম

*এই সংখ্যা হতে 'জয় বাংলা' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আবদুল মান্নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানী সামরকি জান্তা কর্তৃক সৃষ্ট সংকটের শিকার। কাজেই এই সংকটের সমাধানও নির্ভর করছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে, পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার মধ্যে নয়।

কিন্তু এই বাস্তব সত্য কি ইরানের শাহ স্বীকার করে নেবেন? ইয়াহিয়া-শাহ আলোচনার পর যে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশ সমস্যার ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই। বরং যা আছে তা প্রকারান্তরে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর প্রতি পরোক্ষ সমর্থন বলা চলে। উক্ত যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানের প্রতি ইরানের সমর্থনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কাজেই এই কথিত মধ্যস্থতার চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কে এর পরে আর কারো মনেই মোহ থাকবার কথা নয়। অবশ্য ইরাণের কাছ থেকে সত্যিকারের কোন গণতান্ত্রিক ভূমিকা আশা করা চলে না। ইরানের পূর্বাপর ভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইরানের রাজতন্ত্র এ পর্যন্ত কোন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ও গণমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি ইরান কোনদিন সক্রিয় সমর্থন তো দূরের কথা, নৈতিক সমর্থনও জানায়নি। বরং আরব জাতীয়তাবাদের জোয়ারে পাছে ইরানের রাজতন্ত্র বিপন্ন হয় সেই ভয়ে ইরানের রাজতন্ত্র বারবার পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধিতাই করেছেন। এমন কি ইরানের মহান জাতীয়তাবাদী নেতা ডঃ মোসাদ্দেককে পর্যন্ত ইরানী রাজতন্ত্রের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। অথচ এই ডঃ মোসাদ্দেকই ইরানের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইরান আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে এখনও একটি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র বহাল রাখা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য তথা পশ্চিম এশীয়ায় নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার ফলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ও শক্তির ভারসাম্য বিপন্ন হতে বসেছিল, ইরানের রাজতন্ত্র পেছন দুয়োর দিয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রহরী হিসেবে কাজ করে আসছে।

বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরও ইরান গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে অর্থ ও সমর সম্ভার যুগিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা গিয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিনিধিদেরকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইরানের শাহ নির্বাচনের পূর্বেও একবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সে সময় ইসলামাবাদ হয়ে ইরানের শাহ আকস্মিকভাবে ঢাকা সফরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। কিন্তু শেখ সাহেব যে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হতে রাজী হননি, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক বাংলাদেশের জনগণ ও জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান ও ঘৃণ্যতম গণহত্যার ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হলেও সাম্রাজবাদী সরকারসমূহের নিষ্ক্রিয়তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে পরোক্ষ সমর্থন ও উৎসাহ দানের ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইরানের শাহ বা করিম আগা খানের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাম্রাজবাদীরা কোন স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা অবশ্য জানি যে, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করার প্রয়াসও তাদের ব্যর্থ হবে। বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদান, বাংলাদেশ সরকারের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ এবং হানাদার বাহিনীর অপসারনের ওপরে। অন্যথায় নয়। ইরানের শাহের সত্যই যদি এই সমস্যা সমাধানের কোন সদিচ্ছা থাকে তাহলে ইয়াহিয়া সরকারের ওপরেই তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করুন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ

কুয়ালালামপুর, ১৪ই সেপ্টেম্বর-আজ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে একজন বৃটিশ এম, পি, ভারতে বাংলাদেশ শরণার্থীদের ৯৫০টি শিবিরকে ৯৫০টি গাজা ব-দ্বীপ বলে অভিহিত করেন। এবং বলেন 'এই ৯৫০টি শরণার্থী শিবির পাক-ভারত যুদ্ধের ৯৫০টি সম্ভাব্য কারণ' হিসাবে বিরাজ করছে।

উক্ত বৃটিশ এম, পি, হচ্ছেন বৃটিশ চাকরী-বিনিয়োগ দফতরের উপমন্ত্রী মিঃ কে বেকার। তিনি বলেন, প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে দেড় লাখ লোককে রেশনের জন্য সীমাহীন লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখার চেয়ে মানুষের চোখের পক্ষে বিরক্তিকর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি মিঃ এইচ, সি, টেম্পেল্টন সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলো যদি অবিলম্বে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে, যার ফলে উভয় দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে।

তিনি আরও বলেন যে, নিউজিল্যাণ্ডের প্রাধানমন্ত্রী মিঃ কিথ হলিওক ইতিমধ্যেই ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যা চায় তা মেনে নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সম্মেলনে একাধিক বক্তা বাংলাদেশের শরণার্শীদের জন্য সাহায্য প্রেরণের কাজ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

কুয়ালালামপুরে বিপন্ন মানবতা ও মরণোন্মুখ গণতন্ত্রের সপক্ষে যে সামান্য কয়েক পঙক্তি বিবেকবাণী উচ্চারিত হয়েছে, পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। কেন না, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ সমস্যা আলোচিত হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কঠোর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে পূর্বদিন সপ্তদশ কমনওয়েলথ পার্লামেনটারী সমিতির সপ্তাহব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

সাবেক কমনওয়েলথ সচিব মিঃ আর্থার বটমলী ইয়াহিয়া খানকে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বলেছেন যে, একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করে বলেন, জন নেতাদের কারাগারে রেখে দুনিয়ার কোন সমস্যার যে সমাধান করা যায় না বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে ইয়াহিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মিঃ বটমলী তার ভাষনে বাংলাদেশ সমস্যা অধিকৃত বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করেন। ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতা নন। অথচ তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সমস্যার।

উক্ত অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী জি, এস ধীলন বাংলাদেশের প্রশ্নে বলেন যে, বর্তমান সংকট ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের ফল নয়, সংস্কৃতি ও ভাষার দিক দিয়ে পাকিস্তানের দুইটি ভিন্ন জাতির মধ্যকার বিরোধ।

ঘানার প্রতিনিধি মিঃ সাকিস্তেক কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান।

বৃটেনের স্যার রোনাল্ড রাসেল বলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে পারবে না। তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

গায়ানার প্রতিনিধি মিঃ নেভিল জেমস বলেন যে, পাকিস্তানকে নিন্দা করার অধিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর আছে, কারণ পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে অবদমিত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক রেখে নীতি ও ন্যায় ধর্মের সকল বিধি লঙ্ঘন করেছে।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সভার এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নেই। কেননা পাকিস্তানের কোন পার্লামেন্ট নেই। ঐ একই কারণে নাইজেরিয়া ও উগান্ডাও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেনি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
আর আবেদন নয়, এবার সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আবেদন
আর আবেদন নয়
এবার সক্রিয় সাহায্য দিতে হবে

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

নয়াদিল্লীঃ- পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের ২৫টি রাষ্ট্রের ৬৫ জন প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৮-২০শে সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ও মর্মন্তুদ গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের আহ্বান জানান হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সবাত্মক সমর্থন প্রকাশ করে বলা হয় যে, সমসাময়িক মানব ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যমত হত্যাকাণ্ড আর সংঘটিত হয়নি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের গণজাগৃতির উদ্গাতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ প্রশ্নে সরাসরি সাহায্য দান করতে হবে-শুধুমাত্র সুন্দর প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে সম্মেলনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে না।

নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ বি, পি, কৈরালা, সিংহলের স্যার গুনাওয়ারধানা এবং ফ্রান্সের মিঃ ডানিয়েল মায়ার উল্লেখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

নয়াদিল্লীতে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সর্ববাদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ। সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ লাখো লাখো নারী, পুরুষ ও শিশুর প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জনৈক মার্কিন প্রতিনিধিসহ সম্মেলনে যোগদানকারী বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে ইয়াহিয়া সরকারের ওপর বিশ্ব চাপ সৃষ্টি এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান যাতে অস্ত্র সাহায্য না পায় তার নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানান।

ইন্দোনেশিয়ার জনৈক সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঃ মোহাম্মদ রোয়েম আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না । এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জাতিসংঘের রয়েছে।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্ব নন্দিত ব্যক্তিত্ব ইহুদি মেনুহিন, মিঃ আঁদ্রে মালরো, সিনেটর কেনেডি, ফুলব্রাইট, কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেস্টার পিয়ারসন বাণী পাঠিয়েছেন।

ভারতের প্রেসিডেন্ট গিরি এক বাণীতে সম্মেলন বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিবেক জাগ্রত করতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শ্রী নারয়ণ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিশ্ব আজ অবহিত যে, লাখো শহীদের লাশের নীচে পাকিস্তান চাপা পড়ে গেছে।

তিনি বলেনঃ একমাত্র মুক্তিবাহিনী সফলতার ওপরই বাংলাদেশের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। অন্য দিকে মুক্তিবাহিনীর সফলতা বিশ্বের সকল দেশের জনগণ ও সরকারের সর্বিক সহায়তা ও সাহয্যের ওপর নির্ভরশীল।

সম্মেলনে বেসরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, আর মল্লিক।

তুমূল করতালির মধ্যে কায়রোর ‘আল আহরাম’ পত্রিকার সম্পাদক ডঃ মাকসুদ বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সমরিক জান্তার নজিরবিহীন নিষ্ঠুর কার্যক্রমে বিশ্ববিকেক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

বৃটিশ এম,পি, এবং ওয়েলসে সর্বদলীয় বাংলাদেশ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেন যে, বাংলাদেশে গণহত্যা বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে দেয়া হলে আমরা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারবো যে আমাদের নিজেদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিংহলে বাংলাদেশ মানবিক অধিকার কমিটির চেয়ারম্যান স্যার সেনারেট গুনাওয়ার্ধন বলেন যে, বাংলাদেশের গণত্যার ব্যাপারটি জাতিসংঘে যথার্থভাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ স্টেনলি প্লাস্ট্রিক বলেন, বাংলাদেশে গণহত্যা এবং অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতার নিন্দা জ্ঞাপন নিক্সন সরকারের কাছ থেকে আশা করা ভূল। হবে।

তিনি বলেন, তবে আশার কথা হচ্ছে আমেরিকার যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে রয়েছেন। ফ্রান্সের মিঃ ডানিয়েল মেয়র বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে বিশ্ববিবেকর। বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী জল্লাদ ইয়াহিয়া জান্তাকে সকল প্রকার সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধের দাবী জানান।

যুগোশ্লাভ শান্তি লীগের মিঃ জোভরেমেভিক বলেন সমসাময়িক ইতিহাসে বাংলাদেশ ট্রাজেডির কোন নজির নেই।

বৃটেনের বিশ্ব কলা ও বিজ্ঞান একাডেমির ডিরেক্টর স্যার বলেন, বাংলাদেশে মানবিক মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার যাতে সমাধি না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ।

‘আফগান মিল্লাত’-এর সম্পাদক জনাব কিউ, হাদাদ, আফ্রো-এশীয় সংহতি কাউন্সিলের নাইজেরীয় শাখার সদস্য মিঃ গনি ফাওয়হিনমি, টোকিওর অধ্যাপক নারা, সালভাদর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার ইসমাইল কুইলেম, অটোয়ার বিশ্ব কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিঃ নিয়েলমল, অসলোর মিসেস মিগরিড এবং বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হোমার জগক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নাদিরশাহী বর্বরতার নিন্দা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট জননেতা মেসার্স সাদিক আলী, আচার্য্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, বিজয় লক্ষী পণ্ডিত, অধ্যাপক রাঙ্গা এবং শাহ নওয়াজ সম্মেলনে যোগদান করেন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বিশ্ব মানবতা জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিচার চায়	জয় বাংলা ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব মানবতা জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিচার চায়
জাতিসংঘ কি করতে পারবে?

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

গত ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে বহু বিঘোষিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষেদের অধিবেশন শুরু হয়েছে। বিশ্বের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিগণ প্রতি বারের মতই এবারও এই বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কিন্তু এবারে জাতিসংঘ সম্মেলনে আরো একটি নতুন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে গিয়েছেন। এ দেশটি হলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ । যদিও জাতিসংঘের সদস্যপদ তার অর্জিত হয়নি পৃথিবীর কোন দেশের কাছ থেকে এখনো রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায়নি, তবুও এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশ তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকারেই হাজির হয়েছে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যাক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারগত সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বর্ণ বৈষম্য, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন, কোন অঞ্চলে উত্তেজনা ও যুদ্ধের আশংকা প্রভৃতি বিষয়ে বহু জটিল প্রশ্ন নিয়ে প্রায় বৃহত্তর বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে থাকে। কিন্তু দুর্ভগ্যজনক ও নিষ্ঠুর সত্য এই যে, এই সব সমস্যা সমাধানে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতসংঘের ভূমিকা খুব উজ্জল নয়। ববং বিশ্বরাজনীতির দাবা খেলায় বহ মানবিক প্রশ্নই নানাভাবে উপেক্ষিত হতে দেখা গেছে। একদা লীগ অব নেশন্সের ব্যর্থতা মানব জাতির ভাগ্যে যে মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে এসেছিল, আজকের জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সে ব্যর্থতার নজির থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; সম্বতত তাহলেই কেবল জাতিসংঘ ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুরতম পুনরাবৃত্তিকে ঠেকাতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে গত ছয় মাসে পৃথিবীর বৃহত্তর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এ শতাব্দীর সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন লুন্ঠন ওববর্বরোচিত ধ্বংসলীলায় যে নারকীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে, যার কাছে চেঙ্গিস হালাকু কিংবা হিটলারের নৃশংসতাও ম্লান হয়ে যায়, মানব ইতহাসের এমন নারকীয় ইতিহাস এমন বীভৎস দৃশ্য দেখেও জাতিসংঘের মতো বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠ তীব্রতর প্রতিরোধের ভাষায় সোচ্চার হয়ে ওঠেনি, সক্রিয় হস্তক্ষেপ মানবতার এই আপমান রোধে অগ্রসর হয়নি এবং প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের মতো পশ্চিম পাকিস্তান ঘেষা পুঁজিপতিকে মামুলি সফরে পাঠিয়ে জাতিসংঘ মোটামুটিভাবে তার দায়িত্ব শেষ করেছেন এমন বললে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হবে না।

বাংলাদেশের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে জতিসংঘের সেক্রেটারী মিঃ উথান্ট কেবল ‘মানব সত্যতার দূরপনেয় কলঙ্ক’ বলেই খালাস হলে চলবে না; মানব সভ্যতার এই দূরপনের কলংকের যে হোতা, যে স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের যড়যন্ত্র ও ক্রুর ইচ্ছায় এ শতাব্দীর এতো বড় একটা ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হচ্ছে, দশ লক্ষ নর-নারী পশুর মত প্রাণ দিয়েছেন, পঁচিশ লক্ষ লোক ঘরবড়ী সর্বস্ব হারিয়ে অন্যদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি বসবাস করছে, যার উন্মাদ খোলায় মানব সত্যতার এমন দূরপনেয় কলংক সূচিত হতে পারলো, বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘেরই দায়িত্ব সেই একরোখা ক্রুর দানবের শাস্তি বিধান করা।

কেননা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেই গণহত্যা বন্ধ ও তার শাস্তি বিধানের সনদ গৃহীত হয়েছে।

জাতিসংঘের এই সনদ অনুযায়ী গণহত্যা কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধের জন্যে দায়ী ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তি পাবে, সে শাসনতান্তিকভাবে কোন দেশের শাসনকর্তাই হোক কোন সরকারী কর্মচারীই হোক কিংবা বেসরকারী লোকই হোক। এ সংগে আরো বলা হয়েছে যে, গণহত্যা কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধে দায়ী ব্যক্তির বিচার সে দেশেরই ক্ষমতা সম্পন্ন আদালতে নিস্পন্ন হবে কিংবা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তার বিচার করতে হবে।

□□□□..

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বহু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে আঁদ্রে মালরো বলছেন....	জয় বাংলা ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বহু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে আঁদ্রে

মালরো বলছেন....

যে কজন ফরাসী সাহিত্যিকের নাম আজ বিশ্বজোড়া, আদ্রেঁ মালরো তার অন্যতম। মালরোর জীবন খুবই ঘটনাবহুল। মালরো তাঁর যৌবনে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যান। লড়াই করে সাহসিকতার সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর সাথে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর, মালরো যান চীনে। সেখানে চীনের পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে। তারপর চীন থেকে নিজের দেশে ফিরে অংশ নেন নাৎসীবাহিনীর বিপক্ষে তাঁর দেশবাসীর প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় তার পরিচয় হয় জেনারেল দ্যগল-এর কর্মধারার সাথে। মালরো এর আগে ছিলেন বামপন্থী। কিন্তু এখন থেকে হয়ে ওঠেন দ্য গলের মত স্বদেশ পন্থী যার গোড়ার কথা হল, দেশের স্বাধীনতা ও ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করে আন্তর্জাতিক অর্থহীন। জাতীয় রাষ্ট্র (□□□□□□ □□□□□) আজকের পৃথিবীতে একটি বিরাট রাজনৈতিক সত্তা। তাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের রাজনীতির কথা, মানুষের মুক্তির কথা ভাবতে যাওয়া অবান্তর। দ্য গলের আমলে মালরো মন্ত্রী হন। তাঁর উপর ভার পড়ে সাংস্কৃতিক দপ্তরের। মালরোর নেতৃত্বে ফরাসী দেশের বিভিন্ন চিত্রশালা ও মিউজিয়ামগুলি নবজীবন লাভ করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পকলা সম্পর্কে আধুনিকতম জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বহু খণ্ডের একাধিক গ্রন্থ। মালরোর মতে, মানুষের ইতিহাস বুঝবার ক্ষেত্রে শিল্পের ইতিহাস অপরিহার্য। কারণ শিল্পের মধ্যে ধরা পড়ে মানুষের চেতনা। শিল্পের মধ্যে সেই মানুষ গভীরভাবে জানতে পারে, অনুভব করতে পারে নিজেকে। একটা সভ্যতাকে।

মালরো সাহিত্যিক । তার উপন্যাসের খ্যাতি জগৎ জোড়া। মালরো শিল্প রসিক। মালরো যোদ্ধা। মালরো আবার রাজনীতির সাথে থেকেছেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সেই রাজনীতি কেবল তাঁর নিজের দেশের নয়- স্পেন থেকে চীন তার ব্যাপ্তি। সাহিত্যক মলরো তাই ব্যক্তি হিসাবেও স্থান করে নিতে পেরেছেন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের মনে। মালরো এ যুগের একজন বিশিষ্ট শক্তিমান ব্যক্তি।

বর্তমানে এই প্রবীণ ফরাসী সাহিত্যক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কতগুলি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। মালরো বলেছেনঃ বাংলাদেশের ঘটনা বিশ্বের করুণতম ঘটনাবলীর অন্যতম । কিন্তু বাঙালীদের বুঝতে হবে, বর্তমান যুদ্ধ তাদের অস্তিত্বের লড়াই। হয় তারা জাতি হিসেবে জিতবে, নয়ত চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। বাঙালীকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যুদ্ধ করেই। এখন বাঙালীরা কেবল নির্ভর করতে পারে আত্মসাহস ও রণশক্তির উপর। অবশ্য মুক্ত রণাঙ্গনে, সম্মুখসমরে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না বাঙালীদের। বর্তমানে তা সম্ভব নয়। তাদের উচিত হবে গেরিলা যুদ্ধেই ভালভাবে চালিয়ে যাওয়া। বিদেশের কাছে গণতন্ত্র ও মানবতার নামে দরখাস্ত দাখিলের চাইতে বাঙালীদের আজ বেশী প্রয়োজন, সামরিক সংগঠন। বছর চল্লিশেক আগের অ্যাংগ্লো-স্যাকসন উদারনৈতিকই বিবেক এখন আর বাস্তব নয়। আপন ভোলা আমেরিকানদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করতে যাওয়া হবে ভূল... ”

মালরো উপরের কথাগুলি লিখেছেন একটি চিঠিতে ভারতের বিখ্যাত নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে। কিছুদিন আগে মালরো আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক ‘টাইমস’-এর একজন সাংবাদিককে বলেনঃ

‘‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অচিরে এশিয়া ভূখণ্ডে একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমস্যাটি হল বাংলাদেশ। ‘ভিয়েতনামের অনুরূপ’ রূপ নিয়ে দেখা দেবে এই সমস্যা। কিন্তু ভিয়েতনামের সাথে ব্যতিক্রম বাংলাদেশের। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন। আর এই জনসংখ্যা মওবাদ দ্বারা নয়, অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ দ্বারা। আমেরিকানদের বাংলাদেশ সম্পর্কে বর্তমান শান্ত অঞ্চল ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে(টাইমস, আগস্ট,২)

মালরোর এই উক্তির কোন ফল হয়নি বলেই সম্ভবত জয় প্রকাশের কাছে লিখিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, সভা করে আবেদন নিবেদন করবার নিষ্ফলতার কথা।

বাঙালীরা আজ এক জীবন-মরণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। দূর বিদেশে বসে সংবেদনশীল সাহিত্যিক মালরোর পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সেকথা। যুদ্ধ ও যুদ্ধজয় ছাড়া বাঙালীর সম্মুখে আজ আর কোন পথ খোলা নেই।

□□□□□..

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি	জয় বাংলা ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি

(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজী রেখে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের সঙ্গে দেশপ্রেমিক, কৃষক, মজুর ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক- এক কথায় ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ যার যার নিজের কর্মক্ষেত্রে এই মুক্তি সংগ্রামের অংশভাগী হয়ে দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে। অসহ্য দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা ও প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনার মুখেও তারা জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে আপোষহীন মুক্তির প্রভাতসূর্যের সম্ভাবনা প্রত্যয়শীল।

মাত্র চবিবশ বছর আগে সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে ভাষা, সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে কাতারবন্দী হয়েছে। শুধু ময়দানে স্লোগান দেয়া নয়, এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার হাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে হত্যা করছে, প্রাণ দিচ্ছে। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষ, বাঙালী জাতি হিসেবে প্রাণ নেয়া ও দেয়ার মিলিত রক্ত ধারায় যে জাতীয় ঐক্য তুলেছে, এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা অনন্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদের কবর রচনায় ইতহাসের এই অনন্য অধ্যায়ের ভূমিকা অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের এটি প্রাথমিক সাফল্য। শুধু যারা ঔপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির সেই সব দালালরা এই জাতীয়বাদের অভ্যুদয়কে ভয় করে। শুধু তারাই এই মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই দুটি বিপরীত ধারার কথা যদি আমরা বিচার করি তা হলে অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও শুধু বাঙালী জাতীয়তাবাদের এই অভ্যুদয়কেই নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক অগ্রগতি হিসেবে স্বাগত জানাতে হয় বাংলাদেশের জাতীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে এই জাতীয়তাবাদী ধারার দুর্জয় শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ভালভাবেই উপলদ্ধি করতে পেরেছে বলে ইয়াহিয়া খানের খসড়া শাসনতন্ত্রে দখলীকৃত বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করা। এটাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য। জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দালাল দলগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্য পূরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

কিন্তু এই দালালরা চিহ্নিত ও ধিকৃত। তাদের শক্তি পুরোপুরিভাবে সামরিক জান্তার পশুশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল। এরা মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণে এখন নিজেরাই সন্ত্রস্ত। তবে সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হলেও স্বদেশে ও বিদেশে প্রগতিবাদী এবং বামপন্থী বলে কিছু লোক আছেন যাঁরা এই মুক্তিসংগ্রামকে পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের জায়গায় বাঙালী বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ বলে অভিহিত করে এই মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও সার্থকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে প্রতিটি মানুষই কাতারবন্দী হবে। এমন আশা করা সব সময় করা যায় না। কিন্তুতা সত্ত্বেও বলতে হয় যে প্রগতিবাদের নাম করে যারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংশয়বাদী প্রশ্ন তুলে নিজেদেরকে এই সংগ্রাম থেকে দূরে রাখেন তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেরই বিরোধিতা

করেছেন। সেদিক থেকে পরিণামে জামায়াত বা মুসলিম লীগের ভূমিকা থেকে এদের ভূমিকার আসলে খুব বেশী পার্থক্য নেই। একদল ধর্মের নামে বিরোধিতা করে, অপর দল প্রগতির নামে বিরোধিতা করে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-সকল অর্থেই বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী করে রাখা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে-অন্যান্য প্রগতিশীল ও সমাজবাদী অঙ্গীকার যদি অনুপস্থিতও থাকত তা হলে শুধু ঔপনিবেশিক শৃংখল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে যে মুক্তি সংগ্রাম কি ওই একটি কারণেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মহলের সমর্থন লাভের দাবীদার হতো না? তা না হলে বলতে হয় যে, তাদের নির্দেশিত রাষ্ট্র কাঠামোর অঙ্গীকার যদি না থাকে তা হলে দেশ পরাধীনই থাক। এই নেতিবাচক ভূমিকা আত্মহননেরই সামিল।

কিন্তু এই ধরনের মনোভাব যদি কেউ পোষণ করেন তা হলে বলতে হবে যে তারা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। বিশেষ করে বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে। কারণ তা হলে বুঝতে হবে যে, জিন্না সাহেবের দ্বি-জাতিতত্ত্বের মাথায় পদাঘাত করে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক ক্লেদমুক্ত সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে সংগ্রাম চলছে তার সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ও প্রভাব তারা হয় অনুধাবন করতে পারেননি নয়তো হিসেবের মধ্যে আনেননি। তাছাড়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম যে চরিত্রগতভাবে প্রগতিশীল সংগ্রাম হতে বাধ্য বিশেষ করে বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে বিশ্বের সমাজ চেতনার পরিমণ্ডলে অবস্থান করে তাও হয়তো হিসেবের বাইরে রয়ে গিয়েছে। বিশ্ব শতকের শেষ ভাগে বর্তমান যুগের সমাজ চেতনার পরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর সমর্থনে ও সক্রিয় সহযোগিতায় যে মুক্তি সংগ্রাম চলছে সেই যুদ্ধের সফল পরিণতি কোন দিনই দেশী বাইশ পরিবার গড়ে উঠতে দেবে না। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত মুক্তি যোদ্ধাদের রক্ত ক্ষরণের ভেতর দিয়ে যে সমাজ শক্তি ও সমাজ চেতনা দৃঢ়মূল হচ্ছে, সেই শক্তি ও চেতনাই সে ধরণের সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করবে।

এ কথাও বুঝতে হবে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটিয়া সৈন্য নয়। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষও শুধু শুধু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়নি। এর পেছনে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুনিশ্চিত আশ্বাস রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ২২ পরিবারের জায়গায় বাঙালী ২২ পরিবার সৃষ্টি করার জন্য তিনি এই মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেননি। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্য।

শুধু বঙ্গবন্ধুর মৌখিক ঘোষণাই নয়, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতেও সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম দিকেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগসহ প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের এ কথার স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে থাকবে।

রাষ্ট্রকর্তৃক জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, 'শোষণমুক্ত একটি ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করাই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প-যাতে অর্থনৈতিক অবিচার দূরিকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির ফল যথাযথভাবে বন্টনের বিধান থাকবে।

''শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক রূপকল্প' বাস্তবায়িত করার জন্য আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে ভাবী শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে

সেই সংবিধানটি জনগণের হাতে উপরোক্ত সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক রূপকল্প বাস্তবায়নের দলিল। শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ মৌলনীতির ভিত্তিতে উপরোক্ত শোষণমুক্ত ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ সঠন নির্ভর করবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে উপরোক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের জায়গায় সরকারী খাতের সম্প্রসারণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্প, ব্যাংক, বীমা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ও আমদানী রফতানী বানিজ্য জাতীয়করণ, যে পরোক্ষ কর সাধারণ মানুসের কাঁধে চেপে বসে, কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উপরোক্ত পরোক্ষ করের জায়গায় প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি প্রশাসনিক পদক্ষেপের অঙ্গ।

মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক অংশীদারিত্ব

মূলধনে শ্রমিক শ্রেণীর অংশীদারিত্ব সম্পর্কে ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত শিল্প কারখানা সত্বর জনগণের মালিকানাধীনে আনা হবে না, সরকার ক্রমবর্ধমান হারে তাদের ইকুইটি মূলধন দখল করবে। সরকার যেটুকু ইকুইটি মূলধন আয়ত্ত করবে, সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ যৌথভাবে সেই পরিমাণ অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং সেই পরিমাণ অংশের মুনাফার ভাগ পাবে। শ্রমিকরা কেবল ইকইটি মূলধনের নয়, শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায়ও অংশগ্রহণ করবে। এই ভাবে শ্রমিক সমাজ যেমন ক্রমান্বয়ে অধিক হারে শিল্পে মালিকানা লাভ করবে তেমনি শিল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাতেও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

কৃষি ও গ্রামের জনগণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই শোষণমুক্ত এবং ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন বা সমাজতানিন্ত্রক অর্থনীতির সফল রূপায়ণ কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ‘‘কৃষি ও গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া না হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সমস্ত পরিকল্পনাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এক দিকে আমাদের গোটা সমাজের সর্বত্র দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদিকে গ্রামে ও শহরের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে।’’

এ প্রসঙ্গে ম্যানিফেস্টোতে আরও বলা হয়েছে যে এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও নিকট অতীতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির জন্য এই বৈষম্য আরও বেড়ে গিয়েছে, ফলে গরীব চাষীর হাত থেকে সম্পদ ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ অবিলম্বে গ্রামঞ্চলের জনগণকে এইরূপ শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার অঙ্গীকার করেছে। আর এটা করতে হলে কৃষি খাতে সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের প্রয়োজন। এই ধরণের বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং বহুমুখী সমবায়ের মত নয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

কাজেই ঔপনিবেশিক শোষনের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার ঐকান্তিক কামনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় নীতি ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের বর্তমান রক্তমোক্ষণ নিছক ভাববিলাশের ফলশ্রুতি নয়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় (ক) যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধান নিহিত (খ) জঙ্গীশাহীর সামরিক পাঁয়তারা	জয় বাংলা ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাধান নিহিত

বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। মুক্তি সংগ্রামের আশু লক্ষ্যও হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্থাৎ জনগণের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সেই রাজনৈকি সমাধানের লক্ষ্যে পৌছানো যাবে কোন পথে? সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা চূড়ান্ত বিজয়ের পথে, না আলাপ আলোচনার পথে?

স্বাভাবতই যাঁরা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ আলাপ আলোচনার পথে সমাধানের কথাই বোঝাতে চান। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ও বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৬৯ সালের গোল টেবিল বৈঠক থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই শান্তিপূর্ণ উপায়ও আলাপ আলোচনার পথই অনুসরণ করেছিলেন। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীই পথ বন্ধ করে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া ছাড়া বাংলাদেশের জনগণ ও নির্বাচিত জাতীয় নেতৃত্বের কাছে আর কোন বিকল্প পথ খোলা থাকেনি। এরই ফলে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী।

সামরিক জান্তা একটা ভাষাই বোঝে। সে ভাষা অস্ত্রের ভাষা। তাই সেই ভাষাতেই তাদের জবাব দেয়া হচ্ছে। সামরিক জান্তা তখনই রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে পথে আসতে বাধ্য হবে, যখন তাদের অস্ত্রের ভাষা ফুরিয়ে যাবে। যদি রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্যোগ তাদের আয়ত্তে থাকে তাহলে কেন তারা নিজেদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে? শক্তের ভক্ত নরমের যম বলে এদেশে যে প্রবাদটি চালু আছে, অনেকের বেলায় যদি নাও খাটে, সামরিক জান্তার বেলায় তা অবশ্যই খাটে। কাজেই সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসতে বাধ্য করার জন্যেও আমাদেরকে পাক হানাদার বাহিনীর ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতেই হবে। এটা আমরা ভাল করেই বুঝি। তাই রাজনৈতিক সমাধানের শিখন্ডী দাড় করিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে নিবৃত্ত বা বিভ্রান্ত করা যাবে না।

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও তাই মন্তব্য করেছেন, ‘‘যুদ্ধক্ষেত্রেই বাংলাদেশ প্রশ্নের সমাধান নিহিত।’’ বিশ্বের প্রতিটি গণতন্ত্রীকামী ও মানবতাবাদী শক্তি এবং রাজনৈতিক সমাধানে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ এই সত্যটি যত শীঘ্র উপলব্দি করেন, সমস্যার সমাধানও তত ত্বরান্বিত হবে।

সম্পাদকীয়-২

জঙ্গীশাহীর সামরিক পাঁয়তারা

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিরোধকে সশস্ত্র পাক-ভারত বিরোধ রূপান্তরিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাদের এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন পূর্বেই। তবে এতদিন তা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু কূটনৈতিক ব্যর্থতা, জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তীব্র ধিক্কার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে দিশেহারা ও পাগলা কুকুরের মতই ক্ষিপ্ত এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পিণ্ডি ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী এখন ভারতের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা এবং পাকিস্তান থেকে মুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর ব্যাপক সমর প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর পাকিস্তানের ব্যাপক সামরিক সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। চাম্ব সীমান্তের কয়েকটি পাকিস্তানী গ্রাম থেকে অসামরিক অধিবাসীরা চলে গিয়েছে। মুক্ত অঞ্চল ও ভারতের সীমান্ত বরাবর দখলীকৃত বাংলাদেশে ব্যাপক সামরিক সমাবেশ, ভারী কামান ও অন্যান্য সমরাস্ত্র স্থাপনের খবর পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তে বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তানী সেনারা গোলাগুলীবর্ষণ করেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন রকমে ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে পাক-ভারতের বিরোধের আবরণে বাংলাদেশ সমস্যাকে চাপা দেয়া এবং এই উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের অজুহাতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের তদারকির ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ করে পাক জঙ্গীশাহীর আত্মরক্ষার চেষ্টা।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যে জয়যুক্ত হবেই এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পাততাড়ি ঘটি-বাটি গুটোতে হবেই এটা জঙ্গীশাহী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে। অথচ তাদের দেশবাসীকে কিম্বা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত সৈনিকদের পরিবার পরিজনকে বাংলাদেশে সামরিক এ্যাডভেঞ্চারের ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেয়া সহজ হয়। তাই একান্তপক্ষে তাদের নিজ দেশের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের কাছে মুখ রক্ষার জন্যে পাক ভারত বিরোধের মতো আর একটি সামরিক এ্যাডভেঞ্চারের ঝুকি নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনায় পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বিশ্বের কাছে মুখ পায়নি। এখন তাকে পাক ভারত বিরোধে রূপান্তরিত করলে বিশ্বে কিম্বা নিজ দেশের জনগণের কাছে মুখ থাকবে কিনা তা আমাদের গবেষণার বিষয় নয়। তবে সূত্র ধরে যদি এদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের আগমন ঘটে এবং তারা যদি জঙ্গীশাহীকে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিবাহিনীর জাতীয় কর্তব্যে অন্তরায় হতে চান তাহলে বাংলাদেশের জনগণ, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ও দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধারা তা সহ্য করবে না। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন বাংলাদেশে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে, মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে, ধন সম্পদ লুন্ঠন করেছে ও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, নববই লক্ষাধিক মানুষকে দেশছাড়া এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অধিকার হরণ করেছে তখণ জাতিপুঞ্জ কোন মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করেনি। এখন এই উপমহাদেশে শান্তির নামে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের আশা আকাঙ্খা ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টাকেই তারা মানবে না। তবে তারা সত্যই যদি এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি চান, তাহলে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে চলে যেতে বাধ্য করুন। বাধ্য করুন বঙ্গবন্ধুশেখমুজিবকে মুক্তি দিতে এবং স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে মেনে নিতে। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির এটাই পথ, পাক জঙ্গীশাহীর সামরিক এ্যাডভেঞ্চারিজম নয়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধানঃ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা	জয় বাংলা অতিরিক্ত সংখ্যা	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাঃ
বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তির ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে
স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আবেদন

গত বৃহস্পতিবার মূলতবী হয়ে যাওয়ার পূর্বে পূর্বনীতির পুনরুল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান। ওয়ার্কিং কমিটি এই সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে বাঙালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যেক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের সদস্য পদ খারিজ করে তদস্থলে ইয়াহিয়ার উপ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টাকে ‘ধৃষ্টতার পরিচায়ক এবং বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করে এবং এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে বাঙালী জাতি ও আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলার জাতীয় জীবনে তথাকথিত পাকিস্তানীদের কোন হস্তক্ষেপই সহ্য করবে না।

ভারতসহ বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দান করেছেন তাদের প্রতি সংগ্রামী অভিন্দন জানান হয়। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি বাংলাদেশের ইয়াহিয়া চক্রের নজীরবিহীন গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে মানবতার স্বার্থে সক্রিয় জনমত গঠনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানান।

ভারত সরকার ৯০ লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে ও তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে মানবতার ইতিহাসে যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তজ্জন্য আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেণ যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতে আশ্রিত প্রতিটি শরণার্থীকে সসম্মানে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও জাতীয় পুনর্গঠন	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা
ও জাতীয় পুনর্গঠন

!! অর্থনৈতিক ভাষ্যকার !!

পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট দখলীকৃত এলাকার মুক্তির কাল আসন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের খবর থেকে এমন একটি প্রত্যাশা সকলের মনেই জেগেছে।

দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও উন্নততর রণকৌশল এবং দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ীর সংযোগই মুক্তিবাহিনীকে চূড়ান্ত বিজয়ের তোরণদ্বারে পৌছে দিতে পেরেছে।

তবে রণাঙ্গনের খবর নয়, বর্তমান নিবন্ধে আমরা আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র। মাতৃভূমির আসন্ন মুক্তি সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যে প্রশ্নটি ইতিমধ্যেই অনেকের মনে জাগছে তা হচ্ছে হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে কত দ্রুত পুনর্গঠন করা যাবে এবং পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের কোন বস্তুটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। একটি মাত্র বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। জনগণের দেশপ্রেম ও সর্বস্তরে পূর্ণ ঐক্যই দ্রুত পুনর্গঠনের প্রাথমিক শর্ত।

মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাবার জন্যে উপরোক্ত দুটি উপাদানের যেমন প্রয়োজন হয়েছিল, জাতীয় পুনর্গঠন ও দেশকে দ্রুত সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও ওই দুটি উপাদানের প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু কম নয়। ওটা মুক্তি সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তিরই যুক্তিসঙ্গত পরবর্তী ধাপ।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দেশের মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে তেমনি অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি ও সম্পদের সুষম বন্টন দেশের মানুষের জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হবে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও খসড়া কর্মসূচীতে তার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কাজেই জাতীয় পূর্ণগঠনের জন্যে যে মানবিক উপাদানগুলোর প্রয়োজন সেই উপাদানের কোন অভাব যে হবে না যে সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু মানবিক উপাদান ছাড়াও যে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সংঙ্গতির প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় পুণর্গঠনের ব্যাপারে সে সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এ প্রসঙ্গটির সার্থক আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আলোচনা যে না হয়েছে তা নয়, তবু জাতীয় পুণর্গঠনের প্রশ্নকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার অবকাশ আছে।

কিছু কিছু মানুষ এখনও আছেন যারা অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই রাষ্ট্রের ছোট্ট পরিসরে অগুনতি মুখে খাদ্যের জোগান দিতে হবে। কাজেই এই দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকে থাকা ও এগিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে? এ প্রশ্ন যারা করেন তারা হয় অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানেন না, নয়তো মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি সংশয়বাদী। তাঁরা পাকিস্তানের বিলুপ্তির পূর্বেকার অর্থনৈতিক বিন্যাসকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেছেন কিন্তু তার কার্যকারণ এবং তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি। তা

করলে বুঝতে পারতেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়াতে এই কার্যকারণই প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছে, নিছক ভাবাবেগ দ্বারা তারা পরিচালিত হয়নি।

বিলুপ্তির পূর্বেকার পাকিস্তানের যে পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনৈতিক অক্টোপাসের শুড় দেখে আমাদের অনেকের মনে উপরোক্ত সংশয় জাগে সেই অক্টোপাসটি আসলে বেড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সম্পদ গ্রাস করে। এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেনি। বরং বাংলাদেশই নিজেকে রিক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তানের এই বিপুল অর্থ ও শিল্প সম্পদকে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নিজের রক্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে রাজনৈতিক পরাধীনতার শেকলে আবদ্ধ থাকায়। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের বোঝা বহনের দায় থেকে মুক্ত, দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অনেক সহজে এবং আরও ভালভাবে নিজেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

যাঁরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত আপাতদৃষ্টিতে তারা প্রধানত দুটো লক্ষণ দেখে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সেই কারণের একটা হল বাংলাদেশের ঘনবসতি। মাত্র ৫৫ হাজার ১২৬ বর্গমাইল এলাকায় সাড়ে সাত কোটি লোকের বাস। সম্ভবতঃ বাংলাদেশই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকা। এই ছোট্ট পরিসরে অগুনতি মানুষ যেন কোন ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌনঃপুনিক আঘাত। দ্বিতীয় কারণ হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা। এই অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাকেই তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বলে ভুল করছেন। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে গত ২৩ বছরে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ভাবে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় হাজার কোটি টাকার যোগান দিতে বাধ্য হয়েছে।

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মোনেমের ভাগ্য সব দালালকেই বরণ করতে হবে	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ২৭শ সংখ্যা	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

মোনেমের ভাগ্য সব দালালকেই বরণ করতে হবে

মসনদের লোভে পড়ে যে মীর জাফর আলী খান পলাশীর আম্রকাননে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে থাকলেও মৃত্যুর পরে সে বাংলারই মাটিতে শায়িত থাকার সুযোগ পেয়েছিল। এর ফলে মৃত্যুর পরেও সে বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু বাংলার লাটগিরির আশায় যে কুখ্যাত মোনেম খান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে বেঈমানী করেছে এমনকি লাথি মেরে গদি হারাবার পরও জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত সাত কোটি বাঙালীকে পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেয়েছে, আজিকার বাঙালী সমাজ তাকে কোনদিনও ক্ষমা করতে পারে না। বাঙালী বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাকে স্টেনগানের গুলীতে কুকুরের মত হত্যা করেছে। মোনেমের আত্মীয়রা ভেবেছিল ওখানেই সব কিছুর শেষ। মৃত্যুর পরে অন্তত মোনেম খান বাংলার মাটিতে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে। তাই তারা জায়গা কিনে আজিমপুরায় নয়া গোরস্তানে তার লাশ সমাহিত করেছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে বাঙালী তরুণরা মৃত্যুর পরও মোনেম খানকে ক্ষমা করতে পারে না, তাকে বাংলার মাটি অপবিত্র করতে দিতে পারে না। মোনেমের আত্মীয়রা আরো ভুলে গিয়েছিল যে, এই আজিমপুরা গোরস্তানেই শায়িত রয়েছেন ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদান বরকত, সালাম ও রফিক। আরো রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত সৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং আজীবন সংগ্রামী জনাব আবু হাসেন সরকার প্রমুখ। তাই, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা হাজার হাজার পশ্চিমা সৈন্য ও তাদের দালালদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাতের বেলায় মোনেম খানের লাশটি গোরস্তান থেকে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছেন।

প্রকাশ, মোনেম খানের অপবিত্র লাশ তুলে নেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে একখানা কাগজে কতিপয় কথা লিখে রেখে গেছেন। তাতে লেখা হয়েছে, অন্যান্য দালালদেরও মোনেমেরই দশা হবে। তাদেরকে কুকুরের মত হত্যা করা হবে। তারপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হবে বা শিয়াল-কুকুরের উদরপূর্তির কাজে লাগান হবে যাতে মৃত্যুর পর তারা বাংলার মাটিকে অপবিত্র করতে না পারে।

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩৩শ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়

ঢাকা মুক্ত। ঢাকা এখন আমাদের। জয় বাংলা। স্বাধীনতার এই পবিত্র ঊষালগ্নে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পূরণের এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবাবেগে অধীর হয়ে নয়, শান্ত, সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ‘রাত্রির তমসা শেষে আসিবে না দিন?’ এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরী ঢাকায় স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আমরা আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর অকুতোভয় মৈত্রী এবং তাদের জগৎবরেণ্য নেত্রী শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। আমাদে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বীর সৈনিকরাও রক্ত দিয়েছেন, আত্মদান করেছেন এবং রক্তঋণের অচ্ছেদ্য রাখীতে সারা বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের এই মৈত্রী সুদৃঢ় হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
ঢাকা আমাদের	জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩৩শ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঢাকা আমাদের

মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত

আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। অগ্রসরমান মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানদের সম্মিলিত অভিযানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হয়েছে এবং সকল সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুজিব নগর থেকে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাবেদার গভর্নর মালেকের পদত্যাগের পর খান সেনারা নিজেরাই যুদ্ধ বিরতির আরজি জানায়।

আজ বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানগণ পাকিস্তানী ও হানাদারদের পশ্চাৎধাবন করে মহানগরী ঢাকায় প্রবেশ করলে বিরান ও ধ্বংসস্তূপ নগরী আবার সজীব হয়ে ওঠে এবং জয় বাংলা ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোক, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী স্থায়ী হোক ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। খান সেনারা এবং তাদের তাবেদারেরা সদলে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের পর তারা জেনারেল মানেক শ'র কাছে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব জানালে ভারতের সেনাপতি তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

ঢাকা শহর মুক্ত হওয়ার খবরে অশ্রুসজল কণ্ঠে আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এক বাণীতে বলেছেন, আমাদের বিজয় লাভ সম্পূর্ণ হল। এখন আমাদের সমানে আরো কঠিন কাজ বাকী। তা হল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা জাতির পুনর্বাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্ব নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবতার একটি অকৃত্রিম বন্ধু জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে জয়ী হয়েছি। কিন্তু এখন জাতির পিতাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতি কাঁদে	বঙ্গবাণী ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৩ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বিচারের বাণী.... কাঁদে

বিশ্ববাসীর নিকট আমাদের আকুল প্রার্থনা- তাঁর ইয়াহিয়া চক্রের বিচার করুন। অন্যায়ের যদি বিচার না হয়, তাহলে সত্যতা, মানবতা, ন্যায়বিচার- এসব বলে আর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যেন না হয়। কারণ এই শব্দগুলি যদি শুধু মুখেই বলা হয়- কিন্তু সেগুলিকে যদি কর্মে ব্যবহার অথবা তা বাস্তবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই বলা কথাগুলি শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে না- প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। তখন সেই ভাল ভাল কথাগুলির উপর মানুষ ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে এই ভাল কথাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিমর্ম হয়ে ওঠে। ফলে তাদের অত্যাচারের মাত্রাও যায় বেড়ে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠান করেছেন- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলেছেন। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বড় বড় বুলি আওড়িয়েছেন। বিশ্ববাসীকে আশার কথা শুনিয়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে তা শুধু কথায় রয়ে গেছে- বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, এখানকার মানুষের উপর বর্বরোচিত নির্যাতনের জন্য (একমাত্র ভারত ছাড়া) কেউ কিছু করলেন না বললেই হয়। যেটুকু ও বা কেউ কেউ করলেন তা বাংলাদেশের শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বরং এই মৃদু প্রতিবাদে ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। নির্বিচারে নির্যাতন ও গণহত্যায় বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলল।

গত দুই মাসের যুদ্ধে বাংলা প্রায় ১০ লক্ষ সাধারণ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। প্রায় ৪০/৫০ লক্ষ জনগণ ছিন্নমূল লতার মত ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর্শ্চায হতে হয় এ বিষয় নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি মাথা ঘামাচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে নির্লজ্জ হত্যার নজির এক ইয়াহিয়া ছাড়া অন্য কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ নারীর সতীত্বকে বিনষ্ট করা, তাদের উলঙ্গ করে মাঠে ছেড়ে দেওয়া ও ঘরে আবদ্ধ করে রাখা, একই মেয়ের উপর পর পর কয়েকজন নরপশুর আত্মীয়ের সামনে অত্যাচার, স্তন কেটে ফেলে পিতাকে উপহার দেওয়া, স্ত্রী-লিঙ্গে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচান, শিশুকে ধরে পা চিরে বা গাছে আছাড় দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে গুলি করে হত্যা, শহর ও গ্রামের বাড়ীঘর নির্বিচারে ধ্বংস করা ও জ্বালিয়ে দেওয়া, মানুষের ধান-চাল, সোনা অর্থাৎ যা কিছু সম্পদ, সবই লুন্ঠন করা। এসবেও যদি বিশ্ব বিবেক কাতর হয়ে না ওঠে এবং তার প্রতিকারের জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ না করে- তা হলে মানবতা, বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি শব্দের মূল্য কোথায়? আজ মানবতা পৃথিবীর দ্বারে কেঁদে মরছে। এরপরও কেউ যদি action না দিয়ে শুধু শান্তির কথা বলে- তা প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

* বঙ্গবাণীঃ স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদকঃ এ, এম, হোসেন। ফিরোজ প্রিন্টিং প্রেস, নওগাঁ (রাজশাহী) থেকে মুদ্রিত ও এম এ জলিল কর্তৃক প্রকাশিত।

তাই আমি বিশ্বকে আহ্বান করে বলতে চাই- মানবতা ও বিশ্বশান্তিই যদি সকলের নিকট শ্রেয় ও আদর্শ হয়- তাহলে অত্যাচারী ইয়াহিয়ার বিচার করুন। মানবতার আহ্বানকে যদি আপনারা মর্যাদা দেন তাহলে শয়তানরূপী ইয়াহিয়ার অত্যাচারের বাস্তব চেহারা বাংলায় এসে দেখে শুনে যান এবং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনারা ন্যায় বিচার করুন। এবং এই জঘণ্য নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধ করুন। তা না হলে পৃথিবীতে মানবতার মৃত্যু ঘটবে এবং 'বিশ্বশান্তি' 'বিশ্বপ্রেম' শব্দগুলির ভাবার্থের কোন মর্যাদাই থাকবে না। যে ন্যায় বিচার স্বর্গীয়- তা কেঁদে মরবে। বিশ্বের বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির আকুল আবেদনে বৃহৎ শক্তিগুলির কোন মর্যাদা দেবেন না? আমার সোনার বাংলার এ দশা দেখে শুধু মনে পড়ে- ''আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তি অপরাধে- বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।''

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
আড়াই ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ বাংলার স্বাধীনতা রুখতে পারবে না	বঙ্গবাণী ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৩ জুন, ১৯৭১

আড়াই ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ
বাংলার স্বাধীনাত রুখতে পারবে না

অচিরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্রে সংযোজিত হচ্ছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে।

ইদানীং ইয়াহিয়া জঙ্গী সরকারের বেতার বার্তায় প্রাচারিত হয়েছে যে বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে আরও আড়াই ডিভিশন (৩৫ হাজার) খান সেনা বাংলায় পাঠান হচ্ছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তবে আগের ৩ ডিভিশন পাঞ্জাবী গেল কোথায়? তারা কি বাড়ী যেয়ে ছুটি যাপন করছে? না, বাঙালী বীরেরা তাদেরকে পাতালপুরীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে নিয়ে গেছেন? স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবর হতে স্পষ্টই বুঝা যাচেছ যে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পাক সেনা নিহত ও বহু আহত হয়েছে।

যুদ্ধবাজ টিক্কা খাঁ যে বাংলাদেশ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আয়ত্তে আনবেন- আজ ৪৮ ঘন্টার স্থলে ৮০ দিন অর্থাৎ ১৯২০ ঘন্টা বিলীন হয়ে গেল, এর মদ্যে না পারলেন বাংলাদেশকে দমন করতে না পারলেন ২৫০০০ খান সৈন্যের জীবন রক্ষা করতে। বর্তমানে হালে আর পানি পাচ্ছে না পাঞ্জাবীদের। অবস্থা বেগতিক দেখে সামরিক কর্তৃপক্ষ সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন দেশবাসীকে এবং তারাও দেশবাসীর নিকট হতে ক্ষমা চেয়েছেন। কথাটি ঠিক মানানসই হল না কারো কাছে। বাংলাবাসীকে প্রশ্ন করি তারা কি কারো করুণার পাত্র হতে চান অথবা ক্ষমা করতে চান জালেম, অগ্নিসংযোগকারী, লুণ্ঠনকারী, লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নরনারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যাকারী মা-ভগিনীর ইজ্জত বিনষ্টকারী ইয়াহিয়ার পশু পাঞ্জাবী সেনাদেরকে? কিন্তু এর উত্তর বাংলাবাসী বহু পূর্বেই দিয়েছেন কোন ‘‘আপোষ নেই’’ নেই কোন রাজনৈতিক সমাধান।’’

এর একমাত্র সমাধান ‘‘অস্ত্র’’ অথবা বাংলার ‘‘স্বাধীনতা’’। ওয়াদা খেলাপকারীদের আজ আর কোনও কথায় বিশ্বাস নেই। দেশকে স্বাধীন আমরা করবোই। লক্ষ লক্ষ রক্তস্রোত বৃথায় যেতে দিব না। আজ পূর্বের আকাশে রাঙা প্রভাতের বিজয় কেতন নিয়ে ধীরে জেগে উঠেছে সোনার সূর্য্য। ওই শোনা যায় জয়ভেরীর নিনাদ ‘‘স্বাধীন বাংলা’’

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৬ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ

দশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে 'পাকিস্তান'-এর শবদেহ। বীর প্রসবিনী। বাংলার লক্ষ লক্ষ দামাল ছেলেরা এখন সুদূর চট্টল থেকে দিনাজপুরের রোদ্রক্ষরা মালভূমি পর্যন্ত পয়ষট্টি হাজার গ্রাম গড়ে তুলেছে এক একটি দুর্জয় দুর্গ।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা আর তিস্তার কূলে কূলে গড়ে ওঠা জনপদে আজ শুধুমাত্র একটি শপথই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- 'এবার আর শহীদ নয় গাজী হবো।' পাক জঙ্গী চক্র সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার পর, বাংলাদেশে আবার পাকিস্তানের পতাকা ওড়াতে চায়। তারা ইসলাম ও সংহতি রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ অসহায় নর-নারী আর শিশুদের, ধ্বংস করেছে মসজিদ, মন্দির স্কুল কলেজ, কলকারখানা। ক্ষেত-খামার, জমা-জমি আর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে রচনা করেছে পাকিস্তানের সমাধি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সমাধিস্থল- সে সমাধির পরে একমাত্র স্বাধীন বাংলার পতাকাই উড়বে।

দশ লক্ষ শহীদের রক্তে সিক্ত পাকিস্তানের পতাকার সাথে আমাদের কোন মিত্রতা নেই- কোন সম্পর্ক নেই- নেই কোন আপোষ। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা আমরা করবই। আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ।

* স্বদেশঃ জাতীয়তাবাদী বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক ও প্রকাশকঃ গোলাম সাবদার সিদ্দিক। সম্পাদক কর্তৃক বর্ণালী প্রেস, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতি	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	**১৬ জুন, ১৯৭১**

পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অর্থনীতি

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই করাচীর কাগজগুলি বিদ্রোহীদের খবরাখবর পুরো চেপে যায় এবং তার ফল এতো পরিষ্কার হয়েছিল যে রাজনীতির বিশেষঙ্গরা পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাওয়ালপিণ্ডি সরকার যবনিকার সামান্য অংশ তুলে যখন দেখালেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা তার অংশটুকু মাত্র দেখে স্তম্ভিত এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

তাঁরা প্রথম এই খবর জানলেন যখন মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার বিদেশী চারশো কোটি পাউণ্ড ঋণ ছ'মাসের জন্যে বিশেদী শক্তিগুলির কাছে আপতকালীন স্থগিতের জন্য আবেদন জানালেন এবং জ্বালানী তেলের দাম শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগের ওপর বাড়িয়ে দিলেন; তাছাড়া ৪৬টি জিনিষের ওপর দুই থেকে তিন গুণ কর স্থাপনও ছিল এর মধ্যে। ফলে জনগণের কাছে এই ঘটনাগুলি এলা এক ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস হিসাবে। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদরা বল্লেন, পূর্বদিকে সামরিক সরকারের যুদ্ধক্ষেত্রের জয়লাভ যদিও সম্ভব, জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে তা ভয়াবহ দুর্গতির সূচনা।

এই তত্ত্বের সমর্থনে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসাপত্র গোটাতে শুরু করেছেন, কারণ তাঁদের তৈরী জিনিষপত্রের দুই-তৃতীয়াংশের বাজার ছিল পূর্বাঞ্চল। কিন্তু সে বাজার আপাতত বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী ব্যাপক হারে ভারতে শরণ নেওার ফলে চা শিল্পের পক্ষে তা এক চরম বিপদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে- পাকিস্তানকে তারও বিকল্প রপ্তানির কথা চিন্তা করতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে পাট রপ্তানির ক্রমবর্ধমান হার কমে যাওয়ায়। পাকিস্তানের কাছে এই পাট ছিল বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় সূত্র। কেবলমাত্র গত সপ্তাহের গোড়ার দিকেই কিছু রপ্তানি করা গেছে। সব মিলে যুদ্ধের দরুন দৈনিক মূল্য দিতে হচ্ছে ২০ লক্ষ পাউণ্ড করে্ যে জাতির যুদ্ধের আগে জমা মোট টাকা ছিল ৮ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড তার পক্ষে এটা একটা বেশ ভারী ধরণের বোঝাই বলতে হবে।

নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থার খুব একটা উন্নতির আশা নেই। অফিসার মহল থেকে বলা হচ্ছে, পূর্বাঞ্চলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, কিন্তু অন্যেরা বলছেন যে, অবস্তা এখনও অনেকখানিই বিপ্লবীদের পক্ষে রয়ে গেছে। সেখানে জাতীয় করের ৪০ ভাগ কর দেওয়া বন্ধ রয়েছে। রাজনৈতিক স্থৈর্য ও ফিরে আসেনি। গেরিলাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কাজে যোগদানের আদেশ প্রদান-সামরিক জুন্টার এই বড়শির টোপে অল্প বাঙালীই ধরা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পূর্বাঞ্চলের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র দুইজন তাঁদের স্বাধীনতার আন্দোলন আঞ্চলিকভাবে পরিত্যাগ করেছেন।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পূর্বের নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ পশিচমেও রাজনৈতিক ধাক্কা বয়ে এনেছে। প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের অপরাধে উত্তর পশ্চিম সিন্ধু প্রদেশের প্রায় ১২ জন নেতাকে সাম্প্রতিককালে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমের উচ্চাকাঙ্খী নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো তাঁর অনুগামীদের কাছে সামরিক শাসন অবসানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তা ব্যর্থ হওয়ায় মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি এবং বাঙালীদের প্রতিরোধ সংগ্রামই ইয়াহিয়ার কাছে ব্যক্তিগতভাবেই পতনের পূর্বাভাস হয়ে দেখা দিয়েছে। করাচীর একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আমায় বলেছেন, ইয়াহিয়া খানকে ছ'মাসের মধ্যে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর সৈন্যবাহিনী বুঝবে যে, রাষ্ট্রপতি যতটুকু না চিবোতে পারেন তার চেয়ে বেশী মুখে পোরেন। ফলে তারা নতুন নেতা খুঁজতে চাইবে। ইয়াহিয়াকে বাতাসের অনুকূলে আসতেই হবে- অবশ্য সময়ও দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় জানি রক্তের পিছে ডাকবে সুখের বান	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জানি রক্তের পিছে ডাকবে সুখের বান

সমগ্র বাংলাদেশ আজ যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী জঙ্গী নাৎসীচক্রের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের প্রতিহত ও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে বাংলার আপামর কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা আজ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন বাংলার পবিত্র মাটি থেকে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের গণ-মানুষের এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

বাংলার মানুষের রক্তদান কখনও বৃথা যায়নি। তাই দশ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। শহীদের এ রক্তদান আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না।

বাংলাদেশের মানুষের অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৌর্য-বীর্য ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কোন বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলার মানুষ যে একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, এটা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা চরম বিস্ময় হিসাবে দেখা দিয়েছে।

রক্ত আমরা দিয়েছি, আরো রক্ত দিতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করবই। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আমরা এই মর্মে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ এবং গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। জনবল আমাদের আছে, অস্ত্র, অর্থ, ঔষধপত্র এবং নৈতিক সমর্থন আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বিচ্ছিন্নতার পথে পাকিস্তান	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১ জুলাই, ১৯৭১

বিচ্ছিন্নতার পথে পাকিস্তান

[আমেরিকার নিউজউইক সংবাদ সাপ্তাহিকের (১৫ই মার্চ সংখ্যায়) পাকিস্তানের তদানীন্তন রাজনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতার পথে শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষান্তরিত নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল।]

চূড়ান্ত হতাশা বাঙালীদের আজ যে বিচ্ছিন্নতার পথে পরিচালিত করেছে অধিকাংশ লোক তাতে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররা স্বীকার করেন যে, পশ্চিমাঞ্চলে পাঁচ কোটি মানুষের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের সাত কোটি জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিতান্ত সামান্যই হয়েছে। যেমন বিগত তেইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাজেটের পাঁচ ভাগের চার ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রায় ৮৫ ভাগ এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রায় ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমাঞ্চলে মাথা পিছু আয় বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ, আর পূর্বাঞ্চলে মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানীরা দীর্ঘ বার বছর সামরিক একনায়কত্বের পর গত বছরের শেষ ভাগে দেশের প্রথম স্বাধীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে (নিউজ উইক ডিসেম্বর ২১) তাদের পুঞ্জীভূত রোষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয়তাবাদী অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ দল আশ্চর্যজনকভাবে শকতরা ৯৮ ভাগ ভোট লাভ করেন। শেখ মুজিবুর তাঁর অনুরক্তদের মধ্যে ‘মুজিব’ নামে পরিচিত। মুজিব তাঁর ছয় দফা কর্মসূচীর জোরেই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই ছয় দফা কর্মসূচী মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রেকে একটি শিথিল কনফেডারেশনে পরিণত করবে। এতে প্রদেশগুলোকে সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে কেন্দ্রের জন্যে নিতান্ত সামান্য ক্ষমতাই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের হাতে শুধু বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার বিষয় ছাড়া আর কিছুই দেয়া হয়নি। আর নতুন জাতীয় পরিষদে নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মুজিব তথা পূর্ব পাকিস্তান তাদের রাষ্ট্রের ইতিহাসে, সর্বপ্রথম মুক্তির পথ করে নেয়ার মত রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে। এই সমস্ত ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রভাবশালী বামপন্থী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপসল পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের হাতে সংসদীয় পরাজয় মেনে নিতে রাজি হলেন না। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৬৭টি ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছে ৮২টি আসন। জুলফিকার আলী ভুট্টো কেবল যে সংসদীয় পরাজয় মেনে নিতে রাজী হলেন না তা নয় তাঁর দলের পরিষদ সদস্যদের বলে দিলেন কেউ যেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করে। এর ফলে বৃটেনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অসত্মঃসারশূন্য সৈনিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পড়লেন দুজন আপোষ বিমুখ রাজনীতিবিদের পাল্লায়। শেখ মুজিবর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো দুজনেই রাজনৈতিক মঞ্চের কুশলী নট।

অবশেষে ইয়াহিয়া খান ভাবলেন যে, তাঁকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের উদ্ধোধনী অধিবেশন বাতিল করে দিয়ে তিনি চলতি সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই সম্মেলনই হয়ত অচলাবস্থার নিরসন ঘটানোর একটি শেষ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু ইয়াহিয়ার এই আমন্ত্রণ শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং সপ্তাহ শেষের ঘটনাবলী দেখে মনে হয় তিনি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এই ঘটনার পর ইয়া হিয়া

এক ঘোষণার মারফত এ মাসের শেষের দিকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন উদ্বোধনের ব্যাপারে তাঁর মতামত দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে এক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বললেন যে 'পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার' নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে বিধানের জন্যে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসতে পারে। দেশকে রাজনৈতিক ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষার জন্যে ইয়াহিয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, অবস্থা এখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আয়ত্তের বাইরে। হয়তো সীমাবদ্ধ অনুভূতিই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করবে। নিউজউইকের ঢাকায় অবস্থানরত লোরেন জেন কিনসকে পাশ্চাত্যের জনৈক কূটনীতিক বলেছেন, ''পাকিস্তানের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে কি পড়বে না এটা এমন কোন প্রশ্ন নয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতা কবে হবে। কি আগামী সপ্তাহে, না কি আগামী মাসে অথবা এর জন্যে আরো বছর খানেক কি বছর দুয়েক সময় লাগবে। দুর্ভাগ্যবশত মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান খুব তাড়াতাড়িই বিচ্ছিন্ন হবে; খুব বেশী দেরী হবে না।''

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
আমাদের প্রধান সেনাপতিঃ জেনারেল ওসমানী	স্বদেশ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	১ জুলাই, ১৯৭১

আমাদের প্রধান সেনাপতিঃ জেনারেল ওসমানী

বাংলাদেশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণী ওসমানীর নাম আজ বাংলার ঘরে ঘরে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দৃপ্ত ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্য বাংলার এই চিরকুমার প্রধান সেনাপতি সকলের কাছে সুপরিচিত। আজ তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সবল নেতৃত্বে হাজার হাজার বাঙালী এগিয়ে চলেছে জয়যাত্রার পথে, নব জনগণবাংলার নতুন উষার পথে।

জাতিগত অধিকার এবং গণস্বার্থ আদায়ের জন্য যে সজাগ দৃষ্টি এবং সংগ্রামী মানসিকতার প্রয়োজন, বাঙ্গালীদের মধ্যে সেই উপলব্ধিকে জোরদার করার জন্য জেনারেল ওসমানী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে জেনারেল ওসমানী কর্তৃক ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার পর থেকে রেজিমেন্টের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাঙালীদের সামরিক বাহিনীতে না নেয়ার জন্য বাঙালীবিদ্বেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল 'বাঙালীরা সামরিক জাতি নয়' এই মর্মে যে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনি প্রাণপন ঢেলে দেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন ও মান উন্নয়নের জন্য। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই রেজিমেন্টকে একটি সংগ্রামী যোদ্ধাদল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে যুদ্ধকৌশল এবং বীরত্বের দিক থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানের বেলুচ এবং পাঞ্জাব ইত্যাদি সকল দলের মধ্যে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান করে। এই ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এক রকম বলতে গেলে, জেনারেল ওসমানীর নিজের হাতে গড়া। তারঁই প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তারই প্রতিফল আমরা দেখি ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের লাহোর রণাঙ্গনে। সেই যুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করে লাহোরকে রক্ষা করে এই বাঙালীরাই।

বাঙালীদের সম্পর্কে পাঞ্জাবী চক্রের মিথ্যা প্রচারণার অবসান ঘটানো এবং সেনাবাহিনীতে বাঙালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেনারেল ওসমানী থাকতেন সকলের পুরোভাগে। এই জন্য তিনি পাকিস্তান সামরিক চক্রের বিরাগভাজন হন। সামরিক শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ সেনাপতি কেউ নেই, তবু তাঁর পদোন্নতি বন্ধ করে দেয়া হয়।

এখানে উল্লেযোগ্য যে তদানীন্তন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে জেনারেল ওসমানীই সর্বকনিষ্ট মেজর হিসাবে নিযুক্ত হন। বাঙালী অফিসারদের সবসময়ই পাকিস্তানে দাবিয়ে রাখা হয়। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্তৃপক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল রকম বিপদ উপেক্ষা করে এইসব বাঙালীদের উন্নতির জন্য লড়াই করে গেছেন। আর বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের হয়ে সংগ্রাম করার কারণে তাঁকে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়।

সাধারণ সৈনিকদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং বাংলার মানুষ তথা বাংলার ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ নিম্নোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই মেলে। সামরিক বাহিনীতে উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে সুবেদার মেজরদের

দৈনন্দিন একটা রিপোর্ট দেয়ার রেওয়াজ আছে। পাকিস্তান বাহিনীর নির্দেশ হচ্ছে, এই রিপোর্ট একমাত্র উর্দুতেই দেয়া চলবে। জেনারেল ওসমানী এই সর্বপ্রথম তাঁর সুবেদার মেজরকে বাংলায় রিপোর্ট দেয়ার অনুমতি দেন। এই জন্য পাকিস্তান সামরিক চক্র তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করে; এবং তিনিও তার যথাযোগ্য জওয়াব দেন। আর একটি ঘটনা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। জেনারেল ওসমানী এক দানপত্রে তাঁর সকল সম্পত্তি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতি এবং বাঙালী বাহিনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতির পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়।

জেনারেল ওসমানী ১৯১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ব-বাংলার সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ নিজাম উদ্দিন ওসমানী হজরত শাহজালালসহ গৌরগোবিন্দ সিংহের রাজত্বকালে এদেশে আসেন। তাঁর পিতা মরহুম খান বাহাদুর মুফিজুর রহমান, বি, এ, কে, এইচ, এম, সততা, মানবপ্রীতি ও নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমের জন্য খ্যাত ছিলেন।

জেনারেল ওসমানী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইংরেজীতে বিশেষ দখলের জন্য প্রিটোরিয়া প্রাইজ লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কলা বিভাগে ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩৯ সালে মাষ্টার ডিগ্রীর চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমী, দেরাদুন থেকে সামরিক শিক্ষা শেষ করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান কমিশন প্রাপ্ত হন। এরপর থেকে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হয়- ১৯৪১ এর ফেব্রুয়ারীতে ক্যাপ্টেন এবং ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর হন ও মাত্র ২৩ বছর বয়সে একটি যান্ত্রিক পরিবহন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হয়ে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বর্মা রণাঙ্গনে যে অল্প কয়েকজন অশ্বেতাঙ্গ অধিনায়ক যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৬ সালের বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ইস্টার্ন কমাণ্ড সিলেকশন কমিটি কর্তৃক তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য মনোনীত হন এবং ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ফাস্ট পোস্টওয়ার স্টাফ কলেজ এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান লাভ করেন এবং স্টাফ কলেজে ১৯৪৮ সনের কোর্সে স্থান অর্জন করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি আই,সি এস, এ কোয়ালিফাইড হওয়ায় ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্যও ১৯৪৬ সালেই মনোনীত হন। কিন্তু সৈনিক জীবন পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। পরে ১৯৪৭ সনের শুরুতে তৎকালীন ভারতীয় অন্তবর্তী সরকারের পররাষ্ট্র সচিব জওহরলাল নেহেরু১ তাঁকে একটি কূটনৈতিক পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। জেনারেল ওসমানী সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। একই সালে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদের জন্য মনোনীত হন এবং বৃটিশ ভারতের সিমলাস্থ জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এ কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের শাখায় সেকেণ্ড গ্রেড স্টাফ অফিসার পদে নিযুক্ত হন।

ভারত বিভাগের পরপরই তিনি পাকিস্তানের জন্য অংশ নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বছর সাতই অক্টোবর পাকিস্তানে তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে তাকে উন্নীত করা হয়। তারপর ১৯৪৮ সালে তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজের কোর্সে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সনে স্টাফ কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর তাঁকে তদানীন্তন চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল রেজিনাল্ড হাটন-এর সহকারী স্টাফ অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়।

এরপর বিভিন্ন পদে সৈন্যবাহিনীতে অধিনায়কত্ব এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জনের পর ১৯৫২ সনের দিকে তাঁকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের ভার দেয়া হয়। ১৯৫৫ সনে তাঁকে ই,পি রাইফেলস এর অতিরিক্ত কমাডান্ট পদে বহাল করা হয়।

১৯৫৬ সনে তিনি কর্ণেল পদে উন্নতি হন এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর জেনারেল স্টাফ এ মিলিটারী অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি বহু আন্তর্জাতিক সামরিক ও পরিকল্পনার বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন।

১৯৬৪ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানকার সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, পদাতিক এবং বিমানবাহী শত্রু ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন।

১৯৬৭ সনে জেনারেল ওসমানী সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবশেষে ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসে বাঙালীরা তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দেয় এবং বাঙালী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে তাঁকে বরণ করে নেয়। একই সঙ্গে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন। আজ তাঁরই অধিনায়কত্বে বাংলার সংগ্রামী সেনারা এগিয়ে চলেছে এক নবতর ভবিষ্যতের পানে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
লণ্ডনের চিঠিঃ	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১ জুলাই, ১৯৭১

লণ্ডনের চিঠি

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে রাজনৈতিক সমাধান

জলের উপর আল্পনা কাটার নামান্তর

(মাহমুদ হোসেন প্রদত্ত)

পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট ইংরেজী 'দৈনিক মর্নিং নিউজের' করাচী সংস্করণের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মিঃ এ্যান্টনী মাসকারেনহাস সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে সপরিবারে এখানে চলে এসে সানডে টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণী দিয়েছেন তাতে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। ত্যাগী পাকিস্তানী সাংবাদিক মিঃ মাসকারেনহাস- তোমাকে জানাই অভিনন্দন।

কালজয়ী নির্ভীক সাংবাদিক বন্ধু মিঃ মাসকারেনহাস প্রদত্ত 'সানডে টাইমসের' সেই স্টোরি পাকিস্তানী কাগজ ছাপবে না এ জানি। কিন্তু সকল দেশের স্বাধীন পত্র-পত্রিকা তা ছাপিয়েছে; ভারতীয় পত্র-পত্রিকাও তা ছাপাতে কুন্ঠিত হয়নি। এখানে বন্ধু মিঃ মাসকারেনহাসের সাথে আমার আলাপ হয়েছেঃ তিনি তার দেশের (পাকিস্তান) অন্যান্য প্রত্যক্ষ করেছেন ধ্বংসলীলা। বিরাট জনপদগুলো দেখে কান্না পেয়েছে তাঁর। এই কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের যে সব জনপদ ছিল প্রাচুর্যে ভরা, হাসি গানে মুখরিত; সে সব জনপদে এখন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অধিকাংশ ঘরবাড়ীতে মানুষ নেই এমন কি নেই জানালা-দরজা। দোকানপাট খা খা করছে। সরকারী অফিসগুলো দরজা খোলা থাকলেও কোন কর্মচারী দেখেননি তিনি। যে সব উর্দুভাষী মানুষ তাঁর চোখে পড়েছে তাদের দেহ অনশন ক্লিষ্ট বা রোগাজীর্ণ। আর দেখেছেন অগণিত মানুসের ফসিল। কলকারখানার চাকা বন্ধ, মাঠে মাঠে ফসল নেই, আছে ঘাস ও অন্যান্য তৃণের সমাহার। আর দেখেছেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শুধু সেনাবাহিনীর অশুভ পদচারণা; যাদের চোখ বাজপাখীর মত সর্বত্র শিকার খুঁজছে। সে শিকারটি কি তা আর বলে দিতে হয় না। যদিও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সরকার সফরকারী সাংবাদিককে পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাসিন্দাদের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম স্বাভাবিক পরিবেশ দেখানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা দিয়ে বিভীষিকাকে ঢাকা যায়নি, যায় না। তবে মাসকারেনহাস আপ্রাণ প্রচেষ্টায় খুব গোপনে এবং সতর্কতার সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাদের সাথে আলাপ করে তিনি জানতে পেরেছেন কোন আপোষ নয়, বাংলাদেশেকে শত্রুমুক্ত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। মাসকারেনহাসের মন্তব্যঃ এই তো কথার মত কথা। ভেতো বলে অপবাদ থাকলেও বাঙালীরা সত্যিই বীরের জাত। অধিকার সচেতন বাঙালীরা নিজেদের মৌলিক দাবী প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের এ ব্যাপারে কাউকে তোয়াক্কা রাখে না।

মাসকারেনহাসের রিপোর্ট বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এই বিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে এখানে তা অনুভব করা যায়। এখন আর কিছুই লুক্কায়িত নেই। বাংলাদেশের চলমান ঘটনাবলীর কাছে

মাইলাইর হত্যাযষ্ঞ তুচ্ছ বলে এখানে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্যি ঘটনার শুরুতে ভারতের বার্তা সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি,টিআই বাংলাদেশের জনৈক হাই পারসোনালিটির বরাত দিয়ে এ ধরনের একটি খবর ক্রিড করেছিলেন। তা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে এটা কখনই পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার হতে পারে না। এমনি বাংলাদেশের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিঘোষিত স্বাধীনতা মেনে নিয়ে কোন রাজনৈতিক মীমাংসা হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। এটা বিশ্বের জনমত। কারণ পাকিস্তান আর বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে ভৌগলিকভাবে এবং অনেক দিক থেকে সম্পূর্ণ সামঞ্জ্যহীন। সুতরাং এ দুটোকে এক সুতোয় বেঁধে রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করান যায় না। আর যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশী সে ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রশাসনিক ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না। এবং তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হবে জলের উপর আলপনা কাটার নামান্তর।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্ন মাত্র	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্ন মাত্র

প্রখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজউইক-এ বাংলাদেশের গণহত্যার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে এই হত্যাযজ্ঞের সাথে ইতিহাসে অন্য কোন ধ্বংসলীলার তুলনা হতে পারে না। উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে যে, এই হত্যালীলা ও নরমেধযজ্ঞের ফল একটিই হচ্ছেঃ পূর্ব পাকিস্তান আজ নামমাত্র পাকিস্তানের অংশ। যে পাশবিকতা চালানো হয়েছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর তাতে আর কোন দিন পূর্ব ও পশ্চিমের একত্রে জোড়া লাগান যাবে না। পাকিস্তানের দুই অংশ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রক্তস্নাত বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার মাত্র।

অপর দিকে ভিয়েনার পত্রিকার সাংবাদিক বাংলাদেশ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। উক্ত প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে শাসক জাতির গর্বে উন্মত্ত পাঞ্জাবীরা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে; ফলে বাঙালীরা বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেছে তাদের স্বাধীনতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। আর এইসব অস্ত্র এখন ব্যবহার করা হচ্ছে নির্বিকার গণহত্যায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ফলে পাকিস্তানের ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি এখন কেবল সময়ের প্রশ্ন মাত্র।

সংবাপত্র	তারিখ	শিরোনাম
স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১	স্বাধীনতার দাবী করে মুজিব অন্যায় করেনি

স্বাধীনতার দাবী করে মুজিব অন্যায় করেনি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবী করে শেখ মুজিবুর রহমান কোন অন্যায় করেননি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি দেশের স্বাধীনতা চেয়ে থাকেন তাহলে তিনি রাজনৈতিক অপরাধী হতে পারেন না। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে তাই আমাদের একমাত্র দাবী, মুজিবুর রহমানের মুক্তি চাই।

কলাসীম, গাঁইঘাটা, বনগা ও বাগদার শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর কানাডার সরকারী দলের নেতা শ্রী জর্জ ল্যাচেনস সাংবাদিকদের কাছে তাঁদের এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

বুধবার নয়াদিল্লী থেকে দমদম বিমান ঘাঁটিতে নেমে তাঁরা সোজা সীমান্তে শিবিরগুলি পরিদর্শনে যান। পথের দুপাশে অগণিত জনতার মিছিল তাঁদের বার বার জিজ্ঞাসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দোভাষীকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করান, কোথায় তাদের ঘর, কত দূর থেকে তারা আসছে। সেই একই বেদনাময় কাহিনী। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সন্তানকে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে হত্যা করেছে, ইয়াহিয়ার রক্তলোলুপ বাহিনীর রক্তের তৃষ্ণা তাতেও মেটেনি। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পথেও হিংস্র কুকুরের মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুবতী কন্যাদের লুন্ঠন আর কিশোরীদের হত্যা- ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের সবারই এই কাহিনী। কানাডিয়ান পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আর দেশে ফিরে যাবে না? হ্যাঁ যাবো, যদি মুজিব আমাদের ডাক দেয়, সবার মুখে একই উত্তর।

আবেগেআপ্লুত কানাডার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা মিঃ এন্ড্রু ব্রেউইন, কনজারভেটিভ দলের নেতা মিঃ হীথ ম্যাকোয়ারি ও লিবারেল পার্টির নেতা মিঃ জর্জ ল্যাচেনস বলে ওঠেনঃ পাকিস্তানে গিয়ে আমাদের প্রধান কাজ হবে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী তোলা।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেউ যদি স্বাধীনতার দাবী করে তাহলে সে কিছু অন্যায় করবে না। কানাডায় এমন গণতান্ত্রিক দল আছে যারা কুইবেকের স্বাধীনতার দাবী তুলেছে। তাদের বিচ্ছিন্নতাকামী বলে তো জেলে পোরা হয়নি। কিংবা তাদের দেশদ্রোহী বানিয়ে পৃথিবীর সামনে হেয় করবারও কোন চেষ্ট হয়নি। নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা শ্রী এন্ড্রু ব্রেইউন তাঁদের সফরের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলেন, দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা ভারতে এসেছেন। একটি মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব। অপরটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা। মানবিকতার দিক থেকে ভারতের কাঁধে সবচেয়ে বেশী বোঝা এসে পড়েছে। কানাডা তার কতটুকু সহজ করে দিতে পারে সেদিকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান না হলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। কারণ আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া বাংলাদেশের ওপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাই ভয় হয়, রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত না হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেন, মাত্র ছ'মাস শরনার্থীদের থাকা-খাওয়ার জন্য প্রায় চল্লিঁশ কোটি ডলার খরচ হবে। কানাডা ইতিমধ্যেই কিছু অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠিয়েছে। শরাণার্থীদের দেখে যাবার পর তারাও সরকারের কাছে দাবী তুলবেন, কত বেশী সাহায্য শরণার্থীদের দেয়া সম্ভব সেদিকে নজর দিতে।

লিবারাল পার্টিও নেতা শ্রী জর্জ ল্যাচেনস বলেন, অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য পাকিস্তানকে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই এমন পরিকল্পিত গণহত্যা করার আগে তারা যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশের পরামর্শ গ্রহণ করতো তবে তা অনেক বেশী বাস্তব ও বুদ্ধিমানের কাজ হতো।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ রক্তে মোদের জ্বলছে আজ প্রতিশোধের আগুন	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

রক্তে মোদের জ্বলছে আজ প্রতিশোধের আগুন

বাংলাদেশের মুক্তিপাগল সাড়ে সাত কোটি মানুয আজ পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী জঙ্গী নাৎসী চক্রের ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। পাঞ্জাবী সামরিক আমলাতন্ত্রের পোষ্য ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতিরোধ চুর্ন করে দেয়া যাবে। কিন্তু বিগত ১১০ দিনের যুদ্ধে বাংলার মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী মানুযের হাতে ২৩ হাজার ভাড়াটিয়া সৈন্য নিহত হয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পুর্নরূপে বিধ্বস্ত। রপ্তানি বানিজ্য শুন্যের কোঠায় এসে পৌছেছে। অপর দিকে পাক-সামরিক চক্রের দিবা-স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতাকামী বাংলার গণমানুষ আজ প্রমাণ করেছে যে, ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার মানুযের রক্তের মতই বাংলার মানুযের রক্ত লাল। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কুলে কুলে আজ প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। ভাড়াটিয়া সৈন্যের কামান স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের এ যুদ্ধ চলবে। রূপসী বাংলার দুচোখে জ্বলছে ভয়াল বহ্নশিখা। সোনার বাংলায় আজ দাবানলের মত প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে। ভাড়াটিয়া সৈন্যের কামান স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুয়ের এ যুদ্ধ চলবে। রূপসী বাংলার দুচোখে জ্বলছে ভয়াল বহ্নশিখা। সোনার বাংলায় আজ দাবানলের মত প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
আমেরিকা তোমার পতাকার তারাগুলো যেন বুলেটের গর্ত	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ জুলাই, ১৯৭১

আমেরিকা, তোমার পতাকার তারাগুলো

যেন বুলেটের গর্ত

আমেরিকা বার বার বলেছিল, পাকিস্তানকে আর নতুন করে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হচ্ছে না এবং পুরনো শর্তানুযায়ীও অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছেনা। এই কথা দেয়া হয়েছিল ২৫শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত। কিন্তু দেখা গেল সবই নির্ভেজাল মিথ্যা। তারপর যখন নিউইর্য়ক টাইমস অস্ত্র পাঠাবার কথা ফাস করে দিল তখন মার্কিন সরকার নাকে কেঁদে বললেন ওটা আমলাতান্ত্রিক ‘মারপ্যাচ‘। কিন্তু সম্প্রতি ‘থলের বিড়াল‘‘ বেরিয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্র নন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজের দায়িত্বেই অস্ত্র জোগাচ্ছেন পাকিস্তাকে তিনি নিজেই আমলাতন্ত্রের পরামর্শ খারিজ করেছেন। সেই অতি পুরাতন যুক্তি পাকিস্তনকে অস্ত্র না দিলে দেশটা চলে যাবে চীনের খপ্পরে ইত্যাদি।

সমগ্র পৃথিবী যখন বাংলাদেশের ইয়াহিয়ার সামরিক আমলাতন্ত্রের মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিন্দায় মুখর ঠিক তখনই পেন্টাগনের কর্তৃপক্ষ ইয়াহিয়ার রক্তাক্ত হাতকে সবল করার জন্য অস্ত্র পাঠাচ্ছে। আমরা জানি মার্কিন সরকার তার শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করে। সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা ‘বিজনেজ উইক‘ বলেছে যদি ভিয়েতনামের যুদ্ধ বাবদ সরকারী খরচ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমেরিকার বৃহত্তম দুইশত কোম্পানীর মধ্যে একশ পঁচাত্তরটাই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে অর্থ্যাৎ এতেই বুঝা যায় যে, পেন্টাগণ কর্তৃপক্ষ তাদের অস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন। আমেরিকার সমরনায়কেরা ও সমরশিল্পের সম্রাটেরা নতুন নতুন যুদ্ধের এলাকা খুজে বেড়াচ্ছে কারন তাদের তৈরী সমর সম্ভার বিক্রির ব্যবস্থা করতে হলে যুদ্ধ বাধানো চাই।

পাকিস্তানকে আমেরিকা যতই অস্ত্র পাঠাক না কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারোর নেই। ভিয়েতনামের মানুয় যেমন মার্কিন ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে, বীর প্রসবিনী বাংলার মানুয় আজ সেইভাবে জবাব দিতে প্রস্তুত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ বিচিত্র নয়-অবাস্তব নয়	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বিচিত্র নয়-অবাস্তব নয়

ফ্রান্সের দৈনিক লামদ পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছেন যে, ‘‘জনগণ চাইলে আমি শেখ মুজিবকে ক্ষমা করতে পারি।’’ এবং ভারত ও পাকিস্তান বিরোধ আলাপ-আলোচানার মাধ্যমে হওয়া উচিত যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, এই বিরোধ মীমাংসায় তিনি যে কোন লোকের সাথে যে কোন স্থানে বসতে রাজী আছেন। ইয়াহিয়ার ‘জনগণ‘ কারা তা আমরা জানি না। তবে আমরা জানি বিগত গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলার গণমানুষ ব্যারিকেড বেয়নেট-বেড়াজাল ভেদ করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আজ সারা বিশ্ব জানে যে, বিগত সাধারন নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল জনতা ছয় দফা এবং এগারো দফার সপক্ষে রায় দিয়েছে। এবং সে রায় ঐতিহাসিক রায় । পৃথিবীর নির্বাচনের ইতিহাসে সে রায় অনন্য সে রায় ভাস্বর।

আজ যখন সুদূর চট্টল থেকে দিনাজপুরের রৌদ্রক্ষরা মালভুমি পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীরা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে, আঘাতে আঘাতে যখন পর্যুদস্ত করছে হানাদার পাক-দস্যুদের; তখন পাক সামরিকচক্র বাংলাদেশে তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে, আজ ভুল করতে শুরু করেছে। এটা বিচিত্র নয়-এটা অবাস্তব নয়, এটাই স্বাভাবিক। এ ছাড়া ইয়াহিয়া ‘ভারত পাকিস্তান বিরোধের মত একটা কল্পিত ভুত আবিস্কার করেছেন-বিশ্ব জনমতকে ধোকা দেয়ার জন্য। তিনি আবদার করেছেন যে, ‘যে কোন লোক‘ এর সাথে ‘যে কোন স্থানে‘ তিনি বিরোধ মীমাংসায় বসতে রাজী আছেন। কারা সেই যে কোন লোক কোন সে স্থান? কারা সেই লোক যারা একটি বর্বর পশুর সাথে আলোচনায় বসতে যাবে? মানব ইতিহাসের দুরপনেয় কলংক সৃষ্টিকারী নায়কের সাথে কারা আলোচানায় বসবে আমরা জানি না। কি সে বিরোধ আমরা তাও জানি না। তবে আমরা জানি বাংলাদেশের মাটি আজ দুর্জয় ঘাটিতে পরিনত হয়েছে। এক লক্ষ মুক্তিবাহিনী সুন্দরবনের বাঘেরমত ক্ষিপ্রতা নিয়ে যে কোন মুহুর্তে সম্পুর্নভাবে পরাজিত করবে হানাদার পাক-বাহিনীকে। মুক্ত করবে বাংলার মাটি আর মানুষকে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মৃতনগরী ঢাকা	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

মৃত নগরী ঢাকা

(কলকাতা প্রতিনিধি)

রেডিও সুইডেনের প্রতিনিধি মিঃ এরল্যাণ্ডসন তিনি দিনব্যাপী বাংলাদেশে সফর সমাপ্ত করে সম্প্রতি দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানান যে, ঢাকা সন্ত্রাসকবলিত শহরে পরিনত হয়েছে। সুর্যাস্তের পুর্বেই দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সেই সময়ে যুবকদের রাস্তায় দেখা যায় না। এ ছাড়া সর্বত্রই পাক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে, এমনকি ডাকঘরেও হোটেল ইন্টারকনটিনেনটালে সামরিক প্রহরা রয়েছে। হোটেলে প্রবেশ করার ও বাইরে আসার সময় তল্লাশী চালানো হচ্ছে।

মিঃ এরল্যঅণ্ডসন বলেছেন যে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছাত্রের তালিকা রয়েছে, কিন্তু তিন থেকে চারশো ছাত্র ক্লাশে যোগ দেয়। সংবাদপত্রগুলির ওপর সেন্সরের কড়াকড়ি ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ শব্দটির সংবাদপত্রের মধ্যে কোন স্থান নেই এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত যে কোন সংবাদের ঐ একই অবস্থা। তিনি আরো বলেছেন যে, সফররত বিদেশী সাংবাদিকদের পক্ষে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব। ঢাকার বাইরে সফর সম্পুর্ন নিযিদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপের বিভিন্ন সংবাদ বিভিন্ন সুত্রে শহরে এস পৌঁছায়। গেরীলাদের মাইন আক্রমনে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ডুবানোর সংবাদ ঢাকায় পৌছেছিল।

মিঃ এরল্যাণ্ডসন ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, যেহেতু ত্রান সামগ্রী বিলি বন্টনের দায়িত্ব পাক কর্তৃপক্ষের হাতে সেহেতু বন্টন মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ত্রান সামগ্রীর সিংহভাগই পাক সেনারা ভোগ করেছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রঃ বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

''এ লড়াই বেঁচে থাকার লড়াই, এ লড়াই মৌলিক ও মানবিক অধিকার সুরক্ষিত করার আন্দোলন-এ লড়াই স্বাধীনতার লড়াই। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।'' সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

আমাদের সরকার এমন এক রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক যে রাষ্ট্র হবে সার্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এবং যার বৈদেশিক নীতি হবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ''- মুক্তি বাহিনীর দুর্জয়ঘাটি রৌদ্রক্ষরা মালভুমি দিনাজপুরে প্রায় তিন হাজার সুশিক্ষিত গেরিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দীপ্তকণ্ঠে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে সকল প্রকার মতপার্থক্য পরিহার কারার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, এই সংকটকালে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ রাজনৈতিক, মতপার্থক্য কোন প্রকার বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না।'' এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন হাসপাতালে ৫০ জন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ব্যাক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন্ সাক্ষাৎকালে আহত মুক্তিযুদ্ধাদের মধ্যে অসীম সাহস ও মনোবল প্রত্যক্ষ করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। আমাদের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি জানান যে, মুক্তাঞ্চল সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মুক্তাঞ্চলের জনসাধারনের মধ্যে অসীম সাহস ও মনোবলের ভুয়সী প্রশংসা করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাষ্ট্রসংঘে 'পাক অপপ্রচার' ব্যর্থ হয়েছে	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

রাষ্ট্রসংঘে 'পাক অপপ্রচার' ব্যর্থ হয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মুজিব নগরঃ রাষ্ট্রসংঘ সাধারন সভায় বাংলাদেশে সম্পর্কে পাক অপপ্রচার এবং এ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ প্রতিনিধিকেই প্রভাবিত করতে ব্যার্থ হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে এখানে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ এই কথা জানান।

অধ্যাপক আহমেদ জাতীয় আওয়ামী দলের (ওয়ালী মুজাফফর গোষ্ঠী) সভাপতি। তিনি বলেন, সাধারন সভায় যারা কোন পক্ষের সমর্থনে ভাষণ দেননি, এমন কি সে সব প্রতিনিধিদের মধ্যেও বাংলাদেশ প্রশ্নে বিপুল সহানুতুতি লক্ষ্য করা গেছে।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহু সদস্যের সঙ্গে কথা বলার পর তারা আমাদের বাংলাদেশ প্রশ্নে নৈতিক সমর্থনদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই সব প্রতিনিধি এবং বহু মার্কিন সিনেটর মনে করেন যে, গত ছয় মাসের ঘটনাবলীর পর বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। প্রশ্ন যেটা তা হল সময়ের।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সম্পর্কে আরব দেশগুলির মনোভাবের কথায় অধ্যাপক আহমেদ বলেন, কিছু আরব দেশসহ বিদেশী প্রতিনিধিরা আমাদের জানিয়েছেন যে, ঠিক সময় এলই তারা আমাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তৈরী।

প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি লণ্ডনে দলের নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রী ওয়লী খান সমেত কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হন তারাও বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক আহমেদ জেনেছেন যে পশ্চিম, পাকিস্তানীরাও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ন হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৫র্ম সংখ্যা	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন

সমগ্র বাঙালী আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ যুদ্ধ মহান যুদ্ধ- এ যুদ্ধ পবিত্র যুদ্ধ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা এ যুদ্ধের সৈনিক। যে কোন মূল্যেই হোক এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবই। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের এই জয়লাভকে নস্যাৎ করতে পারবে না। কেননা আমরা আজ সংকল্পবদ্ধ। চট্টল থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত এর রণাঙ্গন। ক্ষেত-খামার-স্কুল-কলেজ আর কলে কারখানায় এ যুদ্ধ চলবে আমাদের আজকের যুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের যুদ্ধ। আমাদের আজকের যুদ্ধ সাম্রজ্যবাদ উপনিবেশবাদ পুজিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের আজকের যুদ্ধ সুখী সমৃদ্ধশালী কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার বাংলাদেশ গড়ার। বাংলাদেশের মাটিতে কবরস্থ হয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান আত্মহত্যা করেছে। গড়ে উঠেছে নতুন দেশ নতুন জাতি বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতি্ সুজলা-সুফলা বাংলা, বীর প্রসবিনী বাংলা। লক্ষ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তে বিধৌত বাংলা- কোটি কোটি গাজীর বাংলা। যে দেশ যে জাতি মাতৃভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছে স্বাধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে রক্তের মুল্যে স্বাধীনতা কিনেছে, সে জাতি পৃথিবীতে অমর, সে জাতির কথা পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। সে জাতি আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সে জাতি আজ আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	২২ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত জনগণ আজ পশ্চিমা বর্বর জঙ্গীশাহীর পশু-জনোচিত হামলার হাত থেকে স্বীয় মাতৃভুমির ও লাখো লাখো নর-নারীর মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য মরণপণ করে রুখে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাক হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য চলছে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত খান সেনাদের নায়ক নাদির শাহীর উত্তরসুরী টিক্কা খান ভেবেছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভেঙ্গে দিয়ে যাবে বাঙালীর প্রতিরোধ, তাদের আবদ্ধ করা যাবে চিরদিনের মত গোলামীর শৃঙ্খলে। কিন্তু তাদের সে দুরাশা সম্পুর্নরূপে নসাৎ করে দিয়ে বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে রেখে ঘোষণা ‘স্বাধীনতা’ গঠিত হল বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে লাখো লাখো মুক্তি সংগ্রামীরা নিচ্ছে হানাদার বাহিনীদেরও খতম করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। দিন দিন বাড়ছে মুক্তি বাহিনীর শক্তি। শত্রুর কামান চিরতরে স্তব্দ না করা পর্যন্ত থামবে না এ যুদ্ধ। বিশ্বের ইতিহাসে যখনই কোন বিদেশী শক্তি অস্ত্রের জোরে পরের দেশ দখল করেছে তখনই তারা চেষ্টা করেছে সে দেশে শিখন্ডী সরকার খাড়া করার। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা খানও সেই মহাজনী পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যে জনগণের মধ্যে বিবেধ সৃষ্টি করা, তাদের মনোবল নষ্ট করা, চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে তাদের সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্রেরও হবে না , হতে পারে না। শোষক নিপীড়িত বর্বর এই পশ্চিম পাকিস্তানী চক্র হয়তো ভেবেছে যে, আওয়ামী লীগকে অবৈধ ঘোষণা করেও শিখন্ডীদের তারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করাবে। তাই তারা আজ দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে বাংলার কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফরদেরকে।

তাই আমরা, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে সেনারা অধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর বা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার সাথে বাংলাদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখনই পেয়েছে বুলেট ও বেয়নেট, রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার জনপদ।

১৯৫০সালে যে প্রবঞ্চনা পেয়েছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই ১৯৭১ সালে। ব্যবধান মাত্র ১৬টি বৎসরেরঃ তারিমধ্যে বাঙালী জাতি আত্মত্যাগের মহিমায় মহান নেতার আদেশে একতাবদ্ধ। ধোকাবাজি আর প্রবঞ্চনা ধরা পড়েছে আমাদের চোখে। তাই আজ আমরা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য অস্ত্র হাতে নিয়েছি সে প্রবঞ্চনা আর ধোকাবাজির চির অবসান ঘটাতে।

’’কাল মৃত্যুঞ্জয়ী কাউকে কোনদিন ক্ষমা করে না, করতে পারে না।’’

-আমরাও ঠিক সে কালকে সামনে রেখে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ রক্তের মাধ্যমেই নেব। স্বাধীনতা আমাদের অক্ষুন্ন থাকবেই। পৃথিবীর মানচিত্রে অন্যমত আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও আদর্শ বাঙালী জাতির জয় সুনিশ্চিত ।

’’জয় বাংলা’’

* বাংলাদেশঃ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাংলাদেশ সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে আবুল হাসান চৌধুরী কতৃ্ক সম্পাদিত এবং আব্দুল মমিন কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস, রমনা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	১৯ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বর্তমানে আমরা অসম যুদ্ধে লিপ্ত্ আমাদের এই সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রতিষ্ঠার, অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দর সুখী জীবন প্রতিষ্ঠার, পরাধীন হতে স্বাধীন হবার যে স্বাধীনতা পেলে নির্বিচার গণহত্যার পুনরাভিনয় হবে না, শোষণের অবসান হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ যেখানে থাকবে মানবের মানবিক অধিকার, ধর্ষিতা মা বোনের বুক ফাটানো কান্নার পরিসমাপ্তি হবে সেখানে।

আমাদের শত্রুরা পাশবিক উত্তেজনায় মত্ত; রক্তের লালসায় এদের কামনা আকাশ প্রমাণ। ধর্মের নাম করে এরা গত ২৪ বৎসর যাবৎ আমাদেরকে করেছে প্রাণান্ত শোষণ। এই ধর্মের দোহাই মুখে উচ্চারণ এরা ধ্বংস করেছে মসজিদ, মক্তব, গুলি করেছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে, হত্যা করেছে নামাজে দন্ডায়মান মোক্তাদিকে। গ্রামকে গ্রাম উজার করেছে । পরিত্যাক্ত মসজিদগুলো আল্লাহুর আহজারি করছে; এরা মুসলমান রমনীদের উপর করেছে বলাৎকার অন্তহীন পাশবিক অন্যাচার কাণ্ড দেখে মনে হয় এরা হাদিস বর্নিত খানে দজ্জাল। এ কথা অজানা নয় যে এরা শুধুমাত্র নিজেদের বাজার এবং শোষণ পাকা পোক্তা রাখতে আমাদের ধর্মপ্রাণ নির্বোধ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে এতসব অপকর্ম ঢাকতে চেষ্টা করছে।

এদের আছে আধুনিক যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, উন্নত শিক্ষাপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী। আমরা নিরস্ত্র সাধারন মানুষ। এই দলে রয়েছে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, জনতা, উকিল, মোক্তার. ডাক্তার, শিক্ষক বুদ্ধিজীবী পুরো সম্প্রদায়। এরা আমাদের শেষ করে দিতে চায়। তাই বাংলাদেশের যারা চিন্তা করতে শিখেছে, তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই জন্যেই বেঁচে থাকার দুর্জয় ইচ্ছা নিয়ে আমরা গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলছি।

আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিক ও গেরিলারা মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করছে। গণপ্রতিনিধিরা পরিকল্পনা দিচ্ছেন। আমরা কলম ধরে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে আমাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে অবহিত করছি। মোট কথা সকলেই আমরা সংগ্রামে লিপ্ত; প্রত্যেকের যোগ্যতা মাফিক আমরা কর্তব্যে লিপ্ত। যারা একান্তভাবে অক্ষম, কর্মশক্তিহীন, তারাও গণমত অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে নিয়োজিত্ মনে রাখতে হবে কোন কাজকর্ম না করে শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক সমালোচনায় লিপ্ত থাকা যে কথা, পাক বাহিনীর প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা এক কথা। বিবেক কাউকে রেহাই দেবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এই প্রহসন নতুন নয়	স্বদেশ ১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা	১৬ আগষ্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

এই প্রহসন নতুন নয়

বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য এই জাতীয় ষড়যন্ত্র ও বিচারের নামে প্রহসনের অবতারনা এই নতুন নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। তাই তো পাকিস্তান সংগ্রামে যাদের দান সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে তারা পেয়েছে নির্বিচার জেল, জুলম, লাঞ্জনা বঞ্চনা। ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের নাম কৌশলে মুছে দেয়া হয়েছে। বাংলার অগ্নিপুরুষ শেরে বাংলাকে পেতে হয়েছে দেশদ্রোহী আখ্যা; সম্মুখীন হতে হয়েছে বিচার প্রহসনের। মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দীকে পেতে হয়েছে ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুকুর খেতাব; আমৃত্যু অশেষ লাঞ্জনা, নিপীরণ জেল জুলুম। বাংলার মহান নেতা বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মজিবুর রহমান আজ ইয়াহিয়ার তথাকথিত আদালতে বিচারের নামে প্রহসনের সম্মুখীন। মূলত এই প্রহসন নতুন কিছু নয়। বাঙ্গালীর সামগ্রিক মানবধিকার সংরক্ষনের জন্য যে কণ্ঠ সদা সর্বদাউচ্চকিত হয়েছে সে কণ্ঠ হয় ইসলাম বা জাতীয় সংহতির শত্রু; ভারতের চর নতুবা দেশদ্রোহী আখ্যায় ভুষিত করা হয়েছে। জানা কথা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে পশ্চিমা প্রভুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আই তো জেল জুলুম হয়রানি তার নিত্যসঙ্গী। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন আমলে তাকে ৬টি মিথ্যা মামলার জের টানতে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছিল। বিনা বিচারে দীর্ঘ কারবাসের পর সসম্মানে মুক্তি পেয়ে ১৯৬২ সালে তিনি পুনরায় কারান্তরালে যেতে বাধ্য হলেন। ৬৪ সালেও তিনি আয়ুব খার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের সপক্ষে নির্বাচনী অভিযানে নেমে বহু মিথ্যা মামলাজনিত হয়রানী সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস হতে আরাম্ভ করে মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গড়ে দৈনিক তার বিরুদ্ধে একটি করে মামলা আনীত হয়। এই সময় অস্ত্র সংগ্রহ ও গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির অভিযোগও নেতার বিররুদ্ধে আনা হয়। তারপর দীর্ঘ ১১ মাস কারাবাসের পর তার বিরুদ্ধে আনীত হয় কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অভিযোগ আনা হয় যে ভারতের যোগসাজশে ও অর্থানুকূল্যে নেতা বাংলাদেশেকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিনত করতে চেয়েছিলেন। আয়ুব খার আদালতে নয় পূর্বের ন্যায় গণআদালতের রায়ে তিনি মুক্তি পান। দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটেছে। এবারে মঞ্চে ইয়াহিয়া । এবারেও নেতার বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ। বহ বিচিত্র সেই সব অভিযোগ্‌একটা জিনিস লক্ষনীয়, আজকে যিনি মদ্যপ, নরখাদক ও ব্যাভিচারীদের আদালতে বিচার প্রসহসনের সম্মুখীন তিনি অতীতেও এই জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের কাছে দেশদ্রোহিতার আখ্যা পেয়েছিলেন। আকার আকৃতিতে না হউক চরিত্রগত দিক থেকে গোলাম মহম্মদ মীর্জা বা আয়ুব ইয়াহিয়া সমগোত্রীয়। আজ যারা বিচারক, আমাদের দৃষ্টিতে তো বটেই সারা দুনিয়ার সভ্য মানুষের মানদণ্ডে তারাই প্রকৃত অপরাধী। বঙ্গবন্ধু তার বিচারের বৈধতা এই দৃষ্টিকোন থেকেই চ্যালেন্স করেছেন। বহু ষড়যন্ত্র ও বহু বিচার প্রহসন থেকে বঙ্গবন্ধু অপার করুনাময়ের কৃপায় নিষ্কৃতি পেয়েছেন। অতীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে আমরা নেতাকে ফিরিয়ে এনেছি। এবারে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অস্ত্রের হুংকারে নেতাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। আমাদের চোখের জলকে করতে হবে বারুদ চিত্তকে করতে হবে সুদৃঢ়, বাংলার মাটি থেকে দুর্বৃত্তদের উৎখাত ও বন্দী করে আমরা বিনিময়ে ছিনিয়ে আনব পরমপ্রিয় নেতাকে।

একথা সত্য যে নেতার সামান্যতম ক্ষতি সাধিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা দুস্কর হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা	১৬ আগষ্ট, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায়
২৪টি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে শ্রীমতি
ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন

মুজিবনগর, ১১ ই আগষ্ট- গতকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের ২৪টি রাষ্টের প্রধানদের কাছে আবেদন জানিয়ে বানী পাঠিয়েছেন, যেন তারা শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খার উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে সামরিক আদালতে বিচার ব্যবস্থা এবং তাকে কোন রকম বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিষিদ্ধ করার যে ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খা করেছেন তাতে ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, প্রেস এবং সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

''আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই তথাকথিত বিচার প্রহসনের আড়ালে শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছে এই হত্যা সংঘটিত হলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে দাড়াবে এবং ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জনগণের মনোভাব কঠোর হওয়ার ফলে এদেশেও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সেই কারনেই আমাদের উদ্বেগ এত গভীর । তাই আপনার কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে, এই অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাতে এ ব্যাপারেও বাস্তব দৃষ্টিগোচর পরিচয় দেন, তার জন্য আপনি তার উপর আপনার প্রভাব কাজে লাগান।

শেখ মুজিব তার দেশের জনগণের এক অবিসম্বাদিত নেতা, বিপুলভাবে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার সাফল্য সাম্প্রতিক কালে বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির মধ্যে হয়ত সবচেয়ে চমকপ্রদ। আমাদের দেশে জনমত, প্রেস সংসদ এবং সরকার এবং সরকার সবাই দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী কার্যকলাপের ফলে আমাদের দেশ জটিল সমস্যার সম্মুীন হয়েছে; পাক সরকার শেখ মুজিবের প্রাণনাশ করলে বা তার কোন ক্ষতি করলে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাতে এই সমস্যা দশগুন বৃদ্ধি পাবে।

আমরা আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনি পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানান, যেন তাঁরা তাদের এবং আমাদের দেশকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলার মত কোন কাজ না করেন। পাক সরকার শেখ মুজিবের কোন ক্ষতি করলে তার ফল মারাত্মক হবে।

গতকাল শ্রীমতি গান্ধী এই আবেদনটি পাঠিয়েছেন নিম্মোক্ত দেশগুলির রাষ্ট্র প্রধানদের কাছেঃ আরব সাধারণতন্ত্র, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, হল্যাণ্ড এবং আরো কয়েকটি দেশ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ৬ দফা না মুজিববাদ?	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	২৩ আগষ্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

৬ দফা না মুজিববাদ?

বাংলাদেশে বহু বিচিত্র দেয়য়ালের লিখন দেখেছি। কোথাও দেখেছি পাঞ্জাবী কুকুর বাংলা ছাড়; আবার কোথাও দেখেছি পশ্চিম পাকিস্তানী পশুরা মানুষ হত্যা করেছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ করেছি, বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘজীবি হউক। এক জায়গায় দেখেছি লেখা রয়েছে মুজিববাদ দীর্ঘজীবি হউক। এই পোষ্টারটি আমার চিন্তাস্রোতকে বিঘ্নিত করেছে , তাড়িত করেছে নতুন ভাবনার পথে। সত্যি কি মুজিববাদ বলে বিশ্বে কিছু প্রতিষ্ঠিত হতে যাচেছ?

আজকে শেখ মুজিব কোন ব্যাক্তির নাম বা কোন দলীয় প্রধান নয়, শেখ মুজিব এক কালজয়ী আদর্শ, এক জ্বলন্ত শিখা। এই অগ্নিশিখার আলোকে অনাগত ভবিষ্যতের অগনিত নিপীড়িত জনতা পথ দেখে নেবে। বিশ্বের যেখানে অত্যাচার , অনাচার, সাম্রজ্যবাদী শোষণ-শাসন, ফ্যাসিবাদী নির্যাতন, নিমর্ম আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজমান, সে সব এলাকার মানষের জন্য মুজিব এক বলিষ্ট সোচ্চার প্রতিবাদ, স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অনড় চ্যালেঞ্জ; বাস্তব, প্রাণবন্ত ও নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতীক এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিমূর্ত প্রকাশ। অন্যান্য বহু প্রসঙ্গকে না টেনেও শুধুমাত্র নেতা প্রনীত ৬ দফা কর্মসুচির আলোকেই উপরিউক্ত সত্যকে নির্দ্ধিধায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা যদিও পাকিস্তানের দুটি বিচ্ছিন্ন অংশের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরনের একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী চিল, আজকের দিনে সেটা বাংলাদেশের জন্য এক দফায় রূপান্তরিত হলেও অদূরভবিষ্যতে এর আবেদন চিরন্তন বলেই আমাদের বিশ্বাস । ৬ দফা কালজয়ী, ৬ দফা এখন মুজিববাদ এ রূপান্তরিত। তদানীন্তন পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট এলাকা বাংলাদেশ এখন স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিরাজমান। পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ভঙ্গপ্রায়, টলটলায়মান। বিলুচিস্তানের মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়িত। ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর কাছে লিখিত একটি পত্রে সেখানকার ছাত্র-শ্রমিক , রাজনীতিবিদ তথা সাধারন মানুষের পাঞ্জাব বিদ্বেষী মনোভাব স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। পাকিস্তানে যে জাতিগত বৈশিষ্ট চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত, আঞ্চলিক শোষণের শিকার হিসাবে অবহেলিত্ এলাকার চেতনা মুমূর্ষ প্রায়, পাঞ্জাবী শোষক ও শাসকের জগদ্দল পাষাণ বেদী হতে মুক্তির চিরন্তর আকাঙ্কা আকাশ প্রমাণ, তারই মুর্ত প্রকাশ উক্ত পত্র। অপর দিকে সীমান্তের মানুয়েরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে সোচ্চার্ সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফফার খানের অতীতের বক্তব্য ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ, তদীয় সন্তান ওয়ালী খানের সাম্প্রতিক বিবৃতি একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে জাতিগত সত্তার বিলুপ্তি বা অবলুপ্তি অসম্ভব , সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অকল্পনীয়। এই চেতনাবোধের গভীরতা আর ব্যাপ্তির পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা এবং সুনিদির্ষ্ট রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছে। সারা পশ্চিম পাকিস্তান ভগ্নোন্মুখ। বিদ্রোহ ও বিক্ষোপ ঘনায়িত। এমনি পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রায় বিলীয়মান। এমতাবস্থায় কোন যাদুমন্ত্র, রক্তচক্ষু, সামরিক জান্তার নির্বিচার গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ বা নারী ধর্ষণ পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত রাখতে অক্ষম । এই মুমুর্তে ভগ্নোন্মুখ পশ্চিম পকিস্তানের আশু বিচ্ছিন্নতা রোধের জন্য প্রয়াজন বঙ্গবন্ধু প্রনীত ৬ দফা কর্মসূচীর অনুরূপ কোন বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ। এ কথা সত্য যে ৬ দফার আক্ষরিক প্রয়োগ হয়ত সেখানে সম্ভব নয় কিন্তু তার

গভীরতম প্রদেশে নিহিত চূড়ান্ত বক্তব্যটিকে গ্রহণ করতেই হবে। মার্কসবাদ লেনিনবাদও প্রনেতাদের ধ্যান ধারনাকে অতিক্রম করে অবস্থা ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়েছে বিভিন্নতা। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে কতকগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে ৬ দফা বা মুজিববাদও পরিবেশের প্রভাবহেতু রূপান্তরিত হবে সত্য কিন্তু তার অন্তর্নিহিত মৌলিক সত্যটি কোনক্রমে ম্লান হবে না। বিশ্বের দেশে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে, রয়েছে সাম্রজ্যবাদী শাসন-শোষণ ; অত্যাচার, অনাচার নিপীরিনের অবসান আজও ঘটেনি, আজও স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা গণতন্ত্রের টুটি চেপ ধরছে। অন্যগত বিশ্বে এই জাতীয় বৈষম্য, শোষণ-শাসন বা নিপীড়রনের রূপান্তর ঘটবে বটে, তবে একেবারে তিরোহিত হবে না। এই জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যাধি নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রয়োজন এর নাম ৬ দফা না হলেও কিছু একটা হবে কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতার আবেদন চির ভাস্বর । মুজিববাদ তাই স্থান-কাল- জয়ী-।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুনঃ দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	২৩ আগষ্ট, ১৯৭১

শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলুন
দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আবেদন

মুজিবনগর, ২০শে আগষ্টঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম তাহা হইল সর্বাত্মক মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নির্দেশানুসারে শত্রুর মোকাবেলা করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়িয়া তোলা এবং শত্রুর অর্থনৈতিক অবরোধ কায়েম করা। অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করিয়া দিতে পারিলে শত্রু দুর্বল হইবে। বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন বাংলাদেশ সরকার।

উক্ত নির্দেশনামায় বলা হইয়াছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিভিন্ন ফসল যথা পাট, চা, তামাক প্রভৃতির উৎপাদন বন্ধ রাখুন, আলু, ডাল ও কৃষি দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করুন। খাদ্যশস্য ব্যাপকভাবে উৎপাদানের মাধ্যমে দুভির্ক্ষ প্রতিরোধ করুন। শ্রমিকদের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা যেন কলকারখানায় যোগদান হইতে বিরত থাকেন।

জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া বলা হইতেছে, আপনারা সামরিক সরকারকে কোন প্রকার ট্যাক্স দিবেন না। আপনাদের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারই একমাত্র বৈধ সরকার। নির্দেশনামায় বলা হয়েছে খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ বর্জন করুন, বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি নিলাম ডাক বা বন্ধক লওয়া পরিহার করুন। কোন সরকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ লগ্নী করিবেন না। কোথাও টাকা জমা থাকিলে তাহা উঠাইয়া লউন। সরকার পরিচালিত বিমান পথ, রেলওয়ে, ষ্টীমার বয়কট করুন। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী এবং অবাঙালী মালিকানাধীন প্রস্তুত দ্রব্য দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করুন। আপনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা- মনে রাখিবেন, আপনার সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের বিজয়কে আরও নিকটবর্তী করিয়া তুলিবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
খাদ্যের ব্যবস্থা হলে মুক্তাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয়া যায়	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৫শ সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

খাদ্যের ব্যবস্থা হলে
মুক্তাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয়া যায়

বোম্বাই, ২৪শে সেপ্টেম্বরঃ- ভারত সরকার যদি মাত্র তিন চার মাসের জন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহর প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে ভারত থেকে উদ্বাস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করা যেতে পারে এবং এখনই অন্তত ১৫ হাজার উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় বলে ভারতস্থ বাংলাদেশ প্রতিনিধিবৃন্দ ভারত সরকারকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুজ শেখ আবু নাসের তা প্রকাশ করেন।

শেখ নাসের বলেন, খাদ্যই বাংলাদেশে বর্তমান প্রধান সমস্যা তবে, সমগ্র মুক্তাঞ্চল জুড়ে ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে এবং তিন চার মাসের মধ্যে নতুন ফসল উঠবে, তখন কোন সমস্যা থাকবে না।

শেখ নাসের আরো বলেন, মুক্তাঞ্চলে ইতিমধ্যেই কোর্ট কাচারী ও স্কুল কলেজ বসান হয়েছে এবং আশা করা যায় তিন চার মাসের মধ্যেই পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতি হবে।

মাত্র দুদিন আগেও শেখ নাসের বাংলাদেশে ছিলেন এবং স্বল্পকাল সফরের জন্য তিনি বোম্বাইতে এসেছেন্ তার সঙ্গে এসেছেন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল।

* সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এর ১৫ ও ১৬ শ সংস্করনের ধারাবাহিক সংখ্যা, প্রকাশনার তারিখ এবং প্রকাশিত সংবাদের তারিখে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকাশিত সংবাদের তারিখের ভিত্তিতে ধারাবহিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচারঃ তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আবেদন	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৫শ সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ নারীদের ওপর পাক ফৌজের অত্যাচার
তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আবেদন

মুজিবনগর, ২৭শে সেপ্টেম্বরঃ- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি আজ রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আকুল আবেদন জানান যে, বাংলাদেশে নারীদের উপর পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী যে অত্যাচার করছে তা তন্ন তন্ন করে তদন্ত করার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

পরিষদের সাধারন সম্পাদিকা মালেকা বেগম এখানে বিবৃতি প্রচার করে বাংলাদেশের নির্যাতিত নারী সমাজের পক্ষ থেকে বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক নারী সংস্থার উদ্দেশ্যে আবেদন করেন যে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বাংলাদেশের নারীরা যে দারুন নির্যাতন ভোগ করছে তার প্রতি সহানুভূতিসুচক মনোযোগ দিন ও তা অবিলম্বে বন্ধের জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা নিন।

মিসেস বেগম অভিযোগ করেন যে প্রত্যেক জেলা, শহর ও গ্রামে যেখানে পাকিস্তানী ফৌজ তাদের ক্যাম্প পেতেছে সেখানে তারা কিছু দুরে পৃথক পৃথক ক্যাম্পে তাদের লালসা তৃপ্তির জন্য হাজার হাজার বাঙালী নারীকে আটক করে রেখেছে।

তিনি বলেন, ঢাকা ক্যান্টনমেনেন্টর কাছে একটি হারেমে পনের শতের বেশী নারীকে নির্যতন করে তিলে তিলে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাদের অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যারা গর্ভবর্তী হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে তাদের আত্মীয় স্বজনগণ তাদের হাতে বিয়ের পাত্র তুলে দেয়। তিনি বলেন, ফলে বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী হয় আত্মহত্যা করছে অথবা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউঃ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউঃ
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর-বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সব স্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

বর্তমান ঘটনার চাপে জঙ্গী সরকারের বহু তাবেদার স্বীকার করেছেন যে অসন্তোষ ক্রমস ছড়িয়ে পরছে। মাত্র কয়েকদিন পুর্বে পশ্চিম পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি নবাব নসরুল্লাহ খান মন্তব্য করেছেন যে, জাতীয় বিরোধীদের প্রভাবে বুদ্ধিজীবি মহল, ছাত্র মহল ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে চাপা সহানুভূতির লক্ষন দেখতে পাওয় যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান এটাই দঃখজনক বাস্তব অবস্থা। এমন কি পাঞ্জাবের এক শক্তিশালী মহল চাইছেন উদ্ভট একলা চলার নীতি অনুসরন করতে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুতে জাতীয় বিরোধী শক্তি দ্বিজাতি নীতির বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত করছে এবং আলাপ আলোচনা আরাম্ভ করছেন পাকতুনিস্থান জয় সিন্ধু এবং স্বাধীন বালুচিস্থান বলে।

পাকিস্তানী সংবাদপত্র নবাবজাদা নসরুল্লা খানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমনের প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি ও সমর্থনই পূর্ব বাংলার অসন্তোষ বজায় রাখতে সাহায্য করছে। আর এক বাঙালী দালাল মৌলভী ফরিদ আহমদ আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের এক শক্তিশালী মহল পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহকে সাহায্য করছে। পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার মৌলভী ফরিদ আহমদকে পাকিস্তান কাউন্সিল ফল পিস এণ্ড ওয়েলফেয়ারের সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছে। জঙ্গী সরকার সমর্থক লাহোরের ইমরোজ এবং করাচীর জং পত্রিকা ফরিদ আহমদের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে রকম ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি হবার সমূহ সম্ভবনা আছে পশ্চিম পাকিস্তানে । পূর্ব বাংলার এমন সব গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক শক্তিশালী মহল আওয়ামী লীগকে আর্থিক, নৈতিক ও মালপত্র দিয়ে সাহায্য করছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সরকার ঐ মহলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এই আশঙ্কায় যে ব্যবস্থা নিলেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মৌলভী ফরিদ আহমদ মন্তব্য করেছেন যে, অবস্থা কোন মতেই স্বাভাবিক নয়। আওয়ামী লীগ প্রভাবান্বিত পাক বিরোধী শক্তিদের আক্রমন বেশ বেড়ে গেছে। সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব সুচক কাজকর্ম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সমর্থকদের জীবন ও সম্পত্তি প্রতি পদে বিপদের সম্মুখীন। মৌলভী ফরিদ আহমদ আরও বলেছেন যে শত শত পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছেন আওয়ামী লীগ গেরিলাদের হাতে।

ফরিদ আহমদের ভাষণ দু কারনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। এর ফলে জঙ্গী গোষ্ঠীর মিথ্যা অপবাদ যে ভারতবর্ব থেকে সাহায্য পেয়ে একজন দুর্বৃত্ত বাংলাদেশে গোলযোগ চালাচ্ছে, সম্পুর্ন মিথ্যা প্রমানীত হল্ দ্বিতীয়ত, ফরিদ আহমদ স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে, প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলাদেশে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং শত শত পাক জঙ্গীশাহী তাবেদার বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্কঃ পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৮শ সংখ্যা	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্কঃ
পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর- গেরিলাদের হাতে পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গর্ভনর মুসলিম লীগ নেতা মিঃ আব্দুল মোমেন খানের মৃত্যুতে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের ও ডাঃ এ. এম. মালিকের পুতুল মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের মধ্যে মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

এইসব সংবাদে বলা হয়ে যে, মিঃ খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলীম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামী নেতারা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গোপন বৈঠক করে । এই বেঠকে নাকি তারা মন্ত্রি সভা থেকে পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। তারা পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, এই ভয়ে তারা নাকি ডাঃ মালিককে এ সদ্ধিান্ত জানাতে সাহসী হচ্ছে না।

গোপন বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেনঃ জামাত- ই- ইসলামের অধ্যাপক গোলাম আযম, মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন ও শফিউল ইসলাম পি.ডি. পির নুরুল আমিন ও ফরিদ আহমেদ।

আরও জানা গিয়াছে যে, এইসব নেতাদের অধিকাংশর পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গর্ভনরের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাদের ভয় মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটতে পারে।

সংবাদে প্রকাশ যে, এমনকি সরকারের উর্ধ্বতন বেসামরিক অফিসাররাও মিঃ খানের মৃত্যুর পর তাদের নিজ নিজ অফিসে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সেই অতীতে যেন আর ফিরে না যাই	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সেই অতীতে যেন আর ফিরে না যাই

৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ আর ২৫শে মার্চের রাতের আধার থেকে ফেলে আসা আজকের ১ লা নভেম্বর। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী জাতির অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের এক অভুতপূর্ব ইতিহাস। এই ইতিহাস সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুনতর সৃষ্টি। এই সৃষ্টি আগামী দিনের পৃথিবীকে দেখাবে নতুন পদ ও মত।

২৪ বছরের শাসন-শোসণের জিঞ্জির ভেঙ্গে বাঙালী জাতি চেয়েছিল সম অধিকারের ভিত্তিতে একত্রে বাস করতে এক পাকিস্তানে কিন্তু সম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায় এদেশের শাসক আর শোষকগোষ্ঠী ভেঙ্গে খান খান করে দিল সেই সদিচ্ছাকে। পদদলিত করে দিল তাদেরই দেওয়া নির্বাচনের রায়কে। বাঙালীর ন্যায্য অধিকার থেকে বাঙালীকে করল বঞ্চিত।

ক্ষমতা হস্তান্তর আর আলোচনার সুযোগ নিয়ে বাঙালী নিধনের যে যড়যন্ত্র ইয়াহিয়া গোষ্ঠী করে চললো বাঙালী ভাবতে পারেনি তার হিংস্রতা হতে এতো পৈচাশিক ও নগ্নতায় ভরপুর । লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র জনতাকে গুলি করে হত্যা করে আর প্রায় এক কোটি বাঙালীকে গৃহত্যাগে বাধ্য করে নয় পিশাচ ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কি আশা করেছিল সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে সাংবাদিক মিঃ এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের লিখিত গ্রন্থ দি রেপ অব বাংলাদেশ নাম পুস্তিকায়।

অপ্রস্তুত বাঙালী জাতি ক্ষনিকের তরে মুষড়ে পড়েছিল এই নারকীয় হত্যালীলা আর হত্যা যজ্ঞের রূপ দেখে কিন্তু দুর্ভাগ্য ইয়াহিয়া খানের তিনি চিনতে পারেননি এই বাঙালী জাতিকে। বাঙালী মচকাবে তবু ভাঙ্গবে না।

অচিরেই শুরু হয়ে গেল পাল্টা আঘাত হানার পালা। হাজার হাজার তরুনেরা যোগ দিতে লাগল মুক্তিফৌজে- শিক্ষা নিতে লাগলো আধুনিকতম গেরিলা যুদ্ধের কায়দা। এক একজন মুক্তিফৌজ এগিয়ে এল হানাদার দস্যুদের নিধনে। মুক্তিফৌজের আক্রমন ধারা যতই তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগল পশু ইয়াহিয়ার সামরিক শক্তি ততই অত্যাচারের মাত্রা দিল বাড়িয়ে। নিরীহ গ্রামবাসীদের ধন সম্পদ লুট করে বাড়ী ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে বাঙালী মা বোনদের মান-ইজ্জত নষ্ট করে তারা প্রতিশোধের তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠলো মেতে উঠল কিন্তু তবু আজকে কি দেখতে পাচ্ছি। এক একজন মুক্তিযোদ্ধা চার-পাচগুন শক্তিশালী হানাদার দস্যুকে খতম করে চলেছে। দুর্জয় সাহস আর মাতৃভুমিকে হানাদার মুক্ত করার বলিষ্ঠ শপথে আমাদের মুক্তিবাহিনী আজ দৃঢ় সঙ্কল্পচিত্ত । দেশ-বিদেশী বন্ধুরা দিচ্ছেন আধুনিকতম সমরাস্ত্র। শত্রুর বুকে শেষ আঘাত হানার জন্য আজ আমরা কৃত সঙ্কল্প।

আমরা জানি অমানিষার অন্ধকার কেটে গিয়ে পূর্বাকাশে নবতর সুর্যোদয় ঘনিয়ে আসছে। বাংলার আকাশে নতুন সূর্য উঠবে এবং সেই আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে প্রতিটি বাঙালীর মনপ্রাণ, আর সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী কুলবধুদের উপসনার সুমধুর কন্ঠস্বর বেজে উঠবে বাংলা মায়ের বুকে। আর সেই দৃরপ্রত্যয় নিয়েই বলতে চাই-যে অতীতকে আমরা পদদলিত করে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছি, সেই অতীতে যেন আর আমরা ফিরে না যাই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ভণ্ড নায়ক ইয়াহিয়া	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

ভণ্ড নায়ক ইয়াহিয়া

ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ চান না। আলোচনার মাধ্যমে তিনি পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী। তার মতে যুদ্ধ বাধলে উভয় রাষ্ট্রের জনগণের দুঃখ দুর্দশা বাড়বে শরনার্থী সমস্যার ও হবে না কোন সমাধান। পাক-ভারত বিরোধের কতটা ফয়সালার জন্য যে কোন সময়, যে কোন স্থানে এবং যে কোন নেতার সঙ্গে তিনি শান্তি বৈঠকে বসতে রাজি। পাক প্রেসিডেন্ট এ কথাগুলা বলছেন ফরাসী পত্রিকা লা মদের প্রতিনিদির সঙ্গে এত সুবোধ বালক ইয়াহিয়া খান তা হয়ত ফরাসীরা আগে জানতেন না। এখন হয়ত তারা হাফ ছেড়ে বাঁচবেন। পাক-ভারত যুদ্ধটা আর হল না হবেই বা কি করে? ইয়াহিয়া নিজেই বলছেন, পাকিস্তানের চেয়ে পাচগুন ভারত। তার সমর শক্তিও পাচগুন বেশী। এ অবস্থায় কি করে ভারতের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে পাকিস্তান? এখন যে উত্তেজনা চলছে তা প্রশমনের জন্য যে কেন সালিশীতে তিনি সম্মত। ইয়াহিয়ার অভিযোগ-পাক-ভারত উত্তেজনার জন্য দায়ী নয়াদিল্লী। আট ডিভিশন সৈন্য দিয়ে তারা ঘিরে রেখেছেন পূর্ব বাংলা। দলে দলে পাঠাচ্ছেন অনুপ্রবেশকারী। ওরা ধ্বংস করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা্ অসার করে ফেলছে পাক অর্থনীতি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যায় ভারতীয় হস্তক্ষেপ সহ্য করা চলে না। বর্তমান সঙ্কটের পরিণতি কি হবে তা নির্ভর করছে নয়দিল্লীর মতি গতির উপর।

চমৎকার অভিনেতা ইয়াহিয়া খান। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি দিয়েছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের হুমকি। সীমান্ত বরাবর তিনি আগে করেছেন সৈন্য সমাবেশ।

ইয়াহিয়ার আসল মতলব প্রায় সবারই জানা। তিনি চান বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত বিরোধে পরিণত করতে। তাই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও তার এত আগ্রহ-সালিশীর জন্য এক আকুতি। এক সময় তিনি বলতেন ভারতে যাওয়া শরনার্থীরা আসলে পাক-শরনার্থী নয়। ওরা কলকাতা এবং অন্যান্য শহরের ফুটপাতের বাসিন্দা। পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য তাদের ঝাটিয়ে পাঠান হয়েছে সীমান্তের শিবিরগুলোতে। পরে মতটা একটু পাল্টিয়ে বললেন দুরকমের শরনার্থী আছে। আসল এবং নকল। আসলদের ফিরিয়ে নেবো। নকলরা যথাস্থানে থাকবে। এখন বলছেন সব শরণার্থীকেই তিনি গ্রহণ করবেন তার জন্য দরকার পাক-ভারত আলোচনা। আর মুক্তিবাহিনী? ওরা পূর্ব বাংলায় ভারতীয় অনুপ্রবেশ কারী। এদের আস্কারা দিচ্ছেন নয়াদিল্লী। তার জন্যই পাক-ভারত সামরিক উত্তেজনা। বাংলাদেশের শতকরা তেরজন নাগরিক এখন দিন কাটাচ্ছেন ভারতের আশ্রয় শিবিরগুলোতে। এরা কেন গেলেন তা খতিয়ে দেখলে ইয়াহিয়া ধরতে পারতেন নিজের নারকীয় কীর্তি। যে বীভৎসতার কাহিনী জানে বিশ্ববাসী তা জানেন না এই স্বৈরাচারী মানবদ্রোহী। মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সাধনার বলিষ্ঠ প্রকাশ। তাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । স্বেচ্ছারী এবং মানবদ্রোহীর পূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া হবে না এ সংগ্রামের বিরতি । রক্ততিলকে শপথ নিয়েছেন বাংলার সন্তানরা। মারার চোটে একটু একটু করে নিমর্ম সত্য বুঝতে পারছেন ইয়াহিয়া খান। আগে তিনি বলতেন মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। এখন বলছেন জনগণ চাইলেই তাকে মুক্তি দেয়া হবে। এত রক্তপাতের পর স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে বাঙালী জনতা মহানুভব পাক সম্রাট ইয়াহিয়ার কাছে দাসখত লিখে দিয়ে মুজিবের মুক্তি চাইবে?

বাংলাদেশের হৃদয়ের কতখানি জায়গা জুড়ে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু তা কি তিনি জানেন না? ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল কি তিনি ভুলে গেছেন? শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন, গোটা দুনিয়া আজ দাবী করছে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। ইয়াহিয়া খান বলদর্পিত বধির। তার কানে পৌঁছায় না মানুষের ভাষা। তিনি বুঝে না অস্ত্রে ভাষা। তাই মুক্তিবাহিনী ধরেছে অস্ত্র। খতম করছে পাক সৈন্য। এ ভাষা যত জোরাল হবে ইয়াহিয়ার বধিরত্ব তত ঘুচবে। চালাকি দিয়ে ঢাকা যাবে না আহম্মকী। দেয়ালের লিখন পড়তে চেষ্টা করুন ইয়াহিয়া খান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজাকারাও আর বিশ্বাসী নয়	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজাকাররাও আর বিশ্বাসী নয়

ঢাকা ২৮শে অক্টোবর-এক জেলার রাজাকারদেরও অন্য জেলায় ব্যাপকভাবে বদলি করেও মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলা করবার কাজে নিয়োগ করতে পাক হানাদাররা উঠে পড়ে লেগেছে। পাকবাহিনী শহর, গ্রাম, গঞ্জ থেকে সক্ষম লোকদের এক বিশেষ আদেশ বলে সামরিক ছাউনীতে নিয়ে গিয়ে মোটামোটি গোছের একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজাকার বাহিনীতে শামিল হতে বাধ্য করছে।

জানা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত রাজাকারদের রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তির ধারনা দলে দলে মুক্তিবাহিনীর হাতে রাজাকাদের আত্মসমর্পনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই এক জেলার লোকদের অন্য জেলায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে ধৃত বেশ কিছু সংখ্যক রাজাকারদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার লোক দেখা গেছে। ধৃত রাজাকারদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, পাকবাহিনী এক ফতোয়া জারী করে তাদের রাজাকার বাহিনীতে প্রবেশ করতে বাধ্য করছে।

জনৈক রাজাকার বলেন যে, অনেকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধাচারনের ভূমিকা প্রদর্শন করেও রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে কারন এর ফলে অতি সহজে যদি প্রাণে বেঁচে থাকা যায় তাহলে অস্ত্র শস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসপর্নের নামে মুক্ত জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেযোগ্য, এত সাবধানতা সত্ত্বেও খানসেনারা রাজাকারদের আত্মসমর্পণ আটকাতে পারছে না। কারন জেলাব্যাপী ব্যাপকভাবে বদলী করেও রাজাকারদের মানসিক গতিকে অর্থ্যাৎ বাঙালীর বাংলাদেশ প্রীতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না যদিও ব্যতিক্রম কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালোভী ইয়াহিয়া তাঁবেদার।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাঙালী রাজাকাররা সাবধান	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২১শ সংখ্যা	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাঙালী রাজাকাররা সাবধান

নরপিশাচ ইয়াহিয়া খান তার বর্বর সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য বাঙালী যুবকদের জোর করিয়া রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছেন। সমাজবিরোধী এক শ্রেণীর গুণ্ডা বাদমায়েশ লম্পটরাও এই সুযোগে রাজাকার বাহিনীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ইহারা জনসাধারনের জান মালের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন ও ধনসম্পত্তি লুষ্ঠন করিয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ইদানিং মুক্তিফৌজের ক্রমাগত সাফল্যের ফলে এক শ্রেণীর রাজাকার যারা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারা মুক্তিফৌজ গেরিলাদের হাতে প্রত্যেহ আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। রাজাকারদের মনে আরও ভীতির সঞ্চার করিয়াছে যখন তাহারা দেখিতে পায় পাঞ্জাবী হানাদার বাহিনী মুক্তিফৌজের ভয়ে তাহাদিগকেই প্রথমে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়। রাজাকাররা ইদানিং তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতেছে। তাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কথাই বলিব অবিলম্বে যেন তারা তাদের অস্ত্র শস্ত্রসহ মুক্তিফৌজের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের অপকীর্তি দেশ দ্রোহিতার শামিল এবং দেশদ্রোহিতার একমাত্র শাস্তি মৃতুদণ্ড। এই মৃত্যুদণ্ড এড়াইবার পথ হইল নিকটস্থ মুক্তিফৌজ শিবিরে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২১শ সংখ্যা	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার

ঢাকা ১৫ নভেম্বরঃ গত কয়েকদিন থেকে ঢাকা শহরের সর্বত্র একটা চাপা আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে এই সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ননা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইদানিং খোদ ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান এবং বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে ঢাকার বাসিন্দারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে বলেন সেই দিন আর দুরে নয় যেদিন ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু গার্ড অব অনার দেয়া হবে। ঢাকা ও বাংলাদেশের হানাদার অধিকৃত এলাকায় অধিবাসীদের মনে এটা গভীর আনন্দের সঞ্চার করেছে। তদুপরি হানাদার কবলিত এলাকাগুলি ক্রমশই মুক্তিবাহিনী দখল করে নিচ্ছে এসব খবরও আর ঢাকা বাসীদের নিকট গোপন থাকছে না। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরনের ফলে হানাদার পাক সেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। রাতের বেলায় ঢাকা নগরীতে হানাদারের কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। তাই বিবিসি থেকে এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাতের বেলা ঢাকা নগরী মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। এমনকি দিনের বেলায়ও হানাদার বাহিনী দলবদ্ধ না হয়ে আজকাল শহর ঘুরাফেরা করতে সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সকল পুলিশ আমাদানী করা হয়েছিল তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য একদিনের ধর্মঘট করেছে। এই সকল অবস্থা আজ ঢাকাবাসীর মনে বদ্ধমূল ধারনার সৃষ্টি করেছে যে, সে দিন আর বেশী দুরে নয় যেদিন ঢাকা নগরী তথা সারা বাংলাদেশ নরঘাতক ইয়াহিয়ার দানবদের কবল মুক্ত হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ শান্তি কমিটি?	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

শান্তি কমিটি?

বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন বাংলার সজীব মাটিতে সোনার যেমন ফসল ফলে, তেমনি উর্বরতার সুযোগে আগাছাও গজিয়ে উঠে। বাংলার মাটি সিরাজ, মোহন লালকে জন্ম দিয়েছে, আবার মীরজাফর, উর্মিচাদ জগৎশেঠকেও জন্ম দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শান্তি কমিটি নামে বাংলার বুকে যা গড়ে উঠেছে তা কি মীরজাফর আর উর্মিচাদের প্রেতাত্মার বৃথা আস্ফালন নয়?

বাঙালী হয়ে বাঙালীর ক্ষতি, পাক হানাদার দুস্যদের তাবেদারী করে স্বদেশদ্রোহিতার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের শান্তি কমিটির (?) বন্ধুরা। ২৫শে মার্চের হোলিখেলায় গ্রামবাংলা এমনিতেই মৃত্যুর হিমশীতলতায় ঢলে পড়েছিল।

সামরিক চক্রের নিধনযজ্ঞের পর আবার নতুন করে অশান্তির আগুন জ্বালায় এই শান্তি কমিটির অশান্তি ওয়ালারা। এদের আচরনে ও কার্যকলাপে লক্ষ লক্ষ বাঙালী দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বহু পরিবারকে এরা সর্বহারা করে ছেড়েছে, হানাদার দস্যুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে, মা বোনদের সতীত্ব নষ্ট করার সুযোগ করে দিয়েছে আর নিজেরা সুযোগ সুবিধামত দলবলসহ বাড়ী বাড়ী হান দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এরাই আবার পাক জল্লাদদের সাহায্যের জন্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

সেদিনের ছবি আমাদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। আমরা দেখেছি কত অগনিত পরিবার একান্ত নিরুপায় হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি পাক দস্যুদের সাথে সহযোগিতা করে এর কত শত ব্যাক্তিকে নিজেদের পারিবারিক বা আর্থিক কলহের শিকারে পরিনত করে ছেড়েছে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ পুত্র, কন্যা, মা, বাপ, ভাই বোনকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে রিক্তহস্তে ভারতের মাটির দিকে ছুটে চলে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত সাফল্যে হাওয়া বিপরীত বইতে শুরু করেছে; এদের কার্যকলাপও স্তিমিত হয়ে আসছে। সুর অনেকের পাল্টাতে শুরু করছে। এখন অনেকেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হানাদার কবলিত দেশে এবং মুক্তাঞ্চলে নিজ নিজ পথে প্রাণ বাচানোর তাগিদে দুত পাঠিয়ে যোগাযোগ করবার চেষ্টায় আছেন। আবার অনেকে নাকি এখন মুক্তিবাহিনীর সহযোগীতায় এগিয়ে আসতে অসম্ভব আগ্রহের ভাবও দেখাচ্ছেন।

ইতিহাস বলে, যুগে যুগে সুবিধাবাদীরা এবং দেশদ্রোহী লম্পটেরা এমনি করেই তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতেসচেষ্ট হয়। তাই এবার আমরা জাতির অতি ঘৃনিত এই শত্রুদের দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য আমাদের একান্ত প্রিয়, সংগ্রামী চেতনায় উদ্bুদ্ধ, বাঙালী জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত বাংলার ঐতিহ্যবাহি, ত্যাগ তিতিক্ষার মুর্ত প্রতীক আমাদের যুবসমাজের প্রতি আবেদন জানাই। আমরা জানি শান্তি কমিটির দালালদের

নিকট আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই এবারের মুক্তিসংগ্রামে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই প্রতি পদে মুক্তি সংগ্রামীর মানসিক দূর্বলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক্ কিন্তু বহু ত্যাগ, বহু প্রাণ ও বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা প্রায় আমাদের হাতের কব্জায় নিয়ে এসেছি তা যেন বিন্দুমাত্র দুর্বলতার সুযোগে ফসকে না যায়।

শান্তি কমিটির অশান্তি সৃষ্টিকারীরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু মাত্র দুর্বল বা বিপথগামী করতে না পারে, সেটাই হবে আজকের দিনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একান্ত আবেদন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে কর্মসূচী নিচ্ছেন	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে কর্মসূচী নিচ্ছেন

ঢাকা, ২২ শে নভেম্বরঃ মুজিবনগর থেকে আমাদের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে এখন থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করছেন এবং এই বিষয়ে তারা ইতিমধ্যে বেশ কিছু আলোচনাও সেরে ফেলেছেন। মুক্ত বাংলাদেশে যাতে যথাশীঘ্র আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য পার্লামেন্টারী, আইন ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ সাহেব তার সহকর্মীদের সহযোগিতায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে ঢাকা বেতারের অপপ্রচার	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে ঢাকা বেতারের অপপ্রচার

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

হানাদার শত্রু কবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশে আসা নিয়ে প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম দিকে বিশেষ একটি প্রচারনা ছিল ভারতে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য আবেদন নিবেদন, অনেক দিন যাবৎ একটানা প্রচার করা হয়েছিল পাকিস্তানী সামরিক কর্তারা বাস্তুত্যাগীদের জন্য বিভিন্ন স্থানে অভ্যর্থনা শিবির (Reception Camp) খুলেছেন এবং সেই সাথে প্রচার- মহাত্মা দিয়ে প্রতিদিনই যে হাজারে হাজারে বাস্তুত্যাগী স্বদেশ) ফেরার পথে ঐ সকল অভ্যর্থনা শিবিরে আগমন করছেন, সেই খবরও জৌলুস সহকারে প্রচার করা হয়েছিল কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকরা এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রসংঘের ত্রান কমিটির কর্নধার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগাখানের সফরের পর পাক বেতারের মিথ্যা প্রচারনার খোলস খুলে পড়েছে। বিদেশী সাংবাদিকদের জবানীতেই জানা যায় বাংলাদেশের যেখানে প্রতিদিন অব্যাহতভাবে মানব ধিনযজ্ঞ ও বাড়ী ঘর, গ্রামকে গ্রাম পাইকারী হারে লুটপাট ও পোড়ানো চলছিল এবং সর্বত্র তল্লাশী চালিয়ে ধরপাকড় আর বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল এবং সর্বোপরি হাজারে হাজারে বাঙালীরা প্রাণভয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে হানাদারকবলিত অভ্যর্থনা শিবির তথা নিশ্চিত মৃত্যুর শিবিরে ফিরে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ ধরনের অভ্যর্থনা শিবিরগুলি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এবার ঢাকা বেতারের কর্তা ব্যক্তিরা প্রচারের ঢং বদলিয়ে অন্য সুর ধরেছেন। এখন বলা হচ্ছে বাস্তুত্যাগীরা দেশে ফেরার জন্য খুবই উদগ্রীব শুধু ভারত সরকার তাদের স্বদেশে ফিরতে দিতেছেন না। সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে ভারতে অবস্থিত শরনার্থী শিবিরগুলিতে মহামারী লেগেছে এবং প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার শরনার্থী প্রাণ হারাচ্ছেন।

কিন্তু আমরা শুধু ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষের নিকট একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব চাইব যে, বাস্তুত্যাগীদের জন্য যেমন মার চেয়ে মাসীর দরদের মত দেখানো হচ্ছে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিভিন্ন লাভজনক টোপ ফেলা হচ্ছে- তার আগে কি ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন- বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি অধিবাসীকে কোন অপরাধে আত্মীয়হারা, স্বজনহারা আর সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বাড়ীঘর ছেড়ে শুধুমাত্র প্রাণভয়ে ভারতের মাটির দিকে ছুটে চলে যেতে হয়েছিল? ২৫শে মার্চের রাতের আধারে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল এবং এখনও কেন সেটা বন্ধ হয়নি? বেতার কর্তৃপক্ষ অথবা তাদের পরিচালক সামরিক চক্র কি এতই অবোধ শিশু যে, তারা বুঝতে পারছে না যত রং ঢং দিয়েই প্রচার চালানো হউক না কেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দিয়ে এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পুর্বে ভারতে চলে যাওয়া বাস্তুত্যাগীরা আর দিশে ফিরে আসবেন না। আমরা এটাও জেনেছি বাস্তুত্যাগীদের একমাত্র বক্তব্যই হলো আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু যে দিন আমাদেরকে স্বদেশ ফেরার আহ্বান জানাবেন ঠিক তখনই আমরা স্বদেশ পানে ছুটে যাব এবং আমরাত বঙ্গবন্ধু ও সেই স্বকণ্ঠ আহবানের প্রত্যাশাতেই আছি এবং থাকবো।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন

ঢাকা, ২২শে নভেম্বরঃ- হানাদার মুক্ত এলাকা সফর শেষে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের একদল সদস্য তাদের সফর অভিজ্ঞতা বর্ননা করতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে বলেন যে, গত এক সপ্তাহ যাবৎ আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রু বিতাড়িত এলাকাগুলি সফর করে চলেছি। গ্রামবাসীদের সাথে আমরা ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ-আলোচনা করেছি এবং স্থানে স্থানে জনসভাতেও বক্তৃতা দিয়েছি। আমরা সর্বত্রই দেখতে পেয়েছি এত দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করার পরও গ্রামবাসীদের মনোবল একটুও নষ্ট হয়নি্ বরং এখন গ্রামবাসীরা নিজেরা্ই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখন তারা শুধু খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থাই করে দিতেছেন না উপরন্ত মুক্তিযুদ্ধাদের সহযোগিতায় দলবদ্ধভাবে হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়ে চলেছেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ আরও জানান, পাক দস্যুরা অতর্কিত হামলা দিয়ে গ্রামবাসীদের হত্যা ও বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। আশ্রয়হীন অবস্থায় আর শীতে তাদের দুরবস্থা অবর্ননীয়। তবুও তাদের একমাত্র কথা আপনারা মুক্তি ফৌজ নিয়ে শত্রুর উপর প্রবলভাবে ঝাপিয়ে পড়ুন এবং অনতিবিলম্বে সমগ্র দেশকে হানাদার শত্রুমুক্ত করে রাজধানী ঢাকার বুকে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন করুন।

আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি গ্রামবাসীরা অধীর আগ্রহে স্বাধীন বাংলা রেডিওর সংবাদ শোনার জন্য রেডিও নিয়ে বসে থাকেন। তারা আমাদের একথাও জানান আমরা ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কোন অনুষ্ঠান শুনিনা। প্রত্যেক গ্রামেই দেখলাম যুবক শ্রেণীর সংখ্যা খুবই কম্ খোজ নিয়ে জানতে পারলাম যুবসম্প্রদায় মুক্তিফৌজে ট্রেনিং নেবার জন্য বিভিন্ন যুবশিবিরে চলে গেছেন। অনেক অভিভাবক সে কথা গর্বভরে আমাদের জানাতে এগিয়ে এলেন। পিছু হটে যাওয়া হানাদার শত্রুদের ব্যাঙ্কারগুলিও আমরা পরিদর্শন করালাম ভিন্ন স্থানে আমাদের জওয়ানদের সাথে মিলে তাদের কর্মপদ্ধতিও লক্ষ্য করলাম। তাদের মুখে চোখে দেখতে পেলাম এক অভুতপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক চিহ্ন, যা থেকে সহজে্ অনুমান করা যায় শত্রুকে আমরা নির্মুল করেই ছাড়বো প্রতিদিনই তারা শত্রুনিধন করে এগিয়ে যাচ্ছে আর হানাদার বাহিনী পিছু হটে চলছে। বিদায়ের প্রাক্কালে তাদের প্রত্যেকের সাথেই হলো আমাদের গভীর মমতাভরা আলিঙ্গন আর তাদের হাতে তুলে দিলাম আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া তাদেরই সংগ্রামের ইতিহাসের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজাকারদের জন্য শেষ সুযোগ	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজাকারদের জন্য শেষ সুযোগ

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুদের মনে এক বিভীষিকাময় আতঙ্কের কালো ছায়া রেখাপাত করেছে। স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমনে পাক বাহিনী দিশেহারা, সদ্য শঙ্কিত । নিতান্ত প্রাণের দায়ে বা মুখ রক্ষার খাতিরে এরা আজ ভগ্নমনে লড়ে যাচ্ছে। এরা এতই শঙ্কিত যে, যে কোন অভিযানে তাবেদার রাজাকার ছাড়া এক পাও এগুতে সাহস পাচ্ছে না। রাজাকার নামক এইসব বকরীগুলো এতদিন খুটির জোরে বহু কুদেছে। আজ খুটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম দেখে বহু রাজাকার দলে দলে মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমেত আত্মসর্মপণ করে চলেছে।

পায়ের তলা থেকে যখন মাটি সরে যাচ্ছে, পালে যখন উল্টো হাওয়া বাইতে শুরু করেছে তখন এদ্দিন যারা ধর্মীয় বিভ্রান্তি, প্রলোভন বা সাময়িক মোহের বশবর্তী হয়ে অথবা লুটপাটের দরাজ সুযোগ লাভের জন্য সেনাবাহিনীর তল্পীবাহক হয়ে স্বাতি নিধনযজ্ঞে , অগ্নিসংযোগ ও লুন্ঠনের লিপ্ত ছিল তারা আজ সম্বিত ফিরে পাচ্ছে ক্রম। তাই দলে দলে এরা আত্মসর্মপণ করে চলেছে। রাজাকারদের কাছে শেষ সুযোগএসেছে। এদের ভেবে দেখা উচিত কার জন্য কিসের জন্য এত আত্মবলিদান করে চলেছে। একবারও কি এরা ভাবছে না যে স্বাধীন বাংলায় এদের কি অবস্থা হবে। বাঙালী হয়ে বাঙালীর প্রতি এই ক্ষমাহীন আচরনের জন্য তাদের শাস্তি পেতেই হবে। আর স্বদেশ দ্রোহিতার বা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীদের একমাত্র শাস্তিই হলো মৃত্যুদণ্ড।

এখনও কিছু সময় বাকী আছে। আজও যদি এরা মুক্তাঞ্চলে চলে আসে, কৃতকর্মের অনুশোচনা করে, তবে আমরা তাদেরকে পথভোলা মানুষ বলে পরিপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দেব। যার যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তাই সমেত আত্মসমর্পণ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ সুযোগ এসেছে রাজাকারদের কাছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ	রণাঙ্গন ১ম সংখ্যা	১১ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমরা শান্তি চেয়েছিলাম, গণতন্ত্র চেয়েছিলাম আমরা, তাই অংশ নিয়েছিলাম নির্বাচনে । কিন্তু বর্বর ইয়াহিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা শান্তি হারিয়েছি, গণতন্ত্রের হয়েছে মৃত্যু। লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু জালিম হানাদারদের বেয়োনেট, গুলির আঘাতে প্রাণ দিয়েছে ইজ্জত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়ে নাই। বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতি আজ স্বাধীন। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতা আমরা আবার ফিরে পেয়েছি। মুক্তিফৌজের বীর জোয়ানরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায়, দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে জীবনপন লড়াই করে চলেছেন। ইতিহাসের শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু দীক্ষা আমাদের স্বাধীনতার লড়াই ব্যর্থ হবে না ব্যর্থ হতে পারে না।

আমরা শান্তি চাই। কিন্তু কবরের শান্তি চাই না। এবার আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করব-আঘাতের পর আঘাত হেনে, দস্যূ হানাদারদের খতম করে। জয় বাংলা।

---

* রণাঙ্গনঃ মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক রণদূত। টাংগাইল জেলা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর থেকে প্রকাশিত। রণদূত সম্পাদকের ছদ্মনাম। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ (শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে)	রণাঙ্গন ২য় সংখ্যা	১৫ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বর্বর ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিকতম ষ্টান্ট হল শেখ মুজিববের বিচার প্রসঙ্গে। গত চার মাস ধরে বঙ্গবন্ধু এক হিংস্র বর্বর পশুর শিকার । বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এক নারকীয় পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন, প্রাণ দিয়েছেন দশ লাখ লোক। গত চার মাস ধরে বিশ্বের কাছে এই বর্বরতা এবং দস্যুতার কাহিনী উদঘাটিত হয়েছে, ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকারের নামে দস্যু সরকার বিশ্বে তার বন্ধু হারিয়েছে। বৃটেন, কানাডা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, বন্ধ করেছে সকল প্রকার সাহায্য।

অর্থনীতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান এখন পুরোপরি দেউলিয়া। বাংলাদেশের কলখারখানা পুরোপুরি বন্ধ, প্রধান অর্থকরি ফসল পাচ্ছে না সে। পাকিস্তানের উৎপাদনের সমস্তই তাদের সমকালীন কলোনী বাংলাদেশে রফতানী করত। সেটাও বন্ধ। সুতরাং ইয়াহিয়া সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা দেউলিয়া। তাছাড়া ২১ মার্চের পরে যুদ্ধে প্রথম দিকে যে আবেগ আশ্রিত আন্দোলন বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল, আজ আর তা নেই্ আবেগ আর অস্ত্র হীন আন্দোলন দিয়ে যে এখন দেশ স্বাধীন করা সম্ভব নয়, মুক্তিফৌজ তা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে অচিরেই বুঝতে পেরেছিল। সুতরাং অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা শিখতে হয়েছে তাকে। এভাবেই শক্তিশালী হয়েছে মুক্তিফৌজ। এই শক্তি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা যেমন তেমনি সমস্ত বিশ্বও সচেতন। বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বের কারো সঙ্গে আজ পর্যন্ত দেখা করতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের গণমনে ধুইয়ে উঠছে রক্তস্রোত। বাংলাদেশের সাধারন জনগণের মনে জ্বলছে রুদ্র বহ্নি শিখা। আর এসবেরই বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা এক ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠছে। বঙ্গবন্ধুর বিচার করে মুক্তিফৌজের শক্তিকে আবেগ আপ্লুত করে দিয়ে সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে সে। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গণচীনের বৈঠক প্রস্তাব এবং পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকিও এই ষড়যন্ত্রের অংশ। কিন্তু ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই মুক্তিফৌজের শক্তিকে বিভ্রান্ত করা সমস্ত বিশ্বের পক্ষেও সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার ঔদ্ধত্যের জবাব আমরা বুলেটেই দিব। বিশ্ব জনমতকেও আমরা জানিয়ে দিচ্ছি যদি ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর বিচার করতে চায় তাহলে বাংলার মুক্তিফৌজ এমন জবাব দেবে যাতে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ	রনাঙ্গন ৩য় সংখ্যা	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বয়স মাত্র সাড়ে চার মাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অর্জনের ইতিহাসে একটা বেশী সময় নয়। তবে আমাদের শ্যামল আর পলি মাটির দেশ সোনার বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্যবাহী মুক্তি সংগ্রামীরা চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই যে অসম সাহস এবং অপূর্ব রন - কৌশল প্রদর্শন করেছেন বিশ্বের সর্বকালের সর্ব দেশের সর্বযুগের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা সত্যই বিরল। সামান্যতম ক্ষতি স্বীকার না করেই আমাদের পরম গৌরব ও আশার তরী মুক্তি যোদ্ধা ভাইয়েরা নাৎসী ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনীর ৪৬ হাজারেরও বেশী পশু সেনাকে একবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। দখলদার বিদেশী বাহিনীর রসদ চলাচল বাধাগ্রস্থ করার জন্য শত শত সড়ক, রেল লাইন, কালভার্ট মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা বিধ্বস্ত করে ফেলেছেন। শত্রুর বিমান ভুপাতিত করেছেন, বহু গানবোট ও স্পীডবোট পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছেন। প্রচুর রসদ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও দলিল পত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়েছে। অফিসারসহ হাজার হাজার বর্বর তাতার পাকসেনা বন্ধী হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে অনেকে। হাজার হাজার দস্যুসেনা গুরুতররূপে আহত অবস্থা হাসপাতালে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। প্রতি দিন প্রতি মুহুর্তেই মুক্তিবাহিনীর কাছে নতুন সাফল্যের দ্বার উদঘাটিত হচ্ছে। সংগ্রামী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল মানুষ বীর মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে একাত্ম হয়ে লড়ে চলেছেন। মুক্তিবাহিনীর এই অভুতপূর্ব সাফল্যে তাদের প্রতি আমরা জানাই হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা এবং সংগ্রামী অভিনন্দন। জয় বাংলা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ	রণাঙ্গন ৩য় সংখ্যা	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে আজ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে। এ খেলা মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে শত্রু হননের খেলা। এ খেলা পাকিস্তানী বর্বর হানাদার সেনাদের খতম করে বাংলাদেশেকে মুক্ত করার খেলা। এ খেলায় জয় আমাদের অনিবার্য, কেননা আমরা সত্য ন্যায় এবং স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করছি। আমাদের পক্ষে রয়েছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবং বিশ্বের বিবেকশালী অগনিত জনতা আমাদের পক্ষে রয়েছেন বিশ্বে মানবের প্রতিপালক মহাশক্তিশালী আল্লাহ। অপরপক্ষে আছে পাকিস্তানী বর্বর দস্যু বাহিনী এবং সম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি। ওদের জয় হতে পারে না। ওদের যদি জয় হয় তাহলে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের করাল গ্রাসে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, বিশ্ব ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যাবে। সভ্যতার হবে চরম অপমান।

না তা হচ্ছে না জয় ওদের হচ্ছেনা। জয় আমাদের প্রতিটি আগামীকাল আমদের রনক্ষেত্রের বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আসেছে। আমাদের আগে উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে, বিজয়কে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। আঘাতের পর আগাত হেনে দুস্য পশু শক্তির বিষদাত ভেঙ্গে দিতে হবে, চুর্ন-বিচুর্ন করে দিতে হবে। বাংলার বীর যোদ্ধারা, বাংলা মুক্তিকামী সৈনিকেরা তোমরা আরও শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলো। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলো। নিঃশেষ করে দাও তোমাদের শেষ শত্রুকে। বাংলার মানুষ তোমাদের সাথে, বিশ্ববিবেক তোমাদের সাথে, পরম শক্তিশালী আল্লাহ তোমাদের সাথে। গুলি আওয়াজ, আঘাতের প্রচণ্ডতায় ছিনিয়ে নাও তোমাদের স্বাধীনতা। জয় বাংলা ।

----

* ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলা মুক্তি বাহিনীর বেসামরিক দপ্তর থেকে প্রকাশিত,পত্রিকাটির মূল সংখ্যায় এই উল্লেখ্য রয়েছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো	রনাঙ্গন ৬ষ্ঠ সংখ্যা	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বো

টাঙ্গাইলের মুক্ত এলাকার জনসভায় বীর কাদেরের ভাষণ

মুজিব নগর থেকে ফেরার পর মুক্ত এলাকার কোন এক অঞ্চলে প্রথম জনসভায় জনাব কাদেরের ভাষণ দিচ্ছিলেন। ২২ অক্টোবার মাহে রমজানের প্রথম দিনে বেলা ৩-১০ মিনিটে মাওলানা জয়নুল আবেদীন হাদীর কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই জনসভার শুভ-সূচনা হয়।

যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নিঃ

জনাব সিদ্দিকী তার ভাষনে বলেন- বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের প্রায় সাত মাস অতিবাহিত হতে চলছে। এ যুদ্ধ নয়-প্রস্তুতি মাত্র। ২৩ বৎসরের প্রস্তুতি নিয়ে ২৫ মার্চের রাত্রে ওরা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। আমরা ৭ মাসের প্রস্তুতিতে এখন যুদ্ধ করবো।

জনসাধারণ করিয়ে দেয়ঃ

মুজিব নগরে বিভিন্ন সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- যোগাযোগ এবং খাদ্য কে দেয়? আমি বলেছি যখন দুরালাপনী ছিল না, তখন জনসাধারন যেভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিত, আমাদের বেলায় তাই-ই হইতেছে। সাধারন মানুষের খাবার আমার খাবার।

আপোষ হতে পারে নাঃ

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যাকে নেতা বলে স্বীকার করেছেন, তাকে কারাগারে রেখে জালিমের হাতে কামান রেখে কোন আপোষ হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেই হাতিয়ার ছাড়বোঃ

জনাব সিদ্দিকী বলেন -৫২র ভাষা আন্দোলন, ৬২র শিক্ষা কমিশন আন্দোলনে ৬৯র গণজোয়ারে '৭০-র নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়েছি। ৭১-র এ যুদ্ধেও আমরা জয়ী হব। বঙ্গবন্ধুকে যে কোন কারাগারেই রাখা হউক না কেন, তাকে মুক্ত করেই ছাড়বো।

এখনও সময় আছেঃ

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তিনি বলেন-আত্মসমর্পণ করা হলে দালাল এবং রাজাকারদের এখনও ক্ষমা করা হবে।

ধৈর্য্যশীল হতে হবেঃ

জনগণকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন-আপনারা ধৈর্য ধরেন। দেশ স্বাধীন হতে আর বেশী বিলম্ব নেই। আপনারা পাট বিক্রি করতে পারবেন। তবে পাট ক্রেতাকে মনপ্রতি এক টাকা করে মুক্তিবাহিনীতে চাঁদা দিতে হবে।

ঢাকা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ ও পাবনার বেসামরিক প্রধান তার জ্ঞানগম্ভীর ভাষণে বলেন-বাংলাদেশের বুক থেকে হানাদারদের খতম না করা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে। ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেই আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। কারো ধার করা স্বাধীনতা আমরা চাই না। আমরা গাজী হয়ে যুদ্ধ শুরু করেছি গাজী হয়েই যুদ্ধ শেষ করবো। বঙ্গবন্ধুকে হানাদার গোষ্ঠীর কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনবই আনব।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	১২ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আজ ১০০টি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বীর মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক আক্রমনে হানাদার পাক সেনারা ভুত দেখার মত আতকে উঠছে। এদের অবস্থা এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। ভীত সন্ত্রস্ত পাক জঙ্গীরা ক্যান্টনমেন্ট এর বাইরে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু কি তাই? নিজেদের মধ্যে শুরু হয়েছে কোন্দল। সাধারন একজন সৈনিক, একজন মেজরের আদেশ ঘৃনাচ্ছলে অমান্য করেছে। এক মাস যুদ্ধ করার নামে জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া যে তাণ্ডবলীলা শুরু করেছেন, তাতে অনেক সৈনিক-ই বিরক্ত বোধ করছে। তারা চঞ্চল হয়ে পড়েছে দীর্ঘদিন ছেড়ে আসা মা-ভাই-স্ত্রী-পুত্রদের অদর্শনে ওদিকে বেলুচ সৈন্যরা নরহত্যা করতে অস্বীকার করায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় ৫ পাঁচ হাজার বেলুচ ও পাঞ্জাবী সেনাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই যে যাকে পারছে সুযোগ অনুযায়ী হত্যা করছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ বর্ষার আগমনে ঝলমল করছে। চারিদিকে জলে জলাকার। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত, গাড়ী-ঘোড়া আর চলছে না। প্রকৃতি দেবী বর্বর পাক-জঙ্গীর অমানুষিক অত্যাচারিত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর দুরবস্থায় ম্রিয়মান বাংলার পশু-পাখীও ভুলে গেছে তাদের কুজন। বনে জঙ্গলে আর শোনা যায় না কোকিলের কুহুতান। বাংলার পুর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাংলার যুবক আজ বদ্ধপরিকর তাই দিকে দিকে তাদের আক্রমণে পাক সেনারা যথেষ্ট নাজেহাল হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় সেতু ধ্বংস করে দিয়ে তাদের চলাচলে যে, ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তাতে পাক সৈন্যরা কোন কুল কিনারা পাচ্ছে না। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, পাক সেনার আজ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে যে তারা আজ ''চাচা আপন পরান বাঁচা'' মানে মানে কোন প্রকারে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানোর তাগিদেই অস্থির হয়ে পড়েছে।

এদিকে বর্ষার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ মুক্তিবাহিনী এই সুযোগের অপেক্ষাই করেছিল। তারা আজ দেশমাতৃকাকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার পাক সেনাকে খতমও করেছে। চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরসহ বহু অঞ্চল আজ মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে। হিসাব মোতাবেক দেখা যায় বাংলাদেশের প্রায় তিন অংশ আজ মুক্তিবাহিনীর দখলে। অল্পদিনের মধ্যে হয়তো বাকী অংশ দখল হয়ে যাবে।

তাই পরিশেষে সেই সব পাকিস্তানের শক্ত কেন্দ্রের দাবীদারদের বলতে হয়-হে বাংলার দরদী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের শক্ত কেন্দ্র নিয়ে থাক তোমাদের সৃষ্ট ঐ সখের পাকিস্তানকে বাংলার জনগণ অনেক আগেই কবর দিয়ে তার মৃত আত্মার সদগতির জন্য তামদারী ও দোয়া দরুদ পড়েসবই শেষ করে দিয়েছে। চিন্তা কর না, যেটুকু বাকী আছে তাও অতি শীঘ্রই শেষ করে দেবে।

---

* স্বাধীন বাংলা (সোনারদেশ): স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকাঃ মিসেস জাহানারা কামারুজ্জামান। সম্পাদকঃ এস, এম এ, আলমাহমুদ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস জামানগঞ্জ, রাজশাহী, বাংলাদেশ হতে এম, এ, মজিদ কর্তৃক মুদ্রিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলার নারীদের বাঁচান	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	১২ জুলাই, ১৯৭১

বিশ্বের নারী সমাজের প্রতি অন্তিম আবেদন

বাংলার নারীদের বাঁচান

[এম.এ জলিল (বার্তা সম্পাদক) পরিবেশিত]

যশোহর ১০ই জুলাইঃ-

বাংলাদেশে পাক সেনার অধিকৃত অঞ্চলসমুহে প্রতিদিন কামান্ধ তথাকথিত ইসলামভক্ত পাকিস্তানী হানাদাররা অবলা নিস্কলঙ্কিনী মা-বোনদের উপর সীমাহীন পাশবিক আচরন ও অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারই একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে এই বধুটি। একমাত্র সন্তানের জননী এই বধু। (নগ্নাবস্থার জন্য তার পরিচয় দেয়া হল না।) ঘর-বাড়ী তাদের বহু পূর্বেই পাক সদস্যরা ধ্বংস করে দেয়াও গ্রামের অন্যান্যদের সাথে তার পরিবারও আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি স্কুলগৃহে। খাবার সংস্থানও নেই। সারাদিন অনাহারে থেকে বহু কষ্টে ৬ মাসের শিশুর জন্য একটু দুধ সংগ্রহ করে খড়কুটো দিয়ে গরম করছিলেন তিনি। ক্ষিধেয় কাতর তাঁর একমাত্র নয়নমনি আকাশফাটা চিৎকার করছিল। তাড়াতাড়ি দুধটুকু গরম করতে তিনি ব্যস্ত। হঠাৎ কান্না-কাটির শোরগোলে তার সংগৃহীত দুধটুকু ছলকে পড়ে যায়। দু'গাড়ী পাকপশু ঢুকে পড়ে ঘরে। যুবতী মেয়েদের রেখে বাকীগুলোকে ঘর থেকে বের করে দেয় তারা। তার পর শুরু করে অকথ্য অত্যাচার। বর্বরেরা বলপূর্বক টেনে হিচড়ে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেয় ঘরের বাইরে। চীৎকার করে কেঁদে উঠতেই বেয়নেটের এক খোচায় চিরনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দিল অবোধ শিশুকে। উম্মদিনী মাতা সন্তানের কাছে ছুটে যেতে বাধা পেলেন। তিনি তখন এক পশুর বাহবন্ধনে আবদ্ধ। ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন তিনি তার সুতীক্ষ্ণ দন্তরাশি। কামড়ে ধরলেন পশুটির একটি হাত। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হাত সরিয়ে নিল বর্বরটি। এই সুযোগে দৌড়ে বেড়িয়ে গেলেন তিনি। শিকার পালিয়ে যাওয়ায় যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে কামোন্মাদ পশু ঝাপিয়ে পড়ল শিকার ধরতে। সহকর্মীর শিকার ধরতে এগিয়ে এল আরও ৮ জন পাক দস্যু। ব্যার্থ হল নিষ্পাপ রমনীর ইজ্জত বাঁচানো। পশু শক্তির কাছে হেরে গেলেন তিনি। শুর হল অকথ্য অত্যাচার ও ধর্ষণ। ৯ জন পশুর অত্যাচারে শোণিত ধারা বয়ে চললো-জ্ঞান হারালেন তিনি।

ঘন্টা দুয়েক পর বর্বরেরা চলে গেলে লুক্কায়িত দুজন ব্যক্তি ছুটে এল সেখানে। একজন ডাক্তারের আপ্রাণ চেষ্টাতে তার জ্ঞান ফিরে এলো ক্ষণিকের জন্য। নির্দোষ খোকনের কথা স্মরণ করে হত্যাকারীদের বিচার প্রার্থনা করে আই, এ, পাশ এই বধু তথা নারীকল্যান সমিতির সম্পাদিকা বিশ্বের নারী সমাজের কাছে রেখে গেলেন তার জীবনের শেষ আকুল আবেদন- 'হে বাংলার নারী তোমরা বিশ্ব বিবেক জাগ্রত কর, বর্বর পাক-দস্যুদের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের প্রাণ ও ইজ্জত রক্ষা কর আমার -তোমার দেশমাতৃকাকে। চোখ মুদে এল তার। নিমিষে সব কিছু শেষ হয়ে গেল। সমস্ত গ্রাম জুড়ে নেমে এল শোকের ছায়া। বর্বরদের ভয়ে জনশুন্য হয়ে গেল গ্রামটি। সৎকারের অভাবে তার দেহ হয়তো এখন শৃগাল কুকুরের উদর পূর্তিতে পরিনত হয়েছে।

---

* ছবি। ক্যাপশানে লিখা রয়েছে-৯ জন পাক পশু সেনার ধর্ষণে মৃত রমণী। তার হাতের চুরিগুলো এখনো বলছে 'আমি ঘরের বৌ ছিলাম'।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	১৮ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ইয়াহিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

বাংলাদেশের জনগণ যখনই কোন অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তখনই পাকিস্তানের গণ-দুশমন শাসকবৃন্দ জনগণের উপর তীব্র দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলিয়া গণমনে নান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১৯৫২ সনে মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য গৌরবময় গণ সংগ্রামের সময়ে গণ-বিরোধী সরকার একদিকে যেমন ঢাকার রাজপথ বরকত সালাম প্রমুখ শহীদদের রক্তে রঞ্জিত করিয়াছিল তেমনি অন্য দিকে ঐ সংগ্রাম পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য হিন্দুদের কারসাজি সীমানার অপর পার হতে উসকানির ফল প্রভৃতির জিগির তুলিয়া গণমনে নান প্রকার সংশয় ও সন্দেহ সষ্টি করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিল।

১৯৫৪ সনে যখন বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হাতে শাসক মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল, ১৯৬২ সনে যখন ছাত্র সমাজের মৃত্যু- ভয়হীন সংগ্রামে স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর ভিত কাপিয়া উঠিয়াছিল, ১৯৬৬ সনে, যখন আওয়ামী লীগের ৬ দফার সংগ্রামে ঢাকা নারায়নগঞ্জের হাজার হাজার শ্রমিক ও শহরের গরীব বুক ফুলাইয়া সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইয়াছিল , ১৯৬৮-১৯৬৯ সনে , যখন বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে সম্মিলিত গণ-অভ্যুত্থানের ফলে লৌহ মানব 'আয়ুব খান ধরাশয়ী হইয়াছিল এবং শ্রমিক কৃষকদের অনেক সংগ্রামের সময়েও গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠী জনগণের উপর বিভেদ সৃষ্টির জন্য শাসক গোষ্ঠী সময়ে সময়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধাইয়াছিল।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের জনগণকে পায়ের তলায় রাখার জন্য পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী গত ২৩ বৎসর ধরিয়াই জনগণের বিরুদ্ধে চণ্ড দমননীতি এবং ভারত-বিরোধী জিগির তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি-এই দুইটি মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের জনগণকে পায়ের তলায় রাখার জন্য পকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী গত ২৩ বৎসর ধরিয়াই জনগণের বিরুদ্ধে চণ্ড দমননীতি এবং ভারত-বিরোধী জিগির তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি-এই দুইটি মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে।

মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য আমাদের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শয়তানের দোসর ইয়াহিয়া-চক্র ঐ অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতেছে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রি হইতে ঐ হিংস্র পশুর দল বাংলাদেশের নজিরবিহীন গণহত্যা, ব্যাপক নারী ধর্ষণ প্রভৃতি নারকীয় কাজকর্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিতে শুরু করিয়াছে যে, ভারত হইতে অনুপ্রবেশকারী দুস্কৃতকারীরাই নাকি বাংলাদেশের গোলমাল বাধাইয়াছে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন যে, বিদ্রোহী ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই, পি,আর প্রভৃতির লোকজন এবং এই দেশের বহু তরুনদের নিয়াই গঠিত হইয়াছে আজিকার মুক্তিফৌজ। বাংলাদেশের মাটি হইতেই মুক্তিফৌজ জন্ম নিয়াছে। এই মুক্তিফৌজই আজ গণ সমর্থন নিয়া ইয়াহিয়া-চক্রের দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য অসম সাহসিক সংগ্রাম চালাইতেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রাম হইল এই দেশের জনগণের সংগ্রাম।

* মুক্তিযুদ্ধ ঃ সাপ্তাহিক। পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেস বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত।

কিন্তু দুনিয়ার চোখে আমাদের এই মহান ও ন্যায্য সংগ্রামকে কলংকিত করার জন্য ইয়াহিয়া-চক্র আজ মুক্তিফৌজকে ভারত হইতে অনুপ্রবেশকারী এবং স্বাধীনতার গণ-সংগ্রামকে ‘ভারতের হস্তক্ষেপ’ বলিয়া চিত্রিত করার চেষ্টা করিতেছে।

ইহা ছাড়া ঐ পশুর দল, যাহারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণকে হত্যা করিয়াছে, ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের অগনিত নারীর ইজ্জত হানি করিয়াছে, তাহারা জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিষ সৃষ্টির জন্য গুন্ডা বদমায়েশদের জমায়েত করিয়া উহাদের দ্বারা কতকগুলি স্থানে বাছিয়া বাছিয়া নিরীহ হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট করাইতেছে ও তাহাদের দেশ ছাড়া করিতেছে। ঐ দস্যুর দল তাহাদের পোষা গুন্ডাশ্রেণীর অবাঙ্গালীদের-বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধেও লেলাইয়া দিতেছে, যাহাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সংঘর্ষের খাতে চলিয়া যায়।

আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধ যখন আরও দুর্বার হইয়া উঠিবে, মুক্তিফৌজের মারের চোটে হানাদার বাহিনী যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিবে তখন ইয়াহিয়া চক্রের ঐসব চক্রান্ত আরো বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা আরও তারস্বরে ভারতের হস্তক্ষেপ বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উত্তেজনা সৃষ্টিও জন্য আরো বেশী করিয়া তৎপর হইবে। এমনও হইতে পারে যে, মুক্তিফৌজের ও জনগণের হাতে ভরাডবি আসন্ন দেখিয়া দুস্যু ইয়াহিয়া চক্র ‘ভারতের সশস্ত্র আক্রমনের ’ এক মিথ্যা কাহিনী বানাইয়া পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইয়া গণ-মনে প্রবল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াসী হইতে পারে।

আমরা মনে করি যে, পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইয়া বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিনষ্ট করার কুমতলব নিয়াই মার্কিনী সম্রাজ্যবাদী দস্যুরা তাহাদের সহযোগী ইয়াহিয়া চক্রকে এই সময়ে আবার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিতেছে।

বাংলাদেশের জনগণকে আজ বিদেশী ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ঐ সব চক্রান্ত সম্পর্কে হুশিয়ার হইতে হইবে। অতীতে গণ-বিরোধী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধে এবং পাক-ভারত উত্তেজনা সৃষ্টি উসকানী সত্ত্বেও বাংলাদেরশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার সমুহের সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। মুক্তিযুদ্ধের জনগণ অপূর্ব একতার পরিচয় দিয়াছেন। তাই আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইয়াহিয়া-চক্র ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিনষ্ট করার জন্য যে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হানাহানি এবং পাক-ভারত সংঘর্ষ বাধাইবার জুয়াখেলায় মাতিয়াছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইয়াহিয়া-চক্র যত শয়তানীই করুক, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতা মুক্তিযুদ্ধে তাহাদের অটুট একতা রক্ষা করিবেন এবং দুস্যুদলের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া মুক্তিযুদ্ধকে জয়ী করিবেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের স্বার্থে	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	২৫ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের স্বার্থে

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চার মাস পুর্ণ হইল। চবিবশ ঘন্টা, আটচল্লিশ ঘন্টা বা এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশকে পদানত করা সম্বব হইবে, এই হিসাব নিয়া যাহারা বাংলাদশের সামরিক অভিযান শুরু করিয়াছিল ইসলামাবাদের সেই জঙ্গী শাসকদের মুখে ছাই দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দৃঢ়পন লড়াই চালাইয়া যাইতেছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে একের পর এক গৌরবময় বিজয় অর্জন করিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ ও আপোষহীন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনীর অবর্ননীয় অত্যাচার ও নৃশংস গণহত্যা সত্ত্বেও দেশবাসীর মনোবল অটুট রহিয়াছে- অত্যাচার উৎপীড়ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃনা ও প্রতিরোধের সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করিতেছে মাত্র। পক্ষান্তরে ইয়াহিয়ার দস্যু দলের সামনে খুন ও লুন্ঠন ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নাই- ইহাদের শৃঙ্খলা ও মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং শোচনীয় পরাজয় অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের হাতে মার খাইয়া ইহারা দিশাহারা হইয়া পালাইবার পথ পাইতেছেনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ, বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং দুনিয়ার অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি বাংলাদেশের সমর্থনে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর সোচ্চার ও সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সামনে কোন সমস্যা নাই একথা বলা আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর হইবে। এই সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে উপলদ্ধি করা এবং উহাদের সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরী। সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া নয়, উহাদের যথাযথ সমাধানের মাধ্যমেই মুক্তিসংগ্রামকে দ্রুত চূড়ান্ত ও নিশ্চিত সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া সম্বব।

বাংলাদেশের সংগ্রামী শক্তিগুলির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত না হওয়ার দরুন যুদ্ধপ্রয়াসে যেসব বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে, সে সম্পর্কে ইতিপুর্বে মুক্তিযুদ্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুক্তিফ্রন্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে আওয়ামীলীগ দলীয় পরিষদ সদস্যবর্গ ছাড়াও যাহাতে অন্যান্য সংগ্রামী দলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সুপারিশ পত্র লইয়া মুক্তিফৌজের যোগ দেওয়া যায় উহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোপন সংগ্রাম কমিটিগুলি যাহাতে সকল সংগ্রামীদলের প্রতিনিধিদের লইয়া ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

বাংলাদেশের যে হাজার হাজার ছাত্র যুবক মুক্তি বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিতেছে তাহাদের ট্রেনিংয়ের সুযোগ সুবিধা আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত কারনে কাহারও বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরন করা চলিবে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইয়াহিয়া-চক্রকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করার যে নিলর্জ্জ নীতি অনুসরন করিয়া চলিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির পূর্ণমূল্যায়ন আবশ্যক। মানবতার নামে

আবেদন জানাইয়া মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের ‘হৃদয় পরিবর্তন‘ করা যাইবে এইরূপ চিন্তা বাংলাদেশ সরকার কিম্বা গণতান্ত্রিক শিবিরের কোন অংশে এখনও থাকিয়া থাকিলে অবিলম্বে উহা দুর করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু অস্ত্র সরবরাহই নয়, প্রয়োজন হইলে ভিয়েতনামের এই খুনী যে বাংলাদেশে গণহত্যাকারীর স্বপক্ষে অস্ত্র ধারন করিতেও দ্বিধা করিবে না উহার ইঙ্গিত ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক হুমকিতেও স্পষ্ট। পক্ষান্তরে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিবর্গ বাংলাদেশের সমর্থনে উত্তরোত্তর আগাইয়া আসিতেছেন এই পটভূমিকায় বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতিকেও ঢালিয়া সাজাইতে হইবে এবং মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে বাংলাদেশের পক্ষে আরো সক্রিয়ভাবে টানিয়া আনার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	২৫ জুলাই, ১৯৭১

সামরিক আদালতে মুজিবের 'বিচার'

অভিযোগ প্রমানীত হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত

দেওয়া যাইতে পারে- ইয়াহিয়া

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ইসলামাবাদের সামরিক চক্র কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক আদালতে বিচারের চক্রান্ত দেশবাসী ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। সকল মহল ইহাকে বে-আইনী ইসলামাবাদ গোষ্ঠীর অধিকার বহির্ভূত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্রমূলক কার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিব বর্তমানে ইয়াহিয়ার হাতে বন্দী।

বিবিসি প্রচারিত এক খবরে ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার সংবাদের বরাত দিয়া বলা হয় ইয়াহিয়া উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধিদের জানাইয়াছে যে, শীঘ্রই শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইবে। এই বিচার সামরিক আদালতে গোপনে অনুষ্ঠিত হবে। ইয়াহিয়া নাকি আরও বলে যে, শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে উহা প্রমানীত হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ভারত, চীন, বৃটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি প্রধানমন্ত্রীদের কাছে শেখ মুজিবের নিরাপত্তা ও মুক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানাইয়া তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপের নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ইহা তো বিচার নয়, বিচারের প্রহসন করিয়া শেখ মুজিবকে হত্যার ষড়যন্ত্র মাত্র। তাহারা বলেন, ইয়াহিয়ার এই চক্রান্তও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় একই পরিনতি লাভ করিবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র বলেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার কোন অধিকার ইয়াহিয়ার চক্রের নাই।

উল্লেখ্য যে, কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় সম্প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হয়।

আমাদের নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানানঃ

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যদানের জন্য সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দরা ঢাকার সাংবাদিকদিগকে পীড়ন করিতেছেন। বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, বার্তা পরিবশেক, আলোকচিত্র শিল্পী প্রভৃতিকে ক্যান্টমেন্টে নিয়া গিয়া শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সংক্রান্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর আদায় করা হইতেছে। কতকগুলি দালাল সংবাদপত্র এ ব্যাপারে সোৎসাহে সহযোগিতাও করিতেছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১ আগষ্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি

বাংলাদেশের বীর জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি জানায় বিপ্লবী অভিন্দন। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ জনগণেঐক্য, সাহস ও সংগ্রামী মনোবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি অপরাজেয়-এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়াই কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত কাধে কাধ মিলাইয়া বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছি।

দস্যু সর্দার ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বাহিনী গত চার মাস ধরিয়া বাংলাদেশে যে নৃশংস গণহত্যা ও পৈশাচিক বর্বরতা চালাইয়া আসিতেছে ইতিহাসে উহার নজির সত্যই বিরল। ইতিহাসে আমরা বহু অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী পড়িয়াছি কিন্তু একটা নিরস্ত্র জাতিকে পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার এই দানবীয় প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু ইয়াহিয়া বাহিনীর অত্যাচারে যেমন তুলনা নাই, তেমনি বাংলাদেশের গণ-জাগরণও অতুলনীয়। স্বাধীনতার দাবীতে এরূপ একতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। মুক্তি সংগ্রামের শুরু হইতে শতকরা একশ জনই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে -প্রতিটি দেশবাসীই স্বাধীনতার সৈনিক। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার এদেশের জনগণের মধ্যে হইতে যতটা বিচ্ছিন্ন ছিল, ইয়াহিয়া শাহী আজ বাংলাদেশের জনগণের সকল শ্রেণী, সকল স্তর হইতে ততোধিক বিচ্ছিন্ন।

স্বাধীনতার দাবীতে জনগণের এই সুদৃঢ় ঐক্যও দরুনই ইয়াহিয়া শাহী বিপুল ন্যৈ-সামন্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে দমন করিতে পারিতেছে না। ইয়াহিয়া বাহিনীর শত অত্যাচারও জনগণের মনোবলকো ভাঙ্গিতে পারে নাই। বরং দস্যুবাহিনীর অত্যাচার ও উৎপীরন ইসলামবাদের জঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বাংলাদেশের জনগনে ঘৃনাকে তীব্রতর করিতেছে, তাহাদের সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করিতেছি। জাতীয় মুক্তির এই সংগ্রামের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ উম্মুক্ত হইবে এই আশা নিয়াই দেশবাসী এই মরণপণ যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। ইয়াহিয়া-চক্র নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়াছে, সামরিক ক্ষেত্রেও উহাদের পরাজয় অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দৃঢ় আস্থা লইয়া সেই বিজয়কে ত্বরান্তিত করার উদ্দেশ্য কমিউনিষ্ট পার্টি দেশবাসীর কাছে কয়েকটি আবেদন রাখিতেছেঃ

১. বাংলাদেশের প্রতিটি শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ, প্রতিটি গৃহকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দূর্গ হিসাবে গড়িয়া তুলুন।

২. জনগণের শক্তিকে সংগঠিত করুন। মনে রাখিবেন পূর্বে আমাদের আন্দোলন ছিল নিয়মতান্ত্রিক ধরনের- উহাতে স্বতঃস্ফুর্ততার উপদান ছিল অধিক। বর্তমান সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভের জন্য স্বতঃস্ফুর্ততাকে পরিহার করিয়া জনশক্তিকে সংঘবদ্ধরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩. ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষক ভাইয়েরা আরও বেশী সংখ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। মনে রাখিবেন, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী, কাজে কৃষক সমাস কত অধিক সংখ্যায় ও

কতটা সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করেন উহার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে কত শীঘ্র স্বাধীনতার লড়াই সাফল্যজনক পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিবে।

৪. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীতে হাজারে হাজারে লাখে, লাখে যোগ দিন। নানা অসুবিধা ও কষ্ট সত্বেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়া শত্রুর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ দিন, আমাদের সকলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভুমিকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করুন।

৫. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া চক্র ও উহার অনুচরেরা হিন্দু-মুসলিম বাঙালী-অবাঙালী প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ উসকাইয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইতেছে। ইহার বিরুদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলুন ও সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখুন।

৬. স্থানীয়ভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত সহযোগিতার উদ্দেশ্য দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামী কর্মীদের নিয়া গোপন মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। দুস্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধীদের দমন করুন ও মুক্তসংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে গ্রামরক্ষা বাহিনী গড়িয়া তুলুন। চোরাকারবার ও মুনাফাখোরী দমন করুন।

৭. শত্রু বাহিনীর সহিত সর্ব প্রকার অসহযোগিতা করুন এবং উহাদের অবস্থান ও চলাচলের খবর মুক্তিবাহিনীর নিকট পৌঁছাইয়া দিন। মুক্তিবাহিনীর খবর গোপন রাখুন। মুক্তিযোদ্ধাদিগকে আশ্রয়, রসদ প্রভৃতি দিয়া সহায়তা করুন। মনে রাখিবেন, মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদেরই সন্তান, দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করার জন্য তাহারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া লড়াই করিতেছেন।

বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের বীর জনগণের সংগ্রামকে চুর্ন করিয়া দিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই।

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ইয়াহিয়াচক্রকে মদত দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ'	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১ আগষ্ট, ১৯৭১

ইয়াহিয়াচক্রকে মদত দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ'

(বিশেষ প্রতিনিধি)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কি বাংলাদেশকে ভিয়েতনামে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র আটিয়াছেন? এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি আজ সকলের মনকে আলোড়িত করিতেছে। নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গিয়াছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ''জননিরাপত্তামূলক'' কর্মসূচীর নামে ঢাকায় পুলিশ বিশেষজ্ঞ পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। জননিরাপত্তার নামে এই বিশেষজ্ঞ ও তাহার শিকারী কুকুরের দলে কাজ হইবে, মুক্তিযুদ্ধ দমনের কাজে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে মদত দেওয়া। এই দায়িত্ব দিয়া যে কুটনীতিকে ঢাকায় পাঠান হইতেছে, এই ধরনের কাজে তাহার নাকি বিশেষ পারদর্শিতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। খবরে প্রকাশ, ইতিপুর্বে এই ব্যাক্তি ভিয়েতনামে নিযুক্ত ছিল এবং সেখানেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে হাত পাকায়। পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদুত ফারল্যাণ্ড একজন কুখ্যাত সি-আই-এ এজেন্ট । এক সময়ে তিনিও কুটনৈতিক কার্য উপলক্ষে ভিয়তনামে ছিলেন। কাজেই পুলিশ বিশেষজ্ঞ হিসাবে রবার্ট জ্যাকসন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ডের সহিত যোগদান করিলে একবারে সোনায় সোহাগা হইবে্ তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের খেলার এইখানেই শেষ নয়, মাত্র শুরু। ভিয়েতনামেও তাহারা এইভাবেই সৈন্যদল পাঠাবার আগে নগো দিন দিয়েম-চক্রকে মদত দিবার জন্য পুলিশ বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিল। বাংলাদেশে ভিয়েতনামের সেই পুরাতন খেলারই পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে মাত্র।

বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ বসাইবার যে পরিকল্পনা কার্যকর হইতে যাইতেছে উহার পিছনেও রহিয়াছে মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের নোংরা হাত। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর হাতে দশ লক্ষ নর নারী প্রাণ দিল, মানবাধিকারের পবিত্র সনদ রক্তের বন্যায় ভাসিয়া গেল, জাতিসংঘ টু শব্দটি পর্যন্ত করিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বেশেষে পৌঁনে এক কোটি শরনার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে- জাতিসংঘ তাহাদের রিলিফের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে একটি আবেদন জানাইয়া বিবেক পরিস্কার করিয়াছে, অবশেষে মর্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ''গুড বয়'' সদরুদ্দিন আগা খান দাওয়াই আবিস্কার করিয়াছে, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বসাইতে দিতে রাজি না হওয়ায় এখন বাংলাদেশের এলাকায় পর্যবেক্ষক নিয়োগের পায়তার চলিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই উদ্যোগের বিরোধীতা করিয়াছে।

জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ সরকারের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে পর্যবেক্ষক নিয়োগের কোন অধিকার তাহাদের নাই এবং ইহা দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোনই সম্ভাবনা নাই। এই মুহুর্তে জাতিসংঘের যাহা করুনীয় তাহা হইল, বাংলাদেশ হইতে দখলকারী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার জন্য ইয়াহিয়া সরকারকে চাপ দেওয়া। উহা না করিয়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বসাইলে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বা জনমনে আস্তা ফিরিয়া আসিবে, বাস্তত্যাগ বন্ধ করিয়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বসাইলেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বা জনমনে আস্তা ফিরিয়া আসিবে, বাস্তত্যাগ বন্ধ হইবে এবং ভারতে আশ্রয়- প্রার্থীরা প্রত্যাবর্তন করিবে ইহা আশা করা মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, জাতিসংঘ জানিয়া

শুনিয়া ‘বোকা’ সাজিতেছে এবং বাংলাদেশের গণমানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংস অত্যাচারকে পাশ কাটাইয়া গিয়া বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ হিসাব চিত্রিত করার প্রয়াস পাইতেছে।

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিনত করা কিম্বা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে পাক-ভারত বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করার ন্যাক্কার জনক ষড়যন্তকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করিবেন। একথা সকলের পরিস্কারভাবে জানিয়া রাখার দরকার যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কিছুইতেই পাক-ভারত বিরোধের পর্যায়ে ফেলা চলে না এবং যে কোন মহলের কোন অজুহাতেই ইয়াহিয়া চক্রকে মদত দেওয়া বাংলাদেশের জনগণ বরদাস্ত করিবেন না। এই প্রসঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যযভ আমরা হুশিয়ারী উচ্চারন করিতে চাই যে, বাংলাদেশের জননিরাপত্তার নামে শিকারী কুকুরের দল পাঠান হইলে উহাদিককে কুকুরের মতই বিতাড়িত করা হইবে। বাংলাদেশে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ভিয়েতনামের মত বাংলার মাটিতেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা করিব- ইতিহাসের ইহাই অমোঘ বিধান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সামরিক দিক হইতেও ঐক্যজোটের অনিবার্য তাগিদ	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	৪ সেপ্টেমবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সামরিক দিক হইতেও

ঐক্যজোটের অনিবার্য তাগিদ

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের জরুরী আবশ্যিকতার কথা আমরা ইতিপুর্বে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আমরা বার বার এ কথাটাই বলিয়াছি যে, বিগত নির্বাচনে কোন দল কত ভোট পাইয়াছিল, কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল প্রভৃতি কথা দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিস্থিতে অবাস্তব। আজিকার পরিস্থিতিতেই সবচেয়ে বড় কথা হইল হানাদার পাক সেনাদলকে পরাজিত করা, অধিকৃত বাংলাদেশকে মুক্ত করা, বাস্তুত্যাগীদের পুনবার্সন করা এবং ধর্ম-জাতি-ভাষা নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণের সামনে নতুন জীবনের পথ খুলিয়া দেওয়া এই মহান কর্তব্য সাধনের জন্যই শত্রূর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছোট বড় সমস্ত দলও গ্রুপের একতা জরুরী প্রয়োজন্। এই সোজা, সরল কথাটা আমরা ইতিপুর্বে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ ও আওয়ামীলীগসহ সমস্ত গণতন্ত্রিক শক্তির নিকট একাধিকবার পেশ করিয়াছি এবং একতার জন্য আবেদনও জানাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আমরা ভিয়েতনামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছি যে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন দলই ''আমরা বড় দল'' বা আমরা ''বেশী বিপ্লবী'' বলিয়া বড়াই করিয়া জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনে অস্বীকার করে নাই । বরং সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও সংস্থা অহমিকা, সংকীর্নতা, প্রভৃতি পরিহার করিয়া শত্রূর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক একতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাই হইল মূল রাজনৈতিক কারন যার জন্য ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ এত দূর্বার, এত সাফল্যমণ্ডিত।

ভিয়েতনামের ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা বলিয়াছি যে, বাংলাদেশে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন দেশের জনগণের মনে সৃষ্টি করিবে নতুন প্রেরনা, সংগ্রাম হইবে অধিকতর সংগঠিত, দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাইতে অধিকতর সুবিধা হইবে এবং এগুলির ফলে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এমন দূর্বার শক্তি সমর্থন করিবে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চক্রের পশু সেনাদলের পরাজয় নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হইবে।

দুঃখের বিষয়, কোন কোন দলের নেতৃত্বের অহমিকা ও বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্নতার জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হয় নাই। কিন্তু ফ্রন্ট আজও গঠিত হয় নাই বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় নাই।

বরং আজ আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম এমন একটি পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জাতীয় মক্তিফ্রন্ট গঠন আরও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। গত পাচ মাসে আমাদের মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় বাড়িয়াছে, তাহারা অধিকতর সংগঠিত হইয়াছেন এবং সামরিক দিক হইতে তাহারা আজ অধিকতর দক্ষ। এসবের বাস্তব প্রমাণ আমরা প্রতিদিন পাইতেছি রণক্ষেত্রে- যেখানে শত্রুসৈন্য ক্রমাগত মার খাইতেছে।

ইহা ছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আজ গড়িয়া উঠিয়াছে বহু গেরিলা দল। তাহারাও শত্রু পক্ষকে অবিরত নাজেহাল করিতেছেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যাও দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ গেরিলা দলই স্বাধীনতার আর্দশে উদ্ধুদ্ধ এবং অনেক অসম সাহসিক কাজও তাহারা দক্ষতার সহিত করিতেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই গেরিলা দলগুলির ভিতর পারস্পারিক কোনও যোগাযোগ, কোন সমন্বয় প্রভৃতি নাই। অনেক ক্ষেত্রে মুক্তি বাহিনীর সহিতও গেরিলা দলের কাজের সমন্বয়ের অভাব আছে। তাছাড়া, গেরিলা দলগুলি শুধু কোন একটি রাজনৈতিক পার্টির অনুগামী নহে। আওয়ামীলীগ, কমিউনিষ্ট পাটি, ন্যাপ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা দলসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে।

কিন্তু যেহেতু ঐ সব দল ও গ্রুপ নিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়িয়া উঠে নাই এবং বহু স্থানে গেরিলা দলগুলির ভিতর এলাকা ভিত্তিতেও যোগাযোগ, সমন্বয় প্রভৃতি নাই, সেই হেতু এরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে যে, রাজনৈতিক মতভেদ হেতু কোন কোন স্থানে বিভিন্ন গেরিলা দলের ভিতর পারস্পরিক গোলমাল বাধিতে পারে। ইহা ছাড়া, উপরোক্ত কারনগুলির জন্যই বিভিন্ন স্থানে গেরিলা দলগুলির কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ঘটিয়া শক্তির অপচয়ও ঘটিতে পারে।

এ্ইসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিলে, উহার ফলশ্রুতিতে জনগণের মনে সমস্ত গেরিলা দল তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখা যাবে, ক্ষতিগ্রস্ত হইবে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম এবং লাভ হইবে নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্রের।

বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত কিনা এবং অবহিত হইলে সেগুলি দূর করার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন কিনা, তা আমরা জানি না। কিন্তু ঐ বিপদের আশঙ্কা আজ বাস্তব।

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে উপরে উল্লেখিত যেব সমস্যা দেখা দিয়াছে, তার সমাধানের প্রশস্ত পথ হইল সমস্ত গণতান্ত্রিক ওসংগ্রামী শক্তির সমবায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা এবং সমস্ত পর্যায়ে সেরূপ ফ্রন্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া এই কাজ করা হইলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গেরিলা দলের ভিতর গড়িয়া উঠিবে সমন্বয়, ঐক্যবোধ প্রভৃতি এবং রণদক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহারা শত্রুকে আরও বেশী আঘাত করিতে পারিবেন।

তাই, শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নয়, বাস্তব সামরিক প্রয়োজনে ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন আজ অপরিহার্য । ইহা গঠনের বিলম্বে সমূহ ক্ষতি হইবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় শুভ সূচনা	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা	১৯ সেপ্টেমবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

শুভ সূচনা

গত সপ্তাহে পাঁচটি সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমবায়ে মন্ত্রিসভার 'পরামর্শদাতা কমিটি গঠন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে নয় অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। পরামর্শদাতা কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামীলীগের দুই জন করিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (সভাপতি অধ্যাপক মোজফফর আহমদ) জাতীয় কংগ্রেস ও ভাসানী ন্যাপের একজন করিয়া প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন। এই কমিটি গঠনের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির সমান অংশীদারিত্বেও মনোভাব নিশ্চিত হইবে এবং বিভিন্ন দল ও শক্তির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে মুক্তিসংগ্রামের আরও সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হইবে। সর্বোপরি, সংযুক্ত কমিটি হইল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের জঙ্গী একতার প্রতীক। আমরা এই কমিটি গঠনকে মুক্তি সংগ্রামের দ্রুত ও নিশ্চিত বিজয়ের পথে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলিয়া মনে করি এবং ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির মধ্যে একতা গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা অধিক বলার অপেক্ষা রাখে না। কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রথমাবধি সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির সমবায় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত মুক্তি ফ্রন্টের উপযোগী একটি খসড়া নিম্নতম কর্মসূচীও হাজির করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন দলের সঙ্কীর্ণতাবাদী মনোভাবে ও বৃহৎ দলসুলভ অহমিকার দরুন মুক্তিসংগ্রামের বিজয়ের অত্যাবশ্যকীয় শর্তস্বরূপ এই একতা গড়িয়া তোলার কাজ এতদিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। এখন জনমতের চাপ ও মুক্তি সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞাতা হইতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। আলোচ্য পরামর্শদাতা কমিটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সমর্থক বা সমপর্যায়ের না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে সঠিক পথে এক ধাপ অগ্রগতি এই কমিটি গঠনের ফলে একতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথে উহার একটা প্রাথমিক ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে দিন দিন আরও প্রসারিত ও আরও উন্নত করিয়া নিতে ইহবে এবং উহার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

সর্বদলীয় ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর সংগ্রামী উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মুক্তিবাহিনী ও অন্যন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও বাহুবল বহুগুনে বাড়িয়া যাইবে। বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার বেসামরিক গভর্ণর নিয়োগ সাধারন ''ক্ষমা'' ঘোষণা প্রভৃতি দ্বারা দেশের ও বিদেশের জনগণকে দূর্বল ও বিভ্রান্ত করার যে সুচতুর কৌশল জল্লাদ ইয়াহিয়া -চক্র অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে সংযুক্ত কমিটি বিশেষ কার্যকর হইব। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মিত্রবর্গ বিশেষ সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং সম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল রাষ্ট্রবর্গ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের অধিকতর সাহায্য সমর্থন লাভেও ইহা খুবই সহায়ক হইবে। এ সব দিক দিয়া এই সংযুক্ত কমিটি গঠনে তাৎপর্য সুদুর প্রসারী বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশবাসী একান্তভাবে আশা করেন যে, এই কমিটি নিছক কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সংগ্রামী শক্তিগুলির ঐক্য ও সমন্বয়ের কার্যকর হাতিয়ারে পরিনত হউক। এতদিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা

বিরাজ করিতেছিল (যা মুক্তিবাহিনীকে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে দলীয় বাছবিচার, সামরিক অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্যক্রমের ব্যাপারে সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি) সংযুক্ত কমিটি গঠনের ফলে এখন সেগুলি দূরীভুত হইবে বলিয়া দেশবাসী প্রত্যাশা করেন। উচ্চ পর্যায়ের মত স্থানীয় কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নিচের স্তরের সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা দরকার। এবং সর্বোপরি যাহা দরকার তাহা হইল, প্রত্যেকেরই দলীয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া এবং সংগ্রামী শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া তোলা্ এখানে আমরা দেশবাসী সংগ্রামী শক্তিগুলির উদ্দেশ্য একটি সকর্তবানী উচ্চারিত করিতে চাই। সংযুক্ত কমিটি গঠনের ফলেই সংগ্রামী ঐক্যের সমস্যা দূরীভুত হইয়া গিয়াছে কিম্বা দলীয় সঙ্কীর্ণতা বা বিভেদ পন্থার শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে একথা মনে করা ভুল হইবে। বিভেদে ও শক্তি সম্পর্কে দেশবাসী ও সকল সংগ্রামী শক্তিকে সজাগ থাকিতে হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ঐক্যের ভিত্তিকে মজবুত করিতে হইবে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় বৈঠকে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহাদের তাৎপর্যও সুদরপ্রসারী্। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র জনগনে পূর্ণ আস্থার কথা পুনরায় ঘোষণা করা হইয়াছে। ইয়াহিয়া-চক্রের রুট চক্রান্ত ও বিভেদমূলক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল দলের এই সম্মিলিত ঘোষণা দেশে ও বিদেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জিম্মি রাখিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে স্বাধীনতার দাবি ছাড়িয়া দিয়া আপোষ মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছে উহার পটভুমিতে সর্বদলীয় বৈঠকের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতিত অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক মীমাংসা গ্রহণ যোগ্য নয়'' বলিয়া সুস্পষ্ট প্রস্তাবও তাৎপর্যপূর্ণ। শেখ মুজিবকে আটক রাখিয়া ব্লাকমেলিং এর কোন প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জনগণ বরদাস্ত করিবেন না, এই প্রস্তাবের উহাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে্ শেখ মুজিবের গ্রেফতার ও বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে সর্বদলীয় বৈঠকে । বাংলাদেশের সংগ্রাম যে ''পশ্চিম পকিস্তানীদের'' বিরুদ্ধে নয়, সেখানকার একচেটিয়া ধনিক ও বৃহৎ সামন্ত ভুস্বামী-শ্রেণী এবং ইহাদের স্বার্থরক্ষক ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে এই সঠিক উপলব্ধির অভিব্যক্তিও দেখা গিয়াছে সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তাবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ১৩শ সংখ্যা	৩অক্টোবর, ১৯৭১

সাম্রাজ্যবাদীদের যড়যন্ত্র রুখিয়া দাঁড়ান

স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও উহাদের তাবেদার কোন মহল সম্প্রতি অতি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বীর মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাবাহিনীর অকুতোভয় তরুন যোদ্ধারা স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনাইয়া আনার জন্য যখন অকাতরে বুকের রক্ত ঢালিতেছেন, তখন ইহাদের কণ্ঠে আপোষের সুর। যে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সামনে রাখিয়া দেশবাসী গত ছয় মাস যাবৎ কঠোরতর দুঃখ কষ্ট ও চরম লাঞ্চনা সহ্য করিয়াছেন কিন্তু কখনও হতাশ হন নাই বা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই সেই স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে ইহারা। ইহাদের সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং অবিলম্বে উহাদের অশুভ তৎপরতা বন্ধ করা দরকার।

গলব্রেথের মিশন

ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদুত গলব্রেথ খোলাখুলিই বলিয়াছেন স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইলেই পূর্ব বাংলা সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। অর্থ্যাৎ তাহার মতে স্বায়ত্বশাসনের অধিক কোন কিছুর জন্য জেদ ধরা বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষে ঠিক হইবে না। তিনি নাকি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যাপারে উদ্বেগ গোপন না করিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিগণকে শাসাইয়াছেন যে, এভাবে চলিলে বাংলাদেশ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লেজুড়ে পরিনত হইবে। তাহার মত স্বাধীনতার দাবী ছাড়িয়া দিয়া বাংলাদেশের উচিত মার্কিনের মধ্যস্থতায় ইয়াহিয়া-চক্রের সহিত আপোষ মীমাংসার পথে আসা।

হাফটনের 'ফর্মুলা'

অন্যদিকে বৃটেনের সংসদীয় শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান ডগলাস হাপফটন সম্প্রতি বলেন, ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামীলীগ প্রতিনিধিদিগকে আলোচনা বৈঠকে মিলিত করার ব্যাপারে বৃটেন মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। তাহার মতে পাকিস্তানের জন্য একটি নয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিম্বা ইয়াহিয়া খানের শাসনতন্ত্রে সংশোধনের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়াই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

কিছু দিন আগে ইরানের মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর এক দফা আপোষের টোপ ফেলিয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশ উহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করিয়াছে।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস

জল্লাদ ইয়াহিয়াচক্রেও দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কোন মুখপাত্র কি বলিল উহা সমস্যা নয়। কারন বাংলাদেশের জনগণ রক্তমুল্যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ চিনিয়াছে কিন্তু সমস্যা হইতেছে বাংলাদেশের কিছু কিছু মার্কিন-প্রেমীর কার্যকলাপ। ইহারা ইহাদের মার্কিন প্রভুদের সুরে সুর মিলাইয়া আপোষের ধুয়া তুলিয়াছে, প্রকাশ্যে আপোষের কথা বলার সাহস না থাকায় গুজবের আশ্রয় লাইয়াছ। গুজবে গুজবে দেশ ছাইয়া

ফেলিতছে। সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি সম্পর্কেও ইহাদের বিরুপতা সুবিদিত্ ইয়াহিয়াচক্র ছয় ডিভিশন সৈন্য আমদানী করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাংগ্রামকে দমন করিতে পারে নাই, ইহারা ভিতর হইতে এই সংগ্রামকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে।

বেতারযোগে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ মজহারুল ইসলাম ভারতের কোন এক স্থানে এক বক্তৃতায় নাকি বলিয়াছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান কে মুক্তিদান ও পূর্ব বাংলা হইতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করা হইলে বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত একটা শিথিল ধরনের ফেডারেশন গঠন করিতে রাজী হইতে পারে। এই সংবাদ সঠিক হইলে ইহাকে বাংলাদেশের জনগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিরা যখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও সর্বস্মতিক্রমে ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তখন এই মাকির্নপ্রেমী পণ্ডিত ব্যক্তিটি জনগণের পক্ষ হইতে ভিন্নরূপ কথা বলার অধিকার পাইলেন কোথায়? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলীর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতির জনমনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়াছে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সকল মহলকে একথা জানাইয়া দিতে চাই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতিত অন্য কোন প্রকার সমাধান দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ও সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি এ ব্যাপারেও সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন দেশবাসী দৃঢ়ভাবে উহার পিছনে রহিয়াছেন উহা হইতে কোন প্রকার পশ্চাদাপসরণ দেশবাসী বরদাস্ত করিবেন না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সোভিয়েত ভারত যুক্ত বৃবতি	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক মস্কো সফল শেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিটি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের গভীর ভ্রাতৃত্ববোধে ও দৃঢ় সমর্থনের পরিচায়ক। দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ ইহাকে সঠিকভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বপক্ষে একটি মস্তবড় ঘটনা হিসাবে গন্য করিয়াছেন এবং যুক্ত বিবৃতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন অভিনন্দন জানাইয়াছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদও সোভিয়েত ভারত যুক্ত বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্য দিয়া বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের গভীর উপলব্ধির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের বরাত দিয়া কোন কোন স্বার্থসন্ধানী মহল সোভিয়েত-ভারত বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকার হতাশ হইয়াছেন-এই মর্মে ইতিপুর্বে যে প্রচারনা চালাইয়াছিল বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র প্রকাশ্য বিবৃতি দ্বারা উহাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা এবং স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার আর কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান যে নাই তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে একথা প্রমানীত হয় না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বিপক্ষে কিম্বা বাংলাদেশের উপর সোভিয়েত সরকার যেমন-তেমন ধরনের একটা রাজনৈতিক সমাধান চাপাইয়া দিতে চায়।

বাস্তব অবস্থাও তাহা নয়। প্রথমত, সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতিতে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধানের চরিত্র সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই রাজনৈতিক সমাধানকে অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা অনপহরনীয় অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। ভাষ্যকারদের মতে অনপহরনীয় অধিকার বলতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও বুঝায়। বিশেষত বাংলাদেশের জনগণ তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং বাংলাদেশ সরকার ও সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ যখন অপরিবর্তনীয়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় সেক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে মিমাংসা করিতে হইলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়াই উহা পদক্ষেপ নিয়াছে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পরিস্কারভাবে সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, বাংলাদেশ সমস্যা ও ভারতে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর আশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতির জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীকে দায়ী করিয়াছেন এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কমরেড কোসিগিন ইয়াহিয়া-চক্রকেই এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অবলিম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ইয়াহিয়া-চক্র বিশ্ববাসীকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় বেসামরিক ‘‘গভর্ণর’’ নিয়োগ, ‘‘সাধারন ক্ষমা’’ ঘোষণা প্রভৃতি যেসব পদক্ষেপ নিয়াছে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পরিস্কারভাবে সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশ সংক্রান্ত বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী যে অনড়-অচল নয়, গত কয়েক মাসে উহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান কমরেড পদগর্নি ইয়াহিয়া সরকারকে

শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য আবেদন জানাইয়া ছিলেন। উহার মধ্য দিয়া বাংলাদেশের জনগণের জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইলেও তখনকার তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক বক্তব্য অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট ও বাংলাদেশের পক্ষে আরও অনুকূল। এমনকি সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি সাম্পদনের পর নয়া দিল্লীতে স্বাক্ষরিত গ্রোমিকোশরন সিং যুক্ত ইশতেহারের সহিত যুক্ত বিবৃতিকে মিলাইয়া দেখিলেও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর গতিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। গ্রোমিকো-শরণ সিং যুক্ত ইশতেহারেও বাংলাদেশে ‘‘পূর্ব পাকিস্তান’’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। আলোচ্য যুক্ত বিবৃতিতে তদস্থলে পূর্ব বাঙলা ‘‘ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্ত ইশতেহারে’’ সারা পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হইয়াছে। সেখানে যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার জনগণের ইচ্ছা, অনপহরনীয় অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের’’ ভিত্তিতে সমাধানের কথা বলা হইয়াছে। কাজেই সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতির রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবকে যাহারা বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া বলিয়া প্রচারনা চালাইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বিরোধী জিগির তুলিতেছেন তাহারা হয় অন্ধ, না হয় মতলবাজ।

সোভিয়েত ভারত যুক্ত বিবৃতি নিছক কথার কথা কিম্বা বাংলাদেশের প্রতি লোক দেখান সহানুভূতি নয়। জাতিসংঘে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়াহিয়া-চক্রের প্রতি ধিক্কার জানাইয়া বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করিতেছে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মস্কোতে সাংবাদিকদের নিকট খোলাখলিভাবে যাহা বলিয়াছিলেন (‘‘আমাদের সহানুভূতি পর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের প্রতি, উৎপীরকের প্রতি নয়’’) জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে উহার সহিত সঙ্গতির্পুন বাস্তব কার্যক্রম দেখা যাইতছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুক্তির যে দাবী যুক্ত বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সে দাবীতে বিশ্বজনমত গড়িয়া তুলিতেছে। সোভিয়েতের বিভিন্ন সংগঠন যথা শান্তি পরিযদ, ট্রেড ইউনিয়ন, আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদ , সাংবাদিক্ ইউনিয়ন, মহিলা সংস্থা প্রভৃতি গত কয়েক দিনে বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানাইয়া যেসব বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে উহা তাৎপর্যহীন নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ নয়, একেবারে প্রথম হইতে এবং দৃঢ়চিত্তভাবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন একমাত্র ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশ বাংলাদশে সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়বার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই- তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রপ্রধানের আবেদন জ্ঞাপনের ন্যায় সর্বোচ্চ কুটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়িনের ভূমিকাকে যাহারা জল্লাদ ইয়াহিয়া চক্রের দোসর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত এক করিয়া প্রচার করে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলিয়া পারা যায় না।

পাক-ভারত যুদ্ধের আশঙ্কা প্রহিতহত করিয়া বিশ্বের এই এলাকায় শান্তি অব্যাহত রাখার প্রশ্নটি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তি অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত আগ্রহী তাহা নয়, বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থের ইহা প্রয়োজন। পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়া জাতিসংঘ মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদিগকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া এবং বাংলাদেশ প্রশ্ন হইতে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পাক-ভারত বিরোধের প্রতি সরাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া চক্রই কেবল পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইতে আগ্রহী হইতে পারে। বস্তুত পাকিস্তানী শাসকচক্র মুক্তিবাহিনীর হাতে ক্রমাগত মার খাইয়া পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইবার ফিকিরই খুজিতেছে। কাজেই যুক্ত বিবৃতিতে যুদ্ধ প্রতিহত করিয়া শান্তি রক্ষার যে কথা বলা হইয়াছে উহা বাংলাদেশের স্বার্থের সাহিত সম্পূর্ন সঙ্গতিপূর্ণ।

বাংলাদেশের দুই অকৃত্রিম সুহৃদ ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করিতেছে। ভারত-সোভিয়েত যুক্ত বিবৃতি এই ফলপ্রসু সহযোগিতারই একটি অমূল্য দলিল। আমরা ইহাকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানাইতেছি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থন ও সংহতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের মধ্যে দিয়া পরিস্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসে গৃহীতব্য সি পি আই জাতীয় কাউন্সিলের রাজনৈতিক রিপোর্ট ও খসড়া প্রস্তাবে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করা হয়। ইহা ছাড়া কংগ্রেসে যোগদানকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, গণতান্ত্রিক জামানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বহু দেশের কমিউনিস্ট পাটির প্রতিনিধিদল তাহাদের ভাষনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগ্রামী জনগণের সহিত সংহতি জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলকে যেরূপ বীরোচিত সম্মান দেওয়া হয় উহার মধ্যে দিয়া বাংলাদেশের সংগ্রামের উচ্চ মূল্যায়নের আন্তরিক অভিব্যাক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতের কেরালা রাজ্যের ঘাটে নগরে (কোচিন) গত ৩রা অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস শুরু হয়। ১০ই অক্টোবর কংগ্রেস সমাপ্ত হইবে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল এই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও আরও বিশটি বিদেশী ভ্রাতৃসুলভ পার্টির প্রতিনিধিবর্গ এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করিতেছেন।

কমরেড সালাম

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড আবদুস সালম কংগ্রেসের প্রতিনিধি, দর্শক ও অতিথিদের তুমূল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশের মুক্ত আন্দোলনের পটভুমি ও প্রগতিশীল চিত্র ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই সংগ্রামকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের ন্যায্য লড়াই বলিয়া অভিহিত করেন এবং আর্ন্তজাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন এবং পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ইহার সমর্থনে দৃঢ়ভাব দাড়াইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

কমরেড সালাম বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রনী ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরচারী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা সর্ব-অবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান স্বাধীনতার লড়াইয়েও কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য সংগ্রামী শক্তির সহিত কাধে কাধ মিলাইয়া অস্ত্র হাতে লড়াই করিতেছে।

কমরেড সালম বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি অভিনন্দন বানী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে অর্পণ করেন। অভিনন্দন বানীতে বাংলাদেশের পার্শ্বে সর্বশক্তি লইয়া দাড়াইবার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও ভারতের জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উহাতে বলা হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারার আর্ন্তজতিকতাবাদের প্রতি আনুগত্যের উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। (অভিনন্দনবানীর পূর্ণ বিবরন আগামী সংখ্যায় প্রকাতি হইবে)

কমরেড সালাম তাহার ভাষণের উপসংহারে বলেন, আমরা জানি বাংলাদেশের সংগ্রাম কঠিন ও কঠোর। বাংলাদেশের জনগণ এই কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়াই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা কায়েম করিবেন বিজয় আমাদের অনিবার্য।

সোভিয়েত প্রতিনিধি

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড দীন মোহাম্মদ কুনায়েত বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমাবধি ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের ইচ্ছা ও অলজ্ঘনীয় অধিকারের ভিত্তিতে সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান দাবি করিয়াছে।

ফরাসী পার্টির সমর্থন

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড গাই বেসসি তুমূল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের ‘‘জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের’’ বিজয় সম্পর্কে তাহাদের পার্টির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বলেন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি পুরাপুরিভাবে বাংলাদেশের সংগ্রামের পক্ষে। ফরাসী পার্টি ফ্রান্সের এক-চতুর্থাংশ ভোটদাতার আস্থাভাজন বিধায় তাহাদের পার্টির মাধ্যমে ফ্রান্সের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ। তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই এই সমস্যার সামাধান করিতে হইবে।

হাঙ্গেরী

হাঙ্গেরী প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড আন্দ্রে গাইনেস ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকদের বর্বর নির্যাতনের নিন্দা করিয়া বলেন যে, কেবল মাত্র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিধি ও মানবিক অধিকার মানিয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়া বাংলাদেশ সমস্যার সামাধান সম্ভব।

গণতান্ত্রিক জামার্নী

গণতান্ত্রিক জার্মানীর প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড অ্যালবার্ট নর্ডস বাংলাদেশের জনগণের ‘‘গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার’’ প্রতিষ্ঠা ও শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবি করেন।

ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি

পশ্চিম জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড কুর্ট অর্লরেকন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের সহিত ‘ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি ’’ জ্ঞাপন করেন।

ন্যাষ্য সংগ্রাম

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা কমরেড উইলিয়াম ওয়েনরাইট বাংলাদেশের আন্দোলনকে ‘ন্যায় সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করেন।

এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানা যায় নাই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদকে সংগ্রামী ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীকে পরিনত করা হউক	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৮শ সংখ্যা	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

উপদেষ্টা পরিষদকে সংগ্রামী ঐক্যের প্রাণবন্ত প্রতীকে পরিনত করা হউক।

৬ই নভেম্বর সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। উপদেষ্টা পরিষদকে আতুড়েই গলা টিপিয়া মারার জন্য ঐক্যবিরোধী কোন কোন মহল ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা বিশেষতঃ মার্কিন লবী যেভাবে আদা-জাল খাইয়া লাগিয়াছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠকের তাৎপর্য রহিয়াছে।

প্রায় দুই মাস পূর্বে সর্বদলীয় বৈঠকে মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা পরিযদ গঠিত হইলে দেশব্যাপী প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সংগ্রামী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বিধানের যে সমস্যাটি প্রথমাবধি রহিয়া গিয়াছে, দেশবাসী আশা করিয়া ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ফলে উহার বহুলাংশে সামাধান হইবে এবং এই উপদেষ্টা পরিষদ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের স্তরে উন্নত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনগণের এই আশা পূরণ হয় নাই। ঐক্যের ভিত্তি আরও প্রসারিত কিম্বা গভীরতম হওয়া দুরের কথা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মধ্যে দিয়া যে সূচনাটি হইয়াছে ইহাকেই অঙ্কুরে নির্দিষ্ট করার জন্য পূর্বোক্ত মহলগুলি উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহার ফলে গত দুই মাসের মধ্যে উপদেষ্টা পরিযদের একটিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হ্ইতে পারে নাই।

ঐক্যের পথে এই সকল বাধা থাকা সত্বেও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় নাই। বরং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতির সাথে সাথে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইতেছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্য প্রয়োজন-ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন মুক্তাঞ্চলগুলির পূর্ণগঠনের ক্ষেত্রেও। কাজেই উপদেষ্টা পরিষদকে একেবারে ঘুম পাড়াইয়া রাখার পরিবর্তে মাঝে মাঝে উহার বৈঠক ডাকিয়া নিয়মরক্ষা করিলেও সমস্যার সমাধান হইবে না। উপদেষ্টা পরিষদকে বাংলাদেশের সংগ্রামী শক্তিগুলির প্রাণবন্ত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে, মুক্তিসংগ্রামকে সুসংগঠিত ও বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ইহাকে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। তাছাড়া উপদেষ্টা পরিষদকে শুধু উপরের তলায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নীচের স্তরগুলিতেও ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠন করিতে হইবে।

দেশবাসীর জঙ্গী উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য সরকারের তরফ হইতে স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যতের একটি রূপরেখা তুলিয়া ধরা এবং বক্তৃতায় বিবৃতিতে, বেতারে, সংবাদপত্রে উহা ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন, সরকারের লক্ষ্য বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা। কখনও বা বলা হয়, আওয়ামীলীগ উহার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তাবায়িত করিবে। সম্প্রতি একজন সরকার মুখপাত্র বলিয়াছেন, বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদিগকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে দিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা টুকরা টুকরা ভাবে তুলিয়া ধরার চেষ্টা দেখা গেলেও ইহা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন যা তাহা হইল, স্বাধীন বাংলাদেশে কার্যকরী করা হইবে এরূপ একটি কর্মসূচী ঘোষণা। স্বাধীন বাংলাদেশে যে আবার সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুজিপতি

শ্রেণীর অবাধ শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে না, স্বাধীন বাংলাদেশে যে সত্যই সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়িয়া তোলা হইবে- এই আশ্বস ও নিশ্চয়তা দেশবাসীকে দিতে হইবে। আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থার পটভুমিতে অনেক ইতিবাচক বিষয় সন্নিবেশিত হইলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভুমিতে উহার রদবদল অত্যাবশ্যক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধকরা ও কৃষকের স্বার্থে ভুমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের পুনগর্ঠনের ক্ষেত্রে এই দুই বিষয়েই হইবে মূখ্য। কাজেই পরিবর্তিত অবস্থার চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সর্বদলীয়ভাবে স্বীকৃত একটি গণমুখী কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা একান্ত অবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ইয়াহিয়া চক্রের পাক-ভারত যুদ্ধের হুমকির দরুন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এই পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রসর করিয়া নেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সামগ্রিক ও ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। ইয়াহিয়া-চক্র যদি মরিয়া হইয়া যুদ্ধ বাধায়ই তাহা হইলেও শত্রু যেন পাক-পাকত যুদ্ধের মধ্যে দিয়া বাংলাদশের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে চাপা দেওয়ার কুমতলব হাসিল করতে না পারে বরং বাংলাদেশে উহার পরাজয় ত্বরান্বিত হয় সে জন্য বাংলাদেশের সকল সংগ্রামী শক্তিকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং সাড়ে সাত কোটি নর-নারী যেন একটি মানুষের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ ও ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রূর উপর ঝাপিয়া পড়িতে পারে সে জন্য একটি সামগ্রিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। উপদেষ্টা পরিষদের সামনে ইহাও আজ একটি মূখ্য করণীয় হিসাবে হাজির হইয়াছে। এ ব্যাপারে কালবিলম্ব করা চলে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত কর	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত কর
যে-স্বাধীনতার বেদীমূলে অগনিত দেশবাসী অকাতরে আত্মবলি দিয়াছেন উহার প্রতি বেইমানী বরদাশত করা হইবে না।

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ ঐক্যবদ্ধভাবে চরম আঘাত হানিয়া পাক জঙ্গীশাহীর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমগ্র জনগণ ও সকল মুক্তি সংগ্রামীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন লড়াইয়ের সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করেন এবং যে স্বাধীনতার জন্য অগনিত দেশবাসী অকাতরে আত্মদান করিয়াছেন উহার সহিত কোন অবস্থাতেই বেঈমানী হইবে না বলিয়া ওয়াদা করেন।

উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহায়তার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

গত ৬-৭ নভেম্বর মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এবং অংশ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রী মনি সিং, আওয়ামী লীগের জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও শ্রী ফণী ভুষণ মজুমদার, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা শ্রী মনোরঞ্জন ধর। ইহা ছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গও সভায় যোগদান করেন।

বৈঠকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

(১) কমিটি মনে করে যে, ইয়াহিয়ার যুদ্ধবৎ প্রস্তুতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধানোর প্রকাশ্যে পায়তারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার প্রশ্নও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ক্রমবর্তমান সাফল্য হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোরই একটি কুমতলব। কমিটি শত্রুর স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান দূর্বলতাসমূহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ এবং শত্রুর পতন দ্রুততর করার উদ্দেশ্য তাহার উপর ঐক্যবদ্ধ ও চরম আঘাত হানার জন্য সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সকল স্তরের মুক্তি সেনানীদের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

(২) কমিটি সভ্যতার সকল নিয়ম কানুন ভঙ্গ করিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে অব্যাহতভাবে আটক রাখার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করিতেছে এবং বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের জন্য পাকিস্তান সরকাররের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

(৩) কমিটি জালিয়াতিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বে-সামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনকে শঠতা বলিয়া মনে করে। ইহা শুধু তাহাদেরকেই মুগ্ধ করিবে যাহারা ইহাকে বিশ্বাস করার ভান বা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক।

(৪) কমিটি ভারতের জনগণ ও সরকারকে বাংলাদেশের প্রশ্নে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির প্রশংসা করিতেছে।

(৫) কমিটি সাড়ে ৭ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার ন্যায্যতার প্রতিনিধিত্বকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের সরকারসমুহের প্রতি আবেদন জানইতেছে।

(৬)কমিটি লক্ষ করিতেছে যে, কতিপয় দেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হইলেও তাহাদের মনোভাব প্রকাশ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। কমিটি ন্যায়, গণতন্ত্র ও মুক্তির পক্ষে তাহাদেরকে আরও সোচ্চার হইয়া আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইতেছে।

(৭)যে সব দেশের সরকার ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরন দিয়া বাংলাদেশে গণহত্যার সাহায্য করিতেছে, কমিটি সে সব দেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানাইতেছে, তাহারা যেন বাংলাদেশের ব্যাপারে তাহাদের সরকারের এই নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ বন্ধ করেন।

(৮) কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্প পুনরায় ব্যক্ত করিতেছে এবং স্বাধীনতার কমে সমাধানের নিমি্ত্ত প্রদত্ত সকল বক্তব্য ও ফর্মূলা প্রত্যাখান করিতেছে।

(৯) স্বাধীনতার জন্য যাহারা জীবন দিয়াছেন, তাহাদের ত্যাগ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ঐসব নিহত বীরদের সহিত সংহতি ঘোষণা করিতেছে এবং শপথ গ্রহণ করিতেছে যে, যে কারনে তাহারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে না।

শেষ দুইটি প্রস্তাবে কমিটি নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী হাইকমিশনে আটক জনাব হোসন আলী ও তাহার স্ত্রী-কন্যাদের মুক্তি দাবী করে এবং উরিষ্যার প্রলয়ঙ্করী ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
গ্রাম বাংলায় জঙ্গীশাহীর কর্তৃত্ব অচল	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

আয় নাই, ঘরে খাদ্য নাই, ভয়াবহ সঙ্কট

গ্রাম বাংলায় জঙ্গীশাহীর কর্তৃত্ব অচল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাক জঙ্গী শাহীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাগণ যে প্রত্যক্ষদর্শীর রির্পোট পাঠাইয়াছেন তাহাতে বলা হয়, সৈন্যবাহিনী শহরগুলি হইতে সচরাচর বাহির হয় না। তদুপরি পাক জঙ্গীশাহী ভারতের সহিত যুদ্ধ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন করায় অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জঙ্গীশাহীর শাসন কার্যত রাজাকার ও অবাঙালী পুলিশ বাহিনীর লুটপাট ও জবরদস্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ্ কিন্তু অধিকৃত এলাকায় পাক সরকারের প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল এবং মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পরিষদগুলির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসব এলাকায় বাংলাদেশে সরকারের বেসামরিক প্রশাসন চালু করা সম্ভব এবং অত্যান্ত দরকার।

পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত শহরগুলিতে স্কুল-কলেজ কিছু কিছু খোলা হইলেও গ্রামাঞ্চলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ।

পাক দস্যু বাহিনী সামরিক অভিযান চালাইবার পর স্থানীয় সমাজ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তথা পাক দালালেরা জনসাধারনের উপর নির্যাতন, লুটতরাজ প্রভৃতি দুষ্কর্ম করে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় গেরিলা বাহিনীগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে শায়েস্তা করে। বর্তমানে এই মহলটি একেবারে কোনঠাসা এবং মুখচেনা পাক দালালেরা সকলেই গিয়া শহরে আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামে যারা আছে তাহারা মৌখিকভাবে হইলেও মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছে। কিছু কিছু ভুয়া মুক্তিফৌজ জনসাধানের উপর অত্যাচার করিত। মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীগুলো ইহাদিগকেও ঠান্ডা করিয়াছে।

অর্থনৈকি সংকট

হানাদার বাহিনীর লুটপাট,অগ্নিসংযোগ, ধবংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে জনজীবনে দারুন অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। গত আউশের মওশুমে ধান হয় নাই-পাক সেনাদের অত্যাচারে কৃষকরা ধান বুনিতে ও কাটিতে পারে নাই। আমন ধানের আবাদ হইয়াছে কম্ শ্রমিক, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কর্মচারী, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির আয়ের কোন পথ নাই। ধান -চাউলের দর কোন কোন জায়গায় খুবই বেশী- বরিশালের একটি এলাকা হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানইতেছেন, সেখানে নতুন আউশের চাল প্রতিমন ৬০ টাকা দরে ক্রয়-বিক্রয়

হইতেছে। আবার যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাবে পার্শ্ববর্তী উদ্বৃত্ত এলাকা্হইতে ধান চাউল আমদানী করা যাইতেছে না।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, কোন কোন এলাকায় শতকরা ৯০ জন অধিবাসী উপবাসে দিন কাটাইতেছে। পাক জঙ্গীশাহী খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে না ইহা জানা কথাই। তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই সব গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া। বস্তুত খাদ্যসঙ্কট এরূপ তীব্র যে, আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এই সমস্যা সমাধানের উপর মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যত বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ১৯শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার অর্থনীতিতে চরম অচলাবস্থা বিরাজমান। গত পহেলা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হইতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্য ভাটা পড়ে, গত কয়েক মাসের লড়াই উহাকে একেবারে অচল করিয়া দিয়াছে।

কলকারখানা আজও পুরোপরি চালু করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ বললেই চলে। কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা তৎপরতা থাকিলেও ব্যবসাকেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ায় কৃষি পন্যের বাজারজাতকরনের সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের দুটি সমুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম ও চালনা শ্রমিকদের অসহযোগিতা ও মুক্তিফৌজের আঘাতে আঘাতে প্রায় অচল্ আমদানী রপ্তানী প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ায় অধিকৃত এলাকার অভ্যন্তরেও পন্য চলাচল খুবই সামন্য । ফলে স্থানীয় চাহিদা ও সরবারহের ভিত্তিতেই জিনিসপত্রের দাম নির্ধাররিত হইতেছে।

আমাদের সংবাদদাতাদের প্রেরিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, কৃষকরা যাহা উৎপাদন করে উহা পানির দরে বিক্রি হইতেছে আর শিল্পজাত পন্য বা যাহার সরবরাহ বাহির হইতে আসে সেগুলি রীতিমত অগ্নিমূল্য। ধান-চাউলের দর বেশী না হওয়া সত্ত্বেও লোকের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই লোপ পাওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে।

ময়মনসিংহ জিলার একটি এলাকা হইতে আমাদের একজন সংবাদদাতা জানাইয়াছেনঃ

ভৈরববাজার, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ এই তিনটি মূল ব্যবসা কেন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হওয়ায় দ্রব্যমূল্য ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপড়-চোপড়, ঔষধ, লবন, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, চা, সিগারেট, চিনি প্রভৃতির মূল্য দ্বিগুন হইতে তিনগুন বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের দর প্রতিমণ ৫০ টাকা, আটা ৪২ টাকা।

পাট

কৃষকের প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন এবার খুবই কম। স্থানীয়ভাবে অনুমিত হয়, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অর্ধেক পাট উৎপাদন হইয়াছে।

পাট বোনার মওশুমে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার শুরু হওয়ায় কৃষকেরা পাট বুনিতে পারে নাই। অনেক কৃষক জঙ্গীশাহীর সহিত অসহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাটক্ষেত ভাঙ্গিয়া ধান বুনিয়াছিল তাছাড়া পাক সৈন্য ও রাজাকার বাহিনীর অত্যাচারে বহু কৃষক বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় ক্ষেতের পাট ক্ষেতে শুকাইয়াছে। ফলে পাট উৎপাদন বিরাজ গুরুতররূপে হ্রাস পাইয়াছে।

নারায়নগঞ্জে পাটের দর চড়া থাকা সত্বেও কৃষকরা উহার সুবিধা পাইতেছেনা অনেক ভাল ভাল পাটের বাজার পাক হানাদার সৈন্যরা পুড়াইয়া দেওয়ায় পাট বিক্রয়ের দারুন অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। আবার আর্থিক

সঙ্কট এবং পাক বাহিনী বা রাজাকারদের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির আশঙ্কায় কৃষক ঘরে পাট মজুত রাখা নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই। কৃষকের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ফড়িয়া ব্যাপারীরা গ্রাম হইতে পানির দরে পাট কিনিয়া নিয়াছে। পাটের দর সূতী মনপ্রতি ২০ হইতে ৩০ এবং বগী ৩৫ হইতে ৪০ টাকা। নিরপত্তার অভাব হেতু ব্যবসায়ীরা সরাসরি নারায়নগঞ্জে পাট চালান না দিয়া নরসিংদীতে বিক্রি করিয়া দেয়। লুটেরা রাজাকার বাহিনী পাটের নৌকা আটক করিয়া যথেষ্ট টাকা আদয় করিতেছে। পাক সৈন্যরা পাটের নৌকায় মুক্তিবাহিনী আছে সন্দেহ করিয়া হয়রানির একশেষ করে। ফলে নারায়নগঞ্জ বন্দরে পাটের দর ও গ্রামের বাজরে কৃষক যে দাম পায়, উহার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যান্য অর্থকরী ফসল

এই মওশুমে কলা, লিচু, মূলা, হলুদ, মরিচ, পেয়াজ, রসুন, আদা, তরিতরকারী প্রভৃতি বিক্রি করিয়া কৃষকের হাতে কিছু পয়সা আসিত। কিন্তু বাজারজাতকরণের অসুবিধা এবং ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাওয়ার দরুন স্থানীয় চাহিদা হ্রাসের ফলে এই সবের মূল্য শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

খাদ্য-শস্য

এই এলাকায় চাউলের দর বর্তমান মণপ্রতি ৪৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা নিরাপত্তার অভাবে ধান চাউলের মজুত ব্যবসা নাই। পার্শ্ববর্তী ভাটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতার দরুন সেখানে ধান প্রতিমণ ৮ হইতে ১০ টাকা এবং চাউল ১৫ হইতে ২০ টাকা দরে বিক্রি হইতেছে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে মাল চলাচল নাই।

ভাটি অঞ্চলের ধানই সাম্বৎসরের একমাত্র ফসল। কৃষক উহা পানির দরে বিক্রি করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে কারন লুটেরা রাজাকার বাহিনীর দৌরাত্ম্যে কৃষক ঘরে ধান চাউল মুজুত রাখিতে ভরসা পাইতেছে না। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্যি যে, একদিকে ধান চাউলে নিম্ন মূল্য ও অন্যদিকে দূর্ভিক্ষের করাল ছায়া পাশাপশি বিরাজ করিতেছে। রুটি রোজগারের অভাবে গ্রামের গরীব মানুষ ক্ষেতমুজর ভূমিহীন প্রভৃতি উপবাসে দিন কাটাইতেছে। তাছাড়া আমন ফসলের ফলন বিক্রি ভাল হয় নাই। সার ও কীটনাশকের অভাবে অধিক উৎপাদনশীল ইরি ধরনের চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। যুদ্ধাবস্থার দরুন আউশ ধান সময় মত বোনা ও কাটা সম্ভব হয় নাই ফলে কৃষকের সামনে অন্ধকার ভবিষৎ।

তাঁত শিল্প

সুতার অভাবে গ্রামীন তাত শিল্প ধবংসের মুখে। পশ্চিম পাকিস্তানী মিলের কাপড় চালু করার উদ্দেশ্য হানাদার পাক সৈন্যরা অনেক গ্রামে তাত পুড়াইয়া দিয়াছে। যথাঃ বাজিতপুর, বসন্তপুর, নিতাইকান্দি, কাপাসটিয়া পার্শ্ববর্তী ঢাকা জেলার নরসিংদী এলাকার তাত শিল্পও পাক বাহিনী ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

বেকার সমস্যা

এই অর্থনৈতিক অবস্থার পটভুমিতে গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষক সরকারী কর্মচারী বেসরকারী চাকুরিজীবি বেকার হইয়া গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। এবং ভরনপোষণের জন্য নিজেদের যৎসামন্য জমির উপর নির্ভর করিতেছে। অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ থাকায় শ্রমিকেরা দলে দলে গ্রামে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও বেকার হইয়া ক্ষেতমজুরের কর্মপ্রার্থী হইয়া একদিকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে অন্যদিকে ক্ষেত মজুরের চাহিদা ও মজুরী হ্রাস পাওয়ার কারন ঘটাইয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
দিনাজপুরের মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

জনজীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের তাগিদে দিনাজপুরের মুক্তাঞ্চলে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের উত্তরতম প্রান্তে দিনাজপুরের মুক্ত এলাকা তেতুলিয়ার বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন, আইন, শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণজীবনের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি দেখা শোনার জন্য উক্ত এলাকা হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মোশারফ হোসেনের আহবানে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামীলীগ ন্যাপসহ একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটিতে জনাব হোসেন ছাড়া অন্যান্যরা হইতেছেন জনাব তফিল হোসেন, জনাব খোরশেদ আলী, জনাব নজির হোসেন, জনাব, জমির আলী, জনাব আব্দুস সাত্তার মোল্লা, জনাব, নুরুল হক, জনাব ওয়াহেদ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আলী, জনাব নিজামুদ্দিন আহমদ, জনাব খাদেম আলী, জনাব নফিসউদ্দিন, জনাব করিমউদ্দিন, জনাব গফুর উদ্দিন আহমদ প্রধান, জনাব লুৎফর রহমান, জনাব তবিবুর রহমান ও জনাব মঈনুল হক। উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ফলে স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

গত ৯ই নভেম্বর কালান্দিগঞ্জে জনাব মোশাররফ হোসেন চৌধুরীর আহবানে অনুষ্ঠিত এক সর্বদলীয় সভায় এই উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই সভায় তেতুলিয়া থানার আওয়ামীলীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, কৃষক সমিতি, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও সকল স্তরের জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জমির আলী।

সভায় জনাব নুরুল হক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং উহা সর্বস্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় সংশ্লিষ্ট মুক্তাঞ্চলের সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে মুক্তাঞ্চলে আসন্ন মরসুমে মালিকবিহীন পরিত্যাক্ত জমির ফসলাদি কাটা এবং বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের নীতি কি তাহা অবগত হওয়ার জন্য কমিটি জনাব মোশাররফ হোসেন এম. এন এ কে অনুরোধ করে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে উক্ত এলাকার যে সব সরকারী ও পরিত্যাক্ত মালিকবিহীন সম্পত্তি বা উহার আয় যাহাতে বাংলাদেশ সরকারের হাতে আসে তাহার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেন এম এন একে উপদেষ্টা কমিটির পক্ষ হইতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পত্তির একটি হিসাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানানো হয়।

অপর প্রস্তাবে উক্ত এলাকায় সরকার অনুমোদিত যে ইয়ুথ ক্যাম্পটি কার্যতঃ নিস্ক্রীয় রহিয়াছে, উহাকে সক্রিয় করা ও যুবকদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেন এম. এন. এ-কে সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজনৈতিক হালচাল	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজনৈতিক হালচাল
(ভায্যকার)

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ছোট ছোট মুক্তাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন এলাকায়। এছাড়া গ্রাম এলাকায় পাক হানাদর বাহিনীর তৎপরতা খুবই সীমাবদ্ধ রাজাকার ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আমদানী করা পুলিশও মুক্তি বাহিনী ও গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমনের ভয়ে থানার সদর কার্যালয় ছাড়িয়া দুরে যাইতেসাহস পায় না। ফলে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলও কার্যত মুক্ত। সেখানে ইয়াহিয়া খান কিম্বা তাহার পা-চাটা মালেকের তথাকথিত সরকার শাসন নাই বলিলেও চলে। বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনী, স্থানীয়ভাবে সংগঠিত আওয়ামীলীগ, ন্যাপ বা কমিউনিস্ট সমর্থক গেরিলা বাহিনী এবং স্থানীয় মুক্তিসংগ্রাম কমিটি (যা বহুক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির ধরনে সর্বদলীয় গড়িয়া উঠিয়াছে) প্রভৃতির হাতেই এই সব এলাকার কর্তৃত্ব কার্যত ন্যাস্ত। এই সব মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জরুরী তাগিদ আজ অনুভূত হইতে শুরু করিয়াছে। আবার, মুক্ত এলাকার প্রশাসন বা পুর্গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া একটি বড় ও মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলিয়া আসিয়াছে। প্রশ্নটি হইল বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনগর্ঠনের ক্ষেত্রে কোন নীতি, কোন পথ অনুসরণ করিবে? মুক্ত এলাকার সমস্যা সমাধান আলাদাভাবে হইতে পারে না। গোটা বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রশ্নের সহিত ইহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজিকার ছোট ছোট মুক্তাঞ্চলগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে আগামী দিনের বাংলাদেশের মডেল হিসাবে তাই মুক্তাঞ্চলের পূর্ণগঠনের প্রশ্নকে সামনে রাখিয়া আজ বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য সকল সংগ্রামী শক্তিকে দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক অর্থনৈতিক রূপরেখা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। ইহা এখন আর নিছক তত্ত্বগত বিষয় নয়, ভবিষ্যতের জন্য ইহাকে ফেলিয়া রাখাও চলে না।

স্বাধীন বাংলাদেশের সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে হইলেও একটা ধারনা বা ছবি সকলের মনেই আছে ইহার প্রকাশও নানভাবেই দেখা যাইতেছে। স্বাধীনতার দাবিতে বাংলাদেশেল সব মানুষ এক। পশ্চিম পাকিস্তানের কুখ্যাত বাইশটি একচেটিয়া পুজিপতি পরিবার, বড় জামিদার গোষ্ঠী ও উহাদের মুরব্বী সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলাদেশের উপর যে এক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন শোষনের জোয়াল চাপাইয়া দিয়াছিল, উহা হইতে মুক্তি চায় প্রতিটি নরনারী্ এই একচেটিয়া শোষন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উহার যে নিষ্ঠুর সামরিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম করিয়াছিল উহাকে ধ্বংস করিয়া জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি দেশবাসী চায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং উক্ত দাবিতে প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করিতেছে।

কিন্তু ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশে সকল শ্রেণী ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা শ্রেণী স্বার্থের বৈপরীত্য লোপ পাইয়াছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ছবিও সকল শ্রেণীর মানুষের মনে এক রকম নয় কৃষক ভাবিতেছে স্বাধীন বাংলাদেশে সে জমি পাইবে, সামন্তবাদী শোষনের নাগপাশ হইতে পাইবে মুক্তি। শ্রমিক ভাবিতেছে সে পাইবে বাঁচার মত মজুরী, কাজের নিরাপত্তা রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। যুগ যুগ ধরিয়া সে সভ্যতার পিলসুজ হইয়া কাটাইয়াছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়া এমন এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দুয়ার খুলিয়া যাইবে যেখানে সে সভ্যতার নির্মাতা হিসাবে উহার ফল ভোগেরও অধিকারী হইবে।

সকলের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য আশ্রয়ের মত ন্যুনতম চাহিদাগুলি মিটিবে। মধ্যবিত্ত ভাবিতেছে স্বাধীন বাংলাদেশে তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাহবে, বেকারত্ব ঘুচিবে, জীবন মানের উন্নতি হইবে। বাঙালী ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের মনে রহিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানী এক চেটিয়া পুঁজির অসম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া আত্মবিকাশের আকাঙ্খা। ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আদমজী-ইস্পাহানী-দাউদ-বাওয়ানীকে তাড়াইয়া নিজেরাই যে বাঙালী আদমজী-দাউদ-বাওয়ানী হইয়া বসিবার স্বপ্ন দেখিতেছিনা তাও নয়।

এখন প্রশ্ন হইল, স্বাধীন বাংলাদেশে কোন শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন সফল হইবে? শোষক শ্রেণীর না শোষিত শ্রেণীর? যে শ্রমিক কৃষক-ছাত্র জনতা স্বাধীনাতর জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের শোষণ মুক্তির পথ উন্মোচিত করা হইবে, না মুষ্টিমেয় ধনিকের শোষনের অধিকার কায়েম করা হইবে। বাঙালী উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে-পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুজির বিরুদ্ধে ইহারা অতীতেও লড়াই করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহারা মিত্র শ্রেণীভুক্ত। তাহা সত্ত্বেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের শ্রেণী চরিত্র শোষকের। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশে ইহাদিগকে যদি অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় শ্রেণীগুলি অর্থ্যাৎ শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবি তথা সকল মেহনতী মানুষ শোষনের জোয়ালে আবদ্ধই থাকিয়া যাইবে। শোষকের পরিবর্তন হইলেও শোষনের অবসান ঘটিবেনা। তাছাড়া পুজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা হইলে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ ইয়াহিয়া চক্রকে অস্ত্র অর্থ উপদেষ্টা দিয়া বাংলার নরমেধযজ্ঞে সহায়তা করিতেছে, সাহায্য ঋন ও বিশেষজ্ঞের জন্য উহাদিগকেই স্বাধীন বাংলাদেশে ডাকিয়া আনিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে বাংলদেশ। সোনার বাংলা আরও রিক্ত, আরও কঙ্কালসার ইহয়া পড়িবে।

ইহার বিকল্প কি? ইহার বিকল্প রাস্তা হইল পুঁজিবাদী পথ পরিহার করা শুধু শোষক পরিবর্তন নয়, শোষনমূলক ব্যবস্থারই চির অবসানের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া। শোষিত নিপীড়িতের রাজ কায়েম করা। ইহার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিপতিদের গলা কাটিয়া ফেলা হউক কিম্বা যে লোক আন্ডা বেচিয়া খায় তাহার মুরগীটিকে জাতীয়করন করিয়া লওয়া হউক। বাংলাদেশের সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরে বেসরকারী উদ্যোগের ইতিবাচক ভূমিকা শেষ হইয়া যায় নাই। কাজেই বেসরকারী পুঁজি বা উদ্যোগকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এই পুঁজিকে জনসাধারনের উপর অবাধ শোষণ চালাইয়া একচেটিয়া পুঁজিতে পরিনত হইতে দেয়া চলিবে না। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে জাতীয় অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে হবে। ব্যাংক, বীমা বৃহৎ শিল্প, পাট শিল্প ও পাট ব্যবসা, আমদানী রপ্তানী ব্যবসা প্রভৃতি জাতীয়করন করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী খাতকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সরকারী খাতের পরিচালনা ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকীকরন, পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশ গ্রহনের নিশ্চয়তা বিধান এবং সরকারী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির ও ব্যবস্থা নিতে হইবে। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে পরিচালতি করিতে হইবে অপুঁজিবাদী পথে-যাহা পরিনতি লাভ করিবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়।

অর্থনৈতিক র্পুনগঠনেও একটি প্রধান কাজ হইল, ভুমি ব্যবস্থার সংস্কার তথা কৃষির পুনর্গঠন বাংলাদেশে ভুমি সংস্কারের প্রশ্নটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইলেও জমিদারী উচ্ছেদ হয় নাই।

আইয়ুব খানের আমলে ভূমি ব্যবস্থার 'সংস্কার' করা হয় উল্টা দিকে। এর আগে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বা সিলিং ছিল ৩৩ একর বা ১০০ বিঘা। আইয়ুবী শাসনে তথাকথিত 'ভূমি সংস্কার' আইনে বাড়াইয়া ৩৭৫ বিঘায় নির্ধারিত করা হয়। অথচ বাংলাদেশে জমির উপর জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে সিলিং নামাইয়া ৫০ বিঘা নির্ধারিত করা ছিল খুবই জরুরী।

১৯৫০ সালের জমিদারী দখল আইন এবং সিলিং সংক্রান্ত বিধি কিংবা পরবর্তীকালের আইয়ুব আমলের তথাকথিক 'ভূমি সংস্কার' আইন যে কোন গরীব বা অর্থহীন কৃষক এক বিঘা জমিও পায় নাই। বাংলাদেশের শতকরা ৩৫ জন কৃষক ভূমিহীন এবং যাহাদের জমি আছে তাহাদের মধ্যেও শকতরা ৭৮ জনের জমির পরিমাণ পাঁচ এর বা ১৫ বিঘার নিচে (বাংলাদেশের অন্যুন ১৫ বিঘা পরিমাণ জমিকে ইকনমিক হোল্ডিং ধরা হয়)। কাজেই ভুমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই জরুরী কাজটিই হয় নাই এবং না হওয়ার ফলে কৃষিতে সৃষ্টি হইয়াছে বন্ধ্যাত্ব। অধিকাংশ জমির মালিক জমি চাষ করেন না আর যারা জমি চাষ করেন তাহারা জমির মালিক নন। ফলে কৃষির অগ্রগতির পথে এক দুস্তর বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মারফত কৃষকের হাতে পয়সা না আসার ফলে শিল্পজাত পণ্যের বাজারও রহিয়া গিয়াছে সঙ্কুচিত অবস্থায় এবং শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা হইয়াছে খর্ব। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির আশা ছিল সুদূর পরাহত।

আজ যখন বাংলাদেশের সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে তখন দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখায় ভূমি সংস্কার তথা কৃষি পুর্ণগঠনের কর্মসূচীকে আর ফেলিয়া রাখা যায় না। ইহার স্থান হওয়া উচিত অর্থনেতিক পুনর্গঠন কর্মসূচীর একেবারে পয়লা নম্বরে। পারিবারিক মালিকানাধীন জমির সিলিং কমাইয়া উর্দ্ধপক্ষে ১০০ বিঘা নির্ধারিত করা, উদ্বৃত্ত জমি গরীর কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদিগকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দেওয়া, খাজনা প্রথা ধীরে ধীরে উঠাইয়া দিয়া কৃষি আয়কর চালু করা, ইজারাদারী জলমহাল, বনমহাল প্রভৃতি সামন্তবাদী শোষণের অবশেষ গুলিকে বিলুপ্ত করা, সমবায় কৃষি খামার গড়িয়া তোলা প্রভৃতি কৃষি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আশু করণীয়।

শুধ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের তাগিদে নয়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষকদিগকে অধিকতর সংখ্যায় উদ্ধুদ্ধ করার জন্যও মুক্তি সংগ্রামের একটি প্রধান রণধ্বনি হওয়া উচিতঃ কৃষকের হাতে জমি দাও। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা এই শিক্ষাই পাইতে পারি। কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার ভিত্তিতে মুক্তাঞ্চলগুলিতে ভূমি সংস্কারের কাজে এখনই হাত দেওয়া উচিত। মুক্তাঞ্চলে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিলে অধিকৃত এলাকার কৃষকগণও মুক্তি সংগ্রামে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইবেন।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটান রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আর একটি জরুরী কাজ। সোনার বাংলা যে আজ শ্মশান, তার পিছনে করাচী-লাহোরের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণের সুদ বাবদই প্রতি বৎসর ৭০-৮০ কোটি টাকা পাকিস্তান হইতে লুটিয়া নিত, উহার সিংহভাগ যাইত পূর্ব বাংলা হইতে। অতীতে দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ ছিল না। পূর্ব বাংলারূপী চৌবাচ্চাতে দুইটি ছিদ্র ছিল একটি করাচী-লাহোরের একচেটিয়া পুঁজির শোষণের আর অন্যটি সাম্রাজ্যবাদী তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের। বাংলাদেশের সম্পদ পাঁচার বন্ধ করিতে হইলে এই দুইটি ফুটোই বন্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারের কর্মসূচী হওয়া উচিতঃ (১) অতীতে পাকিস্তানকে দেওয়া ঋণের সমুদয় দায়িত্ব অস্বীকার করা; (২) বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনা ক্ষতি পূরণের জাতীয়করণ করা (চা-শিল্প ব্যাংক, বীমা ও রপ্তানী বাণিজ্যে সাম্রাজবাদী পুঁজি রহিয়াছে); এবং (৩) ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করা।

কোন কোন মহল মনে করেন এবং অনেক সময় প্রকাশ্যে বলিয়াও থাকেন, আগে তো দেশ স্বাধীন হউক, তারপর কর্মসূচীর কথা ভাবিয়া দেখা যাইবে। আবার কোন কোন মহল মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসুক, তা হইলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু এগুলি হইল শোষকশ্রেণীর যুক্তি। ১৯৪৬ সালে বলা হইয়াছিল, পাকিস্তান হাসিল হইলেই সব শোষণের অবসান হইবে। কারণ সব মুসলমান ভাই ভাই। আবার কেহ কেহ বলিতেন, মুসলমানদের মধ্যে জমিদার বা বড় পুঁজিপতি বিশেষ কেন নাই, কাজেই পাকিস্তান কায়েম হইলে উহা হইবে 'গরীবের পাকিস্তান'। এইসব 'যুক্তি' যে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়, তা আজ আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কাজেই 'সব বাঙালী ভাই ভাই' শ্লোগানও কোন কাজের কথা নয়। স্বাধীনতার দাবীতে সকল বাঙালী এক হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রহিয়াই গিয়াছে। কাজেই বাংলাদেশে যাহাতে প্রকৃতই শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী তথা মেহনতি জনতার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা পায় উহার নিশ্চয়তা সংবলিত একটি সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী অবিলম্বে ঘোষণা করা দরকার। এবং এই কর্মসূচীর রূপরেখার ভিত্তিতেই আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে মুক্তাঞ্চলগুলিকে। শুধু সামাজিক ন্যায়নীতির খাতিরেই নয়, শ্রমিক কৃষক জনতাকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আরও দুর্বার করিয়া তোলার জন্য ইহা অত্যাবশক।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলে নতুন জীবন গড়িতে হইবে	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২২শ সংখ্যা	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলে নতুন জীবন গড়িতে হইবে
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অনেক অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে। নতুন নতুন এলাকা মুক্ত হইতেছে। মুক্তাঞ্চলের মানুষ দখলদার শত্রুসেনাদের কবলমুক্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং মাতৃভূমির বাকি অংশ মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে মুক্তাঞ্চলে দেখা দিয়াছে অনেক জটিল সমস্যা। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলির পুনর্গঠন, জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠ প্রশাসন গড়িয়া তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ জরুরী হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমাদের প্রতিনিধি সম্প্রতি রংপুর জেলার ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, পাটগ্রাম ইত্যাদি মুক্তাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এই সলক সমস্যার কথা জানাইয়াছেন।

পাক বাহিনীর পোড়ামাটি নীতি

সর্বত্রই পিছু হটার সময় পাক বাহিনী পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়া সব কিছু জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিতেছে। মুক্তি বাহিনীর অগ্রগতির মুখে ভূরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী থানা ত্যাগ করার সময় হানাদার শয়তানরা গ্রামবাসীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাইয়া তিন শতাধিক লোককে হত্যা করে, বহু বাড়িঘর জ্বালাইয়া দেয়, এমন কি পেট্রোল দিয়া জমির পাকা ধানে আগুন ধরাইয়া দেয়। কয়েকটি সড়ক সেতুও পাক সেনারা যাইবার সময় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। নিজদলীয় রাজাকারদেরও পাক সেনারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

এইভাবে শত্রুসেনারা পূর্ব দখলকৃত গ্রামগুলিকে যাইবার সময় শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মুক্তাঞ্চলে নিজ বাড়িঘরে যাহারা ফিরিয়া আসিতেছেন, তাহাদের আশ্রয় নাই, বস্ত্র নাই, ক্ষেতের ধান বিনষ্ট হওয়ায় খাদ্যও নাই।

মুক্তাঞ্চলের জনগণকে বাঁচাইবার জন্য এখনই জরুরী ভিত্তিতে রিলিফের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাহাদের ঘরবাড়ি নাই তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য ঘর তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। খাদ্য, ঔষধপত্র ও চিকিৎসকের তীব্র অভাব রহিয়াছে।

অর্থনীতি

মুক্তাঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক দিকে হইতে কার্যত বন্ধ এলাকায় পরিণত হইয়াছে। স্বাভাবিক ব্যবসা-বানিজ্য নাই। এই সকল অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য পূর্বে দখলকৃত এলাকার সহিত মুক্ত থাকায় এখন সরবরাহের ক্ষেত্রে দারুণ উচ্চমূল্য। লবণ, কেরোসিন, দেশলাই, আটা, চিনি ইত্যাদি প্রায় পাওয়াই যায় না। লবণ প্রতি সের কোথাও কোথাও ৫ টাকা ও কেরোসিন ৮ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। গরীব, ক্ষেত মজুর দিনমজুর ও সাধারণ কৃষকের এইগুলি ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এই শ্রেণীর জনগণের হাতে এখন কোন কাজও নাই। এই সকল এলাকায় প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ও তামাক যাহাদের কিছু আছে তাহারাও দাম পাইতেছে না।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, মুক্তাঞ্চলে সরবরাহ ও কিছুটা স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উচিত প্রতিবেশী ও মিত্র ভারতের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ভারত ও মুক্তাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা -

বাণিজ্য চালু করা। তবে, সেরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে বিশৃঙ্খলা ও অবাধ মুনাফার প্রবণতা দেখা না দেয় তাহার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসা বানিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত তাহারা মনে করেন।

প্রশাসন

মুক্ত অঞ্চলসমূহে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন চালু হইতেছে । আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, রংপুরের মুক্তাঞ্চলগুলিতে থানা প্রশাসন চালু হইয়াছে, অসামরিক প্রশাসনের জন্য অনেক এলাকার আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করা হইতেছে। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আদায় শুরু হইয়াছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কিছু কিছু খোলা হইতেছে।

ভূরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী এলাকায় সরকারী হাট-বাজার হইতে তোলা আদায় করিতেছেন। প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনের নাম করিয়া কোন কোন স্থানে উচ্চহারে তোলা আদায় হইতেছে বলিয়া কৃষকরা অভিযোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে সরকারের সতর্ক সৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় শুধু সচ্ছল ব্যবসায়ীর নিকট হইতেই তোলা আদায় করা উচিত বলিয়া মুক্তাঞ্চলের মানুষ মনে করেন।

প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

মুক্তাঞ্চলের বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত ও সুষ্ঠু প্রশাসন গড়িয়া তোলা। ইহার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযুদ্ধে শরিক সকল দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। হানাদার পাকিস্তানীরা বিতারিত হওয়ার পর কোন এলাকায় যাহাতে প্রশাসনিক শূন্যতা দেখা না দেয় তাহার জন্য প্রশাসনকে জনগণ ও সকল গণতান্ত্রিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

পুনর্গঠনের কঠিন কাজকে সম্ভব করিয়া তোলার জন্য সর্বদলীয় ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করান প্রয়োজন।

কিন্তু এ যাবৎ যে সকল জোনাল, সাব-জোনাল, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে, সেগুলি কোনটি সর্বদলীয় ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই। শুধু অফিসারদের বড়জোর অফিসার ও আওয়ামী লীগের লোকজন লইয়া গঠিত হইয়াছে। অথচ সব জায়গাতেই স্থানীয় জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে তাহাদের বিশ্বাসভাজন নেতৃবৃন্দকে এই প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত দেখিতে চান।

মুক্তাঞ্চলের থানাগুলিতে পুলিশ ও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায়শই নগণ্য। এ ক্ষেত্রে সকল সংগ্রামী দল ও গণসংগঠন হইতে যুবকদের নিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা মুক্তাঞ্চলের মানুষ অনুভব করিতেছেন। পুনর্বাসন, খাদ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে তীব্র অভাব রহিয়াছে, সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া উহার কাজের সহিত সরকারী প্রশাসনের সমন্বয় সাধন করিয়া তাহা মোকাবিলা করিতে হইবে। ইতিপূর্বে ফুলবাড়ীর মুক্তাঞ্চল সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনের সংবাদ ‘মুক্তিযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ রিলিফ কমিটি সকল মুক্তাঞ্চলে গড়িয়া তোলা দরকার।

জনগণের মনোবল অটুট আছে

আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, মুক্তাঞ্চলের সর্বত্রই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জনগণ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করিতেছেন। মুক্তাঞ্চলের যুবকরাও মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ শত্রুকবলমুক্ত করার সংকল্প লইয়া ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছেন এবং জনগণ মুক্তিবাহিনীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছেন।

রংপুর রণাঙ্গনে পলায়নপর জনৈক পাকিস্তানী অফিসার তাহাকে নদী পার করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে কয়েকজন গ্রামবাসীকে ১৩শত টাকা দিতে চায়। গ্রামবাসীরা পাক অফিসারটিকে সাহায্য করার ভান করে এবং তাহাকে পোশাক বদলাইয়া লুঙ্গি পরিতে বলে। অফিসারটি হাতের অস্ত্র মাটিতে রাখিয়া গ্রামবাসীদের দেওয়া লুঙ্গি পরিতে শুরু করিলে এই সুযোগে তাহারা অফিসারটিকে পাকড়াও করিয়া মুক্তি বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে।

অপরিসীম দুঃখ, কষ্ট ও চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাংলাদেশে নবজীবনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহাদের স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হইবে তাহা বোঝা যাইবে মুক্তাঞ্চলগুলি দেখিয়া। তাই সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় মুক্তাঞ্চলগুলিকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা হইতে শত্রুকবলিত অঞ্চলসমূহের জনগণও মুক্তিযুদ্ধকে তীব্রতর করিতে অনুপ্রাণিত হইবেন। মুক্তাঞ্চলের জনগণের আশা কি জন প্রশাসন কি অর্থনৈতিক কি সামাজিক কাঠামো কোন ক্ষেত্রেই যেন পূর্বতন পাকিস্তানের দুর্নীতি অসাম্য আর শোষণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ জাতীয় জীবনের এই পরম লগ্নে	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২৩শ সংখ্যা	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জাতীয় জীবনের এই পরম লগ্নে

আট মাসের এবং বলিতে গেলে ২৪ বৎসরের অমানিশার পরে বাংলাদেশের আকাশে আজ নব-অরুণোদয় ঘটিতেছে।

পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ সামন্তবাদী ভূস্বামীদের জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ এবং তার সাথে মার্কিনী পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক জাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালী জাতি নিজেদের ন্যায্য জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গত ২৪ বৎসর বহু গৌরবময় সংগ্রাম করিয়াছেন। গত ২৫শে মার্চের পর জনগণের এই ন্যায্য সংগ্রামই ইয়াহিয়া চক্রের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্য জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আজ সাফল্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ঘৃণ্য দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে রচিত প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান রাষ্ট্র আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দুনিয়ার বুকে জন্ম নিয়াছে এক নবীন রাষ্ট্র-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ । প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অভিশাপ হইতে বাঙালী জাতি আজ মুক্ত হইতেছে।

আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্র গণহত্যা, পাইকারী নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি কোন অপরাধমূলক কাজই বাকি রাখে নাই। কিন্তু, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তাতে দমিত হওয়ার বদলে আরও দুর্বার হইয়াছে। দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড- মারের চোটে দিশাহারা হইয়া ইয়াহিয়া চক্র অবশেষে আমাদের দেশে মার্কিনী হস্তক্ষেপ ডাকিয়া আনার জন্য পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়াছে। ইয়াহিয়া চক্রকে বাঁচাইবার জন্য মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরাও এই যুদ্ধের সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আমাদের দেশে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজতন্ত্রের দাবিদার চীনও সমাজতন্ত্রের নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্রের পক্ষ নিয়া মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের ঐ চক্রান্ত সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু, দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের সে চক্রান্ত জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যে এক বিরাট অবদান রাখিয়াছে।

পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া চক্রের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রতিরক্ষার জন্য যে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাতে বাংলাদেশে ঐ খুনীর দলের অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়া নিজের সেনাবাহিনীকে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণে বাংলাদেশে শত্রুর ঘাটিগুলির একটার পর একটা দ্রুত পতন ঘটিতেছে। নিরস্ত্র মানুষকে পাইকারী হত্যা, অসহায়া নারীকে ধর্ষণ ও এক কোটি নরনারীকে দেশছাড়া করিয়া যে নরপিশাচরা একদা বীরত্ব দেখাইয়াছিল, আজ মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর দুর্বার অগ্রগতির সামনে তারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে শুভদিনও আজ আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ঢাকার সরকারী দপ্তরেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হইবে। বাঙালী জাতির জীবনে আজ নতুন দিন আগত।

জাতীয় জীবনের এই শুভলগ্নে নুতন দায়িত্বের কথাও আমরা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত এখনও থামে নাই। কাজেই আত্মসন্তুষ্টিরও অবকাশ নাই।

তাই, দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদনঃ (১) মুক্তি সংগ্রামের ত্বরিত ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সকলে মিলিয়া আরও প্রবল বেগে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানুন, শত্রুর পলায়নের পথ রুদ্ধ করুন। (২) বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অটুট আনুগত্য রাখুন ও নির্দেশ মানিয়া চলুন। (৩) মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর সহিত সকল প্রকারের সহযোগিতা করুন। (৪) সর্বত্র মুক্ত এলাকা গড়িয়া তুলুন। মুক্ত এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল দলমতের লোক নিয়া গণ-কমিটি গঠন করিয়া তার উপর অসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করুন। (৫) মুক্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা বিধান করুন। আইনশৃঙ্খলা নিজের হাতে নিবেন না। অবাঙালী বিরোধী বা অন্য কোন প্রকার দাঙ্গা না ঘটিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। (৬) খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা করুন। স্কুল কলেজ খোলার ব্যবস্থা করুন। স্বাভাবিক জীবন গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হউন। (৭) শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করুন।

সকল দলমতের সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি আমাদের আহবানঃ আসুন, সকল প্রকার দলীয় সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার নবীন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করি এবং সত্যিকারের সুখী সুন্দর প্রগতিশীল নুতন বাংলা গড়িয়া তুলি।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ মুক্তির শুভ দিনে	মুক্তিযুদ্ধ ১ম বর্ষঃ ২৪শ সংখ্যা	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মুক্তির শুভ দিনে

বাঙালী জাতির জীবনে আজ মহা উৎসবের দিন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে গত ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে দখলদার বর্বর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ২৪ বৎসর জাতীয় নিপীড়ন ও সীমাহীন দুঃখভোগের পরে বাংলাদেশের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। বহু সংগাম, বহু ত্যাগের পর বাঙালী জাতি আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করার অধিকার লাভ করিয়াছেন। দুনিয়ার বুকে সগৌরবে উদয় হইয়াছে হাজার হাজার শহীদের রক্তোত স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাঙালী জাতীয় জীবনের এই শুভ দিনে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি সেই বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি যাঁরা গত ২৩ বৎসরে জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। আমরা সালাম জানাই সেই অগণিত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের জাতীয় অধিকার, গণতন্ত্র এবং শ্রমিক কৃষক ও মেহনতি জনগণের মুক্তির জন্য যাঁরা দিনের পর দিন পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সেজন্য বহু অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আজ এই শুভ দিনে আমরা বাংলাদেশের জনগণের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি আবার ধ্বনিত করিতেছি।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সাফল্যে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতা যে অবদান রাখিয়াছেন, পাক সামরিক জান্তার বহু পাশবিক অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণ যে ভাবে দৃঢ়তার সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা বাংলাদেশের জনগণকে আজ আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি আমাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের যারা মুক্তি সংগ্রামে এক বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

প্রতিবেশী ভারতের জনগণ, গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, সরকার এবং সেনাবাহিনী আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য দিয়াছেন, তা বাঙালী জাতি কোনদিন ভুলিবে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেই সাহায্য ও সমর্থনের জন্য আমরা তাদের নিকট জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

সর্বোপরি, আমরা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের নিকট, যাঁদের সাহায্য ও সমর্থন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে অবিস্মরণীয় অবদান রাখিয়াছে।

বস্তুত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় সমর্থন, শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের অসম সাহসিক সংগ্রাম এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য এবং সমর্থন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের এই ঐতিহাসিক বিজয় সম্ভব করিয়াছে।

কিন্তু বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ের দায়িত্বের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। পাক সেনাদল কর্তৃক ধ্বংসকৃত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, প্রায় এক কোটি দেশত্যাগী নর-নারীকে

দেশে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁদের পুনর্বাসন, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অত্যাচার ও শোষণহীন সুখী ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কঠিন কর্তব্য আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের চেয়ে এক কাজ কম কঠিন নহে। কোন একটি দল, সে দল যত বড়ই হোক না কেন, তার একার পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই, আজ জরুরী প্রয়োজন হইল উচু হইতে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির একতা। এই একতার আবেদন আমরা আজ আবার সকলের নিকট জানাইতেছি।

তা ছাড়া, দেশীয় ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত সম্পর্কে সমস্ত জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে আমরা হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ রক্ষা করার জন্য সব সময়ই আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সামরিক জান্তাকে অশেষ সাহায্য দিয়াছে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মুখে তারা জাতিসংঘের মারফত আমাদের দেশে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পরিশেষে সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে পর্যুদস্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

চীনের মাওবাদী নেতৃত্বও মার্কসবাদী লেলিনবাদী নীতি বিসর্জন দিয়া আমাদের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি সংগ্রামের রিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া চক্রকে সমর্থন দিয়া চলিয়াছে।

যদিও আমাদের বিরুদ্ধবাদী ঐ সকল শক্তির চক্রান্ত এ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাদের সে চক্রান্ত থামে নাই। এখনও তারা আমাদের দেশ পুনর্গঠনের কাজে নানাবিধ বিগ্ন সৃষ্টি করিতে এবং বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিতে সচেষ্ট থাকিবে। তাই, জাতির মুক্তির এই শুভদিনে সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে আমরা আহ্বান করি যে, ঐক্যবদ্ধভাবে এই চক্রান্তের মোকাবিলা করিয়া উহাকে পরাস্ত করুন। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখুন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া মুক্তিবাহিনী জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	জুলাই (?), ১৯৭১

বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রান্তর
টেকনাফ থেকে তঁতুলিয়া
মুক্তিবাহিনী জয়মাল্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে
(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের অদম্য মনোবলের অধিকারী ও দুর্জয় শপথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার খান সেনারা যতই পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ততই দিনের পর দিন মুক্ত অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রায় চার মাস অতিক্রম করতে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর শক্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে খান সেনাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

আমাদের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে খবর পাঠিয়েছেন মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা টেকনাফ থেকে শুরু করে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা খান সেনাদের কবল মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। চট্রগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এখন বাংলাদেশের সবুজ-লাল রঙ্গে রঞ্জিত, সোনালী বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা শস্য শ্যামল মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমা, মেহেরপুর মহকুমাও একই গর্বে গর্বিত। এমনকি বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা নগরীর রেল স্টেশনেও মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে একটি সামরিক অস্ত্র বোঝাই ট্রেন ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ঢাকা শহর গত কয়েক দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আমাদের কমাণ্ডো বাহিনী ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সুইমিং পুলের নিকটে, হাবিব ব্যাংক, নবাবপুর রোড, এবং গভর্ণর ভবনে হ্যাণ্ড গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ করে। ফলে ঢাকা শহরে প্রবেশের সকল পথ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাক সেনারা কমাণ্ডোদের ভয়ে ঢাকার প্রধান সামরিক দপ্তরটি গভর্নর ভবন থেকে অধিকতর সুরক্ষিত তেজগাঁও এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে স্থানান্তরিত করেছেন।

রংপুর জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা হাতীবান্দা সেক্টর দখল করে খান সেনাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। দিনাজপুরের রণাঙ্গন মুক্ত হয়েছে তিন দিনের প্রতিরোধের পর। যশোর অঞ্চলে পঁয়ত্রিশজন খান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাণকেন্দ্র জলঢাকা বিদ্যুৎকেন্দ্র সাতদিন অবরোধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এসেছে। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম চিনির কল দর্শনাও এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। পূর্ব রণাঙ্গনে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরে একটি সামরিক দল কয়েকটি নৌকা করে যখন তাদের মনের কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য নদী পাড়ি দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে একজন মেজরসহ ১৭ জন খান সেনা নদীর জল পেট পুরে খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আখাউড়া ও ফেনী মহকুমার বিভিন্ন স্থানে

* সোনার বাংলাঃ সাপ্তাহিক। মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র। সরকার কবীর খান কর্তৃক সম্পাদিত এবং কে জি মুস্তফা কর্তৃক সোনার বাংলা প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রচারিত।

আক্রমণ চালিয়ে ১ জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাসহ বেশকিছু সংখ্যক খান সেনাদের খতম করে মুক্তিবাহিনীর বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

কুষ্টিয়ার নয়নপুরে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা ২০ জন খান সেনার প্রাণনাশ করেছে। পরে সামরিক হেলিকপ্টারযোগে মৃত সেনাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। আক্রমণের ফলে বাজিতপুরে ৫ জন দালাল, ফকিরহাটে ৭ জন ও কুষ্টিয়ায় বেশ কয়েকজন দালাল নিহত হয়েছে।

কুষ্টিয়ার প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা পাকিস্তানী খান সেনাদের একটি অস্থায়ী সামরিক ব্যারাক দখল করে নিয়েছে এবং বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করেছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
হানাদার বাহিনীর শাস্তিদানের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করুন	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	জুলাই (?), ১৯৭১

হানাদার বাহিনীর শাস্তিদানের জন্য
ট্রাইব্যুনাল গঠন করুন
কে, জি মুস্তফা প্রদত্ত

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাস ভূমি ‘‘স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ’’ বিশ্বের মানচিত্রে একটা নতুন রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন জাতিসমূহের নিকট বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধুমাত্র সাম্যবাদ, সমাজবাদের ধারক, চীনের মানুষের নিকটই বাংলাদেশের ঘটনাসমূহ কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই।

গণপ্রজাতন্ত্রের ধ্বজা ধরে বিশ্ব মানবতার চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর পাণ্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তিব্বত গ্রাসকারী পররাজ্যলোভী গণতন্ত্রের দুশমন চীন একাধারে বাঙালী নিধনযজ্ঞে সাহায্য সহযোগিতা করে সাধ্যমত নিজের দেশের ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চার মাস অতিক্রম করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সাফল্যের সংবাদে টনক নড়েছে আমেরিকা, চীন ও রাশিয়ার। বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি, জিকির তুলেছে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই। কিন্তু এই জিকিরে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্তিমিত হবে? হতে পারে না। যাদের অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাগল ১০ লক্ষ নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষ পশ্চিমা বেনিয়া গোষ্ঠীর প্রতিভূ খান সেনাদের হাতে প্রাণ দিয়ে বাংলার শস্য-শ্যামল প্রান্তরকে রক্তে রঞ্জিত করে তুলেছে এবং তাদেরই প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান এখন ও খান সেনাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আর ঘাট লক্ষাধিক মানুষ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের অনুপস্থিতিতেই তাদের নামে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে চরম শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে বিশ্বের কলঙ্কজনক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে খান প্রতিভূ গোষ্ঠী। এমন কি বাঙালীদের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব আতাউর রহমান খানের জন্যও বিচারের ট্রাইব্যুনাল গঠন করার খবর আমরা পেয়েছি। তাই প্রতিটি বাঙালী মানুষই আতঙ্কে শিউরে উঠেন এই ট্রাইব্যুনাল গঠনের সংবাদ শুনে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহ নির্বাক দৃষ্টিতে ইয়াহিয়া খানের এই নাটকীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে। কখন কি ঘটবে, তা বলা মুশকিল।

তাই এই সমস্ত হানাদার বাহিনীর কুখ্যাত সামরিক কর্মকর্তাদের শাস্তি বিধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে একটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে হানাদার বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিচার করে, উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আমরা স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানাই।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মক্তিযোদ্ধা লহ সালাম	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আগস্ট, ১৯৭১

<u>সম্পদকীয়</u>

মক্তিযোদ্ধা লহ সালাম

ক্ষুদিরাম, তিতুমীর, সূর্যসেনের জন্মভূমি পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা প্রান্তরে এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে ওরা কারা? পশু হানাদার বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন ওরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? মুক্তির নেশায় কেন ওরা পাগল? রক্ত পিচ্ছিল পথে কেন ওরা চলছে। স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু কেন ওদের কাম্য?

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সাল। অবহেলিত বাংলা তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সংযোজিত হলো একটি চরম বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম ইতিহাস। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়ার হানাদার পশুরা স্তব্ধ করতে চাইলো সাড়ে সাত কোটি মেহনতি, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার কণ্ঠস্বর। শহর বন্দর গ্রাম গঞ্জে ওরা চালালো রাইফেল স্টেগান, ব্রেনগান, মর্টার, কামান, ট্যাঙ্ক লুটিয়ে পড়লো লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের শব। রক্ত আর রক্ত। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল সোনার বাংলা। ওরা আগুন জ্বালালো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বাংলার আকাশে বাতাসে গুমরিয়ে উঠলো নারীর আর্তনাদ, সন্তানহারা জননীর বুক ফাটা আকুল ক্রন্দন। অত্যাচার ব্যাভিচার নির্যাতনে নিস্পেষিত জনতার সঞ্চিত ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল তারই ফলশ্রুতিতে ।

বাংলার বুকে, ২৫শে মার্চের ভয়াবহ কালো রাত্রিতে জন্ম নিল বাংলা মুক্তিবাহিনী। ওরা দুর্বার, বিক্ষুব্ধ বাংলার সংক্ষুব্ধ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা। যে কোন তিতিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করবে মা বোন ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ। বাংলার শ্যামল প্রান্তরে তাইতো আজ জেগে উঠেছে বীর বাংলার সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা। লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে সিক্ত পাকিস্তান আজ মৃত। জন্ম নিয়েছে সেই শহীদী রক্তে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশ বাংলা। সৃষ্টি হয়েছে নতুন ইতিহাস। সেই রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে এগিয়ে চলছে বীর বাংলার সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী। লক্ষ কোটি মায়ের অশ্রু আজ আশীর্বাদ ওদের, শহীদী রক্তে লাল পতাকা হাতে নিয়ে বিজয়ের জয়মাল্যে ওরা চলছে- ওরা চলবে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আগস্ট, ১৯৭১

মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি

রাশিয়া

সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে তার পরিণাম মারাত্মক হবে। তাই অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করছেন তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার পাকিস্তানকে একটি নোট দিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলিয়াম ম্যাকমোহন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রগতিশীল রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী ও সিনেটর চার্লস পার্সি বলেন- শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে। বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশ হলে পরিস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

বৃটিশ সংবাদপত্র

বৃটিশ সংবাদপত্র ইয়র্কশায়ার পোষ্ট মন্তব্য করেছে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার সম্পর্কে সারা বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যে ধিক্কার তুলেছে তার প্রতি জঙ্গীশাহী কর্ণপাত করলে সুবিবেচনারই পরিচয় দিতেন। পত্রিকাটিতে তীব্র প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে-শেখ যদি মানুষ হিসাবে এতই ভয়ঙ্কর ও খারাপ হয় তবে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করতে সামরিক কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত কেন?

ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান সামরিক জান্তার প্রতি এই মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে ‘শুধু বাংলাদেশ নয়, তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বে গিয়ে পড়বে।’

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় বিশ্ববিবেক নীরবতার প্রেক্ষিতে	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	আগস্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিবেক নীরবতার প্রেক্ষিতে

বিশ্বপলিটব্যুরোর বুড়োদের কি ভীমরতী ধরেছে? বাংলার মুক্তিযুদ্ধ সাত মাস অতিক্রান্ত। শরণার্থীদের সংখ্যা ভারতে দিন দিন বাড়ছেই, তেমনি বাড়ছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা।

অনেকেই বাংলার লালরং দেখে গেলেন। শরণার্থীদের বুকফাটা কান্না শুনে গেলেন। ভালো ভালো কান্নাজড়ানো, জ্ঞানিকথা কপচানো বিবৃতিও দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাদেরকে প্রশ্নঃ এগুলো রসগোল্লা ফিরিস্তি কি সেই জলে পড়া, সাঁতার না জানা সেই হতভাগ্য বালকের প্রতি সেই বুড়োর ‘জলে নেমেছো ক্যানো বাবা’ বলে উপদেশ ঝাড়া নয়? যখন জল থেকে বালককে উদ্ধার করাটা সবচেয়ে প্রথম কর্তব্য তখন এহেন উপদেশ প্রহসন নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তাদের কাছে, না কোন আবেদন বা আজ্ঞে হুজুরের নিবেদন নয়।

বাঙালী জেগেছে-এ কথাটা এখন পুরনো। বাঙালী কোনদিন ঘুমিয়ে ছিল এবং নির্যাতিত, শোষিত, লাঞ্ছিত বন্দি কি কখনো ঘুমায়-তা তাদের অবশ্যই জানা উচিত। আর যদি ঘুমায় কখনো, তবে তাদের জানা উচিত এ তাদের চির জাগ্রত নিদ্রা। বাঙালী জাতির ইতিহাস চিরকালই ঘুম ভাঙ্গানোর ইতিহাস-একটা বিশেষ লাল ঐতিহ্য।

অতএব তাদেরকে অনুরোধ, তারা আর মিছামিছি বড় বড় আলোচনা বৈঠক না করে, আশা দিয়েও আর হতাশ করবেন না। এতো রক্ত, এতো শহীদানের পর পাকিস্তানের ক্রমেই বাংলাকে বেঁধে রাখার অপচেষ্টা করে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনকে বিলম্বিত করবেন না।

আমাদের এ যুদ্ধ আমাদের প্রিয়তম নেতার সুরে সুর মিলিয়ে বলি-এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। চলছে, চলবে।

তবে হ্যাঁ বিশ্ববিবেকের ধুয়া তুলে, শুধু কথা এবং আশা দিয়ে নয় আসুন আমরা সবাই মিলে, কি হিন্দু কি মুসলিম, কি খৃষ্টান সব সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে নির্বিশেষে আমাদের এই মহৎ সংগ্রাম যাতে আরো এগিয়ে যায় তার পথকে সুগম করার চেষ্টা করি।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে	সোনার বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা	৩১অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশে আজ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করার জন্য স্বর্ণ প্রসবিনী বাংলার বীর সন্তানগণ শত্রূর বিরুদ্ধে লড়ছে। গত ৬ মাসের যুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং দখলীকৃত এলাকা উদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং সেদিন হয়তো আর বেশি দুরে নয়, যেদিন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ফিরে পাব। ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন মহল বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গসহ কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামোটা কি তা কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলেননি। বাংলার মানুষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে নবগঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উপদেষ্টা কাউন্সিল ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা সেই রাজনৈতিক সমাধান মেনে নিতে পারি, যাতে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কারণ যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৮০ লক্ষ মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেছে এবং কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। বাঙালীরা চিরদিন শান্তিপ্রিয় জাতি এবং আওয়ামী লীগও একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। তাই তারা ২৫শে মার্চের পূর্বে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে চেয়েছিল; কিন্তু খুনী ইয়াহিয়া তা হতে না দিয়ে বাংলার মানুষের উপর শোষণ আর শাসন অব্যাহত রাখার জন্য কুত্তা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে খুন করেছে। তাই নিরীহ নিরস্ত্র নিরাপরাধ ১০ লাখ বাঙালীকে হত্যা করে, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে, লাখো মা বোনের ইজ্জত লোটার পর আর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালীদের বসবাস সম্ভব নয়। ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে শোষণ অপমান আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালীরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। অহিংস রাজনীতির অনুসারী দল আওয়ামী লীগ বাধ্য হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নামতে। তাই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হয়েছে। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রের শপথ নিয়ে মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী মানুষ নামধারী বর্বর জানোয়ারদের খতম করার জন্য বাঙালীরা প্রস্তুত। মৃত পাকিস্তানের উপর উঠবে বাঙালীর বাংলাদেশ-যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গড়ে উঠবে এক শোষণমুক্ত সোনার বাংলা।

এত রক্ত, জীবনহানি, সম্পত্তি লুট, ইজ্জতহানির পরও যদি কেউ ভাবেন যে, বাঙালীরা ঐ বেঈমানদের সঙ্গে বসবাস করবে-তারা মস্ত বড় ভুল করবেন। ইয়াহিয়ার রক্ত কলঙ্কিত হাতে খণ্ডিত পাকিস্তান বাঙালীরা জোড়া লাগাবে না। আমরা শহীদদের সহিত বেঈমানী করতে পারি না। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ যথার্থই বলেছেন ‘লাখো’ শহীদের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর হয়েছে। তাই যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেন, তাদের আমরা একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলার মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন সমাধান মেনে নিতে রাজি নয়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পদকীয় বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

জাতিসংঘ নামে বিশ্বের বুকে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংগঠনের অস্তিত্ব আছে-একথা সংগ্রামী বাংলার মানুষ আজ আর বিশ্বাস করতে চায় না। একদিন তারা জানতো বিশ্ব মানবতার জন্য এ নামে একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লীগ অব ন্যাশনস এর পরিবর্তিত, সংশোধিত রূপ এই জাতিসংঘ মানব কল্যাণ্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন ও মানবীয় শোষণের অবসাণের জন্য কিছু করা অন্তত করার দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হয়েছে এ বিশ্বাসও বাংলাদেশের জনগণের ছিল। কিন্তু আজ আর তারা এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না আর চাইবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

কেননা জাতিষংঘের সফলতার দিকটার চাইতে দূর্বলতার দিকটা, ব্যর্থতার দিকটা অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, সংগ্রামী বিশ্বের জনতার কাছে বেশি প্রকট হয়েছে। যে আশা নিয়ে, আকাঙ্খা নিয়ে, সাহায্যের তীব্র ইচ্ছা নিয়ে সর্বোপরি মানবতার সেবা পাবার আগ্রহ নিয়ে যখনই তারা হাত বাড়িয়েছে, তখনি জাতিসংঘের সদর মহলের প্রবেশপথে কারো পর্দা ঝুলে পড়েছে। তাহা রিক্তহস্তে করুণভাবে ফিরে এসেছে। বিশ্বের এই সংগ্রামী মানুষগুলোর সাথে বাংলার সংগ্রামী নরনারীও আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দরজার কাছ থেকে তেমনি ফিরে এসেছে আসছে। হয়তো এমনি আঘাত পেয়ে আরও বহুবার ফিরে আসতে হবে।

মূলতঃ কার্যদৃষ্টে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জাতিসংঘ নামে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের গুটিকয় বড় শক্তির বৈঠকখানা বিশেষ। চা খাওয়া, আড্ডা দেয়া, প্রয়োজনবোধে তাস পাশা খেলার সুন্দর ব্যবস্থা বিশেষ এই জাতিসংঘের সদর দফরতটি। তার কর্মকর্তারা বৃহৎ শক্তিগুলোর হর্তা-কর্তা আড্ডাবাজদের হুকুমের কর্মচারী বিশেষ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের কাছ থেকে সংগ্রামী বাংলাদেশ কি আশা করতে পারে। পক্ষান্তরে বিশ্বের দুটি শক্তি ক্ষমতার রাজনীতির নেশায় এমনভাবে মজেছে যে, মানবদরদি, শোষণ-নির্যাতনের বিরোধী বলে পরিচিত এ দুই রাষ্ট্রের বিবেকের সকল অনুভূতির যেন বিলুপ্তি ঘটেছে। অন্যরা আজ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীবিশেষ। আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, ন্যায়বোধ বলতে যে তাদের কিছুই নাই।

এদিকে আজকের বিশ্বের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যার শক্তি নাই, সম্পদ নাই, আত্মবিশ্বাস নাই, সম্মান ও মর্যাদাবোধ নাই তার কদর নিজের কাছে তো নাই, পরের কাছে তো মোটেও নাই। সম্পদ ও ক্ষমতা এ দুটোই অমোঘ অস্ত্র। এ দুটোর নির্দেশেই সবাই উঠানামা-বসা-শোয়া করছে। জাতিসংঘও তাই বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করুক, তাতে তাদের মেরুদণ্ড বিবেকহীন অস্থিমজ্জায় বাধে না। বাধবে না।

* বাংলার মুখঃ একটি সংবাদ নিবদ্ধ সাপ্তাহিক। সম্পাদকঃ সিদ্দিকুর রহমান আশরাফী। রঞ্জিনা প্রকাশনীর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস মুজিব নগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিগুলোর বাংলাদেশ নিয়ে খেলার অবস্থাদৃষ্টে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, নিজেদের ক্ষমতা ছাড়া তাদের মুক্তি সম্ভব নয়-স্বাধীনতা কখনো আসবে না। স্বাধীনতা সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের অভিমতও তাই। ইতিপূর্বেই তারা এ কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য এই ঘৃণ্য, মানবতাবিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও বিবেকবান মানুষ নাই, তা নয়। তারাও কাজ করছেন। করবেন। তারাই একমাত্র বাংলাদেশের জনগণের বাইরের সম্পদ।

মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমি থেকে পাক হানাদারদের একে একে খতম করছে। করবে। তাদের শেষ অপচেষ্টা শীঘ্রই তাদের মৃত্যুমুখী আঘাতে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে-এ দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনিষ্ঠা তাদের রয়েছে।

সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বের বুকে কণিষ্ঠতম জাতি হবে, শোষক গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যবাদ ক্রীড়নক শক্তিগুলো উৎখাত করবে বিশ্বের বুক থেকে এ কামনা বাংলার প্রতিটি মানুষই করেছে। আর এই জন্য সার্বিক সাফল্য তাদের জন্য সুনিশ্চিত।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পদকীয় সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের প্রতি	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের প্রতি

বাংলার সংগ্রামী সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। সাম্প্রতিক সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট স্বাধীনতার সংগ্রামকে এক নতুন মোড় দিয়েছে। নতুন রূপ পেয়েছে সংগ্রামী আন্দোলন। এর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্বেও বাংলাদেশ এক নতুনতর, উজ্জ্বলতর রূপ পেল। বিশ্বের বুকে একটি বলিষ্ঠতম জাতি হিসাবে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষ সম্মানের, উপযুক্ত মর্যাদার দাবীদার। সাম্রাজ্যবাদ, মানবতাবিরোধী চক্রকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এ সূচনা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো।

পক্ষান্তরে বাংলার সংগ্রামী জনগণ অতি গভীর আগ্রহভরে লক্ষ্য করছে যে, তাদের নিয়ে তাদের জীবন নিয়ে, মান-ইজ্জত নিয়ে লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, মানবতা বিধ্বংসী চক্র নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র দিনের পর দিন অতি সূক্ষ্মতর পদ্ধতিতে জাল বিস্তার করে চলছে। আগামী দিনের বাঙালী জাতিকে পঙ্গু করার জন্য, বিধ্বস্ত করার জন্য, পদানত করে রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। অতি দুঃখের সাথে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এও লক্ষ্য করছে যে, এই ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠীর সাথে বাংলার মীরজাফরের দল তলে তলে কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ও একটি জাতিকে সমূলে নষ্ট করার জন্য তাদের এই হীনতম কাজ অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য।

এদিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই চক্রান্তকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন থাকলেও এই হীন, জঘন্যতম প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কোন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে এগিয়ে আসছেন কিনা তা বাংলার জনগণের জানা নেই।

কুখ্যাত জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং তাদের লেজুড় রাজাকার বাহিনীকে বাংলার সোনার মাটি থেকে আগাছার মত উপড়ে ফেলার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, এ বড় আনন্দের কথা। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে তলে তলে একশ্রেণীর ছদ্মবেশী কাজ করে যাচ্ছে এবং সমাজের শীর্ষস্থান থেকে তাদের কাজের গতিধারা প্রতিটি সচেতন ও স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন নাগরিককেই ব্যথিত করে তুলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত কিছুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক বাংলাদেশ থেকে বাইরের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালের একটি খবরে জানা যায় যে, আমেরিকার একটি বিশেষ ফাউণ্ডেশন তাদের 'সাময়িক আর্থিক' সাহায্যদানে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দান করেছে। এই দানের কারণ হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার অত্যাচার, নির্যাতনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিসাধারণ সচেতন নাগরিকও জানেন যে, আমেরিকা এই প্রশাসনে তথাকার কুখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগের পরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন বাংলার বুকে হত্যালীলার, বাংলাকে বিধ্বস্ত করার কাজে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সরাসরি সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে আসছে তারই অঙ্গ হিসাবে এই ফাউণ্ডেশন বাংলার শিক্ষাবিদ, পণ্ডিতদের গবেষণায় আর্থিক সাহায্য

দিচ্ছে। আর এইসব হতভাগ্য গবেষণাবিশারদরা, পণ্ডিতরা ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীর দালালী করেছে, ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করেছে, এ কথা সর্বজনবিদিত। আজ তারা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ দূরে থাকুক, যারা স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য, হত্যাযজ্ঞকে ব্যাপকতর করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তাদেরই অর্থানুকূল্যে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের এই জীবন-ঐতিহ্য, বহু পুরনো। বাংলার সংগ্রামী জনতা, জননেতা তাদেরকে ভালো করেই জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও এইসব জাতি বিধ্বংসীদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। আজো যদি করা না হয় তা হলে বাংলার আগামী দিনের স্বাধীনতা কোন পথে মোড় নেবে তা প্রত্যেকের জানা আছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুক্তি সংগ্রামের নতুন দিক	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রামের নতুন দিক

অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী ইসলামবাহিনী বিতাড়নের জন্য মক্তিবাহিনী যেমন তৎপর হয়ে উঠেছে, তেমনি তৎপর হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কুটনীতিবিদরা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিযুক্ত কুটনীতিবিদরা পাকিস্তানীদের সাথে সম্পর্কছেদ করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং একই সাথে তারা কুটনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আধুনিক সশস্ত্র সংগ্রামের কূটনৈতিক চালের যে মূল্য নেই এ কথা বলা মুশকিল। বিশেষতঃ বিরোধী শক্তি যদি কোন বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কূটনৈতিক আশ্রয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সংগ্রামী পক্ষকেও গ্রহণ করতে হয় অনুরূপ কূটনৈতিক পদ্ধতি। সংগ্রামে প্রচারের ভূমিকার পাশেই কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের স্থান নির্ধারিত করা যেতে পারে।

অনস্বীকার্য যে বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী জনসাধারণ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য খুঁজেছে কোন না কোন কূটনৈতিক দিকে ক্ষমতাবান দেশকে। এর অন্যমত কারণ, যে দেশগুলোর স্বাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে এমন কতকগুলি শক্তির বিরুদ্ধে যে শক্তিগুলোর পেছনে ছিল উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ক্ষমতা। তাই তাদের সংগ্রামে প্রয়োজন হয়েছে অনুরূপ ক্ষমতাবান শক্তির সমর্থন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম দিকে আমরা শুধু শত্রুর মোকাবিলা করেছি অস্ত্রে, অন্যদিকে শত্রু শুধু অস্ত্রেই নয়, তার প্রচার মাধ্যমে ও কূটনৈতিক মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং জোটবহির্ভূত তৃতীয় বিশ্ব নামে কথিত শান্তিকামী দেশগুলো শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে। কারণ বাংলাদেশের সামগ্রিক ঘটনা তাদের কাছে পৌঁছায়নি। যেটুকু পৌঁছেছিল তা হল জবরদখলকারীর বিকৃতি। আমরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি জনগোষ্ঠী ছিলাম এবং আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে স্বৈরাচারী সরকার যে শোষণকে কায়েম রাখতে চেয়েছে এবং আমাদের ওপর সশস্ত্র সংগ্রাম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এ কথা জানতে পারেনি বিশ্বের কেউই বরঞ্চ বিশ্ব জনমতের এই ভ্রান্তির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আমাদের দেশটাকে ও সংগ্রামটাকে তাদের স্বার্থে স্ট্রাটেজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কূটনৈতিক চালে ফেলে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।

কমনওয়েলথে বাংলাদেশের যোগদান করার কথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব কে, এম, শাহাবুদ্দিন এবং এ জন্যই জনাব হোসেন আলীকে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। নয়াদিল্লীতে হাইকমিশনারের অফিসও স্থাপিত হচ্ছে।

আবার অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার কথাও ঘোষাণা করেছেন। সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের অন্যতম উদ্দেশ্য জাতিসংঘের সমর্থন অর্জন।

অন্যদিকে এও জানা গেছে যে আসন্ন সাধারন পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকার বাংলাদেশ প্রশ্ন উত্থাপন করবে। এ ব্যাপারে ভরত সরকার হয়ত সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য অথবা অনুমোদনও নিতে পারে। রাজনৈতিক মহল এ নিয়ে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ কমনওয়েলথ শারদীয় অধিবেশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করা হয় তাছাড়াও সিংহল, ফিলিপিন, নেপাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের মিশণ স্থাপিত হতে যাচ্ছে।

সমগ্র পরিস্থিতি দৃষ্টে এটুকু আশা করা যায় যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তার সর্বাঙ্গীণ রূপ পরিগ্রহ করছে এবং সে তার আপন অধিকার শুধু দেশের মাঝেই সীমিত রাখবে না বিশ্বের মাঝেই সে তার স্থান করে নেবে। বিশ্বের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শান্তিকামী মানুষের যেমন সমর্থন সে কামনা করছে তেমনি বিশ্বের শোষণ মুক্তির প্রতিটি সংগ্রাম সে করবে সমর্থন।

সংগ্রামের যথার্থ মুহূর্তেই সূচিত হয়েছে আমাদের এই কূটনৈতিক তৎপরতা। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ হানাদারমুক্ত। বাংলাদেশ সরকার সেখানে তাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসন ব্যবস্থা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে তার স্বীকৃতির প্রয়োজনে কূটনৈতিক কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তবে এটা ঠিক যে আমাদের এই কূটনৈতিক তৎপরতায় চিনে নিতে হবে আমাদের হিতাকাঙ্খীদের। কারণ ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে মিত্ররূপী শত্রু একটা দেশকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কিনা করেছে। কূটনৈতিক ফাঁদে পড়ে বাংলাদেশ সমস্যার যে অপঘাত হতে যাচ্ছিল ওই তৎপরাতায় প্রমাণিত হল যে বাংলাদেশের সংগ্রাম একমুখী নয়। শত্রুর প্রতিটি আস্তানায় হানা দেবে বাঙালার বীর সন্তানরা এবং তারা হবে জয়ী।

শুধু দু'চারটি দেশে নয় এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার যে দেশগুলো আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল সে সব দেশেও আমাদের মিশন স্থাপন করতে হবে এবং কুটনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি।

বেসামাল জঙ্গীশাহী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে দালালশাহী প্রবর্তনের। প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোকে এক করে চেষ্টা করছে দালাল গণতন্ত্র সৃষ্টির। এর পেছনে যুক্তি একটি সেটা হ'ল বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করা। অতএব আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সংগ্রামী পদক্ষেপ। আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে সংগ্রামের সম্মুখীন হচ্ছি এবং যে সংগ্রাম আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। শত্রুর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত করতে হবে আমাদের সংগ্রাম কৌশল।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ও বিশ্ব বিবেক	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আজকের সংগ্রামী বাংলাদেশ ও বিশ্ব বিবেক

দি ইকনমিষ্ট পত্রিকার চলতি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছু একটা করলেন। গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর টিক্কা খানকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তার দায়িত্ব বাঙালী বেসামরিক ব্যক্তি ডাঃ আব্দুল মালিক গভর্নর হিসাবে ও জেনারেল আমীর নিয়াজী সামরিক প্রশাসক হিসাবে ভাগ করে নেবে। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে, ‘‘সেনাবাহিনী এখন বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে কেবল সাহায্য করছে’’। এবং রোববার ১লা মার্চ হথে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যারা অপরাধ করেছিল তাদের ব্যাপক ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। অপ্রকাশিত সংখ্যক আটক বাঙালী পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ বহু ব্যক্তিকে মুক্তিও দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা মিঃ ভূট্টো যিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আপন সজাতিতে আক্রমণ রচনা করেছে, বলেছেন যে, একজন অসামরিক গভর্ণর নিয়োগ লোক দেখানো মাত্র। অবশ্য এ মন্তব্য কতখানী সত্য এখন বলা কঠিন। ডাঃ মালিকের মন্ত্রিপরিষদে মুজিবের আওয়ামী লীগের সদস্য গ্রহণ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে কতখানি ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেবে তার ওপরই নির্ভর করবে অনেকখানি। ডাঃ মালিক মনেপ্রাণে বাঙালী নন, ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়ার মন্ত্রিপরিষদে কাজ করার ফলে অধিকাংশ বাঙালী তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো।

পত্রিকাটিতে আরও বলা হয় যে, নতুন বেসামরিক শাসনকর্তা যদি সাচ্চা হন তাহলে তার এ ভয় দুর করা উচিত যে সাহায্য সামগ্রী সেনাবাহিনী মুক্তিফৌজের প্রতি বাঙালীদের সমর্থন নষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান অবশ্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অপারেশন ওমেগা, সরকারকে তাদের সামগ্রী দিতে সাহস পাচ্ছে না। এবং তাই তারা পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে নিজেরাই গিয়ে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছে। গত মাসে এদের ফেরত পাঠানো হয়েছিল। রোববার এবং চারজন সদস্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্যাদি নিয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকার চেষ্টা করতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পত্রিকাটি মন্তব্য করে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই পন্থা গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন কারণে। মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে দ্বিধা দূর করতে হবে তবে পাশ্চাত্য সাহায্য কনসর্টিয়ামের সাহায্য পাওয়ার জন্য তাকে তাদের অনুরোধ করতে হবে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের থেকেও সবার দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার রয়ে যাবে ভারতে আগত ৮৫ লক্ষ শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন ও মুক্তিফৌজের সংগ্রাম থামার পর।

বৃটিশ গিয়ানার বিরোধীদল পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতা ডঃ চেণ্ডি জগলের স্ত্রী ও উক্ত দলের আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত বিষয়ের সেক্রেটারী মিসেস জালে জগল বলেন যে, ভারত উপমহাদেশে মানবিক দুর্দশার যে কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে তার গুরুত্ব পশ্চিম দেশগুলো উপলব্দি করতে পারেনি।

তিনি ফোরবেস বানটাহম সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য তীব্র সমালোচনা করেন।

এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, এ মুহুর্তে গিয়ানার উচিত ভারতে আগত ৮০ লক্ষ শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক করার নিমিত্তে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ও বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

মিসেস জগল বলেন যে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গিয়ানার উচিত শান্তিকামী দেশগুলোর সাথে এক হয়ে রাজনৈতিক সমাধান ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পাকিস্তানী নেতাদের হাতে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দৃষ্টি করা।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক উ থান্টের কাছে এক স্মারকলিপিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব, যদি তা নিয়ে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়কে পরিষদের মহাসচিব শ্রী রমেশচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন পরিষদের এক প্রতিনিধি দল এবং সমস্ত মহাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিরা উ থান্টের হাতে স্মারকলিপিটি অর্পণ করেন।

স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসামরিক নাগরিকদের ব্যাপক হারে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের জনগণের ক্রমবর্ধমনা প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পরিষদের সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নেপালস্থ পূর্ববঙ্গ শরণার্থী সহায়ক কমিটি এক প্রস্তাবে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে বাংলাদেশের শাসনভার তুলে দেবার দাবী জানিয়েছে। কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারাই শরণার্থীদের আবার স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

আর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বর্বরতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। নেপালের খ্যাতনামা নেতারা এই সভায় যোগ দেন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ শাহা এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ সহায়ক তহবিলে ডাঃ কামার্জি একশত টাকা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ শুরু করান।

যে ঘটনায় কোন দেশের ৮০ লক্ষ মানুষকে পররাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে হয় আর সে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলা যায় না। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথ এক সংবাদিক বৈঠকে বলেন, পূর্ববঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি আর ভারতে শরণার্থী আসার ঘটনাকে ভিন্ন করে দেখা যায় না।

অধ্যাপক গলব্রেথ বলেন, তাঁর ভারত সফর পুরোপুরি বেসরকারী। এর সঙ্গে কুটনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হয়। নিজের সফর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এসেছেন ভালোভাবে শরণার্থী সমস্যা অনুধাবন করতে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের ভূমিকা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন কোন 'ফ্রন্ট' খোলার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে আসেন নি তবে তিনি বলেছেন, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে শাসন চালাবার চেষ্টা করলে পাকিস্তানের অর্থনীতির শোচনীয় পরিস্থিতি হবে। শেখ মুজিব সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁর বিচারকে গণতান্ত্রিক বলে চালানো হলে গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।

অধ্যাপক গলব্রেথ বলেন, তাঁর ধারণা, নিরাপত্তা বোধ করলে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর মতে নিরাপত্তার ভাব তখনই ফিরে আসবে যখন তাঁরা নিজেদের শাসনের অধিকার হাতে পাবে এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি জানান, তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, হাইকমিশনার ও সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব সত্য	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ৭ম ও৮ম সংখ্যা	১ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব সত্য

বিশ্বের বুকে আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। বাংলাদেশের যুদ্ধরত সিংহশাবকরা একথা চরমভাবে প্রমাণিত করেছেন। বাংলার সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীকে হাড়ে হাড়ে উপলব্দি করাতে পেরেছেন যে, বাংলার বুকে তাদের পাঁয়তারার দিন শেষ হয়ে গেছে। বর্বর পশু সেনাবাহিনীর নেতা জেনারেল ইয়াহিয়াও বুঝতে পেরেছে তার ঘৃণ্য মানসিকতাও বিধ্বস্ত। মানবীয় ও সচেতন বিশ্ব তার সমালোচনায় মুখর। বিশ্ব-ব্রিগেড গড়ে তোলার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে দিল্লীতে বিশ্ব-সম্মেলনে। বাংলাদেশ সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা পশ্চিম পাকিস্তানও আর অন্ধকারে নয়। বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ২৫টি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিবাদ পরিক্রম তাদের নতুন চোখ খুলে দেবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী উ থান্টের মুখ খুলেছে। অবশ্য তার মুখ সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীরই মুখ একথা স্পষ্ট। চীনেরও মনোভাবের পরিবর্তন(?) ঘটেছে।

এসবের সাথে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও পরিবর্তন হচ্ছে অভূতপূর্বভাবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে বসেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সেখানে যোগদান করছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দল। উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানবাত্মার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পকে জানিয়ে দেয়া। বিশ্ব বিবেককে বুঝানো বাংলাদেশ কি চায়, সেখানে কি ঘটেছে। কি ঘটবে। বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতি বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, পশু পাক-সৈন্যদের বাংলার মাটি থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবী জানাবেন তারা। পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লভাকিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও আরো ক'টি দেশ দিক্কার জানাবেন। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের দাবীও তোলা হবে। প্রতিনিধিদল বিশ্বের ক'টি দেশও ঘুরে আসবেন। স্বীকৃতি সাপেক্ষে অস্ত্রের কথাও তুলবেন তারা।

বাংলাদেশ সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত যে মানবীয় দায়িত্বের তাগিদে কাজ করেছেন একথা স্পষ্ট। প্রতিনিধিদল একথাও বুঝবেন। ভারত শরণার্থীদের জন্যে যা করেছেন তা মানবীয়, রাজনৈতিক নয়। এ ব্যাপারে জঙ্গী পশু পাক সরকার যা বলেছেন যা করেছেন তা ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সঙ্কীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন বই আর কিছু নয়। একথা বিবেকবান বিশ্ব আজ ভালো করেই জানেন।

একদিকে এই হলো আন্তর্জাতিক বিশ্ব। পক্ষান্তরে বাংলার সিংহশাবকরা অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন। মুক্ত করছেন মাতৃভূমিকে পাক হানাদারদের কাছ থেকে। দিন দিন তাদের হামলা দুর্বার হচ্ছে।

আজ সংগ্রামী বাংলার যে কণ্ঠস্বর তা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা রাজনৈতিক সমাধান নয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, বিশ্বের বুকে সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-রাষ্টীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে চাই অস্ত্র। এ হলো তাদের প্রথম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবী। সাম্রাজবাদ গোষ্ঠী ইয়াহিয়াকে নিয়ে বাংলাদেশের উপর যেভাবে দাবা খেলতে বসেছেন তা নিপাত করতে অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্র ব্যতীত তাদের মরণ কামড়কে

প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা অন্যকিছু আছে কিনা তাদের জানা নেই। মনেপ্রাণে তারা প্রয়োজন বোধে বাংলার সংগ্রামী জনগণের অধিক দান করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তত রয়েছে।

এর বাইরে যদি কেউ কিছু চিন্তা করে থাকেন তা হলে তারা বাংলার সংগ্রামী স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের বাইরের বলেই বিবেচিত হবেন। জনগণের পরম শত্রুবলে বিবেচিত হবেন তারা। এ ব্যাপারে বাংলার সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ ভূমিকারও বিশে2ষ গুরুত্ব রয়েছে। আজ তাদের নেতৃত্বে বাংলার বুকে যে জাতি গড়ে উঠছে তা শুধু বাংলার নয়, বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, মানব গোষ্ঠীরও আশা ভরসা। তারা আজ সংগ্রামী বাংলার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

জাতিসঙ্ঘে প্রতিনিধিদল সংগ্রামী বাংলার সত্যিকার রূপ, মানসিকতা বলিষ্ঠতার সাথে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস জনগণ পোষণ করছেন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এবারের ঈদ	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

এবারের ঈদ

বাংলার আকাশে এবারেও শওয়ালের চাঁদ দেখা দিয়েছে। আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠতা, সংগ্রামের দৃঢ়তায় সাড়ে সাত কোটি নাগরিক অধ্যুষিত বাঙালী জাতি তাদের ভাগ্যের ইতিহাসের এক করুণ ও সঙ্কটময় মুহুর্তে সেই শওয়ালের চাঁদকে স্বাগতম জানিয়েছেন। রমজানের পূর্ণ কৃচ্ছ সাধনার পর গত শনিবার বাংলাদেশে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করলেন। বাংলার ঘরে ঘরে এবারের শারদোৎসব যেভাবে পালিত হয়েছে, ঈদ-উল-ফিতরও সেইভাবেই পালিত হয়েছে। ঈদ আনন্দের হলেও, বছরের একটি পুণ্যোৎসব হলেও এবার হয়েছে ত্যাগের, উৎসবের নয়। শারদোৎসবে যেমন এবার বুড়িগঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-যমুনার বুকে বাজনা বাজেনি, বিচিত্র বেশে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নামেনি মিছিল করে তেমনি এই ঈদে ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ খেলেনি, নতুন পোষাকে নামেনি রাস্তায়, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যায়নি উন্মুক্ত খুশীর মন নিয়ে। বাংলার বুকে বর্বর ইয়াহিয়ার ফ্যাসিবাদী চক্র যে অত্যাচার, যে নির্যাতন, যে করুণ মর্মবিদারক পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তা সব আনন্দকে সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। বাংলার বুকে আজ এমন কোন ঘর নাই যার স্বজন হারানোর শোক নাই। কি পরোক্ষ, কি প্রত্যক্ষ শোকে শোকে আজ তারা এমন হয়েছেন যে, অত্যাচার, নির্মম নগ্ন পাশবিকতার শিকার পরিণত হয়ে বাংলার প্রতিটি নারী-পুরুষ দুর্জয় শপথে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত। প্রতিটি মুহুর্ত, প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি রক্তের ফোঁটা, মাতৃভূমির মান রক্ষায়, সার্বিক অস্তিত্ব রক্ষায় উৎসর্গীকৃত। অতএব ঈদের উৎসবের জন্যে তাদের স্বাভাবিক অনুভূতিও এর সাথে সাথে বিলীন। তারা ইতিহাসের এমন চরম মুহুর্তে বিশ্বের বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আত্মবলিদানরত।

শুধু এবারের ঈদই নয়। বিগত সালের ১২ই নভেম্বর বাংলার বুকে যে ভয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে এসেছিল যার ফলে ২০ লাখেরও বেশী নর-নারী বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন, এক বিস্তীর্ণ জনপদ ধুলিসাৎ হয়েছে তার ফলে সেবারও বাংলার মানুষ রামজানের ঈদের পবিত্র সুখ, আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। স্বজন হারানোর শোকে তখনো তারা ছিলেন মুহ্যমান।

বাংলার মানুষ আজ যে মহান ত্যাগ ব্রতে উদ্ধুদ্ধ, দেশকে হানাদার জল্লাদ বাহিনীর কবলমুক্ত করার কাজে হাসিমুখে কোরবান দিচ্ছেন তারই মধ্যে তারা এবারের ঈদের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

আকাশে অশ্রুর কুয়াশামুক্ত খুশীর রোশনাই ছড়িয়ে শওয়ালের চাঁদের অপেক্ষায় বাংলার বীর সিংহশাবকরা আজ করছেন, দেশকে মুক্ত করে সে চাঁদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন আর এক আনন্দ পুলকে দোলায়িত হচ্ছেন এই ভেবে যে, লৌহ শপথ বাস্তবায়িত হলেই তাঁরা ঈদ করবেন। নিজেদের মধ্যে নয়, দুনিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় সংগ্রামী প্রতিটি মানুষের সাথেই তাঁরা ঈদের সত্যিকার আনন্দ আর শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। নিঃস্বার্থভাবে সেই কাজে নিজেদের নিয়োগ করার শক্তি দেয়ার জন্যে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পরম করুণাময়ের কাছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই প্রার্থনা, এই মোনাজাত হয়েছে ভাঙ্গা মসজিদে, উম্মুক্ত ময়দানে, শরণার্থী ক্যাম্পে, হাসপাতালে, গীর্জায়, মন্দিরে সর্বত্র। ছিন্ন বস্ত্রে, কঙ্কালসার দেহে উন্মুক্ত হৃদয়ের এই মোনাজাত বিশ্ববিধাতার কাছে, মানবতার কাছে, স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি বিশ্ববাসীর কাছে।

তাই ঈদের সাথে সাথে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত বঙ্গশার্দুলরা হানাদার পাকদস্যুদের অধ্যুষিত এলাকায় দ্রুতগতিতে নিধন করে চলেছেন একের পর এক।

বিভিন্ন রণাঙ্গন হানাদার বাহিনী মুক্ত হচ্ছে। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা খুব শীঘ্রই জলে, স্থলে, আকাশে হানাদার দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এই হলো বাংলাদেশ সরকারের দুর্জয় বলিষ্ঠ শপথ। ঢাকার পতন আসন্ন। চূড়ান্ত বিজয় একান্ত নিকটতর। বাংলার প্রতিটি নারী-পুরুষ জল্লাদমুক্ত, অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্ত এক স্বাধীন, সার্বভৌম দেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন এই হোক তাদের চরমতম ও দুর্জয় বলিষ্ঠ শপথ।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলার স্বাধীনতা অশ্রু আর রক্তে	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলার স্বাধীনতা

অশ্রু আর রক্তে

তাজউদ্দীন

অশ্রু আর রক্ত। এরই বিনিময়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি নর-নারী স্বাধীনতা সংগ্রাম। কালের গতির সাথে সাথে স্বাধীনতার সোনালী সূর্যের ক্ষণটি নিকটতর হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে চাই আরো রক্ত, আরো অশ্রু, আরো আত্মত্যাগ, আরো জীবন ও কষ্ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গত বুধবার জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে এই অভিতম ব্যক্ত করেন। আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল সংগ্রাম প্রতিটি নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এই পর্যায়ে শত্রুসংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চাই শহীদদের রক্তের উপযুক্ত মর্যাদার বিনিময়ে সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মপণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে তরুণেরা যে যুদ্ধে লিপ্ত, তা বিদেশী দখলদারদের উৎখাত এবং অসাম্য ও সুবিধা ভোগের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। আমাদের আজকের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। সমাজের যে ভবিষ্যৎ রূপ আজ বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছেন সেখানে সকলে সমাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হবে এবং উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াসে সকলে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের সামরিক চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হিসাবে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়ার কথা বলেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শত্রুকে আমরা চরম আঘাত হানবো আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবেন।

জনাব তাজউদ্দীন বক্তৃতায় এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্য দেশের নিরাসক্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মনে হয় মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদার চাইতে এখানে তাঁরা সরকারের স্থিতিশীলতার গুরুত্ব দেন বেশী, এটা শোচনীয়। কিন্তু ভারতকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব যখন কোন রাষ্ট্র উত্থাপন করেন তখন আমরা শিউরে না উঠে পারি না। এই প্রস্তাবে গণহত্যা ও তার ফলাফলকে নীরবে মেনে নেয়া হয়েছে। পর্বত প্রমাণ অবিচার ও অন্যায়কে বিনাবাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গণহত্যা ও তার ব্যাপক বাস্তুত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানী সন্ত্রাসের ফলে যারা ছিন্নমূল হয়েছেন, তারা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে, অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাতবদল করা হবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ বাসভূমে ফেরার জন্মগত অধিকার তাদের আছে এবং তারা সেখানে সেভাবেই ফিরে আসবেন। আর আমি বলছি যে, তার খুব বেশী দেরী নাই।

প্রসঙ্গত জনাব তাজউদ্দীন আমেরিকার কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের এই চরমতম ক্ষণে প্রেসিডেন্ট নিক্সন উপমহাদেশের তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, এই হলো

তাঁর জিজ্ঞাসা। তিনি বলেন, তাঁর দেশের কূটনীতিবিদ ও আইনসভার সদস্যরা অবগত নন এমনকি নতুন তথ্য তিনি জানতে ইচ্ছুক? লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং প্রায় এক কোটি মানুষকে বাস্তুত্যাগে বাধ্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারকে তাঁর প্রশাসন নিন্দা করেনি। এমন তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল তাঁরা লাভ করতে চান, জানি না। তবে এতে আমাদের সঙ্কল্পের কোন ব্যত্যয় হবে না। সে সঙ্কল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

জনাব তাজউদ্দীন মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যে সর্বক্ষেত্রে তীব্রতর হয়েছে, সেকথা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেছেন। মুক্তিবাহিনী এখন যে কোন সময়ে যে কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে পারে, এমনকি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে। জলে স্থলে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটেছে মুক্তিবাহিনীর। নদী পথে হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় অকেজো, বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শত্রুমুক্ত। ক্রমেই অধিকতর এলাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আর সৈন্য, সামগ্রী ও মনোবল হারিয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাক সামরিক হুঙ্কার দিশাহারা ও কোণঠাসা হয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইসলামাবাদের দুষ্কৃতিকারীরা দিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সংশয় ও ভীতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের জনগণের অপরিমেয় দুর্দশা ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেও টেনে নিয়ে গেছেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতক ভাঙ্গনের দিকে। এখন তারা চায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি করতে। তারা আশা করে যে, এমন একটি যুদ্ধ হলে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে। মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি গোপন করা যাবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে, এর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। এবং এতে তাদের ভ্রান্তি, অপরাধ ও আত্মঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মাত্র এবং পাকিস্তানের আত্মবিনাশ সুনিশ্চিত হবে।

সর্বশেষে জনাব তাজউদ্দীন জনগণকে মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়কে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে চলার আহ্বান জানান। যেসব সরকারী কর্মচারী, রাজাকার, পুলিশ বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদেরকে সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ নেয়ার আহ্বান জানান। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছে তাদের শেষবারের মত তিনি জানিয়ে দেন যে, বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করুন। অনুতাপহীন বিশ্বাসঘাতকদের আর তাদের বিদেশী প্রভুদের পরিণতি এক হবে আর তা হলো গ্লানিকর মৃত্যু।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকার ও তার ব্যাপক সাফল্য	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকার ও তার ব্যাপক সাফল্য

আমাদের স্বাধীন সরকার গঠন করার পর মাত্র কয়েকটি মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের মাটি থেকে একটি বিদেশী শোষকগোষ্ঠীর পোষা পেশাদারী সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করার কর্তব্যই আমাদের প্রাথমিক এবং মৌলিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনের প্রাথমিক পর্বে আমাদের শক্তি ছিল সীমিত এবং শত্রূপক্ষের তুলনার একেবারে নগণ্য। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসসহ পুলিশ এবং আনসারের সামান্য শক্তিই ছিল আমাদের মূলধন। এই সামান্য শক্তি নিয়ে যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো তাকে আজকের বিশ্লেষনে এক অভাবনীয় সাফল্যের সূচনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে বলে বলতে হয়। কারণ আমাদের সমস্যা ছিলো অস্ত্রের এবং অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী সুসংহত বাহিনীর। বাহিনী বলতে যে তাৎপর্যময় একটি সামরিক শক্তিকে বোঝায় তা যেমনি ছিলো না, তেমনি ছিলো না প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছাড়াও সামরিক যানবাহন এবং সামরিক প্রয়োজনে যোগাযোগের ব্যবস্থা। অপরপক্ষে শত্রু সেনাদের ছিল আধুনিক যুদ্ধোপযোগী সবকিছুই এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহ ও তাদের নিশ্চিত রেখেছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

বস্তুতঃ এই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের অতি সামান্য সামরিক শক্তি ছাড়া ছিলো সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের নৈতিকসহ সার্বিক সমর্থন।

এই কয়েকটি মাসের ব্যবধানে বহুমূখী সমস্যার মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশের জনগণকে। একদিকে যেমন সক্ষম যুবকদের এক বিরাট অংশকে যুদ্ধ বিদ্যায় ট্রেনিং দিতে হয়েছে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। এছাড়া দ্রুত প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সমস্যার সমাধানও করতে হয়েছে। সর্বোপরি বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে জেগে ওঠা স্বাধীনতার দুর্বার বাসনাকে রক্ষা করতে হয়েছে অতি সন্তর্পণে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছিলো আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে আমাদের সংগ্রামের সত্যিকার রূপ তুলে ধরা এবং সমর্থন লাভ।

এই সমস্ত বহুমুখী সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের যুদ্ধ সাফল্য আজ বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব আমাদের সংগ্রামের সত্যিকার রূপটি যেমন চিনতে পেরেছে তেমনি সর্বক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন লাভ করতে শুরু করেছি আমরা, অন্যদিকে ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের সমর্থনকারী দেশগুলো আমাদের বক্তব্যের মৌলিকত্ব অনুধাবনের সঙ্গে ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে আমাদের স্বার্থের অনুকূলে মনোভাবও প্রকাশ করেছে। আমাদের সংগ্রামের এই দিকটিতে বিশেষ সাফল্য ইয়াহিয়া চক্রকে এক বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বহু দেশই আমাদের দূতাবাসের কার্যোপযোগী অফিসগুলো স্থাপিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে বিশ্বকে পরিচিত করে তোলা সহজ হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের দ্রুত সাফল্যের তথ্য এবং ইয়াহিয়ার বর্বরোচিত অত্যাচারের রূপটি বিশ্বের জনগণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। এক কথায় আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে সর্বতোভাবেই আমাদেরই সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হচ্ছে আমাদের শত্রুনিধন অভিযান। একটি সামরিক বিষয় এবং সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আজ তর্কাতীতভাবে পাকিস্তানী সামরিক চক্রের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানী সেনাদের নিহতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গত এক মাসেই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশী। চলতি মাসের হিসাবে এখন দৈনিক গড়ে দু'শোর মত পাকিস্তানী সেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হচ্ছে। সার্থকভাবে গেরিলা যুদ্ধ কায়দা রপ্তের পর আমাদের গেরিলাদের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং তা এখন তীব্রতর হয়ে শত্রুবাহিনীকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। শত্রুবাহিনী নিজেদের নিয়মিত সৈন্যদের জীবনের ওপর ঝুঁকি না নেয়ার জন্যে যে রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলো তাও ভেঙ্গে পড়ছে। দলে দলে রাজাকাররা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করছে। অগত্যা পাক সেনাদের রাজাকারদের ওপর নির্ভরশীলতা ছেড়ে দলে নিজেদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে এসে লড়তে হচ্ছে এটাই পাক-সেনাদের বেশী হারে নিহত হবার কারণ। আমাদের সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতেই আমাদের সাফল্য সবচেয়ে বেশী। গেরিলা তৎপরতার এতো বড় রকমের সাফল্য এর আগে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। আমাদের বাহিনীতে সদ্য সামরিক শিক্ষা সমাপ্তকারী অফিসাররা যোগদান করেছেন এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে মুক্তি বাহিনী এই সাফল্য লাভ করছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় তোমার স্বপ্ন সফর তোমার বাংলা স্বাধীন	বাংলার মুখ ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

তোমার স্বপ্ন সফল
তোমার বাংলা স্বাধীন
জয় নব অভ্যুত্থান

জয় বাংলাদেশ, জয় বাংলার সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী নর-নারীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, অশ্রু আর রক্তের। জয় বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের। বঙ্গবন্ধু বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছেন, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে আত্মত্যাগ করেছেন তা আজ সফল।

ভারত আর ভুটানকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি লাঞ্ছিত মানবতার জন্যে আত্মত্যাগ এবং চরম বলিষ্ঠতার জন্যে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ জানাচ্ছেন অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সাম্রাজ্যবাদ গোষ্ঠী, মানবতা বিরোধীদের শেষ গোরস্তান আজ বাংলাদেশ।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর হানাদার সেনা নিধনের অভিযান সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীর যোগদানে যুদ্ধ-পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর যুক্ত আক্রমনে হানাদার পাকসেনাদের ঘাঁটিগুলোর পতন ঘটছে এবং হানাদার সেনারা পিছু হটে যাচ্ছে।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর মিলিত আক্রমনের মুখে বহু হানাদার পাক সেনা নিহত ও আহত হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশে অনেক হানাদার পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছে।

পাকিস্তান বিশ্ব সভ্যতার সব রকম নীতিমালাকে অস্বীকার করে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিমান আক্রমন চালিয়ে উপমহাদেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে সংকটের সৃষ্টি করেছে।

পাকিস্তানী সামরিকচক্র আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে ভারত আক্রমন করেছে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের তথা ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করবার জন্যে এক আন্তর্জাতিক সমস্যা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত তা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদা অর্জন করেছে তা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর জনগণ মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়ে চলেছে।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর আক্রমনে পূর্ব রণাঙ্গনে ফেনী, লাকসাম, সিলেট শত্রু কবলমুক্ত হয়েছে। উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম রণাঙ্গনেও ব্যাপক সাফল্য লাভের খবর পাওয়া গেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট এবং বিমানবন্দরে পাকিস্তানী সেনাদের পতন ঘটেছে।

এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার রামগড়, কক্সবাজার, বান্দরবনও শত্রুকবলমুক্ত হয়েছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় জনযুদ্ধের জনশিক্ষা	বিপ্লবী বাংলাদেশ* ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জনযুদ্ধের জনশিক্ষা

জনযুদ্ধের দুটি দিক আছে। একটি হলো যারা সরাসরি লড়াই করবে, অর্থাৎ 'কম্বাট ফোর্স বা কমাণ্ডো' । সংখ্যায় তারা জনগণের সামান্য অংশ। আর জনগণের বৃহদাংশ হলো 'মোটিভেশনাল আর্মি'। তারা জনগণকে বিপ্লব সম্বন্ধে সচেতন রাখে, জনগণের মনোভাব অবিচল রাখতে সাহায্য করে, শত্রুপক্ষকে ভুল বোঝায়, শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করে, এবং সর্বোপরি, কম্যাণ্ডোরা যাতে সবরকম সাহায্য পায় তার চেষ্টা করে। এইসব কাজকর্মের মধ্য দিয়া মোটিভেশনাল আর্মি জনগণের বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলে। ফলে বিপ্লবের কাজ আরও দ্রুততর হয়। আর মোটিভেশনাল আর্মির কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে এগোতে থাকে কম্যাণ্ডোদের যুদ্ধ এবং অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের জনযুদ্ধের তথা মুক্তিযুদ্ধেরও এই দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে কম্যাণ্ডো অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা ; অপরটি হচ্ছে জনগণের বাকি অংশ অর্থাৎ মোটিভেশনাল আর্মি। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু এসবই বিফল হবে, যদি জনগণ প্রস্তুত না হয়। আর এই প্রস্তুতির জন্যই চাই মোটিভেশনাল আর্মি ।

মোটিভেশনাল আর্মি কারা, এবং তাদের ঠিক কি কি করতে হবে ? মোটিভেশনাল আমি কে বলা যায় প্রস্তুতি বাহিনী। তাদের মোটামুটি কাজ হলো জনগণকে প্রস্তুত করা। এই প্রস্তুতি বাহিনী গঠন করতে হবে আমাদের মধ্য থেকেই। এত আপনিও আছেন, আমিও আছি, সমগ্র বাংলাদেশ আছে। মোটিভেশনাল আর্মি তৈরি করা এবং তার কার্যপদ্ধতির কিছু কিছু অংশ এখানে দেওয়া হলো। এগুলির মধ্যে আপনি যা যা করতে পারেন সেগুলি করতে আরম্ভ করুন।

মোটিভেশনাল আর্মি বা প্রস্তুতি বাহিনীর গোড়াপত্তন হবে তাদের দ্বারাই যারা ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও আদর্শবাদী হবে এবং হাজার বিপদের ভেঙ্গে পড়বে না। প্রস্তুতি বাহিনীর মনোবল খুবই বেশী হওয়া আবশ্যক, কারণ তারাই সাধারণ লোকদের সাহস যোগাবে। প্রস্তুতি বাহিনীর প্রশাসন সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যেহেতু অনেক সময়েই হয়তো তাদের ওপর প্রশাসনের দায়িত্ব পড়বে। তাদের হতে হবে কষ্টসহিষ্ণু এবং জনগণের সঙ্গে মিলে যাবার গুণ থাকা দরকার। সর্বোপরি তাদের থাকবে চারিত্রিক দৃঢ়তা, সেবাপরায়ণতা এবং সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করার ক্ষমতা।

এই প্রস্তুতি বাহিনীর সামনে তিনটি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমতঃ প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করা এবং তৃতীয়তঃ সংযোগ ও সংবাদ সরবরাহ করা। প্রথমে জনপ্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

জনপ্রস্তুতি বলতে আর কিছুই নয়, মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জনগণকে ওয়াকিফহাল করে তোলা। তাদের বোঝানো যে এ লড়াই তাদের মুক্তির লড়াই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য হবে জনগণেরই সাফল্য। তাই বাংলাদেশের একমাত্র উপায় হলো মুক্তি সংগ্রামীদের সর্বপ্রকারের সহায়তা করা। তাছাড়া জনগণের দেশপ্রেম

* বিপ্লবী বাংলাদেশঃ বরিশাল হতে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক। রফিক হায়দার কর্তৃক চাঁপা প্রেস হতে মুদ্রিত ও সম্পাদক নূরুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত।

জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হবে যে তারা শুধু স্বাধীন বাংলার আশা করবে তাই নয়, তারা সোনার বাংলা তৈরী করবে। বিগত ২৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাদের বোঝাতে হবে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুরা বাংলাদেশে একটানা অত্যাচার চালিয়েছে। এবং বিশ্বের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের ফলে কিভাবে অত্যাচারী শাসকদের পতন হয়েছে তা জনসাধারণকে জানাতে হবে; বোঝাতে হবে যে বাংলাদেশে সেইভাবে অত্যাচারী শাসকের পতন ঘটতে চলেছে।

এসব কাজ করার জন্য গ্রামে ও শহরে প্রস্তুতি বাহিনী তৈরী করা আবশ্যক। এ দায়িত্ব প্রতিটি বাঙালীর। আপনিও এগিয়ে আসুন। প্রথমে আপনার প্রতিবেশীকে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে বোঝান। পরে আস্তে আস্তে অঞ্চলবাসীকেই বুঝিয়ে দলে আনুন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, বিগত শোষণের ইতিহাস, পাক-সৈন্যের সাম্প্রতিক বর্বরতার কাহিনী এবং তার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়যাত্রা-ইত্যাদি বলে জনগণের দেশপ্রেম জাগ্রত করুন, পাক জঙ্গীশাহীর উৎখাত আরও দ্রুততর করুন। আর লক্ষ্য রাখুন যে আপনার অঞ্চলের প্রতিটি লোক যেন মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসাধ্য সাহায্য করে।

প্রস্তুতি বাহিনীর দ্বিতীয় কাজ হলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। তার জন্য প্রস্তুতি বাহিনীকে জানতে হবে কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে, রসদই বা কোথায় পাওয়া যাবে, এবং কোন পথে নিরাপদে চলাফেরা করা যায়, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় দায়িত্ব, অর্থাৎ সংযোগ ও সংবাদ সরবরাহের কথা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এর ওপরেই মুক্তিফৌজের জয় নির্ভর করবে। এই কাজটি হলো নানা জায়গায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, শত্রুসৈন্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তা দেওয়া, এবং মুক্তিফৌজের গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বার্তাগুলো জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া।

এসব ছাড়াও প্রশাসন চালানো, আহতদের সেবা শুশ্রুষা, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তুতি বাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক, এবং প্রয়োজন হলেই প্রস্তুতি বাহিনীকে এসব করতে হবে।

আবার জানাচ্ছি, প্রস্তুতি বাহিনীর মনোবল হওয়া উচিত অত্যন্ত দৃঢ়। যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি থাকেই। কাজেই তাৎক্ষণিক জয়-পরাজয় প্রস্তুতি বাহিনী বিচলিত হবে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, তারা জনগণকে বোঝাবে যে সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, মুক্তিযুদ্ধের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মনে রাখবেন, আপনার স্বাধীনতা আনবার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে, হাসিমুখে জীবনদান করেছে। তাদের সাহায্যের জন্য আপনার কর্তব্য হলো প্রস্তুতি বাহিনী তৈরি করা। সোনার বাংলার সোনার বাঙালী হতে গেলে আপনার এই কর্তব্যের কথা ভুলবেন না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি বাহিনীর কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। এবার তাদের কর্তব্যগুলো তারা কিভাবে পালন করবে তা জানা দরকার। কিন্তু এটা জানবার আগে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশে গেরিলা-পদ্ধতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজন কতোখানি।

গেরিলা-যুদ্ধের সবচেয়ে দরকারী তিনটি বিষয় হলো সমগ্র জনগণের যুদ্ধে সাহায্য করা, লড়াইয়ের সঠিক স্থান ও কৌশল নির্বাচন করা এবং দীর্ঘদিন ধরে সর্বদাই একটু একটু করে শত্রুনিধন করা। এই তিনটি বিষয়ের একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রথমে দেখা যাক সমগ্র জনগণকে যুদ্ধে সাহায্য করানোর ব্যাপারটা। এটা জানা দরকার যে, গেরিলা লড়াইয়ের মতো জনসমর্থনের প্রয়োজন আর কোনও যুদ্ধে হয় না। সাধারণতঃ যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী লড়াই করে চলে, এবং জনসাধারণ তাদের জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিকভাবে চালাতে থাকে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে প্রত্যেককেই অংশগ্রহণ করতে হয়। ভিয়েতনামে দেখা গেছে যে হয়তো কখনও মা বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, কখনো বা সে ক্ষেতে চাষ করছে, আবার কখনো বা শত্রুপক্ষের গতিবিধি ক্ষমতা মনোভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছে, এমনকি প্রয়োজনে বন্দুকও ঘাড়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধে এই অবস্থানই ঘটেছে। বর্বর পাক সৈন্য ভেবেছিল যে পাশবিক অত্যাচারের দ্বারা বাঙালীর মুখ বন্ধ করে রাখবে। কিন্তু বিগত ২৪ বছর একটানা পশ্চিমী শোষণের মুখোশ আজ খসে পড়ছে। তাই প্রত্যহ দলে দলে জনসাধারণ মুক্তিফৌজে যোগদান করছে। এই রকম অসাধারণ জনসমর্থনই গেরিলা যুদ্ধে প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে লড়াইয়ের সঠিক স্থান এবং কৌশল স্থির করা আবশ্যক। গেরিলা লড়াইয়ে যে ধরনের স্থানের প্রয়োজন তা বাংলাদেশে যথেষ্ট রয়েছে। এইসব স্থান হলো জঙ্গল, পাহাড়, খাল-বিলওয়ালা অঞ্চল, ইত্যাদি। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের ফলে মুক্তিফৌজ ক্রমাগত জয়ের পথে এগিয়ে চলছে। সেই সঙ্গে যখন যেরকম কৌশল কাজে লাগানো যায়, সেরকম কৌশল নেওয়া হচ্ছে।

আর তৃতীয় বিষয় হলো দীর্ঘদিন ধরে সর্বদাই একটু একটু করে শত্রুর ক্ষতি ঘটিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। কারণ, সাধারণত যুদ্ধে দেখা যায় যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধের মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়; যেহেতু, দিনের পর দিন সৈন্যবাহিনীর রসদ অস্ত্র-শত্রুযোগান দিয়ে ওঠা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু গেরিলারা জনগণেরই অংশ-তাই তাদের রসদের অভাব হয় না। সমস্ত জনগণ মুক্তিফৌজের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড় করে দেয়। বাংলাদেশের জনগণও আজ তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মুক্তিফৌজের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবারই একমাত্র প্রতিজ্ঞা-'বাংলা মা' কে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করবো।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন ?	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন
মোহাম্মাদ আলী খান

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশের মানুষ চরম অত্যাচার, শোষণ, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য অর্জনের মানসে গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য অবিচল প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন এই স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করতে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতা অত্যাচার, নিপীড়ন, লাঞ্চনা, নিষেধাজ্ঞা, গ্রেপ্তার এবং সামরিক আইনের বহু বাধাকে উপেক্ষা করেছে। বাংলার জনগণের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল জালেমরা বারবার ট্যাঙ্ক, কামান ও বোমারু বিমান ব্যবহার করে ব্যাপক নরহত্যা ও ধ্বংসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। অত্যাচারী নরখাদক বর্বর পশুর দল নির্মমভাবে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে, লক্ষ লক্ষ বাড়ী-ঘর ছাই করে দিয়েছে। ওরা লুট করে নিয়েছে আমাদের সুখের সংসার-শ্মশান করেছে সোনার বাংলা-ধ্বংস করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ভেঙ্গে দিয়েছে অর্থনৈতিক কাঠামো।

গণপ্রতিনিধিগণ কখনও পাকিস্তান হতে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে অস্বীকার এবং নির্মমভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বর্বর সামরিক আক্রমণ শুরু করার পরেই তাঁরা গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন।

তাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দুর্জয় বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত। এই বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালীরা তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চূড়ান্ত রুপ দেবে।

যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আপামর জনসাধারণ অত্যাচার, অন্যায়, জালেম, শোষকের বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজও কয়েকটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী, শোষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা চলছে। আমরা বাঙালীরাও বিশ্বের ইতিহাসে এই চরম শিক্ষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, ভবিষ্যতেও অত্যাচারি শোষিত মুক্তকামী মানুষ তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এই চরম ও পরম পথকে বেছে নিতে বাধ্য হবে।

মুক্তিযুদ্ধ কি? মুক্তিযুদ্ধ কেন? কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে জয়যুক্ত হতে হয়-একথা বুঝতে পারলে, শিখতে পারলে যতদিনই মুক্তি চলুক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, তা দেখে হতাশ হয়ে পড়ার কারণ নেই। মানুষ তখনই হতাশ হয়ে পড়ে, যখন সে এমন কিছুর সম্মুখীন হয় যা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে মুক্তির পথে চলতে কোনদিনই তারা নিরাশ হয়ে পড়বে না। যতই তাদের ধারনা সুস্পষ্ট হবে, ততই তাদের প্রেরণা বাড়বে। ভাবাবেগের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ হয় না, রাইফেল চালাতে জানলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধাকে মনেপ্রাণে অবশ্যই বিপ্লবী হতে হবে। কেন আজ তাকে এই চরম-পরম পথকে বেছে নিতে হয়েছে তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বিপ্লবী যোদ্ধার বড় অস্ত্র হচ্ছে তার বৈপ্লবিক প্রেরণা তার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা। বিপ্লবী যোদ্ধাকে অস্ত্র হাতে তুলে দিতে হয় না - শত্রুর কাছ থেকে বিপ্লবী অস্ত্র কেড়ে নেয়।

ইংরেজী ভাষায় revolution মানে পরিবর্তন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে কোন পরিবর্তনকেই কি বিপ্লব বলা চলে? একটি গভর্ণমেন্টের পরিবর্তন বা মন্ত্রীদলের পরিবর্তনকে কি বিপ্লব বলব? পাকিস্তানের আইয়ুব খাঁর গদি পরিবর্তনকে কি বিপ্লব বলব? না, এসব বিপ্লব নয়। কারণ এতে জাতীয় জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে না। জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের গণমুখী পরিবর্তন ঘটে না। আইয়ুব খাঁ জনগণের দেওয়া চাকুরী, অস্ত্রশস্ত্র, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে গড়া সৈন্যবাহিনীকে অপব্যবহার করেছে নিজের এবং শোষক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে। জাতীয় জীবনে গণমুখী মূলগত পরিবর্তন ঘটেনি।

বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন আসে তা মূলগত পরিবর্তন। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক জীবনের মূলগত পরিবর্তনে নিয়মতান্ত্রিক, স্বাভাবিক পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষকে অস্ত্র ধারণ করে বিপ্লবের পথে সমস্ত বাধাকে ধ্বংস করে এগিয়ে যেতে হবে - শোষনের সমস্ত উৎস মুখ ধ্বংস করতে হবে জাতীয় শত্রুদের নির্মূল করতে হবে। সেই জন্যেই রক্তপাত বিপ্লবের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য ২/৪টি নগণ্য পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না।

বাংলার মানুষ স্বাভাবিক পথে বাঁচতে চেয়েছিল - চেয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ-অত্যাচার-অবিচার জুলুমের হাত থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকার এবং তাদের তল্পিবাহক দালালেরা বারবার সে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে বিভিন্ন কায়দায় বাধার সৃষ্টি করেছে এবং নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে সংগ্রাম বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলার জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য অস্ত্র হাতে গর্জে উঠতে বাঙালীরা বাধ্য হয়েছে। দেশীয় শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিপ্লব করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ কিন্তু প্রথমে বিদেশী শক্তিকে অপসারিত করা এবং তারপর নতুনতর সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা সত্যিই আরও কঠিন কাজ। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে তাই আজ কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। প্রথমতঃ বিদেশী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করা, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বঞ্চিত অবহেলিত মানুযের জন্যে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অবরোধ	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অবরোধ

মুক্তিযুদ্ধের জনপ্রস্তুতি যেমন বিশাল হওয়া দরকার, তেমনি দরকার জনগণকে বিপ্লবের মূল তথ্যটা বোঝানো। সব দেশের মুক্তিযুদ্ধ একইভাবে পরিচালিত হয় না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মুক্তিযুদ্ধের চেহারা পাল্টায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তার নিজস্ব কায়দায় চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এটার গোড়াপত্তন হয়েছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা নির্বাচনে জয়ী হলেন, তাঁদের সরকার তৈরীর সুযোগ দেওয়া হলো না। উপরন্তু, সামরিক শাসনকর্তারা সৈন্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দমাতে গেলেন। ফলে রাতারাতি গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিবর্তিত হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অন্যান্য দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

যখন গণতান্ত্রিক বিপ্লব রূপান্তরিত হয়ে গেল সশস্ত্র বিপ্লবে, তখন প্রথম প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষা করার। কারণ, মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য লোক, অস্ত্র, রসদ, আশ্রয় ইত্যাদি প্রয়োজন। এখন মুক্তিবাহিনী এক সুসংগঠিত বাহিনী হয়ে উঠেছে। তাই এবার চলেছে প্রত্যাঘাতের পালা।

এই প্রত্যাঘাত করবার দুটি পথ আছে। প্রথমতঃ সরাসরি যুদ্ধ ও অন্তর্ঘাত, দ্বিতীয়তঃ অবরোধ ও অসহযোগ। যুদ্ধ, অন্তর্ঘাত ও অসহযোগ সম্বন্ধে প্রায় সবারই কিছু ধারণা আছে। কিন্তু অবরোধই হবে বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রধানতম অস্ত্র এবং অবরোধের পর্ব ও বিভিন্ন কৌশল সবাইকে জানতে হবে। শেখ মুজিব একবার বলেছিলেন, আমরা ওদের ভাতে মারবো, আমরা ওদের পানিতে মারবো। সম্ভবতঃ কেউ ধারনাই করতে পারেনি যে কয়েক মাস পরেই এই কথাটি এক চরম সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণ যুদ্ধে যে অবরোধ সৃষ্টি করা হয় তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অবরোধ সৃষ্টির এক মূলগত অভ্যাস আছে। তা হলো সাধারণ যুদ্ধে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু দখলকারী সৈন্যের বিরুদ্ধে চালানো হয়, সেহেতু মুক্তিযোদ্ধারা সমগ্র দেশ জুড়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এ অবরোধের মূল লক্ষ্য হলো শত্রুকে রসদ জোগাড়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া।

এই অবরোধে শত্রুকে শুধু ঘিরে রাখাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হয় রাস্তা ওড়ানোর, ব্রীজ ভাঙ্গার, বন্দর আক্রমন করার, এবং সর্বোপরি বিমান চলাচল ব্যাহত করার। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এই সব পদ্ধতি সফলভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

তা ছাড়া অবরোধের সাথে অসহযোগ চালানো দরকার। বাংলাদেশের ধান, পাট, ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য যার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে- সেগুলো যাতে পাক হানাদারেদের হাতে কিছুতেই না পড়ে তার জন্য সতর্ক থাকা দরকার। চাষী ভাইদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা ধান, পাট ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য মুক্তাঞ্চলে মুক্তিফৌজের কাছে পৌছে দিতে পারেন। এ কাজে তারা মুক্তিফৌজের সহায়তা পাবেন।

একই সঙ্গে অসহযোগ ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাতে পারলে অবরোধ সম্পূর্ণতর হবে। তখন দখলকারী সৈন্যরা বাইরের থেকেও কোনো সাহায্য পাবে না, ভেতর থেকেও কিছু সংগ্রহ করতে পারবে না।

অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, যথা ট্রেন ওড়ানো, রাস্তা ভাঙ্গা, ব্রীজ ওড়ানো ইত্যাদি করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। পরে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের অবরোধের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে তা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। পৃথিবীতে এমন দেশও আছে, যারা বিগত বিশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছে। প্রয়োজন হলে বাংলাদেশেও সেরকম করা হবে। এ এক সুদীর্ঘ সুকঠিন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আমাদের জিততেই হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজনৈতিক সমাধান	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

রাজনৈতিক সমাধান
মেহেরুন আমিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি হিটলারের নেতৃত্বে রুশ-জার্মান অনাক্রমন চুক্তি লংঘন করে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমন করে। ইয়াহিয়ার পূর্বসূরী হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে বিজয়োৎসব পালন করবে। রাশিয়া অভিযানই ত্বরান্বিত করল নরপশু হিটলারের বিপর্যয়। ঘটনা প্রবাহ তাকে ও তার মিস্ট্রেস এফা ব্রাউনকে বার্লিন শহরের আণ্ডারগ্রাউণ্ডেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। ইতিহাসের এক নির্মম ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ডের নাটকের যবনিকাপাত দ্রুততর হলো।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান নামক এক রাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত নেতা নির্বাচিত হলেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারা পৃথিবী শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মেনে নিল নির্বাচনের রায়। ক্ষমতা লোলুপ পিণ্ডির জঙ্গীশাহী, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও কতিপয় পা-চাটা রাজনৈতিক দালাল সহ্য করতে রাজী হল না জনতার নির্বাচনী রায়। শুরু হল আদি ও অকৃত্রিম ”পাকিস্তানী মার্কা ষড়যন্ত্র”। নেতৃত্বে নেমে এল সেনাপতি ইয়াহিয়া এবং তার জঙ্গী দোসর হামিদ, টিক্কা, নিয়াজী, ওমর, পিরজাদা। এদের সঙ্গে দালালীর হাত বাড়াল ভুট্টো, কাইয়ুম ও অন্যান্য। ইয়াহিয়া ১লা মার্চ রেডিও মারফত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থাগিত ঘোষণা করল। উত্তরে জাতির পিতা শেখ মুজিব বাংলাদেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। আন্দোলনের স্বতঃস্ফহর্ত গতি ও ব্যাপকতা ঘাবড়ে দিল জঙ্গীশাহীকে এবং তাই ”মুজিব-ইয়াহিয়া” দীর্ঘ আলোচনার ভণ্ডামির মাধ্যমে সমর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ২৫শে মার্চ রাতে নরঘাতক টিক্কাকে লেলিয়ে দেয়া হল তেইশ বৎসরাধিক নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত সাড়ে সাত কোটির এক মানবগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। লাখো লাখো নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিল। ভস্মীভূত হয়ে গেল বাংলার জনপদ ও গ্রামগুলো। নব্বই লক্ষ লোক নিজ দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিল। হাজারো হাজারো মা-বোনের ইজ্জত লুটে নিল ইয়াহিয়ার পশ্চিমা সেনাবাহিনী। ইয়াহিয়া গ্যাং ঠিক হিটলারের মতই ভেবেছিল যে আটচল্লিশ ঘণ্টায় সোনার বাংলাকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। ছ'মাস চলে গেছে, বাংলার শহরে গ্রামে প্রতিরোধ সংগ্রাম আজ ব্যাপকতায় ভীষণতর হয়ে প্রতিশোধের শেষ পর্যায়ের দ্বারে উপস্থিত। বাংলার স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে হানাদার বাহিনীকে চরম আঘাত হানতে। অবাক বিস্ময়ে বিশ্ব চেয়ে দেখছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী ডালকুক্তা বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার নাটকীয় ঘটনাবলী। রুখতে পারছে না ডালকুক্তার দল মুক্তিবাহিনীর স্থল ও নৌ আক্রমনের দর্বার গতি। ইয়াহিয়া দিকে দিকে দালাল পাঠাচ্ছে এবং নিজেও দোস্ত ইরানের শাহের দরজায় মাথা কুটছে একটি রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য।

রাজনৈতিক সমাধান কি সম্ভব? রাজনৈতিক দাবার গুটি যে আজ ইয়াহিয়ার হাতের বাইরে। ইয়াহিয়া ও তার গ্যাং ধ্বংস করে দিয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি জিন্নার সাধের পাকিস্তান। ঐ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক নতুন জাতি এবং তাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি দলের এক বিরাট অংশ আজ ইয়াহিয়ার ঘোর বিরোধী। কলকারখানার হাজার হাজার শ্রমিক আজ চাকুরী থেকে বরখাস্ত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জেনারেল ভিন্ন অন্য সেনানীমণ্ডলী ইয়াহিয়ার অবিমৃষ্যকারিতায় তার

প্রতি বিরুপ। ইয়াহিয়ার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ দাঁড়াবে পশ্চিম পাকিস্তানের এতদিনকার জৌলুসে গড়া শিল্প, বাণিজ্য, চাকরি-বাকরী, ও সেনাবাহিনীর চরম বিপর্যয়। তারা হারাবে বাংলাদেশে সাজান ঔপনিবেশিক বাজার। ইয়াহিয়ার সাধ্য নেই যে সে বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়। তাই বাংলাদেশ আজ ইয়াহিয়ার গলার কাঁটা-এক গেলাও যাচ্ছে না বা ফেলতেও পারা যাচ্ছে না। সাধু সজ্জন ব্যক্তিরা বলেন যে ইংল্যাণ্ড যেভাবে পাক-ভারত সমস্যার সমাধান করেছে, সেভাবেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে। তাঁরা ভুলে যান যে ব্রিটিশ জাতির পাক-ভারত নীতি নির্ধারিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছিল ইংল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণের উপর। পাকিস্তানের বর্তমান চণ্ডনীতি নির্ধারণ করেছে ইয়াহিয়া গ্যাং। বারো কোটি অধ্যুষিত অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না এই বর্বর জঙ্গীনীতির সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাবে বলদর্পী জঙ্গীশাহী ও তার মুষ্টিমেয় অনুচরদের উপর। সেই ভীষণ দিনে রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়বে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী, পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও জনসাধারণ। তা থেকে ইয়াহিয়া ও তার মন্ত্রণাদাতাদের বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না। তাই আজ ইয়াহিয়াকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আত্মঘাতী যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। ইয়াহিয়া অবশ্যই বুঝতে পেরেছে যে অনির্দিষ্টকাল এ যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা তার নেই। চীন-মার্কিন সাহায্যও তাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না পিণ্ডীর সিংহাসনে। অথচ ইয়াহিয়া এও জানে যে বাঙ্গালী জাতিকেও এ যুদ্ধ চালাতেই হবে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। কোন মীমাংসা ''পাকিস্তানী কাঠামোর'' মধ্যে হবে না ও হতে পারে না। ইয়াহিয়ার এখন একমাত্র উপায় পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করা। সেক্ষেত্রে হয়ত সে ও তার বশম্বদরা পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের আক্রোশ থেকে জীবনে বেঁচে যেতে পারে। অন্যথায় হার্মাদ ইয়াহিয়া ও তার স্তাবকদের হিটলারে মতই আত্মঘাতী হয়ে নরকের বংশ বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু এত সবের পরও একটা মোদ্দাকথা এই যে রণক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সম্মিলিত সেনাবাহিনীর ক্রমাগত দাঁতভাঙ্গা জবাবই শুধু লম্পট ইয়াহিয়া হানাদার বাহিনীকে বাধ্য করবে বাংলার পবিত্র মাটি ছেড়ে যেতে এবং সেখানেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিশ্বের মুক্তিকামী সরকার বাংলার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিন	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

বিশ্বের মুক্তিকামী সরকার বাংলার মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিন
(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আজ দুর্বার দুর্জয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা আজ এক একটি অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ! পাক জঙ্গী শাহীর লেলিয়ে দেওয়া হানাদার বর্বর নরপশুগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাংলার অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের জীবনের একমাত্র পণ ; হয় মুক্তি নয় মৃত্যু। মৃত্যুকে আজ আর ভয় পায় না বাংলার তরুণ শক্তি। মৃত্যুকে জয় করেছে বাংলার মানুষ এক করুণ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। বাংলার মানুষ আজ মুক্তিপাগল। বাংলার মানুষ দেখেছে ইয়াহিয়ার নাৎসীবাহিনীর পৈশাচিক উল্লাসে তাইতো বাংলাদেশ আজ নাপাম বোমার মত জ্বলছে। জ্বলছে তাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য যারা সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে, যারা বাংলার ছায়া সুনিবিড় নীড় ভেঙেছে, যারা বাংলার বুকে হিংস্র হায়েনার মত থাবা বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘর এক একটি দুর্জয় ঘাঁটি। প্রতিটি ঘাঁটিতে আজ এক দারুণ উৎকণ্ঠা। প্রতিটি ঘাঁটির প্রতিটি মানুষ প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বিশ্ব এগিয়ে আসবে তাদের পাশে, তাদের হাতে তুলে দেবে মারণাস্ত্র। আর তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে অসুর শক্তির করবে বাংলার শক্তি। বাংলার মানুষ অন্ন চায় না, বস্ত্র চায় না; চায় শুধু অস্ত্র। অস্ত্র পেলে বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে কেমন করে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাই বাংলার প্রতিটি মানুষের একমাত্র আবেদন বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা এবং সরকারের কাছে, যেন সর্বরকমের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় তথ্য সংগ্রহ ও অন্য কাজ	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৯ সংখ্যা	১৭অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

তথ্য সংগ্রহ ও অন্য কাজ

গেরিলা যুদ্ধের মূল নীতিই হলো Hit and Run অর্থাৎ আঘাত করো এবং করেই সরে পড়ো। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, শত্রুজোরালো হলে তাকে আঘাত করা সহজ নয়। তখন শত্রুকে প্রথমে দুর্বল করে নিতে হয়, অথবা তার দুর্বলতম স্থান খুঁজে বার করতে হয়। শত্রুকে দুর্বল করে তুলতে হলে তার সংযোগগুলো ছিন্ন করা প্রয়োজন। এ কাজটা অবরোধের পর্যায়ে পড়ে, যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর শত্রুর দুর্বলতম স্থান খুঁজে বের করতে হলে চাই শত্রুসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা, অর্থাৎ জনসংযোগ। এ সম্বন্ধেও আগে লেখা হয়েছে। এবার আলোচ্য বিষয় হলো ঠিক কোন্ উপায়ে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী এই ধরনের কার্যকলাপ চালাতে পারে।

প্রথমে তথ্য সংগ্রহের কথাই আলোচনা করা যাক। গ্রামাঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করবে গ্রামবাসীরাই। তাদের সামান্য শিক্ষা দিলেই তারা হানাদার পাক সৈন্যদের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে পারে। যথাঃ-

১। ছাউনীর আয়তন ও তার পাহারার ব্যবস্থা, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মোটামুটি কতজন সৈন্য সেখানে আছে।

২। গাড়ীর সংখ্যা ও সেগুলির সৈন্য বহন ক্ষমতা।

৩। সাধারনতঃ কি ধরনের ও কতো অস্ত্র নিয়ে সৈন্যরা চলাফেরা করে।

৪। পেট্রলের প্রাপ্তিস্থান ও পরিমাণ, যার থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে গাড়ী নিয়ে পাক সৈন্য কতদূর অবধি হানা দিতে পারে।

৫। গাড়ীগুলোতে কি কি অস্ত্র বহন/চালনার ব্যবস্থা আছে।

৬। গাড়ী চলবার মত রাস্তা কোথায় কোথায় আছে।

৭। জলযান আছে কি না, এবং থাকলে গাড়ীর মতোই সেগুলো সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ।

৮। রসদ আসে কোন্ পথ দিয়ে, কবে কবে, কখন কখন, এবং তার সাথে কি ধরনের/ পরিমানের প্রহরা থাকে।

৯। ছাউনীর কাছে ধারে আড়াল রেখে মুক্তিবাহিনীর লড়াই চালাবার মতো কোন ঝোপ-জঙ্গল, টিলা-পাহাড়, নদ-নদী আছে কিনা, এবং থাকলে কতো আছো।

১০। মুক্তিবাহিনী কোন্ পথে যাতায়াত করতে পারে, কিভাবে এবং কখন।

১১। পাক সৈন্য কখন বিশ্রাম করে বা অসতর্ক থাকে।

এসব তথ্য সংগ্রহ করা একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। সামান্য নজর রাখলেই দুয়েকজন গ্রামবাসী দশ পনেরো দিনে এইসব খবর যোগাড় করে দিতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এসব খবর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই 'সামান্য '' খবরগুলো পেলেই মুক্তিবাহিনী পাকসৈন্যর একটা ছাউনী আক্রমণ করতে পারে।

শহরের বাসিন্দাদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজটা এতো সহজ নয়। তাদের জানতে হবে প্রতিটি অস্ত্রের পরিচয় ও ক্ষমতা। এর কারণটা খুবই সহজ। গেরিলাদের বারবার আক্রমণে পাকসৈন্য উত্যক্ত হয়ে উঠলে হয়তো তারা ভারী অস্ত্র এনে গেরিলাদের গোপন-ঘাঁটিসহ একটা বসতি অঞ্চল ধ্বংস করে দিতে পারে। কাজেই শহর অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহকারীকে জানতে হবে, ঠিক কোন অস্ত্রের সাহায্যে বাড়িগুলো ধ্বংস করে দেয়া যায়। এবং তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে হানাদার সৈন্যরা ঐ ধরনের কোন অস্ত্র সমবেশ করছে কিনা। আর যদি তা না করে, তাহলে শুধু পাকসৈন্যর গতিবিধির ও ক্ষমতা সম্মন্ধে খবর সংগ্রহই যথেষ্ট।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা হচ্ছে শত্রুর দুর্বলতম স্থান খুঁজে বের করা অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শত্রুর কোথায় জোর কম তা জানা, এবং সেই জায়গাতে শত্রুকে আঘাত করা। প্রথম দিকে আঘাত মানে আত্মরক্ষা, কৌশলশিক্ষা ও অবরোধ। পরে অবেরোধের ফলে শত্রুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, শত্রুর রসদ কমে গেলে, এক কথায় শত্রুদুর্বল হয়ে পড়লে, শত্রুকে আঘাত করা সহজ হয়।

''বাংলাদেশে পাক দখলদার সৈন্যদের আরোধ কিভাবে হবে?-এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। পাকসৈন্য পুরোপুরি বাইরে থেকে, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা রসদ এবং শত্রুসম্ভারের সাহায্যে লড়াই চালাচ্ছে। সুতরাং তাদের রসদ আনার পথ বন্ধ করতে পারলেই লড়াই জেতার অর্ধেকটাই হয়ে যাবে। মুক্তিবাহিনীও সঠিক পথেই চলেছে। তারা ইতিমধ্যেই বন্দরগুলো প্রায় অকেজো করে রয়েছে। ফলে পাকসৈন্য জলপথের সুযোগ আর বিশেষ নিতে পারছে না। বাকি আছে বিমান যোগযোগ, এবার সেটা নষ্ট করার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

এই ধরনের অবরোধের সাথে সাথে নানা জায়গা জুড়ে ছোটখাটো আক্রমণ করে পাকসৈন্যকে পর্যুদস্ত করে তুলতে হবে তাতে গ্রামবাসীগণও নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

মোদ্দা কথা এই, লড়াই যে পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে তাতে প্রতিটি সাধারণ মানুষকে হয় তথ্য সংগ্রহ, নয় অন্য পথে মুক্তিবাহিনীকে সহায্য করতে হবে। কারণ সেটাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

রক্তের একট নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে-এ সত্য আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও হানাদারমুক্ত হতে পারেনি আজও। সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যরা রাহুগ্রাসের মত বাংলাদেশ আঁকড়ে আছে।

এই পশ্চিমা নাগপাশ থেকে জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করতে হবে সর্বাগ্রে চাই একতা। মুক্তিযোদ্ধারা যেমন আজ বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে একতাবদ্ধ হতে পেরেছে তেমনি জনগণকেও একতাবদ্ধ হতে হবে। প্রতি মহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে একটা দেশের মুক্ত আন্দোলন তখনই সার্থক হয় যখন সে দেশের জনগণ সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, আমরা একটা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। যে দেশের সৈন্যরা আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, মা-বোনের ইজ্জত ছিনিয়েছে, বাবা-ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এক কথায় বলতে গেলে সোনার বাংলাকে ওরা শ্মশান করেছে। কাজেই সে কথা মনে রেখেই স্বাধীনতা আন্দোলনে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জাতীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দেলনে আজ যে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল রাজনৈতিক মতানৈক্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ইঠেছে। এতে আন্দোলন বিঘ্নিতই হবে। আজকে জাতির যুগসন্ধিক্ষণে দেশমাতৃকার মুক্তিই প্রতিটি দলের সমর্থকদের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক মতামতের সময় অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু আজকের এই পরম মুহূর্তকে যদি কোন্দলের দ্বারা অবহেলা করা হয় তাহলে আগামী দিনের বংশদররা কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবে না।

কে কতটুকু ক্ষমতা আকড়ে আছে এই সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙ্গে জাতির দুর্দিনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এক কাতারে। মানুষের চেয়ে মানুষের কর্ম বড়। তাই ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয় জাতির অঙ্গন থেকে ডাস্টবিনে, তা এই পৃথিবীর শুরু থেকে হয়ে আসছে।

জনতাই দেশের মালিক। দেশ স্বাধীন হলে কোন দল কিংবা কোন ব্যক্তি দেশের প্রকৃত বন্ধু তার বিচার করবে দেশের জনতা, তাই আমাদের উচিত জনতার সামনে সেই দিনটি উপস্থিত করা। সেই শুভদিনটির জন্য দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। কোন দল বা মতের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ না হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে কিংবা মুক্তিযোদ্ধা হতে প্রতিটি দলের প্রতিটি সমর্থককে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংগ্রামে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি তবে বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে আচিরেই বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করা যাবে।

বাংলাদেশের অনেক হিন্দু যুবকের মুখে শোনা যায়, ‘‘আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হয়েছে সবচেয়ে বেশী অতএব আমরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেব কেন?’’ অত্যাচার হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু এমন ধারণা পোষণ করে এখানে যারা মুক্তিসংগ্রাম থেকে দূরে সরে আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একথাই বলব যে

তারা ভুল ধারণা পোষণ করে এখনো তুচ্ছ সংকীর্ণতার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর স্বার্থবাদী শাসক চক্র হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘু বলে চিরদিন দাবিয়ে রেখেছে। ক্ষমতার রাজনীতিতে পাক স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বার বার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অথচ তাঁর প্রথম থেকেই যদি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তাহলে হয়তো স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যেত। আজো তেমনি ভুলের বশবর্তী হয়ে কিছু সংখ্যক যুবক নিরপেক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করেছে, এ সত্যি দুঃখজনক ঘটনা।

বাংলাদেশে যখনি ন্যায়ের দাবিতে জনতার কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছে তখনি স্বার্থবাদী শাসক সম্প্রদায় ভারতের সঙ্গে বিরোধ নয় তো ধর্মের নামে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে জনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করেছে। এর জন্য বার বার বলি হয়েছে নিরীহ মানুষ। বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলার মাটি। কিন্তু স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মুখোশ খুলে গেছে এবার। তাই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ লক্ষ লক্ষ শহীদের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছে। পাক সাম্প্রদায়িক সরকারের সর্ব প্রকারের উস্কানি ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলার সংগ্রামী জনতা।

বাংলার মানুষ আজ বাঙ্গালী। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নয়, তারা বাংলার মানুষ। জাতি ধর্মের উপরে যে মানব ধর্ম সেই মহান ধর্মে উদ্bুদ্ধ আজ বাঙ্গালী জাতি। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে সে দেশ শুধু মুসলমানের নয়। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবার দেশ বাংলাদেশ।

তাই আসুন আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশমাতৃকার শৃঙ্খল ছিন্ন করে হানাদার শেষ করে পূত পবিত্র করে গড়ে তুলি জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অনুপ্রবেশকারী কে? দুস্কৃতকারী কে?	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে
অনুপ্রবেশকারী কে?
দুস্কৃতকারী কে?

চল্লিশ বৎসর পূর্বে হিটলারের রাক্ষস চীৎকারে ইউরোপের আকাশ মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হত। চীৎকার আর্তনাদের। তার বিলাপের বিষয়বস্তু ছিলঃ অন্যান্য দেশের আক্রমণাত্মক কার্যে জার্মানী ও জার্মান জাতি বিপন্ন।

অথচ বিশ্বের লোকের চোখে এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হত। কারণ তারা দেখত যে জার্মানীই আজ অষ্ট্রিয়াকে কাল চেকোশ্লোভাকিয়াকে পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং বিমান বাহিনীযোগে আক্রমণ করছে। কারণ প্রকৃতই ঐ বিপরীতটাই সত্য।

আজ চল্লিশ বৎসর বাদে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইয়াহিয়াও রাক্ষস চীৎকারে পাক-ভারত-বাংলাদেশের আকাশ আচ্ছান্ন করছে। বুলি, পাকিস্তান বিপন্ন। ভারতের প্ররোচনায় ভারতের অনুচরবর্গ পাকিস্তানের পুণ্যভূমি আক্রমণ করেছে। তাদের দুস্কৃত কার্যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় ভারত আক্রমণ।

কিন্তু আজও বিশ্বের লোকের চোখে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে ইয়াহিয়ার অভিযোগের বিপরীতটাই সত্য। বিশ্বের লোকের সমক্ষে বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন লোক প্রকাশ্যে নির্বাচনে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্রের দাবী ঘোষণা করেছে। তার কারণ বাংলাদেরশের বুকের উপর বসে গত চব্বিশ বছর যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় ধনপতি এবং ভূস্বামী বাঙালীর রক্ত শোষণ করেছে।

বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন লোক-যাদের বাংলার মাটিতে জন্ম, যারা বাংলার মাটিতে বসে পুষ্ট-তারা কি ‘‘অনুপ্রবেশকারী’’? সেই শতকরা ৯৯ জন বাঙালির আকাঙ্ক্ষা, শোষণাবসানের কামনা যারা রক্ত দিয়ে পূর্ণ করতে যাচ্ছে, সেই বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারাই কি ‘‘অনুপ্রবেশকারী’’?

না কি, সেই সব পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক-ভূস্বামী-রক্তপিপাসু যুদ্ধলিপ্সু সেনাধ্যক্ষরাই অনুপ্রবেশকারী? অবশ্যই তারা অনুপ্রবেশকারী। প্রথমতঃ তারা পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে। কোন নির্বাচনে কে সিকান্দার মির্জা-আইয়ুব-ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে? কেউ নয়। পশ্চিম ধনীকভূস্বামীবর্গ এবং তাদেরই বেরাদর সেনাধ্যক্ষরা পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবাহিনীর শক্তির বলে পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা সেজে বসেছে।

হাজার মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানী পদাতিক, ট্যাঙ্ক, বিমানবাহিনীর প্রয়োগ দ্বারা বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনের রায় পদদলিত করে, তাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা মুজিবকে বন্দী করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এবং তাদের দুস্কৃতি চরমে উঠেছে বাংলার গ্রাম জ্বালিয়ে, লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে, বাঙালী নারীকে ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা করে, বহু বাঙালী বীর সন্তানকে নিরস্ত্র করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুস্কৃতকারী পশ্চিম পাকিস্তানী পশুশক্তিই-আর কেউ নয়।

এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় মুক্তিবাহিনীর অবিরাম, নিরবচ্ছিন্ন প্রতি-আক্রমন। তার অবসান পূর্ণ স্বাধীনতায়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১২শ সংখ্যা	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বাংলার মানুষের স্বাধিকারের দাবী সমস্ত অত্যাচারেও একবিন্দু টলেনি বরং দিন দিন জোরদার হয়ে উঠেছে। এদিকে বিশ্বের সমস্ত দেশ একযোগে পশ্চিমের নেতাদের বিক্রিত মস্তিস্কের চিকিৎসা করতে পরামর্শ দিচ্ছে। পাগলকে পাগল বললে সে আরও ক্ষেপে যায়। সেই রকম ক্ষেপে অক্টোবর মাসে পাঞ্জাবী খানসেনারা তিনবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করে। এর মধ্যে একবার আগরতলায় তারা কিছু কামান প্লেনসহ বোমা ও গোলা বর্ষণ করে। আর দুবার শিয়ালকোটের কাছে ট্যাঙ্কবাহিনীসহ তারা ভারতের মাটিতে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানের আশা ছিল ভারত এরপর যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু ভারত তিনবারই আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে এই কূপ্রচেষ্টা। পাকিস্তান হয়তো ভেবেছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধী তাঁর বেলজিয়াম-ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকা সফর স্থগিত রাখবেন। সে আশাও পূর্ণ হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী যাবার পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন যে ভারত যে কোন আক্রমণের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত কিন্তু যুদ্ধ ভারত চায় না। যে ক'টি দেশে তিনি গেছেন একই কথা তিনি জানিয়েছেন এবং ইংল্যাণ্ডের জনমত তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে নিপুণভাবে। ইংল্যাণ্ড সরকার পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর ওপর শীঘ্রই চাপ দেবেন আরো নমনীয় হবার জন্য ইতিমধ্যে ভারতের প্রতিটি মানুষ আশা রাখে মুক্তিবাহিনীর ওপর। মক্তিবাহিনী একাই শত্রূর মোকাবিলা করে বাংলাকে মুক্ত করবে।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার দ্বিতীয় প্রমাণ দেখা গেল সোভিয়েত এয়ার মার্শালকে পাক আকাশে চলার অনুমতি না দেবার মধ্যে। যদিবা সোভিয়েত এয়ার মার্শালের মনে পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থেকেও থাকে, তাদের এই ব্যবহারে সেটুকু সম্পূর্ণ কেটে যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ বড় দুর্দিন। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নেওয়ায় আজ বাংলাদেশের নেতারাও উল্লসিত। ভারত ও অন্যান্য দেশে তো বহু বৎসর এই দাবী জানিয়েছে যে মহাচীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে বসার অধিকার আছে। মার্কিন প্রস্তাবঃ "দুই চীনেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে থাক,"-ভোটে টেকেনি। আমেরিকা সব দেশকেই সাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা চায় বলে দাবী করেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা যাচ্ছেন স্পষ্টকণ্ঠে জানাতে- ধ্বংসস্তূপ পাকিস্তানকে ছেড়ে আমেরিকা বরং চলে আসুক বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্রতার আহবানে। কারণ ইতিহাসের বাণী অমোঘ। ভিয়েতনামের মুক্তির মতো, চীনের রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের মত ধ্রুব আগামী দিনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

পাকিস্তানের নেতাদের মস্তিস্ক বিকৃতির এক দুঃখজনক উদহরণ দেখা গেছে দিল্লীতে ২রা নভেম্বর। পাক দুতাবাস থেকে ১১ জন বাঙালী অফিসার বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে বেরিয়ে আসার সময় এই উন্মাদ জঙ্গীশাহীর চররা তদের প্রচণ্ড প্রহার করে। শ্রী হুসেন আলী, জঙ্গীশাহীর সংবাদ সংগ্রহের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। এই খবর বেরোন অবধি তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁর পরীর দূতাবাস থেকে বার করে আনতে পারেনি। বাংলাদেশ দূতাবাস (দিল্লী) থেকে তার অধ্যক্ষ আমজাদুল চৌধুরী পাক দূতাবসের শ্রী মাসুদ হাইদরকে সময় দিয়েছেন শ্রী আলী ও তাঁর পরিবারকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
এবারের ঈদ রক্ততিলক শপথের দিন	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

রক্তমত্ত বাংলা দেশ-ঈদের চাঁদ রক্তের সমুদ্রে

এবারের ঈদ রক্ততিলক শপথের দিন

অনেক স্মৃতির স্বাক্ষর নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে গেল একটা বছর। এল আবার ঈদ। এল খুশীর ঈদ। আনন্দের ঈদ। মিলনের ঈদ। একটা মাসের সংযমের অগ্নিপরীক্ষার পর আসে আমাদের জীবনে এই পবিত্র দিনটি; তাই পবিত্র দিনটিকে আমরা স্বাগত জানাই পবিত্র মনে।

প্রতি বছরের মত এবারও বাংলাদেশে ঈদ এসেছে। কিন্তু আসেনি আনন্দ! ওঠেনি খুশীর ঢেউ। বাজেনি মিলনের বাঁশি। বাংলাদেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে শতশিখা বিস্তার করে। বাংলার তরুণ শক্তি যে আজ দুর্বার দুর্জয় স্বৈরাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে।

বাংলার দামাল ছেলেগুলো আজ ঘরছাড়া । আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে বন থেকে বনান্তরে অস্ত্র হাতে ঘুরছে শত্রু হননের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাইতো বাংলাদেশে এবার খুশীর বান ডাকেনি। এবারে বাংলার তরুন শক্তির প্রতিজ্ঞা, যে চাঁদ রক্তের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে সে চাঁদকে মুক্ত করে তবেই তারা ঈদের উৎসব পালন করবে। তাই আজকের এই দিন শপথের দিন। আজ বাংলাদেশের মায়ের চোখে অশ্রু। বোনের চোখে অশ্রু বাবার চোখে অশ্রু। এবারের ঈদে বাংলাদেশের মায়ের পাশে ছেলে নেই। পিতার পাশে সন্তান নেই। বোনের পাশে ভাই নেই। আজকে মা-বাবার আদরের সন্তান, বোনের স্নেহের ভাই প্রতিবাদের রণাঙ্গনে। তাই বাংলার মা-বাবা আর বোনের ঈদের জামাতে খোদার কাছে প্রার্থনা হবে হে খোদা, যারা ১৫ লক্ষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচার করো। বাংলাকে মুক্ত করো আর যারা বাংলার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে তাদের আর্শীবাদ করো। সেই হবে এবারের ঈদের ‘‘প্রার্থনা।’’

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনাতার প্রশ্নে বিরূপ রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়া হবে না	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনাতার প্রশ্নে বিরূপ রাজনৈতিক সমধান মেনে নেয়া হবে না

সম্প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে বিশ্বের সরকারগুলি বড় বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ জন্য বিশ্বের সরকারদের ধন্যবাদ। বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষেরা আশা রাখে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা উপলদ্ধি করতে বিশ্বের সমস্ত সরকার দ্বিধাবোধ করবে না।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের নামে কোন রকম বিরূপ সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা তথা জনগণ তা সহ্য করবে না। তাই বাংলার মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের বিশ্বের সরকারের কাছে প্রশ্ন, কিভাবে রাজনৈতিক সমাধান করা হবে? স্বাধীন বাংলার স্বাকৃতির মাধ্যমে না পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে?

যারা পাক কাঠামোর মধ্যে মীমাংসার কথা ভাবছেন তাঁদের জেনে রাখা উচিত, পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের পনের লক্ষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, নারী নির্যাতন করেছে, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করেছে-এরপরও কি পাক কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হতে পারে? তাদের দেশে যদি এমন অবস্থা হত তাহলে তাঁরা কি এমন সমাধান মেনে নিতে পারতেন?

অনেক রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলার পতাকা স্থান করে নিয়েছে। এ পতাকার সম্মান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন হলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ দেবে তবু কোন রকম গোঁজামিলের সমাধান মেনে নেবে না আজকের বাংলার সংগ্রামী মানুষেরা।

তাই বিশ্বের সরকারের কাছে আবেদন, তাঁরা যদি বাংলাদেশের মানুষের গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারেন তবেই যেন তারা এগিয়ে আসেন নচেৎ তারা যেন নিরপেক্ষ থাকেন। বাংলাদেশের মানুষরাই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম কেননা বাংলার মানুষ অস্ত্র ধরতে শিখেছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় শোষণ অবসানের অভিযান	বিপ্লবী বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১৫শ সংখ্যা	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

শোষণ অবসানের অভিযান

একদিকে সারা বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবে, বাংলাদেশের সূচাগ্র ভূমিতেও পাকিস্তানী শোষকের অবৈধ অধিকার থাকবে না, সর্বত্র উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সামাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের শাসন।

কবে আসবে সেদিন?

কয়েক মাস আগেও মনে হয়েছিল, সেদিন বুঝি বহুদূর। কিন্তু আজ শুধু বাংলাদেশের বাঙালী নয়, বিদেশীরাও, শুধু বন্ধুরা নয়, শত্রুও ভাবছে এ ঘটবে অদূর ভবিষ্যতেই।

কী করে ঘটল এই পরিবর্তন? কোন গোপন অস্ত্র এল বাঙালীর হাতে? কে যোগাল সেই অস্ত্র?

বিদেশী কোন মহাশক্তি কি? দুনিয়া জানে পাকিস্তানী জল্লাদেরা কার অস্ত্রের বলে বাংলার রক্ত বইয়ে দিয়েছে। যারা দিয়েছে সেই অস্ত্র তাদের না সবাই জানে। তারা মহাশক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যান্ত্রিক উন্নতিতে যারা জগতের শীর্ষস্থানে অধিকার করেছে। তেমন কোন শক্তি কোন মহাপরাক্রমাশালী মারণাস্ত্র বাঙালীর হাতে তুলে দেয়নি, যার বলে আজ পাক পশুশক্তি সন্ত্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত।

যে শক্তির প্রয়োগে এই সামান্য সময়ে বাঙালী জাতি পাক রক্তপায়ীদের রাক্ষস উল্লাসকে ত্রাসে পরিণত করেছে সে হল সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, মষ্টিমেয় বাঙালীর ক্ষমতা লোলুপতা নয়। সেই আকাঙ্ক্ষা অনুপ্রাণিত করেছে সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী-পুরুষ মুক্তিসেনাকে। শোষণ মুক্তির উন্মাদনায় মুক্তিযোদ্ধারা রক্তবীজের মত এক থেকে অনেক, স্বল্প থেকে বহু হয়ে উঠেছে। সেই উন্মাদনায় ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে অঞ্চলে অঞ্চলে, সীমান্তে ও কেন্দ্রে-যেখানেই শোষিত বাঙালী সেখানেই মক্তিসংগ্রামের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে-মুক্তির তীর্ব আকুতি তার দ্রুত বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

অপপ্রচারে বাংলাদেশের জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়নি। কেন? কারণ তারা মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছে। তারা দেখেছে, মুক্তিযোদ্ধারা শুধু অস্ত্রবলে বলীয়ান নয়। তাদের মনোবল অটুট আর তাদের মনোবলের উৎস জনসাধারণের প্রতি তাদের সহানুভূতি, সৌহার্দ্য, আত্মবোধ। তারা দেখেছে যে তারা জনাসাধারণের জন্য, তাদের শোষণ মুক্তির জন্য দিতে পারে সব কিছুই, দিতে পারে প্রাণ-অথচ চায় না কিছুই। তাদের মুক্ত চিত্তে ক্ষমতালোভের কলুষ নেই, বিলাস বসনে আগ্রহ নেই, নেই ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। একটা মহৎ আদর্শ-সাধারণ মানুষের শোষণের আবসান-তাদের অন্তরকেও মহৎ করেছে। তাদের শৌর্যের মূলে আছে অগ্নিশুদ্ধ, স্বার্থলেশহীন স্বাধীনতা, শোষণমুক্তির যজ্ঞে নিবেদিত নিষ্কলুষ মন।

এ যদি না হতো, তবে সমগ্র দেশে এত শীঘ্র মুক্তিযুদ্ধ এত তীব্ররূপ ধারণ করত না। জনাসাধারণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রুটি, তার অন্ধকার রূপ অনাবৃত হয়ে পড়ত। এ যুদ্ধ হয়ে পড়ত শীর্ণ, সংকীর্ণ-হত শুধুই অস্ত্র ঝঞ্ঝনা।

জনসাধারণের শোষণমুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। স্বাধীনতার সঙ্কল্পের প্রথম মুহূর্তেই শুধু বাঙালী নয়, দুনিয়ার লোক শুনেছে সেই বজ্রকণ্ঠঃ আমাদের সংগ্রাম, শোষিতজনের সংগ্রাম, দুনিয়ার শোষিতজনের মুক্তির সংগ্রাম। শোষণের স্পর্শমাত্রও যদি এই সংগামে থাকত তবে সারা দুনিয়ার লোকবাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের একান্ত আন্তরিক সহায়তা জ্ঞাপন করত না। তারা ভাবত, এ লড়াই বুঝি ক্ষমতার লড়াই, পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক-ভূস্বামীর সঙ্গে বাঙালী ধনিক-ভূস্বামীর লড়াই।

কিন্তু মুক্তি সংগামের এ কয়েকমাসের সংগামে যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও স্বার্থবুদ্ধির, লোভের, ক্ষমতার আকাঙক্ষার প্রাকাশ ঘটেনি। তাই দেশে বাঙালী এবং বিদেশে জনসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রকৃতই শোষণমুক্তির সংগ্রাম বলে গ্রহণ করেছে এবং অকুণ্ঠ সমর্থন করেছে।

আজ সারাদেশ জোড় এই সংগ্রাম দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। এই পদক্ষেপ আরও বলিষ্ঠ, আরও দ্রুত হবে-কিন্তু পদে পদেই আমাদের-সাধারণ সৈনিক যাঁরা তাঁদেরও, নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁদেরও-প্রমাণ দিতে হবে বাংলাদেশের ও দুনিয়ার জনসাধারণের কাছে যে এ যুদ্ধ শোষণ শেষের, এ যুদ্ধের তরবারি শোষণমুক্তির পবিত্র আদর্শ শাণিত এবং তাই দুর্বার। এ সংগ্রাম ক্ষমতার লড়াই নয়, নতুন আরেক শোষণের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নয়। সহস্রের আত্মদানের আহুতি উজ্জ্বল এই আগুনে স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ হবে মুক্ত। তাই লক্ষ মানুষের এই আমৃত্য পণ, অপূর্ব আত্মদান।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মালিক সাবধান	জন্মভূমি* ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মালিক সাবধান!

বঙ্গবন্ধু প্রায়শই একটা কথা বলতেন, ''পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনীতি-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।'' কথাটা এতই সত্য যে, তা আর বিশ্লেষণ করে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। বাঙালীদের শাসন আর শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদেও পা-চাটা পশ্চিম পাকিস্তানী কুকুরেরা না করেছে হেন কুকর্ম এবং হেন ষড়যন্ত্র নেই।

খান সেনাদের মধ্যে অত্যন্ত নরমপন্থী বলে ধিকৃত ভাইস এ্যাডমিরাল এম, এস, আহসান পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করতে পারছেন না বলে চট করে রাজ্যপালের গদি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

আপরদিকে নৃশংস হত্যাকারী নামে পরিচিত কুখ্যাত টেক্কা খাঁকে পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হলো প্রধান সামরিক প্রশাসক করে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করেও টেক্কা খাঁ যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে ব্যর্থ হলো, পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধাদেও আক্রমণ প্রচণ্ডতর হতে শুরু করল, তখন শুরু হলো আর এক ষড়যন্ত্র।

ভোল পাল্টালো জঙ্গীশাহী। বাঙালীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, সঙ্গত আচরণ এবং তাদের মঙ্গল বিধানের জন্য টেক্কার পরিবর্তে দেবদূতের মত আবির্ভূত হবেন ডঃ এ, এম, মালিক।

ডাক্তার সাহেব, আপনি আর যেখানকার মালিক হোন না কেন, বাংলাদেশের মালিক আপনি নন। নরুল আমীনের মত ধুরন্ধর রাজনীতিক, মোনেম খাঁর মত পশ্চিমা প্রভুর জুতোবাহী গর্দভ পর্যন্ত এই গদিতে বসার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন। অতএব যদি ভালো চান তো গদির মোহে পড়বেন না। কেন না, মুক্তিবাহিনীর কালো খাতায় আপনার নামটি বহু আগে থেকেই বড় হরফে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। সুতরাং ডঃ মালিক সাবধান!

এহেন অবস্থায়, আপনি যদি অকালে আপনার পৈতৃক প্রাণটা হারাতে না চান তাহলে কালক্ষেপণ না করে বাংলাদেশ ছাড়ুন। আন্যথায় বাংলাদেশে অবস্থানকারী প্রতিটি পশ্চিম পাকিস্তানীর মত আপনার ভাগ্যেও নিশ্চিত মৃত্যু।

* জন্মভূমিঃ সাপ্তাহি। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী মখপত্র। সম্পদকঃ মোস্তাফা আল্লামা। জন্মভূমি প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনের পক্ষে সম্পদক কর্তৃক রবীন্দ্র এভিনিউ, মজিবনগর, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিদেশস্থ পদান যোগযোগ অফিসঃ ৩৩/২ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
(বিদেশী দূতাবাস সমূহে) যাঁরা বাংলাদেশের আনুগত্য সবীকার করেছেন	জন্মভূমি* ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

যাঁরা বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেছেন

নয়াদিল্লী- ৬ই এপ্রিল '৭১

১। জনাব কে, এম, শাহবুদ্দিন
সেকেণ্ড সেক্রেটারী

২। জনাব আমজাদুল হক
এ্যাসিস্টেন্ট প্রেস এটাসি

৩। জনাব আবদুল মজিদ (ষ্টাফ)
১২ই আগষ্ট' ৭১

কলকাতা-১৮ইং এপ্রিল

১। জনাব এম, হোসেন আলী
ডেপুটি হাইকমিশনার

২। জনাব আর, আই চৌধুরী
ফাষ্ট সেক্রেটারী

৩। জনাব আনোয়ার করিম চৌধুরী
থার্ড সেক্রেটারী

৪। জনাব কাজী নজরুল ইসলাম
থার্ড সেক্রেটারী

৫। জনাব এম, মকসুদ আলী
এ্যাসিস্টান্ট প্রেস এটাসি

৬। জনাব সাইদুর রহমান
নন-ডিপ্লমেট অফিসার

নিউইয়র্ক-২৬শে এপ্রিল'৭১

১। জনাব, এ এইচ, মাহমুদ আলি
ভাইস কন্সাল

প্যারিস-৫ই জুলাই'৭১

১। জনাব মোশারফ হোসেন
সিপার এ্যাসিস্টেন্ট

২। জনাব শওকত আলি
এডিশন্যাল এসিস্টেন্ট

লণ্ডন-আগষ্ট' ৭১

১। জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
সেকেণ্ড সেক্রেটারী
৮ই আগষ্ট' ৭১

২। জনাব মোঃ আকবর লুৎফুল মতিন
ডাইরেক্টর-অডিট এণ্ড এ্যাকাউন্টস
১১ইং আগষ্ট' ৭১

৩।জনাব আবদুর রউফ
এণ্ড পাবলিকেশন্স

৪। জনাব ফজলুল হক চৌধুরী
লেবার এটাসি

ইউ,এন-নিউইয়র্ক

৪ আগষ্ট'৭১

১। জনাব এস, এ, করিম
সহযোগী স্থায়ী প্রতিনিধি

ওয়াশিংটন

৪ আগষ্ট' ৭১

১। জনাব এনায়েত করিম
মিনিষ্টার

২। জনাব এস, এ, এম এস, কিবরিয়া
পলিটিক্যাল কাউন্সিলার

৩। জনাব এ, এম, এ, মুহিত
ইকনমিক কাউন্সিলার

৪। জনাব এ, আর, মতিন উদ্দিন
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাউন্সিলার

৫। জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলি
থার্ড সেক্রেটারী

৬। জনাব এ, আর, চৌধুরী
ফাইনেন্স ও এ্যাকাউন্টস অফিসার

৭। শেখ রুস্তম আলি
এ্যাসিস্টেন্ট ইনফরমেশন অফিসার

৮। জনাব হাবিবুর রহমান
এ্যাকাউন্টেন্ট

৯। জনাব সোলেমান
পি, এ-পলিটিক্যাল কাউন্সিলার

১০। জনাব এম, হক
পি, এ-ইকনামিক কাউন্সিলার

১১। জনাব নূরুল ইসলাম
এ্যাসিস্টেন্ট ডিফেন্স উইং

১২। জনাব মোস্তাক আহম্মদ
এ্যাসিস্টেন্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ উইং

বার্ণ

১। গোলাম মোস্তফা

হংকং

১৮ আগষ্ট' ৭১

১। জনাব মহিউদ্দিন আহম্মদ
একটিং ট্রেড কমিশনার

বাদদাদ

২১ আগষ্ট' ৭১

১। জনাব এ, এফ, এম, আবদুল ফাতেহ
এমবেসেডর

ষ্টকহোম

২৬ আগষ্ট' ৭১

১। জনাব শফিউল্লা
ষ্টাফ অফিসার

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ডাকটিকিট	জন্মভূমি ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের ডাকটিকিট

কলিকাতার কূটনৈতিক মিশন-প্রধান জনাব হোসেন আলী বাংলাদেশের নতুন ডাকটিকিটের প্রদর্শন সম্প্রতি আরম্ভ করেছেন। এই ডাকটিকিটগুলির পরিকল্পনা করেছেন লণ্ডন প্রাবাসী বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী শিল্পী বিমান মল্লিক।

মোট আট রকমের ডাকটিকিটের মধ্যে দশ পয়সার টিকিটে আছে বাংলাদেশের মানচিত্র, বিশ পয়সার টিকিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের প্রতীক, পঞ্চাশ পয়সার টিকিটে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রতীক। এক টাকার টিকিটে বাংলাদেশের পতাকা, দুই টাকার টিকিটে আওয়ামী লীগের ৯৮% ভোটে বিজয়ের প্রতীক, তিন টাকার টিকিটে স্বাধীন সরকারের ঘোষণার প্রতীক, পাঁচ টাকার টিকিটে শেখ মুজিবের ছবি, দশ টাকার টিকিট বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য আবেদনের প্রতীকবাহী

শিরনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ১। দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ সংস্থা ২। একটি শুভ পদক্ষেপ	জন্মভূমি ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

(১)

দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ সংস্থা

অন্নপূর্ণার সোনার বাংলা আজ অন্নরিক্তা। সেখানকার মানুষ আজ একমুঠো অন্নের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অথচ কোন দেশ বা কোন আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা পর্যন্ত এগিয়ে আসছে না বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষগ্রস্থ মানুষের সাহয্যের জন্য। কিন্তু কেন? পৃথিবীর অভিধান থেকে কি তবে সেবা, সহানুভূতি, মানবিকতা প্রভৃতি শব্দ নির্বাসিত হয়েছে? অন্ততঃ বাংলাদেশের ব্যাপারে যেন তাই।

কিন্তু কেন? তাহলে, বাংলাদেশের অপরাধ সে গণতন্ত্র দাবী করেছে, শোষণের অবসান চেয়েছে, হানাদারদের প্রতিহত করেছে, ন্যায়ের সংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

এই অপরাধে বাঙালী আর তাদের বাংলাদেশ যদি আজ বিশ্বের নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্যে পাওয়ার অযোগ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ আর মহামরীতে প্রাণ হারায় তাহলে ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরে বর্তমান বিশ্ববাসীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

(২)

একটি শুভ পদক্ষেপ

বাংলার ভাগ্যাকাশে নতুন আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। বাংলার মুক্তিকামী মানুষেরা আবার একত্র হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের পুণ্যভূমি আজকে আবার নব শয্যায় সজ্জিত। পঞ্চদল বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ফলেই বাংলার মানুষের মনে আনন্দ জেগেছে। উপদেষ্টা কমিটি প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শেখ মুজিবের বিনা বিচারে মুক্তি দাবী করেছে। আমরা উপদেষ্টা দলটিকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা মনে করি বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সব রকম অসুবিধা এই কমিটি দূর করতে পারবে। যুদ্ধরত বাঙালীদের ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই আশাই আমরা করি।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় নিশ্চিহ্ন পাকিস্তানঃ এ লড়াই শেষ লড়াই	জন্মভূমি ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

নিশ্চিহ্ন পাকিস্তানঃ এ লাড়াই শেষ লড়াই

পাকিস্তানের জঙ্গী এহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। ভারতের স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে পাকিস্তানী আক্রমণের পাল্টা আঘাতে পশ্চিম পাকিস্থান আর অধিকৃত বাংলাদেশে এহিয়ার সামরিক বাহিনী কোণঠাসা ও কাবু। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত করেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন নৌ, বিমান ও সামরিক ঘাঁটির উপর। ভারতের সাথে পাকিস্তানের এ যদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পাশে এসে এবার দাঁড়িয়েছে ভারতীয় বাহিনী। দুই বাহিনীর মিলিত আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তান ও দখলীকৃত বাংলাদেশের চট্রগ্রাম, করাচী ও কক্সবাজারের নৌবন্দর দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঢাকা, শিয়ালকোট, যশোহর, সারগোদা, রিসালপুর পেশোয়ার, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহরগুলি ভারতীয় বিমানের বোমাঘাতে জর্জরিত। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অপ্রতিহত। বাংলাদেশের সর্বত্রই মুক্তি আসন্ন। যুদ্ধবাজ উন্মাদ এহিয়ার কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত শক্তি।

নরঘাতী যুদ্ধবাজ উন্মাদ এহিয়া ও তার সামরিক জান্তারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র নরনারী শিশুসন্তানদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। মা-বোনদের ইজ্জত নিয়েছে, সোনার বাংলার গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছে,ধ্বংস আর লুট করেছে, ধর্মের নাম নিয়ে এক কোটি অসহায় নারনারীকে ভারতে ঠেলে দিয়েছে, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের পথ প্রদর্শক, এশিয়া ভূখণ্ডের মহান নেতা, বাংলাদেশের জাতির পিতা বাঙালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে রেখেছে জঙ্গীশাহী অন্ধকার কারাগারে। এই জঙ্গী সরকারকেই অস্ত্র যোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, মদত যোগাচ্ছে ঔপনিবেশিক বৃটেন। সর্বহারাদের দেশ নামধারী বিপ্লবী চীন স্বৈরাচারী সরকারকে নিয়ে মাতামাতি করছে। আর রাষ্টসংঘ এদের তল্পিবাহক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন কি রাষ্ট্রসংঘের কিছু করণীয় ছিল না? রাষ্ট্রাসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন কথা তোলার মত ঘটনা কি বাংলাদেশে ঘটেনি? বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ আর ভারতের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের হয়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দ্বারে দ্বারে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে ঘুরেছে, কেহই নির্যাতিত বাঙ্গালীদের আর্তনাদে কর্নপাত করেনি।

আজকে আর কাহারও কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদের দালাল পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত ভারতের দেশপ্রিয় জওয়ান ও জননী বাংলার সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী থামবে না। এবার জঙ্গীশাহীর সাম্রাজ্য দখলের উপযুক্ত শাস্তির সময়। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও পেশোয়ারে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সাবাস বেলুচি পাঠানরা সাম্রাজ্যলোভী পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্য দখলে রাখার চির সাধ চিরতরে মিটিয়ে দাও। এবার যুদ্ধে পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হবেই। বাংলাদেশের মক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী এবার শেষ লড়াই করেছে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাড়টিয়া সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এ লড়াই চলবে। দু’দেশের মিলিত শক্তি কারও মধ্যস্থতা এখন আর বরদাশত করবে না।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ	জন্মভূমি ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নির্বিচারে গণহত্যায় যখন বাংলাদেশের মানুষ দিশেহারা, তখন বিশ্বের মানবিকতা বিমথিত আমেরিকা, চীন ও বৃটেন কোথায় ছিল। পাকিস্তানের একতরফা যুদ্ধ ঘোষণার পরে ভারত যখন আত্মরক্ষার্থে, শরণার্থী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মুক্তিবাহিনীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধবাজ উন্মাদ পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে নিশ্চিহ্ন করার মত তখন চীন, বৃটেন বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বস্তি পরিষদে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্যাপসারণের প্রস্তাবের উপর ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। বলেছে ভারত-পাক যুদ্ধের উৎস কোথায়? বাংলাদেশে গণহত্যা কে চালিয়েছে, কে শরণার্থী সামস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে সত্যিকারের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চক্রান্তকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডে আঘাত লেগেছে। যে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে গোপনে স্বাধীনতাপ্রিয় জননী বাংলার বীর সন্তানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য অস্ত্র দিয়েছে আজকে সেই শান্তির দূত সাজতে চায়।

আজকের এই লড়াই বাংলাদেশ ও ভারতের শান্তির লড়াই, মানবতার লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, বাঁচার লড়াই। এ লড়াই বৃহৎ শক্তিগুলির তল্পিবহক রাষ্ট্রসংঘের কলমের খোঁচায় বন্ধ হয়ে যাবে না। যে পর্যন্ত না স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক, সম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানের কবর হবে সে পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে। চালিয়ে যাবে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও সহযোগী ভারতীয় জওয়ানরা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
জঙ্গীশাহীর সামরিক শক্তি কতটুকু	জন্মভূমি ১ম বর্ষঃ ১৬শ সংখ্যা	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারতের তুলনায়

জঙ্গীশাহীর সামরিক শক্তি কতটুকু

ভারতের বিরুদ্ধে এহিয়া খাঁ যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ করে মজা বুঝেছিল। শুধুমাত্র ক্ষেমকারণ ও শিয়ালকোটের অদূরেই অল্পসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়েই ভারত পাকিস্তান ট্যাঙ্কের গোরস্থান করেছিল।

আবার পকিস্তান সামরিক জান্তারা নতুন ফন্দি করে বাংলাদেশ সমস্যাকে বিনষ্ট করার জন্যে পাক-ভারত যুদ্ধ চালিয়েছে। যতই ফন্দি আটকাও না কেন কুখ্যাত এহিয়া, জননী বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজকে তোমার সমস্ত ফন্দিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে। ভারতের সাথে কিসের জোরে আজকে পাকিস্তান সামরিক গোষ্ঠীরা যুদ্ধ ঘোষণা করছে। ভারতের তুলনায় না আছে তার লোকবল, সৈন্যবল বা অস্ত্রবল, এইতো সম্প্রতি বয়ড়ার কাছে আকাশ যুদ্ধে ভারতীয় জেট দ্বারা তিনটি পাকিস্তানী বোমারু বিমান ও স্থলপথে ১৭টি পাকিস্তানী ট্র্যাঙ্ক ভারতের মাতৃভূমিপ্রিয় সৈন্যরা ঘায়েল করেছেন।

পাকিস্তান		ভারত	
মোট সৈন্যবল	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	মোট সৈন্যবল	৮ লক্ষ ২৮ হাজার
সাঁজোয়া ডিভিশন	২টি	সাঁজোয়া ডিভিশন	১টি
স্বয়ংসম্পূর্ণ সাঁজোয়া ব্রিগেড	১টি	মাউন্টেন ডিভিশন	১০টি
পদাতিক ডিভিশন	১২টি	পদাতিক ডিভিশিন	১৩টি
এয়ারফোর্স ব্রিগেড	১টি	ছত্রী ব্রিগিড	২টি
		স্বয়ংসম্পূর্ণ সাঁজোয়া এবং পদাতিক ব্রিগেড-	
ট্যাঙ্ক		**ট্যাঙ্ক**	
প্যাটন এম-৪৭-৪৮	৪০০	বৈজয়ন্ত	৩০০
টি-৫৯ (চীনা)	২০০	টি ৫৪, টি ৫৫-	৪৫০
টি ৫৪-৫৫ (সোভিয়েট)	২৫০	সেঞ্চুরিয়ান, এম এক্স -১৩ পি টি-	৭৬
এম ২৪ শোফে-	২০০	প্রভৃতি।	
এম৪১-	৭৫	১৯৬৫ সালের চেয়ে ভারতীয় ট্যাঙ্কবহর এখন বেশী শক্তিশালী। অনেকের ধারণা বৈজযন্ত্রের মারণ ক্ষমতা প্যাটনকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম। এটা ভারতেরই তৈরী।	
পি টি-৭৬	৩০		
এইচ ১৩ হেলিকপ্টার-	২০		
হালকা হেলিকপ্টার-	৪০		
	১৫ হাজার	লোকবল-	৯০ হাজার
বিমান বহর			
জঙ্গী বিমান-	১৭০	জঙ্গী বিমান মোট	৬২৫

ক্যানবেরা বি১ বোমরু	১১	ক্যানবেরা বোমারু-	৫০
বি ৫৭ ক্যানবেরা	২ স্কোয়াড্রন	ক্যানবেরা পি আর ৫৭-	৮
আর টি ৩৩ এ, আর বি ৫৭-	মিরাজ-১০	মিগ ২১-	১২০
মিগ ১৯-	৫ স্কোয়াড্রন	ন্যাট-	১৫০
এফ, ১০৪ এ-	১ স্কোয়াড্রন	মারু ৩-	২৫
এফ ৮৬ জঙ্গী বোমারু	৭ স্কোয়াড্রন	মিসটের -	৬০
মিরাজ ৩ই-	১ স্কোয়াড্রন	লকহিড এল- ১০৪৯ সুপার কনস্টোলেসন-	৮
পরিবহন বিমান-	১৬		
হেলিকপ্টার-	২০	ভাম্পায়ার-	৫০
টি ৬, টি ৩৩, টি ৩৭ বি এবং মিরাজ ৩ ডি	৮০	পরিবহন বিমান-	--
		হেলিকপ্টার-	২২১
		এস ইউ-বি জঙ্গী বোমারু-	১৪০

নৌবহর		**নৌবহর**	
নৌসেনা-	৯ হাজার ৫শ	লোকবল-	৪০ হাজার
ক্রাইজার-	১	বিমানবাহী জাহাজ	১
ডেষ্ট্রয়ার-	১	সাবমেরিন-	৪
ডেষ্ট্রয়ার এসকর্ট	৩	ক্রাইজার-	২
ফ্রিগেট-	২	ডেষ্ট্রয়ার এবং ডেষ্ট্রয়ার এসকর্ট-	১১
মাইন সুইপার-	৮	ফ্রিগেট	৮
পেট্রল বোট-	৬	মাইন সুইপার	১১
সাবমেরিন-	৪	ল্যান্ডিং সীপ-	৮
		ল্যান্ডিং ক্রাফট-৩	৪
		পেট্রল ক্রাফট-১০	১

পরিসংখ্যাংনগুলো ষোল আনা সত্য বললে ভুল করা হবে। এর বাইরে অনেক কিছু থাকতে পারে। সেগুলো অবশ্যই গোপনীয়। তাছাড়া চীন থেকে পকিস্তান কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে তা সঠিকভাবে জনাবার উপায় নেই। চোরাগোপ্তাভাবে অন্যান্য দেশ থেকে এহিয়া খান কি সংগ্রহ করেছেন তাও অজ্ঞাত। ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত লড়াই-এর আগে পাক অস্ত্রগারে মজুত ট্যাঙ্কের হিসাব ছিল ভুল। বাইরে প্রকাশিত সংখার চেয়ে তা ছিল অনেক বেশী।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাংলাদেশ	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাংলাদেশ

দুর্ভাগা বাংলার শত্রুকবলিত এলাকাসমূহে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশের ১২টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া ভয়াল দুর্ভিক্ষের মরণ-ছোবলে ইতিমধ্যেই ১৯১টি মানবজীবন মৃত্যুর অতলান্তে হারাইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে উঠিয়াছে অন্নহীন উপায়হীন বুভুক্ষ মানুষের মরণার্তি। পদ্মা, মেঘনা যমুনা আড়িয়ালখাঁর তীরে তীরে বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত অগণিত নরনারী শিশুর সকরুণ আর্তনাদঃ বাঁচাও।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খরব অনুসারে, যে ১২টি জেলায় সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ সমস্ত হিংস্রতা লইয়া মারণনৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে সেই জেলাগুলি হইতেছে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকাসমূহে প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছি। প্রতিদিন আগণিত মানুষ অনাহারে তিলে তিলে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। অধিকৃত এলাকা সফর শেষে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ডাঃ জন রোড বলিয়াছেন, ‘‘বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর বর্তমানে যে ধরনের খাদ্যভাব দেখা দেয়াছে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই। কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে মৃত্যবরণ করিতে বাধ্য হইবে।

ইহার চাইতে উদ্বেগজনক খবর, ইহার চাইতে ভয়াবহ অবস্থা আর কি হইতে পারে? জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুসারে পৃথিবীতে যত রকমের দুঃখ আছে তার মধ্যে সব চাইতে মর্মান্তিক, সব চাইতে দুঃসহ হইতেছে অনাহারে খাকার দুঃখ, অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরা এই পৃথিবীতে ক্ষুধার যন্ত্রণায় পুড়িয়া তিলে তিলে ছাই হওয়ার দুঃখ। আর এই দুঃখ আজ যুদ্ধবিক্ষত বাংলার মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। বাংগালী জঙ্গীশাহীর গুলি খাইয়া মরিতেছে, রোগ ব্যাধিতে মরিতেছে অনাহার-বুভুক্ষার সুতীব্র দংশনের দুঃসহ যন্ত্রণায়।

কিন্তু কেন? এই বাংলা ছিল সোনার বাংলা। একদিন বাংলাদেশ ছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। সেদিন বাংলার মাটি ছিল স্বর্ণপ্রসবিনী। বাংলার সেই স্বর্ণযুগে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর ভরিয়া ছিল সোনালী ফসলের সোনার সম্পদ। সেদিন বাংলার দশদিগন্ত্রে ছড়াইয়া ছিল সুখ আর তৃপ্তির মুঠো মুঠো সোনা। বাংলার মানুষ সেদিন নদীর বাঁকে, চাষের ক্ষেত্রে, খালে বিলে গলা ছাড়িয়া গান গাহিত, প্রাণ খুলিয়া হাসিত, জীবনকে অভিনন্দন জানাইতে পারিত আত্মার অন্তরঙ্গতম অনুভূতির ঐশ্বর্যে।

কিন্তু সোনার বাংলার সেই সোনার দিনগুলি কবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বাংলার সোনার সম্পদই তার কাল হইয়াছে। এই সম্পদের লোভেই বার বার বাংলার শ্যামল উপকূল হানা দিয়াছে সম্পদলোভী ঠগ, বর্গী,

* বাংলার বাণীঃ সাপ্তাহিক। সম্পাদকঃ আমির হোসেন। মুজিবনগর হতে আমির হোসেন কর্তৃক বাংলার বাণী প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

পর্তুগীজ ওলন্দাজ, ইংরেজ দস্যুর দল। জননী জন্মভূমির বুক চিরিয়া চিরিয়া কাড়িয়া নিয়াছে সোনালী সম্পদ। সর্ব শেষে আসিয়াছে পাঞ্জাবী লুটেরা দস্যুর দল। তুলনাহীন নিষ্ঠুরতায় তারা কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাইয়াছে বাংগালীর হাড় মাংস কলিজা, দুই হাতে লুটিয়া নিয়াছে বাংলার সর্বস্ব। এই সম্পদলোভী দস্যুদানবের দল বাংলাকে ব্যবহার করিয়াছে কলোনী হিসাবে, পণ্য বিক্রয়ের অবাধ মুনাফা লুটিবার খোলা বাজার হিসাবে। আর এইভাবেই তারা একদিনের সোনার বাংলাকে পরিণত করিয়াছে এক অন্তহীন দুঃখের ভাগড়ে। লুটেরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে ঝড় বন্যা প্লাবন। প্রকৃতি দানব সর্বাত্মক হিংস্রতা লইয়া বার বার ছোবল হানিয়াছে বাংলার বুকে, ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া তছনছ করিয়াছে বাংলার মাটি, মানুষ আর তার অর্থনীতি। দিনে দিনে বাঙ্গালীদের অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিয়াছে। ক্ষুধা, দারিদ্র, অনটন আর দুর্ভোগ তাদের ললাটে জাঁকিয়া বসিয়াছে দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্ন হইয়া।

বাংলাদেশকে একদিন বলা হইত প্রাচ্যের শস্য ভাণ্ডার। কিন্তু এই শস্যভাণ্ডার একদিন পরিণত হইয়াছে ক্রমাবনতিশীল শস্য ঘটতির দেশে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টন। বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে কমপক্ষে ২৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন আশা নাই। বলা বাহুল্য, ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ জঙ্গীশাহী বাংলার মানুষকে মারিতে চায়, তাদের বাঁচাইয়া রাখার জন্য কসাইদের কোন গরজ নাই। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে ১৫টি বা তারও বেশী সি, ৩০ পরিবহন বিমানযোগে সেখানে খাদ্যশস্য নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে।

দূর্গত মানবতার সেবাই যদি এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হয়, তবে ইহা একটি মহান প্রস্তাব একথা স্বীকার করিতে আমাদের দ্বিধা নাই। কিন্তু একট প্রশ্ন আছে। কাহার হাতে এই খাদ্যশস্য দেওয়া হইবে, কাহার মাধ্যমে ইহা বিতরণ করা হইবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র পৃথিবীকে আমরা বলিয়া দিতে চাই, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীর হাতে খাদ্যশস্য তুলিয়া দেওয়ার অর্থ হইবে বাঙ্গালীদের খুন করার জন্য আর কিছু বুলেট সরবরাহ করা। কারণ, এই খাদ্য সাহায্য সে নিশ্চিতভাবে বাঙ্গালীদের দাবাইয়া রাখার সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। অতীত অভিজ্ঞতা নির্ভূলভাবে এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। তাই বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচাইবার জন্য সাহায্য সামগ্রী লইয়া আগাইয়া আসুন। মানবতার নামেই আমরা আবেদন করিতেছি ক্ষুধার্ত বাঙ্গালীদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিন। কিন্তু এ সাহায্য সামগ্রী যেন কোনমতেই ইয়াহিয়ার হাতে না যায়। যে কোন সাহায্য দ্রব্য পৌঁছাইতে হইবে স্বাধীন বাংলা সরকারের হাতে। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকারই বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার। আর এই সরকারই বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। যদি কেহ পাকিস্তান সরকারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলিয়া দেন, আমরা ধরিয়া নিব বুভুক্ষু মানুষকে খাদ্য সরবরাহের না ভাঙ্গাইয়া তাহারা ধনীদের হাতে বাঙালী নিধনের হাতিয়ারই তুলিয়া দিতেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই স্পষ্টভাবে মনে রাখিতে হইবে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
জাতিসংঘের সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জাতিসংঘের সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী জাতিসংঘের সাহায্য কেন্দ্রের গাড়ীগুলি যথেচ্ছভাবে সামরিক কাজে ব্যবহার করিতেছ।

লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন এবং গণহত্যায় লিপ্ত পাকফৌজের পক্ষে সামরিক বাহিনীর গাড়ীর পরিবর্তে জাতিসংঘের গাড়ী ব্যবহার করা অধিকতর সুবিধাজনক।

বিশ্বস্তসূতে জানা গিয়ছে, নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় ঐসময়ে ত্রাণকার্যে সুবিধার জন্যে এইসব গাড়ী বাংলাদেশে আনা হইয়াছিল। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিল্প-কল্যাণ তহবিল পরেও সাহায্য কার্যেও জন্য আরও কিছু গাড়ী প্রেরণ করিয়াছে। এইসব গাড়ী ছাড়াও তখন নরওয়ে এবং অন্যান্য স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশ বহু যন্ত্রচালিত ও রবারের নৌকা ত্রাণকার্যেও জন্য দান করিয়াছিল। দখলদার পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী দুঃস্থ মানুষের সাহায্যেও জন্য প্রদত্ত সেই সমস্ত জলযানসমূহও সামরিক কার্যে ব্যবহার করিতেছে।

সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধারা খুলনায় একটি পকিস্তানী গানবোট দখল করিয়াছেন। তাঁহারা খখিয়াছেন, এই গানবোট জাতিসংঘের প্রদত্ত জলযানসমূহেরই একটি। পাকিস্তানী সৈন্যরা এগুলির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া সামরিক কাজে ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইয়াছে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা যে শুধু জতিসংঘের গাড়ীই ব্যবহার করিতেছে তাহা নহে। তাহারা বাত্যাবিধ্বস্ত মানুষের জন্য প্রদত্ত কাপড়-চোপড়, খাদ্য-ঔষধপত্র সমস্তই নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছে।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, ইউরোপের তিনটি দেশ জাতিসংঘ ত্রাণসামগ্রীর এইরূপ অপব্যবহার সম্পর্কে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দেশত্রয় মনে করে-অবিলম্বে পাকিস্তানকে জাতিসংঘের সকল প্রকার সাহায্যদান বন্ধ করা উচিত।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্তান জঙ্গীচক্র ইউনিসেফ (Unicef) প্রদত্ত গাড়ীগুলি সামরিক কার্যে ব্যবহার করিতেছে।

লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে জাতিসংঘের কাছে এই অভিযোগ পেশ করিয়াছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা
শিক্ষকদের হয়রানি অব্যাহত
স্কুল কজেজে ছাত্রসংখ্যা হাস্যকররূপে নগণ্য

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনীর চণ্ডনীতি অব্যাহত রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখার দূরভিসন্ধি হাসিলের উদ্দেশ্যে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে বর্বর নিধনযজ্ঞ পরিচলনা করে, উহার বিভীষিকাময় স্মৃতি বাঙালীর মন ও মানস হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। আজও ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহের আতংকময় দৃশ্য আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন আবাসিক হল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস্তূপ বাংলার ছাত্র-শিক্ষকদের নিরন্তর চাবুক মারিয়া বলিয়া দিতেছে হানাদার পাঞ্জাবী ডালকুত্তার দল চায় বাংলাদেশের শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতে, ছাত্র-শিক্ষ বুদ্ধিজীবীসহ গোটা বাংগালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, চায় বাংলাকে চিরদিন পদানত করিয়া রাখিতে। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণে নির্দেশ দিয়াছেন, যতদিন বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে, ততদিন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তাই আজ আর বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের ভীর নাই। শিক্ষাঙ্গণ ছাড়িয়া ছাত্র তরুণেরা সমরাস্ত্র হাতে রণাঙ্গনের প্রান্তে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন শত্রু বাহিনী। আর শিক্ষকরা পালন করিতেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে আপন আপন দায়িত্ব।

সেই কারণেই, অধিকৃত এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া জঙ্গীশাহীর অবিরাম প্রচারণা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও গড়ের মাঠ। আর ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে জল্লাদশাহী। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য পাকফৌজ এখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে অধিকৃত এলাকায় এখনও যে অল্পসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাবিদ রহিয়াছেন তাহাদের উপর।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, দখলদার জঙ্গীবাহিনী সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ ১৫ জন বিশিষ্ট অধ্যাপককে গ্রেফতার করিয়াছে কিংবা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইবার নির্দেশ দিয়াছে।

হানাদার বাহিনী যাঁহাদের উপর নির্দেশ জারী করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ আহমদ শরীফ, ইংরাজী বিভাগের রীডার ডঃ এহসানুল হক এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৪জন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এই গ্রেফতারের ব্যাপারে অবশ্য পাকিস্তান সরকার নীরব।

শিক্ষা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গড়ে ৪৭/৪৮ জন ছাত্র ক্লাসে আসে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজারেরও অধিক ছাত্রের মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন এবং ঢাকা কলেজের প্রায় ১ হাজার ছাত্রের মধ্যে ৬০ জন, ল'কলেজ ও নটরডেম কলেজে কেহই ক্লাসে যোগদান করিতেছে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৩য় সংখ্যা	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম-

নিজস্ব প্রতিনিধি

অতি সম্প্রতি 'বাংলার বাণী'র একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তারই অংশ বিশেষ এখানে ছাপা হইল।

তরুণ গেরিলাদের আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে বাংলার অধিকৃত অঞ্চলে শত্রু সেনাদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বের সেরা সৈনিকরা' মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার পরিবর্তে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর চরমতম নিগ্রহ চালাইয়া তাহাদের দুর্বলতা ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের তাহারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে। বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা যে জায়গায় একবার খান সেনাদের উপর হামলা করিয়া গিয়াছে তাহার আশেপাশে সাধারণ মানুষের উপর হানাদাররা বর্বর নির্যাতন চালাইতেছে। অতি সম্প্রতি গাইবান্ধার রসুলপুরের সুইস গেটের নিকটবর্তী ফুলছড়ির বাঁধের উপর মানাশ নামক জায়গায় একটি পুল গেরিলা যোদ্ধারা রাত্রিকালে আক্রমণ করিয়া রাজাকার ও পাকসেনাদের একটি ছোট পাহারা ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং পুলটির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মানাশের নিকটবর্তী কামারজানী ও গাইবান্ধাতে পাকসেনাদের দুই বিরাট শক্তঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলাকালে তাহার আক্রমণস্থলে আসতে সাহস পায় নাই। পরদিন সকালে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল বর্বর সৈন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া ৩/৪ মাইল এলাকা জুড়িয়া ধ্বংসযজ্ঞ চালাইয়া প্রায় ১০০ লোক হত্যা করে। রাজাকার ও স্থানীয় আবাঙালীরা পরে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মানাশ ও রসুলপুর এলাকা তছনছ করিয়া ফেলে।

অনুরূপভাবে গেরিলা রেডিও পাকিস্তান রংপুরের উপর আক্রমণ চালাইলে পাহারারত পঞ্চাশজনেরও অধিক পাকসেনা আত্মগোপন করে এবং তাহাদের অনেকে আহত হয়। রেডিও স্টেশন হইতে মাত্র হাফ কিলোমিটার দূরে পাক সরকারের সিভিল আর্ম ফোর্সের সেক্টর অফিস এবং মাত্র এক কিলোমিটার দূরে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থাকা সত্ত্বেও তাহারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য কেহই বাহির হয় নাই। এখানে অর্ধঘন্টাব্যাপী যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা রেডিও স্টেশনের বেশ ক্ষতিসাধন করে। পরদিন সকালে যথারীতি ''বিশ্বের সেরা সৈনিকেরা'' রেডিও সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও প্রায় পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত ব্যপক অভিযান চালাইয়া বহু ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ও নিরাপরাধ গ্রামবাসী ও তরুণীকে ধরিয়া নিয়া যায়। তাহাদের ভাগ্যে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

একইদিনে তাহারা উক্ত রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রাম অরগানাইজার জনাব মহিউদ্দিন হায়দার, ড্রাইভার তারামিয়া ও কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে রংপুরের দ্বিতীয় সামরিক শিবির মডেল স্কুলের নিকট দম দম পুলের নিকট অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে।

পাকবাহিনীর হিংস্রতা যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তাহাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। দেশবাসীকে আতঙ্ক ও ভীতগ্রস্ত করিয়া তাহারা ''স্বাভাবিক অবস্থা'' ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে এ দেশে তাহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় জাতিসংঘের অগ্নিপরীক্ষা	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের অগ্নিপরীক্ষা

আজ ২১শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইতেছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আজ বৈঠকে মিলিত হইয়াই সর্বাগ্রে যে জটিল রাজনৈতিক ইস্যুটির জ্বলন্ত সূর্যের মুখোমুখি হইবে উহা হইতেছে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। মানবাদিকার সংরক্ষণের সুমহান ওয়াদাবদ্ধ জাতিসংঘের আঙ্গিনায় পাশাপাশি উপবিষ্ট হইয়া দলমত নির্বিশেষে সুসভ্য পৃথিবীর সকল জাতি ছো মেলিলেই দেখিতে পাইবে বিশ্বের একান্তে এই বাংলাদেশে কিভাবে এক পররাজ্যলোভী হানাদার দস্যুর হিংস্র বর্বরতায় দশ লক্ষ মানুষের রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে, কিভাবে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের আত্মার অমোঘ বাণীকে, মৌলিক মানবিক অধিকারকে, শাশ্বত স্বাধীনতার দুরন্ত স্পৃহাকে শক্তির জোরে পিষিয়া মারার উন্মত্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিভাবে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, কিভাবে তাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওয়ার ঘৃণ্য প্রয়াসে উদ্যত হইয়া আছে জল্লাদের হাতিয়ার।

গত ছয় মাসে বাংলাদেশে যা ঘটিয়া গিয়াছে, বাংলাদেশে আজো যা ঘটিতেছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী কসাই বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ভণ্ডুল করিয়া দেওয়ার জন্য যে হিংস্র বর্বরতা, যে জঘন্য পোড়ামাটি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যেভাবে বাংলাদেশে বলদর্পী আক্রমণকারীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ পদচারণায় মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, ধর্ষিত নিগৃহীত হইতেছে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ, অসহায় মানবতা, সভ্য মানুষের ইতিহাসে উহার কোন নজির নাই। তাই জাতিসংঘের ইতিহাসেও বাংলাদেশ ইস্যুটি এক নজিরবিহীন তাৎপর্যপূর্ণ অদ্বিতীয় ইস্যু। বাংলাদেশে মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম বর্বরতা এবং ভয়াবহতম গণহত্যার রক্তাক্ত পটভূমিতে আজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইতেছে। সুতরাং বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না যে, জাতিসংঘের চলতি অধিবেশন হইবে বিশ্ব সংস্থার ইতিহাসের সব চাইতে সংকটজনক অধিবেশন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশ ইস্যুটি জাতিসংঘের জন্য ডাকিয়া আনিয়াছে এক অগ্নিপরীক্ষা। বাংলাদেশ ইস্যু কেন্দ্রিক এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ।

বলাবাহুল্য, একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবে বা সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবশেবাদী শক্তির খেয়াল খুশীমত কেতুর নাচ নাচিবার জন্য ও জাতিসংঘের জন্ম হয় নাই। মানবজাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা এবং মানবিক মূল্যবোধের নিরাপত্তা বিধানের পবিত্র প্রতিশ্রুতিতেই সৃষ্টি হইয়াছে এই বিশ্ব সংস্থার। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবেই গণহত্যা প্রতিরোধ এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ সশস্ত্র হামলা বন্ধের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দ্ব্যর্থহীন ওয়াদা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং গণহত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘ উহার বিঘোষিত দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। জাতিসংঘের এই ব্যর্থতা জাতিসংঘের সুমহান ভূমিকা সম্পর্কে আস্থাবান শান্তিকামী মানবজাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাকতারই শামিল।

বিগত মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশে অতুলনীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইলে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশে ব্যাপক হারে সৈন্য সমাবেশ করিতে শুরু করে। ২৫শে মার্চ রাত্রে কসাই

বাহিনী যে গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে সম্ভবতঃ উহারই অগ্রিম আভাস পাইয়া উথান্ট তৎপূর্বে ঢাকায় কর্মরত জাতিসংঘের কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগের অনুমতি প্রদান করেন। এই সময় বঙ্গবন্ধু উথান্টকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, ‘‘জাতিসংঘের কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগের অনুমতি দানের মধ্যে জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। শক্তিমত্ত জঙ্গী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি জাতিসংঘের যে দায়িত্ব রহিয়াছে উহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।’’

কিন্তু ইহাতেও জাতিসংঘের চৈতন্যোদয় হয় নাই। যদি হইত বাংলাদেশে মানব সভ্যতার ভয়াবহতম ট্রাজেডির বিভীষিকা সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত কম হিংস্রতা লইয়া দেখা দিতে পারিত। তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে জল্লাদ ইয়াহিয়ার নরমেধযজ্ঞ চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে, বিপন্ন মানবতা অসহায় আর্তনাদে বার বার মুখ থুবড়িয়া পড়িয়াছে বাংলার রক্তপিচ্ছিল মাটিতে। ইয়াহিয়া খান-বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ভয়াবহতম গণহত্যা অভিযান চালাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মাতিয়া উঠিয়াছে বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবের জীবননাশের ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রে। বিশ্ব বিবেক জঙ্গী বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণা আর ধিক্কারে প্রমত্ত সাগরের ভয়াল গর্জন হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে বার বার। কিন্তু তবু জাতিসংঘ নামক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত বাংলার নেতা ও জনতার প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালনে জাতিসংঘ অগ্রণী হইয়া আসে নাই। বরং উল্টা হানাদার জঙ্গীশাহীর সুবিধাজনক অনুরোধে বিগলিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসংগ্রাম বিঘ্নিত ও বানচাল করার জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের অবাঞ্চিত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া বিশ্বসংস্থা হিসাবে নিজের গৌরবমণ্ডিত ছবিটাকেই তস্করবৃত্তির কলংক কালিমালিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয় যে, কঙ্গোর লুমুম্বা ট্রাজেডির নেপথ্য নায়ক, ভিয়েতনামে অন্যায় যুদ্ধের ঘৃণিত দস্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইঙ্গিতেই জাতিসংঘ বাংলাদেশের প্রশ্নে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। আর এই ব্যর্থতা বাংলাদেশের মানুষের সামনে, বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সামনে জাতিসংঘকে লক্ষ্যচ্যুত একটি কার্যকারিতাবিহীন রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবেই উপস্থাপিত করিয়াছে।

এই পরিস্থিতির পটভূমিতেই আজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসিতেছে। জাতিসংঘের সকল ব্যর্থতা, উহার শক্তির সকল সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক অব্যাহতি থাকিয়াও আমরা শেষবারের মত মানবতার নামে এই বিশ্বসংস্থার প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছি, মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব মানবিক মূল্যবোধ আর মানবজাতির প্রতি যদি উহার বিন্দুমাত্রও আস্থা এবং দায়িত্ব থাকিয়া থাকে তবে এখনও সময় আছে। সমস্ত শক্তি লইয়া জাতিসংঘকে বাংলাদেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে সমস্ত শক্তি লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর দিক-দিগন্ত হইতে যেসব দেশ ও জাতি আজ নিউইয়র্কে আসিয়া জাতিসংঘ সদর দফতরে বৈঠকে মিলিত হইতেছেন, তাহাদের কাছে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত, সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে আমাদের একটি মাত্রই বক্তব্য আছে। বাংলাদেশে কি ঘটিয়াছে আপনারা জানেন। তাই যদি সভ্যজাতি বলিয়া দাবী করিতে চান, যদি গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতায় বিশ্বাসী বলিয়া নিজেদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তবে জাতিসংঘের এই অধিবেশনকালে একটি মাত্র পথই আপনাদের সামনে খোলা আছে। আর তাহা হইতেছে সকলের ঐক্যবদ্ধ চাপের দ্বারা ইয়াহিয়ার জিন্দাখানা হইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছিনাইয়া আনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশকে পৃথিবীর নবীনতম রাষ্ট্র হিসাবে আসন প্রদান করা। এইবারও যদি আপনারা বাঙ্গালী জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, ইতিহাস আপনাদের চিহ্নিত করিবে মানবতা ও স্বাধীনতার দুশমন হিসাবে আর জাতিসংঘ পরিণত হইবে ব্যর্থ লীগ অব নেশনসের প্রেতাত্মায়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মাতৃভূমির বক্তব্য পেশের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক যাত্রা	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠক
মাতৃভূমির বক্তব্য পেশের জন্য বাংলাদেশ
প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক যাত্রা
(কুটনৈতিক সংবাদদাতা)

বিংশ শতাব্দীর অপরাজেয় জাতীয়তাবাদী গণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংগ্রামের নির্ভীক সিপাহশালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ লিপ্ত বাংলাদেশের দশ দিগন্তে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের হিংস্র বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের কালিমালিপ্ত পটভূমিতে আজ (মঙ্গলবার) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইয়াছে। এই অধিবেশনকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হইতে, স্বাধীন বাংলার পক্ষ হইতে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বের দরবারে জননী বাংলার দুঃখ ও বেদনার বাহিনী, সংগ্রাম ও বিক্রমের কাহিনী পেশ করিবেন।

এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। ইতিপূর্বে শোনা গিয়াছিল যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি নিউইয়র্ক সফরসূচী বাতিল করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রতিনিধিদলের ১১ জন সদস্য আজ মুজিবনগর হইতে নিউনিয়র্ক পথে নয়াদিল্লী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। ইহারা হইতেছেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার এম,পি, এ, সৈয়দ আবদুস সুলতান এম, এন, এ, জনাব জিরাজুল হক এম, এস, এ, ডাঃ মফিজ এম, এন, এ, ডাঃ আজহারুল হক এম, পি, এ, জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ এম, পি, এ, জনাব এম, এ, সামাদ এম, এন, এ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ, আর, মল্লিক, ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী সাবেক পাকিস্তানী কূটনীতিক জনাব এ, এফ, এম, আবুল ফতেহ ও জনাব খুররম খান পন্নী। প্রতিনিধিদলের অপর ৫ জন সদস্য হইতেছেন বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, জনাব এম, আর, সিদ্দিকী এম, এন, এ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, জনাব এস, এ, করিম ও জনাব এ, এম, এ, মহিত। তাঁহারাও ইতিমধ্যেই নিউইয়র্ক পৌছিয়াছেন বা পথে রহিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিযুক্তির প্রস্তাব, জল্লাদ ইয়াহিয়া কর্তৃক সুকৌশলে বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রয়াস এবং আপোষের জন্য বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে মধ্যস্থতার ধর্ণার জবাবদানের জন্যই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে যাইতেছেন। এই প্রতিনিধিদল জাতিসংঘকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথাই জানাইয়া দিবেন যে বাংলার জনগণ ও সরকারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনী প্রেরণের চেষ্টার উদ্দেশ্য হইতেছে হানাদার দুশমনদের সাহায্য করা। তাই এমন অবস্থার উদ্ভব হইলে

মুক্তিযোদ্ধারা জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধেও চরম ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইতে পারেন। প্রতিনিধিদল বিশ্বসংস্থাকে সুস্পষ্টভাবে আরও জানাইয়া দিবেন যে, একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তিদান, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিদান, হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং জঙ্গী বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের পরই বিবেচনা হইতে পারে জঙ্গীশাহীর সঙ্গে কোন আপোষ-মীমাংসার প্রশ্ন আলোচনা করা যায় কি না।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় কি দেখিলাম	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায়

কি দেখিলাম-

অতি সম্প্রতি 'বাংলার বাণী'র একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহারই শেষ অংশ এখানে ছাপা হইল।

অধিকৃত এলাকায় পাক সেনার যথেচ্ছভাবে স্থানীয় অবাঙালী কুলি-কামিন এবং চোর-ডাকাত গুণ্ডা-বদমায়েশদের লইয়া বদর, রাজকার ও মুজাহিদ বাহিনী গঠন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের সহিত কিছু মুসলিম লীগ ও জামাতের গুণ্ডা-পাণ্ডাও জুটিয়াছে। তাহারা পাক বাহিনীর ছত্রছায়ায় থাকিয়া যে ঘৃণ্য কেলেঙ্কারীর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পাক বাহিনী নিজেরা যে কোন সম্মুখসমরে গা বাঁচাইয়া চলিয়া প্রায়শঃই ইহাদিগকে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়। রাত্রিকালে পাক বাহিনী যেখানে শিবিরের বাহিরে আসিবার কল্পনাও করিতে পারে না সেখানে রাজাকার বা মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের দিয়া শিবিরসমূহে নৈশকালীন পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সামান্য কয়েক দিন অনুশীলনীর পরই তাহাদিগকে ফ্রন্টে পাঠাইয়া দিয়া খান সেনারা নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে গা বাঁচাইয়া অবস্থান করে। সে জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই স্বল্প ট্রেইংপ্রাপ্ত এইসব বালখিলারা হয় পালাইয়া প্রাণ বাঁচায়, না হয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চত নিশানায় পরিণত হয়।

হাট-বাজার

অধিকৃত এলাকার হাট-বাজার প্রায় সবই কোনমতে চলিতেছে। এবং জিনিসপত্রের দাম আগুন হইয়া উঠিয়াছে। অতি সম্প্রতি সেখানে লবণ প্রতি সে দুই টাকা হিসেবে এবং কিছুদিন আগে কেরোসিন তেল প্রতি টিন ৪৫ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হইয়াছে, ইদানীং তাহা কমিয়া ২৮ টাকা হইতে ৩২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হইতেছে। চাউল আটা প্রায়ই হঠাৎ করিয়া বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। সাধারণ চাউলের দর এ সময় সাধারণতঃ মণপ্রতি ৪২ টাকা হইতে ৪৮ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে, বর্তমানে উহা ৬০ টাকার উপরে। গ্রামাঞ্চলে তাহাও পাওয়া দুষ্কর। এইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং খাদ্যশস্যের এরূপ উর্ধ্বগতির কারণ কি এই সম্পর্কে জনৈক ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জানান যে, প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য শহর হইতে খরিদ করিয়া অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় মজুদ করা হইয়াছে। সামরিক বাহিনীর খাদ্যশস্য যথেষ্ট জমা হইয়া যাওয়ায় তাহারা লুটপাট করিয়া নিজেরা না লইয়া অবাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছে। এবং সেইগুলি সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, শন্তাহার, ঈশ্বরদী, খালিশপুর ইত্যাদি বিশেষ এলাকায় জমা করা হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি জানা ভার। ব্যবসায়ীটি আরো জানান, স্থানীয় হাট-বাজারগুলির আড়তগুলিতে প্রথমদিকে যে লুটের তাণ্ডব চলিয়াছিল সে তাণ্ডবে কোন বাঙালী আড়তই রক্ষা পায় নাই।

বর্বরা হয় লুটপাট করিয়া মালামাল লইয়া গিয়াছে, না হয় আড়ত অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা রাতারাতি পথের ভিখারী হইয়া ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

জনৈক গ্রামবাসীকে স্থানীয় হাটের ভয়াবহ অবস্থার কথা প্রশ্ন করিলে তিনি জানান, প্রায়ই কিছু না কিছু রাজাকার ও পাকবাহিনী আসিয়া জোরপূর্বক দোকানদারের নিকট হইতে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ চাহিয়া বসে এবং অর্থদানে বিলম্ব ঘটিলে মারধর, খুন-জখম করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা সবকিছু লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। ইহার ফলে কোন ব্যবসায়ীই আর নতুন জিনিস না কিনিয়া দোকান আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্কুল-কলেজ

অধিকৃত এলাকায় স্কুল-কলেজগুলির অবস্থা চরম নৈরাশ্যজনক। স্কুলগুলিতে ৫০০-৬০০ ছাত্রের মধ্যে ২-১ জন ছাত্র মাঝেমধ্যে বেড়াইতে আসে। পড়াশোনার প্রশ্নই উঠে না। বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষায় হলগুলিতে ছাত্রদের অনেক ভয়ভীতি প্রদর্শন করাইয়াও মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছাড়া কাহাকেও উপস্থিত করাইতে পাকবাহিনী ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারা পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই, তাহাদের পিতামাতার নিকট কারণ দর্শাইবার নোটিশ যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কলেজগুলিতে কিছু কিছু অবাঙালী ছাত্র হাজিরা দেয় এবং এইসব অবাঙালী ছাত্ররা প্রায়ই ক্লাসের দিকে না যাইয়া ক্যান্টিন ও কমনরুমের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিয়া কালক্ষেপণ করে।

শহরের পথ-ঘাট

শহরের পথচারী প্রতিটি মানুষের চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট। পথচারী সকলেই প্রায় নিরাপত্তার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। শহরবাসীরা একান্ত বাধ্য না হইলে ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করেন না।

শহরের প্রায় বড় বড় দোকনগুলি তালাবন্ধ হইয়াছে। দোকানগুলির সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে নতুন উর্দু অক্ষর বসিয়াছে। বাঙালী পথচারীকে ব্যঙ্গ করিতেছে। রাতারাতি শহরের সকল সাইনবোর্ড ও মোটর গাড়ী, রিকশার নম্বর-প্লেট বাংলা হইতে উর্দুতে লিখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়ীঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও দোকানগুলি ইতিমধ্যে অবাঙালী ও জামাত মুসলিম লীগ সমর্থকদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হইয়াছে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বাঙালী কূটনীতিবিদদের আনুগত্য বদল অব্যাহত	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৪র্থ সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারিয়া

বাঙালী কূটনীতিবিদদের আনুগত্য বদল অব্যাহত

(কূটনৈতিক সংবাদদাতা)

বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর বর্বরতম গণহত্যার প্রতিবাদে ইসলামাবাদের বিদেশস্থ দূতাবাসের আরও একজন বাঙালী কূটনীতিবিদ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জঙ্গীশাহীর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন। তিনি হইতেছেন জনাব মহিউদ্দিন জোয়ারদার।

জনাব মহিউদ্দিন লাগোস এবং নাইজেরিয়াস্থ ইসলামাবাদ মিশনের চেন্সারী প্রধান ছিলেন এবং কখনও কখনও অস্থায়ী হাইকমিশনার হিসাবে কাজ করিতেন।

একই দিনে ম্যানিলাস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের প্রধান জনাব খুররম খান পন্নী ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

গত বৎসর মার্চ মাসে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে ম্যানিলা গমন করেন। তাঁহার পদত্যাগের পূর্বে হংকংস্থ ইসলামাবাদ মিশনের প্রধান জনাব মহসীন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের সমর্থনে এ পর্যন্ত বিদেশস্থ ইসলামাবাদ কূটনৈতিক মিশনসমূহের ৪০জন কূটনীতিবিদ ইসলামাবাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এখনও কিছু বলেন নাই। অপর একটি সূত্র হইতে জানা যায়, সম্প্রতি ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইসলামাবাদে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য বার্তা পাঠাইয়াছিল।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের পর এখন কেবল পিকিংয়েই ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর বাঙালী কূটনীতিবিদ অবশিষ্ট রহিল। পিকিংস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের এই বাঙালী কূটনীতিবিদ হইতেছেন জনাব কায়সার। জানা যায়, তিনিও ইসলামাবাদ জঙ্গীশাহীর কোপদৃষ্টিতে আছেন। কারণ, ইয়াহিয়ার বাংলাদেশ নীতির প্রতি পিকিং সরকারের সমর্থনের ফলে বাঙালী কূটনীতিবিদ জনাব কায়সার খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তিনি আর নিজেকে পিকিংয়ের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না।

প্রকাশ, ইতিমধ্যেই তাঁহার গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। জনাব কায়সারকে হংকং যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না।

জনাব পন্নীর পদত্যাগের আভাস পূর্বেই পাওয়া যায়। সম্প্রতি ম্যানিলায় প্রেসিডেন্ট ফার্ডিন্যাণ্ড মারকোসের নিকট হইতে একটি পদক গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাসণদানকালে জনাব পন্নী ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তান সরকার কথাটি একবারও উচ্চারণ করেন নাই।

জনাব পন্নী ম্যানিলায় বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করিয়া তথায় বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য কাজ চালাইয়া যাইবেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর বিবিসি-এর এক খবরে বলা হয়, ওয়াশিংটনস্থ ইসলামাবাদ মিশনের আরও কয়েকজন বাঙালী কূটনীতিবিদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য বিবিসি এইসব বাঙালী কূটনীতিবিদদের নাম বা পদবী ঘোষণা করেন নাই।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার ইসলামাবাদের যে সমস্ত বিদেশী দূতাবাসে এখনও বাঙালী কূটনীতিবিদ রহিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। উক্ত নির্দেশে আরও বলা হইয়াছে যে, যে সকল বাঙালী কূটনীতিবিদ আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে বিদেশী হানাদার ইসলামাবাদ সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ব্যর্থ হইবেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই গোপন নির্দেশ ইতিমধ্যেই ইসলামাবাদের বিদেশস্থ কূটনৈতিক মিশনের বাঙালী কূটনীতিবিদদের নিকট পৌঁছিয়াছে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লণ্ডন, ওয়াশিংটন এবং ম্যানিলাস্থ ইসলামাবাদ দূতাবাসের বাঙালী কূটনীতিবিদগণ জঙ্গীশাহীর চাকুরী ইস্তফা দিয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

জনাব কায়সার এবং সিরিয়ার ইসলামাবাদের বাঙালী দূত জনাব হুমায়ুন পন্নী ইসলামাবাদ চক্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্নের সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

এদিকে ইরানে নিযুক্ত ইসলামাবাদের সাবেক বাঙালী রাষ্ট্রদূত জনাব ফতেহ ইসলামাবাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া যে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ইসলামাবাদ চক্রের এই জঘণ্য মিথ্যা অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনাব ফতেহ ইসলামাবাদের অর্থ লইয়া আসিয়া বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশেই কেবল পালন করিয়াছেন এবং বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য যথাসময়ে বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, উক্ত অর্থ এখন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা হইয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যয়িত হইবে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ইতিহাস আমাদেরই অনুকূলে	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ইতিহাস আমাদেরই অনুকূলে

স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস অতিক্রম হইয়াছেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ছিল বীর প্রসবিনী বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান সংগ্রামের অর্ধবর্ষ পূর্তির দিন। এই ছয় মাস বাঙ্গালী জাতি অতুলনীয় সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে হানাদার পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদী অমর শক্তির বিরুদ্ধে। এই ছয় মাসে দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী জাতির কামান-বন্দুক-মেশিনগান দুশমনের মৃত্যুঘন্টা বাজাইয়া সঘন গর্জনে বিস্মিত বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছে চিরদিন কাহারও কলোনী হইয়া, বাজার হইয়া, গোলাম হইয়া থাকার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম হয় নাই। দুর্বিনীত বাঙ্গালী জাতি ছয় মাসের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে অকল্পনীয় সাফল্যের সগর্ব ঘোষণার সমগ্র পৃথিবীকে বুঝাইয়া দিয়াছে, জননী বাংলার স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্নকে নস্যাৎ করিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই। টিকিয়া থাকার জন্যই স্বাধীন বাংলার জন্ম হইয়াছে।

বিগত ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইলে জল্লাদ ইয়াহিয়া আর কসাই টিক্কা খান ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির এই অভ্যুত্থান, এই মুক্তিসংগ্রাম ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়ার হাস্যকর খোয়াবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর এজন্য হানাদার বাহিনী ‘ক্রাস বেঙ্গলী প্রোগ্রাম’ তৈরী করিয়া বাংলার দশদিগন্তে শহর নগর বন্দর জনপদে নিহত মানুষের উপর মারণাস্ত্র লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল নররক্ত লোভী হিংস্র হায়েনার আদিম বর্বরতায়। মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়র ভাড়াটিয়া বাহিনীর সেই নজিরবিহীন নরমেধযজ্ঞ চলিয়াছে দিনের পর দিন। মুক্তিপাগল লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর বুকের তাজা রক্তে বাংলার কাজল মাটি লালে লাল হইয়া গিয়াছে, অসংখ্য জনপদ বিধ্বস্ত হইয়াছে। অগণিত ঘর-বাড়ী সোনার সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে অনেক ঘরের প্রদীপ। কিন্তু তবু বঙ্গবন্ধুর মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী জাতি এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার কাছে, এই হিংস্র শক্তি প্রয়োগের কাছে মাথা নত করে নাই। বলদর্পী জালেমের পদতলে বিকাইয়া দেয় নাই আত্মার অন্তরঙ্গতম বাসনাকে, স্বাধীনতার অমোঘ স্পৃহাকে। শুধু তাই নয়, অমিত বিক্রমশালী বাঙ্গালী জাতির প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে ক্রমাগত নাস্তানাবুদ, পর্যুদস্ত হইতে হইতে হানাদার বাহিনীর এখন মরণদশা সমুপস্থিত। বাংলার অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের গোলার আঘাতে ইয়াহিয়া-টিক্কার ‘ক্র্যাশ বেঙ্গলী প্রোগ্রাম’ নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। টিক্কা নিজেই ক্র্যাশ হইয়াছে। ইয়াহিয়ার অবস্থাও না যায় প্রাণ কাকুতিসার কুপোকাৎ হওয়াটা শুধু সময়ের প্রশ্ন।

ছয় মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ২৫ হাজার খান সেনা খতম হইয়াছে, অগণিত রাজাকার কচুকাটা হইয়াছে। হানাদার বাহিনীর বহু জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, পথ-ঘাট, রেল-সেতু বোমার আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে। শক্তি হাতে কৃষ্ণদণ্ড ধরিয়া যুদ্ধবিক্ষত বাংলাদেশে ‘স্বাভাবিক অবস্থা’ ফিরাইয়া আনার সদম্ভ জল্লাদী ঘোষণাও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পররাজ্যলোভী হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বিনষ্ট এবং মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে বল্গাহীন অত্যাচার, অবিরাম মিথ্যা প্রচারণা, এমনকি বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের আয়োজন করিয়া তাঁহার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলার ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ফল হয় নাই। বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম আগাইয়া চলিয়াছে দ্রুত বেগে। প্রতিদিন নতুন নতুন

এলাকা শত্রুমুক্ত হইতেছে। প্রতিদিন অদিকতর বিপর্যয় নামিয়া আসিতেছে হানাদার কসাই বাহিনীর ভাগ্যে। আজ প্রত্যাসন্ন পরাজয়ের মুখে দাঁড়াইয়া একদিনের দাম্ভিক জেনারেল ইয়াহিয়া তাহার নিজের ভাষায় 'দেশদ্রোহী' এবং 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে অভিযুক্ত' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়া হইলেও পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে আপোষের আরজি লইয়া দেশ-দেশান্তরের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়া বেড়াইতেছে। সুনিশ্চিত পরাজয়ের বিভীষিকা তাকে এমনই বেসামাল-দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে যে, সে এই বাস্তব অবস্থাটাকেও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না যে, পাকিস্তান আর কোন দিন এক হইবে না। বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি, হানাদার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং জঙ্গী বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা পর্যন্ত একটি মুর্হূতের জন্যও বাংলার আপোষহীন মুক্তিযোদ্ধাদের সমরাস্ত্রের ধ্বনি স্তব্ধ হইবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যজনক অর্থ বর্ষপূর্তির এই শুভলগ্নে আমরা আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাই। তাদের বীরত্ব, তাদের বিক্রম, তাদের মহান সংগ্রামী চেতনা গর্বে আমাদের বুক ভরিয়া দেয়। আমাদের ইতিপূর্বেকার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালোবাসিয়া, স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসিয়া তাঁহারই নির্দেশে যারা শত্রুর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত, যারা জীবনকে বাজি রাখিয়া বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা এবং জল্লাদের কারাগার হইতে শেখ সাহেবকে ছিনাইয়া আনার গৌরবময় সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী, তাদের জানাই হাজার সালাম। তাদের হাতের রাইফেল, মেশিনগানের মধ্য দিয়াই হানাদার দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলিয়া উঠিয়াছেন লক্ষ লক্ষ শেখ মুজিব। মুক্তিযোদ্ধারা তাই বাংলার অগ্নিসন্তান- বাংলার শৌর্য, বাংলার সম্ভ্রম, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা স্পৃহার নির্ভুল প্রতীক- শেখ মুজিবের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি। আমরা আবার তাদের অভিবাদন জানাই জাতীয় বীর হিসাবে।

হানাদার দুশমনের বিরুদ্ধে সফল মুক্তিযুদ্ধের অর্থ বর্ষপূর্তির এই শুভলগ্নে বাঙ্গালীর চিত্তে চিত্তে আজ নতুন করিয়া আবাহনী চলুক সেই শাশ্বত বিশ্বাস ও প্রত্যাশার, সংকল্প আর প্রতিজ্ঞারঃ

হানাদার দস্যুবাহিনী আর তার মুরব্বিদের সমরাস্ত্রনিসৃত গোলাবারুদের ধুম্রজালের আড়াল হইতে বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতার রক্তসূর্যটাকে বাঙ্গালী জাতি ছিনাইয়া আনিবেই। আমরা- সংগ্রামী গণশক্তির সূর্য সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। তাই আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীন বাংলা শত্রুমুক্ত হইবেই- শেখ মুজিব ফিরিয়া আসিবেনই। কারণ, ইতিহাস আমাদের অনুকূলে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া না হইলে ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া না হইলে ইয়াহিয়ার
সকল উমেদারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য
(নিজস্ব ভাষ্যকার)

মুক্তি সংগ্রামের ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে। পঁচিশে মার্চের সেই ঘন-কালো অন্ধকার রাত্রি হইতে বাংলাদেশ আজ উত্তীর্ণ হইয়াছে নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রক্তোজ্জ্বল সুপ্রভাতে। নবপ্রভাতের আর বিলম্ব নাই। আক্রমণকারী উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীর নৃশংস হীন আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছেন আমাদের দুর্জয় মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিসংগ্রামে আত্মহুতি দিয়াছেন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী, রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে বাংলার পবিত্র মাটি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বজ্রকঠিন শপথে আজ একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাই সোচ্চার। এই আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার চিরন্তন মন্ত্র, এই আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে জঘন্যতম আক্রমণ চালাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় নর-নারীকে হত্যা করিয়াও তাহার নিবৃত্ত হয় নাই। জঙ্গী চক্রের সীমাহীন ঔদ্ধত্য সকল সম্ভাবনার সীমারেখা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা বাংলার মানস সন্তান অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন অনুষ্ঠান করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বাস্তব নীতিবিবর্জিত বিংশ শতাব্দীর জঘন্যতম নরপশু ইয়াহিয়া বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার প্রহসন চালাইয়াছেন।

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের 'হিজ মষ্টোরস ভয়েস' সংবাদপত্রসমূহ একটি খবর প্রকাশ করিয়াছে। এই খবরে বলা হইয়াছে, বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত গোপন বিচার শেষ হইয়াছে। ইতিমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার পশুসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে ধিক্কার ধ্বনি উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলত সংসদীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা এক বাক্যে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নৃশংস গণহত্যার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাহারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি তীব্র নিন্দা জানাইয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবী করিয়াছেন বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরা। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙালীদের সাহায্য করা বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব।

মৃত পাকিস্তানের হত্যাকারী ইয়াহিয়া এখন মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। ৭২ ঘন্টার মধ্যে বাঙালীদের প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বাংলার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিয়া দিয়া দম্ভোক্তি ইয়াহিয়ার সেনাধ্যক্ষ টিক্কা খান করিয়াছিলেন সেই ধিকৃত টিক্কা খান পরাজয়ের কালিমা মুখে লইয়া চোরের মত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ইয়াহিয়ার বাদশাহী খোয়াব চিরতরে মিলাইয়া গিয়াছে শুন্যে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হইবে তাহা লইয়া ইতিমধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছে। ইসলামাবাদের সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক মহলের ধারণা, শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের রায় ঘোষণা করা হইবে এবং জেনারেল

ইয়াহিয়া এই রায় ঘোষণার পর নাটকীয় কোন ঘোষণা করিতেও পারে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষেরা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন, বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দেওয়া না হইলে এবং বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদার পাকিস্তানী সেনাদের প্রত্যাহার করা না হইলে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনা নাই। আর ইয়াহিয়ার সাধের পশ্চিম পাকিস্তানও সর্বনাশের এই লেলিহান অগ্নিশিখা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

দখলীকৃত এলাকার পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটির উপর মারাত্মক পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছেন বাংলার তরুণ যোদ্ধারা। গেরিলা আক্রমণের হাত হইতে রাজধানী ঢাকা শহরও আজ আর নিষ্কৃতি পায় না। প্রতিদিন হানাদার সেনারা হাতাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যর্থ বুলেট স্থির লক্ষ্যে ছুটিয়া যাইয়া নরপশুদের বক্ষভেদ করিয়া চলিয়াছে প্রতি মুহূর্তে।

ইয়াহিয়ার সংকট আজ সীমাহীন। এই মারাত্মক সংকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ইয়াহিয়া ও তাহার সহচরেরা মস্কো, ওয়াশিংটন, তেহরানসহ বহু রাজধানী পরিক্রমা করিয়াছে। কিন্তু আশার আলো কোথাও নাই।

এক্ষণে আপোষমূলক আলোচনা চালাইবার জন্য ইয়াহিয়া ধর্ণা দিয়াছে ইরানের শাহের দরবারে। সম্প্রতি তেহরানে গিয়া ইয়াহিয়া খান নিজে এই আপোষের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু ইরানের শাহ ইয়াহিয়াকে কোন আশার বাণী শোনাইতে পারেন নাই।

বাংলাদেশের নেতারা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদান না করিলে আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কূটনৈতিক মহলের ধারণা, ইয়াহিয়ার সকল উমেদারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য, যদি না বঙ্গবন্ধুকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

জানা গিয়াছে, ভারত ইরানের শাহকে জানাইয়া দিয়াছে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বাংলাদেশের নির্বাচিত গণনেতারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। ভারত এ ব্যাপারে কিছুই করিতে পারে না। অতএব, ইয়াহিয়া যদি সত্যই আপোষ চায় তবে তাহাকে বাংলাদেশ সরকারের সহিত আলোচনায় বসিতে হইবে। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের বাস্তব সত্য। এই সত্যকে স্বীকার না করিয়া কোন আলোচনা হইতে পারে না।

পাকিস্তানের মারাত্মক আর্থিক সংকট, ধ্বংসোন্মুখ অর্থনীতি, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর ব্যাপক গণঅসন্তোষ এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান আজ অক্টোপাসের মত ঘিরিয়া ধরিয়াছে ইসলামাবাদের সাধের সিংহাসনকে।

ইরান অথবা পাকিস্তানের অন্যান্য তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্র এই দুর্দিনে জঙ্গীশাহীকে বাস্তব সাহায্য দিতে সক্ষম নয়। চীনের ভূমিকা আরো অস্পষ্ট।

জানা গিয়াছে, ইরান জানাইয়া দিয়াছে ইয়াহিয়ার পক্ষে এখন নতি স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়া কোন ফল হইবে না।

জাতিসংঘের চলতি অধিবেশনে বাংলাদেশ সমস্যা প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে বলিয়া কূটনৈতিক মহল আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং বলাবাহুল্য ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্র জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হইবে।

এই অবস্থায় ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ বলিয়া জেনারেল ইয়াহিয়া ছটফট করিয়া মরিতেছে। কিন্তু ইতিহাসের রায় ইয়াহিয়ার পাঠ করা উচিত। দেওয়ালের লিখন আজ সুস্পষ্ট-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই শতাব্দীর ঘটনাবহুল ইতিহাসের আর একটি বাস্তব সত্য।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের উপর দমননীতি অব্যাহত	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের উপর দমননীতি অব্যাহত
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দখলীকৃত এলাকার অসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালেকের সরকারকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বর্বর জঙ্গীশাহী সরকার বাঙালী শিক্ষাবিদ, সংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপর অব্যাহতভাবে দমননীতি চালাইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি জল্লাধী বর্বরতার শিকার হইয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুল্লা, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামান ও ইমিরিটাস অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ডঃ মনিরুজ্জামান আগামী ছয় মাস কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী করিতে পারিবেন না বলিয়া হুকুম জারী হইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবর অভিযোগে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ কুদরত-ই খুদা, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম ও ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইতিপূর্বে ডঃ আবুল খায়ের, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বেশ কিছুদিন পূর্বে জঙ্গীশাহীর বর্বর সৈন্যরা মনিং নিউজের চীফ রিপোর্টার জনাব শহীদুল হক, ঢাকা বেতারের সাইফুল বারী, এ, পি, পি'র জনাব মোজাম্মেল হক ও পি, পি, আই-এর নাজমুল হকসহ বেশ কয়েকজন সংবাদিককে ধরিয়া লইয়া যায়। পরে তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সামরিক সরকার বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অবাঙ্গালী চীফ সুপারিনটেনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ ও চীফ সেক্রেটারী আমদানী করিয়াছে।

শিরোনাম	**সংবাপত্র**	**তারিখ**
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বিশ্ব রাজনীতি	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বিশ্বরাজনীতি

বাংলাদেশের দখলীভূত এলাকা থেকে জবর খবর এসেছে। তাঁবেদার লাট মল্লিকের একজন পেয়ারা মন্ত্রীকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ইউনিট হাতবোমা মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে। অধিকৃত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবরে স্বীকার করা হয়েছে, মন্ত্রীবর্গের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা গেছে, দালাল মন্ত্রী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে।

ডাঃ মালিক ওরফে মল্লিকের রসজ্ঞান খুব টনটনে। সম্ভবতঃ শৈশবে এই দাঁতের ডাক্তার হারাধনের দশটি ছেলের ছড়া পাঠ করেছিলেন। তাই বেছে বেছে তার দালাল মন্ত্রিসভায় দশটি দালাল গ্রহণ করেছে। এই দশ দালালের অবস্থা যে কার্যক্রমে হারাধনের দশ ছেলের মত হবে, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন বালকের মনেও আজ কোন সন্দেহ নেই। হারাধনের দশ ছেলের ছড়ায় আছে।

'হারাধনের দশটি ছেলে

ঘোরে বনময়

একটি গেলো বাঘের পেটে

রইলো বাকি নয়।'

মুক্তিযোদ্ধারা এই ছড়াটিকেই একটু ঘুরিয়ে এখন বলতে পারেন,

মালিক মিয়ার দশটি দালাল

ঘোরে ঢাকাময়

একটি গেলো গ্রেনেড খেয়ে

রইলো বাকি নয়।

বাকি নয়টি আস্তে আস্তে যাবে। মীরজাফরের নিমক হারামের দেউরির মত তাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। এটা ইতিহাসের অমোঘ বিধান।

এবার মুক্তিযুদ্ধের খবর কিছু বলি। একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা খবর দিয়েছেন, যশোরে দত্ত কবি মাইকেলের স্মৃতিপূত সাগরদাড়ি এখন মুক্ত এলাকা। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। খুলনার সুন্দরবন এলাকায় একটি হানাদার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তি সংগ্রামীরা একশোর মত হানাদার দস্যু খতম করেছেন। রংপুরের চাষারহাট ও পাটগ্রামে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। বিদেশী সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, সম্প্রতি খুলনা বন্দরে ১২ হাজার টনের একটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামীরা চট্টগ্রাম বন্দরে আরো ১৮টি জাহাজ ডুবিয়েছে।

অসামরিক প্রশাসন ও পুনর্বাসন

একদিকে দেশকে হানাদার বাহিনীর কব্জা মুক্ত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম, সেই সঙ্গে অন্যদিকে চলছে মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে নিয়ে তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতা প্রাকাশ করেছেন, মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে ভারত সরকার যদি চার মাসের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহলে বাংলাদেশ সরকার এখনিই অন্ততঃ ১৫ হাজার শরণার্থীকে মুক্ত এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রতি জনৈক বিদেশী সাংবাদিক ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত একটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের সময় শরণার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা দেশে ফিরতে প্রস্তুত কি না? শরণার্থীরা একবাক্যে জবাব দেন, একমাত্র বঙ্গবন্ধু আহবান জানালেই তারা দেশে ফিরতে পারেন। নইলে ইয়াহিয়া কিম্বা তার কোন তাবেদারকে তারা বিশ্বাস করতে রাজি নন।

ঢাকা এখনই মুক্ত এলাকা হতে পারে

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের জনৈক কমাণ্ডার এক ঘরোয়া সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন, বর্তমানে মুক্তি সংগ্রামীদের শক্তি দক্ষতা এতটা বেড়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কুমিল্লা থেকে শুরু করে ঢাকা শহর পর্যন্ত সাত দিনে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তারা আশঙ্কা করেন, তাদের এই আকস্মিক হামলায় দখলীকৃত এলাকায় বহু বাঙালী ভাইবোনও ধ্বংস হতে পারেন। তাই তারা ভ্রাতৃরক্তপাত পরিহারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত রয়েছেন। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর হাতে শক্তিশালী বিমান বহর থাকায় তাদের পক্ষে কুমিল্লা বা ঢাকা হাতছাড়া হওয়ার পরও সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করা সম্ভব হবে। যেমন সম্ভব হয়েছে মার্কিনীদের পক্ষে ভিয়েতকংদের হাতে পরাজিত হওয়ার পরও ভিয়েতনামে বিমান হামলা চালিয়ে বিপুলভাবে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করা। মুক্তিযোদ্ধারা তাই বিশ্বের অন্ততঃ কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির অপেক্ষা করছেন। এই স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিমানসহ আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ যেমন সহজ হবে, তেমনি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

আরব বিশ্বে হাওয়া বদল

বিশ্বের ছয়টি মাহাদেশের ২৫টি দেশের ৬৫ জন প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, এ খবর ‘বাংলার বাণী’র পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী কায়রোর ‘আল আহরাম’ পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের একজন বিশিষ্ট সদস্য বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে ইয়াহিয়া সরকার আরব দেশগুলোতে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়েছে এবং আরবদের মনে বাঙালীদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই আরব জনগণ বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ ও তার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

সিরিয়ার এক সাংবাদিক স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, আমরা সিরিয়াবাসীরা আঞ্চলিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে এক সময় যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অঙ্গদেশ মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সিরিয়া ও মিসরের জনগণ একই ভাষাভাষী এবং একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। এ সত্ত্বেও মিসর থেকে সিরিয়ার বিচ্ছিন্নতায় যদি ইসলাম ধর্ম বিপন্ন না হয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তান থেকে দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ভিন্ন ভাষাভাষী বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে ইসলাম বিপন্ন হয় কি করে?

আরব দেশীয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের এসব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কায়রো, বৈরুত, দামাস্কাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরব রাজধানীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে আরব জনগণ ক্রমশঃই সজাগ হয়ে উঠেছেন, এবং ইয়াহিয়া চক্রের স্বরূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ কি করবে?

গত ২১শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের যে ২৬তম অধিবেশন শুরু হয়েছে, তাতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠবে, অথবা বাংলার বাণীর এ সংখ্যা প্রকাশের আগেই উঠে গেছে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার সামরিক জান্তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ আদম মালিক-যতই অনীহার ভাব দেখান সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশ সমস্যার কথা পরিষদের অধিবেশনে বলবেন এমন একটা আস্থার ভাব পরিষদীয় লবীতেও নাকি দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকেও বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি উঠবে। বিশ্বময় এই ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে ইয়াহিয়া চক্র এখন কানকাটা কুকুরের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের সমর্থন লাভের আশায় তারা ধর্ণা দিয়েছে রাজতন্ত্রী মরক্কো সরকারের দরবারে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশ সমস্যায় উল্লেখযোগ্য কিছু করবেন অথবা করতে পারবেন, এমন আশা বাংলাদেশের মানুষ করেন না। ভিয়েতনাম, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বায়াফ্রা সমস্যায় জাতিসংঘের নিষ্ক্রীয় ও নৈরাশ্যজনক ভূমিকা বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী নর-নারী তাই মনে করে, তাদের সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান হবে রণাঙ্গনে জাতিসংঘের বিতর্ক সভায় নয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সশস্ত্র যুদ্ধে বাঙালীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে-আঁদ্রে মালরো	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ৫ম সংখ্যা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রাসেলের শূণ্য স্থানে আঁদ্রে মালরো
সশস্ত্র যুদ্ধে বাঙালীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে

(নিজস্ব নিবন্ধকার)

বিশ্ব-বিবেকের কণ্ঠস্বর বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজ আর নেই। কিউবা সঙ্কট, ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার সময় এই মহামনীষী বিশ্ববিবেকের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি সেদিন নামিয়াছিলেন পথে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন, মানুষের ভবিষ্যৎ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে বিশ্বের দেশে দেশে মানবতার বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে, অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু আজিও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। অত্যাচারী হানাদার হিংস্র হায়েনারা আজো পৃথিবীর দেশে দেশে মানবতার বিরূদ্ধে নৃশংসতম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘটনায় মানবতার চরম অপমান ঘটিতেছে। আজিকার দিনে আবার বিশ্ববাসীর সামনে একটি প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রশ্ন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি? পৃথিবীতে কি চিরকাল সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজরাই রাজত্ব করিয়া যাইবে?

ইহার একটিমাত্র উত্তর হইল, না। বিশ্বের স্বাধীনতাকামী শান্তিকামী জনতা বজ্রকঠোর স্বরে ঘোষণা করিতেছে, না, ইহা হইতে পারে না।

আজ তাই বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের পাশে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক মিঃ আঁদ্রে মালরো। ফ্রান্সের পৃথিবী বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্রে মানবতার এই দুঃসহ অপমানের দিনে আগাইয়া আসেন নাই, আগাইয়া আসিয়াছেন ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা মঁশিয়ে আঁদ্রে মালরো। আগাইয়া আসিয়াছেন বিশ্বের বহু দেশের অসংখ্য সচেতন মানুষ।

বাংলাদেশের জনগণের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম আজ চরম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলার মানুষের অপূর্ব আত্মদান আজ সমগ্র পৃথিবীতে তুলিয়াছে অভূতপূর্ব সাড়া। ফ্রান্সের প্রাক্তন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী মিঃ আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। আঁদ্রে মালরোর এই ঐতিহাসিক ঘোষণা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করিয়া দিয়াছে। আঁদ্রে মালরো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের অবিসংবাদিত গণনায়ক জেনারেল দ্য গলের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মঁশিয়ে মালরো ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত লেখক। আর সম্ভবতঃ ফ্রান্সই একমাত্র দেশ, যেখানে এখনো বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবিরা চিত্রতারকাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী জনপ্রিয়। ৬৯ বৎসর বয়স্ক ফরাসী লেখক মালরোর ঘোষণা তাই সমগ্র ফরাসী দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কূটনৈতিক মহল এই ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আঁদ্রে মালরো জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। স্পেনে স্বৈরাচারী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন, চীনের গৃহযুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আঁদ্রে মালরোর কৃতিত্ব তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিষ্ট জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম সংগঠক। মালরো তাঁহার জীবনের এই সব সংগ্রামী ঘটনার পটভূমিতে রচনা করিয়াছেন অসাধারণ উপন্যাস। তিনি ১৯৬৯ সালে জেনারেল দ্য গলের

পরাজয়ের পর সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্য গল পন্থীদের মাঝে তাঁহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী মঁশিয়ে মালরো ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতের অন্যতম প্রতিভাবান প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন- 'পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র যে সময়ে ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশের জনগণের উপর পশুসুলভ বর্বর আচরণ অব্যাহত রাখিয়াছে- তখন আবেদন-নিবেদন কিংবা সম্মেলন করিয়া কোন ফল হইবে না।'

'লা ফিগারো' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দিয়া মঁশিয়ে মালরো লিখিয়াছেন- আবেদন-নিবেদনের দিন শেষ হইয়াছে। আজ ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর বর্বরতার একমাত্র জবাব সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলার জনগণকে যদি কেউ সত্যিই সাহায্য করিতে চান- তবে তাঁহাকে সশস্ত্র যুদ্ধে বাঙালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।'

আঁদ্রে মালরোর এই প্রত্যয় দৃঢ় ঘোষণা ফ্রান্সের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় একই সাথে ইহা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।

আঁদ্রে মালরো ইতিমধ্যে জানাইয়াছেন- তিনি তাঁহার ঘোষণা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী জনগণের সাহায্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তিনি এই বিবৃতি উলেখ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সম্প্রতি মঁশিয়ে মালরো সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, প্যারিসের বাইরে তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি এখন অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদটিও তাঁহার জানা এবং মঁশিয়ে মালরোর দৃঢ় ধারণা, বিশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত জনতার এই নব-উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

সত্তর বছরের এই বৃদ্ধ মানুষটি তাই বলিয়াছেন- আমি বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে চাই। মানবতার সপক্ষে নিপীড়িত জনতার এই সংগ্রাম একটি মহান সংগ্রাম। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ, হয়তো পদাতিক হিসাবে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমার হইবে না। 'তবে ট্যাঙ্কে চড়িয়া আমি পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুদের মোকাবিলা করিবার শক্তি রাখি।'

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক দুনিয়ার ঘটনাবলীর পটভূমিতে বিচার করিলে বুঝা যায়- তৎকালীন সময়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত।' আমাদের চোখের সামনে রহিয়াছে ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের মানুষকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে- যে জঘন্য পশুশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালীরা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই পশুশক্তি ইতিহাসের ঘৃণ্যতম নরপশু। বাঙালীকে আজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়া যাইতে হইবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে আজ আর অন্য কোন পথ নাই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সর্বশেষ জল্লাদী ষড়ষন্ত্র	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সর্বশেষ জল্লাদী ষড়ষন্ত্র

ইতিহাসের কি বিচিত্র পুনরাবৃত্তি!

দুই শত বছর আগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি' উদ্ভাবন করিয়াছিল। এই পলিসি অনুসারেই তারা সুচতুর কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, 'বঙ্গভঙ্গ' করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে বহুলাংশে সক্ষমও হইয়াছিল। তারপর দীর্ঘদিন কাটিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশরা বিদায় নিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সেদিনের ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে অনুসৃত বিভেদ নীতির বিষাক্ত ছোবলের ক্ষতচিহ্ন এই উপমহাদেশের বুক হইতে আজিও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। সেই যে বৃটিশ আমলে বাংলা বিভক্ত হইয়াছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া উহা দ্বিখণ্ডিতই রহিয়া গিয়াছে- জোড়া লাগে নাই, লাগিবেও না।

আর আশ্চর্য! দুই শত বৎসর পরে বাংলাদেশে পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদী শাসন অব্যাহত রাখার জন্য জঙ্গীশাহী আজ সেই একই সনাতনী বৃটিশ বিভেদ নীতিকেই তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পররাজ্যলোভী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসককুলের এই জঘন্য দুরভিসন্ধিটির প্রতিফলন ঘটিয়াছে জল্লাদ ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ায়। এই খসড়ায় বৃটিশ বিভেদ-নীতিরই অনুসরণে বাঙালী জাতির মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য একদিকে হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ এবং অপরদিকে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করার দূরভিসন্ধিমূলক সুপারিশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী সরকারের বেসরকারী মুখপাত্র পাকিস্তান টাইমসে ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রকাশিত ইহায়াছে। জঙ্গী শাসনের অধীনস্থ জনগণের উপর চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ইয়াহিয়া খান কিছুদিন আগে যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল সেই কমিটি খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার অপকর্মটি সম্পন্ন করিয়াছে। পাকিস্তান টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী খসড়াটিতে হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ করা হইয়াছে। কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, হিন্দুদের ভোটের জোরেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতিয়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং হিন্দুদের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। খসড়া শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে, আওয়ামী লীগের কোন লোক দলের নামে বা বেনামে কোনদিন পাকিস্তানের কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়, জল্লাদী শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাকে তিনটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা সংযোজিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী প্রদেশ গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক আইন পরিষদ থাকিবে।

প্রত্যেক প্রদেশে গভর্নর থাকিবে এবং গভর্নরই মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবে।

জঙ্গীশাহীর রাজত্বে এখন কড়া প্রেস সেন্সরশীপ। তা ছাড়া পাকিস্তান টাইমস সরকার সমর্থক পত্রিকা। আর ইয়াহিয়ার নিজের নিয়োগ করা কমিটি তার হুকুম মতই শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করিয়াছে ইহাতে সন্দেহের

অবকাশ নাই। সুতরাং ধরিয়া নেওয়া যায়, পাকিস্তান টাইমসে যে খসড়া শাসনতন্ত্রের বিবরণী ছাপা হইয়াছে, উহাই প্রকৃত জল্লাদী শাসনতন্ত্র। বাংলাদেশ এখন আর ইয়াহিয়া খানদের খাস তালুক নয়। বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশের ব্যাপারে জঙ্গীশাহী কোন কথা বলিলে তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপেরই সামিল হইবে। সে কারণেই ইয়াহিয়ার শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা নিয়া আমাদের কোন মাথাব্যথা নাই। কিন্তু তবু এ ব্যাপারে মন্তব্য করিতেছি আমরা শুধু এই কারণে যে, জল্লাদের এই সর্বশেষ তৎপরতার অন্তরালে রহিয়াছে এক সুগভীর চক্রান্ত। এ চক্রান্ত ভয়াবহ মারাত্মক, জঘন্য ইহার লক্ষ্য।

আমরা আগেই বলিয়াছি, উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে কোন প্রকারে হইক বিভেধ বিদ্বেষ তিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালী জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া বাংলাদেশকে পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের খোলা বাজার হিসাবে ব্যবহার করা এবং বাংলার মাটির সোনার সম্পদ ও বাঙালীর হাড়-মাংস-কলিজা হরিলুটের বাতাসার মত কামড়াইয়া ছিড়িয়া খাওয়া। আর এই বদমতলব হাছিলের জন্য গণবিরোধী পশ্চিমা শাসককুল ছল বল কল কৌশল কম প্রয়োগ করে নাই। ন্যায্য দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে যখনই কোন গণআন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, নির্যাতন, নিপীড়নের স্টীম রোলার চালাইবার পাশাপাশি তখনই পশ্চিমা শাসকরা হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, স্থানীয়-অস্থানীয় প্রশ্ন উস্কাইয়া দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ, সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে উহা বানচাল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। সাম্প্রতিক অতীতকালেও দেখা গিয়াছে, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন বানচালের জন্য ভাড়াটিয়া দুষ্কৃতকারীদের উস্কাইয়া দিয়া প্রথমে তোলা হয় মোহাজিরস্তান প্রদেশ গঠনের দাবী। তারপর ওঠে পৃথক উত্তরবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে স্বার্থবাদীদের এই অপপ্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। তারপর আসে বিগত নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি অতুলনীয় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। এক লোক এক ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগন আওয়ামী লীগের হাতে সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার তুলিয়া দেয়ায় বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হন সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা হিসাবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষককুল জনগণের এই রায়কে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আর তার ফলে পরবর্তীকালে কি ঘটিয়াছে, কিভাবে জঙ্গীশাহী হিংস্র বর্বরতায় বাংলার মানুষের উপর পশুর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কিভাবে শ্যামল বাংলার বুকে দশ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া নিঃস্ব কাঙ্গালে পরিণত করিয়াছে এবং সর্বোপরি ইয়াহিয়ার নিজের ভাষায় ‘পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী’ শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার জীবননাশের উদ্দেশ্যে বিচার প্রহসনের ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিয়াছে, সে কাহিনী সকলেরই জানা। আর ইহাও সকলেরই জানা যে, বর্বরতার দ্বারা বাঙ্গালী স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই- সম্ভব হইবে না।

নির্মম বাস্তবের এই প্রতিকূল সূর্যরশ্মির সামনে দাঁড়াইয়া জল্লাদশাহী তাই নতুন কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া ইয়াহিয়া খান এখন মাতিয়া উঠিয়াছে স্বকপোল কল্পিত এক শাহী ফরমানের উপর শাসনতন্ত্রের লেবেল লাগাইয়া উহাই জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়ার তোঘলকি খেয়ালে।

জঙ্গীশাহী জানে, স্বাধীনতার যুদ্ধ বাঙালী জাতির ঐক্যকে যেভাবে সুদৃঢ় ও সুসংহত করিয়াচে উহার কোন দ্বিতীয় নজির নাই। তারা জানে যে, এই ঐক্যে ফাটল ধরাইতে না পারিলে নিজেদের দূরভিসন্ধি হাসিলের কোন আশা নাই। তাই এই ঐক্যে ফাটল ধরাইবার সুচতুর কৌশল সংযোজিত হইয়াছে জল্লাদী শাসনতন্ত্রের খসড়ায়।

ইয়াহিয়া চক্রের ধারণা, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় তিনটি প্রদেশ গঠিত হইলে বাঙ্গালীরা আর এক কণ্ঠে এক জাতি হিসাবে কথা বলিবার সুযোগ পাইবে না। বরং উল্টো, ক্ষমতা, দাবী-দাওয়া এবং স্বার্থের প্রশ্নে

বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি হইবে। সেই অবস্থায় সহজেই বাংলাদেশেরই এক অঞ্চলের জনগণকে আরেক অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইবে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘসূত্রতার চোরাবালিতে আটকাইয়া যাইবে এবং অনৈক্যের ফাটল উহাকে দুর্বল করিয়া দিবে। ইহা ছাড়া হিন্দুদের ভোটাধিকার হরণ করা হইলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এবং ঐক্যের ক্ষেত্রেও ফাটল ধরিবে। জঙ্গীশাহীর ধারণা, তারা যখন বাংলাদেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তারপরেও এই বিভেদনীতির বিষময় প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের এক অঞ্চলের জনগণকে আরেক অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে শত্রুমনোভাবাপন্ন করিয়া রাখিবে। একইরকম অসদ্ভাব বিরাজ করিবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এখানেও ভুল করিয়াছে ইয়াহিয়া খান। তার এই দূরভিসন্ধি বাস্তবায়িত হইবার নয়। শেখ মুজিবের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালী জাতি এই সর্বশেষ জল্লাদী ষড়যন্ত্রও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
কাহার সঙ্গে আপোষ, কিসের আপোষ?	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ৫ম সংখ্যা	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

কাহার সঙ্গে আপোষ
কিসের আপোষ?
রাজনৈতিক ভাষ্যকার

স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের নিদের্শে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্ষয়িষ্ণু পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের শেষ প্রতিভূ জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া ভাড়াটিয়া হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় যতই প্রত্যাসন্ন হইয়া উঠিতেছে, বিশ্বের দশ দিগন্তে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সমর্থনে জনমত যতই বলিষ্ঠতর ভাষায় সোচ্চার হইতেছে, ইহারই পাশাপাশি ততই ঘণীভূত হইয়া উঠিতেছে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহলে সৃষ্ট আপোষ নামক বিভ্রান্তির ধূম্রজাল। এই বিভ্রান্তির কালো মেঘের গর্জনের জবাবে প্রলয় রাত্রির বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার সংক্ষুব্ধ হুঙ্কারের মতই উদ্ধত প্রশ্নের ভাষায় দিকে দিকে গর্জিয়া ফিরিতেছে দশ লক্ষ শহীদের আত্মা আর মুক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত কোটি কোটি বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর, 'কিসের আপোষ, কাহার সঙ্গে আপোষ?' আর সেই সঙ্গে যেন বাতাসে বাতাসে উদ্দামবেগে ভাসিয়া বেড়াইতেছে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠঃ ‘‘লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় লিপ্ত জল্লাদের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন ওঠে না বাংলার মানুষের রক্ত আর স্বাধীনতার সঙ্গে বেঈমানী করিয়া আমার কারামুক্তিলাভের।’’

স্বাধীন বাংলার নেতা ও জনতার এই প্রত্যয়দৃপ্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠস্বরকে দুর্বিনীত নিয়তির কণ্ঠস্বর বলিয়া ধরিয়া নিয়া বিশ্ববাসী জানিয়া রাখুক, বঙ্গবন্ধুর নিদের্শে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থামিবে না। মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং জন্মভূমির বুক হইতে হানাদার শত্রুসৈন্য বাহিনী প্রত্যাহারের আগে এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হইবে না বীর বাঙ্গালীর সমরাস্ত্রের ধ্বনি। দুশমনের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাঙ্গালী জাতির এই জীবনপণ সংগ্রামের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া নিলেই অধিকতর রক্তপাত এড়াইবার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘটিতে পারে, হইতে পারে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৭২ ঘন্টা 'ক্র্যাস বেঙ্গলী' প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানবেতিহাসের নজিরবিহীন ভয়াবহ বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দাবাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ আর হিংস্র বর্বরতার কাছে বাঙালী জাতি মাথা নত করে নাই। বরং যতই দিন গিয়াছে, ততই জোরদার হইয়াছে বাংলাদেশের মুক্তি- শত্রুমুক্ত হইয়াছে নয়া নয়া এলাকা। ফলে বেসামাল ইয়াহিয়া দশ লক্ষ বাঙালীর লাশের ওপর বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজাইয়া লিপ্ত হইয়াছে তাহার জীবনকে বাজি রাখিয়া রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের তস্করসুলভ জুয়া খেলায়। কিন্তু তাতেও হতোদ্যম হয় নাই বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

বরং অধিকতর শক্তি ও উদ্যম লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে হানাদার দুশমনের উপর। ক্রমাগত পর্যুদস্ত হইতে হইতে নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়াল বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত-জল্লাদ ইয়াহিয়া আপোষের চোরাবালিতে পথ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে পরিত্রাণের উপায়। মৃত পাকিস্তানে প্রাণসঞ্চার, পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের বিলীয়মান সৌধটিকে কোন মতে টিকাইয়া রাখা এবং নিজের জঙ্গী মসনদ খাড়া রাখার জন্য সে আপোষের আরজি লইয়া ইরান তুরানের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়াছে, দূত পাঠাইয়াছে তারই ভাষায় 'দেশদ্রোহী এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে বিচারাধীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। কিন্তু, পূর্ববর্তী খবরেই বলা হইয়াছে, বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু এই আপোষ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ বাঙালীর নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলায় লিপ্ত জল্লাদের সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ, কে, ব্রোহীর মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান এক রাখিতে সম্মত হইলে শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু কূটনৈতিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়া একটি বিদেশী বার্তা সংস্থা জানাইয়াছেন, বঙ্গবন্ধু জল্লাদী দূতের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'বাঙালীর রক্ত আর স্বাধীনতার সঙ্গে বেঈমানী করিয়া আমার 'কারা-মুক্তিলাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত মার্চ মাসের ১ তারিখ হইতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হইলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কিছুসংখ্যক ছাত্র-জনতা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। বঙ্গবন্ধু সেই সময় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকেই ন্যায়তঃ আইনতঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন বলিয়া মানিয়া নিয়া প্রতিটি ব্যাপারে অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে থাকে। ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ১০ই মার্চ ঢাকায় নেতৃত্ব সম্মেলন আহবান করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে উহার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন 'কার সঙ্গে বৈঠক, কিসের বৈঠকে বসিব? যে আমার মানুষের বুকে গুলি চালাইয়াছে তার সাথে?' সেই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বলেন, রক্ত যখন দিয়াছি রক্ত আরও দিব, কিন্তু বাংলার মানুষকে এবার মুক্ত করিয়া ছাড়িব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তারপর বহুদিন গত হইয়াছে, পরিস্থিতি, প্রেক্ষিত সবকিছুই আমূল পাল্টাইয়া গিয়াছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙ্গালী জাতি লিপ্ত হইয়াছে মুক্তিযুদ্ধে। বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খান হিংস্র বর্বরতায় হত্যা করিয়াছে দশ লক্ষ মানুষ, নিরাশ্রয় গৃহহারা দেশান্তরী করিয়াছে লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুকে। এই হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের তুলনায় ৭ই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তবু সেদিনের সেই বীর শহীদের চাপ চাপ রক্তের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া বঙ্গবন্ধু জল্লাদের সঙ্গে বৈঠকে বসিতে রাজী হন নাই। সামরিক শাসন প্রত্যাহার, ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপূরণ দানের আগে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে সম্মত হন নাই। আজ দশ লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তের নদী সাঁতরাইয়া বঙ্গবন্ধুরই মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী জাতি এবং তাহার অনুসারীরা জল্লাদ ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপোষ করিতে যাইবে এমন কথা যারা চিন্তা করেন, বা এমন বিভ্রান্তিকর ধারণাকে যারা ক্ষণিকের তরেও মনে ঠাঁই দেন, তারা আহাম্মকের স্বর্গেই বাস করিতেছেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যে কোন মতেই আপোষ হইতে পারে না, বাংলাদেশ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক বাংলার বাণীর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন- ইয়াহিয়া খানকে 'সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তি দিতে হইবে, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হইবে, হানাদার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া নিতে হইবে এবং জঙ্গী বর্বরতায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।' এই সব দাবী পূরণের পরই বিবেচনা করা হইবে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমরা আলোচনায় বসিব কিনা! গত ২৫শে সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অর্ধ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন। একই দিনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের

পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমদ বলেন ‘‘আমাদের কথা অতি সুস্পষ্ট। বৃহৎ শক্তিবর্গের গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত স্রোতকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।’’ বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী মহল বিশেষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ‘ আমাদিগকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে কিছু দিতে না পারেন, তবে স্বাধীনতার জন্য আমাদিগকে মরিতে দিন।’

নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের চার্চ সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে গত শুক্রবার জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষ হইতে সমগ্র বিশ্বকে জানাইয়া দিয়াছেন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং দখলদার বাহিনীর অপসারণ ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধানই বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

এদিকে গত শনিবার সৈয়দ নজরুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রী সভার এক বৈঠকের পর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ‘পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বিশ্ববাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।’

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন জল্পনা কল্পনা বা সন্দেহের অবকাশ নাই যে মৃত পাকিস্তানকে জীবিত করিয়া বাঙ্গালী জাতি কোন অবস্থাতেই ইয়াহিয়ার সঙ্গে কোনও আপোষে রাজী হইবে না। ইহার পরে আসে রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্ন। এ ব্যাপারেও বাঙ্গালী জাতির বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট।

রাজনৈতিক সমাধান বলিতে তারা বোঝে অধিকতর রক্তপাত এড়াইয়া আলোচনার টেবিলে বসিয়া মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন। ইয়াহিয়া যদি রক্তপাত এড়াইতে চাহে, সৈয়দ নজরুল ইসলামের চারটি পূর্ব শর্ত পূরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের দারোদঘাটিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক সমাধানের নামে অন্য কোন গোঁজামিল বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইহা কিসের আলামত

আর হইবে না জানিয়াই, মৃত পাকিস্তানকে কবর খুঁড়িয়া উঠাইয়া আনিয়া আবার উহাতে প্রাণসঞ্চারে বাঙ্গালী জাতি রাজী হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই ইয়াহিয়া খান আবার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্র শাণাইতে শুরু করিয়াছে। একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন, বঙ্গবন্ধুকে বিচার প্রহসনের মাধ্যমে যে শাস্তি দেওয়া হইবে উহা যাতে বিশ্বজনমতকে বিক্ষুব্ধ করিতে না পারে তজ্জন্য প্রবল প্রচারণা চালাইবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বিদেশস্থ উহার কূটনৈতিক মিশনগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। এক সার্কুলারে জঙ্গীশাহী সংবাদপত্র জগতকে এ ব্যাপারে প্রভাবান্বিত করার জন্য মিশনগুলির প্রতি নির্দেশ দিয়াছে। সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য ঢাকা হইতে ৪ জন সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক, ২ জন ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা এবং বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, ঢাকা ত্যাগের আগে এই সব ‘‘সাক্ষীকে’’ তালিম দেওয়া হইয়াছে। সাক্ষ্যদানকালে তাদের বলিতে হইবে যে শেখ মুজিব নিজেই অবাঙ্গালীদের হত্যা করার হুকুম দিয়াছিলেন। ‘সাক্ষীদের’ কেহ কেহ ইতিমধ্যেই ঢাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, অন্যরা এখনও পশ্চিম পাকিস্তানে সুরক্ষিত বন্দীশালায় আটক রহিয়াছে। ইহারা কোথায় আছে, সে কথা তাদের পরিবার পরিজনকেও জানিতে দেওয়া হয় না।

২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গত মঙ্গলবার জঙ্গীশাহীর এক ঘোষণায় বলা হয় যে, শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনে এ পর্যন্ত মোট ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে্ এই ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়া রাওয়ালপিণ্ডি হইতে এ, পি, এ, জানান যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন চলিতেছে। ঘোষণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু গোপন বিচার পুনরায় শুরু হইয়াছে। জঙ্গীশাহী জানায় যে, জনাব এ, কে, ব্রোহী, তিনজন

সহকারী মেসার্স গোলাম আলি, আকবর মির্জা এবং গোলাম হোসেনের সহায়তায় শেখ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সংবাদপত্রে শেখ মুজিবের মুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া জনাব ব্রোহী পিণ্ডি ফিরিয়া ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার সাতদিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর বিচার প্রহসন পুনরাম্ভ হয়। ঘোষণানুসারে দেখা যায় ১১ই আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবী ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে জাতিসংঘে জঙ্গী শাহীর প্রতিনিধি আগাশাহীসহ সরকারী কর্মকর্তারা বলিয়াছিল যে, 'বিচার চলিতেছে'। শেখ সাহেব কোথায় আছেন ঘোষণায় সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। তবে সর্বশেষ খবর অনুয়ায়ী তিনি লায়লাপুর জেলে আটক আছেন।

গুজব

এদিকে লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, সেখানে এই মর্মে জোর গুজব চালু হইয়াছে যে, শেখ সাহেবকে শিগগিরই মুক্তি দেওয়া হইবে। এমন কি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ প্রশ্নে আলোচনার আগেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইতে পারে। অপর এক খবরে বলা হয়, ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অশীতিপর পিতামাতাকে দেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হইতে পারে।

বিচার বন্ধ করো

সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানাইয়াছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানেরও আহবান জানান। সোভিয়েত শান্তি কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ হইতেও অনুরূপ আহবান জাননো হইয়াছে।

সিংহলী এম,পি,র উদ্যোগ

কলম্বো হইতে ডি, পি, এ জানান, সিংহলের ক্ষমতাসীন বামপন্থী যুক্তফ্রন্টভুক্ত পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ ভি, গুণবর্ধন জানাইয়াছেন যে, তিনি শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে পার্লামেন্ট সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন।

বিচার প্রহসন

'প্রাভদায়' প্রকাশিত সোভিয়েত আফ্রো-এশিয়ান সংহতি কমিটির এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারকে বিচারের নামে প্রহসন বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। প্রাভদায় বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানও দাবী করা হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিশ্ববাসী রুখিয়া দাঁড়াও	বাংলার বাণী মুজিব নগরঃ ৭ম সংখ্যা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বিশ্ববাসী রুখিয়া দাঁড়াও

মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন পাগলামীর তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে তেমনি যতই দিন যাইতেছে মানবেতিহাসের জঘন্যতম নরঘাতক দস্যু উন্মাদ ইয়াহিয়ার রণোন্মাদনাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ার পরিণতি আত্মঘাতী অপমৃত্যু জানিয়াও ইয়াহিয়া খান নিজের হাতে এই উপমহাদেশে একটা ভয়াল যুদ্ধের দাবানল ছড়াইয়া দিয়া একটা ভয়াবহ সর্বনাশের সূচনা না করিয়া ছাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে না। অবস্থাদৃষ্টে এই ধারণা পোষণ না করিয়া পারা যায় না যে, ইয়াহিয়া খান আজ যুদ্ধই চায়- 'টোটাল ওয়ার', সে চায় সর্বাত্মক যুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্রমাগত মার খাইতে খাইতে দিশাহারা বেসামাল ইয়াহিয়া খান আজ চাহিতেছে আরও বড় যুদ্ধ- সর্ববিধ্বংসী পাক-ভারত যুদ্ধ।

ইসলামাবাদের জঙ্গীশাসক কুল চূড়ামণি ইয়াহিয়ার এই রণোন্মাদনা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইবার পর উহাকে ভারতের কারসাজি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া সে বার বার ভারতের মুণ্ডপাত করিয়াছে, বার বার ভারতের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার ছাড়িয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানী, জঙ্গীশাহীর এই উন্মত্ত রণপাঁয়তারারই দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসাবে মাসাধিক কাল আগে স্বাক্ষরিত হয় ভারত সোভিয়েত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সেদিন সংগত কারণেই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে এই চুক্তি রণোন্মাদ ইয়াহিয়ার যুদ্ধের খায়েশ চিরতরে মিটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সাগরে যে ঘর বাঁধিয়াছে শিশিরে আর তার ভয় কি? যে ডুবিতেছে, অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে কি ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে উহা বিবেচনার অবকাশ তাহার কোথায়। তাই প্রত্যাসন্ন ভরাডুবির মুখে হিংস্র হায়েনার শেষ মরণ কামড়ের মতই নরদস্যু ইয়াহিয়া আজ পরিত্রাণের সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ইয়াহিয়ার রণপ্রস্তুতি চরমে উঠিয়াছে। বাংলার বাণীর বিশেষ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, জঙ্গীশাহী ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, রাজশাহী প্রভৃতি অধিকৃত শহরে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশে অধিকৃত এলাকার শহরসমূহ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইতিমধ্যেই বিমানবিধ্বংসী কামান বসানো হইয়াছে, স্থাপিত হইয়াছে দূরপাল্লার কামান, খনন করা হইয়াছে সুগভীর পরিখা। ইহারই পাশাপাশি করোগেটেড টিন সহযোগে নির্মিত হইতেছে বাঙ্কার। চট্টগ্রাম হইতে শুরু করিয়া ফেনী, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা সব খানেই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা নিজেরদের অবস্থান সুরক্ষিত করিতেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় কারফিউ জারি হইয়াছে। সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত জনপ্রাণীশূন্য করার কাজ পুরাদমে চলিতেছে। ক্যান্টনমেন্টগুলিতে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হইয়াছে।

এদিকে বিদেশী বার্তা সংস্থার খবরে জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে পুরাদমে রণপাঁয়তারা চলিতেছে। শহরে বন্দরে সর্বত্র ব্লাক আউটের মহড়া চলিতেছে। বিপুল সেনা সমবেশ ঘটানো হইয়াছে ভারত সীমান্তে। শতদ্রু

নদীর তীরে ভারী সামরিক যানের চাকা আর পাক সেনাদের পদসঞ্চারে বাতাসে বাতাসে উঠিয়াছে ধুলা বালির ঘূর্ণাবর্ত। চম্ব সীমান্তে সমস্ত বেসামরিক নাগরিকদের দূরে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু কেন? ইহা কিসের আলামত? নিঃসন্দেহে যুদ্ধের। সন্দেহতাতীভাবেই পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর এই রণ পাঁয়তারার লক্ষ্য হইল ভারত। আর এখানেই আসিতেছে আসল কথা। এখানেই নিহিত জঙ্গীশাহীর জঘন্যতম দূরভিসন্ধি।

সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, বাংলাদেশের মানুষ পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের শেষ প্রতিভূ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধে একদিকে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার সুমহান সংকল্পে উজ্জীবিত বাঙ্গালী জাতি, অপরদিকে রহিয়াছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করিয়া ইয়াহিয়া খান আগা গোড়াই চেষ্টা চালাইয়াছে ইহার মধ্যে ভারতকে টানিয়া আনিতে। ভারত বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে বাংলাদেশের যুদ্ধে, বাংলার মানুষেরই মুক্তিযুদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার এই যুদ্ধে ভারতের কোন ভূমিকা নাই। বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারত স্বৈরতন্ত্রী উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত এই সংগ্রামে বাঙ্গালী জাতির প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে। ইহাতে দোষের কি আছে? চীন যদি সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র যোগাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল মারণস্ত্র তুলিয়া দিতে পারে, তবে ভারতই বা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করিতে পরিবে না কেন?

কিন্তু বর্বর পশুশক্তির কাছে যুক্তির কোন মূল্য নাই। তার আজ প্রয়োজন যে কোনভাবে হউক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করিয়া দিয়া সারে সাত কোটি বাঙালীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা। আর এই জঘন্য উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যই ইয়াহিয়া আজ ভারতের বিরুদ্ধে রণপাঁয়তারা চালাইতেছে। একথা একটা বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয় যে যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার সাধ্য পাকিস্তানের নাই। কিন্তু তবু ইয়াহিয়া খান লাফাইতেছে কেন? কাহার ইঙ্গিতে, কিসের জোরে সে নর্তন-কুর্দন করিতেছে?

উত্তরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উদ্দেশ্যঃ বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন নস্যাৎ করিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মার্চ মাসের পরে ইয়াহিয়ার হাতে পৌনে সাত কোটি টাকার মার্কিন অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে। আর এই চৌর্যবৃত্তির পাপকে ঢাকা দেওয়ার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে দুরভিসন্ধিমূলক ‘সংযমের’ ললিত বাণী।

ইয়াহিয়া খান জানে, তার ভাড়াটিয়া বাহিনী ভারত আক্রমণ করিলে ভারত উহার সমুচিত জবাব দিতে এতটুকু দ্বিরুক্তি করিবে না। এই যুদ্ধ হইবে সত্য সত্যই এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। দাবালনের মত এই যুদ্ধ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। আর সে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধবন্ধ করার জন্য সম্ভবতঃ সবার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জাতিসংঘকে পাঠাইবে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব লইয়া। হয়তো বা যুদ্ধ বিরতি ঘটিবে। আলোচনা বৈঠকে সামনা-সামনি বসিবে ভারত ও পাকিস্তান। দুর্ভাগা বাংলা তার স্বাধীনতার দূর্বার স্বপ্ন বুকে লইয়া অবহেলায় পড়িয়া থাকিবে একান্তে। বাংলাদেশের উপর হইতে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সরিয়া যাইবে পাক-ভারত সংঘর্ষের উপর। আর এই ভাবেই চাপা পড়িবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। ইয়াহিয়া খান জানে তার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিয়া বাংলাদেশ দখলে রাখিতে পারিবে না। তাই সে আজ উপরোক্ত কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পদানত রাখিতে চায়। আর সে জন্যই চলিতেছে ভারতের বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত রণসজ্জা।

কিন্তু শান্তিকামী বিবেকবান বিশ্ববাসী কি রণোন্মাদ ইয়াহিয়ার এই মানবতা-বিরোধী রণপাঁয়তারার নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে? পাক ভারত যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য, বাঙালী জাতির স্বাধীনতার নিশ্চিত করার জন্য তাদের কি কিছুই করণীয় নাই?

এখনও সময় আছে। বিশ্বের শান্তিকামী বিবেকবান সমস্ত মানুষকে আজ এক যোগে রণোন্মাদ বর্বর ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারতের উপর আঘাত হানিবার আগেই সজোরে তার রক্তাক্ত হাত চাপিয়া ধরিতে হইবে- প্রচণ্ড চাপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ। আর শান্তি, প্রগতি, সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী মানবসমষ্টিকে আজ সর্বশক্তি লইয়া মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত বাঙালী জাতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ, ইয়াহিয়ার এই সর্বশেষ দুরভিসন্ধির বিজয়ের একমাত্র অর্থ হইবে সুসভ্য মানব জাতির চূড়ান্ত পরাজয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাই একমাত্র সমাধান	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ৭ম সংখ্যা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

মৃত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে নয়
স্বাধীন বাংলাই একমাত্র সমাধান
(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেও বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের সূত্র মিলিতে পারে বলিয়া ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী শরণ সিং যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে।

তাহাদের মতে শ্রী শরণ সিংহ-এর এই বক্তব্য ভারত সরকারের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিবিহীন। এই প্রসঙ্গে তাহারা ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কিছুদিন আগেকার একটি মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। গত মাসে কলিকাতায় শ্রীমতি গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছিলেন, "আমাকে বারবার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। আমি ভারতে বাংলাদেশ মিশনকে কাজ করিতে দিতেছি। ইহা কি এক অর্থে স্বীকৃতি দেওয়া নয়? শ্রীমতি গান্ধীর এই বক্তব্যের এই কথাই সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে ভারত সরকার পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না বরং তারা স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করিলেও স্বাধীন বাংলাদেশই বিশ্বাস করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলিয়াছেন, স্বাধীন বাংলাদেশই একমাত্র সমাধান। কিন্তু শ্রী শরণ সিং-এর মন্তব্যকে কোন মতেই শ্রীমতি গান্ধী ও শ্রী জগজীবন রামের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করা যায় না। তাই ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। এ ব্যাপারে বাংলার জনগণের বক্তব্য সুস্পষ্ট। ভারত মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত বাঙ্গালী জাতির জন্য যা করিয়াছে, তার কোন তুলনা নাই, এবং এজন্য বাংলার মানুষ চিরদিন ভারতের জনগণের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু একমাত্র সত্য যে ভারতের কোন মহল যদি মনে করিয়া থাকেন যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর, তবে মস্তবড় ভুল হইবে। দশ লক্ষ বাঙ্গালীর লাশের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া আবার পাকিস্তানের কাঠামো নামক উপনিবেশবাদী শাসনের নারকীয় গর্তের মধ্যে প্রবেশের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাংলার মানুষ চায় মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা।

এদিকে শ্রী শরণ সিং-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে সরাসরি কোন বক্তব্য পেশে বিরত থাকিলেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে জঙ্গীশাহীর সঙ্গে যে কোন প্রকার আপোষের সম্ভাবনার উপর চূড়ান্ত যবনিকা টানিয়া দিয়া পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতিসহ চারি দফা পূর্বশর্ত পূরণের আগে কোন আপোষের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি। পূর্ণ স্বাধীনাতা অর্জিত হইবার আগে আমরা ক্ষান্ত হইব না।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পূর্ণবাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান ঘোষণা করিয়াছেন পাকিস্তান আজ মৃত।

যাহারা পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করিতেছে তাহারা প্রকারান্তরে উপনিবেশবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণের স্বার্থকেই ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। এই অঞ্চলে যদি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে অবশ্যই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আমরা মনে করি স্বাধীনতার কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকিতে পারে না এবং যে কোন মূল্যেই তাহা আমরা অর্জন করিব।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ৭ম সংখ্যা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে
লণ্ডনে শ্রমিকদলের সম্মেলনে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী
জল্লাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেকের সুতীব্র ধিক্কার
(বৈদেশিক বার্তা পরিবেশক)

বৃটেনের শ্রমিক দলীয় জাতীয় কর্ম পরিষদ বাংলাদেশের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করিয়াছে এবং জাতিসংঘকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহবান জানাইয়াছে। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর সামরিক হামলা চালাইবার জন্য পাকিস্তানকে নিন্দা করিবার জন্য শ্রমিক দল আহবান জানাইয়াছে।

জাতীয় কর্মপরিষদের নামে প্রচারিত বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জাতিসংঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে এই রাজনৈতিক সমাধান আসিতে পারে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

ইংল্যাণ্ডের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মানুষের মর্মান্তিক বিপর্যয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সম্মেলনে শ্রমিক দলের প্রাক্তন মন্ত্রী মিসেস জুডিথ হার্ট দলের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষ হইতে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন তাহাতে বাংলাদেশের জনসাধারণের দ্বারা গণতন্ত্র সম্মত ভাবে নির্বাচিত নেতাদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।

এই বিবৃতিতে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সকল সাহায্যদানকারী রাষ্ট্রকে মানবিক জরুরী সাহায্য দান ছাড়া অন্য সকল প্রকার সাহায্য পাঠানো বন্ধ করিতে আহবান জানানো হইয়াছে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশে অবিলম্বে পাক-সামরিক উৎপীড়নের অবসান এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করিয়া শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী জানানো হইয়াছে।

বিবৃতিটি পেশ কালে মিসেস হার্ট বলিয়াছেন যে বাংলাদেশের এই ঘটনায় সারা এশিয়া মহাদেশে ভয়ঙ্কর বিপদের সূচনা করিয়াছে।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ পিটার শোর। লণ্ডনের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে মিঃ জন স্টোনহাউজ, মিঃ ব্রুস ডগলাসম্যানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ কার্ল টেলর বলিয়াছেন মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে অব্যাহত ভাবে অস্ত্রশস্ত্র দান করিয়া বাংলাদেশ সঙ্কটকে আরো ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে।

ওয়াশিংটন সিনেটের বৈদেশিক সাবকমিটির বৈঠকে ডঃ টেলর বলিয়াছেন 'পাকিস্তানে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইবার পর তুরস্কের মাধ্যমে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য অব্যাহত রাখিয়া মার্কিন সরকার একটি খুবই গর্হিত অপরাধ করিতেছে।'

ডঃ টেলর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন আগামী মাসে বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ অনাহারের কবলে পড়িবেন। এবং নতুন করিয়া শরণার্থী স্রোত আসিতে থাকিবে। তিনি বলেন শেষ পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা হয়তো দেড় কোটিতে পৌঁছাইবে। এই সংখ্যা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান।

গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদের নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ পদ্মবাহাদুর ক্ষেত্রী বলিয়াছেন যে নেপাল সরকার ও নেপালের অধিবাসীরা বাংলাদেশের বেদনায়ক ঘটনায় মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনাকে তুলনাহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের ব্যাপারে গণহত্যা ও অবাধ নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করিয়াছেন যে 'বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রাম শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সংগ্রামের অংশ।'

বোম্বাইয়ের রান্দ্রা সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের ছাত্রী এবং ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস গ্রুপের সভানেত্রী কুমারী নোয়ালো গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন আগামী ৪ঠা নভেম্বর রান্দ্রা হইতে প্রায় ২ হাজার স্কুল ছাত্রী বাংলাদেশের সমর্থনে এক পদযাত্রা শুরু করিয়া দক্ষিণ বোম্বাইয়ের কুপারেজ পর্যন্ত যাইবে।

গত ৫ই অক্টোবর ব্রাইটনের এক সমাবেশে বাংলাদেশের ব্যাপারে উদাসীন থাকায় জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সমাজকে ধিক্কার দেওয়া হয়।

গ্রেটবৃটেনের শ্রমিক দলের সম্মেলন উপলক্ষে এ্যাকশন বাংলাদেশ কর্তৃত্ব আয়োজিত এই সমাবেশে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ জন ষ্টোন হাউজ বলেন ইহা ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে জাতিসংঘ এই বৃহত্তম মানবিক দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। লর্ড ব্রকওয়ে, বৃটেনস্থ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের সদস্য ব্রস ডগরাস এবং জুলিয়াস সিলভারম্যান এই সমাবেশে বৃক্ততা দান করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য মিঃ পিটার শোর। বিপুল করতালির মধ্যে শ্রমিক দলীয় নেতা মিঃ ফ্রেড ইভান্স ঘোষণা করেন বাংলাদেশকে তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস দিয়া সাহায্য করা উচিৎ।

তাঞ্জানিয়া এবং জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাহার সাম্প্রতিক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়া জন ষ্টোন হাউজ বলেন, এই দুই দেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। তাহারা জন ষ্টোন হাউজকে বলিয়াছেন যে কোন একটি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করিতে আগাইয়া আসিলেই তাহারাও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিবেন। প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধ করিবার জন্য ইয়াহিয়া খানের নিকট বেশ কয়েকটি চিঠি লিখিয়াছেন।

জন ষ্টোন হাউস জাতিসংঘকে ক্লান্ত, জরাজীর্ণ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রমোদশালা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ যেখানে নাই এমন কোন বিষয় জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন জঙ্গীশাহীর ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার নয়া কৌশল	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১০ম সংখ্যা	২ নভেম্বর, ১৯৭১

নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন
জঙ্গীশাহীর ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার নয়া কৌশল

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

ইসলামাবাদের হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা লইয়াই শুধু ফ্যাসাদে পড়ে নাই- ইসলামাবাদ সাম্রাজ্য লইয়াও মহা ফ্যাসাদে পড়িয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে। জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের বিক্ষুব্ধ বেলুচিস্তান এবং মুক্তিকামী পাখতুনদের এখন আর বিশ্বাস করিতেছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জল্লাদশাহী এখন ‘‘আন্ধার ঘরে সবই সাপ’’ দেখিতে শুরু করিয়াছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত খান সেনাদের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনগণও এখন জঙ্গীশাহীর উপর তীব্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ হইতে যে এক ডিভিশন সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ইহাদের অধিকাংশই পশ্চিম-পাঞ্জাবী এবং অবশিষ্টদের মধ্যে কিছু সিন্ধি সৈন্য রহিয়াছে। কিন্তু বালুচ এবং পাঠান সৈন্য নাই। ভারতের সহিত সম্ভাব্য যুদ্ধের সুযোগ বিক্ষুব্ধ বালুচ-পাঠানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন এই ভয়েই ইহাদিগকে বদলী করিয়া ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে নেওয়া হয় নাই। উক্ত এক ডিভিশন সৈন্যের মধ্যে পাঠান বালুচ সৈন্য না থাকায় পাঠান ও বালুচ মুল্লুকে জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশে যাহারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম হইতেছে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্য নিবাসী তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উহাদের মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখা হইতেছে। বাংলাদেশে ইহাদের অবস্থা সম্পর্কে যাহাতে তাহাদের আত্মীয়স্বজন কিছু জানিতে না পারে তজ্জন্য বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা হইতে হানাদার সৈন্যগণকে অবাধে চিঠিপত্র লিখিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না। চিঠিপত্র কড়া সেন্সর করার পর ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধের প্রারম্ভে হানাদার নিহত সৈনিকদের লাশ ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইত। তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া লাহোর রাওয়ালপিণ্ডির রাজপথে জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে পুত্রহারা, স্বামীহারা, ভ্রাতৃহারা আর পিতৃহীন নর-নারীর সরোষ বিক্ষোভ মিছিলের পর হইতে জঙ্গীশাহী বাংলাদেশ হইতে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে আর সৈনিকদের লাশ প্রেরণ করে না। বাংলাদেশের নদীতে ভাসাইয়া দেয় কিংবা মাটিতে গাঁথিয়া রাখে। অবশ্য ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে নিহত সৈনিকদের লাশ প্রেরণ না করার আরও একটি কারণ আছে। তাহা হইতেছে- জঙ্গীশাহী এত লাশ আর বিমানে পাঠাইয়া কুলাইতে পারে না।

বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের মৃত্যু সংবাদ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ইদানীং জঙ্গীচক্র নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনদের সহিত এক নিদারুন প্রতারণা করিয়া চলিয়াছে।

জানা যায়, জঙ্গীচক্র বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা হইতে নিহত সৈনিকদের নামে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট নিয়মিত চিঠিপত্র লিখাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানায় নিয়মিত কিছু টাকাও প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

টাকা এবং চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে জঙ্গীচক্র নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছে যে, তাহারা বাঁচিয়া আছে।

নিহত সৈনিকদের বেনামীতে লিখিত এবসব পত্রে লেখা হয় যে, তাহারা (সৈনিকরা) ভাল আছে এবং 'হিন্দুস্তানের দুশমনদের' সহিত রীতিমত লড়াই করিয়া 'আল্লাহর ধর্মকে বাঁচাইতেছে।'

অপরদিকে ইসলামাবাদের হতাশাগ্রস্ত জঙ্গীচক্র বাংলাদেশের হানাদার সৈন্যদের প্রাণহানির আসল সংবাদ ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখন রাত দিন জোর প্রচার করিতেছে যে, ইসলামাবাদের সৈনিকরা বাংলাদেশের অমুক স্থানে অমুক দিন একজন ভারতীয় 'অনুপ্রবেশকারী'কে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করিয়াছে।

এইসব কাল্পনিক খবর প্রচার করিয়া জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মনোবলকে জোরদার এবং বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের আত্মীয়স্বজনকে প্রতারণা করার প্রয়াস পাইতেছে। তদুপরি ভারতের সহিত যুদ্ধের জিগির তুলিয়া বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজন তথা ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের স্বজনহারা জনসাধারণের মনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চলাইতেছে। প্রচারের গোলক ধাঁ ধাঁ ধুম্রজাল সৃষ্টি করিয়া জঙ্গীচক্র বাংলাদেশে খান সেনাদের কচুকাটা হইয়া যাওয়ার খবরটি চাপা দিয়া চলিতেছে।

ওয়াকেবহাল মহলের মতে ভারতের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইবার ফন্দিফিকিরের অন্তরালেও ইসলামাবাদের অসহায় জঙ্গীচক্রের বাংলাদেশে নিহত সৈনিকদের ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার এক সূক্ষ্ম অপচেষ্টা নিহিত রহিয়াছে। বাংলাদেশে সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বৈদেশিক সাহায্য ঋণ ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধের মাধ্যমে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের কায়েমী স্বার্থ ২৩ পরিবারের তথা গোটা ইসলামাবাদ সম্রাজ্যের অর্থনীতিতে ঠুটো জগন্নাথে দাঁড় করানোর এবং বহু বৎসরের অধ্যবসায় ও মোটা অর্থ ব্যয়ে সুশিক্ষিত সৈনিকদের ক্ষয়ের কোন কৈফিয়ৎ ক্ষমতা উন্মাদ জঙ্গীচক্র ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণের নিকট দিতে পারিবে না। তাই তাহারা যেনতেন প্রকারে ভারতের সহিত একটি যুদ্ধ বাধাইয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ফন্দী আঁটিয়াছে। একটি হইতেছে তথাকথিত পাক ভারত বিরোধের ডামাডোলের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামাবাদ বিরোধকে চাপা দেওয়া এবং অপরটি হইতেছে ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝানো যে, ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অর্থাৎ 'পাকিস্তানকে জিন্দা' রাখিতে গিয়া সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং অর্থনীতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গীচক্রের কোন ভাঁওতাবাজীই চলিবে না। ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যের জনসাধারণ গভীর আগ্রহ সহকারে জঙ্গীচক্রের সকল কারসাজী নীরবে পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছে। যেদিন আকাশ ভাঙ্গিয়া তাহাদের মাথায় পতিত হইবে সেইদিন ইসলামাবাদ সাম্রাজ্যেও এক চরম হানাহানি শুরু হইতে বাধ্য এবং তাহা ইরাকে নূরী আস সাইদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইলেও কেহ বিস্মিত হইবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সাম্রাজ্যবাদী খেলা	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১১শ সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সাম্রাজ্যবাদী খেলা

মানবতা ও মানবসভ্যতার চরমতম দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যাবাদের গদীনশীন কর্ণধার প্রেসিডেন্ট নিক্সন খেলাটা ভালোই জমাইয়া তুলিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত-পাক উপমহাদেশে নিক্সন যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে, উহা আগুন লইয়া খেলার সামিল। আর বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচালের উদ্দেশ্যে পাক-ভারত বিরোধ সৃষ্টির অনভিপ্রেত প্রচ্ছন্ন কারসাজি চালাইয়া, মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল মারণাস্ত্র তুলিয়াছেন। অথচ কি আশ্চর্য! সেই নিক্সনের মুখেই আজ সংযমের ললিত বাণী, শান্তির বাণী- সীমান্ত হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব। জগতের সব কিছুরই সীমা আছে। সীমা নাই সম্ভবতঃ শুধু সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হঠকারিতার।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাম্রাজ্যবাদী তস্করসুলভ চরিত্রের বীভৎস চরিত্রের বীভৎস চেহারাটি আরেকবার নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমেরিকা সফরকালে। শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিস্তর আলাপ আলোচনা হইয়াছে। নিক্সনের মুখ দিয়া অনেক ভারী ভারী কথাও বাহির হইয়াছে। শুধু একটিবারের জন্যও কোন মন্তব্য তিনি করেন নাই বাংলাদেশ প্রশ্নে। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে, পাক-ভারত উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে বাংলাদেশ ইস্যুকে সুরাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিক্সনকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিক্সন বাংলাদেশ ইস্যুকে পাত্তা না দিয়া, এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যও না করিয়া বারবার বলিয়াছেন, তিনি চান যাতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ না বাধে। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে নিক্সন ভারত পাকিস্তান সীমান্ত হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়, নিক্সনের চোখে যা পড়িয়াছে উহা হইতেছে পাক-ভারত যুদ্ধের আশংকা। কারণ, এই যুদ্ধ বাঁধিবার একমাত্র অর্থ হইতেছে তার যেটু নরপিশাচ ইয়াহিয়ার বিনাশ।

আর এই স্বার্থের ঠুলি চোখে লাগানো রহিয়াছে বলিয়াই বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাবাস কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়া তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। আর সে কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বা তার পরে নিক্সনের কণ্ঠে একটিবারের জন্যও বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উচ্চারিত হয় নাই। এই কারণেই শ্রীমতি গান্ধী যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইস্যুর অপরিহার্য সমাধানের গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্যক অবহিত করিতে চাহিয়াছেন, নিক্সন তখন দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ফাঁকা বুলির আবরণে নিজের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি চাপা দিতে চাহিয়াছেন।

আসলে নিক্সনের এই শয়তানী চেহারাটা নতুন কিছু নয়। মার্চ মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতে বিশ্বের বিবেকবান মানুষ মাত্রই জল্লাদ ইয়াহিয়ার নারকীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছেন।

এমন কি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী নেতা ও জনতাও জল্লাদী বর্বরতার প্রতিবাদে বিশ্ববিবেকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়াছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই মার্কিন কংগ্রেস পশ্চিম পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে। কিছুদিন আগে মার্কিন সিনেটও অনুরূপ বিল পাশ করিয়াছে। উহার পাশাপাশি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী, সাবেক রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলস, অধ্যাপক গলব্রেথ প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকের নেতৃত্বে মার্কিন জনমত ইয়াহিয়ার জঙ্গী বর্বরতার বিরুদ্ধে অধিকতর সুসংহত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রশ্নে ইচ্ছা- অন্ধ নিক্সনের জল্লাদ প্রীতির কোন হেরফের হয় নাই। বাংলাদেশ প্রশ্ন সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে একটি জ্বলন্ত মানবিকক ও রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে দেখা দিলেও এই সাত মাসের মধ্যে একটিবারের জন্যও নিক্সনের কণ্ঠে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য উচ্চারিত হয় নাই। বরং বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া, নিজ দেশবাসীর মতামতকে পদদলিত করিয়া কংগ্রেস ও সিনেটর সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করিয়া ভিয়েতনামে মার্কিন নরখাদক নিক্সন, বাংলাদেশের মাটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদ ইয়াহিয়ার হাতে অঢেল অস্ত্র তুলিয়া দিয়া চলিয়াছেন। আর বলা বাহুল্য সেই অস্ত্রের জোরেই সে ভারতের বিরুদ্ধে উন্মাদসুলভ রণহুঙ্কার ছাড়িতেছে। আর প্রেসিডেন্ট নিক্সন এলাকা হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়া ইয়াহিয়া খানের মতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত বিরোধের খোলস পরাইয়া উহা নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জঘন্য দুরভিসন্ধি চালাইতেছে।

আজ তাই সময় আসিয়াছে। আব্রাহম লিংকনের আমেরিকার যদি মৃত্যু না হইয়া থাকে, মার্কিন জাতিকে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিক্সন ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে হইবে, আগাইয়া আসিতে হইবে শান্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সমগ্র বিশ্ববিবেক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে নির্মূল করিয়া দেওয়ার জন্য নিক্সন যে সাম্রাজ্যবাদী খেলায় লিপ্ত হইয়াছে, উহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একযোগে আগাইয়া আসিতে হইবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী আর জল্লাদী ষড়যন্ত্রের চালে বাঙ্গালী জাতির মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের অর্থ হইবে সমগ্র মানব জাতিরই চূড়ান্ত পরাজয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রতিক্রিয়া	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১১শ সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রতিক্রিয়া

যতই দিন যাইতেছে ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক ক্রমে ততই সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া পশুদের দিশাহারা হইয়া পড়ার খবর আর গোপন নাই। অর্থনৈতিক অবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশের সকল বন্দর অকোজো। পশ্চিম পাকিস্তানের চরম বেকার সমস্যা, ছাঁটাই বরখাস্ত ও দেদার লক আউটের খবর শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের লৌহ যবনিকার অন্তরালেই আবদ্ধ নাই। বিভিন্ন দেশের দায়িত্বশীল পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে মানব সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু খুনী ইয়াহিয়ার সকল চক্রান্তের খবর। আমরা এমনি কিছু পত্রপত্রিকার উদ্ধৃতি এখানে বাংলার বাণীর পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলিয়া ধরিতেছি।

ডেইলী টেলিগ্রাফ

বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন প্রায় তিন মাস যাবত আমরা বাংলাদেশের কোন নৌবন্দরে জাহাজ পাঠাই নাই। গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদাতার নিকট উক্ত মুখপাত্র এই তথ্য প্রকাশ করেন।

এই জাহাজ কোম্পানী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে মালপত্র পরিবহন করে। বাংলাদেশ হইতে অধিকাংশ পাট এবং পাটজাত দ্রব্য এই জাহাজ কোম্পানীর মারফতই রপ্তানী করা হইত।

মুখপাত্রটি বলেন, আমাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল তথা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অর্থনীতির উপর ভীষণ চাপ পড়িবে।

আশাহি সিম্বুন

জাপান হইতে প্রকাশিত 'আশাহি সিম্বুন' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলিয়াছে ভারত উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে পাকিস্তানকে সকল সামরিক সাহায্যদান বন্ধ করিতে হইবে।

ইহার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সামরিক সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাদেরই শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে এবং তাহা বাংলাদেশে তাহাদের বর্বর কার্যক্রম চালাইয়া যাওয়ায় সহায়তা করিতেছে। ইহার ফলে প্রতিদিন চল্লিশ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশ হইতে পালাইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের সামরিক কার্যক্রমের সমর্থনে যে সকল সামরিক সাহায্য বিদেশ হইতে প্রদান করা হইতেছে অনতিবিলম্বে তাহা বন্ধ করা উচিত।

ইয়োমিউরি

জাপানের আর একটি পত্রিকা 'ইয়োমিউরি' তাহার ২৪শে অক্টোবরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে তিনটি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আজ ভারত উপমহাদেশে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

পত্রিকাটি বলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অধিনায়কের অনুধাবন করা উচিৎ ছিল যে শক্তির জোরে বাঙ্গালীদের দমন করিবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা 'ভারতের সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা তৎপরতা চালাইতেছে'- এই অজুহাতে সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন।

গার্ডিয়ান

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন ইউনিটসমূহ গত অক্টোবর মাসে ঢাকা বিমান বন্দরে আক্রমণ পরিচালনা করিবার প্রচেষ্টা চালায়। ঢাকার শহরতলীতে অবস্থিত বন্দরে তাহারা বহু গ্যাস পাইপ উড়াইয়া দেন এবং রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত বহু পরিমাণ পাট জ্বালাইয়া দেন।

মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক বিমান বন্দর আক্রমণের প্রচেষ্টা সামরিক বাহিনীর লোকদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ গেরিলাদের ছুড়িয়া দেওয়া তিন ইঞ্চি বোমা কলেরা ল্যাবরেটরীতে পড়ে। বিমান বন্দরের সঙ্গে ল্যাবরেটরীর সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে এবং উক্ত বোমাটি বিমানবন্দর হইতে ছয়শত ফুট দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় উপরোক্ত রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। রিপোর্টে আরো বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে বেকার সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শিল্প এলাকা করাচীতে যেখানে চারি লক্ষ শ্রমিক কাজ রিত বর্তমানে সেখানে শতকরা পঁয়ত্রিশ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতে করাচী এবং হায়দ্রাবাদে পঁচাত্তরটি সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সংস্থা প্রায় দশ হাজার শ্রমিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাইঃ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১১শ সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই
পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিকের যুক্ত বিবৃতি-

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। তাহারা গত ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের লইয়া একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অনুরোধ করিয়াছেন।

যাহারা ঐ আবেদনে স্বাক্ষর দান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, ছাত্রনেতা ও সমাজসেবী।

গত ৪ঠা নভেম্বর লাহোরে ঐ যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া তিনদিনের সফরে ঐ দিনই রাওয়ালপিণ্ডি হইতে লাহোর গিয়াছিলেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা বলিয়াছেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হইবার মত সঙ্কট দেখা দিয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনই এই সঙ্কট দূর করিবার সবচাইতে ভাল উপায়।

তাহারা বলেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহা ন্যায় বিচারের প্রাথমিক অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নামগুলি হইল- ইশেতেকলাল পার্টির প্রধান এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমস এর প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী খান।

স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশই বামপন্থী বলিয়া পরিচিত। লাহোরে পাক প্রেসিডেন্টের কাছে এই ধরণের আবেদন এই প্রথম। লাহোরকে পাকিস্তানের মুজিববিরোধী সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলিয়া মনে করা হয়।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, সুইডেনে বিপুলসংখ্যক পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে নিজেদের প্রভাব কার্যকরী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ২৮০ জন সদস্যের স্বাক্ষর যুক্ত এই আবেদন পত্রটি গত ৫ই নভেম্বর সুইডেনস্থ মার্কিন দূতাবাসে অর্পণ করা হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জননী বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নাইঃ কনসালটেটিভ কমিটির অভিমত	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১১শ সংখ্যা	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই
জননী বাংলার পূর্ব স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই
বাংলাদেশ কনসালটেটিভ কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত কনসালটেটিভ কমিটির দ্বিতীয় সভায় ন্যায়নীতির প্রতি নতি স্বীকার করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি পুনরায় আহবান জানান হয়। সভায় ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী কর্তৃক সভ্যতার মাথায় পদাঘাত তথা সকল ন্যায়নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া এখনও বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখার তীব্র নিন্দা করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে গত শনিবার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত কনসালটেটিভ কমিটির এই সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান, আওয়ামী লীগের শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার ও জনাব আবদুস সামাদ, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশ কংগ্রেস পার্টির শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রী মণি সিংহ উপস্থিত ছিলেন। ন্যাপের মওলানা ভাসানী অসুস্থতার দরুন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

সভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অটুট সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয় এবং স্বাধীনতাবিহীন অন্য যে কোন প্রকার আপোষ ফর্মুলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর সমর প্রস্তুতি এবং ভারতের উপর নগ্ন হামলা চালাইবার সংকল্পের নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, বাংলাদেশ সমস্যা হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিক ফিরাইয়া নেওয়ার জন্যই জঙ্গীশাহী পাক ভারত বিরোধের ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণ এবং সাফল্যের বিশেষ করিয়া সকল স্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জঙ্গীশাহীর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং ঐক্যবদ্ধভাবে হানাদারদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া এই জঘন্য চক্রান্ত প্রতিহত করার আহবান জানান হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, ইয়াহিয়া খান তথাকথিত বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নামে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করার প্রয়াস পাইতেছে। অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়া সভায় আরো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্যে সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র বাংলাদেশে গণহত্যার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে, সেইসব দেশের জনগণকে তাহাদের সরকারকে বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইতে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গৃহীত এক প্রস্তাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই চরম আত্মোৎসর্গের মূল উদ্দেশ্য বাসতবায়িত করার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে দিল্লীর পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে জনাব হোসেন আলী তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে বলপূর্বক আটক করিয়া রাখাকে জঙ্গীশাহীর বর্বরতার আরও একটি নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের দাবী জানানো হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ইন্দিরার ভারত একযোগে রুখিয়া দাঁড়াও	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ
ইন্দিরার ভারত একযোগে রুখিয়া দাঁড়াও
দুশমনকে খতম করো
(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

গান্ধী-নেহেরু-নেতাজী-ইন্দিরার মহান ভারত শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। ভারত আর বাংলাদেশ আজ দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র একই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যুগল পূজারী আদর্শ আর আত্মার নিবিড় ঐক্যসূত্রে গাঁথা শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আর ইন্দিরার ভারত আজ একই পররাজ্যলোভী জল্লাদ ইয়াহিয়ার হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন। এই আক্রমণ বাংলাদেশ আর ভারতের ৬২ কোটি মানুষের উপর। তাই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আর ইন্দিরার ভারতকে আজ একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ আঘাতের নির্মম প্রচণ্ডতায় দুশমনকে চিরতরে নির্মূল করিয়া দিতে হইবে। শত্রুকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন কোনদিন আর কোন উন্মাদ জঙ্গীবাজ বাংলাদেশ বা ভারতের মাটিতে হামলা করিতে সাহস না পায়।

এতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। কিন্তু বীর প্রসবিনী বাংলার দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পিছু হটিতে হটিতে সুনিশ্চিত পরাজয়ের আতঙ্কগ্রস্ত বেসামাল জঙ্গীশাহী বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারতীয় আক্রমণের ধুয়া তুলিয়া ভারতের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী পিণ্ডিচক্রের এই নগ্ন হামলার জবাবে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত হানিয়াছেন। বাংলাদেশেও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুর্বার গতিতে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে বাংলাদেশের শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে শত্রুর বিমান বহর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধারা মিত্র সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জড়ের মত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

পিণ্ডির জঙ্গীচক্রের যুদ্ধের খায়েশ ইতিমধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু দীর্ঘ আট মাস পূর্বে নিহত পাকিস্তানের লাশ বুকে জড়াইয়া জঙ্গীচক্র এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের দ্বারে দ্বারে পদলেহী কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বের হীনতম সাম্রাজ্যবাদ, মানবতার ঘৃণ্য শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইবার তাহার মুখোশ খুলিয়া ধরিয়া আপন মূর্তিতে নামিয়াছে। নিপীড়িত নির্যাতিত মানবতার তথাকথিত বন্ধু গণচীনও সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের এই সাপ নাচানো বাঁশীর সুরে মোহিনী সাপিনীর মত নাচিতেছে।

জাতিসংঘে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীন একযোগে ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্য প্রস্তাব আনিয়াছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

অপর দুই স্থায়ী সদস্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই দুটি দেশ অর্থাৎ ফ্রান্স ও বৃটেন বর্তমান মুহূর্তে সম্ভবতঃ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া চলিয়াছে।

আমরা জানি, বিশ্বের সরকারসমূহ যতই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন না কেন, সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী জনগণ বাংলাদেশের জনগণের এই ন্যায় সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। এই সমর্থন লাভ করিবার অধিকার বাংলার জনগণ অর্জন করিয়াছেন। বাংলাদেশের মরণজয়ী মানুষেরা চরম আত্মত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমেই এই সমর্থন লাভ করিয়াছেন। বিশ্বের স্বীকৃতিও বাংলার জনগণ এই উপায়ে অর্জন করিবেন। আর সেই দিনটি খুব বেশী দূরেও নয়।

কিন্তু আজ এই শুভদিনেও যে কোন বাঙ্গালীর চিত্ত বেদনায় বিপন্ন। বাংলার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও শত্রুর কারাগারে। তার কারামুক্তি আর শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলার জয়জয়ন্তী ত্বরান্বিত করার জন্যই আজ প্রচণ্ডতম শক্তিতে দুশমনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে- রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে শত্রুর পলায়নের সকল পথ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ ১। আমরা কৃতজ্ঞ ২। আর কোন পথ নাই	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

১

আমরা কৃতজ্ঞ

আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা গভীর কৃতজ্ঞ মহান জনগণ এবং মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। যেভাবে সামরিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া ভারত অকৃত্রিম আন্তরিকতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি এবং জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচনের এই জীবনপণ যুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উহার তুলনা নাই। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ ইন্দিরার ভারতের কাছে চিরকাল সুগভীর কৃতজ্ঞতার ঋণের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। আমরা কৃতজ্ঞ সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ ও সরকারের কাছে। যেভাবে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বানচাল করিয়া দিয়াছে, আমাদের সমর্থনে আগাইয়া আসিযাছে উহা চিরদিন স্মরণ থাকিবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতের সেই সব মহান বন্ধুদের যাঁরা নেপথ্যে থাকিয়া আমাদের এই সংগ্রামে অংশ নিয়াছেন।

স্মরণ থাকিবে পোল্যাণ্ডের প্রশংসনীয় ভূমিকা। আর সেই সঙ্গে আমাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ বাংলাদেশ বিরোধী রাষ্ট্রসমূহ। তাদের এই মানবতাবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকার বিচারের ভার আমরা ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া দিতেছি।

২

আর কোন পথ নেই

অবশেষে সেই ভয়াবহ আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষের শান্তির ললিত বাণীকে নিদারুণ হঠকারিতায় ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত করিয়া ইসলামাবাদের জঙ্গীশাসক চক্রের কুলচূড়ামণি জল্লাদ ইয়াহিয়া ভারতের উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে । বাংলার মাটিতে বীর মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ জল্লাদবাহিনী এবার পরাজয়ের সুতীব্র গ্লানির জ্বালায় দিশেহারা হইয়া হিংস্র ছোবল হানিয়াছে ভারতের মাটিতে। আর স্বাভাবিকভাবেই শত্রুর মোকাবিলায় প্রচণ্ড শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে ভারত- আক্রমণের জবাবে সজোরে পাল্টা আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে- শুরু হইয়াছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। সে যুদ্ধ ছিল এতদিন বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ আজ সেই যুদ্ধেই ইয়াহিয়া খান জড়াইয়াছে ভারতকে। শনিবার সকালে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর আশ্চর্য! ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিতে না উঠিতেই ভিয়েতনামে গণহত্যাযজ্ঞের নায়ক মানবতার জঘন্যতম দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন চক্র এই উপমহাদেশে ‘শান্তি ভঙ্গের আশংকায়, বিশ্বশান্তির শ্লীলতাহানির দুশ্চিন্তায়’ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকিয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বিরতি এবং সেনা প্রত্যাহারের জন্য মরিয়া হইয়া ওঠে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসিতেও বিলম্ব হয় নাই। তবে সুখের বিষয় বাংলাদেশ এবং ভারতের মহান বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশ ভারত বনাম পাকিস্তানের এই যুদ্ধকে আন্ত

র্জাতিকীকরণের মার্কিনী দুরভিসন্ধির প্রথম প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে ভারতের উপর জঙ্গীশাহীর হামলা এবং নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের মার্কিনী প্রয়াসের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্যসূত্র রহিয়াছে। যোগ সূত্র রহিয়াছে প্রায় একই সঙ্গে পিণ্ডি ও পিকিং হইতে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যাদানের মধ্যে। আজ এই উপমহাদেশে কিছু ঘটিতে না ঘটিতেই একই সঙ্গে পিকিং-ওয়াশিংটনে মরণার্তি ধ্বনিত হয়, বৈঠক বসে নিরাপত্তা পরিষদের। কারণ বিশ্বশান্তি বিপন্নের দুয়া। কারণ, বিশ্বশান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব জাতিসংঘের।

কিন্তু কণ্ঠ যদি আকাশ স্পর্শ করিতে পারিত, আজ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, মানবাধিকার লংঘন আর গণহত্যা প্রতিরোধও কি জাতিসংঘের সুমহান প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভূক্ত নয়? বিশ্বের মানুষ জানে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুরবৃত্তি করার জন্য বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আড্ডাখানা হিসাবে জাতিসংঘের জন্ম হয় নাই। জাতিসংগের জন্ম হইয়াছিল মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি রক্ষা- গণহত্যা রোধ আর মানবজাতির কল্যাণ প্রচেষ্টার সুমহান প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু যেদিন মানবেতিহাসের ঘৃন্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়ার লেলাইয়া দেওয়া ভাড়াটিয়া ডালকুত্তা বাহিনী- দশ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করিয়াছে, বাংলার শ্যামল মাটিতে রক্তের গঙ্গা বহাইয়াছে, নির্বিচারে মা-বোনের ইজ্জত লুটিয়াছে, ঘর-বাড়ী জনপদ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী শিশুকে গৃহহারা সর্বহারা দেশান্তরী করিয়াছে আর- কারান্তরালে নিক্ষেপ করিয়াছে স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেদিন জাতিসংঘ টুঁ শব্দটি করে নাই কেন? কেন সেদিন আজিকার এই যুদ্ধের উৎস জল্লাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই নিরাপত্তা পরিষদ বা খুনী নিক্সনের কণ্ঠে? আজো জল্লাদ ইয়াহিয়া তারই ভাষায় 'পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী' বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজাইয়া তাহার জীবন লইয়া তস্কর সুলভ রাজনৈতিক জুয়াখেলায় লিপ্ত, কিন্তু তবু কেন নিক্সন নীরব, কেন নীরব জাতিসংঘ আর নিরাপত্তা পরিষদ? বরং উল্টা আজ যখন বাঙ্গালী জাতির মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যের স্বর্ণতোরণের দ্বারপ্রান্তে, যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া বাহিনীর মরণদশা, তখন টনক নড়িয়া উঠিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের। ইসলামাবাদের খুনী দোসরদের পরিত্রাণের জন্য শুরু হইয়াছে প্রাণপণ প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া যা করিয়াছে, তার সেই হিংস্র বর্বরতা কারা ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচেষ্টারই সামিল। কারণ, বংলাদেশের জনগণের কাছে শেখ মুজিব আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পার্থক্য নাই। তবু কেন আজ বৃহৎ শক্তিবর্গ 'স্বাধীন দুনিয়ার নায়ক' আর সুসভ্য গণতন্ত্রী বলিয়া পরিচিত পাশ্চাত্য দেশীয় শাসককুল একটিবারও ইয়াহিয়ার এই উন্মত্ত হিংস্রতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারিল না? অথচ বলা হইয়া থাকে, হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্র পক্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র রক্ষা।

সুতরাং এতদিন যে কথা বলিয়া আসিয়াছি উহাই আজ দিবালোকের মত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গী ইয়াহিয়ার ক্ষয়িষ্ণু উপনিবেশবাদী দুঃশাসনের পতনোন্মুখ সৌধটি খাড়া রাখার উদ্দেশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ দেশ-দেশান্তরের গণবিরোধী শাসকচক্র চায় উপমাদেশের এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিককীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করিয়া দিতে। জল্লাদ ইয়াহিয়া আর তার মুরববীদের ধারণা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আহবান অনুসারে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি ঘটিলে শান্তি-আলোচনা টেবিলের দুই পার্শ্বে বসিবে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান। আর শৃঙ্খলিতা দুঃখিনী বাংলা তার স্বাধীনতার স্বপ্ন, মুক্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে অনাদৃত-অবহেলিত, শেখ মুজিব থাকিবেন জল্লাদের জিন্দাখানায়। আর এই ভাবেই নির্মূল হইয়া যাইবে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্ত আর জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচন করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণবিহীন সমাজ আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাধারী বাঙ্গালী জাতির জীবনপণ মুক্তি সংগ্রাম।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দস্যু আর ষড়যন্ত্রকারীর দল জানিয়া রাখুক, এ চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করিয়া দিবই। তারা জানিয়া রাখুক, আমরা একা নই- বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পার্শ্বে আছেন মহান ভারতের ৫৬ কোটি মানুষ- আর বিবেকবান বিশ্ববাসী। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আর গান্ধী-নেহেরু-নেতাজী-ইন্দিরার ভারত একযোগে হানাদার জল্লাদ বাহিনীর মোকাবিলা করিয়া যাইবে, দুশমনের মরণার্তির শেষ রেশটুকু নিঃশেষে বাতাসে মিলাইয়া যাওয়ার আগে আমাদের সমরাস্ত্রের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হইবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি, স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি আদায় আর সেই সঙ্গে মাতৃভূমির বুক হইতে শত্রুবাহিনীকে চিরতরে উৎখাতের আগে আমরা ক্ষান্ত হইব না।

যারা আজ ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধবিরতির আহাজারি করিয়া ছাতি ফাটাইতেছে তারা জানিয়া রাখুক, উপমহাদেশে জল্লাদ ইয়াহিয়া যে যুদ্ধের দাবানল ছড়াইয়াছে উহা যদি নির্ধারিত করিতে হয় সর্বাগ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে হইবে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হইবে, বাংলাদেশ হইতে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং তারপর একযোগে বাংলাদেশ-ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাইয়া প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধী-ইয়াহিয়া খানকে আলোচনা বৈঠকে মিলিত করার উদ্যোগ নিতে হইবে। ইহা আর কোন পথ নাই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজনৈতিক দিগন্তে	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

রাজনৈতিক দিগন্তে
যাত্রিক

আজ মৃত্যুঞ্জয়ী ৭ই ডিসেম্বর। এক বৎসর আগে ঠিক এই দিনটিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেদিনের পাকিস্তানের ২৩ বছরের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আর রাষ্ট্রীয় ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নে নিজেদের অবাধ মতামত পেশের সেই প্রথম সুযোগেই শেখ মুজিবের বাংলার মানুষ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিল চিরদিন কাহারো গোলাম হইয়া কলোনী হইয়া থাকার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম হয় নাই। সেদিন বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে নজীর বিহীন নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের বাংলাদেশ জানাইয়া দিয়াছিল বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের প্রমত্ত হুঙ্কারে আমরাই আমাদের শাসন করিতে চাই- বাংলাকেই করিতে চাই বাংলার ভাগ্যবিধাতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, নিঃসঙ্কোচ আন্তরিকতায়, আর অন্তহীন ভালবাসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বাংলার মানুষ সেদিন নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার তুলিয়া দিয়াছিল বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। এ রায় শুধুমাত্র একটি বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর রায় ছিল না- এ রায় ছিল সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর বলিষ্ঠ রায়- সে দিনের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীঘ ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করিয়া সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারী দলের মর্যাদা এবং সমগ্র পাকিস্তান শাসনের অধিকার লাভ করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে দুইটি সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া যায়। প্রথমতঃ বাংলার মানুষ স্বাধিকার চায়- পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। আর ৭ই ডিসেম্বর এই সত্যকেই সগৌরব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয় যে, একমাত্র শেখ মুজিবর রহমানেরই বাংলাদেশের এমনি সমগ্র পাকিস্তানের পক্ষ হইয়া কথা বলার অধিকার রহিয়াছে।

২৪ বৎসর আগে পাকিস্তান নামক রাজনৈতিক জারজ সন্তানের সৃষ্টি হইবার পর একটি দিনের জন্যও সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করিতে পারে নাই। দুই যুগ ধরিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবী পুঁজিপতি, শিল্পপতি, কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষক ষড়যন্ত্রকারীদের অদৃশ্য সূতার টানে যারাই ক্ষমতার আসনে সমাসীন হইয়াছে আবার চিৎপটাং হইয়া পড়িয়াছে, তারা সকলেই ছিল এই উপনিবেশবাদী দুঃশাসনেরই নাটবল্টু মাত্র। জনগণের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না- জনগণকে তারা না পারিয়াছে আপন করিতে, না পারিয়াছে জনমতের কাছে মাথা নত করিয়া তাদেরকেই সকল শক্তির উৎস ধরিয়া তাদেরকেই সকল শক্তির উৎস ধরিয়া তাদের ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র শাসন করিতে। দুই যুগের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট আমরা যা পাইয়াছিলাম তার নাম আর যাই হউক স্বাধীনতা নয়। বরং এইদিন স্বাধীনতার নামে শুধু গোলামীর জিঞ্জির বদল হইয়াছিল- ইংরেজদের বদলে আমরা আবদ্ধ হইয়াছিলাম পাঞ্জাবী উপনিবেশবাদের নির্মম শাসন ও শোষণের নিষ্ঠুর শৃঙ্খলে। এই শৃঙ্খলে বিশেষতঃ বাঙালী জাতির জন্য ছিল বৃটিশ পরাধীনতার চাইতে ভয়াবহ। শেখ মুজিবুর রহমানই একদিন বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ২০০ বৎসরে বাংলাদেশকে যতটা শোষণ করিয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা ২৩ বছরে তার চাইতে অনেক বেশী শোষণ করিয়াছে। ২৩ বছর ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষকের দল শাসনের নামে, ব্যবসায়ের নামে, বাণিজ্যের নামে বাংলার শ্যামল মাটিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাবলাইয়া খাইয়াছে বাঙ্গালীর হাড়, মাংস, কলিজা। ২৩ বছরে নির্মম দস্যুর মত বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনে সোনার বাংলাকে পরিণত করিয়াছে শ্মশানে, অন্তহীন দুঃখের ভাগাড়ে। বাঙ্গালী জাতির দুঃখ, বঞ্চনা এবং দুর্ভোগ

যত বাড়িয়াছে ততই তীব্রতর হইয়াছে তার দুর্জয় জাতীয়তাবদী চেতনা। বাঙ্গালী জাতির এই জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হওয়ার দুর্জয় বাসনা চরম রূপ লাভ করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর অপরাজেয় জাতীয়তাবাদী গণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রামের নির্ভীক সিপাইসালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। ছয় দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই আপাতঃ লক্ষ্য স্বাধিকারের দাবীর অন্তরালে যে চূড়ান্ত লক্ষ্য নিহিত ছিল সে সম্পর্কেও তিনি জনগণের কাছে আভাস দিতে ভুল করেন নাই। ১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারই প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলার ছাত্র, যুবক, শ্রমিক জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন, ‘‘ছয় দফা যদি মানিয়া না নেওয়া হয় তবে কয় দফা দিতে হইবে আমার জানা আছে। যখন দরকার হইবে আমিই বিপ্লবের ডাক দিব, তোমরা প্রস্তুত থাকিও।’’ ষড়যন্ত্রকারী এবং শাসককূল যে সহজে জনগণকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সকল শক্তির উৎস বলিয়া মানিয়া নিয়া তাদের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করিবে না বঙ্গবন্ধু ইহা জানিতেন। আর জানিতেন বলিয়াই ভোট চাহিতে গিয়াও তিনি জনগণের প্রতি সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিষ চাইঃ একটি তোমাদের ভোট, আর একটি যখন আন্দোলনের ডাক দিব তখন সর্বশক্তি লইয়া দুশমনের মোকাবিলা করিবার ওয়াদা। প্রলয়-বিধ্বস্ত দুর্ভাগা বাংলার উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শনে শেষে ঢাকা ফিরিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩শে নভেম্বর হোটেল শাহবাগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের দুইশোর ও বেশী সাংবাদিক যোগদান করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে চাই। নির্বাচন যদি হয় ভাল। আর যদি নির্বাচন না হয় সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা অধিকার আদায় করিব। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলের যে দশ লক্ষ ভাইবোন প্রাণ হারাইয়াছে তাদের কাছে আমরা ঋণী। তাদের কাছে এই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারঃ প্রয়োজনবোধে আরো দশ লক্ষ বাঙ্গালী শহীদ হইব। তবু আমরাই আমাদের দেশ শাসন করিব- বাংলাকেই করিয়া তুলিব বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

এই পটভূমিতে গত বছর ৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ ভোটকেন্দ্রে গমন করে। তাদের এই দিনের রায়-নিজেরাই নিজেদের শাসক ইহবার রায়- বাংলাকেই বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা করা রায়। আর এই রায় নিঃসন্দেহে দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করিয়াছে। আজিকার মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা এবং বৈধতা সপ্রমাণেও তাই ৭ই ডিসেম্বরের রায়ের ভূমিকা অপরিসীম, অনস্বীকার্য। ৭ই ডিসেম্বরের সেই রায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-শোষকের দল মানিয়া নেয় নাই। কিন্তু বাংলার মানুষও শক্তির দাপটের কাছে মাথা নত করে নাই- নীরবে বরদাস্ত করে নাই বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর জল্লাদের হামলা।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম ২৬শে মার্চ। মাত্র আট মাস আগে বাঙ্গালী জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতার পতাকা আর সমরাস্ত্র হাতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আট মাসে ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির হিংস্র জল্লাদী ছোবল, মানবেতিহাসের নজিরবিহীন বীভৎস নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, হানাদার বর্বর ডালকুত্তা বাহিনীর পাশবিক নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ আর নির্যাতনের নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়া, আকস্মিক আঘাতের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটাইয়া, স্বাধীনতার দুর্গম বিসর্পিল পথের প্রান্তে প্রান্তে শাঠ্য ষড়যন্ত্র বাধাবিপত্তির মরণ ফাঁদ এড়াইয়া আপোষহীন সংকল্পে সামনে আগাইয়া পাল্টা আঘাত হানিতে অনেকটা সময় কাটিয়া গিয়াছে বাঙালী জাতির। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা আর এতটুকু কালক্ষেপণও তারা করে নাই। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাধীনতার স্বর্গতোরণের নির্দিষ্ট পথে আগাইয়া চলিয়াছে বাংলার মানুষ অপ্রতিহত বেগে। বুকে বুকে হানাদার দুশমনের উপর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের লেলিহান চিতাগ্নি, অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতার দুর্মর স্বপ্নের বন্যা, আর বাংলার মুক্তি সেনাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়াছে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রদীপ্ত আলোকমালা। সেই আলোতেই পথ দেখিয়া তারা অবিচল দৃঢ়তায় শত্রুবাহিনীকে কচুকাটা করিতে করিতে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুনিশ্চিত সোনালী সূর্যের আলোর রাজত্বে। এবার চরম আঘাত হানিবার পালা। বাংলাদেশের দিকে দিকে দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে দুশমনের উপর

প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া চলিয়াছে- সর্বত্রই তাদের জয় জয় কার। বাংলার দশ-দিগন্তে আজ স্বাধীন বাংলার জয় জয়ন্তীর তুর্যনাদ। এই সাফল্যের তুলনা নাই। পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালে মাত্র আট মাসের মধ্যে একটি জাতির মুক্তিযুদ্ধের এমন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের আর কোন নজির নাই।

শুধু তাই নয়, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে বাঙ্গালী জাতি। গত বছর ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছিল বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে এক নজিরবিহীন রেকর্ড। কিন্তু সেদিনের পাকিস্তানের গণবিরোধী স্বৈরাচারী রাজশক্তি বাংলার মানুষের সেই নিরস্ত্র বিল্পবের রায়কে সহজ ভাবে মানিয়া নেয় নাই। জঙ্গীচক্র যে বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকার করিবে না, একথা অজানা ছিল না বাংলার নেতা ও জনতার কাছে, তাই নীরবে নিভৃতে চলিয়াছে- শক্তি দিয়া শক্তির মোকাবিলা কারা প্রস্তুতি। যখন সময় আসিয়াছে সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া নিয়া প্রমত্ত হুঙ্কারে গর্জিয়া উঠিয়াছেন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ 'বাংলাদেশ স্বাধীন। শত্রু আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। সজোরে পাল্টা আঘাত হানো।' বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ নির্দেশ বাতাসে মিলাইয়া যাওয়ার আগেই হাতে অস্ত্র তুলিয়া নিয়াছে বাংলার মানুষ। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ৭২ ঘন্টায় বাঙ্গালী জাতি নির্মূল করার জল্লাদী খোয়াব ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দিয়া শেখ মুজিবের অনুসারীরা মুগ্ধবিস্মিত বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিয়াছে শুধু ব্যালটেরই নয়- বাঙ্গালীর বুলেটের জোরও কত বেশী। গত বছরের সাতই ডিসেম্বর আর এবারের সাতই ডিসেম্বর একই সগর্ব সগর্বে পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির ইচ্ছাকে, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া দেওয়ার শক্তি কাহারও নাই- কেহই পারে না একটি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন বানচাল করিয়া দিতে। ৭ই ডিসেম্বর তাই মৃত্যুঞ্জয়ী।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
চিঠিপত্রের জবাব	বাংলার বাণী মুজিবনগরঃ ১৫শ সংখ্যা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

চিঠিপত্রের জবাবে

আজাদ

আনোয়ারা বেগম

বনগাঁ

প্রঃ- সাত মাস হইল দেশান্তরী হইয়াছি। কবে আবার দেশে ফিরিতে পারিব।

উঃ- উতলা হইবেন না বোন। আপনাদের অগণিত সন্তান, অগণিত ভাই মাতৃভূমিকে শত্রু মুক্ত করিয়া আপনাদের ঘরে ফিরাইয়া আনার জন্য জীবনপণ যুদ্ধে নিয়োজিত। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা ও সাধনার শেষ নাই। সুদিন যখন আসিবে, নিশ্চয়ই আপনারা ঘরে ফিরিতে পারিবেন- দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক।

মাসুদ হোসেন

টাঙ্গাইল।

প্রঃ- বলিতে পারেন এই যুদ্ধ কবে থামিবে?

উঃ- যেদিন স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, যেদিন বাংলাদেশে হানাদার দুশমনের কবল মুক্ত হইবে।

অনিরুদ্ধ

বর্ধমান।

প্রঃ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র এবং আদর্শ কি?

উঃ- স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণবিহীন সমাজ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা।

সাহাদত হোসেন

কালিগঞ্জ

প্রঃ- বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করিতেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের কি কর্তব্য?

উঃ- সে দায়িত্ব আরও কঠিন। মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইবার পর মুহূর্তেই অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা লইয়া শান্তি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার, সামাজিক পুনর্গঠন এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

সালামতউল্লাহ

ফরিদপুর।

প্রঃ- যে স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, এই স্বাধীনতা হইবে কাহার জন্য?

উঃ- সকলের জন্য। স্বাধীনতার সুবর্ণ ফসল সকলের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সংগ্রামই অধিকতর কঠিন স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আবদুল করিম

বনগাঁ।

প্রঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল কেন?

উঃ- নিক্সনের ল্যাঙ্গট জল্লাদ ইয়াহিয়াকে মদদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস, ভারতের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হইলে ভারত পাকিস্তানের কাছে কাবু হইয়া পড়িবে। আর এইভাবেই ভারতকে নাজেহাল করা যাইবে। ভারতের 'অপরাধ' সম্ভবতঃ এই যে, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে।

অঞ্জনা রায়

কলিকাতা

প্রঃ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কি আগে কোন আভাস দিয়াছিলেন।

উঃ- বাঙ্গালী জাতির দাবী আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, সে আভাস তিনি জাতিকে সব সময়েই দিয়াছেন। নির্বাচনী প্রচার সভাগুলিতেও তিনি জনগণের কাছে সমস্ত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি জিনিস চাহিয়াছেন; একটি ভোট আরেকটি আপোষহীন সংগ্রামের ওয়াদা। তিনি বলিয়াছেন নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে দেখাইতে হইবে আমরা কি চাই। আর আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যদি বানচাল করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সুতরাং আমাকে শুধু ভোট দিলেই চলিবে না। যখন সংগ্রামের ডাক দিব, তখন সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলিয়াছিলেন, 'ছয়দফা' যদি মানিয়া লওয়া না হয় তখন কয় দফা দিতে হইবে সে আমি জানি। সময় যখন আসিবে, আমি বিপ্লবের ডাক দিব। প্রস্তুত থাকিও। উপকূলীয় প্রলয় বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৩শে নভেম্বর ঢাকার হোটেল শাহবাগে ২ শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন নিয়মতান্ত্রিক পথে আমাদের অধিকার আদায়ের প্রয়াস যদি বানচাল করিয়া দেওয়া হয় বিশ্ববাসী আর ষড়যন্ত্রকারী শাসক-শোষকেরা জানিয়া রাখুক সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা উহা আদায় করিব। যে দশ লক্ষ মানুষ দুর্ভাগা বাংলার উপকূলে প্রলয় রাত্রির হিংস্র ছোবলে প্রাণ হারাইয়াছে, তাদের আত্মার প্রতি আমাদের ইহাই দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রয়োজবোধে আরও দশ লক্ষ লোক শহীদ হইব। কিন্তু তবু আমরাই আমাদের শাসন করিব, বাংলাকেই করিয়া তুলিব বাংলার ভাগ্যবিধাতা।

তরিকুল আলম

বসিরহাট।

প্রঃ- বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হইবার পর কারা স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ করিবেন?

উঃ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাহার যে সব অনুসারী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা মহান মর্যাদা রক্ষা করিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে।

শফিকুল আলম

বসিরহাট

প্রঃ- যে সামন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে স্বাধীন বাংলায় তাদের স্থান হইবে কোথায়?

উঃ- কবরে। ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জনগণের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। নির্বাচিত সদস্যদের যদি কেউ দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে বেঈমানী করে তাকে জ্যান্ত কবর দিয়া দিও।

সেলিনা আখতার

সিলেট।

প্রঃ- বিদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের সব চাইতে বড় বন্ধু এবং সব চাইতে বড় দুশমন কে?

উঃ- সব চাইতে বড় বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আর সব চাইতে বড় দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন।

আতাহার আলী

কুষ্টিয়া।

প্রঃ- আমি একজন ছোট দোকানদার। বাংলাদেশ স্বাধীন হইলে কি আমার ভাগ্য পরিবর্তিত হইবে?

উঃ- বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য তো সুখে দুঃখে একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং আপনার একার ভাগ্য পরিবর্তনের প্রশ্ন তো অবান্তর। সামগ্রিকভাবে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই তো এত রক্তপাত, এত ত্যাগ তিতিক্ষা- এই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জনৈক মুক্তিযোদ্ধা

ফরিদপুর।

প্রঃ- হাজার হাজার বাঙ্গালী যখন অস্ত্র লইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তখন আপনারা রণাঙ্গন হইতে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া কাপুরুষের মত কলমবাজি করিতেছেন। লজ্জা করে না আপনাদের।

উঃ- না। আপনার মত আমাদের যে সব বীর ভাই বন্ধু জীবনের ঝুঁকি লইয়া রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবিলা করিতেছেন তাদের অবদানের কোন তুলনা নাই। তবে একটা কথা, কলমবাজি করিতেছি ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়- দেশ ও নেতার আদর্শের বাণী প্রচারের প্রয়োজনে। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি এবং জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচনের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই আপনারা যেমন সমরাস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছেন, আমরা কলমের সাহায্যে লড়াই করিতেছি। আপনারা এবং আমরা একই যুদ্ধের দুই পৃথক ফ্রন্টের সৈনিক। একই 'হাই কম্যাণ্ডের' নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধের প্রয়োজনেই আপনারা রণাঙ্গনে, আমরা পত্রিকা অফিসে। একই সংগঠনের আমরা সদস্য। আমাদের মধ্যে এ ধরণের ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকাই কি সমীচীন নয়?

শ্রীকৃষ্ণ

বাগদা।

প্রঃ- ভুট্টো এখন কি করিতেছে?

উঃ- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খায়েশ তার চুরমার হইয়া গিয়াছে। তাই বাংলাদেশের আশা ছাড়িয়া 'নতুন পাকিস্তান' গঠনের চেষ্টা-তদ্বিরে ব্যস্ত। আরেকটা ডিউটি আছে তার। ইয়াহিয়ার জুতা পালিশ করা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এই যুক্ত কর্মদ্যোগকে সংগ্রামের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিন	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

এই যুক্ত কর্মদ্যোগকে সংগ্রামের সকল স্তরে ছড়াইয়া দিন

যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী দলগুলির এক বৈঠকে একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাপ, জাতীয় কংগ্রেসের এই যৌথ উদ্যোগকে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ অভিনন্দন জানাইবে। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ব্যতীত সাফল্য অর্জন দুরূহ। বিশেষতঃ যেখানে আমাদের একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত নিয়মিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করিতে হইতেছে। যেখানে লক্ষ্য এক সেখানে পৃথক পৃথকভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা সময় ও শক্তির অপচয়। শত্রুকে বিভিন্ন ফ্রন্টে পর্যুদস্ত করার জন্য সমস্ত জাতির সহযোগিতা সকল দলের ঐক্যবদ্ধ কর্মদ্যোগের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে, স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী ইহা আশা করিয়াছে। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমন্বেয়ে গঠিত ৮ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি তাহাদের সেই আশা পুরা করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

সংগ্রামী দেশবাসী ও বিভিন্ন দলের সাধারণ কর্মীগণ এইভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল হইলেও প্রায় ছয় মাস যাবৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত দলগুলি যার যার নিজস্ব পরিকল্পনা লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সাধ্যমত লড়াই করিতেছিল। সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে আপন আপন পথে চলার নজীর দেশবাসী খুব ভাল চোখে দেখিতে পারে না। কারণ, সংগ্রামে জয়ের পথ ইহাতে অহেতুক জটিল ও দীর্ঘ হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার স্থলে দেখা দেয় ভুল বুঝাবুঝি।

শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কতিপয় পন্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, বৃটেনের রক্ষণশীল মন্ত্রীসভায় শ্রমিকদলীয় সদস্যদের গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সকল মতের প্রতিনিধিস্থানীয় দলকে গ্রহণ করিয়া সাধারণভাবে নাজীবাদের বিরুদ্ধে তাহারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়াছে। মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন দলকে গ্রহণ করিয়া মুক্তফ্রন্ট গঠন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা হইল ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন। ভিয়েতনাম, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি কোন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে সংগামরত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে এই রকম যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। এই ধরণের যুক্তফ্রন্ট শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা হইতে মুক্ত এলাকায় শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগ্রামের সকল স্তরে একটি সর্বোচ্চ পরিষদ হিসাবে কাজ করে। ইহার অধীনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য থাকে সমর পরিষদ এবং মন্ত্রী পরিষদ।

ইহা ছাড়া তৃতীয় একটি পন্থা রহিয়াছে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য উপদেষ্টা কমিটি বা পরিষদ গঠন। উপদেষ্টা

---

* নতুন বাংলা। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (সভাপতিঃ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ) কর্তৃক বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কমিটি গঠনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য হইতে স্থির করা হয় যে উহা মন্ত্রিসভার অদীনে শুধুমাত্র সময়ে পরামর্শ দিবে, না ইহা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিবে। কখনও কখনও এই ধরণের উপদেষ্টা কমিটি মন্ত্রিসভার অধীন হইয়া পড়ে আবার কখনও ইহা মন্ত্রিসভার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়া সরকার জনসাধারণের দাবী দাওয়া বিবেচনার নামে একটি রক্ষাবর্ম সৃষ্টি করে। অতীতে আমাদের দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ ধরণের বহু অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু কার্যকালে এই সব কমিটির তৎপরতা কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির গুরুত্ব অনেক। প্রথমতঃ শত্রুকে আঘাত হানার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সকল দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দলের কর্মপ্রচেষ্টা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাই হউক না কেন- ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। লক্ষ্য এক হওয়া সত্বেও এই প্রাবহগুলিকে তুলনা করা চলে নদীর সাথে। ছোট বড় সকল নদীই সমুদ্রে মিলায়। কিন্তু প্রবাহগুলিকে একটি প্রকাণ্ড খাতে পরিচালিত করিলে উহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী বেগের সঞ্চার হয়। বিভিন্ন দলের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সংগ্রামকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালনা করিলে উহা হইতে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ এই উপদেষ্টা কমিটিতে যে নেতৃবৃন্দ রহিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্য। পরাধীন আমলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী সংগ্রামে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধী সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় ইহারা সকলেই উত্তীর্ণ সৈনিক। সুতরাং অতীতের প্রথম সারির সৈনিকগণ আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করিলে জনগণের মনে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

এই উপদেষ্টা কমিটির নিকট হইতে আমরা এমন কর্মপন্থা আশা করিব যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্র হইতে রণক্ষেত্র পর্যন্ত এই ঐক্যের বিশাল বলিষ্ঠ কার্যকর্ম সক্রিয় থাকে।

রণক্ষেত্রে ও প্রচারণাযুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলার জন্য এই যক্তি পদক্ষেপের ফল ইতিমধ্যেই ফলিতেছে। অধিকৃত বাংলাদশের পুতুল গভর্নর ডাঃ মালিক কর্তার ইচ্ছায় প্রতিধ্বনি করিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শত্রু এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির ভয়ে এমনই বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা এখন প্রলাপ বকিতেছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের জন্য বিশ্বব্যাপী দাবী সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকিয়া আওয়ামী লীগের সহিত আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশের মত নির্বোধ পুনরুক্তি করিতেছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এক সার্বিক যুদ্ধে রত। এই সার্বিক যুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য সংগ্রামী সকল দল মতকে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উপদেষ্টা কমিটি আমাদের সংগ্রামী ঐক্যের প্রতীক। ইহাকে সংগ্রামের সকল স্তরে যুক্ত কর্মদ্যোগের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে। সংগ্রাম পরিচালনার সকল স্তরে কীভাবে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা যায় তাহা ছাড়ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অধীনে সকল সংগ্রামী এই শরিক দলগুলিকে আরও তৎপর করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যেকারে সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
আপোষ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ পার্টির যুক্ত ঘোষণা	নতুন বাংলা মুজিবনগরঃ ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আপোষ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা
পাঁচ পার্টির যুক্ত কমিটি গঠন ও যুক্ত ঘোষণা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলকে লইয়া একটি উপদেষ্টা (কনসালটেটিভ) পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই রাজনৈতিক দলগুলি হইতেছে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ভাসানী পন্থী ন্যাপ, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস।

গত বুধবার মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত ঐ পাঁচটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এক যুক্ত বৈঠকে উপরোক্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ হইবে না- পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব আবদুস সামাদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ভাসানীপন্থী ন্যাপের পক্ষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে শ্রী মণি সিং এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষে শ্রী মনোরঞ্জন ধর।

যেই উপদেষ্টা পরিষদটি গঠিত হইয়াছে, উহার সদস্যসংখ্যা ৮ জন। এই সদস্যবৃন্দ হইতেছেনঃ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ভাসানীপন্থী ন্যাপ), শ্রী মণি সিং (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ। পরিষদে আওয়ামী লীগের পক্ষে দুইজন সদস্য থাকিবেন। তাঁহাদের নাম পরে জানান হইবে।

পরিষদের বৈঠক পরিচালনা করিবেন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। পরবর্তী বৈঠক খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা যায়।

প্রস্তাবাবলীঃ

গত বুধবারের পাঁচ পার্টির ঐ যুক্ত বৈঠকে মোট ৭টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিন্মে প্রদত্ত হইলঃ

সভায় শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এই বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বের সকল শক্তির প্রতি আহবান জানান হয়।

সভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আন্তরিক আস্থা ও পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করা হয়।

এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য ভারত ও বিশ্বের দেশগুলির প্রতি আহবান জানান হয়।

সভায় মুক্তি সেনানীদের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সেবা ও যত্নের জন্য ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান হয়।

এক প্রস্তাবে শোষণের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সংগ্রামে লিপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানান হয় এবং তাদেরকে বাংলাদেশের সংগ্রাম সমর্থন করার আহবান জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, রাজনৈতিক সমাধান বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নহে। স্বাধীনতার মূল্য যদি রক্ত দিয়াই দিতে হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের জনগণ প্রতি ঘন্টায় উহা দিয়া যাইতেছে।

বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন

বিভিন্ন মহল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতের সরকারী মহল ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ইয়াহিয়ার দস্যু বাহিনী ঢাকা শহরকে এখন কার্যতঃ বন্দী শিবিরে পরিণত করিয়াছে। উপর্যুপরি কম্যাণ্ডো ও গেরিলা আক্রমণে ভীত হইয়াই এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয় নাই।

পাকিস্তানী বাহিনী শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতেছে। বুড়িগঙ্গা নদীতে সশস্ত্র টহলদার বাহিনী গানবোট ও লঞ্চ যোগে দিবারাত্র ঘোরাফেরা করিতেছে। শহরের সহিত অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ একেবারেই নাই বলিলেই চলে। শহর হইতে বাহিরগামী সড়কসমূহের প্রবেশ পথে সশস্ত্র বাহিনী ও কড়া চেক পোষ্ট ব্যবস্থা মোতায়েন করা হইয়াছে।

সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে লঞ্চ চলাচল করিতেছে। ইহাও আবার অনিয়মিত। সন্ধ্যা হইলেই স্থল ও জলপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পানির ট্যাঙ্কসমূহ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সেনাবাহিনীর ২৪ ঘন্টা প্রহরা মোতায়েন রহিয়াছে।

সেনাবাহিনীর লোকেরা জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের রাজাকার গুণ্ডাদেরকে লইয়া বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন মহল্লা ঘেরাও করে ও তল্লাশী চালায়। সাধারণত যেসব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে, সেই সব এলাকাতেই এই ধরনের অভিযান চালান হয়। কিন্তু ইহাতেও শহরবাসীর মনোবল দমিয়া যায় নাই। মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে হয়ত তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না; কিন্তু শত্রুকে চরম আঘাত হানার সংকল্প তাহাদের দৃঢ়তর হইতেছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় রাজনৈতিক পরিক্রমা	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রাজনৈতিক পরিক্রমা

(ভাষ্যকার)

নিক্সন সরকার জঙ্গী-ইয়াহিয়া সরকারকে অস্ত্র দিতেছে ও অর্থ সাহায্য করিতেছে। বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ককে মার্কিন সরকারের এই খোলাখুলি সক্রিয় সমর্থনে বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী জনগণ 'স্বাধীন দুনিয়া ও গণতন্ত্রের পূজারী' ও একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী আমেরিকার নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। খোদ আমেরিকায় জনসাধারণ নিক্সন সরকারের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশে যাহারা মুক্তি সংগ্রামের প্রথম দিন গুলিতে মার্কিন সমর্থনের মোহ মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মোহভঙ্গ হইয়াছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠনের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হইতে সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারাটা চিনিয়াছে।

কিন্তু মার্কিন মুল্লুকে গলব্রেথ সাহেবরা নিক্সন সরকারের খোলাখুলি সমর্থনে বিব্রত বোধ করিতেছেন। সুতরাং বাংলাদেশের ব্যাপারে তাহাকে কিছু বলিতে হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গলব্রেথ সাহেব তাই ভারতে ছুটিয়া গিয়াছেন। এক সময় তিনি ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাংলাদেশ সমস্যার একটা সমাধান বাতলাইয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন নাকি বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান। গলব্রেথ সাহেব হয়তো না জানার ভান করিয়াছেন। তাহাকে আমরা সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে স্বায়ত্তশাসন চাহিবার অপরাধেই ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞ শুরু করিয়াছে। ১০ লক্ষ লোককে হত্যা করার পর, ইজ্জত নষ্ট করার পর, ৮০ লক্ষ শরণার্থীকে নিঃস্ব করিয়া ভারতে ঠেলিয়া দিবার পর পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান আর সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে রক্তের দাম দিয়া বাঙ্গালীরা পরিপূর্ণ মুক্তি কিনিয়া লইবে। সুতরাং গলব্রেথের মতে 'সকল সভ্য মানুষ ও পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক কামনা করিলে কী হইবে।' জানিনা গলব্রেথ সভ্য মানুষ বলিতে খুনী ইয়াহিয়ার বন্ধুদের কথা বুঝাইয়াছেন কিনা এবং পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক বলিতে কি তাহাদের প্রাণের ভুট্টো সাহেবদের কথা বুঝাইতে চাহেন কিনা। কিন্তু 'ন্যাড়া ক'বার বেলতলা যায়?' গত ২৪ বছর বাঙ্গালীরা ঠকিয়া শিখিয়াছে, মুহুর্মুহু রক্ত ঢালিয়া বুঝিয়াছে যে, স্বাধীনতা ছাড়া কোন পথ খোলা নাই। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া পাশ কাটাইয়া সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব যে কোন মহল হইতেই আসুক না কেন বাঙ্গালীরা তাহা ঘৃণা ভরেই প্রত্যাখ্যান করিবে এবং করিয়াছেও।

আপোষের পথে টানিবার জন্য বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকি পরোক্ষভাবে মার্কিন সরকার টোপ ফেলিয়াছে। তাহার পাশাপাশি গলব্রেথ সাহেবদের এধরণের উক্তি উদ্দেশ্যমূলক। শেখ মুজিবুরকে একদিকে মুক্তিপণ হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা এবং অপরদিকে মার্কিন সরকারের সমালোচকের ভূমিকায় নামিয়া পাকিস্তানের পক্ষে ক্যানভাস করার কৌশল খাটাইয়া কোন লাভ নাই। মার্কিন ক্ষমতাশীল দল ও বিরোধীদলের এই ধরনের আপাতঃ পরস্পর বিরোধী ভূমিকাটা স্বচ্ছ একটা অভিনয়। বাংলাদেশের লোক আর সাম্রাজ্যবাদের ধোঁকায় ভুলিবে না।

ঠাকুর ঘরে কে - আমি কলা খাই নাই

অধিকৃত বাংলাদেশের পুতুল গভর্নর ডাঃ মালিক, আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিত আলোচনা বৈঠকে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটা ঘোষণা দিয়াছেন। পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসভাজন এই বনেদী মোসাহেবটি প্রভুর অনুগ্রহলাভে ধন্য মনে করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। পাছে লোকে তাহাকে বলে যে, তিনি ইসলামাবাদের হিজ মাষ্টার ভয়েস। তাই সাত তাড়াতাড়ি বলিয়াছেন 'আসলে তাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অথবা অন্য কাহারও হাতের পুতুল বলিয়া মনে করার প্রশ্ন উঠে না। এ যেন ঠাকুর ঘরে কে? 'আমি কলা খাইনি' গোছের জবাব। দশ লক্ষ বাঙ্গালীর লাশের উপর দিয়া যিনি গদীতে আরোহণ করিয়াছেন, শত সহস্র মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করার পরও যিনি নির্বিকার থাকিতে পারেন ও নরঘাতকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে তাঁহাকে বাঙ্গালী মাত্রই মীরজাফর বলিয়া মনে করে।

ইহার পরও তিনি বলিয়াছেন, ''আমি ইয়াহিয়ার হাতের পুতুল নই।'' আমাদের জিজ্ঞাসা- কুকুরে লেজ নাড়ে নাই, তবে কি লেজটি কুকুরটাকে নাড়িতেছে?

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তান	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তান

আলী ইমাম

পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। আর এই অবাস্তব রাষ্ট্র টিকাইয়া রাখার জন্য চাই ফ্যাসিষ্ট সরকার। গত ২৪ বছরের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ইহার কোন শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় নাই। কারণ পাকিস্তানের শাসকবর্গের নিকট ইহা কাম্য ছিল না। সীমাহীন অত্যাচার নিপীড়ন, জেলজুলুম আর গুলি চালাইয়া পাকিস্তানী শাসকবর্গ ইহার দ্বিজাতিতত্ত্বের মিথ (myth) কোন মতে ঠেকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট ইয়াহিয়া চক্রটি গত ২৪ বছর যাবৎ সযত্ন লালিত বিষবৃক্ষের ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে সারা পৃথিবীতে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। এই মুক্তিসংগ্রামের মুখে সাম্রাজ্যবাদ পিছু হঠিতে থাকে। কিন্তু উপনিবেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার সময় বিভিন্নভাবে তাহাদের স্বার্থেরও খুঁটাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া যায়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর চালে এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্বলতার জন্য এশীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ট্রয়ের ঘোড়া হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। ধর্ম ও ভারতদ্বেষিতাকে মূলধন করিয়া ই পাকিস্তান তাহার ঐক্য অর্থাৎ পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও ভূ-স্বামীদের শোষণের স্বর্গ অটুট রাখিতে চাহিয়াছে। ইহাই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ নীতি। বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট এই ট্রয়ের ঘোড়া সকলদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষতি সাধনে তৎপর রহিয়াছে। মিত্রের ছদ্মবেশে এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের ঐক্যের বুলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের এই বাহনটি ব্যবহার করা হইতেছে।

১৯৫৬ সালে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল যখন একযোগে মিসর আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান সরকার বৃটেনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিল। ক্ষুব্ধ নাসের তৎকালীন পাকিস্তানী জৈনক মন্ত্রীকে মিসরে ঢুকিতে বারণ করিয়াছিলেন। বান্দুং সম্মেলনও পাকিস্তান ব্যর্থ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সাধ্যে কুলায় নাই। পঞ্চশীলার স্থলে পাকিস্তানের 'সপ্ত-স্তম্ভের' নীতি পাল্টা দাঁড় করাইবার প্রয়াস হইতে ইহা বুঝা যায়। হাভানায় ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনেও কাশ্মীর সমস্যাকে চাল হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই ট্রয়ের ঘোড়াটি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামে ও জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়াছে ও ক্ষতি সাধন করিতেছে। মুখে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বুলি আওড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদের এই সেব্যদাসী ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যগ্র।

মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ প্যাক্ট ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সিটো চুক্তি করিয়া পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। ইরাকে রাজতন্ত্র বিরোধী সফল অভ্যুত্থান বাগদাদ চুক্তির ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে। ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে বাহির হইয়া যায়। পরবর্তী সময়ে এই প্যাক্ট সেন্টো নামে অভিহিত হয়।

সেন্টোর সদস্য হিসাবে পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্টে ছুরিকাঘাতে করিয়া চলিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলিকে সর্বতোভাবে পাকিস্তান সাহায্য করিতেছে।

গত ১৯৭০ সালে আগষ্ট সেপ্টেম্বরে জর্ডনে প্যালেষ্টাইন গেরিলা বাহিনী ও জর্ডানের রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে পাকিস্তান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মুখে ইসরাইলের বিরোধিতা করিলেও পাকিস্তান সেন্টোর অংশীদার তুরস্কের মারফৎ ইসরাইলের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন গেরিলা বাহিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত অভিযোগ করিয়াছেন যে, জর্ডনের ভক্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় বাদশাহ হোসেনের রাজকীয় বাহিনীর অভিযানের পরিকল্পনা রচয়িতা একজন পাকিস্তানী জেনারেল। পাকিস্তানী সামরিক অফিসারগণ উক্ত অভিযানে সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

গত আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি জর্ডান এশীয় সীমান্তে প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়। গেরিলাবাহিনীর পশ্চান্ধাবন করিয়া জর্ডানের রাজকীয় বাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করে। বিমানের ছত্রছায়ায় জর্ডানী একটি ট্যাঙ্কবাহিনী সিরিয়া সীমান্তে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী বিমান বহর জর্ডানকে এই সংঘর্ষে সহায়তা করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ট্রয়ের ঘোড়া পাকিস্তানের এই কীর্তিকলাপ নতুন কিছু নয়। ইহাই পাকিস্তান মার্কা 'ইসলামী আদর্শের' স্বরূপ। যাহারা সময়ে সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যাবদের বিরুদ্ধে কথার তুবড়ি ছুটায় তাহারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই পদলেহী পাকিস্তান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ও সাহায্য পাঠাইতে কসুর করে না।

বাংলাদেশই শুধু পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর নারকীয়তার শিকার নহে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বেলুচদের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে ইহারা রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়াছে। ঈদের নামাজ আদায়রত হাজার হাজার মুসল্লীর উপর বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া ''বিপন্ন ইসলাম'' কে রক্ষা করিয়াছে। সেদিন ৪ শতেরও অধিক বেলুচ প্রাণ হারায়। সেদিন রক্তগঙ্গা বহাইয়া যে টিক্কা খান তাহ পাকাইয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে গণহত্যা করিতে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু গণহত্যা চালাইয়া পাকিস্তানের ফ্যাসিষ্ট সরকার বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন দমন করিতে পারে নাই। পাকিস্তানের মিত্ররা মদত দিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদের সাধের ট্রয়ের ঘোড়াটির খেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের হাতে মার খাইয়া ইহার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলের চিঠি	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলের চিঠি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম থানা, রংপুর জেলার ফুলবাড়ী থানা এবং দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়া থানা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত অঞ্চল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ কৃষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রাম কমিটি, গণবাহিনী ও মুক্তিফৌজের সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে টিকিতে না পারিয়া ইয়াহিয়ার জোয়ানরা এইসব এলাকা হইতে চিরদিনের জন্য পাততাড়ী গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। এই মুক্ত অঞ্চলে এখন ধ্বণিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে নবজীবনের জয়গান।

অষ্টগ্রাম

উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গন হইতে ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের জৈনক নেতা জানান যে, উক্ত জেলার অষ্টগ্রাম থানায় পাক হানাদাররা আজ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। ন্যাপ, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংগঠনের ঐক্য দুষ্কৃতিকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া অষ্টগ্রাম থানাকে আজ পর্যন্ত মুক্ত রাখিয়াছে। এখানে এইসব সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই সংগ্রাম কমিটি বিভিন্নভাবে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রাম পরিষদ থানার দুষ্কৃতিকারীদের ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে। পাক হানাদারেরা যাহাতে থানার কোন অংশে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য সকল যাতায়াত পথ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিন পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লা হইতে কয়েকজন রাজাকার এই থানা এলাকায় প্রবেশ করিলে তাহাদের গ্রেফতার করা হয়।

মুক্তিবাহিনী

সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে এই থানায় যুবকদের লইয়া একটি মুক্তিবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে ছাত্র ও যুবকেরা ভীড় জমাইতেছে। এই মুক্তিবাহিনী ঢাকা জেলার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে কয়েকটি ‘অপারেশন’ চালাইয়াছে। এই বাহিনীর প্রতি আশে পাশের থানাসমূহের বিভিন্ন গ্রামের আস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার সঙ্গে মুক্তাঞ্চলের পরিধিও বিস্তার লাভ করিতেছে।

গণআদালত

সংগ্রাম কমিটি গত ২৫শে মার্চের পরেই উক্ত থানায় একটি গণআদালত গঠন করে এই গণ আদালতের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা হইয়াছে। ফলে, যাতায়াত ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ায় জিনিস পত্রের দাম পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায় নাই- বরং মুক্তাঞ্চলের পরিধি ও মুক্তিবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোবলও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

পার্শব্বর্তী থানাসমূহে নির্যাতন

অষ্টগ্রাম থানা অঞ্চলে প্রবেশ করিতে না পারায় পাক হানাদার বাহিনী ইহার পার্শ্ববর্তী থানার গ্রামসমূহে হত্যা, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নিপীড়ন চালাইতেছে। কিন্তু অষ্টগ্রামের মুক্তিবাহিনী ও সংগ্রাম কমিটি ঐসব অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং সময় বুঝিয়া আকস্মিক হামলা চালাইয়া পাক হানাদারদের

বিভিন্ন সময়ে নাজেহাল করায় জনগণের মনোবল ঠিক রহিয়াছে। অষ্টগ্রাম হইতে মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে গৌরীপুর, পূর্বধলা দুর্গাপুর, দল মাকান্দা, বারহাট্টা, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ভৈরব, ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান চালাইয়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হানাদার সৈন্যকে হত্যা করে ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দখল করে।

ফুলবাড়ী

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার ফুলবাড়ী থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে, এই থানায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতেই এই থানায় আওয়ামী কমিটির উদ্যোগে গঠিত হয় গণবাহিনী। এই গণবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বর্তমানে ধরলা নদী বরাবর প্রতিরক্ষা লাইন (ডিফেন্স লাইন) স্থাপন করিয়া লালমনিরহাট হইতে পরিচালিত পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ সার্থকভাবে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন সমস্যা

এই এলাকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনও অধিকৃত এলাকায় সহিত সংশ্লিষ্ট থানায় জনসাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মখীন হইয়াছে। বর্তমানে এখানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ব্যবস্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকজনের পরিবারবর্গকে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

আঞ্চলিক প্রশাসন সমীপে

সম্প্রতি অবিলম্বে সাহায্যাদি প্রদান এবং বেসামরিক প্রশাসন ও মুক্তিবাহিনীর কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনপূর্বক আদর্শ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েমের দাবীতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষে একটি প্রতিনিধিদল উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি অবিলম্বে মুক্তাঞ্চলে সাহায্য, পুনর্বাসন ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

মনোবল অটুট

যাহা হউক, শত সমস্যা ও অসুবিধা সত্ত্বেও জনগণের মনোবল অটুট রহিয়াছে। প্রত্যেক রবিবার হইতে গড়ে ২/১ জন করিয়া সবলদেহী সুস্থ যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। মুক্তিবাহিনীর শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

তেঁতুলিয়া

দিনাজপুর জেলার তেঁতুলিয়া থানাও আগাগোড়াই মুক্ত। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এই থানার কোন গ্রামে আজ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক গ্রামে ঘর হইতেই সুস্থ-সক্ষম যুবকেরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে।

এই থানাটি বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিবাহিনী এখান হইতে বোদা, পঁচাগড়, দেবীগঞ্জ, রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে বহু অভিযান চালাইয়াছে। এইসব অভিযানে বহু পাক সৈন্য নিহত, বহু ব্রীজ ধ্বংস, ঠাকুরগাঁও (মহকুমা শহর) বিজলী সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত ও বহু রাজাকার খমত হইয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় জঙ্গীশাহীর চক্রান্ত ব্যর্থ করুন	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জঙ্গীশাহীর চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

দস্যুসর্দার ইয়াহিয়া আবার যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়িয়াছে। বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করিবার পরদিনই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলিয়াছে অবস্থা ''স্বাভাবিক'' হইলেই সে তাহার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিবে। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে। ইহার পর ২৮শে জুন আর একটি বেতার ভাষণে কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে এবং ''দুস্কৃতিকারী'' অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতাকমী বাঙালীদের দম ন করা রজন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহারও একটি বয়ান দেয়। বলা বাহুল্য এই দুইটি ভাষণেই পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা যে ভারতীয় ''অনুপ্রবেশকারী'' ও কিছু ''দুষ্কৃতিকারী'র কারসাজি উহা বলিতে বিস্মৃত হয় নাই। গত ২৩ বছরে পাকিস্তানে পররাষ্ট্র নীতির একটি স্তম্ভ ছিল ভারতবিরোধী প্রচারণা করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই চিরাচরিত সুরটি ইয়াহিয়া চক্র বর্জন করিবে ইহা আমরা কখনও আশা করি নাই।

কিন্তু গত ১২ই অক্টোবর বেতার ভাষণে ভাতের বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধের হুমকী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বই কি। অবশ্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি পুরাতন প্রতিশ্রুতির বুলির ভাঙা রেকর্ড ঘাতক ইয়াহিয়া বাজাইতে ভুলে নাই। দেখা গিয়াছে যে, ইয়াহিয়ার ঘাতকবাহিনীর বর্বরতা নারকীয় অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এক মন এক প্রাণ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইয়াহিয়া চিক্কা চক্র সেদিন ইহা স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই যে, তাহাদের নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতি প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবে, পাল্টা আঘাত হানিবে। গ্রামেগঞ্জে শহরে বন্দরে শত্রুকে পদে পদে বাধা দিবে তাই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকরা নতুনভাবে প্রচারণা শুরু করিবেন। বিশ্ববাসীকে তাহারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ভারতই বাংলাদেশ সমস্যা জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ভারতে অব্যাহত শরণার্থী স্রোতের মুখেও প্রথমদিকে ইয়াহিয়া গলাবাজী করিয়াছে সর্বক্ষণ। তারপর একন সুর পাল্টাইয়া বলিতেছে যে, ভারত শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধা দিতেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, দস্যুবাহিনীর অধিকৃত এলাকার উপর মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে তাই বেসামাল ইয়াহিয়া বারবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতেছে। যে মিত্রদের উৎসাহে মন্ত্রণায় ইয়াহিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা অব্যাহত রাখিয়াছে সেই মুরব্বীদের পরামর্শেই সে ভারতের বিরুদ্ধে মুদ্ধের হুঙ্কার দিতেছে। এবারের হুঙ্কারের আগেভাগেই সে ভারতের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইয়াহিয়ার গদী রক্ষা, ততোধিক একটি অবাস্তব ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র-পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করিতেছে। গত মার্চ মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া সরকারকে জঙ্গী জেট বিমানের খুচরা অংশ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তথা ট্যাঙ্ক ইত্যাদির খুচরা অংশ সরবরাহ করিয়াছে। বাংলাদেশে অভিযান চালাইয়া পাকিস্তানী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও উহার বিমান বহর কিংবা ট্যাঙ্কবহর ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই যে, তন্মুহূর্তেই এই সব খুচরা অংশ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন পড়িয়াছিল। প্রয়োজবোধে পাকিস্তানকে টিকাইয়া রাখার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবেই ইহা মার্কিন সাহায্যের আগাম অংশ। এইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে মোড় ঘুরাইতে পারিলে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক ঢিলে দুই পাখি মারিতে পারিবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাক-ভারত সমস্যার অঙ্গ হিসাবে উহার পৃথক সত্তা হারাইয়া পাক-ভারত সমস্যার লেজুড় হইয়া পড়িবে এবং সাবেক পাকিস্তানকে বহাল তবিয়তে সাম্রাজ্যবাদের আলালের ঘরের দুলাল হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুষ্টগ্রহ হিসাবে টিকাইয়া রাখা হইবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার একটি মাত্র অর্থ এই মহাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল হওয়া। বাংলাদেশের এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি গণতান্ত্রিক আদর্শ ও জাতীয় মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা আজ অস্ত্র ধরিয়াছে। অপরদিকে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধিলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার এই খণ্ডে শান্তি স্থাপনের নামে এবার মুরববী সাজিয়া ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহায়তায়-নয়াদিল্লির বর্তমান নিরপেক্ষ নীতিকে বর্জন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। এভাবে ভিয়েতনামে পরাজয়ের গ্লানি ও ক্ষয়ক্ষতি পোষাইয়া লওয়া যাইবে। প্রথমাবধি বাংলাদেশ সমস্যা ‘‘পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার’ বলিয়া একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের বকধার্মিক সাজার চেষ্টা এবং অপরদিকে বাংলাদেশ সমস্যা অব্যাহত থাকিলে পাক-ভারত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উহারা দিনরাত চিৎকার করিতেছে। তাহাদের এই সব বাকচাতুর্য ও প্রচারণা তাৎপর্যহীন নহে। এবারের ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ সেই ইঙ্গিতই বহন করে।

মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার দায়িত্ব আমাদের। ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনীর উপর আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং এই সময়ে যে সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র বিশেষভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে সাহায্য করিতেছে উহা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে তথাকথিত বহু দেশপ্রেমিক হঠাৎ গজিয়া উঠিয়াছেন-তাহারা আমাদের পাঁচ পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া থাকেন এবং ঘটনার বাস্তব বিশ্লেষণের নামে এই কথা বুজাইতে চাহেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে সোভিয়েত বক্ষকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য কারসাজি চলিতেছে। একদিকে সোভিয়েতের ভূমিকা আশানুরূপ নহে বলিয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা এবং অপরদিকে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের বিরুদ্ধে মামুলী ধরণের নিন্দা করিয়া ইহারা চলিয়াছেন। অথচ প্রতিদিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন কোথায় বাংলাদেশ সম্পর্কে কী বলিয়াছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগাইয়া উহার মধ্যে ত্রুটি খোঁজেন, উল্লসিত হইয়া উঠেন। যেন ভাবখানা এই যে, ‘বলি নাই রাশিয়া নিজের স্বার্থ ছাড়িয়া এক পাও বেশী বাড়িবে না। এই দেখ সোভিয়েত আলজেরিয়া যুক্ত ইস্তেহার, এই দেখ পদগর্নি ইরানে কী বলিয়াছেন।’ পাকিস্তানী বেতারের মিথ্যা প্রচারণাকেও এই ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে ইহারা পিছপা নহেন।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী অভিযান চালাইয়া যেখানে হিমশিম খাইতেছে সেখানে কিসের জোরে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেয় ইহা একটি বালকও বলিতে পারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ছাড়া ইয়াহিয়ার সাধ্য নাই বাংলাদেশ সমস্যা সামনে রাখিয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইতে সে সাহসী হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
অবিলম্বে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য চাই	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

শত্রু চরম খেলায় মাতিয়াছে
অবিলম্বে সংগ্রামের
সকল স্তরে ঐক্য চাই

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

২০শে অক্টোবর। ৬ মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত হইল। সংগ্রামের সকল স্তরে এখনও। ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম আজকের এই মুহূর্তে যে পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন একেবারে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী খুঁটির জোরে পাকিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতের কাজ বলিয়া প্রমাণের চক্রান্ত হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে বাঁধানোর সকল আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি মুক্তি সংগ্রামকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়া এবং শত্রুকে চরম আঘাত হানিয়াই এই চক্রান্তের জবাব দিতে হইবে। অন্যথায় এই চক্রান্ত সফল হইলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে হইলেও বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ এই ঐক্য ও সংহতির জন্য বারবার প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদও মুক্তিফৌজের সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত জোয়ানদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে এই ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আজ (বুধবার) ২০শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছে। সময়ের দিক হইতে এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল আশা করেন যে, ইতিপূর্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যাপারে যে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে, আওয়ামী লীগের এই বৈঠকে সংগ্রামের সকল স্তরে ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে ততোধিক প্রজ্ঞা প্রদর্শিত হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত সংগ্রামী রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সার্বিক ঐক্যই আমাদের শক্তি। অনৈক্যের ফলে শত্রুরই লাভ হইতে পারে। তাহা ছাড়া দেশমাতৃকার প্রশ্নে ভেদ বুদ্ধি সংকীর্ণতার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না আর যদি থাকে তাহা হইলে তা শত্রুকেই সাহায্য করে শত্রু এখন চরম খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আশা করা হইতেছে, সংগ্রামী শক্তিসমূহের সুদৃঢ় সংহতি স্থাপন করিয়া শত্রুর খেলাকে বানচাল করা হইবে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা হইবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৩শ সংখ্যা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

<u>সম্পাদকীয়</u>

স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ নাই

আট মাস যাবৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে ইসলামবাদের জঙ্গী সরকারকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অস্ত্র সাহায্য করিতেছে, গণচীন তাহাকে অভয়বাণী শুনাইতেছে অন্যদিকে তাহারা বিশ্বশান্তির জিম্মাদার সাজিয়া বাংলাদেশের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ইয়াহিয়ার গণহত্যার মুখে ইহারা নীরব ছিল। আমেরিকা ও বৃটেন ইহাকে এখনও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া চালাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপক গণহত্যার সময় আমরা গণচীনকে ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যায় আজ মহাচীন নীরব। যুদ্ধের প্রশান্তি তার চোখেমুখে, এপ্রিল মাসে ব্যাপক গণহত্যার মুখে ঢাকায় বাক্স বাক্স গুড়া দুধ পাঠাইয়াছে সাহায্য বাবদ। কাদের জন্য সে সাহায্য ছিল, কেন দেওয়া হইয়াছিল আমরা জানি না।

ভারত ৯০ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়াছে। তাহাদের দায়দায়িত্ব কার্যতঃ একাই বহন করিতেছে। পাকিস্তানের উস্কানীর মুখে এখনও সংযমের পরিচয় দিতেছে। বাংলাদেশ সমস্যাকে এখন পাক-ভারত সমস্যা রূপে দাঁড় করাইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম গিয়াছে। তাহাদের চোখের ঘুম আরও একটি কারণে গিয়াছে। পাকিস্তানে অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাহাদের আশার গুড়ে বালি। বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে তাহারা ঘাতক ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় নামকাওয়াস্তে থাকিতেও নারাজ। সাম্রাজ্যবাদীদের সাধের ঘাঁটি পাকিস্তানের এই হালে বিচলিত হইয়া তাহারা শরণার্থীদের মধ্যে টাকা ঢালিতেছে। মুক্তি সংগ্রামে শরিক অঙ্গদলগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য টাকা ঢালিতেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের নাম দিয়া সুকৌশলে ছয় দফার পক্ষে গণভোট নেওয়ার জন্য গোপনে শরণার্থীদের মধ্যে প্রশ্নাবলী ছাপাইয়া বিলাইতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য যেন মুক্তিযুদ্ধে শরিক অঙ্গদলগুলি পরস্পরকে সন্দেহ করে। তারপর কাদা ছোড়াছুড়ি। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। কিন্তু তাহাদের এইসব চালে দেশপ্রেমিক বাঙালীদের আর ভোলানো যাইবে না।

একথা আজ পরিষ্কার করিয়া বলার সময় আসিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের চিরশত্রু। ইয়াহিয়ার জঙ্গীচক্রের হত্যাকাণ্ডে যে সব দেশ বড় বড় আদর্শের বুলি সত্ত্বেও নীরব থাকিয়াছে, সামান্য নিন্দা ভাষণে যাহাদের আপত্তি, পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য যাহারা মাথাব্যথার পরিচয় দেন তাহারাও আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে নহে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শত্রু তথাকথিত শরনার্থী বুদ্ধিজীবী যাহারা বাংলাদেশের এই দুঃসময়ের মিত্রদের উপর কটাক্ষ করিয়া টু পাইস কামাইতেছেন আর মুখে বলিতেছেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ তাহাদের কাম্য। এই সব ভণ্ড দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা শ্মশানের প্রান্তচর বাসী জীবদের মতই ঘৃণ্য। দেশবাসীর উচিত ইহাদের চিনিয়া রাখা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যাহারা নৈতিক সমর্থন যোগাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর অর্থ মুক্তিসংগ্রামের ক্ষতি করা, ইহা একটি বালকেও বুঝে কিন্তু আমাদে তথাকথিত স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা উহা বুঝেন না এমন নহে। আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন, বিশ্ব শান্তি পরিষদ, বিশ্ব ইউনিয়ন ফেডারেশন বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সংগঠন করিতেছে। এই সব বুদ্ধিজীবীদের লেখায় তাহার স্বীকৃতি নাই।

কোথায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য কলম ধরিবেন তাহা না করিয়া, অন্ধ সোভিয়েট বিদ্বেষের বস্তাপচা খেউড় যত্রতত্র আওড়াইয়া মার্কিন প্রভুর মনোরঞ্জন করেন। আর তাদের মোসাহেবদের বাহবা কুড়াইয়া থাকেন।

বাংলাদেশ শত্রু কবলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করিবে না। পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের কোন প্রস্তাব কখনই কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নহে। কোন মহলের এই ধরনের প্রচেষ্টার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের সামিল। দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীরা এই ধরণের মীরজাফরী চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যর্থ করিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের মতই অনিবার্য।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার যুদ্ধ চক্রান্ত ও তাহার দোসররা	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৩শ সংখ্যা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার যুদ্ধ চক্রান্ত ও তাহার দোসররা

(নিজস্ব ভাষ্যকার)

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমনে ব্যর্থ মনোরথ ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে ইয়াহিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিল প্রয়োজন হইলে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব। প্রথম হইতেই ইয়াহিয়া সাহেব বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' বলিয়া বিশ্ববাসীর চোখে ধোঁকা দিতে চাহিয়াছিল। ভারতে তাহার অত্যাচারে মুখে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ভারত কর্তৃক সীমান্তে প্রেরিত ভারতীয় বেকার বলিয়া মিথ্যা অপপ্রচার চালাইয়াছে।

ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র হইতে অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের ভারতে তাড়াইয়া দেওয়া, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ধ্বংস সাধন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া স্বীয় অপকর্মের বোঝা ভারতের ঘাড়ে চাপানো, সেখানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধাইয়া ভারতীয় মুসলীমদের জন্য মায়াকান্না এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের ২৪ বছরের সাম্প্রদায়িক শাসন-শোষণের পক্ষে সাফাই গাওয়া। কিন্তু জাগ্রত বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্বিশেষে ইয়াহিয়ার এই শয়তানীর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ডুই যুগব্যাপী মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবর রচনা করিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী মহল বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইহাতে প্রমাদ গুনিয়াছে, তাহারা ইয়াহিয়ার মুখের বুলি লুফিয়া লইয়াছে। পাক-ভারত উত্তেজনার অজুহাত তুলিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করিতে চাহিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ উৎসাহে ইয়াহিয়া ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। অন্ততঃ দুইবার সে স্পষ্টভাবেই ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া বড়াই করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার উহার নিন্দা করা দূরে থাকুক একটু বিচলিত ভাব পর্যন্ত দেখায় নাই। এখন ভারত আত্মরক্ষার জন্য যেইমাত্র সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে অমনি তাহারা ভারতকে সংযম ধরিবার জন্য উপদেশ খয়রাতি শুরু করিয়াছে।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠাবার তাল মাঠে মারা যাওয়ার পর এবার সাম্রাজ্যবাদী মহল ভারত আক্রমণের জন্য পাকিস্তানকে উস্কানী দিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার ইয়াহিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীও অস্ত্র দিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। অন্ততঃ ইয়াহিয়ার উক্তি হইতে এ রকম একটা আভাস পাওয়া যায়। চীনে একটি সামরিক প্রতিনিধি দল পাঠাইয়াছে, উদ্দেশ্য ভারত আক্রমণ করিলে চীনের কাছ হইতে কী ধরণের সাহায্য ও সমর্থন পাইবে উহা যাচাই করা। পিকিং কর্তৃপক্ষের সুর হইতে মনে হয় তাহরা সরাসরি এ ব্যাপারে এখনে হয়তো আগাইয়া আসিবে না। তবে মার্কিন সরকারের সহিত একটা অন্ততঃ মিল পাওয়া যায় চীনা অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেং ফেইর মন্তব্যে। তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে ইয়াহিয়ার কথিত সমাধানে বিশ্বাসী। তিনি পাকিস্তান ও ভারতকে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। এক কোটি শরণার্থী সম্পর্কে তিনি নীরব। কিন্তু পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় তাহার আগ্রহ হইতে বুঝা যায় তিনি বাংলাদেশে কী ধরণের সমাধান কামনা করেন। বলা বাহুল্য তাহার ধ্যান ধারনার সহিত বাস্তবতার কোন যোগ নাই।

সামরিক জোটের গাঁটছড়ায় আবদ্ধ পাকিস্তানের যুদ্ধংদেহী মনোভাব চীনের চোখে পড়ে না। বারংবার পাকিস্তানকে আশ্বাস দিতেছে যে, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে চীন তাহাকে সাহায্য করিবে ও সমর্থন জানাইবে। সাম্রাজ্যবাদীদের পাণ্ডা আমেরিকা পর্যন্ত এ কথা বিশ্বাস করে না যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিবে। অথচ চীনের মত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সরকারের আস্ফালনকে প্রশ্রয় দেয় ইহা দুঃখের বিষয়। চীনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইহা বিরোধী।

পাক-ভারত সীমান্তে আজ যুদ্ধের ঘনঘটা। পাকিস্তান সমস্ত সীমান্ত রীতি লঙ্ঘন করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং ভারতীয় এলাকায় গোলাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধের উস্কানী দিতেছে এবং এখনও মুক্তিসংগ্রামীদের "ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী" বলিয়া ভারতকে আক্রমনকারী হিসাবে চিহ্নিত করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার ফিকির খুঁজিতেছে।

একথা স্পষ্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ দিয়া আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি ধামাচাপা দেওয়া ও সংগ্রাম বানচাল করাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদদের আশু লক্ষ্য। ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী উহা কার্যকরি করিতে ব্যগ্র।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সফরে গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য শরণার্থী সমস্যার মূলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ইয়াহিয়ার বর্বরতা কাজ করিতেছে তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ। বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহার ইতাকে পাকিস্তানে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং পাক-ভারত উত্তেজনা হ্রাসের জন্য সীমান্ত হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যাপসারণের 'সদুপদেশ' দিয়াছে। ইসলামী জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত বাঙ্গালীদের নিধন ও বিতাড়নে ইয়াহিয়ার কলঙ্কিত হাতের সহিত বাঙ্গালীদের হাত মিলাইবার জন্য ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আর এই মহৎ কাজের জন্য পাক-ভারত যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তোলাই ইহাদের লক্ষ্য। নিক্সন সরকার ইন্দিরা গান্ধীকে তাহাদের এই পরিকল্পনায় সামিল করার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ইন্দিরাজীর দৃঢ়তার কাছে নিক্সনের চাল ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হীথ সাহেবও সুবিধা করতে পারেন নাই। এই দুই দেশে সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরাজীর চোখা চোখা জবাবে ঝানু সাংবাদিকগণও সুবিধা করিতে পারে নাই। এই পর্যায়ে ইন্দিরা তাহাদের প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করেন উথান্ট অথবা অন্য কেহ কি শরণার্থীদের ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া এখন ইয়াহিয়া সাহেব বলিতেছেন ভারত শরণার্থীদের ফিরিতে দিতেছে না, শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাহার সফরের ফলে বাংলাদেশের প্রকৃত সমস্যার চেহারাটা বিশ্বের চোখে আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা হাল ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বাধাইবার চক্রান্ত হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই। বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৬ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের লাইসেন্স বাতিল করিয়া সম্প্রতি সাধু সাজার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সিয়াটো এবং সেন্টোভুক্ত পাকিস্তানের দোস্ত রাষ্ট্রদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র এমনকি বিমান সরবরাহ পুরাদমে চলিয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৮শ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর

বাংলাদেশ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। ঢাকা শহরকে শত্রুকবলমুক্ত করার জন্য তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদারী শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার এই চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্তে নিক্সন হুমকি দিয়াছে। আক্রমণকারী ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রকে যুদ্ধ বন্ধ করিতেবলার পরিবর্তে নিক্সন ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতেছে। জঙ্গী ইয়হিয়ার বুট চুম্বনকারী মাও সেতুঙ-এর চীন তার দোসর।

বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য নিক্সন সরকার বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া দিয়েছে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর গানবোট পলিসি আজ নিক্সন সরকার গ্রহন করিয়াছে। ভারতকে ভয় দেখাইয়া ও হুমকি দিয়া বাংলাদেশে শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অভিযানকে বানচাল করাই ইহার লক্ষ্য। ইহা নিক্সন সাহেবদের পুরাতন খেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ইতালীর সাধারণ নির্বাচনের সময় আতলান্তিক সাগরে ও ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা নৌবহর পাঠাইয়াছিল। লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ১৯৫৩ সালে ৬ষ্ঠ নৌবহর হইতে বৈরুতে সৈন্য নামাইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সেখানকার সমুদ্রে বার বার নৌবহর পাঠাইয়াছে্ আজ স্বাধীন বাংলাদেশকে আঁতুড়ঘরে গলাটিপিয়া মারার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়াছে। বাংলাদেশের দরিয়া বঙ্গোপসাগরে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে গলা টিপিয়া মারা তাহার অসাধ্য। তুবও সপ্তম নৌবহর পাঠাইবার পিছনে তাহার আরও একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা হইল স্বাধীন্ বাংলাদেশের সরকারকে ভয় দেখানো। এজন্যই বাংলাদেশের মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ও উদ্ধারের জন্য নৌবহর পাঠান হইয়াছে বলিয়া সাফাই গাহিতেছে। যেখানে পাকিস্তানের করাচী প্রভৃতি শহরের মার্কিন নাগরিকদের বিমান অপসারণ করা হইয়াছে সেখানে বাংলাদেশে নৌবহর পাঠানো কেন? বাংলাদেশের ঢাকা শহর হইতে অন্যান্য বিদেশী যাত্রীদের যেভাবে বিমানে অপসারণ করা হইয়াছে তাহারা সে পথে কেন গেল না? তাহাদের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, আত্নসমর্পণে ইয়াহিয়া প্রথমে অনুমতি দিয়াছিল কিন্তু পরে মত পাল্টাইয়াছে। সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি পাকিস্তান সরকার উল্লাসের সহিত বারবার ঘোষণায় উল্লেখ করিতেছে।

প্রথম উদ্দেশ্যের কথা আগেই বলিয়াছি। অপরদিতে ‘কাগজের বাঘে’র নয়া দোস্ত চীন ইয়াহিয়ার পক্ষ লইয়া জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আর পিকিং-এর বেতারে ভারতবিরোধী কুৎসা চালাইতেছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পদে পদে বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে।

কোথায় গেল তাহার বড় বড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুলি। সপ্তম নৌবহরের এই গতিবিধিতে চীন নীরব কেন? আমরা চীনকে তার নিজের চরকায় তেল দিতে বলি। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাইওয়ানে মার্কিন ঘাঁটি তাহার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যের অভিযান। মর্কিন সাম্রাজ্যেবাদ তাইওয়ান দখল করিয়া রাখিয়াছে। তহি নিয়া জাতিসজ্ঞ ও নিরাপত্তা পরিষদে তাহার গলাবাজী শুনি না। শুনি ভারত নাকি পাকিস্তানের একটা অংশ দখল করিয়া নিতেছে। মহান চীনকে তাহার বর্তমান নেতারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গাধাবোটে পরিনত করিয়াছে।

তাই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধির সহিত তাল মিলিইয়া চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে তিব্বতে সৈন্য মোতায়েন করার উদ্যোগ নিয়াছে। তিব্বতে চীনা সৈন্য চালাচলের পিছনে ভারতকে ব্লাকমেইল করার দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার সমীপেষু	নতুন বাংলা ১ম বর্ষঃ ১৮শ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার সমীপেষু

আজ একথা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না যে-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সমনে রাখিয়াই এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবক স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন দিয়াছে। জীবন ছাড়া যেমন জীব হয় না্ তেমনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতার কোন অথ্য হয় না। কৃষকরা বলাবলি করিতেছে এবারে তারা জমি পাইবে, পাটের ন্যায্য মূল্য পাইবে, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমিবে, ঘুষ রিশওয়াত ও অন্যান্য দুর্নীতির হাত হইতে মুক্তি পাইবে। শ্রমিক মনে করে সে তার বঁচার মত ন্যায্য মজুরি পইবে। ছাত্র ভাবে এবার তার লেখাপড়ার সুযোগ হইবে। যুবক মনে করে এবার তাঁর চাকুরীর সংস্থান হইবে। এক কথায়- আজ এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, বৃদ্ধ, নর-নারী, ডাক্তার, করিরাজ, দোকানদার-ব্যবসায়ী রিক্সাওয়ালা ক্ষেতমুজুর আপামর জনসাধারণ ভাবিতেছে-পারিব এবারে মানুষের মত বাঁচিতে কথা বলিবার অধিকার পাইব। মানুষকে মানুষের মত বাঁচিতে দেওয়া ও তাঁকে কথা বলিবার অধিকার দেওয়া এবং তার কথা মত কাজ করা এই-ই হইতেছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সারমর্ম। এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আজ আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রে এক লাফে পৌঁছান যায় না তাই, আমাদের তিন পর্যায়ে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রথম পর্যায়ঃ

আশু ব্যবস্থা ও কার্যাবলী

১। অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের স্বরূপ

ক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া সরকার গঠন করিতে হইবে।

খ) রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ পরিচলনা করিবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অশগ্রহণকারী দলগুলি কর্তৃক ইহারা মনোনীত হইবেন।

গ) ক ধারায়া সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত নীতি সরকারের সকল স্তরে অনুসরণ করিতে হইবে।

ঘ) সরকারী পদস্থ কর্মচারী এবং স্বায়াত্তশাসিত, আধা-স্বায়াত্তশাসিত সরকারী সংস্থার পদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ কর্মচরী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে দালালদের বহিস্কারের জন্য উপযুক্ত স্ক্রীনিং পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে।

ঙ) সকল স্তরে যেমন থানা, মহকুমা, জিলা, বিভাগ এবং জাতীয় স্তরে অন্তবর্তীকালীন সময়ে প্রশাসন পূর্বের মত চলিতে থাকিবে। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে পদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ কর্মচারীদের কার্যনির্বাহ করিতে হইবে।

চ) পাকিস্তান সরকারের সর্বপ্রকার দমনমূলক ও গণবিরোধী আইন, অর্ডিন্যান্স এবং সার্কুলার (ঘোষণা) প্রত্যাহার করিতে হইবে।

ছ) যুদ্ধাপরাধী এবং দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করিতে হইবে এবং বিধিবিধান প্রণয়ন করিতে হইবে।

জ) মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কাজ, সাহস ও ত্যাগের স্বীকৃতিদান এবং তজ্জন্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে

২। শরণার্থীদের পুর্নবাসন

ক) শরনার্থীদের ফিরাইয়া লইবার জন্য ভারত ও বার্মা সরকারের সহযোগিতায় উপযুক্ত লিয়াজোঁ (যোগাযোগ) ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে হইবে।

খ) শরণার্থীদের আশ্বাস প্রদান ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত সকল শরণার্থী শিবির ও শরণার্থীদের আস্তানাগুলিতে সর্বদলীয় কমিটিগুলিকে সফরে যাইতে হইবে।

খ) স্ব স্ব এলাকায় শরনার্থীদের গ্রহনের নিমিত্তে উপযুক্তভাবে সংগঠিত অভ্যর্থনা ব্যবস্থ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইসব অভ্যর্থনা কমিটি সর্বদলীয় ভিত্তিতে হইতে হইবে।

ঘ) শরনার্থীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

ঙ) শরনর্থীদের পুর্নবাসনের জন্য সাহায্য সংগঠিত করা।

চ) সমাজসেবামুলক ত্রানকার্য সংগঠিত করা-অনাথ, বিধবা, বৃদ্ধ, এবং পঙ্গু ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ।

ছ) জমি বেদখল, জোরপূবক বাড়ী দখল এবং এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় জোরপূর্বক অপসারণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

৩। খাদ্য সবরাহ

ক) দেশের অভ্যন্তর ও বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্তে এবং বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন অনুসারে ইহার সমবন্টনের জন্য সরকারকে সরকারী সংস্থা স্থাপন ও সংগঠিত করিতে হইবে।

খ) মজুতকরণ, চোরাকারবারি, মুনাফাবাজীর ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চোরাচালান বন্ধের জন্য কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে হইবে।

গ) খাদ্য ও জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্যাদির উপযুক্ত মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইবে যেন উৎপাদকগণ তাহাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে।

ঘ) যথারীতি ফসলকাটা ও বীজ বপনের নিশ্চয়তার সপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

ঙ) সার, কীটনাশক ঔষধ ও শস্যের রোগ নিবারক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। **যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা**

ক) সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিমান বন্দর, সড়ক, সেতু, আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল, টার্মিনাল, খেয়াতরী রেল লাইন, অবলম্বে মেরামত করিতে হইবে।

খ) যাত্রীসাধারণ বহন ও মালবহনের জন্য সকল বে-সরকারী সরকারী যানবাহন সরকারের কর্তৃত্বে লইতে হইবে। এবং অবিলম্বে চালু করিতে হইবে।

গ) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টিলিকমিউনিকেশন (টেলিযোগাযোগ) এবং ডাক ব্যবস্থ অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ঘ) যাত্রীসাধারণ ও মাল বহনের জন্য সরকারী পরিবহনের ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে।

বাংলাদেশে সর্বত্র যাহাতে জ্বালানী এবং জ্বালানী তেল পাওয়া যায় উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চ) রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র চালু করিতে হইবে। সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশ মোতাবেক রেডিও টেলিভিশনে প্রচার কার্য চালাইতে হইবে।

৫। সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রচার মাধ্যম

ক) পাক জঙ্গীচক্র সমর্থনকারী ও সহযোগী সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংবাদ ও মতামত প্রচারমাধ্যম বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বাংলাদেশে যে সকল সংবাদপত্র বর্তমানে চালু রহিয়াছে সেগুলি নিষিদ্ধ করিতে হইবে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক জান্তার আক্রমনের পর সংবাদপত্রগুলি যে নামে প্রকাশিত হইত সে নামে সেগুলিকে আর প্রকাশের অনুমতি দেওয়া চলিবে না।

৬। বিদ্যুত সরবরাহ

ক) সকল ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত করিতে হইবে। এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন পুনরায় স্থাপন করিতে হইবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার জন্য ব্যবস্থ অবলম্বন করিতে হইবে।

গ) গ্যাস সরবরাহ পুনরায় করিতে হইবে।

৭। শিক্ষাব্যবস্থা

ক) প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে শিক্ষাদান কার্য শুরু করিতে হইবে।

খ) জাতীয় প্রয়োজনের উপযোগী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী পাঠ্যসূচীর আশু সংশোধন করিতে হইবে এবং অবিলম্বে উহা চালু করিতে হইবে।

গ) ১৯৬৯ সাল হইতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহনের জন্য যে সকল ছাত্রের শিক্ষাজীবনের ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

ঘ) মাতৃভূমির মুক্তির সংগ্রামে অংশহণকারী যুবকদের ক্ষেত্রে তাহাদের অধ্যয়ন চালাইবার জন্য আর্থিক সহায্যসহ বিশেষ বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

চ) বাংলাদেশের জনগনের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সকল শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী আয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকারকে সহযোগিতা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইব তাহাদের কঠোর দণ্ড এবং শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ধমীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু

ধমীয় ও ভাষাগত ইত্যাদি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াতে হইবে। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৯। যুদ্ধাপরাধী এবং দালাল

ক) যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের স্ক্রীনিং এর জন্য সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

খ) যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের শাস্তিদানের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করিতে হইবে।

গ) যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

এইভাবে দখলকৃত গ্রাম্য কৃষিজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলিবন্টন করিতে হইবে।

১০। মুক্তিবাহিনী

ক) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকে জাতীয় সম্মান বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্য যেন তাহার এই দেশ সেবার উপযুক্ত স্বীকৃতি পান।

খ) শিক্ষালাভের জন্য মুক্তিবাহিনী তরুণদের বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে।

গ) সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দানের রীতি প্রচলন করিতে হইবে।

ঘ) বর্তমানে মুক্তিবাহিনীতে যুদ্ধরত তরুনদের বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও মিলিশিয়াতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের গ্রহন করিতে হইবে।

১১। জনস্বাস্থ্য

ক) সকল হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ প্রসূতিসদন, গ্রাম ও শহরের শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবিলম্বে দিন রাত কাজ শুরু করিতে হইবে।

খ) ঔষধ সরবরাহের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল ঔষধ প্রস্তুত শিল্পকারখানা কর্মক্ষম করিতে হইবে এবং অবশ্যই উৎপাদন চালু করিতে হইবে।

ঘ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আমদানীর জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

ক) একটি অর্ন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র গ্রহন করিতে হইবে।

১৩। সর্বদলীয় কমিটি

ক) জেলা হইতে শুরু করিয় ইউনিয়ন স্তরে সকল পর্যায়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠন স্থাপন করিতে হইবে। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাকে স্থানীয় সর্বদলীয় কমিটিগুলির সর্বাধিক সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহন করা উচিত হইবে।

<u>দ্বিতীয় পর্য্যায়ে</u>

স্বাধীন বাংলার রূপরেখা

(১) যে এক কোটি দেশবাসী পাক সৈন্যের বর্বর অত্যাচারে তাহাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি ফেলিয়া প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও বার্মায় আশ্রয় গ্রহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদিগকে পূর্ণ মর্যাদার সহিত দেশে ফিরাইয় আনিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সকলেই স্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন-আমেরিকা, চীন অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র আমাদের প্রতি দুষমনী করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ও তাহাদের এজেন্ট মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পি-ডি-পি এবং চরম বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

(৩) এই চরম বিপদের দিনে যে সব বন্ধুরাষ্ট্র (ভারত, রাশিয়া, পোলাণ্ড ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র) আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

(৪) স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। বলাবাহুল্য, ইহা হইবে একটি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থাৎ সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকিবে।

(৫) পার্লামেন্ট হইবে সার্বভৌম-জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করিবেন। প্রাপ্তবয়স্করাই ভোট দিতে পারিবেন। নির্বাচন হইবে যুক্ত।

(৬) বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে পৃথক হইবে।

(৭) নর-নারী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে।

(৮) নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গ্রহন করিবে। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সহিত সখ্যের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপক্ষে দাঁড়াইবে। সিন্ধি, বালুচ, পাঠান প্রভৃতি নিপীড়িত সকল জাতির সহিত মৈত্রী সর্ম্পক গড়িয়া তুলিবে।

(৯) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সহিত কোনরূপ অসম চুক্তি করিবে না।

(১০) দেশের এক চেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিদের অধিকার খর্ব করা হইবে। ভারী ও মূল শিল্প জাতীয়করণ করিবে একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়িয়া উঠিতে দিবে না। ছোট ও মাঝারী জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করিবে। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে ।

(১১) ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিবে। অতিরিক্ত মালিকদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিবে। বাড়তি জমি গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।

(১২) শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করিবে। ক্ষেত মজুররা যাহাতে কাজ পায় ও ন্যায্য মজুরি পায় মূল্য কৃষককে দিবার সুব্যবস্থা করিবে।

(১৩) পাট শিল্প ও চা শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে এবং কৃষক যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় তাহার বাস্তব ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষককে দিবার সুব্যবস্থা করিবে।

(১৪) দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবে।

(১৫) বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভাসমিতি ও সংগঠন করার নিশ্চয়তা থাকিবে।

(১৬) জনগণের মিলিশিয়া থাকিবে।

(১৭) শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক মতে আধুনিকীকরণ করিবে। মাতৃভাষাই হইবে শিক্ষার মাধ্যম।

(১৮) সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করিতে হইবে।

(১৯) কারিগরী শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(২০) জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করিবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সাহায্য দিবে।

(২১) শোষনমুক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয় পর্যায়ে

সমাজতন্ত্র

এ যুগ সমাজ তন্ত্র উত্তরণের যুগ। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পথে সামাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া চলিতেছে। বাংলাদেশ ও তার নিজস্ব পথেই সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। তবে আমাদের আজ মেকি ও বাচনিক সমাজতন্ত্র সর্ম্পকে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। সোনার যেমন পিতলা কলসী হয় না, কানা ছেলের নাম যেমন 'পদ্মলোচন' হয় না তেমনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন সমাজতন্ত্র ও সত্যিকারের সমাজতন্ত্র নয়।

এ পর্যায়ে আমাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সর্ম্পকে কর্মসূচী নিতে হইবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়ঃ অভ্যুদয়	মুক্ত বাংলা ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অভ্যুদয়

মুক্তবাংলার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধনটা লিখতে বসে সহসাই মনে পড়ে গেল একদা একটি কিশোর বালকের জিঙ্গাসাঃ বাঙ্গালী জাতির কি কোন ইতিহাস নেই ? এই যেমন গ্রীকদের রয়েছে, মিশরীয়দের রয়েছে, ফরাসীদের , এমন কি ইংরেজদেরও……

সময়টা ছিল নির্বাচন প্রস্তুতি কাল। জনৈক রাজনীতিক বন্ধুর বৈঠকখানায় বসেছিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো-বাঙ্গালী জাতি। কিন্তু তবুও কিশোরটির জিজ্ঞাসাকে সঠিক মীমাংসায় নিষ্পত্তি করতে পারিনি কেউ। কারণ বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালী জাতি খুব স্পষ্ট ছিলো না তখনো।

অথচ ভারতেও পারিনি বাঙ্গালী জাতির সত্যিকার ইতিহাস রচনার মালমসলা তেরী হতে যাচ্ছে- শীঘ্রই তার সূচনা হবে। ইয়াহিয়া খাঁ তার পাঞ্জাবী দস্যুবাহিনীর দ্বারা বাংলার বুকে নজিরবিহীন গণহত্যা ও পৈশাচিক চালিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে বাংলাদেশের সত্তাকে। কিন্তু রক্তাত হয়ে জেগে উঠবে বাংলাদেশের জনগণ। দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে হবে উত্তীর্ণ। অভ্যুদয় ঘটবে এক নতুন জাতির যার একমাত্র পরিচয়ঃ বাঙ্গালী।

আজ সেই জাতির জন্ম হয়েছে। ঐক্য, সাহস, ও সংগ্রামী মনোবলে তাঁরা অপরাজেয়। তাঁর রচনা করে চলেছেন নিজেদের সত্যিকার ইতিহাস।

সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা-স্বাধীন বাঙ্গালী জাতিরই এক কণ্ঠস্বর। তাই তার চলার পথে দেশপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী জাতিকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তার যাত্রা শুরু করলো।

-জয় বাংলা

*মুক্তবাংলাঃ সাপ্তাহিক। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সিলেট জেলার নির্ভীক স্বাধীন মুখমাত্র। সম্পাদক পরিষদের সভাপতিঃ আবুল হাসনাত সাআদত খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকঃ আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম । আবুল হাসনাত কর্তৃক মুক্তবাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ভারতীয় ঠিকানঃ প্রযত্নে এ, এম চৌধুরী, করিমগঞ্জ, আসাম।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
দখলীয় এলাকায় পাকিস্তানী প্রশাসন অচল	মুক্ত বাংলা ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

দখলীয় এলাকার পাকিস্তানী প্রশাসন অচল

মুজিবনগর হতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে-সদ্য আগত শরণার্থীরা বলেন- বেশ কিছু দিন আগে থেকেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে প্রচার করছিলেন যে খুব শীঘ্রই সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর থেকে যে সমস্ত খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে ঐ সকল জেলার সরকারী অফিস, কাছারী এবং আদালতে শতকরা ২৫ জনের বেশী কর্মচারী কাজে যোগদান করেনি। জনৈক শরনার্থী বলেন যে ফরিদপুর শহরে আদালতে একজন বিচারকও নেই-শুধুমাত্র দুইজন সামরিক অফিসার আদালতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের কাছে এখনও বিচারের জন্য কোন মামলা আসেনী। এ অবস্থায় টিক্কা খানের স্থলে ডাঃ মালিককে গর্ভনর করায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রংপুরের সংবাদে জানা যায় যে এখানকার জজ ও মুন্সেফ পালিয়ে গেছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালী অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু লোকের আস্থা ফিরে আসছে না।

ঢাকায় প্রত্যাক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে-সেখানকার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটাবার তালে আছেন।

মেয়েছেলেদের তারা পূর্বেই করাচীতে স্থানান্তর করেছেন। বাঙ্গালীরা কোন অবাঙ্গালী দোকানে যান না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজাকার ও শান্তি কমিটি সমীপে একটি খোলা চিঠি	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

(একটি খোলা চিঠি)

রাজাকার ও শান্তি কমিটি সমীপেষু

সীরাজ উদ্দিন

জালেম পাঞ্জাবী টিক্কার গড়া রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের বলছি- আপনাদেরকে ভুললে চলবে না, যে আপনারা ও আমরা একই বাংলাদেশের অধিবাসী। বাংলাদেশের মানুষ আজ এক চরমযুদ্ধে লিপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে অমন অসম-যুদ্ধের নজির অল্পই আছে। নিরপেক্ষ বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, হিটলার ইহুদীদের উপর যে অত্যাচার করেছিল বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর পাঞ্জাবীদের অত্যাচার তাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও যাদেরকে কিছুসংখ্যক মানুষ এক ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ভাই বলে মনে করতো আজ ওরাও পাঞ্জাবীদের আসল চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছে তারা 'ভাই' নয়- 'চরম শত্রু'। ওদেরকে ভালোবাসা যায় না শুধু ঘৃণাই করা যায়। তবে ওই বেইমানদের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণ পাঁচ মাস পূর্বে বাংলার মানুষ নিরস্ত্র ও অসহায় ছিল। এবং সেজন্যই মেশিগান, ট্যাংক ইত্যাদি মারণাস্ত্র দিয়ে সারা বাংলাদেশটি জুড়ে রক্তের হোলিখেলা খেলেছে পাঞ্জাবী দস্যুরা। একতরফাভাবে করেছে খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন।

আজকের বাংলাদেশ কিন্তু সেই মার্চ মাসের অসহায় বাংলাদেশ নহে। অগণিত বাঙ্গালী যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে যোগ দিচ্ছে মুক্তিফৌজে। মুক্তিফৌজকে করে তুলছে দুর্জয়। তাদের অগ্রগতি আজ দুর্বার। হানাদার পাঞ্জাবীরা অমন শক্তিশালী নহে যে, আমেরিকার ভিয়েৎনাম কিংবা ফরাসীদের আলজিরীয়া যুদ্ধের ন্যায় বাংলাদেশে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে।

ভয়ে পাঞ্জাবীরা এখন আর সামনাসামনি যুদ্ধে আসছে না। কেন আপনারা আমাদের ভাই হয়েও ওদের চালাকী বুঝতে পারছেন না? ওরা মুক্তিফৌজের গুলির সামনে রাজাকার ও শান্তি কমিটির মেম্বরগণকেই ছুড়ে দিচ্ছে। মুক্তিফৌজ অস্ত্রবলে বলীয়ান বলেই আজ কাপুরুষ পাঞ্জাবীদের বীরত্বের দাপাদাপি কমে গেছে। বিনাযুদ্ধে বিজয়ী খেতাবধারী ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের স্বজাতি যে ওরা।

সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে আজকের পাঞ্জাবীদের যুগ পর্যন্ত প্রায় দুইশো বছর- আমাদের কেহ বন্দুক হাতে নেবার সুযোগ পায়নি। তাই ওরা ভেবেছিল আমরা বাঙগালীরা ওদের বন্ধুকের ভয়েই দাসত্ব স্বীকার করে নেবো। কিন্তু আজ ওরা বুঝতে পেরেছে, স্টেনগান, মর্টার, এল, এম, জি- ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের খেলার পুতুল। ওদের বুজ চিনে-চিনেই নির্ভুল গুলী মারছি।

মওদুদী, মুফতী মাহমুদ প্রভৃতি ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের সর্দার ইয়াহিয়া খাঁ ও টিকিয়া খাঁ- এর ফতোয়ানুয়ায়ী বাংলার মুসলমান আমরা নাকি হাবশি-গোলামদের মতো। যথা ইচ্ছা আমাদেরকে ওরা ধ্বংস করতে পারে। বাংলার মা বোনদের উপর বলাৎকার করতে পারে। ওদেরকে নাকি সেই পশুবল দান করেছে ওদের আল্লাহ। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের আল্লাহ এই অত্যাচারীদেরকে খতম করে আমাদের দেশে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার তৌফিক আমাদেরকে দিচ্ছেন। এবং সেজন্যই হালকা-পাতলা বাঙালী যুবকরা তাগড়া মোষের মতো পাঞ্জাবীদের যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে শুধু হত্যাই করে চলেছে তা নয়, ওদেরকে জ্যান্ত পাকড়াও করেও নিয়ে আসছে।

পাকিস্তানের সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। এর মধ্যে ওদের শাদ্দাদী বেহেশতখানা ইসলামাবাদ, লাহোর ইত্যাদি শহরগুলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা রক্ষা ও পাঠান-বালুচ সিন্ধীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য ওখানে মোতায়েন রাখতে হয়েছে। বাংলাদেশে এনেছিল ৭৫ হাজার। কিন্তু ইতিমধ্যে ২৭ হাজার হয়ে গেছে খতম। অবশিষ্ট ৪৮ হাজার বাছাধনেরা বিগত ৫ মাসের অনবরত যুদ্ধের মধ্যে বার শত মাইল দূরে মা বোনদের হাতে বাংলার লুণ্ঠিত টাকা, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সমজায়ে দিয়ে আসা তো দূরের কথা লুণ্ঠিত সামগ্রী কোমরে ও পেটে বেঁধে রেখে মূহুর্তের জন্যও একবার বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছে না। দেশে যাওয়ার রাস্তাটাও বিপদসঙ্কুল। মুক্তিফৌজের চতুর্দিকে আক্রমণ তাদেরকে বঙ্গোপসাগরের অতল গহবরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পালাবার সুযোগের জন্য বড় অফিসারেরা বিমান ঘাঁটিগুলো কড়া পাহারায় রেখেছে। পালিয়ে যাওয়ার সময় ওরা কিন্তু বাংলাদেশের সকল দালাল ও বিহারী গুণ্ডাদেরকে মুক্তিফৌজের গুলির নিশানায় তাদের সকল পাপের কাফফারাস্বরূপই ফেলে যাবে।

ভারত থেকে মার খাওয়া কালো চামড়ার যে বিহারীগণ পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা গুজাবার ঠাঁইও পায়নি পৃথিবীর সব চাইতে ঘনবসতি অঞ্চল এই পূর্ব বাংলায় আমরাই ওদেরকে ভাই বলে স্থান দিয়েছিলাম। চাকুরী, ব্যবসা, এমন কি ক্ষেত খামারে পর্যন্ত অংশীদার করেছিলাম। কিন্তু সেই চরম বিশ্বাসঘাতকেরাই বাংলার মাটির সঙ্গে করেছে বেঈমানী, নিমকহারামী এবং বাংলার মানুষের উপর করেছে অকথ্য অত্যাচার।

বাংলাদেশের ব্যাপারে দুনিয়ার জনমত আজ পাকিস্তানের নিন্দায় মুখর। নিরস্ত্র জনসাধারণ এবং বিশেষ করে নারী শিশুদের প্রতি পাক-সামরিক বাহিনী যে চরম অত্যাচার করছে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এসব কুকীর্তি আজ পৃথিবীর মানুষের অজানা নয়। তাই বিশ্বের সকল জায়গা থেকেই ওদেরকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে এবং সেই জন্যই কুখ্যাত জল্লাদ টিক্কা খাঁকে বাংলা মুলুক থেকে সরিয়ে নিয়ে পাঠান, বালুচ ও সিন্ধীদেরকে শায়েস্তা করার ভার ওর উপর দিয়েছে ইয়াহিয়া খাঁ। কারণ ওখানকার জনমতও আজ বিক্ষুব্ধ। ভুট্টো সাহেব কল্কে পাচ্ছেন না। আর্থিক দিক দিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা কাহিল। পাকিস্তানের সর্বমোট আয়ের প্রতি তিন টাকার দু টাকা ছিল বাংলাদেশের পাট, চা, তামাক ও বিলাত প্রবাসী বাঙালীদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। মুক্তিযুদ্ধের ঠেলায় দু টাকার স্থলে আট আনাও এখন তাদের কপালে জুটছে না। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের মিলগুলো তাদের তৈরী কাপড় বিক্রী করতে না পারায় মিলগুলোতে তালা চাবী লাগাতে বাধ্য হচ্ছে। বেতন দিতে না পারায় পাঞ্জাবী মিল শ্রমিকদেরকে পাইকারীভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হচ্ছে। করাচীর বাজারের আমদানীকারক ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের তেলতেলীভাব আজ আর নেই। মোগলাই মেজাজ ভোতা হয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ বছরে গঠিত বাইশ পরিবারের শোষণের ভিত ভেঙ্গে আজ চুরমার হয়ে যাছে। সিপাহীদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ভাতা হয়ে গিয়েছে বন্ধ। বাংলাদেশে নিয়োজিত সিপাইদেরকে আপাতত ঘুষের টাকা, লুণ্ঠিত ঘড়ি, অলংকার ইত্যাদি ও বদমায়েশীর অবাদ লাইসেন্স দিয়েই খুশী রাখার চেষ্টা চলছে। বেতন ও ভাতা দিবে কোন টাকশাল?

আল্লাহর মেহেরবানীতে করাচী ও ঢাকার দুরত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের উপর দিয়ে আগে ছিল ১২০০ মাইল আর এখন ভারত ঘুরে ও হাজার মাইল পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে এই দূরত্বের মাত্রা দাঁড়াবে ৭ হাজার মাইলের বেশী। আপনারা তখন যাবেন বঙ্গোপসাগরে-আর ঐ পশ্চিমা দস্যুরা ডুবে মরবে আরব সাগরে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবান	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর আহবান

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্বজনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মজলুম জনতার বিবেকের কাছে একখানা আবেদনপত্র পেশ করেছেন। আবেদনপত্রে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে অবাধ গণহত্যা, নারীনির্যাতন, লটতরাজ ও গৃহদাহের করুণ বর্ণনা দিয়ে প্রধনমন্ত্রী বিশ্বের গণবিবেককে আহবান জানিয়েছেন মানবতার এ জঘন্য অপমানকে বন্ধ করতে রক্তপিয়াসী ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য।

বিশ্বের গণবিবেক ইতিমধ্যেই জেগেছে। ৫টি মহাদেশের গণকণ্ঠই বজ্রস্বরে আজ আওয়াজ তুলছে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানের নারকীয় কাণ্ডবের বিরুদ্ধে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ এখনো চুপ কেন? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগেঃ বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের অবাধ নরহত্যা তথা ব্যাপক অরাজকতা সর্ম্পকে ওরা কি ওয়াকিবহাল নয়? অথবা জেনেশুনেই তাঁদের এ উদাসীনতা?

কিন্তু আমরা জানি তারা উদাসীন কিংবা বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নয়। তাঁরা বাকশক্তিহীন। স্বাধীনতা তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরেও তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। সামন্তচক্র, তাদের দোসর পুঁজিবাদী-মহল ও স্বেরাচারী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে মোল্লাদের মাধ্যমে ধর্মের দোহাই দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা হয়েছে তাদেরকে। স্বাধীনতার চবিবশ বছরে বাংলাদেশে লুটপাট করে যা ধনসম্পদ ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার সবকিছুই ব্যয়িত হয়েছে সর্দার, পীর, মীর, সাহেবজাদা প্রভুতি বিভিন্ন খেতাবে পরিচিত সমাজচক্র ও তাদের দুস্কার্যের দোসর পুঁজিপতি মহল এব্য স্বেরাচারী শাসক গোষ্ঠীর আয়েস-আরামের প্রতি লক্ষ রেখেই গরীব-জনসাধারণ তাতে একটুও উপকৃত হয়নি। তারা দিন-আনে দিন-খায়

পাকিস্তানি গণতন্ত্রের শেষ ভরসা ছিলো বাংলাদেশ। তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত গোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বাংলাদেশকে এতো ভয়। আর সেই হেতু পাকিস্তানে জন্মলগ্ন থেকেই ওরা ডিভাইড এণ্ড রুল -এর আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে পশ্চিম পাকিস্তানি সরলমনা জনগণের কানে কানে বাঙালী মুসলমানেরা খাটি মুসলমান নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে তাই ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানগুলো পালন করে না। ধর্মের জন্য সত্যিকারের মহব্বৎ বাঙালী মুসলমানদের নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সেদিনও জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব মুহূর্তে ইসলামের ধ্বজাধারী ‘মাওলানা’ নামে পরিচিত ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক দলের ডিরেক্টর মওদুদী সাহেব (পাঞ্জাবে দশ হাজার কাদিয়ানী হত্যার করানোর নায়ক) বাংলাদেশ সফর করে লাহোরে পৌছেই বলেছিলেন, বাঙালী মুসলমানেরা কালীপূজা করে থাকে।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের ঐ নতুন আবিস্কারে বাঙালী মুসলমানেরা মনে কোনো আঘাত পায়নি। শুধু কৌতুক অনুভবই করেছ। কারণ তাদের জানা আছে ইসলাম ধর্মের মুলগ্রন্থ কুরআন শরীফে মহানবী মোহাম্মদ (দঃ)কে ‘খাতেমূন-নবী’ বা সর্বশেষ নবী বলে উল্লেখ করে নবীদের আর্বিভাবের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও পাঞ্জাবে

নতুন নবী আর্বিভূত হয়েছিলেন। এমন কি 'পারভেজ' নামক জনৈক ব্যাক্তি খোদায়ী দাবী পর্যন্ত করেছিলো। এবং ওদের উত্তরাধিকারীরাই তো পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণকে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁদের রাজনৈতিক চেতনাবোধকে জেগে উঠতে বাধার সৃষ্টি করেছে। জনশক্তিকে ওদের বড় ভয়। কিন্তু আর কতোদিন ঐ বিরাট শক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা সম্ভবপর হবে? কারণ ওরা এখন জাগতে শুরু করেছে যে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ওঁদেরকে আলো দেখাবে। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আকুল আহবানও তাদের কানে যেয়ে পৌঁছেছে। সাড়া দেবার জন্য ছটফট করছে তাঁদের বিবেক। কারণ দুনিয়ার মজলুম জনগণ একাত্মবোধেরই প্রতীক।

পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত গোষ্ঠী, পুঁজিবাদীমহল ও স্বৈরাচারী শাসকচক্র আত্মস্বার্থ বজায় রাখার কুমতলবে এখন উন্মাদ প্রায়। তাদের উন্মাত্ততার ঘোর যখন কাটবে তখন দেখতে পাবে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন নাটক অভিনীত হচ্ছে। কুশীলবগণ তাদের অপরিচিত অথচ সুদক্ষ এবং তাহারা নিজেরা পড়ে রয়েছে বহু নীচে। নীচে থেকেই করুণ নয়নে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে উপরের দিকে তারা তাকাবে। কিন্তু কেউই টেনে তোলার জন্য এগিয়ে আসবে না বলবে না উঠে এসো।

তাই আমাদের বিশ্বাস পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আহবান নিস্ফল হবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
*কেন বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম *ভেবে দেখুন কর্তব্য পালন করুন	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

কেন বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম

১। পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছে।

২। জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক দুঃসহ যাতন।

৩। বাংলার মানুষকে ওরা ক্রীতদাস করেই রাখতে চায়।

খুনি ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বিশ্বজনগণের রায়ঃ-

১। ইয়াহিয়া খান হিটলারকেও লজ্জা দিয়েছে।

২। বাংলাদেশে এই বীভৎস নিধনযজ্ঞ, এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের সামনে অন্যসব নৃশংসতাই ম্লান হয়ে গেছে।

৩। গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা কলংকময় ইতিহাস খুঁজলে হিটলারের নিধন শিবির অথবা চেঙ্গিস খান বা তৈমুরলঙের নৃশংসতার কাহিনীতেও এরূপ হত্যাকাণ্ডের মিল পাওয়া দুস্কর হবে।

ভেবে দেখুনঃ কর্তব্য পালন করুন

১। বাংলাদেশের লোক সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি।

২। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য রয়েছে ৫০ হাজার। কাজেই প্রত্যেকটা পাকিস্তানী সৈন্যকে একা ১৫ হাজার বাঙালীর সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

--তা কি সম্ভব?

৩। সিলেট জেলার লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ।

৪। সিলেট জেলায় পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। সুতরাং সিলেটে (প্রত্যকটি পাকিস্তানী সৈন্যকে ১০ হাজার লোকের সঙ্গে লড়তে হবে।

--সেটা সম্ভব নয় কি?

৫। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার। অতএব একটি গ্রামের ভাগে পড়ে ১ জন সৈন্য।

৬। বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক ঘোরাফেরা করছে।

৭। পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে প্রায় ৩ হাজার মাইল দূরত্ব ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে আসতে হয় বাংলাদেশ।

ওদের র্নিমূল করতে হলে চাই-

ঐক্য, শৃঙ্খলা ও চরম দেশাত্মবোধ। সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে মুক্তি-সেনাদের এগিয়ে দেয়া।

এ পর্যন্ত আমরা ৩০০ অফিসারসহ ২৫ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছি। তাদের তুলনায়

আমাদের নিহতদের অনুপাত খুবই সামান্য; ১.৪০ ভাগ মাত্র।

আপনি নিজের কর্তব্য পালন করছেন কি?

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সমর্থনে মহামান্য পোপ। মাওলানা মাদানী, মাওলানা মোহাম্মদ তাহের	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশ সমর্থনে
মহামান্য পোপ। মাওলানা মাদানী
মাওলানা মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সর্মথন জানিয়েছেন খ্রীশ্চান জগতের ক্যাথলিক শাখার ধর্মগুরু মহামান্য পোপ পল। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা জনাব মাওলানা আসাদ মাদানী ও জনাব মাওলানা মোহাম্মদ তাহের। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কনভেনশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে করিমগঞ্জের সুসন্তান জনাব মাওলানা মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ইয়হিয়া খান ও তাঁর মীরজাফর গোষ্ঠী বাংলাদেশের যে ব্যপক গণহত্যা, নরী ধর্ষণ, শোষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছেন ইসলামের ধর্মে তার কোন স্থান নেই। আমাদের মহানবী (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেছেন, ‘‘যে রাষ্ট্রনায়ক বা সরকার প্রজা সাধারণের কল্যানের চেষ্টা করে না তার ন্যায্য অধিকার হরণ করে, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, নিশ্চই তার স্থান হাবিয়া গোযখে’’। সপ্ত দোজখের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দোজখটার নামই হাবিয়া। মাওলানা সাহেব আরো বলেন, ‘‘জালেম রাষ্ট্র নায়কের সম্মুখে সত্যকথা ঘোষনা করা শ্রেষ্টতম জেহাদ এবং নিজেদের প্রাণ, ধন, মান রক্ষার ও নিহত হয় তাঁর মৃত্যু শহীদের মৃত্যু।’’

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় দেশদ্রোহী	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ৭য় সংখ্যা	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

দেশদ্রোহী

বাংলাদেশ আজকের দুনিয়ায় এক চরম যুদ্ধে লিপ্ত। বাঙালী জাতির লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্রের শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও সামন্তগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করে গণতন্ত্রকে পৃথিবীর এ অংশ থেকে চিরদিনের দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। বাঁচা মরার এ সংগ্রামে বাংলার সকল মানুষ কিন্তু ঐক্যবদ্ধ। কৃষক মজদুর থেকে আরাম্ভ করে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যিনি যখনই সুযোগ পাচ্ছেন জালেম পাকিস্তান সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত বাঙালী কুটনীতিকগণও সুযোগ পাওয়া মাত্র খুনী পাকিস্তান সরকারকে ধিক্কার দিয়ে বাংলাদেশের এই গৌরবজনক সংগ্রামে কাতারবন্দী হচ্ছেন। বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় সনাতন মুসলিম লীগ পন্থী বা গোঁড়াপন্থী বলে এতোকাল যাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অন্ধ সমর্থন বলে ধরে নেয়া হতো তাদেরকে এখন চৈতন্যেদয় হয়েছে এবং মুক্তিফৌজের বিজয় ও পাঞ্জাবীদের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দেয়ার জন্য গোপনে আল্লার দরবারে দোআ-দরুদ পাঠের সংবাদও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু আজও কিছুসংখ্যক বিপথগামী সুবিদাবাদী উচ্চাভিলাষী বাঙালীদের কার্যকলাপ আমাদেরকে লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। জাতিসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বাংলাদেশ পক্ষে সত্যিকার পরিস্থিতিটা পৃথিবীর ১৩০ টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ থেকে একদল সুযোগ্য প্রতিনিধি জাতিসংঘে গিয়েছেন। এবং ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই জাতিসংঘে সমবেত দুনিয়ার ১৩০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সামনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলার সাহস পাননি খুনী ইয়াহিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি আগাশাহী। ওদের দরকার হলো একজন বাঙালী শিখণ্ডীর। খুঁজে বের করলো মাহমুদ আলীকে।

জনাব মাহমুদ আলীর বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। মাহমুদ আলীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ও প্রধান গুরু মাওলানা ভাসানী। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মাহমুদ আলীর ভূমিকায় বিভিন্ন রুপ বহুবার আমরা দেখেছি। মাহমুদ আলীর ‘নও-বেলাল’ পত্রিকা এককালে পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল পত্রিকা ছিলো। পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) যুবলীগের সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী। পাকিস্তানের সর্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ‘গণতন্ত্রীদলের’ প্রতিষ্ঠতা সেক্রেটারী এবং সাবেক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সেক্রেটারী মাহমুদ আলীকেও আমরা দেখেছি। আমাদের স্পষ্ট স্মরণ আছে ১৯৫৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে যখন গলা টিপে হত্যা করার অপচেষ্টায় রত এবং ছাত্র জনতা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, তখনই ঢাকার তৎকালীন অন্যতম অভিজাত চা-ঘর ‘ও-ক’ রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক কনফারেন্সে যুবলীগ সভাপতি মাহমুদ আলী বলেছিলেন, ধর্মের বন্ধনই যদি রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি হয় তাহলে পূর্ব বাংলা তার নিকটতম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া অথবা মালয়েশিয়ার সংগে ফেডারেশনে থাকতে পারে। আর আফগানিস্তান ইরানকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান আরেকটি ফেডারেশন গড়ে তুলুক। ওতে আপত্তি কোথায়? এবং এখানেই ট্রাজেডী। যে

মাহমুদ আলীকে আমরা এতোকাল গণতন্ত্রী, প্রগতিশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রণধিকারের প্রবক্তা বলেই বিশ্বাস করে এসেছি সেই মাহমুদ আলীর আসল রূপটা ও অমন বীভৎস-সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের তিনি এক নিকৃষ্টতম দালাল-সেটা আমরা আদৌ জানতাম না। বাঙালী জাতির জীবন-মরণ সংগ্রাম তাঁর প্রকৃত চেহারাটাকে বাংলাদেশের জনগণ তথা বিশ্বমানবের কাছে সহসাই তুলে ধরলো।

পাকিস্তানের জন্মের দীর্ঘ ২৪ বছরের মধ্যে কোনো বাঙালীকে জাতিসংঘ পাকিস্তানী পতিনিধিদলের নেতারুপে পাঠানো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই- মাহমুদ আলী তো দূরের কথা। এবারে বড় ফ্যাসাদে পড়ে পৃথিবীকে ধোঁকা দেবার জন্যই একটা পুতুলের প্রয়াজন হলো ইসলামাবাদের জল্লাদদের। আর সেই পুতুল নেতার ভূমিকায়ই ধরা দিয়েছেন মাহমুদ আলী। জাতির মুক্তিলাভের মহান সংগ্রামে যখন বৃদ্ধ জননেতা জনাব ভাসানী থেকে শুরু করে দলমত নির্বিশেষে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মী মাত্রই জীবনপণ করে কাজ করে যাচ্ছেন, তখনই মাহমুদ আলী গিয়েছেন জাতিসংঘে স্বজাতি ও নিজ দেশের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম পাকিস্তানীদের দালাল হয়ে ওদের পক্ষে সাফাই গাইতে এবং স্বজাতির কুৎসারটনা করার জন্য বিশ্বরাষ্ট্র সভায়। মাহমুদ আলী জাতিসংঘে নিজেকে কূর্ব বাংলার অধিকারী বলে জাহের করেছেন এবং সেটাই তো বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আসল যোগ্যতা। তার দালালীসুলভ বক্তৃতায় বাংলাদেশর ঘটনাবলীর জন্য আওয়ামী লীগ, মুক্তিফৌজ ও ভারতকে দোষারোপ করে দুয়ার ধিকৃত খুনী ইয়াহিয়া ও টিক্কাদের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেনও নিজেকে পূর্ব বাংলা সাবেক অদিবাসী বলে উল্লেখ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের নরপশুসৈন্যবাহিনী কর্তৃক যে অকথ্য ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রী সেন বর্তমানে শুধু ভারতের নাগরীক নন- বিশ্বসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিও। কিন্তু মাহমুদ আলী বাংলাদেশেরই বাসিন্দা। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত হলে মাহমুদ আলীর মতো পথভ্রষ্ট দালালদেরকে পাঞ্জাবীরা সংগে নিয়ে যাবে না। ছেঁড়া জুতোর মতো প্রয়োজন শেষে বাংলাদেশেই ফেলে যাবে- সে কথাটা আমাদের জানা নেই। তবে ইতিহাস যে মাহমুদ আলীদের ক্ষমা করবে না একথাটা আমরা দৃঢ়চিত্তেই বলতে পারি। মীরজাফর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবীর লোভে সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, কিন্তু মাহমুদ আলী জীবনের মাত্র একটিবারই তুচ্ছ সাময়িকভাবে ‘নেতা’ বনা লোভের স্বাজাতি এবং নিজের অতীত জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ‘ভারতের দালাল’ ‘কম্যুনিষ্ট’ ও ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ বলে এই মাহমুদ আলীই কয়েকবার পাকিস্তানী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামে চরম মুহূর্তে তার ভুমিকা সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখন তিনি দেশদ্রোহীর ভুমিকা পালন করেছেন। তার অপমৃত্যু ঘটেছে। তাই আমাদের পরিচিত মাহমুদ আলীর অমন অপমৃত্যুর জন্য আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের দালাল বর্তমান মাহমুদ আলীকে জানিয়ে রাখছিঃ

‘তোমাদের বিচার করবে যারা

আজ জেগেছে এই জনতা।’

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় পাকিস্তানী সেনা নারী নির্যাতন ও আলেম সমাজ	মুক্তবাংলা ১ম বর্ষঃ ৭য় সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানী সেনা
নারী নির্যাতন ও আলেম সমাজ

বাংলাদেশটি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিলো একমাত্র ধর্মীয় প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েই। নইলে দ্বিতীয় কোন যুক্তি ছিলো না যদিও বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ হানাফী মতাবলম্বী এবং পশ্চিম পাকিস্তান কাদিয়ানী, শিয়া,হানাফী, শাফেয়ী ও মালিকীদের আবাস ভুমি।

ইসলাম ধর্মের কট্টর শত্রুও স্বীকার করেছেন যে, নারীজাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন ইসলাম ধর্ম। সাধারণ গৃহকোণ থেকে সিংহাসন পর্যন্ত নারীর মর্যাদা স্বীকৃত। মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ) বাণী। সন্তানের বেহেস্তে জননীর পদতলে। ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদ মহাগ্রন্থ কুরান মজিদে পুরুষ জাতির প্রতি কড়া নির্দেশ রয়েছে নারী জাতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়ার জন্য। নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে পুরুষের জন্য। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রসন্তানের মতো কন্যাসন্তানেরও ওয়ারিসী স্বত্ব স্বীকৃতি। একদা দিল্লীর সিংহাসনে দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া ও দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে বীরাঙ্গনা চাঁদা সুলতানা তারি ফলশ্রুতি। হাল জামানায় অবশ্যি সভ্য জগতের সর্বত্রই নারী জাতির সম অধিকার স্বীকৃত।

কিন্তু বাংলাদেশ ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন শিবিরে অন্যূন ২০ হাজার নারী আটক করে রেখেছে নিজেদের পার্শ্ব বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, চাকুরীজীবী মহিলা, কুলবধূ কেউই ওদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাননি।

ইসলাম ধর্মের অনুশাসন বেপরোয়াভাবে অগ্রাহ্যকারী মুসলমান ধর্মীয় পরিভাষায় ‘কাফের’। এবং নারীজাতির সতীত্বের প্রতি সম্মান দেখানো ইসলাম ধর্মের একটি কড়া অনুশাসন। সুতরাং বাংলাদেশে আগত ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী মুসলমান নয়, কাফের।

এই কাফেরদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের আলেম সমাজ আজ পর্যন্ত একটা টু-শব্দও উচ্চারণ করেননি। সম্প্রতি যে ভাগ্যহীন মেয়েগণ খান সেনাদের শিবির থেকে পরিত্যক্তা হয়েছে ওরা মৈথুনকার্যে অনুপযুক্ত, রোগে ভুগে জীর্ণশীর্ণ এবং গর্ভবতী। এবং সেই হেতু পরিত্যক্তা। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আলেম সমাজের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসাঃ ওই ভাগ্যহীনরা যদি আপনাদেরই স্ত্রী কন্যা পুত্রবধু হতো তাহলে আপনারা কী করতেন?

অবশ্যি আমরা জানি আপনারা বসে নাই। ইয়াহিয়া খানের ঔপনিবেশিক শাসনকে বাংলাদেশে কায়েম রাখার জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আপনাদের অনেকে। বর্তমান জগতের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু বাংলাদেশের উপ-নির্বাচনী প্রহসনকে বাস্তবে পরিণত করার অপচেষ্টায় আপনারা গলদঘর্ম। কিন্তু আমরা ভুলিনি মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ট অবদান গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলো আপনাদেরই পূর্বসূরীদের

সহায়তায়। প্রতিষ্ঠিত করেছিলো উমাইয়া রাজবংশ। ওদের সমর্থনে আপনাদের পূর্বসূরী আলেমগণ আবিস্কার করেছিলেনঃ আসসুলতানু জিল্লুল্লাহ (শাসক আল্লাহর ছায়া)-এর মতন একটা স্তোকবাক্য ইসলামের নামে। এবং এখন বাংলাদেশে আপনারা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন 'আগা রাজবংশ''। এখনো ভাবছেন আমরা বিশ্বাস করি 'আসসুলতানু জিল্লুল্লাহ'?

সতর্ক হউন! ওই পশ্চিম কাফেরদের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। যে ধর্মের গ্রন্থি আমাদেরকে জুড়ে দিয়েছিলো ওদের সঙ্গে-- ওদের আচরিত ধর্ম থেকে আমাদের সেই ধর্মের রূপ ভিন্ন, আলাদা। কাজেই বিবেকের চাবুকের তীব্র আঘাতে আপনারা সোচ্চার হয়ে উঠুন ওদের বিরুদ্ধে। ওরা আপনাদের ২০ হাজার নিষ্পাপ মেয়ের ধর্ম ণষ্ট করেছে, জীবন নষ্ট করেছে, এবং ওদের গর্ভে রেখেছে অপসৃষ্টি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা	সাপ্তাহিক বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা

ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম সামরিক বর্বরতার শিকার সাড়ে সাত কোটি মুক্তি পাগল বাঙালীর প্রাণ-ফসলের জ্বলন্ত প্রতীক স্বাধীন ও সার্বভৌব বাংলাদেশ জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছে। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে সমবেত বিশ্বের একশত ত্রিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সমনে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী জানাতে গেছেন বাংলাদেশের জনগণের নির্বার্চিত প্রতিনিধিরা। মানবাধিকারের নিশানবরদার, শোষিত-নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিঘোষিত আদালত জাতিসংঘের আজ চরম পরীক্ষা। বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলি কোন পথ অবলম্বন করেন, তাঁরা শোষিত-নির্যাতিত মানবতার শৃংখলমুক্তিতে এগিয়ে আসবেন ‘না-কি’ রক্তপিপাসু দানবের সামরাজ্যবাদী রণলিপ্সার কাছে মাথা নত করবেন বিশ্বের সাড়ে তিনশ কোটি মানুষ তা দেখার জন্যে আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। জাতিসংশ একটা কর্মক্ষম জীবিত প্রতিষ্ঠান ‘না-কি’ ক্ষুদ্র ও মাঝারী রাষ্ট্র এবং জাতিসমুহের ভাগ্য নিয়ে পরিহাসে রত বৃহৎ শক্তিবর্গের দাবা খেলার ছক মাত্র, বাংলাদেশ প্রশ্নে এবারকার জাতিসংঘ অধিবেশনের কার্যকলাপে তারও চুড়ান্ত পরীক্ষা হবে।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা যতই তীব্র হয়ে উঠেছে, আকস্মিক আঘাত হতভম্ব বাঙ্গালী জোয়ানরা ততই সুসংঘবদ্ধ এবং সুদক্ষ হয়ে উঠেছে, ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের মুরববী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ততই বেসামাল হয়ে আন্তর্জাতিক আসরে বাংলাদেশ সমস্যাটিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের বিজয় অত্যাচার, অনাচার এবং জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিজয়- এই বাস্তব সত্যটি কোন সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী, নয়া উপনিবেশবাদী কিংবা নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নিকট সুখকর হতে পারে না- তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বময় জাতিগত নিপীড়ন, বর্ণবৈষম্য এবং ক্ষুদ্রের উপর বৃহৎতের পীড়নমূলক কর্তৃত্ব যেভাবে ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে চলেছে- এবং সে ব্যাপারে জাতিসংঘ এতকাল যে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, বাংলাদেশের প্রশ্নে তা হঠাৎ করে বদলে যাবে, নির্জীব বিতর্কসভা হঠাৎ করে দৃঢ়সংকল্পে, কর্মমুখরতায় ভরে উঠবে, তেমন আশা সম্ভবত কেউই করেন না। কিন্তু তবু বাংলাদেশের ঘটনা দুনিয়ার ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। একদিকে নজীরবিহীন বর্বরতা, রক্তের প্লাবন বাস্তুত্যাগী মানুষের স্রোত এবং নিজদেশে পরবাসী কোটি কোটি মানুশের মৃত্যুযন্ত্রণা, আরেক দিকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাস্তব কঠিন সত্য। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিকেই রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে, এমন কি আজকের পৃথিবীর শক্তির আধার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনকে সম্ভবত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের রক্তের মূল্যদিতে আজ বিশ্ববিবেকের অনীহা বিস্ময়কর বই কি।

* সাপ্তাহিক বাংলাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। সম্পাদক-মাইকেল দত্ত। রূপসী বাংলা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস-এর পক্ষে বিজয় কুমার দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত এবং মুজিবনগর ও সিলেট থেকে একযোগে প্রকাশিত।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম মিত্র বিশ্বের বিভিন্ন গণতন্ত্রমনা দেশ ও জনসমষ্টির সুতীব্র ঘৃণা এই ষড়যন্ত্রের নায়কদের পাপ অন্তঃকরণে সাড়া জাগাতে পারছে না। জাতিসংঘ তাই আজো মূক, বধির। কেবল লোক দেখানো তৎপরতা আসল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে-কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। মানবতার দুষমনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন শক্তিই যদি না থাকে এই 'বিশ্বসরকারের -ভিয়েতনাম, কঙ্গো, বিয়াফ্রা, ফিলিস্তিন, লাতিন আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের সর্বত্র পশুশক্তির বর্বর হামলায় ক্ষতবিক্ষত স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের মত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও যদি জাতিসংঘ কেবল নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করে চলে- তবে আজ নিশ্চিতরুপে বিশ্বমানবতার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে চূড়ান্ত ঘোষণা- এমনি কাঠের পুতুল জাতিসংঘের কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব সাঙ্গ হোক এই কীর্তনের পালা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার শক্তির উৎসে আঘাত কর	সাপ্তাহিক বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার শক্তির উৎসে আঘাত করো
ফেরদৌস আহমদ কোরেশী

মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধাদের অবিশ্বাস্য রণনৈপুণ্যে প্রতিটি রণাঙ্গনে আজ ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী মৃত্যুর বিভীষিকায় আতঙ্কের দিন গুনছে। একদিকে বিশ্বময় সাধারণ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো সমর্থন ও সহানুভূতিধন্য সংগ্রাম, আরেকদিকে সভ্যতার ও মানবতার তীব্রতম ঘৃণায় কলঙ্কিত পেশাদার দস্যু বাহিনীর লোমহর্ষক বর্বরতা! সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শক্তি মদমত্ততার নগ্ন আস্ফালন ইতিহাস কোনদিন ক্ষমা করেনি। ক্ষুদে ডিক্টেটর ইয়াহিয়ার সাধ্য কি প্রকৃতির সেই অমোঘ বিধান পাল্টে দেয়?

কিন্তু তবু আত্মতৃপ্তি কিংবা অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের আনন্দে কর্তব্যকর্মে শিথিলতা প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই। একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন নিরেট, কঠোর ও বাস্তব বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার পর্ব। কেবল রণাঙ্গনেই নয়, এ যুদ্ধ সমভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতিতেও চালিয়ে যেতে হবে। সে জন্যে প্রয়োজন সর্বাগ্রে শত্রুর শক্তি এবং শক্তির উৎসগুলির সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং জাতিসংঘের রুদ্ধদ্বার কক্ষের কূটনৈতিক প্রভুরা বাংলাদেশ প্রশ্নের কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সম্পর্কে কেউ কেউ অতিমাত্রায় আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। এ থেকে মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ এবং ক্ষুদ্র দেশ ও জাতিসমূহের প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গের কসাই সুলভ নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের এমন কি ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিপূর্ণভাবে সচেতন নয়। ফলে একদিন যেমন কোন কোন রাষ্ট্রের সমর্থনের ও সদিচ্ছার উপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী সরকারের শক্তিকেও অনাবশ্যকভাবে খাটো করে দেখানো হয়েছে। বিদেশ বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে যে সহানুভূতি ও দ্যর্থহীন সমর্থন পাওয়া গেছে, তাকেই চূড়ান্ত ধরে নেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাফল্য সর্ম্পকে একটা আন্ততৃপ্তিবোধও জন্ম নিয়েছে । সেই মুক্তি বাহিনীর সাফল্যে আত্মস্ফীত হয়ে ইয়াহিয়া খাঁর আসন্ন পতনে’র তারিখ ঘোষণার ব্যাপারেও কেউ কেউ রীতিমত প্রতিযোগীতা দিয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব চিন্তা ভাবনা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল এবং নীতিনির্ধারণে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই যদি এমনিভাবে উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করেন, তবে সে পরিকল্পনার গোড়াতেই গলদ থেকে যেতে বাধ্য।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব চিন্তা ভাবনা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু দায়িত্বশীল এবং নীতিনির্ধারণে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই যদি এমনিভাবে উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করেন, তবে সে পরিকল্পনার গোড়াতেই গলদ থেকে যেতে বাধ্য।

জাতিসংঘে কি হতে পারে তার আভাস পাওয়া গেছে পূর্বাহ্নে ইয়াহিয়ার হানাদার সৈন্যরা যে পৈশাচিক বর্বরতায় সভ্যতার ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে, বিশ্ববিবেকের অভিভাবকত্বে সমাসীন জাতিসংঘের কর্মকর্তার এবং বিভিন্ন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরা ততোধিক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় বাংলাদেশ সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। ইয়াহিয়া খুনী, তবে তার খুন কিছুটা “hot blooded” কিন্তু যাঁরা বিশ্বের দণ্ড-মূণ্ডের কর্তা সেজে বসেছেন, বাংলাদেশ প্রশ্নে তাঁদের ক্ষমাহীন শীতলতা “cold blooded” এবং নিশ্চিতরূপেই

’ষড়যন্ত্রমূলক’। এই ষড়যন্ত্র কেবল বাংলা ও বাঙালীর বিরুদ্ধেই নয়- মানবতার বিরুদ্ধে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে।

ইয়াহিয়া খাঁ কয়েক মাসেই দেনার দায়ে কাবু হয়ে যাবে, আভ্যন্তরীণ কলহে আপনা থেকেই তার তাসের ঘর ভেঙ্গে যাবে, যুদ্ধে খতম হতে হতে তার সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে ইয়াহিয়াকে বাংলার বুক থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে, এসব চিন্তার একটিও যে পুরোপুরি বাস্তব বুদ্ধিজাত নয়- ইতিমধ্যেই তা কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে। হয়াহিয়ার দেনার দায় যতই থাকুক, যতই বাড়ুক, একথা মনে রাখা দরকার যে, তার পেছনে ‘মহাজন’ মুরব্বীও আছে, যারা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী ও বেনিয়া স্বার্থেই ইয়াহিয়ার পরমুখাপেক্ষী সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে এবং পাকিস্তানের ‘ঋণর্নিভর’ অর্থনীতিক তারা বেশ কিছুকাল অতিরিক্ত (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ) ঋণের অক্সিজেন তাঁবুতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

ইয়াহিয়ার ঘর একান্তভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকার জনসাধারণকে বাংলাদেশের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি (বা করা সম্ভব হয়নি)। ফলে আজো সেখানকার রাজনীতি একান্তভাবে সামন্ত প্রভাবান্বিত এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে সেখনকার সামরিক ও বেসামরিক প্রভুদের মনোভাব মোটামুটি এক। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এমন কোন আব্যন্তরীণ কলহে সেখানে দল উপদলগুলি বেশীদূর এগুবে তেমন আশা অন্তত এই পর্যায়ে করা চলে না। আমাদের মুক্তিবাহিনী এখন নিঃসন্দেহে আগের চাইতে অনেক বেশী দৃঢ়তা ও কার্যকারিতার সাথে ইয়াহিয়ার পেশাদার সৈন্যদের মোকাবিলা করছে। এ ব্যপারে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনীর বাস্তবিকই বেকায়দা অবস্থা।

সম্ভবত তা অনুমান করতে পেরেই ইয়াহিয়া এখন তার রণকৌশল বদলে নিয়ে, ‘বাঙ্গালাইজেন’ নীতি গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশেরই জনগণের একাংশকে ভয়ভীতি-প্রলভনে কিংবা ব্যক্তিগত রেষারেষির সুযোগে উস্কানী দিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠনের চেষ্টা হচ্ছে। ফলে এখন মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত ও আহতদের মধ্যে এসব দেশীয় ‘কোলাবরেটরদের’ সংখ্যাই বেশী। এটা খুব শুভ লক্ষন নয়। অনুরুপভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইয়াহিয়া খান একঘরে হয়ে পড়বে এবং তার রক্তমাখা হাতের সাথে কেউ হাত মেলাবে না, এই আশাও বাস্তবের ধোপে টিকে না- কারণ, বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির বেশির ভাগের হাতই যে রক্তমাখা। এক্ষেত্রে বরং চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হবারই সম্ভাবনা বেশী ।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পরিচালনা এবং ভবিষৎ পরিকল্পনার উপর বর্ণিত অন্ধকার দিকটি সামনে রেখে তারই মোকাবিলার জন্য আজ আমাদের তৈরী হতে হবে।

অথনৈতিক দিক থেকে ইয়াহিয়া সরকারকে কাবু রাখার জন্য দরকার মুক্তিবাহিনীর তৎপরতাকে জোরদার করা। সেজন্য আরো গভীর, আরো ব্যপক ও বিরাটভাবে আঘাত হানা দরকার । এ ব্যপারেও আমাদের এখনো অনেক কিছু করণীয় আছে। যুদ্ধের কৌশলগত ও নীতিগত দিক আলোচনা করা অনুচিত বিধায় এ সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের পাশাপাশি যদি রাজণৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে আমরা সমান সাফল্য অর্জন করতে না পারি, তবে চুড়ান্ত বিজয় অসম্ভব হয়ে পড়তে বাধ্য।

রাজনৈতিক পর্যায়ে ‘Isolate the enemy’ এই নীতি অবলম্বন করে দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত শক্তিকে সংহত করা অত্যাবশ্যক। বিলম্বে হলেও কয়েকটি দলের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এব্যাপারে একটি শুভ পদক্ষেপ হয়েছে। এই পরিষদকে সম্প্রসারিত করে দল এমন কি গ্রুপগুলিকেও অঙ্গীভূত করে নেওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এমনকি যারা দোটানায় আছে কিংবা ভয় ভীতিতে শত্রুর সহযোগিতা করছে, বাংলাদেশ

সরকারের আশু কর্তব্য তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেও দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করা এবং শত্রুকে তাদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা। ইয়াহিয়া সরকার যেভাবে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে বাংলাদেশ থেকেই সমর্থন সংগ্রহের জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকেও সেইভাবে তাদের কোণঠাসা করে রাখতে এবং প্রতিটি বাঙ্গালীকে স্বাধীন বাংলার পতাকার নীচে জমায়েত রাখার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে, কিংবা অবহেলাভরে একটিমাত্র মানুষকেও শত্রুশিবিরে ফেলে দেওয়া এই পর্যায়ে আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া যেভাবে divide and rule-এর চেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে এমনকি ইয়াহিয়া-সমর্থক বাঙালীদের মধ্যেও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো দরকার। বাংলাদেশ আজ হোক কাল হোক স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবেই এ বিশ্বাস সবার মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ইয়াহিয়ার শক্তির প্রথমে উৎস। এই উল্লাসে আঘাত হানার সুযোগ এখনো আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কায়েমীস্বার্থের সিংহাসনে ফাটল ধরাবার নিরন্তর চেষ্টা চালাতে হবে। কোন ব্যর্থতাকেই ব্যর্থতা মনে করা যাবে না। এজন্য প্রয়োজনবোধ একটি বিশেষ দল গঠন করা যেতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষত ইয়াহিয়া সামরিক বাহিনীকে অদ্যাবধি ঐক্য বজায় রাখার জন্য ধর্মোন্মাদনা, আঞ্চলিক স্বার্থচেতনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অবলুপ্তির সম্ভাবনাজনিত ভীতিকেই বেশী করে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত খুবই বিভ্রান্ত। তবে এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দ্ব্যর্থহীন সমর্থনই সম্ভবত ঐক্যের মূল ভিত্তির কাজ করে চলেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সমর্থনেই আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতীক একান্তভাবেই ইয়াহিয়ার হস্তগত হয়েছে। দেশের বৃহত্তর অংশ হয়েও বাংলাদেশ সেই প্রতীকের উপর স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

মুসলিম দেশগুলি ইয়াহিয়াকে সমর্থন করছে কেন? কেউ কেউ এ নিয়ে বিশ্বের মুসলমান জনসাধারণ এবং তাদের ধর্মীয় চেতানার প্রতি কটাক্ষ করেই তৃপ্ত হয়েছেন। বিষয়টির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেননি। বস্তুত ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির সমর্থনের মূল কারণ, এসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকাংশের অগণতান্ত্রিক ও ক্ষেত্রবিশেষে গণবিরোধী চরিত্র। তার চাইতেও বড় কথা পাকিস্তান সম্পর্কে এ সব দেশের জনসাধারণের, এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্রের সীমাহীন অজ্ঞতা। এসব দেশে পাকিস্তানী কূটনীতির সাফল্যও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান বৃহত্তম, যে হিসাবে এসব দেশে পাকিস্তানী কূটনীতিকর বরাবর বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেছে। এসব কূটনীতিকরা পাকিস্তান সম্পর্কে বরাবরই একতরফা চিত্র তুলে ধরেছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাঙালীদের সংখ্যা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব, বাঙালীদের স্বকীয়তা, এসব সর্ম্পকে এসব দেশের মানুষকে কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এসব দেশে একতরফাভাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকে ভারতীয় চক্রান্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। তার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষ থেকে এসব দেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি। ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের কথা বলায় কার্যত হিতে বিপরীত হয়েছে, এমন কি জয়প্রকাশ নারায়ণের মত সজ্জন ব্যক্তির সফরও এসব দেশে বিকৃত ছাপ ফেলেছে। তাতে করে কেবল বাংলাদেশ সমস্যা ভারতের সৃষ্টি’- এ ধারণাকেই জোরদার করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পশ্চাতে মুসলিম দেশগুলির ঢালাও সমর্থনের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ব্যাপারে আশু কর্তব্য নির্ধারণ অত্যান্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় ত্রিশটি দেশের শর্তহীন সমর্থন মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। বিষয়টিকে সাম্প্রদায়ক দৃষ্টভঙ্গিতে বিচার না করে কূটনীতির প্রয়োজনের নিরিখেই বিচার করতে হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। ইয়াহিয়ার নির্বিচার গণহত্যা, উৎপীড়নের শিকার হয়েছে এই

মুসলমানরাই। ইসলামের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুর জানমাল রাষ্ট্রের পবিত্র আমানত। সে ব্যাপারে কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার প্রকাশ ঘটেছে, কিভাবে আবাল -বৃদ্ধ নির্বিশেষে নারীর উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, এমন কি কোরান পাঠরত মহিলাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি, কিভাবে হানাদার সৈন্যরা বোমার আঘাতে মসজিদের মিনারও পুড়িয়ে দিয়েছে- এসব কথা মুসলিম দেশগুলির সাধারণ মানুষের কাছে পোঁছেনি। বাংলাদেশ যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কায়রোর গ্রাণ্ড মুফতিরও নাকি সেকথা জানা ছিলো না।

ইয়াহিয়ার শক্তির এই উৎসমুখ বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দরকার। মুসলিম দেশগুলির সমর্থন বাংলাদেশের জন্য জরুরী। কারণ, একমাত্র তাহলেই ইয়াহিয়ার শাসনযন্ত্রের শেষ নৈতিক খুঁটিটি ধসে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে ইয়াহিয়ার মুখোশ ইন্মোচিত হতে পারে। একমাত্র তাহলেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুসলিম দেশগুলির ভাবনার কিছুই নেই, বরঞ্চ আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানানোই তাদের কর্তব্য- এই সত্যটি তুলে ধরতে হবে।

পাকিস্তান সরকারের তৈরী বহুদিনের ভুল ধারণা নিরসন অতি সহজে হবে আশা করা যায় না। তবু এ ব্যাপারেও আপাত ব্যর্থতায় মুষড়ে পড়লে চলবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
স্বাধীনতাঃ ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	সাপ্তাহিক বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

স্বাধীনতাঃ ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

এটা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই, বৃহৎ শক্তিবর্গ 'বাংলাদেশ' সমস্যার ব্যাপারে পাকিস্তানের উপর বিশেষ কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি, বা ইচ্ছে করেই করেননি। কোন দেশই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। খুব কম রাষ্ট্রই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন বলে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছে। সরকারীভাবে অনেকেই ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, অনেক রাষ্ট্র সাহায্যও করেছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরণার্থী সমস্যা ও বাংলাদেশ সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্যের ব্যাপারে বিরাট ব্যবধান লক্ষ করা গেছে।

রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এক শক্তিশালী দল পাঠান হয়েছে। তারা সেখানে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়। উপরন্ত পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। অধিকন্তু পাকিস্তান এখনও দাবী করে বাংলাদেশ পাকিস্তানেরই অঙ্গ এবং পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র আজও পর্যন্ত তাই সরকারীভাবে বিশ্বাস করে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তদুপরি রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার ডঃ আদম মালিক সরাসরি বলেছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যা রাষ্ট্রসংঘে আলোচিত হোক তিনি তা চান না।

সরকারীভাবে বক্তব্য বলার সুযোগ না পেলেও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বেসরকারীভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাতে পারেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলনে ভারতে বাংলাদেশ সমস্যা তুলেছিল। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে সারা বিশ্বে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে। তারা এখন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনে নিজেদের মত পাল্টাবেন বলে মনে হয় না।

বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকায় বাংলাদেশ সরকারের আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে গেলে যে টাকা সে পাকিস্তানকে ধার দিয়েছে তা ফেরৎ পাবে না। বরং পাকিস্তান যদি টিকে থাকে তবে পাক-ভারত সমস্যাও থাকবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় রাষ্ট্রেই অস্ত্র ব্যবসায় নানাভাবে আর্থিকদিক দিয়ে লাভবান হবে। তদুপরি তার ভয় বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তা দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার বিক্ষুব্ধ রাজনীতির শিকার হবে এবং ক্রমশ বামপন্থী রাস্তা ধরবে। তারচেয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকলে সব সময় সেখানে একটা পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব প্রবল থাকবে। যার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশর রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদীরাই সম্মুখভাগে থাকবে। চরম বামপন্থীরা কিছুতেই তাদের ঠেলে এগিয়ে আসতে পারবে না। এর ভিত্তিতে বিচার করলে বাংলাদেশ সরকারের যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আদায় প্রায় অসম্ভব।

চীনের ভয় আবার অন্য দিক থেকে। সে মনে করে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন হলে জাতীয়তাবাদীদের ক্ষমতা চলে যাবে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাবে। তার চেয়ে যদি পাকিস্তান টিকে থাকে এবং চীন পাকিস্তান বন্ধুত্বের সুযোগ চীনপন্থীরা বাংলাদেশ সংগঠিত হবার সুযোগ পায় মন্দ কি? না হয়

ভাসবদিতকদতাকদবাংলাদেশের ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করা যাবে। তাই বাংলাদেশের এই মুহূর্তে চৈনিক সমর্থনের আশা করা বৃথা।

রাশিয়া বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখানো আর সক্রিয় সর্মথন করা এক কথা নয়। রাশিয়ার বর্তমান স্ট্র্যাটেজিই হলো কারো সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে চলা। মোট কথা কোন বেদেশী শক্তি যে আমাদের জন্য বড় রকমের কিছু করে বসবেন সেই সম্ভবনা আদৌ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে নিজেদের ভেতরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার চাপেই ইয়াহিয়া সরকার ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরাট মতবিরোধের যে কথা এতদিন বলা হচ্ছিল তার অস্তিত্ব আছে বলে হনে হয় না। তবে মুক্তিবাহিনীর হাতে ব্যাপকভাবে নিজেদের লোক হতাহত হওয়ার ফলে নিম্ন পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের মধ্যে কিছুটা মনকষাকষি দেখা দিতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোই এখন ইয়াহিয়া সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা। তিনি ঘন ঘণ ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাচ্ছেন। তাঁর দলই এখন জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতারং পাকিস্তান শাসন করার অধিকার তাঁরই। ইয়াহিয়া খান কিন্তু এখন ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন। তিনি কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কনভেনশন মুসলিম লীগের সংযুক্তি ঘটিয়ে তাঁর অনুগত একটি দল গঠনে সর্মথ হয়েছেন। বাংলাদেশে পুনঃনির্বাচন প্রহসন চালিয়ে তিনি এই দলকেই ক্ষমতায় আনতে চাইছেন। উপরন্তু ভুট্টো সাহেবের দল এখন প্রায় দ্বিধাবিভক্ত।

ওয়ালী খান কাবুল পালিয়ে গেছেন। তাঁর দলের অনেকেই এখন বন্দী। বিগত নির্বাচন ও তার পরবর্তী রাজনীতির ধারা দেখে মনে হয় না, তিনি এমন কিছু করতে পারবেন যা ইয়াহিয়া খানের কাছে মারাত্মক হতে পারে।

বহু রাষ্ট্রই প্রকাশ্য ও গোপনে পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় আর্থিক চাপও কিছুটা লাঘব হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদন যেমন বন্ধ, উন্নয়নমূলক কাজও তেমনি বন্ধ। মোট কথা পাকিস্তান তার ভিতরকার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আপনা থেকেই কেটে বলে যে ধারনা আমরা করেছিলাম, তা সহসা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে না।

আমরা এখন পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব। সুতরাং আমাদের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ব্যাপারে একটা ভাবাবেগকে সামনে রাখলে আমরা ভুল করবো। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের চাপ নয়. নিজেদের কোন আত্মকহল নয় বরং বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণই পশ্চিম পাকিস্তানী ইয়াহিয়া সরকারকে দিন দিন কাবু করে আনছে। আর এটা অত্যন্ত পরিস্কার কথা, যে পথে চললে ফল পাওয়া যায় সে পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেশে ঘুরে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য হাতে পায়ে ধরে বেড়ানোর চেয়ে অথবা নিজের দেউলেপনায় অসহায় হয়ে কবে আমাদের ডেকে নিয়ে পাকিস্তান স্বাধীনতা বুঝিয়ে দেবে তার অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর করার দিকেই এখন সমস্ত যুক্তি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি নিয়ে অপরের সাহায্যের আশায় বসে না থেকে যেদিন আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠব, একমাত্র সেদিনই দেশ থেকে শত্রুদের চিরতরে বিতাড়িত করা যাবে।

বিশ্বের ইতিহাস প্রমাণ করেছে ভিক্ষার মাধ্যমে কোন জাতির কোন ন্যায্য দাবী আদায় হয়নি। সার্বিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক সংগ্রাম।

-সঞ্জীব চৌধুরী

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অসুর নিধন উৎসব	দাবানল ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অসুর নিধন উৎসব

বাংলার ঘরে ঘরে শারদীয় উৎসবের বাঁশী উঠেছে। এই আনন্দের আহবান বাঙালী মাত্রের মনই সাড়া না দিয়ে পারে না। এই উৎসবের সঙ্গে সমগ্র বাঙালী জাতির নাড়ীর টান অত্যন্ত নিবিড় এবং গভীর। একদিন সমাজবিবর্তনের ধারা স্রোতে এই উৎসবের আঙ্গিক হয়ত পাল্টাবে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রীতির বাণী একভাবে না একভাবে বাঙালী চিত্ত সঞ্জীবিত করে রাখবে।

এবার বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিস্তৃত অংশ দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন; ইয়াহিয়া সরকারের নেকড়ে বাহিনী তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে, প্রিয় মাতৃভুমির থেকে, জীবনের নাট্যমঞ্চ থেকে প্রচণ্ডতম পাশবিক শক্তি পয়োগ করে দেশের বাইরে ছুড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িকতা আবার বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে তার স্বাভাবিক পরিণতি স্বরুপ সংখালঘু সম্প্রদায়কে এক খাট্টা হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ-অতীতের রক্তাক্ত স্মৃতি বড় করুন এবং বেদনাদায়ক। এক মাত্র উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নই তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই সংবাদ শুনার জন্য শরণাথী শিবিরের হাজার হাজার শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণতরঙ্গমুখর এই উত্তোরণ মুহূর্তের দেবীর বোধন গীতি ভেসে উঠেছে। এইবার পূজা আর পুষ্পে নয়, বিল্ব পত্রে নয়, দুর্বাদলে নয়. এবার রক্তে রক্তে মাংসে মাংসে মগজে মজ্জায় দেবীর আবাহন গীতি বেজে উঠেছে, এই সুর নতুন, এই প্রাণস্পন্দন অভিনব, এই আত্মত্যাগ অভূতপূর্ব। এবার শারদীয় উৎসব শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে নয়, বাঙালী জাতির অন্তর্গত প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছেই নতুন তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে শোষণ পুঁজিবাদ-এর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক ক্ষমাহীন সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালী জাতি সাধীন হবে। বাংলাদেশে তারা সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক কলুষমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ সৃজন করবেন। এই সময়ে এই মহান ঐতিহ্যময়ী উৎসব উপলক্ষে আমরা একটি কথা স্পষ্ট ভাবে জানাতে চাই- তা হলো শারদীয় উৎসব বাংলাদেশের সমাজের একাংশের ধর্মীয় উৎসব হলেও গোটা বাঙালী জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, বিশেষ করে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিতে সাহিত্য সৃজনলোকে এই উৎসবের অবদান অনেক বেশি। আমরা বলতে চাই যারা ধর্মীয়ভাবে নিজেদের ভক্তিপিপাসা এই উৎসবের মাধ্যমে মেটাতে চান-তারা সেভাবেই এই উৎসবকে বরণ করে নিন। যাদের ধর্মীয় উৎসব নয়, তারাও এই উৎসবের ক'টি দিন জাতির কৃষ্টি, সংস্বৃতি, ঐতিহ্য এবং শিল্পচর্চারদিন হিসেবে গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের যে মহান জাতি গঠনে দীপ্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আকঁড়ে ধরে থাকলে চলবে না। একটি প্রাণবন্ত জাতি গঠনের এই দ্রুত শক্তিশালী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক সম্প্রদায়কে গ্রহন করতে হবে। তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। জাতির মাত্র কঠিন অগ্নিপরীক্ষার দিনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে প্রতিটি সংগ্রামী বাঙালীর কাছে আমার এই

* দানাবলঃ সাপ্তাহিক। মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতার মুখপত্র। সম্পাদকঃ মোঃ জিনাত আলী। মুজিবনগর হতে ত্রিবর্ণ প্রকাশনীর পক্ষে মোঃ সেলিম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আহবান আমাদের কাগজের মারফত, দেশের ভেতরে প্রতিটি ঘরে, মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতিটি ব্যারাকে এবং প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে পৌছে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিতে চাই- এবারের শারদীয় উৎসবের একটি মাত্র রঙ্গ তা হলো সমরঙ্গ। বাংলাদেশের যুবক, যুবতী, ছেলে, জোয়ান, বুড়ো এই সময় রঙ্গেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। এটাই এবারের শারদীয় উৎসবের দাবী, বাঙালী মরবে, মরতে বাঁচার পথ পরিস্কার করবে, সুতরাং সকল বাঙালী ভাই বোন, ছেলে মেয়ে, মা-বাবা যে যেখানে আছেন এই পরম লগ্নে প্রাণ খুলে গেয়ে উঠুন- জয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাকিস্তানে নয় বাংলাদেশেই শরণার্থীরা ফিরবেন	দাবানল ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানে নয়

বাংলাদেশেই শরণর্থীরা ফিরবেন

(ভাষ্যকার)

নির্বিচার গণহত্যায় যাদের হাত রক্তাক্ত হয়েছে তারা যদি মিথ্যের বেসাতি করেন- অপপ্রচারের আত্মতৃপ্তি নিয়ে তারা তৃপ্ত হতে পারেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তাতে মোটেও বিভ্রান্ত হইনা। ওরাও জানে এরা বিভ্রান্ত হবে না। হতে পারে না- তবুও অপপ্রচার চলছেই । এটাও নাকি নিয়ম খুনীর কণ্ঠ থেকেই নির্গত হয় সুন্দর শব্দ আর নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভন।

আজ আর বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হয় না এ কথাগুলো তার বর্বরতাকে নিন্দা করে উচ্চারিত হচ্ছে- ইতিহাসের সবচাইতে ঘৃণ্যতম খুনী ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু মুখাবয়ব আজ প্রতিটি ঘৃণিত শবদের পেছন থেকেই উকি দিয়ে ওঠে। সেই সব রক্তপিপাসু পাক বাহিণীর হাতে নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার থেকে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন যে অপপ্রচার অনুষ্ঠানই চলবে- এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া রেডিও পাকিস্তান এ কথা তো বারবারই স্বীকার করেছেন যে অবস্থা স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছয় মাস ধরেই স্বাভাবিক কথাটি বারবার শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, যেন পাকিস্তান গত ২৫শে মার্চের পর থেকেই কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, এর আগেই যেন অস্বাভাবিক ছিল। যে অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে আমাদের আজন্ম সংগ্রাম।

মাঝে মধ্যে যদি কখনও পাকিস্তান বেতার অনুষ্ঠান শুনেন তাহলে লক্ষ্য করবেন রেডিও পাকিস্তান কিছুটা খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে আজকাল। তাদের মতে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে, নির্যাতিত শরণার্থীরা নদী পাহাড়-পর্বতের দুর্গম পথ অতিক্রম করে পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছেন। প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার নির্যাতিত শরণার্থী ইয়াহিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন পাকিস্তানে।

বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে যে ভারতে শরণার্থী হয়েছেন- রেডিও পাকিস্তান সেটা স্বীকার না করলেও আপাততঃ অনেক শরণার্থী ফিরে গেছেন বলে পাকিস্তান রেডিও দাবী করেছে।

যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ'থান্ট তার সাম্প্রতিক ভাষণেও বলেছেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়ার আহবানে শরণার্থীরা কেউ ফিরে যায়নি। সুতরাং সাম্প্রতিকালে ফিরে যাবার সংখ্যা রেডিও পাকিস্তানের কল্যাণ ফুলে ফেঁপে দিনকে দিন বাড়ছেই। ফিরতে ফিরতে এতো বেশি যাচ্ছে যে ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত নব্বই লক্ষ সংখ্যাকেও অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রশ্ন আসে, এতো তো আসেনি, এতো ফিরছে কি করে?

দুদিন আগেও পাকিস্তান বেতার থেকে অস্বীকার করা হয়েছিল বাঙালীদের দেশত্যাগের কথা - তারপর কিছুটা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছিল সামান্য কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী ভারতে পালিয়ে গেছে- কিন্তু একদিকে বিশ্বচাপ আর অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে একটা রাজনৈতিক সমাধানের আশা নিয়েই হয়ত পাকশাহী স্বীকার করে নিলেন শরণার্থী সমস্যা। এমনকি খুনী তার কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে সাদর আহবানও জানালেন- কিন্তু দিন দিন শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। ফলে অপপ্রচার ছাড়া পাকশাহীর আর কিছুই থাকলো না। তার পর এলেন অসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালিক। তিনি ব্যাপক দেশত্যাগের কথা স্বীকার করলেন-দেশত্যাগীদের দেশে ফিরে গেলে জমি ঘর ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কেউ ফিরলো না।

সম্প্রতি পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে অন্যরকম- শরণার্থীদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেশ ছড়ানো। তাদের মতে- শরণার্থীরা দলে দলে ফিরছেন ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে। সীমান্তে যারা ধরা পড়েছেন গুলি করে নাকি তাদের হত্যা করা হচ্ছে। অপপ্রচার শুনে শুনে এক একবার মনে হয় ওরা সত্যিই বলছে। মানুষ তার নিজের দেশে ফিরে যাবে নিজের ঘরে, নিজের ভিটেয় এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু কিছুদিন পরের জন্যে যা সত্য এই মুহূর্তের জন্যে তাই আমাদের স্বপ্ন। ফলে সত্য যা তা হলো এ রকম যে দলে দলে শরণার্থীরা একদিন ফিরে যাবেই। তবে পাকিস্তানে নয় বাংলাদেশে । স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। আর ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী কেন, পৃথিবীর কোন বাহিনীর চোখকেই ফাঁকি দিয়ে নয়। ওরা বলেছেন, শরণার্থীরা দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে আসছে। ইয়াহিয়া সাহেব আপনি বলুনতো পৃথিবীর কোন দেশের স্বাধীনতার পথ এতো সুগম হয়েছিল? স্বাধীনতার পথই দুর্গম। এই পথই অতিক্রম করেই আমাদের ফিরতে হবে স্বাধীন বাংলার সোপানে।

জেনারেল সাহেব, আজ বাঙালীদের কাছে সব চাইতে নির্মম ও ভয়াবহ যে শব্দ সেই শরণার্থী শব্দটির আপনিই তো নির্মাতা। ভারত শুধু বন্ধুর মতো এই একান্ত অনাথ শব্দটিকে আশ্রয় দিয়েছেন- ধর্ষিত, লুণ্ঠিত নিপীড়িত নব্বই লক্ষ মানুষের আপনার বর্বর সেনাবাহিনীর লোককে ফাঁকি দিয়ে ভারতে এসেও রক্ষা পায়নি, সীমান্তের ওপার থেকেও আপনার বাহিনীই শরণার্থী শিবিরগুলোকে লক্ষ করে নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে। উদ্দেশ্য ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধিয়ে বিশ্বের চোখ পাক-ভারতের যুদ্ধের দিকে ফিরিয়ে মুক্তি সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করা।

এই তো সেদিনও মেঘালয় সীমান্তবর্তী এক ক্যাম্প থেকে আমার নিজের ভাই চিঠি লিখে আপনার সেনাবাহিনীর কি নিষ্ঠুর হামলার বিবরণ পাঠিয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থী শিবির লক্ষ্য করে ছোড়া মেশিনগানের গুলীতে নিহত হয়েছে আট জন। এদের মধ্যে দুধের শিশু, উদ্দাম যুবক-আপনার বর্বরতার হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল যারা আপনার বর্বরতা সেই অসীম সীমান্তকেও অতিক্রম করে তাদের হত্যা করতে উদ্যত। এই দোষ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাঁধে চাপিয়ে আমাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। আজ আমরা যুদ্ধের মধ্যে বদ্যভূমিতে একটা সত্যের চূড়ান্ত মীমাংসায় লিপ্ত- আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন অপপ্রচারে কিছুদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়- এক একজনের খুনের অপরাধ সাময়িকভাবে চাপানো চলে অন্যের কাঁধেও কিন্তু চূড়ান্ত জয়ের জন্য চাই সত্য, সে সত্য আপনার নেই। আপনি বলুন সৈনিকের গুলীগুলো নিরপেক্ষ না হয়ে যদি কোন কথা বলতে পারতো? ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ অব্দি নিহত দশ লক্ষাধিক মানুষের অমর আত্নার মধ্যে যদি খুনীর নাম লেখা থাকতো তাহলে আপনিই জেনারেল ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক, আপনি কোথায় মুখ লুকোতেন?

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ	দাবানল ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

।। নিজস্ব সংবাদদাতা।।

দাবানলের আত্মপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা বাংলাদেশের মুক্তি সেনাদের সমস্যা ও অভাব অভিযোগের চিত্র তুলে ধরছি। এটা সরকারী প্রচেষ্টাকে সমালোচনা কিম্বা নিন্দা করার জন্য নয়, বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করার জন্যও নয় কেননা আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার সব সময়ই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নজর ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রাখছেন। তবুও দেশের মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা স্থির করেছি এই কলমে মুক্তিসেনাদের অভাব অভিযোগের চিত্র তুলে ধরব। আমাদের মুক্তিসেনাদের অভাব অভিযোগেও আত্মত্যাগের প্রতি দেশ বিদেশে মানুষ সহানুভূতিশীল হবেন- বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবেন এই আশায়।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অনেক সৈনিক যাঁরা জীবনের বিনিময়ে শত্রু হননে অপারেশনে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে তারা ভাল চিকিৎসা দূরে থাক ন্যূনতম আধুনিক ঔষধপত্রও পাচ্ছেন না। আহত সৈনিকরা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবে ভুগছেন। বাংলাদেশে মুক্ত এলাকায় এই হাসপাতালের আহত সৈনিকদের কেউ কেউ অভিযোগ করে বলেছেন যে তারা পকেট খরচের মতো সামান্য অর্থও পাচ্ছেন না। সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ মাসিক ভাতা অপর্যাপ্তই শুধু নয় অনেক সময় বিলম্বিত হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে, প্রাক্তন সৈনিক যারা যুদ্ধের আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন তারা তাদের জরুরী ভাতা পাচ্ছেন না। অনেক ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাও একই অভিযোগ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য যাঁরা বাংলাদেশকে শত্রুকবল থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছেন মনে রাখতে হবে তাঁরাই আমাদের ভরসার স্থল। এঁদের সুখ সুবিধার জন্য প্রয়োজনবোধ আমাদের সুখ বিসর্জন দিতেই হবে। অনতিবিলম্বে এই অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা জানি আমাদের অর্থের অভাব সবচেয়ে প্রকট কিন্তু এই প্রয়োজনীয় অর্থ দাবী করছেন না। তাই অর্থাভাব মোচনের জন্যে প্রয়োজন হলে অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে পরিষদ সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের ভাতা ও বেতন কমিয়ে হলেও আমাদের প্রিয় মুক্তিসেনাদের আর্থিক সেবায় এই অর্থ বিনিয়োগ করতেই হবে। এই সমস্যা সমাধানে সরকার যত দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন ততই মঙ্গল । মুক্ত এলাকায় বিভিন্ন শিবিরে এখন শীত নেমে আসছে। এখন থেকেই শীত উপযোগী পোশাক -পরিচ্ছদের বন্দোবস্ত না করলে পরে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

মুক্তিসেনাদের এই সব অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার প্রতি সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সরকার সময়োচিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর মনোবল অটুট রাখতে অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন- এটাই আমাদের কাম্য।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ১। আরো জোরে আঘাত হানো ২। ঈদ দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসছে	দাবানল ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ট সংখ্যা	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

(১)

আরো জোরে আঘাত হানো

ইয়াহিয়া খানের সাধের আশা পূরণ হয়নি। বাহাত্তুর ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবীকে চূর্ণ করতে পারেনি তাঁর লেলিয়ে দেয়া সামরিক বাহিনী। যদিও বাংলাদেশ তারা নির্মমতা এবং নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন এবং ধর্ষণের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তবু বাংলাদেশের জনগণকে এক ইঞ্চি নোয়াতে পারেনি। চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলার জনগণ ন্যায়ের নামে, শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বয়স দশ মাস পুরো হতে চলছে। এর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানের পরাজয় স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ নানা রণাঙ্গনে দুর্বার হয়ে উঠেছে। আমাদের সুশিক্ষিত দেশপ্রেমিক গেরিলাদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় কাবু হয়ে এসেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। যে ক্যান্টনমেন্টগুলোর উপর ভরসা করে ইয়াহিয়া খান গোঁফে তা দিতে দিতে ভেবেছিলেন, শক্তিবলে বাংলাদেশকে পদানত করে রাখতে পারবেন সে ভরসার কেন্দ্রবিন্দুগুলো জঙ্গীলাটের চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে। এ পর্যন্ত আমরা খবর পেয়েছি যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন আসন্ন। মুক্তি সেনানীরা বীর বিক্রমে ধাওয়া করছে সিলেট অভিমুখে। চট্টগ্রাম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে, ঢাকা মহানগরী গোটা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কুমিল্লাতে জোড় লড়াই চলেছে, খুলনা জেলা প্রায় মুক্ত হয়ে এসেছে। অনেকগুলো বিমানবন্ধর মুক্তিযোদ্ধারা কামান দাগে তছনছ করে দিয়েছে। তার ফলে স্যবরজেট থেকে মার্চ এপ্রিল মাসের মতোগুলী, বোমাবর্ষণ করারও সুবিধা হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের নৌবন্দরগুলোতে এখন আর বিদেশী জাহাজ ভিড়তে সাহস করছে না। মুক্তিযোদ্ধারা চট্রগ্রামে ও বন্দরে অনেকগুলো বিদেশী জাহাজ জখম করেছেন অথবা একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। বিদেশ থেকে নয় শুধু, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকেও জলপথে সমর সম্ভার আমদানীর পথ একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছে। বস্তুত: পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্দী আমাদের সাহসী সেনানীরা তাদেরকে চারদিক থেকে তাড়া করে একবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। আজ তারা আহত বন্য পশুর মতো- তারা জানে তাদের পালাবার কোনো পথ খোলা নেই। প্রদীপ যেমন নিভবার আগে দপ করে জ্বলে উঠে, শত্রুও তেমনি চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। কিন্তু তারা ভালোভাবে জানে যে, তাদের বাঁচবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এই সময়ে আমাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে তুলতে হবে, শত্রুর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে দিতে হবে। কোন রকমের সাহয্যে তারা বলীয়ান হয়ে উঠার রাস্তা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে ফেলতে হবে। সামান্য অবহেলার শত্রু শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করে ইয়াহিয়ার যুদ্ধাস্ত্রটাকে একেবারে অকেজো করে ফেলতে হবে। কোনো দয়া, কোন অনুকম্পা। দশ লক্ষ্যের মতো বাংগালী জনগণকে তারা যে নৃশংসতায় হত্যা করেছে, একই নৃশংসতা আজ তাদের ফেরত দিতে হবে। ইয়াহিয়া খানের হুকুম বরদার সৈন্যদের এই ভাগ্যলিপি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে- অত্যাসন্ন হয়ে আসছে সে দিন । সুতরাং শত্রুর উপর আঘাত, আঘাত তীব্র আঘাত হানো।

(২)

ঈদ দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিভা নিয়ে এসেছে

বাংলাদেশে এবারের ঈদ এসেছে সম্পূর্ণ এক নতুন রূপে। এক মর্মান্তিক পরিবেশ। আমাদের জীবন থেকে এবার ঈদের সকল আনন্দ ধুয়ে মুছে গেছে, আছে শুধু সন্তানহারা জননীর আকুল ক্রন্দন, সদ্য বিধবার দীর্ঘশ্বাস, ধর্ষিতা মা বোনদের তীব্র আর্তনাদ, আর স্বজন হারানোর শোক। অন্যদিকে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য আছে দুর্জয় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা ও আত্মত্যাগের প্রবল সংকল্প। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বিদেশে ভারতের মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দেশের ভিতরেও সাধারণ মানুষ সর্বক্ষণ আতংকের অস্থিরতায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। আনন্দ করার প্রিয়জনরা আজ পরস্পর থেকে দূরে । আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, এবারের ঈদ বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলেও আমরা বিশ্বাস করি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল সমাপ্তি বাঙালী জীবনে বয়ে আনবে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দ। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন আগামী ঈদের পূর্বে সমস্ত বাংলাদেশকে মুক্ত করে ঈদের আনন্দ উৎসব উপভোগ করতে পারবো।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
গণচীন ও বাংলাদেশের সংগ্রাম	দাবানল ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ট সংখ্যা	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

গণচীন ও বাংলাদেশের সংগ্রাম

(দাবানল পর্যবেক্ষক)

রাষ্ট্রসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির ফলে বিশ্বের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই উৎসাহব্যঞ্জক। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ চীনের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের সঠিক ভূমিকা পালনের জন্যে আশা প্রকাশ করেছেন। এদ্বারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শেরই বিজয় সূচিত হয়েছে। উপস্থাপিত হয়েছে মহাচীনকে। আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য। আমরাও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে গণচীনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পঁচিশে মার্চ তারিখ থেকে পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী চক্র বাংলাদেশের জনগণের উপর বর্বর আক্রমণ চালান। প্রতিরোধ করার পর থেকে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে এবং তার জন্যে বাংলাদেশে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়েছে এই বলে জঙ্গীচক্র চীৎকার করতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণচীন পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সরাসরিভাবে গণচচীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা না করলেও, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষাকল্পে আমরা পাকিস্তানের পাশে থাকবো- চীনের এই বক্তব্য বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান বিবাদ প্রতীয়মান করতে পাকিস্তানী উদ্যোগকে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশে সামরিক জান্তার উৎপীড়ন ও ব্যাপক গণহত্যায় যখন ডানপন্থী ও বামপন্থী উভয়েই বিপন্ন, এই ব্যাপক অত্যাচার, হত্যা লুণ্ঠন যখন বিশ্ববিবেককে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল দেশে দেশে ধিক্কার উঠেছিল জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে তখন একটি বিশেষ মতাদর্শে পীঠস্থান এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি গণচীণের মৌনতা তারই অনুসৃত আদর্শের ব্যতিক্রম। গণচীণ, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, প্যালেষ্টাইনের মুক্তিযুদ্ধের সর্বান্তকরণে সমর্থন করে যাচ্ছে এবং যুদ্ধাস্ত্র থেকে শুরু করে সবরকম প্রয়োজনীয় সাহায্য করে যাচ্ছে। অথচ সেই জনগণতান্ত্রিক চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সরাসরি সমর্থন করছে না।

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত। এমনকি চীন অনুসৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। গণচীনও এই প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পূর্ণ অবহিত। সেই কারণেই বোধ করি গণচীনও বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঠিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে।

এরই সুস্পট ইঙ্গিত প্রতিভাত হয় গত ৭ই নভেম্বর ভুট্টোর নেতৃত্বে পাক-সামরিক সর্দারদের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় ভারপ্রাপ্ত চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশে ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য পাকিস্তানকে উদ্যেগী হতে আহবানের মধ্য দিয়া। এই আহবানে বাংলাদেশের ব্যাপারে চীনা নীতির নবমূল্যায়নের স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। সঙ্গে সঙ্গে চীনা মন্ত্রী এ অভিযোগও রেখেছেন, ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যান্তরী ব্যাপার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো গণচীনের এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকে কোনো সার্থক সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়। এটি শুধুমাত্র উভয় কূলকে সন্তুষ্ট রাখবার প্রচেষ্টা বলে মনে হয়।

সুদীর্ঘ সাত মাস অতিক্রম হবার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে এবং বীর যোদ্ধারা সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে তখন বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী জনগণ। মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন নিজ নিজ সরকারের ওপর। তখন গণচীনসহ বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির কাছে আমাদের আহবাবন আপনারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঠিক তাৎপর্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন, নরঘাতক ইয়াহিয়া চক্রকে অর্থ ও অস্ত্রদান বন্ধ করুন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ	দাবানল ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ট সংখ্যা	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর সমস্যা ও অভাব অভিযোগ

আমাদের মুক্তিবাহিনী ভাইদের তাদের আশ্রয়ের জন্য কতকগুলো বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে আমরা অনেক জায়গা থেকে জানতে পেরেছি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ আজ নানাবিধ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ওদের বাড়ীঘর, সহায় সম্বল যা ছিল সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার পশুরা পুড়িয়ে দিয়েছে ও লুট করে নিয়েছে। তাই মুক্তিবাহিনীর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন মুক্তিবাহিনী ভাইদের আশ্রয় দিয়ে রাখার মত অর্থনৈতিক অবস্থা এখন আর তাদের নেই। সেজন্য মুক্তিবাহিনী ভাইদের এখন এমনভাবে আশ্রয় নিতে হবে যার ফলে বাংলার দরিদ্র মানুষের উপর যেন অর্থনৈতিক চাপ না পড়ে। আমরা এও জানতে পেরেছি, কতকগুলো জায়গায় ভুল করে আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনেক ছেলেদের জীবনের উপর ঝুঁকি এসে পড়েছে। সেজন্য আশ্রয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি নিলে কিছুটা সুবিধা করা যেত বলে মনে হয়।

(১) এমন এলাকায় আশ্রয় নিতে হবে যেসব এলাকা কিছুটা দুর্গম।

(২) আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলের যেসব এলাকায় প্রতিপত্তি রয়েছে এবং যেসব এলাকায় দালাল , রাজাকারদের সংখ্যা কম।

(৩) নদীপথ ও বন-জঙ্গল সবচেয়ে ভাল স্থান। এর ফলে গরীব মানুষদের বাড়ী-ঘরে আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

(৪) যেসব বাড়ীতে লোক সমাগম কম।

(৫) আশ্রয়দাতার আত্নীয়স্বজন স্বাধীনতার সমর্থক কি না সেটাও জেনে নিতে হবে।

এবার তথাকথিত রোমান্টিক বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। কারণ এই তথাকথিত বিপ্লবীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে বাধা সৃষ্টির অপচেষ্টায় মেতেছে। আমরা পাবনা, যশোর, খুলনা প্রভুতি জেলা হতে এরুপ সংবাদ পেয়েছি। চীনের সমর্থক বলে স্বঘোষিত তথাকথিত বামপন্থীরা উক্ত সমস্ত জেলায় ধীর ধীরে পাক সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। তারা মুক্তিবাহিনী সদস্যদের গোপন ঘাঁটি, আশ্রয়স্থলের সংবাদ সামরিক বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া তারা মুক্তিবাহিনীর আশ্রয়দাতা ও সমর্থকদের নিরীহ আত্নীয়স্বজনের খোঁজ করে তাদের নির্মমভাবে গলা কেটি হত্যা করছে। এর ফলে মুক্তিবাহিনী ভাইদের প্রবল অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব তরা যেন অবিলম্বে খোঁজখবর নিয়ে সেখানে উক্ত তথাকথিত সুযোগসন্ধানী বিপ্লবীদের উৎখাত করার জন্য বিশেষ বাহিনী প্রেরণ করেন।

উপরে বর্ণিত তথাকথিত বিপ্লবীরা নানাবিধা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা নাকি মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিজের হাতে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন, আমরা তাদের শক্তি সম্বন্ধে অবশ্য সচেতন। আমরা জানি মুক্তিবাহিনীর পিছনে রয়েছে সমগ্র বাঙালী জাতি। সেজন্য সামান্য শক্তি নিয়ে তারা কিছু করতে পারবে না সেটাও জানি। তবুও আমাদের তাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। গত মার্চ-এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের অনেক জেল খুলে দেওয়ার ফরে অনেক চোর, ডাকাত, মুজিবের হয়ে এসেছে তারা এখন মূলতঃ সামরিক বাহিনীর সাথেই সহযোগিতা করছে। তাদেরকে দমন করার জন্যও বাংলাদেশ সামরিক কর্তৃপক্ষের এখন থেকেই দৃষ্টি দিতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে এরা প্রবল অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় ইয়াহিয়া-ভুট্টো ক্ষমতা দ্বন্ধ	প্রতিনিধি ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১৫ অক্টোবর, ১৯৭২

সম্পাদকীয়

নাটকের প্রথম অংকঃ

ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস

সম্প্রতি মুলতানে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে পিপলস পার্টির প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর (ভুট্টোর) দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করেন। অভিযোগ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, এ ব্যাপারে সরকারী তহবিল থেকে প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে।

খবরটি ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ক্ষুদ্র এবং সংক্ষিপ্ত হলেও খবরটির একটি বিশেষ রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। পর্বতের ধুয়ো দেখে যদি আগুনের অস্তিত অনুমান করা যায় তাহলে এই ক্ষুদ্র সংবাদ থেকেও পাকিস্তানী রাজনীতিতে একটা ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। ইয়াহিয়া-ভূট্টোর ক্ষমতা দ্বন্ধের একটা চিত্র প্রস্ফুটিত হবে। ক্ষমতার এই দ্বন্ধ আমাদের কাছে কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত কিংবা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এমনটি হবারই কথা। না হলেই বরং অস্বাভাবিক মনে হতো। পাকিস্তানী রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণ একটু ধারণা থাকলেই ব্যাপারখানা সবিস্তার বোঝা যাবে।

ইয়াহিয়া ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। দেশ রক্ষাই ছিল তার একমাত্র দায়িত্ব। কিন্তু পূর্বসুরীদের মতোই শুধু দেশ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার একটা রঙ্গিন স্বপ্নও দেখতেন নাদির শাহের উত্তর পুরুষ ইয়াহিয়া । স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার সুযোগও এসে গেল। আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে দেখা দিল আন্দোলন। ওরা পাঞ্জাবী শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। ওরা স্বায়াত্তশাসন চায়। তীব্র গণজোয়ারে আইয়ুব ভেসে গেলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়াহিয়া। হাতে পেলেন দেশের সর্বময় ক্ষমতা। কিন্তু ইয়াহিয়া এটাও জানতেন, বাংলার মানুষ আর ঘুমিয়ে নেই। তারা আগের চেয়ে অনেক সচেতন। ওরা দুর্বার। কিন্তু ক্ষমতায় যে তাঁকে থাকতেই হবে। যেভাবেই হোক। তাই তিনি ভোল পাল্টে ধরলেন নতুন সুর। ধরলেন নতুন গান। বল্লেন, তিনি রাজনীতি বোঝেন না। বোঝবেনও না। ওটা রাজনীতিকদের কাজ। তাই দিলেন নির্বাচন। আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই তুলে দেবেন দেশের শাসনভার। পাঞ্জাবী শাসকচক্রের ধারণা ছিলো, যতো পপুলারই হোক না কেন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ক্ষমতা পাবে না শেখ মুজিব। বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসনের দাবীও অনুচ্চারিত থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সব ধারণা, সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত সম্ভাবনাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। অসম্ভব সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে ভুট্টোর পিপলস পার্টি রইলো দ্বিতীয় স্থানে। ইয়াহিয়া-ভুট্টো-পাঞ্জাবী চক্র প্রমাদ শুনলেন ঠিক হলো, কিছুতেই মুজিবকে ক্ষমতা দেয়া চলবে না। বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে না। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক ভুট্টোকেই দেয়া হবে দেশের শাসন ভার। কর্মসূচী হোক ভুট্টোকেই দেয়া হবে দেশের শাসন ভার। কর্মসূচী অনুসারে সবই হলো। জাতীয়-

* প্রতিনিধিঃ সাপ্তাহিক স্বাধীনতাকামী বাংলার মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র। শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন জয়গা হতে সম্পাদক, আহমেদ ফরিদ উদ্দীন কর্তৃক রক্তলেখা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিষেদের অধিবেশন বাতিল হলো। সৈন্যবাহিনী রাস্তায় নামলো। আলোচনা চললো। অবশেষে ২৫শে মার্চ থেকে ব্যাপক গণহত্যা চললো। শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হলো। আওয়ামী লীগ বেআইনি ঘোষিত হলো। সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী হলো। সবই কথা মতো, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী নিয়ে ভুট্টো ক্ষমতা চাইলেন। ইয়াহিয়াও ক্ষমতা ছাড়বেন বলে এতো কিছু করেননি। তিনি দেশের জরুরী সংকটময় পরিস্থিতির কথা তুলে ভুট্টোকে নিরস্ত করতে চাইলেন। ভুট্টো তা মানবে কেন? তারও ক্ষমতা পাবার অধিকার রয়েছে। তাই শুরু হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। টাগ অব ওয়ার। এটা নাটকের প্রথম অংক। আমরা উৎসাহী দর্শকরা নাটকের শেষ দৃশ্য দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এবং একটি প্রবন্ধ	মুক্তি* ১ম সংখ্যা	১ কার্তিক, ১৩৭৮ (অক্টোবর, ১৯৭১)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে আজ যুদ্ধ। যুদ্ধের পটভুমিতে সাহিত্য রচনা আজ বাংলার লেখক-লেখিকাদের অবশ্যকর্তব্য। অধিকৃত বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিকরা যুদ্ধের মাঠে অস্ত্র ধরেছে। অস্ত্রের ভাষায় কলম ধরেছে। তারই কলম এই ‘‘মুক্তি’’ পত্রিকা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে গণসাহিত্য

বাংলাদেশের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। এটা মানুষের মুক্তির যুদ্ধ। অনেক বছরের শোষণের প্রতিবাদে শান দেওয়া হাতিয়ার চকচকে। জনতার সাগরে জাগবে বাংলার এক প্রান্ত-পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্য প্রান্ত পঁচাগড়া পর্যন্ত জনবসতি মুখরিত। তাই সাহিত্যের অঙ্গনে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন যুদ্ধের পরিবর্তন যুদ্ধের অস্ত্রের মত প্রয়োজনীয় । কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে বিপ্লবের হাতিয়ার । তবে সেই সংস্কৃতি নয় যা গণমানুষের প্রগতি বিমুখী।

সাহিত্য সংস্কৃতির একটি অংশ। তাই বর্তমান অবস্থাতে সাহিত্যো মূল্যবোধ অনস্বীকার্য । আর সেই সাহিত্য হতে হবে গণসাহিত্য। জনতার প্রয়োজনে অগ্রগতির জন্য যে সাহিত্য তাই গণসাহিত্য।

বাংলাদেশের মানুষ এখন মুক্তি চায়। সমস্ত পরাধীনতার আবদ্ধ থেকে সে মুক্তির দাবী। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে তারই একটি বলিষ্ট আভাষ যাকে স্পষ্টতর করার জন্য সাহিত্যের দরকার। এ দেশের যুবকের শিক্ষা অঙ্গন ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমেছে। এ মাঠ যুদ্ধের মাঠ যাকে অতিক্রম করতে অসীম ধৈর্য্য আর সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন। সুস্থ্য মানসিকতা শিক্ষা আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে । সে শিক্ষা গণসাহিত্যের শিক্ষা। গণসাহিত্য জনতার বিপ্লবের পথকে বাতলে দেয়। বাস্তবতাকে আশ্রয় করে গণসাহিত্য গড়ে ওঠে । এটা প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসী। গণসাহিত্যের ধারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল। আমরা জানি আমাদের সমাজে জড়বাদ মজবুত করে শিকড় গেড়ে আছে। মানুষের রক্ষণশীল চিন্তা সমাজের প্রগতির পথ ব্যাহত করছে। ধর্মের সুন্নাহ-রক্ষণশীলবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে যাকে ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। আর এ দায়িত্বের একটা অংশ গণসাহিত্যের।

আজকের তরুণদের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। আর এই পরিবর্তনের দায়িত্বটা নেবে গণসাহিত্যিক।

সূর্য্যের আলোর মত গণসাহিত্য গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি তরুণ মনে ছড়িয়ে পড়ুক। মোহমুক্তি হোক তাদের মন ও মানসিকতার । দেখি কে আমাদের মুক্তিকে অবদমিত করে?

* মুক্তিঃ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মাসিক সাহিত্যপত্র। সম্পাদকঃ শারফউদ্দীন আহমেদ। প্রদীপ্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোষ্টইলে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সংগ্রামী বাংলার ডাক	সংগ্রামী বাংলা* বিপ্লবী আলী আসাদ সংখ্যা	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী বাংলার ডাক

সংগ্রামী বাংলা ডাক দিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ডাক, জনযুদ্ধের ডাক। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, অত্যাচারী, জালেম, জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে মরণপণ মহাসংগ্রামের ডাক।

এ সংগ্রাম রক্তলোলুপ দানব বাহিনীর বিরুদ্ধে-পরস্পদ হরণকারী নরপিশাচদের বিরুদ্ধে, নারী ইজ্জতহন্তা জল্লাদের বিরুদ্ধে, দেশী-বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে, জঙ্গী শাসকদের দেশী দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে এ এক দুর্বার অভিযান। এ অভিযান চলছে, চলবে। যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বাংলা আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি। আমাদের শৈশবের লীলাভূমি, আবাল্যের ক্রীড়াভূমি, সারাজীবনের কর্মস্থল, আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, বর্ণনীতির প্রাণকেন্দ্র। বাংলার মাটি আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্রের মত পবিত্র, পুণ্যভূমি। বাংলার শোষিত, লাঞ্চিত, নির্যাতীত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান আমাদের সংগ্রামের আশা-ভরসা। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, নদী-প্রান্তর, বাংলার শহর-বন্দর-গ্রাম, আমাদের কাছে স্নেহময়ী স্বপ্নরাজ্যের মত, আমাদের প্রেরণার উৎস। আমাদের সেই প্রিয় জন্মভূমি আমরা প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি বাঙালী জাতিকে। এ দেশে আমাদের পিতা, পিতামহ, পূর্বপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার দেশের মাটিতেই তাদের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে। পূর্ব পুরুষদের রক্তে গড়া এই বাংলা, তাদের ত্যাগের দুঃখ-কষ্টের, ব্যথা বেদনা, সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত, আমাদের এই সাধের বাংলাদেশ। বাঙালী আমাদের আশা-ভরসার প্রতীক। বাংলা আমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ, গানের দেশ, কবিতার দেশ, সৌন্দর্যের লীলাময় সুন্দর দেশ। বাংলার ভাষা আমাদের সংগ্রামের প্রেরণা, বাংলার মুক্তিই আজকে আমাদের আদর্শ , আমাদের সাধনা। বাংলায় সূর্য উঠে সংগ্রামের বাণী নিয়ে, আবার চলে যায় নতুন দিনের আগমনী গান গেয়ে।

সকল দেশের চাইতে সেরা আমাদের এই বসুন্ধরা। এই বাংলায় এসেছে মোগল পাঠানেরা ভাগ্য বিধাতা হয়ে। এসেছে পর্তুগীজেরা ডাকাত আর দাস ব্যবসায়ীরূপে- ইংরেজ ফরাসীরা বণিকের বেশ, এসেছে এই বাংলাদেশ। অবশেষে এসেছে বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, ধনিক, পুঁজিপতি, শিল্পপতি আর তাদের লোকলস্কর- সৈন্য সামন্ত, সরকারী কর্মচজারী, পাকিস্তানের নামে ইসলামের নামে। লুণ্ঠনে, লুণ্ঠনে, শাসনে-শোষণে, কূশাসনে নিস্পেষণে, অত্যাচারে - অবিচারে জর্জরিত হয়েছে পাকিস্তানোত্তর বাংলাদেশ। পাঠান রাজত্বে যা হয় নাই, মোগলেরা যা করে নাই, যা করতে বিদেশী বিজাতী ইংরেজদের হৃদয় কেঁপেছে, শেষ পর্যন্ত তার চাইতেও জঘন্যতম অপকর্ম সাধন করেছে আজকের পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীবাহিনী। তাদের

* সংগ্রামী বাংলাঃ বাংলাদেশের মুখপত্র। প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী। প্রধান সম্পাদক ঃ আবদুর রহমান সিদ্দীক। সংগ্রাম বাংলা প্রেস, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রোষানল থেকে নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধা, রুগ্ন, গৃহপালিত জীব, ঘর বাড়ী, দোকান পাট, মন্দির মসজিদ গীর্জা কিছুই রক্ষা পায় নাই। মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। জঙ্গী বাহিনী মানবতাকে হত্যা করে, ন্যায়নীতিকে বলি দিয়ে , ধর্মের আদর্শকে পদদলিত করে, মুক্তিকামী জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়েছে। যার নজীর মধ্যযুগেও বিরল। নাদির শাহ তৈমুর বা চেঙ্গিশের নৃশংসতাকেও লজ্জা দিয়েছে পাকবাহিনীর বর্বরতা। এত চোখের জল ঝরেছে যার নজীর বিংশ শতাব্দীতে খুব বিরল।

বাঙালীর অপরাধ তারা স্বাধীনতা চায়, সর্বপ্রকার বিদেশী শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। বাঙালী জাতি সেই মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ- এ সংগ্রাম বাঙালীর বাঁচার সংগ্রাম; এই পৃথিবীতে তারা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাঁচতে চায়। বাংলার ভাষা, বাংলার কৃষ্টি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সবই আলাদা, স্বতন্ত্র। এই বাঙালী তাদের নিজস্ব দেশ, আবাসভূমি এই পৃথিবীর মানচিত্রে এঁকে দিতে চায়। কোন বিদেশী বহিরাগত জালেমদের শাসন বাঙালী মানতে চায় না, মানতে পারে না কোনদিন।

বাংলার ক্ষেতখামার, নদনদী, জলবায়ু, বন-জঙ্গল, শহরগ্রাম, ঘরবাড়ী, অট্টালিকা, কলকারখানার সমুদয় সম্পত্তির মালিক বাংলার জনসাধারণ। তাতে সকলের সমান অধিকার। বাঙালী আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু, আমাদের আপনজন- তারা স্বদেশে বিদেশে যেখানেই বাস করুক না কেন। বাঙালীর সুখে আমরা সুখী, তাদের দু:খে আমরা দুঃখী, ব্যথায় ব্যথিত, সকলের তরে সকলে আমরা। বাঙালীর রক্ত এক ও অভিন্ন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম- সমগ্র বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রাম। এ বাংলা নেতাজি সুভাষের পিতৃভূমি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মভূমি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস, নজরুলের শৈশবের লীলাভূমি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ বসু, মেঘনাদ সাহার জন্মস্থান, বিপ্লবী শহীদ সূর্য্য সেন , প্রীতিলতা, প্রফুল্ল, তীতুমীর, শহীদ বরকত, সালাম, আসাদ, সার্জেন্ট জহুরুল, রওশনারা ও অন্যান্য মুক্তিকামী, বীর সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, ভাস্বর এক অপরূপ দেশ।

যারা আমাদের ২৩ বছর ধরে অবিরাম শোষণ করেছে। নির্মম শাসনেই ষ্টীমরোলার চালিয়েছে, তাদের প্রতি কোন দয়া নাই, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে বাংলার মাটি লাল করে দিয়েছে, তাদের সংগে কোন আপোষ নাই। যারা মা বোনের মান সম্ভ্রব ভূলণ্ঠিত করেছে তার প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবেই। বাংলার শিশুদের আর্তক্রন্দন, বৃদ্ধের দীর্ঘ নিঃস্বাস, মা বোনের চোখের জল আমাদের মোছাতেই হবে। গৃহ-হারাদের নিজ গৃহে ফিরিয়ে নিতেই হবে। হতাশা হবেন না শরণার্থীরা নিরাশার কারণ নাই, পিতৃহারাদের মাতৃহারাদের বেদনার বোঝা বইতে হবে না। মা বোনদের মুক্তির দিন আগত। মনে বহু ব্যাথা আছে, বেদনা আছে, অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে প্রতিটি হৃদয়ে। আছে প্রতিহিংসার আগুন। যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক, শোষক, ধনি, বণিক, সওদাগরের পৃষ্ঠপোষিত সামরিক সরকার। যে সমস্ত বীর যোদ্ধারা জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না, তাদের আমরা আর ফিরে পাব না কোনদিন । কিন্তু তাদের জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে কি পাব আমরা আমাদের নিজের দেশ, দুঃখী বাংলাকে ত্যাগ, দুঃখ, কষ্ট, রক্তদান ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না- হতে পারে না।

তাই আমাদের আহবান, যত বেশী ত্যাগ ও যত বেশী রক্ত দেব তত তাড়াতাড়ি আমাদের জয়ের দিন এগিয়ে আসবে। রক্ত দিতে শিখেছে বাংলার কৃষকেরা, কারখানার শ্রমিকেরা, স্কুল কলেজের ছাত্ররা, ত্যাগ স্বীকার করতে শিখেছেন বাংলার মা বোনের, দুঃখ বরণ করতে শিখেছে বাংলার শিশুরা । তাই স্বাধীনতার দিন নতুন বাংলার দিন আগত। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই যুগ সন্ধিক্ষণে সর্বপ্রকার ত্যাগের ব্রত নিয়ে সংগ্রামের বাণী নিয়ে , মুক্তির আদর্শ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে ‘‘সংগ্রামী বাঙালী’। শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের হাতিয়াররুপে। সকলের হাতে হাত মিলিয়ে জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিচ্ছে-সংগ্রামী বাংলা সকলের সাহায্য ও সহযোগীতাই আমাদের মূলধন।

মুক্তিকামী জনগণকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

‘‘সংগ্রামী বাংলা’’ জিন্দাবাদ

স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়	সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়

পাকিস্তান ২২ বছর ধরে সংগ্রামী বাঙালী জাতিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে, উদ্যত সঙ্গীনের সামনে। তাই আজ শোষিত, অত্যাচারিত, জনগণের সংগ্রামী আদালত পাকিস্তান মৃত্যদণ্ডের রায়ে স্বাক্ষর করেছেন।

পাকিস্তানের নামে নির্মম শাসন, ইসলামের নামে নির্লজ্জ শোষণ, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নামে অন্যায় অত্যাচার, অবিচারকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য বাংলার জনগণ আজ বদ্ধপরিকর। সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের শোষিত জনগণও পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির জন্য রণসাজে সজ্জিত। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে স্বাধীনতার জন্য এই যে মহাজাগরণ, এই যে রক্তক্ষয়ি যুদ্ধ তা রোধ করার ক্ষমতা পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের নাই। পাকিস্তান নিজের হাতে নিজের কবর রচনা করেছে যে কবরে সমাহিত করতে চেয়েছিল বাংলা, সিন্ধু, বেলুচ ও পাখতুনদের ন্যায়সঙ্গত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে।

অন্তিম মুহূর্তে পাকিস্তান মৃত্যুর বিভীষিকাই চোখের সামনে দেখছে। পাকিস্তান আজ ঘাতকের বেশে দেশবাসীর সামনে দেখছে। পাকিস্তান আজ ঘাতকের বেশে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত আর বাংলা, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু তার বধ্যভূমিতে পরিণত। পাকিস্তান আজ স্বাধীনতাকামী জনগণের সামনে ভীতি ও অভিশাপস্বরুপ। এখন আমরা ইতিহাসের এক চরম বৈপ্লবিক অধ্যায়ের দ্বারদেশে উপনীত। বাঙালীরা স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে কি না। যদিও কোন কোন বাঙালী চিরদিন শাসক-শোষকদের গোলামী করেছে। ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়েছে। দেশের স্বার্থ কেউ কেউ বিদেশীদের কাছে বিক্রিও করেছে। এই বাংলায় মীরজাফরের আবির্ভাব ঘটেছে আবার সিরাজ, মোহনলালেরও জন্ম হয়েছে। কুচক্রীও আছে, আবার মহানুভবতাও আছে এ বঙ্গভূমিতে। ভীরু হৃদয়ও যেমন আছে তেমনি সিংহ হৃদয়, মহৎ হৃদয়েরও অনেক লোক আছেন। এই বাংলায় সুবিধাবাদীও আছে আবার পরম বিশ্বাসী দেশপ্রেমিকের অভাবে নাই। এই বাংলাদেশ বহু আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বৈপ্লবের জন্ম দিয়েছে আবার অনেক গণঅভ্যুত্থান ব্যর্থও হয়েছে। অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনা, অনেক প্রতিভা, অনেক জীবন সংগ্রাম, অনেক রক্তদান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সংগ্রামের মহামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণকারীরা চিরদিন বলেছেন oh motherland with all thy faults we love still thee অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। রুশ বিপ্লব, চীন স্পেনের গৃহযুদ্ধ নাইজেরিয়া, বায়াফ্রা, কঙ্গো-কাতাঙ্গার মর্মান্তিক কাহিনী। রাজনৈতিক বিভেদ, হিংসাদ্বেষ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুক্তিকামী জনগণ আজ একান্ত-অভিন্ন। সংগ্রামী জনসাধারণ সবাই সমান। সকলের ত্যাগের ও সংগ্রামের মর্যাদা অনস্বীকার্য। love begets love ’ ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আজ আবদ্ধ সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনগণ। অসংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ- নির্মম গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় কোন কোন সময়। কেননা মুক্তিযুদ্ধ মূলতঃ রাজনৈতিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক কর্তব্য নিষ্ঠা, চরম ত্যাগ, অসংখ্য রক্তদানের বিনিময়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব। বিদেশী হানাদারদের চিরদিনের জন্য বাংলার বুক থেকে নির্মূল আমাদের করতেই হবে ও আমাদের জাতীয় আদর্শের ডাক- প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির জ্বালাময়ী আহবান, সন্তানহারা মায়ের অশ্রুজল মিনতি, মাতৃহারা

শিশুদের প্রতিহিংসান্মোত্ত আহবান, স্বামীহারা লাঞ্চিতা নারীর করুণ আবেদন, ভূমিহারা বঞ্চিত লুণ্ঠিত কৃষকের উদাত্ত আহবান, সর্বহারা শ্রমিকের বজ্রকঠোর শপথ, সংগ্রামী ছাত্র যুবকের পবিত্র সংকল্প সমস্ত মুক্তিকামী রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা, ‘‘কে আছ বাংলার বীর সন্তান রক্ত নিতে হবে, রক্ত দিতে হবে, এগিয়ে যাও’’ অস্ত্র নাও ‘‘বাংলার বুক থেকে বিদেশী অত্যাচারী জালেমশাহী হটাও। বাঙালীরা, কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক জনগণ মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ সদা জাগ্রত সৈনিক। নিষ্ঠুর মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত। ‘‘দানবের সাথে সংগ্রামের তরে সবাই প্রস্তুত ঘরে ঘরে’’ তবে নাগ নাগিরা চারিদিকে ফেলছে বিষাক্ত নিঃস্বাস সংগ্রামী গণঐক্যে ফাটল সৃষ্টি যেন না হয়। লক্ষ লক্ষ নরনারী পশুর মত জীবন বিসর্জন দিয়েছে কোটি কোটি লোক গৃহহারা, সম্পদহারা পথের কাঙ্গাল হয়েছে। অসংখ্য নারী তার সতীত্বের মর্যাদা হারিয়েছে, বাংলার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বাড়ি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে সেই মহাশ্মাশানের বুকে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী বাংলার নতুন ইতিহাস সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের উপর। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলতে হবে আমাদের নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন জাতি, সার্বভৌম রাষ্ট্র দানবের নির্মমতা, কুচক্রীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে স্বাধীনতার অগ্নি পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। স্বাধীনতা, দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ সাধন, সংগ্রাম, আর রক্ত সব এক মিছিলে একাকার হয়ে এগিয়ে চলেছে ভাবী কালের দিকে । ভাবী বংশধরদের জন্য একটি নতুন ইতিহাস নতুন দেশ উপহার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে- আর দেরী নয়। সংগ্রামী বাংলার বসন্ত চলে যায়। গণবিপ্লবের সময় বহিয়া যায়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে	সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশে ঈদ হয় নাই

রিপোর্ট -দুরমুজ আলী

যে উৎসব, যে আনন্দ, যে মহামিলনের বার্তা নিয়ে প্রতি বছর ঈদের আবির্ভাব মানুষের ঘরে, সে বার্তা অশ্রুসজল নয়নে ফিরে চলে গেছে। বাংলার ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া, প্রতি ঘরে কান্নার রোল, প্রতিটি মানুষের চোখের জলে এবারের ঈদ বেদনাহত হয়ে ফিরে গেছে। ঈদ উৎসবের ভাষা স্তব্ধ । আনন্দের ভাষা কণ্ঠরুদ্ধ। মহামিলনের বদলে মহাবেদনা নিয়ে ফিরে গেছে সবাই নিজ নিজ আশ্রয়ে। এবার আবার কিসের ঈদ? সমগ্র বাংলা জুড়ে নর কঙ্কালের মিছিল। শুকুনী গৃহিনীর রাজত্ব। এখানে পুত্রহারা মায়ের আকুল আর্তনাদ। মাতৃহারা শিশুর মর্মভেদী হাহাকার। গৃহহারা, সম্পদহারা, সর্বহারাদের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ বাতাস ব্যথিত। বাংলার প্রকৃতি বেদনায় ক্ষত বিক্ষত। মানুষ লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে, দারিদ্রের সঙ্গে, নিষ্ঠুর পাক ফৌজ ও তার অনুচরদের সঙ্গে। শুধু ঈদ নয় বাংলায় শরৎও এসেছিল কিন্তু শারদীয় উৎসব হয় নাই। আনন্দ হয় নাই। জগজ্জননী দুর্গা বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িতা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। বাংলায় মন্দিরও নেই দেবতাও নেই। আজ বাংলায় গৃহবধূ সান্ধ্যদ্বীপ জ্বালে না বিগ্রহ দেবতাকে প্রণাম জানাবার কেউ নাই আজ বাংলায় বাংলায় উলধ্বনি আর হয় না, কাঁষার ঘন্টাও বাজে না। মন্দিরের দ্বারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য কোন ভক্ত পূজারী পাক অধিকৃত বাংলায় নাই। বাংলায় ফুল হয়ত আছে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করার কোন লোক নাই। বাঙ্গালী বাড়ীঘর চাকরী ব্যবসা সব ছেড়ে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে, লাঞ্ছিত মানবতা কেঁদে ফিরে সর্বত্র। বাংলার সুখ শান্তি নির্মমভাবে নিহত। বাংলায় আছে পাক ফৌজের পাশবিক অত্যাচার আর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের রাইফেল মেশিনগানের গোলাগুলি। আজ বাংলাদেশ এক বিশাল রণক্ষেত্র। ৭ মাস ধরে বাংলার মানুসে রাতে ঘুমুতে পারে নাই। আহারের কোন প্রেরণা পায় নাই। বাংলার চাষীরা মেঠো গান ভুলে গেছে। রাখালেরা আর মাঠে মাঠে বাঁশী বাজায় না। শিশুদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝিদের ভাটিয়ালী গানে নদী মাতৃক বাংলা আর মুখরিত হয়ে উঠে না। যাত্রা থিয়েটার বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে। পল্লীগীতি, লোকগীতি, বাউল, মুর্শিদী কীর্তনের জন্মভূমি বাংলা আজ প্রতিহিংসাপরায়ণ। অত্যাচারী জালেমশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিক। বাংলায় লুণ্ঠনকারী আর ডাকাতেরা বড়লোক হয়েছে, লক্ষপতি হয়েছে, আবার অনেক ধনী পথের কাঙ্গাল হয়েছে। নির্বিচারে নিরাপরাধ জনতাকে হত্যা করা হয়েছে, আর অপরাধীরা রাজাকার হয়েছে। এখনও বাংলায় গঙ্গা, যমুনা, ব্রক্ষ্মপুত্র, মেঘনা ধলেশ্বরী, তিস্তা প্রবাহিত হয় কিন্তু তার পানি লাল। বাংলার শ্রমিকেরা চাকরী হারিয়েছে, কৃষকরা জমি ছেড়ে চলে গেছে। ছাত্র সমাজ স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। বাঙালী দোকানদার দোকান ছেড়েছে। বাংলা আজ মুক্তিযোদ্ধা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সংগ্রামী জনসাধারণের দায়িত্ব	সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সংগ্রামী জনসাধারণের দায়িত্ব

পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধে বিপ্লবে বা রাজনৈতিক বিদ্রোহে কতিপয় পবিত্র নিয়ম ও ধর্মীয়নীতি পালিত হয়ে আসছে নিষ্ঠার সঙ্গে-

১) নারী, শিশু, বৃদ্ধ রুগ্ন কাউকে হত্যা করতে নেই।

২) নিরাপরাধ কাউকে বা একের অপরাধে অপরকে হত্যা করা ঠিক নয়।

৩) শত্রুআত্মীয় হলেও তাকে ক্ষমা করা যায় না।

৪) চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, নারী হরণ বা নারী ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ।

৫) স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, কলকারাখানা, লাইব্রেরী পুরাকীর্তি ঐতিহাসিক কীর্তি, যাদুঘর চিড়িয়াখানা, বাগান, ক্ষেত খামার, গৃহপালিত জীব ধ্বংস করা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করার সামিল।

৬) আশ্রিত বা অীতথি বা আত্মসমর্পণকারীকে হত্যা করা ধর্মনীতি বিরোধী।

৭) সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, স্থাপতি, ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, বিদেশী বা রাষ্ট্রদূত অবাধ্য।

৮) কারো বাড়ীঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়, কেননা একজনের অপরাধে, অন্য কয়েকজন নির্দোষ ব্যাক্তি গৃহহারা হতে পারে।

৯) ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যে বিপ্লবের সুযোগে কাউকে হত্যা করা বা তার সম্পত্তির ক্ষতি করা বিরাট অপরাধ।

১০) বিষ, রোগজীবাণু দ্বারা কাউকে হত্যা করা বা কারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানি করা অন্যায়।

১১) নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারী বা কোন নিপেক্ষ লোককে হত্যা করা অন্যায়।

(সাধারণতঃ মহাযুদ্ধে, বিদ্রোহের বা গৃহযুদ্ধে এসব নিয়ম কদাচিত পালিত হয়।)

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ১৪ই অক্টোবর মতে বাংলা ২৭ শে আশ্বিন দুপুর ১২ ঘটিকায় গায়েবী বাণী থেকে প্রচারিত হল বাংলার ভাগ্যকাশের দুষ্টগ্রহ জাতির অভিশপ্ত- কুখ্যাত ডিকেডী শাসনের নায়ক ও জল্লাদ ইয়াহিয়ার পথিকৃত আয়ুবের পদলেহী কুকুর আঃ মোনেম খাঁ আহত ও ঢাকা হাসপাতালে শায়িত। সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা রেডিও থেকে প্রচারিত হলো কোন দুইজন দুঃসাহী বঙ্গবীরের দুর্বার অভিযানের শিকার বাংলার ভূতপূর্ব কুখ্যাত সুবাদার আঃ মোনেম খাঁ আহত ও মৃত এবং তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে। গত প্রায় সাত মাস থেকে বাংলার জল স্থল মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর থেকে আরম্ভ করে বাংলার জীর্ণ পর্ণ কুটিরের অভ্যন্তর পর্যন্ত হত ও আহতের লীলা ক্ষেত্র পূতে গন্ধে ও আর্তনাদে এ শ্যামল বঙ্গভূমির আকাশ বাতাস বিষাক্ত ও ভারাক্রান্ত। এর পরশ খেলে ইথারের অনন্ত তরঙ্গমালার প্রত্যেকটির সঙ্গে। বাংলার বুকে সময়ের প্রবাহে হত আর আহত যেন আজ একটি অমানবীয় প্রাকৃতিক নিয়মের নির্ঘটন বলে প্রতীয়মান। এই অগণন হত ও আহতের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের উপর মন্তব্য ও আলোচনা অতি বিরল ও অনাকর্ষণীয়। কিন্তু তবুও সেদিন মোনেমীদের যে আলোচনা শোনা গেল শুধু এদেশের মানুষের কণ্ঠ থেকে নয়, দেশ-বিদেশের নানা বেতার যন্ত্রের মধ্য থেকে তা যেমনি কলঙ্কময় ও লজ্জাকর, তেমনি দৃষ্টান্তমূলক ও এদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত মীরজাফরদের এক করুণ পরিনতির হুঁশিয়ারী সংকেত। গত ২৩ বৎসরে বাংলার সুবাদারী মসনদে পাক শাসকচক্র অনেককে বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এ মসনদে কেউ স্থায়ী হতে পারেনি-এ যেন ছিল তাদের রঙ্গমঞ্চের আসন কিন্তু সুবাদারদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুযোগ্য বলে বিবেচিত সে হয়েছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। কারণ প্রভুদের তুষ্ট করার জন্য স্বজাতির সর্বনাশের পথকে সে সুপ্রশস্ত ও সুগম করতে এক সময় এ দেশের সবচেয়ে ক্ষমাতাশীল ও প্রতাপশালী ছিল সেও কালের স্রোতে তাল না পেয়ে ছিটকে পড়েছিল পার্শ্বে। তবুও কি সে শেষ পর্যন্ত পারল নিজেকে ধরে রাখতে? না-ইতিহাসের গতি রোধ করবে কে?

---

* অগ্রদূতঃ স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চলের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদকঃ আজিজুল হক। ব্যবস্থাপকঃ সাদাকাত হোসেন এম এন এ ও নুরুল ইসলাম এম পি এ। প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ জে রহমান মুক্তিফৌজ অধিনায়ক। প্রকাশকঃ মোহাম্মদ আলী। রওমারী, রংপুর হতে সাইক্লোষ্টাইলে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুক্ত অঞ্চলের পৌর সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাস	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলার মুক্ত অঞ্চলের
পৌর সংস্থাগুলির পুনর্বিন্যাস
রৌমারী, ১৯শে অক্টোবর
(জোনাল অফিস সূত্র)

স্থানীয় বাংলার মুক্ত অঞ্চল রৌমারী থানার ইউনিয়নের পূর্ব পৌর সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে উহার পুনর্বিন্যাস সাধনকল্পে বাংলাদেশ সরকার সামরিকভাবে নিম্নলিখিত প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ কর্মীকে চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ-

১) মিঃ আবদুল জলিল-	দাতভাঙ্গা ইউনিয়ন	
২) মিঃ দিদার হোসেন মোল্লা-	শৌলমারী	”
৩) মিঃ এবাদুল্যা মণ্ডল-	বন্দবেড়	”
৪) মিঃ নওশের আলী আকন্দ-	রৌমারী	”
৫) মিঃ মতিয়ার রহমান-	যাদুরচর	”
৬) মিঃ ছলিম উদ্দিন-	রাজিবপুর	”

প্রকাশ যে মিঃ এবাদুল্যা মণ্ডল ও মিঃ ছলিম উদ্দিন এর পূর্বেও চেয়ারম্যান ছিলেন। ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে সভ্যকে মনোনীত করা হয়েছে। এইসব মনোনীত চেয়ারম্যান ও সভ্য মহোদয়গণ অতিশীঘ্র বাংলাদেশ সরকারের কার্যে সহায়তা করার জন্য ও স্থানীয় পৌর সমস্যা সমাধানের জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বয়স এখন মাত্র সাত মাস পেরিয়ে আট মাসে পড়েছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের যুদ্ধের গতি, প্রকৃতি ও প্রসার দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে আরও অধিক পরিমাণে সাবলীল, দৃঢ় ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করছে। আজ সারা বাংলার জল ও স্থল সুবিস্তৃত রণপ্রশস্তির এবং প্রতিদিন প্রতি প্রান্তর থেকে আমরা পাচ্ছি আমাদের দুর্বার সাহসী, মুক্তিপাগল জোয়ানদের সাফল্য, রণনৈপুণ্য আশার আলোকে নতুন নতুন সংবাদ। প্রতিটি সংবাদ দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আশার আলোকে করে তুলেছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর আর চরম বিজয়ের মুহুর্তটিকে করে চলেছে নিকট থেকে অতি নিকটতর।

যে কোন যুদ্ধে, বিশেষ করে মুক্তি যুদ্ধে রণনৈপুণ্য ও গোলাবারুদের চেয়েও অধিক প্রসারিত ভূমিকা রয়েছে দেশের জনগণের উপর নিরোপিত নীতিসমূহের উপর। কারণ বর্তমান যুগের যুদ্ধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত জনগণের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর। আমাদের এ যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ, জনগণের যুদ্ধ এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত ও এককণ্ঠে সমর্থিত এ যুদ্ধ।

পক্ষান্তরে বর্বর পাক সেনাদের এ যুদ্ধ ঔপনিবেশিকতাকে বজায় রাখার জন্য এবং শোষণ ও নিপীড়নকে স্থায়ী করার জন্য, তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাদের পাশাবিক শক্তি ও মুষ্টিময়ে দালালদের সমর্থনের উপর। এ ভিত্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

শত্রু পক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাবলীকে পরোক্ষভাবে আমাদের গৃহীত ব্যবস্থাবলী ও সংগ্রামের পরিপূরক বা সম্পূরক হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তাদের নিপীড়ন, দহন, হত্যা ও অবিশ্বাসের নীতিকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। যখনই আমাদের মুক্তিবাহিনী কোথাও হানা দেয় তখনই তার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তারা নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্য্যাতন, নিপীড়ন, দহন ও হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলার অবতারণ করে। তাদের এ নীতি ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের থেকেই অনুসৃত। আর বাঙ্গালী হলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখা। তাদের এই সব নীতি নিশ্চিতভাবে আমাদের সংগ্রামের ভিত্তিকে আরও মজবুত ও সংগ্রামকে দ্রুত করে তুলেছে। কারণ তাদের অনুদৃত নীতিসমূহ আমাদের জনগণের মনে যে প্রতিক্রিয়া ও মানসিক প্রস্তুতির প্রেরণা দিচ্ছে তা আমাদের সংগ্রামে বিশেষভাবে সহায়ক বলে প্রতিপন্ন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
দুইজন কুখ্যাত পাক দালালের মৃত্যুদণ্ড	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

দুইজন কুখ্যাত পাক দালালের মৃত্যুদণ্ড

রৌমারী ২৬শে অক্টোবর-

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ অদ্য চিলমারীর কুখ্যাত পাক দালাল পঞ্চু মিয়া ও ওয়ালী মোহাম্মদ মুক্তিফৌজ অধিনায়ক কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং রৌমারীতে বিকাল সাড়ে চার ঘটিকার সময় মুক্তিফৌজের আঞ্চলিক সদর দপ্তর প্রাঙ্গণের শেষ সীমান্তে মুক্তিফৌজের ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখে এই দালাল দুইজনকে হাজির করা হলে হাজার হাজার লোক তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ পালন দেখতে হাজির হয়। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পূর্বমুহুর্তে তারা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে চিলমারী ও উলিপুর থানার অধিকৃত অঞ্চলের শত শত লোকের জীবন নাশ, ধন সম্পদ লুণ্ঠন ও ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং অবলা নারীর অমূল্য সতীত্ব নষ্ট করতে তারা পাক বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। তাই তাদের আজ মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এ থেকে সকল বঙ্গ বৈরী পাক দালালদের শিক্ষা পাওয়া উচিত যে, তাদের কৃতকর্মের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ দণ্ডাদেশ থেকে পাক দালালদের রক্ষা করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির নেই।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
ঈদুল ফেতর উদযাপন	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ১৩শ সংখ্যা	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ঈদুল ফেতর উদযাপন

রৌমারী ।। ২২শে নভেম্বর

আমাদের প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ চাঁদ দেখার বিভ্রাটে গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর রোজ শনিবার ও রবিবার উভয় দিবস ঈদুল ফিতরের উৎসব উপলক্ষে উদযাপিত হয় এবং উভয় দিনে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনেই অধিকসংখ্যাক লোক জামাতে শরিক হন।

রৌমারী ও তদসংলগ্ন মুক্ত অঞ্চলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ও বৎসরেও স্বাভাবিক ধুমধামের সংগে মুসলমানদের বিশেষ পর্ব ঈদুল ফেতর উৎসব উদযাপিত হয়। এ দিবস দুটিতে কোথাও থেকে কোনরূপ অপ্রীতিকর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাই নাই। নামাজ শেষে ময়দানে জামাতের লোকজন এক বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি, পবিত্র মাতৃভূমির শত্রু কবল থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, মুক্তিযুদ্ধরত আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর আশু সাফল্য কামনা করা হয় এবং ঐ সঙ্গে যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রিয় মাতৃভূমির জন্য শাহাদত বরণ করেছেন ও বাংলার অসংখ্য জনগণ যারা বর্বর ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাদের আত্মার পরিত্রাণ ও শান্তির দোয়া কামনা করা হয়।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মিঃ শাহ আলমের মৃত্যুদণ্ড	অগ্রদূত ১ম বর্ষঃ ১৪শ সংখ্যা	১ লা ডিসেম্বর

নজিম খাঁ হাই স্কুলের হেড মাষ্টার

মিঃ শাহ আলমের মৃত্যুদণ্ড

উলিপুর ৩০শে নভেম্বর

আমাদের উলিপুর প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ নজিম খাঁ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ সংসদের সেক্রেটারী ও নাজিম খাঁ হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মিঃ আলমকে গত ২৭শে নভেম্বর রাজাকার বাহিনীর লোকেরা ধৃত করে পাক সেনাদের হস্তে অর্পণ করলে তারা এই বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। ঐ দিবসেই এই অঞ্চলের আরও সাতজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে হত্যা করা হয়।

স্বদেশপ্রেমের অপরাধে যুবক মিঃ আলমের মৃত্যুদণ্ডে এই অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক শহীদের আত্মার সঙ্গে আমাদের সহকর্মী মিঃ আলমের আত্মার শান্তি আমরা কামনা করি।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
আত্মসমর্পণের হিড়িক	মুক্তবাংলা	২৩ অক্টোবর ১৯৭১

আত্মসমর্পণের হিড়িক

২০শে অক্টোবর মনোহরদিস্থিত পাক বাহিনীর ঘাঁটি হইতে পলায়ন করিয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২২জন ও ৭ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সাক্ষাতকারে তাহারা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, মাতৃভুমির স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনেক দিন হইতেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ পাইলেই পাক বাহিনীর বাঙ্গালী সৈন্যগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে। ইতিমধ্যেই কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, জয়দেবপুর, শিবপুর, রায়পুর থানাসহ বিভিন্ন স্থান হইতে আত্মসমর্পনের খবর আসিয়াছে।

“তোমরা আমাকে রক্ত দাও - আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব।”

* মুক্তবাংলা সম্পাদনার ‘দ-জ’। মুক্তবাংলা প্রকাশনী, বাংলাদেশ। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন স্থান থেকে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত এক পাতার ক্ষুদে পত্রিকা। সম্পাদকের নাম সাংকেতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রকাশকের ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ষ ও ষংখ্যা অনুল্লেখিত।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে	মুক্তবাংলা	১ নভেম্বর ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে

আমি মুক্তিযোদ্ধা-গোটা বাংলা আমার রণাঙ্গন, বাংলার প্রতিটি ঘর আমার একান্ত আপনার বাংলার পবিত্র মাটি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আজ কোন দল নেই মত নেই; একদল যাত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী একই আদর্শ শেখ মুজিব একই নদ, বাংলার মুক্তি বাংলার স্বাধীনতা। তাই খুনী ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া কুত্তাদেরকে হত্যা করে বাংলার মানুষের উত্তপ্ত তাজা রক্তের প্রতিশোধ নিতে আমি বদ্ধপরিকর। বাংলার মুক্তি সংগ্রামে আমি সূর্যসেন তীতুমীর প্রীতিলতার সংগ্রামী উত্তরাধিকারী। রক্তের বিনিময়ে বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে রক্ত ঊষার রক্ত আলোকে উদ্ভাসিত করব শোষিত বাংলার নির্যাতিত মানুষেরে।

‘‘শত্রুর সাথে কোন আপোষ নেই-চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রাম চলবেই।’’

-তাজউদ্দীন

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	মুক্তবাংলা	২৯ নভেম্বর ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সসাগরা রত্নসম্ভবা বিশ্বের মণিকোঠায় রক্তাক্ষরে দেয়া একটি নাম, একটি পরিচয়-স্বাধীন বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক সভ্য বিশ্বের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাংগালীর স্বীকৃত গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার আজ একটি বাস্তব সত্য-সত্য চিরঅম্লান চিরঞ্জীব। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় বাংলার মানুষ মুক্তি চায়-বাংলার মানুষ অধিকার চায়, তাই লাখো শহীদের রক্তে গড়া বাংলাদেশ সরকার ও রক্ত শপথে দীপ্ত বাংলার মুক্তিপাগল প্রতিটি মানুষ বর্বর ইয়াহিয়ার হানাদার পশুদের হত্যা করে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে আসন্ন মুক্তির দিকে।

যাত্রাপথ যতই দুর্গম হউক না কেন বাংলাদেশ সরকার বাংলার বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী, ছাত্র শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি জনতা রক্তের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ, টাউট-বাটপার ও পা-চাটা দালালদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে ‘‘মুক্ত বাংলার’’ বিমল আলোতে দশদিক উদ্ভাসিত করে শোষিত নির্যাতিত বাংলার মানুষের মানবাধিকার স্থাপন করবেই, করবেই করবেই।

‘‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু-জয় মুক্তিযোদ্ধা’’

*

‘‘জনগণের ইচ্ছাশক্তির পতন নেই পূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য’’- তাজউদ্দীন

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	মুক্তবাংলা	২ ডিসেম্বর ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আমি মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্বের অত্যাচারিত শোষিত-নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের যুদ্ধে আমি একান্ত আপনার হয়ে জনগণের পাশে ছিলাল-আছি, থাকবো।

জল্লাদ ইয়াহিয়ার হানাদার পশুদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের হিংস্র থাবা আজও চলছে বাংলার পথে ঘাটে-মাঠে। তাজা মগজের রক্তপিণ্ড আজও লেগে আছে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। আজও চলছে নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ-বনিতার জীবন্ত সমাধি, ধর্ষিতা হচ্ছেন বাংলার মা বোন। ছিনিয়ে নেয়া দুধের শিশুর আর্তনাদে দিশেহারা হচ্ছেন বাংলার দুঃখিনী মা। পিষ্ট হচ্ছেন আযানরত মুয়াজ্জিন। কিন্তু আমি। আমি চে-গুয়েভারা, হো চি-মিন, ফিদেল কাস্ট্রো, শেখ মুজিব। আমি পশু শক্তির সম্মুখে-জীবন্ত সন্ত্রাস। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের মুখে হারিকেন, টর্নেডো-সাইক্লোন। আমি হত্যা করবো ধ্বংস করবো জল্লাদ ইয়াহিয়ার পশু শক্তিকে। রক্তের বিনিময়ে গেয়ে যাবো জীবনের জয়গান।

স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের ইস্পাতদৃঢ় মনোবল রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চুড়ান্ত পর্য্যায়ে আমরা উপনীত। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ‘‘জয় বাংলা, জয় মুক্তিযোদ্ধা-জয় শেখ মুজিব’’

‘‘রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো-এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বই ইনশাআল্লাহ।- বঙ্গবন্ধু’’

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় রাজাকার দর্পণ	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

রাজাকার দর্পণ

হানাদার জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে পঁচিশে মার্চে অতর্কিত বর্বর হামলার লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙ্গালী হত্যা করিয়াও যখন কোন প্রকার কুলকিনারা করিতে পারিল না তখন জোর জবরদস্তি করিয়া বেয়নেটের আগায় ভয় দেখাইয়া দালালদের সহায়তায় হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকদের রাজাকার বানিহীতে ভর্তি করিতে থাকে। বাঙ্গালী দিয়া বাঙ্গালী হত্যা, বাঙ্গালী দিয়া বাংঙ্গালীদের সহায় সম্পদ লুট ও ঘরবাড়ী জ্বালান এবং বাংলার মা-বোনদের বেইজ্জত করিবার মৌল উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক রাজাকারকে তাহাদের মা-বোন স্ত্রীদিগকে পশ্চিমা নরপশুরা ভোগের জন্য সরবরাহ করিতে বাধ্য করিয়া আসিতেছে। অনেক যুবকের সম্মুখেই মা বোন স্ত্রীকে পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছে এবং যুবকদের ধরিয়া লইয়া বলপূর্বক রাজাকারে ভর্তি করিয়াছে। চোখের জল ফেলিয়া এমন আক্ষেপ উক্তি করিয়াছেন বহুসংখ্যক পলাতক রাজাকার।

প্রাণের ভয়ে অবস্থার বেগতিক পরিবেশে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুলোক রাজাকার হইয়াছে। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে ও রাজাকার হইয়াও যখন অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বা নির্যাতন চালাইতেছে সমান হারে তখন আর কি করার থাকে? তাই মরিয়া হইয়া প্রতিদিন বহু রাজাকার বিভিন্ন এলাকা হইতে পালাইতেছে। তাহারা অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মরিতে চায়। দেশমাতৃকার নামে প্রাণ বলি দিতে সুযোগ বুঝিয়া অস্ত্রসহ অনেকেই মুক্তিবাহিনীতে যোগদানও করিতেছে।

অত্যাচারীর একই মাত্র পরিচয় সে নির্মম নির্যাতনকারী। মানুষের আকার হইলেও আসলে পশুত্বপূর্ণ তাহার আচরণ। তাই রাজাকাররাও রেহাই পাইতেছে না জল্লাদদের নির্যাতন হইতে। পলাতক রাজাকারদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিতেছে বাড়ীতে ছেলে বুড়ো মা বোন-স্ত্রী, যাহাকে পাইতেছে ধরিয়া নিয়া চালাইতেছে অমানুষিক নির্যাতন ও পাশবিক অত্যাচার। এমনকি বহু রাজাকারের বাড়ীতে কোন লোকজন গ্রেফতার করিতে সক্ষম না হইয়া তাহাদের প্রতিবেশী যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধরিয়া নিয়া যাইতেছে। ভাইকে দিয়া ভাইয়ের বুকেই গুলী চালাইবার জন্যই বাঙ্গালীদিগকে রাজাকারে ভর্তি করা হইতেছে। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে শাক দিয়া শাক নিপাত করা। তাতে রাজাকারদের যদি বিবেক জাগ্রত হয়-আর কথায় আত্মা, বলিয়া ওঠে না, আর নয়, ভাই হইয়া ভাইকে আর হত্যা করিব না। মা বোনের ইজ্জত বিদেশী পশুদের এমনি করিয়া আর নষ্ট করিতে সাহায্য করিব না।

পশু শক্তির নির্মম আঘাতে একটি জাতির জাগ্রত বিবেককে ধ্বংস করা যায় না। যে রাজাকারকে স্বাধীনতা রক্ষাকারী বাঙ্গালী হত্যা করিবার হাতিয়ার করিয়াছে, তাহারাই অবশেষে নরপশু পশ্চিম কসাইদিগকে হত্যা করিয়া বাংলার মা বোনের ইজ্জত ধন মান সহায় সম্পদ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে এটা তাহাদের ন্যায়ের পথে

* জাগ্রত বাংলাঃ মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। ময়মনসিংহ জেলা ও উত্তর ঢাকার বেসামরিক দপ্তর আসাদ নগর (ডাকাতিয়া) থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রু সেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাফিজউদ্দিন আহমেদ।

সুষ্ঠু মানবিকতারই বিকাশ ও অন্ধকার হইতে আলোর পথে পদক্ষেপ। যাহার কাণ্ডারী তাহাদের ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। আর ভুল পথের যাত্রীরা চাহিয়া দেখ, এই শ্যামল বাংলা-এদেশ আমার এদেশ তোমার। দেশের শ্যামল প্রান্তরে জল্লাদের হিংস্র আক্রমণে রক্তের উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছে। পশু শক্তির লেলিহান শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া শেষ করিতে চাহিয়াছে একটা জাতিকে। দেখ, তোমার আমার রক্তে একই ধারা বহিতেছে। বিবেকের আগুনে দগ্ধ কর তোমার আত্মাকে। বিদ্রোহ কর। হানাদারদিগকে রুখ। হত্যা কর। বাংলা মায়ের কলিজা ঠাণ্ডা কর নরপশুদের তাজা রক্তে। দেখিবে তাহাতে মরণেও সুখ; মরিয়াও আবার জন্ম নিবে বাঙ্গালীর ঘরে। মুক্তি বাংলার সূর্যালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে হাসি ভরা মুখ; জয়টীকা আঁকা থাকিবে তোমার ললাটে।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
নিয়াজীর গোপন রিপোর্ট ফাঁস	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

নিয়াজীর গোপন রিপোর্ট ফাঁস

মুজিবনগর ৮ই কার্তিক। তথাকথিত পাকিস্তানের ‘খ’ এলাকার সামরিক প্রধান লেঃ জেঃ এ, কে, নিয়াজী ইসলামাবাদের ইয়াহিয়ার নিকট এক গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করেছেন। উক্ত রিপোর্টে মুজিবনগরের প্রকাশ করা হয়।

(স্টাফ রিপোর্টর)

নিয়াজী লিখেছেন, আমরা ইজ্জত বাঁচানার জন্য লড়ছি-সৈন্যগণ দীর্ঘদিনের ব্যস্ততায় বড় ক্লান্ত, সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে; অত্যধিক দৌড়াদৌড়িতে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীরা পরিদর্শনে এলে সৈন্যরা স্বস্তি বোধ করে কিন্তু কেউ আসছেন না। নিয়াজী লিখেছেন বিদ্রোহীরা এখন খুবই তৎপর। আর নতুন সৈন্য পাঠালে ভাল হয়। রাজাকারদের উপর নির্ভর করা যায় না। ওরা প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পন করতে শুরু করেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, মালিকের মন্ত্রিসভার উপরও আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিদ্রোহীরা পুল ধ্বংস করে নৌপথে অচলাবস্থার দৃষ্টি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এখন শুধু বিমান বাহিনীর উপরই যা ভরসা কিন্তু সীমান্ত পরিস্থিতি খুবই জটিল; ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে বিমান হামলাও সম্ভব হবে না।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
জনসভা	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

জনসভা

টাঙ্গাইল, ২৩শে অক্টোবর। অদ্য টাঙ্গাইল জেলার মুক্তাঞ্চলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা জেলার মুক্তিবাহিনীর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলার বীর সন্তান জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকী সাহেব। সভায় বক্তৃতা করেন টাঙ্গাইলের বেসামরিক প্রধান ও ছাত্রনেতা জনাব আনোয়ার উল আলম শহীদ ভাই। শহীদ ভাই তার বক্তৃতায় বলেন, যে ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করে আমরা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি এ মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এর চেয়ে বেশী ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় টাঙ্গাইলের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির কথাও উল্লেখ করেন। শহীদ ভাইয়ের ভাষণের পর প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করে বলেন, আমি জীবনে যা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। তিনি দৃঢ়কন্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দান করবো। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমাদের সকলকেই অস্ত্র হাতে নিতে হবে। এখনও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। অল্প দিনের মাঝেই আমাদের মার শুরু হয়ে যাবে। পাক সরকারের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে কাদের সাহেব বলেন, অত্যাচারীরা অত্যাচারের প্রতিফল পাবেই। তিনি বলেন, বাঙ্গালীরা পূর্বের কোন ইতিহাসে হারেননি, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসেও আমরা হারব না, ৭০ হাত মাটির নীচেও যদি জঙ্গী চক্রেরা বঙ্গবন্ধুকে লুকিয়ে রাখে তবে সেই ৭০ হাত মাটির নিচ হতেও আমরা বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধার করব; তাঁকে না উদ্ধার করে হাতিয়ার ছাড়বো না যেদিন আমরা স্বাধীন হব, সেদিন মুজিব আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন সেদিন আমরা অস্ত্র ছাড়ব।

পরিশেষে তিনি রাজাকারদেরকে অচিরেই আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। যদি আত্মসমর্পণ না করে, তবে, তাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে এ মর্মে হুঁশিয়ারী জানান।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
মুক্তিযোদ্ধার জবানবন্দী	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

জবানবন্দী

শফিকুল ইসলাম

সংগ্রাম আমাকে ডাক দিয়েছে। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারি না। মুক্তির গান গাওয়ার আমার খুবই ইচ্ছা। আমি বাংলাকে ভালবেসেছি, বাংলার প্রত্যেকটি তৃণলতার সাথে আমার আজন্ম পরিচয়; কিন্তু বাংলা আজ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। তাই বাংলার দুর্যোগের দিনে আমি আপন স্বার্থে লিপ্ত থাকতে পারি না। বাংলার শ্যামলিমা আমাকে ডাক দিয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উচ্ছল তরঙ্গমালা আমাকে উৎসাহিত করেছে, কালবৈশাখীর উদ্দামতা আমাকে সমর্থন দিয়েছে। তাদের এ সম্মিলিত আহবানকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আমি একুশে ফ্রেবুয়ারীতে শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে সত্য সুন্দরের নামে শপথ করেছিলাম এদেশের মানুষকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করার। আজ সেদিন এসেছে কিন্তু বন্দুক কামানের শব্দ শুনে ভীত হয়ে পছিয়ে পড়লে শহীদরা আমাকে পরিহাস করবেন, ধীক্কার দিবেন আমার মানুষ্যত্বকে।

আমি বাংলার একজন জাতীয়তাবাদী ছাত্র। কিন্তু আজ বাংলার মাটিতে জঙ্গীচক্র যে হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচার চালিয়েছে তা বায়াফ্রা মাইলাই এর হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচর থেকে, ভয়াবহ, হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হতেও পাশাবিকতায় বীভৎস। এরা বাংলার মানুষকে পথে নামিয়েছে, বাংলার মানুষকে রিক্ত করেছে, মাকে সন্তানহারা করেছে, বোনকে স্বামীহারা করেছে, বোনের সতীত্বকে নষ্ট করেছে; এরা বাংলার মাটির পবিত্রতা নষ্ট করেছে, বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত করেছে, সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র হিসেবে কি করে আমি জঙ্গীচক্রের এ হেন হীন কার্য্যকে সমর্থন করব? আজ যদি সংগ্রাম মুখর দিনে আমি অংশগ্রহণ না করি তবে কোথায় থাকবে আমার জাতীয়তাবোধ? বাংলার শ্যামলিমা আমাকে অভিশাপ দিবে, বোনের আর্তক্রন্দন আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে দুর্বিসহ করবে, বাংলার মানুষের শহীদী আত্মা আমাকে উপহাস করবে।

মরতে একদিন হবেই। তবে মৃত্যুকে কেন এত সংশয়? আমি সে মৃত্যুর পক্ষপাতী যে মৃত্যু গৌরব ডেকে আনবে। পরপারের ডাক যার আসবে সেদিন তাকে চলে যেতেই হবে; কিন্তু যখন শহীদী মৃত্যু লাভ করা যায় তখনই মরাটা ভাল। কেননা, যে মৃত্যু ফুল হয়ে দীপ্তিতে ভাস্কর হয়ে থাকবে। পঁচিশের রাতের (মার্চ) ভয়াবহতায় অনেকেই মৃত্যুকে আকড়িয়ে ধরেছিলেন। তারা জানতেন আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে যারা আদর্শভ্রষ্ট হয় তাদেরকে ইতিহাস ক্ষমা করে না। তাই মহান ব্রতকে সামনে রেখে কালরাত্রিতেই তারা পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। আমি আদর্শবাদী মুক্তিকামী শহীদদের রক্ত স্পর্শ করে শপথ নিয়েছিলাম, আজ কেমন করে আমি বিস্মৃত হই?

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় যুদ্ধ ও শান্তি	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ ও শান্তি

আপাতদৃষ্টে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রকেই অত্যন্ত শান্তিকামী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনতিবিলম্বে যুদ্ধরত ভারত ও পাকিস্তানকে নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহার এবং অস্ত্রসংবরণের প্রস্তাবটিতে সমর্থন জানানো হইয়াছে। যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য, আমরাও যুদ্ধের বিরোধিতা করি। আমরা জানি, যদ্ধ মানুষের প্রগতি ও কল্যাণের পথে অন্তরায়। কিন্তু যুদ্ধেরও রকমফের রহিয়াছে; সমস্ত যুদ্ধই এক সারিতে পড়ে না। কোন জাতির উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়াকে আমরা অন্যায় বলি। অন্যায়কে সুদৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করিতে গিয়া যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাহাকে বলি ন্যায়যুদ্ধ। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মোড়ল, ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকা যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়েছে দরিদ্র ভিয়েতনামীদের ওপর। তাই ভিয়েতনামের মুক্তির লড়াই একটি ন্যায় যুদ্ধ। পৃথিবীর সত্যিকার শান্তিকামী মানুষেরা ভিয়েতনামবাসীদের পক্ষে সংবেদিত।

তেমনি বঞ্চিত, নির্যাতিত বাংগালীদের ওপরও যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন ধর্ষিতা বোন ও নিহত ভাইয়ের রক্ত ছুঁইয়া দেশকে মুক্ত করার শপথ নিয়াছিল যুগযুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন নিরীহ বাঙ্গালী। বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কানে এইসব সংবাদ পৌছায় নাই বলিলে ভুল হইবে; যে কোন দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও বেতার ও সংবাদপত্রের বদৌলতে বিপুলা ধরনী অতি ক্ষুদ্র একটি গালফ বই কিছুই নহে। তবুও সকলে হঠাৎ আজ যুদ্ধের নামে এত উদ্বিগ্ন কেন?

পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র প্রায় এক কোটি বাঙালীকে শরণার্থীরূপে ভারতে পাঠাইয়া দিয়া ঐ দেশের অর্থনীতির ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে একটি যুদ্ধেরই সুত্রপাত করে। উপরন্তু কিছুদিন যাবত ভারত সীমান্তে গোলাগুলি করিয়া বিশ্ববাসীকে সে এই বলিয়া ধোঁকাও দিতে চাহিয়াছিল যে, তাহার যুদ্ধ ভারতেরই সহিত, বাংলাদেশের সহিত নহে। অবশেষে সে পুরাদমেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া গেল। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে নিজ স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্রকামী বাংলাদেশের সাহায্যার্থে যুদ্ধে নামিতে হইয়াছে। এতদিন যাবত মিসেস গান্ধী যে সংযম দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে দৃষ্টান্তবিহীন।

এদিকে আমেরিকা তাহার তাবেদার রাষ্ট্র গোয়াড়গোবিন্দ পাকিস্তানকে চরম পতনের হাত হইতে বাঁচাবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহা ভেটো প্রয়োগে বাতিল করিয়া দেয়। পরে বিষয়টি আমেরিকারই ইঙ্গিতে সাধারণ পরিষদে স্থান পায়। মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলি ইহাতে সমর্থন জানাইয়াছে। অবশ্য প্রস্তাবটি একান্তই পালনীয় নহে; এবং ভারত জাতিসংঘের চোখ রাঙ্গালীকে ভয় পায় না। অতএব পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য।

তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পাকিস্তানের বিজয় কামনা করিয়াছেন। আমরাও ভুলিয়া যাই নাই সাম্রাজ্যলিপ্সু চীন ১৯৬২ সালে আক্রমণ করিয়াছিল ভারতকে। এবং মাত্র কিছুকাল আগেও মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু বৃহৎশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে বাধাইয়াছিল সংঘর্ষ।

পরিশেষে আমরা পৃথিবীর শান্তিবাদী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবর্গকে আহবান জানাই, তাঁহারা যেন নিরপেক্ষতার ভান করিয়া অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা হইতে বিরত থাকেন।

শিরোনাম	সংবাপত্র	তারিখ
জনসভা	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর,১৯৭১

জনসভা

আঙ্গার বাজার, ২৬শে নভেম্বর।

বিকেল ৫টায় কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেজর আফসার উদ্দীন আহমেদ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, সর্বহারা বাংলার স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি, যুদ্ধ করে যাব; দুর্ভাগা বাংলাদেশকে প্রাণের বিনিময়ে হলেও মুক্ত করব।

এক ঘোষণায় মেজর আফসার বলেন, শহীদদের পবিত্র নামের স্মরণে, আমলীতলাকে মমতাজ নগর, মল্লিক বাড়ীকে মন্নান নগর, ঢালুয়াকে জহির নগর বলে ডাকা হবে।

মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে মেজর আফসার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিক ব্যক্তি যারা মুনাফাবৃত্তি নিয়ে ৪০/৫০ টাকা দরে ধান বা টাকা লগ্নি করছে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখনও নিবৃত্ত না হলে কঠিন শাস্তির হাত থেকে এদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

রাজাকরদেরকে অচিরেই আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

জনসভা

ভালুকা

১০ই ডিসেম্বর। চারটায় স্কুল প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ। সভায় বক্তৃতা করেন ‘জাগ্রত বাংলা’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জনাব হাফিজউদ্দিন আহমেদ, ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ, ভালুকা থানার সি, ও, (রেভ) সাহেব ও জনাব ওমর আলী এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

জনাব হাফিজউদ্দিন শহীদদের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বাঙ্গালীর এ সংগাম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে। মায়ের ভাষাকে সরকারী ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবী নিয়ে তারা পাকিস্তানী শাসকদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল বুলেট ও বেয়নেট। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী রক্ত দিয়েই চলেছে। আর এরই ফলে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

তিনি জনগণকে হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করে বলেন, আমাদের এই স্বাধীনতা যেন পাকিস্তানের মত স্বাধীনতায় পর্যবসিত না হয়। ৪৭ সালে আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম শোষণের অবসানকল্পে, আমাদের মধ্যেই অপর এক শ্রেণী স্বাধীনতা চেয়েছিল শোষণের রাজত্ব বহাল ও মজবুত করার জন্যে। আজ সে সব চোর গুণ্ডা বদমায়েশদের আমরা নির্মূল করছি সত্যিকার স্বাধীনতার আশায়, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। যে বৈষম্যের পাহাড় পাঞ্জাবী শোষকেরা গড়ে তুলেছিল, তাদের কবর হল তারই নিচে। এটা ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষনীয় বস্তু। জনগণ যে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে সংগ্রাম করে, যে লক্ষ্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও পতন ঘটায় স্বৈরাচারী পশুশক্তির।

জনাব হাফিজউদ্দিন বলেন, আমরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে; কিন্তু আসলে এটাই আমাদের শুরু, দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। এর জন্যে প্রয়োজন আরও ত্যাগ, আরও চেতনাশীল হওয়া।

পরিশেষে তিনি দৃষ্টান্তস্বরুপ ভালুকার তথাকথিত 'বাঘ'-এর ল্যাজ গুটিয়ে কুকুরের ন্যায় পশ্চাদপসরণের ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। জনগণের সম্মিলিত শক্তি এইভাবেই চারদিকে পতন ঘটিয়ে চলেছে অত্যাচারীর। তারা পিছনে ফেলে যাচ্ছে মানুষকে শোষণ করে জমিয়ে তোলা বিপুল ধন-সম্পদ। কিন্তু তবু তারা রেহাই পাচ্ছে না, কারণ গণ-আন্দোলনের প্রখর সূর্যালোকে প্রতিটি চুলেরও ছায়া পড়ছে।

মেজর আফসারউদ্দিন সভাপতির ভাষণে জনগণকে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বিভাগের সাথে অসামরিক জনতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন।

বিপুল হর্ষধ্বনি, শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে সভার কাজ সম্পন্ন হয়। সবশেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে মুনাজাত করা হয়।

*   *   *

কয়েকটি নির্দেশ

১। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করুন।

২। কালবাজারির আশ্রয় নিবেন না; বাংলাদেশ সরকার কালবাজারিকে কোন দিন বরদাশত করবে না।

৩। পশ্চিম পাকিস্তানী জিনিসপত্র পরিহার করুন।

৪। অপরাধীদের শাস্তির ভার কোন অবস্তাতেই নিজের হাতে নেবেন না। বাংলাদেশ সরকারই অপরাদীদের বিচার করবেন।

৫। বাংলাদেশ বেতার শুনুন।

-বাংলাদেশ সরকার

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জনমত	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	**১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

জনমত

অগ্রদূত

সংগ্রামের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর সুনিশ্চিত সাফল্য আজ আমরা অর্জন করতে চলেছি। এ চূড়ান্ত সময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। এ সময়ে সংগ্রামকে আমাদের এমনভাবে চালিয়ে যেতে হবে যাতে এতটুকু ত্রুটি না হয়। সামান্যতম ভুলের জন্যেও ভবিষ্যতের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন বলেছেন, শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানুন; পরবর্তী বংশধরেরা যেন না বলতে পারে উপযুক্ত সুযোগ ও আহবান পেয়েও তার সদ্ব্যবহার হয়নি।

আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের দুঃসাহসী সেনারা আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্যে বর্বর হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। মৈত্রী ভাবাপন্ন এ উদ্যোগ সংগ্রামের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এটা আমাদের পরম সুযোগ। এ সুযোগ মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হলে শিগগির আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছে যাব। এখন কাজ হবেঃ শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে তার উপর সর্বশেষ আঘাত হানা।

অপরাধীদের শাস্তি ও বিচারের ভার বাংলাদেশ সরকার নিয়েছেন তাই সমস্ত ভেজালমুক্ত হয়ে একমুখো চলার এ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দেশবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন, আপনারা শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানুন। পদ্মফুল তুলতে গেলে যেমন কাঁটার ঘা'টি খেতে হয় তেমনি স্বাধীনতা অর্জন করতে বহু কষ্ট ও আত্মত্যাগ করতে হয়; এটাকে কেউ হাতে তুলে দেয় না। যারাই এ শেষ মুহুর্তের মহান মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সহাস্য বদনে সে সুযোগ দিবেন; কেননা আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশবাসীকে এক নির্দেশে বলেছেন, সংগ্রামের এ শেষ মুহূর্তে আপনারা মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরীক হউন। গৌরব আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে-জয়বাংলা।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শত্রুপরিত্যাক্ত ভালুকা	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শত্রুপরিত্যাক্ত ভালুকা

বাংকার, বাংকার, শুধুই বাংকার। যেদিকে তাকানো যায়, চোখে একটা না একটা বাংকার পড়বেই। ভালকার কুলাঙ্গার চান মিয়ার বাড়ীর উঠোনে তেমনি একটা বাংকার চোখে পড়লো। এতো চমৎকারভাবে তৈরী এ বাংকারটি যে, দিনের পর দিন এতে আশ্রয় নিয়ে থাকলেও বিপদের এতোটুকু সম্ভাবনা নেই। বাড়ীটির পশ্চিমদিকেও চারখানা বড় বড় বাংকার। এ সবের মধ্যে থাকা খাওয়া সবকিছুই চলতে পারে। এ থেকে বেরিয়ে নিরাপদে পালাবার পথও তৈরী রয়েছে। এক কথায় বাড়ীটি এতো সুরক্ষিত যে, একে একটা দূর্গ বলা চলে; ছাদের উপরও বাংকারের অস্তিত্ব তারই প্রমাণ।

বাড়ীটি থেকে বেরুলেই সামনে নদী। খেয়াঘাটের উপর রাস্তার মুখে বাংকার। দূর থেকে বুঝা যায় না ওখানে কোন শত্রু ঘাঁটি আছে কিনা। আর একটু পেরিয়েই কিছু বেড়ার ঘর, যেখানে রাজাকাররা থাকতো তাদের পরিবার নিয়ে। পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর, সাবরেজিষ্ট্রার অফিস এ সমস্ত ঘরগুলোও একই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে চাল, ডাল, মরিচ। কোন জায়গায় পড়ে আছে রান্না করা খাবার, খেয়ে নেবার সময়টুকুও পায়নি-পালাতে হয়েছে পাক সেনাদের পা-চাটা পোষা কুকুরের মত।

বাজারের পশ্চিম অংশে বহু বাংকার আর শেল্টার। দক্ষিণে ঈদগাহ মাঠটিও বিরাট বাংকারে পরিপূর্ণ। মসজিদের দক্ষিণ পাশে দুখানা বাংকার জোড়া লাগানো; এক একটাতে গোটা পরিবার নিয়ে বাস করা যেতে পারে। বাজারের পর থানা। থানার পশ্চিম দিকে সুউচ্চ মাটির বাঁধ, বাঁধের আড়ালে বাংকার। মাত্র কদিন পূর্বেই একটি দালান তৈরী হয়েছে দশ ইঞ্চি পুরু দেয়ালে; পশ্চিমের দেয়ালটায় গুলি করার জন্যে ফোঁকরা রাখা হয়েছে। শুধু থানাটিকে ঘিরেই পশ্চিমে বড় বড় ১০ খানা, দক্ষিণে ৭টা, পূর্বেও ১০ খানা ও উত্তরে ৪টি বাংকার। থানা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে মাটির নিচে একটি ঘর। ঘরটিতে চেয়ার, টেবিল, তক্তপোষ সবই পাতা রয়েছে্ শোনা গেল পাক হানাদারেরা ওখান থেকে ওয়ারলেসে খবর পাঠাত। একটা ব্যাপার খুব অবাক হবার মত-পালিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে ওরা প্রতিটি অফিসের কাজগপত্রগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে। থানার অফিস কক্ষেও একই কাণ্ড, কাগজপত্র নষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়ানো।

থানার পূর্ব পাশ দিয়ে হাইওয়ে। গোটা হাইওয়েটাই বাংকার ও ট্রেন্সে একাকার। এসব দেখে স্বভাবতঃই মনে ভয় জাগে, নিরাপত্তার এতো সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও শত্রুরা পালিয়ে গেলো কেন? মেজর আফসারের কাছে এ প্রশ্নের জবাব মিললো। তিনি বললেন, এক মাস যাবৎ আমরা তাদের এমনভাবে অবরোধ করেছিলাম যে, তাদের খাদ্য, পানীয় এবং সকল রকম সরবরাহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক-সামরিক পট পরিবর্তনের সামনে ওরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

শত্রুর তৈরী একটা বাংকারে বসে বিষয়টি লেখা চলছিলো। ভালুকা থানার রেভিনিউ সার্কেল অফিসার বললেন, পাক সেনারা ভালূকায় আসার দু'দিন পর আমাকে জোর করে ধরে এখানে আনা হয়। এরপর এখানে যা দেখেছি তা প্রকাশ করতে সংকোচ লাগে। চান মিয়ার সুযোগ্য পুত্র ধনু মিয়া এখানে না থাকলে এ-অঞ্চল এতোটা ধ্বংস্তুপে পরিণত হতো না। ধনু ও তার সঙ্গীরা একদিন ১৯ জন নারীর ওপর পাশবিক উৎপীড়ন চালায়।

চান মিয়া যাকে লোকে একসময় সমীহ করে কর্তা বলতো, পাক জঙ্গী চক্রের সেই বিশ্বস্ত কর্তা আজ নেই। তার বিশাল সমস্ত কুকীর্তির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক ঐশ্বর্য আর আসবাবপত্র গড়ে উঠেছিলো বাড়ীটিতে, যে ঐশ্বর্যের পরতে পরতে মানুষের রক্ত, ভারী ভারী গদিজোড়া আসন, যাতে গা রাখিলে আবেশে চোখ আপনি বুজে আসে-আলমারী ভর্তি পোষাক-অগণিত ট্রাঙ্ক, সুটকেস-প্রতিটি কক্ষের একই সাজ। সবগুলো টেবিলের ওপর বিদেশী ম্যাগাজিন, অবসর বিনোদনের জন্যে বই, যেন সবাই একটুখানি বাইরে গেছে এক্ষণি এসে পড়বে।

কিন্তু তারা আর আসবে না। মুক্তিবাহিনীর ক'জন বীর জোয়ান সদর্পে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে বাড়ীটাতে।

কিছু রাত হতেই শোনা গেলো দূর থেকে 'জয় বাংলা' শ্লোগান। একজন শাস্ত্রী মেজরের সামনে এসে স্যালুট জানিয়ে বলল, একদল রাজাকার এসেছে। জানা গেলো, ওরা ধীতপুরে সকালের দিকে আত্মসমর্পণ করেছে। মেজর তাদেরকে নিরস্ত্র করে আনতে বললেন। ৮০টা রাইফেল, ১টা ষ্টেনগান, একখানা এল, এম, জিসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ পাওয়া গেলো ওদের কাছে। মেজর আফসারের কাছে অবশ্য এ ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। মাত্র ক'দিন আগে তিনি 'জাগ্রত বাংলা'র প্রতিনিধির কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, আর তিন দিন পর আপনারা মুক্ত ভালুকায় বসে রিপোর্ট লিখবেন।

মেজর আফসারের এ-দূরদর্শিতাই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাঁর প্রতিটি কথার পিছনে থাকে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার পিছনে কর্মের একটা প্রয়াস। সামরিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ভুলভ্রান্তি হয়তো তাঁর কখনও হয়েছে কিন্তু অদম্য নিষ্ঠা তাঁকে একের পর এক এনে দিয়েছে সাফল্যের বিজয় গৌরব। চারিত্রিক দৃঢ়তায় মেজর আফসারের প্রকৃত সৈনিকের ন্যায়ই অনাড়ম্বর।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৈত্রী	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মৈত্রী

মনে হইতেছে, অনেক শব্দের যথাযথ অর্থ আমাদের জানা নাই। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর হইতেই যে শব্দের যে অর্থ হওয়া উচিত, কিংবা আমাদের যাহা জানা ছিল, তাহা বাস্তবের সাথে ঠিক মিলিতেছে না।

কথাটি আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলা দরকার। বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তির বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। ছোট বড় সব রাষ্ট্রেরই আইনগত অধিকার সমান হইলেও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রভাব ইহাদের বেশী। ইহারা নিজেদের রাজনীতি তথা অর্থনীতিসমূহের একেকটি নাম দিয়াছে। কথা হইতেছিল ঐসকল নাম লইয়া।

আমেরিকা দাবী করে তাহার নীতি শুদ্ধ গণতান্ত্রিক; চীন বলে সে সমাজতান্ত্রিক; এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বলা হয় সমাজতান্ত্রিক দেশ। যতদূর জানি গণতন্ত্র কথাটার তাৎপর্য রাজনৈতিক; সমাজতন্ত্র মূলতঃ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি আদর্শবিশেষ। গণতন্ত্রে মানুষের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারসমূহ-যেমন, বাকস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার-ইত্যাদি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্র মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণ হইতে মুক্ত করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মানুষের দ্বারা মানুষের উপর যতরকম রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অবিচার ও উৎপীড়ন, তাহা একমাত্র অর্থনৈতিক শোষণের ভিত্তি ভূমির উপরই দণ্ডায়মান। সেহেতু সত্যিকার সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রও নিহিত থাকে।

আমেরিকায় সমাজতন্ত্র নাই। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার চিরাচরিত যুদ্ধ ঘোষণার কথা কে না জানে। তথাপি মার্কিনী অপপ্রচারের বদৌলতে অনেকের একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, হয়ত সেই দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার উলঙ্গ গণবিরোধী ভূমিকা দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসিবে যে, হয় আমেরিকা মিথ্যাবাদী, নতুবা গণতন্ত্র ইহাকেই বলে। আমরা বলিতে চাই, শেষোক্ত অনুমানটি ভুল নহে। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলে 'নির্ভেজাল' গণতন্ত্রের ইহাই চেহারা।

গণচীনের ভিতরের খবর বাইরের পৃথিবী খুব কমই জানিতে পারে। পিকিং বেতারের যে সকল গালিগালাজ শোনা যায় এবং পিকিংয়ে প্রকাশিত যেইসব বিপ্লবী পুস্তকাদি পাওয়া যায়, তাহাতে অবশ্য না বুঝিয়া উপায় নাই যে, চীন একটি বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশ; শোষিত, অনুন্নত জাতি এবং সর্বহারার সংগ্রাম সর্বত্রই তাহার সমর্থন উন্মুক্ত। কিন্তু এইবার আমাদের একটু খটকা লাগিয়াছে এই জন্য যে, বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে চীন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বলিয়াছে দুষ্কৃতকারী, তদুপরি 'সম্প্রসারণবাদী' ভারতকে দিয়াছে হুমকী।

চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয় যতটা জানা যায় তাহাতে দেখি, ব্যক্তিপূজাই চীনা নীতির বিশেষত্ব। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া লিও শাউচী'র ন্যায় অসংখ্য সৎ ও প্রবীণ কমিউনিষ্ট মাওসেতুংয়ের নিজস্ব বাহিনী 'লাল রক্ষীদের হাতে লাঞ্ছিত। লাল রক্ষীরা চীনের সবচেয়ে সুবিধাভোগী একটি দল। মাও ও তাহার চীনা

সমাজতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য উহারা যে কোন কাজ করিতে পারে। মাওয়ের এই বাহিনী তাঁহার দুর্বলতারই পরিচায়ক। নিশ্চয়ই চীনা অর্থনীতিতে এমন কোন ত্রুটি রহিয়াছে যাহা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে কঠোর সমালোচনার যোগ্য; এবং এই সমালোচনাকে মাওসেতুং ভয় পান বলিয়াই সেইখানে গণতন্ত্র পর্যুদস্ত।

সুতরাং ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমেরিকার সমাজতন্ত্রহীন গণতন্ত্র যেমন একটি ভাঁওতা, তেমনই চীন-এর গণতন্ত্রহীন সমাজতন্ত্রও একটি ভাঁওতা। উভয় দেশের নীতিই প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদ। আজ গণচীন ও আমেরিকা যে বিশ্ব-রাজনীতিতে হাতে হাত মিলয়াইছে তবু নূতন হইলেও বিচিত্র কিছু নহে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জনসভা	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

জনসভা

১০ই ডিসেম্বর। সদ্যমুক্ত গফরগাঁও যাওয়ার পথে দীশা গ্রামের জনসমাবেশে মেজর আফসার এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। দীঘা স্কুলে বহুসংখ্যক রাজাকার বন্দী অবস্থায় ছিল। মেজর আফসার সেখানে যেয়ে পৌছুতেই স্বতঃস্ফুর্ত জনতার ভীড় জমে যায়। স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ সভাটিতে 'জাগ্রত বাংলা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জনাব হাফিজউদ্দীনও বক্তৃতা করেন।

অতঃপর ঐ দিনই অপরাহ্নে গফরগাঁও কলেজ প্রাঙ্গণে মেজর আফসারকে বীরোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে জনাব আরফানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাবেশে মেজর আফসার ও জনাব হাফিজউদ্দীন বক্তৃতা করেন।

মেজর আফসার দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন শেখকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা থামব না; প্রয়োজনবোধে পিণ্ডি পর্যন্ত যেয়ে হলেও আমরা তাঁকে ছিনিয়ে আনব। জনাব হাফিজ স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস জনগণকে অবহিত করান। আফসার সম্পর্কে তিনি বলেন, মাত্র ১টি রাইফেল নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ এক বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি দক্ষিণে কালিয়াকৈর (ঢাকা) ও উত্তরে ত্রিশাল পর্যন্ত রণাঙ্গন পরিচালনার দুরূহ ক্ষমতা অর্জন করেছেন; এ রকম শত শত আফসারের সমষ্টিতেই সম্ভব হতে চলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১১ই ডিসেম্বর। ত্রিশাল থানা আওয়ামী লীগ সভাপতির সভাপতিত্বে ত্রিশাল ডাকবাংলো মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মেজর আফসার।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জনমত	জাগ্রত বাংলা ১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা	**১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

জনমত

অগ্রদূত

সেদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ মুক্তিযোদ্ধা অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রুঢ়ভাবে ধমকাচ্ছিলেন। যাঁকে ধমকানো হচ্ছিল তিনি নাকি সেন্ট্রির দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারেননি।

ঘটনা সামান্য। কিন্তু সামান্য ঘটনার সম্বন্ধেই জন্ম নেয় বৃহৎ ঘটনা। আজকের স্বাধীনতা সংগ্রাম এমনি সব সমন্বয় ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্রোহ সংগ্রাম ব্যাপারটাও সামান্য কিছু ঘটনারই সমাবেশ-পোস্টার বক্তৃতা একটা বুলেট, ছোট এ কথা না বোজার পিছনে 'পজিশন' ট্রিগার সামান্য চাপ-এ করেই সম্ভব। চলেছে বিরাট এক পরিবর্তন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি। কাজেই সামান্য এবং সাধারণ ঘটনাগুলোকে উড়িয়ে দেয়াটা নির্বুদ্ধিতার পরিণাম-পতন।

মুক্তিবাহিনীতে যে কোন সেনাবাহিনীর মতই যোগ্যতা অনুযায়ী পদ কিংবা পদবী থাকবে এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ সেনাবাহিনীর চেয়ে মুক্তিবাহিনীর গঠন আলাদা। তরুণরা এখানে নেহায়েত চাকুরীর জন্যে আসেনি। তবু ইয়াহিয়ার সৈন্যের মতো ভাড়ার সৈন্য নয়; তাদের অনুপ্রেরণার মূলে রয়েছে দেশাত্মবোধ। সুতরাং এখানে উচ্চপদস্থকে কর্কশ স্বরে ধমকাচ্ছে-এই যে একটা অগণতান্ত্রিক দৃশ্য, এটা একবারেই খাপ খায় না। বাংলাদেশের অর্থ পাকিস্তান থেকে আলাদা একখণ্ড জমি নয়, পাকিস্তানী আমলের কলুষিত ভাবধারা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হবার জন্যেই বাংলাদেশ অগণতান্ত্রিক দেশের সামরিক আচরণগুলোও অগণতান্ত্রিক আমলাসুলভ। আপনি হয়ত কারো সাথে প্রয়োজনীয় কাজে দেখা করতে চাইলেন-তিনি আপনাকে সহজেই দেখা দিতে পারেন, কিন্তু আপনাকে 'প্রপার চ্যানেল' নামের একটা ব্যূহ পেরিয়ে আসতে হবে। মানুষে মানুষে এই যে কৃত্রিম দূরত্ব, এটা কোনমতেই স্বাধীন দেশের রীতি হতে পারে না; সমাজতান্ত্রিক দেশের তো নয়ই।

ধরা যাক সেই সেন্ট্রিটা কর্তব্য পালনে ভুল করেছিল। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এতো স্বল্প সময়ের ফৌজী জীবনে ভুল না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক। সেজন্যেই একজন বুদ্ধিমান যোদ্ধা তার সহযোদ্ধাকে ধমক দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে দেবে না, কিংবা তাকে খুব চড়া গলায় শাসিয়ে দিয়ে মজা পেতে চাইবে না, বরং তার ত্রুটিগুলো ঠাণ্ডা মাথায় শুধরে দিতে প্রয়াস পাবে। যেমন, এদিকে এসো, তোমাকে দেখিয়ে দিই কী ক'রে সেন্ট্রি দিতে হয়। এই যে আমি রাইফেল নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি ওদিক থেকে আসতে থাকো-হল্ট। ঠিক আছে? লোকটা একটু দূরে থাকতেই 'হল্ট' বলবে। বেশী কাছে এসে গেলে যদি ওর সাথে মারাত্মক অসুখ থাকে তবে কী দশাটা হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এইটেই সবচেয়ে সুন্দর ও কার্যকরী পন্থা; কারণ এরপর তার আর ভুল হ তে পারে না। এবং যা কিছু সুন্দর, তাই গণতান্ত্রিক।

মানুষের পারস্পারিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে সামরিক অসামরিক ব'লে কিছু নেই। সেনা বিভাগ গোটা সমাজের একটি অংশ। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি বিভাগ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে সেনাবিভাগের বেলায়ও তাই। কিন্তু এটা অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক সময় বেশী গুরুত্বপূর্ণ এজন্যেই যে, যখন কোন পশুশক্তির আবির্ভাব ঘটে, তখন তা বল প্রয়োগে বিচ্ছেদ করার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া পথ থাকে না। এবং ঠিক এজন্যেই সৈনিককে হতে হয় সবরকম অসুন্দর ও অন্যায়বিরোধী মানুষ। সবচেয়ে গনতান্ত্রিক মানুষ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন	রণাঙ্গন*	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশকে ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন

কে, জি মুস্তাফা

বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে দ্রুতগতিতে রাজনীতির পট-পরিবর্তন হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট, সমাজের ঘোর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দুই শত্রু সমাজ একই সঙ্গে বসবাস করার রঙ্গীন স্বপ্ন দেখছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নিক্সন চীন দেশ সফর করার যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য তার প্রতিনিধিকে চীনে পাঠিয়েছেন এবং অদূরভবিষ্যতে তিনি চীন সফর করে তাদের দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই মৈত্রী স্থাপন হলে হয়তো ভিয়েৎনামের দীর্ঘদিনের অশান্তি পরিস্তিতির অবসান ঘটবে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করবে।

কিন্তু একদিকে একটি দেশে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যেখানে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ কর হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অন্য একটি দেশের বুকে নতুন করে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার যে অশুভ ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে তা প্রথিবীর যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিকেই একবাক্যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠা আবশ্যক।

বিশ্বে রাজনীতির অঙ্গনে-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব একটি লক্ষণীয় বিষয়। কোটি কোটি ডলার খরচ করে যুক্তরাষ্ট্র যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করে বিশ্বের রাজনীতিতে নাক গলিয়ে থাকেন তা তাদের ধূর্তপনারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিজের দেশের প্রস্তুতকৃত উদবৃত্ত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করার মানসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে সব সময় অশান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকে কাজ চালিয়ে যায়। আর তাদেরই শিকারে পরিণত হয় পৃথিবীর নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের বুকের রক্তে এই হোলিখেলায় সামিল হয়।

অথচ বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন জাতিসমূহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই গর্হিত কাজের প্রতিবাদ না করে তাদেরই খপ্পরে পড়ে অযথা হয়রানি ভোগ করে আসছেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঘটনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে সাপ খেলায় মেতেছেন তার পরিণাম শুভ নয় তা প্রতিটি মানুষমাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। বাংলাদেশের নীল আকাশে কালো মেঘের আবরণ ঢেকে এক অনিশ্চয়তার অতল গহবরে বাংলাদেশকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

অপর পক্ষে কতিপয় সমাজবাদের ধারক বাহক কম্যুনিষ্ট দেশ বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন চাল চেলে যাচ্ছেন। একদিকে ভিয়েৎনামে যুদ্ধ থেমে যাবার শুভ ইঙ্গিত-অন্যদিকে বাংলাদেশে কতিপয় আন্তর্জাতিক দেশের অশুভ হস্তক্ষেপে নতুন ভিয়েতনাম সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল এই ডুগডুগির বাজনায় মেতে গিয়ে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাই বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ধারা যাতে অন্যদিকে প্রবাহিত না হয় তার প্রতি গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। কোন প্রকারেই বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। এই শপথই হতে হবে আজকের মুক্তিপাগল মানুষের প্রধান শপথ।

* রণাঙ্গন : বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক- মুস্তফা করিম কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত। প্রধান উপদেষ্টা মতিয়র রহমান এম,এন,এ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক : করিমউদ্দিন আহমেদ এম,পি,এ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
প্রশাসনিক কাজ শুরুর দ্বিতীয় পদক্ষেপ	রণাঙ্গন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রশাসনিক কাজ শুরুর ২য় পদক্ষেপ

বাঙলাদেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাজ পুরাদমে চলছে। রংপুর জেলার পাটগ্রাম ও হাতীবান্দার বিস্তীর্ণ এলাকায় তার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় জনসাধারণ বাংলাদেশ সরকারের কর, খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ করছেন।

এই এলাকায় প্রশাসনিক কাজ চালুর দ্বিতীয় পদক্ষেপস্বরূপ সরকার ১টি হাই স্কুল ও ১৩টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া শেখার জন্য স্কুলসমূহ খুলে নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনা করছেন।। ছাত্রসংখ্যা আশাতিরিক্তভাবে নিজেদের ক্লাশে যোগদান করছে। শতকরা ৮৫ জন ছাত্র নিয়মিত ক্লাশে যোগদান করে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সত্বর এখানে কয়েকটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও খবরে প্রকাশ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীদের প্রতি একটি খোলা চিঠি	রণাঙ্গন	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার

সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীদের প্রতি একটি খোলা চিঠি

মহামান্য মন্ত্রী মহোদয়গণ।

আপনারা আমাদের রক্তমাখা ছালাম গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল প্রান্তরে গ্রাম্য-চাষীদের ঘরে পান্তাভাত খেয়ে আপনারা মানুষ হয়েছেন। জন্মের পর থেকে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষা করেছেন। আপনাদের মাতা অথবা পিতা কেহই পশ্চিমা বেনীয়ার ঔরষজাত নন। অথচ আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে গণহত্যার নায়ক জঙ্গী ইয়াহিয়া খানের উচ্ছিষ্ট অর্থের লোভে দালাল সেজে নিজেদের বিবেককে পশুর বিবেকে পরিণত করেছেন। কিন্তু আপনারা কি কখনো ভেবেছেন আপনাদের দিয়ে শুধু বাঙালী নিধনযজ্ঞেই সহায়তা করে নেওয়া হবে? ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মাটি থেকে যখন ইয়াহিয়া গোষ্ঠীকে পাততাড়ি গুটে নিয়ে সুদূর ১২শত মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করতে হবে তখন আপনারা বাঙালী গাদ্দার বলে তাদের দয়া থেকে পরিত্যক্ত হবেন। সেই সময় আপনারা কোন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করবেন? পৃথিবীর কোন দেশই বাংলাদেশের গণহত্যার নায়কদের ভবিষ্যতে কোন আশ্রয় দিতে পারে না বলে ভবিষ্যত বাণী দানকারী পণ্ডিত ব্যক্তিরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর আন্দোলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পাঞ্জাবী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর শাসন-শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এ আন্দোলন বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন বাঙালী অথবা অবাঙালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। কিন্তু সে সত্বেও কতিপয় ব্যক্তি ধর্মের দোহাই দিয়ে পাঞ্জাবী গোষ্ঠীর যে দালালী করে আসছেন সে সম্পর্কে আমাদের মতামত হচ্ছে ধর্ম একটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইচ্ছা করলে একটি মানুষ তার ধর্ম ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ভাষা ত্যাগ করতে পারে না। তাই ধর্মের বড়ি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অধিকৃত এলাকার সাক্ষীগোপাল মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী জনাব এ, এস,এম সুলায়মান সাহেব আপনি তো পেশাদার দালাল। আপনার দালালী করার অভ্যাস নতুন নয়, পুরাতন ? আপনি তো ঢাকায় অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে একটি দালাল (বীমা) কোম্পানীর প্রধান ছিলেন। সেই সময় থেকেই আপনি দালালী ব্যবসায় পাকা হয়ে উঠেছেন। অপরপক্ষে নিজেকে শ্রমিক দরদী বলে পরিচয় দিয়ে একজন শ্রমিক নেতা রূপে বড় বড় কলকারখানার মালিকদের ও পয়সায় আপনি শান শওকতে গাড়ী-বাড়ী করে আরাম আয়াসেই বসবাস করতেন। কিসের দুঃখে আপনি ইয়াহিয়া খানের দালালীর খাতায় নতুন করে নাম লিখালেন ?

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত মরহুম নেতা শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের নাম ভাঙ্গিয়ে নেতার গড়া কৃষক-শ্রমিক পার্টির সর্বেসর্বাও বনেছিলেন এক সময় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোভাগের নেতা বলে জাহির করার জন্য বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সভায় উপস্থিত থেকে সোচ্চার কণ্ঠে নিজেকে স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু, কোথায় আপনার সেই

মাতৃভূমির দরদ, আজ যখন লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক বেকার এবং নরঘাতক এহিয়ার হাত শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত তখন আপনি কি করে এহিয়ার সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীসভার শ্রম মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করলেন ?

তাই আপানাদের প্রতি আমাদের সৎ উপদেশ-আপনারা যদি নিজেদের এবং আপনাদের বংশধরদের কুখ্যাত গভর্ণর মোনেম খাঁর ন্যায় নিশ্চিহ্ন করতে না চান তবে দালালীর পথ পরিহার করে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় ইতিহাসের লিখন আপনাদের ক্ষমা করবে না। ’’জয় বাংলা’’। আমাদের খেদমতে-

’’বাংলাদেশের ছিন্নমূল
জনসাধারণ’’

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মুক্তি পথের যাত্রী সশস্ত্র বাঙালী	বাংলাদেশ * ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মুক্তি পথের যাত্রী সশস্ত্র বাঙালী

অত্যাচারের উদ্যত ধ্বজা রক্তে করিয়া ম্লান
আমাদের পরে বৈরী সাধিতে হয়েছে অধিষ্ঠান।
শুনিছ কি সবে কী ভীষণ রবে কাঁপে জল স্থল,
দম্ভের ভরে গর্জন করে শত্রুসৈন্য দল।
তারা যে আসিছে কেড়ে নিবে বলে তোমার সকল ধন,
গ্রাসিতে শস্যক্ষেত্র, নাশিতে পুত্র ও পরিজন।
মোদের শোণিত হবে কি সিক্ত মোদের ক্ষেত্রতল।

রুদ্যলিলের বিখ্যাত সমর গীতি দিয়ে শুরু করলাম। এ গীতি আজ বাংলা মায়ের প্রতিটি নির্ভীক সৈনিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। স্বাধীনতা প্রিয় ফরাজী জনগণ একদিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অত্যাচার আর জুলুম থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল। নৃপতি নিষ্পেষণ আর বর্বর শোষণ থেকে মুক্ত হওয়াই ছিল তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য। তারা মানব জাতির বন্ধুরুপে নিজেদের জীবন বাজী রেখে নৃশংস বর্বর সামন্তবাদী শোষণ আর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তিপাগল জনগণের পথ প্রদর্শক ফরাসী দেশের রবিকর দীপ্ত দেশপ্রেমিকেরা। সেই একই ধারায় পাঞ্জাবী একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মাটি আজ গর্জে উঠেছে। মহাবিদ্রোহের উদ্দীপনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার জনগণের রক্ত, শিরায় শিরায় এসেছে অগ্নিশিখার শিহরণ। বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়-পরাধীনতা আর বিজাতীয় শোষণের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেদের মুক্তির দুর্বার অভিযানে উন্মত্ত। বাংলা আজ বিপন্ন, শত্রুর বিষাক্ত নখরে ক্ষতবিক্ষত। এ যুগে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পথের দিশারী বাংলা মায়ের নির্ভীক জনগণ আজ সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত। বিশ্বের সকল পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলিকে বাংলার জনগণ আজ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিশ্বের জনগণের কাজে আমাদের এ বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। বাংলার জনগণ বিশ্বজনগণের বন্ধু। এক জল্লাদ রক্তপিশাচ বর্বর ঔপনিবেশিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য বিশ্বের জঘন্যতম সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিকবাদের জারজ সন্তান পাকিস্তান দিশেহারা হয়ে তার ঘৃণ্য বর্বর দস্যু বাহিনীকে বাংলার নীরিহ নিরস্ত্র জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়ে বাজীমাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী জনগণ ট্রাম্প করে নিজেদের সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। এ রক্তপিছল পথের শেষ প্রান্তে আছে স্বপ্ন গড়ার সৌধ।

* বাংলাদেশ : সাপ্তাহিক। সম্পাদকঃ কীর্তি। মুদ্রণে তড়িৎ। সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন স্থান হতে সাইক্লোষ্টাইলে প্রকাশিত। সম্পাদকের নাম ছদ্ম এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যত চেষ্টা করুক না কেন জনতার এ বিদ্রোহ আর স্তব্ধ করতে পারবে না। বিদ্রোহের অগ্নিশিখা আরো প্রজ্বলিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে আজ মুক্তিমন্ত্র আর হৃদয়ে প্রতিরোধের দূর্জয় সাহস। বাংলার জনগণ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নির্ভীক সৈনিক বঙ্গবন্ধুর মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিরোধ দূর্গের নির্ভীক সৈনিক বাংলার মুক্তিবাহিনী তাদের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে-জন্মভূমির নির্মল প্রেম। ওগো চিরসম্বল। তোমার শত্রনাশে উদ্যত এ বাহুতে দেহো বল।

ওগো স্বাধীনতা ! প্রিয় স্বাধীনতা ! হও ত্বরা পরকাশ
আমাদের সাথে মিলিয়ে আপন শত্রুকরহ নাশ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
কেন আমি মুক্তিযোদ্ধা	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	**৩১ অক্টোবর, ১৯৭১**

কেন আমি মুক্তিযোদ্ধা

বরুন

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠে বাংলা মায়ের নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত মলিন মুখখানি। কেন আজ বঙ্গমাতার এ নিদারুন অবস্থা! কারা এ জন্য দায়ী? সুজলা সুফলা সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে কারা! গত তেইশ বছরের ইতিহাস বাংলার শুধু শাসন, শোষণ, নির্যাতন বেয়নেট আর নিপীড়নের ইতিহাস। যখনি আমরা আমাদের কোন ন্যায্য পাওনার দাবী তুলেছি, তখনি ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুলেট আর বেয়নেট নিয়ে। কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে চিরদিন ওরা আমাদের কণ্ঠকে রোধ করতে চেয়েছে। তথাকথিত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ওদের এ হীনম্মন্য অভিলাষ চরিতার্থ করে এসেছে। স্বাধীনতার নামে আমরা যা পেয়েছি তা পরাধীনতারই চরম গ্লানি। বাংলাকে ওরা কোনদিন এতটুকু অনুকম্পার সহিত ভেবে দেখেনি। তথাকথিত পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার সূচনাতেই আমাদের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ওরা আমাদের জাতীয় জীবনে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরা বঙ্গভাষী দাবী জানালাম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে। ওরা তাতে কর্ণপাত করল না। শুরু হল আমাদের দুর্বার সংগ্রাম। বজ্র শপথ নিয়ে আমরা ধ্বনি তুললাম ''রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'' ছাত্র, কিষাণ, শ্রমিক সবার মুখে একই কথা ''আমাদের দাবী মানতে হবে।'' ওরা নরখাদক পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের উপর বুলেট আর বেয়নেট নিয়ে। (চলবে)*

* পরবর্তী সংখ্যা সংগৃহিত হয়নি বলে অসমাপ্ত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী

বর্তমান বাংলাদেশের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে তা কোন শোষক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ যুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। পাঞ্জাবী শোষকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে থেকে এ যুদ্ধের জন্ম। এ যুদ্ধ বাংলার জনগণের যুদ্ধ অর্থাৎ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না বা করতে পারে না। কিন্তু দখলদার বাহিনীর সরদার ইয়াহিয়া যুদ্ধের শুরু থেকে ঘৃণ্য এক রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে এ যুদ্ধকে একটা সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে বাংলার নিরিহ জনগণকে হত্যা করে চলেছে এবং সেই জন্য সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী এবং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও প্রচারণা দ্বারা প্রতারিত কিছুসংখ্যক মানুষ ইয়াহিয়ার চক্রান্তের শিকার হয়ে এখনো সম্প্রদায়ের বিষাক্ত বিষ ছড়াচ্ছে। আমরা জানি সাম্প্রদায়িকতায় এ জাতীয় মানুষের কোন লাভ হয় না। তবুও তারা গোপনে গোপনে এরূপ জঘন্য কাজ করে চলছে। যেমন আফিম-এর নেশায় মানুষের চিন্তাশক্তি থেকে শুরু করে সকল প্রকার শক্তিই স্তিমিত হয়ে আসে। তেমনি সাম্প্রদায়িতকাবাদীরা কুশিক্ষা আর অসৎ প্রচারণার বশবর্তী হয়ে তাদের সত্যদর্শনের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। যাক যা বলতে যাচ্ছিলাম, এ যুদ্ধে যখন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই তখন কোন একক সম্প্রদায় এরূপ মহান যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারে না। এ যুদ্ধের ঝুঁকি আমাদের সকলের অর্থাৎ সমগ্র বাংলার জনগণের। তাই যারা হানাদারদের এই চক্রান্ত বুঝতে পারেননি, বাস্তব অবস্থা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং জনবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরিহার করবেন। কারণ গত ২৪ বৎসর ধরে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাংলার জনগণের কোন উপকার হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কারা উপকৃত হয়েছে সে প্রশ্ন এখন থাক। আসল কথা হলো এই মুক্তিযুদ্ধে যে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে হানাদার বাহিনী পথে বসিয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের দুঃখ কষ্ট আমাদের সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। একটা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলবে আর অন্য সম্প্রদায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম সমবেদনা জানাবে সেটা এই জাতীয় যুদ্ধের পরিপন্থী এবং বাংলার জনগণের তা কাম্য নয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প

মুজিবনগর, গত ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় উপরোক্ত সঙ্কল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। বৈঠক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কমিটি মনে করে যে, ইয়াহিয়ার যুদ্ধবৎ প্রস্তুতি ও ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বাধানোর প্রকাশ্য পাঁয়তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান সাফল্য হইতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোরই একটি কুমতলব। কমিটি শত্রুর স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান দুর্বলতাসমূহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ এবং শত্রুর পতন দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর ঐক্যবদ্ধ ও চরম আঘাত হানার জন্য সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সকল স্তরের মুক্তিসেনানীদের প্রতি আহবান জানাইতেছে।

কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্প পুনরায় ব্যক্ত করিতেছে এবং স্বাধীনতার কমে সমাধানের নিমিত্ত সকল বক্তব্য ও ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, তাহাদের ত্যাগ স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ঐসব নিহত বীরদের সহিত সংহতি ঘোষণা কতিতেছে এবং শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, যে কারণে তাঁহারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, উহার সহিত কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিশ্ব মানচিত্রে নতুন চিত্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ ১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব মানচিত্রে নতুন চিত্র বাংলাদেশ
ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি দান

আমাদের মহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের লোকসভায় গত ৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ সরকার বলে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকারের সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্ত সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের এক বিজয় ঘোষিত হল। শ্রীমতি গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ভারতের লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মাধ্যমে মিসেস গান্ধীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে সংসদের অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ সমর্থন জানান। এই ঘোষণার পর সভার সদস্যগণ আনন্দের প্লাবনে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে পড়েন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সবার কাজ স্থগিত হইয়া যায়। এরপর লোকসভার সদস্যবৃন্দ নয়াদীল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধির সহিত করমর্দনের মাধ্যমে বাংলার জনগণ ও তার জনক শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান। ভারতের এই দৃষ্টান্ত অনুস্মরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনচেতা জাতিগুলি এগিয়ে আসছে ও আসবে। আর ভারতের এই দৃষ্টান্ত অনুস্মরণ করলো ভূটান। ভূটানের মানবপ্রেমিক রাজা মিঃ জিগনে ওয়ানচুক বাংলাদেশের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ার	স্বাধীন বাংলা* ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আকাশে অশুভ কালো মেঘের ছায়া! মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ার!

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সংগ্রাম যাহাতে তাহার ইপ্সিত লক্ষ্যে না পৌছাইতে পারে, তাহার জন্য দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের সীমা-পরিসীমা নাই। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ মেয়াদী চরিত্রটি বিভিন্ন স্বার্থবাদী মহলের নিকট চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, লড়াই-এর মেয়াদ যতই দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, ততইবাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের শক্তিকে সুসংহত করিয়া এবং নিজের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াছে এই মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের তোরণশীর্ষে লইয়া যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছে। আমরা গত সম্পাদকীতে এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে বহু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও বর্তমান সংগ্রামে জনযুদ্ধে বিপ্লবী উপাদানগুলি সঞ্চারিত হওয়ার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি হইতেছে। বাংলাদেশে জনযুদ্ধের আসল চেহারা কি, তাহা আমাদের সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হইতেছেঃ জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সহিত একটি জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেহনতী মানুষের বিশেষ করিয়া কৃষকের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে যুক্ত করা। জনযুদ্ধে পরিণত করার জন্য ইহা একান্তভাবেই প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান সাহায্যপুষ্ট, আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রস্তুত, অসংগঠিত এবং প্রায় নিরস্ত্র জনতার অসমযুদ্ধ চলিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ইহা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করিয়াছে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া শত্রুর শক্তিকে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করিয়া এবং জনতার শক্তিকে ক্রমবর্ধমান হারে সংহত ও বৃদ্ধি করিয়াই মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিতে পারে। আর দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধকে টিকাইয়া রাখার জন্যই প্রয়োজন শত্রুর দুর্বলতম স্থান বাংলাদেশের বিশাল বিস্তীর্ণ গ্রামঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি স্থাপন করা। এই সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁট অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং তাহাতে মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর অবাধ সঞ্চারণে আত্মরক্ষা এবং হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করার শক্তি সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি করার জন্যই গ্রামের জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ কৃষকের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, ইহা বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের মত একটি আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্ত বাদী দেশ যেখানে কৃষকরা হইতেছে দেশের জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৮৬ জন, সকলে মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলাবাহিনী মূলতঃ কৃষকদের লইয়াই গঠন করিতে হইবে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক সমাজ বর্তমান মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করিতেছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই লড়াইতে অংশগ্রহণ করিতেছে ? নিশ্চয়ই এখনও নয়। প্রশ্ন হইতেছে জাতীয় স্বাধীনতার মধ্য দিয়া কৃষকের বুক হইতে জোতদার মহাজনের প্রত্যক্ষ শাসনের জগদ্দল পাথর যে সরিয়া যাইবে, এই কর্মসূচী স্বাধীনতার কর্মসূচীর সহিত যুক্ত না হইলে তাহারা কেন এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? শুধুমাত্র, নিছক স্বাধীনতার ফাঁকা আওয়াজের আবেদন কৃষক সমাজের মধ্যে কতটুকু রহিয়াছে ? তাহার তো গত চবিবশ বছর ধরিয়া তথাকথিত ’স্বাধীনতার’

* স্বাধীন বাংলাঃ কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগের পাক্ষিক মুখপত্র।সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

বিষাক্ত আস্বাদ পাইয়াছে! আর একটি কথা শুধু কর্মসূচী গ্রহণ করিলেই চলিবে না। শুধু এই কথা বলিলেও চলিবে না যে, 'স্বাধীনতার' পর তোমাদের জীবনে আমরা সুখ সম্পদের বন্যা বহাইয়া দিব। তাই আজ বাংলাদেশের বুক হইতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে উৎখাত করার সংগ্রাম একদিকে যেমন চলিবে আবার অন্যদিকে এই লড়াইকে জনযুদ্ধের মাধ্যমে সফল করিয়া তুলবার স্বার্থেই গ্রামাঞ্চলে জোতদার মহাজনের প্রয়োজনতিরিক্ত মওজুত খাদ্যশস্য গরীব জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা, জোতদার মহাজনের জমিতে যে সমস্ত গরীব ও ভূমিহীন কৃষক বর্গাচাষ করে, তাহাদের ফসল পূর্বের তুলনায় বেশী দেওয়া মহাজনের নির্মম শোষণ বন্ধ করা, জমির সিলিং নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, জাতীয় শত্রুদের সম্পত্তি সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। তাহা হইলেই কৃষকের মধ্যে এক প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

তাই ইহা পরিস্কার যে, মুক্তিযুদ্ধকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে ইহাকে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে পরিণত করা আবশ্যক, আবার অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইলে কৃষকের শোষণ মুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ এবং তাহাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে কৃষকের মধ্যে জাগরণের উত্তাল জোয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই জন্যই দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ এবং জনযুদ্ধ একটি অপরটির সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এই জন্যই আমরা এই কথা বলিঃ বর্তমান সংগ্রাম যতই দীর্ঘ মেয়াদী হইতেছে, ততই জনযুদ্ধের বিপ্লবী উপাদান ইহার মধ্যে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারায় সঞ্চারিত হইয়া চলিতেছে।

এই কারণেই বাংলাদেশের বর্তমান লড়াইকে মাঝপথে থামাইয়া দিয়া একটি 'রাজনৈতিক সমাধানের' গগনভেদী আওয়াজ উঠিয়াছে। ইহা অত্যন্ত সহজ কথা যে, বাংলাদেশের বর্তমান লড়াই দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া জনযুদ্ধে পরিণত হইলে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতাকে' প্রতিহত করার ক্ষমতা পাক হানাদার বাহিনী কেন, দুনিয়ার কোন শক্তিরই থাকিবে না। ভিয়েতনামই তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। শুধু তাই নয়, জনযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আসিবে, সে স্বাধীনতার চেহারাই হইবে আলাদা। ইহা হইবে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণী তথা সমগ্র জনতার স্বাধীনতা, যেখানে থাকিবে প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম নিশ্চয়তা। কিন্তু বোধগম্য কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পুরাতন 'প্রভু' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাহা পছন্দ করিতে পারে না।

সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের সংগ্রামের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিয়াছে। কিন্তু 'শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র উত্তরণ' কিংবা 'একটি স্ফুলিঙ্গই বিশ্ব যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে'-এই তত্ত্বে বিশ্বাসী বলিয়া তাহারা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রদান করা সত্ত্বেও ইহাকে 'রাজনৈতিক সমাধানের' পথে লইয়া যাইতে চায়। ভারতের জনগণ ও সরকার আমাদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু ভারত সরকার প্রথম হইতেই এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিতেছে যে তাহারা এক কোটি শরণার্থীর বোঝা আর কতদিন বহন করিবে ? আর ইহা তো অনস্বীকার্য্য সত্য যে, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া একটি দেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলিতে পারে না। তাই বিভিন্ন মহল হইতে বাংলাদেশ প্রশ্নটির একটি 'রাজনৈতক সমাধানের' বেপরওয়া প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছেঃ কোন পথে এই 'রাজনৈতিক সমাধান' কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে ? শান্তিপূর্ণ পথে এই 'রাজনৈতিক সমাধানের' জন্য ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন, লণ্ডন এবং মস্কোতে ব্যাপক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে এই সমস্ত রাষ্ট্রের কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী ও মুজিবনগরে ব্যাপক আনাগোনা চলিয়াছে বলিয়া বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে খবর প্রকাশিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, শান্তিপূর্ণ 'রাজনৈতিক সমাধানের' অর্থই হইতেছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রশ্নটির 'রাজনৈতিক সমাধান'। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক সমাধানের পথে বাধা হইতেছেঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতা, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী।

এই জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল পাক-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের একটি জোর প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছে। এই সমস্ত রাজনৈতিক ভাষ্যকারের বিশ্লেষণ হইতেছেঃ পাক ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আন্তর্জাতিক সালিশীর নামে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে নাক গলাইবার সুযোগ পাইবে, তাসখন্দ চুক্তির অনুরূপ যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাখিয়াই শিথিল কনফেডারেশনের ধুয়া তুলিয়া 'রাজনৈতিক সমাধানের কুইনাইন' গিলাইতে পারিবে। তাহা ছাড়া তখন এই কথা বলা যাইবে যে, 'বাংলাদেশ ইস্যুটির মীমাংসার জন্য সকল রকম প্রচেষ্টাই চালানো হইয়াছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত পাক ভারত যুদ্ধও হইয়া গেলো, তাই এখন 'রাজনৈতিক সমাধান' ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? এইভাবে বাংলাদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাইবে বলিয়া এই সমস্ত স্বার্থবাদীরা মনে করে। অন্যদিকে একই কারণে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও এই ধরনের একটি যুদ্ধ বাধাইবার প্রচেষ্টা চালানো স্বাভাবিক। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত উস্কানীর মুখে এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ভারতেরও এই ধরনের একটি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া এইসব রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা মনে করেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত যাহাই ইউক না কেন এবং পাক ভারত যুদ্ধ হউক বা না হউক রাজনৈতিক সমাধানের যে জোর প্রচেষ্টা চলিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া আমরা মনে করি। তাই আজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আকাশে ঘনকালো মেঘের অশুভ ছায়া দেখা দিয়াছে। আগামী দুটি মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সময়। এই জন্যই বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা সকল স্বাধীনতাকামী শক্তি, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আজ হুঁশিয়ার হওয়া ঐতিহাসিক কারণেই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা তাই পুনরায় বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগসহ সকল সংগ্রামী শক্তিকে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ব্যাপক জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাই। আমরা সকল সংগ্রামী শক্তি, মুক্তিফৌজ, বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর প্রতি পারস্পারিক সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে সুসংহত করার আকুল আবেদন জানাই। সকল বামপন্থী শক্তির প্রতিও আমরা সংগ্রামের মধ্যদিয়া চিন্তাধারা ও কাজের ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি সুসংহত বিপ্লবী পার্টি গড়িয়া তোলার উদাত্ত আহবান জানাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংগ্রামকে প্রকৃত জনযুদ্ধে পরিণত করিয়া বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে শক্তির মূল উৎস করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিলেই একামাত্র দেশী-বিদেশী এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা সম্ভব-ইহার বিকল্প অন্য কোন পথ নেই।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশের সকল সংগ্রামী শক্তি, মুক্তিফৌজ, বামপন্থী প্রগতিশীল মহল এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর নিকট নিম্নোক্ত আশু করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছি ।

১। জনগণের পাশে যাইয়া দাঁড়ান

আর এক মুহূর্তেও দেরী না করিয়া আমাদের শক্তির একমাত্র উৎস বাংলাদেশের জনগণের পাশে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। 'রাজনৈতিক সমাধানের' যে অশুভ তৎপরতা শুরু হইয়াছে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। জনতাকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

২। জাতীয় সংগ্রামের সহিত কৃষকের শোষণ মুক্তির সংগ্রাম যুক্ত করুন

গ্রামে গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি লইয়া সর্বদলীয় গণমুক্তি পরিষদ গঠন করিয়া নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে এই সংগ্রামে কৃষককে প্রত্যক্ষভাবে নামাইতে হইবে। ক) জাতীয় শত্রুদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। খ) যে সকল জোতদার মহাজন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাথে সাথে এই সমস্ত জোতদারদের নিকট হইতে জাতীয় মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা আদায় করিতে হইবে। এই জন্য বর্গাচাষীরা পূর্বের তুলনায় ফসলের অংশ বেশী করিয়া যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থান ও অবস্থাবিশেষে এই সমস্ত জোতদারদের জমির সিলিংও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। মহাজনের চড়া হারে সুদ আদায় বন্ধ করিতে হইবে। মজুতদারদের প্রয়োজনরিতিক্ত খাদ্যশস্য গরীব সাধারণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাদের সম্পত্তি গণমুক্তি পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ইহা কৃষকদের নিকট চাষাবাদের জন্য দিতে হইবে এবং এইভাবে গ্রামে টাউট বদমাইশদের হাত হইতে শরণার্থীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

৩। নীচের দিক হইতে সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলুন

সকল স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল, গণ ও শ্রেণী সংগঠন, মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী তাহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমকে সমন্বিত করুন এবং পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সংগ্রামী সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন। মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া শত্রুকে আঘাত করার ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করুন। মুক্তিফৌজকে আশ্রয়, খাদ্য ও রসদ দিয়া সাহায্য করুন। এইভাবে সংগ্রামের ময়দানে মুক্তি সংগ্রামের সকল শক্তি নীচের দিক হইতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট গড়িয়া তোলার দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করুন।

৪। পূর্ণ জাতীয় মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াইকে অব্যাহত রাখুন

যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জল্লাদ হানাদার বাহিনীর দস্যু সৈন্য বাংলাদেশের মাটি হইতে উৎখাত না হইতেছে, যতদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম জনতার স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন মুক্তিযুদ্ধকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে অব্যাহত রাখার লৌহ-কঠিন শপথ গ্রহণ করুন এবং আপোষহীন সংগ্রামের আঘাতের পর আঘাতে মুক্তিযুদ্ধকে আরও দুর্বার করিয়া তুলুন। কৃষক জনতাকে সশস্ত্র করুন, গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি প্রস্তুত করুন, গণযুদ্ধকে ক্রমান্বয়ে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এবং বিশাল জনতার মধ্যে ছড়াইয়া দিন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও বেশী করিয়া লড়াইয়ের পশ্চাদভূমি (Rear base) এবং রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করুন। হানাদার বাহিনী যে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাইবে এবং সীমান্ত সংঘর্ষ যত বেশী আত্মস্থ (Absorbed) হইবে, তত বেশী করিয়া শত্রুকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করার সুযোগ সৃষ্টি হইবে-এই সুযোগের প্রতিটি অণু পরমাণুর সদ্ব্যবহার করুন।

৫। কৃষক-জনতার মধ্য হইতে মুক্তিফৌজের সহায়ক শক্তি হিসাবে বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গড়িয়া তুলুন

কৃষক জনতার মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি এলাকাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গড়িয়া তুলুন এবং গেরিলা যুদ্ধকে ধাপে ধাপে বিকশিত করুন। গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও কৌশলকে লড়াইয়ের বর্তমান পর্যায়ে প্রধান নীতি ও কৌশল হিসাবে গ্রহণ করুন। মুক্তিফৌজ এবং বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করুন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
দেশবাসীরা সাবধান! -ভাসানী	স্বাধীন বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১ নভেম্বর, ১৯৭১

মীমাংসার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে
দেশবাসীরা সাবধানঃ ভাসানী

গত মাসে বাংলাদেশের অশীতিপর বৃদ্ধ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির যুদ্ধকে বানচাল করিবার জন্য দেশী-বিদেশী সকল আপোষ চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাঁহার প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ আমরা গত সংখ্যা 'স্বাধীন-বাংলায়' প্রকাশ করিয়াছিলাম। নিম্নে মওলানা সাহেবের বিবৃতির অবশিষ্টাংশ দেওয়া হইলঃ ''বাংলাদেশের জনগণের লড়াইয়ের শক্তি যখন সংগঠিত এবং তাহারা যখন গৌরবজনক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তখন সেই জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে ব্যাহত করিবার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলের একটি অশুভ রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হইয়াছে। এই চক্রান্ত সম্পর্কে আমার দেশবাসীকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না। কয়েকটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি বাংলাদেশ সংগ্রামের মীমাংসা ও বুঝাপড়ার যে চক্রান্ত করিতেছে তাহার মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি আসিবে না। এত শহীদের রক্ত, মা-বোনের ইজ্জত ও ঘর-বাড়ী ছারখার হওয়া সবই বিফলে যাইবে। তাই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সশস্ত্র লড়াই চালাইতে হইবে।''

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অনিবার্য সমাধি	দেশ বাংলা* ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অনিবার্য সমাধি

ইয়াহিয়া খাঁ গভীর গাড্ডায় পড়েছেন। বলা বাহুল্য এই গাড্ডা তিনি নিজেই খুঁড়েছিলেন অবশ্য নিজের পাপ ঢাকার জন্য। বাংলাদেশের জনগণের রায়কে নস্যাৎ করতে হলে যে পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতেই হয়, তার দায়দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপাবার জন্য ফাঁদ বানিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর সে ফাঁদে আটকা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাংলার স্বাধিকারকামী নেতৃত্ব। আর তিনি তাঁর লাঠিয়ালদের নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব চালাবেন।

কিন্তু কথায় আছে অতি চালাকের গলায় দড়ি। ইয়াহিয়াও সম্ভবতঃ একটু বেশী চালাকী করতে গিয়েছিলেন। আর তাতেই পতন-স্বখাত সলিলে।

গত তেইশ বৎসর ধরে বাংলার মানুষকে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত করে পাঞ্জাবের উদরপূর্তির যে প্রচেষ্টা হয়েছে তাতে বাধ সাধতে গেলেই এই ফাঁদ অতি সন্তর্পণে গুটিয়ে আনা হয়েছে। বাংলার মানুষ সরল বিশ্বাসে হাত মেলাতে গিয়ে সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। একবার দু'বার নয়-অসংখ্যবার। তথাকথিত পাকিস্তানের ইতিহাস ঘাঁটলেই তা চোখে পড়বে।

ফাঁদ পাতা হয়েছিল ১৯৪৬-এর নির্বাচনে। বাংলার মানুষ জেনেছিল এ নির্বাচনে জয়ী হলে তারা স্বাধীন বাংলার মালিক হবে। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথাও ছিল তা-ই। বাংলার মুসলমানরা অবিভক্ত ভারত চায়নি। কিন্তু স্বাধীন বাংলা চেয়েছিল। এর পেছনেও হয়তো বা বাংলাদেশে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জাহির করার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। কিন্তু তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা মাত্র। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ইস্যু ছিল দু'টি। সমগ্র উপমহাদেশ একটি মাত্র রাষ্ট্র হবে, না-কি একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। কংগ্রেস ছিল একক জাতীয়তার ধারক, মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের। কিন্তু মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বাংলার মুসলমানদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে উপমহাদেশকে 'ভাগ' করার কথা চিন্তা করেনি বাংলার মুসলমান। বাঙালী ফজলুল হকের মুসাবিদা করা 'লাহোর প্রস্তাব'ই তার প্রামাণ্য দলিল। সোহরাওয়ার্দীর যুক্তবাংলা গড়ার শেষ চেষ্টাও তারই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলার মুসলমান উপমহাদেশে একাধিক রাষ্ট্রের সমন্বয় চেয়েছিল। আর বঙ্গভঙ্গ বাঙালী হিন্দুর কাছে ছিল মাতৃহত্যার তুল্য। এ জন্যই কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব আজো বাংলার মানুষের কাছে পালিয়ে যাওয়া সোনার হরিণ।

কিন্তু '৪৬ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নির্বাচনী কর্মসূচী ভুলে গিয়ে নির্বাচনের ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের দিকে মন দিয়েছিল। সে নেতৃত্বে ছিল স্পষ্টতই অবাঙালী নেতৃত্ব। বাংলাকে ভাগ করে অথর্ব করে দিতে না পারলে অবাঙালী কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করা যেতো না, করাচীতে বসে

* দেশবাংলাঃ সাপ্তাহিক। বাংলাদেশের জনযুদ্ধের মুখপত্র। সম্পাদকঃ ফেরদৌস আহমদ কোরেশী। দীপক সেন কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও 'অগ্নিশিখা' প্রকাশনীর পক্ষে বিজয় নগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর শাসন ও শোষণ চালাতে পারতো না। '৪৬-এ মুসলিম লীগকে জয়যুক্ত করে জিন্নার নেতৃত্ব দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে বাংলার মানুষ যে ফাঁদে পা দিয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বাধীন বাংলার কবর, ইউনিটারী পাকিস্তানের উদ্ভব। অবশ্য জিন্না এবং আর অবাঙালী নেতাদের বাঁচার আর কোন পথ ছিল না। ইউনিটারী পাকিস্তানে বাঙাল মারা কল বসাতে না পারলে তাঁদের সর্দারী কায়েম রাখা যেতো না কিছুতেই। সে ব্যাপারে তাদের হিসাব ছিল একেবারেই নির্ভুল।

এরপর এই তেইশ-চব্বিশ বছরে বহুবার সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশ চলেছে দশ বছর। 'দুই পরিষদে'র ভূত চাপাবার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে পৃথক নির্বাচন বহাল রাখার। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে 'বাংগাল'কে পাকিস্তানী বানাবার কোশেশ হয়েছে। সে সব অবশ্য ধোপে টেকেনি। কিন্তু '৫৪ সালের নির্বাচনের পর বাংলার মানুষ আবার ফাঁদে পড়েছে। মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে জয়ী হবার অল্প দিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট ভাংগন ধরলো। আওয়ামী লীগ বের হয়ে এলো যুক্তফ্রন্ট থেকে। নৌকার মাঝি হক সাহেব মাল্লাবিহীন হয়ে সমুদ্রে ভাসলেন। মাল্লার একের হাত-পা অপরে ভাংলো 'দাঁড়া-দাঁড়ি করে। মারীতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে কোরান শরীফের পাতার মার্জিনে স্বাক্ষরিত হলো পাঁচদফা চুক্তি, পশ্চিমা নেতাদের সাথে। এক ইউনিট আর সাংখ্যাসাম্য মানলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আর বিনিময়ে পেলেন চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বানিজ্য, উন্নয়ন, সর্বক্ষেত্রে দুই অংশের সমান সমান বখরা কায়েম করার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালু রাখার অঙ্গীকার। কিন্তু এটাও ছিল আরেকটি ফাঁদ। বাংলাদেশ পরিষদের অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালো, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দেশগুলি হারালো তাদের স্বকীয়তা। সোহরাওয়ার্দী উভয়ের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকলেন। কিন্তু বিনিময়ে পেলেন না কিছুই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চুক্তির আর সব ধারা বেমালুম চেপে গেল। কোরান শরীফের পাতায় লেখা ওয়াদাও তারা ভাংতে পারেন কারণ ধর্মটা শোষকের খোলস, বিশ্বাসের অঙ্গ নয়। এই বিশ্বাসঘাতকতারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলার অধিকার নিয়ে চাপ সৃষ্টির পর আকস্মিকভাবে পাঞ্জাবী চক্রের সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত সুচতুর ও সুদক্ষ রাজনীতিকও নাকি সেদিন অসহায় শিশুর মত বলে উঠেছিলেন, 'আমি মানবতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

তারপর '৫৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ফলাফল পূর্বাহ্নে আঁচ করে সামরিক শাসন জারী থেকে শুরু করে, '৬২-র শাসনতন্ত্র জারী, '৬৫-র নির্বাচন, '৬৯-এর গোলটেবিল বৈঠক '৭০-এর নির্বাচন, একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। প্রতিবারই বাংলার মানুষ নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। প্রতিবারই প্রতারিত হয়েছে।

'৬৯-র গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পার্লামেন্টারী শাসনে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় বিশ্বাস করেছে বাঙালী। সে বিশ্বাসের পরিণতি দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন, আয়ুবের গদীতে ইয়াহিয়ার অভিষেক। '৭০-এর নির্বাচনের জন্য ইয়াহিয়া যখন 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারী করে, তখন বাংলাদেশের দু'একটি দল তাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু বৃহত্তর জনসমষ্টি তা মেনে নেয়, ইয়াহিয়ার 'সদিচ্ছায়' বিশ্বাস স্থাপন করে। ইয়াহিয়া সে বিশ্বাসের মূল্য তার স্বনিয়মেই দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে।

কিন্তু কথায় আছে, সাতদিন চোরের আর একদিন গৃহস্থের। এবার সত্যই গৃহস্থের দিন এসেছে। ইয়াহিয়া এবং তার মুরব্বীদের সমস্ত হিসাব ভণ্ডুল করে দিয়ে বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে প্রতিশোধের স্পৃহায়। ২৪ বছরের বিশ্বাসঘাতক তার জবাব সে আজ দেবেই। ইয়াহিয়ার প্রতিটি অস্ত্র ফিরে গিয়ে তার নিজেরই বুকে বিধছে। বাংলাকে এবং বাংলার মানুষকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য যে চোরাবালির ফাঁদ পাতা হয়েছিল, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ইয়াহিয়া এবং তার সামরিক জান্তা আজ তাতেই আটকা পড়েছে।

এ চোরাবালি থেকে তাদের নিস্তার অনিবার্য সমাধিতে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
রাজনৈতিক সমঝোতা সোনার পাথরবাটি	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজনৈতিক সমঝোতা সোনার পাথরবাটি
(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

পর পর কয়েকটা আলোচনা শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে, বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের বিবৃতিতে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে উদাসীন এমন অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কারো কারো মতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হতে হবে। আবার কারো কারো মতে, ইদানীং সে মতটাই প্রাধান্য পাচ্ছে, '৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিগণ আর বর্তমানের একনায়কত্ববাদী সামরিক জান্তার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই সে রাজনৈতিক সমাধান পেতে হবে। এ ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য স্পষ্ট। বাংলাদেশ সমস্যা ভারত পাকিস্তান বিরোধ থেকে উদ্ভূত নয়। কাজেই ভারতের এ ব্যাপারে আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে আলোচনা যদি হতেই হয় তা হতে পারে কেবল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে ইয়াহিয়া চক্রের। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রাজনৈতিক 'সমাধান'টা কি হতে পারে তা কেউই উল্লেখ করছেন না। অর্থাৎ প্রস্তাবকদের মতে কোন রকম পূর্বশর্ত ছাড়াই দু'পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে এবং সমাধানের সূত্র বের করতে হবে। অর্থাৎ ২৫শে মার্চের আগে ব্যর্থ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় ফিরে যেতে হবে।

আমরা ধরে নিলাম রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা বসলেন। তখন তাঁদের সামনে আলোচ্যসূচী কি হতে পারে এবং দু'পক্ষের দেওয়া নেওয়ার সুযোগ কতটা বিদ্যমান রয়েছে তা ভেবে দেখা যাক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে যে সব জটিলতা দেখা দিয়েছিল এবং পরবর্তী ২৩ বৎসরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বারংবার যেভাবে বিপর্যয় এসেছে তার মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করলে নিম্নলিখিত কয়েকটি সত্য পরিস্কার হয়ে ধরা পড়বে।

ক) পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৬জন, পশ্চিমাঞ্চলের শতকরা ৪৪জন। স্বভাবতই এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রাধান্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।

খ) সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষতঃ পাঞ্জাব, ঐতিহাসিক কারণে প্রশাসন, অর্থনীতি এবং দেশরক্ষা বিভাগে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী। দেশে নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু হতে দিলে সংখ্যালঘিষ্ঠের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবী নেতৃত্বের পক্ষে সম্মিলিত পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন চালু হতে দেওয়া আত্মহত্যার শামিল।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম রেখে কেন্দ্রের জন্য সমতার ভিত্তিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে দাবী শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে পেশ করেছিলেন পশ্চিমা রাজনীতিকরা এখন পর্যন্ত তাকেই মেনে নিতে পারেন নি। এমতাবস্থায় কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবে তাদের সম্মত হবার সম্ভাবনা খুবই

ক্ষীণ। কারণ তাহলে তাঁদের স্বদেশে তাঁরা এতদিনের গোয়ার্তুমীর পরিণতির জন্য ধিকৃত হবেন এবং প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক সমাধি রচিত হবে।

ঘ) সম্মিলিত পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে এক ইউনিট বাতিল হয়ে চারটি প্রদেশ হয়েছে। এখন বাংলাদেশ যে অধিকার ভোগ করবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিও তাই ভাগ করবে। কিন্তু, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিপরীতে ‘পশ্চিম পাকিস্তান ’ ধরনের একটি সম্মিলিত কাঠামো খাড়া না রাখলে কোন সমাধানই কার্যকর হবে না। কিন্তু তা হবে এক ইউনিট ব্যবস্থারই পুনঃপ্রবর্তন, যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্রতর প্রদেশগুলি মানবে না। আর এক ইউনিট পুনর্বহাল করার অর্থ হবে প্যারিটিতে ফিরে যাবার পাঁয়তারা, বাংলাদেশের মানুষ বহু পূর্বেই যা ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যে কোনভাবেই হোক পাকিস্তানের প্রতি বাংলার মুসলমানদের পূর্ণ আনুগত্য আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। সে আনুগত্য এমনই ছিল যে সেদিনের বাঙালী মুসলমান ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীর মত নিজ দেশের নেতাদের দূরে হটিয়ে দিয়ে জিন্না-লিয়াকত আলীর পায়রবি করেছে। কিন্তু সেই আনুগত্যকে বশ্যতা হিসাবে ধরে নিয়ে পাঞ্জাবী রাজনীতি যেভাবে ২৪টি বছর দেশটাকে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির মত ব্যবহার করেছে তাতে করে পরিস্থিতির এখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে পদ্মা-মেঘনা ও সিন্ধু নদীতে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। আর সম্ভবতঃ পাকিস্তান নামক দেশটির রাষ্ট্রীয় ভিত্তিও তাতেই ভেসে গেছে।

কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও যেটা এখন মৌল প্রশ্ন তা হচ্ছে এই-পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীদের অবস্থান সম্ভব করে তোলার জন্য যে নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ’বহাল রাখার নিশ্চয়তা’ প্রয়োজন, পাঞ্জাবী শাসকচক্র তাতে কোন অবস্থাতেই রাজী হতে পারে না। পাঞ্জাবীরা আপাততঃ যদি অবস্থার চাপে পড়ে, কোন প্রকার নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেও তবে তা বাঙালীদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ, পাঞ্জাবীচক্রের অতীত কার্যকলাপ এবং বর্তমানের মানসিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তারা কেবল পরবর্তী সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকবে। এবং নিজেদের সুবিধাজনক ষ্ট্রাটেজী কাজে লাগিয়ে বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে পা রাখার জায়গাটুকু করে নিতে পারলেই পুনরায় নগ্নরুপে ফিরে যেতে দ্বিধা করবে না।

কাজেই আন্তর্জাতিক চাপ যতই আসুক, পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান মিলবে না। দু’টি পরস্পরবিরোধী স্বার্থের এবং পরস্পর বিদ্বিষ্ট মনোভাবের ধারক অঞ্চলকে এক জোয়ালে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে লাভ নেই। এটা অবাস্তব এবং প্রকৃতির ধর্মের বিরোধী। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট জনসমষ্টির সর্বাধিক কল্যাণের জন্য নির্মিত স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। যে ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, সামাজিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অপর অঞ্চলের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যে ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক শক্তির উন্মেষ অপর অঞ্চলের উপর বেনিয়া শোষণের পথ প্রশস্ত করে, যে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ অঞ্চল বিশেষের প্রাধান্য অনিবার্য করে তোলে, সে ক্ষেত্রে একই রাষ্ট্রীয়তা অবৈজ্ঞানিক। শ্যামদেশের সেই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত একের পিঠের সাথে অপরের সংযুক্ত অবস্থান উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

কাজেই অপারেশনের কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী

নয়া দিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসটি এখন বাঙালীশূন্য। না, অন্ততঃ একজন বাঙালী এখনো সেখানে আছেন। তিনি জনাব হোসেন আলী, হাই কমিশনারের একান্ত সচিব।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে দিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশন ভবনের কোন একটি চোরা কুঠুরিতে তিনি অসহ্য উৎপীড়নের শিকার হয়ে রয়েছেন। দিল্লীর ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অবুঝ ছেলে দুটি পিতার মুক্তির জন্য ধরনা দিতে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। অসহায় সহকর্মীরা ছুটোছুটি করছেন। কিন্তু কূটনীতির কূট প্রভূরা নীরব নিথর। আইনের দৃষ্টিতে তিনি পাকিস্তানের 'নাগরিক', যে নাগরিকত্ব তিনি ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলেছেন তাঁর আর আর সহকর্মীদের সাথে। কিন্তু, তথাকথিত সভ্য জগতের আন্তর্জাতিক আইনের কীটদষ্ট পুস্তকের ভাষ্য তাঁর অনুকূলে নয়। সাড়ে সাত কোটি স্বজাতির সাথে একাত্ম হয়ে যে পৃথক জাতীয় সত্তার গৌরব মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছেন তিনি, তার স্বীকৃতি মেলেনি সভ্যতার মুরববীদের কাছে। অতএব, পাকিস্তানী বন্দীশালায় নিষ্ঠুরতম মৃত্যুকেও যদি বরণ করতে হয়ে তাঁকে, কুটনীতির ঠাণ্ডা মস্তিস্কের কসাইদের কাছে তার বুঝি কোন প্রতিকারই পাওয়া যাবে না।

জনাব হোসেন আলীর অপরাধ তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর দুঃখ যন্ত্রণার দিকে চোখ বুঁজে থাকতে পারেন নি। নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসটির অভ্যন্তরে দিনের পর দিন বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হতে দেখে স্থির থাকতে পারেননি। চাকুরীর মায়া ত্যাগ করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যত মাথায় করে সর্বস্বান্ত স্বদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন।

নয়া দিল্লীর দূতাবাসে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন। পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের ষড়যন্ত্রের গোপন তথ্যাবলী তাঁর জানা থাকার কথা। সম্ভবতঃ সেই কারণেই ইয়াহিয়া চক্র ক্ষেপা কুকুরের মত তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ইয়াহিয়া চক্রের জিন্দানখানায় হোসেন আলী একা নন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ পাকিস্তান নামক বন্দীশালায় এমনিভাবে অত্যাচারের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। তাঁদের সবার পিঠেই আঘাতের চিহ্ন, সবার বুকেই বিক্ষোভের আগুন, সবার চোখেই ঘৃণার বিচ্ছুরণ। তাদেরও অপরাধ তারা ইয়াহিয়ার পাকিস্তানের নাগরিকত্বে পদাঘাত হেনে নয়া নাগরিকত্বের সদস্য ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছে।

দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখুক, সাড়ে সাত কোটি হোসেন আলী প্রিয়তম স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এই মৃত্যুযন্ত্রণাকে বরণ করেই নিয়েছে। এই যন্ত্রণার এই নিপীড়নের আগুনে পুড়েই সোনার বাংলা 'সোনার চেয়েও খাটি' হয়ে উঠেছে। অত্যাচারেই বাংলার উন্মেষ। অত্যাচারই বাঙালীর ঐক্যের ভিত। অতএব, মাভৈঃ হোসেন আলীর মুক্তির আর বিলম্ব নেই!

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

হিন্দু না ওরা মুসলিম
জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?

পশ্চিম পাঞ্জাবী দস্যুবৃত্তির শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে যাঁরা ভারতে চলে গিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু, এই ধুয়া তুলে জনৈক পশ্চিমা সাংবাদিক দিল্লীতে মিসেস গান্ধীকে প্রস্তাব দিয়েছেন, এদের সবাইকে ভারতের নাগরিক করে নিলে কেমন হয় ?

প্রস্তাবটি ওই সাংবাদিকের নিজস্ব হলে ক্ষতি ছিল না। শোনা যায়, মহল বিশেষ থেকে পরিকল্পিতভাবে এই 'ফিলার' পরিবেশন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের নব্বই লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়ে প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছে। তাদের অপরাধ তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকতে চায়নি। তাদের অপরাধ তারা তাদের স্বদেশের মাটিতে বিদেশী বেনিয়া প্রভুত্ব মেনে নিতে পারেনি। সেই অপরাধের খেসারত দিতেই তাদের আজ স্বদেশ স্বজন থেকে দূরে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশাকে বরণ করে নিতে হয়েছে। কিন্তু দূর-দূরান্তে বসে যারা চিরকাল এই উপমহাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তারা কি এই পরিস্থিতিতেও নতুন করে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের স্বপ্ন দেখছে ? বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে বিদেশী বানিয়ে, তথাকথিত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে চিরদিনের মত ভারত-পাকিস্তান সংঘাত জিইয়ে রাখার নতুনতর ফন্দি আঁটা হচ্ছে কি ?

শরণার্থীরা বেশীর ভাগ হিন্দু। বিভেদকামী পশ্চিমা সামাজ্যবাদ সঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত আজকের বাংলাদেশ ১৯৪৬-এর বাংলাদেশ নয়। সাম্প্রদায়িতকার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত বাঙালী জাতীয়তার মূর্ত পীঠস্থান এই বাংলাদেশ । বাংলার মুসলমান, বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার আদিবাসী তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়তার প্রশ্নে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা বাঙালী, বাংলাদেশের নাগরিক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করে দিয়েছে ধর্ম জাতীয়তার একমাত্র নিয়ামক হতে পারে না, ভাষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক একাত্মতাই জাতীয়তার মৌল ভিত্তি। এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা কেবল এই উপমহাদেশের জন্য নয়, গোটা পৃথিবীর জন্যই এক অভিনব শিক্ষা। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপন ইচ্ছায় আপন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে স্বাধীনতার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। আজও গোটা পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ শক্তির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বাংলার দামাল ছেলেরা শত্রূর সাথে অসমযুদ্ধে পাঞ্জা লড়ছে। এ যুদ্ধে তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেই কি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতেছে ?

বাংলাদেশের সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, শরণার্থীদের সকলকেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। শরণার্থীরাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, তাঁদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ভারতে তাঁদের অবস্থান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনেই। অধিকৃত বাংলা থেকে হানাদার সৈন্যরা বিতাড়িত হলে দেশে ফিরে যেতে তাঁদের এতটুকুও বিলম্ব হবে না। মনে রাখতে হবে, বাঙালী শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবার অধিকার ভারতেরও নেই। তারা হিন্দু, না মুসলিম, সে প্রশ্নের সমাধি রচিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। এ প্রশ্ন নতুন করে যারা তুলতে চাইবে, তাদের ’লাল মুখ’ কালো করে দেবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ইস্পাত কঠিন ঐক্য। অতএব, সাধু সাবধান !

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চাই কি ?	দেশবাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চাই কি ?
আওয়ামী লীগকে মন স্থির করতে হবে
(দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ)

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অধিকৃত বাংলার পরিসর সংকুচিত হয়ে আসছে। মুক্তিবাহিনীর শক্তিও সুসংহত হয়ে উঠছে। এক কথায় স্বাধীনতার চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।

এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রেও আসছে বিপুল পরিবর্তন। দক্ষিণপন্থী দলগুলি ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে। বামপন্থী ও আধাবামপন্থী দল-উপদলগুলিতেও পোলারাইজেশন শুরু হয়েছে নতুনভাবে।

বিগত নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে এখন দল না বলে 'প্লাটফর্ম' বলাই ভালো। মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগে এখন বামপন্থী 'প্রায়-নক্সাল' চিন্তাধারা থেকে শুরু করে বুর্জোয়া উদার নৈতিকতাবাদ পর্যন্ত সব রকমের চিন্তাধারা পাশাপাশি কাজ করছে। বিভাগ পূর্বকালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আওয়ামী লীগের এই অবস্থার তুলনা হতে পারে।

স্বভাবতঃ বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতিতেও আওয়ামী লীগ এবং তার অনুগামীদের প্রাধান্য থাকবে। ন্যায়সংগতভাবেই আজ তাই প্রশ্ন উঠতে পারে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ দেশকে কোন পথে চালাবে?

অনেকে বলে থাকেন, আগে স্বাধীনতা আসুক, তারপর সে সব কথা চিন্তা করা যাবে। বিভাগ পূর্বকালে মুসলিম লীগ এ ধরনের কথাই বলতো। প্রকৃত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ মানুষের নাকের ডগায় মুলা বেঁধে এগিয়ে নেবার অভিসন্ধি ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ যাঁরা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে তাঁদের সবার সামনেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালের একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র থাকা অত্যাবশ্যক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে তথাকথিত 'স্বাধীনতা' অর্জিত হয়েছিল, গত ২৪ বৎসর তার বিষময় ফল ভোগ করার পর পুনরায় কোন অজানার পথে পা বাড়ানো বাঙালী জাতির জন্য নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর হবে।

সংগ্রামের গতি প্রবাহ আজ বাংলাদেশের রাজনীতিকে এমন এক স্তরে এনে দিয়েছে যখন সংগ্রামকে সঠিকখাতে পরিচালনার খাতিরেই আজ কতগুলি বিষয়ে মনস্থির করার প্রয়োজন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকেই আজ এসব প্রশ্নের মোকাবিলায় বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশবাসীর সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরে তদনুযায়ী সর্বশ্রেণীর মানুষের মানসিক প্রস্তুতির জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগকে প্রথমেই স্থির করতে হবে স্বাধীনতা বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু থাকবে কি-না, না-কি সেখানে তাঁরা একদলীয় শাসন চালু করবেন।

বাংলাদেশের মানুষ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতায় রদবদল আনতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন চক্র এই শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথ আগলে দাঁড়ায় এবং নজীরবিহীন নৃশংসতার মাধ্যমে নির্বাচনের রায় বানচাল করতে প্রয়াসী হয়। অতঃপর বাংলার ছাত্র-তরুণ ও স্বাধিকারকামী জনতা অস্ত্র ধরেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পা' বাড়িয়েছে একান্ত বাধ্য হয়ে।

এ থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী রাজনীতির ব্যর্থতার প্রামাণ্য উদাহরণ এবং এ থেকেই প্রামাণিত হয় যে 'সশস্ত্র' বিপ্লব ছাড়া জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।

আওয়ামী লীগের তরুণদের একাংশ সশস্ত্র সংগ্রামের যৌক্তিকতা প্রচার করছিলেন পূর্ব থেকেই। এবার তাঁরা হাতে-কলমে তা' প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন। অতঃপর পার্লামেন্টারী রাজনীতির 'বিলাসিতা' চিরদিনের জন্য দেশ থেকে দূর করার কথা তাঁরা চিন্তা করছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বর্তমান সংগ্রামকে তাঁদের নির্বাচনী বিজয়েরই চূড়ান্ত পরিণতি মনে করেছেন। তাঁদের মতে বর্তমান সংগ্রাম সশস্ত্র হলেও তা প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মতান্ত্রিক। কারণ, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দেওয়া রায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সংগ্রাম চলছে। কাজেই এ সংগ্রাম অন্যান্য দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং একে কোন অবস্থাতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান বলা যেতে পারে না। তাঁরা মনে করেন, ইয়াহিয়া নিয়মতান্ত্রিকতার পথ থেকে সরে গিয়ে যে অনিয়মের পথ বেছে নিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সেই অনিয়মকে উৎখাত করে নিয়মতান্ত্রিকতাকেই পুনর্বহাল করতে চান। শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে তাঁরা গণপরিষদের অধিবেশন ডাকতে মুহূর্তও বিলম্ব করবেন না এবং যথারীতি পার্লামেন্টারী রাজনীতি কায়েম করবেন, এ কথা তাঁরা বলছেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এ ধরনের বক্তব্য যদি দলের স্থিরসিদ্ধান্তের পরিচায়ক হয়ে থাকে তবে কার্যক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটা দরকার বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল সন্দেহ নাই। বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় পার্লামেন্টারী রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষেয আকর্ষণ এবং আস্থা দুই-ই বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহে গণমনে বিভ্রান্তি এসেছে। সে বিভ্রান্তি এখন বাড়ছে বই কমছে না।

পাকিস্তানে কোনকালেই পার্লামেন্টারী রাজনীতি পরীক্ষিত হয়নি। শুরু থেকেই কায়েমী স্বার্থ এবং সামরিক বাহিনীর অন্যায় প্রভুত্ব দেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতির বিকাশ স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে নস্যাৎ করে দেওয়া, ১৯৫৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ভয়ে সামরিক শাসন জারী, আয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' এবং সর্বশেষ ইয়াহিয়ার ডিগবাজী সেই অন্যায় প্রভুত্ব কায়েম রাখার অপকৌশলেরই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ।

স্বাধীন বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম বারের মত সেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হবে। বলা বাহুল্য এটা একান্তভাবেই এখন আওয়ামী লীগের উপর নির্ভরশীল। সেজন্যে আওয়ামী লীগকে অবশ্যই কয়েকটি ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১) দলীয় পরিধিতে নিয়মতান্ত্রিকতা কায়েম করতে হবে এবং সংগ্রামের সর্বস্তরে নিয়মতান্ত্রিক গণপ্রতিনিধিত্বকে উর্ধ্বে তুলে রাখতে হবে। বিগত নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, সরকার গঠন এবং সরকার পরিচালনায় তাঁদের সম্মিলিত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বর্তমান জরুরী অবস্থাতেও পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসীর নিশ্চয়তা বহাল রাখতে হবে।

(২) মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মনেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি তথা, পার্লামেন্টের প্রতি আনুগত্য গড়ে তুলতে হবে এবং ভবিষ্যতে দেশের বেসামরিক নাগরিকদের অস্ত্র সমর্পনের কথা মনে রেখে তদনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে।

(৩) বিরোধী দলের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে যে সব দল ভবিষ্যত পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসী মেনে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নেবে সে সব দলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বিরোধী দল পার্লামেন্টারী রাজনীতির সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। আওয়ামী লীগ যদি সত্যই ভবিষ্যতে পার্লামেন্টারী রাজনীতি কায়েমের অভিলাষী হয়ে থাকে তবে এ ধরনের বিরোধী দল গড়ে ওঠার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা তো চলবেই না, বরঞ্চ সরকারী ভাবে আনুকুল্য দেখাতে হবে।

(৪) মুক্তিবাহিনীকে একক কমাণ্ডে সংগঠিত রাখতে হবে এবং সামরিক বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে, যাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব বাংলাদেশে 'পাকিস্তানী রাজনীতি'র পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে।

(৫) এডমিনষ্ট্রেশনকেও দলনিরপেক্ষ ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এমনকি রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তিদেরকেও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন দলনিরপেক্ষ থাকার অভ্যাস 'করাতে' হবে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এ সব পদক্ষেপ আওয়ামী লীগের জন্য 'ত্যাগ' স্বীকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব, পরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং কর্মী বাহিনীর 'নিজেদের প্রয়োজনেই' এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্যোগী হতে হবে। কারণ, কেবলমাত্র পার্লামেন্টারী সুপ্রিমেসী বহাল রেখে বিগত নির্বাচনের রায় কার্যকরী করার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের হাতে আগামী দিনের বাংলাদেশের কর্তৃত্ব আসতে পারে। অন্যথা মাঝপথে নৌকার গতি পরিবর্তন এবং হাত বদলের সম্ভাবনাই যে বেশী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকিয়ে তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

যাঁরা পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন, এতে অবশ্য তাঁদেরও হতাশ হবার কিছু নেই। আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের পথেই রাজনীতি করতে হবে অন্যদের নিজ নিজ পথে। ইতিহাস আপন নিয়মেই তার পথ করে নেবে, সে ভবিষ্যতবাণী এখনই করা যাবে না।

তবে আমাদের প্রতিবেশী ভারতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি রাজনীতির স্বীকৃত মাধ্যম। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারও সম্ভবতঃ চাইবেন না তাঁদের বাড়ীর পাশে একটি সামরিক একনায়কত্ব বা ফ্যাসিবাদী একদলীয় শাসন খাড়া হোক। কারণ ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষতঃ তার পূর্বাঞ্চলের নাজুক পটভূমিতে তার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং একদলীয় কর্তৃত্বের স্থলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমঝোতা স্থাপিত হোক ভারত সরকারের পক্ষে সেটা কামনা করাই বেশী স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েম করতে চাইলে এই অনুকূল পরিবেশে খুবই সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
অধিকৃত বাংলায়-	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১

অধিকৃত বাংলায়
চাকমারা দমে গেছেঃ বিদ্রোহী
মিজো লালডেঙ্গা পাক
ছাউনীতে

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয়দের নানাভাবে প্রলব্ধ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টির পাক চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। আমাদের সংবাদদাতা চট্টগ্রাম ঘুরে এসে জানিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতির প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্য আউংশে প্রু'র মাধ্যমে চাকমাদের অস্ত্রসজ্জিত করে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে। উপজাতীয় এলাকাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চাকমা নেতারা সে ফাঁদে পা-ও দিয়েছিলেন এবং সে অনুযায়ী কিছু সংখ্যক চাকমাকে ট্রেনিংও দেওয়া হয়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা একাধিক কারণে মোটেই কাজে আসেনি। প্রথমতঃ চাকমারা সংখ্যায় খুবই নগন্য। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের সংখ্যা আশি হাজার। দক্ষিণের বোমং ও উত্তরে মং রাজার অনুগামীরা চাকমাদের কোনকালেই সুনজরে দেখেনি। কারণ, চাকমারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত এবং অন্যান্য উপজাতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে।

এদিকে রামগড়ের মং রাজা মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নিয়েছেন। এপ্রিল-মে মাসে রামগড় যখন মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল তখন তিনি সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর ধনুকধারী টিপরা বাহিনী পাহাড়ে-জঙ্গলে পাহারাদারের কাজ করেছে। রামগড়ে পাক-বাহিনীর প্রবেশের পর তিনি সপরিবারে মুক্তাঞ্চলে চলে যান এবং তাঁর অনুগামীরা গভীরতর জঙগলে আশ্রয় নেন।

বোমং উপজাতীয়রা তুলনামূলকভাবে আরো অনুন্নত ও অসংহত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থানগত কারণে এবং উপজাতীয়দের সংখ্যাল্পতা ও বিচ্ছিন্ন অবস্থানের ফলে তাদের কার্যকলাপ নিজ নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। ফলে এই মুহূর্তে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মুক্তিবাহিনীর আদৌ আছে বলে মনে হয় না। মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক বিজয়ের পথে উপজাতীয়দের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা পাক-বাহিনীর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ আজ হোক কাল হোক, মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক বিজয়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসলে অস্ত্রধারী উপজাতীয়রা তাদের অস্ত্র গুরিয়ে ধরবে নিজেদের প্রয়োজনেই। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে তাদের পৃথক অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। আর একমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশেই উপজাতীয়রা তাদের পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার এবং উপজাতীয় স্বার্থের রক্ষা কবচ পেতে পারে, এ সত্য উপজাতীয় নেতাদের অজানা থাকার কথা নয়। এতদসত্ত্বেও যে দু'একজন উপজাতীয় নেতা বর্তমানে পাক-বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে, তারা চিরদিনই স্রোতের শেওলার মত এধার ওধার করে এসেছে। উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে নয়, ব্যক্তিগত লোভ লালসা থেকেই এরা পাক-সরকারের পক্ষ নিয়েছে। বলাবাহুল্য সে জন্যই এদের ভূমিকার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। চাকমা নেতা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। গতবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে তিনি জয়ী হয়েছেন। জয়ী হবার পর আওয়ামী লীগের দুয়ারে ধরনা

দিতে দেরী করেন নি। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুনরায় ভোল পাল্টে ফজলুল কাদেরের বৈঠকাখানায় হাজিরা দিয়েছেন। সংগতভাবেই বলা যায়, পাক-বাহিনীর হাত গুটাবার লক্ষণ দেখা দিলে তিনি আবারও ডিগবাজী খেতে দেরী করবেন না।

ভারতের মিজোদের নিয়ে পাক-সরকার বেশ কিছুটা জটিলতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। মিজোদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠেছিল বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে এবং তার পেছনে পাক-উস্কানীও ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী মিজো এলাকা থেকে বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মিজোরা দেশে ফিরে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হলে ভারত সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিদ্রোহী মিজোদের নেতা লালডেঙ্গা এখন বাংলাদেশের ভেতরে পাক-সামরিক ছাউনীতে বেশ কিছুসংখ্যক অনুগামীসহ অবস্থান করছেন। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা পরিচালনার সময় পাক বাহিনী কয়েকশত মিজো পরিবারকে কয়েকটি মাত্র বন্দুক হাতে নিয়ে অগ্রবর্তী বাহিনী হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাদের গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগুতে বলা হয়, যাতে করে পাল্টা জবাব থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। তাদের পিছু পিছু পাক-বাহিনী নিরাপদ দূরত্বে এগুতে থাকে। ফলে এই হতভাগ্যরা অধিকাংশই সপরিবারে ক্রস ফায়ারিং-এর শিকার হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক কেন্দ্র শাসিত মিজোরাম ষ্টেট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর মিজোদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দূর হতে চলেছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে অনেক দিন থেকে। স্বায়ত্তশাসিত মিজো ষ্টেট পেলেই তাঁদের অনেকেই খুশী। লালডেংগার সমর্থন তাই দিন দিনই কমে আসছে এবং তাকে নাগা নেতা ডঃ ফিজোর ভাগ্যই যে বরণ করে নিতে হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তানী ছাউনীতে পাক-বাহিনীর বর্বরতার নমুনা দেখে লালডেঙ্গার ঘনিষ্ঠ সহচরদের তিনজন হতাশ হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন। তাঁদের মধ্যে তথাকথিত স্বাধীন মিজোরাম সরকারের ’পররাষ্ট্রমন্ত্রী’ লালমিনখাংগা ও ’অর্থমন্ত্রী’ লালথাওলিয়া রয়েছেন। মিজো জেলাকে ’ইউনিয়ন টেরিটরি'তে রুপান্তরিত করা এবং আসাম সরকার কর্তৃক গণ-ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মিজো জাতীয় ফ্রন্টের সহ-সভাপতি লালনুনমাউইয়ার নেতৃত্বে চরমপন্থীদের একাংশ পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছেন।

পাক-ছাউনীতে লালডেঙ্গার অনুগামীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। পাকবাহিনী তাদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করছে। মিজোদের ’স্বাধীনতা’র প্রশ্নটি চাপা দিয়ে, পাক-বাহিনী তাদের ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। এ সব ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় লালডেঙ্গা তাঁর আটজন কমাণ্ডারের ছয়জনকে সম্প্রতি বরখাস্ত করেছেন।

কেন্দ্রশাসিত মিজো ষ্টেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সাথে সাথে লালডেঙ্গার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে তা’ এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায়; সেই সাথে ঘটবে পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের নিয়ে পাক-বাহিনীর দীর্ঘ দিনের ষড়যন্ত্রেরও অবসান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শত্রুশিবির-	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

শত্রুশিবিরে
ভুট্টোর উভয় সংকটঃ ইয়াহিয়ার
‘পিঠাভাগ’: ষড়যন্ত্রের ‘শাসনতন্ত্র’
‘ডন’ পত্রিকার কুম্ভীরাশ্রু
ইয়াহিয়া সরে দাঁড়াবে ?
(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

গত ১২ই নভেম্বর করাচীতে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তান পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচনের বিজয়ীদের নিয়ে সরকার গঠন করা হলে ৪০ দিনের মধ্যেই আমরা তা উল্টে দেবো। সংবাদটি পরিবেশন করেছেন রয়টার। পিকিং ফেরত ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানে বক্তৃতা সফরের এটি ছিল শেষ সভা।

বাংলাদেশের ৭৮ জন গণপ্রতিনিধিকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁদের আসনের ’উপনির্বাচনের’ ব্যবস্থা হয়েছে। ছয়টি দক্ষিণপন্থী দল জোট বেঁধে সব ক’টি আসন নিজেদের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে এবং ইয়াহিয়া সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে তাদের সফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। ইতিমধ্যে ৫২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ছয় দলের জোটের মনোনীত প্রার্থী ’নির্বাচিত’ হয়েছে। ৩টি আসন পি,ডি,পি’র জনৈক নেতা ভুট্টোর কাছে ’বিক্রী’ করে দিয়েছেন। বাকী ২০টি আসনের ব্যাপারেও চাপাচাপি চলছে। ইয়াহিয়ার এক নয়া নির্দেশে নির্বাচনের ৪দিন পূর্ব পর্যন্ত যে কোন প্রার্থীকে সরে দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থীদের উপর সামরিক বাহিনীর কর্তাদের চাপ দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে নিশ্চিত ফলা ফলের সম্ভাবনা রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যদি একটি আসনেও ’নির্বাচন’ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হয় তবে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

ভুট্টো এক্ষেত্রে খুবই বেকায়দায় পড়েছেন। ’উপনির্বাচনে’র বিরুদ্ধে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ এই ’উপনির্বাচন’ তাঁর মেজরিটি দলের নেতা হবার সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে, চোখের সামনে তা’ দেখেও তিনি কিছু করতে পারছেন না।

নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ডানপন্থীরা একজোট হয়ে ভুট্টোকে কোণঠাসা করে রাখতে চাইছে। ’উপনির্বাচনে’র পর এই দক্ষিণপন্থী জোটই ইয়াহিয়ার তথাকথিত পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং নূরুল আমীনের সেই জোটের নেতা হিসাবে ’সরকার গঠনে আমন্ত্রিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। ক্ষমতালিপ্সু ভুট্টো তা, মেনে নেবেন কেমন করে ?

ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হয়ে ভুট্টো পিকিং গমনের পাশাপাশি নূরুল আমীনের পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর এবং ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎকারদৃষ্টে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইয়াহিয়া-ভুট্টো-নূরুল আমীন সমঝোতা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে ক্ষমতার ভাগ- বাটোয়ারা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই সমঝোতার প্রশ্ন ওঠে না। তিনজন তিনটি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রতিভু। কাজেই এদের মধ্যে মিল-অমিল-মিল নাটকীয়তায় অবাক হবার কিছু নেই।

*   *   *

নুরুল আমীনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলে ভুট্টো কি মেনে নেবেন ?

শেখ মুজিবের সাথে উপ-প্রধানমন্ত্রী হতে ভুট্টোর আপত্তি ছিল না। কিন্তু নুরুল আমীনকে তিনি মানবেন কেন ? সুকৌশলে কলকাঠি ঘুরিয়ে তিনি সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছেন- তবে কি নূরুল আমীনকে গদিতে বসবার জন্য ইয়াহিয়ার সাথে ভুট্টোর সমঝোতা হতে পারে, নূরুল আমীনেরও। দু'জনকেই একই সাথে নাচাবার খেল ইয়াহিয়ার ভালভাবেই জানা আছে। কিন্তু নূরুল আমীন, ভুট্টো, দুজনকেই একই সাথে খুশী রাখার কোনো তেলেসমাতী দাওয়াই ইয়াহিয়ার মদের আলমারীতে লুকানো আছে কি ? আয়ুবের হাত থেকে ক্ষমতা নেবার পর ইয়াহিয়াকে বিভিন্ন দলের নেতাদের সাথে কেবল ব্যক্তিগতভাবে আলোচনায় মিলিত হতে দেখা যেতো। প্রত্যেকের সাথেই এই হুঁশের পাগল এমন একটি ভাব দেখাতো যেন অন্য নেতাদের কানাকড়িও দাম নেই, কেবল ওই নেতাটির উপরই যা কিছু ভরসা। একইভাবে ইয়াহিয়া বিভিন্ন দলকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। এমন কি ডানপন্থী দলগুলিও ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

সুচতুর ইয়াহিয়া এবার ভুট্টো এবং নূরুল আমীনকেও কি সেই একই কায়দায় খেলাচ্ছে ?

শ্যাম্পেন পূজারী ইয়াহিয়াকে শুরুতে হাবা গোবা মনে হতো। আওয়ামী লীগেরও কেউ কেউ ইয়াহিয়াকে 'ভালো মানুষ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থাকতে চায় না, গণতন্ত্র কায়েম করে ব্যারাকে ফিরে যেতে চায়, এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করতেন। ইয়াহিয়া নিজেও সেরকম ভাবসাব দেখিয়ে এসেছে।

কিন্তু সময়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াহিয়া শেয়ানের শেয়ান। বিশ্বকে ধোঁকা দেবার জন্য তার সর্বশেষ 'পদক্ষেপ' সম্পর্কে যা কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তার 'পাতায় পাতায় বেড়ানো' শয়তানী বুদ্ধির আরো কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

শোনা যাচ্ছে, ইয়াহিয়ার শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ হিন্দুকে আলাদা রেখে দেখাবার চেষ্টা হবে যে, 'পাকিস্তানে' বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যা অবাঙালীদের চাইতে বেশী নয়। আর যেহেতু পাকিস্তান 'ইসলামিক' রাষ্ট্র, সেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা দিয়েই 'গুরুত্ব' যাচাই হবে।

বিগত সাইক্লোন, গৃহযুদ্ধ এবং বিপুলসংখ্যক আদিবাসীর দেশত্যাগের কারণ দেখিয়ে এবারকার জনগণনায় বাঙালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে দেখিয়ে আগামীতে তদনুযায়ী ভাগ বাঁটোয়ারার নীতিও তাতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ইয়াহিয়া তার 'শাসনতন্ত্র' পরিষদে পেশের আগে সাধারণ্যে প্রকাশ দূরের কথা এমনকি বিভিন্ন দলের নেতাদেরও দেখতে দেবে না। এ ব্যাপারে নূরুল আমীনের অনুরোধও প্রত্যাখাত হয়েছে। অর্থাৎ উপনির্বাচনের প্রহসন শেষ হবার পর 'আপনি মোড়ল'দের নিয়ে যে পরিষদ গড়া হবে তাতে এই 'শাসনতন্ত্র' কেবল পড়েই শোনানো হবে এবং তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের একমাত্র কর্তব্য হবে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করা।

*　　　*　　　*

এই মেকী গণপরিষদেও যাতে বাঙালীদের কর্তৃত্ব না থাকে ইয়াহিয়া সে ব্যাপারেও সজাগ। ৮৭জন আওয়ামী লীগ নেতার সদস্যপদ বহাল রাখার পেছনেও হয়তো সেই অভিসন্ধি কাজ করেছে। কারণ, তাঁদের অনুপস্থিতিতে পরিষদে 'উপস্থিত' সদস্যদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশী থাকছে এবং আর্ডিনান্সের

মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইন জারী করে এই বিপুলসংখ্যক সদস্যে অনুপস্থিতিতেই ইয়াহিয়া তার কাজ হাসিল করে নিতে পারবে।

*   *   *

সম্প্রতি করাচীর 'ডন' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। 'ডন' এর মতে এভাবে বাঙালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে রেখে পরিষদের অধিবেশন বসানো হলে তা গণতন্ত্র সম্মত হবে না। 'ডন' পত্রিকা কি তবে গণতন্ত্রের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে নেমেছে ? তাও কি সম্ভব ?

আসলে 'ডন' পত্রিকার দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। 'ডন' এর মুরব্বী ইউছুফ হারুণের স্বার্থ মার্কিন জোয়ালে বাঁধা। পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী মার্কিন কর্তাভজার দল এইভাবে পরোক্ষ চাপ দিয়ে পাকিস্তানের অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার আসনগুলিও শূণ্য ঘোষণা করাতে চায়, যাতে করে সেগুলিও আবার নির্বাচন হয় এবং তাঁরা সেগুলি আপোষ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে বগল বাজাতে পারেন। এতে তাঁতের ডবল লাভ। একদিকে শূন্য খোঁয়াড়ে আরো কিছু মেষ কিংবা মোষের আমদানী, অন্যদিকে ভুট্টোর সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে চাপা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে নিজেদের হারানো সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ।

ইয়াহিয়া কি সরে দাঁড়াবে ? এ নিয়ে কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা দেখা যাচ্ছে। প্রধানতঃ পশ্চিমা দেশগুলিতেই এ ধরনের খবর রটছে বা রটানো হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ইয়াহিয়ার স্থলে জেনারেল ওমর বা অন্য কেউ ক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশের নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করবে।

স্পষ্টতঃ এটি একটি রাজনৈতিক 'ফিলার'। ইয়াহিয়াকে সরিয়ে দিলে বাঙালীদের মনোভাব কি দাঁড়ায় পশ্চিমা শক্তিবর্গ তা বুঝে দেখতে চায়। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পাক-সামরিক বাহিনীকে বাঙালীরা এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে দেখচে না, এ সত্য পশ্চিমারা বুঝে থাকবে। ফলে এ ব্যাপারে খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ তারা পাচ্ছে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শরণার্থী শিবিরে-	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

শরণার্থী শিবিরে
(শিবির প্রতিনিধ)

এখনো শরণার্থীরা আসছেনঃ ৫ লক্ষ শিশু মারা যাবে ?
শরণার্থীরা বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন
ভারত সরকার 'ইসিএমে'র সাহায্য চেয়েছেন
করিমপুরে শিবিরবাসীদের জন্য হাসপাতাল

পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের শরণার্থী শিবিরগুলিতে এখনো প্রতিদিনই হাজার হাজার নতুন শরণার্থী এসে পৌছাচ্ছেন। ওদিকে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ দাবী করছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি 'শান্ত' এবং শরণার্থীরা ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও পৈতৃক ভিটামাটির আকর্ষণে কিছু কিছু শরণার্থী ফিরে যাবার চেষ্টা যে করছেন না, তা নয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই মাঝপথ থেকেই তাঁদের ফিরে আসতে হচ্ছে। যারা কোন প্রকারে নিজ নিজ গ্রামে পৌছাতে পেরেছেন তাঁদেরও অধিকাংশকে পুনরায় ভারতে চলে আসতে হচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় এ ধরণের ঘটনা নিত্যই ঘটছে। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির এবং ক্ষেত্র বিশেষে অভ্যন্তর ভাগেরও বহু থানা, ইউনিয়ন এমনকি মহকুমা এখন কার্যতঃ মুক্তাঞ্চল। কিন্তু পাক-বাহিনীর দূর পাল্লার কামান ও বিমান হামলা এ সব এলাকার সাধারণ মানুষ যারা এতদিনও কোনপ্রকারে ভিটেমাটি আঁকড়ে থেকেছে তারা এখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে আসছেন।

বাংলাদেশের ভেতর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষাবাদ বন্ধ থাকায় এবং বাড়তি এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্যাদির সরবরাহ না থাকায়, স্থানে স্থানে চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ বন্ধ থাকায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলবস্থা দেখা দেওয়ায় দিনমজুর ও বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীরা অধিকাংশই এখন বেকার হয়ে পড়েছেন। এ ধরণের ব্যক্তিরা নেহাৎ পেটের তাড়ায় দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, চবিবশপরগনা প্রত্যেক জেলায় দৈনিক কয়েক হাজার নতুন শরণার্থী আসছেন। এদের অধিকাংশই হচ্ছেন মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। গত সপ্তাহে কেবলমাত্র নদীয়া জেলাতেই দশহাজার নতুন শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন।

* * *

শরণার্থী শিবিরগুলিতে শিশুখাদ্যের অভাব ক্রমেই বাড়ছে। কতিপয় বিদেশী ত্রাণসংস্থা এবং ভারতীয় রেডক্রস-এর পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ শিশুখাদ্য সরবরাহ করা হলেও, তা প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। শিবিরবাসীরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন, তাঁদের প্রাপ্য শিশুখাদ্য সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় না। বিভিন্ন শিবিরে অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যের হার মারাত্মক রকমে বেড়েছে। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘের জনৈক

বিশেষজ্ঞ শিবিরগুলি পরিদর্শন করে বলেছিলেন, যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হলে অচিরেই কমপক্ষে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যুমুখে পতিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

পশ্চিম বাংলার বাজারে শিশুখাদ্য এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত এখানেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী শিশুর খাদ্যের কালোবাজারীতে লিপ্ত রয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরের জন্য প্রাপ্ত শিশুর খাদ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে কালো গুদামে চলে যাবার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ছাত্রপরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্যবিরোধী আন্দোলনের জের হিসাবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে এবং শিশুখাদ্য বিক্রীর ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। এর সুফল শরণার্থী শিবিরগুলিতে পরোক্ষভাবে হলেও কিছুটা অনুভূত হতে পারে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হবে বলে মনে হয় না।

শরণার্থী শিবিরগুলিতে শিশুদের প্রয়োজনের দিকে ত্রাণসংস্থাগুলির আরো কিছুটা বেশী নজর দেওয়া দরকার এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির যথাযথ বিতরণ হচ্ছে কি-না সেদিকেও আরো বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

*   *   *

শরণার্থী শিবিরগুলি সীমান্তের খুব কাছাকাছি থাকায় এখানে মারাত্মক রকমের যুদ্ধাতংক বিরাজ করছে, এ ব্যাপারে আমরা গতবারেও আলোচনা করেছি। যুদ্ধ হোক বা না হোক, শরণার্থীরা যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন, শিবিরগুলিতে ঘুরে এলেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে।

যে ভীতি-সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শরণার্থীরা পিত্রপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে এসেছেন, সেই একই ভীতি-সন্ত্রাস এখানেও তাঁদের তাড়া করছে। ’ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়’, শরণার্থীদের অবস্থাও তথৈবচ। তা ছাড়া সীমান্ত এলাকাগুলিতে যুদ্ধ এক রকম লেগেই গেছে বলা যায় না কি?

শরণার্থী শিবিরগুলি সীমান্ত এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নতুন করে নির্মাণের খরচা এবং ঝক্কি বিরাট হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা’ করাই হয়তো বাঞ্ছনীয় হবে। সীমান্ত থেকে বেশী দূরে সরিয়ে নিলে শরণার্থীরা ভারতের জনসাধারণের সাথে মিশে গিয়ে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, এ আশংকা কেউ কেউ করছেন। কিন্তু এভাবে ভয়-সন্ত্রাসের মধ্যে থাকতে হলে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক শরণার্থী শিবির ছেড়ে যাবার পথ খুঁজবে এবং তার ফলে আরো মারাত্মক হতে বাধ্য।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য কতিপয় খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন মেটাবার জন্য ’ইউরোপীয় কমন মার্কেটের’ নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

এ যাবৎকাল বিভিন্ন সূত্রে যে পরিমাণ সাহায্য প্রতিশ্রুত হয়েছে তা’ হিসাবে ধরার পর ১৯৭১-‘৭২ সালে কি পরিমাণ অতিরিক্ত সাহায্য দরকার হবে, ভারত সরকার তার একটি তালিকাও সেই সাথে পেশ করেছেন।

ভারত সরকারের হিসাবে ১৯৭১-‘৭২ সালে শরণার্থীদের জন্য আরো ৩১১.০০০ টন চা’ল ১৭৫,০০০ টন গম, ৫০,০০০ টন চিনি, ১৮৭,০০০ টন ডাল, ৪০,০০০ টন লবন, ৮,৩০০ টন গুঁড়া দুধ প্রয়োজন হবে। শরণার্থীদের জন্য সর্বমোট ৪,৩৪,০০০ খানা কম্বল দরকার বলে হিসাব ধরা হয়েছে এবং ব্যাপারেও ই, সি, এম এর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি করিমপুরে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার কোরের উদ্যোগে একটি ১৫ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের পরিচালনাধীন এই হাসপাতালটিতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এই হাসপাতাল থেকে কয়েক লক্ষ শরণার্থী উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্ত বাংলায়-	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

রংপুরের মুক্ত এলাকায়
প্রাণের স্পন্দন
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রংপুর জেলার ৮টি থানা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় ১২০০ বর্গামাইল এলাকা জুড়ে এই স্থানগুলিতে ৭ লক্ষ মানুষের বাস।

মুক্ত থানাগুলিতে এখণ বাংলাদেশ সরকার গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোনাল কাউন্সিলের তত্বাবধানে আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে, যদিও অপরাধের সংখ্যা খুবই নগন্য। প্রতি থানায় বিচার কার্যাদি পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। একটি জেলখানাও স্থাপিত হয়েছে। ডাক, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ নিয়মিত ভাবে চলছে।

প্রাইমারী পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরাদমে চালু রয়েছে। সাব রেজিস্ট্রার অফিস, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস ও শুল্ক অফিসগুলিতে স্বাভাবিক ভাবে কাজ চলছে।

প্রত্যেক থানায় একটি করে ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়েছে এবং হেলথ অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ব্যাপকহারে কলেরা-বসন্তের টীকা দেওয়ার কাজ চলছে।

পাকিস্তানী লুণ্ঠনে হৃতসর্বস্ব এ সব অঞ্চলে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যথাবিহীত ব্যবস্থা করেছেন এবং টেষ্ট রিলিফের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

সমগ্র মুক্তাঞ্চলটিতে এখন নতুন করে প্রাণের স্পন্দন জাগছে। সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় জোনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মতিউর রহমান এম, এস, এ, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহকারে পাটগ্রাম, ফুলবাড়ী, সোনাহাট, হাতীবান্ধা প্রভৃতি থানা সদর সফর করেন। সর্বত্রই তাঁরা বিরাট বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন এবং সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় কাল রাত্রির অবসান নতুন সূর্যের অভ্যুদয়	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

কাল রাত্রির অবসানঃ নতুন সূর্যের অভ্যুদয়

স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভারে স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারত সরকার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অকৃত্রিম সুহৃদ ভারত প্রতিবেশীর প্রতি, মানবতার প্রতি, সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেছে পরিপূর্ণভাবে। দেশ বিভাগের ডামাডোলে বাংলার শ্যামল মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার যে বিষবৃক্ষটি শিকড় গেড়ে বসেছিল, দীর্ঘ চবিবশটি বছর সকল ন্যায়নীতি, সকল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পদদলিত করে উপ-মহাদেশের বুকে হিংসার রাজনীতি, দস্যুতার রাষ্টনীতি এবং শোষণের অর্থনীতি কায়েম রাখার চক্রান্ত চালিয়ে এসেছে, বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা এবং সংগ্রামরত মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে গিয়ে ভারতের বীর সেনাবাহিনী আজ তার গোড়া ধরে টান দিয়েছে। এই উপমহাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাই একটি অন্ধকার যুগের অবসান, আরেকটি আলোকোজ্জ্বল নতুন যুগের উদ্বোধন।

পাকিস্তানী দস্যুবৃত্তির বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলার সাথে সাথে ভারত বাংলা উপমহাদেশে আগামী দিনেও শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হলো। গত চবিবশ বছর এই দরিদ্র উপমহাদেশের সীমিত সম্পদের বৃহত্তম অংশ যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং পারস্পারিক হানাহানির মাশুল জোগাতেই নিঃশেষ হয়েছে।

এখন থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পারিক হৃদ্যতা, সহযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতার পটভুমিতে উপমহাদেশের সকল সম্পদ শান্তিও সমৃদ্ধির কাজে লাগানো সম্ভব হবে। বহিঃশত্রূর আক্রমনের আশঙ্কামুক্ত পরিবেশে দু'দেশেই নিজ নিজ জাতীয় সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ভিক্ষাপাত্র হাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারে দ্বারে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বলা বাহুল্য কেবল ভারত-বাংলা উপমহাদেশের জন্যই নয়, বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও উপমহাদেশের আভ্যন্তরীন সংঘাতের অবসান এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার যুগান্তকারী তাৎপর্য রয়েছে। আগামী দিনের বিশ্বরাজনীতিতে এই উপমহাদেশ অন্যতম প্রধান 'বৃহৎশক্তি' হিসাবে গণ্য হবে,-একথা আজ নিশ্চিত রূপেই বলা চলে।

আজকের দিনে আমরা স্বরণ করি তাঁদের যাঁদের প্রাণের মূল্যে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতার এই স্বর্ণফসল। স্মরণ করি তাঁদের যাঁরা আজো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন। সর্বোপরি স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা, প্রেসিডেন্ট মুজিবকে, যিনি আজও স্বদেশ-স্বজন থেকে বহু দূরে দস্যুশিবিরে বন্দীদশায় রয়েছেন। তাঁর সোনার স্বদেশ মুক্ত হয়েছে। তিনিও মুক্ত হবেন। সেদিন আর দূরে নয়।

এই মহালগ্নে আমরা ভারত সরকার, ভারতের জনগণ, সোভিয়েট সরকার, সোভিয়েট জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য গণতন্ত্রকামী মানুষ, যাঁরা আমাদের দুঃখদিনের সাথী হয়েছেন, সাহয্য সহানুভূতি দিয়ে আমাদের

সংগ্রামকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের সবাইকে 'দেশবাংলা'র পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার, সার্বভৌমত্ব এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত উন্মেষের জন্য হাজারে হাজারে, লাখে লাখে প্রাণ দিয়েছে। আগামী দিনেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তারা এমনিভাবেই চিরজাগ্রত প্রহরী হয়ে থাকবে। কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য, মানতার জন্য এবং বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, সংগ্রামরত জাতিসমূহের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বাংলাদেশ সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই সংগ্রাম করবে। আজকের দিনে এই হোক আমাদের বজ্র কঠিন শপথ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাকিস্তান নামে কোন দেশ থাকবে না	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ভারত-বাংলা উপমহাদেশে নতুন যুগের সূচনা
পাকিস্তান নামে কোন দেশ থাকবে না
(দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ)

জাতিসংঘের মার্কিন দালালরা যে কোন সিদ্ধান্তই নিক না কেন অথবা ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ এবং চৈনিক সুবিধাবাদ শেষ রক্ষার যত চেষ্টাই করুক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয়কে রোধ করার সময় পার হয়ে গেছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়েছে। কিন্তু বাংলার ও ভারতের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের এই শেষ ভরসাস্থলটির উপর আস্থা হারিয়েছে অনেক আগেই। বর্তমান সংকটকে কেন্দ্র করে যদি ভারত জাতিসংঘ ত্যাগও করে তাহলে ভারতের মানুষ বিন্দুমাত্র অখুশী হবে না। চীন এতকাল জাতিসংঘে ছিল না। ইন্দোনেশিয়াও কিছুকাল আগে জাতিসংঘ ত্যাগ করেছিল। তাতে দু'দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। ভারতেরও হবে না। বাংলাদেশেরও না।

তা'ছাড়া এই জাতিসংঘের তথাকথিত পুরোহিতরাই জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধাচরণের পথ প্রদর্শক।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায় জাতিসংঘের সুস্পষ্ট নির্দেশ কি মানা হয়েছে ? রোডেশিয়ায় ৫০ লক্ষ আফ্রিকানের উপর ২ লক্ষ শ্বেতাংগের শাসন ও শোষণের পক্ষে মদত দিচ্ছে বৃটেন ও তার সহযোগীরা জাতিসংঘের বিধিনিষেধ অমান্য করেই। আর আজ যদি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর উপর গুটি কতক পেশাদার সৈন্যের নৃশংস অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ভারত এগিয়ে গিয়ে থাকে, জাতিসংঘের তথাকথিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই, তাহলেই বা দোষটা কোথায় ?

বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী এখন সর্বময় কর্তৃত্বে। ঢাকার সর্বশেষ পকেটটিও শত্রুমুক্ত হবে দু''একদিনেই। তখন আর বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের কোন দখলই থাকবে না। এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তান আর বাংলাদেশের উপর কোন কর্তৃত্ব দাবী করতে পারবে না। নূরুল আমীনের মত বাঙালী কুইসলিংকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাঁড় করানো সত্বেও।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে হাত গুটাবার পর পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘিরে 'পাকিস্তান' নামটি টিকিয়ে রাখাও ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। পাঠান ও বেলুচিস্তানীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে কেবল সেজন্যই নয়, নিছক নির্বুদ্ধিতা এবং গোয়ার্তৃমীর দরুন কায়েমী স্বার্থের দুধের হাঁড়িটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য এখন পশ্চিমাদের মধ্যে মারাত্মক কলহ বেধে গেছে। বাধতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একত্রে রাখার প্রধানত যোগসূত্র ছিল বাংলাদেশের উপর শোষণের সুযোগ। উপনিবেশের ফায়দা লুটবার জন্য সিন্ধু-পাঞ্জাবের ভূস্বামী এবং ধনকুবেররা নিজেদের মধ্যে আপোষ রক্ষা করে নিয়েছিল। এখণ তাদের আপোষ হবে কিসের ভিত্তিতে? তা'ছাড়া লণ্ঠিত সম্পদের ছিটে-ফোঁটা বিলিয়ে এবং বাহ্যিক উন্নয়নের শানশওকত দেখিয়ে এতকাল সেখানকার সাধারণ মানুষকেও বশে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিরাট এক সেনাবাহিনী পোষা হয়েছে যাতে করে প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই কেউ না কেউ সৈনিক হয়েছে। এখন আর তা সম্ভব হবে না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী

সবক্ষেত্রেই ছাঁটাই এর পালা শুরু হবে। বাংলাদেশের বিরাট বাজার হারিয়ে ইতিমধ্যেই শত শত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরো যাবে।

'দেশবাংলার' প্রথম সংখ্যায় আমরা পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা বলেছিলাম এবং এই শীতের পরেই সেখানে অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার আভাস দিয়েছিলাম। অতি সম্প্রতি বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঘটনাপ্রবাহ সঠিক খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যে এই উপমহাদেশের যে রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসার উদ্ভব ঘটেছিল বাস্তবের কঠোর আঘাতে তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হতে চলেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের পাশাপাশি পশ্চিমে পাখতুনিস্তান, সিন্ধু, এমনকি পাঞ্জাবেও কালক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার ভিত্তিতে একাধিক 'নেশন ষ্টেট' গড়ে উঠবেই। এই উপমহাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তা' হবে যুগান্তকারী ঘটনা। এখন থেকেই সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলাদেশ ও ভারতকে এগুতে হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে হবে	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নিতে হবে

বাংলাদেশ তার স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্ন বাস্তবে রুপায়িত হয়েছে লাখো শহীদের প্রাণের মূল্যে, অযুত কর্মীর নিরলস সংগ্রামে, প্রতিটি পরিবারের সীমাহীন দূঃখভোগ এবং অবিশ্বাস ত্যাগস্বীকারে। স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতেই হয়, কিন্তু বাঙালী জাতি মূল্যের অধিক দিয়েছে।

পৃথিবীর বুকে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এ শিশুর তোলপাড় হয়েছে অনেক বেশী। জন্মের আনুষঙ্গিক গর্ভযন্ত্রণায় সারা বিশ্ব কেঁপে উঠেছে। জন্মকে ত্বরান্বিত করার জন্য 'অপারেশন' ও চালাতে হয়েছে। এক অর্থে বাংলাদেশ 'সিজারিয়ান বেবী'। আর সে জন্যেই সম্ভবতঃ এই শিশুর প্রতিপালনে প্রথম থেকেই খুব বেশী সতর্ক হওয়া দরকার।

ঔপনিবেশিক এবং কায়েমী স্বার্থের শোষণে বাংলাদেশে কোনকালেই সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। বৃটিশ শাসনামলে আজকের বাংলাদেশ ছিল কলিকাতার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহলের শোষনের প্রশস্ত তম ক্ষেত্র। রাজধানী শহর কলিকাতাকে কেন্দ্র করে সেদিন যে পুঁজিচক্র গড়ে উঠেছিল, তাতে বাংলার মানুষের অংশীদারিত্ব ছিল না। পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে এই শোষনের হার আরো বহু গুণে বেড়েছে। তারপরও যা কিছু অস্থি চর্ম অবশিষ্ট ছিল, এবারকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং পলায়মান শত্রুসেনাদের 'পোড়ামাটি' নীতির জন্য তা'ও ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ নবজাতকের জন্ম ঘটেনি সোনার পালংকে, রূপার চামচ মুখে। ঘটেছে খোলা আকাশের নিচে, অপরিসীম দুঃখদুর্দশায়, শত-সহস্য সমস্যার বেড়াজালে।

তাই আজ যাঁরা জন্মলগ্নে এই নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই নিজেদের এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

পাকিস্তান এ ব্যাপারে আমাদের সামনে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম-বৃত্তান্ত যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর মানচিত্রে একটি পাকা-পোক্ত আসন নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। শুরুতে আভ্যন্তরীণ ঐক্যেরও অভাব ছিল না, বৈদেশিক সহায়তারও কমতি ছিল না। রাষ্ট্র হিসাবে এটি ছিল পৃথিবীর 'পঞ্চম বৃহত্তর রাষ্ট্র'। তা সত্বেও মাত্র ২৪ বছরেই তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পাকিস্তানী রাজনীতির দিকে চোখ ফেরাতে হয়। দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানে অগণতান্ত্রিক গণবিরোধী কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসে এবং ধাপে ধাপে তা রাজনৈতিক একনায়কত্ব থেকে, আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীতন্ত্র এবং সর্বশেষ সামরিক হটকারীতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল জনগণের নামে। কিন্তু সেই জনগণের কোন ভূমিকাই থাকেনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে।

জনসমর্থনের বদলে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের লেজুড় বৃত্তিকেই রাষ্ট্র-ক্ষমতার নিয়ামক করে তোলা হয়েছে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে একদিকে চলেছে সাধারণ মানুষের উপর সীমাহীন শোষণ, অন্যদিকে চলেছে জাতিগত নিপীড়ন। সেই শোষণ ও নিপীড়নের পরিণতি আজ চোখের সামনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ অশ্রু আর রক্তের ফসল। বাংলাদেশের গণতন্ত্র, গণঅধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে এই আশা নিয়েই বাংলার মানুষ এত ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে গেছে। আগামী দিনে বাংলাদেশকে সেই প্রত্যাশা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, নতুবা বাংলাদেশ ও ইতিহাসের ব্যতিক্রম হবে না। মৃত পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকেই সে শিক্ষা দিতে হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত

(দেশবাংলা রিপোর্ট)

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষনা করেছেন, বাংলাদেশে অতঃপর কোন সাম্প্রদায়িক দল থাকবে না। জামাতে ইসলামী, তিন মুসলিম লীগ, পিডিপি ও নেজামে ইসলাম দলকে বেআইনী ঘোষণা করে জনাব তাজউদ্দিন যশোরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম প্রকাশ্যে জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, এখন থেকে আর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না।

বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষনা সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। বিগত বছর যাবৎ বাংলাদেশকে পদদলিত করে রাখার ব্যাপারে পশ্চিমা চক্র ধর্মের লেবাসধারী এই দলগুলিকে সর্বপ্রকারের মদত দিয়েছে এবং বাংলাদেশে একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ-সর্বস্ব দালাল শ্রেণী সৃষ্টি করার কাজে এই দলগুলিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরে, সর্বপ্রকারের প্রগতির পথ আগলে দাঁড়াবার ব্যাপারে এই সব রাজনৈতিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট 'সংগ্রাম'ও করেছে।

২৫শে মার্চ বাংলাদেশের উপর নারকীয় দুর্যোগ নেমে আসার পর এই দলগুলির গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল নেতৃবৃন্দ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 'শান্তি (?) কমিটি' গঠনের জন্য টিক্কা খাঁর কাছে ধর্ণা দেয়। তারপর থেকে এই সব শান্তি সৈনিকেরা ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্রের কামানের খোরাক এবং কামনার শিকার সন্ধানের জন্য শিকারী কুকুরের ভূমিকা পালন করে এসেছে। তারই ইনাম হিসাবে তাদের ভাগ্যে জুটেছিল 'উপনর্বাচন'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাতের গ্রাস হাতেই থেকেছে, মুখে পৌছাবার আগেই কম্ম-কাবার হয়ে গেছে।

অতীতে দক্ষিণপন্থী ধ্যান ধারণা পোষণ এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাভিত্তিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পিছনে অন্ততঃ এইটুকু যুক্তি ছিল যে জনগণকেই ভালোমন্দ বিচার করতে দেওয়া হোক। গণতন্ত্রে কোন মতকে জোর করে শুব্ধ করে দেওয়া চলে না। কিন্তু গত আট মাসে এই তথাকথিত দলগুলি দেশ ও জাতির সাথে যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং দেশের মাটি রক্ত রঞ্জিত করার কাজে শত্রুকে সর্বপ্রকারের সহায়তা করেছে, তার প্রেক্ষিতে আজ সে ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ নাই। পঞ্চমবাহিনীকে দেশের বুকে রাজীতি করতে দেওয়া যাবে না, এ সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবেই গণতান্ত্রিক।

এই দলগুলি বেআইনী ঘোষিত হবার পর বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে যে সব দল-উপদল জীবিত থাকবে বলে মনে হয়; যেগুলি কম-বেশী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশীদার থেকেছে, সেগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে

(১) আওয়ামী লীগঃ বৃহত্তম এবং বলতে গেলে বর্তমান পর্যায়ে একক রাজনৈতিক দল। সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্রগীগ, শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় শ্রমিক লীগ।

(২)ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পন্থী) ও বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি। সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড-ইউনিয়ন সেন্টার। সংগঠনগত ও জনসমর্থনের দিক

থেকে বর্তমানে এই দলটির স্থান দ্বিতীয়। ন্যাপ ও কম্যুনিষ্ট পার্টি দু'নামে সংগঠন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে বলে মনে হয়, তবে তেমন অবস্থায় কোনটি রেখে কোনটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, তা সম্ভবতঃ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

(৩) বাংলা জাতীয় লীগ (সভাপতি, আতাউর রহমান খান) সহযোগী ছাত্র সংগঠন, বাংলা ছাত্রলীগ। সংগঠনগত ও জনসমর্থনের দিক থেকে এই দলের স্থান হবে তৃতীয়; আতাউর রহমান খান সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু তিনি ঢাকাতেই থেকে যান। তাঁর দলের কর্মী মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

(৪) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী পন্থী)। বেহুধা বিভক্তির পর এবং চরম বামপন্থী উপদলগুলির পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার ফলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন এক কালের বিরাট সংগঠনটি এখন পূর্ব জৌলুষ হারিয়ে ফেললেও, মওলানার ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা এখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। মওলানার পরবর্তী কার্যক্রমের উপর এর ভবিষ্যত নির্ভর করবে।

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস। পূর্ব পাকিস্তানের এককালীন অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভবেশ নন্দীর নেতৃত্বাধীন এই দলটি এযাবৎকাল 'সংখ্যালঘু'দের দল হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসলেও, বর্তমান সংগ্রাম এবং মনোরঞ্জন বাবুর বাংলাদেশ সরকারের কন্সালটেটিভ কমিটির সদস্য হওয়ার প্রেক্ষিতে এই দলটি এখন গুরুত্ব অর্জন করেছে। দলের ভবিষ্যত কার্যক্রম বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৬) বামপন্থী কম্যুনিষ্ট উপদলসমূহ। বামপন্থী কম্যুনিষ্ট উপদলগুলির একাংশ মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলে বক্তব্য পেশ করেছে, অপর অংশ বিরোধিতা করেছে। এ সব সংগঠনের অনেকগুলি হয়তো ভবিষ্যতেও 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' সংগঠন হিসাবেই কাজ চালাবে। আইনসিদ্ধ প্রকাশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি করারও চেষ্টা হতে পারে। এ সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। পিকিং-এর সাম্প্রতিক ভূমিকা এঁদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়েছে।

(৭) এ ছাড়াও শ্রমিক কৃষক-সমাজবাদী দল এবং অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় লীগের উপদলটিও পৃথক দলীয় অস্তিত্ব বজায় রাখবে বলে মনে হয়। উভয় দলেরই কয়েকটি শ্রমিক এলাকায় প্রভাব রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আগামী দিনের বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়াও আরো কয়েকটি দল মাঠে থাকছে। তন্মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পন্থী) ছাড়া অন্য দলগুলির সাংগঠনিক অবস্থা ভালো নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-সর্বস্ব। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবেই পার্লামেন্টারী রাজনীতি চালু হতে যাচ্ছে এবং যেহেতু স্বাধীনতার প্রশ্নে এসব দলেরও কমবেশী অবদান রয়েছে, সেহেতু আগামীতে এরাই হবে বিরোধী দল। পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিরোধীদলের ভূমিকা থাকে মুখ্য। কাজেই কালক্রমে এসব দলও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

তবে, আওয়ামী লীগের বিরাট শক্তির মোকাবিলায় ক্ষুদ্র দলের কাজের সুযোগ যে খুবই সীমিত তা এ সব দলের কর্মকর্তাদের না বোঝার কথা নয়। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্রতর দলগুলির কয়েকটি একত্রিত হয়ে শক্তিশালী দলে রুপান্তরিত হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
এবার দেশ গড়ার পালা	দেশ বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	**১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১**

এবার দেশ গড়ার পালা
দেশবাংলা বিশেষ নিবন্ধ

‘আর কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী স্থানান্তরিত হবে। সম্প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ কথা ঘোষণা করেছেন।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত অগ্রাভিযানের মুখে পাকিস্তানী জঙ্গী চক্রের পশ্চাদপসরণ এবং একের পর এক শত্রু ঘাঁটিগুলির পতন দেখে তাঁর এ আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন না করার কোন কারণ আমরা দেখি না। ইতিমধ্যেই মুক্ত জেলাগুলিতে পুরাদমে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ এলাকা এখন বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনী এখন কার্যতঃ আত্মসমর্পণের দিন গুনছে।

একের পর এক বিভিন্ন এলাকা বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বে আসার সাথে সাথে এখন স্বভাবতই পুনর্গঠনের প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাঙ্গার পর্ব শেষ হয়েছে। এবার দেশ গড়ার পালা।

চার প্রদেশ

বাংলাদেশকে চারটি প্রদেশে ভাগ করা প্রশাসন ও উন্নয়ন তৎপরতায় প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপের দাবী উঠেছিল ২৫শে মার্চের আগেই। এখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেন জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি ‘কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি’ গঠন করা হবে। এই এসেমব্লিকে চার প্রদেশের কাঠামো এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্ক নির্ধারণের ভার দেওয়া যেতে পারে। এ সব প্রদেশ কেবলমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনে গড়তে হবে। এক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন ওঠার কোন কারণ নেই। আপাততঃ চারটি বিভাগকে চারটি প্রদেশের মর্যাদা দিলেই চলবে। এতে করে ঢাকা শহরের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ কমবে এবং দেশে আরো কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তবে মনে রাখা দরকার, কোন অবস্থাতেই ‘দুই’ প্রদেশ গঠনের কথা চিন্তা করা চলবেনা। কারণ সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক রেষারেষিতে জাতীয় ঐক্য দুর্বল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গণতহ্যা ঠেকাতে হবে

শত্রুর চর এবং সহযোগীদের শাস্তি দেবার ভার জনতার উপর বা স্থানীয় নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। কারণ, তেমন অবস্থায় ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য অনেক নিরীহ ব্যক্তিরও লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। তা’ছাড়া শত্রু সহযোগী অবাঙ্গালীদেরকেও ’হত্যা করার লাইসেন্স’ কাউকে দেওয়া চলবে না। এ ব্যাপারে সরকারের সময়োচিত ঘোষণা সুবিবেচনার কাজ হয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে যথাবিহিত বিচার করে তবেই অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিতে হবে। বাংলার মাটিতে অনেক রক্ত ঝরেছে, আর এক ফোঁটা রক্তও অনাবশ্যকভাবে ঝরানো উচিত হবে না।

ঋণভিত্তিক অর্থনতি চাই না

বাংলাদেশে প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকেই ব্যাপকভাবে বৈদেশিক খণ নিয়ে তড়িঘড়ি ‘সোনার বাংলা’ বানাবার কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে কৃষিভিত্তিক। কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য হতে হবে, ঋণভিত্তিক তথাকথিত ‘শিল্পপতিদের অর্থনীতি’ নয়। তাই অনাবশ্যক ঋণ পরিহার করে সুস্থ ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্যে দেশবাসীকে কৃচ্ছসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে এখণ থেকেই।

ঋণ করা যার অভ্যাস, তার ঋণের অভাব হয় না। বিশেষ করে বিশ্বে যখন ‘মহাজনী রাজনীতি’ পুরাদমে চালু রয়েছে। কিন্তু ‘ঋণ করে ঘি খাওয়ার’ পরিণতি পাকিস্তানে আমরা দেখেছি, দুয়িার বিভিন্ন দেশে দেখছি। বাংলাদেশেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া যাবে না।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় জয় আমাদের হবেই	দুর্জয় বাংলা ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

জয় আমাদের হবেই

সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ষষ্ঠ মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে জয়যুক্ত করার শপথ নিয়ে ''দুর্জয় বাংলা'' আত্মপ্রকাশ করলো। বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে খুনি সর্দার ইয়াহিয়ার পশু সৈন্য দলকে নিশ্চিহ্ন করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার মহৎ ও কঠিন কাজের ব্রত ঘোষণা করছে।

''দুর্জয় বাংলা'' মনে করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের সাহায্যপুষ্ট ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীকে খতম করার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ এবং সংগ্রামী গণতান্ত্রিক শক্তির একতা? একতার শক্তি দিয়েই আমরা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবো।

আমাদের বীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা দুর্জয় সংকল্প নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। প্রতিবেশী ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিসহ বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণও খুনি ইয়াহিয়ার গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সোচ্চার।

এ মুহূর্তে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে কে আমাদের শত্রু ও কে আমাদের মিত্র। মিত্রদের এক হয়ে শত্রুদের আঘাত হানতে হবে, রুখতে হবে ইয়াহিয়ার সকল দুরভিসন্ধি ও ছলচাতুরী।

জয় আমাদের হবেই। আমরা সুনিশ্চিত।

* দুর্জয় বাংলাঃ 'সংগ্রামী বাংলার কণ্ঠস্বর'। সম্পাদকঃ তুষার কান্তি কর। সিলেট সুরমা প্রকাশনীর পক্ষ হতে তুষার কান্তি কর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিদেশস্থ যোগাযোগের ঠিকানাঃ রফিকুর রহমান, পুরাতন ষ্টেশন রোড, করিমগঞ্জ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	স্বাধীন বাংলা* মুজিব নগরঃ ৮ম সংখ্যা	**৬ নভেম্বর, ১৯৭১**

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল হবে কি-না এই সংশয় জড়ানো প্রশ্নে দ্বিধা-জড়তার মেঘ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, রাজনীতির আকাশ মেঘমুক্ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম পর্যায়ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে একটা সুসংবদ্ধ রুপ পরিগ্রহ করছে অন্যদিকে বিশ্ববিবেক তার ঔদাসীন্য আর নৈর্ব্যক্তিক ভাব পরিত্যাগ করে ক্রমাগত বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই শুভ লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ও সহজেই পরিলক্ষিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে যেমন রয়েছে মুক্তিকামী সংগ্রামী জনতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং জীবনপণ সংগ্রাম সাধনা অন্যদিকে তেমনি বন্ধু ও দরদী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জনগণের উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভুমিকা। ভারতের জনগণ বাংলাদেশের এই গণ আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকভাবে শুরু থেকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। ভারতের সবর্বস্তরের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কেরানী, কর্মচারী, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন বিধানসভা ও আইনসভার সদস্যগণ সকল দেশের সংগ্রামের সমর্থনের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এতদিন যে সহমর্মিতার জোয়ার ভারতের জনসমুদ্রকে আন্দোলিত চঞ্চল করে তুলেছিল আজ তার ব্যাপ্তি বহুদূর প্রসারিত। তারই প্রতিভাস আমরা লক্ষ্য করছি। সুদূর লণ্ডন, প্যারী, মস্কো ও ভিয়েতনামে সেখানকার প্রগতিশীল গণতন্ত্রে ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে সমর্থন করে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ সংগঠনের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করছেন-আর মুক্তিযুদ্ধকে মদত দিতে ব্যাপক জনমত গঠন করে চলেছেন।

বেহায়া খাঁন সাহেব (ইয়াহিয়া খাঁন না বেহায়া খাঁন) মার্কিন সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ নিয়ে এক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য স্বাধীনতা আন্দোলনকে আড়াল ও ক্ষুণ্ন করার জন্য অবিরাম মিথ্যা অপপ্রচার ও নির্লজ্জ চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বিশ্বের জনমতকে ধোঁকা দিতে চাইছে এই অজুহাতে যে- বাংলাদেশে যা কিছু ঘটেছে তার পিছনে ভারতের চক্রান্ত ও হাত আছে এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। আর এই অছিলায় পুরো ঘটনাকে পাক-ভারত বিরোধের আকার দিতে চাইছে এবং সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করে ভারতের প্রতি রণহুংকার ছাড়ছে। আশ্চর্য এই বেহায়া খাঁন। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা সদ্য মহাচীনের রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন লাভ। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ীভাবে প্রতিনিধিত্ব করার পরিপ্রেক্ষিতে এই আশা প্রকাশ করা যায় যে এবার হয়ত রাষ্ট্রপুঞ্জ তার নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তভার ত্যাগ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানে সক্রিয় ভূমিক

* 'স্বাধীন বাংলাঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সাপ্তাহিক মুখপত্র'। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি-খোন্দকার সামসুল আলম দুদু কর্তৃক মুজিবনগর হতে প্রকাশিত ও স্বাধীন বাংলা প্রেস হতে মুদ্রিত।

গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ আরোপিত চারটি মৌল দাবীর উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে। যেমন-প্রথমতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ, দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের প্রিয়তম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি, তৃতীয়তঃ বিনা শর্তে সমস্ত সৈন্য অপসারণ। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনী এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে বহিপ্রচেষ্টা যতই প্রতিকূল কিংবা অনুকূলেই হোক না কেন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় মুক্তি একমাত্র নিরলস একনিষ্ঠ সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব। কারণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়, প্রদত্ত হয় না।

-জয় বাংলা

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন	স্বাধীন বাংলা মুজিব নগরঃ ৯ম সংখ্যা	**১৩ নভেম্বর, ১৯৭১**

পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন

আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে পাক সামরিক চক্রে বিরাট ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে বলে লণ্ডস্থ পাক সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছেন। ঐ মহলের খবরে পাক সামরিক সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করছেন। ঐ মহলের খবরে প্রকাশ পাক সামরিক সরকারের প্রাক্তন বৈদেশিক দপ্তরের সচিব মুহঃ ইউছুফ, ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব আহম্মদ এবং জেনারেল টিক্কা খানের চাপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে পিকিং-এ দৌত্য করতে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সিন্ধুর গভর্ণর গুল রহমান এবং পাঞ্জাবের গভর্ণর মেজর জেনারেল আতিকুর রহমান ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। ফলে পর্দার আড়ালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। ভুট্টোর পিকিং সরকারের সমর্থন সংগ্রহের জন্য সদ্য সমাপ্ত চীন সফরের ফলাফল সম্বন্ধে দুই মহলের অবস্থান দুই মেরুতে।

জনাব ভুট্টো বলেছেন তাঁর সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের গভর্ণর মনে করছেন ভুট্টো খালি হাতে চীন থেকে ফিরে এসেছেন। তারা আরও বলেছেন, বৃটেন ভারতের প্রতি যেমন প্রকাশ্য সমর্থন জানাচ্ছেন তার ভগ্নাংশ পর্যন্ত চীন সরকার পাকিস্তানের প্রতি জানাচ্ছেন না।

পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্র সাহায্যের জন্য চীনের প্রতিনিধিদের নিকট জনাব ভুট্টো যে করুন আবেদন জানিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে চীনের সরকারী প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ভুট্টোকে নাকি বলা হয়েছে যে, অস্ত্র সরবরাহ পশ্চিম পাকিস্তানে না দিয়ে চীন পূর্ববঙ্গে দিতে ইচ্ছুক। ওয়াকিবহাল মহল চীনের উপরোক্ত অভিমত থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মূল চীনে চিয়াং কাইশেককে প্রদত্ত আমেরিকান অস্ত্র যেমন মাও সেতুং দখল করে বিপ্লবী কৌশল প্রয়োগ করে চিয়াং কাইশেককেই উৎখাত করেছিলেন তেমনি পূর্ববঙ্গে চীন যদি অস্ত্র সরবারহ করে তবে সে অস্ত্র শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌছাবে এবং ইয়াহিয়া সরকারের উচ্ছেদের জন্যই ব্যবহৃত হবে। চীনের এই সিদ্ধান্তের গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইয়াহিয়া বেশ সতর্ক হয়েছেন।

অন্যদিকে আবদুল গফফার খাঁনের পুত্র ওয়ালি খানের জাতীয় আওয়ামী দল উত্ত পশ্চিম সীমান্তে এবং বেলুচিস্তানে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঐ দল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। সিন্ধু ও পাঞ্জাব দুটো প্রদেশে ভুট্টোর প্রভাব যেমন বেশী তেমনি বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ওয়ালিপন্থী জাতীয় আওয়ামী দলের প্রভাব সর্বজনবিদিত। ফলে সামগ্রিকভাবে ইয়াহিয়া সরকারের অভ্যন্তরে এক ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সে ঝড় শীঘ্রই উঠবে এবং সিংসঙ্গ ইয়াহিয়া তার শিকার হতে বাধ্য।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়	স্বাধীন বাংলা মুজিব নগরঃ ১০ম ও ১১শ সংখ্যা	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

'একদা এক ব্যঘ্রপ্রবর বৃদ্ধ ও অর্থব হওয়ায় খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু স্বপ্রচেষ্টায় খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়, ফলে সেই ব্যঘ্র তৎকর্তৃক নিহত একব্যক্তির সুবর্ণ কঙ্কনদ্বয় লইয়া এক পঞ্চপল্লল সমাচ্ছন্ন দীর্ঘিকা সংলগ্ন পথিপার্শ্বে সাত্বিকভাবে আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোভী পথিকের আশায় বসিয়া রহিল।'' ....ইত্যাদি ইত্যাদি....। কথামালার গল্পে এই ধরনের গল্পকথা পড়িতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য সমাজও যে এ ধরনের বহু ভেকধারী হিংস্র শ্বপদের বিচরণক্ষেত্র তাহার উৎকৃষ্ঠতম প্রমাণ বর্তমান ভুট্টো-ইয়াহিয়া সামরিক জান্তা ও তাহাদের দালাল বাংলাদেশবাসী মুসলিমপন্থী বাঙালী বিশ্বাসঘাতকের দল।

কয়েকদিন পূর্বে মুক্তাঞ্চল ও ফিল্ড হাসপাতাল পরিভ্রমণে গিয়া উপরোক্ত গল্পটি ও পরিণাম পাশাপাশি চোখের সম্মুখে পড়িয়া গেল। মুক্তাঞ্চলের বুকে নেকড়ের ফেউদের রাতের অন্ধকারে ছিটাইয়া যাওয়া একখানি ইস্তাহার একজন গ্রামবাসী আমাদের হাতে দিল। ইস্তাহারে লেখা ছিল-''ইসলাম পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্র'' ''পাকিস্তান ইসলামের দুর্গ'' সেই সঙ্গে ধর্মের জিগির দিয়া বাঙালী মুসলমানদের মার্শাল 'ল' কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পনের জন্য অনুরোধ ও প্ররোচণা। স্বাক্ষর চিল জনৈক আহম্মদ আলি বিশ্বাস, চেয়ারম্যার আলমডাঙ্গা শান্তি কমিটির। সেই শান্তি নিদর্শন পাওয়া গেল বি, ভি, এ, সি ফিল্ড হাসপাতালে। উক্ত অঞ্চলের দুইজন গ্রামবাসী মুক্তিফৌজের ঠিকানা না বলিতে পারায় শান্তি কমিটি চাবুকের আঘাতে সমগ্র পৃষ্ঠদেশের চামড়া তুলিয়া লইয়া এবং সবুট পা-এর লাথিতে পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া শান্তি নমুনা দেখাইয়াছে।

কিন্তু ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নতে। ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ও তাহার পদলেহী কুত্তার দল মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খাইয়া আজ শান্তিবাহিনী প্রচারকের মুখোশ পরিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে তাহাদের বাঙালীর তাজা খুনের লোভ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাই তাহারা একাধারে প্রচার চালাইতেছে বাংলা শান্ত (?) কেবল মাঝে মাঝে দুষ্কৃতকারী (?) দের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলিতেছে; অপরদিকে যত্রতত্র যখন তখন কারফিউ জারী করিয়া মুক্তিফৌজ গেরিলাদের সন্ধান গৃহে গৃহে তল্লাসী ও জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছে। দোসর হইয়াছে শান্তি কমিটির ভেকধারী, বাঙালীর কলঙ্ক মুসলিম লীগ পন্থী ভাড়াটিয়া দালালগণ।

শুধুমাত্র প্রশাসনই নহে মুক্তিফৌজের আক্রমণ ও বাঙালীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অসহযোগিতার ফলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও প্রচণ্ডভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত ও প্রশাসন সুষ্টভাবে চলিতেছে ইহার প্রমাণ করিতে না পারিলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়াছ। মুক্তিবাহিনীর নিরলস, বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করিবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম ও তৎসহ নৌবাহিনী ও গানবোটের নিশ্ছিদ্র প্রহরার ফলে বিদেশী সাহায্য দ্রব্যসহ কোন জাজাহ পাকিস্তানের বন্দরে যাইতে পারিতেছে না। ফলে বর্হিবাণিজ্য এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত। কোন বাঙালীর নিকট হইতে তাহারা একটি পয়সাও কর বা খাজনা পাইতেছে না। ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে জঙ্গীশাহী ও তাহার দালালদের মধ্যে। বাঙালীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা নানারূপ ছলনা ও তৎসহ বিনীত প্রার্থনার আশ্রয় লইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে এও লেখা আছে, ''আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনাদের ছেলেমেয়ে স্কুল ও কলেজে পাঠাইয়া শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন। খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের করদান করিয়া পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করুন।''

এত প্রলোভন, প্ররোচনা বা নির্যাতন সত্ত্বেও আজ এ কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যে শক্তি জাগ্রত বাঙালীর প্রাণে যে স্বাধীনতা সূর্যালোক দ্বীপ্ত হইয়া উঠিয়াছ, তাহা বিনষ্ট করিতে পারে-বিনষ্ট করিতে পারে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ় শপথবদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সংগ্রামী ঐক্যকে। দিকে দিকে মুক্তিবাহিনীর বলদীপ্ত অগ্রগতি, ১৭-১১-৭১ সকাল সাড়ে পাঁচটা হইতে ঢাকার বুকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ, পাক বাহিনীর যত্রতত্র মুক্তিফৌজের ভুতদর্শন প্রভৃতি ইহার স্বাক্ষর বহন করিয়া চলিতেছে।

তবুও আত্মসন্তুষ্টির সময় নয়। আজ ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন বাঙালীর সামান্যতম ভুলের জন্যও জাতির জীবনে নিদারুণ সংকট নামিয়া আসিতে পারে। তাই প্রতিটি বাঙালীকেই আজ প্রতিটি পদক্ষেপ করিতে হইবে সুচিন্তিতভাবে। যাহাতে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বেঈমান দলের আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না ঘটিতে পারে তাহার জন্য প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎসহ সর্বপ্রকারে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করিতে হইবে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়া, তাহাদের আহার্য ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বা পাক কুত্তাদের গতিবিধির খবরাখবর দিয়া। যাহার ফলে মুক্তিযুদ্ধ হইবে ত্বরান্বিত এবং আমরা লাভ করিব আমাদের ইপ্সিত ফল শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

-জয় বাংলা

* * *

মোহাররম আর রমজান। পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট পবিত্রতম দুইটি মাস। রমজান মাসের প্রথম দিন হইতে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলামন সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া পবিত্র শুচিশুদ্ধভাবে আল্লাহ পাক-এর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে। সমস্ত দিন সর্বপ্রকার আহার্য মাদক দ্রব্য বর্জন করিয়া সাত্ত্বিকভাবে সংসার তথা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য খোদা তায়ালার নিকট নির্দিষ্ট ওয়াক্ত অনুযায়ী মোনাজাত করে। রমজানের শেষে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা ঈদগাহ ময়দানে একত্রিত হয় নামাজ পড়ে কোরান শরীফ পাঠ শোনে। রমজান মাসের ঐতিহ্য লইয়া আলোচনা করে গোটা মাস ধরিয়া হিংসাদ্বেষ বর্জন করিয়া সংযম শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান।

কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের বুকে রমজান মাস পালিত হইতেছে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের রক্তের হোলীখেলার দ্বারা। অথচ নরমুণ্ডের দ্বারা গোণ্ডুয়া তথা বাঙালীর খুনে হোলীখেলার সুদক্ষ ক্রীড়াবিদ ইয়াহিয়া ভুট্টো এবং তাদের সামরিক জুন্টা ও দালালরাই প্রচার করিতেছে বাংলার মুসলমানরা নাকি কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহারা পবিত্র ইসলামের অবমাননা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে বাঙালী কাফের মুসলমানদের জন্য তাহাদের তাহজীব তমদ্দুন বিপন্ন হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে বিপন্ন অবস্থা হইতে ত্রাণলাভের জন্য পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের দরবারে করুণ আকুতি জানাইয়াছে। এবং কতিপয় রাষ্ট্রও পরের মুখে ঝাল খাইয়া, বাংলাদেশের সংগ্রাম পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া মন্তব্য করিয়া দূর হইতে গোঁফে তা’ দিতেছে।

কিন্তু সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বাঙালীর রক্তে হস্তরঞ্জিত করিয়া জঙ্গীশাহী কোন ইসলামের অনুশাসন পালন করিতেছে। কোন হাদিসে লেখা আছে নররক্তোশ্মান করিলে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে, বেহেস্ত নামিয়া আসিবে মর্তের বুকে ? নারী ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করিয়াই একমাত্র ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় এ কোন নবীর উপদেশ ? কোন আল্লাহ পাক-এর নির্দেশ ? এ কথা একবারও কি সেই ইসলামের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রনায়কগণ চিন্তা করিয়াছে! এবারও কি তাহারা সেই এজিদ সিমারের উত্তরসূরী ইয়াহিয়া ও তার সামরিক জুন্তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাতের অন্ধকারে ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামানের গোলায়, বিমান কর্তৃক বোমাবর্ষনের দ্বারা গ্রাম, নগর, জনপদ শ্মশানে রূপান্তরিত করার রীতি কোন জঙ্গনামায় লিখিত আছে ? আমরা জানি তা’ তাহারা করেন নাই। কারণ তাহারাও জানেন আর আমরা বাঙালীও জানি এর পশ্চাতে আছে সাম্রাজ্যবাদী শোষনের হীন

কলাকৌশল। আছে নয়া উপনিবেশ কায়েম রাখিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারী বিংশ শতাব্দীর সীমারদের হিংস্র থাবা।

তাই আজ এ কথা স্পষ্ট বলিয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে যত জমকালো আবরণেই-হোক না তাহা ধর্মীয় জিগির, হোক না তাহা বিচ্ছিন্নতাকামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান সেই আবরণকে ভেদ করিয়া তোমাদের স্বরুপ আজ বাঙালীর দৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। রমজান মাসের শেষে আকাশে ঈদের পবিত্র চাঁদ দেখা দিয়াছে। সাবধান এজিদ সীমারের দল, এ চাঁদ শুধুমাত্র পবিত্র ঈদের চাঁদ নহে। এ চাঁদ পরাধীনতার আমাকে নিশ্চিত করিয়া স্বাধীনতার চন্দ্রোদয়। অদূরভবিষ্যতে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া স্বাধীনতার পূর্ণচন্দ্রকে ছিনাইয়া আনিবে। কোন ভেদ নীতি বা সহসা প্রতিবন্ধক আমাদিগকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ আমরা প্রথমে বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় শান্তির পারাবাত	আমার দেশ* বাংলাদেশঃ ১১শ সংখ্যা	**১১ নভেম্বর, ১৯৭১**

সম্পাদকীয়

শান্তির পারাবাত

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উপমহাদেশের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির মুখে পাশ্চাত্য দেশগুলো সফর শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আজীবন গণতন্ত্রের পূজারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কি পরিস্থিতিতে শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। তা প্রণিধানযোগ্য। ২৫শে মার্চ থেকে বাংলাদেশে এশিয়ার খুদে হিটলার ফ্যাসিষ্ট ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ লোকালয় জনপদ ধ্বংস ও নারী নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রের জলস্রোতের মত বাংলাদেশের মানুস সীমান্ত পার হইয়া ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মানবতার খাতিরে সীমান্ত পথ বন্ধ করিয়া দিয়া ছিন্নমূল ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালী শরণার্থীদের নরখাদক ইয়াহিয়ার জল্লাদ সৈন্যদের কামানের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারেন নাই। বরং পাক বাহিনীর গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যা ও নারী নির্যাতনের মত পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে তিনি বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বর্বর ইয়াহিয়া পাকিস্তানের 'সংহতি ও অখণ্ডতা'র নামে 'ইসলাম' রক্ষার ছদ্মাবরণে বাংলাদেশকে পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করিবার জন্য বাংলাদেশে ১০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করিয়া, তিন কোটি বাঙালীকে গৃহহারা করিয়াছে; এক কোটি বাঙালীকে ভারত ভূখণ্ডে বিতাড়িত করিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করিবার অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর একটি দেশের পক্ষে এই বিপুল বোঝা বহন করা এককভাবে অসম্ভব ব্যাপার। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল বিশ্বগোষ্ঠী এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও তজ্জনিত ব্যাপক সংকট রোধে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিবেন। কিন্তু বাংলাদেশে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যা থেকে ইয়াহিয়াকে বিরত করার জন্য এবং শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার মানবিক কাজে বিশ্বগোষ্ঠীর কাছ থেকে আশানুরুপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। বরং কোন কোন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জল্লাদ ইয়াহিয়াকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা ও জনপদ উচ্ছেদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। এমন কি কোন কোন রাষ্ট্রের তর্জনী সংকেতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো গংরা ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানিবার জন্য সীমান্ত সৈন্য মোতায়েন করিয়া যুদ্ধোন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ভারত বিরোধী প্রচারণা, উগ্র সাম্প্রদায়িক ভেদভুদ্ধিতে উস্কানী দিয়া ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করিবার চক্রান্ত চালানো হইতেছে। এমনি এক দুর্বিসহ সংকট ও চাপের মুখেও ভারত মানবতার খাতিরে প্রশংসনীয়ভাবে এহেন সমস্যার মোকাবিলা করিতেছে। সাথে সাথে ভারত বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংস বর্বরতা বন্ধ করিয়া বাংলাদেশে নির্বাচিত সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বগোষ্ঠীর প্রতি আবেদন জানান। কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধুকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়া তাঁহার সাথে সংলাপ শুরু করার আহ্বান জানান। কিন্তু দুর্বৃত্ত ও কপট ইয়াহিয়া বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাক-ভারত বিরোধ রূপে চিত্রিত করিবার দুরভিসন্ধি নিয়া দখলীকৃত

* আমার দেশঃ সাপ্তাহিক। সম্পাদকঃ খাজা আহমদ। মুক্ত বাংলার কোন এক অঞ্চলে ''আমার দেশ'' মুদ্রনালয় হতে মুদ্রিত ও ''আমার দেশ'' কার্যালয় হতে খাজা আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া কোন কোন উপনিবেশবাদী প্রভুর উৎসাহে ও প্রেরণায় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইবার সর্বনাশ খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

এমনি অবস্থায় একদিকে এক কোটি শরণার্থীর চাপে সৃষ্ট ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, অন্যদিকে মুরববীদের আশীর্বাদপুষ্ট ফ্যাসিষ্ট ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কার জনিত উপমহাদেশে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বিচলিত করিয়া তোলে। তদুপরি কোন কোন বৃহৎ শক্তির বাংলা দেশে ফ্যাসিষ্ট বর্বরতাকে দীর্ঘায়িত করিয়া এবং শরণার্থী সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিয়া উপমহাদেশে 'বরের পিসি ও কনের মাসী' সাজিবার নিষ্ঠুর চক্রান্তে শ্রীমতি গান্ধি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রিয়া সফরে গিয়া এই সব দেশের সরকার ও জনগণকে বাংলাদেশ সংকটের মূল কারণ এবং শরণার্থী সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি এই কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে হইবে- ভারতের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বাংলার বিস্তীর্ন এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। তদুপরি রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার চারটি পূর্বশর্ত ঘোষনা করিয়াছেন। উপরোক্ত শর্তের আলোকে শ্রীমতি গান্ধী বৃহৎ শক্তিগুলোকে বাংলাদেশ সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের মূল সূত্র কোথায় তা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাকিস্তানের যুদ্ধোন্মাদনা ও অব্যাহতভাবে ভারত ভূখণ্ডে গোলাগুলিবর্ষণের মুখে শ্রীমতি ইন্দিরার পাশ্চাত্য দেশ সফরের গুরুত্ব বিশ্ববাসী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও আমাদের ধারণা। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সংকট সমাধানে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের মনোভাব সম্পর্কে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পর্যালোচনা করিয়া বাংলাদেশ প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বলিয়া ওয়াকেবহাল মহলের ধারণা। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের ৭০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খার পরিপূরক হিসাবে শ্রীমতি গান্ধী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহাই দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু	আমাদের দেশ বাংলাদেশঃ ১১শ সংখ্যা	**১১ নভেম্বর, ১৯৭১**

মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু

পরশুরাম থানার বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা চালূ করা হয়েছে। মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণের সুবিধার প্রতি নজর রেখে বাংলাদেশ সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মুক্তাঞ্চলের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার আহবান জানিয়েছেন। আইনশৃংখলা পুনঃস্থাপন ও জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় আঘাতের পর আঘাত হানুন	আমার দেশ বাংলাদেশঃ ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

আঘাতের পর আঘাত হানুন

ক্ষুধিত বাংলায় রক্তের আবিরে রাঙ্গানো স্বাধীনতা সূর্য উদিতপ্রায়। পাক জঙ্গী চক্রের পাশবিক তাণ্ডবের প্রতিশোধ নেয়ার দুর্বার স্পৃহার আঘাত-জর্জর বীর মুক্তিবাহিনী রক্তাক্ত বাংলার সর্বত্র শক্রহননের মহোৎসব শুরু করিয়া দিয়াছেন। শত্রুদের হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়া অস্ত্র দিয়া পাক জানোয়ারদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া বাংলার পবিত্র মাটিকে শত্রুমুক্ত করিতেছেন। পবিত্র ঈদুল ফিতরে বিক্ষুদ্ধ বাঙ্গালীরা শোকার্ত জীবনের জমাট বাঁধা পাষাণকে ইস্পাতে রুপান্তরিত করিয়া পাষণ্ড ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের যুদ্ধোন্মাদনার খায়েশ চিরতরে মিটাইয়া দিতেছে। ক্ষিপ্তগতিতে সুসংগঠিত হইয়া মুক্তিবাহিনী দূর্বার গতিতে শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রুদের শক্ত ঘাঁটিগুলি নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছে। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো স্থুলবুদ্ধি ইয়াহিয়া ও তাহার জঙ্গী জেনারেলরা বাংলাদেশে সম্মুখে ও গেরিলা যুদ্ধে আটকা পড়িয়া নতুন নতুন চালবাজী করিয়া পরাজয়ের গ্লানিকে চাপা দিবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হইয়াছে। তাই বাংলাদেশের কেদো মাটিতে আটকা পড়া পাক জাঙ্গীশাহীকে টানিয়া তুলিবার জন্য ইয়াঙ্কি নিক্সন ও তাহার সাঙাতরা তলে তলে দিশেহারা ইয়াহিয়া ও তাহার সাগরেদদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ও পশ্চিম পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছে। তাহাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াহিয়া সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়া ভারত ভূখণ্ডে অনবরত গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কপট ইয়াহিয়া জঘন্য মিথ্যার বেসাতি করিয়া ‘ভারতীয় হামলা’ জিগির তুলিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও পাক বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধকে পাক-ভারত অঘোষিত যুদ্ধ বলিয়া খেঁকি কুকুরের মতো তার স্বরে চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যার আন্তর্জাতিক নায়ক নিক্সন ও তাহার গেঁউরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ বলিয়া উত্তেজনা প্রশমনের জন্য উভয় পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছে।

ইহাদের এইরূপ অযাচিত উপদেশের মধ্যে যে হীন চক্রান্ত জড়াইয়া রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশে দীর্ঘ আট মাস ধরিয়া ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ড যখন বিনা বাধায় সংঘটিত হইয়াছে তখন এই সব উপদেশ বর্ষণ করা হয় নাই। বরং অর্থ অস্ত্র ও পরামর্শ দিয়া ইয়াঙ্কি নিক্সন বাংলাদেশকে চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ মদত দিয়াছে। মাও-নিক্সন এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার যূপকাষ্ঠে বাংলাদেশকে বলি দিয়া উপমহাদেশে পানি ঘোলা করিয়া তাহাদের হীন জাতীয় স্বার্থ লুটিবার তালে মত্ত হইয়াছে। ইহাদের কাছে মানবতা ও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর মৃত্যু-ভাবনাহীন যোদ্ধাদের অব্যর্থ ও শাণিত অস্ত্রের আঘাতে বাংলাদেশে পাষণ্ড ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী যখন কদলী বৃক্ষের মতো ঢলিয়া পড়িতেছে তাহাদের সমর ব্যূহগুলো যখন ফুঁৎকারে উড়িয়া যাইতেছে তখন ইয়াহিয়ার প্রভুদের মধ্যে কেউ কেউ আন্তর্জাতিক আমলাদের বৈঠকখানা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকার তোড়জোড় করিতেছে। যদি নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতকে জড়িত করিয়া মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত সংঘর্ষ হিসাবে রূপ দিয়া বিরোধ মীমাংসার

নামে কাল হরণ করিয়া দিশাহারা ও পতনোন্মুখ পাক বাহিনীকে দম ফেলিবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে বাংলার স্বাধীনতাকে ঠেকানো সম্ভব হইবে।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এই সন্ধিক্ষণে সারা বাংলাদেশের মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা আজ এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। অতীতে আমরা বহু আন্তর্জাতিক চাল ও চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি। এইবারকার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক চক্রান্তকেও আমাদের যে কোন মূল্যে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। তাই বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে সম্মুখ সমরে ও গেরিলা পদ্ধতিতে এবং প্রতিরোধে ও অসহযোগিতায় ক্লান্ত ও হীনবল শত্রুবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে লণ্ডভণ্ড করিয়া লাখ লাখ বাঙালী হত্যার প্রতিশোধ নিতে হইবে এবং সমগ্র দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যাতে করিয়া আন্তর্জাতিক কুচক্রীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কোন রকমেই ঠেকানোর সুযোগ না পায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চার পর্যায়ে এখনও যাহারা বাধ্য হইয়া শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন তাহাদের এখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবার সময় আসিয়াছে। শত্রুরা আজ চারিদিক দিয়া কোণঠাসা ও অবরুদ্ধ। এই মাহেন্দ্রক্ষণে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়া শত্রুদের নড়বড়ে ও ভঙ্গুর প্রশাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিন। অনুতাপহীন রাজাকার ও দালালদের প্রতি আমাদের কোন বক্তব্য নাই। তাহাদের বিদেশী প্রভুদের মতো তাহাদিগকেও একই পরিণতি বরণ করিতে হইবে এবং তাহাদের সেই পরিণতি হইল গ্লানিকর মৃত্যু-একথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আবেদন-শত্রুদের উপর আঘাতের পর আঘাত হানুন, ওদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাক তাসের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে	আমার দেশ বাংলাদেশঃ ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

পাক তাসের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে

যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের শতকরা ৮০ ভাগ মুক্তঃ সকল জেলা থেকে
ঢাকা বিচ্ছিন্নঃ কিশোরগঞ্জ শহর অবরুদ্ধঃ ফেনীর কাছে বহু শত্রুসেনা
হতাহত ও ধৃতঃ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারঃ

ছাগলনাইয়া মুক্ত
ফেনীর দিকে মুক্তিবাহিনীর অগ্রাভিযান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

লাখো মানুষের রক্তস্রোত পেরিয়ে আজ আমরা মুক্তির নবদিগন্তে উপনীত হতে চলেছি। হানাদার পাক 'নাজি'রা পৃথিবীর জাগ্রত বিবেকের ঘৃণা ও আক্রোশ এবং বাংলার মরণজয়ী বীর মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিপাগল জনতার দূর্বার আঘাতে তৃণখণ্ডের মতো ইতিহাসের অন্ধকার আবর্তে তলিয়া যাচ্ছে। নদী মেখলা বাংলার নরম মাটিতে জল্লাদ ইয়াহিয়ার কসাই বাহিনী লাখ লাখ বাঙ্গালীর তাজা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে যে শোষণ-সৌধ নির্মাণ করেছিল মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে তা আজ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত বাংলার চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনী পাক নরপশুদের অবরুদ্ধ করে ঘায়েল করে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছেন রাজধানী ঢাকার দিকে। তাদের পেছনে হানাদারমুক্ত এলাকাগুলোতে রক্তখচিত বাংলার পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। মুক্ত স্বদেশের মানুষের মনে বয়ে চলেছে বিজয়ানন্দের হিল্লোল।

ফেনীর তিন দিকে মুক্তিবাহিনী

গত তিনদিনে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ছাগলনাইয়া থানা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দুর্বার গতিতে ফেনী শহরের দিকে এগিয়ে গেছেন। ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণাংশে চাঁদাগাজী ও মুন্সিরহাটে দুটি প্রচণ্ড সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী বহু খানসেনা ও রাজাকারকে হতাহত করেছেন। মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ভীত সন্ত্রস্ত পাক পশুরা অনবরত পিছু হটতে হটতে এখন ফেনীতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ফেলে যায়। এখন ফেনী শহর ছাড়া-সমগ্র ফেনী মহকুমা কার্যত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

পাবর্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বাংশ মুক্তঃ পাক হেলিকপ্টার ভুপাতিত

গত কয়েকদিন মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়ের উত্তর পূর্বাংশ ও তবলছড়ি এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বহু খানসেনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে উক্ত এলাকা মুক্ত করেছেন। মীরেরশরাইতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন খানসেনাকে হত্যা ও বেশ কয়েকজন খান সেনাকে আহত করেছেন। চট্টগ্রাম শহরে গেরিলা তৎপরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। রামগড় এলাকায় একটি পাক হেলিকপ্টারকে মুক্তিবাহিনী গুলি করে ভূপাতিত করেন।

এ সপ্তাহে দিনাজপুরের অমরখানা, জগদ্দলহাট ও হিলি এলাকা মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী অভ্যন্তরভাগে এগিয়ে চলেছেন। এখানে বহু পাকসেনা ও রাজাকার নিহত হয়েছে। রংপুর জেলার আলোক দীঘি ও আগ্রা পুকুরে ১২জন খান সেনাকে মুক্তিবাহিনী হত্যা করেছেন।

সাতক্ষীরা মহকুমা মুক্ত

মুক্তিবাহিনী গত ২২শে নভেম্বর খুলনা জেলার সাতক্ষীর মহকুমা মুক্ত করেছেন। এখানকার আক্রমণে বহু খানসেনা নিহত ও আহত হয়। শত্রুদের বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সাতক্ষীরা মুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে খুলনা শহরের দিকে চলেছেন। বিলম্বে পাওয়া এক খবরে বলা হয়েছে, গত ১৪ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী বাগেরহাটে ১০ জন ও বাখেরগঞ্জে ৫ জন খানসেনাকে হত্যা করেন। মুক্তিবাহিনী গত ২৩শে নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে পাক পশুদের অনেককে হত্যা করেন। বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলে কানাইঘাট মুক্ত হয়।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার শহর ছাড়া চারিদিক মুক্ত করা হয়। মুক্তিবাহিনী কিশোরগঞ্জ শহরে খানসেনাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সফর	আমার দেশ বাংলাদেশঃ ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

পরশুরাম-ছাগলনাইয়া-পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তাঞ্চলে

পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের সফর

(বার্তা পরিবেশক)

ছাগলনাইয়া থানার দেড় শতাধিক বর্গমাইল, পরশুরাম থানার শতাধিক বর্গমাইল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলার ছয় শতাধিক বর্গমাইল এলাকা সফর করে আসছেন-বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ। মুক্তাঞ্চলের জনগণ ''জয় বাংলা'' ধ্বনি সহকারে প্রতিনিধিকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেনঃ সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হবে। বাংলার নয়নমণি 'শেখ মুজিবের বাংলাদেশ গঠন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুন। সরকার আপনাদের সকল অভাব অভিযোগ সর্ম্পকে সম্পূর্ণ সচেতন।

প্রতিনিধিগণ দেশের চাষী শ্রেণী, কামার-কুমার প্রত্যেককে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানান এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার আহবান জানান।

উক্ত প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী এম, এন, এ, অর্থ দফতরের চেয়ারম্যান জনাব খাজা আহমদ এম, এন, এ, সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের অস্থায়ী চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল হক বি, এস, সি, এম, এন, এ প্রচার দফতরের চেয়ারম্যান জনাব এ, বি, তালেব আলী এম, পি, এ এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব এম, এ সামাদ সি,এস,পি প্রমুখ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনের বক্তব্য	আমার দেশ বাংলাদেশঃ ১৩শ সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলের জনগণের প্রতি পূর্বাঞ্চলীয়
প্রশাসনের বক্তব্য

বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকা বর্তমানে বীর বাংলার মুক্তিপাগল সেনারা দখল করে নিয়েছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও গেরিলাদের হাতে মার খেতে খেতে পাক বর্বর সেনারা দিন দিন মনোবল হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। সেদিনও হয়তো বেশী দূরে নয় যেদিন সমস্ত বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে এবং স্বাধীন সার্বভৌম ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রুপে বিশ্বের মানচিত্রে সোনালী অক্ষরে ‘‘সোনার বাংলা’’ স্থান পাবে।

বাংলাদেশের যে সকল এলাকা পূর্বে মুক্ত হয়েছে, সদ্যমুক্ত এলাকার সম্মুখে শত্রুসেনাদের বিবর ঘাঁটি অবস্থিত, সে সকল এলাকার জনসাধারণ নানা অসুবিধার মধ্যে দিনযাপন করছেন। তাদের সুষ্ঠু জীবনধারণ, স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ কার্যে অগ্রগতির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্ত এলাকায় অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রশাসন ব্যবস্থার সহিত মুক্তাঞ্চলের জনগনের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনীয়। প্রশাসন ব্যবস্থার যে অস্থায়ী কাঠামো এবং কার্য বিবরণ কার্যকরী হতে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপ।

বিচার বিভাগঃ- জনগণ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করবেন না। আপনাদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণরুপে সচেতন, আপনার নিকটস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির নিকট আপনার সমস্যাবলী পেশ করুন। মনে রাখবেন, এ সরকার আপনার দ্বারা গঠিত, আপনার জন্য।

পুলিশ বাহিনীঃ- যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিরীহ গ্রামবাসীদের দুষ্কৃতিকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্মুখীন হতে হয়। মুক্তিবাহিনী নামধারী কতিপয় দুষ্কৃতিকারী জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার নিকটেই পুলিশ বাহিনী রয়েছে- আপনারই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। সুতরাং যখনই কোন দুষ্কৃতিকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী টাউটের সম্মুখীন হবেন তখনই পুলিশ বাহিনীর হাতে তাদেরকে সমর্পন করুন।

স্বাস্থ্য বিভাগঃ- যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা ও গেরিলা বাহিনী ছাড়াও মুক্তাঞ্চলের জনগণ অসাবধানতা বশতঃ যে কোন মুহুর্তে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হতে পারে। যে যেখানেই যখনই কোনরুপ গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনই তাকে নিকটস্থ বাংলাদেশ সরকারের হাসপাতালে প্রেরণ অথবা নিকটবর্তী ডাক্তারকে সংবাদ দিতে সচেষ্ট থাকবেন। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা যেমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তেমনি আপনিও একজন মুক্তি সংগ্রামী। সুতরাং আপনার ক্ষতি দেশের ক্ষতি।

উন্নয়ন, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও সাহায্যঃ- দীর্ঘ আট মাস যাবৎ শত্রুসেনারা সোনার বাংলাকে মরণ কামড় দিয়ে শ্মশানে পরিণত করে চলেছে। তদুপরি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর যান-বাহন চলাচল এবং জনসাধারণের স্বল্প সময়ে সহজতর উপায়ে সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সহিত যোগাযোগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুনর্বাসন ও সাহায্য করার জন্য উক্ত উন্নয়ন বিভাগের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করে চলুন।

ক্ষতি নিরুপণঃ- পাক সামরিক বাহিনীর বর্বর সেনা, বাংলাদেশের মীরজাফর গোষ্ঠীর দালাল, শান্তি কমিটি ও শেষ পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতক বাঙালী রাজাকারের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে যে অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও সর্বশেষে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত তা আজ সর্বজনবিদিত। বাড়ীঘর লুট-পাট থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগ করতে তারা দ্বিধা করেনি। তদুপরি বর্বর বাহিনীর অসংখ্য গোলাগুলির আঘাতে আজ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল কেন, অধিকৃত অঞ্চলের দিকে তাকালেও, তার পূর্বের স্বরুপ এর অংশও পাওয়া যায় না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনার ক্ষতি নিরুপণের দায়িত্ব উক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই অবিলম্বে আপনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের গোচরীভূত করুন।

ব্যবসা বাণিজ্যঃ- যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণতঃ উৎপাদন, আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি কাজ প্রায়ই বন্ধ। জনসাধারণ অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া দূরে থাকুক দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উচ্চ মূল্য দিয়েও পাচ্ছে না। তাই সরকার জনসাধারণ যাতে ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে পারেন তার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছেন। ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অধিক দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনবেন না-কালোবাজারী বন্ধ করুন। কালোবাজারীকে ধরিয়ে দিন। মনে রাখবেন কালোবাজারী সামাজিক অপরাধী। শত্রুদের কোন পণ্য ব্যবহার করবেন না।

সংযোগ রক্ষাকারী (বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সহিত):- বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সেনা ও গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা রাত দিন ব্যাঙ্কারে, বনে-জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য শত্রু সেনাকে খতম করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। তাদের এই অগ্রগতির পিছনে আপনাদেরও সাহায্য প্রয়োজন আছে। শত্রু সেনাদের গোপন খবর আপনার নিকটবর্তী মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। ভ্রান্তিমূলক খবর দিয়ে শত্রুসেনাদের বিপর্যস্ত করুন। গোলাবারুদ, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সরবরাহ করে মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধ জয়ে এগিয়ে দিন। তারা আপনাদেরই ভাই-এ দেশ আপনাদেরই-শত্রুকে তাড়াতেই হবে, এই পণ নিয়ে যে যেভাবেই পারেন সাহায্য করুন, এর জন্য রয়েছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সহিত বেসামরিক সংযোগ রক্ষাকারী-অবিলম্বে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, এক মুহূর্ত নষ্ট করিবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপনিও একজন সৈনিক।

তথ্য ও প্রচারঃ- যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রু সেনাদের গোপন খবর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিকটে যদি কোন মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর না থাকে তা হলে তথ্য ও প্রচার দফতরে সামরিক বিষয়ের গোপন খবরাদি সরবরাহ করুন। গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। মনে রাখবেন দেওয়ালেরও কান আছে। জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তুলুন। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করুন।

কৃষি ও সেচঃ- দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্ত করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা। বাংলাদেশের কিছু অংশ এখনও শত্রুকবলিত। অধিক পরিমাণে ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদনে এগিয়ে আসুন।

বেসামরিক প্রতিরক্ষাঃ- অসাবধানতাবশতঃ নিরীহ জনসাধারণ যে কোন সময়ে শত্রুর শিকার হতে পারেন। অবিলম্বে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের শরণাপন্ন হউন-সাবধানের মার নেই।

শিক্ষাঃ- অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। অবিলম্বে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায় চালু করা হবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এখনও বিবেচনাধীন। ছোট ছোট শিশুরা যাতে বই পুস্তক নাড়াচাড়া করতে পারে তাতে এগিয়ে আসুন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

ডাক বিভাগঃ- মুক্তাঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সরকার অনতিবিলম্বে ডাক বিভাগ চালু করছেন। বাংলাদেশের নতুন আঙ্গিকের ডাক টিকিট, খাম, পোষ্ট কার্ড জনগনের ব্যবহারের জন্য প্রচার করা হবে।

শুল্ক- অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানী করে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করুন এবং সীমান্ত চৌকিতে শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিন।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও কোষাগার ও রাজস্ব বিভাগও কাজ করতে থাকবে। সময়মত জনগণের নিকট ইহাদের বিস্তারিত কার্যবিবরণ প্রচার করা হবে।

মুক্তাঞ্চলের জনগণের দায়িত্ব স্বাধীনতার জন্য অনেক। তাই-যে যে ভাবেই পারেন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিন। দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হবেন না। - কাউকে করতেও দেবেন না। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন বাঙালী জাতি হিসেবে নিজেকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরবার জন্য তৈরী হউন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় এবারের ঈদ সংগ্রামের নব চেতনা	সংগ্রামী বাংলা* ঈদের বিশেষ সংখ্যা	**নভেম্বর, ১৯৭১**

সম্পাদকীয়

এবারের ঈদ
সংগ্রামের নব চেতনা

প্রতি বছরের মত এবারেও বাংলার বুকে ঈদোৎসব নেমে এসেছে কিন্তু অন্য বছরের চেয়ে এবারের উৎসব সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র। এবারের ঈদের চাঁদ বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত। এবারের চাঁদ সন্তানহারা মায়ের, ভাই হারা বোনের, স্বামীহারা বিধবা নারীর আর পৈশাচিক বর্বর হামলার সাক্ষ্য বহন করে উদয় হয়েছে। এই চাঁদ প্রতিজ্ঞা করার আর একতাবব্ধ হয়ে হানাদার শত্রুনিধনের মন্ত্র বয়ে এনেছে।

এবারের ঈদকে আমরা বরণ করেছি ‘ঈদ মোবারক’ হিসেবে নয় বরং ‘সংগ্রামী ঈদ‘ হিসেবে। কারণ দেশের ভেতর আজ মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা, জীবনে নাই নিরাপত্তা। এক কোটির মত বাঙালী জনতা দেশ ছাড়া।

বাংলার বুকে ঈদগাহে আজ মানুষ নাই কারণ পশুর সাথে মানুষের একত্রে নামাজ হতে পারে না। গত বছর এই ঈদ উৎসবে জনগণ তাদের নেতা শেখ মুজিবকে পেয়েছিল কিন্তু এবার তিনি পশুদের কারাগারে। তাঁর আশু মুক্তির জন্য আর তাঁর দেয়া স্বাধীনতার মন্ত্রকে বাস্তবে রুপদানের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। সাত কোটি বাঙালী তাদের নেতার মুক্তি আর বাংলার স্বাধীনতার জন্য বিশেষ মোনাজাত করেছে।

দেশ মাতার বুক হতে জল্লাদ খানসেনাদের তাড়ানোর জন্য প্রতিটি মুক্তিবাহিনী এবারের ঈদোৎসবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং ৪জন ছাত্রনেতা এজন্য পৃথক পৃথক বাণীতে বলেছেন যে, যেদিন বর্বর খানসেনাদের এদেশ হতে তাড়াতে পারব আর সমস্ত দেশকে মুক্ত করতে পারব সেই দিনই আমাদের নতুন ঈদ নেমে আসবে। আজ এদিন সবার কাছে সংগ্রামের বীজ বপনের দিন হিসাবে দেখা দিয়েছে অন্য কোন আনন্দ উৎসব হিসেবে নয়।

---

* সংগ্রামী বাংলাঃ সাপ্তাহিক। সম্পাদকঃ মোঃ এমদাদুল হক। সংগ্রামী বাংলা প্রেস, তেঁতুলিয়া হতে এমদাদুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক সিরাজুল ইসলাম এম, পি, এ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঐ নতুনের কেতন উড়ে	সংগ্রামী বাংলা ১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঐ নতুনের কেতন ওড়ে
(সংগ্রামী বাংলা রিপোর্ট)

চটল তথা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত এক ডাকে সমস্ত মুক্তিবাহিনী জেগে উঠেছে। উত্তরের দিকে ঠাকুরগাঁ মহকুমা সম্পূর্ণ মুক্ত। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে দিনাজপুর জেলা আমাদের দখলে আসবে তাতে কোন ভুল নাই। খানসেনারা এখানে দারুণভাবে মার খেয়ে সৈয়দপুর ঘাঁটি কাঁহা হ্যায় বলতে বলতে দৌড়িয়েছে। ফরিদপুর জেলা সম্পূর্ণ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে। সেখানকার নদীগুলোর প্রতিটি নৌকার মাঝিই মুক্তিবাহিনীর একজন বীর সেনা। টাঙ্গাইল জেলার সম্পূর্ণ, কুমিল্লা, ফেনী, মাগুরা প্রভৃতি এলাকায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে পত পত করে। খান দস্যুসেনাদের তাড়িয়ে দিয়ে আজ বাংলা ধন্য। প্রতিটি মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। দেশকে আবার নতুন করে গড়ার কাজে দেশের ছাত্র জনতা ও নেতৃবৃন্দ দিবা রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ‘‘আমরা বাঙালী’’ এই মন্ত্রে একতাবদ্ধ হয়ে সমস্ত জাতি আজ দেশ গঠনের কাজে ব্যস্ত। বর্বর খানসেনারা পিছু হটার সময় আশে পাশের ঘরবাড়ী দোকান-পাট কিছুই ভাল রেখে যায়নি। যেভাবে সমস্ত এলাকাগুলো একের পর এক মুক্ত হয়ে চলেছে তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। আমরা আরো আশা করছি, যেভাবে মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানেরা দৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ তাতে আর দশ দিনের ভেতর সমস্ত বাংলা ভূমি মুক্তি পাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা জনতার ধন, মাল, জানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য জনতা আজ একতাবদ্ধ। বাংলার মাটিতে সমস্ত হানাদার দস্যুরা একে একে নির্মুল হয়ে পড়েছে। ভাঙা পাকিস্তানের উপর মুক্তিবাহিনী একটি করে নতুন গাছের চারা লাগিয়ে দিচ্ছে। তা হচ্ছে ‘‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ’’। তর তর করে বেড়ে উঠবে এই গাছ। অচিরেই ডালপালা মেলে ফুলে ফলে ভরে উঠবে এই নতুন চারাটি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অভিযান	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অভিযান

ফরাসী বিপ্লবের সময় এক মনীষী মন্তব্য করেছিলেন, বিপ্লবের এই সুবিশাল এবং জটিল কর্মকাণ্ড রচনা করার জন্য ফরাসী দেশের প্রতিটি মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়েছে। প্রতিটি জাতি যখন মোহ নিদ্রা থেকে প্রাণ শক্তির প্রবল জোয়ারে জেগে ওঠে, নতুন ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয় তখন গোটা জাতিকে সহস্র ধারায় আপনাকে বিকাশ করতে হয় এবং প্রতিটি কর্মই তার দুঃসাহসিক অভিযান হয়ে দেখা দেয়। এই অভিযানে দুঃখ আছে, বেদনা আছে-লাঞ্ছনা, বঞ্চনা তাও আছে। কিন্তু আরোও একটি বস্তু নিহিত থাকে মর্মমূলে-সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল-আনন্দ সৃষ্টি করার আনন্দ, মঙ্গলকর কল্যাণের কর্মে নিজকে ক্ষয় করার আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর স্বর্ণ-সন্ধানী সে কোদাল পেটানো শ্রমিকরা যেমন বলে, ‘কে বলে কোদাল চালাই, আমরা কোদাল নাচ নাচি’। একই কথা একটু ঘুরিয়ে আমাদের বাঙলা দেশের মানুষেরাও বলতে পারে, আমরা সংগ্রাম নাচ নাচছি। আমাদের এই সংগ্রাম আনন্দের সংগ্রাম। কেননা আমাদের পিত্র ভূমিতে আনন্দের বাঁচা বাঁচবার জন্য আমরা লড়াইয়ের ডাক দিয়েছি, আমাদের মুখ বুজে থাকা ইতিহাসের শিরায় শিরায় আনন্দ শোণিত প্রবাহিত করিয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত এবং শৃঙ্খলিত দাসের ইতিহাসকে স্বাধীন মানুষের ইতিহাসে রুপ দেয়ার জন্য আমরা কষ্ট ভোগ করছি, আমরা মরছি।

ভাসাভাসা ভাবে দেখলে আমাদের দুঃখ কষ্ট তার সীমা নেই। আমরা অনেক মরেছি অনেক চলে এসেছি, অনেকে ঘাতকের গুলীর মুখে দেশের অভ্যন্তরে স্তব্ধ-বাক এবং অনেকে লড়ছি। আমাদের ক্ষয় ক্ষতির তুলনা নেই। রণক্ষেত্রে বলুন, শরণার্থী শিবিরে বলুন, অপরিচিত পরিবেশে প্রতিটি দৈনন্দিন কর্মই আমাদের কাছে সত্যি সত্যি অভিযান। আমরা হাসি মুখে এ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি এবং আরো বৃহত্তর অভিযানের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। প্রাণ ধারনের সংক্রমিত আনন্দ ধারা আমাদের পাথরের বাধা ভাঙতে সামনে আরো সামনে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা রক্তদান কোনো দিন বৃথা যাবে না। আমাদের দেশে একদিন বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির তলা অবধি রাঙিয়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে। সে দিনের আর দেরী নেই।

নতুন ইতিহাস সৃজনেরর প্রখর আনন্দে আমাদের জাতি অসম্ভবকে সম্ভব করার অভিযানে নেমেছে। আমরা জাতির অগ্রযাত্রার স্পন্দন ধারণ করতে চাই, জাতির আনন্দ ধারার বাহন হতে চাই। আমরা নিজেদেরকে জাতির সর্বাঙ্গীণ সংগ্রামের সহযাত্রী বলে ঘোষনা করছি। শুধু আজ নয়, শুধু কাল নয়, সুদূর ভবিষ্যতেও আমরা বাঙলাদেশে তথা বিশ্ব মানবের অধিকার আদায়ের অভিযানে শিকার বাজ পাখীর মতো চক্ষু তীক্ষ্ণ এবং দৃষ্টি সজাগ রাখবো। স্বাধীন মানুষের চিন্তা, কর্ম, জীবিকা এবং কল্পনায় শৃঙ্খল পরাবার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে চলবে অভিযান- এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

* অভিযানঃ বাংলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ঢাকা। সম্পাদকঃ সিকান্দার আবু জাফর। ঢাকা নিউজপেপার প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত। কোলকাতায় যোগাযোগের অস্থায়ী ঠিকানাঃ ৮৪/৯ রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
শ্রীমতি গান্ধী পশ্চিম সফরান্তিক সাফল্য	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

শ্রীমতি গান্ধী পশ্চিম সফরান্তিক সাফল্য

তিন সপ্তাহকাল পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ সফর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গত ১৩ই নভেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁ সফরসূচীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো ছিল বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী। বর্তমান সফর পশ্চিমের দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সাথে বাংলাদেশ প্রশ্ন আলোচনায় মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে শ্রীমতি গান্ধী পালাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন।

পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন, যে সমস্ত দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতোদিন পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করে আসছিল শ্রীমতি গান্ধীর সফরে সে সমস্ত দেশগুলো এখন অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীমতি গান্ধীর পশ্চিম দেশ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার বাংলাদেশ প্রশ্ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কি রকম।

শ্রীমতি গান্ধী প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে, বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং ভারত তাতে হস্তক্ষেপ করার বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশে গণহত্যা পরিস্থিতির ফলে লক্ষ লক্ষ লোক যে ভারতে শরণার্থী হয়েছেন এটাও একটি বাস্তব সত্য। ভারত মানবতার খাতিরেই তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তা ভারতের অর্থনীতিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত। সুতরাং এই বাংলাদেশ সমস্যা এদিক দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম2স্যা। বাংলাদেশে এখনও জঙ্গীশাহী গণহত্যা অব্যহত রেখেছে। এমতাবস্থায় শরণার্থীদের ভারত পুনরায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে না। তাহলে মানবতা কথাটা হয়ে পড়বে অর্থহীন। শরণার্থীও এই পরিস্থিতিতে স্বদেশে ফিরে যেতে মোটেই রাজী নন। বাংলাদেশে তাই প্রয়োজন আশু রাজনৈতিক সমাধান।

এই বক্তব্যের আলোকেই এখন বিচার করে দেখতে হবে বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য।

এটা বুঝতে কারুরই কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে, বাংলাদেশ সমস্যার সঠিক যৌক্তিকতা পশ্চিমী দেশগুলোকে অনুধাবন করাবার প্রচেষ্টাতেই শ্রীমতি গান্ধীর এই সফর।

পাকিস্তান এতোদিন ধরে প্রচার করে বেড়িয়েছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বৈব মিথ্যা এবং ভারতের কারসাজীতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীর অনুপ্রবেশকারীদের সাথে পূর্ব বাংলায় নানারকম নাশকতামূলক কাজে অংশ নিয়েছে।

পাকিস্তানী প্রচারের এই ধুম্রজালসৃষ্টি হয়ত বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোকে বিভ্রান্ত করেছে। আর তারই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান পেয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক সাজ সরঞ্জাম।

কিন্তু সামরিক সাজ সরঞ্জাম পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক বিজয় অর্জন করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিপুলসংখ্যক পাকসেনা খতম ও জখম হওয়ার ফলে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এখন ভাঙনের মুখোমুখি।

এই ভাঙনকে ঠেকাতে বিকল্প কর্মসূচী অবশ্যই ইয়াহিয়া খাঁকে পেশ করতে হবে। ইয়াহিয়া খাঁ ইতিমধ্যেই বিকল্প পন্থা হিসাবে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন। রণহুংকার ছেড়েছেন ভারতের বিরুদ্ধে। ভারতের সাথে যুদ্ধ

বাধলে বাংলাদেশ প্রশ্ন চাপা পড়ে পাক-ভারত সমস্যার উদ্ভব হবে। তাহলে সামরিক বাহিনীর ভাঙনও রোধ হবে উপরন্তু বাংলাদেশ সমস্যার হবে অবসান।

কিন্তু আমরা জানি ভারত একটি শান্তিকামী দেশ। যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে ভারত সদাসচেষ্ট। আর এই সম্ভাব্য যুদ্ধকে এড়িয়ে উপমহাদেশে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতেই শ্রীমতি গান্ধী পশ্চিমা দেশগুলো সফরে যান।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোকে মনে রেখেই এবার বর্তমান সফরের মূল্যায়ন করে দেখা যাক।

অষ্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামে শ্রীমতি গান্ধীর সফর খুবই সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও সত্য যে পাকিস্তানের উপর দুটো দেশের প্রভাব খুবই কম। তবে কোন দেশ থেকে সাহায্য না পেলেও তাদের কাছে অস্ত্রের জন্য ধর্ণা দেওয়া ইয়াহিয়ার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই এই পথটিও এবার রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ দুটো দেশই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতীয় নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন জানানো হবে। এবং পাকিস্তানকে কোনরকম অস্ত্রই সাহায্য করা হবে না।

এ দুটো দেশের পর শ্রীমতি গান্ধী যান বৃটেনে। সেখানে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী হীথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউমের সাথে। বৃটেনের এই দুই নেতা পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও তাঁদের পুরনো রক্ষণশীল নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৃটেনের এই দুই রাষ্ট্র শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করলে শ্রীমতি গান্ধী স্পষ্টই বলেছেন যে পূর্ব বাংলায় উপযুক্ত পরিস্থিতি ফিরে না এলে শরনার্থীরা সেখানে ফিরে যেতে পারে না। আর এজন্যে দরকার বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান। বাংলাদেশ প্রশ্নে পাক-ভারত আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথেই আলোচনায় বসতে হবে।

শ্রীমতি গান্ধীর এই সঠিক বক্তব্যের পর বৃটেনের মনোভাব যে কিছুটা বদলেছে তার কারণ তারা বলতে শুরু করেছে যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বৃটেন সচেষ্ট হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শ্রীমতি গান্ধীর সফর ফলপ্রসু হয়েছে। নিক্সন সরকার স্পষ্টই বলেছেন, পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য করা হবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক সমাধানে তাঁর সরকার পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ দেবেন।

অস্ত্র সাহায্য সত্যিই কি বন্ধ হবে- এ ব্যাপারে অনেকের মনেই হয়ত সংশয় আছে। তার কারণ ভারতের পররাষ্টমন্ত্রী শরণ সিং আমেরিকা সফর শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য করবে না। কিন্তু এর পর পরই আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র পাঠায়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একবার অস্ত্র সাহায্য বন্ধের কথা স্বয়ং নিক্সনই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সরাসরি ঘোষণা বরখেলাপের সম্ভাবনা খুবই কম।

কাজেই এদিক দিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সফর অনেকখানি সার্থক হয়েছে বলা যায়।

ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিদু শ্রীমতি গান্ধীর সম্মানে প্রদত্ত ভোজ সভায় বলেছেন যে পূর্ব বাংলার সংকট মূলতঃ রাজনৈতিক। বাংলাদেশের জনগণের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান করতে হবে। তা না হলে পাক-ভারত উপমহাদেশে অশান্তির ঝড় বইবে, যার ফল হবে খুবই মারাত্মক।

পম্পিদুর বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রশ্নে ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গী যে ভারতের অত্যন্ত কাছাকাছি সেটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

সবশেষে শ্রীমতি গান্ধী যে-দেশ সফর করেন তাহলো পশ্চিম জার্মানী। এই পশ্চিম জার্মানীতেই শ্রীমতি গান্ধীর সফর সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসু হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের বক্তব্য হলো, পূর্ব বাংলা সমস্যাটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তার সমাধানও তাকেই করতে হবে।

কিন্তু বাংলাদেশ সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে চরম উত্তেজনা। এই উত্তেজনা উপশমকল্পে ব্রান্ট তাঁর সীতিম ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেও রাজী হয়েছেন।

পূর্ব বাংলার সংকট নিরসনে শেখ মুজিবের মুক্তিকে প্রাথমিক করণীয় হিসেবে বিবেচনা করে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার প্রয়োজন বলে চ্যান্সেলার ব্রান্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি চিঠি দেবেন বলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন।

উইলি ব্রান্টের এই উদ্যোগ সফল হতে পারে। কেননা পশ্চিমের বহু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রই পশ্চিম জার্মানীর সাথে অনেক দিন পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখেননি। কিন্তু ব্রান্ট ক্ষমতাধীন হবার পর থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে লেনদেনের সম্পর্কও গড়ে ওঠে। আমরা জানি বহুদিন ধরেই জার্মান সমস্যা একাধিকবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকী দিয়েছে। কিন্তু সেই জার্মান সংকটও উইলি ব্রান্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে সমাধা হয়েছে।

উইলি ব্রান্ট অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু একটি বারের জন্যেও তিনি বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক-ভারত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি। বৃটেন আমেরিকার মত পাক-ভারত আলোচনা কিংবা ভারতের মাটিতে রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষক স্থাপনের পরামর্শও ব্রান্টের মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সবগুলো দেশের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এটুকু বলা যায় যে শ্রীমতি গান্ধীর এই সফর বৃহৎ শক্তিবর্গের চোখ খুলে দিয়েছে। খোদ আমেরিকা এবং বৃটেনও অনুধাবন করতে পেরেছ, প্রায় এক কোটি লোক যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তা কিছুতেই ভারতের অভিসন্ধিমূলক প্রচারণা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এটা বোঝা যায় যে বৃহৎ শক্তিবর্গ এখন সত্যি সত্যিই পাকিস্তানের সমর নায়ক ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে করে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সকলেই একই সুরে গাইতে শুরু করেছেন। শ্রীমতি গান্ধীও পশ্চিমা শক্তির কাছে এরকম কিছুরই প্রত্যাশা করেছিলেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
''প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত''	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

''প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত-
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর-শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই;
আমাদের সংগ্রাম চলবেই''

বাংলাদেশের অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল অস্তিত্বে যেন তাদেরই একান্ত সান্নিধ্যে অনুভব করেছিলেন যারা নিঃশেষে রক্ত বিসর্জনের ভেতর দিয়ে মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দখলদার পাকিস্তানী দুশমনের শৃঙ্খলমুক্ত করবে।

তাই ৭ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশের বৃহত্তম জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা যখন রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো- কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করেই ছাড়বো।'

রক্ত দিয়েছে- আরও অনেক রক্ত দিয়েছে শিশু-বৃদ্ধ নরকারী বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র অগণিত মানুষ।

কত রক্ত দিয়েছে বাঙালী, জানতে চাও যদি ইতিহাসের তথ্য-লিপিকার, জিজ্ঞাসা করো বাংলার তৃণ-মাঠ পথ-ঘাট নদীস্রোতের কাছে। রক্ত দিয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান। এ রক্ত আমাদের আত্মপরিজনদেরই শুধু নয়- এ রক্ত আমাদের পিতৃ-পিতামহের। বাংলাদেশের শত শত নদীধারা সফেন তরঙ্গ-ললাটে সন্তানবিধুরা চিরক্রন্দনময়ী বঙ্গজননীর জর্জরিত হৃৎপিণ্ডের সহস্র ক্ষতমুখে উৎসারিত রক্ত-চুম্বন মেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, যুগান্তকালের নিস্তব্ধ কণ্ঠে সূর্যশীর্ষ মহিমার কম্বুধ্বনি তুলে প্লাবন হয়ে ছুটে গিয়েছে সাগর থেকে সাগরে, সমুদ্র থেকে সমুদ্রে। মহামানুষের অবিশ্রান্ত প্রাণ-প্রবাহে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে অনন্ত ভবিষ্যতের শুভাশীষ নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর আশ্বাসদীপ্ত বাংলাদেশের নির্ভয় ছাত্র-তরুণেরা স্বাধীনতার যে পতাকা সেদিন বাস্তবায়িত করেছিল, ২৩শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে যে পতাকার বর্ণে বর্ণে তারা নীলাম্বরের উদার স্পর্শ মাখিয়েছিল সে পতাকা আজ বিশ্বের বিস্ময়ের প্রতীক। আমরা জানি সারা বিশ্বের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যুদ্ধজয়ী বাঙালীর জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে নতশির শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে।

২৫শে মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তাঁর ছায়ানুগামী- প্রখর দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্র-তরুণ এবং বাংলাদেশের মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার পাকিস্তানী

বাহিনীর হাত থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে নির্দ্বিধায় তুলে নিয়েছেন প্রতিজ্ঞার গুরুভার। সেই প্রতিজ্ঞার অস্ত্রমুখে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত অর্থনীতি, উপস্থিত রাষ্ট্রনীতি এবং ধিকৃত সমরনীতির ফলে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তান আজ করুণার কাঙালী। কিন্তু এই ঘাতকচক্র নিজেদের সত্য পরিচয় কেনো মুখোশেই আড়াল রাখতে পারেনি। তাই একদিকে তার বিশ্বের ভর্ৎসনা যেমন কুড়োচ্ছে অন্যদিকে বাংলাদেশের মাটিতে জমে উঠছে তাদের লাশের স্তুপ। আগামী ২৭শে ডিসেম্বরের আগেই সেদিনের সূর্যোদয় হবে বলে আমরা অনুমান করি, যেদিন বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী ঘাতকদের শেষ লাশটির উদর বিদীর্ণ করতে গিয়ে শবভুক শৃগালের চোখ দুটিও বুঝি আর্দ্র হয়ে উঠবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ঢাকায় আবার গণহত্যা	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

ঢাকায় আবার গণহত্যা!

গত ১৩ই নভেম্বর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র পুনরায় কার্ফিউ জারী করে। মুক্তিসংগ্রামীদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে জঙ্গীশাহী দুটো শহরেই ২৫শে মার্চের কায়দায় জনসাধারণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো একটি দালালী সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুক্তিসংগ্রামীদের নামে একটি তালিকা প্রস্তুত করে তারা বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালায়। প্রকাশ তাদের না পেয়ে পাক সৈন্যরা বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্যা করে, অনেকের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং বেশ কিছুসংখ্যক নির্বিরোধ নাগরিক ও স্কুল কলেজের ছাত্রকেও ধরে নিয়ে যায়। ফলে কার্ফিউ তুলে দেবার পর পরই জনসাধারণ নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। এবারকার অভিযান শত্রুদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সরাসরি সংঘর্ষে দু'পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুক্তিসংগ্রামীরা বহু এলাকাকেই শত্রুকবলমুক্ত করেছেন। নোয়াখালীতে একটি এফ-৮৬ পাকিস্তানী জেট প্লেনও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, জঙ্গীশাহী বিশ্বজনমতকে ধাপ্পা দেয়ার জন্যে ২৭শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের যে গোঁজামিল অধিবেশন বসানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেটা পুরোপুরি বানচাল করে দিয়ে তার আগেই বাংলাদেশের সর্বত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করার জন্যে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছেন ঢাকার এই সরাসরি সংঘর্ষ তারই একটি অংশ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ব্যর্থ মনোরথ ভুট্টোর প্রত্যাবর্তন	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

ব্যর্থ মনোরথ ভুট্টোর প্রত্যাবর্তন
(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ৫জন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি পিকিং সফর করেন। সফর সর্ম্পকে পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য, অস্ত্র সাহায্য এবং দুদেশের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বলিষ্ঠতর করার জন্যই এই প্রতিনিধি দলের চীনের রাষ্ট্রনায়কদের সাথে আলাপ আলোচনা।

পররাষ্ট্র দফতরের বক্তব্য ছাড়াও এই সফরের আরো কতকগুলো সম্ভাব্য দিক আছে। কামান, ট্যাংক আর মেশিনগান দিয়েও যখন বাংলাদেশের আন্দোলনকে রোধ করা গেলো না তখন ইয়াহিয়া খাঁ নয়া ফন্দি আটতে শুরু করে। সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করার জন্যে এই সমস্যায় ভারতকে জড়িয়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়। আর সে জন্যেই সে ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারা করে। এই যুদ্ধের হুমকীর পেছনেও জঙ্গীশাহীর দুটো মতলব ধরা পড়ে। ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে স্বভাবতঃই বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র এসে মধ্যস্থতা করবে। তখন এই বাংলাদেশ সমস্যা চাপা পড়ে তার জায়গায় পাক-ভারত সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আলোচনায় স্থান পাবে।

দ্বিতীয়তঃ পাক জঙ্গীশাহী এখন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। বাংলাদেশকে যে আর নিজেদের কবলে রাখা যাবে না এব্যাপারেও জঙ্গীশাহীর মনে নেই কোন রকম দ্বিধা। কিন্তু এই মুক্তিবাহিনীর দ্বারা বিতাড়িত হলে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেও সমূহ বিপদ দেখা দেবে এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে একমাত্র পথ ভারতের সাথে যুদ্ধ। ভারত যুদ্ধ করলে জঙ্গীশাহী পরাজিত হবে সন্দেহ নেই কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্য দিয়েও একটা সুদূরপ্রসারী সুফল পাওয়া সম্ভব। ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধলে মুক্তিবাহিনী সুযোগের সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশকে করবেন শত্রুকবলমুক্ত। আর জঙ্গীশাহী মুক্তিবাহিনীর কাছে এই পরাজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানের ভিন্নভাষাভাষী জাতির জনগণকে বোঝাবে ভারতই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। এই ষ্টেশনেই সে পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র রাখতে পারবে।

কিন্তু পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্য বুঝি সফল হলো না। সীমান্ত যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ঠিক সেই সময়ে ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে এক পারস্পারিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ভারত রাশিয়া চুক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করেই ইয়াহিয়া খাঁ পিকিং-এ প্রতিনিধিদল পাঠায়। সে চায় ভারত রাশিয়া চুক্তির পাল্টা হিসেবে পাক চীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। আর তাহলেই সর্বনাশ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে।

পিকিং সফরের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ইয়াহিয়া খাঁর একটি সূক্ষ্ম অভিমানও পরিলক্ষিত। এ অভিমান আর কিছুর জন্যেই নয়, শুধুমাত্র অস্ত্রের জন্যে সবাই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিক্সনের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর দীর্ঘ আলোচনার পর নিক্সন সরকার ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সাহায্য পাঠানো হবে না। এই ঘোষণা যখন ইসলামাবাদে পৌছে, পাক প্রতিনিধি দল

তখন পিকিং-এ। প্রতিনিধি পাঠিয়ে পাকিস্তান আবার ইঙ্গিতে এটাই প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বোঝাতে চেয়েছে যে, তোমরা যদি অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করো তাহলে আমরা পুরোপুরি চীনের দিকে চলে যাবো। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৫ সালেও পাকিস্তান অনুরুপ চাল ছেড়ে বেশ কিছুটা সুবিধা আদায় করেছিল।

এবার দেখা যাক ভুট্টোর পিকিং সফরে আলোচ্য উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হলো কিনা।

পিকিং-এ ভুট্টোর মিশন পৌছানোর পরই আলোচনা শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সফরের আগেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল মনে করেছিলেন যে চীন জরুরী তলব করাতেই প্রতিনিধ দলটি পিকিং-এ যায়।

অবশ্য এই সম্ভাবনাটিকেও যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তার প্রমাণ চীনা উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য। তাঁর বক্তব্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের উপর। অস্ত্রের ব্যাপারে চীন সম্পূর্ণ নীরব। পূর্ব বাংলার গণহত্যা সম্পর্কে কিছু না বললেও চীন এটুকু বলেছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার অন্যায় সুযোগ নিয়ে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে চীন সরাসরি জড়িয়ে পড়বে না বলেও চীনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়।

চীনের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে চীনের নীতি বর্তমান সময়ে অনেক পালটেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে নজীরবিহীন গণহত্যা শুরু হবার পর পাক জঙ্গী সরকারকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেও চীন বাংলাদেশে তার অনুগামীদেরকে জঙ্গীশাহীর বিরদ্ধে যুদ্ধ করবারই নির্দেশ দেয়।

বর্তমান সফর সম্পর্কে জঙ্গীশাহী জোরগলায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও সত্যিকারভাবে তারা মোটেই খুশী হতে পারেনি। নিউজ উইকের সাংবাদিকের কাছে ইয়াহিয়ার চীন সম্পর্কিত ঘোষণাও অসার প্রমাণিত। উপরন্তু যে অস্ত্রেই ভিক্ষার এই পিকিং সফরে সে অস্ত্রের প্রশ্নে পিকিং পুরোপুরি নিশ্চুপ।

সুতরাং যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে ভুট্টোর পিকিং সফর তার কোনটাই ত হলো না উপরন্তু বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে পুনরায় ধর্না দেয়ার পরও সম্পর্ক রুদ্ধ হয়ে গেলো। কেননা ভুট্টো আগেই বলেছেন যে জাতিসংঘ থেকে সমস্যা সমাধানের পথ কোন দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর সে জন্যেই আমরা পিকিং এসেছি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচারিত সংবাদ ‘দুরভিসন্ধিমূলক’	অভিযান ১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ-পাকিস্তান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচারিত সংবাদ ‘দুরভিসন্ধিমূলক’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ সম্প্রতি ইউ পি আই এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা সংক্রান্ত প্রচারিত সংবাদ মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী কোন স্তরের নেতৃবৃন্দই কলিকাতা বা অন্য কোন দেশস্থিত মার্কিন কূটনীতিকদের মাধ্যমে কোন রকম প্রস্তাব বা আশ্বাস কখনও পাননি। কাজেই ইয়াহিয়া খাঁ বা তার প্রতিনিধির সাথে আলাপ আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর পূর্ব ঘোষনার পুনরুক্তি করে বলেনঃ পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। যারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আমাদের জন্য যদি কিছু না করতে পারেন তবে স্বাধীনতার জন্য আমাদের অন্ততঃ মৃত্যুবরণ করতে দিন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় খেলা সমাপ্তির শেষ ঘণ্টাধ্বনি	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

খেলা সমাপ্তির শেষ ঘণ্টাধ্বনি

সুদীর্ঘ আট মাস ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে একদিকে যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বাঙলার মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানী শাসন-শোষণের অবসানকল্পে করেছেন মরণপণ সংগ্রাম, অন্যদিকে তেমনি জামাত, পিডিপি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রঙবেরঙের পার্টিগুলোও ইয়াহিয়ার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

বাংলাদেশের এই সব পার্টিগুলোর বর্তমান ভূমিকা আপাতঃদৃষ্টিতে একটু বেমানান ঠেকলেও এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঐতিহাসিক ভাবে এই পার্টিগুলো তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

আজ ২৩ বছরের শাসন-শোষনের ফলে যে ঘৃণা বাঙালীর মনে জমে উঠেছে তারই শেষ পর্যায় হলো আজকের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তানের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলাকে তাদের শোষনের আবাসভূমি হিসেবে রাখতে চেয়েছে। আর তার জন্যই তারা পূর্ব বাঙলায় তাদের নিজেদের বাছাই করা লোকদের ব্যবহার করেছে। এই বাছাই করা লোকরাই হচ্ছে নূরুল আমিন, ফজলুল কাদির চৌধুরী, গোলাম আজম, ফরিদ আহমদ, মোনেম খাঁ, মাহমুদ আলী, সবুর খান, ওয়াহিদুজ্জামান প্রভৃতি লোকেরা।

এরা কখন কখন খোদ সরকারী পক্ষ নিয়েছে আবার কখনও বা বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তান এক রাখার ব্যাপারে এরা সকলেই একমত। ধর্মের দোহাই তুলে পূর্ব বাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে কেউবা। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই তাদের এই ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এবং অবশেষে বর্তমান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যেকটিতেই তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত ঘৃণার সাথে স্মরণ করে।

১৯৫২ সালে প্রথম আঘাত আসে পূর্ববাংলার জনগণের উপর। বাঙলার মানুষের নিজস্ব বিকাশ যাতে না হয় তার জন্যে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার সম্মানে ভূষিত করবার সংকল্প নেয়। বাংলার মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তদানীন্তন নূরুল আমিন সরকার একে কঠোর হাতে দমন করার জন্যে ঢাকার মিছিলে লেলিয়ে দেয় তাদের পিটুনি-বাহিনী। এ দিকে অন্যান্য লোকেরা তখন এর মধ্যে হিন্দুয়ানী গন্ধ পেতে শুরু করে। আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলার জনগণ তাদের এই অপকৌশল বুঝতে পারায় সেই সময়টাতে এরা খুব সুবিধা করে উঠতে পারে না।

১৯৫২ সালের আন্দোলনে সুবিধা করতে না পারলেও তারা নিষ্ক্রিয় বসে রইল না। হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা তখন সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করার জন্য তারা ৯২ (ক) ধারা জারী করে। সাথে সাথে

যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন সৃষ্টির কাজে এই সব দলগুলোকে সক্রিয় করে তোলে এবং পরবর্তীকালে তথাকথিত বাঙালী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু ধামাচাপা দেয়া মন্ত্রিসভার আসল চরিত্রও জনগণের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।

কোনমতেই যখন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী জনগণকে দমিয়ে রাখা যাচ্ছিল না তখন তারা শেষ অস্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি করে মুসলিম লীগকেই আবার চাঙ্গা করে তোলে। ১৯৬২ সালে নয়া শিক্ষীনীতি পূর্ব বাংলার উপর চাপিয়ে দিতে গেলে বাংলার ছাত্র সমাজ রুখে দাড়ায়। শিক্ষানীতির পিছনে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল, পূর্ব বাংলার জনগণকে শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা। এই শিক্ষানীতি চালু করার জন্যে তারা তাদের দুটো লেজুড় ছাত্র সংগঠন এস, এস, এফ এবং ইসলামী ছাত্র সংঘকে কাজে লাগায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলার সবচেয়ে সচেতন অংশ ছাত্রসমাজের উপর পর পর আক্রমণের কারণ হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র খুব ভালভাবেই জানতো যে বাংলার ছাত্র সমাজই পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং এদের আমল দিলে অচিরেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবলুপ্তি ঘটবে। তাই ছাত্র তরুণের প্রাণ বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত কোন দাবীই তারা মেনে নেয়নি।

১৯৬৪ সালে চণ্ড মোনায়েম খাঁকে দিয়ে সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলে সাধারণ ছাত্রসমাজ আবার রুখে দাঁড়ায়। তখন মুসলিম লীগ ও জামাত ইসলাম তাদের ছাত্র সংগঠনকে দিয়ে এই উৎসব সফল করে তোলার জন্যে পাল্টা উদ্যোগ নেয় কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞা ছাত্রসমাজ এই উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে সমাবর্তন বর্জন করে। তখন শাসকচক্রের দালাল ছাত্র সংগঠন ও ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পর পরই মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি দলগুলো জনগণের সংগ্রামী ধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্যে এই পূর্ব বাঙলার বুকে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধায়। নিরীহ হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে এ সময় অনেক রাজনৈতিক কর্মীও প্রাণ হারান। দাঙ্গার পরপরই তারা কাশ্মীর সমস্যার ধুয়া তুলে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব জনগণের মধ্যে ছড়াতে শুরু করে। এভাবে পুরো দশটি বছর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলনে ব্যাপৃত রাখে। কিন্তু প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনই পূর্ব বাংলার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশী সচেতন করে তোলে।

তাই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দোহাই দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করা হয় তখন বাঙলার মানুষ আর চুপ করে বসে থাকে না।

১৯৬৯ সালে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ ১১ দফার ভিত্তিতে ব্যাপক গণআন্দোলনের আহবান জানালে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। সিময় পি ডি পি, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগ যৌথভাবে ১১ দফার পাল্টা হিসাবে আট দফা দাবী জনগণের সামনে পেশ করে। আন্দোলনের নামে পূর্ব বাংলার জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এই আট দফা উত্থাপন। কিন্তু সকল আন্দোলনে এদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হওয়ায় আট দফা জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ হয়।

এইভাবে প্রতিটি আন্দেলনেই তাদের নির্লজ্জ ভূমিকা জনগণকে অনেক বেশী সচেতন করে দিয়েছে। তাই যখণ নূরুল আমিনের মুখে উত্তরবঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী উঠতে দেখা যায়, জনগণের পক্ষ থেকে তখন তেমন কোনরুপ সাড়া পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব বাংলার বিগত আন্দোলনে পি ডি পি, জামাত, নেজাম ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলো যেমন একদিকে জনগণ থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অন্য দিকে তেমনি তারা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

২৩ বছরে যে ঘৃণা আস্তে আস্তে জমে উঠেছে তারই চরম পর্যায় হচ্ছে আজকের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তানী শাসন শোষনের অবসানকল্পেই এই যুদ্ধ। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় অন্যান্য স্বাধীন জাতির মতোই। তারা যেমন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাঙালীদেরকেও তাই করতে হচ্ছে। যতো দিন যাচ্ছে, স্বাধীনতাযুদ্ধ তত জোরদার হচ্ছে। পাকিস্তানের পতনও অনুরুপভাবে ঘনিয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'পাকিস্তান' থাকবে না। তার রাজনীতিও থাকবে না। সুতরাং এই সব দলের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

এমতাবস্থায় নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হবে, বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। অতএব এরা সরকারী বা বিরোধী পক্ষ নয়, এবার সব রকম ক্ষমতার কামড়াকামড়ি ভুলে গিয়ে সবাই এক হয়ে অর্থাৎ সবাই আসল চেহারা নিয়ে সামরিক বাহিনীর সাথে একাত্ম হতে এগিয়ে এসেছি।

এই অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেই আজ নূরুল আমিন, গোলাম আজম, ফজলুল কাদির চৌধুরী, ফরিদ আহমদ শ্রেণীর লোকেরা বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সামরিক বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পূর্ব বাংলার সকল অঞ্চলে তাদের এজেন্টরা চালিয়েছে হত্যা ধর্ষন আর লুটতরাজ। কিন্তু খেলা সামপ্তির শেষ ঘণ্টাধনি তাদের কানে কি পৌছায়নি এখনও।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশঃ ইতিহাস থেকে ইতিহাসে	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশঃ ইতিহাস থেকে ইতিহাসে

সিকান্দার আবু জাফর

বাঙলা আর বাঙালীর সাথে
অন্তরঙ্গ হবে যদি-পূর্ববঙ্গে এসো,
মনে মনে আমন্ত্রণ পৃথিবীর কাছে
কতবার কত লগ্নে ছড়িয়ে দিয়েছি।

গৌরবের দেহভরা প্রহারের ক্ষত
শৌর্যের প্রলেপে ঢেকে-অশ্রুরক্তে ধুয়ে
বাঙালীত্ব করেছি নির্মল,
মনে মনে তাই বড় অহঙ্কার ছিলো।

শত শত বছরের সুপ্রস্ত রাজপথে হাঁটা
মধুসূদন বঙ্কিম থেকে
রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ-বাঙালীর যা কিছু সুন্দর,
মহতের বৃহতের বিচিত্রভঙ্গিম
যত কিছু আত্মজ প্রত্যয়
এখানেই উচ্চারিত প্রত্যেকের কলকণ্ঠস্বরে।

এখানেই বাঙালীর মন
ওতপ্রোত বারোমাস ছায়াছায়া রৌদ্ররেণু মাখা
যেখানে ফুলের লজ্জা লুকানো সুঘ্রাণে;
মাঠভরা সবুজের শান্তি কণাকণা
হৃদয় জড়িয়ে নিতে প্রমত্ত যেখানে
সহস্র নদীর প্রেম আঁকাবাঁকা নিরন্তর পথে,
উৎকীর্ণ ঋতুর দর্পণে
প্রসাধিত প্রকৃতির অঙ্গসজ্জা ইন্দ্রজাল দেখে
এখানেই বাঙালীর প্রাণ-
বারম্বার গেয়ে ওঠে সহজ সন্তোষে
‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’’ ....
দুষপ্রাচ্য নীতির পথে বিকারের ধূলিকণা মেখে
এখানে বিভ্রান্ত নয় বাঙালীর মন।

নতুন মূল্যায়নের নামে
একদিকে চেতনার শূন্য সিংহাসন
হতমানে মানবিক সুকুমার বৃত্তির বিদায়,
নতুন আলোর পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অন্যদিকে
এখানে এখানো নয় দিনান্তের আতঙ্ক-প্রহার;
অনুভূতি মৃত টিকটিকি হয়ে আজো
ঝুলছে না কীটদষ্ট হৃদয়ের কপট দেয়ালে
এই পূর্ববঙ্গে।

এখানে এখনো বাঙালীর মন
চড়ুইয়ের অনর্গল দুর্বোধ্য কলহ
বাবুইয়ে ইমারতে ঝাড়ের নিশ্চয় দাপাদাপি
টুনটুনি শালিকের শ্রীহীন কুটিরে মুখরিত শান্তিনিকেতন
হিমহিম শিশিরের কোলে
শেফালীর গন্ধমাখা সুখশয্যা ধূসর চাঁদের
মেঘনার কালোজলে গাঙচিল মেঘ
অকস্মাৎ ইলিশের দু‘চোখের বিস্ময়ে আঁকা
সুচিত্রিত পদ্মার অঞ্চল
নদীর নির্জন ঘাটে কিশোরীর কলসের নিটোল সঙ্কেত
হয়ত বা গোক্ষুরের লম্পট তর্জন
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে উল্লসিত জোনাকী নর্তকী
ঈর্ষা ঘৃণা ভালোবাসা অনুরাগ বিরাগের কারুকার্য কত
মানুষেয় ঘরে ঘরে হৃদয়ের সাজানো দোকান।

মনে মনে তাই
পৃথিবীকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছি কতবার :
ইতিহাস ভুগোলের স্মারক মিলিয়ে
বাঙালীর আত্মার আত্মীয় হবে যদি
পূর্ববঙ্গে এসো।

অকস্মাৎ মাঝ রাত্রে কোনো
ঘুম ভেঙ্গে অপ্রস্তত চোখের প্রদীপে চেয়ে দেখি
বাঙালী ও বাঙালীত্ব রক্তস্রোতে ভাসমান ভেলায় নিশ্চল
নগর বন্দর গ্রাম, সহস্র যোজন
প্রান্তরের যত শব্দ পলাতক মৃত্যুর সন্ত্রাসে।

এবং দক্ষিণে বামে পশ্চাতে সম্মুখে
আমার প্রাণের প্রাণ বঙ্গজননীর
প্রতি অঙ্গ জর্জরিত অগ্নির চাবুকে।

জননী বাঙলা যেন জ্বেলেছে নিজের দেহে
সুবিশাল ধর্ষণের চিতা।

আর সেই হাহাকার কোটি কোটি
মূঢ় দীর্ণ হৃদয়ের ব্যর্থ হাহাকার :
হে সময়, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাও
হাজার বছরের লেখা বাঙালীর দীপ্ত ইতিহাস?

কেই নেই-কেউ নেই- বধির সময়
কে দেবে উত্তর !
মুছে দিতে অপারগ যারা
বাঙালীর নামের সঙ্কেত,
তাদের মিছিলে ভিড়ে বাঙলার মানচিত্র থেকে
নিষ্ক্রান্ত আমিও।
তারপর অনিশ্চিত পথে
তাদের সবার সঙ্গে আমিও পথিক
বারম্বার অচেনার দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী।
হৃদপাত্রে নৈরাশ্যের লাঞ্ছনা জমিয়ে
মাঝে মাঝে ভাবি এই ব্যাধিজীর্ণ দেহ টেনে নিয়ে-
ফিরে যেতে পারব না পূর্ববঙ্গে
আমার বাঞ্ছিত বাঙলা দেশে,
মনে মনে পৃথিবীকে আমন্ত্রণ
বুঝি আর জানানো হবে না।
তখনি সহসা বেজে ওঠে
জীবনের সুরভগ্ন সমস্ত বাঁশীতে
যৌবনের বীর্যোদ্ধত কণ্ঠের আশ্বাস :
তারা বলে, ভয় নাই আমরা ত' আছি,
এই ঘৃণ্য আঁধারের কণ্ঠনালী আমরা দুহাতে
ছিঁড়বোই জেনো।

বিনিময়ে শত শত নদী
রক্তে যদি ভরে যায় যাক,
রক্তের অভাব নেই বাঙলার কোটি কোটি তরুণের দেহে
বাঙলার মানচিত্রে তোমরাও ফিরে যাবে
আমাদের সাথে
অশক্ত দেহের ভর কাঁধে কাঁধে ভাগ করে নেবো
তবু ফিরে যাবো-
বাঙলার কোল থেকে নিরুদ্দিষ্ট তাবৎ সন্তান
সাথে নিয়ে সুনিশ্চয় তবু ফিরে যাবো

ফেলে আসা বাঙলার নগরে নগরে রাজপথে
গ্রামে গ্রামান্তরে
নতুন সড়কে;
যে-সড়ক সুপ্রশস্ত রাজপথ হবে
মৃত্যুঞ্জয় কালের তোরণে।

তাই হ'ক, তবে তাই হ'ক
বীর্যশুল্কে বাঙলার তরুণেরা- কেড়ে নাও জয়ের মুকুট।
আমি ততদিন শুধু প্রাণপণে প্রাণধারণের
ক্লান্তি বয়ে চলি।

সাড়ে সাত কোটি মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গ-সন্তানের
ইতিহাস থেকে আরো দীপ্ত ইতিহাসে
যখন সগর্ব উত্তরণ,-
দু'চোখের সর্বশেষ রশ্মিরাগে যেন
আমি শুধু এঁকে যেতে পারি
সেই ক্রান্তি-লগ্নটির দীপ্ত মুখচ্ছবি।

____

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
প্রতিধ্বনি (রাজনৈতিক পর্যালোচনা)	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রতিধ্বনি
(রাজনৈতিক পর্যালোচনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ গত ২৩শে নভেম্বর বেতার ভাষণে বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান বিবাদে পরিণত করার পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি দুরভিসন্ধি বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবদী সংগ্রামের মুখে বানচাল হয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ‘‘বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটিই- আর তা হলো পূর্ণ স্বাধীনতা।’’ এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে বাঙলার জনগণ লড়ছে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করেই ছাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরো বলেছেন, ‘স্বাধীনতার ধারণা অশেষ অর্থগর্ভ। স্বাধীনতার তাৎপর্য নির্ভর করে যুদ্ধাবস্থায় আমরা কি মূল্য দিই এবং শান্তির সময়ে এর কি ব্যবহার করি তার উপর।’ তাঁর বক্তব্যের নির্গলিতার্থ, আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রচুর আত্মত্যাগ করছি এ জন্যে যে তার বিনিময়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো। একটি সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা রচনা করার আত্মত্যাগ, যে ক্লেশভোগ প্রয়োজন তা আমাদের আবশ্যক করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য সম্প্রসারণ করে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কতিপয় মানুষ (যদিও তারা সংখ্যায় অল্প) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত ছিলো সে ধরনের কর্ম কিম্বা আচরণ করেননি। এতো এতো রক্তপাত, এতো আত্মত্যাগ, এতো বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামেও তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের প্রয়াস প্রযত্ন জড়িত করেননি। এখনো অনেকের কর্ম এবং চিন্তাধারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের বদলে ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থের খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। যাঁরা এ ধরনের কাজ কর্ম করে যাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো মনে করে থাকতে পারেন, সংগ্রাম এবং নৈরাশ্যের ডামাডোলে অনেকের অনেক অপকীর্তিই ধামাচাপা পড়ে যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশে এর জন্য তাদের কোনরকম জবাবদিহি করতে হবে না। এ ধারণা পোষণ করে যদি তাঁরা নিশ্চিন্তবোধ করতে চান, তা হলে ভুলতে হয়, সময় সবকিছু ফাঁস করে দেবে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পেলেই আমাদেরকে শান্তি সম্প্রীতিতে ভরপুর একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শুরু থেকেই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সে লক্ষ্যে ধাবিত করা উচিত। চিন্তার একমুখিতা কাজে শৃঙ্খলা আনবে। নচেৎ এলোমেলো চিন্তা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে। তার ফলে সমাজে একটা অরাজকতা আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শুরুতেই বিচার বিশ্লেষণ না করে সামাজিক শক্তিগুলোকে যদি আপন গতিবেগে বাড়তে দেয়া হয়, তা‘ হলে সামাজিক শান্তির আশা সুদূরপরাহত। এখন থেকেই রণাঙ্গনে, গেরিলা এ্যাকশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ মানুষের প্রতি আচরণে, রাজনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পারস্পারিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, সংযম এবং বিচার বোধ জাগরিত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আজকের যুদ্ধচলাকালীন অবস্থার মধ্যে আমরা যে বীজ রোপণ করছি, ভবিষ্যতে সেই বৃক্ষই গজাবে তা’ থেকে।

হানাদার পাকিস্তানীরা আমাদের অসহায় প্রিয় পরিজনদের কাপুরুষের মত হত্যা করেছে। সাত কোটি বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধা চলুন আমরা প্রত্যেকটি ঘাতকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও বাংলাদেশ	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

মার্কিন বৈদেশিক নীতি ও বাংলাদেশ
(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্নেহপুষ্ট একদল মার্কিনী বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা খতিয়ে দেখার জন্য ভারত আসবেন। খবরে আরও বলা হয়েছে যে, তাঁরা বাংলাদেশের ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন এবং সত্যিকারভাবে সমস্যার গুরুত্ব কতখানি তা দেখার জন্য বিভিন্ন শরণীর্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করবেন।

ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আর এক খবরে জানা গেল যে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এই ধরনের 'ফ্যাকট ফাইন্ডিং কমিটি'র প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বই অস্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে সরকারীভাবে তিনি কিছু জানেন না বলেও সংবাদ জানিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ আট মাস পরে, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তার ইপ্সিত লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন হঠাৎ বাংলাদেশ সমস্যার গুরুত্ব কতখানি অথবা তার গভীরতা পরিমাপের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন ?

মার্চ মাস হতে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার নরখাদক বাহিনী যে ধ্বংস নাট্য মঞ্চস্থ করেছে এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালী সেই অমানুষিক দানবীর আগ্রাসনকে যে ভাবে প্রতিহত করেছে- আর যার ফলে এককালের পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানচিত্রের পবির্তন সূচিত হয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ- তা আর যাই হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অজানা থাকার কথা নয়।

মানবতার এই লাঞ্ছনা - জাতি হিসাবে বাঙালীকে একদিকে যেমন তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার কঠিনতম সংগ্রাম ও চূড়ান্ত আত্মপরীক্ষার দরজায় ঠেলে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি করেছে মানবতার মুমূর্ষু দেহে প্রাণ সঞ্চারের অংকুর। কঙ্গোর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে, এঙ্গোলা মোজাম্বিকে মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখে, ভিয়েৎনামে ঘণ্টাচুক্তি মৃত্যু আর বায়াফ্রার রক্তাক্ত শ্মশান ভূমির জ্বলন্ত স্মৃতি মনে রেখেই বুঝি বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ববিবেক আর চোখ বুজে থাতে পারেনি। অনেক দেরীতে হলেও-মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের মত অতি ধীর বিশ্ববিবেকের জাগৃতি আমরা লক্ষ্য করেছি। তাই আজ শত কোটি মানুষের ভালবাসা আর মমত্ববোধের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'প্রাভদা' আর ব্রান্টের কণ্ঠে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ এশিয়া আর আফ্রিকার মানবদরদী অসংখ্য কণ্ঠের প্রতিধ্বনি খোদ আমেরিকান সিনেটের সদস্য গালাঘার আর কেনেডীর মুখেও আমরা শুনেছি।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষ ও তাঁদের সরকার (চিহ্নিত কয়েকটি দেশ বাদে) বাঙলার এই চরম সর্বনাশের মুখে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন- দাঁড়াবার আশ্বাস দিয়েছেন। '৭০-এর নভেম্বরে বাংলাদেশে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও মহাপ্লাবনের পর সারা পৃথিবী যে গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিল-দশ লক্ষাধিক মৃত বাঙালী আর তাদের বাত্যাবিধ্বস্ত পরিজনদের প্রতি যেভাবে বিশ্ব মানবগোষ্ঠী সাহায্য আর সহানুভূতির উদার হাত এগিয়ে দিয়েছিল ঠিক অনুরূপভাবে ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিবাদী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালীকেও পৃথিবীর মানুষ সাহায্য করেছে এবং সহানুভূতি জানিয়েছে আন্তরিক মমত্বে।

পৃথিবীর টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহ, তাবৎ রেডিও ষ্টেশনগুলি থেকেও বারবার প্রচারিত হয়েছে- হচ্ছে বাংলাদেশ সমস্যা ও তদসংক্রান্ত সকল পরিস্থিতির।

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সমঝোতা কেন্দ্র জাতিসংঘের সাহায্য ও ত্রাণ কমিটির সাহায্য পেয়েছে বাঙালীরা। খোদ আমেরিকা থেকেই ঐ সঙ্ঘের ত্রাণ কমিটি প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁ স্বয়ং তদন্তে এসেছিলেন ভারতে। অধিকৃত বাংলাদেশ যাকে ইয়াহিয়ার প্রচারযন্ত্র আজও পূর্ব পাকিস্তান বলে প্রচারে সরগরম, তাও পরিভ্রমণ করেছেন প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁন। তার এই পরিভ্রমণ ও তদন্তের পর জাতিসংঘের সদর দফতরে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে কি কি বলেছিলেন তা এত বেশীদিনের কথা নয় যে আমরা ভুলে যাব। পৃথিবীর সমস্ত লোক প্রিন্সের মুখে শুনেছে যে, বাংলাদেশ থেকে এত ব্যাপকসংখ্যক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন যে, তার দায়িত্ব ভারত সরকারের একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়- পৃথিবীর মানবতাবাদী প্রতিটি সরকারেরই বাঙালীদের ত্রাণ কার্যে এগিয়ে আসা উচিৎ। স্বয়ং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বলেছেন, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্কিততম অধ্যায় হল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। তিনি বলেছেন, আরও অধিক হারে এই দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে সাহায্য করতে হবে এবং সেটাই আজকের পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব। তদন্ত শেষের রিপোর্টে প্রিন্স সদরুদ্দীন আরও বলেছেন, সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান ও নিরাপত্তার অটুট আশ্বাস না পেয়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবেন না। শুধু প্রিন্স সদরুদ্দীন নয় পৃথিবীর মানবতাবাদী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা সাংবাদিকরা যাঁরাই শরনার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য ভারতে এসেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছে যে, উপযুক্ত সময়ে সম্মানজনক পরিস্থিতিতেই শুধু মাত্র বাঙালীরা তাঁদের দেশে ফিরে যাবেন, তার আগে নয়। উপরোক্ত মন্তব্য তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের স্ব-স্ব স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানের সূত্র হিসাবে উপস্থিত করেননি এবং শরণার্থীরা যা তাঁদেরকে বলেছেন, বিশ্বের বিবেকবান এই মানুষগুলি তাই বিশ্বের কাছে অকপটে তুলে ধরেছেন মাত্র।

এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা মাপার প্রশ্ন তোলেন তখন কি একটি প্রশ্ন সংগত ভাবেই করা চলে না যে, তাহলে বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী এই ডামাডোলের বাজারে আমেরিকা গত ক'মাস শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রবাহ কিন্তু এই তথ্য স্বীকার করে না। বরং ঘটনার পরস্পর এই কথাই বলে যে, বাংলাদেশ সমস্যায় যারা বিশেষভাবে বিচলিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে অন্যতম।

পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে, না তা ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেবে এই প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী জনমত দু-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। কিছু কিছু স্বার্থপন্থী, যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপাদান দেখেন, তাঁরা বাঙালীদের অপ্রতিরোধ মুক্তিযুদ্ধের আয়ুষ্কাল বেঁধে দিয়ে তার ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার শখের মত, বোকার স্বর্গে বাস করছেন না এমন নয়। অবশ্য এক বৃহৎসংখ্যক ইতিহাস সচেতন মানুষ এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মার্চ পরবর্তী কালে নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের পক্ষে এমন সব কাজ করেছে যাতে করে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মার্কিনীরা আর যাই হোক পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক তা চায় না। আর তা চায় না বলেই সে পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে তুলে দিয়েছে ব্যাপক হারে মানুষ মারার অস্ত্র।

একথা অবশ্য ঠিক যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর গোটা পাকিস্তানে এমন কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক উত্থানপতনের ঘটনা নেই যাতে মার্কিনীদের স্বার্থ জড়িত ছিল না-বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিনের পতনের পর মার্কিনী পেটুয়া বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসার পর। এরপর থেকে মার্কিন সরকার পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক '৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনোত্তর কালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার কুখ্যাত সাংবাদিক কলহন-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সে যাই হোক আমেরিকা যে কোটি কোটি বাঙালীর এই চরমতম বিপদের দিনে পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়াবে তা পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার অর্থনীতিতে আমেরিকান লগ্নী পুঁজিই

বলে দেয়। এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। আর তাই আমরা দেখি-আমেরিকা তার তাঁবেদারদের দিয়ে সবকিছু ভুলে গিয়ে একটা রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসার কথা বিভিন্ন সময়ে বারবার উত্থাপন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা তা বারবার প্রত্যাখ্যান করে মুক্তিযুদ্ধের পতাকাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

ইতিমধ্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া তার সাধের পাকিস্তান বাঁচাতে গিয়ে বড় বেশী দিয়ে ফেলেছে। ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে সে এখন ভারত আক্রমণ করে এটা পুষিয়ে নিয়ে বাংলাদেশ সমস্যাকে পাক ভারত সমস্যা হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টায় নিয়োজিত। আর এতে তার বড় মদতগার হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা এর আগে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের মাধ্যমে সীমান্তে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাবও অবশ্য এই উদ্দেশ্যে করেছিল বলে মনে করার যুক্তিসংগত যথেষ্ট কারণ আছে।

এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি যা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরুপ বিদ্যমান তা পাকিস্তান বা বাংলাদেশ প্রশ্নে বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। আমেরিকান সিনেটে ক্রমাগত বৈদেশিক সাহায্যে পরিমাণ হ্রাসের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে ৮ই নভেম্বর সিনেটে যে বৈদেশিক সাহায্য বিলের অবলুপ্তি ঘটে তাতে আর বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রেও বেকায়দায় পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট। (অবশ্য পরে এই বিলটি অনুমোদিত হয়েছে।)

আন্তর্জাতিক বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার ঐতিহ্যবাহী দুমুখো পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের সাহায্যদান ও বাঙ্গাল হত্যায় দস্যু ইয়াহিয়া চক্রের সাহায্য কার্যক্রম যে আর পাশাপাশি চালানো যাবে না তা বিশ্বজনমত ও সংগ্রামী বাঙালীর সোচ্চার কণ্ঠ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে।

তার ফলেই ক্ষমতাসীর নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশ প্রশ্নে তাদের নিজস্ব অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চায়। কিন্তু তা করতে গেলে হয় মার্কিনীদের সরাসরি ইয়াহিয়ার পক্ষে নয়ত বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার প্রশ্ন ওঠে। অথচ এর কোনটাই হোয়াইট হাউস তার নিজস্ব শ্রেণী চরিত্রের কল্যাণে করতে পারে না। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে চীনা নেতৃত্বের দহরম-মহরম, পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সর্বশেষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি আমেরিকানদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বিশেষ বাধার কাজ করেছে বলে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তি আজ বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটিয়ে এই নাজুক পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে চায়। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়ার গোপন আপোষ প্রস্তাব তাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

তাই দীর্ঘদিন বাংলাদেশ প্রশ্নে কোন বক্তব্য না রেখে, খুনী ইয়াহিয়া চক্রের মারণাস্ত্র সরবরাহ করে আজ হঠাৎ নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশ সমস্যার গভীরতা পরিমাপের প্রয়োজনে এদেশে পাঠাচ্ছে বিশেষজ্ঞ দল, যাদের একমাত্র কাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের খুঁজে বের করে গোটা আন্দোলনকে আপোষের চোরাগলিতে নিক্ষেপ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে মার্কিন অবস্থানকে অক্ষত রাখা।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কপোতাক্ষ দিয়ে-নিক্সন প্রশাসন তা বুঝলেও হয়ত স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু বাংলার আপামর জনগণ এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছেন। তাঁরা যা বলতে চান তা প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহের মুখেই শুনে রাখুন মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল "এ দেশে আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাকিস্তানী চণ্ডচক্রের নায়ক ইয়াহিয়া	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

পৃথিবীর এক একটি রাষ্ট্র অথবা জাতিকে ধ্বংসের জন্য একটিমাত্র শক্তিদর্পী মূর্খের প্রয়োজন এ যুগের তেমন একটি মূর্খ পাকিস্তানী চণ্ডচক্রের চণ্ডতম নায়ক ইয়াহিয়া

দখলীকৃত বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল মুক্ত করার জন্যে মুক্তিযোদ্ধারা সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী ঘাতক বাহিনী ধীরে ধীরে পিছু হটে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি সীমান্তে একের পর এক এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসছে। প্রায় আট মাসে নির্যাতন শিবিরতুল্য দখলীকৃত এলাকায় অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পশু শক্তি হাতে নৃশংসভাবে উৎপীড়িত বাঙালী নারী-পুরুষ। তাঁরা আশা করছেন আর কতদিনে দখলীকৃত গোটা বাংলাদেশ পাকিস্তানী দুশমনের কবল মুক্ত হবে। আমরা জানি সেদিনের খুব বেশী আর বিলম্ব নেই- কয়েক সপ্তাহেরই মাত্র ব্যবধান।

এই উজ্জ্বল বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়েও কিন্তু পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের আস্ফালন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাদের প্রচারণার সুর এবং বক্তব্যেও কিছুমাত্র তারতম্য ঘটেনি। সেই একই বস্তাপচা অজুহাত ভারতীয় চক্রান্ত এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী। লক্ষাধিক সুশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধার হাতে বস্তুতঃ গোটা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিযোদ্ধার হাতে বেধড়ক মার খেয়েও ইয়াহিয়া চক্র তা স্বীকার করতে পারছে না। কারণ খেলা শেষ হয়েছে এই সত্য মেনে নেবার আগে মুখ রক্ষার মত একটা বিরাট অজুহাত সৃষ্টি করতেই হবে তাদের।

তাই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধেরই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। চীনা প্রতিনিধিদলের ভোজসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ যে কথাগুলি বলেছে তা থেকেও সে কথাই প্রমাণ হচ্ছে। ইয়াহিয়া বলেছে, ‘‘দিন দশেকের ভেতরেই নিজের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাবো।’’ শ্রীমতি গান্ধীর কাছে পাঠানো মৈত্রী প্রস্তাব উপেক্ষিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া বলেছে ’’ওই মেয়ে মানুষটা যদি মনে করে থাকে আমাকে ভয় দেখিয়ে ঘায়েল করা যাবে তাহলে সে জেনে রাখুক, আমি সে পাত্র নই’’। (আমরা বরাবর লক্ষ্য করে আসছি দেশে বিদেশে যে কোন প্রসঙ্গে শ্রীমতি গান্ধীর নাম উল্লেখ করতে হলে ইয়াহিয়া তাঁকে সেই মেয়ে মানুষটি, ওই মেয়ে মানুষটি সূচক অশালীন বিশেষণেই চিহ্নিত করে। তার মত অমার্জিত লোকের মুখে হয়ত সেটাই শোভা পায়। কিন্তু তার পক্ষে এটাও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে বাংলাদেশ প্রশ্নে শ্রীমতি গান্ধী ভারতের ষাট কোটি মানুষের মুখপাত্র। তাহলে শ্রীমতি গান্ধীর নাম উল্লেখেও তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কারণটি কি এই যে ভদ্রমহিলার সামনে তার মত একজন জবরদস্ত জঙ্গী জেনারেল কোন রকমেই হালে পানি পাচ্ছে না। ফলে ধিকৃত পৌরুষের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে সাধারণ সৌজন্য এবং ভদ্রতার লেবাস ফেলে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ গোটা বিশ্বের সামনে অমন প্রগলভ হয়ে উঠেছে ?

একই বক্তৃতায় প্রসঙ্গান্তরে ইয়াহিয়া উক্তিঃ ‘‘সে (শ্রীমতি গান্ধী) যদি যুদ্ধ চায় আমি তার যুদ্ধ সাধ অবশ্যই মিটিয়ে দেবো’’ অর্থাৎ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কিছুদিন আগেও ইয়াহিয়া বলেছে ‘পাচগুণ বেশী শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া পাকিস্তানের পক্ষে বাতুলতা’ তবু সেই বাতুল প্রয়াসে কেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র সেটাই বিবেচ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে একটি স্বীকৃত সত্য সে কথা আজ বৃহৎ শক্তিবর্গসহ পৃথিবীর সকলেই এক রকম মেনে নিয়েছেন। চীনের বিশ্বাসও তা থেকে আলাদা নয় বলেই আমরা মনে করি। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকচক্রও এ কথা জানে। বিশ্বের দরবারে নানাভাবে ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে তাদের সে ধারণা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। তারা জানে বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা থাকতে হবে। টিকিয়ে রাখতে হবে সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানে অন্ততঃ অটুট রাখতে হবে শাসন ক্ষমতা। ফলে জঙ্গী সরকার যে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে গোটা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিরুদ্ধমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গত কিছুকাল থেকে এই বিরুদ্ধমত যাতে দেশব্যাপী একটা জনমত সৃষ্টি করতে না পারে তার অন্যতম প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জঙ্গীচক্র ওয়ালী ও ভাসানী ন্যাপকে রাজনৈতিক দল হিসাবে অবৈধ ঘোষণা করে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের কণ্ঠরোধ বর্তমান পর্যায়ে প্রথম শুরু হলো। কিন্তু অপর দিকে ইয়াহিয়া এখনও বলে চলেছে যে সে জনগণের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন এ ভাঁওতা সে কাকে দিচ্ছে তা অবশ্য অনুমান করা শক্ত। কারণ যত দালালীই করুক ইয়াহিয়ার হাত থেকে গণপরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণের সাহস যে কারও হবে এমন মনে হয় না। প্রমাণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গণ-পরিব্যক্ত যাবতীয় দালাল নেতারা এখন পশ্চিম পাকিস্তানই ভীড় জমিয়েছে এবং তারা হয়ত লাশ না হয়ে আর বাংলাদেশে ফিরবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে জনমতের কণ্ঠরোধ জঙ্গচক্রের পক্ষে একটা মামুলী ব্যাপার হলেও বর্তমানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রশ্নে দুটি রাজনৈতিক মতের দ্বন্দ্ব পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। একদল এইমত পোষণ করেছিলেন যে বাংলাদেশ যখন ছেড়ে আসতেই হবে তখন আরও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে মানে মানে সরে পড়া ভাল। কিন্তু ক্ষমতাসীন জঙ্গীজোটের ধারণা, তাতে মুখরক্ষা হবে না বলে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। কাজেই ৬০ কোটি ভারতের বিরুদ্ধে ৫ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানের লড়ে যাওয়াই সর্বদিক দিয়ে সমাচীন। কয়েক দিন যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারপর জাতিসংঘ ত‘ হস্তক্ষেপ করবেই। তখণ বাঙালী সকলে না মরলেও পাকিস্তানী লাঠিটা অন্ততঃ অটুট নিয়ে ফেরা যাবে। ইতিমধ্যে বেপরোয়া বোমাবাজী করে ভারতের সীমান্ত এলাকা এবং শিবিরে শরণার্থী বাঙালীদের বেশ কিছুটা ঘায়েল করা যাবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারেই পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র কাজ করে যাচ্ছে এবং হয়ত দু‘চারদিনের ভেতরেই তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করে বসবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পাক দূতাবাসগুলিতে শয়তানের অনুচর	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

পাক দূতাবাসগুলিতে শয়তানের অনুচর

পাকিস্তানের সমরনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া তখত তাউস টলমল করে উঠেছে। তাই তার মেজাজ সবসময় চড়ে থাকে। এক বৃটিশ সংবাদদাতার মতে গত তিন মাস ধরে তিনি নাকি ভয়ংকর রকম চটে আছেন। এ সময়ের মধ্যে একবারও নাকি শান্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়নি। এই মনোবৈকল্যটা তাদের বাঙালীবিদ্বেষ হিসেবে ভারী উদ্ধত এবং অশোভনভাবে মার্চের পঁচিশ তারিখের পর থেকে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। প্রতিটি নাজী যেমন টিহলার বলে মনে করতো নিজেকে, তেমনি ইয়াহিয়ার প্রতিটি অনুচরও নিজেকে ইয়াহিয়া বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাদের ভাবভঙ্গী, আচার-আচরণ সবকিছুই জেনারেল ইয়াহিয়ার মতো।

নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দিল্লীর পাকিস্তান হাইকমিশনের জনৈক ব্রিগেডিয়ার গোলাম হাসানের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। এই গোলাম হাসান লোকটির নামের আগে ব্রিগেডিয়ার দেখে যে কেউ তাকে সামরিক বাহিনীর লোক মনে করতে পারে। আসলে সে হচ্ছে পাকিস্তান হাইকমিশনের এ্যাটাচি। কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের বাঙালী কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বেরিয়ে আসার সময় হাইকমিশনের পাকিস্তানী কর্মচারীরা তাঁদের সামনে নানা বাধার সৃষ্টি করে এবং প্রলোভনে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও বাঙালী কর্মচারীরা খুনী ইয়াহিয়া সরকারের কাজ করবেন না বলে দূতাবাস ছেড়ে চলে আসেন। প্রকাশ, তখন এই হাসানই বাঙালী কর্মচারীদের বলেছিলো, মনে রাখবে আমি পাঠান, দরকার হলে তোমাদের গুলী করে মারবো। বাঙালী জনাব হোসেন আলীকে পাকিস্তান হাইকমিশনে গুম করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মুক্তির জন্য বার বার আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান হাইকমিশন এই আবেদন নিবেদন এবং বিক্ষোভে কোনরকম কর্ণপাত করেননি বললেই চলে। পিতার মুক্তির জন্য জনাব হোসেন আলীর দুই শিশু পুত্রের প্রার্থনাও বৃথা গেছে। বস্তুতঃ বাঙালী কর্মচারী হোসেন আলী পাকিস্তান হাইকমিশনের জিন্দানখানায় বন্দী। তাঁকে মুক্ত করা এখনও সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণার পর থেকে প্রতিটি দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীবৃন্দ একে একে দূতাবাস ছেড়ে চলে এসেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদান করেছেন। জনাব হোসেন আলীর ভাগ্য এবং হাসানের পাশবিক কীর্তির কথা প্রকাশ হওয়ার পরে, কারো অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, দূতাবাসগুলোতেও পাকিস্তান ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। যে সকল বাঙালী বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদান করতে ব্যাগ্রভাবে ইচ্ছুক তাঁদেরকে অনেক ক্ষেত্রে জোর করে আটক রাখা হয়েছে। নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের ঘটনাই তার প্রমাণ।

নয়াদিল্লী পাক হাইকমিশনের এই নব্য নায়ক গোলাম হাসান কেমন অমানুষ তার চাকরীজীবনের নথিপত্র ঘাঁটলেই তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে প্রকাশ। বাঙালীবিদ্বেষই ছিল তার পদোন্নতির মুখ্য সোপান। ১৯৬৯ সালের জঙ্গীলাট আয়ুবের আমলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পর্দার অন্তরাল থেকে যারা কলকাঠি নেড়ে ছিল এই গোলাম হাসান তাদের একজন। আগরতলা মিথ্যা মামলার ঠেলায় আয়ুব খানকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। কিন্তু গোলাম হাসান ইয়াহিয়ার সুনজরে পড়ে যায়।

এই গোলাম হাসান এবং তার মতো মানুয়েরা কতদূর কাপুরুষ একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই তা পরিষ্কার হবে। গত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিল, তিনিই দেশের ‘‘ভাবী’’ প্রধানমন্ত্রী, তখন গোলাম হাসান তাঁর কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘স্যার আমি একজন সরকারের নগন্য নওকর মাত্র।’ পাকিস্তানের দূতাবাসগুলিতে বাঙালী কর্মচারী গোলাম হাসান শ্রেণীর লোকদের হাতে এতকাল কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিশ্বাসঘাতকতার পথ এখনও পরিহার করুন	অভিযান ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বিশ্বাসঘাতকতার পথ এখনও পরিহার করুন
তা না হলে মৃত্যুর গ্লানিকর শাস্তিই হবে
একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গত ২৩শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেছেন, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর পর্যায়ে উপনীত, যে কোন স্থানে যে কোন জায়গায় এমন কি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে।

একদিকে রুণক্ষেত্রে শত্রুরা যেমন মার খাচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ পশ্চিম পাকিস্তানও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক ভাঙনের মুখে। এ থেকে নিস্তার পাবার জন্য পাকিস্তান ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এর দ্বারা বাংলাদেশের পাক জঙ্গীশাহী মুনিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পারবে না অথচ তাদের ভ্রান্তি, অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, পরিণামে তাদের আত্মবিনাশ সুনিশ্চিত হবে।

পাকিস্তানের বিদেশী পৃষ্ঠপোষক যারা বাংলাদেশের সংগ্রামকে ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটি- তা হোল পূর্ণ স্বাধীনতা। সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের সংকল্পে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আর স্বাধীনতা রক্ষার অপরাজেয় শক্তির মধ্য দিয়ে।

ভারতকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাকাপাকিভাবে ভারতে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য কোন একটি দেশের প্রস্তাব উল্লেখ করে তাজউদ্দিন বলেন, ‘‘এর দ্বারা পবর্তপ্রমাণ অবিচার অন্যায়কে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে গণহত্যা ও ব্যাপক বাস্তত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে’’। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, ‘‘শরণার্থী অস্থাবর সম্পত্তি নন যে অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে হাত বদল করা যাবে।’’ তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, শরণার্থীরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জন্মগত অধিকার নিয়ে স্বদেশ ফিরে যাবেন, সেদিন প্রত্যাসন্ন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রশ্ন করেন, উপমহাদেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান ? তার দেশের কূটনীতিক ও আইন সভার সদস্যরা অবগত নন এমন কি তথ্য জানতে চান ? ব্যাপক গণহত্যাকে যারা নিন্দা করেননি, তারা তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল লাভ করতে চান, তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ’’তাতে আমাদের সংকল্পের ব্যত্যয় হবে না, সে সংকল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা’’।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা লাভের দিনটি আজ নিকটতর হয়েছে। তাই আজ শত্রু সংহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সাথে সাথে শহীদের রক্তের মর্যাদার উপযুক্ত সমাজ গঠনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, ''আমাদের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে যেদিন আমরা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব''।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। আর তখনই ইয়াহিয়া ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবে বলে তিনি মনে করেন।

পরিশেষে বাংলাদেশের বীর শহীদ ও অকুতোভয় যোদ্ধা, সংগ্রামী জনগণকে যথাক্রমে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়কে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে চলুন।

যে সব রাজাকার, পুলিশ বা সরকার কর্মচারী বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তাদেরকে বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করবারও আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী। যারা শত্রুপক্ষের সাথে স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছে তাদেরকে তিনি শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করুন, তা না হলে পরিণতি একটিই, তা হল গ্লানিকর মৃত্যু।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় পাকিস্তানের কবর খোঁড়া শুরু হয়েছে	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের কবর খোঁড়া শুরু হয়েছে

দশ দিনের ভেতর যুদ্ধে যাবার ওয়াদা অনুযায়ী পাকিস্তানের জঙ্গী লাট ইয়াহিয়া খাঁন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে আমরা বলেছিলাম পাকিস্তান জঙ্গীচক্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধই লাগিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশ হাতছাড়া হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে শাসন ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার জন্যে এবং সেনাবাহিনীর কাছে মুখ রক্ষার জন্যে তারা এটাই করতে পারে বলে অনুমান করা যাচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রকে কতখানী উৎসাহিত করেছে সেটাই আগামী কয়েক দিনের ভিতরেই বুঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকা ও চীনের ভূমিকার যে কোন জটিলতা নেই গত দশ দিনের ঘটনাই তা প্রমাণ করেছে। এই সময়ের ভেতরে উভয় বৃহৎ রাষ্ট্রই পাকিস্তানকে দ্রুত অস্ত্র সরবরাহের উদ্যেগ নিয়েছে। পক্ষান্তরে আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

এই অবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকদের মনে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে যে পারিনি সে কথা সেদিন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে নিক্সন সরকারের অভিসন্ধিমূলক মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন যে ভারতকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে কারও মতলব হাসিল করার দিন শেষ হয়েছে। ভারত তার নিজের অনুসৃত মানবিক এবং গণতান্ত্রিক নীতির পথে অটল থাকবার জন্যে কারও সহায়তার মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থীকে নিবিঘ্নে পুনর্বাসনের যে নীতি ভারত প্রথমে ঘোষণা করেছে, শেষ পর্যন্ত সেই নীতিই সেই অনুসরণ করবে। এর বিরুদ্ধে যে কোন আঘাতকে সে নিজের ওপর আঘাত বলে গণ্য করবে এবং সেই বিচারেই তার জবাব দেবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানী হামলার জবাব ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানী ভূখণ্ডে ঢুকেই প্রতিঘাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনী তৎপরতার সঙ্গে সে আদেশ প্রতিপালনের জন্যে অগ্রসর হয়েছে। ফলে পাকিস্তান এতদিন ধরে যে জন্যে ক্রমাগত উসকানী দিয়ে চলেছিল সেই ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষই দানা বেঁধে উঠেছে।

কিন্তু সংঘর্ষ যেভাবেই জটিল হয়ে উঠুক, তার ফলে বাংলাদেশ প্রশ্ন যে চাপা পড়ে যাবে না- যেতে পারে না, শ্রীমতি গান্ধী সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এদিকে বাংলাদেশের স্থির প্রতিজ্ঞ মুক্তি-সংগ্রামীরা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। বড় বড় কয়েকটি শহরকেন্দ্রীক সেনানিবাসে একরকম অবরুদ্ধভাবে গোলাবাজী করা ছাড়া তাদের ব্যাপক গতিবিধির ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। অবরুদ্ধ সৈন্যদের জন্য নতুন সাহায্য আমদানী সম্ভাবনাও তাদের বন্ধ। এ অবস্থায় বাংলাদেশ দখলদার পাকিস্তানী দস্যুদের সমূলে ধ্বংস হবার বিলম্ব নেই।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর ভারতীয় এলাকায় বিমান হামলা চালাবার ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের জমিতে ঢুকেই পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্র ধ্বংস হুকুম পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রতিরক্ষমন্ত্রী বলেছিলেন, এবার যুদ্ধ বাঁধলে পাকিস্তানের যে অংশ

ভারতের দখলে আসবে ভারত তা ছেড়ে দেবে না। আর কোনো 'তাসখন্দ' চুক্তি করা হবে না। এ থেকে অনুমান করা চলে দু'দিকে কঠোর বিপর্যয়ের মুখে পাকিস্তানের অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে।

এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারী পাকিস্তানের বন্ধুরা তাকে কি সাহায্য দিতে পারবেন ? ভারতকে ধমক দিয়ে যে নীতিবিচ্যুত করা চলবে না সেকথা ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী বলে দিয়েছেন। তা হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপাততঃ যে ব্যবস্থা করার পথ এখনও একেবারে রুদ্ধ হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস, তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়া এবং বাংলাদেশ থেকে মানে মানে পাততাড়ি গুটাবার জন্যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা ভিক্ষা করা। আমাদের মনে হয় পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের সুহৃদরা সেই ব্যবস্থাই করছেন। অন্ততঃ সেটা করলে তাঁরা বিবেচকের কাজই করবেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ঐতিহাসিক পুরস্কার	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত দুর্জয় পৌরুষের ঐতিহাসিক পুরস্কার

এক নদী রক্ত, অশ্রু এবং হাহাকারের অতলান্তে কবরে পাকিস্তানী হানাদার জঙ্গী দস্যুদের সর্বশক্তি চিরকালের মত সমাধিস্থ হয়েছে। গতকাল বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে শত্রুকবল মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল। ঢাকা শহরের আনন্দবিহবল হাজার হাজার নাগরিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ''জয় বাংলা'' ''বঙ্গবন্ধু জিন্দবাদ'' ''ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ'' ''বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ''। এই বিশাল জনতার সামনে রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে নতশীরে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেছে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক বর্তমান লেঃ জেনারেল নিয়াজী। সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা শহরে চালু হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রশাসন।

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো

রাজধানী ঢাকা শহরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা যখন আপন গৌরবে উড্ডীন, তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর হৃদয়কে বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

যে মানুষটি মুখের একটি কথায় তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পদ্মার উচ্ছাসের মত কেঁপে কেঁপে উঠতো, তিনি আজ বাংলার সবুজ, নরম, মায়ের মতো স্নিগ্ধ মাটি থেকে হাজার মাইল দূরে, রুক্ষ, উষর বান্ধবহীন নির্জন নিঃসঙ্গ পরিবেশে বর্বর পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট চক্রের কারাগারে বন্দী। তাই স্বাধীনতার কোন উৎসবই আজ আনন্দমুখর হয়ে উঠবে না যতক্ষণ বঙ্গবন্ধুকে আমাদের ভেতর ফিরে না পাবো।

*　　　　*　　　　*

''বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে এটাই প্রমাণ হ'ল বেয়নেট দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আজকের দিনে আমাদের মন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে উদগ্রীব। আমি আশা করব ইয়াহিয়া খান পরাজয় মেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে দেবেন।''

-সৈয়দ নজরুল ইসলাম

''ভারত আমাদের মিত্র হিসাবে আমাদের অনুরোধে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ মুক্ত করার জন্যে-দখল করবার জন্যে নয়।''

-তাজউদ্দীন আহমেদ

‘‘সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের অন্তে গততন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বলীয়ান হয়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য এক নবসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্যে দেশবাসীকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। রচনা করতে হবে পরস্পরাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং অসৎ বৃত্তিকেন্দ্রিক উচ্চাভিলাষের সমাধি।

স্বাধীনতা কেবল নিশান বদলানো নয়। রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও এর পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমবেতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘাতক ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাধীন রাষ্ট্র ভুটানকে’’।

-খোন্দকার মোশতাক

‘‘মুক্তিবাহিনীর বীর তরুণ এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর জওয়ানদের বীরত্বে আমরা অভিভূত।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমরা সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছেও কৃতজ্ঞ।’’

-কামরুজ্জামান

‘‘বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতেই আমরা আত্মনিয়োগ কবর।’’

-মনসুর আলী

‘‘ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী। বিজয়ের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণকে আমরা অভিনন্দন জানাই। জয়ধ্বনি দিই মুক্তিবাহিনীর তরুণ বীরদের শৌর্য ও নিবেদিত চিত্ততার জন্যে।

বাংলাদেশের জনগণ এবং মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা; সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে তাঁদের দেশকে রক্ষা করাই ছিল ভারতের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনের বেশী সময় আমাদের বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে না।

আমরা আশা করি এবং প্রার্থনা করি, নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মধ্যে তাঁর যথাযোগ্য অভিনন্দন গ্রহণ করবেন এবং শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই, সোনার বাংলায় তাদের জন্যে যেন সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে।

এ-জয় তাঁদের একার নয়, যে সব জাতি মানবতার মূল্য দেয় তাদের সকলের জন্যে এ-জয় অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।’’

-শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি

ইয়াহিয়া হিটলারী কায়দায় যুদ্ধের আগে যথেষ্ট হুমকি এবং হম্বিতম্বি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দুই মহাপ্রভুর কাছ থেকে অবারিত অস্ত্র পাবার ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যিসত্যিই এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত আক্রমণ করে বসল। কিন্তু অস্ত্র দিয়েই শুধু যুদ্ধ হয় না, আসল শক্তি আসে যোদ্ধাদের ন্যায়বোধ, দেশাত্মবোধ সর্বোপরি জনসাধারণের সমর্থনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান এগুলোর কোনটিই পায়নি, তাছাড়া সামরিক বাহিনী একবার রাজনীতির আসরে নেমে পড়লে যুদ্ধ করার তেজস্বীতা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। গত এক যুগ ধরে শাসন ক্ষমতার থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘাতক অত্যাচারীই কেবল হয়ে উঠেছে।

এদিক থেকে আদর্শবাদী গণতান্ত্রিক ভারতের সেনাবাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী। সে কারণেই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও পাক সৈন্যদের পরাজয় বরণ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত ৮ মাস ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে জনগণের কাছ থেকে বৈরী আচরণ পেয়ে পাক সেনারা বিপর্যস্ত, অবসন্ন এবং ক্লান্ত। দীর্ঘ আট মাসের যুদ্ধে তারা মুক্তি যোদ্ধাদের দমন করতে পারেনি বরং দিনে দিনে তা বেড়ে উঠেছে। যতদিন যাচ্ছিল পরাজয় আসন্ন হয়ে আসছিল। এ নিশ্চিত পরাজয়ের প্রতি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি পাক জোয়ানদের না থাকলেও উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের অনেকে তা অনুমান করতে পেরেছিল।

জুন মাসের শেষের দিকে বিদেশী এক সাংবাদিকের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে উপ-পাক সামরিক অধিকর্তা স্বীকার করেছিল- We are fighting a lost battle’ এ বক্তব্য শুধুমাত্র একটি জেনারেলের বক্তব্য নয়, হাজার মাইল দূর থেকে বিদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে প্রতিটি পাক জোয়ান ও অফিসারদেরই আকুতি।

নৃশংসতম আচরণ করে, লোভ দেখিয়ে পাক বাহিনী জনগণকে তাদের দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ফলে তারা বাংলাদেশের আশা গোড়া থেকে ছেড়ে দিতেই শুরু করে।

গত পনের দিন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যুক্ত আক্রমণের মুখে পাকসৈন্যরা কোন বাধা না দিয়ে কেবল পশ্চাদপসরণ করে চলে। রুখে দাঁড়ালে এত কম সময়ে আমাদের এ বিরাট বিজয় সম্ভব হতো না। কিন্তু আট মাস যুদ্ধে লিপ্ত ভাড়াটিয়া সৈন্যদের এ শক্তির মোকাবিলা করা অসম্ভব।

তাছাড়া পাক সেনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে জনগণের জন্য তারা যুদ্ধ করেছে না। তারা যুদ্ধ করছে গুটি কয়েক সামরিক জেনারেলের জন্য। জনগণ কর্তৃক ঘৃণিত হচ্ছে, ফলে যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা, মনোবল কোনটাই তারা পাচ্ছে না। কাজেই তারা পশ্চাদপসরণ করে বাঁচার পথ নেয়াটাই সমীচিন মনে করেছে।

বড় বড় প্রভুরা ভয় দেখিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে পাকিস্তানকে এ থেকে মুক্ত করবে এ সম্ভাবনাও এখণ সুদূরপরাহত।

কেননা ন্যায়বোধ ও আত্মবিশ্বাসে অটুট ভারত বাংলাদেশ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের হুমকিতে ভীত নন। কারণ তারা জানেন বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা তাদের পাশেই আছেন।

এ সমস্ত ঘটনার আলোকে এটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে এই প্রাণভয় এবং বাঁচার আশাতেই হয়ত অবরুদ্ধ সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে। তাছাড়া নিশ্চিত এ পরাজয়কে যে এড়ানো সম্ভব নয়। তাদের বিষদাঁত যে উপড়ে গেছে সেটা তারা নিজেরাও উপলব্ধি করেছে।

কার্য্যতও তারা তাই করেছে, প্রাণ নিয়ে বাঁচবার জন্য বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করেছে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর হাতে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
[মার্কিন সপ্তম নৌবহর] ভয় পাইয়ে দেবার কারসাজী মাত্র	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভয় পাইয়ে দেবার কারসাজী মাত্র

বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহার এগিয়ে আসছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভারতবিরোধী বক্তব্য, অন্যদিকে ভারত সীমান্তে চীনা সৈন্যের তৎপরতা প্রভৃতি পাকিস্তানে দুই প্রভু, গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতবিরোধী যৌথ উদ্যোগ বলে মনে হয়।

খবরে প্রকাশ, সপ্তম নৌবহরের আণবিক শক্তিসম্পন্ন বিমানবাহী জাহাজ ‘এন্টারপ্রাইজ’ হংকং-এর কাছে অবস্থান করছে। নির্দেশ পেলে সেটি ঢাকাস্থিত গুটিকয়েক আমেরিকানকে উদ্ধার করার জন্য বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হবে।

কিন্তু ঢাকা, করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডি থেকে বৃটিশ ও অন্যান্য দেশের নাগরিক ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের বেসামরিক বিমানে করে তাঁদের স্বদেশে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ গুটি কয়েক নাগরিকের জন্য সপ্তম নৌবহরের প্রেরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধিমূলক আচরণ বলে মনে হয়।

নিক্সনের পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও মার্কিন জনমত ও বিশ্ব জনমত বিরুদ্ধাচরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে সামিল হবার ঝুঁকি নেবার সম্ভবনা এখনও অবধারিত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল জনগণকে উদ্ধারের জন্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন কি ?

অনেকে মনে করছেন যে সপ্তম নৌবহরের এই অগ্রাভিযানের প্রসঙ্গটি ১৯৫৪ সনের পারস্পারিক পাক মার্কিন-সামরিক চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখেছেন গত ১২ই ডিসেম্বর। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি শুনতে পাচ্ছি কিছু দেশ আমাদের হুমকি দিচ্ছে এবং বলছে, তাদের সাথে পাকিস্তানেরও কিছু চুক্তি রয়েছে। এ ইঙ্গিতে তিনি নাম না করলেও মার্কিন দেশকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ বক্তব্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, এ যুক্তি ছিল, যতদূর তিনি জানেন, কম্যুনিজম রোধ করবার জন্য, গণতন্ত্র ও ন্যায়বোধের বিরুদ্ধে নয়।

আর যদি এর জন্যই হয়ে থাকে তাহলে এ দেশটি এতদিন ধরে বড় বড় মিথ্যা কথাই বলে আসছে।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাক-ভারত সমস্যায় নিজেকে জড়িত করে বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে আনবার চেষ্টা করবে না। করলে সোভিয়েট রাশিয়াসহ মার্কিনবিরোধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চুপ করে থাকবে না, তারা সবাই মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। শক্তির ভারসাম্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন পক্ষ নিয়ে এতদূর এগিয়ে এলে আদর্শবাদের দিকে থেকে সে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। বিশ্বজনমত তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরতে কুণ্ঠা করবে না। কারণ বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের মুক্তিকামী ও গণতান্ত্রিক দেশের বাঁচার প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে উঠবে। চীনও আত্মঘাতী যুদ্ধে এগোবে না বলেই আমাদের ধারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন কেউই বিশ্বযুদ্ধের ঝুকি নিতে অগ্রণী হবে না। কেননা এতে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে বাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের আসল উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখা ও রক্ষা করা পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে। ভারতকে মানসিকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত ও কাবু করবার জন্যই চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই রণ পাঁয়তারা।

বাংলাদেশ সংগ্রামের প্রতি ও ভারতের দৃঢ় ন্যাবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল বৃহৎশক্তি সোভিয়েট রাশিয়া এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত। মার্কিন চীনের রাষ্ট্রসংঘে যৌথ চক্রান্তমূলক তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। এর জন্যে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া অভিনন্দিত। এ মার্কিন চীনের এই রণপাঁয়তারা সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়া পূর্বেই মন্তব্য করেছিল যে তারা ভারতের বিরুদ্ধে কোন হঠকারী পদক্ষেপ নিলে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। তাস সোভিয়েট মহলের উদ্ধৃতি দিয়ে ৭ম নৌবহরের খবরটিকে ভুয়া ভয় প্রদর্শন জনিত ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে এই হুমকি ভারতকে ব্লাকমেল করারই এক অপচেষ্টা মাত্র।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনে সরকারী নির্দেশ	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনে সরকারী নির্দেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ তার সহকর্মীদের সাথে মুক্ত অঞ্চলে সুষ্ঠু অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ক্রমাগত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। মুক্তাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য করবেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে কিছু কর্মচারী বাংলাদেশ সরকার পাবার আশ্বাস পেয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে এরা বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজ নিয়ে যাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা পুনরায় ভারতে চলে আসবেন বলে প্রকাশ।

বাংলাদেশ মন্ত্রী পরিষদ, মুক্ত অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার সামগ্রিক পরিচয় না পাওয়াতে সঠিক পন্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছেন না। এ ব্যাপারে গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে যে জোনাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে এগুলি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এ সমস্ত খবর সরাসরি পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে; কারণ মুক্তাঞ্চলগুলি প্রায়ই যোগাযোগ ছিন্ন।

মুক্তাঞ্চলে অগ্রাধিকারভুক্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ইতিপূর্বেই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। এগুলোর উল্লেখযোগ্য হলঃ-

(১)আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
(২)পাক সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা।
(৩)ছিন্নমূল জনসাধারণকে পুনর্বাসন করানো।
(৪)পূর্ণ সরকারী প্রশাসন ও গঠনমূলক তৎপরতা চালানো।

বাংলাদেশ সরকার প্রশাসন চালানোর জন্য যে পরিমাণ অভিজ্ঞ অফিসারের প্রয়োজন তার অভার বোধ করছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার সমস্ত সরকারী অফিসারদের যেখানে তারা অবস্থান করছেন, যেভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব সেভাবে তারা যেন কাজে যোগ দেন।

যারা এখনো বিচ্ছিন্ন এবং আত্মগোপন করে আছেন তাদের কাছে এ নির্দেশ আশাব্যঞ্জক হবে। এ ছাড়াও

সরকার তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছেন। এ কমিটি লক্ষ্য রাখবেন কোন কোন অফিসার শত্রুদের হয়ে কাজ করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য মুক্তিবাহিনীর সাহায্য অতি প্রয়োজন। সঠিক মালিককে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে মুক্তিবাহিনীকে সরকারকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। যে লোক নিজের থেকে অবৈধভাবে দখলীকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে না তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

পুনর্গঠনের ব্যাপারে পরিকল্পনা পরিষদ যে ব্লু-প্রিন্ট পেশ করেছেন সরকার তা অনুমোদন করেছেন বলেও মুজিবনগর থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
কারও করুণায় নয়- একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কারও করুণায় নয়- একটি জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

বাংলাদেশে পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট অবরোধ সমাপ্তির সময় আসন্ন হয়ে এসেছে। পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র, নয় মাসেরও আগে বাংলাদেশের নিরীহ গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী সৈন্য কিংবা সমরসম্ভারের প্রাচুর্যে ভয় না পেয়ে বীরের মত যুদ্ধ করার পথ বেছে নিয়েছে। সেদিন বাংলাদেশের এ যুদ্ধ ঘোষণাকে অনেক সমর বিশেষজ্ঞ অবিমৃষ্যকারিতা বলে উপহাস করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণের সেদিন সত্যি সত্যি ভরসা প্রদানকারী কোনো বন্ধু ছিল না, বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছ থেকে সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না, সর্বোপরি নিজেরাও ছিল চূড়ান্তভাবে অসংগঠিত। তবু তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কারণ বাংলার জনগণের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের বলে তারা এই ঐতিহাসিক সত্যে আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল যে একটা গোটা সংগ্রামী জাতির দাবী ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর নেই।

বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, ত্যাগ, সাহস এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেম পৃথিবীর দেশগুলোর ও বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। ভারতের সহান জনগণ এবং ভারত সরকারকে ধন্যবাদ। তাঁরা বাংলার জনগণের এই মুক্তিসংগ্রামকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন বাংলার স্বাধীনতার দাবী যে ন্যায়সঙ্গত দাবী তা মেনে নিয়ে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বরকমের সহযোগিতা প্রদান করেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। অপরপক্ষে পাকিস্তানের শক্তিশালী মিত্ররা পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টার কসুর করেনি। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি মার্কিন তল্পীবাহক দেশ এবং তথাকথিত মুসলিম দেশসমূহ পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে অথবা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। জিন্নাহর কিংখাবে মোড়া পাকিস্তানের খসে পড়া অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইনজেকশনে যে টিকে থাকতে পারে না, বাংলার সংগ্রামী জনগণ, মুক্তিযোদ্ধারা তাই প্রমাণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এতদিনে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছ, অস্ত্র নয় মানুষের সংগ্রাম এবং শুভেচ্ছাই মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করার পূর্বমুহূর্তে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পরামর্শে ভারতের উপর নগ্ন হামলা চালায়। সীমান্ত অতিক্রম করে নিরীহ জনসাধারণের উপর গোলাবর্ষণ করে, নগরে জনপদে বোমা ফেলে এবং এইভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলে। এরই মধ্যে ভারত দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই অস্ত্র এবং সেনাবলে বহুগুণ শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে এঁটে ওঠা তার পথে স্বপ্নেরও অগোচর। তবু ভারতকে আক্রমণ করে তাকে সম্মুখযুদ্ধে নামতে বাধ্য করেছে। এটা পাকিস্তানী সমরনায়কদের ঘোলা জলে মৎস্য শিকার করার আরেকটি ফন্দী। এ সম্বন্ধে বাংলাদেশের জনমত বহ দিন আগে থেকেই সজাগ ছিলো। কয়দিন যুদ্ধ চালিয়ে জাতিসংঘের সাম্রাজ্যবাদী মামা-কাকাদের ডেকে বলবে, আমরা আর পারলাম না, এবার তোমরা ঠ্যালা সামলাও। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হবে এবং মাঝখান থেকে বাংলার জনগণের স্বাধীনতার দাবী ফসকে যাবে। পাকিস্তান বাস্তবে করেছেও তাই। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ভুল

করেছিলেন, তাসখন্দ একবারই হয়, বার বার হয় না। আমেরিকা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলো। তার তল্পীবাহকেরা প্রস্তাব সমর্থন করেছে, বলেছে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিৎ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধি ভণ্ডুল করেছে রাশিয়ান ভেটো। রাশিয়ান প্রতিনিধি বলেছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত পাকিস্তান বিরোধের প্রশ্ন আলোচনার সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধিকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হোক। সব মিলিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ভেতরে বাইরে পাকিস্তানের অস্তিত্ব আজ চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখোমুখী। গোটা বাংলাদেশ ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর করতলগত প্রায়ই হয়ে এসেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের দুর্ধর্ষ আক্রমণের মুখে পাকিস্তান মারের পর মার খাচ্ছে। বাংলার পাললিক মাটিতে একটি নতুন দেশ একটি শক্তি প্রবুদ্ধ স্বাধীন জাতি মাথা তুলেছে। ভারত এই জাতিকে স্বাধীন বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। শিগগির আমরা আশা করছি বিশ্বের অন্য দেশগুলো স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হবেন। এটা অনুকম্পা বা করুনা নয়; বৈদেশিক নীতি কূটনীতি নয়- একটি জাতি মেরে মরে, প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে স্বাধীন হতে পারে, শক্তি বলে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলো এই সহজ সত্যটি স্বীকার করে নেবেন, এটুকু শুভবুদ্ধি তাঁদের আছে বলে আমরা মনে করি।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে	অভিযান ১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে

(অভিযান রাজনৈতিক পর্যালোচক)

অবশেষে যা হবার তাই হলো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর চোখের জল আর রক্তস্নানের সমাপ্তি ঘটলো। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিল একটি নতুন রাষ্ট্র- স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে অন্যদিকে তেমনি পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর আত্মার সাথে সংযুক্ত করেছে বাংলাদেশের জনগণকে।

মহান ভারত এবং ভুটান এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অনেক দেশই এখনো স্বীকৃতি জানায়নি।

কিন্তু তাতে ক্ষোভ করার কিছু নেই। কারণ আমাদের প্রচুর সম্পদ না থাকতে পারে, না থাকতে পারে প্রভাব কিংবা প্রতিপত্তি কিন্তু বাংলার আপামর জনতার দৃঢ়মনোবল আমাদের রয়েছে। জনগণতান্ত্রিক চীনকেও অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্র মেনে নেয়নি। কিন্তু তা বলে তাঁর প্রগতি কিংবা সমৃদ্ধি শ্লথ হয়ে যায়নি। সাত কোটি চীনা জনগণ নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করে জনগণতান্ত্রিক চীনকে তার যোগ্য আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধর্ষিতা, লুণ্ঠিতা বাংলাকে নবসাজে সজ্জিত করার দায়িত্ব আজ আমাদের হাতে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কথাটার সঠিক মর্যাদা দেবার দিন আজ উপস্থিত।

নবজাত রাষ্ট্রকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার আগে কতকগুলো বাস্তব সত্যকে আজ উপলব্ধি করতে হবে, যে উপলব্ধি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে ২৫শে মার্চ যখন পাক জঙ্গীচক্রের বর্বর পশুরা আমাদের উপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন আজ পাড়াগাঁয়ের খেতের কিষাণ, যারা রাজনীতির মারপ্যাচ থেকে সব সময় নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতো, লড়াই-এর ময়দানে তারাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। রোজকার মতো কারখানার ভোঁ সে-দিনও বেজেছিল, কিন্তু খেটে খাওয়া মজুর তার আগেই শুনতে পেয়েছিল বাংলা মায়ের করুণ আর্তনাদ। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সে শরীক হয়েছিল শত্রুহননের মিছিলে। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্র শিক্ষক সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তি মিছিলে।

আমাদের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। আমরা মায়ের ভাষায় সম্মান রক্ষায় সংগ্রাম করেছি, নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবীতে। প্রত্যেকটি সংগ্রাম আমাদের সামনে নতুন নতুন শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা আরও জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে না পারলে একটা জাতির সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাঙালীর আত্মার সাথে যাদের নাড়ীর যোগ সেই সব মহাজ্ঞানী মহাজনদের

অত্যন্ত কাছাকাছি যেতে আমরা তখনই সক্ষম হয়েছি যখন আমাদের কৃষ্টির উপর আঘাত এসেছে, সংস্কৃতির উপর আঘাত এসেছে।

এই কথাগুলো বলার পেছনে একটি মাত্রই উদ্দেশ্য সেটি হলো আমরা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছি সত্যি, কিন্তু আমাদের আরো অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার যোগ্য আসনে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সম্প্রতি এক বেতার ভাষণে বলেছেন যে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই রয়েছে। আজ যদি কেউ ধর্ম কিংবা বর্ণের মাপকাঠিতে লাঞ্ছিত হন তাহলে সেটা হবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতি চরম অবমাননা। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্বাচনের প্রাক্কালে ঢাকার একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন যে যারাই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন তাদেরকেই বাংলাদেশের জনগণ বলে পরিগণিত করা হবে।

এই কথা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। আজ যদি বাঙালী বিহারী প্রশ্ন ওঠে কিংবা সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয় তাহলে বাংলাদেশের সমৃদ্ধিই বিঘ্নিত হবে, বিগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো থেকে আমরা যে শিক্ষা নিয়েছিলাম তার কোন মূল্যই থাকবে না। আমরা যে অনেকদূর এগিয়েছি সেটাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির মধ্যদিয়ে বিশ্বের কাছে আমাদের এ্টাই প্রমাণ করতে হবে যে গোটা বাঙালী জাতি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে পচা আবর্জনার মতো ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করেই আমাদের ক্ষান্ত হলে চলবে না। আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা সংগ্রাম করেছি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানে জঙ্গীচক্র মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হয়ে আমাদের উপর যে শোষণ চালিয়েছে তাতে সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত হয়েছে বাঙলার কৃষক সমাজ। মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে গ্রামে গ্রামে নিজেদের দালাল তৈরী করা হয়েছিল। এই দালালরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদী শোষকদের আশাভরসা। সরকারী সুযোগ-সুবিধাগুলো ছিল একমাত্র দালালদেরই প্রাপ্য। আর এই সুযোগে গ্রামের ধনী কৃষক হয়েছে মাঝারি কৃষক, মাঝারি কৃষক হয়েছে গরীব কৃষক, আর গরীব কৃষক হয়েছে ভূমিহীন। গ্রামের সমস্ত সম্পদ জমা হয়েছে গুটিকয়েক লোকের হাতে।

এই সত্যগুলো সামনে রেখে আমরা যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করি তাহলে যে সত্য আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় সেটি হলো এই গুটিকয়েক লোকের কঠোর বিরোধিতা। অন্যদিকে সাধারণ কৃষক স্বতঃস্ফহর্তভাবে এসে জড়ো হয়েছিল মুক্তির মিছিলে।

সুতরাং এইসব দালালদের উপড়ে ফেলবার সময় এসেছে। উপড়ে ফেলতে বলছি এই কারণে যে কতকগুলো আগাছা যেমন সমস্ত জমিটাই নষ্ট করে দেয় তেমনি এই গুটিকয়েক আগাছা সমস্ত দেশকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায়। কৃষক তাই প্রথমেই জতি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে দিয়ে জমিকে ফসলে ভরপুর করে তোলে। আমাদেরকেও তেমনি এই সব দালালদের নিশ্চিহ্ন করে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। শুধু নিশ্চিহ্ন করলেই হবে না, সাথে সাথেই এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আর যেন এই সব দালালদের সৃষ্টি না হয়।

এই দুটো মৌলিক প্রশ্নকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেই আমাদের এগোতে হবে। এই উপলব্ধির উপর ভর করেই নির্ধারণ করতে হবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। যার বাস্তব প্রয়োজন জন্ম দেবে এক সুখী সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বপরিসরে প্রতিষ্ঠিত হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মুজিব নগর সংবাদ পত্রঃ ইংরেজী

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Pakistan Guilty of Genocide	Bangladesh * Vol. 1 : No. 3	14 July, 197

PAKISTAN GUILTY OF GENEOCIDE

Pakistan army's "mission to kill and burn Bengalis" still continues with utter disregard to the fundamental norms of human dignity and civilization. This calculated mass killing is the outcome of a nefarious design to eliminate every ‘Bengali' whether Hindu or Muslim or Buddhist or Christian. The object is to destroy a nation whose people are ethnically and racially different from those in West Pakistan as a whole.

The 'fault' of the Bengalis was that they wanted the right to live. The ruthless economic exploitation that was exercised upon the people and resources of East Pakistan, as it was then still called, had to be stopped if Pakistan as a single country were to exist. The majority people of a country could no longer bear this feeling of being colonized by a handful of people belonging to West Pakistan. This feeling was growing harder to bear for a long time but no redress was in sight as the Bengalis were deliberately kept away from the real corridors of power.

After the downfall of Ayub, came General Yahya Khan with the promise of handing over power to the elected representatives of the people. Elections were held throughout the country and the people. Representatives were elected but when the intention was put to the actual test, it collapsed at once. Neither Z. A. Bhutto nor the Military Junta was prepared to accept majority rule, the essence of democracy. While the negotiation between Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman-leader of the majority party in the National Assembly, were still continuing, an organized army with modern war weapons suddenly clamped down upon unarmed and innocent civilians. They killed and burnt, raped and looted with one single aim to destroy a people who were no more ready to suffer any further humility and exploitation.

Yahya Khan’s speech on March 26 clearly indicated the design on which the whole operation of mass killing was launched. Sheikh Mujib and his party were enemies of Pakistan and therefore they were to be eliminated. Looking at the results of December election which gave Awami League 167 of 169 seats from the 75 million people of the East, it is obvious that the whole population supported the programme which Mujib was trying to achieve through constitutional means.

The army therefore took the whole population as their target and killed and burnt indiscriminately. They did not find any reason to limit their onslaught on some selected

* Bangladesh: সাপ্তাহিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ মিশন, বহিঃর্বিশ্ব প্রচার দফতর কর্তৃক মুজিব নগর বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত। যোগযোগের ঠিকানা: ৯, সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭

individuals and consequently a full scale attack was launched to eliminate any sense of Bengali nationalism, from amongst the people. It is clear now that the Pakistan Army does not intend to let anyone live within their reach who would assert himself to be a Bengali whether Muslim or Hindu.

Hitler's National Socialist regime in Germany exterminated more than eight million people. Subsequently Nations adopted in 1948 the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and defined it as "acts, committed with intent to destroy, in whole or in part, a national ethnical racial or religious group by killing or causing serious bodily or mental harm to members of such group." The Convention also declared this crime as punishable under International Law and made it applicable to rulers and public officials also.

With this is connected the concept of fundamental human rights recognized both by the Convention and Charter of the United Nations. If crime against humanity is an offence under International Law2, the Pakistan Army's action in Bangladesh could be taken up by the Penal Tribunal under Article 4 of the Convention.

No other better or clearer case of genocide has emerged since the end of Second World War than the one being committed by the Pakistani regime in Bangladesh today. By sheer brutal force Pakistan Army is committing 'double genocide' one elimination of Bengalis as a race and two Hindus as a religious group. Anyone who dares to proclaim himself a Bengali is shot at sight whether Muslim or Hindu and anyone who admits to being a Hindu is bayoneted to death. In simple terms this is genocide and this is exactly what the Pakistan Army is doing now. If world conscience is to act, no issue could be more worthwhile to take up than the present case of Bangladesh. Genocide is a crime which should never go unpunished.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Elected Representatives Vow Afresh	Bangladesh Vol. 1 : No. 4	21 July, 1971

ELECTED REPRESENTATIVES
VOW AFRESH

The elected representatives of Bangladesh vowed afresh to liberate the occupied territory of Bangladesh from the hands of the West Pakistani occupation forces and to follow the ideals and ideology of the Awami League and its leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. They completely rejected the idea of any political accommodation with Islamabad.

This strong determination was voiced by all the 374 elected representatives (members of National and Provincial Assemblies of the now defunct Pakistan) of Bangladesh in the course of deliberations in a two-day conference held somewhere in Bangladesh, to consolidate the freedom and sovereignty of Bangladesh.

135 MNAs 239 MPAs met in a conference on the 6th of July, 1971. The conference concluded on the 7th July, 1971. It may be mentioned that all the ministers of the People’s Republic of Bangladesh, namely, Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister, Mr. Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister, Mr. Mansur Ali, Finance Minister and Mr. A.H.M Kamaruzzaman, Relief and Rehabilitation Minister, were Present.

The session started with the inaugural speech by Syed Nazrul Islam and concluded with the adoption of some resolutions. Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister and Col. M.A.G. Usmani, Commander in Chief, Mukti Bahini (liberation Forces) who is also a member of the National Assembly, addressed the conference and many members participated in the deliberations.

It became clear from the outcome of the two-day session that the members had moulded themselves to solidly stand behind the government in its effort to drive out the enemy. However, the conference gave its clear, answering, determined opinion, that there is no way left for any settlement after the carnage that has been unleashed in Bangladesh by Yahya’s hordes. The emancipation of 75 million people and the liberation of Bangladesh lay solely in the complete elimination of occupation forces from the soil of Bangladesh. To achieve these ends, the conference resolved to push on the war of liberation with greater speed and vigour.

The conference in a resolution urged all the countries If the world to put pressure on the Islamabad regime to stop the genocide in Bangladesh. In another resolution it requested all the democratic countries in general, and the Secretary General, United Nations in particular, to put pressure on Islamabad to get the un-conditional release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and to put his family members in the hands of the

Bangladesh Government for their safety and security. The conference condoled the death of one elected representative at the hands of the Pakistan Army and prayed for the eternal peace of those souls who met martyrdom in the war of liberation.

The conference reiterated its confidence in the government of the People's Republic of Bangladesh and assured all necessary help to push on with liberation programme.

In another resolution, the members regretted the arms supply by the U.S. to Islamabad and condemned the action which amounts to helping Yahya Khan to continue his genocide in Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
First Bangladesh Mission In the World	Bangladesh Vol. 1 : No. 4	21 July, 1971

FIRST BANGLADESH MISSION
IN THE WORLD

On April 18 of this year Pakistan's Deputy High Commissioner in Calcutta hauled down the Pakistan flag from the top of his Mission premises, and hoisted the green, gold, and crimson banner of Bangladesh. Mr. Hossain Ali and the 64 other Bengali members of his Mission declared their allegiance to the motherland, and vowed to free her from the jackboots of the Pakistani occupation army who were on the rampage in Bangladesh.

Crowds which had earlier gathered around the Mission to protest the Pakistani brutalities became cheering, jubilant throng, singing shouting, and crying: Joi Bangla!

"Martyrs' blood is never shed in vain and it must bring victory to the people of Bangladesh", said Mrs. Ali.

Her husband, a veteran of 22 years in the Pakistan Foreign Service, declared that the Pakistanis were committing genocide in Bangladesh against people who were supposed to have been their brothers all these years. Since 1947 Pakistani propagandists had been proclaiming that India was Enemy No 1, but now it was India which was providing a safe haven for the millions of refugees.

Hoping to arouse "whatever is left of the conscience of mankind", be appealed to the world to extend all possible help to Bangladesh.

The Pakistani Government reacted to dramatic events in Calcutta by insisting that Hossain Ali and the other Bengali diplomats had changed allegiance under "duress and coercion" of the Indians.

Now the Swiss representative, Dr. Bonnard, has interviewed them all and ascertained that none of them wants to return to Pakistan. They are all patriots, and have no desire to collaborate with the Pakistanis to annihilate their own kinsfolk.

Why She Pleaded For Important Step

After the Bangladesh flag was hoisted on the Pakistan Deputy High Commission building in Calcutta on Sunday afternoon, Mrs. Ali, wife of the Deputy High Commissioner told reporters that she had been in Dacca when the Pakistan Army first started the ruthless killing of unarmed civilians. Twenty-two students were killed when a peaceful procession of students were mowed down by Pakistani troops in front of her Dacca residence, she said. The scene was so ghastly that her daughter felt sick after the incident.

While describing the indiscriminate killing of professors, teachers and students by Pakistani troops in Dacca Mrs. Ali broke down in tears. In a chocked voice, she said that the situation had become so intolerable that she pleaded with her husband to take this “important step”.

Mrs. Ali also described to reporters the pitiable conditions that had been obtaining in East Bengal during the past few years. Narrating the “discriminatory treatment” meted out by the West Pakistani Government to the people of eastern wing Mrs. Ali said that rice, which was the staple diet of the people of Bangladesh was sold at a higher price there than in Islamabad Besides the people there, particularly the old and the children suffered from an acute shortage of medicine, clothes and other necessities of daily life.

While supporting her husband’s action, Mrs. Ali said that Yahya Khan had thought he would be able to crush the liberation movement with the help of the Army, but that would not be possible as the entire population of Bangladesh was against him.

DIPLOMATIC OFFICERS

Mr. Rafiqul Islam Choudhury First Secretary	Mr. Anwarul Karim Choudhury Third Secretary	Mr. Kazi Nazrul Islam Third Secretary	Mr. M. Maqsood Ali Asstt. Press Attaché

MINISTERIAL STAFF

Mr. Sayidur Rahman, Mr. M.A. Hakim, Mr. Amir Ali Choudhury Mr. Anwar Hussain Choudhury Choudhury Mr. Md. Sayeduzzaman Miah, Mr. Jainal Abedin Choudhury, Mr. Mustafizur Rahman, Mr.Alimuzzaman, Mr. A.Z.M.A. Qadir, Mr. Matiur Rahman, Mr.Kazi Sekandar Ali Mr. Md. Golamur Rahman, Mr. Shamsul Alam, Mr. Mohd. Siddiqullah, Mr. A.K.M. Abu Sufian, Mr. Abdur Rob, Mr. Md. Fakhrul Islam, Mr. Md. Aminullah, Mr.Md. Abdul Basher, Mr. A.B.M. Khurshid Alam, Mr. Abdul Mannan Bhuiyan, Mr. Abdur Rahman Bhuiyan, Mr. Md. Abdur Rahim Mr. Md. Nurul Amin, Mr. Nur Ahmed, Mr. Md. Alauddin, Mr. Samiruddin, Mr. M. Solaiman, Mr. S. Shamsuddin Hussain, Mr. Jahur Husain, Mr. Mir Mozammel Haq, Mr. Md. Zakaria, Mr. Md. Wahidur Rahman, Mr. Abdur Noor, Mr. A.K.M. Abdur Rob, Mr. A.N.M. Qamrur Rashid, Mr. Anwaruzzaman, Mr. Abbasuddin Ahmed Choudhury, Mr. Wahidur Rahman, Mr. Md. Shahidur Rahman, Mr. Shariful Alam, Mr. Abdul Kader, Mr. Abdul Matin Pradhania, Mr. Abdul Amin, Mr. Md. Hussain, Mr. Matior Rahman, Mr. Abdul Ghafur Mirdha, Mr. Aman Hossain, Mr. Hatem Ali Mr. Bazlur Rahman, Mr. Md. Hadayatullah, Mr. Nurul Haq, Mr. Shamsul Anwar, Mr. Mumtaz Miah, Mr. Harmuzul Haq, Mr. Shamsu Miah, Mr. Mohd. Elies, Mr. Abdul Hashem.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Double-Dealing by U.N. Officials	Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971

DOUBLE-DEALING BY U.N. OFFICIALS

The United Nations Secretariat seems to be actively pushing a proposal to post U.N. observers inside Bangladesh with the avowed aim of re-assuring the 7 million refugees now in India that it has become safe for them to return to their homeland.

In the light of authoritative accounts (the latest of which we reproduce else-where this Issue) that the Pakistan military authorities are actually taking measures designed to prevent the refugees from coming back, and while the Pakistan Army is still persecuting the People of Bangladesh on such a scale that 50,000 fresh refugees crossed over into India last week, it would appear that the worthy gentlemen of the U.N. are as intent on deceiving the teeming, homeless people in the camps as they are on deceiving themselves.

Since the Bangladesh Freedom Fighters are waging and implacable War of Independence against the Pakistan military, it would certainly not be safe for the U.N. observers themselves if they were to stay anywhere near the Pakistan Army. We remember that in March, while the Pakistan Army was gearing up for its murderous assault on the defenseless people of Bangladesh, the U.N. obligingly withdrew all its personnel from Bangladesh, thus leaving the field for the subsequent massacres to take place free of any U.N. ‘observation’. If the U.N. was so concerned about the safety of its personnel then, we fail to see why it is so eager to thrust the same people into situations of still greater danger now. It is difficult to avoid the judgment that the supposedly impartial U.N. Administrators are dancing to Pakistan’s tune.

Besides, the jurisdiction of the U.N. High Commissioner for Refugees is presumably only over the means of providing humanitarian relief for refugees. It seems strange for this Agency to take upon itself the task of “persuading the refugees to return”. Since it is clear that a political question is involved before the refugees can themselves deem it safe to return to Bangladesh we do not understand how the U.N. High Commissioner for Refugees can presume to take unilateral action at a time when the U.N.’s Political arm, the Security Council, has yet to meet to discuss the Bangladesh situation.

The U.N. has already compiled a disgraceful record on Bangladesh by remaining deafeningly silent about the Pakistan Army’s open genocide there in clear violation of the U.N. Charter. It is to be hoped that U Thant will not compound this error by following the example of his predecessor who allowed his rash and ill-judged intervention in the Congo to mark his illustrious career in its last day. It would be tragic if the present Secretary General were to repeat the same squalid history in Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Stamps A mark of state hood	Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971

BANGLADESH STAMPS
A MARK OF STATE HOOD

The Government of the People’s Republic of Bangladesh has authorized the international distribution of its first issue of Postage Stamps.

The Bangladesh stamps are in the following denominations:

10p (Paisas). Blue, scarlet, purple, Map of Bangladesh.

20p (Paisas). Yellow, scarlet, dark green, blue. Depicting Massacre at Dacca University on 25th-26th March, 1971.

50p (Paisas). Orance, light brown, dark brown, grey: Bearing the numerals 75 denoting a nation of 75 million people.

1 R (Rupee). Yellow, scarlet, green. The flag of independence, incorporating map of Bangladesh.

2 Rs. Blue, dark blue, magenta: Election 1970, shows a ballot paper and stylized ballot box inscribed “Results-167 seats out of 169 for Bangladesh.

3 Rs. (Rupees). Green, dark green, blue. Proclamation of independent Government on 10th April 1971. Depicting the breaking of West Pakistan chains of exploitation.

5 Rs. (Rupees). Assimilated gold, orange, dark brown, halftone black, Portrait, of Sheikh Mujibur Rahman, President of Bangladesh.

10 Rs. (Rupees). Assimilated gold, magneta, dark blue. A support BANGLADESH Stamp.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Inside Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971

INSIDE BANGLADESH

GESTAPO INTERROGATION

The West Pakistan occupation Army has started new reign or Gestapo rule in Bangladesh. One of these fascist tactics is the issuing of a questionnaire to all Bengali Civil Officials which amounts to outright blackmail. Some of the questions posed are given below and no one needs doubt that the Army only wants answers which toe the ridiculous Pakistan propaganda line.

1. Which points out of the six points of the Awami League do you support? Give reasons for your answer.

2. What would have been the situation if the Awami League had come to power?

3. Who is the political leader you admire most in Pakistan and why do you support his party programme?

4. Did you join the non-co-operation movement launched by the Awami League? Did you do it voluntarily or out of fear?

5. Why did the dialogue between the Awami League Leaders and other parties fail?

6. What form of Government (parliamentary or presidential) do you think is appropriate for Pakistan and why?

7. Give names of your superiors and juniors who support the Awami League party.

8. Did you subscribe to the Awami League Fund? If so whether in cash or in kind and whether it was voluntary or forced and what was the amount and which bank it was deposited in?

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
World Press	Bangladesh Vol. 1 : No. 5	28 July, 1971

WORLD PRESS

Press reports throughout the world continue to be full of condemnation against the Yahya regime and are highlighting the remarkable progress of the Mukit Bahani.

U. A. R.
Rose Al Youssef
July 14, 1971.

Closely following Al-Ahram editor Heikal's strong plea to the UAR speak out on what he described as the worst carnage in contemporary history. Another Cairo Journal "Rose Al Yousef" has warned that the tragedy caused by the civil war in East Bengal and the resultant influx of over six million refugees into India might turn the subcontinent into a new centre of world conflict.

It said religion was the only link binding the Punjabis of West Pakistan and the Bengalis of East Bengal.

U. K.
Daily Telegraph
July, 19, 1971.

The situation has deteriorated during the past few weeks in Dacca, largely as a result of the improved organization and training of the urban group of Bangladesh guerillas.

London
The Sunday Times
July 11, 1971.

An article by Murray Sayle has thrown some fresh light on the activities and composition of the so-called Razakars that the Pakistan Army is relying on in Bangladesh to-day.

These people (the Razakars) are, in fact, representatives of the political parties which were routed at the last elections, with an admixture of men with criminal records and bigoted Muslims……………

I passed a bridge which had been blown up by the Mukti Fouj, the "Freedom Army." Local people told me-I thought with some glee-that the bridge had been defended by 25 Razakars who had fled at the first burst of gunfire. Mr. Sayle describes the Razakars administration as a regime of paid informers, bigots and thugs answerable to no-one and apparently above whatever little law is left (in Bangladesh)".

The Times, London
July 12, 1971.

A considerable propaganda effort has been made by the Pakistan Government to suggest not only that the army action was necessary to prevent the mass slaughter of Biharis but also that killings of non-Bengalis took place on a substantial scale even before the army moved.

It is a pretty thin explanation. It is inconceivable had there been killings on the scale claimed that these would not have come to the eyes and ears of the many foreign journalists in East Pakistan until their expulsion en masse on March 25.

U. K. :
The New Statesman
July 16, 1971.

Mr. Reginald Prentice, M. P. a member of the British Parliamentary delegation which visited Bangladesh and India recently, writes, "The patients at the local hospital at Agartala included 150 with bullet or bayonet wounds, all recently inflicted-80 of these were children".

UAR:
Al Ahram
July 9, 1971
Towards a New Arab Strategy
written by the editor-Heikal.

How can we accept to remain silent about what happened in East Pakistan where some one-quarter of a million people were slain in the most tragic carnage of contemporary history? How could it be said that our silence was in courtesy to Pakistan when the U.A.R.'s value and influence in all of Asia is the issue of principle? If we said the Asian principle was no concern to us, then Asia would have the right to say the Arab principle did not concern her.

U.S.A. :
New York Times
July 12, 1971.

Article by columnist Anthony Lewis.

After Hitler, there were many and not only Germans by any means who said they had no idea of the extent of the horror. They knew terrible things were happening but six million Jews in the gas chambers…

Right now another immense human disaster is taking place for political reasons. This time there can be no excuse for any informed person failing to understand what is happening ….. and yet somehow some responsible men do not see.

The disaster is in East Pakistan. Since West Pakistan troops moved in last spring to suppress the Eastern political movement, six million people have fled to India. Tens, probably hundreds of thousands have been killed. And the feeble Pakistani propaganda claim to be dealing only with 'miscreants' does not conceal the fact that the army is killing and terrorizing on grounds of rate and politics.

HONG KONG:
The Hong Kong Standard
July 4, 1971

Yahya Khan's army has set grisly new record in the bloody annals of the human race …..

…The revengeful armies of General Tikka Khan have evidently grown tired of killing after their earlier vicious excesses in Bangladesh and wholesale massacre seems to have diminished into sporadic outbursts of unprovoked murder.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Some Thoughts On Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 9	25 July, 1971

SOME THOUGHTS ON BANGLADESH
By A.L. BASHAM

During a very brief visit to Calcutta I have seen something of the misery of the unhappy people who have been compelled to flee from East Bengal by the atrocious violence of West Pakistan troops. I am a man of peace, and it has never been my business to encourage hatred. But I am also a historian, and as such I cannot avoid looking to the past, and making comparisons. And I know that the hatred and bitterness felt by one people for another have been among the most powerful factors in the history of the world. I think of examples from the history of my own native land.

In ancient and medieval times, when the feeling of nationalism was not so strong, it was sometimes possible for a conqueror to hold down a defeated people indefinitely and even to assimilate, it to his own people to form one nation. Thus the Normans conquered the Anglo-Saxons, and ultimately, thanks largely to the common sense of some medieval kings, the two became one nation, speaking the same language.

On the other hand Ireland was also conquered by the Normans but no efforts were made to win over the inhabitants. The culmination came in the 17th century, when Oliver Cromwell "pacified" Ireland, which had supported the king's party in the Civil War. The Irish never forgot the ruthless looting and murder perpetrated by the Parliamentary troops, and, though by the nineteenth century they had full representation in the British Parliament, the resentment and hatred of many Irishmen towards the British was never appeased and ended with the establishment of the Republic of Eire. After nearly three hundred years, the atrocities of Cromwell were not forgotten, and "the curse of Cromwell on you" remains one of the Irishman's most bitter imprecations. Britain lost most of her American colonies as a result of her own stupid obstinate and oppressive policy towards the colonists. Later she learnt part of the lesson, and Canada and Australia (which is now my home) achieved independent status without bloodshed.

But things were different in India. Though educated Indians watched what was happening in Canada and Australia and began to ask for a greater say in their own affairs, the majority of the people were more or less quiescent, and accepted British rule. Very small steps, in the direction of self government were taken, and it seemed that India would ultimately reach the same goal as Canada and Australia, but would take longer to do so.

One day in 1919 the situation altered drastically. An unarmed political gathering in Jalianwala Bagh, Amritsar, was fired on, many men and women were killed, and a wave of horror went through India. From that time onwards the future if India was not in doubt, and ultimately India established her Independence with comparatively little

bloodshed, because her people or the more politically minded of them made up their minds that they would no longer tolerate the rule of a government which could behave so ruthlessly towards its subjects.

Now in East Bengal, within a month or two, thousands of atrocities have taken place, far more ruthless than the massacre of Jalianwala Bagh, for they were apparently carefully planned, while Jalianwala Bagh was largely due to the panic of local authorities. Even allowing for exaggeration, it appears that the loss of the life in East Bengal over the past three months runs into millions, the victims of violence unparalleled since the days of Chinghiz Khan, far more comprehensive and vicious than the cruelties of Cromwell in Ireland. The presence of so many millions of refugees within the borders of India is evidence enough of the conduct of the Pakistan troops.

Hitherto I have remained silent, in all the many disputes between India and Pakistan, for I am a specialist in early history, and I do not normally look on it as part of my duty to air my views on current affairs. Now, as a historian, I am compelled to speak. If history teaches any lesson in this matter it is that the people of East Bengal will never again willingly associate themselves with Pakistan. If Pakistan holds East Bengal it will do so by force, as an occupying imperialist power, hated by the people whom it dominates. Such a situation cannot long continue. The question remains-How long? If the Pakistanis persist in their determination to cling to East Bengal it will spell the ruin of the economics of both countries, and immense loss of life and human misery on both sides. And ultimately Bangla Desh will become independent, for all the Pakistanis may do, as their ruthlessness win never be forgotten, and the Bengalis will never again accept their rule willingly.

The wiser brains of Pakistan must have already realized this. The United nations, governments of individual states, men of good will everywhere, must use all their influence to persuade the government of Pakistan to withdraw its troops and allow the new state to be formed. If Pakistan refuses to do so it will be branded before the eyes of the whole world as the most ruthless imperialist power in history, and history has shown that imperialist states can never survive indefinitely.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Prelude To A ‘New Vietnam’	Bangladesh Vol. 1 : No. 9	25 August, 1971

U. S. ARMS TO PAKISTAN

Prelude to a ‘New Vietnam’?

Despite world wide astracism the Yahya regime for its inhuman suppression of the people of Bangladesh, the Nixon administration has failed to discontinue its policy of arming Pakistan’s blood-thirsty army. This is in spite of the fact, that it was mainly U. S. Arms which emboldened fascist Yahya to undertake such a gross military misadventure. It was clearly within Nixon’s power to make Yahya see reason. However, far from even condemning the atrocities perpetrated, he chose to condemning them by pumping in more arms to an already top- heavy and berserk, war-Machine.

The great champion of Democracy has not stopped at merely supplying arms, whose value according to a Washington State Deptt. Spokes man amounts to roughly 20 million dollars to be delivered by March of 1972! There are indications now that American commitment to the Yahiya regime is rapidly increasing in score.

The U. S. Government has charted seventeen 1000 ton freighters ostensibly to enable food and other supplies to reach the interior. That these vessels will be used for military purposes is certain as it is common knowledge that Yahya is desperately in need of river-crafts to open up the water-logged countryside of Bangladesh for his marauding hordes.

The pro-American Pakistani officers who have been trained by the U. S. army along the lines of the ‘Green Berets’ in Vietnam, are now all in Bangladesh. These ‘toughs’ are specially trained for mass-murder, sabotage, assassination and torture. Reliable reports also have it that more than a dozen American ‘experts’ are training Pakistanis in counter-insurgency measures at Quetta, Baluchistan and Dacca. It may be pointed out here that during the early days of Vietnam, American experts played an exactly similar role. The U. S. Government seems determined to be sucked into Bangladesh as it was in Vietnam.

The American press has reported that American arms in Vietnam are being diverted do Dacca and Karachi. On these arms meant to establish the kind of “democracy” we are now seeing in South Vietnam?

American Boeing which have been leased to Pakistan have been incorporated into the Pakistan International Airlines and are presently engaged in airlifting- troops to Bangladesh.

The Nixon Administration has also promised one million dollars to Pakistan to hire eighteen coasters on a 6 month lease. These vessels are supposed to restore communications and facilitate delivery of relief supplies to the people.

At present there are 200 U.S. aid experts in Bangladesh. They have been instructed by Washington to train the civilian population in counter-insurgency methods. These experts have already begun their work in Dacca.

Last, but not least, American 'Cobra' helicopters from Vietnam have been given to the Pakistan Military Junta, to quell the liberation struggle.

All these goes to prove America's evil designs in Bangladesh. Its active support of the Yahya regime is a result of very short-sighted policy. 75 million determined Bengalis will show these War-mongers that their just struggle will be crowned with victory. Apparently, the U.S. has not learned anything from its experiences in Korea, Vietnam and Laos where it has fared disastrously. Even now, when Nixon is advocating the withdrawal of troops from Vietnam, he seems to be all set to get his rose bloodier afresh in Bangladesh. No amount of American support can save Yahya, Nixon's only gain will be a name in history as an accomplice to the butcher of our time-General Yahya Khan. It is not yet too late for Nixon to change his murderous policy. One wishes that he will chose to listen to some of his saner countrymen such as senator Kenedy, Senator Bowles Galbraith and Congressman Gallaghar.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial In Search of Truth	Bangladesh Vol. 1 : No. 10	1 September, 1971

Editorial

'IN SEARCH OF TRUTH'

The conscience of the government of the modern world are still cold. The plight of the 7,50,00,000 people of the lower Gangetic area, the human misery of the people of Bangladesh could not arouse the government of the world from their slumber.

The modern world which claims attainment of the peak of civilization is looking at the happenings of Bangladesh with equanimity. It is not irritated, not disturbed, at the unsurpassed barbarity of the Pakistani mercenaries of Yahya Khan, which has rare equality even in Dark Ages.

More than 3840 hours have passed into oblivion, since General Yahya's hordes cracked down upon, the unprepared, un-armed and democratic people of Bangladesh, with a calculation to subjugate a nation within 78 hours. But, calculations have betrayed him. The fond dream has become a night mare. The blunt dictator failed to assess the determination of a nation when it is compelled to take up arms to resist and fight for existence, Yahya and his hawks have let loose the horrors to subjugate a nation to slavery and the people of Bangladesh have taken up arms to fight a war to break the shackles of slavery and to become the master of their own destiny. To the Bengalis, it is a fight to live with human dignity, it is a war for emancipation and liberation.

Yet it is an unequal war. Pakistani army junta in course of 24 years have built up a standard army with the revenue of Bangladesh and armed it to the teeth with most modern, sophisticated death weapons. They are being fed with arms and ammunitions by U.S.A. China, and Iran. Thus, organized, regular, modern forces have been deployed against peasants, workers, students, intelligentsia of Bangladesh. "Kill the Bengalis, loot their properties, burn their houses, rape their women" was the order on that fateful night of March 25. That order, as it generally believed is still in force. The mercenaries 'most faithfully' and with full venom carried out the orders of their masters. The brunt of ferocity, the barbarity fell equally on men and women irrespective of their cast, creed and age.

Two million have been killed, eight million have fled to neighboring Countries, thirty million, if not more, have been made homeless within the country itself who are running here to there, there to thence for life, thousands of women have been violated, and thousands of villages have been burnt, and properties worth billions of rupees have been looted. What is more, Bangladesh today is ravaged by flood, faced with famine, incensed with epidemics.

The people who fled from the country and have taken shelter in India, tells a sad story of human misery. Many have died of cholera, many from exhaustion of long long walk. A million children are faced with death due to mal-nutrition.

The otherside of the story is encouraging. The youths of Bangladesh with their firm faith, grim determination, unflinching obedience, undeterred resoluteness are gradually hitting hard on the occupation forces. The guerilla activities and commando actions of the men of Bangladesh liberation forces have by this time wondered the world. Thousands and thousands of youths are enrolling themselves in the liberation forces. The youth Camps are humming with determined and resolute men of all sections and of ages between15 to 50. the grasp of things at so short a time, understanding of logistics, the rapidity and accuracy and boldness during action have earned praise and wonder for them. The words Mukti Bahini are terror to the enemies. The enemies have suffered at least 40,000 in death including a long list of their officers. Rail and road transports are battered, rivers have become most unsafe, Chittagong, Chalna, Mangla Ports are out of commission after the blasting and sinking of foreign and Pakistani ships. Jute, hide and skin, and tea are not there for export, mills and factories are closed, attendance in offices in towns are mere apology, office works are merely ‘made to order’. Educational institutions is dead, in spite of the loud claim of military regime of “normal life.” Only the action of Mukti Bahini breaks the lull. People’s hopes and aspirations are with the Mukti Bahini. The Swadhin Bangla Betar Kendra (Radio Bangladesh) inspires, the Mukti Bahini activities embolden the people. With courage, fortitude and determination the people are facing all atrocities, all cruelties, all odds, because, they believe they are fighting for the truth. They are fighting for liberty, equality, fraternity.

Many words have been uttered, volumes have been written, concern and sympathy have been expressed, much tears have been shed by the people of the world but rulers have remained cold. Thus the world today at its height of achievements, is again bewildered with the problem of the “Ruler and the Ruled”.

The philanthropists, the intellectuals, the educationists, the literature, the artists, the physicians, the politicians and statesmen, at the prick of conscience when they find a nation bleed at the fury of the barbarous’ hordes, have urged upon the governments of the world to save the humanity.

Dr. N. Hirschhorm, Dr. R. A. Cash, Dr. W. E Woodword of U. S. public health service wrote:

“…when will the U. S. ever learn that an immoral real politik always lead leads to destruction, despair and death?”

James Nicholas, Welland, Ont say:-

“Why have civilized governments granted generous military aid to West Pakistani, while being niggardly in their economic aid to the refugees in India? Why do some people in the West stage an uproar when animals are not treated humanely and are yet so silent when in the East 6 million of their fellow human beings are agonizing in misery?”

Dr. Wali Khan wrote from St. John Nfd:

"Where is the humanity of the Washington leaders who uphold the traditional image of concerned and compassionate America, the champion of democracy? Is the U.S. condoning genocide in Bangladesh in the interest of stability rather than morality?"

Dr. Albert Blaustein, a professor at Rutgers Law School feels distressed when he says:

"Its incredible to conceive so many people are suffering so seriously. We have such a mess in Vietnam War. We have forgotten we are a humanitarian nation".

The international Conference of distinguished scholars, editors and parliamentarians held in Toronto, observed in "Toronto Declaration of Concern", that the Parliaments were "horrified by the events of recent months in East Pakistan which have resulted in one of the major disaster in man's history".

"…. The present situation is a threat to peace both in the Sub-continent of South-East Asia and throughout world with the danger of great power involvement in a familiar pattern of escalation. Inspite of repeated warnings including that of Secretary-General U Thant the World remains largely indifferent. The staggering costs of refugees operations have been left prominently as a burden for India to carry. No effective political pressures have been brought to bear by the World community to end the mounting tragedy".

Even Katherine G. Kelley of American Embassy-U.S. AID in Islamabad marked;

"If the U.S. has to agonize over the question of supporting a democracy as opposed to a military suppressionist regime that has murdered a million of its citizens and driven more than 6 million from their homes and country, then the United States has forfeited the right to ever again purport to exercise moral leadership or promote democracy".

The humanists are distressed, to hear the bells tolling for the humanity. They are bewildered to see the upholders the makers of the great charter of 'Human Rights and Dignity' digging the grave for humane values and beliefs by their own hands.

The world to-day is posed with a big question where is the Truth?

The truth is in the minds of the people of Bangladesh, the truth is in the action of the Mukti Bahini. It is a faith with the Bengalis.

The people of Bangladesh, which once went by the names of East Pakistan, wanted to live with all human dignity, to create a society free from political domination, economic exploitation, cultural annihilation. It is their wish. When the people wish who can stand on the way? Who constitute the country? It is the people. What is a government? It is, to quote, "of the people, by the people, for the people". So, the truth is, when the people of Bangladesh wish to be independent, sovereign, and to be the master of their own affairs, what authority, legal or moral, Yahya Khan has to murder a nation?

Geography, history, traditions, culture, language, literature, aptitude and ambition, attitude towards life, make Bengalis totally a different nation from the West Pakistanis. It is a truth. None can deny or defy. The 24 year's history of Pakistan could not deny these. So two separate policies were in practice. The countries those supply aid to Pakistan will bear it out. Had the country been one there would have been no customs barriers, and formalities, the price of commodities would not have differed so fantastically. Had the country been one, the majority would not have been deprived of power and privileges, there would have been no such hate and blood for the Bengalis. Had the country been one so indiscriminate massacre could not have been there, the propagandist of integrity failed to realize that integrity can not be achieved in hate and blood.

Islam? The less is said about, it, the better. The Pakistani hawks who literally float in the drums of whisky and Champaign, who in lust flirt, dishonor, rape the women, who in greed kill the people, oppress the believers of other faith, loot the properties, burn the houses, forfeit the right to utter the sacred word "Islam" which means "Peace and complete submission to the Creator". These people have brought slur on Islam. They are trying to destroy the pristine beauty of the religion. Under the name of Muslim (Tikka Khan is no Arabic, bears no meaning) they are 'Munafiks' (hypocrates) and are out to bring dishonor and to defame Islam. The private and public lives of these hypocrites are quite contradictory to Islamic laws. People of Bangladesh of whom 85% are Muslims do not believe in these hoax.

So the truth is, the people of Bangladesh are determined to clear the soil of Bangladesh by driving out occupation forces. The truth is Bangladesh is an independent, sovereign state, the eighth biggest state of world with its 75 million people, has come to stay.

The truth which Time (International) on its issue of August 23, 1971 could see, is:

"With hopes for a United Pakistan all but ended by the civil war, keeping Mujib alive would leave open one last option, negotiating the divorce of East and West in peace rather than war."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Beware of the Mad Dog : Kill it	Bangladesh Vol. 1 : No. 11	8 September, 1971

BE WARE OF THE MAD DOG: Kill It

Freedom of Bangladesh, a cause so sacred and dear, efforts so genuine can not but go unrewarded. The recent happenings are sufficient indication that we are near our goal.

Pakistan military hawks have fallen into their own trap. They tried, and perhaps were party successful, to deceive somebody for some time, but ultimately have failed, to deceive everybody for all time. Things are not coming according to their calculations. So, the hawk of the hawks General Yahya Khan lost his balance. Not only his actions are barbarous, his words are brute. Ultimately the animal in him, his true color, has came up.

It may be remembered Yahya Khan in his broadcast on June 28 assured, of course, assurance from a man of his nature who honors more in breach than in fulfillment if carries any sense, to transfer the power to the elected representatives within 120 days. This was repeated to the newsmen recently when he chuckled, "I will hand over the power to the first man I find in the morning of October 27."

The people of Bangladesh has no illusion about Yahya and his words. So, the joke is: If on the preceding night of 27th October, Yahya remains in the army head-quarter the first man he may meet, a general and if he stays in hi palace, naturally his wife. And others would add: What about that steward who carries the bed-tea and clears the wine bottles and glasses?

But he serious thinking is that two third of the promised time has already passed. How would it be possible to hold bye-elections within the stipulated time? And who are the candidates? Everybody, whether the occupation army men or their collaborators, by now, must have realized that Mukti Bahini means what it says. They are making no fuss with the destiny of a nation.

The few quislings those have been picked up prefer to stay in Karachi-Lahore-Pindi. The so-called leaders have made their way to safe areas leaving their supporters behind. They want that these supporters and admirer should shed their blood to pave the way for their ascendency to power. This realization is agitating the mind of their supporters. They are more distressed to see that the Pakistan army pushing them ahead, so that they are to bear the thrashing of the Mukti Bahini. This is, of course, another tactics to kill the Bengali youths, giving a cover of collaborators, their friends. And to maintain the friendship, these youths, who enrolled themselves as Razakars, willingly or under duress, are paying maximum price. The game is open. So we hear of the surrender of Razakars to our Mukti Bahini.

Pakistan Radio is again barking on ‘general amnesty’ to the men of E. B. R., E. P. R. and police. If memory does not fail, it may be remembered that months before after the announcement of first amnesty’, Pakistan Radio claimed thousands of men of army and police had reported. If that version is to be believed, are we to conclude that many more millions are yet to ‘surrender’? If the world is to believe that the Man Eater of Pindi has become vegetarian, then it may be asked why people are still leaving their country in a desperate bid to escape the thaws of the enemies? Why there are so much fear and sense of insecurity among the people of Bangladesh? The answer is straight and clear and do not require to break the brain to understand. The people do not and will not believe them trust them.

Again Dr. Malik, the governor, is a “show boy”. Because, Lt. Gen. Amir Abdullah Khan, better known as Ge. Niazi is the Martial Law Administrator of the zone and the Commander of the Eastern Command, Maj. Gen. Rahim Khan, Deputy Martial Law Administrator. Thus the power remains with the Martial Law Authority and the Governor, a representative of the President, and Chief Martial Law Administrator will only act to please his master’s whims and caprices.

Mr. Nurul Amin the leader of the Pakistan Democratic Party, has declined to be the ‘obedient servant’. He has preferred to be guided by his wisdom. Thus whatever the link the PDP and with West Pakistan to give the notion of National Party’, Mr. Amin’s ‘No’ has completed the divorce. The Jamat-e-Islam and all the three factions of Pakistan Muslim League (Qayyum, Council, Convention) have their headquarters al Lahore and Pindi. These parties have some ‘workers’ in their pay roll in Bangladesh. So, they are mercenaries too, with no support from the soil. Their atrocities to the people are naked examples to prove that these men are not of the people, for the people.

In the background of such political situation the Mukti Bahini gradually is hitting hard and giving death blows. The enemy forces are demoralized. They are panicky. Trade and commerce are at stand still. Ports have become out of commission. The rivers are unsafe.

Atmosphere in west Pakistan too has become tense. With the “fall” of Oman-Tikka-Akbar clique to Yahya-Hamid-Pirzada clique, the favoured son of Tikka group Z.A. Bhutto is facing humiliation. Pakistan People’s Party, because of its programme is not liked by feudal and industrial lords of West Pakistan. They gave their temporary support to Bhutto only to subjugate the Bengalis. But when that failed they began to withdraw their support from him and depending more on their old guards, the Jamat, the Muslim League and the Jamiat-e-Ulema. Bhutto, an ambitious, power hunger, feudal lord, does not see eye to eye with Moududi, Qayum and Daulatana. So, when, Bhutto asks for transfer of power to elected representatives, others propagate for the continuance of Martial Law. Personal attacks are not foreign to them.

The leader of the National Awami Party Mr. Wali Khan has slipped into Afghanistan. He has denounced Yahya’s activities in strongest terms. Tehrik-e-Ishteqlal Party Chief Air Marshall Asgar Khan has again urged for the revival of democracy and the end of massacre in Bangladesh. In Beluchistan and Frontier Province, there are unrest and many

leaders have been arrested. Factories are closed, so workers are agitated. Production and sales are not there, so industrialists are indignant. In West Pakistan power does not emanate from the barrel of the guns but from the offices of the 22 families who control the finance of the country. The students, who fought vehemently against Ayub, find in Yahya a hypocrite who is heading towards perpetual army domination.

In such a gloomy, Yahya has become mad. He is howling, barking at everyone. He has not restrained on his words. Out of despair and disdain he has become so desperate that Mukti Bahini has sent the following words: “Beware of the mad dog. Kill it.”

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
From Mujibnagar "Acceptance of Defeat"	Bangladesh Vol. 1 : No. 11	8 September, 1971

FROM MUJIBNAGAR

"ACCEPTANCE OF DEFEAT"

Bangladesh Foreign Minister Khandaker Moshtaque Ahmed termed the appointment of Dr. Malik as the Governor of occupied territory of Bangladesh as an acceptance of defeat.

In a statement he said, the reported appointment of Dr A. M. Malik, aquisling trade-unionist, as the Governor of the occupied part of Bangladesh is the acceptance of defeat by the so-called military junta of Islamabad. It is evident that Tikka Khan's awful majesty of ruthless killing, looting, burning and raping have been turned into ignominious nullity on the soil of Bangladesh. The killed has fallen. His chivalrous glory is crumbled into pieces. He is to get out as a disgraced man with head low and vanity lower. There is a clear message in this for General Yahya Khan also.

The Pakistani junta calls this an attempt of restoration of civilian rule. It is significant to note that the killers of Islamabad has gone for the "restoration of civilian rule" only in the colony and not at home i.e., West Pakistan. Therefore, the measure, besides everything else, is an expression of colonial rule completely different from home rule. Restoration of civilian rule was an issue before 25th of March 1971. People almost unanimously voted for Awami League to rule the country. Restoration of civilian rule at that time meant restoration of state power to the elected representatives and not anyone without such mandate.

The appointment of Mr. Malik, is yet another attempt to throw a handful of dust is the eyes of the world to create cloud and confusion. People of Bangladesh know the designs behind this sort of restoration of civil administration. They witnessed 2 these same 'restoration' once after Ayub staged coup in 1958, again after Yahya ascended the throne of Pakistan in 1969. When colonial rule by a military governor becomes pungent stinky and embarrassing the military rulers go for transplanting a civilian quisling as the 'Subedar' of Bangladesh. This time also the military colonialists have exercised their ground rule of colonial administration. This known game is not going to pay any dividend this time in an attempt to convince the foreign powers to give aid and assistance.

Dr. A.M Malik is an old man. He has a dubious past and no future. He has underwritten hither to unheard of crimes committed by his masters on the soil of Bangladesh beyond tolerance. He is incapable of reading the writings on the wall because he is suffering from senile degeneration. We can only pity him.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Promise fulfilled	Bangladesh Vol. 1 : No. 11	8 September, 1971

PROMISE FULFILLED

Bangladesh Government has paid all the arrear pension due to the poet Kazi Nazrul Islam, after Pakistan Government stopped it.

In a brief but impressive ceremony in the Calcutta residence of the poet on 4th September, H.E Mr. M. Hossain Ali, Bangladesh High Commissioner in India, presented a cheque of Rs. 2,100.00 towards the payment of the arrear pension to the poet. While the High Commissioner was implementing the Bangladesh Cabinet decision, the Pakistan Government renewed the pension offer only to be rejected by the poet's eldest son Kazi Sabyasachi.

Mr. Ali in his brief speech told that he was there to present the monthly allowance on behalf of 75 million people and the government of Bangladesh. He said, "Our resources are very limited. But we foster to keep open the door of free thinking and human values."

Mr. Ali spoke in nice Bengali, while dealing with the national characteristics of Bengalis he remarked that whenever the national life was under the shakles of subjugation, the Bengalis, in various ways tried to break the chain. The poet, he went on, who in the days of British hegemony was the first to lift his fisted hand with the slogan of whom the poet craved, of whom he dreamt, are now engaged in liberation of their motherland with guns in their hands. The bullets will clear off the enemies of humanity shortly, he added.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
From Mujibnagar	Bangladesh Vol. 1 : No. 18	27 October, 1971

FROM MUJIBNAGAR

Syed Nazrul Islam, Acting President of Bangladesh, has sent the following telegram to Herr Willy Brandt. Chancellor of the Federal Republic of Germany.

"Most delighted to know that your Excellency has been awarded Nobel Prize for Peace. Please accept heartiest congratulations and felicitations on my behalf and on behalf of the people and the Government of Bangladesh. Hope your Excellency will continue to champion the cause of exploited and suffering humanity all over the world."

No **"Infiltrators"**

When his attention as drawn to statements made by Yahya Khan to the Soviet President in Iran and to a French Journalist in an interview at Karachi on the 18th October, '71 to the effect that "Indian infiltrators" were fighting inside Bangladesh, Colonel M.A.G. Osmany, M.N.A. Commander-in-Chief of the Bangladesh Forces (Mukti Bahini) said :

"It is a travesty of truth deliberately being done to confuse the real issue-which is between the 7t million people of Bangladesh and the illegal military regime of Islamabad and deals with genocide, rape, repression and eviction to deny sovereign human rights, and has nothing to do with the Indo-Pakistan conflict. "Infiltrators" could not be expected to eliminate over 25,000 of Yahya's armed hoarders, nor receive the absolute support of the entire Bangladesh people who ethnically and politically constitute a nation, fighting bravely against odds for their independence and inalienable human rights. Indeed the Mukti Bahini consist of both regular forces as well as citizen forces drawn from all walks of life, varying from University products and students to workers and farmer boys from the rural interior of Bangladesh, all fighting with grim determination, courage and unshakable faith in their cause-a crusade for truth and justice-and to attain liberation from a colonialism of the vilest nature. And that is way, despite the disparity in sophisticated arms, the enemy is fighting a desperate losing battle. In his desperation, Yahya is making a bid to internationalize the problem and save his villainous hordes from the ignominious defeat which shall be his soon.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Medical Care For Freedom Fighters	Bangladesh Vol. 1 : No. 18	27 October, 1971

MEDICAL CARE FOR FREEDOM FIGHTERS

A number of Base Hospitals have been set up in lose proximity to the Bangladesh Mukti Bahini military camps. One such field-hospital, named "Bangladesh" is in full operation in the Comilla Sector. It has an all-Bangladesh staff of 6 Doctors, 4 Final-Year Medical Students and 18 volunteer nurses, and it has been sponsored by the Bangladesh Medical Association in the United Kingdom.

Dr. Abdul Mobin Choudhury is a young Bengali Doctor who gave up his practice in England and is now working full-time in helping to run this Base Hospital.

The Base Hospital is serviced by 12 forward sub-sector Medical centers which in turn are connected to the various advanced field positions of the Mukti Bahini, at each of these advanced field positions there are two stretcher-bearers trained in First-Aid whose job it is to evacuate injured men quickly to the sub-sector headquarters. Those who have minor injuries, such as splinter injuries in non-sensitive places, or grazing bullet wounds, are kept back at this point to be treated in the tented medical centers, and to be tended by a Doctor and a medical assistant. Those who have more serious injuries are transferred to the Base Hospital.

Base Hospital Bangladesh is made up of sungrass and bamboo structures and have capacity for accommodating 100 indoor patients. 80% of these are for war casualties while the rest are for people suffering from serious illnesses. The fact that this Base Hospital of Bangladesh services 10,000 fighting men, is an indication of how low the casualties of the Mukti Bahini actually are.

Most of the equipment at the hospital has been captured by the Mukti Bahini from enemy-controlled medical centers inside Bangladesh. In this way, the hospital has acquired a large amount of surgical instruments and an electrical generator. The hospital is still always struggling for medicines and other essential supplies. Sometimes the doctors improvise things. Thus, old mosquito nets are cut up to make gauze and bed sheets for bandages,

The Base Hospital Bangladesh has been recently visited by the President, Prime Minister and the C-in-C, all of whom have warmly praised the organizers and have promised that the Bangladesh Government will give it all necessary help. The Bangladesh Government is now beginning to arrange for a steady flow of medical supplies and it is to be hoped that organizations abroad will also come forward with donations of medical equipment.

The four most important requirements are X-Ray facilities, a good electric generator, motor vehicles which can be used as ambulances, and a regular supply of medicine plus a stock to be held in reserve.

The Base Hospital Bangladesh is one of several other such hospitals that are making an invaluable contribution to strengthen and streamline our war efforts. The brave soldiers of the Mukti Bahini increasingly rest assured that they will be well looked after if injured.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Delhi Pakistan Mission- Yahya’s Slaughter House	Bangladesh Vol. 1 : No. 20	10 November, 1971

DELHI PAKISTAN MISSION-
YAHYA’S SLAUGHTER HOUSE

Pakistanis set up yet another unique record of barbarism in foreign country when they inflicted brutalities on the Bengali employees of their High Commission in New Delhi on November, 2 1971. The Bengali employees along with the members of their families were mercilessly beaten up while they were escaping to freedom and declared allegiance of Bangladesh. Mr. Hussain Ali Khan, personal Assistant to Mr. Abdul Ghani, Chief of intelligence network in India, was forcibly kept inside the High Commission premises and beaten up. It is still unknown if Mr. Hussain Ali Khan is alive.

The ugly maltreatment with the Bengali staff was so nakedly exposed despite the assurance given to them on their freedom of movement. The High Commission authorities recently withdrew all restrictions on the movement of the Bengali Staff who were previously subjected to confinement within the chancery premises. They were told they could leave the High Commission should they so desire. The Pakistanis held Mr. Hussain Ali captive because he was personal assistant to the Chief of the Intelligence network in India.

Describing the High Commission as Yahya Khan's slaughter house in India the wailing and bleeding escapees showed their injuries to Pressmen and others outside the High Commission.

The West Pakistan atrocities invoked deep indignation and anger all over Bangladesh.

Bangladesh Government and leaders strongly condemned the torture and oppression committed by the West Pakistanis on the Bengali employees and called for international intervention for the release of Mr. Hussain Ali Khan.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Inside Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 20	10 November, 1971

INSIDE BANGLADESH

Bangladesh Towns Empty

About 30% of the pre-March population in missing from every East Bengal town.

Villages, however, are still being burned, widespread extortion continues and there has been no reduction of mutual hatred between Bengalis and the West Pakistan army of occupation. The Martial Law Government still watches Bengalis closely and the ‘offences’ are punished harshly.

Pakistani Troops Face Problems

Apart from being continuously harassed by the Mukti Bahini the Pakistan troops in Bangladesh are also facing serious problems, relating mainly to health and supplies.

The soldiers are suffering from gastroenteritis and other stomach ailments almost everywhere in Bangladesh. This is attributed mainly to water pollution in the wake of the monsoons. At several places many soldiers have been admitted to hospitals.

Shortage of wheat is also reported in Bangladesh which causes great hardship specially to the West Pakistanis who regard it as their staple diet.

But perhaps the most distressing aspect of a Pakistani soldier’s life in Bangladesh is that letters from relatives in West Pakistan do not reach him.

These letters are obviously not being delivered by the Army authorities as they might contain anxious inquiries which are likely to make a soldier restless. It is also feared that these letter might contain references to economic hardships West Pakistan.

Heavy Army Losses

According to the correspondent of the Sunday Times, London, Pakistan Army losses in Bangladesh have risen to 189 per day. Carpenters are being employed full time in the Dacca Cantonment to make officers’ coffins which get shipped to West Pakistan for burial, he adds.

Pakistani Boeings Change Flight Patterns

The attacks of Mukti Bahini guerilla inside Dacca have compelled the Pakistan army to construct pill-boxes along the route to the airport. Even Pakistan International Airlines have felt the effects of the Mukti Bahini's activities. Their Boeings which used to land in Dacca flying over the international route with all light blazing, have changed their flight

patterns. The aircraft now fly over water as much as possible and without navigational light.

Elections to be Rigged

As was anticipated Yahya Khan's administration is rigging the forthcoming bye-elections to the 78 seats in the National Assembly from East Bengal to ensure that supporters of the military regime get elected.

The stooge Governor of East Bengal Dr. A. M. Malik has admitted to Malcohn W. Browne of the *New York Times* that "the bye-elections have many imperfections".

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Achievements of The Bangladesh Government	Bangladesh Vol. 1 : No. 21	17 November, 1971

ACHIEVEMENTS OF THE BANGLADESH GOVERNMENT

Today's Government of Bangladesh springs from an extraordinary movement and a blood stained background of suffering millions. It has emerged through a traditional transfer of power as one would expect in democratic country. The Awami League, the party which own the last elections in Pakistan with 88.6 % of the east Bengal seats and with a Majority of 21 seats in the National Assembly was a constitutional political party which believed in bringing social reforms through legislation. For a party and a leadership of that background the necessity to wage and armed struggle was quite an unexpected development.

An Unique Leadership

But today the same political party is providing ferocious and determined leadership, under unique circumstances in the world's history, to the armed struggle against a colonial power. Less than 15 days after the colonial army launched its attack, the elected leaders of the country assembled and declared Bangladesh's independence and formed a Government to continue with struggle. This was not a Government in the traditional sense as the major function of this Government was, and is, to lend the liberation forces in order to drive out the occupation army from its territory. At the same time the Government has to maintain maximum jurisdiction over the people of Bangladesh, whether in the liberated of occupied areas. It has to administer the areas under its control, provide food and shelter for millions of people who are fleeing from the village to another inside Bangladesh. It has to finance the vast war operations and at the same time maintain diplomatic and propaganda efforts the world round its cause.

Mukti Bahini : The Most Educated Guerilla Cadre of the World.

The Mukti Bahini that grew out of the spontaneous resistance of the people of Bangladesh led by the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles and the Awami League leaders, volunteers and students is now a well-organized and disciplined force. It has grown sufficiently powerful in strength and has increased in size. It is to the great credit of the Bangladesh Government that it has so successfully brought the whole Mukti Bahini under one disciplined command and the war is now being fought within a coordinated framework. No liberation war in any part of the world has seen such a speedy success both in terms of weakening the enemy and also in organizing its efforts so single

handedly. No liberation war has possessed such a remarkably well-educated cadre of guerillas fighting for the independence of a country. The Mukti Bahini is now equipped in all fields. It has recently trained its first batch of young officers and more are under training. The Mukti Bahini's marine commandos have succeeded in crippling Pakistani shipping in Bangladesh. The urban guerillas have established an effective and permanent presence in Dacca and other major cities.

Diplomatic and Propaganda War

On the diplomatic front, the Bangladesh Government's efforts have had no less spectacular results. This is perhaps the only movement in the world which has seen mass defections of diplomats switching their allegiance from an established Government to a Government engaged in a liberation war. 30 diplomats ranging from Ambassadors down to juniors in the diplomatic service have joined the new Government and 96 other ministerial staff has also switched their allegiance. This could only be possible because of the fantastic success achieved by Mukti Bahini in the field and the love, affection, loyalty and allegiance that the Government of Bangladesh enjoys from its 75 million people both inside the country and abroad.

The propaganda machinery of the Bangladesh Government has also demonstrated its effectiveness mobilizing world opinion in favor of its cause. So far it has briefed about 250 foreign correspondents, Radio Television teams and international News Agencies. The Mission of the Government in Calcutta has played a most useful role maintaining this liaison with the outside world and also in looking after correspondents and more than 100 foreign visitors and dignitaries from all over the world. The various publications of the External Publicity Division have received wide appreciation for presenting the facts on Bangladesh abroad. Representatives have been sent to all parts of India and many other countries including those of the Middle East and south Asia to represent the Bangladesh case. The Press and Information Department with Bangladesh Radio as one of its principal organs, has achieved tremendous success in keeping the morale of the people consistently high. Finally a 16-member delegation was sent to lobby at the United Nations and succeeded in building solid international governmental support for the new state of Bangladesh.

Administration

The hard work of the Government of Bangladesh is also reflected in the efficient mobilization of the civil machinery which is being established and directed to strengthen the total effort of the Mukti Bahini. There is a Secretariat with all the necessary departments manned by young and efficient officers, technocrats and other volunteers coming from different professions who work with dedication for the cause of this liberation war. The administration in the liberated areas covers trade and industry, courts, post and telephone services, police stations, schools, customs, Excise and collection of taxes etc.

Planning for the Future

While continuing with the war effort and the administration of the liberated areas the Bangladesh Government keeps itself acutely aware of the future at the same time. A Planning Commission with eminent experts of the country is already engaged in preparing the future socioeconomic structure of the new society. The Government is very much aware that its responsibility will be much more grave and difficult once the war is over and the massive reconstruction programmers have to be immediately carried out in practice. Bangladesh has to cope with needs and demands of the people, who are already in the process of a revolution.

The People's War

In order to turn this struggle in a national liberation war the Bangladesh Government has mobilized all the other fighting forces of the country as well. At its initiative a 5-party consultative committee has been formed to strengthen the people's war that has now taken a definite shape for an outright victory.

Sheikh Mujibur Rahman

The leader and the source of inspiration of this liberation war, the man who pronounced the word 'Bangladesh' for the first time in our history in a political context, is still in the hands of the occupation army But despite this, it is interesting to note that Sheikh Mujib still dominates the thinking and the actions of the Government and the people of Bangladesh, He remains as the living profile of courage, sacrifice and dedication to the case of the people. The people of Bangladesh are confident that they will get their leader back very soon.

An independent Bangladesh is now a political reality. The rapid success achieved in different spheres by the Government of Bangladesh has no parallel in the history of any liberation movement. Being confident of its victory, it now looks forward to the future when a society will be built up free from exploitation Programmes are being drawn to see that every citizen has the guarantee of his bread, education and employment and the Government of Bangladesh is pledged to carry out these programmes as successfully as it has engaged in liberating the people.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
India Accords Recognition To Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 24	8 December, 1971

INDIA ACCORDS RECOGNITION TO BANGLADESH

Truth has triumphed, India has recognized Bangladesh.

The epoch-making decision was announced by the Prime Minister of India. Mrs. Indira Gandhi in New Delhi on Monday, December 6, 1971. By this formal recognition India redeemed her pledge to the enhancement of human civilization, peace and progress. It is hoped that nations who believe in democracy, secularism and socialism will now come forward to recognize the fact-Bangladesh and uphold the cause of human right and dignity.

The people of Bangladesh burst into endless joy and went into unprecedented jubilation at the news of the recognition. Sky was rented with slogans of “Joy Bangla”, and Sheikh Mujib Zindabad”. Green-red-golden color flat of Bangladesh fluttered proudly over all the houses.

The Bangladesh Cabinet in a resolution congratulated Indian Government for according recognition to the People’s Republic of Bangladesh.

Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of the People’s Republic of Bangladesh in a statement on Monday said:

“With an overwhelming heart precipitated with deep sense of gratitude, we the 75 million people of Bangladesh once again express our heartfelt thanks to the Government and people of India on this epoch-making moment of history. India to-day has formally redeemed her ideals of pledge and commitment to the enhancement of human civilization, peace and progress by according formal recognition to the Government of the People’s Republic of Bangladesh”.

On this historic day, let us all pledge to bring into being faithfully the new economic and social order that our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman pledged to the Nation of Bangladesh. Let us also hope that the bond of friendship between India and Bangladesh will have ever lasting and eternal glory of greater and greater understanding. The great nation of India and emerging nation of Bangladesh can supplement and complement each other according to their capabilities to put up a monumental example of peaceful co-existence under the principle of panchshill.

We owe our thanks and congratulations to the heroic men and officers of Mukti Bahini and Indian forces who have written this new Page of history not in golden words but words stained with their blood. Glory belongs to them.

Our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the dreamer of Bangladesh has to be rescued from the prison of the barbarous junta of Islamabad. If blood can bring freedom, blood will also bring him back in his dream land-Bangladesh.

We make a fervent appeal to all freedom and peace-loving government of the world to accord immediate recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh and help in holding up high the banner of democracy, secularism and socialism. – JOI BANGLA.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh No To UN Observers Idea	Bangladesh Vol. 1 : No. 24	8 December, 1971

BANGLADESH NO TO UN OBSERVERS IDEA

The idea of posting U. N. observers on the Bangladesh side of the Indo-Bangladesh Border was condemned and looked down upon with contempt by the Government of Bangladesh. The same idea was rejected outright by the Government as early as 22nd July, 1971.

The Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed termed it as a planned conspiracy and a full attempt to protect the military regime of Yahya Khan from the back door.

Mr. Tajuddin Ahmed said that the sponsors of the proposal would be wholely responsible for the fate of anybody who would try to come to Bangladesh as observers at the “peak period of our victory”.

Mr. Ahmed said that those who remained as silent spectators at the time of an unprecedented genocide in Bangladesh by Yahya's invading troops, had now come out to save the army junta in the name of sending UN observers. “We will not tolerate any interference on any pretext in this final stage of our struggle of liberation against the colonial rule,” he, added.

Khandaker Moshtaque Ahmed, the Foreign Minister of Bangladesh condemned the latest initiative to post U. N. observers in Bangladesh. He said, UN observers of any description in Bangladesh will be regarded as messengers and protectors of imperialist and colonial interests.

In a statement released on December 2, in Mujibnagar the Foreign Minister expressed his firm faith in people’s struggle and said, if people’s struggle has ever won anywhere in the world it will win once again in Bangladesh. He called up on the friends of Pakistan to accept total independence and sovereignty of Bangladesh instead of attempting to under-mine the inherent strength of vast multitude of the people of Bangladesh.

Not only have we an utter contempt for the so-called bound-to-be abortive “peace making attempts” to subjugate 75 million people of Bangladesh but also we want to warn that any unwelcome guest, whoever he might be, coming on behalf of and for Yahya Khan, will be replied to in Bangladesh in the same way as Yahya’s occupation army is being replied to by our valiant members of the Mukti Bahini.....

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Non-Alignment & Peaceful Co-Existence	Bangladesh Vol. 1 : No. 24	8 December, 1971

NON-ALIGNMENT & PEACEFUL CO-EXISTENCE
President spells out fundamentals of foreign policy

Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh appealed to all the nations of the world to recognize Bangladesh as an independent and, sovereign country to preserve the ideals of freedom, peace and democracy.

In s broadcast to the nation over Radio Bangladesh, yesterday, Sayed Nazrul Islam said, "Independent Bangladesh today is an established fact. I call upon all the countries of the world to accord to us immediate recognition and accelerate the liberation struggle of 75 million people.

The Acting President of Bangladesh said "Our struggle for independence should not be deemed as an end in itself but the beginning of a continuous struggle to reorganize the economic structure, the social and cultural life of golden Bengal."

Referring to the martyrs who sacrificed their lives at the altar of the freedom movement, he said, "At this historic juncture of our liberation struggle we all remember with deep regard the Shaheeds who valiantly laid down their lives for the country's salvation."

He added: "We particularly remember our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, without whose graceful presence among us all the pleasure of independence will be lost."

He reiterated his appeal to the peace-loving countries of the world to make concrete efforts to ensure the immediate release Sheikh Mujibur Rahman.

On the policies of his Government the acting President said: "Nonalignment and peaceful co-existence will be the fundamental tenets of our foreign policy."

The Bangladesh Government will support every democratic struggle against imperialism and colonialism. It will also steadily maintain friendly relations with all the peace-loving countries of the world, he added.

Sayed Nazrul Islam congratulated Mrs. Gandhi on her earnest efforts *to* arouse world conscience on the Bangladesh issue and on her decision to accord recognition to the Bangladesh Government.

Offering hearty greetings to the Mukti Bahini and the allied Indian forces, Mr. Islam said: "The day is not far off when the Bangladesh flag will be hoisted in Dacca and the dream of Bangabandhu will materialize."

The acting President of Bangladesh Sayed Nazrul Islam, announced that his Government would bear the entire responsibility for Bangladesh refugees sheltered in India.

Acting President assured the refugees their safe return to their homes very soon. "It is our sacred duty to rehabilitate all the refugees who were forced to leave their homeland after the Army crackdown," he added.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Horrifying Pakistani Elitocide	Bangladesh Vol. 1 : No. 26	22 December, 1971

HORRIFYING PAKISTANI ELITOCIDE IN BANGLADESH

Before the imminent defeat of Pakistan army at the hands of the Indo-Bangladesh allied forces, a calculated plan was drawn up by some officers including the head of the occupation army to kill all the intellectuals of Bangladesh. A list of 7 thousands was prepared in the chamber of the General at the Cantonment in Dacca soon alter Bangladesh was recognized formally as a legal entity on 6th December and the Government of India formally accepted the status of this new country as a sovereign State.

From 7th to 13th of December this plan was meticulously executed by occupation army and as a result hundreds have been killed all over the province during these six nights. The report of the killing in Dacca reveals the massacre of some most eminent scholars' and intellectuals of Bangladesh. The dead-bodies now decomposing are still lying in the fields, near Muhammadpur and other places. It is apparent that they were not successful to kill the number they calculated originally but they tried their best. Distinguished people whether a University Professor or an eminent journalist or a doctor of a government officer were picked up either from their places of work or residents by people with guns and face covered with musks and then slaughtered cold-bloodedly and left them abandoned in open fields and streets of Dacca. The names reported till now include Prof. Munir Choudhury, Dr. Rabbi, Dr. Abul Khair, Shahidulla Kaiser, Serajuddin Hossain, Dr. Alim Choudhury and Dr. Giasuddin Ahmed.

This was more than genocide. This was more than elitocide, it was a genocide to kill the elite of the new born Bangladesh. The history has never witnessed such a horror and such a shockingly cold blooded massacre of a nation.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Occupation Forces Surrender	Bangladesh Vol. 1 : No. 26	22 December, 1971

OCCUPATION FORCES SURRENDER
DACCA CAPITAL OF FREE BANGLADESH

The Bangladesh National flag is now fluttering in Dacca, the free capital of free Bangladesh. With the surrender of the occupation forces to the allied command on December 16 ended eight months tyranny and oppression on the people of Bangladesh and begins a period of peace and prosperity. The names of the millions who sacrificed their lives for liberation of the motherland will be written down in blood in the golden pages of history. The dream of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has come true.

Having been beaten by the allied forces of Indian and Mukti Bahini, the West Pakistan forces surrendered in the afternoon of December 16 Lt. Gen. A.K. Niazi, Commander of occupation forces signed the Instrument of surrender which was accepted by the allied forces, Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora at the Dacca Race Course where on March 7, in a mammoth public meeting the Father of the nation held out a solemn pledge to free the country.

As soon as the news of the surrender of the occupation Army spread like a wild fire, thousands of people came out of their houses to express their joy. Race Course, where the instrument of surrender was accepted was a scene of wild jubilation. The Race Course reverberated with deafening shouts of “Joy Bangla” “Sheikh Mujib Zindabad”, “Mujib, Indira Zindabad.”

The freedom has heed achieved but our struggle has not ended. A new struggle has already been launched for reconstruction and rebuilding the war devastated Bangladesh on the three declared objectives of Socialism, Secularism and democracy.

The Bangladesh leaders have promised a new socio-economic order which will end privileges and exploitation. The leaders have also asked the people to maintain law and order and not to take law in their own hands. They have assured that the collaborators with the military regime would be dealt with according to law. A tribunal would soon be set up to try war criminals. The people would also have their own constitution soon.

Civil administration has already started functioning in Dacca. Life in Dacca as also elsewhere is fast returning to normalcy. The officials and the public are working round the clock to bring back life in different parts of the country.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Recognize Bangladesh	The Nation* Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

RECOGNISE BANGLADESH

Pakistan military junta is in quandary. In the face of virtual isolation from the free thinking, right minded and conscious humanity due to its puritan morbidity and myopic fecundity, it is clinging to the path of carnage and destruction. Its policy of genocide and annihilation of carnage whoever comes on its way negates the very concept of man’s right to live in society. This right is admittedly the dictate of nature as also the accepted norms adopted by the world assembly of United Nation. Besides, right to live is the unimpeachable privilege of human beings as ordained by God.

But what the military junta in Pakistan is mercilessly and wantonly perpetrating in Bangladesh is a colossal crime not only against the Bengali Nation but also against the humanity at large. It is also the unpardonable breach of divine sanctions. Blunt challenge to humanity and treat to its survival is a vital and vexing issue that must shake the conscience of the world-world that believes in the survival of humanity and that strongly abhors the idea of destruction and extinction of mankind. Sitting on the fence as he is, the enemy is walking along the sharp edge or a knife hardly realizing that right-rope walking is not a plaything. And we, on the other hand, have been forced to be locked in a bloody war against demonic deity shamelessly giggling at the pitiable plight of the dying Bengalees.

This catastrophic development has simply darkened the horizon of new dawn. The evil force of despondency is trying to devour the reddish ray adverting the new day. A bleeding nation in its frustration has been urging the world nations for recognition. Human right to live in freedom is a truism and that qualifies the demand for recognition. If physical occupation of a defendable territory is the prerequisite for recognition, the Government of Bangladesh does fulfill that condition. Outstanding world personalities, who have visited the free zones of Bangladesh, bear testimony to that. By now West Pakistan’s blatant lies about the status and standing of Bangladesh Government, its hold on the people and the land have simply been bounced back at the liar Pakistan with a contemptuous bang.

The motive force behind the freedom struggle of Bangladesh is the rightful aspiration of a nation, seventh largest in the world, to govern itself independent of any string attached elsewhere. Severance of link with the colonial rulers of West Pakistan alone could set it on the track. Absence of rule by popular consent and continuous exploitation

* The Nation: পাক্ষিক। ’বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের মুখপাত্র’। সম্পাদক: আবদুস সোবহান। দি ন্যাশান পাবলিকেশন্স মুজিবনগর, বাংলাদেশ-এর পক্ষে আবদুস সোবহান কর্তৃক মুর্দ্রিত ও প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানাঃ ৯, ক্রুক্ড লেন, কলিকাতা-১।

have made it rather imperative to say good-bye to the colonial masters who are there only as an accident of history. So we revolted. The octopus of imperialistic rule has been hit by the Bengalees with such a tremendous force that the ferocious animal is now groaning in torments and agony before the last breath.

As has been bluntly stated by the Home Minister of Bangladesh Government, Mr. A. H. M. Kamruzzaman, the issue of recognition will be an "acid test for our real friends." Recognizing our Government would mean accepting the inevitable. Bangladesh is undoubtedly a reality and it has come to stay. Those who believe in the right to self determination of a nation having its own geographical territory, history, culture and traditions should have no other option but to take cognizance of the fact of history in respect of the Bengali Nation. No nation believing in the end of colonial rule and having regard for freedom urge of a nation could ignore the call of Bangladesh Government for recognition. We hope the love for humanity and respect for human dignity and honor would be the compelling force to inspire our friends to recognize the Government that function from Mujibnagar in the name of the seven and a half crore people of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
How Long The War Will Continue?	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

HOW LONG THE WAR WILL, CONTINUE?
The Nation Special Report

How long can the Pakistan military junta sustain the senseless war against the freedom fighters of Bangladesh? This question has been haunting the minds of every peace-loving person in this part of the world, because the prowess of Yahya's hordes has substantially endangered the peace, security and stability of this region.

A snap analysis of the events preceding the War and the aftermath of the worst massacre of unarmed civilians reveal that in the face of war of attrition launched by the West Pakistan marauders, the people of Bangladesh have proved their mettle. They have further demonstrated through their undaunted action during the last four months that they would not only resist the forces of occupation but would eliminate the last vestige of mercenaries from West Pakistan, whatever the price.

The war has proved a blessing in disguise. A peace-loving nation of seven and a half crores has been turned into a nation of warriors. Each and every person belonging to the soil of Bangladesh is either fighting on the fronts, or helping the fighters in all possible manner. Young men, including students, have been trained or are being trained in guerrilla warfare. Those who have been trained and given assignments are playing hell with the mercenary troops of West Pakistan.

The City of Dacca, ostensibly under the control of Yahya's hordes, is now a city of guerillas, who are in virtual control of Dacca nights to the chagrin of the military junta.

The picture of the war fronts is all the more encouraging for the freedom fighters. Already Kushtia, Jessore and Khulna districts by and large plus Sunamganj in Sylhet district and certain other areas have been recaptured by the Mukti Bahini. Besides, in the rural areas of Bangladesh, only the prerogatives of the Bangladesh Government are respected. The rural population have adopted an attitude of defiance towards the West Pakistani occupation forces despite threat of extreme oppression and torture.

*The trigger-happy Pak army is thus left with their war weapons only to fall back upon. The population is completely hostile to the marauders, whose efforts to bring about cleavage in the ranks of the freedom-crazy population have served as a boomerang. The people determined to achieve freedom from the clutches of West Pakistani usurpers have eliminated a large number of quislings in an exemplary manner as a result of which would-be quislings have retired to obscurity. Hardly a quisling could be seen in the open any longe*r.

Completely disillusioned at the fate of their quislings, the' marauders have chosen to import non-Bengali diehards from West Pakistan to sustain the process of elimination

outside the ambit of the war theatres. But the proverbial cliché that the sinner cannot escape punishment stood on the way of fulfillment of the wild desires of Pak rulers. The non-Bengalees brought from West Pakistan were inducted as Razakars (civilian force) and sent to the interior to herald a reign of terror so that the people could be coerced into submission to the will of the military junta. The course of events has, however, moved in a manner that has shocked the West Pakistani adventurists. Instead of co-operating with the Razakars, the Bengalees have formed themselves into groups and by now, have eliminated a large number of Razakars. Even without guerilla training, the local population have proved themselves as successful guerillas who are ambushing and eliminating the Razakars even in broad daylight.

So, for the occupation forces the war fronts are no less vulnerable than the occupied zones. Besides the hard core of Mukti Bahini which accepted the challenge of 25th March night, large number of young and determined boys have been trained by the Mukti Bahini at various youth camps and training centre's spread over the free zones of Bangladesh. Batch after batches have been trained and sent direct to the war fronts. The young trained boys sport a grim determination of their faces. Charged with the spirit of defending the freedom of their motherland, Bangladesh, they are giving accounts of valour rand matchless courage in each and every operation against the enemy. That is how a company could beat back a battalion. A company and a half could force two battalions to come out of Dacca cantonment with another battalion of artillery only to suffer 400 causalities.

The myth of Pak Army is shattered. It has already suffered a fantastic causality of 42,000 men during its four-month long fight with the Mukti Bahini. For a regular and modern Army to suffer so miserably at the hands of comparatively less number of men, with no matching fire power and air-striking facility, is simply astounding. It is a rare achievement for Mukti Bahini and a record in a so to say unconventional war. The Pakistan Army stands completely demoralized at the staggering casualty figure at the hands of freedom fighters. For Yahya’s hordes, it is a lost battle, a humiliating chapter.

There is a feeling of distrust among various denominations of Pak Army. The Punjabis do not trust the Pathans and Baluchis and vice versa. A Baluchi Platoon, besides many Baluchi individuals, have crossed over to India and surrendered because of their disagreement with the Punjabi commanders. A widely known instance of the sort was that of a Punjabi commander who wanted his Baluchi officers and men to kill Bengali civilians. The Baluchi refused to shoot civilians. This was followed by the killing of a Baluchi Lt. Col. By Punjabi Jawans.

Baluchis are now being treated with suspicion. Even the Baluchi Gandhi, Khan Abdus Samad Achakjai, has been lodged I jail. Mobile military courts have been set up under order from military authorities to try people raising dissenting voices. Anybody disagreeing with the senseless war policy of the military junta has to undergo terrible torture and punishment. Top Sindhi leaders such as Mr. G. M. Syed are languishing Yahya’s jail because of their condemnation of the war in Bangladesh. In disgust, one of the most celebrated leaders of the Frontier Province, Khan Wali Khan, has left the country.

As it stands, the Pakistan Army is in complete disarray. Its men and officers have taken to looting and plundering currencies and other valuables. Besides, instead of war, they prefer to have a “god time” with the captured girls who have been lodged in different cantonments and fighting fronts. A demoralized and debase army is to fight freedom fighters whose only dedication is to free their motherland. After the Air Force and the Navy are organized by Bangladesh Government, all out offensive would be launched. It is just a matter of guess as to how long the demoralized and debase Pak army would be able to hold on the soil.

When the land, air and water of Bangladesh refuse to tolerate the occupation forces, when the Mukti Bahini is equipped with heavy weapons and air cover, there is no reason why the West Pakistan marauders would Dot be thrown out of Bangladesh.

Today, each and every person of Bangladesh is dedicated soldier sworn to liberate the motherland. The invincible urge for freedom is sure to turn the trend of the war in favor of the just and riteous cause of the seven and a half crores of Bengalees. The flag of freedom born with stains of martyrs blood shall ever remain aloft. Bengalees are destined to be free.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Frank Speaking	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

FRANKLY SPEAKING

Bangladesh bleeds today. Its people are crying aloud in torments and agony. The bloodbath the world has seen on the soil of Bangladesh remains unsurpassed in the catalogue of brutality and bestiality in human history. Cities and towns of this unfortunate land are moistened with human blood mercilessly spilled by the occupation army of Pakistan. For them it is a war of attrition. For the Bengalees, it is a battle for survival. It is a war which we never wanted. It is a war which has been thrust on us by the power, hungry military junta. They are out to throttle our voice and kill our urge for freedom-freedom from the colonial domination of West Pakistan. Freedom in our birth right and freedom is our life-line without which we languish in our morbid existence. Existence without freedom is just a body without soul, limbs without life. And that tantamount to virtual death.

Bengalees as a living nation, the eighth largest in the world, cannot accept a decree for self-liquidation. No nation would agree to self-annihilation. Naturally there is a clash of interest between the rulers of the West and the ruled in the East. The bellicose attitude of the army puffed up by the singularity of brute force compelled the peaceful people of Bangladesh to rise up on the strength of non-violence. The abundance of goodwill of the Bengalees has not been reciprocated. Our meekness has been misconstrued as weakness. The forces of peace have been hit by the brutal show of violence. The brute force of violence has overtaken the land of peace. Intolerance and prowess of the military junta has turned the quiet soil of Bangladesh into a vast battleground. A modern army and its sophisticated armory have been let loose against unarmed civilians. How tragic was that lacs of people have been butchered, human habitations blown off, millions rendered homeless destitute who have fled to India for the safety of their lives. The beastly process of elimination in Bangladesh has surpassed even Hitler’s Gestapo-method and scare-crow tactics. The air, land and water of Bangladesh are groaning under the pangs of inhuman brutalities and savage repression. In the language of blood-hounds of General Yahya, bestiality is the only property of humanity. Ratonality has been sacrificed at the alter of animality. Otherwise how on earth could men, women and children be butchered so ruthlessly and mercilessly on the soil which till today they claim to be an integral part of the same country.

The enemy was sadly mistaken when it thought that with a modern army it was going to finish off a “Bamboo stick Army.” We Bengalees never wanted a war. We were never prepared for a war either. But when the worst had befallen us it was a question of our honor and dignity. It was a question whether we would like to exist as a free nation or accept the indignities of slavery. The eighth largest nation in the world to be contented with colonial domination and servitude? No, never. So we had to choose the first

alternative. Today each one of us is a freedom fighter. Our hearts are ignited with the flame of freedom. We have undergone utmost sacrifices during the two and a half months' war with the savages. And we are prepared for any sacrifices to vindicate out freedom. Bangladesh declared its independence on the 26th March. We must keep the flag of freedom aloft. The spirit of freedom shall ever remain alive. The flat of freedom born with stains of martyrs blood will never die.

We are fighting our battle with courage, determination and fortitude. Our men on the front, Muktibahini, have already proved their exceptional velour. Imbibed with the spirit of defending the honor and dignity of the motherland, the Muktibahini have already shattered the phoney myth of enemy's superiority. We have sufficient fighting manpower. What we need now is arms assistance. This is imperative to contain the diabolical enemy equipped with latest war-machines. Only then, the Pakistani marauders will realize what people they have taken on. Only then the enemy will be forced to call it a day and withdraw and run for their safety to the hilly tracts and never-ending deserts of West Pakistan. Let riverine Bangladesh prove the Waterloo of Yahya Khan.

We want food to feed hungry millions in Bangladesh. The granary and the food, stocks have either been burnt or looted by Yahya's hordes in pursuance with the scorched-earth policy. Already famine condition exists in the areas under occupation army. Moreover, over eight millions are suffering privations in the refugee camps in five Indian states. These unfortune millions too are in desperate need of food and medicine. The lives of these people must be saved. The whole world has a responsibility towards these unfortunate victims of the war of attrition. We appeal to world nations to come forward to reader succour to the distressed humanity.

Furthermore, we want recognition of Bangladesh Government, which is the rightful claimant to administer Bangladesh. In fact, Sheikh Mujib was in effective control of the Government in Bangladesh from March 1st to 25th. Independent Bangladesh was declared as of 26th March. West Pakistani usurpers are holding on to certain pockets merely by use of brute force. They have no effective control on any city or town of Bangladesh. Even the provincial metropolis, Dacca city, itself is controlled by Mukti Bahini.

If recognition is dependent upon effective control of territory. West Pakistani usurpers have forfeited their right to represent Bangladesh. It can be asserted without fear of contradiction that Sheikh Mujib's Govt. alone enjoys the confidence of the 75 million pee of Bangladesh. His people owe allegiance to him alone. The occupation forces would better recognize the hard fact. These are facts which are aboveboard. The last election result lends further credence to this glaring truth. The freedom loving nation of the world have by now ascertained the real state of affairs prevailing in Bangladesh. Everybody knows which way the wind is blowing. A newborn nation which has proved its mettle and viability to survive the onslaughts of the occupation forces deserves to be recognized by its own merit. It is a just cause. Its seeds are deeply rooted in the soil of Bangladesh. So recognition of Bangladesh means acceptance of the inevitable.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Prima Facie	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

PRIMA FACIE

Now that the world response is sounding louder than ever, it is becoming Profoundly effective and appealing in so far as the Bangladesh issue is concerned. The nations that remained silent so long on the issue or rather whispered in favour of Bangladesh have come forward to initiate an organized move for acceptance of the reality.

The recent world conference on Bangladesh held in Delhi marks the beginning of the materialization of the process of the concrete support and sympathy of the conscious nations of the world. As many as 25 nations attended the conference with equal zeal and enthusiasm. At the conference they initiated a bold move openly condemning the genocide that is being perpetrated on the soil of Bangladesh.

The proposed peace march from Kabul to Pindi is a sincere and human gesture. It is a history in itself and an example worthy of emulation. It is an outburst of feeling that would help sustain the future civilization. Only firm faith in human values can inspire such an unique initiative. This has amply demonstrated that the world conscience can hardly remain mute in the face of pathetic cry of humanity within this planet.

Yahya's abstract bravery and foolish incantations have been challenged by the peace March proposal. Power manipulations in world politics cannot efface the effect of people's verdict. As long as the world is on the side of the people, might and maneuverings will be blown away like the house of cards.

By now Yahya has been given to understand that no compromise is welcome after such a heinous crime against the entire Bengali nation. Nothing short of the complete independence is an acceptable solution.

Genocidal means is not the proper weapon to preserve unity unless such feeling comes from within. Resorting to genocide is not an endurable means. The proposed peace march will surely teach him that lesson. Whatever might he might have, he will have little courage to use the same weapon on the peace mission. And therein lies his defeat which, in its turn, signals the victory of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Women For the Cause Of Liberation	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

WOMEN HAVE SHAKEN OFF VEILS AND TAKEN UP GUNS
By Mina Rahman

The shy and rather soft-spoken women of Bangladesh have ardently responded to the call of their motherland. They have acted just as they were expected to do at this hour of our national crisis. From time immemorial, women have always come forward to help the menfolk and at present the women of Bangladesh are fighting for the liberation of the motherland.

Those, who have come to know the Bengalee women, are rather startled at this sudden change and awakening in them. They have shaken their veils and household preoccupations and have taken up guns. Happy are those women, who have given up their sons and daughters, husbands and brothers for the sake of their country and that too with a proud smile.

Following the army crackdown, their dreams are shattered and yet they go about their duties with grim determination. Along with the young men, a large number of young girls have enlisted and are still enlisting themselves every day at the guerilla training centers. The girls are even fighting in front lines. Nothing is too difficult or impossible for them anymore.

Today the brave mother race of Bangladesh are determined to take revenge upon the Pakistan Army, they are going to avenge the deaths of their sons and brothers, the brutalities inflicted upon their sisters and daughters. They are going to fight on until every inch of their motherland is free.

The women of Bangladesh, whether old or young, are not only fighting the enemy but also disease and death, hunger and famine along with certain other privations. Those who are in the occupied zones of Bangladesh are too fighting against heavy odds. Every minute of the day they pass with the constant fear of being killed or kidnapped. Such a situation mainly exists in the cities like Dacca Chittagong.

Lakhs of women have crossed over to India, some with their families and others frighteningly alone. Once they have overcome the state of bewildered numbness and shock, they plunge themselves into various works like their counterparts. Among others women’s medical corps, nursing and first aid training centers, youth camps have sprung up everywhere in the free zones. Under expert guidance, the devoted girls and women are working round the clock.

After finishing the nursing and first aid training, they are rushing to the war fronts to render succour to the sick and wounded. Admittedly, the toughest job is being faced by lady doctors and nurses. Most of the refugees, when they reach the Indian soil area too exhausted to respond to any treatment. Hunger and sickness strike them down and sometimes the most unfortunate of them just lie down and die before any medical relief could reach them. And a good number of the surviving lot even lose the will to live. Doctors and nurses have to perform the most stupendous task of coaxing the sick and the dying back to life and health.

Bangladesh Can feel proud of its womenfolk and rightly so. They are just as brave and courageous as the menfolk and just as determined to drive out each and every soldier of the occupation army and achieve total independence. The name of Roushan Ara and many other Roushan Aras of Bangladesh will carve a niche for themselves in history beside such names as those of Joan of Are, Chand Sultana and many other luminarises of the past and the present.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Lawyers Condemn Mujib's Trial	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

BANGLADESH LAWYERS CONDEMN MUJIB'S TRIAL

(The Nation Report)

The lawyers of Bangladesh now in free zones have banded themselves together under the banner of an organization set up at a meeting convened in Mujibnagar last week. The elder politician from Bangladesh, Mr. Kafiludding Choudhury, has become the Patron of that organization and the Minister for External, Law and Parliamentary Affairs, Khondakar Mustaque Ahmed, has been elected President.

Other office-bearers of the organization are: Kazi Abdul Khaleque (Secretary), Mr. Shah Moazzam Hussain, MPA, Mr. Abu Bakar Siddique and Mr. Shah Jamal Biswas (Vice-Presidents), Mr. Chittaranjan Guha and Mr. Kazi Abdus Salam (Joint-Secretaries), Mr. Abdul Haque (Treasurer) and Mr. Samaresh Chandra Ghosh (office Secretary).

The meeting adopted the following resolutions:-

1. This meeting condemns the Pak Military junta for the farcical trial of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and urges upon the lawyers and peace-loving people of the world to exert pressure upon the respective Govt. for recognizing Bangladesh.

2. This meeting also calls upon the member-nations of the world to recognize Bangladesh in the forthcoming sitting of U. N.

3. This meeting urges upon the peace-loving people of the world and eminent jurists to demand the trial of Yahya Khan, Tikka and Bhutto for committing the most nefarious crime against Human civilization in violation the human rights and committing genocide, repression and rape.

4. This meeting lends its full support of the freedom fighters of the world who are fighting for liberation of their respective countries from the imperialistic domination and exploitations.

5. This meeting condemns the activities of the U.S.A. for their active assistance in supplying arms to the Pak Military Junta, who are engaged in genocide in violation of human rights in Bangladesh and urges upon the Lawyers of that country to put pressure upon the respective Government for immediate halt to arm supply and other economic assistance to Pak Government.

6. The meeting observed 3 minutes silence at the sad demise of the celebrated Bengali Writer, Tara Shankar Bandopadhya.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Pioneers of Diplomatic Onslaught On 'Pindi	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

PIONEERS OF DIPLOMATIC ONSLAUGHT ON 'PINDI

NEW DELHI
DIPLOMATS

Mr. K.M. Shehabuddin
Second Secretary
Mr. Amjadul Haq
Asstt. Press Attache.

NON-DIPLOMATIC
STAFF

Mr. Abdul Majid, Mr. Shamsuddin
Mr. Nurul Huda

CALCUTTA
DIPLOMATS

Mr. M. Hossain Ali
Deputy High Commissioner
Mr. R I Choudhury
First Secretary
Mr. Anwarul Karim Choudhury
Third Secretary (political)
Mr. Kazi Nazrul Islam
Third Secretly (Admn.)
Mr. M Maqsood Ali
Asstt. Press Attache

NON-DIPLOMATIC
OFFICER & STAFF

Mr. Sayidur Rahman
Mr. M.A. Hakim
Mr. Amir Ali Choudhury
Mr. Anwar Hussain
Mr. Md. Sayeduzzaman Miah
Mr. Jainal Abedin Choudhury
Mr. Mustafizur Rahman
Mr. Alimuzzaman
Mr. A.Z.M.A. Qadir
Mr. Motiur Rahman
Mr. Kazi Sikandar Ali
Mr. Md. Golamur Rahman
Mr. Shamsul Alam
Mr. Mohd. Siddiqullah.
Mr. A.K.M. Abu Sufian
Mr. Abdur Rob
Mr. Mohd. Fakhrul Islam
Mr. Mohd. Aminullah
Mr. Mohd. Abul Bashar
Mr. A.B.M. Khurshed Alam
Mr. Abdul Mannan Bhuiyan
Mr. Abdur Rahman Bhuiyan
Mr. Mohd. Abdur Rahim,
Mr. Md. Nurul Amin
Mr. Nur Ahmed
Mr. Mohd. Alauddin
Mr. Samiruddin
Mr. Mohd. Solaiman
Mr. Shamsuddin Hussain
Mr. Jahur Hussain
Mr. Mir Mozammel Haq
Mr. Mohd. Zakaria
Mr. Mohd. Wahidur Rahman
Mr. Abdun Noor
Mr. A.K.M. Abdur Rob
Mr. A.K.M. Qumrur Rashid
Mr. Anwaruzzaman
Mr. Abbasuddin Ahmed Choudhury
Mr. Wahidur Rahman
Mr. Md. Sharful Alam

HOME BASED CLASS-IV

Mr. Abdul Kader
Mr. Abdul Matin Prodhan

Mr. Abdul Amin
Mr. Mohd. Hossain
Mr. Motiur Rahman
Mr. Abdul Gaffar Mirdha
Mr. Aman Hossain
Mr. Hatim Ali
Mr. Bazlur Rahman
Mr. Mohd. Hedayetullah
Mr. Nurul Haq
Mr. Shamsul Anwar

HOME BASED CLASS-IV
LOCALLY RECRUITED

Mr. Mohd. Ishaque
Mr. Momtaz Miah
Mr. Mozammel Haq
Mr. Abdus Sobhan
Mr. Shanu Miah
Mr. Moh. Elias
Mr. Abdul Hashem

NEW YORK DIPLOMATS

Mr. A.H. Mahmood Ali
Vice-Consul.
Mr. S.A. Karim
Deputy Permanent Representative (U.N)

WASHINGTON DIPLOMATS

Mr. Enayet Karim
Minister
Mr. S.A.M.S. Kibria
Political Councilor
Mr. A.M.A. Muhith
Economic Counselor
Mr. A.R. Matinuddin
Education and Cultural Counselor
Mr. Sayed Muzzam Ali
Third Secretary

Mr. A.R. Choudhury
Finance & Accounts Officer
Sheikh Rustam Ali
Assistant Information officer

NON-DIPLOMATIC STAFF

Mr. Habibur Rahman
Mr. Sulaiman

Mr. M. Hoque
Mr. Nurul Islam
Mr. Mustaq Ahmed

LONDON DIPLOMAT

Mr. Mohiuddin Ahmed
Second Secretary
Mr. Md. Akbar Lutful Matin
Director of Audit and Accounts
Mr. Abdur Rouf, Deputy Director
Film and Publications
Mr. Fazlul Haq Choudhury
Labor Attaché

PARIS NON-DIPLOMATIC STAFF

Mr. Mosharraf Hussain
Mr. Shaukat Ali

BERNE NON-DIPLOMATIC STAFF

Mr. Golam Mostafa

HONG KONG DIPLOMAT

Mr. Mohiuddin Ahmed
Acting Trade Commissioner

BAGHDAD DIPLOMAT

H.E. Mr. A.F.M. Abul Fateh
Ambassador

MANILA DIPLOMAT

K.K. Panni
Ambassador

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The World Press	The Nation Vol. 1 : No. 1	24 September, 1971

THE WORLD PRESS

The Escapist Role of the United Nations in respect of Bangladesh problem was reflected in the curious statement of the newly elected President of the General Assembly, Dr. Adam Malik of Indonesia, who observed publicly that he was not in favor of a debate on that issue. This is. Of course his personal view, but the premature expression of the President’s personal view is likely to affect the Assembly’s deliberations. The object of the world organization is to facilitate the solution of international problems through open discussion and free exchanges of ideas. It is not a little surprising that the President of the General Assembly (which is composed of the representative of all member-nations and is thus the most representative body in the world) should declare himself opposed to the adoption of that procedure in a case affecting a people, 75 million strong, fighting for basic human rights. He does not want open discussion because, he said, “there would be no end to it and the problem could not be solved quickly”. His preference is for “work behind the scenes”. Apparently he wants to bring back the age of secret diplomacy which was condemned by the Covenant of the League of Nations. If delay is a valid argument against discussion, the entire democratic process must be condemned. Is the General Assembly going to write the epitaph on democracy?

Would it be very uncharitable to assume that Dr. Malik's reluctance to have an open debate on the Bangladesh issue springs from his desire to save the Yahya regime from the danger of publicity? Its misdeeds are now fairly well known throughout the world, but formal exposure on the world platform is a slur which Islamabad is naturally anxious to escape. It is no part of Dr. Malik's duty to extend his protection to Pakistan. If other States accuse Pakistan of atrocities committed in violation of an laws-human and divine-Pakistan can defend itself, for its representatives will have full freedom to participate in the Assembly debate. When there are grave allegations the only honorable course for the accused is to attempt effective refutation. If the Yahya regime is unwilling to pursue that honorable course it should take the consequences. The function of the General Assembly is to express the voice of the world, not to stifle it. Dr. Malik is laying a dangerous precedent against democracy and fairness in international transactions.

The novelty of Dr. Malik's thesis is closely connected with his concept of Pakistan's legal position in the matter, and that concept is a mere echo of what Pakistan's ardent friends have been saying since the beginning of genocide in Bangladesh. "You cannot", he said, "force Pakistan to take any step because it is their internal problem." The killing of the Jews was Hitler's internal problem too! Dr. Malik's prescription is that India and Pakistan should be "pushed" to come together "to solve this political problem". How is the act of "pushing" to be performed, and by whom? Why should Pakistan agree to be

"pushed" in a matter which is its "internal problem"? And why should India and Pakistan be grouped together? Did India participate in creating the "political problem" which is now the world's headache? Dr. Malik has adopted the same strategy as the Western Powers have been following over the years, *viz* to put India and Pakistan on a par in respect of everything occurring in this sub-continent. That strategy has paid little dividend in the case of Kashmir. It will pay no dividend in the case of Bangladesh where the people are determined to be free. The liquidation of empires is a historical process; it cannot be controlled by British Prime Ministers or General Assembly Presidents.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Whither Political Solution	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

WHITHER POLITICAL SOLUTION

Political solution for Bangladesh is an oft-repeated recipe suggested and pleaded for. The exponents encompass a varied denominations from certain Head of State and Governments down to intellectuals and political persons of repute and impact, both in the East as well as in the West. Understandably, the suggestion symbolizes their anxiety and distress at the anguished cry of the suffering millions, now victims of blood-hounds from West Pakistan. The ravages are still on and the magnitude of the worst human tragedy is growing alarmingly. Deaths of unarmed civilians are multiplying as the days pass. The largest exodus of the living memory continues. A black feather of the dark history indeed.

The parties directly involved in Bangladesh affair are the entire Bengali nation and the West Pakistan military junta, usurpring the right of the former. Both the sides are locked in a bloody battle. The latter is engaged in the forcible occupation of the land that does not belong to her while the former is fighting hard to secure the homeland by driving out the aggressors. The battle is in high peach and the destination of the Bengali nation is palpably destined. The days of independence are fast approaching.

The third party, which is indirectly involved is India. India did not ask for it. The circumstances have forced her to be involved in the issue, because of its respect for human values and love for humanity. Ninety lakh Bengalees ran for safety to the Indian soil following mass massacre unparallel in world history. We look upon the sacrifice of the Indian people and Government with a sense of gratitude. We are simply overwhelmed at the bold statement by Mrs. Gandhi that “we will not push back 90 lakh refugees to the jaws of death.”

We do appreciate the big burden of feeding nine million mouths for an indefinite period. It is a big strain on the Indian economy. We wish our benefactors also to appreciate the truth that short of freedom, the Bengalees cannot accept any other solution how can we go for a political settlement after a million Bengalees have been butchered Thousands of women have been wronged, about a crore rendered homeless destitute? After weighing all the pros and cons of the vexing issue rightly the Bangladesh Government maintains that, "no settlement is acceptable short of independence and independence alone can create conditions for the return of refugees in freedom and security."

The latest advocate of political settlement is America which has hitherto maintained an anti-Bangladesh posture by supplying arms to Pakistan even after confirmed reports of genocide reached Washington through her own sources, including the World Bank study team. But today she talks of political settlement on the plea of "threat to peace in South Asia". At a time when the Mukti Bahini by its determined fight and death-defying

dedication is driving out the marauders form fronts after fronts. America is crying hoarse. The three point Rogers plan is: Restraint must be exercised in the subcontinent efforts towards an effective political settlement in East Bengal must be pursued, the international assistance programme must be expanded to avert famine and create conditions to encourage the return of refugees.

As against that the stand of the Government and the people of Bangladesh is candidly clear. "An effective political settlement to be acceptable to Bangladesh must satisfy the preconditions set by the Acting President. They are: Unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman; recognition of complete independence of Bangladesh; total withdrawal of West Pakistani Army and compensation for the men and material lost in the military crackdown. If the United States means what she has said in the three-point formula she should rather tell her protégé, Yahya. Khan to fully accept the preconditions of the Bangladesh Government.

It must be clearly understood that for any solution to be meaningful and acceptable, in the context of Rogers proposal, total independence is the last word. Short of that nothing can satisfy the urge for freedom of the Bengalees who are out to fight it out once for all. Blood is the price of freedom and we have paid the price. The eighth largest nation of the world are prepared to give more blood to achieve the final goal. No power, however mighty that be, can suppress the voice of 7.5 crore people, who are determined to fight to the last man, last bullet and turn their land in a sovereign independent state. Big power machinations and conspiracy can not detract them from their charted path and that path is complete freedom.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
War Alone Can Free Bangladesh	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

WAR ALONE CAN FREE BANGLADESH (The Nation Special Report.)

When and how the war of independence in Bangladesh will come to an end? This commonly-asked question cannot possibly be replied in mono-syllable. It requires an objective analysis of the factors governing the issue to drive the point home. But a keen student of the history of liberation war would immediately jump to one solid conclusion. Out fighting force alone can liberate Bangladesh and the time schedule squarely depends on the Mukti Bahini's preparedness to it the enemy from ground, air and water simultaneously with matching strength.

The solution lies there and nowhere else. It is the inherent strength of freedom fighters, military and moral, that can decide our destiny, strength, and grit are the deciding factors in a war like this. Talking and propagating about any different line will be tantamount to the betrayal of the cause. It would be just self-deception, a wild goose chase.

True, Bangladesh issue is a cancerous disease in the body-politic of the subcontinent. The Bengali nation must shake off the aura of hallucination that some other nation will right and win the war for the former. Therefore the Bengalees must religiously follow the gospel truth which says: "Freedom can never be had by begging. It has to be got by force. Its price is blood." The contrary prescription is 'escapism', a vile attempt to sidetrack the reality and thereby prejudice the valiant efforts of the brave sons of the soil on the war front.

Six eventful months of breathless moments punctuating the War of independence have at least proved one thing that coaxing and cajoling has done no good with the military junta. It is dragging on with the war of attrition and its avowed persistence to genocide.

So dignified polemics and thought-provoking resolutions in the United Nations or raising of passive vote at some international showpiece conference would simply be exercise in futility, in so far as the liberation war is concerned. By now it is crystal clear that short of hard-hitting pounce on the enemy, no other posture could move the enemy even an inch from the occupied areas.

And on the other hand, Pakistan Army also recognized the might of only one force, that is the might of the Mukti Bahini, who with their indomitable zeal and dogged

persistence have caused the enemy to lose men and arms and retreat from one front after the other.

Facts are on record that Pakistani Army is finding it hard to contain our valiant fighters on the land. It is the advantage of air cover that has given a temporary lease of life to the occupation army. The Mukti Bahini has now got over numerical deficiency in terms of the trained manpower. It has now a matching strength. Their moral strength is equally formidable. The owner of the soil does certainly find himself in an advantageous position over the aggressors.

So, in the context of the Bangladesh war prospect, the most immediate tasks are: Recognition and the supply of sophisticated arms and planes, the latter being a concomitant of the former. Who will supply arms without recognition? Even India, which has been forced to foot the bill of feeding nine million mouths, can not supply arms to Bangladesh before recognition.

The whole world know that the Mukti Bahini has been fighting mostly with whatever arms and ammunitions East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles together with the auxiliary forces had been in possession as of 26th March, when they revolted. Furthermore, our men have been fighting with the enormous arms captured from the retreating West Pak Army.

Because of the shortage of modern arms and weapons as also the absence of planes, the Mukti Bahini had to stick to guerilla warfare. But the crux of the matter is that guerilla warfare is not the answer to total independence. There has to be total war to achieve total independence. And short of total independence, no other course is acceptable either to the fighting force to the Bengali nation as a whole.

Then again, guerilla war would mean a prolonged war with our fate shrouded in uncertainty. Would the Bengali nation remain contented with the prolonged war? No, never, because that does not go with the urge for freedom of the Bengali nation, which wants total independence at the earliest. It is, therefore, being strongly felt by those keenly observing the development of the war in Bangladesh that an all-out onslaught on the enemy, as in a conventional war, is imperative.

Those who believe in the end of colonial rule and exploitation, those who believe in the right of self-determination of a distinct people, have to go into the question of helping the Mukti Bahini with necessary arms. There is no death of manpower in the Mukti Bahini. The deficiency is that of sophisticated arms; and next comes planes. Equipped with modern arms and planes, the Mukti Bahini can chase the enemy out of the soil of Bangladesh sooner than expected. The enemy, will then, either take to their heels, or surrender or perish.

Of course, Bangladesh Navy will remain stand-by to take care of the fleeing West Pakistani marauders, it they choose the sea route.

The issue of the survival of the eighth largest nation of the world is there. Can the freedom-loving nations of the world play a passive role at this hour of crisis of a nation

fighting for its independence? As signatories of the Charter of Human Rights they have a responsibility, a commitment to uphold right to self-determination. Should they forget that most of the present-day members of the United Nations are the by-product of the Second World War which laid the foundation of the liquidation of colonial empires in various corners of the globe.

It is logically incumbent on the saner sections of the humanity, particularly, the post-War independent States to extend their helping hand to Bangladesh freedom fighters so that another colonial dominion goes in liquidation and human right to self rule is established.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Frankly Speaking	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

FRANKLY SPEAKING

The human tragedy that occurred in a small hamlet known as My Lai in South Vietnam is now being repeated in thousand of villages of Bangladesh by the marauding Pat Army. This is not only the observation of those far and near deeply experienced in the study of the political upheavals in various parts of the globe. This also the observation of the economic experts associated with the World Bank. The World Bank, which extended a big loan to Pakistan to finance numerous development projects, had sent a study team to verify facts and on return to Washington ten representatives jointly submitted a report asking for immediate suspension of aid to West Pakistan.

The document helps to give a complete and faithful picture of the My Lais perpetrated by the trigger-happy occupation Army. These reports are so graphic and authoritative that they need no preface or comments. The foreword of the report says:

The information for this report was obtained, though not in normal circumstances, in more or less the normal way-that is by traveling, observing, asking questions, filtering as answers and figures obtained and evaluating the information obtained for accuracy and consistency. This was, of course, a more difficult task than is confronted by most Bank missions and it should be said that, in the absence of hard facts, we have had to draw frequently upon general impressions of the situation.

Some information, (for instance, that concerning actions by the Army and the extent of rebel activity is technically heresay in that it was not contained in official statements or reports made available to us) however, some treatment of these matters is necessary in order to round out a description of the situation in East Bengal, and we have included only information that we have seen (or heard) for ourselves or which has come from normally reliable sources and with appears consistent with the effects we have noted and observed ourselves.

"The situation," to quote the World Bank report, "is very far indeed from normal; nor are there any signs that normality is being approached or that matters are even moving in that direction". For this picture to be changed, it appears that, as a minimum two formidable constraints must be removed or overcome:

(i) The general sense of fear and lack of confidence on the part of the-most of the population.

(ii) The complete dislocation of the communication system: Its major manifestation is the almost complete absence of movement of people (except within towns) and of the exchange of goods between regions and sectors anywhere within the province.

In the present political circumstances, it is impossible to predict what might constitute a sufficient set of conditions for a normalization process to being. There are, however, a number of necessary conditions which-it would seem have to be put in any case.

Firstly, it is most unlikely that any significant movement in the direction of normality will occur until there is a drastic reduction in the visibility, and preferably even the presence-of the military and a reestablishment of a normal civilian administration in East Bengal.

Secondly, the food problem must be solved. For the present, this means programming the massive imports which will be required over the next six-perhaps the next twelve, months, and re-establishing-by some combination of permanent and temporary measures-an adequate transport and distribution system.

Thirdly, any remaining available resources must be directed first to rehabilitation and reconstruction and to breaking the most important and most persistent Physical and organizational bottlenecks impeding efforts to get the economy going again.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Prima Facie	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

PRIMA FACIE

Bhutto is crying hoarse, Rather he is in fury. His long cherished desire for power is still an idea, not a reality Bhutto, who had contributed to hotbed of deaths and destruction launched by Yahya regime, is in quandary. He is now biting his own lips. Yahya has used him and has now discarded him, kicked him.

The General's new design to regain the "buried beauty" of Pakistan and so-called integrity with a new type of constitution has come to the playboy politician, Bhutto, as a terrible shock and a great disappointment. The kicked-out politician, who lent full support to Yahya's genocidal activity in Bangladesh, has now discovered that Yahya's plat to restore democracy was "contrary to people's expectations".

Traitors are never to be trusted. Once traitor to the cause of Bangladesh, he can never be faithful to Yahya either. So his aberration does not signify his sincere love for the sacred principles of democracy or his self-branded socialism. It rather adds a few more drops of doubt to his already tarnished image.

Yes, Bangladesh people are aware that "East Bengal is in flames, the whole country is in near ruin". But they do not want to hear it from a traitor, who is now shedding crocodile tears. And also that "for two and a half years, the martial law regime has chosen to describe itself as an interim government" is not a news. It dose not await Bhutto's confirmation. The whole world knows it.

Whether he agrees or not, Bhutto has set himself to the task of preparing a new ground for him in Bangladesh. His inspiration lies in Yahya's announcement of by-election in East Bengal. His apparent sympathy for the people of Bangladesh is but a chameleon's game. If he thinks that the memory of the Bangladesh is so short, he is sadly mistaken, surely, the conscious people of Bangladesh will not swallow Bhutto's sugar-coated pills any more.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Capital Calling	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

CAPITAL CALLING
THE NATION REPORT

The otherwise monotonous tone of confusion in the minds of certain section of Bangladesh regarding the unified nature of the freedom struggle has at last been allayed. The fight for independence is the fight of all Bengalees, irrespective of party affiliations, caste or creed. The enemy did spare none when it struck, when it launched genocide on the soil of Bangladesh.

The blood-bath has, therefore, served as a cementing force in the rank and file of the entire Bengali Nation. Together they suffered at the hands of the West Pakistani marauders and together they are fighting against the enemy. The odds are too many, and the fight is challenging. Seven and a half crores of Bengalees have stood resolutely together to fight till the last drop of blood.

Together they are going the perilous journey. But the absence of recognition of the forces other than those belonging to the Awami League had a dampening effect on those outside the fold of the Awami League, which is holding the reigns of administration in Bangladesh. It is certainly a happy augury that an Advisory Committee has been set up with eight representatives of five political parties. Besides the Awami League, the other four parties represented on the Advisory Committee are: National Awami party (Bhasani group), National Awami party (Muzaffar group), Communist party of Bangladesh and the National Congress party of Bangladesh.

The entire Bengali Nation is engaged in a total fight for independence. It is the fight of the whole nation. Recognition of the other four parties will have a salutary effect on the liberation struggle. These parties will, now, feel a sense of participation, which will serve as an incentive for them to be completely identified with the freedom struggle without any reservation.

The enemy can benefit only when they can bring about a cleavage in the rank of the fighting people. We have to be on guard. Unity has to be maintained zealously in the interest of the demand of the hour. This is time which demands military discipline in all our actions and postures. This is time to talk in a guarded Language weighing the pros and cons of every utterance that we make.

The Bengali nation has set up example after example through their enviable performances. After setting a record in the history of elections the democracy loving people of Bangladesh have turned revolutionaries. They have responded quickly to the demand of the circumstances after March 25 crackdown culminating in the worst genocide of the living memory. Yes, they have responded. Each and every Bengali has

turned a fighter now sworn to defend the honor and dignity of their motherland, usurped and aggressed by the occupation forces. They are now determined to set up yet another example by freeing the motherland from the clutches of West Pakistani imperialism through war.

Day shall dawn soon.

*　　　*　　　*　　　*

Shab-e-Barat, a holy Muslim festival, was observed in Mujibnagar with due solemnity. According to Muslim scriptures, that is the night on which the Almighty Allah will budget for the pleasures or penance, good or bad days for individual Muslims for the coming year. Praying for luck, the devoted Muslims spent the night amidst enthusiasm. All offices of Bangladesh Government observed a closed holiday on the day, 5th of October.

At Mujibnagar, the Acting President, the Prime Minister and their Cabinet colleagues joined a special prayer. They prayed for the salvation of the souls of the martyrs, who have laid down their lives in the war of liberation. Prayers were also offered for the salvation of the souls of lakhs of innocent men, women and children felled before the fierce and brutal attack of the West Pakistan occupation Army.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Volunteer Corps Doing Fine Job	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

VOLUNTEER CORPS DOING FINE JOB

It is a unique experience to visit camps and institutions run by Bangladesh Volunteer Corps functioning in free zones of Bangladesh. The Corps has set up Children's Schools, Sewing Schools in various camps to utilize the children’s merit and the labor of the grown up men and women respectively.

While on a visit to a number of camps the other day, the Chairman of the Volunteer Corps, Mr. Rahmat Ali, stated that the Corps is running the institutions within its limited resources and capabilities. He hoped that after complete independence, the Volunteer Corps will be able to undertake bigger jobs, such as rehabilitation of the refugees who have gone over to India for safety of life.

Amidst cheers, Mr. Rahmat Ali declared, "our real address is – Padma Meghna Jamuna. And the day is not far off when we will return there with prerogatives of self rule".

The occasion was highlighted by display parade of little boys and girls to the tune of national anthem. The children welcomed the chairman with shouts "Joy Bangla".

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Indian Point of View	The Nation Vol. 1 : No. 2	8 October, 1971

THE INDIAN POINT OF VIEW

BY AN INDIAN POLITICIAN

East Bengal has emerged with the new name of Bangladesh as an independent sovereign republic. We offer our fraternal greetings to Sk. Mujibur Rahman and the people of Bangladesh for heroic and gallant fight against the militant totalitarianism of a Fascist Government. No language is strong enough to condemn the inhuman atrocities perpetrated on the unarmed people of Bangladesh, who are struggling for the establishment of democratic rights, rule of law and self-determination for over two decades. The brutal assaults on fundamental human rights are unknown in the history of the civilized world. Sk. Mujibur Rahman and 75 millions of people of Bangladesh have created history in the valiant struggle for freedom from exploitation and oppression of the pseudo-imperialists of West Pakistan.

After the recent general election in Pakistan, it was expected that the military rule could be replaced by a democratic government. But the greed for power of the military leaders supported by vested interests expedited the failure of negotiations between the self-imposed military dictators and vested interests on one hand and the accredited representatives of the people on the other. On the 26th March we were shocked to hear about the extreme drastic repressive measures taken by the military dictators to crush the nonviolent, non-cooperation movement launched by one of the greatest patriots of the modern age, Sk. Mujibur Rahman.

Freedom from political and economic exploitation is the birthright for every human being and every nation. Denial of fundamental rights in an uncivilized manner cannot be tolerated in the 20th Century. Now it is high time for the world leaders and the United Nations to rise up to the occasion and to ask the military dictators of Pakistan firmly in one voice to put an end to the genocide immediately, in the name of equality, justice and above all humanity. If the military dictators do not come *to* their senses under world pressure and the civil war continues for an in definite period then the United Nations should intervene. With the end of the 2nd World War, Fascism has eclipsed and the revival of it would be dangerous for the peace, prosperity, and tranquility of the entire world.

We in India particularly those responsible for Governmental Administration here, I entirely agree, must make a cautious approach to the incidents on our Eastern borders. Much would depend to not only what we do, but also on the attitudes of other countries of the world. But we have to remember that in the interest of our territorial integrity and security of our border states like West Bengal, Tripura, Meghalaya and Assam, we cannot remain unconcerned with these happenings. Moreover, the people of these states have a

long history of social and cultural ties as well as economic connections with Bangladesh and the natural emotions of the people of these border states would have to be taken into full consideration by our Central Government.

We urge upon the Central Government (1) to give immediate diplomatic recognition to Bangladesh as a sovereign independent republic; (2) to take up the matter to the Security Council and seek United Nations intervention to prevent unabated genocide in Bangladesh; (3) to rouse world conscience against this genocide diplomatically with all countries, especially with Afro-Asian nations, as well as in the United Nations organization and with big powers; (4) to organize material help in the shape of food and medical relief and raising volunteer corps for the purpose; (5) to persuade all powers concerned to place an embargo on export and airlift of arms to Pakistan as well as on transit facilities for armed personnel; (6) to give asylum to all those irrespective of their religion from Bangladesh who may cross the frontiers and (7) to give all possible help to enable Bangladesh to function effectively as a sovereign state.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Battle of Freedom is Half-way Through	The Nation Vol. 1 : No. 3	22 October, 1971

BATTLE OF FREEDOM IS HALF-WAY THROUGH
AN ALL-OUT PUSH TO BRING NEW DAWN
THE NATION SPECIAL REPORT

The façade of Pakistani military might is shattered. The days of darkness and despondency are almost over. The new dawn is knocking at the door. Oh, ye. Bengalees, rise up, pluck up more courage, take up arms and spread around, hit the enemy and the collaborators, kill them maim them and consign them to the graves.

The 7½ crore Bengalees are a big force, a formidable strength. As against that, the enemy has a depleted strength. The enemy is no match for such a big nation. Finish the enemy wherever they are, in towns and cities, on rivers and rivulets, in open field or in hiding. Hit them harass them, stop supplies and the enemy will fall flat or die.

This is the call of freedom, this is the call or motherland. Blood is the price of liberty, freedom is the price of liberty, freedom is the price of sacrifice. Each and every Bengalee must take up arms and be prepared for supreme sacrifice to win the war, to finish the marauders and to achieve independence.

Look at the small nation of Israel. They are a force to be reckoned with. Their might is enviable, their sacrifice is great. Why cannot we pledge to die, to taste the fruit of freedom? Yes, we can, we are prepared. There is no time to muse over the past. Let us look forward confidently. Victory is ours.

The Bengalees have a heritage, a heroic past. We belong to the race of Khudiram, Titu Mir, Surja Sen and Subhas Bose. They faced the British tyrants boldly. We must also face the West Pakistani tyrants with the same spirit-spirit of sacrifice, confidence and determination.

The battle of Bangladesh independence is already half-way through. And one more push, large-scale attack from all sides-attack by 75 million people with military weapons, swords, spears, arrows and other weapons. Let our sporadic onslaught blind the enemy, baffle the enemy so that the enemy is eliminated to the last man. Mind you they are the aggressors, the intruders. They have no moral strength to face your bold attack, to hold on to your territory.

The enemy is shaky, there is revolt and dissensions in its ranks. His strength is already thinned out by the Mukti Bahini. Just lend a helping hand to the Mukti Bahini, our brave fighters who have already finished 25,000 marauders. And then the reward is ensured, the independence guaranteed.

The Commander in-Chief of Mukti Bahini has echoed the same sentiment and determination in a statement in Mujibnagar on Thursday. The enemy is desperately loosing the battle at the hands of Mukti Bahini, who are fast marching forward towards victory.

Ignominous defeat for the enemy is inevitable and in a bid to avoid the inevitable the West Pakistani warlords are raising smokescreen. And to that end it is trying to internationalize the issue. Pakistan’s slogan of “infiltrators” being sent by India is a travesty of truth. “We do not require infiltrators, the Mukti Bahini is sufficiently strong to face and defeat the occupation Army.”

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Prima Facie	The Nation Vol. 1 : No. 3	22 October, 1971

PRIMA FACIE
By 'Argos'

The diabolical action of Yahya khan together with its thrining interludes have been drawn on to the epilogue seemingly with a climax that offers a new extension to Aesoph's Fables. Absorbing fairy tales, the imaginary heroes of the history did certainly leave a durable impression on the impressionable minds of young one's only to be forgotten at the maturity. Even Tarzan's fabulous strength of arms do evaporate as the young one's grow up to play brave heroes themselves. But what Yahya Khan has done surpasses both Aesoph's cobwebs and imaginary mighty demenour to Tarzan.

Yahya has combined "three in one" in the farcical trial of Sk. Mujib. He appears in the garb of a prosecutor, the judge and the reprieve also. With his human existence in this mundane world, he is trying to play the foul role of "Superman", through, his supernatural action. He has done enough to become the hero of fairy tales but such tales will evoke vengeance instead of pastime effect on the minds of the children of Bangladesh.

Undoubtedly, he is an interesting character. He is simply a unique villain and more violent than any other giant that the story books have ever told of. He is cruel, crude and rude and as desperate as no Norman man could be. Yet the wants to live in "nobility" after committing the worst brutality of the history.

On the 26th March he played the prosecutor of Mujib labeling the charge of 'treason' and then threatened to court-martial him. And then again he appointed the judge of the court himself choosing the latter from the army barracks. To be more precise and frank, he himself became the judge, for it goes without saying that the soldier-judge appointed by Yahya was but some one subject to his order and will. And that did come true. According to the 'Imroj' a Lahore Urdu Daily, the military court had recommended death sentence for Mujib. Nay long before the farcical trial ended he told "Al-Ahram" that he did not know whether Mujib would remain alive after the court-martial was over.

But the wind was blowing otherwise. Strong world opinion grew against Yahya's murderous designs. Now he talks in a different voice. He speaks of reprieving the death penalty of the Sheikh. Reliable sources say that already a letter has been sent by him to the American President assuring the safety of the life of Mujib.

There is a tug of war in his mind whether to honor the world conscience or to complete his grand genocide plan by killing the uncrowned King, after the genocide of the Bengali nation itself. Surely, Mujib's life would be saved. No power on earth can alter this truth.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Calcutta Mission's Defection is singular	The Nation Vol. 1 : No. 3	22 October, 1971

CALCUTTA MISSION'S DEFECTION IS SINGULAR
FROM THE NATION FOREIGN DESK

It was the call of duty, call of the Motherland. The whole fabric of the Bengali Society was caught up in storms. The liberation war fever spread not only among the Bengalees inside Bangladesh, but also among the patriotic souls beyond.

Imbibed with the spirit of freedom, and in born love for motherland, the Bengalees living abroad, particularly those in diplomatic missions, came out openly to express their allegiance to the Bangladesh Government. It is certainly significant that there has been wide defections by Bengali Ambassadors, Officers and staff from diplomatic missions. Surely these defections are no commonplace incidents, or whimsical actions, but bold, calculated and sensible steps generated and fostered by patriotic zeal and fervor of the mission employees hats off to them.

In the big assembly-line of defection, the one by the former Pakistan mission in Calcutta, headed by H.E. Mr. Hossain Ali, stands out prominently for more than one reason.

Firstly, this is the only mission, which has defied the authority of Pakistan Government in a body, barring the non-Bengalee employees.

Secondly, this mission has retained its Premises denying and defying the claim of Pakistan Government on the chancenry. So much s, 31 non-Bengali employees had to sneak out of the mission premises after conceding defeat to the majority fully affiliated to the Bangladesh Government.

Thirdly, the Calcutta mission (after the defection) has served as a "window for outside contract". Besides, this mission is the only full-fledged diplomatic cell to maintain effective coordination with all other missions abroad by pressing all its functionaries into service.

Fourthly, its proximity to the war-time capital of Bangladesh, Mujibnagar, has made its position singular. Taking advantage to the proximity it is maintaining close touch with the leaders of the Bangladesh "Government and airing their views and stand on various issues through the effective media of Indian Press.

Fifthly, in the early days of the liberation war; Bangladesh mission in Calcutta had been the only known place wherefrom the multitude of refugees could get guidance, help or at least a word of consolation.

It can, therefore, be rightly observed that, the defection of this mission has not only given a boost to the liberation struggle morally but has contributed a lot politically also. Of course, the humanitarian aspect of its service to the refugees can never be forgotten.

Even now when the preliminary phase of the liberation war is over, the officers and the staffs of the mission, under the inspiring leadership of His Excellency Mr. Hossain Ali, are working round-the-clock. Their services are on records. All these commendable actions would rather not go unrewarded.

It is heartening that the Bangladesh Government, in recognition of the singular contribution to the movement, has upgraded the status of the mission and designated H.E. Mr. Hossain Ali as the High Commissioner for Bangladesh Government in India. It is an honor which he has earned, it’s a reward which he deserved.

According to knowledgeable circles, the High Commissioner treats the entire mission staff as "members of the same family". It, therefore automatically devolves on him to take care of the members of his "big family."

And rightly, it is understood, he is soon going to recommend reward for them in the interest of a "happy home".

Quite mindful of his "big family", Mr. Hossain Ali has consistently shown his awareness of the real aspiration which every Bengalee is zealously maintaining and nurturing through their action and pursuits. The goal is freedom-freedom from the occupation forces of West Pakistan. In keeping with his firm faith in the freedom of Bangladesh, Mr. Hossain Ali efficiently pleaded our cause in a select gathering in Calcutta recently. He said:

"Regarding the freedom struggle in Bangladesh by now, you and for that matter the civilized world, are aware of what had happened and is still happening in Bangladesh. I would not repeat them here as to how its came to pass that a nation comprising a sizeable section of humanity became the victim of worst kind of brutalities in the hands of a military Junta. The story is too familiar, the world is aware of the massacre of an armed and defenseless people in Bangladesh.

However, let me tell you that by resorting to the wholesale slaughter of the simple and God-fearing people of Bangladesh, the Junta of West Pakistan has in fact, set in motion a chain of events that has made the independence of Bangladesh not only an inevitability within a matter of time, but would also slowly but surely lead to the break-up of what is known today as West Pakistan.

The military clique headed by Yahya Khan is already aware that it cannot hold captive, as it is trying desperately with the use of massive military fire-power and sophisticated weapons the entire population of Bangladesh much longer.

The stand thoroughly condemned today in the eyes of the civilized world; their economy which flourished on the exploitation of the riches of Bangladesh cannot sustain the mad and senseless war of extermination that they have waged on us; politically the provinces of West Pakistan are already raising their voice against the prospect of a

continued military repression and denial of civil liberties for years to come. The handsome foreign aid that they used exclusively to build the economy of West Pakistan and to maintain an over-expanding military machine, is gradually coming to a trickle.

The collapse of the military adventure in Bangladesh will also bring in its wake the crumbling of the economy of West Pakistan which is based on the 'military industry ostensibly to fight India, but primarily to keep itself in power by suppressing the genuine aspirations of the people, and also to provide employment opportunities to its 'Martial Race.'

Our death-defying Mukti Bahini are already playing havoc with the enemy. The war of liberation is gaining momentum every day. Our guerillas are killing large number of West Pakistani soldiers-they are disrupting their line of communication by blowing up bridges, rail and road communication and also sinking boats and ships which the West Pakistan using to carry their arms ammunition and troops. Our guerillas are also systematically wiping out the collaborators inside Bangladesh.

The morale of the Pak Army has gone down with the colossal loss of their men and material and they are compelled to fall back at different points. The Mukti Bahini *is* in control of large areas of Bangladesh and already the troops belonging to the so-called 'Martial Race', are panic-stricken and retreating.

Politically, we are today united as never before. Although the Awami League won absolute majority in the elections, it has now, in the larger interest of the country, joined hands with other equally dedicated political parties whose aim is also total independence for Bangladesh, in order to ensure the participation of all shades of people and opinion to carry the liberation to victorious conclusion."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Famine Stalks Bangladesh	The Nation Vol. 1 : No. 3	22 October, 1971

FAMINE STALKS BANGLADESH

Bangladesh is in the grip of famine threatening the lives of millions more closely following in the holocaust of the Pakistani Army crackdown on Bangladesh. According to an international survey in the coming months ten million people will die of starvation unless internationally organized relief measure are undertaken expeditiously and elaborately without any loss of time.

Already a deficit area, cultivation in Bangladesh has suffered tremendously this year because of the reign of terror let loose by the West Pakistani occupation army. Consequently plantation of paddy has been extremely erratic during the current season. November harvest would, therefore, fall far short of the total food requirements to feed about 7 crore mouths.

The fact remains that the blood hounds of West Pakistan want only destroyed food stock either in Government stores or in private god owns or in improvised residential stores.

Long before this unfortunate picture emerged, international food experts had anticipated such a catastrophic situation, as sure as night follows the day, there will be an appalling famine in East Bengal unless the international Community intervenes now. This was the grim conclusion of South Asian experts, who met in Toronto recently under the sponsorship of Oxfam of Canada.

From 1966 to 1970, Bangladesh produced an average of 10.8 million tons of food grain against a requirement of 12 million tons-a deficit of ten percent. Recurring floods and cyclones never allowed the agricultural sector of Bangladesh to close this gap. Very little development programme was undertaken to control the annual floor or to establish irrigation network.

Bulk of the people of Bangladesh live in a precariously marginal substance. Slightest dislocation around them causes many to slip off from their holds on existence.

When the last November cyclone came half a million people were washed away, but five million others who survived were not sure whether they will survive the ordeal. Transportation facilities are so primitive that but for international help food could hardly be rushed to the victims. Man-made disaster of Yahya is again another thing. This is not localized disruption of communication and transportation. This is a total collapse.

In April, Yahya's army fanned out in all directions to occupy the countryside Magnitude and severity of army’s action led to: Complete breakdown of the life system: economic, political and social. Entire Bangladesh pervaded with a sense of insecurity, terror and fear.

Agricultural fields which escaped army's destruction at best remained unattended. Agricultural system collapsed with the departure of 9 million refugees along with their live stocks and with a population of 30 million roaming around the countryside uprooted. Bangladesh which boasts the largest number of agricultural cooperatives in the world (for the same area) found herself coming to almost grinding halt with the collapse of cooperative machinery.

June was the planting season for the November harvest. Planting was erratic. Even Pakistan government's report shows at places it dropped to the ten per cent of normal.

Flood this month affected an area 4000 sq. miles. Whatever planting took place in these areas, half of it has been completely damaged by the flood.

PL 480 food grains which were heading for Chittagong in late March to cover the normal food deficit were diverted to avoid the army-navy activities in Chittagong. Even in normal situation the capacity of Chittagong port is quite limited. Under the present circumstances its food handling capacity has been further reduced by the Army's top priority on keeping the army supplies from Karachi coming in continuously.

Railway and road network throughout Bangladesh is out of service. River network is the only means to carry foodstuff to the hinterland. All river vessels including those given by the international community to carry food to the needy-have been transformed into troop carriers and gun-boats by the Yahya's army.

Pakistan army has only one very clearly defined objective in mind: to keep Bangladesh under Pakistani control at any cost. Army understands that language and that language alone. When river vessels were being given to Pakistan Army to carry relief materials-an Army officer remarked: "Now we can get into areas where we previously could not." He knew to what use he is going to put them.

Dr. Lincoln C. Chen of Massachusetts General Hospital and Dr. Jon E. Rohde of Children's Hospital Medical Centre in an article in the British medical journal, 'Lancet', predicted that the period between now and November may precipitate a famine of unprecedented proportions affecting 25 million people.

In the famine of 1943 three million people dies of starvation in Bangladesh. This impending famine will far exceed the '43 famine in magnitude. With a conservative estimate of 3 million tons food shortage (one fourth of total requirement) death from starvation can easily reach the staggering figure of 10 million and beyond.

While a great human disaster is in the offing, Yahya is playing games with the United Nations. He would not allow any relief operation without his occupation army's supervision. With the record of their post handling of relief operation Bengalees know that they would be safer without army's help. If the world nations feel any way responsible for the lives of these millions, the only way to reach them is through the representatives of Bengali people.

Peter Shore, former British Labor Minster, suggests the same thing. “The first requirement is to establish quickly some relationship of confidence between the U. N. and the Bangladesh representatives. The Bangladesh authorities must be brought into the planning and administration of food relief for overriding practical reasons.”

If there is anything called world conscience, it would be awfully uncomfortable when in coming months 10 million people will die of starvation. Very little time is left. Men and women of conscience must act NOW.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
An Evacuee Child Writes…	The Nation Vol. 1 : No. 3	22 October, 1971

AN EVACUEE CHILD WRITES….

By Nasreen

The 2nd May ended with a beautiful spring evening; and that is the day I can never forget as long as I live. We were still at Ramgarh, the Sub-Divisional town of Chittagong Hill Tracts. When I think of that day, I can still see the small town, the happy people leading their normal lives.

On the 2nd of May, Col. Ziaur Rahman told my father that he should shift his family to the other side of the border. The B.S.F. helped us to cross over. At about 4 O' clock in the afternoon, the Pakistani soldiers came to Ramgarh and then I saw some of my college friends and other boys have known since childhood walk forward with a smiling face and take up their positions. The E.B.R., E.P.R. and the police also did the same.

But in my young heart, I only felt worried and scared for my friends. Some of them gave up their lives for their beloved motherland.

Slowly the stars came out bringing the day to a close. All on a sudden, I heard a shot, but I could not make out from where it came and then I saw my father's orderly come running to me; he was quite annoyed with me, for he saw me standing on the steps of the police station. He caught me by the hand and dragged me from that place, and then only I realized what was wrong.

The evening sky was all red and I could see my friends running and taking up their positions. I got really scared and started running, because this is the first time in my life I saw real mortar shells falling like rain drops all over the place. Curious even in the face of that calamitous situation, some of our neighbors and we three sisters climbed a hillock, and what we saw was our beloved motherland burning to ashes. But still we did not give up hope, because we all knew that one day our motherland would be free and our death-defying freedom fighters would not let a single Pak soldier remain in our sacred soil. In the midst of hopeful ponderings, I saw the Doctor of that small hospital come running towards my sister, Naseem, for help. In no time we all three sisters went to help him. The mortar shells and machine-gun firing was so close that we thought it would come and fall on our ailing brother. The fierce-fighting continued for more than two days. But our brave boys had to retreat because the Pak army had thrice our strength equipped with modern fire powers.

After a few days, I went and stood near small stream that separated India and our Bangladesh. I saw the brute barbarian Pak soldiers enjoying the jackfruits of our country.

Let them enjoy those fruits once and for all, I thought, because they will never get another chance in their lifetime again.

Our brave brothers and fathers will make sure that none of the brute Yahya's boys can go back. And I too have made a promise that if I get a chance I will kill at least a Pak soldier and take back revenge for killing our fellow men, women and children-peace loving people of Bangladesh.

My mothers and sisters have been tortured by them and I being a girl from Bangladesh will never let go off a chance to hit back upon the Pak army.

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিদেশে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

বৃটেন
আমেরিকা
কানাডা

বৃটেন
ইংরেজী সংবাদপত্র

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Unite or Be Dammed	Bangladesh News letter* London : No. 4	26 April, 1971

UNITE OR BE DAMNED

A National Liberation Struggle has been imposed on the Bengali people by the Military Dictatorship of the 'Islamic Republic of Pakistan'. An unprepared and unarmed people is fighting for its freedom. It is a war between a highly organized army with sophisticated war weapons from Sabre Jets to Napalam bombs and only the will of people determined not to be slaves in their own homeland.

Victory shall be ours. Because the sons of the soil are fighting a just war and against a foreign invader. We will overwhelm them with our man-power. We will trap them in our terrains and streams. We shall liquidate them one by one group by group and annihilate the lot and we shall vindicate the great cause of freedom for which so many of our comrades have given their lives. The Great Murderers shall not go unpunished.

But what we need is to organize our victory. Unity in purpose we have achieved. Unity in action we must strive for. It is time for the overseas Bengali population to forget their parochial factions and petty squabble and dovetail their efforts and come to the aid of the freedom fighters in Bangladesh.

Please ! Please ! Please ! Unite & Act !
And Act Quickly.

* Bangladesh New Letter 'পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র' (Campaign for self-rule of East Bengal)। সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ফরিদ এস, জাফরি ৩৯১, কিংস্টন রোড, লন্ডন থেকে প্রকাশিত। এটি একটি পাক্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Unite Kingdom Diary	Bangladesh News letter London : No. 4	26 April, 1971

THE UNITED KINGDOM DIARY

Central Action Committee for the People’s Republic of Bangladesh

The Central Action Committee for the People’s Republic of Bangladesh in UK was constituted in Coventry on Saturday 24 April 1971 at the National Conference of the delegates from the local and regional action committees. There were over 125 accredited delegates and over 25 observers. The Conference was presided by Begum Bilquis Banu and among others was attended by Justice Abu Sayeed Chaudhury, former Vice-chancellor of the Dacca University.

The creation of the Central Action Committee marks the beginning of a new journey of the Bengali-speaking immigrants in UK towards political consolidation of the community. "It is going to be an arduous assignment" organizers pointed out but they were hopeful that in the long run" it is likely to be a highly rewarding mission." Mr. Abu Sayeed Chaudhury in his concluding speech also termed the Conference as "of historic significance and a momentous achievement for the Bangladesh movement in the United Kingdom."

The Conference also elected a 5-man Steering Committee to guide the work of the Central Action Committee. Mr. Abu Sayeed Chaudury was invited to act as the adviser to the new body.

Action Bangladesh Clearing House

A Clearing house for all actions for and in support of Bangladesh has been set up after two meetings at the office of the Peace News attended by representatives of Bangladesh Students Action Committee, International Conscience for Action, Peace Pledge Union, Friends Peace Council, Third World Review, Young Liberals, Peace News, Campaign for Self-Rule for Bangladesh, Mr. Michael Barnes, Labour M.P. and Zakarya Choudhury.

A press release says: A clearing house for action on this world crisis has been set up in London. Its aim is to secure that adequate relief aid reaches the people. The clearing house consists of an office and phone and is manned by volunteers. It will provide immediate information for members of the public, press, peace and religious organizations as to what they can do to get the troops out and relief in. the address is: Action Bangladesh Clearing House, 34 Stratford Villas, London NW 1, Telephone between 10 a.m. and 1 p.m. only: 01-485 2889. The office will open Monday to Saturday.

Relief Fund

The League of Red Cross Societies in Geneva, the Federation of National Red Cross groups, has postponed indefinitely its long-term programme of civil rehabilitation in the wake of the autumn cyclone. The League has up to ₤2 millions lying idle. In Britain the Disasters Emergency Committee, comprising the British Red Cross, Oxfam, Save the Children, War on Want and Christian Aid, having spent about ₤800,000 on specific projects, has another ₤700,000 which it is unable to spend because of the fighting, lack of information, and lack of access.

Michael Lake of the Guardian commenting on this situation on 15 April said: "The situation can be summed up simply, if brutally: the East Bengal economy, always in crisis, has broken down. The political, social and distributing infrastructure-ranging from local councils to bridges--is in the last stages of destruction. The main port of Chittagong is paralyzed while 26 ships with relief supplies lie at anchor outside. Pre-monsoon rains are hampering what movement is possible. The monsoon, due next month, is almost certain to rot what relief food is landed and left unhandled in the docks in addition to bringing the usual six-monthly cyclone with its trail of death and further waste. The Government of President Yahya Khan is determined to crush resistance in East Bengal, an operation necessarily entailing widespread ruin since virtually the entire population seems united behind the vision of an independent Bangladesh.

"Why the hell are we so silent?"

'Why the hell are we all so silent,' asked Woodrow Wyatt in a front page article in mass-circulation, Daily Mirror of 23 April, and added: "I feel deeply ashamed I have not written or said one word of protest at the mass slaughters in East Pakistan.

And why the hell are we all so silent?

WHERE are those who clamored vociferously against the British and Nigerian governments over Biafra?

Where are those who used to march from Aldermaston to demand that we give up nuclear weapons?

What is happening in East Pakistan is far worse than any of these things,

Starvation in Biafra was horrifying. But it was Colonel Ojukwa of Biafra who started the unnecessary civil war without provocation.

East Pakistan is quite unlike that. The area is divided from West Pakistan by a thousand miles of territory.

The murder of defenseless, peaceful, poverty stricken Bengalis began. Hundreds of students, political leaders were butchered at Dacca University by West Pakistan soldiers.

Thousands upon thousands of ordinary, harmless Bengalis have been killed by bombs, shells and the firing squad. The party that won the elections was outlawed and its officials massacred.

No Press, television reporters, or impartial observers are allowed in. General Yahya is determined to stop the world learning the extent of horrors which have not been seen since Hitler and Stalin.

What are we doing about it? We are still supplying aid to General Yahya.

And on Tuesday Mr. Heath said in the Commons that he would appreciate it if Mr. Wilson "did not press me on the details of the exchanges I have had with the President of Pakistan."

Crushing a whole people is not just an internal matter to be discussed on friendly basis. If the Commonwealth can get steamed up about our selling a few naval vessels to South Africa why can't it get steamed up about this?

Why don't we take the affair to the United Nations? We were quick to recognize General Amin when he seized power in Uganda without being voted for by anybody.

Don't we recognize the votes of 75,000,000 people? Or are they too poor, too far away, too unimportant for us to brother about?

Dare not our Government even express a moral condemnation? Or is that confined to teachers masturbating in disagreeable sex education films?

What has happened to us? Are we afraid of offending our new-found table tennis chums, the Chinese, who have publicly supported General Yahya?

When the Turks massacred the Armenian Christians in the last century Gladstone thundered out against them. Today, alas, we are governed by mini-men.

Yet General Yahya's economic plight is so great that even the slightest pressure could force him to end the holocaust and be reasonable."

International Genocide

Roger Moody wrote in Peace News on 16 April: "….There is no justification not only for what West Pakistan has recently done in East Bengal, but for what she plans to achieve. Even if Yahya Khan, by non-violent means could bring the people of East Bengal back into a lopsided domain (it has never been a federation), there is every reason to believe that the military government in Karachi would continue to bleed the East to feed West, and perpetuate an artificial economic framework within which millions are doomed to an early death…I have cast around in my mind for some indication what West Pakistan forces are now doing is something less than the final solution for which Hitler provided the blueprint between 1933 and 1939, I can find none. This is genocide; International genocide (to use Sartre's term) and sufficiently wide-spread to justify indictment on several counts under the Genocide convention of the U. N. (which Britain signed in 1969).. At the same time the United States Government could embargo its arms this might render continued policing more and more difficult. Economic sanctions are theoretically possible at present Pakistan faces bankruptcy ………*since it is now clear that the Pakistan Government is not above using any means, including starvation, to bring the*

Bengalis to submission, it is the height of hypocrisy not to say simplemindedness, to try to persuade the murderer that your intervention on behalf of victim will not upset his necrophilous plans. The intention must be to upset, to interfere with and obstruct West Pakistan authority where-ever possible in East Bengal. For that authority does not rest on any mandate whatever-besides that of naked armed force."

The Students Action Committee

Following their last Sunday's demonstration the Students Action Committee are stepping up their Parliamentary lobbying to enlist the sympathy and support of the British Government and the political parties.

The students have further resolved to protest and demonstrate against the projected tour of Pakistan Cricket team. They have already got the support of the Young Liberals and in the House of Commons itself 30 members have signed full support to their call of protest and total rejection of the Pakistan team. The students will want the sporting British public to realize that at this time when West Pakistan Army is massacring people in Hitlerian fashion. West Pakistani sportsman playing the happy and peaceful game of cricket in this country would be insult to British sense of justice and fair play. As 75 million people of Pakistan have rejected Pakistan and have now got their own independent government which is fighting a war of survival, the Pujabis, mostly employed by the Government or semi-government agencies, cannot claim to represent all-Pakistan. It may be noted by the British sportsmen that Pakistan Cricket Control Board is an "official body" under full direction of the Military junta and almost all players are Punjabis.

BANGLADESH ACTION COMMITTEE IN WALES
Nurul Hossain writes from Cardiff:

We the people of Wales formed "Bangladesh Action Committee in Wales" on 27 March and its headquarter is in Cardiff (8 Northcote Street, Roath, Cardiff, Wales, phone Cardiff 44702). The Bengali people from different parts of Wales joined in this meeting and supported this Action Committee (Cardiff, Brigend, Newport, Port Albert, Cwnbran, Swansea, Neath, Porth Cawl and other places in Wales).

We staged a demonstration in London on 28 March in coordination with Bengal Students' Action Committee, London, and demonstrated before different embassies (Russia, Ceylon, America, India).

We staged a demonstration outside Angel Hotel, Cardiff, before Mr. Heath, who was on visit to Cardiff on 3 April and distributed our leaflets condemning the massacre in East Bengal.

We held a general meeting in Cardiff on 11 April which was well attended by 500 people of Bangladesh coming from Cardiff, Newport, Swansea, Brigend, Penter, Neath, etc. and formed a 26 member committee.

A Finance Committee was also formed in that meeting to raise fund for the relief of "Bangladesh people".

A Committee meeting was also held on 18 April to discuss the present situation of Bangladesh and to draw up some constructive plan. Reports came that people are contributing at least one week’s wages or at least ₤25 for the initial contribution and ₤1 weekly will be contributed as long as our struggle continues.

We distributed leaflets to people all over Wales and a weekly newssheet in Bengali language is also being published.

Frank Judd on "Cruel Suppression"

Prank Judd, Labour M.P. for Portsmouth West, said at Gosport on 15 April that "Britain should be prepared to suspend the aid programme to Pakistan, first to highlight concern at the treatment of East Bengal, and secondly to demonstrate Britain's refusal to be implicated in the economic support of a regime bent on "cruel suppression".

Bangladesh is Inevitable

Three Harvard University Professors, Edward S. Mason, Robert Dorfman and Stephen A. Marglin in a statement analyzing cultural, linguistic, social, economic and political case for independent Bangladesh, said on 1 April: "The independence of East Bengal is inevitable. What started as a movement for economic autonomy within the framework of a united Pakistan has been irrevocably transformed by the wholesale slaughter of East Bengali civilians into a movement that sooner or later will produce an independent East Bengal. Bangladesh is a matter of time."

Lord Brockway Condemns

Lord Fenner Brockway condemned on 18 April the Pakistan Government's action in East Bengal as "one of the most callous and brutal aggression in the world since the time of Hitler."

A resolution passed at the conference of the Colonial Freedom Movement called for recognition of independent Bangladesh.

Yugoslavia Assails Pindi Oppression

The authoritative Yugoslav newspaper, Kommunist, the organ of the League of Communists, the ruling party which reflects the official policy. In an editorial on 7 April says: "The situation in East Bengal amounts to a civil war and we blame the Pakistani armed forces for the slaughter of thousands of innocent people. The fatal event in Pakistan is unfortunately the sixth case in the course of this year in which the army is stepping on the open political arena."

Socialist Labor League

A jam-packed Toynbee Hall in London's East End heard on 18 April mike Banda, the editor of WORKERS PRESS, the official organ of the Socialist Labor League,

passionately extending full support of his organization and newspaper to the struggle for national independence against the army of Pakistan's dictator Yahya Khan.

Calling for an all-out campaign in the British Labor movement to support the Republic of Bangladesh, Banda said that the Bengali struggle was a huge blow to imperialism. He warned against putting any trust in the United Nations or the so-called Great Powers. He appealed to the British working class to "rise in support of Bangladesh and their Bengali comrades in Great Britain."

Volunteers for Relief Supplies to East Bengal

Roger Moody, editor of Peace News (5 Caledonian Road, London N 1) has announced: "The possibility is being explored by a small group of Londoners of sailing relief supplies into East Bengal, regardless of the consequences to the participants, whom it is hoped, would comprise an international team. Potential volunteers, physically fit and not hampered by personal ties, are asked to write (not phone please) to Roger Moody at Peace News as soon as possible. Any other queries and offers of help and advice, by letter, would be appreciated."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Letter From America	Bangladesh News letter London : No. 4	26 April, 1971

LETTER FROM AMERICA

NEW YORK (By Air Mail)

The people of the U.S.A., Canada and Latin America are horrified to learn that the military dictatorship led by Yahya has taken recourse to mass murder and has used most modern war weapons, supplied mainly by the U.S.A.

Public opinion fully supports the case for the self-determination of East Bengal as demanded by Sheikh. Mujibur Rahman, who won an absolute majority in the first ever national election.

The Bengali students in the U.S.A., organized under the banner of East Pakistan League of America, have noted the political significance in the postponement of the National Assembly session on 2 March and have decided on plan to propagate the cause of Bangladesh. They are organizing to launch a vigorous campaign of lectures, teach-ins, demonstrations and lobbying in the U. N. and other international forums. The Bengal Action Committee of East Pakistan League of America, with its headquarters in New York, was set up on 2 March. Three significant developments followed the formation of the Action Committee:

(a) Three professors of the Harvard University have published a paper on the current situation in East Bengal. This is now being used as a guide by those sympathetic to the cause of the subjugated Bengalis in their lectures and teach-ins at the campuses across the country.

(b) The International Students' Cultural Organization has extended it full support to the liberation movement of the Bengal Action Committee.

(c) Another organization styled "Americans Concerned for Bangladesh", with its office at 145 East 14th Street, New York, has been set up. This organization has already staged demonstrations in front of the U.S. and Pakistan missions at the U.N.

The Action committee took the first positive step by seeking an interview with the President of the Security Council. They urged upon the president to exercise his influence on the member-nations to intervene in the name of suffering humanity and get the world’s focus on East Bengal.

The first demonstration organized by the Action committee was staged in front of the U. N. buildings on 9 March. The participants, including some American students, paraded through several main streets of New York and went to the office of the Pakistan Consulate-General. They occupied the office for several hours and took vital decision concerning organizational matters.

the Action committee sent a telegram to President Nixon urging him to use his good office to stop the mass slaughter of the people of Bangladesh.

In another telegram, the Action committee urged the U. N. Secretary-General U Thant to call a meeting of the Security Council under Art, 99 of the U. N. Charter and arrange to dispatch a U. N. Team to East Bengal to stop the "merciless and selective genocide" of the Bengalis.

The Action committee called on all the members of the Security Council including France and discussed the grave situation in Bengal. The representatives of France, Argentine and India granted interviews to the Action committee members more than once.

Besides writing letters to the American newspapers and appearing in TV programmes, the Action committee staged many demonstrations. On 26 March the demonstrators unfurled the flag of independent and sovereign Bangladesh in front of the U. N. buildings. They also staged a demonstration in front of the Ceylonese mission demanding stoppage of facilities to Yahya's ships and aircrafts which are carrying West Pakistani troops to East Bengal.

News about these demonstrations and the mass slaughter in East Bengal were covered both by the radio and TV net-works from coast to coast.

Bengali students in the big cities of the U.S.A., Canada and several Latin American countries have set up "chapters" of the Action committee in co-operation with the local students.

The Action committee has also set up a 16-member Finance Committee to raise funds for relief operations in the war-devastated Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Unite Kingdom Diary	Bangladesh News letter London : No. 7	21 June, 1971

THE UNITED KINGDOM DIARY
Anthony Mascarenhas

The bombshell of the week in the exposure by Anthony Mascarenhas, Assistant Editor of the Morning News, Karachi, and the correspondent in Pakistan for the Times and the Sunday Times, of the genocide by the West Pakistan Army against the people of East Bengal. When on 2 May the Sunday Times published a story by Tony, playing up the gruesome killings of non-Bengalis and Biharis by the Bengalis, we found it highly exaggerated, one-sided and contradictory and based on facts and on "heresay" figures supplied by the Army and "Islamists". We said then that it was in reality a handout by the Inter-services public Relations and Tony among other Pakistani journalists writing also for some British and American papers was forced to file what the Army wanted them to file. Now Tony in an article in the Sunday Times on 13 June has himself exposed the gun-point reporting he had to do. We congratulate Tony and are happy that he is out of the country of the butchers and safe in a democracy where bullets and bayonets do not control either the pen or the tongue. His story of "genocide by the Pakistani Army" will haunt the world for ever. If the power had been transferred to the Awami League soon after the elections in December, we have no doubt that Sheikh Mujibur Rahman would have controlled the communal and the sectarian carnage as he did control the administration during the three weeks of his civil disobedience and earlier racial riots.

Rehman Sobhan

Rehman Sobhan returned from the United States since we published our last issue. Rehman has been to the States recently where he met the representatives of the Aid Consortium countries and worked to counter the jugglery of Yahya's master financial wizard, M. M. Ahmed, who had been knocking at every prospective American door with a begging bowl.

In London Rehman called on his old friends in the New statesman and the paper came out with one of the strongest editorials: "Corpses in the Sun". Next day Guardian started serializing his article: "Prelude to an Order for Genocide" and "Helping Yahya to Himself".

Rehman also addressed an informal get-together of the Bangladesh Newsletter activists and Bangladesh Freedom Movement Overseas at the Ganges Restaurant for nearly two hours, a talk which was heard throughout with sustained attention.

Rehman has also had a number of meetings with leading editors, columnists, writers, members of parliament and trade union leaders. He addressed a public meeting of the Students Action committee where he literally spell-bound the audience.

Women March for Aid

A hundred and fifty Bangladeshi women and children marched through Westminster on 5 March with letters of protest for the Prime Minister and the relief agencies.

The protest was organized by the Bangladesh Women's Association in Great Britain. The letter delivered to Mr. Heath-who was not at home-asked him to reconsider the decision to continue to give aid to Pakistan.

Placards called for an end to genocide and to aid for Pakistan, and condemned the Pakistan Government.

Mrs. Jahanara Rahman, one of the organizers, said the women were equally concerned about the cholera outbreak in India among Bengali refugees. But they feared that in the rush to send aid to the cholera victims the refugees without food would be forgotten.

The Association has collected over £ 400 in Britain, and a substantial amount of children's clothing, but it is waiting for an assurance that when it is sent it will reach their people.

Campaign to Stop Aid to Pakistan

Supporters in Britain of Bangladesh started a campaign to stop aid to Pakistan on 13 June with a large protest march, starting from Hyde Park and marching to the Ministry of Overseas Development, Canadian High Commission and the French, Belgian, German, Austrian, American, Japanese, Dutch and Italian embassies, all of whose Governments sent aid to Pakistan. The marchers drew much attention in Park Lane, Piccadilly, Downing Street and Trafalgar Square. The marchers were headed by a man reciting from the Holy Quran. Another young man also recited a poem. The demonstrations will continue for some days.

President and Military Leaders of Pakistan “Guilty of genocide”

Over three hundred Labor MPs, including six Privy councilors the Chairman of the Labor Party, Mr. Ian Mikardo, and three other members of Labor's National Executive, Prank Allaun, Mr. Tom Bradley and Tom Driberg, have signed a motion sponsored by Mr. John Stone house, formerly Minister of Posts and Telecommunications "accusing the President and military leaders of Pakistan of having broken the genocide convention of the United Nations and therefore by implication of being liable to trial."

The motion reads: "This House believes that the wide-spread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan Army in East Bengal, contrary to the U.N. Convention on genocide signed by Pakistan itself, confirms that the military Government of Pakistan has forfeited all rights to rule in East Bengal, following its wanton refusal to accept the democratic will of the people expressed in the election of December 1970; Therefore believes that the U. N. Security Council must be called urgently to consider the situation both, as a threat to international peace and as a contravention to the genocide convention; And further believes that until order is restored

under U.N. supervision, the Provisional Government of Bangladesh should be recognized as the vehicle for the expression of self-determination by the people of East Bengal."

A second motion also signed by over 250 members of all parties strongly censures the Pakistan Government and demands that "until a suitable political framework is created in East Bengal, financial aid to Pakistan will be suspended…His Majesty's Government should propose to the Pakistan Aid consortium at its forthcoming meeting that such aid should be redirected to meet the needs of the refugees."

Parliament also debated "Bangladesh" twice before this month on 9 and 10 June.

Disaster Fund at Half Million

More than ₤ 500,000 has been raised by the Disaster Emergency Committee to help Pakistani refugees since the national appeal was launched two weeks ago.

Maudling of East Bengal Refugees

Mr. Maudling, the Home Secretary, said on 15 June that the Home Office was to investigate the position or Bengali refugees who wish to come here to join close relatives but cannot provide the requisite papers because of the situation in East Bengal.

Donation to Bangladesh Fund

The Bengali Association in East Anglia *(President M.N. Rahman, Secretary Mohd. Akseer)* have contributed a sum of ₤1,500 towards Bangladesh, East 11Goring Street, London E C 3. They have also launched regular weekly collection from 13 June, We congratulate them and hope others will follow their example.

Peace News

Peace News has been devoting almost half of its issue to the "Movement for Bangladesh since the genocide inside Bangladesh. It has published some very forceful articles b Roger Moody and others. Our readers will find it a very good regular reading. It costs 5p and can be had from-5 *Caledonian Road, London N L(OL-837 9794/5).*

North And North-West London Meeting

The Action committee for the people's Republic of Bangladesh in North and North-West London held a very well organized meeting under the chairmanship of the Rt. Hon. A. J. Stallard MP. Among the main speakers were Mr. Justice A. S. Choudhury, Representative of Bangladesh Government in the United Kingdom, Mr. Abdul Mannan, one of the recently elected Awami League Members of the National Assembly, and Mr. Shah-Jahan, President of the Workers Association of Bangladesh (who arrived last week after attending the International Labor Organization Conference at Geneva). Mrs. Stallard expressed his full understanding and support to the Freedom Movement of Bangladesh and asked if there was any Pakistan High Commission representative present at the meeting to tell his masters to stop sending him the rubbish in the form of bulletins etc. He said that he was getting regularly *Bangladesh News Letter* and appreciated its informative coverage of the events inside Bangladesh.

Mr. Justice Choudhury gave a chronicle of the events leading to the independence declaration and appealed to everyone to stand united, to work steadfastly for the Liberation Struggle and to rally behind the leadership of Sheikh Mujib.

Mr. Shah-Jahan appealed to the workers and trade unions of Great Britain to show solidarity with the workers of Bangladesh who were fighting for democracy and for their right to self-determination.

Mr. Mannan in an eloquent and most moving oratory in Bengali brought tears into the eyes of all, whether they understood him or not when he gave a graphic account of the genocide in Bangladesh.

Hyde Park Rally

Mr. Peter Shore MP for stepney and former secretary for Economic Affairs told protest meeting of Bengalees in Hyde park, London, on 19 June that “Britain should give a lead in effective international action against Pakistan. The exodus will only be contained when the vultures of Bengal stop their bloody work. The International Aid Consortium must make it absolutely clear that there will be no funds at all for the Pakistan economy unless and until the Pakistan Government agrees to a ceasefire and to a clear and certain return to civil and democratic self-rule."

Mr. Justice Choudhury, Representative of Bangladesh Government in the U.K., has toured almost all Britain and has addressed large public meeting in Bradford, Manchester, Leeds, Birmingham, Cardiff and a number of cities in Scotland.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Report From Bangladesh	Bangladesh News letter London : No. 7	21 June, 1971

GUERRILLA ACTIVITIES INCREASE
NATIONAL LIBERATIONS STRUGGLE HAS NOT FADED

I was personally with the Commandos who made recently a number of sweeping raids inside the occupied territory in the Sylhet area. During the last fortnight over 500 West Pakistani troops have been killed and their arms and ammunition brought back to the base. Two jeeps and a military truck were also captured. The uniforms taken from the killed West Pakistani soldiers are now being used to deceive the enemy and their agents and a number of our student-guerrillas have managed to reach the interior. They keep in contact with the base by radio and through messengers, usually young boys. A gunboat was also sunk. Large areas in Northern Sylhet region have been liberated after three major bridges were destroyed and local quislings, informers and enemy spies were eliminated.

We have established 30 camps where 30,000 volunteers are training. We have also seasoned freedom fighters and officers and men of the Bengal Regiment and the Militia and quite a few policemen, who are engaging the enemy in little battles while the guerrillas sneak behind the enemy camp and destroy their rations and everything else in the camp. We are definitely harassing the enemy now on the entire border front of 1034 miles. All Pakistani outposts near West Bengal, Assam and Tripura have been destroyed and during the rains we shall not allow them to rebuild their camps within our range.

A correspondent from Krishnanagar reports:

I am one of the guerrillas. I was a student of Dacca University and saw with my own eyes my friends brutally murdered by the West Pakistani Army. I managed to flee to Calcutta and after a short training have joined the Freedom Fighters. I have lost almost all my relations. I have now to take revenge. Death no longer frightens me. I have seen death in its ghastliest from. We are now very active here. Our Mukti Fouj is giving Pakistan Army a lesson or two. Many of our recruits are able-bodied men from the refugee camps we feel all men who can handle a gun or a spear should join the Mukti Fouj and leave the old, women and children and the sick only in the refugee camps. We are proud to have our Hindu brethren from Bangladesh also joining the Mukti Fouj. This makes our Army a non-communal body. Although the Biharees proved by and large traitors and joined the enemy of the Bengali, but you will be surprised that there are many Biharees, staunch members of either the Awami League or the National Awami Party, who are fighting with us shoulder to shoulder against the West Pakistan Army. Two Pathan soldiers who deserted recently, have also joined us. They are followers of Khan Abdul Ghaffar Khan. Many of us will welcome an International Brigade fighting with us.

Mujibnagar may not be an active headquarter of the Bangladesh Provisional Government but it is in our hands and here we get trained.

We need some experts in guerrilla fighting. A man from Al-Fatah in India or West Pakistan manage to come to us and he said that they would be quite willing to provide experts who could train our boys in guerrilla fighting. He said that as Pakistan Government was supporting King Hussain and supplying him with sophisticated arms to kill the Palestinians, the Palestinians will be happy to give all help to the Liberation Fighters in Bangladesh. He wanted our Government to contact their leader Yasser Arafat.

Dacca Today

Mr. Shaik Rahman, a Chartered Accountant from Dacca, who left the city on 7 June, in an interview to Martin Adeney of the Guardian reported the situation in Dacca "People are being arrested in Dacca and nothing is heard about them. The list of people prohibited from leaving the province runs to 63 pages and academics who have survived massacre and purge, are being listed for further investigation by civilian security forces."

Mr. Rahman listed the names of business men who have been taken away for questioning and not been seen again-one, the local general manager for the Philips, Company, Wing Commander Baqee, as recently as Wednesday of last week. In Dacca, he claimed, visiting West Pakistani businessmen accepting statements that business has returned to normal get a rude awakening. Road communication outside Dacca *is* almost impossible. The steamer service of Khulna has stopped after the ambush of one steamer by liberation Army forces. It is difficult to telephone other centres except sometimes in the evenings. Chittagong, the main port, can only be reached by aircraft after a wait for one way tickets that takes days. The Liberation Army still makes its presence felt, if distantly, even though many of its members have crossed the border. A powerful Free Bengal Radio transmitter can be heard between seven and eight, mornings and evenings, on 17 May eight grenades exploded simultaneously in buildings in Dacca which included the State Bank, two cinemas, and a smart shopping area… The jute town Narsinghdi is completely ravaged.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Afro-Asian Press Say	Bangladesh News letter London : No. 7	21 June, 1971

AFRO-ASIAN PRESS SAY
Japan

A correspondent of Nippon Kaizai Shimbun, Japan's leading financial daily, said in a dispatch on 24 Ma after visiting Western Pakistan.

"The present military regime of Pakistan, which has succeeded in suppressing the independence movement in East Bengal by sheer force is now trying to continue military rule in East Bengal. But the leadership of President Yahya Khan is questioned because of the severe economic blow the country has suffered."

Referring to his visit to various leading cities in West Pakistan, the correspondent went on to summarize his impressions as: (1) President Yahya Khan is not necessarily regarded as the real political and military leader of Pakistan (2) The President’s guards have been much reinforced; (3) Common citizens keep their mouth shut about politics and avoid talking to foreigners; (4) Under strict censorship and control, newspapers, both in East and West Pakistan have become stereotyped; (5) Shortage of consumer goods, hoarding and price rise.

Uganda

In an article in the Uganda newspaper *The People* (5 May) the writer, Nathan Epenu, asked: "Why this silence and apathy in the capitals of big-power countries to the indiscriminate killings of civilians in Bangladesh by West Pakistani forces?

Report for a few protest voices like those of U. S. Senator Fulbright and British MP Shaw, there are no full scale demonstrations against the mass killings in this struggling state of Bangladesh-the king witnessed for the Nigerian civil war or the ever-present Vietnam conflict.

Evidently what is at the core of acquiesced unconcern b the big Powers about the civil war in Pakistan is the fact that the vies and vested interests of these countries have in Pakistan and breakaway Bangladesh are at best divided and at worst diametrically opposed to those of the other. Hence the general fear that once one country gets fully committed to one side of the conflict, other countries with different interests win inevitably support the other, thus escalating the conflict to world-wide scale. Certainly these are noble intentions, but what we want to see is not the big Powers taking sides again in this civil war but rather a concerted effort by all of them to exert the maximum pressure on the stronger side (West Pakistan).

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Unite Kingdom Diary	Bangladesh News letter London : No. 8	7 July, 1971

THE UNITED KINGDOM DIARY
As the British Press Saw it

The Times warns: "No plan for the future will succeed unless it can hope to win over a large body of Bengali opinion. If those ready to response find themselves in a category of collaborators they will be powerless, yet the wording of the president s proposals seems to call in East Pakistan (East Bengal) for what most of it people will still regard as collaborators… One can hardly imagine circumstances in which such a political solution could be acceptable to a majority in East Pakistan (East Bengal). Nothing was said yesterday that might turn the tide of bitter resentment at what has been done…The Bengali population will not be inspired by a statement, however well intentioned (?), that reads as if it had been drafted by adjutant for battalion orders."

The Guardian, a truly liberal voice, says more bluntly "Yahya Khan's nightmarish dream world shows no sign of crumbling. It is a matter of satisfaction to this simple soldier (in his latest broadcast) that in the difficult situation is country has faced recently the reaction and response from an overwhelming number of countries has been sympathy and understanding of the problems we are facing and trying to resolve. If Yahya believes that, if Yahya can brush aside the nausea of all Western reaction that he ma truly believe anything: even the field reports of his generals in Bengal. His faith in what his aides tell him is touching but tragically pathetic. He has no real plans now. The proposals he unveiled yesterday for a return in to democratic government are a pathetic shame. If the aid givers of the world relent in their shocked disdain towards Pakistan it will not be because of an 'expert panel' conjuring up slick formulae for subjugating Dacca once again .yesterday's World Bank in their resolve not to bend to blandishments or evasive promises. The stronger that resolve the weaker the Rawalpindi regime appears.

The Guardian asks some telling questions to: And nowhere, in all the intellectual wasteland of Yahya's master plan, is the central question asked. Does Pakistan exist any longer? Does unity matter any longer? What precisely have the Punjabi legions achieved?

Justice Choudhury Comments

The special Representative of the people's Republic of Bangladesh in U.K. Mr. Justice A. S. Choudhury, commenting on Yahya's statement said on 29 June: "75 million people of Bangladesh have already declared independence. They are now engaged in throwing out the invading Army of West Pakistan from Bangladesh. There can never be any question of any political solution short of independence… Constitution of the

People's Republic of Bangladesh will be framed only by the elected representatives of the people. Bangladesh have nothing to do with a constitution to be framed by a special committee to be appointed by General Yahya Khan as announced today. The statement clearly reveals that the Army junta never had nor has any intention of real transfer of power to the people. At any rate the fight for liberation will go on and we have no concern whatsoever with the statement of Army rulers who have been rejected by the people… I fervently hope that all Government and peoples of the world will realize the game of General Yahya Khan and his Army, and come to the aid of unarmed civilian population of Bangladesh".

Recently Justice Choudhury visited Netherlands at the invitations of the Dutch Labor party. He met members of different political parties and members of the Parliament of the Netherlands. The Permanent Committee of Foreign Affairs of the Netherlands Parliament particularly met him and discussed the problems facing East Bengal. Justice Choudhury, who was accompanied by Mr. Mannan, an elected member to the National Assembly also paid a courtesy call on the Netherlands's Foreign Office.

Action Committee Meeting

A meeting was organized at Cardiff which was addressed by Mr. Justice A. S. Choudhury and Mr. A. Mannan, M.N.A. on the spot cash collections were made for the Bangladesh Relief Fund.

Similar meeting were held during the fortnight all over the country.

London has been quite active during the period. A procession was taken out to demonstrate at the American Embassy in protest for the reported supply of two ship-loads of arms to Pakistan. An official, in the absence of the ambassador, received a letter which he promised to forward to Washington immediately. The demonstration was organized by the London Committee, Students' Action committee, Action Bangladesh. Women's Association and other sympathizing groups. A film was shown of the genocide by East Pakistan Army in Bangladesh particularly the city of Dacca, at the Conway Hall on 30 June under the auspices of the Students Action committee. Among the audience were a number of men and British Journalists.

The editor of Bangladesh Newsletter took part in a discussion on Yahya's statement of policy with Mr. Mahmood Hashmi, editor of Mashriq and Mr. Ghazi, Chairman of the U. K. Branch of Bhutto's Peoples Party at the HBC on 29 June. The discussion has broadcast to Pakistan, India, the Middle East, Africa.

TO STOP GENODICE & DEMAND RECOGNITION OF
BANGLADESH

A national rally in Trafalgar square on Sunday, 1 August at 2.00-6.00 p.m.

A spokesman for the initial sponsors of the Rally: ACTION BANGLADESH (34 Stratford Villas, London, Nwl, The 485 2889), explained its purpose as follow: It has

now became clear to anyone who can read or watch a television screen that the people of East Bengal have become Victims of genocide. The Pakistan Army is conducting a calculated campaign of terror in order to reduce the numbers of people remaining in East Bengal to a number "manageable" by the West Pakistan authorities. We feel it's time that the British public had a chance to express their disgust at this process, and in this rally we hope that the message that comes out loud and clear is that in order to stop the genocide in East Bengal we must recognize Bangladesh. Recognition by countries like Britain is the only way to force the Pakistan regime to face reality. And that reality is that they have lost war. They lost the allegiance of the people of East Bengal at the moment they unleashed their brutal attack on the night of 25 March. The rest of the world must not allow them to bury that reality under an ever increasing mountain of corpses."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Support From The Left	Bangladesh News letter London : No. 8	7 July, 1971

SUPPORT FROM THE LEFT

Mineworkers' Support

An emergency resolution adopted at its annual conference in Aberdeen on 6 July, the mineworkers' union executive expressed "profound concern" at the situation in East Bengal and called for the commencement of negotiations to achieve a settlement.

This should take fully into account the views of the people of both East Bengal and West Pakistan as freely expressed in their last general election said the resolution, first of its kind from a British trade union. The resolution, which was moved by the union's General Secretary, Mr. Lawrence Dally, also said: "We register our concern about the fate of political prisoners, including Sheikh Mujibur Rahman.

It also urged the British Government to use its influence with Pakistan Government to bring to a speedy end of all hostilities and military intervention.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Arab Writer Exposes “Jinnah’s Heaven	Bangladesh News letter London : No. 8	7 July, 1971

ARAB WRITER EXPOSES JINNAH’S HEAVEN’

The leading Arab newspaper of Beirut “Al Shaab” (9 June) carried the following front-pate column by one of the most respected Arab-world writers, Muhammad Nakkash.

“Had the late Mohammed Ali Jinnah come to life and seen what is happening in Pakistan today and in what way his great dream is coming true, would he be proud and happy or regret what he had done?

Five million Pakistanis from East Bengal have fled from Mohammed Ali Jinnah’s heaven after seeing it change into hell for them they have fled to West Bengal in India. They preferred an enemy country to theirs… They preferred displacement, living in tents or in the open rather than remaining in their homes. They even preferred hunger and cholera to death in the hands of their co-citizens… and the enemy opened its arms to them.

This is some of the fruits reaped by Muslims out of a Muslim country improvised for them by Mohammed Ali Jinnah and his supporters. It is the embodiment of evidence that the element of religion cannot be a base for foundation of a state. It is geography (land and neighbors), language and a suitable regime which are the strongest foundations. Pakistani Bengalis found refuge and shelter at the hands of India Bengalis while they found fire and gunshots from their co-citizens (West Punjabis).

What is the fault of East Pakistani people? The President of Pakistan told them to have elections and they did. He himself was supervising the elections. The elections, which were extremely honest and democratic, resulted in the victory of Sheikh Mujibur Rahman and his party. There were two democratic alternatives to take place: whether to transfer Pakistan into a Federal Union in which the eastern section would be headed by Sheikh Mujib as Prime Minister and the western section by Zulfikar Ali Bhutto who won the elections there; or Pakistan to remain in its former form and the winner of the majority of votes in parliament (who is Sheikh Mujib) to become Prime Minister.

Neither of the two alternatives was followed. Those who had power in their grip in West Pakistan have instead resorted to force of arms instead of will, and thus there was catastrophe.

The pretext was that the Army was to crush the secessionists. In fact, East Pakistan did not incline towards secession except when it was proved to her that the regime in the country did not depend on the will of the people but on the will of domineering group living one thousand miles away. Who approved of living within such a country?

Whatever the case may be, it has been certified that Pakistan’s entity in the form wanted by its founders and supporters is not fit to remain. It is an artificial construction and any artificial thing is doomed to vanish.”

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
West Pakistan Scene	Bangladesh News letter London : No. 8	7 July, 1971

Consequences of waging a colonial war will ruin the economy of West Pakistan and lead to its disintegration. Only by overthrowing, the Military Dictatorship such a course can be averted. Indication of growing restlessness is available in the report on the WEST PAKISTAN SCENE.

From our special correspondent (KARACHI)

The West Pakistanis have had three bombshells within a week. The first was the decision of the major aid-giving nations led by the World Bank to postpone indefinitely any new economic assistance to Pakistan. The ruling, junta does not show any visible disappointment and the controlled Press has been inspired to abuse and accuse these powers who have been sustaining Pakistan for the last 23 years. But the intelligentsia, the big business, the men of trade and commerce and the general public are stunned. They know what it is going to mean to them in the long run. For the first time West Pakistan's economy is really paralyzed.

The second bombshell was the "Budget". As usual it has been hailed. The Ministry of National Guidance and Home Affairs has seen to it. The rich has been taxed heavily-that is what we have been told-but what has been taken from the one hand has been given back to them from the other. The 22 families' corporation has seen to it the real burden should be carried by the consumer and the working classes, every ounce of their sweat and blood would now be squeezed from them and fed into the coffers of the capitalist controllers of our destiny, if we have any. Everything has gone up, Sugar, salt, flour, pulses, meat, vegetables, oils kerosene oil, petrol, matches, cigarettes, textiles, literally everything. Now is the time for Bhutto to show the way "to eat grass for 1,000 years" as he had predicted not long ago. But he is silent, speechless for a change. Not a word has come out of his mouth so far. And how strange that all of the swan-song politicians of the Muslim League, Jamaat-e-Islami, etc. etc. without exception, who have been calling Yahya Khan everything but God himself, have also kept mum.

The third bombshell was Yahya's "statement of policy to the Nation". One wonders which of the sergeant-majors was really speaking in Yahya's puppet image. Except the MULLAHS and the controlled Press, no one has uttered a word either for or against. The politicians can now see how correct was Sheikh Mujibur Rahman when he had warned them that ('today the Army rulers are going to crush me tomorrow will be your turn" Democracy is trampled to dust by the Generals' boots. The "|Revolutionary Councils' which started to rule the Islamic body's politic under 'Martial Laws' from its very inception till now perpetually rule over the Islamic Republic. Bhutto knows now that he and his Party, if anything of it remains in four months' time, met their Waterloo. They have been outfoxed. He can perhaps survive if he decided to serve the new masters as he had served under Ayub and his gang for ten years. So far neither he nor any other politician has said a word. The patriarchs of the 22 families have seen to it that his wing has been clipped. He can no longer ride his 'white horse' over the horizon. Soon there will be no one even to mourn the poor man.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Make The Inevitable Possible Immediately	Bangladesh News letter* London : No. 12	November,1971

MRS, GANDHI SAYES E.BENGAL MUST GAIN ITS INDEPENDENCE

And we say:

LET US ALL GET TOGETHER TO MAKE THE INEVITABLE POSSIBLE IMMEDIATELY

Mrs. Gandhi has now completed the last phase of her world tour. It was to enlighten world opinion about the causes-the murder of democracy in East Bengal, barbaric and ghastly activities of a military dictatorship to drown in blood the legitimate aspiration of a new nation that led to the influx of nine million distraught and desperate refugees into the heavily strained lap of India. With Mrs. Gandhi's return to India the Bangladesh crisis will be moving inexorably into its last round and heading for the climax. India will now have to make up her mind as to how long she can afford to sit "on the top of a volcano".

From all accounts it appears that President Yahya's junta stand isolated as never before. America has cut off all arms shipments to Pakistan. *Chinese Acting Foreign Minister only toasted good luck* to Mr. Bhutto's delegation. Also the West Pakistani generals have come to the end of their path of bungling violence. President Yahya's choice is limited. He and his hawk generals may battle and lose; or be yet sensible and talk and quit; or as a last desperate recourse take another plunge into madness and try to burst out of their troubles by starting or provoking a war against India.

It is time for India and the world to make up their minds. They must stop running after illusory solutions. They must spell out clearly and quickly, as Mrs. Gandhi is reported to have feebly tried during her television broadcast from Paris: … Only solution of the East Bengal crisis is independence of East Bengal… it is inevitable …it will come sooner or later…

The Indian Prime Minister may not have received all that encouraging support she expected from Big Powers but she has received sympathetic understanding. *It is for her to act now, act, in a resolute decisive way.* Whatever happens she win have with her the unfailing pledge of the entire Bengali people to bring about, as quickly as human courage and material resources will permit, to fruition the only correct solution to the present

---

* এই সংবাদপত্রটিতে সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ নেই। যোগাযোগের জন্যএকটি ঠিকানা নির্দেশ রয়েছে, সেটি হলঃ Editorial Board, Bangladesh News letter. P.O. Box 4 RG, London WL.

crisis, the only ‘inevitable solution’, namely in the independence of Bangladesh. This the Bengal patriots will try to realize, irrespective of the sacrifices involved. And this way only it will be possible for the Bangladesh Government to take back our nationals who have been turned into destitute on the Indian soil. Towards that end let all of us, the Bangladesh Liberation Army, the Bangladesh Government, the Bangladesh Liberation Movement Overseas, and all friends and allies of the Bangladesh all over the world make a determined, dedicated and concerted move.

from the Editorial Board.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Mukti Bahini Marches Ahead	Bangladesh Today* Vol. 1 : No. 8	15 September, 1971

MUKTI BAHINI MARCHES AHEAD
(By A Special Correspondent)

As the harassed and tired soldiers of West Pakistan occupation army mourn their dead comrades and bitterly await their own turn for the same fate in the hands of the Bengali freedom fighters, the Mukti Bahini, Bangladesh Liberation Forces, grows in size and, what is more important, in skill and efficiency. During the last twenty five weeks of the war about 25,000 West Pakistani invaders have paid with their lives the price for carrying out the orders of their dreadful masters-the blood-thirsty junta of Yahya Khan. Only last week the bodies of 70 West Pakistani army officers were taken to Dacca from the northern part of Bangladesh. No wonder then that the young West Pakistani army officers are reportedly beginning to question the cost of the occupation, both in terms of men and money.

Besides attacking and killing the barbarous invaders by ambush the main strategy so far the Mukti Bahini guerillas has been to destroy the communications and power system. As reported in ‘The Times’, 90% of the culverts and small bridges on the roads. And this has been achieved with such skill and efficiency that the West Pakistan propagandists have been unnerved into claiming, as usual, that this must have been the work of Indians.

That the operational efficiency of the Bangladesh guerillas is continually on the increase is amply demonstrated by the fact that, despite the tight cordon erected by the occupation army around Dacca a passenger freight train was dynamited by our guerillas on the last Friday, thus disrupting all rail traffic between Dacca and Narayanganj.

The guerillas today operate regularly around Sylhet, Rangpur and in border areas around Comilla sometimes approaching Dacca. Vast border areas are completely liberated and our freedom fighters control most of the countryside. Miss Clare Hollingsworth of ‘The Daily Telegraph’ claims to have seen the Bangladesh flag flying over a considerable area within 40 miles of Dacca.

The victory of the Mukti Bahini over the occupation army of Yahya Khan is inevitable. It is inevitable not only because of the military efficiency of the Mukti Bahini but also because of the support and co-operation our valiant freedom fighters receive from our population which is, as Miss Hollingsworth puts it, “Bangladesh to a man.”

---

* Bangladesh Today: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পাক্ষিক।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Yahya's Civilian Eye Wash	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971

YAHYA'S CIVILIAN EYE WASH

General Yahya Khan has appointed Dr Malik the Governor of East Bengal to replace General Tikka Khan who has been promoted to the position of 'Core Commander' of West Pakistan Army. Dr. Malik's main responsibility is to form a civilian cabinet with Bengali politicians who are Yahya's protégés. This has been trumpeted by the West Pakistan propaganda machine as the great liberalizing move towards restoring political normalcy in the country. A civilian Governor heading a handpicked cabinet, however unrepresentative it might be, gives the superficial look of a civilian rule. A façade beautifully glossed by a cryptic artificer! A glittering eye-wash to fool the onlookers!

Although under Dr. Malik's Governorship, a civilian cabinet of Yahya's collaborators is going to be installed soon, the world has to judge whether any significant change of policy towards East Bengal has taken place. About a hundred thousand soldiers are in full military occupation of Bangladesh cities and main ports. The key posts in the civil, police and intelligence services have been filled up in recent months by the Punjabi officials. Bengalis have been systematically removed from all vantage positions. A large number of police force has been brought over from West Pakistan recently. To add to it, there has been a large recruitment of Razakars' a Para-military force, from among the non-Bengali population of East Bengal to act as spearheads of the Army. Censorship on the press, restrictions on movements and ban on political activities remain as strictly as ever. Kidnapping of political suspects who in normal times would be considered patriots, and killing of innocent men and women continue to be the pleasure game of the common soldiers. Who will really govern the country? Who can exercise the real power in such a claustrophobic atmosphere of military occupation? When the Generals control everything and their terrifying presence has dealt a shattering blow to the normal life of the people, who can wonder that Dr. Malik and his cabinet will be sheer prisoners in the hands of these Generals? They will be just another set of puppets of the military rulers.

Even Bhutto, the blue-eyed boy of Yahya, was bitterly critical of Dr. Malik's appointment when he said, 'Who does he (Dr. Malik) represent' except himself? If the same thing is done for West Pakistan Bhutto's dreams of ruling West Pakistan will be shattered. No wonder a power hungry politician like Bhutto saw the death of genuine civilian rule in the appointment of Malik.

In trying to fool the world, Yahya has fooled no one but himself, except a few collaborators, whom the people of Bangladesh had rejected in the last general election (Dec. 1970), no Bengali will be deluded to thinking that this measure is a step towards a genuine withdrawal of the Army rule. The guerillas will, doubtless, keep on fighting until the last soldier of Yahya's occupation army is physically annihilated. The guerillas have

braced themselves up for this protracted struggle. The collaborators will be dealt with by the guerillas in the most fitting manner. The Bengalis and the guerilla forces know full well that the caricature of the series of ministries by the collaborators, short lived, corrupt, and lacking in any popular base has only just begun. Puppet regimes will come into and go out of office in dozens but they are destined to fail in winning the hearts or 75 million people of Bangladesh.

However, Yahya's motive installing this civilian façade lies elsewhere. Faced with financial bankruptcy he is now in desperate need of foreign aid. Aid consortium had twice rejected Yahya's appeal for aid. The date of the third meeting is fast approaching and this time Yahya could not afford to go with his begger's bowl completely empty. Resuming the aid would need considerable persuasion backed up by some evidence of change of policy toward East Bengal Behind-the-scenes pressure on Yahya from the aid giving countries particularly America was for the political settlement of East Bengal. What Yahya has been doing is just a window-dressing operation to satisfy the aid givers.

If America, or for that matter any other country, now resumes aid to West Pakistan. Bengalis will consider it an act of abdication. No one has any doubt that this aid will be used to perpetrate West Pakistan’s military occupation of Bangladesh. Over the last twenty years, by giving military and economic aid, America has turned West Pakistan into an arsenal and West Pakistani Army into bond of fascists. When the American Administration did not restrain these fascists from their mass killings of the Bengalis, she became a party to Yahya’s genocidal activities. The world expected of the Americans a moral responsibility in stopping the abuse of their weapons by their client. They have totally failed in this. The resumption of aid to Yahya’s Junta at this time would amount only to double abdication of their responsibility but also to financing the final burial of democracy in that part of the world.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Mujib On Trial	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971

MUJIB ON TRIAL

After about five months of oppressive silence, West Pakistan's military dictator General Yahya Khan has set up a kangaroo court to try Sheikh Mujibur Rahman on the charge of 'waging war against Pakistan.'

If Yahya is sincere, why doesn't he let Sheikh Mujib have a legal counsel of his own choice? Why can't this lawyer be sent from any part of the world? Isn't it an outrage upon justice? Even a criminal has the fundamental right to proper defense in the court of law, why would Sheikh Mujib be deprived of this basic human right? Isn't it a sheer mockery of justice?

The basic question is, when did he wage that war? The world knows perfectly well that in the December 1970 election, he won an absolute majority (167) out of 303 seats) in the National Assembly on the basis of his Six Point programme. Was this programme declared illegal by the military junta before or even after the election? On the contrary General Yahya commented that he didn't see why the six points could not be accommodated in the future Constitution. More important still, he also said on January 14th 1971 that "Sheikh Mujibur Rahman is the future Prime Minister of Pakistan". What happened after this date that Sheikh Mujib ‘turns into an enemy of the state overnight? Who had the volte-face? Yahya arbitrarily postponed the scheduled date of the National Assembly meeting fixed for 3rd March 1971. Who gave him such right to postpone the Assembly? Does the legal authority of political power flow from one's ability to stage a coup d'etat? On from the freely expressed popular verdict?

However, Yahya's abitrary postponement on 1st March 1971, brought the underlying tension to a crisis point. To make the situation grimmer still he sacked East Pakistan's Governor, Vice Admiral S. M. Ahsan and sent General Tikka Khan, the butcher of the Punjab and the bomber of Baluchistan to replace him. Movement of the army from West to East Pakistan began on a massive scale increasing the number from 30,000 to 80,000. The frightening weight of the well equipped army presence was felt everywhere. The air was thick with rumors about the army's ultimate motive. All indications showed that a brutal military attack was under way. People's distrust of the army motive burst spontaneously into a militant protest on 2nd March. Ruthless killing by Yahya's army west on in Dacca and Chittagong, the number of deaths rising to a few hundred. Sheikh Mujib, caught between the army’s shooting on the previous day and the burning fury of the people everywhere, struck out a middle course of action. E launched a non-violent, non-cooperation movement of Bengalis until the constituent Assembly was allowed to sit. The whole government machinery, the academic community and the business world of East Bengal accepted orders from him. On 7th March 1971, he issued a set of instructions

to the people. This forced Yahya to come to talk with him. What is important to remember at this stage is that Yahya did not declare this non-violent movement illegal.

The world say how Sheikh Mujibur established a de facto government in East Bengal with complete co-operation from is people until 25th. Yahya began the constitutional talks with Sheikh Mujib on 12th March meanwhile surreptitiously preparing for a massive attack. While Sheikh Mujib was kept engaged in talks and in finalizing the details, Yahya suddenly left Dacca on the night of 25th March without formally breaking or ending the talks, giving General Tikka Khan full authority to school down the Bengalis in forty eight hours. An all-out military invasion followed. Although the foreign journalists were hustled out of the country and all the press and communication media were gagged, the world learned slowly and gradually about the magnitude of the disaster wrought by the army. About a million people had been killed and another seven million have been driven away to become refugees in neighboring India.

Where was the 'waging of war against Pakistan' by Sheikh Mujib? All that one can see to have happened between December 1970 election and March 1971, was the mounting of a military invasion by the establishment against the democratically expressed will of the people. Who declared the 'war then? If anything, it was Yahya's army who waged the war against the unarmed and defenseless people of Bengal, whose only fault was that they had voted for their rights. It is Yahya and his army who should be tried for treason.

Although Sheikh Mujib is now being tried secretly in the military court, the real trial that is taking place is that of Yahya and his junta in the bar of the civilized world opinion. The world opinion will never absolve the junta of their crimes against humanity.

If any physical harm, of whatever form, is done to Sheikh Mujib, it will not go unvented. Bengalis will take this war of revenge to the generation of Yahya's grandchildren. Let the West Pakistani criminals of Yahya's Junta take proper note of it.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh No More An Internal Issue	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971

BANGLADESH NO MORE AN INTERNAL ISSUE
John Stonehouse, M.P.

More than 300 members of the House of Commons signed and tabled a motion urging Her Majesty's Government to recognize the People's Republic of Bangladesh as the only legally established authority to deal with the affairs of Bangladesh. A similar motion was signed previously by over 250 M. P. s demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman – the accredited leader of the 75 million Bengalis. On 5th August 1971 the House of Commons debated the former motion and, below, we are reproducing the relevant extracts of the speech made by the Rt. Hon. John Storehouse M. P., in this connection.

What is happening today n Bangladesh is not an internal problem for the Pakistan authorities? This, the world community most recognize. The genocide being carried out n Bangladesh is no more an internal matter than Hitler's extermination of the Jews. It is the world's concern. Refugees have had to flee from their homes in such numbers as to constitute an invasion of India by Pakistan. The refugees have been forced out by the Government policies of Yahya Khan. We all know that mass famine is due in Bangladesh this autumn. The real threat of war between Pakistan and India is a threat to world peace. Those who persist in considering all this an internal matter completely misjudge the situation. This situation is caused by the military repression by the Pakistan Army of the democratic will of the people of Bangladesh as expressed in the elections last December.

Stories that there were atrocities against minorities before 25th March and that this is the reason why the army had to strike are untrue. There may have been examples of unrest, but nobody in political leadership was inciting rioters. The Awami League and Sheikh Mujibur Rahman in particular tried to prevent any communal unrest.

The Pakistan Army is engaged in one of the most brutal repressions of a population the world has ever seen. This is confirmed on all sides. The 'Sunday Times' in an extensive investigation, confirms that what is happening is genocide. The 1st August issue of 'Newsweek' gives details of the most horrific atrocities perpetrated by the Pakistan Army. When a Government through its army, engages in such repression then it is the duty of the world community to intervene and stop it, as it should have intervened in what Hitler was doing to the Jews in the 1930s.

The United Nations should activate the Genocide Convention, and, if necessary use United Nations forces, with the agreement of the big powers to bring this disaster to an early end.

A motion has been signed by over 250 M. Ps. about the position of Sheikh Mujibur Rahman. Why are we so particularly interested in the plight of this man? Because we recognize that if there is to be a political settlement it can only be with the democratically elected leaders of Bangladesh and with Sheikh Mujib in particular. He is key to this situation. Yahya Khan must come to recognize this fact. Only then will some sort of agreement be reached, and I have no doubt what that agreement will be, it will be the emergence of the independent State of Bangladesh.

If this world problem is to be brought to an end and lives are to be saved in to refugee camps and in Bangladesh itself it is essential that Sheikh Mujibur Rahman should be released. It is necessary for the world community, and for our Government in particular, to bring all possible pressure on Yahya Khan to find a way out of the terrible situation he has allowed himself to get into, and to allow Sheikh Mujibur Rahman to be released and negotiations to proceed to put an end to this disaster.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh will Ensure Human Rights’	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971

BANGLADESH WILL ENSURE BASIC HUMAN RIGHT
EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL
Justice Choudhury

"Every citizen of Bangladesh will enjoy fundamental human rights on the basis of equality and fraternity." Announcing this on the occasion of the opening of the Bangladesh Mission in London, Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, Special Representative of the People's Republic of Bangladesh and the High Commissioner for Bangladesh in U.K., said that in Bangladesh rich and poor would be treated alike and would have equal opportunities of life.

Amidst a representative gathering of about 300 citizens of independence Bangladesh form all over the United Kingdom, Mr. Justice Choudhury said that the establishment of the Bangladesh Mission in London, which is the centre of our world movement for liberation is a great step and it was in accordance with the fulfillment of the desire of Bangladesh citizens in Great Britain. He hoped that the day was not far off when many Government of the world would come forward to accept the reality and recognize the sovereignty of the People's of Republic of Bangladesh.

Mr. Choudhury said that East Pakistan was politically dominated and economically exploited by West Pakistan for 24 long years. All efforts to have the legitimate rights of Bangladesh through constitutional means failed. The army of Yahya Khan, in complete disregard for truth and justice, resorted to loot, rape and arson and they were still perpetrating genocide. In view of this, the reality is that Pakistan today is a dead concept.

TRIBUTE TO MUKTI BAHINI

Saluting the Mukti Bahini, Mr. Choudhury sad, "They are now engaged in a grim battle to throw out the invading army from our sacred soil, where we would build a prosperous society to live in peace and amity." He paid glowing tributes to the young men and women of Bangladesh for their glorious achievements in the field and also the leadership who were providing the necessary guidance and direction to the revolutionary urge of 75 million people of Bangladesh.

RELEASE MUJIB

Accusing Yahya Khan of an unparalleled crime n human history, Mr. Choudhury said that the army junta has been holding Sheikh Mujibur Rahman, the President of the People's Republic of Bangladesh, in an illegal detention and was now putting him on a so called 'secret trial.' He declared that Yahya Khan has no jurisdiction to put him on trial as Sheikh Mujibur is the Head of a Sovereign State. "Sheikh Mujibur Rahman, who is one

of the most dedicated and fearless leaders over known to the world, was not seen by anyone, even his solicitors, during the last five months. If any harm comes to him the 75 million people of Bangladesh will never forgive it, and the peace of the world will be threatened" he warned.

U.K. BENGALIES PRAISED

Mr. Justice Choudhury, who has been heading the liberation movement in the United Kingdom since the army crackdown in Bangladesh lauded the role of the citizens of Bangladesh residing in Great Britain for their ceaseless efforts and tremendous sacrifice to help the liberation of their country. He appealed to them to continue their struggle unitedly in close co-operation with the Bangladesh Government as well as the Mukti Bahini.

Outlining the functions of the mission and the Steering Committee, Mr. Choudhury said that while the Mission would remain an official symbol of heir sovereign government in the U.K., and would discharge normal diplomatic functions, the Steering Committee would as usual continue to perform its duties of coordination among the large number of action committees in Great Britain and would remain responsible for all political work in connection with the liberation of the country from the occupation of the invading army. He assured that his services would be available to the Steering Committee as before and he would continue to serve as a volunteer for the liberation movement.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Lobbying Bangladesh	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 2	15 September, 1971

LOBBYING BANGLADESH

The need for mobilization of world opinion in favor of Bangladesh Cause can hardly be exaggerated. As such the Bangladesh Steering Committee in U.K. has sponsored a few visits to different conferences in Europe and UK to actively lobby Bangladesh cause in various quarters.

Mr. Mohammad Hossain Mr. Nazrul Islam and Dr. H. A. Pramanik of Students Acton Committee attended the 59th Conference of Inter Parliamentary Union at Paris and successfully propagated Bangladesh cause among 700 delegates from 77 countries.

The Annual TUC conference in Black pool was attended by Mr. Zakaria Choudhury. Mr. Sultan Sharif and Miss Suraya Khanam. The results were spectacular.

The same group is now attending the Annual conference of the British Liberal Party in Scarborough.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
British Labor Party Condemns Yahya's Brutality	Bangladesh Today Vol. 1: No.	15 October, 1971

THREAT TO WORLD PEACE BRITISH LABOUR PARTY CONDEMNS YAHYA'S BRUTALITY

The Annual Conference of the British Labor Party at Brighton on Thursday expressed its horror and concern at the terrible human tragedy now talking place in Bangladesh. It condemned the 'Government of Pakistan' for its unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal and held 'Pakistan Government' fully responsible for the terrible suffering endured by the people of Bangladesh.

Over three thousand delegates attending the conference approved without dissent a National Executive Committee resolution expressing grave concern at the totally inadequate response of world community to the vast refugee problem, called for an emergency humanitarian programme under the U. N. to relieve famine in Bangladesh and demanded the withholding of aid until military repression had ceased and political leaders, particularly Sheikh Mujibur Rahman, had been released.

Copies of the resolution have been sent to British Prime Minister and the Secretary General of the United Nations.

Following is the full text of the resolution approved at the British Labor Party annual conference:

"**Conference expresses its horror and concern at the terrible human tragedy now taking place in Bengal. It believes that the Pakistan Government must take full responsibility for the terrible suffering endured by the people of East Bengal and condemns the Government of Pakistan for unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal.**

RELEASE MUJIB

"Conference believes that a political solution can only be reached after:

1. **Military repression in East Bengal bas ceased;**

2. **The political leaders of East Bengal and in particular Sheikh Mujibur Rahman have been released.**

"Any political solution should be negotiated with the democratically elected leaders of East Bengal and be acceptable to the people of the region.

"Without a satisfactory political solution long term aid to Pakistan would mean subsidizing a discredited military regime. Conference, therefore, urges all countries and in particular the members of the Pakistan Aid Consortium to withhold all but urgent humanitarian aid until a political solution “has been agreed which is satisfactory to the people of East Bengal."

THREAT TO WORLD PEACE

"Conference believes that the present situation on the India subcontinent constitutes a threat to world peace with the danger of great power involvement in a familiar pattern of escalation. The United Nations should, therefore, involve itself directly in working for a political solution which is in accordance with the will of the people of East Bengal Conference urges the British Government to raise this matter at the current session of the United Nations."

REFUGEE AND FAMINE

"Conference expresses its grave concern at the totally inadequate response of the World Community to the vast refugee problem. The Government of India has carried a disproportionate share of this burden. All evidence points to the certainly of famine in East Bengal in the near future. Food must e supplied from outside and distributed directly to rural areas on a neutral basis under the supervision and administration of a greatly augmented United Nations staff with the mandate and facilities necessary for effective action. We urge the Government of Pakistan to cooperate with this emergency humanitarian programme. Conference urges the British government to pledge full support for such a U. N. effort and meantime to increase substantially its bilateral aid to India to help the Indian Government to cope with the urgent and immediate problems of relief."

It may be mentioned here that the Bangladesh Central Steering Committee has sent a 14 member delegation to the conference to seek total support from over 3000 delegates on Bangladesh issue. Some delegates from Birmingham Acton Committee and Bangladesh Women's Association also attended the conference and jointly carried out the herculean task of mobilizing the opinion of the Labor party delegates in favour of Bangladesh.

Mr. Azizul Haq Bhuia, Convener of the Steering Committee, lead the Campaign.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Death 'On a Magaton Scale'	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 4	15 October, 1971

DEATH 'ON A MEGATON SCALE'

Mrs. Judith Hart, MP and former minister for Overseas Aid in the last Labor government, in a debate on the situation in Bangladesh at the annual Labor party conference at Brighton on October 7, urged the British Government to exert over pressure on Pakistan. She had no doubt that the Government had put pressure on already, but added, "I believe the moment has now come when over expression and outright expression of world opinion is an urgent necessity."

Mrs. Hart, speaking for the National Executive Committee said that they were handicapped because words could not encompass the immensity of the suffering. "This is death and suffering on a megaton scale, the king of thing we used to discuss when we talked about nuclear war." They must understand, however, that this was a manmade problem, and it was therefore conceivable to produce man-made solutions. The direct responsibility for the tragedy rested with the Pakistan government. She warned of the imminent prospect of famine in East Bengal with crops not planted and a transport system and a rural economy which had totally broken down. There was desperate; urgency, and the British Government should take the initiative.

Quoting Burke- "All that is needed for the triumph of evil is that good men do noting"-she; insisted that there must be "action now while there might still be time."

Mr. Bruce Douglas Mann, MP for North Kensington said the disaster cold lead to the greatest tragedy the world had ever known. He accused the "Pakistan authorities of the most brutal killing the world has ever seen." He urged the conference to go further and call for recognition of Bangladesh. This must be accepted that the country known as Pakistan was dead. The guerrillas in Bengal must win their fight if millions of lives were not to be lost.

Rt. Hon. John Storehouse, MP for Wednesbury, said that in the next three or four months more than 10 million people might die from famine. He described the behavior of the Pakistan army and authorities as "the marquis de Sade write large." After nearly 200 days of unmitigated horror still went on. It was a disaster that the UN and the world community had not raised its voice in a strong condemnation of this evil.

Mr. Tom Torney, MP for Bradford South, spoke of divisions between members of the Pakistan community in his city. They must first stop the tragic events in Bengal and then get the parties round the table to discuss whether there should be a government of a free Bangladesh. The first thing was to stop the killing.

Earlier on an invitation by the British Overseas Socialist Fellowship of the Labor Party to speak at a meeting of Labor Conference delegates at the Brighton Labor Club on Bangladesh, **Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury,** Special Representatives of the Bangladesh Delegation at the U. N. General Assembly Session.

Before a packed house, Mr. Justice Choudhury appealed to the freedom loving peoples of the world to stand by the people of Bangladesh who are fighting a grim battle for their freedom. He also made a fervent appeal to recognize Bangladesh, secure release of Sheikh Mujibur Rahman and put pressure on Yahya Khan to withdraw West Pakistani Army from the soil of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Vigorous Offensive By Mukti Bahini	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 5	1 November, 1971

DACCA BESIEGED
VIGOROUS OFFENSIVE BY MUKTI BAHINI

The city of Dacca is almost cut off from the rest of the country. It is now a besieged city with intensification of guerrilla raids around it. Within a radius of 30 miles from the city centre, all road and railway lines leading to the rest of the country, virtually remain cut off in a coordinated and massive guerrillas thrust by the Mukti Bahini in the recent weeks.

The Demra industrial complex near Sitalakha river in the east and Jhinardi, Nahanbazar, Mathkola, Charmandalia and Kotiadi in the north. Nawabganj Duar in the south and Kaliapur area and Madhupur garh area and the Dacca Tangail road in the West have been under the intensive attack of the Mukti Bahini. In their efforts to cut off the city to lay a siege the Mukti Bahini destroyed all the culverts, railway bridges and laid mines on the man road and railway track.

They laid seven ambushes on the main roads with small arms and grenades, killed about 100 Razakars and 60 Pakistan soldiers and forced the military authority to rush supplies to the outlying pockets by helicopters. In Dacca city Motijheel, Dhanmondi, Belly Road and Jatrabari areas have been subjected to serious Mukti Bahini attacks. The power supply station at Postogola in Dacca town has been blown up despitr the stringent security measures by the martial law administration. Eight meter high walls around important Government building in the city including power stations, the State Bank, the National Bank, and the Radio Station, have been built-up by the army.

MR. MARTIN WOOLLACOTT, in a dispatch from Dacca to the GUARDIAN on October 17, 1971, writes:

"New guerrilla groups infiltrated into the Dacca area in the past three weeks have begun a vigorous offensive, disrupting the calm which followed the bombing of the Intercontinental Hotel early n September.

The new groups tried to shell Dacca airport, At Dacca satellite port they exploded bulk gas pipes and burnt a huge quantity of jute awaiting shipment. As part of their campaign to close educational institutions, they bombed the university medical school after warning students to leave. One girl had missed the warning and was seriously hurt.

The guerrillas are also thought responsible for the killing, four days ago, of Mr. Abdul Monem Khan, who was Governor of East Pakistan under President Ayub Khan. Some non-Bangladesh university groups had hoped he would return to politics. But some believe the killing may have been an act of private revenge.

In a development ominous for the United Nations, a grenade was hurled two nights ago at their head quarters in a Dacca suburb. But did not explode.

The most worrying incident for the military authorities was the attempted attack on the airport. The three inch bombs, in fact, fell on the cholera laboratory. There was much perplexity about this until it was realized that the laboratory is in a direct line with the airfield; and that the shells, which must have been fired without a forward observer to correct the aim, had fallen only 600 yards sort of the fields.

As a result of these and other incidents the army and police in Dacca are tense and on full alert. Residents say more troops are in the city than a few weeks ago, there are more check-points on road, and guards on important buildings.

Outside immediate Dacca area, other groups in the past few days have attacked road and rail links to Mymenshingh. Four days ago guerrillas blew up a railway bridge between Tungi and Narsingdi north of Dacca. The engine and some carriages tumbled into a river. According to one report, Pakistan newspapers confirm the attacks on the bridge, but say casualties on the train were very few.

Sources here say the new groups are made up largely of students. They are assigned to areas where they used to live and where their families often still live. Some, indeed, have never left' the city since March except for two weeks of training.

Money to support them is collected from sympathizers by political groups who take no part in military action. The political groups arose spontaneously well organized. But they manage to put out a clandestine newspaper and distribute Bangladesh leaflets printed in Calcutta.

Reports about continuing army brutality reinforces public sympathy for the Mukti Bahini effort, in spite of accidents like the injured medical student and civilian casualties from shelling in border towns.

Indeed, it is an index of some popular attitudes towards the army that rumors attributing the shelling to Pakistani guns are circulating. If anything is nonsense this is yet such reports are widely believed.

Elsewhere in the province, the Pakistan Army seems to have made little progress in eliminating areas of Mukti Bahini strength.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Recognize Reality Justice Choudhury Urges U.N. Members	Bangladesh Today Vol. 1 : No. 5	1 November, 1971

RECOGNISE REALITY
JUSTICE CHOWDHURY URGES U.N. MEMBERS

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, Special Representative of the People's Republic of Bangladesh for Overseas and leader of the 14-member Bangladesh delegation to the United Nations called upon UN members to "get over technicalities and come forward in reality which Bangladesh is."

Mr. Choudhury told PTI in an interview in New York "We are fighting with our backs to the wall. We have no doubt that victory will be ours."

He recalled the events in Bangladesh leading to the declaration of independence by Sheikh Mujibur Rahman and said "tile only thing left now for us is to throw out the last soldier of the invading West Pakistan army of Yahya Khan into the Bay of Bengal." He paid tribute to Mukti Bahini and the countless young people of Bangladesh who were engaged in this task.

The leader of the Bangladesh delegation reacted contemptuously when asked about the credentials of the few Persons from Bangladesh in the West Pakistan Government delegation to U. N. and said. "They have been sent here to speak the voice of their dreadful master (Yahya) and they are regarded as quislings in the UN lobbies."

Mr. Choudhury also added that according to information received from Bangladesh "the families of these quisling members were being kept in Dacca as hostages. If they do not speak, the way Yahya Khan wants them to, revenge will be taken on their families. Therefore, I say that these gentlemen do not represent even themselves because they are here at gun point."

Asked about the steps being taken by Yahya Khan to hold by-elections and install a so-called civilian government in Bangladesh. Mr. Choudhury retorted, history will repeat itself. Quislings cannot delay independence. They met with a quick fate in the last great war and so they will in Bangladesh.

শিরোনাম	সংবা দপত্র	তারিখ
সভা-সমিতি-সম্মেলন	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* ১২শ সংখ্যা	৩ আগষ্ট, ১৯৭১

সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভা

‘এ্যাকশন বাংলাদেশের’ উদ্যোগে গত ১লা আগষ্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০ হাজার প্রবাসী বাঙালী ও কয়েক হাজার বৃটিশ নাগরিক উক্ত সভায় যোগদান করেন।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মুহূর্মুহু করতালি ও জয়ধ্বনির মধ্যে প্রায় চার ঘণ্টাকাল সভার কাজ চলে। সভাশেষে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে চরম শৃংখলার সাথে এই বিপুল জনতা মিছিল সহকারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হীথের বাসভবন, পার্লামেন্ট হাউস ও বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। বিভিন্ন শ্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশ সরকারের আশু স্বীকৃতি, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বর্বর ইয়াহিয়া সরকারের সকল প্রকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ করার দাবী জানানো হয়। উক্ত মর্মে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

সভায় বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদেও সুবিধার জন্য লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের কথা ঘোষনা করেন। পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ প্রেন্টিস, মিঃ স্টোনহাউস ও মিঃ এডওয়ার্ডস, রেভাঃ রাইট, রেভাঃ ক্রস্থউইথ, লেডী গিফোর্ড এবং পল কনেট বক্তৃতা করেন।

*　　　*　　　*

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ভারতে অবস্থানরত বাঙালী শরনার্থীদের জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু কাপড় ও মুক্তিবাহিনীর জন্য কিছু ঔষধপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য সার্জিকাল টীম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল অবিলম্বে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিকল্পনায় উৎসাহী ব্যক্তিদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

Bangladesh Medical Association
9 A Wotton Road
Cricklewood, London N.W. 2

*　　　*　　　*

* বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমাঃ বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক ১১নং গোরিং ষ্ট্রীট, লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি অর্ধ সাপ্তাহিক।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলন

আগামী ২১শে আগস্ট শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ (ঠিকানাঃ Bangladesh Peoples Cultual Society, 59 Seymour House, Tavistock Place, LondonW.C. 1 Tel : 018374542)-এর উদ্যোগে বৃটেন প্রবাসী বাঙালী সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক মহতী সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। গ্রেট বৃটেনের বাঙালী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, শ্রমিক ও ছাত্রকর্মী এবং সকল আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদেও প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। এতে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ডক্টর এ, আর, মল্লিক এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও বাংলাদেশ মুক্তিসংঘের সম্পাদক জহির রায়হানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সম্মেলন শেষে দেশাত্মবোধক সংগ্রামী গান পরিবেশন করা হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
পরিচিতি সভা বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ১৭শ ও ১৯শ সংখ্যা	২০ ও ২৭ আগষ্ট, ১৯৭১

২০ আগষ্ট

ব্রাডফোর্ডে পরিচিতি সভা

গত রবিবার ব্রাডফোর্ডের তকদীর রেষ্টুরেন্টে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সংগে সম্পর্কচ্ছেদকারী বাঙালী কর্মচারীদের এক পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের এ্যাকশন কমিটির ইয়র্কশায়ার বিভাগ এই সভার আয়োজন করেন। এতে ইয়র্কশায়ারের বিভিন্ন এ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ষ্টীয়ারিং কমিটির কনভেনর জনাব আজিজুল হক ভূঞ্যা ও সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

যাদেরকে এই সভায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা হলেন জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, জনাব লুৎফুল মতিন, জনাব মহিউদ্দীন চৌধুরী ও জনাব নুরুল হুদা।

*　　　*　　　*

২৭ আগষ্ট

লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন

আজ বেলা ৩টায় এক অনাড়ম্বর পরিবেশে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নটিংহিলগেটের নিকট ২৪ নং পেম্বরিজ গার্ডেনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মিশন উদ্বোধনের ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গসহ প্রায় দুইশত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে সকাল ১১টায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনের সাংবাদিকদের জন্য আরেকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় শতাধিক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মিশনের ঠিকানা : 24 PEMBRIDGE GARDENS, LONDON W-2

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ১২শ (?) সংখ্যা	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের প্রতি বৃটিশ শ্রমিক দলের পূর্ণ সমর্থন
ব্রাইটনে বার্ষিক সভায় এহিয়া সরকারের তীব্র নিন্দা

বর্তমানে ব্রাইটনে অনুষ্ঠানরত বৃটিশ শ্রমিকদলের বার্ষিক সভায় উপস্থিত প্রায় তিন হাজার ডেলিগেট গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও জনগণের উপর বর্বরোচিত সামরিক অত্যাচার ও বেপরোয়া গণহত্যার জন্য পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তীব্র নিন্দা করে পাকিস্তান সরকারকে এই সর্মান্তিক নির্যাতনের জন্য সম্পূর্ণরুপে দায়ী করেন।

প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা ও বক্তৃতার পর উক্ত সভা সর্বসম্মতিক্রমে অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, সকল প্রকার সামরিক নির্যাতনের অবসান, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের সংগে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য এহিয়া সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

উক্ত সভা বর্তমান পরিস্থিতির অবসান না হওয়া পর্যন্ত ‘ঘৃণিত সামরিক জান্তাকে কোন প্রকার সাহায্য না দেওয়ার জন্য বিশ্বের সকল বিশেষ করে ‘‘পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিলের’’ সদস্য দেশসমূহের কাছে আবেদন জানান।

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী যে কোন সময় বিশ্ব শান্তি ব্যাহত করতে পারে মনে করে শ্রমিক দলীয় সভা জাতিসংঘকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানান যাতে জাতিসংঘ এমন কোন পন্থা অবলম্বন করেন যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। জাতিসংঘের বর্তমান অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে সক্রিয় হওয়ার জন্যও জোর দাবী জানানো হয়।

দারুণ দুর্ভিক্ষের আশংকা প্রকাশ করে উক্ত সভা অনতিবিলম্বে ভারতে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধারে সরাসরি সাহায্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানান।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশ শ্রমিক দলীয় সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য জোরদার করা ও ডেলিগেটদের পূর্ণ সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটি ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ব্রাইটনে প্রেরণ করেন। বার্মিংহাম এ্যাকশন কমিটি এবং বাংলাদেশ মহিলা সমিতি থেকেও কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মিলিত এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ষ্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক জনাব আজিজুল হক ভূঞা। তাঁদের কয়েক দিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্মিলিত ডেলিগেটগণ বাংলাদেশ এহিয়ার নির্যাতনে অত্যন্ত বিমোহিত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাবসমূহ পাশ করেন।

ইতিপূর্বে শ্রমিকদলের একটি বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব বিচারপতি চৌধুরী ব্রাইটন লেবার ক্লাবে সম্মিলিত ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এহিয়ার বর্বরতার উপর ভাষণ দেন। তিনি বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশসমূহকে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন জানান।

বাংলাদেশের পক্ষে জোর দাবী জানিয়ে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে মিঃ পিটার শোর, রাইট অনারেবল জন স্টোন হাউস, মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান, মিঃ ফ্রেড ইভান্স, লর্ড ব্রকওয়ে, অক্সফামের মিঃ বার্নাড হাস্ফরী, মিঃ পিটার কে, এইচ এবং মিঃ জাকারিয়া চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রতি রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্ণ সমর্থন

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার জনপ্রিয় নেতা ও পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র পুত্র জনাব রাশেদ সোহরাওয়ার্দী গতকাল এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণ সফলতা কামনা করেন।

বাংলাদেশে গণহত্যার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। যেহেতু তিনি রাজনীতির সংগে জড়িত ছিলেন না সেজন্য এ পর্যন্ত কোন বিবৃতি দেননি। সম্প্রতি তাঁর ভগ্নি বেগম আখতার সোলায়মানের দেওয়া কয়েকটি বিবৃতিতে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার রাজনৈতিক বলিষ্ঠ ভূমিকা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে মনে করে তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা গত ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের জনসাধারণকে শোষণ করে আসছে এবং বর্তমানে বেপরোয়া গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর পিতা আমরণ সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, মুক্তিবাহিনী শিঘ্রই হানাদার শত্রুসৈন্যকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করবে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সকল বাঙালীকে দলমত ও রাজনৈতি বিভেদ ভুলে গিয়ে একতার সংগে স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে যে তাঁরা সকলেই তাঁর পিতার সহকর্মী ও স্নেহভাজন ছিলেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী গতকাল বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির অফিস পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরী, ষ্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক জনাব আজিজুল হক ভূঞা, সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সংগে প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিভিন্ন বিশ্বসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২৫তম সংখ্যা	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বিভিন্ন বিশ্বসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

সাম্প্রতিককালে ইউরোপ ও গ্রেট বৃটেনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য ও জনমত সৃষ্টি করার জন্য লন্ডনস্থ বাংলাদেশে ষ্টিয়ারিং কমিটি বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে কয়েকটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন।

* প্যারিসে ৫৯তম আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনাব মোহাম্মদ হোসেন, জনাব নজরুল ইসলাম ডঃ প্রামানিক বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বের ৭৭টি দেশের ৭০০শত প্রতিনিধিদের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচারকার্য্য চালিয়ে সম্প্রতি লন্ডনে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সার্থক প্রচারের ফলে সম্মেলনে বাংলাদেশ ও বাস্তুহারাদের সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়।

* ব্লাকপুলে অনুষ্ঠিত বৃটিশ ট্রেড ইউনিয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, জনাব সুলতান শরিফ ও মিস্ সুরাইয়া খানম।

অধিবেশনে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধি বাংলাদেশে গণহত্যা ও শ্রমিক নিধনের করুন ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং পৃথিবীর সকল ডক শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজ সমূহে কোন কাজ না করার জন্য অনুরোধ জানান।

* স্কারবরোতে অনুষ্ঠানরত বৃটিশ লিবারেল পার্টির বার্ষিক সম্মেলনেও আমাদের প্রচারকাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। জনাব জাকারিয়া চৌধুরী, জনাব সুলতান শরিফ ও মিস্ সুরাইয়া খানম বর্তমানে এই গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রয়েছেন।

* ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ হোসেন সম্প্রতি বুকারেষ্টে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত ২১তম সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। ফলে উক্ত সম্মেলন বিশ্বের সমস্ত দেশকে এহিয়ার সামরিক জান্তার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়ার সুপারিশ জানান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বিচারপতি চৌধুরীর তৎপরতা	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২৬তম সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড সফরশেষে
বিচারপতি চৌধুরীর লন্ডন প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী স্বানডেনেভিয়ান দেশসমূহে সফর শেষ করে বিচারপতি চৌধুরী সম্প্রতি লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন।

এই সাক্ষাতকারে বিচারপতি চৌধুরী জানান যে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভুতিশীল মনোভাবের পরিচয় পান এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটিগুলি খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুইডেন সফরকালে জনাব চৌধুরী পার্লামেন্ট সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মন্ডলী, লিবারেল পার্টির হুইপ, ক্ষমতাসীন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, সুইডেন সরকারের বৈদেশিক দফতরের আইন বিভাগের প্রধান এবং বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার মিঃ জনাব মিডালের সংগে সাক্ষাত করেন এবং বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি রেডিও, টেলিভিশনে ও বিখ্যাত সাংবাদিক ক্রেডেরিকসনের সংগেও ভিন্ন ভিন্নভাবে সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারীর সংগেও বাংলাদেশ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়।

ফিনল্যান্ডে জনাব চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, বৈদেশিক দফতরের সেক্রেটারী, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক শান্তি কাউন্সিলের সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় টেলিভিশনে সাক্ষাতদান ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অফিস পরিদর্শন করেন।

ডেনমার্ক সফরকালেও জনাব চৌধুরী অনুরুপভাবে পার্লামেন্টের সদস্য, বৈদেশিক বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সংগে দেখা করেন ও বাংলাদেশ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। সেখানকার সকল মহল থেকে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

প্রসংগত উল্লেযোগ্য যে বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনাব চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও হস্তান্তর করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
জনসভা ও নৃত্যনাট্য	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ২৬তম সংখ্যা	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইপসুইজে জনসভা

গত শনিবার ইপসুইজে ইংরেজী নাগরিক ও প্রবাসী বাঙালীদের মিলিত উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় তিনশত বাঙালী ও দুই শতেরও অধিক ইংরেজ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। ষ্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে জনাব ডঃ কবির ও আবদুল হক প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দেলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। সভা শেষে সমবেত জনতা মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন।

মিচানে জনসভা

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবারে মিচানে এক জনসভা হয়। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্য জনাব শেখ আবদুল মান্নান উক্ত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

গণ-সংস্কৃতি সংসদের নৃত্যনাট্য

বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত শনিবার ও রবিবার স্থানীয় কনওয়ে হলে মুক্তি সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত ‘‘অস্ত্র হাতে তুলে নাও’’ নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হয়। উভয় দিন হল ভর্তি জনসমাগম হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ এম, পি, মিঃ পিটার শোর ও সিংহলের বিরোধী দলের সদস্য মিঃ নভরতম বক্তৃতা করেন।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
ডেলিগেশন গণমিছিল	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ৩৬ তম ও ৩৭ তম সংখ্যা	২৬ ও ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

২৬ অক্টোবর

কনজারভেটিভ কনফারেন্সে ডেলিগেশন

ষ্টিয়ারিং কমিটির এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জনজারভেটিভ পার্টির কনফারেন্সে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। এহিয়ার বর্তমান জংগী মনোভাবাপন্নতার জন্য কয়েকজন ইয়ং কনজারভেটিভ বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবেন বলে মতামত দিয়েছেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে আলেক ডগলাস হোমকে অনুরোধ করবেন বলে জানান। ষ্টিয়ারিং কমিটির তরফ থেকে মিস সুরাইয়া খানম, জাকারিয়া চৌধুরী, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মানিক, আবদুল হাই, বার্মিংহামের জহুর আলী, ইসমাইল আজাদ, মিঃ পাশা প্রভৃতি যোগ দেন।

২৯ অক্টোবর

বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে বিরাট গণ-মিছিল

বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে আগামী শনিবার ৩০শে অক্টোবর ১৯৭১ বেলা দেড় ঘটিকায় এক বিরাট জনসভা ও গণমিছিলের আয়োজন করেছেন। সভায় বিচারপতি চৌধুরী ছাড়াও বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কয়েকজন ও বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের ৪ জন এম-এন-এ ও ও এম-পি-এ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করবেন।

সভাশেষে মিছিল হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্ণার হতে আরম্ভ করে ব্রুক স্ট্রীট ক্লারিজেস হোটেল হয়ে হ্যানোভার স্কোয়ারে শেষ হবে।

লন্ডনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে এই জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে এক স্মারকলিপি মিসেস গান্ধীকে দেওয়া হবে।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সরকার তৈরীঃ স্বীকৃতির দাবীতে জনসভা	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ৩৯তম ও ৫০তম সংখ্যা	৫ নভেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ সরকার পুরো প্রশাসনভার নেবার জন্য তৈরী

মুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত কাঠামো বাংলাদেশ সরকার এখন দ্রুত চূড়ান্ত করে ফেলছেন। প্রকাশ শিগ্রই পাকিস্তানী শত্রুসেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে গোটা বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ সরকার আগে থেকেই পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকছেন। শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ বিতাড়িত হওয়ার পর যাতে বাংলাদেশের ভেতরে কোন অরাজক অবস্থা সৃষ্টি না হয় সেইজন্যই গোটা ছকটা তৈরী করে রাখা হচ্ছে এবং আগাম কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানী শত্রুসৈন্যদের সাহায্যকারী লোকদের শাস্তিদানের ব্যাপারেও ইতিমধ্যে কয়েকটা নিয়ম-কানুন করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শত্রুসৈন্যদের সংগে বা পাকিস্তান সরকারের সংগে সহযোগিতা করার অভিযোগে কাউকে মুক্তিফৌজ বা কেউ কোন শাস্তি না দিয়ে তাদের ধরে আঞ্চলিক কমিটির কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক এলাকায় এদের শাস্তি দেয়ার জন্য বা অনুরুপ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ কমিটি থাকবে।

বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাংগ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যও ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিকল্পনা বিশারদের সংগে কথা বলেছেন। উক্ত বিশারদ বাংলাদেশের কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সংগে আলোচনা করে একটি পূর্ণাংগ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।

স্বীকৃতির দাবীতে হাইডপার্কে বিরাট জনসভা

গত রবিবার হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নারে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে এক বিরাট জনসভা হয়। গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু কষ্ট স্বীকার করে পনের সহস্রাধিক বাঙালী হাইডপার্কে সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে দাবী জানান, বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দাও' ও 'শেখ মুজিবুরের মুক্তি চাই'।

ষ্টিয়ারিং কমিটির জনসভায় বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু তিনি জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বপক্ষে ও বিভিন্ন দেশের নিকট স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি।

কেন্দ্রীয় স্টীয়ারিং কমিটি তাই দেশের বৃহত্তম স্বার্থে একই স্থানে অনুষ্ঠিত একই উদ্দেশ্যে আহূত আওয়ামললীগের জনসভাকে সমর্থন জানিয়ে উক্ত জনসভায় সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

একই স্থানে দুইটি জনসভা বিদেশীদের নিকট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে বা বাংলাদেশের এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি না করে ষ্টিয়ারিং কমিটির আহূত জনসভা বাতিল করে সকলে এক বাক্যে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবী জানান।

সভাশেষে পনের সহস্রাধিক জনতার মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদিক্ষণ করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রিটে যেয়ে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির আবেদন জানান।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয় কোন আপোষ নয়	জনমত* ৩য় বর্ষঃ ৪০তম সংখ্যা	**২১ নভেম্বর, ১৯৭১**

সম্পাদকীয়

কোন আপোষ নয়

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে এসেছে। আরও আসছে এবং আসবে। সেদিনের বিক্ষিপ্ত মুক্তিসেনারা আজ এক সুসংগঠিত আদর্শবান মুক্তিবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাঁদের লক্ষ্যঃ এক। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করা। দখলকারী বাহিনীকে পরাভূত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা হলো তাঁদের আদর্শ। সেই আদর্শে ব্রতী হয়ে লক্ষ লক্ষ কিশোর-যুবক অস্ত্র হাতে নিয়েছেন, শত্রুর সংগে লড়াই করছেন। দেশের ভিতর থেকে সাধারণ মানুষ তাদের সমর্থন করছেন। দেশের ভিতরের মানুষের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা মুক্তিসেনাদের কাজে সুবিধে করে দিয়েছে অনেক। সেই সুবিধে আছে বলেই মুক্তিসেনারা খুব সহজেই শত্রুদের কাবু করতে পারছেন। সারা বাংলায় শত্রুরা আজ নাস্তনাবুদ, ঘায়েল হয়ে গেছে আক্রমণকারী বাহিনী। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বাংলার লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনারা তাঁদের সামরিক লক্ষ্যস্থল ঢাকার দিকে দূর্বার গতিতে অগ্রসর হবে- সে জন্য ব্যাপক প্রস্ত্ততি চলেছে সেই 'চলো চলো-ঢাকা চলো' অভিযান পরিচালনার জন্য। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্ত্তত।

ঠিক এই যখন পরিস্থিতি তখন বিশ্বের নানা স্থান থেকে কুটনৈতিক চাপ পড়েছে সংশ্লিষ্টদের ওপর- আপোষের জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পথে চাপ দিচ্ছেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, শুদু পাকিস্তানের ইয়াহিয়াকেই নয়, আপোষের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকেও চাপ দিচ্ছেন।

কিন্তু কিসের আপোষ? কার সংগে আপোষ? কেন সে আপোষ ?

আমরা, সাড়ে সাত কোটি মানুষ-বাংলাদেশের অধিবাসী। আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। ২৩ বছরেও তা পাইনি। আর পেতে চাই না। আমরা এখন চাচ্ছি পুনর্দখল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি। আক্রমণকারী পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী হটকারিতা ও অস্ত্রের বলে আমাদের বেদখল দিয়েছে। আমরাও অস্ত্রের বলে দখল আদায় করবো। এই পথে কোন আপোষ নেই। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, গণচীন, পশ্চিম জার্মানী ও যে কোন দেশই হোক না কেন-তারা যদি ইয়াহিয়াকে আপোষের পরামর্শ দিয়ে থাকে-দিক। আমরা তাতে সংশ্লিষ্ট নই। আমরা মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত-মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমাদের সংগ্রামের ক্ষতি করে এমন কোন প্রস্তাব যাঁরা করবেন-তাঁদেরকে আমাদের শত্রুর সহযোগী বলে আমরা ধরব।

ভুট্টোকে পিকিং কি বলেছে জানি না, সুলতান মোহাম্মদকে উথান্ট কি বলেছে জানতে চাই না, মিসেস গান্ধীকে পশ্চিমা নেতারা কি বলেছেন-শুনতে রাজী নই। আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবো-আমরা, এ কথাটা সকলের অবগতির জন্য আমরা আবার পরিস্কার ভাষায় প্রকাশ করছি। কত বছর যুদ্ধ চলবে-সে হিসাব এখন করব না। শত্রুদের বিতাড়িত করার পর সে হিসেব হবে-কতদিন লাগলো। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন বলে 'জনমত' আশা করে।

* জনমতঃ সাপ্তাহিক। প্রধান সম্পাদকঃ এ,টি,এম ওয়ালী আশরাফ। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকঃ আনিস আহমদ, জনমত পালিশার্স লিমিটেড, ২ টেম্পারলে রোড, লন্ডন থেকে প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা	জনমত ৩য় বর্ষঃ ৪০তম সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

ছাত্র সংগ্রামে পরিষদের ডাক

লন্ডন, ১৪ই নভেম্বর

গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর জন্য গরম কাপড়-চোপড় চেয়ে প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এবার বিশেষ সুযোগ এসেছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, মুক্তি সেনাদের ব্যবহারের জন্য প্রবাসী বাঙালী ভাইবোনেরা নিজেদের সাধ্যমত গরম কাপড়-চোপড় দান করবেন। সংগ্রাম পরিষদের কাছে সাহায্য পাঠানো যাবে বলে তাঁরা বলছেন।

কর্নেল ওসমানীর চিঠি

বার্মিংহাম, ১০ই নভেম্বর

আজ এখানে জানা গেছে যে, সেনাপতি কর্নেল ওসমানী মিডল্যান্ডের মহিলা সমিতির এক চিঠির জবাবে ঔষধ, তাঁবু ও কাপড়-চোপড় চেয়ে মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস বদরুন পাশার কাছে সম্প্রতি এক চিঠি লিখেছেন।

জানা গেছে যে, মহিলা সমিতি মুক্তি সেনাদের ব্যবহার্যে পাঠানোর জন্য কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করছেন।

বাংলাশেশের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ

পোর্টসমাউথের দক্ষিণ নির্বাচনী এলাকার শ্রমিক দল গত ২রা নভেম্বর বাংলাদেশের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং প্রস্তাবের একটি স্থানীয় বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদেও পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই ওয়ার্ড সভা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী কর্তৃক মানবাধিকার অস্বীকার করায় তার নিন্দা করেও নির্বাচনী এলাকার দলকে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সমর্থন করার আহবান জানায়।

* * *

বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

লন্ডন ১৪ই নভেম্বর

আজ স্থানীয় স্যাডলার্স ওয়েলস্‌ থিয়েটারে বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যের উদ্দেশ্য কনসার্ট ইন সিমপেথি’র উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। পূর্ণ হলে উদ্বোধনী দিবসে দুটি শো হয়। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আগত প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বীরেন্দ্র শংকর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশের পক্ষে-৫০০, বিপক্ষে-৩, নিরপেক্ষ-২

ম্যানচেষ্টার থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছে যে, গত শুক্রবারে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের এক বৈঠকে বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই হচ্ছে বাংলাদেশ সমস্যার একামত্র সমাধান।

বাংলাদেশ তহবিলে ১৯ পাউন্ড দান করার এক প্রস্তাব সভায় ৫০০ ভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৩টা এবং ২ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। অন্য একটি প্রস্তাবে তথাকথিত বৃটিশ নিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ার উদ্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেককে বলার জন্য ন্যাশনেল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস-এর প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এন, ইউ, এস-এর আঞ্চলিক সভাপতি মিঃ জেঃ হ্যারিস ও বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতা করেন জনাব কবীর আহমদ।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী	জনমত ৩য় বর্ষঃ ৪০তম সংখ্যা	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী

মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস বদরুন পাশা বলেন, ‘‘আমি গত ১৯৭০-এর জানুয়ারী মাসে বার্মিংহাম আসি। এর আগে লেষ্টারে ছিলাম এবং সেখানে আমি পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির আহবায়ক ছিলাম। বার্মিংহামে এসেও পাকিস্তান মহিলা সমিতির সংগে জড়িত ছিলাম। কিন্তু গত মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খাঁ-র বর্বর সেনারা বাংলাদেশে আক্রমণ পরিচালনার পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিমাদের সংগে আমাদের আর চলা সম্ভব নয়’’।

মিসেস বদরুন পাশা বলেন, ‘‘এর পরই আমরা মিডল্যান্ডে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গঠন করি এবং ২৮শে মার্চ মিডল্যান্ড প্রবাসী বাঙালীদের স্মলহিথ পার্কের জনসভায় মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করি। তখন থেকেই মিডল্যান্ডের বাঙালীরা একত্রে কাজ করতে শুরু করলেন।’’

মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কার্যবিবরণী দিতে গিয়ে মিসেস পাশা বলেন, ‘‘সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ২৬শে এপ্রিল ছ’জন সদস্য বৃটিশ পার্লামেন্টের লবি করেন এবং প্রধানমন্ত্রী মিঃ হীথের কাছে এক আবেদন পাঠানো হয়। ২০শে জুন বলসল হীথ মাউন্ট প্লেজেন্ট স্কুলে এক মিলাদ মাহফিলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৭শে জুন আমরা বিংলী হলের সভায় একটা মীনাবাজার করেছি। ৪ঠা জুলাই স্থানীয় কার্লটন সিনেমা হলে মণিহার নামের একটা চ্যারিটি সিনেমা করেছি। ১৭ ও ১৮ই জুলাই বার্মিংহামের সিটি সেন্টারে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২রা আক্টোবর বলসল হীথ মাউন্ট প্লেজেন্ট স্কুলে আমাদের সমিতির উদ্যোগে একটা বিরাট প্রদর্শনী হয়। এ ছাড়া বিলাতের প্রত্যেক স্থানে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সফরের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলগুলোতে আমরা যোগ দিয়েছি।’’

মিসেস পাশা আরও বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর ব্যবহারের জন্য তাঁদের সমিতির কাছে বিলাতের বিভিন্ন স্থান থেকে কাপড়-চোপড় আসছে। এইগুলি এবার ইন্ডিয়ার বিমানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু এবার ইন্ডিয়া প্রথমে সম্মতি জানিয়ে এখন আবার পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে এই সব কাপড়-চোপড় কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিসেস পাশা প্রবাসী সকল বাঙালী ভাইবোনদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, ইয়াহিয়া খাঁ-র বর্বর সেনাবাহিনী আমাদের মা-ভাই-বোনদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সকলকে তৈরী থাকতে হবে। তিনি বলেন, রক্তের বদলে রক্ত নেওয়াই হচ্ছে ইয়াহিয়া বাহিনীর অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব।

মিসেস পাশা জানান যে, এদেশের এবং দুনিয়ার অন্যান্য সব বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদগুলোর সংগে মিডল্যান্ডের বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই যোগাযোগ বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত চলবে। মিসেস পাশা বলেন, স্বাধীন বাংলার মানুষের পূর্ণ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীদের এই সংগ্রাম দেশ-বিদেশে চলতে থাকবে, এতে কোন বিরতি হবে না।

\ আমেরিকা \

বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র

বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার শাখাসমূহ
CHAPTERS OF BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA*

1. NEW YORK:
Bangladesh League of America, Inc.
2667 Broadway,
New York, N.Y 10025
President : K. S. Ahmed
Secretary : Faizur Rahman
Treasurer : Abdul Haque

2. CALIFORNIA:
American League of Bangladesh
416 Sinclair Avenue
Glandale, Calif, 91206
President : S.M.S. Doha
Chicago, 111. 60615

3. COLORADO:
Bangladesh League of America

3728 East 7th Avenue,
Denver, Colo. 80206

Secretary : M. Sher Ali
A.K.M. Aminul Islam

4. MASSACHUSSETTS:
Bangladesh Association
24 Peabody Terrace, Apt. 510
Boston, Mass:
President : Khurshed Alam
Secretary : M. Alamgir

5. ILLINOIS:
Bangladesh of America
(Urbana Chapter)
1107 West Green Street
Urbana, 111, 61801
President : M. Rahman
Secretary : A. S. Shahab-ud-Din

6. Bangladesh League of America
(Chicago Chapter)
(Recently changed of Bangladesh
Defense League)
5245 South Kenwood Avenue
President: F.R. Khan

6. OHIO:
Bangladesh League of America

5115 Prescatt Avenue D
President : Gerald R. Handricks

Dayton, Ohio 45406 President :
Secretary : A. H. Jaffarullah
President : A.L. Choudhury

7. NORTH CAROLINA :
Bangladesh League of America
218 Broad Street (East)
Elizabeth City, N.C. 27709

---

* এই তালিকাটি জনাব, কে, এম, আলমগীর সম্পাদিত ‘BANGLADESH’ পত্রের তৃতীয় সংখ্যা (নিউইয়র্ক : ১৬ জুন, ১৯৭১) হতে নেয়া হয়েছে।

8. MICHIGAN:
Pakistan association of America Inc.
3130 Cass Avenue
Detroit, Mich. 48201
President: Abdus Shahid
Secretary: Mustafizur Rahman

9. PENNSYLVANIA
Bangladesh League of America
5903 Fifth Avenue
Pittsburgh, Penn.
President : Q.M. Ahmed

10. TEXAS :
Bangladesh League of America
P.O. Box 3325
College Station, Texas 77840
President : Hafizur Rahman

11. WASHINGTON, D.C.
Bangladesh League of America
P.O. Box 4465
Brook land Station,
Washington D.C. 20017
President : Enayetur Rahim
Secretary : Mohsin R. Siddique

12. TENNESSEE:
Bangladesh League of America Inc.
808 Hillwood Blvd.
Nashville, Tenn. 37209
President: Zillur Rahman Athar
Secretary: Not Available

13. KENTUCKY :
Bangladesh League of America
2081 Williamsburg Rd.
Lexington, Kentucky 40504
President: George H. Bradbois Jr.
Secretary: Mukhtar M. Ali
Treasurer: Shamsul H. Molla

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
সম্পাদকীয়, সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস ও কর্মসূচী	'বাংলাদেশপত্র' টেক্সাসঃ ১ম সংখ্যা	১৪ মে, ১৯৭১

স্বাধীনতার ডাকে

বাংলাদেশে আজ রক্তগঙ্গা বইছে। বাঙালীরা রক্তে হোলী খেলে পাঞ্জাব দস্যু দল পৈশাচিক আনন্দে মত্ত। আমাদেরই ভাইবোনেরা যখন অত্যাচারীর খড়্গ রুখে দাঁড়াতে গিয়ে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না, তখন মার্কিনদেশের বিলাসময় পরিবেশের মধ্যে থেকে দেশের জন্য আমরা কি করছি? স্বাধীনতা আমরা পাবই, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে, আন্দোলনে আমরা আমাদের দেশবাসীকে কতটুকুইবা সাহায্য করছি? ছিন্নবস্ত্রে, অনাহারে ও অন্নাভাবে থেকেও বাংলাদেশের বীর জনতা স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেট শাসনকেও ভুলুণ্ঠিত করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসী আমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। আজ আমাদের সামান্য আত্মত্যাগের ভয়ে ভীত হলে চলবে না। কৈ আমরা এতটুকু আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে পেরেছি? হাজারো মানুষের রক্তের ঋণে গড়া এই সংগ্রামের ডাকে আমরা এককভাবে সাড়া দিতে না পারলে উত্তরসূরীরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তাই আজা আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। আসুন বাংলা মায়ের ডাকে সবাই একসাথে কাজ করে যাই। দলাদলি ও বিভেদ ভুলে গিয়ে মাত্র একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদেরকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

করণীয় আমাদের অনেক। প্রচারকার্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আদায়ে বাংলাদেশের বীর জনতার মহান আদর্শ ও আত্মত্যাগের সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রচারকার্য এবং বাংলাদেশের দুর্গত মানবতার জন্য আর্থিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

এই চরম সংকটকালে নির্বিকার হয়ে থাকলে চলবে না। বিনা ত্যাগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করলে ভুল হবে। এ ভুল-অমার্জনীয় অপরাধ। সংগ্রামহীন স্বাধীনতা লাভের নজীর ইতিহাসে নেই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গড়া এই মুক্তির সংগ্রামকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বাংলার জয় হবেই।

জয় বাংলা \

কলেজস্টেশানঃ আমাদের কর্মসূচী

গত নির্বাচনে অর্জিত গণতন্ত্রের অধিকার আদায়ের জন্য মার্চ মাসের প্রথম ভাগে শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য পাঞ্জাবী সৈন্যরা নির্বিচারে গণহত্যা আরম্ভ করে। এই ঘটনার প্রথম থেকেই আমরা কলেজ ষ্টেশানের বাঙালী ছাত্ররা ক্যৈবদ্ধভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজ শুরু করি। প্রথমতঃ একটি সামরিক পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর আজ (চৌদ্দই মে) মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের তিনজন সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংগ্রামী ছাত্র সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছায় কাজে এগিয়ে আসেন।

---

* বাংলাদেশপত্রঃ বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, কলেজষ্টেশন, শাখা কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত ও প্রচারিত।

পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত অনেকবার মার্কিন সিনেটর, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, উথান্ট এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সরকার ও আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে পত্র ও তারবার্তা পাঠানো হয় - বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করা ও জনগণের নির্বাচিত নেতাদের হাতে শাসনভার হস্তান্তর করার দাবী জানিয়ে।

পঁচিশে মার্চের অপরিণামদর্শী ঘটনা আমাদেরকে সাময়িকভাবে স্তম্ভিত ও বিহবল করে। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার পর পরই পুরোদমে আমাদের প্রচারকার্য শুরু হয়। মাত্র এক ঘন্টার নোটিশে আমরা সকল সদস্য একটা জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুর্গত মানবতার সেবায় ব্যয় করার জন্য তাথাপিছু কমপক্ষে একশত ডলার চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় নেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রচারকার্যের ব্যয় বহনের জন্য মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম কিস্তিতে তিন হাজার ডলার তুলে নিউ ইয়র্কে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে অনেকে ব্যাঙ্কে ধারের খাতার অঙ্ক বাড়িয়ে চাঁদা দিয়েছেন, অনেকে নির্ধারিত নিম্নমানের অনেক বেশী দিয়েছেন, এবং সকলেই যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

ছাত্র হিসাবে টাকার অভাব থাকলেও আমাদের কর্মপ্রেরণার অভাব নেই। কলেজষ্টেশন থেকে এ পর্যন্ত বহুমুখী প্রচারকার্য চালিয়েছি তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

-পঁচিশে মার্চের পরে একশো সিনেটর, জাতিসংঘ প্রধান এবং বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রপ্রধানগণের নিকট কয়েকদফা আবেদনপত্র ও তারবার্তা পাঠানো হয়। এখনও বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের নিকট পত্র ও তারবার্তা পাঠানো হচ্ছে।

-বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দুর্গত মানতার সাহায্যের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন শহরে মার্কিন নাগরিকদের স্বাক্ষরসহ ১১ জন প্রভাবশালী সিনেটরের কাছে ১৫০০ আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে।

-টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনির্ভাসিটিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে বাংলাদেশের সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রত্যাগত অনেক শিক্ষক আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে দল বেঁধে দেখা করে এখানকার বাংলাদেশের দুর্গত ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

-পাকিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন লক ও প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের সাথে যথাক্রমে ডালাস ও অষ্টিনে দেখা করে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং বাংলাদেশকে সাহায্য করার আবেদন জানাই।

-স্থানীয় বেতার, টিভি ও দৈনিক বাংলাদেশের উপর সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া হিউস্টনে বাংলাদেশ ছাত্র সংস্থার আয়োজনে ওখানকার টিভি ও বেতার একই রকম আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছি।

-হারভার্ডের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদের লেখা "Conflict in East Pakistan: Background and Prospect" নামক নিরপেক্ষ রিপোর্টখানির পাঁচশো কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

-এখানে ছাত্র-সেনেটে বাংলাদেশের গণ-আন্দেলন দমনে পাকিস্তান সরকারের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকে নিন্দা করা হয়েছে।

*　　　　*　　　　*

বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকাঃ সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস

আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠার পিছনে রয়েছে বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা। ১৯৪৭ সালে প্রবাসী সিলেটী ব্যবসায়ীরা নিউ ইয়র্কে পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা নামে বাঙালীদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে এর নামকরণ হয় ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা। সদস্য সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয়। গত প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের পর এ সংস্থার সদস্যবর্গ পাক-সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বাংলাদেশে রিলিফের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও বাংলা ছবি দেখানো, জাতিসংঘের সম্মুখে বাংলাদেশকে আলাদা করার দাবী, একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন, এ ছাড়া আরও বহুমুখী প্রচারকার্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে এর সরাসরি যোগাযোগও স্থাপন হয়েছে।

শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। এ ব্যাপারে সকল সদস্য সংস্থা ও মেম্বারদেরকে পূর্বাভাগে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান বাংলাদেশ লীগকে আরও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য মার্কিন ও কেনাডাবাসী সকল বাঙালীদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থার ঠিকানাঃ
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা, ইনক্
২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক, ১০০২৫
ফোনঃ (২১২) ৮৬৬-৭৪৭৪

*

যোগাযোগের আবেদন

নিউ ইয়র্ক মূলকেন্দ্রকে সবরকমের সাহায্য ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য সমস্ত আমেরিকা ও কেনাডাকে কতগুলি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের ৯টি স্টেটের ভার আমরা কলেজস্টেশন, টেক্সাস এ গ্রহণ করছি। আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম-উপকেন্দ্রঃ দক্ষিণাঞ্চল। যে সমস্ত স্টেটে আমরা সদস্য শাখাগুলির সাথে এক সঙ্গে কাজ করতে চাই সেগুলো হলোঃ টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, লুজিয়ানা, ওকলাহোমা, আলাকমা, আরকানসা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা ও জরজিয়া। এ সমস্ত স্টেটে বাঙালী ছাত্র ও চাকুরীজীবী যারা আছেন তারা সবাই শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার এলাকায় আপনি একা হলেও দেশের এই দুর্দিনে আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা শাখা গঠন করুন এবং শীঘ্রই আমাদের উপকেন্দ্রে আপনাদের সংগ্রাম পরিষদ ও সদস্যদের ঠিকানা ও আপনাদের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠান। আপনাদের খবর ‘বাংলাদেশপত্র’ ছাপা হবে।

আমরা যদি কোনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, তবে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আরও ফলপ্রসুভাবে কাজ করতে চাই। প্রচারকার্যে এবং নিউ ইয়র্কের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব। তবে চাঁদা পাঠানো ও যে কোন জরুরী কাজের জন্য আপনারা মূলকেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি প্রস্তাবঃ

আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রে আরও সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধার জন্য সকল সদস্য শাখাকে নিয়ে শীঘ্রই একটা আনুষ্ঠানিক আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টা আরও জোরদার করা যায়। প্রচারকার্য, অর্থ সংগ্রহ, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার একটা নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি গঠন করাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে। পনেরই মে এক সাধারণ সভায় আমরা এই প্রস্তাব বিবেচনা করব। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানাবেন।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

শীঘ্রই আমরা কলেজস্টেশান ও নিকটবর্তী শহরগুলোতে স্থানীয় মহলের কর্মকর্তাদের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করব।

বাংলাদেশের উপর টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনির্ভাসিটিতে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন হচ্ছে।

পত্র-পত্রিকা ও বিদেশী খবরের কাগজে বাংলাদেশের উপর রচনা ও সংবাদ ছাপাবার আরও জোরদার চেষ্টা চালানো হবে।

এখানে আনেকেই স্কলারশিপ বা দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জন্য চাকুরী বা অন্য কোন অর্থ সাহায্য জোগাড় করার চেষ্টা করা হবে।

এ ছাড়াও আমাদের নিয়মিত প্রচারকার্য আরও সুষ্ঠুভাবে চালানো হবে।

শীঘ্রই ‘বাংলাদেশপত্রে’ বাংলাদেশের সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উপর একটি সাহিত্য সংখ্যা বেরুবে। প্রবন্ধ ও যে কোন রকম সাহিত্যমূলক রচনা সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য আমাদের পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক, ‘বাংলাদেশপত্র’
বক্স ২৩৭০
কলেজস্টেশান, টেক্সাস ৭৭৮৪০

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Activities and Programmes for Bangladesh Movement : Editorial & News	BANGLADESH NEWS LETTERS' Chicago: No. 1	17 May, 1971

EDITORIAL

This Week the war of national liberation of Bangladesh enters into its seventh week During the last six weeks the Bengalis living abroad have done a great deal to express their horror at the inhuman brutalities perpetrated by the Pakistan army on the defenseless people of Bangladesh and also to mobilize public opinion in support of their cause and struggle. In the United States, the various groups of Bengalis living in different parts of the country have written and approached Senators and Congressmen of their respective states to persuade them, and through them the U. S. government, to terminate all assistance to the military machine of West Pakistan. The effect of all this lobbying can be seen in the recent pronouncement of Senate Foreign Relations Committee and the pending resolutions in front of the Senate. Some good work has also been done with both the press and television. Foreign missions in both Washington and New York have been kept informed about our will and determination to fight.

But we must remember that this is only the beginning of a long protracted struggle for us. For even after the victory over the occupation forces… till the last foreign soldier is rooted out from the soil of Bangladesh… we will be faced with the stupendous task of rebuilding a nation from scratch. The scorched-earth policy of the enemy will destroy every economic, base of Bangladesh before it leaves. Needless to say that the task of rebuilding will require tremendous sacrifices from an Bengalis both here and at home. The efforts have to be integrated and coordinated. At present we are faced with the dual task of both helping the liberation movement and also providing relief to millions rendered homeless by the Pakistan army. We know that deferent groups of Bengalis have devoted their attention to both of these two tasks but since there is no co-ordination of activities, one group doesn't know that others are doing. The result has been duplication of efforts in many cases. With a view to coordinating these activities, we have decided to bring out this news letter. Our main aim is to pool all information from various groups and disseminate this information for the benefit of all Bengalis and friends. We desire to have a central fund for all the money raised by different groups that it can be utilized to the best advantage.

Apart from news from different chapters, we shall pass on news from the central body of The Bangladesh League of America in New York for the benefit of all concerned. We also hope to bring to our readers direct news form the battlefield in Bangladesh.

* BANGLADESH NEWSLETTER: বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, শিকাগো শাখা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

In order to reach a larger audience we want to have a list of all the Bengalis and others who would want to receive our newsletter. We, therefore, request each of you to supply us with names and addresses which we may not have on our list. Please help us by writing immediately to.

The Bangladesh League of America, Chicago Chapter
5245 South Konwood Avenue
Chicago, Illinois 60615

RESISTANCE NEWS

The Pakistan government through its embassy is trying to convince Bengalis of this country with a flood of propaganda materials that conditions have returned to normal in Bangladesh, and that the entire independence movement was engineered by a “handful” of India-inspired “miscreants.”

All of this is pure nonsense. You will be better off throwing away this rubbish in the wastepaper basket if you can’t stop it from coming to you.

The main reason why the newspapers in this country do not carry any resistance news these days is that the Pakistan army has successfully scaled off the only motorable road between Calcutta and the western sector of Bangladesh. It was from this region that foreign newsmen based in Calcutta used to gather news during the first two weeks of the war. However, most of the 1300 mile border between India and Bangladesh is wide open. Indian newsmen and our own men are constantly crossing the border with news about resistance activities all over Bangladesh.

A Bangladesh representative who has just arrived in this country writes. "Sylhet (district) where the forests in the Tea Garden areas provide natural cover is still under control of the Bengal regiment. That a force is still holding out in the Chittagong Hill Tracts. That all over Bangladesh armed Bengalis have withdrawn into rural areas and are harassing army units through guerrilla action. This may be expected to increase in frequency and intensity as the resistance acquires more skill at this type of warfare, gets additional supplies and weaponry, of which sizeable quantities have already been captured from the Pakistan army and when the monsoons make the logistical problems of the army more insecure. The capability for waging a prolonged war is there because the political motivation of the people has been guaranteed by the indiscriminate character of the war waged by the army. By destroying villages within the range of their artillery and declaring these areas as 'free fire zones' they have made the Pakistan army and subject of hatred and a direct threat to the security of 75 million Bengalis who will be willing to resist or aid any resistance to this alien force."

Another Bengalis who left country about a month ago writes from Agartala: "Every day hundreds of young men are being trained for guerrilla action. It’s unbelievable how fast they learn. I am happy that I came. Otherwise I would have never known this dedication of the Bengalis, their love for their country and their willingness to die for its freedom and honor."

CHAPTER NEWS:

In this section of our newsletter we shall print news provided us by the different chapters as well as the national office of The Bangladesh League of America. We expect that chapter representatives will write to us directly about their activities so that we can pass them on to others. So far as we know apart from the national office in New York chapters of The Bangladesh League have been opened in Boston, Washington, Baltimore, Bloomington (Indiana), Houston, College Station (Texas), Berkeley and Los Angeles. There may be other chapters that we do not know of. So please let us know and send us your list of office-bearers. It is very important that we get together.

The National Office in New York informs us that a national convention of the Bangladesh League is being organized. It will be held in New York metropolitan area sometime in June. You will be kept informed about the specific dates, etc.

The New York group is also organizing a big rally in front of the United Nations on June 12, 1971. If you can come, please inform Mr. K.S. Ahmed, President. The Bangladesh League of America, 2667 Broadway, N.Y.C., N.Y. 10025. Phone (212) 866-7474.

OUR RELATIONSHIP WITH WEST PAKISTAN:

Almost all of us from Bangladesh had friends from West Pakistan before the military crackdown of March 25. it is important that under the changed circumstances we redefine our relationship with them. It is certainly not true that all West Pakistanis are our enemies. There are many of them who support our cause. (See the April-May ’71 issue of the **Pakistan Forum** edited by Mr. Feroze Ahmed, 1900 South Charles Street, Greenville, N.C. 27834.)

We must remember that our struggle for freedom may be a long one. We will need as many allies as possible. We can speed up our freedom not only by winning victories on the battlefields of Bangladesh but also in West Pakistan. Our West Pakistani friends can help us win that battle.

We feel that the reason why the majority of the West Pakistani do not yet support our cause is that they are either uninformed of are being misled by false propaganda showered upon them by the Pakistan Embassy. It is our responsibility to inform them about the events that led to the present crisis. We are sure once they know of our version of events they will revise their stands. We suggest that you lend them your copy of the Tajuddin Statement which contains a good background about the crisis. If you don’t have a copy let us know. We will provide you with another paper by Dr. Rehman Sobhan entitled **Bangladesh: Situation and options,** at a nominal cost.

JOBS AND SCHOLARSHIP:

We are currently exploring the possibility of obtaining jobs and scholarships for Bengalis from Bangladesh who do not wish to return home for the present. If your-

scholarship has expired or bas been terminated by the Pakistan government or you are in need of a job, please write to The Secretary, Chicago Chapter. The following details should accompany all inquiries: type of visa held, academic qualifications, job experience, type of job or scholarship desired. Also let us know it you have any visa problems. We may be able to offer some suggestions.

MAILING LIST:

We must have a list of all the Bengalis living in this country in order to maximize our strength. So please send the names and addresses of all the Bengalis you know to our Chicago address.

We also want to have a list of all friends and sympathizers of Bangladesh. If you think that someone should be on our mailing list, please let us know.

FUNDS:

The national liberation movement on Bangladesh is urgently in need of funds, especially foreign exchange. In order to meet these needs the League bas established two funds, a Bangladesh Relief Fund and a General Fund. Contributions to the former will be used only for relief purpose, money contributed to the latter will be used for covering the operating expenses of the League, for lobbying, and so on.

RELIEF:

Large amount of money are needed for immediate relief. As of this date, more than 2,000,000 people have left Bangladesh for India and people continue to leave at the rate of about 50,000 per day. The government of India and other groups are doing their best to cope with the situation. But they cannot do everything. The refugees in India are your relatives and countrymen. They need your help.

Conditions in Bangladesh itself are very bad, and there is every reason to believe they will get worse before they get better. Tens of thousands are homeless. The threat of famine and epidemic looms larger over the next months. And the military regime of Pakistan has made it clear that it intends to do nothing now or latter to relieve the suffering of the Bengalis. To the contrary, the army is making every attempt to destroy the economic base of Bangladesh and is prepared to starve the people of Bangladesh into submission. We in America must be ready to provide as much aid as we can, both now and over the many months that lie ahead. You can help. Contribute yourself and get your friends to contribute to:

Bangladesh Relief Fund
5245 South Kenwood Avenue
Chicago, Illinois 60615

OPERATING EXPENSES:

The League has undertaken a wide variety of activities as dictated by the present critical circumstances in Bangladesh. The difficulty is that all of these activities cost

money. In order to raise the money to cover these costs on a regular basis. We are asking those Bengalis who have jobs to pledge whatever per cent of their income they can afford to the League and make payments of this money to the League on a monthly basis. Please fill out the form below and return it to the Chicago Chapter:

I. ______________ (name), pledge $ ______________ every month as a

contribution to the Bangladesh League of America. I understand that my contribution will be placed in the General Fund of the League and is not, therefore, tax deductible.

Signed ______________
Date ______________
Address ______________
Telephone ______________

(Needless to say, all financial information enclosed will be held in strictest confidence by the Treasurer of the Chicago Chapter. Send your cheques to The Bangladesh League of America, 5245 South Kenwood Avenue, Chicago, Illinois 60615. You will receive receipts for any contribution you make, The Bangladesh government through its emissary informs us that arrangements are being made to make your contributions redeemable at a later. So please hold on to your receipts.)

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
EDITORIAL & ANNOUNCEMENT	BANGLADESH NEWSLETTER Chicago: No. 2*	25 May, 1971

Death continues to stalk over the land of Bangladesh. Everyday hundreds and thousands are still being killed by the Pakistani army as part of its policy of forcing the Bengalis into submission. Houses and property are being destroyed at random and already more than 3 million (see May 22, New York Times) people of Bangladesh have sought refuge in neighboring India more than 50,000, continue to pour in everyday. And yet the conscience of the world's government seems unperturbed. They are still concerned about maintaining the status quo. The recent agreement between the United States and the British government to shore up the crumbling Pakistani economy, under certain conditions, is a case in point (see New York Times, May 20). The agreement calls for greater justice for the Bengalis but within the framework of Pakistani the present reality is overlooked completely.

The reality is that Pakistan is dead and lies buried under the heads of Bengali corpses. The sooner this is accepted by all concerned, the better. To dream of any return to Pakistan as it existed before March 25, 1971, is absurd. The blood of a million Bengalis killed by the Pakistani army since that date cannot go in vain. The remaining 74 million Bengalis owe it to their slain brothers to sacrifice the last drop of their own blood, if need be, to safeguard the sanctity, sovereignty and freedom of Bangladesh. And they are ready for that supreme sacrifice. Let no man doubt the resolve of the Bengalis.

It is true the Bengalis resistance forces have suffered great reverses in the initial stages of the struggle for national liberation. They have lost city after city to the Pakistani army. But this doesn't mean that the resistance has been crushed. The authority of the army extends only up to the range of its guns in the cities. Beyond that the whole of the Bangladesh countryside is unspecified and under control of the liberation forces. These forces have regrouped and trained for guerrilla action during the last month and a half. They are now engaged in constant harassment of the Pakistani army. The cost of the enemy's operation has been high, both in financial terms and in terms of army casualties.

The world powers and the aid-giving nations can, of course, sustain the Pakistani military operation, by providing aid to the West Pakistan regime. This can only prolong the genocide that is now being carried on with ruthless efficiency. The scorched-earth policy of this barbaric force may further cripple the economy and lay waste the whole of Bangladesh. However, the West Pakistanis cannot rule the Bengalis again, no matter how much they reinforce their isolated enclaves of power. The army will remain as islands in a hostile sea with not a friendly face to turn to. Already more than 80% of the Bengali civil servants have joined the fighting alongside the liberation forces-thereby crippling

* এই সংখ্যা হতে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার শিকাগো শাখার নাম 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ' উল্লেখ করা হয়েছে।

the administration. The Bengali police and military forces have joined the struggle en masse.

Awareness of this reality dictates only one course of action for any government that cares for human lives and suffering. The Pakistani military should be forced to withdraw from the soil of Bangladesh. If the world is really interested in saving large numbers of innocent human lives, if democracy and freedom still mean anything to the world then Bangladesh must be helped and helped now.

To the World at large, then, Bangladesh makes its appeal. Chinese guns, American ammunition, British and Soviet equipment are being used in this act of genocide. Today the selfish interests of the great powers inhibits then from taking sides with freedom and justice. If these powers were to simply indicate that their own tools could not be used to commit genocide, that no further and would be forthcoming to Pakistan till their army withdraws from the soil of Bangladesh-where the people so overwhelmingly rejected West Pakistani domination on the last general election and where the flood of Bengali blood has drowned all hopes of reconciliation-then, that military machine of repression would grind to a standstill.

Till then we must stand alone and appeal over the heads of governments to the people of the world and ask them to tell their governments that the status quo is itself ephemeral. The future they seek in this region lies only with the people and not with their oppressors.

To the democratic peoples, the socialists and all people of humane impulse in West Pakistan, we appeal to them to exert their influence, whatever little they have, to see that the holocaust does not continue. Our quarrel was never with them, they must now bind together for a shared humanity and see to it that sanity prevails amongst their rulers. To them we say that a just society in West Pakistan can never be built from the blood and bones of the peasants, workers, students and intellectuals of Bangladesh. We will rise from the ashes of destruction to rebuild a new order, but because of their connivance, they will forever be held under the jack boots which tried to crush us.

As for ourselves we pledge that we shall not repeat the experience of 1947 when all the enthusiasm generated by the struggle for Pakistan was dissipated in building a society of privileges and greed. We have had rare opportunity of a second birth. Let us build with and for the people.

ANNOUNCEMETS

1) Since the beginning of the crisis in Bangladesh the Bengalis living in this country have felt the necessity of having a central organization to co-ordinate the activities of different groups. Accordingly, legal advice was sought from a law farm in Chicago and under their advice a new organization. The Bangladesh Defense League, was incorporated in Illinois as a non-profit, tax-free organization; though contributions to this organization win not be tax-exempt.

At a meeting held in Chicago on Sunday May 23 a Board of Directors for the BDL, was formed including one member from each of the groups represented at the meeting. The Board of Directors will be the decision making body of the League and co-ordinate all of its activities such as fund-raising and lobbying. So far the Board of Directors includes one member each from the Michigan. Illinois, Ohio, Indiana and Texas groups which sent representatives to the May 23 meeting. By the time this newsletter reaches you also be represented on the Board.

2) Another new organization, The Bangladesh emergency Welfare Appeal, has also been incorporated in Illinois for the sole purpose of raising relief funds for the war-affected and displaced people of Bangladesh. Contributions to the Appeal are tax-exempt, which means that people will be able to deduct the amounts they contribute to the Appeal from their annual income tax. Like the BDL the BEW A will also be managed by a Board of Directors including representatives of all the Bangladesh groups in this country. The Chairman of the Board is Dr. F. R. Khan, noted structural engineer, of Chicago.

The BEW A will soon launch a nation-wide appeal for funds. Further information together with receipt books will be mailed to the secretaries of the local groups.

3) The Bengalis in this country are dispersed throughout most of the United States many of you who will receive this newsletter may have formed groups that we do not yet know about. The next meeting of the Board of the BDL will be held in Chicago on June 6. If you wish to be represented at this meeting please send the name of year representative to the Secretary of the BDL, 5245 South Kenwood Avenue, Illinois 60615.

4) Justice Abu Sayeed Choudhury, the Vice-Chancellor of Dacca University and the Bangladesh representative to the U. N. is due to arrive in New York on Monday May 24. During his stay in this country he will meet with U. N. and U. S. officials.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial & News	Bangladesh* (West Coast News Bulletin) California : No. 1	1 June, 1971

Dear Patriots,

GREETINGS!!

After eight weeks' lapse since the start of the liberation war in Bangladesh it became necessary to find ways for coordinating a channeling the spontaneous patriotic response show by all the Bengalis residing in the West Coast of the United States. In order to arrive at some specific lines of approach for effective co-ordination and communication, a meeting was held on May 1971 at San Francisco among the representatives of Los Angeles, Berkley, and Stanford and San Francisco Bengali residents.

Since many of our compatriots are scattered over a wide area, we must set up an effective coordinating system to utilize the efforts and enthusiasm of all these scattered individuals in a well knit organized way. This will eliminate unnecessary expenses like long distance phone, calls etc. and unwanted expenditure of human energy. This news bulletin is the first step to set up the effective unified organization.

In the meeting of May 22, the following decisions were arrived at by all the representatives of Berkeley, Lox Angeles, Stanford and San Francisco.

1. The main coordinating body will be stationed at Los Angeles and will communicate with the other units of the West Coast at Berkeley, San Francisco, Stanford, San Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tucson (Arizona). It will also look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dallas, and Pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York, Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main coordinating body and it, will also convey the instructions received from the Bangladesh Government to all other units of the West Coast.

3. All units will exchange information of interest amongst themselves and will pass on the news to all local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Lox Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and other coordinating expenses.

5. Generally each unit will keep up the publicity campaign to expose the brutalities and the atrocities of the Pakistan army committed in our land, and promotes our

---

* Bangladesh (West Coast News Bulletin): বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া শাখা- আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ কর্তৃক মুদ্রিত প্রচারিত।

legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the American public in general and the representative Americans in particular.

6. Statements of all collections of funds will be submitted to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathizers will be prepared and the coordinators of each unit will send names and addresses of all such persons to the coordinators in Los Angeles.

8. Dr. Jyoti Das Gupta of Berkeley, a professor of political Science will advise anyone interested on political information and writing up of Political letters.

Names and addresses of the coordinators of some of the West Coast units are given below. The other units are requested to send the names and addresses of their coordinators to Los Angeles.

Los Angeles:

1. Mr. Abul H. Saadudding
505, Gayle Avenue, 401
Los Angeles, Calif. 90024
Tel: (213) 478-3166
2. Mr. Chandan Das
1621, Glendon Avenue, 7
Los Angeles, Calif, 90024
Tel: (213) 475-2946

Berkeley:

1. Mr. Jamal Munshi
1215 kains
Berkeley, Calif.
Tel: (415) 526-7417
2. Dr. Jyoti Das Gupta
Tel: (415) 524-8533

San Francisco:

1. Miss Amina Panni
770, Lake Marced Blvd.
Room 1330, Verducci Hall
San Francisco, Calif.
Tell: 91432(415)496-3179
2. Mr. A.B.M. Faruque
Tel: (415) 775-4966

Stanford:

1. Dr. Rafiqur Rahman
610 Circle Drive, Apt.1
Palo Alto Calif. 94303
Tel: (415) 325-5796

San Diego:

1. Mr. Ranadhir Mitra
3903-A Miramar Street
La Jolla
Calif. 92037

Santa Barbara

1. Miss Pramita Ghosh
6520, Cervantes Road, 22
Goleta, Calif. 93017
Tel: (805) 968-1372

Denver (Colorado)

1. Dr. M. Sher Ali
6401, West Colfax
Denver, Colo. 80214
Tel: (303) 237-7375

Tuscon (Arizona)

1. Dr M. Shafiqullah
1736 E. Broadway
Tuscon, Arizona 85719
Tel: (602) 624-5458

NEWS OF INTEREST

Berkeley A concert of Ustad Ali Akbar Khan (renowned Sarodist) Mr. John Handy (American jazz) and Mr. Zakir Hussain (tabla) was held on May 28, 1971 to raise funds for relief of Bangladesh refugee's in India. Nearly three thousand dollars were collected on the spot as donations.

San Francisco : A demonstration is being organized on June 2, 1971.

Los Angeles : All members have committed to contribute $ 10.00 every month to the organization and we hope members of other units will do the same. Donations are flowing in and more are expected. Plans are being arranged to hold a demonstration on June 11, 1971.

Tuscon (Arozona) : Publicity campaign going on in Arizona State University campus and donations are flowing in.

Denver (Colorado): Local chapter formed and funds are being collected. Attached to this newsletter is an enclosure describing the present state of politics in Bangladesh. It also includes an assessment of the people with whom the Pakistani military regime is hobnobbing to form a puppet Government in Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News On Activities for Bangladesh Movement	Bangladesh News letter Chicago : No. 3	10 June, 1971

SCHOLARS APPEAL TO NIXON

American, Canadian and other scholars specializing in the language literature, history, economy and life of Bangladesh and West Bengal held their annual conference at the University of Minnesota on May 29-30, 1971. Two sessions of the conference were devoted primarily to the discussion of the current events in Bangladesh. In a statement sent to President Nixon, Secretary of State and the members of the Senate and the House participating American scholars appealed to stop all military and economic aid to the Government of Pakistan. Following is the full text of statement.

As scholars of Bengal, we share a deep distress at the continuing attempt by the Government of Pakistan to kill and terrorize large numbers of Bengali people and to destroy their society. Having examined the extensive evidence available to us relating the events that have occurred in East Bengal since March 25, 1971, we can only conclude that it is the policy of the Government of Pakistan to eliminate Bengali culture and society as we presently know it. We are aware of the full seriousness of this charge and do not make it lightly, Yet we feel that we, as students of Bengali culture and society outside of Bengal, have a special, responsibility both to the people whose life and work we have studied and to our academic colleagues in East Bengal. As citizens of the country which has largely equipped the Pakistani army, we can not remain silent while that army kills the people to whom we are so deeply indebted. We therefore ask the U. S government to use all proper means available to it to bring an end to the killing in East Bengal. We are concerned at recent reports, for example, that of the Christian Science Monitor of May 26, 1971, that “the U.S. now is reported ready to participate in a standby loan of roughly $ 100 million to be given by the consortium this summer”. We believe that the U.S. should not give further assistance of any king to the Government of Pakistan until it ceases the use of military force in East Bengal, Moreover, we urge that all possible assistance be provided to the enormous and ever-increasing number of Bengalis who have been forced by the Pakistani army to leave their homes.

A similar statement has been issued by the non-American scholars expressing then concern appealing to the United Nations for immediate action.

ORGANISATION NEWS

A meeting of the Bangladesh Defense League was held in Chicago on June 6, 1971, to consider the ways and means of coordinating the activities of different groups around the United States and Canada. Representatives from Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Washington were present in this meeting. Bangladesh groups working in nine southwestern states already organized themselves into a zonal unit and sent a representative on their behalf to participate in the meeting.

Legal Counselor of the BDL explained the legal framework of the organization and clarified various legal points for the benefit of the participants. BDL accountant presented appropriate procedure for collecting funds and channeling them to the central fund. Other organizational matters were discussed in detail and arrangements for closer cooperation to achieve continuity and maximum efficiency in the efforts of the individual units were agreed upon.

A Board of Directors, under whose guidance the co-ordination of activities will be undertaken, was formed with on representative from each group. This will later be enlarged to include representation from all other groups not yet presented.

Mr. Mahmud Ali, former Vice-Consul of the Pakistan consulate in New York, who served his relations with the Government of Pakistan and declared allegiance to the Bangladesh Government, also attended the meeting and presented a report. The meeting approved the budget of the Bangladesh Mission in New York and the amount was released from the BDL fund.

The meeting also allocated funds to immediately establish a Mission in Washington D.C.

The meeting approved a guideline for all members of the BDL to the effect that each member will contribute a minimum of ten percent of his take-home salary to the BDL until the invaders of Bangladesh are driven out. Bangladesh Government is in urgent need of large sums of foreign exchange. All members and sympathizers are urged to donate maximum possible amount.

I was further decided that a research unit under the title ‘Bangladesh Research Center’ be established as a subsidiary of the BDL. The Research Center will be responsible for bringing out timely books, articles, papers, brochures, to advance the cause of Bangladesh and counter the false and malicious propaganda of the Pakistan Government and its embassies around the world. Bangladesh Research Center will welcome materials for publication and distribution. Please send us your suggestions.

The President of the BDL will visit the West Coast and contact the Bangladesh groups to change ideas with them with view to coordinating their efforts with other groups.

A nation-wide campaign for donation to the Bangladesh Emergency Welfare Appeal is being worked upon. A brochure to accompany the fund raising appeal is under preparation.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial	Bangladesh* New York : No. 3	16 June, 1971

EDITORIAL

Our country was born on 26th night of March is passing through much pain and agony. For all practical purpose, Pakistan as one country is dead. Bangladesh has come to reality out of much sacrifice and struggle for complete control of the territory has just started. This is the beginning of a long drawn fight against the foreign troops of Yahya's fascist military regime of West Pakistan.

Yahya's agent Tikka Khan will try to create quislings and will pick up few traitors from Bangladesh some of them may come out with statement under duress and gunpoint. We have no way of knowing the truth as there it complete blackout of any news. Foreign correspondents may now be allowed to enter and visit selected places under military supervision.

Awami League got a clear mandate for six points program by majority population of former Pakistan. Fascist military government declaring this party illegal, its leader's traitors, started bombing cities and villages, burned houses and student dorms, mowed down people under tanks. They have already killed more than a million by this time and forced more than 4 million to flee their home and to take shelter in neighboring India. According to Fascist military ruler, entire population of Bangladesh are "miscreants and infiltrators". Civilized world is not only shocked but have lost words to express condemnation of such unparallel barbarism.

Our task is tremendous at this moment. We have to realize once for all that we cannot stay as a colony of West Pakistan any more. Therefore, we have to continue our fight until we win. We have to inform American people by organizing seminars, teaching, fund collection drive, demonstrations, rally etc. to mobilize public opinion so that US Government stops military and economic aid to the West Pakistan based Yahya Government. We have to urge American people to send telegrams, letters and memoranda to their leaders and representatives to move in positive direction in favor of our people and the cause of Bangladesh. We have to watch the false propaganda of Pakistan Embassy and Islamabad and counter with truth, Bangladesh liberation army is more organized to-day. Number of Volunteers are increasing daily in thousands, training centers are coming up more in numbers and these are better equipped today. Commander-

* Bangladesh বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা শাখা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত। সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি: কে. এম. আলমগীর।

in-Chief of Bangladesh army General Osmani has predicted. “The Country will be cleared of the occupation forces within 14 to 18 months”

Surely victory is ours.

* * *

One of our freedom fighters who was known to all Bengalis Mr. Dewan Mahbub Ali suddenly expired while attending a political conference in Budapest this month (Inna Lillah …) We extend our heartfelt condolence to his family. Nation has lost a gallant fighter and an esteemed political leader whose replacement is hard to come in long time.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
A Glimpse of Activities	Bangladesh New York : No. 3	16 June, 1971

BANGLADESH LEAGUE OF AMERICA (NEW YORK)
A GLIMPSE OF ACTIVITIES

The East Pakistan League of America, now known as Bangladesh League of America was founded in 1947 as Pakistan League of America. Then Amended to East Pakistan League of America on December 12, 1970. Since *its* inception, it undertook various activities to further the cause of Bengalis both home and abroad. Here, a brief description of the activities of the League, centering around major Bengali national events are presented:

Cyclone: The League arranged a film show, *SHUTARANG* to raise funds for the Cyclone victims of East Bengal. It has held a demonstration in New York in protest of apathy of the Central Government forwards flood victims of East Bengal. The League dispatched letters, telegrams to the Government of the USA, US Ambassador in Islamabad and the US Consul in Dacca, protesting diversion of ships carrying food grains for the cyclone victims of East Bengal to Karachi. In addition to these, the Leage submitted a memorandum before the Human Rights Commission of the UN, pointing our colonial treatments of East Bengal by West Pakistani and urged for right of self, determination for the people of East Bengal.

General Elections: Devastating cyclone was followed by General Election in Pakistan. The League in its telegram to Sheikh Mujibur Rahman, dated March 6, 1971 hailed his landslide victory and pledged its unequivocal support for the Six-points program of the Awami League. The League also sent a telegram to Yahya Khan, demanding self-determination of East Bengal.

PROCLAMATION OF PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

Following ruthless army crackdown of the self-determination movement in East Bengal, Sk. Mujibur proclaimed Democratic People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971. The League left on stone unturned to rise up to the call of the Nation. The League immediately launched all out campaign to seek support for the recognition of independent Bangladesh and stopping genocide let loose by the army of Yahya Khan. Letters and telegrams were sent to Presidents of USA, USSR and France and Prime Ministers of UK and India, bringing to their attention the fact of the present crisis and urging upon them to recognize the independence of Bangladesh and use their good offices to stop the genocide in East Bengal.

Letters and memoranda were sent to the US Government and the members of the US Congress, requesting suspension of all types of US aid to the Government of Pakistan

with immediate effect and to help stop the genocide. The representatives of the League personally met almost all the Ambassadors of the Member States of the United Nations and requested them to condemn the atrocities of the West Pakistani troops in East Bengal and sought support for the realization of the right of self determination of the people of Bangladesh of its Government.

Telegrams were also sent to Mr. U. Thant, Secretary General of the UN requesting him to intervene in the crisis, in compliance with the article 99 of the UN Charter; he was also requested to send an UN observer and sponsor an UN supervised relief operation in Bangladesh. Several attempts were made in vain to have a personal interview with Mr. U Thant.

Organizational Activities: A Relief Committee of Bangladesh was formed with Mr. Nurul Amin Chowdhury as Chairman in a meeting on March 30. The Acton Committee, formed earlier, was enlarged in a meeting on April 4, 1971. On April 25, an Election Examination Committee was formed in view of the next general election of the League with Mr. Shahadat Hussain as Chairman.

CHAPTER NEWS

Greater Washington D.C. Chapter of Bangladesh League of America is in full swing of their activities to further the cause of Bangladesh. The Chapter has launched a vigorous lobbying campaign in the US Congress every day as a routine, a group of League members alternatively contact the Senators and Congressmen with relevant literature to prove our cause for Bangladesh. The response to this efforts is highly fruitful and affective. The League in collaboration with the local chapter of Bangladesh Friendship Association and American University arranged a seminar for Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India. It may also he mentioned the League has waged an impressive fund raising drive. In a general meeting of the League, it was agreed that each member of the League would contribute at least 5% of one’s salary each month to the League Account. The response to this commitment is highly favorable.

Dr. Badruddoza of Mason City, Iowa organized a TV Program in the local channel where he explained the events led to the declaration of independence by the people of Bangladesh. He also arranged sending more than 40 telegrams by his local American friendship to American Senators and Congressmen.

A panel discussion on Bangladesh was held in the International House, Columbia University, in the last week of April, 1971. Mr. & Mrs. Baman Basu, Dr. Rashiduzzaman and others participated in the discussion. After the discussion, it was resolved that a fund would be raised from the members of the International House to help the War victims in Bangladesh.

Dr. Zillur Rahman Athar, Dr. Habibur Rahman, Dr. Yunus, Dr. Ismail and others from Nashville, Tennessee, arranged a TV program in their local channel where they gave vivid accounts of the army led blood baths in Bangladesh.

*   *   *   *   *

RALLY IN NEW YORK

New York June 12, 1971. Under the joint sponsorship of Bangladesh League of America, Bangladesh Friendship Association and Joint Committee of Indian organizations, a mass rally in support for the cause of Bangladesh was held in New York on June 12, 1971. An estimated 1,000 people from different walks of life and from different regions of the country attended the rally. The speaker in the rally were Mr. Joyprakash Narayan. Dr. Iqbal Ahmed, Mr. William Ryan, Dr. Plastrik, Mrs. Anne Taylor, Dr. Alamgir and Mr. A. Pulley. The meeting was chaired by octogenarian freedom fighter Mr. P. C. Mukherjee.

Joyprakash Narayan, the Sarvoday leader from India pointed out in his address that the people of East Bengal did not want to severe their ties from the Union of Pakistan until the time when it was virtually forced upon them by the military Government of Pakistan. Mr. Narayan maintained that the independence of Bangladesh is inevitable since it is the life and death question of each and every Bengali in that region. He appealed to the leaders of the world in general and the free world in particular to exercise their good-offices in bringing lasting peace in the area immediately, in accordance with the wishes of the people. He attributed greater responsibilities to the Big power for restoring lasting peace in Bangladesh and he warned the leaders of the Big Powers that they would be held responsible for the miseries of Bengalis, if they fail to rise up to the needs and aspirations of teeming millions of Bengalis.

Dr. Iqbal Ahmad, a scholar from West Pakistan deeply condemned the acts of brutalities unleashed by the military Government of Yahya Khan. He termed the military Govt. of Pakistan as an extreme fascist Government. Dr. Ahmed extended his full support to the right of self-determination of the Bengalis.

Mr. William Ryan, US Congressman while addressing the rally urged the United States Government to withhold all types of aids for the Government of Pakistan till the rights of Bengal are restored. He assured his all out supports to the realization of the rights of self-determination of the Bengalis. Dr. Plastrik, Professor of the New York University also called for suspension of US aids to the Government of Pakistan till lasting peace is restored in East Bengal. He cautioned that the resumption of any US aid to the Government of Pakistan prior to the restoration of the rights of self determination of the Bengalis, win make USA as a party to the suppression of the inalienable fundamental rights of the 75 million Bengalis.

Mrs. Anne Taylor, the free-lance journalist, who earlier went on hunger strike in Washington for the cause of Bangladesh, apprised the audience with her eye-witness accounts of acts of brutalities committed by the West Pakistani armies against the unarmed civilians in East Bengal and finally, she appealed to the right thinking people in the USA to help realize the rights of self determination of the Bengalis Earlier, Dr. Alamgir, from Bangladesh League of America made a fervent appeal to the people of the USA to exert influence upon their Government to stop any aid to the Government of Pakistan till the independence of Bangladesh is fully guaranteed and the last soldier from West Pakistan is removed from the soil of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Bangladesh Counts On You	Bangladesh News letter Chicago : No. 4	1 July, 1971

Editorial

BANGLADESH COUNTS ON YOU

Three months have passed since the brutal army operation began in Bangladesh. During this time hundreds of thousands of defenseless Bengalis have sacrificed their lives at the altar of freedom and justice. A conservative estimate puts the number of those killed by Pakistan Army close to half a million. Six million people have been forced to leave their homes for the safety and protection on the other side of the border. A hundred thousand more continue pour into India everyday with tales of army brutalities, rape, torture, arson and killing. Thousand fall dead on the way from fatigue and exhaustion. And several more thousands have died from cholera and other diseases and continue to die every day in the overcrowded camps in India. An exodus of this magnitude is probably unprecedented in human history. Within its own limitations, the government and the people of India have done a super-human job in taking care of these helpless millions of refugees. We owe a deep sense of gratitude to them for coming to our aid at the time of our greatest need.

Within Bangladesh Bengalis are scarifying their lives to ensure that we can live as free and proud people for all times to come. The tales of their courage and determination are being documented everyday in the press.

But what are we doing for our motherland at time of her greatest need? We, who are living in the comfort and luxury of Western life, far removed from the scene of death, disease and destruction may ask ourselves: Have we given our utmost for the sake of our country? Individually and collectively, we must put every bit of pressure on the officials of this country to stop all aid to Pakistan, and take all possible measures to create strong public opinion in this country against any aid to Pakistan.

Secondly, Bangladesh in badly in need of foreign currency. A dollar goes a long way to help our cause. Let us pledge that from every pay check we will keep only an amount to cover bare necessities and the rest will go to help Bangladesh. Can we afford to do otherwise?

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Activities For Bangladesh Movement	Bangladesh News letter Chicago: No. 4	21 July, 1971

CO-ORDINATION BODY FOR WEST COAST BANGLADESH GROUPS

With the beginning of the liberation war in Bangladesh it became necessary to find ways for coordinating and channeling the spontaneous patriotic responses of all the Bengalis. In order to arrive at some specific lines of approach for effective co-ordination and communication, a meeting was held on May 22, 1971 at San Francisco attended by the representatives of Los Angeles, Berkeley, Stanford and San Francisco Bengali residents. The following decisions were taken in the meeting:

1. The main coordinating body will be stationed at Los Angeles and will communicate with the other units of the West Coast at Berkeley, San Francisco, Stanford, San Diego, Santa Barbara, Denver (Colorado) and Tuscon (Arizona). It will also look forward to setting up co-ordination with more units in Hawaii, Dallas, and Pittsburg (Kansas).

2. Active communication with New York, Washington, Chicago and Michigan bodies will be maintained by the main coordinating body, and it will also convey the instructions received from the Bangladesh government to all other units of the West Coast.

3. All units will exchange information of interest amongst themselves and will pass on the news to local members.

4. A remittance of 5% of the total collections will be made by all the West Coast units to the Los Angeles body in order to cover the overhead expenses of publicity and other coordinating expenses.

5. Generally each unit will keep up the publicity campaign to expose the brutalities and the atrocities of the Pakistan army committed in our land, and promote our legitimate claims of Bangladesh to complete independence amongst the American public in general and the representative Americans in particular.

6. Statement of all collections of funds will submit to Los Angeles.

7. A master list of all residents and sympathizers will be prepared and the coordinators of each unit will send names and addresses of all such persons to the coordinators in Los Angeles.

PUBLIC MEETING

A public meeting will be held on Thursday, June 24 at 8: P.M. at Friends Meeting House, Fourth and Arch Streets, Philadelphia, Pa. The purpose of the meeting is to

establish an organization, the FRIENDS OF EAST BENGAL, in order to 1) inform the American public of the events in East Bengal, 2) to Support relief work and 3) to appeal for an embargo on further aid to West Pakistan unit it ends its reign of terror in East Bengal. The meeting is being organized by Prof. Charles Kahn (University of Penn.) Rev. Richard L. Keach (Central Baptist Church, Wayne) and others. All are requested to attend.

NEWS IN BRIEF

A symposium of Bangladesh will be held at the University of Windsor, Canada, on July 7, 1971 at 7:00 P.M. The topic for the symposium is *THE CASE FOR BANGLA DESH.* Speakers will include Prof. Ron Inden, Department of History, University of Chicago, Prof. Ralph Nicholas, Department of Anthropology, Michigan State University, Prof. Peter Bertocci, Department of Sociology and Anthropology, Oakland University, Michigan, Azizul Huq Khondker, BDL director from Detroit. The place of the meeting is The Room, Assumption College, 400 Huron Line, Windsor, Canada. Everybody is cordially invited to attend.

The next meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense league will be held in Madison, Wisconsin, on July 3, 1971 (Saturday at 1:30 P.M. All members of the BDL and sympathizers are welcome to attend this meeting. If you decide to come please contact BDL, 408 Virginia Terrace, Madison, Wisconsin (Phone 608-233-0253).

The Bangladesh Information Center has been set up in Washington headed by Mr. Abdur Razzaque Khan. This office win coordinate all lobbying activities in Washington D.C. Please contact Mr. Khan (703-931-2997) if you need any guidance for lobbying.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial & Reports	Bangladesh (West Coast News Bulletin) California: No. 2	1 July, 1971

Editorial

BENGALI BLOOD ON U.S. HANDS

Finally, Bengali's blood is on U. S. hands. It's a pity that a Democratic nation like United States should flour the principles of Freedom and join hands with Pakistani dictators who are trying to subvert the very cause of this very country (U.S.) supposedly is fighting for in other parts of the world.

Sending of two ship-loads of arms to Pakistan, in the face of world indignation and repeated requests from the U.S. Senators, Congressmen and citizens to the contrary, shows blatant disregard for the human suffering precipitated by the Pakistani army with U.S. arms in East Bengal (Bangladesh). By aiding the bestial action of Yahya's herdes of wolves with arms supplied by U.S. tax payer's money, the Government of United States has forced the American people to become an unwilling partner in the genocide being committed in Bangladesh.

This is tantamount to the betrayal of human rights of unarmed Bengalis as well as a cynical deception of the American people by the Nixon regime. The Freedom Fighters of Bangladesh deserve applause from the American people, and the League members & their friends for continuing the struggle for Freedom in the face of increasing adversity and the strengthening of enemy hands by direct U.S. aid to Yahya.

We, on behalf of the League and the American people, fervently appeal to Mr. Nixon and his Government to desist from helping the enemies of humanity and cut off all aid to Yahya and his military junta till they are out of Bangladesh.

STORY BEHIND RAPES

Human Breeding Camps In Bangladesh: A few days ago, a Punjabi student, whose father is a Colonel and involved in military action in Bangladesh made some shocking and revealing remarks which must not be taken too lightly. He arrived in Los Angeles from Karachi only 10 days ago and was expressing the general feeling currently prevalent in West Pakistan-the feeling of intense hatred and dislike for the Bengali people.

It appeared from his boastful statements that the West Pakistanis now determined not to lose the colony in East Pakistan, are bent upon the idea of forced miscegenation (interbreeding of races) in Bangladesh. Soldiers and officers have been instructed and ordered to have forced sexual relationship with Bengali women at any cost, so that

enough children are born with West Pakistani blood who will increase the number of non-Bengalls in Bangladesh. Such a sinister move, heinous and detestable in itself, will surely cause the greatest damage to Bengali people, for these children when grown up, win naturally bear allegiance to West Pakistani people because of their blood relationship which will be amply manifest in their physical features. The West Pakistanis believe this great plan of theirs will start becoming effective within the coming generation Bangladesh will thus be killed once and for all.

To be blunt, in other words, Bengali women-our mothers, daughters, sisters, wives, and nieces are now facing the ultimate dishonor and degradation at the hands of the West Pakistani troops. They say that they had once conquered Bangladesh (Bengal) with 17 cavalrymen only. Probably they are now confident that their army of 70,000 soldiers will be able to conquer Bangladesh again in the twentieth century. The statement of the Punjabi student is not just a mere boast; perhaps *it* does have some truth in it.

PRISONER OF ONES OWN FOLLY

In the gloomy era of McCarthism in the U.S., the official foreign policy guideline was “those who are not with us-are against us.” The result of the guiding principle (which was the brain-child of the far-sighted Secretary of State-John Foster Dulles) was a “pactomania” which saw the U.S. forge artificial and often useless forty-seven alliances during the Eisenhower days. An integral part of this cold war foreign policy was the ‘containment of China’ which involved providing a strategic umbrella for countries bordering China. India and Pakistan were both offered military aid as a part of a bilateral defense agreement. India spurned the offer while Pakistan-obsessed with the idea of being overrun by India-embraced, it. India naturally felt that such infusion of arms into the subcontinent would cause an arms imbalance and tried everything it could to stop the arms shipment. The official U.S. line to India’s protestations was that such arms were given to Pakistan with the explicit understanding that they would be used for defense against China only. This official lie exploded in the face of the U. S. Government when Pakistan launched a full-scale attack on India in 1965 using the same equipment that the U. S. had provided. As the ‘diplomatic protests’ failed to produce the desired result, the U. S. imposed a new embargo on fresh arms shipment. It was a partial embargo in the sense that ‘non-lethal end items’ such as spare parts as well as jeeps and trucks could still be supplied. In order to lift the embargo unconditionally, Pakistan started making strong overtures to China & Soviet Union and obtained substantial military hardware in the process. So well did Pakistan set off one big power against the other, that the U. S. decided last October to resume the arms shipment using the official pretext that otherwise Pakistan would be overly dependent on the communist camp for its military hardware. This cruel hypocrisy has no resulted in the most ruthless genocide in the annals of human history paralleling those in the medieval ages. The hands of the Nixon Administration officials are stained with blood of the innocent Bengalis whose only offense was to demand proper representation on the governance of their state. To the total humiliation of the Bengalis against the brutal military machine of West Pakistan has been

added the shameless apathy of the U.S. Government toward the plight of the refugees fleeing to India. While millions of dollars are still spent today to bring the exiles from Cuba to "freedom" in the U. S. the money and supplies provided to alleviate the sufferings of six million refugees have been pitifully inadequate. The U.S. still prides itself as being the universal protector of human values and democratic institutions. When will the hypocrisy end?

A. K. M
Los Angeles

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Activities For Bangladesh Movement	Bangladesh News letter Chicago : No. 5	15 July, 1971

AMERICAN PEACE ORGANIZATIONS SUPPORT BANGLADESH

In the annual convention of the Peoples Coalition for Peace Justice (PCP) held in Milwaukee, Wisconsin, on June 25-27, resolutions were adopted supporting liberation of Bangladesh. Peoples Coalition is an umbrella organization of more than 100 peace organizations in this country. More than 800 delegates attended the conference.

Dr. Iqbal Ahmed, a West Pakistani scholar, was invited to address the plenary, session of the conference to appraise the situation in Bangladesh. Dr. Ahmed appealed to the delegates to organize a strong resistance to the U.S. policy of aiding the military junta of West Pakistan and stop the beginning of another Vietnam type U. S. involvement in South-East Asia

An all day Teach-in on Bangladesh, organized by Bangladesh Defense League attracted the attention of conference. Local news-media covered teach-in in detail various affiliated organizations of the PCPJ separately and the conference collectively discussed the Bangladesh issue and adopted action programs.

The following suggestions were sent out by the PCPJ to all its members from its Washington D. C. office:

What can we do in three weeks (MAX) to stop America from perpetrating the worst human Disaster in modern history?

Support PCPJ National Actions

The Peoples' Coalition has just planned three national demonstrations: New York, Washington and Sun Francisco. If you are in those areas, find out the demonstration details from PCPJ organizations and work on recruitment, media education, etc. (Also ask about the special May Day Tribe actions.)

Stimulate and Support Local Actions Elsewhere

Call your local groups and find out what they are doing about East Pakistan NOW (in a month it will be too late). Volunteer to get them moving.

Local Targets

Demonstrations at any Air Force, Army or Dept. of Defense supply agency or contract administration, protesting the Pentagon's continuing defiance of the Congressional ban on Pakistan arms shipments. (See N.Y. Times, June 22 and 25).

Lobbying

Get churches, etc. to write congressmen to support Gallagher Ammend to H.R. 8961 the Saxbe-Church amendment to the Foreign Assistance Act (Senate), banning all aid to Pakistan.

Also wire the State Dept. (protesting keeping secret American reports on conditions in East Pakistan)-Nixon, and the Senate Foreign Affairs Comm., etc. Call the following for information and literature, as well as local peace groups:

National: PCPJ Office-(202) 737-6800; Bangladesh League (Washington) (703) 931-2997; New York (Bangladesh) (212) 685-4530; Chicago (B.D.) (312) 288-02728; San Francisco (B.D.) (415) 325-5796; Philadelphia (215) 747-4747.

PROTEST SET OVER ARMS TO PAKISTAN

A coalition of peace organizations announced plans for demonstrations in three cities to protest American arms shipments to Pakistan.

Sidney Lens, a coordinator for the Peoples Coalition for Peace and Justice, told a press conference in Christ the King Church, 25 W. Jackson, that U.S. military aid is "propping up a vicious military dictatorship" in Pakistan.

Lens said the Peoples Coalition plants to demonstrate at federal buildings in New York, Washington and San Francisco.

David Burak, a spokesman for the Mayday Tribe, an organization affiliated with the coalition, said his group plans "disruptive demonstrations of a nonviolent sort to half the loading of armaments onto ships in New York."

He would not specify what the actions would be. (Sun-Times, July 1, 1971 Chicago).

WISCONSIN PEACE GROUPS DEMONSTRATE

A coalition of Wisconsin peace groups called Wisconsin Alliance in association with the Amercan Servicemen's Union (ASU) organized a demonstration on July 3 at the Pakistan Student's convention held at Madison. Demonstrators carried placards and stood silent vigil during the plenary session of the conference. The Alliance and the ASU earlier in a press conference announced their plan to stage a demonstration at the air port when the Pakistan Ambassador arrived. But the demonstration could not take place the Ambassador cancelled his scheduled appearance in the convention at the last moment. The Alliance and ASU sponsored a Teach-in on Bangladesh where Bangladesh literature was distributed. Dr. Iqbal Ahmed and Mr. Muzammel Huq addressed the well-attended teach-in and answered questions on Bangladesh. A number of TV and Radio programs on Bangladesh were organized by the sponsors on this occasion.

BDL BOARD MEETING

A meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense League was held in Madison on July 3, Activities and programs of the league were revived in this meeting.

BDL has urged all the Bangladesh groups in the USA and Canada to contact their local peace organization and co-ordinate their activities with the Address and telephone number of the nearest peace organization can be obtained from Mr. Brad Little, 1029 Vermont Ave. N.W., Washington D.C. (Phone: (202) 727-8600)

FRIENDS OF EAST BENGAL

On Tuesday, June 24th, at the Friends Meeting Hall, at 4th and Arch Streets, a group of citizens concerned about recent events in Pakistan, formed The Friends of East Bengal, a non-profit organization open to all who wish to join. The following resolution of purpose was passed:

1. To help relieve the suffering imposed by military action against the people of East Bengal, since March 25, 1971.
2. To further the freedom and political self determination of the people of East Bengal.
3. To exert influence on the United States government to direct its policies to these goals.

Persons interested in joining or learning more about The Friends of East Bengal may contact:

The Friends of East Bengal C/o Charles Kahn
305 Logan Hall
University of Pennsylvania
Phila., Penna. 19104
594-8563
GR2-3969

COLUMBIA STUDENTS FOR BANGLADESH

A group of Columbia University students deeply concerned about the outrageous situation in East Bengal presented a petition bearing nearly four hundred signatures of students and professors to the United Nations. The petition urges certain specific measures designed to stop the blood-bath in Bangladesh Signers include two Nobel Laureates.

PUBLIC MEETING IN CANADA

At a public meeting at International House, University of British Columbia on June 16, to hear Jay Prakash Narayan of the Gandhi Peace Foundation speak on the situation in Bangladesh the following resolution was approved.

"We call upon the President of Pakistan to cease terrorizing the people in whose name he govern and to reopen negotiation with the surviving elected members of the National Assembly so that democratic and responsible government can be restored to East Pakistan".

Forwarded by Professor Barrie M. Morris of the Department of Asian Studies, University of British Columbia, to Professor Ralph W. Nicholas, Asian Studies Center, Michigan State University, on June 16, 1971.

BANGLADESH ASSOCIATION OF QUEBEC

Naiyyum Choudhury, General Secretary of the Bangladesh Association of Quebec reports:

"Padma" carrying U. S. arms and ammunition arrived in Montreal port to load Canadian made Sabre Jet parts *for* Pakistan Air Force. The timely action of the Montreal Press resulted in putting an embargo on the Canadian arms shipments.

We are keeping a close watch on this North America-Pakistan conspiracy and trying to unveil it to the Canadian people by working with local press and sympathetic Canadians.

Demonstrations against the arrival of Padma were supported and joined by several labor groups including the Conference of National Trade Unions.

REPORT FROM MICHIGAN

From Michigan Mr. Muzammel Huq reports:

On the 29th of June I went to Grand Rapid to attend the convention of “Another Mother For Peace” to distribute information materials and give a talk about the situation in Bangladesh.

We have started a fund raising drive at the Michigan State University. An appeal signed by Prof. Ralph Nicholas (Professor of Anthropology), Prof. Bill Ross (Chairman, South-East Asian Studies Department) and Prof. Richard Niekoff has been distributed among the four thousand faculty members of the M.S.U.

At M.S.U students from Bangladesh in association with the Friends of Bangladesh have started a bucket dinner to collect funds. 300 tickets for the dinner have been sold in the first week. The dinner will be followed by a discussion of Bangladesh, Dr. Jamza Alvi from West Pakistan will speak to the audience to support the cause of Bangladesh.

(Please do write us about the activities of your group. Your programs may give Ideas for new plans for other groups: Bangladesh Newsletter).

BANGLADESH ASSN. OF DELAWARE VALLEY

Bengalis living in and around Philadelphia have formed an organization in order to co-ordinate their activities in furthering the cause of Bangladesh. This organization will make available to interested individuals informative materials from the Western press. For more details contact the Association at 49 Marboro Lane, Willingboro, N.J. 08046.

BANGLADESH LEAGUE CONVENTION

The annual convention of the Bangladesh League of America was held in New York on June 26, 1971. Apart from the New York group, chapters of the Bangladesh League represented in the convention were Washington, D. C., Kentucky, Tennessee and N. Carolina. Observers from the Bangladesh Defense League, Bangladesh Association of Delaware Valley and the Bangladesh Association of Ohio were also present. The day-long activities of the convention included reports from the chapters and other Bangladesh organizations. Convention was concluded with the formation of a coordinating committee to co-ordinate the activities of different groups working for the liberation of Bangladesh and the election of the executive committee of the League.

BANGLADESH DEFENSE LEAGUE LINKS UP WITH WEST COAST CROUPS

Dr. F.R. Khan, President of the Bangladesh Defense League attended a meeting of the Bay Area Bangladesh groups and sympathizers held in San Francisco on June 25, 1971. Representatives from the Los Angeles group were also present in the meeting. Dr. Khan explained the organizational structure of the BDL and the Bangladesh Emergency Welfare Appeal and gave a report on the programs and activities of these organizations. He emphasized the need for better co-ordination among all Bangladesh groups throughout the United States and Canada.

The meeting resolved that a part or all the funds raised by the Bay Area a organization will be channeled through the BDL and the Bangladesh Emergency Welfare Appeal. It was agreed that one representative of the group will be nominated to serve as, a member of the Boards of Directors of the BDL and the Bangladesh Emergency Welfare Appeal.

A second coordinating meeting with the president of the BDL is scheduled to be held in San Francisco on July 18, 1971.

FROM BANGLADESH MISSION, NEW YORK

Mr. A.H. Mahmud Ali of the Bangladesh Mission in N. Y. has supplied us with following information:

1. The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of minorities-an organ of the United Nations-is meeting in N.Y. from the 2nd of August, 1971. This Sub-Commission is an expert body and therefore is an appropriate U.N. organ to consider and look into the human rights aspects of the situation in East Bengal. Anybody who has some information, may address a letter to the Secretary-General of the United Nations with a copy to the Bangladesh Mission, 10 East 39 Street, Room 1002A, New York. 10016.

Those who have left East Bengal after the 25th of March, 1971, can testify before non-governmental organizations such as The International League for the Rights of Man which are in consultative status with the U. N. so that their testimony can be presented to the Sub-Commission.

Letters received from refugees in India or from East Bengal would be useful.

Those interested in testifying, may kindly write to the Bangladesh Mission.

2. The U. S. Presidential Committee on Foreign Scholarships is meeting in early September next. This Committee decides on the grant of funds to educational institutions in foreign countries.

Those who have left East Bengal after March 25, 1971, may testify before this Committee. Those interested may write to the Bangladesh Mission.

ACTIONS SUGGESTED

1. **Generate** as many calls, letters and telegrams to Senators and Representative from all possible states. Ask that they co-sponsor the Church-Saxbe amendment S-1657 and similar legislation in the House (Gallagher amendment). Urge them to make public statements and Query the Department of State and the Pentagon.

2. **Talk** to your local civic groups and inform them of the magnitude of the disaster in Bengal and how we are presently involved.

3. **Follow** all possible newspapers for information daily. Have someone in your area keep a briefing file.

4. **Support** your local Bangladesh group. Indicate to them the value of pressure on Washington.

5. **Send** your best informed people to assist directly in the large job of informing Congressmen.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial and News on Bangladesh Movement	Shikha* New York : No. 5	1 August, 1971

Editorial

UNITED WE STAND…

It has been quite a long time since Pakistan army's bloody campaign to stop first the autonomy movement and then the independence movement of the Bengalis in Bangladesh started on March 25, which resulted in the massacre of the Bengali population in general and the intellectuals in particular and the exodus of about seven million terror-stricken people. The conscientious people of the world have cried out in anguish and condemned the mediaeval barbarism of Pakistan Government. But the so-called world powers, big or small, with a few exceptions, have maintained silence over this worst genocide of its king since Hitler's time. The hue and cry raised by their people failed to reach them penetrating the formidable barrier of power politics. The exceptions are India, U.S.A. and China. India along with the monumental task of taking care of about seven million refugees has publicly supported the cause of the people of Bangladesh, while U. S. is sending military equipments to feed the blood-thirsty military junta of Pakistan despite tremendous pressure from within and outside the government to stop all military aid to Pakistan until a political accommodation is worked out for the Bengalis, China, who has been the most outspoken critic of 'the aggressors and their running dogs' has been turned into a running dog herself by taking sides with the Pakistani aggressors. While this goes on, Bangladesh is bleeding and she is bleeding profusely.

The lesson is we, the people of Bangladesh, have to fight and liberate our 'golden Bengal', with whatever means we have, without even the moral support of these world powers. That means, our Mukti Bahini and our peasants and workers inside occupied Bangladesh are our only saviors.

What we need at this crucial point of our history making is a global unity-unity among all political parties and fighting forces. At the same time, we have to induce and instruct the populace inside Bangladesh, and this, we think, should be given serious considerations because the most important factor in guerrilla warfare is the active support of the populace. Only when the entire population of Bangladesh takes up arms will the castle of military junta collapse. The Awami League, undoubtedly, commands the overwhelming mass support in Bangladesh, but the National Awami Parties and other parties, who have pledged their support for the independence struggle, also are influential in some areas. It is imperative that all the parties, regardless of their differences in political and social ideologies, join hands and from a broad liberation front to cope with

* Shikha: বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক শাখা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত।

the 70,000 well-trained professional army. The longer we wait, the firmer will be the grip of the West Pakistani vampires on us and harder will it be to throw then off.

ACTIVITIES IN AND AROUND AMERICA
Ali-Choudhury in Canada

International news of the civil war, massacres, fights of refugees and cholera epidemics are misrepresentations, being circulated by powerful financial groups", said Mr. Hamidul Huq Choudhury and Mr. Mahmud Ali in a press conference while about 15 men and women paraded in protest with placards outside the National Press building. The protestors welled chants like "Long Live Bangladesh", "Down With Traitors", "Ali Choudhury Go Back Home".

Mr. Choudhury, who did most of the talking at the sparsely attended press briefing, challenged the commonly cited figures about 6,500,000 for the number of refugees who have fled to India. He denied there was a genocidal policy being conducted by the soldiers of Yahya Khan.

For the most part, Mr. Choudhury met direct questions with long polemics that ranged far from the point of the question. He was challenged several times by frustrated reporters to stick to the point.

To one reporter who was in Dacca on March 7 and 8 and who described it as quiet on those days, Mr. Choudhury said, "This is your version. You will have to read, the papers".

Mr. Ali, a tough looking man who sat quietly most of the time, at one point leaned forward over the desk and speaking loudly and aggressively said, "If the country's integrity was at stake, it is the duty of (the army to uphold it… whenever necessary the army and the police will be used". (reported by Clair Balfour of the Globe and Mail. Toronto, July 22, 1971.)

From Toronto Mr. Sarwar Alam Khan, President of Bangladesh Association of Canada, reports:

The so-called 'Pakistan Solidarity Committee' in Toronto organized a meeting to be addressed by traitor Mahmud Ali in the Ontario College of Education auditorium on July 18, 1971.

To protest this propaganda tactics of Yahya Khan, the Bangladesh Association of Canada (Toronto) arranged a peaceful demonstration in front of the auditorium. As only 'Pakistanis' were invited, we decided to boycott the meeting totally.

The unruly West Pakistanis jumped on the lawful demonstration and attacked us with physical violence without any provocation from our side. When imposed upon us we had to retaliate, and they were forced to retreat. At this point, the police arrived and pushed them inside the auditorium. The meeting was reported to be a complete failure.

Demonstration before U. N.

About fifty Bengalis and American sympathizers staged a demonstration on July 24 before the United Nations. They were carrying signs showing "Free Mujib Immediately"

"Try Yahya not Mujib" etc. The demonstration organized by Bangladesh League of America. New York was in protest against the President Yahya's recent statement indicating the trial of Sheikh Mujib on charges carrying death penalty.

Later Bangladesh League of America handed over a memorandum to Secretary General U. Thant urging him to intervene with the authorities of Pakistan to halt the forthcoming juridical killing of Sheikh Mujib and to stop the genocide and try the perpetrators of the genocide by an International tribunal.

ISCO Appeals to World Power

International student Cultural organization (ISCO), New York, consisting of members from Germany, Poland, America, India, Iran, Sudan and many other countries, in an extraordinary meeting, demanded the immediate withdrawal of all invading Pakistani troops from Bangladesh and called on its brethren organizations to support the cause of democracy and self determination of the people of Bangladesh.

According to the chairman, Mr. Sudhangshu B. Karmakar, the organizations, has sent appeals to United Nations Ambassadors, heads and influential political leaders of different countries including premier Chou En-Lai and President Nixon urging them to use their influence on Pakistani military junta to stop immediately the genocide and withdraw all the killers from Bangladesh.

In response the National Council of Israeli Students has reportedly pledged their full support for the people of Bangladesh.

Beatles come to the Aid of Bangladesh

George Harrison and Ringo Starr of the four Beatles have agreed to give special concert on August 1, 1971 at the Madison Square Garden, New York, in aid of the refugee's children of Bangladesh. Ali profits of the concert will be handed over to United Nations fund for refugee's children in Bangladesh.

This will be Harrison’s first concert since 1966. Others who will join him in raising funds are reported to be Ravi Shankar and singer Leon Russell.

Pickets against Shipment of Arms

Members of Save East Bengal Committee, Friends for Bangladesh, Quakers and different Peace groups jointly picketed pier 36 on the East River in New York on July 23 against the shipment of arms to the West Pakistani government from the United States.

The Pakistani Lines ship Sutlej, berthed at the pier, is reportedly carrying military equipments.

Similar demonstration was also staged at Baltimore city port against arms loading into the Pakistani freighter Padma on July 15. Seven Quakers were arrested on that day.

The freighter Padma finished loading and sailed from Baltimore on July 18. Two longshoremen said that they had seen cannons aboard the ship.

Support Gallagher Bill

U.S. citizens, born in East Bengal, living in and around New York city, have sent letters and telegrams to congressmen urging them to exert all their influence to stop all aid to Pakistan and to support the bill passed by Asian and Pacific Affairs Standing Committee under the chairmanship of Mr. Gallagher. In their letters they also urged the Congressmen to support the Saxbe-Church amendment No. S-1657 when it comes to the floor.

Bangladesh Information Center

The Bangladesh Information Centre has been set up in Washington, D.C. The office will be a strictly non-partisan information centre and clearing house for all Bangladesh groups and sympathizers Following Volunteers are working in the office on a temporary basis now. M. Siddique, M. Yunus, F. Faisal, W. Greenough, Dr. Nalin (part-time), A. Taylor (full-time).

The Information Centre has published the first of its news letter. For more information write to:

Bangladesh Information Centre
418 Seward Square, Apt 4
Washington, D.C. 20003
or call: (202) 547-3194

ANNOUNCEMENT!! ANNOUNCEMENT!!

The General Secretary of the Bangladesh League of America, Inc. in New York announces the general meeting to be held on Sunday, August 8, 1971, at the Gulistan Restaurant, 145 Bleecker Street, New York at 11.00 A.M. Apart from the general discussions about the activities of the League, the meeting will decide upon the amendments to the constitution brought forth on the election day. Prof. Stanley Plastrik on New York University will speak on this occasion. All members and interested persons are hereby invited to attend the meeting.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
How The Pakistan Question Stands In Congress	Bangladesh News letter Chicago : No. 6	5 August, 1971

HOW THE PAKISTAN QUESTION STANDS IN CONGRESS

On July 15, the House Foreign Affairs Committee voted 17 to 6 in favor of the Gallagher Amendment (HR 9160) to withhold military and economic assistance from Pakistan until East Pakistan refugees have been returned to their homes and "reasonable stability" has been achieved in the country. We are hopeful that the entire House will follow the Committee's recommendations. For Congress to authorize the Administration's request of $131.8 million in economic and military aid for the fiscal year 1972 is to strengthen the control of the military regime and to deny help to the Bengalis who are being subjugated by the army.

In the Senate, the feeling against American economic and military assistance to the Pakistan Army is stronger than in the House. There are at present 32 co-sponsors to the Saxbe-Church Amendment (S 1657) to the Foreign Assistance Act of 1961. They are as follows: Allott, Colorado; Beall, Maryland; Bayh, Indiana, Bellmon, Oklahoma; Bennett, Utah; Beggs, Delaware Brooke, Massachusetts; Case New Jersey; Church, Idaho; Cranston, California; Eagleton, Maine; Gurney Florida; Hart, Michigan; Hartke, Indiana; Hatfield, Oregon; Hughes, Iowa; Humphrey, Minnesota; McCovern, South Dakota; Mondale, Minnesota; Moss, Utah; Muskie, Maine, Pastore, Rhode Island; Bell, Rhode Island; Proxmire, Wisconsin; Pandolph, West Virginia; Ribicoff, Connecticut; Roth, Delaware; Sax be, Ohio; Scott, Pennsylvania; Stovens, Alaska; Stevenson, Illinois; Tunney, California, *Please Act Immediately. These Measures are Presently Being Considered In Congress.*

How you can help:

In The House (in case the House fails to take action this week).

Your letter or postcard asking for your Representative's support for the Gallagher Amendment (HR 9160) to the Foreign Assistance Act is crucial in order to assure its passage when it reaches the a House floor. Each mailing is recorded on a tally which circulates weekly to every Congressman. In addition a thoughtful letter usually provokes a thoughtful answer, so we are enclosing a sample format letter which you may wish to send.

Suggested postcard format:

Support the Gallagher amendment (HR 9160) to the Foreign Assistance Act of 1961. Stop economic and military assistance to the Pakistan military regime. Support relief efforts in East Pakistan.

In The Senate

A mailing to your Senators asking for support of the Saxbe-Curch amendment (S 1657) is also important, Certain members of the Foreign Relations Committee need additional pressure, even though may not be from your state:

Sparkman, Alabama	Aiken, Vermont
Mansfield, Montana	Scott, Pennsylvania
Symington, Missouri	Pearson, Kansas
McGee, Wyoming	Spong, Virginia

Suggested Postcard Format:

Support the Saxbe-Church Amendment (S 1657) to the foreign Assistance act of 1961. Stop Economic and military assistance to the Pakistan military regime. Support relief efforts in East Pakistan.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editor's Note	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 61	5 August, 1971

EDITOR'S NOTE

We are sorry for the slight delay in the publication of this issue of our Newsletter. Both of our editors were out of town and our chief editor is still in Washington, D.C. helping lobbying efforts at the Capital Hall. We hope our readers will appreciate our difficulties.

There is a good chance that by the time this newsletter reaches you, the House of Representatives of the United States Congress will be considering the Gallagher Amendment and acting upon it. At least it is on the agenda for floor action on Tuesday August 3, 1971. Our Washington lobbyists feel encouraged by the responses from the majority of Congressmen and their aides they have contacted. We are very much hopeful that the amendment will pass the House.

The similar Saxbe-Church Amendment in the Senate will come up for floor action sometime in September when the Senate reassembles after summer recess. There is a stronger bipartisan feeling in the Senate in favor of the Amendment. (Both the Gallagher Amendment and the Saxbe-Church Amendment to the Foreign Assistance Act of 1961 will stop economic and military assistance to the Pakistan military regime till a political solution is found in East Bengal.) Already 32 Senators have co-sponsored the amendment. But it is important that we get more support. So please keep up the drive to have more letters sent to all the Senators during the month of August. Make your American friends write to their own Senators. And if for some reason the House fails to act on the Gallagher Amendment before the summer recess, letters and cables to all the Congressmen should also continue to flow in.

We are fighting for a just cause. Never have a people been so wronged as we have been at the hands of Pakistan. It is, therefore, comparatively easy for us to win support to our cause. Just let more and more people know about the facts and they will support us. Let us work a bit harder in August. If we can stop the U.S. government from aiding the tottering government of Pakistan, the battle in Bangladesh will be half won. The Mukti Bahini (Liberation Army) will do the rest for us, Joy Bangla!

ATTENTION

1. **The Bangladesh National Anthem on Record.** The BDL has made arrangements with a recording company in this country to produce a 45 r. p. m. disc record containing the national anthem of Bangladesh: "Amar Sonar Bangla". Already the preliminary for the recording. Two renowned singers from Bangladesh sang the anthem for the recording. The record will be available from the Bangladesh Defense League office. Please place your orders with our office.

2. We have reprinted several thousand copies of a booklet entitled "Why Bangladesh" (46 pages) originally published by the Public Relations Department, government of Bangladesh. We would like to sell this book in order to raise funds and also for publicity. We would like our readers to help. Please let us know how many copies you want for yourselves and how many you can sell. We would like to sell it at 50c a piece.

3. Senator Kennedy is expected to make a trip to the refugee camps in India sometime in August. Please write commending Senator Kennedy on his action and ask your friends to write too.

4. The format of the brochure for Bangladesh emergency Welfare Appeal (BEWA) has gone to the press. As soon as it is ready we will send it to different groups. The brochure may be distributed personally or mailed to prospective donors. We will send a copy of the brochure to each of our readers with our next newsletter.

5. The Bangladesh Information Center in Washington, D.C. has brought out its first newsletter which contains many useful in formations about lobbying activities etc. If you haven't received your copy please send your address to the Bangladesh Information Center, 418 Seward Square, Apt 4, Washington, D.C. 20003 (Phone: 202-547-3194).

SPECIAL NOTE

Below is a draft of a letter which could be sent to Congressmen and Senators. If your Senators and Congressmen have already indicated support for the Gallagher amendment or the Saxbe-Church amendment, it would be helpful if you would write them brief notes indicating your approval of the position each has taken. Senators or Congressmen with some sort of national constituency (such as Paul McCloskey or Harold Hughes) will undoubtedly take into account the opinions of persons writing to them from other states, particularly on an issue which doesn’t affect the home-town voters very much.

Dear Senator:

Knowing of your interest in international affairs and American foreign policy, we would like to convey to you our concern on the question of U.S. aid to Pakistan. The situation in East Pakistan, far from returning to normal, has deteriorated in the past several months. The report of a World Bank mission to East Pakistan last month confirms beyond any doubt, the existence of widespread fear, death, and destruction, as well as the disruption of normal activities. Bengalis continue to fear for their lives on a daily basis; the economic life of the area has been almost totally disrupted; and the food situation threatens to become desperate.

As long as the American Government continues to support the Pakistan Government with military and economic aid, it is, in effect, supporting the repressive action of the Pakistan Army and its persistent brutality toward a civilian population. As you know, eye-witness accounts have revealed that American planes, tanks and armored personnel carriers have been used in East Pakistan, and four Pakistan ships have carried military equipment from the United States to Pakistan since the outbreak of difficulties March 25, despite the imposition of a State Department ban on such shipments. On the basis of its

fact-finding mission to East Pakistan, the World Bank recommended to the Aid-to Pakistan Consortium that it temporarily suspend aid to the Government of Pakistan. Ten of the eleven consortium members have agreed to follow this recommendation. Only the United States is continuing its aid program. In the face of these evidence-eye-witness accounts, evaluations done by reporter admitted to East Pakistan, and the World Bank mission's report-it is inexcusable that the United States continue aid to Pakistan.

Therefore, we urge you to support an amendment to the Foreign Assistance Act of 1961 which is being proposed by Senators Saxbe-Church (Congressman Gallagher in the House). This amendment calls for the suspension of all U. S. aid to the Pakistan Government until there has been peaceful political accommodation in East Pakistan as determined by international observers. We are convinced that only firm Congressional action will result in the cessation of U. S. involvement in this tragic situation. In no way could American interests or the real interests of Pakistan be served by continuing to assist a regime which savagely suppresses its own people, flaunts the democratic process demonstrated in the elections of last December, causes a flood of more than seven million refugees to a neighboring state, and threatens the peace, security and development of the entire sub-continent.

Sincerely yours.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
* Economic Counsellor Resigns * BDL President Visits	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971

ECONOMIC COUNSELLOR AT THE PAKISTAN EMBASSY RESIGNS

Mr. A.M.A. Muhit a senior officer of the Civil Service of Pakistan and the Economic Counsellor at the Pakistan Embassy in Washington has formally resigned his post and severed all connections with the Government of Pakistan. In a letter to the President of Pakistan dated July 21, Mr. Muhit gave reasons for his resignation together with a total indictment of the Yahya regime. In his letter, Mr. Muhit questioned the legitimacy of the Yahya government, assailed it for its colonial ambition, savagery and utter lack of humanitarian concern.

It may be recalled that Mr. Muhit was awarded a Tamgha (title) for his meritorious services to the Government of Pakistan. His last home post was Joint Secretary, Natural Resources Division, Government of Pakistan.

We congratulate Mr. Muhit for his bold decision.

DOL PRESIDENT VISITS
SAN FRANCISCO AND HOUSTON

The President of the BDL visited San Francisco on July 18 to meet with the representatives of Bangladesh groups on the West Coast. A meeting was held on that occasion with representatives from the Bay area and the Los Angeles group. The meeting named a member from the Bay area to the Board of Directors of the BDL. The Los Angeles group will also select one person to the Board of Directors after their next general meeting.

The BDL President visited Houston, Texas on July 21st and met with the representatives of the South-West zone of Bangladesh Defense League. Among the things the group suggested was efforts should be made to merge all the three newsletters now being published in North America and have only one central Newsletter. (We welcome the idea. We will get in touch with the other two groups concerned: Editor Bangladesh Newsletter).

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News From Various Bangladesh Groups	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 6	5 August, 1971

NEWS FROM VARIOUS BANGLADESH GROUP
Bangladesh Association of the Mid-West

In about a week's time the Bangladesh Association of Midwest will launch a massive fund drive for relief of the victims of Pakistan Army brutalities in Bangladesh. Our Bloomington (Indiana) group informs us that the drive is aimed at the University community in particular. Already the Chancellor of the University of Indiana at Bloomington, several deans and about five chairmen of different departments of the University have issue appeals for the fund drive. Several State Senators have also supported the drive.

Bangladesh Association of Canada

The President of the BAC (Toronto) has sent us the following information:

The so-called "Pakistan Solidarity Committee" in Toronto organized a meeting to be addressed by traitor Mahmud Ali of PDP in the Ontario College of Education auditorium on July 18, 1971.

To protest this propaganda tactics of Yahya Khan, the Bangladesh Association of Canada (Toronto) arranged a peaceful demonstration in front of the auditorium. As only "Pakistanis" were invited, we decided boycott the meeting totally.

The unruly West Pakistanis jumped on the lawful demonstration and stacked us with physical violence without any provocation from our side. When imposed upon us we had to retaliate, and they were forced to retreat. However, at this point the Police arrived and pushed them inside the auditorium.

We wanted to have a peaceful demonstration, and as such we informed the Police about the demonstration beforehand. Whereas the "Solidarity Committee" with its gangster policy wanted to put us down with violence. Their attempt did not succeed, and the demonstration continued as scheduled.

The meeting was a complete failure; it proved to be nothing but, a farce to the audience.

Bangladesh Association of Saskatchewan

The President of the Saskatoon Branch of Bangladesh Association of Saskatchewan, Canada, writes interalia:

"Here in Saskatoon we have been doing whatever we can. Mostly it has been sending cables, letters etc. to the Canadian Governmental leaders. As you are aware, these have

produced results as far as Canada's reaction to the Bangladesh situation. The most recent one was that of cancellation of all export permits for arms, scheduled for PADMA."

San Francisco

The San Francisco group in collaboration with the Stanford India Association organized a program of songs by Joan Baez at the Stanford Frost Amphitheatre on July 24. The program was a great success. More than 12,000 attended the concert with many more waiting outside. In the middle of the program Miss Baez made an announcement that a major portion of the proceeds from the concert will go to aid the refugees from East Bengal. At the concert the Bangladesh group collected about 2500 signatures to a petition which was later sent to all Senators and Congressmen from California. The group has also mounted a massive letter-writing campaign to the congressmen in support of the Gallagher Amendment. They have also been meeting with many church heads in San Francisco to solicit help and support.

Los Angeles

The Los Angeles group informs us that they have contacted the Longshoreman's Association at Los Angeles and have received assurances from them that they will not load any military goods on any ship destined for Pakistan.

Champaign-Urbana

The group has arranged for a regular weekly film show of renowned international movies to raise funds for Bangladesh. They have already shown "Nayak" by Satyajit Roy on July 23rd. The film show was followed by refreshment in which Bengali food items were sold to raise funds. About $ 250 were raised. The next picture to be shown will be "Day Shall Dawn" the first Bengali picture produced in East Bengal which won international acclaim at the Moscow Film Festival.

Madison

The Bangladesh Liberation Committee of Madison has set up a permanent table at the Student Union of the Madison campus of the University of Wisconsin for distribution of literature on Bangladesh. For the last one month the group, composed almost exclusively of Americans, has been distributing literature and selling buttons supplied by the BDL. They have recently written an article for the Capital Times, the largest circulating newspaper in Madison, which was given prominent position in the newspaper. Recently they collected about 1500 signatures on a petition urging that all military and economic aid be stopped to Pakistan till its military withdraws from Bangladesh. The petition was sent to all Congressmen and Senators of Wisconsin.

Philadelphia

The Friend's of East Bengal have continued to be alter for any in-coming Pakistani vessel in their area. If and when such vessel appears in the Baltimore harbor this group plans to picket and obstruct loading of any arms and ammunition to Pakistan. They have already gotten assurances from the Longshoremen's Union that arms and ammunitions

will not be loaded by members of this union. The group has already distributed thousands of leaflets in the neighboring areas to make known their cause.

* * *

LETTER FROM A READER

Following is a letter received from one of our readers. Even though a newsletter of our type has little scope to print individual letters, we think it important to print this letter:

Dear Sir,

I am sure that by this time some of us has read the June-July issue of the *Pakistan Forum.* From this and previous issues, specially April-May issue one can see that the Pakistan Forum and its management is supporting the cause of Bengalis of Bangladesh for its liberation. Therefore, I think that all Bengalis of Bangladesh not only should read it but they should also help the management of Pakistan Forum so that non-Bengali Pakistanis can read it.

I, therefore, like to request you to please send a circular to all your local chapters requesting them to appeal to all its members and also appeal to all readers of your periodical “Bangladesh Newsletter” to send $ 10.00 to Pakistan Forum as one year's subscription, though the rate of subscription is $ 7.00 Because this extra $ 3.00 will help them send one copy to Non-Bengali Pakistani who don’t believe in Bangladesh. Because of its support of Bangladesh, the Pakistan Forum has “lost some of its subscribers.

Address of the Pakistan Forum is: Mr. Feroz Ahmed, General Editor, Pakistan Forum, 1900 South Charles Street, 22-D, Greenville, N.C. 27834.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editor's Note & Suggested Course of Actions	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971

EDITOR'S NOTE

Since the publication of our last Newsletter some important developments have taken place in this country vis-à-vis the Bangladesh situation.

1) The House has passed the Gallagher amendment to suspend all military and economic assistance to Pakistan. This was possible largely due to the efforts of all the Bangladesh groups in this country and due to many of our American friends. The Bangladesh Information Center coordinated the lobbying efforts in the Capitol Hill. We congratulate all those who helped in the lobbying and without whose untiring efforts our cause would not have received such wide support in the house.

Our next hurdle is the U.S. Senate. Already there are 32 Senators who have co-sponsored the Saxbe-Church Amendment in the Senate. There are a few other Senators who have not co-sponsored but who have expressed their support to cut all aid to Pakistan. We do not foresee any serious trouble for the amendment when the Senate considers it sometime in late September or early October. However we cannot relent in our efforts till the Senate acts upon it. This will require a large number of volunteers to lobby in the Senate in September and October. We urge you all to start making arrangements right away to make yourselves available in Washington, D. C. during that time. The need may also arise to lobby in U. N. when the General Assembly meets in October.

2) Another significant development is the defection of all the Bengali diplomats and Staff from the Pakistan Embassy in Washington, D.C. and the Pakistan Mission at the U. N. on August 4, 1971. we congratulate all those who defected and declared their allegiance to the People's Republic of Bangladesh. We hope this will generate the long-awaited movement which will see all the Bengalis still serving the government of Pakistan to similarly defect and declare allegiance to the Government of Bangladesh.

3) The significance of the defection was enhanced by the almost simultaneous arrival of Mr. Mustafizur Rahman Siddiqui in the U.S. Capital as the ambassador of the Government of Bangladesh. Mr. M. R. Siddiqui, a member of the National Assembly from Chittagong, arrived in Washington, D.C. on August 6, 1971. He is now in the process of getting acquainted with various Bengali in this country. He has already given a press conference in New York and appeared on various TV programs. A Bangladesh mission will be opened by him in Washington, D.C. within the next week or two. We welcome Mr. Siddiqui and extend to him our congratulations and whole-hearted support.

SUGGESTED COURSE OF ACTIONS FOR
BANGLADESH GROUPS

a) As advised in the telegram for the Bangladesh mission in Calcutta, we should hold rallies all over the U. S. and Canada to protest the trial of Sheikh Mujib and demand his immediate release. Also ask your friends to write to President Nixon, Mr. U. Thant, Amnesty international (address: Turnagaine Lane, Farringdon St. London EC6, England). Suggested format of telegram: "Pakistan military court holding secret trial for Bengali leader Sheikh Mujibur Rahman on fictitious charges. We urge you to use your good offices to prevent President Yahya from doing so".

b) Write to Secretary U. Thant pointing out to him the evil designs behind Pakistan's acceptance of the UN team of observers in occupied Bangladesh. Draw your arguments from Mr. M. R. Siddiqui's speech reported elsewhere in this Newsletter.

c) U. S. Senators are more amenable to pressures from their own constituencies than from anywhere else. If your local newspapers carry any favorable editorials or comments, please send a copy to each of your Senators.

d) The Massachusetts Senate has recently passed resolution similar in effect to the Saxbe-Church Amendment. Try and influence your own State legislatures co-sponsor and pass such resolutions. All such resolutions are sent to President Nixon and may influence his future decisions.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
* Bangladesh Ambassador Addresses - * BDL President’s Trip	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971

BANGLADESH AMBASSADOR ADDRESSES DETROIT MEETIN

Since his arrival in the United States Mr. M. R. Siddiqui, the Ambassador of Bangladesh to the United States has been traveling around the country on a get-acquainted mission with various Bangladesh groups. He has so far met the Bengali communities in Washington, D.C. New York, Connecticut, Boston and Detroit.

The meeting in Detroit was arranged by the Bangladesh Defense League of Michigan on Aug. 15. The President and the Secretary of the BDL were also present and so were a few members from other Midwest areas.

In his address to the group, the Ambassador of Bangladesh congratulated all the Bengali groups in the US for their "wonderful work" in propagating the cause of Bangladesh and for winning sympathy and support of the American public. "What you have achieved," he said, "has taken us a long way ahead."

BDL PRESIDENT’S TRIP TO WASHINGTON, PHILADELPHIA AND NEW YORK

Aug. 10-BDL President visited Washington, D.C., met with Mr. M. R. Siddiqui and the Bengali diplomats who recently defected from Pak. Embassy, discussed with them about matters relating to co-ordination of efforts between the Bengali community in the U. S. and the Bangladesh Missions in Washington and New York. Later he visited the Bangladesh Information Center to discuss about continued co-operation between the BDL and the Information Center.

In the evening, BDL President visited Philadelphia and met with the members of the Friends of East Bengal and the Bangladesh Association of Greater Delaware Valley. Measures were discussed to establish direct contact between these two organizations and the Bangladesh Defense League. It was agreed that measures should be taken to co-ordinate all communication between the three organizations. One person was named to the Board of Directors of the Bangladesh Defense League.

On Aug 11, BDL President visited New York and attended a meeting of the Bangladesh League of America which was attended and addressed by the Bangladesh Ambassador.

First-ever Definitive's of Bangladesh Was honored at a reception at the House of Commons in London on July 26th under the patronage of the Rt. John Storehouse

M. P. until recently Minister of Posts of the British Government, and Justice Abu Sayeed Chowdhury, bb envoy to the U. K. More than $ 23,000 dollar’s worth of stamps were sold on the opening day in England.

The stamps are designed by the Bengali artist Biman Mullick who designed Britain’s Gandhi stamp in 1969. They have been printed in England by the Format Security Printers Ltd.

Bangladesh postage stamps are used for internal and external mail. Post offices are operating in the liberated territories of Bangladesh. The Bangladesh mail, bearing Bangladesh Stamps, is accepted by the Government of India for onward transmission. (This is exactly the same relationship as existed for Nepal's postage stamps from 1881 to 1959, during which time mail from Nepal bearing Nepalese stamps were accepted by the Government of India for onward transmission.)

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News From Various Bangladesh Groups	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 7	20 August, 1971

NEWS FROM VARIOUS BANGLADESH GROUPS
Bangladesh Association of Midwest, Inc.

On the Move:

Dr. Islam is now in Bangladesh. On the way he visited Justice Chowdhury, the steering committee, and other groups and individuals in London. He is expected to be in Bangladesh till the middle of September. Dr. Banerjee went on a campaign on the Capitol Hill to mount support for the Gallaghar amendment to the Foreign Assistance Act and saw some of the Key Senators and Congressmen.

Dr. Bhattacharjee and Dr. & Mrs. Faroque went on a similar mission on the eve of the voting on the bill and spoke with 45 Congressmen and Senators/Aids.

These members also initiated a campaign in the Senate to "Save Sheikh Mujib's Life."

Dr. Bhattacharjee also participated in the meeting of the Friends of East Bengal in Philadelphia and in Columbia.

Dr. Banerjee is back from a trip to Montreal where he spoke to the Bangladesh group regarding US activities. Dr. Banerjee soon will leave for London and Paris.

Mail Bag:

A National telephone campaign was carried out urging various groups and individuals to send telegrams to their Congressmen in support of the Gallaghar amendment. More than 200 telegrams were sent to the 24 Ohio Congressmen. A nationwide telegram campaign to "Save Sheikh Mujib's Life" has been initiated.

Please send as many telegrams as you can to President Nixon.

Many personal letters and appeals have been sent by individuals and groups to the Senators, Congressmen and the UN.

Funds:

Individual members contributed generously for various projects. A massive fund raising campaign is now underway in Bloomington, Indiana. An early fall benefit concert is planned for the Miami University. Please let us know to help you stage a similar concert in your community. Funds are also being collected on Behalf of OXFAM. Let us know if you are interested.

East Lansing

Bangladesh Defense League, Michigan reports following activities: Symposium, Signature campaign (to stop aid) Letters and telegrams to Senators and Congressmen by U. S. citizens.

A 40-minute television program on Bangladesh, Benefit dinner, Collection booth and signature drive at the campus, Collection booth at shopping center.

Newspaper articles contributed by Dr. Nicholas, Mrs. Marta Nicholas, Dr. Alavi Radio Programs, Donation Appeal through newspapers. Faculty letter (2,000), Bangladesh, literature distribution in the Congress, Demonstration against US aid at State Capital Steps. Continuing educational programs at churches, service clubs (Rotary etc.), Peace Council, Dorms, Bangladesh buttons and bumper sticker sale.

Detroit

Azizul H. Khondker reports:

In the Indian Festival (July 30-Aug. 1) at the Detroit River Front Ethnic Festival ground, a Bangladesh booth was set up. Fifty volunteers from the Committee of the Concerned (Ann Arbor), Bangladesh defense League (Mich.), and the Bangladesh Association of America (Detroit), worked explaining the situation in Bangladesh, collecting donations and gathering signatures in support of the Gallagher Amendment. Over 13,000 signatures were collected. The entire proceeds from the Indian Festival was sent for refugees. The peacefulness of the Bangladesh booth was interrupted occasionally by gangs of West Pakistan “miscreants” who were routed by the police.

On July 7 a symposium was held at the University Of Windsor, Ontario in support of Bangladesh. The audience was larger than expected and it was very receptive. Members of the press were also present. The local station CKLW-TV ran a review of the symposium earlier the same night and on the following day the Windsor Star Weekend Magazine sent its special correspondent Ernest Hill to collect first hand news about the East Bengal refugees. He published his report in a nine page article in the weekend Magazine of July 31.

Ohio: Friends of East Bengal

B. Chandrasekaran reports from Ohio:

We are proud to report to you the starting of organization in Columbus called *The Friends of East Bengal.*

About 15 interested persons, mainly students and faculty members of the Ohio State University, got together the 29th July to discuss our responses to the tragedy in Bangladesh. We had a larger meeting organized as a result of our decisions at this first meeting. The second meeting which was actually the charter meeting of the Group, bad an attendance of more than 60 people this time representing a larger cross-section of the community and was held on 5 August. We were fortunate in having as our main speaker

Dr. J. K. Bhattacharjee of Oxford, Ohio who has been very active for the cause of Bangladesh, and has been in contact with many similar organizations. The meeting was a great success, in the sense most of the attendees have agreed to serve on one committee or another as volunteers.

We have already organized sign-a-campaigns for petitions to Congressmen and the President to end military and economic aid to W. Pakistan. As a result of our appeals to the local Unitarian and Catholic churches, over 100 telegrams were sent over the last weekend, urging local Congressmen to vote in support of the Gallagher Amendment, Displays and information booths in many centers in Columbus are planned. We are planning to concentrate on the local church groups in the beginning for collecting radio for refugee relief. Public service spots on television and radio for this purpose are also planned.

At the moment there are three major committees in operation: 1. relief 2. Publicity and information and 3. Organization of charity shows, large meeting, etc.

The address of the group is:
Friends of East Bengal
P.O. Box 3035
Columbus, Ohio 43210

Arizona: Friends of East Bengal

Jon Markoulis writes from Arizona: We have started a "Friends of East Bengal" group in Tempe, Ariz. So far we have called a press conference and held a vigil in front of the Federal Building in Phoenix. The object was to educate the public in this area because the local papers are not carrying the story. The TV coverage we got was not very good. As a group we asked that the US stop aid to West Pakistan and use its troops in Asia to get food and medical supplies to the people in need, in East Bengal. So far we have collected about $ 100 which we gave to UNICEF.

The peace centers in Tempe and Phoenix, The Catholic center for pence and Justice, WILPF and UNICEF make up our group. In September we are going to hold a panel discussion on the situation in East Bengal. The address of the group:

Friends of East Bengal
1414 S. McAllister
Tempe, Arizona.

Milwaukee August 12, 1971

Ron DeNicola writes from Milwaukee Peace Action Committee: The meeting Tuesday night was relatively a success. Twenty people showed up including several Marquette Indian students from the International Student Club.

We split the group into two causes, one on relief and the larger on political action and the education. Next Tuesday at 8:00 P.M. We will have our second meeting which basically will deal with an internal workshop, this meeting wilt be most important as its objectives are to educate ourselves to the utmost. I hope you or a BDL representative can attend.

Wednesday had our press conference in which we made public statement to the effect that relief and educational efforts on East Pakistan will be centered at the PAC in Milwaukee and asking the community for support. There was good coverage on only one TV station, channel 6.

Bangladesh Association of Canada

Toronto

'Crisis in Bangladesh' was the theme of a symposium held on August 5, 171 at 7:30 P.M. in the University of Toronto campus under the auspices of 'The Bangladesh Association, University of Toronto. The following were the speakers:

1. Mr. Andrew Brewin, Member of the Canadian Parliament
2. Mr. Frederick Nossal, Associate Editor of Toronto Telegram.
3. Mr. Paul Ignatieff, Director of UNICEF Toronto
4. Mr. Leslie Smith of Food and Drug Directorate, Department of National Health and Welfare.

Mr. Brewin was one of the three members of the Canadian Parliamentary Delegation which, on the invitation of The Governments of India and Pakistan, visited recently the refugee camps in India and also Bangladesh. He reiterated his earlier stand that any political solution in East Bengal must reflect the wishes of the people expressed in the last December election.

Mr. Ignatieff emphasized the need of a massive relief for the refugees in India which he called 'a crisis inside a crisis'.

Mr. Smith gave his eye-witness accounts of the difficult situations the refugees are passing through. A documentary film which Mr. Smith took was also shown.

California: Joan Baez benefit Concert

Famous folk singer Joan Baez gave a concert on July 24 at the Stanford University campus for the benefit of the 7 million refugees of Bangladesh, The concert was attended by over 12,000 persons from San Francisco Bay area. It was organized by Mrs. Ranu Basu and others from the Stanford India Association. The members of the American League for Bangladesh, the peoples Union and the Institute for the Study of Nonviolence helped tremendously in publicizing and staging the concert.

At the concert, members of American League for Bangladesh and of the Stanford India Student Association distributed over 8.000 leaflets which exposed the U. S. complicity in the genocide in Bangladesh. The leaflet pointed out recent U. S. shipment of arms to the brutal Pakistan Military Junta and the Administration's declared policy of continuing to do so. Mrs. Joan Baez Harris condemned the Administration's immoral and shameful policy and asked the 12,000 member audience to sign a petition which urged the U. S. Government to stop all aid to the repressive regime in Islamabad. Several thousand of audience signed the petition.

New York Friends of East Bengal

The Friends of East Bengal (New York) held a mass rally in New York on August 14 in co-operation with the Bangladesh League of America. About 500 people participated in the rally that took place at the UN Plaza from mid-day to about 3 P.M. The rally was addressed by Dr. Alamgir of the Bangladesh League. Dr. Iqbal Ahmad and Ejaj Ahmad two noted scholars from W. Pakistan, and by Mr. S. J. Avery of the Quaker project.

The speeches were followed by several small workshops on the Bangladesh crisis.

An eighty page booklet containing a historical summary of Pak-Bangladesh conflict since 1947 put together by the Friends of East Bengal was distributed at the rally together with many other pamphlets. The address of the Friends of East Bengal (New York) is: 13 E. 17th St. 6th Floor, N.Y., N.Y. Phone (212) 741-0750.

*   *   *

ANNOUNCEMENTS

1. We are enclosing the Bangladesh Emergency Welfare Appeal brochure with this newsletter as a specimen copy. Please let us know how many you want to distribute to prospective donors in your area.

2. Those of you who have requested us for the "Why Bangladesh" booklet, please allow us another week before we can mail them to you.

3. Please send us a report of your group activities for publication in our newsletter Send us paper clippings too from your local newspapers.

4. We have reprinted a large number of bumper-stickers: "Stop Pakistan Genocide in Bangladesh." We will supply them to Bangladesh groups at cost.

BANGLADESH POSTAGE STAMPS

A set of eight postage stamps has been issued by the Bangladesh Postal Department. The inauguration of the Entire set of Bangladesh stamps are available at a cost of $ 2.64 from *Inter-Governmental Philatelic Corp. P.O. Box. 259,* Cedarhurst, N.Y. 11516. Bangladesh groups are encouraged to use these stamps for fund raising purposes.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Week-long Demonstration Against World Airways	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 8	10 September, 1971

WEEK-LONG DEMONSTRATION
AGAINST WORLD AIR WAYS

Members of the Chicago Friends of East Bengal organized a weeklong demonstration beginning on August 24 against World Airways, Inc. Demonstrators gathered everyday outside the Equitable Building in downtown Chicago carrying signs protesting the lease of two Boeing 707s to Pakistan for ferrying troops from West Pakistan to Bangladesh.

PIA, Pakistan’s official flag carrier, has seven of its own Boeing 707s. The two leased from the World Airways have been added to the fleet. PIA is paying the Oakland, Calif.. based World Airways 170,000 dollars a month for the two leased planes.

Demonstrators were throwing a large number of a paper planes "carrying tanks and troops" to draw the attention of the public to the collaboration of the airline in the massacre that is being perpetrated in Bangladesh, Roadside lectures by the demonstrators were attended by large group of sympathetic listener's every day.

To reenact the heaps of dead bodies floating through the rivers in Bangladesh the demonstrators put a number of human body shaped balloons bathed in red dye in the water.

Dick Murray and William Hogan, two organizers of the demonstration, were arrested on Monday (Aug. 30) on charges of polluting the water.

Demonstration ended on August 31. Chicago newspapers and television gave detailed coverage to the demonstration.

DEFENSE LEAGUE MEETING

A meeting of the Bangladesh Defense League will be held in Chicago on Saturday, September 11 to review the activities of the League and adopt a comprehensive program for all. All are encouraged to attend. For details call (312) 288-0728.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News From Bangladesh Groups	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 9	25 September, 1971

NEWS FROM BANGLADESH GROUPS

Colorado

Dr. M. Sher Ali, president of Bangladesh League of America, Colorado, reports:

A booth was set up in the Blue Room Mall of Cinderella City, the largest shopping center in the mid-west on August 14.

On August 21 a variety show was staged to raise funds.

On August 31 Ambassador Siddiqui and Mr. M. A. Muhit addressed a largely attended press conference in Denver, Local radios, newspapers gave extensive coverage of the press conference. The ambassador met state political leaders and appraised the Bangladesh situation.

Indiana-Ohio

Representative of various Bangladesh groups and Friends of East Bengal attended a meeting of the Bangladesh Association of Midwest on September 18 to hear a firsthand report from Dr. Aminul Islam who has just returned after a six-week tour of duty with the Bangladesh government. Dr. Islam worked closely with the Mukti Bahini and the Ministry of Foreign Affairs. Persons or groups interested to know more about the current situation may contact Dr. Islam (1271) Mt. Vernon Ave., Dayton, Ohio (45405).

Urbana, IL

An international film festival has been organized in aid of the children of Bangladesh in the University of Illinois campus. Seven feature films from seven different countries will be shown September 20 through 26.

Tennessee

President and several members of the Bangladesh League of America, Tenn. Attended the meeting of the Bangladesh Defense League in Chicago and expressed their desire to co-ordinate their activities with Defense League. A member will soon be nominated from Tenn. to join the Board of Directors of the Defense League.

Toronto

A benefit presentation of Satyajit Ray's "Dui Kanya" was organized on August 26. There were four showings of the movie. Entire proceeds from the presentation was donated to Oxfam of Canada.

Another charity performance has been arranged for September 17. An evening of music and dances at Eatons Auditorium will be highlighted by the performances of playback singer Suman Kalyanpur and party. Proceeds will go to Oxfam.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editor's Note	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 9	25 September, 1971

PLEASE NOTE

1. With the opening of the college and universities we expect requests for speakers to speak on Bangladesh from various campuses. On behalf of Bangladesh Defense League Dr. J. Bhattacharjee will maintain a list of speakers and organize all lecture assignments for various parts of the country. Those who are interested to be included in the speaker's pool and those who need their service please contact:

Dr. Jnanendra K. Bhattacharjee.
Dept. of Microbiology
Miami Univ., Oxford, Ohio 45056
(513) 529-4727

Dr. Bhattacharjee will also supply information and provide assistance in organizing benefit performance for your locality.

Along with the 7th issue of the Bangladesh Newsletter we have mailed a specimen brochure prepared for fund raising by the Bangladesh Emergency Welfare Appeal. We requested all interested persons and groups to feel free to ask for required number of brochures to raise funds. We would be happy to supply these brochures on request.

3. A large supply of information materials has just been produced by the Defense League. Let us know if you would like to make use of some of them.

4. Bangladesh Mission in Washington, D.C. is publishing a weekly newsletter. If you are not getting it write to:

Bangladesh Mission
1223 Conference. Ave. NW
Fourth Floor, Washington DC 20036.

5. Friends of East Bengal, Nashville, TN, is offering to help setting up Bangladesh Information Desks in school campuses. They will supply literature (you pay only mailing cost) and advise you on how to go about setting up desks. Contact:

Friends of East Bengal
Box 42, Sta B
Vanderbilt Univ.
Nashville, TN 37203

ANNOUNCEMENT

Members of medical profession have a special role to play in the freedom struggle of Bangladesh. Doctors in the United Kingdom have already organized themselves to provide medical assistance to the Mukti Bahini and the refugees. A similar move in North America has been initiated by the Bangladesh Defense League. All doctors are requested to contact Dr. Zillur Rahman Athar immediately for further communication at the following address:

Zillur Rahman Athar M. D.
808 Hillwood Bivd.
Nashville, TN 37209
Ph: (615) 356-3912

* * *

…Write to us giving your views comments and suggestions. Keep us informed of your programs. Send us addresses of persons interested in our liberation war. We'll send them the Newsletter and other literature.

-Editor

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Yahya's House of Wax	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971

Editorial

YAHYA AS HOUSE OF WAX

If wax figures could run nations, colonialism would have been a thriving business. Veteran colonial powers possessed no less skill and finesse in manufacturing native 'leaders' in their backyards than does General Yahya. History is replete with examples how these homemade 'leaders' along with their elaborate regal paraphernalia crumbled into bits and pieces in less trying situation than that exists today in Bangladesh. But, probably colonial minds work in a way that History cannot cure.

Yahya's backyard factory is working overtime to put up a grand wax museum of our time. A 'governor' a handy set of 'cabinet member' even a full line of assemblymen! Parody is the name of game. A very ambitious parody at that. The General does not plan to stop until he has put in a pre-fabricated 'constitution' as the center-piece of the show.

Nations around the world are watching the Pakistani military junta at their endeavour and are perhaps a little amused at their desperation. But the people of Bangladesh have very little to feel amused about. As the grand show of 'Change' unfurles on the show-window for the world amusement, skulls and bones pile up at yet faster ate behind the velvet screen. Life is becoming more and more insecure in occupied Bangladesh. Elsewhere on these pages we have reports describing continuation and intensification of savagery of the Pakistani occupation army while military chieftains are sweet-talking to the world to keep the US senators calm and the United Nations General Assembly hopefull.

Since History cannot cure the peculiar workings of the colonial minds, it has developed its own way of dealing with them. It crushes them under its wheels. People of Bangladesh determined *to* turn these wheels of history faster.

*   *   *

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

Saxbe-Church Amendment to the Foreign Assistance Bill is expected to be reported out of the Committee on Foreign Relations very soon. It will be ready for floor action by the third week of October.

Generate as many letters and telegrams to your senators as you can. Persuade your friends to write to their senators immediately. Better still, if you can, come to Washington D.C. to personally lobby in the senate. We are requesting each of our readers to organize lobbying contact Bangladesh Information Center, 418 Seward Sq. SE. Apt 4, Washington D. C. 20003 (Ph. (202) 547 3194).

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Death And Terror Reign In Occupied Bangladesh	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971

DEATH AND TERROR REIGN
IN OCCUPIED BANGLADESH

A higly placed citizen of Bangladesh who just fled the country attended the Bangladesh defense League meeting in Chicago on September 25. He gave a report on the current situation. For, fear army reprisal on the members of his family he left behind, he wishes not to be identified by name.

Dacca is a city of death and terror, he reports, and so is the rest of occupied Bangladesh. Nobody ventures to go out of their houses after sunset. If you go out, chances are that you may not return. Even for people who do not indulge in such risky enterprises-life is not quite guaranteed. Some of them, for no reason, disappear. You never hear from them again.

Offices and schools in Dacca are open, but ‘functioning’ hardly is a word to describe them. Bengali officers, high or low, are not trusted. They are relegated to positions of clerks while the army personnel keep the decision-making to themselves.

Attendance in Dacca University is below 5 percent. When the University opened for the first time only 32 Students attended out of Six thousand. Attendance has now increased to the present level after continuous campaign of reprisal against the parents. In Rajshahi University attendance, it still below 3 percent of total Majority of the students attending classes are non-Bengalis.

Out of 94,000 students who were scheduled to appear in the high schools graduation examination about 3500 appeared. Again, the bulk of them are non-Bengalis.

Bengali youths are prime suspect. Harassment and physical torture of the youth is common place of experience. Cities are gradually becoming the prison of the middle aged.

Atrocity stories proliferate, each competing with every other in terms or savagery. An eyewitness described bow a Bengali Wing-Commander of Pakistan Air Force was kept in his detention cell with legs tied to the ceiling. After 66 days of ceaseless torture he succumbed to death.

About 300 women prisoners in Dacca military Cantonment are not allowed to wear clothes because some of them have committed suicide by converting their saries into hanging ropes.

Rightist organizations like Muslim League and Jamat-e-Islami have been activated to recruit Razakars (vigilante group) Razakars are regularly sent out to loot and burn

villages at night. Later Government press releases condemn these activities by throwing the responsibility to the Mukti Bahini.

In the cities poor rickshaw drivers are forced into joining the Razakars. They are denied their driver’s permit unless they have served with the Razakars for a period.

Relatives of Mukti Bahini fighters are singled out regularly for wholesale reprisal, Guerrilla prisoners are sometimes released and sent back to their camps to collect information while Pakistan army holds their families as hostages.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News In Brief	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 10	10 October, 1971

NEWS IN BRIEF

Saskatchewan, Canada

Chancellor of the University of Saskatchewan declared September 30 as the Bangladesh Day. Bangladesh Association of Saskatchewan organized elaborate day-long program for the observance of the day. The campus community demonstrated its support for the Bangladesh cause by participating in all the programs.

Carbondale, Illinois

Annual conference of the Carbondale Peace Committee will be held on October 22, 23. Estimated 500 students will participate in the conference. The discussion of the situation in Bangladesh will be one of the major items on the conference agenda. Bangladesh Defense League representative will attend the conference and conduct a teach-in. Athens, Georgia

Bangladesh Defense League has been formed here. The League has launched a campaign to encourage US citizens to write to their representatives. Already 10,000 leaflets have been distributed.

Minneapolis, Minnesot

Bangladesh Crisis Committee has been formed in the University or Minnesot. The Committee has been sponsored by the faculty members of the university. On September 30 the Committee organized a public meeting to educate the people about the situation in Bangladesh. On October 2 a rummage sale was conducted by the members of the Committee to raise funds for Bangladesh relief.

Madison, Wis

Young World for Development, an organization of high school students, with chapters all over the US, organized marches throughout the country to collect funds for various causes. A marcher collects a dime from a sponsor for each mile he/she walks. This year Madison chapter of YWD will collect money for bb by marching on October 17. Bangladesh Defense League representative will speak to various Madison area schools for two weeks to acquaint the participants with the Bangladesh situation.

Unless you help *Millions will die of Starvation.* Send your contribution to Bangladesh emergency Welfare Appeal.

30, W. Monroe Street (5th floor)
Chicago, II 60603.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
University Professors Arrested, Dismissed	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 11	25 October, 1971

UNIVERSITY PROFESSORS ARRESTED, DISMISSED

The true face of Yahya's 'general amnesty' is emerging from under the sheep's skin with its unmistakably familiar features. A so-called screening procedure has been imposed on the faculty members of the Dacca University. After the preliminary screening the following faculty members have recently been arrested:

1. Prof. Ahsanul Huq
   Department of English
   Secretary of the Dacca University Teacher's Association.
2. Prof. K. M. Saaduddin
   Department of Sociology
   Secretary, Dacca University Club
3. Prof. Rafiqul Islam
   Department of Bengali
4. Prof. Shahidullah
   Department of mathematics
5. Prof. Abul Khair
   Department of History

The following faculty members have been dismissed:

1. Prof. A.B.M. Habibullah
   Head of the Dept. of Islamic History
2. Prof. Enamul Huq
   Professor Emeritus
3. Prof. M. Moniruzzaman
   Dept. of Bengali

The following faculty members have been served with warning notices:

1. Prof. Munir Chowdhury
   Head of the Dept. of Bengali
2. Prof. Nilima Ebrahim
   Dept. of Bengali
3. Prof. Serajul Islam Chowdhury
   Dept. of English

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News On Bangladesh Movement	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 11	25 October, 1971

TEN DAYS IN PIPE-CITY

Lafayette Park in Washington D.C. has got an opportunity to experience a mock-up of the greatest misery of our country. A miniature refugee city has sprung up in the Park to offer the citizens of Washington a closer view of the refugee camps in India. Organized by the Philadelphia Friends of East Bengal and supported by a number of Bangladesh groups in the region, a series of drainpipe shelters have been set up for a period of ten days beginning from October 14. This dramatization of the refugee situation has attracted the attention of the public and the press in Washington. Scores of volunteers from New York, Philadelphia, Baltimore, and Boston have arrived in Washington to join the participants in this ten-day program.

The program includes a march to the Pakistan Embassy on Saturday (Oct 16), a religious memorial service on Sunday and a mass lobbying in the Senate on Monday.

This ten-day "refugee camp" is run by "camp director" Dick Taylor who organized the "naval blockade" of the arms carrying Pakistani ship PADMA. Dick Taylor is assisted by David Hartsough and Bill Moyer.

MORE DIPLOMATS DECLARE
ALLEGIANCE TO BANGLADESH

By the end of the second week of October a total of 114 diplomats all over the world have severed their relationship with the Yahya regime and declared allegiance to the Government of Bangladesh. Among the diplomats who recently joined the liberation struggle of Bangladesh are: Pakistani ambassador to Argentina Mr. Abdul Momin, Political Counselor to the Pakistani High Commissioner to the U.K. Mr. M.M. Rezaul Karim, Minister-Counselor in the Pakistan High Commission in New Delhi Mr. Humayun Rashed Chowdhury, Mr. Latif in Beirut, Mr. Abdul Karim Mondal in Madrid, Mr. Nayebul Huda in Belgium and Mr. Mustafizur Rahman, First Secretary of the Pakistan Embassy in Nepal.

NEWS IN BRIEF

Michigan

A large rally was held in front of the Ann Arbor City Hall in support of the Bangladesh Liberation struggle. Among the demonstrators more than one hundred participants carried placards demanding the complete embargo on US arm shipment and economic aid.

A Teach-in was held in the University of Michigan on Bangladesh at the conclusion of the rally. Prof. Rhode Murphy, Director of the Chinese Study Center, Mayor Harris. Prof. R. C. Porter, Prof. of Economics, Prof. Rod Huber, Mr. Mozammel Huq, Mr. Rashidur Reza Farooqui spoke in the Tech-In.

Governor Milikan of Michigan has declared a Bangladesh Day to be observed throughout the state of Michigan.

University of Michigan has invited Senator Kennedy to speak on Bangladesh situation.

A Faculty Committee has been formed in the University of Michigan under the Presidentship of Prof. Howard Schuman. Chairman of the Department of Sociology, to provide assistance to the educators of Bangladesh who have been forced to take refuge in India.

MADISON MARCH FOR BANGLADESH

The secretary of the Bangladesh Defense League visited Madison Wise on October 7 & 8 and addressed the local high school students in connection with the Walk for Development project that is scheduled to take place in Madison on Sunday, October 17, 1971. This year the group has taken Bangladesh as a foreign project and would contribute a part of the funds raised to the Bangladesh Emergency Welfare Appeal Last year they raised around $85,000. This year the proceeds are estimated *to* be over $100,000.

An important aspect of the walk is the education of the local public on the differed projects for which the walk is undertaken. In this connection talks are arranged in every high school, college and university of the area, week-long radio and TV shows are sponsored.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Activities Around The States	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 12	10 November, 1971

BANGLADESH ACTIVITIES AROUND THE STATES

Ann Arbor, Michigan

Friends of Bangladesh, an organization comprised mostly of the faculty members of the University of Michigan, has sponsored a day of fast in all the dormitories of the university to be observed on November 6. 71. Prof. Rodrick Huber and Miss Deborah Bernhardt are organizing the program to raise funds for the Bangladesh relief.

On October 28, during the Homecoming celebrations Friends of Bangladesh sponsored a Bangladesh Float depicting the death, destruction and brutality brought over to Bangladesh by the Pakistan occupation army. Prof. Peter Hook and Miss Snehalata Deksheet designed the float which dramatized the man-made disaster and the role the US is playing in it.

Dr. A. R. Mallick, President of the Chittagong University and Dr. Ashabul Huq, member of the provincial assembly (both are members of the Bangladesh delegation to the United Nations) addressed a public meeting in East Lansing and appeared on the local TV program on October 26, 71.

They addressed a meeting of the faculty members and concerned public in Ann Arbor the following day.

Grand Rapids, Michigan

International League for Peace and Freedom and the YWCA Peace Task Force jointly sponsored a Teach-In on Bangladesh on October 11, 71 at the Central YWCA. Mr. Muzammel Huq, president of the Bangladesh Association of the University of Michigan was invited to speak in the Teach-in. At the conclusion of the Teach-in a Bangladesh Committee under the Presidentship of Mrs. Janet Mair was formed to organize activities to educate the local citizens on the situation in Bangladesh and sponsor relief drive. Mr. Huq also addressed the students at the grand Valley State College.

Bangladesh Association of Mid-West

Bangladesh Association of Mid-West informs that representatives of the organizations are keeping a continuous vigil, on the Capital Hill Washington, D.C. They, along with the representatives from the Friends of East Bengal, Columbus, Ohio, also participated in the Bangladesh Rally in Washington.

The Association in touch with Bangladesh campaigns now underway various campus communities including Purdue, Ohio State, Miami-Western, Akron, Case-

Western and Florida State, Campaign includes teach-in, distribution of literature, display in the University Center and fund raising.

The Association has sent a large consignment of winter clothes to the Bangladesh refugees.

Bangladesh Defense League

Bangladesh representatives to the United Nations, Dr. A. R. Mallick and Dr. Ashabul Huq attended the meeting of the Board of Directors of the Bangladesh Defense League on October 23, 71 and briefed the meeting on the current political and military situation in Bangladesh.

Fast a day to save a People

On Wednesday, November 3, student in many high schools and colleges throughout the USA will go hungry. Their lunch money, snack change whatever they might normally spend to feed themselves, will go instead to feed the hungry millions in the refugee camps of West Bengal. The project called *November 3 Fast to Save a People* is co-sponsored by a variety of organizations. All funds collected will be channeled through Oxfam-America, Inc.

Three thousand colleges and 30,000 high schools may participate in this project. Governors of Rhode Island and Arakans have proclaimed. November 3 as *East Pakistan Refugee Day* in their states.

Miss World Airways marries Spectre of Death

Friends of East Bengal, Chicago, continue their campaign against the World Airways which leased two Bowing 707 airplanes to the military junta of Pakistan facilitate their transport of men and arms to occupied Bangladesh. On October 21 the Friends organized a ‘Wedding Ceremony” joining ‘Miss World Airways’ with the *SPECTRE OF DEATH.* The wedding took place in front of the Equitable Building which houses the office of the World Airways. The wedding was attended by a large number of Chicago citizens.

Joan Baez Sings For Bangladesh

Ann Arbor, October 24: Twenty thousand listeners listened Joan Baez as she sang for two hours at Crisler Arena. Joan punctuated her singing with acerbic remarks thrust at the Nixon administration and establishment politics in general. Some of last night’s most moving moments resulted from original political works such as Bangladesh.

"When the sun sinks in the West
Die a million people of Bangladesh."

She appealed to the audience to help the Bangladesh refugees in every way they can and support the Bangladesh cause.

Ravi Shankar Gives Benefit Performance

Iwoa Bengal Relief Committee of Iowa City organized a benefit performance by Ustad Ravi Shankar, the well-known satirist, on October 21, 1971. Prior to the performance a massive publicity campaign was undertaken by the committee to acquaint the citizens of Iowa City the magnitudes of human disaster that has befallen on the people of Bangladesh and the events leading to this disaster.

PLEASE NOTE

1. Mukti Bahini require large supplies of winter clothes, medicines, tents, and blanket. From your individual efforts in your local community you'll be amazed how much of them you can collect, if you have an organization, all the better. Initiate the drive today. For arrangement for ***FREE AIR TRANSPORTATION*** to the Mukti Bahini.

Contact:

Dr. Muhammad Yunus
500 Paragon Mills Rd. Apt. B-7
Nashville, TN 37211
Phone: (615) 833-3064

2. Doctors can easily collect medicines by writing to the pharmaceutical companies and also urging their colleagues to donate the sample medicines. Doctors in Nashville already sent 90 cartons of medicines to the Mukti Bahini hospitals. YOU can do it too. For Free air transportation note the above address.

3. We have received a number of letters from our readers expressing their desire to contribute to the Bangladesh Newsletter by way of subscription. We sincerely appreciate your support to the Newsletter. We are not accepting any contribution separately for the Newsletter. But we strongly urge readers to contribute generously to the Bangladesh Defense League to support its program and activities. Won't you send us a monthly/on time contribution?

———————

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Activities For Bangladesh Movement	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 13	25 November, 1971

BANGLADESH REFUGEE CAMP AT THE UNITED NATIONS

New York: A refugee camp made of sewer pipes was set up at Hammarskjold Plaza in front of the United Nations Building on the first November to dramatize the conditions of Bengali refugees in India. The camp, organized by the Bangladesh Action Coalition, to simulate the conditions of refugee camps in India which house an estimated ten million Bengalis who have fled from the rapacious Pakistani occupation army in Bangladesh, continued its existence for one week.

Volunteers lived in the camp for the entire week, subsisting on rice and dahl (pulse), the refugee ration at the Indian camps. According to the organizers of the UN refugee camp the inmates of the camp were not threatened with death by cholera, typhoid and above all, a brutal army unlike their less fortunate counterparts, but they attempted to point out to the well-fed and comfortably clothed diplomats at the United Nations the harsh realities of Bangladesh. Igal Roodenko, the chairman of the Bangladesh Action Coalition said, "The camp was a protest against the inexcusable inaction and mute complicity of the world community during the past seven months when an entire people has been subjected to the most barbarous genocide." The camp was also "a protest against the arms aid and economic assistance which the US government has continued to give to the Pakistani military regime. Ignoring the obvious nature of the conflict in Bangladesh, where a democracy is pitted against the most reactionary of dictatorships, the US government continues to control and manipulate international relief efforts in a way that has only increased oppression."

Roodenko pointed out that all United Nations relief aid is being sent through the military regime of West Pakistan and that UN official admit to the diversion of past aid for military purposes.

Sponsoring groups in the Coalition include Americans for Bangladesh, Bangladesh League of America, Save East Bengal Committee, War Resistors League, Quaker Social Action Program, The Catholic Peace Fellowship and more than a dozen other groups of concerned citizens.

Poets Allen Ginsberg and W. S. Morwin participated in the poetry reading session of the week-long program. The program also included relief fast, memorial service, peace march along the sixth avenue and a protest march to the Pakistani consulate.

BANGLADESH ACTIVITIES IN EAST LANSING

Lansing Area Committee for emergency Refugee Fund has been formed to raise money for helping the refugees. A target of $100,000 has been fixed. The collection drive is in progress.

A booth was set up by the Bangladesh Association during MSU registration for three days. Literatures on Bangladesh were distributed and 'Joi Bangla' buttons were sold. An educational campaign on Bangladesh was also launched by the association in various churches and schools. A public meeting was organized at the Union Building, Michigan State University, which was addressed by Dr. A. R. Mallick and Dr. Ashabul Huq. The members of the United Nations delegation from Bangladesh. The visit of the Bangladesh delegates to East Lansing was highlighted by a series of radio and TV interviews and panel discussions and a press conference.

FRENCH COMMITTEE FOR BANGLADESH

French Committee of Solidarity with Bangladesh has recently been formed in France. It encompasses political activities and citizens of all political shades. It has published a statement asking the Government to place an immediate and total embargo on the delivery of all arms, military material helicopters, and submarines-as well as spare parts-for which contracts had been signed before the Pakistani invasion of Bangladesh. The committee pointedly drew attention to a statement by General Yahya Khan in which he thanked the French Government for the military equipment supplied to his country.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Activities For Bangladesh Movement	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 14	10 December, 1971

BANGLADESH CONFERENCE IN WASHINGTON

A national conference, under the title "Consultation on the American Response to events in East Pakistan" was held's in Washington D.C. from November 10-18. The conference organized primarily by the representatives of church groups (including the National council of Churches, the Friends and the Unitarian Universalist Association) attracted about 100 interested public figures from many parts of the US and Canada.

The lead speech was given by Senator Kennedy. In his brief address Kennedy criticized the US policy and decried the terror which has resulted in the daily deaths of 4300 children (Kennedy's figure) in the refugee camps in India.

Another important address was delivered by Prof. Edward Dimok, Director of the South Asia Language and Area Center, University of Chicago, (Copies of Prof. dimock's scholarly address are available at the Bangladesh Information Center, 423 5th Street SE, Washington D.C. 20003).

State Department Director for Pakistan and Afghanistan Bruce Laingen spoke extensively on US Policy but failed to provide any convincing defense for the administration policy. He gave strong assurances that they US embassy in West Pakistan has convincing reasons *to* believe that Mujib remains alive.

Mr. Mujahid Hussain, First Secretary of the Embassy of Pakistan, was scheduled to speak at the conference but after arriving in the hall he abruptly walked out after noticing the name of Mr. S.A. M.S. Kibria of the Bangladesh Mission on the program. (Pakistan Embassy later issued a condemnation of the conference.)

Mr. Enayet Karim addressed the conference on behalf of Bangladesh, following an address by Mr. Maharajakrishna Rasgotra, Minister for Political Affairs, Embassy of India.

Rep. Peter Frelinghuysen, who recently returned from a tour of the refugee camps in India and the war-stricken areas of Bangladesh, made the final presentation of the conference.

The conference, which was presided over by Dr. Homer Jack, Secretary General of the World conference of Religion for peace, was co-sponsored by Harry Apple white, Director for International Relations, Council for Christian Social Action, United Church of Christ; Robert Jones, Executive Director, Washington Office, Unitarian Universalist Association; Dr. Allan Parrent, Department of International Affairs, National Council of churches; Edward Snyder, Friends Committee on National Legislation.

A LETTER FORM
BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION

The following letter, dated November 4, 1971, has been addressed to all doctors by the general secretary of the Bangladesh medical Association, U.K. (9A Wotton Road, London NW2. UK) after his return from Bangladesh:

Dear Colleague:

Conditions are very bad. There is a great shortage of drugs and warm clothing. In September the Commander-in-Chief visited the Hospital, and in October we had a visit from the Acting President and Prime Minister of Bangladesh. A letter from the C-in-C to our President is enclosed. The C-in-C has endorsed our plan to set up 3 more hospitals, and even requested that we set up no more instead. The sooner we are able to do this, the greater will be our contribution to the fight for our country.

During the last two months we have given:
-medical and other help to the Mukti Bahini
-medical supplies (5,000 lbs. drugs etc.)
-clothing (2000 lbs.)

We urgently request your help on the following projects:

1. Dr. Mobin has been doing a tremendous job in establishing the first Bangladesh Hospital. He has been working there for almost six months. He must soon be replaced. We urge you to give three months time to serve in our Hospital. Contact us as soon as possible if you are willing to undertake this vitally needed work.

2. Please try to give us 10% of your salary. This can be easily arranged by bankers order.

3. As to drugs. Contact your local GPs and ask for donations of the free samples they receive regularly. Aspirins, cough mixtures antibiotics, tetanus toxoid, and anti materials-all are needed.

4. The response to our appeal for clothing has been moderate. If the Mukti Bahini are not to die of cold, they must have the basic necessities. These can easily be supplied from the UK. Knitted woolen squares, joined together, make very good blankets. Please help us with this.

5. Our mailing list does not include all the Bangladesh doctors in the UK and abroad. We would like to have complete support. Please make a personal effort to find out the names of doctors not already in the Bangladesh Medical Association and send them to us. *We would also appreciate your notifying us immediately of changes in address.*

Yesterday I received a letter from Bangladesh giving news of the Liberation Army. The Mukti Bahini has captured Chhatak and the Pakistan army has been forced to retreat to Sunamganj. Below is a confidential report of the Combined Military Hospital in Dacca giving details of casualties sustained by the Pakistani forces until July.

Combined Military Hospital, Dacca, Casualties up to 26.7.71.

Total no. dead soldiers brought to hospital	7,493
Total no. soldiers fatally wounded	5,643
Total no. soldiers wounded	4,830
Total no. soldiers dead from snake bite	147
Mentally disabled soldiers subsequently transferred elsewhere	246
	18,359

We have been very active in arousing interest in the British community in our projects, and may establish a medical aid committee along the lines of "Medical Aid to Vietnam." We will try to be in touch with you every 4-6 weeks.

It is essential that Bengalis not directly involved in the Liberation Struggle help in their individual capacities. Without physicians and drugs our fighters cannot survive. We can and must help them.

Yours sincerely,
A T M Zafrullah Chowdhury
General Secretary

A LETTER FROM THE MUKTI BAHINI COMMANDER –in-CHIEF TO THE PRESIDENT OF BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION

To
Dr. A. H. S. Rahman
President,
Bangladesh Medical Association

Dear Dr. Rahman October 13, 1971

I am taking the opportunity of Dr. Zafrullah Chowdhury's temporary return to UK, to write and thank you and, through you, the Bangladesh medical Association for making Drs. Zafrullah and Mabin available to organize hospitals in the field for the medical equipment and medicines. So far they have organized one hospital in the field which I was very impressed with. It promises to be a good hospital even though accommodated in bamboo huts.

I need hardly to add that we look forward to your sustained interest and efforts in providing us with medical facilities and equipment which I have no doubt will be properly utilized, under Dr. Zafrullah's dedicated care.

Yours sincerely,
M. A.G. Osmany

PARTICIPATE IN THE LIBERATION STRUGGLE
HELP MUKTI BAHINI

If you are a doctor, Mukti Bahini need your experience and skill. You can serve in the Mukti Bahini hospitals for three months. Dr. Zillur Rahman Athar M.D. (808 Hillwood Blvd., Nashville, TN 37209, Phone (615) 356-3912) is co-ordinating the medical efforts in North America and maintaining liason with the Bangladesh Medical Association in England. Write to him to facilitate the preparation of a rotating roster of doctors available for Mukti Bahini hospitals. You may also establish direct contact with the Medical Association in England (9A Wotton Road, London, NW2, U.K.)

Please send medicines, winter clothes and cash to Mukti Bahini. For information regarding free air transportation of medicines and the channels to send money to Mukti Bahini contact Dr. Muhammad Yunus (500 Paragon Mills B-7, Nashville, TN 37211, Phone (615) 833-3064).

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Activities Around The US	Bangladesh Newsletter Chicago : No. 14	10 December, 1971

BANGLADESH ACTIVITIES AROUND THE U.S.

San Francisco Bay Area

Dr. A. R. Mallick and Dr. A. Hoque, members of the Bangladesh delegation to too UN. Spoke to a gathering of approximately 250 students and faculty of Stanford University on Nov. 2. The American League for Bangladesh organized an elaborate publicity campaign for the rally in the community and on campus. The Stanford Daily and the local Palo Alto Times gave good coverage of the event. Immediately preceding the rally the visitors addressed a group of local newsmen. In the news conference the visitors explained the nature of the liberation struggle in Bangladesh. repeatedly they stressed the fact that the 75 million people of Bangladesh are fighting to be free from an enemy whose nature is fascist and whose tactics are medieval. The rally was opened by Joan Baez's song on Bangladesh followed by opening remarks by the poor and populous country in South Asia became the victim of Mr. Nixon's generation of peace.

In his opening speech, Dr. Mallick dealt with the background of the genocidal war in Bangladesh. He told the rally that the 75 million Bangalis of Bangladesh are fighting a true and genuine liberation struggle. Their struggle is for life against death. He exposed the brutal and medieval character of the Pakistani regime. The enemy is waging a war for the extermination of a people.

Following Dr. Mallick, Dr. Hoque spoke to the assembly. He gave an eyewitness account of his experiences and told the rally that despite heavy odds, the liberation struggle is forging ahead and the victory of the Mukti Bahini, Bangladesh people’s army, is inevitable. At the end of the rally Mrs. Hubert Marshall, spokesman for the Stanford Women for Peace, made a scathing attack on the Nixon administration for its complicity in the genocide in Bangladesh.

In addition to Stanford campus the visitors also spoke in U.C. Berkeley and Santa Cruz. They appealed to the citizens to help stop all aid to the repressive and brutal regime in Pakistan.

Santa Cruz, California:

At a meeting of the students and faculty of the University of California at Santa Cruz on November 10, it was decided to organize a campus group, called "Friends of Bangladesh," with Chris Maier and Evelyn League as coordinators and Professor Dilip Basu as advisor. The group intends to educate the campus and local communities on the Bangladesh issue, through leafleting, lectures, teach-in, film-shows etc. Students were

urged to mail some pertinent literature to their parents, asking them to contribute toward refugee relief and write to their congressmen and senators. Two hundred and fifty students signed up to fast on November 18 as a gesture of solidarity with Bangladesh and contribute their meal tickets to refugee relief.

East Lansing, Michigan

Arrangements are in progress for fast on December 1, 1971, in 16 Dormitories, 20 sororities, 30 fraternities and 13 coop housing. Proceeds from the fast will go to help the refugees. Educational campaign on Bangladesh is continuing rigorously Speakers from Bangladesh, Association addressed meeting in several Dorms and high schools on Bangladesh issued. There was a short TV appearance in the local TV appealing for funds for the Bengali refugees. On November 14, Rev Warren Day and Mr. S. Poddar from Lansing Area committee for Emergency Refugee fund had 15 minute radio Program about the conditions of refugees and causes leading to this gravest human disaster. All Lansing area Presbyterian Churches collected funds in their churches on November 21, to help the refugees.

Dewitt, Michigan

The Lions Club of Dewitt-Lansing invited the President of Bangladesh Association, Michigan State University to speak to its meeting on November 18, 1971. He spoke in the meeting on the Bangladesh issue and appealed for funds and winter clothes. Literature and leaf-leats were also distributed.

Ann Arbor, Michigan

On the 22nd of November about 1000 students of the South Quadrangle of the University of Michigan observed a fast to donate their money for the Bangladesh refugees. In the evening a mass meeting and a cultural show was organized for the fasting students. Mr. Rob Huber and Mr. Hank Haitowit spoke on the situation on Bangladesh. Miss Sheron lower and Miss Indo Malini performed Bengali dances to the tune of Tagore songs presented by Miss Beth Lingdberg, Mr. Ashok Talwar and Mr. And Mrs. Raja. The program was produced and conducted by Mr. Peter Hook and Miss Sneholata Deeksheet. The fast was organized by Mr. Bart Taub.

A weekly Bangladesh information desk at the univ. center distributes materials on Bangladesh situation under the management of a sub-committee chairman Miss Terry Cline.

Urbana, Illinois

Bangladesh Association at the University of Illinois took part in a panel discussion sponsored by the local cosmopolitan club. Mr. Mohammad H. Mondal and Mr. Rabbani of the Association and Dr. M. Rahman of Eastern Illiois University at Chrleston, Ill, spoke an the background of the tragedy in Bangladesh and the future of Bangladesh. The association is presenting a film in the first week of December to raise funds. A drive for collection of winter clothes for the Mukti Bahini is in progress.

POETRY READING BY GINSBERG AND VOZNESENSKY

New York: For the first time, Allen Ginsberg and Andrei Voznesensky, the distinguished Russian poet, will give a poetry reading together. The reading to be held on Saturday, November 20th, at 7 P.M., at St. George's Church, 207 E. 16th Street, is intended to raise the public level of consciousness about the problem of Bangladesh and what the American people can do to alleviate it.

To quote Mr. Ginsberg, who has recently returned from a tour of the refugee camps in India:

Millions of brothers in woe,
Millions of sisters nowhere to go,
Millions of children in the rain,
Millions of mothers in pain
September floor over Jessore road.

Joining them will be Kenneth Koch, Ed Sanders, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Anne Waldman, Michael Brownstein, Dick Gallup, and Ron Padgett.

The reading is sponsored by Americans for Bangladesh, a group of concerned citizens working to educate the public about Bangladesh and to raise relief funds for Bangladesh.

POETRY READING IN ENGLAND

Glenda Jackson, the actress, read a Bengali poem as well as passages from Shakespeare and Yeats at a Sadlers Wells Theatre concert on November 14, 71 to raise funds for refugees from Bangladesh. Bengali artists included well-known folk singers and Birender Shankar, nephew of Ravi Shankar, the celebrated sitar player.

কানাডা

বাংলাদেশ সমিতি কানাডা ও কুবেক কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Call-up in West Pakistan	Bangladesh* Toronto : No. 2	31 July, 1971

CALL-UP IN WEST PAKISTAN

Pakistan has introduced army conscription for the first time, writes, Anthony Mascarenhas. The move coincides with President Yahya khan's stern warning yesterday 'we are very near to war with India'. And the war in the eastern province is now taking its economic toll in the western wing. Karachi papers report widespread layoff of 2,300 textile workers and 1,000 public service employees in the city alone. 75 textile installations have been closed down in the province. In Layalpur there was a demonstration of mill workers against the mass layoff last month.

All over West Pakistan the industries are affected by the loss of protected East Pakistan market, the loss of raw material from the east and the necessity to pay cash for imported chemicals and machineries. Some Japanese companies have refused to give credit without guarantees from British banks. British exporters have put off when the Board of Trade declined to underwrite new contracts with Pakistan.

A Karachi editor says "Pakistan died in March. The only way this land can be held together is by the bayonet and the torch. But that it is not unity that is slavery. There can never be one nation in the future, only two enemies," reports Newsweek's Loren Jenkins.

Labor unrest in West Pakistan is sharply mounting and along with that Z. A. Bhutto, the PPP chief is fast loosing his support. Recently he met president Yahya Khan to discuss the present political situation in West Pakistan. Yahya Khan seems to be in no mood to transfer administration to civilian Government.

---

* Bangladesh: বাংলাদেশ সমিতি কানাডা টরোন্টো শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial	Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971

EDITORIAL

Since the Bangladesh struggle, long simmering dormancy, erupted into intense activity last March, our minds have been challenged in trying to grasp the magnitude of the cataclysm and our souls touched by the sufferings and the spirit of the Bengali people.

The world has been shocked by the genocide that has driven 7 million Bengalis to seek shelter in India. These dispossessed millions prefer to face disease and malnutrition in foreign land rather than the murderous guns of their erstwhile countrymen. Numbered by the terrible experience that they have survived, they face an uncertain future. It would be suicidal for them to return to Pakistan under the present conditions. And the likelihood of a "political settlement" is nil. They have one hope-one thing can give them a better future-that hope is victory. Victory for the liberation forces. Victory for the Bengali people!

Inside Bangladesh, the army of Yahya Khan continues its reign of terror. Oppressed as never before, no one dares to speak. But in the minds of the people there is a single thought-when the chance comes, to wrest the gun from the hands of the oppressor, and to obtain freedom. The Pakistan government knows this. That is why they are conducting an intense campaign of propaganda aimed at demoralizing the people. They identify the popular forces as "miscreants" alleging that they are part of some sinister Indian plot against Pakistan. They attempt to use religion as a divisive force, making it a crime to be a Hindu. They set up "peace committees" of collaborators. All with one aim-the subjugation of the people.

What can give hope to these millions who daily live in the midst of oppression, whose lives and property are never secure and who face imminent famine along with their present affliction? For them the "unity and integrity" of the "Islamic" Republic of Pakistan means the perpetration of their role as exploited colonials. Their hope too is for victory. Victory for the liberation forces! Victory for the Bengali people!

As Bengalis who are living abroad you have the chance to contribute to that needed victory. You can speak out against the oppressor, and tell the true facts about events in Bangladesh to influential people and concerned citizens of the world. You can try to enlist their support for relief and recognition. You have no valid excuse for silence. Your silence will not ensure the safety of your relatives at home. No one is safe there. So speak up for Bangladesh.

Another way you can contribute to victory for the people is by your financial support. Perhaps you can only give a little, but even a small amount will add up alongside other

contributions to give a solid boost to the effort. Give something every month. Your continued financial support is needed. People are dying, but the only sacrifice required of you is a financial one. Don’t hesitate to be generous.

Bangladesh means freedom from economic exploitation. It means democracy in the truest sense of the world-rule of the people. It means a secular state in which there will be equality for all. Many obstacles must be overcome to make this a reality. Your dedicated support can help to make this dream come true. Don't let down your suffering compatriots. Throw yourself into the struggle. Make the ultimate victory of Bangladesh your victory.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Trial of Sheikh Mujib & World Reactions	Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971

TRIAL OF SHEIKH MUJIB ANNOUNCED

Rawalpindi,

August 9, -"East Pakistan" leader Sheikh Mujibur Rahman will be tried by a special military. Court for "waging war against Pakistan" and other offences, a government statement said yesterday. The trial will begin tomorrow and will be held behind closed doors, the statement said. The spokesman added: "The accused will be given proper opportunity to prepare his defense and will be provided with all facilities permitted in law, including engaging counsel of his own choice, provided such counsel is a citizen of Pakistan".

World Reactions:

United Nations, N. Y., August 10, Secretary General Thant warned today that the fate of the East Pakistan leader, Sheikh Mujibur Rahman, would "inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan". Mr. Thant said he had been receiving expressions of concern about Sheik Mujib, party chief of the Awami League, from many governments every day. Mr. Thant’s statements on Sheik Mujib said that the Secretary General "feels that it is an extremely sensitive and delicate matter, which falls within the competence of the judicial system of a member state, in this case Pakistan." "It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from the humanitarian as well as the political point of view." Mr. Thant said that there was a general feeling that the hope of restoring peace and normality in the region was remote unless some kind of accommodation is reached."

Washington,

August 10, eleven Senators urged that the United States Government convey to Pakistan their "profound hope" that compassion would be shown to Sheik Mujib. Senator Fred R. Harris. Democrat of Oklahoma, said that the death of Sheik Mujib, who commands the loyalty of millions of East Pakistanis, could contribute "to a further rise in tensions at a time when war could break out at any moment” between India and Pakistan.

Washington,

August 11, William Rogers, U. S. Secretary of State, has warned Pakistan that "any summary action" in the trial of East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman will

increase chances of warfare in that Asian country. Mr. Rogers hinted that Pakistan could lose U. S. support if Sheikh Mujib now facing a secret court martial for "waging war against Pakistan," were executed or given a heavy prison sentence.

On Prime Minister Trudeau's behalf, the Canadian High Commission in Pakistan asked President Yahya Khan to recognize "the value of magnanimity and humanitarian consideration" in deciding Mujib's fate. Although the trial is an internal Pakistan matter, the Canadian government realizes that its results will have international repercussions, a spokesman said.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Bangladesh Movement	Bangladesh Toronto : No. 3	25 August, 1971

BANGLADESH AMBASSADOR VISITS TORONTO

Mr. M. r. Siddiqui, the newly appointed Bangladesh ambassador to the US and Canada was in Toronto to attend the international conference on South Asia. On August 22, he met with the members of the Bangladesh Association of Canada (Toronto) and addressed them.

SEMINAR ON BANGLADESH

A seminar on the "Crisis in Bangladesh" was arranged by the Bangladesh Association of Canada (Toronto) on August 5, 1971. Mr. Andrew Brewin, M. P., a member of the Canadian Parliamentary Delegation which visited India, ppk and Bangladesh last month, was the main speaker. Others on the panel, who had also recently returned from India, were Mr. Frederic Nossal of the Toronto Telegram, Mr. Leslie Smith of OXFAM, and Mr. Paul Ignitieff of UNICEF, Mr. Stanley Burke was the chairman.

All the speakers gave horrifying accounts of the plight of the 7 million refugees in India. While Mr. Smith and Mr. Ignitieff had to confine themselves only to the refugee problem, Mr. Brewin and Mr. Nossal also touched on the political and other aspects. Mr. Brewin said that in his opinion the only solution to the Bangladesh crisis was an independent Bangladesh. Mr. Smith documented his speech with pictures of the refugee camps.

A group of West Pakistanis and two Bengali quislings belonging to the so-called "Pakistan Solidarity Committee" staged a unruly demonstration and tried their best to disrupt the proceedings with a shameful display of infantile behavior. But when they found that the audience was hostile to their hooliganism, they soon left the meeting. After they left one Canadian was heard to remark., "Now I know where the trouble lies". Another said, "I do not see how there can be any meaningful coexistence if this is their (Demonstrator’s) attitude towards fellow countrymen".

The seminar proved very successful and was attended by over 500 people.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
"PEACE IN SOUTH ASIA"

An international conference on South Asia was organized by OXFAM of Canada in Toronto on August 20 and 21. The conference was attended by delegates from the USA, Canada, Britain, India and Bangladesh. Delegates from Pakistan who had indicated their

willingness to attend were unable to do so. The delegates, all of whom are experts on India and Pakistan, sought to be impartial and objective and at the end of the conference made a declaration on the present state of affairs in Bangladesh. The declaration urged all governments:

1. To terminate immediately all military deliveries to Pakistan.
2. To suspend all economic aid to Pakistan.
3. To channel all possible resources into a massive emergency programme for famine relief in "East Pakistan" directed and administered by the UN.
4. To make firm continuing commitments to share fairly the economic burden of supporting the refugees in India.
5. To intervene to save the life of Sheikh Mujibur Rahman.

The declaration was not signed by the Bangladesh delegates as it fell short of recognizing Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Local News	Bangladesh Toronto : No. 6	15 October, 1971

LOCAL NEWS

Professor Muzaffar in Toronto

Professor Muzaffar Ahmed, President of the Bangladesh National Awami Party and a member of the Consultative Committee, who came to New York as a member of the Bangladesh delegation to the U. N. paid a visit to Toronto on his way back to Bangladesh. He also addressed the Bangladesh citizens residing in Toronto on October 7.

He gave a report on the progress made by the Bangladesh delegation to the U. N., and also reported the overall progress made in the diplomatic field. He also gave a picture of the latest situation at the front. He emphasized on the need for unity at this moment of our national crisis. He said that though the people of Bangladesh were eager to see an early end to this war imposed on them, they were ready for a long and protracted war and were willing to lay down their lives to the last man to free their motherland.

South Asia Crisis Committee

Recently a South Asia Crisis Committee has been formed in Toronto with Mr. Stanley Burke, a former CBC broadcaster, as its Director. The aim of the group is to educate the Canadian people of the imminent famine in Bangladesh. Mr. Burke hopes to expand the activities of his committee on a national basis. at present various campus groups are actively working to educate the people. "People must wake up", Mr. Burke said, "when millions of people are waiting to die".

ANNOUNCEMENTS

A symposium on Bangladesh will be held at McMaster University, Hamilton, on October 20 at 7 p.m. Speakers include Mr. S. A. Sultan and Mr. Mafiz chowdhury, members of the Bangladesh delegation, to the U. N.

The next general meeting of the Association will be held at 117 Carlton Street, Toronto, on Sunday, October 31 at 12 noon. Members are requested to attend.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Local News	Bangladesh Toronto : No. 7	31 October, 1971

LOCAL NEWS

SYMPOSIUM ON BANGLADESH

Hamilton, October 6: A symposium on Bangladesh was jointly organized by the Carribian Student organizations and Bangladesh Association at McMaster University, Hamilton on October 6. Mr. S. A. Sultan and Mr. S. Ahmed, member of the Bangladesh Delegation to the United Nations, spoke on the occasion and answered the questions from the floor. Large number of student and teacher of the University participated in the discussion. The meeting proved to be a success.

On the following day both the speakers gave a talk to the Political Science Association at McMaster University, and in the evening addressed the members of the Bangladesh Association of Canada, Toronto at its office in Toronto. Both of them spoke about the need for unity at this moment of our national crisis.

JOIN US ON NOVEMBER 6

The Bangladesh Association of Canada, Toronto, will join the Anti-war Rally, organized by the Vietnam Mobilization Committee on Saturday, November 6 at 2 pm, to protest against the blasting of an atom bomb at a Amchitka, Alaska.

The Bangladesh Association will join the rally with their own banners, placards and slogans primarily to propagate our own cause and to show our solidarity with all oppressed people of the world. We want to let the people of Canada know that we do not want war, war has been forced on us. Come and join us in the peace rally at 2 pm at Queen's Park.

BANGLADESH STAMPS

A complete set of Bangladesh stamps are now available with us. If you want a set of stamps, call Mr. Khan at 363-2834. The proceeds will go to liberation struggle.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Peoples war In Bangladesh	Sphulinga* Quebec : No. 2	1 August, 1971

PEOPLES WAR IN BANGLADESH

The people of Bangladesh are at war. The fascist forces of Bhutto-Yahya clique have unleashed a reign of terror and barbarism of a scale with our precedence in history, in an attempt to keep 75 million Bengalis in subjugation. But they have failed utterly in their efforts, instead they have succeeded in uniting the Bengalis resolutely in their struggle for liberation. The people of East Bengal are now in the move not only to end once and for all the sub-colonial exploitation of West Pakistani ruling class, but also the neo-colonial subjugation of Western Imperialism.

In the present day world the interest to U.S. Imperialism is in direct opposition to the interest and well being of the vast majority of its population. U.S. interest lies in continuous subjugation and neo-colonial exploitation of the people of the world. Whenever the people rise against this exploitation, U. S. Imperialism tries to suppress them either by using direct force (as in Vietnam) on with the help of their agents ruling classes of so called "free world". Pakistan is no exception to this phenomenon. It is therefore hardly surprising that U. S. A. has come with open support of the Pakistani of sending police to help the Pakistani army. (Ref: Newsweek, August 2, 1971. "And not content with this he (Senator Kennedy) went to intimate that U. S. had plans to send police teams to East Pakistan to help Yahya’s Punjabi soldiers suppress Bengali resistance".) Now they are trying to use the United Nations to bolster the strength of the faltering Pakistani army.

If all these attempts to keep an united Pakistan fails in the face of a determined struggle of the Bengalis, the U. S. Imperialists have other options of their future conspiracy.

Those who wants real liberation of our country must cautiously follow these evil designs of U.S. Imperialists. Inspite of worldwide concern over the present situation in Bengal the Imperialists will act according to their own interest. There is no reason to believe that their strategic change in policy will bring any good to Bengali people. For it is clear that in the final analysis it is the U. S. Imperialism which is the enemy of the people of the world and their emancipation lies in its total destruction. The people of Bengal are now moving to the forefront of a world-wide anti-imperialist struggle along with the people of the South East Asia, the Middle East, Africa and Latin America.

The correct method of the liberation struggle is now becoming obvious to the people of Bengal. Their past experience and the lesson from the historic struggle of the people of

* স্ফুলিঙ্গ: বাংলাদেশ সমিতি কুবেক কর্তৃক প্রকাশিত।

Indo-China and other people of the world dictates that it is only through protracted guerrilla tactics based on the principles of "class struggle" and "people's war" one can hope to defeat an enemy with superior fire power. This tested method has brought the giant American power to its knees in many fronts of the struggle.

Many blunders and weaknesses of the past struggle are now obvious. Total lack of understanding of the situation resulted in a limited struggle for a limited victory. But such a victory in neither feasible in the face of formidable enemy nor is it desirable since it does not change the basic condition of the vast majority of the people vis-à-vis neo-colonial exploitation. The concept of non-violence, non-cooperation and democratic method, while it was very obvious that the enemy is armed to the teeth and would not give up its occupation voluntarily proved futile. Lack of armed preparation of the people made them easy and helpless victims of the blood thirsty enemy.

The people of Bengal are learning from the past mistakes and are now turning into effective fighters. They convinced that this well armed enemy which is being helped by the imperialists and the local interest groups can only be defeated through a protracted people's War"-a war led by and fought for the interest of the majority of the people, i.e. the working class and the larger poorer section of the peasantry.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Story of Padma	Sphulinga Quebec : No. 2	1 August, 1971

THE STORY OF PADMA
By Sarwar Alam

Padma, a mighty flowing river in Bengal is a silent witness to the history of oppression and revolution which is not new to the Bengali peasantry. Its namesake, a Pakistani ship has recently collaborated with the U. S. imperialists in an effort to suppress the liberation struggle in Bangladesh.

"A freighter flying the flag of Pakistan sailed from New York for Karachi last night with a cargo of United States military equipment for Pakistan in an apparent violation of the Nixon administration's ban on the shipment." (Ted Szulc, Montreal Star, June 22, 1971.) On June 30, the ship arrived in Montreal. That day, on it's front page, the Montreal Star declared "Protesters to greet arms ship". The Bangladesh Association of Quebec hastily arranged a protest rally and March. It contacted the local press and expressed grave concern about possible Canadian arms shipment to Pakistan. Although the Canadian foreign minister, Michel sharp had declared in the press "Padma is of no concern to Canada", they seemed far from convinced. Meanwhile, Robert L. Stanfield, the leader of the opposition in the House of Commons was requested to raise the issue in the Parliament.

Michel Chartrand, the CNTU leader, the American deserters, the Palestine Liberation organization, the Vietnamese Patriotic group, Comite Moratoire du Vietnam, Women's Liberation organization and many local Canadians joined the rally. It strongly condemned the U. S. policy of arms shipment to Pakistan and it's overall imperialistic policy.

By the evening of the same day, the local press discovered "Canadian-made Sabre Jet parts are going to Pakistan aboard Padma". Heath Macquarrie M. P. raised the question of arms shipment to Pakistan. Finally the arms shipment was embargoed.

Our rally was directed against the U. S. Imperialist policy which has no sympathy for the struggling people of the world or the strong anti-imperialist feeling of the progressive Americans. The participation of the various groups, especially the Vietnamese and Palestinians symbolizes the fact that Vietnam, Palestine and Bengal, all are the same struggle in different fronts. The solidarity they have shown with us is surely a solidarity shown to their own struggling people. The local press fought against the Canadian arms shipment because they know a military involvement in Pakistan would help the military-industrial complex and would cost the tax-payers more dollars. The American people are well aware of the cost of the Vietnam war; they have paid too much in taxes to keep the

American military-industrial complex alive. Will they go for another Vietnam in Bengal? The answer is no. Their hard earned dollars have other purposes to serve.

* * *

The editors of this news bulletin welcome your letters and comments.

The Bangladesh Association of Quebec urgently needs money. Please send your donations to:

Bangladesh Association of Quebec
3520 Lorne Avenue, Montreal 130, P. Q.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Bangladesh Movement	Sphulinga Quebec : No. 3	1 September, 1971

The Member and Sympathizers of Bangladesh Association of Vancouver, Attack U. S. on Bengali Issue

The members and the sympathizers of the Bangladesh Association of B. C. held a militant demonstration in front of the U. S. consulate on Friday the 30th July. After rally they passed a resolution condemning the "U. S. complicity" in the War in Bangladesh which has killed about one million Bengalis and driven more than ten million Bengalis to cholera infested refugee camps across the border in India.

Three Bengali Sailors Seek Political Asylum in Canada

Three Bengali sailors deserted to Pakistani ship, Sutlej, on 17th August. In a press Conference in Montreal they said they did not feel safe to go back to Pakistan. They also did not like to collaborate with the ship which is carrying arms from U. S. A. for the West Pakistani military. At present they are staying with the Bangladesh Association of Quebec.

Dr. Yvan Garsse of 'Information Retrieval, Storage and Dissemination on Genocide, Crimes against humanity, Crimes against peace and War Crimes' has written to us:

We shall be grateful to you for any information and document you could send us (regarding the Genocide being carried out the West Pakistani Army in Bangladesh.)

His Institute collects publications, periodicals, reports maps, papers, articles, films, photography's and other material on Genocide, Crimes against humanity, crimes against Peace, War crimes and related matters.

Address: STUDIECENTRUM, Parklaan 2.
B-2700 SINT NIKI.AAS WAAS, Belgium.

Mukti Bahini Needs You

In a telegram to the Bangladesh Medical Association, London, The Bangladesh Mukti Bahini requests for four surgical specialists and Anesthetists immediately.

For further Information Contact :
Bangladesh Medical Association
9 A Wotton road, Cricklewood
London W. 2.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
World Concern Over Mujibur Rahman's Trial	Bangladesh* Vol. 1: No. 1	3 September, 1971

WORLD CONCERN OVER MUJIBUR RAHMAN'S TRIAL

Large numbers of jurists statesmen and newspapers all over the world have condemned in the past weeks Sheikh Mujibur Rahman's secret trial by military rules of West Pakistan. Their view is that a secret military trial of a leader elected by 75 million people is unjust and inhuman.

World Peace Council

The Secretariat of the World Peace Council in Helsinki in a statement said that in staging trial and in other acts of massacre and pillage Yahya Khan'a dictatorship has revealed itself to the world as devoid of all moral scruples and contemptuous of people's rights.

"The only fault of Sheikh Mujibur Rahman, who also fought against British alien rulers of India while Yahya Khan and his henchmen were loyally serving the British masters, is that the people of Bangladesh gave his party 167 of 169 seats in the first-ever general elections held."

International Commission of Jurists

The International Commission of Jurists has formally protested to West Pakistan President Yahya Khan against the secret military trial of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman. A cable signed ICJ's Secretary General said: "International Commission of Jurists protest against the secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman. Justice has nothing to hide."

U Thant

The U. N. Secretary General U Thant, in a press statement said he shared the feeling of many U. N. representatives "that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inevitable have repercussions outside the borders of Pakistan."

---

* Bangladesh: সাপ্তাহিক সংবাদ বুলেটিন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন হতে এম, আর, সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

U.S. Senators

Eleven U.S. Senators have urged the American Government to convey to Pakistan their profound hope that compassion would be shown for Sheikh Mujibur Rahman.

New York Post

Since Washington has accumulated some dubious credits with President Yahya Khan it should use them to restrain his vengeful trial of Sheikh Mujibur Rahman. If Rahman is found guilty in secret trial and put to death he will become a martyer for both East Pakistan and India, and the true victim will be Asian peace.

Christian Science Monitor

Many would doubt whether his (Mujibur Rahman's) drive to obtain autonomy for East Bengalis could be considered treasonable. Harsh sentence against him after secret trial would create a deplorable impression.

Toronto Telegram

It is up to the entire international community to help save Sheikh Mujib's life and thus prevent General Yahya Khan's regime not only from committing another unnecessary killing but possibly from throwing entire subcontinent into renewed turmoil.

Arseiter Zaitung (*Austria)*

Death sentence on Mujib will mean historically a death sentence on the state of Pakistan.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News Activities for the Cause Of Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 1	3 September, 1971

US SENATORS URGE STOPPAGE OF ALL AID TO PAKISTAN

Senator Edward M. Kennedy, just returned from a week-long visit to the Bengali refugee camps in India and on the borders of Bangladesh, assailed the U. S. policy toward Pakistan as "bankrupt" and demanded: "We must end immediately all further U. S. arms shipments to West Pakistan. We must end all other economic support of a regime that continues to violate the most basic principles of humanity."

In an impassioned address to the National Press Club in Washington, August 26, Senator Kennedy said, "We must demonstrate to the generals of West Pakistan and to the peoples of the world that the United States has a deep and abiding revulsion of the monumental slaughter that has ravaged East Bengal."

Senator Kennedy, Chairman of the Judiciary Subcommittee on Refugees said the situation in Bangladesh should particularly distress Americans since "it is our military hardware-our guns, our tanks and aircraft-delivered over the decades which are contributing substantially to the suffering there."

He urged the Americans not to "support a regime that is alien to the principles for which so many of his fellow citizens have given their lives in virtually every corner of the world."

The Massachusetts Senator began by describing what he called "the most appalling tide of human misery in modern times" and asked the Americans to understand what has produced this massive human tragedy in Bangladesh.

Senator Kennedy drew comparison between American actions in Vietnam and the current U. S. involvement in Bangladesh. After sacrificing nearly $100 billion and 45,000 lives to support democracy in Vietnam, he said, "America is being asked by its leadership…to cooperate in a conspiracy, against the results of a free election" in Bangladesh.

Senator Charles Percy

Senator Charles Percy said at a Press Conference in New Delhi August 28, that he was in favor of stoppage of all military and economic assistance to Pakistan.

The Republican Senator described the developments in Bangladesh as one of the greatest human tragedies recorded in history.

TORONTO CONFERENCE EXPRESSES CONCERN ON BANGLADESH

An international conference of distinguished scholars, editors and parliamentarians held in Toronto called upon all governments supplying arms and economic aid to Pakistan to stop immediately till a lasting political solution in Bangladesh was found.

The conference warned that the present situation in Bangladesh posed a great threat to peace in the Indian sub-continent. The Conference resolution called "Toronto Declaration of Concern" said that participants were "horrified by events of recent months in East Pakistan which have resulted in one of the major disasters in man's history."

It said "the present situation is a threat to peace both in the sub-continent of South Asia and throughout the world with danger of great power involvement in the familiar pattern of escalation."

Among the signatories to the Conference held from August 19-21 were former Director General of U. N. Technical Assistance, Hugh Keenleyside; former British Labor Minister, Judith Hart; British M. P. Bernard Braine; and former Canadian Ambassador to China, Chester Running.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
W. Pakistan Army Emulates Gestapo & SS	Bangladesh Vol. 1 : No. 2	10 September, 1971

WEST PAKISTAN ARMY
EMULATES GESTAPO & SS

LE MONDE, the renowned French weekly, carried an article on August 6 entitled "May Bangladesh Live" by Professor Louis Dumont, well-known academician and Director of Studies of the Ecole Pratique des Hautes Etudes of Paris.

The article, *inter alia,* disclosed the dialogue exchanged on the telephone (monitored verbatim) on the morning of March 26 between the field units of the West Pakistan occupation army in Dacca and its headquarters at Kurmitola. The dialogue concerned Dacca University, which was the first target of the West Pakistan Army. The communication was published in an abridged form in the article, reading as follows:

Headquarters of West Pakistan Army:
"HOW MANY DEAD APPROXIMATELY"

Field Unit of West Pakistan Army:
AT LEAST 300"

Headquarters:
"WELL DONE…WONDERFUL JOB"

The article continues: "In conformity with the order given in the communication, a hole was dug to hide the corpses by employees of the University who were shot dead on the spot after their task was completed. Here is where a regular army showed itself to be worthy EMULATORS OF THE GESTAPO AND THE SS and this throws conclusive light on the atrocities which followed."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
The Pakistan Massacre	Bangladesh Vol. 1 : No. 3	17 September, 1971

THE PAKISTAN MASSACRE

Excerpted below is "*A letter to a Pakistani Diplomat*" by Dr. Eqbal Ahmad, a West Pakistani Professor in the United States, published in the *New York Review of Books. Volume XVII, Number 3, September 2, 1971.*

…the miserable Mr. Bhutto who changes his politics like a lizard his color, or the Generals who, bred by colonial Britain and armed by the U. S. A. appear bent on turning the country into a Muslim version of Greece and Spain.

However, as I see the facts surrounding recent developments, I am able to find neither a political and economic nor a moral justification for the current policy of military intervention… Not even the most hawkish West Pakistanis deny the gross economic inequities and exploitation suffered by the Bengalis. Politically, twelve years of direct military rule deprived them of even a minor share in the exercise of power.

The nearly unanimous electoral support for the Awami League's demand for provincial autonomy was the result of the neglect of East Pakistan, climaxing in the example of the incredible negligence in the relief of cyclone victims last November.

Having failed to arrive at an extra-parliamentary settlement, the military, supported by West Pakistani leaders, intervened on march 25, 1971, to offset the results of Pakistan' first freely held elections. Perhaps the army had little hope of obtaining the capitulation or Pakistan' elected representatives. It is now clear that the army used the negotiations between General Yahya and Sheikh Mujib as a cover to prepare for its intervention.

The closing of journals like Asad and Lail-O_Nahar the recent jailing without trial in West Pakistan of 800 persons, including leaders like Afzal Bangash, Mukhtar Rana, and G. M. Syed, intellectuals like Abdullah Malik and Sheikh Ayaz, academicians like g. M. Shah, and the recent public floggings of dissenters against the government in Lyalpur and Sialkot are indicative of the shift toward totalitarianism.

Unless there is an immediate end to military rule in East Pakistan, famine and pestilence as well as periodic massacres by the army will cost millions of lives in the coming months. The intervention has already caused an estimated 250,000 deaths of unarmed civilians.

The dispatch of more supplies for relief is by itself unlikely to avert the impending tragedy. Only a quick restoration of civilian rule can prevent the use of food grains and medicine as military weapons, and only such a restoration can ensure both the

distribution of relief and an effective role for international agencies in the administration of such relief.

Lastly, I should stress that no genuine restoration of civilian government will be possible until the East Pakistanis have been conceded their right to autonomy or even secession.

I believe that the only workable course for *West Pakistanis is to insist on immediate and unconditional termination of martial law, the convening of the duly elected national assembly, and a commitment that the majority decisions of that assembly shall be binding on all, even if these decisions dismember Pakistan as a state consisting of East and West.* We must reject the army's absurd claim that it has intervened to protect the nation's "integrity" from the party that had just won, in Pakistan's only freely held elections, a governing majority in the national assembly.

In fact, the elected representatives of East Pakistan had insisted only on fulfilling their mandate to achieve autonomy for their province. The proclamation by the East Pakistanis of the independent state of Bangladesh took place only after the army refused to convene the national assembly and after it had brutally intervened in East Pakistan on March 25, 1971.

Much more alarming is the American government's decision to continue armaments sales and economic aid to the dictatorship, despite the unanimous opposition of its Western allies, of important men in the Congress, and of the World Bank. This is particularly striking in view of the longstanding loyalty to the West and to the US of Sheikh Mujib and his party.

Americans have become silent accomplices in crimes against humanity in yet another part of Asia.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Siddiqi Heads Bangladesh Mission	Bangladesh Vol. 1: No. 3	17 September, 1971

SIDDIQI HEADS
BANGLADESH MISSION

Mustafizur Rahman Siddiqi, who arrived in Washington recently as Head of the Bangladesh Mission, is an elected Member of the National Assembly from Chittagong. Mr. Siddiqi is a graduate of London University and received his M. A. degree from Calcutta University. He was a member of the Central Committee and President of Chittagong District Awami League. Since his arrival here last month, he has been active in political, diplomatic and academic circles, seeking support for the Bangladesh struggle for independence.

Besides meeting political leaders, M. R. Siddiqi has called on American Government and U. N. officials. A persuasive diplomat, he recently undertook cross-country tours which took him to a dozen U.S. cities and Canada.

During his tours, the Chief of the Bangladesh Mission addressed a number of faculty and student gatherings and press conferences.. Newspapers of most of the cities which he visited front-paged news of his speeches accompanied by photographs.

Giving an eye-witness account of the regime of terror let loose by the West Pakistan Army in Bangladesh, Mr. Siddiqi, having been in Bangladesh as recently as July, told pressmen various cities that American weapons and money have contributed substantially to the killings and repression in Bangladesh. America, he said, has a special responsibility to see that the killing is stopped. He urged the Americans cut off all military and economic assistance to the Yahya regime.

Addressing students of the University of California at Davis, Mr. Siddiqi said "only the people of Bangladesh can decide what they want and they have given their verdict for an independent Bangladesh."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
U. N. Humanitarian Assistance in Bangladesh	Bangladesh Vol. 1: No. 3	17 September, 1971

U.N. HUMANITARIAN ASSISTANCE IN BANGLADESH

WHAT IT REALLY MENAS

By an Observer

What the dispatch of 38 experts the first phase of the United Nations mission to Bangladesh has begun. At first sight the U. N. role would appear to be worthy of the best tradition of the world today. But behind its humanitarian façade lurks a great danger.

The primary purpose of the U. N. monitors, it has been reported, would be to revive communication and remobilize river and road transportation, which would "help restore confidence in the East Pakistani administration." We are further advised that unless these conditions are fulfilled relief goods so generously provided by the donor countries would not reach the people for whom they are intended and millions would starve. Also presumably, without supervision donor countries would not feel encouraged to give more humanitarian aid to Bangladesh.

We appreciate the anxiety of many donor countries to help the suffering people in Bangladesh. What we fail to understand is their apparent belief that the military administration is the right vehicle through which aid should be provided in Bangladesh. Last year’s experience with the cyclone disaster should have been sufficient warning that the military could not be trusted to carry out relief work. It is common knowledge that relief goods were misappropriated by the military for their own use and no proper accounting has yet been given of millions of dollars donated by individuals and organizations to relief funds opened by Pakistan embassies abroad. It is also well documented that helicopters and boats provided for relief purposes were used for military operations on and after March 25.

Unicef Vehicles

The United Nations properties have not been exempt from the grabbing hands of the military either. UNICEF jeeps were taken over and have been openly used in Bangladesh by the military for their transportation needs. According to the ***Daily Telegraph*** of Lon-don, August 31, only handful of these vehicles have been returned to their owners. The Bangladesh Government has solid information that FAO vehicles and boats have also been requisitioned and the Bengali personnel arrested and maltreated. The Secretary General has not felt bold enough even to protest openly against the seizure of U. N. pro-parties, not to speak of ensuring that similar incidents do not recur. If this is the record of the United Nations in conducting humanitarian work in Bangladesh so far, what guarantee is there that the sophisticated equipment and ground support materials now

being provided will not be commandeered by the West Pakistani Army for purposes of repression rather than relief?

Secretary General

While the Secretary General appears to be following the precept of "Hear no evil, speak no evil, see no evil," so far as the Government of Pakistan is concerned, he has gone out of his way to show his disapproval of a letter published by Miss Alice Thorner in the *New York Times.* Miss Thorner, it may be recalled, made some pertinent remarks about the United Nations. She thought that U. N. efforts would temporarily strengthen the logistical position of the Pakistan Army and aggravate the miseries of the people of Bangladesh.

The people of Bangladesh, as the sole arbiter of their destiny, are determined to liberate their homeland from the occupation forces of West Pakistan. Khondokar Mushtaq Ahmed, the Foreign Minister of Bangladesh, has urged the world to take notice of the fact that any "attempt to sidetrack the Bangladesh Government on the Bangladesh issue is fraught with grave danger." It is our earnest hope that the Secretary General will heed this call and not allow interested parties to influence him to take a course of action that is likely to prolong the presence of occupation forces in Bangladesh.

Let there be no doubt that the liberation fight will continue until the occupation forces have been annihilated or driven out of Bangladesh to the lastman.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Situation Poses Threat To World Peace	Bangladesh Vol. 1 : No. 4	24 September, 1971

BANGLADESH SITUATION POSES THREAT TO WORLD PEACE U THANT-PODGORNY-GIRI=ZAHIR SHAH URGE POLITICAL SOLUTION

The situation in Bangladesh is a threat to world peace. The U. N. Secretary General, U Thant, Soviet President Nikolai Podgorny, Indian President V.V. Giri, and Afghan King Mohammad Zahir Shah have called for speedy political settlement in Bangladesh as a condition for preservation of peace in Asia.

U Thant

Addressing a press conference in New York last week. U. N. Secretary General U Thant reiterated that the situation in Bangladesh constituted a threat to international peace and security. He expressed his regret that the Security Council had taken no action in response to his July 20 memorandum on the Bangladesh situation. Unless a climate of confidence was restored in Bangladesh, there would be no prospect of return of most of the refugees from India, he observed.

Podgorny

The Soviet President Nikolai Podgorny has called for the "speediest political settlement" in Bangladesh as a condition for preservation of peace in Southern Asia. He was speaking at a kremlin banquet September 14, in honor of the visiting Afghan King, Muhammed Zahir Shah. The Soviet President said, "An aggravation of the situation in the Asian subcontinent has taken place lately." The problem of refugees, he observed, rose in connection with known events in Bangladesh.

Zahir Shah

In his reply to the Soviet President's banquet speech, the Afghan King said, "In our opinion any use of military pressure for the solution of disputes leads to dangerous consequences. All differences should be resolved politically with due regard for the inalienable rights of people and nations…"

V.V. Giri

The Indian President V. V. Giri said in Singapore last week that the influx of over eight million Bengali refugees had created special problems for India. He made it clear that India had given temporary shelter to the refugees as a trust for the international community till such time as they are able to return to their homeland in safety and honor. The creation of necessary conditions to achieve its objective was the urgent need of the hour, he added.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Missions	Bangladesh Vol. 1 : No. 4	24 September, 1971

BANGLADESH MISSIONS

Seven Bangladesh Missions have been opened in various countries. The Missions are located in Washington, New York, London, New Delhi, Calcutta, Stockholm and Hong Kong. While more missions are being set up in important world capitals, the eighth Bangladesh Mission will be opened this week in Manila.

Bangladesh Associations

Thirty two Associations of Bangladesh have been formed in various cities of the United States and Canada. In addition, over a dozen "Friends of Bangladesh" (a multinational organization) are active in the United States. Such associations have also been formed in other countries.

Information Center

A National Information Center for Bangladesh in Washington is operated by Americans in corporation with citizens of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Forces Gain Tenacity and Skills	Bangladesh Vol. 1 : No. 4	24 September, 1971

BANGLADESH FORCES GAIN TENACITY AND SKILLS

Bangladesh has organized in less than four months, two branches of its forces-the regular army and the freedom fighters. Although they are new and their number is still small, both branches of the forces have gained considerable tenacity and skill in their operations against the West Pakistan occupation army which inherits a martial tradition of over 200 years and is equipped with sophisticated American and communist arms.

Martin Wollacott, a British correspondent, recently accompanied 16 soldiers and 2 officers of Bangladesh in their hunt by boat for demoralized West Pakistan army. *Excerpted in the Washington Post, September 18.*

The warrant officer's flashlight as he passed down the line of men illuminated 16 pairs of hare feet, three old Bren guns, three battered British two-inch mortars and a kit bag with a dozen mortar bombs still in their sealed cardboard tubes.

The captain, a tall young man with spectacles who used to be an officer in the Pakistan Army Service Corps, emerged from his tent wearing a striped sports shirt and the long cloth skirt Bengalis call a lungi. The warrant officer saluted him. The captain then addressed the men in Bengali. The English words "discipline," "disciplined force," "no smoking" occurred several times.

He ended by saying in English: "I want to see quick firing on target and quick dispersal" The warrant officer saluted again, and the 18 men, with two correspondents trailing behind, set off from the camp, in a border area about 55 miles northeast of Calcutta.

Facing his company, the captain had said earlier, were two battalions of the Pakistani army, both from the Frontier Force Regiment. The night's patrol was what is called a "jitter party" and was aimed at disturbing the sleep and peace of mind of a company of Pakistan troops at a place called Maslia, on a bend of the River Kapotakshi, about four miles inside East Bengal.

About a mile from the camp, the party climbed aboard three large country boats. Somebody put one of the mortars down on my hand, there was much clicking of safety catches, and in spite of the captain's strictures, several men lit cigarettes.

The boats began to slide across the wafer-more like a huge and convoluted lake than a river now, because it is swollen by flooding. Starlight gave a clear view of distant tree lines.

Several of the men chatted away in normal conversational tones, to my horror, but the talk faded as we went deeper in. the boats grounded and everybody jumped into the water and waded to land, one party of men with a Bren gun and one mortar disappearing into the darkness to the left, and the rest of us, with two Bren's and two mortars, moving single file into a grove of trees.

There were numerous inexplicable stops en route and the young guerrilla detailed to look after us kept saying rather pointlessly something like "Here we are in Bangladesh."

After perhaps 20 minutes we came to a large village, passed quietly through and emerged on a river bank. The guns and mortars were set up, the bombs taken from the cardboard tubes. About 200 villagers in the huts nearest the firing party woke up pulled out quickly, presumably to huts at the other end of the village, carrying bedding and other bundles.

Then the firing started, sounding incredibly loud after all the whispering and shuffling that had gone before-short bursts from the Bren's, whumps and bangs from the mortars, single shots from the 303 rifles carried by the other men. The party to our left joined in. It lasted perhaps eight minutes. There was no response from the "enemy location" and the sergeant mysteriously announced "We fire now. In 20 minutes they fire."

We returned to the boats at some speed. The warrant officer counted the party, and we pushed off into the water again. Twenty minutes later, to the minute-I looked at my watch-came the extremely nasty sound of a mortar bomb landing about 400 yards from the boats.

The minutes later we were out of the boats and half an hour afterwards back at camp, freshening up by pouring pump water over our heads. The captain, confident that his jitter party would come to no harm, was sleeping soundly in his tent…The patrol, all in all, was a competent effort. The men knew how to work the weapons, and they moved quickly to and from the chosen position…..

To be fair to the Mukti Bahini liberation fighters, jitter parties are not their main occupation. *The captain's company of Niyomita Bahini claims to have killed 125 Pakistan soldiers, including two officers, in the four months it has been in existence. He also said that, during the whole four months, the Pakistanis had attempted no counter ambushes, done no counter mining and had "on only one occasion" attempted to outflank a Mukti party during an engagement.*

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Deceiving The Americans	Bangladesh Vol. 1 : no. 5	1 October, 1971

Editorial

DECEIVING
THE AMERICANS

The stage was already set, the die was cast. On March 25 Yahya abruptly broke off his talks with Mujibur Rahman in Dacca. At sundown, before taking his secret flight from Dacca, never to return again to his sanctuary in West Pakistan, Yahya ordered General Tikka Khan to fix the Bengalis for their crimes in electing leaders of their choice. They had elected leaders who were determined to give the Bengalis a fair deal and end West Pakistani exploitation. West Pakistani soldiers, using American machine guns, tanks, bazookas and cannons, have killed more unarmed civilians than have ever been killed in such a brief period anywhere else in the world. And the killing goes on.

General Yahya miscalculated. He thought that the power of repression was absolute. Now Bengali resistance has put him in a tight corner. West Pakistan depends on international charity and booty from Bangladesh for its sustenance. In order to refurbish her image in the world, specially for those who give her financial and material assistance. West Pakistan has to take special care to convince the Americans that U. S. assistance will be used for human welfare.

General Yahya while going on with his repressive design has taken a number of measures to hoodwink the Americans. He has appointed a civilian governor and some ministers in Dacca who have never represented the people. These people are required to work under the "protective cover" of the all powerful Martial Law Administrator who as Tikka Khan's second-in-command perpetrated and is continuing to perpetrate atrocities in Bangladesh. General Yahya is also claiming that refugees are returning. While 105,000 refugees are claimed to have returned, there are impartial observers who maintain that the refugee flow out of Bangladesh is still continuing and the total number has reached nine million.

Yahya has also decided to give a constitution to the country in the true tradition of a dictator. He intends to hold by-elections in almost half of the parliamentary constituencies in Bangladesh, but his intentions are always open to question. His physical hold over all these constituencies is too tenuous to permit holding of any elections in the near future. He will allow the National Assembly to have a look at the constitution, but he will have the final authority to veto any amendment proposed.

Yahya's game is too full of contradictions and does not inspire any confidence at all. The House of Representatives has already passed a bill to suspend all economic and military assistance to Pakistan. A similar piece of legislation-that is, the Saxbe-Church Amendment-is now before the Senate which has been cosponsored by 35 other Senators. We have no doubt that the Americans and their representatives will not finance the military operation of a director intended to butcher democracy and constitutionalism.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Behind the Veil of Yahya's Secrecy	Bangladesh Vol. 1: No. 5	1 October, 1971

BEHIND THE VEIL OF YAHYA'S SECRECY

In secret order U. O. No. 2303/71-Secy(s) of June 21, 1971, signed by Roedad Khan, Secretary, ministry of Information and National Affairs, Government of Pakistan, guidelines were issued to Pakistani central and provincial officials *for handling the visits of foreign correspondents. U. S. Senators and Congressmen, and British Parliamentarians (*The language used in the order has not been changed.)

"Following the lifting of restriction on the visit of foreign correspondents, the following guidelines are suggested for handling the resultant situation: We must know who is landing at Dacca and who is going where in East Pakistan. To that end PIA has been requested to gather the information discreetly and convey it to PIO/DGPR and JS, Dacca."

"Copies of all dispatches filed by them from Dacca and Karachi should be sent immediately to PIO/DGPR."

"PID should set up an Information Desk at Intercontinental, Dacca, to maintain liaison with the foreign correspondents and supply our literature to them, Secretary, Information, Government of East Pakistan, should make arrangements for keeping in touch with the foreign correspondents down to the Sub-Divisional level where the Provincial Information officer should not only be able to supply information but also brief the visiting correspondents. This means that he, on his part, should be fully kept in the picture and supplied with talking points and other publications setting out the government policy in respect to East Pakistan."

"The Chief Secretary should similarly alert the Divisional Commissioners and District and Sub-Divisional Officers on how to handle visiting foreign correspondents who are likely to contact the local administration for answers to their queries. It will be desirable to keep the foreign correspondents away from the cantonments and contact with Army Officers….

"Visits of VIPs (such as British M. Ps and Congressmen):

"While all facilities and consideration normally extended to VIPS (should be given), there should be no over-entertainment which is incongruous with the present situation in East Pakistan and no over display of military personnel. The security arrangements should be unobtrusive….

"They should be encouraged to meet the friendly foreigners, like those in Chittagong and Sylhet, who have personally experienced the depredations of the rebels.

"Most of them would like to see for themselves the resumption of normal economic life in areas such as Narayanganj and the functioning of the port of Chittagong.

"Above all, they would be interested in seeing the return of displaced persons and the arrangements made for receiving and rehabilitating them. To that end, they would like to visit two or three of the reception centers. They would be shown the crowded ones, but the crowds should be ensured by delaying dispersal rather than faking.

"While an effort should be made to avoid their seeing the more heavily damaged portions of places like Khulna, there should be no deliberate obvious attempt to keep them away.

"They are likely to check up on what they heard of alleged attempts to eliminate intellectuals and will perhaps insist upon seeing Jagannath Halla and meeting some of the intellectuals. We should have no objection, but only dependable ones may be invited to see them…. (EXTRACT)

NOTES ON ABBREVIATIONS

DGPR-Director General of Public Relations.

JS-Joint Secretary.

PIA-Pakistan International Airlines

PID-Press Information Department

PIO-Principal Information Officer.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Pakistan Situation	Bangladesh Vol. 1: No. 5	1 October, 1971

PAKISTAN GOES BANKRUPT

The economic impact of the first three months of the crisis (April-June) in Bangladesh has been brought out in the Annual Report of the State Bank of Pakistan for 1970-71. It is indicative of the very heavy cost of the West Pakistan military adventure in Bangladesh. The State Bank Governor said in his remarks, "we are stuck with an inefficient, capital intensive, import-dependent industrial complex, catering to domestic demands mostly on inessential nature." The salient features of the Annual Report of the State Bank of Pakistan are given below:

Gross National Product

Declined from 66 percent in 1969 to 1.4 percent 1970-71. Agricultural production dropped by 3.2% as against rise of 8.2% in 1969-70.

Fall in production of major crops

Wheat by 9.3%, rice by 9.1%, Jute by 12.7%.

Industrial Production

Increased by 2.4% compared to 11.2% during the previous year. Deficit in government financial transactions amounted to $229 million against $ 130 million last year.

Balance of Payment

Overall deficit of $114 million as compared with overall deficit of $39 million in the previous year. During the period July-September the economic situation in Pakistan has obviously worsened still further.

Will you still send your money to finance Yahya Khan's militarism in Bangladesh.

MASS TRANSFER OF WEST PAKISTANI DIPLOMATS

All West Pakistani diplomats including the Ambassador, Military Intelligence Officer and their Confidential Assistants have been transferred from the Embassy in Washington to Rawalpindi.

The mass transfer is due to their failure to report in advance to Islamabad the declaration of allegiance to Bangladesh by 18 Bengali diplomats and officials in U. S.

The West Pakistani Ambassador was due to retire from the Embassy on October 31 but has been recalled. A retired General, formerly Pakistan's Ambassador in Peking has he en appointed West Pakistani Ambassador in Washington.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
News on Pakistan Situation	Bangladesh Vol. 1: No. 6	8 October, 1971

WEST PAKISTAN'S GRATUITOUS ADVISE TO WORLD BANK

West Pakistan accused 118-nation World Bank of not legalizing her unilateral default on debt servicing. It is recalled that Pakistan declared a unilateral six month moratorium for all her debts incurred with the Western counties. The West Pakistani leader of the delegation to the annual Bank Fund meeting in Washington, S. U. Durrani, said on September 29, "A stage has been reached where some of the largest developing countries are unlike to be eligible to borrow from the Bank…..This is clearly an untenable situation and raises the difficult question of how far the Bank can show greater flexibility in rearranging amortization schedules for its loans under certain specified conditions."

Making an oblique reference to the Bank Report on the Pakistani situation, extracts from which were published in the New York Times last June, Mr. Durrani gave an unsolicited rude piece of advice to the Bank. Suggesting that there may be "conflict between its strictly economic foundations and the political implications of its actions, he surmised that "perhaps the need is for greater sensibility to the political consequences of actions by a staff that is expert in its own restricted field of competence, but whose objectivity needs a stronger buttress in producers and arrangements within the institution itself." The Mission Report of June commented on the reign of terror and widespread destruction in Bangladesh which make it impossible to resume development activities there in the foreseeable future.

Soon after the conclusion of the Bank Fund meetings, West Pakistan was on its knees crying for a moratorium on debt repayment liability for fiscal year 1971-72. Interestingly, the delegation this time was led by the departing Ambassador Hilaly.

West Pakistan has a debt servicing liability of $310 million this year, including $88 million of deferred payments from last year. East European countries are to receive $40 million and the World Bank $51 million.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Universal Call for Political Solution	Bangladesh Vol. 1: No. 7	15 October, 1971

UNIVERSAL CALL FOR POLITICAL SOLUTION

Four big powers and many of the other members of the United Nations have called for a political solution of the issue of Bangladesh. in their speeches, Foreign Ministers and heads of delegations of various countries now attending the U. N. General Assembly session in New York have made heart-fell references to the Bengali refugee problems, created as a result of the West Pakistani Army atrocities in Bangladesh.

The 130-member General Assembly session which began September 21 will continue until the end of December. The delegates who have spoken so far have asked the military junta of West Pakistan to create suitable conditions for the return of the nine million Bangladesh refugees to their homes: (Words have been capitalized for emphasis in quotations following).

U.S.A.

The U. S. Secretary of State, William P. Rogers, stressed the need for international "efforts towards an effective POLITICAL SETTLEMENT" of the problem now facing Bangladesh. He said, "International assistance programs must be expanded to avert famine and to create conditions to encourage the return of refugees."

U.S.S.R.

The Soviet Foreign Minister, Andrei Gromyko, told U. N. members that the "present state of affairs in the area (Bangladesh) is acute and it is not merely an INTERNAL MATTER" of Pakistan. He said. "We are convinced that a general détente in the region can be achieved only through a POLITICAL SETTLEMENT of the question" of Bangladesh.

U.K.

The British Foreign Secretary, Sir Alec Douglas Hume, added his voice to the super powers and other nations calling for a POLITICAL SETTLEMENT in Bangladesh. He warned the world community that, "It must never be said of the politicians that we met here and argued about who was to distribute food while the millions of innocent people starved."

France

The French Foreign Minister, Maurice Schumann, insisted on the need for an early solution of the Bangladesh crisis and said that, unless the "wrong" done by Pakistan is "righted at the root," the exodus of people from Bangladesh will not stop.

India

The External Affairs Minister of India, Sardar Swaran Singh, called upon the United Nations "to impress on the military regime of Islamabad that force will not succeed and, therefore, a POLITICAL SETTLEMENT between the military regime and already elected members is essential."

Canada

The head of the Canadian delegation asked, "At what point does an internal conflict affect so many nations to such an extent that it can no longer properly be accepted as a domestic matter?"

Japan

Japan called upon the world body to "expedite the POLITICAL SETTLEMENT" of the Bangladesh issue.

Others

In addition, Poland, Holland, Finland, Belgium, Norway, Sweden, Mexico, Australia, Nepal, Zambia, Italy, New Zealand and Luxembourg urged the Government of General Yahya Khan to reach an "appropriate POLITICAL SETTLEMENT" of the Bangladesh crisis.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Political Solution	Bangladesh Vol. 1 : No. 7	15 October, 1971

Editorial

POLITICAL SOLUTION

Yahya Khan in his broadcast of October 12 has made a statement of his intentions. By-elections will be held toward the end of December, he says, to fill the National Assembly seats forcibly vacated by him. He proposes to form a new central government and hand over the power to it, "soon after the inaugural session of the National Assembly." He has also benevolently conceded to the National Assembly the right to propose amendments to the constitution now being prepared under his supervision. Each amendment, however, must be submitted to him for his consideration and approval.

With the Awami League the only representative political party in Bangladesh-remaining banned and its elected leader Sheikh Mujibur Rahman behind prison bars, it is difficult to see how there can be any meaningful participation of the people of Bangladesh in the proposed by-elections. Moreover, who has given the right to Yahya Khan to unseat so many members of the National and Provincial Assemblies freely elected by the people? Again what is the basis of Yahya Khan' assumption that the remaining members of the National and Provincial Assemblies will turn up as his dutiful stooges? What validity would a central government have where the inalienable rights of the people of Bangladesh are not reflected?

The heart of the matter is that the Awami League own a clear and overwhelming mandate from the people of Bangladesh for a program of self-determination and autonomy. That mandate was completely ignored by the Yahya regime and it tried to suppress the movement for autonomy by brutal and savage force. The people of Bangladesh reacted with a spirit of heroism and resolved to free themselves from the colonial domination of West Pakistan. In such a situation, it would be idle to expect that a sham transfer of power to a puppet civil administration subservient to the army would achieve any purpose at all except that of perpetuating army rule. Even as an attempt to hoodwink world opinion it is bound to fail, for the ghastly happenings in Bangladesh since March 25 are by now fairly well know.

Yahya Khan must realize that in the present circumstances of the country no meaningful political solution is possible without fulfilling the following conditions: a) accepting the independence of Bangladesh. b) The unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and (c) the withdrawal of West Pakistani Army from Bangladesh.

It appears that Yahya Khan has learned no lesson from his predecessor who also tried to impose a one man constitution and a puppet government on the people. The effort of Ayub Khan failed and a people's movement forced him out of power; the same fate awaits Yahya Khan if he persists in his folly.

In a free democratic country a constitution is given by a people unto a people.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Bangladesh Victory is Certain	Bangladesh Vol. 1 : No. 7	15 October, 1971

OUR READERS SPEAK

10 REASONS WHY BANGLADESH VICTORY IS CERTAIN

Military

1. West Pakistan's occupation army in Bangladesh is unfamiliar with the terrain, unaccustomed to the climate and ignorant of the local language and customs. After the massacres of Bengalis committed by the West Pakistan troops, the only local support it can get is from the small immigrant community, mostly Biharis.

2. Pakistan's forces in Bangladesh cannot be increased beyong 100,000 in the foreseeable future without endangering the security of West Pakistan, unless it is prepared to extend the recruitment base of the army. But the Pubjabi-controlled army (more than 85%) is not keen to give military training to non-Punjabis for fear of armed insurrection among minority groups (Sindhis, Baluchis, Pathans). The army has been obliged to introduce virtual conscription in the so-called "martial" districts of Punjab.

3. Facting this army is the Mukti Bahini (liberation forces) which is rapidly growing in number, gaining in combat experience and using increasingly sophisticated arms and equipment. By the end of the year, the Mukti Bahini will be able to field a force larger than the occupation forces. It is well-known that even to contain guerilla forces a conventional army needs to be at least five times larger.

Economic

4. West Pakistan has a deficit economy. It is heavily dependent on revenues and foreign exchange earnings from East Pakistan. West Pakistan cannot get foreign exchange from East Pakistan anymore, nor can it use East as a captive market for its overpriced goods.

5. Foreign aid to Pakistan, the lion's share of which was appropriated for West Pakistan, has been practically cut off by Western donor countries (except the United States) resulting in a loss of $ half billion in foreign exchange, which is one-half of Pakistan's annual import bill. The mood of the U. S. Congress after genocide in Bangladesh in to bar all U. S. aid to Pakistan until the situation becomes normal. Chinese aid is small in volume and is not given in hard currency.

6. Military expenditure has increased from $ 400 million in 1965 to $ 800 million a year now. Most of the war materials have to be imported, causing a heavy drain on limited foreign exchange. Whatever production of military material takes place domestically, it is in West Pakistan. Therefore, all the arms, equipment etc., have to be

transported around the Indian peninsula at enormous cost. Transportation within Bangladesh is another bottleneck, since the railway system and road communication between Chittagong and its hinterland have been rendered inoperative.

Political

7. The Pakistan Government is giving top priority to its military needs in Bangladesh and neglecting economic problems. The business community of West Pakistan initially welcomed the military crackdown in the belief that it will be a brief surgical operation. They are now unhappy. Top businessmen and industrialists are transferring their funds abroad through black market because of lack of confidence in the future of Pakistan. Middle classes are feeling the pinch more, because of high taxes and rising prices since March. Labor is becoming restive.

8. Many political leaders in West Pakistan have been arrested to keep tensions under control. Even Bhutto, who connived with Yahya Khan to bring about the present crisis, has now publicly warned of the possibility of "civil war in West Pakistan." Wali Khan, whose party secured the second highest number of seats in West Pakistan, made a similar statement earlier.

9. Disaffection in the minority regions in West Pakistan is rising rapidly. This has necessitated the transfer of Tikka Khan-whose ascendancy in the army dates back to 1958, when he ruthlessly bombed the Baluchi tribesmen into submission to West Pakistani.

Moral

10. International moral feeling has always been a significant factor in al liberation struggles. World wide revulsion against repressive methods by foreign occupation forces eventually causes a "loss of will" in the metropolitan territory (e.g., Algeria, Vietnam) and erosion of its international prestige. Pakistan's political relations will inevitably worsen with the whole world, with the possible exception of those Governments that themselves follow a policy similar to Pakistan (e.g. Nigeria in Moslem North), or countries which use or may need Pakistani mercenaries to put down popular forces (e.g., Persian Arab Gulf States).

A Diplomat
Washington, D. C.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Mukti Bahini	Bangladesh Vol. 1 : No. 8	22 October, 1971

Editorial

MUKTI BAHINI

Since the declaration of independence of Bangladesh last April, the most important development in the region has been the emergence of the Mukti Bahini-Bengali liberation forces.

The Mukti Bahini have effectively reactivated the Bengali struggle for freedom. The resistance movement has taken firm roots throughout Bangladesh, and their supporters can be found at all levels of society. They are flourishing not withering, under massive West Pakistan relations and are demonstrating that they can maintain a level of sabotage too high for the world shrug off as unimportant.

The Mukti Bahini are growing in size, skill and efficiency. Their spectacular acts of sabotage include heavy damage to the fashionable Intercontinental Hotel in Dacca, located within sight of the West Pakistani military headquarters. Bengali frogmen have sunk a dozen West Pakistani and foreign ships in Bangladesh ports. As the army of Yahya Khan has failed to provide adequate protection to foreign interest. British shipping lines have already suspended traffic of Bangladesh.

Besides, 157 major road and rail bridges have been damaged since the freedom fighters began to fight back against West Pakistan. They have severed the main rail lines in Bangladesh. Road travel is paralyzed because bridges are damaged beyond repair, and river traffic is constantly impeded by the liberation forces.

Paying glowing tributes to the performance of the valiant Bengali freedom fighters, the New York Times said, October 17, "If the Vietcong had had been doing this well after six months, they would have considered it a remarkably good start."

In general, the Mukti Bahini have greatly undermined the ability of the military regime to maintain law, order and public administration. This has contributed to increasing gloom and despondency among Yahya Khan's forces. Just recently, the Mukti Bahini have delivered particularly telling blows against them and West Pakistani troops are already showing signs of restiveness.

The victory of the Mukti Bahini over the demoralized occupation forces of West Pakistan inevitable. The victory is as certain as the glorious conclusion of the American War of Independence and the Algerian Liberation Struggle.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Yahya's Strategy	Bangladesh Vol. 1 : No. 9	29 October, 1971

YAHYA'S STRATEGY

In politics the most obvious is frequently the most misleading. In this context, Yahya's threat of a "total war" against India is *obvious* but *misleading.*

Now that his colonial grip on the East is weakening, Yahya *obviously* hopes to continue the rule of the Generals in the West by raising "Crush India" slogans.

Yahya's threat of a total war is *misleading* because more than anybody else he knows for sure that West Pakistani troops have performed miserably against India in past wars. But, behind Yahya's propaganda war lies his real intention of attracting international intervention and mediation to save the "integrity and solidarity" of the Khan dynasty.

Yahya is giving the world a quite fraudulent impression that he could manage the "internal affair" and install a puppet regime in Dacca if it weren't for the activities of "India infiltrators and agents" in Bangladesh. It is incredible that "India infiltrators and agents" could Cause so much trouble for Yahya in the deep interior of Bangladesh. Apparently Yahya is ashamed to admit that the Bengali Mukti Bahini are gradually taking over the control of Bangladesh. However, the recognition of the independence of Bangladesh has been delayed because of Yahya's maneuvers to get arms and other supplies from some of the outside powers which are most anxious to bail him out.

Yahya was counting for so long on his ability to go through the farce of proclaiming a constitution, filling up the vacancies in the Assemblies-created by his earlier decision to disqualify nearly half of the elected representatives-and establishing a civilian government under the army's tutelage. He apparently expected that once he was able to put through this program of fake democracy the world community would be more favorably inclined toward him.

Bu the Mukti Bahini have upset all his plans. Now that they have stepped up their offensive and are inflicting heavy casualties on West Pakistani troops, Yahya Khan is desperately trying to cloud the vital issue of independence of Bangladesh by his war propaganda. But his brinkmanship will have no effect in Bangladesh or abroad except to satisfy the dehumanized military machine in West Pakistan.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
U. N. Mission May withdraw	Bangladesh Vol. 1 : No. 12	19 November, 1971

U.N. MISSION MAY WITHDRAW

Dacca, November 10-The head of the emergency United Nations Mission in Bangladesh will leave Dacca soon for New York with a report that the steadily escalating level of fighting there threatens to make the mission’s job impossible reported the Baltimore Sun, November 11.

Paul-Marc Henry, the U. N. Assistant Secretary-General who heads the mission in Bangladesh, is having trouble in reaching liberated areas, Many foreign correspondents have reported recently that at least a quarter of the total land of Bangladesh is now under control of the Government of Bangladesh. Baltimore Sun correspondent, John Woodruff, reporting from Dacca said that M. Henry is expected to report directly to Secretary-General U Thant that the liberated areas are not accessible without new arrangements, involving permission from the Bangladesh Government.

The Sun correspondent, Woodruff, also pointed out that the West Pakistani generals in Bangladesh not yet agreed to let the U. N. Mission distribute food directly to the people…."

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Man-Made Disaster	Bangladesh Vol. 1 : No. 14	3 December, 1971

Commentary-

MAN-MADE DISASTER

The first comprehensive film report on the "Man-Made Disaster" in Bangladesh was presented on the NBC network monthly program "Chronolog" on November 26.

The documentary was written, produced, directed and narrated by Bob Rogers, who spent nearly two months in Bangladesh and in the refugee camps in India.

Rogers made several clandestine entries in to occupied Bangladesh to obtain the exclusive film report on Mukti Bahini operations. The NBC party spent four days with the large group of Bengali guerrillas which controls a sizeable area of Bangladesh.

On a separate trip to occupied Bangladesh the NBC film crew managed to film Bengali villages that had been freshly destroyed by the West Pakistan army.

Plashes of the continuing West Pakistan army atrocities and assault on Bengali women were seen from time to time during the narrative. Some of the sequences depicted life in Bengali refugee camps in India.

Rogers who has successfully produced highly acclaimed film reports on many violent episodes during the last ten years said in his commentary on the events in Bangladesh. "This is the most gruesome situation I have encountered. And the saddest part is that the world seems to be just sitting back and letting it happen."

Commenting on the documentary, the Washington Post said November 27, "masterfully filmed…in such uncompromising details that it required a strong constitution-both physical and moral to keep with it"

Indeed the film was excellent. It exhibited the technological sophistry of the American communication media, particularly the creative mind of the NBC crew. We congratulate Bob Rogers, members of team and the NBC net work for sponsoring the program to help alleviate the tragedy which continues to occur daily in Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Programs Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 14	3 December, 1971

PROGRAMS ON BANGLADESH

Bangladesh Ambassador, M. R. Siddiqi, will appear on Channel 29 on Sunday, December 5 at 11:30 p.m. in an hour long program, with participation by representatives of India and Pakistan also.

Many Washingtonians saw the Bangladesh Ambassador for the first time on Channel 26 on November 24, when he effectively countered Pakistan propaganda aired by its Ambassador on the previous night on the same program. When asked, the Deputy Chief of the Bangladesh Mission, Enayet Karim, who also participated in the program, denied any contract of the Bangladesh Government with the Pakistani regime or the American Government.

Since last August when the Bangladesh Mission was set up in the nation's capital Ambassador Siddiqi has been touring extensively to explain the Bangladesh case for independence. He has held TV and press interviews in Boston, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Davis, Denver, Albany and Bethlehem. In addition, Ambassador Siddiqi has addressed student and faculty members on various campuses in the U.S. and Canada.

The National Council of Churches of Christ in the U. S. organized a "consultation" program in Washington on the situation in Bangladesh with the representatives of Bangladesh, India and Pakistan on November 10, Addressing the group the Deputy Chief of the Bangladesh Mission, Enayet Karim, said that Bangladesh is a reality and there is no way for the people of Bangladesh and West Pakistan to coexist.

Representatives of West Pakistan arrived at the "consultation" but upon seeing the members of the Bangladesh Mission refused to attend. "This was contrary to the prior understanding that the arrangement for this session was satisfactory" to the West Pakistani diplomats, said a summary report prepared by the organizers of the program.

Bangladesh counselors S.A. M.S. Kibria, A.M.A. Muhith and S.A.R. Matinuddin have been addressing students and faculty on various American University campuses. They are also appearing on TV and radio interviews to seek support for the Bangladesh struggle.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Recognition of Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 : No. 15	10 December, 1971

Editorial

RECOGNITION OF BANGLADESH

It is universally known that Pakistan died on March 25 when the "future Prime Minister of Pakistan," Sheikh Mujibur Rahman was clandestinely flown into captivity at an undisclosed location in remote West Pakistan, and Yahya's General Tikka Khan went into action against the unarmed civilians in Bangladesh. A reign of terror was unleashed. Intellectuals and political leaders were gunned down in Dacca streets. Women were raped and children bayoneted by the so-called professional soldiers of West Pakistan. A systematic decimation of a people took place all over Bangladesh. Yahya's record of genocide has paled even Hitler's record. Bangladesh has become a locked-in arena of systematic slaughter. This, in short, is the background of the creation of Bangladesh.

Bangladesh has been recognized de jure by India and another neighbor, Bhutan. While according formal diplomatic recognition to the People's Republic of Bangladesh, Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, said in the Parliament in New Delhi on December 6, "The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause." Indian recognition of Bangladesh as Mrs. Gandhi said has not been guided by "emotion" but by a realistic assessment of the situation prevailing in the country (Bangladesh). In fact the recognition has been delayed until the Bengali Mukti Bahini have liberated and established effective control in almost all territories hitherto under the occupation of West Pakistan. The Bangladesh Government has congratulated India for its "bold and decisive step" in laying the foundation of good-neighborly relations.

An identical situation prevailed in 1778 when France recognized the United States of America. It is worth noting here that the United States came into being in circumstances similar to those existing in Bangladesh. The American colonies had been experiencing the same kind of exploitation and "taxation without representation," at the hands of the "mother country." These striking similarities between the oldest and the newest of the new nations raise our hope that the United States will recognize the Republic of Bangladesh as a partner in defense of freedom and democracy. By opening diplomatic relations the bonds of friendship already existing between the two peoples will be more firmly riveted.

The Foreign Minister of Bangladesh has called upon the international community to recognize the Republic of Bangladesh. It is our hope that the world community of nations will adequately respond to the call of Bangladesh by according full diplomatic recognition to it.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Editorial Bangladesh	Bangladesh, Liberation Supplement	16 December, 1971

Editorial

BANGLADESH

Bangladesh was completely liberated today at one minute past 6 a.m. Eastern Standard Time. JOI BANGLA: victory for Bangladesh. This day marks the end of a poignant phase in our national history.

At this supreme moment our thoughts are with the father of the nation. Sheikh Mujibur Rahman. Today 75 million Bengalis and freedom loving people everywhere in the world salute this valiant leader and pray for his early release.

It is the beginning of a new and noble nation. To the Bangladesh Mukti Bahini and the Indian troops we send our greetings and warm felicitations. To our friends abroad we express our deepest gratitude.

The creation of Bangladesh gives us a tremendous opportunity to demonstrate to the world our objective of peace, freedom and democracy. On this happy and auspicious occasion we join our Acting President and the Prime Minister who have appealed to the nation not to take revenge on the non-Bengali citizens who have committed barbarous crimes against humanity in Bangladesh.

We must be magnanimous in our victory and forgive our foes. We should demonstrate to the world by our action and behavior that we are fully worthy of our freedom.

It is our appeal to every man and woman in Bangladesh to strive ceaselessly for the establishment of the new nation for which they have already suffered and sacrificed so much.

This is indeed a bitter-sweet victory. Millions of our people have laid down their lives in defense of the country's freedom and many more have endured unspeakable horrors. Innumerable homes have been destroyed and the infrastructure of the country's economy is at the breaking point. All these are chastening thoughts but the vibrant reality of freedom is eternal vigilance.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
U.S. Congressmen Move Resolutions For Recognition	Bangladesh Vol. 1 : No. 16	17 December, 1971

U.S. CONGRESSMEN MOVE RESOLUTIONS FOR RECOGNITION OF BANGLADESH

U.S. Congressmen Paul N. McCloskey and Henry Helstoski, in two separate resolutions introduced on December 9, have urged the United States Government to extend full diplomatic recognition to the Republic of Bangladesh as a "free and independent nation, by following American "anti-colonial heritage."

McCloskey

Congressman McCloskey, a Republican candidate for President, said in a press release that "It appears impossible for West and East Pakistan to be ever reunited, given the actions of the West Pakistan army against the Bengalis…."

Helstoski

Criticizing American policy on Bangladesh, Congressman Helstoski who proposed the resolution, December 9, in the House of representatives, said that "the Government of Pakistan through Its heinous repression of the Awami League and the civilian population of East Bengal has forfeited any claim to allegiance of citizens of that region."

Bangladesh Premier

Meanwhile, the Bangladesh Prime Minister, Tajuddin Ahmed, in a broadcast on December 8 urged other nations to follow the example of India and Bhutan in according recognition to the Republic of Bangladesh.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Review and Outlook	Bangladesh Vol. 1 : No. 16	17 December, 1971

Review And outlook

TWO PEOPLES IN DEFENCE OF FREEDOM AND DEMOCRACY

The oldest and the newest peoples in defense of freedom and democracy in the world are the United States of America and Bangladesh. The War of independence that is nearing a successful conclusion in Bangladesh is part of the general worldwide movement for liberation from colonial domination which began in 1775 in North America. The Bangladesh struggle for independence is no different from the War of Independence waged by the American patriots nearly two centuries ago. Like the American colonies, former East Pakistan was being "bled white' in the interests of distant alien rulers. Like the Americans, Bengalis had to pay taxes to unrepresentative tyrannical regimes totally indifferent to the people's welfare. Like the Americans the Bengalis decided through their representatives, to exercise their inalienable right of self determination. Like the Americans, the Bengalis have prevailed-they have won their inherent right to liberty, equality, freedom and justice. Like the Americans, the Bengalis have established a "government of the people, by the people and for the people." Which "shall not perish from the-earth."

AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE

The American patriots saw in the British rule a pattern of exploitation and taxation without representation by a foreign government 3,000 miles across the Atlantic Ocean. Forbidden to exploit the hands of the West, ordered to pay for an alien army, told that their trade would be closely regulated, injured deeply by the interference with their West Indian trade, suffering a heavy loss in foreign exchange-the American colonists expressed their genuine grievances against the mother country.

At first the Americans sought their rights within the British empire. Britain, however, undertook to assert her sovereignty through armed assault on the colonists. Increasingly the patriots came to realize that they must secure their right to self-rule outside the empire. Finally the War of independence began in 1775.

A royal proclamation of August 23, 1775, declared the colonies to be in rebellion. The British troops went into action and the massacre that followed forced the Second Continental Congress to reclaim American Independence from Britain. Ultimately the American Colonial dependencies defeated their mighty parent State with foreign Assistance.

American Declaration of Independence the American Declaration of Independence is the most important document in the history of the freedom movement. According to

the Declaration, all men are born equal and all equally have the right to live their lives in liberty and as happily as possible.

BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE

Twenty-four years of political and economic exploitation and taxation without representation were tolerated by the Bengalis in the hope that eventually West Pakistan would realize the folly of its policy of colonization in East Pakistan. The main aim behind the six-point Awami League program was to enable the people of East Pakistan to live as dignified citizens within the framework of Pakistan. But West Pakistan rulers, 3,000 miles away across the Indian Ocean, saw in the six-point program of autonomy the danger of losing their colonial grip on East Pakistan.

On March 25, Yahya Khan ordered the wholesale massacre of the defenseless Bengalis by the West Pakistan army and subsequently East Pakistan elected representatives were branded as traitors. At this point it became apparent that living together by East Pakistan was no longer possible.

A spontaneous War of Liberation was waged by the Bengali Mukti Bahini. An Autumn offensive was launched last month by 150,000 freedom fighters. The heroic struggle of the Mukti Bahini has received moral and material support from freedom loving peoples all over the world.

Bangladesh Declaration of Independence

The birth of the sovereign People's Republic of Bangladesh was proclaimed at Mujibnagar inside Bangladesh by the elected representatives. The Acting President, Syed Nazrul Islam, proclaimed in hi Declaration of Independence that "Bangladesh has been given no choice but to secure its right of self determination through a national liberation struggle against the colonial oppression of West Pakistan.

শিরোনাম	সংবাদপত্র	তারিখ
Colonial Exploitation of Bangladesh	Bangladesh Vol. 1 No. 16	17 December, 1971

AT A GLANCE-
COLONIAL EXPLOITATION OF BANGLADESH

POLICY MAKERS

	Bangladesh	W. Pakistan
Chief Executive (Prime Minister or President)	5 Years	19 years
Commander-in-Chief Army	none	24 years
Commander-in-Chief Nay	none	24 years
Commander-in-Chief Air Force	none	24 years
Finance Minister	none	24 years
Planning Minister/Chief	none	24 years

POWER CENTERS

	Bangladesh	W. Pakistan
Capital of the Country	none	x
Parliament of the Country	none	x
Supreme Court	none	x
Headquarters of the Army	none	x
Headquarters of the Navy	none	x
Headquarters of the Air Force	none	x
Headquarters of the State Bank	none	x

FOREIGN SERVICE

	Bangladesh	W. Pakistan
Including Ambassador		
Class I Employee	58	179
Class II Employee	48	196
Class III Employee	17	58
Class IV Employee	8	89

TOTAL EXPENDITURES
(in millions of $)

Bangladesh		**W. Pakistan**
$ 569.10	(1950-55)	$ 2,370.90
20%		80%
1,104.00	(1955-60)	3,475.50
26%		74%
2,948.40	(1960-65)	7,045.50
32%		68%
4,838.40	(1965-70)	8,601.60
36%		64%

CENTAL SERVICES

	Bangladesh	**W. Pakistan**
Defense	8.1%	91.9%
Home Dept.	22.5%	77.5%
Education Dept.	27.3%	72.7%
Information Dept.	20.1%	79.9%
Health Dept.	19.0%	81.0%
Agriculture	21.0%	79.0%
Law Dept.	35.0%	65.0%

নির্ঘন্ট

বাংলা

অ

অগ্রদূত (সাপ্তাহিক পত্র) ৩৫২-৫৭
অনিরুদ্ধ ২৮৪
অপারেশন ওমেগা ৫৫, ১৮৯
অভিযান (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) ৪৪০-৭৯
অর্থনৈতিক অবরোধ ১১৩
অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও নীতি ১৬৫-৬৮
অর্থনৈতিক সমস্যা ১৬০-৬১, ১৬২-৬৩, ১৬৫-৬৮, ১৬৯-৭০
অর্লরেকন, কুর্ট (কমরেড) ১৫৫
অসহযোগ আন্দোলন ১৯-২০, ৪৭
অস্ত্র হাতে তুলে নাও (নৃত্যনাট্য) ৬১০

আ

আইখম্যান ৪৮, ৪৯
আইনগত কাঠামো আদেশ ৩৯৩
আউংশে প্রু ৪০২
আওয়ামী লীগ ১৯-২০, ২২, ২৫, ৩০-৩১, ৩৭, ৪৪২, ৬০৭৩৮, ৪৫-৪৭, ৫৮, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮৮, ৯১,১৮২, ১৮৯,২৪০, ২৫০, ২৫৪, ২৮১, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৭, ৩০০, ৩২১, ১০৭, ১১৬, ১৩৭, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৪,৩৪১,৩৪৩, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৬৮,
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৭৭, ২৩৮, ৩০০
আকন্দ, রওশন আলী ৩৫৩
আখতার, সেলিনা ২৮৬
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯, ১০৯, ৪৫২, ৪৬৪
আগাশাহী ৩২০
আজম, গোলাম (অধ্যাপক) ১১৭, ৪৫০, ৪৫২
আজাদ (পত্রিকা) ১৬
আজাদ, আব্দুস সামাদ ১৫৮, ২৭৪, ২৮৯
আট (৮) দফা ৪৫২
আনসার ৩, ৫, ৬, ৯
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থন ১৫৪-৫৫
আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ২৬৬
আফগান মিল্লাত (পত্রিকা) ৬৭
আফ্রো-এশীয়া সংহতি পরিষদ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৫৩, ২৫৯
আবেদীন, মওলানা জয়নুল ১৩৪
আমিন, মেহেরুন ২০৭
আমীন, নুরুল ১৯, ২৩, ১১৭, ২২১, ৪০৪, ৪০৫, ৪৫০, ৪৫২
আমার দেশ (সাপ্তাহিক পত্র) ৪২৭-৩৭
আল আহরাম (কায়রোর পত্রিকা) ৬৭, ২৪৯
আলম, আনোয়ার-উল (শহীদ) ৩৬৫
আলী, আতাহার ২৮৬
আলী, এ, এইচ, মাহমুদ ২২২
আলী, এ, বি, এম, তালেব (এম, পি, এ) ৪৩৪
আলী, এম, মকসুদ ২২২
আলী, ওমর ৩৬৮
আলী, খাদেম ১৬৪
আলী, খোরশেদ ১৬৪
আলী, জমির ১৬৪
আলী, জহুর ৬১১
আলী, জিনাত ৩৩২
আলী, ফরিদউদ্দীন ৩৪২
আলী, মনসুর ২৭৪, ২৮৯
আলী, মহসীন ২৪১
আলী, মাজহার ২৭৩
আলী, মাহমুদ ২৩, ৩২০-২১, ৪৫০
আলী, মোহাম্মদ ১৬৪, ৩৫২
আলী, মোহাম্মদ (বগুড়া) ৪৫১
আলী, রাও ফরমান ৩০৫
আলী, শওকত ২২২
আহমেদ, শারফউদ্দীন ৩৪৪
আলী, শেখ রুস্তম ২২৩
আলী, সাদিক ৬৭
আলী, সৈয়দ মোয়াজ্জাম ২২৩
আলী, হোসেন ১৫১, ১৫৯, ১৮৮, ২১৬, ২২২, ২২৪, ২৭৫, ৩৯৬, ৪৬৩-৬৪

আলম, তরিকুল ২৮৬
আলম, নুরুল ২০০
আলম, শফিকুল ২৮৬
আলম, শাহ ৩৫৭
আলমগীর, কে, এম ৬১৭-১৮, ৬৩৬
আল্লামা, মোস্তফা ২২১
আশরাফ, এ, টি, এম, ওয়ালী ৬১৩
আশরাফী, সিদ্দিকুর রহমান ১৮৩
আশাহি সিম্বুন (জাপানের পত্রিকা), ২৭১-৭২
আসাদ, (শহীদ) ৩৪৬
আসাদুজ্জামান, (শিপক) ১১
আহমদ, আনিস ৬১৩
আহমদ, এম, এম ৫১
আহমদ, কবীর ৬১৫
আহমদ, খাজা ৪২৭, ৪৩৪
আহমদ, খোন্দকার মুস্তাক ৪৪, ২৩৮, ২৪২, ২৭৪, ২৮৯, ৪৪৯, ৪৭০,
আহমদ, নিজামুদ্দিন ১৬৪
আহমদ, তাজুদ্দিন ৪৪, ৬০, ৭৫, ১০৪, ১৫৮, ১৮২, ১৯৫-৯৬, ২৭৪, ২৮৯, ৩০০, ৩১৬-১৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৭০, ৩৮৫, ৪১৬-১৭, ৪২২, ৪৫৭, ৪৬৫-৬৬, ৪৭০, ৪৭৫, ৪৭৯
আহমদ, ফয়েজ ২৭৩
আহমদ, মুজাফফর ৫৮, ১৫৮, ২৩৮, ২৮৭, ৪১৭
আহমদ, মৌলভী ফরিদ ২৩, ১১৬, ১১৭, ৪৫০, ৪৫২
আহমদ, রফিক ১৮
আহমদ, শাহাবুদ্দিন ২৩৮
আহম্মদ, মহিউদ্দিন (লন্ডন দূতাবাস কর্মচারী) ২২২
আহম্মদ, মহিউদ্দিন (হংকং দূতাবাস কর্মচারী) ২২২
আহমেদ, আফসার উদ্দন (মেজর) ৩৬৮-৬৯, ৩৭২, ৩৭৫
আহমেদ, করিমউদ্দিন ৩৭৭
আহমেদ, কুতুবউদ্দিন ৩৬৮
আহমেদ, মুজাফফর ১০৫, ২৭৪, ২৮৭, ২৮৯
আহমেদ, শারফউদ্দীন ৩৪৪
আহমেদ, শরীফ ২৩৩
আহমেদ, হাফিজুদ্দিন ৩৬২, ৩৬৮-৬৯, ৩৭৫
আহসান, এম, এস ২২১

ই

ইউছুফ, মুহম্মদ ৪২৩
দি ইকনমিস্ট (পত্রিকা) ১৮৯
ইকবাল, এস, এম ১৭
ইব্রাহিম, নীলিমা, (ডঃ) ২৪৭
ইব্রাহিম, মির্জা মোহাম্মদ ২৭৩
ইভান্স ফ্রেড ৬৭, ২৬৬, ৬০৭
ইমরোজ, (লাহোরের পত্রিকা) ১১৬
ইমাম, আলী ২৯৪-৯৫,
ইসমাইল, আজাদ ৬১১
ইসলাম, আকাদ্দাস সিরাজুল ৩১২
ইসলাম, কাজী নজরুল ২২২
ইসলাম, নজরুল ৬০৮
ইসলাম, নূরুল ২২৩, ৩৫২
ইসলাম, মজহারুল (ডঃ) ১৫১
ইসলাম, রফিকুল (অধ্যাপক) ২৪৭
ইসলাম, শফিউল ১১৭
ইসলাম, শফিকুল ৩৬৬
ইসলাম, সিরাজুল (এম,পি,এ) ৪৩৮
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ২৪-২৫, ৩১-৩২ ৪৩, ৮২, ১২৩, ১৪১, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৪, ৩৩৮, ৩৭০, ৪১৮, ৪৭০
ইসলামী, ছাত্রসংঘ ৪৫১
ইয়র্কশায়ার পোস্ট ১৮০
ইয়াজিদ ৩২৩
ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক ২০, ২০৭, ৪৪৩
ইয়োমিউরি (জাপানের পত্রিকা) ২৭২

উ

উথান্ট ২৭, ৪২, ৪৪, ৬১, ৬৯, ১৯০, ১৯১, ২৩৬, ২৪৫, ৩০৪, ৩৩৫, ৪৬০, ৬১৩, ৬২০
উদ্বাস্তু সমস্যা ১১৪, ১২৭, ৩৩৪-৩৫, ৩৯৭-৯৮, ৪০৭-০৮, ৪৪১, ৪৬৫
উপজাতিদের তৎপরতা ৪০২-০৩
উমিচাঁদ ১২৪

এ

এক ইউনিট পদ্ধতি ৩৯৩, ৩৯৫
এগারো (১১) দফা ৪৫২
এজিদ ৪২৬
এন, এস, এফ, (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন) ৪৫৯

এলেক (স্যার) ৬১৫
এডওয়ার্ডস (মিঃ) ৬০৩
এরল্যান্ডসন (মিঃ) ১০৩&
এ্যাকশন বাংলাদেশ ৬০৩
ও
ওমর (জেনারেল) ২০৭, ৪০৬
ওসমানী, এম, এ, জি (কর্নেল) ৯২-৯৪, ৬১৪
ওয়ানচুক, জিগনে ৩৮৬
ওয়ালী, মোহাম্মদ ৩৫৫
ওয়াহিদুজ্জামান ৪৫০
ক
কনজারভেটিভ কনফারেন্স ডেলিগেশন ৬১১
কনজারভেটিভ দল ৯৮
কনভেনশন মুসলিম লীগ ৩৩১
কনসার্ট ইন সিমপেথি ৬১৫

কনেট, পল ৬০৩
কবির (ডঃ) ৬১০
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলন ৬৪-৬৫
কর, তুষার কান্তি ৪২০
করিম, আবদুল ২৮৫
করিম, এনায়েত ২২৩
করিম, এস, এ ২২৩, ২৩৮

কলহন (নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক) ৪৫৯
কাউন্ডা (প্রেসিডেন্ট) ২৬৬
কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৩৩১
কাদিয়ানী হত্যাকান্ড ৩১৭
কামরুজ্জামান, এ, এইচ, এম ২৬৪, ২৭৪, ২৮৯, ৪৭০
কামার্জি (ডঃ) ১৯০
কাশ্মীর সমস্যা ৪৫২
কায়সার ২৪১-৪২
কিনস, লোরেন জেন ৯১
কিবরিয়া, এস, এ, এম এস ২২৩
কুইলেম, ফাদার ইসমাইল ৬৭
কুদরত-ই-খুদা (ডঃ) ২৪৭
কুয়ানেভ, দীন মোহাম্মদ (কমরেড) ১৫৫
কৃপালনী আচার্য্য ৬৭
কৃপালনী, সুচেতা ৬৭
কৃষক শ্রমিক পার্টি ৩৭৭
কৃষক সমিতি ৮০
কেটলিন, জর্জ ৬৭
কেনেডী, এওয়ার্ড ২৭, ৫৫-৫৭, ৬৭, ১৮০, ২৭০
কৈবালা, বি, পি ৬৬
কোরেশী, ফেরদৌস আহমদ ২৪৭-৫১, ৩০৯
কোসিগিন ১৫৩
কংগ্রেস ৩০৯
ক্রস্থউইথ, রেভাঃ ৬০৩
ক্রাস বেঙ্গলী প্রোগ্রাম ২৪৩-৪৪, ২৫৭
ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস গ্রুপ ২৬৬

খ
খয়ের উদ্দিন খাজা ২৩, ১১৭
খান, আতাউর রহমান ১৭৮, ৪১৭
খান, আবদুল গফফার (সীমান্ত গান্ধী) ১১১, ৪২৩
খান, আবদুল মোনেম ৫৯, ৮০, ১১৭, ৩৫২, ৩৮০, ৪৫০, ৪৫১
খান, আবুল হাসনাত সাআদত ৩১২
খান, আসগর ২৭৩
খান, এ, হারেচ ২৫৭
খান, ওয়ালী ৫৬, ১০৫, ১১২, ৩৩১, ৪২৩
খান, কাইউম ২০৭
খান, খুররম (পন্নী) ২৩৮
খান, টিক্কা ২২, ২৬, ২৮, ১০০, ১০৭, ১৮৯,

২০৭, ২২১, ২৯৮, ৩১৫, ৩২১, ৪১৬, ২১
খান, নসরুল্লা (নবাবজাদা) ১১৬
খান, মোহাম্মদ আইউব ১০৯, ১৩৭, ১৬৬, ২১৪-১৫, ৩১৪, ৩৪২, ৩৯৩, ৪৬৪
খান, মুহম্মদ আইউব ১৯, ৩৩, ৫৩, ৫৯
খান, মুহম্মদ আলী ২০৩-০৪
খান, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ১৮-২৩, ২৫-২৬, ২৮, ৩০-৪২, ৪০, ৪৪, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৪-৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২-৬৫, ৬৭-৬৯, ৭৬, ৮৭৩, ১১৭, ১১৮, ১১৯-২০, ১২১, ১২৩, ১৩১, ১৩২, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৬, ১৮৯, ১৯১, ১৯৫, ২০৭, ২০৮, ২১৪-১৫, ২২৮, ২৩১, ২৩৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯ ২৫০, ২৫৩-২৫৫, ২৫৭-,২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৫, ৩৯২, ২৯৮-৯৯, ৩০১-০২, ৩০৩-

০৪, ৩০৫, ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮,৩২০-৩২৩,
৩২৬, ৩২৯,৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৬১, ৪০১, ৪০৪, ৪০৫-০৬, ৪১৬, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৩৬৪, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪২৪, ৪২৬-৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪২, ৩৬০, ৪৪৩, ৪৪৭,৪৪৮, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১-৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৭০, ৬০৩, ৬০৬, ৬১১, ৬১৩, ৬১৬
খান, লিয়াকত আলী ৩৯৫
খান, শাহ নেওয়াজ ৬৭

খান, সদরুদ্দিন আগা ৪১, ৪২, ৬৮, ১২৭, ১৪৪, ৪৫৯
খান, সবুর ২৩, ৪৫০
খান, সরকার কবীর ১৭৬
খানম সুরাইয়া (মিস) ৬০৮, ৬১১
খায়ের, আবুল (ডঃ) ২৪৭

খোন্দকার, সামসুল আলম (দুদু) ৪২১
গ
গণ আদালত ৫৪৭-৪৮
গণতন্ত্রী দল ৩২১
গণবাহিনী ২৯৬-৯৭
গণ-সংস্কৃতি সংসদ ৬১০
গণহত্যা ও অত্যাচার ২৬-২৭, ৩৪, ৩৫, ৮৩-৮৪, ৯৮, ১০৮, ১৩৬, ৩২২-২৩, ৪৪৬
গলব্রেথ, জন কেনেথ ১৫০, ১৯০, ২৭০, ২৯২,
গল ব্রেথের মিশন ১৫০
গাইনেস, আন্দ্রে (কমরেড) ১৫৫
গান্ধী ২৯, ২৮০
গান্ধী, ইন্দিরা ৫৭, ৮১, ১১০, ১১৯, ১৫২-৫৩, ১৮০, ২১৬, ২৬৩, ২৬৯, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮৬, ৩০৪, ৩৬৭, ৩৮৬, ৪২৬-২৮, ৪৪১-৪৩, ৪৪৮, ৪৬২, ৪৬৭-৬৮, ৪৬৯-৭০, ৪৭৩, ৬১১, ৬১৩
গিফোর্ড (লেডী) ৬০৩
গার্ডিয়ান ২৭২

গিরি, ভি, ভি, ৬৭
গুণ বর্দ্ধন. ভি ২৫৯
গুণাওয়ারধানা, সেনারেট ৬৬, ৬৭
গুয়েন রাইট, উইলিয়াম (কমরেড) ১৫৫
গুহ ঠাকুরতা, জ্যোতির্ময় ৩৪

গেরিলা যুদ্ধের নিয়ামবলী ২১০-১১
গোল টেবিল বৈঠক (১৯৬৯) ৩৯৩
গ্রীণ ব্যারেট ৫২, ৫৩
গ্রোমিকো ১৫৩
চ
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র ৪৫৩
চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ৩৪৬
চিয়াং কাইসেক ৪২৩
চীনের ভূমিকা ৩৩৯-৪০, ৩৪১, ৩৬৭, ৩৭৩-৭৪, ৪৪৭-৪৮, ৪৬০
চেগুয়েভারা ৩৬১

চেঙ্গিস খান ৬৮, ৩১৮, ৩৪৬
চৌ-এন-লাই ৩৬৭
চৌধুরী, আনোয়ার করিম ২২২
চৌধুরী, আবু সাঈদ ১৯১, ২৩৮, ২৫৯, ২৬৬, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৭, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২
চৌধুরী, আবুল হাসান ১০৭
চৌধুরী, আমজাদুল ২১৬
চৌধুরী, আমির হোসেন ৩৪
চৌধুরী, আর, আই ২২২
চৌধুরী, আসলাম ২৭৩
চৌধুরী, এ, আর ২২৩
চৌধুরী, এ, এম ৩১২
চৌধুরী, এম, আ (ক্যাপ্টেন) ১২
চৌধুরী, এস, এম, এ, আল মাহমুদ ১৩৫
চৌধুরী, জাকারিয়া ৬০৭, ৬০৮, ৬১১
চৌধুরী, নূরুল ইসলাম (অধ্যাপক) ৪৩৪
চৌধুরী, ফ, কা ২৩, ৪৫০, ৪৫২
চৌধুরী, ফজলুল হক ২২২, ৬০৫
চৌধুরী, মতিন আহমেদ ১৮
চৌধুরী, সঞ্জীব ৩৩০-৩১
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম ২৪৭
ছ
ছয় দফা কর্মসূচী ১৯, ২০, ৪৯, ৯০, ১১১-১২, ১৩৭, ২৮২, ২৮৫, ৩০১, ৩৯৫, ৪০৬
ছলিমুদ্দিন ৩৫৩
ছাত্র ইউনি ১৬৪, ২৯৬, ২৯৭, ৪১৭
জ
জগক, হোমার ৬৭

জগল, চেন্ডি (ডঃ) ১৯০
জগল, জালে (মিসেস) ১৯০
জগৎ শেঠ ১২৪
জনমত (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) ৬১৩-১৬
জন্মভূমি (বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী মুখপত্র) ২২১-২৯
জলিল, আবদুল ৩৫৩
জলিল, এম, এ ৮৩
জমিদারী দখল আইন (১৯৫১) ১৬৬
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ৩১৯
জয় বাংলা, (বগুড়া হতে প্রকাশিত সংবাদপত্র) ১-১৬
জয় বাংলা (বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র) ১৮-৮২
জাগ্রত বাংলা (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ৩৬২-৭৬
জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল ১৪৪-৪৫
জাতীয় আওয়ামী দল ১০৫
জাতীয় শ্রমিক লীগ ৪১৭
জাফরি, ফরিদ এস ৫৬২
জামাতে ইসলামী ৪০, ৭৩, ১১৭, ১৮৫, ২৩৯, ২৪০, ২৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১৬, ৪৫১, ৫৩৮
জাহানারা, কামরুজ্জামান (মিসেস) ১৩৫
জিন্নাহ, মুহম্মদ আলী ৩৯৩, ৩৯৫
জোভরেমেডিক ৬৭
জোয়ারদার, মহিউদ্দিন ২৪১
জং (করাচীর পত্রিকা) ১১৬

ট

টিপরা বাহিনী ৪০২
টেম্পেল্টন, এইচ, সি ৬৪
টেলর, কার্ল ২৬৬
ট্রেড ইউনিয়ন (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৫৩, ২৫৯
ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার ৪১৭

ড

ডগলাসম্যান, ব্রুস ২৬৬
ডন (পত্রিকা) ৪০৪, ৪০৬
ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি ২৫৩-৫৫, ৩১৬-১৭
ডেইলী টেলিগ্রাফ (পত্রিকা) ২৭১

ত

তাহরিক-এ-ইসতেকলাল ২৭৩
তাহের, মওলানা মোহাম্মদ ৩১৯
তাসখন্দ চুক্তি ৪৬৮
তীতুমীর ১৭৯, ৩৪৬, ৩৫৯
তীতুমীর (শহীদ-ছাত্র) ১১
তৈমুর লঙ ৩১৮, ৩৪৬

দ

দত্ত, বিজয় কুমার ৩২৪
দত্ত, মাইকেল মধুসূদন ২৪৮, ৩২৪, ৪৫৩
দাবানল (পত্রিকা) ৩৩২-৪১
দাস, মুকুল ১৭
দ্বি-জাতিতত্ব ৩৯২
দুর্জয় বাংলা (পত্রিকা) ৪২০
দেব, গবিন্দ (ডঃ) ৩৪
দেশ বাংলা (সাপ্তাহিক পত্র) ৩৯২-৪১৯
দৈনিক ইত্তেফাক ১৬
দৈনিক পাকিস্তান ১৬, ২৭৩
দৈনিক মর্নিং নিউজ (করাচী) ৯৫
দ্য গল ৭০, ২৫১

ধ

ধর, মনোরঞ্জন ৫৮, ১৫৮, ২৭৪, ২৮৯, ৪১৭
ধীলন, জি, এস ৬৫

ন

নও বেলাল পত্রিকা ৩২১
নজরুল (কবি) ৫, ২৯, ৩৪৬, ৩৭১
নতুন বাংলা (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র) ২৮৭-৩১১
নন্দী, ভবেশ ৪১৭
নফিজউদ্দিন ১৬৪
নভরতন ৬১০
নর্ডন, এ্যালবার্ট (কমরেড) ১৫৫
নাজমুল হক ২৪৭
নাজিমুদ্দিন, খাজা ৪৫৯
নাদির শাহ ৩৪৬
নারা, (অধ্যাপক) ৬৭
নারায়ণ, জয়প্রকাশ ৬৬, ৭১, ২৫২
নাসের, শেখ আবু ২৪৯, ২৯৪, ১১৪, ২৪৯, ২৯৪
নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি (ক্যানাডা) ৯৮, ৯৯
নিউজ উইক ৯০-৯১, ৪৪৮
নিউইয়র্ক টাইমস ১০১, ৪৫৯
নিউইয়র্ক পোস্ট ৬০
নিয়াজী, এ, কে, (লেঃ জেঃ) ২০৭, ৩৬৪, ৪৬৯
নিয়েলমেল (মিঃ) ৬৭

নিক্সন ২৭, ৪১, ৪৩, ১০১, ১৯৬, ২৬৯, ২৭০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯২, ৩০৪, ৩০৫, ৩৭৭, ৪৩০, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৭৩, ৬২০
নেজাম-এ-ইসলাম ১১৬, ৪১৬, ৪৫২
নোয়েলা (কুমারী) ২৬৬
ন্যাপ (ওয়ালী) ৫৬, ৪২৩, ৪৬২
ন্যাপ (ভাসানী) ৫৮, ১৪৮, ২৭৪, ২৮৭, ২৮৯, ৩২১, ৪১৭, ৪৬২
ন্যাপ (মোজাফফর) ৫৮, ১৪৮, ১৮৭, ২৮৯, ৪১৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ১৪৭, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ২৭৪, ২৮৭-৩১১
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ষ্টুডেন্টস ৬১৫

প

পদগনি ১৫৩, ২৯৯
পন্ডিত, বিজয়লক্ষ্মী ৬৭
পন্নী, খুররম খান ২৪১-৪২
পন্নী, হুমায়ুন ২৪২
পম্পিদু (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) ৪৪৩
পরামর্শদাতা কমিটি ১৪৮-৪৯
পলাশীর যুদ্ধ ২৩, ৩২১
পশ্চিম জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টি ১৫৫
পশ্চিম পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ১১৬
পাকিস্তান কাউন্সিল ফর পিস এ্যান্ড ওয়েল-ফেয়ার ১১৬
পাকিস্তান টাইমস ২৫৩-৫৪
পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ২৭৩
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি, ডি, পি) ১১৭, ৪১৬, ৪৫০, ৪৫২
পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৪১৩
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৯০, ৯১, ১৮৯, ৩৪২, ৪০৪
পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা ৬২০
সোসালিস্ট পার্টি ২৭৩
পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ৪৭৩
পাঁচ দফা চুক্তি ৩৯৩
পাশা (মিঃ) ৬১১
পার্সি, চার্লস ১৮০
পিটার, কে, এইচ ৬০৭
পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি (বৃটিশ গিয়ানার বিরোধী দল) ১৯০
পিয়পারসন কমিটি রিপোর্ট ৫১
পিয়ারসন, লেস্টার ৬৭
পুলিম ৩, ৫, ৬, ১২
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ১৩৭-১৭৫
পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ৩২১
পূর্বদেশ ১৬
পূর্ব বাংলা যুবলীগ ৩২১
পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি (চট্টগ্রাম বিভাগ) ৩৮৭-৯১
পোপ পল (ক্যাথলিক ধর্মগুরু) ৩১৯
প্রতিনিধি (পত্রিকা) ৩৪২-৪৩
প্রদীপ্ত সাংস্কৃকিত গোষ্ঠী ৩৪৪
প্রধান, গফুরউদ্দিন ১৬৪
প্রফুল্লচন্দ্র (আচার্য) ৩৪৬
প্রফুল্ল (চাকী) ৩৪৬
প্রাভদা ৪৫৯
প্রামাণিক (ডঃ) ৬০৮
প্রেন্টিস (মিঃ) ৬০৩
প্রীতিলতা ৩৪৬, ৩৫৯
প্লষ্ট্রিক, ষ্টেনলি ৬৭

ফ

ফতেহ, এ, এফ, এম, আবুল ২৩৮
ফরাসী বিপ্লব ৪, ১৫, ৪৪০
ফাওয়াহিনমি, গণি ৬৭
ফাইনান্সিয়াল টাইমস ১৪১
ফাতেহ, এ, এফ, এম ২২৩, ২৪২
ফারল্যান্ড ১৪৪
ফিজো (নাগা নেতা) ৪০৩
ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৩৬১
ফিরোজ খান নুন মন্ত্রীসভা ১৯
ফুল ব্রাইট ২৭, ৬৭
ফেই, পেং (চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্র) ৩০৪
ফোর্ট ব্রাগ ৫৩
ফ্রাঙ্কো ৭০
ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টি ১৫৫

ব

বঙ্গবাণী (স্বাধীন বাংলার মুখপত্র) ৮৩-৮৫
বগুড়া মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ১১
বগুড়া শহর আওয়ামী লীগ ১২
বগুড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ১১-১২

বটমলী, আর্থার ৬৪-৬৫
বদরুন পাশা (মিসেস) ৬১৬
বরকত (শহীদ) ৮০, ১৩৭, ৩৪৬
বসু, মিন্টু ১৭
বসু, বগদীশ (বৈজ্ঞানিক) ৩৪৬
বাগদাদ প্যান্ট ২৯৫
বাঙলা জাতীয় লীগ ১৭৮, ৪১৭
বাগদাদ প্যান্ট ২৯৫
বাদশাহ হোসেন (জর্ডান) ২৯৫
বাবলু (ছাত্র) ১৩
বারি, সাইফুল ২৪৭
বাংলা ছাত্রলীগ ৪১৭
বাংলা রাইফেল বাহিনী ৬, ১২
বাংলা রেজিমেন্ট ৬
বাংলাদেশ (বরিশাল হতে প্রকাশিত অনিয়মিত অর্ধ সাপ্তাহিক) ১৭
বাংলাদেশ (সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র) ১০৭-২৯, ৩৮১-৮৬
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৪৫
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি ৬০৫
বাংলাদেশ কনসালটেটিভ কমিটি ২৭৪-৭৫
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৫৮, ১৩৭-১৭৫, ২৭৪, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৬, ২৯৭, ৩০০, ৪১৭
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ৪১৭
বাংলাদেশ ছাত্র লীগ ৪৪, ১৬৪, ২৯৬, ২৯৭, ৪১৭
বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৬০৮, ৬১১, ৬১৪
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ ৬২৮
বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস ৫৮, ১৪৮, ১৫৮, ২৭৪, ২৮৭, ২৮৯, ৪১৭
বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস ২৮৯
বাংলাদেশ পত্র ৬১৯-২২
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১১৫
বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ৬১৬
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ৬০৪
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা ৬১৭-১৮, ৬২০-২২, ৬২৩, ৬৩১, ৬৩৬, ৬৫৩
বাংলাদেশ সম্মেলন ৬৬-৬৭
বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ৬০৩-১২
বাংলার বাণী (সাপ্তাহিক) ২৩০-৮৬
বাংলার মুখ (একটি সংবাদ নিবন্ধ সাপ্তাহিক) ১৮৩-৯৯
বিজনেস উইক ১০১
বিদেশী জনমত ৯৮-৯৯, ১৫২-৫৩, ১৫৪-৫৫, ১৮০, ১৮১, ২৫১-৫২, ২৭১-৭২, ৩১৬, ৪২৭- ২৮, ৪৫৮-৬০
বিপ্লবী বাংলাদেশ (বরিশাল হতে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক) ২০০-২২০
বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ৩০২
বিশ্ব বিবেক ২৭-২৯, ৬৮-৬৯, ৮৩-৮৪, ১৮১, ১৮৯-৯০
বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯০, ৩০২
বিশ্বাস মোহাম্মদ আলী ৪২৪
বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা ৩২২
বৃদ্ধ ২৯
বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ১৫৫, ৬১০
বৃটেনের শ্রমিক দলের সম্মেলন ২৬৫-৬৬
বেকার, কে ৬৪
বেগম, আনোয়ারা ২৮৪
বেগম, মালেকা ১১৫
বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৯২-৯৪
বিসসি, গাই (কমরেড) ১৫৫
বেহরেন্ডস, ডবল্যু ৫৫
বোলস, চেষ্টার ৫৬, ২৭০
বৈদেশিক সম্পর্ক ও তৎপরতা ৬৪-৬৫, ৬৬-৬৭, ১৯১-৯২, ২৬৫-৬৬
ব্রকওয়ে, লর্ড ২৬৬, ৬০৭
ব্রাউন, এফা ২০৭
ব্রান্ট, উইলি ৪৪৩-৫৯, ৪৫৯
ব্রেউইন এন্ড্রু ৯৮, ৯৯
ব্রোহী, খোদাবক্স ৪৯, ২৫৯
বলুম, মর্ট রোজেন ২৭

ভ

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) ৯২
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৫৪
ভাসানী, আবদুল হামিদ খান ৩, ৫৮, ২৭৪, ২৮৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৪৫, ৩৮০, ৩৯১, ৪১৭
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ২২, ২৫, ২৮, ২৫৪, ৯০, ৯১, ১০৭, ১৮৯, ২০৭, ২৮৬, ২৯২, ৩১৫, ৩৩১,

৩৪২, ৩৪৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪২৩,৪২৬, ৪৪৭-৪৮, ৬১৩
ভুঞা, আজিজুল ৬০৭
ম
মওদুদী ৩১৫, ৩১৭
মজিদ, আবদুল ২২২
মজিদ, এম, এ ১৩৫
মজুমদার, ফনিভূষণ ১৫৮, ২৩৮, ২৭৪
মতিন, আকবর লুৎফুল ২২২, ৬০৫
মতিন উদ্দিন, এ, আর ২২৩
মন্ডল, এবাদুল্যা ৩৫৩
মনিরুজ্জামান (অধ্যাপক) ৩৪
মফিজ (ডাঃ) [এম, এন, এ] ২৩৮
মমিন, আবদুল ১০৭
মর্নিং নিউজ ২৪৭
মল্লিক, এ, আর (ডঃ) ৬৭, ২৩৮, ৬০৪
মল্লিক, বিমান ২২৪
মহিলা সংস্থা (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৫৩
মাও সে তুং ৩৭৪, ৪২৩, ৪৩০
মাকসুদ (ডঃ) [আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক] ৬৭
মাদানী, মাওলানা আসাদ ৩১৯
মাণিক ৬১১
মানেক শ’ (জেনারেল) ৮২
মান্নান, আবদুল ৬২
মান্নান, শেখ আবদুল ৬০৭, ৬১০
মার্কিং বৈদেশিক নীতি ও বাংলাদেশ ৪৫৮-৬০
মার্কিং সপ্তম নৌবহর ৪৭৩-৭৪
মারকোস, ফার্ডিন্যান্ড ২৪২
মালরো, আঁদ্রো ৬৭, ৭০-৭১, ২৫১-৫২
মালিক, এ, এম (ডাঃ) ১১৭, ১৮৯, ২২১, ২৪৮, ২৫০, ২৮৮, ২৯৩, ৩১৩, ৩৩৫
মালিক, আদম (ডাঃ) [ইন্দোনেশিয়া] ৩৩০
মালেক, আবদুল মোতালিব ৫৯-৬০
মাসুদ (শহীদ) ১২
মায়া, ডানিয়েল ৬৬
মিগরিভ (মিসেস) ৬৭
মিজো জাতীয় ফ্রন্ট ৪০৩
মিঠা (মেজর জেনারেল) ৫৩
মিরডাল, গুনার ৬০৯
মিয়া, চান ৩৭২
মিয়া, ধনু ৩৭২
মিয়া, পঞ্চু ৩৫৫
মির্জা, সিকান্দার ২১৪
মিত্র ভারতীয় বাহিনী ১৭৩, ১৯৯, ২৭৬-৭৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৪১০, ৪১২, ৪৬৯-৭০, ৪৭১-৭২, ৪৭৭
মীর জাফর ২৩, ৪৯, ১০৭, ১২৫, ১৩০, ২৪৮, ২৯৩, ৩০২, ৩২১, ৩৪৮
মীর্জা গোলাম মহম্মদ ১০৯
মুজিববাদ ১১১-১২
মুফতী, মাহমুদ ৩১৫
মুসলীম লীগ ১৯, ৪০, ৭৩, ১১৭, ১৩৭, ১৮৫, ২৩৯, ২৪০, ২৮৮, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১৬, ৪৫১, ৪৫২
মুসোলিনী ৪৮
মুহিত, এ, এম, এ ২২৩, ২৩৮
মুয়াবিয়া ৩২৩
মুক্তি বাহিনী ৩, ৫, ৯, ১১, ১৮, ২১, ২৪, ৩৫-৩৬, ৬১
মুক্ত বাংলা (পত্রিকা) ৩৫৮
মুক্ত বাংলা (সিলেট জেলার স্বাধীন মুখপত্র) ৩১২-২৩
মুক্তি (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মাসিক পত্র) ৩৪৪
মুক্তিযুদ্ধ (পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র) ১৩৭-৭৫
মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ১১৬
মুস্তাফা, কে, জে ১৭৬, ৩৬৯-৭৭
মেনুহিন ৬৭
মেয়র, ডানিয়েল ৬৭
মোজাহিদ ৯
মোসাদ্দেক (ডঃ) ৬৩
মোহনলাল ১২৪, ৩৪৮
মোক্তাদির (অধ্যাপক) ৩৪
মোল্লা, আবদুস সাত্তার ১৬৪
মোল্লা, দিদার হোসেন ৩৫৩
মোস্তফা, গোলাম ২২৩
ম্যাক, মোহন, উইলিয়াম ১৮০
ম্যাকোয়ারি, হীথ ৯৮
ম্যান, ব্রুস ডগলাস ৬০৭

ম্যাসকারেন্স, এ্যান্থনী ৯৫-৯৬, ১১৮

ম্যাস কারেন্স রিপোর্ট ৯৫-৯৬, ১১৮

য

যুগোশ্লাভ শান্তি লীগ ৬৭

যুক্তফ্রন্ট ১৯, ১৩৭, ৩৯৩

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ৪৫১

র

রউফ, আবদুর ২২২

রওশন আরা ৩৪৬

রজার্স, উইলিয়াম ২৬২

রণাঙ্গন (মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র) ১৩০-৩৪, ৩৭৭-৮০

রফিক (শহীদ) ৮০

রবীন্দ্রনাথ (কবিগুরু) ৯, ২৯, ৩৪৬, ৪৫৩

রমেশ চন্দ্র (বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব) ১৯০

রহমতুল্লাহ (‘জয় বাংলা’ পত্রিকার সম্পাদক)

রহমান, জে ৩৫২

রহমান, টেংকু আবদুর ৬৩

রহমান, তবিবর ১৬৪

রহমান, ফয়জুর ৬২১

রহমান, মতিউর (এম, এন, এ) ৪০৯

রহমান, মতিয়ার ৩৫৩, ৩৭৭

রহমান, মুফিজুর ৯৩

রহমান, রফিকুর ৪২০

রহমান, লুৎফর ১৬৪

রহমান, শেখ মুজিবুর ৩, ৫, ১৯, ১৯, ২০, ২৩, ২৩, ৩১, ৩৫-৩৬, ৩৭, ৪৪, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮-৪৯, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১-১১২, ১১৩, ১১৬, ১২০, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৪, ১৪১, ১৪৯, ১৫১, ১৫৫, ১৫৮, ১৭৪, ১৭৮, ১৮০, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২০৭, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭-২৫৭, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২-৮৩, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫-২৮৬, ২৮৬, ২৮৮, ২৮৯, ৩৪৩, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৯৫, ৪০৫, ৪১১, ৪২৮, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৪-৪৪৫, ৪৫২, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৬৯-৭০, ৪৭৯, ৬০৩, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬২০

রহমান,সাইদুর ২২২

রহমান, সোবহান ২৩৮

রহমান, হাবিবুর ২২৩

রাইট,রেভা: ৬০৩

রাজাকার ১২১-২২, ১২৯, ১৬০, ১৮৫, ১৯৬, ১৯৮, ২৩৯, ২৪০, ২৯১, ২৯৬-২৯৭, ৩১৩-১৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬২-৩২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২, ৪৩২, ৪৬৬

রাজনৈতিক সমাধান ২২-২৩, ২৪-২৫, ৩০-৩২, ৩৭-৩৮, ৪১-৪৩, ৫৪-৫৭, ৫৯-৬০, ৭৫, ৭৭, ৭৮-৭৯, ৯০-৯১, ৯৫-৯৬, ১৫০, ১৮২, ২০৭-২০৮, ২১৮, ২৫৩-২৫৫, ২৫৬-৫৯, ২৬৩-৬৩, ২৮১-৮৩, ২৮৯-৯০, ২৯২-৯৩, ৩০১-০২, ৩৮৭-৯০, ৩৯২-৯৩, ৩৯৪-৯৫, ৪১০-১১

রাম, জগজীবন ২৬৩

রাসেল, বার্ট্রান্ড ২৫১

রাসেল, রোনাল্ড ৬৫

রায়, অঞ্জনা ২৮৫

রায়, ত্রিদিব (চাকমা রাজা) ৪০২, ৪০৩

রায়হান, জহির ৬০৪

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৮, ৩৩, ১৩৪, ৩৯৩, ৪৫০- ৫১

রাষ্ট্রের ভিত্তি ৩৩-৩৪, ৭২-৭৪, ১০৪, ১১১-১২, ১৬৫-৬৮, ৩০৬-১১, ৩৮৭-৯০, ৪১৪-১৫, ৪১৮-১৯, ৪৭৬-৭৭, ৪৭৮-৭৯,

রুদ্যলিল ৩৮১

দি রেন অব বাংলাদেশ (পুস্তিকা) ১১৮

রোড, জন ২৩০

রোয়েম, মোহাম্মদ (ডঃ) ৫৮

ল

লা ফিগারো (পত্রিকা) ২৫২

লামাদ (ফ্রান্সের দৈনিক পত্রিকা) ১০২

লাল ডেঙ্গা (মিজো নেতা) ৪০২, ৪০৩

লাল থাওলিয়া ৪০৩

লালনুন মাউইয়া ৪০৩

লালমিন খাংগা ৪০৩

লাহোর প্রস্তাব ৩৯২

লিউ শাউচী ৩৭৪

লিবারাল পার্টি ৯৮
লুমুম্বা ট্রাজেডী ২৩৭
লেনিন ২৯
চেনস, জর্জ ৯৮, ৯৯
শ
শঙ্কর, বীরেন্দ্র ৬১৫
শফিউল্লা ২২৩
শরিফ, সুলতান ৬০৮
শহীদুল্লাহ (অধ্যাপক) ২৪৭
শান্তি কমিটি ১২৪-২৫, ৪২৪
শান্তি পরিষদ, (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৫৩, ২৫৯
শাহ জালাল ৯৩
শাহাজাহান, সিরাজ ৪৪
শাহা, ঋষিকেশ ১৯০
শাহাবুদ্দিন, কে, এম ১৮৭, ২২২
শিক্ষক সমিতি ১৬৪, ২৯৬
শিক্ষা কমিশন আন্দোলন (১৯৬২) ১৩৪, ৪৫০-৫১
শেক্সপীয়ার ৪
শোর, পিটার ২৬৬, ৬০৭, ৬১০
স
স্টোন পাউজ, জন ২৬৬, ৬০৩
সরকার, আবু হোসেন ৮০
সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি ৫৮, ১৪৮-৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৬-৫৭, ১৫৮-৫৯, ২২৫, ২৮৭-৮৮, ২৮৯-৯০, ৩০০
সর্বদলীয় কমিটি (দিনাজপুর) ১৬৪
সপ্তম নৌবহর ৩০৫
সংগ্রাম কমিটি ২৯৬
সংগ্রাম পরিষদ ২, ৩, ৪, ৫, ৯
সংগ্রাম বাংলা (পত্রিকা) ৩৪৫-৫১, ৪৩৮-৩৯
স্বদেশ (জাতীয়বাদী বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র) ৮৯-১০৫
সাইদ, নূরী আস ২৬৮
সাকিস্তেক (মিঃ) ৬৫
সাত্রে, জা পল ২৫১
সানডে টাইমস ৯৫
সাপ্তাহিক টাইমস ৯৫
সাপ্তাহিক নিউজ উইক ৯৭
সাপ্তাহিক বাংলা (পত্রিকা) ৩২৪-৩১
সামাদ, এম, এ ২৩৮, ৩৫০
সালাম (শহীদ) ৮০, ১৩৭, ৩৪৬
সালাম, আবদুস (কমরেড) ১৫৪-৫৫
সালামত উল্লাহ ২৮৫
সাহা, মেঘনাদ ৩৪৬
সাংবাদিক ইউনিয়ন (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৫৩, ২৫৯
সিকান্দার, আবু জাফর ৪৪০, ৪৫৩-৫৬
সিদ্দীক, আবদুর রহমান ৩৪৫
সিদ্দিকী, এম, অর ২৩৮
সিদ্দিকী, কাদের ১৩৪, ৩৬৫
সিদ্দিকী, গোলাম সাবদার ৮৬
সিদ্দিকী, নূরে আলম ৪৪
সিটো চুক্তি ২৯৫
সিপাহী যুদ্ধ ৩১৪
সিরাজউদ্দিন ২৩৫-৩৭
সিরাজউদদৌলা (নবাব) ৩৪৮
সিলভারম্যান, জুলিয়াস ২৬৬
সিং, শরণ ১৫৩, ২৬৩-৬৪, ৪৪৩, ৪৫৮, ৪৬০
সিংহ, মণি ৫৮, ১৫৮, ২৭৪, ২৮৯
সীমার ৪২৬
সুলতান, সৈয়দ আবদুস ২৩৮
সুলতানা রাজিয়া ৩২২
সুলায়মান, এ, এস, এম ৩৭৯-৮০
সূর্যসেন ১৭৯, ৩৪৬, ৩৫৯
সেন, দীপক ৩৯২
সেন, সমর ৩২১
সেন্টো চুক্তি ২৯৫
সেলিম, মোহাম্মদ ৩৩২
সোনার বাংলা (মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক) মুখপত্র) ১৭৬-৮২
সোবহান, আবদুস ৫২১
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ৭৯
সোলায়মান ২৩, ২২৩
সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (সুইডেন) ৬০৯
সোহরাওয়ার্দী, রাশেদ ৬০৭
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ১০৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৬০৭
স্পেশাল কোর্স ৫২-৫৩
স্বাধীন বাংলা (পাক্ষিক পত্র) ৩৮৭-৯১

স্বাধীন বাংলা (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ৪২১-২৬
স্বাধীন বাংলা সোনার দেশ) [স্বাধীন বাংলার (সাপ্তাহিক মুখপত্র) ১৩৫-৩৬
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৫, ২৪
স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি ৭২-৭৪, ৭৮-৭৯
স্বায়ত্তশাসনের দাবী ২১,
স্বচ্ছাসেবক বাহিনী ৯,
স্ফুলিঙ্গ (সংবাদপত্র) ৭০৭-১১

হ

হক, আজহারুল ২৩৮,
হক, আজিজুল ৩৫২,
হক, আবদুল ৬১০,

হক, আমজাদুল ২২২,
হক, এ, কে ফজলুল ৩৮০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫
হক, এ ২২৩
হক, এমদাদুল ৪৩৮
হক, এহসানুল (ডঃ) ২৩৩
হক, জহুরুল (সার্জেন্ট শহীদ) ৩৪৬
হক, নুরুল ১৬৪
হক, ফজলুল (এম এন, এ) ৪৩৪
হক, মঈনুল ১৬৪
হক, মোজাম্মেল ২৪৭
হক, মুহম্মদ এনামুল ২৪৭
হক, শহীদুল ২৪৭
হক, সিরাজুল ২৩৮
হক, হামিদুল ২৩
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ৩১৭, ৩১৯, ৩২২
হলিওক, কিথ ৬৪
হাই, আবদুল ৬১১
হাই, আবদুল (বগুড়া মহকুমা প্রশাসক) ১২
হাইদর,মাসুদ ২১৬
হাটন, রেজিনাল্ড (মেজর জেনারেল) ৯৪
হাদাদ, কিউ ৬৭
হাফটন, ডগলাস ১৫০
হাফনের ফর্মুলা ১৫০
হাবিবুল্লা (ডঃ) ২৪৭

হামিদ ২০৭
হাম্ফরী, বার্নাড ৬০৭

হারুণ, ইউছুফ ৩২৪
হার্ট, জুডিথ (মিসেস) ২৬৫-৬৬
হালাকু খান ৬৮
হাসনাত, আবুল ৩১২
হাসান, গোলাম (ব্রিগেডিয়ার) ৪৬৩-৬৪
হিজ মাস্টারস ভয়েস (পত্রিকা) ২৪৫
হিটলার ৪৮, ৪৯, ৫২, ৬৮, ২০৭, ১২৯, ২১৪, ৩১৮, ৪২৭
হীথ, এডওয়ার্ড ২৮, ৩০৪, ৬০৩, ৬১৬
হুদা, নূরুল ৬০৫
হেলালউদ্দিন ১৭
হো-টি-মিন ৩৬১
হোম, আলেক ডগল'স ৬৩৫
হোসেন, আকবর(বকুল) ১১-১২
হোসেন, আলমগীর ১৪
হোসেন, আমীর ২৩০
হোসেন, এনায়েত ১৭
হোসেন, ওয়াহেদ ১৬৪
হোসেন, কে, এম ৮৩
হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া) ৮০
হোসেন, তফিল ১৬৪
হোসেন, নজির ১৬৪
হোসেন, মাসুদ ২৮৪
হোসেন, মোশারফ ১৬৪, ২২২
হোসেন, মোহাম্মদ ৬০৮
হোসেন, সাদাকাত ৩৫২
হোসেন, সাহাদত ২৮৪
হ্যারিস, জে ৬১৫

ক্ষ

ক্ষুদিরাম ১৭৯
ক্ষেত্রী, পদ্ম বাহাদুর ২৬৬

INDEX

A
Achakjai, Khan Abdus Samad (Baluchi Gandhi) 525
Achievements of Bangladesh Government 511-13
Action Bangladesh 579-80
Adeney, Martin 576
Advisory Committee 544-45
Ahmed, Ejaj 674
Ahmed, Feroze 626, 665
Ahmed, Giasuddin (Dr.) 519
Ahmed, Iqbal (Dr.) 640, 647, 674, 687, 717
Ahmed, Khondaker Moshtaque 482, 503, 514, 516, 531, 721
Ahmed, K. S 617
Ahmed, Q. M. 618
Ahmed, M. M. 571
Ahmed, Mohuuddin 533
Ahmed, Mohiuddin (Hongkong) 533
Ahmed, Mustaq 533
Ahmed, Muzaffar 705
Ahmed, Nur 485, 532
Ahmed, S. 706
Ahmed, Tajuddin 482, 516, 744
Ahsan, S. M. (Vice Admiral) 589
Akbar 502
Akseer, Mohd 573
Al Shaab 582
Alam, A.B.M. Khurshid 485, 532
Alam, Khurshed 617
Alam, Shamsul 485, 532
Alam, Shariful 485, 532
Al-Ahram (U. A. R. Newspaper) 489, 490, 551
Alamgir (Dr.) 640, 674
Alamgir, M 617
Alauddin, Md. 485, 532
Algerian Liberation Struggle 737
Ali, A.H. Mahmood 533, 652
Ali, Dewan Mahbub 637
Ali, Hatem 485, 533
Ali, Hossain 484-85, 504, 508, 532, 552-54
Ali, Kazi Sekandar 485, 532
Ali, Mahmud 635, 654, 663
Ali, Mansur 482
Ali, M.M.Maqsood 485, 532
Ali, Mukhtar 618
Ali, M.Sher 676
Ali, Rahmat 546
Ali Shaukar 533
Ali, Sheikh Rustam 533
Ali, M. Sher (Dr.) 617, 633
Ali, Syed Muazzam 533
Alimuzzam (Mr.) 485, 532
Allun, Frank 573
Alvi, Hamza (Dr.) 651, 671
American War of Independence 737, 745-46
Amin, Abdul 485, 501, 532
Amin, Md. Nurul 485, 533
Amina Panni (Miss) 632
Aminullah, Md. 485, 532
Amrita Bazar Patrika 16
Anwar, Shamsul 485, 533
Anwaruzzaman 485, 532
Applewhite, Harry 692
The Arseiter Zeitung (Austria) 713
Asian and Pacific Affairs standing Committee 656
Athar, Zillur Rahman 618
Aurora, Jagjit Singh (Lt. Gen.) 520
Avery, S.J. 674
Awami League 481, 488, 503, 511, 544, 555, 571, 576, 591, 636, 638, 654, 701, 717, 734, 744
B
Badruddoza (Dr.) 640
Baez, Joan 664, 674, 688, 695
Balfour,, Clair 654
Bandopadhay, Tara Sankar 531
Banda, Mike 568
Banerjee (Dr.) 670
Bangash, Afzal 717
Bangladesh (Weekly Newspaper) 480
Bangladesh Association of Canada 655, 663, 673-74

Bangladesh Association of Mid-West 663
Bangladesh Association of Saskatchewan 664
Bangladesh Conference in Washington 691-94
Bangladesh Declaration of Independence 746-47
Bangladesh Defense League 628-30, 635, 643, 651-52, 660, 662, 668-69, 671, 676, 677, 678, 682, 685, 687, 688,
Bangladesh Emergency Welfare Appeal (BEWA)
630, 635, 652
Bangladesh Freindship Association 640
Bangladesh Information Service 656, 660
Bangladesh League of America 617-18, 623-27, 638-49, 656, 669
Bangladesh Liberation Committee of Madison 664-65
Bangladesh Medical Association (U. K.) 506, 604
Bangladesh Missions Abroad 484-85
Bangladesh National Awami Party 705
Bangladesh News Letter 562-85, 623-30, 641-43, 647, 657-71
Bangladesh Research Centre 635
Bangladesh: Situation and Options 626
Bangladesh Steering Committee in U. K. 595
Bangladesh Students Acton Committee 563, 566-67, 579-80
Bangladesh Today 586
Bangladesh Volunteer Crops 546
Bangladesh War of Independence 746-47
Bangladesh Women's Association in Great Britain 572, 597
Baqee (wing Commander) 576
Barnes, Michael 563
Basham, A.L. 492-93
Basher, Md. Abdul 485, 532
Basu, Baman 640
Basu, Dilip (Prof.) 696
Basu, Ranu 674
Begum Bilquis Banu 563
Bengal Acton Committee 569
The Bengali Association in East Anglia 573-74
Bengali Nationalism 480-81
Bernhardt, Deborah (Miss) 686
Bertocci, (Prof.) 643
Bhattacharjee, J. K. (Dr.) 672, 677
Bhuia, Azizul Haq 597
Bhuiyan, Abdul Mannan 485, 532
Bhuian, Abdul Rahman 485, 532
Bhutto, Z.A. 480, 502, 543, 582, 584, 587-88, 698, 717, 736
Birender, Shankar 697
Biswas, Shah Jamal 531
Blanstein, Albert (Dr.) 498
Bonard (Dr.) 484
Bradley, Tom 573
Braine, Bernard 715
Brandt, Herr Willy 505
Brewin, Andrew 673, 703
British Labour Party 596-99
British Liberal Party (Scarborough) 595
British Parliamentary Delegation 490
Brockway, Fenner Lord) 568
Browne, Malcohn W. 510
Brownstein, Michal 697
The Bultimor Sun 739
Burke, Stanley 705
Burak, David 648

C

Campaign for Self-Rule for Bangladesh 563
Chand Sultan 530
Chartrand, Michel 709
The Case for Bangladesh (a Symposium) 643
Cash, R. A. (Dr.) 498
Central Acton Committee for the People's Republic of Bangladesh 563
Chandrasekaran 671
Chowdhury, Abu Sayeed (Justice) 563, 574, 574, 579, 593-94, 599, 602, 630, 669, 670
Chen, C. Lincoln (Dr.) 558
Chenghis Khan 493
Chittagong District Awami League 719

Chou-En-lai 655
Choudhry, Abdul Mobin 506
Choudhury, A.L. 618
Choudhury, Amir Ali 485, 532
Choudhury, Anwar Hossain 485, 532
Choudhury, Hamidul Huq 654
Choudhury, Joinal Abedin 485, 532
Choudhury, Zakaria 563, 595
Chowdhury, Abbasuddin Ahmed 485, 532
Chowdhury, Alim (Dr.) 519
Chowdhury, Anwarul Karim 485, 532
Chowdhury, A. R. 533
Chowdhury, A.T.M. Zafrullah 693, 692
Chowdhury, Fazlul Haq 533
Chowdhury, Humayun Rashid 684
Chowdhury, Kafiluddin 531
Chowdhury, Mafiz 705
Chowdhury, Munir (Prof.) 519, 683
Chowdhury, Nurul Amin 639
Chowdhury, Rafiqul Islam 485, 532
Chowdhury, Sirajul Islam (Prof.) 683
The Christian Science Monitor 634, 713
Clive, Terry 697
Comite Moratoire du Vietnam 709
Communist Party of Bangladesh 544
Conflict in East Pakistan: Background & Prospect (Report) 620
Colonial Exploitation of Bangladesh 747
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 481
Corso, Gregory 697

D

The Daily Mirror 564
The Daily Telegraph 489, 586, 717
Dally, Lawrence 581
Das, Chandan 632
Dasgupta, Fyoti 632
Daulatana 502
Day, Rev. Warren 696
Day Shall Dawn (First Bengali Film) 664
De Nicola, Ron 673
Deksheet, Snehalata 686, 697
Dimok, Edward (Prof.) 691
Disaster Emergency Committee 573
Doha, S.M.S. 617
Dorfman, Robert 568
Dribarg, Tom 573
Dui Kanya (Bengali Film) 676
Dulles, john Foster 645
Durrani, S.U. 731

E

East Pakistan League of America 569, 638
Ebrahi, Nilima (Prof.) 683
Elies, Mohd 485, 533
Elitocide 519
Epenu, Nathan 577

F

Farooqui, Rashidur Reza 685
Faroque (Dr.) 670
Faruque, A.B.M. 632
Fateh, A.F.M. Abul 533
Freedom Fighter (Mukti Bahini) 489, 496-97, 501, 502, 505, 506-07, 509-10, 511-12, 514, 431, 518, 520, 525, 527, 527, 538-40, 550, 555, 575-76, 586, 593-94, 600-601, 659, 681, 695, 711, 724-25, 737, 738, 743, 746
Felinghuysen, Peter 691
Friends of East Bengal 643, 649, 656, 665, 668
Friends Peace Council 563
Fulbright (U.S. Senator) 557

G

Galbraith, Bowles 495
Gallagher (Mr.) 495, 656
Gallaghar Amendment 652, 657-58, 659, 660-61, 664, 670, 672
Gallaghar Bill 656
Gallup, Dick 697
Gandhi, Indira 541-15, 517, 520 536, 584-85, 742
Garsse, Yvan (Dr.) 711
Genocide 480-81, 505, 519, 566, 680-81
Ghani, Abdul 508
Ghazi (Mr.) 580

Ghosh, Pramita (Miss) 633
Ghosh, Samaresh Chandra 531
Ginsberg, Allen (Poet) 690
Giri, V.V. 722, 697
Gladstone 565
Greenough, W. 656
Gromyko, Anderi 732
Guha, Chittaranjan 531
The Guradian 564, 571, 576, 600
H
Habibullah, A.B.M. (Prof.) 683
Hadayatullah, Md. 485, 533
Haitowit, Hank 696
Hakim, M.A. 485, 532
Hamid 502
Handricks, Gerald R. 617
Handy, John 633
Haq. Harmuzul 485, 533
Haq. Mir Mozammel 485, 532
Haq. Nurul 485, 533
Haque, Abdul 531, 617
Haroson, George 656
Harris, Fred. R. 701
Harris, Mayor 685
Hart, Judith 598, 623

Hartsough, David 684
Hashem, Abdul 485, 533
Hashmi, Mahmood (Mr.) 580
Heath, Edward 565
Heikal 489, 491
Helstoski, Henry 744
Henry, Paul-Marc 739
Hilaly (Ambassador) 731
Hill, Ernest 671
Hirschhorm, N. (Dr.) 498
Hitler 481, 490, 526, 565, 568
Hogan, William 675
Hollingworth, Clare (Miss) 586
Hongkong Standard 491
Hook, Peter (Prof.) 686, 697
Hosain, Aman 485, 533
Hosain, Nurul 567
Hosain, Serajuddin 519
Huber, Rod 685, 686, 696
Huda, Nayebul 684
Hughes, Harold 660
Hume, Alec Douglas 732
Huq. Ahsanul (Prof.) 683
Huq. Amjadul 532
Huq. Ashabul 686, 687, 690, 695
Huq, Enamul (Prof.) 683
Muq, Muzammel 650, 685, 686
Husain Jahur 485, 532
Hussain, Mosharraf 533
Hussain Md. 485, 533
Hussain, Mujahid 691
Hussain, Shah Moazzam 531
Hussain, Shahadat 639
Hussain, Shamsuddin 532
Hussain, Zakir 633
Hyde Park Rally 481-82
I
Ignatieff, Paul 673, 674, 703
Imroj (Lahore Urdu Daily) 551
Inden, Ron (Prof.) 643
Indian Allied Forces 516, 518
Indo-Bangladesh Allied Forces 519
International Commission of Jurists 712
International Conscience for Action 563
International Student Cultural Organisation (ISCO) 655
Ishaque, Mohd. 533
Islam, A.K.M. Aminul 617, 676
Islam (Dr.) 670
Islam, Fakrul 485, 532
Islam, Kazi Nazrul (Poet) 485, 504, 532
Islam, Nazrul 595
Islam, Nurul 533
Islam, Rafiqul (Prof.) 683
Islam, Syed Nazrul 482, 505, 517-18
Ismail, (Dr.) 733
J
Jack, Homer (Dr.) 692
Jackson, Glenda 697
Jaffarullah, A. H. 617
Jalianwala Bagh Massacre 493
Jamat-e-Islami 501, 583, 681
Jamat-e-Wlema 502
Jenkins, Loren 698
Jinnah, Mohmmad Ali 582

Joan of Arc 530
Joint Committee of Indian organizations
Jones, Robert 692
Judd, Frank 746-47

K
Kader, Abdul 485, 533
Khan, Charles pf 643, 649
Kaiser, Shahidullah 519
Kaizai Shimbun (Japan's leading) Financial Daily 577
Kamruzzaman, A.H.M. 482, 522
Kaonen Lietung (Newspaper of Viena) 97
Karim, Enayet 533, 691, 741
Karim, M.M.Rezaul 684
Karim, S.A 533
Karmakar, Sudhangshu B. 655
Keach, Richard L. (Rev.) 643
Keenleyside, Hugh 715
Kelly, Katherine G. 498
Kenedy, Edward 495, 660, 685, 691, 707, 714
Khair, Abul (Dr.) 519, 683
Khaleque, Kazi Abdul 531
Khan, Abdul Ghaffar Khan 576
Khan, Abdul Monem 601
Khan, Abdul Razzaque 643
Khan, Ali Akbar (renowned Sarodist) 633
Khan, Amir Abdullah (Gen.) 501
Khan, Asgar (Air Marshal) 502
Khan, F. R. 617, 630, 651-52
Khan, M. Ayub 480, 502, 503, 583, 601, 734
Khan, Mohammad Yahya 480, 482, 483, 485, 489, 494, 495, 496, 499, 500, 502, 503, 505, 508, 510, 516, 523, 524, 526, 527 528, 531, 537, 543, 551, 552, 555, 557, 558, 560, 564, 565, 568, 569, 570, 571, 577, 578, 579, 580, 583, 584, 587-88, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 599, 602, 636, 638, 639, 644, 655, 662, 663, 667, 679, 683, 690, 698, 707, 712, 713, 717, 716, 726, 727, 728, 733, 734, 736, 737, 738, 742, 746

Khan, Rahim (Maj-Gen.) 501
Khan, Roedad 728
Khan, Tikka (Lt.Gen.) 491, 499, 502, 503, 531, 587, 589, 590, 636, 726, 736, 742
Khan, Wali 502, 525, 736
Khan, Wali (Dr.) 498
Khanam, Suraya (Miss) 595
Khondker, Azizul H. 671
Khudiram 549
Kibria, S.A.M.S. 533, 691, 694
King, Hussain 576
Koch, Kenneth 609
Kommunish (Yugoslav News Paper) 568

L
Laingen, Bruce 691
Lake, Michael 564
Latif (Mr.) 684
Le Monde (French Weekly) 716
Lee Evelyn 696
Leus, Sidney 648
Lewis, Anthony 490
Lingdberg, Beth (Miss) 696
Little, Brad (Mr.) 649
Lower, Sheron (Miss) 696

M
Macquarrie, Health 709
Majid, Abdul 532
Mair, Janet(Miss) 686
Maier, Chris 696
Malik, Abdullah 717
Malik Adam (Indonesia) 534-35
Malik, (Dr.) 501, 503, 510, 587
Malini, Indu (Miss) 696
Mallick, A.R. 686, 687, 690, 695
Man-Made-Disaster (film Report) 740
The Manchester Guardian 724
Maun, Bruce Douglas 598
Manna, Abdul 574, 579
Marglin, Stephen A. 568
Markonlis, Jon 672
Marquis de Sade 598
Marshall, Hubert (Mrs) 595
Mascarenhas, Anthony 571-72, 698
Mashriq 580
Mason, Edward S. 568
Matin, Akbar Lutful 533

Mainuddin, S.A.R. 533, 741
Mandling (Mr.) 573
McCloskey, Paul N. 660, 744
Miah, Md. Sayeduzzaman 485, 532
Miah, Mumtaz 485, 533
Miah, Shamsu 485, 533
Mikard, Ian 572
Milwankee Peace Acton Committee 673
Mrdha, Abdul Ghafur 485, 533

Mitra, Ranadhir 632
Mabin (Dr.) 692, 694
Molla, Shamsul H. 618
Momin, Abdul 684
Mondal, Abdul Karim 684
Mondal, Mohammad H. 697

Moniruzzaman, M. (Prof.) 683
The Monreal Star (News Paper) 709
Moody Roger 566, 568
Morning News 16
Morris, Barric M. 650
Morwin, W.S. (Poet) 690
Mostafa, Glam 533
Moududi 502
Moyer, Bill 684
Mullick, Biman 669
Muthith, A.M.a. 533, 662, 676, 741
Mukharjee, P.C. 640
Munshi, Jamal 632
Murphy, rhode 685
Murray, Dick 675
Muslim League 501, 502, 583, 681

N
Nakkash, Muhammad 582
Nalin (Dr.) 656
Narayan, Joyprokash (the Sarvoday) Leader from India) 639, 640, 650
The Nation fortnightly News paper) 521-60
National Awami Party (Bhasani Group) 544
National Awami Party (Muzaffar Group) 544, 576
National Awami Party (Wali) 502, 654
National Congress Party of Bangladesh 544
Nayak (A Bengali Film) 664
The New Statesman 490
News Week 591, 698, 707
The New York Post 713
New York Review of Books 717
The New York Times 490, 510,, 628, 648, 721
Niazi, A.K., (Lt.Gen.) 501, 520
Nicholas, James 498
Nicholas, Marta (Mrs) 671
Nicholas, Ralph (Prof.) 643, 650, 671
Niekoff, richard (Prof.) 651
Nixon 494-95, 634-3.5, 644, 648, 655,667, 670, 695, 709
Noor, Abdur 485, 532
Nossal, Frederick 673, 703

O
Ojukwa (Colonel) 565
Oliver Cromwell 492-93
Omar 502
Orlovsky, Peter 697
Osmani, M.A.G. 482, 505, 636, 694

P
Padgett, Ron 697
Pakistan democratic Party 501
The Pakistan Forum 626
Pakistan League of America 638
The Pakistan Observer 16
Pakistan People's Party (P.P.P.) 698
Pakistan Solidarity Committee 655, 663, 703
Palesine Liberation Organisation 704
The Palo Alto Times 695
Panni, K.K. 533
Parrent, Allan (Dr.) 692
Peace News 63
Peace Pledge Union 563
The People (News Paper) 16
The People (Uganda News paper) 577
People coalition for Peace Justice 647-52
Percy, Charles (U.S. Senator) 714-15
Pirzada 502
Plastrik, Stanely (Prof.) 640, 656
Poddar, S. 696

Podgorny, Nikolai 722
Political Soluton 536-37, 538-40, 679, 722, 732-32
Porter, R.C. 685
Pradhania, Abdul Matin 485. 533
Pramanik, H. A. (Dr.) 595
Prentice, Reginald 490
Progress of the War 484-91, 523-25 529-30, 575-76, 586, 724-25
Pully, A. 640
Q
Qadir, A.Z.M.A 485, 532
Qayum 502
Quaker Social Action Program 689
R
Rabbani (Mr.) 697
Rabbi (Dr.) 519
Rahim, Md. Abdur 485, 532
Rahim, Enayetur 618
Rahman, A.H.S. (Dr.) 693
Rahman, Bazlur 485, 53
Rahman, Faizur 617
Rahman, Habibur 533, 640
Rahman, Hafizur 618
Rahman, Jahanara (Mrs.) 572
Rahman, Matiur 485, 532, 533
Rahman, Mina 529-30
Rahman, Mustafizur 485, 532, 618, 684
Rahman, M. 617
Rahman, M. (Dr.) 697
Rahman, M.N. 573
Rahman, Md. Golamur 485, 532
Rahman, Md. Wahidur 485, 532
Rahman, Rafiqur 632
Rahman, Sayidur 485, 532
Rahman, Shahidur 485
Rahman, Sheikh 576
Rahman, Sheikh Mujibur 480-81, 483, 513, 514-15, 517, 520, 527, 531, 547, 551, 552, 571, 574, 581, 582, 589-90, 591, 592, 594, 597, 599, 602, 638, 655, 667, 670, 691, 702-03, 704, 712, 713, 717, 18, 26, 734, 742, 743
Rahman, ziaur (Col.) 559
Rahman, Zillur (Athar) 640, 678, 694
Raja (Mrs) 696
Rana, Mukhtar 717
Rasgotra, Maharaja Krishna 691
Rashid, A.N.M. Qamrur 485, 532
Rashiduzzaman (Dr.) 640
Ravi Shankar 688
Razakars 489, 501, 524, 600, 681
Recognition of Bangladesh 742, 744
Refugee Problem 489, 497, 597
Rahman, Sobban 571-72, 626
Revolutionary Council 583
Rob, Abdur 485, 532
Rob, A.K.M. Abdur 485, 532
Rogers, Bob 740
Roger, William 702
Roger, William p 732
Rohde, John E. 558
Ronning, Chester 715
Roodenko, Igal 689
Rose Al Yousef Cairo Journal) 489
Ross, Bill (Prof.) 651
Rouf, Abdur 533
Roushan Ara 530
Roy, Satyajit 664, 676
Ryan, William 640
S
Saduddin, Abul H. 632
Saduddin, K.M. (Prof.) 683
Salam, Kazi Abdus 531
Samiruddin, Md. 485, 532
Sanders, Ed. 697
Save East Bengal Committee 656, 689
Saxbe-Church Amendment 652, 656, 658, 659, 660-61, 666, 667, 679, 727
Sayle, Murray 489-90
Schuman, Howard (Prof.) 685
Schumann, Maurice 733
Senate Foreign Relations Committee 623
Shafiqullah, M. (Dr.) 633
Shah Jahan (Mr.) 574
Shahab-ud-din 617
Shah, G.M. 717
Shah Mohammed Zahir 722
Shahid, Abdus 618

Shahidullah (Prof.) 683
Shakespeare (Poet) 697
Shamsuddin, (Mr.) 532
Sharif, Sultan 595
Shaw (British M.P.) 577
Shehabuddin, K.M. 532
Shikha 653-656
Shore, Peter 558, 574
Shutarang (A Bengali Film) 638
Siddiquallah, Mohd. 485, 532
Siddique, Abu Bakar 531
Siddique, Mohsin R. 618, 703
Siddique, M. 656
Siddiqui, Mustafizur Rahman 666, 667, 668, 715, 741
Siddiqui, (Mr.) 676
Singh, Sarder Swaran 733
Situation Inside Bangladesh 509-10
Situation of Bangladesh-India View 547-48
Six Point Programme 488, 589
Smith, Leslie 673, 674, 703
Snyder, Edward 692
Socialist Labour League 568
Solaiman, M. 485, 532
South Asia Crisis Committee 705
Sphulinga (News paper) 707-11
Stalin 565
Stallard, A.J.574
The Standford Daily 695
Starr, ringo 656
Stonehouse, John 573, 591-92, 598, 669
Subhas Bose 549
Sufian, A.M.M Abu 485, 532
Sulaiman (Mr.) 533
Sultan, S.A. 705, 706
The Sunday Times (London) 489, 509, 571, 591, 648
Surja Sen 549
Syed, G.M. 525, 717
T
Talwar, Ashok 696
Taub, Bart 697
Taylor, Anne (Mrs) 640, 640
Taylor, A. 656
Taylor, Dick 684
Tehrik-e-Ishteqlal Party 502
Third World Review 563
Thorner, Alice (Miss) 721
The Times (London) 490, 578, 586
Titu Mir. 549
Tony 571
Torney, Tom 599
Toronto, Telegram 713
U
U. S. Policy 495-97
U Thant 488, 498, 570, 639, 655, 667 701, 712, 722, 739
V
Vietnamese Patritic Group 709
W
Waldman, Anne 697
War resistors League 689
Washington Post 724, 740
Why Bangladesh (Booklet) 674
Wilson (Mr.) 565
Windsor Star Weekend magazine 671
Wisconsin Alliance 648-49
Women's Liberation organisation (Canada) 709
Woodruff 739
Wodword, W.E. (Dr.) 498
Woollacott, Martin 600, 724
Worker’s Association of Bangladesh 574
Workers Press 568
World Bank Study Team Report 537, 541-42
World Public Opinion 489-90
Y
Yasser Arafat 576
Yeats (Poet) 697
Young Liberals 563
Yunus, M. (Dr.) 640, 656, 688, 694
Z
Zakaria Md. (Dr.) 485,532

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : সপ্তম খন্ড

পাকিস্তানী দলিলপত্র

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ সপ্তম খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাড়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-7

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of **Ministry of Information**
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Copyright : **Ministry of Information**
Government of the People’s Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A , Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published : June, 1984
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : সপ্তম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা — (নাজমুল আলম সিদ্দিকী)

ডিসেম্বর ২০০৩ — ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয়-সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলি সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলি প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলি থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলি ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলি পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
এয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ক্রটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রুপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরুপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলির সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলি দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ পাকিস্তানী দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সংকলনে পাকিস্তান পক্ষের দলিল নিয়ে এই খন্ড প্রকাশ করা হল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যেমন সংগ্রাম ছিল, তেমনি এই সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও ছিল তৎপর। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের দলিলাদি অন্যান্য খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রতিহত করবার এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তে পুরানো পাকিস্তান রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা অটুট রাখবার জন্য পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও তাদের সহযোগীরা ন'মাস ধরে যে কার্যকলাপ চালায় সে সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই সব দলিল দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যথা সরকারী ও বেসরকারী। প্রথম অধ্যায় 'কেন্দ্রীয়' ও 'প্রাদেশিক' দুটি অংশে বিভক্ত। 'সরকারী দলিলপত্র : কেন্দ্রীয়' অংশে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণসমূহ, সামরিক আদেশ জারিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার-প্রহসন, বাংলাদেশের প্রতি অনুগত সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি দন্ডাজ্ঞা ঘোষনা, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রদান, বাংলাদেশে পাক সামরিক জান্তার অধীন বে-সামরিক পুতুল সরকার গঠন, প্রহসনমূলক উপনির্বাচন অনুষ্ঠান; এবং যুদ্ধ ঘোষণা, পরিচালনা ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, কূটনৈতিক তৎপরতা এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আহবান সম্পর্কিত দলিলপত্রও এখানে স্থান পেয়েছে। এই অংশের শেষে একটি পরিশিষ্টে, বিশেষ করে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, প্রচারিত 'শ্বেতপত্র' সহ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত কয়েকটি প্রচার-পুস্তিকাও মুদ্রিত হয়েছে।

'সরকারী দলিলপত্র : প্রাদেশিক' অংশে সামরিক গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ও পূর্বাঞ্চলের জিওসি আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী বাঙালী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ ও আইন জারী, বিভিন্ন দন্ড ও শাস্তি বিধান, জনজীবনে 'স্বাভাবিক অবস্থা ও বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার' চেষ্টা, শরণার্থীদের 'ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা, কুইসলিং সরকারের গভর্নর ও মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতি-তৎপরতা', 'প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন অনুষ্ঠান' এবং শেষে 'পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তে কুইসলিং সরকারের একযোগে পদত্যাগ বিষয়ক' উপাত্তসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে।

এই খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় 'বেসরকারী দলিলপত্র'। এটিও দুটি অংশে বিভক্ত: 'রাজনৈতিক বিবৃতি' এবং 'বেসামরিক সহযোগিতা'। পাকিস্তানের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা নেতা জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক কার্যক্রম সমর্থন করে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে, সংগঠন ও জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের সেসব কর্মকান্ড এ অধ্যায়ের প্রথমাংশে বিধৃত হয়েছে।

সামরিক জান্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের তৎপরতা নির্মূল করে 'অখন্ড পাকিস্তান' রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ সংগঠন- শান্তি কমিটি এবং রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস প্রভৃতি বাহিনীর গঠন ও তৎপরতার দলিলাদি 'বেসামরিক সহযোগিতা' অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসমগ্রের একটি খন্ড হিসেবে এটি পাঠের সময় অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার বা পাকিস্তানী পক্ষ কখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বীকার করেনি। তাই তারা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'কে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা', 'সমাজবিরোধী ও নাশকতামূলক তৎপরতা' মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'দুষ্কৃতকারী' 'ভারতের চর' ও 'অনুপ্রবেশকারী' ; নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যদেরকে 'ভারতের দালাল' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', শরণার্থীদেরকে 'উদ্বাস্তু' ; স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিদেশী রাষ্ট্র ও সংগঠনের সমর্থনকে 'কেন্দ্রীয়' রুপে আখ্যায়িত করেছে।

আরো উল্লেখ্য যে, সামরিক জান্তা ও তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশের ঘটনাবলীর দিক থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ফেরানোর জন্য সরকারী বিবৃতি, লিপি, পুস্তিকা, প্রতিনিধিদল ইত্যাদির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার করেছে যে, বাংলাদেশে পাক বাহিনী গণহত্যা চালায়নি। তারা বিদেশী সাংবাদিকদের দেখাতে চেষ্টা করেছে সেখানে 'পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা' বিরাজ করছে। আপাতঃদৃষ্টিতে এই খন্ডে উল্লেখিত এ ধরনের পদবাচ্য ও তথ্যসমূহ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশিত দলিলসমগ্রের অন্যান্য খন্ড, বিশেষ করে অষ্টম ও চতুর্দশ খন্ড ('গণহত্যা' ও 'বিশ্বজনমত') এ সময়ের ঘটনাবলীর স্বরুপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***　　　　　　***　　　　　　***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members.

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verity, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Office.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies. Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K.M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Office.

পরিশিষ্ট

[তিন]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
ঢাকা

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস (অংশ) ১২২৮৬ তাং ১১-৯-৮৩ ইং

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীনকে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ "বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের" প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্ন) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ...

স্বাক্ষর-
মোঃ শফিকুর রহমান
উপ-সচিব।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সরকারী দলিল-পত্র	
	একঃ কেন্দ্রীয়	
১।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	১
২।	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের ওপর একটি প্রতিবেদন	৫
৩।	সামরিক আইনের দুটি বিধি জারী	১৯
৪।	পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে	২১
৫।	পাকিস্তান ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে	২২
৬।	অস্ত্র পরিবহনের অভিযোগের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগের বিজ্ঞপ্তি	২৪
৭।	রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল	২৫
৮।	পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়া	২৬
৯।	জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনার পর আগা শাহীর বিবৃতি	২৯
১০।	পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিঃ বেআইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে	৩০
১১।	আগা শাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে	৩২
১২।	৭৮ নং সামরিক বিধি জারী	৩৪
১৩।	সিনেটর হ্যারিসকে লিখিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের ফ সেক্রেটারীর চিঠি	৩৬
১৪।	পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান	৪০
১৫।	পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের কয়েকটি পদক্ষেপ	৪১
১৬।	নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ	৪২
১৭।	কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত	৪৩
১৮।	ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর	৪৫
১৯।	নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল সাসপেন্ড	৪৬
২০।	ডঃ ডরফম্যানের কাছে লিখিত ওয়াশিংটন পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের চিঠি	৪৭
২১।	পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা সাহায্য বিতরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	৫২
২২।	জনৈক অধ্যাপকের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের চিঠি	৫৪
২৩।	জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর	৫৬
২৪।	জেনারেল হামিদের সিলেট সফর	৫৭
২৫।	ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক সিনেটর ফুলব্রাইটকে লিখিত চিঠি	৫৮
২৬।	পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের উদ্যোক্তা সিনেটরদের কাছে পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর টেলিগ্রাম	৬০
২৭।	পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কংগ্রেসম্যান গ্যালেঘারকে লিখিত চিঠি	৬২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯।	করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতা	৬৫
৩০।	'পূর্ব পাকিস্তান' হতে নাগরিকদের 'ইচ্ছাকৃত বহিষ্কার' সম্পর্কে ভারতীয় নোট প্রত্যাখ্যান	৭১
৩১।	দিল্লীর প্রতি পাকিস্তানের বিনা উস্কানিতে সশস্ত্র সংঘর্ষের হুমকির প্রতিবাদ	৭৩
৩২।	বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট	৭৪
৩৩।	প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের জন্য ২০টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন	৭৫
৩৪।	সিনেটর কেনেডীকে লিখিত পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর চিঠি	৭৫
৩৫।	পাকিস্তানের ডেপুটি কমিশনার মেহদী মাসুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভারতীয় বাধা সম্পর্কে পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি প্রেস রিলিজ	৮০
৩৬।	দেশত্যাগী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	৮২
৩৭।	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার আশ্বাস	৮৩
৩৮।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষন	৮৪
৩৯।	পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ	৯৩
৪০।	কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছে	৯৫
৪১।	সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ	৯৬
৪২।	কিসিঞ্জার ও এস এম আহমদ বৈঠক	৯৭
৪৩।	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সঙ্গে কেলীর আলোচনা	৯৮
৪৪।	বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া	৯৯
৪৫।	শেখ মুজিবের বিচার হবেঃ টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	১০১
৪৬।	করাচীতে টিভি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	১০২
৪৭।	অভিযোগ খন্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেস নোট	১০৬
৪৮।	'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য' মুজিবের বিচার হবেঃ সরকারী তথ্য বিবরণী	১১০
৪৯।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাকিস্তানের প্রতিবাদ	১১১
৫০।	দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	১১২
৫১।	এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ	১১৩
৫২।	পূর্ববাংলার নির্যাতন সম্পর্কে পাকিস্তানী দূত আগা হিলালীর বক্তব্য	১১৪
৫৩।	নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব	১১৬
৫৪।	উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ	১১৭
৫৫।	দুই সপ্তাহের মধ্যে মুজিবের বিচার সম্পন্ন হবেঃ নিউইয়র্কে আগাশাহীর বিবৃতি	১১৯
৫৬।	বৃটিশ সরকারের নিকট পাকিস্তানের প্রতিবাদ	১২০
৫৭।	ভারতের বিরুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী	১২১
৫৮।	জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	১২২
৫৯।	আইন-কাঠামো আদেশ সংশোধন	১২৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬০।	পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবসে জেনারেল ইয়াহিয়ার বাণী	১২৪
৬১।	নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশন : ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	১২৬
৬২।	সাধারণ পরিষদে পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা	১২৭
৬৩।	জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহীঃ পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খন্ডন	১২৮
৬৪।	বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পদ্ধতি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বিবৃতি	১২৯
৬৫।	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাকিস্তানের সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে হাজির হবার নির্দেশ	১৩০
৬৬।	উপনির্বাচনের নয়া সময়সূচী ঘোষণা	১৩৪
৬৭।	উপনির্বাচনের সংশোধিত সময়সূচী	১৩৫
৬৮।	ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত	১৩৮
৬৯।	জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	১৩৯
৭০।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগা শাহীর বিবৃতি	১৪৭
৭১।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর বিবৃতি	১৪৮
৭২।	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেসনোটঃ কোর্টের রায় সম্পর্কে রটনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী	১৫১
৭৩।	এল এফ ও সংশোধন মন্ত্রীরা নির্বাচনে দাঁড়াতে ও পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন	১৫২
৭৪।	আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গভর্নর স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, এস, ইউ, দররানীর বিবৃতি	১৫৩
৭৫।	ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী	১৫৭
৭৬।	হিউম-মাহামুদ আলী বৈঠক	১৫৮
৭৭।	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনের সময়সূচী	১৫৯
৭৮।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর আরেকটি বিবৃতি	১৬১
৭৯।	রজার্স-মাহামুদ আলী বৈঠক	১৬৭
৮০।	রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কিত ৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	১৬৮
৮১।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতা	১৭০
৮২।	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আগা শাহীর বিবৃতি	১৭৬
৮৩।	ইয়াহিয়া-পদগর্ণি আলোচনা	১৮৫
৮৪।	পাকিস্তান যুদ্ধ চাহেনা তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নেবে- ইয়াহিয়া	১৮৬
৮৫।	বিনা উস্কানিতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	১৮৯
৮৬।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার উত্তর-পত্র	১৮৯
৮৭।	জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের তথ্যাবলী	১৯০
৮৮।	জেনারেল ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাব	২০২
৮৯।	ভারতের আক্রমনাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী	২০৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯০।	ভারতীয় শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি জেনারেল ইয়াহিয়া	২০৬
৯১।	৪২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল	২০৯
৯২।	জেনারেল ইয়াহিয়ার বিবৃতি	২১১
৯৩।	খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেয়া যায়না- ইয়াহিয়া	২১২
৯৪।	পিকিংএ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল	২১৩
৯৫।	আমার কোন বিকল্প ছিল নাঃ নিউজ উইক ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া	২১৬
৯৬।	পাক প্রতিনিধি দলের চীন সফরের ফলাফল বর্ণনা	২১৮
৯৭।	অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া	২১৯
৯৮।	দন্ডবিধি সংশোধন আইন জারী	২২০
৯৯।	সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছেঃ বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী	২২১
১০০।	উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে	২২২
১০১।	ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা	২২৩
১০২।	উপনির্বাচনঃ ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা	২২৫
১০৩।	বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত	২২৬
১০৪।	জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে	২২৭
১০৫।	ভারতে সোভিয়েত অস্ত্রঃ সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ	২২৮
১০৬।	জরুরী অবস্থা ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন জারী	২৩০
১০৭।	ভারতীয় 'অনুপ্রবেশ' সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ	২৩১
১০৮।	পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ-থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ	২৩৩
১০৯।	স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে সরকারী মুখপাত্র	২৩৪
১১০।	প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ	২৩৫
১১১।	ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	২৩৭
১১২।	যুদ্ধ পরিহার সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	২৩৮
১১৩।	নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	২৩৯
১১৪।	জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা	২৫৪
১১৫।	নিরাপত্তা পরিষদে আগাশাহীর বিবৃতি	২৫৫
১১৬।	পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচন স্থগিত	২৭০
১১৭।	পাক ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন	২৭১
১১৮।	নূরুল আমিন প্রধান মন্ত্রী, ভূট্টো পররাষ্ট্র সচিব	২৭২
১১৯।	সাধারণ পরিষদের ভূট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	২৭৩
১২০।	জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জাতিসংঘে পাকিস্তানী স্থায়ী প্রতিনিধির চিঠি	২৭৪
১২১।	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহ্বান	২৭৬
১২২।	পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে	২৭৭
১২৩।	ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তারঃ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার আবেদন	২৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৪।	মুক্তিবাহিনীর কাছে পাক সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল এবং আত্মসমর্পণের ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রবন্ধ	২৭৯
১২৫।	আত্মসমর্পণকালে ঢাকার পাক সামরিক শক্তির একটি তালিকা	২৮৬
১২৬।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যক্ষয়ের একটি হিসাব	২৮৮
১২৭।	জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার অপ্রচারিত ভাষণ	২৯০

পরিশিষ্টঃ সরকারী প্রচারণা পুস্তিকা

১২৮।	একাত্তরের মার্চ মাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য	২৯৭
১২৯।	পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য	৩০৪
১৩০।	'পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস'	৩০৯
১৩১।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের ভূমিকা	৩২০
১৩২।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ভারতের ভূমিকা	৩৩৩
১৩৩।	শরণার্থী সমস্যার পাকিস্তানী ব্যাখ্যা	৩৪৬
১৩৪।	পূর্ব পাকিস্তান সংকটের ওপর কিছু প্রশ্ন ও পাকিস্তান সরকারের জবার	৩৫৩
১৩৫।	প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের প্রতি পাকিস্তানের স্বাগতম	৩৬৯
১৩৬।	'পূর্ব পাকিস্তানে' সামরিক হস্তক্ষেপের পটভূমিকার ওপর পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র	৩৮১

দুইঃ প্রাদেশিক সামরিক বিধি ও কার্যক্রম

১৩৭।	ঢাকায় পাক-আর্মী অপারেশনের কয়েকটি সাংকেতিক সংবাদ	৪৪৫
১৩৮।	সামরিক আইনের কয়েকটি বিধি জারী	৪৫৬
১৩৯।	সামরিক আদেশ বলে অফিসার ও প্রশাসক নিয়োগ	৪৫৮
১৪০।	গভর্নর পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ	৪৫০
১৪১।	সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ঠাকুরগাঁ দখল	৪৬০
১৪২।	জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ	৪৬১
১৪৩।	কাজে যোগদানের নির্দেশ	৪৬২
১৪৪।	সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৪৬৪
১৪৫।	সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সুরক্ষিত	৪৬৫
১৪৬।	১৪৮ নং সামরিক বিধি জারী	৪৬৬
১৪৭।	সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ	৪৬৭
১৪৮।	পূর্ব পাক সরকারের প্রধান সচিবের কাছে রাও ফরমান আলীর চিঠি	৪৬৮
১৪৯।	কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	৪৬৯
১৫০।	সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে লেঃ জেঃ টিক্কা খান	৪৭০
১৫১।	সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত	৪৭২
১৫২।	শিক্ষকদের 'দায়িত্বহীন উক্তি' সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারী	৪৭৩
১৫৩।	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন	৪৭৪
১৫৪।	১৪৯ নং সামরিক বিধি জারী	৪৭৫

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৫।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট পূর্ব পাক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি	৪৭৬
১৫৬।	সামরিক গভর্নরের নিকট সফর ও বক্তৃতা-বিবৃতি	৪৭৭
১৫৭।	জেনারেল নিয়াজীর সীমান্ত পরিদর্শন	৪৭৯
১৫৮।	পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে	৪৮০
১৫৯।	পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স	৪৮১
১৬০।	কুমিল্লায় সামরিক গভর্নর	৪৮২
১৬১।	নিজ অবস্থানে ফিরে না আসলে মালিকানা বাজেয়াপ্তির হুমকি	৪৮৪
১৬২।	চাকুরীজীবীদের পরিবারের এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান	৪৮৫
১৬৩।	ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতির হার পাঠানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের স্মারক পত্র	৪৮৬
১৬৪।	জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন	৪৮৭
১৬৫।	পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও পেশায় ফিরে আসার নির্দেশ	৪৮৮
১৬৬।	ঢাকা শহরে অবস্থানরত চাকুরীজীবীদের শিক্ষার্থী সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান	৪৮৯
১৬৭।	রংপুরে শান্তি কমিটির সদস্যদের সমাবেশে সামরিক গভর্নর	৪৯০
১৬৮।	জেলা শহরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালনের একটি কর্মসূচী	৪৯২
১৬৯।	জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ও অসামঞ্জস্য ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ	৪৯৩
১৭০।	অভিযুক্ত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ	৪৯৪
১৭১।	যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আহবান	৪৯৯
১৭২।	ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য যশোর সদর মহকুমা প্রশাসনের অনুদান মঞ্জুরী সভার একটি কার্য বিবরণী	৫০০
১৭৩।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৫০২
১৭৪।	কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হবার নির্দেশ	৫০৫
১৭৫।	অভিযুক্ত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৫০৭
১৭৬।	অভিযুক্ত ইপিসি অফিসারদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	৫২১
১৭৭।	বিধবাদের নিকট পরিত্যক্ত বাড়ীঘর বন্দোবস্ত দেয়ার সরকারী ঘোষণা	৫২৪
১৭৮।	ছাত্র উপস্থিতির দৈনিক রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের চিঠি	৫২৫
১৭৯।	গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ, এম, মালিকের শপথ গ্রহণ	৫২৬
১৮০।	লেঃ জেঃ নিয়াজীর 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ	৫২৭
১৮১।	গতিবিধি ও নিলাম সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণা	৫২৮
১৮২।	ছাত্র অনুপস্থিতি সম্পর্কিত শিক্ষা বিভাগের একটি সার্কুলার	৫২৯
১৮৩।	'চাপিয়ে দেয়া হলে আক্রমণকারী ভূখন্ডেই যুদ্ধ হবে' নিয়াজী	৫৩০
১৮৪।	সামরিক সরকারের বেসামরিক গভর্নর ডাঃ মালিকের বেতার ভাষণ	৫৩২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৫।	চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেনারেল নিয়াজী	৫৩৮
১৮৬।	প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ	৫৪০
১৮৭।	মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের দপ্তর বন্টন	৫৪২
১৮৮।	দিনাজপুর শহরের সকল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রে ক্লাশ করার নির্দেশ	৫৪৩
১৮৯।	অধিকৃত বাংলাদেশে পাক সামরিক চক্রের বেসামরিক গভর্নর ডাঃ মালিকের বক্তৃতা-বিবৃতি	৫৪৪-৫২
১৯০।	অধিকৃত বাংলাদেশে ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতি	৫৫৩-৬৫
১৯১।	নিলাম, সাহায্য লাইসেন্স ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কয়েকটি ঘোষণা	৫৬৬
১৯২।	নিহত রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পরিবারের জন্য গম বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি	৫৬৭
১৯৩।	৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	৫৬৯
১৯৪।	জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সরকারী ঘোষণা	৫৭২
১৯৫।	রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজীর আহবান	৫৭৩
১৯৬।	ডোমারে জেনারেল নিয়াজী	৫৭৪
১৯৭।	সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপকের দন্ড ঘোষণা	৫৭৫
১৯৮।	১৩ জন সিএসপি সহ ৫৫ জন অফিসারের দন্ড ঘোষণা	৫৭৬
১৯৯।	খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	৫৭৯
২০০।	পরিখা খননের নির্দেশ	৫৮০
২০১।	ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ	৫৮১
২০২।	দৃস্কৃতকারী ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা	৫৮৩
২০৩।	যশোরের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	৫৮৪
২০৪।	রাজাকার কম্পানী কমান্ডারদের বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেনারেল নিয়াজী	৫৮৫
২০৫।	২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হবার নির্দেশ	৫৮৭
২০৬।	সিলেটের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	৫৮৯
২০৭।	প্রতিষ্ঠানসমূহে বোমা বিস্ফোরণের দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, এই মর্মে শিক্ষা বিভাগের একটি চিঠি	৫৯০
২০৮।	ময়মনসিংহ-এ জেনারেল নিয়াজী	৫৯১
২০৯।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	৫৯২
২১০।	শিক্ষানীতি সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের একটি সিদ্ধান্ত	৫৯৫
২১১।	বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে জেনারেল নিয়াজী	৫৯৬
২১২।	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে গভর্নর মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ পত্র	৫৯৭

পরিশিষ্ট-১

২১৩।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তারবার্তাঃ গভর্নর ও পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়কের কাছে প্রেরিত যুদ্ধবিরতির ক্ষমতা প্রদান	৫৯৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পরিশিষ্ট-২	
২১৪।	আত্মসমর্পণের আগে দখলদার বাহিনীর বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ ও সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জন কেলির একটি প্রতিবেদন	৫৯৯
	বেসরকারী দলিল-পত্র	
	একঃ রাজনৈতিক বিবৃতি	
২১৫।	বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	৬০৪-৬৪৩
	জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপিপি)	৬০৪
	মাহমুদ আলী	৬০৬
	হামিদুল হক চৌধুরী	৬০৭
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬০৮
	পীর মোহসিন উদ্দিন (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬০৯
	মাওলানা মফিজুল হক (জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামা)	৬১০
	কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ	৬১১
	পিন্ডি বারের ৮০ জন সদস্য	৬১২
	কাজী কাদের (মুসলিম লীগ কাউয়ুম গ্রুপ)	৬১২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬১৪
	ফরিদ আহমদ	৬১৬
	বি, এ, সলিমী (পঃ পাকিস্তানের বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা)	৬১৭
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬১৮
	আবদুল কাইয়ুম খান (মুসলিম লীগ, কাইয়ুম)	৬১৮
	শাহ আজিজুর রহমান	৬১৯
	গোলাম গাউস হাজারভী (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬২০
	মুফতী মাহমুদ (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম)	৬২০
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬২১
	চৌধুরী রহমতে এলাহী (জামায়াতে ইসলামী)	৬২২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬২২
	মাওলানা আতাহার আলী (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম)	৬২৩
	ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন	৬২৪
	আসগর খান (তাহরিকে ইস্তেকাল পার্টি)	৬২৪
	ফজলুল কাদের চৌধুরী (মুসলিম লীগ, কনভেনশন)	৬২৫
	নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ (পিডিপি)	৬২৬
	মিয়া তোফায়েল আহমদ (জামায়াতে ইসলামী)	৬২৬
	নেজামে ইসলাম নেতৃবৃন্দ	৬২৭
	খান আবদুস সবুর (মুসলিম লীগ, কাইয়ুম)	৬২৭
	গোলাম আজম (জামায়াতে ইসলামী)	৬২৮
	নূরুল আমিন-মওদুদী-ভুট্টো-ফরিদ আহমদ	৬২৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নূরুল আমিন (পি ডি পি)	৬২৯
	গোলাম আজম (জামায়াতে ইসলামী)	৬৩০
	আসগর খান (তাহরিকে ইস্তেকাল পার্টি)	৬৩১
	জামাতের মজলিশে শুরা	৬৩২
	ভুট্টো (পিপিপি)	৬৩৩
	শফিকুল ইসলাম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)	৬৩৪
	শাহ আজিজুর রহমান	৬৩৪
	নূরুল আমিন (পি ডি পি)	৬৩৫
	চীন সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে- ভুট্টো	৬৩৬
	গোলাম আজমের দাবী	৬৩৭
	দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভুয়া থিওরি	৬৩৭
	দক্ষিণপন্থী সাত দলের মৈত্রী জোট	৬৩৮
	বিপ্লব অনিবার্য- ভুট্টো	৬৩৯
	দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোন- গোলাম আজম	৬৪০
	তাঁবেদার সরকারে শরীক হবো না- ভু&&ট্টা	৬৪১
	আগে ক্ষমতা হস্তান্তর- নূরুল আমীন	৬৪২
	সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান- গোলাম আজম	৬৪২
	আবদুল কাইয়ুম খান (মুসলিম লীগ)	৬৪৩
	পিপিপি কেন্দ্রীয় কমিটি	৬৪৩

দুইঃ বেসামরিক সহযোগিতা

২১৬	জেনারেল টিক্কাখান সকাশে নেতৃবর্গঃ সহযোগিতার আশ্বাস	৬৪৫-৬৪৭
	নূরুল আমিনসহ ১২ জন নেতা	৬৪৫
	আরো কয়েকজন নেতা	৬৪৬
	আবদুস সবুর খান	৬৪৬
	নূরুল আমীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল	৬৪৬
	জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিবৃন্দ	৬৪৭
	কনভেনশন লীগ নেতৃবৃন্দ	৬৪৭
২১৭	শান্তি কমিটিঃ গঠন ও তৎপরতা	৬৪৮-৬৫৬
	শান্তি কমিটি গঠন	৬৪৮
	শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক	৬৪৯
	শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক	৬৫০
	শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ	৬৫০
	শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ	৬৫০
	সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান	৬৫১
	শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে	৬৫১
	শান্তি কমিটির কর্ম তৎপরতা শুরু	৬৫২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শান্তি কমিটির আবেদন	৬৫৩
	কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ	৬৫৩
	কার্জন হলে মন্ত্রীদের সংবর্ধনা	৬৫৬
২১৮	শান্তি কমিটির গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	৬৫৭-৬৬৩
	জিলা 'এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটি' গঠনের নির্দেশ	৬৫৭
	থানা 'এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটি'র আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব	৬৫৯
	ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব	৬৬০
	'দুস্কৃতকারীদের সহায়তা রোধের জন্য জিলা শান্তি কমিটির পরামর্শ	৬৬২
২১৯	রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর ও আল শামস বাহিনীঃ গঠন ও তৎপরতা	৬৬৪-৬৬৮
	রাজাকারদের ট্রেনিং সমাপ্ত	৬৬৪
	শান্তি কমিটির সভায় রাজাকার বাহিনী গঠিত	৬৬৪
	রাজাকাররা ৭০ জন দুস্কৃতকারীকে হত্যা করেছে	৬৬৫
	রাজাকারদের কুচকাওয়াজ	৬৬৫
	গফরগাঁয়ে আল বদর বাহিনী গঠিত	৬৬৫
	আল শামস বাহিনীর তৎপরতা	৬৬৬
	রাজাকারদের সাফল্যজনক অভিযান	৬৬৬
	আল শামস ও আল বদর বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান	৬৬৭
	বদর দিবস পালিত	৬৬৭
	রাজাকার তৎপরতা	৬৬৮
২২০	রাজাকার সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	৬৬৯-৬৭৬
	রাজাকারদের বেতন	৬৬৯
	জিলা রাজাকার প্রধানের নির্দেশ	৬৬৯
	রাজাকার সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সিলেবাস	৬৭০
	রাজাকার স্বাক্ষরিত শপথনামা	৬৭৪
	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র	৬৭৫
	রাজাকারের পরিচয়পত্র	৬৭৫

পরিশিষ্ট

২২১	পাক দখলদার আমলে অবাঙ্গালীদের ভূমিকা ও মনোভাব সম্পর্কিত কয়েকটি দলিল	৬৭৬-৬৯৪
	১। পার্বতিপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান- এর রোজ নামচা	৬৭৬
	২। পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে বিভাগের অবাঙ্গালী কর্মকর্তাদের দুটি চিঠি	৬৮৪
	৩। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত জনৈক মেজরের কাছে লিখিত চিঠি	৬৯১
	৪। লাহোরে অধ্যয়নরত জনৈক বাঙ্গালী ছাত্রের প্রাণ নাশের হুমকি সহ একটি চিঠি	৬৯২
২২২	নির্ঘন্ট	৬৯৫

প্রথম অধ্যায়

সরকারী দলিলপত্র

(এক)

কেন্দ্রীয়

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	ডন, করাচী, ২৭ মার্চ ; পাকিস্তান সরকার প্রচারিত পুস্তিকাঃ 'ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট-৪'	২৬ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF YAHYA'S BROADCAST
(On March 26, 1971)

My dear countrymen,

Assalam-o-Alaikam.

On the 6th of this month I announced the 25th of March as the new date for the inaugural session of the National Assembly hoping that conditions would permit the holding of the session on the appointed date. Events have, however, not justified that hope. The nation continued to face a grave crisis.

In East Pakistan a non-co-operation and disobedience movement was launched by the Awami League and matters took a very serious turn. Events were moving very fast and it became absolutely imperative that the situation was brought under control as soon as possible. With this aim in view, I had a series of discussions with political leaders in West Pakistan and subsequently on the 15th of March I went to Dacca.

As you are aware I had a number of meetings with Sheikh Mujibur Rahman in order to resolve the political impasse. Having consulted West Pakistani leaders it was necessary for e to do the same over there so that areas of agreement could be identified and an amicable settlement arrived at.

As has been reported in the press and other news media from time to time, my talks with Sheikh Mujibur Rahman showed some progress. Having reached a certain stage in my negotiations with Sheikh Mujibur Rahman I considered it necessary to have another round of talks with West Pakistani leaders in Dacca.

Mr. Z. A. Bhutto reached there on 21st March and I had a number of meetings with him.

As you are aware, the leader of the Awami League has asked for the withdrawal of Martial Law and transfer of power prior to the meeting of the National Assembly. In our discussions he proposed that this interim period could be covered by a proclamation by me whereby Martial Law would be withdrawn, Provincial Governments set up and the National assembly would *ab initio,* sit in two committees-one composed of members from east Pakistan and the other composed of members form West Pakistan.

One Condition

Despite some serious flaws in the scheme in its legal as well as other aspects. I was prepared to agree in principle to his plan in the interest of peaceful transfer of power but on one condition. The condition which I clearly explained to Sheikh Mujibur Rahman was that I must first have unequivocal agreement of all political leaders to the scheme.

I thereupon discussed the proposal with other political leaders. I found them unanimously of the view that the proposed proclamation by me would have no legal sanction. It will neither have the cover of Martial Law nor could it claim to be based on the will of the people. Thus a vacuum would be created and chaotic conditions will ensue. They also considered that splitting of the National Assembly into two parts through a proclamation would encourage division tendencies that may exist. They therefore expressed the opinion that if it is intended to lift Martial Law and transfer power in the interim period, the National Assembly should meet, pass an appropriate interim Constitution Bill and present it for my assent. I entirely agreed with view and requested them to tell Sheikh Mujibur Rahman to take a reasonable attitude on this issue.

I told the leaders t explain their views to him that a scheme whereby, on the one hand, you extinguish all source of power namely Martial Law and on the other fail to replace it by the will of the people through a proper session of the National Assembly, will merely result in chaos. They agreed to meet Sheikh Mujibur Rahman, explain the position and try to obtain his agreement to the interim arrangement for transfer of power to emanate from the National Assembly.

The political leaders were also very much perturbed over Sheikh Mujib's idea of dividing the National Assembly into two parts right from the start. Such a move, they felt, would be totally against the interest of Pakistan's integrity.

The Chairman of the Pakistan People's Party, during the meeting between myself, Sheikh Mujibur Rahman and him, had also expressed similar views to Mujib.

On the evening of the 23rd of March of political leaders, who had gone to talk to Mujib on this issue, called on me and informed me that he was not agreeable to any changes in his scheme. All he really wanted was for me to make proclamation whereby, I should withdraw Martial Law and transfer power.

Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non-co-operation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks they have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the Father of the Nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

A number of murders have been committed in the name of movement. Millions of our Bengali brethren and those who have settled in East Pakistan are living in a state of panic, and a very large number had to leave that Wing out of fear for their lives.

The Armed Forces, located in East Pakistan, have been subjected to taunts and insults of all kinds; I wish to complement them on the tremendous restraint that they have shown in the face of grave provocation. Their sense of discipline is indeed praiseworthy, I am proud of them.

Reasonable Solution

I should have taken action against Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardize my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achieve this aim I kept on tolerating one illegal act after another. And at the same time I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentioned the efforts made by me and by various political leaders in getting Sheikh Mujibur Rahman to see reason. We have left no stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner; on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the Government even during my presence in Dacca. The proclamation that he proposed was nothing but a trap. He knew that it would not have been worth the paper it was written on and in the vacuum created by the lifting of Martial Law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion-the man and his parties are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country-this crime will not go unpunished.

We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

In my address to the nation of 6th March I had told you that it is the duty of the Pakistan Armed Forces to ensure the integrity, solidarity and security of Pakistan. I have ordered them to do their duty and fully restore the authority of the Government.

In view of the grave situation that exists in the country today I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose complete Press censorship. Martial Law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions.

Aim Remains Same

In the end let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as situation permits I will take fresh steps towards the achievement of this objective.

It is my hope that the law and order situation will soon return to normal in East Pakistan and we can again move forward towards our cherished goal.

I appeal to my countrymen to appreciate the gravity of the situation for which the blame rests entirely on the anti-Pakistan and secessionist elements and to act as reasonable citizens of the country because therein lies the security and salvation of Pakistan.

God be with you. God bless you.

Pakistan Paindabad.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের ওপর একটি প্রতিবেদন	উইটনেস টু সারেন্ডার -সিদ্দিক সালিক	২৬ মার্চ-২ মে, ১৯৭১

OPERATION SEARCHLIGHT-I

Major-General Khadim Hussain was brooding over the possible outcome of political talks on 25 March when his green telephone rang at about 11 a. m. Lieutenant-General Tikka Khan was on the line. He said, 'Khadim, it is tonight.'

It created no excitement for Khadim. He was already waiting for the fall of the hammer. The President's decision coincided with the second anniversary of his assumption of power. General Khadim passed the word to his staff for implementation. The lower the news traveled the greater the sensation it created. I saw some junior officers hustling about mustering some extra recoilless rifles, getting additional ammunition issued, a defective mortal sight replaced. The tank crew, brought from Rangpur (29 Cavalry) a few days earlier, hurried with their task to oil six rusty M-24s for use at night. They were enough to make a noise on the Dacca streets.

The general staff of Headquarters 14 Division rang up all the out station garrisons to inform them of H-hour. They devised a private code for passing the message. All garrisons were to act simultaneously. The fateful hour was set at 260100 hours-1 a.m. 26 March. It was calculated that by then the President would have landed safely in Karachi.

The plan for operation SEARCHLIGHT visualized the setting up of two headquarters. Major-General Farman, with 57 Brigade under Brigadier Arbab, was responsible for operations in Dacca city and its suburbs while Major-General Khadim was to look after the rest of the province. In addition, Lieutenant-General Tikka Khan and his staff were to spend the night at the Martial Law Headquarters in the Second Capital to watch the progress of action in and outside Dacca.

A few days earlier, General Yahya had sent Major-General Iftikhar Janjua and Major-General A.O. Mitha to Dacca as possible replacements for Khadim and Farman in case they refused to 'crack down'. After all, they had formed General Yakub's team until very recently and might still share his ideas. General Hamid had even gone to the extent of questioning Khadim's and Farman's wives to assess their husbands' views on the subject. Both the generals, however, assured Hamid that they would faithfully carry out the orders.

Junior officers like me started collecting at Headquarters, Martial Law Administrator, Zone 'B' (Second Capital) at about 10 p.m. They laid out sofas and easy chairs on the lawn and made arrangements for tea and coffee to last the night. I had no specific job to perform except 'to be available'. A jeep fitted with a wireless set was parked next to this

'outdoor operations room'. The city wrapped in starlight, was in deep slumber. The night was as pleasant as a spring night in Dacca could be. The setting was perfect for anything but a bloody holocaust.

Besides the armed forces, another class of people was active that night. They were the Awami League leaders and their private army of Bengali soldiers, policemen, ex-servicemen, students any party volunteers. They were in communication with Mujib, Colonel Osmani and other important Bengali officers. They were preparing for the toughest resistance. In Dacca, they erected innumerable road blocks to obstruct the march of troops to the city.

The wireless set fitted in the jeep groaned for the first time at about 11-30 p.m. The local commander (Dacca) asked permission to advance the H-hour because the other side was hectically preparing for resistance. Everybody looked at his watch. The President was still half way between Colombo (Sri Lanka) and Karachi. General Tikka gave the decision. 'Tell Bobby (Arbab) to hold on as long as he can.'

At the given hour, Brigadier Arbab's brigade was to act as follows:

13 Frontier Force was to stay in Dacca cantonment as reserve and defend the cantonment, if necessary.

43 Light Anti-Aircrat (LAA) Regiment, deployed at the airport in an anti-aircraft role since the banning of overflights by India, was to look after the airport area.

22 Baluch, already in East Pakistan Rifles Lines at Pilkhana, was to disarm approximately 5000 E.P.R. personnel and seize their wireless exchange.

32 Punjab was to disarm 1,000 'highly motivated' policemen' a prime possible source and armed manpower for the Awami League, at Rajarbagh Police Lines.

18 Punjab was to fan out in the Nawabpur area and the old city where many Hindu houses were said to have been converted into armouries.

Field Regiment was to control the Second Capital and the adjoining Bihari localities (Mohammadpur, Mirpur).

A composite force consisting of one company each of 18 Pubjab 22 Baluch and 32 Pubjab, was to 'fluch' the University Campus particularly Iqbal Hall and Jagannath Hall which were reported to be the strong points of the Awami League rebels.

A platoon of Special Group (Commandos) was to raid Mujib's house and capture him alive.

A skeleton squadron of M-25 tanks was to make an appearance before first light, mainly as a show of force. They could fire for effect if required.

These troops, in their respective areas, were to guard the key points, break resistance (if offered), and arrest the listed political leaders from their residences.

The troops were to be in their target areas before 1 a.m. but some of them, anticipating delay on the way, had started moving from the cantonment at about 11.30 p.m. Those who were already in the city to guard the radio and television stations, telephone exchange, power house and State Bank etc., had also taken their posts much before the H-hour.

The first column from the cantonment met resistance at Farm Gate, about one kilometer from the cantonment. The column was halted by a huge tree trunk freshly felled across the road. The side gaps were covered with the hulks of old cars and a disabled steam-roller. On the city side of the barricade stood several hundred Awami Leaguers shouting *Joi Bangla* slogans. I heard their spirited shouts while standing on the verandah of General Tikka's headquarters. Soon some rifle shots mingled with the *Joi Bangla* slogans. A little latter, a burst of fire from an automatic weapon shrilled through the air. Thereafter, it was mixed affair of firing and fiery slogans, punctuated with the occasional chatter of a light machine gun. Fifteen minutes later the noise began to subside and the slogans started dying down. Apparently, the weapons had triumphed. The army column moved on to the city.

Thus the action had started before schedule. There was no point now in sticking to the prescribed H-hour. The gates of hell had been cast open. When the first shot had been fired, the Voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. The full text of the proclamation is published in *Bangladesh Documents* released by the Indian Foreign Ministry. It said, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

I didn't hear this broadcast. I only heard the big bang of the rocket launcher fired by the commandos to remove a barrier blocking their why to Mujib's house, Lieutenant-Colonel Z.A. Khan, the commanding officer, and Major Bilal, the company commander, themselves had accompanied the raiding platoon.

As the commandos approached Mujib's house, they drew fire from the armed guard posted at his gate. The guards were quickly neutralized. They up raced the fifty tough soldiers climb the four feet high compound wall. They announced their arrival in the courtyard by firing a stengun burst and shouted for Mujib to come out. But there was no response. Scrambling across the verandah and up the stairs, they finally discovered the door to Mujib's bedroom. It was locked from outside. A bullet pierced the hanging metal, and it dangled down. Whereupon Mujib readily emerged offering himself for arrest. He seemed to be waiting for it. The raiding party rounded up everybody in the house and brought them to the Second Capital in army jeeps. Minutes later, Major Jaffar, Brigade Major of 57 Brigade, was on the wireless. I could hear his crisp voice saying 'BIG BIRD IN THE CAGE…OTHERS NOT IN THEIR NESTS…OVER.'

As soon as the message ended, I saw the 'big bird' in a white shirt being driven in an army jeep to the cantonment for safe custody. Somebody asked General Tikka if he would like him to be produced before him, he said firmly. 'I don't want to see his face.'

Mujib's domestic servants were released immediately after identification while he himself was lodged in the Adamjee School for the night. Next day, he was shifted to Flag Staff House from where he was flown to Karachi three days later. Subsequently, when complications arose about the 'final disposal' of Mujib (such as international pressure for his release). I asked my friend Major why he had not finished him off in the heat of action. He said, General Mitha had personally ordered me to capture him alive.

While Mujib rested in the Adamjee School, the city of Dacca was in the throes of a civil war. I watched the harrowing sight from the verandah for four hours. The prominent feature of this gory night was the flames shooting to the sky. At times, mournful clouds of smoke accompanied the blaze but soon they were overwhelmed by the flaming fire trying to lick at the stars. The light of the moon and the glow of the stars paled before this man-made furnace. The tallest columns of smoke and fire emerged from the university campus, although some other parts of the city, such as the premises of the daily People, has no small share in these macabre fireworks.

At about 2 a.m. the wireless set in the jeep again drew our attention. I was ordered to receive the call. The Captain on the other end of the line said that he was facing a lot of resistance from Iqbal Hall and jagannath Hall Meanwhile, a senior staff officer snatched the hand-set from me and shouted into the mouth-piece: 'How long will you take to neutralize the target? … O. K., use all of them and ensure complete capture of the area in two hours.

The university building was conquered by 4. a. m. but the ideology of Bengali nationalism preached there over the years would take much longer to subdue. Perhaps ideas are unconquerable.

In the rest of the city, the troops had accomplished their tasks including disarming the police at Rajar Bagh and the East Pakistan Rifles at Pilkhana. In other parts of the city, they had only fired a sniping shot here and a burst there to create terror. They did not enter houses, except those mentioned in the operational plan (to arrest the political leaders), or those used by rebels as sanctuaries.

Before first light on 26 March, the troops reported completion of their mission. General Tikka Khan left his sofa at about 5 a.m. and went into his office for a while. When he reappeared cleaning his glasses with a handkerchief and surveying the area, he said, 'Oh' not a soul there! Standing on the verandah. I heard his soliloquy and looked around for confirmation. I saw only s stray dog, with its tail tucked between its hind legs, stealing its way towards the city.

After day-break, Bhutto was collected from his hotel room and escorted to Dacca airport by the Army. Before boarding the plane, he made a general remark of appreciation

for the Army action on the previous night and said to his chief escort, Brigadier Arbab, 'Thank God, Pakistan has been saved.' He repeated this statement on his arrival at Karachi.

When Bhutto was making this optimistic remark, I was surveying mass graves in the university area where I found three pits of five to fifteen metres diameter each. They were filled with fresh earth. But not officer was prepared to disclose the exact number of casualties. I started going round the buildings, particularly Iqbal Hall and Jagannath Hall white, I had thought from a distance, had been razed to the ground during the action. Iqbal Hall bad apparently been hit by only two and Jagannath Hall by four, rockets. The rooms were mostly charred, but intact. A few dozen half-burnt rifles and stray papers were still smoldering. The damage was very grave-but not enough to match the horrible picture I had conjured up on the verandah of General Tikka's headquarters.

The foreign press fancied several thousand deaths (in the university area) while army officers placed the figure at around a hundred. Officially, only forty deaths were admitted.

From the university area, I drove on the principal roads of Dacca city and saw odd corpses lying on the footpaths or near the corner of a winding street. There were no mountains of bodies, as was alleged later. However, I experienced a strange and ominous sensation. I do not know what it signified but I could not bear it for long. I drove on to a different area.

In the old city, I saw some streets still barricaded but there was no one to man the road blocks. Everybody had shrunk to the sanctuary of his house. On one street corner, however, I saw a shadow, like a displaced soul, quickly lapsing into a side lane. After a round of the city, I went of Dhanmandi where I visited Mujib's house. It was totally deserted. From the scattered thins, it appeared that it had been thoroughly searched. I did not find anything memorable except on overturned life-size portrait of Rabindranath Tagore. The frame was cracked in several places, but the image was intact.

The outer gate of the house, too, had lost its valuable decoration. During Mujib's rule they had fixed a brass replica of a Bangladesh map and had added six stars to represent the Awami League's Six points. But now only the black iron bars of the gate, with holes for the metal fixtures, were there. The glory that had quickly dawned had quickly disappeared.

I hurried back to the cantonment for lunch. I found the atmosphere very different there. The tragedy in the city had eased the nerves of defence personnel and their dependents. They felt that the storm after a long, lull had finally blown past leaving the horizon clear. The officers chatted in the officer's mess with a visible air of relaxation. Peeling an orange, Captain Chaudhry said, 'The Bengalis have been sorted out well and proper-at least for generation. 'Major Malik added. 'Yes, they only know the language of force. Their history says so.'

OPERATION SEARCHLIGHT-II

Although Dacca had been benumbed overnight, the situation in the rest of the province continued to be fluid for some time. Chittagong, Rajshahi and Pabna, in particular, gave us anxious moments for several days.

The total number of Bengali and West Pakistani troops in Chittagong was estimated at 5,000 and 600 respectively. The former consisted recruits at the East Bengali Centre (2,500), the newly raised 8 East Bengal. East Pakistan Rifles Wing and Sector Headquarters, and the police. Our troops were mainly the elements of 20 Baluch whose advance party had sailed back to West Pakistan. A senior non-Bengali army officer in Chittagong, Lieutenant-Colonel Fatimi, was ordered to hold ground to allow time for reinforcements from Comilla to arrive.

The rebels initially had all the success. They effectively blocked the route of the Comilla column by blowing up the Subapur Bridge near Feni. They also controlled major parts of Chittagong cantonment and the city. The only islands of government authority there were 20 Baluch area and the naval base. Major Ziaur Rahman, the second-in-command of 8 East Bengal, assumed command of the rebels in Chittagong in the absence of Brigadier Mozumdar (who had been tactfully taken to Dacca a few days earlier). While the government troops clung to the radio station, in order to guard the building. Major Zia took control of the transmitters separately located on Kaptai Road and used the available equipment to broadcast the 'declaration of independence' of Bangladesh Nothing could be done to turn the tables unless reinforcements arrived in Chittagong.

The G.O.C. Major-General Khadim Hussain, learnt about the stoppage of the Comilla column about fifty minutes past mid-night on D-day. He ordered Brigadier Iqbal Shafi to cross the nullah (ravine), leaving the bridge in hostile hand, and make his way to Chittagong at the earliest opportunity. Brigadier Iqbal Shafi, however, could not make any headway without taking the bridge. This he did next day by 10 a.m. The column moved, but again it was pinned down by hostile fire at Comeera, about twenty kilometers short of Chittagong. The advance company suffered eleven casualties including the commanding officer. The advance company suffered eleven casualties including the commanding officer, who was killed. The column lost contact with Brigade Headquarters (Comilla) as well as with Divisional Headquarters (Dacca).

The lack of information about the column raised much apprehension in Dacca. It might have been butchered! If so, what would be the fate of Chittagong? Would it remain with the rebels? With Chittagong in hostile control what would be the outcome of operation SEARCHLIGHT?

The G.O.C. decided to locate the missing column himself in an army helicopter next day. He would fly to Chittagong first and then follow the Chittagong-Comilla Road so that, if the column had meanwhile made any progress, he might find it on the outskirts of Chittagong. As his helicopter fluttered close to the Chittagong hills to land in the 20 Baluch area, it attracted small arms fire from the rebels who had taken up positions on the high ground. The chopper was hit but sustained no serious damage. It managed to land

safely. The G.O.C. got down for a quick briefing by Lieutenant-Colonel Fatimi on the Chittagong situation. The Colonel triumphantly reported his success in controlling the East Bengal Centre by killing 50 and capturing 500 rebels. The rest of Chittagong, however, was still with the rebels.

As the G.O.C. walked to the helicopter to continue the search, he saw a terror-striken woman with a baby in her arms. She was the wife of a West Pakistan officer desperately seeking to be evacuated to Dacca. She was accommodated.

The helicopter was in the competent hands of an ace pilot, Major Liaquat Bokhari who was ably assisted my Major Peter. They flew the G.O.C. along the Comilla Road, but could not see anything because of the low cloud formation. When they were approximately over Comeera the G.O.C. studied the quarter-inch map spread on his knees, looked out and ordered the pilot to to dawn through the clouds. As the helicopter descended and the G.O.C. craned his anxious neck to locate the column, a quick splash of bullets sprang up from the ground. The pilot pulled up instinctively. Nevertheless, his machine was hit. One bullet grazed the tail white another pierced through its belly, only inches away from the fuel tank. Major Bokhari, apparently unperturbed by the incident, said to the G.O.C. 'Sir, do you want me to make another attempt.' 'No, make, for Dacca direct.' The mission had failed. The column was not located.

Meanwhile, General Mitha had sent a commando detachment (ex 3 Commando Battalion) from Dacca to Chittagong by air with the same mission-to link up with the column. The detachment did not know the location of the missing column or the rebel's position. They had to rely on their own intelligence. A Bengali officer, Captain Hamid appeared from nowhere and said to the commanding officer of the commandos, I have come from Murree to look up my parents in Chittagong. I know the area. May I go with you as a guide? His offer was accepted.

The day (27 March) the commandos were to undertake the search/link up operation, the G.O.C. moved his tactical head-quarters to Chittagong and sent a column of 20 Baluch on the same mission but on a different route. The success of the operation hinged on a link up of these three columns The 20 Baluch column got involved with the rebels soon after leaving its unit area but the commandos dashed to the target, the Bengali officer with them. They had not got very far when they came under cross-fire from the hills flanking the Chittagong Comilla Road. Thirteen of them were killed including the commanding officer, two young officers, one junior commissioned officer and nine other ranks. The effort had proved both abortive and expensive.

At the other end, brigadier Iqbal Shafi had himself assumed the command of the column after the Comeera incident. He sent for a battery of mortars which joined him from Comilla on 27 March. He planned a dawn attack for 28 March. The attack was successful. He broke the resistance and cleared his way to Chittagong. He finally reported his presence at Haji Camp, the pre-embarkation resting place for pilgrims, on the edge of Chittagong City.

Next to Haji Camp were the Isphahani Jute Mills where, before the arrival of our troops, an orgy of blood was staged by the rebels. They collected their helpless non-

Bengali victims-men, women and children-in the club building and hacked them to death. I visited the scene of this gruesome tragedy a few days later and saw blood-spotted floors and walls. Women’s clothes and the children's toys lay soaked in a congealing pool of blood. In the adjoining building, I saw bed sheets and mattresses stiffened with dried blood.

While this happened the Pakistan Army was still attempting a link-up of the three columns. The link-up was effected on 29 march and the happy news was radioed to Dacca, where tense officers in the operations room heaved a sigh of relief. But it was too late for the victims at the Isphahani Mills slaughter-house.

The only success in Chittagong so far had been the unloading of 9,000 tons of ammunition from the ship which had been gheraoed, by the Awami League volunteers since mid-March. Brigadier M.H. Ansari, who had flown from Dacca, had mustered all available resources-an infantry platoon, a few mortars and two tanks-formed a task force. The Navy had lent the support of a destroyer and a few gunboats. He had achieved this success with marvelous skill. Later an additional battalion was also flown from Dacca to Chittagong.

Although the situation with regard to the availability of resources had improved, the main battle for Chittagong had yet to be fought. The radio Transmitters, East Pakistan Rifles Sector Headquarters and the Reserve Police Lines in the District Courts area (the concentration point for the policemen, ex-servicemen and armed volunteers) remained to be cleared before the general flushing out the area could be undertaken.

General Mitha was the first to have a go at the transmitter building. He sent a commando detachment to blow it up. His troops approached the target from the flank, following the river-route. They soon came under fire while still in country boats. Sixteen of them were killed. Mitha's second attempt too proved abortive and highly expensive.

Major-General Khadim then sent a column of 20 Baluch under Lieutenant-Colonel Fatimi. Once again, Fatimi managed to involve himself in some sort of engagement with the rebels on the way and never reached the transmitters. Finally, two F-86s (Sabres) from Dacca had to knock them out. I visited the sight a few days later and found the building well fortified with pillboxes and foxholes-all interconnected with a fine network of trenches. The building was intact.

The other principal target was the East Pakistan Rifles Headquarters where 1,000 armed rebels were well entrenched. Located on high ground, they had artfully laid their defenses along the embankment with holes and slits to facilitate small arms fire. Our troops knew the odds and prepared massive attack to neutralize them. The attacking troops, approximately in battalion strength, had the support of a naval destroyer, two gunboats, two tanks and a heavy mortar battery. The battle raged for three hours before the defiant rebels could be subdued. This happened on 31 March-the sixth day of operation SEARCHLIGHT.

The next target was the Reserve Police Lines where 20,000 rifles were reportedly stocked, to be used by an assortment of rebels. A battalion-strength attack was launched there, too, but the defenders proved less dogged than the East Pakistan Rifles personnel and soon withdrew towards the Kaptai Road.

The key role in neutralizing these points of resistance was played by Brigadier Ansari. His gallant services were later recognized by the award of the Hilal-i-Jurat Pakistan's second highest gallantay award, and promotion to the rank of Major-General (although earlier he had been superseded).

The main operations in Chittagong were over by the end of March but the mopping up action continued until 6 April. The other two towns where the rebels had an upper hand were kushtia and Pabna. Let us see how our troop fared there.

Kushtia, about 90 kilometers from Jessore, is an important road and rail junction. Our troops were not permanently located there but, on the D-day, 27 Baluch (Jessore) had sent one of its companies just to establish our presence there, For want of proper briefing the company carried only small arms, a few recoilless rifles and a limited quantity of ammunition. They thought that they were going on normal internal security duty, which usually did not involve heavy fighting.

The company commander distributed his manpower is small groups and assigned them the task of guarding the telephone exchange and V.H.F station. He also sent small parties to arrest the local Awami League leaders-but they had all left. He established his presence, after killing five rebels on the first day (26 March). Thereafter it was only enforcement of curfew and collection of arms from the civilians. Two days passed peacefully.

On 28 March, at about 9.30 p.m. the local Superintendent of Police, pale with fear, came to the company commander. Major Shoaib, and reported that the rebels had gathered in the border town of Chuadanga, about 16 kilometers from Kushtia and were about to attack the town at night. They were also threatening to kill all 'collaborators'. The company commander passed a word of caution to his platoons but the troops did not take it very seriously. They did not even bother to dig their trenches.

The attack commenced at 3.45 a.m. (29 March) with heavy mortar shelling. It jolted our troops out of all illusions of safety.

They soon realized that the attackers were none other than the troops of I East Bengal which had been sent out from Jessore cantonment for training. They had been joined at Chuadanga by the Indian Border Security Force (B.S.F). (Four Indian B.S.F. soldiers were captured near Jessore and two near Sylhet.)

The scene of the battle was the police armory occupied earlier by our troops. The rebels managed to climb in to the adjoining three-storey red brick house of a local Judge and used it as a vantage point. From there they sprayed bullets into the police building. At dawn, five of our men lay dead in the compound. By 9 a.m. the toll had risen to eleven.

In the next half-hour, nine more had fallen. Only a few survivors managed to escape to the company headquarters about a kilometer away. Shortage of ammunition and lack of cover were the immediate causes of the disaster.

The other posts in Kushtia town-the telephone exchange and V.H.F. station-had simultaneously come under equally severe attack. So neither of the posts could reinforce the other. In the company headquarters, eleven la dead at one place and fourteen at another. In all, twenty-five out of sixty men had been massacred in the early part of the engagement. Frantic messages for help were sent to Jessore and even an air strike was requested, but nothing reached Kushtia. The last message received from Jessore by the end of the day said, Troops here already committed- No reinforcement possible. Air strike called off poor visibility…Khuda Hafiz!

Major Shoaid collected the remnants of his command to reorganize them. He found that only 65 had survived out of 150. He decided to abandon Kushtia and take the survivors to Jessore. He lined up one three-ton truck, one Dodge and six jeeps. The convoy left at night with the company commander in one of the leading jeeps. They had traveled barely 25 Kilometers when the leading vehicles, including the one that carried Major Shoaib, caved into a culvert which had been cut by the rebels in the centre deceptively covered from the surface. As soon as the convoy stopped, it came under intense fire both sides of the road. Our troops jumped down and hit the ground but bullets continued to rain on them. Only nine out of the sixty-five managed to crawl out and disappear into the country-side. Most of them were later captured by the rebels, and subjected to a barbaric end.

The story of the Pabna action has many features in common with the Kushtia catastrophe. Here, a company of 25 Punjab had been sent from Rajshahi 'just to establish our presence'. The 130 men had arrived in Pabna with only first line ammunition and there days rations. On arrival, the company was split into small detachments, which were posted at vulnerable points like the powerhouse and the telephone exchange. They also visited the residences of local political leaders but found no one. The company established its presence without any resistance and lived in peace for the first thirty-six hours. Then at about 6 p. m. on 27 March, all the posts came under intense fire from across the nullah (ravine). The rebel force consisted of an East Pakistan Rifles (900 men), 30 Policemen and 40 Awami League volunteers. They didn't know our strength. They therefore kept on firing from a distance without assaulting our positions. Our troops also opened up but shortage of ammunition imposed heavy restrictions on the volume of fire One N.C.O and two other ranks were wounded in this initial encounter.

Captain Asghar, who was being constantly harassed by a rebel light machine-gun, decided to silence it. He took a few volunteers with him and changed its position. He knocked it out with a hand grenade which exploded right inside the post. But at the same time, another light machine-gun sent a burst into Captain Asghar. Badly hit, he swerved around to take cover behind the pillar of the gate, but collapsed. The raid was called off. Another attempt was made by Lieutenant Rashid who also died in action.

Meanwhile, all the posts were wound up except that at the telephone exchange. The rebels also regrouped, then launched an all-out attack. The lightly equipped defenders realized their folly, but too late. They had to pay very dearly for it. They lost two officers.

3 J.C. Os and 80 other ranks. One more officer and 32 other ranks had been wounded. Repeated calls for help were sent, in consequence of which a helicopter came to evacuate the wounded, but could not land. Major Aslam from Rajshahi, however, managed to reach Pabna with eighteen soldiers, one recoilless rifle, one machine gun and some ammunition, and managed to extricate the survivors. He loaded the wounded into the Dodge and sent them of Rajshahi across country, to avoid possible residence on the way. He took to able-bodied with him to fight his way back to Rajshahi by road. Meeting heavy resistance on the way, he took to the countryside, where they had to wander for three days without food or water. When – this column finally reached Rajshahi on I April at 10 a. m. it consisted of only eighteen solders. The rest, including Major Aslam, had been killed en route.

Thus Chgittagong, Kushtia and Pabna turned out to be the towns where we suffered the severest casualties. These places ere clear don 6 April, 16 April and 10 April respectively. In other areas where we were strength, we regained control without much resistance.

The rebels did not settle the score with West Pakistani soldiers only they also killed civilian dependents with equal barbarity. It is not possible here to document all such cases but I quote an episode to illustrate this point.

2 East Bengal, which had a sprinkling of officers, J.C.O.s and N.C.O.s (technical trades only) from west Pakistan, was located at Joydebpur in an old palace about 30 kilometers north of Dacca. As a part of the general scheme, the East Bengal battalions had been kept away from the cantonments to avoid trouble with West Pakistani units. Three companies of 2 East Bengal had moved to Ghazipur, Tangail and Mymenshingh 'for training'. The fourth company was in the battalion headquarters located in the old palace building at Joydebpur. This is same place where I had witnessed the color-presenting ceremony in February 1970.

The battalion revolted on 28 March after exchanging information with other Bengali units. Their first action after this change of loyalties was the massacre of their West Pakistani colleagues and their families. One Subedar of Ayub, who had served the battalion for over twenty years, managed to escape from this systematic butchery and reached Dacca cantonment about midday on 28 March to break the news. I saw him when he arrived in the head quarters-pale with fear, with spots of white forth settle at the corner of his dry lips. Everybody tried to console him but he was too shaken to accept a cup of tea or piece of advice. He asked for help-immediate help.

A Company of Punjab Regiment was dispatched. A few young officers accompanied the reinforcements voluntarily. As the reinforcements reached the battalion headquarters, they saw the most gruesome sight of their lives. On a heap of filth lay five children, all butchered and mutilated, their abdomens ripped with bayonets. The mothers of their children lay slaughtered and disfigured on a separate heap. Subedar Ayub identified, among them, members of his family, he went mad with shock-literally mad.

Inside the palace compound was parked a jeep fitted with a wireless set. The tyres were flat and the seats were soaked in blood. A few splashes of blood had settled on the

wireless itself. 'Search lighting' the interior of the building, they found blood-stained clothes in the bathroom. They were later identified as the garments of Captain Riaz from Gujranwala. In the family quarters of the other ranks, they saw a young mother lying dead, an infant trying to suckle the withered breasts. In another quarter was huddled a teeor-stricken girl, about four, who cried out at the sight of the soldiers. 'Don't kill me don't kill me please till my father come home. Her father never came home.'

Similar stories were reported from other stations. Some of them sounded too melodramatic to believe but they were all essentially true.

General Hamid, Chief of Staff, Pakistan Army, told me a few months later that the blame for this suffering must lie on Lieutenant-General Yakub 'who had opposed the arrival of West Pakistani troops in early March. Had he allowed us to build up the forces in time there would have been West Pakistani troops in all major towns to prevent these wild killings.'

General Yakub, it may be recalled, had opposed the move at a Army crack-down, with all its ugly repercussions; had commenced there was no bar to the dispatch of troops. Operation GREAT FLYIN was thus started as early as (but not before) 26 March. The arriving troops were quickly dispatched to areas under pressure.

One the situation had stabilized in the key cities, strong columns of troops were sent to provincial towns. Let me describe here the march of one column from Dacca to Tangail on 1 April, which I accompanied. The main column, loaded in trucks fitted with machine-guns, moved on the main road while two companies spread out over about five hundred meters on either side of the road. These foot columns were equipped for all contingencies-both animate and inanimate. Nothing was to escape their wrath. Behind the infantry column was a battery of field guns which fired a few shells at suitable intervals in the general direction of the move. The artillery bang was enough to scare away any rebels in the area.

The infantry column opened up on the slightest pretext or suspicion. A stir in a bunch of trees or a little rustle in the *bari* was enough to evoke a burst of automatic fire or at least rifle shot. I remember that a little short of Karatea, on the Tangail road, there was a small locality which hardly rated a name. The searching troops passed through it, putting a match to the thatched huts and the adjoining bamboo plants. As soon as they advanced ahead, a bamboo stick burst with a crack because of the heat of the fire; everybody took it as a rifle shot by some hidden 'miscreant'. This caused the weight of the entire column to be riveted on the locality and all sorts of weapons fired into the trees. When the source of danger had been 'eliminated', a careful search was ordered. During the search, the column stood at the ready to shoot the 'miscreant' on sight. The search party found no sign of a human being-alive or dead. The bamboo crack and delayed the march by about fifteen minutes.

Karatea was a modest town surrounded by a thick growth of wild trees. It boasted a local bazaar consisting of a single row of shops. The people had already fled their homes. Where had they gone? It was difficult to investigate. The column halted there, surveyed the town, burnt the bazaar and set fire to some kerosene drums. Soon it developed into a conflagration. The smoky columns of fire smouldered through the green branches of the trees. The troops did not wait to see the fruits of their efforts, they soon moved on. When we reached the other end of the town I saw a black lamb tied to a spike, trying to wriggle out of its gutted abode but with no success because the rope was tightening round its neck with every additional attempt at liberation. It must have strangled itself to death.

A few kilometers further on, we saw on the road-side two V-shaped trenches, newly dug but hurriedly abandoned. Probably the rebels had prepared these positions to meet us but after hearing the bang of guns had decided to leave. Whatever the case, the column could not advance without flushing the area. As the troops scanned around, I walked into a mud hut to see how the people there lived. The interior was neatly plastered with clay-a mild grey shade. A tramped portrait of two children, probably brothers, hung on the front wall. The only furniture in the hut was a charpoy and a mat of date leaves. On the mat was a handful of boiled rice, which bore the fingerprints of infect eaters. Where were they now? Why had they gone?

I was awakened from these disturbing thoughts by a loud argument between the soldiers and an old Bengali civilian whom they had discovered under the banana trees. The old man had refused to divulge any information about the 'miscreants' and the soldiers threatened to kill him if he did not co-operate. I went to see what was going on.

The Bengali, a walking skeleton, had wrapped a patch of dirty linen round his waist. His bearded face wore a frightened look. My eyes, following his half-naked body down to his ankles, settled on the inflated veins of his dusty feet. Finding me so inquisitive, he turned to me and said, I am a poor fellow, I don't know what to do. A little earlier they (the miscreants) were here. They threatened to put me to death if I told anybody about them. Now, you confront me with an equally dreadful end it I don't tell you about the.' That summed up the dilemma of the common Bengali.

The column, maintaining its diligent pursuit on the way, finally reached Tangail in the evening. It replaced the Bangladesh flag with the national flag on the Circuit House, fired eight shells in the environs to announce its arrival and settled down for the night. I returned to Dacca.

The widespread killings zestfully reported by a hostile world press, did not take place in the initial phase of operation SEARCHLIGHT. They occurred in the subsequent period of prolonged civil war. Infantry columns on clearing missions were sent from Comilla, Jessore, Rangpur, Sylhet and other places. Usually, they moved along the metalled roads, leaving the option to the rebels to slip into the countryside or recede to the borders and eventually into the lap of their Indian patrons. The speed of these operations depended on the availability of troops and their resources.

Additional manpower and resources became available between 26 March and 6 April. During this period there arrived two divisional headquarters (9 Division, 16 Division), five brigade headquarters, one commando and twelve infantry battalions. They had all left their heavy equipment in West Pakistan as they were to quell a rebellion rather than fight a proper was. Three more infantry battalions and two mortar batteries arrived on 24 April and 2 May respectively. The paramilitary forces funneled into East Pakistan between 10 April and 21 April included two wings each of East Pakistan Civil Armed Forces (E.P.C.A.F.) and West Pakistan Rangers (W.P.R), besides a sizeable number of Scouts from the North West Frontier. They were mainly taken in place of defecting East Pakistan Rifles and police.

Whatever reinforcements arrived from West Pakistan, were used to complete operation SEARCHLIGHT which was never formally closed but was deemed to have achieved its end by the middle of April when all major towns in the province had been secured.

The major towns were secured on the following dates:

Paksy (10 April), Pabna (10 April), Sylhet (10 April), Ishurdi (11 April), Narsingdi (12 April), Chandraghona (13 April), Rajshahi (15 April), Thakurgaon (15 April), Kushtia (16 April), Laksham (16 April), Chuadanga (17 April), Brahamanbaria (17 April), Darsana (19 April), Hilli (21 April), Satkhia (21 April), Golundu (21 April), Dohazari (22 April), Bogra (23 April), Rangpur (26 April), Noakhali (26 April), Santahar (27 April), Sirajganj (27 April), Maulvi Bazar (28 April), Cox's Bazar (10 May), Hatia (11 May).

I have not been able to collect the figures of casualties suffered or inflicted during operation SEARCHLIGHT except those I have mentioned in the course of this narration. But I can vouch for the strength of my assessment that the number of lives lost in the clashes barely touched the four-figure mark. It the foreign press made the world believe that several million people perished, the blame lies with those who expelled the foreign press from Dacca on 26 March (evening) and forced them to base their stories on the fantasy of Indian propagandists or the whims of opinionated tourists. If the foreign journalists had been allowed to stay in East Pakistan after 25 March, even the most biased among them would have witnessed a reality which, through tragic, was far less gruesome than what appeared in their stories.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। সামরিক আইনের দুটি বিধি জারীঃ (রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ও সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সরশীপ)	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন (করাচী, ২৬ মার্চ)	২৯ মার্চ, ১৯৭১

CMLA PROMOLGATES MLR 76 AND 77

Karachi, March 27:-

The CMLA today promulgated the Martial Law Regulations-76 and 77.

The regulation relates to be on Political activities and censorship on the press.

The following Martial Law regulation was promulgated in Karachi Yesterday by the CMLA Pakistan.

MLR by CMLA Pakistan. Regulation No.76

1. No person shall organize or convene any meeting, not being a religious congregation in a public place or organize or take out a demonstration or a procession, not being a religious funeral or marriage procession.

2. No person shall attend or otherwise take part in any meeting, demonstration or a procession, organized or convened or taken out in contravention or Paragraph I of its regulation.

Explanation: For the purpose of this regulation "Public Place" includes:

(a) Any educational institution mill, factory workshop, hospital, club and any other Place to which Public has access whether on Payment or otherwise.

b) Any tent enclosure or other structure of temporary nature erected or constructed for the purpose of demonstration or a meeting and,

c) Any enclosure or compound whether forming part of a building or not which is not covered by a roof.

3. Martial Law Regulation No 60 and 61 issued by the CMLA are hereby cancelled. Maximum Punishment 6 Years rigorous imprisonment.

A. M. Yahya Khan
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Karachi
Date. 26 March, 1971

The following MLR was promulgated in Karachi Yesterday by the CMLA Pakistan.

MLR by CMLA Pakistan. Regulation No. 77

1. No person shall print or publish or cause to be printed or published in a news paper or other document whatever, any matter which-

a) Tends directly or indirectly or is calculated to prejudicial affect the integrity or the solidarity of Pakistan or,

b) Tends directly or indirectly to criticize the imposition or operation or continuance of Martial Law or,

c) Tends directly or indirectly or is calculated to create alarm or despondency amongst the public or,

d) Tends directly or indirectly or is calculated to create dissatisfaction towards the armed forces, the Police and the government or any member thereof or,

e) Tends directly or indirectly or is calculated to create or excite feelings of enmity, ill will or hatred between communities, Sects, Classes or Sections of the citizens of Pakistan or,

f) Tends directly or indirectly to be offensive to the religion of Islam or,

g) Tends directly to be disrespectful to the Quaid-i-Azam.

2. No Person shall print, or publish or cause to be printed, or published in a newspaper or other document whatever any matter which-

a) Tends directly or indirectly to create hatred or ill will towards any Political party in Pakistan or any Leader or member there of or,

b) Tends directly or indirectly or is likely to cause agitation, excitation, excitement, alarm or despondency amongst the public on any political issue without first submitting such matter for scrutiny to an authority appointed in this behalf by a Provincial Government and obtaining clearance from the said authority.

3. The words "or written" and the words "or in writing" Shall be omitted from the MLR Nos. 6. 17 and 19 respectively, issued by the CMLA.

4. MLR No. 51 issued by the CMLA is hereby repealed.

5. Anyone who contravenes this Regulating shall be punishable. Maximum punishment, 7 Year's rigorous imprisonment.

A. M. Yahya Khan
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Karachi
Date. 26 March, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে	পূর্বদেশ। উদ্ধৃতিঃ পাকিস্তান টাইমস (লাহোর)	৩১ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রতিবাদ করেছে

২৭শে মার্চঃ- পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত এখন যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার অভিযান চালাচ্ছে, পাকিস্তান এ প্রচারণা বন্ধ করার জন্যে দাবী জানিয়েছে। এদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকেও বিরত থাকতে নয়াদিল্লীর প্রতি দাবী জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লী বেতারের বর্তমান উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় পাকিস্তান দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যমূলক ও নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে আজ তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

আজ সকালে ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ বি, কে, আচার্যকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে পাঠানো হয়।

হাই কমিশনারকে জানান হয় যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা করায় পাকিস্তান খুবই আপত্তি জানাচ্ছে। গতরাতে ভারতীয় বেতার বলেছে যে, পার্লামেন্টারী বিষয়ের মন্ত্রী, মিঃ রাজ বাহাদুর পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সরকার খুব শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

হাই কমিশনারকে বলা হয়েছে যে, দিল্লীর এসব খবর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক ঘটনার সৃষ্টি করবে। তাঁকে আরও বলা হয়েছে যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপকে পাকিস্তান সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছে, একথা নয়াদিল্লীর মনে থাকা উচিত।

পশ্চিম বাংলা, নাগাভূমি ও মিজোল্যান্ডের পরিস্থিতির ফলে পাকিস্তানে ব্যাপক মোহাজের এসেছে এবং তাতে করে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, এসব ঘটনা সত্ত্বেও এই নীতি মেনে চলা হয়েছে।

ভারতীয় হাই কমিশনারকে এটাও বলা হয়েছে যে, নয়াদিল্লী সরকারের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হলো ভারতীয় বেতারকেন্দ্র। এ থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক, অতিরঞ্জিত ও প্ররোচণামূলক সংবাদ প্রচার করছে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বলছে যে, তাদের পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবার কোন যোগসূত্র নেই এবং অন্যদিকে পাকিস্তানকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে পরিকল্পিত বিস্তারিত খবর প্রচার করছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত কেমন করে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে এটা দেখানোর জন্যে এ প্রসংগে ভারত সরকারকে লিখিত ১৩, ২০ ও ২৪ শে মার্চ প্রেরিত পাকিস্তানী নোটের প্রতি ভারতীয় দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং সংবাদ পত্র ও অন্যান্য প্রমাণও হাজির করা হয়।

-- পাকিস্তান টাইমস (লাহোর)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। পাকিস্তান ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেছে	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন	২ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN LODGES STRONG PROTEST AGAINST INDIA

Islamabad, March 30-The Pakistan government today lodged with *the Indian government another Strong protest-second within this week*-against India's "Continued interference in Pakistan's internal affairs that has set a dangerous precedent causing serious concern to international community.

The Indian High Commissioner in Islamabad was summoned to the foreign officer again this morning and told of Pakistan's resentment over the fact that Indian Government and information media were continuing to circulate malicious and baseless reports about the situation in East Pakistan despite Pakistan Government's repeated protests.

'APP' report adds : In this connection, the following examples were cited:

a) Alleged bombing of Pakistan Air Force.

b) Killing of 1, 00,000 persons.

c) General Tikka Khan had been shot dead.

d) Sheikh Mujibur Rahman had not been arrested.

e) Unilateral declaration of independence by Baluchistan and NWFP.

The High Commissioner's attention was drawn to the Statements made by the

Indian Prime Minister and the Foreign Minister in the Indian Parliament, in complete violation of well-established international principles and procedures clearly constitute gross interference.

In was pointed out to the Indian envoy that it was amazing. Sardar Swaran Singh had said that, "The government of India was prepared to co-operate with members of International community or humanitarian organizations to bring, relief to the victims of conflict: It was also disconcerting to note the implied threat by Mrs. Indira Gandhi when she said that, "India would take decision on time as it was no use taking decision after events had passed.

The Indian High Commissioner was told that as a result of the incitement and encouragement by Indian leaders the Indian press had been making fantastic suggestions about dispatching armed Indian volunteers from Calcutta to East Pakistan for helping the

so called liberation forces and for naval blockade to interrupt sea communication between the two Wings of Pakistan.

Furthermore, the ruling congress party had organized demonstration against our missions in New Delhi, Calcutta and Bombay in which derogatory slogans were raised against the Government and leaders of Pakistan. This could have repercussions in Pakistan also.

The High Commissioner was further informed that totally false reports were being disseminated through clandestine transmitter which has been traced to the mouth of river Hoogly with the object of misleading the world.

The Government of Pakistan expressed the hope that the Government of India would recognize the need for exercising restraint and following internationally accepted norms in its relations with the neighboring countries.

-Dawn

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। সামরিক বিধানসমূহ পরীক্ষা করে দেখতে পাকিস্তানের আপত্তি নেইঃ অস্ত্র পরিবহনের অভিযোগের জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি	পাকিস্তান অবজার্ভার উদ্ধৃতিঃ ডন	২ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN READY FOR INSPECTION OF MILITARY PLANES.

Colombo, March 30: Pakistan has said it would welcome examination of Pakistani military aircraft refueling at Cylon's Bandarnaike International Airport on flights between the two wings of Pakistan, External Affairs Ministry sources said here today.

The Pakistani Government made this offer following press reports that the Airport was being used as a base for Pakistani military aircraft carrying arms and ammunition to crush resistance in East Pakistan, the sources said.

Cylon has accepted assurances given in applications for clearance of military aircraft that they were not carrying arms or ammunition.

-Dawn.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল	দৈনিক পাকিস্তান উদ্ধৃতিঃ সরকারী প্রেসনোট	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

রেডিও পাকিস্তানের নয়া ডিরেক্টর জেনারেল

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই এপ্রিল। পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, জনাব এস হায়দার জায়েদি টি কিউ এ, সি এস পি সীমান্ত প্রদেশের সরকার থেকে বদলী হয়ে রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব মফিজুর রহমান টি পি কে, সি এস পি কে পাকিস্তান সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদমর্যাদা ও বেতনে তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতরে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এর বদলী অবিলম্বে বলবৎ হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়াঃ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না	দৈনিক পাকিস্তান	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

পদগর্নির বাণীর জবাবে ইয়াহিয়া
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেব না

ইসলামাবাদ, ৬ই এপ্রিল এ পি পি- প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান আজ পুনরুল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশকে হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট এন পদগর্নির ৩রা এপ্রিলের বাণীর জবাবে তিনি বলেন পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত খোলাখুলি ও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের একটিউ মাত্র উদ্দেশ্য- গোলযোগ সৃষ্টির জন্য মুষ্টিমেয় লোককে উস্কানী ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতিকে প্রজ্বলিত করে তোলা। কোন শক্তির পক্ষেই এই উদ্যোগকে সমর্থন বা ক্ষমা করার অর্থ হচ্ছে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতি খেলাফ করা। পাকিস্তানের দিক থেকে পাকিস্তান সর্বদাই এই নীতিগুলি মেনে চলছে।

প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিজস্ব পথে চলতে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তার নিজের চাইতে বেশী কেউ সচেতন নন এবং এই নীতির প্রতি তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নসহ কোন দেশই জাতিবিরোধী ও অ-দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের দেশকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে দিতে পারে না বা কখনও দেয়নি কিংবা নাশকতামূলক কর্ম সমর্থন করতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে নয়াদিল্লীকে বিরত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ভারতে তার অনস্বীকার্য প্রভাব ব্যবহার করার আহ্বান জানান। কারণ উপমহাদেশে শান্তি বজায় ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সোভিয়েট আগ্রহের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

প্রেসিডেন্টের বাণীর পূর্ণ বিবরণ

আপনার বাণী আমাকে ৩রা এপ্রিল প্রদান করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের বাণীর জবাবে প্রদত্ত আমার বাণী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এবং আপনি যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তা প্রাসঙ্গিক বলে আমি পুনরুল্লেখ করছি।

উক্ত বাণীতে আমি বলেছিলামঃ গত ২৮শে মার্চ করাচীতে নিযুক্ত সোভিয়েট কনসাল জেনারেল আপনার মৌখিক বাণী আমাকে জানিয়েছে। ইতিপূর্বে ঢাকায় নিযুক্ত আপনাদের কনসাল জেনারেলও আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নিরসনের ব্যাপারে আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাকে অবহিত করি।

আপনার বাণীতে বলা হয়েছে যে তা অসমাপ্ত খবরভিত্তিক। আমি আশা করি, মিঃ প্রধান মন্ত্রী, আপনাদের রাষ্ট্রদূত আপনাকে আমার ৩৬শে মার্চের বিবৃতির বিবরণ অবহিত করেছে। উক্ত বিবৃতিতে আমি যে ঘটনাবলীতে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা পাকিস্তানের জনগণের কাছে পেশ করেছি। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমার অবিরাম প্রচেষ্টা এবং আমাদের পথে যে সকল অসুবিধা সৃষ্টি হয় সেগুলো নিরসনের জন্যে আমি চেষ্টার ত্রূটি করিনি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষার জন্য জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন।

মিঃ প্রধান মন্ত্রী, আমি নিশ্চিত, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমি অন্য কোন পথ নিতে পারতাম না। ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য আমার সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার কারণ আমি বিশদভাবে বলেছি। পাছে এই বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ আপনি না পান তাই আমার রাষ্ট্রদূতকে আমার বিবৃতির একটি কপি আপনার হাতে দেবার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভালভাবেই নিয়ন্ত্রণ আছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কোন কোন বাইরের সূত্র, বিশেষ করে ভারতীয় তথ্য মাধ্যম প্রচারিত বিবরণে সঠিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয় না এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, এশিয়ায় কতিপয় শক্তি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে নিজেদের পক্ষে অনুকূল মনে করে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও অখণ্ডতার প্রতিকূলে বর্তমান পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সুতরাং সর্বতোভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যাতে কোন হস্তক্ষেপ না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় হুমকী

এই প্রসঙ্গে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না যে, আমরা যখন আমাদের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তখন ভারতীয় মনোভাব আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রকাশ্য বিবৃতি দিচ্ছেন যা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপের সামিল। এইরুপে ভারত এক বিপজ্জনক নজীর স্থাপন করছে যা আন্তর্জাতিক সমাজের সরাসরি উদ্বেগের বিষয়।

আরো গুরুতর ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের অনতিদূরে প্রায় ছয় ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন। এই বাহিনীর মধ্যে গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ও ছত্রী ব্রিগেড রয়েছে। পশ্চিম বাংলার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা তিন সপ্তাহ পূর্বে সমাপ্ত নির্বাচনের প্রয়োজনের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই।

আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতের সৈন্য সমাবেশ আমাদের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকি স্বরুপ। এমত পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা ভারতের ওপর আপনাদের অনস্বীকার্য প্রভাব খাটাবেন এবং তাকে (ভারতকে) পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে তেমন কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনটা বুঝিয়ে দেবেন।

পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে আপনার উদ্বেগকে অনুধাবণ করে পরিশেষে একটা কথা বলবো যে, আমার লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রথম সুযোগেই আমি পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি আরো বলব যে, যে কোন সরকারই সেইদেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার ওপর আক্রমণকারী ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিদের ক্ষমা করতে পারে না কিংবা পাশ কাটাতে পারে না।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশকে খণ্ডিত করার কোন ম্যাণ্ডেট পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে পাননি। তথাপি তারা সক্রিয় শত্রুতায় লিপ্ত এক প্রতিবেশীর বৈষয়িক সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিদের পাকিস্তানের ঐক্য বিনাশকারী কাজকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, ক্রমান্বয়ে আইন-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ছিল, নির্দোষ লোকদের সন্ত্রস্ত করা হচ্ছিল, ব্যাপক ঘর জ্বালানী, লুটতরাজ ও হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। পরিস্থিতির মোকাবেলা করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ ছিল না। সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিকের জান মাল ও সম্মান রক্ষার জন্যই করেছেন। কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা যে ফ্যাসিবাদী তৎপরতা চালাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না।

গণতন্ত্রকে তার নির্ধারিত পথে এগোতে দেওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে কেউ বেশী সচেতন নন। এবং আমি এই নীতিতে অবিচল রয়েছি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নসহ কোন দেশই রাষ্ট্র বিরোধী দেশপ্রেম বিবর্জিত লোকদের দেশকে ধ্বংস করার সুযোগ কিংবা নাশকতামূলক কাজ চালানোর সুযোগ কখনো দেয়নি, দিতে পারে না।

আমার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের মাত্র একটাই লক্ষ্য রয়েছে। তা হলো গোলযোগ সৃষ্টিকারী সামান্য কিছু লোককে উৎসাহ এবং বৈষয়িক সমর্থন দিয়ে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত করে তোলা। কোন শক্তি যদি এ রকম তৎপরতাকে সমর্থন করে কিংবা ক্ষমা করে তবে সেটা হবে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতির পরিপন্থী। পাকিস্তান সব সময় এসব নীতি মেনে চলেছে এবং পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশকে হস্তক্ষেপ করতে না দেয়ার প্রশ্নে দৃঢ় সংকল্প।

তাই আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে আমাদের আহ্বান, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলান থেকে ভারতকে যেন বিরত করার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের উপর তার অনস্বীকার্য প্রভাবকে ব্যবহার করে। বস্তুতঃ সেটাই হবে এই উপমহাদেশে শান্তি, শৃংখলা এবং বাধাহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার সোভিয়েট ইউনিয়নের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। জাতিসংঘ মহাসচিবের সংগে আলোচনার পর আগাশাহীর বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আগাশাহীর সাথে আলোচনা-
পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারঃ থান্ট

জাতিসংঘ, ৬ই এপ্রিল (এ পি পি)। গতকাল জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগাশাহীকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করে। সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের সাথে এক ঘন্টাকাল আলোচনার পর আগাশাহী এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

গত সপ্তাহে ভারত মৌখিকভাবে যে নোট সদস্য রাষ্ট্রদের জানিয়েছে তিনি তার জবাব দিয়েছেন কিনা- জনাব আগাশাহী সাংবাদিকদের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন।

আগাশাহী বলেন, তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি ভারতীয় হস্তক্ষেপের কোন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে আগাশাহী বলেন, তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের ৩১শে মার্চ (১৯৭১) তারিখের প্রস্তাব, সশস্ত্র ভারতীয়দের পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ, পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের কাছে গোপনে অস্ত্রসস্ত্র চালান দেয়ার ব্যবস্থা এবং ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের জাহাজ ওসেন এন্ডুরেন্সকে হয়রানীর প্রতি উথান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সাহায্য সামগ্রী বহনকারী রেডক্রস বিমান (যা করাচী থেকে বৈরুত ফিরছে) সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আগাশাহী বলেন, সেক্রেটারী জেনারেল পুরো ব্যাপারটাই অবহিত আছেন। তিনি তাকে বলেছেন, রেডক্রস বিমানটি তার পাকিস্তানে প্রবেশের আবেদনপত্র পাকিস্তান সরকারের হস্তগত হওয়ার আগেই করাচীতে অবতরণ করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিঃ বে-আইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে

বেআইনী অনুপ্রবেশের সকল দায়িত্ব ভারতকেই বহন করতে হবে

ইসলামাবাদ, ৮ই এপ্রিল, (এ পি পি)- পাকিস্তান ভারতের কাছে ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়া অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এটা যদি করা না হয়, তাহলে পরিণতির সকল ঝুঁকি ভারতীয় নাগরিকদেরই বহন করতে হবে।

পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার মিঃ বি, কে, আচার্যকে আজ পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়, ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানী এলাকায় বে-আইনী অনুপ্রবেশের প্রশ্নে পাকিস্তানের ঘোরতর আপত্তির কথা ভারতীয় হাইকমিশনারকে জানানো হয়।

ভারতীয় হাইকমিশনারকে আরও জানানো হয়, চিকিৎসা ও সাহায্য সামগ্রী নাম দিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে- এটা পাকিস্তান সরকার জানতে পেরেছে।

পাকিস্তান সরকার পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে পাকিস্তানী এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের বে-আইনী অনুপ্রবেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অব্যাহত হস্তক্ষেপ, ভারতীয় বেতার এবং অন্যান্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যম মারফত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের গভীর উদ্বেগের কথা ভারতীয় হাই কমিশনারকে জানানো হয়।

আজ পররাষ্ট্র দফতরে ভারতীয় হাই কমিশনারকে ডেকে এনে এই প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাকে আরো জানানো হয়েছে যে, চিকিৎসা ও রিলিফ সামগ্রী নাম দিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের গোচরে এসেছে।

তাকে বলা হয়েছেঃ ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং সেখানে তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অবিলম্বে ভারত সরকারের বন্ধ করা উচিত। তা না করা হলে, যেসব ভারতীয় নাগরিক এভাবে অনুপ্রবেশ করবে তারা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বেই করবে। একথাও তাকে বলা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাসমূহে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের চলাফেরা এবং সেখানে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের সাথে দেখা সাক্ষাতের ফলাও বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা দুই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের ১০০ মাইল এলাকা ভ্রমণ করেছেন বলে দাবী করেছেন।

অনুরুপভাবে তথাকথিত অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার খবর ভারতীয় সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচার করা হয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশনারকে এ সব কথাও বলা হয়েছে।

ওষুধ এবং সাহায্য সামগ্রীর নামে সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশের লোকের জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে। এপিপির কূটনৈতিক সংবাদদাতা এ খবর জানিয়েছে। তিনি লিখেছেন, ভারতীয় অস্ত্রসস্ত্র চালান এবং লোক পাঠানোর কাজটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশেই করা হচ্ছে। এর জন্য পাক-ভারত সীমান্তে এগারোটি প্রবেশ ঘাঁটি খোলা হয়েছে।

গত ৫ই এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর কথাতেই এর স্বীকৃতি মিলেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মোহাজেরদের অভ্যর্থনার সুবিধার্থে ১১টি প্রবেশ পথ খোলা হয়েছে। এছাড়া ৯টি শিবির খোলা প্রকৃত পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে উল্টো দিকে চলাচলের জন্য এসব ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে অনিবার্যভাবেই ভারত সরকারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোতে বর্ষার আগে পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য ওকালতি করা হচ্ছে।

এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের জনগণের জন্য তহবিল ও সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য দিল্লী, কলকাতা, শিলং এ সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

গত সোমবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা,- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারেন না। অবশ্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ সমর্থন করেছেন- কেননা এগুলো মোহাজেরদের সাহায্য করার কাজে ব্যয় করা যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। আগাশাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

আগাশাহীর প্রতিবাদঃ ভারত পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করছে

জাতিসংঘ, ৮ই এপ্রিল, (এ পি পি)।- পাকিস্তান গতকাল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বানচালের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করে।

পাকিস্তান সরকার এটাকে দুঃখজনক মনে করে যে, ভারত জাতিসংঘ সনদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি লংঘন করে জাতিসংঘের অন্যতম ভিত্তিই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগাশাহী জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে এক মৌখিক বার্তায় একথা জানান।

ভারতীয় লিপির জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ব সংস্থায় উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা পূর্বভারতীয় পরিস্থিতি ওঠার আগে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি উঠতে পারে না। ভারতীয় লিপিতে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি দেশের ভেতরকার আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সমস্যা ন্যায়সংগতভাবে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগের বিষয় হতে পারে না।

মৌখিক বার্তা প্রদানের মধ্যেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকলে পাকিস্তান সেটা উপেক্ষা করতে পারত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করছে যে, পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নষ্ট করার দুরভিসন্ধি ভারতের রয়েছে। জনাব আগাশাহী বলেন, ভারতীয় তথ্য মাধ্যম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র প্রচার অভিযান চালিয়েছে এবং কখনো পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্ভট বানোয়াট খবর প্রচার করেছে।

গত ৩১শে মার্চ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়। একই দিনে পার্লামেন্টে পূর্ববাংলার প্রতি ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় নেতাদের উস্কানী ও উৎসাহ দানের সরাসরি ফল হিসাবে কলকাতার সরকারী কর্মচারীগণ পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী পাঠাবার ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই ৯টি ভারতীয় যানবাহনের একটি কনভয়কে পাকিস্তানী এলাকায় শমশেরনগরের দিতে যেতে দেখা যায়। পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী কনভয়টি ধ্বংস করে দিয়েছে।

জনাব শাহী বলেন যে, এমনকি পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ সৃষ্টির বিষয়ও ভারতীয় সরকারী মহলে আলোচনা করা হয়। একটি পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী যখন পূর্বাঞ্চলে যাচ্ছিল, তখন ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো তাকে হয়রানী করে। পাকিস্তানী জাহাজটি করাচী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

গতকাল একটি পাকিস্তানী হাজীবাহী জাহাজ মক্কা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নৌ-বন্দর চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। উক্ত জাহাজটিকে ভারতীয় রণতরীগুলো একইভাবে হয়রানী করে।

পাকিস্তানী প্রতিনিধি বলেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের নিকটে ছয় ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। একটি রাজনৈতিক মিমাংশায় আসার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়ে জনাব শাহী বলেন যে, শেষ দফা আলোচনার পর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে কিছুসংখ্যক লোক দেশকে বস্তুতপক্ষে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল।

দেশকে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের ১২ জন রাজনৈতিক নেতার এক প্রতিনিধি দল প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় প্রচারণাকে ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, জাতিবিরোধী শক্তিসমূহকে সাহায্য করার জন্য ভারত থেকে যে সকল সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী সাদা পোষাকে এসেছিল, পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গ্রাম থেকে ঢাকায় সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্যের উপর অভিনন্দনযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ৭৮ নম্বর সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান অবজার্ভার	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

MLR NO. 78

Rawalpindi, April 9-The president of Pakistan and chief Martial law administrator General Agha Mohammad Yahya khan has promulgated the following Martial law regulation here today, says APP.

MARTIAL LAW REGULATION NO. 78

1. The CMLS or a MLA or a DMLA authorized by the MLA Concerned in this behalf if satisfied with respect to any Particular person. That with a view to preventing him from acting in a editions manner or in a manner prejudicial to the security. The public safety or interest or the defense of Pakistan the maintenance of public order, Pakistan relation's with any other power the maintenance of peaceful Conditions in any part of Pakistan, the maintenance of essential supplies and services it is necessary to do so, may make an order.

a) Directing such person to remove himself from Pakistan in such manner by such time and by such route as may be specified in the order, and prohibiting his return to Pakistan.

b) Directing that he be detained.

c) Directing that he shall not remain within any specified area in Pakistan except on the conditions and subject to the restrictions specified in the order or to be specified by an authority or a person specified in the order.

d) Requiring him to reside or remain in such place or within such area in Pakistan as may be specified in the order or to proceed to a place or area within such time as may be specified in the order.

e) Requiring him to notify his movements or to report himself or both in such manner at such times and to such authority or person as may be specified in the order.

f) Imposing upon him such restrictions as may be specified in the order in respect of employment or business in respect of his association or communication with other persons and in respect of his activities in relation to the dissemination of new or propagation of opinions.

g) Prohibiting or restricting the possession or use by him of any such article or articles as may be specified in the order.

h) Otherwise regulating his conduct in regard to any matter as may be specified in the order, Provided that no order shall be made under clause (a) of this paragraph against any citizen of Pakistan and by any person other that the CMLA.

2. Any order made under paragraph (1) may require the person against whom it is made to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the restrictions and conditions specified in the order.

3) If any person remains in any area or place or fails to leave any area or place in contravention of an order made under paragraph I, he may be removed-from the area or place by any police officer or other person acting on behalf of the CMLA or a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf.

4. A person who is ordered to by detained under this regulation shall be detained in such place under such Conditions as to maintain discipline and punishment for breaches of discipline as-the CMAL of a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf may from time to time determine.

5) The CMLA or a MLA or a DMLA authorized by the MLA concerned in this behalf, f has reason to believe that a person in respect of whom an order under clause (B) of paragraph I has been made, has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed may:

a) Make a report in writing of the fact to a Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person was ordinarily residing and thereupon the provisions of sections 87, 88 and 89 of the code of criminal procedure 1898 (Act of 1898) shall apply in respect of the said person and his property as if he were a person against whom a warrant had been issued by the Magistrate and was absconding and

b) By notified order direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order and if the said person fails to comply with such direction he shall useless he proves that it was not possible for him to comply with the direction, and that he had, within the period specified n the order informed the Officer of the reason which had rendered compliance impossible and also of his where about be punishable with rigorous imprisonment for a term that may extend to seven years or with fine or with both.

6) if any person contravenes any order made under this regulation a bond executed under paragraph 2 has been forfeited the Court having jurisdiction to try the person who had contravened the order may call upon any person bound by the bond to pay the penalty thereof or to show cause why it should not be paid, and if sufficient cause is not shown and the penalty is not paid the court may proceed to recover the same in this same manner as a court proceeding on the forfeiture of a bond under the code of criminal procedure 1898 (Act of 1898).

Sd/-
General commander in chief
Pakistan army and CMLA
Place: Rawalpindi
Dated: 9 April, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। সিনেটর হ্যারিসকে লিখিত ওয়াশিংটন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারীর চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
2315 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON D.C. 20008
April 14, 1971

My dear Senator Harris,

We have seen your statement in the Senate published in the Congressional Record of April 1, 1971. We regret that you did not give us an opportunity to discuss the matter before you made the statement as we could have helped you at least to establish the facts. However, I hope this letter clears up some points.

You have said that the Pakistan Government "cynically expelled foreign journalists" in order to let the soldiers" kill in peace". There was no more cynicism implied in evacuating foreign journalists from Dacca than there was in helping to evacuate American citizens and personnel of the Consulate in that city. By evacuating them we them we hoped to get them out of possible harms way. In a message to the New York Times and the Evening Star, the Ambassador of Pakistan told their Managing Editors just that. The Ambassador said our administration felt that it could not take the risk of allowing foreign journalists to be involved in the physical dangers inherent in the situation that prevailed that week when the Yahya-Mujib talks broke down and the military was asked to rid the city of Dacca from the armed gangs that roamed in it for many days and were terrorizing the thousands of law abiding citizens (especially the non-Bengalis) with pillage and murder. There could have been no question of the military authorities in Dacca allowing foreign pressmen to move about the city at that time to perform their functions however legitimate. Armed resistance to the restoration of Government's authority was fully expected and did materialize.

While this was the basic motive, allow me to bring to your attention one aspect of the problem which may have escaped you. Despite our repeated requests for many years, no American newspaper has chosen to base its correspondent in Pakistan. We are, therefore, never able to get American pressmen to hear us let alone understand our point of view. On the other hand, all the correspondents are based in New Delhi and you will concede that country has not expressed very much love for us either in the past or the present. Newspapermen, we feel are human and in time they begin to reflect views which they hear all around them all the time. Take the pertinent example of press coverage during the November cyclone in East Pakistan last year. The foreign press did not present our views at all. It sought blatant sensationalism rather than the facts of the story. No one ever cared to mention how soon we had got down to work despite the terrific odds. No one recorded that the administration of the entire state government of East Pakistan with the exception of one single West Pakistani (the governor was in the hands of East Pakistanis

themselves as was the whole cyclone relief operation. Instead the foreign correspondents blamed the federal administration and repeated only what they picked up in the lobby of a plush Dacca hotel, It was left to responsible AID officials of your country and others through letters to the Editors here to rectify some of the errors.

You have argues at one point that you "do not know any facts" and later you have stated that "some of the reports that we have heard must be true". I do not think I need to dwell on this point further, but I do protest against your quoting "unconfirmed" reports to the effect that "execution squads led by informers are systematically tracking down and killing East Pakistani intellectual leaders". The Government of Pakistan has categorically denied that the army sent out any such execution squads. Radio reports emanating from an unfriendly source like New Delhi have spread one melodramatic sensation after another. Kindly see the enclosed photo copy of the front page of New Delhi's leading newspaper Hindustan Times, dated March 31. As the world knows, Dacca did not fall to any so-called liberation force either on that date or on any subsequent date and the Pakistan Government did not shift the provincial capital from Dacca to any other town. Examples of such false reports, unhappily not only by Indian but by foreign correspondents based in India, can be multiplied. Similarly Indian sources started by saying ten thousand East Pakistanis had been killed by our army. This was steadily inflated every day till it has now reached no less than a million as the enclosed extract from the Washington Daily News of 12th April will show.

You have urged Mr. Senator that the U. S. stops military and economic aid to Pakistan. I am sure that you are aware that American military "aid" was halted in 1965 when in the midst of a life and death conflict forced on us by Indian aggression, the U.S. (our ally by three-not entreaties) decided unilaterally to halt all military supplies even for those we had paid for. This decision which turned the balance in favor of India could have proved fatal for us but for the sacrifices of our people. India as your Government knows had tremendous manufacturing capacity for lethal weapons, at least some of which was set up with U.S. assistance. (India today is already manufacturing fighter planes, tanks and battleships and all ammunition needed by her). Further, India had Russian and West European sources for arms supplies. The 1965 U. S. decision was a cause of sorrow for many of us. You may recall that at one time when Mr. Khrushchev threatened to send his rockets against us for allowing American U-2 Planes to take off from one of the U.S. bases in our county, we did not flinch.

Allow me to review the present political problem in East Pakistan. One political party out of many in East Pakistan, the Awami League, fought the elections to a National Assembly on a platform totally different from the one to which it suddenly switched. If had no mandate from the electorate to secede from Pakistan nor did it contest the elections on that platform. Its top junta, however, had been collecting arms secretly for a long time and as a start to disrupting the nation allowed its followers to start butchery of non-Bengali-speaking fellow Pakistanis. Hundreds of thousands of these had been living peacefully there for over the last twenty-three years after fleeing from India in 1947. To restore law and order the army had thus no alternative but to resort to strong measures. After all, which Government can allow a complete breakdown of law and order and do

nothing to protect the lives of innocent citizens who were being killed for no crime of their own? It was definitely a matter for the national army and the army is carrying out just that task.

I have a suspicion that a great deal of the emotional response in this country is due to the fact that the Awami League demand is being confused with a demand for mere autonomy of a state government within a federal union, much like statehood in the United States. This is, of course, not so. The Leader of the Awami League Mujibur Rahman at the end of his negotiations with the President of Pakistan, demanded separation and thus sovereignty, holding out grave threats of civil war if separation was denied. The president held patient and prolonged discussions in Dacca with the leaders of different political parties with the aim of achieving a broad political agreement regarding the convening of the National Assembly and the framing of a constitution. Such agreement would have secured for East Pakistan a quantum of autonomy unprecedented in any union. Unfortunately, the last round of talks left little doubt that what the Awami League was aiming at was dismemberment of the country. In these circumstances, the preservation of the unity and integrity of the country became the overriding consideration. As President Yahya Khan said in his message to President Podgorny:

"No government can condone or fight shy of dealing with subversive elements attacking its sovereignty and territorial integrity. The Awami League leaders had no mandate from the people of Pakistan to dismember the country and yet they encourage antinational elements, materially supported by an actively hostile neighbor, to destroy the unity of Pakistan. In a situation in which law and order was being steadily eroded, innocent citizens were being terrorized and large scale arson, loot and murder had become the order of the day, there remained no alternative but to meet the situation. Measures undertaken by the Government are intended to protect the honor, lives and property of the vast majority of East Pakistani citizens who do not agree with the fascist methods that had been put into operation by some Awami League leaders."

There have been allegations in the American press of hegemony of the West and economic exploitation of East Pakistan. These allegations are based on emotional responses rather than on facts especially so if recent years are taken into account. Ours is a free economy and free economy unfortunately tends to have some flaws. But if one state develops industrially faster than another, if does not necessarily mean that it is exploiting the others. East Pakistan has always had due representation in the Federal Government and the Federal legislatures, as the records would show. In our brief 24 years of existence as an independent country, we have had two East Pakistanis (Nazimuddin and Iskander Mirza) as presidents of the Nation and three as Prime Ministers. (Nazimuddin, Bogra Mohammed Ali & Suhrawardy). They ruled the whole country without wanting any province or state to secede and these men are in no way considered any less patriotic.

We made a start in this world by sharing between East and West our under-developed poverty. Now that foreign aid and our own efforts are helping us to look forward to efficiency, we are bogged down with secessionist demands from disgruntled politicians-

who were really elected to help draft a constitution for one country. But we are committed to Freedom and democracy, to freedom and free enterprise for all and by that commitment we stand even if a heavy price has to be paid.

With my respects,

Yours Sincerely
Sd
FS. N. Qutb
First Secretary
(Information)

The Honorable
Fred R. Harris,
Room No. 254,
Old Senate Office Building,
Washington D.C. 20510.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিঃ
ভারতীয় সৈন্য অপহরণ সম্পর্কিত নোট প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ, ১৫ই এপ্রিল (এপিপি)।- গত ৯ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন কর্তৃক ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর তিনজন সৈন্য অপহৃত হয়েছে বলে একটি ভারতীয় নোটে যে অভিযোগ করা হয়েছে, পাকিস্তান তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত ১১ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশনে প্রদত্ত এক নোটে ভারত যে অভিযোগ করেছে আজ এক সরকারী বিবৃতিতে তাকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, এই সিপাইগুলো তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেই ভারতীয় কোম্পানীটির সদস্য যেটা পাকিস্তানী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকাকালে তাদেরকে আমরা আটক করেছি।

পূর্ব পাকিস্তানে জাতি-বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দুটো কোম্পানীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। মোহনলাল ও পঞ্চরাম নামে দু'জন সৈন্যকে জীবিত অবস্থায় আটক করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকে চাপা দেবার জন্যই ভারত তাদের সৈন্যকে অপহরণের অভিযোগ করেছে অথচ তাদের পাকিস্তানের অনেক অভ্যন্তরে বন্দী করা হয়।

পাকিস্তান সরকার এই সমস্ত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এগুলো বন্ধ না হলে অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদেরকেই পরিণামের ঝুঁকি নিতে হবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভারত সরকারকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপমূলক এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য পুনরায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্ক-এর কয়েকটি পদক্ষেপ	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রদেশে অর্থনৈতিক তৎপরতাঃ
ষ্টেট ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে

করাচী, ১৬ই এপ্রিল (এ পি পি) - আজ এখানে সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পূর্ব পাকিস্তান ব্যাংকিং তৎপরতা বেড়েছে এবং জোরদার হয়েছে।

প্রদেশের ষ্টেট ব্যাংকের সকল শাখায় স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোও তাদের কাজ শুরু করেছে।

ষ্টেট ব্যাংকের গভর্নর করাচী থেকে একদল বিশেষজ্ঞকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছেন। এই বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং ব্যাংকিং তৎপরতা পুরাদস্তর চালু করার জন্য আরো কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সে সম্পর্কে সুপারিশ জানাবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির অর্থের চাহিদা মিটানোর তাগিদে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর তৎপরতা বাড়ানোর জন্য সরকার ও ষ্টেট ব্যাংক সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দিচ্ছেন।

কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোতে উপস্থিতি ক্রমেই বাড়ছে।

ঢাকাস্থ ষ্টেট ব্যাংকের অফিসগুলো রফতানীমূল্য নিয়ন্ত্রণ ফর্ম অনুমোদন করছে এবং রফতানীর জন্য বোনাস ভাউচার ইস্যু করছেন। পুরনো বোনাস ভাউচারসমূহ পুনরায় বৈধ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ষ্টেট ব্যাংকে ব্যাংকার, পাট ব্যবসায়ী এবং জুটমিল মালিকদের প্রতিনিধিদের সভায় প্রদেশ থেকে পুরা দস্তুর রফতানী শুরু করার উপায় ও পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ব্যাংকগুলো, জুটমিলগুলো চালু করার ব্যাপারে সাহায্য করতে এবং তাদের ক্রেতাদের পক্ষে করাচীতে বোনাস ভাউচার বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

ঢাকায় ব্যাংকারদের ক্লীয়ারিং হাউস প্রতিদিন চালু রাখা হচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

নয়াদিল্লীর কাছে পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদঃ
পাকিস্তানী ফাঁড়ির
উপর সশস্ত্র ভারতীয় হামলা

ইসলামাবাদ, ১৯ই এপ্রিল (এ পি পি)- গত ১৬ই এপ্রিল কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঝে অবস্থিত কসবায় পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তান ভারত সরকারের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভারতীয় এলাকা থেকে গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে এ হামলায় সাহায্য করে।

আজ এখানে ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে প্রদত্ত একটি লিপিতে বলা হয়, এ ঘটনা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সমতুল্য।

লিপিতে এ ধরনের ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। নীচে লিপিটির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলোঃ

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে কসবার তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ি গত ১৬ই এপ্রিল ভোর চারটায় সীমান্তের অপর পার থেকে সশস্ত্র ভারতীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়। হানাদারদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সাহায্য করা হয় যা কেবলমাত্র ভারতীয় এলাকা থেকেই সম্ভব।

পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে এ ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এ ঘটনায় পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ করা হয়েছে এবং এতে একটি পাকিস্তানী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর সশস্ত্র ভারতীয় নাগরিকেরা অহেতুক হামলা চালিয়েছে। ভারত সরকারের উচিত, এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা গ্রহণ করা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

কলকাতাস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্তঃ ঢাকাস্থ ভারতীয় মিশন গুটাতে বলা হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৩শে এপ্রিল (এ পি পি) - আজ এখানে সরকারীভাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান আগামী ২৬শে এপ্রিল থেকে কলকাতাস্থ তার মিশন বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ঐ তারিখ থেকেই ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধ করে দেয়ার জন্যও ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে।

পারস্পরিক ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থায় মিশন দুটোর কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ স্ব স্ব দেশে ফিরে যাবে।

কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহদী মাসুদকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুবিধাদি দেওয়া হয়নি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জনাব মাসুদ কলকাতা পৌঁছার পর তাঁকে হয়রানী করা হয়েছে এবং তাঁকে দৈহিক প্রহারেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ভারতের অস্থায়ী হাইকমিশনারকে আজ পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে তার কাছে এ সম্পর্কে একটি নোট দেয়া হয়। নোটটির পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হলোঃ

নয়াদিল্লীস্থ আমাদের হাই কমিশনার জানিয়েছেন যে, কলকাতাস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জনাব মেহদী মাসুদকে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের ভবন, সম্পত্তি ও দলিলপত্রের দায়িত্ব নেবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামাবাদের ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ আচার্য ও নয়াদিল্লীতে ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ রায় আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভারত সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং জনাব মেহদী মাসুদকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। পাকিস্তান সরকার দুঃখের সাথে জানাচ্ছেন যে, ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। পক্ষান্তরে জনাব মাসুদকে কলকাতায় হয়রানী করা হয়েছে এবং দৈহিক মারপিটের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় তাকে বাসস্থানও দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের পক্ষে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ১৯৭১ সালের ২৬শে এপ্রিল দুপুর বারোটা থেকে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী মিশন বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত ভারতে না জানানো ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কলকাতাস্থ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে পাকিস্তান সরকার ঐ তারিখ থেকে ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

ভারত সরকার ইতিমধ্যে তাদের ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারী ও তাদের পরিবাবর্গকে দেশে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত পারস্পরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাদের ফিরিয়ে নেয়া যেতে পারেঃ-

(ক) ভারত সরকার কোন আন্তর্জাতিক পরিবহনে কলকাতাস্থ পাকিস্তানী মিশনের সকল কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গকে করাচী পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে।

(খ) এই সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় কর্মচারী ও পরিবারবর্গকে পি-আই-এ বিমানে করাচী আনা হবে।

(গ) করাচীস্থ ভারতীয় মিশন তখন ঐ সমস্ত কর্মচারীদের নয়াদিল্লীতে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পাকিস্তান সরকার নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী হাইকমিশনকে পাকিস্তান সরকারের কলকাতাস্থ ভবন, সম্পত্তি, দলিলপত্র ও তহবিলের দায়িত্ব নেবার পূর্ণ সুযোগ দানেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে রয়টার পরিবেশিত পূর্ববর্তী খবরে বলা হয়, কলকাতায় নিযুক্ত নয়া পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার যে হোটেলে অবস্থান করছেন, পশ্চিম বাংলার জনতা সেই হোটেলটিতে হামলা চালায়। নয়া ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর দায়িত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের কর্মী ও ছাত্রদের কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের লবি তছনছ ও হোটেল রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষের পর নয়া ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহদী মাসুদকে হোটেল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভরত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। সংঘর্ষে একজন বিক্ষোভকারী ও হোটেলের একজন রক্ষী আহত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জনাব মাসুদকে হোটেল থেকে কড়া প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয়। জনৈক পুলিশ অফিসার জনাব মাসুদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, হোটেলে জায়গা না পাবার দরুণ তিনি নাকি নয়াদিল্লী ফিরে যাবেন।

হিন্দুস্তান হোটেল কর্মচারী ইউনিয়নের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, ইউনিয়ন সদস্যরা পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনারকে খাদ্য পরিবেশন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসেবে আরশাদের ইউরোপ সফর

ইসলামাবাদ, ২৬শে এপ্রিল (এ পি পি)- পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আরশাদ হোসেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বক্তব্য রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে বিদেশ সফরে গিয়েছেন বলে আজ এখানে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

জনাব আরশাদ হোসেন এখন লন্ডন, মস্কো ও প্যারিস সফর করছেন।

অন্যান্য কতিপয় দেশেও অনুরূপভাবে দূত পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে ।

ইতিমধ্যে মস্কো থেকে তাস পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনি আজ ক্রেমলিনে জনাব আরশাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল সাসপেণ্ড	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

মাহমুদ আলীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৭শে এপ্রিল (এ পি পি)- পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানের ভাইস কন্সাল জনাব মাহমুদ আলীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে তাকে ঘানায় পাকিস্তানী হাইকমিশনে বদলী করা হয়েছিলো। তিনি বদলীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়।

মুখপাত্রটি জানান যে, নিউইয়র্কে জনাব মাহমুদ আলীর কার্যকাল শেষ হয়েছে এবং স্বাভাবিক প্রণালীতেই তাকে নতুন পদে বদলী করা হয়। তিনি বদলীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন। অতএব তাকে বরখাস্ত করে ইসলামাবাদ পররাষ্ট্র দফতরে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। ডঃ ডরফম্যানের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদুতের চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
2315 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON D.C. 20008
April 28, 1971

Dear Dr. Dorfman,

This is to acknowledge your letter of April 10, 1971, with which was enclosed a copy of An Appeal to the President of Pakistan. I have forwarded to my Government a copy of the advertisement which appeared in the 'Washington Post' of 12th April.

2. I cannot help but express my regret at the fact that you and your Co-signatories should have thought it fit to publicize the appeal as an advertisement in the leading daily of the capital city even before you cared to share your concern with us directly. As you know its publication in this manner could only generate public hatred and antagonism in its country against Pakistan. You are fully aware of the respect and esteem in which we hold you all. A letter of appeal would have had, am sure, as much if not more effect on all of us, than a statement made Public in an advertisement.

3. We regret also the conclusion you have apparently come to, that the Government of Pakistan abandoned peaceful negotiations and democratic procedures. You have aware that President Yahya repeatedly declared that it was his Principal objective and constant Endeavour to re-establish the democratic process in the country. He had already proved his bonafides to the hilt by holding the first nationwide elections in this history of Pakistan on the basis of one man one vote, thereby guaranteeing to the people of East Pakistan their right to the majority of the seats in the national parliament.

4. The press has published full reports of the discussions held by the President in Dacca with the leaders of the different political parties and particular with the leader of the Awami League for the purpose of achieving a broad political agreement regarding the convening of a constituent assembly and the framing of a new constitution. Such an agreement would have secured for East Pakistan a quantum of autonomy unprecedented in any union. President Yahya ha publicly pledged himself in favor of maximum autonomy to the two wings of Pakistan with the sole qualification that its extent should not impair the national integrity and solidarity of the country. In other words that Pakistan would remain one nation and one country.

5. The President conducted prolonged negotiations with Sheikh Mujibur Rahman to find a peaceful political settlement of national constitutional issues. But as well as know the latter had adopted an inflexible attitude. He had even refused to come to West

Pakistan to see the President. The President, therefore, traveled for the Second time to Dacca on March 15 for discussions with the Awami League leader. For eleven days he and his advisors tried to assure Sheikh Mujibur Rahman that his demand for autonomy would be accepted, but he should also concede that leaders of other political parties and other regions also have some rights. But all these efforts proved in vain because Sheikh Mujibur Rahman not only refused to acknowledge the rights of other parties or of the other regions, he even resorted to illegal means to impose his will upon and coerce the others. As early as March 2, he had launched his civil disobedience movement and had started running a parallel government by issuing directives to the civil administration of the province and its police and other authorities in total defiance of the lawful authority of the provincial government of East Pakistan and the central government of Pakistan headed by the President. From early March mobs had begun to harass peaceful citizens, normal life and economic activity was totally disrupted and a reign of terror was let loose in the province. The president exercised considerable patience, even when destructive elements had come out in the streets destroying life and property before his very eyes. This is because he still believed in solving the national crisis through peaceful negotiations. It was the Awami League that abandoned the path of reason and peaceful negotiations have continued indefinitely in the face of non-cooperation ad a civil disobedience movement already launched and in spite of a parallel government having been established? The President as well as leaders of other successful parties from West Pakistan had agreed to the demand for regional autonomy. But unfortunately, she leaders of the Awami League left no doubt that what they were really working for was not the normal kind of autonomy exercised by a state within a federation but the dismemberment of the country. In short they wanted to set up a sovereign independent state in East Pakistan with the help of forces hostile of Pakistan.

6. In these circumstances, the preservation of the unity and the integrity of the country had to become the overriding consideration. As President Yahya Khan said in his message to President Podgorny:

> "No government can condone or fight shy of dealing with subversive elements attacking its sovereignty and territorial integrity…………"

7. It is course tragic that the government forces, in restoring law and order by ridding the province of armed and lawless bands, had to use force. Ever since President Yahya Khan assumed power in March 1969, the forbearance of his martial law administration in the face of the flagrant provocation offered by members of the Awami League towards his declaredly interim administration was fully apparent not only to the nationals of the country but to all foreigners who resided in or visited East Pakistan since that date. The manner in which simple, patriotic and disciplined men forming the national army of the country were treated by the members of the Awami League, the attempts that were made to raise hostility and hatred against them in the mind of the innocent law abiding masses of East Pakistan, is too well known to need reiteration. What alternative was left to the President in the end but to order the military to take action against the

---

* সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি ৩৭ পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়েছে।

lawless elements and the miscreants, no matter how highly place, especially after killing and looting by such elements had begun all around him in the province even while he was holding such talks with the Awami League leader in Dacca.

8. It is strange that you and your colleagues should talk of the Government of Pakistan having "loosed the terrors of modern warfare" against "unarmed people". The lawless elements that the army had to deal with, whether in the streets of cities like Dacca and Chittagong or in the countryside in a number of districts adjoining Indian borders were certainly not "unarmed people". These were dangerous traitorous elements fighting the national army with the armed assistance of the country's enemies. When fighting broke out between these elements and the army, it became quite obvious to impartial observers that the antistate elements had made preparations to obtain arms and assistance from infiltrators from India in advance of the discussions held with President Yahya Khan.

9. Army action was resorted to most reluctantly when do other courses was left open. Neither was it the first time that any government had done so in a similar situation. At this very time Ceylon is doing the same and even England in North Ireland. There was no question of subjugating any majority of the population by force. The army took action against armed bands and lawless mobs which were constantly breaking the law and committing crimes. Such elements did not form a majority of the population of East Pakistan.

10. The Awami League was one the several parties that contested the elections to the National Assembly. It won, as we all know, an impressive victory in East Pakistan but it is, nevertheless, also true that other political parties in that province secured a certain percentage of votes. It was also true that East Pakistan is one of the five provinces of Pakistan and in the other four provinces the Awami League won no electoral representation and other political parties emerged victorious. The Awami League was successful purely s a provincial party, Powerful, yes, but in one of the five states of the nation only. As a majority party, the Awami League had its rights, but in a real democracy the opposition and the minority parties also have their rights and in this particular case one or another of the other parties was also the majority party in each of the other four provinces and together they had the right to represent the people of those regions who as comprising the population of the other half of the country (the western wing) were also entitled to have their say's regards the future of the country as a whole.

11. Let us not lose sight of the fact that elections were held to frame a new constitution for the whole of Pakistan not merely for one of its two wings. A constitution is a fundamental law which must represent the broad consensus of the entire nation and all its constituent units. While the ordinary laws can be passed by a simple majority, constitutions are normally approved by a three fourth majority or at least a two third majority. Moreover, any federal constitution, to be viable, must enjoy the majority support of the different federating units. The Awami League had won not more that 53 percent of this seat and had no representation at all in the other four provinces.

12. Since the elected representatives of the people were charged with the task of framing a constitution, it was clearly essential to accommodate the interests of all the

regions. It was incumbent for the Awami League to consult, discuss and, take into consideration the views and aspirations of those elected from the other wing of the country. This, of course, that Awami League junta did not care to do and all political discussion ended in sterile confrontation. The Awami League leaders insisted only on what they considered was in the interest of their party whereas there were those like the President of Pakistan, who had to be, and were concerned, with a larger picture not only for Pakistan but for all South East Asia.

13. It is unjust and quite incorrect to charge that the Government of Pakistan imposed its will on a population which had spoken unanimously and whose aspirations were reasonable, as already pointed out to President Podgorny in electing the representatives of the Awami League, the people of East Pakistan did not give them a mandate to demand separation. Mr. Hamidul Haq Chowdhury, one of the East Pakistani leaders who was a Foreign Minister in 1955-56, pointed out the other day in Dacca, the entire adult population of East Pakistan went to the polls on the 7th December last year to elect members for a single national assembly and to make a constitution for one country, not for two. That election was not a plebiscite or a referendum for enabling the people of Pakistan or even the people of East Pakistan to vote on the issue whether they wanted to stay in the Republic of Pakistan or wanted to separate. That election was organized within the framework of one State. The moment the junta of the Awami League broke out of that framework and made a demand for dismembering the country, the state had the right to outlaw the party and to arrest its leaders. In no country of the world is it held a reasonable aspiration for people belonging to one part of the State to separate and claim independence for themselves. There could be neither sense nor stability in international life and international relations if any such right or custom was upheld.

14. Finally, with reference to your appeal for the restoration of legitimate and responsive government in East Pakistan with all possible haste, may I point out that the President of Pakistan, in his broadcast of March 26 (enclosed) has pledged himself in these words.

"Let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as the situation permits I will take fresh steps towards, the achievement of this objective. It is my hope that the law and order situation will soon return to normal in East Pakistan and we can again move forward towards our cherished goal"

Again, on April 5, the President in his reply to President Podgorny of the Soviet Union reiterated his pledge in the following words:

"I would like to inform your Excellency, in conclusion, that my objective remains the same and that I intend to start talks with rational representative elements in East Pakistan at the earliest opportunity."

15. As I have said earlier, your advertisement has scarred Pakistan's image it is a pity that this should have been done by people like you whose good will is undoubted than by those who hate us and hate Pakistan. All of us are profoundly pained at the turn of events.

in Pakistan and we all regret the loss of life and property of our own people. It is, however, for us to settle this tragic family quarrel among ourselves and no outsiders have any right to intervene. We deeply value your friendship for our country and your desire to see it prosper. But we also request you not to pass moral judgment on our right and our desire to live together in one country, because that still remains our supreme desire.

Your sincerely
Sd:--
(A. HILALY)

Dr. Robert Dorfman
C/o. American Friends of Pakistan
81 Kilburn Road
Belmont, Mass. C2178.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। পুর্ব পাকিস্তানে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা সাহায্য বিতরণ সম্পর্কে ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদুতের কাছে প্রেরিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি	সরকারী দলিলপত্র	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

Secret
Immediate
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ISLAMABAD.
No. IC-9/1/70 April 29, 1971

My dear Ambassador,

Please refer to my telegram No. 3014 dated April 29, 171, regarding relief assistance. In this connection your attention is also invited to telegram No. 2246 dated April 24, 1971 and circular letter No. IC-9/1/70 dated 24.4.71 on this subject.

2. As explained in the above mentioned references, the Government is opposed to the idea of letting loose hundreds of "volunteers" from foreign countries to organize relief assistance in East Pakistan. To begin with, there is a very genuine difficulty of looking after them. We found it by experience in the cyclone disaster that the majority of foreigners need certain minimum comforts and facilities and, under the present circumstances, we are not in a position to arrange these for them. Besides, there is the problem of security: one aspect of it is the security of the foreign personnel who would be exposed to mischief by miscreants, a number of whom are still armed. The other aspect of it relates to our own security because we cannot be certain of the bonafides of these "volunteers". Even assuming that they would all be genuine social workers, the fact remains that our inability to look after their basic minimum comforts, or failure to provide them with adequate transport facilities, would only cause frustration among them and this, in turn, in bound to lead to adverse publicity. It is, therefore, Government's intention to look after the distribution of the relief assistance through its own agencies. For your information, the major task in this field is to be assigned to the armed forces.

3. However, we do not wish to cause avoidable offence and, in explaining our side of the case, you should emphasize that at the moment there is no shortage of essential supplies. All the same, the Government is engaged in drawing up a list of priorities and we would be approaching Governments and international organizations is due course for material and financial assistance which, because of the obvious difficulties the foreigners would face, would be distributed through our own agencies. As and when the situation permits, we might also consider availing of the services of specialists and experts in the field of relief organization. In short, the impression we should leave is that we are not against relief assistance on humanitarian grounds and will avail of the generous offer from friendly countries and international organizations as and when necessary. At the

same time, for the time being, we need not emphasize too much that the distribution of such relief would be undertaken exclusively under our own domestic arrangements.

4. When I met Farmland today shortly after receiving your telegram and explained the practical difficulties involved in entrusting the distribution of relief supplies to foreign volunteer organizations, he said that he fully understood the practical difficulties involved and would be writing to the State Department. He also agreed that, as things stand at present, out own people were in the best position to undertake this task.

Yours sincerely
Sd.
(Sultan M. Khan)

H. E. Mr. A. Hilaly, HQA, SPK, PFS.
Ambassador of Pakistan
Embassy of Pakistan
Washington D. C.

Copy for information and guidance to:

1. H. E. Mr. J. G. Kharas, PFS
   Embassy of Pakistan, Bad Godesberg
2. H. E. Mr. M. Masood, PFS
   Embassy of Pakistan, Brussels
3. H. E. Mr. M. Aslam Malik, PFS
   Pakistan High Commission, Canberra
4. H. E. Mr. Salman A. Ali, SQA, PFS
   Pakistan High Commission, London.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। জনৈক অধ্যাপকের কাছে লিখিত ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদুতের চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৩০ এপ্রিল, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
Washington D.C. 20008
April 30, 1971

Dear Professor,

As requested by you, I have sent your jointly signed statement of concern to my government. Let me, however, take this opportunity to reiterate what I have already told professor Wriggins of the Columbia University and Professor Wheeler who brought the statement to me.

2. The lawlessness that ensued in East Pakistan since Mr. Mujibur Rahman gave the signal to his followers on March 2 for civil disobedience and defiance of the central and provincial governments even before he had met President Yahya Khan in Dacca for political discussions (which began on March 15 and ended on March 25) simply had to be brought to an end by the Pakistan Army. The armed bands that roamed the streets, looting and in many instances killing non-Bengali speaking fellow citizens, even while these discussions were going on, could not be allowed to continue looting and killing. The parallel government set up by the Awami League which was responsible for this lawlessness and chaotic state of affairs in East Pakistan ever since March 2 had to be put down.

3. The Army carried out the task assigned to it, namely, to restore law and order. I assure you that the extent of the damage has been grossly exaggerated, and in many cases was completely false. These reports have a common source, namely. India, which is obviously tainted and I quote below Washington Post of April 2, 1971, carrying a report of their New Delhi correspondent, Mr. Lee Lescaze:

> "The Indian press coverage so influenced the world's initial view of what was happening in East Pakistan that is became part of the event rather than an independent commentary. 'This has not been reporting. It has been psychological warfare' an Indian official remarked of newspaper stories recounting victory after victory by Sheikh Mujibur Rahman's East Bengalis against the Pakistan Army".

4. At present the situation is returning to normal everywhere in East Pakistan and it does not yet appear necessary for my government to ask for aid either from the International Red Cross or any other organization for the present as there are 700 thousand tons of food-grains still available in the province as well as medical supplies imported after the cyclone disaster of November last year. However, when more such

Supplies become necessary my government has every intention of approaching international friendly organizations in due course.

5. Much as I would have liked to send detailed individual replies to all distinguished persons like yourself, who have shown interest and concern for my country's affairs, it is difficult for me to do so at present because of pressure of work. If you permit me, I will take the liberty of enclosing a copy of a letter sent to Dr. Dorfman of Harvard University which I hope will give you a better picture of the recent developments in my country.

6. We trust you and your other learned colleagues in the academic world will be able to appreciate the efforts my Government is making to maintain the unity and territorial integrity of our country, so that people of both wings of Pakistan ca live as partners and work together for a common future. We firmly believe a strong and united Pakistan serves the best interests not only of the people of both its wings, but also of peace and security of South East Asia.

Yours sincerely
Sd.
(A. Hilaly)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর	পূর্বদেশ	১ মে, ১৯৭১

জেনারেল হামিদের উত্তরবঙ্গ সফর

ঢাকা, ৩০শে এপ্রিল (এ পি পি)- পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান আজ পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সৈন্য বাহিনীর সাথে কর্মব্যস্ত দিন যাপন করেন।

পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার ও জিওসি তাঁর সাথে ছিলেন। জেনারেল হামিদ হেলিকপ্টারের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখেন। তিনি নাটোর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁ ও রংপুরে অবতরণ করেন। পাকিস্তানী সৈন্য কিভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে দুষ্কৃতিকারী, রাষ্ট্রবিরোধী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তিনি তার বিবরণ শ্রবণ করেন। পাকিস্তানী বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে ভারতীয় সৈন্যরা রাষ্ট্রবিরোধীদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্তের ওপার থেকে কামান ও মর্টারের গুলী বর্ষণ করে বলে তাঁকে জানান হয়।

স্থানীয় কমান্ডার জেনারেল হামিদকে বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা পাকিস্তানী সৈন্যদের চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এ সড়ক-প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হলে অনুপ্রবেশকারীরা তেমন কোন বাধা দেয়নি ও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের উৎখাত করা হয়েছিল। এদের অনেকে বেসামরিক পোশাক পরে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছিল।

একস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় জেনারেল হামিদ কৃষকদের ক্ষেতে চাষ করতে দেখেন। এছাড়া অন্যান্যরা তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পালন করে চলেছে। এছাড়া তিনি যে কয়েকটি শহরে অবতরণ করেন সেখানে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাত্রাও লক্ষ্য করেন।

সশস্ত্র বাহিনীর আগমনের আগে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তবর্তী শহরগুলো থেকে কয়েক লাখ টন খাদ্য শস্য নিয়ে উধাও হয়। শুধুমাত্র দিনাজপুর থেকেই তারা তিন লাখ টন চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য নিয়ে পলায়ন করে। জেনারেল হামিদ প্রত্যেক স্থানে সৈন্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি সন্ধ্যায় আবার ঢাকায় ফিরে আসেন।

এয়ার মার্শাল রহীম খানের ঢাকা ত্যাগ।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল এ রহীম খান তিন দিনের পূর্ব পাকিস্তান সফরান্তে আজ ঢাকা থেকে করাচী রওয়ানা হয়ে গেছেন।

এখানে অবস্থানকালে তিনি পুর্ব পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও ছাউনী পরিদর্শন করেন।

....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। জেনারেল হামিদের সিলেট সফর	পূর্বদেশ	৩ মে, ১৯৭১

জেনারেল হামিদের সিলেট সফর

ঢাকা, ২রা মে (এ পি পি)- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান পি আই এর একটি ফকার বিমানযোগে আজ সিলেট সফর করেন। জেনারেল হামিদ বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার সেনাবাহিনীর অবস্থানগুলো পরিদর্শন করছেন। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার এবং জিওসি ও জেনারেল হামিদের সাথে ছিলেন।

সিলেট পৌঁছলে স্থানীয় কমান্ডার উক্ত এলাকা থেকে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেসব অভিযান পরিচালনা করেন সে সম্পর্কে সেনাবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফকে অবহিত করেন।

জেনারেল হামিদকে জানানো হয় যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণত সোলা হেলু এবং ছাতক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। অনুপ্রবেশকারীরা এবং রাষ্ট্রবিদ্রোহীরা একত্রিত হয়ে সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহারযোগ্য পুল সমূহ ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। হেলু এবং ছাতকে তাদের কারখানা ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সময় মতো অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ করে দেয়।

মেশিনগান, মর্টার, রাইফেল এবং আনষঙ্গিক জিনিসপত্রসহ বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। জেনারেল হামিদের পরিদর্শনকালে আটককৃত ভারতীয় অস্ত্র কারখানার চিহ্ন সমেত অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে দেখানো হয়।

জেনারেল হামিদকে আরো জানানো হয় যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত শহর থেকে প্রচুর পরিমাণ পেট্রোল ও খাদ্যশস্য নিয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী উক্ত এলাকায় পৌঁছানোর আগে তারা শুধুমাত্র হেলু এলাকা থেকেই ১০ হাজার গ্যালন পেট্রোল নিয়ে উধাও হয়।

জেনারেল হামিদ সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সাথেও আলাপ করেন। জোয়ানদের সাথে আলাপকালে তিনি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞান ভাব লক্ষ্য করেন।

জেনারেল হামিদ অপরাহ্নে ঢাকা ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক সিনেটর ফুলব্রাইটকে লিখিত চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৪ মে, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON D. C. 20008
May 4, 1971

The Honorable J. W. Fulbright
Senate Office Building
Washington D. C.

My dear Senator Fulbright:

I have seen a Reuter agency report by Mitchell Kraft according to which Mr. Rohde, a former American AID worker in East Pakistan sent a letter to the Senate Foreign Relations Committee dated April 9, making allegations of the mass killing of unarmed civilians and a systematic elimination of the intelligentsia in East Pakistan.

2. I would like bring to your attention that Mr. Rohde, to our misfortune, has never been an impartial observer of events in East Pakistan. Long before the present crisis arose on the first of March in East Pakistan. Mr. Rohde is on record as having attacked the Central government of Pakistan shortly after the disastrous cyclone of 13th November 1970 when Mr. Rohde led a team of foreign officials to the cyclone affected areas to administer relief. Many other foreign relief organizations from various parts of the world including a number of American organizations also sent similar teams to the area at the same time. Unlike those teams which worked in co-operation with Pakistani civil and military authorities and concerned themselves solely with the relief operations, Mr. Rohde openly set himself up as the champion of Bengali nationalism and was constantly at loggerheads with the officials of the Central Government, especially those hailing from West Pakistan. He went to the extent of organizing demonstrations against those officials by the inhabitants of Manpura, an island which had been allotted to him for relief operations. Not content with this, Mr. Rohde in an interview with correspondent Allen Hart of the British Broadcasting Corporation accused the Central Government and the armed forces of Pakistan of "genocide" in East Pakistan. Nothing could better demonstrate his unhelpful attitude throughout his stay in the cyclone affected areas than this absurd charge when not a shot had yet been fired by the Pakistan army in those days (November 1970). This interview of Mr. Rohde was televised in England ill the 'Panorama' programme about the middle of December last year and I have applied to the B B C for a copy of its text. It created a clear impression in the minds of British viewers that Mr. Rohde was more interested in politicizing the cyclone and its aftermath rather than carrying on relief work in a dispassionate and humanitarian manner as was being done, much more effectively, by so many other foreign relief organizations.

3. Since then Mr. Rohde remained involved with the secessionist group of Awami Leaguers in East Pakistan before and after the general election last December 7. By such action Mr. Rohde abused the hospitality afforded to him by a friendly country, and damaged not only the commendable relief efforts mounted by other foreign organizations including American organizations but the cause of outside relief assistance in East Pakistan generally. It is no surprise therefore that in his recent letter to United Nations Secretary General U Thant, the President of Pakistan has stated that while international relief for East Pakistan is very welcome, it will be administered by Pakistan's own relief agencies who, especially after the last cyclone, are well prepared and well-equipped to undertake the task. The Pakistan Government is clearly anxious to avoid a repetition of the bitter experience it has after the November cyclone at the hands of foreign relief officials like Mr. Rohde. In the light of the difficulties which arose in Nigeria in respect of certain relief agencies which became involved in the Biafran secessionist politics, it is only natural that the Pakistan Government should now want to move in this matter with extreme caution.

4. I would like to assure the members of the Senate Foreign Relations Committee that the Pakistan army in suppressing the utter lawlessness that prevailed in the province after the Awami League leader, Mr. Mujibur Rahman, ordered his followers to start a civil disobedience campaign, did not use more force than was necessary against the armed mobs who had let loose a reign of terror and who were indulging in sheer looting and wanton killing of peaceful citizens. In the face of the chaotic happenings that ensued in East Pakistan after Mr. Rahman set up a parallel government from 1st March onwards there was absolutely no alternative except for my Government to order the army to restore law and order so that the unity and integrity of the country could be preserved and the lives and property of millions of innocent citizens who had never voted for separation protected.

5. The amount of damage and the number of casualties that ensued as a result of the army's action have been grossly exaggerated. As soon as the army has completed its task of helping the civil administration to resume full control, my Government proposes to invite representatives of the foreign press to visit East Pakistan and report to the outside world about the true state of affairs. I trust the distinguished members of your committee will withhold judgment until they have seen their reports. In the meanwhile, I take the liberty of sending you a copy of a letter I wrote to Professor Dorfman recently which summaries my Government's case.

With my best regards,

Yours sincerely
(A. Hilaly)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের উদ্যোক্তা সিনেটরদের কাছে পাক রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর টেলিগ্রাম	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	৫ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE

May 5, 1971

Pakistan's Ambassador, Agha Hilaly, sent a telegram to the ten Senators who, according to a news agency report, asked the United States Secretary of State, Mr. William P. Rogers, to suspend all aid to Pakistan.

The text of the telegram is reproduced below in full.

I have heard with much concern about your telegram to secretary Rogers recommending suspension of Economic Aid Act to my country, unless my government mounts sufficiently large relief effort in East Pakistan and allows International Red Cross officials to enter immediately to coordinate such effort.

I can assure our my government fully conscious of need to alleviate hardship and suffering of East Pakistanis who are after all its own people and it is in this spirit that my government has already welcomed generous offers of relief from U. N. and specialized agencies. We fully intend asking for and accepting all relief needed from international community well before stocks within the country are exhausted. As your government is aware stocks of food grains clothing medical supplies exist in sufficient quantities in East Pakistan at present. Problem just now is not a question of inadequacy of supplies but of restoration of means of communication and mobilization of all available means of transport to enable their distribution throughout province.

Pakistan army having restored law and order and having re-sealed borders with India across which arms and Indian miscreants were infiltrating, is now busy in restoring communication facilities and mobilizing transport including thousands of lorries and boast. It is simultaneously engaged in whatever relief operations as are necessary just now. The civil administration of East Pakistan has begun to function again and is helping army to perform these two tasks. Comprehensive lists of relief goods to be requested from international agencies abroad are also being complied. As soon as such assessment of future needs is completed will time have come for seeking outside aid. We have devised this procedure to avoid mistakes made during confusion caused by unplanned and unwanted dumping of foreign aid of bewildering diversity immediately after last November cyclone. There is no point in international relief personnel rushing to my country before those efforts have begun and before the need has actually arisen to coordinate relief efforts.

From the above it is quite apparent that there is no divergence in regard to goal set by you and your colleagues and the goal of my government in this matter of relief for people of East Pakistan. I hope you will therefore agree that nothing should be done to thwart our common object. The statement in your telegram to secretary Rogers that U.S. assistance should be stopped unless we do this or that would have such an effect as it is tantamount to use of threats to a friendly government and interference in its internal affairs. You will forgive me for pointing out that no self-respecting sovereign country can accept assistance under duress even it is offered out of most sincere humanitarian considerations. I would request you and your colleagues to kindly reconsider your approach to our problem so that we may work together for our common objective.

Agha Hilaly
Ambassador of Pakistan

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কংগ্রেসমেন গ্যালেঘারকে লিখিত চিঠি	পাকিস্তান দূতাবাসের দলিলপত্র	১২ মে, ১৯৭১

EMABSSY OF PAKISTAN
Washington, D. C. 20008
May 12, 1971

Dear Mr. Gallagher:

I have seen your statement expressing concern about the danger of famine in East Pakistan which may involve death through starvation of ten to thirty million people. I appreciate your humanitarian concern in the welfare of the people of my country and I would like to assure you that the fears of a possible famine involving loss of millions of human lives are not well founded. Unfortunately, all kinds of false rumours are being spread by forces hostile to Pakistan. It is therefore necessary to clarity the position.

The armed forces of Pakistan after completing their first task of restoring law and order and now engaged in relief and rehabilitation work. The Government of Pakistan is fully conscious of its responsibility to ensure that adequate food supplies are available on a regular basis for the people of East Pakistan. A comprehensive survey of the food stocks and the distribution needs in East Pakistan has therefore been prepared. A similar comprehensive survey was also completed by the U. S. AID officials in East Pakistan on April 26, 1971. it has been clearly recognized that there is no shortage of food. However, there are genuine difficulties in distribution which the government is tackling on the basis of top priority.

At the end of March there were 686,000 tons of food grains in store in East Pakistan which is about the highest level we have had in recent years. In addition, there are 800,000 tons of food grains in the pipeline, out of which 300,000 tons of surplus rice are available in West Pakistan which can reach East Pakistan in seven days time. The stocks already located in East Pakistan are sufficient to meet requirements for at least the next three months. There is also sufficient food in the pipeline and the government is already taking steps to plan the food requirements for the subsequent months.

The main ports of East Pakistan are Chittagong and Chalna. The port installations there have suffered no serious damage and have already stared functioning. The labor force which had run away to the countryside during the March civil disobedience movement and subsequent disturbed conditions is gradually returning. About fifty percent of the workers are already back and we hope that the ports would resume hundred percent normal activity in the near future. It is true the railway line from Chittagong to the interior is broken as an important railway bridge has been damaged but its repair has been taken in hand and in the meanwhile goods landed n Chittagong are being sent by

coastal steamers and barges by a parallel sea and river route to Narayanganj from where road and rail facilities are available for transport into the interior.

The Government is also taking urgent steps to repair the damage caused to roads and railroads. The inland water communication system is being improved to ensure supply of food grains to areas which are still inaccessible by road and railroad.

Further, the Government is intensifying its rural works program, which is being increased from 248 million rupees to 310 million rupees for the next year so that purchasing power is made available to the people of East Pakistan for the purchase of food.

Surveys are also being made for any possible small pockets where free distribution of food might become necessary and such free distribution would no doubt be undertaken.

On May, 4, 1971, an AID official in East Pakistan has sent a report, in which he rejected rumours about the risk of a famine involving ten to thirty million people. His conclusions are that even on the basis of conservative estimates of our food production and the working of the distributing system; the changes of famine are very low. Fears to the contrary are based on most pessimistic estimates of food grain production, import and distribution of food and there is hardly any reason to presume that everything will go wrong simultaneously in this manner.

We are confident that with the assistance of our friends and with our own efforts, the risk of famine in East Pakistan can be effectively eliminated. The Government of Pakistan is fully conscious of its responsibility in this regard. It is and will be doing everything possible to meet the food requirements of its own people.

Yours sincerely
Sd/-
(A. Hilaly)

The Honorable
Cornelius E. Gallagher
United Stated Congress
235, Cannon House Office Building
Washington, D.C. 20515

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮। শরণার্থীদের ফিরে আসার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার আবেদন	ওয়াশিংটনস্থ পাক- দূতাবাসের প্রেসরিলিজ।	২১ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE

ISSUED BY THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D.C. 20008
Karachi, May 21, 1971

REFUGEES URGED TO RETURN

President Yahya Khan today urgent bonafide Pakistan citizens who left their homes due to disturbed conditions in East Pakistan to return to their homes.

The following is the full text of the President's statement:

"Following violence let loose by anti-state elements in East Pakistan last March, a number of innocent persons were compelled to leave their homes to seek shelter in adjoining areas. Many miscreants and infiltrators also fled to India to escape the consequences of their misdeeds. There are also others who were encouraged by India to leave with the object of disrupting East Pakistan's economic life.

The Government of India has been circulating highly exaggerated and distorted accounts of events which led to these border crossings. The number of persons who crossed into India from East Pakistan has been inflated by adding to them the unemployed and homeless population of West Bengal. It is most regrettable that instead of treating the question of genuine refugees on a humanitarian basis a callous campaign has been launched by India to exploit this issue for political purposes. India is playing up this question not only to threaten Pakistan but also to justify its continuing interference in Pakistan's internal affair. The Government of India has never shown any concern for the millions of Indian Muslims who have been driven out of their homes and who have been compelled to seek refuge in Pakistan. Since 1954, more than a half million Muslims have been evicted from West Bengal, Assam and Tripura alone. Despite assurances the Indian Government has refused to take them back on one pretext or another. The Government of Pakistan still hopes that the Government of India will fulfill its obligations in this regard.

Bonafide Pakistan citizens who left their homes due to disturbed conditions and for other reasons are welcome to return to their homes in East Pakistan were law and order has been restored and life is fast returning to normal. I would urge them not to be misled by false propaganda mounted by anti-state elements and to return to carrying out their normal functions. There is no question of withholding permission to the return of law abiding citizens of Pakistan to their respective homes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯। করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতা	ওয়াশিংটন দূতাবাস প্রকাশিত পুস্তিকাঃ ব্যাকগ্রাউন্ড রিপোর্ট-৪	২৪ মে, ১৯৭১

PRESIDENT’S NEWS CONFERENCE
May 24, 1971

The following extracts from the President's seventy-minute news conference is excerpted from the Pakistan Times:

Karachi, May 24: The President, General Agha Mohammad Yahya Khan, said here today that in about two to three weeks he hoped to announce his plan for the peaceful transfer of power to the elected representatives of the people.

He told a press conference at the President's House here this evening that he had not lost his main aim-transfer of power to the people's representatives.

The President said the recent secessionist movement in East Pakistan was a big jolt to his plan for the transfer of power, he added, this jolt was temporary.

President Yahya Khan said that he had struggled for the past two years to hold elections in the country. "I shall not let these elections be lost," the President declared.

"As soon as normalcy returns I shall move again to fulfill my aim," President Yahya said. He however, emphasized, "I do not want to transfer power to chaos."

Asked if there would be any change in the manner of transfer of power he replied, "I wish You were a soldier' He added that in military parlance maintenance of aim was the principle of war.

"My aim also remains the same-transfer of power."

The President said that for the past two years he had been saying that his main aim was to transfer power to the people's representatives "but nobody believes me." "But I still hope I will do it."

He said: "Even some of my countrymen do not like it. But I will do it. I do not agree with them. I believe that power should be handed over to the elected representatives of the people."

Political upheaval

During his 70-minute press conference, the President dealt mostly with the unfortunate situation in East Pakistan recently.

"What happened in East Pakistan recently was a great political upheaval," he said and added, "it came as a personal shock to me."

He said, "My scheme of things which I had prepared for the nation got a mighty jolt." "This big jolt that we received is a matter of profound regret to me and my Government." he added.

The President said that "this great political upheaval" had-caused unnecessary hardship in the normal life of the eastern wing of Pakistan.

"Therefore, before I indulge in my future plan my main concern are the innocent people of my land in East Pakistan."

"I do believe, the President said, "that these people are innocent. Therefore I express my thanks to the world community for all the assistance they have offered to restore normal life in East Pakistan."

The President said, "I gratefully accept this offer. I welcome-world assistance."

He said that the recent happenings in East Pakistan were not a natural calamity like the one East Pakistan faced last year. This was a man-made calamity."

"This has disrupted our political life, "he observed:

Sufficient food

The President declared that East Pakistan had sufficient food grains for the next three months. He added that the movement of food which was hampered because of the disrupted communications was not beyond human effort.

He expressed his satisfaction that Pakistan's Armed Forces were trying to restore the communication network in East Pakistan in an effective manner.

Referring to the offer of assistance from world community for the people of East Pakistan, he said that he had replied again to U Thant, the United Nations Secretary-General, spelling out the needs of the country.

The president said that he had told U Thant that there would be no shortage of food. "I shall not let any Pakistani die of hunger." He added.

The president said that a number of countries were still offering assistance to Pakistan and reiterated "we gratefully accept these offers."

He said the people who lost their homes in East Pakistan will need rehabilitation.

But, he added, the biggest problem at the moment was that most of the banks and treasury offices in East Pakistan had been looted and crores of rupees were "floating in the villages today". "We have to control this inflation," the president said.

Refugees

Referring to the flight of refugees across the Indian border the president said. "I am very sorry that many of our people in East Pakistan" have fled across either because they were enticed away or driven away."

He said, "This refugee problem has been in the forefront in world press."

The president made in clear that those refugees who belong to Pakistan are welcome to return to their homes, "I will make sure that they come back to Pakistan."

In an obvious reference to India, president Yahya said, "The forces around us had been interfering in our internal matters." "They have interfered. If they had not interfered things would have been better," he added.

The president recalled his statement he gave o Friday last urging the bonafide citizens of East Pakistan to return to their homes after the return of normalcy and peaceful conditions in the Eastern wing. He reiterated "a genuine Pakistani who left Pakistan under duress, threat or fright will be taken back."

Asked what would e the mechanics for the refugees to return to their homes the president said, "They will be checked and allowed in."

Amnesty

President Yahya said that he was prepared to grant amnesty to those who were misled in East Pakistan y the anti-State elements and miscreants. "But I shall not grant amnesty to those who rebelled or committed loot, arson or rape.

He said, "Every country has a right to deal with the criminals." "I shall deal with these criminals," he added.

Asked if the members of the defunct Awami League continue to be the members of the National Assembly, the president explained the elections in Pakistan were held on individual basis.

He said, "why should these members of the defunct Awami League lose their seats except of course those who became disqualified due to the commission of crime."

The president added that those who became disqualified due to the commission of crime would lose their seats and by-elections would be held to fill their seats.

But the president made it clear that this was his present thinking. He had not yet consulted his legal experts on the matter yet, the president added.

The President said that elections were so peaceful that every Pakistani should be proud of it. "I will not let the elections be lost, "he added.

Answering a question as to when and where Sheikh Mujibur Rahman, the chief of the defunct Awami League, would be tried, the President said, "The Pakistan Government will deal with him as it deems fit."

The President replied in the negative when asked if there were any possibilities of war between India and Pakistan in view of the war threats by Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. "I hope not.' The President said.

He added: “Wars are not answer. I hope in her heart she (Mrs. Gandhi) does not want war."

The President said that Pakistan had always declared that she wanted to live in peace with her neighbors. "I firmly believe that wars settle nothing, "he added.

President Yahya said that in two to three weeks he would come out with a policy statement. He was asked if he would make any amendments in the Legal Framework Order.

The Press

When a correspondent drew the attention of the President to the demand of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto about the lifting of censorship the President said the Pakistan Press had' 'never been so free as during the last two years."

He said, "But as a result of this turmoil such an action was necessary to deflate hatred and frenzy.' "It is a self-censorship" he added.

The President said "We have only told the Press some do's and don'ts."

He said that the real reason to ask foreign correspondents to leave East Pakistan was to get them out of the way of trouble.

The President said that the plan of the defunct Awami League and its collaborators to capture the port of Chittagong and Dacca Airport and to "arrest me and my colleagues" was established now.

He said, "But Sheikh Mujib forgot that he was facing a hard hitting, swift moving army."

"We thought it is not going to be a comfortable place for foreign correspondents.’

"But now it is open again. You can go and see that things are under control" he said, pointing to the foreign correspondents present at the press conference.

A correspondent asked the President that members of the National and Provincial Assemblies who won on the defunct Awami League's ticket had pledged to remain faithful to "Bangla Desh" and as such how could they be treated as faithful citizens.

The President replied, "The six points of the defunct Awami League in their entirety were against the concept of Pakistan" But, he added. Sheikh Mujibur Rahman had said they were flexible. "We believed him. The" President said that he had nothing against the name of "Bangladesh" as a province but he never realized that it meant "Bangla Desh" outside Pakistan.

Replying to another question the President said that the general economy of the country as a whole was "bad" The happenings in East Pakistan, he added, had contributed to the worsening of the economy.

Asked what measures he proposed to take to build the economy of East Pakistan the President said, "for 24 days Seikh Mujib ran a parallel Government. What do you expect of the economy?"

He said, "Our first task is the movement of food grains prevention of disease, to get the normal life going ad mobilize monetary resources for housing."

"I cannot shut my eyes to the upheaval that has taken place the President said. But, he added, that Pakistan would once again help reconstruct East Pakistan after restoring law and order in that Wing.

He said that political stability and sharing of power "will help in building the economy of the country." "They are inseparable. That is why I am so keen that power should go back to the elected representatives of the people," the President said. He added. "I want experts to come forward and restore the economy. I am a soldier."

Asked if he thought that the people of East Pakistan were really exploited during the last 23 years, the President said, "to a certain extent, yes." But, he added, "that was nobody's fault. It has historic reasons behind it."

The President said: "Before Partition, East Pakistan was a hinterland for undivided Bengal and the Muslim majority of the eastern parts were workers, laborers and peasants. For hundreds of years the Bengali Muslims had a raw deal. The movement for Pakistan started in East Pakistan-because the people there were exploited. In East Pakistan there was no base for anything.

"It was an accident of history that Bengalis were downtrodden. But as a soldier who served in East Pakistan I know what tremendous strides had been taken in East Pakistan since Partition. They started behind West Pakistan-West Pakistan moved and they moved faster because they were better trained."

The President replied in the negative when a correspondent asked if all the members of the outlawed Awami League were traitors.

He said the outlawed party had an inner circle besides those who were out in the field. Then there were the people who got elected on 'the basis of the slogans of: autonomy and end of exploitation. "Why should they be punished?" he asked.

The President said that a vast majority of East Pakistanis were, good people. "They will help us in pointing out those who committed crime", he added

Mujib's Plan

To another question President Yahya said that he had offered to Sheikh Mujibur Rahman the Prime Minister ship on a platter."But he was not interested".

The President said Sheikh Mujib talked about two Assemblies, two Constitutions and handing over of power. "He (Sheikh Mujib) asked me to hand over power to him in East

Pakistan so that he could legalize the separation of the Eastern wing". When he did not succeed in that he wanted to do it by violence "which I stopped",

"When I told the leaders of various parliamentary groups from West Pakistan the plans of things Mujib wanted they did not agree with it. I sent them to Mujib to convince him and within two hours they came running to tell me that Mujib was not agreeable."

The President said that his decision was built up slowly. "My charter was not to destroy Pakistan. I decided to save Pakistan".

Asked about the recent visit of Mr. M. M. Ahmad to Washington and London, the President said, "it was very helpful, understanding and encouraging".

Replying to a reporter's question he said he had received the reply to his letter from President Nixon. "It is a warm-hearted, very kind letter. He (President Nixon) was sorry about the happenings in East Pakistan and offered us assistance." –APP.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০। পূর্ব পাকিস্তান হতে নাগরিকদের ইচ্ছাকৃত বহিষ্কার সম্পর্কে ভারতীয় নোট প্রত্যাখ্যান	পাকিস্তান ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিনঃ ১ জুন ১৯৭১	২৪ মে, ১৯৭১

INDIA'S CHARGE FALSE
PAKISTAN REJECTS NOTE
From M. A. Mansuri

Islamabad, May 24: The Pakistan Government today rejected as "totally unacceptable" the Indian Government's Note of May 14, alleging 'deliberate expulsion' of people from East Pakistan and demanding from Pakistan "to facilitate the return of these refugees to their homes" and "desist immediately from continuing the terrorizing activities,"

The following is the text of the Pakistan Note:

The Ministry of Foreign Affairs presents its complements to the High Commission for India in Pakistan and with reference to Note No, D.4622-PI/71, dated May 14, 1971, from the Ministry of External Affairs, Government of India, to the Pakistan High Commission in New Delhi, and has the honor to state as follows:

The nature of demand made against the Government of Pakistan in the Note under reference is indeed extraordinary. Under the raise of expressing concern for the refugees, the Government of India has attempted to arrogate to itself the right to sit in judgment over the developments in East Pakistan and to dictate to the Government of Pakistan a certain course of action in regard to matters which are exclusively Pakistan's own affairs.

Similarly, the allegation of deliberate expulsion of people from East Pakistan through a campaign of terror is totally false, malicious and unwarranted.

The allegations as also the demand made against the Government of Pakistan by India constitute direct interference into the internal affairs of Pakistan, The Government of Pakistan, therefore, rejects as totally unacceptable the Note under reference.

In this connection, attention of the Government of India is invited to its obligation under the Charter of the United Nations and the principles of International Law which enjoin the member-states to desist from meddling in to the affairs of other States.

The figure of refugees as mentioned in the Note is highly exaggerated and bears no relationship with the realities of the situation.

Again, it is the Government of India which largely has to accept the blame for whatever refugees there might be in India. These people became the victims of the conditions created by India's armed infiltration into East Pakistan as well as the false and

distorted Indian propaganda and highly exaggerated accounts of incidents put out by the AIR and the Indian Press the credibility of which now stands thoroughly exposed.

Encouragement

Public encouragement given by the Indian leaders has also contributed to the influx. In this connection, mention may be made of the statement by the Prime Minister of India on March 21, 1971, in which she is reported to have said that India would keep her borders with East Pakistan open to receive any refugees who might come.

In the circumstances, it appears to the Government of Pakistan that the refugee problem has been deliberately allowed to take certain dimensions by the Government of India with some ulterior motive.

This apprehension is further confirmed by the fact that instead of treating the question of refugees on humanitarian basis a callous campaign has been launched by India for political purposes.

In this connection, the Note under reference and the Indian Prime Minister at Rani-Khet on May 19, 1971, in which referring to the refugee problem, she is reported to flight (against Pakistan) if a situation is forced on us," is ominous.

Yahya's Offer

Insofar as Pakistan is concerned, there has never been any question of withholding permission to the return of its bonafide and law-abiding citizens to their respective homes. In this connection, the attention of the Government of India is invited to the statement made by the President of Pakistan of May 21, 1971 urging the Pakistan citizens to return to East Pakistan.

This is in sharp contrast with India's persistent refusal to take back over half a million Indian nationals evicted by her from Assam, Tripura and West Bengal to East Pakistan. These refugees have been a great economic burden on the Government of Pakistan for the last ten years. The Government of Pakistan demands that India should take immediate steps for their return and rehabilitation in their own properties in India.

Lastly, the Government of Pakistan takes serious exception to the use of the terminology East Bengal. The Government of Pakistan demands that in future the Government of India should refer of East Pakistan by its accepted official name only.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১। দিল্লীর প্রতি পাকিস্তানের বিনা উস্কানীতে সশস্ত্র সংঘর্ষের হুমকির প্রতিবাদ	পাকিস্তানঃ ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিনঃ ১ জুন ১৯৭১	২৫ মে, ১৯৭১

STRONG PROTEST TO DELHI

Islamabad, May 25: Pakistan has strongly protested to India over the "unprovoked threat" of armed conflict with this country by the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, and told New Delhi to desist from pursuing such a dangerous course.

A Note, communicated to the Indian High commission here yesterday said India's aim was to create a situation of confrontation with Pakistan so that she could implement her sinister designs.

The Note, released to the Press here today, said: For some time now India has been systematically interfering in the internal affairs of Pakistan with the clear aim of jeopardizing Pakistan's territorial integrity. India has sent armed infiltrators into East Pakistan to create disturbances and to help the anti-State elements. She has circulated false and highly distorted and tendentious accounts of events in East Pakistan through the Government-controlled radio and the press. She had not only provided shelter to the anti-State elements on her soil but has also persistently allowed the so-called members of the "Bangladesh Government" to use her radio and other mass media to stir up rebellion against the legitimate Government of the country. All these incidents have been brought to the notice of the Government of India by the Government of Pakistan time and again. Unfortunately, instead of putting a stop to these activities the Government of India has persisted in her dangerous policy.

Indian Aim

In is clear that the Indian aim is to create a situation of confrontation with Pakistan so that she can implement her sinister designs against Pakistan. In this context, the threat held out by the Indian Prime Minister against Pakistan in a statement at Rani-Khet on May 19, 1971, in which, inter alia. She is reported to have stated that India "is fully prepared to fight (against Pakistan)" assumes special significance.

The Government of Pakistan strongly protests against this unprovoked threat of armed conflict with Pakistan by the Prime Minister of India. The Government of Pakistan hopes that the Government of India realizes the consequences of such a policy. For the sake of peace and tranquility in the subcontinent and for the welfare of the peoples of the two countries the Government of India should forth with desist from pursuing such a dangerous course.

Issued by the
Embassy of Pakistan
Washington D. C. 20008

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২। বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট	পূর্বদেশ	২৮ মে, ১৯৭১

বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানের নোট

ইসলামাবাদ, ২৭শে মে (এ পি পি)- পুর্ব পাকিস্তানে সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচীর জন্য পাকিস্তান বিশ্বব্যাংক সাহায্য কনসোর্টিয়ামভূক্ত সদস্য রাষ্ট্রসহ সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কাছে নোট প্রদান করেছে।

সরকারী মহল থেকে আজ বলা হয় যে, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট এবং প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম, এম, আহমদের মধ্যে আলোচনার পরই এ নোট প্রদান করা হয়। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে জনাব এম, এম, আহমদ পূর্বাঞ্চলের সাহায্য ও পুনর্গঠন কাজে পাকিস্তানের প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে উথান্টকে আভাস দেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা সাহায্যদানের ব্যাপারে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী করব এবং আমাদের নিজস্ব বিতরণ মাধ্যমেই সাহায্য বিতরণ করবো তবে, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন বলেই আমি মনে করি।

কি কি প্রয়োজন

পাকিস্তানের কি কি জিনিস একান্ত জরুরী তার উল্লেখ করে সরকারী মহল বলেন, এর মধ্যে রয়েছে টেলিযোগাযোগের ও যানবাহনের সরঞ্জাম, উপকূলীয় জাহাজ, নৌকা ও খাদ্য। তিন মাস কিংবা তার পরে এগুলোর প্রয়োজন হবে। তবে কত টাকা মূল্যের জিনিসপত্র প্রয়োজন হবে তার এখনো হিসাব করা হয়নি।

অফিসারদের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী আড়াই লাখ টন খাদ্যের প্রয়োজন হবে। ইতিপূর্বে পি এল ৪৮০ অনুযায়ী পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সরবরাহের যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রকে এখনো দু'লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে।

যা আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে দেড় লাখ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে জানিয়েছে যে, গত বছর নভেম্বরে ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত দুর্গতদের জন্য দেড় হাজার টন খাদ্য-শস্য সরবরাহ করবেন। পাকিস্তান আশা করছে যে, অবিলম্বেই এ সব সাহায্য পাওয়া যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩। প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদের জন্য ২০টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৩১ মে, ১৯৭১

PRESS RELEASE May 31, 1971

RECEPTION CENTRES FOR RETURNING REFUGEES

The Government of Pakistan has set up twenty Refugee Reception Centers in East Pakistan to help rehabilitate Pakistanis returning to the country.

The Reception Centers have been set up at the following places:

Satkhira in Khulna district

Beanpole in Jessore

Chuadanga and Meherpur in Kushtia district

Godagari, Rohanpur and Dhamorihat in Rajshahi

Khanpur, Thakurgaon and Panchagarh in Dinajpur

Kaliganj in Rangpur

Nalitabari and Durgapur in Mymensingh

Jaintapur, Kalaura and Chaunarughat in Sylhet

Akhaura and Bibira Bazaar in Comilla

Feni in Noakhali and

Teknaf in Chittagong

A large number of people who fled to their ancestral villages from the towns in the wake of disturbances have begun to return to their urban homes.

It may be recalled that on May 21 President Yahya Khan appealed to all bonafide Pakistani citizens to return to their homes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪। সিনেটর কেনেডীকে লিখিত পাক রাষ্ট্রদূত আগাহিলালীর চিঠি	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৪ জুন, ১৯৭১

EMBASSY OF PAKISTAN WASHINGTON, D.C. 20008

June 4, 1971

Dear Senator Kennedy:

I have just read your statement of June 2 in the Congressional Record expressing anxiety in regard to the problem of our refugees at present in India. I am writing to assure you that my Government is as anxious as India to halt this outflow from East Pakistan and has, during the last few days, taken certain concrete steps not only to dissuade persons from leaving the country but also to persuade them to return as soon as possible.

In this regard may I invite your attention to the appeal made by the President of Pakistan on May 21 urging all those Pakistan citizens who left their homes because of disturbed conditions in East Pakistan to return to their homeland. This appeal was broadcast on Pakistan's national radio network and was also published in all sections of the Pakistan press so that the refugees wherever they may be, may get to know about it and return.

Three days after his public appeal, the President in the course of a press conference in Karachi on May 24, announced a general amnesty to all those who left due to fear of the disturbed conditions, threats, panic or were genuinely misled. Immediate steps were taken to implement the Presidential announcement. Twenty reception centers have been opened for returning refugees at those points in eleven border districts of East Pakistan where the refugees are most likely to cross back into East Pakistan. These centers are operating under the general directive of the President which is to the effect that "here is no question of withholding permission to the return of all law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes." Civilian personnel manning the centers will help the refugees in every way possible to return home, resume employment and restart life.

We understand that some refugees have begun to return, but we are awaiting a full response to the President's appeal and the measures taken by the Government to facilitate their return and rehabilitation. We think that the above measures can meet the demands of the situation at present, provided the authorities in our neighboring country will not obstruct or delay the return of the refugees in order to use in as a political stick with which to beat Pakistan. We are also hopeful that in this task we will obtain all international help and sympathy so that we can resolve what is essentially a human problem as quickly as possible.

After the ending of the anarchy that prevailed in East Pakistan between March 2 and 25 as a result of the Awami League’s resort to lawlessness and violence and the reestablishment of law and order, the economy of East Pakistan is now being rehabilitated. The highest priority is being given to restoration f the means of

communications so that food supplies can move speedily to the deficit areas in the province. International offers of aid have been gratefully accepted and the UN organization has been given a list of food grains and other requirements needed for the relief of the affected people in the near future. The Secretary-General of the U. N. has sent his representative of East Pakistan already.

You have advocated that individual governments and the United Nations must make strong efforts to encourage and facilitate political accommodation between our Central Government and what you call "political forces within the East Pakistan". The political issue that caused the recent turmoil in East Pakistan was nothing less than the question without a clear mandate for such a course from the people whom they represented. The movement which was suppressed in East Pakistan was secession, not autonomy and none should pretend that while secession was treason at home, it could be self-determination abroad. Those leaders who exceeded the mandate given to them by their constituents have fled the country and the political party they headed has been declared unlawful. It is entirely an internal matter now for those who were misled but remained and those who did not leave but never wanted secession to get together and settle the future of the province amicably with the people of the rest of the country, namely of West Pakistan. This issue is engaging our attention right now and the President of Pakistan has just said that he would be announcing his plans within the next two or three weeks for transfer of power to elected representatives of the people in the provinces. Any effort by other governments or organization (even if well meant) to interfere in this delicate and sensitive internal affair which in any case would be contrary to the provisions of the U. N. Charter is totally unacceptable to us. We are not surprised therefore that India is most assiduously canvassing this very course in the capitals of the would at present by sending so many members of her Cabinet abroad.

We appreciate your anxiety regarding the urgency for relief operations within East Pakistan. There is no need however to make the present general American economic aid to us, which is now a mere shadow of what is was once, conditional on our being made to give a higher priority to relief operations. We must give, and are already giving, the highest possible priority to saving the lives of our own people. To attempt to impose unnecessary conditions on American economic aid would only detract from the disinterested motives which, I am sure, the great people of this country would like to ensure governs all extension of aid from advanced to developing countries of the world.

You have made a plea that India should be assisted by the International community in meeting the expenditure involved in looking after our refugees temporarily while they are on her territory. We fully support your view and have in fact informed your government as well as many others including the U. N. Organization accordingly.

We also entirely share your concern in regard to the need for reducing the present tension between India and Pakistan. I have referred above to the various steps taken by my government to secure the return of our refugees and to meet any concern that India or the international community may have had in regard to this matter. But, I hope, you will also agree Mr. Senator that nothing should be done or said either by our neighbors or

our friends which may add to our problems or aggravate our difficulties at the present time.

It is in this regard that I must point out with great regret that hardly a day passes without some step or the other being taken by the Government of India o add fuel to an already inflammable situation. 'The Indian' Prime Minister, for instance, has spoken our more than once, threatening-"action" against Pakistan. This is already creating a very serious situation in the subcontinent, and if India continues to take advantage of our present difficulties, there is every danger of rapid escalation if not an actual confrontation. After allowing her nationals in full view of so many representatives of the world press, to take advantage of the unfortunate turmoil in East Pakistan and infiltrate openly into our territory in disregard and utter contempt of all rules of international law and conduct for the declared purpose of assisting anti-state elements within our country, India has mobilized her regular army all along the borders of East Pakistan and has now put it, on full alert. War hysteria is being whipped up within the country by Indian leaders and the press joining together in a chorus openly demanding that the refugee problem should be resolved by securing "territorial compensation."

These Indian threats to use force have so far been taken calmly by my government and we have been exercising utmost restraint. In his press conference of May 24, President Yahya Khan also expressed the hope that Mrs. Gandhi was not thinking in terms of war as that would not solve any problem. But mounting bellicose pressure of this type can only lead to the same result, namely increasing the threat to peace in the region. Worst of all, such threats will not help a single refugee to return or get resettled in his home. Instead these merely add to their fears and apprehensions, and, in actual fact, discourage and thus delay their return to Pakistan. India can lessen the burden of keeping and feeding these refugees only if 'she would choose to stop issuing threats and begins to co-operate with us and the U.N. agencies to enable the above described (or even better) arrangements being devised to get the refugees back into East Pakistan. Although I would not like to anticipate your reaction to this situation, I must emphasize that if wounds are to heal and if the refugees are to return to their homes speedily, we in Pakistan must have more of time and understanding and less of tension and pressure.

We are very grateful to you for your remark in your letter of May 27, to the Secretary of State that the U. S. Government "should immediately respond to Pakistan's stated need for food and medical supplies and water transport for the distribution of relief commodities in East Pakistan". I would only like to point out that your government is already doing this in very generous measure and we have been assured that even more will be forthcoming to assist us in securing the return and resettlement of our refugees. All that is now required is the assistance of good friends like yourself for securing an abatement of India's clamor so that it becomes possible for us, using your own words, "to ameliorate the escalating tensions between Pakistan and India"-tensions, which you have rightly held "threaten the peace and stability of the region and needless Great Power confrontation in South Asia. While we are engrossed in a national undertaking of this dimension, it is our sincere hope that our well-wishers abroad will show patience and

understanding as, forgive me if I have to reiterate, we must have time to complete the task of organizing the return and resettlement of all those who left in such numbers.

I presume, Mr. Senator, you would have no objection to my circulating a copy of this letter to other Senators and members of the House of Representatives and also to getting in inserted in the Congressional Record.

With my best regards,

Yours sincerely
Sd.
(A. Hilaly)

The Honorable
Edward M. Kennedy
United States Senate
Room No. 431.
Old Senate Office Building
Wasington, D. C. 20510

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫। পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার মেহদী মাসুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় বাধা সম্পর্কে পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রেস রিলিজ	ওয়াশিংটনস্থ পাক দূতাবাসের দলিলপত্র।	৪ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 4, 1971

PAKISTAN TAKES SERIOUS VIEW
OF UNPRECEDENTD SITUATION

The Government of Pakistan has taken a serious view of the unprecedented situation in which the Indian authorities were holding Pakistani officials of the Pakistan Deputy High Commission in Calcutta against their wishes and were not allowing them to return to Pakistan.

The Government of India, said the spokesman, had not arranged until now a meeting between Mr. Mehdi Masud, Pakistan Deputy High Commissioner and East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta, which the Government of India had undertaken to arrange. "It is evident that the Government of India is deliberately pursuing dilatory tactics," he added.

Following is the test of the foreign office spokesman's statement issued by the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad on May 27:

Pakistan's Deputy High Commissioner in Calcutta, Mr. Mehdi Masud has not been provided facilities to meet East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta and ascertain their wishes with regard to their repatriation to Pakistan. The assurances given by the Government of India in this regard have not been fulfilled.

Pakistan had suggested to India that a representative of the Swiss Government should be present at the meeting between Mr. East Pakistani personnel of the Mission in Calcutta, which the Government of India had undertaken to arrange. Uptil now Indian authorities have not arranged these meetings. The wishes of Pakistani staff remain unascertained and as a result, their repatriation has been delayed.

It is evident that the Government of India is deliberately pursuing dilatory tactics. If the Indian reports that the East Pakistani members of our Calcutta Mission had defected were correct then there should have been no difficulty at all for these personnel to meet Mr. Masud separately and to convey their unwillingness to return to Pakistan. However, this has not happened. The Government of India is trying to avoid its commitment by advancing the plea that it cannot persuade the East Pakistani stat to meet Pakistan Deputy High Commissioner as regret to by India.

These explanations cannot be accepted by Pakistan. If these officials have defected, as claimed by India, they should no longer enjoy any diplomatic privileges and their stay on the Indian soil would be unauthorized. It would also be Government of Indian's responsibility to allow Pakistan accredited representative to ascertain whether the alleged defections were genuine or not.

The Government of Pakistan is therefore compelled to conclude that the Pakistani personnel of its Mission in Calcutta are being held against their wishes.

Not only Mr. Mehdi Masud has been prevented from meeting them but the East Pakistani staff of the Mission has also not been allowed to contact their colleagues from East Pakistan whose houses are under close surveillance.

The Government of Pakistan has taken serious view of the unprecedented situation in which the Indian authorities are holding Pakistani officials as hostages and are not allowing them to return to Pakistan. The Government of Pakistan has been approached by families of members of East Pakistani officials is Calcutta about the welfare and repatriation of these officials. Pakistan has not been able to provide any satisfactory information to the: families concerned because it has not been possible to establish any contact with East Pakistani personnel in Calcutta.

It is most unfortunate that the Government of India has refused to treat the evacuation of personnel from Calcutta and Dacca as a human problem which should be settled on the basis of reciprocity and in accordance with international practice.

Indian authorities seem to be so determined to exploit this issue for political purposes that they are indifferent to the inconvenience and uncertainty faced by officials of the two countries in Dacca and Calcutta. Normally it was expected that to expedite the evacuation of Indian personnel in Dacca, India would promptly provide assured facilities to Pakistan Deputy High Commissioner and his staff in Calcutta.

It amply proves that India is not sincere in meeting its obligations for reciprocal evacuation of personnel from Calcutta and Dacca. This is further confirmed by the fact that India has been shifting its position with regard to the mode of transporting its personnel firm Dacca when arrangements for repatriation are finally completed. To begin with, India proposed the evacuation of their personnel by a Nepalese airliner. Later on, they suggested that evacuation should be effected by a Russian aircraft. Now they have again changed their position and proposed that the Indian personnel from Dacca may be transported by an Iranian plane.

It is not clear what really India’s plan is. All three successive proposals made by India were promptly accepted. The Government of Pakistan has informed India that as soon as list of personnel to be evacuated from Calcutta and Dacca are finalized, simultaneous action could take place without any delay. Pakistan has, however, still not been told by the Indian Government that it would arrange meetings between Mr. Mehdi Masud and the East Pakistani personnel in Calcutta to ascertain their wishes independently.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬। দেশত্যাগী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	ওয়াশিংটন দূতাবাসের দলিলপত্র	৯ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 9, 1971

ISSUED THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D. C. 20008

The Government of Pakistan, in line with President Yahya Khan's appeal to East Pakistani refugees to return to their homeland where they will be given necessary facilities for their rehabilitation, has now pledged full cooperation to the United Nations High Commissioner for Refugees in securing the return of the refugees to East Pakistan.

2. The United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin, visited Islamabad and held talks June 6 and 7 with President Yahya Khan, his adviser on Economic Affairs, Mr. M. M. Ahmad (who had recently visited Washington) and other senior Pakistani officials in regard to arrangements of the return and resettlement of the East Pakistani refugees at present in India. A Government of Pakistan announcement in Islamabad said that Prince Sadruddin has been assured of full cooperation in his task. The U. N. High Commissioner for Refugees visited Islamabad for high level talks at the request of the Government of Pakistan which is anxious to facilitate the early return of their nationals to East Pakistan.

3. It will be recalled the Government of Pakistan has set up twenty Reception Centers, manned by civilians in all the border districts of East Pakistan for speedy rehabilitation of the returning refugees as a follow up to President Yahya Khan's directive to the administration of the province to receive and give all possible assistance to the returning refugees.

4. There are some reports already from East Pakistan border areas of harassment by Indian border paroles of those refugees who want to cross the border to return to their homes in Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার আশ্বাসঃ একটি সরকারী প্রেস রিলিজ	পাক দূতাবাসের দলিলপত্র	১৯ জুন, ১৯৭১

PRESS RELEASE
June 19, 1971

ISSUED BY THE
EMBASSY OF PAKISTAN
WASHINGTON, D. C. 20008

"Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility as they are equal citizens of Pakistan and there is no question of any discriminatory treatment" said President Yahya Khan in a statement broadcast nationwide on the Pakistan Radio on June 18.

Referring to his earlier appeals launched May 21, asking displaced persons to return home the President said, "My appeal was addressed to all Pakistani nationals irrespective of caste, creed or religion."

The following is the full text of the President's broadcast:

"On May 21, I issued a personal message to all Pakistan nationals who had, due to various reasons, gone to India to return to their homes in East Pakistan and resume their normal activities. In my press conference in Karachi on May 24, I reiterated my earlier statement and assured displaced persons that the necessary assistance would be provided to them for their return and resettlement. It is gratifying to note that despite hindrances put by interested parties, many Pakistanis have returned and are now on the way to their respective homes. I am certain many more will follow them. As I said before, there is no question of withholding permission to return from our own citizens. In fact East Pakistan Government has made adequate arrangements to receive them and to extend full assistance in their rehabilitation. My appeal was addressed to all Pakistani nationals irrespective of caste, creed or religion. Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility as they are equal citizens of Pakistan and there is no questions of any discriminatory treatment. I urge them not to be misled by mischievous propaganda being conducted firm outside Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮। জাতির উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ	পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স ওয়াশিংটন দূতাবাসের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন : ৩০ জুন	২৮ জুন, ১৯৭১

FULL TEXT OF PRESIDENT YAHYA KHAN'S
ADDRESS TO THE NATION
ON JUNE 28, 1971

Recent happenings in East Pakistan have caused anguish to all us. For me, personally, these tragic events have been a cause of distress and disappointment. Throughout these last two and a quarter years, my aim has been to bring back democracy in the country and to ensure justice for every region of Pakistan. In particular, I have been conscious of the legitimate demands of East Pakistan. Many steps have been taken and planned towards meeting them. I have every reason to believe that my scheme to revive the democratic way of life was fully supported by the people and their political leaders in both wings of the country. They all took part in the elections on the Legal Framework Order of 1970 which provided for maximum autonomy to the provinces, within the concept of one Pakistan and adequate strength to the centre to carry out its functions.

The defunct Awami League also participated in the elections on the basis of the Legal Framework Order and therefore at that time it was felt that they too subscribed to the concept of one Pakistan. However, later their leadership gradually moved away from the principles of the legal Framework Order and based their electioneering on hatred of West Pakistan and tried to cause tension and misunderstanding between the two wings.

Six points were negotiable

When I questioned Mujibur Rahman on the Awami League's six points during some of our talks he confirmed to me that these were negotiable. He also clearly indicated that all major provisions of the constitution would be settled by political parties in parleys outside the Assembly. This lobbying, he affirmed was usual practice with politicians. After elections when I wanted the parties to get together and come to some consensus on the future constitution of Pakistan, it became quite clear that Mujibur Rahman was not going to budge from his position which to put it bluntly was tantamount to secession. Another indication of his evil design is the fact that he refused to visit West Pakistan and have talks in this wing despite repeated invitations. He had no intention of acting in a responsible and patriotic manner as leader of the majority party in the country as a whole. He had already made up his mind that he was going to break the country into two, preferably by trickery and if this did not succeed, by physical violence.

As I told you in my address of the 26th of March, I had a series of meetings with Mujibur Rahman and his advisers during my stay in Dacca from the 15th of March

onwards. Whilst he was having these talks with us, he and his followers were secretly preparing for a final break, through physical violence. Towards the concluding sessions of the talks, it became quite evident that intention of Mujibur Rahman and his advisers was not to come to an understanding on the basis of one Pakistan but was somehow to extract from me a "proclamation" which would, in effect, divided the National Assembly into two separate constituent assemblies, give birth to a confederation and by removal of the authority of martial law create complete chaos in the country. Through this plan he expected to establish a separate state of Bangladesh. That, needless to say, would have been the end of Pakistan as created by the Father of the Nation.

Unscrupulous and secessionist elements of the defunct Awami League had brought the country to the brink of disintegration. Our dear homeland which symbolizes fulfillment of our aspirations and the culmination of the relentless struggle of the Muslims of the sub-continent was in very grave danger of breaking up. The violent non-cooperation movement of Sheikh Mujibur Rahman and his clique for over three weeks had let loose elements which at once indulged in widespread loot, arson and killing.

Vote was for provincial autonomy and not independence

The people East Pakistan had voted for provincial autonomy and not for the disintegration of the country Instead of settling controversial political and constitutional issues with mutual understanding and in a spirit of give and take for the sake of national solidarity, some of the leading elements of the defunct Awami League chose a path of defiance, disruption and secession. All my efforts to help the political parties to arrive at a consensus over an acceptable and lasting constitutional framework were frustrated by certain leaders of the defunct Awami League. On the one hand they brought negotiations to an impasse by their persistent intransigence and obduracy and on the other intensified their nefarious activities of open defiance of the Government. The very existence of the country, for the creation of which thousands of our brethren laid down their lives and millions suffered untold miseries, was at stake. It was in these circumstances that I ordered the armed forces to restore the authority of the Government. No Government worth its name could allow the country to destroyed by open and armed rebellion against the state.

The valiant armed forces of Pakistan who have always served the nation with devotion moved out with firm determination to put an end to the activities of the miscreants. They had a difficult task to perform. It is unfortunate that our neighbor which has never missed an opportunity to weaken or cripple our country rushed to help the secessionists with men and material to inflame the situation further. This was all pre-planned. As our troops moved forward and fanned out the whole dark plan of collusion between the Awami League extremists, rebels and our hostile neighbor gradually unfolded itself. It became obvious that secessionists, miscreants, rebels, and intruders from across the border had planned their whole operation carefully and over a considerable period of time. Their aim was to destroy the integrity of Pakistan and force the eastern zone to secede from the rest of the country. While miscreants, rebels, and intruders were putting up physical resistance to the Pakistan army, the Indian radio and press launched a malicious campaign of falsehood against Pakistan and tried to mislead

the world about happenings in East Pakistan. The Indian Government began to utilize every coercive measure, including diplomatic offensives, armed infiltration and actual threats of invasion. This open interference in our internal affairs could have had very grave consequences but by the grace of God our armed forces soon brought the situation under control, destroying the anti-national elements. The nation proud of the armed forces who deserve all its admiration and appreciation. Let us on this occasion bow our heads in gratitude to the Almighty that our country has been saved from disintegration.

No fresh elections

In my last address to the nation I had assured you that my man aim remained the transfer of power and I had further stated that I would take fresh steps towards the achievement of this aim. Let me at the outset say categorically that there is no question of holding fresh elections. The mischief of some misguided persons should not be allowed to nullity the entire results of the first-ever-election held in the country at enormous cost in terms of money, time and energy. I have banned the Awami League as a political-party. However, members-elect of the National Assembly and the Provincial Assemblies of this defunct party retain their status as such in their individual capacities. I may, however, and that those elected members who have taken part in anti-state activities or have committed criminal acts, or have indulged in anti-social activities will be disqualified from membership of the National and Provincial Assemblies. I have not yet finally assessed the exact number of those who would be disqualified. After thorough investigation, a list of such persons will be published. Once this is done, vacancies caused would be filled through the usual method of by elections.

In the meanwhile, I would ask those members of the National Assembly and members of the Provincial Assembly elect of the defunct Awami League, who had nothing to do with the secessionist policies of the ruling clique of that party and who are not guilty of any criminal acts in pursuance of such policies, or who have not committed atrocities against their fellow Pakistanis, to come forward and play their part in rebuilding the political structure in East Pakistan.

After a close and careful study of the situation, particularly of recent happenings, I have come to the conclusion that the task of framing a constitution by an assembly is not feasible. In fact, the history of constitution making in our country is not very encouraging, nor a happy one. Two constituent assemblies took nine years to produce a constitution (that is from 1947 to 1956). Leaders of the country spent an inordinately long period of time on the floor of the legislature in trying to produce a constitution while urgent social and economic problems remained unattended and neglected. But the most regrettable phenomenon of constitution-making in Pakistan wan that it gave vent to all sorts of regional and parochial sentiments. In fact, constitution-making gave rise to the worst type of political bickering and intrigue, which threatened the very existence of our country. And when in the end they at last produced a constitution in 1956, it was the product of all sorts of conflicting compromises and expediencies. The result was the constitution was short lived and the country came under martial law from October 1958 to June 1962. After that the country was governed under a constitution which for well known reasons, was unpopular right from the start. There was great resentment and a

political upheaval in 1969 against this constitution. I, therefore, through that the people's representatives should frame a constitution of their own, but in order to eliminate the unhappy aspects of the previous attempts at constitution-making in Pakistan, I put a limit of one hundred and twenty days for this exercise. And I also laid down some basic principles for the constitution in my Legal Framework order. When I fixed the time limit of one hundred and twenty days, it was done in consultation with political leaders, including Mujibur Rahman, and it was expected that they would devote their full attention to the framing of the constitution and that general agreement on the broad aspects of the constitution would be arrived at outside the assembly, so as to facilitate the task of constitution-making the stipulated period. But unfortunately my hopes and plans were frustrated by the uncompromising and unpatriotic attitude of the defunct Awami League.

Group of experts of draft new constitution

Against this background and in view of present circumstances, I find that there is no other alternative for me but to have the constitution prepared by a group of experts. This constitution will be subject to amendments by the National Assembly on the basis of an amending procedure, as will be laid down in the constitution itself. The constitution will be based on a careful study of a number of constitutions and will be based also on the aspirations of the people of various regions of Pakistan, as assessed by me over the last two years. I have already set up a constitution committee and a draft is being prepared by them, once a draft is ready. I will consult various leaders of the assembly regarding the provisions of the draft. Final shape will be given to the constitution, in the light of my discussions and consultations with various experts and leaders.

I may add that certain guidelines with regard to the future constitution have already been spelled out in the Legal Framework order of 1970 which were generally welcomed by the people. First, the constitution of Pakistan must be based on Islamic ideology, on the basis of which Pakistan was created and on the basis of which it is still preserved. It must be the constitution of the Islamic Republic of Pakistan in a true sense. The constitution shall also provide for full social and economic justice to various sections of our society. The constitution should be a federal one and it must have all its characteristics. As stated in the Legal Framework Order the provinces shall have maximum autonomy, including legislative, administrative and financial powers, but the federal government shall also have adequate powers, including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the country.

By-elections to be held for a few seats declared vacant

I have also indicated to the committee that, in the interest of the integrity of the country, it would be a good thing, it we ban any party which is confined to a specific region, and is not national in a practical sense. Then again, we must eschew this business of having two, three or four sub parties within a party, in short it is my hope that this constitution will ensure that everything which tends to make our political life cumbersome, shaky, insecure and unpatriotic is eradicated and that it helps to infuse a

right spirit in the people and the politicians. The constitution must serve Pakistan as a whole, and not any individual or group. It must allow each province to develop itself along the right lines without detracting, in any way, from the strength of the centre and the integrity of the nation as a whole. I might clarify here that this constitution will come into force with effect from the first session of the National Assembly. By-elections to be held before this will, however, be on the same basis as the general elections already held, namely, the Legal Framework Order of 1970.

So much for the future constitution of Pakistan. Now to continue with my plan of transfer of power. As I said earlier, by-elections will be held to fill vacant seats in the National as well as in the provincial Assemblies. Considering the mood of the people. I feel sure that the campaign for these by-elections will be based on the principles contained in the Legal Framework Order. No one will tolerate propagation of views which tend to militate against the integrity of Pakistan. I also feel that the campaign should be a brief one. After these elections are completed, the National and Provincial Assemblies will be duly summoned and governments will be formed at the national as well as the provincial levels throughout the country. The National Assembly will not have to function as a constituent assembly but will become our central legislature as soon as it is sworn in.

Since the nation has recently been subjected to a very severe jolt, I have decided that the national and provincial governments will have at their disposal the cover of martial law for a period of time. In actual practice, martial law will not be operative in its present form, but we cannot allow chaos in any part of the country, and the hands of the governments need to be strengthened until things settle down.

On order to meet the requirement of this new plan, the Legal Framework Order of 1970 will be duly amended.

The time-frame of the plan

Let me now say a word about the time-frame of this plan. It is obvious that the plan, in its entirety, cannot be launched immediately because it is important that a reasonable amount of normalcy returns to the country before we think in terms of transferring power. But on the other hand, the launching of the plan must not be delayed unduly. When we speak of normal, the main considerations are restoration of law and order, rehabilitation of the administrative structure which was badly disrupted, and a degree of economic rehabilitation.

As regards law and order, I am glad to be able to tell you that the army is in full control of the situation in East Pakistan. It-has crushed the mischief mongers, saboteurs, and infiltrators. But it will take some time, before the law and order situation becomes completely normal. The process is in full swing with the active co-operation of the people and their patriotic leaders. The people of East Pakistan have manifested a great sense, of patriotism and national unity in helping the armed forces to root out miscreants and infiltrators.

As a result of the non-cooperation movement, the economy of East Pakistan had come to a standstill. Widespread arson loot and, intimidation resorted to by the Awami

League secessionists, anti-social elements and infiltrators brought untold sufferings to innocent people. A large number of them were terrorized and uprooted and their properties were mercilessly destroyed. They have my fullest sympathy as also the sympathy of the entire nation. It would be inhuman if their speedy rehabilitation is not given priority and the attention it deserves. I would like to repeat once again that all citizens of Pakistan, of any religion, caste or creed, who crossed the border and went into India, because of the panic due to false propaganda by the rebels, miscreants and others, must return to their homes and hearths. The Government of East Pakistan have made all necessary arrangements for their reception and transportation. I would ask the Indian Government not to put impediments in the way of these unfortunate people, who want to resume their normal lives in their own homes and who want to be re-united with their near and dear ones We shall gladly and gratefully accept any assistance that the United Nations can extend in facilitating the move of these displaced persons back to Pakistan.

Participation of the people

I have heard a view being expressed that power should not be transferred to elected representatives of the people until complete normally has returned in every sphere. I am afraid I do not agree with this view, because it is utterly, in realistic and impractical. It also ignores one very important aspect of national life, which is that normalcy in its accepted meaning can never return to a country without full participation of the people in its administration. The very process of bringing back

Transfer of power in about four months

I firmly believe that as soon as we have acquired a basis infrastructure of law and order and the various echelons of the administration gather full strength it will be possible for me to put my plan of transfer of power into operation. Appreciating the situation as it exists today and as it is likely to develop in the near future, it is my hope and belief that I would be able to achieve my goal in a matter of four months or so. The precise timing will naturally depend on the internal and external situation at the time. I am absolutely convinced that the country's integrity and well being lie in fulfillment of the plan that I have just outlined to you and in the achievement of the final objective.

Let me now turn to the vital subject of the economy. Recent events have cast their shadow on the general economic situation. The economy had been subjected to serious strains during a long period of political uncertainty before and after the elections. In March, the economy of East Pakistan was brought to a virtual standstill.

With the success of army action, the situations generally returning to normal and economic activity is reviving in the province. I am sure that all patriotic elements in the province would rally round the forces of law and order to achieve complete normalcy and to restart the process of building up the economy of Pakistan.

The rehabilitation of the economy will demand both short-term measures and long-term strategy to rehabilitate it and revive it to its full vigor. For this purpose, we have

taken many initiatives which will soon begin to produce the results we desire.

Our exports have sharply declined in recent months in East Pakistan, causing a drain on our foreign exchange reserves, which were already under severe strain. Collection of taxes has also suffered at a time when we need all the resources at our command, to preserve our national integrity and maintain the tempo of economic activity.

The government is taking various steps to meet the present difficult economic situation. These are not always pleasant decisions. We have to use our resources with much greater restraint. This involves hardship and sacrifices. But there is no alternative. This is the only realistic way for a nation to solve its economic problems.

Some weeks ago, I ordered a thorough revision of our import policy. All unessential items or those without which we could do for some time were banned even under the bonus scheme. Bonus vouchers thus released are to be used under the revised import policy for raw materials and other essential imports.

Maximum economy and austerity

In domestic spending also maximum economy is being exercised. For the next year we have prepared a modest development programme which would meet our immediate and unavoidable needs. The emphasis would be on rehabilitation of the economy, particularly in East Pakistan.

I want the country to make early progress towards self reliance. We must look increasingly towards our own-resources for meeting our national objectives. This requires maximum austerity in both public and private spending. The Government is making all necessary adjustments in economic policies with this objective. But these can succeed only with the enthusiastic support, of the people. Let us, as a nation, adopt a more austere way of life suited to our own stage of economic development and eschew every form of ostentatious consumption.

For many years now we have been receiving aid for our development programme from a number of aid-giving countries. This we thankfully acknowledge. I regret to have to say, however that lately there have been indications that foreign aid is, acquiring certain political overtones and the people of Pakistan are getting-the impression that strings are sought to be attached to such aid. If this be the case let me say it quite categorically that aid which seeks to make I roads into our sovereignty is not acceptable to us. We shall be fully prepared to do without it.

I am confident that the private sector would come forward to play an active role in developing Pakistan's own resources. Private investment financed from its own savings can play a major role in reviving the economy at the stage.

This is an hour of crisis for the nation. We need the same determination and resolute will which we which we showed on a number of previous occasions to safeguard the integrity of Pakistan against internal upheavals and external aggression. Each one of us has a duty to work hard and to rebuild the momentum of economic activity this is' necessary to generate resources for economic development. Each worker in a factory and

peasant on his farm can contribute to this national effort by taking part in the overall effort to maximize production and make his contribution to the integrity and solidarity of Pakistan.

Maximize production and exports

Let us resolve today, individually and collectively, to maximize production and exports. We must work hard and learn to reduce our dependence on others in every field in the shortest possible time. Any sacrifice which this will entail must be borne with patriotic fervor and national solidarity.

I appeal to both labor and management to maintain the best of relation. Let there be understanding and accommodation rather than bickering and strife. Strikes and lock-outs should be avoided at all costs. Such wastage of the country's productive capacity would be totally unpatriotic at this critical juncture in our national life. I cannot afford to let such unpatriotic activities go unchallenged. Stringent measures shall be taken to curb such tendencies.'

Our agriculturists have done a remarkable job in recent years. Food production has increased rapidly since 1965, bringing the country to the threshold for food self-sufficiency. Let them consolidate and improve on their performance in food grains and at the same time turn their attention to the production of export crops which present great opportunities for increased output. Government would be willing to provide all the necessary facilities and incentives for this purpose.

I have candidly presented before you difficulties we face today. But let this not give rise to despondency. A large part of the problem we face today is of a temporary nature. It has not affected the basic strength of the economy. We have a large potential for increasing production, both in agriculture and industry. We have today a sizable class of progressive agriculturists, industrial entrepreneurs and middle class investors. These are assets on which the foundation of a rapidly developing economy are laid. The nation has faced a difficult challenge before in its short history. I have no doubt that we would be able to overcome the present difficulties with our united efforts and resume our endeavor to build for a prosperous and just society.

Foreign reactions

Now a word about foreign reactions to our internal trouble. It is a matter of satisfaction that in the difficult situation that the country has faced in the past few months, reaction and response from an overwhelming number of countries has been one of sympathy and understanding of the problem we are facing and are trying to resolve. Our friends abroad have given complete support to action taken by the government of maintain the unity and integrity of Pakistan. They have at the same time warned those who have attempted to interfere in our internal affairs to desist from such actions. I should like to take this opportunity to express, on behalf of the government and people of Pakistan, and on my own behalf, our appreciation and gratitude to them.

We are also heartened by the favorable response of the international community, particularly the United Nations Organization and its agencies to our need for cooperative

assistance in repairing the damage to the economic life of East Pakistan. At present, we are engaged in consultations with friendly governments and with the U. N. Secretary-General for securing the necessary help for relief work in different fields.

Our plans for reconstruction of the economy and an early resumption of political activity in East Pakistan are threatened by India's continued interference in our internal affairs. Armed infiltration and open encouragement and assistance to secessionists have heightened tension between the two countries. There has also been a spate of unfriendly statements from responsible sources in India, threatening unilateral action against Pakistan if we did not yield to arbitrary demands. The need of the hour is to desist from such actions and statements as would further inflame the situation. It is through discussions and not through conflict that problems can be resolved. Statesmanship demands exercise of caution and restraint so that our problems are not further complicated.

We want to live in peace

As I have said before, armed conflict would solve nothing. On out\r part, we want to live in peace and harmony with all our neighbors. We do not interfere in the affairs of other people, and we will not allow anyone else to interfere in ours. If, however, a situation is forced upon us, we are fully prepared to defend our territorial integrity and sovereignty. Let there be no misunderstanding or miscalculation about our resolve to maintain the independence and solidarity of Pakistan.

My dear countrymen, in the end I would again like to impress upon you that this is an hour of trial for the nation. Each one of us has to do his utmost honestly and sincerely so that our homeland, which is so dear to us, continues its march on the path of progress. No sacrifice would be too great to bring back economic stability and to ensure the unity of Pakistan. What we need to meet this challenge is a revival of the sprit and enthusiasm with which we succeeded in establishing Pakistan, and firm determination and resolute will which we have on many occasions shown in defending our country from internal and external threats.

Our enemies are gloating on false hopes of disunity amongst our ranks. They have tried their level best to undo our dear country, but they forget that they are dealing with a people who have an unshakable reliance on the help of almighty God. Let us rise to the occasion, let us come up to the expectations of the Father of the Nation and once again prove it to our enemies that we are a united nation, always ready to frustrate their designs and foil their evil intention, and that any effort to harm us will spell their own disaster.

I have full faith in the patriotism of our people and I am sure that every single Pakistani will cooperate with me wholeheartedly in the achievement of our common goal, namely, the restoration of democracy in the country, preservation of its integrity and solidarity and battlement of the lot of the common man. My God grant us success in our efforts. God bless you all.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯। পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ	দৈনিক পাকিস্তান	৪ জুলাই, ১৯৭১

পাকিস্তানের কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনঃ ভারতীয় বিমান আক্রমণ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান আজ পুর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অমরখানায় হামলা চালায়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর দ্রুততার সঙ্গে ভারত সরকারের নিকট এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ভারতের অস্থায়ী হাই কমিশনারকে আজ সন্ধ্যায় এখানে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাকে জানানো হয় যে, পাকিস্তান এটাকে অত্যন্ত মারাত্মক ঘটনা বলে মনে করে এবং কোনরুপ উস্কানী ছাড়া পাকিস্তানী এলাকায় এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা না হলে তা উপমহাদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাতে পারে।

তাঁকে আরো জানানো হয় যে, আজ দুপুর সাড়ে বারটায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর চারটি জঙ্গী বিমান ও একটি অস্ত্র সজ্জিত হেলিকপ্টার পাকিস্তানের আকাশসীমার ৬ মাইল ভেতরে অনুপ্রবেশ করে এবং দিনাজপুর জেলার অমরখানায় বিমান থেকে মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে।

এছাড়া আজ বিকেলে ভারতের দিক থেকে ১২০ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে অমরখানায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়।

কোনরুপ উস্কানী ছাড়াই পাকিস্তানের এলাকায় ভারতীয় বিমানের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং এই ঘটনায় পাকিস্তানের বিশেষ উদ্বেগের কথা জানিয়ে পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল ভারতীয় দূতকে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাতে বলেন।

সীমান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বার বার সীমান্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং দুঃখ প্রকাশ করেছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলীবর্ষণ ও পাকিস্তানী এলাকায় অনধিকার প্রবেশের প্রাত্যহিক ঘটনাসমূহ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে জানমালের যে ক্ষতি হচ্ছে পাকিস্তান সরকারের তার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করার অধিকার রয়েছে।

গত ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার এখানে ভারতীয় হাই কমিশনে প্রদত্ত এক প্রতিবাদ লিপিতে গত ২১শে জুন থেকে ২৫শে জুনের মধ্যে পাকিস্তানে ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ১৮টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়ঃ

১। ১৯৭১ সালের ২১শে জুন ভারতীয় সেনাবাহিনী রাত সোয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সিলেট জেলার তেলিয়া পাড়া এলাকায় (আর এম ৫৪৭৩) সীমান্তের ওপার থেকে ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে।

২। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন কোনরুপ উস্কানী ছাড়াই ভারতীয় সৈন্যরা কুষ্টিয়া জেলার মহেশখণ্ড (কিউ ও ৬২৬৫) সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারী মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে।

৩। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন নোয়াখালী জেলার ফেনী এলাকায় (আর আর ৭৩৩৮) কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে তিন জন আহত হয়।

৪। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন সকাল আটটায় ভারতীয় সৈন্যরা যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় (কিউ টি ৭৫৪১) একটি অবস্থানের উপর মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে এবং ভারী মর্টারের সাহায্যে ৩০ রাউণ্ড গোলা নিক্ষেপ করে। ভারতীয়রা ফিল্ড কামান থেকে পাকিস্তানী এলাকার অনেক ভেতরে ৩০০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এই যথেচ্ছ কার্যকলাপের ফলে উক্ত এলাকায় চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও তিনটি বাড়ী বিধ্বস্ত হয়।

৫। ১৯৭১ সালের ২২শে জুন সকাল পাঁচটার সময় প্রায় ৫০০ ভারতীয় সৈন্য বেসামরিক পোশাকে স্বয়ংক্রিয় ও ছোট অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানী এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং কুমিল্লা জেলার রাজাপুরে (ও আর এম ২৮০৭) সীমান্ত ফাঁড়ির উপর হামলা চালায়। ভারতীয় ফিল্ড কামানের গোলাবর্ষণ করে এই হামলায় সহায়তা করা হয়। কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই এরুপ তৎপরতা চালানোর ফলে চার ব্যক্তি নিহত হয়।

৬। ১৯৭১ সালের ২৩শে জুন কোনরুপ উস্কানি ছাড়াই ভারতীয় সৈন্যরা যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় (পি কিউ টি ৭৬৪৪) মেশিনগান ও ভারী মর্টারের সাহায্যে দু'বার গোলাবর্ষণ করে। এই এলাকায় প্রায় প্রত্যহই ভারতীয় গোলাগুলি বর্ষিত হয়।

(অসমাপ্ত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০। কমনওয়েলথ-এর সংগে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছেদ	পূর্বদেশ	৪ জুলাই, ১৯৭১

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কচ্ছেদ

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- পাকিস্তান লণ্ডনের রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উক্ত সোসাইটির সুযোগ-সুবিধা পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণায় ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকার বৃটেনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনারকে উক্ত সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, তথাকথিত ''বাংলাদেশ''-এর একজন প্রতিনিধি কর্তৃক পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার জন্য সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহারের বিরুদ্ধে উক্ত সোসাইটি এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের নিকট লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনার বার বার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও সোসাইটি তা অগ্রাহ্য করে।

মুখপাত্রটি বলেন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কমনওয়েলথের একটি সহযোগী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলার পক্ষে প্রচারণার জন্য উক্ত সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়টিকে খুব কম করে বললেও একটি অবন্ধুসুলভ কার্যক্রম বলতে হবে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য সোসাইটির প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্যমূলক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। এর ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে রয়েছে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী।

কাজেই সোসাইটির তৎপরতা বৃটিশ সরকারের নীতির দ্বারা সরাসরি প্রভাবান্বিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪১। সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	৮ জুলাই, ১৯৭১

সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ

রাওয়ালপিন্ডি, ৭ই জুলাই (এপিপি)।- সরকারী বিভাগ ও কলকারখানার যেসব যোগ্য ব্যক্তি সিলেকশন বা ইন্টারভিউর জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস ডাইরেকটরেট থেকে হাজির হওয়ার নির্দেশ পেলে তাদের সে উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবার জন্যে আজ সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে সকল সরকারী বিভাগ প্রধান, প্রাইভেট মিলস, ফ্যাক্টরী ও ফার্মকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগ ডাইরেক্টরেটের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সার্ভিস প্রদানের উপযুক্ত এমন যে সব ব্যক্তি সরকারী বিভাগ, প্রাইভেট ফার্ম, ফ্যাক্টরী ও মিলে চাকুরী করছে সিলেকশনের উদ্দেশ্যে তাদের হাজির হওয়ার নোটিশ দেওয়া হলে তাদের মালিকগণ তাদের ছাড়ছেন না বলে রাওয়ালপিণ্ডির জেনারেল হেড কোয়ার্টারস্থ ন্যাশনাল সার্ভিস ডাইরেক্টরেট জানতে পেরেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪২। কিসিঞ্জার ও এম এম আহমদ বৈঠকঃ পাক-ভারত পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা আলোচিত হয়েছে	দৈনিক পাকিস্তান	৯ জুলাই, ১৯৭১

কিসিঞ্জার-এম এম আহমদ বৈঠকঃ
পাক-ভারত পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা আলোচিত হয়েছে

ইসলামাবাদ, ৩রা জুলাই (এ পি পি)।- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম এম আহমেদ ও পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের সাথে ৬২ মিনিট স্থায়ী বৈঠকে মিলিত হন। তারা এই বৈঠকে উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

পাকিস্তানের এই দু'জন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা আজ বিকেলে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্টের অতিথিশালায় ডঃ কিসিঞ্জারের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আগা হিলালী ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জোশেফ এম ফারল্যান্ড আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে যে সব পাকিস্তানী উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য পাকিস্তান সরকার নিজে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন বৈঠকে তারা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে।

সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেছেন তাদের মধ্যে যে সব প্রকৃত পাকিস্তানী নাগরিক তাদেরকে দেশে ফিরে আসার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গত ২১শে মে থেকে বারবার ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এরপর সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা দেন। সীমান্ত বরাবর এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ অনেকগুলো অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হয়। উদ্বাস্তুদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরত যাবার সুযোগ সুবিধা করে দেবার জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়। যা হোক ভারত স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মতলবে উদ্বাস্তু সমস্যাকে কাজে লাগাবার জন্যে উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানে ফিরে আসতে বাধা দিচ্ছে বলে জানা গেছে। আরো জানা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুষ্কৃতিকারী, বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্মূল করার পর ক্রমে ক্রমে সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ডঃ কিসিঞ্জারের সাথে পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের এই বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিস্থিতিও আলোচিত হয়েছে।

ডঃ কিসিঞ্জার পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার পর পাকিস্তানের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন এবং তা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাতে পারবেন বলে এখানকার পর্যবেক্ষক মহল আশা করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৩। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সংগে কেলীর আলোচনা	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ জুলাই, ১৯৭১

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রশ্নে পাকিস্তান পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সংগে কেলীর আলোচনা

ইসলামাবাদ, ২৯শে জুলাই।- জাতিসংগের উদ্বাস্তু সম্পর্কিত হাই কমিশনারের বিশেষ প্রতিনিধি, মিঃ ডি আর কেলী আজ পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁদের এই বৈঠকে গৃহত্যাগীদের দেশে প্রত্যাবর্তন ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় বলে এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে জানানো হয়েছে।

প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে মিঃ কেলীকে জানান হয় যে, গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার তার দায়িত্বটুকু সম্পাদনে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু এর বিরাট একটি অংশ নির্ভর করে ভারত সরকারের মনোভাবের উপর। এবং বর্তমানে ভারত সরকার এ ব্যাপারে কোনই সহযোগিতা করছে না।

মিঃ কেলীকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দায়িত্ব পালনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৪। বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৩ আগস্ট, ১৯৭১

বৃহৎ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব নাঃ ইয়াহিয়া
শর্তযুক্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করব

রাওয়ালপিণ্ডি, ২রা আগষ্ট (এ পি পি)।- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, কোন দেশ সাহায্যের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলে তিনি ঐ সাহায্য সাহায্যদাতার মুখের উপর ছুড়ে ফেলবেন।

কায়হান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি আমীর তাহেরীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাহায্য সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট উক্ত স্পষ্ট উক্তি করেন। জনাব আমীর তাহেরী কিছুদিন আগে পাকিস্তান সফর করেন।

পাকিস্তান সফর সম্পর্কে জনাব আমীর তাহেরী তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন। প্রথম লেখাটি গত ২৭শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের 'চাপ' সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সৈনিক। কোন চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার করবেন না। কোন না কোন বৃহৎ শক্তি আমাকে চাপ দিচ্ছে। এটা অসঙ্গতঃ। যারা এসব কতা বলে তারা আমাকে চিনতে পারেনি। যার গদির প্রতি লোভ আছে সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে। গদির লোভ আমার নেই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সোভিয়েট ও মার্কিন সরকার গোড়া থেকেই পাকিস্তানের ব্যাপারে সঠিক নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু বৃটেনের ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না। বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যে আমাদের ব্যাপারে বৈরী ভূমিকা অনুসরণ করছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা নাক গলানোর চেষ্টা করছে। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে আমরা আশা করছিলাম, তারা অন্ততঃ পক্ষে নিরপেক্ষ থাকবে এবং এতটা খোলাখুলিভাবে ভারতকে সমর্থন করবে না।

ভারতের সমালোচনা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, উদ্বাস্তু সমস্যার মত মানবিক সমস্যাকে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে।

ভারত উদ্বাস্তুদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনে বাধা দিচ্ছে। তারা খোলাখুলি বলছে, উদ্বাস্তুদের তারা 'ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে' যেতে দেবেন না, যেতে দেবেন 'মুজিবের বাংলাদেশ'।

তিনি বলেন, ভারত তার ভূখণ্ডে ট্রেনিং শিবির খুলেছে। সেখানে ৩৫ হাজার বিদ্রোহীকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চাপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারতীয় নেতাদের সংগে যে কোন স্থানে যে কোন সময় আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত। তবে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে আমরা আলোচনা করব এবং তা মানবিক প্রশ্ন হিসাবে নয়, রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে।

কিন্তু আলাপ-আলোচনার জন্য আমাদের সকল প্রস্তাব তারা নাকচ করেছে এবং এ ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ প্রচেষ্টাকে তারা নস্যাৎ করে দিয়েছে। তারা পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চায়। তারা মনে করেছে আমাদের সাথে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

ক্ষমতা হস্তান্তর

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ৭৫ মিনিট ব্যাপী সাক্ষাৎকারে ক্ষমতা হস্তান্তর, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন এবং পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বেসামরিক সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে তিনি অটল রয়েছেন। তিন বলেন, রাষ্ট্র প্রধান থাকার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। তিনি সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে আগ্রহী। সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্বকারী পূর্ণরুপে জাতীয় পরিষদ অনুরোধ করলেই শুধুমাত্র তিনি প্রেসিডেন্টের কার্যভার চালিয়ে যাবেন।

আমার ম্যাণ্ডেট স্পষ্ট। তা হচ্ছে দেশকে একত্রিত রাখা এবং বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা।

তাঁবেদার বেসামরিক সরকার গঠনের জন্য তাঁকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে যে, গুজব ছড়িয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা পুরোপুরি ভুল। সৈনিক হিসাবে তিনি গুজবকে অপরাধ মনে করেন। আমি এইরুপ কৌশল অবলম্বন করি না।

পিপলস পার্টিকে নিয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জনাব ভুট্টোর দেশের এক অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। কিন্তু দেশের উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বেসামরিক সরকার গঠিত হওয়া উচিত। যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যেই বেসামরিক সরকার যখন গঠিত হচ্ছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে। আমি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পরিষদ চাই। এইরুপ একটি পরিষদে গঠিত বেসামরিক সরকার গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পূর্বে কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করব না।

উপনির্বাচন

আওয়ামী লীগের বিজয় এবং নতুন পরিস্থিতিতে উপনির্বাচন সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে কতিপয় প্রশ্ন করা হয়। প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের বিজয়কে ভীতি প্রদর্শন, ত্রাস সৃষ্টি ও দুর্নীতির ফল বলে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, সেই সময় তিনি আওয়ামী লীগের তৎপরতা সম্পর্কে তিনি সঠিক খবর পাননি। এখন আমরা বুঝতে পারছি প্রত্যেক আসনে জয়ের জন্য মুজিব কি করেছিল। তার অধিকাংশ লোক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে কারণ আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করতে জনগণ ভীত ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৫। শেখ মুজিবের বিচার করা হবেঃ ৩ আগষ্ট পাকিস্তান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	দি ডন, করাচী	৫ আগস্ট, ১৯৭১

MUJIB WILL BE PUT ON TRIAL

President Agha Mohammad Yahya Khan has said that Sheikh Mujibur Rahman, leader of the defunct Awami League, would be put on trial.

He said Sheikh Mujib was arrested for committing acts of treason and he would be dealt with under the law of the land.

In a television interview telecast from all stations of Pakistan Television Corporation last night, the President said that being a citizen of Pakistan he should be dealt with according to the law of Pakistan.

The President, who was asked would be the fate of Sheikh Mujibur Rahman, said that the leader of the defunct Awami League and deviated from his electoral campaign in which he demanded autonomy for East Pakistan.

President Yahya said that after Sheikh Mujib got the mandate, he and a coterie of his people deviated from that aim and wanted secession. In other words, he said Sheikh Mujibur Rahman and committed "acts of treason, acts of open rebellion" and incited armed rebellion against the State.

In reply to a question, the President said that Sheikh Mujibur Rahman was not his opponent at all. The President said that he was only a caretaker and had nothing to oppose Sheikh Mujibur Rahman as a Politician.

The President made it clear that he had no political ambitions. He sad as a soldier he was in his temporary duty of restoring the authority of the people.

The President said he was sorry for what Sheikh Mujibur Rahman had done for which he would suffer like any other person committing crimes on the nation would suffer. "How would you treat your criminal", he posed a question to the foreign news media representatives present at the interview.

(The Dawn, Karachi-August 5, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৬। করাচীতে টিভি সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৫ আগষ্ট, ১৯৭১

তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ

প্রেসিডেন্টের টিভি সাক্ষাৎকারঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে অযোগ্য এম এন এ'দের নাম ঘোষণা

করাচী ৪ঠা আগষ্ট (এ পি পি)- প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তিন থেকে চার মাসের মধ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার করাচীতে আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সাক্ষৎকারে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, দু' থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যদের মধ্যেকার আসন থাকবে এবং অপরাধমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার জন্য কোন কোন সদস্যের আসন বাতিল হয়ে যাবে, তাদের নাম ঘোষণা করবেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নেটওয়ার্কের সাক্ষাৎকার নামক ৮৪ মিনিট ব্যাপী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি আজ রাতে পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের চারটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

জাতির উদ্দেশ্যে গত ২৮শে জুন প্রদত্ত তাঁর বেতার ভাষনের উল্লেখ করে, প্রেসিডেন্ট বলেন যে, উক্ত ভাষণে তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছে এবং কি ঘটতে পারে তিনি তার সঠিক বিবরণ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব সরকার পরিচালনার দায়িত্ব জনগণের নিকট হস্তান্তর করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন যে, তার নিজেদের ধারনা অনুসারে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং তাতে তিন থেকে চার মাস সময় লাগবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আসন বহাল থাকবে এবং স্বল্পসংখ্যক সদস্য তাদের আসন হারাবেন। তিনি বলেন যে, বাতিল আসনগুলোতে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে যারা জাতীয় পরিষদের আসনে নির্ধারিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্যদের আসন বাতিল করা হয়নি।

তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদে যে সমস্ত সদস্যকে তাদের আসন রাখতে দেওয়া হবে, তিনি তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন যে, যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে গেছে এবং কোনরুপ অপরাধমূলক কাজ

করেননি তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক সদস্যকে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাদের আসন বহাল রাখতে দেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সীমান্ত এলাকা ব্যতীত পূর্ব-পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। সীমান্তের অপর পার থেকে উক্ত এলাকাগুলোতে গোলযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, সীমান্তে বরাবর দিনরাত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে এবং এই সংঘর্ষের পরিণামে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।

তিনি বলেন যে, সীমান্ত বরাবর গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন। উপ-নির্বাচনের পর অবিলম্বে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন বলে জানান।

প্রেসিডেন্ট সুস্পষ্ট ভাষায় জানান যে, পাকিস্তান যুদ্ধ চায় না। তিনি বলেন, যুদ্ধ সমস্যাদির সমাধান করতে পারে না। যুদ্ধে কেবল বিপুল ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রা ও যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি ব্যাহত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে যে কোন পর্যায়ে আলোচনা করতে রাজী আছেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ভারত এ ব্যাপারে কোন সাড়া দেয়নি।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের খুবই কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে জানান্

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, এর চাইতেও অনেক কম গুরুতর পরিস্থিতি পৃথিবীতে যুদ্ধের কারণ হয়েছে। তিনি বলেন যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, বিস্ফোরনুখ ও বিপদজ্জনক।

তিনি বলেন, আমার সরকার ও আমি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছি, মূলতঃ সে কারণে আমরা এখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি।

প্রেসিডেন্ট এটা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনরুপ তৎপরতার মাধ্যমে যদি পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে যুদ্ধ হবে।

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন যে, যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেছে, তাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পাকিস্তান বিশেষভাবে আগ্রহী।

তিনি বলেন যে, বাস্তুত্যাগীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের ফিরে আসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় অনেকগুলো অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে।

তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে জন্য জাতিসংঘের সাহায্যকে পাকিস্তান স্বাগত জানিয়েছে এবং জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাই কমিশনের পর্যবেক্ষকদের গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অপর পক্ষের এই প্রস্তাব গ্রহণের উপরই তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন যখন সশস্ত্র অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে এবং যখন বাস্তুচ্যুতদের চারপাশে ফিল্ডগান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ চলছে তখন বাস্তুচ্যুতরা কিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে আসতে পারে?

এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পাকিস্তানে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাদের অধিকাংশই অনুমোদিত পথ দিয়ে আসতে পারছেন না, কারণ ভারত তাদের ফিরতে বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন যে, এ সমস্ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি অনুমোদিত পথে পাকিস্তানে ফিরে আসছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানের তাদের বাড়ীঘরে ফিরে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ জন হচ্ছে হিন্দু। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ভারত বাস্তুচ্যুতদের যে সংখ্যা দাবী করছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি বলেন যে, ভারত সীমান্ত এলাকায় যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, তা বাস্তুচ্যুতদের ফিরে আসার ব্যাপারে বাধা স্বরুপ। তিনি বলেন যে, যদি ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং বাস্তুচ্যুতরা নিরাপদে তাদের বাড়ীঘরে ফিরে আসতে পারবেন। নিরাপত্তার অভাবে জনগণের এখনো পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার বিষয় প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাত থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলের সাত কোটি জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ এই বিদ্রোহের উস্কানী দিয়েছিল।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কোনরুপ গণহত্যা চালানোর খবরকে প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বর্ণনা করেন। ভারতে পালিয়ে যাওয়া বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী সদস্যগণ কর্তৃক মিথ্যা কাহিনী রটনার ফলে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুজিবুর রহমানের কোটারী ও বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী সদস্যরাই তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে।

তিনি বলেন যে, সীমান্তের ও-পারের বন্ধুদের উস্কানীতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে হত্যা, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, একটি রাজনৈতিক সমাধানের আশায় তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে এ সমস্ত সহ্য করছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শেখ মুজিবুর রহমানের একগুয়েমী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন, তখন সশস্ত্র বাহিনীকে সরকারের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার এবং বিপদাপন্ন জনগণের জীবন রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ পূর্ব পরিকল্পিত থাকার বিষয় প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, যদি এই ব্যবস্থা পূর্ব পরিকল্পিত হতো তাহলে আওয়ামী লীগের এত বেশীসংখ্যক সদস্য ভারতে পালিয়ে যেতে পারতেন না।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলার বিষয়ও প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুরা যদি পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেই থাকে তবে সীমান্তের ওপারের চক্রান্তের ফলেই তারা এরুপ বোধ করছে।

স্বচক্ষে সবকিছু দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তানে সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রেসিডেন্ট একজন সাংবাদিককে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যুত্থান চলাকালে আড়াই লাখ লোককে হত্যার খবর অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।

তিনি বলেন, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, আওয়ামী লীগ বিদ্রোহীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় এবং সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহীরা হতাহত হয়েছে। জাতির প্রতি কর্তব্যবোধের তাগিদে ও জনসংখ্যার বাকী অংশকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতে বাধ্য হয়।

তিনি বলেন যে, বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যার মত হতাহতের সংখ্যাকেও বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উভয় সংখ্যাকে সম্পূণ ভুল বলে বর্ণনা করেন।

অসমাপ্ত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৭। অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেসনোট	দৈনিক পাকিস্তান	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

অন্যান্যদের অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হবেঃ সরকারী প্রেসনোট-বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৯৮ জন এম এন এ'র আসন থাকবে

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই আগষ্ট (এ পি পি)- বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৮৮ জন জাতীয় পরিষদ-সদস্যের আসন বহাল থাকবে এবং অন্যান্যদের তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেওয়া হয়। আজ এখানে এক সরকারী প্রেসনোটে এ কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রেসনোটে বলা হয়ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য ১৯৭১ সালের ২৮শে জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট তাঁর বেতার ভাষণে বলেন যে, তিনি রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তবে যারা অপরাধমূলক কাজ করেছেন তারা ব্যতীত এ বিলুপ্ত পার্টির নির্বাচিত অপর এম এন ও এম পি এ-গণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের আসনে বহাল থাকবেন। সেই হেতু পাকিস্তান সরকার আজ বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের যেসব নির্বাচিত এম এন এ জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য হিসাবে তাদের আসনে বহাল থাকবেন তাদের তালিকা ঘোষণা করেছেন। বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের অপর সকল এম এন এ যাদের নাম এ তালিকায় উল্লিখিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে দণ্ডনীয় অপরাধমূলক কাজ সংক্রান্ত তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিজেদের খণ্ডনের সুযোগ প্রদান করা হবে। নবনির্বাচিত এম পি এদের ব্যাপারে পরে ঘোষণা করা হবে।

বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলের নিম্নলিখিত নবনির্বাচিত এম এন এ গণ তাদের আসনে বহাল থাকবেনঃ

১।	এন ই ১ রংপুর-১	জনাব মজাহার হোসেন।
২।	এন ই ৩ রংপুর-৩	জনাব সাদাকাত হোসেন।
৩।	এন ই ৪ রংপুর-৪	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান।
৪।	এন ই ৫ রংপুর-৫	শাহ আবদুল হামিদ।
৫।	এন ই ৬ রংপুর-৬	ডঃ মোঃ আবু সোলেমান মন্ডল।
৬।	এন ই ৭ রংপুর-৭	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান।
৭।	এন ই ৮ রংপুর-৮	জনাব মোঃ নূরুল হক।
৮।	এন ই ১২ রংপুর-১২	জনাব আফসার আলী আহমদ।
৯।	এন ই ১৮ দিনাজপুর-৬	ডাঃ মোঃ ওয়াকিল উদ্দীন মন্ডল।
১০।	এন ই ২১ বগুড়া-৩	জনাব আকবর আলী খান চৌধুরী।
১১।	এন ই ২২ বগুড়া-৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান।
১২।	এন ই ২৩ বগুড়া-৫	ডাঃ মোঃ জাহিদুর রহমান।
১৩।	এন ই ২৫ পাবনা-২	মাওলানা এ, রশিদ তর্কবাগিশ।

১৪।	এন ই ২৭ পাবনা-৪	জনাব সৈয়দ হোসেন মনসুর।
১৫।	এন ই ২৯ পাবনা-৬	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন।
১৬।	এন ই ৩১ রাজশাহী-২	জনাব আজিজুর রহমান।
১৭।	এন ই ৩৪ রাজশাহী-৫	আলহাজ রাইসুদ্দীন আহমদ।
১৮।	এন ই ৩৭ রাজশাহী-৮	জনাব মোঃ নজমুল হক সরকার।
১৯।	এন ই ৩৮ রাজশাহী-৯	ডাঃ মোঃ শেখ মোবারক হোসেন।
২০।	এন ই ৫০ যশোর-৩	জনাব এম মশিহুর রহমান।
২১।	এন ই ৫০ খুলনা-১	জনাব এম, এ খায়ের বি,এ।
২২।	এন ই ৫২ খুলনা-৩	জনাব লুৎফর রহমান।
২৩।	এন ই ৫৫ খুলনা-৬	জনাব সালাডউদ্দীন ইউসুফ।
২৪।	এন ই ৫৬ খুলনা-৭	জনাব মোঃ আবদুল গফফার।
২৫।	এন ই ৫৭ খুলনা-৮	সৈয়দ কামার বখত।
২৬।	এন ই ৫৯ বাকেরগঞ্জ-২	জনাব সালেহ উদ্দীন আহমদ।
২৭।	এন ই ৬১ বাকেরগঞ্জ-৪	জনাব মোঃ আব্দুল বারেক।
২৮।	এন ই ৬৪ বাকেরগঞ্জ-৭	ডাঃ আজহার উদ্দীন আহমদ।
২৯।	এন ই ৬৫ বাকেরগঞ্জ-৮	জনাব এ কে ফয়জুল হক।
৩০।	এন ই ৬৭ বাকেরগঞ্জ কাম	পটুয়াখালী- জনাব এম সামসুল হক।
৩১।	এন ই ৬৮ পটুয়াখালী-১	জনাব গোলাম আহাদ চৌধুরী।
৩২।	এন ই ৬৯ পটুয়াখালী-২	আলহাজ আবদুল তালুকদার।
৩৩।	এন ই ৭০ পটুয়াখালী-৩	জনাব আসমত আলী সিকদার।
৩৪।	এন ই ৭২ টাঙ্গাইল-২	জনাব এম শওকত আলী খান।
৩৫।	এন ই ৭৪ টাঙ্গাইল-৪	জনাব হাতেম আলী তালুকদার।
৩৬।	এন ই ৭৬ ময়মনসিংহ-১	মোঃ এ, সামাদ।
৩৭।	এন ই ৭৭ ময়মনসিংহ-২	জনাব করিমুজ্জামান তালুকদার।
৩৮।	এন ই ৭৯ ময়মনসিংহ-৪	মোঃ আনিসুর রহমান।
৩৯।	এন ই ৮০ ময়মনসিংহ-৫	আবদুল হাকিম সরকার।
৪০।	এন ই ৮১ ময়মনসিংহ-৬	মোশারফ হোসেন আকন্দ।
৪১।	এন ই ৮২ ময়মনসিংহ-৭	জনাব ইব্রাহিম।
৪২।	এন ই ৮৪ ময়মনসিংহ-৯	সৈয়দ আবদুস সুলতান।
৪৩।	এন ই ৮৬ ময়মনসিংহ-১১	মোঃ সামসুল হুদা।
৪৪।	এন ই ৮৭ ময়মনসিংহ-১২	জনাব সাদিরুদ্দীন।
৪৫।	এন ই ৮৯ ময়মনসিংহ-১৪	জনাব জাবেদ আলী।
৪৬।	এন ই ৯০ ময়মনসিংহ-১৫	জনাব আসাদুজ্জামান।

৪৭।	এন ই ৯৪ ফরিদপুর-১	এ বি এম নূরুল ইসলাম।
৪৮।	এন ই ৯৫ ফরিদপুর-২	সৈয়দ কামরুল ইসরাম মোঃ সালেহউদ্দীন।
৪৯।	এন ই ৯৮ ফরিদপুর-৫	জনাব মোঃ আবুল খায়ের।
৫০।	এন ই ১০০ ফরিদপুর-৭	মাওলানা আদেলুদ্দীন আহমদ।
৫১।	এন ই ১০১ ফরিদপুর-৮	জনাব আমজাদ হোসেন খান।
৫২।	এন ই ১০২ ফরিদপুর-৯	জনাব আবিদুর রেজা খান।
৫৩।	এন ই ১০৩ ফরিদপুর-১০	ডাঃ এম এ কাসেম।
৫৪।	এন ই ১০৪ ঢাকা-১	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম।
৫৫।	এন ই ১০৫ ঢাকা-২	জনাব মোসলেম উদ্দীন খান।
৫৬।	এন ই ১০৬ ঢাকা-৩	খন্দকার নূরুল ইসলাম।
৫৭।	এন ই ১০৯ ঢাকা-৬	জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী।
৫৮।	এন ই ১১০ ঢাকা-৭	জনাব জহিরুদ্দীন।
৫৯।	এন ই ১১৪ ঢাকা-১১	জনাব আফতাব উদ্দীন ভূইয়া।
৬০।	এন ই ১১৬ ঢাকা-১৩	জনাব মোঃ শাহার আলী মিয়া।
৬১।	এন ই ১১৮ ঢাকা-১৪	জনাব কফিল উদ্দীন চৌধুরী।
৬২।	এন ই ১২৪ সিলেট-৫	জনাব আবদুল মুনতাকিম চৌধুরী।
৬৩।	এন ই ১২৬ সিলেট-৭	জনাব আবদুর রহিম।
৬৪।	এন ই ১২৮ সিলেট-৯	জনাব আবদুল খালেক এডভোকেট।
৬৫।	এন ই ১৩০ সিলেট-১১	ডি এম এইচ, ওবায়েদুর রাজা চৌধুরী।
৬৬।	এন ই ১৩৩ কুমিল্লা-৩	দেওয়ান আবুল আব্বাস।
৬৭।	এন ই ১৩৪ কুমিল্লা-৪	জনাব সিরাজুল হক।
৬৮।	এন ই ১৩৭ কুমিল্লা-৭	এ, এম, আহমদ খালেক।
৬৯।	এন ই ১৩৯ কুমিল্লা-৯	হাজি আবুল হাশেম।
৭০।	এন ই ১৪০ কুমিল্লা-১০	জনাব মোঃ সুজাত আলী।
৭১।	এন ই ১৪১ কুমিল্লা-১১	জনাব আবদুল আওয়াল।
৭২।	এন ই ১৪২ কুমিল্লা-১২	হাফেজ হাবিবুর রহমান।
৭৩।	এন ই ১৪৫ নোয়াখালী-১	জনাব মোঃ ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার।
৭৪।	এন ই ১৪৮ নোয়াখালী-৪	আবদুল মালেক উকিল।
৭৫।	এন ই ১৪৯ নোয়াখালী-৫	জনাব দেলওয়ার হোসেন।
৭৬।	এন ই ১৫২ নোয়াখালী-৮	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ।
৭৭।	এন ই ১৫৪ চট্টগ্রাম-২	জনাব এম এ, মজিদ।
৭৮।	এন ই ১৫৬ চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ মোঃ ফজলুল হক বিএসসি।
৭৯।	এন ই ১৫৭ চট্টগ্রাম-৫	জনাব মোহাম্মদ খালেদ।

৮০। এন ই ১৫৯ চট্টগ্রাম-৭ জনাব আতাউর রহমান খান।

৮১। এন ই ১৬০ চট্টগ্রাম-৮ জনাব আবু সালেহ।

৮২। এন ই ১৬১ চট্টগ্রাম-৯ জনাব নূর আহমদ।

৮৩। এন ই ১৬৪ ঢাকা বিভাগের
ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা -মিস রাফী আক্তার ডলী।

৮৪। এন ই ১৬৫ চট্টগ্রাম বিভাগের
চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ও
কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমা -মিসেস সাজেদা চৌধুরী।

৮৫। এন ই ১৬৬ চাঁদপুর মহকুমা বাদে
কুমিল্লা জেলা এবং চট্টগ্রাম
বিভাগের সিলেট জেলা -প্রফেসর মিসেস মমতাজ বেগম।

৮৬। এন ই ১৬৭ কুষ্টিয়া জেলা এবং
যশোর জেলার ঝিনাইদহ,
মাগুরা মহকুমা বাদে খুলনা বিভাগ -মিসেস রাজিয়া বানু।

৮৭। এন ই ১৬৮ রাজশাহী বিভাগের
রংপুর জেলা, দিনাজপুর জেলা
ও বগুড়া জেলা -মিসেস তসলিমা আবিদ।

৮৮। এন ই ১৬৯ রাজশাহী বিভাগের
রাজশাহী জেলা এবং খুলনা বিভাগের
কুষ্টিয়া জেলা ও যশোর জেলার
ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমা -মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৮। ''পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য'' মুজিবের বিচার হবে- সরকারী তথ্য বিবরণী	দি ডন- করাচী	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

TRIAL FOR "WAGING WAR AGAINST PAKISTAN"
Official Press Note
August 9, 1971

Sheikh Mujibur Rahman, President of the defunct Awami League, will be tried by a special Military Court for "waging war against Pakistan" and other offences, a Press Note issued by the Headquarters of the Chief Martial law Administrator said to day (August 9).

The trial will commence on August 11 in camera and its proceeding with be secret, the Press Note said.

The accused will be given proper opportunity to prepare his defence and will be provided with all facilities permitted in law including engaging a counsel of his own choice provided such a counsel is a citizen of Pakistan, it added.

Sheikh Mujibur Rahman was arrested from his Dhanmandi residence in the early hours of the morning of March 26 after the Pakistan Army moved in to restore the authority of the Government. Later, he was brought to West Pakistan where he is under detention.

(THE DAWN, Karachi-August 10. 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৯। ‘‘জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পাকিস্তানের প্রতিবাদ	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

TEXT OF PAKISTAN PROTEST NOTE AGAINST U.N. SECRETARY-GENERAL'S STATEMENT AT SHEIKH MUJIB'S TRIAL.
August 10, 1971

The Government of Pakistan appreciates the widespread humanitarian concern evoked by the tragic developments in East Pakistan since March. It warmly responds to any expression of such concern which is not motivated by power politics and which appreciates Pakistan's difficulties. It is publicly known that Government of Pakistan has promptly accepted several suggestions made by the Secretary-General to help the return of people who have been uprooted from their homes in East Pakistan.

This understanding cannot, however, be extended to any attempt to interfere in Pakistan's internal affairs or to dictate to Pakistan the kind of political accommodation it should reach in its Eastern region. The Pakistan delegation regrets that in the statement made on August 10 by a U. N. spokesman on his behalf, the Secretary-General should have chosen to make a comment on the impending trial of Sheikh Mujibur Rahman which exceeds both the bounds of humanitarian concern and the competence of the U. N. as defined in the U. N. Charter.

Our regret is sharpened by the awareness that in numerous cases of trials, even imprisonment without trial and sentences after summary trials of political leaders in various countries, no expression of feelings about their repercussions was ever made on behalf of the U. N.

The Government of Pakistan cannot accept the proposition that any judicial decision on the individual case of Sheikh Mujibur Rahman will have any repercussions outside the borders of Pakistan.

No such repercussions are inevitable unless Pakistan's hostile neighbor, India, is encouraged to make them so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫০। দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৭১

দিল্লী-মস্কো চুক্তির মর্মার্থ ও যুক্ত বিবৃতি পরীক্ষা করা হচ্ছে
সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা
ইশতেহারে রাজনৈতিক সমাধানের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।
অকারণ উপদেশ

ইসলামাবাদ, ১২ আগষ্ট (এ পি পি)। -পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতর ভারত সোভিয়েট প্রতিরক্ষা চুক্তির মর্মার্থ এবং ভারতীয় নেতাদের সাথে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিকোর আলোচনা শেষে প্রকাশিত ইশতেহার পরীক্ষা করে দেখছেন। আজ একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, আমরা এসব দলিল পরীক্ষা করে দেখছি। ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হলে মুখপাত্রটি বলেন, এটা হলো অপ্রয়োজনীয় ও অকারণ উপদেশ। পাকিস্তানের কেউই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান চায়নি বা চাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর মধ্যেই একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুখপাত্র বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতের উৎসাহ এবং সক্রিয় সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান সরকার তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ সব সময়েই পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা চেয়েছে এবং এখনো তাই চাচ্ছে।

তিনি অবশ্য একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেননা পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ অবস্থার ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য। এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তান কিভাবে বিদ্রোহীদের দমন করবে কিংবা আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে সে ব্যাপারে পাকিস্তানকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার কারো নেই।

মুখপাত্রটি বলেন, তার মনমত একটি সমাধান পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতই সামরিক শক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করছে। ভারত সরকার এবং এর নেতারা স্বীকার করছেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ভারত নানা সুবিধা দিয়ে গেরিলাদের পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্যের নামে ভারত অন্যান্য দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে সেই অর্থ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রচার ও সাহায্যে অকাতরে বিলানো হচ্ছে।

মুখপাত্রটি আরো বলেন, কাজেই পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সামরিক সমাধান এড়ানোর যে উপদেশ ভারত আমাদের দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের বেলাতেই প্রযোজ্য।

জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা জোরের সাথে ভারত-সোভিয়েট চুক্তির নিন্দা করেছে। পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো, কাউন্সিল লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, এই চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫১। এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ	দৈনিক পাকিস্তান	১৩ আগষ্ট, ১৯৭১

এ নির্যাতন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নজীরবিহীনঃ মাসুদ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১২ আগষ্ট (এ পি পি)- অধুনালুপ্ত কলকাতাস্থ পাকিস্তান উপমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহেদী মাসুদ আজ এখানে বলেন যে, ভারত সরকার তাকে এবং মিশনের অন্যান্য সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে যেভাবে উৎপীড়ন ও হয়রানী করেছেন তার নজির কূটনৈতিক ইতিহাসে নেই।

জনাব মাসুদ ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করার সময় একথা বলেন।

সুইস মধ্যস্থতায় দু'দেশের সরকারের মধ্যে একই সাথে প্রত্যার্পণের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি ইরানী ৭০৭ বোয়িং বিমান জনাব মাসুদ এবং ১৫০ জন পাকিস্তানী কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে আসে। বিমান বন্দরে পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানানো হয়।

জনাব মাসুদ সাংবাদিকদের বলেন যে, তাদের উপর সম্ভাব্য সব রকম পন্থায় সারাদিন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তিনি বলেন, এসব নির্যাতন ও হয়রানির মধ্যে কল্পনা করা যায় এমন সব অভিযানই রয়েছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্জন কারাবাস, দৈনিক বিক্ষোভ, চার মাস ধরে গৃহে অন্তরীণ রাখা প্রভৃতি। এছাড়া তারা দিল্লীতে আমার পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ করতে দেয়নি, এমনকি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে দিতেও অস্বীকৃতি জানানো হয়। সংবাদপত্র, ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ বিঘ্নিত করা হয়।

জনাব মাসুদ বলেন, আমাদের দৃঢ় সংকল্পের দরুনই আমরা ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের প্রত্যার্পণের ব্যাপারে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত অনড় থাকতে সক্ষম হই। বস্তুতঃ আমরা সর্বক্ষণই আমাদের মাথা উঁচু রেখেছি।

তিনি বলেন তাঁকে, মিশনের সর্বক্ষণই আমাদের এবং তাঁদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের পুরোপুরি অন্তরীণ রাখা হয় এবং তাঁরা কেউ কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি।

ভারতীয় মিশন কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগ

ঢাকাস্থ ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের পরিবারের ২৫৭ সদস্য গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ সুইস দূতাবাসের তদারকে ঢাকা ত্যাগ করেছেন বলে পি পি আই এর খবরে প্রকাশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫২। পূর্ব বাংলায় নির্যাতন সম্পর্কে পাকিস্তানী দূত আগা হিলালীর বক্তব্য	এ,বি,সি, টি,ভি, সাক্ষাৎকার, ওয়াশিংটন উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৫ আগষ্ট, ১৯৭১

PAKISTANI AMBASSADOR AGHA HILALY ON ATROCITIES IN EAST BENGAL

Extracts from transcript of a Television interview to the
ABC Television network in Washington
August 15, 1971

Mr. Bob Clark: Would you admit that your troops have been guilty of some wanton killing of civilians?

Mr. Agha Hilaly: Very little. Very little, if any.

Mr. Bob Clark: Very little!

Mr. Agha Hilaly: Very little, if any. Because armed action-you see the troops had to face when the federal government had been declared and the federal government had been put up there were about at least a hundred and sixty thousand armed personnel who defected on account of the Awami League propaganda.

The army was asked on the 25th of March to go and deal with these hundred and sixty thousand armed people. Now how do they do it? They had to use force. And in using force they do dill people-the civil population in place of-get into the cross-fire. But the killing of the civil population-some of it did take place-was unwittingly done by the army. The army had not declared war on unarmed mobs.

Mr. Bob Clark: Mr. Ambassador, these reports of massacres that come from a wide variety of sources, from foreign diplomats, from missionaries, from reporters who are on the scene early in the war-wouldn't this tend to lend some credence to many reports form refugees themselves, who have-poured out of Pakistan?

Mr. Agha Hilaly: Foreign diplomats were in Dacca-they did not see people being killed on this scale anywhere.

* * * * *

Mr. Ted Koppel: Well, Mr. Ambassador, with all due respect. I was in Dacca during March and while I was not permitted at that pint once the fighting started to go into the interior we did see evidence during the night of March 25th of very severe repression, of tanks being used against civilians, the university being bombarded. I don't think you would suggest that in all of these instances it was merely the East Bengali Rifles against the West Pakistani Army. There were civilians who were killed and who were killed when they had no opportunity to flight back.

Mr. Agha Hilaly: Yes. I did not say there were no civilian casualties.

Villages haven't been destroyed. Some of the houses have been burned and destroyed…….

Mr. Bob Clark: By reports from the scene the destruction has been very widespread and devastation of entire villages.

Mr. Agha Hilaly: This is-you see we differ on facts. It is not so widespread that it cannot be rebuilt. Certain destruction has taken place. But it is not on the scale that is beyond our capacity to rebuild these houses and rehouse these refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৩। নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

পাকিস্তানের প্রস্তাবঃ নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের আহ্বান

ইসলামাবাদ, ১৭ আগষ্ট (এ পি পি)- ভারত ও পাকিস্তানের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলো সফর করে সেখানকার আশংকাজনক পরিস্থিতি নিরসনের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মধ্যস্থতা কমিটি গঠনের জন্য পাকিস্তান প্রস্তাব করেছে।

আজ এখানে এক সরকারী বিবৃতিতে জানানো হয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের চলতি মাসের প্রেসিডেন্ট ইটালীর রাষ্ট্রদূত মিঃ ভিনসির নিকট গত ১১ই আগষ্ট প্রদত্ত এক চিঠিতে জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী উপরোক্ত প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাবে উক্ত প্রতিনিধিদলের পাকিস্তান ও ভারত বিশেষ করে উভয় দেশের উত্তেজনাপূর্ণ এলাকাগুলো সফরের প্রস্তাব করা হয়।

চিঠিতে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। তবে ভারত যাতে সৌহার্দ ও শান্তির পথে অগ্রসর হয় তার উদ্দেশ্যে ভারতকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য চিঠিতে পাকিস্তান ও ভারত উভয়ের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আবেদন জানানো হয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে কোন স্থানে যে কোন সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এটা দূর্ভাগ্যজনক যে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

চিঠিতে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কতিপয় প্রশ্নে বিরোধ বহুদিন যাবৎ অমীমাংসিত থাকায় উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পর্কের এতদূর অবনতি হয়েছে যাতে এমন একটি সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে যা হয়ত এই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

চিঠিতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৪। উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ আগষ্ট, ১৯৭১

উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের অধিকতর সুবিধার জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণঃ ভারত সহযোগিতা না দিলে আকাঙ্খিত ফল হবে নাঃ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী

করাচী, ২৯শে আগষ্ট (এ পি পি)। -পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আরো সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য সরকার যে সকল নবতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, পাকিস্তান তা জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিনকে অবহিত করেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান আজ এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি গত সপ্তাহে জেনেভায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন।

তেহরান ও জেনেভায় পাকিস্তানী দূতদের সঙ্গে আলোচনা করে এখানে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, প্রিন্স সদরুদ্দিনের পাকিস্তান সফরের পরবর্তী ঘটনাবলী ও তিনি তাঁকে অবহিত করেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন, তিনি জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনারকে অবহিত করেছেন যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রিন্স সদরুদ্দিনকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের গৃহে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

প্রিন্স সদরুদ্দিনকে তিনি বলেছেন যে, ভারতের সহযোগিতা ছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানের একতরফা ব্যবস্থা দ্বারা আকাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না। তিনি প্রিন্স সদরুদ্দিনকে আরো বলেছেন যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারত বাধা দিচ্ছে। ভারত সহযোগিতা না করলে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন লাগতে পারে।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রিন্স সদরুদ্দিনের প্রতিনিধি মিঃ কেলী প্রদেশের সীমান্ত বরাবর বহু-স্থান পরিদর্শন করেছেন এবং এখন কিছুটা যাচাই করতে সক্ষম হয়েছেন।

জনাব খান বলেন যে, প্রয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তিনি ইসলামাবাদের কয়েকদিনের মধ্যেই কেলীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

বিদেশে অবস্থানকালে সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কলকাতায় পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য তিনি সুইজারল্যান্ড সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক এ পর্যন্ত গৃহীত রাজনৈতিক কর্মচারী এবং উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলীও তিনি সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেন, সুইজারল্যান্ডের সরকার পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। তারা সম্ভবতঃ আমাদের সমস্যাবলী বুঝতে পারছেন।

ইরান সফর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, পাকিস্তান ও ইরানের পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন।

এক পশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইরানী শাহানশাহের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে শাহানশাহের জবাব তিনি ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছেন।

আর সি ডি রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বৈঠকের পর চুড়ান্ত তারিখ ঠিক করা হবে।

তেহরান ও জেনেভায় পাকিস্তানী দূতদের আঞ্চলিক বৈঠক সম্পর্কে তিনি বলেন, মতামত বিনিময় করাই এই সকল সফরের উদ্দেশ্য।

তেহরানের বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় নিযুক্ত দূতগণ তেহরান বৈঠকে এবং ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকায় নিযুক্ত দূতগণ জেনেভা বৈঠকে যোগদান করেন। নয়াদিল্লী ও পিকিংয়ে নিযুক্ত দূতগণ জেনেভা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ইরাকে নিযুক্ত পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব আবুল ফাতেহ- এর বিরুদ্ধে বহিষ্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এ ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। জনাব আবুল ফাতেহ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে বৃটেন চলে গেছেন।

পররাষ্ট্র সেক্রেটারী বলেন যে, জনাব ফাতেহ দূতাবাসের অর্থ আত্মসাত করেছেন। রাজনৈতিক অপেক্ষা আর্থিক কারণই তার পলায়নের উদ্দেশ্য।

নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব সাজ্জাদ হায়দারও পররাষ্ট্র সেক্রেটারীর সঙ্গে এখানে আগমন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৫। দুই সপ্তাহের মধ্যে মুজিবের বিচার সম্পন্ন হবেঃ নিউ ইয়র্কে পাক রাষ্ট্রদূত আগাশাহীর বিবৃতি	ডেইলি নিউজ	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

MUJIB'S TRIAL TO BE OVER IN ANOTHER TWO WEEKS

Pakistan Ambassador Agha Shahi's Statement in New York

August 31, 1971

Pakistan Ambassador Agha Shahi yesterday (August 31) informed Secretary-General U Thant about new steps contemplated by the Pakistan Government to build confidence in the country.

He told correspondents in New-York afterwards "as you know, the President of Pakistan has taken many steps to build confidence and further steps are contemplated in this direction."

He said they would take place "within the next two or three weeks".

Questioned about the trial of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League in East Pakistan, Mr. Shahi said his trial started August 11 and should be over in another two weeks.

He said Sheikh Mujib had been charged with waging war against the state and incitement to rebellion and violence.

The Ambassador declined to say where the trial was taking place, but said Sheikh Mujib was being represented y a lawyer of his own choice, Mr. A. K. Brohi, who, he said, was one of the best constitutional lawyers in Pakistan.

(DAILY NEWS, Karachi-September 1, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৬। বৃটিশ সরকারের নিকট পাকিস্তানের প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বৃটিশ সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন
বৃটেনে পাকিস্তান বিরোধী
প্রচারণায় ক্ষোভ

ইসলামাবাদ, ৩১শে আগষ্ট (এ পি পি)। -পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যের ঘাঁটি হিসেবে বৃটেন বৃটিশ উপনিবেশসমূহ ব্যবহারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের তীব্র ক্ষোভ বৃটিশ সরকারকে জানান হয়েছে। গতকাল বৃটিশ হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র কার্যালয়ে ডেকে আনা হয় এবং এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের অসন্তোষের কথা তাঁর সরকারকে অবহিত করার আহ্বান জানান হয়।

বৃটেনে পাকিস্তানী হাই কমিশনার জনাব সলমান আলীকে ইতিপূর্বে লন্ডনে এই একই কথা অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রকাশ, বৃটেনে ও বৃটিশ উপনিবেশ হংকংয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাবের প্রেক্ষিতে উক্ত কড়া প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বৃটেন ও হংকংয়ে বিদ্রোহীরা আশ্রয় লাভ করেছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের আনুগত্য ত্যাগের ব্যাপারে বৃটিশ মনোভাব কার্যতঃ উৎসাহ যুগিয়েছে। বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের তৎপরতা রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিদ্রোহীদের বৃটেনে অবস্থান করতে দেয়া হয়েছে। বিবিসি বেতার ও টেলিভিশনে তাদের সময় ও সুযোগই শুধুমাত্র দেয়া হচ্ছে না, কতিপয় বৃটিশ নাগরিকও পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর হামলা চালানোর একমাত্র লক্ষ্য ও ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তানের নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের সংগে অর্থ যোগাড় করার কাজে হাত মিলিয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে ভারতের বাইরে বৃটেন একমাত্র দেশ যেখানে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই সকল তৎপরতা কিছুদিন যাবৎ অবাধে চলছে। পাকিস্তানের প্রতি বৈরী ও অবন্ধুসুলভ মনোভাবের বর্তমান পথ থেকে বৃটেনকে নিবৃত করার জন্য পাকিস্তান সরকার এখন কি ব্যবস্থা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সরকারী মহল থেকে তা এখনো জানা যায়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৭। ভারতের বিরুদ্ধে জেনারেল ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী	দৈনিক পাকিস্তান	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হুঁশিয়ারী
ভারত দেশের কোন অংশ দখলের চেষ্টা করলে
পাকিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ করবে

প্যারিস, ১লা সেপ্টেম্বর (রয়টার)। -আজ এখানে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, ভারত পাকিস্তানী ভূখণ্ডের কোন অংশ দখলের চেষ্টা করলে পাকিস্তান পুরোপুরি যুদ্ধ করবে। দৈনিক লা ফিগারো পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, ভারত যদি মনে করে থাকে যে তারা বিনা উস্কানততে আমাদের ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল করতে পারবে, তাহলে তারা মারাত্মক ভুল করবে।

এর অর্থ হবে যুদ্ধ, পুর্ণ যুদ্ধ তাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আমার দেশকে রক্ষার জন্য আমি তাতে ইতস্ততঃ করব না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকালে এটা ফাঁস হয়ে গেছে যে, তার দেশের বিরুদ্ধবাদীদের পুরোভাগে রয়েছে বৃটেন। পূর্ব পাকিস্তান সংকটে তিনি ফ্রান্স ও চীনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তবে অন্যান্য কতিপয় অজ্ঞাত দেশের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। পুর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির ব্যাপারে কতিপয় সীমান্ত এলাকা ছাড়া সবকিছু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তিনি বলেন আমি বলতে পারি, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আমি এখনো দৃঢ়সংকল্প। আমি আওয়ামী লীগ বাতিল করেছি। কিন্তু প্রদেশের প্রতিনিধিদের আসন আমি বাতিল করিনি। আমি দেশদ্রোহীদের বিতাড়িত করেছি। ৮৯ জন ডেপুটি জাতীয় পরিষদের আসন গ্রহণ করবেন। সীমান্তে গোলযোগও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ থেকে আমাকে বিরত করতে পারবে না। সীমান্ত পরিস্থিতি মোটেই শান্ত নয়। ভারতীয়রা সৈন্যদের অনুপ্রবেশ এবং বিদ্রোহে উস্কানী অব্যাহত রেখেছে।

এ জন্যই উদ্বাস্তুরা বাড়ীঘরে ফিরে আসতে পারছেন না। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ভারতীয়রা উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা জাতিসংঘ থেকে উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্য পাচ্ছে। ভারত অর্থ পাচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের ফিরতে দিচ্ছে না। উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতীয় সমস্যা নয়, আমাদের সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান এলাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের কেন সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তা জিজ্ঞেস করা হলে জেনারেল ইয়াহিয়া তার জবাবে বলেনঃ

আমি তাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এই ধরনের সামরিক অভিযান শুরু হলে, তার পরিণাম কি হবে, তা কেউ জানে না। আমি একজন সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছি, একজন আয়েশী রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়। পরে অবশ্য আমি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। যদি কোন সাংবাদিক আওয়ামী লীগের হাতে নিহত হতেন, সেটা আমার কাছে খুবই কাজে আসত। কারণ আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনের কথা অনেকেই বলাবলি করতেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৮। জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক গোলযোগ চলাকালে সকল অপরাধের জন্য প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন

রাওয়ালপিন্ডি, ৫ই সেপ্টেম্বর, (এ পি পি)। -১লা মার্চ থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ চলাকালে যারা অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট তাদের সকলকেই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। আজ থেকে এই সাধারণ ক্ষমা কার্যকরী হবে। যাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার বাহিনীর সদস্যগণও রয়েছে।

ইশতেহারের পূর্ণ বিবরণ

আজ প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট থেকে জারিকৃত এক ইশতেহারে বলা হয়, কতিপয় এম এন এ, এম পি এ ও কতিপয় সীমিতসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতের সম্মুখে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আজ ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর রোব্বার প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুর্ব পাকিস্তানে যোগযোগ চলাকালে যারা অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের সবাইকে সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন।

সেনাবাহিনী, পুর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, মুজাহিদ, এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, জাতীয় প্রশ্নাদির নিষ্পত্তির নীতির অনুসরণে প্রেসিডেন্টের এই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক গোলযোগ চলাকালে এবং উক্ত গোলযোগের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিণামে যে সমস্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে এবং দেশের বাইরে চলে গেছে অথবা আত্মগোপন করেছে, তাদের মন থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ, ভয় এবং আশংকা দূরীভূত হবে।

ধর্ম সম্প্রদায় অথবা গোত্র নির্বিশেষে এ ধরনের সকল লোক দেশের ভেতরে থাকলে এখন স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং দেশের বাইরে থাকলে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং তাদের পেশাগত অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য এবং এরুপ প্রতিটি ব্যক্তি যাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে ও দেশের সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে, তার উদ্দেশ্যে আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য পুর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে দেশের পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সংকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ অগ্রগতি সূচিত হলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৯। আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন	দৈনিক পাকিস্তান	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইসলামাবাদ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন করে প্রেসিডেন্টের জারীকৃত এক আদেশে জাতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদের কোন আসন সাময়িকভাবে শূন্য হলে, আসন শুন্য হওয়ার চার মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

এই আদেশের নাম আইন কাঠামো (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭১।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে। আইন কাঠামো আদেশের ৭ নম্বর ধারার পরিবর্তে এই আদেশ জারী হয়েছে। উক্ত বাতিল ধারা অনুযায়ী আসন শুন্য হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬০। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দিবসে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার বাণী	কারেন্ট নিউজ ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত সেপ্টে-অক্টোঃ '৭১	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESIDENT'S DEFENCE DAY MASSAGE

Following is the full text of the message of the President.

The Defense of Pakistan Day is an occasion for the entire nation to commemorate the glorious deeds of velour performed by our valiant Defense Forces during our armed confrontation with India in 1965. for the soldiers, sailors and airmen it is both a day of remembrance of their proud history as well as of re-affirmation of their solemn and sacred pledge to defend the frontier of their country against all threats-foreign aggression and internal subversion.

Our Armed Forces have always proved equal to the task entrusted to them. They have never hesitated to make the supreme sacrifice in the cause of national solidarity, integrity and ideology, out of every crisis that they were called upon to face they emerged ever stronger and tempered as steel.

The role which our Armed Forces have played in quelling the activities of rebels and miscreants in East Pakistan will always be remembered with pride and gratitude by us all. They smashed the designs and strong holds of those who sought to destroy our sacred homeland at the instigation and with the active support of plotters and armed infiltrators from across the border. They are still engaged in clearing the province of mischief mongers.

The sacrifices that our Defense personnel have made to save the country from disintegration deserve our highest praise and gratitude. Their selfless service, spirit of sacrifice and will to fight for the defense of the country are the weapons in our arsenal. They demonstrated this during 65 war and have amply proved it once again by eliminating the many sided threats to our very existence.

We are a peace loving country and have been unwavering in our pursuit of amity and harmony with our neighbors. Nevertheless, we are fully determined and prepared to preserve our solidarity and integrity. We will brook no interference in our internal affairs by any outside power; we are a free proud and self-respecting people and are fully justified in resenting any attempt at interference in our domestic affairs.

On this Day, our thoughts go back irresistible to our brave sons who embraced Shahadat in the defense of the country in 1965. we also proudly remember those who came out of the war safe and sound to become Ghazis and standard-bearers of a long tradition of patriotism and devotion to duty.

The example of these men will serve as a beacon light to the coming generation of Pakistani soldiers, sailors and airmen. Their sacrifices and sufferings in the national cause shall not go in vain. They are bound to convert Pakistan into an impregnable fortress for the posterity.

Pakistan by the grace of Allah, has come to stay and no power on earth can undo it. I should like to recall here the following words of Quaid-i-Azam.

'Those who unwisely think that they can undo Pakistan are sadly mistaken. No power on earth will succeed in disintegrating Pakistan whose foundations are now truly and deeply laid.'

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬১। নয়াদিল্লীতে ''বাংলাদেশ'' মিশনঃ ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নয়াদিল্লীতে ''বাংলাদেশ'' মিশনঃ
ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ৫ই সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -পাকিস্তান আজ ভারত সরকারের কাছে, নয়াদিল্লীতে তথাকথিত বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আজ সকালে পাকিস্তানস্থ অস্থায়ী ভারতীয় হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে এনে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রদান করা হয়।

এতে বলা হয় যে, এই কাজের মাধ্যমে ভারত সরকার পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা নাশের ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে তার প্রকাশ্য যোগসাজশের কথা আর একবার প্রমাণ করেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ভারত সরকার কর্তৃক বিদ্রোহী ও দল ত্যাগীদের ভারতীয় এলাকা থেকে পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের গভীর উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

তাকে একথাও বলা হয় যে, ভারত সরকারের বিভিন্ন উস্কানীমূলক কাজ এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী বিবৃতিসমূহ উপমহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয় যে, উপমহাদেশের এই বৈরী নীতি অব্যাহত থাকলে যে পরিণতি হবে ভারত সরকার তা অনুধাবন করবেন বলে পাকিস্তান সরকার তা আশা করেন।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয় ভারতীয় সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে যে, গত ৩০শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়েছে এবং এতে এর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। খবরে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানের হাই কমিশনের বরখাস্ত কর্মচারীদের এই মিশন পরিচালনার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং মিঃ বাবুল কান্তি দাস নামে এক ব্যক্তিকে এই মিশন দেখা-শোনার দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার বিদ্রোহী ও দলত্যাগীদের ভারতের মাটি থেকে পাকিস্তার বিরোধী কার্যকলাপ চালানোর জন্য সুযোগ-সুবিধা ও অনুমতিদানকে গুরুতর বিষয় বলে মনে করেন। পাকিস্তান সরকার এ খবরেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণী বিভাগের চেয়ারম্যান মিঃ ডি, পি ধর, কলকাতার তথাকথিত বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী গত ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। পাকিস্তান সরকার এই বিবৃতির ব্যাখ্যা চাচ্ছেন এবং একে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর হামলার শামিল বলে মনে করবেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদলিপিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সীমান্ত লঙ্ঘন এবং বিনা উস্কানীতে পাকিস্তানী এলাকায় গোলাগুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিবাদের ব্যাপারেও ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬২। সাধারন পরিষদে পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মাহমুদ আলী নেতা নির্বাচিতঃ সাধারন পরিষদে
পাক প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা

ইসলামাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। -পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের আসন্ন ২৬ তম অধিবেশনে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। এক সরকারী হ্যান্ড আউটে প্রকাশ, জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী সহকারী নেতা হবেন। এই প্রতিনিধিদলে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যরাও থাকবেন। বেসরকারী সদস্যরা হচ্ছেনঃ

বিচারপতি জনাব জাকি উদ্দিন পাশা, জজ, হাইকোর্ট, লাহোর
জনাব শাহ আজিজুর রহমান, এডভোকেট, ঢাকা
জনাব জুলমাত আলী খান, এডভোকেট, ঢাকা
জনাব কামাল ফারুকী, বার-এট-ল, করাচী
ডঃ বেগম ইনায়েত উল্লাহ, পি এইচ ডি
মিসেস রাজিয়া ফয়েজ, সাবেক এম এন এ
ডাঃ ফাতিমা সাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এ টি সাদি, এডভোকেট, হাই কোর্ট, ঢাকা
জনাব খকন বাবর, এডভোকেট, লাহোর

প্রতিনিধিদলে সরকারী সদস্য থাকবেনঃ-
জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী
অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব এম এ আলভি
মরক্কোয় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব এ এইচ বি তৈয়াজী
যুগোশ্লাভিয়ায় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আই এ আখন্দ
পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল (জাতিসংঘ) জনাব ইউসুফ জে আহমদ ও
ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দফতরের সহকারী আইন উপদেষ্টা জনাব জাহিদ সাঈদ বার-এট-ল।

নিউইয়র্কে ও জাতিসংঘে পাকিস্তানী মিশনের কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র দফতর ও পার্শ্ববর্তী মিশনসমূহের কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণও প্রতিনিধিদলকে সাহায্য করবেন।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ১৯৭১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

ডশরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৩। জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহীঃ পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খণ্ডন	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

জাতিসংঘ কমিটিতে আগাশাহী
পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে মেননের অভিযোগ খণ্ডন

জাতিসংঘ, ১৫ই সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। - পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক বিরাজ করছে বলে মিঃ কৃষ্ণ মেননের অভিযোগ পাকিস্তান গতকাল খণ্ডন করেছে। ঔপনিবেশিক দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা কার্যকরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ বিশেষ কমিটির সভায় গত বৃহস্পতিবার উক্ত অভিযোগ করা হয়।

মিঃ কৃষ্ণ মেনন মোজামবিক ও ঔপনিবেশিক শাসনাধীন অন্যান্য এলাকার মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের তুলনা করেন এবং বিশেষ কমিটিকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী কমিটিকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং কটাক্ষ করার অর্থ শুধুমাত্র পাকিস্তান নয়, অধিকন্তু ভারতও যে কোন বর্ণগত বা বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা।

তিনি বলেন, সংযুক্ত করে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান হয়নি। যখন কোন পাকিস্তান সরকার ছিল না, কোন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল না, তখন পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংগ হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ জৈন পাকিস্তানী প্রতিনিধির ভাষণ দানের বিরোধিতা করেছিলেন। পাকিস্তান বিশেষ কমিটির সদস্য নয়। মিঃ জৈন অজুহাত দেখান যে, বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ কৃষ্ণ মেনন একজন আবেদনকারী মাত্র এবং কমিটিতে আবেদনকারীর জবাব দেয়া হয় না।

যাই হোক, সিরীয় প্রতিনিধি কমিটির সভাপতিত্ব করেছিলেন, এবং তিনি পাকিস্তানী প্রতিনিধি জনাব আগাশাহীকে ভাষণ দানের সুযোগ দেন। জনাব আগাশাহী বলেন যে, বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ মেনন কমিটির আমন্ত্রণের সুযোগের অবৈধ ব্যবহার করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৪। বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পদ্ধতি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বিবৃতি	'পাকিস্তান': ওয়াশিংটন দূতাবাসের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESS RELEASE

RAWALPINDI
September 19, 1971

The following is the statement made by President Yahya Khan in Karachi on Saturday, September 18:

As you are aware my aim has always been to have a Constitution framed by the elected representatives of the people. When, on November 28, 1969, I announced my plan for the transfer of power discussed various alternatives for the framing of the Constitution for our country and I adopted the democratic procedure of having the Constitution framed by the elected representatives of the people.

Unfortunately my original plan received a very serious setback by developments in East Pakistan. I have always maintained that the shock the country received due to the crisis in East Pakistan would not be allowed to jeopardize my aim for transfer of power to the elected representatives of the people.

In my statement of June 28, this year I declared that because of the deadlock created by the crisis in the Eastern wing I had no alternative but to get a Constitution prepared by a committee in consultation with political leaders and constitutional experts. The Constitution will contain a normal amending procedure.

However, after careful thought and detailed consultations with political leaders I have come to the conclusion that the Constitution which will be prepared by a committee of my officials should be presented to the National Assembly. Once the Assembly meets in its full strength that is to say when by elections have been held the assembly shall discuss the Constitution and if any member puts forward any constructive amendment or improvement he should have an opportunity to do so. In order to enable members to bring forward such amendments I have evolved a simpler method for an initial period of three months. An amendment may be passed by the House by a simple majority which must include a consensus of all federating units.

If any amendment is presented to me after having been passed by the National Assembly in the manner specified earlier and if I give my assent to the amendment after full consideration in the national interest it will then be incorporated in the Constitution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৫। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনে তৎপর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পাকিস্তানের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে হাজির হবার নির্দেশ	আবু সাঈদ চৌধুরী	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SUPREME JUDICIAL COUNCIL OF PAKISTAN NOTICE
SPECIAL REFERENCE NO. 5 OF 1971

The President … … … … Referring Authority

Versus

Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury … … Respondent

To
Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury
11 Goring Street
London B. C. 3 (U. K.)

Whereas on the basis of information (Annexure 'A' attached) the President of Pakistan has been pleased to direct that a Reference be made against you to the Supreme Judicial Council of Pakistan for enquiry and report under Article 128 of the Constitution of Pakistan.

And Whereas the Secretary, Ministry of Law and Parliamentary Affairs. Government of Pakistan, Islamabad, has filed the said Reference containing following allegations against you:-

(a) that having been on leave ex-Pakistan from the 27th March to be 16th April, 1971, you have, without any excuse, failed to return to Pakistan to resume the duties of your office as Judge, although you were in a position so to do:

(b) that while remaining abroad as aforesaid, you are actively engaged in bringing the Government of Pakistan into hatred and in propagating the abolition of the sovereignty of Pakistan over a part of its territory comprising the Province of East Pakistan by the creation of an independent State of "Bangla Desh"; these being also criminal offences punishable under sections 121-A 123-A and 124 of the Pakistan Penal Code; and

(c) that by participating in much activity of an anti-State and political nature, you have violated our oath to preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, as well as the Code of Conduct for Judges issued under Article 128 of that Constitution prohibiting political activity for judges-

And Whereas the said Reference has been registered with the Supreme Judicial Council as Special Reference No. 5 of 1971 for enquiry and report as to the allegations above-mentioned;

And Whereas the Council has directed that notice be issued to you to show cause why action should not be taken against you under the law;

Now therefore you are hereby directed to appear before the Supreme Judicial Council of Pakistan on the 15th day of October, 1971, at 9.30 a. m. at Lahore either personally or through a duly constituted lawyer to defend yourself, failing which ex-parte proceedings will be taken against you.

Dated this the twenty-first day of September, 1971.

(ABDUR RAHIM)
Register
Supreme Judicial Council
of Pakistan

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL OF PAKISTAN
(ADVISORY JURISDICTION)
SPECIAL REFERENCE NO.-OF 1971.

The President of Pakistan… … Referring Authority

Versus

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury
Judge of the High Court of Judicature at Dacca. ….. Respondent

FILED BY
(IFTIKHARUDDIN AHMAD)
Advocate-on-Record.
Supreme Court of Pakistan.
LAHORE.

ANNEX 'A'

On a proposal made by the Ministry of Foreign Affairs, the President was pleased to nominate Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhury, a Judge in the East Pakistan High Court, also at the time a Vice Chancellor of the Dacca University to represent Pakistan at the twenty seventh Session of the United Nations Commission for Human Rights held at Geneva in Switzerland from the 22nd February to the 26th March 1971.

2. On his request, the Judge was granted by the Governor, East Pakistan, leave ex-Pakistan from the 27th March to the 16th April 1971, which has long expired, but has, without any excuse, not so far returned to Pakistan to resume his duties, although he was in a position so to do.

3. After the conclusion of the proceedings of the Commission, the Judge left for London, apparently to see his son who is a student there. According to a news-story appearing in the Sunday Telegraph of London published on the 18th April 1971, based upon an interview given to a representative of that newspaper, the Judge made statements, attributing barbaric atrocities to the Pakistan Army which went into action on the 25th March 1971 to quill large-scale disturbances in East Pakistan. He is also alleged to have stated that it was impossible for him to go back to the High Court in a country where there was no rule of law. A copy of the news-story appeared in the aforesaid issue of Sunday Telegraph.

4. On June 13, 1971, the Judge also gave an interview over the London Television wherein he held himself out as "a national" and "official representative of Bangle Desh" in that country, which according to him was established in Mujib Nagar and which he hoped would be formally recognized "in the near future". In the course of interview, the Judge referred to the Government of Pakistan as "the Government of murderers" and stated that he subscribed to the view, appearing earlier in the London Times that "Mohammad Ali Jinnah's Pakistan is dead". In answer to another question that he wished India to attack Pakistan because of the situation created in East Pakistan by the "Army Junta of Yahya Khan".

5. The Judge also made statement in similar view in the course of a talk on the 8th June 1971 at the London Headquarters of the Royal Commonwealth Society, the transcript of which appeared in the "Commonwealth Society's Journal" in its issue of August 1971.

6. On June 3, the Judge also addressed a meeting at De-Vera Hotel, Hyde Park Gate, London, W-8, thanking Mr. jay Parkash Narain who was the guest-speaker for his support of "Bangla Desh". In a speech, the Judge again referred to the alleged atrocities perpetrated on the soil of Bangla Desh by the Pakistan Government.

7. The Judge also visited the United States and led demonstration in favor of Bangla Desh in New York on the 12th June, 1971.

8. According to a photograph appearing in the Rawalpindi issue of Daily Jung, dated the 30th July, 1971, the Judge also arranged the printing and exhibition of postage stamps purporting to be of the Republic of Bangladesh.

9. Some of the activities of and statements by the Judge constitute grave offences under the penal law of the land and the Government reserves the right to take active against him at the appropriate time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৬। উপনির্বাচনের নয়া সময়সুচী ঘোষণা	মর্নিং নিউজ	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

DATES OF EAST BENGAL BY-ELECTIONS REVISED
Press Note issued by the Pakistan Election Communication
September 21, 1971
PRESS NOTE

The Chief Election Commissioner has reconsidered the election programme for the vacant seats in the National Assembly and the Provincial Assembly from East Pakistan announced on the 20th September, 1971. in order to secure the fullest participation of all political parties and candidates in these by-elections, and having regard to their convenience, he has decided to modify the programme announced on the 20th September, 1971 which has been cancelled.

A fresh programme has been announced in a revised notification issued today. According to the revised schedule for these y-elections, nomination papers for election to the National Assembly and the Provincial Assembly of East Pakistan will be received by the Returning Officers concerned on 20th October and 21st October, 1971, respectively.

The last date for withdrawal of candidature, if any, will be 28th October 1971, in the case of both the Assemblies.

Polls shall be taken for elections to the two Assemblies simultaneously commencing from 12th December, 1971, and will be conducted by 23rd December, 1971.

The polling dates in respect of each of the National Assembly and Provincial Assembly constituencies have been specified in the revised notification issued today.

(MORNING NEWS, Karachi-September 22, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৭। পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন ঘোষিত উপ-নির্বাচনের সংশোধিত সময়সূচী	পাকিস্তান টাইমস	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

REVISED SCHEDULE OF BY-ELECTIONS ANNOUNCED BY THE PAKISTAN ELECTION COMMISSION
September 21, 1971

By-elections to fill in the vacant National and Provincial Assembly seats in East Pakistan will now be held from December 12 and December 23 next the Election Commission announced here tonight (Islamabad, September 21).

There were earlier scheduled to be held between November 25 and December 9.

The Election Commission cancelled the earlier schedule and announced a fresh one in order to secure the fullest co-operation of all political parties and candidates and having regard to their convenience.

According to the new schedule, nomination papers for the National Assembly and the Provincial Assembly would be received by the Returning Officers concerned on October 20 and 21 respectively and scrutiny will be held on October 22 and 23 respectively.

The last date for withdrawal of candidature for both is October 28.

In the earlier schedule, the dates of nominations were September 29 and 30, and last date for withdrawal was October 8.

Political leaders including Mr. Nurul Amin, Maulana Aul Ala Maudoodi and Khan A. Sabur had demanded extension in the by-election programme announced on September 19.

Following is the new schedule:-

NE-2 Rangpur-II, PE-13 Rangpur-XIII, PE-14 Rangpur-XIV, PE-15 Rangpur-XV

December 12.

NE-9 Rangpur-IX, PE-7 Rangpur-VII, PE-8 Rangpur-VIII December 15.

NE-IO Rangpur-X, PE-11 Rangpur-XI December I, NE-11 Rangpur XI,

PE-1 Rangpur-1, PE-3 Rangpur-III December 21.

NE-13 Dinajpur-1, PE-23 Dinajpur-I, PE-24 Dinajpur-II December 12.

NE-14 Dinajpur-II, PE-25 Dinajpur-III December 15.

NE-15 Dinajpur-II, PE-27 Dinajpur-V, PE-28 Dinajpur-VI December 18.

NE-16 Dinajpur-IV, PE-29 Dinajpur-VII December 21.

NE-17 Dinajpur-V, PE-30 Dinajpur-VIII, PE-31 Dinajpur-IX December 23.

NE-IO Bogra-I, PE-33 Bogra-I December 13.

NE-20 Bogra-II, PE-34 Bogra-II December 16.

NE-24 Pabna-I, PE-59 Pabna-I, PE-60 Pabna-II December 13.

NE-26 Pabna-II December 16.

NE-28 Pabna-V December 19.

NE-70 Pabna-XII December 22.

NE-30 Rajshahi December 14.

NE-32 Rajshahi-III, PE-40 Rajshahi-VIII, PE-50 Rajshahi-IX December 17.

NE-33 Rajshahi-IV, PE-42 Rajshahi-I, PE-45 Rajshahi-IV December 12.

NE-35 Rajshahi-VI, PE-51 Rajshahi-X, PE-52 Rajshahi-XI December 19.

NE-36 Rajshahi-VII, PE-53 Rajshahi-XII, PE-54 Rajshahi-XIII December 22.

NE-39 Kushtia-I, PE-73 Kushtia-III, PE-54 Rajshahi-XIII December 12.

NE-39 Kushtia-I, PE-Kushtia-III, PE-74 Kushtia-IV December 12.

NE-40 Kushtia-II, PE-71 Kushtia-I, PE-72 Kushtia-II December 15.

NE-41 Kushtia-III, PE-75 Kushtia-V December 18.

NE-42 Kushtia-IV, PE-76 Kushtia-VI, PE-77 Kushtia-VII December 21.

NE-43 Jessore-I, PE-78 Jessore-I, PE-79 Jessore-II December 12.

NE-44 Jessore-II, PE-80 Jessore-III December 15.

PE-82 Jessore-V December 16.

NE-46 Jessore-IV, PE-83 jessore-XI PE-84 Jessore-II December 19.

NE-47 Jessore-V PE-85 Jessore-VIII, PE-86 Jessore-IX December 22.

NE-48 Jessore-VI, PE-87 Jessore-XX, PE-88 Jessore-XI December 20.

NE-49 Jessore-VIII, PE-89 Jessore-XII, PE-90 Jessore-XIII December 23.

NE-51 Khulna-II December 13.

NE-53 Khulna-IV December 16.

NE-53 Khulna-V December 19.

NE-58 Bakerganj-I, PE-124 Bakerganj-XIII December 12.

NE-60 Bakerganj-III, PE-119 Bakerganj-VIII, PE-120 Bakerganj-IX, PE-121 Bakerganj-X December 15.

NE-62 Bakerganj-V December 18.

NE-63 Bakerganj-VI December 19.

NE-66 Bakerganj-IX December 21.

NE-71 Tangail-I, PE-134 Tangail-V, PE-136 Tangail-VII December 14.

NE-73 Tangail-II, PE-133 Tangail-IV December 17

NE-75 Tangail-V PE-130 Tangail-1, PE-132 Tangail-III December 20.

NE-78 Mymensingh-II December 12.

NE-85 Mymensingh-X, PE-155 Mymensingh-XVII December 14.

NE-88 Mymensingh-XIII December 16.

NE-91 Mymensingh-XVI December 17.

NE-92 Mymensingh-XVII, PE-167 Mymensingh-XXIX December 23.

NE-93 Mymensingh-XVIII December 20.

NE-96 Faridpur-III, PE-205 Faridpur-V, PE-207 Faridpur-VII December 14.

NE-97, Faridpur-IV December 17.

NE-99 Faridpur-VI, PE-200 Faridpur-X, PE-212 Faridpur-XII December 19.

NE-107 Dacca-IV December 14.

NE-108 Dacca-V, PE-191 Dacca-XXI December 17.

NE-181 Dacca-XI, PE-182 Dacca-XII, PE-183 Dacca-XIII December 20.

NE-184 Dacca-XIV, PE-185 Dacca-XV December 23.

NE-103 Dacca X, PE-192 Dacca-XXII December 13.

NE-115 Dacca-XII, PE-195 Dacca-XXV December 16.

NE-117 Daacca-XIV, PE-199 Dacca December 19.

NE-119 Dacca-XVI, PE-177 Dacca-VII December 12.

NE-120 Sylhet-I December 12.

NE-121 Sylhet-II, PE-239 Sylhet-XX December 15.

NE-122 Sylhet-III, PE-234 Sylhet-XV, PE-236 Sylhet-XVII December 18.

NE-123 Sylhet-IV, PE-233 Sylhet-XIV PE-235 Sylhet-XVI December 21.

NE-125 Sylhet-VI, PE-230 Sylhet-XI December 13.

NE-127 Sylhet-VIII December 16.

NE-129 Sylhet-X, PE-220 Sylhet-I December 23.

NE-131 Comilla I, PE-242 Comilla-II December 12.

NE-132 Comilla-II PE-243 Comilla-III, PE-244 Comilla-IV, PE-245 Comilla-V December 15.

NE-135 Comilla-V, PE-254 Comilla-XIV December 18.

NE-136 Comilla-VI, PE-257 Comilla-XVII, PE-258 Comilla-XVIII December 21.

NE-138 Comilla-VIII, PE-249 Comilla-IX December 17.

NE-143 Comilla-XIII, PE-261 Comilla-XXI, PE-262 Comilla-XXII, PE-266 Comilla-XXVI December 19.

NE-144 Comilla-XIV, PE-265 Comilla-XXV December 23.

NE-146 Noakhali-II PE-268 Noakhali-II, PE-270 Noakhali-III, PE-270 Noakhali-IV December 13.

NE-147 Noakhali-III December 15.

NE-150 Noakhali-VI, PE-275 Noakhali-IX, PE-276 Noakhali-X, PE-277 Noakhali-XI December 18.

NE-151 Noakhali-VII, PE-272 Noakhali-VI December 22.

NE-153 Chittagong-I December 14.

NE-155 Chittagong-III, PE-211 Chittagong-VIII, PE-289 Chittagong-IX December 17.

NE-158 Chittagong-VI, PE-293 Chittagong-XIII December 20.

(PAKISTAN TIMES, Lahore-September 22, 1921)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৮। ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত	দৈনিক পাকিস্তান	২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

হোসেন আলী ও আবুল ফতেহসহ ফরেন সার্ভিসের ৮ জন বরখাস্ত

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে সেপ্টেম্বর (পি পি আই)। - প্রধান সামরিক শাসনকর্তা পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের ৮ জন অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন। নীচে উল্লেখিত তারিখ থেকে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তান গেজেটে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বরখাস্ত ব্যক্তিদের নামঃ-

জনাব এ এফ এম আবুল ফতেহ, ১৯-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন।

জনাব হোসেন আলী, ১৮-০৪-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। ০৪-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন মেসার্স এস এ করিম, এনায়েত করিম, এস এ এম এস কিবরিয়া এবং এস মোয়াজ্জেম আলী। জনাব মহিউদ্দীন আহমদ ০১-০৮-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ১৭-০৪-১৯৭১ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন।

এই আদেশ বলে বরখাস্ত ব্যক্তিরা চাকুরীতে থাকাবস্থায় কোন অপরাধ করে থাকলে তারা যে কোন আইন বলে আনীত অভিযোগ এবং তার শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না। জনাব আবুল ফতেহ ইরাকে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত ছিলেন। জনাব এম হোসেন আলী কলকাতায় পাকিস্তানের সাবেক ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন, জনাব এস এ করিম জাতিসংঘে পাকিস্তানের সাবেক সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।

জনাব এনায়েত করিম ওয়াশিংটন সাবেক মিনিস্টার ছিলেন। জনাব কিবরিয়া ওয়াশিংটন সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। জনাব মোয়াজ্জেম আলী ওয়াশিংটনে থার্ড সেক্রেটারী এবং জনাব মহিউদ্দিন আহমদ যুক্তরাজ্যে সাবেক থার্ড সেক্রেটারী ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৯। জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. MAHMUD ALI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY, SEPTEMBER 27, 1971

My Delegation was compelled this morning to raise a point of order in the course of the statement made by the honorable Foreign Minister of India. The greater portion of his speech was concerned with matters which lie entirely within the domestic jurisdiction of my country. In raising objection to this open intervention in Pakistan's affairs, my Delegation was guided by the principle which is stated in categorical terms in Article 2, operative paragraph 7, of the United Nations Charter, namely that the International Organization will not intervene in the internal affairs of Member states.

This is a principle which is unanimously accepted, and is to be found also in the Charter of the Organization of African Unity and of the Organization of American States, as well as other international forums, such as the Non-Aligned Conference and the Afro-Asian Conference. We ask that this principle be upheld not, as was insinuated, because Pakistan has something to conceal-but because the precedent set this morning by the Representative of India will make it difficult, if not impossible, to conduct international relations in an orderly and effective manner.

India has intervened in the internal affairs of Pakistan, in violation of all norms of international behavior, international law and the Charter of the United Nations. International law places a clear obligation of all States of respect the territorial jurisdiction f other States. In December, 1965, the United Nations General Assembly adopted a resolution, with only one vote against, entitled "Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty".

Operative paragraph I states:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reasons whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic or cultural elements are condemned."

Operative paragraph 2 reads:

"….no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State".

Finally, operative paragraph 4 states:

"4. The strict observance of these obligations is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security". [Resolution 2131 (XX).]

It is noteworthy that India was a member of the Committee which prepared the December.

I am sure that all the Representatives present here are not unaware of the complexity of the issues to which we are trying to find a solution in Pakistan. The problems of reconciling conflicting economic, political, cultural and regional claims within the… of a country are not unique to Pakistan. They are present in all multilingual, multicultural, and multiracial States. Such problems are endemic in India itself, although the Foreign Minister of India has seen fit to speak of social, political and cultural conditions in my country. I do not propose to speak here of what has been going on in his country, not that there is not much to talk about. We all know, and the world knows, what has been happening to the Mizos and the Nagas in India. We all know the state of turmoil and civil strife in the Indian State of West Bengal, where it has not been possible for a democratic government to function during the last four years. We all know of the demands for recognition of their rights in South India and in the Punjab. But, I have no intention here to delve into these matters, and I certainly do not propose to use the forum of this august Assembly to make propaganda against my neighbor as, unfortunately, the Foreign Minister of India saw fit to do.

The basic factors of the prevailing situation in Pakistan are, I am sure, not unknown to the distinguished representatives here. Although these have been clouded by the storm of propaganda and vituperation of which we heard an example this morning.

The cardinal fact is that general elections were held throughout Pakistan in December last. These elections were held on the basis of adult franchise. What happened thereafter Was that the legitimate aspirations of the people of Pakistan for a democratic and federal type of Constitution, which would have given a full measure of autonomy to the units, were escalated into a move inspired and organized from outside for breaking up the country. Violence was let loose in East Pakistan. Massacres were perpetrated, and the lives and honor not only of those who opposed secession but of ordinary citizens were placed in jeopardy.

The President of Pakistan pursued his search for a negotiated settlement among the political parties concerned until the very last moment, when the refusal of the leader of the political party, which had won the majority of seats in the National Assembly, to participate in the work of the Assembly made it clear that the objective was not to frame a Constitution for Pakistan, but to engineer secession by violent means.

It is in these circumstances that President Yahya Khan, who had held elections in the country, was compelled to order the armed force to do their duty, namely to preserve the

solidarity and integrity of Pakistan. We found that the reaction in India was almost instantaneous. There was at the time no problem of refugees, which the Foreign Minister of India has put forward this morning as an excuse for meddling in Pakistan's internal affairs.

The Indian Parliament adopted a resolution, moved by the Indian Prime minister herself, declaring support for the so-called Bangladesh. A vast and orchestrated campaign was set in motion radiating falsehoods, half-truths and calumnies fabricated in Calcutta and other places in India. Accounts were published of pitched battles in East Pakistan. Tales were told of arbitrary executions and large-scale killings, and so on. It was said that University of Dacca was razed to the ground, that intellectuals had been singled out and put to death before the eyes of their families that the port of Chittagong was in shambles.

Let me quote the opinion of an Indian newspaper on the subject.

The Statesman of Delhi wrote on 4th August 1971, that many of the claims contained a measure of exaggeration, if not outright invention, that must have been clear even when they were made. Subsequent reports have shown that there was march wishful thinking both among those who made those claims and among the fasteners in India who accepted them without reservation.

The curfew was completely lifted in the city of Dacca since less than a week after the army initiated action. The University of Dacca-which had been used by the secessionist elements as an arsenal for strong weapon and explosives received from outside the country, nevertheless stands intact and has been functioning normally. The intellectuals who were reported as killed by Indian publicity media are alive and leading normal lives, as was stated in an advertisement which was published in The New York Times some months ago.

The objective behind the Indian agitation over the events in Pakistan is transparent and, indeed, self-confessed. The Washington Post of 2nd April quoted an Indian officials as saying that had not been reporting, it had been psychological warfare.

A foreign observer, Mr. Bruno D. Hammel, wrote, ***in the London Times*** of 17th April that the Indian Press:

"-seems to have lost all sense of responsibility. Wanting news, one got instead a mass of hysterical rumours. Statements of fact proved, nine times out of ten, to be unconfirmed and contradictory. Any report of atrocities, so long as it was inflammatory and without evidence, was sure of space".

The Foreign Minister of India spoke of the great burden his country is being hi having to feed the Pakistani refugees. He mentioned the number as being over 9 million. He stated that they are still continuing to cross the borders in the thousands. He asked for some $ 800 million as the cost of their upkeep during the coming six months. This figure is astounding in itself, even if one were not to question the figure of 9 million refugees put forward by India, because, if I am not wrong, the total budget of the Government of India for the current year, for running a country of 500 million people, amounts to $ 4,000 million.

It has become imperative as preliminary to arranging for their return to carry out an impartial and accurate count of the number of people who left their homes in Pakistan and are now living in refugee camps in India. My Government has carried out a careful count, and has found that, as on 1st September, 1971, the number of Pakistanis who had left totaled 2,002.623. We are not asking that our count be taken on trust. On the contrary, we have requested the Secretary-General of the United Nations to nominate any impartial agency to verify this figure. We are prepared to give such an agency every facility for carrying out a cheek on the spot. I should be glad to hear the Foreign Minister of India giving a similar assurance on his Government's behalf. It would also be possible for such an impartial agency to observe for itself whether the movement of displaced persons is continuing at the rate alleged by India, or whether it is continuing at all. In asking for an independent verification of the exact number of refugees, it is by no means my intention to minimize the seriousness of the human problem which a large-scale movement of people involves. It is tragic, but unavoidable, that people residing in those areas which are or may be the scene of a conflict will leave their homes to escape death or the effects of the strife. The numbers of those who are so displaced in consequence of the conflict are determined by the density of the population and by the degree of fear which is generated in the minds of the people. Such fear can be generated only when they are constantly told that they will be the victims of a planned massacre.

Such was the reaction of the Indian Prime Minister, to the appeal which President Yahya Khan made to the refugees to return to their homes, that she said, "I will not allow the refugees to go back to be butchered".

The crux of the situation is this Pakistan is desirous and determined to see that all those who left the country for one reason or another should return as soon as possible to their homes and occupations. Concrete measures have been taken to facilitate their return. In his appeal of 18th June, President Yahya Khan said:

"My appeal was addressed to all Pakistani nationals, irrespective of caste, creed or religion. Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility. They are equal citizens of Pakistan, and there is no question of any discriminatory treatment. I asked them not to be misled by mischievous propaganda being conducted outside Pakistan. The Government of Pakistan has established twenty-one reception centers along the border to provide relief, supplies and transport to their homes to returning refugees. As a further instance of Pakistan's armistice, a general amnesty was declared for all classed of people, including military deserters, and those who had been detained in Pakistan for involvement in insurgency have been released".

In his address to the nation on 28th June, the President of Pakistan said:

"We shall gladly and gratefully accept any assistance the United Nations can extend in facilitating the move of these displaced persons back to Pakistan".

Consequently, the Government of Pakistan has extended full co-operation to the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees in devising measures in their homes. A special committee has been set up in East Pakistan to co-ordinate the Administration efforts with those of the United Nations and its Agencies.

The Government of Pakistan accepted within twenty-four hours the Secretary-General's proposal of 19th July for the stationing of representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border to facilitate the repatriation of refugees. It should be noted that India pre-emptorily rejected this proposal. The Government of Pakistan has also agreed that a number of United nations personnel should be posted in East Pakistan to assist the Administration in relief and rehabilitation operations.

We have undertaken all these measures for the speedy repatriation of our citizens who are now in India, and it is worth mentioning that to the extent that these measures have become known to the refugees, the refugees are beginning to return to their homes. At the last count, approximately 200,000 had returned. The repatriation of all the refugees would be more speedily accomplished if the necessary cooperation were forthcoming from India.

The Government of Pakistan has invited the competent authorities of the Government of India to a conference where measures could be devised to fulfill this purpose. The President of Pakistan has expressed his willingness to meet the Indian prime Minister at any time and at any place to discuss the question. However, India has so far refused to co-operate, not only with Pakistan, but also with all impartial efforts, to bring about the return of the refugees. As I have said, India has refused the Secretary-General's proposal to station representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border. It has not agreed to Pakistan's suggestion that a good-offices committee of the Security Council should be sent to help in reducing tensions between India and Pakistan. It has refused permission to the members of an Islamic Secretariat delegation to tour refugee camps in West Bengal and bas refused to meet at the conference table with the representatives of my Government.

It is paradoxical that while Indian Representatives come before this forum to obtain the sympathy of Members for the plight of the refugees, India is unwilling to accept any constructive proposal which would enlist the help of this Organization in ending the suffering of these innocent human beings. Why is it that the Government of India found it impossible to accept the presence of United Nations observers on its side of the border, when Pakistan, which has been accused freely of perpetrating all kinds of horrors against its people, did not hesitate to permit the stationing of United Nations observers on its side of the border?

The reason for India's withholding of co-operation is obvious. India wishes to conceal from world opinion the fact that by its actions it has converted that part of the world into an area of armed conflict. Under the pretext of humanitarian assistance, India is providing army, training and assistance to the secessionist forces who have found sanctuary in India. I shall once again cite an Indian source to explain the paradox.

Speaking at a meeting in Delhi on 18th September, 1971, that is about a week ago, no less a person than the Defense Minister of India said that "the refugees could return to their homeland only when it became an independent nation". He went on to say, "that it was not conceivable that Pakistan would grant independence to Bangladesh, but that we would have to work towards a situation in which Pakistan would be left with no alternative".

If there was any doubt about what the Foreign Minister of India meant this morning when he called for a political solution of the Pakistan crisis, this statement of his colleague of the Defense Ministry has supplied the answer.

Let me say on behalf of my country that we have no intention of allowing anyone to put our independence and integrity into jeopardy. What my country has to face today is not merely the sort of invective we heard this morning, but a well-planned military effort to break it asunder. The borders of East Pakistan with West Bengal and Assam are scenes of daily bombardment. On more than one occasion, the regular Indian troops, whose strength in the area was increased even before the crisis broke out and had been augmented to 200,000 since then; the so-called liberation forces have been trained and equipped and paid by the Indian Government.

The New York Times of 29th April, 1971, contained a report which stated.

"The Indian roads leading north from Calcutta to points along the border already look like the supply route. Bengali trucks can be seen heading into Indian town for fresh supplies, carrying empty fuel drums and ammunition boxes. Bengali independence forces have set up camps near the Indian border posts, which probably explains some of the brief shooting incidents recently between Indian and Pakistan troops.

"In Calcutta, capital of the West Bengal State, there are many stories of new instances of Indian military assistance. One report is that Indian ammunition factories are turning out weapons and ammunition without Indian markings. Another is that Indian officers accompanied a large guerrilla force on a raid last week on a Pakistani army garrison."

I do not know whether the Foreign Minister of India will come back to this rostrum to deny these charges. He himself, speaking in the Indian Parliament on 20th July, declared: "India is doing everything possible to support the Liberation Army", yet he came here this morning and stated that India does not interfere in the internal affairs of its neighbors and that its actions are inspired only by the most noble and lofty motives. He portrayed India as an innocent, helpless victim of Pakistan's internal difficulties.

I dare say that this Hall of the United Nations has echoed frequently with such preaching’s. Allow me to say that the halo of saintliness with India is trying to hold over our head ill becomes its actual role in the present situation. It is not humanitarian concern for refugees which has sent Indian emissaries and propagandists all over the world in the last four months. The real motive is India's longstanding and unfulfilled wish to isolate, weaken, and, if possible, to put an end to Pakistan as a nation. Mr. K. Subramanyam of the Indian Institute of Defense din not mince matters. He said:

"What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our own interest, an opportunity the like of which will never come if Pakistan breaks up, and we ensure friendly relations with Bangladesh, it will solve the problem of security for India."

Another Indian political thinker saw in Pakistan's disintegration the road to Great Power status for India in this region.

The Foreign Minister of India spoke in a plaintive tone of the setback that his country's economy has received on account of the influx of refugees. As for Pakistan let me assure him and the other representatives here that Pakistan is ready, willing, to take everyone of its citizens back. If India wishes to be relieved of the burden and the problem of maintaining them as it ought to-let it give unstinted co-operation to that end.

My Government has said that it is ready to sit down and discuss with India the best manner for bringing the refugees back. My Government has asked the Security Council to assist in the task with a specially designated good offices committee. If the Government of India is unwilling, for whatever reason, to sit across the table from Pakistan, let it accept the good offices of the Security Council.

As I have said before, the Government of Pakistan is doing everything possible to bring about the repatriation of the refugees to their homes in East Pakistan. It is also fully conscious of the need to restore normalcy in the country in order to ensure the well being of the refugees as well as the rest of the people of Pakistan.

The President of Pakistan, in his address to the nation on 28th' June, has himself expressed the view that normalcy would not return without the full participation of the people. He has made substantial progress towards ushering in a government representative of the people. As a first step, a civil administration has been installed in East Pakistan which is headed by a prominent East Pakistan and includes permanent members of the former Awami League. By-elections to those seats, whose incumbents were disqualified for involvement in the insurgency and other crimes, have been scheduled for the month of November. A provisional constitution is being framed which will attempt to satisfy two basic imperatives: Regional autonomy and preservation of the territorial integrity of Pakistan. The National Assembly will have the power to amend the provisional constitution by a relatively simple procedure. The Foreign Minister of India described all this as "eyewash".

If conditions in Pakistan were truly as those described by him, press censorship would not have been removed; foreign observers. United Nations personnel, the International Committee of the Red Cross, would not have been allowed into East Pakistan. If violence is continuing, it is the result of India's action in encouraging, abetting and assisting in sabotage within East Pakistan.

The borders continue to remain tense and Indian shelling and mortaring are daily occurrences.

The preservation of orderly conduct of relations among States is based on the strict observance of the principle of respect for territorial integrity of States and non-

interference in the affairs of each other. India's current actions violate both these principles. Which among the States represented here is willing to condone external interference in its internal affairs? Which State among this Assembly is willing to over-look such interference when its design is the territorial dismemberment of another country? Is India prepared to submit to such interference in its internal affairs? Is it to be said that secession is rebellion at home but self-determination abroad?

Let me make it clear on behalf of my Government that Pakistan will take all measures to ensure the return of its displaces citizens to their homes. We are determined to live as a nation, one, whole and dree, and in peace with other peaceful neighbors. But Pakistan is also determined not to allow anyone to put in question its territorial and national existence.

If a conflict between India and Pakistan is to be avoided, the international community must impress upon India the serious implication of its policies and call upon it to eschew these policies.

Mr. President, in a press conference on 22nd September, you stated:

"This refugee problem is a humanitarian problem. We must solve it. The entire world must help to solve it. But, if you look at it from a political point of view, if you bring it to a debate, then there will be no end. The question is how to solve it quickly. That is why, in this case, I believe, it is much better that we have behind the-scenes discussions. We must persuade Pakistan and India to get together and see how they can limit the political problems".

It should be apparent, from the willingness which my Government has shown to co-operate in finding means to reduce the present tensions between India and Pakistan and to bring about the repatriation of refugees, that we fully share your view.

On behalf of my Government, I wish to express Pakistan's readiness to go along with all such reasonable suggestions to solve the question of refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭০। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি পয়েন্ট অব অর্ডার	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

POINTS OF ORDER MADE IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
September 27, 1971
First Point of Order-Statement by Mr. Agha Shahi (Pakistan)

The Foreign Minister of India has for the last ten minutes been delving into the internal affairs of Pakistan. He has talked of the characteristics of our country. Everyone knows that the two parts of Pakistan are divided by 1,000 miles of Indian territory. He has talked about elections in Pakistan. He has talked about the distribution of resources between parts of Pakistan.

Is it permissible to delve into the internal affairs of States and look into the disparities that exist in every single country-every single Member State-represented here? I want a ruling from you, Mr. President, whether the Foreign Minister of India is in order in going at length into the internal affairs of Pakistan.

Second Point of Order-Statement by Mr. Agha Shahi (Pakistan)

The Foreign Minister of India wanted to know under what Rules of Procedure I had raised the point of order. Let me say quite simply that the Rules of Procedure are subordinate to the rules of the Charter of the Unites Nations, and nothing within the domestic jurisdiction of a State can be discussed in this Assembly. The point of order that I raised was that the Foreign Minister of India was delving into the internal affairs of Pakistan.

It is not the concern of the international community whether one Member State has one kind of social system or another, whether the regime is democratic or autocratic, parliamentary or presidential, whether there is a lack of balance in development between one wing and the other, whether the demands of the six points amounted to secession or regional autonomy. Those are all matters within the internal jurisdiction of Pakistan. Therefore, I again appeal to you. Mr. President, in the interest of a serene and orderly debate, to advise the Foreign Minister of India to confine himself to the international aspects of the situation. He would be in order if he referred to the observations of the Secretary-General in the introduction to his annual report. They concern the international aspects of the situation; they do not concern the matters the Foreign Minister is raising, which are internal affairs exclusively within the domestic jurisdiction of Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭১। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি মাহমুদ আলীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Statement by Mr. Mahmud Ali (Pakistan) in the U.N. General Assembly September 29, 1971

It is with the utmost reluctance that I have asked to be allowed to speak again in the Assembly. I sincerely hope that we can put an end to polemics and concentrate instead on practical aspects of the issue, namely, how to bring the refugees back to their homes.

We had expected that in his reply the Honorable Foreign Minister of India would give us the benefit of his Government's views on how best to achieve this end. Instead, he thought it helpful to give the Assembly a lecture on Pakistan’s failings. We all have our short comings, and the history of my country's attempts to fine a lasting and just solution of its constitutional problems is no secret. Our aim has always been to establish a system of government which would be based on the will of the people and would reconcile the various geographical, political, and cultural factors. We are determined to proceed along that road. It I may say so, the benefit to India also lies in the success and not in the failure of our efforts.

The Foreign Minister of India questioned the accuracy of the number of refugees estimated by Pakistan. He thought it strange that two persons had left from one district and 6000 from another. It was precisely because such questions were bound to be raised that my Government has proposed that the Secretary-General of the United Nations might arrange an independent verification of our court. But the Representative of India did not offer to submit his country's meticulous registration of the refugee influx to a similar scrutiny.

Why should the Indian Government expect everyone to accept without question its figure-a figure which is constantly spiraling without reference to reality? I do wish to suggest that while the international community has a moral responsibility to alleviate the suffering of the refugees until their return is effected, it is also its duty to make sure that the aid provided for them is not misused for other purposes.

India objects to the stationing of United Nations observers on its side of the border on two grounds. Firstly, that it is unnecessary because so many individuals have visited the area and have seen the refugee camps. This is a specious argument. On the Pakistan side, too, we have had visitors. Furthermore, there has been for the last two months and more no censorship whatsoever in any part of Pakistan. Nor do restrictions of any kind exist on the movement of press representatives within Pakistan. Nonetheless, Pakistan did not hesitate to accept the stationing of observers. The international community to which India has appealed is entitled to receive a similar token of confidence from India.

It is indeed shocking that the Foreign Minister of India should call the proposal for a good offices committee of the Security Council to bring about a reduction of tension

between India and Pakistan a "gimmick". Is it not true that on 20th July, the Secretary-General addressed a confidential memorandum to the Members of the Security Council bringing to their attention the deteriorating situation between India and Pakistan? Did he not draw their attention to "border clashes, clandestine raids and acts of sabotage the appeared to be becoming more frequent"? Did he not warn that a major conflict on this subcontinent could all too easily expand?

It was in that context that Pakistan expressed its readiness to co-operate with the Security Council to avert the threat to peace in the sub-continent and the danger of wider war. And yet, the Foreign Minister of India sees fit to call the proposal for a good offices committee a "gimmick".

The Foreign Minister of India said that his country did not wish to be "equated" with Pakistan in this matter. Now, what does that mean? The expression is either meaningless or based on the assumption that India in some sense enjoys a status superior to that of Pakistan as a Member Stare of this Organization. That is an untenable argument. The Representative of even so great a power as the Soviet Union reminded this Organization yesterday that all Member States of this Organization enjoy equal status.

I would ask my colleague from India to put aside false Pride and come down to the earth of reality. Surely, no one will think the less of India for accepting that United Nations observers be stationed within its territory.

The Foreign Minister of India was equally cavalier with Pakistan's offer to sit down with representatives of his Government to work out ways of bringing the refugees back. I am quite sure that neither he nor his Government has misunderstood what Pakistan has offered. We have not asked India to help Pakistan in solving its internal political problems. Whether we negotiate with this or that person or that party in Pakistan is the concern of Pakistan alone. The only matter which concerns India is the presence of a large number of Pakistani citizens on its soil and how to send them back home. It is to discuss this problem that, in my Government's view, Representatives of the two countries should meet either by themselves or under some impartial auspices.

The Foreign Minister of India said Pakistan is trying to turn its internal difficulties into an Indo-Pakistan problem. Things have taken this turn only because of the presence of Pakistan refugees on Indian soil and the help and assistance which India is giving to secessionist elements.

I stated the other day that this help included the arming and training of secessionist elements, and also the participation of India’s own forces in operations across the Pakistan borders. This august Assembly must have noted that the Foreign Minister of India passed over this charge in silence. In fact, he said that borders between India and Pakistan cannot be effectively sealed, and I take that as a reaffirmation of the pledge which he gave in the Indian Parliament that his Government would give every possible help to what India describes as "liberation forces". I am not aware of any borders which are closed by the actual raising of barbed-wire fences. Borders are kept peaceful by the policies and the actions of the Governments concerned. I would ask the Foreign Minister

of India to reflect upon the implications of stating that the borders between India and Pakistan are to be heated as an exception to the general rules of international conduct, and whether that is the best way to promote peace and stability between our two countries.

I have not come here to score debating points. The situation in the sub-continent has become tense as a result of happenings on the borders of the eastern part of Pakistan and India. The Secretary-General of the United Nations has drawn attention to the danger to peace if the situation is "not remedied quickly. My Government has given proof of its desire to find a settlement with India, not-let me repeat-over Pakistan's internal problems, but over the only problem which is a concern and a burden to the Indian people, namely, the refugee problem.

Yesterday, there was a call by the Foreign Minister of the U. S. S. R. for proceeding with caution and statesmanship in dealing with the present situation. We welcome that appeal and hope that the Government of India will pay heed to it. Yesterday, also, I heard well intentioned advice from a number of friendly countries on the need to fine a political settlement to the problem. If they will permit me to answer them from this rostrum that is precisely the objective and the goal towards which the President of Pakistan is moving and which he is determined to attain, notwithstanding all obstacles and difficulties.

The Foreign Minister of India himself recounted the steps President Yahya Khan has taken to this end, namely, the holding of general elections, acceptance of basic demands of the people and negotiations with leaders of political parties. The process has been interrupted, but not terminated its culmination will be a free and democratic and united Pakistan, willing to live in peace and friendship with all countries. Peace and stability in the sub-continent would be strengthened and the sufferings of the refugees would be more quickly ended if the Government of India could reconcile itself to this prospect, instead of seeking to create, as the Defence Minister of India said in New Delhi last week, a situation in which Pakistan would have no alternative but to break up.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭২। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেস নোটঃ কোর্টের রায় সম্পর্কে রটনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী	ডন	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

PRESS NOTE ISSUED BY CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR
Giving details of trial and warning against contempt of Court
September 28, 1971

It will be recalled that a Special Military Court was convened by the Chief Martial Law Administrator to try Sheikh Mujibur Rahman in camera for waging war against Pakistan and for other charges.

The trial commenced on August 11, 1971. The court, however, adjourned the same day in order to ensure fair trial and justice so that Sheikh Mujibur Rahman could have a defense counsel of his own choice.

On September 8, 1971 the services of Mr. A. K. Brohi and his three assistants, namely, Mr. Ghulam Ali Memon, Mr. Akber Mirza and Mr. Ghulam Hussain were procured, and the examination of the prosecution witnesses started.

The prosecution have so far examined 20 witnesses in support of the charges preferred against Sheikh Mujibur Rahman. The trial is in progress with Mr. A. K. Brohi as the defense counsel.

The public will be informed of the further progress of the case in due course of time.

Meanwhile people should in their own interest refrain from saying or doing anything which may constitute a contempt of court or a breach of secrecy of the trial proceedings, or which may tend to prejudice the case of either the defense or the prosecution.

(THE DAWN, Karachi-September 29, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৩। এল এফ ও সংশোধনঃ মন্ত্রীরা নির্বাচনে দাঁড়াতে ও পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন।	দৈনিক পাকিস্তান	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ইসলামাবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর (এ পি পি)। - কোন ব্যক্তি গভর্নর কর্তৃক মন্ত্রীপরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত রয়েছেন বলে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা, কোন প্রদেশের প্রাদেশিক প্রদেশের সদস্য নির্বাচিত হতে ও সদস্যপদ বহাল রাখতে অযোগ্য ঘোষিত হবেন না।

প্রেসিডেন্ট ২৫শে সেপ্টেম্বর আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে এই নির্দেশ জারি করেছেন। এই আদেশ ১৯৭১ সালের আইনগত কাঠামো (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ বলে অভিহিত হবে এবং সাথে সাথেই তা বলবৎ হবে ও ১৯৭১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বলবৎ হয়েছে তাও ধরে নিতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৪। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গভর্নর, ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, এস, ইউ দুররানীর বিবৃতি	ইন্টারন্যাশনাল মনিটরী ফাণ্ডঃ প্রেস রিলীজ	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE HON. S.U. DURRANT, GOVERNOR, STATE BANK OF PAKISTAN AND GOVERNOR OF THE FUND FOR PAKISTAN.

at the Joint Annual Discussion

We meet in difficult times, as the excellent opening statements of our two chief executives and their Annual Reports so well portray. It is comforting to have in this unsettling environment the wisdom and the leadership of the Bretton Woods institutions. The crisis in world exchange and trade relationships was long in the making. It is perhaps just as well that the dramatic, if somewhat abrupt, actions of the U. S. Government give us an opportunity to look anew at problems that have been accumulating over the years: the erosion of stability in the central economy of the world trading system, the growth of a truly international capital market with no established principles for its regulation, a certain lack of reciprocity in the balance of payments adjustment process, a degree of rigidity in exchange rates which have tended to move out of alignment with relative changes in price levels and in trading power, and, perhaps most importantly, the growing disparity between poor and rich nations in an ever more crowded planet.

We urgently need to make a determined effort to dispel the present uncertainties and to prevent the disruption of world trade and payments. The managing Director of the Fund has clearly pointed to the adverse impact of the present situation on developing countries: these effects are particularly distressing since these countries have not contributed in any manner of the difficulties in the adjustment process between the United States and its principal trading partners. We strongly support the Managing Director's recommendation that we proceed to an agreed solution of certain issues without delay since the dangers of a prolonged interregnum are grave. If trade restrictions of currency discrimination or financial distortions graw, there will be serious disruption of development programs based on assumptions of rising capital inflows and enlarging trade opportunities. The less developed world may have a smaller weight in the global volume of production and trade but as the President of the World Bank observed in his address, it must nevertheless support the predominant weight of the world's people. Their concerns in the satisfactory evolution of orderly arrangements for the operation of the international monetary and commercial system are therefore real and their participation must be active and even intimate. While the developed countries would prefer to work out their differences in more restricted groupings, there is too much at stake for the formulating of any solutions to be left to such exclusive forums. In the Bretton Woods institutions we have a world community and it is much to be desired that the process of looking and finding solutions will be channeled through them.

The crisis that is upon us cannot be overcome by realignment of exchange rates alone, although this will be a crucial ingredient of any settlement. Beyond it there is need for re-thinking the reserve settlement mechanism and for a greater coordination of monetary policies among the developed countries. As for the developing countries what is needed most is the restoration of the primacy of rules of conduct in international economic relations that are generally accepted and effectively enforced. In particular, there is an urgent need for restoring the elements of stability that are basic to the par value system, possibly qualified by permission for temporary deviations from par value obligations. Even a brief floating of rates, however, has dangers and should be permitted only under international supervision through the granting of additional powers of surveillance to the fund. Moreover, once a currency has settled down to a per value, fluctuations around per should remain within specified limits and preferably within the limits prescribed under the Articles of Agreement. There is also an important need for elaborating the reserve creating and reserve settling functions of the Fund, which now exist in an embryonic form in the special drawing rights.

Until solutions along these lines are negotiated, the prospects of development financing are seriously in jeopardy. The 10 per cent cut in U. S. aid a portent which might affect the willingness of other donors until a proper burden-sharing formula is evolved. The progress toward untying aid, which was being pursued under OECD auspices, has reportedly slowed down. The improvement in terms of aid, which is so desperately necessary if debt service problems are to be contained, may receive a setback, it is disturbing to find that, while foreign aid experts emphasize the developing of new relationships among donors and recipients and deciding aid matters on strictly economic criteria, non-economic considerations are increasingly applied. Hence, it is incumbent on us that as we move toward major innovations in the functioning of the international monetary system we also take a closer look at the assumptions and working of the international development financing arrangements which are focused in the World Bank Group.

The assumptions on which the World Bank was established are increasingly called into question by the growing burden of debt. We welcome the bank staff study on the external debt problems of developing countries, as well as the work done in the past year on the experience of countries that have gone through multilateral rescheduling of debt. While we have now a much better knowledge of the complex factors that lead to situations of excessive indebtedness, there is not yet a disposition to act upon the recommendations of the Pearson Commission and other expert groups both in the UN system and outside for realistic longer-term arrangements. In their continuing work on this subject, we expect that our institutions will focus urgently on both the financial and organizational contributions that they can make in this vital area.

The concept of the Bank as a development lender to creditworthy nations is perhaps tending to deviate from the reality as we know and find it. A stage has been reached where some of the largest developing countries are unlikely to be eligible to borrow from the Bank and where the Bank can, at best, stabilize its loan portfolio. Even a stable portfolio must mean a transfer of resources form these countries to the World Bank. This

is clearly an untenable situation and raised the difficult question of how far te bank can show greater flexibility in rearranging amortization schedules for its loans under certain specified conditions.

The Bank and its members have tried to take account of the difficulty of the poorer countries through establishing the IDA as "the soft window" of the World Bank Group. But this has been associated with a new element of instability because every few years IDA must seek its replenishment. This is an exercise beset with many political troubles and resulting in periodic spells of uncertainty in international development finance. We must search for more assured and more enlightened solutions. The idea of a link between special drawing rights and development finance is perhaps one of the most promising initiatives that has been proposed in the postwar period, and could do for international development finance a service as great as the activation of SDRs has done for the international monetary system. We hope that the Fund's studies on this subject will be concluded in good time for consideration before decisions are taken on the second SDR period.

Another problem that comes increasingly to the fore as the World Bank Group grows in importance and prestige is the possibility of conflict between its strictly economic functions and the political implications of its actions. The world is a highly turbulent place and however much we seek to bring a sense of order to it, there are inevitably times and situations in which differences in objectives will arise. In this troubled framework the manner in which the World Bank Group acts, as well as the substance of its actions, must be carefully guarded lest harm be done to relationships of trust. Perhaps the need is for a greater sensitivity to the political consequences of actions by a staff that is expert in its own restricted field of competence, but whose objectivity needs a stronger buttress in procedures and arrangements within the institution itself. A review in depth is necessary in the relationship of the Executive Board as representative of member governments and the management and staff of our institutions.

We have heard with interest in the address of the World Bank President the advocacy of development policies aimed at providing greater employment opportunities. If developing countries have not given to these objectives the attention that they deserve, a primary constraint is the larger claim that such programs make on internal financial resources and on scarce organizing ability. The shortage of domestic savings shows itself acutely in the creation of physical facilities using domestic labor. It is, perhaps, inevitable that developing countries have relied on the use of foreign equipment incorporating a technology not consistent with their own resource endowments simply because foreign saving could be obtained only through project loans. Moreover, because employment creating activities are likely to be widely diffused, involve small enterprises, and give returns that are hard to quantify in financial terms. Such activities are hard to fit into the normal mold of project loans. The Bank has been experimenting with general sector or program lending and its guidelines on local currency financing have also Provided some escape from the difficulties of bank financing for the foreign exchange component of projects. What is now required is a decisive move in the direction of program lending-that would greatly strengthen the feasibility of undertaking

employment-intensive, Investments. I would suggest that the great success achieved in making overall evaluations of the economic situation and prospects by Bank missions gives enough assurance that the total deployment of Bank resources will serve development objectives in the employment field, without regard as to whether these resources are tied to Projects or not.

Also essential is a reformulation of lending criteria and appraisal procedures of the Bank and other external lenders that would reflect the awareness of the importance of employments creating investments and favoring a more egalitarian Pattern of production. We recognize that this border concept of the development process with require time and intensive study before it can be implemented and we look forward to the Bank's leadership in this field as in many others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৫। ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী	দৈনিক পাকিস্তান	২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদঃ
গভীর সাগরে পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী

ইসলামাবাদ, ১লা অক্টোবর, (এ পি পি)। -গভীর সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ কর্তৃক পাকিস্তানী জাহাজ হয়রানী হওয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। (ক) ১৯৭১ সালের ১৫ই আগষ্ট ১১-১৫ মিনিট থেকে ১২-৫০ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী ’ওসেন এনার্জী’ কে দুটো ভারতীয় রণতরী অনুসরণ করেন।

ঐদিন ১২-৫০ মিনিট বাণিজ্যতরীটি ১৬ ডিগ্রি ৩৯ উত্তর ৮৬ ডিগ্রি ০৬ পূর্বে কোর্স ২০৬ ডিগ্রি গতিপথে অগ্রসর হচ্ছিল। জাহাজটির গতিবেগ ছিল ১৯,৫ নট।

(খ) ১৯৭১ সালের ২০শে আগষ্ট সকাল ৯টা তিন মিনিটে পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী ’সফিনা-ই আরব’ ১৯ ডিগ্রি ৩৩ উত্তর ৫৯ ডিগ্রি ৫৫ পূর্ব গতিপথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সময় ভারতীয় তিন রণতরী জাহাজটি ঘেরাও করে। এগুলোর মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর ’বেটনা’ জাহাজটি চলে যাওয়ার আগে পাকিস্তানী ’সফিনা-ই আরব’ জাহাজের বিপরীত দিক দিয়ে প্রায় দুশো গজের মধ্যে আগমন করেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর এই চরম উস্কানীমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। গভীর সাগরে স্বাধীনতা লঙ্ঘনের এই তৎপরতা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তান ভারতের কাছে দাবী জানিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৬। হিউম-মাহমুদ আলী বৈঠক	দৈনিক পাকিস্তান	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

হিউম-মাহমুদ আলী বৈঠক

জাতিসংঘ, ২রা অক্টোবর (এ পি পি)। -জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব মাহমুদ আলী শুক্রবার রাতে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমের সাথে পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করেছেন। এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা জনাব ইফতিখার আলী জানাচ্ছেন। সাধারন পরিষদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

তিনি ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে একটি রাজনৈতিক সমাধানের দাবী বাদ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গেরিলা তৎপরতার বিপদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে খাদ্য সরবরাহের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৭। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনের সময়সূচীঃ পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের প্রেস নোট (৩ অক্টোবর)	মর্নিং নিউজ-করাচী	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESS NOTE ISSUED BY THE PAKISTAN
ELECTION COMMISSION
OCTOBER 3, 1971

Polling for by-elections for the 88 seats in the provincial Assembly of East Pakistan which were rendered vacant on account of the disqualifications (including one death) will be held between December 18, 1971, and January 7, 1972, it was officially stated here today (Islamabad, October 3).

Nominations will be received by the Returning officers concerned on November 1, 1971 in their offices during usual working hours, according to a Press Note of the Election Commission.

Scrutiny of nomination papers will be done by them on November 2. Withdrawal of candidature will be allowed up to November 7. Polling for elections for these seats will commence on December 18 and will be concluded on January 7, 1972.

Under the legal Framework Order, 1970, as amended, by-elections in these provincial constituencies should be completed within four months of occurrence of the vacancies, i. e, before January 10, 1972. In view of this legal requirement, these by-elections have to be held between December 18, 1971 and January 10, 1972, in continuation of the by elections from December 12, 1972 to December 23, 1971.

Because of the necessity of staggering the polls, voting in a few constituencies of the second phase has necessarily to be commenced form December 18, 1971, so as to complete the entire process of elections before January 19, 1972.

Following is the schedule:

Number and name of constituency-Date for the poll.

1. PE-4 Rangpur-IV 24-12-1971, 2. PE-5 Rangpur-V, 3. PE-6 Rangpur VI 29-12-1971, 4. PE-12 Rangpur-XII 31-12-1971, 5. PE-16 Rangpur-XVI 3-1-1972, 6. PE-18 Rangpur-XVIII, 7. PE-19 Rangpur-XIX 6-1-1972, 8. PE-22 Rangpur-XXII 7-1-1972, 9. PE-36 Bogra-IV 25-12-1972, 10. PE-37 Bogra-V 11. PE-41 Bogra-IX 19-12-1971, 12. PE-39 Bogra-VII 22-12-1971, 13. PE-44 Rajshahi-III 29-12-1971, 14. PE-48 Rajshahi-VII 1-1-1972, 15. PE-56 Rajshahi-XV, 16. PE-57 Rajshahi-XVI 24-12-1971, 17. PE-61 Pabna-III, 18. PE-62 Pabna-IV 1-1-1972, 19. PE-65 Pabna-VII 29-12-1971, 20. PE-68 Pabna-X 25-12-1971, 21. PE-91 Khulna-I, 22. PE-92 Khulna-II 22-12-1971, 23. PE-95 Khulna-V 1-1-1972, 24. PE-98 Khulna-VIII 25-12-1971, 25. PE-104

Khulna-XIV 29-12-1971, 26. PE-109 Patuakhali-V 23-12-1971, 27. PE-110 Patuakhali-VI, 28. PE-111 Patuakhlai-VII 26-12-1971, 29. PE-118 Bakergunj-VII 29-12-1971, 30. PE-126 Bakerganj-VI 1-1-1972, 31. PE-129 Bakerganj-XVIII 24-12-1971, 32. PE-131 Tangail-II 23-12-1971, 33. PE-137 Tangail-VIII 26-12-1971, 34. PE-139 Mymensingh-I, 35. PE-140 Mymeningh-II, 36. PE-141 Mymensingh-III 7-1-1972, 37. PE-144 Mymensingh-VI, 38. PE-145 Mymensingh-VII, 39. PE-146 Mymensingh-VIII 5-1-1972, 40. PE-147 Mymensingh-IX, 41. PE-148 Mymensingh-X 3-1-1972, 42. PE-149, Mymensingh-XI 1-1-1972, 43. PE-5-152, Mymensingh-XIV, 44. PE-153 Mymensingh-XV 30-12-1971, 45. PE-156 Mymensingh-XVIII, 48. PE-163 MM-Mymensingh-XXV 180-12-1971, 49. PE-164 Mymensingh-XXVI-15-12-1971, 50. PE-173 Dacca-X 4-1-1971, 51. PE-175 Dacca-V, 52. PE-176, Dacca-VI 6-1-1972 53. PE-180 Dacca-X 4-1-1972, 54. PE-188 Dacca-XVIII 29-12-1971, 5. PE-194 Dacca-XXIV, 56. PE-197 Dacca-XXVII, 57. PE-198 Dacca-XXVIII 2-1-1972, 58. PE-201 Faridpur-I 29-12-1971, 59. PE-203 Faridpur-III, 60. PE-204 Faridpur-IV 31-12-1971, 61. P?E-209, Faridpur-IX 7-1-1972, 62. PE-213 Faridpur-XIII, 63. PE-214 Faridpur XIV, 64. PE-219 Faridpur-XIX 3-1-1972, 65. PE-216 Faridpur-XVI, 66. PE-217 Faridpur-XVII, 67. PE-218 Faridpur-XVIII, 5-1-1972, 68. PE-221 Sylhet-II, 69. PE-222 Sylhet-II 25-12-1971, 70. PE-223 Sylhet-IV, 71. PE-224 Sylhet-V 29-12-1971, 72. PE-231 Sylhet-XII, 74. PE-232 Sylhet-XIII, 31-12-1971, 75. PE-246, Comilla-VI, 76. PE-247 Comilla-VII 3-1-1972, 77. PE-250 Comilla-X, 78. PE-5-252 Comilla-XII 30-12-1971, 79. PE-259 Comilla-XIX 26-12-1971, 80. PE-260 Comilla-XX, 81. PE-263 Comilla-XXIII 25-12-1971, 82. PE-274, Noakhali-VII 29-12-1971, 83. PE-278, Noakhali-XII, 84. PE-279 Noakhali-XIII 25-121971, 85. PE-281 Chittagong-I, 86. PE-284 Chittagong-IV 26-12-1971, 87. PE-285 Chittagong-V 23-12-1971.

The Election Commission today have also announced the following schedule for the holding of by-election to Provincial Assembly seat of East Pakistan PE-69 Pabna-XI which fell vacant by reason of the death of the person elected from that constituency.

The nomination of candidates will be on November I, scrutiny of nominations will be on November 2 and te last date for the withdrawal of candidature in November 7 while polling will be held on December 23.

(MORNING NEWS, Karachi-October 4, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৮। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে মাহমুদ আলীর আরেকটি বিবৃতি (অংশ)	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM STATEMENT OF MR. MAHMUD ALI
(PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
OCTOBER 5, 1971

At the time of the partition of the sub-continent, we in Pakistan inherited barely one-fifth of the area and were placed at a disadvantage in many other aspects. Nevertheless, we accepted an award delimiting the boundaries of Pakistan and India, even though it was unjust to us. We envisaged the closest co-operation with our neighbor, India. Our independence was not more than two months old when India completely violated the basis of partition-the independence settlement of 1947 and sent its arms to occupy a Muslim-majority area, Jammu and issue with Pakistan, as indeed it negotiate on many other issues; but when such negotiations take place, as in this case, India prevaricates and uses various devices to avoid facing the real issue.

I have mentioned these two major causes of the friction between India and Pakistan. Without this friction, and without the pervasive background of India's constant attempts to weaken and isolate Pakistan, the present India-Pakistan situation involving a threat to the peace would be totally incomprehensible. Had Indian rules not been hostile to Pakistan, would they not find it unnatural and repugnant to try to take advantage of their neighbor's internal difficulties? Would they not scrupulously refrain from interfering in our affairs? What is happening today on the borders of my country and our neighbor India, is not mere border skirmishes, it is armed intervention by one country, a Member of the United Nations, India, into the territory of another Member of the United Nations, Pakistan.

India has been engaged for the past few months, and is engaged now, in a clandestine war on Pakistan. At a time when, regardless of the nature of the military action taken by the Pakistan Government in its own territory India could have no conceivable fear of invasion, it has concentrated a large number of its forces, some 2000,000, and its machines of destruction of the borders of East and West Pakistan. In has been engaging shelling and mortar fire against East Pakistan. It regularly sends its own armed personnel into my country to cause death and destruction. It harbours, trains, finances, equips and encourages-some even forces-the dissidents to undertake acts of sabotage and to cripple te economy of East Pakistan. In short, India is at the moment carrying out acts of war against my country, and the only reason why the situation has not been escalated is that the Government of Pakistan has exercised the utmost restraint.

The resort to shelling, mortar-firing and other warlike actions against Pakistan have become a regular feature of the tension build up by Indian armed forces along our borders.

Let me cite two concrete instances of recent occurrence to give the Assembly an idea of what we are confronted with at present.

Indian artillery fired nearly one thousand shells of five closely-located border villages in Sylhet district on the night of 29th September. The villages battered by Indian shelling were Mantala Kamalpur, Jaipur, Armnagar and Harashpur. Twenty eight villagers, including twelve women and eight children, were killed, while thirteen others were wounded. Among the casualties was a party of Telephone Department employees who were repairing a telecommunication line. Communication lines, it must be mentioned, are particular targets of Indian attacks. After shelling, Indian armed personnel attempted to infiltrate into these areas. The Pakistan Army combed the area and recovered 3 light machine guns, 145 boxes of small arms ammunition, 100 steel helmets, 40 mines, some wireless sets and 387 grenades.

India is also trying to create famine conditions in East Pakistan by aiding and encouraging the destruction of lines of supply for transportation of food-grains into Pakistan. As a result of operations against saboteurs who damaged the American food-ship Lightning at Calna anchorage recently, Pakistan authorities have apprehended frogmen trained in India and launched near Chalna and Chittagong ports for sinking ships bringing food grains to East Pakistan. The frogmen were given limpet mines by India and trained in their use. By indulging in sabotage of food-ships, India is trying to create conditions of famine for 75 million people of East Pakistan to fulfill its own political objectives. If the international community is genuinely concerned about possible food shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities which, if unchecked, cannot but endanger the sustenance for the people of East Pakistan.

It is now for the world community and for the United Nations in particular, to prevent another conflagration which would be catastrophic for South Asia.

Secretary-General U Thant, on 20th July last, sent a memorandum to the President of the Security Council drawing his attention to the threat to the peace which has arisen in the sub-continent. The Secretary-General inter-alia, emphasized that he had become increasingly apprehensive at the steady deterioration of the situation in the region in almost all its aspects. The Secretary General said:

"In the Present case; there is an additional element of danger, for the crisis is unfolding in the context of the long-standing, and unresolved, differences which gave rise to open warfare only six years ago"

About the actual situation on the border, he said:

"The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appear to be becoming more frequent…"

And he recognized the threat to peace, indeed to world peace by stating that:

"No one of us here in the United Nation can afford to forget that a major conflict in the sub-continent could all to easily expand."

In short, U Thant has clearly defined the situation as a threat to the peace and urged the Security Council to consider with the utmost attention and concern the present situation and to reach some agreed conclusions as to measures which might be taken.

As I mentioned in my statement in exercise of the right of reply on 29th September, my Government has expressed its readiness to co-operate with the security Council and has welcomed the proposal for a good offices committee of the Council to help reduce the tension between our two countries. I reiterate that readiness here.

India of course, takes an opposite view. Its Government contends that it is not an India-Pakistan problem. They would believe that everything that has happened has been due to Pakistan's actions only, and that India has been merely a passive victim, burdened with a huge influx of refugees. But what are the facts? The facts about Indian intervention are patent and I have already mentioned them.

The world has heard a lot about East Pakistan in recent months much of what has been said has come from outsiders. Not all of them have to test their statements against realities. Many among them moralize and assume lofty postures. But if I may strike a personal tone, I come from East Pakistan. Unlike the distinguished Foreign Minister of India. I cannot afford the luxury of mis-statements and propaganda. From this Assembly, I will go back to East Pakistan. I have to live and suffer and strive and build among my people there, I do appreciate whatever humane concern, unmixed with sordid political motives, exists anywhere for the people of East Pakistan. At the same time, I deplore that the situation in our homeland has been so distorted in the world's eyes, its causes so misrepresented, the sequence of events so disfigured, that it has been made to appear as if there is a war between East Pakistan and West Pakistan. Let an East Pakistani voice rise from this rostrum reminding the world that the people of East Pakistan and West Pakistan are brethren, joined in an imperishable union, and that when the two undertook together the enterprise of building a federal state, it was an unfettered act of self-determination on the part of each. The people of East Pakistan have not regretted, and do not regret, that choice. True, we have problems relating to regional autonomy, to a distribution of national resources based on justice, to the removal of disparities between the different regions. Which State, which large or multilinguistic or multiracial State, is free from such problems? Let not one such state gloat over the problems of another. We in Pakistan, have undergone a most traumatic experience. We have endured a situation of extremity. We have gone through an ordeal. But through it all, we have realized that the fragmentation and fission of our Statehood, the break-up of our unity is and can be no more a solution for us tan it is for others.

It has been a great misfortune that, in our case, these problems led to a violet upheaval. Why this happened cannot he understood without some basic facts about Pakistan's national existence and its relations with India being kept in mind. But it is fantastic to suppose that the conflict was due to East Pakistan's demand for autonomy being suppressed. Are the people of East Pakistan less than independent in a united Pakistan where they are in a majority, and can dominate the Central Government? A majority has, or can acquire, the power to right wrong and to correct imbalances. It is unthinkable for a majority to want to secede. By definition a demand for secession is a

minority's demand. Since, I repeat, the people of East Pakistan are not a minority or a small ethnic group within Pakistan, it follows that the secessionists among them do not represent the people at large. Being secessionists, they are a self-confessed minority. Their position proclaims their isolation from the people. Such isolation can be due either to a total failure of statesmanship, or to collusion with a foreign power, which wishes the disintegration of the State. In the secessionists in East Pakistan, it was due to both.

The relationship between the upheaval in East Pakistan and India's actions is immediate. For months Indian war material had been steadily passing into East Pakistan from across a border which, traversing river, hills, forests and swamps, could not be fully guarded by the limited number of Pakistani troops. When the crisis approached, India sundered the air communications between East and West Pakistan by banning the over flights of Pakistani aircraft across Indian territory. It did so in reprisal against the hijacking of an Indian plane to Pakistan. But, as has been judicially established, this hijacking was engineered by Indian intelligence itself, wanting to create a pretext for India to ban the over flights. The ban is illegal and contrary to India's international obligations. Yet, even now, despite international efforts at conciliation. India refuses to lift it. When the crisis mounted and Pakistan was passing through its severest test, India massed its troops along our borders, in East and West Pakistan.

Faced with this threat from outside combined with an insurgency in the country, the Government of Pakistan had no choice but to use all means to save the country from anarchy, dismemberment, and inevitable Indian domination. I ask the distinguished Representatives assembled in this hall, faces with similar circumstances, what would any other legal Government do?

Conflicts of the kind which we have suffered in East Pakistan are a supreme tragedy. But world opinion is not yet fully aware of how it has been caused and intensified by foreign interference. Had India's concern with the plight of the displaced persons been purely humanitarian, it would have followed a different line of policy. It would have done its utmost to convey the appeal of the Government of Pakistan to the displaced persons to return to their homes. It would have co-operated with us and with the United Nations in a common effort to accomplish this objective. It would have entered into a neighbor dialogue with Pakistan. Here was a situation where, if no power politics was involved, the interest of both India and Pakistan demand that the displace persons be enabled to return to their homes.

It therefore causes us the profoundest regret that, both by its incessant propaganda and its action, India is inhibiting the return of the refugees. By engineering border conflicts, mortar-fire and shelling, India makes it impossible for our nationals to cross the border. It uses their presence within its borders for recruiting from aiming them the so-called volunteers for secessionist forces.

It is this policy of the Government of India which has so far defeated our efforts to bring back to refugees. The declaration of a general amnesty the repeated appeals of the President of Pakistan, the acceptance of the assistance of the United Nations High Commissioner of Refugees and of the presence of his Representatives in East Pakistan.

the establishment of reception centers and the provision of facilities for the re-settlement of the returning refugees by every feasible means we have demonstrated that we are anxious for our nationals to return. On 19th July, Secretary General U Thant proposed to both India and Pakistan that a limited number of the Representatives of the U.N.H.C.R. be posted on both sides of the border to facilitate the voluntary repatriation of the refugees. We unhesitatingly accepted this proposal, India however, rejected it.

The ostensible reason which India cites for its refusal to allow the return of the displaced persons is that conditions are not secure for their return. In the first place, India itself makes the conditions insecure. Secondly, what India means by "secure conditions", as the distinguished Foreign Minister of India made amply clear before this Assembly, is a political solution which would be in accordance with its dictates. The Prime Minister and other leaders of India have publicly declared that they will agree to the return of the displaced persons only when the so-called "Bangladesh" emerges' in other words, when East Pakistan secedes and passes under Indian tutelage.

Could there be a more blatant interference in the internal affairs of one state by another? Only last year, India joined all of us in voting for the Declaration on the Strengthening of International Security which solemnly affirmed the universal and unconditional validity of the purposes and principles of the Charter of the United Nations, including the principles of non-interference, as the basis of relations among States, irrespective of their size, geographical location, level of development, of political, economic and social systems, and declared that the breach of these principles cannot be justified in any circumstances whatsoever.

The issue that is posed by India's interference is not of concern of Pakistan alone. It concerns all nations that wish to preserve their sovereign status and territorial integrity. If the principle of non-intervention is set aside or compromised, every nation, smaller or weaker than its neighbor will be open to the latter's inroads. I therefore appeal to this Assembly to exercise its powers of persuasion on India to desist from its interventionist course. For our part, we are determined to resist India's encroachments and achieve the political solution which we sorely need for our own survival.

Let not India pretends that it has not also created some other problems in the sub-continent. India engaged in efforts to subjugate the Nagas-a proud, non-Indian people-who have borne untold hardship during their long resistance to Indian rule. In India's own territory, there are situations which are the direct result of the exploitation and suppression of the smaller linguistic and ethnic groups in India, notably the Dravidians, she Sikhs and the Bengalis, but we do not made them a cause for interfering in India's affairs. We only wish that India realized, as we do, that anarchy and fragmentation are a danger as much to itself as to us.

If I may sum up the India-Pakistan situation it is a situation of a patent threat to peace which needs to be removed if the people of the two countries are to resume their struggle to achieve higher standards of life in larger freedom. We do not consider the Indian

people as our enemy. Indeed, we feel that, by its unrelenting hostility towards Pakistan, by perpetuating a climate of tension in our region, the Indian Government is committing treason against its own people. We wish that the Indian Government realized that a strong Pakistan is a guarantee of peace in South Asia. Similarly, we wish all the great powers to recognize that attempts to weaken Pakistan and to isolate it, will undermine the balance of power and stability in the region and will promote a hegemony that will be inimical to peace.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৯। রজার্স-মাহমুদ আলী বৈঠক	দৈনিক পাকিস্তান	৯ অক্টোবর, ১৯৭১

রজার্স-মাহমুদ আলী বৈঠক

ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শান্তির পক্ষে হুমকি
ভারতকে নিবৃত্ত করার আহ্বান

জাতিসংঘ, ৮ই অক্টোবর (এ পি পি)। - সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব মাহমুদ আলী গতকাল সন্ধ্যায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স-এর সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে ৪৫ মিনিট ধরে আলাপ আলোচনা করেন। পাকিস্তানী সূত্রে প্রকাশ, জনাব মাহমুদ আলী মার্কিন নেতাকে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ শান্তির পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতকে ঠেকান না গেলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

ভারতকে হস্তক্ষেপের পথ থেকে বিরত করা আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের কর্তব্য। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের প্রধান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় প্রায় ২০ লাখ লোক পাকিস্তান নাগরিক ভারতে চলে গেছে।

সরকার তাদের ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে্ উদ্বাস্তুদের ফেরার সুযোগ-সুবিধার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগে পাকিস্তান রাজী আছে। কিন্তু ভারত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতে রাজী হচ্ছে না।

আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় জনাব মাহমুদ আলীকে সাহায্য করেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব, মমতাজ এ আলভী, জাতিসংঘে পাকিস্তানী দুত জনাব আগাশাহী ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগা হেলালী।

অপর এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান গতকাল সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটিতে (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) বলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক যোগযোগের সময় ভারতে গমনকারী পাকিস্তান নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান ইচ্ছুক। পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য তার সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮০। রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কিত ৯৪ নং সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান টাইমস	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

MARTIAL LAW REGULATION 94 REGARDING POLITICAL ACTIVITY

October 9, 1971

1. This Regulation shall come into force on the 10th day of October 1971, and shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

2. In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context, "political party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion for indulging in any other political activity.

3. No political party or person shall propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the ideology or the integrity or the security of Pakistan or prejudicial to any of the principles enunciated in article 20 of the Legal Framework Order, 1970 (PO, No. 2 of 1970).

4. No political party or any person, in the course of political activity, shall: (a) Use force, violence, intimidation or threats of injury or offer monetary gains in propagating, or for securing support for any views, (b) in any manner cause injury or damage to any person our property, (c) interfere in the operation or the functioning of public services, corporations or institutions set up by or under any law, (d) seduce, or attempt to seduce, from his allegiance or his duty, any public servant or any person serving in any corporation or any other institution set up by or under any law, (e) in any manner interfere with, or cause disruption in, the functioning of educational institutions, (f) subject any unit of the news media, including newspaper offices and pressure of any kind, direct or in the performance of its functions of prevent it from projecting its views, (g) in any manner interfere with the functioning, or transgress the limits of decent and fair criticism of any other political party or its members, or (h) in any manner cause obstruction in or hinder or propagate against the holding of by-elections to the National Assembly or a Provincial Assembly.

5. (a) For the purpose of enabling the Deputy Commissioner or an officer authorized by him in this behalf to take suitable steps for the avoidance of any clash of programmes of, and consequent inconvenience to different parties in the holding of public meetings or taking out of procession of a political nature, every person who intends to hold such a meeting or take out such a procession shall give reasonable notice of his intention in writing to the Deputy Commissioner or the officer so authorized specifying the date on which, and the time and place at which meeting is proposed to be held and the route through which such procession is proposed to be taken out. (b) If the Deputy Commissioner, or the officer authorized as aforesaid, receives notices under sub-paragraph (1) of more than one such meeting or procession to be held or than out in the same place or area on the same date, he shall, after such consultation with the parties

concerned as he deems necessary, so arrange the programme of the several meetings and processions as to avoid any clash of programme of, and consequent inconvenience to, the parties, (c) no public meeting or procession of a political nature shall be held or taken out except after giving a notice under sub-paragraph (1) and, where a programme has been arranged under sub-paragraph (2), except in a according with the programme so arranged.

6. No person shall attend a public meeting or join a procession of a political nature armed with any deadly weapon or instrument which can he used as a weapon of offence or carry any article which can be used for causing injury or damage to any person or property.

7. No person, while speaking at a public meeting shall-(1) (a) use my treasonable matter or expression, or (b) make any statement calculated to produce feelings of enmity or hatred between people or different regions communities, races, castes, seats, tribes or between people professing different religions, or (c) make any statement calculated to excite people to violence (2) no person attending or participating in any public meeting shall carry or display a placard or poster or raise a slogan as referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8.

8. No person joining a procession of a political nature or a demonstration shall carry a placard or poster or raise a slogan, (a) which is calculated to create hatred against any religion, community, race, sector, tribe or between people of different regions, or (b) which is calculated to incite the people to violence or to cause carnage to any property.

9. No person shall, in any manner obstruct or disturb or cause to be obstructed or disturbed, a public meeting or a procession of a political nature held or taken out by any person or political party.

10. No person shall be a member or office-bearer of a political or hold a public meeting or take out a procession of a political nature if he (a) has been convicted of an offence, other than an offence of a political nature and sentenced by any court of law to transportation or to imprisonment, unless a period of five years has elapsed since his release, or (b) has been removed or dismissed from the service of Pakistan or service of any corporation set up by or under any law, unless a period of three years has elapsed from the date of his removal or dismissal from such service.

11. Martial law Regulation No. 76, issued by the Chief Martial law Administrator, is hereby cancelled.

12. Whoever contravenes any of the provisions of this regulation shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(PAKISTAN TIMES, Lahore-October 10, 1971).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ও টেলিভিশন বক্তৃতা (অধিবেশন আহ্বান, ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতীয় হামলা)	জাতিসংঘে পাকিস্তান মিশনের তথ্য কেন্দ্রের দলিল	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY TO MEET ON 27 DECEMBER, 1971
NEW CENTRAL GOVERNMENT TO BE FORMED IMMEDIATELY AFTERWARDS
PRESIDENT YAHYA KHAN CHARGES INDIA WITH MOVING FORWARD ARMY AND AIR FORCE UNITS ALL ROUND EAST PAKISTAN

Islamabad, 12 October 1971: President Aga Mohammad Yahya Khan, in a address to the nation over the radio and television network today said, that Pakistan's new constitution would be published on 20th of December. The 90 day period of amendments to this constitution by the National Assembly by a special easier Procedure would begin after the formation of the Central Government.

President Yahya said that in order to accelerate the process of transfer of power the Central Government would be formed soon after the inaugural session of the National Assembly on 2th December.

Following is the text of the statement:

"I am addressing you today on a matter of grave concern to all of us. As you are aware, the hostile forces which opposed the establishment of Pakistan have never accepted its existence and have constantly been on the look out to weaken us and to ultimately destroy this country. In spite of our sincere endeavors towards amity and friendship over the past 24 years I regret to say that India has never missed any opportunity to bring harm to Pakistan. Her hostile designs toward us have been evident from a number of actions that she has taken and continues to take against us.

"The forcible occupation of Kashmir, the attack on Pakistan in 1965 and the construction of Farraka Barrage despite our persistent efforts to point out the terrible misery that it would cause to the people of East Pakistan, are some of the major examples of India's efforts to weaken us and to harm us in every possible way. There are innumerable instances of their ill-will towards Pakistan.

"India's latest efforts to disintegrate Pakistan are well known to all of you. She has tried to cut away East Pakistan from the rest of the country in collusion with certain secessionists in that wing by assisting the miscreants with arms, ammunition and funds and sending infiltrators to cause damage to life and property of the patriotic East Pakistanis. She has shelled and continues to shell a number of areas in that wing with her artillery and mortars. The world is gradually coming to know that all major sabotage

activities like the blowing up of bridges and disruption of communications in East Pakistan are being conducted by the Indian infiltrators in the name of the secessionists. Frogmen and saboteurs trained and sent by India attempted to damage food-ships in and around our ports in the Eastern wing but have been dealt with by our Armed forces. By such acts India's aim cannot be anything else but to create famine conditions and to starve the people in East Pakistan. So much for their claims of sympathy for the people of our Eastern wing.

"In addition to these hostile activities, India has moved forward army formations of all types including infantry, armour and artillery all round the borders of East Pakistan. Similarly Indian Air Force units have been located in positions from where they can pose a direct threat to that wing. In the West also, a large number of units and formations have been moved out of their peace stations and brought forward towards our borders. It is obvious from these moves and the posture adopted by her armed forces that there is a serious possibility of aggression by India against Pakistan. These feverish military preparations can lead to but one conclusion, namely that she can launch a war of aggression against Pakistan at short notice.

"While there is no reason for undue alarm I have described to you the hostile moves of India as the Nation must know and realize the dangerous situation that the country is facing today.

"However let me assure you that the Government and the armed services are fully alive to the situation and are aware of the imminent danger of aggression against this country by India in both wings. Your valiant armed forces are fully prepared to defend and protect every inch of the sacred soil of Pakistan. With complete faith in the righteousness of their cause and trust in the help of Allah our armed forces will successfully meet the challenge of aggression as they have done in the past.

"But let me remind you that in the event of war or equally grave emergencies it is not enough that only the Government and the armed forces should be ready to meet the challenge. Each one of you has a responsibility and duty to perform. In the present critical situation everyone must work hard with the spirit of a true Mujahid in his own particular sphere with the aggressive forces at our door step we must sink all our differences, eschew parochial and provincial prejudices and eliminate suspicion and mistrust. People in every walk of life must make positive efforts to bring about harmony and promote unity so that the whole nation stands up like a solid rock in defense of the country. I have no doubt that the people will rise to the occasion and join hands with their armed forces to meet the challenge to our security and integrity with patriotism and courage.

"Indian leaders by their bellicose statements have left on doubt in anybody's mind about their intentions. They have been openly talking about unilateral action against Pakistan and some of them have deliberately sought o whip up war frenzy. A number of important Indian leaders have been visiting foreign capitals to vilify and malign Pakistan and to solicit support for the cause of secessionist elements who have crossed over to India. The world, however, can see through the Indian game and cannot be hoodwinked

by her propaganda. All peace-loving countries of the world have understood with sympathy the yeoblem that we are facing and striving to resolve. A number of friendly countries have given us assistance directly and through the United Nations for the relief and rehabilitation of displaced persons and for the reconstruction of East Pakistan's economy. I would like to express my thanks to them.

"We have been gratified by the reassuring attude of a very large number of countries who have fully supported the stand the events in East Pakistan are our internal matter and that no one has any right to tell us how to conduct our affairs.

"Recently, I sent special envoys to call on the leaders of some African and Latin American countries who were most forthright in upholding our action in suppressing internal rebellion and disorder, Heart-warming messages expressing solidarity with our cause have been received from friends in the Muslim world and a number of Asian and African countries.

"We deeply appreciate the friendship and support by the Government of the People's Republic of China in our just stand. The understanding shown by the United States Government in the present situation is an important contribution to the principle that every nation has a right to find a solution its own problems.

"I have noted with interest the keen desire of Premier Kosygin expressed during a recent speech at Moscow for maintenance of peace in the subcontinent and that the Soviet Union would do everything possible to prevent a breach of peace. I welcome this and sincerely hope that the Soviet Union would use its influence to persuade India to refrain from indulging in acts which could lead to an armed conflict. I however, regret that Premier Kosygin made no mention of the various positive steps taken by me to transfer power to the elected representatives of the people as well as to facilitate the return and rehabilitation of displaced persons.

Many proposals of the United Nations like posting of U.N. observers to facilitate the return of displaced persons and defusing the explosive situation on the borders have been welcomed by us but spurned by the Indians. This is not the way towards peace.

As a result of general amnesty granted by the Government and the adequate arrangements for their rehabilitation about two hundred thousand displaced persons have come back to Pakistan but India is still holding back a large proportion although their number is grossly exaggerated by her. In this regard, we would welcome any international agency to assess the correct number of displaced persons. This proposal has also been turned down by the Indians. The obvious conclusion one can draw from this is that the bloated figures as given out by India can only be for one purpose and that is to attract maximum external aid under false pretences. She is forcibly keeping displaced persons in a pitiable state in stinking slum and camps and does not allow them to return. We would be grateful to all friendly countries if they would influence India to regard the issue of displaced persons as a human problem and instead of making political and financial capital out of it, let them return to their homes. International community should also impress upon India the need to desist from interfering in our internal affairs and to

withdraw her forces from our borders. This is the only solution for reducing tension in this are and saving it from a disastrous war which would result in callosal damage to life and property in both countries.

"it is our sincere belief that whether it be for the creation of a climate conducive to the return of the displaced persons of for the normalization of the situation, it is essential that India and Pakistan should work out ways and means to reduce tension and allow normalcy to return at the earliest. Having this in mind we have accepted in the past and will always be prepared to consider any positive initiative from any quarter which would help to realize these objectives.

"Here, I would like to address a word to my countrymen who are living abroad and who were misled by the horrifying tales born in the imagination of Indian propagandists and their foreign protagonists. I am glad that facts are now becoming known to them. I wish it were possible for them to come home to see things for themselves and to discover how the Indian propagandists have distorted the truth.

"I have repeatedly said and I say it again that we are a peace-loving country and want to live in peace with all nations of the world particularly with our neighbors. We have no desire to interfere in the affairs of other people nor shall we allow others to interfere in ours. Undisturbed and lasting peace is essential for the prosperity and well being of our people. We have throughout done our utmost to avoid conflict and exercised every restraint ill the interest of peace. However, unilateral efforts by us alone in such a situation are not enough and there has to be response and reciprocity from India. We know and I hope that our neighbor also realizes that armed conflicts do not solve any problem. In fact such conflicts create more problems and hamper the pace of progress.

"We firmly believe that all outstanding issues between the two countries including those of Kashmir and Farakka Barrage should be setted peacefully in a Just and equitable manner. While desire peace, we are fully prepared to defend and protect, our territorial integrity and sovereignty. Let there be no misunderstanding or miscalculation on that account.

"I would now like to apprise you of the details of my plan of transfer to power which I had announced on the 28th of June this year and which was followed by a statement by me on 18th September. I might mention here that the plan was fully discussed with the political leaders, and they were informed in clear terms of what I was going to announce.

"As you are aware, I have already taken certain steps toward the fulfillment of the plan. Arrangements have been made by the Chief Election Commissioner to hold by-elections to fill in the vacancies in the National Assembly as well as the provincial Assembly in East Pakistan.

"The Constitution will be published by the 20th of December and the National Assembly will be summoned on the 27th of December, 1971.

"You are also aware that the National Assembly will have every opportunity of suggesting amendments in the Constitution and a special easier procedure for facilitating

this task has been evolved for the initial period of 90 days. This procedure would be that the Assembly may propose an amendment to the Constitution by a simple majority of the total number of seats of the Assembly and a consensus of the provinces that is to say by a minimum of 25% of the total seats of each province. For purposes of arriving at these figures, a fraction will be taken as a whole. I might add that this period of 90 days includes the times taken for consideration or reconsideration of proposed amendments by me. I thus visualize that proposed amendments will continue to be submitted to me throughout this period from its commencement. Last amendments, however may be submitted to me by the House not later than 80 days from the commencement of the three months period in order to give me at least 10 days for their consideration or re-consideration. Thus the completion of the whole of this process will not exceed a total period of 90 days.

"The polls for the National Assembly will be completed on the 23rd of December, 1971. The Nation Assembly will be summoned to meet on the 27th of December under the chairmanship of the oldest member of the House will be nominated by me. This will be followed by oath-taking by the members and the election of the Speaker and te Deputy Speaker.

"In order to accelerate the process of transfer of power, the Central Government will be formed soon after the inaugural session of the National Assembly. The 90 days period for submission and consideration of amendments will commence after the Central Government has been formed.

"The Provincial Assemblies in West Pakistan can be summoned at short notice after completing the elections for women's seats in a few by-elections. As regards East Pakistan the election schedule for the by-elections of that Provincial Assembly has already been announced by the Chief Election Commissioner. That is to say by-elections for 105 seats are being held along with the 78 seats of the National Assembly from the 12th to the 23rd of December 1971 and the polls for 88 seats of the provincial Assembly will be held from the 1th of December 1971 to the 7th of January 1972.

The way for the functioning of Provincial Assemblies in the provinces with thus have been cleared and the stage for the formation of governments in the provinces would have been set.

I have explained my plan for the transfer of power in detail. As I said earlier, this plan was made fully known to the political leaders and now I have explained it to the Nation. There should be no longer any cause for speculation. While I would expect all political parties to sincerely devote their attention towards the fulfillment of this plan, I would appeal the leaders and the Nation not to forget the grave danger of the external and internal threats to the solidarity and integrity of our country.

"The stakes are so high and the danger so grave that on no account should we be diverted from our main objectives of the defense of the country and the achievement of the democratic way of life. Any actions or statements by anyone in the country and the achievement of the democratic way of live. Any actions or statements by anyone in the

country which would divert the Nation from these aims cannot be patriotic.

"I would appeal to my Nation, particularly to the national press and political leaders to desist from casing or giving ear to speculation and rumours which, if not curbed, can only seriously hamper the process that I have spelt out earlier and would only gladden the hearts of our enemies.

"Let the Nation stand up as one man and march ahead towards the achievements of our goal. Let us show to the world what stuff we Pakistanis are made of. I have no doubt in my mind that the people of Pakistan whose patriotic fervor is un-matched, whose hearts are pulsating with the love of the Holy Prophet (May peace b upon him) and whose greatest strength is that of their Iman and who rely on the help of Allah will rise to the occasion and meet any challenge from any direction.

"In the end, I would again like to impress you that there is no cause for undue alarm but there certainly is no room for complacency. The situation must be faced in a calm and cool manner. We must be vigilant and make full preparations to meet any threat to our integrity and sovereignty. Let us sink all our differences and once again prove it to those who have designs against us that we are a United Nations firmly resolved to frustrate their plans. No power on earth can cow down a nation of 120 million Mujahids of Islam determined to guard their independence and fulfill their destiny. Let us demonstrate it once again that every single citizen of Pakistan is capable of making supreme sacrifices for the just and noble cause of the defense of their country.

"May Allah help us and grant us success in protecting Pakistan restoring democracy and raising the standard of living of our people. God be with you, God bless you all."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮২। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে আগা শাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI (PAKISTAN) IN THE U.N.
GENERAL ASSEMBLY
OCTOBER 12, 1971

The Representative of India, while making his statement in exercise of the right of reply, at the 1953rd meeting on 5th October, put forth two propositions with which my Delegation would entirely agree. The first, referring to Pakistan's internal situation, was that India, to use his own words, "cannot come into it and should not come into it". The second was that the problem of the return of displaced persons to their homes in East Pakistan is of such anguish that it is not a matter for polemics of debate.

If the Representative of India had sustained these propositions, we would have seen the beginning of a process whereby the tension in the India-Pakistan subcontinent could be dispelled. This would make a just and durable solution of our own internal problems vastly easier.

Is it not, therefore, extremely unfortunate that, far from sustaining these propositions, the Representative of India proceeded to destroy them at every turn. On the one hand, he said that India does not and should not interfere in Pakistan's internal problems. But straightaway, he asked that the Government of Pakistan should enter into negotiations with the same group that wanted to break the national unity of Pakistan. Is this not clear interference by one States in the affairs of another? Governments of States which wish to maintain normal relations do not even comment on one another's internal problems. But here, one State demands that a certain internal situation of another State be resolved in a certain way.

Then again, on the one hand, Ambassador Sen said that the problem of the return of displaced persons is of extreme anguish. On the other, he did not hold out the slightest promise of India's co-operation towards accomplishing the objective of the return of this mass of unfortunate people to their homes, in full security of life, property and honor.

Let us be clear on this point. Everyone agrees that the only humanitarian solution of the problem caused by this tragic exodus of people is that they should be enabled to return-to their homes. Since they are at present on Indian soil, I ask: how can this be done without India's willing cooperation? Yet, there was nothing in the statement of the Indian Representative which could be construed as an offer co-operate towards this humane and urgently necessary end.

To make the return of the refugees conditional on a political change in Pakistan, is not only to interfere in Pakistan's affairs but also to play with the present plight of this large number of human beings. The Representative of India charged us with callousness.

But how can one described the attitude and the policy on the part of India which is responsible for obstructing the return of the refugees?

In our statements made from this rostrum on 27th and 29th September and 5th October my Delegation has described in detail the various measures taken by the Government of Pakistan to assure the refugees that they have nothing to fear on their return. The Secretary General and the United Nations High Commissioner for Refugees have both offered to help in this endeavor. Is it not time, that India reacted positively to the constructive proposals that have been made?

On its part, Pakistan has succeeded in bringing back about 200,000 of the displaced persons. I am in a position to report to the Assembly that a number of the returning refugees have assured the Representative of United Nations High Commissioner for Refugees, who personally visited many areas in East Pakistan that their properties had been restored to them and that they were living in conditions of the minority community. My Government affords full facilities to the Representative of UNHCR to meet the refugees on their return.

We are not here engaged in a debating exercise, but in trying to see how situations of great peril can be resolved. In our main statement of 5th October we cited concrete instances of the clandestine war at present waged by India against Pakistan. Ambassador Sen dismissed them in a casual and almost light-hearted manner. Then he said that India has made more than 400 Complaints about the violation of its eastern border. Regardless of the basis of these complaints, is this not an evidence of the seriousness of the situation? It is not enough to make complaints; one should be prepared for them to be examined. If India wants this complaint to be examined, is it not necessary that the Security Council should consider the international situation? As we stated, we have expressed our readiness to co-operate with a good offices committee of the Security Council. But it is India which is obstructing the means by which the situation can be defused. Can it be denied that a threat to peace exists today in the India-Pakistan sub-continent? Addressing the nation earlier today, president Agha Mohammad Yahya Khan stated.

"She" – referring to India – "has shelled and continues to shell a number of areas in that wing" – that is, the eastern wing of Pakistan – "with her, artillery and mortars. The world is gradually coming to know that all major sabotage activities like the blowing up of bridges and disruption of communications in East Pakistan are being conducted by the Indian infiltrators in the name of the secessionists. Frogmen and saboteurs trained and sent by India attempted to damage food ships in and around our ports in the eastern wing but have been dealt with by our armed forces. By such acts, India's aim cannot be anything else but to create famine conditions and to starve the people of East Pakistan".

In spite of these clearly war-like acts and the massing of Indian troops on our borders, Pakistan maintains a policy of peace. As the President stated today:

"It is our sincere belief that whether it be for the creation of a climate conductive to the return of the displaced persons or for the normalization of the situation, it is essential

that India and Pakistan should work out ways and means to reduce tension and allow normalcy to return at the earliest".

Certainly it was not in a spirit of responsibility that Ambassador Sen ridiculed the report quoted by us of nearly a thousand shells fired by Indian artillery on border villages of East Pakistan during the night of 29th September. After himself changing "nearly" to "exactly", he put the question, who counted them? But Indian Representative do not pause to put the same question to themselves when they make wild allegations that a million people were killed in East Pakistan.

Ambassador Sen quoted a frivolous remark of the Manchester Guardian, but let me remind him that the same newspaper in its issue of 19th July published a report from its correspondent, Martin Woolacott, to the effect that in regard to:

"the awful arithmetic of the killing in East Bengal, it can be taken as obvious that in every category there has been an exaggeration".

Woolacott's careful estimate was that about 20,000 people were killed by the secessionist elements and about 30,000 casualties resulted, following the army action on 25th March. To quote him:

"The military action itself no doubt killed far fewer than the propagandists from the other side claimed".

In his statement of 5th October, the Chairman of my Delegation alluded to his coming from East Pakistan because he was citing his direct acquaintance with the minds of the people of the eastern wing of our country. I regret that Ambassador Sen should have thought it fit to allude to his own origin also. Surely, as a Representative of India, he cannot by virtue of his birth alone claim direct acquaintance with conditions in any part of Pakistan.

Finally, the Representative of India tried to make light of the issued between India and Pakistan which have prevented the establishment of normal and good neighborly relations between us. He would not like to hear about the problem of Jammu and Kashmir which is problem involving millions of human beings. He said that India is always willing to co-operate with Pakistan in solving all bilateral problems. In the first place, the problem of Jammu and Kashmir is not entirely bilateral; the United Nations is also a party to it. Secondly, even if we disregard that consideration for moment, it is not most extraordinary than India should express its willingness to negotiate a settlement of this problem and, in the next breath, assert that the only thing to negotiate is the withdrawal by Pakistan from azad Kashmir. In other words, they invite us to make a gift to them of even that part of Kashmir which escaped Indian occupation.

To say that we raise these issues in order to divert attention from the problem created by the situation in East Pakistan, is wholly contrary to facts. The latter problem arose only this year and we fervently hope it will be solved soon. The problem of Jammu and Kashmir has been in the forefront of India-Pakistan relations since 1948.

Pakistan, more than any other country, is aware of the urgent necessity of political solution of its problems. Our only plea is that we be allowed to work it our without outside interference. The President of Pakistan, in his address earlier today, announced concrete measures whereby democracy will be restored in the country.

I cannot leave this rostrum without seeking to dispel a certain misunderstanding about the situation in East Pakistan which has appeared in the statements made by one or two delegations during the general debate. This misunderstanding seems to be related to the principle of self-determination. Pakistan, as much as any other country and more than some believes in and steadfastly adheres to this principle. The principle is applicable to all peoples living under colonial ruler or alien subjugation or in territories whose disposition is yet undetermined. It would be a travesty of this principle, however, if it were to be invoked in the case of racial, ethnic or linguistic groups which compose the populations of multi-racial or multi-linguistic States which have already exercised their right of self-determination. Endless fragmentation, especially of newly independent states would then result. In the case of Pakistan, its sovereign Statehood was established by the same act from which India derives its independence. Both States are multi-lingual. Pakistan consists of the Bengalis, the Punjabis, the Sindhis, the Pathans and the Baluchis: these five ethnic and cultural groups are the main components of our nation and not one of them is subordinate or inferior to the other. References which were made to the Pathans and the Baluchis are not in conformity with historical and legal facts. And let me say finally that with our neighbor Afghanistan we desire nothing more ardently than relations of brotherhood and mutual respect.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৩। জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে আগা শাহীর আরেকটি বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI (PAKISTAN) IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
OCTOBER 13, 1971

During the general debate, my Delegation has stressed several times that we are not here to match arguments and score debating points. We regard the present India-Pakistan situation as too serious, and the imperative of peace to compelling, to allow us exercises in debate.

The reply just made by the Representative of India to what I said yesterday, contains several misstatements and repetition of old charges which we have already refuted. No one in the Assembly, I am sure, enjoys a series of replies and counter replies which fail to advance the cause of peace, or to bring about a clearer understanding of a situation which involves a threat to peace. Nevertheless, in view of the earlier intervention, of the Representative of India, I am duty bound to my Government to make a reasoned and dispassionate presentation to correct the picture that he has painted.

First of all, the Representative of India seemed to be aggrieved that I exercised my right of reply yesterday, that is seven days after his-the Indian-statement of allegations against us I should like to assure him that we always believe in taking a pause and reflecting on any charges that may be made, so that we do not make impassioned replies, that we do not generate heat, but serve to enlighten this General Assembly. it is for that we thought we should make a considered reply rather than the type of statement that we heard a moment ago from the Representative of India.

I was also greatly surprised when the Representative of India said that the points that had been made by me in the India-Pakistan exchanges were demolished by the Representative of Afghanistan. I am loath to infer from this that there has been any collusion between India and Afghanistan.

We have heard for the umpteenth time that the Government of India does not wish to interfere in the internal affairs of Pakistan, and yet the Representative of India launched into a veritable tirade over the internal development of Pakistan. He quoted certain political leaders of Pakistan about the nature of the Constitution of the political plan that has been put forward by President yahya Khan. Is comment on the internal constitution developments of a country not within the exclusive domestic jurisdiction of a State? While he quotes from the Pakistan press about what the political leaders of Pakistan have to say in exercise of the free expression of opinion which obtains in my country. Yet he does not give credit to my Government that these critical opinions about the

Government-which are not only critical, but very strongly critical-are in fact published. He still derides the situation in my country and states that we do not know that this is all they have said because there is censorship in Pakistan. If there were censorship, these critical comments against the Government by the political leaders of Pakistan would not have seen the light of day.

The Representative of India was good enough to inform this General Assembly about the relationship between me and the Pakistani Ambassador in Washington and to quote from what Ambassador Hilaly state in a television interview as to how the insurgents and the secessionist elements obtained arms. He was speaking of the situation between 1st and 25th March, 1971, when the loyalty of large sections of the East Pakistani police, the para-military forces, and the East Pakistan regiments were subverted. The loyalties of these elements of our armed forces from East Pakistan were subverted and they were incited to loot the armouries and the shops which arms and ammunition, obviously, being para-military forces and members of the regular armed forces of Pakistan and East Pakistan, they were armed with weapons, and when they defected and rose in rebellion against the Government, they used these weapons.

But that is out the end of the story. There has been infiltration of armed Indian elements in to East Pakistan over a long period. The fact that arms and ammunition are being collected and sent by India into Pakistan is a fact of public knowledge. No attempt has been made by the Indian officials over the last few months to deny that they are supplying and arming the guerrillas. Only today, we have has a dispatch in the New York Times from Sydney Schanberg, who is the New York Times correspondent based India, about trainload after trainload of arms going to Calcutta for arming these insurgents so that they can step up their raid into East Pakistan.

I can quote many correspondents from 25th March onwards, correspondents of world famous newspapers-The Time of London, the Daily Telegraph and others-who have sent dispatches to their editors about the extent of the involvement of India arming and training and unleashing of these insurgents, with the support and with the assistance of the Indian armed forces.

We hear a great deal from Indian Representatives about the need strictly to observe the Principles and Purposes of the Charter, the Principles of Strengthening International Security, the Declaration on Principles of Friendly Relations, the Principles on which aggression should be defined and we know that Indian Representatives have themselves taken an active part in formulating definitions of aggression, not definition of international conduct, stating that the arming and inciting of guerrillas arid sending them across international borders to carry out raids and sabotage are acts of aggression. But this is precisely what they are doing in regard to Pakistan; yet they say that they do not wish to interfere in our internal affairs.

It is always most painful to have to enter into any argument as to the awful arithmetic of death or the number of casualties. The Representative of India has persisted in stating that the casualties number "from a quarter of a million to two million". Now, is it responsible to make such a statement-to take the liberty of giving a margin from a

quarter of a million to two million, as if they are just figures or just inanimate units, and not living human beings? If we consider the laws of our own countries, every single death is investigated as the highest crime, and a country is, most concerned and exercised over even a single casualty. But the Representative of India comes here and charges Pakistan with causing by the federal action against secessionist elements the death of between 250,000 and 2,000,000 men, women and children.

What can one say of the requirements of veracity and precision when they make such allegations? Let me say that those figures which are always quoted by India and which have found their way into the world press have all emanated from Indian sources, from the secessionist elements that have spread rumours and tried to defame the image of the Pakistan. Members are all aware of the cyclone that occurred last November. At that time, certain charges were made by political parties in East Pakistan engaged in elections that the Government of Pakistan had not sufficiently mobilized all the resources to bring help to the survivors of that flood. Those political parties which made the charges against the Government did not defect a single worker of their parties for the sake of humanity and relief to their own kith and kin. They were engaged in electioneering, campaigning and taking our processions, and yet they charged the Federal Government of Pakistan with the responsibility; and let me tell the Assembly that they charged the Government of Pakistan with responsibility for genocide.

Apparently, in this war of words, people have lost their sense of reality, words have lost their meaning. Not a single survivor of that cyclone died as a result of neglect. The casualties that took place were due to the flood; they all happened in the cyclone, within twenty four hours and yet the Government of Pakistan was accused by those political parties-which later on betrayed their secessionist colors-of genocide.

Let me also tell the Assembly that between 2nd March and 25th March, the Awami League took a series of actions to set up a parallel government and defy the authority of the established Government. They issued directives to Government employees not to attend offices; they raised the flag of rebellion; they gave directions to commercial housed they gave directives that no taxes should be paid to the Central Government, and it way they, the secessionist elements which started the killing of innocent citizens. Those facts have been documented. When the armed forces, which were sanding as spectators in order not to be accused of interfering in the political process, were at length ordered to suppress the killings, and when, as a result of their action, not more than two or three dozen people were killed, they were accused of genocide. The cry of genocide against the Government of Pakistan started even before 25th March when the army took action to suppress the killing, of innocent people in East Pakistan who were not of the same political persuasion as the secessionist element.

Those are recorded, documented facts, and yet there has been a suppression of information. Those facts have not been allowed to find their way into the world press. Yet the Pakistan Government is accused of censorship and suppression.

However, let me tell you that the figures of death quoted by the Representative of India have all emanated from Indian sources. Those correspondents have been fed with

those stores. I do not wish to dwell upon this further, but if I am challenged I am ready to present further evidence before you. I have already stated that the insurgents and the secessionists apart from those armed element of our armed forces and para-military forces, who stole arms from the armouries and who looted arms and ammunition shops-were supplied and armed by India, and I have drawn the Assembly's attention to an article in The New York Times of today.

In regard to the question that the Representative of India has raised about an alleged death sentence having been passed on Sheikh Mujibur Rahman there is a news item in The new York Times today which states that a diplomatic defector from a Pakistan Mission made this statement on the authority of information that had been given to Pakistan Missions abroad before he defected. Let me here make a categorical statement; neither my Mission nor any such Mission has received any information from my Government about the question of a sentence passed on Sheikh Mujibur Rahman. Therefore, any defector from this Mission, who goes and states to the press that a sentence of death has been exercised due care and caution before he came to fling this charge at us.

I will also tell this Assembly that certain diplomatic defectors have circulated memoranda and letters to the correspondents here saying that Sheikh Mujibur Rahman is dead. What purpose is served by circulating such wrong statements and falsehood is beyond our comprehension, but, at least, we would hope that Representatives of sovereign States would exercise greater responsibility than pamphleteers and propagandists in making charges and innuendoes against other Government.

Let me pass from replies to these charges, which are painful to me as to all of you, to something more constructive. Let me avail myself of this opportunity to renew the offers made by the Government of Pakistan to arrest the deterioration f the present India-Pakistan situation and for the creation of a climate of confidence conductive to the return of the displaces persons.

These are our offers:

Firstly, to have the number of persons, who were displaced from East Pakistan and went to India, ascertained by an impartial international agency, so that the controversy regarding the number of refugees who have left East Pakistan may be finally laid to rest Considering the wide disparity existing between the number calculated by us and that alleged by India, only an impartial agency could arrive at an assessment which would be beyond challenge.

Secondly, we offer to arrange the stationing on both sides of the border between East Pakistan and India of Representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees, to facilitate the return and rehabilitation of the displaced persons. That is a proposal which was made by the Secretary-General, and it is clear that a measure of that kind would go a long way in improving the climate and establishing confidence. My Government affords all facilities to Representatives of the United Nations High Comm-

issioner for Refugees to visit areas of East Pakistan where refugees are returning, and to meet them. On the other side of the border, however, a curtain has been drawn which hampers the return of the refuges.

Thirdly, we offer to invite a good offices committee of the Security Council to confer with the Governments of both India and Pakistan regarding how the present tension between the two countries can be dispelled, to bring about the return of the displaced East Pakistanis from India in conditions of full security.

Fourthly, we are ready to work out with India, in bilateral talks at any level, ways and means by which the repatriation of the refugees could lie accomplished and the threat of an armed conflict removed.

Rather than prolong polemics, which merely add to bitterness, we would hope that the Government of India will not reject these offers. I know that it can say "they have been made before and we have turned them down", but we would appeal to it to reconsider its rejections, because these are constructive offers and could bring about a true amelioration of the situation, so that we can contribute to the minimization of the aims demanded by both humanitarianism and peace, and I appeal again to the Representative of India not to belittle these offers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৪। ইয়াহিয়া-পদগর্নি আলোচনা	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

ইয়াহিয়া-পদগর্নি আলোচনা
পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

১৬ই অক্টোবর, (এ পি পি, তাস)। - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতরাত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিতহন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। অপরপক্ষে ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি, ভি গিরীও গতকাল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ এ আলোচনায় সোভিয়েট সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিকোলাই বিরুবীন এবং ভারতের প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীও অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা কালে প্রেসিডেন্ট পদগর্নি পাকিস্তানের ঐক্য সংহতি তথা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শান্তি রক্ষায় তার দেশের গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন বলে মনে হয়। তিনি পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক উন্নয়নে সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করেন।

ইরানী রাজতন্ত্রের আড়াই হাজারতম বার্ষিকী উৎসবে যোগদানার্থে এখানে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মাদ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইরানের শাহানশাহ ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করেন। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথেও সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার রাষ্ট্র প্রধানগণ পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতি তথা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয়। পাকিস্তান তার একক উদ্যোগে উপমহাদেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট গভীরভাবে তা অনুধাবন করেন। প্রেসিডেন্ট পদগর্নির মনোভাবের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, উপমহাদেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারটা ভারতের মনোভাবের উপরই নির্ভর করছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার একান্তভাবেই তার নিজস্ব ব্যাপার, আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার দিক থেকে সীমান্তের অপর পার হতে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রেসিডেন্ট এই মর্মেও অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারত যে শান্তির কথা বলে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে, তাকে পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, অনুপ্রবেশ তথা অন্যান্য আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তা হলে পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর বর্তমানের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানগুলো থেকে তার সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৫। পাকিস্তান যুদ্ধ চাহে না তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নিবে-ইয়াহিয়া	দৈনিক ইত্তেফাক	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেনঃ পাকিস্তান যুদ্ধ চাহে না, তবে আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ নিবে

প্যারিস, ১৯শে অক্টোবর, (রয়টার)। - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেশ ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না, তবে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করিলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে। গতকার প্যারিসের 'লিমন্ডে' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হয়। পত্রিকার করাচীসহ বিশেষ সংবাদদাতার সহিত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উপরোক্ত উক্তি করেন।

তিনি পাবসিপোলিসে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সহিত সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানকে হুমকি প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানান। প্রেসিডেন্ট পদগর্নি তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন উপমহাদেশে শান্তি কামনা করে এবং আগষ্ট মাসে সম্পাদিত সোভিয়েত-ভারত চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবার নহে। সোভিয়েত ইউনিয়ত ভারতকে আক্রমণাত্মক উৎসাহ প্রদান করিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট পদগর্নি জানাইয়াছেন।

ভারত হইতে বাঙ্গালী গেরিলাদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকিলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন কিনা, জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেনঃ আমি তা করিব না, কারণ আমি ভারতের সহিত যুদ্ধ চাহি না। আমরা পরম ধৈর্য প্রদর্শন করিতেছি। যুদ্ধ বাধিলে তাহা শুধু উভয় দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশাই বৃদ্ধি করিবে এবং উহাতে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইবে না।''

তবে পাকিস্তানী নেতা বলেন, এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁহার দেশ উহার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না। তিনি আরও বলেন যে, উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান সঙ্কটের পরিণাম কি হইবে, তাহা ভারতের মনোভাবের উপরই নির্ভরশীল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আস্থার সহিত বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ভারত দুস্কৃতিকারীদের আশ্রয় না দিলে আমাদের এলাকায় বোমা বর্ষণ না করিলে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের উৎসাহ না দিলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও অর্থনীতি পঙ্গু করার জন্য ক্রমাগতভাবে অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ না করিলে এপ্রিল মাস হতেই স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হইত। সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে কোনরুপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। ভারত যে কখনও পাকিস্তানের অস্তিত্ব মানিয়া নেয় নাই, তাহাই উক্ত মনোভাবের ভিত্তি বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গে

বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত কোনরুপ আপোষের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হইতেছে। পাকিস্তানের সেরা আইনজীবী কর্তৃক তাহার পক্ষ অবলম্বন এবং গোপনে বিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি সম্মতি দিয়েছি। দেশের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হইলে সেক্ষেত্রে এ ধরণের গোপনে বিচার অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নহে।

বিচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হইলে তখন আমি উহার সকল বিবরণী প্রকাশ করিব, তবে অদূর ভবিষ্যতে নহে।

দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে, তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ বিচার অনুষ্ঠানের ভার প্রদত্ত সামরিক আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত না হইলে আমি একজন বিদ্রোহীর সহিত পুনর্বার আলোচনা করিব না।

সর্বোপরি তিনি যে, জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন নাই, তাহা উপলব্ধি করাইবার বিষয়টি তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৬। বিনা উস্কানীতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

বিনা উস্কানীতে গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে
পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ
পরিণতির জন্য ভারতই দায়ী হবে

ইসলামাবাদ, ২০শে অক্টোবর, (এ পি পি)। - পাকিস্তান আজ ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানী ভূ-খণ্ডে বিনা উস্কানিতে ভারতের সেনাবাহিনীর কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের ফলে যে পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য ভারত সরকারই এককভাবে দায়ী হবে। গতকাল ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে প্রতিবাদলিপিতে পাকিস্তান ভারত সরকারকে অবহিত করেছে যে, বিনা উস্কানিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।

এই প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে জানমালের ক্ষতিপূরণের দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে। মঙ্গলবার শেষ রাতের দিকে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। সদাসতর্ক পাকিস্তানী সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখতে পায়। তখনই তাদের আক্রমণ না করে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের পাকিস্তান এলাকায় বেশ ভিতরে ঢোকার সুযোগ দেয়। যখন তারা হিলির উত্তরে সীমান্তবর্তী গ্রাম আপতাইর-এ পৌঁছে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের উপর কার্যকরভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে।

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত অনুপ্রবেশকারীরাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু শিগগিরই তারা ভারতীয় এলাকার দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করে। তখন তাদের ৯ জন নিহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্তের দিকে পলায়নকারী ভারতীয় সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আরো তিনজনকে হত্যা করে। অনুপ্রবেশকারীরাও একটি হালকা মেশিনগান, ৮টি রাইফেল, ২০টি হাতবোমা এবং প্রচুর কার্তুজ ফেলে পালিয়েছে।

গোলাবর্ষণ

এদিকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আজও কুমিল্লা, যশোর, রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে কোন রকম উস্কানি ছাড়াই গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে।

উস্কানি ছাড়াই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর এরুপ নৃশংস গোলাবর্ষণের ফলে ৩৭ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী নিহত এবং ৪৪ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ১০ টি শিশুও রয়েছে।

আজকের ভারতীয় গোলাবর্ষণে কুমিল্লার ৬টি, যশোরের আটটি, ময়মনসিংহের ২টি এবং রংপুর জেলার ২টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাঝারি কামান, ফিল্ডগান এবং বিভিন্ন ধরনের মর্টার থেকে পনেরো শ'র বেশী গোলা এইসব গ্রামে বর্ষিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৭। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার উপর-পত্র	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN’S REPLY, DATED OCTOBER 22, 1971,
TO U.N. SECRETARY GENERAL’S LETTER OF OCTOBER 20, 1971.

I have today received your message of October 20, 1971, through my Ambassador.

I fully agree with your appreciation of the gravity of situation which is worsening rapidly on Indo-Pakistan borders. I also fully share your concern for preservation of peace and prevention of a disastrous situation developing for both the countries which could only result in suffering for millions of people, already as a result of Shelling of border villages on our side hundreds of men, women and children have been killed and wounded and large numbers rendered homeless.

It is a pity a that a press Conference in New Delhi on October 19, 1971 the Indian Prime Minister has summarily rejected the proposal for withdrawal of forces of both countries from borders. The reason advanced for this in that Pakistan's lines of communications to borders are shorter than those of India. I do not wish to enter onto a controversy on this point and would suggest that withdrawals of man-power along with armour and artillery army take place all along the Indo-Pakistan international frontiers both in east and west, if not to peace time stations, ten at least to a security on both sides. At the same time, armed infiltration and shelling into our borders in East Pakistan should cease.

I further recommend that U.N. observers on both sides of borders should oversee the withdrawal and supervise the maintenance of peace. Only the recognized border security and police forces should then remain at border post which they have traditionally occupied.

I also welcome the offer you have made for making your good offices available and very much hope that you can pay an immediate visit to India and Pakistan to discuss the ways and means of withdrawal of forces. This, I am sure, will have a salutary and desirable effect and further the cause of peace.

In view of the urgency and gravity of the situation, confirmed by Indian leaders on October 19th last, threatening to occupy and hold border cities of Lahor and Sialkot, a public declaration by you of your intention to visit India and Pakistan to seek a settlement of differences would be most desirable.

In conclusion, I assure you of full co-operation on the part of my country in all your efforts directed towards the preservation of peace.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৮। জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের তথ্যাবলী	দৈনিক পাকিস্তান	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

মনোনয়নপত্র বাছাই সমাপ্ত
১৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
এম এন এ নির্বাচিত

পনেরো জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশনসূত্রে একথা জানানো হয়েছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে ৫ জন পিডিপির, ৫ জন জামাতে ইসলামীর, ২ জন কনভেনশন মুসলিম লীগের, ২ জন নেজামে ইসলামের ও ১ জন কাইয়ুম লীগের।

নির্বাচিত সদস্যরা হইতেছেনঃ-

পিডিপি
সৈয়দ আজিজুল হক (এন ই ৫৮, বাখরাগঞ্জ ১)
সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (এন ই ৬২, ময়মনসিংহ ১৭)
জনাব দলিলুর রহমান (এন ই ১৪৩, কুমিল্লা ২)
জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ (এন ই ১৫৩, চট্টগ্রাম ১)
জনাব ফজলুল হক (এন ই ১২২, সিলেট ৩)

জামাতে ইসলামী
জনাব সাদ আহমদ (এন ই ৪০, কুষ্টিয়া ২)
জনাব আবদুল মতিন (এন ই ৪১, কুষ্টিয়া ৩)
অধ্যাপক ইউসুফ আলী (এন ই ১০৮, ঢাকা ৫)
জনাব মতিউর রহমান শাহ (এন ই ৬৩, বাখরগঞ্জ ৬)
জনাব জবান উদ্দীন আহমদ (এন ই ১১, রংপুর)

কনভেনশন মুসলিম লীগ
জনাব মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ (এন ই ১১৩, ঢাকা ১০)
জনাব এম, এ, মতিন (এন ই ২৬, পাবনা ৩)

নেজামে ইসলাম
জনাব আশরাফ আলী (এন ই ১৩১, কুমিল্লা ১)
জনাব আবদুল হক (এন ই ১৪৪, কুমিল্লা ১৪)

কাইয়ুম মুসলীম লীগ
জনাব মুজিবর রহমান (এন ই ৯১, ময়মনসিংহ ১৬)

একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইনি হচ্ছেন জনাব মাসুদুর রহমান (এই ই ৪৭, যশোর ৫) । ফলে জাতীয় পরিষদের ৭৭টি আসনের উপনির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা এখন ২০১ জনে দাঁড়িয়েছে। একটি নির্বাচনী এলাকার খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হচ্ছে ২৮শে অক্টোবর।

উপনির্বাচন প্রার্থীদের তালিকা
জাতীয় পরিষদ

এন ই ৮৮, ময়মনসিংহ ১৩	মাওলানা মোঃ মনজুরুল হক ও এ কে ফজলুল হক।
এন ই ৪৩, যশোর ১	এম এ রশিদ, পিডিপি ও শেখ শরফ উদ্দীন আহমদ, কনভেনশন।
এন ই ৪৪, যশোর ২	সৈয়দ শামসুর রহমান, কাউন্সিল ও আহমদ রফিউদ্দিন, স্বতন্ত্র।
এন ই ৪৯, যশোর ৭	মৌলভী সোলেমান মোল্লা, জামাত ও আমীর হোসেন, স্বতন্ত্র ।
এন ই ৫৮, বাখরগঞ্জ ১	সৈয়দ আজিজুল হক, পিডিপি।
এন ই ৬২, বাখরগঞ্জ ৫	মৌলভী আবদুর রব, মোঃ ইসমাইল খান, আবদুস সোবহান মৃধা, কাইয়ুম ও মোঃ আবদুল আজিজ।
এন ই ৬০, বাখরগঞ্জ ৩	ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন, কনভেনশন, এম শমসের আলী, শামসুদ্দীন আহমদ, আবদুর রব ও আবুল হোসেন।
এন ই ৬৩, বাখরগঞ্জ ৬	মহিউর রহমান শাহ, জামাত।
এন ই ২, রংপুর ২	আবুল বাশার, কাউন্সিল, সৈয়দ আলী, কাইয়ুম আলহাজ গরির উদ্দীন আহমদ, কনভেনশন, সৈয়দ কামাল হোসেন রিজভী, পিপিপি।
এন ই ১৭, দিনাজপুর ৫	কামরুজ্জামান, মোঃ আবুল কাশেম, আবদুল ওয়াদুদ, স্বতন্ত্র, মোঃ সোহেল, পিপিপি।
এন ই ২৮, পাবনা ৫	মুন্সী আবদুল মজিদ, স্বতন্ত্র, রিয়াজ উদ্দীন মিয়া, স্বতন্ত্র সৈয়দ আসগর হোসেন জায়েদী, কাইয়ুম।
এন ই ২৯, পাবনা ৬	আবদুস সোবহান, জামাত, মোঃ মোতালেব আলী, স্বতন্ত্র

এন ই ১৪, নোয়াখালী ২	আবদুল জব্বার খন্দকার, পিডিপি, খাজা আহমদ মোসলেহ উদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, কনভেনশন।
এন ই ১৪৭, নোয়াখালী ৩	সাইদুল হক এ্যাডভোকেট, কনভেনশন, মাওলানা মকবুল আহমদ, নেজাম, মোঃ গোলাম মোস্তফা।
এন ই ১৫০, নোয়াখালী ৬	মোঃ হারিস মিয়া, কনভেনশন, মোঃ সফিকুল্লাহ, জামাত।
এন ই ১৫১, নোয়াখালী ৭	আবদুল ওয়াহাব উকিল, পিডিপি, আবু সুফিয়ান, স্বতন্ত্র।
এন ই ১২০, সিলেট ১	নাসির উদ্দিন, পিডিপি, আবদুল বারী, কনভেনশন।
এন ই ১২১, সিলেট ২	সৈয়দ কামরুল আহসান, নেজাম,আবদুর রহমান, জামাত।
এন ই ১২২, সিলেট ৩	ফজলুল হক, পিডিপি।
এন ই ১২৩, সিলেট ৪	সৈয়দ আবুল খায়ের, স্বতন্ত্র, মাহিবুর রহমান, কনভেনশন, মোঃ আবদুস সাত্তার, জামাত, মোঃ মইনুল ইসলাম, জামাত, হাজি হাবিবুর রহমান চৌধুরী, কনভেনশন।
এন ই ১২৯, সিলেট ১০	গোলাম জিলানী চৌধুরী, পিডিপি, মেসবাউদ্দোহা আহমদ, কনভেনশন, আবদুস সাত্তার পীর, জামাত।
এন ই ১৩৫, কুমিল্লা ৫	মোঃ সাজেদুল হক, মোঃ বজলুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মান্নান আবদুল মজিদ।
এন ই ১৩৬, কুমিল্লা ৬	মোঃ ইব্রাহীম মজুমদার, হাশমত উল্লাহ, হাজী মজহারুল হক চৌধুরী, আলী আসগর।
এন ই কুমিল্লা ৮	তমিজ উদ্দিন পিডিপি, আব্দুর রব।
এন ই ১১, রংপুর ১১	জবান উদ্দীন আহমদ, জামাত।
এন ই ৭১, টাঙ্গাইল ২	মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, স্বতন্ত্র ও গোলামা আজম, জামাত।
এন ই ৭৩, টাঙ্গাইল ৩	এম এ মান্নান, কনভেনশন, মওলানা আবদুস সামাদ দেওয়ান, জামাত, মওলানা আবদুল হাই হানাফী (লাহোরী), নেজাম।
এন ই ৭৫, টাঙ্গাইল ৪	অধ্যাপক এ খালেক, জামাত, ডাঃ শওকত আলী ভুঁইয়া, কনভেনশন, হাকিম হাবিবুর রহমান, কনভেনশন।

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ অক্টোবর (১৯৭১)

আরও ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত

আরও ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ জনে দাঁড়িয়েছে। গতকাল শনিবার নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থী ৩ জন হচ্ছেনঃ কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব আসমত আলী (এন ই ৪২, কুষ্টিয়া ৪), নেজামে ইসলামের সৈয়দ কামরুল আহসান (এন ই ১২১, সিলেট ২) ও জনাব সাজেদুল হক, এন ই ১৩৫, কুমিল্লা ৫)।

২০১ জন প্রার্থী এখন জাতীয় পরিষদের ৭৮টি নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বাছাইয়ের পর কুষ্টিয়া, যশোর, সিলেট ও কুমিল্লা জেলায় ৮ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

কিন্তু এগুলো চূড়ান্ত নয়। কারণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে এগুলোর বিরুদ্ধে আবেদন রয়েছে। নির্বাচন কমিশনসূত্রে জানানো হয় যে, ফরিদপুর জেলার এন ই ৯৯ নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ৭ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। বাছাইয়ের পর যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে তারা হচ্ছেনঃ

কাউন্সিল লীগের মিয়া মনসুর আলী (এন ই ৪২), জামাতের মাওলানা হাবিবুর রহমান, কনভেনশন লীগের জনাব আকবর আলী মোল্লা (এন ই ৪৭), স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মাসুদুর রহমান (এন ই ১২১), জনাব আবদুর রহমান (এন ই ১৩৫), জনাব বজলুর রহমান, জনাব আবদুল মান্নান ও জনাব আবদুল মজিদ।

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ অক্টোবর (১৯৭১)

আর ১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম এন এ নির্বাচিত

আর ১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ১৯ জনে উন্নীত হয়েছে। পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ, গতকাল রোব্বার জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পর্কে প্রাপ্ত আরো বিস্তারিত খবরে জানা গেছে যে, এন ই ৪৫, যশোর ৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী জনাব আবদুল ওয়াহাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এম এ এ নির্বাচিত হয়েছেন।

তারা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সিল মুসলিম লীগের সৈয়দ শামসুর রহমান ও কনভেনশন মুসলিম লীগের জনাব রফিউদ্দিন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের দলওয়ারী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নিম্নরুপঃ

পিডিপি-৫
জামাত-৫
কনভেনশন-৩
নেজাম-৩

কাইয়ুম মুঃ লীগ-১
কাউন্সিল লীগ-১

এন ই ১৩৫ নির্বাচনী এলাকা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত জনাব সাজেদুল হক কোন দলভূক্ত তা জানা যায়নি।
দৈনিক পাকিস্তান, ২৯ অক্টোবর (১৯৭১)

৩১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের উপ-নির্বাচনে ৩১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিবসে গতকাল প্রদেশের ৭৮টি উপ-নির্বাচনী আসনের মধ্যে ৩৩টির সংবাদ কমিশনের নিকট এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৩১ আসনের প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বাকী দুটি আসনের মধ্যে এন ই ৪৯ যশোর ৭ নির্বাচনী আসনে জামাতের প্রার্থী জনাব সোলেমান আলী মোল্লার সাথে পিপলস পার্টির জনাব আমীর হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবং এন ই ৪৭ যশোর ৫ নির্বাচনী আসনে পিডিপির জনাব মোশারফ হোসেনের সাথে পিপলস পার্টির জনাব ওয়াহিদ আলী আনসারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাইয়ুম লীগের সাধারণ সম্পাদন খান আবদুস সবুর, পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লাগের সভাপতি খাজা খয়ের উদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আজিজুল হক এবং প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী ও জামাত প্রার্থী মওলানা এ কে এম ইউসুফ। বিনা প্রতিদ্বন্ধিতায় নির্বাচিত ৩১ জনের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির হচ্ছেন ৩ জন, পিডিপির ৭ জন, কাইয়ুম লীগ ৪ জন, জামাতে ইসলামীল ৮ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগ ২ জন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ২ জন ও নেজামে ইসলামের ৫ জন।

তালিকা

১। এন ই-১১ রংপুর
জবান উদ্দিন আহমদ (জে আই)

২। এন ই-২৬ পাবনা
এম এ মতিন (কনভেনশন লীগ)

৩। এন ই-৪০ কুষ্টিয়া
সাদ আহমদ (জে আই)

৪। এন ই-৪১ কুষ্টিয়া
মোঃ এ মতিন (জে আই)

৫। এন ই-৪২ কুষ্টিয়া
আজমত আলী (সি এম এল)

৬। এন ই-৫৮ বাকেরগঞ্জ
সৈয়দ আজিজুল হক (পিডিপি)

৭। এন ই-৬৩ বাকেরগঞ্জ
শাহ মতিউর রহমান (এন আই)

৮। এন ই-৯১ ময়মনসিংহ
মজিবুর রহমান (কিউ এম এল)

৯। এন ই-৯২ ময়মনসিংহ
মওলানা মোসলেহ উদ্দীন (পিডিপি)

১০। এন ই-১০৮ ঢাকা
অধ্যাপক ইউসুফ আলী (জে আই)

১১। এন ই-১১৩ ঢাকা
মোঃ শহিদুল্লা এস কিউ এ (কনভেনশন লীগ)

১২। এন ই-১২২ সিলেট
ফজলুল হক (পিডিপি)

১৩। এন ই-১২১ সিলেট
সৈয়দ কামরুল্‌আহসান (এন আই)

১৪। এন ই-১৩১ কুমিল্লা
এম আশরাফ আলী (এন আই)

১৫। এন ই-১৪৩ কুমিল্লা
দলিলুর রহমান (পিডিপি)

১৬। এন ই-১৪৪ কুমিল্লা
মৌলভী আবদুল হক (এন আই)

১৭। এন ই- ১৫৩ চট্টগ্রাম
মোঃ নুরুল্লা (পিডিপি)

১৮। এন ই- ৭১ টাঙ্গাইল
গোলাম আজম (জে আই)

১৯। এন ই- ৫৩ খুলনা
আবদুস সবুর খান (কিউ এম এল)

২০। এন ই- ৫১ খুলনা
মওলানা এ কে এম ইউসুফ (জে আই)

২১। এন ই- ৯৯ ফরিদপুর
আলীমুজ্জামান চৌধুরী (পিডিপি)

২২। এন ই- ৪৫ যশোর
আবদুল ওয়াহাব (পিপিপি)

২৩। এন ই- ৪৬ যশোর
খাজা মোঃ শাহ (এন আই)

২৪। এন ই- ১০৭ ঢাকা
আকরাম হোসেন খান (পিপিপি)

২৫। এন ই- ২ রংপুর
সৈয়দ কামাল হোসেন রিজভী (পিপিপি)

২৬। এন ই- ১০ রংপুর
সাইদুর রহমান (কিউ এম এল)

২৭। এন ই- ১৪ দিনাজপুর
মওলানা তমিজউদ্দীন (জে আই)

২৮। এন ই- ৩৯ কুষ্টিয়া
আফিল উদ্দীন (কিউ এম এল)

২৯। এন ই- ১১৭ ঢাকা
এস কে খয়ের উদ্দিন (সি এম এল)

৩০। এন ই- ২০ বগুড়া
মোশহুল ইসলাম (পিডিপি)

৩১। এন ই- ১৯ বগুড়া
জনাব আব্বাস আলী খান (জে আই)

দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ অক্টোবর (১৯৭১)

মোট সংখ্যা ৫০-এ দাঁড়াল
জাতীয় পরিষদে আরো ১৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে আরও ১৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় এইসব প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ফলে এ যাবৎ জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টিতে। গতকাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব সফিকুল ইসলাম ও পিডিপির জনাব আবদুল জব্বার খন্দকার। ফলে পিডিপি, জামাতে ইসলামী ও কনভেনশন মুসলিম আরো ৪টি করে আসন লাভ করেছে এবং পিপলস পার্টি ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রত্যেকে আরো ৩টি করে আসন পেয়েছে।

দলওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা হচ্ছেঃ

জামাতে ইসলামী	-১২
পিডিপি	-১১
পিপলস পার্টি	-৬
কনভেনশন মুসলিম লীগ	-৬
নেজামে ইসলাম	-৬
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	-৫
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	-৪

নির্বাচন কমিশন গতকাল যে ১৯ জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন নিম্নে তাদের নাম দেয়া হলোঃ

১। এন ই- ১৭ দিনাজপুর ৫
জনাব কামরুজ্জামান
পিডিপি।

২। এন ই-৭৮ ময়মনসিংহ- ৩
জনাব মোঃ এস এম ইউসুফ
জামাত।

৩। এন ই-৮৮ ময়মনসিংহ - ১০
মওলানা মনজুরুল হক
নেজামে।

৪। এন ই- ১৪৬ নোয়াখালী ২
জনাব আবদুল জব্বার খন্দকার
নেজাম।

৫। এন ই- ১৪৭ নোয়াখালী ৩
জনাব সাইদুল হক এ্যাডভোকেট
কাউন্সিল লীগ।

৬। এন ই- ১৫০ নোয়াখালী ৬
জনাব সফিউল্লাহ
জামাত।

৭। এন ই- ১৫১ নোয়াখালী ৭
জনাব আবু সুফিয়ান
কনভেনশন লীগ।

৮। এন ই-৭৩ টাঙ্গাইল ৩
জনাব আব্দুল মান্নান
কনভেনশন লীগ।

৯। এন ই-৭৫ টাঙ্গাইল ৫
অধ্যাপক এ খালেক
জামাত।

১০। এন ই-৯, রংপুর ৯
জনাব রইসউদ্দীন আহম্মদ
পিপিপি।

১১।এন ই- ১২৭, সিলেট ৮
জনাব মাহমুদ আলী
পিডিপি।

১২।এন ই-১৩২, কুমিল্লা ২
জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম
কাউন্সিল লীগ।

১৩।এন ই-১৫, দিনাজপুর ৩
জনাব আব্দুল্লাহ আল কাফি
জামাত।

১৪।এন ই-১২০, সিলেট ১
জনাব নাসির উদ্দিন
পিডিপি।

১৫।এন ই-১২৩, সিলেট ৪
হাজী হাবিবুর রহমান চৌধুরী
কনভেনশন লীগ।

১৬।এন ই-৪৩, যশোর ১
জনাব এম রশীদ
পিডিপি।

১৭।এন ই-৪৪, যশোর ২
সৈয়দ শামসুর রহমান
কাউন্সিল লীগ।

১৮।এন ই-৬০, বাকেরগঞ্জ ৩
জনাব শামস উদ্দীন আহমদ
পিডিপি।

১৯।এন ই-৬২, বাকেরগঞ্জ ৫
মাওলানা আবদুর রব
কনভেনশন লীগ।

দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর (১৯৭১)

এ পর্যন্ত বিনা **প্রতিদ্বন্দ্বিতায়** ৫২ জন নির্বাচিত

জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে আরো দুজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে গতকাল শনিবার নির্বাচনী কমিশনের এক ঘোষণায় জানানো হয়। এর ফলে মোট জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শুন্য আসনের মধ্যে এ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৫২ জনে উন্নীত হলো।

সর্বশেষ যে কয়জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেনঃ এন ই- ৯৭, ফরিদপুর ৪ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে কনভেনশন লীগের জনাব আব্দুর রহমান ও এন ই- ৩৫, রাজশাহী ৬ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে জামাতে ইসলামীর জনাব আফাজ উদ্দীন আহমদ।

শুক্রবার নির্বাচনী কমিশন ভুলক্রমে ঘোষণা করেছিল যে, এন ই -৩৫ নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। গতকাল পুর্বদিনের ঘোষণা সংশোধন করে আফাজউদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে করে। জাতীয় পরিষদের ৪টি আসনে প্রপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি।

যশোর হতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত সদস্য জনাব এম, এ, ওহাব কাইয়ুম লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। কাইয়ুম লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর পরিবেশন করা হয়। তিনি এন ই -৪৫ নির্বাচনী কেন্দ্র হতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ১০ নভেম্বর (১৯৭১)

জাতীয় পরিষদঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫৮ জনে উন্নীত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে আরও ৬ জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে প্রদেশের জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শুন্য আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৫৮ জনে দাঁড়িয়েছে। বাকী ২০টি জাতীয় পরিষদ আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে নির্বাচনী কমিশনসুত্রে জানা গেছে।

বিনা প্রতিদ্বনিদ্ধতায় নির্বাচিত সদস্যদের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী ৫৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে জামাতে ইসলামীর ১৫ জন, পিডিপির ১২ জন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ৭ জন, কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের ৭ জন, নেজামে ইসলামীর ৬ জন, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের ৬ জন ও বাকী ৬ জন পিপিপির সদস্য।

পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরীকে (মোহন মিয়া) এন ই-৯৬, ফরিদপুর-২ নির্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মকিম উদ্দিনের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

চট্টগ্রামে এন ই-১৫৫, নির্বাচনী এলাকায় পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও পিডিপি নেতা জনাব মাহমুদুন নবী চৌধুরীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এছাড়া জনাব মাহমুদুন নবী চৌধুরী চট্টগ্রামের এন ই-১৫৮ নির্বাচনী এলাকা থেকেও পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদসহ অপর ৩ জন প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

গতকাল যে ৬ জন প্রার্থীকে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে তারা হচ্ছেনঃ এন ই-৩২, রাজশাহী-৩ জনাব জসীম উদ্দিন আহমদ (কাইয়ুম লীগ), এন ই-৩৩, রাজশাহী-৪ জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ (পিডিপি), এন ই-৩৬, রাজশাহী-৭ জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী (কাউন্সিল কাইয়ুম লীগ), এন ই-২৮, পাবনা-৫ সৈয়দ আফজাল হোসেন জাহেদী (কাইয়ুম মুসলিম লীগ), এন ই-২৯, পাবনা-৬ মাওলানা আবদুস সোবহান (জামাতে ইসলামী) ও এন ই-৬৬, বাকেরগঞ্জ-৯ মওলানা আবদুর রহীম (জামাতে ইসলামী)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৮। জেনারেল ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাবঃ জাতিসংঘের মধ্যস্থতা প্রয়াস অভিনন্দিত	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তিন দফা শান্তি প্রস্তাব
জাতিসংঘের মধ্যস্থতা প্রয়াস অভিনন্দিত
থান্টকে অবিলম্বে সফরে আসার অনুরোধ
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ইসলামাবাদ, ২৫শে অক্টোবর। -প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান উপমহাদেশে শান্তি রক্ষার জন্য উথান্টের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য তাঁকে অবিলম্বে পাকিস্তান ও ভারত সফরের অনুরোধ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সীমান্তের উভয় পার থেকে পাকিস্তান ও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিন দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের প্রতি তা কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই তিন দফা প্রস্তাব হচ্ছেঃ প্রথমতঃ উভয় দেশের সেনাবাহিনী পাক-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে সরে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সৈন্য প্রত্যাহারের তদারকের জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং তৃতীয়তঃ সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য উথান্ট উপমহাদেশ সফর করবেন। উপমহাদেশে বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য উথান্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন তার জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উক্ত প্রস্তাব দিয়েছেন।

উথান্ট ২০শে অক্টোবর চিঠি দিয়েছেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষিপ্রতার সাথে ২১শে অক্টোবর জবাব দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় জবাব গতরাত পর্যন্ত জাতিসংঘে পৌঁছায়নি। উথান্টের পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা না হলেও বোঝা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতি এবং অর্থহীন ও ভয়াবহ যুদ্ধের গুরুতর পরিণতির তিনি একটা বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন।

ব্যক্তিগত মধ্যস্থতার সম্ভাবনা

উথান্টের মধ্যস্থতা প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট ভাষায় গৃহীত না হলেও তার অর্থ নিম্নলিখিত দুটোর একটি হতে পারেঃ

তিনি ব্যক্তিগত মধ্যস্থতা করতে পারেন কিংবা, বিকল্প পথ হিসাবে জাতিসংঘ সনদের ৯১ ধারা অনুযায়ী তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে চিঠি দিতে পারেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে চিঠি দিলে তিনি হয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকবেন কিংবা অন্ততঃপক্ষে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হবে।

উথান্টের জুলাই মাসেও নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছেও চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু তা ৯১ ধারা অনুযায়ী দেয়া হয়নি। সেটি ছিল গোপন ও ঘরোয়া ধরণের চিঠি। উথান্ট তার পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর শান্তি রক্ষা তদারকের জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রয়েছে কিন্তু পাক-ভারত সীমান্তে জাতিসংঘের অনুরুপ কোন ব্যবস্থা নেই।

এই পর্যবেক্ষণের অর্থ সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া না গেলেও প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত ধরে নিয়ে তার পূর্বের প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যদের স্বাভাবিক শান্তিকালীন অবস্থানে সরিয়ে নেয়া সম্ভব না হলেও উভয়পক্ষে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য তাদের অন্ততঃপক্ষে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক

প্রেসিডেন্ট আরোও প্রস্তাব করেছেন যে, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকগণ সীমান্তের উভয় পারে সৈন্য অপসারণ তদারক ও শান্তি বজায় রাখবেন। একই সঙ্গে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ এবং পাকিস্তান সীমান্তের ভিতরে গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এর চিঠি ভারতকে বেকায়দায় ফেলেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চলতিকালে উথান্টের সফর এবং শান্তির জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েন এই উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ভারতের পক্ষে কঠিন হবে।

প্রেসিডেন্টের চিঠির বিবরণ

আমি আপনার ১৯৭১ সালের ২০শে অক্টোবর বাণী আমার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পেয়েছি। পাক-ভারত সীমান্তে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে আপনার এই অভিমতের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। উভয় দেশের শান্তি রক্ষা এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়ানোর ব্যাপারে আপনার মত আমিও গভীর উদ্বেগ বোধ করছি।

কারণ ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাতে কোটি কোটি লোকের শুধুমাত্র দুর্ভোগই নেমে আসবে। ইতিমধ্যেই আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোলাবর্ষণের ফলে শত শত নর-নারী ও শিশু হতাহত এবং অসংখ্য লোক গৃহহারা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭১ সালের ১৯শে অক্টোবর সয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত থেকে উভয় দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সীমান্তে ভারত অপেক্ষা পাকিস্তানী সৈন্যরা আরো কাছাকাছি অবস্থান করছে। এই প্রশ্নে আমি কোন বিতর্কে না নেমে প্রস্তাব করছি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর থেকে গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া বাহিনীসহ উভয় দেশের সেনাবাহিনীকে শান্তিকালীন অবস্থানে সরিয়ে নেয়া না গেলেও অন্ততপক্ষে উভয় পক্ষের নিরাপত্তা বোধের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরস্পরের গ্রহণযোগ্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হবে।

একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সীমান্ত সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ও গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। আমি আরো সুপারিশ করছি যে, সৈন্য প্রত্যাহার পর্যবেক্ষণ ও শান্তি তদারকের জন্য সীমান্তের উভয় পারে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হোক। সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে শুধুমাত্র স্বীকৃত সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

আমি আপনার মধ্যস্থতার প্রস্তাবকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং খুবই আশা করছি যে, সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য আপনি অবিলম্বে পাকিস্তান ও ভারত সফর করবেন। এতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে এবং শান্তির পথ প্রশস্ত হবে বলে আমি সুনিশ্চিত।

পাকিস্তানী সীমান্তবর্তী শহর লাহোর ও শিয়ালকোট দখলের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হুমকির ফলে পরিস্থিতির সংকট নিষ্পত্তির জন্য আপনি ভারত ও পাকিস্তান সফরের প্রকাশ্য ঘোষণা করতে তা খুবই অনুকূল হবে।

উপসংহার আমার দেশের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯০। ভারতের আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতের আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী বেপরোয়া গোলাবর্ষণের প্রতিবাদ

ইসলামাবাদ, ২৭শে অক্টোবর (এপিপি)। - পাকিস্তার সরকার সীমান্ত আচরণবিধি লংঘন করে মর্টার ও ভারী ফিল্ডগানের সাহায্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী এলাকায় বিনা উস্কানিতে অনবরত গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছে আর একটি কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত ২৩শে অক্টোবর শনিবার এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনের নিকট প্রদত্ত এক প্রতিবাদলিপিতে পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক আক্রমনাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখার পরিণতি সম্পর্কে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ৬ই অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেপরোয়া আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ২১টি ঘটনা উক্ত প্রতিবাদলিপিতে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবাদ জ্ঞাপনকালে প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বেপরোয়া গোলাবর্ষণে পূর্ব পাকিস্তানে জানমালের যে ক্ষয় হয়েছে পাকিস্তান সরকারের সেই ক্ষতিপূরণ দাবীর অধিকার রয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোর তালিকা রয়েছেঃ

১। ৬ই অক্টোবর বেলা ১টার সময় ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার ছুটিপুর এলাকায় ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ১০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

২। ৬ই অক্টোবর রাত ১টা থেকে ভারতীয় বাহিনী নোয়াখালী জেলার পরশুরাম এলাকায় ভারী মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এই গোলাবর্ষণ দীর্ঘসময় অব্যাহত থাকে এবং এই সময়ে ২০১ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৩। ৬ই অক্টোবর বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে ভারতীয় বাহিনী দিনাজপুর জেলার ডিঙ্গাপাড়া এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৩০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৪। ৬ই অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় খুলনা জেলার ভোমরা এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা ফিল্ডগান থেকে ৭ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৫। ৬ই অক্টোবর রাত ১০টায় খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ভারতীয় বাহিনী ফিল্ডগান থেকে ৮ রাউন্ড ও ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে ১২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৬। ৭ই অক্টোবর ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগানের সাহায্যে ২৯ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করে।

৭। ৭ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৫টায় ভারতীয় সেবাবাহিনী বিনা উস্কানিতে কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা এলাকায় ২২০ এম এম মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে।

৮। ৮ই অক্টোবর ভোর ৩টা ১৫ মিনিটে কুষ্টিয়া জেলার ইছাখালী সীমান্ত ফাঁড়ির উপর ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে ফিল্ডগানের সাহায্যে ২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

৯। ৮ই অক্টোবর বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে ভারতীয় সৈন্যরা বিনা প্ররোচনায় কুমিল্লা জেলায় শালদা ও নয়নপুর এলাকায় ভারী মর্টার থেকে ৮ রাউন্ড ও রিকয়েললেস রাইফেল থেকে ৭৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করেছে।

১০। একই দিন বেলা ১১টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা প্ররোচনায় সিলেট সীমান্ত এলাকায় মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। এই গোলাবর্ষণে একজন পাকিস্তানী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

১১। ৯ই অক্টোবর বেলা ১২টার সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৮০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১২। ৮ই অক্টোবর বিকাল ৬টায় ভারতীয় বাহিনী যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগানের ৫০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৩। ৮ই অক্টোবর সকাল ৭ টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে খুলনা জেলার ভোমরা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ১৭০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৪। ৮ই অক্টোবর রাত ৩টা ২৫ মিনিটের সময় ভারতীয় বাহিনী বিনা প্ররোচনায় কুষ্টিয়া জেলার ইছাখালী এলাকায় ১২০ এম এম মর্টারের সাহায্যে ৮৭ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৫। ৮ই অক্টোবর বিকাল ৩টায় যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ভারতীয় বাহিনী ফিল্ডগান থেকে ৭০ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৬। ৯ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৬টায় ভারতীয় বাহিনী কুষ্টিয়া জেলার মহেশকান্দী এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ৩২ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৭। ১০ই অক্টোবর সকাল ৬টায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে যশোর জেলার বেনাপোল এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ২৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৮। ১০ই অক্টোবর বেলা ২টায় ভারতীয় বাহিনী যশোর মসলিয়া ছুটিপুর এলাকায় ৬ ইঞ্চি মর্টার থেকে ২১ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

১৯। ১১ই অক্টোবর রাত ৯টায় ভারতীয় বাহিনী খুলনা জেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় ফিল্ডগান থেকে ১৫ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে।

২০। ১১ই অক্টোবর সকাল ১১টার সময় ভারতীয় বাহিনী কুমিল্লা জেলার রিও এলাকায় ভারী মর্টার থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে ৫ ব্যক্তি নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়েছে।

২১। ১২ই অক্টোবর সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে যশোর জেলার মসলিয়া এলাকায় ভারতীয় বাহিনী বিনা উস্কানিতে ফিল্ডগান থেকে ২০ রাউণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে ৩ জন নিরীহ লোক আহত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯১। ভারতের শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি ইয়াহিয়াঃ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ফেরার আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতীয় শিবিরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রেসিডেন্ট
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে
ফেরার আহ্বান

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে অক্টোবর (এপিপি/পিপিআই)। - প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ, এম, ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত পাকিস্তানী নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন যাচাই করার ব্যাপারে আমাদের কাছে যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রহণযোগ্য হবে এবং আমরা এ ধরণের সংস্থার সাহায্যকে স্বাগত জানাবো।

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রতিক গোলযোগে যে সমস্ত পাকিস্তানী পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে গেছেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সকলের প্রত্যাবর্তনকেই স্বাগত জানানো হবে। তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রশ্ন নেই, সকলেই ফিরে এসে স্বাভাবিক পেশাগত কাজ চালিয়ে যান, এটাই কাম্য।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, গত মার্চ মাসের পর বিশ লাখের কিছু বেশী লোক পূর্ব পাকিস্তানে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গেছে। এই সংখ্যা যে কোন নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা তদন্ত করে দেখতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারত বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে বলেছে।

ভারত তার প্রদত্ত সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা যাচাই করতে দিতে ভারতের কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবেশে বসবাসকারী এই সমস্ত হতভাগা ব্যক্তিদের তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসতে দেওয়া হবে বলে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন। প্রত্যাবর্তনকারীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাদের মন থেকে সবরকম ভয় ও আশংকা দূর করার জন্যই সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে।

পাকিস্তান বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে কেবল মুসলমানদের ফেরত নিতে চাইছে বলে ভারত যে অভিযোগ করছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সরাসরি তার সত্যতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, সকল প্রকৃত পাকিস্তানীকে ফিরিয়ে আনাই পাকিস্তানের নীতি।

প্রেসিডেন্টের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

রাওয়ালপিণ্ডি। -প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আজ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেনঃ

পুর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের পর আমাদের যে সমস্ত নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন, আমি বার বার তাদেরকে ঘরবাড়ীতে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় শুরু করা আহ্বান

জানিয়েছি। তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার এবং প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন-এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

এছাড়া সরকারের প্রদর্শিত সাধারণ ক্ষমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের মন থেকে সবরকম ভয় ও আশংকা দূর করা। আমার সরকার বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারে তাদের একজনকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিজে এই কাজে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

কার্যকরীভাবে রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজ চালানোর জন্য প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়া হয়েছে। পুনর্বাসনে আরো সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে যাদের প্রয়োজন তাদের সকলকেই নগদ মঞ্জুরী দেয়া হবে। যদি এজন্য অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়, তবে তা দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

আমার সরকার আন্তর্জাতিক মহলের বিভিন্ন প্রস্তাবে এমনকি সীমান্তের উভয় দিকে পর্যবেক্ষক মোতায়েন এবং এ ব্যাপারে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ব্যক্তিগত প্রভাবকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রিলিফ ও পুনর্বাসনের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ও জাতিসংঘের উদ্বাস্ত সংক্রান্ত হাইকমিশনারের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসেছেন। জাতিসংঘের উদ্বাস্ত সংক্রান্ত হাইকমিশনারের প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সফর করেছেন এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের পুনর্বাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিজেই লক্ষ্য করেছেন।

এটা দুঃখজনক যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে পারে এরুপ কোন ব্যবস্থাই ভারত সরকার গ্রহণ করেনি। আমরা যখন আমাদের নাগরিকদের ফিরে পেতে ইচ্ছুক এবং আগ্রহী, ভারত তখন এই মানবিক সমস্যাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং তাদের প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয়ার জন্য সবরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এই উদ্দেশ্যে বারত ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্ত এলাকায় গোলযোগ বজায় রাখছে এবং নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সম্প্রতি এই পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে অনুপ্রবেশ এবং কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের ফলে সীমান্ত এলাকায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের শীঘ্র পূর্ব পাকিস্তানে ফেরার পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে বলছে।

যাঁরা স্থানীয় অবস্থানের কথা পুরোপুরিভাবে পরিচিত, তাঁরা ভারতীয় প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হবেন না। কারণ এটা সবার জানা আছে যে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থানের বাস্তত্যাগী শিবিরগুলো কলকাতার স্থায়ী ভবঘুরে ও বেকার লোকে ভর্তি। তাছাড়া, উদ্বাস্ত সম্পর্কে ভারতীয় হিসেবে ১৯৪৭ সালে যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে গেছে এবং কোন না কোন কারণে এখন পর্যন্ত পুনর্বাসিত হয়নি, তাদেরকেও ধরা হয়েছে।

একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, দেশ ভাগাভাগির সময় সীমান্তের উভয় দিক থেকে ব্যাপকহারে লোক এক দেশ থেকে অন্যদেশে চলে গেছে। ভারত কিছুতেই এসব লোককে উদ্বাস্ত হিসেবে গণ্য করতে পারে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যেও ধরতে পারে না।

আমরা বিষয়টি পুংখানুপুংখভাবে হিসেব করে দেখেছি এবং তাতে দেখা যায় যে, এ বছরের মার্চ থেকে ২০ লাখের কিছু বেশী লোক তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেছে। উদ্বাস্ত সংখ্যা সম্পর্কে যে কোন রকমের সন্দেহ

নিরসনের উদ্দেশ্যে জেলাওয়ারীভাবে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে একটি নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে একটি জরিপ কার্য চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়া প্রকৃত উদ্বাস্তুদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্যও আমরা প্রস্তাব করেছিলাম।

ভারত যদি তার প্রদত্ত হিসাব সম্পর্কে নিশ্চিতই হয়ে থাকে, তবে এই প্রস্তাব গ্রহণে ভারতের পক্ষে কুণ্ঠাবোধ করার কোন কারণ নেই।

ভারত বিশ্বকে আরও বলেছে যে, পাকিস্তান বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিদের সংখ্যা যে ২০ লাখ বলে বর্ণনা করেছে, ভারতের মতে তার মধ্যে শুধু মুসলমানের সংখ্যাই ধরা হয়েছে এবং ভারতের বক্তব্য অনুসারেই বলা যায় বাদবাকী যারা ভারতে রয়েছে, তারা অমুসলমান।

এটা ভারতের দুরভিসন্ধিমূলক বিকৃত তথ্য এবং তাতে বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পাকিস্তানের নীতি প্রতিফলিত হয় না। আমি এটা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, গত গোলযোগের সময় যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছে তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি পাকিস্তানীকে সে মুসলমান, হিন্দু অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন নিজের বাড়ীঘরে ফিরে আসার পর স্বাভাবিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগে স্বাগত জানানো হবে।

এই ধরণের লোকের সংখ্যা যাই হোক না কেন এবং তারা যে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রেরই হোন না কেন সরকার জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে তাদের পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য অর্থ সাহায্যসহ সম্ভাব্য সবরকমের সাহায্য প্রদান করবেন।

প্রত্যাবর্তনকারী প্রকৃত নাগরিকদের যাচাই করার ব্যাপারে যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে।

আমি আশা করি ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে বর্তমানে যারা অত্যন্ত করুণ অবস্থায় বসবাস করছে, সেইসব হতভাগা লোকদের এবং তাদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে আসতে দেয়া হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯২। ৩২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল	দৈনিক পাকিস্তান	১ নভেম্বর, ১৯৭১

৩২ জন অফিসারের খেতাব বাতিল

ইসলামাবাদ, ৩১শে অক্টোবর (এপিপি)। - প্রেসিডেন্ট ৩ জন সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীসহ ৩২ জন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের খেতাব প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রকাশিত এক অতিরিক্ত গেজেট অনুসারে যে সব অফিসারের খেতাব প্রত্যাহার করা হয়েছে নিম্নে তাদের নাম ও নামের পাশে খেতাব উল্লেখসহ তালিকা প্রকাশ করা হলোঃ

১। জনাব ডব্লিউ এ শেখ, সাবেক সি এস পি, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দফতরের সাবেক সেক্রেটারী (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২। জনাব এস, এম জাফরী, সাবেক সি এস পি, সাবেক চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাকিস্তান ষ্টিল মিল কর্পোরেশন, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৩। জনাব আবু নাসার, সাবেক সি এস পি, পশ্চিম পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য (সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৪। জনাব আলতাফ হোসেন গওহর, সাবেক সি এস পি, লাহোরস্থ ফাইনান্স সার্ভিসেস একাডেমীর সাবেক ডিরেক্টর (হিলাল-ই-কায়েদে আজম, সিতারা-ই-পাকিস্তান, সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

৫। জনাব এম এম শাহ্‌, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৬। জনাব জি ইয়াজদানী মালিক, সাবেক সি এস পি, সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পাকিস্তান প্রিন্টিং কর্পোরেশন, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

৭। জনাব আনোয়ার আদিল, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিরেক্টর, নিপা, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৮। দরবার আলী শাহ্‌, সাবেক সি এস পি, পেশোয়ারের সাবেক কমিশনার (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

৯। জনাব এস মুনীর হোসেন, সাবেক সি এস পি, সাবেক সেনসাস কমিশনার স্বরাষ্ট্র দফতর, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১০। মালিক আবদুল লতিফ খান, সাবেক সি এস পি, সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী, খাদ্য ও কৃষি ডিভিশন, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১১। জনাব এস মোহাম্মদ হোসেন, সাবেক সি এস পি, খায়েরপুরের সাবেক কমিশনার (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১২। জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী, বাণিজ্য দফতর, ইসলামাবাদ (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৩। জনাব শাহ করিমুর রহিম, সাবেক সি এস পি, সাবেক কাষ্টমস কালেক্টর, করাচী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৪। এস মুস্তাফা হোসেন এ জায়েদী, সাবেক সি এস পি, মৃত, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বিভাগের সাবেক সেক্রেটারী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৫। জনাব মোঃ পিয়ার আলী নাজির, সাবেক সি এস পি, সাবেক চেয়ারম্যান, ডিআইটি (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৬। জনাব এস ডি কোরেশী, সাবেক সি এস পি, পশ্চিম পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (সিতারা-ই-কায়েদে আজম, তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৭। জনাব খলিলুর রহমান খান, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, বাহাওয়ালপুর (সিতারা-ই-খিদমত)

১৮। জনাব আবদুল হক, সাবেক সিএসপি, সাবেক চেয়ারম্যান, ইপিআর টিসি, পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

১৯। জনাব মোঃ আলী, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, রেলওয়ে চট্টগ্রাম (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

২০। জনাব মোঃ ইদ্রিস, সাবেক সি এস পি, সাবেক আইজি অব পুলিশ এস্টাবলিসমেন্ট (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২১। জনাব আফিস মজিদ, সাবেক সি এস পি, সাবেক ডিআইজি অব পুলিশ, (সিতারা-ই-খিদমত)।

২২। আলহাজ কফিলউদ্দীন আহমদ, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পাক পিডব্লিউডি, করাচী (সিতারা-ই-কায়েদে আজম)।

২৩। সৈয়দ নাসির হোসেন, সাবেক সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সার্কেল্স, করাচী (তমঘা-ই-পাকিস্তান)।

২৪। জনাব মীর মোঃ হোসেন, সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল, টি এন্ড টি বিভাগ, করাচী (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৫। জনাব বি এন নাজির, সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ষ্টাফ এন্ড এস্টাবলিসমেন্ট উইং, টি এন্ড টি বিভাগ, করাচী (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৬। জনাব ইয়ামীন কোরেশী, সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারী, কৃষি দফতর, ইসলামাবাদ (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৭। জনাব এস আই হক, সাবেক পি আর এস, সাবেক চীফ কন্ট্রোলারাব ষ্টোর্স, পি ডব্লিউ আর, লাহোর (সিতারা-ই-খিদমত)।

২৮। জনাব ডব্লিউ এ শেখ, সাবেক পি আর এস, সাবেক চেয়ারম্যান, রেলওয়ে বোর্ড (সিতারা-ই-পাকিস্তান)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৩। জেনারেল ইয়াহিয়ার বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	২ নভেম্বর, ১৯৭১

সীমান্তের ওপার থেকে প্রত্যেক দিন গোলাবর্ষণ করা হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আসন্ন

লন্ডন, ১লা নভেম্বর (এএফপি)। - পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। আজ ডেইলী মেইল পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া খান এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ভারত ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কোন সার্বিক সংঘর্ষ হচ্ছে না, কারণ আমরা পাল্টা আঘাত হানছি না। ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ওপারে প্রতিদিন দেড়শ থেকে তিন হাজার গোলাবর্ষণ করে চলেছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, চীন পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ সহ্য করবে না।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) কায়েম হলে শুধু পাকিস্তানই খণ্ডিত হবে না, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙ্গনও শুরু হবে, মহিলা এ কথাটি বুঝবেন, আল্লাহর কাছে এই কামনাই করি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৪। খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় নাঃ জেনারেল ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

খেয়ালবশে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া যায় নাঃ ইয়াহিয়া

নিউইয়র্ক, ২রা নভেম্বর (এএফপি)। - প্রেসিডেন্ট জেঃ এ এম ইয়াহিয়া খান বলেছেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এবং চীন তার (পাকিস্তানের) সশস্ত্র বাহিনীকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে। তিনি বলেছেন, জাতি তার মুক্তি দাবী করলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবেন।

নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রতিনিধির সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট এসব কথা বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেন, যুদ্ধ (ভারতের সাথে) যে আসন্ন আপনাকে এ কথা না বলার কোন কারণ নেই। কেননা তা আসন্ন। ভারতীয়রা আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরুই করে দিয়েছে। সার্বিক মোকাবিলা হচ্ছে না, কারণ আমরা পাল্টা আঘাত হানছি না।

তিনি বলেন, উত্তপ্ত পরিস্থিতির আরো সম্প্রসারণ ঘটুক তা তিনি চান না। তবে একটা এলাকা দখল করে সেখানে ক্রীড়ানক বাংলাদেশ সরকারকে বসানোর জন্য ভারত যদি উত্তেজনার প্রসার ঘটায় সেটা হবে যুদ্ধ। আর অবস্থা যদি তাই দাঁড়ায় চীন পাকিস্তানের উপর আক্রমণ সহ্য করবে না। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাবো।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী প্রসংগে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের যে সময় নষ্ট হয়েছে- তা পূরণ করার চেষ্টা করছি। ২০শে ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র জারী করা হবে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও কর ধার্যের বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।

শেষ মুজিব প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, মুজিব যদি এখন পুর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তার লোকেরাই তাকে মেরে ফেলবে। কেননা, তারা তাদের সকল দুর্ভোগের জন্য তাকেই দায়ী করছে। খেয়ালের বশে আমি তাকে মুক্তি দিতে পারি না। তবে জাতি যদি তার মুক্তি চায়- আমি তাকে মুক্তি দেবো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৫। পিকিংএ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল	দৈনিক পাকিস্তান	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

পিকিং-এ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল

প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে ভুট্টো নেতৃত্ব করছেন
উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে

(সালামত আলী প্রেরিত)

ইসলামাবাদ, ৫ই নভেম্বর। - জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল আজ সকালে একটি বিশেষ বিমানযোগে এখান থেকে চীন রওয়ানা হয়ে গেছেন। দু'দেশের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার অংশ হিসেবে গণচীনের আমন্ত্রণক্রমে এই প্রতিনিধিদল চীনে গেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব ভুট্টো দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

কয়েকদিনব্যাপী চীনে অবস্থানকালে প্রতিনিধিদলটি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও অন্যান্য নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন বলে জানা গেছে। পিপিপির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়াও প্রতিনিধিদলে রয়েছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এয়ার মার্শাল এ রহিম খান, পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ লেঃ জেনারেল গুল হাসান খান, পাকিস্তান নৌবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ রিয়ার এডমিরাল রশীদ, পররাষ্ট্র দফতরের দুজন ডিরেক্টর জেনারেল জনাব আফতাব আহমদ খান ও জনাব তবারক হোসেন এবং পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জনাব আহমদ কামাল। অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব এম এ আলভী এখানে সংবাদিকদের উক্ত প্রতিনিধিদলের চীন রওয়ানা হওয়ার বিষয়টি জানান।

জনাব আলভী প্রতিনিধিদলটিকে অত্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান ও গণচীনের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই অব্যাহত রীতির ভিত্তিতেই প্রতিনিধিদলটি পিকিং রওয়ানা হয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে চীনের নেতাদের উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে ।

প্রতিনিধি দলটি যেভাবে গঠন করা হয়েছে তাতে অস্ত্র আনার জন্য সেটি যাচ্ছে এরুপ আভাস রয়েছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নর জবাবে তিনি বলেন যে, চীন থেকে অস্ত্র সরবরাহ করাটা কোন নতুন কিছু হবে না । তিনি বলেন, যে ধরনের সহযোগিতা রয়েছে তা আপনাদের ভালই জানা আছে।

এই প্রতিনিধিদলের চীন যাত্রা একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ ।

প্রথমতঃ সম্প্রতি ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি রয়েছে এবং ভারত ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে আরো অস্ত্র ও সমর্থন আদায়ের জন্য চুক্তিটি কাজে লাগিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ দু'মাসেরও বেশি সময় যাবৎ পাকিস্তান ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রায় সমস্ত শক্তি সীমান্ত বরাবর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার মারাত্মক আশংকা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যদিও চীন সর্বদাই পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে তবুও সাম্প্রতিক সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষভাবে ভারত ঘেঁষা বিবৃতিগুলোর সঙ্গে তুলনীয় কোন কিছু এ যাবৎ পাওয়া যায়নি।

চতুর্থতঃ বর্তমানে ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য গণচীন কূটনৈতিক পর্যায়ে তৎপরতা চালানোর ক্ষমতা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন যাবৎ পাকিস্তান পাক-ভারত বিরোধ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের যথার্থতা বিবেচনা করছে এবং এ ব্যাপারে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে।

অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সেক্রেটারী অবশ্য জানান যে, অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপনের কোন বিকল্প নেই। যাহোক চীন যেহেতু শীঘ্রই নিরাপত্তা পরিষদে বসবে এবং যেহেতু কোন না কোন বৃহৎ শক্তি অথবা সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতির বিষয়টি উত্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই প্রতিনিধিদলটি পিকিং-এ অবস্থানকালে স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যাপারে আলোচনা করবে। প্রতিনিধিদলটির গঠন প্রকৃতি এই মর্মে আভাস বহন করছে যে, পাক-ভারত বিরোধের সামরিক ও কূটনৈতিক দিকসহ সকল বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রয়েছে।

ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার তিনটি সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করায় প্রতিনিধিদলে পাকিস্তানের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কমান্ডারদের অন্তর্ভুক্তি তাৎপর্যপুর্ণ বলে গণ্য হচ্ছে। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রতিনিধিদলটি চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা করবেন। পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র জানান যে, প্রতিনিধিদলটি চীনে কয়েকদিন অবস্থান করবেন।

প্রতিনিধি দলটিকে যেরুপ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন করে গঠন করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটির প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও চীনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নেতা ও মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসুচী রয়েছে। মুখপাত্রটি বলেন, গণচীন সাধারণতন্ত্রের আমন্ত্রণক্রমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একটি প্রতিনিধিদলকে পিকিং-এ প্রেরণ করেছেন।

পিকিং থেকে এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, প্রতিনিধি দলটির এই আকস্মিক পিকিং সফর পাক-ভারত সীমান্তের উত্তেজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক বছর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পিকিং সফরের পর এটাই গণচীন সফরকারী বৃহত্তম পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল।

উক্ত খবরে আরো বলা হয় যে, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমানে রাজনৈতিক নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো মন্ত্রী থাকাকালে কয়েকবার পিকিং সফর করেছেন। ৬ বছর আগে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি শেষবারের মতো পিকিং সফর করেন।

এতে উল্লেখ করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপল্‌স পার্টির নেতা জনাব ভুট্টো বর্তমানে কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত নেই। এখানে পর্যবেক্ষকরা বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধ এবং পুর্ব পাকিস্তানে তথাকথিত বাংলাদেশ বিদ্রোহের প্রতি জনাব ভুট্টো কঠোর মনোভাবাপন্ন মহলের সমর্থক বলে মনে হয়।

উক্ত খবরে বলা হয় জনাব ভুট্টো এমনি এক সময়ে পিকিং সফর করছেন, যখন ১৯৬২ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে তিক্ত চীন-ভারত সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে চীন অথবা ভারত কোন পক্ষই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

গত সপ্তাহে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনের জাতিসংঘভুক্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর অভিনব কূটনৈতিক অস্ত্র টেবিল টেনিসকেও চীন-ভারত সম্পর্কোন্নয়নে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় টেবিল টেনিস দল পিকিং-এ আফ্রো-এশীয় বন্ধুত্বমুলক টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করছে।

চীনের বন্ধুরাষ্ট্রের খেলোয়াড় দলকে সাধারণতঃ যেরুপ অভ্যর্থনা জানানো হয় ভারতীয় টেবিল টেনিস দলকেও সেরুপ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ও পাকিস্তানের বহু কারিগরি ও শিল্প প্রকল্পে সহযোগিতাকারী চীন প্রয়োজনে একনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে পাকিস্তানের পাশে থাকবে।

তবে যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তানীদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করার জন্য চীনা সৈন্য পাঠানোর সম্ভাবনা নেই বলে তারা মনে করেন।

পিকিং উপস্থিতি

পিকিং থেকে রয়টার ও এএফপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, প্রতিনিধিদলটি এখানে এসে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে চীনের অস্থায়ী সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ চী পেং ফি প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত প্রায় ২ হাজার চীনা তরুণ তরুণী প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানায়। বিমানবন্দরে ব্যানারে লেখা ছিল পাকিস্তানের বিশিষ্ট মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছি।

এছাড়া তারা আফ্রো-এশীয় জনগণের সংহতি প্রকাশ করে ও বিদেশী আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্লোগান দেয়।

জনাব ভুট্টো পরে মিঃ চী পেং ফি-এর সঙ্গে পিকিং-এর রাষ্ট্রীয় মেহমানদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৬। আমার কোন বিকল্প ছিল নাঃ নিউজউইক ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া	নিউজউইক ম্যাগাজিন	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

A TALK WITH PAKISTAN’S PRESIDENT YAHYA KHAN

With his country in the midst of one crisis-the guerrilla rebellion in East Pakistan-and on the verge of another War with India-Pakistan President Mohammad Yahya Khan gave an interview last week to Newsweek Senior Editor Amaud de Borchgrave. In their conversation, President Yahya spelled out his position on some of the crucial issues facing his country and India. Below, excerpts from Yahya's remarks:

On the Likelihood of war

I have no reason to tell you war is not imminent because it is. The Indians are already at war with us, and the only reason there is no general confrontation is that we are not hitting back. We are still exercising maximum restraint despite growing provocation. The Indians are lobbing from 140 to 3,000 artillery and mortar shells across East Pakistan borders every 24 hours … [The East Pakistan guerrillas] are destroying bridges, electric pylons, even a food ship the other day. The Indians have set up 23 guerrilla training camps … Civilian populations have been evacuated from their border areas, their Defence Minister is threatening us every day … if the Indians escalate with a view to capturing territory and installing a puppet Bangladesh regime, that will be war.

On India's Military Advantages

How can [our] army fight and win against [Indian] army that is five times its size? It would be military lunacy for me to take them on. But if we're attacked we'll fight back … [Te Indians] have a big war machine that is self-sufficient in many respects. If they can lob over 3,000 shells in a day, that means they have plenty of ammunition on hand. It's a luxury our army cannot afford.

On Chinese aid to Pakistan

The Chinese will not tolerate an attack on Pakistan we will get all the weapons and ammunition we need, [every assistance] short of physical intervention. We get some things free and pay for others. But Chinese terms are so easy-25 year credit interest-free. Last year when I was in Peking I negotiated $200 million worth of economic and for our five-year-plan with no interest.

On the Future of Bangladesh

No one ever treated the Bengalis fairly. We too have made mistakes and by "we" I also mean East Pakistanis who have been our Presidents and Premiers since independence. East Pakistan was down and out, and we did not pay sufficient attention to its development.

We are now trying to make up for lost time. The new constitution will be promulgated December 20. They are 1,000 miles away so it is only normal that they enjoy maximum autonomy and handle their own affairs. That means everything except defense, foreign affairs and taxation.

On Sheikh Mujibur Rahman

Many people might not believe me, but I think if he [Mujib, the Bengali leader currently on trial for treason] went back (to East Pakistan) he would be killed by his own people who hold him responsible for all the suffering. In any case, it is an academic question. He had been discussing internal autonomy with me for two years and went back on his word. He organized and led an armed rebellion against the state … There was no alternative but to suppress the rebellion. Any other Government would have done the same thing.. How can I now call that man back and negotiate with him? He is charged with waging war against the state and subverting the loyalty of the army. He is being defended by A.K. Brohi, who is the best and most respected lawyer in the country, Brohi would not have taken the case if he thought there was going to be any hanky-panky in the military court. I did not shoot Mujib first and try him later as some governments are prone to do. What we do after sentence has been passed is the prerogative of the head of state. I cannot release him on a whim. It's one hell of a responsibility. But if the nation demands his release, I will do it.

On and Independent Bangladesh

The worst losers will be the Indians themselves. West Bengal and Assam will soon join in, and that will be the beginning of the breakup of the Indian Union itself. I hope to God this woman (Mrs. Gandhi) understands.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৭। পাক প্রতিনিধিদলের চীন সফরের ফলাফল বর্ণনা	দৈনিক পাকিস্তান	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

’অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চীনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন’
আলোচনার ফল সন্তোষজনকঃ চৌ

পিকিং, ৮ই নভেম্বর (এপিপি)। - প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই গতরাতে বলেন যে, চীনের নেতৃবৃন্দ ও বন্ধুত্বমুলক সফরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক চীনে প্রেরিত পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের মধ্যে আলোচনায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে।

চীন থেকে ফিরে আসার আগে চীনা নেতাদের সম্মানে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

ভোজসভায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এই আলোচনার সাফল্যে দু দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্বেও পুরোপুরি পরিচয় রয়েছে।

তিনি বলেন, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই তার ভাষণে চীনের ভূমিকা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সরকার ও জনগণের কাছে চীনা সরকার এবং জনগণের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানানোর জন্য পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলকে অনুরোধ জানান।

হংকং থেকে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, চৌ এন লাই ও ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত জনাব ভুট্টো তাঁদের আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে সিনহুয়ার খবরে বলা হয়েছে। গতরাতে জনাব ভুট্টো প্রদত্ত ভোজসভায় তাঁরা ভাষণ দেন।

মিঃ চৌ এন লাই বলেন, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল চীনে বন্ধুত্বমূলক সফরে এসেছেন এবং সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চীন সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় সাফল্যজনক ফল পাওয়া গেছে।

গত শুক্রবার পিকিং আগমনের পর মিঃ চৌ এন লাই ও অন্য চীনা নেতাদের সঙ্গে ভুট্টোর প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয়েছে বলে যে খবর বেরিয়েছে সে সম্পর্কে সিনহুয়া কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়নি।

যাই হোক, ভুট্টো গতরাতে পিকিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আলোচনার ফল এশিয়ার হামলা প্রতিরোধ করবে। চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের জন্য প্রদত্ত ভোজসভায় অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে।

জনাব ভুট্টো গতরাতে চীনা নেতাদের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় বলেন যে, চীনা নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করে তাঁর প্রতিনিধিদল দেশে ফিরছে।

এশিয়ায় পাকিস্তানের ভূমিকা হচ্ছে শান্তি, বন্ধুত্ব, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও মানবজাতির অগ্রগতি। পাকিস্তান ও চীনের জনগণ এই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৮। অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া	দৈনিক পাকিস্তান	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

অঘোষিত যুদ্ধ হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া
ভারত হামলা করলে চীন হস্তক্ষেপ করবে

করাচী, ৮ই নভেম্বর (পিপিআই)। - ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালালে গণচীন যেভাবে পারে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গত শুক্রবার লাহোরে কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি টমাস ফেন্টনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে অবশ্যই চীন হস্তক্ষেপ করবে।

পাকিস্তান ও ভারত কি যুদ্ধের কাছাকাছি এসেছে এ প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, এর মধ্যেই একটা অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান ভারতের প্রতি অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারত আমাদের সীমান্তে অব্যাহতভাবে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিচার চলছে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, শেখ মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটবে না ঘটবে সে সিদ্ধান্ত আদালতই গ্রহণ করবে। তবে বিচার সমাপ্ত হলেই মামলার বিবরণ প্রকাশ করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছাড়া কিভাবে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচন শেষে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভ্যুদয় ঘটবে এবং তার কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা সত্যিকারভাবে তাদের ঘরবাড়ী ফেলে ভারতে চলে গেছেন সেইসব উদ্বাস্তুকে ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান রাজী আছে। এ ব্যাপারে আমরা জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৯। দন্ডবিধি সংশোধন আইন জারী	পাকিস্তান অবজারভার	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

CRIMINAL LAW AMENDMENT ORDER ISSUED

Islamabad, November 11-The President has issued an order which provides for the setting up of a Special Court for the trial of persons accused of an offence punishable under Section 120 B (criminal conspiracy) 342 (wrongful confinement) or 435 (Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage) of the Pakistan Penal Code of Section 3 of the Official Secrets Act. 1923 (spying) or Section 3 of the Enemy Agents Ordinance 1943 (aiding the enemy) reports APP.

The special court to be set up by the central Government will consist of a Judge of the Supreme Court of Pakistan as its chairman and a Judge of a high court as member. The order called the Criminal Law Amendment (Special court) order 1971 (President's order No. 13 of 1971) was made by the President on November 8, 1971 and released here yesterday by the Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law division) for general information.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০০। বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

বন-এ পররাষ্ট্র সেক্রেটারী

সীমান্ত পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে

বন, ২৩শে নভেম্বর (রয়টার)। - পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান গত রাতে বলেন যে, পাক-ভারত বিরোধের গতকালকের খবরে সীমান্ত এলাকায় পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতিরই আভাস পাওয়া যায়।

পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের শীর্ষস্থানীয় কর্মচারী জনাব খান সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে জনৈক সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক হামলার পাকিস্তানী খবর তাঁকে অবহিত করেন।

পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর জটিল ও বিপজ্জনক মনে হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। যেহেতু পকিস্তানী ভূখণ্ডেই আক্রমণ হচ্ছে তা থেকেই পরিস্কার হয়ে ওঠে কোথা থেকে হামলাটা হচ্ছে। জনাব খান আরও বলেন যে, যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোন সমস্যারই সমাধান হবে না বরং তাতে উদ্বাস্তুদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

ভারতীয় আক্রমণের পর পাকিস্তান ভারতীয় ভূখণ্ডে পাল্টা আক্রমণ হানবে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব খান যে কোন দেশের আত্মরক্ষা করার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-তথা জাতিসংঘ সনদের উল্লেখ করেন।

জনাব খান আরও বলেন যে, ভারতের হামলার ফলে উভয় পক্ষেই বিপুল প্রাণহানি ঘটবে এবং শুধুমাত্র দু দেশের জন্যই নয় বরং সমগ্র এশিয়ার জন্যই তা আরও বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করবে।

ওয়াশিংটন, অটোয়া, প্যারিস, বন প্রভৃতি স্থান সফর শেষে জনাব খানের আজ পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের কথা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০১। উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎ শক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যে কোন বৃহৎশক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৪শে নভেম্বর (এপিপি)। - পাকিস্তান উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও ভারতের হামলা বন্ধ করার ক্ষেত্রে যেকোন বৃহৎশক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে।

আজ সন্ধ্যায় একজন সরকারী মুখপাত্র এ কথা বলেছেন। মুখপাত্রটি বলেন, আজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে উপমহাদেশের বর্তমান সংকট পরিসমাপ্তির জন্য যদি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তবে আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত খুশী হবো।

তিনি বলেন, কিন্তু পাকিস্তান বর্তমান পর্যায়ে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারে না। কারণ পাকিস্তান ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সব বৃহৎশক্তিরই উচিত ভারতকে বলে তার আক্রমণ থামানো।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়ে পরস্পরের সংস্পর্শে রয়েছে এবং এই উপমহাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ সম্পর্কে পাকিস্তানের মনোভাব কি হবে মুখপাত্রকে একজন সাংবাদিক এ প্রশ্নও করেন। মুখপাত্রটি বলেন, এই সমস্যা সমাধানে বিদেশী শক্তির সাহায্যকে পাকিস্তান পছন্দ করবে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির একমাত্র সমস্যা হলো উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তন।

এ জন্য পাকিস্তান জাতিসংঘের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানকে স্বাগত জানিয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান বাস্তুত্যাগী ব্যক্তিদের তাদের বাড়ীঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে নিজেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান আক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা আক্রমণকারী নই। সংঘর্ষ বন্ধ করার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বিদেশী শক্তির উদ্যোগে আমরা খুশী হবো।

প্রশ্ন:- আপনি বলেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সোভিয়েট দুরপাল্লার কামান ব্যবহার করছে। এ জন্যে পাকিস্তানকে মস্কোর কোন উদ্যোগ মেনে নেয়ার সম্ভাবনাকে আপনি কি বাতিল করে দেবেন।

উত্তর:- সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যদি কোন গঠনমূলক ও শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ আসে আমরা তা পছন্দ করবো। ভারতই বিভিন্ন দেশকে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। যেসব দেশ ভারতকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে তাদের দেখা উচিত ভারত কি ভাবে এই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০২। ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

ন্যাপের সকল গ্রুপ নিষিদ্ধ ঘোষণা
কতিপয় নেতাকে আটকের আদেশ
দলের পরিষদ সদস্যদের আসন থাকবে- প্রেসিডেন্ট

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬শে নভেম্বর (এপিপি)। - প্রেসিডেন্ট আজ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল উপদল ও গ্রুপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আজ এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি ইতিমধ্যে ন্যাপের কতিপয় নেতাকে আটক করার আদেশ দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, তবে ন্যাপের টিকিটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত ব্যক্তিদের আসন বহাল থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানের স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করছিল। এর কতিপয় নেতা এই দেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালিয়েছিল এবং এর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি।

তারা এর ক্ষতি করার কোন সুযোগই নষ্ট করেননি। এখন যখন তার পূর্ব অংশে অভ্যন্তরীণ নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যখন ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের এলাকা আক্রমণ করেছে এবং যখন তার (ভারতের) নেতৃবৃন্দ আমাদের এলাকা দখল ও তা নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলছেন, তখন উক্ত দলের কতিপয় নেতা এ দেশের শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজশে পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এখন দেশের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা দাবী করেছিলেন মওলানা ভাসানী তাদের অন্যতম, এবং এখন তিনি আমাদের শত্রুদের মধ্যে বসবাস করছেন।

এছাড়া সবচেয়ে ঘোরতর পাকিস্তানবিরোধী আব্দুল গাফফার খান এই দেশের প্রতি শত্রুতায় কখনো ক্ষান্ত হননি এবং এখন তিনি এর শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগসাজশে কাজ করে যাচ্ছেন। এই দলের অন্যান্য কতিপয় নেতা পাকিস্তানের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ শুরু করার ষড়যন্ত্র করছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবৃতিতে বলেন, আমি ধৈর্যের সঙ্গে আশা করেছিলাম যে, এই সংকটপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করছি। তখন শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং এই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এখনো যারা পাকিস্তানে আছেন তারা এক সাধারণ শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের সঙ্গে শরীক হবেন অথবা কমপক্ষে সক্রিয় শত্রুতা থেকে বিরত থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কিন্তু যখন বৈদেশিক হামলা হয়েছে তখন আমরা আমাদের শত্রুদের অনুরূপ লক্ষ্যসম্পন্ন ও তাদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষাকারী এবং উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে তাদের (আমাদের শত্রুদের) সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একটি রাজনৈতিক দলের অব্যাহত অস্তিত্ব থাকতে দিতে পারি না। কাজেই দেশের অভ্যন্তর থেকে এই হুমকি দূর করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, কাজেই আমি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সকল গ্রুপ ও উপদল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি ইতিমধ্যেই এই দলের কিছু সংখ্যক নেতাকে আটক করার আদেশ দিয়েছি। তিনি বলেন, তবে দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও এই দলের টিকেটে যারা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের আসন বহাল থাকবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আশা করা যাচ্ছে যে, তারা এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত দলের অন্যান্য সদস্যরা প্রতিরক্ষায় এবং দেশের উন্নতির জন্য পুরোপুরিভাবে এবং অকপটে তাদের ভূমিকা পালন করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৩। উপনির্বাচনঃ ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

উপনির্বাচনঃ
ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা

ইসলামাবাদ, ২৬শে নভেম্বর, (এপিপি)। -প্রধান নির্বাচন কমিশনার পুর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেছে। জাতীয় পরিষদের ২০টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ৭১টি আসনে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ৭ই ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৪। বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত
ষড়যন্ত্র , গুপ্তচরবৃত্তি ও শত্রুকে সাহায্য

ইসলামাবাদ, ২৬শে নভেম্বর, (এপিপি)। -কেন্দ্রীয় সরকার আজ ষড়যন্ত্র, গুপ্তচরবৃত্তি ও শত্রুদের সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য দু'সদস্যের একটি বিশেষ আদালত গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন।

সম্প্রতি জারীকৃত ফৌজদারী আইন সংশোধন (বিশেষ আদালত) আদেশ মোতাবেক এই আদালত গঠন করা হয়েছে। এই আদালতের বিচারপতিদ্বয় হচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী (চেয়ারম্যান) এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আবদুল কাদির শেখ।

১৯৭১ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন (বিশেষ আদালত) নির্দেশটি (১৯৭১ সালের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ নম্বর ১৩) ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর জারী করা হয়।

এই নির্দেশের তৃতীয় ধারায় পাকিস্তান ফৌজদারী দন্ড বিধির ১২০ (ষড়যন্ত্র), ৩৪২ (বেআইনীভাবে আটক রাখা) অথবা ৪৩৫ (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরকদ্রব্য ব্যবহার) অথবা ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইনের গুপ্তচরবৃত্তির তৃতীয় ধারা অথবা ১৯৪৩ সালের শত্রুর চর (শত্রুকে সাহায্য করা) অর্ডিন্যান্সের তৃতীয় ধারা মোতাবেক শাস্তি পাবার যোগ্য অপরাধীদে বিচারের জন্য দু'সদস্যের একটি বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৫। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনঃ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৭শে নভেম্বর, (এপিপি)। -প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর নির্বাচিত হয়েছে। এ খবর জানিয়ে জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সেক্রেটারিয়েট নির্বাচিত পরিষদ সদস্যের নিকট পত্র পাঠিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট যখন পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন তখন সদস্যদের নিকট আনুষ্ঠানিক নোটিশ ও আলোচ্যসূচী পাঠানো হবে।

পরিষদ ও অধিবেশনের স্থান এখনো ঠিক হয়নি। তবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ইসলামাবাদে বসতে পারে। এখানকার স্টেট ব্যাংক ভবনে তার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৬। ভারতে সোভিয়েট অস্ত্রঃ সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রের তথ্য প্রকাশ
ভারতে সোভিয়েট অস্ত্রঃ
পাকিস্তান সকলকে অবহিত করেছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৭শে নভেম্বর, (এপিপি)। পাকিস্তান 'সকল উপযুক্ত মহলে' ভারতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অব্যহত সামরিক সাহায্যের বিষয়টি গোচরীভূত করেছে। আজ সন্ধ্যায় একজন মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন কয়েক বছর ধরে ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

এসব সরবরাহ এখন ভারতের কাছে দ্রুত গতিতে পৌঁছাচ্ছে। এগুলো পুরনো অথবা নতুন চুক্তি অনুযায়ী ভারতে আসছে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা সমস্ত বৃহৎ শক্তি ও অন্যান্য দেশকে বলছি, পাকিস্তান অস্ত্রশস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে ভরত বিভিন্ন উৎস থেকে সামরিক সরঞ্জাম পাচ্ছে।

এমনকি পাকিস্তানে পাশ্চাত্যের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের পরও ভারত তা পাচ্ছে। 'আমরা আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য যা করা সম্ভব সবই করছি। তিনি বলেন, পাকিস্তান সকল বৃহৎ ও বন্ধু দেশকে আরো জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারতের প্রতি সোভয়েটের সামরিক সাহায্য নয়াদিল্লীকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উৎসাহ যোগাচ্ছে, তার মনোভাব কঠোর করেছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাকে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন, মস্কোর পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব জামসেদ মার্কার এখন ইসলামাবাদে আছেন। তিনি পররাষ্ট্র দফতরের সাথে এই উপমহাদেশে সোভিয়েট নীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন।

সোভিয়েটের পত্র

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই দিন আগে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে এতে সোভিয়েটের আগের চিঠির বক্তব্যই বলা হয়েছে, তবে ভাষায় খানিকটা বিভিন্নতা থাকতে পারে। 'এর দ্বারা আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন বোঝায় না। সাজ্জাদ হায়দার-শরণ শিং বৈঠক সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, নয়াদিল্লী যে ধারণাই দিক বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রশমনের সমস্যা সমাধানের কোন গঠনমূলক প্রস্তাব দেয়া হয়নি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আগে উত্তেজনা হ্রাসের সুস্পষ্ট প্রস্তাবে সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেছেন।

প্রশ্নঃ ভারতীয় আক্রমণের বিষয়টি পাকিস্তান কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করার বাধা কোথায়?

মুখপাত্রঃ কোন বাধা নেই। তবে এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

কতগুলো অবস্থার আলোকে এবং বৃহৎশক্তিগুলোর মতামতের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি বিবেচনা করবে। এসব শক্তি সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘গণচীন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।’ যখন সোভিয়েট অস্ত্র সমানে ভারতে আসছে তখন মস্কো-দিল্লী চুক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়- সোভিয়েটের এই অভিমত পাকিস্তান কি করে বিশ্বাস করবে।

জবাবে মুখপাত্র বলেন, ‘আমাদের আগের ধারণা’ পরিস্থিতি আমাদের বিশ্লেষণভিত্তিক ছিল। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি চুক্তিটি ভারতকে উৎসাহ যোগাচ্ছে, তার শত্রুতা বাড়িয়েছে, তার মনোভাব কঠোরতর করছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মধ্যস্থতার কোন প্রস্তাব করেছেন কিনা তার জবাবে মুখপাত্র বলেন, এরকম প্রস্তাবের কথা আমি জানি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৭। জরুরী অবস্থা ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন জারী	মর্নিং নিউজ	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

DEFENCE OF PAKISTAN RULES NOTIFIED

Rawalpindi, November 28, (APP). The Defense of Pakistan Rules made by the Central government under the Defense of Pakistan Ordinance promulgated by the President have been notified along with the ordinance in the gazette of Pakistan extraordinary made available here yesterday .

The rules meant to meet the present situation of emergency in the country are 213 in total.

The gazette notification is dated November 23. 1971 when emergency was proclaimed in the country due to the threat of external aggression.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT REGARDING DECLARATION OF EMERGENCY, BY THE PRESIDENT OF PAKISTAN

November 23, 1971

Whereas the president is satisfied that a grave emergency exists in which Pakistan is threatened by external aggression.

Now, therefore, in pursuance of the proclamation of the 25th day of March, 1969, read with the Provisional Constitution Order, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the president is pleased hereby to issue this proclamation of emergency.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৮। ভারতীয় 'অনুপ্রবেশ' সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ	দৈনিক পাকিস্তান	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রের বিবরণ
পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় অনুপ্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৮শে নভেম্বর, (এপিপি)। -আজ এখানে একজন সরকারী মুখাপাত্র বলেন যে, কুমিল্লা-নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে আরো ৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় এসব ভারতীয় সৈন্য মারা যায়।

কুমিল্লা-নোয়াখালী সেক্টরের গুলবানিয়ায় ভারতীয়রা নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেখানে তাদের ১০ জন সৈন্য নিহত এবং তাদের দুটি হালকা মেশিনগান ও ৭টি রাইফেল আটক করা হয়েছে। ময়মনসিংহ সেক্টরে আরো ২০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে।

ভারতের নিয়মিত সৈন্য ও তাদের চরেরা এই সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের হাতে তারা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

মুখপাত্রটি আরো বলেন যে, ভারতীয়রা দিনাজপুর জেলার পচাগড়ে প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু পরে তাদের প্রতিহত করা হয়। এই সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ভারতীয়রা সারা সীমান্তে উত্তেজনা বজায় রাখে এবং ময়মনসিংহ জেলার বরমারী, আকিপাড়া ও কমলপুর, দক্ষিণ সিলেট এলাকার কেরামত নগর ও ফুলতলা, কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় কায়েমপুর ও যশোরের হিরণ, জীবনন্যার ও বাকশায় গোলাবর্ষণ করে। মুখপাত্রটির মতে ভারতীয় সৈন্যরা গত ২৪ ঘন্টায় পুর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ ও প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। ভারতীয়দের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল পুর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত যশোর। সেখানে দুই কোম্পানী ভারতীয় সৈন্য ট্যাংকের সাহায্যে চৌগাছা এলাকায় বুইন্দার দিকে আরো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। একই সেক্টরে ভারতীয়রা দুই কোম্পানী সৈন্য ও ট্যাংকের সাহায্যে শিমুলিয়া ও নবগ্রামে আক্রমণ চালালে আমাদের সৈন্যদের সক্রিয় ও সময় মতো কামানের গোলাবর্ষণে ভারতীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুখপাত্রটি বলেন, দুটি ভারতীয় কোম্পানী কুমিল্লা এলাকার চাঁদগাজীপুরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদেরকে প্রতিহত করে।

প্রশ্নঃ -ভারতীয়রা কোন বিমান অবতরণ কেন্দ্রে অথবা বিমান বন্দরে আক্রমণ করেছে কি?

উত্তরঃ- গত ২২শে নভেম্বর যশোরে প্রথম আক্রমণ শুরু হওয়ার পর ভারতীয় প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হচ্ছে। কিন্তু সংঘর্ষের সাধারণ ধরন একই রুপ ছিল। সীমান্ত সংঘর্ষের তীব্রতাও একই রুপ। সীমান্ত এলাকা থেকে এই সংঘর্ষ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। ভারতীয়দের পুর্ব পাকিস্তানের গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ অথবা তাদেরকে নতুন কোন এলাকা দখল করতে দেয়া হয়নি।

যশোর সেক্টরের চৌগাছা এখনো ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দৈনিক ১২ লাখ টাকার গোলাবর্ষণ

প্রশ্নঃ -ভারতীয় গোলার তীব্রতাটা কি?

উত্তরঃ -ভারত পাকিস্তানী এলাকায় প্রতিদিন ৬ হাজারেরও বেশি গোলাবর্ষণ করছে। আর প্রতিদিন বর্ষিত এই গোলার দাম হচ্ছে প্রায় ১২ লাখ টাকা।

প্রশ্নঃ -দু'সপ্তাহের আগের তুলনায় বর্তমান সংর্ঘষের মাত্রা কি?

উত্তরঃ -গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানের উপর ভারতীয়দের নিয়মিত আক্রমণের আগে তারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিদিন ১ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করতো।

প্রশ্নঃ -পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও চরদের তৎপরতার অবস্থাটা কি?

উত্তরঃ -বিদ্রহদদের কিছুটা তৎপরতা রয়েছে, বিক্ষিপ্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এতে বেসামরিক নাগরিকদের কষ্ট হচ্ছে। তবে এটা কোন মতেই বলা যায় না যে, সেখানে একটি বিদ্রোহ ঘটেছে। তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের সমর্থন পাচ্ছেনা।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও আনসার, বাহিনীর দলত্যাগীদের নিয়েই মুক্তিবাহিনী গঠিত। তারা ভারত সরকার ও নিয়মিত ভারতীয় সৈন্যদের সক্রিয় সমর্থনে কোন কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। তারা একাকী কোন জায়গাতেই কোন আক্রমণ চালাতে পারেনি।

প্রশ্নঃ -মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা কত?

উত্তরঃ -পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন বাহিনীর দল ত্যাগীদের নিয়েই এই বাহিনী গঠিত। ভারতে গেরিলাদের ট্রেনিং দেবার জন্য ৪৮টি শিবির প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের কতজনকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে অথবা কতদিন পর পর ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা অনুমান করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ -পুর্ব পাকিস্তানের কাছে কোন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে?

উত্তরঃ -হ্যাঁ। কয়েকজন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে এবং আরো করছে।

প্রশ্নঃ -ভারত দাবী করছে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা সীমান্ত পার হয়ে এখনো চলে যাচ্ছে একথা ঠিক?

উত্তরঃ -না। এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেউ ভারতে যাচ্ছে না।

প্রশ্নঃ -ভারতীয় বেতার দাবী করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের যশোর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে বেসামরিক নাগরিকদের অপসারণ করা হয়েছে এটা কি সত্য?

উত্তরঃ -এসব এলাকা থেকে লোকজন অপসারণ করা হয়নি। বেসামরিক লোকদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবার জন্য সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৯। পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উথান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব

ইসলামাবাদ, ২৯শে নভেম্বর (এপিপি)। পাকিস্তানী এলাকায় বিনা উস্কানিতে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক হামলার ফলে উপমহাদেশের পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতির প্রতি উ থান্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান তাঁর কাছে একটি লিপি পাঠিয়েছেন।

গতকাল উ থান্টের নিকট প্রেরিত লিপিতে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানী এলাকার সীমানা লংঘন পর্যবেক্ষণ করা ও সে সম্পর্কে রিপোর্ট দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের পাকিস্তানী এলাকায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১০। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক পাকিস্তান	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্রঃ
স্বস্তি পরিষদের বৈঠক প্রশ্নে এখনও
পাকিস্তান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৯শে নভেম্বর (এপিপি)। -আজ এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন যে, সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় হামলা বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্রটি বলেন যে, পাকিস্তান এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং তাদের মনোভাব লক্ষ্য করছে। সরকার নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্ক পাকিস্তানের পক্ষে আরো ক্ষতিকর হবে বলে মনে করেন কিনা, জানতে চাওয়া হরে মুখপাত্রটি বলেন যে আমরা এভাবে চিন্তা করছি না।

আমরা যা চিন্তা করছি, তাহলো নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সুনির্দিষ্ট কোন ফল পাওয়া যাবে কিনা। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, যে কোন বৃহৎ শক্তি, যে কোন সদস্য রাষ্ট্র অথবা, বিরোধ সংশ্লিষ্ট দেশের যে কেউ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান করতে পারে।

মুখপাত্রটি আরো বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলার পর পাকিস্তান এর মধ্যে কতকগুলো কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছেন এবং বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের প্রতিনিধিগন প্রতিদিনের ঘটনাবলী রাখছেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে সম্ভবপর সব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১১। প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ	দৈনিক ইত্তেফাক	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সমগ্র দেশে
প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও প্রতিরক্ষা আইন
একযোগে বলবৎ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে নভেম্বর (পিপিআই)। -সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাথে সাথে ১৯৭১ সালের পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন একযোগে বলবৎ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের বলে জনসাধাণের নিরাপত্তার এবং দেশের প্রতিরক্ষার তাগিদে বিশেষ অপরাধের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে। উপরোক্ত আইনের আওতাভুক্ত মূল বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা এবং সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে। (খ) সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত লোকজনদের শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্য এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। (গ) স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সার্ভিসে নিযুক্ত অথবা এই সার্ভিসে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের রাষ্ট্রানুগত্যের প্রতি বিরোধিতা করা চলিবে না। (ঘ) শত্রুদের সাহায্য করা চলিবে না, অথবা সামরিক তৎপরতা বা যুদ্ধ পরিচালনায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা চলিবে না।

(ঙ) মালিকানা, ব্যবস্থাপনা বা দলীয় স্বত্ব, শত্রু সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা হস্তান্তর করা চলিবে না। (চ) গুজব অথবা কর্তৃপক্ষীয় সূত্রের বরাত ছাড়া যে কোন অসন্তোষ বা ভীতির সৃষ্টি করিতে পারে যে, যেগুলো বিদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে পারে, যেগুলো পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, জনগণের নিরাপত্তা অথবা সুযোগ-সুবিধা বিঘ্নিত করিতে পারে সে সকল গুজব এবং সংবাদ প্রচার করা নিষিদ্ধ থাকিবে।

(ছ) যে সকল অঞ্চলে প্রয়োজন মনে করা হইবে সরকার সেই সকল অঞ্চলের জনগণের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(জ) জল-স্থল পথ অথবা বিমান পথের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন বন্দর, ডকইয়ার্ড, বিমান বন্দর, রেল পথ ও নৌ পথ এবং অন্য সকল প্রকার যানবাহনের চলাচলের পথ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ঝ) ডাক ও তার বিভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(ঞ) এই আইনের বলে অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সকল লোক বিদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটাইবে, জনগণের নিরাপত্তা এবং সুখ সুবিধা বিঘ্নিত করিবে, দেশের কোন অংশে নিরাপত্তার প্রতি সন্দেহভাজন হইবে অথবা যাহারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাকুরী বা যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটাইবে সেই সকল ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবেন।

(চ) পাকিস্তানে প্রত্যাগত বা পাকিস্তান হইতে বিদেশ গমনকারী সকল ব্যক্তি এবং যে সকল বিদেশী পাকিস্তানে বসবাস করেন অথবা পাকিস্তানে ছিলেন তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

(ছ) খবর ও তথ্য পরিবেশন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(জ) সরকার ইচ্ছানুযায়ী ডাক, তার ও বেতার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করিবে। উক্ত আইনের বলে বিভিন্ন অপরাধের জন্য ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইতে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অর্থদণ্ড অথবা একই সঙ্গে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দুই-ই দেওয়া যাইতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১২। ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লংঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক পাকিস্তান	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারতীয় বিমানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন ও চৌগাছার বিমান যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)। -গত মঙ্গলবার ভারতীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন সম্পর্কে জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টা হইতে ১২-২ মিনিটের মধ্যে ৪টি ভারতীয় জঙ্গী বিমান ও একটি আলোকচিত্র গ্রহণকারী সন্ধানী বিমান শিয়ালকোর্ট এলাকায় পাকিস্তানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে। তাহাদের গতিরোধের জন্য পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফাইটার ইন্টার সেক্টর বিমান দেখামাত্র ভারতীয় বিমানগুলো দ্রুত নিজেদের আকাশ সীমায় সরিয়া পড়ে।

চৌগাছায় 'স্যাবর' বিমান ধ্বংস প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ভিত্তিতে এক্ষণে একথা উল্লেখ করা যায় যে, আক্রমণকারী ভারতীয় 'ন্যাট' জঙ্গী বিমানের গুলীতে ভূপাতিত হইয়া নয় বরং শত্রুর গ্রাউণ্ড ফায়ারেই পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ২টি স্যাবর গত ২২শে নভেম্বর চৌগাছায় ধ্বংশ হয়।

এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় পত্রিকার পরস্পরবিরোধী খবরেও ইহার সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে। গত ২৩শে নভেম্বর ভারতীয় পত্রিকাগুলি দাবী করে যে, পাকিস্তানী 'স্যাবর' বিমানসমূহ তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কোনটাই ভারতীয় 'ন্যাটের' গুলিতে ভূপাতিত হয় নাই।

কিন্তু দুই দিন পর ভারতীয়রা যখন দেখিল ২ জন পাকিস্তানী পাইলট ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়িয়াছে, তখন ভারতীয় স্টেট মন্ত্রী দাবী করেন যে, ভারতীয় 'ন্যাট' স্যাবর গুলিকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ বিমান যুদ্ধের নীট ফল হইলঃ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর 'স্যাবর' বিমান একটি ন্যাটকে (যথারতি যাচাই করা হইয়াছে) গুলী করিয়া ভূপাতিত করে। পক্ষান্তরে আমাদের 'স্যাবর' বিমান সমূহের ২টি গ্রাউণ্ড ফায়ারে ধবংস হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৩। যুদ্ধ পরিহার সম্পর্কে সরকারী মুখপাত্র	দৈনিক ইত্তেফাক	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সরকারী মুখপাত্র বলেন- পাকিস্তান এখনও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর। অদ্য অপরাহ্নে জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, পাকিস্তান একান্তভাবেই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকিবে পাকিস্তান ততক্ষণ এই নীতিতে অবিচল থাকিবে।

মুখপাত্র বলেন, আমরা এখনও আশা করি যে, কূটনেতিক প্রচেষ্টা, জাতিসংঘের উদ্যোগ এবং আমাদের বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সংঘর্ষের অবসান এবং একটা যুদ্ধ বিরতির আয়োজন করা যাইতে পারে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারতীয় আক্রমণ বন্ধ করার কোন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে কিনা এবং গত মঙ্গলবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত বিবৃতিতে সরকারী প্রতিক্রিয়া কি সাংবাদিকদের এই জাতীয় প্রশ্নের তিনি উত্তর দান করিতেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, গত মঙ্গলবারের বিবৃতিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হইতে সৈন্য প্রত্যাহারপূর্বক প্রদেশটিকে বাংলাদেশ বিদ্রোহীদের হাতে ছাড়িয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

মুখপাত্র প্রশ্ন করেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ধীর প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান উপমহাদেশে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

তিনি বলেন, ভারত সংঘর্ষ তীব্রতর করায় আমরা এক ব্যাপক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হইতেছি। অবশ্য এই বিপদ পরিহারের জন্য আমরা সকল কূটনৈতিক পদ্ধতি ও রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু দেশকে পূর্ণ রূপে রক্ষা করার সময় উপস্থিত হইলে আমরা তাহা করিব বলিয়া তিনি দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৪। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN

December 4, 1971

I thank you. Mr. President and the Members of the Security Council, for inviting the Pakistan Delegation to this Council meeting to be heard.

This meeting of the Security Council is being held in one of the most extraordinary situations in the history of the United Nation. A Member State of the United Nations, India. has not only launched aggression on the territory of another Member State, Pakistan, but has openly demanded that Pakistan dismember itself and give up that part of its territory contains the majority of its population.

This is not just an allegation that I am making before the Council. The world knows about the statement of the Prime Minister of India, made on 1st December, that Pakistan should withdraw its troops from its eastern part. The world also knows that Indian troops entered the territory of Pakistan and have been there since at least 21st November. The two facts are undeniable and are acknowledged by India.

These are the two cardinal facts of the situation which its consideration by the Security Council has to be based. Nothing like this has happened before in the contemporary age.

There is no other example of a Member State of the United Nations which has recognized and had normal diplomatic relations with another Member State demanding that the latter withdraw its troops from its own territory and thus yield possession and control over it. India has not only made the demand but, in pursuance of it, has escalated its aggressive activities to bring about the disintegration of Pakistan. A challenge was thus hurled at Pakistan and Pakistan has decided to meet it resolutely.

From this point of view, the situation that has been brought before the Security Council is not one which involves Pakistan alone. It involves every State that believes in the principle of territorial integrity of States, which is fundamental to the Charter of the United Nations. It concerns all who are in danger of being overrun by larger, more powerful and predatory neighbors.

As far as Pakistan is concerned, I can pledge that we will not surrender. Whatever tomorrow may bring, it will not be capitulation by Pakistan. Our freedom is too precious for us to bargain it away. Our stake in our national integrity is so great that we cannot possibly falter or fail. However, should the Security Council temporize with the situation, should it equivocate, should it become paralyzed, should it fail to suppress the aggression, one thing will certainly happen. The Charter of the United Nations will have been

shattered. The basic understanding behind the very functioning of the United Nations will have been demolished. A damage will have been done to the international order symbolized by the United Nations which can never be repaired.

Since it is India which, after having resorted to large-scale use of force against the territorial integrity and political independence of Pakistan in total violation of the United Nations Charter, is now talking of defending itself against Pakistan's full-scale attack, the sequence of events of the past two weeks, since 21st November, needs to be kept clearly in mind.

Pakistan's eastern province has been under a massive attack, since 21st November, by India's regular troops, tanks and aircraft. The attack was launched simultaneously at half a dozen points along three sides of India's land frontier around East Pakistan.

The Indian attack was unprovoked; it was on a large scale; it was coordinated; it was preceded by heavy artillery fire; and it was made under air cover. It was definitely not, as the Indians initially tried to maintain, only a stepping up of activity by the secessionist guerrillas. In the engagements that have taken place between the Pakistan and Indian armed forces, several of the Indian army units have been identified through Indian soldiers killed or captured.

On 21st November, the Indian armed forces launched the following attacks. On the south-eastern sector of East Pakistan, an Indian army brigade group. Supported by armed helicopters, entered the Chittagong Hill Tracts district of East Pakistan. Overran our border outposts and penetrated approximately 10 miles into our territory. To the north of this sector, another brigade group of the 23rd Indian Division supported by the rest of the Division launched an attack in the Belonia salient of the Noakhali district of East Pakistan, pushing eight miles deep into Pakistan territory. In the Brahmanbaria sub division, to the north-west of Belonia, attacks were launched by a battalion each from the 57th Indian Division against two of our border posts at tiukandpur and Saldanadi which were overrun. Further north, on the eastern front of East Pakistan, the Indians made repeated attacks against our border outposts at Karitola in Mymensingh-also known as Mominshahi district. These attacks were repulsed. In the northeast corner of East Pakistan, two Indian battalion groups attacked and overran our border outposts at Dhalai, Atgram and Zakigang in the Maulavi Bazar sub-division of the Sylhet district. These Indian forces included two companies of Gurkhas. In the north-western area of East Pakistan, the Indians launched another attack in the Rangpur district. This was in the Bhurangamari salient, where an Indian brigade group penetrated 15 miles into Pakistan territory up to Nageshwari. In the south-east sector completing the three-sided front in the Jessore district, a major offensive was launched by a brigade group of the 9th Indian division supported by armour and air cover, opposite Chougacha. Indian tanks penetrated about eight miles into Pakistan territory. An Indian air attack was challenged by the Pakistan Air Force. One Indian aircraft was destroyed, and we lost two over Pakistan territory. Six Indian tanks were destroyed in the engagement, and eight of ours were disabled. The Jessore air field was shelled by Indian artillery. All these attacks were - synchronized and launched at widely separated parts of the frontier on 21st November last.

As many as 12 Indian divisions were reported on 21st November to have been deployed around East Pakistan. In addition there were 38 battalions of the Indian Border Security Force. The 2nd and 5th Indian Mountain Division, which were previously stationed in India's North-East Frontier Agency, were also moved towards East Pakistan. The 8th Mountain Division, consisting of six brigades, was brought to the East Pakistan border towards Sylhet from Nagaland, where only one brigade was left. Twelve squadrons of the Indian Air Force were placed around East Pakistan. A sizable Indian naval force comprising an aircraft carrier frigate, landing ships and two submarines was standing by near Vizagapatam, in the Bay of Bengal, posing an amphibious threat to Chittagong and Chalna ports. The approaches to Chalna port were mined by the Indian forces. As a result, two merchant ships, chartered for carrying foodgrains and other essential supplies, were damaged, seriously disrupting food supplies to East Pakistan.

That was the position on 21st November. Since then, the Indian, armed forces have continued their aggressive actions against Pakistan including the crossing of our international borders and hostile action on our soil. In the past two weeks, the Pakistan armed forces have continued to resist Indian aggression in all the sectors.

To understand the nature of the present hostilities, it is necessary to bear in mind the details of the fighting that preceded and culminated in the full-scale war on 3rd December.

I shall refer first to the Jessore section. On this south-western front of East Pakistan, since 21st November, the Indians have used tanks and heavy artillery fire. Some of the attacks were in brigade strength. The Indians had some successes against thinly-held Pakistani positions and captured Chaugacha, six miles inside our territory, and also Jiban Nagar. Their attacks were blunted in the Buinda, Simulia, Krishanpur, Jamalpur and Nabagram areas. Indian casualties in the Jessore section were estimated at about 150 killed and over 500 wounded. Several Indian tanks were destroyed. Units of the Indian armed forces identified in the Jessore sector, included these belonging to the 14th Punjab Regiment and the lst Jammu and Kashmir Battalion of the 350th Brigade of the 9th Indian Infantry Division.

In the Dinajpur-Rangpur sector, Indian pressure on this north-eastern front was concentrated for several days in the Hilli area of Dinajpur district. Other areas in which fighting took place were Panchagarh, Nageshwari, Badtara and Mirzapur.

Indian tanks and aircraft were used in these attacks. Units of the Indian armed forces identified in the Dinajpur-Rangpur sector included the 165th Mountain Brigade of the 10th Indian Mountain Division, 4th Rajput Regiment, the 7th Marhatta Light Infantry and the 9th Indian ~Mountain Division.

The Sylhet sector, which is in the north-east, was subjected to heavy Indian pressure from the very first day of the attack against East Pakistan. Heavy fighting continued near Atgram, two miles inside Pakistan, and at Zakiganj, Radhanagar, Kanairghat, Gauripur, Chanderpur, Lakshmipur, Latumura and Shamsher Nagar. Indian casualties were estimated at over 225 dead and a hundred wounded. Indian units identified in the Sylhet

sector, included the 4th Kumaon of the 81st Mountain Brigade and the 85th Indian Border Security Force.

In the Comilla sector, the Indians in this part of East Pakistan exerted pressure on Kasba, Akhaura, Angadar Bazar, Phataba Nagar, Gazipur, Chauddagram and Morachale. In one battle alone 197 Indian soldiers, belonging to the 19th Punjab Battalion of the 57th Indian Mountain Division, were killed. Other Indian army units identified in the Comilla sector included a Dogra battalion, raised in Jammu. Elements of a new Indian division have been moving into this sector in the last few days.

In the Mymensingh district, also known as Mominshahi, on the eastern front of East Pakistan, Indian forces, including a battalion of the 13th Guards, fought in the Kamalpur area. Fresh Indian troops arrived in this sector on 2nd December.

In the Chittagong Hill Tracts, which is the south-eastern segment of the East Pakistan front, the fighting has been mainly in the Chota Harina area. The 9th Gurkha Battalion was identified as being in action in this area.

That is a brief record of direct Indian aggression, in the last two weeks, against the eastern part of Pakistan, and of the continued presence of Indian armed forces inside our borders on that front. Thus, the fact is established beyond denial or dispute that the Indian army, backed by its air force has been committing aggression against Pakistan from at least 21st November. Governments which have their own independent means of information about developments in the India-Pakistan sub-continent have been aware of these unprovoked large-scale armed attacks.

On the afternoon of 3rd December, India opened new fronts, this time against the western part of Pakistan. This action was launched by India's ground forces operating under air cover, and followed four days of aggressive aerial reconnaissance by the Indian air force over West Pakistan. Early in the afternoon, the Indian army moved towards border posts manned by the Pakistan Rangers. On being challenged, the Indians opened fire with small arms, wounding our men. The Rangers fired back on the Indians in self-defense. Incidents took place simultaneously in the Shakargarh Salient, Kasur, Hussainiwala, and Rahim Yar Khan, opposite the Rajasthan province of India.

Indians also mounted a military action in the Poonch area in the disputed State of Jammu and Kashmir. Two hours later, the Indians began major attacks with massive artillery support. Those major attacks were directed towards Chhamb in the disputed State of Jammu and Kashmir, and across the international frontier iii the Sialkot area, also in an area between Jassar Bridge and Lahore, and on the Rajasthan front opposite Rahim Yar Khan. The Indian army attack was supported by the Indian air force.

In the face of this obviously pre-planned and large-scale offensive along a 500 miles front, the armed forces of Pakistan could not but fight back. The air force, therefore, struck the forward airfields, close to the Pakistan border, at Srinagar and Avantipur in Indian-occupied Kashmir and at Pathankot and Amritsar.

The perfidious nature of the Indian aggression is clear from the outright and irresponsible falsehood which was perpetrated by India. The falsehood lay in India's denial that its forces were involved in the serious fighting which began is the territory of Pakistan on 21st November. On 22nd November a spokesman for the Defense Ministry of the Government of India: Stated `Our troops are under strict instructions not to cross the border'

That statement was made when those troops had already crossed the border, and when fighting was taking place inside the territory of Pakistan. On 24'" November, how- ever, a Reuters dispatch reported as follows:

"An Indian Government spokesman admitted today that Indian tanks had crossed the border into East Pakistan last Sunday (that is, 21" November), when they destroyed 13 Pakistani tanks. The spokesman said that the Indian forces had acted under modified instructions which allowed them to cross the frontiers in self-defense. He confirmed that .our (that is Indian) tanks have been in action in self-defense on Sunday'. Asked whether they had gone into East Pakistan, he replied, "Naturally, they had to cross the border".

I would appeal to you, Mr. President, and to the Members of the Security Council to keep this square contradiction between a denial and an admission of the same fact on the part of India clearly in view

When it had to admit that it was directly participating in the fighting in Pakistan territory. India cited the right of self-defense. But since when is it Permissible under the Charter of the 'United Nations for a Member State which is not attacked to enter the territory of another Member State in the name of self-defense?

It would be fantastic to allege that Pakistan, which is one-fourth India's size, whose armed forces are vastly outnumbered by India's in both manpower and equipment, and which at present is grappling with a severe internal crisis, launched or even contemplated an armed attack on India in November. The territory of Pakistan in the east is surrounded on three sides by India and separated by the whole width of northern India from 01.11territory in the west. The direct air link between the two parts of Pakistan was severed in February this year by the Indian Government through an illegal act banning the over flight of Pakistan's aircraft. Moreover, only a small part of our army is stationed in the east. In the face of these facts, what could be more mythical than a plan of armed attack on India by Pakistan in November? Indeed, hardly any situation is conceivable where the plea of self-defense would be more grotesque

It was of course, to be expected that India should have contrived an excuse for launching an armed attack on Pakistan by alleging that Pakistan's forces intruded into Indian territory at a certain time and place. When listening to these allegations, regardless of their falsehood, the Security Council has to bear in mind the principle that a State which is the victim in its own territory of subversive and or terrorist ac's by irregular, volunteer or armed bands organized by another State, is entitled to take all reasonable and adequate steps to safeguard its existence and its institutions. This principle, recognized in international law, has been well stated by Member States of different continents and

political alignments in their proposed definitions of aggression. Pakistan by no means exceeded this right in suppressing armed and terrorist bands which aimed to bring about a dismemberment of the State.

The facts of the situation prior to 3rd December which are beyond controversy are:

Firstly by, Pakistan has been the victim of acts of sabotage, subversion and terrorism committed by armed bands organized by India.

Secondly by, these acts have involved incursions into Pakistan by those bands operating from Indian territory and having their bases in India.

Thirdly by, even the most elementary considerations of internal security for Pakistan demanded the capture or expulsion of those bands from Pakistan.

I can state with a full sense of responsibility that at no time and place did the armed forces of Pakistan stationed in the east take any steps beyond those which were adequate to safeguard the borders of the State and to maintain internal security in Pakistan.

Even if it may be assumed, contrary to the facts, that some excess in the form of a local encroachment across the border might have occurred somewhere, there was no warrant for India's claim that the invasion of Pakistan was Justified by recourse to the right of self-defense.

No less frivolous and unwarranted was the Indian claim that Indian attacks on Pakistan were justified because they were in support of insurgent forces in Pakistan. Even if these insurgent forces were not stationed in Indian territory and were not operating from it, the acknowledgement by India that it was giving them arms and other support would amount to an admission not only of interference in the affairs of Pakistan but also of indirect aggression. Since the incontrovertible fact is that these forces are trained, organized, financed, given arms and equipment and furnished bases by India, and that their operations are directed by India, they are nothing but irregular Indian forces. Their continuing sabotage and incursions accompanied and supported by the military activity of the regular Indian armed forces constitute aggression by India as much as does an assault by an unmixed regular Indian force.

I need hardly cite any evidence here of the fact that the insurgent forces are organized, supported and directed by India. The fact is self-admitted. On 20th July, the Foreign Minister of India stated in the Indian parliament that

"India is doing everything possible"-I repeat "everything possible"-"to support the liberation army".

The situation which has been brought before the Security Council is as I submitted at the outset, one of a breach of the peace. This is but a culmination of a series of menacing acts of interference in Pakistan's internal affairs committed by India. The nature of Pakistan's internal crisis is outside the Security Council's concern. I shall not walk into the trap laid by the New Delhi Government, which seeks to justify its interference and aggression by dwelling on Pakistan's internal crisis. I hope and trust that the Security

Council will similarly guard against the debate ranging over areas outside the jurisdiction of the United Nations. The Security Council is concerned with international peace, not with the internal peace and political life of a Member State. Whatever be the private evaluations of the happenings inside Pakistan, whatever judgment may be made by individuals and groups of the rights and wrongs of the situation in Pakistan, there can be no valid ground for India's interference in it.

One principle is basic to the maintenance of a peaceful world order, and it is that no political, economic, strategical, social or ideological considerations may be invoked by one State to justify its interference in the internal affairs of another State any more then they can be cited as a ground for aggression, direct or indirect. We all know the many Declarations of the General Assembly which have affirmed this principle. I shall not refer to all of them here because recognition of this principle and its incorporation into the law of the United Nations is not dependent on those declarations. It is enough to refer to the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the protection of their Independence and Sovereignty adopted by the General Assembly in 1965. (General Assembly Resolution 2131(XX))

Operative paragraph 1 of that Declaration states:

“No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements are condemned."

Operative paragraph 2 states:

"...the State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State. or interfere in civil strife in another State."

Operative paragraph 4 states:

“...the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten "international peace and security."

I may recall here that India was a Member of the Committee which prepared that Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States. It is well known that India has been prominent at the United Nations for its advocacy of the principle of non-interference. What has motivated this advocacy is ill concealed, and we in Pakistan know it very well. Oblivious of the fact that Jammu and Kashmir is not, and I cannot, be recognized as part of India unless an impartial plebiscite in that State returns a verdict in favor of its accession to India. India has vainly sought to close all avenues for Pakistan giving moral and political support to the people of Jammu in their struggle for self-determination. But I shall leave that aside for the moment. What is interesting is that India's motivation has been strong enough to prevail over its relations even with those powers with whom it professes to be friendly. Speaking at the 144 1st meeting of the

Security Council on 21st August, 1968 which had developments in Czechoslovakia on its agenda the Indian Representative read the statement made that day by the Prime Minister of India. Here is part of that statement:

"Non-interference by one country in the internal affairs of another constitutes the very basis of peaceful co-existence. We have always believed that international relations should be governed by respect for the sovereignty and independence of nations, big and small. We have always stood for the right of every country to develop its personality according to its own traditions, aptitudes and genius. India has always raised her voice whenever these principles have been violated."

That was the statement of the Prime Minister e: interference in the internal affairs of other States.

In startling contrast to those pronouncements, India's interventionist role in Pakistan's affairs has been blatant from the beginning of this year this role has preceded and caused Pakistan's internal crisis. The object has been nothing else than to ensure that the outcome of political and constitutional developments in Pakistan should be the dismemberment of Pakistan.

To avoid undue length, I shall only briefly list these major acts of interference in the internal affairs of Pakistan by India:

Firstly, even before elections were held in Pakistan in December, 1970, a pipeline for the supply of arms and ammunition by India, to certain elements which were plotting the disintegration of Pakistan had been set up.

Secondly, in February, 1971, India engineered the hijacking to Pakistan of one of its aircraft flying from Jammu and Kashmir. The hijackers were Indian intelligence agents. From this incident, India obtained a pretext to ban the over flights of Pakistani aircraft from West Pakistan to East Pakistan over Indian territory. This ban was totally illegal, but it cut the direct air link between the two parts of Pakistan. Indian official sources even said that the restoration of the air link would be viewed with deep misgivings by the people of East Pakistan.

Thirdly, immediately after the negotiations towards a political consensus in Pakistan with regard to the future constitution of the country broke down, the Indian Parliament adopted a resolution pledging support to one of the parties. I put it to the members of the Security Council here; would any of your Governments ever think of such action in relation to an internal crisis in a neighboring country?

Fourthly, the upheaval in East Pakistan was accompanied by, and gained in malignancy from, the propaganda barrage unleashed by India. It was the vastly exaggerated and sensationalized reports published by the Indian press and picked up by foreign news media which produced the panic in East Pakistan that resulted in a large scale exodus.

Fifthly, India exploited the refugee problem for military, political and diplomatic purposes. Militarily, it created from among the displaced persons an irregular army.

Politically, India cultivated the belief among the displaced persons that they would go back not to Pakistan as constituted but to a new sovereignty in East Pakistan. There are on record numerous statements to this effect made by Minister of the Indian Central Government. Diplomatically, India made use of the refugee situation for its campaign to secure the stoppage of all economic assistance to Pakistan.

Sixthly, whatever the nature of the crisis in Pakistan, it posed on military threat to India. But India immediately massed a force of over five divisions on or near the borders of East Pakistan soon after the internal crisis broke out. What other motive than that of intimidating Pakistan and encouraging saboteurs and subversionists could have moved India to make this demonstration of its military might at the time that the garrisons in East Pakistan were hard pressed in overcoming armed insurgency?

This is a mere summary of India's interference in Pakistan's internal affairs, which has now culminated in aggression on Pakistan territory. i here is only one result of the internal crisis in Pakistan which is truly international in its nature and we readily acknowledge it to be so. That is the problem of a large number of people who left East Pakistan and are at present on Indian soil. But this problem, while international in nature, is not political. It would have been a political problem if Pakistan were to deny the right of these uprooted people to return to their homes, to be restored their properties and to live in their own country in perfect security of life and honor. Since, far from envying their right. Pakistan is most anxious to receive them back, since Pakistan has welcomed the assistance of the United Nations in facilitating their voluntary repatriation, since Pakistan is anxious to arrange this rehabilitation as speedily as possible; the problem is purely a humanitarian one. It is a problem which can be solved with compassion and understanding. It is a problem whose solution demands co-operation between India and Pakistan and of both countries with the United Nations. Of all problems it is the one with which playing politics is totally indefensible.

But that is what India did. In fact, by blocking the return of the displaced persons to Pakistan as constituted, India tried to link the fate of this mass of human beings with the dismemberment of Pakistan.

It is being said that a climate of confidence is necessary for the return of the displaced persons. The statement is unexceptionable, if the phrase "a climate of confidence" is understood in its normal sense. The Government of Pakistan has done its utmost to restore such a climate. Would these efforts not have been much more effective if India also had co-operated? Would India's co-operation with the United Nations not have greatly strengthened the Organization and its presence in East Pakistan? Would this not have furnished another element of reassurance and thus itself contributed to restoring the climate conducive to the repatriation of the refugees? I leave it to the Members of the Security Council to judge how vastly different the present situation would have been but for India's intransigence.

In short, the present situation, now gravely threatening international peace and security, is nothing but an outcome of India's sustained hostility to Pakistan. This hostility did not begin with Pakistan's internal crisis. It merely found in that crisis a

potent means for the execution of its designs, an occasion and opportunity unlike any that had been presented before. The Head of the Indian Institute for Defense Studies Analyses and stated:

"What India must realize in the fact that the break-up of Pakistan is in our own interests, an opportunity the like of which will never come".

An Indian political publicist, Mr. S. Swamy, wrote in 'Motherland' New Delhi, of 15th June:

"The break-up of Pakistan is not only in our external security interests but also in our internal security interests. India should emerge as a super-power internationally and we have to nationally integrate our citizens for this role. For this, the dismemberment of Pakistan is an essential precondition".

Yet another publicist, Mr. J. A. Naik, saw in Pakistan's disintegration the road to great power status for India in the region. The consensus at a political symposium held in New Delhi, as reported in the Hindustan Times of lst April-that is, immediately after the outbreak of the internal crisis in Pakistan-was that India must "make best of what was described as the opportunity of the century".

Lest it be thought that these are merely the pipedreams of political theoreticians, let me quote here some official pronouncements made from India. Addressing the Rotary Club in New Delhi on 11th August, as reported in `The Statesman' of New Delhi the next day, Mr. Jagjivan Ram, the Defense Minister of India, said:

"Bangladesh has got to become a reality and it will become so, otherwise there would be an imminent danger to India". This clearly means that India considers the preservation of Pakistan's territorial integrity as an "imminent danger" to it. In fact, the Prime Minister of India said on 1st December that the presence of Pakistan troops in East Pakistan-that is, in Pakistan territory-constituted a threat to India's security.

On 18th September, as reported in 'The Statesman' of 19th September, the Defense Minister of India further said:

"It was inconceivable that Pakistan would grand independence to Bangladesh, but we would have to work towards a situation in which Pakistan will be left with no alternative."

With that situation would be was spelled out by the Indian Institute of Defense Studies and Analysis, to which I referred a moment ago. Its Head, writing in the `Illustrated Weekly of India' of. 15th August under the heading "Must we go to war?" stated, "A war with Pakistan would be a brief affair". In the event of such a brief war, the sequence was visualized as follows by the Indian Institute for Defense Studies and I am sure the quotation will be interesting to the Members of the Security Council:

"There is no doubt that the Security Council would meet to call upon both nations to end the fight. Whether the fight should be ended immediately or continued for a period of time is a matter for India to consider. At this stage, it should be India's endeavor to get

Bangladesh as one of the recognized parties to the dispute. In fact, that is the appropriate way so win international recognition for Bangladesh. It should be made clear that the ceasefire cannot be signed in the Bengal sector unless the Bangladesh Commander is recognized as an independent sector commander for the purposes of ceasefire, and the Bangladesh Government is recognized as a party to the dispute as a whole."

The paper from which that quotation was an excerpt was fully reported in 'The Times' of London on 13th July. Again, there is no room for doubt that this thinking was consistent with official policy.

In October, Mr. Jagjivan Ram, the Indian Defense Minister and I apologize for quoting him and again and again, but though his volubility furnishes some useful material it cannot be supposed that he does not express the thinking of the Government of which he is a prominent member-stated that any war with Pakistan would be fought on its soil and India would not vacate the territory occupied during the conflict. He added, "We shall go right up to Lahore and Sialkot and shall not come back whatever be the consequences".

It is thus clear that it was India's belligerence which gave a dimension to Pakistan's internal crisis that it would never have had otherwise. To say this is not to make light of our domestic situation. The crisis we have faced this year has been a supreme tragedy for our country. But may I not ask this: have not other nations-nations which are models of cohesion now-gone through similar traumatic experiences in the past? One difference is that they escaped the distortions of international publicity to which Pakistan has been a victim. Another and much greater difference is that they did not have a hostile and bigger neighbor that had first fomented their civil strife and exacerbated it and then committed aggression, as India has done in our case.

The Secretary-General rightly pointed out in his memorandum of 20th July, to the President of the Security Council that

"…the crisis is unfolding in the context of the long-standing and unresolved differences between India and Pakistan-differences which gave rise to open warfare only six year ago".

The India-Pakistan question has been on the agenda of the Security Council since 1948. The outstanding dispute between the two countries relating to the disposition on the state of Jammu and Kashmir is one which has been discussed at more than a hundred meetings of the Security Council and has been the subject of as many as 22 resolutions and two statements of consensus of the Security Council. Let me make it clear that there will never be real peace between India and Pakistan-and I use the word 'peace' in the sense of something more than an absence of fighting-unless this dispute is resolved in accordance not with India's or Pakistan's wishes, nor with the interests of any foreign power or group of powers, but with the Will of the people of Jammu and Kashmir. An international agreement exists-concluded under the auspices of the United Nations-that the disposition of the State should be determined by an impartial plebiscite under the auspices of the United Nations. India has persistently refused to implement that

agreement. The strain thus caused in relations between India and Pakistan has never been relaxed during the last 23 years for the simple reason while the rest of the world may at times forget the Kashmir dispute, neither the people of Kashmir themselves nor their brethren the people of Pakistan can never be oblivious to it, even if the dispute is nothing but a manifestation of India's chauvinism and its refusal to arrive at an equitable settlement with Pakistan that would establish good neighborly relations between the two countries on a lasting basis.

The root cause of the hostilities between India and Pakistan is therefore not the occurrences of this year, but the policy so far pursued by Indian rulers-the policy of denying Pakistan's international rights and refusing to resolve outstanding issues between the two countries according to the recognized means of pacific settlement. Normalcy in relations between the two neighbors in South Asia will come not by waving a magic wand, nor with declarations, nor with No-War pacts but with the readiness of both parties to resolve situations of friction and to settle disputes in the only way that can be done-namely, employing the means listed 33 of the Charter of the United Nations.

How anxious Pakistan has been to avert the eruption of hostilities is amply borne out by the fact that the Government of Pakistan responded affirmatively to every proposal that would bring about the peaceful resolution of the present India-Pakistan situation. The President of Pakistan some months ago declared his readiness to meet with the Prime Minister of India anywhere anytime. The response from India was totally negative. On 20th November, the President of Pakistan extended his hand of friendship to India. India's answer was the major armed attack on Pakistan launched the next day.

Lastly, the Security Council is aware that on 20th October, the Secretary General addressed a letter to the President of Pakistan and the Prime Minister of India in which he said:

"In this potentially very dangerous situation, I feel that it is my duty as Secretary-General to do all that I can to assist the Government immediately concerned in avoiding any development which might lead to disaster. I wish Your Excellency to know, that my good offices are entirely at your disposal if you believe that they could be helpful at any time.

The President of Pakistan promptly welcomed the offer, and invited the Secretary-General to visit India and Pakistan to discuss ways and means for the withdrawal of forces of both sides from their borders. But what was India's response? The Prime Minister of India answered the Secretary-General's letter on 10th November, 27 days later in a situation of daily increasing tension, and in her letter made the allegation that Pakistan was "seriously preparing to launch a large-scale conflict with India".

Now, if that allegation were correct it would have been all the more reason for India to invite the Secretary-General to visit the subcontinent and help to defuse the situation. But the Prime Minister of India such conditions on the exercise of his good offices by the

Secretary-General as would make him far exceeds his competence. She demanded, politely but unmistakably, that the Secretary-General "view the problem in perspective", and that he interfere in Pakistan's affairs by making "efforts to bring about a political settlement in East Pakistan". Needless to say, the message was that the Secretary-General is welcome if he execute India's political designs; otherwise, not.

For some weeks, the refrain in Indian pronouncements was that Pakistan was planning a large-scale conflict with India. But in October, the President of Pakistan suggested a mutual pull-back of the forces of both countries from their borders. If the Indian leaders believed in their own propaganda, they would have welcomed the offer. But the Prime Minister of India summarily rejected it on the grounds that Pakistan's lines of communication to the borders were shorter than those of India.

Wishing to avoid controversy, the President of Pakistan modified his earlier suggestion and said that if withdrawal to peace-time stations was not possible then at least the troops, along with armour and artillery, could be pulled back to a mutually agreed safe distance on either side of the border to provide a sense of security to both sides.

Could anything be more fair? Could any guarantee better prove Pakistan's desire to avoid war with India? In brief, the present situation confronting the Security Council" is one in which one Member State resorted to every means, including the classical form of aggression, namely, an armed attack, to break up another Member State. Since India's aggression could have succeeded unless it was opposed, Pakistan could not abdicate its right to take appropriate counter-measures. It is now for the Security Council to find the means to make India desist from its war of aggression. Only those means devised by the Security Council which are consistent with our independence, sovereignty and territorial integrity, and with the principle of non-intervention in the domestic affairs of Member States, will command my Government's support and co-operation.

Before I end, I feel compelled to make a few observations on the debate which arose in this Council from the proposal of the Representative of the Soviet Union to invite the representatives of a so-called entity. The Representative of India was out of order when he intervened on this question because only Members of this Security Council can participate in a procedural debate. Rule 39 of the rules of procedure was quoted in favor of extending the invitation. But let me remind the Security Council that the rules of procedure must be subordinate and subservient to the Articles of the Charter of the United Nations, and one of the fundamental principles of the Charter is that of the territorial integrity of Member States. Any move under rule 39 of the Council's rules of procedure which runs counter to this fundamental principle of the Charter is outside the competence of the United Nations and of Security Council, because the Security Council must interpret its rules in consistence with the fundamental provisions of the Charter.

The proposal to invite the so-called delegation in question is only seemingly innocent. We have been told that the Council would benefit from the information that may be given in regard to the deteriorating situation leading to the armed clashes between India and Pakistan.

But with regard to such information, all Members of the Security Council and those of the General Assembly and of the Non-Governmental organizations have been deluged with material submitted by the so-called representatives of a particular entity, and so much has appeared in the press that no further purpose could be served by giving it official recognition and circulating its documents to the Members of the Security Council.

I said that this proposal is only seemingly innocent, because fundamentally it would mean that at one stroke, by seating such so-called representatives, the Security Council would have struck at the territorial integrity of a Member State, and sought to dismember Pakistan by according this kind of recognition.

What is this entity on behalf of which the Representative of India has circulated a document, and which it now demands be seated at this Council table and be given a hearing? It is a group of men contrived, organized, and established by India, a country which has carried out subversion, has aided secession and rebellion against Pakistan. And these groups of men have their seat in Calcutta. We know that right here in New York, there are a number of organizations and entities which claim to speak in the names of certain legitimate Governments, or so-called legitimate Governments, and they deluge us with material and request us to have it circulated as official documents of various organs of the United Nations. Should we begin to adopt this practice of complying with their request in contravention of the principles of the Charter?

It has been contended that the letter of the nine Delegations asking for a meeting of the Security Council refers to "... the recent deteriorating situation which has led to armed clashes between India and Pakistan" (S/10411). What is the situation which occasioned the request for this meeting by the nine Delegations? The situation in Pakistan was brought to the attention of the Members of the Security Council b} Secretary-General in his memorandum of 20th July, and again in November, the Members of the Security Council refused to meet on the basis of the information that was supplied by the Secretary General when he was in fact, though not explicitly, exercising his functions under Article 99 of the Charter. For, there is no other provision of the Charter under which the Secretary-General can bring a situation affecting peace and security to the knowledge and attention of the Members of the Security Council. The situation, which occasioned the letter from the nine Delegations, is that which erupted yesterday because of full scale hostilities between India and Pakistan. I would submit that the Security Council should interpret this document strictly, and not with retrospective effect, because it had not thought it fit to meet to consider the situation when certain aspects were brought before the Members of the Security Council by the Secretary-General.

Finally, we believe that the refugee problem is a humanitarian one. We are ready to do anything that the international community requests us to do on the basis of a humanitarian approach to ensure the repatriation of this refugee in condition of honor, security of life and restoration of property. And to say now that in a situation in the subcontinent, when the flames of war threaten to envelop 700 million people, the refugees

who are in India should be accorded a kind of representation in and before the Security Council, is something which is so unprecedented that the Security Council would have to ponder deeply the consequences of its actions. I would make an appeal that the Security Council acts with every sense of responsibility and respect for the fundamental principles of the Charter. And should a dangerous precedent be set, then Pakistan would have to reappraise seriously its co-operation with the Security Council and the United Nations

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৫। জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণঃ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা	ডন- করাচী (৫ ডিসেম্বর)	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN’S BROADCAST TO THE NATION

December 4, 1971

Our enemy has once again challenged us. The Indian armed forces have launched a full-scale attack on several fronts of Pakistan. India's enmity and hatred for Pakistan is known all the world over. It has always been her endeavor to weaken and destroy Pakistan. India's latest and serious aggression against us is her biggest and final onslaught on us. We have displayed enough restraint. The time has now come for us to inflict crushing blow on the enemy. On twelve crore Mujahids of Pakistan, you enjoy the support and help of Allah. Your hearts glow with the love of the Holy Prophet. The enemy has once again challenged our self-respect. Rise like one man for your survival and honor and stand like an iron-wall against the enemy. You are on the side of righteousness and justice. Strike the forces of falsehood like Godly curse, inspired by the spirit of faith and firm determination.

Tell the enemy that every Pakistani is prepared to die for defense of his motherland. Displaying unprecedented courage and bravery, our gallant and daring jawans have halted the advance of the enemy. Undaunted by the numerical superiority of the enemy our jawans are fighting resolutely, like the exemplary Ghazis of Islam, on every front. They know that victory depends not only on material and number, but on the power of faith, with ideals and the will of God.

Our troops are determined not only to beat the enemy off, but to pursue and annihilate them in the enemy territory. God willing, our lion hearted jawans have torn the enemy to pieces by attacking it in the 1965 war. This time, God willing, we shall strike the enemy harder than before.

We are at war with a cunning and cruel enemy. We will defend our country at any price and at every sacrifice. We are confident that in this war for the integrity of our country, we will have the sympathy and help of all our friends and nations who are on the side of justice and peace. They will undoubtedly severely condemn Indian aggression and support our right to defend the country.

My dear countrymen, my dear Mujahids of the Army, Navy and Air Force, in such moments of trial, nations shine like the holy stars of their destiny and with the power of faith and the strength of character surmount all difficulties to attain their goal.

You should remain completely calm, everyone of you will have to work for the defense of the country. Maintain national unity and remember Allah's promise that He will bestow shining victory upon you if you persevere.

March Forward. Give the hardest blow of Allah Ho Akbar to the enemy. God is with us. Pakistan Paindabad

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৬। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN

December 5, 1971

In making my present remarks, I am concerned only with clarifying certain issues which were regrettably confused or distorted in the statements of the Representatives of the Soviet Union and India.

Yesterday, the Representative of the Soviet Union, Ambassador Malik, read from document S/10412, which contains a report by the Secretary General on the situation along the cease-fire line in Kashmir. It must be pointed out that report relates to the State of Jammu and Kashmir, which is disputed territory. It must also be pointed out that this report could not have been filed except for the provisions of resolutions of the United Nations Commission for India and Pakistan of 13th August, 1948, and 5th January, 1949, adopted under the auspices of the Security Council.

The Soviet Representative will recall that the India-Pakistan question has been on the agenda of the Security Council for the last twenty-three years and has engaged the Council's attention at more than 100 meetings. He will also recall that it was his Delegation which vetoed three proposals in the Security Council which would have facilitated a settlement of the Jammu and Kashmir dispute. Let me quote from the same document (S/10412), paragraph 2, in rebuttal of the charge he made against Pakistan concerning the alleged violation of the ceasefire line in Jammu and Kashmir:

'... (c) The Indian military authorities had admitted that, since 20th October, 1971, they had strengthened their forces in Jammu and Kashmir by a considerable number, thus exceeding the authorized level of troops in Jammu and Kashmir under the Karachi Agreement and that they would continue to do so as considered necessary for the security of Indian territory.

"(d) The Chief Military Observer found that Pakistan had also introduced additional forces on its side of the cease fire" ....but "without... exceeding the permissible level."

It may be noted that the dates when India violated the Karachi agreement, 20th October, and when Pakistan moved additional forces, but within the permissible limit, 29th November, are forty days apart. It was only after forty days of violation, of the Karachi Agreement that Pakistan moved to restore the balance, and even then it took care to remain within the magnitude of forces permitted under that Agreement.

As regards the particular so-called violations cited by the Representative of the Soviet Union-about the alleged crossing of the cease-fire line-let me inform the Council

that such violations are being committed by India almost every day, the UNMOGIP has been sending these reports of violations and they can be made available by the Office of the Secretary-General. So, to single out one small alleged incident of a border crossing as denoting Pakistan's intention of attacking India is, I regret to say, not evidence of a sense of proportion.

The Representative of the Soviet Union ranged far and wide in his many interventions on the internal affairs of Pakistan, and he also spoke about certain aspects of Pakistan's external relations. In speaking of the problems of the refugees he stated that India was justified in massing its forces on Pakistan borders because, to quote Ambassador Malik, what self-respecting State which cares for its security is not going to displace part of its armed forces to the territory where there was this rush of 10 million refugees? If that was justified, we should like to ask was it also justified for India to have established bases for armed guerrillas, to have equipped, trained and unleashed them for carrying out acts of sabotage and destruction in East Pakistan? Is that also justified because there are 10 million refugees in India? And was it also justified when finally Indian armed forces attacked Pakistan on 21st November on a large-scale at many points of the border-which has been admitted by the Representative of India?

We regret that the Soviet Representative did not take into account those other aspects of the situation. But in one respect I welcome his statement. Since April of this year, we have heard repeated charges from India of genocide that Pakistan armed forces had killed hundreds of thousands of men, women and children in East Pakistan that they have carried out all kinds of untold atrocities.

We are glad to note the sobriety and responsibility, in the statement of the Representative of the Soviet Union and in his Government's statements whenever they have spoken about the situation, they have referred to thousands killed in the disturbances-although they have talked of 10 million refugees.

I should like to inform the Council that I have no desire to enter into an exchange with the Representative of India in regard to this tragic situation. Impartial observers, such as the correspondents of the London Guardian and even some correspondents of The New York Times, did report on the massacres carried out by the anti-State and secessionist elements in East Pakistan before 25th March. And. if the Representative of India has chosen to disregard the other side of the picture we can only say that his submissions here in the Security Council cannot be considered balanced or fair. I would be glad to draw his attention to the reports that have appeared in the world press, in the most responsible and respected organs of public opinion, in this regard.

The Representative of the Soviet Union drew a very graphic picture when he said that 10 million refugees constitute a larger population than that of some 88 Member states of the United Nations. Undoubtedly, this is an enormous figure. Without entering into a controversy as to the actual number of refugees that have left, let me also point out that in the Third Committee debates on the question of humanitarian assistance to Pakistani refugees, the Representative of Uganda stated that his country had given asylum to 188,000 refugees from neighboring African countries. And, at the same time the

Representative of Uganda maintained that his Government had taken strict precautions to see that none of those refugees were armed and sent to carry out depredations against the neighbors of Uganda.

In terms of percentage of the population of India, the refugees, as was pointed out by the Representative of Greece in the Economic and Social Council debate at its fifty-first session, constitute 2 per cent of the population of India. But we agree that it is a very large number, which we are most anxious to take back under conditions of safety and security which can be certified by the United Nations, if the international community is genuinely interested in seeking a humanitarian solution to this problem and not exploiting it as a weapon to bring about the dismemberment of the territorial integrity of a Member State.

I could say much about displacement of populations elsewhere about mass transfers of human beings, about the denial of the right to return to their homes even after a generation, but I do not think that much purpose would be served by entering into such exchanges, and therefore I say no more on this subject.

We have heard, also, a great deal about the need for a political settlement in East Pakistan. Of course, we know that this is vital to the survival, not only of East Pakistan but also of West Pakistan, but we have been told about the human rights of citizens, about national liberation movements and about democracy. We know that many Member States of the United Nations are not homogeneous States. In fact, many of them claim to be pluralistic societies or multi-national State, but the question arises when Pakistan is told that it should not suppress autonomy, that it should respect the aspirations of the people of East Pakistan-we ask to what extent the right to autonomy demands respect does? Many Representatives of States who tell us this know that in their own countries there is no autonomy; they are unitary States even though ostensibly they are federal in form. Even as federations they are highly centralized States and leave only local powers for the constituent units of a federation.

We in Pakistan would have been able to settle this problem if the demand had not escalated to a break-up of Pakistan, from a federation in to a confederation. We would hope that those who are objective and who truly try to understand the problems of pluralistic societies where there is a diversity of peoples, where society is dichotomous, that they would try to be helpful and to understand and find a solution to this dilemma of reconciliation of the need for preserving the territorial integrity and national unity of a State with the demand for autonomy which is undoubtedly genuine. But, instead we have been pilloried by propaganda and by those who, for reasons of alliance, of politics, wish to take sides and demand that Pakistan should concede the ultimatums that are put forward by elected representatives of the people, not for autonomy but for dismemberment.

We in Pakistan are formulating a political settlement, but regrettably it is not a political settlement that would be to the liking of India which seeks the dismemberment of Pakistan. About this there can be no doubt with the statement of the Prime Minister of India and with the statements of responsible leaders in the Indian Government which

Ambassador Malik has totally chosen to disregard. He thinks that Pakistan is the guilty party and that it should be punished for its crimes by being made to submit to its disintegration by force. However, I should like to state that we have a Will to survival and we will resist all attempts from any quarter to destroy our territorial integrity.

One of the reasons why India has chosen this time to launch an aggression against us is to disrupt the time-table laid down by President Yahva Khan to induct a representative government in Pakistan for which the date had been fixed between the 20th and 27th of this month. History is full of dangerous pitfalls emanating from the desire of big and powerful States which tried to impose a political settlement on relatively small and weak neighbors, Munich is a classical example We know that India considers the existence of Pakistan as a threat to its security, but now that the Soviet Union has articulated a new security doctrine for South-East Asia, perhaps all of us should seriously think of what it may portend.

The Representative of the Soviet Union spoke about the Tashkent spirit, but that spirit prevailed much before the signing of the Indo-Soviet Treaty, of what is euphemistically called a treaty of friendship and co-operation. In content and effect, it is nothing less than a military alliance. Events have conclusively proved it to be so, Actions speak louder than words, and guns even louder. What are these actions? Immediately after this Treaty was singed, a series of feverish military consultations started in Moscow and New Delhi under Article IX of the Treaty, which pledges the parties to consultations with a view to taking what in diplomatic language, has been described as effective measures to remove any threat to peace. We have sufficient experience of military pacts to know that similar clauses exist in those instruments, and world opinion and the parties themselves construe such language to be sufficient to constitute a military pact. Supplies of sophisticated armaments, such as MIG-23s, tanks and other military equipment, were dispatched post-haste to Calcutta and other Indian ports.

Having thus upset the balance of power in the sub-continent, the Indo-Soviet Treaty emboldened the Indians to opt for a military invasion of Pakistan under the pretext of self-defense. I said in the First Committee in October, and in the plenary meeting last month, that this Treaty must be judged by its results, whether it will act in restraint of war' or will precipitate war. We now have the answer; we have it in India's aggression and the Soviet veto last night of the proposal for a cease-fire and withdrawal.

A double pretension surrounds the Indo-Soviet Treaty. One party makes it possible for the other to launch subversion and aggression against a third country and yet invokes the Tashkent spirit. The other party closely binds itself to a military alliance and yet claims to be non-aligned. Who is so naive as not to see through these pretensions? If any further evidence were necessary, it has been provided by the Soviet statement circulated by the Tass news agency this morning. The statement in effect says that Pakistan was following a dangerous course in defending itself and resisting a military occupation and implied that Pakistan action even posed a threat to the Soviet Union's security interests. I submit, how can we believe any more in the existence of the Tashkent spirit?

The Representative of the Soviet Union, in his statement a few moments ago, referred to what he called an attack by Pakistan on 3rd December. He did not refer at all to the

large-scale attacks on East Pakistan from all sides, which commenced on 21st November and, in the words of the Defense Minister of India, left Pakistan no other alternative but to break up or choose to go to war.

It needs to be stressed again and again that the Council is concerned not with an ordinary situation or dispute; but with a situation of war. Can there be any possibility of a return of the refugees unless and until international peace is secured? Let me make it very clear beyond any shadow of doubt that no proposal for a settlement of the conflict will have any effect if it does not assure the cessation of Indian infiltration and indirect aggression to the same degree and with the same force, as it calls for the cessation of hostilities.

In asking for such a decision by the Security Council, we are not asking for any partisan support or sympathy from any Member of the Council. And I should like to tell my good friend. Mr. Jamil Baroody, to take good note of what I have to say. We are not asking for partisan support from Members of the Security Council; we are invoking the law of the United Nations. We issue solemn declarations of principle-the Declaration on Non-intervention, the Declaration on the Strengthening of International Security, the Declaration on the Promotion of the Principles of Friendly Relations among States-but when the time comes to apply those principles, we tend to put them aside. Is it not fundamental to the maintenance of the norms of international relations that no State should foment civil strife on the territory of another, that no State should aid and abet subversion and sabotage in another? Does it not follow logically that it should be condemned for such acts? The word "condemns" is used in the Declaration on Nonintervention in the Internal Affairs of States. If the Security Council does not wish to condemn, should it not at least ask India to desist from armed intervention in Pakistan's affairs?

It was because the draft resolution which was voted upon last night was deficient in this respect-and I must be frank-that we had serious misgivings about its effectiveness. It did not condemn aggression. It is not, I repeat, enough to ask the parties to cease hostilities. Hostilities are but the second stage of the process which began with Indian armed interference and Indian infiltration into Pakistan. Unless interference and infiltration are stopped peace will not be restored.

The United States draft resolution, as I said before, failed to condemn India for its aggression, as India should have been condemned. It did not explicitly call upon India to desist from its attempts to bring about the disintegration of Pakistan, as the Security Council should demand. None the less we were willing to co-operate with the Security Council on the basis of that draft resolution, because it carried the support of as many as 11 members of the Council. That is Pakistan's attitude.

Let the Council members compare that attitude with India's. There is no question of a cease-fire, says India. The Representative of India warned the Security Council yesterday that India would persist in the course of its aggression against Pakistan. Whether or not this meeting of the Council will be able to take a positive decision, that message from India should be ringing in the ears of Members of the Council

Turning now to certain remarks of the Representative of India, I would draw attention to his statement that:

“…we went into Pakistan territory after 21st November. We did; I do not deny it’.

And yet, the United States draft resolution did not take into account the evidence submitted by my Delegation about the facts of Indian aggression and: the admission by India. What further proof was needed?

The Representative of India gave as the explanation for the Pakistan territory that the Pakistan Army had "started shelling our civilian villages". - What was the remedy left to us?" he asked. And, he said, the remedy was to invade Pakistan.

You will recall, Mr. President, that Pakistan accepted a proposal that the armed forces of India and Pakistan should pull back from the frontiers to their, peace-time stations. The proposal was rejected by India. Then, Pakistan accepted a proposal that they should pull back to agreed safe distances from the frontier if not to peace-time stations. That proposal was rejected by India. Did India not have this option, so that shelling from the Pakistan side which he has charged, could have been prevented and stopped. India had the option of peace put chose war.

Finally, I heard a Representative say earlier in this meeting that the problem of Bangladesh had been discussed in the United Nations. Let me state categorically that this so-called problem has not been discussed in the United Nations or if any such discussion ever took place, the Delegation of Pakistan had no knowledge of it and could never have agreed to participate in it.

Let me recall that only two problems pertaining to Pakistan have so far been discussed in the United Nations. One is the humanitarian problem of the refugees, and that was discussed in the Economic and Social Council and in the Third Committee of the General Assembly. The other is the situation between India and Pakistan which is being discussed by the Security Council at this very moment. Neither of those problems can be considered to be the problem of Bangladesh.

In addition to the reasons that have been so eloquently adduced by the Representative of Argentina the proposal that was discussed earlier in this meeting, let me again remind the Security Council of the fact that in this seemingly innocuous proposal lurks a sinister design to promote the disintegration of Pakistan. Yesterday, I quoted from a paper of the Indian Institute for Defense Studies and Analysis about how India should proceed to deal politically in the United Nations with the East Pakistan situation. I should like to quote that passage again:

"There is no doubt that the Security Council would meet to call upon both nations to end the fight. Whether the fight should be ended immediately or continued for a period of time is a matter for India to consider.

At this stage it should be India endeavor to get Bangladesh as one of the recognized parties to the dispute. In fact, that is toe appropriate way to win international recognition

for Bangladesh. It should be made clear that the cease-fire cannot be signed in the Bangladesh sector unless the Bangladesh commander is recognized as an independent sector commander for the purposes of cease-fire, and the Bangladesh Government is recognized as a party to the dispute as a whole."

The Representative of India dismissed this quotation as the utterings of theoreticians and academicians, but the pattern of action that is being unfolded before your very eyes in this debate confirms every word and letter of this statement. This is the pattern that is being followed, beginning with the sponsorship by the Representative of India of a request for giving a particular individual for a hearing-and if you examine the request of that individual for a hearing, you see that he claims to speak in the name of the people and Government of Bangladesh.

We would like to ask our distinguished colleagues who are formulating draft resolutions. Are you formulating those draft resolutions to camouflage designs to promote secessionist forces and their designs against Pakistan? Will your calls for cessation of hostilities and withdrawal of forces allow for loopholes to achieve the desi2ns that have been so clearly stated in this analysis by the India Institute of Defense Studies.

I should like to advise the sponsors of all draft resolutions that my Delegation will look carefully in to such formulations so that ambigupties may not be taken advantage of in order to promote ends in violation of the Charter of the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৭। নিরাপত্তা পরিষদে আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAIII REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6, 1971

Only yesterday, I quoted, for the second time to the Security Council excerpts from an important paper, which has been given the most serious consideration by Government circles in India, about India's plan to bring about the dismemberment of Pakistan, and to use the Security Council as an instrument to legitimize the creation of the secessionist Bangladesh State. I am sure that what I quoted must be fresh in the minds of tile Members of the Council and I shall refrain from quoting it again.

Only yesterday and the day before, the Representative of India stated that these were the views of theoreticians and academicians in India, but now it is finally clear that the plan has been followed with meticulous exactitude and the Government of India has announced recognition of Bangladesh.

The Representative of India quoted in extenso from Mrs. Gandhi's statement of yesterday giving the reasons for this act of war against Pakistan. She said that it was a valiant struggle which had opened a new chapter in the history of the freedom movement. And let it be noted that this new chapter was inaugurated by subversion and aggression.

If the President of Pakistan did designate Sheikh Mujibur Rahman, as the Leader of the majority party in the National Assembly, as the Prime Minister and, if because of the disagreement of political factions within my country his plan for the transfer of power to Sheikh Mujibur Rahman could not materialize, did it justify a neighboring State's fomenting armed civil strife and launching an aimed attack against Pakistan? If a commission is given in a country to the leader of a political party, even a majority party, to form a Government and it is not executed for one reason or another, however right or wrong it may be, does another country embark on aggression and subversion to promote freedom in that country?

Now, we are told that the Security Council must make an assessment of the realities, and the Representative of India talked of the success of the Mukti Bahini. What is tile reality The Mukti Bahini is a mere auxiliary of the 120,000 Indian armed forces which have unleashed armed attacks on Pakistan. It can play only a subsidiary role. It is under the occupation army of India that this Mukti Bahini will function. And it is to that Government set up by the occupying authority, that this Security Council is expected to extend some kind of acknowledgement if not recognition.

We have been told about the high-sounding proclamations of democracy, secularism, freedoms, and what not. We know that words are not tantamount to actions. In how many

constitutions, in how many pronouncements and proclamations in every country in the world are these words not used? Are we to be guided just by rhetoric and eloquence? In India itself, democracy does not function in several of its provinces: they are under direct Presidential rule. And secularism is honoured more in the breach than in the observance. Militant groups let loose murder and slaughter against religious minorities-and we are asked to take the word for the deed.

We were also told about foreign relations of Bangladesh and Its policy of non-alignment. The mentor of that government has set the example of non-alignment by concluding the Indo-Soviet military alliance.

The Representative of India talks of freedom of Bangladesh. 'In 1905, that same East Pakistan, which was part of Bengal Province, achieved its emancipation from the economic -exploitation and domination of the capitalists and caste Hindus of Calcutta and became a separate province within India-that was done by the British Government in 1905. But those same capitalists, industrialists, the caste Hindus of India, carried on a ceaseless agitation of murder, assassination and terror, and forced the British Government to annul the partition. So the separation of East Pakistan-which took place in 1905, because it had been exploited for two centuries, both under British rule and subsequently by the privileged classes in India-was annulled and East Pakistan. Was again made a part of Bengal, so that the rule of the privileged classes was reimposed. It is only the Pakistani people and their strength that stand between that kind of reimposition of domination and the development of the people of East Pakistan in freedom and as the dominant partners and the dominant elements in the political life of Pakistan,

Then the Representative of India went into the history of the movement for autonomy, talked of the six points and quoted from Sheikh Mujibur Rahman. Well, let me tell you something about the six points.

On 23rd March-two days before the Federal Army had to take action to suppress the massacres of non-Bengali elements that were being perpetrated by the secessionist elements-the leaders of the secessionist movement, or the leaders of the Awami League, presented a draft proclarnation to President Yahya Khan stating that it was their last word and that the President of Pakistan could take it or leave it; in it they also said that Pakistan shall be a confederation-from a federal state, it was to transform itself into a confederation. The other political parties believe that confederation is an association, of two sovereign states and not a union of provinces or states into one single whole. Surely, this was a legitimate point of view with which one may agree, or not agree, but how does this become the concern of India? In other words, the Pakistan Government Was asked to accept an ultimatum to transform Pakistan into a confederation of two sovereign States. And yet, we have a lecture from the Representative of India about how we should conduct ourselves in regard to the ordering of our constitutional and political life. Let him first study his own Constitution and see how much autonomy is given to the provinces. How much autonomy does West Bengal, his own province have in the Indian federation? To what extent are the resources of Bengal and Assam spent within those provinces?

Then again, in every form the Indian Representatives repeat the hundreds of thousands of people murdered by the Pakistan armed forces. It is a matter of the deepest

regret that the shows no human feeling in regard to those murdered by the secessionist elements. There were people here in the so-called Delegation of Bangladesh who set up slaughter houses in which thousands of people were massacred before 25th March when the army had to intervene and afterwards. And these people come here to represent Bangladesh. There is living proof of these atrocities, and if Members of the Security Council want to turn away from propaganda and what the columnists write, and want to find out for themselves, we shall provide them the means of doing so.

The Representative of India talked the other day about films shown by his Delegation. We have these films but we have spared your feelings. But, you are welcome to come and see them if you so desire. I can understand his relish that Pakistan is dead and buried. Let me tell him, it lives and will survive in spite of Indian aggression.

Then, he quotes something from The New York Times. This is an article by the columnist Anthony Lewis. I have read many of his articles before. But, that is the opinion of one individual. Did he go to Pakistan to find out the other side of the picture? Did he take care to inform of the real facts before he printed his Column in this newspaper which is read by half a million people in the United States? Did he compare notes with other correspondents of equally respectable papers like the Manchester Guardian who have given a different assessment? This is the kind of propaganda to which the Representative of India resorts to divert the attention of the council from Indian aggression and occupation of our territory. If we begin quoting correspondents, where are we going to end? All right, if you want to quote correspondents I shall quote James Reston who said in yesterday's New York Times:

"For Prime Minister Gandhi to talk about the Wanton and unprovoked aggression of Pakistan, when her own Government's troops have been constantly inside East Pakistan and her colleagues have made no secret of their aid to the East Pakistani insurgents or their desire to see East Pakistan separated from West Pakistan, is really an affront to the intelligence of the world.

And the Representative of India considers the intelligence of this distinguished and august gathering so low that he persists in his misrepresentations. I continue the quotation:

"Mrs. Gandhi didn't even consider allowing U. N. observers to see what was going on along the India-Pakistani borders, which is interesting, since she is now defending the war as a moral crusade against the Pakistani aggressors".

The Representative of India cannot resist referring to the Government of Pakistan as a military junta. Several Member States are ruled-and these are not my words, but his words-by military juntas, and he went on to say:

"President Yahya Khan decided to wipe out the results of election by force".

If President Yahya Khan did not wish to promote or restore democracy in Pakistan in the first place, why would he have held elections and why should they have been held in

an atmosphere of freedom which he himself hailed afterwards? Was it not far easier for him to crush the aspirations of the Bengali people before the elections, which would not have caused a whimper in the world? Yet, good and honest intentions, if they are prevented from being realized, are denounced and the most vicious motives are ascribed. And, from whom do they come? From India. We know that we can expect nothing better from India than permanent hostility.

As regards what Senator Church may have said: I regret that Senator Church had nothing to say about subversion and aggression. He expressed himself on a certain aspect of the Pakistan situation, but he chose to remain silent on the very issues which we are now considering here in the Security Council.

Finally, in reply to the Representative of India, he alleged that Pakistan shouted about aggression and did not ask for a meeting of the Security Council. Ambassador Vinci was the President of the Security Council in August and he knows of the efforts made by me under the instructions of my Government to activate the Security Council to exercise a moderating influence, and to promote a reduction of tension. But why was no Security Council meeting called? Because of the opposition of India and the allies of India. And we know now when we come finally before the Security Council what is the result-a veto, So therefore let us not talk about coming before the Security Council.

Turning now from the Representative of India to what the Representative of the Soviet Union said yesterday and a little earlier today. I shall, of course, not comment on his amendments, because I believe they are no longer before us, for the draft resolution to which they were submitted as amendments have been withdrawn. We thank the sponsors of that draft resolution for having withdrawn their proposal. But here, with reference to what Ambassador Malik said in explaining his amendments, I cannot allow this opportunity to pass without commenting on one or two points. The Representative of the Soviet Union said that action by the Security Council must be in accordance with the real situation in the Hindustan sub-continent. The real situation in the Hindustan subcontinent now is that brought about by India's subversion, support to armed secession, armed intervention and aggression. In other words, is the Security Council going to legitimize this so-called reality, perpetuate occupation and guarantee the fruits of aggression and the illegal use of force?

The Representative of the Soviet Union said that the cessation of hostilities must be organically linked to a political settlement. In other words, the Soviet amendments, as explained by the Representative of the Soviet Union, mean that Pakistan must immediately agree to the secession of East Pakistan's and to Pakistan dismemberment and that war and military occupation must continue until it does so.

I am also constrained to remark that in the statements of the Soviet Representative there is a persistent pre-occupation with the political situation in Pakistan to the exclusion of every other aspect of the situation prevailing today in the sub-continent, and which prevailed in the weeks and months before. And we are most concerned that in addition to the security doctrine to, which I referred yesterday, the pronouncements of Soviet Representative seem to stake a claim to be the arbiter in the internal political and constitutional life of my country.

I shall comment on the draft resolutions later, but I feel I must place on record certain facts. I refrained from doing so yesterday, because I did not wish to prolong the time taken by the Council, to get to a vote on the draft resolutions before it. First, I should like to draw the attention of the Security Council to a mis-statement of fact by India as contained in the Secretary-General's report (S/10410/Add.1). According to a message from the Prime Minister of India, which was orally delivered to the Secretary General, it is claimed therein that Pakistan aircraft attacked the military bases of India at Pathankot and Srinagar-in the disputed territory of Jammu and Kashmir-and at Amritsar on the afternoon of 2nd December. That is totally false. I waited until now to contradict that claim because 1 was checking the correct fact. On the instructions of my Government, I am now to state that Pakistan aircraft took counter-action against these airfields on 3rd December, and only after India six or seven hours earlier, had launched armed attacks against Pakistan along a 500-mile long front in the west.

I should like also to state on this occasion that I would request Ambassador Malik, when he refers to any remarks I make, kindly to quote them in context only wish to say that it is regrettable that he again made a statement yesterday which I had corrected, the day before. That was in regard to what I said about the existence of an internal crisis in Pakistan. In the political life of States, internal crises are not a fare phenomenon, but it is up to the people of those countries to overcome the crises and not for foreign powers to exacerbate internal divisions, promote secession and armed rebellion and, finally, launch armed attacks and use an internal crisis as justification for interventionist doctrines in the political life of other States.

Further, I should like to bring to the attention of this Council a roost deplorable action by India yesterday. On 4th December, the Secretary General, in an urgent telephonic message to me expressed his concern for the safety of United Nations personnel in East Pakistan and conveyed his decision to evacuate them to Bangkok. He requested that the Pakistan Government be approached to, see if a cease-fire could be arranged in Dacca from 10 a m. to 6 p.m. East Pakistan Time on 5th December to enable a transport plane to land at the airport and evacuate United Nations personnel to safety. The Secretary General also intimated that he was making a similar request to the Permanent Representative of India the Secretary-General's request was conveyed to the Government of Pakistan with all, due urgency. It was followed up by the Pakistan Mission with telephonic messages to Islamabad. It is understood that both the Governments of Pakistan and India agreed to a cease-fire in Dacca for 3 certain length of time to allow for the evacuation of United Nations personnel and foreign diplomats. However, the world now knows that the Indian air force chose precisely moment of evacuation of United Nations personnel to attack the civilian airport at Dacca. The perfidious nature of this attack needs to be condemned in the strongest, possible terms. It shows better then we can say what kind of attitude governs India at present. India's air force launches an attack on the territory of Pakistan at the time when it knows that the valiant forces of Pakistan are committed to observing a cease-fire. The innocent victims in this case are the international civil servants and diplomats, and it is a fortunate accident that no lives were lost.

Finally, I should like to state that in regard to the question of extending an invitation to a particular entity to come here, have pointed out that it would be not only a violation of rule 39 of the provisional rules of procedure of the Security Council, but also a violation of the Charter. That has been brought out with sufficient force by the Representative of Argentina among others. Whatever may have been India's actions yesterday that in no wise alter the force of the arguments that have been urged before the Council, and should the Council act in an unlawful manner; we should have to consider that to be an unfriendly act towards the Government of Pakistan.

In order not to take the floor another time, I should like briefly to give my views on the draft resolution proposed by the Representative of France with his characteristic eloquence, precision and lucidity.

We are conscious of the concern of his Delegation and the British Delegation that the Council should achieve some result and not be completely paralysed by vetoes. Therefore, while we appreciate thee laudable motives, and the concern for peace that have prompted him to put forward a proposal, we are constrained to observe that nothing has been said about the proven fact of aggression and the fact that India has admitted this aggression. Nothing has been said about the cessation of interference in the internal affairs of Pakistan and subversion and the fomentation of armed rebellion by India. Furthermore, the draft resolution does not provide for withdrawal of armed personnel and forces. In other words, occupation would continue and then, by the time the Security Council were to consider the situation further; Pakistan would be called upon to acquiesce in its own dismemberment.

We note that the draft resolution contemplates that the Council should meet again to consider what further steps within the framework of the Charter could be taken on the issues which rise to the hostilities, but we know very well that any proposal for the withdrawal of occupation forces is likely to attract a veto, and the Security Council would not be in a position to deal with the question of withdrawal of forces. By not dealing simultaneously with the question of withdrawal together with that of cease-fire, the Council would legitimize military occupation and perpetuate it.

For these reasons, we would hope that the Council would ponder the considerations. I have urged and also be conscious of the fact that while it has a responsibility for peace and security, the United Nations as a whole cannot absolve itself from that responsibility just because a veto power is being arbitrarily exercised.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৮। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6, 1971

It was not my intention to take the floor again, but the Ambassador of the Soviet Union addressed a direct question to me which arises out of the draft resolution contained in document S/10428, which he has circulated. This question was, why you afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan? I believe that he is entitled to an answer and I shall give him an honest answer, but before I do that I should like to make a comment or two on his draft resolution as explained by him.

Therefore, the principle that there can be no political solution to any problem while a country is under invasion and occupation is a fundamental one and We regret to find that principle-a United Nations principle-is ignored in the Soviet draft proposal.

Further, I should like to point out that in all the draft resolutions that the-United Nations has considered, it is a sacrosant practice to couple cease-fire with withdrawal, and we have admired the position of principle of the Soviet Union, until now, that it has always maintained the organic link between withdrawal and cease-fire. But, unfortunately, we do not find a consistent approach by the Soviet Union on the present occasion.

As I have said, East Pakistan is a part of Pakistan recognized as such by all Member States. The armed attacks and invasion of East Pakistan from 21st November constituted an armed attack-an aggression-on all Pakistan.

The Representative of the Soviet Union made the charge ths: Pakistan started this on 3rd December. But we must go back before that date. I should like to point out that the aggression started on 21st November against Pakistan, which is one single State.

Then, in regard to my remarks, let me make clear what I said about our internal crisis. We do have an internal crisis, which is a political crisis. That political crisis is our internal affair. The international aspects of this crisis are the following: there is the humanitarian aspect-the purely humanitarian aspect-and there is the other international aspect created by Indian subversion, promotion of armed rebellion and secession within East Pakistan, and, finally, the invasion of East Pakistan. I should like to make clear once and for all what are the internal aspects of our crisis and what are the international aspects, so that there will be no misapprehension whatsoever.

Now, coming to the question whether we are afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan. No; it is a great tragedy that Will could not be given political expression in the meeting of the National Assembly, in which differences between political parties could perhaps have been resolved. But, as a result of a postponement for a short time, the secessionist elements in East Pakistan launched a rebellion involving the

non-payment of taxes to the Government, defiance of the authority of the Government, and the release of 18,000 criminals from goals, who were armed let loose in an orgy of massacre.

That is the truth. If evidence is required, one need only consult the newspapers published in East Pakistan from the time of the crisis-from January and February and on 25th March. That was a notorious fact, which is known not only to Members of the United Nations. Those armed criminal elements-thousands of them-were armed and let loose to go and commit massacres, and, regrettably, some of the elected representatives were involved in those crimes. No member of the Assembly has been disqualified for political dissent or for his political views.

There is evidence of the organization of slaughter house-I do not wish to go into these details-and those responsible were requested to come and clear themselves of the charges. Now, in this situation, which an amnesty extends to political offenders; can the international community demand that it should also be extended to those who have organized murder?

Therefore, I should like to point out in regard to the Soviet draft resolution m the internal contradiction that the armed secessionist elements are being made a party to certain directives and actions of the Council, and then there is a demand about recognition of the Will of the population of East Pakistan if the secessionist elements were to repudiate secessionist aims and abide by the Will of the people of East Pakistan as expressed in those elections, we might perhaps emerge from this dark night and from the gloom which surrounds us That is a Pertinent question which every Member of the Security Council must ask him-self before he exercises his vote on the Soviet draft resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৯। পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন স্থগিত	দৈনিক ইত্তেফাক	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচন স্থগিত

ইসলামাবাদ, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -নির্বাচনী কমিশন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ পূর্ব পাকিস্তানের উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন।

নির্বাচনী কমিশনের উক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, যুদ্ধের দরুন নির্বাচনী কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন।

উক্ত নির্বাচন ৭ই হইতে ২০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরিবর্তিত তারিখ যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া উহাতে বলা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০। পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন	দৈনিক ইত্তেফাক	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন

ইসলামাবাদ, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -আজ পাকিস্তান সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে প্রকাশিত এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে বলা হয় যে, ভারত সরকার তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করায় সম্পর্ক ছিন্ন করা হইয়াছে।

ভারতে নিযুক্ত সুইচ দূতকে ভারত-পাকিস্তানের বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

মার্কিন কর্মকর্তা কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সমালোচনা

ওয়াশিংটন হইতে রয়টারের খবরে বলা হয়, মার্কিন সরকারী কর্মকর্তারা আজ ভোরে এখানে বলেন যে, ভারত কর্তৃক 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ফলে উপমহাদেশের অবনতিশীল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে আরও একধাপ খারাপ হইয়া উঠিবে। জনৈক কর্মকর্তা বলেন, তাঁহারা অবশ্য ভারতের এই উদ্যোগকে কোন গুরুতর নয়া পর্যায় বলিয়া মনে করেন না। কেননা পাক-ভারত সম্পর্ক গত কয়েকদিন যাবৎই অত্যন্ত খারাপ।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, মার্কিন সরকার সরকারীভাবে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অপারগ।

ভারতীয় কূটনীতিকরা সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে

রাওয়ালপিণ্ডি, ৬ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, ভারতীয় কুটনীতিকদের সাতটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী করা হইয়াছে। সাবেক হাইকমিশনার জেনারেল কে অটলের অধিকারে যে ভবনটি ছিল তিনি সেখানেই বাস করিতেছেন- ভারতীয় কুটনীতিকদেরকে তিনটি ভবনে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় বেতারে যে উক্তি করা হয় উক্ত মুখপাত্র তাহা অস্বীকার করেন।

পাকিস্তান সরকার তাহাদের নিরাপত্তা এবং দেখাশোনার কাজ করিতেছেন। সাবেক ভারতীয় হাই কমিশনার কর্মচারীদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং মেডিক্যালের সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। সাবেক হাই কমিশনার নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা কোনরুপ শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন না। উক্ত মুখপাত্র বলেন, নয়াদিল্লীস্থ পাকিস্তানী কূটনীতিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৬ জন ভারতীয় অফিসার ইসলামাবাদ কূটনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিতেছেন। করাচীতে তাহাদের কতজন কর্মচারী রহিয়াছে, তাহা জানা নাই। তিনি বলেন যে, ভারতীয় কর্মচারীদের সংবাদাদি পাওয়া সহজ। যেহেতু বৃটিশ হাইকমিশনার ভারতীয় কর্মচারীদেরকে দেখাশোনা করিতেছে। সেইহেতু উক্ত মিথ্যা সংবাদের জন্য বৃটিশ হাই কমিশন দায়ী কি না এই মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য নাই। পাকিস্তানস্থ ভারতীয় কর্মচারীদের দেখাশোনার জন্য ভারত সরকার বৃটিশ হাইকমিশনকে অনুরোধ করিয়াছে বলিয়া কথিত সংবাদ উক্ত মুখপাত্র সমর্থন বা অস্বীকার করা হইতে বিরত থাকেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২১। কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারঃ নুরুল আমীন প্রধানমন্ত্রী, ভুট্টো ভাইস-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী	পাকিস্তান অবজারভার	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

AMIN, BHUTTO ASKED TO FORM COALITION

Rawalpindi, December 7-The president has called upon Mr. Nurul Amin and Mr. Z.A. Bhutto to form a coalition Government at the centre reports APP.

Mr. Nurul Amin will be the prime minister and Mr. Bhutto the vice prime minister and foreign minister.

Following is the statement of the President:

"I have called upon Mr. Nurul Amin and Z. A. Bhutto to form a coalition Government at the centre with Mr. Nurul Amin as the prime minister and Mr. Bhutto as the vice-prime minister and foreign minister" says a PID handout.

"In view of the war and consequent difficulties in communications between the two wings of the country, I have decided to set up the Government at the centre now , which was to be formed after the 27'" of December. The members of the central Government will be drawn from the selected representatives of the two wings as decided upon by the leaders of the coalition Government."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২২। সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশের জন্য ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	দৈনিক ইত্তেফাক	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশের জন্য ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রেরণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৮ই ডিসেম্বর (এপিপি)। -পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যে ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে পাকিস্তানের ভাবী সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও জনাব জে, এ ভুট্টো আজ সকালে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

প্রতিনিধিদলের সহকারী সদস্যগণ হইতেছেনঃ রাবাতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব এ, এইচ, বি তাইয়েবজী। বেলগ্রেডে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আই, এ আখুন্দ, জেনেভায় নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং তথায় জাতিসংঘ পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব নিয়াজ আহমদ নায়েক এবং ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসের মিনিস্টার জনাব আকরম জাকি।

বেসরকারী সদস্যগণ হইতেছেনঃ পুর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত এম, এন, এ জনাব মুজিবুর রহমান (কাইয়ুম গ্রুপ), নবনির্বাচিত এম, এন, এ জনাব মুজাফফর উদ্দীন আহমদ (পিপিপি) এবং জনাব রফি রাজা (পিপিপি)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২২। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির চিঠি	জাতিসংঘ দলিলপত্র উদ্ধৃতি: বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LETTER FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF PAKISTAN' TO THE U.N., TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE U.N. A/8567 S/10440, DECEMBER 9, 1971

Under instructions of my Government, I have the honor to state that even though resolution 2790 (XXVI) adopted by the Assembly on 7th December. 1971, fails to take note of Indian aggression against Pakistan (which has been admitted by India), the Government of Pakistan has decided to accept the call for an immediate cease-fire and withdrawal of troops contained in that resolution. Inasmuch as the resolution provides for an immediate withdrawal of the troops of each party to its own side of the border, and thus to stop bloodshed, Pakistan is willing to overlook its inadequacies at this time. The Government of Pakistan attaches due importance to the fifth and sixth preambular paragraphs of the resolution, which, besides reaffirming the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4, recall paragraph 4, 5 and 6 of the Declaration on the Strengthening of International Security which read:

THE GENERAL ASSEMBLY,

4 SOLEMNLY REAFFIRMS that States must fully respect the sovereignty of other States and the right of peoples to determine their own destinies, free of external intervention, coercion or constraint, especially involving the threat or use of force, overt or covert, and refrain from any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country;

5. SOLEMNLY REAFFIRMS that every State has the duty to refrain from the threat or, use of force against the territorial integrity and political independence of any other State, and that the territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter, that the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, that no territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal and that every State has the duty to refrain from organizing instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State; "

6. URGES Member States to make full use and seek improved implementation of the means and methods provided for in the Charter for the exclusively peaceful settlement of any dispute or any situation, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security including negotiation, inquiry mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements, good offices including those of the Secretary-General, or other peaceful means of their

own choice, it being understood that the Security Council in dealing with such disputes or situations should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

It is the hope of the Government of Pakistan that strengthened by a pronouncement unmistakably supported by the overwhelming majority of its membership, the United Nations will now decide upon concrete and binding measures to secure and maintain the cessation of hostilities with immediate effect, the withdrawal of all armed personnel and the stationing of United Nations observers on both sides of the border to supervise the cease-fire and to oversee the withdrawal of forces.

I shall be grateful if this letter is immediately circulated as a document of both the General Assembly and the Security Council.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৪। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহ্বান	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার আহ্বান

পাকিস্তানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরল আমীন গত বৃহস্পতিবার রাএে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে সংঘবদ্ধভাবে জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও ভারতীয় মোকাবিলায় আগাইয়া আসার জন্য জনগনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আসুন আমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হই এবং সেনাবাহিনীর সহিত কাধেঁ কাধঁ মিলাইয়া কাজ করি। জনাব নূরুল আমীন বলেন, ভারত পাকিসত্মানকে ধবংস করার চেষ্টা চালাইতেছে। ভারতীয়দের হামলায় পূর্ব পাকিস্তানীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা আমাদের নিরীহ জনগনের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের আজাদী সংগ্রামে কায়েদে আজমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির এই আজাদীকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৫। পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

**পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের
জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে**

জাতিসংঘ,(নিউইয়র্ক),১০ই ডিসেম্বর(এপিপি)।-পাকিস্তান সাধারণ পরিষদের আশু যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গতকাল এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়। এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা চৌধুরী ইফতেখারের তারবার্তায় এ কথা জানা গিয়াছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আগা শাহী গতকাল বিকালে সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব গ্রহণের কথা তাঁহাকে অবহিত করেন। গত মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদে অবিলম্বে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৬। ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তারঃ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার আবেদন	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইউনেস্কোর নিকট পাকিস্তানের তার
গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ
রক্ষার আবেদন

ইসলামাবাদ, ৯ই ডিসেম্বর (এপিপি)।-পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব সুলতান মোহাম্মদ খান ইউনেস্কোর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর ভারতীয় বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর বেপরোয়া বোমা এবং গোলাবর্ষণের ফলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির যে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতর প্রেরিত তারবার্তায় তিনি বলেনঃ বিগত ১৯৫৪ সালে হেগ শহরে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ রক্ষার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে সে সম্পর্কেত গত ৭ই ডিসেম্বর তারবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পাকিস্তান সরকার আপনার মতই এই সকল সাংস্কৃতিক স্থান রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন। আমরা হেগ সম্মেলনের নীতি মানিয়া চলার জন্য ইতিপূর্বেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছি।

এই ব্যাপারে একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বেপরোয়া বোমা বর্ষণ এবং গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপের ফলে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ এক বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। পাকিস্তানের এই সম্পত্তি ধ্বংস করা হইতে বিরত থাকার জন্য ভারতীয় কতৃপক্ষকে আহ্বান জানাইলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৭। যুক্ত বাহিনীর কাছে পাক সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল এবং আত্মসমর্পণের ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রবন্ধ	উইটনেস টু সারেন্ডারঃ সিদ্দিক সালিক	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

TEXT OF INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLADESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been singed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and paramilitary forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

JAGJIT SINGH AUROR	AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI
Lieutenant-General	Lieutenant-General
	General Officer Commanding in Chief
	Martial Law Administrator
Zone B and Commander	Indian and Bangladesh Forces in
Eastern Command	the Eastern Theatre
	(Pakistan)
16 December 1971	16 December 1971

SURRENDER

Major-General Rahim, who sustained minor injuries while fleeing from Chandpur, was convalescing at General Farman's residence after initial medical treatment. He lay in a secluded part of the house. Farman was with him. It was 12 December, the ninth day of all-out war. Their minds naturally turned to the most crucial subject of the day: Is Dacca defensible? They had a frank exchange of opinion. Rahim was convinced that cease-fire alone was the answer. Farman was surprised to hear this suggestion from

Rahim, who had always advocated a prolonged and decisive war against India. He said with a tinge of irony. 'Bus daney nioock gaey-itni jaldi'(Have you lost your nerve-so soon!) Rahim insisted that it was already too late.

During the discussion, Lieutenant- General Niazi and Major- General Jamshed entered the room to see the ‘wounded General’. Rahim repeated the suggestion to Niazi, who showed no reaction. Till then the exceptation of foreign help had not finally been extinguished. Avoiding the subject, Farman slipped into the adjoining room.

After spending some time with Rahim, General Niazi walked into Farman’s room and said. Then send the signal to Rawalpindi. It appeared that he had accepted General Rahim’s advice, as he had always done in peace-time. General Niazi wanted Government House to send the cease go from Headquarters, Eastern Command but General Niazi insisted, ‘ No, it makes little difference whether the signal goes from here or from there. I have, in fact, some important work elsewhere, you send it from here. Before Farman could Say ‘no’ again ,Chief Secretary Muzaffar Husain Entered the room and, overhearing the conversation, said Niazi, You are right. The signal can be sent from here. ’That resolved the ,said to Niazi, you,’You are right. The signal can be sent from here. ’ That resolved the conflict.

What General Farman opposed was not the cease-fire proposal itself, but the authority to sponsor it. His earlier signal on the same subject had been rejected by Rawalpindi-once bitten, twice shy. General Niazi disappeared to attend to his ‘urgent work’ while Muzaffar Husain drafted the Historic note. It was seen by Farman and submitted to the Governor who approved the idea and sent it to the President the same evening (12 December). The note urged Yadya Khan to the everything possibleto save innocent lives’.

Next day the Governor and his principal aides waited for orders from Rawalpindi, but the president seemed too busy too busy to take a decision. The following day (14 December) for which a high level meeting was fixed, three Indian MIGs attacked Government House at 11-15.a.m.and ripped the missive roof of the main hall. The Governor rushed to the air-raid shelter and scribbled out his resignation. Almost all the inmates of this seat of power survived the raid, except for some fishes in a decorative glass case. They restlessly tossed on the hot rubble and berated their last.

The Governor, his cabinet and West Pakistani civil servants moved, on 14 December to the Hotel Intercontinental which had been converted into a ‘Neutral Zone’ by the international Red Cross. The West Pakistani V.I.P.s included the Chief Secretary, the inspector-General of Police, the Commissioner, Dacca Division, Provincial Secretaries and a few others. They ‘dissociated’ themselves in writing from the Government of Pakistan in order to the gain admittance to neutral Zone, because anybody belonging to a belligerent state was not entitled to Red Cross protection.

14 December was the last day of the East Pakistan Government. The debris of the Government and Government House were scattered. The enemy had only to neutralize

General Niazi and his disorganized forces to complete the Caesarian birth of Bangladesh. By now General Niazi, too, had lost all hope of foreign help. He slumped back into his earlier mood of despondency and hardly came out of his fortified cabin. He rode the chariot of time without controlling its speed or direction.

He therefore conveyed the factual position to the President (who was also Commander-in-Chief) and keenly waited for instructions. In my presence he rang up General Hamid at night (13/14 December) and said, 'Sir, I have sent certain proposals to the President. Could you kindly see that some action is taken on them soon.'

The President of Pakistan and Chief Martial Law Administrator found time from his multifarious engagements and ordered the Governor and General Niazi on the following day to take all necessary measures to stop the fighting and preserve lives.' His unclassified signal to General Niazi said:

Governor's flash message to me refers. You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible nor will it serve any useful purpose. It will only lead to further loss of lives and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of armed forces personnel, all those from West Pakistan, and all loyal elements. Meanwhile I have moved U.N. to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to guarantee the safety of armed forces and all other people who may be the likely target of miscreants.

This important telegram originated from Rawalpindi at 1330 hours on 14 December and arrived in Dacca at 1530 hours (East Pakistan Standard Time).

What did the Presidential telegram signify? Did it mean `surrender orders' for General Niazi, or could he continue fighting if he so desired? I leave it to the reader to construe the above telegram for himself and draw his own conclusion.

General Niazi, the same evening, decided to initiate the necessary steps to obtain a cease-fire. As an intermediary, he first thought of Soviet and Chinese diplomats but finally chose Mr. Spivack, the U. S. Consul-General in Dacca. General Niazi asked Major-General Farman Ali to accompany him to Mr. Spivack because he, as Adviser to the Governor had been dealing with foreign diplomats. When they reached Mr. Spivack's office Farman waited in the ante-room while Niazi went in. Farman could overhear General Niazi's loud unsubtle overtures to win Spivack's sympathies. When he thought that the `friendship' had been established, he asked the American Consul to negotiate cease-fire terms with the Indians for him. Mr. Spivack, spurning all sentimentality, said in a matter of fact fashion, `I cannot negotiate a cease fire on your behalf. I can only send a message if you like'.

General Farman was called in to draft the message to the Indian Chief of Staff (Army), General Sam Manekshaw. He dictated a full-page note calling for an immediate cease-fire, provided the following were guaranteed: the safety of Pakistan Armed Forces

and of paramilitary forces; the protection of the loyal civilian population against reprisals by Mukti Bahini, and the safety and medical care of the sick and wounded.

As soon as the draft was finalized, Mr. Spivack said, It will be transmitted in twenty minutes; General Niazi and Farman returned to Eastern Command leaving Captain Niazi, the aide-de-camp to wait for the reply. He sat there till 10 p. m. but nothing happened. He was asked to check later, before going to bed. No reply was received during the night.

In fact, Mr. Spivack did not transmit the message to General (later Field-Marshal) Manekshaw. He sent it to Washington, where the U. S. Government tried to consult Yahya Khan before taking any action. But Yahya Khan was not available. He was drowning his sorrows somewhere. I learnt later that he had lost interest in the war as early as 3 December and never came to his office. His military secretary usually carried to him a map marked with the latest war situation. He, at times, looked at it and once commented; `What can I do for East Pakistan?'

Manekshaw replied to the note on 15 December saying that the cease fire would be acceptable and the safety of the personnel mentioned in the note would be guaranteed provided the Pakistan Army surrenders to my advancing troops'. He also gave the radio frequency on which Calcutta, the seat of Indian Eastern Command, could be contacted for co-ordination of details.

Manekshaw's message was sent to Rawalpindi. The Chief of Staff of the Pakistan Army replied by the evening of 15 December saying, inter alia. Suggest you accept the cease-fire on these terms as they meet your requirements. However, it will be a local arrangement between two commanders. If it conflicts with the solution being sought at the United Nations, it will be held null and void.'

The temporary cease-fire was agreed from 5 p.m. on 15 December till 9 a, m. the following day. It was later extended on 3 p. m. 16 December to allow more time to finalize cease fire arrangements. While General Hamid suggested to Niazi that he accept the cease-fire terms, the latter took it as `approval' and asked his Chief of Staff, Brigadier Baqar, to issue the necessary orders to the formations. A full-page signal commended the `heroic fight' by the troops and asked the local commanders to contact their Indian counter-parts to arrange the cease fire. It did not say `surrender' except in the following sentence, `Unfortunately, it also involves the laying down of arms.'

It was already midnight (15/16 December) when the signal was sent, out. About the same time, Lieutenant-Colonel Liaquat Bokhari, Officer Commanding, 4 Aviation Squadron, was summoned for his last briefing. He was told to fly out eight West Pakistani nurses and twenty-eight families, the same night, to Akyab (Burma) across the Chittagong Hill Tracts. Lieutenant Colonel Liaquat received the orders with his usual calm, so often seen during the war. His helicopters, throughout the twelve days of all-out war, were the only means available to Eastern Command for the transport of men, ammunition and weapons to the worst hit areas. Their odyssey of valour is so inspiring that it cannot be summed up here.

Two helicopters left in the small hours of 16 December while the third flew in broad daylight. They carried Major-General Rahim Khan and a few others, but the nurses were left behind because they 'could not be collected in time' from their hostel. All the helicopters landed safely in Burma and the passengers eventually reached Karachi.

Back in Dacca, the fateful hour drew closer. When the enemy advancing from the Tangail side came near Tongi, he was received by our tank fire. Presuming that the Tongi-Dacca road was well defended, the Indians side-stepped to a neglected route towards Manikganj from where Colonel Fazle Hamid had retreated in 'haste as he had from Khulna on 6 December. The absence of Fazle Hamid's troops allowed the enemy free access to Dacca city from the north-west.

Brigadier Bashir, who was responsible for the defense of the Provincial Capital (excluding the cantonment), learnt on the evening of 15 December that the Manikganj Dacca road was totally unprotected. He spent first half of the night in gathering scattered elements of E. P. C. A. F., about a company strength, and pushed them under Major Salamat to Mirpur bridge, just outside the city. The commando troops of the Indian Army. Who were told by the Mukti Bahini that the bridge was unguarded, drove to the city in the small hours of 16 December. By then Major Salamat's boys were in position and they blindly fired towards the approaching column. They claimed to have killed a few enemy troops and captured two Indian jeeps.

Major-General Nagra of 101 Communication Zone, who was following the advance commando troops, held back on the far side of the bridge and wrote a chit to Lieutenant General Amir Abdullah Khan Niazi It said: Dear Abdullah, I am at Mirpur Bridge. Send your representative.'

Major-General Jamshed, Major-General Farman and Rear-Admiral Shariff were with General Niazi when he received the note at about 9 a.m. Farman, who still stuck to the message for 'cease-fire negotiations', said is he (Nagra) the negotiating team?' General Niazi did not comment. The obvious question was whether he was to be received or resisted. He was already on the threshold of Dacca.

Major-General Farman asked General Niazi, 'Have you any reserves? Niazi again said nothing. Rear-Admiral Shariff, translating it in Punjabi, said; 'Kuj Palley hai'? (Have you anything in the kitty?) Niazi looked to Jamshed, the defender of Dacca, who shook his head sideways to signify 'nothing'. If that is the case, then go and do what he (Nagra) asks,' Farman and Shariff said almost simultaneously.

General Niazi sent Major-General Jamshed to receive Nagra. He asked our troops at Mirpur Bridge to respect the cease-fire and allow Nagra a peaceful passage. The Indian General entered Dacca with a handful of soldiers and a lot of pride. That was the virtual fall of Dacca. It fell quietly like a heart patient. Neither were its limbs chopped nor its body hacked. It just ceased to exist as an independent city. Stories about the fall of Singapore, Paris or Berlin were not repeated here.

Meanwhile, Tactical Headquarters of Eastern Command was wound up. All operational maps were removed. The main head-quarters were dusted to receive the

Indians because, as Brigadier Baqar said, ‘It is better furnished.' The adjoining officers' mess was warned in advance to prepare additional food for the 'guests'. Baqar was very good at administration.

Slightly after midday, Brigadier Baqar went to the airport to receive his Indian counterpart, Major-General Jacob. Meanwhile Niazi entertained Nagra with his jokes. I apologize for not recording them here but none of them is printable!

Major-General Jacob brought the 'surrender deed' which General Niazi and his Chief of Staff preferred to call the 'draft cease-fire agreement'; Jacob handed over the papers to Baqar, who placed them before' Major-General Farman. General Farman objected to the clause pertaining to the 'Joint Command of India and Bangladesh.' Jacob said, 'But this is how it has come from Delhi.' Colonel Khera of Indian military intelligence,' who was standing on the side added, ‘Oh, which is an internal matter between India and Bangladesh. You are surrendering to the Indian Army only.' The document was passed on to Niazi who glanced through it without any comment and pushed it back, across the table, to Farman. Farman said, ‘It is for the Commander to accept or reject it.' Niazi said nothing. This was taken to imply his acceptance.

In the early afternoon, General Niazi drove to Dacca airport to receive LieutenantGeneral Jagjit Singh Aurora, Commander of Indian Eastern Command. He arrived with his wife by helicopter. A sizeable crowd of Bengalis rushed forward to garland their liberator' and his wife. Niazi gave him a military salute and shook hands. It was a touching sight. The victor and the vanquished stood in full view of the Bengalis, who made no secret of their extreme sentiments of love and hatred for Aurora and Niazi respectively.

Amidst shouts and slogans, they drove to Ramna Race Course (Suhrawardy Ground) where the stage was set for the surrender ceremony. The vast ground' bubbled with emotional Bengali crowds. They were all keen to witness the public humiliation of a West Pakistani General. The occasion was also to formalize the birth of Bangladesh.

A small contingent of the Pakistan Army was arrived to present a guard of honor to the victor while a detachment of Indian soldiers guarded the vanquished. The surrender deed was signed by Lieutenant-General Aurora and Lieutenant-General Niazi in full view of nearly one million Bengalis and scores of foreign media men. Then they both stood up. General Niazi took out his revolver and handed it over to Aurora to mark the capitulation of Dacca. With that, he handed over East Pakistan.

The Dacca garrison was allowed to retain their personal weapons for self-protection against the Mukti Bahini till Indian troops were available, in sufficient numbers, to take over control. The garrison Surrendered formally on 19 December at 11 a.m. at the golf course in the cantonment. The troops, outside Dacca laid down their arms between 16 and 22 December on suitable dates arranged by the local commanders.

All India Radio had started broadcasting the news of impending surrender as early as 14 December. It panicked the non-Bengali population in Dacca and elsewhere. Most of them left their homes and moved to the cantonments to share the fate of Pakistani

soldiers. Thousands of them were overtaken by the Mukti Bahini and put to death. I heard hair-raising stories of these atrocities. They were enough to chill the blood and are far too numerous to be catalogued here.

The Indians had no time to protect these innocent lives. They were busy removing the plunder of their victory to India. Large convoys of trains and trucks moved military hardware, foodstuffs, industrial produce and household goods, including refrigerators, carpets and television sets. The blood of Bangladesh was sucked so thoroughly that only a skeleton remained to greet the dawn of `independence' One year later; this realization dawned on the Bengalis as well.

When the Indians had transferred what they could of Bangladesh's wealth to their own territory, they started transferring Pakistani prisoners of war to Indian P. O. W. camps. The process continued till the end of January 1972. The V. I. Ps, including Lieutenant-General Niazi, Major-General Farman, Rear-Admiral Shariff and Air Commodore Inam-ul-Haq were, however, flown to Calcutta on 20 December. I accompanied them....

Soon after our arrival at Fort William, Calcutta, I took the opportunity of discussing the war, in retrospect, with General Niazi, before he had the time, or the need to reconstruct his war account for the enquiry commission in Pakistan. He talked frankly and bitterly. He showed no regrets or qualms of conscience. He refused to accept responsibility for the dismemberment of Pakistan and squarely blamed General Yahya Khan for it. Here are a few extracts from our conversation: Did you' ever tell Yahya Khan or Hamid that the resources given to you were not adequate to fulfill the allotted mission,' I asked. `Are they civilians? Don't they know whether three infantry divisions are enough to defend East Pakistan against internal as well as external dangers? 'Whatever the case, your inability to defend Dacca will remain a red mark against you as a theatre commander. Even if fortress defense was the only concept feasible under the circumstances, you' did not develop Dacca as a fortress. It had no troops.' Rawalpindi is to blame. They promised me eight infantry battalions in mid-November but sent me only five. The remaining three had yet to arrive when the West Pakistan front was opened without any prior notice to me. I wanted to keep the remaining three battalions in' Dacca.' 'But when you knew on 3 December that nothing more could come from West Pakistan, why didn't you create reserves from your own resources?' 'Because all sectors had come under pressure simultaneously. Troops everywhere were committed. Nothing could be spared.' 'With what little you had in Dacca you could have prolonged the war for a few days more,' I suggested. 'What for?' he replied. 'That would have resulted in further death and destruction. Dacca drains would have choked. Corpses' would have piled up in the streets. Civic facilities would have, collapsed plague and other diseases would have spread. Yet the end would have been the same. I will take 90,000 prisoners of war to West Pakistan rather than face 90,000 widows and half a million orphans there. The sacrifice was not worth it.' 'The end would have been the same. But the history of the Pakistan Army would have been different. It would have written an inspiring chapter in the annals of military operations'. General Niazi did not reply.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৮। আত্মসমর্পণ ঢাকায় পাক সামরিক শক্তির একটি তালিকা	’পাকিসস্তান’স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ’ ফজল মুকিম খান	ডিসেম্বর, ১৯৭১

TROOPS IN DACCA AT THE TIME OF SURRENDER

1. Headquarters

a. Headquarters Eastern Command

b. Rear Headquarters 14 Division

c. Headquarters 36 (ad hoc) Division originally EP CAF

d. Headquarters East Pakistan Logistic Area.

e. Station Headquarters.

f. Headquarters of Flag Officer Commanding, East Pakistan

g. Headquarters of Air Officer Commanding, East Pakistan

h. West Pakistan Police Headquarters.

j. Headquarters Director General, Razakars.

2. Troops-Regular and Para

Armoured Corps (ad hoc tanks troop)	50
Artillery (6 LAA Regiment, HQ Arty. reinforcements	700
Engineers (Rear parties of various units. HQ Engrs)	500
Signals (3 Battalions and various static units)	2000
Infantry (Remnants of 93 Brigade who reached Dacca on 13	4500
Services (Ordnance and Supply installation, workshops	1000
Navy	500
PAF	500
EP CAF	4000
Mujahids	1500
Razakars	7000
West Pakistan Police	2500
Industrial Security Force	1500
	Total :26,250

3. The above excludes sick and wounded and hospital staff.

4. Weapons.

Tanks	3
Anti Aircraft guns	49

Heavy Mortars	4
6 Pounder Guns	4
3-inch Mortars	20
Recoilless rifles	25
Rocket Launchers, 2 inch. Mortars and machine guns	Sufficient numbers
Small arms	Sufficient Numbers
River Boats	10

(The figures given in this appendix are based on the information provided by a staff officer who escaped from Dacca after surrender.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৯। স্বাধিনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সৈন্যক্ষয়ের একটি হিসাব	পাকিস্তান ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' ফজল মুকিম খান	ডিসেম্বর, ১৯৭১

SUMMARY OF CASUALTIES

West Pakistan-(3 to 17 December, 1971)

	Offrs	JCOs	OR	Total
Killed in Action (Shaheed)	62	52	1291	1405
Wounded	133	123	2822	3078
Missing	4	2	120	126
Missing believed killed	-	5	129	134
Missing believed POW's	3	7	205	215
Total	202	189	4567	4958

East Pakistan-(March 1971 to December 1971)

	Offrs	JCOs	OR	Total
Killed in Action (Shaheed)	90	41	1162	1293
Wounded	132	80	2327	2539
Missing	9	1	25	35
Missing believed killed	3	7	330	340
Missing believed POW's before	14	1	3	18
Total	248	130	3847	4225

2. **The ratio of officers/JCO casualties to OR:**

West Pakistan	1	:	12
East Pakistan	1	:	10

The ratio of Officer / JCO killed (Shaheed) in action to OR :

West Pakistan	1	:	11
East Pakistan	1	:	9

The ratio of Offr /JCO wounded to OR:

West Pakistan	1	:	17
East Pakistan	1	:	11

3. The officer casualty figures include one General killed (Shaheed) and two wounded, and ten Lieutenant Colonels killed (Shaheed) and eleven wounded. The officer-jawan casualty ratio is as expected because they always fight shoulder to shoulder.

4. There may be more casualties in East Pakistan as some casualties may not have been reported during the last days of the war.

5. Indian casualties in the meantime are estimated to be 30,000 killed and wounded.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩০। জাতির উদ্দেশে জেনারেল ইয়াহিয়ার অপ্রচারিত ভাষণ	দি এণ্ড, এ্যান্ড দি বেগিনিং হার্বার্ড ফিল্ডম্যান	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

GENERAL YAHYA KHAN'S UNDELIVERED ADDRESS TO THE NATION

December 1971

Rawalpindi, 17 December, 1971

The following is the text of President General Agha Mohammad Yahya Khan's statement issued here today:

As you may recall, in my address to the nation of 12th October, I had apprised you of the details of my plan of transfer of power and had stated that the new Constitution will be published by the 20th of December. In spite of treacherous aggression by India which she had hoped would completely disrupt my plan and despite certain serious set-backs that we have suffered, I am determined to keep to my programme of transfer of power. For its implementation I have already invited the leaders of the major parties representing both wings to form a coalition Government. The Government of the elected representative of the people will assume the responsibility to guide the nation through this hour of crisis. The Constitution which I will briefly outline now will be released shortly, and will provide the framework for the representative Government to discharge its responsibilities to the people.

It is a matter of some sorrow for me that the process which I had initiated for the Constitution to be prepared by the elected representatives of the people was upset for reasons which are known. This unfortunate development has not deterred me in my resolve not to delay the transfer of power and it is this compulsion which has prompted me to present the Constitution to the people of Pakistan. At the same time, I have no wish to impose a Constitution. The Constitution, therefore, provides for the association and the participation of the elected representatives of the people through an easy amendment procedure in the first 90 days involving a simple majority and a consensus of 25 per cent of the representatives from the federating units.

I have been in constant touch with political leaders in the country and have taken into account numerous concrete suggestions which emanated from various sources. The object was that the Constitution should reflect the consensus and should meet the expectations of the people and the needs of the country.

I find that in the public debate on the subject general consensus exists on the following four broad elements which the Constitution reflects:

1. It should preserve and promote the ideology of the Islamic Republic of Pakistan.
2. The country needs a federal parliamentary system of Government enshrining fundamental rights of the people.

3. There should be maximum provincial autonomy within the concept of one country.
4. It should be an effective instrument for translating the new expectations of the people in the social and economic fields into a concrete reality.

The Constitution provides a parliamentary form of representative Government both at the Centre and in the Provinces. The President will appoint as Prime Minister a person who can command majority support in the National Assembly. The other Ministers will be members of the National Assembly, although a person who is not a member may be a Minister for a maximum period of six months. All will be responsible, as a Cabinet, to the National Assembly. The Prime Minister may be removed on only one ground, namely, that he has ceased to command the confidence of a majority in the National Assembly.

The Prime Minister will be assisted by a Vice-Prime Minister, who should belong to the other wing from that to which the Prime Minister belongs. The President is required to act in accordance with the advice of his Council of Ministers, except where such advice involves violation of his oath of office or interferes with the organisation of the defense forces of the country or their maintenance in a high state of efficiency.

The fundamental rights in this Constitution go beyond the provisions contained in previous constitutions. The directive principles of state policy have been reworded and strengthened in many respects. The state is to give special attention to improvement of the living and working conditions of the worker and the peasants.

Another major departure from earlier constitutions is the provision of a Vice-president. It has been provided that the Vice-President should belong to the other wing from that to which the President belongs and that his headquarters should be at Dacca. His principal function will be to be the Chairman of the Senate and this new House of Parliament forms the next major departure from the previous constitutions. A second House is a necessary feature of a federal state, and it has been missing from our constitutions for too long. Ordinarily, the function of a second House is to provide equal representation to the units constituting the federation and the Constitution provides that each of the Provinces shall have elected representatives in the Senate. In addition, to secure representation from among persons eminent in public and professional life, I have provided for nomination of fifteen such persons, of whom ten shall be from East Pakistan and the remaining five from the West Wing. The Vice-President of Pakistan, besides being the Chairman of the Senate, may have other functions conferred upon him by law and other duties may also be assigned to him by the President. The president and the Vice-President are to be elected normally by an electoral college composed of the senate, the National Assembly and all the Provincial Assemblies by the method of the alternative vote.

The Parliament of Pakistan will thus consist of two House, but the principal law-making body will be the National Assembly. The Senate has not been provided with a veto on legislation by the National Assembly, but may, nevertheless, propose

amendments to any bill passed by the National Assembly which shall be transmitted to the latter Assembly through the President, who will have his ordinary powers of making suggestions for amendments himself. Thereafter, the power of putting the law into final shape is placed in the hands of the National Assembly. There will be joint sittings of the Houses for legislative purposes only when the Senate has disagreed with the National Assembly regarding amendment of the Constitution. In that case, there will be a joint sitting and besides a majority of two-thirds of the total membership of the two Houses of Parliament, there will be required a consensus of not less than twenty-five per cent of the total number of representatives from the constituent units to pass such an amendment. Among other occasions on which the two Houses will sit together will be when there is a motion for impeachment of the President or the Vice-President.

As I have spoken of the amendment of the Constitution, I may mention here that for the protection of the large measure of autonomy, which the new Constitution has given to the Provinces, it has been provided that any bill to amend certain specified provisions of the Constitution conferring such autonomy, when passed by the National Assembly, shall be forwarded not only to the Senate, but also to the Assembly of each of the provinces for their consideration and recommendations. The views of the Provinces will be placed before the Senate which will thereafter formulate its own proposals for amendment and these will be passed back to the National Assembly by the President. In the event of disagreement between the two Houses of Parliament, there will be a joint sitting for resolution of the matter. A further safeguard for provincial autonomy has been provided by giving power to the President to withhold his assent if in his opinion any objection raised by a Provincial Assembly has not been substantially met.

Before I mention the matters in which provincial autonomy has been extended I would like to give a brief survey of the major features in relation to the Provincial Governments. An Assembly for each of the provinces has already been elected. The Constitution provides that each Governor shall have a Council of Ministers and shall act in accordance with the advice which he receives from his Council. The leader of the majority in the Provincial Assembly is to be summoned to form a Ministry, and shall hold office subject to only one condition, namely, that he may be removed if he ceased to command the confidence of the majority in the Provincial Assembly.

Elaborate provisions have been made in that part of the Constitution which deals with relations between the Centre and the Provinces, which have the effect of transferring a large number of subjects from the central field to that provincial field. In relation to a few subjects such as post offices, stock exchanges and futures markets and insurance, where indeed central control is essential, it has been provided in the Constitution, in appreciation of the special position of East Pakistan, which at the request of that Province the Central Government shall transfer its executive functions to the Government of that Province. The powers of the Central Legislature have been expressly confined to matters which are provided for in this particular part of the Constitution. The provisions in the 1962 Constitution empowering the Central Legislature to make laws on provincial subjects under certain contingencies have been withdrawn. These purposes can now be served by the Central Legislature only upon request made by a Province or Provinces. In the financial field, very substantial powers of taxation have been transferred to the

provinces, but with this and with certain other matters such as the treatment of the subject of foreign trade and foreign aid, the making of grants to Provinces, inter-provincial trode. etc., I shall deal separately a little later.

The West Pakistan Dissolution Order 1970 provides that six autonomous bodies in the West Wing shall be managed by the President on behalf of the four Provinces, In the light of their operations during the course of the year it has been found that it should be possible to dissolve three of these corporations and their functions transferred to the four Provinces. These autonomous bodies are-the Agricultural Development Corporation, the Small Industries Corporation, and the Associated Cement Company. The arrangements envisaged in the Dissolution Order will now be restricted to the West Pakistan Railway, West Pakistan Power and Development Authority, and the West Pakistan Industrial Development Corporation with a restricted role confined to such important and basic industries which are of common interest to the four Provinces in the West Wing.

By the Constitution the Centre will assume responsibility for protecting each Province from external aggression and internal disturbance, and for ensuring that its operations are conducted in accordance with the Constitution. For the implementation of this responsibility, two special provisions have been found necessary. One is that whenever the Central Government is satisfied that the Government of a Province cannot be conducted in accordance with the provisions of the Constitution, it may authorise the Governor of the Province to assume to himself all the functions of the Provincial Government. Such a condition will not be permitted to last beyond one year. A provision has also been made for the Central Government to exercise measure of control over a Province when it is afflicted with financial stability. As you are aware such provisions exist in many constitutions.

The subject which has most agitated the minds of the people concerns the relations between the Centre and the Provinces and the extent of provincial power consistent with the integrity and unity of the country. Consequently, it provides the Centre with responsibility in specified fields while all the residuary powers are with the Provinces.

Financial autonomy is an essential element in any scheme of provincial autonomy. Provinces should have command over their financial resources. The present position where the elastic sources of revenue were mostly with the Centre giving little scope to the Provinces to mobilise resource for their development has been radically changed under the new Constitution. The extremists, have, no doubt, advocated that the Centre should have no authority to levy any tax. This position is obviously unacceptable because if financial independence is essential for the Provinces, it is equally essential for the Centre to enable it to discharge its obligations under the Constitution. The new arrangement in the Constitution, therefore, provides for the complete transfer of the following sources of taxation to the Provinces in addition to the existing provincial sources of taxation:

1. Sales Tax.
2 All Excise Duties other than those on petroleum and tobacco manufacture.
3. Estate and Succession Tax.
4. Gift Tax.

Besides the complete transfer of the above mentioned central sources of taxation in favour of the Provinces, the Constitution also provides that the following three taxes will be collected by the Centre for the purposes of convenience but will be passed on in their entirety to the Provinces:-

1. Export Duties.

2. Excise on un-manufactured tobacco.

3. Tax on natural gas and crude mineral oil.

In other words, the Centre will retain only the following sources of taxation:

1. Income, Corporation, and Wealth Tax.

2. Excise duties only on two items, viz, petroleum products and tobacco manufacturers.

3. Custom duties excluding export duties.

In addition to the transfer of these major sources of taxation to the Provinces, the Constitution provides for special grants from the Centre to the less developed Provinces. These grants will be not less than Rs 70 crores a year, of which Rs. 60 crores or the entire amount of custom duties collected in East Pakistan whichever is higher, will be earmarked for East Pakistan. The NWFP and Baluchistan Province will get grants in aid of not less than Rs. 5 crores each.

The large special grant in favor of East Pakistan has been made to assist the development of that Province. The Central Government is on average collecting roughly Rs. 130 crores per annum from East Pakistan through central taxes. The arrangements made in the Constitution will give East Pakistan over Rs. 100 crores out of Rs. 130 crores which are collected from East Pakistan through central taxes. This will mean that East Pakistan's contribution to the central expenditure will be around Rs. 30 crores a year or about 5 per cent of the Centre's Current total expenditure. This is indicative of the extent of the financial support which the Constitution provides to the resources of East Pakistan.

The allocation of these resources to the Provinces is now covered by constitutional provisions. The necessity for the establishment of a finance commission for periodic review will, therefore, not arise.

It has also been provided in the Constitution that Provincial Governments will be able to borrow internally within broad limits laid down by the Centre. This will obviate reference to the Centre every time a loan has to be raised. Fast Pakistan has been given a constitutional guarantee that it will be authorized to raise at least 54 per cent of the total public borrowings in the provinces.

In the field of external aid, which is an adjunct of the country's foreign policy, the Centre's role is restricted to the negotiation of the overall aid for the country. Here again the Province of East Pakistan has been assured the minimum allocation of 54 per cent of the total aid negotiated in any one year. Within such allocations the Provinces will be free to negotiate directly specific projects and programmes.

The foreign exchange earnings of the country provide backing to the currency and, therefore, must be retained as a central responsibility. The Constitution, however, provides a system by which both East and West wings would use their own foreign exchange earnings after meeting the common liabilities.

The Provincial Governments would have powers to frame their own export promotion programmes and would be entitled to frame import policies in line with the availability of foreign exchange to their credit after meeting common needs and foreign aid allocated to them. These arrangements for West Pakistan will obviously be managed on a regional basis. Since, however, foreign trade is an inseparable part of the overall foreign policy, the Central Government would retain powers to legislate and to lay down the framework within which the trade policies have to be implemented by the Provincial Governments. The necessary institutional and administrative changes to implement this constitutional provision would be made by transfer of institutions like the Jute Board to East Pakistan and the setting up of a Trade Board for coordinating trade policies in West Pakistan. In the case of East Pakistan there is also a provision for appointment of trade representatives abroad with the approval of the Central Government.

Inter-wing trade would be guided and regulated by a specially constituted inter-wing trade board. It would be composed of representatives of all Provinces, half of which would be from East Pakistan. The board would examine any questions referred to it on the initiative of the Provinces Thus, the Provinces would be able to ensure that interregional trade is carried on in a fair and mutually advantageous basis.

The currency has obviously remain a central responsibility under the State Bank of Pakistan but for the decentralization of other central banking functions the Constitution provides for the establishment of two regional Reserve Banks, one in each wing. The Provincial Governments will be fully represented on these regional reserve banks which will control commercial and cooperative banks in their respective areas and will manage credit policies within the overall ceiling laid down by the State Bank of Pakistan.

In the field of planning, there will be decentralization permitting Provinces to prepare their own development plans on the basis of external and internal resources on which they will have full control. The Centre will consolidate provincial plans for the preparation of a national plan for any period specified by it. The decentralization in planning will involve the disbandment of the Central Development Working Party for the provinces and of the Executive Committee of the National Economic Council as well as the National Economic Council. The Provincial Governments will, therefore, have full authority to formulate and approve their plans without any moneytary limits.

As regards the system of election, I might say that all the Assemblies are to be those which have been elected by adult franchise under the Legal Framework Order, and the same system of election is to continue under the Constitution. The Senate however will be elected by the provincial Assemblies by the method of the single transferable vote, thus ensuring a wider representation than could be achieved by the single vote under the party system.

I may mention too in relation to elections that provisions have been made in the Constitution to discourage multiplicity of political parties or their growth on narrow regional basis. I consider this reform necessary for the healthy growth of the parliamentary system and for the encouragement and growth of national outlook. These provisions would naturally apply to these elections.

The Islamic institutions which existed under previous constitution are being maintained and it is also provided that branches of the Islamic Research Institution may be established in each province if requested by the Provincial Government. In the principles of policy, at many places, the Islamic provisions have been strengthened.

At the end, I may mention that the Constitution provides that the Republic shall have two capitals at Islamabad and Dacca. The description 'Second Capital' in respect of Dacca has been abolished, and it has been provided that an adequate establishment shall be maintained at each capital for the discharge of the functions of the Central Government. The principal seat of parliament will be located at Dacca.

These are the main features of the Constitution, and its printed copies will be available on the 20th. I have attempted to synthesize the demands for maximum provincial autonomy with the imperatives of national unity. I have given fullest weight to the desire for decentralization of functions and have accommodated this genuine desire up to the point beyond which I feared that the system would become unworkable. Decentralization is required and has been provided but it obviously cannot be carried beyond a point which would become the starting point of disintegration I feel that this Constitution is a bold measure in advance of almost any other constitution. But then our problems are unique and we have to find unique and bold solutions for the problems which this country faces. I earnestly hope and pray that this Constitution will help remove mistrust and bitterness which led us to the brink of a precipice and will herald a new era strengthening the unifying forces currently lying dormant in the national life.

Pakistan paindabad

পরিশিষ্ঠ
সরকারী প্রচারণা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩১। একাত্তুরের মার্চ মাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য	প্রচার পুস্তিকাঃ পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FEDERAL INTERVENTION IN PAKISTAN: CHRONOLOGY

INTRODUCTION

On March 25, 1971, in the face of rising disorders-looting, arson and killings by extremist groups-Pakistan's federal army moved swiftly to restore law and order. In the following pages, a chronology provides a review of the events in March which led to this federal counter-action.

In perspective, these events had their origins on December 7, 1970, when 53 million Pakistanis went to the polls to elect a Constituent Assembly. The balloting was secret, based on universal suffrage and founded on the principle of "one man, one vote." The elections were set in motion by President Yahya Khan to make good on his pledge "to restore democratic institutions in the country." This pledge was set out on March 30, 1970, in the Legal Framework Order (LFO), which laid down the ground rules for the election and the machinery for carrying out the balloting.

1,570 candidates contested for the 313 seats to the Constituent Assembly. 25 different political parties in the country's five provinces, plus 319 independents withouts party affiliation, campaigned for seats under the terms of the LFO. All candidates subscribed to the LFO's fundamental principle that the new Constitution would not impair the nation's "independence, territorial integrity and national solidarity" in any manner. With this basic understanding in mind, the people went to the polls.

The election was a brilliant success. Election day took on a festive air. The balloting was free and peaceful. 11 different political parties and 15 independents emerged with seats in the Constituent Assembly. The Pakistan Awami League, headed by Sheikh Mujibur Rahman, won handsomely with 167 seats: next to it the Pakistan People's Party, led by Zulfikar Ali Bhutto, scored impressively with 81 seats.

The Constituent Assembly was scheduled by the President to meet on March 3. In the interim period, various political party leaders, in particular Sheikh Mujib and Mr. Bhutto, conferred with a view to arriving at a reasonable understanding on the question of constitution-making and its many modalities before the Assembly met (for example, the question whether the various clauses of the new Constitution would be passed by a

simple majority or by a larger one, etc.). The mandate of the Assembly under the LFO was to secure a new Constitution within 120 days. By the end of February, however, as negotiations deadlocked, Mr. Bhutto appealed for additional time for joint consultations before the Assembly met to resolve the constitutional making issues.

At this point, the chronology of events in March begins

MARCH 1, 1971

President Yahya Khan announced postponement of the inaugural session of the National Assembly scheduled for March 3 to a later date in order to give more time to political leaders to hold discussions and arrive at a reasonable compromise on the modalities of constitution-making. In a nationwide statement, the President recounted the steps that he had taken to hold elections to the national and provincial assemblies in order to transfer power to the peoples elected representatives-a promise that he made to the nation when he became President on March 25, 1969. He reiterated his determination to keep his promise.

MARCH 2

The President of the Awami League, Mujibur Rahman criticized the postponement of the National Assembly's inaugural session, and called for a general strike in East Pakistan to protest against the postponement. A complete strike was observed in the provincial capitality of Dacca in response to his call. Cases of looting, arson and violence were reported from Dacca and some other places in the province. Shops owned by non-Bengali traders were looted* There was a complete shutdown of transportation, business, and industry and air services in East Pakistan. Mujibur Rahman reiterated that he would launch a mass civil disobedience or non-cooperation movement against the federal government in view of the National Assembly session's postponement. He called for a province-wide general strike on March 3 and announced that he would unfold his action programme in a public meeting on March 7. Steel helmeted riot police patrolled Dacca city as violence erupted in some parts, in the afternoon and later in the evening. Curfew was imposed in Dacca in the night owing to violence and looting by Mujibur Rahman's followers.

MARCH 3

President Yahya Khan today issued personal invitations to 12 elected leaders of all the parliamentary groups in the National Assembly to meet him in Dacca on March 10 for talks for resolving the impasse on constitution making. He said that he expected that the National Assembly would convene soon after the proposed round-table-conference of parliamentary leaders called by him in run on Dacca. Most other political leaders invited to the conference accepted the invitation but Mujibur Rahman, the Awami League chief, rejected President Yahya's invitation to attend the Dacca round-table-conference.

In East Pakistan, a general strike was observed in Dacca and Narayanganj in response to the province-wide strike call given by Mujibur Rahman. Many cases of arson and looting were reported. Commercial establishments owned by non-Bengalis continued to

Biharis and others who form a minority of more than 5,000,000 people in East Pakistan

be looted and burned by rioting mobs. The civil administration was prevented from working by Awami League cadres enforcing the strike.

Mujibur Rahman announced that he had called for the launching of a Satyagraha (civil disobedience movement) for the realization of the rights of the people of "Bangladesh" (East Pakistan).

MARCH 4

The general strike was observed in East Pakistan in response to the Awami League's call for non-cooperation with the Government of Pakistan.

Reports from the interior of the province confirmed that widespread violence was taking place.

MARCH 5

The strike continued in East Pakistan. The civil administration remained paralysed. Telecommunication between eastern and western Pakistan remained suspended owing to the Awami League's strike movement. In Dacca city, army units deployed two days earlier to control violence were withdrawn to barracks. Curfew was imposed in the populous towns of Rajshahi and Rangpur after outbreaks of extensive violence and lawlessness. Non-Bengali owned commercial establishments were looted by Bengali mobs. The whole of East Pakistan was cut off from the outside world by Awami League's call to communications employees to stop sending and receiving messages to and from abroad.

MARCH 6

In a broadcast to the nation, President Yahya Khan announced that the first session of the constitution-making National assembly would be held on March 25. He expressed regret over the unreasonable reaction of the Awami League leadership to the postponement of the March 3 session of the National Assembly. He also regretted the fact that the Awami League leader Mujibur Rahman had rejected his invitation for attending the round-table conference of parliamentary leaders called for March 10 in Dacca. The President enumerated the steps that he had taken to bring about the peaceful transfer of power to the people's elected representatives. He, however, stressed that under the Legal Framework Order, in accordance with which the elections had been held, he was pledged to preserving the absolute national integrity of Pakistan.

The strike ordered by Awami League continued in East Pakistan. The administration remained paralyzed, normal banking was interrupted by Awami League's interference. More reports of growing lawlessness, arson, violence are received from the interior. Commercial establishments and private houses are looted. Industrial activity came to a standstill. In Dacca, 325 prisoners from the Dacca Central Jail escaped from the prison by over-powering the guards. Seven prisoners were killed in firing on the escaping prisoners by jail guards. Later, the escaped prisoners marched through the streets of Dacca and the local police were afraid to take action against them.

The Awami Leaguers set up a parallel administration.

MARCH 7

Mujibur Rahman, president of the Awami League, while addressing a public meeting in Racecourse Maiden, Dacca, today announced that he would not attend the rescheduled March 25 session of the National Assembly, unless four conditions set by him were met beforehand:- (a) ending of martial law; (b) sending the army back to barracks; (c) inquiry into cases of killing in army shootings and (d) immediate transfer of power to the people's elected representatives. He also announced further measures for the continuance of his civil disobedience movement. In order to pressure the federal government to accept his demands, Mujibur Rahman asked the people of East Pakistan not to pay taxes to Government; administrative and judicial offices were ordered by the Awami League not to function. Educational institutions were asked to remain closed. Black protest flags were to be flown atop all Government and private buildings. Press reports showed that the civil disobedience movement and consequent shut-down of trade and industry had caused an economic loss running into millions of dollars.

MARCH 8

The civil disobedience movement of the Awami League continued. An announcement by the Martial Law Administration in Dacca said that 172 persons had died and 358 were injured in the six-day disturbances in the province. The announcement said that the casualties due to army action were 23 dead and 26 injured.

Foreign Press reports from East Pakistan said that widespread mob violence, arson, looting and murder had mushroomed in the wake of the Awami League's protest strike call of March 2.

Constitutional experts opined that the Awami League's demand for immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to the people's elected representatives without the framing of the constitution by the National Assembly was unreasonable because it militated against the provisions of the Legal Framework Order promulgated by President Yahya Khan in March 1970 on the basis of which the December polls were held.

MARCH 9

The Awami League-sponsored strike continued all over East Pakistan with Awami League cadres trying to run the parallel administration. Multiplying reports of violence and arson were received from many parts of East Pakistan. The economic situation was deteriorating rapidly. Trade and industry had been crippled. Non-Bengali-speaking persons, terrorized by extremist’s mobs, started leaving East Pakistan. All banking transactions between eastern and western Pakistan were suspended because of the Awami League's general strike.

MARCH 10-14

The Awami League's civil disobedience movement continued. The civil administration remained paralyzed; courts did not function; out of fear, persons owing federal taxes stopped paying them in East Pakistan in response to the Awami League's

call to default such payments. Long queues of terrorized non-Bengali speaking persons were seen at the Dacca airport demanding passages on PIA's overcrowded flights to eastern Pakistan. The telecommunications link between the eastern and four provinces in western Pakistan stopped functioning owing to the Awami League's civil disobedience movement. Emboldened extremists began to loot commercial establishments and traders at many places on an ever widening scale. Foreign nationals and United Nations personnel started an exodus from East Pakistan owing to mushrooming lawlessness. Troops avoided clashes with mobs and remained in their cantonments responding to the federal Government's instructions for utmost restraint. The Awami League's clamps on banking and commercial transactions between the eastern and the four western provinces and absence of inter-wing telecommunications paralyzed trade and industry. More reports of violence against non-Bengalis and spreading lawlessness were received from all over East Pakistan. Prisoners escaped from jails at more places.

MARCH 15-20

President Yahya Khan flew to Dacca on March 15 for talks with Mujibur Rahman in order to persuade him to attend the National Assembly session and end the civil disobedience movement. President Yahya Khan held talks with him in the President's House in Dacca. Later, a team of advisers to the President, including a former Chief Justice of Pakistan (Justice A. R. Cornelius), was designated to conduct talks with a team of negotiators appointed by Mujibur Rahman, continued to insist that his four pre-conditions Mujibur Rahman for attending the National Assembly session should be accepted. He also repeated his demand for full regional autonomy for East Pakistan under his six point programme. After talks with him, President Yahya Khan appointed a high-powered Commission of Inquiry, which included representatives of the Armed Forces, the East Pakistan civil administration and the Awami League to inquire into allegation of army and police shootings. But Mujibur Rahman announced that he was not satisfied with the inquiry commission and that he would not cooperate with it. In the meantime, talks between the President and Mujibur Rahman and their respective teams of advisers continued. More reports of violence and mob action from various parts of East Pakistan were confirmed. Troops remained in barracks and came and came out only when large scale violence erupted. The extremist Student Action Group announced that the "Bengali" and not the Pakistani flag would be flown above schools, colleges, public buildings and stores from next Tuesday. Looting, lawlessness and terrorism continued to spread in many parts of East Pakistan and the civil administration continued to be blocked from functioning by the Awami League.

Trade and industry continued in disarray, the economy continued to suffer heavy losses. President Yahya Khan invited leaders of parliamentary groups from West Pakistan to come to Dacca for consultations with him in the light of his talks with the Awami League leaders and the constitutional formula proposed by the Awami League.

Reports of looting of guns from arms stores and the police armoury were received.

MARCH 21-22

Political leaders from West Pakistan, including Zulfikar Ali Bhutto, chairman of the Pakistan People's Party, assembled in Dacca to have talks with the President. President Yahya Khan had a joint meeting in the President's House with Mujibur Rahman and Z. A. Bhutto.

Sheikh Mujibur Rahman's proposal that the National Assembly should divide into two separate committees, one for East Pakistan and the other for the from Provinces of West Pakistan, was rejected by Mr. Bhutto. Press reports, indicated that a compromise formula was being evolved.

MARCH 23

Although March 23 is Pakistan Day in observance of the anniversary of the adoption of the Pakistan Resolution by the Muslim League leaders of the sub-continent in March, 1940, Sheikh Mujibur Rahman ordered that this day should be obsered as "Resistance Day".

Protest rallies were organized by Awami Leaguers all over East Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman attended a mass rally in Dacca where the green-gold-and-red flag of "Bangla Desh"' was unfurled. He announced that sacrifices still will be made for achieving "Bangladesh". Awami League cadres and their student militants pulled down the Pakistan flag and hoisted "Bangladesh" flags at some foreign consulate in Dacca, including those of Soviet and British missions. Pictures of Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, founder father of Pakistan, were trampled underfoot by Awami League militants para-military extremists with staves and, shot guns, looted from armouries and gun shops, paraded and pledged to achieve "Bangladesh".

MARCH 24

Z. A Bhutto sought direct talks with Sheikh Mujibur Rahm.rn, but the Sheikh did not agree.

A team of Awami League leaders nominated by Sheikh Mujibur Rahman had a final meeting with the President's advisers. The team's chief. Mr. Tajuddin announced at 11 p.m. that no further talks would be held.

More reports of violence and lawlessness were received. Troops fired on a riotous crowd which tried to attack the Ordnance factory near Dacca In the evening meeting between Presidential Advisers and Sheikh Mujibur Rahman's aides, Awami League's attitude hardened. The Constitutional talks appeared to be collapsing owing to the uncompromising attitude of the Awami League.

MARCH 25

The Awami League leaders issued a fresh strike call for March 27. The law and order situation deterion deteriorated. The Awami League, leaders refused to make any concessions. Their insistence is on the issuance of a "proclamation" for the withdrawal of

martial law and immediation of an Awami League government in East Pakistan. In these circumstances the President flew back to Karachi in the evening.

Late in the night, troops went into action against the Awami League extremists. Shortly after midnight Sheikh Mujibur Rahman was arrested at his residence in Dacca.

MARCH 26

President Yahya khan broadcast to the nation in the evening. He gave a resume of the steps that he took in Dacca to bring about a compromise with Sheikh Mujibur Rahman in order to facilitate the transfer of power to the people's elected representatives. He described the Awami League insurgency as an act of treason. The armed forces, he said, have been ordered to do their duty to protect the integrity of Pakistan. Military action was mounted to end the Awami League defiance. All political activity was banned, but the National and Provincial assemblies were not disbanded. The President stressed that his goal continued to be to take steps, as soon as the situation returned to normal, to transfer power to the people's elected representatives.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩২। পূর্ব পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য	পাকিস্তান সরকারের প্রচার পুস্তিকা	৫ মে, ১৯৭১

THE PRESENT CRISIS IN EAST PAKISTAN

The sovereign State of Pakistan came into being on August 14, 1947, as the culminating expression of the united will of the Muslims of the subcontinent, after decades of relentless struggle.

The Muslims of East Bengal spearheaded the movement for Pakistan as they had suffered most at the hands of Hindu imperialism, over the centuries, as a hinterland producing raw material for the industrial complex of Calcutta. This was their second bid to escape Hindu hegemony; they first broke away from West Bengal a good 42 years before Pakistan was born. Appalled by the plight of Muslim Bengal, the British Viceroy of India, Lord Curzon, set up a separate province of East Bengal in 1905. The partition of Bengal was, however, undone within 6 years by the relentless agitation of the Bengali Hindu who desperately wanted to regain his industrial and agrarian hold on the whole of Bengal.

The root cause of the Indo-Pakistan trouble is that India has never really accepted the fact of Pakistan, even its responsible top ranking leaders like Vallabbhai Patel are on record as desiring the re-unification of Bharat, the "Hindu motherland". In a bid to fulfill this desire, India has spared no effort to undermine Pakistan. She abruptly stopped the flow of canal waters to Pakistan's Parched lands; and she sought to overwhelm her economy by pushing millions of Muslim refugees into Pakistan. She seized Junagadh on the ground that its population was Hindu and Kashmir on the ground that its ruler was Hindu. In 1965, she struck at Pakistan with outright invasion of the Western wing across the international frontier. Now, through subversion of East Pakistan, she again seeks to undermine Pakistan's integrity. India's designs were eloquently articulated the other day by Mr. Subramaniam, Director of the Indian Institute of Defense Studies, in an address to the Institute of International Affairs, when he said: "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest, an opportunity the like of which will never come again".

Seizing the opportunity, India not only concentrated 100,000 troops on East Pakistan's frontiers, but also sent armed infiltrators across the border into East Pakistan. The foreign Press has carried the news that secessionists in East Pakistan have been supplied arms, over a long period, from India, and that the Ministers of the so-called "Bangladesh" Government are staying in a government hostel in Calcutta. There is clear and growing evidence that Indian soil is being used as a base for operations against East Pakistan.

This is not to deny that India has found a good many dupes and collaborators within East Pakistan. Nor is this to deny the existence of a feeling of economic disparity among

* A statement by An official Spokesman of the Government of Pakistan, May 5, 1971

the people of East Pakistan. There is genuine grief and sympathy at this among the people of West Pakistan and a keen determination to set things right. But the neglect of centuries cannot be undone in two decades; there is no instant constitutional or economic panacea for this problem. The area was kept in such a state of backwardness by Hindu industrialists and landed interests during the British Raj that though producing the bulk of the jute, Dacca was not allowed even to cave pucca baling presses. At partition East Pakistan started literally from scratch. Today it has thousands of industrial units ranging from the world's largest jute industry to Pakistan's largest fertilizer and her first Steel Plant. This is not being stated with any sense of complacency, but merely to show that East Pakistan had to start with such a primitive base that it took time even to reach the level which West Pakistan, by and large, already enjoyed at independence-and this in spite of the fact that Pakistan was ruled for many years by Heads of State and Prime Ministers hailing from East Pakistan.

Also, East Pakistan is subject to the cruel Population pressure of 1400 persons per square mile, the highest density in the world. Its biggest scourge is the havoc caused by recurring floods and cyclones, which man has still not been able to tame completely.

Here too Pakistan's task has been made formidably difficult by India's intransigence. She is rapidly building a barrage upstream at Farakka on the Ganges, in complete violation of Pakistan's rights as the lower riparian State under international law. This by itself is an excellent expose of India's much-vaunted concern for the welfare of East Pakistan. The completion of the barrage will render barren hundreds of thousands of acres of land in East Pakistan, and threaten millions of human-beings with starvation.

These facts are being mentioned not to cloud the fact of discontent in East Pakistan but to point out how the Awami League tore the situation out of its historical perspective and fanned economic discontent into a full-fledged hate campaign against West Pakistan, as it evolved and continuously amplified a six-point politico-economic plank for electioneering.

As originally claimed, the six points were no more than a mechanism for providing the largest possible measure of autonomy to East Pakistan within the framework of a single country. Furthermore, throughout the electioneering campaign, which lasted nearly a year the Awami League leadership took pains to emphasize that their six points were not the "word of God" that "they were open to negotiation", and that it was "mischievous" on the part of the critics even to suggest that the six points, visualized anything outside the framework of Pakistan. This remained the Awami League's position right up to the polls, and accordingly it evoked statements from West Pakistan leaders expressing their readiness to work out accommodation with Sheikh Mujibur Rahman, both to evolve a Constitution under Legal Framework Order and to set up a government.

It may be pointed on that the Legal Framework Order under which the Awami League and all other political parties fought the elections clearly and unequivocally, provided that the unity, solidarity and integrity of Pakistan were to be built into any constitutional arrangement.

However, as soon as Sheikh Mujibur Rahman had secured the electorate's verdict in favor of autonomy, he started elaborating and interpreting the six points in a manner the electorate had not bargained for, and adopted a deliberate posture of rigidity that left no room for negotiations. His attitude now was; "take it or leave it" One political leader after another, including the leader of the largest political party of West Pakistan, flew to Dacca to negotiate a settlement with him. The President of Pakistan paid several visits, but to no avail. Publicly described as would be Prime Minister Sheikh Mujib showed no interest in the all-Pakistan role which the nation was willing-even eager-for him to assume. He refused even to visit West Pakistan. And he seized on it temporary adjournment of the National Assembly, announced with the object of facilitating talks among party leaders to pave the way for an agreed approach to Constitution-making within the House, to launch a massive defiance of law and order.

What followed is well-known. All hell broke loose: mobs took to the streets and indulged in arson, murder, rape and loot. According to a pre-arranged signal, as it were, workers walked out of factories, business houses closed down and Government servants began absenting themselves from offices. Those who failed to cooperate voluntarily were made to comply through strong arm tactics reminiscent of Nazi storm troopers. So great was the reign of terror that all normal life came to a standstill. Instead of the legally constituted Government running the administration, the Awami League headquarters issued edicts stopping the payment of taxes or transferring payments from the Central head to the provincial account, and depositing Government revenues in private banks rather than Government treasury. From March 1st to 25th the Civil Administration of the province was paralyzed. Reports poured in of murder, arson, rape and looting from towns across the province - Dacca, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sylhet and many other areas were subjected to a wave of fascist hysteria. The army although agonized and infuriated at the news and suffering the sight of the national flag being burnt and the Quaid-iAzam's portraits being trampled underfoot, maintained a posture of complete non-intervention under strict orders from the top, to give a chance to political leaders to work out a settlement through negotiations.

Not content with his own Six points, Sheikh Mujibur Rahman now added another four, including the demand for immediate lifting of Martial Law and immediate transfer of power through a Presidential Proclamation. Reversing his original stand that transfer of power could only take place through the National Assembly, he now declared that he would not even go to the National Assembly until power had been transferred-and this in spite of the fact that he enjoyed an absolute majority in the National Assembly which had been elected on the basis of universal adult franchise and one-man-one-vote.

Understandably, other political parties insisted that transfer of power emanaate from the National Assembly which should meet, pass an interim Constitution and present it to the President for assent. They maintained that the proposed proclamation would have no legal sanction: it would neither have the cover of Martial Law nor would it be based on the will of the people, a vacuum would be created, and chaos would ensue.

Once again, the President flew to Dacca and in ten days of negotiation, attempts were

made to hammer out a compromise, preserve democratic process, and facilitate the transfer of power. During the negotiations, Sheikh Mujibur Rahman initially escalated his mandate for provincial autonomy into a demand for Confederation. This meant that after the issue of the proposed proclamation, extinguishing Martial Law and transferring power, the five provinces of Pakistan would be cut adrift and national sovereignty would be virtually extinct.

Sheikh Mujibur Rahman further demanded that the National Assembly must ab initio sit in two committees: one composed of members from East Pakistan, the other from West Pakistan. Later he developed this into a demand for two Constitutional conventions drawing up separate Constitution.

The intention was now unmistakably clear. The Awami League hardcore leadership had realized that neither the President nor other political parties would agree to a "Constitutional scuttling" of Pakistan, and these extremists without the knowledge or approval of their rank and file had long been making secret preparations for achievement of their goal by conspiracy and force. The conspiracy originally uncovered by the Agartala case was now fully under way. Volunteers were under training in every district in the garb of Sangram Parishads. Arms and ammunition from India had been smuggled in and stocked at strategic points all over the province, including the Jagannath Hall of Dacca University. An idea of how well-planned and well organized the Awami League move was can be gathered from the mortar fire which came from Jagannath Hall on the night of 25th-26th March and the appearance within 3 hours of innumerable barricades all over the city of Dacca on the night of the 25th March.

Though the Awami League failed to win over by persuasion, it sought to line up through Nazi-style tactics. A reign of terror was unleashed and unmentionable atrocities committed. The true dimensions of the killings directed and carried out by fascist elements of the Awami League are now becoming clear.

All evidence goes to show that the small hours of 26th March had been set as the zero hour for an armed uprising, and for the formal launching of "The Independent Republic of Bangladesh". The plan was to seize Dacca and Chittagong, lying astride the Army's air sea lifelines to West Pakistan. The Army at that time consisted of a Division of 18 battalions including 12 from West Pakistan, spread thinly over cantonments in the interior and deployed along the border with India. Arrayed against them were infiltrators from India and deserters from the East Pakistan Rifles, the East Bengal Regiment and other auxiliary forces equipped with mortars, recoilless rifles and heavy machine-guns, and according to, subsequent evidence, liberally supplied from across the Indian border.

The Awami League's bid for secession was now under way. Having already exhausted all avenues of peaceful transfer of power, the President now called upon the Armed Forces to do their duty, and fully restore the authority of the Government".

The call came none too soon. Barely a few hours before the Awami League's zero hour for action, the Armed Forces made a series of preemptive strikes around midnight of March 25-26, seized the initiative and saved the country.

What of the future? The President's address to the Nation on March 26 points the way clearly:

"Let me assure you that my main aim remains the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as situation permits I will take fresh steps towards the achievement of this objective."

Produced by the Department of Films and

Publications, Government of Pakistan,

Karachi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৩। 'পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস'	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	মে, ১৯৭১

EAST PAKISTAN DOCUMENTATION SERIES

TERROR
IN
EAST PAKISTAN

FOREIGN PRESS REPORTS
ON

ATROCITIES COMMITTED BY AWAMI LEAGUE
AND ITS COLLABORATORS

TERROR IN EAST PAKISTAN

Daily Mail, London, 3 April 1971:

Brian Rimmer:

The doomed men were 14 Punjabi merchants from West Pakistan living in the eastern city of Jessore.

The merchants-pictured here by a BBC Panorama team which reached Jessore-were rounded up, roped together and marched off by militia men.

Shortly after, western reporters came across their bodies.

They had been battered and stabbed. One man still writhed in his death agony.

Sunday Times London, 4 April 1971:

Nicholas Tomalin:

I was there with Alan Hart of BBC Panorama and a Bengali-speaking photographer, mohammed Amin.

We thought the troops and local citizens were about to attack but they then got other ideas.

Among each contingent arriving at HQ were tall, usually bearded Punjabis. Their hands were tied and they were being brutally pushed along by rifle-butts.

We thought the West Pakistani soldiers were attacking and scattered similarly, only to discover on a grass patch beside the road men freshly stabbed and bludgeoned, lying in still flowing pools of blood.

Four of them were still just alive rolling over and waving their legs and arms. But none of them made any noise.

At this moment our Awami League guide became hysterical and tried to rush us back. He said it was not safe, the West Pakistan is were attacking. He tugged us away from the bodies.

But suddenly Alan Hart, myself and Mohammad realized who these dead and dying men were. They were not Bengali, they were-we are convinced-the Punjabi prisoners we had seen bound and under guard an hour before.

The victims could not have been killed by anyone but local Bengali irregulars as these were the only people in central Jessore that day.

The terror and behavior of the Awami politician and the crowd is circumstantial evidence and our photographer, Amin, who knows his Pakistani types, is certain the victims were Punjabis.

Even as the locals began to threaten us and we were forced to drive away, we saw another 40 Punjabi `spies' being marched towards that same grass plot with their hands above their hands.

Hindustan Standard, Calcutta, 4 April 1971:

Tushar Patranavis:

About 500 non-Bengali workers of the sugar factory at Darshana were now in a concentration camp.

Statesman, New Delhi, 4 April 1971:

Peter Hazlehurst:

The millions of non-Bengali Muslims now trapped in the Eastern Wing have always felt the repercussions of the East-West tensions, and it is now feared that the Bengalis have turned on this vast minority community to take their revenge.

The Times, London, 6 April 1971:

Thousands of helpless Muslim refugees who settled in Bengal at the time of partition are reported to have been massacred by angry Bengalis in East Pakistan during the past week.

The facts about the massacres were confirmed by Bihari Muslim refugees who crossed the border into India this week and by a young British technician who crossed the Indo-Pakistan frontier at Hili today.

The technician, who does not want to be identified because he has to return to Bengal, was trapped in the northern region of Bengal after the civil war erupted.

He said that hundreds of non-Bengali Muslims must have died in the north-western town of Dinajpur alone.

"After the soldiers left, the mobs set upon the non-Bengali Muslims from Bihar. I don't know how many died, but I could here the screams throughout the night."

Daily Telegraph, London, 7 April, 1971:

Staff Correspondent:

He (a native of Dundee) described how, after President Yahya's broadcast on March 25, a mob came to the factory.

"The goondas (thugs) went on the rampage. They looted the factory and offices, killed all the animals they could find and then started killing people."

"They went to the houses of my four directors, all West Pakistanis, set fire to the houses and burnt them alive, including families totaling 30. They killed the few who ran out".

Northern Echo, Darlington, Durham, 7 April, 1971:

Passengers on a British ship which docked in Calcutta yesterday told of mass executions, burning and looting in the East Pakistan port of Chittagong.

Leon Lumsden, an American engineer on a U.S. aid project, said that for two weeks before the Army moved last week, Chittagong's predominantly Bengali population had been butchering West Pakistanis in the port.

Daily Record Glasgow, 9 April 1971:

Staff Reporter:

A Scot, who was the sole survivor of an East Pakistan massacre, told last night how he saw all his workers battered to death by a mob.

"The workers in my mill were killed-not by troops, but what we call miscreants who have been running wild."

"They beat my men to death with iron bars. Suddenly I was the only person left in the mill.

News-Letter, Belfast, 9 April 1971;

R. Abernethy:

I would be pleased if you would be good enough to permit me, through your newspaper, to draw the attention of the public generally and the Scar-man Tribunal in particular to the BBC news at 9 p.m. on Friday, April 2, 1971.

Briefly, the news on TV showed riotous mobs roaming the town of Jessore in East Pakistan. The mobs had complete freedom of the town and a large number of West Pakistan citizens, apparently innocent victims, were rounded up by the mobs and subsequently hacked to pieces in front of the camera crews, who incidentally did nothing to prevent this atrocity other than turn their cameras.

Sinar Harapan, Djakarta, 24 April 1971:

Jopie Lasut:

The worst sufferers are the Biharis. Their number is estimated to be around 8 million and they are Muslims of belief. These people quit India on the day of partition. Now their lives are in danger because East Bengalis are regarding them as spies.

East Bengalis are anxious to take revenge but they do not have much opportunity to kill many West Pakistan army men because the army men are more better armed. And the easiest way to be undertaken is to pursue civilian Punjabis and Biharis. Even Persians, too, became their target.

I once met a Persian family on the border area. They were fleeing to Benapole, the Indian immigration checkpoint. They were pursued and would be murdered by East Bengalis.

Far Eastern Economic Review, Hong Kong, 24 April 1971:

T.I. S. George

When the EPR (East Pakistan Rifles) mutinied, their first reaction was to wipe out the non- Bengalis in their own ranks.

Some 40 per cent of the 10,000 to 15,000 strong EPR consisted of West Pakistanis including most of the officers.

One cart-load of bodies was dumped by EPR men one night across the border by the Indian checkpoint town of Haridaspur.

Numbering a few million; the Biharis, being non-Bengali, have been taken as supporters of the West Pakistan Government and therefore spies.

Many of them have been murdered by the Bengalis. Many others have been put in detention camps perhaps as hostages for the Bengalis still left in West Pakistan.

New York Times. New York, 28 April 1971:

Eric Pace:

Estimates widely reyeated in West Pakistan are that the Bengali troops, policemen, and militant civilians killed 35,300 Biharis and several thousand Pathans and other non Bengali ethnic groups. .

Most of these were killed before March 25.

Daily Telegraph, London, 29 April 1971:

Diplomatic Staff Correspondent

Supporters of the Bangla Desh independence movement have butchered many fellow East Pakistanis in Chittagong.

At least 26 workers from a jute mill were shot in a compound in one incident, and wives and children of some West Pakistani Army officer’s serviny in the area were reported to have been "executed"

Financial Times, London, 7 May 1971:

Harvey Stockwin:

On the run into Dacca airport several small burnt out houses and destroyed mini-settlements could be seen. The area was a Bihari housing area and the damage was indicative of the communal violence.

Ottawa Journal and Toronto Daily Star, 8 May 1971:

APA report.

Responsible Government and other sources estimated at least thirty thousand were killed in the communal violence since March 1 across East Pakistan.

Associated Press report from Jessore published by Washington Newspapers,

8 May; 1971:

In Khulna, the newsmen on a tour saw today what a non-Bengali resident described as a human slaughter-house, sheds which he said to have been used by East Pakistan's dominant Bengalis in mass killings of Bihari immigrants from India, West Pakistanis and other non-Bengalis during March and early April.

Newsmen were shown a wooden frame with chains affixed on top where women and children were reported beheaded with knives.

Bodies were said to have been thrown over a low wall into the river along-side.

New York Times, New York, 9 May 1971:

Malcolm W. Browne:

When the violence erupted, the Bengalis were pitte, against the small number of West Pakistanis in East Pakistan.

Government authorities and persons produced for interview have told of thousands of non Bengali residents, including women and children having been slain by the separatists, often after having been tortured.

At Khulna, newsmen were shown facilities where frames were said to have been set pp to hold prisoners for decapitation. Fragments of bloody clothing and tresses of women's hair were strewn about. The place was said to have been used by Bengali insurgents for the execution of thousands of non-Bengali residents.

New York Times, New York, 10 May 1971:

Malcolm W. Browne

The impression, based on the testimony of hundreds of witnesses, is that when it seemed that the Awami League was about to come to power, Bengalis in some communities looted and burned Bihari houses and slaughtered their occupants.

Sun, Singapore. 9 May 1971:

Maurice Quantance

When the Army moved in Mymensingh aided by information from the informers it found 1,500 widows and orphans sheltering in a local mosque.

A man identified as the Assistant postmaster of Mymensingh showed scars on his neck and what he said was a bayonet mark on his body.

The man said he lived in a colony Known as Shanti. Of 5.000 non-Bengalis, only 25 survived the massacre on April 17. The interview ended abruptly when the Assistant Postmaster mentioned the killing and mutilation of his family and burst into tears.

The General Commanding in Mymensingh District said the killings began in the latter half of March and was carried out by the Awami League volunteers the armed wing of Sheikh Mujibur Rahman's secessionist Awami party.

East Bengali Rifles and Regimens troops who defected to the secessionist cause were also involved.

Non-Bengali people and people with technical skills were consistently butchered, he said.

Bangkok World, Bangkok, 10 May 1971:

In Khulna, East Pakistan's second major port and third largest city, reporters saw what a local non-Bengali resident described as a slaughter house for humans.

The house, slaughter sheds and torture devices were said to have been used by Bengalis in massive killings of Bihari immigrants from India, West Pakistanis and other non-Bengalis during March and early April.

Newsmen were shown a wooden frame with chains affixed on top where women and children were reportedly beheaded with knives.

There was a form of garrotte attached to a tree where the resident said victims were chocked to death. Cords attached to one tree were described as hanging nooses.

Bodies were said to have been thrown over a low wall into the river running alongside.

A large amount of human hair found in a tree beside the wall, bloody clothes and babies' shoes were scattered about the yard.

Guardian, London, 10 May 1971:

A Correspondent:

One hears of the must horrifying stories. Murder, rape, destruction looting on a massive scale-there is so much of it that one finds oneself absorbing these terrifying tales

without turning a hair. Inevitably, the central figure in this bloody drama is the Poor Bihari.

But the real tragedy which has engulfed the Bihari community does not lie in the number of people killed but in the gruesome variety of methods of killing. Ten thousand people wiped out in two nights of horror in one town is a story which will last a week

Eye witnesses are prepared to testify to the correctness of the story that Biharis were dragged or enticed from their homes and taken to the slaughter house where they were butchered slowly with a knife

In Mymensingh, an East Pakistani army officer had a delightful breakfast with the family of a brother officer from West Pakistan before shooting dead its members

Men were hacked to pieces beginning from the feet. A pregnant woman, a West Pakistani, was grabbed by hooligans and dragged into the street. Her belly was cut and the child was bayoneted. She is alive but is now bereft of the will to live

A woman was killed but her three-month-old child was allowed to live-but not before they had cut off one of its hands

A doctor drained the blood out of people with a syringe and let them die.

In a refugee camp for Biharis from Mymensingh a man burst into tears while narrating his experience. An army officer who is now in charge of the camp was so moved that he turned his face away to hide his tears

Later, this officer, one of the first to reach Mymensing, took me aside and said in a whisper: "What he has told you is not a hundredth of what I have seen in Mymensingh".

New York Times, New York, 11 May 1971:

Malcolm Brown:

Before the army came, when Chittagong was still governed by the secisseonist Awami League and its allies the Bengali workers, apparently resentful of the relative prosperity of the Bihari immigrants' from India are said to have killed the Biharis in large number

At the Chittagong Jute Manufacturing Company Chittagong's largest mill, officials told of a massacre of Bihari overseers and their families by the Bengali workers.' Newsmen were shown graves where 152 victims were said to have been buried.

The European manager of a local bank said: "It was fortunate for every European living here that the Army arrived when it did, otherwise, I would not have lived to tell the tale."

Washington Post, Washington, 12 May 1971:

Associated Press report:

Newsmen visiting this key port yesterday said there were massive shell and fire damage and evidence of sweeping massacre of civilians by rebels

At the jute mills owned by the influential Ispahani family, newsmen saw the mass graves of 152 non-Bengali women and children reportedly executed last month by secessionist rebels in the mills' recreational club.

Bloody clothing and toys were still on the floor of the bullet-pocked. Responsible sources said thousands of West Pakistanis and Indian migrants were put to death in Chittagong between March 25 when the East Pakistan rebellion began to seek independence from the Western Wing and April 11 when the Army recaptured the city.

Residents point to one burned-out apartment building where they said Bengalis burned to death three hundred and fifty Pathans from West Pakistan.

Washington, Evening Star, Washington, 12 May 1971:

Mort Rosertblunt

In the port city of Chittagong, a blood-spattered doll lies in a heap of clothing and excrement in a jute mill recreation club where Bengalis butchered one hundred and eighty women and children.

Bengalis killed some West Pakistanis in flurries of chauvinism

Bengali civilians and liberation troops began mass slaughter of Mohajirs (Indian migrants) from the Indian State of Bihar and raced through market places and settlements stabbing, shooting and burning, sometimes stopping to rape and loot.

Indonesian, Observer, Djakarta, 12 May 1971:

Associated Press Report:

Reporters later visited a refugee camp in Dacca where 3,000 homeless from Mymensingh lodged

Doctors were treating 25 men and 15 women, all non-Bengalis, for what they said were bullet knife and axe wounds inflicted by Bengalis during the past weeks.

One seven year old boy sat dully on a single hospital bed with his four year old brother and doctors said that only their 13 year-old brother was left in the family.

One women had severe knife cuts and another had her hand almost chopped off by an axe.

Both said they had been carried off wounded by Bengali youths.

One nineteen year-old Bihari student, shot through the stomach, sad Bengali toughs had ordered all the men from his part of shanti outside and opened fire with automatic weapons

He was hit three times and fell unconscious, he said, but survived because the rebels thought him dead

A number of other men bore bullet wounds

Washington Post, Washington, 13 May 1971:

Associated Press report:

Bengalis bent on a separate East Pakistani nation slaughtered many of the region's 6 million non-Bengalis

The Times, London, 15 May 1971:

Peter Hazlehurst:

It is equally evident that most of the killings came in the form of reprisols for communal riots last month, when Bengalis systematically marssacred the non-Bengali Muslim immigrants (Biharis) in East Pakistan

"There are no Bihari refugees," a Bengali social worker told me confidently. "Fourteen of them tried to come into West Bengal two days ago, and the Bengalis beat them to death with spears and stones".

Ceylon, Daily News, Colombo, 15 May 1971:

Maurice Quaintance:

There is evidence that non Bengalis, largely immigrants from India who sought refuge after the 1947 partition, were attacked, hacked to death and burnt in their homes by mobs

Eye witnesses told stories of 1,500 widows and orphans fleeing to a mosque at Mymensingh, in the north as armed men identified as secessionists slaughtered their husbands and fathers;.

A mill manager showed journalists a mass grave where he said well over 100 women and children were buried

Scene of the killing just before the Army moved in-was the mill recreation hall and it stank of death the day journalists saw it this week. Human hair and blood-strins lay about the building

The Assistant Postmaster at Mymensingh showed journalists a neck scar and bayonet wounds.

Choking back tears, he said he was one of 25 survivors out of 5,000 non-Bengalis attacked by Awami League supporters and army deserters

There can be little doubt that some atrocities were committed by groups can of separatists. Generally, such killings were bone by Bengali workers nurturing grudges against shop foremen and administrators in the Jute mills, Many of the foremen are Biharis: Moslem immigrants from India, who have done well in East Pakistan and whose success is resented by the less successful Bengalis

Major Osman Choudhury, the Commander of the South; West Division of the Liberation Front in East Pakistan, admitted this after-noon that East Pakisian Rifles and

Bengali volunteers were raiding and killing the minority community of Bihari Muslims "because they are spies and have sided with West Pakistan"

Major Choudhury, of the East Pakistan Rifles, met Journalists here on the Indo-Pakistan border. He said that Bihari Muslims, who are identified linguistically and ethnically with the West Pakistanis, had helped president Yahya's soldiers to massacre Bengalis. The Bengali officer was being questioned in the light of news reports and fears that a great number of the non-Bengali minority communities, five million strong have been killed in a wave of reprisals

There was no question of a Bihari joining the Liberation Front, he said "If we get a Bihari, we kill him: We are also raiding their house and killing them"

New York Times, New York 20 May 1971:

Homer A. Jack

Those massacred in the East Wing were Biharis-Moslems originally from Bihar and other Indian States who migrated to East Pakistan after partition but had not yet been absorbed into the Bengali culture

All in Karachi are deeply upset about the massacre of the Biharis not by the army, but by some members of the autonomy-cum secessionist Awami League however almost all deny any massacre of the Bengalis by the army

Before and after this army action, some elements in East Pakistan apparently indulged in their own massacre in this seldom non-violent sub-continent;

The Financial Times, London, 21 May 1971:

Hervey Stockwin:

The Bengali ideal of regional liberation ended in tragedy and in the idiocy of communal savagery against the non-Bengali

These feelings based on the long-standing reality of Bengali exclusiveness and chauvinism were important element in the highly charged emotional atmosphere in the East prior to March 25-They also help to explain the descent into Bengali-Bihari fratricide, which formed an essential but little-noticed part of the catastrophe

It needs stressing that these were the West Pakistani Army reactions. Bengali troops went the other way, doing-a great deal of the subsequent killing of Mahajirs and other non-Bengali immigrants in the East.

All of which is the background to what can now be seen, not simply as a communal outrage, nor even as a civil war, but as the latest installment of the 1947 partition riots. Hence, the diversion of the secessionist effort, if such it was into communal blood-lust, sometimes in retaliation for the West Pakistani take-over in Dacca, sometimes from frustration in the face of defeat

The precise chain of cause and effect varies from place to place. Broadly, there is little doubt that, outside Dacca, Bengalis generally started the killing

The rebels, on the other hand, overestimated their own strength-and in consequence made the fatal mistake of taking on the Army and the civilian minorities of East Pakistan at the same time

The Sunday Times, London, 2 May 1971:

Anthony Mascarenhas:

The 176,000 armed and trained men of rebellious Bengali Army Units, Para-military forces and police supported by Armed Awami League members and students attempted to give terrible practicality to Sheikh Mujibur Rahman's Awami League rallying cry: "Bangla Desh Khali Khurrow, Punjabi Marow. " (Clear Bangladesh, Kill the Punjabs).

Eyewitnesses in more than 80 interviews tell horrifying stories of rape, torture, eye-gouging, public-flogging, of men and women, women's breasts being torn out and amputations before victims were shot or bayoneted to death.

Punjabi Army personnel and civil servants and their families seem to have been singled out for special brutality.

In Chittagoag, the Colonel commanding the military academy was killed while his wife, eight month pregnant, was raped and bayoneted in the abdomen.

In another part of Chittagong, an East Pakistan Rifles Officer was flayed alive. His two sons were beheaded and his wife was bayoneted, in the abdomen and left to die with her son's head placed on her maked body.

The bodies of many young girls have been found with Bangladesh flagsticks protruding from their wombs.

The worst-affected towns were Chittagong and Khulna, where the West Pakistanis were concentrated. The official toll for Chittagong is 9,000 with a similar figure for Khulna.

But massacres have been reported in other places. About 3,000 women and children were found slaughtered in Thakurgaon near Dinajpur; 2,000 in Ishurdi near Jessore: 500 at Bhairab Bazar, north-east of Dacca: and 253 in a jute mill shed in Kalurghattro area:

At Brahmanbaria, across the border from the Indian state of Tripura, I found the bodies of 82 children who had been lined up and shot. About 300 other non-Bengali bodies were scattered around the jail where they had been housed after Bengali convicts had been freed. They had been shot dead by the rebels before the rebels fled in front of the West Pakistani advance.

Pakistan Publications
P. O. Box 183
Karachi

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৪। ’পুর্ব পাকিস্তানের সংকটে ভারতের ভূমিকা’	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন ১৯৭১

INDIA'S ROLE IN EAST PAKISTAN CRISIS

An analysis of legal and political aspects

KEMAL A. FARUKI*

A talk delivered at the Pakistan Institute of International Affairs, Karachi on Friday, May 7, 1971.

* Kemal A. Faruki is a graduate in social studies from the University of Southern California, a Barrister-at Law from the middle Temple, London, and an M.A from the American University of Beirut (Lebanon) in Middle Eastern Studies. He is a practicing lawyer at the Karachi Bar, Adviser on Law to the Islamic Research Institute and a Professor at The .M. Law College, Karachi. He served as first Chairman of the Muslim Committee for Algeria formed in England during the Algerian War of independence, and has written numerous articles mainly on Islamic subjects for various periodicals. He has written four books on Islamic Legal and Constitutional questions: "Islamic Constitution" (1952); "Ijma and the Gate of Ijtihad" (1954); "Islamic Jurisprudence" (1962) and "The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice" (1971)

I. ESSENTIAL BACKGROUND

Both from the point of view of International Law and for a fuller appreciation of the nature of Indo-Pakistan relations, India's attitude and actions with respect to the recent crisis in Pakistan are of considerable significance.

But before taking up consideration of this matter from these two aspects it is worth recapitulating the essential background. I will not give here a detailed account of the background but nevertheless it is desirable to remind the reader of the fact that the unusual nature of Pakistan's geographical make up stems precisely from the fact that Pakistan is that rare exception amongst the countries of the world: a country which not only came into existence on the basis of a democratic referendum, but whose very boundaries were determined by the same democratic reference to the wishes of the people concerned.

To cast doubt upon the desirability or acceptability of its geographical make-up is, in effect, to make the wishes of the people (which is a hall mark of democracy) take second place to somewhat naive ideas of what would look tidier on the political map of the world, or to place preconceived prejudices of how a state should be constituted, above the realities of what the people concerned actually wanted and achieved.

However, there is no denying the fact that in the first two decades of its independence, Pakistan encountered continuous difficulties in the task of constitution making which centered around giving legal and practical expression to the ideals on which it was founded, and finding an enduring consensus on the relationship between central and provincial interests.

These were real and genuine difficulties, whose bona fide nature should not be obscured by the selfish desire of some individuals during the last twenty years to hang on to power, whatever the cost.

It is against this background that the present Government, soon after coming to power in early 1969, pledged itself to resuming the difficult constitution-making process leading to the introduction of civilian and democratic government as soon as possible.

After accomplishing numerous essential preliminary steps, a historic milestone was reached in the holding, in December, 1970 for the first time in Pakistan's history, of nation-wide elections on the basis of direct and universal adult franchise. The fairness of these elections was universally recognized.

It was a misfortune that was not foreseen, that the elections led to the emergence of two parties, in particular, each of whose sources of strength were purely confined to only one of the two wings of the country.

It was soon apparent that the task of constitution-making was not going to be easy, notwithstanding the fact that all parties had voluntarily pledged and dedicated themselves, before the electorate, to preserving the ideology of Pakistan and the integrity of the State. Indeed it was on this basis that they had received the votes of the citizens,

however, much some voters may have been in favor of considerable decentralization.

Two courses were open, as a result of this polarization into essentially regional parties.

Either the constitution-making body was to be rapidly installed with no guarantee that its debates might be able to reconcile the different and highly polarized P9ints of view, or preliminary negotiations were to be carried out, with the assistance of the Government, so that when the Assembly met it would do so on the basis of a very broad consensus on the most sensitive issues at stake

Pressure Tactics

The latter course was taken and might have led to the desired results if party discipline had been able to keep control at the street level

But in actual fact, by March 1971, particularly in the Eastern Wing, pressure tactics of extremists had degenerated into mob-rule, which the caretaker administration was reluctant to deal with in a headlong confrontation, no doubt for fear of jeopardizing the delicate negotiations which were taking place

Errors of judgment there may have been on all sides in this but it is extremely unlikely that these were sufficient to explain the uncompromising fanaticism with which a small activist pressure group in the East Wing suddenly emerged and threw away its pretence of loyalty to the State and respect for its founder, and thus deliberately went out of its way to first wound and then provoke the patriotic sentiments of those majorities in East Wing who had voted for Pakistan twenty years previously.

In describing this anti-State group as small, I must make clear that it was small in terms of the Muslim population of East Pakistan, but in absolute numbers the anti-State group was much larger

Prelude to "Reunion"

The reason for this is, of course, the fact that about 15 per cent of East Bengal is Hindu amounting to over ten million persons. They never voted for or supported the Pakistan movement prior to 1947, and I think it would be reasonable to assert that a very substantial number of these Hindus welcomed enthusiastically the idea of secession as a prelude to either reunion with their co-religionists in Hindu India, or the establishment of a united republic composed of both West and East Bengal in which, once more, the Hindu element would be dominant

Clearly this was more likely to be successful by working behind the critical moment. Even thereafter during the mob-rule of March, 1971, it was more to their interest to incite and then join in acts against non-Bengalis at the street-level, to try to create hostility between Bengali and non-Bengali which would be beyond hope of repair

By March 23rd, namely Republic Day, which should have been an occasion for an affirmation of common loyalty to common ideals, mob-rule manipulated by a small

minority chose to use the occasion for the very opposite, and it was clear that the language of force could only be met by force and that unless this was done even elementary law and order and security of life and honor could not be restored.

The sudden change which took place in March, 1971, in East Pakistan surprised not merely the caretaker administration and people in other parts of the country, but also those in East Pakistan who had voted in the elections on the understanding that the candidates and parties they were voting for were pledge to maintain the integrity and ideology of Pakistan.

The complete surprise of all these elements when the Pakistan flag was dishonored is an eloquent comment on the secrecy with which the anti State minority element had concealed its true aims, and how it had deceived people who had never imagined that their desire for decentralization would be utilized to throw them into the clutches of the very people they had liberated themselves from in 1947.

This then is the background to a consideration of the role of Pakistan's neighbor, India, in this internal crisis in Pakistan. In" order to place India's role in its proper perspective let us recall the obligations placed upon states within the International community; by International Law: by the United Nations: and by the common commitments existing in various regional groupings of countries.

II INTERNATIONAL LAW ON INTERVENTION

With regard to International Law there is a clear obligation on all states to respect the territorial jurisdiction of other states. In the 1927 Lotus Case, the Permanent Court of International Justice described this obligation that a state refrain from exercising its power "in any form" in the territory 'of another state as "the first and foremost restriction imposed by International Law upon states."

Closely connected with this obligation is the obligation placed upon every state to prevent injurious use of its territory. Here again there are cases of long standing which have affirmed and re-affirmed this principle

For example in the 1949 Corfu Channel Case the International Court of Justice repeated the well-recognized principle establishing "every state's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other states"

So firmly established is this principle to the effect that each state has a legal duty to prevent the organisation within its territory of activities calculated to foment strife in the territory of any other state that many states have enacted legislation declaring such acts criminal

Then again, the Commission of Investigation (established by the United Nations Security Council regarding border violations by Greece's neighbor during the Greek Civil War) concluded that "the existence of disturbed conditions in Greece in no way relieves the three northern neighbors of their duty under International Law to prevent and suppress subversive activity on their territory, aimed against another government, nor does it relieve them of direct responsibility for their support of the Greek guerrillas."

Civil strife

"This obligation has also been given effect to in a number of treaties-some of them of long standing such as for example, the Convention on Duties and Rights of States in the Event of Civil Strife adopted at Havana in 1928 which obligated the signatory states "to use all means at their disposal to prevent the inhabitants of their territory, nationals or aliens, from participating in, gathering elements crossing the boundary, or sailing from their territory for the purpose of starting or promoting civil strife."

The same prohibition has been the subject of conventions going back to 1936 regarding the use of broadcasting for inciting the population of any territory to acts incompatible with the internal order or the security of the territory.

The same concern for preventing intervention finds expression in Article 2(7) of the 1945 Charter of the United Nations which says "nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state.

It is clear that intervention of the kind sought to be prevented maintained above are to be strongly and effectively condemned by the world community of nations.

One can do no better than quote the British in this, after their own abortive intervention in the 1956 Suez affair, when two years later the types of intervention were described by the British Foreign Secretary in the House of Commons in July, 1958, in the course of discussing outside intervention in a civil war in the Middle East as follows:

"The House must face up to the problems involved in this question of indirect aggression...

"What happens? A foreign Government determines to use a dissident element within another State to overthrow the legitimate Government by force. The technique is the smuggling of arms and explosives, the infiltration of agents, a virulent propaganda campaign, incitement to insurrection and finally, the plot against the lives of the constitutional leaders. That is the technique and that is the problem.

"We have to admit that no answer has yet been found to it. I believe that unless an answer is found, the independence and integrity of one small independent State after another is bound to be undermined and finally destroyed.

"...On the general points of principle affecting indirect aggression. I believe that a country has the right to ask for help from other countries when it feels itself to be in danger. I believe that a country has the right to ask for help against aggression, whether direct or indirect. I believe, too, that another Government has the right to respond to such requests, and that such response is in accordance with the spirit of the Charter.

"I believe that this is in accordance with the established rules of international law. Unless countries are prepared to respond to such appeals for help we shall see one country after another go down before this form of aggression, and all the steps which we

have taken under various Governments here which have furthered self-Government, and which have created independent countries with full sovereignty over their affairs will prove to have been in vain...

In the course of the same debate, the British Prime Minister said:

"...A legitimate Government has, it seems to me, the right to ask for help in its difficulties from another friendly Government. Whether that help should be forthcoming or not is, of course, a matter of judgment, but I do not think that there is anything legally improper for a nation faced with aggression from outsider with internal disturbances supported from outside, to ask for help. I think that this is commonly recognized.

Intervention

One might describe the 1950s and early 60s as a time of interventions because inspite of the established rules of international law and conduct set out earlier there were numerous attempts, notably in Africa, by states to intervene in the internal affairs of other states.

Ghana, under Nkrumah, attempted intervention by providing finance, training and bases of operations for dissidents against (at one time or another) the Cameroon, Niger, Upper Volta, Ivory Coast, Nigeria, Congo and Togo. Togo in its turn attempted it against Ghana in retaliation: Tanzania against Malawi; Mali against Senegal: Bmrrundi against Rwanda, Zambia, Tanzania, Ivory Coast and Gabon against Nigeria during the Biafra uprising; and no less than nine African states against Congo during Tshombe's regime. But one of the major reasons in Africa was the fact that state frontiers were arbitrary and, originally at any rate, entirely artificial.

They bore no relation to the religious, ethnic or cultural affinities of the inhabitants and merely constituted the lines of demarcation agreed to at conferences in various European cities by imperialist powers carving out their colonial possessions. Nevertheless, despite the artificiality of these frontiers, over the years of independence, African states have tended to become increasingly hostile to the idea of intervention, above all when was aimed at challenging the integrity of state frontiers.

As Immanuel Wallerstein neatly put it in his book Africa: *The Politics of Independence*, "Every African nation...has its Katanga. Once the logic of secession is admitted, there is on end except in anarchy."

Of course, Africa is not alone in this. Asia has its fair share of plural societies and even Europe can show examples of States where religion, language, nationality and cultural affinities do not coincide.

The Balkans, of course, is littered with such examples and in Western Europe; there are the Bangques, Catalans, and Walloons apart from Northern Ireland. Indeed the Anglo-Irish question has shown itself to be very much alive recently two hundred and eighty years after the Battle of the Boyne) with religion, race, nationality and language

involved in a conflict which makes some of the editorial sermons from that area delivered of Pakistan nonsensical, ludicrous and even dishonest.

All these problems-these potential Katangas and Biafras-have led to a growing concern against intervention with increasingly vocal attempts to prevent these types of threats to peace. In December, 1965, the UN General Assembly adopted by resolution unanimously, baring one dissenting vote, *a Declaration on the Inadmissibility of' Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty*

Its recitals described "armed intervention and other direct or indirect forms of interference threatening the sovereignty and political independence of states" as an "increasing threat to universal peace."

The recitals also reaffirmed the principle of non-intervention proclaimed in the Charters of the Organisation of American States, the League-of Arab States and the Organisation of African Unity... as well as in the decisions of the Asian-African Conference at Bandung and the conference of heads of non-aligned states at Belgrade and Cairo and in the Declaration on Subversion adopted by the African States at Accra

The 1965 UN Declaration then states in its First Clause:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned."

The Second Clause of the Declaration states, *inter alia*:

"...No State shall organise, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent of the regime of another State or interfere in civil strife in another State."

Finally, the Fourth Clause lays down:

"The strict observance of these obligations is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security."

It is worth mentioning here that India was a member of the Committee, which prepared this Declaration.

III. INDIA'S ACTIONS DURING CRISIS

These, then, are the unmistakable provisions of International Law and standards of civilized conduct required of States against which India's role towards Pakistan in the East Pakistan crisis has to be judged. It will probably clear matters if one begins by dividing India's actions into those the truth of which is not disputed and those on which facts at issue may be contested by one side.

The indisputable facts are that on March 13th, March 20th, March 24th and March 27th the Government of Pakistan lodged protest notes with the Government of India against India's deliberate and blatant interference in Pakistan's internal affairs. Another note on March 30th reiterated the substance of previous protests and the "dangerous precedent" being established.

Also indisputable as a fact is the speech of the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi on March 29th, when agreeing to move a resolution in the Indian Parliament offering unanimous support to what was described as the "freedom struggle" of the people of East Pakistan and asserting that India would time her decisions (that is to say, her actions) in this matter before events overtook them. The following day the State Assemblies of Bihar and Assam unanimously adopted resolutions urging the Indian Government to recognize the provincial government of the "Republic of Bangladesh" and the same sentiments were expressed by the Chief Ministers of Tamilnadu and Madhya Pradesh. The very next day, that is to say, March 31st, both houses of the Indian Parliament unanimously assured secessionists in East Pakistan of their "wholehearted support". It was the India Prime Minister who moved this resolution which stated inter alia that; "Situated as India is and bound as the people of the subcontinent are by centuries-old ties of history, culture and tradition, Parliament cannot remain indifferent to happenings so close to the Indian border."

Again on April 4th, the Indian Prime Minister speaking at a session of the All-India Congress Committee asserted that it was neither "proper nor possible" for India to keep quiet.

As for the provisional government of the "Republic of Bangladesh" this came into existence, according to reports in the world press, on some date in late March in a mango grove half a mile from the Indian border with Indian military personnel constituting the formal honor guard.

Also generally admitted is the fact that this so-called government (after its symbolic proclamation on the very edge of Pakistani soil) immediately thereafter adjourned to Calcutta as non-paying tenants of the Indian authorities at a State Guest House where an Indian Government official was assigned to assists them and, no doubt, keep an eye on what they were up to.

The Prime Minister of this "Government" euphemistically described his regime as "mobile" according to a report in the French paper Combat, of 19th April. However, the London Times on the 23rd April put the matter more directly in describing the head of this state as a "President without a country".

When we turn to evaluating Pakistan's assertions about India's intervention, direct and indirect, by means of armed infiltrators, armed "volunteers", by providing a Place of refuge for secessionists, by arming rebels and by stirring up civil strife in Pakistan, the question of any Indian denials hardly arises in the context of the utterances of India's Prime Minister herself, the resolutions of the Indian Parliament and of Indian regional assemblies and of the ruling Congress Party.

Any subsequent hesitation, by the Indian authorities in continuing to openly support the secessionists and openly stir up civil strife--any such hesitations appear to be the result of their realizing how much India had overestimated the strength of the secessionist group in spite of the massive Hindu support it had received.

The violations of International Law continued and still continue, but in a relatively more discreet manner. But if the Central Government in India is making a belated effort to pretend to return to more acceptable outward forms of international conduct, no such scruples restrict Indian regional authorities.

On 24th April, the Economist of London reported the Deputy Chief Minister of West Bengal, Mr. Bijoy Sing Naher, as declaring; "We in West Bengal recognize Bangladesh although the Central Government has not done so yet".

One can only hope that this is not an attempt to add a bizarre twist to the principles governing recognition of states which would enable for example. Texas to insist on only recognizing Formosa while the rest of the United States recognized the peoples' Republic of China, or the Ukraine adopting one policy with regard to Berlin and the German question while the rest of the Soviet Union adopted another. or the province of Yunnan adopting one policy in south-east Asia while the rest of the people's Republic of China adopted another.

The Salient Point

The salient point emerges about India's role in the East Pakistan crisis that India, officially and unofficially, openly and secretly, at central and regional level, has shown a complete disregard for the laws and rules governing peaceful relations between states at precisely that stage in world history when intervention in whatever form has shown itself to be a Frankenstein that once unleashed is not easily controlled and has for this reason, become the subject of increasing concern and anxiety. Virtually every one of the rules established by the international cases, charters and declarations cited earlier can be shown to have been violated by India during these past months.

If it can be said the nevertheless Indian's conduct falls within the category of hostile actions "short of war" this is entirely because of the restraint exercised by Pakistan.

Serious Setback to International Law

Precisely for this reason, world silence about Indian intervention is a serious setback to the cause of international law, order and peace because India's ability to have acted as she has, without incurring world censure or sanctions, can only encourage other governments to attempt the same methods in disputes with their neighbors, or when their neighbors are engaged in internal problems, or when the moment appears propitious for satisfying territorial claims against one's neighbor.

It bears repeating that many states have their Katangas and not all states exposed to this type of indirect aggression will exercise the restraint shown by Pakistan, in the face of the impetuous and unrestrained Indian intervention.

In the case of Biafra it was nearly a year before any state recognized the secessionists who had under their control by that time and for a lengthy continuous period, a clearly definable territory. Even Hitler and Mussolini, never renowned as upholders of International Law waited until over one-third of Spain was under Nationalist control before beginning to supply arms on the 26th July, 1936.

All this is unfortunate enough for the world community as a whole but the supreme irony is that India itself, polyglot and heterogeneous as it is, may well prove to be one of the biggest sufferers from any breakdown of international law in this matter.

Given all this and the rapidity with which the potential Katanga in East Pakistan has been controlled, the question arises as to why the Indian leadership should have rushed in, throwing caution to the winds and ignoring the consequences of its actions in International Law and for the cause of International peace as well as of course its own internal Indian stability.

IV. POLITICAL IMPLICATIONS OF INDIA'S ACTIONS

This brings us to the political implications of India's role in the recent Pakistan crisis.

One of the major points of difference between Pakistan and India since 1947 has centered around Pakistan's repeated assertion that India has never reconciled itself to the 1947 partition of the subcontinent.

The Indian reply to this (which unfortunately has found some gullible listeners in different parts of the world) is that India has accepted as final the reality of Pakistan and that Pakistan's accusations to the contrary are the more product of a persecution complex.

But the events of the last few months have shown once again the truth of Pakistan's accusations and revealed more clearly than ever India's objectives with regard to Pakistan. Apart from the reference to supposed ties of tradition and culture which "bind" (mark the world ‘bind’) the people of the subcontinent, contained in India's Parliamentary resolution of March 31st quoted earlier India's attitude to Pakistan's internal crisis is well illustrated by the speech before the Indian Council of World Affairs in Delhi delivered at about the same time by Mr. Subramanian, Director of the Indian Institute for Defense Studies, an organisation whose object is to advise the Indian military authorities in their long range planning.

Mr. Subramanian stated. "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest and we have an opportunity the like of which will never come again."

Anyone wishing to be accurately and objectively informed about India's policies towards Pakistan has to take these factors into account in unraveling the tangled story of Indo-Pakistan relations from the beginning of the Kashmir dispute down to today.

India's conduct in the recent crisis in East Pakistan provide dramatic and conclusive evidence about Indian's incurable obsession to destroy Pakistan and establish a greater Hindu India-Akhand Bharat-in which the first stage was to be the encouraging and assisting of a puppet secessionist regime in East Pakistan, to be absorbed by India at its convenience

A great deal of long-range planning had gone into this by such people as Mr. Subrarnaniam and in the early week of 1971, the process moved from planning to execution. A propaganda barrage and the encouraging of subversion brought forth the series of protest notes of the Pakistan Government in early March.

Indian Calculations

The breakdown of lawful authority and the emergence of mob-rule in the streets was followed by the pronouncement of India's leaders and parties-all calculated to disrupt communications and make it impossible normal government to be restored: to create bad blood between Bengali and non-Bengali; to intimidate into acquiescence the silent majority of Jaw abiding Pakistani citizens of the East Wing

The Indian leadership appears to have calculated that success was within their grasp and that the last minute decision of the Pakistan army to restore normal authority was bound to fail. As a result the crescendo of India's efforts continued to rise in late March and well into April. The Indian Radio and Press contained long accounts of the victorious Exploits of the secessionist military forces, of the rout of Pakistan forces and hair-raising accounts of what was going on.

In this, it is a matter of the deepest regrets that there were foreign newspapers quick to accept as gospel truth the Indian version of events.

Meantime, Pakistan's efforts were concentrated on restoring conditions of normalcy as early as possible, ensuring that the economic life of the province was not brought to a suicidal standstill, and in thwarting the attempts of the retreating secessionists and interventionists to leave behind them a"scorched earth" and desolation.

By late April, it must have become clear to the Indian authorities that the attempt to undo Pakistan had failed, because their radio and press took on a new line. The gloating accounts of how the West Pakistan "imperialists and, colonialists and oppressors" had been utterly routed and humbled were now replaced by tearful accounts of the sufferings of refugees and of starvation.

There can be no doubt that there has been human suffering during the last few months in East Pakistan.

The question to be answered, however, is how did this take place and who caused it, and there can be little doubt that it is a direct result of India's continuing interventionist

role in encouraging, assisting initiation and at times executing acts of rebellion and sabotage which have amongst other things made the movement of food-grains from places of storage in East Pakistan to places where it is needed so filled with obstacles and - difficulties.

This food shortage in itself would have been sufficient to cause movements of people seeking to escape starvation, but panic-stricken flight was also the result of Indian radio accounts of what was going on against which the efforts of the Pakistan radio were only partly successful in reassuring all citizens, Muslim and Hindu, of East Pakistan that normal conditions were returning and that the authorities were sparing no effort in this regard.

It might be held by an impartial outside observer that the truth about the responsibility for the refugees is next to impossible to ascertain. But sometimes the truth of facts can be deduced with almost near-certainty by a study of the motives and past conduct of the parties.

Clearly the Pakistan authorities have everything to gain by the restoration of normal, peaceful life in East Pakistan as possible. On the other hand, the past conduct of India during the last few months shows once again that India considers that a breakdown of central authority in East Pakistan suits her long range objectives.

V. INDIAS ACTIONS-A THREAT TO

SOUTH ASIAN STABILITY

Indeed, it is precisely India's long-range objectives that threaten the stability of the re south Asian region (and perhaps of much else).

The delusion that Pakistan's creation can be undone continues to dominate all long-range Indian planning, whether it concerns the Kashmir dispute, the construction of the Farakka Barrage. the periodical pogroms of Muslims in India, the attempt to isolate the two wings by banning over-flights; the endless succession of pin-pricks and provocations, large and small and now the intervention in East Pakistan regardless of all canons of international law and conduct, and its repercussions.

Is it too much to hope that India can be made to realize that Pakistan has come to stay?-that it is only by the two countries living as neighbors, on terms of independent equality and mutual respect, that an enduring peace can be found?

The only convincing evidence of this will be a new approach by India to the long standing disputes between the two countries-no longer looking at these problems as weapons in the struggle to eventually undo Pakistan and reabsorb it stage by stage and piece by piece, but instead looking at these problems as problems that must be equitably solved on a permanent basis in the best interests of both countries and recognizing these

problems for what they really are namely intolerable obstacles to understanding and peace and, of course, to stability.

For it is in the threat to stability that the greatest danger lies-for India as much as for anyone else.

Produced by

The Department of Film & publications

Government of Pakistan

June. 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৫। পুর্ব পাকিস্তানের সংকটে ভারতের ভূমিকা	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন, ১৯৭১

EAST PAKISTAN DOCUMENTATION SERIES
INDIAN'S ROLE
IN EAST PAKISTAN CRISIS

Sheikh Mujibur Rahman was fighting India's war: this frank and forthright admission came from the General Secretary of the West Bengal unit of the All India Congress Committee in New Delhi on 4 April 1971, when the fact could on longer be concealed that India was directly involved in the armed rebellion by secessionist elements in the eastern province of Pakistan in March-April 1971.

The rebellion was quickly put to an end by the fast-moving Pakistan Army units within a few days. And now that life is fast returning to normal in the cities as well as in the villages of East Pakistan, it is possible to discern the nature of this rebellion, its principal instruments and their modus operandi'.

For one thing it is evident that the 'war' for which the Indian leader so brazen facedly claimed public credit, was unmistakably India's own. It was not only Indian armaments and armed infiltrators which were at that back of it, but also it was the Indian news media, led by the State-controlled All India Radio, which waged the War even before the rebels knew about it, and which continued to fight imaginary battles in imaginary lands long after the rebellion had been put down and the secessionists had either surrendered or retreated across the border, to their Indian sanctuaries.

How deep and long-term have been India's plans for subversion in Pakistan is by now well-known. As the British daily 'Yorkshire post' noted on 1 April 1971: "India's attempts at subversion in Pakistan, of sponsoring a fifth column in East Pakistan, and her machinations to undo Pakistan itself have a longer history behind them. They started from the very day in 1947 when Pakistan was created. Since that day Indians have, never reconciled themselves to the fact of Pakistan, and have employed every device to cripple this state

"India can see only good in the dismemberment or enfeeblement of its chief antagonist," wrote David Loshak in the London Daily Telegraph, adding that "It is this rather than concern for the fact of innocent people, that lies behind Indian's propaganda war on behalf of Bangladesh." Another noted British commentator on contemporary Asian Affairs, Michael Edwards, in a discussion broadcast by BBC on I April 1971, in its "World Today" programme, said that: "Enthusiasm among political parties and groups in West Bengal to outbid each other in issuing statements and organizing demonstrations in support of the trouble makers in East Pakistan should be viewed in this context. The

move in West Bengal for its unification with East Pakistan was thus motivated by political and economic considerations. By undoing the partition, the West Bengal leaders hoped to impose their dominance over East Pakistan and restore the source of raw material for its factories."

Analyzing India's motives one of the leading Papers of East Pakistan the Pakistan Observer, noted that Apart from India's political desire to see Pakistan weak and eventually disrupted, she was also economically motivated to try to capture East Pakistan. In the world's jute market, she has been facing tough competition from the jute industry of East Pakistan. Many of the jute mills in Calcutta which were established with the income of jute of East Pakistan and were being fed on East Pakistan's jute, had to close down after the creation of Pakistan because of the loss of the jute of this province East Pakistan, before partition served as the hinterland for Calcutta port. Since the partition, East Pakistan has come to have its own jute industry. Indian's eyes are on the jute of East Pakistan. This economic motive, plus her political hostility towards Pakistan went into her planning, to separate the East Wing from Pakistan. In pursuance of this plan, she began sending arms and men into East Pakistan for an armed uprising. It is now clear that she had been conspiring for quite some time with certain anti-state elements in East Pakistan, supplying the latter with necessary arms and money to set up a clandestine organisation to take over East Pakistan by force."

Mujib's Involvement with Agartala Conspiracy

Indeed direct evidence of India's collusion with anti-state elements came to light when the Agartala Conspiracy was unearthed in 1967 and several witnesses testified to Mujib's involvement with this Conspiracy as early as September 1964. It was then that the conspirators' group was joined by Sheikh Mujibur Rahman at a meeting convene in Karachi "to form a revolutionary organisation for separating East Pakistan from the rest of the country".

The main plan of action of Agartala Conspiracy was to capture the armories of military units so as to paralyze them. The action was to be carried out on commando style and surprise was to compensate for the lack of manpower. In pursuance of these objectives, a meeting was arranged between the representatives of the secessionist conspirators who had to conduct the operations in Pakistan with the representatives of India who were to supply arms and ammunition. This meeting took place at Agartala in India on 12 July 1967.

When the conspirators were actually arrested in December 1967, one of them revealed that, apart from arms and financial aid promised by India for organizing an armed revolt in East Pakistan, India had told them that on the "D-Day" the Government of India will block the air and sea routes linking East Pakistan with West Pakistan.

Threat Followed By Big Arms Build-up

That was four years ago. But India did carry out threat in February 1971, when the obviously pre-planned hijacking and blowing up of an Indian aircraft on the soil of Pakistan by two hijackers from Indian-held Kashmir was made an excuse for banning

over-flights of Pakistani civil aircraft across the Indian territory between West and East Pakistan.

It was about this time (February 1971) that a sizeable strength of the Indian Army was concentrated in the province of West Bengal ostensible for internal security duties in connection with the elections. Instead of normalizing the position after the elections were over; additional army formations were moved by India towards the East Pakistan borders in the latter half of March 1971, supported by mountain and Para brigades, fighter bombers and air transport units.

Simultaneously, in order to support anti-state elements in East Pakistan, Indian troops in civilian clothes were moved closer to the East Pakistan frontiers from many directions. Jet fighters and transport aircraft were moved to airfields in the border areas and six of these nearest to West Pakistan were put on war alert.

Not content with massing a force of over five divisions in West Bengal, the India authorities also moved additional battalions of the Border Security Force besides those already deployed around East Pakistan, thus concentrating about twenty five battalions in the border areas. To enable these battalions to infiltrate into East Pakistan to assist the rebels and secessionist elements, BSF markings had been removed and jeeps and other vehicles had been re-painted in civilian colors. Later, additional Border Security troops were flown from Delhi all BSF courses were cancelled, and the leave of police personnel was held in abeyance.

To make a stronger impact of their action in canceling over-flights of all Pakistani aircrafts over Indian Territory, Indian adventurism extended its tentacles to the high seas also in their effort to interrupt transportation and supplies to East Pakistan. On 2 April 71, Indian warships harassed Pakistani vessel Ocean Endurance. They encountered it 70 miles west of the Indian naval base of Dwarka. The vessel had to return to Karachi to avoid its pursuers. Three days later, they also harassed the Safina-i-Arab which was heading for Chittagong. A new unit of ground-to air missiles operating on India's southern tip began practice firing to as far as 123 miles from the Indian coast, thus forcing Pakistan's civilian aircraft to fly even further south.

The Indian Air Force, too, showed signs of definite activity indicating preparations for possible operations. Besides Hunter fighters and additional transport aircraft deployed on the eastern side of East Pakistan operational bases of the Indian Air Force along the western ad northern borders of East Pakistan were put on a higher state of combat readiness. Some maritime 'recce' aircraft were positioned at Barrackpore (near Calcutta) for surveillance of Pakistan's ship movements in the Bay of Bengal. Extensive photo 'recce' was carried out in border areas of East Pakistan.

Infiltration of BSF Personnel into East Pakistan

With the active backing of the Indian Army, BSF personnel started making frantic efforts to infiltrate into East Pakistan. To facilitate their operations, improvement of communication and transportation system leading into East Pakistan received the attention of the Indian authorities. They also started sending arms and ammunition by

clandestine means to the secessionists. A large number of rifles bearing the marking of the Rifle Factory Ishapur have been captured, besides stocks of ammunition having Kirkee Factory markings.

It has been established that Nos. 76, 81, 83,101, 103, and 104 Border Security Force battalions had been engaged in operations in East Pakistan. Later information showed that two more battalions were pushed into action; 73 BSF battalion in Mokhilganj area (Conch Bihar), No. 77 BSF battalion in area west of Dinajpur and 18 BSF in Bangaon, west of Jessore. Senior Army commanders were directing the operations. One of them was the commander of 61 Mountain Bridge and has recently been positioned at Dimagiri, 25 miles north-east of Rangamati. East Pakistan.

The establishment of several "refugee camps" near the East Pakistan borders has been a clever move by the Indians to operate under cover of providing relief to the so-called "refugees from East Bengal." A number of these camps are being used as bases for launching infiltrators and for dispatching arms and supplies to anti-state element in East Pakistan. It may be added in this context that on the pretext of maintaining these refugee camps funds are being collected at several places in India besides stores end supplies, and military training is being imparted at these camps.

Documentary Evidence

"If any proof, documentary or otherwise, of the Indian interference in Pakistan's internal affairs is to be required, Rajshahi has it in abandon)" reported an APP correspondent, Yawar Altaf, giving first-hand account of what he saw in Rajshahi. Here are extracts from his dispatch published in several papers.

"The army has a heap of captured Indian arms and ammunition. A noteworthy weapon which was shown by the local army commander to me was a heavy machine gun with Czech markings. Czech arms are in use by the Indian Army and Pakistan Army never had any. It was captured from in infiltrator in Nawabganj area".

"I also saw a document in possession of the Army officers which proves more than the armed Indian intervention in Pakistan's internal affairs. It is a document which also proves that the Indians were in league with certain sections of the separatist Awami League in fulfilling their unholy machinations vis-a-vis Pakistan. The document is a secret letter addressed to an anti-State person by a local:

Awami League leader for a meeting with an Indian across the border to discuss supply of heavy arms. It is handwritten by one Dr. Bachachu, of Rajshahi town, to one Kasem Sahib, living in Nawabganj, which is about 13 miles across the Indian border, in Murshidahad district.

"Reading the contents of the letter, a person with even a modicum of intelligence can tell that India had its men in the ranks of the Awami League."

"The contents, which would serve as an eye-opener to the foreign world, are as follows".

'Urgent... Kasem Sahib... One representative from other part (non-official) came here and informed that somebody will meet with you or Captain Sahib with us for urgent discussions regarding supply of heavy arms. I have given him time that you and myself will reach Mohodipur at 12 a. m. tomorrow. This is non-official arms help to us. So please reach here by night'.

Dr. Bachachu

N.B. Dr Mantu today again went to other part,

"The letter was recovered from the house of the addressee, one Mr. Kasem. Dated 8 April, 1971, it is written on printed writing pad of "Purbo Pak Awami League, Nawab Ganj, District Rajshahi On its left flank is printed the names of President and General Secretary of the Nawabganj Awami League. President's name is given as Alhaj Raisuddin. Ahmed MNA, and Secretarys as Dr. A.M. Misbah-ul-Haque, MPA.

"Included among the civilians who testify to armed Indian infiltration are: Mr. Akhtar Ahad, a politician who advocates separate province for North Bengal, Mr. Marghub Murshed, Additional Deputy Commissioner and son of former Chief Justice of East Pakistan, Mrs. Husan Ara Rashid, wife of Deputy Commissioner, Rajshahi, and Mr. Mohammad Saifullah, Regional Director, Rajshahi Station of Radio Pakistan. I met all these persons individually, plus many more in the area".

Firing Squad Men spoke Central Indian Dialect

"Mr. Akhtar Ahad would not have been alive today but for the -are shrewdness he managed to pluck in a deadly situation. He and four others were hounded out by Awami Leaguers and handed over to army men whose uniform; Mr. Akhtar said, was unmistakably Indian.They carried Tommy guns and wore camouflage steel helmets.

"The Indian army-men who spoke Central Indian dialect formed themselves into a firing squad and made the five victims sit in an open plot near the New Market".

"The five were asked to bow their heads. Akhtar Ahad said he knew death was knocking but could not help it. Suddenly, he heard the Indians fire tommy-gun shots and he along with four others fell flat".

"Mr. Akhtar instantly felt he was alive but pretended to be dead. Then the firing squad men were heard saying their time had run out and left the place after about seven minutes, leaving them there. When they had gone he saw that his en tire jaw and right were profusely bleeding. When I went to see him at one of his friend's house, I found him sitting in a chair with bandaged jaw and thigh. He told me he was out of danger but was extremely worried about one of his sisters in Kushtia, whose whereabouts were not known to him.

Troops in Olive Green Uniforms

"Mr. Marghub Murshed and Mrs. Rashid gave me almost identical eye witness accounts because when the Indian army men came to the D. C's house they were in the same house, since Mr. Rashidul Hasan was out of town on an official assignment, and

Mrs. Rashid had given refuge to a number of persons. When they twice raided the house, both Mr. Marghub and Mrs. Rashid saw two Indian soldiers in olive green uniform (which is Indian army's official uniform) backing them up. On her part Mrs. Hasan showed tremendous courage by refusing to surrender innocent people to armed miscreants who wanted to kill them".

"The miscreants also disclosed to her that her husband had been abducted by them and that if she parted with the 16 persons to whom she was giving shelter her husband would be set free".

"But she said if they wanted to take the 16 persons to shoot them they better kill her first".

Three Radio Engineers Brought from India

"Mr. Saifullah told me that when the radio transmitter went dead, the Indian Army brought three radio engineers from India to set it right in preparation for use on possible take-over of the town. The engineers located the defect which was due to absence of crystal, an essential part of transmitter".

"The Indian engineers brought their own crystal from Calcutta but it did not fit in, and as they were trying another replacement the Pakistan Army secured the town, forcing them to flee. Mr. Saifullah said that during an unguarded moment. One of the engineers gave his name as Shakti Dev of the AIR".

"During my visit to The Rajshahi railway station, three Watch and Ward officials showed me some places which according to them, the Sikh soldiers of the Indian Army had occupied for sometime in a bid to take over the station".

"Some officers of the district administration told me that the Indian Army troops had even brought with them some medical doctors one of them being a lady doctor"

"From the accounts gathered from different responsible quarters I worked out that in all between 4,000 and 5,000 armed Indian infiltrator had visited Rajshahi to help the rebels and secessionists."

Rebels Establish link With Calcutta

Concrete evidence of India's role from the very beginning of the East Pakistan crisis is now available through Indian as well as foreign news media.

In fact as early as 29 March 1971, an Indian correspondent confirmed in a report from Calcutta that the rebels (the so- called 'Liberation forces) had established links with India. The correspondent, according to the daily Indian Express Bombay, "quoted the commander of Sheikh Mujibur Rahman's Liberation force in Kushtia as saying that immediately after the two units of the alien Army were either killed or withdrawn from Kushtia, bordering Nadia district, the local commander, who preferred to remain unnamed, established a telephone link with Calcutta. He first spoke to Mr. Ajoy Mukherjee, who will be heading the new West Bengal Government later in the week, and

then to some of the press correspondents. The commander conveyed the greetings of Bangladesh to the people of India and urged Mr. Mukherjee to send medical relief".

The very next day (30 March) the State Finance Minister of the Indian Punjab, Mr. Balwant Singh, in open disregard of India's own laws which prohibit the advocacy of secession in any manner, lent public support to secessionists in Pakistan and called for the recognition of the non-existent government of "Bangladesh." The Chief Minister of the Indian State of Kerala, Mr. Achutta Menon expressed similar sentiments, followed by formal resolutions in support of Bangladesh' passed by several Indian State Assemblies, including those of Tamil Nadu, Bihar West Bengal, Assam, Kerala, Rajsthan, Uttar Pradesh. Gujrat and Tripura. The Deputy Chief Minister of West Bengal went so far as to announce recognition of Bangladesh' in anticipation of Indian Central Government's decision.

Meanwhile a resolution was moved by the Indian Prime Minister herself on the situation in East Pakistan and passed by both Houses of Indian Parliament, which was openly an outrageous and hostile act against Pakistan. The resolution expressed "profound sympathy and solidarity with people of East Bengal" as she preferred to called East Pakistan and assured them (the secessionists) that their struggle will receive the whole hearted sympathies and support of the people of India.

Speaking on the resolution, Indian Foreign Minister Swaran Singh rejected Pakistan's stand that the crisis in East Pakistan was an internal affair of Pakistan. This statement *belied their own previous stand* which they took on President Yahya's earlier speech of 1 March. Indian reaction to the President's speech was reported by All India Radio on 2 March in these words: "An official spokesman of the External Affairs Ministry said in New Delhi that India regards the developments in Pakistan as purely an internal affair of that country. We have no desire to interfere or got involved in their domestic affairs". This myth of India's neutrality was soon exploded, and India came out in her true colors.

The same day when the Indian Prime Minister's resolution was adopted by the Indian Parliament. Reuter reported that "the people of West Bengal observed' a total strike to express 'solidarity' with East Bengalis (East Pakistanis). The most prominent slogan heard in Calcutta was *;9ipar Bangla, Opar Bangla, Dooye Miley Soonar Bangla'* (This side Bengal. That side Bengal, Both together golden Bengal)".

Supply of Arms to Rebels by India

In response to the Indian Prime Minister's appeal of 4 April for raising funds to help Mujib, Government-backed committees were soon set up all over India. They started collecting contributions for providing financial and material assistance to secessionists in East Pakistan. In Bihar State, Chief Minister Karpuri Thakur announced that his government would contribute Rs. 25 lakhs (Rs. 2.5 million) towards this fund, and several organizations started collecting funds. On 6 April 1971, the *Indian Nation,* Bombay, quoted Chief Minister Thakur as reaffirming "his determination to lend best possible help including supply of arms and ammunition to the liberation forces of Bangladesh". Mr. Thakur added: "Whatever the consequences may follow, I am firm on

the point of supply of arms and ammunition to the Bangladesh."

These funds were raised to purchase arms for the 'liberation forces' of Mujib and to send armed infiltrators into East Pakistan. A number of Indian newspapers including the *Statesman* reported that the Indian Prime Minister, when asked whether there was any machinery to carry these supplies to East Pakistan, said on 5 April that "She could not say anything about it publicly as it was a very serious matter. However, she supported the drive for raising funds". The same day, the Chief Secretary of Tripura was reported to have told the press that "11 entry points and 9 camps on the borders" had been opened for receiving "refugees" from East Pakistan.

In many cases these camps have served as cover to organise infiltration of personnel and smuggling of arms into East Pakistan. This has been testified to by a number of foreign correspondents based in India.

Foreign Correspondents' Testimony

The flow of Indian arms to rebel elements in East Pakistan has also been reported extensively by several foreign reporters. Columbia Broadcasting Service correspondent, Earnest Weather all, reported from New Delhi on March 31: "All indications are that Mujib and his outlawed Awami League had carefully advance-planned military campaign. The first target of this 'liberation' army was to be Chittagong, East Pakistan's only deep water port. Once the port was destroyed, President (Yahya Khan) would have difficulty in supplying his troops in East Pakistan. The next stage was the capture of Dacca and to prevent its use as the main base for Pakistan Army operations. It is believed that Mujib received supplies from outside sources for long period and these were hidden till the crunch came from Yahya (on March 26, 1971). Many Western diplomats in New Delhi feel these weapons could only have come from India".

It was against such armed insurgents infiltrators that the Pakistan Army had moved, and not against what the Indian Press and Radio wants the world to believe as being "innocent unarmed civilians".

On 3 April 1971, Donald Seaman, correspondent of the Daily Express London, reported from Calcutta that "flow of arms goes on in secret". The Times and the Guardian made similar revelations. Reporting from the 24-Parganas district of West Bengal, the London Times correspondent, Peter Hazelhurst, reported in a frontpage despatch that bombs and guns "poured across the frontier" into East Pakistan and West Bengal guerillas were in evidence "near Benapole border post in East Bengal". In a report sent from the Indian border near Jessore, correspondent Martin Woollacott of the Guardian disclosed that he met a West Bengal lawyer and a businessman who had "taken orders for petrol, dynamite bombs and guns".

Radio Australia also referred to the flow of arms in East Pakistan. Quoting its New Delhi correspondent on 17 April, the Radio said that "in some areas of Indian territory, Western correspondents had seen supplies of various types including arms and weapons moving into East Pakistan". Referring to the capture by the Pakistan Armed Forces of two Indian Border Security Forces who had confessed that they were engaged in

subversive activities in East Pakistan, the Radio confirmed that "in the circumstances it was inevitable that Indian troops might have fallen into the hands of the Pakistan Army".

The French news agency, AFP, reported on 18 April from the Indo-Pakistan border that a French TV team had actually filmed Indian ammunition which arrived at the "new headquarters of East Bengal liberation army near Meherpur. Members of this TV team also secretly filmed Bengali troops at Indian camp just 100 yards from the frontier".

When it became clear that all pockets of insurgency had been eliminated in East Pakistan, the Indian Army began preparing the rebels for launching a 'counter attack'. This was reported by AFP correspondent Brian May who said in a dispatch on 21 April that the soldiers of the 'liberation army at Batai were loading arms and ammunition under the supervision of the Indian officers "who stopped me from going near, but I saw at least a dozen machine guns lined up. The demoralized insurgents who sought refuge in Indian territory were examining their armament with great joy. The Indian Officers refused to give any information but it is clear that the Indian Army is giving all aid to the insurgents for launching a counter attack."

A week later, on 27 April, the British daily Scotsman quoted an Associated Press Correspondent as reporting that during his visit to the border he "encountered a truck loaded with at least 50,000 rifles, together with light and heavy machine guns". The correspondent also reported that an Indian agent traveling with the truck told him that the load formed part of a secret consignment of rifles, grenades, and ammunition supplied by India to aid the rebels in East Pakistan, and that an Indian Army Major was instructing the rebels in the use of these weapons supplied by India. About the same time, AFP confirmed in a New Delhi dispatch of 28 April that" 10,000 ex-servicemen are being organized to fight in East Pakistan",

Bangladesh Government in Calcutta

Foreign correspondents reporting from India also gave a lie to the Indian propaganda about the installation of the so-called Provisional Government of Bangladesh somewhere in East Pakistan. In a dispatch from Calcutta published by the *Guardian*, London, on 14 April 1971, its correspondent Martin Woollcott described as 'fiction'. Indian Press reports that the members of the Provisional Government were some where in Bangladesh', and confirmed that all of them were in Calcutta where they had been housed in the State Guest House. The correspondent said that the Indians had helped these people in "stage-managing" what he called "the proclamation of independence last Friday by providing chairs and other furniture, and also the Indian troops in civilian clothes to police the ceremony."

On 15 April 1971, *The Times*, London reported that "The days of the Republic of Bangladesh in the form it has existed for the last three weeks are numbered. The rebel Government of which Mr. Tajuddin Ahmed is named as Prime Minister supposedly has its headquarters at Chuadanga in Kushtia district close to Indian border. There is no evidence however, that any members of the new Government are actually in Chuadanga". The very next day, on 16 April, Columbia Broadcasting Corporation of New York

confirmed that "The rebel resistance in East Pakistan is almost over and the leaders of the Provisional Government were now in India".

Two days later, on 18 April 1971, the *New York Times* carried an Associated Press dispatch from Indian town of Baidya Nath Tala which said that "the Indian authorities played a major part in the ceremony of the formal proclamation of Bangladesh, half a mile from the Indian border and on 20 April the French daily *Le Monde*, Paris testified that "The Provisional Government of Bangladesh was proclaimed under a mango tree one mile from the Indian border, but this was done for the benefit of the foreign press to emphasize that it existed on East Pakistan's territory, although the Government was formed in Calcutta".

Recruitment and Training Camps for Insurgents

India is also continuing its game of recruiting and training insurgents for creating trouble in East Pakistan. This was reported on 18 June 1971 by the correspondent of *The Times*, London, who visited one of the recruiting centres. He said that the officer in charge claimed all the training centers of the so-called "Bangladesh" army were located "somewhere in Bangladesh", but when the correspondent wanted to know the exact location of these camps inside East Pakistan he was brushed off with the reply "It is a military secret". The correspondent added: "There were probably about 100 such sites in Indian West Bengal". The correspondent also reported that the recruiting office was set up in a premise which "outwardly was supposed to be an office for the registration of refugees", and added, "people who were brought in for recruitment were also warned that once they had joined the Mukti Fouj' (liberation army), they could not leave. If they tried to defect, they would be shot".

Earlier, the *Gurdian*, London had carried a despatch from its correspondent confirming that the Indians were openly sheltering "groups of armed insurgents consisting of deserters of East Pakistan Rifles, militiamen and irregulars who crossed over the borders in recent days". The correspondent said he saw at one border-crossing point "armed riflemen in a tented camp around the Indian Border Security Forces' position".

On 14 May, the *Nigerian Tribune*, Lagos said that "India had set up six "relief posts' along the East Pakistan-India borders where Indian infiltrators and ammunitions were being passed into East Pakistan to be used against the Pakistan Armed forces. I-Jia then began to mount publicity campaign to give the disturbances in Pakistan an international outlook".

India Poised for Armed Conflict

On 20 May, *The Times*, London published despatch from its correspondent Mr. Peter Hazelhurst, reporting substantial Indian troop movements along the Pakistan border. "Most of the troops have been billeted at the large Army centre at Barrackpore, 15 miles north of Calcutta, and about 30 miles from the border ", said the correspondent and added: "There are also signs that a large detachment of Indian Army troops have been stationed in Agartala, on the eastern border of East Pakistan".

Four days later, on 24 May, *The Times* correspondent confirmed in a despatch from Calcutta that "A full battery of anti-aircraft was moved on to the eastern perimeter of the airport yesterday morning. The gunners were soon aligning their radar sets and setting guns in an easterly direction. This would indicate that the Indian Government is preparing itself for something more than a limiied border conflict". The correspondent further reported that "At least three regiment- from northern India, the Punjab Regiment, the Rajputs, and the Maratha Light Infantry, are in the vanguard on the Jessore front. Recoilless anti-tank guns, mounted on jeeps have moved up to within 50 yards of the border, and Sikhs and Rajputs were seen within hundred yards of the frontier constructing fortifications dugouts along the disused railway line connecting India and East Bengal".

Violation of Pakistan's Borders

Having plotted armed subversion through secessionist elements in East Pakistan and failed, India is now poised for resorting to a military solution. As early as May 1971, foreign press correspondents started reporting violation by India of the five-mile border zone. "It seems as if the situation on the border is moving ineluctably towards a confrontation", reported the London Tinies on 2 May 1971. Reports have since been received that India has actually violated Pakistan's border at several points during the last few weeks, the latest incident being on 19 June 1971, when Indian soldiers trespassed into SyIhet district of East Pakistan. A Pakistan patrol party, while on a normal patrolling mission encountered the Indian soldiers in green uniform in the Lathitilla area. Simultaneously, the Pakistani patrol party was subjected to intense mortar fire from across this border in support of the Indian soldiers.

The same day (19 June) an Indian Border Security Force patrol also intruded into Pakistan territory in Manikpur area, in Jessore district and opened fire. When the Pakistan troops returned the fire, Indians withdrew hurriedly across the border.

The Indians have also been continuing unprovoked firing into East Pakistan from across the border. On June 19, they fired three-inch mortar shells on the Pakistani border outpost at Baikari, in Khulna, district. Similarly Pakistan's border outposts at Katlamari and Jaipur, in Sylhet district were subjected to light machine-gun and small arms fire, the same day. Earlier, on June 18, the Pakistani border outpost at Benapole, in Jessore district was shelled by the Indians with heavy mortars.

Pakistan has drawn the attention of the Big Powers to India's growing military involvement in East Pakistan which is posing a grave threat to peace in the subcontinent. This followed the intensification of Indian military actions against East Pakistan in recent weeks. Almost every day, Indian guns and small arms have been firing across the border and Indian forces have been infiltrating into Pakistan territory. What is more, Indian leaders and the ruling Congress have now openly started advocating the use of force in support of "Bangladesh".

Pakistan has, of course, been sending protest notes to India and two were lodged on 21 and 22 June, 1971 listing the following incidents:

(i) On June 16, Indian armed personnel machine-gunned and shelled with 3-inch

mortars, Pakistani areas (QT 7542) and (QT 7642) near Benapole in district Jessore without any provocation.

(ii) On June 17, Indian BSF personnel unlawfully trespassed into Pakistan territory and killed two civilians of village Phudimari (RF 6898) in district Mymensingh.

(iii) On June 17, BOP Kamalpur (QE 8512) in district Mymensingh was subjected to unprovoked firing by small arms and mortars from 0530 hours to 0600 hours and again from 1140 hours to 1200 hours. Due to this incident 2 persons were killed and four wounded.

(iv) On June 17, a Pakistan patrol party was fired upon near Benapole in district Jessore.

(v) On the night between the 17th and 18th June BOP Kamalpur (QE 8512) in Mymensingh district was once again subjected to unprovoked heavy mortar shelling and small arms fire by the Indian army.

(vi) On June 18, (RR 3499) in Comilla district was fired upon by mortars and small arms fire by the Indian armed personnel. As a result of this incident four persons received serious wounds.

(vii) On June 18, Saldanadi area (RM 2818) in district Comilla, Benapole and Maslia area (QT 8665) in district Jessore and Chatalpur area (RH 1703) in Sylhet district, East Pakistan, were subjected, to shelling by field artillery, mortars and small arms fire by the Indian army without any provocation.

(viii) On June 18, Indian armed personnel also fired 100 rounds of 3-inch mortars on BOP Kishoriganj (QD 3158) in Dinajpur district. India has, however, paid no heed and has gone on with its blatant intervention in Pakistan's internal affairs and territory.

India’s Real Aim’

What is India's real aim? On 2 April 1971, an Indian paper Free Press Journal said "Our (India's) actions must be consciously and intelligently directed to weakening Pakistan", adding that: "A Grateful East Bengal might also be willing permanently to recognise Indian sovereignty over Kashmir". Two days earlier, on 30 March 1971, the Bombay daily Indian Express had openly advocated India's armed interfernce in East Pakistan in these words: "It is a truly historic moment, and the time to act is now". And on 7 April 1971, the Director of the Indian Institute for Defence Studies, Mr. Subramaniam, in a reference to the India-backed armed rebellion in East Pakistan, had said that" *What India must realise is the ,fact that the breakup of Pakistan is in our interest and we have an opportunity he like of which will never come again".*

In a recent article published in the Indian daily Motherland on 15 June 1971, another Indian commentator, Subramaniam Swamy, argued that "the territorial integrity of Pakistan is none of our business. That is Pakistan's worry. All we should concern ourselves with is two questions: Is the break-up of Pakistan in our long term national

interest? If so, can we do something about it ?" And the commentator concluded that "the break-up of Pakistan is not only in our external security interests but also in our internal security interests. India should emerge as a super-power internationally and we have to nationally integrate our citizens for this role. *For this the dismemberment of Pakistan is an essential pre-condition "*.

Produced by Pakistan Publications

P.O. Box 183, Karachi, June, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৬। শরণার্থী সমস্যার পাকিস্তানী ব্যাখ্যা	প্রচার পুস্তিকা-পকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন	জুন,১৯৭১

FEDERAL INTERVENTION

IN PAKISTAN

THE REFUGEE PROBLEN

-Background report V

INTRODUCTION

India is threatening war with Pakistan. She is indulging in cynical exploitation of the refugee problem to impose on Pakistan a political settlement of her choice. She is dissuading and deterring the refugees from returning in order to claim a part of East Pakistan's territory on the pretext that it is required for resettling them as they will not return to East Pakistan unless a government under the secessionist leader; Sheikh Mujibur Rahman, is formed in that province. India is also threatening the international community with the consequences of not associating themselves her in making the above demand on President Yahya Khan.

Pakistan does not want war. President Yahya Khan has made several appeals to welcome the refugees back to Pakistan. His Government is making sincere efforts to rehabilitate them when they return, in cooperation with the U.N. Secretary - General and all the U.N. agencies, such as UNICEF, U.N, Refugee Organization, F.A.O., and so forth. President Yahya Khan is also working for an early political settlement of the problem in East Pakistan and announced once more on June 28 that he is preparing to transfer power to the elected representatives of the people within three or four months, or even sooner if the Commission appointed to frame an interim constitution completes its task.

The world community has an obligation to restrain India and to prevent the outbreak of war which, as the British Foreign Secretary recently said, may convert "a tragedy into a catastrophe."

I

REFUGEES: WHAT PAKISTAN HAS DONE

The Government of Pakistan is making intensive efforts to encourage the return of Pakistan citizens who left their country due to disturbed conditions. The Government has taken the following important steps in this direction:

- On May 21, the President of Pakistan appealed to all bonafide citizens to return to their homes.

-On May 24, the President renewed this appeal and offered to grant amnesty to those who were genuinely misled. He also held out an assurance that all returning refugees will be provided with relief, rehabilitation and full protection.

-On June 1, the establishment of 20 relief and rehabilitation centers on main routes from India was announced. These relief camps are providing aid and rehabilitation facilities to all purpose who are returning and full protection.

-On June 10, a general amnesty was declared by the Governor of East Pakistan who said that the amnesty was extended to all classes of people-students, laborers, businessmen, industrialists, civil servants, members of the armed forces and other law enforcement agencies, such as the police, who had defected, as well as political leaders and political workers.

-The United Nations High Commissioner for Refugees Prince Sadruddin Aga Khan, and a Special Representative of the U.N. Secretary General, Mr. Ismat Kitani, both visited Pakistan and were assured the fullest cooperation of the Government of Pakistan to organize the return and resettlement of the refugees.

-A representative of the U.N. Secretary General has reached East Pakistan and is operating from Dacca to coordinate the international relief effort in East Pakistan.

-On June 19, the President of Pakistan issued a fresh appeal, recalling his earlier appeals of May 21 and May 24, and specially asked members of the minority communities (Hindus) who had left to return to their homes and property. He assured them that they would be given full protection and every facility as they were equal citizens of Pakistan and there was no question of any discriminatory treatment based on race or religion. He appealed to members of the minority not to be misled by mischievous propaganda being conducted from outside Pakistan.

-On June 28, the President of Pakistan announced his plan to restore a civilian government under a new constitution within four months. The President indicated that the federal constitution will guarantee maximum provincial autonomy consistent with the national and territorial integrity of Pakistan as laid down in the Legal Frame Work Order under which the elections were held.

II.

INDIA EXPLOITS THE ISSUE

While Pakistan is making sincere efforts to welcome the refugees back and is fully cooperating with the representative of the U.N. Secretary General and the U.N. High Commissioner for Refugees, India is issuing repeated threats of war and is indulging in cynical exploitation of the refugee problem in an attempt to impose a political settlement of her own choice. She is even raising obstacles to prevent the return of the refugees, thus using these unfortunate human beings as pawns in her game of power politics.

According to a Reuters report from New Delhi on June 16, Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, was reported to have said in the Parliament that "India was concerned

with more than just the lives and welfare of the refugees." She dismissed any suggestion that President Yahya Khan could figure in an eventual East Pakistan settlement. Any political 'settlement must be arrived at with those people who are today being suppressed." she said, India would not acquiesce in a settlement that would mean the death of "Bangladesh" and the ending of democracy and of the people who are fighting for their rights.

The Prime Minister also said "we are not going to let the international community get away without bearing consequences of what is happening in "Bangladesh," whether they help in finding a settlement of the problem or not they will suffer from the consequences of event." She further said "we have no intention of allowing the refugees to settle down in India nor to let them go back to Bangladesh to be butchered."

On the same date, June 16, the U.N. High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin, who visited several refugee camps, told reporters that he found an improvement in the situation in East Pakistan and that he did not see %~-hy the refugees should not return.

While the U.N. High Commissioner for Refugees said he satisfied that the refugees in India could now return to East Pakistan, the Indian Prime Minister asserted that she would not allow the refugees to return till a political settlement of her choice was imposed in East Pakistan. She proclaimed that she would "not accept any settlement which means the death of "Bangladesh" and threatened the international community with "consequences." It is not understood under what rules of international law or practice the Prime Minister of India claims any such right.

India's Foreign Minister Sardar Swaran Singh declared at the National Press Club in Washington on June 17, "the basic problem is a political one," thus clarifying Mrs. Gandhi's remark that" India was concerned with more than just the lives and welfare of the refugees." He said that the six million refugees "do not trust the Pakistan Government's declaration of amnesty," and revealed the plan that" an area in Pakistan may have to be set aside for these temporary camps to be administered by refugees themselves under international supervision." Mr. Singh also advocated that the international community should suspend all aid to Pakistan and press for a political settlement with Sheikh Mujibur Rahman and warned that "we cannot sit idly by."

What India could not achieve through subversion she now wants to achieve through international pressure by threatening war.

The Indian leaders were disappointed, no doubt, at the failure of the secessionist revolt in East Pakistan to which they had given their full support including arms, ammunition and sending of infiltrators and saboteurs. After the collapse of the rebellion they helped the secessionists to set up the so called" Government of Bangladesh" in their Calcutta guest house on April 20, thus creating the fiction of a government without territory. Now they are engaged in trying to secure some territory for that so-called *government.*

A beginning has been made by giving military training to secessionist gueril las, provoking border incidents and imposing restriction on Pakistani diplomats in India. These measures have raised tension between the two countries. Next, stories are being circulated of impending guerilla warfare and fabricated charges of brutalities. No wonder that a sense of insecurity has been created among innocent people of the border districts. Thus began the exodus from East Pakistan.

India magnifies the problem to claim territory

It is interesting that on May 15, when it was announced that India had sent a protest note to Pakistan on the question of refugees, an Indian spokesman was reported by Reuters News Agency to have said in Calcutta that between *five to six million* would soon have crossed into India from Pakistan.

The Reuters News Agency report from both Calcutta and New Delhi quoted "informed sources as having said that the note might be a first step towards a claim by India that Pakistan should cede some territory to house he refugees." In other words, when India raised the refugee issue, they set the target of six million refugees to provide a pretext for claiming a slice of Pakistani territory to settle the projected "six million" refugees. By June 16, the official figure was raised to the projected six million, irrespective of the facts or reality.

According to the Reuters News Agency reports during the 12-day period preceding June 16, the flow of refugees was reduced to "a little more than a trickle," but the Indian figures were constantly mounting. On May 18, the figure given by the Indian Prime Minister *was over one million*. On May 24, he raised the figure to 3.5 million, but the daily inflow was stated to be 60,000 a day. It is difficult to understand how it could increase from one million to 3.5 million between May 18 and May 24 at the rate of 60,000 per day. On June 7, the Indian figure was raised to 4.7 million. On June 11, it was 5.5 million and on June 16 it reached the target of 6 million set on May 15.

On June 17. Sardar Swaran Singh publicly declared in Washington that "an area in Pakistan may have to be set aside for the refugee camps." The reason for wanting this Pakistani territory was disclosed by him in a statement before Parliament on May 25, when he said that the "government would not hesitate to recognize "Bangladesh," and that certain factors had to be taken into consideration, such as the "extent of territory controlled."

A press report from New Delhi by Mr. Daniel Peiris, published in the *Christian Science Monitor* on May 28, said that India was considering the following three courses of action:

"1. To recognise the Bangladesh provisional government in East Pakistan and send in trained refugee guerillas.

"2. To order the Indian Army to wage a 'limited war' to clear a 50-mile deep strip in East Bengal for the 3,500,000 refugees who have streamed into India.

"3. To give all-out military support to Bangladesh and help the provisional government to clear out the Pakistani army from the whole of East Bengal."

There are several other reports from different sources which confirm that India is pursuing all these courses of action in one form or another. She is giving military training to dissident elements now in India. She is staking a claim to a part of Pakistani territory, and she is repeatedly threatening war.

During the last few days fresh reports of Indian armed infiltration and repeated border firing have been received which give an indication that India is trying to provoke a limited or a total war in accordance with the threats being made by the Indian Prime Minister from time to time.

CONCLUSION

Pakistan does not want war.

On May 24, when asked by a correspondent whether after the threats of Mrs. Gandhi there was any possibility of war between India and Pakistan, the President of Pakistan replied: "I am not threatening her, I have not held out any threats; we have been telling them that war is not an answer and it does not solve anything. We have repeatedly told the world community that we do not want to fight a war with India."

Pakistan is working for a political settlement.

The President of Pakistan remains committed to his promise of transferring power to the elected representatives of the people. Even on March 25 when he ordered the armed forces to take action against secessionist elements, he gave a categorical assurance to the above effect. On May 24, he renewed his pledge that power will be transferred to the elected representatives of the people. The press has been reporting that the President has been holding consultations with East Pakistan leaders and that several members elected on the ticket of the defunct Awami League have disassociated themselves from the policy of the extremist and the secessionist sections of the League and are cooperating with the martial law administration in East Pakistan for the restoration of a constitutional government to the province.

India threatens war to prevent a political settlement.

The President made a major announcement on June 28 about his plans for transferring power to the elected representatives of the people. India is, therefore, disturbed and is trying to create obstacles to frustrate the President's plan. She has already rejected the President's June 28 promise and is preventing the return of refugees with a view to keeping their dream of a client state of "Bangladesh" alive. She is playing a cynical political game in total disregard of humanitarian considerations, which can only prolong the agony of the refugees and bring untold suffering to them.

The obligation of the world community.

To restrain India from its Adventist policy of interfering in the internal affairs of Pakistan and thus to prevent the outbreak of war, which, as the British Foreign Secretary has said, may convert what is now "a tragedy into a catastrophe."

APPENDIX

REFUGEE FIGURES GIVEN BY INDIA

April 26, 1971-Reuters/Calcutta

According to the State Commissioner for Refugees Mr. B.B. Mondal, 523,000 refugees had crossed into India

May 15,1971-Reuters/New Delhi

India today accused Pakistan of deliberately forcing two million Pakistanis to flee to India and said the solution could lead to a threat to peace in South Asia, A diplomatic note to that effect was reported to, have been given to Pakistan. The same report later says "informed sources said this might be a first step to a claim by India that Pakistan should cede some territory to house the refugees."

May 15, 1971-Reuters/Calcutta-report by Fred Bridgland

An Indian spokesman said here today that between five to six million would soon have crossed into India from Pakistan. This report also referred to an Indian note to Pakistan and quoted informed sources as having said "the note might be a first step towards a claim by India that Pakistan should cede some territory to house the refugees."

May 18, 1971-Reuters/Washington-(advance for release at 8:30 p.m.)

The Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today accused Pakistan of jeopardizing peace by its handling of the situation in East Pakistan. Mrs. Gandhi added, "we already have over a million refugees." She was also reported to have said that" India was fully prepared to fight."

May 21, 1971

The President of Pakistan made an appeal to all bonafide citizens to return to Pakistan.

May 24,1971-Reuters/New Delhi-report by **Gerald Ratzin**

Mrs. Indira Gandhi was quoted as having said "3.5 million people had fled from East Pakistan into India in the last two months and that 60,000 a day were still coming. She was also quoted as having said that a political solution must be brought about by those who have the power to do so, and added that the great powers have a special responsibility"...

"If the rest of the world did not act to ensure the return of the refugees in conditions of guaranteed safety, India would have to take measures to ensure its security and preservation and development of social and economic life," she said.

NOTE: The refugee figure by Mrs. Gandhi on May 18 was over one million and on May 24 it was 3.5 million, while the daily rate of inflow was given at 60,000.

May 25,1971-Reuters/New Delhi

Indian Foreign Minister Sardar Swaran Singh was quoted as having "assured Parliament that the government would not hesitate to recognise `Bangladesh', if it felt it was in the national interest." But he was reported to have warned that "certain factors had to be taken into consideration, such as the extent of territory controlled by East Pakistanis as well as India's relations with West Pakistan."

May 25,1971-Reuters/New Delhi

"Prime Minister Indira Gandhi today called on the great powers to intervene in East Pakistan as her Foreign Minister said Indian border troops are pushing back Pakistani soldiers whenever they cross the frontier"

June 7,1971-Reuters/New Delhi

Health Minister Umashankar Dixit today told the Lok Sabha , the Lower House of Parliament, that by Friday, June 4, 738,054 refugees had crossed from East Pakistan

June 11, 1971-Reuters/New Delhi-report by Ram Suresh

The Central Government announced that the influx of refugees from East Pakistan since March 25 had topped 5.5 million and that even this figur4 %~ as outdated.

June 16,1971-Reuters/New Delhi

"A bitter dispute loomed today over the repatriation of nearly six million East Pakistani refugees after Indian Prime Minister Indira Gandhi and top U.N. officials gave contrasting assessment of the conditions in East Pakistan."

June 16, 1971-Boyra Bazar: On the Indo-Pakistan border

A fresh wave of refugees is pouring into India from the Jessore district of East Pakistan "ending a twelve day Period in which the flow was reduced to a little more than a trickle".

NOTE: It is interesting that, according to Reuters News Agency, during the twelve day period proceeding June 16 the flow of refugees was reduced to a little more than a trickle. But, the Indian figures were consistently mounting. On May 18, the figure given by the Indian Prime Minister was over a million, on May 24 3.5 million; on June 7 it was 4.7 million; on June 11, 5.5 million; on June 16, 6 million which was the figure given by the Indian Prime Minister at Delhi and the Indian Foreign Minister during his speech to the National Press Club in Washington on June 17, 1971.

Can Pakistan be blamed for saying that figures given by India are highly exaggerated?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৭। পুর্ব পাকিস্তানের সংকটের উপর কিছু প্রশ্ন ও পাকিস্তান সরকারের জবাব	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুন, ১৯৭১

EAST PAKISTAN CRISIS:

ANSWERS TO QUESTIONS

[Recent developments in East Pakistan have been the subject of a number of questions put by various newspaper correspondents at home and abroad. These questions have been answered by spokesmen of the Pakistan Government. The more important of these questions and answers are summarised here.]

Question 1: Why was the National Assembly not called into session immediately after the completion of the general elections on January 17, 1971?

Sheikh Mujibur Rahman had publicly complained that the date (March 3) had been fixed to suit the convenience of West Pakistani parties and he, as the leader of the majority party, had not even been consulted about it.

Answer: On the eve of the elections, the President in his address to the nation (3rd December, 1970) had suggested to the leaders of all the political parties that it would be useful for them to exchange views with one another and arrived at a consensus on the main provisions of the future constitution. Since these exchanges were of great significance for constitution making, enough time had to be allowed for this. It was in this context that the 3rd of March was fixed as the date for the National Assembly meeting

Q.2: Why was it necessary to postpone the National Assembly session scheduled for March 3? Is it true that Mr. Bhutto's threat to boycott the National Assembly session had something to do with it?

Answer: To save it from disintegration because the two major parties emerging victorious in the elections were not all-Pakistan parties and both had taken irreconcilable position on vital constitutional issues. The Awami League members had taken a vow publicly that they would not budge an inch from the Six Points while the People's Party insisted that they would not go to the Assembly merely to ditto a decision without even a chance of being heard.

The decision to postpone the National Assembly session became inevitable from the practical point of view. In the absence of a prior understanding between the parties and with so many representatives of the people of West Pakistan keeping away from the House, if the inaugural session was held on March 3, as scheduled, the Assembly itself could have disintegrated and the entire effort made for the smooth transfer of power wasted. It was imperative to give more time for passions to cool down and let political leaders arrive at a reasonable understanding on the issues of constitution making.

Q. 3: Why was an understanding outside the National Assembly considered necessary for convening the National Assembly which had been brought into being specifically for the purpose of framing a constitution?

Answer: Because in the absence of such an understanding, the holding of the Assembly session would have become an exercise in futility a stalemate inside the House would have led to the dissolution of the Assembly itself.

Q. 4: The Chairman of the People's Party, Mr. Bhutto had confronted the Government with two alternatives-(1) postpone the National Assembly session or (2) relax the 120-day deadline for completing the constitution. Why was the first alternative chosen and not the second?

Answer: The problem before the Government was not to satisfy one political leader or another but to help create a congenial atmosphere for the framing of a constitution. Expansion in time limit in the absence of some prior understanding would have prolonged the feuding inside the House and not produced a constitution.

Q. 5: The Awami League fought the elections on the basis of the Six Points. If these points posed a threat to the integration of Pakistan, why was the A%~ami League not barred from contesting elections on the basis of the Six Points?

Answer: The Six Points, as originally claimed, were no more than a mechanism for providing the largest possible measure of autonomy to East Pakistan within the framework of a single country. Furthermore, throughout the electioneering campaign which lasted nearly a year, the Awami League leadership took pains to emphasize that their Six points were not the "word of God", that "they were open to negotiations" and that it was "mischievous" on the part of critics event to suggest that Six Point visualised anything outside the framework of Pakistan. This remained the Awami League's position right up to the polls. And accordingly it evoked statements from the West Pakistani leaders expressing their readiness to work out a formula to accommodate Sheikh Mujibur Rahman, both to evolve a constitution under the Legal Framework Order and to set up a Government.

The Legal Framework Order under which the Awami League and other political parties fought the elections clearly and unequivocally provide that the unity solidarity and integrity of Pakistan were to be built into a constitutional arrangement.

Q. 6: Mujib's Six Points were meant to end economic exploitation; if so, how would the Government remove it ?

Answer: The region called East Pakistan, had served for centuries as hinterland to Calcutta and was exploited both by the British Colonialists and the Calcutta Marwari businessmen. The backwardness of two centuries could not be undone in two decades. Even then East Pakistan, which at Independence did not have even a pucca jute baling press, now has the world's largest jute industry. Pakistan's first steel mill and the country's largest fertilizer factory and a lot more is on the way. Elaborate plans are under way to accelerate the economic development of East Pakistan

Q. 7: If the Six Points did not violate the LFO then why was the Awami League's legal right not conceded to see the Six Points through in the Constitution, by virtue of its absolute majority in the National Assembly.

Answer: A constitution is the product of consensus. It is not an ordinary bill what can be rammed through by a simple majority representing just one region of the country. The President showed his gesture of goodwill and confidence by changing parity to oneman-one-vote; in return he expected that the regional majority will be rationally used to work out a constitution acceptable to all parts of the country.

But unfortunately that stage was never reached. Inspite of its majority in the National Assembly to Awami League refused to come to it, unless power was first transferred to it whereas the commitment to the nation was that a constitution will be framed first to determine the pattern of transfer of power and then the actual transfer of power will take place.

Q. 8: It is believed in certain quarters that the President's efforts for a settlement with Sheikh, Mujibur Rahman were designed as a ruse to gain time for the transportation of men and material from West Pakistan for deployment in East Pakistan for the eventual takeover of the Province by the Army. How far is this belief justified?

Answer: The belief is completely unjustified unless one regards the first ever general elections in the country as an elaborate ruse lasting more than a year; unless one regards the replacement of parity by one-man-one vote a ruse too; and speed-up in the recruitment of East Pakistan in the Army as yet another ruse.

Q. 9: The President in his broadcast of 26th March said that his talks with Sheikh Mujibur Rahman showed some progress and that he (President)' in his anxiety for a peaceful transfer of power was prepared to agree in principle, despite some serious flaws in it, to Sheikh Mujib's proposal for lifting the Martial Law through a proclamation provided all other political parties agreed to it. How could the proposal to which the President agreed in principle be termed as aiming at disintegration?

Answer: There was no talk of a confederation in the early stages. Nor was there any talk of two formal "constitution at conventions".

Despite some serious flaws in the scheme in its legal as well as other aspects, the President was prepared to agree in principle to this plan in the interest of peaceful transfer of power but on one condition. The condition clearly explained to Sheikh Mujibur Rahman, was that the President must have prior and unequivocal agreement of all the political parties.

Accordingly the proposal was discussed with other political 1P-ders. They were unanimous in their view that the proposed proclamation by the President would have no legal sanction. It would neither have the cover of Martial Law nor could it claim to be based on the will of the people. Thus a vacuum would be created and chaotic condition

will ensue. They also thought that the splitting of the National Assembly into two parts through a proclamation would encourage divisive tendencies which might exist. They, therefore, expressed the opinion that if the intention was to lift Martial Law and transfer to the elected representatives in the interim period, the National Assembly should meet, pass an appropriate interim constitution bill and present it for the President's assent.

The President agreed with their view entirely and asked them to tell Sheikh Mujibur Rahman to take a reasonable attitude on that issue. He also told the leaders to explain their views to him that a scheme whereby on the one hand, you extinguish all sources of power, namely, Martial Law and on the other fail to replace it by the will of the people expressed through an appropriate session of the National Assembly, would merely result in chaos. They agreed to meet the Slriekh, explain the position to him and try to obtain r, his agreement to the interim arrangements for transfer of power to emanate from, the National Assembly.

The political leaders were also very much perturbed over Sheikh Mujibur Rahman's idea of dividing the National Assembly into two part right from the start. Such a move, they felt, would be totally against the interest of Pakistan's integrity.

The Chairman of the PakisL-an People's Party during his meeting with the President and Sheikh Mujibur Rahman also expressed similar views to the Sheikh. On the evening of 23rd March, the political leaders who had gone to take to the Sheikh on this subject called on the President and informed him that he (Sheikh) was not agreeable to any changes in the scheme. All he wanted was for the President to make a proclamation withdrawing Martial Law and transferring power to him.

Q. 10: Is it true that agreement was reached between. the President and Sheikh Mujibur Rahrnan on the following four points:

(i) Lifting of Martial Law and transfer of power to a civilian Government by a Presidential proclamation.

(ii) Transfer of power in the provinces to majority parties.

(iii) The President to remain as President and in control of the Central Government.

(iv) Separate sittings of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to joint session of the House to finalize the Constitution.

Answer: The basic point is transfer of power and there has beer. agreement on this from the Government side ever since the President announced his decision to do so. There was thus no question of reaching any fresh agreement with the President: his agreement to transfer power was there when he ordered the elections. What was required was agreement among the parties on the future scheme of things both at the Centre and in the Provinces. There is no validity to a Proclamation that neither has the umbrella of Martial Law nor the endorsement of the National Assembly. Either you have to have Martial Law or a Constitution-full-fledged or interim power must flow from either of them.

Q. 11: Is it true that the proposal for separate sittings of the National Assembly was made by the President to accommodate the Chairman, Pakistan People's Party, Mr. Z. A. Bhutto? The latter is reported to have said that while the Six-points provided a viable blueprint to regulate relations between East Pakistan and the Centre, its application would raise serious difficulties in the Wes' Wing. For this reason West Wing MNAs must be permitted to get together to work out a new pattern of relationships in the context of a Six-point Constitution and the dissolution of One Unit.

Answer: The President did not make such a proposal.

Q. 12: Is it true that, once the basic agreement had been reached, "it was again jointly agreed that the distribution of power should, as far the as possible, be approximate to the final Constitution approved by National Assembly which, it was expected, would be based on Six Points".

Answer: Any distribution of powers worked out mutually by the Parties was acceptable to the President, subject only to the LFO, to which the Parties too were committed.

Q. 13: Is it correct to say that "at no stage was there any indication by the President or his team that they had a final position which could not be abandoned"?

Answer: The only final position the President would or could not abandon was the integrity of the State.

Q. 14: Is it correct to say that the President and his team had agreed that power could be transferred by presidential proclamation in line with the Indian Independence Act of 1947?"

Answer: The President was willing to transfer power by an Act of the National Assembly. The Indian Independence Act of 1947 was not a proclamation but an Act of Parliament.

Q. 15: Is it correct to say that the question of legal cover for the transfer of power was subsequently raised by Mr. Bhutto and endorsed by the President and was "merely another belated fabrication" having earlier never been the subject of contention between the President and Sheikh Mujib?

Answer: The need for a legal cover was always there.

Q. 16: It is alleged that the talks were arbitrarily broken off when there was nothing to prevent the holding of a final drafting session to finalise the interim Constitution. Is this correct? If not, what are the actual facts.

Answer: There was nothing to prevent the holding of the final session save the intransigence of the Awami League leaders who, as reported to the President by other party leaders, refused even to negotiate, not to speak of compromise on the rigid posture they had adopted.

Q. 17: The Awami Leaguers said that it was not indicated to them that a meeting of the National Assembly was essential to transfer power. Is this the factual position? It is claimed that this had not been communicated to the Awami League, and that they "would not have broken the talks on such a minor legal technicality".

Answer: They were fully aware of the position but they were not willing to go to the National Assembly until their conditions were fulfilled. Fulfilling the demands would have created a vacuum and this was not acceptable either to the President or to the other party leaders.

Q. 18: Sheikh Mujibur Rahman had categorically refuted the charge that he was seeking secession. "How could a majority seek secession"? he had asked. The President himself had been calling him to assume Prime Ministership of the country as the leader of the majority party in the Assembly. How could, then, he be dubbed as a secessionist and a traitor all of a sudden?

Answer: The majority can not seek secession: in fact it does not. But a coterie can and it did try. The Awami League leadership won the elections on the mandate of autonomy within a united Pakistan and as a logical corollary he was described as the future Prime Minister of Pakistan. But Sheikh Mujibur Rahman refused to play an all Pakistan role, he refused even to visit West Pakistan. Further, he declined to form a Government in the Centre during the interim period, and suggested that President should run the Central Government through advisers. He preferred, instead, to become the satellite of a foreign country. Pakistan's enemy No.1, to return the compliment. Anyone seeking armed assistance from such a neighbour, anyone instigating mutiny within his own country's armed forces, anyone setting up a parallel Government, cannot but be dubbed as a secessionist.

(On 24th March his chief spokesman Tajuddin went so far as to issue an ultimatum that the situation would worsen if there was any delay in the announcement of the decision. Sheikh Mujibur Rahman called for a strike on 27th and called upon the people to remain prepared for the supreme sacrifice if we have to did again for our rights, this will be the last time.")

Q. 19: Why was immediate action not taken against Sheikh Mujibur Rahman's mischievous act of defying the authority for over three weeks? Didn't his unchallenged defacto rule over the Province erode people's faith in lawful authority?

Answer: The Government could have taken action against Sheikh Mujibur Rahman and his collaborators straight away but the utmost care was taken to handle the situation in such a manner as not to jeopardize plans for the transfer of power. It was because of this that the Government kept on tolerating one illegal act after another while every possible avenue for arriving at some reasonable solution was being explored.

Q. 20: If the Government were so keen to transfer power that even defiance of authority was tolerated, what, then, caused the final break between the Government and the Awami League?

Answer: Not content with his own Six Points, Sheikh Mujibur Rahman added another four including the demand for the immediate lifting of Marital Law and the immediate transfer of power through a Presidential proclamation. Reversing his original stand that the transfer of power could only take place through the National Assembly, he now declared that he would not even go to the National Assembly until power had been transferred-and this was in spite of the fact that he enjoyed an absolute majority in the National Assembly, on the basis of universal adult franchise and one-man-one-vote.

Understandably, other political parties insisted that transfer of power emanates from the National Assembly which should meet, pass an interim constitution, and present it to the President for assent. They maintained that the proposed proclamation would have no legal sanction; it would neither have the cover of Martial Law nor would it be based on the will of the people, a vacuum would be created and chaos would follow.

The President flew to Dacca again, and in 10 days of negotiation attempts were made to hammer out a compromise to preserve democratic Processes and to facilitate the transfer of power. During the negotiations Sheikh Mujibur Rahman escalated his initial mandate for autonomy into a demand for confederation. This meant that after the issue of proposed proclamation extinguishing Martial Law and transferring power, the five provinces of Pakistan would be cut adrift and national sovereignty would be virtually extinct.

Sheikh Mujibur Rahman further demanded that the National Assembly must 'ab initio' sit in two committees: one composed of members from East Pakistan the other from West Pakistan. Later he developed this into a demand for two constitutional conventions drawing up separate constitutions.

Q. 21: "Inspite of the lack of any formal authority, Awami League volunteers in cooperation with the police maintained a level of law and order which was a considerable improvement on normal times," any comments?

Answer: Yes, save for murder, loot and arson, all was well.

Q. 22: "It now becomes clear that contingency plans for such a crisis had already begun well in advance of the crisis. Shortly before first of March, tanks which had been sent to Rangpur to defend the borders were brought back to Dacca". Is this a fact?

Answer: No, one may perhaps give greater credit to the thoroughness of Awami League planning then to that of the Government of Pakistan.

Q. 23: Why resort to force to solve a constitutional issue or meet a political demand?

Answer: The Government had to resort to force in East Pakistan because the Awami League's intention was by now unmistakably clear. The Awami League's hard core leadership had realized that neither the President nor the other political parties would agree to a constitutional "scuttling" of Pakistan, and these extremists, without the knowledge and approval of their rank and file had long been making secret preparations for the achievement of their goal by conspiracy originally uncovered by the Agartala Case was

now fully under way. Volunteers were under training in every district in the garb of "Sangram Parishads". Arms and ammunition from India had been, smuggled in and stocked at strategic points all over the Province including the Jagannath Hall of Dacca University. An idea of how well-planned and well organized the Awami League move was can be gathered from the mortar fire which came from Jagannath Hall on the night between 25th and 26th March and the appearance within 3-hours of innumerable barricades all over the city of Dacca on the same night.

What the Awami League failed to win by persuasion, it sought to grab through Nazi style tactics. A reign of terror was unleashed and unmentionable atrocities committee. The true dimensions of the killing directed and carried out by Fascist of the Awami League, are now becoming clear.

All evidence goes to show that the small hours of March 26 had been fixed as the zero hour for an armed uprising and the formal launching of the "Independent Republic of Bangladesh." The plan was to seize Dacca and Chittagong lying astride army's air and sea lifelines to West Pakistan. The army at that time consisted of a division of 16 battalions including 12 from West Pakistan, spread thinly over cantonments in the interior and deployed along the border with Indian Arrayed against them were infiltrators from India Are deserters from the East Pakistan Rifles, the East Bengal Regiment and other auxiliary force equipped with mortars, recoilless rifles and heavy and light machine guns, and according to subsequent evidence, liberal supplies from across the Indian border. The Awami Leagues' bid for secession was now under way. Having exhausted all avenues of peaceful transfer of power, the President called upon the Armed Forces to "do their duty and fully restore the authority of their Government."

Q. 24: Is it correct to say that by using force, the Government is trying to undo the verdict of people expressed in a free poll?

Answer: The people of East Pakistan had voted for autonomy within the framework of a single Pakistan. The Awami League's public statements of its leaders, all underline a commitment to a united Pakistan. The military action was forced upon the Government when it saw, much to its dismay that the Awami League extremists were bent upon flouting the verdict of the people in favour of provincial autonomy and seeking instead unilateral declaration of independence. The people had never voted for the break-up of the country.

Q. 25: Is it correct to say that as a result of force, the concept of a united Pakistan has been rent beyond repair. Isn't the military action in East Pakistan a conquest of the majority (living in East Pakistan) by a minority (living in West Pakistan) controlling the military machine?

Answer: No, this is not correct-nor is the assumption that the majority of the people of East Pakistan were behind the secessionists. If they were, no Army could have brought the situation under control in such a short time. This became possible only because the Armed Forces have the full support of the overwhelming majority of the people of East Pakistan

The Army went into action not against the people but against the enemy, both within and without, the secessionist and Indian infiltrators East Pakistan is as much a part of . Pakistan as any other part or region and it is the duty of the national army to defend every inch of it.

The patriotic people of East Pakistan who had been terrorized into most silence by the Nazi-style gangsterism of Awami League arc now asserting themselves. It is with their active cooperation that the Army has been able to eliminate infiltrators and anti-state elements.

Q.26: "The cold-blooded firing on unarmed demonstrators on March 2 and 3 had already led to over a thousand casualties." Is this a fact?

Answer: No, the Army did not fire on demonstrators but only on rowdy elements indulging in loot, arson and murder.

Q. 27. It is alleged that by the time the first Martial Law proclamations issued by Lt. General Tikka Khan were broadcast the next (26th) morning, many men, women and children had been butchered. What are the facts ?

Answer: The Army did no more than strike pre-emptive blows at separatist’s conspiracy for a break-away move scheduled for 3 o'clock that morning. The conspirators who offered armed resistance were not women and children but deserters from EPR and EBR as well armed and equipped as the rest of the army. They suffered casualties but the figures ha~ e been grossly exaggerated.

Q. 28: One of the Awami League leaders has said "The objective is genocide and scorched earth, before the troops are either driven out or perish. In this time, the Government of Pakistan hopes to liquidate the political leaders, intelligentsia and administration, to destroy our industries 'and public amenities and as a final act, to raze our cities to the ground. Already the occupation army has made substantial progress towards this objective". What is the correct position?

Answer: Apart from the absurdity of anyone trying to wipe off 70 million people, all evidence so far shows that, if anything, genocide has been attempted by the Awami League storm-troopers, who also tried to sabotage the country's communication system..

Q. 29: There was a sudden decision to unload the ammunition ship, MV Swat, berthed at Chittagong Port. Preparatory to this decision, Brig. Mazumdar, a Bengali officer commanding a garrison in Chittagong had been suddenly relieved of his command and replaced by a West Pakistani. Any comments?

Answer: There is no question of a sudden decision to unload ammunition ship. Every army needs a steady flow of ammunition and other supplies to be able to defend its frontiers. So does ours.

Q. 30: The Army, which is dominated by the Punjabis is reported to have resorted to indiscriminate killing of unarmed civilians, particularly intellectuals among them, professors, teachers students, lawyers' etc. so much so that many intellectual in other

countries have drawn the attention of the UN to this "slaughter." How can this be reconciled with the concept of brotherhood of East and West Pakistan or of democratic principles of Government?

Answer: It was neither indiscriminate killing nor slaughter of unarmed civilians. Deserters of East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment were fully trained soldier equipped with recoilless rifles, machine guns and mortars. They mutinied and the mutiny was put down with the requisite measure of force. In so far as the "slaughter of intellectuals is concerned, many of them have just appeared on TV from Dacca and many / others are having a good time in foreign lands at India's expense after being "slaughtered." Still others have issued statements describing the reports of their killing as "highly exaggerated."

Q. 31: Is it correct to say that more than one Division, with complementary support, was already stationed in East Pakistan before March 25, 1971 ?

Answer: With 100,000 Indian troops concentrated on our border in addition to the Indian Border Security Force personnel, necessary steps were taken for the defense of our country.

Q. 32: It is alleged that a SSG Commando group specially trained for (under cover) operations in sabotage and assassination was distributed in key centers of East Pakistan and they were probably responsible for the attacks on Bengalis in Dacca and Saidpur in the two days before March 25 to provoke clashes between locals and non-locals so as to provide a cover for military intervention. How far is this correct'

Answer: A sovereign state's defense forces do not need subterfuges to maintain law and order in their own country.

Q. 33: Is it contemplated that East Pakistanis should continue to be recruited to the Army in future and if so on the same scale as in the past or on a higher scale?

Answer: All citizens have the right to offer themselves to defend their country. East Pakistanis will have to play a full part in the defense of the country.

Q. 34: With an eye on logistics and difficulties of transportation, how long will the Army sustain its operations effectively in the event of a prolonged civil war or guerrilla warfare?

Answer: There is no civil war, a few battalions were misled into mutinying and they have been quashed. The popular support required for guerrilla warfare is not there. Actually the people are bitter against those who have betrayed their confidence.

Q. 35: How big is the problem of defection of civil, military, diplomatic personnel and East Pakistani politicians?

Answer: Large elements of EPR, EBR and auxiliary forces like the Ansars have defected but civilian and diplomatic defections are few and far between. Just a handful.

Q. 36: Can disintegration or separation of the two Wings be averted through military force?

Answer: Once the infiltrators and miscreants have been removed by military force, the parties of the common people will restart itself, as it has begun to.

Q. 37: By eliminating nationalistic, right-wing forces of the Awami League, has not the Government cleared the ground for the left wing forces particularly Naxalities?

Answer: We have only eliminated secessions is and traitors and are left with the present mass or patriotic people.

Q. 38. Can the East-west differences, rendered still more deep and acute by the present upheaval, be bridged in a lasting manner?

Answer: The ideological affinities that brought them together still run strong.

Q.39. If things were going as well as claimed, why was it necessary to expel foreign correspondents from East Pakistan?

Answer: For their own security; the situation was critical for 48 hours.

Q.40: What do you think of the present crisis in East Pakistan leading, sooner or laer, to the formation of a Greater Bengal?

Answer : Twice the people of East Bengal have given their verdict on this point-first in 1905 when they forced Lord Curzon to partition Bengal to escape the exploitation of Bengali Hindu and finally in 1947 when they decided through their elected representatives to break away from West Bengal to become part of Pakistan.

Q.41: It is being increasingly surmised that the president has some plan for the future as soon as situation eases. Is that a fact?

Answer: Definitely. We pick up the threads where we left them and resume the process for return to democracy.

Q.42: What is the future mechanics of constitution making? Whether an interim constitution would be promulgated by the President.

Answer: In pursuance of the President’s determination to transfer power of the people as early a possible, the government is vigorously exploring all avenues for absolution to the constitutional problem.

Q.43: Pending the settlement of East Pakistan political impasse, would popular Government be ushered in West Pakistan?

Answer: The entire issue is under examination.

Q.44: The idea of zonal federation looks like one unit under a different grab. What does it actually mean?

Answer: Whatever it means, there is no intention to impose anything on anybody. The people will decide for themselves.

Q. 45: Would any arrangement emerge to accommodate the demand for autonomous regions-a federal structure. If not, what will be the formula and extent of autonomy for the provinces-a confederal structure?

Answer: The basic principles are clearly prescribed in LFO. We are committed to a federal parliamentary form of Government, with the maximum of autonomy for the federating units, consistent with a strong Pakistan.

Q. 46: In East Pakistan, will separate electorates be considered in view of the ideological nature of the State?

Answer: The people will decide for themselves the type they wish to adopt.

Q. 47: The Awami League having been outlawed, the Pakistan People's Party automatically becomes the major political force in the country. As the majority party they should form the Government at the Centre. Is there any imminent shift towards the Socialist Bloc?

Answer: The emergence of two strong political parties was a welcome development but unfortunately neither of them emerged as an all-Pakistan Party-and that is the root cause of our trouble. We cannot ignore the situation in the East Wing and go ahead as though nothing had happened. As far as the impact on external relations is concerned, Pakistan is following an independent foreign policy and as such no one foresees any major departure from it, no matter what party comes to power.

Q. 48: Is it the Government's intention to restore political activity in all provinces including East Pakistan? If so, by what approximate date?

Answer: Yes. The intention is to revive the process of transfer of power to the people as expeditiously as practicable.

Q. 49: Does the Government propose to legalize all political parties again or all except the outlawed Awami League?

Answer: No political patty is outlawed except the Awami League.

Q. 50: What kind of a future constitution is being envisaged for the country now?

Answer: The same as the President is committed to under LFO-federal parliamentary with the largest possible measure of regional autonomy consistent with a strong Pakistan.

Q; 51: Is it probable that the 'Six Points will be accepted with modifications for East Pakistan?

Answer: It is not for the Government to accept or reject any party's programme. When 'the members of the National Assembly get together there will be a lot of 'give and take' and some compromise solution will emerge combining autonomy with integrity

Q. 52: The President, in his broadcast on the 26th March, assured his countrymen

that, his aim remain the same, namely, transfer of power to the elected representatives of the people. But replying to the Soviet President he said that the intends to start talks with rational representative elements in East Pakistan" at the earliest opportunity. Does it mark a shift in Government's policy"? Does it mean that the Government intends quashing the recent general elections and holding fresh ones? Does it not mean that the Government wishes to by pass the elected representatives of the people? Is there any hope that the President's talks with elements, not enjoying the confidence of the people, will lead to a satisfactory political solution?

Answer: There is not real contradiction in this. The President does intend to transfer power and has already started talks with some important leaders of East Pakistan. There is no intention to bypass the elected representatives except those who have committed criminal acts. There is already a great change in the East Pakistan scene. People were dazed at the Awami League's extremist plan to secede. The President has to keep in touch with all the sensible and patriotic politicians of East Pakistan.

Q. 53: How does one get the accredited representatives of the people in East Pakistan to deal with the Central Government for discussing steps for restoration of the civil Government since practically all elected representative in East Pakistan belong to the outlawed party?

Answer: The process of disillusionment is well under way: a number of MNAs have publicly dissociated themselves from the betrayal of the electorate's mandate by the hard core Awami League Leadership.

Q.54: Does the Government propose to hold fresh elections for setting up provincial or central governments? If so, when?

Answer: No. There is no point I, or necessity of, holding fresh elections.

Q.55: With the banning of the Awami League, a cacuum has been created in the political life of East Paakistan. How is it proposed to fill up this vacuum? Will a new type of leadership be inspired?

Answer: All vacuums get filled up, so will this. New leadership will emerge automatically. It does not have to be inspired.

Q.56: How does the Government plan to resolve the twin crisis of seeking a political reconciliation between East Pakistan and West Pakistan and averting an economic catastrophe that faces the country today?

Answer: Hope lies in the fact that the treat mass of people in both the Wings are simple, patriotic, God fearing Muslims who came together, in 1947, of their own violation, to form the State of Pakistan and they are united in their determination not to fall under Hindu India domination ever again.

There is a marked similarity in the fundamentals of party platforms in both the Wings-on the unity and integrity of the Sate, on Kashmir and Farakka, on the

Parliamentary form of Government and social justice in economic dispensation. To win the votes, the Awami League had to reassure the electorate that it wanted autonomy within the framework of a single Pakistan and that the Six points were negotiable. There, was consensus even on the desirability of the federating units enjoying the maximum possible measure of autonomy consistent with a strong Pakistan. The difference of opinion was over determination of the exact quantum of autonomy that the units can have without jeopardizing the viability of the Centre. This was under negotiation, and to facilitate the negotiation, the President ordered a short postponement in the National Assembly session, which the Awami League extremists seized upon to launch their secessionist holocaust. The people of East Pakistan had not bargained for this, and they are just beginning to emerge from the shock they suffered by the Awami League bid to deliver them back into Hindu-India slavery.

The people of West Pakistan too have been shaken by what has happened in East Pakistan, inducing greater understanding of the problem peculiar to their brethren in the Eastern Wing.

These two factors between them have set off fresh thinking and psychological processes that are likely to lead to reconciliation in the near future. These will be facilitated no doubt by the President's determination to transfer power as early as possible.

There is no basis for the view that Pakistan is faced today with an economic catastrophe. No doubt Pakistan is having some difficulties, but so are a number of other developing countries. Against this we can set off the very solid progress we have so far made in the economic field and we are confident that we shall soon be able to overcome the temporary setback to our economy. With the restoration of law and order in East Pakistan life is returning to normal and resumption of economic activity is well under way.

Q. 57: What are the plans for meeting the financial cost of the damage caused by the present upheaval in East Pakistan? Will an appeal be made to the international community to specifically earmark aid for this purpose?

Answer: Pakistan's first demand logically must be on her own people but consistent with the country's national sovereignty, any assistance without strings will be gratefully accepted.

Q. 58: The Indian Prime Minister has said that unless Pakistan stops the ever swelling influx of refugees from East Pakistan into India straining her economy to breaking point, she would be prepared to fight it out. Is Pakistan willing to take back her own citizens both on humanitarian grounds and to stave off war with India?

Answer: India has seen that we are never cowed down by threats. She has tried aggression several times and each time she was beaten back. So it is not in the context of Indian threats that we have announced our policy in respect of the return of those who left their homes due to disturbed conditions in East Pakistan. The President has declared in

unequivocal terms: "There is no question of withholding permission to the return of law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes." In pursuance of this, reception centers have been set up at all key places. Pakistan would welcome back its own citizens but she certainly has no intention of letting India pass on to her either any fifth columnists or any of West Bengal's own multitudes of homeless, jobless, shelter less people.

Q. 59: It has been alleged that the Pakistan Army plans to vanquish the dissident elements in East Pakistan by using starvation as an instrument of cold-blooded policy. Doesn't Pakistan's refusal or reluctance to accept foreign relief assistance lend support to such charges?

Answer: The allegation is completely false. The dissident elements have already been vanquished and there is no starvation anywhere around. On the contrary huge stocks of food-grains are available and in spite of the disruption of communications caused by Indian infiltrators and their collaborators, steps are under way to carry food-grains to all parts of the Province

Nor is there any refusal on reluctance to accept foreign relief assistance.

Pakistan has told the UN Secretary General precisely what she wants, namely, more food-grains after three or four months and more coasters and bergs to distribute them. Details have already been worked out and relief is on its way.

Q. 60: There is a strong pressure on the US Government from powerful elements for stopping all kinds of aid-military as well as economic to Pakistanis. If this happens, will it be possible for the Pakistan Government to withstand.

Answer: The will of a determined people can withstand anything.

Q. 61: Pakistan objects to foreign supervision of foreign relief assistance. Two questions on that: Why should a Swiss or a Swede or an American contribute his hard-earned money unless he is sure that it is being properly used for the purpose he gave it for. And two why should Pakistan be quibbling on these legal technicalities when 70 million people are facing a crisis of life and death?

Answer: There is understanding for the keenness of some donors to ensure proper distribution of relief supplies. Pakistan really has no objection to some UN body satisfying itself that the assistance is being rightly utilized. But the country cannot have a whole lot of foreign observers watching over her shoulders or getting into her way or getting involved in her internal affairs.

Q. 62: Is Sheikh Mujibur Rahman going to be tried and if so under Martial Law or ordinary Criminal Law?

Answer: The country is still under Martial Law.

Q. 63: What are the whereabouts and the fate of Mujib's accomplices?

Answer: Most of them are having a good time in Calcutta. They will be treated no

better and no worse than people elsewhere in the world, guilty of similar offences.

Q. 64: What is the likelihood of the trial of Mujib's West Pakistani collaborators?

Answer: There is going to be no witch-hunt, here or there People will face the consequences of their action under the law of the land.

Produced by

The Department of Film & Publications

Government of Pakistan

June. 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৮। ‘প্রত্যাবর্তনকারী নাগরিকদর প্রতি পাকিস্তানের স্বাগতম’	সরকারী প্রচার পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

PAKISTAN WELCOMES

RETURNING CITIZENS

Ever since the partition of the Subcontinent, there has been considerable movement of people between the: newly independent states of India and Pakistan. For instance, nearly 10 million Muslim refugees were pushed into Pakistan by India in 1947 in a bid to smother the young State in its very infancy. In the reverse traffic, about 7 million none, Muslims too went into India and this inflow and outflow has continued ever since: East Pakistan has received more than a million and a half persons from West Bengal, Assam and Tripura. Every time a communal riot breaks out India (according to Indian papers, there have been 3,477 communal riots in India since 1951 with 7,476 persons dead and 32.44 injured) thousands of Muslims are forced to take refuge in Pakistan, mostly through unguarded unofficial routes to get round the Pakistan Government's general ban on entry of refugees from India.

As communal riots are a frequent occurrence in India-there were 519 of these during, the year 1970-71 alone, according to a statement in the Indian Parliament itself the influx of refugees from India is more or less a continuing process. The larger the magnitude of the carnage-of which the most recent instances were those at Ahmedabad, Maharashtrathe greater the flooding in of refugees from India.

India's Policy of Encouraging Exodus

In sharp contrast to Pakistan's policy of discouraging inflow of refugees, the Government of India has followed a deliberate policy of inviting Hindus from East Pakistan. The temptations offered have included promise of lump sum payments, land and industrial units.

Economic experts believe that the smuggling of gold and other movable property by members of the minority community has resulted in large scale transfer of resources from East Pakistan to India and became one of the major factors retarding the economic growth of East Pakistan. Actually during the last election campaign, many East Pakistan political Parties regretted the fact that while Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League criticized what it called the transfer of resources from East Pakistan to West Pakistan, they remained suspiciously silent on the much larger flow of national wealth across the border into West Bengal.

This process touched its peak in the earlier part of this year when Awami League rebels and their collaborators carried away to West Bengal not only massive stores of food-grains and other essential supplies, but a very large number of trucks, buses, jeeps

and other vehicles. They even restored the railway line between East Pakistan and West Bengal un-used since partition, to remove locomotives and rolling stock.

This is the context in which the current refugee problem, exploited by India all over the world, needs to be viewed.

Arbitrary Figures

There is no denying the fact that a very large number of Pakistani citizens left the country during March and April 1971. It is not possible to give the exact number as no machinery existed on either side of the border to keep account

Recently when a Member of the Canadian Parliament mentioned a figure of 5 or 6 million, the wife of the famous British author, Professor Rushbrook Williams, asked him sharply, "How do you know, did you count? "She had an equally pertinent question to ask in respect of the stories related by some of these displaced persons. "Did you understand their language", she asked. "If not, who provided the interpreters? The Indians? Didn't they?", she asked; and the MP had to concede that they had to depend on interpreters provided by the Indian authorities

Whatever the precise number, it is well worthwhile determining the reasons which brought about this movement across the border.

India's Bid to Break Up Pakistan

The reasons may be traced back to India's designs to break up Pakistan through external pressure and internal subversion. Her objective was clearly spelled out by Mr. Subramanyam, Director of the Indian Institute of Defense Studies, in an address to the Institute of International Affairs on 7 April 1971, when he said: "What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our interest, an opportunity the like of which will never come again".

The method used to achieve this objective was stated just as bluntly by Mr. K. K. Shukla, General Secretary of the West Bengal Unit of the All India Congress Committee who, addressing that Committee on 4 April 1971 declared that "Sheikh Mujibur Rahman was fighting India's war".

Apart from India's direct involvement with secessionists in East Pakistan and her incessant racist propaganda instigating the people of East Pakistan in the name of 'Bengali' race, language, and culture, and enticing them with offers of safe transit and warm welcome to Indian sanctuaries across the border, there were certain other factors which also contributed. Beginning 1 March 1971, there was widespread looting, burning and killing of racial minorities and political "nonconformists" by the India-backed Awami League and its collaborators. A general break down of law and order ensued as a result of the massive civil disobedience movement launched by the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman

Jail Breaks and Massacres by Awami Leaguers

The entire administration having been paralyzed, there were a number of jail breaks throughout East Pakistan resulting in the release of confirmed criminals including murderers, thugs and goondas who roamed the country side at will, murdering, robbing and raping.

The massacres carried out by the India-oriented Awami League storm troopers throughout the province during March-April 1971, also forced a large number of people to run across the border to escape slaughter.

During the period after 25 March 1971, there were clashes between the Army and the armed rebels and deserters. This made certain areas insecure for ordinary citizens. The armed rebels themselves, numbering nearly 200,000, lost the fight and fled across the border into India to escape retribution

Besides the armed rebels, other Awami League leaders and workers, who were too far committed to secessionist designs, also made good their escape

All the while, there was a tirade of vicious and persistent Indian propaganda from Calcutta Radio. This propaganda succeeded in spreading panic particularly among the Hindu minority, and added substantially to the exodus which was encouraged by repeated Indian announcements that the border was being kept open.

The Indian aims in encouraging a massive movement of people were partly to disrupt the economy of East Pakistan, and partly to discredit the Government of Pakistan by showing that large numbers of people were unwilling to live under the conditions prevailing in the province. Even as India brought about the formation of secessionist regime in exile, it appeared to be in. her interest to magnify the extent of human displacement to attract both international attention and sympathy.

Pakistan's Attitude

The Pakistan authorities were initially preoccupied with the restoration of law and order, and the rehabilitation of the administrative machinery that had been paralyzed by the armed rebellion. Only after re-establishing their authority throughout the province where they able to initiate measures to attract the citizens who had left, back to their homes. Among these measures were appeals to the citizens to return, along with an amnesty to restore a feeling of confidence among them.

On 21 May 1971, the President of Pakistan made a fervent appeal urging the bona fide Pakistani Citizens, who had left due to disturbed conditions in East Pakistan, to come back home. In a statement broadcast by all stations of Radio Pakistan, and also carried by a number of foreign news media, the President said that law and order had been restored in East Pakistan, and life was fast returning to normal. He urged the people not to be misled by the false propaganda mounted by anti-state elements, and to return to carry on their normal functions. He gave a categorical assurance that "there is no question of withholding permission to the return of law-abiding citizens of Pakistan to their respective homes".

It was unfortunate that the Government of India had gone on circulating a highly exaggerated and distorted account of the events which led to these border crossings. The number of persons who crossed into India from East Pakistan had been inflated by adding to these the figures of the unemployed and the homeless of West Bengal where, in Calcutta alone, the number of those who live and sleep on the pavements exceeds two million. It was obvious that India was deliberately playing up the question of refugees not only to threaten Pakistan, but also to justify her own continuing interference in Pakistan's internal affairs. "It is most regrettable", as the Pakistan President put it, "that instead of treating the question of genuine refugees on humanitarian basis, a callous campaign has been launched by India to exploit this issue for political purposes".

The President reiterated this at his press conference in Karachi three days later, on 24 May 1971 and assured the displaced persons that necessary assistance would be provided to them for their return and resettlement.

On 29 May 1971, an official spokesman reiterated the Pakistan President's offer and said that all genuine Pakistanis, who were forced to leave Pakistan under threat or duress, or were forcibly driven away from their homes by rebels and miscreants were completely free to re-enter Pakistan, subject of course to routine checks simple to ensure their Pakistani nationality.

Reception Centers Set Up in East Pakistan

Simultaneously with these announcements, Reception Centres for the returning Pakistani citizens were set up at a number of places on important routes from India into Pakistan, with full arrangements for the reception relief and return of the people to their homes.

Initially, these Centers were established at Satkhira in Khulna, Benapole in Jessore, Chudanga and Meherpur in Kushtia, Godagari, Rohanpur and Dhamoirhat in Rajshahi, Khanpur, Thakurpur and Kaliganj in Rangpur, Nalitabari and Durgapur in Mymensingh, Jaintiapur, Kulaura and Chunarughat in Sylhet, Akhaura and Bibirbazar in Comilla, Feni in Noakhali, and Teknaf in Chittagong. Additional centers were set up later on to suit the convenience of returning Pakistanis.

Deserters Allowed to Join Their Families

On 4 June 1971, in an official announcement made from Dacca, Pakistan held out an assurance that the deserters from the armed forces and police could join their families if they surrendered voluntarily. The announcement explained that a number of serving personnel, including some from East Bengal Regiment. East Pakistan Relief and the Police were misguided by the extremists and disloyal leaders and made to desert from the units, border outposts and thanas for participation in anti-state activities during the disturbances in March-April 1971

The majority of such persons, as borne out by their service records, were loyal and patriotic but the circumstances created by a few ambitious, greedy and self-seeking elements had forced them to take a wrong path, and they were separated from their

families. Understanding the circumstances under which such elements were made to deviate, an opportunity is provided to them voluntarily to surrender to the nearest military authorities or police stations with or without their weapons, they can rest assured that for such voluntary surrender, their cases will be considered compassionately. They should remember that this would help them to join their families in their homes and to live as free citizens of the State", the announcement added.

Pakistani Citizens Start Returning to their Homes

These positive pronouncements and actions had a salutary effect and Pakistan nationals started returning to their homes in large numbers. On 6 June 1971, about 1,000 East Pakistanis crossed over into Pakistan territory near Meherpur in the Kushtia district and immediate arrangements were taken in hand for their speedy rehabilitation. On 8 June 1971, another 70 families returned to their homes in East Pakistan in the Phulbari area of Dinajpur district. On 9 June 1971, about 4,000 persons arrived in Dinajpur, followed by 150 at the Godagari Reception Centre in Nawabganj sub-division of Rajshahi, and 200 at Meherpur and Chuadanga sub-divisions of Kushtia district. On 10 June 1971, the Pakistan Observer, Dacca, reported that "more people have started trickling into western districts of East Pakistan from across the border. One hundred and fifty persons reported at Rajshahi, 500 at Dinajpur, and 120 at Satkhira".

With experience gained from the physical requirements as well as psychological needs of those returning after such traumatic events, the arrangements and facilities at the Reception. Centers were reviewed and suitably altered and improved. It was decided that each Reception Centre should provide covered accommodation for approximately two to three thousand people, catering for a daily inflow of between 500 and 1000 people with adequate arrangements to provide food, accommodation and medical cover to those returning. They were also to be provided transport to take them to their houses. Receiving time at the border was from 8,00 a.m. to 4,00 p.m. daily, and all bonafide Pakistanis were advised to take recognized routes while re-entering Pakistan, so as to avoid unnecessary hardship.

General Amnesty Announced

On 10 June 1971, the Governor of East Pakistan, General Tikka Khan announced general amnesty to all people who had gone away from their home under the influence of false and malicious propaganda and urged them to return to their homes.

The amnesty covered all classes of people, such as students, labors, businessmen, industrialists, civil servants, armed forces and other law enforcing agencies (EBR, EPR, police, Mujahids and Ansars etc). as well as political workers and leaders who were all welcome to join their families and resume their normal vocations in life. "It is appreciated", the general amnesty announcement said, "that they are, without necessity, undergoing the risk of malnutrition and disease. They should return and come forward to participate in national reconstruction as equal partners with their countrymen"

2000 Services Personnel Surrender

The offer by the Pakistan Government to the deserters of East Bengal Regiment and East Pakistan Rifles to surrender themselves with or without their weapons, met with good response and about 2000 personnel of different categories surrendered themselves in various parts of East Pakistan. These included 26 officers. 29 Junior Commissioned Officers and over 1800 other ranks.

By the middle of June 1971, all the Reception Centers were effectively operating in East Pakistan for the returning Pakistani citizens. Apart from about 10,000 returning Pakistani citizens who had reported at these Reception Centers. Another 400-5000 had come through unrecognized routes, as by now India had started initiating measures to prevent the return of these Pakistani citizens back to their country.

UN High Commissioner Visits Reception Centers

On 9 June 1971, the United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan arrived in Dacca. He visited a number of Reception Centers in East Pakistan and saw for himself the arrangements made for the returning Pakistani citizens. He also talked to the inmates of some of these Centers.

On 14 June 1971, in a statement issued simultaneously from Geneva and Islamabad, it was announced that the UN High Commissioner for . Refugees "Ns-as assured of the full cooperation of the Government of Pakistan and visited some Reception Centers which the Provincial Government in Dacca had set up following the statement issued by the President of Pakistan on May 21 urging the persons who had left East Pal:ist3n to return to their homes".

The statement also announced that the UN High Commissioner for Refugees would provide assistance to Pakistan in arranging the return and rehabilitation of displaced persons returning to East Pakistan. The Government of Pakistan agreed that a representative of the UN High Commissioner for Refugees said that he should be stationed in Dacca to maintain contact with the local authorities in East Pakistan.

On 20 June 1971, the United Nations High Commissioner for Refugees said that he would visit Pakistan again in due course to see the rehabilitation work of displaced persons in East Pakistan. In a press interview before leaving Pakistan for Geneva, he said. that he would shortly appoint a representative for the rehabilitation of the displaced persons in East Pakistan after consultation with the Pakistan Government. He also said that the displaced persons have to decide themselves whether they want to go back to East Pakistan or not, and remarked: "I think that all the displaced persons want to return to their homes in the East Wing".

The approval of the Government of Pakistan to the appointment of Mr. John Kelly. formerly Representative of the UN High Commissioner for Refugees in London, as the UNHCR Representative in East Pakistan was announced subsequently, on 14 June 1971.

Following these arrangements a member of countries have started providing bilateral assistance in cash and kind to Pakistan for the relief of the displaced persons in East –

Pakistan. In addition to aid from the United Nations this assistance is in response to the appeal made by the UN Secretary General U Thant, for the displaced persons in East Pakistan. The office of the UN High Commissioner for Refugees has been designated by the Secretary General to work as the focal point for coordination of assistance from the organizations of the UN family.

Routine Checks to Establish DP's Nationality

Meanwhile Pakistan Government started working out a proposal seeking India's cooperation to facilitate the return and rehabilitation of displaced persons in East Pakistan. The proposal envisaged a request to India to give facilities to Pakistani social workers to visit camps also the East Pakistan-West Bengal border to collect data regarding the number and particulars of persons wishing to return home, and prepare the ground for their rehabilitation. They would also be able to check upon mounting reports that India is forcibly preventing the return of Pakistani citizens to their homes. 'Their very presence in the camps, it was hoped, will reassure returning citizens.

The BBC. in a commentary broadcast on 18 June 1971 referred to this Pakistani proposal for settling the refugee problem by joint Indo Pakistan action" and said "At the beginning of June (1971), the Pakistan Government confirmed President Yahya's assurance that all genuine Pakistanis will be welcome home. It added that routine checks to establish nationality would be required. The latest plan goes further. Under it, Pakistan aid officials would enter refugee camps in India. They would collect data of those who want to return, draw up lists of bonafide citizens and prepare the ground at receiving centres in Pakistan in order to speedy rehabilitation. Such a plan, if offered, could embarrass the Indians seriously. It implies that many of the refugees may not be allowed to return. It will be difficult for India to accept such a proposal, since it would not seem to guarantee absolutely the position of the refugees once they return. But it is a plan which many countries might endorse". In view of India's prevailing attitude this proposal could not be pursued further.

Indian Brutalities Cited

The returning Pakistani citizens had their own stories of Indian brutalities to tell. At one of the Reception Centers in Jikargacha, near Jessore, over a dozen Pakistani nationals were interviewed by a correspondent of APP on 16 June 1971 and they corroborated what was already being reported in the foreign press on the basis of information trickling out of the refugee camps on the Indian side of the border. They narrated the tales of atrocities. intimidation coercion, looting, molestation and beating by volunteers and local inmates of the camps whenever anyone attempted to leave the camp to return to Pakistan.

Some of those returning victims of hoodlums, showed fresh marks of injuries persons while talking to the newsmen, and testified that around the-clock vigil was being kept on Pakistani nationals in `refugee camps' in India to prevent them from returning to Pakistan.

Earlier, according to reports reaching Dacca on 6 June 1971, an Indian army patrol had apprehended 16 Pakistan nationals from the area opposite Comilla and seized all their belongings. The Pakistan nationals were returning to their homes in East Pakistan.

On 10 June 1971, the Indian authorities were reported to have arrested the Sub Divisional Food Controller of Dinajpur, Choudhury Motiur Rahman, and prevented him, from returning to East Pakistan Mr. Rahman had crossed the border during the recent disturbances, and wanted to return to his homeland along with a number of his countrymen. But Indian authorities did not allow them to do so.

On 14 June 1971, some of those returning reported that the Indians were torturing a number of East Pakistani officials, including Dr Farooq. Director of the Swedish Institute at Kaptai, East Pakistan who was misled by Indian propaganda into crossing over to India and was arrested by the Indian police.

On 15 June 1971 the Dacca correspondent of APP reported,: "I watched for two hours at the reception centre in Meherpur the caravans of disillusioned men, women and children trekking through the meandering routes amidst paddy fields. The returnees wore a look which spoke for itself 'of how the Pakistani nationals, particularly Muslims were treated in the Indian camps for whom the India Government have by now amassed nearly twenty crore (200 million) rupees from the world community in the name of humanity by exploiting to the maximum her propaganda machinery.

"Maltreatment, Torture. Molestation"

"Scores of returnees interviewed by me narrated woeful tales of maltreatment, torture, and molestation suffered at the hands of 'volunteers' and Hindus, mostly from the border areas of India sheltered in the so-called `refugee camp'. Mir Ayezuddin, a middleaged resident of Meherpur Town, said that he had gone to India with 10 members of his family. He was influenced by false and mischievous propaganda. 'But to my utter dismay', he said with tears in his eyes 'those camps are a hell for the Pakistani Muslims',

Another returnee was Zillur Rahman of the same area, (Meherpur), who said the Betai Camp in Tehatta police station was abode for two months. He was very sore about the fact that whatever money and belongings he could carry to India were looted by the local and the 'volunteers'. He said that he and his family members were on starvation. He said that no clothes were given to them, "nor were they provided medical care".

A 26 year old school teacher of village Sranpur under Monirunpur police Station in Jessore District, Mr. A. Rahim, said in an interview on 16 June 1971, that his two months stay in Mama Bhanc camp unfolded to him how India had been bluffing the world, giving highly exaggerated figures of Pakistani displaced persons and the economic burden caused to her. He said that during his meetings with the camp inmates he found at least 50 percent Indian national from the slum area of Calcutta and the unemployed population from the border areas.

Mr. Ram Boiragee, a Hindu young man of village Solok, under Uzirpur Police Station in Barisal district, also confirmed these stories. He said that he had to leave Jessore town, where he was staying in sheer panic. He was taken to Bangaon camp in India where several hundred persons were huddled together in the worst sanitary conditions-Cholera broke out soon and a number of people fell a prey to the deadly

disease. He was living almost half starved, and he decided to return home. While he was leaving the camp, his personal assets, which he had carried with him, were snatched away by one of the volunteers and a dirty dhuti 'which' he was wearing was all that he could carry back with him.

Meanwhile, foreign press correspondents quoting Indian sources, reported that the exodus of refugees from East Pakistan had stopped. On 14 June 1971, the correspondent of the London Times said: "A senior (Indian)' officer, who extensively toured areas of the southern regions of West Bengal, told me today (13 June 1971) that the exodus had ended in this section almost as suddenly as it had begun." He added: "Officials from border towns to the north also claim that the exodus has decreased dramatically".

As the inflow of Pakistani citizens from across the border increased in response to general amnesty and the return-home call by Pakistan, the Government of Pakistan initially sanctioned a cash grant of Rs. 3.9 million as gratuitous relief, and Rs. 1.1 million as house-building grant to the persons affected by the disturbances in East Pakistan. Besides. 80.000 mounds of wheat were distributed free among these people. More substantial grants have since been made as the tempo the movement back home has picked up.

President Reassures All, In Particular Minorities

On 18 June 1971, the President of Pakistan, in a statement released in Rawalpindi, referred to the fact that on 21 May, 1971, he had issued a personal message to all Pakistani nationals who had, due to various reasons gone to India, to return to their homes in East Pakistan and resume their normal activities. "It is gratifying to note" he said, "that despite hindrances put by the interested parties, many Pakistanis have returned and arc now on the way to their respective homes. I am certain that many more will follow them. As I said before, there is no question of with holding permission to the return of our own citizens. In fact, East Pakistan Government had made adequate arrangements to receive them and to extend full assistance in their rehabilitation".

The President specially mentioned the minority community and said: "My appeal was addressed to all Pakistan nationals irrespective of caste, creed, or religion. Members of minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They are equal citizens of Pakistan and there is no question of any discriminatory treatment. I urge them not to be misled by mischievous propaganda being conducted outside Pakistan".

Apart from cooperating fully with the United Nations, the Government of Pakistan took additional steps to demonstrate the importance attached by them to this problem.

On 14 July, 1971, the President of Pakistan appointed a distinguished East Pakistani, Dr. A.M.Malik, as his Special Assistant for displaced persons and relief and rehabilitation operations in East Pakistan. In his capacity as Special Assistant. Dr. Malik has the status of a Cabinet Minister, and would report directly to the President on the progress and implementation of relief operations.

Indian Subterfuge

Unfortunately, however, India's attitude, unhelpful at the best of times, was not only grievously antagonistic to Pakistan but also downright hypocritical on the strictly humanitarian question concerning the return of Pakistan citizens.

For one thing, Indians gave out fantastic figures of the displaced persons from East Pakistan. They took advantage of the presence of foreign correspondents and diplomats, who were taken to some of these camps for "sample" check, and the word was made to believe that one group saw at one place could be automatically multiplied by factors on up to one thousand to arrive at what India gave out as the actual figure of such displaced persons! There has so far been no actual census of these DP's under international auspices, and in the absence of such a census. India's unilateral figures are to say the least arbitrary. A good example of this was provided when three British MP's admitted at a Press Conference at the London airport on 5 July 1971 that they had prejudged the situation and their opinions were based on talks they had with the 'refugees' in West Bengal through Indian Government interpreters.

Secondly, the Indian authorities while making a great deal of noise about the displaced persons from East Pakistan. left no one in doubt about their real intention not to let the DP's return to their homes in Pakistan. As early as 3 June 1971, India's Defense Minister Jagjivan Ram said in a speech in Asansole: "We will not send these evacuees to Yahya Khan's Pakistan but will only allo-w them to return to Sheikh Mujibur Rahman's Bangladesh". This Indian design was given further credence when the Indian Prime Minister herself said at Handwara, near Srinagar, on 20 June 1971 that her Government wanted "not to allow them to become victims of the Pakistan Army". "We shall not push them out to be mowed down", she said, which war sheer political euphemism, meaning that she would not let the Pakistanis return to their homes"

Thirdly, India started shifting more and more of East Pakistani DP's into the interior as far away as Madhya Pradesh. Observers note that since more foreign correspondents and diplomats were visiting these refugee camps, India was finding it difficult to show the refugees in such fantastic figures as claimed by Indian propagandists. That is why the refugees were being taken away to different states on the pretext of better accommodation. In the process, bonafide Pakistani citizens were removed from the border areas to faraway places, thus making their return almost impossible. No wonder that, as reported by Reuter News Agency from New Delhi on 10 June 1971, "the West Bengal Health Minister said the State Government was taking a serious view of the fact that some of the refugees were unwilling to move from the borders and some were jumping off the trains along the route after boarding them."

Inflow of DP's Hindered

Finally, on the ground, India is making it more and more difficult for Pakistanis to return. According to reports received in Dacca from the border areas, all sorts of hindrances are being put to stop the displaced Pakistanis from returning to their homes in East Pakistan. A Dinajpur report on 22 June said that 250 displaced Pakistanis who had

attempted to cross the Pakistan border in the afternoon of 17 June 1971, were stopped by Indian BSF and taken back to an Indian camp in Hili. An Advocate from Comilla, who returned from Agartala, revealed in a statement to the press on 22 June 1971, that East Pakistani refugees in India were being screened and those who wanted to return were stopped from doing so and even threatened to be killed.

In an interview at Dacca on 14 July 1971, a visiting Member of Australian Parliament, Mr. Leonard Stanley Reid, said that he had seen the situation on the border from both sides and the responsibility lies with India to remove tension which is preventing the return of the Pakistani national who had gone across the border to India. Mr. Reid added that he had visited a number of Reception Centers set up by the East

Pakistan Government and he found that adequate facilities for accommodation and medical care were being made available to the returning people and every effort was being made for their quick rehabilitation.

Home-Coming Progressing Steadily

Despite hindrances put by various interested parties across the border, displaced Pakistanis-both Muslims and Hindus-are returning to East Pakistan in increasing numbers through recognized and unrecognized routes. But many of them are preferring unrecognized routes and travel during night to avoid obstruction by the Indians and their agents. This explains the discrepancy in the number of people actually registered at the Reception Centers, and those announced in Government statements as having returned to East Pakistan.

In the last week of June 1971, 1650 more displaced Pakistanis returned to their homes from across the border. Of these persons 100 re-entered Sylhet district through Katalamora BOP, 360 arrived in Dinajpur district and the rest reported at different Reception Centres. Among those who crossed over into Satkhira there were as many as 238 members of the minority community. In Rangpur, 80 per cent of the displaced Pakistanis from the district have already returned to their homes.

In other sectors too, the return of DP's continued. 700 such returnees crossed over into Chuadanga sub-division of Kushtia district. 900 more displaced persons returned, including 670 at Khanpur, Thakurgaon and Panchgar in Dinajpur district, 175 at Jhikargacha, and the rest at Satkhira and Chagachi. Among the displaced Pakistanis who reported at these Centers there were a substantial number of men, women and children of the minority community.

Indian Motives in Obstructing Return

What is India's motivation in preventing the return of these Pakistani citizens? It must be remembered that India has already received a sum of Rs. 120 million in foreign currency on the pretext of feeding these displaced persons from East Pakistan. This amount is part of Rs. 200 million in foreign exchange India is expecting to get overtly on humanitarian grounds but covertly to make good her foreign exchange deficits. Foreign news media have already reported that India is swelling the number of people in the

refugee camps, by putting in there her own unemployed population from West Bengal and other neighboring states. This was confirmed by the London Daily Telegraph correspondent. Peter Gill, who disclosed in dispatch published in the paper on 6 July 1971, that "West Bengal destitute in Calcutta were dumped in these refugee, camps. The correspondent quoted Major S.K. Deba retired Indian army Officer in charge of a group of camps in Salt Lake area of Calcutta's suburbs, as testifying that "penniless Indians, living and sleeping in their thousands on unwholesome streets of Calcutta, are seeking admission to the East Pakistani refugee camps on the outskirts of the city". The correspondent added: "What attracts them to refugee camps is the lure of free food, as each adult refugee is entitled, on production of a slip, to 400 grammes of rice per day as well as 100 grammes of vegetables and 300 grammes of pulses. This represents a diet far more varied and generous than enjoyed by many of Calcutta's inhabitants".

India thus sees both economic and political advantages in keeping the 'refugee' bogey alive and in obstructing and sabotaging Pakistan's persistent efforts to ensure their speedy return to their homes in East Pakistan. The Indian game apparently is not to let the issue be resolved, in order to build more and more pressure on Pakistan. This, in their assessment, will make up for the failure of their earlier efforts to break Pakistan through an India-backed armed rebellion in March-April 1971.

Pakistan's Resolve

While taking all measures necessary to facilitate the return of its citizens, with the full cooperation and participation of the U.N., the Government of Pakistan cannot countenance interference in its internal affairs. It is necessary to appreciate that a humanitarian problem is being used by India to justify political intervention to the point of trying to dictate the future set-up of Pakistan. The Government of Pakistan is anxious to see all its citizens back in their homes, and attaches the highest priority to their return and rehabilitation. However, the Government can never permit the problem of displaced persons, which assumed its present proportions due to India's own policies and propaganda, to be turned into an instrument of political blackmail.

Produced by

The Department of Films & Publications

Government of Pakistan

July, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৯। 'পূর্ব পাকিস্তানে' সামরিক হস্তক্ষেপের পটভূমিকার ওপর পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র	পাকিস্তান সরকারের প্রচার পুস্তিকা	৫ আগস্ট, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে

শ্বেতপত্র

৫ই আগস্ট, ১৯৭১

ভূমিকা

এই শ্বেতপত্র পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটের ঘটনাবলীর সর্বপ্রথম পূর্ণ বিবরণ। আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোভাবের দরুন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্রের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে একটা মতৈক্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হলে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনগণের রায়কে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিবর্তিত করার প্রয়াস পান।

এ-সব ঘটনার প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য, এ-পর্যন্ত বিশ্বকে অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যই সরবরাহ করা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে সেইসব ঘটনাবলীর বিস্তারিত পটভূমিকা দেওয়া হয়েছে বা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্দেশ্যে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রুপ নেয়।

পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অপরিহার্য মূল বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(১) ১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই এই আইন-কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। এই আদেশ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা হচ্ছে যে কোন ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক পূর্ব-শর্ত।

(২) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ফেডারেল সরকার যে ব্যবস্থা শুরু করেন তার লক্ষ্য ছিলো আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কারণ আওয়ামী লীগের ''অহিংস-অসহযোগ' আন্দোলনের সময় আইন-শৃংখলার কাঠামো সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়েছিলো। এই সময়ে যে গোলযোগ এবং নৃশংস কার্যকলাপ চালানো হয় এই শ্বেতপত্রে তা বিবৃত করা হয়েছে।

(৩) হিন্দুস্তান হস্তক্ষেপ না করলে এবং প্ররোচনা না যোগালে পরিস্থিতি বেশ শিগগিরই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতো।

প্রথম অধ্যায়

সংঘর্ষ অভিমুখে

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতিতে জাতি এক মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় যার ফলে ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ সামরিক আইন জারী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জাতির উদ্দেশে তাঁর সর্বপ্রথম ভাষণে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এ, এম, ইয়াহিয়া খান বলেন, "আমি আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের কাছে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিষ্কলঙ্ক এবং সৎ সরকার। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যে-সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করছে তার একটা সমাধান বের করা।"

এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার সরকার আপনাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখবেন।" তিনি অবশ্য জোর দিয়ে বলেন, "কোন ব্যক্তি, দল কিংবা গোষ্ঠী যারাই ইসলামের মূলনীতিসমূহ এবং পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী প্রচারণা চালাবে কিংবা আমাদের জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, তারাই জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ক্রোধভাজন হবে।"

এরপর কয়েকমাস ধরে প্রেসিডেন্ট সারাদেশে রাজনীতিবিদ এবং জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা-পরামর্শ চালান। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় রাষ্ট্রনেতার মতো শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটির সমাধানের জন্য তাঁর জরুরী আবেদন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন রকম মতৈক্য দেখা যাচ্ছে না।

তিনি দুটি গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। প্রথমটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করে দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য "একজন লোক- একটি ভোট"- এই নীতি গ্রহণ। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে Parity বা সমতার যে নীতি আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই মেনে নিয়েছিলেন এবং যা ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রেও গৃহীত হয়েছিলো তা পরিত্যক্ত হলো। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের ফলে এই প্রথম বারের মত জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়ীভাবে কায়েম হলো। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং জনগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছে অনুসারে প্রেসিডেন্ট কতকগুলো বিষয়কে স্থিরীকৃত বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছেঃ

(১)ফেডারেল পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার।

(২)প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন

(৩)নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার-রক্ষার নিশ্চয়তাবিধানের ব্যবস্থা।

(৪) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র-রক্ষকের ভূমিকা নেয়া।

(৫)যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি ইসলামী ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

প্রেসিডেন্ট আরো প্রকাশ করেন যে, ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ নাগাদ একটি আইন কাঠামো এবং জুন মাস নাগাদ ভোটার তালিকা তৈরী করে ১৯৭৩ সালের ৫ই অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় পরিষদকে তার প্রথম অধিবেশন থেকে শুরু করে ১২০ দিনে মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তাঁরা যদি এই কাজ সম্পন্ন করেন তাহলেও আমি সুখী হবো। কিন্তু তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং আবার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি এবং কামনা করি যেনো তা না ঘটে এবং এ জন্যই আমি ভবিষ্যৎ গণপ্রতিনিধিদের পূর্ণ দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে এই কাজ হাতে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৯৭০ সালের পয়লা জুন সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিবেচনার উর্ধ্বে ওঠার জন্য সব দলের প্রতি আবেদন জানান। সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। সব সরকারী কর্মচারীকেই পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কড়া নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, “আমি আরেকবার আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে, যতদূর পর্যন্ত নির্বাচনী অভিযানের সম্পর্ক রয়েছে, বর্তমান সরকার আগেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। সরকার অবশ্য আশা করেন যে, কোন রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তি পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী প্রচারণা কিংবা কার্যকলাপ চালাবেন না।”

একই ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইনকাঠামো আদেশ (১৯৭০)-এর মুল ধারাগুলো ঘোষণা করেন। এই আদেশের ভিত্তিতেই সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেন। এই “আইনকাঠামো আদেশ”-এর উপক্রমণিকায় বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে “এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরী করা।” আদেশের ১৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, “জাতীয় পরিষদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।” আরো ঠিক করা হয় যে, জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে “শাসনতন্ত্র বিল” নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। জাতীয় পরিষদের পাশ করা শাসনতন্ত্র-বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ ফেডারেশনের প্রথম আইন পরিষদ হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশনও ডাকা হবে না।

ফেডারেল শাসনতন্ত্র তৈরীর একটা ঐতিহাসিক রীতি এই যে, শাসনতন্ত্রের পেছনে হয় ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সর্বসম্মত সমর্থন কিংবা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর বেশীর ভাগের সম্মতি থাকতে হবে। এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিলো প্রেসিডেন্টের নিম্নোক্ত মন্তব্যে। “শাসনতন্ত্র হচ্ছে একটা পবিত্র দলিল এবং একত্রে বসবাসের মৌলিক চুক্তি। কোন সাধারণ আইনের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না।”

আইন-কাঠামো আদেশে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করার কতকগুলো মূলনীতি দেয়া হয়। এসব মূলনীতির মধ্যে ছিলঃ

(১) “জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।”

(২) “নাগরিকদের অধিকার বিধিবদ্ধ করা হবে এবং এই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।”

(৩) "মামলা-মকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার-বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।"

(৪) "আইন-তৈরী সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব রকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকারও বাইরের ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।"

(৫) "নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেনোঃ

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।

(৬) "শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এইমর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে-

(ক) পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, পবিত্র কোরান ও সুন্না মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারবেন। এবং

(খ) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম-পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবেন।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই আদেশে বলে দেয়া হয়, "পাকিস্তানে বর্তমানে যে সব প্রদেশ ও এলাকা রয়েছে কিংবা পরে যে সব প্রদেশ ও এলাকা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে তারা সবাই একটি ফেডারেশনের অধীনে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যেনো পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হয় এবং ফেডারেশনের সংহতি কোন রকমেই ব্যাহত না হয়।"

প্রেসিডেন্ট তাঁর ২৮শে মার্চের ভাষণে বলেন, আমাদের জনগণ গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন কাজ ছাড়া প্রায় সব জিনিসই বরদাশত করবে। যদি কেউ মনে করে যে, সে দেশ কিংবা জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করতে পারবে কিংবা কেউ যদি আমাদের জনগণের মৌলিক ঐক্য নষ্ট করতে পারবে মনে করে, তবে সে বড় ভুল করবে। জনগণ এটা কোন প্রকারেই বরদাশত করবে না। ...দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান দেয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণের সংহতির উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন সমাধান দেয়ার অধিকার কারুরই নেই। কেউই তা বরদাশত করবে না।"

আওয়ামী লীগ তাদের ৬-দফা যেভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় কোন রকম পরিবর্তন সাধনের দাবী ছিল না। প্রথম দফায় বলা হয়, "সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির।" শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন, দেশকে ভাগ করা কিংবা তার ইসলামী আদর্শকে দুর্বল করা তাঁর লক্ষ্য নয়। ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "৬-দফা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা

হবে এবং তাতে পাকিস্তানের সংহতি কিংবা ইসলাম বিপন্ন হবে না।" ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি নির্বাচনকে "প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এশটি গণভোট" বলে অভিহিত করেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ সিলেটে আরেক ভাষণে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের ৬-দফা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তাবিধান করা।" আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও একই ধরনের কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বও নারায়ণগঞ্জে বলেন যে, "৬-দফা আদায়ের প্রশ্নটি অখণ্ডতা ও সংহতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত"।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে এক জনসভায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা তাঁর দলের উদ্দেশ্য নয়। এর আগে ১৯৭০ সালের ২১শে জুন রাজশাহীতে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ ১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ফেনীতে এক জনসভায় বলেন, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠন করা। তিনি বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি শক্তিশালী জাতি গঠন সহায়ক হবে।

যাহোক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের এসব বক্তৃতার মধ্যে এমন সব কথা ছিল বা অত্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং তথ্যের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের পশ্চিম পাকিস্তান ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের হাজারীবাগ পার্কে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান নওয়ারজাদা নসরুল্লাহ খান, মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রমুখের কাছে জানতে চান যে তাঁরা তাঁদের প্রভুদের মাধ্যমে বাংলার যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তা ফিরিয়ে দিতে আর কত সময় নিবেন।

তিনি বাঙালীদেরকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে ওার এবং বাংলার পবিত্র মাটি থেকে রাজনৈতিক মীরজাফর এবং পরগাছাদের নির্মূল করার আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালের ১০ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, "বিগত বৎসরগুলোতে শোষক এবং ডাকাতরা বাঙালীদের রক্ত মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক গগন থেকে তাদেরকে বিদায় করতে হবে।"

পরদিন ঢাকা জেলার কাপাসিয়ায় কালালেশ্বর হাই স্কুলে আরেক জনসভায় তিনি বলেন "পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর শোষণকারী পূর্ব বাংলাকে গত ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস একটি ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, অব্যাহত নির্যাতন ও শোষণের ইতিহাস।"

এরপর পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয় তাতে আওয়ামী লীগ এমন অসংযমের পরিচয় দেয় যে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সব দল অভিযোগমুখর হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযানের বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ

(১) জনাব নূরুল আমীন-পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্য উজীর।

(২) জনাব আবদুস সালাম-পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ।

(৩) জনাব মাহমুদ আলী- পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শাখার সহ-সভাপতি।

(৪) প্রফেসর গোলাম আযম- পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর।

(৫) সৈয়দ আলতাফ হোসেন- পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক।

(৬) পীর মহসিনউদ্দিন- পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতে উলেমায়ে ইসলামের সভাপতি; এবং

(৭) মিসেস আমেনা বেগম- পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের উর্ধ্বতন সহ-সভানেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী।

১৯৭০ সালে এঁরা এবং অন্যান্য নেতারা জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জবরদস্তি মূলক পদ্ধতি, জনসভা পণ্ড করে দেওয়া, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর দৈহিক আক্রমণ এবং পার্টির দফতর লুট ও বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সমালোচনা দিন দিন বাড়তেই থাকে। কিন্তু পাছে নির্বাচন অভিযানে সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে মনে করা হয়, এ জন্য সরকার এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

ঢাকার পুরানা পল্টন ময়দানে ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য একটি দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে, একজন লোক নিহত এবং পাঁচ শতাধিক লোক আহত হয়। জামাত-ই-ইসলামী এই সভার আয়োজন করেছিলো। জামাত-ই-ইসলামী প্রমাণ করেছিলো যে, ‘‘ময়দানে ঢুকে যারা শ্রোতাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিলো এবং গুণ্ডাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতবোমা ছিলো।’’

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভার এ ঘটনাকে নিন্দা করে ১৯৭০ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রকা করে যে, ‘‘সন্ধ্যার পর ঘঁটনাস্থলে দলে দলে লোকের পুনরাগমন, সভা পণ্ড করা, মঞ্চ পুড়িয়ে ফেলা এবং কয়েক হাজার শ্রোতাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘঁটনাটা প্রমাণ করে যে, এটা একটা সুপরিকল্পিত এবং সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা। তা না হলে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না।’’

যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাদের নিন্দা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ- রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কেউ হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্য নেয়, তাহলে মনে করা হবে যে সে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাকে জনমতের সামনে জবাবদিহি করতে হবে।’’ তিনি আরো বলেনঃ যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ দিয়ে তর্কের মীমাংসায় পৌঁছুতে চায়, তারা যে শুধু তাদের দাবীর প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করে তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের আস্থার অভাব প্রমাণ করে- একথা তারা যতোই অস্বীকার করুক না কেনো।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে আর একটি দলের একটা জনসভায় মারপিট হয়। ১৭ জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুক্ত এশতেহারে এর নিন্দা করে বলেন, ‘‘কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী এবং গুণ্ডারা সুসংবদ্ধভাবে ১৯৭০ সালের ২১শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করে।’’ সেই একই দিন (২১শে জানুয়ারী ১৯৭০) পৃথক একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে গুণ্ডামী এবং সন্ত্রাসনীতি অবলম্বন করার জন্য বিশেষভাবে দোষারোপ করেন।

১৯৭০ সালের ২২শে জানুয়ারী ঢাকায় জামাত-ই-ইসলামীর দফতরে হামলা করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আমাদের দফতরে হামলা চালানোকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে আসবাবপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করে, সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে এবং পার্টির কাগজপত্র, দলিল, এবং পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।’’

১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক জনসভায়ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয়। গোলযোগের মধ্যে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির নেতা, মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রমুখসহ কিছু লোক আহত হন। পিডিপির প্রেসিডেন্ট মিঃ নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে বলেনঃ আওয়ামী লীগের এসব কার্যকলাপের নিন্দা করার মতো

ভাষাও আমার নেই। পরিষ্কার মনে হচ্ছে- আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অনুসারে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অন্যের উপর চাপানোর সংকল্প করেছে। আওয়ামী লীগ এই প্রথমবার নীতি অনুসরণ করেনি।''

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, চট্রগ্রামে, দৈনিক ''বুনিয়াদ'' এবং দৈনিক ''সংগ্রাম'' পত্রিকার দফতর দুটির উপর হামলা করা হয়। এই দুটি পত্রিকার আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত ছিলো। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ মাহমুদ আলী এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ ''সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হীন একটা হামলা।'' তিনি আরও বলেন, ''যদি 'বুনিয়াদ' ও সংগ্রামে'র সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শের মিল না হয়, তাহলেই কি তাকে ধ্বংস করতে হবে? এই কি পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রদত্ত গণতন্ত্রের নমুনা।

১৯৭০ সালের ৩১শে জুলাই ঢাকার পাকিস্তান অবজারভারসহ কয়েকটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, ''আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক সশস্ত্র কর্মীরা হালি শহর হাউসিং এস্টেটের অধিবাসীদের আক্রমণ করে। এর ফলে ২২ জন আহত হয়। তার মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। খবরে জানা যায় যে আওয়ামী কর্মীরা চেয়েছিলেন যে উল্লেখিত লোকেরা ধর্মঘট পালন করুক। কিন্তু সে এলাকার অধিবাসীরা তা করতে অস্বীকার করে।''

১৯৭০ সালের ৭ই আগস্ট দৈনিক ''পূর্বদেশ'' এর খবর প্রকাশ- ''২রা আগস্ট ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ টাউন ময়দানে পিডিপির এক জনসভা হয়। সে সভায় আওয়ামী লীগের একটি দল এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করে। খবরে প্রকাশ, সভাস্থানের সন্নিকটে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জ বাসভবন থেকে, সভায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগ কর্মীদের বের হয়ে আসতে দেখা যায়।

১৯৭০ সালের ২৩শে আগস্ট দৈনিক ''সংগ্রাম'' পত্রিকার খবরে জানা যায় যে ''চট্রগ্রামের দৈনিক 'আজান' পত্রিকার দফতর এর পূর্বদিন ছাত্র বলে পরিচিত একদল যুবক কর্তৃক আক্তান্ত হয়। দুষ্কৃতিকারীরা ৬ দফার সমর্থনে এবং ''জয়-বাংলার'র স্লোগান দিচ্ছিলো। 'আজান' কর্তৃপক্ষকে তারা ৬ দফা সমর্থন করে তাদের পত্রিকায় লেখার হুকুম করে। পত্রিকার একজন কর্মচারী হামলার সময় আহত হন।''

ঈশ্বরদীর ইসলামী ছাত্র সংঘের জেনারেল সেক্রেটারীকে ১৯৭০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণ করে। চাঁদপুর শহরের কাছে বাবুরীবাজারে ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিজাম-ই-ইসলামের অফিসে হামলা করে এবং অফিসের আসবাবাদি বিনষ্ট করে বলে খবর পাওয়া যায়।

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা ''সংবাদ'' এর ১৯৭০ সালের ২০শে অক্টোবর খবরে প্রকাশ যে- ''১৯৭০ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার ১৩নং রাস্তার বাচ্চু মিয়ার বাসভবন আওয়ামী লীগের একদল দুষ্কৃতিকারী আক্রমণ করে। দুষ্কৃতিকারীরা বাড়ীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে, বাড়ীর মেয়েদের গালিগালাজ করে এবং দুটি নাবালক ছেলের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়।

১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট মিসেস আমেনা বেগম, এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা তাঁর মাতুয়াইলস্থ নির্বাচন দফতর আক্রমণের নিন্দা করেন। এক সপ্তাহ পরে (১৯৭০ সালের ১০ই নভেম্বর) ''পূর্বদেশে'র এক খবরে প্রকাশ যে- ঢাকার অন্তর্গত জিঞ্জিরার কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী খাজা খয়েরউদ্দিনের সমর্থকগণ বিরাট এক মিছিল বের করেন। গত রাতে আরামবাগ গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। ফলে ৫ ব্যক্তি আহত হয়।''

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যায় পূর্ব পাকিস্তান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়। বন্যার

জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের যাতে ভোটদানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য জনসাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানায়। সে দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করলেন ১৯৭০ সালে ৭ই ডিসেম্বর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হলো ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়-দুর্যোগের কবলে পড়ে। বর্তমানে যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে অভিহিত এই ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় বাঁধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাগণ সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য নির্বাচন আরো পিছিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানান। নির্বাচন অভিযান স্থগিত করার নানা অসুবিধা থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ নির্বাচন স্থগিত করায় তাদের সম্মতি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কিছুকাল একেবারে নীরব থাকার পর, প্রস্তাবিত স্থগিতের বিরুদ্ধে শুধু যে প্রতিবাদ জানালেন তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বললেন- পূর্ব পাকিস্তান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপায়ণের জন্য আরো লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত করলেন না। ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর এক ভাষণে তিনি বলেন- ‘‘এই সরকারের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য আর সে লক্ষ্যে আমরা অটল থাকবো।’’

সেই একই ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং ‘‘একসঙ্গে বসবাস করা একটা চুক্তি’’। আর সেইজন্যই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতৈক্য বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমি এ কথাই বলতে চাই যে তারা তাদের নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময় বেশ কাজে লাগাতে পারেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিধানগুলোর ব্যাপারে একমত হতে পারেন। এজন্য কিছুটা আদান-প্রদান দরকার, দরকার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাও দরকার।’’

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে* জাতীয় পরিষদের ভোটে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাদের একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যটি হচ্ছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি, যে ৮৫টি আসন লাভ করে। দুটি দলই সংগঠনের দিক থেকে আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি’র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী।

নির্বাচনের শেষে আশা করা হয়েছিলো যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই আইনগত কাঠামো আদেশে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় এসে পৌঁছুবেন। আওয়ামী লীগ জোর দিয়ে একথাটাই বোঝাতে চাইছিলো যে এক পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে ৬ দফায় কোন কিছুর পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রেসিডেন্টকেও তারা এই ধারণা দিয়েছিলো। ১৯৭১ সালে ২৮শে জুনের বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ ‘‘আমাদের আলাপ আলোচনা চলাকালে আমি যখন মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে সেগুলোর রদবদল সম্ভব। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিধানগুলো পরিষদের বাইরে ছোট ছোট বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মীমাংসা করবেন।’’ পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা মিঃ ভুট্টো সমেত, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছুনোর জন্য ঢাকায় যান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্যই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও বেশ কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে যান। তিনি শেখ

জাতীয় পরিষদের ৯ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১ টি ঘূর্ণি উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষৎ প্রধানমন্ত্রী বলে প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করার জন্য কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তিনি ৬ দফা সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ৬ দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তার রদবদল করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের ভোল সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেলো। ১৯৮১ সালের ৭ই জানুযারীর প্রকাশিত ‘‘অটোয়া, গ্লোব ও মেল’’ পত্রিকার খবরে প্রকাশঃ ‘‘মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে প্রয়োজন হলে আমি বিপ্লবের আহ্বান জানাবো।’’ ১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ‘‘ব্যাঙ্কক পোষ্ট’’-এর এক খবরে জানা যায় ‘‘আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের মধ্যে তাঁর দলটির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কার্যসূচী পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে বলা হয় যে আগামী ৩রা মার্চ ঢাকায় অধিবেশন শুরু হবে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে ‘‘সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছ থেকে কিছুটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের’’ আশ্বাস না পেলে, তাঁর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না।

তিনি আরো বলেনঃ ‘‘আমার মনে হয় আমরা এমন কিছু করতে পারি যা আমাদের উভয়কেই খুশী করবে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে ফেলেছে এবং যে শাসনতন্ত্রের কোথাও এক চুল পরিমাণ কোন অদলবদল করা চলবে না, সেই শাসনতন্ত্রকে শুধু মেনে নেওয়ার জন্যই যদি আমাদের ঢাকায় যেতে বলা হয়, তাহলে আপনারা আমাদের ঢাকায় দেখবেন না।’’ ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- ‘‘আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার। ৬ দফা ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।’’

পাঁচটি ফেডারেটিং ইউনিট সমন্বিত পাকিস্তান ফেডারেশনের জন্য জাতীয় পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কোন ইউনিট এককভাবে তার ইচ্ছে অন্য চারটি ইউনিটের উপর চাপাতে পারবে না। ফেডারেশনের অন্য সব ইউনিটের পক্ষে শাসনতন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য করতে হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল নীতিগুলোর ব্যাপারে সব ইউনিটের মধ্যে মতৈক্যের একটা ব্যাপক ভিত্তি থাকা দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি কোন সমাঝোতায় না আসেন, তাহলে জাতীয় পরিষদের পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহলে ভোটদাতাদের আশা-আকাঙ্খা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপরিকল্পিত কার্যসূচী উভয়ই নিস্ফল হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মোকাবিলা সারাদেশের উপর একটা বিষাদের ছায়া ফেলেছে। তিনি আরো বলেন যে- ‘‘সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালে ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্তান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’’

‘‘আমি বার বার বলেছি যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং এক সঙ্গে বসবাস করার একটা চুক্তি। সুতরাং সুষ্ঠু ও প্রয়োগযোগ্য একটি শাসনতন্ত্রের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে- শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাযথ পরিমাণে অংশগ্রহণের উপলব্ধি।’’

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সাথে পরিষ্কারভাবে আশ্বাসও দেওয়া হলো যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব উল্লেখিত পরিস্থিতি অনুকূল হলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরই আমাদের চরম লক্ষ্য- আর তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

শেখ মুজিবুর রহমান এর জবাব দিলেন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের বিবৃতিতে তিনি বলেন- ‘‘এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারী কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে- গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া।’’

আওয়ামী লীগের ধর্মঘটের আহ্বান ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযান সারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু করে দিলো। আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। (এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে)।

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সমাধান করার উদ্দেশ্যে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ- প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানালেন। সে সম্মেলনে যে সব নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো তাঁরা হচ্ছেনঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ)।
২. জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ।
৩. খান আবদুল কাইয়ুম খান (পাকিস্তান মুসলিম লীগ)।
৪. জনাব নূরুল আমীন (পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি)।
৫. মিয়া মমতাজ দৌলতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)।
৬. খান আবদুল ওয়ালী খান (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)।
৭. মওলানা মুফতী মাহমদ (জামিয়াত-উল-উলামা-ইসলাম)।
৮. মওলানা শাহ আহমদ নুরানী (জামিয়াত-উল-উলামা-ই-পাকিস্তান)।
৯. জনাব আবদুল গফুর আহমদ (জামাত-ই-ইসলামী)।
১০. জনাব মোহাম্মদ জামাল কোরেজা (পাকিস্তান মুসলিম লীগ- কনভেনশন)।
১১. মেজর জেনারেল জামাল দার সীমান্ত এলাকার।
১২. মালিক জাহাঙ্গীর খান প্রতিনিধি।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ঘোষণায় আরো বলা হয়- ‘‘সম্মেলনের পর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসা কেন যে সম্ভব হবে না প্রেসিডেন্ট তার কারণ দেখছেন না।’’

শেখ মুজিবুর রহমান একই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করেন।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে অরাজকতা বৃদ্ধি এবং জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান ‘‘সহিংস অসহযোগ আন্দোলন’’ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারী করা শুরু করেন। তিনি খাজনা-বন্ধ অভিযানের কথাও ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাপক ঐকমত্য ছাড়া পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে যারা সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘আমি এ কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পর কি ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ দেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশা করবো না।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকায় এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চার দফা দাবী পেশ করেন এবং তা আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে আরোপ করেন।

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সব খবর বেরিয়েছে তাতে তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ২৩ শে ফ্রেব্রুয়ারীতে ‘‘লন্ডন টাইমস’’ লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতিতে ‘পূর্ব পাকিস্তানে’র পরিবর্তে ‘বাঙালী’ জাতির কথা উল্লেখ করেন। ‘লিভারপুল ডেইলী পোস্ট’ ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন, ‘‘হোয়াইট হলে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে স্বাধীন বাঙালী মুসলিম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে এখন আর পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন না, বলছেন বাঙালা প্রজাতন্ত্রের কথা। হোয়াইট হলে এটা অনুধাবন করা হচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকার একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশবিভক্তির মারাত্মক সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন।’’

‘‘ওয়াশিংটন পোস্ট’’ ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের ২রা মার্চের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তাতে লিখেছেন, ‘‘আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাড়াহুড়ো করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের ৭ তারিখে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করবে এবং এই সভায় তিনি বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী প্রদান করবেন। তিনি স্বাধীনতা দাবী করবেন কিনা একথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘‘অপেক্ষা করুন।’’ এমন কি এর আগেও ১৯৭০ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘‘স্বাধীনতা, না এক্ষুনি নয়।’’

লন্ডনের ‘‘ডেইলী টেলিগ্রাফ’’ ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ সংখ্যায় লিখলেন, ‘‘শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা এক রকম ঘোষণাই করেছেন, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদত্ত ৪ দফা দাবীর মধ্যেই এ কথা লুক্কায়িত রয়েছে, কাজে কাজেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পারেন না এসব দাবী পূরণ করতে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর আন্দোলনকে ‘‘স্বাধীনতার আন্দোলন’ বলে অভিহিত করে জাতীয় পরিষদে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন না।’’ একইদিনে ‘ডেইলী টেলিগ্রাফ’’ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, ‘‘আমরা ইতিমধ্যেই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য নামকরণ শুনছি যা ‘বাংলাদেশ’ কিংবা ‘বঙ্গভূমি’ হতে পারে। এর পতাকাও বানানো হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ১৩ই মার্চে ‘‘লন্ডন ইকোনমিস্ট’’ লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২৫শে মার্চ তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন আহবানের জবাবে তিনি (শেখ মুজিব) চারটি শর্ত আরোপ করেন যা তাঁর এবং আওয়ামী

লীগের অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে দুটি শর্ত যেমন, ‘অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার’ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর’ কার্যত প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মেনে নেয়া অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এর পরিস্থিতির একটা নিষ্পত্তি করা উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবার জন্যে (যেটা হয়তো তাঁর শেষ বৈঠকও হতে পারে) খুব শিগগিরই ঢাকা যাচ্ছেন।’’

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ অর্থাৎ যেদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে আরো আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকা গমন করলেন সেদিন ‘‘টাইম” সাময়িকী নিউইয়র্ক থেকে লিখলেন, আসন্ন বিভক্তির (পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণতকরণ) পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব)। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব ‘‘টাইম” এর সংবাদদাতা ডন কগিনকে বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে, সমঝোতার আর কোন আশা নেই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা বলেন এবং জানান যে তার অনুগামীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর দিতে অস্বীকার করেছে যা কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ভাষায় ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

এর দু’দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের এই নেতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে বলেন, ‘‘আমি তাদেরকে পঙ্গু করে দেব এবং তাদেরকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করবো।’’ এর ধরনের একটি বিবৃতির পর সোজাসুজি স্বাধীনতা ঘোষণা আর অতি নাটকীয় কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংকট ঘনীভূত হলো

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিলো এইঃ

(১) আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের দরুন আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হয়ে পড়েছিলো।

(২) ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট ছাড়াও, আওয়ামী লীগের হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। ভিন্নমত পোষণকারীদের তারা আক্রমণ করলো। ৩রা মার্চ চট্রগ্রামে ও ৫ই মার্চ খুলনায় আক্রমণের ফলে শত শত লোক হতাহত হলো।

(৩) শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করে, একের পর এক এমন কতকগুলো নির্দেশ জারী করলেন, যার ফলে প্রশাসন, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হলো।

(৪) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে হিন্দুস্তানী সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধি পেলো।

এই শ্বেতপত্রের পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঘঁটনাবলীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো। শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবী তার বিচ্ছিন্নতার স্পষ্ট অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্টতর করলো। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আর একদফা শাসনতান্ত্রিক আলোচনা জন্যে ১৫ই মার্চ ঢাকা গেলেন।

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবী ছিলো এইঃ

(১) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা;

(২) অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া;

(৩) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত, এবং

(৪) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই)।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আওয়ামী লীগ নেতা কিন্তু এমন কোন আশ্বাস দেননি যে এই দাবীগুলো মেনে নিলেই তিনি ২৫শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেবেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, তখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো যে আমরা অধিবেশনে যোগ দেবো কিনা।"

১৬ই মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার ৪ দফা দাবী পেশ করলেন। এরপর তিনি আওয়ামী লীগ "হাই কমান্ড"-এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সেইদিনই তিনি একটি বিবৃতি দিলেন। তাতে "পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্গে পরিণত করার জন্য" পুনরায় আহ্বান জানানো হলো।

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মত তিনি সর্বদাই পোষণ করে আসছেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের একটি টীম প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। আওয়ামী লীগের এই টীমে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এই বৈঠকে আলোচিত হলো। এতে একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রস্তুত করা হলো। এই আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সদস্য বাছাই করে একটি উজীর-সভা গঠিত হবে। এই উজীর-সভা প্রাদেশিক গভর্নরকে তাঁর কর্তব্যপালনে সাহায্য করবেন এবং পরামর্শ দেবেন। এই সামরিক আইন বিধিতে এমন ব্যবস্থাও রাখা হলো যে সামরিক আইন কার্যকারী থাকবে অন্তরাল থেকে।

এই সময়ে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক একটি আদেশ জারী করলেন। এই আদেশ বলে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হলো। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখে কোন পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়েছিলো- সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এই কমিশন নিয়োগ করা হলো। শেখ মুজিবের ৪ দফা দাবীর অন্তর্গত তৃতীয় দফার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

সামরিক আইন বিধিতে ব্যবস্থা করা হলো যে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারপতি এই কমিশনের প্রধান হবেন। এতে ৪ জন সদস্য থাকবেন। এই ৪ জন সদস্য নেওয়া হবে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী থেকে।

১৮ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিব তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে একটি বিবৃতি দিলেন। এই তদন্ত কমিশন ছিলো তাঁর ৭ই মার্চের ৪ দফা দাবীর তৃতীয় দফা। শেখ মুজিব বললেনঃ ''আমরা এ ধরনের একটি কমিশনকে গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশের লোকেরা এমন একটি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এবং এর সদস্যও হবে না।'' তিনি আরও বললেনঃ ''একটি সামরিক আইনবিধির অধীনে এই কমিশনের নিয়োগ, এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার বিধান- দুটোই আপত্তিজনক।''

১৯শে মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি পীড়াপীড়ি করলেন যে খসড়া সামরিক আইন বিধি চালু থাকাকালীন অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে থাকবে এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। তিনি সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করারও দাবী জানালেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সহকারীদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগ টীমকে জানানো হলো যে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা যতি বাতিল করা হয় তাহলে যে দলিলের বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। সুতরাং দেশে সৃষ্টি হবে একটি শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা। একথাও ব্যাখ্যা করা হলো যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার অধিকার বলেই প্রেসিডেন্টের পদেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বললেন যে এগুলো রাজনৈতিক বিষয় এবং ''রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই'' এগুলোর সামাধান হওয়া উচিত। ডক্টর কামাল হোসেন প্রস্তাব দিলেন যে জেনারেল এ এম, ইয়াহিয়া খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার ক্ষমতাবলী ত্যাগ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করতে পারেন।

এই বৈঠকের পর, আওয়ামী লীগের দাবী আইনগতভাবে যথাসম্ভব পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের টীম অন্য একটি সামরিক আইন বিধির খসড়া প্রণয়ন করলেন। এই সামরিক আইন বিধিতে নিম্নলিখিত বিধানগুলো ছিলোঃ

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীর-সভা গঠন।
(২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহকে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান।
(৩) সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও সামরিক বিচারালয় ইত্যাদির বিলোপ সাধন।

কিন্তু আইনগত শূন্যতা যাতে ঘটতে না পারে, সে জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ বহাল থাকবে। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে সাক্ষাতের জন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা সেইদিন ঢাকা পৌঁছলেন। এই নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন- কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও সর্দার শওকত হায়াত খান এবং জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমুদ।

২০শে মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ জয়দেবপুর সামরিক সরবরাহ বহনকারী একটি কনভয়কে বাধা দিয়ে এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানী জাহাজ ‘‘এম ভি, সোয়াভ’ এর চলাচল ব্যাহত করে যে সাংঘাতিক উস্কানীকে প্রশ্রয় দিলো- তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট তাঁদের সংগে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। বেলা ১০টায় প্রেসিডেন্টের সংগে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। প্রেসিডেন্টের সংগে ছিলেন তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ। শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ও ডক্টর কামাল হোসেন।

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে স্পষ্টভাবে জানালেন যে শামিত্মপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোন পরিকল্পনা নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পূর্বে সে বিষয়ে সকল রাজনৈতিক নেতার দ্ব্যর্থহীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই তিনি কোন পরিকল্পনার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা মত প্রকাশ করলেন যে, কোন দলিলের বলে সামরিক আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধান করে জেনারেল এ,এম, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদবী ও ক্ষমতাবলী গ্রহণ করলে- সে দলিলটির কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও তাঁর সহকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাটির পেছনে কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা তা আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ তাদের মতের সমর্থনে একজন শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞকে (জনাব এ কে ব্রোহী) পেশ করার ভার নিলেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাবৃন্দ ও শেখ মুজিবের সহকারীদের মধ্যে পরবর্তী আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো গৃহীত হলোঃ

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উজীর-সভা গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. পূর্ব ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও থাকতে হবে।
৪.পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
৫. এই সব ব্যবস্থার বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

একথা উল্লেখ করা হলো যে, যে দলিলটির দ্বারা এইসব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কার্যকরী করা হবে, সে দলিলটি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখতে হবে। এটা আইনগত প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর রহমান এতে সম্মত হলেন না।

সেইদিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে জারী করার উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। প্রস্তাবিত দলিলটি যাতে একটি সামরিক আইনবিধির আকারে জারী না করা হয়, এটা আওয়ামী লীগের দাবী ছিলো। আওয়ামী লীগের এই দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার খসড়া প্রস্তুত করা হলো। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানের জন্যও খসড়া ঘোষণাটিকে একটি মৌখিক দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে বলে সাব্যস্ত করা হলো। এই ধরনের একটি ঘোষণার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে কিনা, এই মূল প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞের সংগে আলোচনার পর নির্ধারণ করা হবে বলে স্থির করা হলো।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বৈধতাসূচক প্রশ্নটির সমাধানসাপেক্ষ, খসড়া ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত প্রধান বিষয়গুলো ছিলোঃ

(১) প্রাদেশিক উজীর-সভার সদস্য যেদিন শপথ গ্রহণ করবেন, সেইদিন থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর, ১৯৬৯ সালের ৪ঠা এপ্রিলের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্ররূপে গণ্য হবে।

(৩) ঘোষণা জারী হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যিনি প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, অন্তর্বতীকালীন সময়েও তিনিই প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(৪) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রধান। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশের বিধানসমূহের আওতায় তিনি প্রেসিডেন্টের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ও কর্তব্য পালন করবেন। ১৯৬২-এর শাসনতন্ত্রকে এরপর ‘প্রাক্তন শাসনতন্ত্র’ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে সদস্য বাছাই করে একটি কেন্দ্রীয় উজীর-সভা গঠন করা হবে।

(৬) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে জাতীয় পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশে উল্লিখিত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পালিত হবে।

(৭) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের হাতে। তবে এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে। এ সম্পর্কে সীমারেখা ও পরিবর্তন স্থির করা হবে। তৃতীয় তফশীলে আইন প্রণয়নে কেন্দ্রের নিরংকুশ ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের তালিকা আছে।

(৮) প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রাদেশিক পরিষদের দায়িত্বসমূহ, আইন কাঠামো আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক পালিত হবে ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যে ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে, যেসব বিষয়ে আইন প্রণয়নে জাতীয় পরিষদের ওপর সীমারেখা আরোপ করা হবে সেই সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের হাতে।

(৯) প্রেসিডেন্ট প্রদেশের পার্লামেন্টারী গ্রুপসমূহের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করবেন। প্রেসিডেন্ট যতদিন গভর্নরের প্রতি তুষ্ট থাকবেন, ততোদিন পর্যন্ত গভর্ণর তাঁর পদে বহাল থাকবেন।

(১০) প্রত্যেক প্রদেশে গভর্নরকে তাঁর কর্তব্য পালনে সাহায্য করার জন্য একটি উজীর সভা থাকবে এবং মুখ্য-উজীর এই উজীর সভার প্রধান থাকবেন। অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্য কিংবা জাতীয় পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি ছাড়া কাউকেই উজীর নিযুক্ত করা যাবে না।

(১১) ঘোষণা প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা ও ইসলামাবাদে একটি করে দুটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি দুটো পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যেসব বিশেষ ধারার প্রয়োজন রয়েছে তা তৈরী করবেন এবং এসব ধারা পরে জাতীয় পরিষদের তৈরী করা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(১২) উপরোক্ত কমিটি দুটোর রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্য তাঁর বিবেচনামত উপযুক্ত তারিখ সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।

(১৩) কোন প্রদেশের গভর্নরের রিপোর্টের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে যখনই প্রেসিডেন্টের মনে হবে যে, এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সেই প্রদেশের সরকারকে দিয়ে কাজ চালানো যাচ্ছে না প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কার্যনির্বাহী সরকারের সব কিংবা যে কোন ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করতে পারবেন।

একই দিন (২০শে মার্চ, ১৯৭১) কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জমিয়তে উলামার নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

২১শে মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান জনাব তাজুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় উজীর সভা গঠিত হোক এটা তিনি এখন আর চান না। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য পেশের এই পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আওয়ামী লীগ তাদের খসড়া ঘোষণার আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও কার্যকরী করতে ব্যর্থ হন।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পাকিস্তানে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এলেন।

২২শে মার্চ, ১৯৭১

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকৃতি ঘোষণা করেন তবুও প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে একটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য উভয় নেতার উপর তাঁর প্রভাব খাটান। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধ ১৯৭১ সালের২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন শুরু করার যে আদেশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছিলেন তা বাতিল করা হয়। এটা সাব্যস্ত হয় যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাকে আইনগত দিক থেকে বৈধ করার জন্য ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করেননি।

একই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করেন যে, সারা পাকিস্তানে ২৩শে মার্চ তারিখে যে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় তা এবার পূর্ব পাকিস্তানের ‘প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে পালিত হবে।

প্রেসিডেন্ট মিয়া মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াৎ, মওলানা মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং মীর গৌস বক্স বিজেঞ্জোর সঙ্গেও মিলিত হন। তিনি তাঁদেরকে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

এদিকে সংশোধিত খসড়া ঘোষণাটির বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার কাজকে সহজতর করার উদ্দেশ্য ঘোষণাটি পূর্বাহ্নেই জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং জনাব তাজুদ্দীনের হাতে দেয়া হয়। বিকেল ৬টায় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর সহকারী জনাব মাহমুদ আলী কাসুরী, জনাব জে এ রহিম, ডক্টর মোবাশির হাসান, জনাব হাফিজ পীরজাদা এবং জনাব রফি রাজাকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিপিপি প্রতিনিধিরা নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ পেশ করেনঃ

(১) সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর জাতীয় পরিষদের অনুমোদন না থাকলে প্রস্তাবিত ঘোষণার পেছনে কোন আইনগত সমর্থন থাকবে না। সুতরাং তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, হয় ঘোষণাটিকে জাতীয় পরিষদকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হোক কিংবা ঘোষণাটি প্রকাশ করা হোক কিন্তু জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা কার্যকরী করা হবে। অথবা বিকল্প-মূলক ব্যবস্থা হিসেবে, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের আগ পর্যন্ত ঘোষণাটিকে প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা দেয়ার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা হোক।

(২) পিপিপি মত প্রকাশ করেন যে, প্রয়োজনীয় আইনগত বৈধতা ছাড়া এই ঘোষণার কোন মূল্যই থাকবে না। এবং আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাইলে এই ঘোষণা তার পরে একটি আইনগত বাধাও হবে না।

(৩) অবশেষে যখন জাতীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন হবে তখন আওয়ামী লীগ কর্তৃক বেপরোয়াভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োগের সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্য পিপিপি প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেন যে, ঘোষণার এই ব্যবস্থা থাকতে হবে যে, আলাদা আলাদাভাবে দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের বেশির ভাগ সদস্যের অনুমোদন ছাড়া কোন আইন কিংবা শাসনতন্ত্র জাতীয় পরিষদে পেশ করা যাবে না।

(৪) তাঁরা মনে করেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকা পরিবর্তনের ক্ষমতা কেবল তালিকাটি সংশোধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং তালিকার প্রতিটি বিষয়ই পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। দেশ রক্ষার মতো যে সব বিষয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মতৈক্য হয়েছে সে সব বিষয়ে রদবদল করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

(৫) প্রাদেশিক গভর্নরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ‘‘সঙ্গে পরামর্শ করে নয়’’ বরং কেবল তাদের ‘‘সুপারিশ অনুসারে’’ নিযুক্ত করতে হবে। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্নর নিজ বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারবেন এই মর্মে যে ধারাটি রয়েছে তা সংশোধন করতে হবে কেননা তা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধারণার পরিপন্থী।

(৬) পিপিপি জানতে চান ঘোষণা জারী করার পর LFO-র মর্যাদা কী হবে? এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল LFO-কে টিকিয়ে রাখা হবে কিনা তা জানা।

(৭) পরিশেষে, পিপিপি মনে করেন যে, প্রথমে একক পরিষদ হিসেবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং পরে দুটি কমিটি গঠিত হওয়া উচিত।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

২৩শে মার্চ তারিখে বিভিন্ন সশস্ত্র সমাবেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে বাংলাদেশ পতাকা উড়ানোসহ এই দিনের ঘটনাবলী অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্টের সহকারীবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ টিমের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে তাঁর তৈরী করা একটি খসড়া ঘোষণাপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, বর্ধিত উত্তেজনা এবং পরিস্থিতির চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পিপিপি ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বিধায় আগের খসড়া ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই আলোচনার অগ্রগতি হওয়া উচিত। কিন্তু আওয়ামী লীগ টীম এ কথা মানতে অস্বীকার করেন। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে মূল খসড়াটিতে আরো কিছু যোগ করা কিংবা তাতে রদবদলের প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ কথাও মেনে নেননি।

এই পরিস্থিতে আওয়ামী লীগের খসড়াটি পরীক্ষা করে দেখা শুরু করা হলো এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত করা হলো। তারপর একটি সান্ধ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিচে বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলোঃ

(১) আইনগত বাধ্যবাধকতা হচ্ছে যে, এই ধরনের যে কোনো ঘোষণা সামরিক আইন প্রত্যাহারের আগে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত।

(২) আওয়ামী লীগের খসড়ায় বলা হয় যে,একটি প্রদেশে গভর্নরের শপথ গ্রহণের তারিখেই সেই প্রদেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে এবং ঘোষণার তারিখের পর ৭ দিন পার হলে সারা পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, গভর্নরকে বরখাস্ত করা যাবে না। আওয়ামী লীগকে বলা হয় যে, এতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং সামরিক আইন যদি প্রত্যাহার করতে হয় তাহলে যে তারিখে সব প্রদেশের প্রাদেশিক উজীররা শপথ নেবেন সে তারিখে সামরিক আইন প্রত্যাহার করাটাই সঙ্গত হবে।

(৩) দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পৃথক পৃথক কমিটি গঠন-সংক্রান্ত যে ধারণাটি আগের ঘোষণার ছিল তা আওয়ামী লীগের নতুন খসড়ায় সংশোধন করে বলা হয়, ‘‘বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা শপথ নেবেন এবং ‘‘বাংলাদেশ’’ রাজ্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্য তাদেরকে নিয়ে পৃথক পৃথক শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করা হবে।’’ আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদকে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এই দুই জাতীয় পরিষদে ভাগ করা এবং ফলতঃ তা বিচ্ছিন্নতার এক শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(৪) আওয়ামী লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সদস্যদের যে শপথ নেয়ার কথা ছিল তাঁরা তাও বদলেছেন। আইন কাঠামো আদেশ যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যার অধীনে পরিষদের অধিবেশন ডাকার কথা তার ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে একটি শপথ দিয়ে দেয়া হয়েছে। শপথটি এইঃ

‘‘আমি সর্বান্তকরণে শপথ করছি (বা, ঘোষণা করছি) যে, আমি পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং যেসব কর্তব্য সম্পাদনের ভার আমি নিতে যাচ্ছি তা আইন কাঠামো আদেশ, ১৯৭০-এর ধারাসমূহ ও এই আদেশে বর্ণিত পরিষদের আইন-কানুন অনুসারে এবং সব সময়ই পাকিস্তানের অখণ্ডতা সংহতি কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সততা, আমার সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবো।”

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭ (৫) অনুচ্ছেদে যে শপথ দেয়া হয় তা এই ''আমি সর্বান্তঃকরণে শপথ (ঘোষণা) করছি যে আমি আইন বলে গঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত ও সত্যিকারভাবে অনুগত থাকবো।''

(1) প্রেসিডেন্টের টীম আওয়ামী লীগ টীমের সঙ্গে তাদের খসড়ার একটি ধারার মারাত্মক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এই ধারায় বলা হয় যে, পরিষদ ''পাকিস্তান কনফেডারেশন''-এর জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। আওয়ামী লীগ টীমকে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, কনফেডারেশনের মানে হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট এবং এই কনফেডারেশনের ধারণা 'আইন কাঠামো আদেশ' এবং আওয়ামী লীগের নিজেরাই ''৬ দফা''-র বিরোধী কারণ, ''আইন কাঠামো আদেশ'' এবং ৬ দফা দুটোতেই সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে।

(2) আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭ (৭) অনুচ্ছেদে বলা হয়, ''প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্র বিলটি পেশ করা হলে তিনি তা অনুমোদন করবেন এবং যেকোন অবস্থায় বিলটি পেশের তারিখের পর ৭ দিন অতিক্রান্ত হলেই মনে করা হবে যে প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করেছেন।'' আওয়ামী লীগ টীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে এই ধারাটি আইন কাঠামো আদেশের পরিপন্থী এবং এতে করে LFO-তে যে ৫টি শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির কথা বলা হয়েছে তার পরিপন্থী একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচিত প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

(01) আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তালিকার ৪৯টি বিষয়ের পরিবর্তে ১২টি বিষয়ের নাম ছিল। এর অর্থ এই ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই ১২টি বিষয়ই হবে কেন্দ্রীয় বিষয় এবং বাদবাকী সব বিষয়ই হবে প্রাদেশিক বিষয়।

(02) এমন কি তৃতীয় তালিকার এই ১২টি বিষয়ের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের প্রস্তাব করেন যে, আওয়ামী লীগ খসড়ায় তৃতীয় তালিকার প্রথম নম্বরে শুধু লেখা ছিল ''পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা''। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ের অধীনে ৫টি উপ-বিষয় ছিল। আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে এই বিষয়ের অধীনে রয়েছে সামরিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর কারখানাসমূহ, প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ, অস্ত্র উৎপাদন, ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসমূহের কর্তৃত্ব প্রভৃতি।

(03) বৈদেশিক বিষয়াদি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের ব্যবস্থা ছিল, ''বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য বাদ দিয়ে বৈদেশিক বিষয়াদি।'' এক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ খসড়ায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ৭টি উপ-বিষয় বাদ দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ টীমকে বলা হয় যে তাঁরা বৈদেশিক বিষয়াদির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রকাশ্যে ভাবে ঘোষিত নীতিকে পরিবর্তন করেছেন। আওয়ামী লীগ টীম বিদেশে আলাদা আলাদা বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগেরও প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ খসড়ার ১৪ (১) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের বিবেচনা ছিল। এতে বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাদ দেয়া হয়েছিল। বাদ দেয়া জিনিসগুলোর মধ্যে ছিলঃ

(1) এতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কিংবা কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকরিসমূহ বা পদসমূহের কোন উল্লেখ ছিল না।

(২) খসড়ায় জাতীয় আদমশুমারি অনুষ্ঠানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ছিল না। (''একজন লোক একটি ভোট''- এই নীতি চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটির বাদ পড়া তাৎপর্যপূর্ণ)।

(৩) দেশের দু'অংশের মধ্যেকার পরিবহন এবং দু'অংশের মধ্যেকার ডাক-সার্ভিস, আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিসের কোন উল্লেখ ছিল না।

এসব বিষয়ে আওয়ামী লীগ টীম তাদের মনোভাব পরিবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ খসড়ায় কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এমন কি তাদের নিজের খসড়ায় উল্লেখ করা কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যও কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আওয়ামী লীগ আরো দুটি ধারাও যোগ করেছিলেন। ধারা দুটি হচ্ছেঃ

(1) প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৭০-৭১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের বরাদ্দ এবং প্রদেশের সম্পদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে কেন্দ্রকে তা পূরণ করতে হবে। যদিও কেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে কর আদায় করবেন না।

(2) আওয়ামী লীগ টীম আরো বলেন যে, অন্তর্বতীকালীন মেয়াদ যদি ১৯৭১ সালের ৩০শে জুনের বাইরে যায় তাহলে প্রদেশসমূহ কর্তৃক নির্দিষ্ট শতকরা হারে কেন্দ্রকে অর্থ সরবরাহের নীতিও মেনে নেয়া হবে না।

প্রেসিডেন্টের টীম বলেন যে, স্বীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি এই যে, কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক দায়ত্বসমূহ পালনের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা কর বসানোর ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত।

আওয়ামী লীগ খসড়ায় আরো বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং **তা** প্রদেশিক আইন পরিষদের তৈরী আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। ফেডারেল স্টেট ব্যাংকর হাতে মাত্র কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্তব্য রাখার প্রস্তাব করা হয়। এসব কর্তব্য হচ্ছেঃ

(1) টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করা।
(2) পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের অনুরোধক্রমে নোট ইস্যু করা।
(3) টাঁকশাল এবং সিকিউরিটি ছাপাখানা সম্পর্কে ব্যবস্থা করা এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা।
(4) আন্তর্জাতিক অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফেডারেল স্টেট ব্যাংক সেই সব কর্তব্য পালন করবেন যা সচরাচর করা হয়ে থাকে- এই শর্তে যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংকের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ সব কর্তব্য পালন করা হবে।
(5) আওয়ামী লীগ খসড়ার অনুচ্ছেদ ১৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৭ (১) একত্রে পাঠ করলে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ৯ই এপ্রিল নাগাদ অর্থাৎ মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাবের কোন রকম সংশোধন বিবেচনা করতে রাজি ছিলেন না।

আওয়ামী লীগের ঘোষণায় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ১৪টি অনুচ্ছেদ বাদ দেয়ার প্রস্তাব ছিল। অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ এবং ১৩১-এর ২ নম্বর ধারা। এতে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নম্বর ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪,

৮৬ এবং ২৯২ সংশোধন করা হয় এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা আরো দুর্বল উদ্দেশ্যে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত নতুন কতকগুলো অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এতে এই ব্যবস্থা ছিল যে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিষয়েও আইন পাস করতে পারবেন। এসব ক্ষেত্র হচ্ছেঃ

(ক) যখন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতাসহ পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(খ) পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

(গ) যে কোন ব্যাপারে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা অর্জনের প্রয়োজন।

এমন কি উপরোক্ত ''ক'' ক্ষেত্রের বেলায়ও তাদের মত পরিবর্তন করতে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানান।

প্রেসিডেন্টের টীম উল্লেখ করেন যে ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল একটি অন্তর্বতীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে কাজ করা। আওয়ামী লীগের সব দাবীই এতে মেনে নেয়া হয়নি। এর উপর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ বলেন, সময় চলে যাচ্ছে, তাই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা প্রকাশ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই সময়ের শেষে ঘোষণা প্রকাশ করা হলে তা হবে অতি বিলম্বিত। তাঁকে জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগের প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে অন্যান্য ফেডারেটিং ইউনিটের বিভিন্ন পার্লামেন্টারী দলের সঙ্গে পরামর্শ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট ১৯৭১ সালেল ২০শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেন যে, সব রাজনৈতিক নেতার মতৈক্য অত্যাবশ্যক।

একই দিনে খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যায় জনাব মমতাজ মুহম্মদ খান দৌলতানা, জনাব সরদার শওকত হায়াৎ, জনাব মুফতি মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং শাহ আহমদ নূরানীও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিতে আনার ব্যাপারে তাঁদের ব্যর্থতার কথা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, তিনি (শেখ মুজিব) আওয়ামী লীগের স্কীমের কোন পরিবর্তন মেনে নিতে পারবেন না।

এর আগে সকালের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের মার্চপাস্টে বাংলাদেশের পতাকা উড়ান এবং বলেন, ''আমাদের সংগ্রাম মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণার যথার্থতা এবং বৈধতার ব্যাপারে আলোচনার জন্যে আবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কর্তব্য গ্রহণ করার কথা ছিল।

আওয়ামী লীগের সহকারীরা সন্ধ্যা ছ'টায় প্রেসিডেন্টের টীমের সঙ্গে আবার বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর জনাব তাজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেন, ''বৈঠকে আমাদের যা বক্তব্য তা আমরা সবই বলেছি।'' তিনি আরো বলেন, ''আমাদের দিক থেকে আর কোন বৈঠকের প্রয়োজন নেই।'' (দি পিপল' ঢাকা ২৫শে মার্চ, ১৯৭১)।

২৫শে মার্চ , ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা আর বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী নন। তাঁরা যে খসড়া ঘোষণা পেশ করেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্র কিংবা পাকিস্তান

ফেডারেশন সংক্রান্ত কোন বন্দোবস্তের ব্যাপারে উৎসাহী নন। এর অর্থ হচ্ছে, এই খসড়া ঘোষণাটি ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের তৈরী করে কেন্দ্রীয় কর্তৃক বিলোপ করবে, শেখ মুজিব পয়লা মার্চ থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাচ্ছিলেন এই ঘোষণা তাকে আইনগত বৈধতা প্রদান করবে এবং আইনসিদ্ধ কোন বৈধতা ছাড়াই ঘোষণাটি জারী করে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত কথায় বিষয়টির সংক্ষিপ্ততসার প্রকাশ করেনঃ

"এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর উপদেষ্টারা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় আসবেন না বরং কোনক্রমে আমার কাছ থেকে এমন একটা ঘোষণা প্রকাশ করিয়ে নিতে চান যা কার্যতঃ জাতীয় পরিষদকে দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত করবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের জন্ম দিবে এবং সামরিক আইনের ক্ষমতা বিলোপ করে দেশে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথক 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য, তার অর্থই হচ্ছে জাতির পিতা যে অর্থে পাকিস্তান তৈরী করেছিলেন তার সমাপ্তি টানা।"

এই সময়ে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২৬শে মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনার কথা জানা গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়
পূর্ব পাকিস্তান সন্ত্রাস

রাজনৈতিক কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাদের প্রস্তুতিও সমাপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছিল। যা তারা শাসনতান্ত্রিক পন্থায় পেতে ব্যর্থ হতে পারে, তাকে জোর করে আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদীদের কলাকৌশলের সাফল্য শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের সাহস বাড়িয়ে দিলো। তারা বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে বানচাল, ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাঙালীদের দলভুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। বিভিন্ন শহরে ‘‘সংগ্রাম পরিষদ’’ গড়ে উঠলো এবং কলেজের প্রাঙ্গণসমূহ সন্ত্রাসীবাদীদের শিক্ষা শিবিরে পরিণত হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী এবং সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন এবং আন্দোলন শুরু করা হলো। বহু পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার আওয়ামী লীগ সমর্থক দৈনিক ‘‘দি পিপল’’ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যেভাবেই মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সব প্রস্তুতি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের বৈঠক সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণাকে ছুতো হিসেবে ব্যবহার করে আরম্ভ করলেন এক অরাজকতার আন্দোলন। এরপর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ শুরু করলো এক সন্ত্রাসের রাজত্ব।

১লা মার্চ, ১৯৭১

এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক ধর্মঘট আহ্বান করলেন। তাঁর ধর্মঘট আহ্বানের পর পরই আওয়ামী লীগের চরমপন্থীরা শহরের বিভিন্ন এলাকা লুটতাজ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য বর্বরোচিত কার্যকলাপে মেতে উঠলো। তারা নারায়ণগঞ্জে রাইফেল ক্লাব আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে সশস্ত্র দল গড়ে উঠলো- তাদের কাজ ছিল শহরে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী এবং অর্থ সংগ্রহ করা। ১লা মার্চ তারিখের রাত্রে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সর্বত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্রতা ও সংখ্যা বেড়ে গেলো।

২রা মার্চ, ১৯৭১

বায়তুল মোকাররমে দুটি এবং নিউ মার্কেটে একটি অস্ত্রের দোকান লুট করা হলো। লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রলো তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। আগেই সেখানে একটি ‘‘গুলী চালানোর অনুশীলন কেন্দ্র’’ খোলা হয়েছিল, সেখান থেকে সারা দিন গুলী ছোড়ার আওয়াজ শোন যেতো। রাস্তায় জনতা পাকিস্তানবিরোধী শ্লোগান দিয়ে হাতে বন্দুক, লোহার ডাণ্ডা, এবং লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। জিন্নাহ এভিন্যুর ও বায়তুল মোকাররমের কয়েকটি দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শালিমার হোটেল এবং গুলিস্তান সিনেমা হল আক্রান্ত হলো। চালু রিক্সার উপর ইটপাটকেল ছোড়া হয়। নারায়ণগঞ্জে একটি পাটকল এবং ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় বেসরকারী আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আর একটি সাংবাদিক সম্মেলন সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীনই আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জবাব দেন ‘‘ আমার কোন মন্তব্য নেই’’। তিনি আবার জোর দিয়ে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে

তিনি এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, ৭ই মার্চের জনসভায় তিনি তার কার্য পরিকল্পনা প্রকাশ করবেন।

ইতিমধ্যেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বাড়তেই থাকলো। বেসরকারী আইন রক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের ব্যাপক গোলযোগ আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলো। তাদের অনুরোধেই ব্যারাকে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে ডাকা হলো এবং রাতে কারফিউ জারী করা হয়।

ব্যাপকভাবে এই কারফিউ অমান্য করা হয়েছিল। সদরঘাটে একটা সেনা ইউনিটের উপর জনতার আক্রমণের ফলে ৬ জন নিহত হয়। সেনাবাহিনী যখন স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশনটিকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তখন একজন লোক নিহত হয়।

৩রা মার্চ, ১৯৭১

ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী এবং নবাবপুরসহ ঢাকার কয়েকটি এলাকায় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার দরুন বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ৫ জন লোক নিহত এবং ৬২ জন লোক আহত হয়। বেশকিছুসংখ্যক দোকানাপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক গৃহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া কিছু শহরবাসীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। জিন্নাহ এভিন্যুয়ের উপর একটা জেনারেল স্টোর ও একটি ঘড়ির দোকান আক্রমণ করা হয়। অস্ত্রের দোকানগুলো থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র লুট করা হয়। গোটা পঞ্চাশেক ঘরে আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রদেশের অন্যান্য অংশে জনতার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে। যশোরে লাঠিসোঁটা বর্শায় সজ্জিত হয়ে জনতা স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের রক্ষীরা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলী ছুড়লে দুজন লোক নিহত এবং ৯ জন আহত হয়।

সকল ভৈরব থেকে লাকসামগামী একটা স্থানীয় ট্রেন কুমিল্লায় থামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

লাকসামের কাছে দৌলতগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জও হামলাকারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে প্রদেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আখাউড়া, সিলেট, হবিগঞ্জ এবং বিয়ানীবাজার এক্সচেঞ্জগুলোকেও জোর করে বন্ধ করে দেয়া হয়।

আওয়ামী লীগের নির্দেশ মতো ঢাকার রেডিও এবং টেলিভিশন নতুন এক বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করতে শুরু করে।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের নামে সারা প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলনে চালাবার কথা ঘোষণা করেন।

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩রা ও ৪ঠা মার্চ রাতে চট্রগ্রাম ও খুলনায় গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। চট্রগ্রাম আওয়ামী লীগের অতর্কিত আক্রমণকারীদের দ্বারা পরিচালিত বিক্ষুব্ধ জনতা Wireless colony এবং শহরের অন্যান্য এলাকা আক্রমণ করে যথেচ্ছা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং ধর্ষণ করেছিল। ফিরোজশাহ কলোনীতে ৭০০ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের পুড়িয়ে মারা হয়। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো তাদের হত্যা কিংবা গুরুতররূপে আহত করা হয়। ৩রা ও ৪ঠা মার্চে যারা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল এবং যাদের ভস্মীভূত দেহ পরে পাওয়া যায়, তারা ছাড়াও ৩শ'র বেশি লোক হত্যা ও আহত হয়।

যশোর খুলনা হতে আগত একটি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে যাত্রীদের টেনে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে জনতা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে দেয় এবং একটা হাতবোমা নিক্ষেপ করে।

খুলনায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে কিছুসংখ্যক কর্মচারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ঢাকার ধানমন্ডি ও নবাবপুর রোড থেকে বেশকিছু লুটতরাজের খবর পাওয়া যায়। একটা অস্ত্রের দোকান আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়।

৫ই মার্চ, ১৯৭১

চট্রগ্রাম থেকে হত্যা এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবার খবর পাওয়া যায়। খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর এলাকায় ৭ জন লোককে হাতবোমা, দা এবং বর্শা দিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। খুলনা শহরে লাঠি ও বন্দুক নিয়ে জনতা একটি হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

প্রদেশের অভ্যন্তরের অন্যান্য এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, ব্যাপক গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছে ও সারা প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম বিভাগের কর্মচারীরা বার্তা গ্রহণ ও প্রেরণ বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

৬ই মার্চ, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৫ ও ৬ই মার্চের রাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা বৃটিশ কাউন্সিল ভবনে ঢুকে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সময় মতো সেনাবাহিনী পৌঁছায় এবং গুলী ছুড়ে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ৩৪১ জন কয়েদী পালিয়ে যায়। পুলিশ গুলী ছোড়ার ফলে ৭ জন কয়েদী নিহত হয়। ১ জন পুলিশ সার্জেন্ট এবং ৬ জন ওয়ার্ডার আহত হয়। পরে পলায়নকারী কয়েদীরা আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থী এবং ছাত্রদলের সহযোগিতায় মারাত্মক শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকার রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে।

আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মীরা এসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করার জন্য বিজ্ঞান গবেষণারগারগুলো লুট করা শুরু করে। ঢাকায় সরকারী বিজ্ঞান গবেষণাগার থেকে সব বিস্ফোরক রাসায়নিক লুট করে নেয়া হয়।

এই একই উদ্দেশ্য পলিটেকিনক ইনস্টিটিউটও আক্রমণ করা হয়। যখন গুলী ছোড়া হয়, তখন গুণ্ডারা পালিয়ে যায়। কুমিল্লা ও যশোরসহ পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রধান প্রধান শহর থেকে বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। ফরিদপুরের 'রাজেন্দ্র কলেজ ট্রেনিং কোর'-এ ১০টা রাইফেল এবং ১৫ টি বেয়নেট চুরি হয়।

চট্রগ্রামে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ চলতেই থাকে। দুটো দালান এবং কিছুসংখ্যাক কুঁড়েঘর পোড়ানো হয়। আড়াল থেকে অতর্কিতভাবে গুলী ছোড়ার ঘটনাও বেশ কয়েক জায়গায় ঘটে।

রাজশাহীতে সদর ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে আগুন লাগানো হয়। খুলনায় জাতি এবং রাষ্ট্রবিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষুব্ধ মিছিলসমূহ অস্ত্রের দোকানগুলো লুট করার চেষ্টা করে। দোকানের মালিক গুলী ছোড়ার ফলে ১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

৭ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাবার কথা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি নির্দেশ জারী করেন। অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য তিনি সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী প্রকাশ করেন। (যেটা ২রা মার্চ শুরু হয়েছিলো।) কার্যসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিলো (১) কর না দেওয়া আন্দোলন (২) সারা ‘‘বাংলাদেশের’’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারী ও আধা সরকারী অফিসগুলো, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহকে আওয়ামী লীগের কর্মপন্থা অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হলো এবং এও জানানো হলো যে, এ নির্দেশ অমান্য করলে মনে করা হবে যে এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বাঙালীরা সহযোগিতা করছে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ বন্ধ করা হলো। এক নির্দেশে বলা হলো ‘‘স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা-পয়সা পাঠাতে পারবে না।’’ আর এক নির্দেশে বিশেষ করে উল্লেখ করা হলো যে প্রত্যেক ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটা করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

ঢাকায় রেডিও পাকিস্তান ভবনের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পাওয়া যায় যে আওয়ামী লীগ ছাত্রদলরা জোর করে জীপ, পিকআপ এবং মাইক্রোবাস নিয়ে যাচ্ছে।

যশোর জেলায় বারগানায় পাকিস্তান জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৮ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় যাদের লাইসেন্স রয়েছে তাদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী সংগ্রহ করতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহর থেকেও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ সারা প্রদেশ জুড়ে মিটিং এবং উন্মুক্ত মিছিলের ব্যবস্থা করলো জাতীয়বাদ এবং পাকিস্তানবিরোধী শ্লোগান ছিলো তাদের মুখে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রোটারী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ‘‘শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের কতকগুলি ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করলেন। এর মধ্যে ছিল ‘‘স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।’’

৯ই মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশের বাইরে যাতে ধনসম্পদ না যায়, সে জন্য আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা এবং ছাত্রদল ঢাকার বিভিন্ন অংশে তল্লাশী ফাঁড়ি বসালো। তল্লাশী করার অজুহাতে এসব স্বেচ্ছাসেবীরা যাদের তল্লশী করলো তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বাংলাদেশের নামে হস্তগত করলো।

রংপুরের লালমনিরহাটে এক উন্মুক্ত জনতা একটি ট্রেন থামিয়ে তার অনেক ক্ষতি করে। জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে ট্রেনের কিছু যাত্রীদের হয়রানি এবং মারপিট করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অধিবাসীদের আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণও করেছিলো।

রাজশাহীতে নিটি টাউন হলে একটা ‘স্বাধীনতা পতাকা’ উত্তোলন করা হয়।

লন্ডন ‘ডেলী টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার সাংবাদিক কেলিথ ক্লার্ক-এর পাঠানো একটি বিবরণ ১৯৭১ সালের ৯ই মার্চ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, ‘খবরে প্রকাশ যে রোব্বার ৭ই মার্চ রাতে যখন শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শেষ প্রান্তে এনে ফেলেছিলেন তখন ঢাকা সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে গিয়ে পড়েছিলো।’ উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হয়, ‘আওয়ামী লীগ নেতা শেখ তাঁর আন্দোলনকে ‘স্বাধীনতা আন্দোলন’ বলে নাম দিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য এমন সব শর্ত আরোপ করেন, যা প্রেসিডেন্ট খানের পক্ষে মেনে নিওয়া সম্ভব ছিলো না। এ পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের আর একটি নির্দেশেরও উল্লেখ ছিলো। নির্দেশটি ছিলো- গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে মুক্তি কমিটি গঠন করা।’’

১০ই মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করলো যে ‘‘ব্যাংকের লকারগুলোর কাজ বন্ধ থাকবে’’ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের বাইরে বন্দর কর্তৃপক্ষ কোনো সহযোগিতা করবেন না। কুমিল্লার চা বাগানে গোলযোগ ও সন্ত্রাসের খবর পাওয়া গেলো।

১২ই মার্চ, ১৯৭১

১১ই-১২ই মার্চ রাতে বরিশালের জেল ভেঙ্গে কিছু কয়েদী পালিয়ে যায়। বগুড়ার জেল ভেঙ্গে ৭ জন কয়েদী পালিয়ে যাবার খবরও পাওয়া যায়। কুমিল্লায় ৩০০ কয়েদী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ গুলী চালায়। পুলিশের গুলিতে ২ জন কয়েদী নিহত ও ১৮ জন কয়েদী আহত হয়।

‘মুক্তি ফ্রন্ট’ এবং আধা সামরিক সংস্থাগুলি প্রদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ‘মুক্তি ফ্রন্ট’ এর পক্ষ থেকে ‘সাইক্লোস্টাইলড’ এবং হাতে লেখা প্রচারপত্র গোপনে গোপনে বিলি করা হলো। এ সবেরই উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে উস্কানিদান।

৫টি সামরিক ট্রাকের একটি দল রেশন নেবার জন্য কুমিল্লা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সশস্ত্র জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

১৩ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার রেল স্টেশনে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা যাত্রীদের ঘেরাও করে পশ্চিম ’পাকিস্তানের’ দালাল বলে অভিযুক্ত করে জেরা করতো। কাকরাইলের কাছে এক সরকারী অফিসে দুই বোতল এসিড নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সে অফিসে আগুন ধরে যায়।

যশোরে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে পাকিস্তান জাতীয় পতাকার জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ নেতারা দুজন কয়েদীর মুক্তির জন্য জেল ভাঙ্গার হুমকি দেয়। উল্লেখিত কয়েদী দুজনকে জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলার জন্য শমসের নগরে গ্রেফতার করা হয়।

১৪ই মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বের সব নির্দেশগুলো বাতিল করে দেন ’এবং’ ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে নতুন নির্দেশ সম্বলিত এক কার্যক্রম ঘোষণা করেন। এর একটি নির্দেশে বলা হয় যে, ডেপুটি কমিশনার এবং মহকুমা হাকিমগণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে স্ব স্ব পর্যায়ে আওয়মী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবেন এবং সহযোগিতা করে কাজ করবেন।

আর একটি নির্দেশে বলা হয় যে, ''কাস্টম বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং যে পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে তা পুরো জমা দেয়া হলে মাল বের করতে অনুমতি দেবে। এই উদ্দেশ্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড (বেসরকারী ব্যাংক) এ কাস্টমস কালেক্টর দ্বারা পরিচালিত বিশেষ একাউন্ট খুলতে হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ আওয়ামী লীগের মাঝে মাঝে প্রকাশিত নির্দেশ অনুযায়ী এই একাউন্টগুলো পরিচালনা করবেন। এইভাবে যে কর আদায় হবে সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের একাউন্টে জমা করা হবে না।

১৫ই মার্চ, ১৯৭১

এক যুক্ত বিবৃতিতে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৪ জন সদস্য স্বীকার করেন যে, 'গাড়ী নিয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন বাড়ীঘর এখনও লুটপাট করছে এবং সংগ্রাম পরিষদের নামে জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় করছে।' কিছু সংখ্যক এলাকা থেকে খবর আসছিলো যে, ঢাকার বিভিন্ন আওয়ামী লীগ তল্লাশী ফাঁড়ি জাতিগত এবং রাজনৈতিক কারণে যে তল্লাশী চালাচ্ছে তাতে জনসাধারণ বর্বরোচিত ব্যবহারের শিকারে পরিণত হয়েছে।

কুমিল্লায় এক সশস্ত্র জনতা ফেনীর একটি আর্মি ফিল্ড ইউনিট ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চে লন্ডন-এর বিবিসির খবরে বলা হয়ঃ আজ কাজে যোগ দেবার জন্য যে সামরিক হুকুম আজী হয়েছে, তা অমান্য করার জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীদের অনুরোধ জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতি দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন চান। তিনি প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিরিশেরও বেশী নির্দেশ জারী করেছেন। এই নির্দেশগুলোর অন্তর্ভূক্ত একটি আদেশ হচ্ছে যে, কর কেন্দ্রীয় সরকারকে না দিয়ে তার সরকারকেই দিতে হবে।

১৬ই মার্চ, ১৯৭১

রাজশাহীতে নাটোরের মহারাজ হাইস্কুল থেকে রাসায়নিক দ্রব্য এবং এসিড চুরি হয়।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা একটি অস্ত্রশস্ত্রের দোকান লুট করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সংবাদদাতা মার্টিন এডেনির পাঠানো এক রিপোর্টে আওয়ামী লীগের একটি সংগ্রাম কমিটির বৈঠকের বর্ণনা দেয়া হয়, সারা প্রদেশে গঠিত এ ধরণের অন্যান্য কমিটির মতো এই কমিটিরও আলোচনার বিষয় ছিলঃ তাদের বিবেচনায় ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ 'বাংলাদেশে' তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। ৫৮টি গ্রাম থেকে প্রায় শ তিনেক লোক এই সংগ্রাম কমিটিতে একত্রিত হয়েছে। তারা প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য তারা এমন একজন গ্রামবাসীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে, যুদ্ধবিদ্যা যার একমাত্র অধিকার, সে রাজকীয় ভারতীয় সেনাবাহিনী সার্ভিস কোরে একজন ল্যান্স কর্পোরাল ছিলো।

হিন্দুস্তানের দৈনিক পত্রিকা স্টেটসম্যান (১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ সংখ্যা) আওয়ামী লীগের ১৪ই মার্চ তারিখে জারী করা নির্দেশসমূহের খবর দিয়ে বলেন, ''মিস্টার মুজিবুর রহমান, এসব নির্দেশ জারী করে বলেছেন যে, তিনি 'বাংলাদেশ'-এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন।'' পত্রিকা আরো জানায়, "শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট আমাদের অতিথি হবেন। ঢাকায় পর্যবেক্ষকরা এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা বলে মনে করে।''

১৭ ই মার্চ, ১৯৭১

১৬ ও ১৭ই মার্চের মধ্যবর্তী রাতে ঢাকার আজিমপুরায় একটি সরকারী অফিসের উপর দুইটি এসিড বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

ঢাকায় মতিঝিল কেন্দ্রীয় সরকারী হাইস্কুলের উপর হামলা চালানো হয় এবং এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৮ ই মার্চ, ১৯৭১

যশোরে সেনাবাহিনীর একটি শিবিরে দুজন সামরিক কর্মচারীর উপর এসিডের বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

১৯ ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় একটি লেভেল ক্রসিংয়ের উপর ময়মনসিংহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি সামরিক যানের উপর এক জনতা অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীরা অস্ত্রশস্ত্রসহ ৬ জন লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়।

যশোরে বিজলী কেন্দ্রের ক্ষতিসাধন করে বিজলী সরবরাহ ব্যাহত করে দেয়া হয়। যশোর-খুলনা সড়কের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। খুলনায় ৫ই মার্চের হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া প্রায় ৩শ লোকের উপর নতুন করে হামলা চালানোর হুমকি দেয়া হয়।

রংপুরে ছাত্ররা কালিগঞ্জ থানার লালিবাড়ী গ্রামে ১২টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ঢাকা থেকে ২২ মাইল দূরে জয়দেবপুর বাজারে লেভেল ক্রসিংয়ের উপর একটি ট্রেন রেখে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হলে জনতা এবং সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। এরপর সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সৈন্যরা ট্রেনটি একদিকে সরিয়ে দিয়ে তাদের যাওয়ার পথ করার চেষ্টা করলে জনতা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে তিনজন সৈন্য মারাত্মকভাবে জখম হয়। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে দুজন লোক নিহত এবং অন্য ৫ জন আহত হয়। জয়দেবপুর চৌমাথায় উন্মুক্ত জনতা আবার সৈন্যদের উপর গুলি বর্ষণ করলে একজন সৈন্য নিহত হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে আরো আধাডজন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়।

২০ ও ২১শে মার্চ, ১৯৭১

যশোরে, হিন্দুস্তান থেকে সাতক্ষীরা হয়ে বিপুল পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র চোরাপথে সীমান্তের এপারে আসে বলে খবর পাওয়া যায়। চোরাপথে আনীত অস্ত্রশস্ত্র চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পাঠানো হয় বলেও খবর পাওয়া যায়।

হংকং-এর দি ফার ইস্টার্ন রিভিউ ২০শে মার্চ (১৯৭১ সাল) সংখ্যায় লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পরবর্তী উদ্বেগের কথা ভাবছিলেন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকার বাড়ীতে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, 'এটাই শেষ দফা।' শেখ মুজিবুরের বাসভবন বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এ কথার অর্থ কি তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই শ্লোগানটি দিয়ে তার জবাব দিলেন, যা তিনি হাজার বার জনতার সামনে উচ্চারণ করেছেন- ''জয় স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা দীর্ঘজীবী হোক।''

২২শে মার্চ, ১৯৭১

দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি কুশপুত্তলিকাসহ এক উন্মুক্ত মিছিল বের। কুশপুত্তলিকাটির বুকে তীর বসানো ছিল। সিলেটের কয়েকটি চা বাগানে হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র এনে রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

২৩শে মার্চ, ১৯৭১

'পাকিস্তান দিবসের' নাম পরিবর্তন করে 'প্রতিরোধ দিবস' করা হয়। ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বিভিন্ন সরকারী ভবনের চূড়ায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে 'বাংলাদেশের' নয়া পতাকা উড়তে দেখা যায়। মুক্তিফ্রন্টের আধা সামরিক বাহিনী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীদের মার্চ পাস্ট এবং কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুসারে ঢাকা টেলিভিশন এই দিন পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন করেনি। মিরপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি এলাকার অধিবাসীরা নয়া বাংলাদেশ পতাকা উড়াতে অস্বীকার করে। পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করলে এসব জায়গায় তাদের উপর হামলা চালানো হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে সশস্ত্র মার্চ পাস্টে সালাম গ্রহণ করেন। এখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিভিন্ন ছাত্রদল পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে এবং মুক্তিপণ দাবী করে। সশস্ত্র জনতা ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে বহির্গামী যাত্রীদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে হয়রানী করে।

২৪শে মার্চ, ১৯৭১

যুদ্ধংদেহী ছাত্র এবং শ্রমিকরা জনগণকে হিংসাত্মক কাজের উস্কানি দিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় হাতে লেখা এবং সাইক্লোস্টাইল করা প্রচারপত্র বিলি করা শুরু করে। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের জেলা কমিটি ঐ ধরণের একটি প্রচারপত্র বিলি করে, যাতে লেখা ছিলঃ

"পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে চলছে। এই দাবানলকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন। দেশপ্রেমিক বিপ্লবী জনগণ। হাতিয়ার তুলে নিন। শত্রুসৈন্যকে বাধা দিন এবং তাদেরকে নির্মূল করুন। সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করুন।"

"দেশবাসী বন্ধুগণ! হাতের কাছে যে অস্ত্র পানা তাই হাতে তুলে নিন এবং শত্রুদের অগ্রগতি বন্ধ করুন। যে সব জায়গা শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেসব জায়গার সড়ক, সেতু রেলযোগাযোগ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করে দিন। ঘরে ঘরে হাত বোমা ও মলোটোভ বোমা (Monoltov Cocktail) প্রস্তুত রাখুন। যদি আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয় কিংবা আমরা শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

"মনে রাখবেন, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে, যার জন্য দীর্ঘ সময়ও প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল ছাড়া আমরা শত্রুদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবো না, যে কোনো মূল্যে মুক্ত এলাকাগুলো রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

পূর্ব বাংলার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়নি, বরং এটাই কেবল শুরু। আমাদেরকে দূর্বল করার জন্য শত্রুরা অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ব বাংলার জয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা পাকিস্তানী উপনিবেশের জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলবো। স্বাধীন পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ।"

রংপুরে উত্তর সৈয়দপুরের গোলাহাট থেকে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়। লাঠি, সড়কি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৮ হাজার লোকের এক উন্মুক্ত জনতা সৈয়দপুর অভিমুখে যাত্রা করে সেখানকার অধিবাসীদের উপর আক্রমন করার জন্য ৫০টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১

ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে ব্যাপকভাবে এসিড বোমা তৈরীর খবর পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের সর্বত্র ব্যারিকেড এবং বিভিন্ন রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

লন্ডনের টাইমস পত্রিকার ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত পাল মার্টিন-এর পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বিভিন্ন বিপ্লবীবাদী দল ছাত্রদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বহু গ্রামে একটি গণবাহিনীর সূচনা হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই গণবাহিনীর ভবিষ্যৎ কাজ হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা। ইতিমধ্যেই গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন ল্যাবরেটরী থেকে চুরি করা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরী করা পেট্রোল বোমা ও অন্যান্য হাতে তৈরী বোমা পূর্বঞ্চলীয় রাজধানী ঢাকায় প্রথমবারের মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সৈয়দপুরে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে রাইফেল, গাদাবন্দুক, দা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত জনতার চারটি দল সৈয়দপুর অভিমুখে যাত্রা করে এবং স্থানীয় এলাকা কোলাহাটের উপর আক্রমণ চালায়। এতে তিনজন লোক নিহত ও ১৭ (সতের) জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে দুজন বুলেট আঘাতপ্রাপ্ত এবং অন্য ৭ জন বন্দুকের গুলিতে আঘাত পায়। বাকী কয়জন আহত হয় লাঠিসোঁটার আঘাতে। ৫০টি বাড়ীও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যবাহিনী গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। ফলে তিনজন লোক জখম হয়। পরে আরেক উন্মুক্ত জনতা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের উপর আক্রমণ চালায়। তারা সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালালে ৫ জন লোক আহত হয়।

অপরদিকে আরেক জনতা সৈয়দপুর-দিনাজপুর সড়কে ডাক বিভাগের একটি গাড়ির উপর হামলা চালায়। তারা ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টরকে গাড়ী থেকে টেনে নামায়। কন্ডাক্টরকে ঘটনাস্থলেই পিটিয়ে হত্যা করা হয়, আর ড্রাইভারটি মারাত্মকভাবে আহত হয়।

চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্টের সামরিক বাহিনীর লোকদের যাতায়াত এবং অস্ত্রশস্ত্র আনা-নেয়া বন্ধ করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আগ্রাবাদগামী রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। প্রধান সড়কে কয়েকটি ট্রেঞ্চ খনন করা হয় এবং যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য রাস্তার উপর ট্রাক ও লরি, পিচের ড্রাম, ডাস্টবিন ও ইটপাটকেল ফেলে রাখা হয়।

আওয়ামী লীগের ব্যাপক সশস্ত্র প্রস্তুতি আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক কর্নেল ওসমানীকে 'বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়ক' নিযুক্ত করেন এবং তিনি সরাসরিভাবে শেখ মুজিবের কর্তৃত্বাধীনে থাকবেন। শেখ মুজিবুর রহমান প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদেরকে নিজ পক্ষে তালিকাভূক্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জমকে নিয়োগ করেন। তালিকা সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করা হয় এবং তা আওয়ামী লীগের সদর দফতরে রাখা হয়। অন্যদিকে তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর এ জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা এবং যশোরের অস্ত্র দোকানগুলো লুট করা হয় এবং তা বিদ্রোহীদের ব্যবহারের জন্য সব বড় বড় শহরে মওজুত করা হয়। একমাত্র ঢাকা পুলিশ স্টেশনেই গুলিভর্তি ১৫ হাজার রাইফেল জমা করা হয়।

বিভিন্ন ইপিআর এবং ইবিআর বহিঃফাঁড়ির মধ্যে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের সাহায্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এক ইউনিট থেকে দ্রুত অন্য ইউনিটে নির্দেশ পাঠানো হয়। বৃহত্তম পরিচালন সদর দফতর ছিলো চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে।

পরিচালনা কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা হয় এবং এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে, ঢাকার আওয়ামী লীগ সদর দফতর থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয় সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) আকাশ কিংবা সমুদ্রপথে পাকিস্তানী সৈন্যের আগমন রোধ করার জন্য ইবিআর বাহিনী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দখল করবে।

(খ) ইপিআর, পুলিশ এবং সশস্ত্র রাজাকারদের সাহায্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সৈন্যরা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট এবং ফাঁড়িতে সশস্ত্র সৈন্যদের নির্মূল করবে।

(গ) ইপিআর সীমান্তের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো দখল করবে এবং তা বহির্সাহায্যের জন্যে খোলা থাকবে।

(ঘ) অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা হবে হিন্দুস্তান থেকে।

(ঙ) আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলো দখল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার প্রথম পর্যায়ে সাফল্য লাভ করা মাত্রই হিন্দুস্তানী সৈন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

শুক্রবার দিন খুব ভোরে এই বিদ্রোহ শুরু হবে বলে সময় ধার্য করা হয়। ২৫শে মার্চ দিনগত রাতে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। সেনাবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে এবং তারা হিন্দুস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহী লোকদের মাধ্যমে আওয়ামী লীদের পূর্ব পাকিস্তান দখলের সশস্ত্র পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তান সংলগ্ন সীমান্ত বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। এই সময়ে যেসব এলাকা সাময়িকভাবে বিদ্রোহী এবং হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে আসে সেসব জায়গায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব যা পহেলা মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহতবাবে চলতে থাকে। এর ফলে এক লাখেরও বেশী পুরুষ, মহিলা ও শিশুর জীবননাশ হয়। তা ছাড়া বিপুলসংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হয়।

আওয়ামী লীগের যুদ্ধবাজ কর্মী এবং ইপিআর ও ও ইবিআর-এর বিদ্রোহীরা নরঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অশুভ ইচ্ছার যারা বিরোধীতা করে তারাই তাদের হত্যার শিকারে পরিণত হয়। অবর্ণনীয় বর্বরোচিত কাজ সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার শান্তাহারের একটি এলাকায় ১৫ হাজারেরও বেশী লোককে ঘেরাও করা হয় এবং তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মহিলাদেরকে উলঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয় এবং মাকে তার নিজ সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়। চট্রগ্রামে ১০ হাজারেরও বেশী লোককে হত্যা করা হয়। সিরাজগঞ্জে সাড়ে তিন শ মহিলা ও শিশুকে একটি হলঘরে তালাবদ্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। ময়মনসিংহে সানকিপাড়া এলাকায় ২ হাজার পরিবারের একটি কলোনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। পুরুষদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে গুলি করে মারা হয় এবং মহিলাদের দিয়ে কবর খোঁড়ানো হয় ও তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। ঐ ধরণের বর্বরোচিত ও অমানুষিক কয়েকটি ঘটনার কথা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার কয়েকটির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

‘বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে বসবসরত লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী মুসলমান প্রতি মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তনের মধ্যেকার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার কথা অনুধাবন করছে এবং আশংকা করা যাচ্ছে যে, বাঙ্গালীরা এই বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাদের উপর চড়াও হয়েছে।’

'স্টেটসম্যান', নয়াদিল্লী,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১
পিটার হাজেলহার্ষ্ট

“দেশ বিভাগের সময় যেসব হাজার হাজার অসহায় মুসলিম উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তাদেরকে গত কয়েক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রুদ্ধ বাঙালীরা হত্যা করেছে।”

এ সপ্তাহে যেসব বিহারী মুসলমান উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে হিন্দুস্তানে চলে আসে তারা এই হত্যার কথা জানিয়েছে। আজ একজন তরুণ বৃটিশ টেকনিশিয়ান হিলিতে হিন্দুস্তান পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সত্যতা প্রকাশ করেন।

‘দি টাইমস’ লন্ডন, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

‘গতকাল কোলকাতায় যে বৃটিশ জাহাজ নোঙর করা হয় তার যাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ব্যাপক নরহত্যা এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার কথা জানিয়েছেন।’

লেয়ন লামসডেন নামে মার্কিন সাহায্য পরিকল্পনার একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, প্রধানত বাঙালী অধ্যুষিত চট্টগ্রাম শহরে গত সপ্তাহে সেনাবাহিনীর লোক আসার আগে একটানা দুই সপ্তাহ ধরে বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়।

’নর্দান ইকো’ ডারলিংটন, ডারহাম, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১।

“যখন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) বিদ্রোহ করলো তখন তারা প্রথম যে কাজে হাতে দিলো তা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকে অবাঙালীদের উৎখাত করা।”

“১০ থেকে ১৫ হাজার লোক নিয়ে গঠিত ইপিআর-এর শতকরা ৪০ জন হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। তাদের বেশীর ভাগই অফিসার।”

“ইপিআর-এর লোকেরা হিন্দুস্তানের সীমান্ত তল্লাশী শহর হরিদাসপুরের কাছে সীমান্ত বরাবর এক গরুর গাড়ী বোঝাই লাশ খালাস করে।”

“ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ”, হংকং, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১। টি আই এস জর্জ।

“শত শত প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা যায় যে, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন কিছু কিছু বাঙালী বিহারীদের ঘরবাড়ী লুট করে এবং তাদেরকে হত্যা করে।”

‘নিউইয়র্ক টাইমস’, নিউইয়র্ক ১০ই মে, ১৯৭১ (ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন)

“স্থানীয় একটি ব্যাংকের ইউরোপীয় ম্যানেজার বলেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে সেনাবাহিনীর সময় মতো উপস্থিতির জন্য প্রতিটি ইউরোপীয় জীবিত আছেন, না হলে এ কাহিনী বলার জন্য আমি বেঁচে থাকতাম না।”

‘নিউইয়র্ক টাইমস’, নিউইয়র্ক ১১ই মে, ১৯৭১ (ম্যালকম ব্রাউন)

“এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উন্মুক্ত জনতা অবাঙালীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এসব অবাঙালীদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেড় হাজার বিধবা ও এতিম শিশুর নিদারুণ কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন। ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের একটি মসজিদে আশ্রয় নিতে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে শনাক্তকৃত সশস্ত্র লোকেরা তাদের স্বামী ও পিতাদের হত্যা করে। ”

’সিলোন ডেইলী নিউজ’, কলম্বো ১৫ই মে, ১৯৭১ (মরিস কুয়েনট্যান্স)

"গতকাল এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীতে সফরকারী সাংবাদিকরা বলেছেন, গোলাগুলির ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বিদ্রোহীরা যে বেসামরিক লোককে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। "

"সাংবাদিকরা ইস্পাহানী পরিবারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানাধীন পাটকলে একটি বিরাট কবর দেখতে পান, যেখানে ১৫২ জন অবাঙালী মহিলা ও শিশুকে একযোগে সমাহিত করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা তাদেরকে গত মাসে কারখানার চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে হত্যা করে। "

"বুলেট ঝাঁঝরা এই ক্লাব কক্ষের মেঝেতে এখনো রক্তমাখা জামা-কাপড় ও বাচ্চাদের খেলনা ছড়িয়ে আছে। দায়িত্বশীল মহল বলেন, চট্টগ্রামে হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আগত হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে ২৫শে মার্চ অর্থাৎ যেদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হয় সেদিন থেকে ১১ই এপ্রিল সেনাবাহিনী কর্তৃক শহর পুনর্দখল করার দিন পর্যন্ত পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। "

"স্থানীয় বাসিন্দা সাংবাদিকদের একটি অগ্নিদগ্ধ ভবন দেখায়। তারা জানায়, বাঙালীরা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে তিন শ পাঠানকে পুড়িয়ে মেরেছে।"

'ওয়াশিংটন পোস্ট', ওয়াশিংটন, ১২ই মে, ১৯৭১

'(এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট)

'বন্দর শহর চট্টগ্রামে একটি পাটকলের চিত্তবিনোদন ক্লাবে রক্ত মাখানো খেলার পুতুল এবং মলমূত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীরা এখানে ৮০ জন মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। উগ্র স্বদেশিকতার উন্মাদনায় বাঙালীরা কিছুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানীকে খুন করে।"

বাঙালী বেসামরিক লোক এবং মুক্তি সৈন্যরা হিন্দুস্তানের বিহার রাজ্য থেকে আগত মোহাজিরদের পাইকারী হারে হত্যা করা শুরু করে এবং বাজার ও অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে ছুরি মারা, গুলি চালনা এবং আগুন লাগানো প্রভৃতি হিংসাত্মক কাজ চালায় আর নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ করে।

চতুর্থ অধ্যায়
হিন্দুস্তানের ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধী ব্যাক্তিদের সঙ্গে হিন্দুস্তানী যোগসাজশের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেলো ১৯৬৭-তে যখন আগরতলায় ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হলো। কয়েকজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত ছিলেন ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বর থেকেই যখন দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়েছিলো। আগরতলা ষড়যন্ত্রের কর্মপরিকল্পনার প্রধান বিষয় ছিলো সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলোকে অচল করে দেওয়া। পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে এ কাজ করা হবে কমান্ডো কায়দায় এবং দলের লোকসংখ্যা কম বলে আক্রমণ করা হবে অতর্কিতভাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হিন্দুস্তানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুস্তানের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার কথা ছিলো ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে হিন্দুস্তানের আগরতলায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৭-র ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের একজন প্রকাশ করে যে, হিন্দস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তা ছাড়াও হিন্দুস্তান বলেছে যে হিন্দুস্তান সরকার ‘চূড়ান্ত দিনে’ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগকারী আকাশপথ ও সমুদ্রপথ বন্ধ করে ফেলবে।

হিন্দুস্তান এই পরিকল্পনা কার্যকরী করলো ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। হিন্দুস্তান বিমান লাইনের একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানের গতি জোর করে পরিবর্তন করে তাকে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হলো। গতি পরিবর্তনকারীরা পরে বিমানটি ধ্বংস করে ফেললো। এই ঘটনাকে ছুতো হিসেবে অবলম্বন করে হিন্দুস্তান সরকার তার এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানের চলাচল বন্ধ করে দিল। এতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

সংশ্লিষ্ট বিমানের যাত্রীদের নিরাপত্তা ও হিন্দুস্তান তাদের আশু প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পাকিস্তান সরকার সম্ভব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হলো। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উদঘাটিত হলো যে, এ ঘটনাটি হিন্দুস্তানী এজেন্টরা ইচ্ছা করেই ঘটিয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানী সীমানার উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করার জন্য একটা ছুতো বের করা এবং পাস্তিানের দুই অংশের মধ্যে অসুবিধা ও উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলা। এ জন্য তারা এক সময়ের অপেক্ষায় ছিলো যা ছিলো পকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আলোচনার সংকটকাল।

‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার ১৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় প্রকাশিত হলোঃ ‘তিনি (মুজিব) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার জেনারেলদের বলছেনঃ জনসাধারণ আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমাকে স্পর্শ করবেন না। তিনি এ কথা বলছেন, কারণ তিনি জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্য এতো কম যে, তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্তানের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের হস্তক্ষেপের কারণ বহু। আর এই সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে অতীত ইতিহাসে। হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে এই যে হিন্দুস্তান কখনো পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সত্যি সত্যি মেনে নেয়নি। এমনকি বল্লভভাই প্যাটেলের হতো শীর্ষস্থানীয় দায়িত্বশীল নেতারাও আশা পোষণ করতেন যে, হিন্দু মাতৃভূমিরূপে ভারত পুনরায় যুক্ত হবে। এই আশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান

পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। সে হঠাৎ পাকিস্তানের জমিতে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলো পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ব্যাহত করার জন্য লাখ লাখ মুসলমানকে ঘরছাড়া করে পাকিস্তানে ঠেলে দিলো । সে জুনাগড় দখল করে নিলো এই অজুহাত দেখিয়ে যে তার অধিবাসীরা হিন্দু আবার কাশ্মীর দখল করার পেছনে সে অজুহাত দেখালো যে তার শাসনকর্তা হিন্দু। ১৯৬৫ সালে সে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানায় সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানকে আঘাত হানলো। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করে সে পূর্ব পাকিস্তানের ২ কোটি ৩০ লাখ লোকের জীবনযাত্রা এবং সারা দেশের অর্থনীতিকে বিপদাপন্ন করে তুললো। এখন পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যমে সে আবার পাকিস্তানের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে হিন্দুস্তানী সেনাবহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হলো। আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনের সময় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সৈন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষার্ধে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করা হলো পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে। এদের সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা হলো মাউন্টেন ব্রিগেড, প্যারাসুট ব্রিগেড, জঙ্গী বোমারু বিমান এবং বিমান পরিবহন ইউনিট।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রবিরোধীদের সাহায্যের জন্যে হিন্দুস্তান সেনাবহিনীর বহু সৈন্যকে বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হলো। জেট জঙ্গী বিমান এবং পরিবহন বিমানও সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন বিমান ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হলো ।

পশ্চিম বাংলায় পাঁচ ডিভিশনের ওপর সৈন্য সমাবেশ ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েকটি অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ানও মোতায়েন করা হলো। এর আগেই কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ভাবে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সমাবিষ্ট হলো প্রায় পঁচিশটি হিন্দুস্তানী ব্যাটেলিয়ান। এইসব ব্যাটেলিয়ান যাতে বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে পারে সে জন্য B.S.F এর (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হলো। জীপ এবং অন্যান্য যানবাহনের রং বদলে দেওয়া হলো। দিল্লী থেকে বিমানযোগে আরো B.S.F সৈন্য আনানো হলো সব B.S.F কোর্স বাতিল করে দেয়া হলো, পুলিশ বিভাগে ছুটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হিন্দুস্তানী এলাকার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করেও হিন্দুস্তান ক্ষান্ত হলো না। সে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র পথেও বাধা সৃষ্টি করতে চাইলো। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখে হিন্দুস্তানী নৌঘাঁটি দেয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে যুদ্ধ জাহাজ The ocean Endurance নামক একটি পাকিস্তানী সওদাগরী জাহাজকে হয়রান করলো। হয়রানির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজটিকে করাচী ফিরতে হলো। তিন দিন পর হিন্দুস্তানী যুদ্ধজাহাজ আর একটি পাকিস্তানী জাহাজে হয়রান করলো। এটি ছিল সফিনায়ে আরব। জাহাজটি হাজীদের নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। হিন্দুস্তানের দক্ষিণ সীমান্তে কার্যরত আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী একটি নতুন ইউনিট অনুশীলন চালাতে গিয়ে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে । এইভবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরও দক্ষিণ দিক দিয়ে যেতে বাধ্য করে।

হিন্দুস্তানী বিমানাবাহিনীও এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তে শিকারী জঙ্গীবিমান ও অতিরিক্ত পরিবহন বিমান মোতায়েন করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তসংলগ্ন ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হলো। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বিমান মোতায়েন করা হলো। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবে ফটো গ্রহণের কাজ চালানো হয়।

হিন্দুস্তানী সীমান্ত বাহিনীর লোকেরা স্থলপথে পূর্ব পাকিস্তানের ঢুকতে শুরু করলো এবং এই উদ্দেশ্য যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হলো। হিন্দুস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে লাগলো। এমন বহুসংখ্যাক রাইফেল হস্তগত করা হয়, যাতে হিন্দুস্তানী রাইফেল ফ্যাক্টরি ইসাপুরের ছাপ রয়েছে। গোলাবারুদে পাওয়া গেছে হিন্দুস্তানের ফিরকী ফ্যাক্টরীর ছাপ।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুস্তানের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭৬, ৮১, ৮৩, ১০১, ১০৩ ও ১০৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগানো হয়েছিলো। পরবর্তী তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এছাড়া আরও দুটি ব্যাটেলিয়নকে কাজে লাগানো হয়েছিলো। ৭৩ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে কুচবিহারের মোখিলগঞ্জ এলাকায়, ৭৭ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলে এবং ১৮ নম্বর B.S.F ব্যাটেলিয়ানকে যশোরের পশ্চিম বনগাঁও নিযুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দুস্তান সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমান্ডাররা যুদ্ধকার্য পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে একজন ছিল ৬১ নম্বর মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডার। সম্প্রতি এই ব্রিগেডটিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাঙামাটির ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে ডিমগিরিতে মোতায়েন করা হয়েছে।

হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বহু পরিমাণ হিন্দুস্তানী অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছে। নওয়াবগঞ্জ এলাকায় সেনাবাহিনী একটি গোপন পত্র পেয়েছে। পত্রটি ‘ভারী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ’ সম্পর্কে সীমান্তের ওপারে হিন্দুস্তানী এজেন্টের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের বিষয়ে লিখিত। লেখক আওয়ামী লীগের একজন নেতা।

পূর্ব পাকিস্তান সংকটের একেবারে গোড়া থেকেই যে হিন্দুস্তান এর সঙ্গে জড়িত ছিল, তার প্রমাণ এখন হিন্দুস্তান ও অন্যান্য বিদেশী তথ্য মাধ্যমের পরিবেশিত সংবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। একজন হিন্দুস্তানী সাংবাদিক ১১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ২৯ তারিখে কোলকাতা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেন যে, বিদ্রোহীরা (তথাকথিত মুক্তিবাহিনী) হিন্দুস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলো। বোম্বইর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রকাশিত খবরে সাংবাদিক কুষ্টিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কমান্ডার তার নাম প্রকাশ করতে চায়নি। কমান্ডার বলেছে, নদীয়ার সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়ায় বিদেশী সৈন্যদের দুটি ইউনিট নিহত হওয়ার পর অথবা কুষ্টিয়া থেকে তাদের অপসারণের পর কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় টেলিফোন করে। সে প্রথমে কথা বলে মিঃ অজয় মুখার্জীর সঙ্গে সেই সপ্তাহেরই শেষের দিকে যার পশ্চিম বাংলার নতুন মুখ্য উজীর হওয়ার কথা। এরপর কমান্ডার কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে।

‘বাংলাদেশ’-এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে হিন্দুস্তানের কয়েকটি প্রাদেশিক পরিষদে সরকারীভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। এই প্রদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ু, পশ্চিবঙ্গ, আসাম, কেরালা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও ত্রিপুরা। পশ্চিম বাংলার ডেপুটি মুখ্য উজীর বললেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখনো বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি জানায়নি কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বাংলাদেশের প্রতি এখন থেকেই স্বীকৃতি জানাচ্ছি।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর নিজেই একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। ১৯৭১ সালের ৩০ শে মার্চ তারিখে হিন্দুস্তানী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। এই প্রস্তাবে ‘পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের (বিচ্ছিন্নতাবাদীদের) আশ্বাস দেওয়া হয় যে, ‘হিন্দুস্তানের জনগণ তাদের সংগ্রাম সর্বান্তঃকরণে সহানুভূতি জানাবে ও সমর্থন যোগাবে’।

হিন্দুস্তানের পার্লামেন্টে গৃহীত ‘বাংলাদেশ’ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কর্তৃক ‘সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত’ হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির

পশ্চিম বাংলা ইউনিটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কে, কে, শুকলা বললেন 'শেখ মুজিবুর রহমান যে যুদ্ধ করছেন সেটা হিন্দুস্তানেরই যুদ্ধ।'

হিন্দুস্তানী প্রধান উজীর শেখ মুজিবুর রহমানের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের আবেদন জানালেন হিন্দুস্তানের সর্বত্র সরকারী সমর্থনপুষ্ট কমিটি গঠিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য তারা চাঁদা তুলতে শুরু করলো। বিহার প্রদেশের মুখ্য উজীর কর্পুরী ঠাকুর ঘোষণা করলেন যে, তার সরকার এই তহবিলে ২৫ লাখ টাকা দান করবে। মুখ্য উজীর ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়ে বোম্বাই 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবর অনুসারে ''বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহসহ সম্ভব সর্বপ্রকার সাহায্যদানের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঠাকুর মহাশয় পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, পরিণতি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আমি অটল। ''

শেখ মুজিবের মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠানোর জন্য এই সব অর্থ সংগ্রহ করা হলো।

এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে সাংবাদিকরা হিন্দুস্তানী প্রধান উজীরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এসব অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন : ''তিনি এ ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলতে পারেন না। কারণ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কয়েকটি হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ সৃষ্টির জন্য হিন্দুস্তানী এখনো বিদ্রোহীদের নিযুক্ত করে যাচ্ছে এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছে। লন্ডন টাইমস এর একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের একটি রিক্রুটিং সেন্টার পরিদর্শন করেছেন।

১৯৭১ সালের ১৮ ই জুন তারিখে প্রেরিত এক খবরে তিনি বলেন যে, শিক্ষা কেন্দ্রের অফিসার ইন চার্জ দাবী করেন যে তথাকথিত 'বাংলাদেশ' বাহিনীর সবগুলো ট্রেনিং কেন্দ্রেই বাংলাদেশের কোথাও অবস্থিত। কিন্তু লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি যখন জানতে চান যে, এটা একটা সামরিক গোপনীয় তথ্য। লন্ডন টাইমস এর প্রতিনিধি আরও জানান, হিন্দুস্তানের পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে এরকমের প্রায় শ'খানেক কেন্দ্র রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রিক্রুটিং সেন্টারগুলোর এমন সব জায়গায় অবস্থিত, যেগুলো বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে এগুলো উদ্বাস্তদের রেজিস্ট্রেশন অফিস। লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি খবর অনুসারে যাদের রিক্রুটিং সেন্টারে নিয়োগের নেই। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের গুলি করে মারা হবে। লন্ডন বৃটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সম্প্রতি সীমান্তের ঐ পারে চলে গেছে হিন্দুস্তানীরা প্রকাশ্যভাবে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। 'এইসব বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোক, সামরিক বাহিনীর লোক এবং অন্যান্যরা। 'গার্ডিয়ান প্রতিনিধি একটি বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে হিন্দুস্তানী সীমান্তবর্তী বাহিনীর অবস্থানের পাশে তাঁবু খাটানো একটি শিবিরে রাইফেলধারী সশস্ত্র ব্যক্তিদের স্বচক্ষে দেখেছেন।

লাগোসের নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন নামক পত্রকার মে মাসের ১৪ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে, ''হিন্দুস্তান পূর্ব পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সীমান্ত বরাবর ছ'টি রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরূদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারীদের এই সব কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।''

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের প্রতিনিধি আর্নেস্ট ওয়েদাবল ১৯৭১ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে জানালেনঃ ‘‘মুজিব ও তার বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ যে আগে থেকে সতর্কতার সঙ্গে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার সব রকম আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। এই মুক্তিবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম বা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র গভীর সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরটি একবার ধ্বংস হয়ে গেলেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে মুশকিলে পড়তেন। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ঢাকা অধিকার করা। যাতে তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে।

মুজিব বহু দিন যাবৎ বাইরে থেকে সরবরাহ পেয়ে আসছিলেন বলে বিশ্বাস এবং ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এসব লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। নয়াদিল্লীতে অবস্থিত বহু বিদেশী কূটনীতিবিদ মনে করেন যে, এসব অস্ত্রশস্ত্র একমাত্র হিন্দুস্তান থেকেই আসা সম্ভব ছিলো।

লন্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন যে, বোমা ও বন্দুক সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলায় বেনাপোল সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে পশ্চিম বাংলার গেরিলাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২৮শে এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রেরিত এএফপির খবরে বলা হয়েছে-‘পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য ১০ হাজার প্রাক্তন সৈনিককে সংঘবদ্ধ করা হচ্ছে।’

লন্ডন টাইমস ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২ তারিখের সংখ্যায় বলা হয়েছে। ‘‘হিন্দুস্তান সরকারই প্রায় সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মতবাদটিকে জিইয়ে রাখছে।’’ পত্রিকাটির কোলকাতা প্রতিনিধি বলেন যে, ‘‘সীমান্তের কাছাকাছি প্রায় ২০ টি শিবিরে হিন্দুস্তানী ইনসট্রাকটাররা প্রায় ৩০ হাজার রিক্রুটকে ট্রেনিং দিচ্ছে। ’’ তিনি আরও বলেন যে, তথাকথিত ‘স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার’ হিন্দুস্তানী এলাকায় অবস্থিত। তিনি বলেন, ‘কয়েক সপ্তাহের নীরবতার পর আজ আবার ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’-এর কণ্ঠ শোনা গেলো। বেতার থেকে ঘোষণা করা হলো যে কয়েকটি এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছে। আজ সকালে আমি একটি বেতার দিকনির্দেশকযন্ত্রের সাহায্য ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’ কোন দিকে অবস্থিত তা পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, দিকনির্দেশকযন্ত্রে ধরা পড়লো যে, স্বাধীন বাংলা বেতারের শক্তিশালী ও স্পষ্ট ধ্বনি যেদিকে বাংলাদেশ অবস্থিত সেই পূর্ব দিক থেকে আসছে না বরং তা আসছে উত্তর দিক থেকে, যেদিক থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ধ্বনি আসে। শহরের অন্য কয়েকটি জায়গা থেকেও আমি অনুরূপ পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই নির্ভুলভাবে ধরা পড়লো উত্তর দিক। উত্তরে চিনশুরা ও মাগুরার কাছে যেখানে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ট্রান্সমিটার অবস্থিত সেই দিক থেকেই আসছে স্বাধীন বাংলা বেতার এর ধ্বনি।’’

১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় কোলকাতা প্রতিনিধি মার্টিন উলাকটের প্রেরিত একটি খবর প্রকাশিত হয়। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা বাংলাদেশের কোথাও রয়েছেন বলে হিন্দুস্তানী সংবাদপত্রগুলোতে যে খবর প্রকাশিত হয়, মার্টিন উলাকট তাকে কাল্পনিক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাদের সবাই কলকাতাতেই রয়েছেন আর তাদের রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। প্রতিনিধি আরও বলেন, যে গত শুক্রবার তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার যে অনুষ্ঠান হলো, তাতে চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র দিয়ে হিন্দুস্তানীরা এইসব ব্যক্তিদের সাহায্য করেছে। হিন্দুস্তানী সেনাবাহিনীর লোক সাদা পোশাকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত ছিলো।

প্যারিসে লে মণ্ডি নামক ফরাসী দৈনিক পত্রিকার ২০শে এপ্রিলের সংখ্যায় বলা হয়েছে, ‘‘অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়েছে হিন্দুস্তান সীমান্ত থেকে এক মাইল দূরে একটি গাছের নিচে। আসলে যদিও এই সরকার গঠিত হয়েছিল কলকাতায় তবুও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বিদেশী সাংবাদিকদের

দেখানোর জন্য । এই সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানী এলাকার মধ্যেই রয়েছে- এ কথা প্রমাণ করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।”

পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সাহায্য করা এবং সেখানে অনুপ্রবেশকারী পাঠানো ছাড়াও, হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর সর্বত্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে । পাকিস্তান এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের কাছে কয়েকটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছে । ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২১ ও ২২ তারিখে দুটি প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয় । এগুলোতে নিমণলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয় ।

(১) ১৬ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কোনরকম উস্কানী ছাড়াই যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে পাকিস্তানী এলাকায় (QT 7542) ও (QT 7642) মেশিনগান ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহার্য্যে গোলাবর্ষণ করে।

(২) ১৭ই জুন তারিখে হিন্দুস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা বেআইনী ভাবে পাকিস্তানী এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রামের (RF 6898) দুজন লোককে হত্যা করে ।

(৩) ১৭ই জুন তারিখে ময়মনসিংহের অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সীমান্ত ফাঁড়িতে কোন উস্কানী ছাড়াই একবার সকাল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এবং আবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ছোটখাটো অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে গুলি চালানো হয় । এতে ২ জন লোক নিহত ও ৩ জন আহত হন ।

(৪) ১৭ই জুন তারিখে যশোর জেলার বেনাপোলের কাছে একটি পাকিস্তানী টহলদার দলের ওপর গুলি চালানো হয় ।

(৫) জুন মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে হিন্দুস্তানী বাহিনী কোন উস্কানী ছাড়াই ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কমলাপুর (QE 8512) সমিান্তে ফাঁড়িতে আবার ভারী মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গুলি বর্ষণ করে ।

(৬) ১৮ই জুন তারিখে সশস্ত্র হিন্দুস্তানীরা কুমিল্লা (RR 3499) জেলায় মর্টার ও ছোটখাট অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি বর্ষণ করে । এতে ৪ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হয় ।

(৭) ১৮ই জুন তারিখে হিন্দুস্তান সেনাবাহিনী কোন রকম উস্কানী ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার সালদানদী এলাকা (RM 2818) যশোর জেলার বেনাপোল ও মসলিয়া এলাকা (QT 8665) এবং সিলেট জেলার চাতালপুর এলাকায় (RH 1703) মর্টার ও ছোটখাটো অস্ত্রের সাহায্যে গোলা গুলি বর্ষণ করে ।

(৮) ১৮ই জুন হিন্দুস্তানের সশস্ত্র লোকজন দিনাজপুর জেলার কিশোরগঞ্জ সীমান্ত ফাঁড়ির (QD 3158) উপর ১ রাউন্ড ৩ ইঞ্চি মর্টার গোলা বর্ষণ করে ।

১৯৭১ সালের ৩রা জুলাই, হিন্দুস্তান বিমান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলার অমরখানার উপর হামলা চালায়, সেই তারিখে বেলা সাড়ে বারোটার সময় হিন্দুস্তান বিমান বাহিনীর চারটি জঙ্গী বিমান এবং একটি সশস্ত্র হেলিকপ্টার বেআইনীভাবে পাকিস্তানী আকাশসীমার ৬ মাইল অভ্যন্তরে চলে আসে এবং মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে । পরে বিকেলের দিকে (৩রা জুলাই) হিন্দুস্তানী এলাকা থেকে ১২০ মিলিমিটার মর্টারের সাহায্যে অমরখানার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে ।

হিন্দুস্তানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল ‘‘Yorkshire Post” পত্রিকা বলেন, ‘‘পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের উচ্ছেদমূলক তৎপরতা, পূর্ব পাকিস্তানে একটি বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস এবং গোটা পাকিস্তানকেই ধ্বংস করার তার চক্রান্ত এ সবের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মতারিখ থেকেই এ সবের সূচনা। সেদিন থেকেই হিন্দুস্তান কখনো পাকিস্তানের সৃষ্টিকে মেনে নেয়নি এবং সেই রাষ্ট্রকে পঙ্গু করার জন্য সে সব রকম কৌশলই খাটিয়েছে। লন্ডনের “Daily Telegraph” এ David Loshak বলেন, হিন্দুস্তান তার প্রধান প্রতিপক্ষের খণ্ডবিখণ্ড কিংবা দুর্বল হওয়ার মধ্যে তার নিজের মঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না।

তিনি আরো বলেন, ‘‘নিরীহ জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য কোন উদ্বেগ নয় বরং তার এই চিন্তাধারাই বাংলাদেশ এর পক্ষে হিন্দুস্তানের প্রচারণা যুদ্ধের পেছনে রয়েছে। সমসাময়িক এশীয় বিষয়াদির উপর আরেকজন প্রখ্যাত বৃটিশ ভাষ্যকার Michael Edwards, ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল BBC-র ‘আজকের বিশ্ব” অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক আলোচনায় বলেন, ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সমর্থনে বিবৃতি দেয়া এবং বিক্ষোভ সংগঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাকে এই পটভূমিকায়ই বিচার করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রীকরণের যে উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে তার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলা বিভাগকে বানচাল করে দিয়ে পশ্চিম বঙ্গীয় নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের প্রাধান্য চাপানো এবং তাদের কলকারখানার কাঁচামালের উৎস পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করছেন।

হিন্দুস্তানের নিজের লেখক ও ভাষ্যকাররা পাকিস্তানের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেননি।

১৯৭১ সালের দোসরা এপ্রিল, হিন্দুস্তানী পত্রিকা “Free press Journal” বলেন ‘‘আমাদের হিন্দুস্তানের কার্যকলাপকে সচেতনভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে।’’

পত্রিকাটি আরো বলেন, ‘‘কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ পূর্ববঙ্গ হয়তো কাশ্মীরের উপর হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বকে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হবে। এর দুদিন আগে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ বোম্বাই এর দৈনিক সংবাদপত্র “The Indian Express” পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের খোলাখুলিভাবে সমর্থ না করে বলেন, এটা একটা সত্যিকারের ঐতিহাসিক ক্ষণ এবং ঠিক এই মুহূর্তই হচ্ছে কাজ করার লগ্ন।’’ ১৯৭১ সালের ৭ই এপ্রিল হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষা গবেষণা ইনস্টিটউটের ডিরেক্টর Mr. Subramaniam পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুস্তানের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহের প্রসঙ্গে বলেনঃ

‘‘হিন্দুস্তানকে যে জিনিসটি অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে তা এই যে পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া আমাদের স্বার্থের অনুকূল এবং আজ আমাদের সামনে এমন একটি সুযোগ এসেছে যার মতো সুযোগ আর কখনো আসবে না।’’

১৯৭১ সালের ১৫ই জুন হিন্দুস্তানী দৈনিক পত্রিকা ‘‘Motherlan□’’-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আরেকজন হিন্দুস্তানী ভাষ্যকার Subramaniam Swamy যুক্তি পেশ করেন যে, ‘‘পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কাজ নয়। সেটা পাকিস্তানের মাথাব্যথা। আমাদের শুধু দুটো প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড হওয়া কি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী অনুকূলে? আর যদি তা সত্যিই আমাদের স্বার্থের অনুকূল

হয় তাহলে আমাদের এ ব্যাপারে কি কিছু করার রয়েছে? ভাষ্যকার এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, পাকিস্তানের খণ্ডবিখণ্ড কেবল আমাদের বাইরে নিরাপত্তার জন্যই অনুকূল নয়, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারও অনুকূলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের একটি মহাশক্তি রুপে গড়ে উঠা উচিত এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নাগরিকদেরকে সু-সংবদ্ধ করতে হবে । আর এজন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ।''

সর্বোপরি, ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন হিন্দুস্তানের প্রধান উজীর স্বয়ং ঘোষণা করেন, ''বাংলাদেশ এর অবসান ঘটিয়ে দেয় এমন একটি রাজনৈতিক মীমাংসা হিন্দুস্তান এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেবে না ।''

□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনাবলীকে তার যথার্থ পটভূমিকায় দেখতে পারি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থীরা যে সব নৃশংস ও অরাজকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়েছে প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে তা প্রচার করা হয়নি। কিন্তু এর ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফেডারেল সরকারের ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল একটি গণআন্দোলনকে দাবিয়ে দেয়া। এখন অবশ্য বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সশস্ত্রবাহিনী আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই গিয়েছিলেন। কারণ আওয়ামী লীগের ২৫ দিনব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন-শৃংখলা এবং সরকারের কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

আবেগমুক্ত মন নিয়ে এই শ্বেতপত্রে দেয়া তথ্যপ্রমাণাদি বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রেসিডেন্ট তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছিলেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ এ ধরনের মতৈক্য ছাড়া একটা সত্যিকারের ফেডারেল ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। তিনি ধৈর্যসহকারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান এবং সরকারের সর্বোপরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে এতটা বিলম্বিত করেন যে কেউ কেউ এখন মনে করছেন যে পরিস্থিতি বিষাদের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা অবশ্য ক্রমেই তাদের দাবী বাড়িয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ভুলে যান যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা অনুসারেও জনগণ তাদের যে রায় দিয়েছেন তা ছিলো একটি ফেডারেশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের জন্য। আলোচনার শেষের দিকে তাদের খসড়া ঘোষণাপত্রে একটি ‘‘কনফেডারেশনের’’ কথা বলা হয়। কনফেডারেশন হচ্ছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের একটি জোট। এছাড়াও এই ঘোষণাপত্রে তাদের এই দেশকে ভাগ করার সংকল্পের সুস্পষ্ট আভাস ছিলো। এটা এক দিকে অন্য ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নেতা ও দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। অন্য দিকে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার মৌলিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট যে আইনকাঠামো আদেশ জারী করেন এবং যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই আইনকাঠামো আদেশের শর্তাবলীরও এটা ছিলো সুস্পষ্ট লংঘন।

আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের সাফল্যের জন্য কতগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করছিলেন। তারা মনে করছিলেন যে, আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী দাওয়া মেনে নেয়া না হলে একদিকে তাঁরা বেসামরিক প্রশাসনকে অচল করে দেবেন এবং অন্যদিকে সশস্ত্রবাহিনীর অনেকগুলো ইউনিটের আনুগত্য নষ্ট করে হিন্দুস্তানের যোগসাজশে এমন একটা বেকায়দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে তখন তাঁদের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

প্রেসিডেন্ট আপোষ-মীমাংসার জন্য সবরকম চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা রাজনীতিজ্ঞসুলভ কিংবা একটা আপোষমূলক মনোভাবও দেখতে পাননি। কাজেই প্রেসিডেন্ট যে বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবেন, শেষ পর্যন্ত তার কোন উপায় না দেখে তিনি অতীব দুঃখের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তই নিতে বাধ্য হন।

পরিশিষ্ট 'ঙ'*

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র

ঢাকা, মার্চ ১৯৭১

যেহেতু, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে আমি, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়হিয়া খান, এইচ, পিকে, এইচ,জে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার হিসেবে সব ক্ষমতা আমার হাতে নিয়েছি এবং এর ফলে আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি;

যেহেতু, জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে;

যেহেতু, পাকিস্তানের জন্যে অবিলম্বে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর সহায়ক যথাযথ পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করার জন্যে এভাবে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা আবশ্যক;

এবং যেহেতু সামরিক আইন তৎপরতা প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

অতএব, আমি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান,এইচ, পিকে, এইচ, জে, ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ঘোষণা একটি প্রদেশে সে দিন থেকে বাতিল করে যেদিন প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের শপথ নেবেন, এবং যে কোন অবস্থায় এই ঘোষণার ৭ দিন পর পাকিস্তানের সর্বত্র তা বাতিল হয়ে যাবে।

১। এই ঘোষণা এবং এর অধীনে জারী করা অন্য কোন আদেশ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন কিছুর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী থাকবে।

২। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কিংবা বিষয়বস্তুর পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে -

(ক) ''কেন্দ্রের'' মানে হচ্ছে প্রজাতন্ত্র;
(খ) ''কেন্দ্রীয় সরকার'' মানে প্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহক সরকার;
(গ) কেন্দ্র প্রশাসিত'' এলাকার মানে হচ্ছে -১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (ভংগ) আইন বর্ণিত এলাকাসমূহ;
(ঘ) ''প্রারম্ভিক দিন'' মানে যেদিন থেকে এই আদেশ কার্যকরী হয়;
(ঙ) ''অন্তবর্তীকালীন সময়'' শুরু হবে জাতীয় পরিষদে যেদিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শুরু সেদিন থেকে এবং শেষ হবে যে দিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ হয়ে যাবে।

---

*পাকিস্তান সরকারের এই শ্বেতপত্রে আরো কয়েকটি পরিশিষ্ট রয়েছেঃ
পরিশিষ্ট- ক প্রেসিডেন্টের নীতি-নির্ধারণী ভাষণ সমূহের অংশবিশেষ
পরিশিষ্ট- খ আইন কাঠমো আদেশ, ১৯৭০
পরিশিষ্ট- গ আওয়ামী লীগের ছয় দফা,
পরিশিষ্ট- ঘ আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী, মার্চ,১৯৭১
পরিশিষ্ট- ঙ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২।
উল্লেখ্য যে, এই পরিশিষ্টসমূহের বিষয়বস্তু 'দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড' এবং এই খণ্ডের অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে এখানে মুদ্রিত করা হয়নি।

(চ) ‘‘ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকার’’ মানে হচ্ছে ১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ (ভংগ) আদেশ বর্ণিত এলাকা;

(ছ) ‘‘বিগত শাসনতন্ত্র’’ মানে ১৯৬২ সালের পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র।

(জ) ‘‘সামরিক আইন’’ মানে ১৯৬৯ সালের ২ শে মার্চের ঘোষণার দ্বারা জারীকৃত সামরিক আইন।

(ঝ) ‘‘সামরিক আইন কর্তৃপক্ষে’’ রয়েছেন- কোন সামরিক আইন বিধি বা সামরিক আইন আদেশের দ্বারা বা অধীনে এ ধরনের বিধি বা আদেশের অধীনে কোন কাজ করার জন্যে বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সংস্থা কিংবা কোন আদালত;

(ঞ) ‘‘সামরিক আইন মেয়াদের’’ মানে হচ্ছে- ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে প্রারম্ভিক দিনের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত।

(ট) ‘‘জাতীয় পরিষদের’’ মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের দু’নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ;

(ঠ) ‘‘প্রেসিডেন্ট’’ মানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট;

(ড) ‘‘প্রজাতন্ত্র’’ মানে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র;

(ঢ) ‘‘সময়সূচী’’ মানে এই ঘোষণার সময়সূচী;

(ণ) ‘‘বাংলা দেশ রাজ্য’’ মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত অঞ্চল;

(ত) ‘‘পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ’’ মানে প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রদেশ নামে পরিচিত এলাকাসমূহ;

(থ) ‘‘রাজ্য পরিষদ’’ মানে কোন রাজ্যের পরিষদ;

(দ) ‘‘রাজ্য সরকার’’ মানে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহক সরকার;

(ধ) “রাজ্য আইন পরিষদ’’ মানে একটা রাজ্যের আইন পরিষদ;

৩। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক আইন ঘোষণা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে এই ঘোষণা থেকে কিংবা ঘোষণার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সব লোক ও আদালতসহ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বাতিল হয়ে যায়।

৪। (ক) সব সামরিক আইন বিধি ও সামরিক আইন আদেশ এবং অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ এতদ্বারা বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে সব চলতি আইন উপযুক্ত আইন পরিষদ কর্তৃক সংশোধন বা বাতিল না করা পর্যন্ত যতটা প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ বলবৎ থাকবে।

(গ) চলতি কোন আইনের ব্যবস্থাকে এই ঘোষনাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্য আইন ক্ষেত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গর্ভনর আদেশক্রমে তা উপযোগী করে নিতে পারে। এই উপযোগীকরণ সংশোধন, সংযোজন বা বর্জনের আকারে হতে পারে -এর মধ্য যেটা তিনি প্রয়োজনীয় বা

সুবিধাজনক মনে করেন। এভাবে তৈরি কোন আদেশ অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না থাকলে তা ‘প্রারম্ভিক দিন’ থেকে কার্যকরী হবে কিংবা কার্যকরী বলে মনে করা হবে।

(ঘ) চলতি কোন আইন বলবৎ করার জন্যে প্রয়োজনীয় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ (গ) উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরী কোন আদেশ দ্বারা এধরনের আইনের সত্যিকার কোন উপযোগীকরণ না হওয়া সত্ত্বেও এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনার জন্যে এ ধরনের প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ আইনের ব্যাখ্যা করবেন।

(ঙ) এই নিবন্ধে ‘‘চলতি আইন’’ মানে আইন, অর্ডিন্যান্স, আদেশ, নিয়ম, বিধি, উপবিধি, বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা বা প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কোন অংশে আইনের শক্তি ছিল বা অঞ্চল বহির্ভূত বৈধতা ছিল।

৫। (ক) প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে কোন সামরিক আদালত কিংবা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে অমীমাংসিত প্রত্যেকটি মামলা প্রারম্ভিক দিনে ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে এবং এই আদালত সাধারণ আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করতে পারবেন।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীনে কোন ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তরিত কোন মামলার বেলায় এধরনের কোন মামলার বিচারে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসারে সাধারণ আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করা হবে।

(গ) প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে কোন সামরিক আদালত কর্তৃক মীমাংসা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে অথচ অনুমোদন বাকী রয়েছে এমন সব মামলা এবং এই দিন পর্যন্ত বাকী রয়েছে পর্যালোচনা আবেদন ও দরখাস্ত যদি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হয় তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং বাংলাদেশ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জি,ও সি, প্রারম্ভিক দিনের পরে সেগুলো দেখবেন এবং মীমাংসা করবেন।

(ঘ) যদি কোন ব্যক্তি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কোন রায় বা দণ্ডে যদি মনে করেন যে, তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তবে তিনি এধরনের রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আবেদনপত্র পেশ না করে থাকলে তা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর সংশ্লিষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের জি, ও, সির কাছে পাঠানো যেতে পারে। এধরনের কোন আবেদনের বেলায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কোন রকম শর্তসহ কিংবা শর্ত ছাড়া কোন দণ্ডের ক্ষমা মঞ্জুর কিংবা মার্জনা, হ্রাস, লঘুদণ্ডদান কিংবা দণ্ড বাতিল করে দিতে পারে।

(ঙ) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে সামরিক আইন মেয়াদের সময় কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া কোন দণ্ড আইনগতভাবে দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং তাদের দণ্ড মেয়াদ অনুযায়ী কার্যকরী হতে থাকবে।

(চ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের দেয়া কারাদণ্ড যদি সামরিক আইন মেয়াদে কার্যকরী করা না হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে জেলায় পাওয়া যাবে সে জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানায় তা কার্যকরী করা যেতে পারে।

(ছ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সারিক আইন কর্তৃপক্ষের দেয়া জরিমানা দণ্ড যদি কার্যকরী না করা হয়ে থাকে তবে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলায় থাকে সে জেলার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তা কার্যকরী করতে পারেন, যেন এটা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী বিধির (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) অধীনে তারই দেয়া জরিমানা দণ্ড। তবে উল্লেখিত আইনের ২৯ নম্বর পরিচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী এধরনের কোন দণ্ডের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

(জ) এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন কিংবা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তবে তার বৈধতা বা যথার্থতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে পারবেন না।

(ঝ) সামরিক আইন চলাকালে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কার্য সম্পাদনকারী কোন লোক সামরিক আইন প্রশাসনের ব্যাপারে যদি কিছু করে থাকেন বা করেছেন বলে বুঝানো হয়ে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে কোনা আদালত বা কর্তৃপক্ষ কোন রকম মামলা গ্রহন করবে না।

৬। অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ (প্রেসিডেন্টের ১৯৬৯ সালের ২ নম্বর আদেশ) বাতিল হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে, এবং ঘোষণাপত্র ও সময়সূচীর দ্বারা যে সব বর্জন, সংযোজন, উপযোগীকরণ ও সংশোধন করা হবে সেগুলো সাপেক্ষে যতদূর সম্ভব পাকিস্তান বিগত শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসিত হবে।

৭। প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে যিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাবেন প্রারম্ভিক দিন থেকেও তিনি প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান এবং পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব হাতে রাখবেন যতদিন পর্যন্ত না পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ দ্বারা প্রণীত একটা শাসনতন্ত্র অনুসারে একজন রাষ্ট্র প্রধান দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর তিনি যে নামেই পরিচিত হন না কেন।

৮। (১) অন্তর্বর্তীকালীন সময়েঃ

(ক) প্রেসিডেন্ট হবেন রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক প্রধান এবং ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে তিনি সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন প্রেসিডেন্ট বিগত শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিংবা অধীনে কিংবা আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি কার্যকরী করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট এসব কাজ-কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেয়ার জন্যে যতজন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রয়োজন মনে করেন ততজন তিনি নিয়োগ করতে পারবেন।

(খ) প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণাপত্র সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(২) জাতীয় পরিষদ কিংবা কোন রাজ্য পরিষদ বাতিল বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে না।

(৩) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত যোগ্যতার আওতার মধ্যে অর্ডিন্যান্স জারী করে কোন বিষয়ে আইন তৈরী করতে পারেন।

৯। (১) প্রারম্ভিক দিন থেকে প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদগুলো রাজ্যপরিষদ হিসেবে কাজ করবে।

(২) অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে একটি রাজ্য সরকার ও একটি রাজ্য আইন পরিষদ কাজ করবে।

১০। (১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ তফশীলে উল্লিখিত কোন কিছুর ব্যাপারে সমগ্র পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের যে কোন অংশের জন্যে আইন (অঞ্চলে-বহির্ভূত বিষয়ের আইনসহ) তৈরি করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে, এবং ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন বিষয়ে পশ্চিম রাজ্যের কোন রাজ্যের সর্বত্র কিংবা রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করার ক্ষমতাও থাকবে।

(২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তফশীল কিংবা এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নেই এমন কোন বিষয়ে ইসলামাবাদ ও ঢাকার রাজধানী এলাকার জন্যে আইন (তবে একচেটিয়া নয়) তৈরী করতে পারবেন।

১১। বাংলাদেশ রাজ্য আইন পরিষদ এই ঘোষণাপত্রের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের বা রাজ্যের যে কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজ্যের রাজ্য আইন পরিষদ বিগত শাসনতন্ত্রে তৃতীয় তফশীলে উল্লিখিত কোন বিষয় ছাড়া অন্য যে-কোন বিষয়ে সমগ্র রাজ্যের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করতে পারবেন।

১২। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারী দলের নেতার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট একজন রাজ্য গভর্নর নিযুক্ত করবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাবেন।

১৩। (১) বাংলাদেশ রাজ্যের বেলায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবেঃ-

(ক) পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা;

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য ছাড়া বৈদেশিক বিষয়;

(গ) পাকিস্তান থেকে কোন লোকের গমন এবং কোন লোকের পাকিস্তানে প্রবেশসহ নাগরিকত্ব দেশীয়করণ ও বিদেশীদের অন্যান্য বিষয়;

(ঘ) ঘোষণাপত্রের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে মুদ্রা, বৈধ নোট ও ষ্টেট ব্যাংক;

(ঙ) কেন্দ্রের সরকারী ঋণ;

(চ) মান এবং ওজন ও পরিমাপ;

(ছ) কেন্দ্রের সম্পত্তির রাজস্ব তা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন;

(জ) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সমন্বয়;

(ঝ) প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার; স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও জাতীয় পরিষদের অন্যান্য ভাতা; জাতীয় পরিষদের ক্ষমতা, অধিকার, বাধ্যবাধকতা;

(ঞ) সুপ্রীমকোর্ট অব পাকিস্তান;

(ট) মোকদ্দমা ও বিচার ইত্যাদি যে প্রদেশের বা রাজ্যের হবে তার বাইরে সার্ভিস ও দণ্ড বিধান;

(ঠ) উপরে উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের ব্যাপারে আইন বিরোধী অপরাধ।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর বেলায় বিগত শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর তফশীলে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে আইন তৈরী করাও একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তান আইন সম্মেলনের সদস্যদের মধ্য সম্পাদিত এ ধরনের চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরিবর্তনসাপেক্ষ। ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আইন সম্মেলন গঠন করা হবে।

১৪। (১) প্রারম্ভিক দিনের আগে কেন্দ্রীয় আইন সভার দ্বারা কিংবা এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্যের মধ্যে যে সব শুল্ক ও কর ধার্য ও আদায় করা হত তা বাংলাদেশ সরকার আদায় করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে যেমন ব্যবস্থা রেখেছেন তেমনি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বরাদ্দ ও

খরচের হিসেবপত্রের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে বাংলাদেশ সরকার তা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরৎ দেবেন। এধরনের হিসেবে বাংলাদেশ সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ পাওনা হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার সে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে ফেরৎ দেবেন।

(২) বাংলাদেশ রাজ্যের সব বৈদেশিক মুদ্রা আর বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনে একটি পৃথক একাউন্টে থাকবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক তা বিতরণ করবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলাপ -আলোচনার পর ব্যবস্থা তৈরী করবেন যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭০-৭১ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে কেন্দ্রীয় বাজেটের বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদায় অর্থ দেবেন।

১৫। (১) ঢাকার ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ রাখা হবে এবং বাংলদেশ ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সব শাখা হবে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের শাখা।

(২) রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমুহ বাংলাদেশ আইন পরিষদের আইনগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৩) বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংক ‘ধারা (৪) এ বর্ণিত ক্ষমতাসাপেক্ষে বাংলাদেশ রাজ্যের ব্যাপারে এমন সব ক্ষমতা, কাজ ও কর্তব্য প্রয়োগ করবেন যেগুলো প্রারম্ভিক দিনের অব্যবহিত আগে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তানের বেলায় প্রয়োগ করতেন। ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ‘ধারা (৪) এ’ বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবেন।

(৪) বাংলাদেশ রাজ্যের বেলায় ষ্টেট ব্যাংক নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করবেন-

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার সুপারিশ করবেন।

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চালু করার জন্যে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের অনুরোধে রিজার্ভ ব্যাংকের দেয়া সম্পদের বিনিময়ে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করা;

(গ) টাকশাল ও সিকিউরিটি প্রেসের রক্ষণাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রনঃ

(ঘ) আন্তর্জাতিক অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কে এমন সব কাজ করা যা স্বাভাবিকভাবে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান করে থাকেন। তবে এ ধরনের কাজ বাংলাদেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে।

১৬। (১) ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল

(ক) বাংলাদেশ রাজ্য থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা বিকেল ৪টায় ঢাকায় পরিষদ ভবনে এক আইন সম্মেলনে বসবেন এবং সম্মেলনে বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্য বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্যে কাজ চালিয়ে যাবেন;

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলো থেকে নির্বচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল বিকেল ৪টায় ইসলামাবাদে ষ্টেট ব্যাংক ভবনে একটি আইন সম্মেলনে বসবেন এবং বসার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ চালিয়ে যাবেন।

(২) প্রত্যেক আইন সম্মেলন একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। তিনি বৈঠকের তারিখ ও সময় এবং সম্মেলনের অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে চেয়ারম্যানের নির্বাচনসহ অন্য সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নেয়া হবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে বাংলাদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর শাসনতন্ত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবং নিজ নিজ চেয়ারম্যান যখন প্রেসিডেন্ট লিখিতভাবে জানান যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শাসনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছে তখন প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশন ডাকবেন যাতে সব সদস্য পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হবে।

(৪) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশ সংশোধনসাপেক্ষে এই আদেশে যে পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীনে সমগ্র পাকিস্তানের জন্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা তাঁর দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সামনে উপযুক্ত আইন সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে নিম্নোক্ত ধরনের শপথ নিয়ে বা প্রতিজ্ঞা করে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাগুলো মেনে নিয়েছেন বলে মনে করা হবে। শপথ নিম্নরুপ ‘‘আমি ‘ক, খ’ শপথ নিচ্ছি/প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী হব এবং সত্যিকারের আনুগত্য পোষণ করব।

(৬) এই অনুচ্ছেদের ‘উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করার পর জাতীয় পরিষদের কোন সদস্য সব অধিকার, সুযোগ-সুবিধে, ভাতা ইত্যাদি পাওয়ার যোগ্য হবেন যা আইন অনুসারে জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য পেতে পারেন।

(৭) প্রেসিডেন্টের ১৯৭০ সালের ২ নম্বর আদেশের ‘২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের’ পরিবর্তে হবে-

‘‘২৫, জাতীয় পরিষদে পাশ করা শাসনতন্ত্র বিল স্বাক্ষরের জন্যে প্রসিডেন্টের কাছে পেশ করা হবে। এই বিল পেশ করার পর প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন এবং কোনক্রমে শাসনতন্ত্র তাঁর কাছে পেশ করার দিন থেকে ৭ দিন শেষ হয়ে গেলে তা স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।’’

১৭। (১) ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলী কার্যকরীভাবে চালু করার জন্যে প্রেসিডেন্ট আদেশক্রমে এমন সব ব্যবস্থা তৈরী করতে পারবেন যা তার কাছে প্রয়োজনী বা উপযোগী বলে মনে হয়।

(২) পূর্বে উল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণত্বের প্রতি পূর্ব ধারণা না করে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা রাখা যেতে পাবে-

(ক) এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা অস্তিত্বে আনা নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে আবশ্যকীয় ক্ষমতা, অধিকার, সম্পদ, কর্তব্য ও দায়িত্ব, ন্যায্যভাবে বণ্টন।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, সম্পদ, অধিকারের অনুগমন ও হস্তান্তর এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে এ ধরনের অধিকার ন্যায্যভাবে বণ্টন।

(ঘ) কোন রাজ্য এবং তার ক্ষমতা ও কাজের উদ্দেশ্যে অফিসার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও বদলী এবং রাজ্যগুলোর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন সার্ভিসের লোক বরাদ্দ এবং রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রের জন্যে সার্ভিসের গঠনতন্ত্র।

(ঙ) শাসনতান্ত্রিক অবস্থা থেকে এই ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থাবলীতে স্থানান্তর সম্পর্কিত কোন অসুবিধা দূর করা- যেগুলো এই ঘোষণার প্রারম্ভের আগে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

(৩) প্রেসিডেন্ট 'উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ঘোষণাপত্র কার্যকরী চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্য সবকিছু করার জন্যে ১১ সদস্যের একটি 'বাস্তাবয়ন পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদের ৬ জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার, ২ জন পাঞ্জাব সরকার এবং সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সরকার একজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন।

তফশীল

১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৭ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে তা নিম্নরুপ হবে- "৬৭। কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হবেন না যদি তিনি জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন।"

২। বিগত শাসনতন্ত্রের ৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

"৬৮। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে বংলাদেশ সরকারের গভর্নর বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতির সামনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যের গভর্ণর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে প্রথম তফশীলে উল্লিখিত এমন ধরনের শপথ গ্রহন করবেন যা তাঁর পদের জন্যে প্রযোজ্য হয়।"

৩। বিগত শাসনতন্ত্রের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-"৭০। বাংলাদেশ রাজ্যের জন্যে একটি আইনসভা থাকবে এবং তা বাংলাদেশ রাজ্য আইন পরিষদ নামে পরিচিত হবে। অনুরুপভাবে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান রাজ্যের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে আইন পরিষদ থাকবে এবং তা নিজ নিজ রাজ্যের রাজ্য পরিষদ নামে পরিচিত হবে।

৪। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮০ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-"৮০। (১) রাজ্য সরকার একটি উজির সভা নিয়ে গঠিত হবে এবং এই উজিরসভার প্রধান হিসেবে থাকবেন মুখ্য উজির; এ ছাড়া থাকবেন ডেপুটি উজিররা। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাদের সবাইকে নিযুক্ত করা হবে।

(২) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাপেক্ষে কোন রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষের দ্বারা কিংবা অধীনে প্রয়োগ করা হবে। এই ধরনের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র ও আইন অনুসারে সরাসরি কিংবা সংশ্লিষ্ট সরকারের অধীনস্থ অফিসার কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে।

(৩) একটি রাজ্য উজিরসভা রাজ্য আইন পরিষদের কাছে সমবেতভাবে জবাদিহি থাববে।

(৪) (ক) গভর্নর রাজ্য আইনসভার একজন সদস্যকে মুখ্য উজির হিসেবে নিয়োগ করবেন যার প্রতি রাজ্য পরিষদের আস্থা রয়েছে।

(খ) মুখ্য উজির নিয়োগের সময় রাজ্যআইন পরিষদের অধিবেশন না বসলে এবং বাতিল না হয়ে থাকলে তখন থেকে দু'মাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার জন্যে বাহবান জানানো হবে।

(৫) গভর্নর মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য উজির ও সহকারী উজির নিয়োগ করবেন।

(৬) যদি কোন উজির পর পর ছ'মাসের কোন মেয়াদের জন্যে রাজ্য পরিষদের সদস্য না থাকেন তবে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর উজির বা সহকারী উজির থাকতে পারবেন না এবং

রাজ্য আইনসভা ভেঙ্গে দেয়ার আগে তিনি উজির নিযুক্ত হতে পারবেন না যদি তিনি উপযুক্ত রাজ্য আইন সভার একজন সদস্য নির্বাচিত না হন।

(৭) এই অনুচ্ছেদে এমন কোন ব্যবস্থা থাকবে না যা রাজ্য পরিষদ ভঙ্গ থাকা কালে উজিরসভার সদস্য ও সহকারী উজিরদেরকে দায়িত্বভার চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে অথবা এ ধরনের কোন মেয়াদে কোন লোককে মুখ্য উজির বা উজির বা সহকারী উজির হিসেবে নিয়োগ রোধ করতে পারে।

(৮) সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্যে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গভর্নর তাঁর কাজ-কর্ম পরিচালনা করার সময় রাজ্য মুখ্য উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৯) মুখ্য উজির গভর্নরের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করে যে কোন সময় পদত্যাগ করতে পারেন।

(১০) অন্য কোন উজির কিংবা সহকারী উজির পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে গভর্নরের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে মুখ্য উজিরের হাতে পদত্যাগপত্র দিতে হবে।

(১১) মুখ্য উজির পরামর্শ দিলে গভর্নর মুখ্য উজির ছাড়া অন্য যে-কোন উজিরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন।

(১২) মুখ্য উজির তাঁর কাছে যথেষ্ট বলে মনে হওয়ার কারণে কোন উজির বা সহকারী উজিরকে পদত্যাগের জন্যে অনুরোধ জানাতে পারেন; সংশ্লিষ্ট উজির এই অনুরোধ মেনে নিতে ব্যর্থ হলে গভর্নর তাঁর নিয়োগ বাতিল করে দেবেন যদি মুখ্য উজির এরকম পরামর্শ দেন।

(১৩) মুখ্য উজির যদি একবার উপযুক্ত রাজ্য আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন না পান এবং গভর্নর যদি তার পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের আইন পরিষদ ভেঙ্গে না দেন তবে মুখ্য উজির পদত্যাগ করবেন।

(১৪) মুখ্য উজির কোন সময় পদত্যাগ করলে অন্য উজির এবং সহকারী উজিররাও পদত্যাগ করেছে বলে মনে করা হবে; তবে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন উজির নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।

(১৫) আইন সভা ভেঙ্গে দেয়ার দিন ক্ষমতাসীন মুখ্য উজির, অন্য উজির ও ডেপুটি উজিররা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ না করা পর্যন্ত তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবেন।’’

৫। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮১ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত করে নিম্নরুপ হবে- ৮১। (১) রাজ্য সরকারের সব কার্যনির্বাহী তৎপরতা গভর্নরের নামে নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(২) রাজ্য সরকার আইনের দ্বারা এমন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করবেন যাতে গভর্নরের নামে তৈরী ও কার্যকরী করা আদেশ ও অন্যান্য ব্যবস্থা স্বাক্ষর করা হবে এবং গভর্নর তা তৈরী বা কার্যকরী করেছেন বলে কোন আদালতে এই স্বাক্ষরিত আদেশ বা ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।

(৩) রাজ্য সরকার তার বরাদ্দ এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্যেও আইন তৈরী করবেন।

৬। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮২ ও ৮৪ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া হবে।

৭। বিগত শাসনতন্ত্রের ৮৬ থেকে ৯০ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

‘‘৮৬। এই অংশে ‘‘অর্থ বিল’’ মানে এমন একটি বিল যাতে নীচের বিষয়গুলোর সব কিংবা যে-কোন একটির কেবলমাত্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপার রয়েছে, অর্থাৎ

(ক) কোন কর ধার্য, বিলোপ, লাঘব, পরিবর্তন বা নিয়মিতকরণ;

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ ধার বা কোন গ্যারান্টি দেয়া । কিংবা সরকারের আর্ধিক দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনের সংশোধন;

(গ) রাজ্য ‘কনসলিডেটেড’ তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থদান বা এই তহবিল থেকে অর্থ ইস্যু তোলা;

(ঘ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের উপর কোন ভার অর্পণ বা আরোপ কিংবা এ ধরনের ভার বিলোপ বা পরিবর্তন ।

(ঙ) রাজ্যের ‘কনসলিডেটেড’ তহবিলের জন্যে অর্থগ্রহণ, বিংবা রাজ্যের ‘পাবলিক একাউন্ট’ বা তত্ত্বাবধান বা এ ধরনের অর্থ ইস্যু; এবং

(চ) উপরের উপধারাগুলোর উল্লিখিত কোন বিষয়ের সঙ্গে কোন বিষয় প্রাসঙ্গিক ।

২। কোন বিলকে অর্থবিল হিসেবে মনে করা হবে না কেবল এই কারণেই যে,

(ক) এতে কোন জরিমানা বা অন্য কোন আর্থিক দণ্ড আরোপ বা পরিবর্তন বা লাইসেন্স ফি দাবী কিংবা পরিশোধ বা কোন কাজের জন্যে ফি বা খরচের ব্যবস্থা থাকে; অথবা,

(খ) এতে স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক কোন কর আরোপ, বিলোপ, মওকুফ বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে ।

(৩) প্রত্যেকটি অর্থবিল যখন গভর্নরের মতের জন্যে পেশ করা হবে তখন তার সঙ্গে স্পীকারের হাতের একটি সার্টিফিকেট থাকবে যে, এটা একটা অর্থ বিল এবং এই সার্টিফিকেট সব উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ও এ ব্যাপারে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না ।

‘‘৮৭। এমন কোন বিল বা সংশোধনী (কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া) রাজ্য আইন পরিষদে উত্থাপন করা যাবে না বা ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদের (১) নম্বর ধারায় উল্লেখিত কোন বিষয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা যা আইন সম্মত করে কার্যকরী করা হলে রাজ্যের রাজস্ব, ব্যয় সৃষ্টি করতে পারে ।’’

‘‘৮৮। রাজ্য আইন পরিষদের কোন আইনের ক্ষমতার দ্বারা বা ক্ষমতার অধীনে ছাড়া কোন রাজ্যের জন্যে কোন কর ধার্য করা যাবে না ।

‘‘৮৯। (১) কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব, কোন ঋণের পরিশোধের তার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ একটা কনসলিডেটেড তহবিলের অংশ বিশেষ হয়ে যাবে এবং এই তহবিল রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল নামে পরিচিত হবে ।

‘‘৯০। (১) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের তত্ত্বাবধান, এই তহবিলে অর্থ দেয়া, এই তহবিল থেকে অর্থ তোলা, রাজ্য সরকারের দ্বারা বা পক্ষে সংগৃহীত জমা দেয়া অর্থ ছাড়া সরকারী অর্থের তত্ত্বাবধান, রাজ্যের ‘পাবলিক একাউন্টে’ অর্থ দেয়া, এ ধরনের একাউন্ট থেকে অর্থ তোলা এবং উল্লিখিত

বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত সব বিষয় রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গভর্নর দ্বারা তৈরী আইনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা তৈরী না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(২) নিম্নোক্ত উপায়ে সংগৃহীত বা জমাকৃত সব অর্থ -

(ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক আদায়কৃত বা গৃহীত রাজস্ব ও সরকারী অর্থ ছাড়া রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত কোন অফিসার তার ক্ষমতার আওতায় যে অর্থ সংগ্রহ করবেন;

(খ) রাজ্যের কাজ-কর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বিষয়, লোক বা কারণের জন্যে দেয় কোন কোর্ট ফি রাজ্যের 'পাবলিক একাউন্টে' দেয়া হবে।

৪১। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের পর পরই নিম্নোক্ত নূতন অনুচ্ছেদগুলো যোগ করতে হবে এবং সেগুলোর নম্বর হবে ৯০-ক থেকে ৯০-চ পর্যন্ত।

''৯০-ক। (১) রাজ্য সরকার প্রত্যেক অর্থ বছরের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ব্যাপারে ঐ বছরের জন্যে রাজ্য সরকারের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের একটা বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করবেন। এই অংশে তা 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি পৃথকভাবে দেখানো হবে-

(ক) শাসনতন্ত্রে 'ব্যয়' হিসেবে বর্ণিত ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল দেবেন;

(খ) অন্যান্য যে-সব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

রাজস্ব হিসেবের ব্যয় অন্যান্য ব্যয় থেকে পৃথকভাবে দেখানো হবে।

''৯০-খ। রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলকে নিম্নোক্ত ব্যয় ভার বহন করতে হবে-

(ক) গভর্নরের বেতন ও ভাতা এবং তাঁর দফতর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়, এবং

(১) হাইকোর্টের বিচারক;

(২) রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য; এবং

(৩) রাজ্য পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

(খ) রাজ্য আইন পরিষদ সেক্রেটারীয়েট, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং হাইকোর্টের কর্মচারী ও অফিসারদের দেয় বেতনসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়;

(গ) সুদ, 'সিংকিং-ফান্ড' খরচ, মূলধন পরিশোধ বা 'সিংকিং তহবিলের' মাধ্যমে ঋণ হ্রাস ও ঋণ তোলার ব্যাপারে অন্যান্য খরচসহ ঋণ খরচ-যার জন্যে রাজ্য সরকার দায়ী এবং রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির ওপর ঋণ সার্ভিস ও পুনঃ ক্রয়;

(ঘ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বিচার, ডিক্রি বা রায়কে নিঃসন্দেহ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঙ) শাসনতন্ত্র বা রাজ্য আইন পরিষদের আইন দ্বারা ঘোষিত অর্থ যে পরিমাণ অর্থ দেয়।

"৯০-গ । (১) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্য করা খরচ সংক্রান্ত, তবে তা রাজ্য আইন পরিষদের ভোটের জন্য পেশ করা হবে না ।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ততটা পর্যন্ত মঞ্জুরী দাবীর আকারে রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করা যেতে পারে যা অন্যান্য ব্যয় সংশ্লিষ্ট এবং আইন পরিষদ তাতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস সাপেক্ষে কোন দাবীর ব্যাপারে মত দিতে পারবেন ।

(৩) রাজ্য সরকারের সুপারিশ ছাড়া কোন মঞ্জুরীর দাবী করা যাবে না ।

"৯০-ঘ । (১) আগের অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার অধীনে আইন পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরী দেয়ার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সব অর্থ মেটানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করা হবে-

(ক) রাজ্য আইন পরিষদ কর্তৃক এভাবে দেয়া মঞ্জুরী; এবং (খ) রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের ওপর ধার্য করা ব্যয়।

তবে এই অর্থের পরিমাণ কোনক্রমেই রাজ্য আইন পরিষদে আগে পেশ করা বিবৃতিতে দেখানো অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে না ।

(২) এ ধরনের কোন বিলের ওপর সংশোধন প্রস্তাব করা যাবে না যার ফলে এভাবে দেয়া কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ।

(৩) শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন দ্বারা পাশ করা অর্থ তোলার ব্যবস্থা ছাড়া রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে কোন অর্থ তোলা যাবে না ।

৯০-ঙ । কোন অর্থ বছরের বেলায় যদি দেখা যায় যে;

(ক) চলতি অর্থ বছরে কোন একটা কাজের জন্যে ব্যয় করার অনুমোদিত অর্থ যদি অপর্যাপ্ত হয়, বা নতুন কোন কাজের জন্যে ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা ঐ বছরের বার্ষিক বিবৃতিতে নেই অথবা

(খ) কোন অর্থ বছরে কোন কাজের জন্য মঞ্জুর করা অর্থের চেয়ে যদি বেশী খরচ হয়ে যায়, তবে-

রাজ্য সরকার রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে খরচ অনুমোদন করতে পারবেন যদি এই খরচ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তহবিলের ওপর ধার্য হয় কিংবা ঐ পরিমাণ খরচ সংক্রান্ত একটা অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি রাজ্য আইন পরিষদে পেশ করতে হবে না। এবং ৯০-ক থেকে ৯০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী উল্লিখিত বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হবে, যেমন বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির বেলায় প্রয়োগ করা হয় ।

৯০-চ । (১) এই পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত ব্যবস্থা গুলোতে কোন কিছু সত্ত্বেও কোন রাজ্য আইন পরিষদের নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকবে,

(ক) কোন অর্থ বছরের কোন অংশের জন্য আনুমানিক ব্যয়ের ব্যাপারে অগ্রিম কোন মঞ্জুরী দেয়া; এই ব্যয়ের ব্যাপারে ৯০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন পাশ ও এ ধরনের মঞ্জুরের ব্যাপারে ভোট গ্রহণের জন্য ৯০-গ অনুচ্ছেদ বর্ণিত পদ্ধতির সমাপ্তি বাকি রেখে এই মঞ্জুরী দেয়া;

(খ) রাজ্যের সম্পদের ওপর একটা অপ্রত্যাশিত দাবি মেটানোর জন্য কোন মঞ্জুরী দেয়া, যখন কাজের গুরুত্ব ও অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দরুন বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে দেয়া বিস্তারিত বিবরণে এই দাবী উল্লেখ করা যায় না।

(গ) কোন অতিরিক্ত মঞ্জুরী দেয়া যা কোন অর্থ বছরের চলতি কোন কাজের অংশ নয়, এবং যে উদ্দেশ্যে এই মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিল থেকে অর্থ তোলার ব্যাপারে আইনের অধীনে অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা আইন পরিষদের থাকবে।

(২) ৯০-গ ও ৯০-ঘ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী (১) নম্বর ধারা এবং এই ধারার বলে তৈরী অন্য কোন আইনের অধীনে কোন মঞ্জুরী দেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী হবে, কারণ সেগুলো বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয় এবং রাজ্যের অর্থ থেকে তোলার অনুমোদনের জন্য তৈরী কোন আইনের বেলায় কার্যকরী কনসলিডেটেড তহবিল এ ধরনের ব্যয় মেটাবে।''

৮। ৯১ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ধারার পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে-

''৯১। বাংলাদেশ রাজ্যের একটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলোর জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে।''

৯। (১) বিগত শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারার উপধারা (খ) বাদ যাবে।

(২) ২ নম্বর ধারার উপধারা (গ) উপধারা (খ) হিসেবে ধরা হবে।

(৩) এই শাসনতন্ত্রের ৯২ নম্বর অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর ধারা বাদ যাবে।

১০। বিগত শাসনতন্ত্রের ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে।

''১৩৪। কোন আইন পরিষদ কর্তৃক কোন বিষয়ে তৈরী কোন আইন আইন-তৈরীর ক্ষমতার আওতার মধ্যে না হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

১২। বিগত শাসনতন্ত্রের ১৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ যাবে।

১৩। এই শাসনতন্ত্রের ১৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরুপ হবে-

''১৩৮। সম্ভব স্বল্পতম সময়ে পাকিস্তানের সব অংশের লোকের জন্যে প্রতিরক্ষা চাকুরীসহ অন্য সব কেন্দ্রীয় চাকুরীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।''

১৪। এই শাসনতন্ত্রের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরুপ হবে-

''১৪০। কোন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজ্য কনসলিডেটেড তহবিলের সিকিউরিটির বিনিময়ে এমন একটা সীমার মধ্যে অর্থ ধার করতে পারবেন, যদি রাজ্য আইন সভার আইনে এমন কোন সীমার ব্যবস্থা থাকে, এবং এই সীমার মধ্যে গ্যারান্টি দিতে পারবেন, যদি এমন কোন ব্যবস্থা থাকে।''

পরিশিষ্ট-‘‘ছ’’

প্রধান প্রধান নৃশংসতার তালিকা

(১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে সন্ত্রাস ও অরাজকতার তালিকা তৃতীয় পরিচ্ছেদে ‘‘পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস’’ শীর্ষে বর্ণিত হয়েছে)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
চট্টগ্রাম	১৬-৩০শে মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রাম শহর	শহরটি, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (ইবিআর) ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)এবং আওয়ামী লীগ (এএল) স্বেচ্ছাসেবকদের মতো বিদ্রোহীদের কবলে ছিলো । এই বিদ্রোহীরা শহরে প্রধান অংশের মধ্যে অবস্থিত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পুরো কলোনীতে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ করে । মানুষ হত্যার ‘কসাইখানা’ স্থাপন করা হয় । এরকম একটা কসাইখানা চট্রগ্রামের আওয়ামী লীগের দফতরেও ছিলো । এই কসাইখানায় পুরুষ,নারী ও শিশুকে নির্বিশেষে হত্যা করা হয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেহ থেকে অঙ্গ কেটে ফেলার আগে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল । (১০ হাজার লোক নিহত হয় ।)
	২৭শে মার্চ, ১৯৭১ ওসমানিয়া গ্লাস ওয়ার্কস। ১৫ই মার্চ ১৯৭১, আমিন জুট মিলস, বিবির হাট	পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয় (১৭ জনের মৃত্যু হয়)। ম্যানেজিং পার্টনার এবং ম্যানেজারকে অপহরণ করা হয়। তাদের হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস । অন্যান্য কিছুসংখ্যক কর্মীদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা হয় যে তাদের ‘জামিন’ স্বরুপ আটক রাখা হয়েছে। (হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি) ।
	১৯শে এপ্রিল, ১৯৭১, ইস্পাহানী জুট মিলস এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ।	নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় । পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক অফিসার এবং শ্রমিকদের খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেককে অপহরণ করা হয়েছে । (হতাহতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার)।
	২৭-২৮শে এপ্রিল, ১৯৭১ হাফিজ জুট মিলস ।	মিল-ভবন আক্রমণ করে কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। মালিকের গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় । কয়েকজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাছাড়া গৃহের অধীবাসীদের সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। (হতাহতের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১৫০ জন)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৬-৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। কর্ণফুলী পেপার এবং রেয়ন মিলস চন্দ্রঘোনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।	ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েদের ঘরে মিলস চন্দ্রঘোনা ও তার তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো । উদ্ধার পার্শ্ববর্তী এলাকা।করার পর, তারা অবর্ণনীয় ধর্ষণ ও বর্বরতার কাহিনী বর্ণনা করে। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার)
	২৭-৩০ শে এপ্রিল , ১৯৭১, রাঙ্গামাটি।	রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত করে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। (৫০০ লোক প্রাণ হারায়)।
যশোর	২৯-৩০ মার্চ, ১৯৭১ঝুমঝুমপুর কলোনী।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর বিদ্রোহীরা সমগ্র বিহারী জনগণকে জনগনকে সাধারণভাবে হত্যা করে। মেয়ে ও শিশুদের টেনে-হিচড়ে নড়াইলের দিকে নিয়ে যায়। ৪'শ থেকে ৫'শর মতো মেয়েকে অপহরণ করে নদীপথে হিন্দুস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের কংকাল ও দেহের অন্যান্য অংশ সমস্ত এলাকায় ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়। ২ হাজার লোকের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি)।
	২৯-৩০শে মার্চ, ১৯৭১ রামনগর কলোনী।	ঝুমঝুমপুর কলোনীর লোকেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো, এই কলোনীতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। (১৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়। দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয় ৪৪৮ জন।)
	৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারাগঞ্জ কলোনী	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর বিদ্রোহীরা সমগ্র কলোনীতে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। খুব কম লোকই বেঁচেছিল। সমস্ত বাড়ী ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (৫শ'র মতো লোক নিহত হয়। নিখোঁজ লোকের সংখ্যা ৪শ')।
	৩০শে মার্চ -৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ হামিদপুর, আমবাগান,বাকাচর এবং যশোর শহরের পুরাতন কসবা	এই এলাকার অধিকাংশ জনগণকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ঘর বাড়ী প্রথমে লুট এবং পরে ধ্বংস করা হয়। (প্রায় ১ হাজার লোক নিহত ও নিখোঁজ হয়। ১৭৫ জন হাসপাতালে যায় এবং ১৭২ জন দুস্থশিবিরে আশ্রয় নেয়।)
	৩০শে মার্চ-৫ই এপ্রিল, ১৯৭১, মোবারকগঞ্জ।	পুরুষ, নারী ও শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। তাদের বাড়ী ঘর লুটপাট করে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। (২শ রও বেশী লোক নিহত হয়। ১০ জন হাসপাতালে ও ২৭ জন দুঃস্থ শিবিরে যায়।)
	৩০শে মার্চ-৫ই এপ্রিল, ১৯৭১, কালিগঞ্জ।	বেশ কিছুসংখ্যক এলাকার উপর হামলা চালানো হয়। মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হয়, ব্যাপক লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলে। (প্রায় ৩'শ লোক নিহত হয়। ১৩২ জন সাহায্য শিবিরে আশ্রয় নেয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	৩০শে মার্চ -১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ কোঁটচাঁদপুর।	বেপরোয়ারা হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। (প্রায় ৪শ লোক নিহত হয় ও ৫শ জন আহত হয়। সাহায্য শিবিরে অবস্থানরত লোকের সংখ্যা হচ্ছে ৫৫।)
	৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তাফসিডাঙ্গা।	আগে থেকেই চিহ্নিত করা কিছুসংখ্যক বাড়ীঘর সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকরা আক্রমণ করে। তারা পুরুষ ও বৃদ্ধা নারীদের হত্যা করে এবং যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। (প্রায় ২শ লোক নিহত হয়। সাহায্য শিবিরে যায় ৭২ জন।)
	৩০শে মার্চ-১০ইএপ্রিল, ১৯৭১ নড়াইল।	এখানে প্রধানতঃ পাঠানদের উপর নির্যাতন করা হয়। নড়াইলের সমস্ত পাঠানদের একত্রিত করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মেয়ে ও শিশুসহ ৬০ থেকে ৭০ জন পাঠানকে হত্যা করা হয়েছিল।
	২৫শে মার্চ-৪ঠা এপ্রিল,১৯৭১, ঝিনাইদহ মহকুমা।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ কিছুসংখ্যক বাড়ীঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। জানও মালের প্রচুর ক্ষতি হয়। ২৫০ জনেরও বেশী লোক নিহত ও ৫০ জন নিখোঁজ হয়। ১০ জন হাসপাতালে যায়।
খুলনা	২৮-২৯শে মার্চ, ১৯৭১ খুলনা শহর। ক্রিসেন্ট জুট মিলস খালিশপুর ও ষ্টার জুট মিলস, চান্দনিমহল।	খুলনায় আওয়ামী লীগের আধা-সামরিক শিক্ষা শিবির গঠন করা হয়। তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকে। ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয় এবং ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। গলা কেটে ফেলার আগে হতভাগ্য ব্যক্তিদের উৎপীড়ন করা হতো। নিরপরাধ নারী ও শিশুদের রাস্তায় টেনে এনে হত্যা করা হয়। যারা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ও বেঁচে ছিলো তাদের নদী থেকে উঠিয়ে আনা হয়। তারপর তাদের পেট চিরে আবার নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তাদের রক্তে নদীর পানি লাল হয়েছিল। মিল সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছিলো। কিছুসংখ্যক অফিসার ‘মুক্তিপণ’ দিয়ে বেঁচে যান। (হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার)
	২৮-২৯মার্চ,১৯৭১ পিপলস জুট মিলস, খালিশপুর ,খুলনা।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা বয়সের প্রতি কোন প্রতি লক্ষ্য না রেখে উচ্ছংখল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। (৪শ ৬৭ জন নিহত হয়)
	২৮-২৯শে মার্চ ১৯৭১ নিউ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা।	প্রায় ১০ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী কলোনী ঘেরাও করে ফেলে।বিদ্রোহী পুলিশরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সমানে ৬ ঘন্টারও বেশী গোলাগুলি চলে। (প্রায় ৩শ লোক নিহত হয়)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১, সাতক্ষীরা, মহকুমা, খুলনা।	পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকিমকে আটক করে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। শহরের এলাকা জুড়ে ব্যাপক গণহত্যা, নৃশংসতা ও ব্যাপক লুটতরাজ চলতে থাকে ।(প্রায় ১ হাজার লোক নিহত হয়)
কুষ্টিয়া	২৯ শে মার্চ-১০ই এপ্রিল ১৯৭১, কুষ্টিয়া শহর।	ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস-বিদ্রোহী, মুজাহিদ এবং স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বিহারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের উপর যথেচ্ছা গুলী চালাতে শুরু করে । ক্রমাগত ১৩ দিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে থাকে। (১ হাজার থেকে দেড় হাজার লোক নিহত হয় ।)
	২৬ শে মার্চ-১লা এপ্রিল ১৯৭১, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।	বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের একত্রিত করে হত্যা করা হয়। মেয়েদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করা হয় । পশ্চিম পাকিস্তানী মহকুমা হাকমের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয় ।তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকেও মারধর করা হয়েছিলো।(৫শ লোক নিহত এবং ১শ লোক নিখোঁজ হয়।)
	২৩ শে এপ্রিল, ১৯৭১, জাফরকান্দি, কুষ্টিয়া।	বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বিহারী কলোনীর উপর হামলা চালায়। ব্যাপকহারে ধন-সম্পত্তি লুট করার পর তারা কলোনীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কেই বাঁচতে পারেনি। মেয়েদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়। তাদের মৃতদেহ, স্তন কাটা এবং পেট কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। (প্রায় ৫শ লোক নিহত হয়)।
	৩০শে মার্চ-১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া।	প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুরে বেপরোয়া হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের কবলে ছিল । (৪শ থেকে ৬শ লোক নিহত ও ২শ লোক নিখোঁজ হয়। হাসপাতালে যায় ১০ জন।
বগুড়া	২৬শে মার্চ-২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১, বগুড়া শহর।	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা জেল ভেঙ্গে কয়েদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও লুটতরাজ করার জন্য ছেড়ে দেয়। ৭ হাজর পুরুষ, নারী ও শিশুদের জেল ভবনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হয়। জেল ভবনটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী সময়মত এসে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের কাহিনী বর্ণনা করে। প্রকাশ যে, প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়।
	২৬শে মার্চ -২২শে এপ্রিল, ১৯৭১, নওগাঁ, সান্তাহার।	বিহারীদের চলাফেরা বন্ধ করার জন্য আওয়ামী লীগ দুষ্কৃতিকারীরা রাস্তা বন্ধ করে দিলো। ব্যাংকগুলো লুণ্ঠিত

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
		হলো। মেয়েরা ধর্ষিত হলো। তাদের গুলী করে হত্যা করার আগে নগ্ন অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হয়েছিলো। সারা শহরে মৃতদেহের ছড়াছড়ি দেখা যায়। অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কাউকে বা পেরেকে গেঁথে গুলী করে হত্যা করা হয়। আহত অবস্থায় যারা বেঁচেছিলো তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের নিজের সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। বিহারীরা একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (প্রায় ১৫ হাজার লোক নিহত হয়)।
পাবনা	২৩ মার্চ-১০ই এপ্রিল, ১৯৭১, পাবনা শহর।	দু'সপ্তাহব্যাপী আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে শহরকে রক্ষা করলো সেনাবাহিনী এসে। (প্রায় ২শ লোক নিহত হয়)।
	২৩শে মার্চ -১০ই এপ্রিল,১৯৭১ সিরাজগঞ্জ।	দুষ্কৃতকারীরা ৩৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশুকে দালানে ঢুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। (ভেতরে যারা ছিলো তাদের সকলকেই এভাবে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়)
	১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ পাকশী।	রেলওয়ে কলোনীর অধিবাসীদের শান্তি কমিটি গঠন করার অজুহাত দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়। তাদের একটা হাইস্কুল ভবনে আটকে রেখে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়।)
রংপুর	২৩-৩১শে মার্চ, ১৯৭১, সৈয়দপুর (রংপুর)।	শত শত বাড়ীঘর ও তার অধিবাসীদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (১শ'রও বেশী লোক নিহত হয়।)
	২৩শে মার্চ-১লা এপ্রিল, ১৯৭১, নীলফামারী।	৫ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। (প্রায় ২ হাজার ৭ শত লোক নিহত হয়।)
দিনাজপুর	২৮শে মার্চ-১লা এপ্রিল, ১৯৭১, দিনাজপুর শহর।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। আর তার পরেই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের হত্যা করা হয়। যে দু-চারজন এখানে সেখানে জীবিত ছিলো তারা প্রধানতঃ ছিলো বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক ও শিশু। নিহতদের মাতা কেটে নিয়ে গাছের আগায় ঝোলানো হয়। প্রায় ৪শ মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় হিন্দুস্তানে। (প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
	২৮শে মার্চ-১৩ই এপ্রিল ১৯৭১, ঠাকুরগাঁও।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে । অধিকাংশ বিহারীকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় । যুবতী মেয়েদের অপহরণ করা হয় মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং গর্ভবতী মেযেদের পেটে সঙ্গীনের খোঁচা মারা হয় । আর তারপর সদ্যজাত মৃত শিশুদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয় । উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহগুলিকে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ানোও হয়েছিলো। (প্রায় ৩ হাজার লোক নিহত হয়।)
	পার্বতীপুর, পঞ্চগড়, কাউরকাই, ফুলবাড়ী ও হিলি।	বিদ্রোহী ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রধান লক্ষ্যই ছিলো রেল কলোনীগুলো। কলোনীর বাসিন্দাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য বোমা, হালকা মেশিন গান এবং ছোট অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয় । আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তান্ডবলীলা। (যারা রক্ষা পেয়েছিলো তাদের হিসাবে ৫ হাজারের বেশী লোক নিহত হয়েছিলো।)
রাজশাহী	২৮ শে মার্চ-১৬ই এপ্রিল ১৯৭১, রাজশাহী শহর।	পুলিশ এবং ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করে। এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা। শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড । ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সেনাবাহিনী এসে শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলো। নাটোর এবং সারদা থেকেও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় । (প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়েছিলো।)
	২৭শে মার্চ-১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১ নবাবগঞ্জ।	হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগিতায় বিদ্রোহী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকেরা নবাবগঞ্জ থেকে জেল কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়। তারা কয়েদীদের বর্বরোচিত কার্যকলাপ এবং অগ্নিসংযোগ করায় উৎসাহিত করতে থাকে। একজন একাউন্টস এর কেরানী বাংলাদেশকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলো বলে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটির নিচে পুঁতে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। (নিহতদের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার বলে অনুমান করা হয়।)
কুমিল্লা	মার্চ-এপ্রিল ১৪, ১৯৭১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিহারী পুরুষ, মেয়ে ও শিশুদের একত্রিত করে জেল খানায় রাখা হয়। পরে ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস-এর বিদ্রোহী দলের প্রধানের আদেশে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের সাহায্যে তাদেরকে হত্যা করা হয়। (প্রায় ৫শ লোককে নিহত করা হয়।)

জেলা	তারিখ ও এলাকা	ঘটনা
ময়মনসিংহ	২৭শে মার্চ, ১৯৭১, ময়মনসিংহ সেনানিবাস।	ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বিদ্রোহ করে। তারা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে অফিসারও ছিলেন তা ছাড়া ছিলো আরও বহু লোক, যারা রাতে তাদের বাসস্থানে ও ব্যারাকে ঘুমিয়েছিলো।
	১৬-১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১, ময়মনসিংহ শহর।	প্রাক্তন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকজন মেশিন গান নিয়ে ময়মনসিংহ সদর জেলা চড়াও করে এবং নিরাপত্তার কারণে স্থানান্তরিত বহিরাগত লোকদের গুলী করে হত্যা করে হত্যা করে।
	১৭ই-২০শে এপ্রিল ১৯৭১, সানকীপাড়া ও অন্যান্য কলোনী।	উন্মত্ত জনতার হাতে রাইফেল, তলোয়ার, বর্শা, ছোরা এবং রাম-দা ছিলো। তারা ময়মনসিংহ শহর ও তার আশেপাশের সানকীপাড়া ও অন্যান্য ৯টি কলোনী আক্রমণ করে অধিকাংশ পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করে। খবরে প্রকাশ যে, প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত হয়। মেয়েরা একটি মসজিদ এবং একটি স্কুল ভবনে, জড়ো হয়েছিলো। ২১ শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল, সেনাবাহিনী যখন শহরটি হস্তগত করে তখন তারা এই মেয়েদের উদ্ধার করে।

(দুই)
প্রাদেশিক
সামরিক বিধি ও কার্যক্রম

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪০। ঢাকায় পাক আর্মি অপারেশনের কয়েকটি সাংকেতিক সংবাদ	বাংলাদেশ আর্কাইভস-এর দলিলপত্র	২৬ মার্চ, ১৯৭১

EXTRACT OF TRANSCRIPT OF INTERCEPTED MESSAGES OF PAKISTAN ARMY OPERATION AT DACCA FROM 0200 HRS. TO 0800 HRS, ON MARCH 26TH, 1971

Control- hello 99-suggest you keep turned in because otherwise 26 and others will have to give situation twice. Just stay tuned in. There is nothing fresh yet reserve line (1) secured and University area still fighting going on out.

From 77 latest from 88- that he is making progress. But there are so many building that he has to reduce each one in turn. He has so far suffered no casualty there is firing against him. He is using everything that he has got. Over

To 77 Tell him that his big brothers (2) will also be coming, shortly, I hope, so those can be utilized for knocking down the building. Now on the other side I think Liaqat and Iqbal (3) is now quiet. Am I correct? Over.

From 77 Have not had the completion report but they were much happy about those two. Over

From Control That is jolly good. Now let the boys keep announcing in the streets about that is number one. Number two-they will keep on saying that all Bangladesh flags will be brought down and any house which has Bangladesh flag-the owner will be responsible for the consequences. There will be no black flag and there will be no black flag visible anywhere in the city and they are not put down then the consequences will be very very severe. This must be made clear to everyone. Roger so far. Over

---

1. Reserve line-Headquarters of the East Pakistan Rifles at Peelkhana Dacca.
2. Big brothers-Artillery support
3. Liaqat and Iqbal- Students dormitory of Dacca University.

From 77 Roger over

To 77 Secondly it must be announced also about these road blocks. Any person seen putting up road blocks will be shot on the spot-No. 1, No 2,-road block put up in any locality-people from that locality will be prosecuted and will be held responsible and the houses left and right-I repeat-houses left and right block will be demolished. This must be made clear to all and to the people themselves. And this must be announced on these speakers through the night and till the morning and also tomorrow morning through whole day. Over

From 41 Roger so far over

To 41 Similarly all road blocks built put in anywhere will be a criminal offence.

Anybody doing so will be shot on sight. Owners of buildings on either side of the road block will be persecuted and their buildings demolished. This should also be announced by your roving patrol. over

To 88 From Imam (4) Regarding all Bangladesh flags or black flags owners of building flying these must be warned to remove them at once otherwise they will be persecuted.

To 88 Road block anywhere will be criminal offence. Anyone seeing indulging in these must be shot at sight. Houses and buildings on either side will be demolished. This should also be announced on your public Address system by your roving patrol. Over

From 88 Wilco-anything else? over

To 88 Did your Imam say that you will require approximately three to four hours to complete the task? over

From 88 Yes-approximately three to four hours to thoroughly complete the task. over

To 88 Imam is now with Imam 26. If you need further assistance in any manner you can let him know. Regarding the buxer (5) elements they have started from their base position and will be able to help you immediately after first light to help demolish all the obstacles in front of you. Over

---

4. Imam –the Commanding Officer.
5. Buxer- demolition squad.

From	88	Thank you so much nothing more from my side. Everything is going fine. over
From	88	Roger out to your. Hello 41 message over.
To	41	Regarding the escape route west of the railway line i.e. in your area hope that necessary blocks have come into position so that elements that are facing 26 and 88 in the campus do not pull out westward. Over.
From	41	We are very extensively patrolling the area. Every minute we are on the watch. Over.
To	41	Roger. I was certain that your would be in full command. The elements of 26 have also sorted out our friend of the Daily people. That should please your. Out.
From	99	Heighten Highest control (6) wants to know as to what type of oppositions have been faced in areas Jagannath, Iqbal and Liaqat. Over
88 for	99	Initially a lot of fire was received from Jagnnath (7) and Iqbal halls.
99 for	88	Roger so far. Over
From	88	Once we opened the Romeo Romeo (8) after that we haven't hear any fire but we have disposed off a few.
88 for	99	Now I am going to Liaquat because their set is out of order. I do not know their progress. After checking up that then, I will let you know. Over
99 to	88	Please let us know as to whether there was any automatic fire from other side and were there any grenade etc. thrown. Over
88 to	99	Lot of three-knot –three fire we have not heard automatic nor we have heard any grenade. Over
26 for	99	Markhore (9) on set. Send your message. Over
99 for	26	Please let us know as to what all objective have captured by now. over
26 for	99	Two thousand (10) captured, then Ramna p.s. captured, Kamlapur R.S. Sculptured T.V./Radio under control Exchange captured. All first phase yelling. over

6. Highest control- Lt gen. Tikka Khan
7. Jagannath- Students Hall of Dacca university
8. Romeo Romeo Recoiless Rifle.
9. Markhore-Adjustand.
10. Two thousand-The police Headquarters at Rajarbagh.

From	99	From our position in Commissioners officers we could see lot of fire in the area Purana Paltan. If it the Head office (11) or some other office. Over
26 for	99	The area two thousand is on fire. I say again area two thousand is on fire. over
99 for	88	What about People's Daily (12). Over
26 for	99	Blasted. I say again blasted. Our two men seriously wounded have been evacuated to CMH and two minor injuries. over
99 for	26	Any approximation of the other side casualties? over
26 for	99	No-it's difficult to judge at the moment. Places are at fire or have been completely destroyed. It is not possible at this moment to say anything. over
99 for	26	Have you done away with police Lines also? over
26 for	99	Just I say two thousand police line are on fire. Over
99 for	26	Good show. Out
From	55	There was a road block. We are removing it with the help of other elements. Over
To	55	Jolly good show. Your elements are expected at 26. They will be particularly helpful to 88 who is having some difficulty.
To	55	Location over
		In front of Farm gate and we are now removing the road blocks with explosion and other materials. We are still at the same place. over
To	55	Roger-Hope nobody has dared come out against you. Over.
From	55	Yes
To	55	That's excellent. Keep coming. We are at this original building area you may try and avoid any unnecessary damage to the road that can save. Out
To	16	As discussed earlier the Imam of your original forde will carry out the necessary drill the various categories according to which they will then re-organise. Suggest until the Imam of your force appears you stay put. Over
From	16	Wilco out.

11. Head Office- The Headquarters of Awami League.
12. People's Daily- The Daily people.
13. Cheeta- Tank.

From	41	We have a large number of people who have laid a number of road blocks disposed off. over
To	41	This is a good use of labor. Suggest you use them for the present and retain them until you get it cleared from Imam. Then accordingly, you can either let them off or we can take them away. over
To	88	Jo apka ek element RSU (14) ke sath hain use through poochiye ki RSU dariya (15) main patrolling kar rahan hain ya nathin"
From	88	Roger over
To		Right –just wanted remind you that your element with RSU should ask them to carry out patrolling in the river boat. Patrol the river as discussed by Imam, over.
To	26	Did you manage to pick up anybody important from the Daily people? over.
From	26	Nil- negative, but our troops have gone some other important persons. We are waiting for their progress. over.
To	26	Roger-Has the office of ALPHA LIMA (16) been occupied so far?
From	26	No. Target has been left for the early morning. Over
To	26	Roger-except that any record and paper might already been burnt or destroyed by the occupant. However, do as you planning and you are making excellent progress. Let us know every little thing that happens. out.
To 26 from 77	77	Markhore ke inform kore ki Imam ne Kahan hian ki first light se pahle Jitne dead body hain ye clean ho jane chahye aur sab concerning ko batha de over.
From	26	Roger-aap apne Imam ko aur Markhore ko ye Khabar de de. out to you.
Control		Hello 41.. correction 16, 41, 88 did your receive? over .Hello 88-did your receive this message which 41 has just now read back? Reply (indistinct)
To	88	Yes, arrange to dispose them. You can use local labour and dispose them of away from the public places. over.

14. RSU River Survey Unit.
15. Dariya- River the Buriganga.
16. ALPHA LIMA- Awami League.

To 88 When your can give us an estimate of casualties suffered by the other side? Nothing more. out

Control Necessary detachment for orders-these result are being awaited – suggest you can draft your SITREP on the lines of what has occurred since about 0100 hours this morning, over.

To 99 Since 0100 hrs for about half an hour we were not in contact with you and after that we had to shuttle in between the telephone and this place which is quite some distance. So we missed of most of the transmission.

From 99 Subsequently these were repeated to you starting from Belal's Boy's (17) when they caged the main bird (18) and subsequently the two telephone exchanges, the P.S at Ramna. People's Daily, the Reserve Line, then the action that is still continuing in the area of University plus the houses in Gulshan, correction, houses in Dhanmandi, the occupants of which were not traceable. over

To 99 About the last transmission which are the officers who are not traceable from Dhanmandi? over

From 99 Regarding Tajuddin & Bhuiya they were not found at their places. Similarly this place the physical training Institute which was supposed to have arms has not so far revealed any. over

To 99 It is the same physical Institute in Mohammadpur area? over

From 99 Yes. There is nothing that end yet. We will also take care of the Malkhana and the Lalbagh Fort but that will follow.

To 99 So, you have most of the gift over.

From 99 We have heard everything from the call sign but what about the other call signs? over

To 99 16 has very little resistance in which they killed 4 and wounded about 10 after that they were fully in control of their operation regarding Tajuddin and Bhuiya and in the Institute, they captured some other people but the main target had packed up and left much earlier apparently they have all panicked and started leaving the city from some time yesterday. So they have blocked all the roads and secured the second capital exchange and have also set up block for any people trying to escape from Campus towards the West across the railway line. over

---

17. Belals' Boys- Command Unit headed by Col Sayeeduddin.
18. Main Bird-Sheikh Mujib.
19. H.R.-House rain (Mujib's Residence)

From	99	Roger. over
to	99	Hope you are comfortable with your hostages. over.
From	99	I am thinking as to how to feed them now. over
To	99	It will do then no harm it they don't see food for a while so they can adopt the same policy as you have been doing for the last so many weeks. out
To	88	41, as you know, is in position on the west of the campus area. If you need any support or help from him you can easily coordinate with him-because he can come in from behind on to any resistance still there. Of course you will have to coordinate your fires. over
Reply not audible control		Roger. How far have you got? How much more to go? over.
To	88	Quite appreciate your difficulty. How far are you from the railway line? Can yor give us some lndmark now that day light is approaching? over
To	41	You can ask your Imam to start working on a list of prominent people in your area. You can get in touch with women you know and a list of all the prominent locals in whom we may be interested. over
To	26	The buxer element should have got to you now. There has been a mix up in that. You have got the call sign 16 Cheeta with you and your cheeta is here with us. I am sending you Cheeta in transport to you at the house. Please return 16's Cheeta in the same transport to come to us at our location here. Is that understood? over
Control-		ALPHA PILLO (20) as suggested earlier, please ensure that all black flags and Bangladesh flags are removed immediately if not already done so, otherwise give good does to those who are still flying them. out........... That must be done, otherwise, you know, it is likely to lead to a lot of complications as implications. Besides, I went specially Dhanmandi to be searched from house to house. You can take your time. You may select the block get hold of people from each house look in them-select if you find anyone you know, that we require, that if of importance, you can arrest him and other returns to the houses. That's all I have to say. If you have anything for me you pass it on. over

20. ALPHA PILLO- Area Petrol

From	77	Roger so far
To	77	In your area-this will be your task as Imam says each block will be cordoned off entirely and after due warning all the occupants asked to come out and will be recognised for any of the famous figures.
From	77	Then the houses will be gone through to nobody is inside. Roger so far, over
From	41	This house to house search should be organised very systematically so that nothing is late unchecked appart from that you can try and get local people who are reliable enough to help you distinguish them. over
		Message not understood;
To	26	Send. over
From	26	Markhore bataye ke Lt. Commander Moazzm (21) ko pak lane gaye the to usne resistance kiya jismain vo mara gaya. Oft. Commander Mozzam mara gaya. Uske body hamare pas hain.
To	26	Roger over
To	88	How much longer will you take before you can finish off this area and so back to your original area of responsibility which is between the river and railway line. over
88 for	77	Now it is quarter to seven. I will move from this site at 8. I will require about an hour to collect the bodies them off. over
To	88	Roger you can collect them in one place and call sign 26 may be told about their eventual disposal, the Imam says, may be done later. For the present they may be counted in separate categories to police of civilians and call sign 26 can keep a general eye on them while you move down to your area. over
From	88	Roger-for the time being we have collected them and dumped them at one place and informed 26. Anything else?
To	88	Yes, regarding the announcement of curfew removal of flags and removal of road blocks –Imam desires that these be organized properly and in the native tongue as well as in English and Urdu and should be constantly carried on because a large number of people do not know what are the rules and restrictions. Curfew will carry on till 0700 hours tomorrow morning. over
From	88	Wilco. Even so far the last 3-4 hours we are constantly passing on
To	88	P.A. equipment. That’s very good and otherwise as the Imam said carry on with your re-organisation and administration. Out to you.

21. Lt. commander Moazzam Accused No. 2. of the so called Agartala conspiracy case.

Hello 26 hello	41	Did you receive? over
For	77	Message to 88 was, in one hours time he will move to original area of responsibility and take over including the corpses that have been collected. Your Imam can-ordinate with Imam 88. over
Control		.........Hello 88, there is a location South of the river, called Jinjira-this is just south of the river across from your area. It was reported earlier that arms and ammunitions were being sorted there. RSU may have some information after their patrolling you might like to keep an eye on this, Over......thank you. Let us know when you finish campus area and you move back to your own? I there some firing still continuing in your area? over
From	88	There is no firing but we are about to leave and odd round has been fired from one house. So we had to take a few chaps from that house. I don’t think there will be firing now. over
To	16	Roger. Have any other detail come to light? All the arms and ammunitions are in your control? over
From	16	Yes. except that some eight to ten chaps appeared with rifles twenty rounds of ammunition. over
for	77	That is quite insignificant. How many are holding within the lines now? have you made account? over
To	16	We are still at the job of sorting out the criminals and
From	16	Only after they are sorted out segregated only then we will start counting. We have not yet allowed anybody from the other side i.e. neighbors including officers to move about. over
To	77	
To	16	That is fine. Do as you think best. That’s perfectly alright. No hurry so far. If you have any requirement of ammunition, I don’t think you should, except your element that went help 88 that can be passed on to us. out
From	16	That element is not in contact with us. I suggest you to ask 88 to give the requirement. over
To	16	Roger-But 88 is now moving back to its original area of responsibility, which is the south of the railway line and your element will, I think, be reverting to you. In any case we will get the requirement from him. out.
To	88	The Imam would like you, once you move into your area to also secure the Siddhirganj power station-I say again the Shiddirganj power

station where you have originally kept some elements. You should secure it as you move into your area. 88 over.

From 88 Wilco over.

To 88 Will done. What do you think would be the approximate number of casualties of the University –just give me an approximate number in your view. What will be the number killed or wounded or captured? Just give me a rough. figure over

From 88 Wait, Approximately 300. over

To 88 Well done 300 killed? Or anybody wounded captured? over SITREP.

From 88 I believe only in one thing -300 KILLED. over

To 88 Yes, I agree with you that's much easier-No, -nothing asked nothing done, you don't have to explain anything. Once again well done; Once again I would like to give you Shabash to all the boys including Aziz who was with you for wonderful job done in this area. I am very pleased. Over........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪১। সামরিক আইনের কয়েকটি বিধি জারী	পাকিস্তান অবজারভার	২৮ মার্চ, ১৯৭১

MARTIAL LAW ORDERS
ORDERS LT. GEN. TIKKA KHAN, SPK. PSC. MLA
ZOVE `B' MIL ZONE `B' ORDER.

1. Whereas a grave situation has arisen in East Pakistan in which open defiance of the present administration, infringement of the MLRs/MLOs as a consequence of unbridled political activity to the Jeopardy and integrity of Pakistan has assumed an alarming proportion beyond the normal control of the civil administration. Police and EPR, and whereas in the interest of national security it is expedient to effectively arrest the deteriorating situation. Now therefore, 1 Lt. Gen. Tikka Khan Spk, do hereby issue the following ML orders.

MLO No. 117 political activity of any kind whatever is banned in East Pakistan. No person shall attend or organise or make a speech either in the open or indoor nor any person shall take part in any procession of whatever nature.

MLO No. 118 No news speech, poster or leaflet shall be published in the press or announced on TV or radio without prior censorship by the authority appointed in this behalf.

MLO No. 119 No news or views bearing or likely to have a hearing on the political developments or law and order situation in East Pakistan be published broadcast or telecast or otherwise spread or communicated in any manner without prior censor by the censorship centers set up at headquarters MLA Zone `B' and sub-administrators ML in this behalf. The spreading of such news or views include the transmitting of messages through the media of teleprinters, radio transmitters possessed by private individuals, banks missions or other allied services or agencies.

MLO No. 120 All persons employed in whatever capacity in all the Government, Semi Govt. Semi autonomous or autonomous bodies, excluding the PIA shall report for duty to their respective departments by 1000 hrs. 27.3.71 of the issue of this order failing which their services are liable to be terminated followed by trial in a military court for non-compliance of this order. Heads of the departments will submit names of absentees to Major General civil affairs.

MLO NO.-121 All educational institution throughout East Pakistan shall till further orders remain closed.

MLO NO.-122 No person shall be in possession of fire arms, ammunition, explosives. All such persons excluding diplomatic staff shall immediately surrender such weapons to the nearest police station within 24 hours of the issue of this order and get proper

receipts. This order shall not apply to members of armed forces, civil armed forces and police. After verification licensed fire arms will be returned to the owners.

MLO No. 123 All banks in the province of East Pakistan shall close down forthwith and cease money transaction including foreign exchange until notified to the contrary. The closing down of the banks will include freezing of all accounts and sealing of individual lockers.

MLO NO. 124 No person shall indulge in activities aimed at organizing or taking the form of armed para military or volunteer corps or auxiliary forces.

MLO NO. 125 No person shall carry any lathi, iron rod, ramdao or any other lethal or formidable weapon which can cause an injury to a person.

MLO NO. 126 Assembly of five or more persons is prohibited till next 72 hours after lifting of the curfew. Permission may be sought for religious rites.

MLO NO. 127 Strikes, lockouts and agitations in educational institutions government officers, public utility works and installations, services and industrial concerns in the province of East Pakistan shall be prohibited with immediate effect.

MLO NO. 128 No foreigner working or residing in East Pakistan shall passes or distribute weapons of any type or description to anyone in East Pakistan overly or covertly without prior written permission of the MLA.

MLO NO. 129 No person shall loot `gherao' `jallao' or indulge in arson or in acts of sabotage, or subversion or indulge in any insurrectional activity or create disaffection among the police or EPR or any other law enforcing agency.

MLO NO. 130 Army personnel are authorized to make a search of any place, shop, residence or abode for the purpose of recovering any weapon or subversive literature provided the searching party shall not consist of less than one commissioned officer and two other ranks. The term commissioned officer includes a junior commissioned officer.

MLO NO. 131 All owners of cyclostyling and reproduction machines shall deposit such machines with the headquarters of sub-administrators martial law within 24 hours of the issue of this order.

2. Disobedience of any of these orders shall attract the provisions of MLR -25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I or as specified in relevant MLRs.

Place : Dhaka, date : 25 March, 1971.

MLO 132 ON `DIRECTIVES' OF DEFUNCT AL
MLO by Lt. Gen. Tikka Khan SPK. PSC. MLA. Zone `B'
ML Zone `B' Order No. 132.

All govt. and Semi govt. departments including banks or autonomous or semi-autonomous bodies or other functionaries in the province of East Pakistan who were

directly or indirectly hitherto been complying with the instructions contained in the so called ` Directives' issued by the (defunct) Awami League, shall cease adhering to the Directives and return to the normal way of functioning as per the law of the land or procedure for the functioning such departments or bodies failure to the comply with their order shall be punishable under the provisions of MLR-25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I.

MLO No. 133 Road blocks or barricades or construction or making of ditches on public high way or roads or rail or runways hampering the movement of vehicles or any other means of transportation is forbidden. Houses or buildings or constructions situated within a radius of 100 yards on either side of such an obstructions shall be liable to be demolished and inhabitants will be subject to punitive action for causing such obstruction under the provisions of MLR -25 which prescribes maximum punishment of ten years R.I.

Place. Dhaka, Date 26 March, 1971

MLO No. 134 Whereas the funds of the Awami League are contribution of the members of the public and whereas it is necessary to ensure that the said funds in East Pakistan are not used or utilized in a manner prejudicial to public interest. Now therefore I, Lt. Gen. Tikka Khan MLA , Zone `B' hereby direct that:-

(a) All transaction of the said fund in East Pakistan shall stand frozen immediately effect.

(b) No person shall, here in after operate the accounts is of the said fund except the accordance with the orders issued by me in this behalf (after an inquiry into the affairs of the said fund has been made under my directions).

(c) Banks or firm or concern shall within three days from the date of issue of this order, surrender the assets and submit to this headquarters, the account of the said fund held by them setting out the details of deposits in and withdrawal from such accounts.

Place: Dhaka, Date 26 March,1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪২। সামরিক আদেশ বলে অফিসার ও প্রশাসক নিয়োগ	পাকিস্তান অবজারভার	৭ এপ্রিল,১৯৭১

MLO No. 137

MLA’S liaison officer at Ctg. appointed

Martial law orders by Lieutenant General Tikka Khan SPK. PSC. MLA. Zone `B’ ML Zone `B’ Order No. 137.

I, Lieutenant General Tikka khan Spk. PSC. MLA. Zone `B’ here by appoint PA-57 BRIG. M. M. A. BEG (Retd.) care of Hegge and Co-Spencer Building, Ctg. to be the MLA’s Liaison officer at Ctg. with immediate effect.

Lieutenant General, MLA. Zone `B’ (Tikka Khan).
Place: Dhaka. Date 6 Apr.71

ML Sector-5
Sub-Administrator.
ML order by Lieutenant General Tikka Khan Spk, PSC. MLA. Zone `B’
ML. Zone `B’ Order No. 136.

1. Lieutenant General Tikka Khan Spk, PSC MLA Zone `B’ hereby appoint PA-1660 Brig. Syed Asghar Hasan PSC, T, Q. A. to be Sub-Administrator. ML, Sector-5 with effect from 06 Apr. 1971. Vice –Commodore A. R. Mumtaz, SK, TPK, PN, (PN-NO.100) Sub-Administrator Sector -6 (Ctg. and Ctg. Hill Tracts) both relieved.

2. Area Entire area comprising civil districts of Ctg. and Chittagong hill tracts and Ctg. Port area.

3. Headquarters : Chittagong.

4. ML. Zone `B’ order No. 86 and 113 are hereby cancelled.

Lieutenant General MLA. Zone `B’ (Tikka Khan).
Place : Dhaka, Date : 6 Apr. 71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৩। গভর্নর পদে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

গর্ভনর পদে জেঃ টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এসপিকে গতকাল (শুক্রবার) গভর্নর ভবনে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহন করেছেন । শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ সিদ্দিকী এস পিকে ।

এপিপির এই খবরে বলা হয় যে, কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় এবং শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় ।

শপথগ্রহন অনুষ্ঠানে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, কুটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৪। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ঠাকুরগাঁও দখল	দৈনিক পাকিস্তান	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রতিরোধের সকল কেন্দ্র নির্মূল করা হয়েছে
সশস্ত্রবাহিনী ঠাকুরগাঁও পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে

পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী দিনাজপুরের আরও উত্তরে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরগাঁও পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে। এর আগেই পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী দিনাজপুর থেকে সকল প্রতিরোধকারীকে বিতারণ করে।

দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের মধ্যে প্রতিরোধের সকল কেন্দ্র নির্মূল করা হয়েছে এবং পুরো অঞ্চল এখন দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদেরকে কবল থেকে মুক্ত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, প্রদেশের অন্য সকল স্থানে চট্রগ্রাম, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট, পাবনা, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, রংপুর ও রাজশাহীসহ অন্যান্য সকল প্রধান শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দেশদ্রোহীদের অবশিষ্ট পকেটগুলোকে উপযুক্তভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। এই অভিযানে গোলযোগপূর্ণ স্থানে সৈন্য ও সরঞ্জাম পরিবহনে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী অংশ নিয়েছিল। পিআইএ ফকার বিমানও পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক সার্ভিস অক্ষুণ্ণ রেখেও যখনই প্রয়োজন মূল্যবান সহায়তা দান করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, সকল প্রধান শহরের সাথে ফকার বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৫। জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণ

জাতীয় ক্ষতির প্রতিবিধানে এগিয়ে আসুন

গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের বক্তৃতার পূর্ন বিবরণঃ

প্রিয় ভাইসব, আচ্ছালামু আলাইকুম । দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হওয়া থেকে এবং পরিণামে ভারতীয় দাসত্বের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের জন্যেই সেনাবাহিনীকে আহ্বান করা হয়েছিল । অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এমন এক পথ ধরেছিলো যাতে কিনা বহু ত্যাগের বিনিময়ে এই উপমহাদেশের থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের আবাস ভূমি আমাদের এই দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত । পাকিস্তান সৃষ্টিতে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানগণ এই দেশকে টিকিয়ে রাখতে দৃঢ়সংকল্প ।

স্বল্পসংখ্যক লোক প্রকাশ্য হিংসা ও আক্রমণাত্মক তৎপরতার দ্বারা জানমাল বিপন্ন করে তুলে বেশীর ভাগ মানুষের কণ্ঠরোধ করেছিল । যার ফলে আওয়ামী লীগ ধ্বংসাত্মক পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল । রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যারাই আওয়ামী লীগে ছিল তারাই জাতির সংহিত ও অখণ্ডতার বিরোধী । যারাই পাকিস্তানের মঙ্গল চান তারাই জাতির সংহতি ও অখণ্ডতার বিরোধী। যারাই পাকিস্তানের মঙ্গল চান তাদের ভয় করার কোন কারণ নেই । আমি তাদের এগিয়ে আসার, অন্যদের সাথে যোগ দেওয়ার এবং জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

সশস্ত্রবাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল ও পুলিশের কিছু লোক কর্তব্যস্থান ছেড়ে গেছে । এদের কেউ কেউ ছুটিতে ছিল এবং আর কাজে যোগ দেয়নি, কেউ কেউ পরিবার পরিজনের জন্য উদ্বেগের কারণে তাদের ইউনিট ছেড়ে গেছে । আবার কেউ কেউ উচ্চাকাঙ্খী নীতিজ্ঞানশূন্য সিনিয়রদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে । যারা নিজেদের ইউনিটে পুনরায় যোগদান করবে এবং যারা দুষ্কৃতকারী ও দেশের শত্রুদের পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী সামরিক বাহিনীতে হাজির হবে তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহানুভূতিমূলক আচরণ করা হবে । আমি তাদের এই সুযোগ গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি। অন্যথায় তাদের সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করা হবে ।

১ লা মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীগণ অফিসে যেতে পারেননি । কারণ তাদের জীবন ও তাদের পরিবার-পরিজনের জীবন বিপন্ন হয়েছিল । যে পরিস্থিতিতে তাদের কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে, আমি তা পুরোপুরি অনুধাবন করি । এখন যেহেতু দুষ্কৃতকারী ও ফ্যাসিস্টদের দমন করা হয়েছে এবং শান্তি বিরাজ করছে, তাদের সর্বান্তকরণে অকুণ্ঠচিত্তে অকুতোভয়ে জাতি ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত ।

সশস্ত্রবাহিনী এবং অন্যান্য আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুপ্রবেশকারী, দুষ্কৃতকারী, সমাজবিরোধী ও জাতিবিরোধী লোদের ধ্বংস সাধনে দৃঢ়সংকল্প । আমি সকল নাগরিকদের এরূপ লোকদের আশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি । অন্যথায় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন । আমরা জানমালের হানি এড়াতে চাই । কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারী লোকের বাড়ীতে ও শহরে আশ্রয় নিয়ে সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করছে। এর ফলে অনেক নির্দোষ লোককেও কষ্ট পেতে হচ্ছে এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দুষ্কৃতকারীরাই দায়ী । তাদের আশ্রয় দেবেন না । খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে এবং আরো খাদ্য আসছে। কিন্তু খাদ্য চলাচল যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে সাধারণ মানুষ খুব কষ্টে পড়বেন । দুষ্কৃতকারীরা যাতে খাদ্য চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, তার নিশ্চয়ত বিধান করা জনসাধারণের কর্তব্য এবং এ কাজে আমি প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি ।

পরিশেষে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই, সেনাবাহিনী দেশপ্রেমিক জনগণের সহায়তায় দেশকে রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কর্তব্য পালন করবে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৬। কাজে যোগদানের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রেসনোট

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, সরকারী বিভাগ, ডাইরেক্টরেট, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাষিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীকে সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ২১ শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে অন্যথায় ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ জারীকৃত ১২০ নম্বর সামরিক আইন আদেশ অনুযায়ী শাস্তিদান ছাড়াও তাদের বরখাস্ত করা হবে। এটা অনুধাবন করা হয়েছে যে, বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন এলাকায় যোগাযোগের অসুবিধার জন্য কোন কোন কর্মচারীর পক্ষে নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগদান সম্ভব নাও হতে পারে । এই সকল কর্মচারীকে নিকটবর্তী জেলা বা মহকুমা সদর দফতরে কোন বিভাগের কোন অফিস না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকটবর্তী ডেপুটি কমিশনার বা মহকুমা অফিসারের কাছে হাজির হতে হবে । এতে ব্যর্থ হলে তাদের উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তিদান করা হবে ।

উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী নিজেদের স্বাভাবিক কাজের স্থান ছাড়া অন্য স্টেশনে কাজে যোগদান করবেন, তারা তাদের স্বাভাবিক কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য শীঘ্রই নিজেদের অফিসে হাজির হবেন । এটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে, নিজেদের অফিসে কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত তাদের বেতন দেয়া হবে না ।

২৪ জন নবনিযুক্ত জুট এক্সটেনশন অফিসারকে কাজে যোগদানের নির্দেশ

ইতিপূর্বে এসডিএও (জুট) পদে চাকুরীতে ২৪ জন নবনিযুক্ত জুট এক্সটেনশন অফিসারকে তাদের নামের পাশে উল্লিখিত স্থানে অবিলম্বে যোগদান করতে বলা হয়েছে। এপিপির খবরে প্রকাশ, প্রাদেশিক সরকারের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে তাঁদেরকে তাঁদের আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না । নবনিযুক্ত অফিসাররা তাদের কর্মস্থলে কাজে যোগদানে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকারী ডাইরেক্টর (পাট উৎপাদন) ও জেলা কৃষি অফিসারদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে । উপরোক্ত অফিসাররা ৩০০-৬৭৫ টাকা স্কেলে (তৎসঙ্গে প্রতিমাসে কারিগরি ভাতা ৫০ টাকা) বেতন পাবেন ।

নিচে নবনিযুক্ত ২৪ জন জুটি এক্সটেনশন অফিসারদের নাম দেওয়া হলোঃ

১। জনাব মাইজুদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইল ।
২। জনাব এ্ইচ, এম, আনিস আলম সিদ্দিক, নড়াইল, যশোর ।
৩। জনাব মোঃ আনসার আলী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ।
৪। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ।
৫। জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন প্রমাণিক, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ।
৬। জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান, জামালপুর, ময়মনসিংহ ।
৭। জনাব মোঃ আবুল মনসুর ফকির, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ।

৮। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ।

৯। জনাব মোঃ তৌফিক উদ্দীন, চাঁদপুর, কুমিল্লা ।

১০। জনাব মোঃ মহসিন মিয়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ ।

১১। জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, নওগাঁ, রাজশাহী ।

১২। জনাব আব্দুল মুহিত, দিনাজপুর (সদর) ।

১৩। জনাব মোঃ মতিউর রহমান শিকদার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ।

১৪। জনাব মোঃ এ, এইচ, এম মহিউদ্দীন, কুমিল্লা (সদর উত্তর) ।

১৫। জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ।

১৬। জনাব আব্দুর রাজ্জাক, রাজশাহী (সদর) ।

১৭। জনাব মোঃ ওসমান গনি, নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী ।

১৮। জনাব মোঃ নজমুল হোসেন, নাটোর, রাজশাহী ।

১৯। জনাব নজরুল ইসলাম, নাটোর, রাজশাহী ।

২০। জনাব মোঃ ফজলুল হক রিকাবদার, চাঁদপুর, কুমিল্লা ।

২১। জনাব মোঃ জহীরউদ্দীন ভূঁইয়া, নাটোর রাজশাহী ।

২২। জনাব মোঃ রমজান আলী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ।

২৩। জনাব মোঃ হজরত আলী, ঢাকা (সদর উত্তর) ।

২৪। জনাব মোঃ ইউনুস, নরসিংদী, ঢাকা ।

শিরেনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৭। সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ৫ জনকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের পাঁচ ব্যক্তিকে আগামী ২৬ শে এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় ঢাকাস্থ দ্বিতীয় রাজধানীতে এক নম্বর সেক্টরের সামরিক আইনের সাব-এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন । তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক আইনবিধি ও সামরিক আদেশ অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দানের জন্য তাদের হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তারা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এম এল আর-৪০ অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে ।

গতকাল মঙ্গলবার পি আই ডির এক হ্যাণ্ড আউটে এই খবর পরিবেশন করা হয় । যে পাঁচ ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হলেনঃ

১। তাজুদ্দিন আহমদ, ৭৫১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা ।

২। তোফায়েল আহমদ, গ্রাম-কোরলিয়া, পোঃ খৈয়ারহাট, জেলা-বাকেরগঞ্জ ।

৩। এস, এম নজরুল ইসলাম, লাঙ্গুল শিমুল পোঃ -কান্দানিয়া জেলা-ময়মনসিংহ ।

৪। আবদুল মান্নান, মনসুর ভিলা, ১১০, সিদ্বেশ্বরী ঢাকা ।

৫। আবিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, দি পিপল, ঢাকা ।

উপরোক্ত ৫ ব্যক্তিকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ২২৩ ক, ১৩১ ও ১৩২ নং ধারা এম এল আর ৬, ১৪, ১৭ ও ২০ এম এল ও 'খ' অঞ্চলের ১২৪ নং এবং ১২৯ নং ধারা বলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। এদের সকলের বিরুদ্ধে এইসব ধারাবলে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে । এ ছাড়াও ৫ নং অভিযুক্তকে (আবিদুর রহমান) 'খ' অঞ্চলের এম এল ও-১১৭ ও ১১৯ নং ধারার সাথে পঠিত এম এল আর ১৯ নং ধারাবলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৮। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত সুরক্ষিত	দৈনিক পাকিস্তান	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ বন্ধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
সীমান্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় তাদের অবস্থান আরো সুসংহত করেছে এবং প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহ থেকে আরো অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সীমান্তসমূহ সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

চারদিন আগের সামরিক কার্যক্রমে কুমিল্লা এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া এবং কুষ্টিয়া এলাকায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর আয়ত্তে আনার পর এই ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলো আয়ত্তে আনার পর সশস্ত্রবাহিনী এই সকল এলাকায় দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের বাদ বাকী আড্ডাগুলো উদ্ধার করেছ এবং অধিকাংশ লোক অস্ত্রশস্ত্র পিছনে ফেলে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। নয়াদিল্লী বেতার মিথ্যার ঐতিহ্য বজায় রেখে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিগণের হাতে চুয়াডাঙ্গা ও কসবা পুনর্দখলের অলীক কাহিনী প্রচার করে আসছে।

ভারতীয় বেতারের খবরকে ভারতীয় হস্তক্ষেপকারীদের কল্পনার বিলাস বলে ঢাকায় সরকারীভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়ত্তে আনার পর এই সকল এলাকা তাদের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নয়াদিল্লী বেতার সিলেট বিমান ক্ষেত্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে আসছে এবং অনবরত এটাকে শালুটকর বিমানক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

ঢাকায় সরকারীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিমানক্ষেত্র সিলেট বিমানক্ষেত্র বলে পরিচিত এবং এটাকে অন্য যে কোন নামে আখ্যায়িত করা ভুল হবে যেমন ভুল হবে ভারতে উত্তর প্রদেশকে যুক্ত প্রদেশ আখ্যায়িত করা।

ঢাকায় আরো কলা হয়েছে যে, সিলেট বিমান বন্দর সর্বদাই সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং পি আই এ ঢাকা থেকে এই বিমান বন্দরে নিয়মিত ফ্লাইট চালিয়ে আসছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৯। ১৪৮ নং সামরিক বিধি জারী	পাকিস্তান অবজারভার	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

MLO 148 ISSUED - DEATH PENALTY FOR
DAMAGE TO GOVT. PROPERTY.

Any person who causes damage to the means of communication, vital installations or Government property will be liable to punishment which may extend to death penalty, according to MLO 148 issued from Headquarters of Martial Law Administrator, Zone `B’ the other day, reports APP.

Inhabitants of surrounding area where the damage is caused, will also be liable to punitive action under relevant MRL and MLO.

Following is the text of MLO 148

1. Any person or group of persons causing damage, tempering with or interfering with working of the roads railways, canals, aerodromes, telegraph, telephone, wireless installations or with any Government property will be liable to legal action under MLR-14 which prescribes the maximum punishment of death.

2. Inhabitants of the surrounding area of all or any such affected place or places will render themselves liable to punitive action collectively under MLR-25 read with MLO Zone `B’ order No. 133.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫০। সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ	পূর্বদেশ	৭ মে, ১৯৭১

লেঃ জেঃ নিয়াজীর সিলেট সফর

সীমান্ত এলাকার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করার নির্দেশ

ঢাকা, ১০ই মে (এপিপি)। ইষ্টার্ন কম্যাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী গত রবিবার সিলেট এলাকা সফর করেন। তিনি সিলেট পৌঁছলে সেনাবাহিনীর স্থানীয় কম্যাণ্ডার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে ঐ এলাকায় দুষ্কৃতকারী নির্মূল অভিযানের অগ্রগতি তাঁকে অবহিত করেন। তাঁকে জানানো হয়, সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় সেনাবাহিনী তল্লাশী ও গ্রেফতার অভিযান চালায়। এলাকাটি পুরোপুরি তাদের আয়ত্তে রয়েছে।

স্থানীয় কম্যাণ্ডার বলেন যে, রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত সন্নিহিত গোপন আড্ডাগুলোতেও অভিযান চালানো হচ্ছে। দেশপ্রেমিকেরা স্বেচ্ছাণোদিত হয়ে এসব গোপন আড্ডা সম্পর্কে যথাযথ খবর দিচ্ছে। তারা রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়নি।

জেনারেল নিয়াজী মোটরে হেমুতে যান। এই স্থানটি সিলেট শহর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্যে সেই এলাকায় যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনি তা পরিদর্শন করেন। সীমান্ত এলাকাটিতে কর্তৃত্ব আরো দৃঢ় করার জন্য তিনি ওখানেই আদেশ দেন।

গ্রাম এলাকার মধ্য দিয়ে পনের মাইল ব্যাপী ভ্রমণকালে জেঃ নিয়াজী দেখন যে, চাষীরা বোরো ধান কাটছে এবং গরুর পাল চরছে মাঠে। গ্রামঞ্চলও সিলেট শহরের মত শান্ত। হিমু থেকে ফেরার পথে তিনি সিলেট বাজারের মধ্য দিয়ে আসেন। বাজারের পরিবেশ স্বাভাবিক।

জেনারেল নিয়াজী বিকালে ঢাকায় ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫১। পূর্ব পাক সরকারের প্রধান সচিবের কাছে বেসামরিক বিষয়ক সামরিক কর্মকর্তা রাও ফরমান আলীর চিঠি	সরকারী দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ 'এক্সপেরিয়েন্স অব এন এক্সাইল এট হোম'-মফিজুলাহ্ কবীর ডিসেঃ ১৯৭২	৭ মে, ১৯৭১

HQ MLA ZONE `B'
CIVIL AFFAIRS
GOVERNOR'S HOUSE
DACCA (EAST PAKISTAN)

No. 290/R/A794.7th May, 1971

To
The Chief Secretary,
Government of East Pakistan,
Eden Buildings, Dacca.

It has been observed that in most cases the heads of Departments and Directorates and Autonomous Bodies in their Radio talks are highlighting past achievements and the future plans and very little thought is being given to present conditions.

It is desired that they should be advised to take into consideration the practical aspect of the matter and propose corrective measures to be taken to overcome the difficulties. The responsibilities of the field staff and the need for public cooperation should also be highlighted in their talks.

Maj Gen. Major
General Civil Affairs
Sd/-Rao Farman Ali Khan

No. CAIV/109/71-289dATED; Dacca The 13th May; 1971.

Copy forwarded for information and guidance to registrar, Dacca University.

Sd/-AZM.Shamsul Alam.CSP
Deputy Secretary to the Govt. of
East Pakistan. S & G A (G A)
Department.

Distribution:
Head of the Departments.
Chairman of Autonomous
Head of the Directorates.
No. GAIV/109/71-289/1 Dt.... 13. 5. 1971.
Copy forwarded for favor of information to Major General Civil Affairs, Governor's House, Dacca.

Sd/-Illegible,
Deputy Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫২। কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	পূর্বদেশ	১৪ মে, ১৯৭১

কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

ঢাকা, ১৩ই মে (এপিপি)। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক আগামী ২০ শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরে উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হবার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ, জি ওসমানীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১১২, ১২৩, ১৩১ এবং ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক যে আদেশ দেন নীচে তা দিয়ে দেয়া হলোঃ-

১। ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান এস, পি, কে, পি এস সি আপনি কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি।

২। যদি আপনি উপরের উল্লেখমত হাজির হতে ব্যর্থ হন তা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৩। সাংবাদিক সাক্ষাৎকার লেঃ জেঃ টিক্কা খান	পূর্বদেশ	১৬ মে, ১৯৭১

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানঃ
সশস্ত্র প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে

ঢাকা, ১৫ই মে (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও প্রাদেশিক সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান বলেন যে, সারা প্রদেশ থেকে সুগঠিত সমস্ত প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তবে প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে কোথাও কোথাও লুট, সন্ত্রাস, কিংবা নিরীহ জনগণকে হয়রানি ধরনের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত দুষ্কর্ম চলছে বলে তিনি জানান।

গভর্নর গতকাল এক ঘরোয়া পরিবেশে দুজন বিশেষ সংবাদদাতার সাথে আলাপ করছিলেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে এসে এক সময় পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বিশেষ সংবাদাতা দুজন গতকাল গভর্নর হাউসে গভর্নরের সাথে দেখা করেন।

গভর্নর টিক্কা খান সাংবাদিকদের সাথে ৪৫ মিনিটকাল আলোচনার সময় প্রদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় .....পূর্ণ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অর্থনৈতিক জীবনধারার পুনর্জীবন বিষয়গুলো বিশেষভাবে জানান।

অনুপ্রবেশকারীরা সুবিধা করতে পারবে না

এক প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন যে, দুষ্কৃতকারীদের কার্যকলাপ সেনাবাহিনীর লোকেরা বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং তাদের নির্মূল করতে বেশীদিন লাগবে না। অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে জেনারেল টিক্কা খান বলেন যে, কোন কোন এলাকায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টায় তারা সুবিধা করতে পারেনি।

জনশক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য স্কীম

গভর্নর টিক্কা খান বলেন যে, প্রাপ্ত প্রশাসনিক জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি একটি স্কীম তৈরি করছেন। এর জন্য জেলা পর্যায়েও পূর্ণভাবে সাহায্য করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রশাসন ব্যবস্থা পূর্নভাবে চালু করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহীত হয়েছে।

আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ ডাহা মিথ্যা

পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলে বিদেশী সংবাদপত্রগুলো যে সংবাদ প্রচার করেছে তা ডাহা মিথ্যা বলে জেঃ টিক্কা খান জোর দিয়ে বলেন। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বলতে পারি এখানে এখনো তার অভাব দেখা দেয়নি। সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে। কোন কোন এলাকায় যোগযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার খাদ্যশস্য পরিবহণে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। যেমন, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা ঢাকা ও চট্রগ্রামের মধ্যে কয়েকটি রেলব্রিজ নষ্ট করে দিয়েছে। দ্রুত এগুলোর সংস্কার চলছে বলে তিনি জানান।

অর্থনীতি সম্পর্কে

অর্থনীতি সম্পর্কে গভর্নর জানান যে, অধিকাংশ কলকারখানা, এমনকি দোকানপাটও পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। বাকী শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগললোতে দ্রুত কাজ শুরুর ব্যবস্থা চলছে । যে সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত কাজ শুরু করেনি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, সকলকে তাদের স্বীয় স্বীয় কাজ শুরু করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে ।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট এখনো খুলেনি সেগুলো বন্ধ করে দেয়া কিংবা প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতিরে অন্য কাউকে মঞ্জুরী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে গভর্নর বলেন যে, তিনি সে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেন না । তাদের কোন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না বলে গভর্নর উল্লেখ করেন ।

কৃষি ব্যবস্থায় পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরে আসায় গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন 'এটা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির একটি উৎসাহজনক লক্ষণ' ।

চা শিল্পের কোন ক্ষতি হবে না

এক প্রশ্নের জবাবে গভর্ণর বলেন যে, সিলেট জেলার সকল চা বাগানের শ্রমিকরা ফিরে আসা শুরু করেছে । অতএব চা শিল্পের বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না ।

এক প্রশ্নকারীকে তিনি জানান যে, গোলযোগপূর্ণ দিনগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংক ও সরকারী ট্রেজারী থেকে দুষ্কৃতকারীরা যে বিপুলসংখ্যক টাকা-পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে তার মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালান হচ্ছে । তার মত অনুসারে এই অর্থ দেশের বাইরে চালান হয়ে গেছে বলে তিনি জানান ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৪। সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত	পূর্বদেশ	২১ মে, ১৯৭১

সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত

ঢাকা ২০শে মে (এপিপি) । প্রাদেশিক সরকার আগামী ২রা আগষ্ট থেকে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আজ এখানে প্রকাশিত এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে।

প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণঃ

নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত সরকারী কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়সনসিংহ এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়।

(১) শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১লা জুন কাজে যোগদান করতে হবে।

(২) ১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাস শুরু হবে।

(খ) বেসরকারী কলেজসমূহ (ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ)।

(১) শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১ লা জুলাই কাজে যোগদান করতে হবে।

(২) ১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাশ শুরু হবে।

নির্ধারিত তারিখ থেকে ক্লাশ শুরু করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা তাদের কাজে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

নির্ধারিত তারিখ কাজে যোগদান না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৫। শিক্ষকদের 'দায়িত্বহীন উক্তি সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারী	সরকারী দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ 'এন এক্সপেরিয়েন্স অব এক্সাইল এট হোম'-মফিজুলাহ কবীর	২২ মে, ১৯৭১

CONFIDENTIAL/ IMMEDEATE.

HQ MLA ZONE `B'
CIVIL AFFAIRS
DACCA (EAST PAKISTAN)
No 600/ Miss/ CA-2 May 22, 1971

To : The Director of Public Instructions, Dacca.

Sub: Indulgence of teachers in Irresponsible Talk.

1. It has come to the notice of this HQ. that teacher's are indulging in irresponsible talk about the affairs of the country . Loose talk can spread sore among the people and is essential instrument of the miscreant and subversive elements. This HQ. therefore, takes serious notice of this offence and feels the necessity of severe disciplinary action aganist the culprits if the practice does not cease forthwith.

2. Please warn all concerned accordingly.

Col.
Sd/-Major General Civil Affairs,
(Saeeduddin Ahmed)
CONFIDENTIAL/ IMMEDIATE

No. 6293/61-GA

From : The Director of Public Instruction, East Pakistan, Dacca.

To:1. The Deputy Director of Public Instruction, Dacca / Chittagong / Rajshahi / Khulna (Barishal) Division.

2. The Principal

Sub: Indulgence of teachers in irresponsible talk.

In enclosing herewith a copy of order No. 660/ Mis/ CA-2 dated 22.5.71 from the Martial Law Authorities he is requested to bring the contents of the letter to the notice of the teachers under him immediately for information and guidance. This letter which is marked Confidential should not be circulated to others. He is requested to ensure that teachers do not indulge in irresponsible talk about the affairs of the country.

Appropriate disciplinary action should be promptly taken against any teacher found guilty of this offence.

Sd/-M.F. Khan
25.5.71
Director of public Instruction, EP
East Pakistan.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৫৬। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন	পূর্বদেশ	৩০ মে, ১৯৭১

ভার্সিটি শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন

ঢাকা ২৯শে মে (এপিপি)। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেনঃ

ডঃ সাজ্জাদ হুসাইন, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ হাসান জামান, ডিরেক্টর, জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো, ডঃ মোহর আলী, সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব এ, এফ, এম, আবদুর রহমান, সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ আবদুল বারী, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ মকবুল হোসেন, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ সাইফুদ্দিন জোয়ারদার, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সুপারিশ করবেনঃ-

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস।

(২) সিলেবাসকে জাতীয় চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করে তোলার জন্য ইহার সংশোধন এবং

(৩) উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুবিধাজনক অন্যান্য সুপারিশ।

১৯৭১ সালের ৩১ শে আগষ্টের আগেই কমিটিকে ইহার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৭। ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারী	দৈনিক পাকিস্তান	৩ জুন, ১৯৭১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কে
১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারী

গতকাল বুধবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান কর্তৃক জারীকৃত ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধির বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ-

(১) ১৯৭১ সালের ২১ শে মে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সময়সূচী মত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা হবে।

(২) নির্ধারিত তারিখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কাজে যোগদান করবেন। অতিরিক্ত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড) পুনরায় কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে তারা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার গণ্য হবেন এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ নম্বর সামরিক বিধি অনুসারে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।

(৩) এই নির্দেশ বলে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের জারীকৃত ১২১ নম্বর বিধি বাতিল করা হল।

এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট পূর্ব পাক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স অব এন এক্সাইল- প্রাগুক্ত	৪ জুন, ১৯৭১

IMMEDIATE
CONFIDENTIAL

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
EDUCATION DEPARTMENT
Dated 4th June, 1971

No. SN /482 (7) –Edn.
From : - Mr. AN Kalimullah
Deputy Secretary to the Government of East Pakistan.

To : The Vice-Chancellor,
Dacca University,
Dacca.

From 1st June, 1971 teachers of all colleges including polytechnics and other technical institutions, medical colleges, engineering colleges and all Universities were to report from (?) duty. Necessary preparation and arrangements are to be made by them from the date resumption of their duty to the date fixed for the commencements of the classes, that is, 2nd August, 1971.

It is requested that detailed programme of work of the teachers during the above period may please be drawn up and furnished to this Department immediately. It may also be please ensured that the teachers remain in the respective office during office hours. Steps that may be taken by him to ensure the above may also be reported.

Sd/- A.N. Kalimullah
4-6-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৯। সামরিক গভর্নরের সফর ও বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান	৬ জুলাই , ১৯৭১

চুয়াডাঙ্গা, নাটোর ও রাজশাহীতে গভর্নর জনগণ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কোন দলকে ম্যাণ্ডেট দেয়নি

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন শাসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান গতকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গা, নাটোর ও রাজশাহী সফর করেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, সফরকালে তার সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘ আন্তঃএজেন্সী রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ রাহগাত আল তাবিল,তার সহকারী ও উপদেষ্টা মিঃ গ্লান-ই-হায়ডন, রেডক্রস সোসাইটি লীগের মিঃ পিষ্ট্যানসিস ও রিলিফ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আলী।

গভর্নর এই সফরকালে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীগণ ও শান্তি কমিটিসমূহের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।

তিনি তাদের সঙ্গে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি, মওজুদ খাদ্য পরিস্থিতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

তাঁকে জানান হয় যে সারা রাজশাহী বিভাগে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হয়েছে এবং জনসাধারণ তাদের ঘর বাড়ীতে ফিরে এসেছে। পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ রয়েছে, দোকানপাট খোলা হয়েছে, সরকারী অফিসে কাজকর্ম চলছে এবং অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলছে।

বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের উত্তম কাজর প্রশংসা করেন। তিনি গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য তাদের আহ্বান জানান যাতে করে আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহ তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সর্বত্রই জনসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে গভর্নরকে অভিনন্দন জানান এবং পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ ও কায়েদে আজম জিন্দাবাদ শ্লোগান দেয়।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় গভর্নর অভ্যর্থনা কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। তিনি দেখেন যে, প্রত্যাবর্তনকারীদের গ্রহণের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তিনি বাসস্থান, খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকজন প্রত্যাবর্তনকারীর সঙ্গেও দেখা করেন। এবং তাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলাপ করেন।

গতকাল অভ্যর্থনা শিবিরে আগত একটি পরিবারের প্রধান গভর্নরকে জানান যে, তিনি ইতিপূর্বে অনুমোদিত পথে দেশে আসার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে আসতে দেয়নি। পরে এক অননুমোদিত পথে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আরো এলন, তিনি ও অন্যান্য প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভালভাবে দেখাশুনা করা হচ্ছে।

গভর্নর প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে লুঙ্গী ও শাড়ী বিতরণ করেন।

গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে অভ্যর্থনা শিবিরে মেডিকেল অফিসার জানান যে সকল প্রত্যাবর্তনকারীকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং কোন গুরুতর অসুস্থতা বা মহামারী ঘটেনি। তিনি আরো জানান কয়েক দিন আগে আগত কয়েকজন প্রত্যাবর্তনকারী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়োছিলো কিন্তু তাদের অবিলম্বে রক্ষা করা হয়।

নাটোর

নাটোরে জেঃ টিক্কা খান জিন্নাহ সরকারী হাইস্কুল ও সরকারী গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জানানো হয় যে, উপস্থিতি সন্তোষজনক এবং ক্লাশ রীতিমতো চলছে। গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা স্কুল প্রাঙ্গণে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় এবং জাতীয় সংগীত শোনায় । তিনি পরে গাড়ীযোগে বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন।

রাজশাহী

রাজশাহীতে শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই জনগণের মূল্যবান অবদান রয়েছে এবং পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ বা রাজনৈতিক দলকে তারা ম্যাণ্ডেট দেয়নি। তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন কিন্তু বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেয়ার ম্যাণ্ডেট হিসাবে তাদের সমর্থনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জনসাধারনের সক্রিয় সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে ভাঙ্গনের হাত থেকে পকিস্তান রক্ষা পেয়েছে এবং বর্তমানে পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগনের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শান্তি কমিটিসমূহের প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

গভর্নর বলেন তিনি অবহিত আছেন যে, গত মার্চ মাসে বিভিন্ন কারাগার থেকে ক্রমাগতভাবে ছেড়ে দেয়া প্রায় ১১ হাজার দণ্ডপ্রাপ্ত বিচারাধীন ব্যক্তি কতিপয় স্থানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করছে। তিনি বলেন তাদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তিদানের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের জানান যে এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীসমূহকে সাহায্য করার জন্য রাজাকার গঠন হচ্ছে এবং ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

পরে জেঃ টিক্কা খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁকে জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল কর্মচারী কাজে যোগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ২রা আগস্ট পুনরায় খোলার কথা।

গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালযের চ্যান্সেলর পরে গাড়ীযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন।

জেনারেল টিক্কা খান বিকেলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬০। জেনারেল নিয়াজীর সীমান্ত পরিদর্শন	দৈনিক পাকিস্তান	৯ জুলাই, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর সিলেট সীমান্ত পরিদর্শন
গোটা সিলেট জেলা থেকে দুষ্কৃতকারীদের
বিতাড়িত করা হয়েছে

ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী গতকাল বৃহস্পতিবার সেলেট এলাকা সফরকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন।

তিনি জিওসি সমভিব্যহারে এই সফরে যান বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

সীমান্ত যাতে আর কোন রকম অনুপ্রবেশ না ঘটে বা কোন রকম হামলা না চলে তারই জন্যে এই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত ঘাঁটিগুলি সবই সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জেনারেল নিয়াজী সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের কুশল জানতে চান। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালো অবস্থায় দেখতে পান।

স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, বেসামরিক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় সারা সিলেট জেলা থেকেই গোলাযোগ সৃষ্টিকারীদের বিতাড়িত করা হয়েছে। কমাণ্ডার জানান, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু দুষ্কৃতিকারী মাঝে মাঝে সীমান্ত পথে ভিতরে ঢুকে প্রধানতঃ আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীরা যে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার চেষ্টা করে স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজাকাররা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তা প্রতিহত করে বলে কম্যাণ্ডার জানান।

জেনারেল নিয়াজী সিলেট থেকে হেলিকপ্টারে জৈয়ন্তপুর যান এবং সেখানে তিনি সংবর্ধনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁকে জানানো হয় যে ৭ হাজার গৃহত্যাগী মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এখানে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও ১২শ' লোক রয়েছে। অনুমোদিত পথে ফিরে আসার ব্যাপারে ভারত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় এদের বেশির ভাগই অননুমোদিত পথে পাকিস্তানে ফিরেছে।

সংবর্ধনা কেন্দ্রের কাছে দরবাস্তপুরে এক বিরাট জনতা নারায়ে তকবির, আলাহু আকবর, পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ ও কায়েদে আজম জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জেঃ নিয়াজীকে স্বাগত জানায়।

এরপর জেঃ নিয়াজী শ্রীমঙ্গল এলাকায় কুশিয়ারা নদীতে শেওলামুখ ফেরী পরিদর্শন করেন।

শ্রীমঙ্গলে স্থানীয় কম্যাণ্ডার জেনারেল নিয়াজীকে জানান যে এই এলাকায় চা বাগানগুলিতে কোন রকম বল প্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করা হয়নি। তিনি বলেন, দুষ্কৃতকারীরা অবশ্য চা বাগানগুলির দক্ষ শ্রমিকদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে তাদেরকে কাজ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই দুষ্কৃতকারীরা স্বভাবতই ভারতের ট্রেনিং শিবির থেকে এসোছিলো। ভারত তদের সীমান্তে এই সব শিবির স্থাপন করেছে।

সীমান্ত এলাকায় যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভারতীয় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে সেগুলিও জেনারেল নিয়াজীকে দেখানো হয়।

জেনারেল নিয়াজী সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে আসেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬১। পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে-জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	১১ জুলাই, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর চট্টগ্রাম সফরঃ গোটা পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ ।

চট্টগ্রাম পৌঁছলে সেনাবাহিনী ও নৌ-সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা জেঃ নিয়াজীকে সংবর্ধনা জানান। পরে স্থানীয় কমাণ্ডার তাঁর কাছে এলাকার আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি এবং সীমান্ত বরাবর প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের বিবরণ দেন । আইন-শৃংখলার কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় কমাণ্ডার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে জনসাধারণের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ।

জেনারেল নিয়াজীকে জানানো হয় যে, অনুপ্রবেশের সব সম্ভাব্য স্থল ও নৌ-পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবার গোটা এলাকা এখন সোনবাহিনীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।

চট্টগ্রাম থেকে জেঃ নিয়াজী হেলিকপ্টারযোগে দোহাজারী, কাপ্তাই ও রাঙ্গামাটি যান। দোহাজারীতে এক বিরাট জনতা তার চার পাশে সমবেত হয়ে দেশাত্মবোধক শ্লোগান দেয় । তিনি তাদের সাথে করমর্দন করেন এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখায় তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

পরে জেঃ নিয়াজী কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে তার কাছে ধ্বংসাত্মক কাজের হাত থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটিকে রক্ষার ব্যবস্থাদি বিশ্লেষণ করা হয়।

তাঁকে জানানো হয় যে সব শ্রমিকরাই কাজে যোগদান করেছেন এবং বর্তমানে সেখানে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চলছে ।

রাঙ্গামাটিতে জেঃ নিয়াজীকে জানানো হয় যে উপজাতীয়রা দুষ্কৃতকারীদের অনুসরণ করে ধরার সাহায্য করছে এবং ফৌজী প্রধানরা কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন কয়েক জায়গায় তারা নিজেরাই দুষ্কৃতকারীদের ধরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আটক করেছে ।

জেনারেল নিয়াজীর এই সফরকালে চাকমা প্রধান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য রাজা ত্রিদিব রায়ও উপস্থিত ছিলেন ।

অপরাহ্নে জেনারেল নিয়াজী ঢাকা ফিরে আসেন ।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৬২। পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স	দৈনিক পাকিস্তান	১৮ জুলাই, ১৯৭১

বিএনআর-এর বদলে নয়া সংস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খান ১৯৭১ সালের পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন বলে এক সরকারী প্রেসনোটে জানানো হয়েছে।

অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো ভেঙ্গে দিয়ে তার পরিবর্তে পাকিস্তান বিষয়ক একাডেমী নামে আর এইট সংস্থা চালু করা হবে। একাডেমী বিশেষ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং সাধারণভাবে পাকিস্তান সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজত থাকবে। এছাড়া একাডেমী পূর্ব পাকিস্তানের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নাদি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশনার দায়িত্বও গ্রহণ করবে।

পনরজন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের উপর এই একাডেমীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে। বোর্ড একডেমীর কর্তব্য পালনের নীতি নির্ধারণ করবে। ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহক কমিটি দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করবে। এই ৫ জন সদস্য বোর্ডেরও সদস্য থাকবেন। বিলুপ্ত জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর ডিরেকটর জনাব হাসান জামানকে নব স্থাপিত একাডেমী ফর পাকিস্তান এফেয়ার্স এর ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৩।কুমিল্লায় সামরিক গভর্নর	দৈনিক পাকিস্তান	২৬ জুলাই, ১৯৭১

কুমিল্লায় প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশে গভর্নর
ভারত কখনও পূর্ব পাকিস্তানীদের বন্ধু হতে পারে না

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান গতকাল রোব্বার পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকা সফরকালে কুমিল্লায় এক প্রতিনিধি সমাবেশে বলেন যে, যে ভারত গত বুধবার কুমিল্লা শহরের লোকদের উপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি সে কখনো পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের বন্ধু হতে পারে না।

এপিপির খবরে প্রকাশ উস্কানিবিহীন এই ভারতীয় গোলাগুলিতে নিহতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে গভর্ণর বলেন, এই ব্যবস্থা নিরপরাধ জনসাধারণের জীবনের প্রতি ভারতের চরম অবজ্ঞাই প্রদর্শন করেছে।

জেনারেল টিক্কা খান বলেন, আমরা আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়নের জন্য শান্তি চাই। কিন্তু ভারত সীমান্তে উত্তেজনা জিইয়ে রাখছে।

গভর্নর বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা তাদের চরদের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে বেসামরিক পোশাকে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং আমাদের অর্থনীতির ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে। পরিণামে সাধারন মানুষকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তিনি জনসাধারকে তাদের শত্রুদের সম্পর্কে সর্তক করে দেন। তিনি বলেন, পল্লী এলাকার লেকদের গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষায় করার উদ্দেশ্যে রাজাকারদের নিয়োগ করা হচ্ছে।

তিনি শান্তি বজায় রাখার এবং দুষ্কৃতকারীদের দমনে শন্তিকমিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন যে শান্তি কমিটিগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং তারা পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র লক্ষ নিয়েই কাজ করছে।

জেনারেল টিক্কা খান জনসাধারণকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন এগুলো জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিয়ে গভর্নর বলেন যে, ঢাকায় শান্তিপূর্ণভাবে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যারা বিভ্রান্তিকর গুজবের দরূন পরীক্ষা দেয়নি তারা একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর হারিয়েছে।

এলাকার খাদ্য মওজুদের পরিমাণে সন্তোষ প্রকাশ করে গভর্নর বলেন, যোগাযোগের অসুবিধা সত্ত্বেও প্রদেশের সব অংশের অভাবী লোকদের কাছে খাদ্য পৌঁছানো হবে।

সীমান্তের ওপার থেকে গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছেন যে সব পাকিস্তানীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনকে অভিনন্দন জানানো হবে। এর মাঝে ৯০ হাজারেরও বেশী লোক ফিরে এসেছে। অনুমোদিত পথে ভারতীয়রা বাধা দিচ্ছে বলে তাদের অধিকাংশকেই অননুমোদিত পথে আসতে হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গভর্নর বলেন যে, পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিন্তু ভারত তা প্রত্যাখান করেছে। কারণ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে তার সত্যিকার অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে পড়বে।

কুমিল্লা থেকে জেঃ টিক্কা খান ফেনী ও লাকসামের মধ্যবর্তী জায়গায় গুণবতী রেলসেতু দেখতে যান। ইতিপূর্বে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা ডিনামাইট দিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। সেতুটি এখন পুনর্নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

গভর্নর ফেনী ও মাইজদি কোর্টও (নোয়াখালী) সফর করেন এবং সেখানে স্থানীয় কর্মকর্তা ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ করেন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা ও জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনায় তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

তিনি স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা, খাদ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

সফরকালে জর্ডানী রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামাল আল শরীফও গভর্নরের সাথে ছিলেন। গভর্নর গতকাল অপরাহ্নে ঢাকা ফিরেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৪। আর এক দিনের মধ্যে নিজ অবস্থায় ফিরে না আসলে মালিকানা বাজেয়াপ্তির হুমকি	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	২৮ জুলাই, ১৯৭১

বালুবাড়ী ও বালুয়াডাঙ্গার অধিবাসীগণকে জানানো যাইতেছে আর একদিনের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে, অন্যথায় বালুবাড়ী ও বালুয়াডাঙ্গার সমস্ত খালি বাড়ী তালাবদ্ধ করিয়া সিল করিয়া দেওয়া হইবে।

দিনাজপুর শহরের সমস্ত দোকানের মালিকগণকে জানান যাইতেছে যে, যাহাদের দোকান বন্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে না খুলিলে ঐ সকল দোকান তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, এবং মার্শাল-ল কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইবে ও অন্য লোককে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

পুল হাট, বালুবাড়ী, রামনগর খোয়াড় ও ফুলতলা ঘাট, কাঞ্চন ঘাট, রাজাপড়া ঘাট, বাঙ্গী বেচা পাড়া ঘাট ও কসাইখানা আগামী ৩১ শে জুলাই বেলা ১২টায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশ্যে নিলাম হইবে। ডাকের সব টাকা সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে। ৭ দিনের মধ্যে অফিসের নির্দেশ মোতাবেক এগ্রিমেন্ট দাখিল করিতে হইবে।

পরবর্তী কোন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ রাত ১০ টা হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M/L. Administrator
Dinajpur.
28-7-71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৫। চাকুরীজীবিদের পরিবারের এস, এস, সি পরীক্ষার্থীদের অনুসন্ধান	সাকারি দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রাগুক্ত	৩১ জুলাই, ১৯৭১

CONFIDENTIAL/URGENT

GOVERNMENT OF PAKINTAN
Services & General Administration Department
General Administration Branch
Section-1V

Dated 31-7-71

No. GA. IV/231/71-608 (50)
From : A. M. F. Rahman, Sk ,
Addl. Chief Secretary to the Government of East Pakistan
To : The Secretary to the Govt. of East Pakistan,
Education Department.

It is considered necessary to find out from all government servants and the employees of the autonomous bodies under the Govt. of East Pakistan working in Dacca city whether their wards were due to appear in S.S.C Examination, 1971 and whether those who were due to appear or not. In the cases who did not appear, reasons for their not doing so also required to be ascertained.

Sd/- A. M. F Rahaman
31.7.71
Addl. Chief Secretary

No. G/10M-53/71-754 (2) – Edn. Dated the 5th August 1971.

Copy forward to the Director Technical education / Director of public Instruction all autonomous bodies, Register, Dacca University and all Section Officer's of this Department with the request to furnish the required information by 10th August , 1971 positively.

Sd/-illegible
5.8.71
Section Officer-(G)
Educational Department

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৬। ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতির হার পাঠানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের স্মারকপত্র	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রাগুক্ত	৬ আগষ্ট, ১৯৭১

No. 305495-

OFFICE OF THE REGISTER
UNIVERSITY OF DACCA
DACCA-2

Dated, Dacca the 6th August ,1971
VERY URGENT/ EXPRESS
2ND Reminder

To
1. All Heads of Departments
2. The directors of Institute
Dacca University

Dear Sir,

In inviting a reference to this office letter No. C/73819 dated the 2nd June , 1971 and subseseqent reminder No. 2400-440 dated he 2nd August, 1971 on the above subject, I am to inform you that daily report of the students attendance from some of the Departments are not being received in this office even 11-00 A. M. on the following day.

I am therefore to request you to kindly send there port to this office by 11-00 A. M. positively on the following day in order to enable this to forward the consolidated report to the Government in time.

Yours faithfully,
Sd/-illegible
Register
University of Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৭। জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন	দৈনিক পাকিস্তান	৭ আগষ্ট, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর বগুড়া সীমান্ত পরিদর্শন

সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনসাধারণ সক্রিয় সহযোগিতা করছে

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিনায়ক ও খ এলাকার সহকারী আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজী পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি রক্ষায় বগুড়ার জনসাধারণের একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টার আজ উচ্চ প্রশংসা করেন।

জেনারেল নিয়াজীকে স্বাগত জানানোর জন্য তথায় সমবেত অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শান্তি কমিটির সদস্যদের এক যৌথ সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

জেনালেল অফিসার কমান্ডিংও জেঃ নিয়াজীর সাথে গমন করেন। পশ্চিম সীমান্ত বরাবর আত্মরক্ষামূলক কাজে সেনাবাহিনী মোতায়েন ব্যবস্থাবলী পরিদর্শনের জন্য জেঃ নিয়াজী অত্র এলাকায় একদিনের সফরে গমন করেন।

জনসাধারণের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, আপনারা জাতির জন্য এক অমূল্য সেবা করছেন। তিনি আরও বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সেবা করার অর্থ হলো ইসলামের সেবা করা এবং আল্লাহ তাদের এ মহান কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

জেনারেল নিয়াজী জনসাধারণকে মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করেই একদিন তারা বিরাট গৌরব অর্জন করেছিলো এবং আমরা যদি ইসলামের অনুশাসন সততার সাথে অনুসরণ করি তবে আমরাও তা অর্জন করতে পারি।

জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত করার জন্য যে সব লোক শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে জেঃ নিয়াজী জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দেন। উপরোক্ত ধরনের লোকেরা যে সর্বদাই মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি সাধন করে সে সম্পর্কে জেঃ নিয়াজী ইতিহাস থেকে কতিপয় নজিরের উদ্ধৃতি দেন।

জেনারেল নিয়াজী আরও বলেন, উদ্বাস্তু শিবিরে যারা আমাদের নারী ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে ও আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করছে তারা কখনই জনসাধারণের শুভাকাঙ্খী হতে পারে না। এ উক্তি করার সাথে সাথে সমবেত জনসাধারন পাকিস্তানের শত্রুদের নির্মূল করার জন্য তাদের দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান প্রদান করে।

জেনারেল নিয়াজী জনসাধারণের দেশপ্রেমিক আদর্শ ও উৎসাহ উদ্দীপনার উচ্চ প্রশংসা করেন। দেশের প্রতিরক্ষার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনসাধারণের সহযোগিতার ও তিনি প্রশংসা করেন।

সভা শেষে জেঃ নিয়াজী সামরিক আইন সদর দফতরে গমন করেন। তথায় তিনি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তথা সমাজের সকল স্তরে স্তরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিস্থিতি করেন। তথায় তিনি আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।

পরে জেঃ নিয়াজী সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনী পরিদর্শন করেন। তিনি সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলাপ করেন ও তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদেরকে আস্থবান ও উৎফুল্ল দেখতে পান।

অত্র এলাকা পরিদর্শনকালে স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা অত্র এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব পালনের কাজে বিরাটভাবে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরও জানান যে বিপুলসংখ্যক লোক রাজাকার হিসাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করছে।

জেনারেল নিয়াজী অপরাহ্নে ঢাকা ফিরে আসেন। গতকাল শুক্রবার এপিপি ঢাকায় এ খবর পরিবেশন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৮। পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও পেশায় ফিরে আসার নির্দেশ এবং আরো কয়েকটি ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

(১) স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সকলকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসার জন্য ও নিজ নিজ পেশা এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য আরম্ভ করার জন্য উপদেশ দিতেছেন। আগামী ১০ ই আগষ্টের মধ্যে পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া না আসিলে তাহা অন্য লোককে ইজারা দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি নাগরিকের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিতেছেন।

(২) পরিত্যক্ত দোকান, হোটেল, বাড়ীঘর ইত্যাদি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য তারিখ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও মহল্লাওয়ারী তারিখ দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্তকারীগণ যেন নির্ধারিত তারিখে এ, ডি, সি, সাহেবের অফিসে বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকেন।

নিমতলা, মালদহপট্টি ও মাড়ওয়ারপট্টি-৯ই আগষ্ট বেলা ১০টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।
বাসুনিয়াপট্টি, বড় বন্দর -১০ই আগষ্ট ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত।
গুদরি বাজার, বালুবাড়ী- ১১ই আগষ্ট বেলা ১০টা হইতে ১ টা পর্যন্ত

(৩) এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, মিউনিসিপালিটির পুলহাট খোড়াড়, বালু বাড়ী খোয়াড়, কাঞ্চনঘাট এবং মিউনিসিপালিটির অফিস সংলগ্ন ৮ টি নারিকেল গাছর ডাব ও নারিকেল আগামী ৯ ই আগষ্ট রোজ সোমবার বেলা বারটায় প্রকাশ্যে নিলামে বন্দোবস্ত দেওয়া এবং বিক্রয় করা হইবে। চূড়ান্ত ডাককারীকে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টাকা জমা দিতে হইবে এবং ডাকের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে অফিসের নির্দেশ মোতাবেক এগ্রিমেন্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আজ রাত ১০টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে ।

By order
M. L. Administrator
Dinajpur
8-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৯। ঢাকা শহরে অবস্থানরত চাকুরিজীবিদের শিক্ষার্থী সন্তানদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান	সরকারী দলিলপত্র: উদ্ধৃতঃ এন এক্সপেরিয়েন্স - প্রগুক্ত	১০ আগষ্ট , ১৯৭১

CONFIDENTIAL

GOVERNMENT OF PAKISTAN
Services & General Administration Department
General Administration Branch
Section 1V

Dated , Dacca the 10th August,71

No. GA 1V/246/71/663 (35)
From : A. M. F. Rahman S.K.
Addl. Chief Secretary to
The Govt. of East Pakistan.

To

It has been decided to obtain the following information Government servants and employees of autonomous bodies under the Government of East Pakistan working in Dacca city about their ward;-

a) Name and age of the ward.
b) School / College he/ she is studying in.
c) If he / she is attending class? If not , why not ?
d) place he / she is reading in?

2. The head of the Administrative Deputy may obtain the requirement information in respect of the wards of all officers and the autonomous bodies under his administrative e control. The information so obtained may be compiled by the department and a consolidated report sent to the Chief Secretary to the Govt. of East Pakistan.

3. Information in respect of the employees working in the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner, office, Collectorate and the Sub- Divisional Officers, Offices of Dacca sadar South and sadar North Sub-divisions may be obtained by the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner and the respective Sub-Divisional Officers who may transmit them to the Board of Revenue after compilation. The Board of Revenue may compile the information received from the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner and the two. S. D. O. S. and send a consolidated report to the Chief Secretary.

4. This may be treated as urgent a report in the matter is required to be submitted to the HQ, M. LA. ZONE `B’

Sd/- A. M. F. Rahaman
10.8.71
Addl. Cheif Secretary

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭০। রংপুরে শান্তি কমিটির সদস্যদের সমাবেশে সামরিক গভর্নর	দৈনিক পাকিস্তান	১২ আগষ্ট, ১৯৭১

বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ বিনষ্টকারীরা জনগণের শুভাকাঙ্খী নয় -গভর্নর

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান গতকাল বুধবার বলেন যে, যারা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও কলকারখানার ক্ষতিসাধন করে তারা জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

জেনারেল টিক্কা খান রংপুরে শান্তি কমিটির সস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। গভর্নরের সাথে ছিলেন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ডাঃ এ, এম মালিক ও জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশনারের প্রতিনিধি মিঃ জন আর কেলি।

গভর্নর তার বক্তব্য বিশেষ করে বলেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থা না হলে জনগণের কাছে খাদ্যশস্য পৌছাতে অসুবিধা হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটালে শিল্পোৎপাদন স্বল্প হবে এবং পরিণামে বেকার হবে কলকরখানার শ্রমিকরা।

গভর্নর এসব গণবিরোধী লোকদের আলাদা করার এবং তাদের উপস্থিতির কথা কর্তৃপক্ষকে জানাবার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কাজে সহায়তা করার জন্য শান্তি কমিটি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি তার প্রশংসা করেন। গভর্নর বলেন যে শান্তি কমিটিগুলো হলো অরাজনৈতিক সংস্থা এগুলো প্রদেশে সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে রাজাকারেরাও দুষ্কৃতিকারীদের হামলার মুখে নিজ নিজ এলাকা রক্ষা এবং সেতু এবং কালভার্ট পাহারা দিয়ে বিশেষ দরকারী দায়িত্ব পালন করছে।

ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন যে প্রেসিডেন্ট বারংবার বলেছেন যে যোলযোগকালে যেসব প্রকৃত পাকিস্তানী সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল তারা দেশে ফিরে আসলে তাদের স্বাগত জানানো হবে। তাদের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়েছে এবং তাদের পুর্নবাসনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গভর্নর বলেন কিন্তু ভারত তাদের ফিরে আসতে দিচ্ছে না।

এই বিষয়টি খোলাসা করে বলতে গিয়ে গভর্নর বলেন আমাদের লোকদের গ্রহণ করার জন্য আমরা অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করেছি। তার তাদের দেশে ফেরা বন্ধ করার জন্য ভারত বসিয়েছে চেকপোস্ট। শুধু তাই নয়, ভারত নিজ এলাকায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হলে ভারতের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। উদ্বাস্তুরা যাতে বাড়ী ফিরতে না পারে সে জন্য সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করাই হলো ভারতের পুনঃ পুনঃ গোলাবর্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এক লক্ষ দশ হাজার লোক দেশে ফিরে এসেছে।

সরকারী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশঃ

জেলার সরকারী কর্মচারীদের প্রতি একটি পৃথক সমাবেশে গভর্ণর বক্তৃতা দেন। গভর্নর সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা জানার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে যাওয়া এবং যতটুকু সম্ভব দ্রুতগতিতে এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সেসব অসুবিধা দূর করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠাই হলো অফিসারদের দায়িত্ব পালন মূল্যায়নের মাপকাঠি।

দিনাজপুরে গভর্নরঃ

পরে গভর্নর বিমানযোগে দিনাজপুরে যান তিনি সেখানে শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দের ও স্থানীয় অফিসারদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। গত মার্চে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহনের পর এটাই হলো দিনাজপুরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের প্রথম সফর। সেনাবাহিনী এই জেলাটি উদ্ধারের আগে দুষ্কৃতকারীদের হাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গভর্নর তাদের জানান তার সমবেদনা।

তিনি ক্ষত আরোগ্য করার এবং পাকিস্তনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি হাসিলের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ কঠোর পরিশ্রম করার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন।

শান্তি কমিটির প্রেসডেন্ট গভর্নরকে জানান যে, সামরিকও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া গেছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে এবং জনগণের আস্থাও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গভর্নর শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে তাদের কতিপয় স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলাচনা করেন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তারা যে সুপারিশ করেছেন সহানুভূতির সাথে তা বিবেচনা করেন।

গতকাল বুধবার সকালে দিনাজপুরে সংঘটিত বাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে গভর্নর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। একটি বাস বিরোল সীমান্ত থেকে দেশে ফিরে আসা একদল পাকিস্তানীকে দিনাজপুরে অভ্যর্থণা শিবিরে নিয়ে আসছিল। ভারতীয় এজেন্টদের পুতে রাখা রাস্তার মাইনের আঘাতে বাসটি উড়ে গেছে। গভর্নর আহত বাস যাত্রীদের দেখার জন্য বেসামরিক হাসপাতালে যান। গভর্নর গতকাল বিকালে ঢাকায় ফিরে এসেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭১। জেলা শহরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালনের একটি কর্মসূচী	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	১৩ আগষ্ট ১৯৭১

স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে নূতন প্রোগ্রাম

অদ্য ১৩ ই আগষ্ট শুক্রবার বিকেল ৩-৩০ মিঃ টাউন হল হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইবে এবং শহর প্রদক্ষিণ করিবে। মহল্লা শান্তি কমিটির সভ্যগণকে নিজ নিজ এলাকা হইতে লোকজনসহ ৩টার মধ্যে টাউন হলে উপস্থিত হইতে বলা হইতেছে।

১৪ ই আগষ্ট শনিবার সকাল ৬ টায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন।

সকাল ৬টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত সমস্ত মসজিদে কোরান পাঠ।

সকাল ৭টায় স্কুলের ছাত্রাছাত্রীদের দ্বারা পতাকা উত্তোলন, সমস্ত স্কুলের ছাত্র জিলা স্কুলে সমবেত হইবে এবং সমস্ত স্কুলের ছাত্রী সরকারী গার্লস স্কুলে সমবেত হইয়া জাতীয় সঙ্গীত সহকারে পতাকা উত্তোলন করিবে।

সকাল ৯টায় পুলিশ লাইনে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর র‍্যালি ও পেরেড সকল সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণকে উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা যাইতেছে।

সাল ১০ টায় স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে সিনেমা শো। ছাত্রদের জন্য সিনেমা বোস্তান ছাত্রীদের জন্য মডার্ন সিনেমা।

দুপুর ১-৩০ মিঃ সমস্ত মসজিদে পাকিস্তনের সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামন করিয়া বিশেষ মোনাজাত। মন্দির ও গির্জায় অনুরূপ প্রার্থনা।

বিকাল ২ টায় মহিলাদের মিলাদ মাহফিল, নিউ টাউনের জন্য নিউ টাউন প্রাইমারি স্কুল ও অন্য এলাকার জন্য সরকারি গার্লস স্কুল।

বিকাল ৪ টায় টাউন হলে জনসভা।

সন্ধ্যা ৭ টায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে আলোক সজ্জা। শ্রেষ্ঠ বিবেচিত বেসরকারি ভবনে আলোকসজ্জার জন্য পুরষ্কার দেওয়া হইবে।

প্রথম পুরষ্কার ১০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরষ্কার ৭৫ টাকা, ও তৃতীয় পুরস্কার ৫০ টাকা।

আজ রাত ১০-৩০ মিঃ হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাইরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M. L. Administrator
Dinajpur

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭২। জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ও অসামঞ্জস্য ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজনপুর	১৯ আগষ্ট, ১৯৭১

গত ২৬শে মার্চ হইতে জাতীয় পতাকা ব্যক্তিগত বাড়ীঘর, গাড়ী,রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদিতে যথেচ্ছভাবে উড়ান হইতেছে। ঐ সমস্ত পতাকার বেশীর ভাগ বিবর্ণ, ছেঁড়া ও উপযুক্ত মানের নহে।

মার্শাল ল অথরিটির নির্দেশে সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে তাহারা যেন নিজ নিজ বাড়ীঘর দোকান গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি হইতে অবিলম্বে জাতীয় পতাকা নামাইয়া ফেলেন।

যে সমস্ত বিল্ডিং এর পতাকা উঠাইবার নির্দেশ আছে সেই সব বিল্ডিং এ যথারীতি পতাকা উড়িবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে আগামীকল্য ২০শে আগষ্ট সকাল ৯ টায় এ, ডি, সি সাহেবের অফিসে নিম্নলিখিত মহল্লার পরিত্যক্ত দোকান ও বাড়ীঘরসমূহের বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নির্ধারিত সময়ে দরখাস্ত কারীগণকে উপস্থিত তাকার জন্য বলা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহল্লার জন্য আর কোন তারিখ দেওয়া হইবে না। বালূ- বাড়ী, বড় বন্দর ঘাসিপড়া।

আজ রাত ১০-৩০ মিঃ হইতে সকাল ৯ টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হবে।

By order
M.L Administrator
Dinajpur
19-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৩। অভিযুক্ত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সামরিক আদালতে হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২১ আগষ্ট ,১৯৭১

১৪ জন এম এন এ কে সামরিক আদালতে হাজিরের নির্দেশ

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান সামরিক বিধি ও পাকিস্তান ও দণ্ডবিধি অনুসারে আনীত অভিযোগের জবাব দেবার উদ্দেশ্যে আগামী ২২ শে আগষ্ট সকাল ৮ টায় ২ নং সেক্টরের উপ-সামরিক শানককর্তার নাটোরস্থ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ১৪ জন নির্বাচিত এম এন, এ , কে নির্দেশ দিয়েছেন ।

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদর দফতর থেকে গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক নোটিশে একথা জানানো হয়েছে ।

এপিপির খবরে প্রকাশ উপরোক্ত ১৪ জন নির্বাচিত এম, এন, এ যদি হাজির না হন তাহলে ৪০ নং সামরিক বিধিবলে তাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হবে ।

এমএনএগণ হলেনঃ

১। রিয়াজুদ্দিন আহমদ , পিতা -দালল উদ্দীন , গ্রাম- হিঙ্গলরায়, থানা -কুড়িগ্রাম -জেলা -রপুর

২। মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, পিতা -হাজী মোঃ মফিজ উদ্দীন, দক্ষিণ মুন্সী পাড়া, কোতোয়ালী, জেলা-দিনাজপুর

৩। আবদুর রউফ, পিত- হাজি আজিজুল্লাহ, পোঃ বাগডোকরা,মির্জাগঞ্জ, রংপুর ।

৪। মতিউর রহমান, পিতা- ডাঃ মসিদুর রহমান, গ্রাম- বড় রিশালপুর, পোঃ বোগদনর, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা- রংপুর ।

৫। মফিজ আলী মোহম্মদ চৌধুরী, পিতা- মরহুম আলী মোহাম্মদ চৌধুরী, গ্রাম- পেঞ্চুলিয়া, পোঃ- মঙ্গলবাড়ী,জয়পুরহাট, জেলা- বগুড়া ।

৬। মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, পিতা- মরহুম আকিম উদ্দিন, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল নং ২, থানা ঠাকুরগাঁও, জেলা- দিনাজপুর ।

৭। শাহ মাহতাব আহম্মদ, পিতা- হাজি সিরাজ উদ্দীন, গ্রাম- উত্তর পলাশ বাড়ী, থানা- চিরির বন্দর, জেলা- দিনাজপুর ।

৮। মজিবুর রহমান, পিতা- মিশারত উল্লাহ, গ্রাম- আলোক্তা, থানা- আদমদীঘি, জেলা- বগুড়া ।

৯। মোতাহার হোসেন তালুকদার,পিতা- নইমুদ্দীন তালুকদার, লিয়াকত আলী রোড, সিরাজগঞ্জ,পাবনা

১০। আবদুর আওয়াল, পিতা- মৌঃ আবদুল বারী, সবাই, হারাগাছা, রংপুর ।

১১। আবদুল মমিন তালুকদার , পিত- আদুল গফুর, গ্রাম- নাককতা, থানা- বেলকুচী, জেলা- পাবনা ।

১২। আবু সাঈদ, পিতা- নাসির উদ্দীন সরকার, গ্রাম- বৃষখিলা, থানা- বেড়া, জেলা- পাবনা ।

১৩। এ, বি, এম, মকসেদ আলী, পিতা- মরহুম নেয়ামত আলী সরকার, পোঃ- সেতাবগঞ্জ, থান- বোচাগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর ।

১৪। প্রফেসর মোঃ ইউসুফ আলী, পিতা- মোঃ গফির উদ্দীন, গ্রাম- ফারাক্কাবাদ, থানা- বিরোল । জেলা-দিনাজপুর ।

'খ' অঞ্চলের সামরিক শসনকর্তা লেঃ জেঃ টিক্কা খান এইচ কিউএ, এস পি কে, পি এস সি এই ১৪ জন এম এন এ-র প্রত্যেককে পৃথক পৃথক নোটিশে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিবরণ দিয়ে তাদেরকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ আগষ্ট

আরো ১৬ জন এম এন এ কে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হতে বলা হয়েছে

১। আতোয়ার রহমান তালুকদার, পিতা- মরহুম হাজী জসীমুদ্দীন তালুকদার, গ্রা- মথুরাপুর, থানা- বদলগাছি, জেলা- রাজশাহী ।

২। মোঃ বয়তুল্লাহ পিতা-মরহুম লাল মোহাম্মদ, গ্রাম- চক এনায়েত, পোঃ-নওগাঁ, রাজশাহী ।

৩। খালিদ আলী মিয়া, পিতা- হাজী ইউনুস আলী মিয়া, গ্রাম- সন্তোষপুর, পোঃ- আলীনগর, রাজশাহী ।

৪। শাহ মোঃ জাফরুল্লাহ, পিতা- হাকিমুদ্দীন, গ্রাম- তাহের পুর, থানা- বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।

৫। এ এইচ এম কামরুজ্জামান, পিতা- মৌঃ আবদুল হামিদ, মালোপাড়া, রাণী বাজার, পোঃ- বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।

৬। আমিরুল ইসলাম, পিতা- ওয়াসেল হোসেন, গ্রাম- মধুপুর, পোঃ-ইমানপুর, জেলা- কুষ্টিয়া ।

৭। আজিজুর রহমান আক্কাস,পিতা- আয়েজুদ্দীন, গ্রাম- বাহিরমোদী, থানা- দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ।

৮। আবু আহমদ আফজালুর রশিদ, পিতা- রুস্তম আলী বিশ্বাস, গ্রাম-বান্দিয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।

৯। কামরুজ্জামান, পিতা- শামসুদ্দীন আহমেদ, গ্রাম- কাঞ্চন নগর, থানা-ঝিনাইদহ, যশোর ।

১০। ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, পিতা- খোশবান, স্যার ইকবাল রোড, থানা- ঝিনাইদহ, যশোর ।

১১। সুবোধ কুমার মিত্র, পিতা-জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র, গ্রাম-বেলিয়াডাঙ্গা, থানা- কেশবপুর, যশোর ।

১২। খোন্দকার আবদুল হাফিজ, পিতা- আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার, গ্রাম- মহিষখোলা, থানা- নড়াইল, যশোর।

১৩। সোহরাব হোসেন, পিতা- গোলাম তহুর, মাগুরা কাউন্সিল অফিস, পোঃ- মাগুরা, যশোর ।

১৪। এম, রওশন আলী, পিতা- মান্দার আলী, পোঃ- পারা, যশোর ।

১৫। মোঃ মহসীন, পিতা- মরহুম তসিমুদ্দিন,এম, টি রোড, খুলনা ।

১৬। মহিউদ্দীন, পিতা- ইয়াকুব হোসেন, ওয়ার্ড নং- ২, মেহেরপুর টাউন, কুষ্টিয়া ।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ আগষ্ট

আরো উনত্রিশজন এম এন এ কে হাজিরের নির্দেশ

(খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন কর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের বিভন্ন স্থান থেকে নির্বাচিত আরো ২৯ জন এম এন এ কে আগামী ২৪ শে ও ২৫ শে আগষ্ট সকাল ৮ টার নিজ নিজ এলাকার উপ-সামরিক শাসনকর্তার সম্মুখে হাজির হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি বলে আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । গত মঙ্গলবার ও গত বৃহস্পতিবার ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদরদপ্তর থেকে প্রকাশিত নোটিশে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন কর্তা পৃথক পৃথক নোটিশে এই এন এন এ দিগকে নিজ নিজ এলাকার উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । নোটিশে আছে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিবরণ এবং যে যে ধারায় অভিযোগ করা হয়েছে সেই ধারাগুলোর উল্লেখ ।)

১। আবদুল মমিন, পিতা- আঃ আজিজ, গ্রাম- কাজিআটি, থানা- মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

২। আবদুল হামিদ, পিতা তায়েবুদ্দিন হাই, গ্রাম কামালপুর, পোঃ আঃ নিখ ধামপাড়া, ময়মনসিংহ।

৩। মোঃ আঃ হাকিম, পিতা হাজি মোঃ জয়নুদ্দিন, গ্রাম পাথালিয়া, থানা জামালপুর, ময়মনসিংহ।

৪। জিল্লুর রহমান, পিতা মেহের আলী, গ্রাম ভৈরবপুর, থানা ভৈরব, ময়মনসিংহ।

৫। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পিতা সৈয়দ এ, রইস, গ্রাম বীরধামপুরা, থানা কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৬। মওলবী হুমায়ুন খালিদ, পিতা শমসের আলী, গ্রাম দরবির ছড়ি, থানা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

৭। শামসুর রহমান খান, পিতা আবদুল মালেক খান, গ্রাম বাগুনতা, থানা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

৮। কে, এম, ওবায়দুর রহমান, পিতা খান আতিকুর রহমান, গ্রাম লস্করপাড়া, থানা নগরকান্দা, ফরিদপুর।

৯। মোল্লা জালাল উদ্দিন, পিতা হাতেম মোল্লা, গ্রাম বড়ফা, থানা- গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর।

১০। শামসুদ্দিন মোল্লা, পিতা নরুদ্দিন আহমদ, গ্রাম চুমুবদি, থানা নগরকান্দা, ফরিদপুর।

দৈনিক পাকিস্তান
২১ আগষ্ট

১১। এম এ, গফুর, পিতা মৃত জনাব আলী ধর্মসভা ক্রস রোড, খুলনা শহর।

১২। শেখ আবদুল আজীজ, পিতা মৃত শেখ হাফিজুদ্দিন, গ্রাম মোহসিনাবাদ, থানা কোতয়অলী, খুলনা।

১৩। নুরুল ইসলম মঞ্জুর, পিতা মৃত হেমায়েত উদ্দীন আহমদ, বাগুরারোয়া, বরিশাল।

১৪। আবদুল মান্নান হাওলাদার, পিতা হাসেম হাওলাদার, গ্রাম দক্ষিন নারায়ণগঞ্জ, থানা বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

১৫। আবদুর রব সেরনিয়াবাত, পিতা আবদুল খালেক সেরনিয়াবাত, গ্রাম সেরাল, থানা গৌরনদী, বরিশাল।

১৬। এনাযেত হোসেন খাঁন, পিতা আবদুর কাদের খান, শেহানগল, বাকেরগঞ্জ।

১৭। তাহেরুদ্দীন ঠাকুর, পিতা ফিরোজ উদ্দীন ঠাকুর, গ্রাম বড় দেওয়ানপাড়া, থানা সরাইল, কুমিল্লা।

১৮। আলী আজম, পিতা মজিদ ভূইয়া, মাধরী পাড়া, ব্রক্ষণবাড়িয়া, কুমিল্লা।

১৯। আবদুস সামাদ, পিতা মৃত শরিয়ত উল্লাহ, গ্রাম ভুরাখালী, থানা জগন্নাথপুর, সিলেট।

২০। আবদুর রব, পিতা মৃত আলহাজ্জ মনোয়ার, গ্রাম আড়ানিযা, পোঃ খাগুড়া, সিলেট।

২১। মুস্তফা আলী, পিতা মৃত হাজী নাজাত আলী, শায়েস্তা নগর কোয়ার্টার, হবিগঞ্জ, সিলেট।

২২। লুৎফর রহমান চৌধুরী (মানিক), পিতা- আবদুল বশির চৌধুরী, গ্রাম কাগুড়া, হবিগঞ্জ, সিলেট।

২৩। দেওয়ান ফরিদ গাজী, পিতা হামিদ গাজী, গ্রাম কুয়াহাপাড়া, কোতয়ালী, সিলেট।

২৪। মোঃ ইলিয়াস, পিতা মোঃ দাগির, শ্রীমঙ্গল টাউন, পোঃ শ্রীমঙ্গল, সিলেট।

২৫। ফজলুর রহমান, পিতা জহির উদ্দীন ভূইয়া, গ্রাম তারাকান্দী, থানা মনোহরদী, জেলা ঢাকা।

২৬। এ, কে, শামসুজ্জোহা, পিতা হাজী ওসমান আলী, ৯৯, চাষাড়া, পোঃ নারায়নগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

২৭। আবদুল করিম বেপারী, পিতা মৃত হাজী ফালান বেপারী, গ্রাম উত্তর রামগোপালপুর, থানা মুন্সীগঞ্জ, জেলা, ঢাকা।

২৮। আবদুর রাজ্জাক ভূইয়া, পিতা মোহাম্মদ আলী ভূঁইয়া, গ্রাম কাঞ্চন হাটাবো, থানা রূপগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

২৯। শামসুল হক, পিতা ওসমান গণি, গ্রাম টাংরাবন্দ, থানা কালিয়াকৈর, জেলা ঢাকা।

দৈনিক পাকিস্তান
২১ আগষ্ট
আরো ১৩ জন এম এন এ'র প্রতি হাজির হবার নির্দেশ

১। মিসেস নূরজাহান মুর্শেদ, স্বামী ডঃ সারোয়ার মুর্শেদ, ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭/ই বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

২। মিজানুর রহমান চৌধুরী, পিতা মরহুম মোঃ হাফিজ চৌধুরী, ওয়ার্ড নং ৩, চাঁদপুর পৌরসভা, পোঃ পুরান বাজার, থানা চাঁদপুর।

৩। এফ, ওয়ালিউল্লাহ, পিতা ওয়াজুদ্দিন সরকার, গ্রাম চররামপুর, পোঃ রামপুর বাজার, কুমিল্লা।

৪। কাজী জহিরুল কাইয়ুম, পিতা কাজী জুলফিকার হোসেন, গ্রাম চিওড়া, থানা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

৫। খোন্দকার মুশতাক আহমদ, পিতা খবির উদ্দিন খোন্দকার, গ্রাম দশপাড়া, থানা দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

৬। খুরশিদ আলম, পিতা আলহাজ্জ মইন উদ্দীন ভূঁইয়া, ঝাউতলা, কুমিল্লা পৌর এলাকা, কুমিল্লা।

৭। নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা আবদুস সালাম চৌধুরী, গ্রাম গোবিন্দের খিল, থানা পটিয়া, চট্টগ্রাম।

৮। মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা মরহুম মোঃ ইসমাইল, ৮৬ টাইগারপাস, পাহাড়তলী, থানা ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

৯। মুস্তাফিজুর রহমান, পিতা হাজী মোঃ হোসেন চৌধুরী, গ্রাম দক্ষিণ রহমতনগর, থান সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

১০। খালিদ মোহাম্মদ আলী, পিতা মোঃ নাজাত উল্লাহ মিয়া, গ্রাম চরমনসা, থানা লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী।

১১। খাজা আহমদ, পিতা মরহুম আসলাম মিয়া মোক্তার, বাশপাড়া কোয়ার্টার, থানা ফেনী, নোয়াখালী।

১২। নুরুল হক, পিতা আবদুর মজিদ, গ্রাম হাজীপুর, থান বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

১৩। মোহাম্মদ হানিফ, পিতা মরহুম মৌলবী ইব্রাহিম, গ্রাম কলিকাপুর, থানা বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

শিরোনাম	সূত্র	
১৭৪। যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	২৪ আগষ্ট, ১৯৭১

নির্বাচকমন্ডলীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বানঃ যোগ্য ঘোষিত পরিষদ সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ গণ যারা পরিষদে ব্যক্তিগতভাবে তাদের আসন বহাল রাখার সুযোগ পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁদের পুরোপুরিভাবে রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন বলে গতকার সোমবার এপিপির খবরে বলা হয়।

প্রাদেশিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র গতকাল সোমবার ঢাকায় বলেন যে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এসব সদস্য তাঁদের নির্বাচনী কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি বিধায় জাতি বর্তমানে যে অসুবিধাজনক সময়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে নির্বাচকমন্ডলীর প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে এগিয়ে আসতে তাঁদের দ্বিধা করা উচিত নয়।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন যে, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ-দের কেসসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং ৮৮ জন নবনির্বাচিত এমএনএ ও ৯৪ জন নবনির্বাচিত এমপিএ'র বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই তাদের ভীত হওয়ারও কোনই কারণ নেই এবং দায়িত্ব পালনে তাদের এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৮ আগষ্ট
যোগ্য এমএনএ-এমপিও'দের প্রতি আহ্বান
নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসুন

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের যেসব এমএনএ ও এমপিএ'র আসন ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বহাল বলে ঘোষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যাঁরা এখনো ভারতে রয়ে গেছেন পাকিস্তানে ফেরার ব্যাপারে তাঁদের মনে কোনরূপ আশংকা থাকা উচিত নয়। সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁদের ভারত গমন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। গতকাল শুক্রবার সরকারীভাবে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়, যেসব নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএকে ক্লীয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে তা সামগ্রিক ও শর্তহীন।

আরো বলা হয়েছে যে, এমএনএ এবং এমপিএ-রা যেন স্বার্থান্বেষী মহলের রটানো গুজবে কান না দেন এবং পাকিস্তানে ফিরে এসে নির্বাচকমন্ডলী এবং জাতির প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য যশোর সদর মহকুমা প্রশাসনের অনুদান মঞ্জুরী সভার একটি কার্যবিবরণী	সরকারী দলিলপত্র	২৭ আগষ্ট, ১৯৭

Proceedings of the meeting of the allotment committee for awarding grants to the affected persons concerned during the last disturbances held in the Office Chamber of the S. D. 0., Sadar, Jessore on 27.8.7 1 at 10 A.M. Mr. Md. Musa, Sub-divisional Officer, Sadar and Chairman Allotment Committee presided over the meeting.

Present:

1. Mr. Syed Shamsur Rahman, Chairman, Dist Peace Committee. Jessore.
2. " Amjad Hossain Sabir, Secretary, District Peace Committee, Jessore
3. " Sk. Abdullah, Magistrate, Member- Secretary.
4. " Md. Masudur Rahman, Secretary, Town Peace Committee, Jessore.
5. " Md. Qumruddin, Chairman, Town peace Committee.

The Office has so far received 864 petitions of three categories (H & B grant, vocational grant, and G. R. Cash). The Office are also receiving petitions daily. The petitions (864) were required into and damage/loss has been assessed. Having regard to the number of petitions and Govt. grants at our disposal it is decided unanimously to distribute grants to the affected persons on the basis of the following percentages & limitations of the assessed loss/damages incurred by the affected persons.

	Damage/loss Assessed	Percentage fixed.	Minimum	Maximum
A) H & B grant	(1) Upto Rs. 300/-	8%	Rs. 150/-	Rs. 240/
B) Vocational grant	(2) From Rs. 3000/- to 5000/-	6%	Rs. 246/-	Rs. 300/
	(3) FromRs. 500/- & above	5%	Rs. 310/-	Rs. 500/-
C) G.R.Cash	(1) Upto Rs. 5000/-	3%	Rs. 100/-	Rs. 150/-
	(2) Rs. 500/- and above	2%	Rs. 155/-	Rs. 500/-

D) For loss of earning members in a family- G.R. Cash amounting to ... be given to each family.

E) It is also decided that payment be made by the member- secretary to the respective awardee duly identified by a member of the peace committee of the respective Ward/Mahalla/Area.

F) Its is also decided that the Maximum of cash grant for the three purposes should not exceed Rs. 500/- per family affected by the disturbances as ordered in Govt. Memo No. Sec-111822 (10) F.R. dated 7.7.7 1 issued by the Relief & Rehabilitation Dept. Govt. of East Pakistan, Dacca.

Sd/- Md. Musa.
27.8.71
Chairman, Allotment Committee
&
S.D.O., Sadar, Jessore.

Memo. No. VI-7/71/848/6-RR Dated 28.8.71

Copy of the proceedings forwarded to: Mr. Md. Qumruddin, Chairman, Town Peace Committee & Members of the Committee for information.

Sd/- Md. Musa. 28. 8. 71
Chairman, Allotment Committee
&
S.D.O. Sadar, Jessore.

Menm. No. Dated. 28.8.7 1
Copy forwarded to

1) Asstt. Sub-Administrator, Marital Law Administration, Jessore.
2) The Deputy Commissioner, Jessore.
3) Addi. Deputy Commissioner, Jessore.

For favour of information.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সামরিক সরকারের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স -প্রাগুক্ত	১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Registrar.

The following orders of the Governor and Martial Law Administrator, East Pakistan, may be communicated to the Departments and Offices concerned :-

1. Martial Law Headquarters, Zone 'B' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, S.PK. as Chancellor of the Dacca University,
Hereby warn you, Dr. Munir Chowdhury, Professor of Bengali, Dacca University, that you will not indulge in the anti-state activities in future.

Place: Dacca.
Dated 1 September 1971

Sd!- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

2. Martial Law Headquarters, Zdne B' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, S. PK., as Chancellor of the Dacca University, hereby warn you, Dr. Nilima Ibrahim of Bengali Department, Dacca University that you will not indulge in the anti-state activities in future.
Place: Dacca
Dated. 1 September 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

3. Martial Law Headquarters, Zone 13' Dacca.

I, Lt. General Tikka Khan, HQA, SPK., as Chancellor of the Dacca University, hereby warn you, Dr. Serajul Islam Chowdhury of English Department, Dacca University that you will not indulge in the anti-state activities in future.
Place: Dacca
Dated. 1 September 1971

Sd!- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator
Zone B' and Governor of
East Pakistan

4. Martial Law Headquarters, Zone 'B', Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR. 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone 'B' and in the capacity as Chancellor, Dacca University, hereby terminate your service, Dr. Muniruzzaman of Bengali Department of the Dacca University with immediate effect and under MLR 78 further direct that you will be detained for six months.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan,
Lt. General
Martial Law administrator Zone
'B' and Governor of
East Pakistan.

5. Martial Law headquarters, Zone 'B'Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone B' and in the capacity as Chancellor of Dacca University, terminate your service, Dr. Inamul Huque, as Chairman of Bengali development Board and as supernumerary Lecturer in the Bengali Department of the said University.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law administrator Zone
'B' and Governor of
East Pakistan.

6. Martial Law Headquarters, Zone B'Dacca.

In exercise of the powers conferred on me by the Chief Martial Law Administrator under MLR 80, I, Lt. General Tikka Khan, HQA. S.PK., as Martial Law Administrator, Zone B' and in the capacity as Chancellor of Dacca University, hereby terminate your service, Dr. A. B M. Habibullah, Head of Islamic History Department of the Dacca University with immediate effect.

Place : Dacca
Dated 1 September, 1971

Sd/- Tikka Khan, Lt. General
Martial Law Administrator Zone
B' and Governor of
East Pakistan.
Sd/- S. Sajjad Hussain
15.9.7 1

ORDER

... And whereas Mr. Syed Akram Hossain, last employed as Temp. Lecturer in Bengali, D.U. Failed to report for duty by the aforesaid date and thus remained absent without authority and committed willful negligence of duty.

And whereas the Governor and Marital Law Administrator, Zone B' has been pleased to order that "all Officers who failed to join their duties by the afternoon of 15th June, 1971 shall stand suspended with effect from the forenoon of 16th June, 1971 until further orders.

And whereas the University has also issued Notification to all its employees to the above effect, namely, to join duty by 15-6-1971 at the latest.

Now, therefore, the said Mr. Syed Akrarn Hossain is hereby informed that in pursuance of the said order of the Governor and Martial Law Administrator, Zone B' and the Syndicate resolution thereon dated August 5, 1971 he has been placed under suspension with effect from the forenoon of 16th. June, 1971.

By Order
SdI- Nuruddin Ahmed 27.8.7 1
Registrar
University of Dacca.

Memo. No. c/5917-24 Dated, the 3-9-1971.

এই দলিলটি উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা হতে। প্রকাশকালঃ ১৯৮২ ইং।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৭। কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কয়েকজন অধ্যাপক ও সিএসপি অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

খ. অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান গতকার বুধবার এক ইশতেহারে পাঁচ ব্যক্তিকে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে ২৫ নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে পঠিতব্য খ, সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুয়ায়ী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকা এম পি হোষ্টেলে ছয় নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিষ্ট্রেটরের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

১। মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। সারওয়ার মুর্শেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। মাজহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। আবু জাফর সামসুদ্দিন, বাংলা একাডেমী।

এরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী এদের অনুপস্থিতিতে এদের বিচার করা হবে।

খ. অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান গতকাল এক পৃথক ইশতেহারে ১৩ জন অফিসারকে তাদের সকলেল বিরুদ্ধে ২৫ নং সামরিক আইন বিধি ও সেই সঙ্গে পঠিতব্য সামরিক আইন অঞ্চলের ১২০ নম্বর নির্দেশ অনুয়ায়ী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকার এমপিএ হোষ্টেলে ছয় নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল 'ল' এডমিনিস্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ১৩ জন অফিসার হচ্ছেনঃ

১। খোন্দকার আসাদুজ্জামান, সিএসপি, জয়েন্ট সেক্রেটারী, অর্থ বিভাগ, ঢাকা।

২। এইচ টি ইমাম, সিএসপি, ডিসি, চট্টগ্রাম।

৩। জনাব আবদুস ছামাদ, সিএসপিদ, ডিসি, সিলেট।

৪। জনাব মোহাম্মদ এন কিউ খান, সিএনপি, ডিসি, পাবনা।

৫। সৈয়দ আবদুস সামাদ, সিএসপি, পুনর্বাসন অফিস, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৬। কুদরত এলাহী চৌধুরী, সিএসপি, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহী।

৭। মোহাম্মদ খুরশেদুজ্জামান চৌধুরী, সিএসপি, এসডিও, কিশোরগঞ্জ।

৮। কাজী রাকুবদ্দিন, সিএসপি, এসডিও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৯। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও মাগুরা।

১০। আকবর আলী খান, সিএসপি, এসডিও, হবিগঞ্জ।

১১। কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, সিএসপি, এসডিও,নড়াইল।

১২। মোহাম্মদ তৌফিক এলাহী চৌধুরী, সিএসপি, এসডিও, মেহেরপুর।

১৩। সাদাত হোসেন, সিসিপি, এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, যশোর।

এরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এদের অনুপস্থিতেতে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী এদের বিচার করা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৮। অভিযুক্ত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	২-৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৪৮ জন এমপিকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ

"খ" অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ৪৮ জন নবনির্বাচিত এম পিকে, সামরিক আইন বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগের জবাবদানের জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় দুই নম্বর সেক্টরের (নাটোর) সাব-মার্শাল 'ল' এডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এমপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, গণহত্যা অগ্নিসংযোগ। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক তাঁদের বিচার করা হবে। এমপিদের নাম ও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিচে দেয়া হলোঃ

১। আবদুর রহমান চৌধুরী, পিতা-রেশাম উদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম- নীলফামারী, ডাকঘর ও থানা: নীলফামারী, জেলা- রংপুর।

ক) ১৬ (ক) সামরিক আইন বিধি এবং ৩০২/১০৯ পাকিস্তান দণ্ডবিধি।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) সামরিক বিধি ৯।

২। আজহারুল ইসলাম, বি,এ, পিতা-মফেল উদ্দিন মিয়া, গ্রাম- উত্তর বড়ভিটা, ডাকঘর- উত্তর বড়ভিটা, থানা- কিশোরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক), পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় বিদ্রোহী ইপিআর কর্মচারীদের সহায়তাদান ও পরিচালনা-সামরিক আইন বিধি ৭, ৫ ও ১৬ (ক)।

৩। ডাঃ জিকরুল হক, পিতা- জিয়ার উল্লাহ আহমদ, নতুন বাবুপাড়া, ডাকঘর ও থানা সৈয়দপুর, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক), পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় ইপিআর কর্মচারীদের সহায়তা ও সাহায্য দান-সামরিক দণ্ডবিধি ৭ ও ১৬ (ক)।

৪। আবিদ আলী, পিতা- বশিরউদ্দিন, গ্রাম-রসুলগঞ্জ, ডাকঘর ও থানা-পাটগ্রাম, জেলা-রংপুর।
ক) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় বিদ্রোহী ইপিআর কর্মচারীদের সাহায্যদান-৭ নম্বর সামরিক আইন বিধি।

খ) সৈন্যদের চলাচলে বাধাদানের জন্য তার এলাকায় কালভার্ট ও ভবনসমূহের ধ্বংসকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সংগঠন-১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি।
গ) সামরিক আইন বিধি ৯/৫ পকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

৫। করিম উদ্দিন আহম্মদ, পিতা- মরহুম অসিমুদ্দিন আহমদ, গ্রাম-কাশিরাম, ডাকঘর-করিমপুর, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা- রংপুর।
ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এইরূপ বিদ্রোহী বাহিনী সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ-সামরিক আইন দণ্ডবিধি ৭।

৬। এলাহী বক্স সরকার, পিতা- হাজী জহর উদ্দিন সরকার, গ্রাম- সায়ের, থানা- বদরগঞ্জ সদর, জেলা- রংপুর।
ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক) ও সামরিক আইন দণ্ডবিধি ১৬ (ক)

৭। মোঃ সিদ্দিক হোসেন, পিতা- খয়ের উদ্দিন, মৌজা-বখতারপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক বিধি ১৬ (ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য গ্রামগুলোতে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ।
গ) ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে হামলার সংগঠন ও নেতৃত্বদান-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৮। মোঃ গাজী রহমান, পিতা- গফুর সরকার, গ্রাম- পীরগঞ্জ, ডাকঘর ও থানা-পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর।

ক) পীরগঞ্জ থানার অস্ত্রাগার লুট এবং লুট করা অস্ত্র দুস্কৃতকারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য দায়ী সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্টে হামলার সংগঠন পরিচালনা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
ঘ) সামরিক আইন বিধি ৯।

দৈনিক পাকিস্তান
৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৯। মোঃ সামসুল হক চৌধুরী, পিতা- কাজী শরাফুদ্দিন চৌধুরী, গ্রাম-চরবলদিয়া, থানা- ভুরুঙ্গমারী, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও ৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহী- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯
ঘ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

১০। আবদুল হাকিম, বি, এড, পিতা- মফিজউদ্দিন শেখ, গ্রাম- রসনাবাদ (নাগেশ্বরী), জেলা- রংপুর।

ক) তার নিজের এলাকায় বিদ্রোহী দল সংগঠন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা এবং এভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২১/০৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)/৫।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)
ঘ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

১১। আবুল হোসেন, পিতা- কসিম উদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম- স্যাভানা, থানা- লালমনিরহাট, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১০৯/৩০২।
খ) সামরিক আইন বিধি-৯।

১২। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, পিতা- আহমদ হোসেন মণ্ডল, গ্রাম- চাকিপাশের ভালুক (উলিপুর), জেলা- রংপুর।
ক) গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহী দল সংগঠন ও পরিশেষে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও সামরিক আইন বিধি ৭।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ৫।

১৩। নুরুল ইসলাম, পিতা- নায়েব উল্লা, রৌমারী ইউনিয়ন কাউন্সিল, জেলা- রংপুর।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০৯।
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
গ) সামরিক বিধি ১৬ (ক)

১৪। এম, এ, তালেব মিয়া, পিতা- তাজউদ্দিন ১০নং ওয়ার্ড, রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কোতয়ালী থানা, জেলা-রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

১৫। মোঃ ওয়ালিউর রহমান, পিতা- মোঃ আজিজুর রহমান, ১১নং ওয়ার্ড, গাইবান্ধা শহর কমিটি, জেলা- রংপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

১৬। আজিজুর রহমান, পিতা-সিরাজ উদ্দিন সরকার, গ্রাম ভগবানপুর, থানা- পলাশপুর, জেলা- রংপুর।
ক) সামরিক আইন বিধি ৫,৭ ও ১৬(ক)।
খ) পলাশবাড়ী থানার অস্ত্রাগার লুটে অংশগ্রহণ-সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

১৭। কমর উদ্দীন আহমদ, পিতা- মরহুম হাজী মোঃ ইব্রাহীম, গ্রাম-নতুন বস্তী, থানা- পঞ্চগড়, জেলা- দিনাজপুর।

১৮। সিরাজুল ইসলাম, এল-এল-বি,পিতা- ইমাজুদ্দীন, গ্রাম- মহাজন পাড়া, থানা- বোদা, জেলা- দিনাজপুর।

১৯। মোঃ ফজলুল করিম, পিতা- নইম উদ্দীন আহমদ, গ্রাম- হলপাড়া, ঠাকুরগাঁ টাউন, জেলা- দিনাজপুর।

ক) এদের নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে আনসার, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর লোকদের বিপথগামী করে বিদ্রোহী সংগঠন, তৎপর উক্ত বাহিনীর সাথী হয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ১২।

খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

২০। মোঃ গোলাম রহমান, পিতা- জমির উদ্দীন শাহ, গ্রাম- গোওয়াল দীঘি, থানা- খানসামা, জেলা- দিনাজপুর।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯,৫, ও ১৬ (ক)।

খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

গ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

২১। এস, এম ইউসুফ, পিতা- মরহুম কাজিমউদ্দীন আহমদ শাহ, গ্রাম-মোখলেশপুর, থানা- সিজাল, জেলা- দিনাজপুর।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯

খ) সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদ, আনসার এবং ইপিআর পুলিশ বাহিনীর লোকদের উদ্বুদ্ধ করা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২২। এম, আবদুর রহিম, পিতা- মরহুম ইসমাইল সরকার, গ্রাম উত্তর মুন্সীপাড়া, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- দিনাজপুর।

ক) ভারত গমন এবং ১৯৭১ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলবারুদ সংগ্রহ।

খ) সামরিক আইনবিধি ১৬ (ক)

গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৩। মোঃ খাতিবুর রহমান, পিতা- মোঃ চিনুল্লা প্রামাণিক, গ্রাম বসুপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।

২৪।সরদার মোশারফ হোসেন, পিতা- শফিউদ্দীন সরদার, গ্রাম- ঈদগাবস্তী, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- দিনাজপুর।

ক) সামরিক আইনবিধি ৯/৫ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৫। সাইদুর রহমান, পিতা- আসির উদ্দিন, গ্রাম- বালিঘাটা বাজার, থানা ও ডাকঘর- পাঁচবিবি, জেলা- বগুড়া।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) সামরিক বিধি ১৬ (ক)।

২৬। কাজিম উদ্দীন আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ আলী, শান্তাহার বাজার, ডাকঘর- শান্তাহার, থানা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া।

ক) সামরিক আইনবিধি ৯।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

২৭। ডাঃ মঈনুদ্দীন আহমদ, পিতা- ডাঃ কলিমুদ্দীন আহমদ, গ্রাম- মনাকষা সদরতলা, ডাকঘর- মনাকষা, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
গ) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

২৮। মোঃ ডাঃ গোলাম সরওয়ার, পিতা- মরহুম আবদুল গফুর সরকার, গ্রাম- কানোর পাড়া, পোঃ ও থানা ধনুট, জেলা- বগুড়া।
ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৭ও ৯।

২৯। মোজাফফর হোসেন, পিতা- হাজী রহমতুল্লা পিকে, গ্রাম- দূতগাড়ী, পোঃ ও থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া।

৩০। হাছেন আলী সরকার, পিতা- হরমাসুদ আলী সরকার, গ্রাম- হালিদাভোগ, পোঃ ভালুরপাড়া, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া।

৩১। মোঃ মাহমুদুল হাসান খান, পিতা- ইদরিস খান, চক সূত্রাপুর-১, পোঃ থানা ও জেলা বগুড়া।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।
গ) বগুড়া থানা অস্ত্রাগার লুট ও দুষ্কৃতকারীদের লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ৯
ঘ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩২। এন, এ হামিদুর রহমান, পিতা- ফহিমদ্দিন মিঞা, গ্রাম- লক্ষ্মীনারায়ণপুর, পোঃ বোয়ালিয়া, জেলা- রাজশাহী।
ক) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯ (ক)।
খ) সামরিক আইববিধি ৯।
গ) সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৩৩। এ, এ, এম মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার), পিতা- হাজী মোহাম্মদ মনীর উদ্দীন, ঝিলিম রোড, পোঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জেলা- রাজশাহী।
ক) পাকিস্তান আইন বিধি ৯ ও ১৬ (ক)।

খ) সামরিক আইন বিধি ৭ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি
গ) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)
ঙ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)

৩৪। মোঃ ডাঃ বশিরুল হক, পিতা-খোদা বকস, গ্রাম ও পোঃ পোরশা, জেলা রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩৫। ইমাজ উদ্দীন প্রামাণিক, পিতা-হজরত উল্লা প্রামাণিক, গ্রাম-কালিকাপুর, পোঃ চকশাইলা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি৩০২/১০৯।
খ) মউদা থানায় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন- সামরিক আইন বিধি ১২।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা-সামরিক বিধি ১৬ (ক)।

৩৬। গিয়াস উদ্দীন সরদার, পিতা- মরহুম রহিম বকস সরদার, গ্রাম- চক এনায়েত-৩, পোঃ নওগাঁ, জেলা- রাজশাহী।

ক) নবনির্বাচিত এমপিএ (পিই-৫৪) ডাঃ আলাউদ্দীনের সাথে সারদাহ পুলিশ একাডেমীর অস্ত্রাগার লুট-সামরিক আইন বিধি ৯।
খ) লালপুর থানা থেকে রাইফেল লুট ও দুস্কৃতকারীদের নিকট সে সব হস্তান্তর-সামরিক আইন বিধি ৭ ও ৯।
গ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।

৩৭। মোঃ আজিজুল হক খান, পিতা- জয়নুদ্দীন খান, গ্রাম- সুলতানাবাদ, পোঃ ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক বিধি ১৪।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯। রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পাকিস্তান দণ্ডবিধি (ক)

৩৮। রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, পিতা- ওসমান আলী বিশ্বাস, গ্রাম- কেরা বারুইপাড়া, থানা ও পোঃ গোদাগাড়ী, জেলা- রাজশাহী।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা- সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)

৩৯। আবদুল হাদি, পিতা- আবদুল গফুর, গ্রাম- রাণীনগর, থানা- বোয়ালিয়া, পোঃ ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ও ১৪।
খ) সামরিক আইন বিধি ৯/৫।

গ) রাজশাহী ডেপুটি কমিশনার ও জেলা জজের অফিস হতে জাতীয় পতাকা নামিয়ে অগ্নিদগ্ধ সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।
ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

৪০। সরদার আমজাদ হোসেন, পিতা- সরদার মোঃ আলী, গ্রাম- হামির কুটসা, পোঃ গোয়ালকান্দী, জেলা- রাজশাহী।

ক) বিদ্রোহী পুলিশ অফিসারদের সহযোগিতায় পুলিশ একাডেমীর অস্ত্রাগার হতে রাইফেল লুট-সামরিক দণ্ডবিধি ৭ ও ৯।
খ) পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
গ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা-সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক) ।

৪১। ডাঃ মোঃ আলাউদ্দীন, পিতা- মোঃ এতিম হোসেন সরকার, গ্রাম+পোঃ ও থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯ ও ১২।
খ) নবনির্বাচিত এমপিএ (পিই-৫৩) সরদার আমজাদ হোসেনের সাথে একত্রে সারদাহ পুলিশ অস্ত্রাগার লুট সংগঠন- সামরিক আইন বিধি ৯।
গ) ভারতের আমৃত বাজার পত্রিকার সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারকে তাদের রাজশাহী জেলা সফরে সার্বাধিক সাহায্য ও সহযোগিতা দান। সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)
ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।

৪২। শ্রী শংকর গোবিন্দ চৌধুরী, পিতা- জনন্দ গোবিন্দ চৌধুরী, গ্রাম- নিচাবাজার, থানা- নাটোর, জেলা- রাজশাহী।

ক) সামরিক আইন বিধি ৯/৫ ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি ৩০২/১০৯।
খ) 'খ' অঞ্চলের পুনর্গঠিত ১২২ নং সামরিক আইন বিধি লঙ্গন করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য তার বাসভবনে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য সঞ্চিত রাখা)- সামরিক আইন বিধি ২৫।
গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা-পাকিস্তান দণ্ডবিধি ১২৪ (ক)।
ঘ) রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতা সামরিক আইন বিধি ১৬ (ক)।

৪৩। আশরাফুল মিয়া , পিতা-গসিউল্লাহ, গ্রাম- তাজপুর, থানা- সিংড়া, জেলা- রাজশাহী।

ক) পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা।
খ) এম, এল, আর ৭ ও ৯।
গ) রাষ্ট্ররোধী কার্যকলাপ- এম এল আর ১৬ (ক)।

৪৪। মোহাম্মদ মনসুর আলী, পিতা- মরহুম হরফ আলী সরকার, গ্রাম- ভগবপুর, পোঃ ও জেলা- পাবনা।

ক) ১৯৭১ সালের মার্চ এপ্রিলে বিদ্রোহী দুস্কৃতকারীদের প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করা-এম এল আর ১৬ (ক) ও
খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- ১২৪ (ক)।

৪৫। সৈয়দ হায়দার আলী, পিতা- সৈয়দ আকবার আলী, গ্রাম- আল মাহমুদ এভিনিউ, পোঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৯/৫ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।

খ) পুলিশ, আনসার ও ইপিআর কর্মচারীদের উত্তেজিত করা ও একটি বিদ্রোহী বাহিনী সংগঠন করে উল্লাপাড়া থেকে নগরবাড়ী ঘাটের দিকে আগত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দেয়া- এম এল আর ৭ ও ১২।

৪৬। রওশানুল হক, পিতা- ওবেদুল হক, গ্রাম- কৃষ্ণদিয়া, পোঃ পাঙ্গাসি, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৭ ও ৯/৫।

খ) বগুড়ার কাছে আবিয়ামোহনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেগুলিকে দুষ্কৃতকারীদেরকে সরবরাহ- এম এল আর ৯ ও ১২/৫।

গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৭। গোলাম হাসনাইন, পিতা- আলহাজ আবদুল হামিদ, গ্রাম ও পোঃ উল্লাপাড়া, জেলা- পাবনা।

ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

খ) ৭১ সালের ২৭-২৮শে মার্চ সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদ্রোহী দৃষ্কৃতকারীদের পক্ষে অংশ গ্রহণ-এম এল আর ১২।

গ) এল এল আর ৯ ও ১৬ (ক)।

ঘ) এল এল আর ১৪ ও ১৬ (ক)।

৪৮। আবদুর রহমান, পিতা মোহাম্মদ ওয়াহেদ আলী, মনিরামপুর গোলা, শাহজাদপুর, জেলা- পাবনা।

ক) এম এল আর ৯ ও ১৬ (ক)।

খ) ৭১ সালের ২৭-2 শে মার্চ বিদ্রোহী ও দৃষ্কৃতকারীদের সাথে মিলিত হয়ে সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ-এম এল আর ১২।

গ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা- পিপিসি ১২৪ (ক)।

দৈনিক পাকিস্তান
৩ সেপ্টেম্বর।
আরও ১৪৫ জন এমপিএ'র প্রতি হাজির হবার নির্দেশ

গতকাল বৃহস্পতিবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তার সদর দফতর থেকে জারীকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় আরও ১৪৫ জন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যকে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাব দেয়অর জন্য ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় তাদেরকে স্ব স্ব এলাকার সামরিক উপ-শাসনকর্তার নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, দুষ্কৃকারীদের মধ্যে অননুমোদিত অস্ত্রবিতরণ, ভারত থেকে অস্ত্র চোরাচালান এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের ট্রেনিং প্রদান। যদি তাঁরা

নির্দেশ মত হাজির হতে ব্যর্থ হয় তাহলে ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গতকাল ৪৮ জন এমপিএ কে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ২ নম্বর সেক্টরের নাটোর উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজকের তালিকা প্রকাশের পর সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযোগ এমপিএ-র সংখ্যা দাড়াল ১৯৩ জন। নিচে ১৪৫ জন এমপির নাম এবং তাদেরকে যে সমস্ত সামরিক বিধি ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির যে সমস্ত ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার বিবরণ দেয়া হলো।

সেক্টর-১: ঢাকা

নিম্নলিখিত এমপিএদের সেক্টর ১ (ঢাকা)- এর উপ-সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হতে হবে:

১। মোঃ আশরাফ হোসেন (ময়মনসিংহ): এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

২। মোঃ রাশেদ মোশাররফ (ময়মনসিংহ): এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৩। মোঃ আবদুল হাই (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৪। নিজাম উদ্দীন আহমদ (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক। এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৫। ডাঃ নাদিরুজ্জামান খান (ময়মনসিংহ) এম এর আর ১৬।ক পিপিসি৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৬। মোঃ আবদুল হালিম (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৯ পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ ক।

৭। কুদরতুল্লা মণ্ডল (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ ক।

৮। শামসুল হক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ৯ পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৯। মোঃ আমান আলী মিয়া (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ধারা ৩০২/১০৯ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১০। মোঃ হাতেম আলী (ময়মনসিংহ)এম এল আর ১৬ (ক),পিপিসি ৩০২/১০৯এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১১। খোন্দকার আবদুল মালেক ওরফে শহীদুল্লাহ (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১২, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)

১২। আবুল মনসুর আহমদ (ময়মনসিংহ) পিপিসি ৩০২/১০৯,এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৩। মোস্তফা এম, এ মতিন (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক), ৭ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৪। আবদুল হাসেম (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। আবদুল মজিদ ওরফে তারা মিয়া(ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৪,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৬। আবদুল খালেক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭,১৬ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৭। এ, কে, এম সামসুল হক (ময়মনসিংহ) এম এল আর ৭, ১৬ (ক)।

১৮। এম, এ কুদ্দুস (ময়মনসিংহ) এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৯। গোলাম মুর্শেদ ফারুক (ঢাকা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৭,১২/৫,১৬ (ক)।

২০। মোঃ হাসেম (ঢাকা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১৪,১৬ (ক)।

২১। মাসুদ আহমেদ চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ১৬ ক, এবং ৯।

২২। সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং এম এল আর ১৬ ক।

২৩। লুতফুল হাই (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৯,১৬ ক।

২৪। সৈয়দ ইমাদুল বারী (কুমিল্লা) এম এল আর ১৬ (ক), ৭।

২৫। আহমেদ আলী (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১৬ (ক), ৭/৫।

২৬। কাজী আকবার উদ্দীন আহমদ (কুমিল্লা) এম এল আর ৯, পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং এম এল আর ১৬ (ক)।

২৭। মোঃ গোলাম মহিউদ্দীন আহমেদ (কুমিল্লা) এম এল আর ৭, ১৬ (ক) ৯, এবং পিপিসি ৩০/৯।

২৮। আবদুর রশিদ (কুমিল্লা) এম এল আর ১৬ (ক)।

২৯। এ, আজিজ খান (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৭, ১৬ (ক)।

৩০। আমীর হোসে এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ২৩।

৩১। মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১২,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩২। আবদুল আউয়াল (কুমিল্লা) এম এল আর ৯,১৬ (ক), ১৪, ১২, ৭।

৩৩। জালাল আহমদ (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২/৫, ১৪, ৯,১৬ (ক)।

৩৪। সিকান্দার আলী (কুমিল্লা)পিপিসি ৩০২/১০৯ এম এল আর ৭,৯,১৯,১৬ (ক)।

৩৫। আবদুল সাত্তার (কুমিল্লা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২, ১৬ (ক) ৯ ও ১৪।

৩৬। সাবেক ফ্লাইট লেঃ এ, বি ছিদ্দিক সরকার (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১২/৫, ১৬ (ক)।

৩৭। সেরাজুল ইসলাম পাটওয়ারী (কুমিল্লা) এম এল আর ৭,৯,১৪,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৮। মোঃ রাজা মিয়া (কুমিল্লা) এম এল আর ৯,১২,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৯। আবদুল হাকিম চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৭,১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪০। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪১। আজিজুর রহমান (সিলেট) এম এর আর ৯,১৬ (ক), এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪২। এনামুল হক (সিলেট) এম এল আর ৯, ১৬ (ক)।

৪৩। ডাঃ আবুল হাসেম (সিলেট) এম এর আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)

৪৪। গোপাল কৃষ্ণ মহারত্ন, এম এর আর ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৫। শেখ নিজামুর ইসলাম (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭ এবং ১৬ (ক)।

৪৬। বদিউজ্জামান খান (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ৯, ১২, ১৬ (ক)।

৪৭। এম, এ, বাসিত ছিদ্দিকী (টাঙ্গাইল) এম এল আর ১২/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৮। এ, লতিফ ছিদ্দিকী (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪৯। মোঃ ইনসান আলী মোক্তার (টাঙ্গাইল) এম এল আর ২৫/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫০। সেতাব আলী খান (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ১২, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫১। ফজলুর রহমান খানর (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫২। মোঃ সামসুদ্দীন আহমদ (টাঙ্গাইল) এম এল আর ৭, ১২, এবং পিপিসি ১২৪ (ক) ।

৫৩। আবদুর রইস (সিলেট) এস এল আর (ক) ৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫৪। শমসের মিয়া চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক)।

৫৫। মোঃ আবদুস জহুর (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) ১২, ১৬ (ক)।

৫৬। মোঃ আবদুল লতিফ (সিলেট) এম এল আর ১২, পিপিসি ৩০২/১৪৯ এবং এম এল আর ৯, এবং ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৫৭। তাইমুস আলী (সিলেট) এম এল আর ১৬ (ক) ৯।

৫৮। নওয়াব আলী (সিলেট) এম এল আর ৯,১৬ (ক) ১২, পিপিসি ৩০২/১০৯।

৫৯। তাওয়াবুর রহিম (সিলেট) এম এল আর ৭,৯,১২ (ক)

৬০। আলতাফুর রহমান চৌধুরী (সিলেট) এম এল আর ৯,১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর নং-২: নাটোর।

নিম্নলিখিত ১জন এম পি-কে ২নং সেক্টরে (নাটোর)- এর উপ সামরিক শাসনকর্তার সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে:

১। মোঃ মোজাম্মেল হক (পাবনা) এম এল আর ৭,৯/৫,১৪, পিপিসি ১২৪ (ক) এবং ০২/১০৯।

২। মোঃ আবদুর রব (পাবনা) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর-৩: যশোর।

নবনির্বাচিত ৪৮ জন এবমপি এ-কে যশোরে ৩নং সেক্টরের উপ-সামরিক শাসনকর্তার দফতরে হাজির হতে হবেঃ

১। কাজী খাদেমত ইসলাম (যশোর) ১২,৭,৯ এবং ১৬ (ক) সামরিক বিধি এবং পিপিসি- র ৩০২/১০৯।

২। এ, বি, এম, গোলাম মজিদ (যশোর) এম এল আর ৭ও ৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩। জে, কে এম, এ, আজিজ (যশোর) এম এল আর ৯,১৬ (ক), এবং ৩০২/১০৯ পিপিসি।

৪। মোঃ তবিবর রহমান সরকার (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)এবঙ পিপিসি ৩০২/১০৯।

৫। মোঃ আবুল ইসলাম (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৬। মোঃ নুরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট (যশোর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৭। শাহ বদিউজ্জামান (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৮। এম, মোশাররফ হোসেন (যশোর) এম এল আর ৯+, ১২, ১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯, ১০৯ ও ১২৪ (ক) পিপিসি।

৯। আসাদুজ্জামান মোক্তার (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

১০। সৈয়দ আতর আলী (যশোর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক), আবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

১১। শহীদ আলী খান (যশোর) এম এল আর ৯, এবং ৩০২ পিপিসি।

১২। এস,এম মতিয়ার রহমান (যশোর) এম এল আর ৯,৭,১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯, ৩৭৬/১০৯ এবং ১২৪ (ক), পিপিসি।

১৩। কাজী হেদায়েত হোসেন (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১২,১৬ (ক)।

১৪। গৌর চন্দ্র বালা (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। ডাঃ আবতাবুদ্দীন মোল্লা (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক)।

১৬। ইমামুদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)।

১৭। আমীন উদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক) এবং ৩০২/১০৯ এবং ১২৪ (ক) পিপিসি।

১৮। কাজী আবদুর রশীদ এ্যাডভোকেট (ফরিদপুর) এম এল আর ৯, ১২, এবং ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক) পিপিসি।

১৯। আখতার উদ্দীন মিয়া (ফরিদপুর) এম এল আর ৯,১২,৩০২/১০৯,১২৪ (ক) পিপিসি।

২০। সতীশ চন্দ্র হালদার (ফরিদপুর) এম এল আর ১৬ (ক) ৫,৯ এবং ৩০২/১০৯ ও ১২৪ (ক)।

২১। ইলিয়অস আহমেদ চৌধুরী (ফরিদপুর) এম এল আর ৫,৯ এবং পিপিসি ৩০২।

২২। আসমত আলী খান আইনজীবী (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), ২৫ 'খ' অঞ্চল, এম এল ও ১৩৩ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

২৩। মোঃ মতিঅর রহমান (ফরিদপুর) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ৩৭৬/১৩৯।

২৪। মোঃ আলী আহমদ খান (ফরিদপুর) এম এল আর ৭,৯,১২ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

২৫। আবদুর রাজ্জাক (ফরিদপুর) পিপিসি ১২৪ (ক)।

২৬। ফনী মজুমদার (ফরিদপুর) এম এল আর ৭, ১৬, (ক), পিপিসি ৩০১/১০৯।

২৭। এ, কে, এম ইসমাইল মিয়া (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৯,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২।

২৮। মোঃ আমীর হাসান ওরফে আমীর (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,১২, ৯, ১২/৫, ১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

২৯। মোঃ ফজলুল হক (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৯ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩০। সওগাতুল আলম (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ১২, ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৩১। মহিউদ্দিন আহমদ (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক)।

৩২। আবদুল করিম সরদার (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৩। ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডল (বাকেরগঞ্জ) এম এল আর ৭, ৯ এবং পিপিসি ৩০২, ৩৭৬/১০৯,১২৪ (ক)।

৩৪। শেখ আলী আহমদ (খুলনা) এম এল আর ১৬ (ক), ৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ৩৭৬,১২৪ (ক)।

৩৫। এ, রহমান শেখ (খুলনা) এম এল আর ৯, ১২/৫ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

৩৬। কুবের চন্দ্র বিশ্বাস (খুলনা) এম এল আর ১২,১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২, ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

৩৭। এনায়েত আলী মানা (খূলনা) এম এল আর ৯, ১৬ (ক) পিপিসি ৩০২/১০৯।

৩৮। এস, এম আলাউদ্দীন (খুলনা) পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ৯।

৩৯। সৈয়দ আবদুল হাসেম (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), ৭,৯, এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪০। আবদুল আজিজ খন্দকার (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৪১। আবুল বারেক (পটুয়াখালী) এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ৩০২, এবং ১২৪ (ক)।

৪২। গোলাম কিবরিয়া (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,১৬ (ক), এবং ৯, পিপিসি ৩৯২/১০৯।

৪৩। নুরুল হক (কুষ্টিয়া) হএম এল আর ৭,৯,১৬ (ক), পিপিসি ৩০২/১০৯।

৪৪। ডাঃ আসহাবুল হক (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯, এবং ১২৪ (ক)।
৪৫। এন্নাস আলী (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭, ১৬ (ক), এবং পিপিসি ৩০২/১০৯ এবং ১২৪ (ক)
৪৬। জহুরুল হক (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯,৩০২।
৪৭। আবদুর রউফ চৌধুরী। (কুষ্টিয়া) এম এল আর ৭,৯ এবং পিপিসি ৩০২/১০৯।
৪৮। আহসানুল্লাহ (কুষ্টিয়া) এম এল আর ১২/৫ এবং পিপিসি ১২৪ (ক)।

সেক্টর-৪ (চট্টগাম)

নিম্নলিখিত ১৬জন এমপিএকে ৪ নম্বর সেক্টরের (চট্টগ্রাম) এস এম এর এ- এর সামনে হাজির হতে হবেঃ

১। আবু নাসের চৌধুরী (নোয়াখালী): এম এল আর ৭, ৯/৫, ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
২। মাষ্টার রফিকুল্লাহ মিয়া (নোয়াখালী): এম এল আর ৯,৫,১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৩। নূরুল আহাদ চৌধুরী ওরফে কালু চৌধুরী (নোয়াখালী): এম এল আর ৯,৫, ও ১৬ (ক)।
৪। বিসমিল্লাহ মিয়া (নায়াখালী): এম এল আর ৯, এম এল আর ১৪,১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/৯০১।
৫। মোঃ আবদুল মোহায়মেন (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৬। শহীদুল্লাহ ইসকান্দার (নোয়াখালী): এম এল আর ৭,৯ ও ১৬ (ক), ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৭। সিরাজুল ইসলাম (নোয়াখালী): এম এল আর ১৬ (ক) ৯/৫, ১২ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৮। মোশাররফ হোসেন (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৭,৯,১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
৯। মীর্জা আবু মনসুর (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯/৫, ৭, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১০। আবদুল ওয়াহাব (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক), ২০ ও ১২/৫।
১১। জহুর আহমদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক) ২০ ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১২। ডাঃ এম, এ মান্নান (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯,১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৩। ডাঃ বি, এম ফয়জুর রহমান (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৪। মোহাম্মদ উল্লাহ (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯/৫, ১২, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।
১৫। মৌলবী খয়ের উদ্দিন এম এ, এল-এল-বি, এ্যাডভোকেট (চট্টগ্রাম): এম এল আর ১৪, ৯/৫ ও ৭।
১৬। এ, বি, এম, তালেব আলী (চট্টগ্রাম): এম এল আর ৯, ৭, ১৬ (ক) ও পিপিসি ৩০২/১০৯।

সেক্টর -৬ (ঢাকা)

নিম্নোক্ত ১৯ জন এম পি এ-কে হোস্টেল ৬ নম্বর সেক্টরের এস এম এল এ-এর সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে।

১। খোন্দকার মাজহারুল হক (ঢাকা): এম এল আর ৯ ও ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
২। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ৭,১২,১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৩। জামাল উদ্দিন চৌধুরী (ঢাকা): এম এল আর ১২,৯ পিপিসি ১২৪ (ক)।
৪। মো শামসুল হক মিয়া (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৫। আবু মোহাম্মদ সুবিদ আলী (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।
৬। হামিদুর রহমান (ঢাকা): এম এল আর ১২/৫, এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৭। মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা): এম এল আর ২৫, এইচ কিউ এম এল আর বি অর্ডার নং ১৩৩, এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৭।

৮। গাজী গোলাম মোস্তফা (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (কা), পিপিসি ১২৪ (ক)।

৯। ডাঃ মোশাররফ হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ১২/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯ ও এম এল আর ৯।

১০। হেদায়েতুল ইসলাম (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১১। আবদুল হাকিম মাষ্টার (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ১৪, এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৭।

১২। মোহাম্মদ আনোয়ার জঙ্গ (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯।

১৩। মোঃ মইজুদ্দীন (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

১৪। গাজী ফজলুর রহমান (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৯/৫, এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৫। রাজিউদ্দীন আহমদ (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, ১২৪ (ক)।

১৬। মুসলেহ উদ্দীন ভূঁইয়া (ঢাকা): এম এল আর ৯/৫, পিপিসি ৩০২/১০৯, এম এল আর ১২/৫, পিপিসি ১২৪ (ক)

১৭। মোঃ সাদত আলী সিকদার (ঢাকা): এম এল আর ১৬ (ক), পিপিসি ১২৪ (ক)।

১৮। মোঃ সাজিদ আলী মিয়া মোক্তার (ঢাকা): এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের এম এল ও নম্বর ১৩৩, পিপিসি ১২৪ (ক)

১৯। আফজল হোসেন (ঢাকা): এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের এম এল ও নম্বর ১৩৩, পিপিসি ১২৪ (ক)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৯। অভিযুক্ত ই, পি, সি, এস, অফিসারদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হবার নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ই, পি, সি, এস, অফিসার

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা ৪৪ জন ই, পি, সি, এস অফিসারকে এম এল আর ২৫/'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১২০ নম্বর আদেশের অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের জবাবদানের জন্য আগামী ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ৬ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক প্রশাসকের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ মোতাবেক হাজির হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক বিধির অধীনে তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

নিম্নোক্ত ৩৩ জন ই, পি, সি, এস অফিসারকে ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা এম পি এ হোষ্টেলে এস এম এল এ-র সামনে হাজির হতে হবে।

১। মোঃ আলতাব হোসেন খান, ইপিসিএস, পিতা আশরাফ আলী খান, গ্রাম- চকমোহনবাড়ী, পোঃ বাগবাটি, জেলা- পাবনা।

২। জিতেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, ইপিসিএস, পিতা রাধা শ্যাম, গ্রাম- গুয়াতলা, পোঃ রহমগঞ্জ, জেলা- ফরিদপুর।

৩। আলতাব হোসেন, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মৌঃ উমির উদ্দীন সরকার, গ্রাম ও পোঃ কমরজারি, জেলা- রংপুর।

৪। এ, কিউ, এম কামরুল হুদা, ইপিসিএস, পিতা-মরহুম ইশহাক উদ্দীন, ৩৬, জেল রোড, ময়মনসিংহ।

৫। মোঃ আবদুল মতিন সরকার, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম সোলায়মান সরকার, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, পোঃ তুলসীঘাট, থানা- পলাশবাড়ী, রংপুর।

৬। হেলাল উদ্দীন খান, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম মোঃ আমর উদ্দীন খান, গ্রাম- ফুলবাড়ীয়া, পোঃ জিবান, জেলা- ময়মনসিংহ।

৭। মোঃ আবদুল লতিফ, ইপিসিএস, পিতা- মরহুম মৌঃ মোঃ আবদুর রশীদ, গ্রাম- হরিশংকরপুর, পোঃ পিরিজপুর, রাজশাহী।

৮। আবদুল হালিম, ইপিসিএস, পিতা মোঃ দরবেশ আলী মিয়া, গ্রাম- কাশিভদ্রবাড়ী, পোঃ ঘাটাইল, জেলা- টাঙ্গাইল।

৯। জিয়াউদ্দীন আহমদ, ইপিসিএস, পিতা এ, এস, এম মজহারুল হক, গ্রাম- আলী নগর, পোঃ মধ্যনগর, থানা- রায়পুরা, জেলা- টাঙ্গাইল।

১০। ক্ষিতিশ চন্দ্র কুণ্ড, ইপিসিএস, পিতা অন্নতা চরণ কুণ্ড, গ্রাম- শ্রীলতলা, পোঃ রামপাল, থানা- রামপাল, খুলনা।

১১। কাজী লুৎফল হক, ইপিসিএস, পিতা কাজী আজহার উদ্দীন আহমদ, গ্রাম ও পোঃ ষোলঘর, থানা- শ্রীনগর, জেলা- ঢাকা।

১২। মাখন চন্দ্র মাঝি, ইপিসিএস, পিতা মৃত শশীমোহন মাঝি, গ্রাম- ফুলবাড়ী, পোঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা।

১৩। মোঃ মিজানুর রহমান, ইপিসিএস, পিতা আবদুর রহমান, গ্রাম- আলমপুর, পোঃ রাজগঞ্জ, নোয়াখালী।

১৪। আবদুল কাদের মুন্সী, ইপিসিএস, পিতা মরহুম আজহার ইয়াকুব আলী মুন্সী, গ্রাম-খন্তাকাটা, পোঃ শরণখোলা, খুলনা।

১৫। বিজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী, ইপিসিএস, পিতা দীনবন্ধু ব্যাপারী, গ্রাম- ছোটহাজারী, পোঃ মীরখালী, বাকেরগঞ্জ।

১৬। মানিক লাল সমাদ্দার, ইপিসিএস, পিতা অমৃত লাল সমাদ্দার, গার্লস স্কুল রোড, পোঃ মাদারীপুর, ফরিদপুর।

১৭। আফতাবুদ্দীন, ইপিসিএস, পিতা তজীমুল আলী, সাগর নলটি এস্টেট, পোঃ সাগরনল, থানা- কুলাউড়া, সিলেট।

১৮। কাসানন্দ মোহন দাস, ইপিসিএস, পিতা মৃত ক্ষিরোদ চন্দ্র দাস, গ্রাম-দাউদপুর, পোঃ রেঙ্গা দাউদপুর, সিলেট।

১৯। অমিরাংশু সেন, ইপিসিএস, পিতা অমৃত চরণ সেন, গ্রাম- বরমচল টি স্টেট, পোঃ বারাসাত, সিলেট।

২০। মোহাম্মদ ইসহাক, ইপিসিএস, পিতা মরহুম বশির উদ্দীন, গ্রাম, পোঃ ও থানা- চট্টগ্রাম।

২১। মোঃ আবদুল আলী, ইপিসিএস, পিতা মোঃ ওয়াহেদ মিয়া, গ্রাম- বালিয়াকান্দী, পোঃ উজানী, ফরিদপুর।

২২। এ, কে, এম রুহুল আমীন, ইপিসিএস, পিতা মৌঃ আবদুল লতিফ, গ্রাম- সাউথ বালিয়া, পোঃ গোবিন্দিয়া, থানা- চাঁদপুর, কুমিল্লা।

২৩। ইয়াকুব শরীফ, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মুন্সী ইয়াসিন হাওলাদার, গ্রাম- বাগদিয়া, পোঃ কলসকাটি, বাখরগঞ্জ।

২৪। চিত্তরঞ্জন চাকমা, ইপিসিএস, পিতা যোগেন্দ্র লাল পরবাড়ী, গ্রাম- ডুলুছড়ি, পোঃ বাবুছড়া বাজার, থানা- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৫। প্রিয়দা রঞ্জন দাস, ইপিসিএস, পিতা যোগেন্দ্র লাল দাস, গ্রাম- ধলাই, পোঃ কাটিরহাট, থানা- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৬। জ্ঞানরঞ্জন সাহা, ইপিসিএস, পিতা তারক চন্দ্র শাহা, গ্রাম, পোঃ ও থানা- উজিরপুর, বরিশাল।

২৭। অমরেন্দু মজুমদার, ইপিসিএস, পিতা তরুণী কুমার, গ্রাম- চর আমানুল্লাহ, পোঃ দাসের হাট, থানা- হাতিয়া, নোয়াখালী।

২৮। গোলাম আকবর, ইপিসিএস, পিতা মরহুম মৌঃ আনোয়ারুল হক, ৩৪, পিটার রোড, খানপুর, পোঃ নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

২৯। বিবেকানন্দ মজুমদার, ইপিসিএস, পিতা ব্রজকান্ত মজুমদার, মিঠাখালী, পোঃ মঠবাড়ীয়া, বরিশাল।

৩০। দীপক কুমার সাহা, ইপিসিএস, পিতা মনোমোহন সাহা, গ্রাম- সাতবাড়িয়া, পোঃ ও থানা- সাতবাড়িয়া, পাবনা।

৩১। সবীর কুমার সাহা, ইপিসিএস, পিতা-সুধীর চন্দ্র, গ্রাম ও পোঃ বাথি, থানা-গৌরনদী, বরিশাল।

৩২। অনিলচন্দ্র সিংহ, ইপিসিএস, পিতা-মৃত উমেশ চন্দ্র সিংহ, গ্রাম-করিয়াবাসা, পোঃ-মুন্সিরহাট, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

৩৩। আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, ইপিসিএস, পিতা-মরহুম উমর আলী ভূঁইয়া, গ্রা-মনোহরপুর, থানা-বড়ুয়া, পোঃ আডডা, কুমিল্লা।

নিম্নলিখিত অবশিষ্ট ১১ জন ইপিসিএস অফিসারকে আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর এস এম এল এ- এমপিএ হোষ্টেলে, সেক্টর ৬ নম্বর-এ হাজির হতে হবেঃ

১। এইচ, এম, আব্দুল হাই, ইপিসিএস, (৩৪৩), অব রাজশাহী।

২। মোহাম্মদ আতানত উল্লাহ, ইপিসিএস, (১৮৮), অব ঢাক।

৩। রিয়াজুর রহমান, ইপিসিএস, (৩০২), অব মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ)।

৪। এ, এফ, এম রমিজ উদ্দীন, ইপিসিএস, (২০৮) অব ঢাকা।

৫। জ্যোতি বিনোদ দাস, ইপিসিএস, (৪০৪) অব নোয়াখালী।

৬। আজিজুর রহমান, ইপিসিএস, (৫৬৫), গ্রাম-লক্ষ্মীপুর, পোঃ+জেলা-রাজশাহী।

৭। বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, ইপিসিএস, (১৯৯) অব ফরিদপুর।

৮। জিতেন্দ্রলাল দাস, ইপিসিএস, (৩৮৩) অব সিলেট।

৯। খান আমীর আলী, ইপিসিএস, (৬১৪) গ্রাম-মাটিভাঙ্গা, বরিশাল।

১০। যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, ইপিসিএস, (২১৫), ১১/১ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-২ (হোম ডিষ্ট্রিক্ট-কুমিল্লা)।

১১। জহিরুল ইলসাম ভূঁইয়া, ইপিসিএস, (১৪৪) অব ঢাকা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮০। বিধবাদের নিকট পরিত্যক্ত বাড়ীঘর বন্দোবস্ত দেয়ার সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বিধবাদের জন্য বিশেষ ঘোষণা

(১) পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্পত্তি বিধবাদের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বিধবাদের নিকট হইতে দরখাস্ত চাওয়া যাইতেছে।

সবুজ রংয়ের দরখাস্তের ফরম আনজুমানে মোহাজেরিনের অফিস ও টাউন হলের নিকট অবস্থিত শান্তি কমিটির অফিস হইতে আগামীকল্য হইতে পাওয়া যাইবে।

শান্তি কমিটি ও রিলিফ কমিটির মেম্বারগণকে এবং সমস্ত সমাজ কর্মীগণকে বিধবাদের উক্ত ফরম পূরণ করিতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ফরম পূরণ করিয়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডি, সি সাহেবের অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিনা অনুমতিতে সরকারী, মিউনিসিপ্যালিটি, কিংবা কোন প্রাইভেট ব্যক্তির জমির উপর কোন প্রকার ঘর কিংবা বাড়ী উঠান নিষিদ্ধ। ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে মার্শাল ল-রেগুলেশনের অধীন বিচার করা হইবে। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ সমস্ত বেআইনীভাবে উঠান ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে ও বাড়ী তৈয়ারীর জিনিসপত্র বায়েজাপ্ত করা হইবে।

প্রত্যহ রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে কাহাকেও ঘরের বাহিরে কিংবা রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করা হইবে।

By order
M.L. Administrator
Dinajpur
3.9.1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮১। ছাত্র উপস্থিতির দৈনিক রিপোর্ট প্রেরণ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগের আরো একটি জরুরী চিঠি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র; উদ্ধৃতঃ এক্সপেরিয়েন্স-প্রাগুক্ত	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

No. B/6018-53 VERY URGENT/EXPRESS

OFFICE OF THE REGISTRAR

3RD REMINDER

UNIVERSITY OF
DACCA
DACCA-2.
Dated, the 3rd Sept. 1971.

To

All Heads of the Deptts.

The Directors of Instituеs

Dacca University.

Sub: Student's attendance.

Dear Sir,

In inviting your attention to this office letter No. C/73819 dated the 2nd June, 1971 and subsequent reminders No. 2400-440 dated 2nd August, 1971 and No-3054-95 dated the 6th August, 1971, on the above subject. I am to inform you that the daily report of the students' attendance from some of the Departments are not being received in this office even by the noon of the following day.

I am, therefore, to request you to kindly send the report to this office by 10 A.M. positively on the following day in order to enable this office to forward the consolidated report to the Govt. in time.

Your faithfully,
Sd/Illegible.
Registrar.
3.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮২। গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ, এম মালিকের শপথ গ্রহণ।	পাক সমাচার, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নয়া গভর্নর হিসেবে
ডাঃ এ, এম মালিকের শপথ গ্রহণ

পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর ডাঃ এ, এম মালিক গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিকেলে গভর্নর ভবনের দরবার কক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ সিদ্দিকী গভর্নরকে শপথ গ্রহণ করান।

শপথ গ্রহণের পর গভর্নর ডাঃ এ, এম মালিক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার আর্শীবাদ ও বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন আজকের এই দিনে পাকিস্তানের বিশেষ করে পাকিস্তানের সংকটময় মুর্হুতে প্রদেশের প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে ও সকল বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি চেষ্টা করব।

তাঁকে ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর গভর্ণর সেনাবাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, কে নিয়াজীসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনাকীর্ণ ছিল। সমাজের সকল স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রদেশের দু'জন সাবেক গভর্ণর ছিলেন। এরা হলেন জনাব সুলতানউদ্দীন আহমদ ও জনাব আবদুল মোনায়েম খান।

অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আবদুল কাসেম, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব খান এ, সবুর, জনাব শামসুল হুদা, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব এ, এস, এম সোলায়মান, জনাব আবদুল জব্বার খান, পীর মোহসেনুদ্দিন, আনোয়ারুল হক, জনাব হাফিজুদ্দীন, জনাব দোহা, জনাব খান, পীর মোহসেনুদ্দিন, আনোয়ারুল হক, জনাব হাফিজুদ্দিন,জনাব দোহা, জনাব কিউ এম রহমান, নওয়াব হাসান আসকারী, জনাব এম.এম ইস্পাহানী বিচারপতি জনাব আমিন আহমদ এবং বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখকগণও উপস্থিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৩। লেঃ জেঃ নিয়াজীর 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ	দৈনিক পাকিস্তান	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নিয়াজীর নয়া দায়িত্বভার গ্রহণ

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল শুক্রবার খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে আরো বলা হয়েছে যে, মেজর জেনারেল রহিম খান গতকাল 'খ' অঞ্চলের সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৪। গতিবিধি ও নিলাম সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্রঃ জনসংযোগ বিভাগ, দিনাজপুর	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

(১) সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যাহারা বাহির হইতে দিনাজপুর টাউনে আসিতেছেন তাহারা যেন জেলা শান্তি কমিটির নিকট তাহাদের আগমনের কথা রিপোর্ট করেন।

(২) আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৩০ মিনিটে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি অষ্ট্রেলেশিয়া ব্যাঙ্কের সম্মুখে অবস্থিত ১ নং রিলিফ গোডাউনের সম্মখে প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় হইবে।

সুপারি, বার্নিশ ও রং, হাইড্রো-সালফাইড, চিনা পাউডার, প্যাকিং কাগজ, দড়ি, পাথর, নানা প্রকার জুতা, বস্তা, খালি বাক্স, ফ্যান বেল্ট, ঝুড়ি, সাইকেলের মার্ডগার্ড, কড়াই, ২.৫ সের ওজন করার পাথর, এক রোল সি, আই, সিট পলিথিন পেপার, ড্রাম, তেলের কালি টীন, লেমন ক্রোম, তক্তা, উডেন প্লেস্ক।

(১) পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্পত্তি বিধবাদের নিকট হইতে দরখাস্ত চাওয়া যাইতেছে।

সবুজ রংয়ের দরখাস্তের ফরম আনজুমানে মোহাজেরিনের অফিস ও টাউন হলের নিকট অবস্থিত শান্তি কমিটির অফিসে পাওয়া যাইবে। শান্তি কমিটি ও রিলিফ কমিটির মেম্বারগণকে এবং সমস্ত সমাজকর্মীগণকে বিধবাদের উক্ত ফরম পূরণ করিতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ফরম পূরণ করিয়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডি, সি সাহেবের অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যহ রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে।

By order
M.L. Administrator
Dinajpur
4.9.71.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৫। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অনুপস্থিতি সম্পর্কিত শিক্ষা বিভাগ-এর একটি সার্কুলার	সরকারী দলিলপত্রঃ উদ্ধৃত; এক্সপেরিয়েন্স -প্রাগুক্ত	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Government of East Pakistan
Education Department, Dacca.
Dated the 7th September, 1971
No. G/10-13/71 890-Edn.

CIRCULAR

Sub: Attendance in schools, colleges, universities etc.

In has come to the notice of Government that apart from the circulation of baseless rumours by anti-state elements, some teachers are directly or indirectly discouraging students from attending the classes. In certain cases the conduct of the staff of the edcucational institution is a major factor for low attendance. The heads of institutions should ensure that all the members of staff under them perform their duties properly and loyally. They should also see to it that the teachers positively encourage the students to attend clssesd and create confidence in them and also explain to them that the rumourmongers are no friend of theirs and they should attend their classes in their own interest.

2. It has also been observed that various sorts of posters dissuading the students and teachers to attend classes are pasted on the walls of the institutions by anti-state elements. This also happens with the connivance of the staff of the institution. The heads of the institutions should be directed to ensure that the institution premises are not used for sticking or pasting posters of any kind. They should also be asked to take steps to issue Identity Cards to students with their photographs pasted therein so that there can be produced in case of necessity.

Sd./-Ilegible,
7.9.1971
Deputy Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৬। 'চাপিয়ে দেয়া হলে আক্রমনকারীর ভূখণ্ডেই যুদ্ধ হবে' নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জেঃ নিয়াজী
চাপিয়ে দেওয়া হলে
আক্রমণকারীর ভূখণ্ডেই যুদ্ধ হবে

এপিপির এক খবরে প্রকাশ, ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল বুধবার প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সফরকালে জনগণের প্রতি এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে আক্রমণকারীর ভূখণ্ডে যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট শক্তি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সমগ্র বাহিনীর রয়েছে।

তিনি জনগণের প্রতি প্রদেশ থেকে ভারতীয় চর ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের উৎখাতে দেশপ্রেমিক হিসেবে তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখার উপদেশ দেন। জেনারেল নিয়াজী এক দিনের জন্য পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা সফর করেন। সফরকালে জিওসি তাঁর সাথে ছিলেন।

জেনারেল নিয়াজী সেনাবাহিনীর একখানি হেলিকপ্টারে সফর করেন। প্রথমে তিনি নাটোরে অবতরণ করেন। স্থানীয় কমাণ্ডার তাঁকে জানান যে, সদা জাগ্রত সৈন্যরা আক্রমণের সম্ভাবনার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

স্থানীয় কমাণ্ডার জানান যে, কিছুসংখ্যক ভারতীয় চর মাঝে মাঝে পাট চলাচল ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাজাকার ও স্থানীয় জনসাধারণ তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। স্থানীয় কমাণ্ডার আরো জানান যে, ভারতীয় চরেরা, কয়েকবার পাটের চোরাচালান করে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। মহাদেবপুরে (রাজশাহী) জেঃ নিয়াজী শিক্ষারত রাজাকারদের দেখেন।

তিনি তাদের গুলি চালনা অনুশীলনও পর্যবেক্ষণ করেন। একই এলাকায় তিনি স্বাভাবিক ট্রেনিংরত সৈন্যদেরও দেখেন। মহাদেবপুর থেকে জেনারেল নিয়াজী বগুড়া জেলার সীমান্ত এলাকায় যান। সেখানে তিনি প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকটি স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার নির্দেশ দেন, যাতে দুশমনেরা কোন রকম সুযোগ নিতে না পারে।

সীমান্ত এলাকায় একটি জীপে সফর করার সময় তিনি জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় সাম্প্রতিক বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও বাঁধ মেরামত করতে দেখেন। তিনি তাদের আস্থা ও মনোবল দেখে মুগ্ধ হন। জেনারেলের যাবার পথে জনগণ হর্ষধ্বনি করে তাকে স্বাগত জানায় ও বিভিন্ন দেশাত্মবোধক শ্লোগান তুলে। তিনি প্রতিটি স্থানে গাড়ী থামিয়ে জনগণের সাথে করমর্দন করেন এবং তাদের খোঁজ খবর নেন।

তাদের সবাইকে সুখী ও প্রফুল্ল দেখা যায়। এর পরে জেনারেল নিয়াজী বন্যা-উপদ্রুত পাবনা জেলায় সফরে যান। পাবনা শহরে তিনি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে রিলিফের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। বন্যা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে ও রিলিফের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে বলে তাঁকে জানানো হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা তাঁকে জানান যে, প্রথম দিকে কিছু কিছু লোক কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও সময়োচিত ব্যবস্থা নিবার দরুন কলেরা আর মহামারী আকারে দেখা দিতে পারেনি।

জেনারেল নিয়াজী পাবনা বাজারের মধ্য দিয়ে মোটরগাড়ী চালিয়ে যান। তিনি বাজারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকবাবে কাজকর্ম চলতে দেখেন। সফরকালে বিভিন্ন স্থানে জেনারেল নিয়াজ সৈন্যদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন এবং তাদের উচ্চ মনোবল দেখতে পান। তিনি মহাদেবপুর ও পাবনায় শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণকারীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে তিনি তাদের আশ্বাস দেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তাদের মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বিধবা ও এতিমের সংখ্যা বৃদ্ধি।

সেতু উড়িয়ে দেয়, পাইলনে বিস্ফোরণ কিংবা রেল লাইন তুলে ফেলা নিজের ঘর ধ্বংস করারই সামিল এবং এইগুলি বিপথগামী লোকদের বলার জন্যই তিনি শান্তিকমিটির সদস্যদের উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই বিপথগামী লোকেরা বাস্তবিক পক্ষে এই দেশেরই সন্তান এবং এ দেশটিও তাদের। তাই যদি খাদ্য সরবরাহ চোরাচালান করা হয় বা প্রদেশের মধ্যে তার চলাচলে বাধা দেয়া হয় তাহলে এর জন্য সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ পোহাবে।

জেনারেল পরাধীন জাতির দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে আজাদী পূর্বকালে মুসলমানগণ যে দুঃখ-দুর্দশায় দিন যাপন করেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, আমাদের সন্তানদের হিন্দুদের অধীনে যেতে দিব না। আমরা আমাদের মা-বোনদের তাদের দয়ার উপর ছেড়ে দিব না। জেনারেল নিয়াজী ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দেন।

তিনি মুসলমানদের ইহিতাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আমাদের প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ হয়েও আমাদের কখনো পরাজিত করতে পারেনি। তিনি বলেন যে, শুধু দেশদ্রোহীরা আমাদের ঐক্যকে ফাটল ধরানো জন্য কয়েকটি যুদ্ধে আমাদের পরাজয়বরণ করতে হয়।

তিনি এইসব দেশদ্রোহী সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্যে ও তাদের নির্মূল করার কাজে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি উপদেশ দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৭। সামরিক সরকারের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিকের বেতার ভাষণ	সরকারী প্রচার পুস্তিকা-পূর্ব পাক সরকারের তথ্যবিভাগ	১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বেতার ভাষণ
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ডাঃ আবদুল মোতালেব মালিক, এইচ কিউ এ
গভর্ণর, পূর্ব পাকিস্তান

আমার প্রিয় দেশবাসীগণ,

জনগণ কর্তৃক নির্বচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আমাকে এই প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। গভর্ণর হিসেনে আমার একটি মন্ত্রী পরিয়দ থাকবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রদেশের অভ্যন্তরে ও বহিঃশত্রু থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হুমকি প্রদেশের শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করেছে। আমার জীবনের সায়াহ্নে এই গুরুদায়িত্ব আমি শুধু এই জন্যই তুলে নিয়েছি যাতে যে দেশের প্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য আমারও ক্ষুদ্র অবদান ছিল, সেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের কাজে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করতে আমি যেন পিছপা না হই।

প্রিয় দেশবাসীগণ, আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি এই জন্য, যাতে প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, যাতে করে আমরা এমন এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেখানে বিভিন্ন সমস্যা, আলাপ-আলোচনারা মাধ্যমে সমাধান করা হবে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়; যেখানে জনসাধারণ ও দলসমূহ পরস্পরের সঙ্গে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও একই দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে একত্রে বসবাস করতে পারবেন। যে অন্ধ বিদ্বেষ আমাদের বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী, আসুন আমরা তা পেছনে ফেলে রেখে নূতন যাত্রা শুরু করি। এই যাত্রা পথকে সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এর পূর্ণ সুযোগ এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সকল ভীতি, সন্দেহ ও তিক্ততা দূর করে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। আমি আবারও বলছি, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। এ সময় পরস্পরকে দোষারোপ করা, কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া কিংবা মনে ক্ষোভ পোষণ করার সময় নয়। এখন অতীতের সমস্ত দোষ ও অভিযোগ বিস্মৃত হয়ে পুনর্গঠনের কাজে সবাইকে সামিল হতে হবে, যাতে জাতি আবার শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

আজকের যুবক শ্রেণী তো জানে না যে, নূতন এক জাতির বাসভূমি আমাদের এই পাকিস্তানকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যখন অবিভক্ত ভারতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তখন আমরা একটা পৃথক আবাসভূমি দাবী করতে বাধ্য হলাম। এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে পদানত করে রাখাই শোষকদের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। এমনকি নূতন ও প্রাণবন্ত এই রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও তারা আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার

প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের শত্রুরা পাকিস্তানের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায়নি। যা হোক আমরা কিছুতেই আমাদের মাতৃভূমিকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেব না। আবার যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের কাছে আমাদের অস্তিত্বকে বিকিয়ে দিতে অথবা অর্থনীতিকে বন্ধক দিতে আমরা রাজী নই। শত্রুর হাতে আমরা ক্রীড়নক হতে চাই না। তাই আমরা এমন কিছু করব না যা কিনা জাতীয় আত্মহত্যার সামিল হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যেসব যুবক সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছেন, তাদের এখন ফিরে আসা উচিৎ। এটা তাদেরই দেশ এবং একে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব তাদেরই। আমি তাদের ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের কোন ক্ষতির আশংকা নাই। তাদের প্রত্যাবর্তনে বাধাদানের উদ্দেশ্যে যে সকল মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা গুজব রটনা করা হচ্ছে তাতে যেন তারা কর্ণপাত না করেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের বাস্তুত্যাগীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ও সমবেদনা প্রকাশ না করে, বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে তাদের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। সর্বোপরি যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের রাজনৈতিক গুটি হিসেবে বাস্তুত্যাগীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে তাই নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আপনারা জানেন যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছাড়াও প্রেসিডেন্ট সমস্ত প্রকৃত নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনান জন্য পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সীমান্তের উভয় পারে এবং ভারতে অবস্থিত বাস্তুত্যাগী শিবিরগুলিতে গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিবি ও পাকিস্তানে অবস্থিত অভ্যর্থনা শিবিরগুলিতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে করার কথা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনকারীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমরা সীমান্তের এপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সম্মতি হয়েছি, আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদের দায়িত্ব পালনকালে আমি জনগণের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচেষ্টা চালাবো। যারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গমনের জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। যাদের বাসগৃহ, দোকানপাট ও জীবিকার উপায় বিনষ্ট হয়েছে তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার আর্থিক ও প্রশাসনিক সাহায্য করা হবে। যাদের সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল হয়েছে কিংবা যাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এই কার্যে বাধাদানের কোন প্রকার চেষ্টা হলে তাকে কঠিন হস্তে দমন করা হবে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমাদের পুনর্বাসনসূচি রুপায়ণ করা হচ্ছে এবং এই কাজ যাতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেদিকে আমি কড়া নজর রাখবো।

এই সুযোগে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিকদের মত তারাও নাগরিকত্বের সমঅধিকারে অধিকারী। স্বদেশে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। ১৯৫০ সালের লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি মোতাবেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রীপদ আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমি তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত আছি। কাজেই যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার অবিচার না করা হয়, সেদিকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবো। লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি মোতাবেক ভারত সরকারে মন্ত্রী মিঃ সি সি বিশ্বাস ও পাকিস্তান সরকারের উজির হিসেবে আমি মিলিতভাবে কাজ করছি, যাতে উভয় দেশের উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়। এখন পুনরায় অনুরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ কেন সম্ভবপর হবে না তার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। এই বিরাট মানবিক সমস্যা

সমাধানের জন্য আশু ব্যবস্থাদি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি এই বিষয়ক ভারতীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব বৈঠকে মিলিত হতে রাজী আছি। প্রকৃত সদিচ্ছা ও মানবিক দুর্গতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি থাকলে এই সমস্যা সমাধানে আমাদের অপারগ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর আমি আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়কে এটা উপলব্ধি করতে বলবো যে, তারা হলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তারাই হলেন জাতির ভবিষ্যত স্থপতি। সুতরাং তারা যাতে ভবিষ্যতে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং তাদের শিক্ষা জীবন যাতে বাধাপ্রাপ্ত বা বানচাল না হয়, সেদিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের শিক্ষাজীবন পুনরায় শুরু করার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা উচিত। কোন ভয়, ভীতি বা কোন ভ্রান্ত ধারণা তাদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত করুক তা কারুর কাম্য নয়। কারণ এ মনোভাব কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। অপরপক্ষে এর ফলে সমাজ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। আমার যৌবনের প্রাক্কালে কিছু সময়ের জন্য আমিও বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি উপলব্ধি করলাম যে সন্ত্রাসবাদের অর্থই হোল আমার দেশবাসীর জন্য ধ্বংস ও মৃত্যু এবং এই নীতি অনুসরণ করলে আমরা কোন লক্ষ্যেই উপনীত হতে পারব না। তাই আমি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বজাতির অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক পথ বেছে নিলাম। এবং আমি নিজেও দেখেছি যে, নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক আন্দোলন খুবই ফলপ্রসূ। সেকালের অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দও অনুরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সি আর দাস ও মতিলাল, নেহেরুর মত বড় বড় নেতারা স্বরাজ পার্টি গঠন করেন এবং আইন পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। আমি সাধারণভাবে যুবকদের এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যেন তারা পাকিস্তানের পুনর্গঠন ও উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব স্মরণ রাখেন এবং নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

শ্রমিক ও মজুরদের এক আজীবন সেবক হিসেবে আমি শ্রমিক ও মালিক উভয় সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ করবো যেন তারা দেশের অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একযোগে কাজ করেন। শ্রমিকদের এটা বুঝতে হবে যে, কলকারখানা বন্ধ হলে প্রকারান্তরে তাদেরই সমূহ ক্ষতি। এবং এর ফল জনসাধারণকেই ভুগতে হয়। মজুররা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করতে পারেন এবং যাতে তাদের ওপর কোন প্রকার জুলুম বা হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন অথবা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, সেদিকেও আমি লক্ষ্য রাখবো। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের আমার ব্যক্তিগত আশ্বাস দিচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা কাজে যোগদান করুন। মালিকদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই যে, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুখী শ্রমশক্তি ছাড়া কোন শিল্পেরই উন্নতি বা অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হতে পারে না।

বর্তমান প্রধান সমস্যা হোল প্রদেশের প্রতিটি লোকের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা। দুঃখের বিষয় হলো যে, উপর্যুপরি বেশকিছু বছর ধরে এই প্রদেশ খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল হয়ে পড়েছে। এ বৎসর এই খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে, কারণ উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে। তাই বর্তমান আর্থিক বছরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশ থেকে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করেছি। প্রদেশব্যাপী সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ মারফত খাদ্যশস্য চলাচল ও বণ্টন ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রদেশের প্রত্যেক অঞ্চলের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর সবিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় জাহাজ ও অভ্যন্তরীন নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নদী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আমন ধান ওঠার আগ পর্যন্ত, আগামী ৪ মাসে, মাসপ্রতি দেড় লক্ষ থেকে দু লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী বন্দর থেকে বণ্টন কেন্দ্রসমূহে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটকথা নিয়মিত খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার ফলে যে কোন বিশেষ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য চাহিদা মেটানোর পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির মূল কারণ এটা নয় যে খাদ্যদ্রব্যের অনটন রয়েছে। আসল সমস্যা হোল, যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসুবিধা, আর তার কারণ হোল প্রদেশে সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে রেলগাড়ী ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসুবিধা। বন্দর থেকে খাদ্যসামগ্রী প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিতরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। গোলযোগের আগে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী খাদ্যদ্রব্য রেলগাড়ীর সাহায্যে পাঠানো হোত। যেহেতু পূর্বের তুলনায় বর্তমানে রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে সেহেতু বেশীর ভাগ খাদ্যসামগ্রী নৌযানের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বেশকিছু উপকূলবর্তী জাহাজ সরবরাহ করে আমাদের খাদ্যশস্য বন্টনের কাজে বিশেষ সহায়তা করেছেন। খাদ্য সরবরাহের কাজে এই অতিরিক্ত ব্যবস্থার ফল হবে এই যে, চট্টগ্রাম থেকে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরগুলিতে সরবরাহের পরিমাণ ৩ গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে চট্টগ্রাম থেকে চলাচলের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত করবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে ট্রাক আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১০০ থেকে ১৫০টি ট্রাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা বলা হচ্ছে যে, খাদ্যশস্যের সরবরাহ থাকলেও অনেকের পক্ষে ক্রয় করার ক্ষমতা থাকবে না। সরকার এই সমস্যা সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হয়েছে, যার ফলে সহজ কায়িক শ্রমকে কাজে লাগানো হচ্ছে। উপদ্রুত অঞ্চলে কাজ সৃষ্টি করে লোকজনের আয়ের পথ সুগম করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হয়। ইতমধ্যে এই কাজের খাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে আরো টাকা দেওয়া হবে। বর্ষার শেষে গ্রামাঞ্চলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার জন্য বাজেটে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই টেষ্ট রিলিফের কাজ তার অতিরিক্ত।

গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে বড় রকম ক্ষতিসাধন হয়েছে। মার্চ মাসে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এবং তারপরে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে চালু করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে বহু পন্থা অবলম্বন করেছে এবং এর ফলে অনেকটা উন্নতিও দেখা দিয়েছে। বড় বড় কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতাও বর্ধিত হচ্ছে। বন্দরগুলিও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুন ও জুলাই মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে মোট ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রফতানী করা হয়েছে। গত বৎসর এই সময়ে মোট ২৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল রফতানী করা হয়েছিল। সুতরাং তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই বৎসরের রফতানীর পরিমাণ নেহাৎ খারাপ নয়। ব্যাংকগুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালোভাবেই চলছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে আগের পর্যায়ে ফিরে আসবে। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের জন্যে প্রদেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পুনরুজ্জীবন আমার সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের এই প্রচেষ্টায় আমি প্রদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

জরুরী মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সরকার ইতিমধ্যেই তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। এই কাজের জন্য এই বৎসরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রদেশের উৎপাদন শক্তিকে বাড়ানোর জন্য উন্নয়ন খাতে যে ২৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই ১৫ কোটি টাকা তার অতিরিক্ত বরাদ্দ। ঢাকায় অবস্থিত উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি বোর্ডের অধীনে সৃষ্ট তহবিল পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দকৃত এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। আশু মেরামত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সকল প্রস্তাব অনুমোদনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে সত্বর স্বাভাবিক কাজ আবার শুরু করার জন্য কারখানাগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কাঁচামাল আমদানীর জন্য আমদানী নীতিতে সুবিধা দান, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তভাবে সাহায্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এক জোট হয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিপিকে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারখানাগুলির ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও নগদ পুঁজিদানেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোলযোগকালে যে সকল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বীমার টাকা দিয়ে দেবার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে রত লোকদের পক্ষে তাদের ব্যবসাকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রদেশের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষি ক্ষেত্রে ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা করবার জন্য এডিবিপিকে বিশেষ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বৎসরের পাটনীতিতে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণকালে মণ প্রতি ২ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পাটচাষীদের আয়ের পথ সুগম হবে। পাটের এই বর্ধিত মূল্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কাঁচা পাট রফতানীর ক্ষেত্রে বোনাসের সুযোগও শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুট মার্কেটিং করপোরেশন এবং জুট ট্রেডিং করপোরেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সরকার কর্তৃক নির্ধরিত সর্বনিম্ন মূল্যে বহুল পরিমাণ পাট ক্রয় করে। এ কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য এই সংস্থাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দুই সংস্থার কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য সরকার আরও একটি সংস্থার সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার নাম হবে জুট প্রাইস স্টেবিলাইজেশন করপোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে যে, প্রদেশের সমস্ত বিকল্প পাটের বাজার থেকে পাট ক্রয় করা।

অবশ্য আমি এ কথা বলতে পারি না যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। এখনও এমন অনেক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র রয়ে গেছে য সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। যা হোক এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমরা মোড় ফিরাতে সক্ষম হয়েছি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। আমি আমার দেশবাসীগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই বিরাট কাজে যে শুধু প্রদেশের জনগণ ও প্রদেশের সরকারের কর্মতৎপর হতে হবে তাই নয়, বরং এতে সমগ্র জাতির সম্পদ ও সহয়তার প্রয়োজন হবে। আমি এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত যে, সম্মিলিত শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে পাকিস্তান যাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্য এই মহান দেশের আপামর জনসাধারণ একই সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

এবার আমি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। আমাদের চারিদিকে এখন যা ঘটছে তাতে জনসাধারণের মনে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আমি জানি যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এই দুঃখ-দুর্দশায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। কাজেই সামাজিক পুনর্বাসন অপেক্ষা মানসিক পুনর্বাসন আজ অনেক বেশী জরুরী। কার্য-কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রত্যেকের মনেই ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে- এই অবস্থার অবসান এবং জনগণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা ও শান্তি ফিরিয়ে আনা আমার সরকারের প্রধান দায়িত্ব এই গুরুদায়িত্ব পালনে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আমার বিশ্বাস যে, এই ব্যাপারে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক গোলযোগে শাসন ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমি আশা করি দেশ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে যাবেন, আমি তাদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে তারা যাতে সুচারুরূপে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে আমি আরও একবার আমার পূর্বের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার। যে মুহূর্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে উপনির্বাচন সমাপ্ত করা হবে, সেই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। আজ আমরা আল্লাহর নিকট মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৮। চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেঃ নিয়াজি	দৈনিক পাকিস্তান	১৭ সেপ্টেম্বর

চট্টগ্রামে শান্তি কমিটির প্রতি জেঃ নিয়াজি

বিপথগামীদের জাতীয়
পুনর্গঠনে শরীক
হতে উদ্বুদ্ধ করুন

এপিপির খবরে প্রকাশ, ইষ্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসন লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম শান্তি কমিটির সদস্যদের প্রতি বিপথগামী দেশত্যাগীদের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ ও দেশে ফিরে এসে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য তাদের বোঝানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, বিপথগামী ব্যক্তিরা তাদের ঘরবাড়ী ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে এক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। তিনি বলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে তারা হচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদ তবে সত্য উপলব্ধি করে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে পুনরায় তাদের জীবন যাত্রা শুরু করতে হবে।

পক্ষান্তরে তারা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা অব্যাহত রাখলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই লাভ করবে না।

জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে খতম করতে হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কষ্ট ভোগ করা উচিৎ নয়। জেনারেল নিয়াজী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য রয়েছে এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূলের ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সাহায্য করা উচিত।

রাষ্ট্র ও এর নিরাপত্তা সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামের দুর্গ এবং যারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের তৎপরতায় লিপ্ত, তারা কার্যতঃ ইসলামের শত্রু তিনি বলেন যে, পাকিস্তান হচ্ছে সমগ্র জাহানের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য ইসলামী নীতিসমূহের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামে জাগতিক সুখ শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির বিধান রয়েছে। ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যতদিন আমরা ইসলামী নীতিসমূহ মেনে চলেছি ততদিন আমরা সমুন্নত ছিলাম। কিন্তু যখনই আমরা ইসলামকে অবহেলা করেছি তখনি আমরা এক পরাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছি। তিনি বলেন যে, ইসলামী জীবনধারা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম জাতি আবার তার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করতে পারে।

এর আগে জেনারেল নিয়াজী, চট্টগ্রামে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকারদের পরিদর্শন করেন। তিনি তাদের মনোবল ও উৎসাহের প্রশংসা করেন। পরে জেনারেল নিয়াজী রাঙ্গামাটি সফর করেন। সেখানে তিনি শান্তি কমিটির সদস্যসহ এক বিরাট জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জনসাধারণ প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। এদের মধ্যে চাকমা প্রধান ও নির্বাচিত এম এন এ, রাজা ত্রিদিবত্মায়ও উপস্থিত ছিলেন।

জেনারেল নিয়াজী রাঙ্গামাটি এলাকা থেকে দুষ্কৃতিকারীদের সফলভাবে উৎখাত ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের প্রতি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সৈন্য আছে, তাদের পক্ষে প্রতিরোধ

ও নাশকতামূলক তৎপরতার সকল উৎসকে নির্মূল করতে দীর্ঘদিন লাগবে না কিন্তু নির্মমভাবে কোন নির্মূল অভিযান পরিচালিত হলে বহু মূল্যবান জীবন নষ্ট এবং বহু নারী বিধবা ও শিশু এতিম হয়। তারা আমাদেরও মা-বোন ও সন্তান এবং তাদের জন্যে আমাদের সবরকম শ্রদ্ধা রয়েছে।

তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের প্রতি বিপথগামী ব্যক্তিদের দেশে ফিরে এসে দেশপ্রেমি নাগরিক হিসেবে সম্মানজনক জীবন শুরু করার জন্যে তাদেরকে বোঝানোর আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে জেনারেল নিয়াজী সৈন্যদের সাথেও মিলিত হন। স্থানীয় কমাণ্ডার এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে,আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো প্রহরার ব্যাপারে রাজাকর ও ই,পি,আর খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে বলে সেনাবাহিনীর উপর চাপ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে এবং তারা এখন প্রধানতঃ সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারেই নিয়োজিত আছে। জেনারেল নিয়াজী বিকেলে ঢাকা ফিরে আসেন। সফরকালে জিওসিও তার সাথে ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৯। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ	পাক সমাচার ২৪ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার
শপথ গ্রহণ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ১০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদের ৯ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।

ঐদিনে বিকেল চারটায় গভর্নর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান।

যে ৯ জন ঐদিন মন্ত্রী হলেন, তারা ইতিপূর্বে কখনও মন্ত্রিত্ব করেননি। তবে এদের কেউ কেউ জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

যারা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তারা হলেন, রংপুরের জনাব আবুল কাশেম, বগুড়ার জনাব আব্বাস আলী খান, বরিশালের আখতার উদ্দিন আহমদ, ঢাকার জনাব এ এস এম সোলায়মান, খুলনার মওলানা এ কে এম ইউসুফ, পাবনার মওলানা মোহাম্মাদ ইসহাক, কুষ্টিয়ার জনাব নওয়াজেস আহমদ, নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক।

মন্ত্রীদের মধ্যে জনাব আবুল কাশেম,আব্বাস আলী খান, জনাব আখতার উদ্দিন, মওলানা এ কে এম ইউসুফ ও জনাব এ এস এম সোলায়মান ইতিপূর্বে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই মন্ত্রীদের মধ্যে নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে এম এম এ ও এমপিএ নির্বাচিত হন।

ডাঃ মালিকের মন্ত্রীসভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের ২ জন (দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম ও বহু পুরাতন কর্মী এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ), জামাতে ইসলামের ২ জন (জনাব আব্বাস আলী খান ও মওলানা এ কে এম ইউসুফ), অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ২ জন (জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও জনাব শামসুল হক) কে এস পির একজন (জনাব এ এস এম সোলায়মান), নেজামে ইসলামের একজন (মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক), কনভেনশন মুসলিম লীগের একজন (জনাব আখতারুদ্দিন আহমদ) এবং একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ আউংশুপ্রু।

প্রদেশের মনোনীত সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ আউংশুপ্রু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার জন্য নির্দিষ্ট বিমানে আরোহন করতে পারেননি।

শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর গভর্নর ডাঃ মালিক সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁর মন্ত্রীরা সবাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ আউংশুপ্রু চৌধুরী পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় গভর্ণর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গভর্ণরের মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনার আবদুল মোতালিব মালিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে মন্ত্রী সভার সদস্যরা ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯০। মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের দফতর বন্টন	পাক সমাচার ২৪ সেপ্টেম্বর	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের দফতর বন্টন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দফতর বন্টন করা হয়েছে।

জনাব আবুল কাসেমকে অর্থ দফতরের এবং জনাব আব্বাস আলী খানকে শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের এবং অস্থায়ীভাবে আইন ও পার্লামেণ্টারী বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব পালন করবেন।

জনাব এ এস এম সোলায়মানকে শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ আউংশুপ্রুকে বন, সমবায় ও মৎস্য দফতরের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে। তিনি সংখ্যালঘুদের বিষয়ও দেখাশুনা করবেন।

মাওলানা এ কে এম ইউসুফকে দেয়া হয়েছে রাজস্ব দফতরের দায়িত্বভার। তিনি অস্থায়ীভাবে পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ দফতরের দায়িত্বও পালন করবেন।

মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক পেয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সংক্রান্ত দফতরের দায়িত্বভার।

জনাব নওয়াজিশ আহমদ খাদ্য ও কৃষি দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনার মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ মজুমদারকে। তিনি সাময়িকভাবে তথ্য দফতরেরও দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যাপক শামসুল হককে সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি প্রত্যাগত ও গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের সমস্যাবলীও দেখাশুনা করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯১। দিনাজপুর শহরের সকল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রে ক্লাশ করার নির্দেশ এবং আরো কয়েকটি ঘোষণা	সরকারী দলিল পত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১০-৯-৭১ রিকসা

(১) সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, দিনাজপুর শহরে অবস্থিত বাংলা মিডিয়ামের সকল হাই স্কুলের ছাত্রীদের একত্রে কেবল মাত্র গভর্ণমেণ্ট গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস হইবে। সুতরাং সারদেশ্বরী গার্লস স্কুল, দিনাজপুর হাই স্কুলের মহিলা বিভাগ, ঈদগাহ বস্তি গার্লস স্কুল ও কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের ক্লাস প্রত্যেক দিন গভর্ণমেণ্ট গার্লস হাইস্কুলে বেলা ১১টায় বসিবে।

(২) ক। রেল বাজারের হাট খোলা হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রবিবার রেল বাজারের হাট আগের মত স্বাভাবিকভাবে বসিবে।

খ। বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থিত সমস্ত কসাইখানা ও তরিতরকারীর দোকান অবিলম্বে উঠাইয়া গুদরি বাজারে বসাইতে হইবে ও আগের মত সেখানে প্রত্যেক দিন বেচা-কেনা করিতে হইবে। নুরুল আমিন মার্কেট আগের মত চালু থাকিবে।

গ। কোনো ব্যক্তিকে রাস্তায় কিংবা ফুটপাতে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ ব্যক্তিকে তাহার নিকটবর্তী বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে বলা হইতেছে।

(৩) প্রত্যেক দিন রাত ১১টা হইতে সকাল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ বলবত থাকিবে।

বাই অর্ডার
এম এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯২। অধিকৃত বাংলাদেশের পাক-সামরিক চক্রের বেসামরিক গভর্ণর ডাঃ মালিক-এর বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ২৭ সেপ্টেম্বর	২৭ সেপ্টেম্বর ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলুনঃ

ছাত্রদের প্রতি গভর্ণরের উপদেশ

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ এম মালিক ছাত্রদিগকে ক্লাসে যোগদান এবং আগামীদিনের নেতা হিসেবে জাতিগঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে গভর্ণর ছাত্রদের এই মর্মে উপদেশ দেন যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও উত্তম দেশ সেবার উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হওয়া ছাত্রদের অপরিহার্য কর্তব্য।

গভর্ণর মালিক পাকিস্তানের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রাখা যায় এমনভাবে চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যতীত কোন লোকই কোন রকমের উন্নতিসাধন করতে পারেন না এবং সে জন্যই জাতি যাতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি স্থানে আমাদের যথোপযুক্ত লোকের দরকার এবং এভাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের শূন্যতা আমাদের পূরণ করতে হবে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ডাঃ মালিক বলেন, জাতি এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলেছে।

তিনি বলেন, এটা আমাদের বিবেকের সংকট-বিশ্বাসের মহান গুণাবলীর দ্বারা জাতিকে প্রেরণা যোগানো, ন্যায়বিচারের আদর্শপূর্ণ বাস্তাবায়নে ব্যর্থতা এবং সমাজ জীবনে সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, জ্ঞাতিভাব ও সহনশীলতার অভাবেই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গভর্ণর ছাত্রদিগকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ক্লাসে যোগদান থেকে অনুপস্থিত না থাকার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন, ছাত্ররা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকলে তা শুধু তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হবে না, উপরন্তু জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিও তাতে বিঘ্নিত হবে। অথচ আমরা সবাই জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দৈনিক পাকিস্তান
২৯, সেপ্টেম্বর,

নাগরিকদের প্রতি গভর্ণর সংহতি বিনষ্টের তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্তক থাকুন

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের প্রয়াসে লিপ্ত শত্রুদের তৎপরতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান । এপিপির খবরে প্রকাশ, গভর্ণর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গভর্ণর ভবনে ঢাকার ত্রিশটি ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধি ও প্রভাবশালী নাগরিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন ।

সভায় গভর্ণরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন । গভর্নর বলেন যে, শত্রুর এজেন্টরা তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত ও জনগণকে বিপদগামী করার প্রয়াসে সম্ভাব্য সব রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । তিনি বলেন যে, পরিস্থিতির এখন অনেক উন্নতি হলেও আত্মপ্রসাদের কোন অবকাশ নেই বরং সদা জাগ্রত থাকতে হবে ।

ডাঃ মালিক এই নজির বিহীন সংকটের মুখে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য সকল শ্রেনীর নাগরিকের প্রতি আবেদন জানান । তিনি দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে নতুন করে শপথ গ্রহণেরও আহ্বান জানান । তিনি বলেন যে, পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে টিকে থাকবে না আমরা শেষ হয়ে যাব সেইটেই আমাদের সামনে প্রশ্ন ।

তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুতর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে জনগণের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন । অতীতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করে গভর্নর বলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতি শিক্ষাকে আমরা পুরোপুরি গ্রহণ করিনি । তিনি বলেন যে, আমাদের কথা, কাজ, চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে কখনো সামঞ্জস্য ছিল না । ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ইতিহাসের এক নজিরবিহীন সংকটের সম্মুখীন হই ।

গভর্ণর বলেন যে, তার দৃঢ় বিশ্বাস, নিয়তীর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমেই জাতি তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারে । এ প্রসঙ্গে তিনি জনগনের প্রতি আদর্শকে উন্নত করার আহবান জানান । অতীতের তিক্ততা ও ভুল বুঝাবুঝি ভুলে জাতি একটি নয়া অধ্যায় শুরু করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । গভর্ণর আইন ও শৃংখলা রক্ষা ও সর্বস্তরে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে ঢাকার নাগরিকগণকে তাদের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ।

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে নির্মূল করার জন্যে কোন ত্যাগই বিরাট বলে মনে হওয়া উচিত নয়। পরে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সাবেক এম, পি, এ জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে গভর্ণরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বলেন যে, পাকিস্তান রক্ষার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা এমন কি শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।

দৈনিক পাকিস্তান
৩রা অক্টোবর

খুলনায় গভর্ণর
বাস্তুত্যাগীদের প্রতি পুনরায় দেশে ফেরার আহ্বান
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

খুলনা ২রা অক্টোবর পূর্ব পাকস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক যে সব পূর্ব পাকিস্তানী ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেছে তাদের প্রতি দেশে ফিরে আসার জন্য আর একবার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সকালে এখানে স্থানীয় অফিসার ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে ভাষণদানকালে গভর্ণর বলেন, সরকার বাস্তুত্যাগীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারত পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করে তিনি বলেন, এসব কার্যকলাপের দ্বারা তারা লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। শিল্প কারখানার ক্ষতি সাধন করে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা শ্রমিকদের বেকার করে দিয়ে এই দুর্দিনে দুঃখ-কষ্টে ফেলেছে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।

তিনি জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতীয়দের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ও আমাদের দেশকে ধ্বংস করা। তিনি শিক্ষিত লোকদের প্রতি গ্রামে গিয়ে জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়ে বলেন, দুষ্কৃতকারীরা ও দেশের শত্রুরা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

তিনি বলেন, যে সব দুষ্কৃতকারী জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করছে এবং দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের কেউ কেউ আমাদের আত্মীয় স্বজন হলেও তাঁরা সবাই আমাদের শত্রু। ইতিপূর্বে স্থানীয় জেলা স্কুল মিলনায়তনে রাজাকারদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে গভর্ণর তাদের প্রতি সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করার এবং সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পুত চরিত্রে দ্বারা জনগণের স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করার আহবান জানান।

পরে গভর্ণর ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য খোলা সাহায্য শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং জেলা কর্মকর্তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়ার নির্দেশ দেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৬ অক্টোবর।

সিলেটের সমাবেশে গভর্নর মালিকঃ
বিপথগামীদের প্রতি
শত্রুদের অভিসন্ধি
অনুধাবনের আহ্বান

সিলেট, ১৫ ই অক্টোবর (এপিপি)। আজ প্রাদেশিক গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক পাকিস্তানকে খণ্ড- বিখণ্ড করার ভারতীয় দাবীতে বিভ্রান্ত লোকদের প্রতি এর বিপজ্জনক পরিণাম এবং শত্রুদেশের আসল অভিসন্ধি

অনুধাবনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এখানে শহরের বিভিন্ন স্তরের লোকদের এক জনসমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। গভর্নর বলেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ন্যায্য দাবী- দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা দোষের নয় কিন্তু তা কোন মতেই দেশের শান্তি, সংহতি ও অখণ্ডতার বিনিময়ে চলতে পারে না। তিনি দুঃখ করে বলেন, যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের প্রাপ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের আকাংখা করছিল তখন চরমপন্থী লোকেরা এমনকি দেশকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী তুলছিল।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গভর্নর সীমান্ত অতিত্রম করে দেশত্যাগকারী পাকিস্তানীদের শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করে নিজেদের ভুলটাকেই চিরস্থায়ী না করার এবং হাজার হাজার লোকের দুঃখ কষ্ট আরো না বাড়ানোর আহবান জানান।

উদ্বাস্তুদের দুর্দশায় বিচলিত গভর্ণর তাদের প্রতি এই মুহূর্তের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার এবং তৎকালীন সমাজের শোষকদের শোষণ মুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধ্বংস সাধনের পথ বেছে নেওয়ার জোর নিন্দা করেন। তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে শুধু জনসাধারণের দুঃখ- কষ্টই বাড়ানো যায়।

শিক্ষা বর্জনের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, এই আত্মঘাতী নীতি শুধু ব্যক্তি নয় গোটা জাতির পক্ষেই ক্ষতিকর। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা কখনোই পূর্ণ হবে না। মুসলমানরা এভাবে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে পিছিয়ে পড়েছিল। লোকজনের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষের উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্টের উল্লেখ করে গভর্নর সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের সদয় ব্যবহার করার জন্য আহবান জানান।

গভর্নর প্রত্যাবর্তনকারীদের দ্রুত পুনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন। সিলেট জেলার এযাবৎ প্রায় ৪৭ হাজার পাকিস্তানী, অধিকাংশই অননুমোদিত পথে ফিরে এসেছেন বলে জেলা কর্তৃপক্ষ গবর্ণরকে জানিয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০ হাজারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সশস্ত্র লোকজনসহ প্রকৃত পাকিস্তানীরা সীমান্ত অতিক্রম করে বহুস্থানে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে গভর্নরকে জানানো হয়।

সরকারী কর্মকর্তা ও চা বাগান মালিকদের সাথে গভর্নরের আলোচনায় আরো জানা গেছে যে ১০০ চা বাগানে কাজ চলছে এবং ৮৪ টি চা বাগানে শত করা ৬০ ভাগ শ্রমিক কাজে যোগদান করেছে। চা বাগান মালিকদের একজন প্রতিনিধি গভর্নরকে বলেন, চা বাগানগুলোর উন্নতি ঘটছে।

গভর্নর জেলার ফসলের অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা পরিস্থিতি এবং আইনশৃংখলা পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সভায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাজাকার বাহিনী পুনর্গঠনের এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ অব্যহত রাখার সুপারিশ করেছেন। তারা বাইরের আক্রমণের মোকাবেলায় সর্বস্তরের লোকের পূর্ণ ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন।

গভর্নর পরে স্থানীয় রাজাকার ট্রেনিং কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি তাদের শত্রুর মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকার এবং সাহসিকতার সাথে তা প্রতিরোধ এবং জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহবান জানিয়েছেন।

হেলিকপ্টার যোগে গভর্নর স্থানীয় সালটিকর বিমান বন্দরে অবতরণ করলে স্থানীয় পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক অফিসাররা গবর্ণরকে অভ্যর্থনা জানান। সেখান থেকে সোজা তিনি হযরত শাহ জালালের (রঃ) মাজারে যান এবং ফাতেহা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ অক্টোবর।

ময়মনসিংহের জনসভায় গভর্নর মালিক
ভারতীয় হুমকি মোকাবিলায়
ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান

ময়মনসিংহ, ১৭ ই অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ এম মালিক আজ জনসাধারণকে সব রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ও অবিভাজ্য শক্তি নিয়ে ভারতীয় আক্রমণের হুমকি মোকাবিলায় আহবান জানান। তিনি স্থানীয় সার্কিট হাউস ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন।

গবর্ণর বলেন, কে কতটা দোষী একথা বলার সময় এটা নয়। এখন শত্রু দেশের সংহতি বিনাশে উদ্যত। অন্য সব স্বার্থকে ভুলে এমন সব কিছুর ওপর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নকে স্থান দিতে হবে। পাকিস্তানই যদি না থাকলো তবে বাঁচবে কে এবং পাকিস্তান থাকলে কেউ মরবে না।

ভারতের পূর্ব পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিসন্ধির মুখোশ উদঘাটন করে ডাঃ মালিক বলেন, পাকিস্তানের সৃষ্টিকে স্বীকার করতে না পারার দরুনই ভারত এগুলো করছে। পশ্চিম বঙ্গে ক্ষুধা, দারিদ্য ও ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত এই অঞ্চলকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে বলে গভর্ণর উল্লেখ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমনকি এখনো পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং খাদ্য সস্তা দরে পাওয়া যায়।

গবর্ণর একটি কঠোর বাস্তব দিকের প্রতি বিপথগামী লোকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাদের একথাটা ভেবে দেখতে বলেন যে, যখন পশ্চিম বাংলার লোকেরা দিল্লীর হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছে না তখান পূর্ব পাকিস্তানীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কেন? তিনি বলেন, বাংলা বলতে পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ উভয়কেই বুঝায়।

তাই বাংলা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তাতে পশ্চিম বঙ্গও থাকা উচিৎ। অতএব দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে পূর্ব বাংলাকে ভারতের সাথে যুক্ত করার জন্যই এ আন্দোলন। এই মুহূর্তে প্রত্যেক পাকিস্তানীকে তিনি যেখানেই থাকুন, ভারতের এই খেলা বুঝে নিতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

উদ্দীপ্ত জনতাকে উদ্দেশ্য করে গবর্ণর বলেন, বিশ্বসঘাতকেরা পেছন থেকে ছুরি না মারা পর্যন্ত মুসলমান কখনো কোন যুদ্ধে হারেনি। যারা কথায় এবং কাজে শত্রুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে বলে গবর্ণর আশা প্রকাশ করেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীন বাংলার প্রবক্তাদের মীরজাফরের ভাগ্যের কথাটা একবার স্মরণ করতে বলেন। তিনি জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ক্লাইভ ও অন্যান্যরা তাকে বাংলার মসনদে বসানোর অঙ্গীকার করেও তা পালন করেনি। তাই তিনি তাদের এই ঐতিহাসিক সত্য অনুধাবনের এবং দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেন।

রাজাকারদের উদ্দেশ্য করে গবর্ণর বলেন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে তাদের কাজ করে যেতে হবে। বাইরের শত্রুদের প্রতিরোধ করা ছাড়াও তাদের সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। গবর্ণর শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা করেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শান্তিকমিটির সদস্যদের কয়েকটি সুপরিশ আগ্রহ সহকারে শোনেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৩ অক্টোবর

এ অবস্থায় নিখুঁত নির্বাচন
হতে পারে না
-মালিক

পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচন হয়ত নিখুঁত হবে না, কিন্তু এটা শাসন ব্যবস্থাকে আবার চালু করার পক্ষে সহায়ক হবে। প্রাদেশিক গভর্ণর ডাক্তার এ, এম মালিক গত মঙ্গলবার এ, এফ, পির প্রতিনিধিকে একথা বলেছেন। গতকাল শুক্রবার পিপিআই এ খবর পরিবেশন করেছে।

ডাক্তার মালিক এই সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রদেশের এখনকার অস্বাভাবিক অবস্থায় সন্তোষজনক নির্বাচন হতে পারে না। তবে শাসন ব্যবস্থাকে আবকর চালু করা গেলে সেটাই হবে এর সাফল্য। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দলের ৭৮ জন অযোগ্য ঘোষিত জাতীয় পরিষদ সদস্যের স্থলে আগামী ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানীরা নয়া সদস্য নির্বাচিত করবেন।

জানুয়ারীতে প্রাদেশিক পরিষদের ১০৫ টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত নির্বাচনে পরাজিত ৬টি দক্ষিণ পন্থী এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দল এর মধ্যেই জাতীয় পরিষদের ৭৮ টি আসন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এরূপ খবরের প্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে গবর্ণর বলেন, এ ধরনের মৈত্রী জোটকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না।

গবর্ণর বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি দলেরই যে আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগে ৬ দফার (কয়েকটি দল ছাড়া) অনুরুপ অর্থনৈতিক ও সমাজিক কর্মসূচি রয়েছে।

ডাক্তার মালিক বলেন, তাঁর কাছে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তা, প্রত্যেক জেলায় সুষ্ঠুভাবে খাদ্য পরিবহনের ব্যবস্থার করে নির্বাচনের স্থান।

দৈনিক পাকিস্তান
১ নভেম্বর ।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ডাঃ মালিক
সেনাবাহিনীর ২৫ শে মার্চের কার্যক্রমে
পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে

লাহোর ৩০ শে অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম, মালিক বলেছেন, ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানার ক্ষমতা ও যোগ্যতা পূর্ব পাকিস্তানীদের রয়েছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। স্থানীয় উর্দু মাসিক পত্রিকা উর্দু ডাইজেষ্টের সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেন কোরেশীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে গবর্ণর একথা বলেছেন। গভর্ণর মালিক একটা একটা করে প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

প্রশ্ন : - আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা নেহাতই একটা সুযোগের ফলশ্রুতি অথবা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আবরণে কয়েক বছর আগে শুরু করা সুপরিকল্পিত সংগ্রামেরই পরিণতি কি না ?

উত্তর :- হ্যাঁ, আমার মনে হয় তাই।

প্রশ্ন : - বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তরঃ- যেভাবে তার অভ্যুদয় দেখেছি তাতে নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী ।

প্রশ্নঃ- সামরিক বাহিনীর তৎপরতার পর সারা পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক সফর করে আমার এরুপ ধারণা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে চেয়েছে । এরুপ মনোভাবের অধিকারী লোকের সাথে এখন কি একত্রে কাজ করা সম্ভব ?

উত্তরঃ- ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মনোভাব নিয়ে এবং যারা ইসলাম বিশ্বাসী তারা যদি ইসলামের শিক্ষাকে কাজে প্রয়োগ করেন, মহানবী (দঃ) ও তাঁর সাহাবারা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একসাথে থাকতে পারি ।

প্রশ্নঃ- ইসলাম ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধনের আর কোন গ্রন্থি আছে বলে আপনি মনে করেন কি না । যদি না থাকে তাহলে কোন পথে এগুলো জনগণের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের উদ্বোধন ও অনুশীলন ঘটানো যাবে ?

উত্তরঃ- পাকিস্তান অর্জনে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি ইসলামের আদর্শ মোতাবেকই সাধারণ লক্ষ্য, আশা আকাঙ্খা, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একত্রে বসবাসের ইচ্ছাই আমাদের বন্ধন । ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইচ্ছাও আর একটি কারণ, যখন আমর বলি, আমরা মুসলিম এবং ইসলামের অনুসারী, সাথে সাথেই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সামনে এসে যায় । আর এজন্যই ইকবাল বলেছেন, মুসলমানের কাছে ‘সারা জাহান হামারা’ ।

প্রশ্নঃ- কোন কোন মহলের ধারনা যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে তারা এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণপদে বহাল রয়েছে । এরুপ ধারণাকে আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কি?

উত্তরঃ- যে মহল এরুপ ধারণা পোষণ করেন এরুপ ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের হাতে সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে তাদের যুক্তি ঠিক, অন্যথায় নয় ।

প্রশ্নঃ- আপনি কিভাবে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের সম্পর্কের উন্নতি করতে চান । অবাঙ্গালীরা নিজেদের রাষ্ট্রে সম মর্যাদার নাগরিক হিসেবে ভাবতে পারে তাদের মধ্যে এরুপ কোন মনোভাব জাগানোর কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কি?

উত্তরঃ- এর জবাবটাও দেশের দু'অংশের বন্ধন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবেরই অনুরুপ হবে।

প্রশ্নঃ-সেনাবাহিনীর তৎপরতা অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ পালনের সকল লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে কি?

উত্তরঃ-২৫শে মার্চের রাতে সেনাবাহিনী যে কার্যক্রম নিয়েছে তাতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে ।

প্রশ্নঃ- আপনার বেসামরিক সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে কি?

উত্তরঃ- বর্তমান সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে বেসামরিক প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে । আমরা দু'পায়ে হাটি এবং আমরা তাই করছি ।

প্রশ্নঃ-আপনার মন্ত্রীরা কেউই তেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি নন । এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মন্ত্রীত্ব গ্রহন করতে অস্বীকার করেছেন কি?

উত্তরঃ-আমার মন্ত্রীরা বিশিষ্ট ব্যক্তি নন একথা আমি স্বীকার করি না । তাদের মধ্য দু'জন জনাব আবুল কাসেম ও জনাব সোলায়মান সারা পাকিস্তানে পরিচিত । প্রমথজন পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক । এক সময়ে জাতীয় পরিষদে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন এবং অতীতে গণ পরিষদের সদস্য ছিলেন ।

জনাব সোলায়মান একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং পাকিস্তান কৃষক- শ্রমিক পার্টির সভাপতি। তিনি বেশ কয়েক বছর জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

প্রশ্নঃ- আপনার বর্তমান মন্ত্রীদের দ্বারা বর্তমান সংকটের সমাধান হবে কি?

উত্তরঃ- আমার সেটাই বিশ্বাস।

দৈনিক পাকিস্তান
২৬ নভেম্বর।

করাচীতে ডাঃ মালিক
রাজাকারদের ভূমিকার প্রশংসা

করাচী, ২৫ শে নভেম্বর, (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক দুষ্কৃতিকারীদের নাশকতামূলক তৎপরতা কার্যকর ভাবে রোধ করার ব্যাপারে গতকাল পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকরদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ঢাকা থেকে এখানে আগমনের পর বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন।

ডাঃ মালিক বলেন যে, রাজাকাররা চমৎকার কাজ করছে। তারা দেশ প্রেমিকদের জান মাল রক্ষা করছে এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তিদের নাশকতামূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রহরা দিচ্ছে।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

দৈনিক পাকিস্তান
২৭ নভেম্বর।

পিণ্ডিতে গবর্ণর মালিক
জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে
বাংলাদেশ আন্দোলন একটা ভাওতা

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৬ শে নভেম্বর (এপিপি)- পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর ডাঃ এ, এম, মালিক আজ এখানে বলেন যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর পর কতিপয় বিদ্রোহী ও ভারতীয় চর ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন বুঝতে পেরেছে যে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনই একটা ভাওতা।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গবর্ণর বলেন যে, এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বর্তমানে যারা ভারতে রয়েছেন তারাও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তাঁরা তাদের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ মালিক বলেন, তাঁর কাছে এ ধরনের সঠিক খবরও আছে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের এসব নেতা ও কর্মীরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য খুবই আগ্রহী। কিন্তু তাদের কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। প্রহরী, ভারতীয় পুলিশ ও সামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের ছাড়া তাঁরা এক পা-ও বাড়াতে পারেন না।

মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবরণে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য ভারতে যথাযথ ট্রেনিং লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানে আগত সে সব হতাশ যুবকদের বহুসংখ্যকই আত্মসমর্পণ করেছে এ ঘটনা থেকেই উপরোক্ত

বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর বীর সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে এ মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, জনসাধারণ, রাজাকার, পুলিশ ও মুজাহিদদের সক্রিয় সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনী শত্রুকে চরম পরাজয় বরণে বাধ্য করবে।

পাকিস্তানীরা যথা সময়েই শত্রুচরদের উৎখাত করবে। পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কুক্ষিগত করার জন্যই পাকিস্তান সীমান্তে তার আক্রমণ শুরু করেছে। এ উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় বাহিনী শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের চেষ্টা করছে না, অধিকন্তু ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসামরিক নাগরিকদের ওপরও গোলাবর্ষণ করছে।

এসব সত্ত্বেও জনসাধারণের মনোবল অটুট রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারাবির নামাজ কালে মসজিদে, জনসমাগমপূর্ণ বাজার এলাকা ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে ভারতীয় চরদের বোমা নিক্ষিপের বিষয়ও গভর্ণর বর্ণনা করেন।

পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি দিন দিনই জনসাধারণের আস্থা জোরদার হচ্ছে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছে বলে গভর্ণর জানান।

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৩।	অধিকৃত বাংলাদেশ ডাঃ মালিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতি	দৈনিক পাকিস্তান ও পাক সমাচার	২০ সেপ্টেম্বর ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান
২০ সেপ্টেম্বর।

শ্রমমন্ত্রী সোলায়মান -
এ সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ থাকুন

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী জনাব এ, এস সোলায়মান জাতির এ সংকট মুহূর্তে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। গতকাল রোববার ঢাকা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী মিরপুরে এক সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় জনাব সোলায়মান বলেন যে, আমাদের বীর জনসাধারন শত্রুকে নির্মূল করে দিয়েছে। শত্রুরা পাকিস্তান ভাঙ্গতে চেয়েছিল।

তিনি বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের ত্যাগ স্বীকারের ফলশ্রুতি হলো পাকিস্তান। তাই বিশ্বের কোন জাতিই পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে পারবে না। জনগণের কল্যাণ সাধনে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্যে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। কৃষক শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি সাধনই সরকারের লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

জনাব সোলায়মান আরো বলেন, প্রথমে আমরা মুসলমান তারপর বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধু, ও পাঠান। জনসাধারনকে সতক করে দিয়ে তিনি বলেন, আমরা যদি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাই তাহলে পাকিস্তানও থাকবে না।

বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, এক্ষণে সমগ্র বিশ্বই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আসল মতলব অনুধাবন করতে পেরেছে। তাই অধিকাংশই দেশই পাকিস্তানকে জানিয়েছে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন। আর যে শত্রুরা পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছিল তারা হয়েছে নির্মূল। পাকিস্তান সঠিক পথেই রয়েছে। কোন দেশই পাকিস্তানের ক্ষতি করতে পারবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চান যে, দেশে গণতন্ত্র চালু থাক। তাই তিনি প্রদেশে বে-সামরিক গবর্ণর ও মন্ত্রীদের নিয়োগ করেছেন। প্রদেশের পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে যেতে পারে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ সেপ্টেম্বর।

কাসেম
জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টিই মন্ত্রীদের
প্রধান কর্তব্য

পিপিআই'র খবরে প্রকাশ, গবর্ণরের মন্ত্রী পরিষদের প্রবীনতম সদস্য জনাব আবুল কাসেম গতকাল রোববার ঢাকায় বলেন যে প্রকৃত ঘটনা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। জনগণের মধ্যে জন্যে তাঁর মতে কি কি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, জনাব কাসেম সে সম্পর্কে পিপিআই প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করছিলেন।

তিনি বলেন যে, আমাদের জনগণের কাছে প্রকৃত ঘটনা ব্যাখ্যা করা হলে তারা তা অনুধাবন করতে পারবে এবং এভাবেই তাদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে। তিনি বলেন যে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জান ও মাল রক্ষা এবং প্রত্যাগতদের সব রকম সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা জনগণের কাছে বলার জন্যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই প্রদেশে গণসংযোগ সফরে বের হবেন।

জনাব কাসেম বলেন যে, প্রয়োজনের সময় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা মন্ত্রী সভায় যোগ দিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, মন্ত্রীদের প্রচেষ্টা সফল করার জন্য জনগণ এগিয়ে না আসলে তারা (মন্ত্রীরা) কিছুই করতে পারবেন না।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান-
শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গত ২১ শে সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যুবসমাজ যাতে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পুরোপুরি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রশ্নটিকে যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়া হয় তবে যুব সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এবং তাদের যে লক্ষ্যস্থল সেই পাকিস্তানের আদর্শ থেকে তারা বহুদূরে সরে থাকবে।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পাকিস্তানের পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবো না।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সব ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে তিনি খুব শিগগীরই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলর ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রদানদের এক সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন। তিনি বলেন দেশের সাধারন মানুষও এই চায়।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অবশ্য এই পরিবর্তন রাতারাতিই সাধিত হবে না। এই পরিবর্তন হবে পর্যায়ক্রমে এবং দ্রুততার সাথে। রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভবপর নয় এবং তাতে করে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে আমরা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার গড়ে তুলতে পারবো আর সেই সাথে গড়ে তুলতে পারবো খাঁটি মুসলমান। তিনি বলেন, ধর্ম মানে শুধু আচার অনুষ্ঠানই নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। আমাদের রাজনীতি, শিল্প- সাহিত্য প্রভৃতি সবই অবশ্যই ইসলামের ভিত্তিতে হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের যে সহ-শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ-
সংহতি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প এবং আইন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনগণকে ঐক্য বদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিকেলে মন্ত্রী ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটে তেজগাঁও ও রমনা থানা সম্বর্ধনা কমিটি কর্তৃক তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে জনাব আখতার উদ্দিন বলেন, উপমহাদেশের এই অংশের মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হয়েছেন। হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করা একদম অসম্ভব জেনেই কায়েদে আজমের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এরই পরিণতি স্বরুপ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণ সমাজকে দেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তে তাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা অনুধাবনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আল্লাহ না করুক, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে মুসলমানরা তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

পাকিস্তানকে সকল রকম শোষণমুক্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে তিনি জনগণকে সরকারের সাথে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

পাক সমাচার
১ অক্টোবর।

জাতিসংঘের প্রতি প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী
জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার-
পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধান করুন।

ভারতের তথাকথিত আশ্রয় শিবিরে যে উদ্বাস্তু সীমাহীন দুর্দশায় তাদের দিন কাটাচ্ছে, ভারত যাতে তাদের পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয় তার নিশ্চয়তা বিধান তথা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ২৮ শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত এমএনএ জনাব মজুমদার দু মাস কাল ভারতীয় শিবিরে কাটিয়ে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উদ্বাস্তুদের জীবন-যাত্রার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তারা দারিদ্র ও ব্যাধির কবলে পড়ে অসহায় হয়ে কাতরাচ্ছেন। মৃত্যু তাদের গ্রাস করছে।

ভারতের তথাকথিত শিবিরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে জনাব মজুমদার বলেন যে, রানৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ, ছাত্র ও সাধারণ মানুষসহ সকল পাকিস্তানী উদ্বাস্তুই আজ বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা সকলেই ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ভারত তার গোপন স্বার্থ উদ্ধারকল্পে এদের ব্যবহার করেছে।

তিনি বলেন, কতিপয় উগ্রপন্থী ছাড়া এদের সকলেই আজ অবস্থার শিকার হয়েছে। এদের সকলেই নিজের দেশে স্বাধীন ও সম্মানিত নাগরিক হিসাবে পুনরায় নতুন করে জীবন শুরুর নিমিত্ত তাদের ঘরবাড়ীতে ফিরে

আসার জন্য খুবই আগ্রহী ও মরিয়া হয়ে উঠেছে কিন্তু ভারতের প্রচারণার মাধ্যমে যে সব বিদ্বেষপূর্ণ হীন প্রচারণা চলছে। তথা আরও নানা রকম বাধা সৃষ্টির দরুন তারা তাদের বাড়ী ঘরে ফিরতে পারছে না।

মন্ত্রী বলেন, তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন যে ভারত সর্বদাই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে। তিনি আরও জানান যে, হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি দু- রকম ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও তিনি দেখেছেন। তিনি নিজে স্ত্রী পুত্রসহ প্রায় দু'মাসকাল যে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন, সেটা ছাড়াও আগরতলা, বেলেনিয়া ও অন্যান্য স্থানের শিবির তিনি পরিদর্শন করে তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এসব ক্যাম্পের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন যে, এসব ক্যাম্পের অবস্থা খুবই অস্বাস্থ্যকর। লোকজনদের স্বল্প পরিসরে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে। খাদ্য সরবরাহও খুবই অনিয়মিত। চিকিৎসার অভাবে পুষ্টিহীনতার দরুন আমি নিজেই প্রতিদিন শিশুদের মরতে দেখেছি। তিনি বলেন, তবে পাকিস্তানী এমএনএদের একটা মাত্র সুবিধা দেওয়া হয়, তা হলো একটা ছোট্র ঘরে তাদের দু- তিনজনকে একটা খাটিয়ার উপর একত্রে থাকতে দেয়া হয়। অন্যদের নিজেদেরই তাদের ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

জনাব মজুমদার বলেন যে, ভারতে অবস্থানকালে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলার প্রায় ৩০ জন এমএনএ ও এমপিএ- এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এদের সকলকেই হতোদ্যম ও আতংকগ্রস্ত দেখতে পান। কলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গের অপরাপর অংশে যে সব এমএনএ ও এমপিএ অবস্থান করছেন, তাদের অবস্থাও একইরুপ। আমি সেখানে শুনেছি যে, তারাও পাকিস্তানে ফিরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সকল বাধা সৃষ্টি করছে বলে তিনি জানান।

জনাব মজুমদার বলেন যে, তিনি নিজে প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেই পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি সব সময়েই পাকিস্তানী ছিলাম, সর্বদাই পাকিস্তানী এবং কখনই পাকিস্তান বিরোধী নই। তবে গোলযোগের সময় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তথায় আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হই। তবে তথায় থাকাকালে সব সময়ই আমি সীমান্ত অতিক্রমের সুযোগ খুঁজছিলাম এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথা অপরাপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে পলায়নের প্রথম সুযোগই আমি গ্রহণ করি।

ছাত্রদের সম্পর্কে জনাব মজুমদার বলেন, তথায় বহুসংখ্যক ছাত্রের সাথেই তার সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের অনেকেই তার ছাত্র। তাদের হত্যা করা হবে এ ধরনের গুজবে আতংকগ্রস্ত হয়ে তারা ভারত গমন করে। ভারতে ছাত্রদের আশ্রয় স্থানও নেই। খাবার ব্যবস্থাও নেই। কোন রকম কাজ না করে শুধু ঘুরে বেড়ানোর কোন অধিকার তাদের নেই এধরনের তিরস্কার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অহরহই তাদের করছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করছে।

তিনি বলেন যে, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা না থাকায় তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রেনিং গ্রহনের জন্য নাম লিখাচ্ছে। ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হচ্ছে। অতঃপর তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্রীজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানমূহ বিনষ্ট করার কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাদের কাজের ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রাখে। মন্ত্রী বলেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে, এদের মধ্যে অনেকেই তাদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পুকুর ও জঙ্গলে ফেলে দিয়ে পাকিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের সফল অভিযানের কাহিনী শুনায়। এ-ভাবেই অবস্থার শিকারে এ-সব তরুণরা নিজেদের জান বাঁচাতে চেষ্টা করে।

জনাব মজুমদার পাকিস্তানে ফিরে এসে পুনরায় পড়াশুনা শুরু করার জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আবেদন জানায়। তিনি বলেন, এদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে, কারণ শিক্ষক হিসাবে আমি বহুকাল তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। নিজের দেশের সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে তারা শুধু ভারতের গোপন দুরভসন্ধি পূরণের পক্ষেই কাজে করছে। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে একদিন তারা তাদের এ ধরনের কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে।

দৈনিক পাকিস্তান
২ অক্টোবর।

আউংশুপ্রু-
প্রদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের
অভিযোগ মিথ্যা

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ আউংশুপ্রু গতকাল শুক্রবার প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নির্যাতন ও হয়রানি সংক্রান্ত ভারতীয় অভিযোগ খণ্ডন করেন। এপিপির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বারবার পুরোপুরি রক্ষার আশ্বাস এবং সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা দিয়েছে।

তিনি বলেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রদেশের পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করা। এ কাজে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আরো বেশী গুরুত্ব আরোপ করবেন। পূর্ব পাকিস্তানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের নির্যাতন সম্পর্কিত ভারতীয় প্রচারণা প্রসঙ্গে মিঃ আউংশু প্রু বলেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুগত, শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক এবং তাদের প্রতি সরকারের আচরণ খুবই চমৎকার ও উদার।

তাদের কখনো বিরক্ত করা হয়নি। সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক। মন্ত্রী বলেন, ভারত পাকিস্তানের ঐক্য নষ্ট করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারনের জন্য ভারতীয়দের কোন প্রীতি নেই। সে পাকিস্তানকে ধ্বংসের নীতি অনুসরণ করে চলছে। ভারতীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে যৌথ সম্মেলনের ব্যাপারে গভর্নর ডাঃ মালিকের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বলেন যে এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে এখনো কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সংখ্যালঘুই হোক আর যেই হোক পূর্ব পাকিস্তানের কারো জন্য ভারতের ভালবাসা নেই।

মিঃ আউংশু প্রু পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসের ভারতীয় প্রচারণাকে ডাহা মিথ্যা বলে বর্ণনা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
১৩ অক্টোবর

খুলনায় রাজস্ব মন্ত্রী
রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা

খুলন, ১১ই অক্টোবর (এপিপি)। পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গতকাল এখানে জেলা স্কুল মিলনায়তনে তিনি রাজাকারদের এক সমাবেশে ভাষণ দান করছিলেন। দুষ্কৃতিকারী ও ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য রাজাকাররা যে-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, রাজাকাররা শুধু অনুপ্রবেশকারীদের হামলাই সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেনি, তারা বেশ কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় ছাপমারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ ভাষণ দানকালে ঘোষণা করেন যে, দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হামলার যেকোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের পেছনে আমাদের সাহসী জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

এর পূর্বে সমাবেশে ভাষণ দানকালে খুলনায় ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা রাজাকার কমাণ্ডার খুলনায় রাজাকারদের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজস্ব মন্ত্রী আজম খান কমার্শিয়াল কলেজ মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক সভায়ও ভাষণ দেন।

তিনি ছাত্রদের পড়াশুনায় মনোযোগ দানের আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রদের নিকট পাকিস্তান আন্দোলন পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। সীমান্তের অপর পারে চলে যাওয়া ছাত্রদের দেশে ফিরে এসে জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহনেরও আহ্বান জানান।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ অক্টোবর।

অর্থমন্ত্রী আবুল কাসেমের বেতার ভাষণ
উদ্বাস্তুদের প্রতি স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেম গত শনিবার প্রদেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে এক ভাষণদান করেন। নিম্নে তার পূর্ণ বিবরন দেয়া হলোঃ

"জাতীয় জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। এমন সংকটকালে মন্ত্রীসভায় যোগদান করে যে দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর ও দুর্বহ। দেশের বর্তমান পরিস্থির কথা বিবেচনা করেই এ গুরভার কাঁধে নিয়েছি। কারণ এটিকে জাতীয় ও মানবিক কর্তব্য বলেই মনে করেছি। বহিঃশত্রুর চক্রান্তে যখন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, জনজীবন বিপর্যস্ত, প্রতিটি মানুষ দিশেহারা তখন শুধুমাত্র নীরব, নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করাকে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করারই সামিল বলে গণ্য করেছি।

তাই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর। একটি বিদেশী শক্তির চক্রান্তের ফলে প্রদেশে হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পদ নাশের যে নারকীয় বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হওয়ার হওয়ার উপক্রম হয় এবং পরিস্থিতি সামরিক হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে।

রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোর অশুভ তৎপরতা তখন প্রদেশময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলোকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলো তাদের কৃত পাপের দায়িত্ব নিরপরাধ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। মানুষ তখন একান্ত অসহায়, বিমূঢ়, হতবাক ও দিশেহারা। তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তাদের এমন অসহায় অবস্থায় আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি।

আমরা এগিয়ে এলাম। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। শান্তি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হলো। অচিরেই তা সারা প্রদেশে সম্প্রসারিত হয়। আতংকগ্রস্ত ভেঙ্গে পড়া মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসতে লাগলো। ছেড়ে যাওয়া বাড়িঘরে তারা ফিরে এলো। অনেকটা আস্থা ও স্বস্তির ভাব তারা ফিরে পেলো। খোদার দরবারে অশেষ শুকরিয়া, সমগ্র প্রদেশের মানুষ যখন হাহাকার করছে সেই মহাসংকটের দিনে আমরা এগিয়ে এসে অন্ততঃ কিছু জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছি।

মাসুম মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার যে সংকল্প গ্রহণ করেছি আল্লাহতা'য়ালা তা রক্ষার জন্য যেন তওফিক দান করেন।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঘৃণ্য কারসাজিতে দেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে সে মারণ আঘাত হানতে উদ্যত। সর্বশক্তিতে এবং সর্বস্ব পণ করে প্রতিহত করতে হবে। পাকিস্তান আমাদের সে বাঁচালে আমরা বাঁচবো জাতি হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবো।

আমাদের ঈমান-আমান, সুখ-সমৃদ্ধি সবই পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আজকের সংগ্রাম হবে পাকিস্তানকে রক্ষা করার সংগ্রাম, পাকিস্তানবিরোধী চক্রান্তকে বানচাল করে দেয়ার সংগ্রাম। এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, এই গরীব দেশের মানুষের শ্রমে, অর্থে ও রক্তে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তিল তিল করেযে সম্পদ গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ প্রদেশের মানুষকেই বঞ্চিত করা, তাদের এবং ভাবী বংশধরদের চরম, সর্বনাশ সাধন করা।

পরের উস্কানীতে নিজের ঘরে কি কেউ আগুন লাগায়। নিজেদের ঘরে আগুন দেওয়ার খেলায় যারা মত্ত হয়ে উঠেছে তারা কি এর পরিণাম একবারও ভেবে দেখবে না। দেশের শিল্পবাণিজ্য, রেল, স্টীমার, বাস-ট্রাক, স্টীমার-লঞ্চ, সড়ক, সেতু ইত্যাদি সম্পদ আপনাদের অর্থে ও কল্যাণেই গড়ে উঠেছে। এগুলো যারা ধ্বংস করে দিচ্ছে তারা আপনাদেরই সর্বনাশ সাধন করছে। আবার এগুলো গড়ে তুলতে কত শ্রম, ও সময়ের দরকার হবে। আর সে অর্থ আসবেই বা কোথা থেকে। এদেশের কোটি কোটি অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষকেই তো সে অর্থ যোগাতে হবে। চক্রান্তপরায়ণ প্রতিবেশীর প্রচারণায় ও মিথ্যা স্তোক বাক্যে বিভ্রান্ত হয়ে যারা আত্মঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তারা কি একবার ভেবে দেখবে না যে, এসব কার্য দ্বরা তারা কার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করছে আর কাদের ধ্বংস ও বিনাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল করে দিয়ে প্রদেশের সর্বত্র খাদ্যশস্য পৌঁছানো ব্যাহত করার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যারা এসব নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে অথবা যারা তাদের কাজে সাহায্য করেছে তারা প্রদেশের জনগণের কল্যাণকারী নয়, তারা তাদের পরম শত্রু। এরা গণদুশমন, এরা মানবতার শত্রু। দেশের অস্তিত্বের মূলে এরা আঘাত হানছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

প্রদেশে দারিদ্র্য ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাতে প্রদেশের গোটা জনসমষ্টিই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে। তাই আসুন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই সব গণদুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। বিভ্রান্ত হয়ে যারা এদেশ ছেড়ে শত্রু দেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আবেদন, আপনারা আপনাদের নিজেদের হাতে গড়া পাকিস্তানের পাক ভূমিতে নির্ভয়ে ফিরে আসব এবং পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

এদেশ আপনাদেরই এদেশ সসম্মানে বাস করার আপনাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সে অধিকার কেউ হরণ করে নিতে পারবে না। আমি নিশ্চিত আশ্বাস দান করছি। আপনাদের আশংকার কোন কারণ নেই। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসন করা হবে। যারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তাঁদের জীবন-ধারণের ব্যবস্থা করা হবে। পরভূমে পরপ্রত্যাশী হয়ে বহু দুঃখে, বহু বিড়ম্বনায় আপনারা দিন অতিবাহিত করেছেন । কিন্তু মন আপনাদের পড়ে আছে ফেলে যাওয়া পাকিস্তানের প্রিয়তম বাস্তুভিটার উপর। আপনাদের বাস্তুভূমি আপনাদের গৃহাঙ্গন হাতছানি দিয়ে আপনাদের ডাকছে-আপনারা ফিরে আসুন। আপনাদের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি। আপনারা ফিরে এলে সব সমস্যার সমাধান আমরা একত্রে বসে করতে পারবো। দুষ্কৃতকারীদের রোষানলের শিকার হয়ে আপনাদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত নিরপরাধ ব্যক্তিদের এবং সর্বহারাদের পুনর্বাসনের নানাবিধ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

আপনাদের স্বাভাবিক জীবনধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েই আমরা মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছি। পরম নিষ্ঠার সাথে এ সংকল্প আমরা পালন করে যাব। এ ব্যাপারে আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাদে সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। হতাশা বর্জন করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ বিশ্বাস আপনাদের রাখতেই হবে যে, দুর্যোগের অবসান ঘটবেই জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন।

সুদিন আবার আসবে। বিধ্বস্ত গৃহের আঙ্গিনা আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠবে। এ সবগুলোই নির্ভর করেছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তায়। সুখি ও শক্তিশালী পাকিস্তান আপনার সুখ ও শক্তির উৎস। অখণ্ড পাকিস্তানই আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যে আমরা সবাই যদি অবিচল থাকতে পারি তাহলে দুশমন রাষ্ট্রের শত্রু শক্তিগুলো আপনা থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। সকল দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে যাবে। শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে সকল অচলাবস্থার অবসান ঘটবে। জীবন আবার গতিময় হয়ে উঠবে। আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবিলা করি এবং পাকিস্তানকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন শপথ গ্রহণ করি।

আল্লাহ আমাদের সহায়ক হবেন''।

দৈনিক পাকিস্তান
২০ অক্টোবর।

শিক্ষামন্ত্রীর বেতার ভাষণ
ছাত্রদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান

প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান গতকাল মঙ্গলবার সীমান্তের ওপারে বা এপারে ছাত্র সমাজের প্রতি নির্ভয়ে দেশে ফিরে এসে তাদের শিক্ষা জীবন শুরুর আকুল আবেদন জানিয়েছেন। এপিপির খবরে প্রকাশ, এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট যে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের শুভেচ্ছারই প্রমাণ বহন করছে।

তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে যারা শত্রুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, শিক্ষা জীবনে তাদের পুনর্বাসন করাই আমাদের কর্তব্য । তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে সব ছাত্রই নির্দোষ। তাদের সকল অপকর্মের জন্য বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী।

বর্তমান সরকার এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি উল্লেখকরেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে ছাত্রদের যাতে একটা বছর নষ্ট করতে না হয়, তার জন্য কিছু করা যায় কিনা সরকার তা বিবেচনা করে দেখছে।

দৈনিক পাকিস্তান
২২ অক্টোবর।

সিলেটের গ্রামে আইনমন্ত্রী
দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য
জনগণ ভোট দেয়নি

মৌলবী বাজার, ১৯ শে অক্টোবর।-আইন ও পার্লামেন্টারী মন্ত্রী জনাব জসীম উদ্দিন আহমেদ রাজনগর থানা ট্রেনিং ও উন্নয়ন কেন্দ্রে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জনগণ বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৬ দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দিয়েছেন। ভারতের সাহায্যে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নয়।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে তিনি নয়া শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন নয়া শাসনতন্ত্রে জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে।

আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন তাঁর দলেরও দাবী এবং দলীয় প্রধান জনাব নূরুল আমিন শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে আট দফা দাবী পেশ করেছেন। মন্ত্রী বানারাইতে তাঁর গ্রামের বাড়ী যান এবং পারিবারিক গোরস্তানে ফাতেহা পাঠ করেন।

তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর হাত শক্তিশালী করার জন্য তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

দৈনিক পাকিস্তান
২২ অক্টোবর।

কুষ্টিয়া গ্রামে নওয়াজেশ আহমেদ
ভারতীয় প্রচারণায় কর্ণপাত না করার আহ্বান

আলমডাঙ্গা, (কুষ্টিয়া) ২০ শে অক্টোবর।-খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব নওয়াজেশ আহমেদ যে সকল উদ্বাস্তু এখনো সীমান্তের অপর পারে রয়েছেন। তাদের সত্বর ফিরে এসে পাকিস্তানের প্রকৃত নাগরিকের মতো স্বাভাবিক জীবন শুরু করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী চার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা সফর উপলক্ষে ঢাকা থেকে এখানে এসে এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব নওয়াজেশ আহমেদ বলেন যে সরকার ইতিমধ্যেই প্রত্যাবর্তনকারীদের বাড়ী-ঘরে ত্বরিত পুনর্বাসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, তারা এখানে পুরোপুরি নিরাপদে থাকবেন। তিনি তাঁদের সীমান্তের ওপারের অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণায় কর্ণপাত না করার উপদেশ দেন।

মন্ত্রী ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাসে যোগদান এবং পাকিস্তানের খাঁটি দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাদের উপকারের জন্যই সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানের ছুটি বাতিল করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২৭ অক্টোবর।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তথ্যমন্ত্রী
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর
পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান

কুমিল্লা, ২৬ শে অক্টোবর।-পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জনাব মুজিবুর রহমান বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জনদত গঠন করে ভারতীয় হামলার মুখে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি স্থানীয় টাউন হলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মন্ত্রী বর্তমানে সংকটের সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরার ক্ষেত্রে শিক্ষাবীদদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

জনাব রহমান আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গাফফার খান ও গান্ধীর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন। তিনি বলে ন যে ভারতের বর্তমান ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানিদের জনগণের প্রতি সহানুভূতি থেকে উদ্ভূত নয় বরং পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

শ্রমমন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মানের আহ্বান
দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য তৎপর হতে হবে

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মান সকল রকমের ভারতীয় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতার বিরূদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের প্রতি গত ২৪ শে অক্টোবর আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকেরা আমাদের শত্রুদের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করছে।

টাঙ্গাইলে সমাজের বিভিন্নস্তরের লোক ও শান্তি কমিটি কর্মীদের এক সমাবেশে তিনি ভাষণদানকালে উক্ত মন্তব্য করেন।

জনাব সোলায়মান দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সবাইকে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক তৎপরতার গতি অব্যাহত রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং জনগনকে স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে দিতে হবে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দেওয়া হলে তাতে শত্রুদের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে।

মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন

মন্ত্রী জনাব এ, এস, এম সোলায়মান পাকিস্তানের জন্য বাঁচা ও পাকিস্তানের জন্য মরার জন্য জনগনের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছে।

নারায়নগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যের বাজারে এক বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব সোলায়মান তার ভাষণে বলেন, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ আর কিছুই হতে পারে না। তিনি ঘোষণা করেন যে, বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকল দেশপ্রেমিক নাগরিক আজ ঐক্যবদ্ধ।

জনাব সোলায়মান তার নিজ থানা সফরে গেলে তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দেশ বিভাগের আগে কিংবা পরে জনাব সোলায়মানই হচ্ছে নারায়নগঞ্জ মহকুমা থেকে নিযুক্ত প্রথম মন্ত্রী।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

চট্টগ্রামে অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেমর আশ্বাস
প্রতি ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার থাকবে

প্রদেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপের যে সকল বিক্ষপ্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাশ না হওয়ার জন্য প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেম জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সরকার নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে আয়োজিত বিভিন্ন স্তরের লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন. বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার রাজাকারকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে । ট্রেনিং শেষে এদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে প্রতি ইউনিয়নে নিয়োগ করা হবে । রাজাকারদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে এক লাখে উন্নীত করা হবে । প্রতি ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজাকার থাকবে । এ ছাড়া রয়েছে পুলিশ বাহিনী । ইতিমধ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসছে । তিনি বলেন, বেসামরিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনমনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা । ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হবে।

সীমান্ত অতিক্রম করে যে সকল যুবক ভারতে চলে গেছে তাদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় মিথ্যে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অপর পারে গিয়ে তারা যে ব্যবহার পেয়েছে এবং যে অশেষ দুর্গতি পুইয়েছে তাতে তাদের ভ্রান্তি কেটে গেছে । এখন উচিত স্বদেশে তাদের প্রত্যাবর্তন করা । তারা আমাদেরই ছেলে । তারা রাগ করে পালিয়ে গেছে । আমরা তাদের মাফ করে দিয়েছি । তিনি প্রশ্ন করে বলেন, কেন আপনারা আপনাদের ভাইকে হত্যা করবেন ?

একজন মোহাজের বক্তার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, মোহাজেরদের প্রতি এখানে যা ঘটে গেল একজন বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে তিনি তার জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত । এতিম, বিধবা ও অভিভাবকহীন মোহাজের পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ।

এ ছাড়া গত গোলযোগে স্থানীয় যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকার তাদের পুনর্বাসন সহায়তা করবেন । মোট কথা ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি লোকের পুনর্বাসনের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে । এ কাজ সম্পন্ন হলেই এর বাস্তবায়নে হাত দেওয়া হবে ।

মন্ত্রী বলেন, যখন কোন দুর্যোগ আসে তখন ভাল ও মন্দ সকল লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সেরুপভাবে গত গোলযোগে পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন লোক নেই যিনি কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি । তিনি বলেন, আমরা অনেক ভুল করেছি । এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে । এখান আমাদের উচিত সবকিছু ভুলে যাওয়া ।

পাক- ভারত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রণহুংকারের কাছে পাকিস্তান নতি স্বীকার করবে না । আমরা জানি কি করে যুদ্ধ করতে হয় । শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে আল্লাহ মুসলমানদের সহায় হবেন ইসলামের ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে ।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর ।

সাহায্য মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের আবেদন
দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে

সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সম্প্রতি চট্টগ্রামে বলেন যে, রাজনৈতিক গোলযোগে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সর্বাত্মক স্কীম তৈরি করা হচ্ছে ।

জেলা কাউন্সিল হলে চট্টগ্রাম পৌরসভা ও শহর কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে তিনি বলেন যে, জনগণের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থোকে যাতে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে জন্যই দেশের এই অত্যন্ত সংকটকালে তিনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছন ।

মন্ত্রী মানসিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, অতীতের বিরোধ ভুলে গিয়ে আমাদের দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত । তিনি বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যে আদর্শের উপর পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের সমাজব্যবস্থা পুনরায় পুনর্গঠন করা যেতে পারে ।

প্রাদেশিক রিলিফ ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জারিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে জাতিসংঘের নীতি কার্যকরী করার জন্য তিনি জাতিসংঘের প্রতিও আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, যদি জাতিসংঘ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে এর পরিণতির দায়িত্ব তাদেরও গ্রহণ করতে হবে।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দল হতে নির্বাচিত সদস্য অধ্যাপক হক বলেন যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে ৬ দফা অথবা স্বায়ত্তশাসনের দাবীতেই ভোট দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতার দাবী করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনের সময়কার আমেরিকার অবস্থার উদাহরণ দিয়ে বলেন, বিদ্রোহী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেণ্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশত্যাগকারীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত এই দেশত্যাগীর সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে বলছে।

মন্ত্রী উপস্থিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাদের ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার আহ্বান জানান। কারণ তার মতে, জাতীয় আদর্শের প্রতি উদাসীনতাই আজকের সংকটের কারণ।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রেজাউল করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পাক সমাচার
২৯ অক্টোবর।

বরিশালে শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশে
শিল্পমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দিনের আহ্বান

প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার জন্যে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় এজেণ্টদের ঘৃণ্য তৎপরতা তৎপরতা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার দলীয় কর্মী ও শান্তি কমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবহনে সংকট দূরীকরণের ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আখতারউদ্দীন আহমদ বলেন যে, প্রদেশের পরিবহন সংকট দূরীকরণের জন্য শিগগিরই ট্রাক ও কোস্টারের আরো চালান এসে পৌঁছাবে।

সম্প্রতি স্থানীয় বণিক সমিতিতে ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন যে, নতুন চালানে ৯০০ ট্রাকও জাপানী কোষ্টারসমূহও এসে পৌঁছাবে। আরও আমেরিকান কোষ্টার ও ক্ষুদ্র নৌযান পূর্ব পাকিস্তানে আসার পথে রয়েছে। এগুলো সরকার চার্টার করেছে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের ট্রাক খরিদ করার আহ্বান জানান। এসব ট্রাক কিস্তির ভিত্তিতে খরিদ করা যাবে। ব্যবসায়ীরা কোষ্টরসমূহও খরিদ করতে পারবেন বলে মন্ত্রী জানান।

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্যও জনাব আহমদ ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন । এসব শিল্প প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

শিল্প বাণিজ্য খাত বর্তমানে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, তার উল্লেখকরে মন্ত্রী এ মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, সেসব অসুবিধা দূরীকরণে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থ গ্রহণ করেছেন ।

দৈনিক পাকিস্তান
১২ নভেম্বর ।

নান্দাইলে পূর্তমন্ত্রী
ভারতের দ্বিমুখী হামলার বিপদ
সম্পর্কে সচেতন থাকার আহ্বান

নান্দাইল (ময়মনসিংহ), ১১ই নভেম্বর, (এপিপি)।-পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ মন্ত্রী জনাব এ, কে মোশাররফ হোসেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিমুখী আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে পুরো সচেতন থেকে নিজেদের প্রস্তুত থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । গত সোমবার এখানে তিনি তিন মাইল দূরবর্তী নান্দাইল রেলস্টেশনে এক বিরাট জনসভায় মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন । মন্ত্রী বলেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হামলা ছাড়াও আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালাচ্ছে । মন্ত্রী জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ হামলার চেয়ে বেশী শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার আহ্বান জানান ।

তিনি বলেন, বর্তমান সংকটে পাকিস্তান আরো শক্তিশালী হয়েছে ও একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান
৩০ নভেম্বর ।

জনগণের উদ্দেশে মাওলানা ইসহাক
সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান

শাহজাদপুর (পাবনা), ২৯ শে নভেম্বর (এপিপি)।-পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র বিভাগের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বৈদেশিক হামলাকারীদের উৎখাতের ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানান ।

গতকাল স্থানীয় থানা উন্নয়নে কেন্দ্রে সমাজের বিভিন্ন স্তরে লোক ও সরকারী অফিসারদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন, জনগণকে একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার দিকে তীব্র নজর রাখতে হবে, তেমনি আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুদের উৎখাতের ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করতে হবে ।

তিনি বলেন, ইসলামের অনুশাসন মোতাবেক আমাদের জীবন ধারা গড়ে তুলতে হবে । মন্ত্রী বলেন, আমাদের মধ্যকার আঞ্চলিক সংকীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমান হিসেবে আমাদের সংস্কৃতি যে এক, তা অনুধাবন করতে হবে এবং আমরা একত্রে বসবাস করতে চাই-এই দৃঢ় সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৪। নিলাম সাহায্য লাইসেন্স ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কয়েকটি সরকারী ঘোষণা	সরকারী দলিলপত্র জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পেট্রল ও ডিজেল তৈল ফ্রি সেল করা হইয়াছে, পেট্রল ও ডিজেল তৈল কিনতে কোন পারমিট লাগিবে না।

ঘরবাড়ি মেরামত ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবিদের খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দরখাস্তের ফরম নিজ নিজ মহল্লার পিস কমিটির মেম্বারগণের নিকট পাওয়া যাইবে।

আগামী ২৮ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সুইহারি রাইস মিলে অনুমান ২০০ মণ চাউল প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় হইবে।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, দিনাজপুর টাউনে প্রত্যেক বাড়িঘর, দোকান প্রভৃতির সম্মুখ ও আশপাশ হইতে জঙ্গল ও আর্বজনা যেন অবিলম্বে পরিষ্কার করান হয়। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা করা হইবে। বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি স্থানের সম্মুখে কিংবা আশেপাশে অপরিষ্কার পাওয়া গেলে সেই স্থানের মালিককে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ১০০ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হইবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, আগামী ২৮শে সেপ্টম্বর বেলা ১১ টায় কতোয়ালী থানায় মালিকবিহীন তিনটি ট্রাক, একটি বাস, একটি জিপ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, যাহারা গোলযোগের জন্য সময়মত মটরবাস ইত্যাদির লাইসেন্স, রুট পারমিট করিতে পারে নাই বা লাইসেন্স ও রুট পারমিট খোয়া গিয়াছে, তাদেরকে লাইসেন্স ও রুট পারমিট (এর জন্য) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্য দরখাস্ত করিতে বলা যাইতেছে।

প্রত্যহ রাত ১১ টা হইতে সকাল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকিবে।

বাই অর্ডার-
এম, এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর
তারিখঃ ২৪-৯-৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫। নিহত রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পরিবারের জন্য গম বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি	সরকারী দলিলপত্র	২ অক্টোবর, ১৯৭১

Government of East Pakistan

Office of the Deputy Commissioner, Jessore.

Memo No. (4) Dated, Jessore Oct/71.

From : Mr. Taqul Haq,

Addl, Dy. Commissioner (G)

Jessore.

To:The Sub-Divisional Officer

Sardar /Jhenidah /Magura /Narail.

Sub: Allotment of G. R. wheat for the families of the deceased Rajakars and peace Committee members.

It has been decided that families of Razakars and members of peace Committees who were killed by miscreants should be provided with G. R. wheat as a measure of assistance to the ....families. For this purpose, a separate quota of 100 mounds of G. R. wheat are allotted to the different subdivisions as below. Distribution should be made through Master Roll at prescribed rate i. e. 3 seers per adult per week and one and a half seers per minor per week and proper account should be maintained for audit.

S. D. O...Sadar	400maunds.
S. D. O...Jhenidah	200 “
S. D. O...Magura	200 “
S. D. O.. Narail	200 “

	1000 maunds

(Tazul Haq)

Sd/Addl. Deputy Commissioner (Genl)

Jessore .

Memo No. VI/21/71/104/(4) /i(6)RR dated 2/ 10/ 71

Copy forwarded to:-

1) ASMLA. Jessore. This has reference to his discussion with the under signed the other day in presence of the President, Dist. peace Committee, Jessore in my chamber.

2) District Controller, Jessore for taking necessary action with reference to G. O. No. Sec-II\1597-FR dated 23-9-71.
3) President, District Peace Committee, Jessore with reference to his discussion with the undersigned the office day.
4) Chairman, Sub-Dibisional Peace Committee Sadar\Jhenidah Magura\ Narail for necessary action.
5) Chairman, Jessore Town Peace Committee for necessary action.
6) District Adjutant of Rajakars, Jessore for necessary action.

T. Haq
2-10- 71
Addl Deputy Commissioner (Genl)
Jessore

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬। ৯৪ নং সামরিক বিধি জারি	পাকিস্তান অবজারভার	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

TEXT OF MLR 94

The following is the text of the MLR No. 9

1. This regulation shall come into force on the 10th day of October 1971 and shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

2. In this regulation unless there is anything repugnant in the subject or context ``political party" includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion of indulging in any other political activity.

3. No political party or person shall propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the ideology or the integrity or the security of Pakistan or prejudicial to any of the principles enunciated in article 20 of the Legal Framework order.1970 (P.O No. 2 of 1970)

4. No political party or any person in the course of political activity shall:

(a) Use force, violence, intimidation, or threats of injury or offer monetary gains in propagating of for securing support for any views.
(b) In any manner cause injury or damage to any person or property.
(c) Interfere in the operation or the functioning of the public Services, corporations or institutions set up by or under any law.
(d) Seduce, or attempt to seduce from his allegiance or his duty any public servant or any person serving in any corporation or any other institution set up by r under any law.
(e) In any manner, interfere with or cause disruption in the functioning of educational institutions.
(f) Subject any unit of the news media including newspaper offices and presses to pressure of any kind direct or indirect in performance of its functions or prevent it from projecting its views.
(g) In any manner interfere with the functioning or transgress the limits of decent and fair criticism of any other political party or its members, or
(h) In any manner cause obstruction in or hinder or propagate against the holding of by-elections to the National Assembly or a provincial Assembly.

5. (1) For the purpose of enabling the Deputy Commissioner or an officer authorized by him in this behalf to take suitable steps for the avoidance of any clash of programmers of and consequent inconvenience to the different parties in the holding of public

meetings or taking out of processions of a political nature. Any person who intends to hold such a meeting or take out such a procession shall give reasonable notice of his intention in writing to the Deputy Commissioner or the officer so authorized specifying the date on which and the time and place at which such meeting is proposed to be held and the route through which such procession is proposed to be taken out.

(2) If the Deputy Commissioner or the officers authorized as aforesaid receives notices under sub- paragraph (I) of more than one such meeting or procession to be held or taken out in the same place or area on the same date he shall after such consultation with the parties concerned as he deems necessary so arrange the progrmme of the several meetings and processions as to avoid any clash or programme of and consequent in convenience to the parties.

(3) No public meeting or procession of a political nature shall be held or taken out except after giving a notice under sub- paragraph (1) and where a programme has been arranged under sub- paragraph (1) except in accordance with the programme so arranged.

6. No person shall attend a public meeting or join a procession of a political nature armed with deadly weapons or instruments which can be used as a weapon of offence or carry any article which can be used for causing injury or damage to any person or property.

7. (a) No person while speaking at a public meeting shall-

(b) Make any statement calculated to produce feelings of enmity or hatred between people of different regions, communities, races, castes, sects, tribes, or between people professing different religions or,

(c) Make any statement calculate to excite people to violence.

8. No person joining a procession of a political nature or a demonstration shall carry a placard or poster or raise a slogan:

(a) Which is calculated to create hatred against any religion, community, race class, sect or tribe or between people of different regions or,

(b) Which is calculated to incite the people to violence or cause damage to any property.

9. No person shall in any manner obstruct or disturb or cause to be obstructed or disturbed.

A Public meeting or a procession of a political nature held or taken out by any person or a political party.

10. No person shall be a member of officer bearer of a political party or hold a public meeting or take out a procession of political nature if he:

(a) has been convicted of an offence other an offence of a political nature and sentenced by any court of law to transportation or to imprisonment unless ap period of five years has elapsed since his release since his release, or

(b) has been removed or dismissed from the service of Pakistan or service of any corporation set up by or under any law unless a period of three years has elapsed from the date of his removal or dismissal from such service.

11. Martial Law Regulation No. 76 issued by the Chief Martial Law Administrator is here/by cancelled.

12. Whoever contravene any of the provisions of this regulation shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years or with five or with both.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৭। জনসাধারণের উদ্দেশে কয়েকটি সরকারী ঘোষণা (সাহায্য, নিলাম, উপনির্বাচন)	জনসংযোগ বিভাগ দিনাজপুর	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

তারিখঃ ১৪অক্টোবর, ১৯৭১

আগামী ১৮ই অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় এসডিও সাহেবের বাড়ীর নিকট রিলিফ গোডাউনের সম্মুখে অনেকগুলো জিনিস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

জিনিসের নামঃ রেডডও, হ্যাজাক লাইট, স্টোভ, টেবিল ও দেওয়াল ঘড়ি, গ্রামোফোন, রিফ্রেজারেটর, মোটরসাইকেল ইত্যাদি। বিস্তারিত বিরণ রিলিফ অফিসে পাইবেন।

দিনাজপুর জেলায় জাতীয় পরিষদসমূহের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নিকট হইতে নমিনেশন পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের তারিখ ২০ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার বাছাই করার তারিখ ২২ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর।

প্রদেশিক পরিষদসমূহের উপনির্বাচনের জন্য নমিনেশন পেপার গ্রহণ করা হইবে ২১ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার বাছাই করা হইবে ২৩ শে অক্টোবর, নমিনেশন পেপার প্রত্যোহার করার শেষ তারিখ ২৮ অক্টোবর।

বাড়ীঘর মেরামতের খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার দরখাস্তের ফরম যাহারা এখনও জমা দেন নাই, তাহারা যেন ১৫ অক্টোবর মধ্যে টাউন হলের পার্শব পিস কমিটির অফিসে অবিলম্বে জমা দেন।

প্রত্যক রাত ১২ টা পর্যন্ত কারফিউ বলৎ থাকিবে।

বাই অর্ডার -
এম, এল এডমিনিস্ট্রেটর
দিনাজপুর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০। রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজীর আহ্বান	দৈনিক পাকিস্তান	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজী - রাজাকারদের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবায় আহ্বান

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিনায়ক ও 'খ' অঞ্চলে সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী গতকাল মঙ্গলবার রাজাকারদের প্রতি শৃংঙ্খলা ও জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার গুণাবলী অর্জনের আহ্বান জানান। এপিপির খবরে প্রকাশ, জেনারেল নিয়াজী পাবনায় রাজাকারদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এতে শান্তি কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জেনারেল নিয়াজী স্থানীয় ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকারদের পরিদর্শন করেন। জিওসি তার সাথে ছিলেন। জেনারেল রাজাকারদের বলেন যে, তাদেরক দেশ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব মহান সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন যে, এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য গভীর শৃংঙ্খলাবোধ ও আর্দশের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার প্রয়োজন। জেঃ নিয়াজী বলেন যে, পাকিস্তান রক্ষা করা প্রকৃতভাবে তাদের নিজেদের বাড়ীঘর রক্ষার সামীল। তিনি বলেন যে, মানুষের জন্য মৃত্যু অনিবার্য। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছে গৌরবমণ্ডিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা তার সমস্ত পাপ মুছে যায় এবং সে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়। এর আগে পাবনায় পৌঁছালে এক বিরাট উৎফুল্ল জনতা জেঃ নিয়াজীকে সংবর্ধনা জানায়। পরে তিনি রাজশাহী যান। সেখানে তিনি ছাত্র ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা করেন। রাজশাহী সমাবেশে ভাষণদানকালে জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, অভ্যন্তরীন গোলযোগ বা দেশদ্রোহীদের চক্রান্তের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়া ছাড়া মুসলমানেরা ইতিহাসে আর কখনো পরাজয় বরণ করেনি।

তিনি ভাষাগত ও সংকীর্ণ সংস্কারের উস্কানি দিয়ে জনসাধারণের মধ্য বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেণ্ট যে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, যারা ফিরে এসেছে তাদের সবাই ক্ষমা ও পুনর্বাসন করা হয়েছে।

তিনি দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি শত্রুর ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নস্যাৎ করে জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে বোঝানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, যেকোন ঘরোয়া বিরোধ থাকলে তাতে প্রতিবেশীদের অযথা হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে ঘরের মধ্যেই তা সমাধান করা উচিত। পুল উড়িয়ে দিয়ে খাদ্যশস্য পরিবহনে বা শিল্প উৎপাদনে বাধা দিয়ে যারা সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তাদের সনাক্ত ও নির্মূল করার জন্য তিনি জনসাধারণের আহ্বান জানান। জেঃ নিয়াজী ভাষণের পূর্ব স্থানীয় জনগণ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করেন।

তারা মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জনেরও শপথ গ্রহণ করে। সবার শেষে জেঃ নিয়াজী গাড়ীতে রাজশাহী বাজারের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সেনাবাহিনীর সদর দফতরে যান। সেখানে তাকে রাজশাহী জেলার সীমান্ত এলাকা থেকে সম্প্রতি উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমান অস্ত্র, গোলাবারুদ, ও বিস্ফোরক দ্রব্য দেখানো হয়।

স্থানীয় কমাণ্ডার জেঃ নিয়াজীকে জানান যে, বর্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুস্কৃতিকারীদের তৎপরতা ক্রমশঃ কমে আসছে। জেঃ নিয়াজী সৈন্যদের পরিদর্শন করেন এবং তাদের সাথে ঘরোয়াভাবে আলাপ করে। তিনি দেশ রক্ষার জন্য তাদের পুরোপুরি প্রস্তুত ও তাদের উচ্চ মনোবল লক্ষ্য করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৯। ডোমারে জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

ডোমারে জেনারেল নিয়াজী -
ভারত প্রদেশবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষীর
হতে পারে না

পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী বলেছেন, যে ভারত প্রতিদিন আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করে বহু নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করছে সে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না । এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, জেনারেল নিয়াজী গতকাল রংপুর জেলার নীলফামারীর উত্তরে ডোমারে শান্তি কমিটির সদস্যদের এক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন ।

তিনি ঐ এলাকায় একদিনের সফর করেন । জেনারেল নিয়াজী রংপুর এবং লালমনিরহাটও সফর করেন। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন । জেনারেল নিয়াজী স্বাধীনতা- পূর্বকালে হিন্দু শাসনাধীনে উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ভারত আবারও এই প্রদেশকে তার পদানত করার চেষ্টা চালাচ্ছে ।

তিনি ভারতের দুরভিসন্ধি সতর্ক থাকার জন্য জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং মুসলিম জাতি হিসেবে স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানান । তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, দাসত্বের জীবনযাপনের চেয়ে মাতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ অনেক সম্মানজনক । ভারতের কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতির উল্লেখ করে জেনারেল নিয়াজী বলেন, একদিকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্যে দরদ দেখিয়ে গর্ববোধ করছে, অপরদিকে আমাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর উপর প্রতিদিন অবিরাম গোলাবর্ষণ করে বহু নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করছে । তিনি আরো বলেন যে, ভারত অন্তর্ঘাতীদের ট্রেনিংদান ও অস্ত্রসজ্জিত করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই লাভ করছে না ।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই অংশের জনগণের জন্য ভারতের সমবেদনা দেখানোর কি এটাই পন্থা? জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের শত্রুদের বিতাড়নে রংপুর জেলার জনগণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন । এ ব্যাপারে তিনি রাজাকারদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখকরে বলেন যে, রাজাকাররা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য মূল্যবান সেবা করে যাচ্ছে । তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমান ইসলাম ও তাঁর মাতৃভূমির জন্য একজন নিবেদিত মুজাহিদ ।

এর আগে সেখানকার স্থানীয় কমাণ্ডার রাজাকার আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর তৎপরতার কথা জেনারেল নিয়াজীকে জানান । এরাও স্বতন্ত্রভাবে এবং নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে । স্থানীয় কমাণ্ডার জেনারেলকে জানান যে, প্রধানতঃ রাজাকারদের সদা জাগ্রত থাকার দরুনই এই এলাকায় ভারতীয় চরেরা একটিও সেতু অথবা কালভার্ট ধ্বংস করতে পারেনি । সম্প্রতি ভারতীয় চরদের সঙ্গে সৈন্য ও রাজাকারদের বিভিন্ন সংঘর্ষে যেসব অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকদ্রব্য আটক করা হয় জেনারেল নিয়াজী তাও দেখেন । জেনারেল মোটরযোগে ডোমার ও লালমনির হাটেও যান । সেখানে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ জনতা জেনারেলকে দেশাত্ববোধক ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায় ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০০। সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ৪ জন অধ্যাপকের দণ্ড ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ নভেম্বর, ১৯৭

চারজন প্রফেসর দণ্ডিত

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সামরিক বিধির অধীনে আনীত অভিযোগসমূহের জবাবদানের জন্য তাদেরকে গত ৮ ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ৬ নম্বর সেক্টরের এসএমএলএ-র আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দণ্ডিত প্রফেসরগণ হচ্ছেনঃ

১। প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। প্রফেসর সারোয়ার মুরশেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০১। ১৩ জন সি, এস, পিসহ ৫৫ জন অফিসারকে দণ্ড ঘোষণা	দৈনিক পাকিস্তান	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

সামরিক আদালতে -

১৩ জন সিএসপিসহ ৫৫ জন

অফিসার দণ্ডিত

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালত পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ১৩ জন সিএসপি অফিসারকে দণ্ডিত করেছেন। আদালতে এদের প্রত্যেককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

এপিপির খবরে প্রকাশ, দণ্ডিত অফিসারদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াফত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অফিসারগণ আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ায় ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক তাঁদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হয়। এসব অফিসারকে ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক দায়েরকৃত অভিযোগের জবাব দেবার জন্য ১৯৭১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ৬ নম্বর সেক্টরের সাব মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেরের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল।

আদালত এদের প্রত্যেককে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এদের ৫০ ভাগ সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়েছে।

শেষোক্ত অফিসারদেরও তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়েছে। তাদেরকে ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি মোতাবেক অভিযোগের জবাব দেবার জন্য ১৯৭১ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর ৬ নং সেক্টরের সাব- মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দণ্ডিত অফিসারগণ হচ্ছেনঃ

১। কে, এইচ আসাদুজ্জামান, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, ঢাকা, সিএসপি।
২। এইচ, টি, ইমাম, ডিসি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিএসপি।
৩। জনাব আবদুস সামাদ, ডিসি, সিলেট, সিএসপি।
৪। মোহাম্মদ এন কিউ খান, ডিসি, পাবনা, সিএসপি।
৫। সৈয়দ আবদুস সামাদ, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার, চট্টগ্রাম, সিএসপি।
৬। কুদরত- ই এলাহী চৌধুরী, এডিশনাল ডিসি, রাজশাহী, সিএসপি।
৭। মোহাম্মদ খুশরুজ্জামান চৌধুরী, এসডিও, কিশোরগঞ্জ, সিএসপি।
৮। কাজী রুকুনউদ্দীন আহমদ, এসডিও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিএসপি।
৯। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও, বগুড়া, সিএসপি।
১০। আকবর আলী খান, এসডিও, হবিগঞ্জ, সিএসপি।
১১। কামাল উদ্দীন সিদ্দীক, এসডিও, নড়াইল, সিএসপি।
১২। মোহাম্মদ তৌফিক- ই ইলাহী চৌধুরী, এসডিও মেহেপুর, সিএসপি।
১৩। সাদত হোসেন, এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার, যশোর, সিএসপি।

১৪। আলতাব হোসেন খান, ইপিসিএস, পাবনা।
১৫। যিতেন্দ্র লাল চক্রবর্তী, ইপিসিএস, ফরিদপুর।
১৬। আলতাব হোসেন, ইপিসিএস, রংপুর।
১৭। এ, কিউ, এম কামরুল হুদা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
১৮। মোঃ আবদুল মতিন সরকার, ইপিসিএস, রংপুর।
১৯। হেলাল উদ্দিন কান, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
২০। আবদুল লতিফ, ইপিসিএস, রাজশাহী।
২১। আবদুল হালিশ, ইপিসিএস, টাঙ্গাইল।
২২। জিয়াউদ্দীন আহমদ, ইপিসিএস, ঢাকা।
২৩। খিতিশ চন্দ্র কুন্ডু, , ইপিসিএস, ঢাকা।
২৪। কাজী লুৎফর হক, ইপিসিএস, ঢাকা।
২৫। মাখন চন্দ্র মাঝী, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
২৬। মোঃ মিজানুর রহমান, ইপিসিএস, নোয়াখালী।
২৭। আবদুল কাদের মুন্সি, ইপিসিএস, খুলনা।
২৮। দ্বীজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ।
২৯। মানিক লাল সমাদ্দার , ইপিসিএস, ফরিদপুর।
৩০। আলতাব উদ্দীন, ইপিসিএস, সিলেট।
৩১। ক্ষান্ত মোহন দাস, ইপিসিএস, সিলেট।
৩২। আমিয়াংশু সেন, ইপিসিএস, সিলেট।
৩৩। মোঃ ইসহাক, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম।
৩৪। মোঃ আবদুল আলী, ইপিসিএস, ফরিদপুর।
৩৫। এ কে এম রুহুল আমিন, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
৩৬। ইয়াকুব শরিফ, ইপিসিএস, বাকেরগঞ্জ।
৩৭। প্রিয়দারঞ্জন দাস, ইপিসিএস, চট্টগ্রাম।
৩৮। জ্ঞানরঞ্জন সাহা, ইপিসিএস, বরিশাল।
৩৯। অমরেন্দ্র মজুমদার, ইপিসিএস, নোয়াখালী।
৪০। গোলাম আকবর, ইপিসিএস, ঢাকা।
৪২। অনিল চন্দ্র সাহা, ইপিসিএস, ময়মনসিংহ।
৪৩। সুবির কুমার ভট্টাচার্য, ইপিসিএস, বরিশাল।
৪৪। আবদুল লতিফ ভূঁইয়া, ইপিসিএস, কুমিল্লা।
৪৫। এ, এইচ, এম আবদুল হাই, ইপিসিএস, রাজশাহী।

৪৬। মোঃ আমানত উল্লাহ, ইপিসিএস, ঢাকা ।

৪৭। রিয়াজুর রহমান, ইপিসিএস,,,,,,,,,

৪৮। এ এস এম রমিজ উদ্দীন, ইপিসিএস, (০৮) ঢাকা ।

৪৯। জ্যোতিবিনোদ দাস, ইপিসিএস, (৪০৪) নোয়াখালী ।

৫০। আফিযুর রহমান, ইপিসিএস, রাজশাহী ।

৫১। বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, ইপিসিএস, (১৯৯) ফরিদপুর ।

৫২। জিতেন্দ্র লাল দাস, ইপিসিএস, (১৮৩) সিলেট ।

৫৩। খান আমির আলী , ইপিসিএস, বরিশাল ।

৫৪। যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, ইপিসিএস, কুমিল্লা ।

৫৫। জহিরুল হক ভূঁইয়া, ইপিসিএস, (১৪৪) ঢাকা ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০২। খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	দৈনিক পাকিস্তান	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

খুলনায় শ্রমিক সমাবেশে রাও ফরমান আলী
ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের শিল্প উৎপাদন
বাড়ানোর আহ্বান

খুলনা, ১৪ই নভেম্বর (এপিপি) । পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী শিল্প শ্রমিকদের প্রতি সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশে শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন । জেনারেল ফরমান আলী আজ খালিশপুর হাউসিং স্টেট ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন আয়োজিত এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন ।

তিনি শ্রমিকদের প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন । কারণ উৎপাদন বাড়লে শুধু দেশ নয় শ্রমিক-মালিক সবাই উপকৃত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সব সময় শ্রমিকদের কল্যাণ চেয়েছে । ১৯৬৯ সালে সরকার শ্রমিকদের বেতন ৮৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় বৃদ্ধি করেছেন । জেনারেল ফরমান আলী বলেন, মিলগুলোতে উৎপাদন না বাড়লে এবং শান্তি না থাকলে মালিক পক্ষ কর্মসংস্থানও বাড়াতে পারবেন না।

শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রমিকদের রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে তাদের ভাল হবে না । তিনি বলেন, সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন দেশে আদর্শ শ্রমিক বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার সহায়ক হবে ।

ভারতের যুদ্ধের হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন , আমাদের সেনাবাহিনী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত । বাইরের কোন শক্তি পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না। জেনারেল বলেন, খুলনা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের যে উন্নতি ঘটেছে, তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হয়েছে । অথচ স্বাধীনতার আগে এসব এলাকা হিন্দুদের শোষণের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ভারতের তথাকথিত 'বাংলাদেশ' প্রচারণা সম্পর্কে জেঃ ফরমান আলী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি না করে পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীনতা প্রদানের আহ্বান জানান ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৩। পরিখা খননের নির্দেশ	দৈনিক পাকিস্তান	১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেস নোট
ভবন প্রাঙ্গণে অবিলম্বে পরিখা খনন
সমাপ্ত করতে হবে

প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ মসাপ্ত করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রেস নোটে সরকার জানানঃ এটা উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন আগে এক সরকারী প্রেস নোটে প্রদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় পরিখা খননের সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করা হয়।

সরকারের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ও অপর কতিপয় শহরে অবশ্য কিছু কিছু পরিখা খনন করা হয়েছে। এসব পরিখা বাজার, পার্ক ও রাস্তার পার্শ্বেই প্রধানত খনন করা হয়েছে।

তাই উপরোক্ত ধরনের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করার অনুরোধ জানান যাচ্ছে। এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৪। ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর , ১৯৭১

যশোর সীমান্তে সাঁজোয়া বাহিনী
জঙ্গী বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার
১৮ টি ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্তঃ
৬৩০ জন ভারতীয় সৈন্য হতাহত
সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় হামলা
আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই
পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে
ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে । কয়েক মাসব্যাপী ছোট ছোট হামলা, ছোট-বড় সংঘর্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সুপরিকল্পিতভাবে ১২ টি পদাতিক ডিভিশন মোতায়েনের পর এই হামলা চালানো হলো ।

গতকাল সোমবার ঢাকায় এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক সীমান্ত আক্রমণ করে আমাদের এলাকায় খানিকটা ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়, কারণ কেউ এটা ভাবতে পারেননি যে, তারা সকল প্রকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সম্পূর্ন আগ্রাহ্য করবে এবং হীনভাবে এক সর্বাত্মক হামলা চালাবে ।

ভারতীয় সেনাবাহিনী যশোর সেক্টরে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে । সেখানে ৯ ভারতীয় পদাতিক ডিভিশন, ৪ ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন ও দুটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক রেপিমেণ্ট আক্রমণ চালায়।

যশোরে সারা রাত এবং সকালেও প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে । ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু ভারী ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা তাদের আহত সৈন্যদের এবং অধিকাংশ মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় । উক্ত এলাকায় যে কিছুসংখ্যক মৃতদেহ পড়ে থাকে তাতে দেখা যায় যে, ৪২ ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড ও ৩৫০ ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় । প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ, ১৩০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে । এক হিসাবে প্রকাশ, সম্ভবত ৫০০ ভারতীয় সৈন্য আহত হয়েছে ।

পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হচ্ছে ৭ জন নিহত ও ৪০ জন আহত । পাকিস্তানী সৈন্যরা ১৮ টি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করলে যশোরে ভারতীয় সাঁজোয়া হামলা ব্যর্থ হয়ে যায় । আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই আশংকায় ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনী তাদের বিশ্বাসঘাতকমূলক ও কাপুরুষোচিত হামলা বন্ধ করে দেয় । পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যশোর সীমান্তে সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করে । এখনো লড়াই চলছে ।

যশোরে ভারতীয় ন্যাট ও মিগ বিমানগুলোও হামলায় অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানী এলাকায় অনেককানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নভারন, সারসা, মানুরা নামক তিনটি গ্রামের অসামরিক বাসিন্দাদের ওপর গুলিবর্ষল করে । ভারতীয় বিমান বাহিনী এভাবে ৭৯ জন অসামরিক ব্যক্তিকে নিহত ও ১৩০ জনকে আহত করে । ডিভিশন ও কতিপয় ট্যাঙ্কের সাহায্যে আক্রমণ চালানো হয় ।

দিনের শুরুতেই এই আক্রমণ চালানো হয় । সংখ্যা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী সৈন্যরা সুপরিকল্পিত ও কৌশলী তৎপরতার মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় বাহিনীর হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয় । পাকিস্তান সেনাবাহিনী শত্রুর ৫৮ জন সৈনিককে হতাহত করে । আমাদের পক্ষে ১১ জন প্রাণ হারায় ।

ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের দুটি ব্রিগেড চট্টগ্রাম সেক্টরের উত্তর- পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানী অবস্থানগুলো আক্রমণ করে । আশংকা করা হচ্ছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব পাকিস্তানে আরো কয়েকটি ফ্রন্ট খুলবে । ইতিমধ্যে যশোর, সিলেট ও চট্টগ্রাম সেক্টর থেকে সংঘর্ষের আরো খবর এসে পৌঁছেছে ।

পাকিস্তানী সৈন্যরা গত রোবার যশোরের উত্তর-পশ্চিমে এক রেজিমেণ্ট ট্যাঙ্কের সমর্থনপুষ্ট নিয়মিত ভারতীয় বাহিনীর দুটো পদাতিক ব্রিগেড শক্তির এক বড় রকমের হামলা প্রতিহত করেছে । ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে এ কথা জানা গেছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ ।

ইউনিটগুলো প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর রাইফেলস ও ৩৫০ নম্বর পদাতিক ব্রিগেডের ৪ নম্বর শিখ লাইটের অন্তর্ভুক্ত । পাকিস্তানী সৈন্যরা সাফল্যের সাথে হামলাকারীদের হটিয়ে দেয় । সংঘর্ষে শত্রুদের ৯০ জন নিহত ও ১৬০ জন আহত হয় । পাকিস্তানীদের পক্ষে ৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয় । এক সংঘর্ষে শত্রুদের ৭ টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয় । রোবারের হামলাটি ছিল পূর্ববর্তী ভারতীয় হামলাগুলোর চেয়ে বেশী মারাত্মক ।

সারা রাত ভারতীয় ফিল্ডগান এবং মাঝারী ও ভারী মর্টারের গোলাবর্ষণ করা হয় । ভোরের দিকে গোলাবর্ষণ থামলে সাঁজোয়া বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় সৈণ্য ও তাদের চররা পাকিস্তানী অবস্থানগুলির ওপর হামলা চালায় । পাকিস্তানী সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের মুখে ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয় ।

কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নিয়মিত ভারতীয় সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট ৪ শত ভারতীয় চর কুমিল্লা জেলার লক্ষণীপুর ফাঁড়িতে হামলা চালায় । কিন্তু সে হামলা ব্যর্থ করে দেয়া হয় এবং বিপুলসংখ্যক হতাহত হওয়ার পর অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যায় । পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ , ও রংপুর জেলা থেকেও হামলার অনুরুপ খবর পাওয়া গেছে । কিন্তু সদা জাগ্রত পাকিস্তানী সৈন্যরা এসব হামলা পর্যুদস্ত করে ।

অপর দিকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে ।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো হচ্ছেঃ

সিলেট আটগ্রাম, রাধানগর, জৈন্তাপুর । কুমিল্লায় কাইয়ুমপুর, মুকন্দপুর, সালদা নদী , অরগঙ্গা, মঙ্গলপুর, হরিমঙ্গল, ও বড় জালা । ময়মনসিংহে কামালপুর ও করইতলা । যশোর চৌগাছা । কুষ্টিয়া দর্শনা । রংপুরে অমরাখানা ।

‘শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৫। দুষ্কৃতকারী ধরে দেয়ার পুরষ্কার ঘোষণা।	দৈনিক পাকিস্তান	২৫ নভেম্বর ১৯৭১

সরকারের সিদ্ধান্ত
দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার বা খবরের জন্য
পুরষ্কার দেওয়া হবে

যে সব অনুগত্য ব্যক্তি দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের মত নির্ভরযোগ্য খবর দেবে বা নিজেরা দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছে পেশ করবে সরকার তাদের যথোপযুক্ত পুরষ্কার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে গতকাল বুধবার এক প্রেসনোটে জানান হয়েছে ।

ক) দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার অথবা দুষ্কৃতকারীদের সাথে সফল মোকাবেলার জন্য খবর দেওয়ার জন্য ৫০০ .০০টাকা।

খ) ভারতের ট্রেনিং প্রাপ্ত দুষ্কৃতকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০.০০ টাকা।

গ) রাইফেল, বোমা, বা ডুপ্লিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করা যায় এমন অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০.০০ টাকা।

ঘ) দুষ্কৃতিকারী দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০.০০ টাকা।

বিপুল পরিমানে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুষ্কৃতকারীদলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বড় অংকের পুরষ্কার দেবার বিষয় বিবেচিত হতে পারে।

জেলা পুলিশ সুপারিনটেডেন্ট ১ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরষ্কার মঞ্জুর করতে পারবেন।

দুষ্কৃতিকারীদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরুপ হবেঃ

ক। তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তিবাহনী ভর্তিতে সাহায্যকারীরা।
খ। স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য , যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী।
গ। স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানকারী ।
ঘ। বিদ্রোহীদের ‘ইনফরমার’ বা বার্তাবাহকরুপে যারা কাজ করে এবং
ঙ। তথাকথিত মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পলেট, প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৬। যশোরের জনসভায় জেঃ নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

যশোরের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী

জনগণ ভারতের হীন দুরভিসন্ধি

সফল হতে দেবে না

পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজীর সভাপতিত্বে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় যশোরের জনসাধারণ ভারতীয় হামলা প্রতিহত করার ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

এপিপির খবরে প্রকাশ জনসাধারণ বিপুল সংখ্যক জাতীয় পতাকা এবং ইংরেজী, উর্দু, বাংলায় 'ভারতকে খতম কর', রক্ত দিয়ে আমরা জাতীয় সংহতি রক্ষা করব, 'আমরা আমাদের বীর সশস্ত্র বাহিনীকে সালাম জানাই' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক শ্লোগান লিখিত বড় বড় ব্যানার বহন করে।

তারা তাদের স্বদেশ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগে ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সভায় ভাষণ দানকালে জেঃ নিয়াজী যশোরের জনসাধারণের বীরত্ব পূর্ণ মনোবলের প্রশংসা করেন। যশোরের জনসাধারণকে মুজাহিদ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন যে, যশোরের সর্বশেষ ভারতীয় হামলা জনসাধারণের দৃঢ় মনোবলকে ইস্পাততুল্য করেছে জানতে পেরে তিনি পুনরায় আশ্বস্তবোধ করেছে।

জেনারেল নিয়াজী বলেন , পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকই বিশ্বস্তভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সহযোগিতা প্রদান করে প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা এক বিশ্বাসঘাতক শত্রুর সম্মুখীন হয়েছি। তারা অভ্যন্তরীন কোন্দল তথা সরাসরি আক্রমণের দ্বারা আমাদের পরাজিত করতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ তার সে হীন দুরভিসন্ধি সফল হতে দেবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। জেঃ নিয়াজী সংক্ষেপে উপমহাদেশের ইতিহাসের রুপরেখা বর্ণনা করে স্বাধীনতা পূর্বকালীন মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ভারত মুসলমানদের তার অধীনস্থ করার জন্য পুনরায় চেষ্টা করছে, কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না। জেঃ নিয়াজীর ভাষণের পর সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় ও পাকিস্তানের সংহতির জন্য সভায় মোনাজাত করা হয়।

যশোরে গিয়ে জেঃ নিয়াজী নবনির্বাচিত স্থানীয় এম,এন,এ ও শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। হর্ষোৎফুল্ল বিপুল সংখ্যক তরুণ ও ছাত্র বিভিন্ন ও শ্লোগান ধ্বনি দিয়ে ও ভারতীয় হামলার নিন্দাসূচক প্লাকার্ড বহন করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

পরে জেঃ নিয়াজী মোটরযোগে যশোর শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন এবং জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত রয়েছেন দেখতে পান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৭। রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সাভারে বিদায়ী কুচকাওয়াজে জেঃ নিয়াজী
রাজাকারদের উচ্চমনোবল ও
আত্মপ্রত্যয়ের প্রশংসা

গতকাল শনিবার ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরে সাভারে রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের বিদায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় । এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, ইস্টার্ণ কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন- শাসনকর্তা লেঃ জেঃ এ, এ, কে নিয়াজী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখকরা যেতে পারে যে, কোম্পানী কমাণ্ডারের পদমর্যাদা পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব রাজাকারদের নিজেদের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে । কোম্পানী কমাণ্ডারদের প্রথম দলের দু সপ্তাহ ট্রেনিং গতকাল সমাপ্ত হয় । পরবর্তী কোর্স সোমবার থেকে শুরু হবে । কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর জেঃ নিয়াজী এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের দক্ষতার প্রশংসা করেন ।

তিনি বলেন যে, রাজাকারদের প্রসন্ন বদন, আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চমনোবল দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। রাজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদিকে তাদের ভারতীয় চরদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে এবং অপরদিকে বিপদগামী যুবকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে ।

জেনারেল নিয়াজী কুচকাওয়াজের পর রাজাকার কোম্পানী কমাণ্ডারদের সাথে ঘরোয়া ভাবে দেখা করেন এবং করমর্দন করেন । তারা দেশের সংহতি রক্ষার জন্য দেশপ্রেমমূলক শ্লোগান দেন ।

দৈনিক পাকিস্তান
২৮ শে নভেম্বর , ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজীর হিলি পরিদর্শন

ইস্টার্ণ কমাণ্ডারের কমাণ্ডার ও 'খ'' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী গতকাল শনিবার হিলি এলাকা পরিদর্শন করেন । তিনি তিন দিন যাবৎ এখানে তীব্র সংঘর্ষ হচ্ছে । এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে যে, শুক্রবার হিলি এলাকা থেকে আক্রমণকারীদের বিতারন করা হলেও গতকাল শনিবারও সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে ।

জেনারেল নিয়াজী যখন সৈন্যদের দেখার জন্য অগ্রবর্তী এলাকায় যাচ্ছিল তখন ভারতীয় কামানের ছয়টি গোলা এসে পড়ে । তবে কোন ক্ষতি হয়নি । জেনারেল নিয়াজীর বিভিন্ন বাঙ্কারে সৈন্যদের সাথে দেখা করেন । তিনি তাদের সাথে ঘরোয়া ভাবে আলোচনা করেন । তিনি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উচ্চমনোবল লক্ষ্য করেন । সংখ্যায় কম হলেও তাঁরা ভারতীয়দের বারংবারের হামলা প্রতিহত করে ।

হিলি এলাকা সফর করে জেঃ নিয়াজী বিদেশী সাংবাদিকদের একটি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন। ভারতীয় হামলার স্বাক্ষর পরিদর্শনের জন্য তারা হিলি এলাকা সফরে যান। যুদ্ধে তিনটি ভারতীয় ট্যাংক অকেজো করে দেয়া হয় এবং ১৫০ ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। তিনি গতকাল বিকেলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে জেনারেল নিয়াজী

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে শুরু

নিউওর্য়াক, ২৯ শে নভেম্বর (এপিপি)- পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডারের লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী গতকাল শুক্রবার ঢাকায় এক বিদেশী সাংবাদিককে বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বলেই তিনি মনে করেন। গত ২১ নভেম্বর ভারত যে আক্রমন শুরু করেছে, তার কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন, তাদের যা কিছু আছে সব নিয়েই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে গেছে। জেনারেলের মন্তব্যগুলো গত শনিবারের নিউওর্য়াক টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হয়। জেঃ নিয়াজী বলেন, তাদের সৈন্যরা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা একমাত্র যে সাফল্য অর্জন করেছে তাহল দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের লোকজনকে সন্ত্রস্ত করা।

জেনারেল বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী নেতৃত্ব দুর্বল এবং তাদের সৈন্যরাও দুর্বল। সংখ্যায় কম হলেও পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয়দের পর্যুদস্ত করেছে। পাকিস্তানের প্রতি একজনের জায়গায় ভারতের সৈন্য তিনজনেরও বেশী। তিনি বলেন, পাকিস্তানি সৈন্যদল অদ্বিতীয়। আমরা কখনো পরাজিত হয়নি। ইতিহাস দেখুন।

আমি চ্যালেঞ্জ করছি, ইতিহাসে আমাদের বিজয় ছাড়া আর কিছু পাবেন না। আমরা কখনো পরাজিত হইনি এবং ভারতীয়রা কখনো জিততে পারেনি। আমি অতি সহজেই প্রতি একজনে তাদের তিনজনকে ধরে নিতে পারি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬০৮। ২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	দৈনিক ইত্তেফাক	১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

২২ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

সারদা পুলিশ একাডেমীর প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ ২২ জন পুলিশ কর্মচারীকে আগামী ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় এম,পি,এ হোস্টেলে অবস্থিত ৬ নং সেক্টরে উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকার এপিপি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে।

তাহাদের বিরুদ্ধে ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালকের ১২০ নং আদেশের সহিত পঠিত এন এম আর ২৫ বিধি অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

‘খ’’ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী এম এল আর ৪০ বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে নিম্নলিখিত ২২ জন পুলিশ অফিসারকে উপরোক্ত উপ-সামরিক আইন পরিচালকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেনঃ-

১। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, ইনপেক্টর অফ পুলিশ, সারদা পুলিশ একাডেমী।
২। এস আই মোঃ বাদশা মিয়া, বরিশাল জেলা।
৩। এস, আই, সায়েদুজ্জামান, ও, সি, বেনাপোল তলল্লাশী ফাঁড়ি।
৪। এস, আই শামসুল আলম, সেকেণ্ড এস, আই, ঝিকরগাছা থানা।
৫। এস, আই, মফিজউদ্দিন আহমদ ও, সি কোটচাঁদপুর থানা।
৬। এস, আই কাঞ্চন কুমার ঘোষাল, সিনিয়র সি, এস, আই, ঝিনাইদহ কোর্ট।
৭। এস, আই আবদুল হাকিম, থার্ড এস, আই, ঝিনাইদহ থানা।
৮। এস, আই আবদুল মতিন, থার্ড এস, আই, মহেষপুর থানা।
৯। এস, আই, আবদুল লতিফ, ও, সি, কালিগঞ্জ, থানা।
১০। এস, আই চৌধুরী আবদুর রজ্জাক ডি, আই,ও ঝিনাইদহ।
১১। এ, এস, আই, আবদুল গফুর, ঝিকরগাছা থানা।
১২। এস, আই, ফজলুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা।
১৩। এস, আই মকবুল আহমদ, কুষ্টিয়া জেলা।
১৪। এস, আই মোঃ ইয়ার আলী, কুষ্টিয়া জেলা।
১৫। এস, আই, মফিজুল রহমান হক, কুষ্টিয়া জেলা।
১৬। আর্মড, এস, আই, নুরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা।
১৭। সি, এস, আই আজিজুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা।
১৮। ইসপেক্টর ক্ষিতিশ চন্দ্র দে, কুষ্টিয়া জেলা।
১৯। শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, ভাইস- প্রিন্সিপাল সারদা পুলিশ একাডেমী।

২০। বজলুর রহমান এস, পি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
২১। মোশাররফ হোসেন ডি, আই, জি, চন্দ্রঘোনা।
২২। আব্দুল খালেক পি, এস, পি। প্রিন্সিপাল সারদা পুলিশ একাডেমী।

তাহাদিগকে আগামী ৭ই ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগের জবাব দানের জন্য ৬ নং সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যদি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহাদের অনুপস্থিতিতে ৪০ নং সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী তাহাদের বিচার করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৯। সিলেটের জনসভায় জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক ইত্তেফাক	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সিলেটের জনসভায় জেঃ নিয়াজী
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা হইবে

সিলেট , ১লা ডিসেম্বর (পিপিআই)।- এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪৭ সালের গণভোটে সিলেটবাসী তথাকথিত বাংলাদেশের পক্ষে নহে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সিলেটবাসী তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিবে ।

সিলেটে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী প্রধান অতিথিরুপে উপস্থিত ছিলেন । সীমান্তের অগ্রবর্তী এলাকার সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য তিনি সিলেট আগমন করেন ।

সভায় উপস্থিত জনতা ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করিয়া এবং সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের সমর্থনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন শ্লোগান প্রদান করে ।

জনতা লেঃ নিয়াজী এক খণ্ড কোরআন শরীফ উপহার দেয় এবং তাহারা পবিত্র কোরানের নামে শপথ করিয়া সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মাতৃভূমি রক্ষার অঙ্গীকার করে ।

উক্ত সভায় সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আজমল আলী ভারতীয় আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন ।

জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেঃ নিয়াজী বলেন যে, যে কোন মূল্যে মাতৃভূমি রক্ষায় সেনাবাহিনী যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন কোন এলাকা হইতে পশ্চাৎপ্রসারণের কোন প্রশ্নই উঠে না ।

তিনি বলেন যে, শত্রূর সংখ্য গরিষ্ঠতার জোরে আমাদেরকে পরাভূত করা যাইবে না । আমরা সব সময় সংখ্যায় অল্প এবং সব সময়ই বিজয়ী হইয়াছি । আমরা আমাদের সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিব ।

সবশেষে জেঃ নিয়াজী পথভ্রষ্ট ও ভারতীয় হাতে ক্রীড়নক ব্যক্তিদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, তাহাদের হীন কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া ক্ষমতা গ্রহণের এখনও সময় আছে । তাহারা যদি সঠিক পথ অনুসরণে ব্যর্থ হয় তবে তাহারা ধ্বংস হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ।

ইতিপূর্বে সীমান্ত এলাকায় সৈন্যদের পরিদর্শনকালে জেঃ নিয়াজী দারূণ প্রতিকূলতার বিরূদ্ধে তাহাদের সাহস এবং বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন । তিনি সৈন্যদেরকে বলেন যে, তাহারা তাদের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের মান বজায় রাখিয়াছেন । সৈন্যদেরকে জেঃ নিয়াজী জানান যে, তাহাদের পশ্চাতে দেশবাসীর এবং মুসলিম বিশ্বের সমর্থন এবং সহানুভূতি রহিয়াছে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১০। প্রতিষ্ঠানসমূহে বোমা বিস্ফোরণের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, এই মর্মে শিক্ষা বিভাগের একটি চিঠি	সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃতিঃ এক্সপেরিয়েন্স-প্রাগুক্ত	৩ ডিসেম্বও, ১৯৭১

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
EDUCATION DEPARTMENT
GENERAL SECTION

No; G/1-13-71-1340(8)Edn. Dated the 3.12.71
From. Mr. Zainul Abedin, EPSS,

Section Officer , Govt. of East Pakistan.

To: 1)….
2) The Vice –Chancellor, Dacca University.

The undersigned is directed to say that it has come to the notice of Government that in spite of necessary security arrangement bomb blasts take place often in the Educational Institutions. Government take a serious view of this and have decided that all the Head of the Educational Institutions in the Province both Government and private should be intimated that they would be held personally responsible if any bomb blast takes place within their Institutions in future.

Sd/- Zainul Abedin
Section Officer- (G).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১১। ময়মনসিংহ জেনারেল নিয়াজী	দৈনিক পাকিস্তান	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ময়মনসিংহে জেনারেল নিয়াজী

রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশ ধ্বংস হতে পারে না

গতকাল শুক্রবার ভারতীয় হামলার নিন্দা জ্ঞাপন এবং যে কোন মূল্যে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় আবাসভূমি রক্ষার জন্য সংকল্প প্রকাশের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় । এপিপির খবরে প্রকাশ, ময়মনসিংহ শান্তি কমিটি আয়োজিত এই সভায় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম এবং পূর্ব বিজলী ও সেচ মন্ত্রী জনাব এ, কে, মোশাররফ হোসেন ভাষণ দেন ।

সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী জনসাধারণের তেজস্বীয়তা ও উদ্দীপনার প্রশংসা করে বলেন যে সর্বত্রই জনগণ অনুরুপ মনোভাব ব্যক্ত করছে এবং যে কোন মূল্যে তাদের আজাদী রক্ষার জন্যে পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ।

তিনি বলেন, রক্ত দিয়ে যে দেশের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত তা ধ্বংস হতে পারে না । তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদেরই হবে । কেননা আমরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছি ।

তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে ভারত তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং সম্প্রসারণবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশের এই অংশকে গ্রাস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে ।

সভাশেষে জেঃ নিয়াজী জামালপুর এলাকা পরিদর্শনে যান । সেখানে সৈনিক ও রাজাকারদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে গোটা জাতি তাদের পেছনে রয়েছে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১২। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী	দৈনিক পাকিস্তান	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যশোর, লাকসাম ও আখাউড়া
পাকিস্তানের দৃঢ় নিন্ত্রণে রয়েছে
সাপ্লাই লইন যাতে নির্বিঘ্নে থাকে
সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছেঃ জেনারেল ফরমান আলী

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গতকাল সোমবার ঢাকায় বলেন, বেশ দীর্ঘ সময় ধরে; ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

এপিপির সমর বার্তা পরিবেশক ইকবাল আলী খান এ খবর প্রদান করেন । সাংবাদিকদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে জেনারেল ফরমান আলী বলেন : আক্রমণকারীকে পরাজিত করার জন্যই আমরা এখানে আছি। আমাদের লাইন যাতে বিঘ্নিত থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে করতলগত রাখতে পারবেন কি না এ সম্পর্কে একজন বিদেশী সংবাদদাতা তাকে জিজ্ঞাসা করলে জেঃ তার জবাবে বলেন, কেন পারবে না ? এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান । আর সে কারণেই আপনারা আমার মুখে হাসি দেখছেন । মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন, সাধারণ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে হয় । এ ধরনের পরিস্থিতিতে অগ্রবর্তী অবস্থানের পতন ঘটলে পরবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা খুবই মুশকিল হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

তিনি বলেন যে, শত্রুর অগ্রাভিযান যাতে চরম ভাবে স্তব্ধ করে দেখা যায় তার জন্য আমাদের নিজেদের পছন্দমত জায়গায় শত্রুদের বাধা দান করাই হলো পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধরত পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য । তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী এলাকা দখলে ভারতীয় দাবী তাৎপর্যহীন । কারণ আমাদের যুদ্ধ কৌশলেরই একটা অংশ ।

তিনি যশোর, লাকসাম ও আখাউড়া পাকিস্তানী সেনাদলের দৃঢ় নিয়ন্ত্রনে আছে বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ। করেন তিনি বলেন, যশোর কোনদিনই শত্রুর কবলিত হয়নি । 'যশোর যদি শত্রুর কবলিত হয়ই তবে তা প্রচণ্ড যুদ্ধের পরই মাত্র হবে ।'

দু'দেশেরই বিশ্ব সমরের ন্যায়
যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য নেই

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন । তবে তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ন্যায় একটা যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য ভারত ও পাকিস্তান দুদেশেরই নেই ।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মাতৃভূমির আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না ।

হিলির যুদ্ধ

তিনি বলেন যে, হিলিতে রেল লাইনের এ পার্শ্বে ভারতীয়দের কোন এখতিয়ার নেই । হিলিতে গত ১৪ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে । রেলওয়ে লাইন হলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত রেখা ।

ভারতীয় নৌবাহিনীর চট্টগ্রামে পৌছার চেষ্টা

জেনারেল বলেন যে, রোববার ভারতীয় নৌবাহিনী চট্টগ্রাম উপনীত হওয়ার চেষ্টা চালায়। আমাদের নৌযান তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে । একজন প্রশ্নকারীর জবাবে তিনি বলেন যে, কুমিল্লা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল বলেন, ফেনীতেও পাকিস্তান সেনাদল যুদ্ধ চালাচ্ছে।

চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়

তিনি জানান যে ভারতীয়রা চট্টগ্রামের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু সেখানে সেনারা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল একজন বিদেশী সাংবাদিককে জানান যে বর্তমানে ঢাকায় বিপন্ন জাতিসংঘ কর্মচারীদের অপসারণের জন্য ৬ই ডিসেম্বর তারিখ ঢাকায় সামরিক তংপরতা বন্ধ রাখার ব্যাপরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী জাতিসংঘের অনুরোধে সম্মত হয়। কিন্তু ভারতীয় জঙ্গী বিমান ঢাকা বিমাননন্দরে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ঢাকা ত্যাগের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্মিতহাস্যে বলেন, ঠিক জানি না কেন ভারতীয়রা এমন কাজ করলো। জাতিসংঘ কর্মচারীর ঢাকা ত্যাগ করুক তারা হয়তো তা চায় না।

রানওয়েতে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে আজ ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়েতে একটা গর্ত সৃষ্টি করা ছাড়া হামলাকারী ভারতীয় বিমানসমূহ বিশেষ কোনই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এতক্ষণে রানওয়ে হয়তো মেরামতও করা হয়ে গেছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন যে ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইসরাইল যেমনটি করেছিল তেমনভাবে ভূমিতে রাখা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ ধ্বংস করাই ভারতীয় বিমান বাহিনীর বার বার ঢাকা বিমাননন্দরের ওপর আঘাত হানার প্রধান লক্ষ্য।

জাতিসংঘের দুটো এবং অপর একটা টুইন বিমান ছাড়া ভারতীয়রা ভূমিতে রাখা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আর একটা বিমানের ওপরও আঘাত হানতে পারেনি। বিমান বিধ্বংসী কামানসমূহ চবৎকার কাজ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন যে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় হামলাকারী ভারতীয় জঙ্গী বিমানসমূহের যে দুর্গতি হয়েছে তাতে অবশ্যই আক্রমণকারীর একটা উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। তিনি বলেন যে গতকাল (সোমবার) বিকাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তনের ১৬টি ভারতীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি হাল্কা বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে গুলি করে ভূপাতিত করা হয় ও অপর ১০টি পি, এ, এফ বিমান ভূপাতিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত অপর ৫টি ভারতীয় বিমান অবশ্য ভারতে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ২টি বিমান চট্টগ্রাম এলাকায় পাকিস্তান নৌবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন যে ভারত কর্তৃক তিনটি মুখ্য সাফল্যকে ভারত পাকিস্তনের বিরুদ্ধে তার বড় ধরনের হামলায় বিরাট সাফল্য বলে প্রচার করছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সকল পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে তিনি জানান।

উত্তর ময়মনসিংহ

উত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় কৌশলগত যুদ্ধ চলছে বলে মেজর জেনারেল জানান। তিনি বলেন যে কামালপুর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে পাকিস্তান সেনাদল ভারতীয় পক্ষের ৬ থেকে ৭ গুণ অধিক লোককে হতাহত করে ঠাকুরগাঁ এলাকায় বরাবরই ভারতীয়দের মূল অভিযান চলছে বলে তিনি জানান।

ভারতীয় সেনা অতি সহজেই ঢাকায় ঢুকতে পারবে কিনা, এ মর্মে একজন বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করলে মেজর জেনারেল বলেন,’ ফাজিলকা অতিক্রম করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে শতদ্রু যেমন আমাদের জন্য বাধাস্বরুপ, তেমনি ব্রহ্মপুত্রও একটা চকৎকার বাধা।’

সিলেট এলাকা

ভারতীয়রা এ এলাকায় যে সাফল্য লাভ করেছে তা পুনর্দখল করার জন্য সিলেটে যুদ্ধ চলছে বলে তিনি জানান । এ এলাকায় ভারত ৩ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। তিনি আরো জানান যে আখাউড়া ও কুমিল্লার দক্ষিণবর্তী লাকসামের বিপরীত দিকে অবস্থিত চোদ্দগ্রাম নামক এলাকায় ভারতীয় সৈন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে

জেনারেল ফরমান আলী বলেন, পাকিস্তনের বিরুদ্ধে ভাতের সর্বাত্মক যুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিরোধী ও দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা বর্তমানে প্রকতপক্ষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাফল্য, বিশেষ করে ঢাকার আকাশে পাকিস্তানী বৈমানিকদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে জনসাধারণ মোটামুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

ঢাকায় ছত্রী সৈন্য প্রেরণ সহজ নয়

পূর্ব অংশের প্রধান নগরী ঢাকা দখলের পথ সুগম করার ব্যাপারে ঢাকার ভারতীয়দের ছত্রী সৈন্য অবতরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে জিসা করা হলে জেনারেল ফরমান আলী বলেন যে, এটা খুব সহজ নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, জার্মান ছত্রী সৈন্য অবতরণ করানো হলে বৃটেনকেও এমন হুমকির সম্মখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বৃটেন আজো টিকে আছে তিনি জানান।

তিনি বলেন, স্থায়ী হবে বলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান বিরোধীরা মনে করেছিল যে, পাকিস্তান ৬ মাসের বেশী টিকবে না।

‘কিন্তু পাকিস্তান ২৫ বৎসর টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৩। শিক্ষানীতি সম্পর্কিত মন্ত্রী পরিষদের একটি সিদ্ধান্ত	দৈনিক ইত্তেফাক	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কতিপয় পাঠ্যপুস্তক ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গণসংযোগ বিভাগের এক হ্যাণ্ড আউটে বলা হয়ঃ বর্তমানে চালু ১ম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার জন্য কিছু দিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সরকার জনাব এ, এফ, এম আব্দুল হকের নেতৃত্বে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । কয়েক সপ্তাহ আগে কমিটি উহার রিপোর্ট পেশ করে এবং গত ৮ই নভেম্বর মন্ত্রী পরিষদের এক সভায় রিপোর্ট বিবেচনা করা হয়। কিছু পরিবর্তনের পর রিপোর্ট অনুমোদিত হয়।

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে কিছুসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হইবে এবং বাদ বাকী বইগুলী ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তুলিয়া ধরার জন্য ঢালিয়া সাজানো হইবে।

মন্ত্রী পরিষদের সভায় এই মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য করার পূর্বে সকল পাঠ্যপুস্তক ন্যাশনাল একাডেমী অব পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। আরও গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৪। বিদেশী সাংবাদিদের সাথে জেনারেল নিয়জী	দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে নিয়াজী

গতকাল শুক্রবার পুর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী আকস্মিকভাবে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে গিয়ে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন বিদেশী সাংবাদিকরা বিশেষ করে বিবিসি'র প্রতিনিধি কোথায় আছেন?

তিনি বলেন তাদের সকলকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে আমি এখনও পুর্ব পাকিস্তানে থেকে আমার সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছি। আমি কখনও আমার সেনাবাহিনীকে ছেড়ে যাব না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাঁর পলায়ন সম্পর্কিত ভারতীয় বেতারের দুরভিসন্ধিমূলক রিপোর্ট বিবিসি থেকে প্রচারিত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে জেনারেল হোটেল ত্যাগ করেন। ভারতীয় বেতারে জেনারেল নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে গেছেন বলে যে নির্লজ্জ মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তাতে বিদেশী সাংবাদিককদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল পরিদর্শন করায় সকল গুজবের অবসান হয়েছে। এপিপির জনৈক বিশেষ প্রতিনিধি এই সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৫।পাকিস্তানের প্রোসিডেন্টের কাছে গভর্ণর এ, এম, মালিক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ পত্র	এ্যাডভোকেট আমিনুল হক	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

To The President of Pakistan.

With view to saving further bloodshed in the Country, we do hereby tender our resignation from the offices of **the** Governor and of Council of Council of Ministers with immediate effect and we severe our connections with the Government.

Sd/=
A.M./ Malek
14-12-71
Abut Quasem
14-12-71

A.S.M. Sulaiman
14-12-71
Nawajesh Ahmed
14-12-71
A. Ahmad
14-12-71
M.Yusuf
14-12-71
Md. Ishaque
14-12-71
Mujibu Rahman
14-12-71
Jaseemuddin Ahmed
14-12-71
Md. Obaidullah Majumdar
14-12-71
A.K. Moshrrai Husain
14-12-71
Abbas Ali Khan
14-12-71

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৬। গভর্নর মালিক ও পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক অধিনায়কের কাছে প্রেরীত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তার বার্তাঃ যুদ্ধ বিরতির ক্ষমতা প্রদান	এডভোকেট আমিনুল হক	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Precedence	FLASH	141332	Date Time
Action			Group
From	PAK ARMY	URGENT	Security
			Classification
To	GOVERNOR EAST PAKISTAN 600 13		Originator's Number
Info	COMMANDER EASTEN COMMAND		

For Governor and General NIAZI from President. Governor's flash message to me refers. You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is NO longer humanly possible no will it serve any useful purpose. It will only lead to further loss of lives and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel all those from West Pakistan and all loyal elements. Meanwhile I have moved U.N. to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to guarantee the safety of the med forces and all other people who may be the likely target for miscreants.

পরিশিষ্ট-২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৬। আত্মসমর্পণের আগে দখলদার বাহিনীর বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ ও সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা জন কেলীর একটি প্রতিবেদন	এ্যাডভোকেট আমিনুল হক	৮ মার্চ, ১৯৭২

THREE DAYS IN DACCA 1971
By
John R. Kelly

The is a personal account of some of the events which occurred in Dacca in 14, 15 and 16 December 1971. It in no way involves the Organization of which I am a member, and is written simply as a personal recollection of some of the events surrounding the birth of Bangladesh.

My own involvement in the events started when I was assigned in August to Dacca by the United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, to assist here in any problems refugee might encounter. As this was a strictly non-political, humanitarian assignment, and s this is a non account, I am not putting down any comments on that aspect here and will say that, perhaps because I am an Irishman, I felt great sympathy for the Bengali people and wish only to see them enjoy a happy, prosperous and peaceful future.

When hostilities broke out at the beginning of December it was quite clear that activities concerning refugees were at an end for the duration. The Assistant Secretary General of the United Nations was in over all charge of the United Nations Relief Operation, Mr. Pauloi Marc Henry, a redoubtable Frenchman and an inspiration to us all, happened to be in Dacca for a short visit when hostilities broke out and trapped him here. He naturally assumed over all charge of the whole UN group, and asked me to undertake liaison with the military and governmental authorities, which involved many matters which, I would stress, were all purely humanitarian in purpose with the sole aim of saving lives and alleviating suffering. This note, however, deals only with some of the events of the last three days of the hostilities of December 1971.

Tuesday, 14 December

On the morning of 14 December Dr. A.M. Malik, the Governor of East Pakistan, telephoned me t the Inter Continental Hotel where I was living and asked if I and Mr. Peter Wheeler, also of UN, could go around and see him at Governor’s House about his own situation. I had met Dr. Malik many times in my functions both as UNCHR Representative in Dacca and also during the war period when I was doing military and governmental liaison.

By this time the course of the war was obvious. The front was crumbling and from within Dacca the situation seemed very similar to Berlin in early 1945. When Peter wheeler and myself went to see Dr. Malik at Governor's House he was in a Cabinet meeting but came out and led us to his ADC's Office. He asked for personal advice on his own situation.

I told him I thought he and his Ministers were in grave and imminent danger of being killed and that unless he sought refuge in the Neutral Zone t the Inter Continental Hotel immediately he probably would not survive the night. However, in order to gain admission to the Neutral Zone they would have to resign from all official functions. He said that his Cabinet was at that moment considering whether or not to resign but they were reluctant to do so. He himself felt that he should not resign s, he said, in the eyes of history it would look like desertion if he resigned t that moment. He then asked if he could send his wife and daughter to the Neutral Zone. I replied that although his wife and daughter would certainly be admitted to the Neutral Zone t the Hotel Inter Continental, this would not achieve his purpose: the Hotel was full of journalists and they would say that Dr. Malik had so lost confidence in the future that he was sending his family into safety and they would then ask when he himself was coming.

At that moment Governor's House shook violently under several heavy explosions. It was clear that the building had come under direct attack from the Indian Air Force and Peter Wheeler and myself immediately left, jumping over the balustrade, and I took shelter under a jeep about five yards away. There were about six Indian planes which made two strikes each on the building with rockets and then followed up with cannon. During the first part of this attack Muzaffar Hussain, then Chief Secretary, emerged looking very pale and we exchanged wan salutations. As the strikes on Governor's House continued, I ran to a trench about 20 yards away which was already full of soldiers and lay on top of them. All this time I kept a running commentary on the action over my handset radio ("walkie talkie") to Paul Marc Henry t the UN location. General Farman Ali ran past, also looking for shelter" and said to me s he passed! "Why are the Indians doing this to us?" Under the circumstances, as the Indian, aircraft wore continuing to attack the building some 20 yards away with rocket and cannon fire, it did not seem a own shelter. The sound of the attacks were deafening but eventually they stopped and I got into my car, picked up Peter Wheeler, and returned to the UN Location.

At the UN Location I informed Mr. Paul Marc Henry of what had happened and met there Mr. Gavin young of "The Observer". Gavin young told me, with a confidence which was subsequently proven very mistaken, that it would be at least an hour before the Indian Air Force could return s they would have to go back to Indian to refuel and reload. He suggested that we return to Governor's House to see what had happened there. I agreed, and drove Gavin Young in my car back to Governor's House. We were met there by the Military Secretary who informed us that Dr. Malik and his Cabinet had taken shelter in a bunker in the left of the Governor's House. He took us there

and we found Dr. Malik and his Cabinet looking very shaken but still undetected whether to resign or not. I told them that I thought that were not only in danger of being killed by irregulars, and they could not depend on their guards, but the Indian Air Force itself had now made a direct attack on their lives.

At that moment the Indian Air Force made a second devastating attack on governor's House, Gavin Young had unfortunately been wrong in his estimate of the time for their return. They bunker is not a very safe bunker and it is above ground and we did not know whether or not the Indian Air Force knew of its existence. Certainly, a direct hit would have wiped it out. The aircraft continued to make Ministers then drew up letter of resignation to the President of Pakistan which was signed by Dr. Malik and all the Ministers present.

Dr. Malik then withdrew to an inner room in the bunker where his wife and daughter were waiting, washed himself, knelt and said his prayers. The ex-Govrnor and The ex- Minister moved a little later that day to the Neutral Zone in the Inter-Continental Hotel.

It seems clear that the collapse of the whole civil Government of East Pakistan on 14 December must have provided a severe shock to those directing the war on the Pakistan side and brought home to them the seriousness of the situation. It may well be that the collective resignation of the whole East Pakistan Government thus shortened the war by one or more days.

Wednesday, 15 December

Early on the morning of 15 December Dr. Malik came to me in the Inter-Continental Hotel to say that in between his resignation as Governor and his departure from Governor's House on 14 December he had received a telegram from President Yahya. So far as I know, this is the first time president Yahya authorized a cease-fire.

Dr. Malik said he had been unable to contact General Niazi concerning president Yahya's instructions: "You should now take me all necessary measures to stop the fighting" and he asked me for assistance. In order to save further loss of life, and in a personal capacity, I agreed to help. I then contacted colonel Gaffur, the Pakistan army Liaison Officer (in civilian clothes) in the Neutral Zone, and the three of us then went to my room where we telephoned General Niazi.

Dr. Malik asked General Niazi what action he had taken on the President's instructions; and General Niazi replied that he would like to discuss this with Dr. Malik and invited him to leave the Hotel and go to the Cantonment to discuss the matter. I advised Dr. Malik that if he left the Neutral Zone he would no longer have any protection and that under the circumstances of his resignation the day before and its likely effect, it might be dangerous for him to do so; I suggested that, instead, he invited General Niazi to come to the Hotel, but said he would send General Farman around to represent him at such a meeting.

General Farman duly came around to the Hotel. As a foreigner and in any case I was acting privately and in no way as an intermediary, I withdrew from the discussion of such an internal nature and Dr. Malik General Farman and Colonel Gaffur conferred together. Subsequently they invited me back, and showed me the following proposals they had drawn up and which General Farman was taking to General Niazi for approval and transmission to President Yahya:

"To bring an end to loss of further human lives and destruction we are willing to, under honorable conditions:

a. Cease fire and stop all hostilities immediately in East Pakistan
b. Hand over peacefully the administration of East Pakistan as arranged by the U.N.;
c. The U.N. should ensure:

I) safety and security of all armed personnel of both military and para-military forces of Pakistan pending their return to West Pakistan;
II) safety of all West Pakistani personnel-civilian and civil servants pending their return to West Pakistan;
III) safety of all non-locals settled in East Pakistan since 1947;

IV) guarantee of no reprisals against those who helped and served the Government and cause of Pakistan since March 1971,"

General Farman undertook to the Natural Zone later that day and let us knew the reactions of general Niazi and president Yahya to their proposals. General Farman did return about 2100 hours and informed US that, although General Niazi had approved these proposals, Islamabad had rejected them on item (b) "to hand over the administration of East Pakistan". Thus ended yet another attempt at a case-fire in the hostilities.

Thursday,16 December

Early on the morning of 16 December we learned of the ultimatum but the Indian Army to the Pakistan Army in East Pakistan to surrender 0930 hours Dacca time that morning. Colonel Gaffur, Dr. Malik, Mr. Sven Lampell of the League of Red Cross Societies and myself all made desperate efforts to contact Pakistan Army, Headquarters by telephone from the Hotel but were unable to get any contact. Having myself participated in the Second World War in North Africa and Europe as an infantry Officer in the British Army I am only too well aware of the appalling loss of life and destruction which an all-out attack on Dacca would entail. Colonel Gaffur told us that he knew that the Pakistan Army Communications Centre had been destroyed by the Indian air attacks the day before, and he was not sure, firstly, whether General Niazi accepted the ultimatum and, secondly, whether the Pakistan Army had been able to inform the Indian Army whether or not they accepted the ultimatum.

The Indian Air Force was already circling over Dacca, presumably in preparation for attack, and we knew that the Indian Army was gathering strength in the suburbs, also presumably in order to launch an overwhelming artillery and infantry assault. I might add that we were subsequently told by Indian officers when they entered Dacca that the Indian Forces really meant business, if the ultimatum had not been accepted they really would have made an annihilating assault on Dacca. It was desperately urgent to save the city and, about 0830 hours, Colonel Gaffur, Mr. Lempel and myself decided to leave the Neutral Zone and drive to the Cantonment to find out from General Niazi what was happening and whether he had been able to get into contact with the Indian Army.

On the way to the Cantonment I informed Mr. Paul-Marc Henry at the UN location by my handset radio what we were doing, and he put the UN radio signalers in Dacca and New Delhi on the alert to stand-by for a possible extremely important message.

After some delay we were brought to the Command Bunker, but General Niazi was not to be seen. However, we found General Farman in the Bunker-an obvious prime target looking ashen-faced and completely broken. Staring into space, he gave the impression of having given up everything. He informed me that he was authorized to speak for the whole Pakistan Army in East Pakistan and those they had agreed to accept the Indian ultimatum. He also confirmed that as their Communication Centre had been destroyed they had not been able to inform the Indian Army of their acceptance of the ultimatum.

I asked General Farman whether, purely as a channel of communications, he wished me to convey by the UN radio network the acceptance by the Pakistan Army of the Indian ultimatum. General Farman replied in the affirmative, so I led him outside the bunker in order to enable my handset radio to work and contacted Paul Marc Henry at the UN location. I then gave the message in General Farman’s presence to Paul-Marc Henry, and General Farman added two further points: First, to request the Indian Army for a six hour extension to the truce because of the breakdown in the Pakistan Army’s Communications, second, to invite the Indian Army to send a party of staff officers to discuss further arrangements, if possible by helicopter to Dacca Airport, where they would have safe conduct and proper courtesies. I duly passed the whole message by my radio to Paul –Marc Henry who in turn had it transmitted immediately top New Delhi. The time was 0920 hours.

Colonel Gaffur, Mr. Lampell and myself then left the bunker area, with the Indian Air Force still circling overhead. However, the message got through to the Indian Command in time, and the threatened onslaught on Dacca did not take place.

Dacca: 8 March 1972.

দ্বিতীয় অধ্যায়
বেসরকারী দলিলপত্র
(এক)
রাজনৈতিক বিবৃতি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৮। বাংলাদেশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেও বক্তৃতা বিবৃতি	সংবাদপত্র	মার্চ, ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে
জুলফিকার আলী ভুট্টো

করাচী, ২৬ শে মার্চ)পাকিস্তান টাইমস) পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে করাচী বিমানবন্দরে এক হর্ষোৎফুল্ল জনতার উদ্দেশ্যে বলেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছায় পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে।

তিনি জনতাকে আরও বলেন যে, তিনি এ মুহুর্তে কোন মন্তব্য করবেন না। তবে তিনি ২৯শে মার্চ দলের কেন্দ্রীয় দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ক্তৃতা করবেন বলে জানান।

জনাব ভুট্টো বলেন, যে, এখন তিনি যা বলতে পারেন তাহলো আল্লাহর ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

জনাব ভুট্টোর সাথে ছিলেন জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা, জনাব গোলাম মুস্তাফা খান, মির্জ্জা রফি রাজা, জনাব আলী খান তালপুর এবং মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী।

করাচী বিমানবন্দরে এক বিরাট সংখ্যক লোক জনাব ভুট্টোকে সম্বর্ধনা জানান। তিনি বিমান থেকে বেরিয়ে আসলে সমবেত জনতা “শের-ই পাকিস্তান জিন্দাবাদ,’’ “ফখরে পাকিস্তান-জিন্দাবাদ,’’ এক রহেগা পকিস্তান-জিন্দাবাদ,’’ শ্লোগান দিতে থাকে।

মুজিব দেশ ভাগ করতে চেয়েছে

-ভুট্টো

ডনের (করাচী এক খবরে প্রকাশ, জনাব ভুট্টো বলেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পকিস্তান একটি স্বাধীন ফ্যাসিষ্ট ও সামপ্রদায়িক সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন।

জনাব ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্টের কাছে যে খসড়া ফরমুলা পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশন বসবে না, জাতীয় পরিষদ দুইটি কমিটিতে ভাগ করা হবে। একটি পশ্চিম পকিস্তান কমিটি এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান কমিটি অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, দুই কমিটি যথাক্রমে পশ্চিম পকিস্তান কমিটি

ইসালামাবাদে ও পূর্ব পকিস্তান কমিটি ঢাকা পৃথকভবে বৈঠকে মিলিত হবে। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক হলেও সমস্ত ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফার ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে।

জনাব ভুট্টো আরও বলেন যে, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র প্রদেশকে কোন স্বায়ওশাসন প্রদান করেনি। এতে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব রয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে পিপলস পার্টি এ অবস্থায় এই মনে করে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, সেখানে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, নির্বাচন করা হবে অতঃপর কেন্দ্রীয় বিষয়াদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শেষে প্রয়োজন হলে দুইটি পৃথক কমিটি গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের সুপরিশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট য়োষণা করুন তিনি এটাই দাবী করেছিলেন। তিনি বলেন যে, একবার যদি প্রদেশগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে পাচঁটি স্বাধীন রাষ্ট্র্ গঠিত হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, মার্চ মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁর উপদেষ্টাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে তারা একটি নতুন ফরমুলা পেশ করেন। এতে তাঁরা তাঁদের পূর্বতন দাবী থেকে সরে গিয়ে বলেন যে, দুটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠন করতে হবে এবং জাতীয় পরিষদে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ অনুমোদন নেবার প্রয়োজন হবে না।

এই দুটি শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন দুটি পৃথক শাসতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং পরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে মিলিত হয়ে ফেডারেশন নয়, কনফেডারেশনের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। আওয়ামী লীগের এই ডিগবাজীতে আমরা বিস্মিত হইনি। আমরা জানতাম মুজিবর রহমান কি চান। আমরা জানতাম তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি? তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়’।

জনাব ভুট্টো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাস করেন না। ২৩ শে মার্চ চূড়ান্ত খেলা দেখানো হয়। বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তাছাড়া জাতির পিতার প্রতিকৃতি পদদলিত করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকেই শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পৃথক করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। জনাব ভুট্টো বলেন, বার কোটি লোকের দেশকে বক্তৃতা, শ্লোগান এবং অন্যভাবে উৎসাহিত করে বিভক্ত ও ধ্বংস করা যাবে না। তিনি বলেন, যেখানে নাইজেরিয়ার মত দেশ একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হতে দিল না সেখানে পাকিস্তানও দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হতে দিতে পারে না

তিনি জানান, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পাকিস্তানের নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

‘ভারত বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর কোনই অধিকার ভারতের নেই। এরুপ কোন অনুরোধ জাতিসংঘ রক্ষা করতে গেলে তা উস্কানীর কাজ হবে বলে ভুট্টো হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

দৈনিক পূর্বদেশ, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমিকদের সার্বিক সহযোগিতার দাবী রাখে -মাহমুদ আলী

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ না করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাড়াহুড়া করে অতি উৎসাহ বলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাশ করায় ভারতের তামিলনাডু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি জানিয়েছেন এবং তার আপত্তি খুবই সঠিক। বাস্তবিকই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্বকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। ভারতীয় লোকসভা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক নীতিকে পদদলিত করেছে। মিঃ করুণানিধির কণ্ঠে তাই, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা গ্রাস করার বৃহৎ জাতিগুলোর ফ্যাসিবাদী মতলবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভারত যা করছে তাতে অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সর্বসম্মত প্রস্তবের পর পর পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয় লোকদের অনুপ্রবেশ আমাদের দেশের পূর্ব অঞ্চলের লোকদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, মানুষের জানমাল বিপন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অন্যথায় তাদের উপর এ বিপদ আসতো না।

এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশ ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সশস্ত্র তৎপরতাকে উৎসাহ দান এবং সাহায্য করা ছাড়াও ভারত তার রেডিওসহ সমস্ত প্রচার-মাধ্যমকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগারের এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা বানোয়াট বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কাজে নিয়োজিত করেছে।

সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের এবং তাদের সহযোগীদের প্রতিরোধ করা এবং তাদের একটি চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী মাঠে নেমেছে। আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী সকল দেশপ্রেমিক মানুষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার দাবী রাখে। এই সমর্থন যত বেশী হবে, তত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, দেশের এই অংশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক তৎপরতা শুরু সহজ হবে।

আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে আমাদের জনসাধারণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং জাতির আহবানে সাড়া দেবেন। যেমনটি তারা ১৯৬৫ সালে ভারত ও তার সহযোগীদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভারত ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছে
-হামিদুল হক চৌধুরী

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিশিষ্ট এডভোকেট জনাব হামিদুল হক চৌধুরী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেনঃ

পূর্ব পাকিস্তানীরা যাই চেয়ে থাক না কেন, তারা নিশ্চয়ই দেশের ঐক্য বানচালের পরিকল্পনা করেনি বা করে না।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রাসারণবাদী সুবিধার জন্য পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই ভারতের প্রচারণার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য পূরণ এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল তথ্য মাধ্যমে বোমা বর্ষণ করে শহরসমূহকে ধ্বংস ও হাজার হাজার লোককে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।

বস্তুতপক্ষে খবর ও অভিমতের ব্যাপারে ভারতীয় বেতার-সময়ের অর্ধেকটাই এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করা হচ্ছে। কতদিন এই ধরণের মিথ্যা টিকে থাকতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানীরা কি চায় তা মাত্র ১২০ দিন আগে ঘোষিত হয়েছে-যখন সমগ্র প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট দেন।

জনগণ সমগ্র দেশকে (পূর্ব ও পশ্চিম) একটি ইউনিট গণ্য করে একটি মাত্র জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে বসার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে একটি একক দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানসহ পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত সেই দেশের সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় প্রচারণাকারীরা কি করে দাবী করেন যে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং সেই অর্থহীন তত্বের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দিতে শুরু করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ব্যক্তিদের পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতে বেশী পাওয়া যাবে। প্রাণহানি হয়েছে, কারণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হতে বাধ্য, যখন আইন ও শৃঙ্খলা এমন এক পর্যায়ে ভেংগে পড়েছিল যা আমরা ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দেখেছি। এটা খুবই দুঃখজনক এবং এটা এড়ানো প্রত্যেকেরই কাম্য।

আমি আশা করি গোটা অঞ্চলের শান্তি এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণের খাতিরে ভারত এই শত্রুতামূলক পথ থেকে বিরত হবে। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ভারতের কোন সন্দেহ থাকলে এখানে তাদের কুটনীতিকদের কাছ থেকে তারা সহজেই তা জানতে পারেন। এই কুটনীতিকরা আবাসিক এলাকায় নিরাপদে বাস করছেন যে আবাসিক এলাকা ভারতের উর্বর বেতার ও প্রচারণাকারীদের মতে ভূমিসাৎ করা হয়েছে।

এখন সকল শ্রেণীর জনগণের কর্তব্য হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যাপরে দ্বিগুণ নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করা। মার্চ মাসে তিন সপ্তাহ যাবৎ হরতালের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যেক সরকারের কাছে এই আশা করার অধিকার আছে যে তাদের জীবন, স্বাধীনতা এবং পেশা রক্ষিত হবে। যত শীঘ্র সম্ভব বেসামরিক জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রসংগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি অভিনন্দন যোগ্য।

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭।

ভারতের প্রতি ভুট্টোর সতর্কবাণী

মুলতান, ৫ই এপ্রিল।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ ভারতের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে।

দৈনিক জং-এর এক খবরে বলা হয়, জনাব ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ এবং ভারতের প্রতিটি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দাঁত ভাংগা জওয়াব দেয়ার জন্য তারা প্রস্তত।

জনাব ভুট্টো তার ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসের এক বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমাদের মহান প্রতিবেশী চীন এ অঞ্চলে ভারতকে তার সম্প্রসারণমূলক যুদ্ধ শুরু করতে দেবে না। একথার প্রমাণ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাওয় গেছে। এশিয়ার এই বিরাট শক্তি ১৯৬৫ সালে ভারতকে যে চরমপত্র দিয়েছিল ভারতের তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন, এশিয়ার মহান মক্তি চীনের জনগণ নিজের উক্তিতে অনড়। খাঁটি বন্ধু ও স্বাধীনতা প্রিয় এবং স্বাধীনতা সংগামীদের প্রতি চীনাদের সমর্থন রয়েছে।

জনাব ভুট্টো আজ মুলতানে পিপিপির কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভষণদান প্রসংগে বলেন, জাতি এখন মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। পাকিস্তনের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুরা দেশের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বেও জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। একা সরকারের পক্ষে এ সংকট আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় প্রতিটি নাগরিকদের এ নাজুক মুহূর্তে নিজের ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি দেশের নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য সচেষ্ট। তিনি বলেন, তার পার্টি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা যাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে পড়বে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা ও সংহতি সংরক্ষণ করা। এ জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

বর্তমান সংকটের উল্লেখ করে জনাব ভুট্টো বলেন, অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ছ-দফা কর্মসূচী ছিল মূলতঃ দেশকে দু-অংশে বিভক্ত করার ফর্মুলা। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে তাড়াতাড়ি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পক্ষপাতি ছিলেন। কারণ তাতে পরিষদে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রত্যাখ্যাত বিনাশর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কেননা তাঁদের আশা ছিল তারা মন্ত্রীত্ব পাবেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পিপিপি জানত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্বে প্রস্তুতকৃত আইন অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। অধুনালুপ্ত আওলামী লীগ ৬-দফা ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রুপ দিয়েছিল। অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল, সে ৬-দফা কর্মসুচীতে এতটুকু পরিবর্তন করবে না। এ জন্য পরিষদে কোন প্রকার অর্থপূর্ণ আলোচনাও সম্ভব ছিল না। আর এ জন্যই পিপলস পার্টি পীড়াপীড়ি করেছিল যে পরিষদের অধিবেশনর আগেই শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়ে উভয় সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন।

জনাব ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান জানুয়ারী মাসে পরিষদের অধিবেশন ডাকতে চাইতেন কিন্তু মার্চে তিনি পরিষদের বাইরে সমাঝোতা স্থাপনে সম্মত হন। একথা স্পষ্ট যে, পিপলস পার্টি আইনগত ভাবে দেশকে টুকরো করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

জনাব ভুট্টো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন নেতা অভিযোগ করেছিলেন, যে, তিনি করাচী এক জনসভায় দেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করেন। অথচ তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর হাতে হস্তান্তর করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই পিপলস পার্টি অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এ ছাড়া এপিপির ক্ষমতায় এতটুকু খায়েশ ছিল না। তিনি বলেন, এটা ছিল দুঃখজনক যে, সেসব রাজনৈতিক নেতাই এমন একজন লোকের নিকট তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করছিলেন যিনি দেশকে টুকরো করতে চেয়েছিলেন।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, এটা ছিল মূলতঃ লণ্ডন পরিকল্পনার একটা অংশ। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজিত নেতারা শেখ মুজিবর রহমানের সাথে যোগসাজশ কারে উক্ত পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন।

তিনি বলেন, মূলতঃ এসব রাজনৈতিক নেতা নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে পাকিস্তনের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও আদর্শকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পিপলস পার্টি যে দেশকে টুকরো টুকরো করা থেকে রক্ষা করেছে ইতিহাস তা প্রমাণ করবে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আসল সমস্যা হল বর্তমান অর্থনীতির ...শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করা। অনুরুপ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও এই একই সমস্যা। তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই বিশ্বাসে ৬-দফার পক্ষে ভোট দিয়েছে যে, এর মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তারা ৬ দফার পক্ষে ভোট দেয়নি।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট এক পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিবেন এবং দেশের উভয় অংশ থেকে বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাবেন পিপলস পার্টি তার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী
পীর মোহসিন উদ্দিনের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রেসিডেন্ট পীর মোহসিন উদ্দিন আহমদের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণঃ

গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তনের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম কল্পিত ও নিলর্জ্জভাবে মিথ্যা খবর পরিবেশন করে আসছে। এ ধরনের জঘন্য ও মিথ্যা প্রচারণায় তারা এতটুকু ইস্ততঃ বোধ করছে না।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর উপর ভারতীয় পার্লামেন্টেও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবরও ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ, সাদা পোশাকে ভারতীয় সৈন্যদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ এবং গভীর সাগরে পাকিস্তানী বাণিজ্য জাহাজ হয়রানীর খবর পাওয়া গেছে।

এসব কার্য্যকলাপের মাধ্যমে ভারত তার আজাদী পূর্বকালের মানসিকতারই পরিচয় দিচ্ছে। ভারতের এসব কার্য্যকলাপ আমাদেরকে আজাদী পূর্ব দিনগুলোতে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেসময় বৃটিশ রাজ্যের ছত্রছায়ায় ভারতীয় হিন্দুরা প্রতারণা করে মুসলামানদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং ধর্মীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত ও অর্থনেতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করে মুসলমানদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত ও অর্থনেতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করে মুসলমানদের মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। সুতরাং তৎকালীন ভারতের মুসলমানগণ

তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান ও ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বিভাগ করে একটি সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যাবস্থা করেন।

কিন্তু ভারত আজও তার পুরানো নীতি ভুলতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পাকিস্তনের পাওনা প্রদান অস্বীকৃতি, পূর্ব পাকিস্তানে পানি সরবরাহ বন্ধের চেষ্টা, পাকিস্তানের আজাদী হরণ করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

এবারও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সক্রিয় হয়েছে। ভারত এ যাবত যা করেছে, তা শুধু জঘন্য ও নিন্দনীয়ই নয়, এটা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতিরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং আমি ভারতীয় কার্যাবলীর তীব্র নিন্দা করে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনই এই ভারতীয় চক্রান্তের স্বীকার হবে না, বরং ভারতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্যে তাদের জানমাল কোরবান করতে তারা এতটুকু দ্বিধা করবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের আজাদী রক্ষার জন্য এক কাতারে দাঁড়াবে।

আমি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ভাইদের প্রতি ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের সম রকম প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা বজায়, শান্তি প্রিয় জনসাধারণের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ও দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে। সেনাবাহিনী দুষ্কৃতিকারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। দেশে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। সুতরাং আমি এ কাজে সকলের প্রতি সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতার অনুরোধ জানাচ্ছি।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভারত পূর্ব পাকিস্তানীদের দাসে পরিণত করতে চায়
-মওলানা মফিজুল হক

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলেমার সাধারণ সম্পাদক মওলানা মিয়া মফিজুল হক বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষকে চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত রয়েছে।

এপিপির খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মওলানা মফিজুল হক বলেন, ভারত তাদের বেতার প্রচারণা ও সশস্ত্র লোক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিপথে পরিচালিত করেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এই প্রদেশটিকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তিনি বলেন, ভারতীয়রা বন্ধুর ছদ্মাবরণে দরদী সেজে আমাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু করে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতীয়দের সাহায্যের আশায় আছেন তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। অতীতে প্রাকবিভক্ত কালীন দিনে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছিল, তা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এমন কি এখনও তারা ভারতীয় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা মফিজুল হক বলেন, আমরা নির্বাচনের বহু পূর্বেই (অধুনা বে আইনী ঘোষিত) রাজনৈতিক দলকে জাতিকে এক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে না দেয়ার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের হুঁশিয়ারীর প্রতি কর্ণপাত করেননি। তিনি আরও বলেন, ভারতের ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। ভারতের যে কোন রকমের হুমকি মোকাবিলায় প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা হক শত্রুদের প্রতিহত এবং দেশে আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে মোহাজেরীন এর সভাপতি দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে লাখ লাখ মোহাজের যে কোন রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যার্থে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র ভারতীয়দের প্রেরণের দ্বারা ভারত আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী ভারত কর্তৃক এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য বিশ্বজনমতের প্রতি তিনি আহবান জানিয়েছেন ।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আরেকটি পদক্ষেপ
ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে কাউন্সিল
মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তান কাউন্সিল লীগের এগারো জন নেতা গত সোমবার সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারত পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছে। এর বিশেষ কারণ এই যে ভারতের অঞ্চল থেকে দুটো অঞ্চলকে আলাদা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ভারত মানসিক দিক থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

একথা সকলেরই জানা আছে যে ভারত বিভাগ বাতিল করার জন্য ভারত প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছে । এমনকি ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র হামলাও করেছিল । কিন্তু বীর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ এই জঘণ্য প্রয়াসকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়েছে । আমাদের জনসাধারণ কখনোই ভুলবে না যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে ভারতীয় মুসলমানদের এই বাসভূমি অর্জিত হয়েছে । কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ঐ আত্মত্যাগ করা হয়নি- হয়েছিল ইসলামিক সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শভিত্তিক জীবনযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য।

পাকিস্তান এখন বিভক্ত বলে ভারতীয় নেতারা যে অভিমত পোষণ করেছেন তা পুরোপুরি ভুল। সমগ্র জনসাধারণ দেশের সংহতি রক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা জনসাধারণকে দেশের সংহতি ও আদর্শ রক্ষা থেকে কখনোই বিরত করবে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আর একটি পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়। ভারত তাই তার বেতার মারফত মিথ্যা ও অন্যায় প্রচারণা দ্বারা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের জনসাধারণ এই ভিত্তিহীন প্রচারণায় কান দেবেন না।

ভারত আমাদের এই প্রিয় দেশ দখল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাচ্ছে।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ভারতের এই দূরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমের নিন্দা করছি। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন (১) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ সভাপতি এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম (২) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম (৩) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের

সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন (৪) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান (এডভোকেট), (৫) পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আতাউল হক (এডভোকেট, (৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুরুল হক মজুমদার (এডভোকেট), (৭) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন (৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম মুজিবুল হক (৯) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি কে এম সেরাজুল হক (১০) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নেজামুদ্দিন (১১) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সম্পাদক এ মতিন (এডভোকেট)

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থা সমর্থনের আহবান
পিণ্ডি বারের ৮০ জন সদস্যের বিবৃতি

রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই এপ্রিল (এপিপি): পাকিস্তানের শত্রুদের উস্কানির দরুণ পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি সংকটের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য রাওয়ালপিণ্ডি বার সমিতির ৮০ জন সদস্য দেশের সকল দেশপ্রেমিক লোকের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে আইনজীবীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিঃ এন পদগর্নির লিপির জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। যথোপযুক্তভাবে পত্রের জবাবে পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের নিকট এবং বিশেষ করে ভারত সরকারকে এটা পরিষ্কার করে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য দেশের সমস্ত মানুষ পাকিস্তানের শত্রুদের দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পেছনে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, পাকিস্তানের শুরু থেকেই আইনজীবী সম্প্রদায় পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সংগ্রামের প্রথম সারিতে রয়েছে।

আইনজীবীরা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে যে কোন পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রেসিডেন্টকে দিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ১ এপ্রিল, ১৯৭১।

আওয়মী লীগ ভারতের পক্ষেই কাজ করছিল

কাজী কাদের

করাচী, ৮ ই এপ্রিল (এপিপি)। পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রধান সংগঠক জনাব কাজী আবদুল কাদের আজ এখানে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সময়োচিত পদক্ষেপ এবং একই সাথে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলো, আওয়ামী লীগ নেতারা পাকিস্তানের পরম শত্রু ভারতের পক্ষেই কাজ করছিলেন।

তিনি এখানে এক সাংবাদিক সম্মলনে বক্তৃতা করছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব কাদের শেখ মুজিবুর রহমানের এবং বে-আইনী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত অরাজকতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানই দায়ী।

তিনি বলেন, নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পরিস্থিতিটাকে সঠিকভাবে পরিচালিত না করার দরুণই পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ আরো কতিপয় ঘটনাকে শেখ মুজিবুর রহমান মূলধন করেছিলেন। তার গোটা রাজনীতি মাত্র একটি বস্তু অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান এবং তার অধিবাসীদের ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কাজী কাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভারতের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ জন্যেই তিনি তার রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তানে সীমিত রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু তারা শোষণের বিরুদ্ধে চটকদার শ্লোগান দিয়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের মন বিষিয়ে তুলেই বিজয়ী হয়েছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ভারতের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের যোগসাজশের আসল মতলবটা যদি জনসাধারণ জানতো, তাহলে তারা নিষিদ্ধ দলটিকে কোন মতেই ভোট দিত না।

জনাব কাদের বলেন যে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র বিরোধী চক্র কুখ্যাত হিন্দু গুণ্ডা এবং দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতকারী দলের আর্শীবাদ পেয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারকালে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং আমাদের প্রিয় দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার কথা প্রকাশ করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তনের সাবেক খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনাব কাদের বলেন যে, আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনে যা যা ঘটেছে তার সব কিছুর জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলই পুরোপুরি দায়ী।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব ও তার দলের লোকেরা কুখ্যাত বাইশ পরিবারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা নিয়েছে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে তুলে দেয়া বা মাতৃভূমির বাকি অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে জনসাধারণ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি।

রাষ্ট্র বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে কাজী কাদের তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে তুলে দেয়ার আওয়ামী লীগ নেতাদের ষড়যন্ত্র অংকুরেই বিনাশ করে প্রেসিডেন্ট তার রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বই পালন করেছন।

কাজী কাদের পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও বেতারের জঘন্য প্রোপ্রাগাণ্ডা এবং নাক গলানোর জন্যে ভারতকে উৎসাহদানকারী এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির বিকৃত খবর পরিবেশনরত পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর পত্র পত্রিকার তীব্র নিন্দা করেন।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে, তিনি তাকে স্বাগত জানান।

কাজী কাদের বলেন যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত ফ্যাসিবাদী নীতিতেই গত নির্বাচন সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান মুসলিম সব সময় পাকিস্তনের সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। যখনই মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ৬দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে তখনই তাদের পশ্চিম পাকিস্তনী শোষকদের তাবেদার বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তাদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই প্রমাণ করেছে যে, পাকিস্তান মুসলিম লীগ যে কথা বলেছিল তা সম্পূর্ণ সত্য।

দৈনিক পাকিস্তান, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাবের প্রতিবাদ
সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো

করাচী, ১৪ ই এপ্রিল (এপিপি)।-পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে আজ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাবের জোর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগনির বাণীকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 'নগ্ন হস্তক্ষেপ' বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে গণচীনের ভূমিকাকে সঠিক এবং সময়নুগ বলে অভিহিত করে বলেন, সোভিয়েটের মনোভাব লেনিনবাদ ও মার্কসবাদের শিক্ষার পরিপন্থী।

পদগর্নিও বাণীর জবাবে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতিতে বর্ণিত সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সোভিয়েট ইউনিয়নকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংঘ সনদ এবং বান্দুং নীতি ভুলে গিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা লেনিনের সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভুলে গিয়ে থাকলে সেটাই হবে বিস্ময়কর।

ভুট্টো বলেন, এটা সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপতি ও নির্মাতা ভি আই লেনিনের বৈদেশিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিখ্যাত নীতির বরখেলাপ। অথচ উক্ত নীতি হলো সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান নীতি।

ভুট্টো বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি বৃহৎ শক্তি প্রতিবেশী এবং পাকিস্তনের এক ভাল বন্ধু। পাকিস্তান তার সাথে ভাল সম্পর্ক চায় এবং এ লক্ষ অর্জনের জন্য পাকিস্তান সোভিয়েটের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জোর প্রচষ্টো চালিয়েছে। এই প্রসংগে তিনি মন্ত্রী থাকাকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত ঘভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সম্পর্কেও ক্ষেত্রে দেওয়া নেওয়ার উপদানটি খুবই জরুরী।

তিনি বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে টিঠি লিখেছেন, যে বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ এখতিয়ারে ছিল এবং থাকবে।

যে সংকট দেখা দিয়েছে, স্বভাবতঃই তার রাজনৈতিক সমাধানই পাকিস্তানেরা কাম্য হবে।

আমরা রাজনৈতিক সমাধানের সব রকম চেষ্টা করেছি। যখনই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসবে, আমি নিশ্চিত যে, আলোচনার সূত্র বের করা হবে এবং রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর নতুন প্রয়াস শুরু হবে। কেননা রাজনৈতিক নিষ্পত্তিই হলো স্থায়ী নিষ্পত্তি।

তিনি অবশ্য বলেন, পাকিস্তান কোন রাজনৈতিক মীমাংসা অথব্য অন্য কোন সমাধান পেল কিনা সেটা সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তনের জনগণের নিজস্ব ব্যাপার। নিষ্পত্তির ধরন কি হবে সেটা তারাই ঠিক করবেন। আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান বিভাবে করবো সে ব্যাপারে অন্য কারো উপদেশ আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা অন্য কোন দেশের কলোনী নই অথবা কারো প্রভাবাধীন নই যে আমাদের এ ধরনের উপদেশ মানতে হবে।

যাই হোক, ভুট্টো বলেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সময় অন্যান্য কতিপয় দেশের ভুমিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে চান না।

আমি এটা বলছি কারণ এ পর্যন্ত তাদের মনোভাব অস্পষ্ট এবং তাদের হস্তক্ষেপের কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ এখনো এমন সিদ্ধান্তমূলক নয় যে, এর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যাই হোক আমরা পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং তাদের হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়লে এবং আমরা হস্তক্ষেপে সম্পার্কে নিঃসন্দেহ হলে আমরা অবশ্যই আমাদের জনগণকে আস্থায় আনব এবং পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই শুধুমাত্র চীন পাকিস্তানকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এটা সন্দেহাতীতরুপে প্রমাণিত হয় যে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। চীন প্রধান এশীয় শক্তি এবং পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত কর্তৃক আর্ন্তজাতিক রীতি নীতি ও জাতিসংঘ সনদ নগ্নভাবে লংঘনের প্রতিবাদ করেছে।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের এই ন্যায্য সংগ্রামের চীনা সমর্থনের জন্য পাকিস্তানী জনগণ চীনের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের অভ্যন্তরীণ অসুবিধা সমূহ দূর করার কাজ বিদেশী রাষ্ট্রগুলো আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।

আমরা গুরুতর সমস্যায় নিপতিত এবং আমরা এর প্রতি অবিভক্ত ও পূর্ণ দৃষ্টি দিতে চাই।

জনাব ভুট্টো বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের দাবী জানান।

তিনি বলেন, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ রোধের একটি নিশ্চিত পন্থা হলো তার মোকাবিলায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ।

তিনি বলেন যে, গঠনমূলক রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। তিনি জানান যে, ভিত্তিহীন ও মিথ্যে কাহিনী ও গুজব ছড়িয়ে এই পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করা হচ্ছে। জনাব ভুট্টো বলেন যে, জনসাধারণ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরুপে পিপলস পার্টিকে নির্বাচিত করেছে। তাই জনগণের প্রতি পিপলস পার্টির সরাসরি ও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমান সংকট অবসানের জন্যে তাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে গত ১লা ও ২রা এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা বর্তমান সংকট সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। জনাব ভুট্টো বলেন, দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি অবসানের জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যে প্রয়োজন সেকথা আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি। জনাব ভুট্টোর ধারণা,

প্রেসিডেন্ট সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে যাতে যুক্ত প্রচেষ্টা চালাতে পারেন সে জন্য তিনি (প্রেসিডেন্ট) ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক হচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমাদের বিশ্বাস, এ ধরনের জাতীয় একমাত্র জনগণই সমাধান করতে পারে। অবশ্য আমরা যদি আমাদের ব্যাপারে ঠিকঠাক করার, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার, অতীত অবস্থা বর্জন ও নতুন করে জীবন শুরুর জন্যে সংকল্পবদ্ধ হই।

পাকিস্তানকে খণ্ডিত করার চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে
ফরিদ আহমদের বিবৃতি

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, মৌলবী ফরিদ আহমদ গতকাল বলেছেন, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং মুসলমানদের হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ফ্যসীবাদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ভারতীয় চক্রান্ত বর্তমানে নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশদ্রোহী ও পাকিস্তানীদের মধ্যে থেকে হিন্দু-ভারতের সংগৃহীত ক্রীড়ণকদের রক্ষা করার জন্য হিন্দুস্থান পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারের মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। হিন্দু-ভারতের সঙ্গে যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করছে, তারাই আগ্রহভরে এই মিথ্যা সংবাদ গোপনসূত্র থেকে প্রাপ্ত বলে প্রচার করছে।

তিনি বলেন, এই সব সংবাদদাতা সক্রিয়ভাবে এই কুকর্মে লিপ্ত রয়েছে। ঢাকা শহর ধ্বংস করা হয়েছে, ট্যাঙ্ক যুদ্ধ, ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও, জেনারেল টিক্কা খানের হত্যা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, চট্টগ্রাম বন্দর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, শেখ মুজিব ও তাঁর অনুগামীগণ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিভিন্ন অংশের রণাঙ্গণে বিরাট বিজয়ের মিথ্যা সংবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণরুপে ফাঁস হয়ে পড়েছে।

মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, যাঁরা এই মিথ্যাচার পরীক্ষা করেছেন, তাঁদের সীমান্ত পারের এই অসত্য প্রচারণা ঘৃণা সৃষ্টি করেছে।

মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, আমার দুবার চট্টগ্রাম সফর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে। ১লা মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত সময়ে সবশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা হয়। রিপোর্ট ও আনুমানিক হিসেবে প্রায় এক কোটি টাকা বেআইনী আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর সদস্যরা বন্দুকের মুখে আদায় করেছে। এই কাজে চট্টগ্রামের সুপরিচিত হিন্দু যুবকেরা সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য করেছে। আমরা বর্বরতার এমন এক অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছি, যা এক শ্রেণীর পশু তাদের স্বগোত্রীয় পশুদের ওপরেও প্রয়োগ করে না।

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে মৌলবী ফরিদ আহমদ বলেন, ২৬শে মার্চ রাত্রে পাথরঘাটার কার্যরত প্রহরীদের হত্যা করা হয়। তাদের অপরাধ, তারা এমন এক শ্রেণীর মুসলমান যাকে হিন্দু ও তাদের সহযোগীরা পছন্দ করে না। এই প্রহরীদের মধ্যে একজন কোন মতে রক্ষা পায় এবং সে শপথ নিয়ে আমকে বলেছে কিভাবে ২৬শে মার্চ তাদের ওপর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। একইভাবে কর্ণফুলীর কাগজ কলের কর্মচারীগণ তিনটি ট্রাকযোগে আশ্রয়লাভের জন্য যখন চট্টগ্রামে আসছিল তখন কালুর ঘাটের পুলের কাছে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। শেরশাহ কলোনীতি আরও ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে একই ধরনের খবরাখবর পাওয়া গেছে।

সমস্ত ওয়ালেস কলোনী অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে। কাউকে রেহাই দেয়া হয়নি।

আমাদের মাতৃভূমিতে ভারতীয় এজেন্টদের হাতে আমাদের কি এই মূল্য দিতে হবে? ইসলামের নামে যে দেশের জন্ম, সেই দেশে আশ্রয় লাভের জন্য যারা হিন্দুস্তানে তাদের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, তারা কি এমন ব্যবহার পাবেন যেমন ব্যবহার পশুরাও মানুষের কাছ থেকে আশা করে না?

মৌলবী ফরিদ বলেন, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হচ্ছে, গত ২৭শে অথবা ২৮শে মার্চ সকালে ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী চার ভাই যখন পবিত্র কোরান পাঠরত ছিলেন, তখন বেআইনী আওয়ামী লীগ সদস্যদের সাহায্যে ভারতীয় এজেন্টরা তাঁদের আক্রমণ করে । তিনজনের কাছ থেকে তিনটি পবিত্র কোরান তারা ছিনিয়ে নেয়।চতুর্থ ব্যক্তি জনাব আব্দুল মজিদ তাঁর কোরান দিতে অস্বীকার করেন। তখন, অন্যান্য তিনজনসহ তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, একমাত্র ইসলামের নামেই এই দেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ভারতীয় এজেন্টরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাংগালী জাতীয়তাবদের নামে এমন জঘন্য কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে, যা করতে হিটলারের ঘাতকদের বর্বরতাও লজ্জা পাবে।

তিনি বলেন, এই ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতেই সেনাবাহিনী এই সমস্ত লোকদের উচ্ছেদ করে পরিস্থিতি আয়ত্বে এনেছে। এদেরই হিন্দুস্তানী গুণ্ডারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী বলে উল্লেখ করছে। এ সব কারণেই চট্রগ্রামবাসীরা সেনাবাহিনীকে তাদের ত্রাণকর্তারুপে দুই হাতে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। অনেকে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমে সেনাবাহিনীর এই মহান কার্যকলাপে চট্রগ্রামের শাহী জামে মসজিদে অশ্রুসিক্ত নয়নে মোনাজাত করেছেন। ভারতের সাহায্যপুষ্ট গুণ্ডাদের ষড়যন্ত্র বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচনের জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ঘরে ঘরে তদন্ত চালিয়ে সব রকমের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানাই।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে
-সলিমী

লারকানা, ১৩ ই এপ্রিল (এপিপি)- বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব বি এ সলিমী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাথে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা এবং অননুমোদন ঘোষণা করেছেন।

গত রোববার এক বিবৃতিতে তিনি বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের দেশ-প্রেমিক এবং দলের গোপন বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার সম্পর্কে অগ সদস্যদের প্রতি বর্তমান সংকট উত্তরণ এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টোর সাথে সহযোগিতারও আহমান জানান।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো সাম্প্রতিক সংকটে যে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন সেজন্যে জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তিনি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শক্রতামূলক আচরণেরও নিন্দা করেন। সেনাবাহিনীর দক্ষতায় আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের দুশমনদের সব অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করে বর্তমান সংকট পাড়ি দেবে তাতে আমরা নিশ্চিত।

জনাব সলিমী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দ্বৈত ভুমিকারও কঠোর নিন্দা করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

ভুট্টোর নির্দেশঃ প্রেসিডেন্টের হস্ত শক্তিশালী করুন

চিস্তিয়ান ১৯ এপ্রিল, (পিপিআই)- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ ভুট্টো যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা আর সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাদের সম্পর্কে সরকারের কাছে রির্পোট করার জন্য দলীয় সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানকার পিপিপি প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ইমদাদ হোসেন শাহের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে জনাব ভুট্টো এই আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের প্রতি বর্তমান সংকট নিরসনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হস্তকে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগের আহবান জানান।

-পূর্বদেশ, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১।

রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য শাসনতন্ত্র জারির সুপারিশ

করাচী প্রেস ক্লাবে খান আবদুল কাইয়ুম খান

করাচী, ২রা মে (পিপিআই)- কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান আজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য একটি শাসনতন্ত্র জারি করার সুপারিশ করেন।

করাচী প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন শাসনতন্ত্রের অভাবে দেশ বেশী দিন চলতে পারে না। তিনি যে শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করেন তাতে মৌল অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি এমনভাবে বিধিবদ্ধ করতে হবে যাতে ভিতরের ও বাহিরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ প্রধান শক্তিশালী কেন্দ্রের সুপারিশ করেন এবং বলেন যে, পূর্বের চেয়ে এখন এর প্রয়োজন আরো বেশী। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বেআইনী ঘোষণা করার দাবী জানান।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করতে হবে

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান গতকাল করেন যে, দেশের যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শক্তির মাধ্যমে ধ্বংস করতে হবে।

সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব, এ, এম, কোরেশী আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে খান কাইয়ুম বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বীজ পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে। তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলও ব্যক্তি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে সহায়তা করেছিলো এবং নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের হাতে অতি সত্বর ক্ষমতা দানের দাবী করেছিলো তাদেরকেও প্রকাশ্য তুলে ধরতে হবে এবং এই সমস্ত দলগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ।

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে অনুরুপ ধ্বংসাত্মক কাজ পশ্চিম পাকিস্তানে ঘটবার জন্যও কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি চেষ্টা করছে বলে কাইয়ুম খান বর্তমান সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ভারত যাতে চীনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে সে জন্য তারা ভারতের হাত শক্তিশালী করতে চেষ্টা করছেন। ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন, ভারত চীনের বিরুদ্ধে লড়বার মতো অবস্থায় নেই। সে যে সামরিক সাহায্য পাচ্ছে তা পাকিস্তানের

বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে বিপুল পরিমাণে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আটক করা হয়েছে তা এরই প্রমাণ।

খান আবদুল কাইয়ুম খান বলেন পাকিস্তান দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্র যেখানে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি আলাদা জাতি।

তিনি বলেন জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করে গেছেন তার বাস্তবায়ন ছাড়া পাকিস্তান টিকে থাকতে পারে না।

তিনি বলেন, মুসীলম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, ব্যক্তি ঘৃণা এবং খারাপ ইচ্ছার জন্য তিন মুসলিম লীগ এক হতে পারেনি।

কাইয়ুম খান বলেন যে কেবলমাত্র তার দলই শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর ছয় দফার খোলাখুলি বিরোধিতা করেছে এবং ৬ দফা সম্পর্কে দেশকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। আজ এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ৬ দফা আসলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচী এবং শেখ মুজিবর রহমান ভারতের এজেন্ট।

তিনি বলেন, পাকিস্তান কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি এবং বিদেশী রাষ্ট্র তা ছোট হোক বা বড় হোক তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাক তা পাকিস্তান চায় না। তিনি বলেন আমরা কোন বিদেশী রাষ্ট্রকেই বিশ্বের পুলিশী ভুমিকায় স্বীকার করবো করবো না।

এর পূর্বে জনাব এ, এম, কোরেশী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, কেবল জনাব কাইয়ুম খানই প্রকাশ্যে শেখ মুজিবর রহমান ও ৬ দফার বিরোধিতা করেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কাইয়ুম খান বলেন যে পাকিস্তানের উভয় অংশে একই সময় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তিনি বলেন যে প্রথম বিষয় হলো এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক জীবন ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিদের হাতে খণ্ডভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অভিযোগ আসবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে কাইয়ুম খান ওয়ালীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন খান আব্দুল গাফফার খান কাবুলে থেকে এই দল পরিচালনা করছেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এমন কোন কথা নেই যে দেশের নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে আসতে হবে। নেতৃত্বের প্রশ্ন নির্ভর করে নেতার গুণপনার উপর।

-পূর্বদেশ ৩মে ১৯৭১।

নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য

শাহ্ আজিজের আহবান

ঢাকা ৪ঠা মে (এপিপি)। জাতীয় পরিষদের সাবেক বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান গত সোমবার এক বিবৃবিতে ভারতের নয়া সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করার পাকিস্তানের সশস্ত্র

বাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দান করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান। শাহ্ আজিজের বিবৃতির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলোঃ

আমার দেশবাসী পাকিস্তান সৃষ্টি ও তার অস্তিত্ব সংরক্ষণের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন রয়েছে। বিশ্ব পার্লামেন্টারী ফোরামে আমি ভারতের দূরভিসন্ধি ও কাশ্মীর সম্পর্কে, ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় অভিমত পেশ করেছিলাম। পাকিস্তান সরকার এ ধরনের কয়েকটি বক্তৃতা প্রকাশ ও প্রচারও করেছিলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোক সর্বাধিক সুযোগ সুবিধাদানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সচেষ্ট ছিলেন। আওয়ামী লীগ নামে পূর্ব পাকিস্তান প্রধান রাজনৈতিক দলটি সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেও গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। আওয়ামী লীগের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের শ্লোগানে এখানে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বত্র ভীতি ও ত্রাস বিরাজ করছিল। গত নির্বাচনের সময় আমাকেও আমার কর্মীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। এর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ উত্থাপন করেও কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। মানুষের দেশপ্রেমের নিশ্চয়তা পরিমাপের কোন যন্ত্র নেই বলে তিনি জানান।

দেশের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য ২৫শে মার্চের আগে যারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো দেশ প্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী তাদের সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে জঘন্য হস্তক্ষেপ করছে তিনি তার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারত আন্তর্জাতিক সমস্ত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করেছে। ভারতের বন্ধুত্বের মুখোশ বিশ্বের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ভারত যাতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে সে জন্য তিনি হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেন। নয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দেশ প্রেমিকদের সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতাদানের জন্য শাহ্ আজিজুর রহমান জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

-পূর্বদেশ, ৫ মে, ১৯৭১।

ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে
-হাজারভী

পেশোয়ার, ১৩ই মে (পিপিআই)।- পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়ত উল-উলামা-ই ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী বিশেষ করে প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁর মতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রদেশগুলোতে অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছে।

গত মঙ্গলবার এখানে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সব গণপ্রতিনিধি দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত যদি তাদেরকে প্রদেশের শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়া হয় তাহলে ভারতীয় অনুপ্রবেশের বাকী সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজে তারা সেনাবাহিনীকে বিরাটভাবে সাহায্য করতে পারবেন। মওলানা হাজারভী কলেন যে, এই সরকারের কর্ম হবে অস্থায়ী। তবে বিশ্বজনমতকে পাকিস্তানের পক্ষে আনায় তা অনেক দূর সাহায্য করবে।

-পূর্বদেশ, ১৪ মে ১৯৭১।

মুফতি মাহমুদ বলেন-ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী হাস্যকর

লায়লপুর, ২০ মে (এপিপি) ।-জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফতি মাহমুদ আজ যে কোন প্রকারে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীকে হাস্যকর বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা এখন জাতি তার অস্তিত্বের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

এখানে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে জমিয়ত নেতা বলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত আস্থা পোষণ করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আলোচিত হতে পারে না। এই প্রদেশে পূর্ণ অথনৈতিক পুনর্বাসন হলেই এই আস্থা ফিরে আসা সম্ভব হতে পারে। সরকারের সামনে এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব অর্থনৈতিক জীবন পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং ইহা সম্ভব সমগ্র জাতি সরকার ও সশস্র বাহিনীকে পূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানালেন ।

তিনি বলেন যে দেশের এক অংশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তা আরো জটিলতার সৃষ্টি করবে । তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে একটি আইনগত অসুবিধাও রয়েছে। আইনগত কাঠামো নির্দেশের সংশোধন না করা হলে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা এতে প্রদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন বিধান নাই।

যে কোন প্রকারেই হোক না কেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে তার পূর্বে জাতীয় পরিষদকে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে যা এখনো হয়ে ওঠেনি।

সংকট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্টের একটি শাসনতন্ত্র দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তার বিশ্বাস হলো জনপ্রতিনিধিদেরই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত। অবশ্য তিনি এও বলেন যে প্রেসিডেন্ট যে আইনগত কাঠামো নির্দেশ জারি করেছিলেন তাই তিনি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে অনুমোদন করতে পারেন।

-পূর্বদেশ, ২১ মে, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোচনা করেছি
সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো

করাচী, ২১শে মে (এপিপি)।-পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল এখানে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর আলোচনা অনুযায়ী চলতি সালের শেষের মধ্যে কিছুটা ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন।

পিপিলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো এখানে ক্লিফটনে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করছিলেন। গতকাল সকালে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। জনাব ভুট্টো বলেন যে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন এবং এ সকল প্রশ্নে তার দলের মতামত প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক নয় তখন জনগণের পক্ষে বিভাবে সরকারী কাঠামোয় অংশগ্রহণ ও তার গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন প্রশ্ন করা হলো ভুট্টো বলেন, এই সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

তিনি বলেন, তিনি এখন বিস্তারিত বিবরণ দেবেন না, কারণ, অন্যান্য কারণের মধ্যে খোদ পাকিস্তানই দেখিয়ে দিয়েছে যে কথার বন্দী হওয়া কিরুপ বিপজ্জনক।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে খণ্ড খণ্ডভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে ঔপনিবেশিক আচরণের মনোভাব সৃষ্টি হবে বলে কতিপয় নেতা যে মত প্রকাশ করেছেন তা কার্যতঃ জোরদার হবে কিনা। জনাব ভুট্টো বলেন, তিনি এই মতের সঙ্গে একমত নন।

জনাব ভুট্টো দেশের বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহবান জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পূর্ব পাকস্তািনের কতিপয় নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচন হবে বলে তিনি মনে করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের যতখানি সম্ভব ক্ষমা করা উচিত।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের রাজনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক দল আইনের কড়াকড়ি শিথিলে তার কোন আপত্তি নেই।

তিনি বলেন, তার দলের সদস্যদের আনুগত্য সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ নেই বরং অন্যান্য দলের এম এন এ রা তার দলে যোগ দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তবে পিপলস পার্টি তাদের খোশ আমদেদ জানাবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

যাই হোক অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি দল পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী।

ভুট্টো বলেন যে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনাকালে তিনি সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরুজ্জীবনের জন্য তার দলের দাবী পুনরুল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, সংবাদপত্র এমনিতেই সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী পরিচালিত এবং সেন্সরশীপ কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন বলে তার দল মনে করে ।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২২ মে ১৯৭১।

রহমতে এলাহী বলেন-নতুন করে নির্বাচন চাই

করাচী, ২৩শে মে (পি পি আই)। জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমতে এলাহী আজ নয়া আদমশুমারীর ভিত্তিতে দেশে নতুন করে নির্বাচনের দাবী করেন।

আজ বিকালে স্থানীয় এক হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় আমাদের ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক জীবন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

জামাত নেতা পূর্ব পাকিস্তান সফর করে এখানে ফিরেছেন তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে মোটামুটি অবস্থা স্বাভাবিক এবং সেখানে মিল কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী রহমতে এলাহী বলেন যে, এ সময় ক্ষমতা হস্তান্তর করা ঠিক হবে না।

তিনি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দেশ বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে সংকট থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি ভারতকে পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র করার জন্য অভিযুক্ত করেন । সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানীদেরও প্রশংসা করেন। সমগ্র পূর্বাঞ্চল সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

-পূর্বদেশ ২৪ মে, ১৯৭১।

জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার সময় এসেছে
নওয়াবশাহে ভুট্টো

নওয়াবশাহ, ৩১ শে মে (এপিপি)।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ ভুট্টো আজ আবার বলেন যে, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারাই শুধু বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব।

তিনি বলেন যে যারা রাজনীতির সাথে জড়িত ও দেশের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল তাদের ছাড়া কারো পক্ষে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

দলীয় কর্মী ও ছাত্রদের এক সভায় জনাব ভুট্টো বলেন যে, যারা জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন তাদের হাতে এখন ক্ষমতা তুলে দেবার সময় এসেছে। এর ফলে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারবে। তিনি বলেন, জনগণই এই রায় দিয়েছে এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়ন করা উচিত।

জনাব ভুট্টো বলেন, আমরা জনসাধারণের সঙ্গে রয়েছি এবং দরকার হলে নিজেদের জীবনের বিনিময়েও নির্বাচনের সময় দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন যে পাকিস্তান পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এর পাচঁটি প্রদেশই শক্তিশালী না হলে দেশ শক্তিশালী হতে পারে না।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব যে ভুল করেছিলেন তিনি তা করবেন না এবং শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের জন্য যে বিপর্যয় ডেকে এনেছেন সিন্ধুর তরুণদের তেমনি ধ্বংস হতে তিনি দেবেন না। তিনি বলেন, আমি সিন্ধুর যুবকদের ভুল পথে নয়, সঠিক পথে পরিচালিত করব।

পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বলেন যে, জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে জনসাধারণের সরকার গঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য তা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন যে, যারা নির্বাচনে হেরেছে তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সুযোগ নেয়া উচিত নয়। তাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২ জুন, ১৯৭১।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে
কাজ করার আহবান
আতহার আলীর বিবৃতি

সাবেক এম এন এ ও পাকিস্তান মরকাজী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মোঃ আতহার আলী পাকিস্তানের নিরাপত্তা সংহতি ও সমৃদ্ধিও জন্য আরো উদ্যমের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার এপিপি পরিবেশিত এক বিবৃতিতে তিনি জনগণকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, মুসলমানের শত্রুদেশগুলো লাখো লাখো মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের ক্ষতি সাধনের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন পাকিস্তান রক্ষা পেলেও শত্রুর চক্রান্তের অবসান ঘটেনি। এই পবিত্র দেশকে মারণ আঘাত হানার জন্য শত্রু চেষ্টার ত্রুটি করবে না। পাকিস্তান, ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জুলাই, ১৯৭১।

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই- একথা ভিত্তিহীন

-ডঃ সাজ্জাদ হোসেন

লণ্ডন, ৮ই জুলাই (রয়টার)।- পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামে বাঙ্গালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই বলে যে কথা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক গতকাল তা অস্বীকার করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এস সাজ্জাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার ডঃ এম মোহর আলী টাইম পত্রিকায় লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁদের এই অস্বীকৃতির কথা জানান।

বিদেশে প্রচারিত নৃশংসতার কাহিনী উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে এ ধরনের কাহিনী প্রচার অব্যাহত থাকার ফলেই এ রকম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে শহরে ও গ্রামে বাঙ্গালীদের বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

বুদ্ধিজীবীদের পাইকারী হত্যা করা হয়েছে বলে যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, অধ্যাপকদ্বয় তাও অস্বীকার করেছেন।

চিঠিতে বলা হয় যে, মার্চের ২৫শে-২৬শে তারিখে জগন্নাথ ও ইকবাল হলের আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা যায়।

চিঠিতে বলা হয় যে, আমাদের ৩ জন সহযোগী প্রাণ হারাতেন না যদি না তারা যে ভবনগুলোতে বাস করতেন সে গুলোকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো।

দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জুলাই, ১৯৭১।

প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সফরের উপর গুরুত্ব আরোপ

আসগর খানের প্রদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

লাহোর, ১৬ই জুলাই (এপিপি)।-তাহারিকে ইস্তেকলাল পার্টি প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান গত কাল এখানে বলেন যে রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধান পূর্ব পাকিস্তানীদের সকলের সমর্থন পেতে হলে একটি নতুন উদ্যোগও জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নয়দিন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে প্রত্যাবর্তনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল বলেন যে, এটা করা না হলে খুব কমসংখ্যক বাঙ্গালী আগামী উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। কারণ তাঁর মতে এখন বাঙ্গালীদের উপ-নির্বাচনের ব্যাপারে খুব উৎসাহী মনে হয় না।

ইস্তেকলাল নেতা আরো বলেন যে তার উল্লেখিত ব্যবস্থার মধ্যে প্রেস সেন্সরশীপ তুলে নেয়া, রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং অপরাধী আইন পরিষদ তালিকা প্রকাশও রয়েছে।

তিনি আরো বলে যে, শীঘ্রই প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সফর সমস্যা সমাধানের পথে অনেক খানি সহায়ক হবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে এখন অনেকেই প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি কামনা করছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে ইস্তেকলাল নেতা বলেন যে, তার মনে কোন সংশয় নেই যে, এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে পূর্ব পাকিস্তান উপ-নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে কিন্তু এ উদ্যোগ গ্রহণে বিলম্ব হলে দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি কারক হবে যা ইতিপূর্বে আর কোন দিন হয়নি।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যরা সমস্যা সমাধানের জন্য কত দূর সাহায্য করতে পারে জানতে চাওয়া হলে তাহরিক নেতা বলেন যে সকল সদস্যই সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন না। সরকারের সঙ্গে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছার জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের সমর্থন পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আগামী উপ-নির্বাচনে তার দল অংশ গ্রহণ করবে কিনা এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তাহরিক নেতা জানান যে আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ দেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শাসনতন্ত্র সংশোধনীর পদ্ধতিসমূহ এবং আইন পরিষদগুলো চালু হবার পর কি ধরনের সামরিক ছত্রছায়ায় থাকতে হবে তখন তা আরো ভাল ভাবে জানতে পারা যাবে। ইতিমধ্যে ঘটনাসমূহও একটা পরিষ্কার রূপ নেবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তাহরিক নেতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব কিছুই এখন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। তবে প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশয় হতাশাগ্রস্ত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ জুলাই,১৯৭১

ফজলুল কাদের চৌধুরীঃ জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব

লাহোর ১৬ই জুলাই (এপিপি) - দেশ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা আলোচনার জন্য কনভেনশন মুসলিমলীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী গতকাল সকাল রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছেন।

স্থানীয় একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি বলেন যে জাতি আজ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবচেয়ে ‘মারাত্মক সংকটের’ মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এবং এই সংকট নিরসন ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান নেতাদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান হচ্ছে এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী কাজ।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, এই জাতীয় সম্মেলনে অবশ্যই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের আশা আকাঙ্খার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফর্মূলা উদ্ভব করতে হবে।

তিনি বলেন যে, এখানে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনাকালে তার এই প্রস্তাবটি অভিনন্দিত হয়েছে।

জনাব চৌধুরী বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ট দল নিজের ভুলের জন্য তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং এই পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রশ্নটি নতুন করে বিবেচনা করা উচিৎ। সম্মেলনে যোগদানকারীরা ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

জনাব চৌধুরী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে। তবে সেখানকার সমস্যাগুলোর ব্যাপারে প্রজ্ঞা, বিবেচনা ও সতর্কতার সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

তিনি বলেন যে ভারতীয় এজেন্টদের উৎখাতের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে শুভেচ্ছা ও আস্থা তৈরীর কাজ করে যাওয়া উচিৎ।

তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৯৬ জন লোক পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়েছিল। কিন্তু গত ২৩ বছর ধরে তরুণদের অপরিপক্ক মনে যে কারণেই হোক বঞ্চনার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এবং এই বঞ্চনা ও অবহেলা মোকাবেলার জন্য সংগ্রামের মাত্রা তাদের জানা ছিল না। তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকারের পাকিস্তানী র অভাব নেই।

তিনি বলেন যে ভারতীয় এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত বাংলাদেশ বেতার থেকে দিন রাত তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতার মৃত্যুদণ্ডের কথা তারস্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে তিনি পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করে যাবেন। কারণ যদি পাকিস্তানই না থাকে, তাহলে অধিকারের জন্যে সংগ্রামের অবকাশ কোথায়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জুলাই,১৭৭১।

জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সম্পর্কে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ

লাহোর, ২১শে জুলাই (এপিপি)- পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গতকাল বিকেলে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদানকালে বলেছেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং এখন তা প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে গ্রহণ করায় জাতীয় পরিষদ সদস্যদের আর কোন অস্তিত্ব থাকছে না।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে চির দিনের জন্য তার সমাধান হওয়া উচিৎ। ক্ষমতা হস্তান্তরের মত অন্যান্য প্রশ্ন পরে আসতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ বলেন যে, তার দল সবসময়েই এই মত পোষণ করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যকে পাওয়া না যাওয়ায় ও তারা আত্মগোপন করায় বর্তমান জাতীয় পরিষদ তার প্রয়োজনীয়তা ও ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন যে, একটি জাতীয় পরিষদের পরিবর্তে এটি এখন একটি আঞ্চলিক পরিষদে পরিণত হয়েছে।

তিনি আওয়ামী লীগারদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করার কথা বলার জন্য পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা ভুল হবে। কারণ তাহলে সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করা হত না।

তিনি আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য সেনাবাহিনীর ভুমিকার প্রশংসা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভুট্টোর সমালোচনা করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২১ জুলাই,১৯৭১

ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রেসিডেন্টের ফর্মূলা বর্তমান সংকটের একমাত্র সমাধান -তোফায়েল মোহাম্মদ

লাহোর, ২৩ জুলাই (এপিপি)।- জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফয়েল মোহাম্মদ আজ এখানে বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট যে ফর্মূলা পেশ করেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের এটাই হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।

তবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের বিগত বেতার ভাষণে উল্লিখিত ৪ মাস সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। কারণ এই সময়ে নগণ্য সংখ্যক ভোটার ভোট দান করতে আসতে পারেন।

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ লাহোর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে তার পূর্ব পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ শূন্য আসনে গত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর পরই যাদের স্থান তাদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করার দাবীর কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

তিনি শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শুরু করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মানসিক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা একান্ত দরকার।

-দৈনিক পাকিস্তান,২৪ জুলাই,১৯৭১

আলেমদের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতার আহবান

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, নেজামে ইসলাম পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক সৈয়দ মনজুরুল আহসান ও যুগ্ম সম্পাদক মওলানা আবদুল মতিন আলেম সম্প্রদায়কে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান এবং জনগণের নিকট দেশের মৌলিক আদর্শ ব্যাখ্যা করার আহবান জানিয়েছেন।

এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপেকে অভিনন্দিত করেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূল করার ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণের জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা। বিবৃতিতে তারা রাজাকারদের দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আলেম, মসজিদের ইমামদের দেশের মৌলিক আদর্শ জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করার বিষয়টি তাদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করার জন্য তারা আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬জুলাই,১৯৭১

সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা যথাযথভাবে মোকবিলা করছে
করাচী বিমান বন্দরে খান সবুর

করাচী, ২৯ শে জুলাই, (এপিপি)। -পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) সেক্রেটারী জেনারেল খান আবদুস সবুর গতকাল এখানে বলেছেন যে প্রদেশ যে বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা যথার্থভাবে মোকাবিলা করছে।

গতকাল ঢাকা থেকে করাচী পৌঁছানোর পর বিমান বন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন যে পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদর সীমিত সুযোগ নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে তাঁর দলের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠ হলে পি-এম-এল এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

খান সবুর বলেন যে পিপলস পার্টি ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে কোন জোট হওয়া বা না হওয়া তাদেরই ব্যাপার তবে তা পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ জুলাই,১৯৭১

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
করাচীতে গোলাম আজম

করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- গতকাল পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ বাতিল এবং যখনই সময় অনুকূল হবে তার সাথে সাথে সমগ্র দেশে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানিয়েছেন। গতকাল এখানে জামাত অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দান কালে তিনি বলেন যে, পরবর্তী আদমশুমারী সমাপ্ত হওয়ার পরই দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিৎ।

তিনি অবিলম্বে পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের জোর দাবী জানান। কারণ পরবর্তী আদমশুমারী অনুষ্ঠানের সময় বেশ আগেই হয়েছে। তিনি সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে শাস্তিদানের আহবান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল লীগ ও ন্যাপের (ওয়ালী গ্রুপ) পূর্ব পাকিস্তান শাখার নাম উল্লেখ করেন।

তাঁর মতে এসব দলের সদস্যরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে হতাশার ভাব সৃষ্টি করছে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য তিনি ৫ দফা পরিকল্পনার কথা সুপারিশ করেছেন। অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, ঢাকায় সদর দফতরসহ ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক কমিটি’’ নামে একটি বিশেষ সংস্থা নিয়োগ করা উচিত। এই সংস্থার কাজ হবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন ও সুপারিশ পেশ।

দ্বিতীয়তঃ যত শীঘ্র সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনার তৃতীয় দফা হচ্ছে পৃথক উত্তরবঙ্গ প্রদেশ স্থাপন এবং এজন্য নয়া শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঢাকা থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম তদারক করা খুব অসুবিধাজনক। কারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র নদ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তিনি বলেন, চতুর্থ দফা হচ্ছে ফসল হানির দরুন পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শেষ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের বেকার সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বলা হয় যারা কাজ করতে চান, তাদেরকে কাজ দিতে হবে। অধ্যাপক আজম পাকিস্তান রক্ষা ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত ‘বাংলাদেশ আন্দোলনের’ সমর্থক হতে পারে না। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার জন্য একমন ও দেশ প্রেমিক লোকেরা একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। রাজাকাররা খুবই ভাল কাজ করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শহীদ রশীদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

শাসনতন্ত্র প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের ভাষণ
নেতৃবৃন্দের অভিমত
নূরুল আমীন

করাচী, ১৮ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।-পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান জনাব নূরুল আমিন আজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের ভাষণকে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের নিকট ক্ষমতা

স্তান্তরের দিকে একটা বাস্তব পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রে সংশোধনে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার, প্রেসিডেন্ট যা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, তা স্বীকৃত হয়েছে ও উপরোক্ত ধরনের সংশোধনী পদ্ধতিও সহজতর করা হয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের অভিপ্রায় গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছেন। যদিও আমি খসড়া শাসনতন্ত্র দেখিনি, তবু আশা করি, পিডিপি ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখিত প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে আমি যে সমস্ত দাবী পেশ করেছি, সে সব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আন্তঃ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরণের জন্যও নয়া শাসনতন্ত্রের যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

মওলানা মওদুদী

লাহোর, ১৮ই সেপ্টেম্বর (এপিপি)।-জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী আজ এখানে বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট যে নয়া পদ্ধতি ঘোষণা করেছেন তা যুক্তিসংগত বলেই মনে হয়। প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে মওলানা মওদুদী বলেন যে, তিনি (মওদুদী) সর্বদাই এমত ব্যক্ত করে এসেছেন যে জাতীয় পরিষদকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে বলার পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের উচিত খসড়া প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিষদে পেশ করা।

বর্তামানে প্রায় সেই একই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

জেড এ ভুট্টো

করাচী, ১৮ই সেপ্টেম্বর, (এপিপি)।-শাসনতন্ত্র সংশোধন প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আজ যে ফরমুলা ঘোষণা করেন পিপিপি প্রধান জনাব ভুট্টো তৎসম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকার করেন। সাংবাদিকরা এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশে অসম্মতি জানিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি প্রথমে পিপিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

ফরিদ আহমদ

পিপিআই'র খবর বলাঃ পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মৌলভী ফরিদ আহমদ গতকাল শনিবার রাতে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলে যে, জনসাধারণের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে না পারলে এদেশে কোন শাসনতন্ত্রেরই সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

মওলানা ফরিদ আহমদ সন্তোষজনক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে দুটো বিষয় সুপারিশ করে বলেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র উক্ত বিষয় দুটো সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির নিরসন এবং কতিপয় সুবিধাভোগী কর্তৃক লক্ষ লক্ষ লোকের শোষণ মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করে অনুন্নত এলাকার বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করতে না পারলে এর সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

-দৈনিক পাকিস্তান,১৯ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠাই দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পূর্বশর্ত
লাহোরে নুরুল আমীন

লাহোর, ২১শে সেপ্টেম্বর (এপিপি)।- আজ স্থানীয় হোটেলে লাহোর আইনজীবীদের দ্বারা তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন আলাদা আলাদাভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। জনাব আমীন বলেন, পুরোপুরিভাবে গঠিত জাতীয় পরিষদের

কাছে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান থাকায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এখনো হয়নি বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কারণস্বরূপ তিনি বলেন, এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সেখানে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি সম্ভব নয়। পিডিপি নেতা বলেন, একনায়কত্ববাদ কিংবা সেনাবাহিনীই এখন দেশের উত্তর অংশকে একত্রে রাখতে পারে বলে যারা বলাবলি করছেন, তাদের সাথে তিনি একমত নন। এই ধরনের মনোভাবের যত তাড়াতাড়ি অবসান ঘটবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল বলে তিনি উল্লেখ করেন। জনাব নূরুল আমীন আবার ঘোষণা করেন যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পাকিস্তানের উভয় অংশকে অটুট ও ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আজ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র আবার প্রতিষ্ঠিত করবে। ১৯৫৮ সালে এই যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, এই যোগসূত্রের অভাবেই দেশের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

জনাব নূরুল আমীন দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বিপদের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং ২৫শে মার্চে পর তা কাটিয়ে উঠা হয়েছে। আওয়ামী লীগ তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ বুঝতে পেরেছেন যে তারা ৬ দফার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার ব্যাপারে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২২ সেপ্টেম্বর,১৯৭১

জামাত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ মেনে নিতে রাজী নয়,
মন্ত্রী সম্বর্ধনায় গোলাম আজম
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেছেন, জামাতে ইসলামীর কর্মীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে রাজী নয়। তিনি বলেন, জামাতের কর্মীরা শাহাদাৎ বরণ করে পাকিস্তানের দুষমনদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা মরতে রাজী তবুও পাকিস্তানকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে রাজী নয়। গতকাল শনিবার স্থানীয় হোটেল এম্পায়ারে ঢাকা শহর জামাত কর্তৃক প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আববাস আলী খান ও রাজস্বমন্ত্রী মওলানা একেএম ইউসুফকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আজম ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, সারা প্রদেশ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পরও যে কয়েক হাজার লোক শহীদ হয়েছেন তাদের অধিকাংশই জামাতের কর্মী। আইন সভার মাধ্যমে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি সেই মন্ত্রিসভায় জামাতের যোগদান সম্পর্কে তিনি দলের নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা যে ২০ভাগ লোক সক্রিয় রয়েছে তারা দুভাগে বিভক্ত। এক দল পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায় আর একদল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জামাতে ইসলামী শেষোক্ত দলভুক্ত। তিনি বলেন, জামাতের যে দুজন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে । অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে জামাত রাজাকার বাহিনীতে লোক ,শান্তি কমিটিতে লোক যোগ দিয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিসভায় লোক পাঠিয়েছে। দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা যে কাজ করছি সেই কাজে সাহায্য করার জন্যই দুজনকে মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করা হয়েছে । তিনি বলেন, এই মন্ত্রী পদ ভোগের বা সম্মানের বস্তু নয়। আমরা তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।........

পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ডেপুটি আমীর মওলানা আব্দুর রহিম বিশ্বের মুসলমান, পাকিস্তানের জনগণ, বিশেষ করে জামায়াতের মন্ত্রিদ্বয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাত করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা উচিত
-আসগর খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টি প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সকল এম,এন,এ ও এম,পিএ,দের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার আহবান জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আসগর খান তাঁর দলের পক্ষ থেকে উক্ত সুপারিশের কথা ঘোষণা করে বলেন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা উচিত এবং পদমর্যাদা ও অবস্থান নির্বিশেষে আওয়ামী লীগের সকল এম,পি,এ ও এম, এন, এ-দের এই ক্ষমায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

তিনি বলেন, এই সুপারিশ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এই প্রদেশে যে সকল সদস্যের মৃত্যুতে পরিষদের আসন খালি হয়েছে সে সকল আসন ব্যতীত আর কোন আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। তাহরিকের এই সুপারিশ সরকার যদি গ্রহণ না করেন তখন উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে তার দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জনাব আসগর খান জানান।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উল্লেখ করে জনাব আসগর খান বলেন, এটা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা নয়া দিগন্তের সূচনা করেছে।............

তাহরিক প্রধান এখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও শান্তি কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পল্লী এলাকার জনগণকে হয়রানি করা সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন আমি এখানে অবস্থানকালে এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেয়েছি তা সত্য।

পল্লী এলাকায় জনগণকে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও তাদের রাজনৈতিক মতমতের জন্য হয়রানি করা হচ্ছে। তাদের উপর নিপীড়ন চালান হচ্ছে। তাদের যেন আর হয়রানি না করা হয় সে সম্পর্কে তিনি সরকারের নিকট আহবান জানান।

মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান সম্পর্কিত আদেশ সম্পর্কে জনাব আসগর খান বলেন, এতে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না।

পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তাহরিক প্রধান বলেন, আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে আসছি। গণতন্ত্রের সাধারণ বিধান হচ্ছে জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট পরিমাণে নির্বাচিত সদস্য রয়েছে। কিন্তু তাদের পরিবর্তে নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এতে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই হচ্ছে ন্যায়সংগত বিধান; যারা পরাজিত হয়েছেন তাদের হাতে নয়। পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত সদস্যের অভাব নেই। এরূপ বহু সদস্য আছেন যাদের আসন বহাল রাখা হয়েছে এবং যারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পরিষদেরই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত।

ভারতীয় হামলার আশংকা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তাহরিক প্রধান বলেন আমি সবসময়ই এই মনোভাব পোষণ করে আসছি যে আমরা উভয়ই প্রতিবেশী। আমাদের পাশাপাশি বাস করতে হবে। পাকিস্তানকে শান্তিতে বাস করতে হবে এবং ভারত একটি বৃহৎ দেশ। তাকেও প্রতিবেশীর সাথে শান্তিতে বসবাস করতে হবে। যুদ্ধ কোন সমাধান দেবে না। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। যে সকল পাকিস্তানী ভারতে গমন করেছে তাদের দেশে ফেরৎ পাঠান উচিত। পাকিস্তান এ ব্যাপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগে সম্মত হয়েছে কিন্তু ভারত রাজী হয়নি। তিনি বলেন এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তানের ভাগ্য তার সীমান্তের বাইরে নির্ধারিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান হতে কত লোক ভারতে গমন করেছে সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। কাজেই কোনটা সত্য কোনটা সত্য নয়, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন ভারত কি প্রচার করছে তা আমি জানিনা। তবে এদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে আসতে দেয়া উচিত। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানে পরিস্থিতি শান্ত বলে সেখানে সরকার গঠনের কোন প্রয়োজন নেই বলে অনেকে যুক্তি দেখান। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে যেখানে শান্তি আছে সেখানে গণতন্ত্রের দরকার নেই।

দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যও তিনি আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১ অক্টোবর, ১৯৭১

শাসনতন্ত্রে এল এফ ওর মৌলিক নীতি অনুসরণের সুপারিশ

জামাতের মজলিশে সুরা

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর মজলিশ-ই-সুরা আশা প্রকাশ করেছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পরিচালনাধীনে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছে তাতে আইন কাঠামোর মৌলিক নীতিগুলি বিশ্বস্ততার সাথে অনুসৃত হবে।

এপিপির খবর প্রকাশ, গতকাল রোববার মজলিশের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, এটা মজলিশের বিবেচিত অভিমত যে শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অন্তর্ভূক্ত নাহলে এতে জাতির আশা আকাংখা প্রতিফলিত হবে না।

(১) কোরান ও সুন্নাহ শাসনতন্ত্রের প্রধান উৎস।

(২) ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র।

(৩) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী।

(৪) পি, ডি, এম-এর ৮দফা কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

(৫) পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে নির্ধারিত সময়ে দেশের দু অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা।

(৬) নির্ধাতি সময়ে সশস্ত্র সার্ভিস সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সব বিভাগ থেকে বৈষম্য দূর করা এবং

(৭) মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৪ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রদেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভুট্টোর বাণী

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বাণীতে দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দলের ওয়াদার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। গতকাল রোববার ঢাকা থেকে এপিপি এই বাণী পরিবেশন করেছে। গতকাল রোববার পূর্ব পাকিস্তানে শুভেচ্ছা ও রাজনৈতিক সফরে আগত পাকিস্তান পিপলস পার্টির দশ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল চেয়ারম্যান ভুট্টোর সেই বাণী নিয়ে আসেন।

তাঁর বাণীতে জনাব ভুট্টো বলেন যে জাতির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে। পাকিস্তানীদের দ্বারা পাকিস্তানীদের হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে পরস্পর ভাই হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

তাঁদের বক্তব্যকে সহানুভূতি নিয়ে বিবেচনা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে পিপলস পার্টির প্রধান বলেন যে আমরা সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটাবো এবং জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখবো।

গণ অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সব সময়ই চেষ্টা করে আসছি এবং এই বিরাট কষ্টসাধ্য কাজে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে কাজের পক্ষপাতী।

সংগ্রামের এই কালোরাত্রির অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে এবং নতুন দিনের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ঘটবে। তিনি বলেন গত ৮ মাস ধরে আমার দল গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করে আসছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। পাকিস্তানীরা পাকিস্তানীদের হত্যা করার মহাবিয়োগান্তক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ফলে জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৭ সালে আমি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলাম যে জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের সত্যিকারের মুক্তির একমাত্র পথ। এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সঙ্কটের আবর্তে নিয়ে যাবে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। আমরা দুর্ভিক্ষের অভিশাপে অভিশপ্ত এবং নির্মম সামাজিক, রাজনৈতিক ও শ্রেণী শোষণে পর্যুদস্ত।

এই চির দারিদ্রের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেবার একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সর্ব প্রথম আমরাই বলেছিলোম যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অপেক্ষাকৃত গরীব অথচ সেখানে শোষণের মাত্রা অধিকতর। আমরাই সকলের আগে বলেছিলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য জনগণের কথার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। জাতীয় সমঝোতা ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের দাবী সর্ব প্রথমে আমরাই উত্থাপন করেছি।

আজকে আবার আমরা জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ওয়াদার পুনরুল্লেখ করছি। তাঁর বাণীতে ভুট্টো বলেন, জাতির জীবনে অবশ্যই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হবে। আমাদের পার্টি সম্পর্কে শত্রুরা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণকারী প্রতিক্রিয়াশীলরা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে শোনার জন্য আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। আমরা সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটাবো। আল্লাহর দৃষ্টিতে যেমন সকল মানুষ সমান তেমনি আইনের দৃষ্টিতে সকল পাকিস্তানীকে সমান বলে বিবেচনা করতে হবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১১ অক্টোবর, ১৯৭১

জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত
-শফিকুল ইসলাম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১০ই অক্টোবর (পিপিআই)- কাউন্সিল মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শফিকুল ইসলাম বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের তিন জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত দলের সদস্য হিসেবে বিশ্ব সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে জনাব শফিকুল ইসলাম বলেন যে তাঁদের এই বেসরকারী সফরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অব্যাহত ভারতীয় প্রচারণার ফলে সৃষ্টি ভুল বুঝাবুঝি দূর করা।

জনাব ইসলামের লণ্ডনের পথে করাচী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সহজতর করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও একটি জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র জারী না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার থাকা উচিত।

তিনি বলেন যে এতে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব সৃষ্টি হবে। জনাব ইসলাম বলেন যে দেশের আদর্শ ও অখণ্ডতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১২ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারতীয় প্রচারণা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে
-শাহ আজিজ

নিউইয়র্ক, ২৪শে অক্টোবর (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট নেতা শাহ আজিজুর রহমান গতকাল এখানে বলেন যে, বাংলাদেশ ধাপ্পার স্বরূপ এখন বহুলাংশে উদঘাটিত হয়ে গেছে। জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলে অন্যতম সদস্য জনাব রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে গতকাল এপিপির বিশেষ সংবাদদাতার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এখানে এক মাসেরও অধিক সময় অবস্থানকালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁরা সবাই পাকিস্তানের বক্তব্য বেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেছেন।

তিনি বলেন, এটা এখন আর এক তরফা ব্যাপার নয় এবং ভারতীয় প্রচারণার বিশ্বাসযোগ্যতা এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। জনাব রহমান বলেন, জাতিসংঘে প্রতিনিধিরা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ থেকে ভারত বিরত থাকলে পাকিস্তান ভারতীয় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের যে আশ্বাস দিয়েছে, এ জন্য বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।

ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তের উভয় পার্শ্বে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রশংসা করা হয়। শাহ সাহেব বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ব্যাপক সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পূর্বেই সৃষ্ট ভুল ধারণা অবসানে বেশ সহায়ক হয়েছে। সেনাবাহিনীর কথিত নির্যাতন সম্পর্কে ভারতের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বিদেশে বসবাসকারী বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যারা ভারতীয় প্রচারণার বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এখন পাকিস্তান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণাকে প্রকৃত ঘটনার আলোকে অত্যন্ত নিপুণভাবে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সুদক্ষ পাকিস্তানীদের প্রেরণ করা। শাহ সাহেব বলেন, আমরা যাদের

সাথেই দেখা করেছি ও কথা বলেছি, তাঁরা একথা বুঝতে পেরেছেন যে উথান্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভারত উদ্বাস্তুদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে চাচ্ছে না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ।

প্রেসিডেন্ট সকাশে নূরুল আমীন

লাহোর, ১৬ই নবেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীন আজ এখানে গভর্নর ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নব্বই মিনিট ব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর জনাব নূরুল আমীন সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানকার আসন্ন উপ-নির্বাচন সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে তার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি জানান যে প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্র দেয়ার সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেন যে, সেখানে রাজাকাররা খুব ভাল কাজ করছে কিন্তু বর্তমানে তাদের সকলের নিকট অস্ত্র নেই।

রাজাকাররা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকদের হত্যা করছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে জনাব নূরুল আমীন তার সত্যতা অস্বীকার করেন। জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, তিনি ২০শে ডিসেম্বরের পূর্বেই খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাব করেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০শে ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র জারির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। পিডিপি পধান বলেন যে ২০শে ডিসেম্বরের পূর্বেই খসড়া শাসনতন্ত্রটি প্রকাশ করা হলে ২৭শে ডিশেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিক দলগুলো খসড়া শাসনতন্ত্রটি বিবেচনা করার জন্য আরো সময় পাবে। এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব আমীন বলেন যে প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচীতে অটল থাকবেন। তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনীর হাতে যত বেশী দিন ক্ষমতা থাকবে, দেশের জন্য ততই খারাপ হবে।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, জনাব নূরুল আমীন জানান যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে কি পরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হচ্ছে তা জানতে চান। প্রেসিডেন্ট তাঁকে আশ্বাস দেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। 'সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের' কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে চারটি বিষয় যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বৈদশিক সাহায্য ও ঋণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করে এ সমস্ত সাহায্যও ঋণ সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোতে তা ব্যয় করা হবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে শেখ মুজিবের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। তিনি বলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কথা বিবেচনা করছেন।

তিনি জানান যে, প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেবল যে একটি যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে উক্ত এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এপিপির খবরে আরো বলা হয়, অপর

এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব নূরুল আমীন বলেন যে, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত ও বহাল জাতীয় পরিষদ সদস্যদের মধ্যে সকালে হয়ত এখন দেশে উপস্থিত নেই, তবে ২৭শে ডিসেম্বর সকালের মধ্যে তাঁরা হয়ত পরিষদের অধিবেশনে বসার জন্য ফিরে আসতে পারেন।

তিনি বলেন যে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্য কোন দলে যোগদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল আইন কোন বাধা নয়। তবে তিনি রাজনৈতিক দল আইনটিকে অবাধ গণতন্ত্রের পথে বাধাস্বারূপ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে তিনি জাতীয় পরিষদের ছ'জন পিপিপি প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার রহস্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন।

জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, জাতীয় পরিষদেও ছ'দলীয় মৈত্রী জোট অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পিডিএম) মত এই জোট যাতে একজনের নেতৃত্বাধীনে থাকে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নাভেম্বর, ১৯৭১

চীন সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছে

ভুট্টো

করাচী, ১২ই নভেম্বর, (এপিপি)।-পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ভাগ্য ভিয়েনা, রোম বা প্যারিসে নির্ধারিত হবে না, এই উপ-মহাদেশের মাটিতেই নির্ধারিত হবে। পিপলস পার্টি প্রধান জনাব ভুট্টো ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি উপরোক্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। তিনি আবদুল্লাহ হারুন রোডে এক বিরাট জনসমাবেশ বক্তৃতা করছিলেন। তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অব্যাহত হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ভারত পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে সেই যুদ্ধ শুধু ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তেই সীমিত থাকবে না। তিনি বলেন, ভারত যেন তার সাম্প্রতিক পিকিং সফরের ফলাফলকে তার স্বপক্ষে মনে করে ভুল না বোঝে। কেননা চীন পুনরায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নগ্ন হামলার মুখে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে। তাঁর পিকিং সফর কতটা সফল হয়েছে সময় আসলেই তা বোঝা যাবে।

তিনি পূনরায় বলেন, আমার চীন সফর সফল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিদায় সম্বর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী পেং ফেই-য়ের বিবৃতির উল্লেখ করেন।

তারা বলেছেন, পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের মিশন সফল হয়েছে। আমার কর্তব্য সমাধান করে সন্তুষ্ট হয়ে আমি ফিরে এসেছি। তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষমন্ত্রী জগজীবন রামের সাম্প্রতিক বিবৃতির নিন্দা করেন। এই বিবৃতিতে জগজীবন রাম বলেছেন, ভারত পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলো দখল করার পর ছেড়ে দেবে না। ভুট্টো বলেন, যুদ্ধ শুরু হলে শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করবেনা পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক যুদ্ধ করবে। প্রতিটি গ্রাম, শহর ও সড়কে যুদ্ধ হবে। তিনি বলেন, তবে হোক দমাদম মস্তকালান্দার। ভুট্টো বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তিনি বলেন, সোভিয়েটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ভারতকে বহু খেসারত দিতে হবে। কেননা পাকিস্তানও এ ধরনে চুক্তি করেছিল। কিন্তু পরে তা নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। আমি ভারতকে নোটিশ দিচ্ছি, অস্ত্র ত্যাগ কর। পাকিস্তানকে হুমকি দেয়া বন্ধ কর।

আমাদের উপর যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দাও তাহলে তাহবে চূড়ান্ত, যুদ্ধ, সর্বাত্মক যুদ্ধ। তিনি দক্ষিণপন্থী ছয় দলের মৈত্রীর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন নিজে ছয় দলের আমীর না হয়ে মওলানা মওদুদীকে তার আমীর করিয়েছেন। তিনি বলেন, পিপলস পার্টি শ্রমিক কৃষক, ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাথে মৈত্রী করবে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রীর পদ পূর্ব পাকিস্তানীকে দিতে হবে
গোলাম আজমের দাবী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ এক জন পূর্ব পাকিস্তানীকে প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। ছয় দলের নির্বাচনী জোটের নেতা জনাব নুরুল আমীনের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, দেশের এই অংশের জনগণের মন থেকে অতীতে বঞ্চনার মনোভাব ক্রমশঃ দূর করতে হলে প্রধান রাজনৈতিক পদটি অবশ্যই একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে দিতে হবে।

ন্যায় বিচার এটাই দাবী করে। তিনি বলেন আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা একথা ভালোভাবেই জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বিশেষ করে আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশ বছরের একনায়কত্ব শাসনামলে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলেই জাতি বর্তমানের গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে।

দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভুয়া থিওরি

জনাব ভুট্টোর সমালোচনা করে জামাতে নেতা বলেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে ক্ষমতার জন্য জনাব ভুট্টোকে এক অদ্ভুত ধরনের পাগলামী পেয়ে বসেছে।

এই পাগলামীর জন্যই তিনি একই রাষ্ট্রে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষমতার লোভে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এমন ভাবে বেসামাল হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা অন্যান্য দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। গত ক'মাস থেকে জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খায়েশ মনে মনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের 'ছ' দলের মৈত্রী এবং পাকিস্তান ভিত্তিতে বামপন্থী নয় এমন দলগুলোর ঐক্যের সম্ভাবনা তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশাকে মনে হয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ধারণা হচ্ছে যে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে জনাব ভুট্টো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। এই হতাশার মনোভাবই জনাব ভুট্টোকে তাঁর পথ থেকে শেখ মুজিবর রহমানের অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পরিচালিত করেছিল।

প্রাদেশিক জামাতের আমীর বলেন, আমার মনে হয় জনাব ভুট্টো নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন। এ কারণেই গত সাত মাস ধরে এখানকার জনগণ যে মহাসঙ্কটের মোকাবিলা করছেন সে সময় জনাব ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসতে পারেননি। আমি বুঝতে পারি না এই মনোভাব নিয়ে তিনি কি করে জাতীয় নেতা হওয়ার দুঃসাহস করেন। তবে অদূর ভবিষ্যতে তিনি জাতীয় নেতা হওয়ার গুণাবলী অর্জন করুন আমি বরং এই মোনাজাতই করি। দেশের সংহতির স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাবকে উপেক্ষা না করার জন্য বিবৃতিতে তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

দক্ষিণপন্থী সাত দলের মৈত্রী জোট

লাহোর, ১৫ই নভেম্বর (পিপিআই)।-সাতটি দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দল আজ পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি গঠনে সম্মত হয়েছে। আজ সকালে এখানে উক্ত দলগুলোর প্রধান নেতৃবৃন্দের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরে নবগঠিত দলের প্রধান জনাব নূরুল আমীন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য সাধনে যে প্রধান বিষয়টি কাজ করেছে তাহলো জাতীয় আদর্শ বজায় ও রক্ষার জন্য তাদের দৃঢ় সংকল্প। তিনি বলেন যে এই ঐক্যজোটে অংশগ্রহণকারীরা পাকিস্তানে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা কায়েমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবেন।

প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকের পর প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়, ''আমরা অর্থাৎ সাত দলের অনুমোদিত প্রতিনিধিরা এখানে ঘোষণা করছি যে আমরা এক নেতা জনাব নূরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একটি সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি হিসেবে কাজ করবো।''

প্রকৃতপক্ষে এই মৈত্রী জোটের কোন নাম দেয়া হয়নি। একজন সাংবাদিক যখন জানতে চাইলেন যে মৈত্রীজোটের ব্যাপারে পিডিপি প্রধানের নেতৃত্বকে তারা কিভাবে আখ্যায়িত করবেন, তখনই কেবল জনাব নূরুল আমীন ত্বরিত এটার ''সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি" নামকরণ করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এই নামকরণে সম্মত বলে মনে হয়। ঘোষণাটিতে আরো বলা হয় যে, আমাদের জনগণের জন্য এক নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত ইসলামী ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সুসঙ্গত, সুস্পষ্ট ও কার্যকরী নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একমনা দলগুলোর মধ্যে অবিলম্বে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দলগুলো একমত।

নবগঠিত সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি অঙ্গ দলগুলোর সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে। এই পার্লামেন্টারী মৈত্রী জোটের নেতা হিসেবে জনাব নূরুল আমীনের নির্বাচন হয় সর্বসম্মত। ঘোষণায় যারা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির জনাব নূরুল আমীন, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রেসিডেন্ট খান আবদুল কাইয়ুম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিয়া মমতাজ মোহম্মদ খান দৌলতানা, পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী মালিক মোহাম্মদ কাসিম, জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, জমিয়তুল ওলামায়ে পাকিস্তানের .... এবং মারকাজী জমিয়াতুল ওলামায়ে পাকিস্তানের এডভোকেট জনাব ইকবাল আহমদ। শেষোক্ত দল পূর্ব পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম দল হিসেবে কাজ করছে। জনাব নূরুল আমীন বলেন যে মৈত্রীজোটের অঙ্গ দলগুলোর নেতৃবৃন্দ জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেশের উভয় অংশে শীঘ্রই সফরে যাবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব নূরুল আমীন ছাড়াও ইতিপূর্বে ঘোষণায় স্বাক্ষরদানকারী বিভিন্ন দলের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্ত পার্টিতে নয়া সদস্য গ্রহণের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব নূরুল আমীন বলেন যে বিভিন্ন অঙ্গ দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

তবে তিনি বলেন যে, নয়া দলকে এই মৈত্রীজোটে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সর্বসম্মত হতে হবে। কেন্দ্রে তিনি কোন জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী হবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এক পাল্টা প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, ''নয়া কোন দল সরকার গঠন করলে তিনি সেটাকে আর কি নামে আখ্যায়িত করবেন।''

জনাব নুরুল আমীন বলেন, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের আহবান জানাবেন।

জাতীয় পরিষদে সংযুক্তি পার্টির সম্ভাব্য শক্তি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে এই পর্যায়ে এ ব্যাপারে কিছু বলার সময় আসেনি। তিনি বলেন, ''উপনির্বাচন শেষ হতে দিন, তারপর দলীয় শক্তি সকলেরই জানা হয়ে যাবে''।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

বিপ্লব অনিবার্য

জুলফিকার আলী ভুট্টো

করাচী, ১৭ই নভেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তানের জনসাধারণ কোন অবস্থাতেই 'পুতুল সরকার' গ্রহণ করবে না। পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এ কথা বলেছেন। তিনি দলের কেন্দ্রীয় দফতরে দলীয় কর্মী সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভুট্টো বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মত প্রতিফলনে সক্ষম সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে বিপ্লব অনিবার্য।

ভুট্টো তার ২৯শে সেপ্টেম্বরের চার দফা ফর্মূলার পুনরুল্লেখ করে বলেন তাঁর দল এই ফর্মূলায় অবিচল রয়েছে। তিনি উক্ত ফর্মূলা যাচাই ও পরীক্ষা করে দেখার আহবান জানান। তিনি বলেন, এছাড়া দেশ সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে পারে না। ২৯শে সেপ্টেম্বর ভুট্টো চার দফা সুপারিশ পেশ করেছিলেন, যা তার মতে প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাকে আরো সুস্পষ্ট ও অর্থবহ করবে।

ভুট্টোর এই চার দফা হলোঃ-

(ক) ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘোষণা তাতে সন্নিবেশ করার জন্য আইন কাঠামো আদেশ সংশোধন করতে হবে এবং প্রেসিডেন্টের বিবৃতির কতিপয় বক্তব্য আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা দরকার।

(খ) খসড়া শাসনতন্ত্রের বিধি বিধানসমূহ সংস্কার কর্মসূচীর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

(গ) শাসনতন্ত্র বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবানের সাথে সাথেই কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে।

(ঘ) পিপলস পার্টিকে পাকিস্তানের উপ-নির্বাচনে ভালোভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন, তিনি নয়া শাসনতন্ত্র এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ১৮ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনা বিনা শর্তে গ্রহণ করেননি।

''আমরা সেটাকে সামনের দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলাম। ভুট্টো বলেন, দেশের অস্তিত্বের সংকটজনক মুহুর্তে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সরকার, যে সরকার কার্যকরভাবে বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে এবং জনগণের আশা আকাংখা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে''।

তার দলের পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে বলে ভুট্টো স্বীকার করেছেন। 'কিন্তু প্রশ্নটা ছিল দেশকে রক্ষার প্রশ্নে। সে কথা চিন্তা করেই আমরা উপ-নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি'। ভুট্টো বলেন, দেশে তাঁর অনুপস্থিতিকালে তার দলের নেতারা পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের উপ-নির্বাচনেও অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তার অনুপস্থিতিতে এটা করা ঠিক হয়নি।

নূরুল আমীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের দাবী করায় ভুট্টো তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ''পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচনে যেভাবে তারা আসন লাভ করেছেন। সে জন্যে তাদের লজ্জিত হওয়া

উচিত। আর এখন তারা তাদের শক্তির বড়াই করে কথা বলছেন।'' আমাদের দলের কর্মী ও নেতারা গত সাধারণ নির্বাচনের পর বহু স্থানে সরকারের হাতে কষ্ট পেয়েছেন, জেল খেটেছেন। আমাদের রেকর্ড একেবারে পরিষ্কার।

ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা কোন কর্তৃপক্ষের সাথে ষড়যন্ত্র করছি, কেউ সেই দোষ আমাদের দিতে পারে না। ভুট্টো বলেন, তাঁর দল ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। দেশের ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যদি প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্ট পদ চান আমরা তা মেনে নেব। এমন কি জনগণ যদি চান, আমরা জেলে যেতেও প্রস্তুত।

অবশ্য তিনি বলেন, আমরা কখনোই পুতুল সরকার মেনে নেবো না। যদি গোটা দেশের জনগণের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা সম্ভব না হয় তাহলে দেশের অর্ধেক অংশের প্রকৃত প্রতিনিধিরা চলতি সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসুন। ভুট্টো বলেন, তার দল সংখ্যাগরিষ্ট দল এবং তারাই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে তার বিশ্বাস। 'ক্ষমতায় যাওয়ার পর আমি পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারি।' সেখানকার জনসাধারণের সাথে দেখা করতে পারি এবং এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তিনি বলেন, আইনগত ও রাজনৈতিক কারণে তার দল উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

(ক)- পাকিস্তানকে রক্ষা করা। (খ) একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং (গ) একটি বেসামরিক সরকার গঠন করার জন্যই তাঁর দল উপ-নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধন্ত নেয়। তবে দুঃখের সঙ্গে এবং চোখ বন্ধ রেখে এই সিদ্ধন্ত নেয়া হয়। পিপলস পার্টি জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

আমরা গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চেয়েছি। রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আলোতে আসুন- সামরিক কার্যক্রম পিছনে পড়ে থাক আমরা তাই চেয়েছি। কারণ সামরিক পদক্ষেপ কোন সমস্যার সমাধান করে না। উল্টো তা জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলে। 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না কিংবা প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। আমি যদি লারকানা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবা করতে পারি তাতেই আমি খুশী থাকব।'

তিনি বলেন, গরীবের সমস্যা তা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানকারই হোক এক। তারা সবাই শোষিত। সাত দলীয় জোট গরীবদের ক্ষমতারোহণে বাধ্য দিচ্ছে। তবে গরীবের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলবে। আমরা বৃটিশ, রাজপুত, হিন্দু, শিখ, এমন কি জেনারেলদের যুগ দেখেছি। এবার আসবে গরীবের যুগ এবং কেউই তা রোধ করতে পারবে না।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

'আক্রমণ করাই দেশ রক্ষার বড় কৌশল'

দলাদলি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হোনঃ গোলাম আজম

লাহের, ২৩শে নভেম্বর, (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম জনসাধারণের প্রতি রাজনৈতিক দলাদলি ভুল গিয়ে কার্যকরভাবে ভারতীয় হামলা মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এখানে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করছিলেন। তার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ,কে,এম ইউসুফ এবং জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মওলানা আবদুর রহিমও ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষ ভারতীয় আক্রমণ প্রশ্নে গোলাম আজম বলেন, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তফাৎ হলো এই যে, এবারের আক্রমণটা আরো বড় আকারের। তিনি বলেন, দেশকে রক্ষার সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আক্রমণ করা। তিনি এ কথা বহুবার বলেছেন এবং এখন এটা আরো বেশী সত্য।

তিনি বলেন, আত্মরক্ষার কৌশল শত্রুকে আরো বেশী উৎসাহী ও শক্তিশালী করে তোলে। ভুট্টোর নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছুক মাত্র একজন লোক দলীয় রাজনীতি করছেন।

ভারতীয় হামলার এই হুমকির মুখে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেশে জাতীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী। তার এই সুপারিশ তিনি তার দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করবেন বলে জানান। গোলাম আজম বলেন, গত ৮ মাস ধরে সীমান্তের ঘটনাবলীর দরুন পূর্ব পাকিস্তানের লোক খুব উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা খুবই সক্রিয়, ভারত প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য করছে এবং অস্ত্র সরবরাহ করছে।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে এবং প্রকৃত ভোট গ্রহণ করার অসুবিধা রয়েছে। নয়া অর্ডিন্যান্সের ফলে আরো বহু প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করবেন বলে আশা করা যায়। বিমানবন্দরে ভুট্টোকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে আগত বিপুলসংখ্যক পিপলস পার্টি কর্মী জামাতে ইসলামী ও অধ্যাপক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। সমবেত জামাত কর্মীরাও প্লাটা শ্লোগান দেয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

তাঁবেদার সরকারে শরীক হবো না

-ভুট্টো

লাহোর, ২৫শে নভেম্বর (এপিপি)।- পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন, পাকিস্তানের 'নতজানু' হয়ে উপ মহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ কামনা করা উচিত নয়, বরং দৃঢ় মনোবল নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত।

রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে এক সাক্ষাৎকারে জনাব ভুট্টো বলেন যে, 'অপর কোথায়ও না গিয়ে' একটা আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে উপমহাদেশের বর্তমান সংকটের সমাধান আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

তাড়াহুড়া করে পাকিস্তানের জাতিসংঘে যাওয়াও উচিত হবে না বলে জনাব ভুট্টো আবার দাবী করেন। বিশ্ব সংস্থার কোন বিষয় উত্থাপন করা হতে কোন রাষ্ট্রকে বিরত করতে অবশ্য জাতিসংঘ সনদে কোন বাধা নেই, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের উদ্যোগে ভেটো প্রদত্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। কোন তাঁবেদার সরকারের সাথে তিনি যুক্ত হতে চাননা বলে আজ এখানে পুনরায় উল্লেখ করেন।

দু'এক দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হচ্ছে বলে আজ সকালে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে জোরালো খবর ছাপা হয়, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে অপর এক খবরে বলা হয়ঃ জনাব ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে জাতীয় সংকট নিরসনে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট জাতির ভাগ্য ন্যস্ত করতে হবে। আজ বিকেলে লাহোর থেকে এখানে আগমন করে ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে জনাব ভুট্টো বলেন যে, 'তাঁবেদার সরকার চাপিয়ে দিয়ে' সংকট সমাধান সম্ভব নয়। আগামী কাল প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর বৈঠকের কথা আছে।

বর্তামান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আরো খারাপ' হয়েছে। পরিস্থিতি বহুদিন যাবত মন্দ ছিল, তাই তার পার্টি ক্রমাগতভাবেই বলে আসছিল যে রাজনৈতিক সমস্যা জনগণের মনোনীত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিকভাবেই সমাধা করা উচিত।

জনাব ভুট্টো বলেন, সময় দ্রুত হাতছাড়া হচ্ছে। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'চলতি বছরের শেষ নাগাদ অবধি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে'।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

আগে ক্ষমতা হস্তান্তর, পরে জাতীয় সরকার

নূরুল আমীন

লাহোর, ২৬শে নভেম্বর (পিপিআই)।- সংযুক্ত কোয়ালিশন দলের প্রধান জনাব নূরুল আমীন ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে জাতীয় সরকার গঠনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা গণতান্ত্রিক উপায়েই করা উচিত। সংযুক্ত কোয়ালিশন দলের জরুরী বৈঠকের পর আজ সন্ধ্যায় এখানে তাঁর হোটেল কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, ইউসিপির সাথে সব দল জড়িত হতে পারে এবং এটাকে একটা জাতীয় সরকার বলা যেতে পারে।

তিনি আরো বলেন, তিনি সব সময়ই জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে। এভাবেই যতো বেশীসংখ্যক সম্ভব রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে একটি সরকার গঠন করে বর্তমান সঙ্কট কাটানো সম্ভব। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সংযুক্ত কোয়ালিশনের জন্য ২৭শে ডিসেম্বর একটি পবিত্র দিন নয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি বলেন অবশ্য এটা সম্পূর্ণভাবে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের উপর নির্ভর করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর আলোচনা ও তাদের আস্থাশীল করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত ছিলো সকল রাজনৈতিক দলের একটি বৈঠক আহ্বান করা।

ভারতের এই যুদ্ধ শুরুর জন্য তিনি সামরিক সরকারকে দায়ী মনে করেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন. 'না'। গণতান্ত্রিক সরকার অধিষ্ঠিত থাকাকালেও যুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় সরকার বর্তমান সংকট মোকাবেলা করতে পারবে কিনা তিনি এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত বলে গতকাল যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, নবাবজাদা তার সাথে আলোচনা করেননি।

নবাবজাদা যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত মত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান

গোলাম আজম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্টকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র ও অর্থ দফতরের দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্টের সহিত ৭০ মিনিট কাল স্থায়ী এক বৈঠকের পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেনঃ প্রেসিডেন্টের সহিত বৈঠকের সময় তিনি প্রেসিডেন্টকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়াছেন যে অতীতে যে সমস্ত অবিচার করা হইয়াছে সেগুলি দূরীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা

অর্জনই হইবে বর্তমানের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে প্রেসিডেন্টের সাড়া প্রদান উৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, প্রেসিডেন্ট তাহাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের ব্যাপারে তিনি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাইবেন। তিনি বলেন জনগণের বর্তামানে প্রধান কাজ হইতেছে দেশের প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় একত্রিত হওয়া। জনাব গোলাম আজম এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে বর্তমান সংকট মোকাবিলা করার জন্য জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন। তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে শক্রবাহিনী রূপে আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদিগকে মোকাবিলা করার জন্য রাজাকাররাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আহবান জানান।

জনাব ভুট্টো সম্পর্কে গোলাম আজম বলেন যে, প্রবীণ রাজনীতিবিদ জনাব নূরুল আমীনসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে ভুট্টো যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্যাপারে তিনি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শীঘ্রই অনুষ্ঠানের দাবী

পিণ্ডিতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে খান কাইয়ুম

রাওয়ালপিণ্ডি, ১লা ডিসেম্বর (এপিপি)।-কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুর কাইয়ুম খান শীঘ্রই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য আহবান জ্ঞাপন করেন।

গতকাল করাচী হইতে পিণ্ডি আগমনের পর সাংবাদিকদের নিকট খান কাইয়ুম বলেন যে, আগামী মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে তিনি কোন পবিত্রতা দেখিতে পাননা। কাজেই সুবিধামত যত শীঘ্র সম্ভব পরিষদের অধিবেশন আহবান করা উচিত। জনাব কাইয়ুম খান বলেন, জাতীয় পরিষদের যাহাতে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে না পারে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে সম্ভব না হয়, তজ্জন্য ভারত ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করিতেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চিরাচরিত ভারতীয় নীতি অনুসরণে এক্ষণে তাহারা পুরামাত্রায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তিনি বলেনঃ জনসাধারণ ও সরকারকে এক যোগে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হইবে।

এক প্রশ্নে জবাবে খান কাইয়ুম বলেন যে, ন্যাপের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তিনি সমর্থন করেন এবং মন্তব্য করেন যে অনেক আগেই ন্যাপকে বে-আইনী ঘোষণা করা উচিত ছিল। যাই হোক, দেশের প্রতি যে তাহাদের আনুগত্য নাই, তাহা এক্ষণে উপলব্ধি করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, এই ধরনের দলকে শাসনতন্ত্র রচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যায় না।

সমর পরিষদ গঠনের সম্ভবনা সম্পর্কে মুসলিম লীগ প্রধান বলেন যে, প্রেসিডেন্ট এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যথার্থ গণ প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র উপায়

পি,পি,পি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব।

পেশোয়ার, ২রা ডিসেম্বর (এপিপি)।- গতকাল এখানে জনাব জেড এ, ভুট্টোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পি, পি, পির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির ছয় ঘণ্টাব্যাপী দুইটি অধিবেশনে সামগ্রিক জাতীয় সমস্যা আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনাকালে এই মর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, সত্যিকারভাবে ক্ষমতা যাহাদের, তাহাদের নিকট উহা হস্তান্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব।

ভারতীয় আক্রমণের ফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবে পরাজিত জনগণ বিরোধী ও পাকিস্তান বিরোধী ব্যক্তিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলা হয় যে, সেই রূপ কার্য ভারতের নিকট আত্মসমর্পণের শামিল হইবে এবং উহার দ্বারা দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত তাসখন্দ চুক্তির পথ সুগম করা হইবে। জাতীয় লক্ষ্যকে যথাযথ হস্তে অর্পণ ব্যতীত পুনর্মিলন ও পুনর্গঠনের দ্বৈতকার্য সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করা যাইবে না বলিয়া উহাতে মন্তব্য করা হয়।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, আমরা যাহারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করি তাহারা অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের এই গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

প্রস্তাবে অতঃপর বলা হয় যে, ভারতীয় আক্রমণকারীরা পূর্ব পাকিস্তানে অগ্রসর হইতেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপর যুদ্ধের মেঘ জমিয়ে উঠিতেছে। সমগ্র জাতি এক সংকটজনক পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। জাতির ভবিষ্যৎ এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সর্বৈব ও গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ইতিহাস জনগণের দুর্জয় নেতৃত্বের প্রতি তাগিদ দিতেছে বলিয়া উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়।

-দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

(দুই)
বেসামরিক সহযোগিতা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৯। জেনারেল টিক্কা খান সকাশে নেতৃবর্গঃ সহযোগিতার আশ্বাস	সংবাদপত্র	১৯৭১

জেনারেল টিক্কা খান সকাশে নূরুল আমীনসহ ১২ জন নেতা পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার আশ্বাস

গতকাল রবিবার অপরাহ্নে জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ১২ জন বিশিষ্ট নেতার সমন্বয় গঠিত একটি প্রতিনিধি দল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক প্রেস রিলিজে এ কথা জানান হয়েছে। মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, খাজা খয়েরউদ্দীন, জনাব শফিকুল ইসলাম, মওলানা নুরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

অবিলম্বে সমগ্র, প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রতিনিধি দল সামরিক আইন প্রশাসককে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে তারা ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠন করারও প্রস্তাব দেন।

পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা এবং ভারতের বিদ্বষপূর্ণ প্রচারণার প্রতিবাদ করেন।

প্রতিনিধি দলের সহযোগিতার আশ্বাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামরিক আইন প্রশাসক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেককেই কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। সাম্প্রতিক অসহযোগ আন্দোলনে বেসামরিক কর্মচারীদের যোগদানের কথা উল্লেখ করে সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, তারা চাপে পড়েই একাজ করেছেন এটা তিনি বুঝেছেন। এখনো যারা কাজে যোগদান করতে পারেননি তিনি অবিলম্বে তাদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন যে, এমন কি এসব কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময়েরও বেতনদানের জন্য তিনি ইতিপূর্বে নির্দেশ দিয়েছেন।

সামরিক আইন প্রশাসক রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপের ফলে যারা স্থানচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন। জেনারেল টিক্কা খান বলেন যে, প্রদেশে কোন খাদ্য ঘাটতি নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, যদি দুষ্কৃতিকারীরা* খাদ্য শস্য প্রেরণে বাধা দেয় তাহলে কোন কোন এলাকা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

---

*জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের পর জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক কার্যক্রমে বাধাদানকারী এবং পরবর্তী সময়ে গেরিলা ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙ্গালীদেরকে দখলদার বাহিনী 'রাষ্ট্রদ্রোহী' সমাজবিরোধী ও 'দুষ্কৃতিকারী' বলে অভিহিত করতো।

তিনি পুনরায় এ ধরনের দুষ্কৃতকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় না দেয়ার এবং এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শান্তিপ্রিয় জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তাবিধানের কথা পুনরুল্লেখ করেন।

-পূর্বদেশ, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১

আরো কয়েকজন নেতা

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক হ্যাণ্ড আউটে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের আরো কতিপয় রাজনৈতিক নেতা গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রদেশের সর্বত্র দ্রুত পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জেনারেল টিক্কা খানের সংগে যারা পৃথক পৃথকভাবে দেখা করেন তারা হচ্ছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দিন ও স্থানীয় বিশিষ্ট এডভোকেট এ.কে, সাদী।

নেতৃবর্গ পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অনাহূত হস্তক্ষেপ ও পাকিস্তানে তার সশস্ত্র অনুপ্রবেশের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা বলেন যে ভারতীয় অভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।

সামরিক আইন শাসনকর্তা রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাস দেন যে শাসন কর্তৃপক্ষ সকল শান্তিকামী নাগরিকের জান মাল পুরোপুরিভাবে রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখবে। তিনি পুনরায় গত মাসের নিষ্ক্রীয়তার ফলে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রদেশের অর্থনীতি পূর্ণোদ্যমে চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আব্দুস সবুর খান

সাবেক জাতীয় পরিষদের নেতা জনাব আব্দুস সবুর খান গতকাল বুধবার 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জনাব সবুরের সাথে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগীও ছিলেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ এপিল, ১৯৭১

নুরুল আমীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

গতকাল শুক্রবার ঢাকা এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাব নূরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটির একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শান্তি কমিটির সদস্যগণ নাগরিকদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তৎসম্পর্কে গভর্নরকে অবহিত করেন। তাঁরা জনসাধারণ যে কতিপয় অসুবিধা ভোগ করছে তৎপ্রতিও গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা গভর্নরকে জনান যে, জনসাধারণ ভারতের কুমতলব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে।

গভর্নর শান্তি কমিটির সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, জনগণের প্রকৃত সমস্যার উপর লক্ষ্য রাখা হবে এবং অনতিবিলম্বে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব এস কে খয়ের উদ্দীন, আহবায়ক জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আবদুল জববার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, এ এস এম সোলায়মান, এ কে রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর আফসারুদ্দিন, হেকিম ইরতেয়াজুর রহমান খান আখুনজাদা।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিবৃন্দ

গতকাল রোববার জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামের একটি প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও খ অঞ্চলের সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে গভর্নর হাউসে সাক্ষাৎ করেন। দলের সহ সভাপতি সাঈদ মাহমুদ আল মুস্তাফা আল মাদানী নেতৃত্ব করেন।

দলের সদস্যগণ সারা প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার সাথে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

কনভেনশন লীগ নেতৃবৃন্দ

এপিপির খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও জেনারেল সেক্রেটারী মালিক মোহম্মদ কাসিম গতকাল সোমবার অপরাহ্নে প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খানের সঙ্গে গভর্নর ভবনে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

প্রদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নেতৃদ্বয় তাদের দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

দেশ ও জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি গভর্নর তাঁর বেতার ভাষণে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে মুসলিম লীগ নেতৃদ্বয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১০। শান্তি কমিটিঃ গঠন ও তৎপরতা	সংবাদপত্র	১৯৭১

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য শহরে
শান্তি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১০ই এপ্রিল (এপিপি)। শহরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গতকাল জনাব খাজা খয়েরউদ্দীনকে আহবায়ক মনোনীত করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে।

ঢাকার প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় গতকাল 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি জনাব খাজা খয়েরউদ্দীনকে কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত করেন। বর্তমানে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে এ শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আরো সদস্য কো অপট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এবং মহল্লা পর্যায়েও শান্তি কমিটি গঠন করা হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কাজ করবেন। কমিটি শহরের দৈনন্দিন জীবনে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করবেন এবং চক মসজিদে যেয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হবে।

কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব এ,কিউ,এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আব্দুল জববার খদ্দর, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব আবুল কাসেম, জনাব ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব এস, এম, সোলায়মান, পীর মোহসীন উদ্দীন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসার উদ্দীন, সৈয়দ মোহসেন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দীন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দীন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট এ,টি,সাদী, জনাব মকবুলুর রহমান, আলহাজ্ব মোহম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব নূরুর রহমান, সম্পাদক 'ইয়ংগ পাকিস্তান' মওলানা মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আব্দুন নঈম প্রমুখ।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হীন প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির এ সভা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে।

এ সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে এ ধরনের বিপজ্জনক খেলায় মেতে আর একটি মহাযুদ্ধকে না আনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে।

এ সভা মনে করে যে, হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেশ প্রেমিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছে।

এ সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশ প্রেমিক জনগণকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আকুল আহবান জানাচ্ছে।

-দৈনিক পুর্বদেশ, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটির বৈঠক

গত বুধবার পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ ষ্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠকে ভারতীয় ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

এপিপির খবরে বলা হয় যে, বৈঠকে পাকিস্তানবাদ ও পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের দীর্ঘ দিনের পুরানো ব্রাহ্মণ্য শক্রতার পুনরাবৃত্তির কঠোর নিন্দা করা হয়। বৈঠক পাকিস্তানকে ভেংগে দেয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের এলাকায় ভারতীয় অনুপ্রবেশেরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষ্টিয়ারিং কমিটি সারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করবে এবং জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিট গড়ে তুলবে।

শান্তি ও জনকল্যাণ ইউনিটগুলো নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আস্থা, শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে যেসব সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীরা এখনো কাজে ফিরে আসেননি, তাদের প্রতি জনস্বার্থের খাতিরে অবিলম্বে নিজ নিজ কাজে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রাদেশিক ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা সংস্থার সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বিভিন্ন জেলায় চলে যাবেন।

এক প্রস্তাবে দেশপ্রেমিক নাগরিক, আইনজীবী, মসজিদের ঈমাম ও মাদ্রাসার মোদাররেসদের প্রতি জনসাধারণকে কোরান ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার আহ্বান জানানো হয়, যাতে জনসাধারণ ইসলাম ও পাকিস্তানের দুষমনদের মোকবিলা করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে জেহাদ যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

কমিটি দেশপ্রেমিকদের প্রতি সকল জেলা শহর ও ইউনিয়নে পনের দিনের মাঝে সর্ব শ্রেনীর জনসাধারণ ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদকের ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোড, ১২ নম্বর বাড়ী, ঢাকা,- সাথে যোগাযোগ করে শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি গঠন করার আহবান জনান।

অন্য এক প্রস্তাবে শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিলের সকল ইউনিটের প্রতি জুম্মায় বৃহত্তর জামাতে সংগঠন এবং ইসলাম ও ইসলামের আবাসভূমির প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আহবান জানানো হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতির ভাষণে মৌলবী ফরিদ আহমদ সংস্থার নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান মুহুর্তে ভ্রাতৃসূলভ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য চীনের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নুরুজ্জামানও সংস্থার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকে মৌলবী ফরিদ আহমেদ নেতৃত্বে বিশেষ মোনাজাত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের খেদমতে আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করা হয়। সদস্যেরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

জনাব ওয়াজিউল্লাহ খান, মোহাম্মদ আলী সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা নুরুজ্জামান ও আজিজুর রহমান খান এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবুল ফয়েজ বোখারী, আব্দুর রশীদ ও ডক্টর আব্দুর রফিককে সদস্য কোঅপট করা হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার শান্তি কমিটি নামে পরিচিত নাগরিক শান্তি কমিটির এক সভায় সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে এই কমিটির কাজের আওতায় আনা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, কমিটি প্রয়োজন মতো আরো সদস্য কো-অপট করতে পারবেন। জনসাধারণ যাতে দ্রুত প্রদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পেশার কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রদেশে সত্বর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিটি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের কাজ দ্রুত ও যথোপযুক্তভাবে চালিয়ে যাওয়ার ও তাদের নীতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করেছেঃ ১। আহবায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দিন ২। জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। অধ্যাপক গোলাম আজম ৪। জনাব মাহমুদ আলী ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। জনাব আবুল কাসেম ৮। জনাব মোহন মিয়া ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। জনাব আবদুল মতিন ১১। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১২। ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন ১৩। পীর মহসীন উদ্দিন ১৪। জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৫। জনাব এ কে রফিকুল হোসেন ১৬। জনাব নূরুজ্জামান ১৭। জনাব আতাউল হক খান ১৮। জনাব তোয়াহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারউদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী ২১। হাকিম ইরতেয়াজুর রহমান।

-দৈনিক পাকিস্তান ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারী নিয়োগ

এপিপির খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা নগরীর ইউনিয়ন ও মহল্লাগুলোতে শান্তি কমিটি সংগঠনের জন্য আহবায়ক মনোনীত করেছে। অনেক স্থানে এর মধ্যেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিট কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল রকমের তথ্য ঢাকায় মগবাজারস্থ ৫ নম্বর এলিফ্যান্ট লেনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। জনগণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকবে এবং জনগণের সুবিধ অসুবিধা দেখার জন্য কমিটির দফতর সম্পাদক জনাব নূরুল হক মজুমদার এডভোকেটকে অফিসে পাওয়া যাবে।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রোজই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। কমিটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়া এবং সব স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে নেতা ও কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমিটি জনগণের নিকট থেকে সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও তা লাঘবের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সামরিক সেক্টরের সাহায্য লাভের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কমিটি সদস্যদের মধ্য থেকে সংযোগ রক্ষাকারী

অফিসার নিয়োগ করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদিগকে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অফিসে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২০ এপ্রিল ১৯৭১

সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান
শান্তি কমিটির আহবায়কের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সকল দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি রাষ্ট্র বিরোধী লোকদের হিংসাত্মক এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের এবং উদ্যম ও উৎসাহের সাথে সবরকমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার কমিটির আহবায়ক এস কে খয়ের উদ্দীন প্রচারিত প্রেস রিলিজে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি বলেন, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা সারা প্রদেশে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওয়ায় এখন পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে, শান্তি প্রিয় নাগরিকদের হয়রান করেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জনগণের এবং আমাদের জানমাল রক্ষার জন্যই এসেছেন।

সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই যাবে সেখানে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসার এবং রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি ও দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করার অভিযানে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শান্তি কমিটি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কমিটি বলেছেন, দেশের সেনাবাহিনীকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ ভারতীয় বেতারের বিদ্বেষ প্রচারণার এবং রাষ্ট্রবিরোধী লোকদের গুজব ছড়ানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন বলে কমিটি আশা প্রকাশ করেছেন।

খণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে দেশকে রক্ষার মহান কাজে সেনাবাহিনীর সাফল্যের জন্য কমিটি আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

শান্তি কমিটি প্রতিনিধিদের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদও দফতরের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রোববার এপিপি জানিয়েছেন যে,ইতিমধ্যেই যদি এ ধরনের কোনো কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত শান্তি কমিটির রিপোর্ট দেবে ।

তাছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বের করা হচ্ছে ।

শহর ও শহরের আশপাশে আরও ১৬টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।.....

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

শান্তি কমিটির কর্মতৎপরতা শুরু
মুন্সীগঞ্জে পাক সেনাদের বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

মুন্সীগঞ্জ, ১১ই মে (পিপিআই)।- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানরা গত ৯ই মে মুন্সীগঞ্জ উপনীত হলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জনান। পিপিআই বার্তা সংস্থার বিশেষ সংবাদাতা এ কথা লিখেছেন।

মেজর জাবেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাদল মুন্সীগঞ্জে উপনীত হলে সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সেনাদলকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এর আগে জনসাধারণ সকল দালান কোটা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাজার সমূহে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন।

পাকিস্তানী সেনাদল টাউনে উপনীত হলে সেখানে একটা আনন্দমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এরপর সেনাবাহিনীর অফিসাররা জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য এবং মুন্সীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীসহ স্থানীয় সরকারী কর্মচারী ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জনাব বিক্রমপুরী সামরিক অফিসারদের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার জনসাধারণের আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জনাব বিক্রমপুরী আরও বলেন, মুন্সীগঞ্জ, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ী, গজারিয়া, শ্রীনগর এবং সিরাজদিখান নিয়ে গঠিত এই মহকুমার জনসাধারণ সব সময়ই আইনানুগ, শান্তিপ্রিয় এবং দেশপ্রেমিক।

সকল দোকান পাট, সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। কোন ব্যক্তিই ভয় ও আতংকে টাউন ছেড়ে যায়নি।

সামরিক অফিসাররা বাজার পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদির মূল্যও স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রয়েছে। পণ্য দ্রব্যের সরবরাহও সন্তোষজনক রয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কৃষকরা আউস ফসল কাটছেন। কৃষকরা আবার অন্যান্য ধরনের ধানও রোপণ করেছেন।

সেনাবাহিনীর দলটি মুন্সীগঞ্জের অভ্যন্তরে টঙ্গীবাড়ী, সিরাজদি খান, রামপাল (ঐতিহাসিক স্থান) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ সফর করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনী পদ্মা নদী দিয়ে মাওয়া, ভাগ্যকূল এবং কুমারভোগ অতিক্রম করাকালে লৌহজঙ্গে জনসাধারণ তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

ইতিমধ্যে মুন্সীগঞ্জ কুমার ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য এবং শান্তিপূর্ণ জনসাধারণদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। তারা ভারতীয় দালালদের হাত থেকে তাদের নিজেদের ভূমি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে শান্তি কমিটির নেতা জনাব আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ইতিমধ্যেই ৬৮টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় জনসাধারণকে সেনাবাহিনীর দল তাদের স্থানে উপনীত হলে সেনাবাহিনীকে তাদের সহযোগিতা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি এলাকার জনসাধারণই স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি সেনাদলের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। জনসাধারণ ও সেনাদল সন্তুষ্টির সাথে তাদের মত বিনিময় করেন।

-পূর্বদেশ, ১২ মে, ১৯৭১

শান্তি কমিটির আবেদন
দেশের শত্রুদের মোকাবিলা করুন

ঢাকা, ১৭ই মে (এপিপি)।- পাকিস্তানের শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মিরপুর, লালবাগ ও চকবাজারে আজ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান, খাজা খয়ের উদ্দীন, জনাব আবুল কাসেম, মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারেল ওমরাও খান বক্তৃতাদানকালে বলেন যে, দেশ এক সংকট জনক সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাদের কার্যাবলী আল্লাহর অবদান।

তিনি বলেন বর্ষা বা অন্য যে কোনো ঋতুই হোক না কেন পাকিস্তানের শত্রুদের সমানভাবেই শায়েস্তা করা হবে।

পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে সাহায্য দানের জন্য জনাব ওমরাও খান পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সাময়িকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্যও তিনি আহবান জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে রাজনীতি বিলাস। পাকিস্তানে এখন কেবল মাত্র দুটি দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান পার্টি ও অপরটি হচ্ছে পাকিস্তান দুশমন পার্টি। পাকিস্তান দুশমন পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে রাজনীতি করার জন্য আপনারা যথেষ্ট সময় পাবেন।

ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের ধরিয়ে না দিলে বা তাদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য না করলে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না বলে ওমরাও খান জানান।

-পূর্বদেশ ১৮ মে, ১৯৭১

কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ
পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বিরুদ্ধশক্তির মোকবিলার আহবান
(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করার পাঁয়তারা করছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের আজাদী ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত শনিবার কেন্দ্রীয় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে সভাপতির ভাষণ দান কালে জনাব নূরুল আমিন এই আহবান জানান। সিম্পোজিয়ামে প্রেসিডেন্টের রিলিফ উপদেষ্টা ডাঃ এ এম মালিক, পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির অতিরিক্ত সেক্রেটারী জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ও

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. কামাল উদ্দীন এবারকার আজাদী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকর্তবাণী উচ্চারণ করে জনাব নূরুল আমিন বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্ট করছে। তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র হতে পারে এর আয়তন অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যর উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিস্তার করায় পাকিস্তানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অন্য কোনো দেশের তা নেই। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। পাকিস্তানকে তাই নিজের স্বার্থের জন্যই কাজ করতে হবে। জনাব নুরুল আমীন বলেন গত সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলাম যে পাকিস্তান দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাতে আমল দেননি।

তিনি বলেন, পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য বৃহৎ শক্তিগুলো প্যাক্ট করছে। তাই তাদের নজর আজ পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। কারণ পূর্ব পাকিস্তান লোভনীয় জায়গা। সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব বেশী। তিনি বলেন, তাই আজ আমাদের নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ দেশ আমাদের, দেশের ১২ কোটি জনতার। কেউ যদি বিপথে চালিত হয় তাকে বুঝাতে হবে।

দেশের বর্তমান সংকটকে ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও গুরুতর অভিহিত করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট ১৯৬৫ সালের চেয়েও গুরুতর। কারণ তখন বড় শক্তিগুলো প্রকাশ্যে যুদ্ধে জড়িত হয়নি। বরং তারা যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এবার বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের কারো কারো স্বার্থেই যুদ্ধ বাধাতে পারে। তবে আমরা বন্ধুহীন নই। কেউ আমাদের কাবু করতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, বর্তমান সরকার বাধ্য হয়েই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তবে সময় আসলেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন খুব দূরে নয় বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া মিটিয়ে দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনাব নূরুল আমীন বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া আদায়ে কোন সময়ই কার্পণ্য করিনি। বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষই পূর্ব পাকিস্তানের দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছেন একথা বললে ভুল করা হবে। আজাদী দিবসের কথা উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত। কারণ জাতির জীবনে আজ বৃহত্তম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

যাঁরা অশেষ কোরবানী দিয়ে পাকিস্তান এনেছেন এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়া ও এর স্থায়িত্ব কামনা করেন তাঁদের মনবেদনা আমি বুঝি। তাই আজ আমরা আত্মসমালোচনা করবো। আত্মশুদ্ধি করবো এবং আত্মপ্রত্যয়ের চেষ্টা করবো। নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে আমরা সংকট মুক্তির পথ নেবো।

তিনি বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং সে সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি। কারণ আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষ্যে পৌছবার দৃঢ়তা আমাদের ছিল। তাই সাত বছরের মধ্যে পাক ভারতের ভৌগোলিক সীমা রেখার পরিবর্তন করে বিনা যুদ্ধে আমরা একটা রাষ্ট্র কায়েম করেছি। ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন।

জনাব নুরুল আমীন বলেন, আজো পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলা করতে হবে। আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাব। চিন্তা, কার্য ও লেখনীর দ্বারা

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাকিস্তান না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের কোনো কল্যাণ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দুটি বড় রকমের তুফান বয়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় হামলা আর অপরটি হচ্ছে এবারকার সংকট। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দুশমন ছিল বাইরের। তাই ভারতীয় হামলা থেকে দেশ রক্ষার জন্যে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে হামলা মোকাবিলার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরে ঘরে যে সব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

অধ্যাপক আজম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে তাদের বন্ধু বলে মনে করছে। এই জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে তিনি বলেন যে, যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমন হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এ জন্য দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে তৈরী হওয়ার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।

সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামায়াত নেতা বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিতো যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায় তবে পরিস্থিতি হয়তো অন্য দিকে মোড় নিতো। তিনি বলেন দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর, তাই দেশের মানুষকে বোঝানোর দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া ঘরে ঘরে যে সব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজাদী দিবস উদযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, এবার প্রাণচাঞ্চল্যতার সাথে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসেন তারা এবার আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সাথে আজাদী দিবস পালন করছে। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। কায়েদে আযমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যে এসেছে। তবে পাকিস্তান টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেন, অত্যাচার ও অনাচারমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই ছিল পাকিস্তানের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু নানান স্বার্থের কারণে আমরা সে আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়েছি। দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হোক কাল হোক বাঙ্গালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে শৃগাল কুকুরের মতো মরতে হবে।

নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের এক বৃহত্তম সংকটের মধ্যে এগিয়ে চলেছি। আমাদের এই সংকট ভেতর ও বাইরের উভয় দিক থেকে এসেছে। অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রে রয়েছে অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আর বাহির থেকে দুশমনী করছে পশ্চিমা শক্তিগুলো।

তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক হারে মোহাজের পাঠিয়েছে এবং এখান থেকে হিন্দুদেরকে হিন্দুস্তানে চলে যাবার জন্য উস্কানি দিয়েছে।

১৯৬৫ সালে তারা বুলেট দ্বারা ষড়যন্ত্র করেছে আর ১৯৭০ সালে হয়েছে ব্যালটের ষড়যন্ত্র। এছাড়া তারা কলকাতাতে তথাকথিত বাংলাদেশের সরকার গঠন করে রেখেছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান ইসরাইলের মতো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণভোটের মাধ্যমে। কাজেই গণতান্ত্রিক উপায়েই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে পিডিপি কর্মসূচীর উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আইয়ুব খানের এক নায়কত্বের সময় আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের কর্মসূচী দিয়েছিলাম এবং আইয়ুব খান আমাদের দাবী মেনে নিতে সম্মতও হয়ে ছিলেন। কিন্তু সে সময় জ্বালাও পোড়াওর আন্দোলন শুরু হলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় সামরিক শাসন জারী করা হয়।

তিনি বলেন, আমরা কিছুতেই হিন্দুর গোলামী কবুল করবো না। কায়েদে আজম, শেরেবাংলা, নাজিম উদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন আমরা তা রক্ষা ও বাস্তাবায়িত করবো। কারণ পাকিস্তান ছিল ভারতের ১২ কোটি মুসলমানের ফয়সালা। একে আমরা ধ্বংস হতে দিতে পারি না।

জনাব শফিকুল ইসলাম ভাবী শাসনতন্ত্রে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকারের ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত রাখা হলে এবং প্রদেশগুলোর সম্পদ ন্যায্যভাবে ব্যয় করা হলে পাকিস্তান শক্তিশালী হবে। এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতার প্রবনতা কেটে যাবে। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশে দারুল হুকুমত প্রতিষ্ঠার ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। নতুন শাসনতন্ত্রের জন্যে মরহুম লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাবকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের জন্যেও তিনি সুপারিশ করেন।

-দৈনিক পাকিস্তান ১৬ আগস্ট,১৯৭১

কার্জন হলে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নের ভারতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহবান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বুধবার গভর্নরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সম্মানার্থে কার্জন হলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের পদানত করার হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়া সভায় পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের স্বদেশ ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম সভাপতিত্ব করেন এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আববাস আলী খান, রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ কে এম ইউসুফ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব এ,এস,এম সোলায়মান এবং সাহায্য ও পূর্নবাসন দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন।...

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২১। শান্তি কমিটির গঠন ও তৎপরতা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	১৯৭১

জিলা ‘এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি’ গঠনের নির্দেশ।

CHITTAGONG DISTRICT PEACE COMMITTEE
Affiliated to Central Peace Committee, Dacca.

Office:
PAKISTAN COUNCIL
(Muslim Institute Hall)
K.C. Dey Road, Chittagong

Convener: ALHAJ MAHMUDUN NABI CHOWDHURY
Ref. No. 26/CDPC/71 Date. 15/6/1971

1. Mr. Ahmedur, Rahman Chowdhury, Secretary, Hathazari Thana Central Co-operative Association, and

2. Dr. M. Ezhar Meah, Secretary, Boalkhali Thana Central Co-operative Association Samabaya Milanayatan, Chittagong.

Whereas the anti-social elements caused disruption to normal civic and economic life dislocating the communication and attempting to shake the public confidence, not sparing the agricultural sector either, it is therefore considered necessary that a Sub-Committee be formed for activating the vital aspect of economy i.e. agriculture.

1. The Sub-Committee shall be known as the Agriculture Peace Sub-Committee, at the district level, and for all other levels, it shall be known as peace Sub-Committee for Agriculture, after the name of the respective areas.

2. Both of you, Mr. Ahmedur Rahman Chowdhury and Dr. M Ezhar Meah, are hereby nominated as the Joint Conveners of the Agriculture Peace Sub-Committee for the district of Chittagong with a view to urgently undertake the following responsibilities.

1. Both of you shall jointly:-

(a) Form the Agriculture Peace Sub-Committee for the District with not more than 25 persons of whom at least one member should represent one Thana of this District; the Sub-Committee may commence functioning with one third of the total proposed strength.

(b) Nominate the conveners for the Thana, Union or Society Peace Sub-Committee for Agriculture at Thana, Union or Society Levels; the strength of such sub-Committee should not exceed 15 persons; and one third of the total strength shall enable them to commence the activities.

(c) Scrutinize the integrity and character of the persons to be nominated by you for the Peace Sub-Committee in the agricultural sector either as Convener or members, and

(d) Obtain' approval of the Convener of the Chittagong District Peace Committee before officially announcing anyone's name as a Convener or Member of the Peace Sub Committee in the Agricultural Sector.

11. Both of you shall jointly undertake or assist or mobilize the following activities in the agricultural sector directly or through the Sub-Committee to be organized by you:

(a) Peace must be ensured at the farmer's level in the rural areas; and confidence of the farmers be restated in carrying out their normal agricultural activities.

(b) The farmers be helped in obtaining their inputs like the seed fertilizers, insecticides, pumps, oil, fuel, credits and etc, from the sources they were receiving those needs normally.

(c) The farmers who were receiving their normal training in the classes organized by the Co-operative organizations on the Government officials be helped continue their activities.

(d) The Agricultural Co-operative Societies and the Agricultural credit organizations like the Co-operative Banks, Multipurpose Societies and the primary Societies, registered with the registrar of Co-operative Societies, Government of East Pakistan, be helped to hold their meetings with a view to activate their normal agricultural activities.

(e) The usual campaign of grow more food and repayment Agricultural loans issued by the Government through the Co-operative Institutions be continued, and the confidence be created among them as that the farmers may be convinced that the requirement of Agricultural credits will be met through the same sources as normally as they used to get in the past.

(f) The Officials of various Government Departments connected with those Agricultural activities shall be given Co-operation and the Institutions engaged in Agricultural unction shall be activated by means congenial to restoration of peace and normalcy, and

(g) Any one creating obstacles to Agricultural activities or function of the Government approved Agricultural Institutions be taken to tank by bringing such disruptive activities, to the notice of the Government authority.

All decisions taken by the sub-Committees in Agriculture Sector shall be subject to joint approval of both of you; and the nomination given or the decision taken by you jointly or separately shall be subject to rectification by the Convener of the Chittagong District Peace Committee.

Sd/- Mahmudun Nabi Chowdhury,
CONVENOR
Chittagong District Peace Committee.

C.C.to: 1) Deputy Sub-Administrator, Martial-Law Authority, Chittagong.
2) Deputy Commissioner, Chittagong.
3) Addl. Deputy Commissioner, (General), Chittangong.
4) Addl. Deputy Commissioner, (Development). ”
5) Sub-divisional Officer, Sadar (South). ”
6) Sub-divisional Officer, Sadar (North). ”
7) Sub-divisional Officer, Cox’s Bazar. ”
8) Superintendent of Police, Chittagong. ”
9) Circle Officer (Development) (All Thanas). ”
10) Regional Deputy Registrar, Co-op. Societies,
Chittagong Divn, Chittagong.
11) Assistant Registrar, Co-op. Societies, Chittagong.
12) District Manager, EPADC, Chittagong.
13) Assistant Engineer, EPADC, Chittagong.
14) District Agril. Officer, Chittagong.
15) Secretary, Federation of TCCA Ltd. Chittagong.
16) Officer In-charge (All Thanas).

For information.

Sd/-
(MAHMUDUN NABI CHOWDHURY)
Convener
Chittagong District Peace Committee.

থানা ‘এগ্রিকালচার পীস সাব-কমিটি’র আহ্বায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব

District Agriculture peace Sub-Committee
C/o. Pakistan Council.
Muslim Institute Hall.
K.C. Dey Road, Chittagong.

To ……………………………………………………………………………….

We the Joint Conveners of the District Agriculture peace Sub-Committee, with the approval and concurrence of the Convener of the Chittagong District peace Committee, do hereby nominate you.

Mr. …………………………………………….. as Convener

………… Thana Agriculture Peace Sub-Committee to do and carry out the following functions, namely:-

1. Organizational Responsibilities.
2. Functional Responsibilities.

……………… ……………. ……………….

Approved.
Sd/- Mahmudunnabi Chowdhury
3/7/71
Convener,
Chittagong District Peace
Committee.

1…….
(Ahmedur Rahman Chowdhury)

2. …………………….

(Dr. Md. Ezahar meah)
Joint Conveners,
District Agriculture Peace
Sub-Committee, Chittagong.

ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়কদের নিয়োগপত্র ও তাদের দায়িত্ব।
খানা কৃষি শান্তি কমিটি, রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম

মেমো নং .... তাং ১৭/৭/৭১

আমি ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার চট্টগ্রাম জেলা কৃষি শান্তি কমিটির যুগ্ম আহবায়কদ্বয়ের অনুমোদন ও মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়া রাঙ্গুনিয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়ক হিসেবে আপনি মিঃ .... কে .... ইউনিয়ন কৃষি কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত করতঃ নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য অনুরোধ করিতেছিঃ-

১। সাংগঠনিক দায়িত্বসমূহ

(ক) যাহারা পূর্ব হইতে কৃষি কাজের সহিত জড়িত আছেন এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এ রূপ ১৫ জন সদস্য সহযোগে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(খ) নিম্ন স্বাক্ষারকারী ও জেলা আহবায়কের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনি কমিটি গঠন করার সাথে সাথে অন্ততঃ পক্ষে ৫ জন সদস্য লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু প্রথমে আপনার ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির

*থানা এগ্রিকালচার পীস সাব কমিটির দায়িত্বসহ ইউনিয়ন কৃষি শান্তি কমিটির আহবায়ক নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী দলিলে বাংলা ভাষায় হুবহু রূপান্তরিত হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

সকল সদস্যের নাম ঘোষণা করিতে হইবে। ক্রমে অবশিষ্ট সদস্যদের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো যাইতে পারে, যদি এক সাথে ১৫টি নাম পাওয়া না যায়।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে সুবিচার করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ সরাসরি ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হইলে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরর্থক হয়রানী করা যাইবে না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো রাজনৈতিক দলভুক্তই হউক না কেন।

(ঘ) কৃষি বিষয়ক সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা স্বার্থের মধ্যে যোগযোগ রক্ষা করা।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এ রূপ কমিটিতে ৫ জন সদস্য এবং একজন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করিবেন, কৃষি কাজ করেন না এমন কোনো ব্যক্তি ইহার সদস্য হইতে পারিবেন না।

(চ) কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে, প্রাথমিক সমবায় সমিতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক কৃষি শান্তি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। এ রূপ কমিটি কেবল মাত্র সেখানেই করা যাইবে যেখানে সমবায় ঋণ আদায় ও ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত ফসল ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা উদ্ভূত নয়।

(ছ) বিগত গোলযোগের সময় যে সকল বেসরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পদ শূণ্য হয়েছে তদস্থানে নতুন কর্মকর্তার নাম প্রস্তাব করা যাহাতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অধিক খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য কাজ করিয়া যাইতে পারে।

(জ) আপনার শান্তি কমিটির সভা সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠিত করা ও থানা কৃষি শান্তি কমিটির পাক্ষিক সভায় যোগদান করা যাইতে পারে।

২। কার্যনির্বাহের দায়িত্বসমূহ

(ক) পাকিস্তানের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তনের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ চাষী সাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করা।

(খ) আত্মগোপনকারী সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে চাষীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা কোন দুষ্কর্ম সাধিত হইতে না পারে।

(গ) চাষীদিগের মধ্যে বিশ্বাস আনয়ন করা যে তাহাদের উৎপাদিত ফসলাদি ন্যায্য মূল্য পাইবে এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পর্যাপ্তভাবে তাহাদের প্রয়োজন মিটানো হইবে।

(ঘ) সকল কৃষি সমবায় সমিতির ও অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোর কাজে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) সরকারী কর্মচারী সহ যে কোন মহল হইতে কোন প্রকার অন্যায় হুমকি বা ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কৃষি প্রতিষ্ঠান এবং চাষীদেরকে সাহায্য করা।

(চ) সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রদত্ত সরকারী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সমবায় সমিতিকে সাহায্য করা।

(ছ) কর্জ ও খাজনা ইত্যাদি আদায়কারী সংস্থাকে বিগত গোলযোগের সময় নিরুদ্দেশ ব্যক্তিদের সমবায় সমিতিতে দেয় টাকা আদায়ের ব্যাপারে অবহিত করা।

(জ) এলাকায় পরিত্যক্ত জমাজমি ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করার জন্য বর্তমান প্রাথমিক সমিতি সমূহকে সংগঠন করা এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কৃষি সমবায় সমিতির সাহায্য গ্রহণ করা।

(ঝ) সমবায় সমিতি কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করা।

(ঞ) কেবলমাত্র পূর্ব মালিক অথবা চাষীদের অনুপস্থিতির দরুন কোন জমি পতিত না রাখা।

(ট) ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুসারে প্রত্যাবর্তনকারী কৃষক অথবা জমির মালিককে তাহার দখল ও স্বার্থ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করা।

(ঠ) কোন জমি অথবা অন্য প্রকার সম্পত্তি জোরপূর্বক অথবা বেআইনীভাবে আত্মসাৎ করা না হয় এবং তদ্দ্বারা কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(ড) উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যাপারে চাষীদেরকে সাহায্য করা এবং উহার ন্যায্যমূল্য পাইতে সহায়তা করা।

(ঢ) কোন প্রকার অবিচার করা হইলে উহা জিলা কৃষি শান্তি কমিটি, স্থানীয় আহবায়ক এবং সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। সত্বর সাড়া না পাইলে তৎক্ষাণাৎ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা।

(ন) আপনার এলাকাস্থ শান্তি কমিটির সকল স্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করা।

তাং-রাঙ্গুনীয়া,
১৬/৭/৭১ ইং

স্বাক্ষর-
(ওয়াকিল আহম্মদ তালুকদার)
আহবায়ক,
রাঙ্গুনীয়া থানা কৃষি শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম।

‘দুষ্কৃতকারীদের’ তৎপরতা রোধের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জিলা শান্তি কমিটির পরামর্শ।

To
The Sub-Administrator.
Martial Law,
Chittagong.

Sir,

In the light of the increasing anti-state activities day to day of the miscreants and killing by them of a good number of the patriotic persons in the an ytci dall around, we beg to suggest the following methods to eliminate the miscreants and to stop the anti-state activities in the city:

1. (A) That all doubtful houses and buildings of the whole city should be cordoned at a time from morning to night by organizing the under mentioned patriotic forces under the leadership of the local Chairman of the respective union Council or Union Committees:-

1) Local Rezakars who were trained up (embodied or unembodied).
2) Members of the Al BADR Forces.
3) Members of the Union councils.
4) Members of the Union Peace Committees.
5) Police.
6) Members of Civil Defense.
7) And patriotic local students and other young citizens. Further, more Rezakars may also be brought from villages, if necessary,

(B) Similarly a Permanent Village Defense Party may be organized in each and every Union through which the entire area is to be guarded and all doubtful houses and building searched from time to time, if necessary, under the leadership of local Chairman or B.D. members.

(C) The chairman or B.D.s should be responsible for any accident occurring in their own areas.

2. (A) To stop the blasting of bombs or anti-state activities in the Govt. or Non Govt. offices, the following methods should be adopted:-

(i) To pass a order by the D.C. to all the chiefs of the offices to from a Defense Committee in their respective offices with the co-operation of his subordinate staffs including chawkidars and peons etc.

(ii) In this way the chiefs of the offices or organizations should be made responsible for any occurrence in their compound,

(iii) Then in this way the miscreants working in the offices may be guarded by their colleagues under the supervision of the chief of the office.

3) To execute the above plan and to review the progress and also for coordinating the whole things, a Committee should be formed the representatives from all the political parties including the D.C. and S.P and a weekly meeting of the said Committee may be held regularly at a fixed time.

Yours Faithfully,

Sd/-
(Badiul Alam)
Secretary,
District Peace Committee,
Chittagong.

Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. D.C, Chittagong,
2. S.P, Chittagong,
3. Governor, East Pakistan,
4. Prof. Shamsul Huq, Minister-in-charge, Relief & Rehabilitation with reference to his telephonic conversation with the above signed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২২। রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর ও আল শামস বাহিনীঃ গঠন ও তৎপরতা	সংবাদপত্র	১৯৭১

ফুলপুরে রাজাকারদের ট্রেনিং সমাপ্ত

ঢাকা, ৯ই জুলাই (এপিপি)।- ফুলপুর থানা ট্রেনিং ও উন্নয়ন কেন্দ্রের মাঠে ১৬০ জন রাজাকার-এর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এরা সকলেই সাত দিনের ট্রেনিং শেষ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও শান্তি কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন কাউন্সিলরসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ এবং বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১৬০ জন রাজাকারকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া দু'জন রাজাকারকে তাঁদের কৃতিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়।

ফুলপুর থানা থেকে মোট সাড়ে ছ'শ রাজাকার মনোনীত করা হয় এবং এদের সকলকেই ট্রেনিং দেয়া হবে।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানটি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবদ' ও 'পাকিস্তানের সংহতি জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১০ জুলাই,১৯৭১

কুষ্ঠিয়ার মুজাহিদ ও রাজাকারদের কুচকাওয়াজ-

কুষ্টিয়া, ১৫ই জুলাই, (এপিপি)।- গতকাল সকালে স্থানীয় ইউনাইটেড স্কুল ময়দানে মুজাহিদ ও রাজাকারদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পদস্থ সরকারী অফিসার ও গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সাদ আহমদ ২ হাজার রাজাকারের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাজাকারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জনাব সাদ আহমদ ভারতীয় অনুপ্রবেশ-কারীদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার কাজে রাজাকাররা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসায় তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

তিনি তাদের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং শত্রুদের ধ্বংস করার কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

উৎসাহী রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সমাবেশ যোগদানকারী জনতার একটা অংশ বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।.....

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ জুলাই, ১৯৭১

ইসলামপুর শান্তি কমিটির সভায় রাজাকার বাহিনী গঠিত

গত রোববার ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহবায়ক জনাব মোবারক হোসেন সভাপতিত্ব করেন।

ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সভায় প্রত্যেকটি ইউনিটের ২৫ জন করে লোক নিয়ে একটি রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। সভায় মহল্লার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাকিস্তান বাহিনীর সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুলাই, ১৯৭১

রাজাকাররা, ৭০ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করেছে

রাজাকাররা ময়মনসিংহ জেলায় গত মাসে ৭০ জন রাষ্ট্রবিরোধী লোককে নিহত এবং বহুজনকে আহত করেছে। এছাড়া তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেছে। গতকাল সোমবার ঢাকায় এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে।

এখানে প্রাপ্ত বিস্তারিত খবরে প্রকাশ, দুষ্কৃতকারীরা গত ৪ঠা জুলাই শেরপুরের কাছে একটি গ্রামের সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা করে। রাজাকাররা তাদের বহুজনকে হতাহত করে সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

'দুষ্কৃতকারীরা' ১৯টি লাশ ১৩ খণ্ড টিএনটি, কয়েকটি হাতবোমা, ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন এবং ভারতে তৈরী ১৯টি বিস্ফোরক টিউব ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শেরপুর থেকে ২০ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে 'দুষ্কৃতকারীদের অবস্থানের খবর পেয়ে পরদিন রাজাকররা উক্ত গ্রামে গিয়ে ২০ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করেছে এবং কিছু রাইফেল, হাত বোমা এবং ৩০০ মণ চাল উদ্ধার করেছে।

১৩ ও ১৪ই জুলাইয়ের রাতে রাজাকাররা যখন নিয়মিত টহলদারীতে নিয়োজিত সেই সময় নকলা এলাকায় 'দুষ্কৃতকারীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে রাজাকাররা ৪ জন দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করে। তারা দুটো স্টেনগান, ৬টি হাতবোমা, ৬০ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের গুলী উদ্ধার করে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১০ আগষ্ট, ১৯৭১

রাজশাহীতে রাজাকারদের কুচকাওয়াজ

রাজশাহী, ১৫ই আগষ্ট, (ইউপিআই)। ট্রেনিং সমাপ্তি শেষে রাজাকারদের দ্বিতীয় দলটি গত বৃহস্পতিবার এখানে তাদের কুচকাওয়াজে পাকিস্তান ও ইসলামের স্বার্থে তাদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করে। সাহেব বাজার জামে মসজিদেও ইমাম তাদেও অভিবাদন গ্রহণ করেন ।
রাজাকারদের তাদের পবিত্র দায়েতাব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ।শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ অপরাপর নেতৃবৃন্দও উক্ত অনুষ্ঠানে ভাষন দান করেন ।

দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ ই আগষ্ট, ১৯৭১

গফরগাঁয়ে আল-বদর বাহিনী গঠিত
(নিজস্ব সংবাদাতা,প্রেরিত)

গফরগাঁও, ২রা সেপ্টেম্বর, গতকাল বিপুল উৎসাহ - উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গফরগাঁয়ে আল-বদর বাহনী গঠিত হয়েছে ।এতদুপলক্ষে এখানে এক সভার আয়োজন করা হয়, এবং তাতে স্থানীয় শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যবর্গসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী বক্তৃতায় আল-বদর বাহিনীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং আল - বদর বাহিনীর দেশ প্রেমিক যুবকদের দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংঘের নেতা জনাব মহিউদ্দীন ও ময়মনসিংহ জেলার ইসলামী ছাত্র সংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান ।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আল-শামস বাহিনীর তৎপরতা

গতকাল মঙ্গলবার রাজাকার সংস্থার স্বেচ্ছাবাহিনী ‘আল-শামস’ ময়মনসিংহ, যশোর, ও চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে তিনটি অভিযান চালায়। আল-শামস রাজাকার সংস্থার একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। এরা সেনাবাহিনীর তদারকীতে ট্রেনিং গ্রহণ ও কাজ করছে। ময়মনসিংহে তারা কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বে ভারতীয় চরদের একটি গোপন আড্ডায় আক্রমণ চালিয়ে স্টেনগান, ৯টি রাইফেল এবং ৫টি হাত বোমা উদ্ধার করে।

এসব অস্ত্র উদ্ধার করার সময় তারা একদল ভারতীয় চরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের ৩ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। চট্টগ্রাম থেকে এপিপির খবরে বলা হয়, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মাধ্যমে সন্ধান পেয়ে আল-শামস চট্টগ্রামের উত্তরে হাট হাজারীতে একটি বেসরকারী বাড়ীতে হানা দিয়ে নাশকতামূলক প্রচুর বই পুস্তক উদ্ধার করে।

তারা বাড়ীর মালিককেও গ্রেফতার করে। যশোর আল-শামস ঝিনাইদহের দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি পাড়ায় ভারতীয় চরদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের চার জনকে হত্যা করে। এতে আল-শামস এর একজন সদস্যও আহত হয়। ভারতীয় চরদের আঘাত হানার পর আল-শামস ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবরুদের একটি ডিপোর সন্ধান লাভ করে। সেখান থেকে তারা ১৩টি রাইফেল, ২৪টি শর্ট মাইন এবং ৬০ পাউন্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৩ নভেম্বর, ১৯৭১

রাজাকারদের সাফল্যজনক অভিযান

পিরোজপুর, ৪ঠা নভেম্বর। মহকুমার নাজিরপুর থানার রাজাকাররা থানা পুলিশের সাহয্যে সাতকানিয়ায় একদল ভারতীয় চরের সঙ্গে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। সংঘর্ষে ৪জন ভারতীয় চার নিহত হয়েছে এবং একজন ভারতে তৈরী একটি স্টেনগান, একটি রাইফেল, ও দুটো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে বলে এক সরকারী হ্যাণ্ডআউটে প্রকাশ। ভারতীয় চর লুতফর রহমান জানায় যে তাদের ভারতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহ করেছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, রাজাকাররা দ্রুত অভিযান চালিয়ে বান্দরবন এলাকা থেকে ভারতীয় চরদের নির্মূল করেছে। তারা দুজন ভারতীয় চরকে হত্যা ও দুজনকে বন্দী করেছে। এছাড়া তারা ভারতে তৈরী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে। এসব ভারতীয় চর স্থানীয় লোকদের হয়রানি করছিল, তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ও সম্পত্তি লুট করছিল।

সিলেট থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাজাকারদের আল-শামস বাহিনী সুনামগঞ্জের উত্তর পশ্চিম এলাকায় টহল দেয়ার সময় দুটো সন্দেহজনক নৌকাকে চ্যালেঞ্জ করলে আরোহীরা তাদের প্রতি গুলি ছুড়তে শুরু করে। ফলে একজন রাজাকার আহত হয়। রাজাকাররা সাথে সাথে পাল্টা গুলি চালালে নৌকার আরোহীরা পানিতে লাফিয়ে

পড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের ৪ জন নিহত হয়। রাজাকাররা নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। ভৈরব বাজার থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ আল বদর বাহিনী ভৈরব বাজার থেকে ৩ মাইল উত্তর পূর্বে শিমুলকান্দীতে ভারতীয় চরদের গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে ৬টি রাইফেল, ৪টি স্টেনগান, ৮টি বেয়নেট ও গোলা বারুদ উদ্ধার করে।

ভারতীয় চররা রাজাকারদের দেখামাত্র আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, রাজাকাররা বিদ্যাকোর্টের কাছে ভারতীয় চরদের সাথে এক সংঘর্ষে ৩ জনকে হত্যা করেছে। অপর ৫জন অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আল-শামস ও আল-বদর বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান

রাজাকারদের আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী গতকাল শনিবার কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলায় দুটো সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ। তারা ১ হাজার ৮শ ৫০ পাউণ্ড গুলিসহ ১০টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগজিনসহ ২টি স্টেনগান, ৯৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আল শামস ও রাজাকাররা জানতে পারে যে একদল ভারতীয় চর শান্তি প্রিয় গ্রামবাসীদের হয়রানি করার জন্য কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থিত গুলসিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় চররা গ্রামটিতে পৌঁছা মাত্র রাজাকাররা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৫ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা ৩শ ৭৫ রাউণ্ড গুলিসহ ৩টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগজিন সহ ২টি স্টেনগান ও ৬০টি হাতবোমা ফেলে পালিয়ে যায়।

রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয় যে আল বদর-রাজাকাররা গতকাল নওগাঁর ১০ মাইল দক্ষিণে চৌধুরী ভবানীপুরের কাছে ভারতীয় চরদের একটি গোপন আড্ডায় হানা দেয়। তাদের আগমনের খবর পেয়ে ভারতীয় চররা ১ হাজার ৪শ রাউণ্ড গুলিসহ ৭টি রাইফেল, ৩৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৭ নভেম্বর,১৯৭১

বদর দিবস পালিত
পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা

গতকাল রোববার বদর দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক মিছিল বেরোয়। গণজমায়েতে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মোজাহিদ এই বদর দিবস উপলক্ষে সংঘের পক্ষ থেকে একটি ৪ দফা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে-

(১) ‘‘দুনিয়ার বুকে হিন্দুস্তানের কোন মানচিত্রে আমরা বিশ্বাস করি না যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে না দেয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।’’ লাইব্রেরীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তার দ্বিতীয় দফা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন-

(২) ‘‘আগামী কাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে স্থান দিতে পারবেন না বা বিক্রি বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে’’। জনাব মুজাহিদের বাকি দুটি ঘোষণা হলঃ

(৩) পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই অপপ্রচার করছে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন এবং

(৪) বায়তুল মোকাদ্দাসকে উদ্ধারের সংগ্রাম চলবে। জনাব মুজাহিদ এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতার প্রতি আহবান জানান, তিনি বলেন,- "এই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্যে শির উঁচু করে, বুকে কোরান নিয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে নয়াদিল্লী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আমরা বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করবো"।

জমায়েতে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা দেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব মীর কাশেম আলী। তিনি বলেন যে,- আজকের বদর দিবসের শপথ হলোঃ

(ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো। (খ) দুষ্কৃতিকারীদের খতম করবো। (গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো। জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন যে, আজকের এই ১৭ই রমজানের পবিত্র দিনে বদরের বীরত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বাতিল শক্তিকে নির্মূল করার শপথ নতুন করে নিচ্ছি। গণজমায়েতের প্রত্যেক বক্তা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতীয় হামলা চলছে বলে উল্লেখ করে জনগণকে এর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করার জন্যে তারা আহবান জানান। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা লাভের জন্যেও তারা আহবান জানান। সভার পর এর মিছিল বেরোয়। নওয়াবপুর রোড হয়ে বাহাদুরশাহ পার্কে গিয়ে তা শেষ হয়। মিছিলের কয়েকটি শ্লোগান ছিলঃ ১। আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে। ২। বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারতকে খতম কর। ৩। মুজাহিদ এগিয়ে চল, কলিকাতা দখল কর। ৪। বদর দিবস সফল হোক। ৫। ভারতের চরদের খতম কর ইত্যাদি।

-দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১

সিলেট ও পাবনায় রাজাকার তৎপরতা

গতকাল সোমবার রাজাকাররা সিলেট ও পাবনায় ভারতীয় চর বহনকারী ৯টি নৌবা ডুবিয়ে দিয়েছে। ঢাকায় প্রাপ্ত এপিপি পরিবেশিত খবরে জানা গেছে, নৌকা যোগে প্রায় দুই শত ভারতীয় চর সিলেটের জাকিগঞ্জের নিকট পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই খবর জানতে পেরে ৫০ জন রাজাকার উক্ত এলাকায় গমন করে এবং শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে।

নৌকাগুলো সীমান্তের এপাশে আসার সাথে সাথে রাজাকাররা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় চররা পাল্টা গুলি ছোড়ে এবং রাজাকারদের মারধর করার উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে নামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে একাজ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের অধিকাংশ নৌকাতেই আঘাত পায় এবং অন্যান্যরা নৌকা সমেত পানিতে ডুবে যায়। ৩টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য নৌকা ভারতীয় এলাকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রাজাকারদের গুলিতে পাবনা জেলার টিকোরির নিকট ভারতীয় চরবাহী আরও ৬টি নৌকা উল্টে পানিতে ডুবে গেছে। অপর এক খবরে জানা যায় যে গতকাল সোমবার রাজাকাররা রংপুর ও কুমিল্লা জেলায় একটি রেল সেতু ও একটি সড়কসেতু রক্ষা করেছে। রেল সেতুটি রংপুর জেলার গাইবান্ধার ২ মাইল দক্ষিণ ত্রিমোহনিতে অবস্থিত। আর সড়ক সেতুটি কুমিল্লা জেলার লাকসামের ৮ মাইল পশ্চিমে মুর্গাপুরের নিকট অবস্থিত।

-দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৩। রাজাকার সম্পর্কিত আরো কয়েকটি দলিল	সংবাদপত্র	১৯৭১

রাজাকারদের বেতন

HQ ASMLA JESSORE
C/O, Pak ABPO
Tele : Mil-94
Ml 17/A
30 Aug 71

To: Deputy Commissioner
Jessore
President Dist, Peace Committee
Jessore.

Subject : Pay of Razakars.
Please confirm that the pay of Razakars are being regularly paid.

Sd/-Mohammad Amin.
Major, ASMLA.
Dated : 7.9.71

Memo No. 224 (8)
Copy forwarded for information and necessary action to :
Chairman
Town Peace Committee,
Jessore.

Sd/-
For-president
Dist. Peace Committee. Jessore.

জিলা রাজাকার প্রধানের নির্দেশ

MOVEMENT ORDER.

Mvi. Md. Serajul Islam is hereby detailed to report to taltola camp immediately to impart motivation training to the embodied Razakars of the camp.

This issue with the approval of the A.S.M.L.A, Tangail, Raz. Md. Habibullah Bahar S/o Serajul Islam also directed

রাজাকার সংগঠন, তাদের প্রশিক্ষণ ও সিলেবাস সম্পর্কে নবম ডিভিশন পূর্বাঞ্চলী কেন্দ্রীয় কম্যাণ্ডের কয়েকটি দলিল

SECRET

HQ ASMLA Chuadanga
Tel : 186
28 Oct, 71

To : HQ 18 Punjab
OC 'B' Coy
Subj : Fresh Trg Razakars

Copy of HQ 9 Div Itr No.G/15242/Trg of 23 Oct 71 and copy of HQ Eastern Comd Itr No. 418/48/GS (T) of Oct 71 along with Gen instars, block syllabus, detailed syllabus and trg programme (Anx 'A' 'B' & 'C') for the See Comds Cadra Razakars, are fwd herewith for your info and nec action please.

Sd/-Major
ASMLA
(Zain-ul-Malook)

SECRET

Copy of HQ 9 Div Itr no. G/15242/Trg of 23 Oct. 71
Subj : Further to our G/15242 Trg dated 06 Oct. 71 refers.
The trg Razakars Comd will be org as under :-
a. See Comd Trg

(1) Each unit having Razakars in its area will org cadres of ten days duration for sec comds.
(2) One third of total requirement of sec comds to be trained in each cadre at the scale of one sec comd from each pl.
(3) First sec comds cadre to start wef 25 Oct 71 the latest.
(4) Syllabus for the sec comds trg is att.

Copy of HQ Eastern Comd Dacca Itr No. 418/48/GS(T) of 19 Oct,71.
Subj : Sec Comd's Cadre-Razakars.
Para 3 of our sig G-3513 dated 19 Oct 71 refers.

1. Gen instrs, block syllabus, detailed syllabus and trg programme for the above Cadre are sent herewith.

2. The trg is to be org at unit/ASMLA level. Fmn comds are requested to ensure proper utilization of the trg programme.

Copy to anx 'A' HQ Eastern Comd Itr No. 418/48/GS(T) of 19 Oct 71.

HQ EASTERN COMD
RAZAKARS SEC COMDS CADRE
BLOCK SYLLABUS

S/No.	Subj	Period allotted		
		Lecture/Demo.	Prectical/Ex.	Total
1.	Drill	-	6	6
2.	Wpn Trg	1	14	15
3.	Fd Engineering	3	3	6
4.	Fd Craft	6	13	19
5.	Tacs	20	20	40
6.	Ldrship	1	–	1
7.	Adm	4	–	4
8.	Misc	1	-	-
			Total	100

RESTD
HQ EASTERN COMD
SEC COMDS CADRE-RAZAKARS
GEN INSTRS.

1. **Aim.** To train selected Razakars as sec comds in order to improve op efficiency of Razakars.
2. Standard to be achieved.

a. Be able to motivate, train, and lead his sec efficiently.
b. Acquire basic mil knowledge i.e. drill, use of inf pl wpns, fd craft, Vos, cam and concealment, adv handling of wpns and handling/disarming of mines and body traps.

c. Be able to deploy his sec for def of a loc, hr or installation.
d. Const/estb anb maint a rd block.
e. Plan an conduct a raid and ambush.
f. Be able to operate at ni.
g. Dev initiative to carry out any other msn given to his sec.
h. Hygine, sanitation and first aid.

3. Trg period

a. A total of 10 working days will be utilized for this cadre.
b. Daily periods 10 periods of 45 mins incl 4 periods in the afternoon/ni.

4. Block syllabus, Detailed syllabus and trag programe. Att as Anx.
A B and respectively.

5. Ref Publications.

a. Inf Trg Vol IV-Inf Pl in Battle-1969

b. Inf Trg Vol IV for Ni Ops-1968.

c. Words of comd for drills and ceremonials 1970.

d. Relevant Pamphlets on SAs, mines and boody traps.

e. Guerilla and artisan Pwar fare Chapter 2- 1961.

f. Elms of First Aid.

HQ Eastern Comd
Dacca Cantt
Tel : 212
418/48/Gs (T)
19 Oct 71

Sd/ Commander Col General
(Mian Hafeez Ahmed)

Distr : List 'B' ser 1-g & 7
MLa Zone 'B'
DG Razakars.

Ans 'B' to HQ Eastern Comn Itr
418/48/GS(T) of 19 Oct 71.

HQ EASTERN COMD
SEC COMD CADRE-RAZAKARS
DETAILED SYLLABUS

S.No.	Subj	Period Allotted Lecture/Demo	Practical/Ex	Total
A	b	c	d	e
1.	Drill			
	a. Drill with arms	–	2	2
	b. Drill without arms	–	2	2
	c. Taking a squad	–	2	2
2.	Wpn Trg			

	a. Holding, aiming and firing of rifle	-	2	2
	b. Handling of Sten and LMG	-	2	2
	c. Stripping & assembling of rifle sten & LMG	-	2	2
	d. Prep of range eard	1	-	1
	e. Firing- day	-	4	4
	f. Firing- ni	-	4	4
3.	**Fd Engineering**			
	a. Trenches and wpm pits, siting and dimensions	1	1	2
	b. Mine-types, laying, disarming and lifting	1	1	2
	c. Booby traps type, laying and disarming	1	1	2
4.	**Fd Carft**			
	a. Cam and concealment	1	2	2
	b. Use of ground and cover	1	1	2
	c. Fd sigs	1	1	2
	d. Sec fmns	1	2	3
	e. Individual stalk by day & ni	1	3	4
	f. Selection of line of adv and move by day	1	3	4
5.	**Tac**			
	a. Issue of VOs	1	1	2
	b. **Ptls**			
	(1) Types of ptl	1	-	1
	(2) Ptl idr's orders	1	1	2
	(3) Planning rehearsal and conduct of :			
	(a) Recee Ptl	2	-	2
	(b) Fighting ptl	2	-	2
	(4) Ex in patrolling	-	4	4
	c. **Ambush**			
	(1) Selection of site	2	-	2
	(2) Parties and their tasks	2	-	2
	(3) Planning and orders	2	-	2
	(4) Fd ex raid	-	4	4
	d. **Raid**			
	(1) Parties and their tasks	2	-	2

	(2) Planning and orders	2	-	2
	(3) Fd ex raid	-	4	4
e.	Rd Blocks			
	(1) Characteristics	1	-	1
	(2) Covering -/def of rd block	1	-	1
	(3) Fd ex- constr/ manning a rd block	-	2	2
f.	GW Introduction to GW and anti guerilla ops	1	-	1
g.	Def			
	(1) Use of ground and F of Fs	2	-	2
	(2) All round def, listening posts And alarm system	2	-	2
	(3) Def of a small br of instl	2	-	2
	(4) Sentry duties	2	-	2
	(5) Fd ex – def	-	4	4
6.	Ldrship	1	-	1
7.	Adm	2	-	2
	a. Care of arms, ammo and eqpt			
	b. Hygiene, sanitation, first aid and disposal of cas	2	-	2
8.	Misc. Org of rifle pl	1	-	1
	Directed to accompany him.			

Sd/Illegible
District Adjutant of Razakars
Tangail.

Memo No. 512 – (2)- Raz, dated 2.10.71
Copy forwarded to :- …..

জনৈক রাজাকার স্বাক্ষরিত শপথনামা

Anx ‘A’
To HQ MLA Zone B
Itr No 1200/3ML-2
Of 02 Oct 71

SCHEDULE B
Form of Oath
(Rule 16)

I Abul Kasim ……………….. S/O …………… Hassan Ali Mullah address, ….. Vill. Modhopur P.O Beghotia Dist. Jessore do solemnly declare that from this moment I shall faithfully fellow the injunctions of my religion, and dedicate my life to the service of my society

and country. I shall obey and carry out all lawful orders of my superiors. I shall bear true allegiance to the Constitution of Pakistan as framed by law and shall defend Pakistan, if necessary, with my life.

Signature/Abul Kasim

Oath taken in my presence this 31st days of Oct. 1971

Sd/- Illegible
Deputy Commandant
Narail Sub-division
Jessore District

জনৈক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র

EASTERN COMMAND
RAZAKARS BATTLE TRAINING SCHOOL
PROFICIENCY CERTIFICATE

This is to certify that Razakars No ….. Name. RAKIBUDDIN ……S/O late. HAJI TUFAZUDDIN MULLA PS. DAULATPUR …. Sub Div. KHULNA SADAR District KHULNA attended RAZAKARS PLATOON JESSORE COMMANDERS COURSE held at army Battle School from 03 Nov. 71 to 17 Nov. 71.

1. General Remarks :
Well motivated. Hardworking and religious minded
Student who is expected to well as Pi Comd.
2. Standard achieved :
Fit to be Razakars Pl Comd.
3. Garding
Average

Sd/-
Major
Army Battle School
(Nazar Hussain)

Initials of Student – (Rokibuddin)

একজন রাজাকারের পরিচয় পত্র

This is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan S/O Abdul Azim Khan, 36, Purana Paltan Lane, Dacca – 2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is

Trained Razakars. He has been issued a Rifle No. 776 … with round ammunition for self Protection.

Sd/ Illegible
INCHARGE
Razakars & Muzahid
Jamaat-e-Islami
91/92, Siddque Bazar, Dacca.

পরিশিষ্ট

পাক দখলদার আমলে অবাঙালীদের ভূমিকা ও মনোভাব সম্পর্কিত কয়েকটি দলিল

(১)

পার্বতিপুর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রশাসক কামরুজ্জামানের রোজনামচা

২৬ মার্চ - ১৭ মে

26.3.71

Met Maj. Shafaet. Apprised him of the situation of Parbatipur and requested him not to place much trust on his men as they were after all Bengalies and may kill him. He laughed me out. We decided not to deposit our arms till such time the Bengalies did not deposit their arms although it was against the call of martial law. Heavy concentration of Bengalies was seen in the adjoining villages on the eastern side of the town Defense was intensified and strict vigilance was kept.

27.3.71

Heavy concentration of Bengalies were seen towards American camp, North yard (on the northern side of the town) and petrol yard (on the southern side of the town) from about 11 A M at about 15 hrs. North yard was attacked by the Bengalies. The whole of northwards was put on fire and properties were looted. Four persons who took shelter in the mosque, including the pesh Imam of the mosque, were killed in the mosque by the Bengalies in the evening . Curfew was impeding in the town till next morning.

28.3.71

At about 8 A.M petrol yard was attacked and one of our men got killed. At about13.30 hrs. The town was attacked from all side by Bengalies who roughly numbered about a lakh. They were assisted by the Bengal police and EP.R forces who were within the town. These men fired guns from the back while we were fighting with the Bengalies on our fronts. They killed 2 of our men with their rifle shots and injured many of our men while they were returning to the town after repulsing the Bengali attack

Chasing them away and burning their village. All injury cases, about 30 men from all around the fronts of the town, were attended alone by lady doctor Khursheed Bano of railway hospital, Parbatipur, in her house with the help of her husband and son. Her moral was found very high and was found tackling all the cases with great care, courage and swiftness. She was the only medical help to our injured gallant men.

29.3.71

Col. Tarique Rasul arrived from Dinajpur with his family. He arrived early in the morning and revealed the whole story of the happenings at Dinajpur, Situation of the tow remained tense.

30.3.71

Col. T Rasul along with his family and the non-Bengalies E.P.R personnel's, posted at Parbatipur, left for Saidpur. Some arms and ammunitions were given to us by Col. T. Rasul on his departure. Some of my well wishers advised me to send my wife and Children to Saidpur along with Col. T. Rasul, but I discarded the idea as this would have demoralized the people of the town. Tried to boost up the moral of the town as the people were losing heart with the departure of the non-bengali E.P.R. personnel's to Saidpur. Posted strong pickets all around the town and along with M/S. Bacha Khan and Motiur Rahman Kept on supervising the whole defense of the town throughout the night.

1.4.71

Maj shafaet met me at my residence at about 3.30. A.M advised me that he will impose curfew from 15.30 hrs. And send his Bengali soldiers in batch of three for patrolling and that we should kill them.

I advised him that this operation should start from now, or else it may be too late and God forbid they may kill him. But he did not agree. When the returned to his camp at about 9 AM. He was killed by his men. After this his regimen fled away. O/C grrs/Parbatipur with 9 constables with rifles also fled away at about 11 Hrs. At about 4 p.m Myself with Mr. Motiur Rahman attacked GRPS/Parbatipur. Bengali force of the thana after a little resistance surrendered. Captured 9 rifles in good condition, 28 rifles without bolts and 200 bullets of 303 rifle. Informed this happening to col. Shafaaet at Saidpur by phone. He advised me to capture Bengal thana also.

2.4.71

The Bengali E.P.R. Personnel's posted at Parbatipur deserted and joined their Bengali brethren in the Haldibari colony. The Bengali police personnel's posted at parbatipur and E.B.R. deserters also joined them. Thus Haldibari colony virtually became a strong concentration camp for the forces of Bangladesh and a great source of danger for us as we were already having daily encounters from Haldibari side.

3.4.71 to 6.4.71

Situation remained tense. Now and again exchange of fires took place. We remained busy in fortification of our town. Surrounded local thana last night but could not succeed.

At about 12 P.M. I along with M/S Bacha Khan and Motiur Rahman and 8 Mojahids surrounded local thana. I and Mr. Motiur Rhaman entered the thana and told the O/C that we have already surrounded his thana by our men and that if he did not surrender we shall kill him and his men. O/C surrendered. We captured 40 rifles in good condition and 500 bullets of 303 rifle. Little after the thana. I sent my men immediately who killed 2 Bengalies, burnt about 25 of their villages and chased them away. Returned home after posting strong guard in the area at about 23 hrs.

7.4.71

It was a crucial day for us. At about 5.40 A.M. the town was attacked from the eastern side. 2 Bomb shells with terrific noise hit my house but very slight damage was caused, rife shots started falling on the town like showers by 6 A.M. The town was attacked by about a lakh a Bengalies accompanied by E.B.R. E.P.R, and police forces. The attack was very sever from the eastern side. They using rokets, 2″ and 3″ Motars, L.M.G, Chinies automatic arms, 303 rifles and other fire arms. I Ran from morchas to morchas all around the town, boosted up the moral of our men and arranged reinforcements of men and arms where necessary. M/S Bacha Khan and Motiur Rahman with their men were holding their gallantly. The attack from the eastern side increased gradually and rocket shell started being fired on us more frequently. Although we were using our ammunition very carefully, but by 12 P.M. our ammunitions started exhausting as the enemy started advancing under cover of heavy rocket and mortar shells. We started retreating slowly from the eastern side. I started evacuating old men, women and children from the eastern side and started requesting Saidour army army for immediate help as the help promised earlier was not forthcoming and our condition was deteriorating. Our ammunition started coming to an end. I, Bacha Khan and the men of the eastern sector still tried to hold out the attack and retreated very cautiously. The enemy however managed to break through some of our morchas in the eastern sector and entered our market. They looted all the shops and set them on fire. By 2 P.M. they had entered in some portions our railway station and had taken up position. We still fought relentlessly trying to hold them back from advancing any further capturing our town totally. Our men were fighting with lathies with the Bengalies who had entered the market area. It was at about 2-30 P.M that the first batch of our army arrived. By now about 10 of our men were killed and about 100 injured by bomb blasts, other automatic weapons and rifle shots. They were all being rushed to Dr. Khursheed Bano’s house who was gallantly attending to all the injuries and had not left her house though almost all the houses from the eastern side of the town had been vacated by the people. The army cleared the enemy from the eastern side. The second batch of army also arrived shortly. I escorted the army all around the town. The enemy attack was quelled by the army in about 2 hours and they were in complete control of the town by about 5 P.M. In this operation 3 of the army men were injured severely. They were all rushed to Dr. Bano. After the operation I, along with Maj. Durrani, Capt. Chima and Capt. Sharafat went to the residence of Dr. Bano. There were more than a hundred injuries spread all over her bungllow. Two of the army men been attended to and she was found busy on the 3rd army men. She was fighting relentlessly to save his life but also he died later.

Col. Shafi also arrived by then and admired her services. The officers stayed in the bungalow of Dr. Bano and the troops parked in Jinnah Maidan by the side of Dr.

Nano’s residence for the night. I get busy for making arrangements for the food etc. Of the troops and also saying to the difficulties of the people of the town who had lost all hopes of their lives by about 3 p.m and were scattered all over the town.

8.4.71

Accompained army in operation of Haldibari area. Burnt some villages with my men. E.P.R and police personnel’s (non Benglies), captured 2 Chinese rifles. One taken by Maj. Durrani and one lay with us. Army stayed at Haldibari. Arranged food, bedding etc. For the troop. Reorganized our defense according to army’s instruction and saw to the local affairs.

9.4.71

Sent 10 mojahids to accompany army for operation of Bittipara and Basupara (adjoining villages to the town). Enemy fled away after little resistance. Arranged food etc. For the army and saw to local affairs and defense.

10.4.71

Sent petrol party towards Hoglypara in the night. No trace of enemy was found.

11.4.71

Under orders of Maj. Quamar I, with 15 of my men operated Kalkabari, killed few enemy and captured 2 rifles which I handed over to the army.

12.4.71

Under orders of Maj. Quaamar sent my men under the command of Bacha Khan to repair railway and telephone lines towards phulbari. I, with some men operated some villages on the eastern side of the of the town.

13.4.71

Sent one of my men (Rabbani) with Maj. Quamar in army operation of Beleichandi. I, with Bacha Khan operated Hooglypara with permission of Maj. Quamar.

14.4.71 to 16.4.71

Saw to the local problem and affairs of the town. I was appointed as administrator of Parbatipur by Maj. Quamar and was to organize civil administration and defense of the town. Immediately I called a meeting of the Governmental and local heads and gave them all necessary instructions in respect of civil administration and railway administration and asked them to work hard.

17.4.71 to 20.4.71

Set up GRPS, local thana, food deptt. Bazaar, rehabilitation of the local people whose house and shops were burnt, refugee camps etc. Started putting the railway into order

With the help of Mr. Mustafa, DME/PXC at pbt. And Mr. Mallick, station master Pbt. Started construction of the railway local crossing with the help of Mr. Shelton, signal inspector/Pbt. The men are working hard on the setting up of railway. Started restoring electricity which was off for all these days etc. Dr. Bano booked after the treatment of all the army men mojahid force. Pathan, refugees and all the injured cases that came to Parbatipur from outstations an health and sanitation of entire Parabatipur area in addition to her normal duties.

21.4.71

Authorized Maj. Jawaid with bacha Khan and Rabbani for peration of Badargang. About 500 persons were arrested. May villages were burnt. Two short guns were captured and handed over to army. 86 prisoners (Hindus and students) were brought to Parbatipur and others were let off with.

22.4.71

Accompained Maj. Jawaid with bacha Khan and Rabbani towards Kholahati and Bhawanipur. Burnt about 23 villages and killed some watchmen and students. Captured one short gun and handed over to the army.

23.4.71

Sent Bacha Khan and Rabbani with major Jawaid towards Kawgaon and myself went with Lt. Shahid to Phulbari. Brought 2 wagons of capture ammunitions from Phulbari. One of my men was shot died by Lt. Akbar at Phybari on looting charges. Again at 10 P.M. Sent 15 Mojahids under the command of Bacha khan under orders from Saidpur military HD. QRS. To reinforce some army personnel, who were escorting relief train from Rangpur to Parbatipur and were held up at Kholahati as the railway line was dismantled and the enemy was firing at them. The enemy fled away after little resistance. Bridge and railway line was repaired the same night. Food was supplied to the army and rlymen of relief train at Kholahati and the train with army men was brought to Parbatipur in the morning

24.4.71

Received information from Manmathapur that rice from ricemill was being looted by Bengalies. Got orders from Saidpur, proceeded to manmathapur, complied and chased the Bengalies and brought 300 mounds of rice to Partbatipur.

25.4.71

Under orders from Col shafi started construction of road from Parbatipur to saidpur. I got about 500 men from Parbatipur to work on this job on voluntary basis. Under army orders brought 675 mds of rice from chirir Bandar.

29.4.71 to 30.4.71

Provided civilian force to the army for their operations, supervised local, civil and railway administration, construction of Parbatipur-Saidpur road and brought 350 mds of

Rice and 2 rifles with 200 shorts of 303 rifles and 325 mds of rice from Chirir Bandar and Manamthapur respectively. The 2 rifles were made over to the army.

1.5.71

Went to the site of work (construction of Pbt-sdp. Road). Remained there the whole day in orer to gear up the work. In the night saw to the local affairs.

2.5.71

Under order of Maj. Jawaid I went with my men and Bacha Khan to Chorkai to bring rice and wheat from there as the enemy was looting these food grins from the govt. Godown and brought 994 bags of rice and wheat to Parbatipur.

3.5.71 and 4.5.71

Went to supervise the construction of the Parbatipur-Saidpur road, returned in the evening and saw to the affairs of huge numbers of refugees which we kept in different camps at Parbatipur.

5.5.71

Sent my men with Bacha khan to Chaokai and they brought 360 bags of wheat and 480 bags of rice after chasing the enemy who were busy in looting these food grains. Myself went for the construction of the Pbt-Sdp road.

6.5.71 and 7.5.71

Sent my men with Bacha khana to Chorkai and they brought 360 bags of rice and 720 bags of wheat. I remained busy on the construction of Pbt-Sep road. Some people were seen on the western side of the town with torch lights at about 11 p.m. Rushed our men guarding the front on the eastern side. Chased the enemy away by resorting to some rifles shots at them. Came home after placing strong pickets on the eastern front.

8.5.71

Reorganized the labor force and supervisors to work on the Pbt-Sdp road with a view to procure more labor force from the town. There was encouraging result of this organization I got about 100 more men to work on this job and a buch of men to supervise the work so as to speed up the jobs. Sent my men with Bacha khan to Chorkai to bring food grains and myself went to supervise Pbt-Sdp road work. 700 bags of wheat was brought from Chorkai in the evening.

9.5.71

Saw to the local affairs viz. Reopening of the market, putting check on the rising prices of essential commodities, law and order situation of the town, Rehabilitation of outstation effected Muhajirs etc.

11.5.71

Sent my men with Bacha khan to Chorkai for foodgrains. They brought 840 bags wheat from there. On order from Maj. Jawaid, held joint checking with N-Sub.

Mouladad of cash balance of Habib bank and united bank Parbatipur. The balance was found to be correct. National bank Parbotipur was locked up. The manager and the cashier were Bangalies and they have fled away. so the checking of this bank could not be done.

Issued 14 rifles with 700 rounds to police men and send them to open chirir Bandar police station. Made announcement for the running of different train services, EPRTC coach service and PIA services which had started functioning. Arranged 15 masons for Saidpur Airport as per order of Maj. Jawad. Sent my men with Bacha to Chorkai who broughts 840 bags of wheat. Went to supervise road construction.

13.5.71

Walked down to Saidpur surveying the pbt – sdp road. Met col. Shafi and Brigadier. Discussed about the alignment of the road. col. Shafi inspected the road and admired the work. However asked me to redouble the effort so as to complete the construction of the road before the setting of the monsoon. Walked back to Parbatipur.

14.5.71

Received information that at Jashaihat two beharis, one food inspector and another businessman were killed by the Bangalies about ten days back. Took orders from Maj. Jawaied for the operation of Jashaihat. Started with baccha khan and Matiur Rahaman and my men for Jashaihat on foot about 12-45pm.at about 3pm.caught two hindus at manmathapur carrying one bullock cart full of rice and paddy to India. Killed both the hindus and distributed the rice and paddy and the bullock cart to a muslim residing nearby. Reached the target at about 4.45pm surrounding the place from all sides. Arrested about 250 Bengalis out of which 9 were kept and the rest were let off with warning. Captured one 2 bore shot gun, one five rupees Indian note. The gun was handed over to N/Sub Mouladad at Parbatipur. Also rescued one Behari window from the house of one of the Bengalis. Her husband was slaughtered by these Bengalis recently. Also recovered one Behari orphan girl from the house of one these Bengalis. Sent the widow to the refugee camp and kept orphan girl in my house. On return informed details of the operation to Maj. Jawaid on phone.

15.5.71

Went for the supervision of pbt-sdp. Road construction. at 3pm. got information that bacha khan who had gone to Kholahati after the enemy who were breaking the railway line and railway station property was surrounded by the enemy. Rushed back to Parbatipur and after contacting army Hd. Qr. Saidpur proceeded to Kholahati with 25 of my Jawans and armymen under N/Sub Taza Gul. Reached the place at about 4pm. By then the enemy was running away. We surrounded them and killed about 25 enemies. Captured one 12 bore shot gun and 2 uniforms of enemy. We all returned to Parbatipur at about 10pm. reported details to Saidpur . Col. Shafi got angry on Bacha khan for going out to Kholahati without permission. Out of 27 prisoners who were brought from

Kholahati 3 were detained, others were let off with severe wrings as per orders of Maj. Jawaid.

16.5.71

Maj. Jawaid arrived Parbatipur after inspection of pbt-sdp. Road. he discussed yesterday's happenings at Kholahati and local administration and other affairs concerning Parbatipur and gave me necessary instructions. He also seemed to be concerned of the presence of armed enemy at Kholahati. He instructed me to transfer O/C. chirir Bandar police station to Dinajpur. The prisoners of Kholahati were sent to Saidpur with him.

Parbatipur was separated in two haves by the railway lines. From past 15 years the construction of a level crossing was denied on some plea of the other. Today with our own efforts and with the personal efforts of Mr. Shelton, signal inspector, P. E. Rly Parbatipur the construction of the level crossing has been completed in a fortnight's time. In the evening we performed its opening by Alhaj Md. Shoeb and gave Dr. Bano the Honour to ride pass the first vehicle through this level crossing gate amongst thunderous cheers from the citizens of the town.

17.5.71

Went to supervise pbt-sdp road construction. Attended recruitment of EPCAF with N/Sub Neamatullah at Parbatipur. Got engaged in seeing to the relief and rehabilitation work of refugees pouring from Dinajpur, Santahar and so many other places. Amongst them are mostly widows and orphans. The number of these refugees is already alarming. Near about 2000 of them have already arrived and the almighty knows how many more are still to come. Most of them are in very pitiable state having lost everything together. I pray to Allah to give me courage and strength so that I can do all which is humanly possible for these restitute and along with other problems of Parbatipur tackle this big problem also with all the might under my command. I also pray for the all around success of our army so that they may always stand as a guide for us in the national building work.

To the………

Sub :- Extract from day to day diary of Mr. Qamaruzzaman, ex MPA, chairman town committee and administrator, Parbatipur.

Sir,

I enclose herewith extract from my day diary for your kind information please. In this diary I have tried to jot down some important facts of the happenings of Parbatipur and the plight of the people this town which they have faced from 1.3.71 to 17.5.71.

Allah has saved this town and the citizens of this town. God forbid if this town was captured by the enemy not only the fifty thousand Mohajirs would have been massacred, it would have also put our army into tremendous difficulties to get control over whole of North Bengal I thank Allah. I thank my gallant people of the town and our army that all the efforts of the enemy were foiled.

For this heroic deeds to save the town from the enemy I find no proper words to praise and recommend M/S Bacha khan, Alhaj Md. Shoeb Mohd. Motiur Rahaman and Mr. and Mrs. Khursheed Bano. These people have rendered very great service to the cause of this town. As a woman Dr. Bano has done and still doing more then what any man could ever do. From my side and on behalf of all the people of the town she has already been thanked for her relentless services under most dangerous situation, which she has been rendering to the suffering lot of the town.

I strongly recommend the four people for presidential awards.

SD/QAMARUZZAMAN
TOWN ADMINISTRATOR
PARBATIPUR

(২)
পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে বিভাগের অবাঙালী কর্মকর্তাদের দুটি চিটি
(COPY)

FROM : ARSHA MAHMOOD
OFFICER ON SPECIAL DURY,
E.P. RAILWAY BOARD,
CHITTAGONG.

Dated : 29.4.1971

My dear ……..

I am grateful to you for your kind assistance yesterday and I do hope that after getting my staff from the anticorruption department I will shortly be leaving for West Pakistan.

During the course of our conversation we had talked about people who had taken anti-state activity. Secretary, Railway Board, most other Senior Officers and I am convinced that Messrs. Md. Shafi, Chief Planning Officers, Nasiruddin Ahmed. Chief Personnel’ Officer, Maqbul Ahmed, Divisional Supdt. Tahoor Khan. Civil Defence Officer. Seraj Huq. Deputy Secretary. Railway Board, kafil Ahmed. Divisional Mechanical Engineer and Ataur Rahman are particularly indulged in arson, under and loot leading to the death of Messrs, Asfaque, Member Engineering. Railway Board and Md. Yaseen, Chief Engineer. These Officers directly or indirectly helped in strengthening and financed the Awami League, Snapping off telephone connection, Provision of official transport to the Bengal Army, etc etc.

So far only M/S Md. Shafi, Chief Planning Officer and Ataur Rahman, PPRO have been picked up and the rest of them are still at large although Secretary Rly. Board and

Myself and personally handed over the lost of these officers to Brig. Ahsan about 10 days ago. This must be due to the Authority's pre-occupation with other more important work. However, this is to give time to these officers to temper with the official records at Rly. Station and in offices which would have established their involvement in the whole dirty affair. They are still busy in destroying the available evidence and I therefore, thought it fit to bring this matter to your personal notice. I am enclosing herewith specimen of the type of messages that were issued and I am sure more graver evidence about the transport facilities to be provided to facilitate movement of the Bengal whole be forthcoming if prompt action is not taken.

After leaving you I was surprised to find two very important names missing in your list viz. that of Mr, M. A. Karim, officer on Special Duty (Electrification), Railway Board, who is reported to have opened fire in which my peon's sister was killed and Mr. R. N. Bagchi, Retired Senior Personnel Officer who is known to have indulged in Pro-Indian activities since the time of partition and which is substantiated even by his own personal records available in the office.

As you know I am under of transfer and being a Punjabi myself have no personal axe to grind.

I am passing on this information to you sincerely believing that it is my duty to pass on the information that I have of the individual concerned before any action is taken.

With warm personal regards,

Yours sincerely.
Sd/-
(ARSHAD MAHMOOD)

(COPY)

Dated the 29th May, 1971

To
The president of Pakistan,
ISLAMABAD
The governor of East Pakistan.
DACCA

Sub : ILLEGAL ACTIVITIES OF AWAMOLEAGUE & GOVT. EMPLOYEES

Sir,

With due respect I beg to being the following occurrences and suggestion for your kind consideration:-

2. In Chittagong on 3rd March, 71, when non-cooperation movement was started by Awami League, riots were organized by Awami League against non-Bengalee railway employees in connivance with local Police, E. P.R and Bengalee Railway Officials and Staff. Consequently, a large number of Railway employees who were non-Bengalee and

had opted for Pakistan were killed, wounded and their houses burnt and looted. The non-Railway Muhajir Colonies was also attacked. The situation came in control only when Punbjab Regiment fired because E.P.R. and Police were either helping the rioters or were silent spectators. The wounded non-Bengalees who were admitted into Chittagong Medical College were further victimized. Blood was taken out of their bodies and many were poisoned. The conspiracy had started with effect from 3.3.71 and Bengalee Govt. Servants belonging to E.P.R., E.B.R., Police Railway, Radio, Hospitals and District Authorities were parties to the conspiracy of making East Pakistan an INDEPENDENT STATE with the help of Indian Arms and Ammunition and Indian Infiltrations Military training was given in Lal Dighi Maidan before the eyes of police officials to the volunteers and a campaign of hatred against Muhajirs, Punjabis, Pathans and Bombay wallas (generally called Biharies) was openly launched by Awami League. Even Moulana Bhashani who visited Chittagong after 3.3.71 was horrified to see the atrocities committed against Muhajirs and issued condemnation telegram to Sk Mujib, who appointed and Enquiry committee, Thereafter, the situation deteriorated and you took a very belated action when already several lakhs (5 to 10 lakhs approximately) innocent men, women and children belonging to muhajir. Punjabi and Pathans community were slaughtered like goats, shot dead and their properties were looted, women were raped, abducted and kidnapped. On 26th non-Bengalees were killed even in mosques after Jumma prayer (Bibirhat Mosque & Wali Khan Mpsque in Chittagong). This all happened because your attitude was very mild and the Awami League took it a sign of weakness. You are definitely responsible for your belated action and will have to reply to God. Several Lakh orphans and widows are still crying and weeping for their bread earners and God will not forgive you for your failure.

3. Now let us analyses as why these innocent civilians were made the object of annihilation by Awami League who wanted to establish and Independent Bangladesh. The Muhajirs who were generally Railway employees were not prepared to co-operate with the Awami League in its nefarious activities. The Awami League wanted that E.P.R.E.B.R, personnel, Indian infiltrators and volunteers be carried free of charge from place to place as per their directives between the period from 3.3.71 to 25.3.71 and thereafter. But non-Bengalee Officers late Mr. Asfaque, Member Engineering and Chief Mechanocal Engineer and late Mr. Md. Yaseen, Chief Engineer, P.E.. Railway and other bold non-Bengalee Officers refused to obey their dictates. Consequently, wholesale murder of Railway employees and Officers in Chittagong, Pahartali, Akhaura junction, Bairab Bazar junction, Santahar junction, Mymensingh, Bonarpara, Paksey, Laksam and other Rly Stations were resorted to. Even their sons, daughters and families were butchered. Slaughter house were established in each town and non-Bengalees were brought there for utilization of the blood for wounded personnel of MUKTI BAHINEE (FREEDOM FIGHTERS). Similarly, non-Bengalee Officers and staff of E.P.R. and Police were shot dead by their own colleagues. In the Mill area non-Bengalee Officers, proprietors and staff were killed. The killing took place out of the following motives:

1. Hatred created by Hindus and Indian propaganda of exploitation resulting into feeling of Independent Bangladesh. The Bengali language facilitated this.

2. Non-Bengalees in East Pakistan were considered to be pro-Pakistani and obstacle in the achievement of freedom of Bangladesh, 'Fatwa's were given by Moulavis for their killing as they were enemy of Bangladesh.

3. Non-Bengalees were considered to be exploiters of Bangalees.

4. It was apprehended by Awami League that non-Bengalees will co-operate with Pak Military during operation period and their annihilation will leave the Military friendless and helpless.

4. The following remedial measures and suggestions are made for stoppage of recurrence of such a calamity in future:-

1. There should be only state Language of Pakistan, i.e. UTDU. In Indian many Language are spoken and written, but Hindi is the only State Language. Other Languages viz. Bengali, Sindhi and Pashtu should be REGIONAL LANGUAGES. This was also the decision of our Quaid-e-Azam, Common Language can only foster common Nationalism.

2. All Govt. Servant viz., Railway, Police, E.P.R., E.B.R., Radio who sided with the Awami League should be punished.

3. All Railway Officer & staff who arranged running of special trins for E.P.R., E.B.R., and Volunteers and Indian Armies, should be given capital punishment. These special trains were seen w.e.f. 3.3.71 to date of operation of Pak. Military in different Zones. It is a matter of great wonder that these criminal Officers in connivance with Secretary, Railway, Waterways & Road Transport Deptt. and other top ranking Railway Officials were allowed resumption of duties even after 21.4.71. An Enquiry Commission should be formed to detect such Criminals and evidences of patriotic staff and officers should be recorded and action taken on the merit of such case. The Culprit Railway officers are still active and are creating obstacles and are not attending to their works. Secretary, R.W. & R.T. and Chairman, railway Board are not taking action against them.

4. Similarly, E.P.R., E.B.R, & Police personnel who killed innocent Civilians, fired at the Army, looted and left their place of duty when Military operation started should be given Capital Punishment. An Enquiry Commission should be formed. It is horrifying to see that Criminal Police Officers have been allowed their duties and evil forces are jubilant.

5. Top ranking District Authorities who directly sided with Awami Leagues should be given Capital punishment. An enquiry Commission may be formed to probe into the matter.

6. All Awami League working Committee Members including Sk. Mujib, Members of National & Provincial Assemblies who were engaged in criminal activities and conspiracy with India should be shot dead. They had passed the resolution of

Independent Bangladesh and are traitors. They arranged killing of innocent non-Bengalee Civilians.

7. All student Leader's who were engaged in Criminal activity, viz. killing of innocent citizens, burning of National Flags and Photo of Quid-E-Azam should be shot dead.

8. All officers and staff of Radio Pakistan, Daccca & Chittagong, etc, who sang songs of JOY BANGLA and propagated the cause of Independent Bangladesh should either be given Capital punishment or dismissed on the merit of each case.

9. No recruitment of Bengaless to Military, Armed Police, Police an railway Depts. Should be made in the near future; otherwise conspiracy will again be hatched.

10. All Class-1, Civil & Police Officers of East Pakistan domicile from DC's rank and above should be posted in West Pakistan and vice versa.

11. Chief Secretary and Secretaries working in East Pakistan belonging to East Pakistan domicile are helping the Criminal officers and should be transferred to West Pakistan immediately.

12. Officers and staff of the Intelligence Branch, who hided the Conspiracy and intentionally helped the Awami League by not informing the Govt. of influx of Indian Arms & Ammunition and Armed personnel, should be given Capital punishment.

13. Awami League Good as, who butchered like goats, innocent Muslim men, women & even infants, should be given capital punishment. They raped women and are even now keeping abducted women in their custody. Evidence of affected community should be final. They have heaped looted money materials and gold.

14. Each & every houses in towns and villages should be searches for recovery of illegal arms and ammunitions, looted materials and abducted women and criminals punished. This can be done with the help of patriotic persons.

15. Crores of Pakistani currency has been taken by the miscreants across the borders and have been even kept in the country to finance the movement of defunct Awami league. The currency note taken by the miscreants have been changed for Indian currency by Marwaris at the rate of Rs.50/- for Rs. 100/(Pak), With the help of these Pak, Currency notes, Marwaris and Indian officials are planning to smuggle jute and to deprive Pakistan of foreign exchange. To foil their plan it is necessary that now currency notes of new design and color should be printed at once and introduced in the country replacing the old ones. Then the old currency notes across the border will become useless as the same will cease to be a legal tender. The currency motes accumulated by Awami League workers for financing their sabotage activities will also become waste as they will not have the courage to exchange hugh money at the state Bank counter. This should be done before

the sowing of Jute crop. i.e. within 3 months otherwise Pakistan will be deprive of Foreign Exchange.

16. Religious instruction should be given in school and colleges and propaganda machineries should be utilized for educating the masses in the ideology of Pakistan with strong centre. Secessionists and conspirators both in East & West Pakistan should be ruthlessly dealt with and punished. One common language in East & West Pakistan should be developed.

17. All means of communications viz. Railway, Road & Waterways should be placed immediately under the Centre as communication is directly linked with the defense of the country. These departments were under the Centre but with effect from 1.7.62 the same were provincialised. This action was not prudent and was a blunder.

18. Muhajirs and West Pakistani Traders should be given license for arms liberally and free of cost, otherwise they will leave for West Pakistan and strength of Pro-Pakistani elements and commercial activity in East Pakistan will decrease.

19. An Industrial-Armed Security Police Force should immediately be created for East Pakistan. This will be responsible to maintain peace, in the Industrial Units.

The recruitment to this force should be from non-Benglees and West Pakistani. The cost should be borne by the Industry. If this is not done, there will be no security of life for the Muhajirs and West Pakistani Industrialists and their Managers (Wholesale killing of Muhajirs, Punjabi, Pathan and Memon and Agha khani took place in Kumira, Kalurghat Mill Areas, Bibirhat and Bayzid Bustami & Housing Society area in Chittagong, Chandraghona, Kapatai, Rangamati). A token deduction should be made from wages in East Pakistan to meet the cost. If this is not done, Lock-up Industries will not open and will not be allowed to function by underground activities of Awami leagues. Thus Pakistan will suffer badly in Export and home consumption and may lose its market abroad permanently and this is what India wants so than India may capture our market.

20. During These disturbances the staff o EPWAPDA & WASA also aided with the miscreants. There was lights and supply of water in town of Chittagong up to 26th. All these were damaged just before the operation started by the Pakistan Military. These Departments should be purged and placed under the Central Govt. The Pakistan Military in the Cantonment etc. had to suffer and fight without water for 3/4 days. They got water & food to quench their thirst and appetite in muhajir Colonied in Chittagong and got all possible cooperation necessary for their operation. As a result of flattery of Bengalee Leaders who are trying to mislead you in order to save their kith and kins. Do not forget the Muhajir of East Pakistan, otherwise God will forget you.

Why were these Muslim League, P.D.P Leaders criminal silent during the period 3.371 to 25.3.71? Why did they hoist Bangladesh flags on their hoses when

Muhajirs had the courage to hoist Pakistan Flag on their houses in Mirpur Colony? Why Nurul Amin refused to attend the conference?

21.The telephone Depts. Played a very nefarious role. They kept the connection of Awami League leaders and members running where connection of Muhajir Colonies and peaceful citizens were disconnected. They fully co-operated with the Awami League & Officers responsible should be punished.

22. A large number of Hindus and Awami Leaguers have left for India. Similarly many Muhajir families have been completely wiped out. Considerable properties both immovable and movable are being unauthorized occupied by locals. Cunning Muslim Leaders and influential locals have prepared false & bogus Advance Sale Deeds. An ordinance for survey, Control & management of these properties, guarding against fraudulent documents and for re-settlement of affected families, seems immediately necessary. These properties may be auctioned and sale proceeds realized for helping orphans & widows and for rehabilitating affected families.

23. An Independent Intelligence Branch direct under the Government or president should be established to keep a vigilant watch over the nefarious activities of foreign Missions, Foreign Agents, C.I.A and persons of doubtful loyalty, so that arms & ammunition dumping in the country and action taken before the existence of Pakistan is endangered by internal & external enemies. It is better to nip the trouble in bud than to face the same in advanced stage and undergo heavy losses in men and materials both civilian and armed Forces. We should not risk our freedom and existence as you did.

24. Students should not be allowed to join and work for political Parties. Their activities should be social and cultural. All political connivance should be vigorously watched.

May God give you courage and determination to face the situation and the problems created by internal and external enemies of Pakistan. May God, forgive you for the loss of innocent Muslim lives in East Pakistan arising out of belated action on your part and wrong policies of appearing the evil forces adopted by you up to 25.3.71. I have given the suggestions as a loyal citizen of Pakistan. I was associated with Pakistan Movement in pre0independence days. if you are prepared to implement suggestion made above you will be successful by grace of God and Patriotic citizens will co-operate. If you are not prepared to take the drastic actions to purge our body politic and Civil Services, you should remember than you will continue to face the troubles in East Pakistan and similar troubles may be created in West Pakistan. The enemies of Islam and Pakistan are cunning and organized and are befooling masses who are uneducated and have become biased as a result of hatred campaign launched by Awami Leaguers. Internal enemies are getting help and guidance from India and U.S.A and U.K who want to destroy Pakistan.

I, therefore, requested you to kindly think over the humble suggestions made by and ordinary citizens and implement the same otherwise you will be held responsible by God for not saving Pakistan, the pillar of Islam and for not saving the innocent Muslim lives in East Pakistan.

Do not consider the enemy weak. They may rise again. Do not talk of democracy till the internal enemies in East and West Pakistan are totally annihilated and defeated on all fronts. The recent talk of transfer of power by Mr. Bhutto has encouraged the traitor Awami Leaguers and the are threatening the masses who are co-operating with the Military that they will punish them as they are bound to come to power in one shape or the other. This has saved them and they are now adopting the tactics of wolf in lamb's disguise. Let Mr. Bhutto have the courage to pass at least seven days with his family in a remote village of East Pakistan without being guarded by Police and Military, before he talks of transfer of power. Internal enemies are more dangerous than external enemies and to eliminate and destroy them is a Herculian task.

Thanking you in anticipation and praying for your success.

Yours sincerely,
Sd/-All non-Bengali Officers and Staff of
P.E. Railway, Chittagong.

তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত জনৈক মেজরের কাছে লিখিত একটি চিঠি

Major M. Afzal khan Saqib

Telephone 83644
Bunglow 143-E
Unit 6, Latifabad
Hyderabad.
Date 21 Aug 71

My Dear Ikram,

Hope this finds you in the best of health; I have received two letters from you. The first one probably crossed my letter on the way. Reply to the first on was delayed because of the papoo's admission to Hospital for TONSILECTIOMY which has been done. He is leaving for Kohat today for fresh Med (ical) Board. Bastards at GHQ did not to our request for a med (ical) bd (board) at Malir or Hyd (Hyderabad). Maj. Burki is in abbottabad. He is coming to Pindi today to meet Papoo and take him to Kohat for med (ical) Board. Burki told me that you are not very happy there. I understand the reason. But my dear you have to adjust to those unusual environment there somehow. It is good to know that at least Rashid is there to give you both a little diversion from the unhappy episodes. I am extremely busy nowadays. Children are all back from Hospital. Thank God I have vainly tried to contact Col Riaz on telephone. Today I am writing to him. You

can speak to him whenever he happens to visit you. He is a jolly good fellow and will surely help you trip.

Nowadays I am seriously concentrating on the land as there is nobody else to do so. abdullah having been recalled. It is the end of August and my cane crop is still standing. What a luck. I have borrowed a sugar making machine and a power crusher and we are making 'Dali Chini' [white sugar] nowadays.

I was not surprised about the news of Bengal tigresses' being tamed by Rashid. It is a must to change their next generation. I have not had the chance to see the Karachi bitch and I don't hope to see her. The younger one is again in contact with Dr Khalid. He is waiting for his brother to leave for Lahore when he hopes to send a PIA ticked to hat "taxi without meter". Myself and Khalid have patched up. He in fact came here to apologies. He said he was really sick on that day. WALI has been posted to RAWLAKOT. What a place.

Ch (Cowdhury?) Fazal has purchased a Cargo ship which is anchored in CHITTAGONG and he expects it to leave Chittagong unless it has been blown up. His cinema project is now well under way. Last night he was with me and remembering you. He is a nice guy.

Please don't get upset. God will sure create circumstances. I have not dropped the idea of visiting E.P. It is only because of my preoccupations. May be you find me and Fazal there any day. In the meaning you also plan carefully to tame some wild bitches there. Do you inspect you beds, chairs, table drawers etc every day for a doodle bug etc. If not you must start beware of you servants etc. If they happen to belong to that part. You must get your food tested by cats etc. before eating. While visiting hotels etc. You should always be suspicious, I am not deterring you. It is just a reminder.

Love and prayer from you aunty. Salams from Chand and others Tell Rashid to write to me.

Your affectionately
Saqib

Major Muhammad Ikram Khan
O.C.200 Survey See, Jessore (East Pak).

(৪)

লাহোরে অধ্যয়নরত জনৈক বাঙালী ছাত্রের প্রাণনাশের হুমকিসহ একটি চিঠি

(Monogram of the College)

Nwe Hostel
Government College
Lahore
Date : 13.11.71

Mr. Awwal

This letter might find you in shock. Your son iftikharul Awwal has been studying here with us for three years. Throughout his stay here we found him eccentric and a crack pot.

While he was studying he has been speaking much against us which any other human being(s) would not tolerate (d).he did not hesitate to abuse father of the nation. he often used to utter that mujib was his father. We do not know how many fathers he has.

He was anti-pakistani, preaching the gospel of mujib and his awami league's six points, we listened for the time being. Even when mujib was arrested and awami league banned he seemed to be as well as by dr. wasti –the head of department, history, G.C. Lahore. The formers verdict was kidnap & liquidation. The later was, go to the MLA.

We understand you sending your son. Be cautious. This will be your last look on your son. He is not going to be left out from our vigilant eyes. You and your family are Indians. Be careful, expect no surprises.

Yours,
Pakistanis-
Ashfaq ali khan,
Yousuf ahmed,
Shahid rafi,

Mr. A.K.M. Awal
19,siddique Bazar
Dacca
East Pakistan

নির্ঘণ্ট

(বাংলা)

অ
অটোয়া গ্লোব ও মেলঃ ৩৮৯
অর্থনৈতিক কমিটিঃ ৬২৯
অর্থনৈতিক বৈষম্যঃ ৬৩০
অবাঙালীঃ ৪১৫-১৬
মুসলমানঃ ৪১৫
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসঃ ৪২০
অস্ত্র ক্রয়ঃ ১২০
অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশঃ ৪২৯
অহিংস অসহযোগ আন্দোলনঃ ৩৮২, ৩৯২, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৮, ৫৯৫, ৬১৪, ৬৪৬
আ
আইন কাঠামো আদেশ, (এল এফ ও ১৯৭০) ৩৮২, ৩৮৪-৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯৭, ৪০০-৪০১
আইয়ুব খানের শাসনামলঃ ৪২৫, ৬২১, ৬৩৩, ৬৪০, ৬৩৮, ৬৫৭
আউং শু প্রুঃ ৫৪১-৫৪৩, ৫৫৮
আওয়ামী লীগঃ ১০০, ১০২, ১০৪-১০৬,৩৮৩, ৩৮৫, ৪২৫, ৪৪১-৪৪৩, ৪৬২, ৪৭৯, ৬০৬, ৬০৯, ৬১৩-৬১৪, ৬২০, ৬৩৭
উগ্রপন্থীঃ ৪২৫
কর্মীঃ ৪০৫, ৪০৯, ৪১২, ৪১৪, ৪৪২
ছাত্রদলঃ ৪০৭
তল্লাশী ফাঁড়িঃ ৪০৯
নেতৃত্ব, ৬১৮
নেতৃবৃন্দ, ২৮,৩৮২,৪০৯,৪২৫,৬১৩-৬১৪, ৬৪৯
পরিষদ সদস্য, ৬২৬,৬২৮,৬৩১
বিচ্ছিন্নতাবাদী, ৪১৪
বিদ্রোহী বাহিনী, ৪১৪
সংগ্রাম কমিটি, ৪১০
সদর দফতর, ৪১৩
সমর্থক, ১৫
স্বেচ্ছাসেবী, ৪০৮-৪০৯,৪৩৯,৪৪০-৪১,৪৪২ ৪৪৪
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ৬২৫
আকরম জাকি, ২৭৩
আকিল,মোহাম্মদ,আলহাজ, ৬৪৯
আখতার উদ্দিন,ব্যারিস্টার, ৬৫১
আখন্দ, আই, এ, ১২৭, ২৭৩
আগরতলা ষড়যন্ত্র, ৪১৭
আগা শাহী,(জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি) ২৯,১১৬, ১২৭, ১৬৭,২৭৭
আগা হিলালী (যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত), ৯৭,৭২
আচার্য, বি, কে, (পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনার), ২১,৩০,৪৩
আন্তর্জাতিক টেলিভিশন নেটওয়ার্কঃ ১০২
আনসার, ৪৪২
আর্নেস্ট ওয়েদারল, ৪২১
আফসার উদ্দিন, মেজর (অবঃ), ৬৪৮,৬৪৯,৬৫১
আব্দুর নঈম, এডভোকেট, ৬৪৯
আব্দুর রহিম,মওলানা, ২০১,৬৩১,৬৪১
আব্দুল মতিন,মওলানা,৬২৭,৬৪৮,৬৫১
আব্দুস সোবহান,মওলানা,২০১
আবুল ফাতেহ,১১৮,১৩৮
আবু সালেক,এডভোকেট,৬৪৯
আমীর তাহেরী (প্রতিনিধি, কায়হান ইন্টারন্যাশনাল) ,৯৯
আমেরিকা, ১১৮
আর,সি,ডি,১১৮
আলভী এম, এ, ১২৭,১৬৭,২১৩
আল বদর বাহিনী, ৫৭৫,৬৬৮-৬৭০
আল শামস বাহিনী, ৫৭৫,৬৬৮,৬৬৯
আলী, আজমল, ৫৯০
আলী, আতহার, ৬২৪
আলী, ইয়াকুব মোহাম্মদঃ (বিচারপতি), ২২৬
আলী, দেওয়ান ওয়ারাসাত, ৬৫১
আলী, মাহমুদ (জাতিসংঘে পাক প্রতিনিধিদলের নেতা),১২৭,১৫৮,১৬৭,১৯৭,৩৮৭,৩৮৮,৬০৬,৬৪৮, ৬৪৯,৬৫০

আলী মাহমুদ (নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্থানের ভাইস কন্সাল), ৪৫
আলী, মোয়াজ্জেম,১৩৮
আলী,মোহর,ডক্টর,৪৭৫,৬২৪
আলী,মোহসেন,সৈয়দ,এডভোকেট,৬৪৯
আলী মোহাম্মদ,৪৭৮
আলী রাও ফরমান,মেজর জেনারেল,৫৮০, ৫৯৩-৫৯৪
আলীসলমান (বৃটেনে পাক হাই কমিশনার)১২০
আসাম,৪১৯
আহমদ,আখতার উদ্দীন, ৫৪১,৫৪৩, ৫৫৫,৫৬৫
আহমদ আমিন,বিচারপতি,৫২৭
আহমদ,আবুল গফুর,৩৯১
আহমদ,ইকবাল,৬৪০
আহমদ,এম এম(পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)৭৪,১৭
আহমদ, কামাল,২১৩
আহমদ,জসীমউদ্দীন, ৫৬১
আহমদ,তাজউদ্দীন, ৩৮৬, ৩৯৫-৩৯৮, ৪০৩, ৪০৪,৪০৮,৪৬৫
আহমদ,তোফায়েল,৪৬৫
আহমদ,নওয়াজেশ,এডভোকেট,৫৪১,৫৪৩,৬৬২
আহমদ,নিয়াজ,২৭৩
আহমদ,মহিউদ্দীন,১৩৮
আহমদ,মুজাফফরউদ্দীন,২৭৩
আহমদ, সিরাজউদ্দীন,৫৪৭
আহমদ, সুলতান উদ্দীন,৫২৭
আহসান, মনজুরুল,সৈয়দ,৬২৭
ই
ইউরোপ,১১৮
ইউসুফ,এ,কে এম,মাওলানা,১৯৪, ৫৪১, ৫৪৩,৫৫৯,৬৩১,৬৪১,৬৫৭
ইউসুফ জে, আহমদ,১২৭
ইকবাল হল,৪০৫,৪১২,৬২৫
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,৪১২
ইন্টারকন্টিনেন্টাল,হোটেল,৫৯৭
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস,৩১,৪১৯,৪২৪
ইণ্ডিয়ান নেশন(পত্রিকা)৪২০
ইয়র্কশায়ার পোস্ট,৪২৩
ইরাক,১১৮
ইরান,১১৮,১৮৫
ইষ্ট পাকিস্তান পুলিশ,৪১৪
ইষ্ট পাকিস্তান পুলিশ রাইফেলস,(ই পি আর)৪১৩-১৫, ৪৩১-৪০,৪৪২-৪৪৪-৪৫,৪৬২
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (ই বি আর),৪১৩-১৪, ৪৩৯,৪৪৪
ইস্পাহানী এম,এম,৫২৭
পরিবার,৪১৫
ইসলাম,মযহারুল,প্রফেসার,৫৭৬
ইসলাম, শফিকুল, এ কিউ এম, ১৯৭,৬৩৫, ৬৪৬,৬৪৮,৬৪৯,৬৫১,৬৫৪
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪৬৫
ইসলামী ছাত্র সংঘ, ৩৮৮, ৬৭০
ইসহাক, মওলানা মোহাম্মদ, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৬৬
উজীর সভা, ৩৯৫-৯৭, ৩৯৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ৪৩৩
উত্তর প্রদেশ, ৩২৯
উত্তর বঙ্গ প্রদেশ, ৬২৯
উ থাণ্ট (দেখুন, জাতিসংঘ মহাসচিব)
উদ্বাস্তু, ৯৭, ২১৯
অভ্যর্থনা শিবির, ১০৪, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৯১
প্রত্যাবর্তন, ১০০, ১১৬-১৮, ২২২, ৪০২, ৫৩৪, ৬৩৬, ৬৫৭
শিবির, ৪৮৮
সংখ্যা, ১০৪, ১০৫, ১১২, ১৬৭, ২০৬, ২০৮, ২২১, ৪৯১, ৫৩৪
সমস্যা, ১২১
বিহারী, মুসলমান, ৪১৫
মুসলিম, ৪১৫
উপজাতি, (রাঙ্গামাটি), ৪৮১
এ
এ,এফ,পি, ৪২১
এক ইউনিট বাতিল, ৩৮৩
একাডেমী ফর পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্সঃ ৪৮২, ৫৯৬
এম, ভি, সোয়াত, ৩৯৬
এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৪১৫
ও
ওয়াশিংটন পোষ্ট, ৩৯২, ৪১৬

ওসমানী, এম, এ, জি, ৪১৩, ৪৭০
ওসেন এনার্জী পাকিস্তানী বাণিজ্যতরী, ১৫৭
ওসেন-এণ্ডুরেন্স, পাকিস্তানী জাহাজ, ২৯, ৪১৮
ক
কর্পোরী ঠাকুর, (বিহার প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী), ৪২০
করিম, এস, এ, ১৩৮
কলাম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, ২১৯, ৪২১
কাজী কাদের , ৬১৩
কামরুজ্জামান, এ এইচ এম, ৩৮৬, ৩৯৬
কামালউদ্দীন, ডক্টর, ৬৫৪
কামাল ফারুকী, ১২৭
কামাল শরীফ, সৈয়দ, (জর্দানী রাষ্ট্রদূত), ৪০২
কায়হান ইন্টারন্যাশনাল, ৯৯
কাশ্মীর, ৪১৮, ৪২৩
কাসিম, মালিক মোহম্মদ, ৬৩৯, ৬৪১
কাসুরী, মাহমুদ আলী, ৩৯৮
কাসেম, আবুল, ৫২৭, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৬৪, ৬৪৯, ৬৫১
কিবরিয়া, এস, এ, এম, এস, ১৩৮
কিসিঞ্জার, হেনরী, ডঃ, ৯৭
কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে এস পি), ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায় ৫৪১
কৃষ্ণ মেনন, ১২৮
কেনিথ ক্লার্ক, ৪০৯
কেরালা, ৪১৯
ক্ষ
ক্ষমতা হস্তান্তর, ১০০, ১০২, ২১৯, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬-৩৯৭, ৪২৫, ৪২৬, ৫৩৩, ৫৩৮, ৬০৬, ৬২০, ৬২৩, ৬২৭, ৬২৯-৩০, ৬৩৫-৬৩৬, ৬৪৩-৪৪, ৬৫৫
খ
খকন বাবর, ১২৭
খদ্দর, আব্দুল জব্বার, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪
খন্দকার মুশতাক আহমদ, ৩৮৬, ৩৯৬
খয়েবউদ্দীন খাজা, সৈয়দ, ১৯৪, ৩৮৯
টিক্কা খান সকাশে, ৬৪৬
শান্তি কমিটির আহবায়ক, ৬৪১, ৬৫১
খান, আতাউর রহমান, ৬২৮
খান, আতাউল হক, এডভোকেট, ৬৪৯, ৬৫১
খান, আফতাব আহমদ, ২১৩
খান, আব্দুল ওয়ালী,৩৯১, ৩৯৮, ৪০৩,
খান, আবদুল কাইয়ুম ৩৮৬, ৩৯১, ৪০৩, ৬১৯, ৬৩৯, ৬৪৩
খান, আবদুল গাফফার ২২৩, ৬২০
খান, আবদুল জব্বার ৫২৭
খান, আবদুল মোনায়েম ৫২৭
খান, আবদুল হামিদ, জেনারেল (চীফ অব ষ্টাফ, পাক-সশস্ত্র বাহিনী), ৫৬ ৫৭
খান, আবদুস সবুর, ১৯৪, ৫২৭, ৬২৮, ৬৪৭
খান, আব্বাস আলী, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৫, ৫৬১, ৬৩০, ৬৫৭
খান, আসগর, এয়ার মার্শাল (অবঃ) ৬২৫, ৬৩১,
খান, এ, এম, ইয়াহিয়া (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) ২৬, ৩৩, ৯৭, ৯৯, ১০২,১১৮, ১২১, ২০২, ২২৩, ২২৮, ২৩৩, ৩৮৩, ৩৮৮, ৪০৫, ৪০৯, ৪১৪, ৪১৮, ৪১২, ৪২৫, ৪৩৩, ৫৩৩, ৬০৬, ৬২৯, ৬৩৬, ৬৪০, ৬৪৩
খান, এ রহীম, এয়ার মার্শাল ৫৬, ২১৩ (পাকিস্তানী বিমান বাহিনী প্রধান)
খান, ওমরাও, মেজর, জেনারেল, ৬৫৪
খান, গুল হাসান, লেঃ জেঃ ২১৩
খান, জুলমাত আলী ১২৭
খান, টিক্কা, লেঃ জেনারেল ৯৭
গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ ৬৪০
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ৫২৮
নেতবৃন্দের সঙ্গে ৬৪৬-৭৪৮
বেতার ভাষণ ৪৬২
শান্তি কমিটির সমাবেশে ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৯১-৯২
সফর ৪৭৮-৪৭৯, ৪৮৩-৮৪, ৪৯১-৯২
সামরিক আদেশ ৪৬৫, ৪৭০, ৪৭৬, ৪৮২, ৫৩৯, ৪৯৮, ৫০৬, ৫০৮, ৫১৫, ৫২২
খান, নসরুল্লাহ নওয়াবজাদা ৩৮৬, ৬২৭, ৬৪৩, ৬৫৪
খান, মালিক জাহাঙ্গীর ৩৯২
খান, মোহাম্মদ সুলতান (পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী) ৯৭, ১১৭, ২১৩, ২২১, ২৭৮
গ
গণবাহিনী ৪১২
গণহত্যা ১০৫, ৪৪২

গান্ধী, মিসেস ইন্দিরা (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) ৩১, ৩২, ১২৬, ২০৩, ২১১, ২১৫, ২৩৮, ২৭১, ৪১৯-৪৫৬, ৪২৪, ৬০৬, ৬৩৮
গার্ডিয়ান ৪১০, ৪১৮, ৪২১-৪২১
গিরি, ভি, ভি (ভারতীয় রাষ্ট্রপতি) ১৮৫
গুজরাট ৪১৯
গেরিলা, ১১২, ২৩২
ট্রেনিং
যুদ্ধকৌশল ৪১২
গোলাম আজম, অধ্যাপক ১৯৪, ৩৮৭, ৫২৭, ৬২৮, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৬, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪, ৬৫৭
গোলাম সরওয়ার অধ্যাপক, ৬৪৮-৪৯, ৬৫১
ঘ
ঘূর্ণিঝড় (নভেঃ'৭০) ৩৮৯
চ
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ৪১৩
চীন (গণচীন) ১২১, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৯, ২২৯, ৫৩৬, ৬০৯, ৬১৫-১৬, ৬৩৮
চী পেং ফেই ২১৫, ২১৮, ৬৩৮
চৌ এন লাই ২১৩, ২১৪, ২১৮, ৬৩৮
চৌধুরী, আনওয়ারুল করিম, ১৩৮
চৌধুরী, ইউসুফ আলী ৫২৭, ৪৪৯, ৬৫৪
চৌধুরী, ফজলুল কাদের ২০১, ৫২৭, ৬২৬, ৬৪৮
চৌধুরী, ফজলুল হক ৬৪১
চৌধুরী, মাহমুদুন নবী ২০১
চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, প্রফেসর ২২৩, ৫৭৬
চৌধুরী, রহমতে এলাহী ৬২৩
চৌধুরী, হামিদুল হক ৬০৭, ৬৪৭
ছ
ছ'দলীয় মৈত্রীজোট ৬৩৭-৩৮
ছয়দফা, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯-৩৯০, ৪১৫, ৪২৫, ৬০৬, ৬০৯, ৬২০, ৬৩০
ছাত্র সমাজ ৪০৫, ৫৩৪
জ
জগন্নাথ হল ৪০৫, ৪১২, ৬২৫
জমিয়তে ইত্তেহাদুল উলামা ৬১১
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ৩৯৮, ৬১৪, ৬৪৮
জমিয়তুল ওলামায়ে পাকিস্তান ৬৩৯
মারকাজী, ৬৩৯
'জয় বাংলা' (শ্লোগান) ৩৮৮,
জরুরী অবস্থা ২৩৫
জাতিসংঘ ২৯, ৩২, ১০৪, ২২২, ৬০৬
আন্তঃএজেন্সী রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান ৪৭৮
উদ্বাস্তু সংক্রান্ত কর্মকর্তা (কেলী, জন) ৯৮, ১১৭, ৪৯১
উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশন, ১০৪
উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার (প্রিন্স সদরুদ্দিন), ১১৭, ২০৭
পর্যবেক্ষক, ১৬৭, ২০২, ২০৭, ২৩৩, ৫৩৪
পাকিস্তানের প্রস্তাব, ৪০২, ৬৩৫
ভারতীয় প্রত্যাখ্যান, ৪৯২, ৫৩৪
প্রস্তাব, ২১৯, ৫৩৪
মহাসচিব, ২৯, ৩২, ৭৪, ১০৪, ২০২, ২০৮, ২১৪, ২৩৩, ২৭৭, ৬৩৬
সনদ, ২৬, ২৮, ৩২, ২০২, ২১২, ৬০৭, ৬১৬, ৬৪২
নিরাপত্তা পরিষদ, ১১৬, ২০২, ২১৪, ২২৮, ২৩৪
সাধারণ পরিষদ, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২০৩, ২২৯, ২৭৭, ৬৩৫, ৬৫৭
জাতীয় পরিষদ, ১০০, ১০২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯০, ৩৯৫-৯৮, ৪০০, ৬০৬, ৪২৭, ৬৩৭
অধিবেশন ৩৯০, ৩৯১-৯২, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৯, ৪৩১, ৬৪৩
নির্বাচন ৩৮৯, ৩৮৯, ৬২৬
পার্লামেন্টারী গ্রুপ ৩৯১
সদস্য, ১০৬, ৪৩১-৩৩, ৬২২, ৬২৭, ৬৩৭
জাতীয় সরকার ৬৪২, ৬৪৩
জামসেদ মার্কার (মস্কোস্থ পাক রাষ্ট্রদূত) ২২৮
জামাত-ই-ইসলামী ৩৮৭-৮৮
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৩-৯৪, ১৯৭-২০০
জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে, ৬৩০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬৩৩
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল ৬৩৯
জামাল কোরেজা, মোহাম্মদ ৩৯১
জামাল দার, মেজর জেনারেল ৩৯২
জায়েদি, এস, হায়দার, ২৫
জাহিদ সাঈদ ১২৭

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, কায়েদে আজম ৬২০, ৬৫৭
জুনাগড় ৪১৮
জেনেভা ১১৭
বৈঠক ১১৮
জৈন, মিঃ ১২৮
জোয়ারদার, সাইফুদ্দিন, ডক্টর ৪৮৩
ট
টাইম ৩৯২, ৬২৪
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ৫৮০
ড
ডন কগিন ৪৬৩
ডেইলী টেলিগ্রাফ ৩৯২, ৪০৯, ৪২৩
ডেইলী মেইল ২১১
ডেভিড লোসাক ৪২৩
ঢ
ঢাকাঃ ৪০৯, ৪১২, ৪১২
টেলিভিশন ৪১২
পুলিশ স্টেশন, ৪১৩
বিমান বন্দর, ৪১২
বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০৫, ৬২৫
বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ, ৪১২
ত
তদন্ত কমিশন (১লা মার্চ সৈন্যবাহিনী তলব) ৩৯৫
তামিল নাড়ুঃ ৪১৯
তাসঃ ৪৫
ত্রিপুরাঃ ৪১৯
তুরস্কঃ ১৮৫
তেহরান বৈঠকঃ ১১৮
তোফায়েল, মিয়া মোহাম্মদঃ ৬২৭
তৈয়াবজী, এ,এইচ বিঃ ১২৭, ২৭৩
তোয়াহা বিন হাবিব, ৬৫১
দ
দি টাইমসঃ ৪১৫
দি পিপলঃ ৪০৪, ৪০৫
দি ফর ইস্টার্ন রিভিউঃ ৪১১
দুই জাতিতত্ত্ব ৬১৯
দৈনিক আজানঃ ৩৮৮
দৈনিক জং ৬০৯
দৈনিক পূর্বদেশঃ ৩৮৮
দৈনিক বুনিয়াদ ৩৮৮
দৈনিক সংগ্রামঃ ৩৮৮
দৈনিক সংবাদঃ ৩৮৮
দোহাঃ ৫২৭
দৌলতানা, মিয়া মমতাজ মুহাম্মদ খান ১১২, ৩৯১, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩, ৬৩৯
ধ
ধর, ডি, পিঃ ১২৬
ন
নর্দার্ন ইকোঃ ৪১৫
নাইজেরিয়ান ট্রিবিউনঃ ৪২১
নাজিম উদ্দিন, ৬৫৭
নিউ ইয়র্ক টাইমসঃ ৪১৫, ৫৮৭
নিউজউইক ম্যাগাজিন ২১২
নিয়াজী, এ এ কে লেঃ জেঃ
(পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের অধিনায়ক)
সফরঃ ৪৬৮, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮৮
'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকঃ ৫২৮, ৫৪২, ৫৮৭
জনসভায়, ৫৮৫, ৫৯০, ৫৯২
বিদেশী সাংবাদিকের কাছে, ৫৮৭, ৫৯৭
রাজাকারদের প্রতি, ৫৭৪, ৫৮৮, ৫৯২
শান্তি কমিটির সমাবেশ, ৫৩৯, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৮৫
নির্বাচনী কমিশনঃ ২৭০
নুরুজ্জামান, মওলানা, ৬৫০, ৬৫১
নুরুল আমীনঃ ২৭৬, ৩৮৭, ৩৮৮-৩৯১
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬২৯
ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে, ৬৩০
প্রেসিডেন্ট সকাশে, ৬৩৬
ভূট্টোর সমালোচনা, ৬৩৮, ৬৪০
সংযুক্ত কোয়ালিশন দল প্রধান, ৬৩৯-৪৩
টিক্কা খান সকাশে, ৬৪৬, ৫৬৫
কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে ৬৫৪
নেজামে ইসলামঃ ৩৮৮, ৬২৭, ৬৪৮
উপনির্বাচনে-১৯০, ১৯৩, ১৯৭, ২০০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৪০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ২২৩, ৬৪৪

ওয়ালী গ্রুপ ৬২৮
ভাসানী গ্রুপ ৬২৮
ন্যাশনাল লীগঃ ৬২৮
প
পশ্চিম আফ্রিকাঃ ১১৮
পশ্চিম পাকিস্তানঃ ৪৩১, ৪৩১, ৪৩৩
পশ্চিম পাকিস্তানীঃ ৪১৫-১৬, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৫
দালাল, ৪৪১
সৈন্য, ৪৪২
পশ্চিম বঙ্গ (বাংলা): ৪১৮, ৪১৯, ৪২৩
পাক-ভারত বিরোধঃ ২১৪, ৪১৭
পাক-ভারত সম্পর্ক, ১১৬, ২৭১
পাকিস্তানঃ ১০৪, ১১২, ২১৪, ২২২, ২৩৪, ২৩৮, ৪১৭, ৪২২, ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৩৯, ৬০৬, ৬১৫, ৬৫৭
কনফেডারেশনঃ ৪০১, ৪০৪, ৪৩১, ৬০৬
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, ৪২৯-৩০
কেন্দ্রীয় সরকার, ৪২৬, ৪৩১, ৪৩৮, ৬৩৭, ৬৫৭
ফেডারেশন, ৪০৪
বিমানবাহিনী, ২৩৭, ৪৬১
সরকার, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৬, ১৫৭, ২৭১, ৪১৭, ৫৩৪
সেনা ও সশস্ত্র বাহিনী, ৩২, ৪০, ৫৩-৫৪, ১০৩-০৫, ৩৮৩, ৩৯২, ৪০৫, ৪০৭, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৯, ৪২৫, ৪৪২-৪৩, ৪৪৪, ৪৬১-৬২, ৪৬৫, ৪৭৯, ৫৮২, ৫৯৩-৯৫, ৬১১-১২, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৬, ৬৩০, ৬৪৩, ৬৫০-৫৪
পাকিস্তান অবজারভার, ২৯৪, ৩৮৮
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পিডিএম) ৬৩৭
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ৩৮৮, ৬০৬, ৬২৯, ৬৩৬
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ২০০
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল ৬৩৯
পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ১০০, ৩৮৯-৯০, ৬০৫, ৬০৯-১০, ৬২৮, ৬৩৩
উপনির্বাচনে ১৯৪, ১৯৭, ২০০, ৬৩৭, ৬৪০
শাসনতন্ত্র প্রশ্নে, ৬৩০
ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে, ৬৪৪
পাকিস্তানের ৩৮৩
আদর্শ ও সংহতিঃ ৩৮৩
কেন্দ্রীয় বিষয়াদিঃ ৬০৬
পতাকাঃ ৪০৫-০৮
শাসনতন্ত্রঃ ৩৯৭-৪২১
সংহতি ও অখণ্ডতাঃ ১২০, ১২৬, ৩৮২, ৪১৮, ৪২৪, ৬৭১
পাঠানঃ ৪৪১
পাঞ্জাবঃ ৪৩৩
পাশা, জাকিউদ্দীন, বিচারপতিঃ ১২৭
পি.আই.এ ৪৬১
পিকিং: ১১৮
পুলিশঃ ৪০৫, ৪০৯, ৪১৩, ৪৪২, ৪৪৪-৬২
পূর্ব আফ্রিকা ১১৮
পূর্ব পাকিস্তান ১০২, ৩৯৭, ৪১০, ৪১২, ৪১৮, ৬০৮
আঞ্জুমানে মোহাজেরীন, ৬১২
পরিস্থিতি, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৯৭, ১২৮, ১৮৬, ২২২, ৩৯২, ৩৯৪, ৪১৯, ৪৭১-৭২, ৬০৬
লেবার ফেডারেশন, ৫৮০
শান্তি ও জনকল্যাণ কমিটি, ৬৫০
সংকট, ৩৮২, ৪১৯
সরকার, ৪৬৩, ৫০০, ৫৯৬, ৬২৮
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, কর্মীঃ ৪০৭
পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষঃ ৪৭২
নৃশংসতা, ৪৩৯-৪৫
পূর্ব পাকিস্তানের
উপনির্বাচন ১০০, ১০২, ১২৩, ৫৭৩, ৫৭৩, ৬২৫-২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬৩১, ৬৩৬
জনগণ, ৬৪৩, ৬৫৬
বিচ্ছিন্নতাবাদী ৪২০
রাষ্ট্রবিরোধী ৪১৮
সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ৩৮৩
স্বাধীনতা, ৩৯২
স্বায়ত্তশাসন, ৩৯৬, ৪১০
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনঃ ৪১২
প্রতিরোধ দিবসঃ ৩৯৮, ৪১২
প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ৩৮৪-৮৬, ৬৩৩, ৬৩৭
প্রাদেশিক গভর্ণরঃ ৩৯৮, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬,

প্রাদেশিক পরিষদঃ ৩৮৪, ৩৯৫, ৩৯৬-৯৮, ৪২৯
প্রেস সেন্সরশীপঃ ৬২২, ৬২৫
প্যাটেল, বল্লভ ভাইঃ ৪১৮
প্যারিটিঃ ৩৮৩
ফ
ফরিদ আহমদ, মওলবীঃ ২০১, ৩৮৮,
৬১৭, ৬৩০, ৬৪৬, ৬৪৯, ৬৫০
ফাতিমা সাদিকঃ ১২৭
ফারল্যাণ্ড, জোসেফ, এম ৯৭
ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউঃ ৪১৫
ফারাক্কা বাঁধঃ ৪১৭
ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রঃ ৬৩৩
ফেডারেল শাসনতন্ত্র, ৩৮২, ৩৮৪
ফেডারেল সরকার, ৩৮২, ৩৮৪
ফ্রান্সঃ ১২১
প্রি প্রেস জার্নালঃ ৪২৩
ব
বঙ্গোপসাগরঃ ৪১৮
বাংলাদেশ ৪১০, ৪১৯, ৪৪৪, ৫৮০, ৫৯০
অস্থায়ী সরকার, ৩১, ৪২১
আন্দোলন, ৬২৯
পতাকা, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৬০৬
রাজ্য, ৪২৭, ৪২৯,৫৬
রাষ্ট্র, ৪০৪
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ৪৩১
সরকার, ২১২, ৬৫৭
স্বীকৃতি, ২৭১
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩৯৮
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতঃ ৪০৬
বাঙালীঃ ৪১৫-৪১৬, ৬২৫
জাতি, ৩৯২
জাতীয়তাবাদ, ৬৩০
বান্দুংনীতিঃ ২৬, ২৮, ৬১৫
বারী, আব্দুল ডঃ ৪৭৫
বি,এন,আরঃ ৪৮২
বি,এস,এফঃ ৪১৮, ৪২১, ৪২২
বিচ্ছিন্নতাবাদীঃ ১১২, ১২৬, ৩৯৪, ৪১৫, ৪১৮,
৫৩৯, ৬০৮, ৬২০, ৬২৭, ৬২৯
আন্দোলন, ১০৪, ১২২, ৪০৫, ৬১৯
রাজনৈতিক দল ৬২৮
বিজেঞ্জো, মীর গউস বক্সঃ ৩৯৮
বিদেশী সাংবাদিকঃ ১০৫
বিদ্রোহঃ ৪১৪, ৪৪৪
বিদ্রোহীঃ ১২০, ১৩৭, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৮, ৪১৯,
৪৩৯-৪৪০, ৪৪২, ৪৪৪, ৫৮৪
বি বি সিঃ ১২০, ৪১০, ৪২৩, ৫৯৭
বিরুবীন, নিকোলাইঃ ১৯৫
বিশ্ব শান্তি পরিষদঃ ১২৭
বিহার প্রদেশঃ ৪২০
বিহারীঃ ৪১৫, ৪১৬, ৪৪২-৪৪
বুদ্ধিজীবীঃ
বৃটেন ১২১
বৃটিশ কাউন্সিল ৩১২
বৃটিশ হাইকমিশনার, ২৭১
নাগরিক, ১২০
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (হিউম, এ, ডগলাস) ২৫২-৫৩
প্রধানমন্ত্রী, ২২৯
সরকার, ৯৯, ১২০, ৩৯২
বৃহৎ শক্তিবর্গঃ ২৩৪, ৬৪২, ৬৫৪
বেগম, আমেনা, মিসেস, ৩৮৭, ৩৮৮
বেগম,ইনায়েত উল্লাহ, ১২৭
বেলুচিস্তানঃ ৪৩৩
ব্যাঙ্কক পোস্টঃ ৩৮৯
ভ
ভারত (হিন্দুস্তান): ১০৩-১০৪, ১১২, ১১৬-১৭
১৮৬, ২১৪, ২৩২, ৩৮২, ৩৯০, ৪১৪, ৪১৭-১৮,
৪২২-৪২৫, ৪৯১, ৫৭৫, ৫৮০, ৬০৬, ৬১০-১৪,
৬১৭, ৬২০, ৬৩৬, ৬৪৪, ৬৫৭
সরকার ১১৩, ১৩৪, ২০৭, ২৩২, ২৭১, ৪১৭
৪২১
পাকিস্তান বৈঠক, ১০০
সোভিয়েট চুক্তি, ১১২, ১৮৬, ২১৪
ভারতীয়, (হিন্দুস্তানী) ১২১
অনুপ্রবেশ ৪০, ১০৪, ৪১৪, ৪১৯-৪২০, ৬০৭,
৬৪৭
অনুপ্রবেশকারী, ৩৩, ৫৬, ৫৭, ১১২, ৪৪৪, ৪৬৮
৪৭১, ৪৭২, ৬১৫, ৬৫৪
অস্ত্রশস্ত্র, ৩০, ৪১১-১২, ৫৮৮-৫৮৯

আক্রমণ, ৪২, ২৩৩, ২৩৮, ৫৮২-৮৩, ৫৮৫-৮৭,৫৯০
এজেন্ট, ৪১৭, ৪১৯
কূটনীতিক, ২৭১
চর, ৬৭৫, ৫৮৩, ৫৮৬, ৬৬৮-৬৯, ৬৭১
নিরাপত্তা বাহিনী, ৪০
নেতা, ৩২, ১১২
নৌবাহিনী, ২৯, ৩২, ১৫৭, ৫৯৪
পার্লামেন্ট, প্রস্তাব, ২৯, ৩২, ৪১৯-২০, ৬০৬-৬০৭, ৬১০, ৬১২
বিমান হামলা ৯৩
লোকসভা, ৬০৬
বেতার, ৪৬৬, ৫৯৭, ৬০৮, ৬১১
বেতার কেন্দ্র, ২১
মুসলমান, ৪১৫, ৫৯৪-৫৯৬
যোগসাজশ, ৪১৭, ৪২৫
সংবাদপত্র, ৩০, ৩১, ৪২০, ৬১০, ৬১৪
সেনা ও সশস্ত্র বাহিনী, ৯৩, ১২৬, ৪১৮, ৪১৯ ৪২১-৪২২, ৫৮৭, ৬৮৯
সৈন্য, ২৮, ৩৯৪, ১১৪, ৪৮৪
সৈন্য সমাবেশ, ৪১৮
হস্তক্ষেপ, ২৮, ২৯, ৩২, ১৭৩, ১৮৬, ২১৮, ৪১৮, ৪২৪, ৫৯০, ৬১৪, ৬৪৬-৪৭, ৬৫০
হাইকমিশন ২০৪
হাইকমিশনার, ১২৬
হিন্দু, ৬১০
হুমকি, ২৭
ভাসানী, মওলানাঃ ২২৩
ভিনসি (ইটালীর রাষ্ট্রদূত ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট): ১১৬
ভুট্টো, জুলফিকার আলীঃ ১০০, ১১২, ২১৩-১৫, ২১৮, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৮, ৪০৩
বিবৃতি, ৬০৫-৬০৬, ৬০৯-১০, ৬১৮, ৬২১-২২, ৬২৩-২৪, ৬১৪-১৭, ৬৩৩-৩৪, ৬৩৭-৩৮, ৬৪০-৪১, ৬৩০, ৬৪২-৪৩
গোলাম আজমের সমালোচনার, ৬২৩, ৬৪২
চারদফা ফর্মূলা ৬৪০

ম
মওদুদী মওলানা, সৈয়দ আবুল আলাঃ ১১২, ৩৮৬, ৬৩০
মজিদ, মেজর জেনারেল (অবঃ) ৪১৩
মজুমদার, ওবায়দুল্লাহঃ ৫৪১, ৫৪৩, ৫৫৬
মজুমদার, নুরুল হক, এডভোকেট, ৬৫১
মধ্যপ্রাচ্যঃ ১১৮
মনসুর আলী, ক্যাপ্টেনঃ ৩৯৬
মরিস কুয়েনট্যান্সঃ ৪১৫
মস্কো-দিল্লী চুক্তিঃ ২২৯
মাইকেল এডওয়ার্ডঃ ৪২৩
মাদারল্যান্ড (ভারতীয় দৈনিক): ৪২৪
মান্নান, আব্দুলঃ ৪৬৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ ২২১, ৫৩৬
খাদ্য সরবরাহ চুক্তি, ৭৪
পররাষ্ট্র দফতর, ২৭১
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (রজার্স উইলিয়াম) ১৫৬
প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ৯৭
রাষ্ট্রদূত, পাকিস্তানে, ৯৭
সরকার, ৯৯
মার্টিন উলাকটঃ ৪২১
মার্টিন এডিনিঃ ৪১০
মার্টিন, পলঃ ৪১২
মালিক, এ, এম, ডাঃ ৪৯১, ৬৫৪
গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ, ৫২৭
বেতার ভাষণ, ৫৩৩
মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গে, ৫৪২
ছাত্রদের প্রতি, ৫৪৫
নাগরিকদের প্রতি, ৫৪৭
বাস্তুত্যাগীদের প্রতি, ৫৪৭
সফর, ৫৪৮
উপনির্বাচন প্রসঙ্গে, ৫৪৯
লাহোরে, ৫৫০
করাচী ও পিণ্ডিতে, ৫৫২
মাসুদ, মেহেদী (কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার): ৪৩, ১১৩
মাসুম, মওলানা, সৈয়দ মোহাম্মদ, ৬৪৮, ৬৪৯ ৬৫১
মাহমুদ, মওলানা, মুফতীঃ ৩৯১, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩
মিয়া মোহনঃ ২০১, ৬৪৮, ৬৫১
মুক্তিফৌজঃ ৪২১
মুক্তিফ্রন্টঃ ৪০৯, ৪১২

মুক্তিবাহিনীঃ ২৩২, ৪১৯, ৪২০, ৫৮৪, ৫৮৭, ৬৪৩
মুক্তিসৈন্যঃ ৪১৬
মুখার্জী, অজয়ঃ ৪১৯
মূখ্য উজিরঃ ৪৩৩-৩৪, ৫৮
মুজাহিদঃ ৪৫০
মুজাহিদ, আলী আহসান, মোহাম্মদ, ৬৭০
মুর্শেদ, সারোয়ার, প্রফেসরঃ ৫৭৬
মুসলমানঃ ৪১৮
মুসলিম লীগ, কনভেনশনঃ
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৩-৯৪, ১৯৭, ২০০
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায় ৫৪১
জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব, ৬২৬
মুসলিম লীগ, কাইয়ুমঃ ৬১৪, ৬২৮
উপনির্বাচনে, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ২০০
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৩৯
মুসলিম লীগ, কাউন্সিলঃ ৩৯৮, ৬১২
উপনির্বাচনে, ১৯৩-৯৪, ১৯৭, ১০৩
ডাঃ মালিক মন্ত্রিসভায়, ৫৪১
সংযুক্ত কোয়ালিশন অঙ্গদল, ৬৩৯
মুসলিম লীগ নেতৃত্বঃ ৬২০
মোয়াজ্জেম, লেঃ কমান্ডার (অবঃ) ৪১৩
মোহাজিরঃ ৪১৬
ম্যালকম, ডব্লিউ, ব্রাউনঃ ৪১৫
য
যুগোশ্লাভিয়াঃ ১৮৫
র
রফি রাজাঃ ২৭৩, ৩৯৮
রয়টারঃ ২১৮
রশিদ, রিয়াল এডমিরাল
(পাকিস্তানী নৌবাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ) ২১৩
রহমান, আনিসুর, মাওলানা, ৬৬৮
রহমান, আবদুর, এ, এফ, এমঃ ৪০১
রহমান, আবিদুরঃ ৪৬৫
রহমান ইরতেয়াজুর হাকিম, ৬৫১
রহমান, কিউ, এমঃ ৫২৭
রহমান, নুরুর, ৬৪৯
রহমান, মকবুলুর, ৬৪৯
রহমান মুজিবুর (এম, এন, এ কাইয়ুম গ্রুপ) : ২৭৩, ৫৬২
রহমান, শফিকুর এডভোকেট ৬৪৯
রহমান, শাহ আজিজুরঃ ১২৭, ৬২০, ৬৩৫
রহমান, শেখ মুজিবুরঃ ১০০, ১০৫, ২১৯, ৩৮৬, ৩৮৮-৪২৫, ৬০৫-৬০৬, ৬০৯, ৬১৩-১৪, ৬২০, ৬২৪, ৬২৭, ৬৩৮
বাসভবনঃ ৪১১-১২
রহিম জে, এঃ ৩৯৮
রাওয়ালপিণ্ডি বার সমিতিঃ ৬১২
রাজনৈতিক নেতাঃ ৬২৬
রাজনৈতিক সমাধানঃ ৩৩, ১১২, ৬১৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ৪৭৯
রাজস্থানঃ ৪১৯
রাজবাহাদুর (ভারতের পার্লামেন্টারী বিষয়ের মন্ত্রী) ২১
রাজাকারঃ ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯১, ৫৩১, ৫৪০, ৫৬৪, ৫৭৪, ৫৭৫, ৬২৯, ৬৩৬, ৬৪৩, ৬৬৬-৬৭৭
রাজ্জাক, আব্দুর, প্রফেসারঃ ৫৭৬
রাজিয়া ফয়েজঃ ১২৭
রাম, জগজীবন (ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী)ঃ ৬৩৮
রায়, রাজা ত্রিদিবঃ ৪৮১, ৫৪০
রাজ্য আইন পরিষদঃ ৪৩৩, ৪৩৭
রাজ্য সরকারঃ ৪৩২-৩৮
রুমানিয়াঃ ১৮৫
রুহুল কুদ্দুস, অধ্যক্ষ, ৬৪৯
রেডক্রস বিমান, ২৯
রেডক্রস সোসাইটি লীগ, ৪৭৮

ল
লন্ডন ইকোনমিষ্ট ৩৯২
লন্ডন টাইমস ৩৯২, ৪১২, ৪২০, ৪২১, ৪১
লন্ডন পরিকল্পনা ৬০৩
লা ফিগারো ১২১
লামণ্ডে ১৮৬, ৪২১
লিভারপুল ডেইলী পোষ্ট ৩৯২
লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাব, ৬৫৭
লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি ৫৩৪
লেনিন ভি, আই ৬১৫
লেয়ন লামসডেন ৪১৫

শ
শাসনতন্ত্র ২১২, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯২, ৪২৫
শাসনতন্ত্র (১৯৬২) ৩৮৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০১, ১৬, ৬০৬
খসড়া শাসনতন্ত্র ৬৩৬, ৬৪০
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ৯১-৯২, ৩৮৯, ৯৯, ৪৩১, ৬২৪, ৬২৭, ৬২৯, ৬৩২
শাসনতান্ত্রিক সংকট ৩৯১
শাসনতান্ত্রিক সরকার ৩৮৩
শান্তি কমিটি ৪৭৯, ৪০১-০২, ৪৮৮, ৪৯১, ৫২৯, ৫৪০, ৫৭৪, ৬৩২, ৬৫৬, ৬৬২, ২৮, ৬৬৬, ৩৩, কেন্দ্রীয়, ৬৪৮, ১১, ৬৫০, ৬৫১
কেন্দ্রীয়, শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ ৬৫৪
দিলকুশা ইউনিয়ন, ৬৬৩
শাহ আহমদ নুরানী, মওলানা ৩৯১, ৪০৩,
শুকলা, কে, কে, ৪২০
শেখ আবদুল কাদির (বিচারপতি) ২২৬
শেরে বাংলা (ফজলুল হক) ৬৫৭
ষ
স্টেট ব্যাঙ্ক ৪১০, ৪১৫, ৪২০
স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান ৪৩১, ৫৪
স
সংখ্যালঘু, ৩৮৫, ৪১৫
সম্প্রাদায়ঃ ২০৬, ৪৮০, ৫৩৪, ৫৪১
সংগ্রাম পরিষদ ৪০৫
সংযুক্ত কোয়ালিশন পার্টি, ৬৩৯, ৬৪৩
সন্ত্রাসবাদী ,৪০৫
সফিনা ই আরব (পাকিস্তানী জাহাজ) ১৫৭, ৪১৮
সর্দার, শওকত হায়াত খান ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৩,
সর্বদলীয় কোয়ালিশন সরকার ৬৪২
সলিমী, বি এঃ ৬১৮
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ৪০৭
সশস্ত্র জনতা, ৪০৯, ৪১২
সশস্ত্র বিদ্রোহ ৩৮২ ৪১৩-১৪
সশস্ত্র সংগ্রাম, ৪১২
সাজ্জাদ হায়দার

দিল্লীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার) ১১৮
সাতই মার্চের সনসভা ৪০৫
সাদি, এ টি এডভোকেট ১২৭, ৬৪৭, ৬৪৯
সাধারণ নির্বাচন ৩৮৪
সাধারণ ক্ষমা ৫৩৩, ৫৭৪, ৫৪৯, ৬৩৫
সামরিক আইন,৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪২৭
কর্তৃপক্ষ, ৪২৭, ৫০
জারি, ৩৮৩
প্রত্যাহার, ৪২৬
বিধির খসড় ৩৯৫
সালাম, আব্দুস ৩৮৭
স্বাধীন বাংলাদেশ ৪০৫
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪০৯

স্বাধীন বাংলা বেতার ৪২১, ৬২৭

স্বাধীন বাঙালী মুসলিম প্রজাতন্ত্র ৩৯২
স্বাধীনতা আন্দোলন ৪০৯
স্বাধীনতা পতাকা, ৪০৯
সিদ্দিক আহমদ, মওলানা,৬৫১
সিদ্দিকী, বি, এ , বিচারপতি ৫২৭,৫৪২
সিনহুয়া ২১৮
সিন্ধু ৪৩৩
সিলোন ডেইলি নিউজ ৫১৫
সিরাজউদ্দিন, আলহাজ্ব ৬৪৯
সুইজারল্যান্ড সরকার ১১৮
সুইস দূত, ২৭১
সুইস মধ্যস্থতা ১১৩
সব্রামনিয়াম ৪২৪
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট ৪১২
সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৬, ১৮৬, ২২২, ৫৩৩
কনসাল জেনারেল ২৬
পররাষ্ট্রমন্ত্রী (গ্রোমিকো) ১১২
প্রধানমন্ত্রী (কোসিগিন) ২৬, ৪৫
প্রেসিডেন্ট (পদগর্নি) ১৮৬, ৬১২, ৬১৫
রাষ্ট্রদূত ২২৮
সরকার ৯৯
সোলায়মান, এ এস এম, ৫২৭, ৫৪১, ৫৫৪, ৫৬৩, ৬৮৫, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৭
হক, আজিজুল সৈয়দ ১৯৪, ৬৪৯
হ
হংকং ১২০
হক আনোয়ারুল ৫২৭
হক, আব্দুল,এ, এফ, এম, ৫৯৬

হক, মফিজুল মওলানা, ৬৪৯

হক, শামসুল অধ্যাপক, ৫৪১, ৫৪৩, ৬৪৭, ৬৫৭

হাজেলহার্স্ট, পিটার, ৪১৫
হাফিজুদ্দিন ৫২৭
হাফিজ, পীরজাদা ৩৯৮
হাসান জামান, ডক্টর ৪৭৫, ৪৮২
হাসান মোবাশির, ডক্টর ৩৯৮
হিন্দু ১০৪, ১০৫
শোষণ, ৫২৮
হিন্দুস্থান-পকিস্তান সমস্যা ৪১৮
হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা গবেষণা
ইন্সটিটিউট ৪২৪

হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক পরিষদ ৪১৯
হুদা, শামসুল ৫২৭
হোসেন তবারক ২১৩
হোসেন আরশাদ,ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত, ৪৬
হোসেন আলতাফ, সৈয়দ ৩৮৭
হোসেন, আলী ১৩৮
হোসেন, কামাল ডক্টর ৩৯৫-৯৬, ৩৯৯
হোসেন মকবুল, ডক্টর ৪৭৫
হোসেন, মোশাররফ, ৫৬৬
হোসেন, রফিকুল , এ, কে, ৬৪৯, ৬৫১, ৬৫৪,
হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ,ডক্টর,৪৭৫
A
Abul Quasem, Ministerm, Dr, Malik Cabinet 598
Afghanistan 179
A.F.P (Fernch news Agency) 342
African and Latin American Countries 172
Agratala Conspiracy 307, 335, 360
Agha Shahi, Pak ambassador 119

Ahmad Jaseemuddin, Minister Dr. Milik
Chabinet 598

Ahmed, M.M. 70, 82
Ahmed, Nawajesh, Minister Dr, Malik
Cabinet
Ahmed Tajuddin 343, 451
Alan Hart (of B. B.C) 309-10

Al Badr,664
Ali, Farman , Maj,gen 5, 279, 281-85, 469
Ali,Mahmud. Chif of Pak Delegation in the U.N 139, 161
Ali, Mohammed of Bogra (former P.M. of Pakistan)38
Ali India Congress Committee 328
Ali India Radio (AIR) 71, 284, 334, 340
Allen Hart , Of B.B.C . 58
America, State Department, 53
America, economic aid 77
Military aid 37
Newspaper 36
Press 38
Amin, Nurul, Mr.135
Amnesty, General 67, 76, 142, 164, 172, 348-49, 374
Ansari, M.H Brigadier 12
Anthony Lewis 75
Arbab, Brigadier 5 ,6 ,8
Army operation, Chittagong 9-13
Dacca 5-9, 446-58
Kushtia 13-14
Pabna 9, 14-15
Rajshahi 9
Asghar, Captain 14
Aslam, Msj 14, 15
Assam, State Assembly of 327, 340
Atrocitites 309-20
Aurora, Jajit singh, Lt, Gen

Commander of Indian Eastern
Command 179, 284
Autonomy 38, 47, 77, 84, 140, 217, 257, 305
Demand for 159,257
Awami League 37-38, 48-19, 54, 76, 48, 182, 297-307, 309, 354-70, 450
Extremists 85
Leaders 6, 13, 38, 48-19, 263, 302-03,338, 362, 372
Leadership 84, 305, 307, 359-60
Rebels 6, 85, 370, 372
Secessionists 88, 351
Volunteers 12, 14, 360
Awami League's Six Points 9, 68, 84,305,307,354-69,365,

B
Bangkok World 314
Bangladesh 69, 132, 141, 154, 165-66.216,245,260-61,279,298,302-03,349
Birth of ,281, 284
Declaration of Independence 7
Delegation in security council 264
Flag 302-03,446-47
Formal proclamation of 343
Government 73, 248,261,304,340,342,349
Independent state of 85,130,307,361,
Joint Commend of India and 555
Liberation forces 22-23,37,149,341,
Prime Minister of 328
Recognition of 248,261-62,327,340,350

Baqar, brigadier,(Pak army) 281-284
Bashir, Brigadier (Pak army) 283
B.B. C 58,376
Beg, M.M.A (Brig. Retd) 459
Bengal. Eastern 364
Partition of 364
Bengalis 69
Bengali Hindu 304, 364
Independence Forces 144
Muslims 69
People 8, 265, 364
Bhutto, Zulfikar Ali , 1, 8, 68, 297, 301-07,354-69
Bihar, state Assembly of 327, 340
Bilal , Maj. 7, 8
Bob Clark, Mr. of ABC 114
Brian Rimmer, MR. 309, 342
British Delegation
267

Foreign secretary 351
Mission in Dacca 302-03
M.ps 379
Raj 305

Brohi, A.K. Mr. 119, 151, 217
Browne, W Malcolm 313, 315
By-elections 67, 87,134-37, 145, 159, 173-74
C
Calutta 144, 181, 242, 339, 445, 342-43,
Case fire 248, 255, 259, 261, 266-69, 274, 279-85
Authorization for , 603-4
Draft agreement 284
Proposal 280

Censorship of press 68, 182
Ceylon 49
Ceylon. Daily News 317
China, Peoples Republic of 172
Chinese aid, 216
Chinese diplomats 281
Charter of the organization of
African Unity 139
Afro-Asian Conference 139
Non-Aligned Conference 139
Chittagong & Chalna, port of 62, 68, 141, 162, 241
Chittagong Hill Tracts 242
Chowdhury, Abu sayeed , justice 130, 132
Chowdhury, Ahmedur Rahman 658
Chowdhury, Hamidul,Haq 50
Chowdhury, Mahamudun Nabi 658
Chowdhury, Munir, Dr. 503
Chowdhury, Osman, major 317
Chowdhury, Serajul Islam , Dr. 503
Christian Science Monitor 350
Church , Senator 265
Civil war 8, 38
Columbia Broadcasting Corporation 343
combat (French Newspaper 328
Comilla Sector 282
Commonwealth Society's Journal 132
Communal riot, 370
Confederation, (Pakistan) 85, 263
Constitution (of Pakistan) 173-74, 267, 263, 290-97
of 1956 86
of 1962 292
Constitution Committee 87, 129
Framing a new Constitution 38, 47, 49, 86-87, 129, 140, 170, 297-98, 354-69
Islamic Provision, made in 296
Provisional 145
Cornelius, A.R. Chief Justice 3014
Crack down 5, 16
D
Dacca Cantonment 6
Dacca T.v/ Radio 448

aily mail 309
Daily people 8,449,451
Daily record, Glasgow 311
Daily telegraph,London 181,311,312,335,380
Daniel peires,Mr.350
Davied loshak 335
Dinajpur-rangpur sector 345
Dixit,umashankar,Indian heath minister,353
Danld seaman of daily express London 341
Dorfman,Dr.of Harvard University 55,59
E
East Bengal partition of 304
East Bengal regiment 307,374
East Bengal rifles 115,361
East Pakistan 8,69,163,292-96,305,352,363
Demand of 84
Economic disparity 305
Famine 62-63,162,177
General strike 298-300
Government 89,280
Government,resignation of 603
Governor of 348
Political leaders 84
Political parties 370
Political settlement in 257,347
Province of 295
Provincial assembly of 173
Situation in 54, 60, 64, 88, 89,132, 140,146, 162, 178, 340, 353 ,456
East Pakistan civil armed forces 17
East Pakistan rifles (E.P.R)1,14,18,307,361,374
East Pakistan police 181
Economic aid act 60
Economist,London 328
Eight (8)east Bengal 10
Election general(1970)50,67,149,150,296,322
England 49
Eric pace 312
Evening star,washingtin 316
F
Farakka barrage 170,173,305,333
Far eastern economic review 312
Farland 53
Fatimi,lt,col 10,12
Fozle hamid,col 283
Federal army 263
Federal constitution 49,87,140
Government 87,114,182,299
Parliamentary system 290-91,364,366
Financial times,London 313,318
Foreign correspondents 36-37,68,341,379
Foreign news media 380
Foreign observer 145
Foreign press 304
Report 300,309-20

G
Gaffer,col,pak,army lisaison officer 603-04
Gandhi,Mrs. Indira,see Indian prime miniater
Gavin young of ‘the observer’602
Geneva convention 279
Genocide in E.pakistan 58,182,256,362
George T.I.S312
Guardian,London 314
Guerrillas 181,256
Gujrat,state assembly 340

H
Habibullah A.B.M Dr. 504
Hamid,captain 11
Hamin,general,(chief of staff, pak, army) 5,16, 281,282
Hammel,bruno DMr. A foreign observer 141
Haq,inamul,air commodore 285
Haque,inamul,Dr. 504
Harvey stockwin 313,318
Hasan,syed asghar,brig 459
Hilaly,A,pak Ambassador in Washington 51, 60,63,114,133
Hindu imperraialism 306
Hindustan Standard 309
Hindustan Times 37,240

Homer A jack 318
Hossain,syed akram 505
Hussain ghulam 154
Hussain,khandim,maj gen 5,10,12
Husain mosharraf,chief secretary 280,602

I
IDA 155
Iftikhar janjua, Maj gen 5
Iftikhar janjua, May gen 5
Illustrated weekly of India 248
India 67,77,111,162,166,171,176,239-53,281,305,347-53
Defence minister of 216,248,249,259
Defence ministery of 243
Foreign ministry of 139-45,147-50,163,166,244,340,349-53
Govt of 22,64,71-73,77,80,85,89,139-43,148-50,164-66,180,262,340,370,372,377
Representative of in the U.N 180-84,245,255-56,259-62
Indian aggression 241-42,251,258-61,264
Air attack 240,601-03
Air force 241-42,266,336,602,604
Armed forces 161,241-43,254,256,260,262,604
Army 240-42,283,338-39,362,350,376,603-04
Attack 240-44,250,255,262
Authority 370-81
Border security force (B.S.F)13,336-37,342,379
Infiltrators 171,304,359-63
Information media 22-23
Interference 22-23,71,246-47,337
Institute of defiance,studies145,247-48,260-61,304,371
Instit,of international affairs 304
Leaders 72,78,171-72,189,251,349
Military authority 255
Newspaper 141,341
Parliament 22-23,141,144,246,327-28,340,370
Press 22,71,78,85
Propaganda 372
Prime minister 22,23,68,72-73,78,141-66,189,217,239,245-46,250-51,257,262-66,327-28,340-41,348-53,379
Radio 87
Rulers 250
Indians design 304,371-72
India Pakistan question 249,255
Relation 178,322
Trouble 304
India and Pakistan armed clashes between 251
Hostility between 250,252-53
Tensions between 143,260,176,349,143,146,148,248
War between 68,216,241
Indian express,Bombay 378
Indo-soviet treaty 258,366
Industrial security force 286
Intelligentsia,elimination of 58,141
Intercontinental, hotel 280,601,603-04
International court of justice 275,324
International red cross 54,145,280
Officials 60
Iqbal hall 6,8,9,446-48
Iqbal shafi,brigadier 10
Ishaque Md minister Dr. Malik cabinet 598
Islamic secretariat delegation 143
Ispahani jute mills (Ltd)11

J
Jacob maj gen 284
Jaffar maj 7
Jagannath hall 6,8,9,307,360,448
James reston 264
Jamshed maj gen 280,387
Jessore sector 241
Japie lasut 312
Joy bangle(slogan)7

K
Kalimullah A.N 477
Kashmir 142,173,178
Kelly,john Mr. unhcr
Representative 375,600-04
Kemal A.faruki 321
Kerala, Chief Minister of the state 340
Khan, Abbas Ali, Minister Dr. Malik
Cabinet 598
Khan Agha, Prince Sadruddin 348, 375, 600
Khan, A.M. Yahya, General

President of Pakistan 1, 5, 38, 47-50, 54, 59, 64, 75, 77-78, 83, 140, 142-43, 145, 177, 180, 220, 250, 258, 262, 264, 272, 280, 285, 297-300, 302-03, 340, 347-53, 354-69, 370-381, 603-03
Khan A. Sabur 153
Khan, Tikka, Lt. Gen 5, 6, 8, 374, 448, 457-59, 503
Khan, Z.A. Lt. Col 7

Khera, Col 284
Kosygin, Soviet, Premier 172
Kraft, Mitchell 58
L
Lampell,Mr of league of red cross 603-04
Legal Framework Orer 68, 87, 88, 159, 296, 297, 299, 305, 355, 364
Liaquat Hall, 263-65
Lightning, American food-ship 162

M

Pradesh 327Madhya
Majumdar, Mahmudur Rahman Brig 459
Majumdar, Md. Obaidullah
Minister, Dr. Malik Cabinet 598

Manik, A.M. President's relief Assistant 378
Governor E. Pak 280-85, 598-603
And his obinet 602
Resignation of 598
Malik, Soviet Ambassador 255-56, 265-66, 268
Manchaster Gurdian 178, 264
Manekshaw, Sam, General
India Chief of Army staff 281-85
Martial Law 88
Ending of 299
Lifting of 356-69
Mascarenhas, Anthony 318
Masud, Mehedi, Pak Deputy High
Commissioner 80
Maududi , Abul Ala , Maulana 135
Maurice Quantance 313 , 317
Meah M. Fazhar Dr. 658

Memon Ghulam Ali 151
Minorities 263, 348
Minority Community 83, 278
Mirza Akbar 151
Mirza Iskander 38
Mitha A.O Maj. Gen. 5,8,11,12
Moazzem Lt. Comm, 453
Mondal B.B. Mr. 351
Motherland 248
Majumder Brigadier 10
Mujib Nagar 132
Mujahids 286
Mukherjee Ajay 340
Mukti Bahini 262,281,283,284
Muniruzzaman Dr. 504
N
Nagra Maj. Gen. 283
Nather Bijoy Sing, Deputy Chief
Minister of West Bengal 328, 340
Narain Joy Parlasj Mr. 132
National Assembly 38, 47, 88,145,170,173-74,291,298-308,0354-69
National Economic Council 295
Nazimuddin (former President of Pakistan)38
News-Letter, Belfast 311
New York Times 142, 144, 181, 183, 256, 264, 312-13, 315, 318
Niaz A.A.K Lt. Gen G.O.
Eastern command (Pakistan) 279-84, 599-604
Nilima Ibrahim, Dr. 503
Nixon U.S. President 70
Non-Bengalis (Bihari) 1, 37, 54, 263, 284, 298-301, 310-15, 323, 331-32

Non-cooperation & Civil Disobedience Movement 1, 48, 54, 59, 85, 88, 298
Northern Echo, Darlington 311
November Cyclone (1970) 36, 58, 60, 66, 182
NovemOsmani Col.6
Ottawa Jounal 313
P
Pakistan 68-69, 179, 243-253, 367-69, 372
Air Force 240, 264
Army 54, 58, 60, 62, 66, 85 88, 114, 132, 162, 182, 243, 254-60, 282, 297-99, 332, 361-63, 603-04
Armed Forces 85, 124, 171, 181, 241-44, 256, 260, 263, 267, 281-82, 301, 308, 361
Break up of 145, 148, 247-48, 257, 259, 330, 371, 381
Centre 293-96
Central Government 58, 163, 170, 174, 182, 292-96
Central Legislature 292
Constituent Assembly 296
Decentralisation 296, 322, 324
Desintegration of 262
Election Commission 134-35, 159
Flag Dishonoured 324
Government of 22, 36-37, 47-50, 59, 62, 82, 90, 111, 130, 132, 143, 146, 164, 176-78, 182, 247, 250, 263-64, 266-67, 274, 280, 298, 347-53, 362-63, 374-81
Idelology of 322
International Affairs Institute 321
Islamic Republic of 87, 290
Movement for 69, 304, 323
National intergrity of 141, 299
Navy 254
Parliament 291
Provineces 293-96
Regional Autonomy 145, 163, 301
State Bank of 295
Supereme Judicial Council 327-28
Territorial Integrity of 145, 171, 173, 239-40, 248
Pakistani Prisoners of war 285
Pakistan Peoples' Party 297
Patel Vallavbhai 304
Paul Marc Henry 600-604
Peace committee, Agriculture Peace Sub committee
Thana Agri-Peace Sub Committee 661
Peter Gill 383
Peter Huzlehurst 310, 316, 342
Peter Wheeler 601
Pilkhana 6
Disarming the E.P.R. 8
Podgorny (President of U S S R) 50
Police 10, 18
Policemen 6, 14
Political Leader 3, 129, 173, 180, 290, 297-307, 354-67
Political Settelement 257-58, 265, 349-53
Political Solution 165-66, 178, 268, 347
Political Symposium (Held in Delhi) 248
Press Censorship 145
Provivcial Autonomy 84-85, 290-96, 366
Governor 292-293
Pubjab state, Finance Minister 340
Q
Qamuzzaman 678
R
Radio Australia 342
Rahim Maj. Gen 384-84, 387
Rahman A.M.F 486, 490
Rahman Motiur 679
Rahman Sheikh Mujibur ,, 6, 9, 54, 59, 69-70, 87, 218, 297-303, 305-308, 334, 336, 341, 347-49, 354-71, 351
Proclamation of Bangladesh 7
Arrest 7
On Six Points 84
Non-Cooperation Movement 85
Negotiation with President Yahya 38, 47-48
Trial 68, 101, 110, 111, 119, 349, 184, 217, 369
Rahman Ziaur; Maj. O
Shoaib, Maj 13, 14

Rajarbagh Police 6
Disarming the police 8
Rajthan, State Assebly of 142
Ram, Jajitvan Mr. Defence
Minister of India 248-49
Razakars 286, 664

Pay of 672
Training & Syllabus 673-676
Rebels 10, 11, 12, 14, 15
Refugees 66, 117, 141, 176, 341, 349-53, 370-72, 380-81
Appeal to retunr 82, 142
Influx of 145, 163, 370
Muslim 304, 370
Number of 64, 71, 141-42, 148, 177, 183, 255, 349, 353, 371
Reception Centre 75-76, 82, 142, 269, 375
Repatriation of 146, 184
Retunr of 143, 149, 164, 247, 256, 259, 373-74, 380
Retunees 377
Reid, Leonard Stanley, Mr.
Member of Australian Parliament 348
ÒResistance DayÓ . 302-03
Reuter 243, 340, 348-53, 379
Rogers, P. Mr. U.S.See of state 57, 61
Rohde, Mr. 57
Rosenblum, mort 316
Round Table conference of Parliamentary
Leaders 298
Royal Comonweath Society 132

S
Sadruddi, Prince, U.N.H.C.R. 82
Salamat, Maj. 283
ÒSangram ParishadÓ 362
Schaberg, Sydne 181

Scotman, British Daily 342
Secession (Movement in E. Pak)77
Secessionists 85, 170-72, 181, 182, 263-64, 278, 304
Guerrillas 240, 349
Regime, In Exile 372
Sen, Indian Ambassador 176-78

Shafaet, Maj 678-79
Sharif, rear admiral 283

Agencies 347

Shukla, K.K. Mr, 329
Sinar, Harapan, Djakarta 312
Singh, Harapan, Djakarta 312
Sing, Sardar Swaran 22, 350
Soviet Union 149-50, 172, 258
Repressentative of, in U.N. 251, 255, 256, 259, 265, 268
Veto 258
Mission in Dacca 302-3
Draft proposal 268-69
Diplomats 281

Spivack, Mr. 281-82
The Statesman 141, 248, 310
Students 6
Student Action Group 301

Subramanyam, K.Mr. 145, 304, 330, 371
Suhrawardi 38
Sulaiman, A.S.M. Minister

Dr. Malik Cabinet 598
Sun, Singapore 313
Sunday Times 309, 318
Surrender Deed 284
Sylehet Sector 241
Swamy, S.Mr. 248

T
Tamilnadu 327, 340
Tariq Rasul, Col 679
Tashkent spirit 258
Ted Koppel, Mr. 114
Thakur, Kaprori, Chief Minister
Bihar State 341
Times, London 181, 249, 134, 316, 328, 377
Toronto Daily, Star 313
Transfer of Power 2, 65, 77, 88, 89, 129, 170, 173-74, 290, 298, 307-69
Tripura 340
Tushar Patranavis 310

U
UNHCR 10, 49, 161-66, 177, 183, 244-45
United Nation (U.N.) 57, 71, 89, 92, 142, 144, 162, 17, 170, 370, 178, 178, 239, 252-53, 256-61, 262, 269, 275, 280, 282, 324, 599, 603

W

Charter of 77, 111, 139, 46, 147, 165-66, 239-53, 261, 267, 274, 327
Commission for India Pakistan 225
Economic & Social Council 260, 274
Observers 148-49, 172, 189, 264, 275
Officials 353
Organisations 76
Personnels 145, 266, 300
Secretary General 59, 66, 77, 84, 324, 314, 34-41, 345, 346-48, 360, 363, 377, 221-223, 242, 263, 272, 519-20, 340, 377
Secretary Gen's Proposal 143, 183
Security Council 15, 145, 148-49, 162, 177, 183, 239-53, 255-69, 275
University Campur, Dacca 6, 8, 19, 47, 419
U.S. (United State) 62-63
Draft Resolution 259-60, 266, 268
Government 78, 435, 370, 282
Secretary of State 78
U Thant, see U.N. Secretary General
Uttar Pradesh
State Assembly 340

Washington Daily news 37

Washingon Posl 55, 141, 315-16
Weatherall Earnest of Columbia
Broadcasting Service 341
Wheeler Prof. 54
West Bengal and Assam 217
West Bangal 335-36, 340
Health Minister 379

West Pakistan
Peoples Of 305, 366

Personnels of 279, 281
Rangers 17
West Pakistan
Civil Servants 280
Leaders 3-4, 305
Parties 354
V.I.Ps. 280
Woolacott Martin, Of Guardian 178, 342
World Bank 153-56
Wriggings Prof, Columbia University 54

Y
Yakub Lt. General 400
Yorkshire Post, British Daily 334
Yusuf. M., Dr. Malik Cabinet 65

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড

গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবশিশার্স বাড়ী # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabad.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মো: আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-8

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail: info@paramabad.com
On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh
Copyright : Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packing
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka-1216.
First Published: June, 1984
Reprint : December, 2003
Reprint: June 2009

ISBN: 984-433-091-2(set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : অষ্টম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)'' পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবার্চিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয়-সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলি সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলি প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলি থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলি ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলি পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
এয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রুপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরুপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলির সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলি দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা

২৫শে মার্চের রাতে আকস্মিকভাবে ঢাকায় বেসামরিক জনসাধারণের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর সামরিক হামলার পর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা সারা বাংলাদেশে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের যে ব্যাপক ক্রিয়াকলাপ চালায় সে সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খন্ডে গ্রন্থিত হয়েছে। দলিলাদির প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমে রয়েছে হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের শিকার ব্যক্তিগণকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনে প্রেরিত কয়েকটি আবেদনপত্রের অপুলিপি (পৃষ্ঠাঃ ১-১১)।

এর পরে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতৎকার (পৃষ্ঠাঃ ১২-৩২৪)। বাংলাদেশের ৪টি আঞ্চলিক বিভাগের প্রতিটি জেলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছ থেকে নেয়া সাক্ষাৎকার হতে প্রতিনিধিত্বমূলক ২৬২টি এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আকস্মিকবাবে বেঁচে যাওয়া, তাদের বর্বর নির্যাতনের সাক্ষী ও ধর্ষিত নারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের এসব বিবৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে হানাদার বাহিনির হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের ধরণ ও পদ্ধতির একটি সামগ্রিক চিত্র এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

এই একই চিত্র আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি আরেকটি মাধ্যম থেকে। সেটি হল বাংলাদেশের সৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী (পৃষ্ঠাঃ ৩২৫-৫২০)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চের পর ঢাকা এবং দখলদার বাহিনী কবলিত বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার পত্র-পত্রিকাসমূহ গণহত্যা ও নির্যাতনের কোন খর প্রকাশ করতে পারেনি। দখলদার কবলিত বাংলাদেশে গণহত্যার নয় মাসের ঘটনাবলী পত্র-পত্রিকায় উন্মোচিত হতে শুরু করে কেবলমাত্র বিজযের পর। সে কারণেই তৎপরবর্তী কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত গণহত্যার তথ্য ও সংবাদ নিবন্ধ নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই অধ্যায়। 'বাংলার বাণী' ওই সময়ে গণহত্যার ওপর বের করে একটি বিশেষ সংখ্যা। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকা তেকে নেয়ার সময় বিষয়বস্তুর দিকেই মূলত লক্ষ্য রাখা হয়েছে-পত্রিকাবিশেষ নয়। কোন কোন বিষয় একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণকেই প্রাধান্য দিয়ে তার যে কোন একটি হতে নেয়া হয়েছ। ২৫ শে মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী এবং সারা দেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, সরকারী, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্য এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকদের ওপর পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা পরিচালিত হত্যা ও নির্যাতনের বিচিত্র বিবরণ এই অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর আল-বদরদের দ্বারা নিহত বুদ্ধিজীবীদের শেষ দিন, শেষ কথা শীর্ষক প্রতিবেদনটি নেয়া হয়েছে 'বিচিত্রা' (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেটি পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৭৪)। আরেকটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে '৭১ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' গ্রন্থে মুদ্রিত সারা দেশের শহীদ শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী তথা বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের তালিকা (পৃষ্ঠা ৫৭৬)।

একাত্তরে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও বেতার মাধ্যমগুলোতেও ব্যাপকভাবে এসেছে। এই গণহত্যার ঘটনাবলী তারা কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছে, নমুনাস্বরূপ তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ''বিদেশী পত্র-পত্রিকা'' অংশে (পৃষ্ঠা ৫২১-৫৩৯)। উল্লেখ্য যে, 'বিশ্ব জনমত' (চতুর্দশ) খন্ডেও গণহত্যা ও বাংলাদেশের প্রসঙ্গে প্রচুর দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে।

বার

হানাদার বাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের ভীত হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ভারতে শরণার্থী হয়েছিল। তাদের দেশত্যাগ, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান, খাদ্য, চিকিৎসা ও ত্রাণের জন্য শিবিরে দিন যাপন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে আরেকটি অধ্যায়-'বাংলাদেশের শরণার্থী'। এই প্রসঙ্গে 'ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' শিরোনামে কিছু সংবাদ নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে এই খন্ডের শেষাংশে (পৃষ্ঠা ৫৪১)। এছাড়া ভারতে বাঙ্গালী শরণার্থী শিবিরসমূহের একটি তালিকা এবং শরণার্থী সংখ্যার একটি হিসাবও মুদ্রিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫৫৯)।

বাংলাদেশের গণহত্যার পূর্ণ চিত্র একটি দলিল খন্ডে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। এখানে সারা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর পাক বাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিনিধিত্বমূলক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব বিবরণের মধ্যে সংখার হিসাবগুলো সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে। তবে এগুলোর দ্বারা এই গণহত্যার প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা ও এর গভীরতা সম্যকভাবেই ধরা পড়ে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Par II September 1, 1977, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting.

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

Government of The People's Republic of Bangladesh

Ministry of Information & Broadcasting

N. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangaldesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum
5. Dr. K M Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OG THE PEOPLE'S OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1978

RESOLUTION

In Partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231. dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members :

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University.	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department	Member
3.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangaldesh Studies, Rajshahi.	Member
4.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum	Member
5.	Dr. K M Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
6.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca	Member
7.	Dr. Ahmed Sharif Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.	Member
8.	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project.	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer.

পরিশিষ্ট

[তিন]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

ঢাকা

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস(অংশ)১২২৮৬ তাং ১১-৯-৮৩ইং

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ডঃ কে এম মোহসীনকে তাঁহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ‘‘বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের’’ প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্নে) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ...

স্বাক্ষর-

মোঃ শফিকুর রহমান

উপ-সচিব।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তি চিঠি	১
২।	গণহত্যা ও নির্যাতণের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারঃ	১২-
	ঢাকা বিভাগ	৩২৪
	রাজশাহী বিভাগ	১২
	খুলনা বিভাগ	৬৭
	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৮৩
৩।	ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	২৭০
৪।	পাক বাহিনীর ‘ইকবাল হল’ আক্রমণের ওপর দু’টি প্রতিবেদন	৩২৫
৫।	জগন্নাথ হলে পাকবাহিনির গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	৩৩১
৬।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	৩৩৫
৭।	গণহত্যার কিছু দলিল	৩৪৯
৮।	পাক-সোনদের হাতে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিয়োগান্ত পরিণতির বিবরণ	৩৫৩
৯।	ঢাকা প্রেসক্লাবের ওপর ট্যাংকের বোমাবর্ষণঃ একটি প্রতিবেদন	৩৫৬
১০।	ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক-বাহিনির হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৩৫৯
১১।	নারায়ণগঞ্জে দু’জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	৩৬৬
১২।	‘অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা’	৩৭৩
১৩।	পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	৩৭৪
১৪।	‘জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না’	৩৭৬
১৫।	মেজর জিয়ার পরিবারের ওপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	৩৭৯
১৬।	‘বর্বরতার রেকর্ড’	৩৮১
১৭।	রমনা পকের্র বধ্যভূমি	৩৮৫
১৮।	সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	৩৮৭
১৯।	রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	৩৮৮
২০।	‘আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কোরো না’	৩৯০
২১।	কংকালের মিছিল এখানে	৩৯২
২২।	সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা কাহিনী	৩৯৩
২৩।	আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া	৩৯৫
২৪।	গ্রামে গামে পথে পথে বধ্যভূমি	৩৯৬
২৫।	রাজশাহীর গর্তে আরো নরকঙ্কাল	৩৯৭
২৬।	ধামরাই আজ শ্মশান	৩৯৯
২৭।	হাজিগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	৪০০
		৪০২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	কিশোরগঞ্জের হত্যাকান্ড	৪০৩
২৯।	স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না	৪০৫
৩০।	কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরূপ	৪০৭
৩১।	নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	৪০৯
৩২।	খানসেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	৪১১
৩৩।	হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	৪০৩
৩৪।	চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	৪১৫
৩৫।	রাজমাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	৪১৭
৩৬।	নৃশংসতার আর এক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	৪১
৩৭।	দিনাজপুরে হত্যা ও লুণ্ঠন	৪২০
৩৮।	'অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে'	৪২২
৩৯।	কে ক'টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খানসেনাদের পদোন্নতি	৪২৪
৪০।	বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৪২৬
৪১।	খুলনায় নরমেধযজ্ঞ	৪৩০
৪২।	চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	৪৩২
৪৩।	চাঁদপুরে পাক বাহিনরি হত্যালীলার আরো কাহিনী	৪৩৩
৪৪।	সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি পত্যক্ষ বিবরণ	৪৩৫
৪৫।	'জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে'	৪৩৭
৪৬।	খুলনায় পাক বাহিনরি নরমেধযজ্ঞ	৪৩৯
৪৭।	নওগাঁর পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	৪৪১
৪৮।	'অমানুষিক নির্যাতনেও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা কমেনি'	৪৪৩
৪৯।	মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভূমি সাটুরিয়া হাট	৪৪৪
৫০।	মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	৪৪৫
৫১।	পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	৪৪৭
৫২।	ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	৪৪৮
৫৩।	অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	৪৪৯
৫৪।	ভৈরবের হত্যাকান্ড	৪৫১
৫৫।	ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	৪৫২
৫৬।	বগুড়ার 'মান্নান ভাই' এবং আরো কয়েকজন তরুণের হত্যার বিবরণ	৪৫৩
৫৭।	মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	৪৫৪
৫৮।	মৌলবীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	৪৫৫
৫৯।	গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	৪৫৬
৬০।	স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	৪৫৮
৬১।	কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	৪৫৯
৬২।	পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	৪৬১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩।	নারকীয় তান্ডবের আর এক লীলাভূমি	৪৬২
৬৪।	একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	৪৬৩
৬৫।	আর এক শহীদ গণ-পরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	৪৬৪
৬৬।	দাবনীর নূতন চন্দ্র সিংহ বাঁচতে পারেননি	৪৬৫
৬৭।	রংপুরের দুটি গণসমাধি	৪৬৬
৬৮।	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	৪৬৭
৬৯।	গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকান্ড	৪৭০
৭০।	নির্মম অত্যাচারে নিহত ও সি	৪৭২
৭১।	রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	৪৭৪
৭২।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ক'জন শহীদ	৪৭৫
৭৩।	পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকিট ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	৪৭৭
৭৪।	'ওরা ডাক্তার মেরেছে'	৪৭৯
৭৫।	'ওরা সাংবাদিক মেরেছে'	৪৮২
৭৬।	যোগেশ বাবুর হত্যা কাহিনী	৪৮৩
৭৭।	'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিকের লেকায় ২৫শে মার্চের রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	৪৮৫
৭৮।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	৪৮৯
৭৯।	একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	৪৯২
৮০।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুদা	৪৯৫
৮১।	লেঃ কর্ণেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	৪৯৭
৮২।	ডাঃ আয়েশার হত্যাকান্ড	৪৯৯
৮৩।	হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	৫০০
৮৪।	বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো	১৩
৮৫।	শহীদ শামসুল হক ও নুরুল হক	৫১৭
৮৬।	শহীদ চার ভাই	৫১৯
৮৭।	গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বিদেশী পত্র-পত্রিকা	৫২১
৮৮।	বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়	৫৪১
৮৯।	প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	
৯০।	শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	৫৫৩
৯১।	শরনার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৫৫৯
	পরিশিষ্ট-১ : পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের	৫৭৩
৯২।	শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	
৯৩।	পরিশিষ্ট-২ : শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আকেরটি তালিকা	৫৭৫
	নির্ঘণ্ট	৫৭৯

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তি চিঠি	১
২।	গণহত্যা ও নির্যাতণের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারঃ	১২-৩২৪
	ঢাকা বিভাগ	
	রাজশাহী বিভাগ	১২
	খুলনা বিভাগ	৬৭
	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৮৩
৩।	ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	২৭০
৪।	পাক বাহিনীর ‘ইকবাল হল’ আক্রমণের ওপর দু’টি প্রতিবেদন	৩২৫
৫।	জগন্নাথ হলে পাকবাহিনরি গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	৩৩১
৬।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	৩৩৫
৭।	গণহত্যার কিছু দলিল	৩৪৯
৮।	পাক-সোনদের হাতে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বিয়োগান্ত পরিণতির বিবরণ	৩৫৩
৯।	ঢাকা প্রেসক্লাবের ওপর ট্যাংকের বোমাবর্ষণঃ একটি প্রতিবেদন	৩৫৬
১০।	ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক-বাহিনরি হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৩৫৯
১১।	নারায়ণগঞ্জে দু’জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	৩৬৬
১২।	‘অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা’	৩৭৩
১৩।	পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	৩৭৪
১৪।	‘জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না’	৩৭৬
১৫।	মেজর জিয়ার পরিবারের ওপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	৩৭৯
১৬।	‘বর্বরতার রেকর্ড’	৩৮১
১৭।	রমনা পকের্র বধ্যভূমি	৩৮৫
১৮।	সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	৩৮৭
১৯।	রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	৩৮৮
২০।	‘আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কোরো না’	৩৯০
২১।	কংকালের মিছিল এখানে	৩৯২
২২।	সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা কাহিনী	৩৯৩
২৩।	আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া	৩৯৫
২৪।	গ্রামে গামে পথে পথে বধ্যভূমি	৩৯৬
২৫।	রাজশাহীর গর্তে আরো নরকঙ্কাল	৩৯৭
২৬।	ধামরাই আজ শ্মশান	৩৯৯
২৭।	হাজিগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	৪০০
		৪০২

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	কিশোরগঞ্জের হত্যাকান্ড	৪০৩
২৯।	স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না	৪০৫
৩০।	কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরূপ	৪০৭
৩১।	নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	৪০৯
৩২।	খানসেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	৪১১
৩৩।	হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	৪০৩
৩৪।	চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	৪১৫
৩৫।	রাজমাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	৪১৭
৩৬।	নৃশংসতার আর এক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	৪১
৩৭।	দিনাজপুরে হত্যা ও লুণ্ঠন	৪২০
৩৮।	‘অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে’	৪২২
৩৯।	কে ক’টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খানসেনাদের পদোন্নতি	৪২৪
৪০।	বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকান্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	৪২৬
৪১।	খুলনায় নরমেধযজ্ঞ	৪৩০
৪২।	চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	৪৩২
৪৩।	চাঁদপুরে পাক বাহিনরি হত্যালীলার আরো কাহিনী	৪৩৩
৪৪।	সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি পত্যক্ষ বিবরণ	৪৩৫
৪৫।	‘জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে’	৪৩৭
৪৬।	খুলনায় পাক বাহিনরি নরমেধযজ্ঞ	৪৩৯
৪৭।	নওগাঁর পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	৪৪১
৪৮।	‘অমানুষিক নির্যাতনেও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা কমেনি’	৪৪৩
৪৯।	মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভূমি সাটুরিয়া হাট	৪৪৪
৫০।	মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	৪৪৫
৫১।	পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	৪৪৭
৫২।	ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	৪৪৮
৫৩।	অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	৪৪৯
৫৪।	ভৈরবের হত্যাকান্ড	৪৫১
৫৫।	ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	৪৫২
৫৬।	বগুড়ার ‘মান্নান ভাই’ এবং আরো কয়েকজন তরুণের হত্যার বিবরণ	৪৫৩
৫৭।	মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	৪৫৪
৫৮।	মৌলবীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	৪৫৫
৫৯।	গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	৪৫৬
৬০।	স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	৪৫৮
৬১।	কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	৪৫৯
৬২।	পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	৪৬১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩।	নারকীয় তান্ডবের আর এক লীলাভূমি	৪৬২
৬৪।	একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	৪৬৩
৬৫।	আর এক শহীদ গণ-পরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	৪৬৪
৬৬।	দাবনীর নূতন চন্দ্র সিংহ বাঁচতে পারেননি	৪৬৫
৬৭।	রংপুরের দুটি গণসমাধি	৪৬৬
৬৮।	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	৪৬৭
৬৯।	গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকান্ড	৪৭০
৭০।	নির্মম অত্যাচারে নিহত ও সি	৪৭২
৭১।	রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	৪৭৪
৭২।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ক'জন শহীদ	৪৭৫
৭৩।	পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকিট ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	৪৭৭
৭৪।	'ওরা ডাক্তার মেরেছে'	৪৭৯
৭৫।	'ওরা সাংবাদিক মেরেছে'	৪৮২
৭৬।	যোগেশ বাবুর হত্যা কাহিনী	৪৮৩
৭৭।	'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিকের লেকায় ২৫শে মার্চের রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	৪৮৫
৭৮।	ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	৪৮৯
৭৯।	একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	৪৯২
৮০।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মধুদা	৪৯৫
৮১।	লেঃ কর্ণেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	৪৯৭
৮২।	ডাঃ আয়েশার হত্যাকান্ড	৪৯৯
৮৩।	হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	৫০০
৮৪।	বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো	১৩
৮৫।	শহীদ শামসুল হক ও নুরুল হক	৫১৭
৮৬।	শহীদ চার ভাই	৫১৯
৮৭।	গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বিদেশী পত্র-পত্রিকা	৫২১
৮৮।	বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়	৫৪১
৮৯।	প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	
৯০।	শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	৫৫৩
৯১।	শরনার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৫৫৯
	পরিশিষ্ট-১ : পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের	৫৭৩
৯২।	শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	
৯৩।	পরিশিষ্ট-২ : শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আকেরটি তালিকা	৫৭৫
	নির্ঘণ্ট	৫৭৯

প্রথম অধ্যায়
দলিলপত্রঃ মানবাধিকার কমিশনের
কাছে প্রেরিত পত্রাবলী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিশনের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশে পাক-বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত কতিপয় ব্যক্তির চিঠি	বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর	জুন-আগস্ট, ১৯৭১

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva,
Switzerland.

Sir,

My name is Abdul Karim, S/o. Reazul Karim, age 27, Malibagh, Dacca. On26th March at approximately 10 P.M.4 Pakistani troops entered our house and asked whether we were Bengali. My father, an oldman, said in affirmative, he was shot at once. Then they turned to my brother and asked him whether he was Bengali and his answer was also in affirmative and they shot him also. Then I was asked whether I was a Bengali. I replied in Urdu saying that I was only a guest. Then they asked me whether I was a Hindu, I said again in Urdu that I was a Muslim guest in the house and came from West Pakistan. The spared me and left the house.

Sd/-
Abdul Karim
8-6-71

(An English Translation of the original.
The original in Bengali sent to the addressee.)

\ ২ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I beg to relate below some of the facts for your information and action.

I was a permanent resident of Daudkandi in the district of Comilla within Bangladesh formerly known as East Pakistan. But since by no means I could save myself there I escaped to Agartala in India and I am writing this letter from here.

The barbarous and cruel West Pakistani Troops left behind sufficient and tolling evidence of their atrocities at Dacca, Narayanganj, Munsiganj, Taltala, Sirajdhiga and Gazaria Police Stations in which places the Pak troops killed innumerable innocent residents in the darkness of the night. At Gazaria the said Pak troops mist inhumanely killed in all 8 hundred men, women and children by Machinegun fire and looted all the cash, gold ornaments and other valuables found in their houses.

In broad day light the said Pak troops took into custody women & girls of the ages ranging From 12 to 30, blind folded them, took them to the Military Cantonment and ultimately dispatched them to West Pakistan.

I myself saw the dead bodies of hundreds of young men, their hands and feet tied and killed inside the premises of Burma Eastern Company and Esso Company at Godnail in Narayanganj. Those deal bodies were thrown into the river. Women of the ages from youth to sixty were not spared in this area. They were raped, killed and thrown away. The atrocities are beyond description and rare in human history. Similar atrocities and killings were carried out at Narayanganj Terminal Jetty and Phatulla P. N. O. (Pakistan National Oil) Company area.

Barbarous Yaya Government issued circulars directing all people of the ages between 12 & 30 to obtain Identity Cards from Military Cantonment but unfortunately none of those who Went there returned. Their fate can easily be guessed.

Following the attack by the Liberation Forces the Pak troops are not content only by killing innocent villagers indiscriminately, they are not sparing old women and children. They are burning villages after villages and looting the properties.

In accordance with directives of Banga Bandhu Sheikh Mujib the people of Bangladesh stopped payment of rents. As a result the West Pakistan Raiders were not only carrying on cruel oppression, they were threatening the people with confiscation of all their properties and trail in Military courts unless rents were paid within the 15th of May.

At the instance of notorious Tikka Khan few Mirjafars (Traitors) are looting the houses of the innocent Bengalis, setting fire to the same, abducting and kidnapping women and girls & with the help of the tractors Beharis carrying on most barbarous and inhuman killings of innocent Bengalis.

What is strange is that young; men are caught, their hands and feet are tied and entire quantity of blood is drawn out of their bodies and the dead bodies are consigned into water.

Yours faithfully
Sd.-
Chowdhury A.B.M. Kaiser Ahmed
Daudkandi, Comilla,
Bangladesh

Dt. 10.6.71

N.B. I post this letter after escaping to Agartala in India.

\ ৩ \

To
Chairman
Human Rights Commission,
Geneva,
Switzerland,
Europe.

Sir,

I was the Head Master of Bijoypur High School under Police Station Kotwali, District Comilla in Bangladesh. My permanent address is Village & Post Office – Dariadauat, P.S. Bacharampur, Comilla.

In the last week of April, 1971 the Pakistan Troops broke all the doors and the windows of Bagmara High School and Quaid-e-Azam High School at Bijoypur and destroyed all the laboratory materials, furniture’s and office records. The same process was repeated later and Miarbazar High School which was set on fire by them destroying the office and laboratory completely. The Pak troops caught and took away two students from village Alekdia under Kotwali P.S. and they did not return.

In the last week of May last, I saw two teen-aged girls of Barura P.S. having been carried in an Army Jeep via Lalmai towards Comilla. Near village Dharmapur they raped one of those two girls on the public road. At Lalmai where the Pak troops have a fair

concentration, they brought people whom so ever they liked and most capriciously put most of them to death. I learnt this from the few persons who manage to escape from this centre.

Unfortunately persons who were killed at the centre or elsewhere by Pak Troops were thrown into the big ditch at the back of the C & B Duk-Banglow inside the Lalmai Hill. The Pak troops have separate tents to detain the kidnapped and abducted girls and Women for satisfying their lust. One person who succeeded in escaping from the detention camp related how he was asked to carry and throwaway the dead body of a girl who had died in consequence of repeated brutal rape and torture. That man, however, when left alone with the dead body fled away. .

These are just few of the similar innumerable gruesome stories of which I bear testimony since I had been passing through different areas in my flight from my country to the neighboring country to seek shelter from the cruel Pakistani Armed killers.

I relate these stories in the hope that world conscience may, however late, be roused.

Yours sincerely,
A F M Fazlul Haque
Dt. 11-6-71

P.S. At present I am residing with Professor Khurshed Alam M N A at Agartala.

\ ৪ \

To
The Chairman
Human Rights Commission
Geneva,
Switzerland
Europe.

Sir,

I was a third year University Student of Dacca University residing at the Salimullah Hall. Following the launching of ruthless attach by the Pakistani troops with all sorts of lethal weapons, the said Troops killed the students found in the Salimullah Muslim Hall most inhumanly. About a week back the Pakistani Troops caught Iqbal Ahamed, the Cultural Secretary of DUCSU and his younger brother. They have not been heard of any more.

The Pak Troops carried on large scale killing of un-armed innocent people of Gazaria and other neighboring areas most wantonly.

May not the student community of Bangladesh expect some positive action ? we earnestly pray for the same in the name of humanity.

Yours faithfully,
Sd/-
Mian Tajul Islam
Dt. 17.6.71

Permanent Address
Village-0Ichakhali,
P.O. Baganbari,
P.S. Matlab,
Dist. Comilla, Bangladesh.

P.S. To avoid censor I am trying to get this posted from India. It is very likely that I will have to leave the country very soon just to save myself from the hands of Pak Troops.

\ ৫ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of Flat No. F-2/3 T & T Colony, Moghbazar Wireless, Dacca. Following the full scale Military operation in the city of Dacca driving out the Bengalees from their residences the non-Bengalees flant into the cities from outlined districts and have been occupied all the Hindu houses deserted by the occupants on allotment by the Army authority vis. Brig. Formannar. The non-Bengali policemen constantly harassing the Bengalees and whenever a grenade explodes anywhere the Pak troops surrounds the area. In this way the troops surrounded Jatra Bari and Gopi Bag area at night, arrested all young men found there, and took them away never to return. The Pak troops in civil dress but quite well armed raided Razarbag area, entered in to private houses and raped women. This happened in the last week. The Pak troops carried on the same process in the Norshingdhi area in the same week. The non-Bengalee i.e. West Pakistani policemen round about New Market and teased Bengali girls if any other found and more often than not take them away forcibly.

Sd/-
M. Nurul Amin
22-6-71

\ ৬ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland, Europe.

I am a 21 years old M A Students of the Dacca University. My father's name is Mvi. Sabje Ali. We are permanent resident of Chalna under P.O. Charshindur, Ploice Statin-Kaligonj in the district of Dacca within Bangladesh.

On 25.3.71 night I was at Malibagh. At about 12.00 at night Rajarbag Police Line were attacked by the Pakistani troops in full force armed with all modern heavy and light weapons. Next morning we passed by Rajarbagh and saw innumerable dead bodies. Some mutilated lying scattered and the Tin shed accommodating Police men burnt and destroyed. On 26-3-71 I Went to and visited Iqbal Hall, S.M. Hall, Jagannath Hall and Rokeya Hall. I saw the Iqbal Hall partly destroyed. The students killed by the Pakistani troops were left on the street and their books were scattered in the field. The entire office of the S. M. Hall were burnt. The Jagannath Hall suffered Worst destruction Large number of students were killed in that Hall. Fire were set to the ground floor of Rokeya Hall. The Pakistani troops destroyed all the Sahid Minars and constructed a Mosque at the side of the Central Shahid Minar.

Last month the Pak troops destroyed the entire Narshingdi Bazar by shelling and setting fire. With the help of local miscreants the Pakistani troops annihilated all the Hindus and destroyed all their properties and also destroyed the Shahid Miniar, Schools and Colleges there.

The Pakistani troops visit the neighboring villages in search of student, catch them if found, kill them and take away the girls they find and rape them. The Pakistani troops established camps at Narsingdi, Palash, Ghorasal. They go out and catch people and kill them. After they catch the young men they draw out blood from their body till their death. All the Hindu and Muslim housed of villages Purulia, Zinardi and Kashwalla have been burnt and 400/500 persons Hindus, Muslims, men and women have been killed by the Pak troops. The High school at Raipura has been burnt and the Shahid Minar there has been demolished.

The Students, the Hindus, the Awami League people and the women are the worst victim. The Biharis, they utterly defeated Muslim League people, Jamat-e-Islam boys lead by Prof. Yousuf Ali of Jamat and Mahtabuddin of Muslim League have been receiving rifle training and they roam about looting properties and extracting money from the innocent people. These people in this way avenge their miserable defeat in the last

election and the Pakistani troops are using them to suit their purpose. The Pakistani troops methodically eliminating the intelligentsia.

May we hope that your Organisation in the name of humanity and human values your lofty ideas rise to the occasion.

Yours faithfully,
Abdul Kader
21-6-71

We fully corroborate the above statement since we had witnessed the gruesome incidents.

Abu Mohammad Shadullah
Final Year Examinee
Civil Engineering

Md. Ibrahim Mia
2nd Year
Dacca College, Dacca.
23-6-71

\ ৭ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland,
Europe.

Sir,

I was a court Sub-Inspector of Police at Sadar Noakhali, Maijdee having residence at Govt. Flat No. 9/B. Owing to the atrocities committed by the Pakistani troops at Maijdee we took shelter in my daughter's house at Bartali, within P. S. Lakshipur in the district of Noakhali.

On 7-5-71 the Pakistani troops came and burnt the house of my daughter. Those Pak forces burnt the Hindu houses including that of Dhirendra Nath Dutt.

The Pak forces fired indiscriminately on paddy fields killing both Hindu and Muslim cultivations. On 7-5-71 the Pak troops burnt 21 houses of both communities and killed 30/32 Hindus and Muslims. On 9-5-71, the Pak troops burnt one washerman's house and shot dead three persons there. On the same day, the house of Niranjgan Banarjee of Mandari Bazar and that of Advocate M. Ahmed Ullah were burnt and one Barek Majhi was killed. On the same day the Pak troops killed sweeper when on physical examination he was found to have been a Hindu.

On 7-5-71, the Pak troops entered into Battali village and raped four Muslim women.

Sd/- Ranendra Chandra Dey
3.6.71

\ ৮ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of village Ulwon, P. S. Tejgaon, Dacca in Bangladesh formerly known as East Pakistan.

On 11-5-71 three armed soldiers of Pakistan Army entered into the house of my neighbor Mr. Kader and two of them forcibly dragged away his young daughter. On hearing the cries of his daughter Mr. Kader rushed to her rescue and grappled with the other armed soldier. But he was also forcibly taken out and the Pakistan troops assaulted him mercilessly and wounded him by Bayonets. They assaulted the daughter and left her.

One Peace Committee member Mr. Golam Azam in vain complained to the Military Authorities.

The Pak troops entered into shops, lifted goods but did not pay except for occasional small payments.

One Awal who is lamed and the Union Committee Chairman invited the Pakistani troops to village Baira P.S. Tejgaon alleging presence of Mukti Fouj there. The Pakistani Troops came and killed about 500 to 600 persons all Namasudras (Scheduled Cast) and the other collaborators of the Pakistani troops caught hold of passers by, took away all their money and assaulted them.

These are for your information and action.

YOurs Sincerely,
Sd/-
Supal Chandra Das
10-6-71

N.B. To save my life I escaped to Agartala in India and I am posting this letter.

\ ৯ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva
Switzerland,
EUROPE.

Sir,

I am a 19-year-old B.Sc Examinee from Tularam College Narayanganj, Dacca. On 27-3-71, the Pakistani soldiers launched attack on Narayanganj with heavy weapons destroying whatever fell on their path. Like others, I also left my permanent residence at Nayamati, in Narayanganj Town and came to Gopchar. As a result of indiscriminate firing from heavy weapons two young girls were lying dead on Gopchar field. I crossed Dhaleswari river and saw fleeing people including many injured. At last I could find my family members. After three days I went back to Narayanganj undertaking very risk and found our house completely tooted even my books not excluded. I saw the Awami League Office at Narayanganj severely damaged and many houses burnt to ashes. I saw a good number of dead bodies lying-at the Railway crossing. I also saw all the houses of Palpara and Debagram burnt and destroyed. I saw dead bodies which like the other ones but the result of indiscriminate shooting by the Pakistani soldiers at Baburail. At Sreenagar Police Station through which I retreated I saw all the Hindu houses burnt and all the Hindus available there' killed by the Pakistani soldiers.

The Pakistani soldiers oppressed and killed whomsoever they consider Awami League supporter.

The Pak troops looted the houses of Jogesh doctor at Singpara and got the adjacent houses by the local miscreants. The Pak soldiers also looted the Dispensary of Dr. Jogesh.

I solicit prompt action to stop the unprecedented genocide.

Yours sincerely,
Sree Gopal Krishna Guha
22-6-71
S/o. Monorangaj Guha,
Nayamati, Narayanganj Town
Dacca.

\ ১০ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I used to live with my husband Amal Kanti Sarkar at No. 4/B-L, Dacca, Sahajahanpur Rly. Colony, Dacca.

Two days back I crossed into tripura border. After 25-3-71 we continued to stay at our Dacca residence. In the very early part of April at about 8/9 A.M. my husband went out and I went to my neighbour Mr. Idris Ali's house. The Pakistani troops looted our house. It was then 10 A.M. my husband did not return. My host Mr. Idris Ali arranged to send me to the Indian border. In June last the Pak troops came in jeeps raided demra area set fire to the houses, killed people by gun fire and took away women and girls of both communities. The people did no more reutrn. The Pak troops drew out blood from young men who were killed in the process. The Pak troops collected girls and kept them confined in a building in Demra. The Pak troops killed 7 persons and burnt houses in Sadarghat area.

Sd/- Dipali Rani Sarker
24-7-71

\ ১১ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

I was a permanent resident of P.O. & village Narsingdi, Dacca. After the bombing of Narsingdi on 28the March, 1971 from Air I crossed into Agartala in India and have been residing in the care of Gouranga Chandra Saha of Nazirpukurpar, Agartala. Entire Narsingdi Bazar have burnt in course of bombing on 28-3-71 and 29th Mrch, 1971 as a result at least 100 people were killed. Following these actions by the Pak Armed forces we moved 5 miles away but had to leave the place for fear of the anti-social elements who were engaged by the Pak troops to perpetrate all sorts of crimes. In course of time we reached Bazidpur from where we had to move again for the same reason. We reached Halajia where also the Pak troops came and killed 5 persons and looted the houses. We hided ourselves in the Jute filed. 35 girls were taken away by the Pakistani troops from

Bazidpur. Those unfortunate girls did no more return. The same story was to be witnessed almost everywhere.

I may mention that I was a student of Narsingdi College. I am 223 year old. These are for your information and action.

Sd/-
Swapan Kumar Saha
18-6-71

\ ১২ \

To
The Chairman,
Human Rights Commission
Geneva.

Sir,

My name is Kalimuddin Mia S/o. Salim Ali, age 35 Village Jinjira, Distt. Dacca.

Our house was on the other side of Buriganga near the river. On April 2, at night, all on a sudden Pakistan troops stared shelling our village from the city side of the river. Some of them crossed the river and by that time many of us stated fleeing. I had my old mother and my wife and children to look after. By the time the army arrived I could not manage to get everybody out. Six army men entered our house, shot to death without saying anything my children and my mother and took away my wife Amina Bibi. When they entered the house I was just outside packing up some belongings to take with us when we decided to leave. This all happened in 2/3 minutes. When I looked through the window I saw the army men were taking away my wife.

Sd/- Kalimuddin Mia
4-8-71

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকার
॥ ঢাকা বিভাগ ॥

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ	বাংলা একাডেমী দলিলপত্র	১৯৭২-৭৪

\ ১ \

শ্রীমতী বাসন্তী রাণী গুহঠাকুরতা
স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান গার্লস হাইস্কুল,
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-৪

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ সেই কালরাতে আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই রাত নয়টার সময় রেডিও খুলে বসে ছিলাম। ঢাকা রেডিও থেকে আমরা সে রাতে দুর্যোগের কোন পূর্বাভাস পাই নাই। ভয়েস অব আমেরিকা-এর সংবাদ শুনে আমার স্বামী ড. জ্যেতির্ময় গুহঠাকুরতা মেয়ে ‘মেঘনার’ ঘরে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম, এ, প্রিলিমিনারী এবং অনার্স পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখতে বসলেন। অকস্মাৎ জনতার দুপদাপ শব্দ শুনে আমার স্বামী এবং আমি দেওয়ালের বাইরে গিয়ে দেখলাম, জনতা রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় গাছ, পানির ট্যাঙ্ক ও ইট-পাটকেল দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করছে। আমার স্বামী বিপদ বুঝতে পেরে আমাদের ফ্ল্যাটের প্রবেশপথ তালাবদ্ধ করেন। আমার স্বামী রাস্তার দিকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে ভারাক্রান্ত মনে ‘‘বিপদ আরম্ভ হয়ে গেল’’ বলে আবার মেয়ের কক্ষে গিয়ে খাতা দেখতে বসে গেলেন। আমি আজেবাজে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত বারটার দিকে অদূরে বোমার আওয়াজ শুনে জেগে উঠে দেখলাম, ইকবাল হল এবং রোকেয়া হলের দিক থেকে বোমার আওয়াজ ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে অসংখ্য লাইট বোমা আকাশকে আলোকিত করে দিচ্ছে, আলোর ফুলকিতে দেখলাম বোমা ও গুলি বর্ষিত হচ্ছে। আমরা দু’জন গুলি ও বোমার কানফাটা আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে খাটের তলায় বেড কভার বিছিয়ে নিরাপদে শুয়ে থেকে বর্বর পাক সেনাদের বীভৎসতার তাণ্ডব শুনছিলাম। পাশের কামরা থেকে আমাদের ঝিকে ডাকতে গেলে সে আসে না-আমরা সবাই গুলির অবিরাম গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ফ্ল্যাটটি কাঁপছিল-চারিদিকে দেখলাম লাইট বোমের আলোর ঝলকানি। হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমার গায়ের লোম শিউরে উঠলো-আমি উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম-আমার ফ্ল্যাটের প্রবেশপথের সামনে পাক সেনা-ভারী অস্ত্রবাহী সশস্ত্র আর্মি ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে-অল্পক্ষণ পরেই এক পাঞ্জাবী মেজর আমার গেটের লোহার জিঞ্জির হাত দিয়ে সজোরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে আমার মেয়ে মেঘনা’র কক্ষের জানালার মসকুইটো নেট বেয়নেট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে মাথা ঢুকিয়ে আমাকে দেখে এক দৌড় দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। আমি আমার স্বামীকে বললাম, পাক সেনারা আমাদের ফ্ল্যাট ঘেরাও

করেছে-আমরা বিপদগ্রস্থ, বিপন্ন। আমার স্বামী আমার মেয়েকে অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন, পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের কামরার দরজায় বুটের লাথি মারছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার স্বামীকে বললাম, পাক সেনারা এসে গেছে, হয়তো তোমাকে গ্রেফতার করবে, তুমি তৈরি হয়ে নাও, বলে একটি পাঞ্জাবী তার হাতে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসে দেখলাম-রান্নাঘরের পাশে বারান্দার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার 'আয়াকে' কনুইয়ের আঘাতে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো ''প্রফেসার সাহাব হায়?'' আমি নিরুপায় হয়ে সত্য কথা বললাম, ''হায়''। পাঞ্জাবী মেজর আবার বললো, উনকো লে যায়েগা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাহা লে যায়েগা?'' আমার কথার কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বললো, ''লে যায়েগা''। আমার সাথে সাথে মেজর চলতে চলতে বলতে লাগলো, ''ফ্লাটমে আওর কই জোয়ান আদমী হায়?'' আমি বললাম-''নাহি, ত হামারা একহী লাড়কি হায়।'' একথা শুনে মেজর বললো, ''ঠিক হায়, লাড়কি কা ডার নাহি হায়''-আমার সাথে আমার স্বামী যে কামরায় ছিলেন সেই কামরায় প্রবেশ করে আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুঠাকুরতাকে বাম হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, ''আপ প্রফেসর সাহাব হায়?'' আমার স্বামী উত্তরে ইংরেজীতে বললেন, ''ইয়েস''। পাঞ্জাবী মেজর বললো, ''আপকো লে যায়েগা''। আমার স্বামী মোটা গলায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, ''হোয়াই'' মেজর তার প্রশ্নের কোন জওয়াব না দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গেল-তাদের আমি পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়ে তাদেরকে আর দেখতে না পেয়ে কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে দেখলাম সবকিছু বিকল অচল হয়ে আছে। আমি এ সময় সবই বুঝতে পারলাম-আমরা বিপদগ্রস্ত, বিপন্ন। ফিরে দেখলাম-উপর তলার সিড়ির শেষ মাথায় মিসেস মনিরুজ্জামানকে পাঞ্জাবী জোয়ানরা ''যাও, যাও, হাঁটো'' বলে তাড়া দিচ্ছে। ইতিপূর্বেই পাকসেনারা ড. মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, তার ভাগনে এবং প্রতেবশী যুকবকে টানাটানি করে ঠেলে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করছিল। মিসেস জামান সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে আমাকে বললেন, পাকসেনারা ওদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম নিয়ে যেতে দিন ওদেরকে বাধা দিয়ে লাভ নাই-ওরা আমাদের ভাষা বুঝে না-জোরাজুরি করলে মেরে ফেলতে পারে। এ কথা বলতে বলতে বাইরে আমি দুটি গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়ে বালিশ হাতে অদুরে দাঁড়ানো মেয়েকে ধরতে গিয়ে পরপর আটটি গুলির শব্দ শুনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম-সিঁরি নিচে চারজনের দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে-। গুলিবর্ষণ করার পরক্ষণেই পাকসেনারা সবাইকে কার্ফু জারীর কথা ঘোষণা করে, দ্রুত ট্রাকগুলি নিয়ে চলে গেল-। মিসেস মনিরুজ্জামান তেতলা থেকে পানি নিয়ে এসে গুলিবিদ্ধ সবাইকে খাওয়ালেন-তিনি দৌড়ে এসে বললেন ''দিদি আপনার সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন, আমার সাথে কথা বলছেন, তিনি বাঁচবেন। একথা শুনে আমি এবং আমার মেয়ে ''মেঘনা'' দৌড়ে আমার স্বামীর গুলিবিদ্ধ দেহের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলাম-আমার স্বামীর দেহ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছ। তিনি বলছিলেন, ''ওরা আমাকে গুলি করেছে, আমার শরীর প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে যাও।'' আমি কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম শুধু হায় হায় শব্দ করছিলাম। দোতলায় যে ফ্ল্যাটে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং অধ্যাপক আনিস সাহেব থাকতেন তাদের ব্লকের প্রবেশপথে অটোমেটিক তালা ঝুলতে থাকায় পাকসেনারা সেখানে প্রবেশ করে নাই। পাকসেনারা চলে যাওয়ার চলে যাওয়ার পরও ওরা কেউ আমাদের অসহায় চিৎকার শুনেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাই। আমরা কোন রকমে আমার স্বামীর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ ধরাধরি করে আমাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে বারান্দার খাটে এলিয়ে দিলাম-আমার স্বামী জ্ঞান হারান নাই তখনও। আমার মেয়ে ''মেঘনা'' মনিরুজ্জামান সাহেবের ভাগনের পানি পানি বলে অসহায় আর্তনাদ শুনে আমাকে নিয়ে তার মুখে শেষ পানি দিয়ে আসলো। পরক্ষণেই ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দূরে-অদূরে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলি বর্ষণ করছিল পাকসেনারা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাকসেনারা জগন্নাথ হলের পূর্বদিকে ছাত্রদের কেন্টিনে আগুন লাগিয়ে দেয়-মাঝে মাঝে পাকসেনাদের সামরিক ট্রাকগুলি টহল দিচ্ছিল। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার। পরের দিন ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ এবং ২৭ শে মার্চ সকাল

পর্যন্ত আমার স্বামীর ক্ষত বেয়ে রক্ত ঝরছিল-বাইরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারি নাই।

১৯৭১ সনের ২৭ শে মার্চ সকালে কতিপয় লোকের সাহায্যে আমার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করি। হাসপাতালে কোন লোকজন ও ডাক্তার ছিল না। দায়িত্বরত নার্সরা সাধ্যমত আমার স্বামীর সেবাযত্ন করেছে। ১৯৭১ সনের ৩০ শে মার্চ বিনা চিকিৎসায় আমার স্বামী মৃত্যবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি তার মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে আনার অনুমতি পাই নাই- তার পবিত্র মৃতদেহের সৎকার করতে পারি নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই পাকসেনারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে-আমি স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসার কোন উপায় না দেখে ডাক্তারদের উপদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ড. মালেকের বড় ভাই আব্দুল বারি সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাদের গাড়ীতে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী ড. এম এ, ওয়াহিদ সাহেবের ২০ নং ধানমণ্ডিস্থ বাসায় আশ্রয় লাভ করি। আমার স্বামীর লাশ চার দিন হাসপাতালে পড়েছিল-আমাদের ড্রাইভার ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডের বারান্দায় আমার স্বামী ড. জ্যোতির্ময় গুঠাকুরতার মৃতদেহ দেখে এসেছে।

স্বাক্ষর
বাসন্তী গুঠাকুরতা
২০-৫-৭৪

\২\

ডঃ মোহাম্মদ আজহার আলী
সহকারী অধ্যাপক
প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারের ১৪/এইচ ফ্লাটে সপরিবারে অবস্থান করছিলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকদের সাথে বসেছিলাম। রাত নয়টার সময় প্রতিদিনের মত স্বাভাবিকভাবে আমরা ক্লাব ছেড়ে যার যার ফ্লাটে চলে গিয়েছিলাম। খাও দাওয়া করে আমরা সবাই শুয়ে পড়েছিলাম। রাত আনুমানিক বারটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও স্টাফ কোয়ার্টারের চারিদিক থেকে অকস্মাৎ বৃষ্টির মত অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দ শুনে জেগে উঠি। চার তলার অপর পাশে ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের অফিস সেক্রেটারী মিঃ মনসুর আহমেদ সাহেব সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। আমি, আমার স্ত্রী, আমার আড়াই বছরের ছেলেটি এবং আমার ভাতিজা, কাজের ছেলে সবাই আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের বিভীষিকাময় শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বসেছিলাম। সারারাত আমরা গুলিবর্ষণের আওয়া শুনেছি। সারারাত আমরা দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছিলাম-১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল ছয়টায় গুলিবর্ষণের গতি কমে গিয়েছিল। কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম-সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের এলাকার প্রবেশ পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। পাঞ্জাবী সেনারা ১১ এবং ১২ নম্বর ফ্লাটে প্রবেশ করে এলাপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এসময় আমার ফ্লাটের নীচে অবস্থানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিকেল অফিসার ডাঃ মুর্তজা স্টেথোস্কোপ গলায় রেখে বাইরে পায়চারী করছিলেন। পাঞ্জাবী সেনারা ডাঃ মুর্তজা এবং অন্যান্য আরও তিনজনকে ১২ নং ফ্লাট থেকে লাশ তুলে বাহিরে নিয়ে রাখার নির্দেশ দান করে। ডাঃ মুর্তজাকে ও অন্যান্য লোকজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোকতাদির সাহেবের লাশ বের করতে দেখলাম। ইহার পর পাক সেনারা ১১ নং ফ্লাটে প্রবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবরেটরী স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেককে হত্যা করে। সাদেক সাহেবের লাশ পাক সেনারা ফেলে রেখে যায়। বিকাল চারটার সময় সাদেক সাহেবের পরিবার আমাদের ফ্লাটে চলে আসে। ২৬শে মার্চ সারাদিন সারারাত আমরা যার যার ফ্লাটে আটকা পড়েছিলাম। ২৭ শে মার্চ সকালে কার্ফু উঠিয়ে নিলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে সবাই নিরাপদ স্থানে যেতে থাকে। ১১ নং ফ্লাটের নীচ তলায় সাদেক সাহেবের লাশ পড়েছিল। বিভিন্ন ফ্লাট থেকে ফ্রিজের পানি এনে লাশের উপর দেওয়া হয়। সাদেক সাহেবের স্ত্রী, শ্যালক, ভাই, চার ছেলেমেয়ে লাশের চারদিকে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছিল। আমি আমার এবং সাদেক সাহেবের পরিবার অন্যত্র সরিয়ে রেখে ১১ নং ফ্লাটের দক্ষিণ পার্শ্বে সাদেক সাহেবের লাশ সমাহিত করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজহার আলী
৮-৬-৭৪

\ ৩ \

ইব্রাহিম ভূইয়া
লাইব্রেরীয়ান, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি গ্রামের বাড়ী যাওয়ার জন্য ঢাকা সদরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। সদর ঘাট টার্মিনালের প্রবেশ পথে পাঞ্জাবী সেনাদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার জন্য টার্মিনালে আসলেন। সঙ্গে তার নবপরিণিতা পুত্রবধূ এবং যুবতী মেয়ে ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের সবাইকে তল্লাশি করতে বললো ''ইয়ে দো আওরাত নাহি যায়েগী''। বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে কান্নাকাটি করে সামনে যাকে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, ''আপনারা আমার মেয়ে ও পুত্রবধুকে বাঁচান।'' কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই অসহায় যুবতী মেয়ে দু'জনকে রক্ষা করার জন্য কোন কথা বলতে পারি নাই, কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের সকলের চোখের সামনে পাঞ্জাবী সেনারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যুবতী মেয়ে দু'টিকে টেনে হিঁচড়িয়ে ওদের আর্মি ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে দু'টি এ সময় করুণ আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়েছিল। দু'ঘণ্টা পর আবার যুবতী মেয়ে দু'টিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম, মেয়ে দুটির চলার কোন শক্তি নাই, এলোমেলো চুল, অশ্রুভরা মুখমণ্ডল। আমরা লঞ্চে রওয়ানা হয়ে গেলাম। 'পাগলার' এম, এম ওয়েল পার্ক আর্মি ঘাঁটিতে আমাদের লঞ্চ আটকিয়ে তল্লাশী চালানো হয়-পাক সেনারা যাত্রীদের মুল্যবান মালমাল লুট করে নিয়ে যায়। লঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম-ওদের কামরার জানালার সম্মুখে চারটি বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে এলোমেলো চুলে করুণ ও অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানালা দিয়ে তাদের দেহের যুতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হলো তাদেরকে বিবস্ত্র করে রাখা হয়েছে। বুড়ীগঙ্গা নদীতে ১৫-২০ জন করে এক সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঙ্গালী যুবকদের বহু লাশ ভাসতে দেখলাম।

১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসের এক দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমি বাগড়া বাজারে গিয়েছিলাম বাজার করতে। বহু লোকের সমাগম ছিল। বাজারের দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদী। পূর্বের দিন সন্ধ্যায় পাক সেনাদের নোঙ্গর করা স্টিমারটি পদ্মার ঘাট ছেড়ে চলে যাচিছল-স্টিমারের চারিদিকে সশস্ত্র পাক সেনারা প্রহরায় মোতায়েন ছিল। অকস্মাৎ দেখলাম পাক সেনারা স্টিমার থেকে সজোরে টেনে একটি লাশ ফেলে দিচ্ছে-স্টিমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর আমরা নৌকা নিয়ে গিয়ে দেখলাম এক ক্ষত বিক্ষত যুবতীর বীভৎস উলঙ্গ লাশ। এছাড়া কাশবনের পাড়ে পড়ে আছে ফোলা বীভৎস লালের গালে ও দেহের অন্যান্য স্থানে ক্ষত চিহ্ন দেখলাম। তাঁর ডান দিকের স্থনের বোটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

স্বাক্ষর /-
ইব্রাহিম ভূইয়া
৮/৬/৭৪

শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক, বি, এ,
পিতা মৃত শ্রী বীর চন্দ্র বসাক
১৮, তাঁতী বাজার লেন, ঢাকা-১

আমি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে আমার ১৮, তাঁতীবাজারস্থিত বাসায় ছিলাম। রাত বারটায় উত্তর দিক থেকে অকস্মাৎ কামানের আকাশফাটা গর্জন শুনে আমি তেতলার ছাদের উপর দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসসমূহে আগুনের ফুলকি ও লক্ষ লক্ষ গুলির আগুনের ফুলকি আকাশ ভরে গেছে। অনবরত কামানের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে। উত্তর দিকে আকাশে দেখলাম, একটা ঘোলাটে বেলুনের মত আগুনের বিরাট পিণ্ড পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে উঠে পূর্বদিক দিয়ে গভর্নর হাউসের কাছে এসে নেমে পড়লো। এই সময় দেখলাম-চারিদিকে জনপদ, বস্তি এলাকায় আগুন আর আগুন জ্বলছে, বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে কামানের কানফাটা গর্জন ভেসে আসছে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম- গুলির আওয়াজ ক্রমে ক্রমে গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সদরঘাট খৃষ্টানদের গীর্জার সম্মুখে সামরিক গাড়ী ও ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর আওয়াজ শুনলাম। এসময় শতকণ্ঠের ‘‘মাগো, বাবাগো, বাঁচাও বাঁচাও,’’ আর্তনাদ শুনলাম। শাঁখারী বাজারের সকল হিন্দু জনতা যার যার ছাদে দাঁড়িয়ে এ বীভৎস কাণ্ড দেখছিল। কিছুক্ষণ পর সদরঘাট টার্মিনালে ভীষণ গুলিবর্ষনের শব্দ শুনলাম। রাত দু'টার সময় মাইকে ঘোষণা করা হলো- রাজধানী ঢাকায় ২৬শে মার্চ ভোর পর্যন্ত কার্ফু জারী করা হয়েছে, যার যার বাড়ীতে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীন বাংলার পতাকা আছে তা' অবিলম্বে নামিয়ে ফেলে সে স্থানে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। রাত দু'টার পর রাজধানীর পূর্বদিক থেকে আর একটি জ্বলন্ত বেলুনের মত ঝলমলে গ্লোব পূর্ব আকাশ থেকে উঠে আস্তে আস্তে সোজা পশ্চিমে ভেসে গিয়ে মিশে যেতে দেখলাম। ইহার পর আর একটি গুলির আওয়াজও কানে আসে নাই। চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ, শ্মশানের হাহাকার, আগুন আর আগুন জ্বলছে, জ্বলছে দেখলাম রাজধানী ঢাকার চারিদিকে জনপদ ও বস্তি এলাকা জ্বলছে।

২৭শে মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়ার পর শুনলাম শাঁখারী বাজারের কোর্টের প্রবেশ পথের একটি বাড়ীতে দশজন হিন্দুকে এই ঘরে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং ডঃ শৈলেন সেনকে গ্রেফতার করে জগন্নাথ কলেজের পাক সেনাদের ছাউনিতে আটক করা হয়েছে। ইংলিশ রোড দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোডের দুই পাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখান ও মেশিনপত্র ভস্ম হয়ে পাক সেনাদের বীভৎসতার স্বাক্ষর হয়ে পড়ে আছে- দুই পার্শ্বের বাণিজ্য এলাকার সকল দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে। রাস্তাঘাট শূন্য, কোথাও কোন মানুষ নেই আমি কাজী আলাউদ্দিন রোড হয়ে বাবুপুরা ফাঁড়িতে দেখলাম আটজন পুলিশী পোষাক পরা লাশ গুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে ফাঁড়ির বারান্দায় ও রাস্তায় বিকৃতভাবে পড়ে আচে। রেল লাইনের দুই পাশের বস্তি এলাকা ভস্ম ছাই হয়ে পড়ে আচে, দেখলাম চারদিক জনমানবশূন্য। আমি দ্রুত আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক জি, কে, নাথ, সংস্কৃতের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের খোঁজে জগন্নাথ হলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম জগন্নাথ হলের চারিদিকের দেওয়াল লক্ষ লক্ষ গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে আছে। হলের কাঁচের জানালাসমূহ ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। হলের পুকুর পাড় দিয়ে আমি অগ্রসর হওয়ার সময় দেখলাম হঠাৎ পুকুরের মধ্য হতে একজন মানুষের মাথা উপরের দিকে উঠার চেষ্টা করছে, ভীতসন্ত্রস্ত, দিশাহারা উন্মাদের মত হয়ে পানি থেকে মাথা তুলে ক্রন্দন ও বুকে চপেটাঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, ‘‘দাদা ওদিকে যাবেন না, ওরা আমাদের সব মেরে ফেলেছে।’’ আমি লোকটিকে উন্মাদ মনে করে তার কথায় কান দেই

নাই। আমি আরও অগ্রসর হয়ে হলের কেন্টিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি প্রাণিও নাই- নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। কেন্টিনের মধ্য দিয়ে হলের নর্থ হাউসে প্রবেশ করে সিঁড়ির নিকটে দেখলাম- একজন হিন্দু যুবকের লাশ পড়ে আছে- মাথার চুল আগুনে পোড়া, সারা দেহ গুলিতে ঝাঁঝড়া, আমি দোতলায় না উঠে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ে হলের শহীদ মিনারের সামনে এসে দেখলাম- শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। শহীদ মিনারের পিছনেই সদ্য মাটি তোলা একশত ফুট লম্বা এক বিরাট গর্ত দেখলাম- গর্তটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মাটি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। গর্তের উপর মাটি ভেদ করে কারো কারো হাতের পাঞ্জা, পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। আমি আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে হলের শেষ মাথায় লোহার গেটে পৌছলে পিছন থেকে একটি দিশাহারা কর্কশ নারীকণ্ঠ চিৎকার করে বললেন, ‘‘আপ কাহাপর যাতে?’’ আমি সেই কণ্ঠের দিকে নজর না দিয়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর মিঃ জি, কে, নাথ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, এবং পরেশ মণ্ডলের কোয়ার্টারের প্রবেশপথে গিয়ে দেখলাম- কোয়ার্টারের দরজা জানালা সব খোলা, জনমানবশূন্য, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখলাম- দোতালা থেকে পচা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, সিঁড়ির উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রক্তের চিহ্ন জমাট হয়ে আছে। আমি এ পচা-দুর্গন্ধ ও জমাট রক্ত দেখে আর উপরে উঠতে পারি নাই। বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়ে এখানেই আমি প্রথম ভয় পেলাম এবং ভড়কে গেলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। আমার উপর উঠতে সাহস হল না আমি নিচে নেমে আসলাম এবং ভীত সন্ত্রস্তভাবে যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ধরে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথে জগন্নাথ হলের একজন চাপরাশীর সাক্ষাৎ পেলাম। সে বললো আমাদের হলের প্রভোষ্ট ডঃ জোতির্ময় গুহঠাকুরতা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের দোতলায় ৯নং কক্ষে আছেন, তিনি জীবিত আছেন। আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করুন। আমি হাসপাতালের দোতলার ৯নং কামরায় প্রবেশ করতেই হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত হলের একজন যুবক ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকলেন দাদা আমি কি বেঁচে আছি? দেখেন আমাকে ওরা গুলি করেছে। ঐ যে দেখুন জোতির্ময় বাবু- তাকেও পশুরা গুলি করেছে। আমি তাকে উন্মাদের মত মনে করলাম, তার অসংলগ্ন কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম সে প্রকৃতিস্থ নয়। আমি আরও অগ্রসর হয়ে দেখলাম জোতির্ময় বাবু শুয়ে আছেন জ্ঞানহারা, মাঝে মাঝে দীর্ঘ চাপা নিশ্বাস ফেলছেন এবং মাঝে মাঝে তিনি চক্ষু খুলে বন্ধ করে ফেলছেন। আমি অনেকক্ষণ তার শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে তার করুণ অবস্থা দেখলাম। তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘‘কে’’? আমি বললাম ‘‘আমি বসাক, আমি পূর্ণ বাবু’’। তিনি উত্তরে বললেন ‘‘ও’’। একটুপরেই বিড় বিড় করে বললে, ‘‘ডঃ গবিন্দবাবু, ডঃ গোবিন্দ বাবু ইজ প্রসিডিং ওয়েল।’’ একথা বলেই তিনি জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন, সংগা হারিয়ে ফেললেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার এই অন্তিম দৃশ্য দেখছিলাম। একটু পরেই বারান্দা হতে তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী ক্রন্দনরতা অবস্থায় কাতরকণ্ঠে বললেন, ‘‘দাদা, আপনি এসেছেন, আমাকে একটু সাহায্য করুন। কাল থেকে এ হাসপাতলে কিছুই নাই, আমাকে একটি এক্সরে প্লেট যোগাড় করে দিন।’’ আমি উত্তরে বললাম ‘‘দাস কোম্পানীর দোকান খোলা পেলে এখনি এনে দিচ্ছি’’- বলে তাকে প্রবোধ দিলাম। আমি তাকে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সমস্ত ঘটনা বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম গুলি কোথায় কোথায় লেগেছে? উত্তরে বললে, ঘাড়ে একটি গুলবিদ্ধ হয়ে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। পেটে নাভির কাছে ব্যথার যন্ত্রণার কথা বলেছেন। বোধয় পেটের ভিতরও গুলি লেগেছে। আমি তাকে সন্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম। প্রবেশ পথে আসলে হলের সেই আহত গুলিবিদ্ধ ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম ‘‘তুমি কি করে বাঁচলে?’’ সে বলতে লাগলো, খান সেনারা ভারী অস্ত্র দিয়ে রাত বারটার দিকে আমাদের হলের গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কামরা ও কক্ষে ব্যাপক তল্লাশী চালায়- হল বন্ধ থাকলেও কতিপয় অনার্স পরীক্ষার্থী ও এম, এ, পরীক্ষার্তী প্রতিভাবান বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র হলে অবস্থান করছিল। প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করে যাকে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছে, আমি সে সময় হলের বাথরুমে পালিয়েছিলাম। তারা আমাকে বাথরুমেই ধরে ফেলে, আমাকে ওরা ধরে বললো, ‘‘তোমকো কুচ নেহি বলেগা,’’ এবং দোতারা থেকে আরও তিনজন ছাত্রকে নামিয়ে নিয়ে এসে আবার বললো, ‘‘ইয়ে দেখ তোমলোগ কো কুচ

নাহি করেগা। উপর যেতনা লাশ হায়, নীচে লে আও।'' আমরা চারজন তাদের নির্দেশ মত উপর থেকে সদস্য গুলিবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত শহীদদের লাশ নীচে নিয়ে আসলাম। বীর শহীদদের সব লাশ আমরা শহীদ মিনারের গর্তের সামনে নিয়ে এসে দেখলাম - পাক সেনারা সশস্ত্রভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। লাশগুলি ওরা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিল। হত্যাযজ্ঞ শেষে আরেকদল সৈন্য উপরে গিয়ে আবার তল্লাশি চালিয়ে ফিরে আসলো-আমাদের চারজনকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল- আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম লাইন করে, এরপর আমাদের উপর ওরা গলিবর্ষণ করতে লাগলো। আমাদের উপর গুলির শব্দ হওয়া মাত্র আমি মৃত ভান করে পড়ে গেলাম। বীর শহীদদের এই লাশের মধ্যে পড়ে থেকে দেখলাম- পাক সৈন্যরা আর্মি ট্রাক নিয়ে সদলবলে চলে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখে যখন নিশ্চিন্ত হলাম তারা আর নাই- তখন সেই লাশের মধ্য হতে উঠে এক দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে এসেছি।

আমি বাড়ীতে এসে দেখলাম শাঁখারী বাজারে থমথমে ভাব- শাঁখারী বাজারের হিন্দু অধিবাসীগণ মনে করেছিল আর কোন হত্যাকাণ্ড হবে না। পাক পশুরা সাধারণ নাগরিকদের উপর পাইকারীভাবে হাত্যাকাণ্ড চালাবে না। আমরা আমাদের এলাকায় ২৭শে ও ২৮শে মার্চ দিনের বেলায় রাস্তায় কোন পাক সেনা দেখি নাই। কিন্তু কার্ফু আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে পাক সেনারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা কয়েকদিন ছাদের উপর বসে থেকে ঢাকার চারদিকে শুধু গুলিবর্ষণের শব্দ শুনেছি এবং অগ্নিসংযোগ দেখেছি। চারদিকে শুধু আগুনের লেলিহান শিখা এবং গুলিবর্ষনের শব্দ শুনেছি। ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিহারী জনতা হিন্দু মহল্লা হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র আমরা তাঁতীবাজার থেকে সকল হিন্দু পরিবার দলে দলে একযোগে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পল্লী এলাকায় চলে যাই। আমরা কেউ কারও সাথে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারি নাই- সবাই শূন্য হাতে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি। কিশোর , শিশু, যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, সবাই শূন্য হাতে পালিয়েছে। নদীর অপর পার থেকে আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, ঢাকার জিন্দাবাহার মালিটোলা, বাবুবাজার এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ আরম্ভ হয়েছে। মূল্যবান জিনিসপত্র, সোনাদানা, তামা-কাঁসা, পিতল, কাপড়-চোপড়, খান, চকি, দরজা, জানালা সব কিছু তারা লুট করে নিয়ে গেছে। লুট হওয়ার পরক্ষণেই সশস্ত্র বিহারীরা একযোগে এস শাঁকারীবাজার, তাঁতীবাজার, সুতারনগর, গোপালনগরের সমস্ত হিন্দু বাড়ী দখল করে বসেছে। আমরা নয় মাস নদীর অপর পাড়ে বাঘৈর গ্রামে নিদারুণ দুরাবস্থায় অর্ধাহার অনাহারে কাটিয়েছি।

স্বাক্ষর/-
শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক
২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৮

\ ৫ \

আবদুল কুদ্দুস মিয়া
রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
বি, আর পি, হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ, ঢাকা

১৯৭১ সনের ১৫ই মে থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশের জমায়েত করা হয়। পাঞ্জবী পুলিশ লাইনে এসেই আমাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়; কথায় কথায় পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা আমাদের বুটের লাথি ও বন্দুকের বাট দিয়ে পিটাতে থাকে, চোখ রাঙ্গিয়ে বলতে থাকে ‘শুয়ারকা বাচ্চা, হিন্দুকা লাড়কা, বেইমান শালা লোগ, হামলোগ আদমী নাহি মাংতা, জামিন মাংতা’’। আমাদেরকে হেডকোয়ার্টারের সকল কক্ষ থেকে কুকুর বিড়ালের মতো তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশদের জায়গা দেওয়া হয়, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, কাপড় আসবাবপত্র সব বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আমরা অসহায়ের মত আমাদের আসবাব পত্র তুলে নিয়ে আসতাবলের সামনে, ব্যারাকের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করি। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ রাজারবাগ আসার পরই বাঙ্গালীদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। প্রতিদিন ‘‘ইয়ে শালা লোগ মুক্তি হায়’’ বলে বহু নিরীহ বাঙ্গালী যুবককে চোখ বেঁধে মিলিটারী ট্রাক ও জীপ থেকে আমাদের চোখের সামনে নামিয়ে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের উপর তলায় নিয়ে রাখা হয়। সারাদিন এভাবে চোখ বেঁধে বাঙ্গালী যুবকদের রাজারবাগ এনে জমায়েত করা হয় এবং সন্ধ্যার পর এ সব অসংখ্য বাঙ্গালী যুবককে মিলিটারী ট্রাকে করে ঢাকা সেনা নিবাসে নিয়ে হত্যা করা হয়। হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় বহু যুবতী মেয়েকে উলঙ্গ করে রাখা হয়-পাঞ্জাবী সেনা ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এসব ধরে আনা বালিকা ও মহিলাদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালায়। লাইনে পুলিশের কলরবের জন্য আমারা অত্যাচারিত মেয়েদের ক্রন্দন রোল শুনতে পেতাম না- লাইনের দূরে গিয়ে দাঁড়ালেই ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদ ও আহজারি শুনতে পেতাম-রাতে ধর্ষিতা মেয়েদের বুকফাটা চিৎকারে আমরা কোয়ার্টারে ঘুমাতে পারতামনা- সারারাত পরিবার পরিজন নিয়ে জেগে থাকতাম। হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতা মেয়েদের আর্তনাদে আমরা বাঙ্গালী মেয়েদের দুর্দশা দেখে দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ঐ সকল অসহায় মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই, কারণ ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য, ওদের অত্যাচারের সহানুভূতি ও দরদ দেখানোর কোন সুযোগ আমাদের ছিল না। হেডকোয়ার্টারের তেতলা ও চারতলায় যেখানে বাঙ্গালী মেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্ষণ করা হতো সেখানে সব সময় পাঞ্জাবী সৈন্যরা প্রহরায় মোতায়েন থাকতো। সেখানে আমাদের প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। মিঃ বোস্তান খাঁ নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এ সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ছিলেন। এই ভদ্রলোক আমাদের লাইনের দায়িত্বভার গ্রহন করার পর আমাদের উপর সর্বদিক দিয়ে অত্যাচার ও দমন নীতি আরম্ভ হয়ে যায়। পুলিশ লাইনে কখন আমাদের উপর মৃত্যুর করাল গ্রাস নেমে আসে, আমরা এ ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতাম। ১৯৭১ সনের ৪ঠা এপ্রিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে তৎকালীন ষ্টোর-ইন-চার্জ পুলিশ সার্জেন্ট মিঃ মুর্তজা হোসেন এবং সুবেদার আবুল হোসেন খান এবং সুবেদার মোস্তফাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাঞ্জাবী সেনারা এই তিনজন বাঙ্গালী পুলিশকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়-পঞ্জাবী সেনারা এই তিনজন বাঙ্গালী পুলিশকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার চালায়-পাঞ্জাবী সেনারা লাইন হয়ে ওদেরকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে ফুটবলের মত বুট দিয়ে লাথি মেরে খেলতে থাকে। ওদের তিন জনের দেহ লাঠি, বেত, বুট ও বেয়নেট দিয়ে গরুর মত পিটিয়ে চুরমার করে দেওয়া হয়, সারা দেহ চাক চাক করে কেটে দেওয়া হয়। ওদের দেহ রক্তাক্ত হয়ে একেবারে অবশ ও অচল হয়ে গেলে তাদের তিনজনকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওদের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে যাকে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ

দেওয়া হয়েছিল, সেই পাঠান তাদেরকে ছেড়ে দেন। পদস্থ পাঞ্জাবী অফিসারদের তাদের হত্যা করার জন্য তিনটি ফাকা গুলির শব্দ শুনিয়ে দেয় এবং বন্দীদের বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকার জন্য বলা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি উপরোক্ত তিন সহকর্মীর নিটক উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে পেরেছি।

১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে ঢাকা রাজধানীতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের মুখে আমরা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বেসামাল অবস্থায় দেখতে পাই। বাংলাদেশ মুক্ত হলে মিত্রবাহিনী ও মুক্তি বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও পাঞ্জাবী সেনাদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
আবদুল কুদ্দুস
২৬-৩-৭৪
রিজার্ভ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ,
বি, আর, পি,
রাজারবাগ, ঢাকা।

\ ৬ \

সুবেদার খলিলুর রহমান
আর্মস এস আই, বি, আর পি,
রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল দশটায় আমরা মিল ব্যারাক পুলিম লাইনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রিয় পুলিশ সুপার মিঃ ই, এ, চৌধুরী, পুলিশ কমাণ্ডেন্ট মিঃ হাবিবুর রহমান, ডি, এস, পি, লোদী সাহেব, রেঞ্জ রিজার্ভ ইন্সপেক্টর মিঃ সৈয়দ বজলুল হক, ডি, এস, পি, আব্দুস সালাম, রিজাভ ইন্সপেক্টর মিঃ মতিয়ুর রহমান সবাইকে উপস্থিত দেখলাম। মিঃ ই, এ, চৌধুরী সাহেব ক্ষুধার্ত, আহত, ক্ষতবিক্ষত সিপাহীদের দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লাইনে মুহূর্তে কান্নার রোল পড়ে গেল। তিনি লাইনের মধ্যে প্রবেশ করে প্রতিটি সিপাহীর আহত, ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখলেন, তার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। তিনি অবিলম্বে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কোন অসুবিধা নাই, তোমরা নীরবে তোমাদের কাজ করে যাও।'' আমি তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।

আমার সাথে আমার আরও তিনজন সুবেদার, সুবেদার সফিকুর রহমানের সহকর্মীর সাথে আটজন হাবিলদার- মোঃ ফজলুল হক, আঃ ওয়াদুদ, আব্দুল কুদ্দুস ও অন্যান্য বিশজন পুলিশ কনেষ্টবল দিয়ে ঢাকা কোতোয়ালী থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা থানায় প্রবেশ করে দেওয়ালে, মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেলাম, দেখলাম থানার দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে, বুড়ীঙ্গার পাড়ে অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ পেলাম, আমাদের পি, এর, এফ, এর কনেষ্টবল আবু তাহেরের (নং ৭৯৮) পোশাকপরা লাশ ভাসছে, আরও বহু সিপাহীর ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখতে পেলাম। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল, আমি দিশাহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার প্রিয় সিপাহী তাহেরের লাশ ধরতে গেলে পিছন থেকে এক পাঞ্জাবী সেনা গর্জ্জন করে কর্কশ ভাবে বলতে থাকে ''শূয়র কা বাচ্চা, তোমকো ভি পাকড়াতা হায়, কুত্তাকা বাচ্চা, তোম কো ভি সাত মে 'গুলি করেগা'' আমি আর্ম সাব ইন্সপেক্টর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ পাক সেনা আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করলো। দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় আমি যেন অবশ হয়ে পড়লাম। প্রতিবাদ করতে চাইলাম সর্বশক্তি দিয়ে কিন্তু পারলামনা। প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। তাই ওদের অসহ্য আপত্তিকর কার্যকলাপের প্রতিবাদ করি নাই, সবকিছু নীরবে সহ্য করেছি ওদের যথেচ্ছ কার্যকলাপের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছি।

কোতোয়ালী থানার বরাবর সোজাসুজি গিয়ে বুড়ীগঙ্গার লঞ্চঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বুড়ীগঙ্গার পাড়ে লাশ, বিকৃত, ক্ষত-বিক্ষত, অসংখ্য মানুষের লাশ ভাসছে পুলিশের পোশাকপরা বীভৎস লাশ। দেখলাম বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ, বৃদ্ধা-যুবা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর অসংখ্য লাশ। যতদূর আমার দৃষ্টি যায় দেখলাম বাদামতীল ঘাট থেকে শ্যামবাজার ঘাট পর্যন্ত নদীর পাড়ে অসংখ্য মানুষের বীভৎস পচা ও বিকৃত লাশ, অনেক উলঙ্গ যুবতীর লাশ দেখলাম, এই পূত-পবিত্র বীরাঙ্গনাদের ক্ষত বিক্ষত যোনিপথ দেখে মনে হলো, পাঞ্জবী সেনারা কুকুরের মত ওদের পবিত্র দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করে গুলিতে ঝাঁঝড়া করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। অনেক শিশুর ও ছোট ছোট বালক-বালিকাদের থেঁতলে যাওয়া লাশ দেখলাম। ওদেরকে পা ধরে মাটিতে আছড়িয়ে মারা হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুভরা চোখে আমি লাশ দেখলাম- লাশ আর লাশ-অসংখ্যা নিরীহ বাঙ্গালীর লাশ- প্রতিটি লাশে বেয়নেট ও বেটনের আঘাত দেখলাম, দেখলাম কারও মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আছে, পাকস্থলি সমেত হৃৎপিণ্ড বের করা হয়েছে, পায়ের গিট হাতের কজা ভাঙ্গা, ঝুলছে পানিতে। সদরঘাট টার্মিনালের শেডের মধ্যে প্রবেশ করে শুধু রক্ত আর রক্ত দেখলাম- দেখলাম

মানুষের তাজা রক্ত এই বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়ে। এই টার্মিনাল শেড ছিল ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ওদের জল্লাদখানা। ওরা বহু মানুষকে ধরে এনে ঐ টার্মিনালে জবাইকরে বেটন ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে টেনে হেঁচড়ে পানিতে ফেলে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষকে এভাবে নদীতে ফেলে দেওয়ার পরিষ্কার ছাপ দেখতে পেলাম সেই রক্তের স্রোতের মধ্যে। শেডের বাইরের প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলাম অসংখ্য কাক ও শকুন মানুষের সেই রক্তের লোভে ভীড় করেছে। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বের হয়ে পূর্বদিকে পাক সেনাদের সদর আউট পোষ্টের দিকে দেখলাম নদীর পাড়ের সমস্ত বাড়িঘর ভস্ম হয়ে ওদের নৃশংসতা ও ভীবৎসতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম রাস্তার পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির কয়েকটি ময়লা পরিষ্কার করার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, সুইপাররা হাত পা ধরে টেনে হেঁচড়ে ট্রাকে লাশ উঠাচ্ছে, প্রতিটি ঘর থেকে আমাদের চোখের সামনে বহু নারী-পুরষ, বালক-বালিক, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার লাশ সুইপাররা টেনে টেনে ট্রাকে উঠাচ্ছিল। পাঞ্জাবী সেনারা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত নির্মমভাবে প্রহরা দিচ্ছিল। ভয়ে সন্ত্রাসে আমি আর এগুতে পারলাম না। পূর্বদিকে রাস্তা দিয়ে আমি সদরঘাটের কাপড়ের বাজারের নীরব নিথর রাস্তা ধরে সদরঘাট বেপটিষ্ট মিশনের চৌরাস্তার সম্মুখ দিয়ে নওয়াবপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের কারো শরীরে পুলিশের পোশাক ছিল না- আমি এবং আমার সাথে আরও দু'জন সিপাহী সাধারণ পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করছিলাম। কাপড়রের বাজারের চারদিকে রূপমহল সিনেমা হলের সম্মুখে সর্বত্র বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষের ইতস্ততঃ ছড়ানো বীভৎস লাশ দেখলাম, বহু যুবতি মেয়ের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখলাম।

খৃষ্টান মিশনারী অফিসের সম্মুখে, সদরঘাট বাস ষ্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল জগন্নাথ কলেজ, পগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন ষ্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের সর্বত্র, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে এবং ভিতরে আদালত প্রাঙ্গণে বহু মানুষের মৃতদেহ দেখলাম। রাস্তায় রাস্তায় দেখলাম পুলিশের পোশাক পরা বহু মৃতদেহ, রায় সাহেব বাজার ব্রিজ পার হয়ে নওয়াবপুর রোডে পা দিয়েই দেখলাম বিহারীদের উল্লাশ ও উন্মত্ত লাফালাফি, ওরা পশুর মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অসংখ্য বাঙ্গালীর লাশ পাড়িয়ে জয়ধ্বনি করে মিছিল করে নওয়াবপুরের রাস্তায় বের হয়ে পড়ছিল। পাঞ্জাবী সেনা কতৃক নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যার খুশীতে দেখলাম বিহারীরা রাস্তায় পড়ে থাকা নিরীহ বাঙ্গালীদের লাশের উপর লাথি মারছে, কেউ প্রস্রাব করে দিচ্ছে, হাসতে হাসতে, রাস্তায় রাস্তায় বিহারী এলাকায় দেখলাম সরু বাঁশের মাথায় বাঙ্গালী বালক ও শিশুর লাশ বিদ্ধ করে খাড়া করে রাখ হয়েছে। দেখলাম উন্মত্ত বিহারী জনতা রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলিকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুচি কুচি করে কেটে আনন্দ করছে, উশৃঙ্খল বিহারী ছেলেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে উল্লাশ করছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে সর্বত্র আগুন আর আগুন দেখলাম। বিহারী জনতা রাস্তার পার্শ্বের প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে আগুন লগিয়ে দিয়েছিল, জ্বলছিল বাঙ্গালীদের ঘর বাড়ি, আসবাবপত্র পন্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ মূল্যবান জিনিসপত্র। ঠাটারী বাজারের ট্রাফিক ক্রসিংয়ে এস দেখলাম একটি যুবক ছেলের বীভৎস লাশের উপর পেট চিড়ে বাঁশের লাঠি খাড় করে, লাঠি মাথায় স্বাধীন বাংলার একটি মলিন পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। লাশের উপর জয় বাংলার পতাকা ঝুলিয়ে রেখে বিহারী জনতা চারদিকে দাঁড়িয়ে থেকে হাসছে, উল্লাস করছে। দেখলাম লাশের গুহ্যদ্বার দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। বিজয় নগরের রাস্তা ধরে আমি শান্তিবাগে আমার কোয়ার্টারের আসছিলাম- দেখলাম তখনও রাস্তার চারিপার্শ্বের ঘরবাড়ি জ্বলছে।

আমি কোতোয়ালী থানায় দায়িত্ব পালন করতাম, ৩০শে মার্চ কোতোয়ালী থানর মধ্যে আমরা কামরায় কামরায় প্রবেশ করে দেওয়ালের সর্বত্র চাপ চাপ রক্ত দেখলাম, দেখলাম থানার পায়খান, প্রশ্রাবখানা ও অন্যান্য দেওয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের পর কোতোয়ালী থানার কোন বাঙ্গালী পুলিশকে বাইরে কোন টহলে পাঠানো হতো না, থানায় বসিয়ে রাখা হতো। এক পাঞ্জাবী মেজর আমাদেরকে তদারক করে যেতেন মাঝে মাঝে এসে। ৫ই এপ্রিল আমাদের সবাইকে কোতোয়ালী থানা থেকে রাজারবাগ

পুলিশ লাইনে আনা হয়। পুলিশ লাইনে এসে আমাদের ব্যারাক কেন্টিন, আসবাবপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ সবকিছুর ভস্ম ছাই দেখলাম। তিন নম্বর ব্যারাকে প্রবেশ করে আমার দু'জন প্রিয় সিপাহীর অগ্নিদগ্ধ লাশ দেখলাম-লাশের পায়ে শুধুমাত্র বুট ছিল, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সারা দেহ জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রিয় সিপাহী জাহাঙ্গীর ও আবদুস সালামের বীভৎস লাশ দেখে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। লাশের দিকে মাথ নত করে আমার দু'জন বীর সিপাহীকে সালাম জানালাম, অশ্রুসিক্ত নয়নে। পুলিশ লাইনের উত্তর পূর্বদিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে শহীদ সিপাহীদের যথার্থ মর্যাদার সাথে সমাহিত করলাম।

পুলিশ লাইন থেকে পাঞ্জাবীরা চলে গেলেও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চরম ভয় ভীতি, সন্ত্রাস ও হতাশা বিরাজ করছিল। আমরা সব সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত থাকতাম। ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বিশেষ পুলিশ ফোর্সের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ছিলেন এ সময় বোস্তান খাঁ নামে এক চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষী পাঠান ভদ্রলোক। এ ভদ্রলোক পুলিশ লাইনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি ৬ই এপ্রিল লাইনে বসেই বাঙ্গালী পুলিশের সাথে কুকুরের মত যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করে দেন। লাইনে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যবান, শক্তি সমর্থ কনষ্টেবলদের ধরে, হাড়ের গিরায় গিরায় বেদম ভাবে পিটুনি দেন। খুঁজে খুঁজে তার পছন্দ ও ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা তাকেই ধরে মুক্তিবাহিনী বলে ঢাকা সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা আর কোনদিন লাইনে ফিরে আসেনাই। সাথে সাথে ঢাকা সেনানিবাস থেকে মিলিটারী ট্রাকে করে পাঞ্জাবী সেনারা হঠাৎ পুলিশ লাইনে উপস্থিত হয়ে বাঙ্গালী পুলিশদের তদারক আরম্ভ করে দিত। পাইকারীভাবে নাম ও নাম্বার জিজ্ঞাসা করতে করতে অকস্মাৎ অনেককে "তোম মালা মুক্তি বাহিনী হায়, চলো" বলে গরুর মত বুটের লাথি মারতে মারতে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আমি তখন পি, আর, এফ-এর ফোর্স সুবেদার ছিলাম। মিলিটারী ট্রাক লাইনে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমি যে কোন অজুহাতে লাইনের বাইরে চলে যেতাম। পঞ্জাবী সেনারা লাইনে প্রবেশ করলে লাইনের সর্বত্র যেন সবার মুখে মৃত্যুর কালোছায়া নেমে আসতো। বাঙ্গালী পুলিশ যার যার মত ব্যারাকে প্রবেশ করে ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করতো। কারণ ওদের দৃষ্টিতে পড়ে গেলেই ওরা যে কোন অজুহাতে বাঙ্গালী পুলিশদের বিপন্ন করতো, বিপদগ্রস্ত করে তুলতো।

১৯৭১ সনের মে মাসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী পুলিশ এসে গেলে পাঠান রিজার্ভ ইন্সপেক্টর কুকুরের মত অট্টহাসীতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে "যাও শালা লোক শোয়ার কা বাচ্চা হামারা ব্যারাক ছোড়ো, হামারা আদমী আগিয়া, শালা লোগ, ভাগো"। একথা বলার সাথে সাথে বিহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান পুলিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানী পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাপত্র সবকিছু ব্যারাকের বাইরে ফেলে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে ধরে বের করে দেয়। আমরা বাঙ্গালী পুলিশরা অসহায় এতিমের মত আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ কুড়িয়ে নিয়ে লাইনের আস্তাবলে বারান্দায় গাছের নিচে উন্মুক্ত প্রঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যোগদান করার পর আমরা দেখেছি পাঞ্জাবী সেনারা মিলিটারী ট্রাকে ও জীপে করে প্রতিদিন স্কুলে, কলেজে, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের, ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বালিকা, যুবতী মেয়ে ও সুন্দরী রমণীদের ধরে আনতে থাকে। অধিকাংশ বালিকা, যুবতী মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখেছি। প্রতিটি মেয়ের মুখমণ্ডল বিষন্ন, বিমর্ষ ও বিষময় দেখেছি। মিলিটারী জীপে ও ট্রাকে যখন এভাবে যুবতী মেয়েদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আনা হতো তখন পুলিশ লাইনে হৈচৈ পড়ে যেত, পাঞ্জাবী, বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ জীভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সম্মুখে এসে মেয়েদের টেনে হেচড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেহের পোশাক পরিচ্ছদ কাপড় চোপড় খুলে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করে আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে ফেলে কুকুরের মত ধর্ষণ করতো। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চল থেকে ধরে এ সকল যুবতী মেয়েদের সারাদিন নির্বিচারে ধর্ষণ করার পর বৈকালে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং এর উপর তাদেরকে উলঙ্গ করে চুলের সাথে লম্বা লোহার রডের সাথে বেঁধে রাখা হতো। রাতের বেলায় এসব নিরীহ বাঙ্গালী নারীদের উপর অবিরাম ধর্ষণ চালানো হতো। আমরা গভীর রাতে

আমাদের কোয়ার্টারে বসে মেয়েদের আর্ত চিৎকার শুনে অকস্মাৎ সবাই ঘুম থেকে ছেলেমেয়ে সহ জেগে উঠতাম। সেই ভয়াল ও ভয়ঙ্কর চিৎকারে কান্নার রোল ভেসে আসতো ‘‘বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাও, পানি দাও, এক ফোটা পানি দাও, পানি, পানি।’’

মিলিটারী ট্রাক ও ভ্যানে প্রতিদিন পাঞ্জাবী সেনারা রাজধানীর বিভিন্ন জনপদ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে নিরীহ বাঙ্গালী যুবক ছেলেদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে অফিসের কক্ষে কক্ষেজমায়েত করে অকথ্য অত্যাচার চালাতো। হেড কোয়ার্টার অফিসের উপর তালায় আমাদের প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলায় পুলিশ লাইনে প্যারেডের আওয়াজের জন্য উপরতলা থেকে নির্যাতিত বন্দীদের কোন আর্তনাদ আমরা শুনতে পেতাম না। সন্ধ্যার পর আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কোয়ার্টার থেকে তাদের আর্তনাদ শুনতে পেতাম। সন্ধ্যার পর পাক সেনারা বিভিন্ন প্রকারের বন্দীদের উপর অত্যাচার চারিয়ে যেত। আর লোহার রডের উপর ঝুলন্ত বালিকা, যুবতী নারী ও রূপসী রমণীদের উপর চলতো অবিরাম ধর্ষণ, নির্মম অত্যাচার। বন্দীদের হাহাকারে আমরা অনেক সময় একবারে দিশাহারা হয়ে পড়তাম, অনেক সময় প্রতিবাদ করতে চাইতাম। কিন্তু ওদের শক্তির মোকাবিলায় আমাদের কিছুই করার ছিল না, আমরা কিছুই করি নাই, করতে পারি নাই। এভাবে প্রতিদিন ‘মুক্তি হায়’ বলে যে সব নিরীহ বাঙ্গালী ছেলেদের চোখ বেঁধে পুলিশ লাইনে এনে হেড কোয়ার্টার অফিসে জমায়েত করা হত রাতের শেষে পরের দিন সকালে আর এ সকল বন্দীদের দেখা যেত না এবং সে স্থানে নতুন বন্দীদের এনে রাখা হতো।

স্বাক্ষর/-
খলিলুর রহমান
২-৬-১৯৭৪

\ ৭ \

মতিউর রহমান
সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ আমি সারাদিন থানা সংলগ্ন পুলিশের সি, আই, অফিসের কাজ করছিলাম। রাত দশটা পনের মিনিট। আমার টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটি বেজে উঠল। কমলাপুর পুলিশের জি, আর, পি, থেকে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু টেলিফোনে আমাকে জানালো যে, ঢাকা সেনানিবাস থেকে ভারী অস্ত্র ও কামান সেট করা সত্তরটি আর্মি ট্রাক ভর্তি সশস্ত্র পাক হানাদার এয়াপোর্ট রোড ধরে ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে। রাত প্রায় এগারোটার সময় পাক হানাদাররা আমাদের থানার উপর আক্রমণ করে। ওরা এসেই ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বৃষ্টির মত আমাদের থানায় গুলি বর্ষণ করতে থাকে। থানার সামনে নিয়োজিত আমাদের সশস্ত্র প্রহরী ও কতিপয় পুলিশ অফিসার পশুদের অবিরাম গুলিবর্ষণে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে নাই। পাক সেনারা থানায় ঢুকেই তাদের সবাইকে বন্দী করে। এরপর বহু পাক সেনা আমাদের দিকে গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা গুলিবর্ষণ শুরু করি এবং প্রাণপণে পশুদের প্রতিরোধ করতে থাকি। এভাবে আমরা সারারাত শত্রুসেনাদের প্রতিরোধ করতে থাকি। সকালে সাড়ে পাঁচটায় ওরা থানার কলোনী সশস্ত্রভাবে ঘেরাও করে ব্যাপক তল্লাশী আরম্ভ করে এবং আমাদের সবাইকে বন্দী করে। আমরা থানায় পুলিশের সাধারণ সিপাহী, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারসহ মোট ৪৫ জন ওদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। আমাদের সাথে বাইরের আরও ৫০ জন পুলিশ বন্দীকে রাখা হয়েছিল। আমাদের সবাইকে থানার সম্মুখে পশ্চিম দিকের মাঠে বেদম প্রহার করতে করতে, বুটদ্বারা লাথি মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে ‘‘নজর নিচে দেকার মিটেট মে শো যাও’’ বলে আমাদেরকে উপড় করে লাথি মেরে শুইয়ে দেয়। সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা আমাদেরকে বেগম পিটানো হয়। হাতের বেত, বন্দুকের নল এবং যার হাতে যা ছিল তাই দিয়ে আমাদের উপর এলোপাতাড়ি পিটুনি চলতে থাকে। ‘‘শালা মালাউন, শোয়ার কা বাচ্চা আভী জয় বাংলা বলতা নাই, শালা কাফের, হিন্দুকা লাড়কা, তোমহারা মুজিবর বাবা আভি কাহা হায়?’’ বলে অকথ্য গালাগালি করতে থাকে আর অবিরামভাবে প্রহার করতে থাকে। আমার ঘরে নৌকার সুন্দর আর্ট করা গ্রাম বাংলার একটি দেওয়াল চিত্র দেখে আমাকে আরও বেশী প্রহার করতে থাকে। আমাদের সি, আই, মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লজ্জায় এবং অপমানে বিমূঢ় হয়ে সারাদিন হাউমাউ করে পাগলের মত কাঁদতে থাকেন। তার দু’ছেলেও তার সাথে বন্দী হয়ে চরম অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তিন ঘন্টা থানার সামনের মাঠে বেদম পিটুনী দেওয়ার ফলে আমাদের বহু সহকর্মী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কারো মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, কারো কারো হত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর আমাদের প্রায় ৪০ জন কে এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে থানার একটি আট ফুট প্রশস্ত ও দশ ফুট চওড়া ছোট কামরায় ঠাসাঠাসি করে চাউলের বস্তার মত গুদামজাত করে রাখা হয়। আমরা বেগমভাবে প্রহৃত হওয়ার পর থানার সম্মুখে প্রাঙ্গণে মানুষের তাজা রক্তে ভরপুর দেখেছি। আমাদের থানা হাজতে একজন আসামী ছিল তাকেও গুলি করা হয়। কিন্তু সে মরে নাই, আধমরা ভাবে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। আমরা ছোট কামরায় প্রবেশ করার সময় দেখলাম আমাদের দু’জন শহীদ সিপাহীর লাশ থানার পিছনের মাটিতে পোত হচ্ছে। সারারাত আমরা সকল সিপাহী বন্দী দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রনায় কেঁদেছি, সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। ওরা মেশিনগান নিয়ে সর্বক্ষণ প্রহরায় ছিল। পরের দিন ২৭শে মার্চ সকাল দশটার সময় সকল বন্দীকে বের করে গরুর মত পিটাতে পিটাতে থানার পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে ছোট হাউজের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, ‘‘যাও শালা লোগ পিয়ো’’। ঐ পানিতে পশুরা নেমে সকাল থেকে গোসল কারায় পানি দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বন্দীদের মধ্যে কতক সেই পচা পানি দিয়েই হাত মুখ ধুয়ে নিল, তৃষ্ণায় একেবারে দিশাহারা হয়ে অনেকে পানি খেয়ে নিল, অনেকেই সে পানি স্পর্শ করতে পারলো না। আমরা পানির হাউজের সামনে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম পূর্বের দিন যেখানে আমাদের দু’জন শহীদ সিপাহীদের লাশ পোতা হয়েছিল সেখানে তাদের

লাশ নেই, সামনেই দেখলাম সেই দু'জন শহীদ সিপাহীর রক্ত মাখা পোশাক এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে। পানি খাওয়ার পর আমাদেরকে পুনরায় সেই ছোট কামরায় গাদাগাদি করে রাখা হয়। কিছুই খেতে দেওয়া হয় নাই দু'দিন। আমাদের কেউ কেউ ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে খেতে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালে ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতো, ‘‘তোমহারা মুজিবর বাবা খানা ডেজেগো।’’ ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল থেকেই ওরা তিন চার জন করে কামরা থেকে নিয়ে পাশের কামরায় বেদম পিটুনি আরম্ভ করলো। এভাবে আমাদের সকল বন্দীদের উপর অসহ্য মার পিট চললো। আমি সেই কামরায় প্রবেশ করার পর পরই দেখলাম দশ বার জন জল্লাদ পশু। ওদের হাতের ছোট ছোট লাঠি। বন্দুকের বাট, বুট, যার হাতে যা ছিল তাই দিয়ে নির্মম ভাবে পিটাতে থাকে। আমি ওদের মারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর আমাকে পাশের কামরায় নিয়ে পুলিশের কোথায় কি আছে, কত পুলিশ অফিসার থানায় আছে, পুলিশ কি মিটিং করেছিল ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু অসহ্য পিটুনি সহ্য করার পরও আমি কোন ব্যাপারেই সঠিক তথ্য ওদেরকে সরবরাহ করি নাই। ১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ আমরা সকল বন্দীরা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। বিকাল তিনটার সময় টুকরীতে করে সামান্য ভাত এনে আমাদের জানালার সামনে ধরে রেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলতে থাকে, ‘‘শালা লোগ চাউল খায়েগা, চাউল।’’ সে ভাত আমাদেরকে খাওয়াবার জন্য আনা হতো না, বরং আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করার জন্যই আমাদের জানালার সামনে ধরে রাখা হতো। ওরা জানালার সামনে সামান্য কিছু ভাত ধরে ঠাট্টা তামাশা করতে থাকলেও আমাদের কোন ক্ষুধার্ত বন্দীই ওদের বিদ্রুপের সামনে কোন কথাই বলে নাই। ওরা ভাত নিয়ে এমন উলঙ্গভাবে আমাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে চলে যাওয়ার পর বন্দীখানায় কান্নার রোল পড়ে যায়। আমরা সবাই কাঁদতে থাকি হাউমাউ করে। ওরা সেই ভাতগুলি আমাদেরকে দেখিয়ে বন্দীখানার সামনের গাছের নিচে ফেলে দেয়। সারারাত আমরা সকল বন্দী কাঁদতে কাঁদতে পার করে । পশুরা মেশিনগান নিয়ে সব সময় আমাদেরকে পাহাড়া দিচ্ছিল। পরের দিন ২৮শে মার্চ আমরা জানালা দিয়ে দেখতে পাই পশুরা থানার অস্ত্রাগার ও মালখানার সকল অস্ত্র ও মালামাল সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের মটর ট্রাকে করে। হাজতে রাখা আমাদের পূর্ববর্তী আহত বন্দীকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় আমরা জানতে পারি নাই। ২৯শে মার্চ পর্যন্ত আমাদেরকে সারাদিন বন্দীখানায় এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। একফোটা পানিও দেওয়া হয় নাই কোন বন্দীকে, কোন খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। ২৯শে মার্চ বিকাল ৪টায় তৎকালীন ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার ইমাদ আহমেদ চৌধুরী রমনা থানায় আসেন এবং আমাদেরকে তার সম্মুখে হাজির করা হয়। এমন সময় আমাদের এক বৃদ্ধ সিপাহী ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় একেবারে জ্ঞান হারা হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ইমাদ আহমেদ চৌধুরী তখন অশ্রুভরা চোখে বন্দীদের দেখছিলেন। আমার সামনে এসে আমার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে তিনি আমাকে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। পশুদের বুটের লাথি, বেয়নেটের আঘাত ও লাঠি এবং বেতের এলোপাতাড়ি আঘাতে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিল। আমাদের পুলিশ সুপার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমাদেরকে বললেন যাদের নিকটবর্তী বাসা আছে তারা বাসায় চলে যান, আরা যাদের কোন বাসা নাই তারা থানার সামনে দাঁড়ানো ট্রাকে চড়ে মিল ব্যারাকে চলে যান।’’ আমি থানার বাসায় গিয়ে দেখলাম, সব লুট হয়ে গেছে, পাক পশুরা সব নিয়ে গেছে। খাওয়ার কিছুই ছিল না, না খেয়ে আহত ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ নিয়ে খোদাকে আমার অত্যাচারের সাক্ষী রেখে শূন্য খাটে এলিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে আমি রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতলের দিকে রওয়ানা হই অনেক কষ্টে। পথে দেখলাম তখনও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশের ব্যারাক দাউ দাউ করে জ্বলছে, জ্বলছে পুলিশের পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবপত্র। ব্যারাকের পিছনেই পাকা জায়গায় দেখলাম চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে। ব্যারাকের মাঝখানে দেখতে পেলাম পায়ে বুট দেওয়া দু'টি পুলিশের লাশ তখনও জ্বলছে। পশুদের ভয়ে আর সামনে এগোতে সাহস পেলাম না। অন্য রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি হাসপাতলে দিকে পা' বাড়ালাম।

স্বাক্ষর/-
মতিউর রহমান
২২-৩-১৯৭৪

\ ৮ \

মোহাম্মদ হোসেন
পুলিশের সিপাহী
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রমনা থানার একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে থানার সম্মুখের প্রাঙ্গণে প্রহরারত ছিলাম। রাত দশটায় আমার কর্তব্য শেষ করে আমি ব্যারাকে চলে যাই। কিছুক্ষণ পরই আমি থানার চারদিকে ভীষণ হৈচৈ, দৌড়াদৌড়ি ও গোলমালের আওয়াজ শুনে থানার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি ইট, পাথর ও গাছ দিয়ে জনতা রাস্তার উপর বেরিকেড তৈরী করছে। এ সময় আমাদের থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কাজী মহিউদ্দিন সাহেব থানার অস্ত্রাগার থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনমত অস্ত্র দিয়ে দেন। আমরা যার যা প্রয়োজন সে মত অস্ত্র নিয়ে পাক হানাদারদের হামলা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য থানার চারদিকে পজিশন নেই। আমরা সেদিন সবাই এই শপথ গ্রহণ করেছিলাম যার হাতে যা আছে তা-ই দিয়ে পাক-পশুদের মোকাবিলা করব, প্রাণ দিব কিন্তু পিছু হটবো না। থানার চার দিকে আমরা সকল পুলিশ সিপাহী ও পুলিশের সকল অফিসার সশস্ত্রভাবে পাক-পশুদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। অল্পক্ষণ পরে পাক পশুরা চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করতে করতে থানায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। আমাদের হাতে সামান্য রাইফেল দিয়ে ওদের প্রাণপ্রণ প্রতিরোধ করতে থাকি। এভাবে পাক-পশুদের অজস্র গুলবর্ষণের মুখে আমরা সারারাত ওদের প্রতিরোধ করেছি কিন্তু আত্ম-সমর্পণ করি নাই। আর প্রতিরোধ করার সময় সহস্র গুলিবর্ষণের মুখেও আমাদের কোন সিপাহী বা অফিসার আত্মসমর্পণ করার জন্য কোন দুর্বলতাও প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা এই দৃঢ়তা দেখিয়েছি, ‘‘প্রাণপণ পশুদের প্রতিহত করবো, কিন্তু পিছু হটবো না।’’ অতি প্রত্যুষে পশুরা থানার পিছনে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ওদের প্রতিরোধ করেছিলাম সেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে ব্যাপক তল্লাশী আরম্ভ করে দেয় এবং প্রত্যেক ঘর থেকে আমাদের থানার সশস্ত্র সিপাহীদের বন্দী করে গরুর মত এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে থানার পিছরের পুলিশ ব্যারাকে সামনে এনে জড়ো করে বন্দীদের অবিরামভাবে পিটাতে থাকে। ওরা আমাদেরকে উন্মত্তভাবে পিটাচ্ছিল আর বলছিল ‘‘শালা মালাউনকা বাচ্চা, হিন্দুকা লাড়কা, শোয়ারকা বাচ্চা শালা তোমহারা মুজিব বাবা আভি কাহা হায়, শালা হারামী, আভি শাপলা জয় বাংলা বোলতা না-ই।’’ ওদের এলাপাতাড়ি পিটুনিতে আমাদের সিপাহীরা অনেকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান, অনেকের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত ছিল, কারো হাত পা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমাদের অধিকাংশ বন্দীর শরীরে কোন কাপড় ছিল না। ওদের নির্মম মারের চোটে কখন যে পরনের বস্ত্র কোথায় পড়ে গিয়েছিল বলতে পারবো না কেউ। আমাদের সকলকে আবার পিটাতে পিটাতে বুটের লাথি মারতে মারতে আমাদের থানার সি, আই, সাহেবের কামরায় জুড়ে বসা পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের সামনে আমাদের প্রায় উলঙ্গভাবে দাঁড় করানো হয়। ক্যাপ্টেন তখন কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বলছিল, ‘‘সব শালাকো এক গুলিতে খতম কার দেও’’ এমন সময় জনৈক পাঞ্জাবী মেজর সেখানে উপস্থিত হয়ে জানান যে, ‘‘জি. ও. সি সাহেব বোলা হায় ইন লোগকে রাখ দাও, গোলি মাত করো, বাদমে দেখা যায়েগা।’’ আমাদেরকে তখন গুলি করা হয় না, বুটের লাথি মারতে মারতে আমাদেরকে থানার সামনে দশ ফুট চওড়া ও আট ফুট লম্বা একটি ছোট কামরায় গরু ছাগলের মত গাদাগাদি করে এনে রাখা হয়। এ ছোট কামরায় আমরা পুলিশ ও পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার সহ মোট ৪৭ সাতচল্লিশ জন ছিলাম। আমাদের কামরার চারদিকে পশুরা মেশিনগান নিয়ে প্রহরায় মোতায়েন ছিল সবসময়। বেদম পিটুনি খাওয়ার পর বন্দীরা সবাই কান্নাকাটি করছিল, আমাদের সি, আই মোয়াজ্জেম হোসেন খান, অপমানে এবং বেদমভাবে নির্যাতিত হওয়ায় হাউমাউ করে কাঁদছিলেন। তার দুই ছেলেও নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়ে রক্তাক্ত আহত শরীর নিয়ে উলঙ্গভাবে দাঁড়িয়েছিল। আমরা থানার সেই ছোট কামরায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থেকে সব সময় ভীতসন্ত্রস্তভাবে মৃত্যুর

প্রহর গুনেছি। এভাবে ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে মার্চ চলে যায়। আমাদেরকে তৃষ্ণা মিটানোর জন্য এক ফোঁটা পনি দেওয়া হয় নাই, আর কোন খাদ্যও দেওয়া হয় নাই। আর ২৯শে মার্চ বিকালে আমাদের তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার ই, এ, চৌধুরী সাহেব রমনা থানায় এসে আমাদের নাম তালিকাভূক্ত করলেন এবং আমাদের জন্য কিছু টাকা দিলেন নিজ পকেট থেকে। কিন্তু তখন বাহিরে কার্ফু থাকায় আমরা বেরুতে পারি নাই। পরের দিন ৩০শে মার্চ আমি আমার তেজগাঁওস্থিত বাড়িতে চলে যাই। এরপর আমি বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার একমাত্র আকাঙ্খায় এবং আমার পরিবারের নিরাপত্ত ও অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় থানায় যোগাযোগ করি। আমাদের থানা তখন বিহারী রাজাকার ও পাক সেনাদের দখলে ছিল। ওরাই থানার সর্বময় প্রভু ছিল। আমাদের হাতে কোন রাইফেল দেওয়া হতো না, শুধু লাঠি দেওয়া হতো মাত্র। আমরা দেখেছি, প্রতিদিন অসংখ্য বাঙ্গালী যুবক, বৃদ্ধকে, অসহায় মানুষকে মুক্তিবাহিনীর মিথ্যা অজুহাতে ধরে থানায় আনা হতো, প্রতিদিন বিহারীরা এই নিরিহ বন্দীদের উপর অত্যাচার চালাতো। অনেক বন্দীকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হতো। যে সকল বন্দীকে থানা থেকে নিয়ে যাওয়া হতো ওদের অধিকাংশই ফিরে আসতো না। ওদেরকে মেরে ফেলা হতো। পাক সেনা বিহারি ও বেইমান বাঙ্গালী রাজাকাররা এভাবে ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত অত্যাচার চালাতে থাকে। ডিসেম্বরে মুক্তি বাহিনী ও মিত্রশক্তির সম্মিলিত আগমনের মুখে পাক পশুরা রাজারবাগের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা এ থানায় কর্তব্যরত থাকাকালে মুক্তি বাহিনীকে নিয়মিত সংবাদ দিয়েছি, বন্দীদের সাহায্য করেছি- এ ভাবে আমরা বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে মনে-প্রাণে কার্যকলাপে সবদিক দিয়ে সর্বতোভাবে যাথাসাধ্য সাহায্য করেছি।

স্বাক্ষর/-
মোহাম্মদ হোসেন
২১-১-৭৪

\ ৯ \

মোঃ সাহেব আলী
সুইপার ইন্সপেক্টর
ঢাকা পৌরসভা, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সন থেকে ঢাকা পৌরসভার অধীনে সুইপার ইন্সপেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ আমি আমার সুইপারের দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেনস্থিত আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। রাত নয়টার দিকে আমি ঢাকা ইংলিশ রোডের দিকে বের হয়ে দেখলাম রাস্তাঘাট চারিদিকে থমথমে, সকল প্রকার যানবাহন দ্রুত গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে দেখলাম। ছাত্র জনতাকে রাস্তায় বেরিকেড তৈরী করতে দেখলাম। প্রতিরোধ তৈরীতে ব্যস্ত ছাত্র জনতার নিকট জানতে পারলাম ঢাকা সেনা নিবাস থেকে পাক সেনারা রাজধানী ঢাকার দিকে সামরিক ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাক পশুদের প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র জনতার এ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। আমি সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে এগারটার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অফিস ও মালিবাগ, গোয়েন্দা অফিসের দিকে আকাশ ফাটা গোলাগুলির শব্দ শোনার সময় ঢাকা শাঁখারীবাজার প্রবেশ পথে বাবুবাজর ফাঁড়িতে ভীষণ শেলিংয়ের গর্জ্জন শুনলাম। আমি নিকটবর্তী নয়াবাজার সুইপার কলোনীর দোতলায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে গোলাগুলির ভীষণ গর্জ্জন শুনলাম।

২৬শে মার্চ অতি প্রত্যুষে আমি সুইপার কলোনীর দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে বাবুবাজার ফাঁড়িতে গিয়ে দেখলাম ফাঁড়ির প্রবেশ পথ, ভিতরে, চেয়ারে বসে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দশজন পুলিশের ইউনিফরম পরা গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ফাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম ফাঁড়ির চারিদিকে দেওয়াল হাজারো গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে আছে। দেওয়ালের চারিদিকে মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, তাজা রক্ত জমাট হয়ে আছে, দেখলাম কেউ জিভ বের করে পড়ে আছে, কেউ হাত পা টানা দিয়ে আছে, প্রতিটি লাশের পবিত্র দেহে অসংখ্য গুলির আঘাত। মানবতার অবমাননা ও লাঞ্চনার বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি একটি ঠেলাগাড়ীতে করে সকল লাশ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লাশ ঘরে রেখে আবার ঠেলাগাড়ী নিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করে একবারে পূর্বদিকে ঢাকা জজকোর্টের কোণে হোটেলের সংলগ্ন রাস্তায় দশটি ফকির মিসকিন ও রিকসার মেরামতকারী মিস্ত্রির উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ লাশ উঠালাম। কোন হিন্দুর লাশ আমি রাস্তায় পাই নাই। সবকয়টি লাশ মুসলমানের ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা গুলিতে ঝাঁজড়া দশটি লাশ ঠেলাগাড়ীতে তুলে আমি মিটফোর্ড নিয়ে গিয়েছি। মুসলমানের লাশ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায়না। তাই আমরা স্থানীয় জনতা সবাই মিলে লাশ গুলি তুলে মিটফোর্ডে জমা করেছি। রাজধানী ঢাকার সর্বত্র কার্ফু থাকা সত্বেও গণহত্যার সেই বীভৎস দৃশ্য দেখার জন্য ছাত্র জনতা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লে পাকসেনারা ঘোষণা করে ঢাকায় কার্ফু বলবৎ রয়েছে কেউ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে। পাকসেনাদের এ ঘোষণার পর আমরা সরে পড়লাম। দিনের শেষে বেলা পাঁচটার সময় তাঁতিবাজার, শাঁখারী বাজার এবং কোর্ট হাউস ষ্ট্রিট এলাকায় পাক সেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথে চলতে থাকে বৃষ্টির মত অবিরাম গুলি বর্ষণ। সারারাত পাক সেনারা তাঁতিবাজার, শাখারীবাজার ও গোয়াল নগর এলাকায় অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ বেলা একটার সময় পাক সেনারা নওয়াবপুর থেকে ইংলিশ রোডের বাণিজ্য এলাকার রাস্তার দুদিকের সকল দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেলা তিনটা পর্যন্ত ইংলিশ রোডের রাস্তার দুদিকে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আশ্রয়ের জন্য পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে

পাকসেনাদের গুলির আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায়। বেলা তিনটায় পাক সেনারা তাঁতিবজারের বাহির পথ ও মালিবাগের পুলের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের উপর শেলিং করে মন্দিরটি ধ্বংশ করে দেয়। ইংলিশ রোডের আগুন বাসাবো এলাকে অতিক্রম করে সুইপার কলোনীর দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে আমি সুইপারদের কলোনীর পানি রিজার্ভ করে রাখার নির্দেশ দেই। পাক সেনাদের ডিঙ্গিয়ে সকল সুইপার মিলে সুইপার কলোনীটি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে আমরা পাক সেনাদের গুলির মুখে চলে আসি। ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকালে রেডিও মারফত সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে এ নির্দেশ পেয়ে পরদিন আমি সকাল দশটার সময় ঢাকা পৌরসভায় ডিউটি রিপোর্ট করলে ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার মিঃ ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে বলেন। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলতে থাকেন সাহেব আলি বের হয়ে পড়, যদি বাচঁতে চাও তবে ঢাকার রাজপথ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাশ তোলার জন্য বের হয়ে পড়। কেউ বাঁচবে না কাউকে রাখা হবে না, সবাইকে পাক সেনাদের গুলিবর্ষনে মরতেহবে, সবাইকে কুকুরের মত হত্যা করা হবে। পৌসভার তৎকালী চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান শুর আমাদের সাথে কুকুরের মত উত্তেজিত হয়ে, অত্যন্ত কর্কশস্বরে ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করতে থাকেন। সেখানে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন, সুইপার ইন্সপেক্টর কালিচরণ, সুইপার সুপারভাইজার পাঞ্চাম, সুইপার ইন্সপেক্টর আওলাদ হোসেন আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরদেশী ডোম, মন্টু ডোম, লেমু ডোম, ডোম গোলাপ চান, ভুঘিলা ও মধু ডোমকে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগ আউটকলে ফেলতে বলা হয়। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ আমার দল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ ঘর থেকে দুট্রাক লাশ তুলেছে। আমার দল যে সকল লাশ তুলেছে আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। অধিকাংশই ছিল সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকী পোশাক পরা বিকৃত লাশ। লাশ তুলতে তুলতে পরদেশী নামে আমার জনৈক ডোমের হাতে এক ষোড়শী রূপসীর উলঙ্গ ক্ষবিক্ষত লাশ দেখলাম, দেখলাম সেই যুবতীর পবিত্র দেহে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন, তার বুক থেকে স্তন সজোরে তুলে নেওয়া হয়েছে, লজ্জাস্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, পিছনের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। হরিণের মত মায়াভরা মধুময় বড় বড় চোখ ঘুমিয়ে আছে, সারাদেহে সৃষ্টিকর্তা যেন দুধের সর দিয়ে আবৃত করে দিয়েছে, মাথায় কালো কালো চুল তার কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছিল, তার দুই গালে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। পরক্ষণেই দেখলাম দশ বছরের এক কিশোরীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ। অপরূপা রূপসী ফলের মত টক টকে চেহারা, সারাদেহে বুলেটের আঘাত। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে ভারপ্রাপ্ত পাক সেনাদের মেজর পৌরসভায় টেলিফোনে সংবাদ দেন রোকেয়া হলের চারিদিকে মানুষের লাশের পচা গন্ধে সেখানে বসা যাচ্ছে না, অবিলম্বে ডোম পাঠিয়ে লাশ তুলে ফেলা হোক। আমি ছয়জন ডোম নিয়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে রোকেয়া হলের সমস্ত কক্ষে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন লাশ না পেয়ে চারতলা ছাদের উপর গিয়ে আঠার বছরের জনৈক রূপসী ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ দেখতে পেলাম। আমার সাথে দায়িত্বরত জনৈক পাক সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ ছাত্রীর দেহে গুলির কোন আঘাত নাই, দেহের কোন স্থানে কোন ক্ষত চিহ্ন নাই অথচ মরে চিত হয়ে পড়ে আছে কেন? সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো আমরা সকল পাকসেনা মিলে ওকে ধর্ষণ করতে করতে মেরেছি। পচা-ফুলা সেই রূপসীর উলঙ্গ দেহ পড়ে আছে দেখলাম। ডাগর ডাগর চোখ ফুলে বের হয়ে আছে, মাথার চুল নিকটেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্থান তার পেট থেকে ফুলে অনেক উপরে উঠে আছে, যোনিপথ রক্তাক্ত। তার দুদিকে গালে পশুদের কামড়ের চিহ্ন দেখলাম, বক্ষের স্তনে মানুষের দাঁতের দংশনের চিহ্ন দেখলাম। আমি একটি চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসি্ রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভিতরে প্রবেশ করে পাঁচজন মালীদের স্ত্রী পরিজনদের পাঁচটি লাশ এবং আটটা পুরুষের লাশ (মালী) পেয়েছি। লাশ দেখে মনে হলো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সবাই শুয়ে ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাড়ীর তেতলা থেকে জনৈক হিন্দু অধ্যাপক, তার স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশ তুলেছি। স্থানীয় জনতার মুখে জানতে পারলাম তার দুই মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে হাসপাতে আছেন। সংগৃহীত লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দিয়ে আমরা ট্রাক নিয়ে ঢাকা

বুড়ীগঙ্গা নদীতে ভাসমান হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। আমরা ৩০শে মার্চ ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে তিন-ট্রাক লাশ তুলে স্বামীবাগে ফেলেছি। পাকসেনারা কুলি দিয়ে পূর্বেই সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত করে রেখেছিল। পরের দিন আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার জয়েন্ট কলোনীর নিকট থেকে সাতটি পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। ইকবাল হলে আমরা কোন লাশ পাই নাই। পাক সেনারা পূর্বেই ইকবাল হলের লাশ পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। বস্তি এলাকা থেকে জগন্নাথ হলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা দশ জন নর-নারীর ক্ষত বিক্ষত লাশ তুলেছি। ফেরার পথে আমরা ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি। ১৯৭১ সনের ১লা এপ্রিল আমরা কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরী, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকাস্থ ঢাকা বিমান বন্দরের অভ্যন্তর, ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ তুলেছি। এর পর থেকে প্রতিদিন আমরা বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় থেকে হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার ইটখোলায় আমরা কয়েক হাজার বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মিরপুর এক নম্বর সেকশনের রাস্তা পার্শ্বে ছড়ানো, ছিটানো, বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে দশজন ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রায়ের বাজার রাস্তা, পিলখানা, গনকটুলি, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের পার্শববর্তী এলাকা, তেজগাঁও মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য মানুষের পচা-ফুলা লাশ তুলেছি। অনেক লাশের হাত-পা পেয়েছি মাথা পাই নাই। মেয়েদের লাশ সবই উলঙ্গ ও ক্ষত বিক্ষত দেখেছি। কিছুদিন পর আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত কারখানায় গিয়ে সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশচন্দ্র বাবুর বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত-ক্ষিত রক্তাক্ত তাজা লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাক পশুরা যোগেশ বাবুর সর্বস্ব লুন্ঠন করে তাকে তার নিজস্ব কামড়ায় বক্ষে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে রেখে যায়। পরে তার পবিত্র ক্ষত-বিক্ষত লাশ নীচে নামিয়ে এনে খাটের উপর রেখে দিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম প্রফেসর যোগেশ বাবুর লাশ জীভ বের করে হা করে আছে। গায়ে ছিল ধুতি আর গেঞ্জি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সাহেব আলী
১৯-৫-৭৪

\ ১০ \

মোহাম্মদ সালেহুজ্জামান
সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
রমনা থানা, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৫মে মার্চ সন্ধ্যায় আমি এক প্লাটুন ফোর্সসহ মীরপুর এক নম্বর সেকশনে টহলে ছিলাম। সন্ধ্যার পরপরই আমি মিরপুরের সর্বত্র থমথমে ভাব লক্ষ করেছি। রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় আমার ওয়ারলেস সেটটি অকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওয়্যারলেস সেটে এক বাঙ্গালী পুলিশ কণ্ঠ অজানা স্টেশন থেকে বলছিল, ‘‘ঢাকা সেনানিবাস থেকে ট্যাঙ্ক ও কামানবাহী সশস্ত্র পাকসেনাদের ট্রাক সারিবদ্ধভাবে রাজধানীতে সদর্পে প্রবেশ করছে, বাঙ্গালী পুলিশ তোমরা সাবধান হও।’’ ইহার পর আমার ওয়্যারলেস সেটের মারফত ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে মেসেজ দেওয়া হয়, ‘‘পুলিশ ডিউটি উইথড্রন’’। ওয়্যারলেস মারফত এসব মেসেজ আসার পরপরই আমি ঢাকা রাজধানীর আকাশে সর্বত্র আগুনের ফুলকি উঠতে দেখলাম। অকস্মাৎ রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইকবাল হল, ই,পি, আর হেডকোয়ার্টারে ভীষণ কামান ও ট্যাঙ্ক হামলার আকাশফাটা শব্দ শুনতে পাই। এ পরিস্থিতিতে আমি আমার টহলরত পুলিশ ফোর্সকে মিরপুরের পশ্চিম দিকে গ্রামের দিকে চলে গিয়ে প্রাণপণ প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়ে আমি আমার রাইফেল ও গুলি নিয়ে থানার বাসায় চলে যাই। থানায় ফিরে এসে আমি তৎকালীন মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ আবুল হাসেম এবং অন্যান্য সাব ইন্সপেক্টর, এ, এস, আই ও বাঙ্গালী পুলিশদের অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিমূঢ় দেখতে পাই। থানায় বসে আমরা ওয়ারলেসে বাঙ্গালী কণ্ঠের বহু বীভৎস আর্তনাদ শুনতে পাই রাত সাড়ে চারটার দিকে পাক পশুরা পুলিশ কন্ট্রোল রুম দখল করে সেখানকার ওয়ারলেসে বাইরে টহলে নিযুক্ত বাঙ্গালী পুলিশদের কর্কশ কণ্ঠে বলছিল ‘‘বাঙ্গালী শালালোগ, আভী আ-কার দেখো, তোমারা কেতনা মা বাহেন হামারা পাস হায়,.....।’’ একথা শুনে আমাদের বাঙ্গালী পুলিশদের গা শিউরে ওঠে। আমি তৎক্ষণাৎ ওয়্যারলেস সেট বন্ধ করে দেই। সকাল হওয়ার পূর্বেই আমি থানা ও থানার বাসা ছেড়ে দিয়ে মিরপুরে অন্য এক বাসায় আত্মগোপন করে থাকি। সকালে আমি দেখলাম বাঙ্গালী ই, পি, আরদের মিরপুর ই, পি, আর ক্যাম্প থেকে বন্দী করে আমাদের থানার সম্মুখে এনে পাক-পশুরা নিরস্ত্র করে থানায় বন্দী করছে। আমি আরও দেখলাম মিরপুরের সকল বাঙ্গালী বাড়ীতে বিহারীরা কপালে সাদা কাপড় বেঁধে দানবের মত উল্লাসে ফেটে পড়ে আগুন লাগাচ্ছে, লুট পাট করছে। বাড়ী বাড়ী থেকে বাঙ্গালী শিশু যুবতী বৃদ্ধাদের টেনে এন রাস্তায় রাস্তায় ফেলে ছোরা দিয়ে জবাই করছে, বাঙ্গালী রমণীদের ধরে এন রাস্তায় উলঙ্গ করে ফেলে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে তৎক্ষণাৎ ধারালো ছুরি দিয়ে স্তন ও পাছার মাংস ছলাৎ করে কেটে ফেলে নৃশংসভাবে হত্যা করছে। কাউকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলছে, কারও যোনিতে লোহার রড ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কারও গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হাজারো মানুষ তখন প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। যে সকল নিরীহ মানুষ পালাতে পারছিল না তাদেরকে বিহারীরা নির্মমভাবে জবাই করছিল। পাক সেনারা এ ব্যাপক বাঙ্গালী হত্যায় বিহারীদের পিছনে থেকে সাহায্য করছিল। ২৭শে মার্চ সকালে কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নিলে আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মিরপুরের বাইরে যাত্রা করি। মিরপুর গরুর হাট অতিক্রম করার সময় আমি দেখলাম পাক সেনাদের টহল ভেদ করে একটি ট্রাকে মহিলা ও শিশু মিরপুর ব্রীজের দিকে যাচ্ছিল- পাক সেনারা ঐ ট্রাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর দু’টি যুবতী মেয়েকে তাদের জীপে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ে দু’টি পাক পশুদের হাতে পড়ে প্রানফাটা চিৎকারে আর্তনাদ করছিল। আমরা দূর থেকে গরুর হাট বরাবর বোরো ধানের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বহু দুর্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করে আমি আট দিন পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে দেশের বাড়ীতে পৌঁছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সালেহুজ্জামান
৭-২-৭৪

\ ১১ \

রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) ডোম
সুইপার কলোনী
নারিন্দা শাহ সাহেব লেন
থানা-সুত্রাপুর, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ সকাল দশটার সময় ঢাকা পৌরসভার হেলত অফিসার আনোয়ার সাহেব ঢাকা পিলখানার চোদ্দটুলি সুইপার কলোনী থেকে আমাদের সুইপার ইন্সপেক্টর পাঞ্চা, ডোম সবুজজী, দরবারী, মহাবীর ও মুসু ডোমকে নিয়ে আমাদের এই সুইপার কলোনীর দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ''গনেশ, লাল, বদনেস, রণজিত, কানাই, ''বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকলে আমরা সবাই যার যার ঘর থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পেলাম ঢাকা পৌরসভার একটি জীপে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান মিঃ সালামত আলী খান শুর, প্রশাসনিক অধিকর্তা মিঃ ইদ্রিস চিৎকার করে বলছেন, ঢাকার রাজপথে, বিভিন্ন জায়গায় বহু লাশ পড়ে আছে, তোমরা বের হয়ে আস, সে সব লাশ অবিলম্বে তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। আমি, পরদেশী, গনেশ, চুন্নু, আমরা সবাই মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে ২৮শে মার্চ সকলে দু'ট্রাক লাশ তুলে দলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। অধিকাংশ লাশ পচে, ফুলে বিকৃত ও বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। ২৯শে মার্চ আমরা প্রথম মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে দু'ট্রাক লাশ তুলেছি। এরপর আমাদের দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়। তিনদিন পর আমরা রমনা কালিবাড়ী থেকে পাঁচটি পচা লাশ তুলে ট্রাকে কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পাক সেনারা আমাদের ট্রাক আটক করে আমাদের ট্রাক ড্রাইভার চান মিয়া ও সুইপার ইন্সপেক্টর পঞ্চমকে ধরে নিয়ে মারধর করে। সুপারভাইজারকে চপোটাঘাত করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে কুকুরের মত চিৎকার করে বলতে থাকে ''লাশ খোলা কিউ লে যাতা হায়, শূয়র কা বাচ্চা, বাহেন চোত, শালা হারামী, শালা তেরপল লাগা লো।'' পরের দিন আমি, ছাখিল, পরদেশী, চুন্নু সবাই মিলে শাঁখারী বাজারে কোর্টের প্রবেশপথে অগ্রসর হতে চাইলে আমাদের সেখানে জ্বলন্ত আগুনের অদূরে প্রহরারত পাক সেনারা বাবুবাজার ফাঁড়ি দিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করতে বলে কর্কশভাবে। এ সময়ে আমরা দেখলাম সারা শাঁখারীবাজারে লেলিহান আগুনের শিখা জ্বলছে, সারা শাঁখারীবাজার জ্বলছে, জ্বলছে দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র জ্বলছে। আমরা ট্রাক নিয়ে মন্দিরের ভিতর দুজন যুবকের পচাগলা লাশ তুলেছি। লাশ পচে পোক হয়ে গিয়েছিল। গলিত লাশ দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কোন লোকজন ছিল না, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, শ্মশানের হাহাকার দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে আমরা শিশু কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা, যুবক-যবতীর পচা, গলিত লাশ তুলেছি। আমাদের সাথে আরও দুই দল ডোম ঢাকা পৌরসভার দু'টি ট্রাকে লাশ তুলে ধলপুর ময়লার ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমরা সদরঘাট বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়, শ্যামবাজার ঘাট, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলেছি। আমরা নদীর ঘাট থেকে যে সকল পচা, ফুলা, গলিত লাশ তুলেছি তার অধিকাংশ ছিল চোখ ও হাত-পা বাঁধা যুবকের লাশ। এরপর লালকুঠির ভিতর থেকে লুঙ্গি পরা দু'জন যুবকের পচা ও গলিত লাশ পেয়েছি, বাংলাবাজার, প্যারীদাস রোডের কয়েকটি বাড়ী থেকে আমরা লাশ তুলেছি। এরপর আমরা বনগ্রাম এলাকার রাস্তা থেকে কয়েকটি পচা লাশ তুলেছি। কমলাপুর থেকে আমরা ট্রেনযাত্রীদের লাশ তুলেছি, আমরা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে শ্রমিকদের বহু লাশ তুলেছি।

টিপসহি
রঞ্জিত
৮-৫-৭৪

\ ১২ \

বদলু ডোম
ওয়ারী, সুইপার কলোনী
ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ আমাদের সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চমের দলে মিটফোর্ড হাসপাতলের লাশ ঘর থেকে লাশ তুলেছি। কয়েক দিন পর আমি সুপারভাইজার সাহেব আলীর দলে মিলব্যারাক পুলিশ লাইনের নদীর পাড় থেকে পনের জন যুবক, একজন সাধু ও বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত, ফুলা, পচা লাশ তুলেছি। প্রতিটি লাশ চোখ ও হাত-পা বাঁধা ছিল। এরপর আমরা বাবুবাজার পুলের উপর থেকে এক অন্ধ ফকিরের লাশ পেয়েছি। আমরা সেইদিন সদরঘাট নদীর পাড় থেকে পানিতে ভাসতে থাকা হাত-পা বাঁধা ফুলা লাশ তুলেছি। সদরঘাট, শ্যামবাজার. ওয়াইজঘাট, বাদামতলী এলাকায় আমরা নদীর পাড় ও পানি থেকে বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুর লাশ তুলেছি। কয়েকদিন পর আমরা মন্দিরের সামনে থেকে দুধওয়ালা সাধুর লাশ তুলেছি, শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করে মন্দিরের সামনের বাড়ীর ভিতর থেকে শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-যুবা, যুবক-যুবতীর দশটি পোকায় খাওয়া গলিত লাশ নিয়ে এসেছি। কয়েকদিন পর আমি রমনা কালীবাড়ী থেকে-মন্দিরের ভিতর থেকে পাঁচটি এবং কালীবাড়ীর প্রবেশপথে দুটি চোখ ও হাত পা বাঁধা পচা লাশ তুলেছি। গোয়ালঘরে তিনটি গরু গুলিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। এপর পাক সেনারা আমাদের নির্মমভাবে মারপিট করায় আমরা আর লাশ তুলতে যাই নাই।

স্বাক্ষর
বদলু ডোম
১১-৫-৭৪

\ ১৩ \

চুন্নু ডোম
ঢাকা পৌরসভা
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩নং রেল গেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ আমাদের সুইপার ইনসপেক্টর ইদ্রিস সাহেব আমাকে লাশ উঠাবার জন্য ডেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমাকে, বদলু ডোম, রঞ্জিত লাল বাহাদুর, গণেশ ডোম ও কানাইকে একটি ট্রাকে করে প্রথম শাঁখারীবাজারে কোর্টের প্রবেশপথের সম্মুখে নামিয়ে দেয়। আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম ঢাকা জজ কোর্টের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের যে রাজপথ শাঁখারীবাজারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক-যুবতীর, নারী-পুরুষের, কিশোর-শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম, বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাঁখারীবাজারের দুদিকের ঘরবড়ীতে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকের অর্ধপোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, দুই পার্শ্বে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে দেখলাম মানুষ, আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বার জন যুবকের দগ্ধ লাশ উঠিয়েছি। শাঁখারীবাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবীরা প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুট করতে দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে বিহারী জনতাকে মূল্যবান সামগ্রী, দরজা, জানালা, সোনাদানা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে দেখলাম। লাশ উঠাতে উঠাতে এক ঘরে প্রবেশ করে এক অসহায়া বৃদ্ধাকে দেখলাম-বৃদ্ধা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পানি পানি বলে চীৎকার করছিল, তাকে আমি পানি দিতে পারি নাই ভয়ে, বৃদ্ধাকে দেখে আমি আরও ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি পানি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের পিছনে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনা প্রহরায় থাকায় আমি সেই বৃদ্ধাকে পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারি নাই। আমরা ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ শাঁখারীবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাকে বোঝাই করে তিন শত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতলের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিব্বাড়ী, রমনা কালীবাড়ী, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯শে মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতলের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙ্গালী যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাঁটার সাথে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইনসপেক্টর পঞ্চম আমাদের সাথে ছিলেন। এর পর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তুপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশ ঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁঝরা দেখেছি, মেয়েদের লাশের কারো স্তন পাই নাই, যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারাল চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিটফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ আমাদের উক্ত পাঁচজনের সাথে দক্ষিণা ডোমকে সাহায্য করতে দেওয়া হয়। আমাদের ট্রাক সেদিন সাত মসজিদে যায় আমি সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে যখন বাঙ্গালী লাশ উঠাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য বিহারী জনতা আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে হাসছিল, বাঙ্গালীদের পরিণতি দেখে উপহাস করছিল। আমরা সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে আটটি বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি, কতিপয় লাশ দেখলাম উপর হয়ে পড়ে আছে। সবার পিঠ গুলির অসংখ্য আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে আছ। পচা, ফুলা লাশ তুলতে যেয়ে দেখলাম কারও লুঙ্গি পরা, কারও পাজামা পরা। আবার কারও দেহে হাওয়াই শার্ট এবং টেট্রনের দামী প্যান্ট। পানি থেকে বারটি লাশ তুলেছি; প্রতিটি লাশের চোখ এবং হাত পিছনে দিকে বাঁধা ছিল। নদীর পাড় থেকে বারটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা দেখেছি। লাশ দেখে মনে হলো, ভদ্র ঘরের অভিজাত বাঙ্গালী যুবকদের লাশ। সাত মসজিদের সকল লাশ তুলে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে আমরা মিন্টু রোডে লাশ তুলতে গিয়েছি। মিন্টু রোডের রাস্তার পাশ থেকে প্যান্ট পরা দু'টি পচা ফুলা লাশ তুলেছি। ধলপুর যাওয়ার পথে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের মসজিদের সম্মুখ থেকে এক বৃদ্ধ ফকিরের সদ্য গুলিবিদ্ধ লাশ তুলেছি, দেখলাম লাশের পাশেই ভিক্ষার ঝুলি, টিনের ডিবা ও লাঠি পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাড়ীর সম্মুখ থেকে দুজন রূপসী যুবতী মেয়ে এবং তিনজন যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলে একটি অর্ধদগ্ধ যুবতীর লাশ তুলেছি, মুসলিম হলে প্রবেশ করে একটি পচা লাশ পেয়েছি, ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের লাশ তুলেছি। পরের দিন **৩১**শে মার্চ বাসাবো খাল থেকে তিনটি পচা লাশ তুলেছি। সেদিন অসুস্থ থাকায় আমি আর লাশ তুলতে যেতে পারি নাই।

টিপসহি
চুন্নু ডোম
৭-৪-৭৪

\ ১৪ \

ছোটন ডোম
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩নং রেল গেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকাল আটটায় ঢাকা পৌরসভার সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চম আমাদের নিতে আসেন। পাকসেনারা রাজধানী ঢাকার বহু লোককে নির্বিচারে হত্য করার ফলে বিভিন্ন এলাকায় যে সকল লাশ পচে ফুলে রাস্তায় পড়ে আছে তা তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলার জন্য রেলওয়ে কলোনী থেকে আমাকে ও দুখী লালকে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা ঢাকা পৌরসভায় গিয়ে সেখানে আমার ভাতিজা ডোম গাংওয়া, আমার মেয়ে জামাই হরি ডোম, সন্টু, ফেকু ডোম, দরবারী, গণেশ, লেমু, লালবাহাদুর, খুবী, পরদেশী অর্জুন সবাইকে হাজির দেখেছি। আমার দলে আমরা-আমি, দরবারী, মহেশ, কানাই, হরি ফেকওয়া এই ছয়জন ছিলাম। সুইপার সুপারভাইজার পঞ্চ আমাদের সাথ ছিলেন। আমাদের ট্রাক ইংলিশ রোডের মুখে রায়সাহেব বাজারের প্রবেশ পথ দিয়ে গোয়ালনগরের স্কুল ও মন্দিরের সম্মুখে যেয়ে থামানো হয়। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে হাফ শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরা এক চৌদ্দ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলের সদ্য মৃত লাশ দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম-ছেলেটিকে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পিছন দিক থেকে হাত বেঁধে মাথার পিছন দিক থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মাথার পিছন দিক দিয়ে অঝোরে তাজা রক্ত ঝরতে দেখলাম- সদ্য মৃত তাজা লাশ, হাত দিয়ে বড় আদরের সাথে ট্রাকে তুলে দিলাম। কচি ছেলের তুলতুলে লাশ তুলতে গিয়ে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠলো, হাহাকার করে উঠলো। হায়, না জানি কোন মায়ের আদরের দুলাল, চোখের মণিকে পশুরা তাড়িয়ে এন এভাবে হত্যা করে গেছে। লাশের ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকাতেই আমার চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো অঝোরে, আমি কিছুতেই আমার চোখের পানি আটকে রাখতে পারলাম না। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রাস্তার উপর আরও একটি যুবকের তাজা লাশ দেখলাম- উভয়ই মুসলমান যুবকের লাশ। গোয়ালনগরের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে দুর্গা মায়ের মন্দিরের নিকটবর্তী বাড়ীর অভ্যন্তরে রান্নাঘরে প্রবেশ করে সেখানে এক ঘরেই এগারটি পচা ফুলা লাশ দেখলাম- তিনজন বাইরে- অবশিষ্টগুল পাল-এর নীচে। একজন অর্ধ বয়সের রূপসী মহিলা মাথায় কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, হরিণের মত মায়ময় চোখ, লাবণ্যময় দেহ, সারা দেহের উপর যেন ভগবান দুধের সর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবেশপথে দুটি যুবক ও একজন কিশোরের লাশ দেখলাম-ঘরের ভিতরে পালং এর নীচে থেকে আরও ছয়জন যুবক ছেলের লাশ তুলে আনলাম। পাশের ঘরে প্রবেশ করে দু'জন যুবক ছেলে ও একজন মধ্যবয়সী লোকের পঁচা লাশ তুলেছি। উপরোক্ত সমস্ত লাশ আমি ধলপুর ময়লার ডিপোতে গিয়ে দেখলাম- বড় বড় গর্ত করে কুলিরা বসে আছে- ট্রাক থামিয়ে আমরা সব লাশ গর্তে ঢেলে দিলে কুলিরা মাটি ফেলে গর্ত বন্ধ করে দিল। লাশ উঠাবার জন্য আমাদের প্রত্যককে মাত্র তিন টাকা করে দিলে আমি সারাদিন না খেয়ে লাশ তুলতে অস্বীকার করে চলে আসি। সারাদিন লাশ তুলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পরেরদিন থেকে আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই।

টিপসহি
ছোটন ডোম
৭-৪-৭৪

\ ১৫ \

পঞ্চম
সুইপার সুপারভাইজার
ঢাকা পৌরসভা
সুইপার কলোনী, গণকটুলী
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

আমি ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ কালরাতে গণকটুলী পৌরসভার সুইপার কলোনীতে ছিলাম। এখানে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমার সাথে অবস্থান করছিল। সেইদিন রাত থেকে আমাদের কলোনীর চারিদিকে সান্ধ্য আইন জারী করে বর্বর পাক সেনারা ই,পি, আর, হেড কোয়ার্টারে বাঙ্গালী জোয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আমরা কলোনীতে সকল সুইপার দরজা-জানালা বন্ধ করে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম। বাইরে চলছিল চারিদিকে বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ। ২৭শে মার্চ সকাল নয়টায় পাক সেনারা সান্ধ্য আইন কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়ে নিলে সবাই সপরিবারে ঢাকার বাংলাদেশ মাঠ (পাকিস্তান মাঠ- আগা সাদেক রোড) সংলগ্ন সুইপার বস্তিতে আশ্রয় গ্রহন করি। গণকটুলীর আমাদের সুইপার কলোনীর একজন পুরুষ সুইপার মুখ ধোয়ার সময় এবং কাউসিলা দেবী নামে একজন হিন্দু সুইপারকে পাক সেনারা গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। “পৌরসভার সকল কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে”- রেডিও মারফত আমি এ ঘোষণা শুনে চাকুরীর স্বার্থে পৌরসভায় এসে রিপোর্ট করি। অফিসে এসে দেখলাম, পৌরসভার তৎকালীন কনসারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস সাহেব ক্রোধান্ধ হয়ে ডোমদের ডাকছেন। তার নির্দেশে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর রামদীন, ডোম পরদেশী, লেমু, গণেশ এবং লাল বাহাদুর -আমরা সবাই প্রথমে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ তুলতে যাই। আমরা সেদিন মিটফোর্ড থেকে দু’ট্রাক লাশ তুলেছি- সকল লাশ আমরা ওয়ারী আউটকলে ফেলেছি। সেখানে পূর্বেই শ্রমিকদের দ্বারা বিরাট বিরাট লম্বা লম্বা গর্ত করে রাখা হয়েছিল। আমরা লাশ নিয়ে সেই সব গর্তে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল আবার মিটফোর্ডে লাশ তুলতে যায়। আমরা ২৯শে মার্চ মিটফোর্ড লাশ ঘর থেকে দু’ট্রাক লাশ তুলেছি। পরদেশী এবং তার ভাই চুন্নু নীচে দাঁড়িয়ে পচা, ফুলা, গুলিতে ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলে ট্রাকের সম্মুখে এনেছে- রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) ও গণেশ দু’জন ট্রাকের উপরে ছিল। অধিকাংশ লাশ খাকী শার্ট পরা-পুলিশের ছিল। আমরা সকল লাশ ওয়ারী আউটকলে ফেলেছি। পরের দিন আমার দল বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড় ও শ্যামবাজার থেকে লাশ তুলেছি। তিনদিন পর আমার দল রমনা কালীবাড়ীতে লাশ তুলেছে। ডোম রঞ্জিত, গণেশ ও বদলু ছয়টি গন্ধ পোড়া লাশ তুলেছে। রমনা কালী বাড়ী পুকুরের পাড় থেকে রশি দিয়ে হাত, পা ও চোখ শক্ত করে বাঁধা দুজন যুবকের লাশ তুলেছে। ইহা ছাড়া আমার দল রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা থেকে বহু লাশ তুলেছে। বুড়ীগঙ্গা নদী থেকে আমার দল আমার উপস্থিতে যেসব বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছে তার প্রায় সবই চোখ হাত-পা বাঁধা ছিল। আমার দল বেশ কয়েকদিন পরে ঢাকা হলের ভিতর থেকে তিন জন যুবকের পচা লাশ তুলেছে।

স্বাক্ষর/-
পঞ্চম
১১-৫-৭৪

\ ১৬ \

পরদেশী
সুইপার সরকারী পশু হাসপাতাল
ঢাকা

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মিঃ ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মত ''পরদেশী পরদেশী'' বলে গর্জন করতে থাকলে আমি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, ''তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পারবে না।'' পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিলঃ ১। ভারত ২। লাডু ৩। কিষণ।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোন উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম। সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সাথে দুইজন করে সুইপার ইন্সপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করা প্রায় একশত যুবক বাঙ্গালীর বিভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশর পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রুপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ-লাশের বক্ষ, যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মত মায়ময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে থাকলো, আমি কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর কর্কশ গর্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন সম্ভ্রমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখলাম বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোন কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তার কোন লাশের দেহহেই আমি কোন আবরণ দেখি নাই। তাদের পবিত্র দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দকিসহ আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দু'টার সময় আমরা রমনা কালীবাড়ীতে চলে আসি পৌসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালীবাড়ীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালীবাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছাড়ানো ছিটানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালীবাড়ীর এ সকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লার ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পচা চর্বির গন্ধে আমার পকস্থলী বের হতে চাচ্ছিল। পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই

নাই, যেতে পারি নাই, সারাদিন ভাত খেতে পারি নাই, ঘৃণায় কোনকিছু স্পর্শ করতে পানি নাই। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে ঢাকা শাঁখারীবাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাখারীবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারীবাজরের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাঁখারীবাজরের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করলাম- দেখলাম মানুষের লাশ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর বীভৎস পচা লাশ, চারদিকে ইমারতসমূহ ভেঙ্গে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষণ্ডের মত লাফাতে লাফাতে গুলবর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাঁখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা দানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলা জন্য সেদিন আর শাঁখারীবাজরে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশ জন পনের জনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষদের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চূর্নবিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারো কাটা হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত, পা, শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝর, মুখমণ্ডল, বৃক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যমবাজার, বাদমতীল ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ী লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে ষ্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের ষ্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি মেয়ে, পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

স্বাক্ষর/-
পরদেশী
২১-৩-৭৪

\ ১৭ \

মিসেস রাবেয়া খাতুন
সুইপার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার পাঞ্জাবী সেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস, এফ, কেন্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে ওদের কামানের সম্মুখে আমাদের বীর বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারি নাই। সকালে ওরা পুলিশ লাইনের এস, এফ, ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙ্গালী পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল। ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে, মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল আমার উপর উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের নিকট কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউমাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরোনা, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খান ও নর্দমা পরিষ্কার করার আর কেউ থাকবে না, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে। তখনও আমার উপর এক পাঞ্জাবী কুকুর, কুকুরের মতই আমার কোমরের উপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিল। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আর কেউ থাকবে না একথা ভেবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এক পাঞ্জাবী ধমক দিয়ে বলতে থাকে, ‘ঠিক হায়, তোমকো ছোড় দিয়া যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাই পার হাজির রাহেগা।’ একথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে, রূপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারী ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি কেন্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম দেখলাম আমার সম্মুখ দিয়ে জীপ থেকে আর্মী ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস, এফ কেন্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এ উপর তালায় রুমে নিয়ে যাওয়া হল, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভিতর জায়গা দেওয়া গেলা না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, অনেক রূপসী যুবতীর দেহে অলঙ্কার দেখলাম, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙ্গালী রানীদের উপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবী সেনারা কুকুরের মত জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উম্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগলো। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ওদের উম্মত্ত উল্লাসের সামনে কোন মেয়ে কোন শব্দ পর্যন্তও করে নাই, করতে পারে নাই। উন্মত্ত পাঞ্জাবী সেনারা এই নিরীহ বাঙ্গালী মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ

করেই ছেড়ে দেয় নাই- আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রাক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রাক্তাক্ত হয়ে গেল। যে সকল বাঙ্গালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছোঁ মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজন দু পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম, পাঞ্জাবীরা শ্মশানের লাশ যে কোন কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল। শুধু সাধারণ পাঞ্জাবী সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবী সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙ্গালী মহিলাদের উপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকতো। কোন মেয়ে, মহিলা যুবককে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুটি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতো। যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চারিতার্থ করার জন্য ‘সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের হাসি তামাশায় দেহদান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের উপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে পশুর মত পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবী সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালবদ্ধ করে চলে যেত। ইহার পর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দার মোটা লোহর তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করতো সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেট দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকতো, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ করতো, কেউ উচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্তবক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করতো। কোন মেয়ে এসব অত্যাচারে কোন প্রকার চিৎকার করার চেষ্ট করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবী সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলাপাতাড়ি বেদম প্রহার করে যেত। প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙ্গুল, হাতের তালু ভেঙ্গে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত- আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার

করতাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙ্গালী যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদেরকে নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলাও সেখানে সেই সকল বন্দী মহিলাদের পূতগন্ধ, প্রস্রাব-পায়খান পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরাম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙ্গালী যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনারা প্রহরা দিত। কোন বাঙ্গালীকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনা সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।

মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মেয়েদের বাঁচবার জন্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। এপ্রিল মাসের দিকে আমি অন্ধকার পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯ নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নাই। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবী সেনারা এসকল নিরীহ বাঙ্গালী মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের উপর এভাবে নির্মম-পাশবিক অত্যাচার ও বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় বোমাবর্ষণের সাথে সাথে পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের চোখের সামনে মেয়েদের নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ ডেহকোয়ার্টার অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল। ডিসেম্বরের মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পাঞ্জাবী সেনা আত্মসমর্পণ করে।

টিপসহি
রাবেয়া খাতুন
১৮-২-৭৪

\ ৪৮ \

মোহাম্মদ আবু নূর
শিক্ষক, সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল
ঢাকা

আমি সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। একদিন ভারতে যাবার ব্যাপারে স্কুল থেকে কিছু পাওনা টাকা তুলতে গেছি। এমন সময় পাঞ্জাবী পুলিশের একটি দল আমাকে এবং আমার বন্ধু সহকর্মী নজমুল হোসেনকে ধরে নিয়ে রাজারবাগ চলে যায়। সেখানে আমাদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারপর তারা আমাদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে বসিয়ে রাখে এবং মাঝে মাঝে চড়থাপ্পড় দিতে থাকে। সেখান থেকে আমাদেরকে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রমনা থানায় লকআপে থাকবার সময় সেখানে আরো অনেক ছেলেকে অত্যাচার-জর্জরিত অবস্থায় দেখতে পাই। ঘন্টাখানেক পর আমাদেরকে লকআপ থেকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে প্রথমে আমার সহকর্মীর ওপর দৈহিক পীড়ন শুরু করা হয়। তাঁকে বেতের মোটা লঠি দিয়ে অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়। তার পা মুচড়ে ফেলা হয়। কিন্তু তিনি এরপরও কোন গুপ্ত খবর দিতে অস্বীকার করেন। তারপর শুরু হয় আমার পালা। আমাকে তারা নিদারুন লাঠিপেটা করে এবং আমার পা-ও তারা মুচড়ে ফেলে। কিন্তু আমিও কোন গোপন কথা বলতে সম্মত হইনি।

ঘন্টাখানেক পর একজন ডি,এস,পি এসে আমাদেরকে আবার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়। সেখানে অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে আমাকে ২৪ দিনের জন্য বন্দী করে রাখা হয়। প্রথম দিন রাতে তারা কোন এক পিতা ও তাঁর পুত্রকে একই সঙ্গে উলঙ্গ করে ঐ অবস্থায় সবার সামনে সরারাত দাঁড় করিয়ে রাখে এবং মারধর করে। আমাকে এবং অন্যান্য সবাইকে তারা সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় নিয়মমাফিক মারধর করত ও জোর করে জবানবন্দী আদায় করে নিত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সবাই সত্যকে গোপন করে যেতাম। পাঞ্জাবী পুলিশেরা ছাড়াও পাক সেনা বা ই,পি,সি,এ,এফ যারাই আসত তারাই একবার করে এসে আমাদের ধোলাই করে যেত। অনেকেই প্রহারের ফলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে এসে ঘুম থেকে উঠিয়ে তারা নির্যাতন চালাত। ওরা নিয়মিত আমাদেরকে কিছু খেতে দিত না। তবে মাঝে মাঝে তাদের উচ্ছিষ্ট তারা আমাদের খেতে দিত। বিশেষ করে মারধর করবার সময় পানি চাইলে তারা পানি খেতে দিত না। উল্লেখ করা যেতে পারে মাঝে মাঝে ভিখিরি ছেলেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার ভিক্ষে করে আমাদের দিয়ে যেত।

একদিন ওরা আমার দুই হাত বেঁধে ওপরের দিকে ঐ অবস্থায় একনাগাড়ে ৪৮ ঘন্ট দাঁড় করিয়ে রাখে। বাঁধন খুলে দেবার পরপরই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার পা ভীষণ রকম ফুলে যায় এবং সাধারণভবে চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।

একদিন কোন এক বন্দীকে তারা পিটিয়ে মেরে ফেলে। তারপর মৃতদেহ বস্তায় পুরে তারা নিয়ে যায়। ওখানে একটা ছেলেকে পিঠমোড়া করে সারাদিন বেঁধে রাখে ফলে তার পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঐ অবস্থার পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। একদিন সকালে পাঞ্জাবী পুলিশ এসে আমাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিটাতে শুরু করে, তখন আমার পরনে শুধু একটা জাংগিয়া ছিল এবং হাত উপরের দিকে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে অবস্থায় একজন মিলিটারী অফিসার, ডি,এস,পি,আর,আই এবং কয়েকজন পুলিশ এসে আমাকে ঘিরে ফেলে, তারা প্রত্যেকেই আমার উপর কিল, ঘুষি, চপেটাঘাত, লাথি এবং থাপ্পড় চালাতে থাকে। আমার বুকের উপর একজন একটা রিভলবার ধরে তাদের ইচ্ছামত স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি কোন গোপন তথ্য প্রকাশ না করলে তারা আরো কিছুক্ষণ মারধর করে চলে যায়।

একদিন সকাল বেলায় পাঞ্জাব পুলিশের একজন ডি,এস,পি (অল্পবয়স্ক) আমাকে দেখতে আসে। তার সাথে দু-এক মিনিট কথা বলার জন্য অনুমতি চাই এবং সে এতে রাজী হয়। তাকে আমি প্রথমে বলি, ‘‘শিক্ষার দিক থেকে তুমি আমার চাইতে বেশী নও, কিন্তু কি অবস্থায় আমাদেরকে রেখেছ, তোমরা মানুষ না অন্যকিছু, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তা তুমি তদন্ত কর এবং আদালতে বিচার দাও। তা না হলে এভাবে আমাদেরকে রাখার কোন অধিকার তোমাদের নেই।’’ আমার কথা শুনে ভীষণ রেগে যায় এবং চিৎকার করতে থাকে। সে আমাকে একটা ছেলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। আমি বললাম যে ছেলেটার নাম আমি শুনেছি তবে চিনি না। এরপর সে চলে যায়, ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় আমাকে বেদমভাবে প্রহার করা হয়, যে ঘরে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হত সেখান থেকে পরে আমাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। এখানে দুইজন পাঞ্জাবী পুলিশ মাঝে মাঝে আমাদেরকে খাবার দিয়ে যেত। সিগ্রেটও কিনে এনে দিত, তারা আমাদের মারধর করত না। এদের সাহায্যেই আমি হাবিব ব্যাংকে (শান্তিনগর শাখা) এক বন্ধুর কাছে ঝাড়ুদারের মারফত একটা চিঠি পাঠাতে সক্ষম হই। আমার বন্ধু ঐ ঝাড়ুদারের কাছে আমার জন্য দশটি টাকা পাঠিয়ে দেয় এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে আমার খবর পৌছে দেয়। ছাড়া পাবার ৭/৮ দিন আগে থেকে আমাকে বলা হয় যে টাকা দিলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আমার চেক বইটি (তল্লাশী করে তারা নিয়েছিল) আমার কাছে নিয়ে আসে এবং দু’হাজার টাকার চেক সই করে দিতে বলে। আমি তাদের শ পাঁচেক টাকা দিতে রাজী হই। শেষ পর্যন্ত তরা ৬০০ টাকার একখানা চেক সই করিয়ে নেয়, আমাদেরই একজন বন্দীকে নিয়ে টাকা উঠিয়ে নিয়ে আসে। সেইদিনই বিকালে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং আরো আটশ টাকা দিতে বলে। আমি পালিয়ে যাব এ ভয়ে একজন পুলিশকে আমার পিছনে লাগিয়ে দেয়। পরের দিন আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদেরকে দিয়ে আসি।

দীর্ঘদিনে বন্দী শিবিরের অত্যাচার ও নির্যাতনের চিহ্ন বহন করে অবশেষে বাড়ী ফিরে যাই। এখনও আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠিনি এবং অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবু নূর
৪-৪-৭৩

\ ১৮ \

মোহাম্মদ আলী নূর চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, ঘোড়াশাল হাই স্কুল

১লা ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল ৫টায় রেলগাড়ীতে করে প্রায় ৫০/৬০ জন সৈনিক সাথে একজন মেজরসহ ন্যাশনাল জুট মিল (ইজব নগর, ঘোড়াশাল, ঢাকা) ঘিরে ফেলে। তখন অনেকেই নিদ্রায় মগ্ন। মিল ছিল রমজান উপলক্ষে ছুটি। বিশেষ করে মিলের স্টাফের লোকজনই সেখানে তখন ছিলেন। ঘোড়াশাল সেতুর পশ্চিম পাশে গাড়ী থামিয়ে মিছিল সহকারে প্রথমত গুলি করতে করতে পাক বাহিনী মিলে প্রবেশ করে। গুলির শব্দ শুনে মিলের আশেপাশের লোজন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী ওদিকে কোন দৃষ্টিপাত করেনি। রাস্তার পাশে যে সব বাড়ীঘর ছিল সেগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে মাত্র। গোলাগুলির শব্দ শুনে মিলের প্রত্যেকে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। মিলের সহকারী ম্যানেজার শহীদ আবু তালেব পাক বাহিনীর সাথে একত্র হয়ে মিলের সবাইকে সান্ত্বনা সহকারে কাছে ডেকে আনেন। অনুমান স্টাফে দেড়শত লোক ছিল এবং তাদের পরিবার পরিজনসহ ৫০০ লোক। মেজর সবাইকে ডেকে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে নিয়ে যায়। চক্ষু লাল করে ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এখানে মুক্তিবাহিনী আছে কিনা? এবং স্টাফের সবাইকে মুক্তিবাহিনী বলে মেজর আখ্যায়িত করে। সহকারী ম্যানেজার সাহেব মেজরকে নানাভাবে তাঁর স্টাফ যে মুক্তিবাহিনী নয়, তা বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং তার প্রমান দেন। ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এসব কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত মেজর ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হন। সহকারী ম্যানেজার সাহেবকে তাদের স্ব-স্ব কাজে লিপ্ত হতে আদেশ দেন। স্টাফের সবাই নিজ নিজ কাজে চলে যায়। মেজর ও তার অন্যান্য সৈন্যরা মিল প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনী অনুসন্ধান করা। অবশেষে আবার তারা গাড়ীর দিকে রওনা হয়। যখন তারা গাড়ীর দিকে ধাবমান ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা হতে কে যেন একে একে দুটি গুলি করে। গুলির শব্দ শুনে মেজর ও অন্যান্য সৈনিকরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং পুনরায় মিলের দিকে রওনা হয়। আর কালবিলম্ব না করে অফিসার স্টাফের প্রত্যেকের বাসায় উঠে যাকে যেভাবে দেখেছে সেভাবেই নৃশংসভাবে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, মিলের গেটকিপারসহ অফিসার ও স্টাফের দু'একজন ছাড়া সবাইকে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় তারা ট্রেনে উঠে ঢাকা অভিমুখে চলে যায়।

স্বাক্ষর/-
আলী নূর চৌধুরী
৪-১২-৭৩

\ ১৯ \

মিসেস আবু তালেব
স্বামীঃ শহীদ আবু তালেব, এম, এ
সহকারী ম্যানেজার, ন্যাশনাল জুট মিলস
ঘোড়াশাল, ঢাকা

১৯৭১ সালের ১লা ডিসেম্বর একদল খানসেনা অতর্কিতভাবে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলস ঘিরে ফেলে এবং মিলের ১০৪ জন বিভিন্ন পদের নিরীহ নিরস্ত্র কর্মচারীকে নির্মমভাবে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে এল, এম, জি'র ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। শহীদ আবু তালেব তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি দিনাজপুরে ঠাকুরগাঁ মহকুমার ধাকদনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং জনাব আহমদ উদ্দীন আহমদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং ন্যাশনাল জুট মিলের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা দান করেন এবং বহু জনহিতকর কাজ সম্পাদন করেন। তিনি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার নওখৈর গ্রামে ''নবোদয়'' নামে একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া তাঁর বড় পরিচয় তিনি ন্যাশনাল জুট মিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং একজন জনপ্রিয় ও দক্ষ পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে বর্বর পাক সেনাদের হাতে তাঁর প্রাণ হারাতে হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে যান। মৃত্যুর পূর্বমহূর্তে তিনি বারবার পাক সেনাদের কাছে আবেদন জানান- ''মারতে যদি হয় আমাকে মার, আমার কর্মচারীদেরকে মের না।'' যেহেতু তিনি মিলটিকে গড়ে তোলেন সেহেতু তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরে যেন তাঁকে সেখানেই কবরস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্বাক্ষর/-
মিসেস আবু তালেব
২০-১১-৭৩

\ ২০ \

মোহাম্মদ মাহমুদুল আশরাফ
গ্রাম ও পোঃ ঘোড়াশাল
কালীগঞ্জ, ঢাকা

নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখ ঘোড়াশাল ষ্টেশনে মিলিটারী ক্যাম্প থেকে ৫০/৫৫ জনের একটি দল ভোর ৬টায় ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের দু'তিনটা পথ দিয়ে খিলপাড়া ও আটিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। আমি ঘাড়াশাল থেকে তার একদিন পূর্বে বৈয়ম গ্রামে চলে যাই। পাক বাহিনী প্রথমে খিলপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে। খিলপাড়া গ্রামের জনৈক দোকানদার ইসলামের সাথে পাক বাহিনী সাক্ষাৎ করে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, পাক বাহিনী পূর্বেই ইসলামকে দোকানদার হিসেবে চিনত। পাক বাহিনী ইসলামকে সাহায্য করতে বলে। উপায়ন্তর না দেখে ইসলাম বাধ্য হ'ল পাক বাহিনীর সাহায্য করতে। এরপর শুরু হয় পাক বাহিনীর ধ্বংসলীলা। একের পর এক বাড়ী ধ্বংস করতে থাকে এবং লোকজনকের এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। প্রকাশ, ইসলাম একজন ধর্মভীরু লোক। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। হয়ত বা অনেক লোক পাক বাহিনীর ভয়ে পালাচ্ছে। সেই মুহূর্তে পাক বাহিনী গুলি কের ওখানেই তাদেরকে শেষ করেছে। এমনকি শিশু, নারী-পুরুষ কেউই তাদের নৃশংস হত্যা হতে নিস্তার পায়নি। হত্যার সাথে সাথে অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যায়। এত মর্মান্তিক ধ্বংসলীলাকে তৈমুরের ধ্বংসলীলার সাতে তুলনা করা যায়।

এমনিভাবে দু'গ্রামের প্রায় ২০০ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। অনেক লোক রাস্তায়, কেউ ঘরে আবার কেউ সেতুর নীচে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। পাক বাহিনীর এ অভিযান প্রায় ৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলে। পাক বাহিনীর সাহায্যকারী ইসলাম তাদের এ অপকার্যে সাহায্য করেছিল। যখন পাক বাহিনী দেখল তাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই তখন পাক দস্যুরা ইসলামকেও হত্য করে। প্রায় ২০০ মৃতদেহের মধ্যে জনগণ ২ জনের মৃতদেহকে সমাহিত করেছিল।

ঘোড়াশালের রেল ষ্টেশনের পাক বাহিনীর একটা ক্যাম্প ছিল। দৈনন্দিন খাওয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র গ্রামের নিরীহ লোকদের নিকট হ'তে জোর করে নিয়ে যেত। পাক পশুরা তাদেও পশুত্ব চরিতার্থ করার জন্য গ্রামের যুবতী মেয়েদের উপর মাঝে মাঝে পাশবিক অত্যাচার চালাত। সত্যি কথা বলতে কি পাক বাহিনী সমগ্র ঘোড়াশালে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। ঘোড়াশাল বাজার বন্ধ হয়ে যায়, স্কুলে কোন ছাত্র আসত না। গ্রাম পায়ই জনশূন্য ছিল। যদি দু'একজন বাংগালী দেখত তাদের ধরে নিয়ে যেত কাজ করার জন্য। তখন মনে হতো আমার জীবনের মূল্য ১ পায়সাও নয়। হঠাৎ একদিন পাক বাহিনী আমাকে এবং আরও অনেক লোককে ধরে ফেলে। মুসলমান ছিলাম বলে বেঁচে যাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মাহমুদুল আশরাফ

\ ২১ \

শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
ডি, সি, টাঙ্গাইল

গোয়ালন্দের এস, ডি, ও, থাকাকালে পাকবাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখে। তারপর আমাকে ৩রা জুন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজার বাড়ীতে বন্দী রাখে। এই সময় নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচারও করা হয়। জুনের ৪ তারিখে আবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একদিনের জন্য রাখে। সেই রাতে আমার উপর অনেক অত্যাচার করা হয়। পরদিন আমাকে সেকেণ্ড ক্যাপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২১ শে সেপ্টেম্বর অবধি বন্দী রাখা হয়। এই সময় আমাকে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং প্রশ্নোত্তর করা হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত চার্জশিট দেওয়া হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। কারাগারের বাঙ্গালী কর্মচারীরা সকল প্রকার আমাকে সাহায্য করে এবং যথাসাধ্য আরাম আয়াসে রাখার চেষ্টা করে। আমার সাথে অনেক সরকারী কর্মচারীর মধ্যে ফরিদপুরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক (বর্তমানে রেজিস্ট্রার, কো-অপারেটিভ সোসাইটি) জনাব আ, ন, ম, ইউসুফ, মাদরীপুরের মহকুমা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াত (বর্তমানে ঢাকার ডি সি) বন্দী ছিলেন। আমরা সবাই বিচারাধীন আসামী ছিলাম। ১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে আমরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসি। গোয়ালন্দে আমার হুকুমে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে কুষ্টিয়া ৩০-৩১শে মার্চ ১৯৭১ আছমত ও কুদ্দুস নামে গোয়ালন্দ মহকুমার দু'জন আনছার শহীদ হয়। গেয়ালন্দ ঘাটে ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে ফকির মহীউদ্দিন নামে আর একজন আনছার শহীদ হয়। এছাড়াও তিনজন আনছার কুষ্টিয়ার যুদ্ধে আহত হয়। তাদের নাম আতিউর, রব ও জিয়াউদ্দিন। গোয়ালন্দ মহকুমার আর একজন আনছার নূরুল ইসলাম আমার সাথে বন্দী এবং দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগের পর ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তি পায়। আমি গ্রেফতার হবার পূর্ব পর্যন্ত গোয়ালন্দ মহকুমার দলমত নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের এবং সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিল।

স্বাক্ষর/-
শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
২৫-৭-৭৩

\ ২২ \

শরীফ উদ্দিন আহমদ
গ্রামঃ তারটিয়া
ডাকঘরঃ তারটিয়া ভাতকুড়া
টাঙ্গাইল

১৯৭১ সনের ১০ই জুন তারিখ বিকাল ৪টায় টাঙ্গাইল শহরের সদর রাস্তা হতে ১০ জন রাজাকার ও ৫ জন কুখ্যাত পাক বাহিনীর লোকেরা আমাকে ধরে টাঙ্গাইল জেলা সদরে তাদের আড্ডায় নিয়ে যায়। আমাকে রাস্তায় কোন দিকে তাকাতে দেয় না। আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করে ভোট কোথায় দিয়েছ। আমি বলি নৌকায়। এই কথা বলার পর দুজন রাজাকার ও দুইজন পাক সৈনিক আমার উপর হান্টার ও চাবুক দ্বারা প্রহার আরম্ভ করে। তিনটা হান্টার ভাঙ্গার পর অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে একটা পচা গন্ধভরা কামরায় রেখে চলে যায়। তিন দিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নাই। দৈনিক তিনবার করে আমাকে প্রহার করতো। এইভাবে ৫ দিন প্রহর করার পর আমার শরীর ফুলে পচে যায়। এরপর ৬ষ্ঠ দিনে তারা আমকে কারেন্ট মারে। ঐ কারেন্টের ধাক্কা লেগে দুইবার আমি ছিটকে পড়ে যাই। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না। সারাদিন পর অজ্ঞান অবস্থা থেকে জেগে উঠে দেখি আমার সর্বাংগ রক্তাক্ত মেঝে রক্তে ভেসে গেছে। এপর অত্যচারের মাত্রা কমে যায়-দৈনিক একবার করে ১৯ তারিখ পর্যন্ত অত্যাচার চলে। ১৯ তারিখের পর আমি প্রায়ই অজ্ঞান অবস্থায় থেকেছি। এর মধ্যে আমি নিজ চক্ষে প্রতিদিন একদল করে লোক রাত্রি বারটার পর আড্ডার উত্তর দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। তাদেও আর ফিরতে দেখি নাই। নিয়ে যাওয়ার পর দূর থেকে শুধু প্রতি মুহূর্তে বিকট একটি করে আওয়াজ শুনেছি। এই অবস্থায় ১৭ দিন আমাকে রাখার পর ২৭ তারিখে মৃত মনে করে ফেলে দেয়। আমার একজন পরিচিত লোক মৃতদেহের ভান করে আমাকে রিক্সা করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

স্বাক্ষর/-
শরীফ উদ্দীন আহমদ

\ ২৩ \

কামিনী কুমার দাস
সার্কেল অফিসার (ডেভেলপমেন্ট)
রায়পুরা, ঢাকা

আমরা রায়পুরা থানায় তখন ২২টি ইউনিয়ন ছিল। বর্তমানে এখানে ২৮টি ইউনিয়ন। এখানে ৪ লাখ লোকের বাস। রায়পুরা থানায় ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে মেঘনা নদীর দ্বীপ চরে ৫টি ইউনিয়ন(বর্তমানে ৬টি অবস্থিত)। এলাকা ১৫৪ বর্গমাইল। অত্র থানার পরিধির মধ্যে ৫টি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাক বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল। তখন হেডকোয়ার্টর হতে হানাদারদের পৈশাচিক কার্যকলাপ পরিচালনা করত। চর এলাকার দু'টি ইউনিয়ন ও বাকি ইউনিয়নের মধ্যে ১৫টি ইউনিয়নে প্রজ্বলন কার্য চালায় হানাদাররা। যেহেতু রায়পুরা থানার মধ্যে ভাগ দিয়ে রেল রাস্তা অবস্থিত। ফলে রেল রাস্তার উভয় দিকের গ্রাম ও অভ্যন্তরেও পাক হানাদাররা বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় ও নৃশংসভাবে জনসাধারণকে হত্যা করে। অত্র থানায় বেলাব ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত পাক বাহিনীর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। ইহা ব্যতীত মীর্জানগর ইউনিয়নের হাঁটুভাঙ্গা ও মোছাপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে কয়েকবার পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের খণ্ড যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীকে ঘায়েল করা হয় এবং কয়েকজন পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনতার হাতে মোছাপুর ইউনিয়ন ও মীর্জানগর ইউনিয়নে ধরা পড়ে। তাদের পরে হত্যা করা হয়। থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাক বাহিনীরা ছাউনী খুলে থানাব্যাপী জনসাধারণের মাঝে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কবরস্থ করে। গণকবর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কয়েকজন জোরপূর্বক ধর্মান্তর করে। ধর্মান্তরিত লোককেও বেদম প্রহার করে অত্যাচার করে এবং একজনকে হত্যা করে। থানার প্রত্যেকটি বাজার ওরা লুট করে। এ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে ঢুকে হানাদাররা রাজাকারদের সহায়তায় লুটতরাজ করেছে। থানা পুলিশ ষ্টেশনও হানাদারদের প্রজ্বলন থেকে বাদ পড়েনি।

স্বাক্ষর/-
কামিনী কুমার দাস
৬/১১/৭৩

\ ২৪ \

মোঃ আবদুল হাই
সাং-শাটিয়াচড়া
ডাকঘর-জামুকী
থানা-মির্জাপুর
জেলা-টাংগাইল

আমাদের গ্রামে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শহীদ হয়েছে:-

১। মোঃ জোমারত আলী দেওয়ান।
২। মোঃ নূর বকস
৩। মোঃ শাহ্ আলম
৪। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
৫। মোঃ হাবিবুর রহমান
৬। মোঃ দুলাল মিয়া
৭। মোঃ আব্দুল হাকিম
৮। বেগম আকতারুজ্জামান
৯। মোঃ লেবু মিয়া
১০। বেগম এখলাস উদ্দিন
১১। মোঃ ইব্রাহিম
১২। আব্দুল হক
১৩। বেগম মাজেম আলী
১৪। মোঃ মোতালেব হোসেন
১৫। মোঃ দুদু মিয়া
গুড়ান গ্রামের শহীদদের নাম:-
১। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
২। মোঃ চেনু মিয়া
৩। মোঃ আবুল কাশেম
৪। মোঃ নূর উদ্দিন
৫। মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া
৬। মোঃ আবুল মাষ্টার
৭। মোঃ মজিবর রহমান
৮। মোঃ সামছুল হক
৯। বেগম নূরু ইসলাম
১০। আজমত আলী
১১। পান্না মিয়া
১২। বেগম আব্দুল বাকী মিয়া

৩রা এপ্রিল পাকবাহিনী ১৫০ খানা বাড়ীঘর সম্পূর্ন ধ্বংস করে দেয়। পাক বাহিনীর দালাল আমাদের গ্রামের দুইজন মহিলাকে ধরে পাক শিবিরে নিয়ে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

\ ২৫ \

আবুল কালাম আজাদ
নাগরপুর
টাংগাইল

১৬ই এপ্রিল টাঙ্গাইলে ডি,সি, জালাল আহমদ সাহেব এবং এ, পি, নূরুজ্জামান সাহেব আসেন লুঙ্গী পরা অবস্থায়। সব ঘটনা বলেন এবং ২/৩ দিন থাকেন আমার ওখানে গোপনে। ওঁদের বন্ধু ছিলেন টাঙ্গাইলের জনাব আযম খান। ওঁর সাথে আলাপ করে ঠিক করা হয় কাজে যোগ দেয়ার। আযম খান গাড়ী নিয়ে এসে নিয়ে গেলেন। এই খবর পাক গোয়েন্দা বিভাগ জেনে ফেলে আযম খানের বাড়ী ঘিরে ফেলে। ওঁদের তিন জনকে ব্যাপক মারধর করে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়। ঢাকাতে কয়েকদিন অত্যাচার করে জবানবন্দী নিয়ে তিন জনের জবানবন্দী এক হওয়ায় তাঁরা ছাড়া পান। প্রতিটি ষ্টেটমেন্টে আমার কথা ছিল। এমনকি আযম খানকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম সেটিও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়েছিলো। আমি সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওঁরা মুক্তি পেয়েছেন শুনে শান্তি পেলাম। ডি,সি ও এস,পি ৩০শে এপ্রিলের দিকে কাজে যোগ দেন।

১০ই মে ডি,সি'র ওখানে সভাতে পাক ক্যাপ্টেনের কথাগুলি বললেন। সভা শেষে ডি,সি, সাহেব গোপনে আমাকে ডেকে বললেন সাবধানে থেকো আর হিন্দুদেরকে বলো সাবধানে থাকতে, পূজাগুলো এখন বন্ধ রাখতে বলো- বাঁচলে অনেক কিছু করতে পারবে। আমি সে মোতাবেক রাত ১০টায় পৌছে সবাইকে ডেকে এ খবর দেই; তারা সেইমত সাবধানতা অবলম্বন করে।

ভোর রাতে প্রচুর গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাড়ীতে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। দেখলাম পাক সেনারা তিন দিক থেকে নাগরপুর আক্রমন করেছে-অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা গেলাম ক্যাপ্টেনের কাছে, ক্যাপ্টেন বললো তুমিই সেই ম্যাজিষ্ট্রেট যে জামুর্কীতে আমার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়েছিলে। তুমিই তো গতকাল হিন্দুদেরকে পালিয়ে যেতে বলেছ। আমি চুপ থাকলাম। ক্যাপ্টেন আমাকে খুব গালাগালি করলো, সেই কিছু কিছু হিন্দু ধরে এনে বেয়োনেট চার্জ করতে লাগলো। আমার খবর শুনে রাতেই অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গিয়েছিলো। ফলে বহু লোক সেদিন বেঁচে যায়।

ক্যাপ্টেন আমাকে ১ ঘন্টা সময় দেয় যে এর মধ্যে ১০০ হিন্দু এনে দিতে হবে। নইলে একটি বুলেট তোমার জন্য বলেই এক চড় মারে। আমি এ্যাডামেন্ট হয়ে বেশ কথা কাটাকাটি করলে ক্যাপ্টেন নরম হয়ে আমাকে গাড়ী করে নিয়ে যায়। থানায় গিয়ে দেখলাম ৮/১০ জন নিরীহ লোককে হত্যা করার জন্য রেখেছে। আমি ওরা ঝাড়ুদার বলে ওদেরকে বাঁচাই। ডাঃ কাশেম (ডেন্টিষ্ট) এবং ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার আমার বিরুদ্ধে টিক্কা খাঁর কাছে দরখাস্ত করেছিলো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করায়।

ঐ দিন পাক সেনারা সামনে যাদেরকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। থানায় যেতে গিয়ে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। বার ঘাট, বাড়ী-ঘর সব ওরা লুট করে নেয়।

আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন চলে যায়। আধ ঘন্টা পরে ডেকে পাঠায়। যাওয়ার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন আমার বুকে রিভলবার ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে মারধর শুরু করে। সেখানে ২০/২৫ জন হিন্দু লোককে শুইয়ে রেখেছে দেখলাম। চারদিকে সিপাইরা বেয়োনেট উচিয়ে ঘিরে ধরলো। আমার বিরুদ্ধে চার্জ দিলো আমার বাড়ী থেকে নাকি ৬ রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে পাক সেনাদের উপর। অনেক কাকুতি করে ১ মিনিট

বলবার সুযোগ পাই। বেশ কিছুক্ষণ পাকস্তানের পক্ষে মিথ্যা-সত্য বলে ক্যাপ্টেনকে কনভিন্স করি। ক্যাপ্টেন সব শুনে দেখ আমার সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলে তোমার বাঙ্গালীরাই তোমার শত্রুআমরা কি করবো। তারাই তোমার বিরুদ্ধে বলেছে। থানাতে গেলে ২৫/৩০ জনকে গুলি করার আদেশ দেয়। আমি বললাম এরা সবাই কৃষক এদের মেরে কি করিবে? ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু মার দিয়ে দুইজন বাদে সাবইকে ছেড়ে দেয়। আমার বাড়ীর সবাই বেঁচে যায়। পাক সেনারা চলে গেলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কয়েক ঘন্টা পর আমার জ্ঞান ফেরে। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে সেবার বেঁচে গেলাম।

২৮শে মে মুক্তি বাহিনী নাগরপুর আক্রমন করে। আমার ওখানে ওয়্যারলেস সেট ছিল সেটি নিয়ে যায়। কাশেম ডাক্তারকে (দালাল) ধরে হত্যা করে। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার পালিয়ে যায়। আমি পালিয়ে টাঙ্গাইল চলে যাই পাক সেনাদের ভয়ে।

নারী ধর্ষণ, প্রজ্বলন ধ্বংস পাক সেনারা করেছে।

স্বাক্ষর/-
আবুল কালাম আজাদ
১৬/৮/৭৩

\ ২৭ \

মোঃ কাজেম উদ্দিন
গ্রাম-ফুলদহের পাড়া
ডাকঘর-পিংনা
থানা-সরিষাবাড়ী
জেলা-ময়মনসিংহ

হানাদার বাহিনী আমাদের গ্রামের ১৪ জন যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং ৯ জন মুক্তিফৌজকে হত্যা করে। গ্রামবাসী অনেকেই পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধের শেষে গ্রামে এসে দেখি রোজ কিয়ামত আর কি? দাফন কাফন করার মানুষ পাওয়া যায় না।

আমাদের গ্রামে যে কয়েকজন শহীদ হয়েছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করলাম:-

মোঃ নূরুল ইসলাম, বি,এ; মোঃ আমিনুল ইসলাম; মোঃ মাতিয়ার রহমান; মোঃ কাংগালীয়া; মোঃ আবদুল হালিম; মোঃ জামাত আলী; মোঃ আনোয়ার হোসেন; মোঃ ছেকান্দর আলী; মোঃ আছমত আলী; মোঃ মোনছের আলী; মোঃ মুসলিম উদ্দিন; মোঃ বাবুল হোসেন; মোঃ আবদুস সামাদ; দুদু মিয়া।

স্বাক্ষর/-
মোঃ কাজেম উদ্দিন

\ ২৮ \

খাজা কামরুল হক
গ্রাম-নওয়া
পোঃ-কিশোরগঞ্জ
ময়মনসিংহ

সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী কিশোরগঞ্জ মহকুমার সদর এরলাকায় প্রবেশ করে। ভৈরব হতে ট্রেনযোগে প্রায় দুই শতাধিক হানাদর সৈন্য ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐদিন বিকেল ৪ ঘটিকায় কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত লোক তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। মুক্তি সংগ্রামীরাও তাদের হালকা অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পাক সৈন্যরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করে পলায়নপর লোকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। তাদের প্রথম বলি হয় জনৈক রিক্সাওয়ালা এবং একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। সন্ধ্যার সময় তারা মাইকযোগে স্থানীয় সকল লোককে নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে আসার জন্য আহবান জানায়; কিন্তু এত কেউ কর্ণপাত করেনা। এ সময় জনৈক ধর্মান্ধ দালালের ইশারায় তারা এখানকার পতিতালয়টি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেয়।এরপর তারা বহু বাড়ীঘর বিশেষ করে হিন্দুদের বাড়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে জ্বালিয়ে দেয়। পরদিন পাক সৈন্যরা মাইকযোগে পুনরায় লোকজনকে ফিরে আসার আহবান জানায়। যে সমস্ত দোকানপাট হিন্দুদের ছিল সেগুলির তালা ভেঙ্গে লুট করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করতে থাকে। ভীতসন্ত্রস্ত জনগণ লুটের মাল মাথায় নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পাক সেনারা সে অবস্থায় তাদের কিছুসংখ্যকের ফটো তুলে নেয় এবং তারপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে।

মে মাসের প্রথম দিকে ভৈরব থেকে আরও কিছু সংখ্যক সৈন্য আসার পর তারা স্থানীয় ডাক-বাংলোয় ঘাঁটি স্থাপন করে এবং পি,ডি,পি জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামের লোকজনকে নিয়ে এক শান্তি কমিটি গঠন করে।

এরপর হানাদার সৈন্যরা স্থানীয় দালালদের সহায়তায় রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী গঠন করে। এদের সহযোগে তারা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বিচারে ও কোথাও কোথাও বেছে বেছে লোককে হত্যা করতে থাকে।

১৮ই এপ্রিল থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আট মাসে পাক হানাদাররা কিশোরগঞ্জ সদর এলাকায় ৩০০ থেকে ৪০০ লোককে হত্যা করেছে এবং ১ কোটি টাকার মত সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করেছে। গাঙ্গাকিয়া গ্রামের বিশিষ্ট পরোপকারী জমিদার ভূপতি বাবুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জুন-জুলাই মাসের দিকে একদিন পাক সেনারা ভূপতি বাবুর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে ধরে ফেলে। স্থানীয় জনগণকে তাঁর বাড়ী লুট করাতে বাধ্য করে। ভূপতি বাবুর অন্তিম ইচ্ছা কি পাক ক্যাপ্টেন তা জানতে চাইলে তিনি প্রথমে প্রাণের বিনিময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবার কথা জানান; কিন্তু পাক ক্যাপ্টেন তা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয়। তখন ভূপতি বাবু জীবনের শেষবারের মত একটা গান গাইতে চান। উল্লেখযোগ্য তিনি একজন গুনী সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন। তার আরজি মঞ্জুর হলে তিনি যে গানটি গান তাতে উপস্থিত জনগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পাকহানাদাররাও সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিগলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভূপতি বাবু রক্ষা পান নাই। পরে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের ছাত্র চিস্তিসহ কয়েকজন ছাত্রকে পাক ফৌজরা হত্যা করেছে।

কিশোরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতী মেয়েদেরকে তারা ধরে এনে ধর্ষণ করতো। প্রায় শতাধিক জনের উপর তারা নির্যাতন চালিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
খাজা কামরুল হক
৫/৪/৭৩

\ ২৯\

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ পোদ্দার
গ্রাম-জামুর্কী
থানা- মির্জাপুর
জেলা- টাংগাইল

১৯৭১ সালের **১০ই** নভেম্বর পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। আমি পালাতে চেষ্টা করছি। এমন সময় একজন পাক দস্যু আমাকে ডাকিয়ে তার সামনে হাজির করলো। আমাকে বলল, ‘‘চল বেটা আমাদের শিবিরে’’। পাক শিবিরেনিয়ে পাকবাহিনীর গাড়ীতে করে আমাকে অন্য এক শিবিরে পাঠিয়ে দিল। শিবিরে নিয়ে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। আমাকে বলে, ‘‘তোদের গ্রামে কোন মুক্তি বাহিনী হ্যায়?’’ তখন উত্তর দেই, আমাদের গ্রামে কোন মুক্তি বাহিনী নেই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লাঠি দিয়ে বেদমভাবে প্রহার করলো। তারপর অন্য একজন রাজাকার এসে আমাকে বলে বেটা মালাউন হ্যায়। বেটাকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়া দেখাচ্ছি। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করলো। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলাম। তারপর আমার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমাকে একটি নদীর ধারে নিয়ে গেল, আমি মনে করলাম আমার জীবনের শেষ লীলা এখানে বুঝি শেষ হবে। আমাকে প্রথমে মাটির উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখল। কিছু পর একজন পাক দস্যু এসে আমাকে ভীষণভাবে লাথি মারল এবং বেয়নেট দিয়ে আমাকে পেটের উপর আঘাত করলো। এই আঘাতে আমার জীবন শেষ হয়ে যায় যায়। তখন আমি কোন রকমে জল টেনে মাটির উপর ভর করে থাকি। কোন রকমে আমি সাঁতার কেটে নদীর ওপাড়ে যেয়ে আমার আঘাত স্থানে গেঞ্জি দিয়ে বেঁধে বহু কষ্ট করে নদীর জল হতে উঠে কোন রকমে আমার বাড়ীতে চলে আসি।

বাড়ীতে ডাক্তার এসে ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো।

আজ পর্যন্ত আমার ক্ষতস্থানে তার চিহ্ন রয়েছে।

স্বাক্ষর/-
শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ পোদ্দার

\ ৩০ \

মাজিবর রহমান
গ্রাম-জামুর্কী
থানা- মির্জপুর
জেলা-টাংগাইল

১৯৭১ সালের ৭ই আগষ্ট পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। আমি ঐ সময় আমাদের গ্রামে দক্ষিণ পার্শ্বে বসে ধান কাটছিলাম। এমন সময় দুইজন পাক বাহিনী এসে আমাকে ধরে নিয়ে বলল, ‘‘তোদের গ্রাম থেকে আমাকে হাঁস-মুরগী ধরে দিতে হবে।’’ আমি তখন বাধ্য হয়ে হাঁস-মুরগী ধরে পাক বাহিনীর হাতে দিলাম। তারপর আমাকে বলল তোদের গ্রাম থেকে ছাগলও দিতে হবে। ছাগল এনে হাতে দিলাম। তখন আমাকে বলল, ‘‘ছাগল নিয়ে তোকে আমাদের ক্যাম্পে যেতে হবে।’’ তখন আমি নিরুপায় হয়ে পাক শিবিরে চললাম।

পাক শিবিরে নিয়ে আমাকে ওদের রান্না করতে বলল। আমি তখন বললাম, ‘‘না হুজুর আমি পাক করতে জানিনা।’’ তখন আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে পনিতে ফেলে দিল। আমাকে আর পানি হতে উঠতে দেয় না। আমি জোর করে পানি হতে উঠলে আমাকে পাদুকা দিয়ে লাথি মারল এবং বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে। বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করলে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তখন আমাকে রেখে পাক দস্যুর দল চলে যায়। তখন আমি কোন মতে বাড়ীর পথে রওয়ানা হই। আমি বাড়ীতে এলে আমার ছেলে রেজাউল ইসলাম ডাক্তার ডেকে এনে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

এই চিকিৎসা বাবদ মোট ৩০০ টাকা খরচ হয়।

টিপ সহি
মজিবর রহমান

\ ৩১ \

মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন
গ্রাম-সরিষাবাড়ী
ডাকঘর- সরিষাবাড়ী
ময়মনসিংহ

আমার বাস হতে সরিষাবাড়ী থানার পাক বাহিনীর শ্রেষ্ঠ কসাইখানা আরামনগর মাদ্রাসা মাত্র কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত। আমি ছোটবেলা থেকেই অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হতেই তার সমর্থক। ২৫শে মার্চের কালো রাতের বিভীষিকার পর থেকেই আমি সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হই। আমার ধানটা মহল্লায় গোবিন্দনগর নিবাসী অফিল উদ্দিন খান নামক একজন বাঙালী প্রাক্তন সৈনিকের দ্বারা ২৫ জন যুবকে রাইফেল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি। কিন্তু হঠাৎ টাঙ্গাইল, মধুপুর ও জামালপুর পাক বাহিনীর দখলে যাওয়ায় আমরা প্রকাশ্যে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করি। সরিষাবাড়ীতে রাজাকার আল-বদরদের প্রাধান্য বাড়ে। পাক বাহিনীও যাতায়াত করতে থাকে। ২রা জুলাই ১৯৭১ইং রোজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর থেকে বাসায় বসে আছি। বসেছিলাম একদম নিরিবিলি। বেতারের খবর শুনতেও মন বসছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল। চোখে ঘুম নেমে এলো। রাত ১০-১১ টার পূর্বে কোনদিনই নিদ্রামগ্ন হইনি। কিন্তু সেদিন রাত আটটা বাজার আগেই ঘুমিয়েছিলাম।

রাত গোটা নয়েকের সময় বেশ কয়েকজনের পদচারণায় এবং আনাগোনায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো। আগন্তুকেরা পাক বাহিনীর লোক কিন্তু তারা এসেছিল মুক্তি ফৌজের বেশ ধরে। তারা আমাকে চাপা গলায় ডাকতে শুরু করল। আমি তাদেরকে অবিশ্বাস্ত করতে পারিনি। তাই দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারা আমার সাথে চুপিসারে কথা বলতে থাকল। আমার নিকট মুক্তিফৌজের জন্য কিছু চাঁদার আবদার জানালো। আমার নিকট তখন মাত্র ১৫ টাকা ছিল তাই তাদের হাতে দিলাম। এরপর তারা আমাকে বাউসার রেল সেতুটা কোন পথে গিয়ে চুরমার করা যাবে তাই দেখিয়ে দিতে বলল এবং এক প্রকার জোর করেই আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল রেল লাইনের দিকে। আমি কোন কিছু ভাব্বার ফুরসত পেলাম না। আমার পরনে ছিল তখন একখানা লুঙ্গি, গায়ে ছিল গেঞ্জি, পায়ে ছিল জুতা। গায়ে জামা দেবার অবকাশ ওরা আমাকে দেয়নি। রেল লাইনে গিয়েই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওরা মুক্তিফৌজ নয়। ক্যাপ্টেন শামশাদের বাহিনী। স্থানীয় আলবদর বাহিনীর ক্যাপ্টেন মাওলানা আনছার আলী, আবু, মুসলিম লীগ দালাল আঃ হক ফেরদৌসি ও নূরুল ইসলাম খান ও আরো অনেকে। সবাই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, হঠাৎ আমার পার্শ্বেই একটা ফাঁকা গুলি হল। আমি রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। সাথে সাথে আমার হাতে পিঠমোড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল ওরা। আর বারবার আমার কানের কাছে জয় বাঙলা বলে উপহাস করতে লাগলো। জীবনের আশা নেই নিশ্চিত হয়ে পড়লাম। অদূরে আমার বাসা হতে পরিবার পরিজনের করুন কান্না ভেসে আসছিল। ক্যাপ্টেন শামশাদের হুকুমে ওরা আমাকে নিয়ে আরামনগর মাদ্রাসায় আলবদর ক্যাম্পে রওনা দিল। আমার পায়ের তলা হতে যেন প্রতি পলে পলে মাটি সরে যেতে লাগল। কিভাবে মাদ্রাসা ক্যাম্পে পৌছেছিলাম তা মনে নেই। ওরা আমাকে মাদ্রাসা ক্যাম্পে পাহারায় রেখে চলে গেল সাতপোয়া গ্রামের আঃ মজিদ চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে। অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে না পেয়ে ফিরে এলো ক্যাম্পে। এরপর আমার হাতের বাঁধন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। আবার যাত্রা শুরু হলো রেল লাইন ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে। এই পথে চলার সময় ওরা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছিল তা মনে করলে আজও আমার চোখ ফেটে কান্না আসে, আমি যেন একটা বদ্ধ পাগল। কেউ পিছন থেকে দেয় ধাক্কা কেউ দেয় রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে গুঁতো। কেউ পা দিয়ে পায়ে আঘাত করে ফেলে দিতে

চায়। তাছাড়া উপহাস যা করছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছে ওরা। সেখানে নাকি জয় বাংলা জয়গান শুনা যাবে ইত্যাদি। মনটা তিতিয়ে উঠলো ওদের ব্যাবহারে কিন্তু করবার আমার কি আছে? ক্যাপ্টেন শামশাদের ৭৫ জন পাক বাহিনীর একটা দল সাতে স্থানীয় আল বদর বাহিনী ও তাদের তাঁবেদার দালালবৃন্দ। এই নরপিশাচদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একটা বন্দী মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব কি না তা আপানারাই বিবেচনা করুন। কোন মুহূর্তে অবস্থার কি পরিবর্তন আসবে আমি তা ঠাওর করতে পারলাম না। ক্রমে ওরা আমাকে নিয়ে চলে চান্দ দিঘির রেল সেতুর উপর এসে পৌছল। ওরা আবার এক দফা আমার হস্তের বন্ধন পরীক্ষা করে নিল। মানুষ সাগরে ডুবতে গিয়েও তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেষ্টা করে একথা পুথি পুস্তকে পড়েছিলাম। ষোল আনা বিশ্বাস করতে পারিনি। পুলের উপর এসেই আমার কেন যেন মনে হলো পুলের নীচে ঐ অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচবার চেষ্টা করা যায় নাকি। কি করব মনস্থিও করতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন শামশাদ আমার পার্শ্বে চলছে, পুল পার হয়ে গেলাম, পশ্চিম পার্শ্বেই মোজাম্মেল হোসেন তালুকদার সাহেবের বাড়ী। ওরা দুই ভাগে হলো, হঠাৎ পণ্ডিত বাড়ীতে একটা ফাঁকা গুলি হলো। তাদের অগ্রগামী দলটি ঐ বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। পিছনের দলটি মাটিতে শুয়ে পড়ল রেল লাইনে। আমাকেও শুইয়ে দিল মাটিতে। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলো তালুকদার বাড়ী হতে। মোজাম্মেল হোসেন তালুকদারকে ওরা ধরতে পারেনি। আমি নিজের অসহায় অবস্থার মধ্যেও কিছুটা তৃপ্তি পেলাম, যেহেতু তালুকদার সাহেব আমার অবস্থায় নিপতিত হননি।

আবার যাত্রা হলো শুরু দক্ষিণ দিকে। বেশী দূর নয়; পুটিয়ার পাড় গ্রামে এসে ওরা থেমে পড়ল। আবার শুয়ে পাড়ল মাটিতে। আমাকে শুইয়ে দিল মাটিতে। কয়েকজন গেল মতিলাল রায়ের বাড়ীতে। ওদের লোক মতিলাল বাবুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে কি যেন জানাল। রেল লাইনে কয়েকজন মেশিনগান ফিট করে পাহারায় রাইল। বাদবাকি সবাই চলল মতি বাবুর বাড়ী। ক্যাপ্টেন শামশাদ আমাকে নিয়ে গেল তার সাথে, মাতি বাবুর বাড়ীর সামনে এসে সবাই আবার শুয়ে পড়ল মাটিতে, আমাকে শুইয়ে দিল। কয়েকজন চলে এলো এদিকে এবং মতিবাবুর বাড়ীর মধ্যে। মাতিবাবুর বাড়ীতে কাউকে ওরা পেল না। পাশের বাড়ী হতে ধরে নিয়ে এলো একটি যুবককে। ওকে আমি চিনতাম, ওর নাম রাধা। রাধাকে যখন নিয়ে এলো তখন ওর গলা লেপটে ধরে ছিল ওর একমাত্র মাতৃহারা শিশুকন্যাটি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই ও মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে পালন করছিল। রাধার ঠাকুর মা বুড়ীর এই মর্মান্তিক ঘটনা অবলোকন করার জন্য বেঁচেছিল, বুড়ী রাধার সাথে মতিবাবুর বাহিরাঙ্গিনায় এসে হাজির হলো। ক্যাপ্টেন শামশাদ তখন রাধার নিকট গিয়ে বুকে জড়ানো শিশুটিকে রাধার ঠাকুর মাকে দিতে বলল।

রাধা প্রাণপণ চেষ্টা করেও শিশুটিকে তার ঠাকুরমার কোলে দিতে পারলো না। মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত শিশুটি কিছুতেই পিতৃস্নেহ হতে যেন বঞ্চিত হতে চায় না। তাই সে কোমর বেষ্ট করে পিতার বুকে মিশিয়ে পিতৃস্নেহের অসীম ধারা যেন উজাড় করে নিচ্ছিল। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য। তারপর যে চিত্রের অবতারণা হলো তা মনে করলে আজও আমার সংজ্ঞা লোপ পেতে চায়। তখন আমি পাথরে পরিণত হয়ে যাই। আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে যায়। তবু আমাকে বলতেই হচ্ছে। দুরাচার ক্যাপটেনের ইঙ্গিতে একজন হানাদার সৈনিক রাধার শিশুটির বুকের ফাঁক দিয়ে একটা রাইফেল ঢুকিয়ে এমনভাবে ঝটকা দিল যে শিশু ৭/৮ হাত দূরে ছিটকে পড়ে পা আছড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হলো আদিমাতা বিবি হাওয়া যেমতে ছিটকে পড়ছিলেন, বুড়ীটাও হাউমাউ করে কেঁদে উঠে রাধার শরীর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন, ক্যাপ্টেন শামশাদ পিছন ফিরে তার বুকের উপর সজোরে লাথি মেরে চিৎপটাং করে ফেলে দিল। তারপর ওখানে কোন পরিবেশের সৃষ্টি হলো তা অবলোকন করার ভাগ্য আমার হয়নি। ওরা রাধাসহ আরও কয়েকজনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রেল লাইনে এলা, আমাকেও নিয়ে এলো। লাইনে এসে পুনরায় আমার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। আমি এরপর হাত দুটি একটু জোরে অথচ ওরা যেন দেখতে না পায় এমনভাবে ঘসা দিলাম, তাতেই মনে হলো হস্তের বন্ধন

শিথিল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম হাত খসে গেছে; তবু তা বাঁধা আছে এমন ভাবেই রেখে দিলাম। ইতিমধ্যেই ওরা ধরে আনা লোকদের মধ্যে হতে ৪ জনকে লাইন করে বসিয়ে মেশিনগান দিয়ে দু-তিনটি গুলি করল। নিরপরাধ চাটি মানুষ হুমড়ী খেয়ে পড়ে গেল মাটির বুকে।

আমি মাত্র ৭/৮ হাত দূরে থেকে এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলাম। তখন আমি প্রকৃতস্থ ছিলাম কিনা মনে নেই। শুধু এই মনে আছে আমার মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সবাই যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যেন আমাকে বিদায় দিতে এসেছে আমি যেন মহাশূন্যের অভিযাত্রী। ওরা গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে আর আমি তার আওয়াজ শুনে উঠতে থাকলাম শূন্যে। এমনিভাবে কতক্ষণ গিয়েছিলাম মনে নেই পা তুলতে থাকলাম ক্রমাগত কিন্তু পায়ের নীচে মাটি আছে কিনা অনুভব করতে পারলাম না। ওরা আমাকে নিয়ে ফিরে চলল উত্তর দিকে। আমার সাথে আর একজন বাঁধা অবস্থায় এলো। ওকেও আমি চিনতাম। তার নাম কালু। আমরা উভয়ে বন্দী অবস্থায় এগুতে লাগলাম পুনরায় চান্দ দীঘির পুলের দিকে যেহেতু আমরা পূর্বপরিচিত তাই আমাদের মধ্যে পথের মাঝে কোন কথাবার্তা প্রকাশ্যে হয়নি। মনে মনে ভাবলাম মরতে তো হবেই তবু বাঁচবার একটু চেষ্টা করে দেখি না কেন? তাতে ধরা পড়ি যদি তাহে বা ক্ষতি কি? এদের হাতে গেলে জীবন যে ফিরে পাওয়া যায় না তাতে নিশ্চিত ছিলাম তাই ভিতরে ভিতরে বাঁচবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। সামনেই চান্দদীঘির পুল। আমার জীবন রক্ষার সোপান।

পুলের উপর পা বাড়ালাম। হানাদারেরা আমাকে মধ্যে রেখে দুপাশ দিয়ে লাইন করে অগ্রসর হতে লাগল। আমি মিছিমিছিই টলতে লাগলাম। একবার এদিকে একবার ওদিকে পড়ে যাই যেন এমনিভাবে দেখাতে লাগলাম। পুলের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেল। আমার ইচ্ছার প্রতিফলন করতে পারলাম কই? ঘেমে উঠল সারা গা নিরাশার অমানিশায়। এমন সময় হঠাৎ পুলের পূর্ব পাশ দিয়ে চলার ফুরসত পেলাম। এক পা, দুই পা, তিন পা, আর নয়, সিঁড়িতে পা না দিয়ে শূন্যস্থানে পা দিয়ে শরীর ছেড়ে দিলাম। পড়ে গেলাম পুলের নীচে। যার হাতে আমার হাত বাঁধা রশি ছিল সে আমাকে ধরে রাখতে পারল না। ওরা উপরে কি করছিল তা আমার খেয়াল নেই। আমি ততক্ষণে পুলের নীচে পাকা খাম্বার সাথে দেহটাকে মিলিয়ে আছি। সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য পরেই ডুব। এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গিয়ে মাথা ভাসিয়ে দেখি ওরা টর্চলাইট দিয়ে আমাকে খুঁজছে। টর্চের আলোটা তীক্ষ্ণ ছিলনা তাই রক্ষা। ওরাপ পুল পার হয়ে গেল। আমি প্রাণপণে সাঁতরাতে শুরু করলাম। কিন্তু বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। আমার হাত বাঁধা রশিটা এক হাতে বাঁধাই ছিল। সাঁতরাবার সময় সেটা যে বিপর্যয় আনতে পারে তা আদৌ মনে হয়নি। এক্ষণে তা ক্রমাগত আমার উরু বেষ্টন করে সন্তরণ বন্ধ করে দিতে লাগল, এক পা এবং এক হাত বন্ধ হয়ে গেল। ওটা ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করে আরও পেরেশান হয়ে পড়লাম। তখন আমি চান্দ দিঘীর মাছখানে অতল জলে। স্রোত নেই; বাঁধা পানি গাও এলিয়ে দিলে শরীর ডুবে যায়। এক হাতে আর এক পায়ে সাঁতরে চলেছি। ওরা দেখতে পেলে যে কোন মুহূর্তে গুলি করে এই চিন্তায় আরও অস্থির হয়ে পড়লাম। পাক বাহিনীর হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন বুঝি সলিল সামাধি রচিত হয়। মনে হতে লাগল, মৃত্যু অবধারিত। পাক বাহিনীর গুলি হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম সত্য কিন্তু ওদের রশি থেকে বুঝি মুক্তি নেই। খোলা হাত দুটি আস্তে আস্তে নাড়াতে লাগলাম। খোদার নাম জপতে থাকলাম, নিরুপায় সেই অন্তিম মুহূর্তে। এখনি হয়ত ডুবে যাব চান্দদীঘির কাজল জলে। হঠাৎ একটা কচুরীপানার চাকা হাতে লাগল। ওরই উপর একটু ভর দিলাম। আমাকে আশ্রয় দিল না ডুবে গেল। আবার পেলাম আর একটা চাকা সেখানে ঐ অবস্থাই ঘটল। তবুও কিছু নিঃশ্বাস কাটার অবকাশ পেলাম। এমনইভাবে ক্রমাগত কচুরী পানার উপর ভর রেখে চান্দ দীঘির পশ্চিমে গিয়ে অবশের মত পড়ে রইলাম। কিন্তু আমাকে পড়ে থাকলে চলবে কেন? আমি বাঁচতে চাই। ওরা যদি আমাকে খালের ধার দিয়ে খুঁজতে আসে। আমি পাশের পাট ক্ষেতের মধ্যে গড়িয়ে পড়লাম। আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। দু তিনবার চেষ্টা করে দেখলাম দাঁড়াতে পারিনে।

শরীর অবশ প্রায় হয়ে গেছে। দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাই। ওরা যে কোন মুহূর্তে আমাকে ধরতে পারে এই ভয়ে আমি আরও অস্থির হয়ে পড়লাম। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলাম ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে। রাস্তা বা ক্ষেতের আইল বাদ দিয়ে শুধু পাট ক্ষেতগুলির মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম। দু-চার গজ করে যাই আর থেমে শুনি কোথাও কেউ আসছে নাকি। ভেকের ডাকে চমকে উঠি। জীবনের মায়া আর মৃত্যুভয় কতখানি সেদিন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম। হামাগুড়ি দিয়ে পাটক্ষেতেগুলি মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে পৌছলাম গিয়ে মূলবাড়ী গ্রামে আলহাজ মৌলভী শাহেদ আলী সাহেবের বাড়ীতে। মৌলভী সাহেব আমার ছেলেমেয়েদেরকে ডেকে এনে আমার প্রাণ রক্ষা করলেন। তারপর মৌলভী সাহেব আমাকে মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এইভাবে আমি পাক সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন

\ ৩২ \

শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত
গ্রাম-সরিষাবাড়ী
ডাকঘর- সরিষাবাড়ী
থানা- সরিষাবাড়ী
ময়মনসিংহ

বর্বর পাক ফৌজের অত্যাচারের কাহিনী বাংলার জনসাধারণ চিরদিন ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করবে। মানুষ ক্ষমতা এবং স্বার্থের মোহে কেমন ব্যবহার করতে পারে সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে- শোষিত, অত্যাচারিত, ভদ্র বাঙ্গালী উদার নৈতিক মনুষ্যত্বের পথকে খুঁজে নেবার সুযোগ পাবে এবং তারা স্বাধীনতার সুবর্ণ স্বাদকে সুমধুর করে উপভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। আমার মনে পড়ে শহীদ আবদুল হামিদ মোক্তার, শহীদ হাসান খান, শহীদ সুরেন দত্ত, শহীদ ধীরেন বাবু এবং সমাজসেবক ওয়াছিম উদ্দিন সাহেব এবং সাব-রেজিস্ট্রার আবদুল হাই সাহেব ও আমার নিজের অমানুষিক নিপীড়নের ইতিহাস। তখনও থানা পর্যায়ে পশ্চিমা অত্যাচারের কসাইখান খোলেনি। একদিন আমাদেও থানার দারোগা আমাকে এ্যারেষ্ট করে জামালপুর হাজতে চালান দিল। অপরাধ আমরা হিন্দু তার উপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের সহায়তা করছে- গুরুতর অপরাধ সুতরাং শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাজত থেকে আমাকে মিলিটারী ক্যাম্পে চালান দেয়। আমি ভাঙ্গা উর্দু বলতে পারি। পশ্চিমা জল্লাদরা তাই আমাকে মেরে ফেলার আগে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবার ফন্দি আঁটল। আমার আয়ু বাড়িয়ে দিল কয়েকদিন। ওরা আমাকে দোস্ত বলে। আমি কোন ভরসা পাই না- আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া। আমাকে বলে শুধু আল্লাহকে ডাক, ইত্যাদি আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করে এবং দোভাষীর কাজ আদায় করে। যে সমস্ত স্বাধীনতকামী বাঙ্গালীদের তারা একদিক থেকে হত্যা করার জন্যে ফন্দী করছিল তাদের জবানবন্দীকে কোন রকমে উর্দু করে বুঝিয়ে দিতে হত আমাকে। দাসত্বের এতটুক স্বাধীনতার কিছু কিছু ভালো আচার ব্যবহার পেতাম আমি। এই করে আমি সুষ্ঠভাবে ভাবনাচিন্তায় সহজ মানসিকতা খুঁজে পাই। কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং এই মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে কথা মনে মনে সারাক্ষণ ভাবি।

দিন যেতে থাকে। আমি দিনের পর দিন অত্যাচার ও অবিচারের অমানুষিকতা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সে কি মার, সে কি অত্যাচার- ভাষা দিয়ে সে বর্বরতা প্রকাশ সম্ভব নয়। চড়, ঘুষি, বুটের লাথি, গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেয়া, উপরে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বেদম প্রহার.. সে ইতিহাস নাকে, মুখে রক্ত ঝরার ইতিহাস, বর্বরতার ইতিহাস তার বর্ণনা হয় না। এই অবস্থা দেখে আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

অবশেষে একদিন আমাকে ও আরও কয়েকজনকে বলল যে, তোমাদের ময়মনিসিংহ পাঠানো হবে। আমাদেরকে ট্রাকে উঠতে বলল। ট্রাক চলতে থাকে কিন্তু আমি তখন দেখলাম ট্রাক ময়মনসিংহের পথে না যেয়ে উপস্থিত হলো শ্মশানঘাটে। তখন আমার আত্মা উড়ে গেল। স্মৃতির পটে পৃথিবীর আলো, মা, বাবা, জন্মভূমি ভিটে, স্ত্রী, সন্তানের মুখ ছায়ার মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে উঠল, তারপর দুঃখের যবনিকায় হাবুডুবু খেলো সব। সবাইকে লাইনবন্দী করে দাঁড় করানো হলো- সামনে ধীরেন বাবু, তাঁর পিছনে আমি নিজে, আমার পিছনে আরও বেশ কয়েকজন। ঠিক ভরা ব্রহ্মপুত্রের তীর বেয়ে লাইনটি। ধীরেন বাবুর বুকের সাথে সংলগ্ন মেশিনগানের নাল। মেশিনগানধারী একজন পাক সৈনিক। প্রভুভক্ত মানুষ নামধারী হিসংস্র জানোয়ার। অর্ধমৃত

মানুষগুলো কিছুতেই লাইন সোজা করছে না।বারবার লাইনটি শেষ নিঃশ্বাসের মত এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। তখন আমি হঠাৎ করে দুঃসাহসিক চিন্তা করলাম। একটা মতলব করলাম ঝাঁপ দিয়ে কি করে নদীতে পড়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচি কি মরি মেশিনগানের নাল ধরে ধাক্কা দিয়ে বন্দুকধারীকে উল্টিয়ে ফেলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিলাম-বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির শব্দের পর আমি তখন স্রোতের টানে অনেক দূরে চলে গেলাম- আর শব্দ শুনতে পেলাম না। নান্দিনার কাছে এক গ্রামে যেয়ে উঠলাম আমি। দিনে বাড়ীওয়ালার সহায়তায় রাখালের বেশ ধরে জামালপুর-টাঙ্গাইল রোড পার হয়ে সরিষাবাড়ীর দিকে পাড়ি জমালাম আমি। তারপর সরিষাবাড়ী থেকে মেয়ের বেশ ধরে কালীবাড়ী এবং তারপর ভারত সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছিল আমার জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী।

স্বাক্ষর/-
শ্রী মনোরঞ্জন দত্ত

\ ৩৩ \

এম, এ, রশিদ
সার্কেল অফিসার, ভৈরব থানা
ভৈরব, ময়মনসিংহ

পাক বাহিনী ভৈরবে যে নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা এক কথায় অবর্ণনীয়। তারা প্রায় দু'হাজার বাড়ী ও দোকানপাট সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে। ভৈরব বাজারের লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে বহু ব্যবসায়ীকে সর্বস্বান্ত করে। তারা ভৈরব থানার নিরীহ সর্বমোট ২৩৭ ব্যক্তিকে হত্যা করে ও ১০৭ ব্যাক্তকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তন্মধ্যে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসার জনাব কাজী আব্দুস সামাদকেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। উক্ত অফিসার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর পরিবারের খোঁজে অফিস থেকে বের হয়ে যাবার পথে পাক বাহিনীর সামনে পড়ে। সে সময় তাঁর কাছে তাঁর একটা ব্যক্তিগত টেপ রেকর্ডার ছিল। দস্যু সৈন্যরা ওটাকে একটা ওয়ারলেস সেট মনে করে অফিস সংলগ্ন বিলের পাড়ের একটা খোলা মাঠে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে গুলি করে হত্যা করে। এমনি ধরনের আরও অজস্র বিবরণ নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যায়ও পাওয়া যায়। স্থানীয় পৌরসভার প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মসলন্দ আলীকে তৎকালীন সার্কেল অফিসার (ডেভ) জনাব আমিনুল হক সাহেবের মাধ্যমে লিখিত নির্ভয়ের আশ্বাস প্রেরণ করে পাক বাহিনী সম্ভবতঃ হত্যা করে। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ নাই।

একই সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী যথা- জনাব হাফিজ উদ্দিন মিয়া, জনাব মতিউর রহমান, জনাব রইস মিয়া ও আরও অনেককে হত্যা করে। এই ধরনের পৈশাচিক হত্যায় ভৈরবের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের কেউ কেউ রাজনৈতিক ভিন্ন মত পোষণ করত: পাক অফিসারদের নির্দেশে বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পাক বাহিনীর ধ্বংসমুখী ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতা করেছে। রাজাকার নিয়োগ করার ব্যাপারেও তাদে ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তবে এস লোকদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। বর্তমানে তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হয়েছে। বাকীরা কেউ কেউ হারাতে আছে ও কেউ বা সম্পূর্ণ মনোভাব পালটিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের করুণায় টিকে আছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাক বাহিনীর ভৈরবে স্থিতিকালে স্থানীয় থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থিত সরকারী অফিসসমূহের বহু রেকর্ড ও আসবাবপত্র নষ্ট করে এবং পৌরসভার ক্যাশ রুমের লোহার সিন্দুকটি ভেঙ্গে ১১০০০ টাকার উপরে লুট করে। ঐ সঙ্গে পৌরসভার বহু আসবাবপত্রও নষ্ট করে। ভৈরব থানার কালিকাপ্রসাদ ও শিমুলকান্দি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, বীজাগার ও সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালায় সম্পূর্নরূপে ধ্বংস করে।

স্বাক্ষর/-
এম, এ রশিদ
৬/১১/৭৩

হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতনের বিবরণ
॥ রাজশহহী বিভাগ ॥

\ ৩৪ \

মোঃ আরশাদুজ্জামান (আশু)
দি ইউনিভারসাল রেডিও হাউস
ঘোড়ামারা, রাজশাহী

২৫শে মার্চ শহরে যখন মিলিটারীদের তৎপরতা বেড়ে যায় তখন আমি ভাঙপাড়া গ্রামে কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নেই। পাকিস্তানী বেতার থেকে ঘোষণা করা হলো যে, মালিকবিহীন দোকান পেলে তারা অন্য জনকে দিয়ে দেবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে মে আমি রাজশাহীতে চলে আসি এবং ঘোড়ামারায় চাচাতো ভাইয়ের বাসায় উঠি। জুমআর নামাজ পড়ে আসার সময় একজন বাঙ্গালী পশ্চিমাদের দালাল আমাকে দেখে। দেখার পর জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে যে, আমি বাংলদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলাম। এপর অকস্মাৎ দুজন বর্বর সৈন্য গাড়ীসহ দালালের বাড়ীতে যায়। ইতিপূর্বে সে ফোনে মিলিটারীদের সাথে আলাপ করেছিল। তারপরে আমার ভাইয়ের বাসায় মিলিটারীরা ঢোকে। ঢোকার পরে আমাকে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন অধ্যাপক সাহেবের রান্নাঘরে নিয়ে যায়। সেখানে অন্য একজন কাষ্টম অফিসের আবদুল ওয়াহেদ নাম একজন লোককে দেখতে পাই নামাজ পড়া অবস্থায়। তাকে (ওয়াহেদ সাহেবকে) নানা জিজ্ঞাসাবাদ করায় বাইরে পাহারারত একজন মিলিটারী এসে আমাকে নির্মমভাবে বুটের লাথি মারে এবং জনৈক সৈন্য বলে, ‘‘আপছমে কৈ বাত কারনে নেহী হোগা’’।

তারপরে বেলা তিনটের সময় নওয়াবগঞ্জ কলেজের সহ-অধ্যক্ষ জনাব মোনামুল হক সাহেবকে মোটা শিকল দ্বারা দু’হাত বেঁধে নিয়ে আসে। তার কিছুক্ষণ পর কানে বালিওয়ালা লম্বা পাতলা মত একজন মিলিটারী আসে। হাতে কাঠের রোলার দরজা বন্ধ করে উর্দ্দুতে বলে যে, ‘‘তুম নবাবগঞ্জ কলেজ কা ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হ্যায়?’’ বলে প্রহার আরম্ভ করে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি নাকি বিহারীগণকে হত্যা করেছি, নারীর ইজ্জত নষ্ট করেছি, সেই জন্য তারা দুই হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে। তারপর কাঠের রোলার দিয়ে প্রহার করে, লাথি মারে।

রাত আটটার পরে কাষ্টম অফিসের জনাব ওয়াহেদ সাহেবকে বের করে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরে আমাকে ঐ একই ঘরে রাখে এবং জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় ভোট কাকে দিয়েছিলাম। উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলাম। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন জাফর। তারপরে হিংস্র পশুর মত আমাকে প্রহার করে। প্রহারের দরুন মাটিতে পড়ে যাই। তারপরে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলাম কিনা। আমি সম্মতি জানাই। তারপরে উক্ত ঘরে নিয়ে রাখা হয়।

পরের দিন সকালে মাটিতে একটি রুটি ও এক কাপ চা তিনজনকে খেতে দেয়া হয় শরীরে অসুস্থতার জন্য দু’জন চা পান করছিল না বলে বর্বর সৈন্যরা দুজনকে লাথি মারে বেপরোয়াভাবে।

৯টার দিকে আমাকে দিয়ে সৈন্যদের ব্যবহৃত ড্রেন, থালা বাসন, উঠান পরিষ্কার করে নেয়। বেলা তিনটার দিকে আমাকে ও ওয়াহেদ সাহেবের পিছনে হাত বেঁধে খাড়া অবস্থায় প্রায় এক ঘন্টা সময় রাখা হয়। তার পরে ক্যাপ্টেন জাফর উপর থেকে নীচে নেমে আসে। নাম ধরে বলে ‘‘তুমহারা নাম আশু হ্যায়, তুম রেডিও কা কাম

জানতা হ্যায়?'' উত্তরে আমি সম্মতি প্রকাশ করি। জাফর পরে হাতে খুলে দেয় এবং পরে নিয়ে যায় এবং তার একটি রেডিওগ্রাম দেখতে বলে। দেখার পর আমি বলি উক্ত রেডিওর কোন যন্ত্রপাতি না হ'লে দেখা সম্ভব নয়। পরে আমাকে নীচে নামিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিপে উঠান হয়। পরে জোহা হলের দিকে নিয়ে যায়। গাড়ী থেকে নামিয়ে হলের গেটেই সোজা করে দাঁড় করানো হয়। দাঁড় করানোর পর আমি অনিবার্য মৃত্যু জেনে ওয়াহেদ সাহেবের সাথে শেষ আলাপ করতে প্রয়াসী হই এবং প্রাণভরে বাংলাদেশকে দেখে নেই । ক্যাপ্টেন ইলিয়াসকে জাফর পরিচয় করিয়ে দেয় যে ওয়াহেদ সাহেবের মেয়ে জয় বাংলার গান গেয়েছে এবং আমি বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। তখন ইলিয়াস ক্যাপ্টেন জাফরের সঙ্গে দূরে আলাপে বলে যে, বাংলাদেশের পতাকা, বাংলাদেশের সর্বত্রই উড়ানো হয়েছিল। তারপর ক্যাপ্টেন ইলিয়াস আমাকে ছেড়ে দেয় এবং ওয়াহেদ সাহেবকে উপরের তলায় নিয়ে যায়।

১৫ই আগস্ট (১৯৭১) পর্যন্ত আমি স্বগৃহে অবস্থান করি। রাত দু'টায় একটি পুলিশ জীপ এবং সঙ্গে ডি, এস, পি, নাছিম সাহেব দরজায় ধাক্কা মারে। পুলিশদেরকে নির্দেশ দেয় বাড়ীটিকে ঘেরাও করার জন্য। তারপরে দরজার কাছে আমি আসি। আমার নাম জিজ্ঞেস করে। নাম জিজ্ঞেস করায় কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর ডাক নাম জিজ্ঞেস করে। উত্তরে জানাই যে, ডাক নাম ''আশু''। অতঃপর আমাকে গাড়ীতে কিছুক্ষণ রাখার পর আরও দুজন, যথাক্রমে আব্দুর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে গ্রেফতার করে জীপে তুলে দেয়।

থানায় কিছুক্ষণ গাড়ীতেই রাখার পর গাড়ী জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তিন তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় অপরাপর ত্রিশজন বন্দীকে দেখতে পাই।

ভোরবেলা তিনজনকে নিয়ে ৩৪০ নং কোঠায় নিয়ে রাখা হয়। সেখানে ইউনুছ মিয়াকে দেখতে পাই। তিনি প্রায় সেখানে অর্ধপাগল অবস্থায় ছিলেন। আমাকে চেনার পর ইউনুছ সাহেব আমাকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন যে, সৈন্যরাতো জীবনে শেষই করবে, আপনি যদি ছাড়া পান তবে টাকাগুলি গরীবদের দিয়ে দেবেন।

পরে বেলা ৯টার দিকে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, আমাদের পেশা ও নাম কি? পরে ৩৪০ নং কোঠায় নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার সময় ঘর খুলে দেখানো হয়। ঐ ঘরগুলির মধ্যে ছাত্র গোছের কতকগুলি যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় উলঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। আশেপাশে ভাঙা হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছিল সত্য কথা না বললে আমাদের পরিণতিও ঐ একইরূপ হবে।

এক থালাতে চারজনকে এমনকি সময় সময় মেঝেতে পচা, দুর্গন্ধময়, ভাত খেতে দিত। তাও প্রায় ২৪ ঘন্টা পরে।

৩৪০ নং কোঠায় পার্শ্বে একটি সেন্ট্রী রুম ছিল। সেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত যার কিছু কিছু মাঝে মাঝে শোনা যেত।

একদিন আমাকে জোর করে বিভিন্ন রুমে বন্দীদের নাম ইংরেজীতে লেখার জন্য নিয়ে যায়। ৩৪০-এর কয়েকটি রুমের পরে একটি রুমের মাঝে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বিকৃত অবস্থায় দেখতে পাই। তাদের গায়ের চামরা ছিল না, মাঝে মাঝে কাটা দাগ ছিল।

২৭ শে আগষ্ট হল থেকে আমাদের থানায় পাঠানো হয়। থানায় পাঁচদিন থাকার পর ইনকোয়ারী হয়। পরে আমাকে মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আরশাদুজ্জামান (আশু)
১৯/০৮/৭২

\ ৩৫ \

মোঃ আব্দুস সামাদ
গ্রাম- নওহাটা
থানা-পবা
জেলা- রাজশাহী

১৯৭১ সালে ২৬শে মে তারিখ পাকবাহিনী নওহাটা হয়ে নওগাঁ যাওয়ার পথে অপারেশন করে যায়। নওহাটা তারা তিনজন লোককে হত্যা করে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। এই খান সেনারা নওহাটা বাজারের সমস্ত দোকান লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। তারপর যে সমস্ত স্থানীয় লোককে ধরে ছিল তাদের কে দিয়ে নদী পার হয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা গোছিয়ে নেয় এবং যাতে গাড়ী পার করে নিয়ে যেতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর প্রায় দিনই তারা রাজশাহী টাউন থেকে হঠাৎ হঠাৎ এসে বাজারে যে সমস্ত লোক পেত তাদেরকে মারপিট করে টাক-পয়সা কেড়ে নিত এবং তা দিতে অস্বীকার করলে হত্যা করত সেই সংগে নারীদেরও গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এসে তাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে কাউকে ছেড়ে যেত এবং যে সমস্ত নারী তাদের বেশী ভাল লাগতো তাদেরকে ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যেত।

বিভিন্ন পথযাত্রীদের কাছ থেকে তাদের নগদ টাক-পয়সা কেড়ে নিয়ে মারপিট করে পরে ছেড়ে দিত। স্থানীয় লোকেরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হলে সকলে যুক্তি করে খান সেনাদের অল্পসংখ্যক আসলে তাদের একজন ধরে মেরে মাথা ফটিয়ে দে। ইহার পর কিছদিন নওহাটা বাজারের লুটপাট বন্ধ থাকে। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে আবার আর এক খান সেনার দল এসে উক্ত ব্যক্তিকে এবং তার সংগে আরো কয়েকজনকে ধরে একত্রি করে বেঁধে বেদম প্রহার করার পর গুলি করে হত্যা করে।

উক্ত ঘটনারা পর লুটপাট বন্ধ থাকে কিন্তু তাদের অন্যান্য অত্যাচার বেড়ে যায়। তারা প্রায়ই মাঝে মাঝে রাতে আসতো এবং স্থানীয় লোক ধরে নিয়ে তাদের মাথায় গুলির বাক্স ও বিভিন্ন মালামাল বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করত। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গ্রাম ঘেরাও করে নিরীহ জনগণকে হত্যা করতে, তাদেরকে মারপিট করত এবং তাদের মালামাল লুটপাট করত।

এইভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২০০ লোককে হত্যা করে তাদের রাজত্বকে কায়েম রেখেছিল।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুস সামাদ

\ ৩৬ \

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়
রাণীবাজার, ঘোড়ামারা
জেলা- রাজশাহী

জুন মাসের ১৩ তারিখে পাক দালালরা ষড়যন্ত্রমূলক আমার শ্বশুরবাড়ীর একস্থানে গুলিসহ চাইনিজ রাইফেল রেখে ঐ রাতে তারা আমাদের সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রাইফেল তোলে। তখন আমাকে আমার দুই ছেলে, আমার সম্বন্ধী ক্ষীতিশচন্দ্র রায় ও নিরোদ কুমারকে থানাতে নিয়ে যায়। ওদের ধারণা ছিল আমাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা সোনা আছে। বন্দী করে সেগুলি আদায় করার পরে হত্যা করবে। রাত ১/১-৩০ দিকে আমাদের থানাতে নিয়ে যায় ৫ জনকে ষ্টেটমেন্ট নেবে বলে। আমাদের পাঁচজনকে চালাকি করে হাজতখানায় বন্দী করে। সারারাত কিছু খেতে দেয়নি। তার পরদিনও না। বিকালে আমার বাড়ী থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। ঐদিন শেষ রাতের দিকে আমার স্ত্রী দারোগাকে বহু অনুরোধ উপরোধ করে গায়ের সমস্ত গয়না খুলে দিয়ে নগদ কয়েকশত টাকা দিয়ে বলল গেন সামরিক আইনে তার ভাই, স্বামী ছেলেকে না দেয়। দারোগাকে টাকা ঘুষ দিলে আমাদের সবাইকে হাজত থেকে বাইরে এনে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। হঠাৎ করে একদিন আবার হাজতে পুরতে বলে। আমার দুই ছেলে আমার সাথে কান কথা না বলে পাশের নদীতে ঝাঁপ দেয় বাঁচবার জন্য। পিছু পিছু পুলিশ ছুটে। ওদের চিৎকারে গ্রামের লোকজন ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানায় নিয়ে এসে অকথ্য অত্যাচার চালায় আমার দুই ছেলের উপর। একজন কৃষক সে আমার ছেলেদের ধরেনি বলে পুলিশ তাকে থানায় ধরে এনে ভীষণভাবে মারধর করে। এখনই ছেলেদেরকে হত্যা করবে কিন্তু টাকার বিনিময়ে নিরস্ত হয়। চার্জশীটের মধ্যেও পালানোর কথা উল্লেখ করেনি।

১৫ই জুন আমাদের সবাইকে নাটোর চালান দেয়। হাশেম দারোগা চাইনিজ রাইফেলসহ চললো। টাকা পয়সা নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। পথে পাক বাহিনীর সাথে দেখা হলেই সালাম আলায়কুম জানিয়ে বলে দেখিয়ে কেয়া চীজ লেআয়া হ্যায়। দারোগা বার বার আমাদের দেখিয়ে দেয় মুক্তিফৌজ হিসাবে। থানায় ও,সি, হাশেমকে নিষেধ করেছিলো অস্ত্র ঐভাবে খোলা নিয়ে যেতে কিন্তু হাশেম এ, এস, আই, তা শোনেনি।

নাটোর কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ইনসপেক্টর (পুলিশ) জাফর সাহেবের সাথে আমাদের দেখা। জাফর সাহেব আমার ছেলের এবং শালার বিশেষ বন্ধু ছিল। সে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে হাশেমকে। সামরিক কোর্টে নিয়ে যেতে বলে উনি জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি কোর্টে আসেন। সামরিক কোর্টে সামনে মাঠে আমাদের বসিয়ে রাখে। পাকসেনারা আসে নাম শোনে আর সবাইকে লাথি চড় মেরে চলে যায়। সামরিক কোর্টে ক্যাপ্টেন ও মেজর আসেন। আমরা ২৫ গজ মত দূরে বসে চাইনিজ রাইফেলের কথা শোনার সাথে ক্যাপ্টেন খতম করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টর অনুরোধ করে একটি ইনকোয়ারী করার জন্য কারণ ওরা ভালোমানুষ। মেজর বলেন, কেমন করে চিনলে ওদের। ঐ থানাতে আমি থানা ইনচার্জ ছিলাম বহুদিন। ইনসপেক্টর বলেন, মেজর আমাদের ডাকেন আমাদের বক্তব্য আমরা বলি। মেজর সব শুনে কোর্টে পাঠাতে বলে ইনকোয়ারীর ভার দিলেন।

এস, ডি, ও জেলহাজতে পাঠিয়ে দিলেন। সামান্য একটু ঘরে আমাদের রাখলো। আমরা ৩০/৩৫ জন ছিলাম, শোয়াতো চিন্তা করা যায় না ভালো করে বসারও উপায় ছিল না। জেল ওয়ার্ডার মোজাফফর খাঁ (বিহারী) বাঁশের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে বাইরে এম,পি, (মিলিটারী পুলিশ) ছিল সেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে লাগলো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন কয়েদী ছিল যারা স্বাধীনতার প্রথম ক্ষণে জেল ভেঙ্গে পালিয়েছিল। তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। চিৎ করে শুইয়ে দুই হাতে লাঠি তুলে শরীরে যত শক্তি

আছে তা দিয়ে ঘন ঘন আঘাত করতে থাকে। লোকজন পরে শুধু আল্লাহর নাম করতে থাকে। তারপর দিনও ঐভাবে সাবইকে মারতে থাকে।

সরারাত শুনলাম মানুষের অসহ্য যন্ত্রনার চিৎকার। আমার মত এমনি বহু অধ্যাপক, ছাত্র, এ্যাডভোকেট ইত্যাদিকে সারারাত ধরে নির্যতন চালায়। কান্না চিৎকারে জেল প্রকম্পিত হচ্ছিল। পাক সেনারা মারতো আর হাসতো। লোকজনের উপর অত্যাচারের জন্য একটি স্কোয়াড থাকত যাদের কালো ব্যাজ থাকতো। জেল ওয়ার্ডার হরমুজ আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। ১৬/১৭ই জুন আমাদের ১৬ জনকে একসাথ রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

রাজশাহী জেলে বহু রকমের লোকদের দেখলাম। যাদের আনতো তাদের অধিকাংশ কারো চোখ নাই, কারো হাত-পা ভাঙা। বিশেষ করে পাক সেনারা যা পাঠাতো তারা প্রায় মৃত বা অর্ধমৃত হয়ে আসতো। জেলে যাদেরকে দেখেছি বেশীর ভাগ শান্তি কমিটির লোকেরাই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। একজন কৃষক কয়েদীর সাথে আলাপ করলাম। সে এসেছিল শহরে জমি বিক্রী করতে। মহুরীর সাথে বাজারে বেরিয়েছে এমন সময় কিছু লোক কৃষকটিকে জোর করে এক বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে তোর ছেলে মুক্তিফৌজ, সে বলে আমার বড় ছেলেই নেই। তারপর মারধর করে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

আমাদের কেস ইনকোয়ারীর জন্য ইনসপেক্টর গ্রামে যান এবং আমাদের পক্ষে রিপোর্ট দেন। বর্তমান বরিশাল এস,পি, গোলাম মোর্শেদ তখন রাজশাহী এস,পি, ছিলেন। তিনি আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য এ, এস, আই, হাশেমকে প্রমোশন দিয়ে থানার ও, সি, করে দেন। নাটোর শান্তি কমিটি জাফর ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে পাক সেনাদের কাছে অভিযোগ করে। জাফর (ইন্সপেক্টর) সাহেবের চাকরী যাবার মত। আমার ছেলে আইনুদ্দিনকে (এম, এন, এ, মুসলীম লীগ) বহু টাকার বিনিমিয়ে তার তদ্বীরে আমাদের জামিন হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর। পরে ইনসপেক্টর আবার ইনকোয়ারী করে নভেম্বর মাসে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে মুক্তি দেয়। আমরা আবার গ্রামে চলে যাই (গালিমপুর)। আমাদের বাড়ী জামাতে ইসলামীর সভাপতি দখল করে নেয়, সমস্ত কিছু লুট করে রাজাকারের ক্যাম্প করে। আর একটি কক্ষে জামাতে ইসলামের সভাপতি থাকতো। আমরা আবার গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাক সেনারা আমাদের গ্রামে আবার হামলা চালায়। সমস্ত গ্রাম লুট করে বহু জনকে ভীষণভাবে মারধর করে, কিছু লোকজনকে হত্যা করে। আমাদের সব লুট করে নেয়।

তারপর দেশ মুক্ত হয়। মালঞ্চ এবং নদীর অপর পাড়ে সকল গ্রামে তখন কোন বাড়ী ছিল না যে বাড়ীর মেয়ে ধর্ষিত না হয়েছে। পাক সেনাদের চাইতে রাজাকার, আল বদর এরাই বেশী অত্যাচার চালিয়েছে। দালালরা এবং তাদের সহযোগীরা গ্রামকে লুট করেছে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

ডিসেম্বরে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা সবাই উল্লাসিত হয়ে উঠি। একদিন গেলাগুলির শব্দ না পেলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যেত।

১৬ই ডিসেম্বর যখন শুনলাম পাক বর্বর বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে তখন সেই রাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সারা গ্রাম হেঁকে বেড়াই পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষজন গ্রামকে মাতিয়ে তোলে। স্বাধীনতার আনন্দে সবাই ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনিতে গ্রামকে মুখরিত করে তোলে।

স্বাক্ষর/-
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়
৩০/০৮/৭৩

\ ৩৭ \

সালু মিয়া
থানা-সদর
জেলা- রাজশাহী

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে সাহেব বাজারের নিজস্ব দোকান থেকে জনৈক বিহারীর ইঙ্গিতে আমাকে গ্রেফতার করে বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন বিকাল পর্যন্ত থানাতেই বন্দী ছিলাম। তারপর ডিএসপি নাছিম সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে আপনি বিহারী কয়টা মেরেছেন; ভোট কাকে দিয়েছেন। তারপর রাত্রিতে মিলিটারী গাড়ী করে জোহা হলে নিয়ে যায়। ৭ দিন সেখানে বন্দী থাকাকালে আমাকে দিয়ে কয়েকদিন মাটি কাটিয়ে নিয়েছে এবং ত্রিপলাদি শুকিয়ে নিয়েছে। সেখানে ৭-৮ জনকে একই থালায় বসিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত অপর্যাপ্ত ভাত দেওয়া হতো। ডাল হিসাবে শুধু পানি, লবণ, হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে দেওয়া হতো। আর কোন তরকারি থাকতো না।

৭-৮ দিন পরে আবার আমাকে থানায় নিয়ে আসে। সেখানে আমাকে ১৯ দিন রাখা হয়। প্রথমে ক্ষমা ঘোষণার পর থানার বন্দী সকলেই ছাড়া পেলেও আমি এবং আর একজন অধ্যাপক ছাড়া পাননি। একদিন সিকিউরিটি অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বলেন তোমাকে ইণ্ডিয়ায় দেখেছি। না উত্তর দেওয়ায় প্রহার শুরু করে। অতঃপর ডিএসপি নাছিম সাহেব এসে সিকিউরিটি অফিসারকে জানান যে আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দেয়।

এর ১৬-১৭ দিন পর এক রবিবার দিন রাত দুটার সময় আমাকে বাড়ী থেকে ধরে জোহা হলে বন্দী করে রাখে। সকালের মধ্যেই রাজশাহী ন্যাপ প্রধান আতাউর রহমানসহ বহু জনকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সবাইকে দিয়ে ঘাস কাটিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে রোজা এসে যায়। সময় মতো তাদের কোনো খাবার দেওয়া হতো না। কোন কোন দিন সেহেরীও দেওয়া হতো না।

পহেলা রমজান রাত ১১টায় আমার রুম থেকে দুজন, ন্যাপ প্রধানের রুম থেকে একজন, পাশের রুম থেকে তিনজনকে, আর এক রুম থেকে সাহেব বাজারের কেতু মিয়াকে হাত ও কালো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে জনৈক সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করি যে রাতে ছেড়ে দিলে তারা কোথায় গেছে। তখন উত্তর দেয় যে তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি হাত, পা কেটে কষ্ট দিয়ে না মেরে গুলি করে কেন মার না। উত্তরে জানায়, গুলি করে মারা হয় না, রাম দা দিয়ে জবাই করে মারা হয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি রাতে যারাই বেরুবেন তাদেরই কি মারা হবে? উত্তর পাই রাত ১১টার পর যারা বেরুবে তাদের সবাইকেই বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এর চার-পাঁচ দিন পর থেকে প্রায় প্রত্যহ রাতে ৭-৮ জন করে লোক উধাও হয়ে যেতো।

২৬-২৭ দিন পর একদিন বেলা দেড়টার সময় আমাকে ছেড়ে দেয়। আসার আগে আমি আমার কাছের দশটি টাকা অন্যান্য বন্দিদের ইফতারি কেনার জন্য দিয়ে আসি। কারণ সেখানে কোন ইফতারি দেওয়া হতো না।

ছেড়ে দেয়ার দুই দিন পর পুলিশ আবার আমাকে খোঁজাখুঁজি করে এবং গ্রেফতার করে জোহা হলে মেজরের নিকট নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে মেজর আমাকে বলেন উপার যায়েগা না ঘার যায়েগা। শেষ অবধি আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জোহা হলে বন্দী থাকা অবস্থায় সারাদিন প্রশ্রাব করতে দেওয়া হতো না। তাই বাধ্য হয়ে আমি নিজের জুতার মধ্যে প্রশ্রাব করে তিন তালা থেকে ফেলতাম। পৌর এলাকার ১ নং ওয়ার্ডের ৯৮ জন ধৃত ব্যক্তির মধ্যে আমিই শুধু বেঁচে আছি।

স্বাক্ষর/-
সালু মিয়া

\ ৩৮ \

মোঃ আবুল ওয়াহেদ
গ্রাম-সুলতানাবাদ (বেলদার পাড়া)
ঘোড়মারা,রাজশাহী

২৫শে মার্চের পরে রাজশাহী শহরকে পাক বাহিনী তাদের আয়ত্তে আনে। বাংলাদেশের স্বপক্ষের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কর্মী বৃন্দকে খুঁজতে থাকে এবং ধরে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। এপ্রিলের প্রথম দিকে বেলদার পাড়ার দুজন যুবক যথাক্রমে বাদল ও অন্যজনকে প্রকাশের দিবালোকে রাস্তার উপরে গুলি করে হত্যা করে।

বর্বর সৈন্যদের এলোপাতাড়ি গোলাগুলির আওয়াজে গ্রামবাসী প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আমি এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে মা সহ ভারতে আশ্রয় নেই। এবং জুন মাসে ১লা তারিখে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে নেবার জন্য বেলদার পাড়ায় আসি। ৩ দিন পরে পাক বাহিনী রাত ৯টার সময় বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে। অবশ্য শান্তি কমিটির দালালদের কুপ্ররোচনায়। গ্রেফতার করার সময় বাড়ীর চারিদিকে এবং ছাদের ওপর থেকে গোলাগুলি করে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। গ্রেফতার করার পর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরে গুলি করার জন্য আমাকে লাইনে দাঁড় করায়। কয়েকজন সৈন্যের উদারতার জন্য গুলি করতে বিরত হয় কিন্তু শারীরিক নির্যাতন চালায়। অতঃপর আমাকে জিপে করে হাত বাঁধা অবস্থায় স্থানীয় সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়। সেখানে অন্ধকারময় বন্ধ ঘরে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় দেয়লের দিকে মুখ করিয়ে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখে। এবং যাতে বসতে না পারি তার জন্য সামরিক বাহিনীর লোকেরা কড়া পাহারা দিতে থাকে। সকালের দিকে এক কাপ চা ও একখান রুটি খেতে দেয়। ঐ সার্কিট হাউজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই। তাদের উপরে বর্ণনাতীত শারীরিক নির্যাতন চালায়।

নির্যাতনের এক পর্যায়ে জনৈক পদস্থ কর্মচারী ছাত্রদ্বয়কে চাকু লাগাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু কিমাকার বিশাল বপু বিশিষ্ট একজন সৈন্য অফিসারের নির্দেশের মর্মানুযায়ী তাদের পেটে কুকুরের মতো কামড়িয়ে মাংস ধরে টানাটানি করতে থাকে। ছাত্রদ্বয় আর্তচিৎকার করতে থাকে। তিনজনই পূর্ব পরিচিত হলেও কেউ কাউকে পরিচয় দেবো না বলে একমত হই।

পরের দিন আমিসহ দুজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাবার পর ক্যাম্পের খোলা আঙ্গিনায় আমাদের গায়ের জামা খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। জামা খোলা হলে ১০/১২ জন বর্বর সৈন্য বেত, চাবুক দ্বারা এলোপাতাড়িভাবে প্রহার শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় যতক্ষণ না তারা অজ্ঞান হয় ততক্ষণ ঐ অবস্থা চালাতে থাকে। অতঃপর পা ধরে টেনে পার্শ্বের একটি ছোট কোঠায় পাশাপাশি রেখে দেয়। কিছুক্ষণ পর ছাত্রদের মধ্যের একজনকে যিনি বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন তাকে পুনরায় টেনে আঙ্গিনায় নিয়ে যায় এবং পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টোভাবে রডের সাথে টাঙ্গিয়ে দেয়। 'তুমলোক লিডার হ্যায়' বলে চাবুক দিয়ে মারতে শুরু করে। তার শরীর দিয়ে দর বিগলিত ধারায় রক্ত গড়াতে থাকে। অত্যাচারের এক পর্যায়ে হঠাৎ ছেলেটির পায়ের দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায়। তখন তারা সাময়িকভাবে অত্যাচার বন্ধ করে দেয়। অজ্ঞান অবস্থাতেই পূর্বোক্ত ঘরে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে রেখে দেয়া হয়।

সারাদিন ও রাত অভুক্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়। পরদিন সকালে শুধু এক কাপ চা পান করতে দেয়। তারপর এক এক করে পাশের ঘরে সিকিউরিটি অফিসার সেলিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি প্রথমবারের মতো বিবৃতি নিলেন। বিবৃতি নেবার মাঝে মাঝে অফিসারটি নিজেই হাতে গ্লোভস পরে এলোপাতাড়ি ঘুষি

মারতে থাকে। এর ফলে মাটিতে পড়ে গেলে বুট দিয়ে শরীরে চড়ে নির্যাতন করতে থাকে। এবং জ্বলন্ত সিগারেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঠেসে ধরে। বলাবাহুল্য অত্যাচার করে তারা পাশবিক আনন্দ উপভোগ করে। এবং নিজেদের খুশিমতো বিবৃতি তৈরী করে। বিবৃতি নেবার পর পূর্বোক্ত ঘরে আবার বন্দী করে রাখে এবং দুপুরে কোন রকম তরকাররি ও প্লেট ছাড়াই মাটিতে লবন দিয়ে কিছু ভাত দেয়া হয় এবং বলা হয় 'তুমলোক বাঙ্গালী হ্যায়, চাউল খাও।'

পরের দিন সকাল আটটায় জিপে করে উক্তসিকিউরিটি অফিসারের তত্ত্বাবধানে তিন জনকেই জুবেরী হাউসের দোতলায় একটি কক্ষে রাখা হয় । এবং সেখানে কড়া সামরিক পাহারা ছিল । সেখানে পার্শ্বের কক্ষে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন দারোগাসহ ১০/১২ জন পুলিশের লোক ইউনিফরমসহ বন্দী ছিলেন। এদের অনেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। আমাদের কক্ষে একজন ইউসি চেয়ারম্যানসহ আরো ৬/৭ জন সাধারণ মানুষ ছিলেন সেখানে তিনদিন থাকা কালে কোন রকম শারীরিক নির্যাতন করা না হলেও অপমানজনক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। যেমনঃ-'তুমলোক গাদ্দার হ্যায়, তুমলোক বেইমান হ্যায়, তুমলোক হিন্দু হ্যায়।'

ঐ তিন দিনের এক রাতে আমাকেসহ আরো দুজনের (উপরোক্ত ছাত্রদ্বয় নন) নাম ডেকে দোতালা থেকে নামিয়ে আনে এবং সাহসে ভর করে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, ''হাম লোগকো কাঁহা লেয়ে যায়েংগে?'' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''তুমলোক কালমা পড়নে পড়নে চলো, তুমলোগকো খতম করেগা।''

নীচে আসার পর সাথী দুজনের নাম ধাম জিজ্ঞাসাবাদের পর দুজনকে নিরুদ্দেশের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সম্ভবত তাদেরকে হত্যা করা হয়। পুনরায় বিবৃতি নেওয়টা হবে এই উক্তির প্রেক্ষিতে আমাকে ফিরিয়ে আনা হয়। পরের দিন বেলা তিনটায় দুজন ছাত্রসহ আমাকে এক সঙ্গে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় মিলিটারী ট্রাকে নাটোরের পথে বুট দিয়ে আমাদের উপরে সীমাহীন অত্যাচার করে। জেল গেটের খাতায় ''ফাইট এগেইনেস্ট গভর্নমেন্ট'' লিখে নেয়। জেল গেটের আঙ্গিনায় তখনই তিনজনের উপরে বেয়নেট, লাঠি, বেত বুট ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন করতে থাকে।

নির্যাতনের পর বিকাল পাঁচটায় আমাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে একটি কুঠুরীতে বন্দী করে। সেখানে আরও দুজনকে বন্দী অবস্থায় দেখা যায়। অবশ্য জেল গেটেই তাদের হাতের বাঁধন ও চোখের পট্টি খুলে দেয়।

নাটোর জেলখানায় তিনটি কোঠায় তিনশ জনের মতো কয়েদদী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সালেহ আহমদ, অধ্যাপক মুজিবর রহমানসহ অনেক বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। বলা প্রয়োজন যে ইপিআরদের জন্য তিনটি কোঠার একটি রিজার্ভ ছিল। প্রত্যহ পানি আনা, রাস্তা মেরামত, পুকুর পরিষ্কার, মিলিটারীদের খেলার মাঠ তৈরীসহ বিভিন্ন রকমের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হতো। এবং সে সময়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হতো।

জেলখানায় মাস দুয়েক কাটানোর পরে আমাকে জনৈক এফআইটি অফিসারের নিকট বিবৃতি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে বিবৃতি আদায়ের ফাঁকে ফাঁকে বৈদ্যুতিক চাবুক দ্বারা প্রহার করে। শেষ পর্যন্ত সে বিবৃতিতে তারা সই করিয়ে নেয় তাতে সত্য অপেক্ষা মিথ্যাই ছিল বেশী।

নাটোর জেলখানায় মিলিটারীদের অত্যাচরের সময় জেলখানাতেই জনৈক কয়েদী মারা যান।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল ওয়াহেদ
১৬/৮/৭২

\ ৩৯ \

মোঃ আফজাল আলী মণ্ডল
গ্রাম-পারনাথপুর
পোঃ- রাণীনগর
রাজশাহী

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ মঙ্গলবার ভোর বেলায় গাড়ী থামিয়ে পাক সৈন্যরা চকউজির, বাহাদুরপুর, চক বিলাকী গ্রাম ঘেরাও করে। আমি সেদিন চক বিলাকী গ্রামে আত্মগোপন করেছিলাম। আমাকে এবং আরও দুজনকে ধরে বেঁধে রাখে। উল্লিখিত দুজনের একজনের চাচাকে বাড়ীতে গুলি করে হত্যা করে রেখে তাকে বেঁধে নেয়। নদীর ধারে ঢাকা থেকে আগত কামলা ৯ জন ছিল। এরা তাদেরকেও ধরে ফেলে। আমার স্বাস্থ্য ভাল বিধায় আমাকে মুক্তিবাহিনীর নেতা বলে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং জানতে চায় মুক্তিফৌজ কোথায় এবং রাইফেলাদি কোথায়?

ইতিমধ্যে আরও তিনজনকে ধরে আনে। তাদের প্রহার করে ও আমাকে মুক্তিবাহিনীর নেতা কিনা তা জানতে চায় এরপর সকলকে নদীর ধারে নিয়ে যায় গুলি করার জন্য। সে জায়গা খর স্রোতা নয়, লাশ জলে আটকে থাকবে এ জন্য স্থান পরিবর্তন করে আর এক জায়গায় নেওয়া হয়। সেখানে 'ওয়্যারলেস' মাধ্যমে কথাবার্তা হলো। তারপর আমাদের একটি আম বাগানে নেওয়া হয়। সেখানে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে, যারা মিলিটারীকে দেখতে এসছিল। এদের একজন অত্যাচারের অসহ্যতার জন্য বলে যে আমি আওয়ামী লীগের নেতা। যাহোক জনৈক রাজাকারের সামান্য সুপারিশে আমাকে ও উল্লিখিত দুজনকে ছেড়ে দেয়। কিছু দূর যাবার পরে আমার মনে হলো যে এ ছেড়ে দেওয়া মানে কিছু দূর যাবার পর গুলি করে হত্যা করবে। এসব ভাবতে ভাবতে আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। পরবর্তীকালে জ্ঞান ফিরলে দেখতে পাই যে আমি বাড়ীতে আছি।

পাকবাহিনী ঐ দিন গ্রামগুলি ঘেরাও করে অন্যূন ২৫০/৩০০ জন লোক ধরে এবং তাদের মধ্যে থেকে সাতজনকে গুলি করার জন্য আত্রাই নিয়ে যায়। তাদের সবাই মারা গেলেও ভাগ্যক্রমে আক্কেল আলী নামে জনৈক ছেলে গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আফজাল আলী মণ্ডল

\ ৪০ \

মোঃ হামিদুর রহমান
গ্রাম-কুমাইল, পোঃ- কাশিমপুর
থানা- রাণীনগর, রাজশাহী

রাণীনগর থানার আতাইকুলা গ্রামে অপ্রত্যাশিতভাবে জুন মাসের ২৯ তারিখে প্রায় ৪০ জন পাক সৈন্য প্রবেশ করে। পাক বর্বরদের সাথে বিহারীরাও ছিল। সেদিন বেলা দশটার সময় উল্লেখিত পাক বর্বররা ধ্বংস বিভৎসতা চালানোর জন্য গিয়েছিল। গ্রামে প্রবেশ করার জন্য গিয়েছিল। গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামের সংলগ্ন যমুনা নদী পার হয়ে সশস্ত্রভাবে দৌড়ে গিয়ে গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবশ্য গ্রামের পাল পাড়া ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয়। গ্রামের অন্যান্য পাড়ায় গুরুত্ব না দিয়ে উক্ত গ্রামের পাল পাড়াতেই বেশি তৎপরতা চালায়। পাল পাড়ায় সমস্ত জনগণকে একত্রিত হতে পাক হানাদাররা আদেশ করে। আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পাড়ার হিন্দু জনগণ এক জায়গাতে একত্রিত হয়। পরে পাক হানাদাররা তল্লাশি করে ও জোরপূর্বক টাকা-পয়সা, সোনার গহনা, ব্যবহারিক সৌখিন জিনিস লুট করতে থাকে। অন্যূন ৬০ হাজার টাকা উক্ত গ্রাম থেকে লুট করে নিয়েছে। বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত লুট পর্ব শেষ করে। পরে উল্লিখিত ধৃত ব্যক্তিগণকে এক লাইনে দাঁড় করায়। লাইনে দাঁড় করানোর পরে মেশিন গানের গুলিতে ৪০ জন লোক নিহত হন।

উক্ত হত্যাকাণ্ডের আগে পাক বর্বররা গ্রামের প্রায় ৫০ জন কুলবধূকে অন্য এক জায়গায়বন্দী করে রাখে। কুলবধূগণকে গুলি করে না মারলেও তাদের অধিকাংশের শ্লীলতাহানি করে। বলা প্রয়োজন উক্ত হত্যালীলা ও ধর্ষণ চালানোর পরে উক্ত পাড়াতে ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে উক্ত পাড়ায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য গ্রামে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পরে মাঠের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালালে ইরি ক্ষেতের মাঝে লুক্কায়িত ৬/৭ জন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে পশ্চিমা বর্বর বাহিনী পুনরায় উক্ত আতাইকুলা গ্রামে পাল পাড়ায় প্রবেশ করে। প্রবেশ করার আগে গ্রামের জনগণ নারী, পুরুষ নির্বিশেষে প্রাণের ভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরে কোন মানুষকে না পেয়ে কয়েকটি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে পাক পশুরা তাদের নির্দিষ্ঠ স্থানে চলে যায়।

আত্রাই থানায় তখন বর্বরদের ধ্বংস ও বীভৎসতা চরম ভাবে চলেছিল। বলা প্রয়োজন আতইকুলাতে দুইবার অভিযান চলার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছুসংখ্যক যুবক ঐ গ্রামে অভিযান হবে না ভেবে রাত্রিতে অবস্থান করতেন। কিন্তু গ্রামে স্বার্থান্বেষী পাকিস্তানী দালালদের প্ররোচনায় তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। পরে দালালদের আমন্ত্রণে পাক র্ববররা তৃতীয় বার উক্ত আতাইকুলা গ্রামে প্রবেশ করে পাল পাড়াতেই। বলা প্রয়োজন উক্ত পাল পাড়ায় প্রাণের ভয়ে কয়েকজন যুবক আশ্রয় নিয়েছি। তখন কয়েকজন যুবক পাক দস্যুদের তৎপরতায় ধরা পড়ে। পাক বর্বররা উক্ত ধৃত যুবকদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ হামিদুর রহমান

\ ৪১ \

মোঃ ছালামত আলী
গ্রাম-সফিকপুর
ডাকঘর- পালসা
রাণীনগর, রাজশাহী

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে বর্বর নরপশুরা রাজাকারসহ সশস্ত্র অবস্থায় অকস্মাৎ গ্রামে প্রবেশ করার পূর্বেই গ্রামের জনসাধারণ স্ত্রী-পুত্র, কন্যাসহ বিক্ষিপ্তভাবে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করতে থাকে। পরে সৈন্যরা এবং রাজাকাররা নৌকা থেকে নেমেই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাতে লাগলো, তাদের ধারণা ছিল হয়তো কোন আওয়ামী লীগার, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা কোন স্বেচ্ছাসেবক গ্রামের মাঝে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট করা। ঘরের মাঝে যে সমস্ত মূল্যবান আসবাবপত্র ছিল তা নষ্ট করে দেয়, কতকগুলি সৌখিন জিনিস নিয়েও যায়। ট্রাংক, সুটকেস, খুলে খুলে কিংবা উপর থেকে আছাড় মেরে তার ভিতরে যা পায় যেমন দামী কাপড় চোপড়, গহনা পত্র, রেডিও, ঘড়ি সমস্ত লটু করে নিয়ে যায়। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক মজিবর রহমান নামক এক বৃদ্ধকে বেদম প্রহার করে। সেই প্রহারের ক্ষণকাল পর আমাকে ধরে চোখ বাঁধে। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই আমাকে নৌকায় তোলে। অনেক অবাঞ্চিত কথা বলার পর পাক বাহিনীর লোকেরা আমাকে আত্রাই স্টেশনে নিয়ে যায়। আত্রাই স্টেশনে নামিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়। স্টেশন সংলগ্ন একটি কোঠায় আমাকে বন্দী করে রাখে। সেখানে আমি নাম না জানা অপরিচিত বারজন লোককে দেখতে পাই। দুদিনে দুই খানা রুটি খেতে দিয়েছে নরপশুরা। অবশ্য কোন থালা বা প্লেটে দেয়নি। হাতে হাতে দিয়েছে।

যে বার জন লোক উল্লিখিত কুঠুরীতে ছিলেন তাদেরকে নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী প্রায় দুইশ গজ দূরে নিয়ে যায়। তখন অন্ধকার রাত ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সেই অন্ধকারের মাঝে ব্রীজের উপরে বারজন লোককে তুলে নেয়। অবশ্য ব্রীজের নীচে অথৈ পানি ছিল। এক সময় গুলী করে বারজন লোককে হত্যা করে। আমি স্পষ্ট গুলির শব্দ শুনতে পাই। পরে বর্বর সৈন্যরা নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসে।

উল্লেখিত ঘটনার পরে পালা এলো আমাকে হত্যা করার। আমি চাকুরিজীবী বলে পশুরা আমাকে হত্যা করে না। আর পকেটে ছিল পরিচয়পত্র। সেই পরিচয় পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে রাত ৯টার সময় আত্রাই স্টেশন ক্যাম্প থেকে হানাদাররা মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ছালামত আলী

\ ৪২ \

আবুল হোসেন
থানা-সদর, জেলা-রাজশাহী

পাকবাহিনী রাজশাহী প্রবেশের পূর্বে বিমান মহড়া শুরু করে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার করে। বিমান থেকে যে দিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বোমাবর্ষণ করা হয় সেদিন আমি প্রাণের ভয়ে সপরিবারে দুর্গাপুর থানার পাঁচুবাড়িয়া স্কুলে গৃহে আশ্রয় নেই। সেখানে প্রায় মাসাধিককাল ছিলাম। ইতিমধ্যে গোটা শহর সামরিক বাহিনীর লোকেরা নিজেদের দখলে নেয়। বাজারের দোকান লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে দেয়। জনবসতি এলাকায় বাসা বাড়ী ও লুটপাট করে। এতে আমার বাড়ী ও দোকান লুট হয়।

সামরিক বাহিনীর লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যখন তৎপরতা শুরু করে তখন আমরা শহরে ফিরে আসি। নিজের বাড়ী বাসোপযোগী না থাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি (বেলদার পাড়া)। এর দশ বারদিন পর হঠাৎ একদিন রাতে কারফিউ এর মধ্যে রাত দশটার সময় বাসা ঘেরাও করে আমাকে গ্রেফতার করে। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করে। গুলি পেটে লেগে পিছলে বেরিয়ে যায়।

গ্রেফতারের পর প্রথমে এক বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে আকার ইঙ্গিতে কিছু শলাপরামর্শের পর আমাকে স্থানীয় সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। সেখানে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সারারাত অত্যাচার করে। কেউ ঘুষি মারে, কেউ চড় মারে, কেউ বা লাথি মারে।

পর দিন সকাল ৯টায় সময় জোহা হলে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। একটি অন্ধকার কক্ষে উলঙ্গ করে হাত বাঁধা অবস্থায় রাখে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর হলের আঙ্গিনায় ইলেকট্রিক তার, হান্টার ও লোহার রড দ্বারা বিরামহীনভাবে ৮ ঘন্টা ধরে অত্যাচার করা হয়। এর মধ্যে আমি ৯ বার জ্ঞান হারিয়েছিলাম। পিপাশায় পানিও দেওয়া হয়নি। বিকাল বেলা আমাকে আবার ঘরে নিয়ে আসে। রাতে খিচুড়ি জাতীয় সামান্য কিছু খাবার দেওয়া হয়।

পরের দিনও আমাকে ঐ একইভাবে অত্যাচার করে ও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিকালের দিকে এক বাঙ্গালী দালাল বাসা থেকে এক হাজার টাকা মুক্তিপণ হিসাবে নেয়। এবং পরের দিন সকালে সৈন্যরা আমাকে তা পূর্বোক্ত বাসায় রেখে যায়। ছেড়ে দেওয়ার সময় বলা হয় তোমার উপর যা ঘটলো তা যদি কাউকে বলো তাহলে তোমার গোটা পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হবে।

জোহা হলে বন্দী অবস্থায় আমি বহু সংখ্যক নারী কন্ঠের চিৎকার, কাকুতি মিনতি এবং করুণ কান্নার শব্দ শুনেছি। যদিও কিছুই দেখতে পারিনি তবে এটা বুঝেছি যে নরপশুদের অমানুষিক অত্যাচার চলছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল হোসেন

\ ৪৩ \

হরিদাসী
গ্রাম- রামজীবনপুর
থানা-পুটিয়া
জেলা-রাজশাহী

৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পাক সৈন্যরা ভোর চারটায় ৮০/৯০ জন সমস্ত রামজীবনপুর ঘিরে ফেলে। এ সময় আমার সেজ ছেলে কানাইলাল হেমন্ত ঘুমিয়ে ছিল। ওদের সাড়া পেয়েই ও চেতন পায়। ইতিমধ্যে পাক সৈন্যরা দরজায় রাইফেলের গুঁতা এবং পায়ের লাথি মারে এবং ঘর থেকে বেরোবার নির্দেশ দেয়। আমার ছেলে যখন দরজা খুলে বেরোয় তখন তাকে এবং তার ছেলে-মেয়েকেও ঘরের বারান্দায় বসায়। আমি এবং আমার স্বামী তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে কান্নাকাটি ও তাদের অনুরোধ করতে থাকি। তারা আমাকে ''আন্দর যাও'' বলে শাসাতে থাকে।

অতঃপর আমার ছেলের কাছে রাইফেল, বন্দুক, সোনা, সাইকেল, ঘড়ি, টাকা-পয়সা চাইতে থাকে।

তারপর আমার উক্ত ছেলেকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে রশি দুই দূরে জমির মধ্যে নিয়ে যায়। তারা পাশের বাড়ী থেকে আরও দুজনকেও (পিতা-পুত্র) ধরে নিয়ে যায়। এবং সেখানে তাদের গুলি করে হত্যা করে।

গুলি করে হত্যা করার পর তারা আবার আমার বাড়ী আসে এবং আমার বেটার বৌ-এর কাছে বলে যে তোমার স্বামীকে শেষ করে দিয়েছি। এখন তোমরা বাড়ী থেকে বেরোও। বাধ্য হয়ে আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে তারা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা আগুন লাগানোর আগে আমার গরুগলি ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা চলে যায়। এদিন সমস্ত পাড়ায় তারা আগুন এবং অন্যূন ৮ জন লোককে হত্যা করে। এর দুই দিন পর আমি ভারতে চলে যাই। আমার চলে যাবার পর আমার বাড়ীর অবশিষ্ট সম্পদ লুণ্ঠিত হয়।

স্বাক্ষর/-
হরিদাসী

\ ৪৪ \

মোঃ আব্দুর রজ্জাক
আনছার কমাণ্ডার
গ্রাম-গৌরশহরপুর
থানা- চরঘাট, রাজশাহী

১৯৭১ সালের **১৩ই** এপ্রিল পাক সৈন্যরা ৬০/৭০ খানা গাড়ীযোগে সারদা আসে। এবং অবশেষে সারদার পতন ঘটে। তারা এসেছে এ খবরে এবং তাদের দেখে সারদা এলাকার লোকজন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে চরে আশ্রয় নেয়। পাক সৈন্যরা পিটিসিতে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দখল করে এবং বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। তারা চরে আশ্রয় নেওয়া লোকদের ধরে একত্রিত করে। তাদের সংখ্যা ছিল অন্যূন ১০০০/১৫০০। এদের মধ্যে আনসার-মুজাহিদ পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ ছিল। একত্রিত করা লোকগুলিকে জমা করা হলে তারা সারি করে সকলকে গুলি করে হত্যা করে।

এক একটা দলকে ধরে এন তারা গুলি করে হত্যা করে। ইতিমধ্যে আর একটি দল জমা হয়। তাদেরকে দিয়ে মৃত লাশ গুলি জমা করে। অতঃপর তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। অপর ধৃত লোকগুলি দিয়ে তাদের লাশ জমা করে। শেষাবধি মৃত দেহগুলিকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত তারা এই কাজ করে। অতঃপর তারা সন্ধ্যার মধ্যই এলাকা ত্যাগ করে চলে যায়। এসময় তারা বিরামহীভাবে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

এ সময় আমি আর সকলের সাথে চরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপার বেগতিক দেখে চর থেকে পালিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকি এবং নিজেকে মুক্ত রেখে পাক সৈন্যদের কার্যকলাপ দেখছিলাম।

সন্ধ্যার মধ্যেই এখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে ছেলে-মেয়েসহ অন্য গ্রামে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেই। পরদিন অত্র থানার নন্দনগাছি নিমপাড়া ইউনিয়নে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর বুঝতে পারলাম যে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। পাক মেজর এবং শান্তি কমিটির লোকেরা আমাকে খুঁজছে। তাই সেখান থেকে জামনগর গ্রামে যাই। সেখানে থাকা অবস্থায় নন্দন গাছির কতিপয় লোক খবর দেয় যে চেয়ারম্যান আমাকে ডেকেছে, আমার কোন ভয় নেই। তাদের কথামতো নন্দন গাছি পৌছালে তারা আমাকে বন্দী করে এবং পরদিন সকালে জয়েন সরকারের বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় হাজির করে। সেদিন ছিল ২৯শে মে। সেখান পৌঁছার কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাবিলদার মেজরসহ কতিপয় সামরিক লোক গিয়ে আমাকে বন্দী অবস্থায় ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসে। নিয়ে যাবার সময় পিছনে হাত এবং ন্যাকড়া দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে আসে। সেখানে মেজর শফি আহমেদের কুঠিতে বন্দী করে রেখে দেয়।

বিকেলে মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি গোপালপুরে কতোজন মিলিটারী মেরেছো এবং কতো রাইফেল নিয়ে গিয়েছিলে? উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমার উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। বুটের লাথি, চড়, কিল, ঘুষি মারছিল। এ অবস্থায় অত্যাচার করার পর চোখ আবার বাঁধা হয়। হাত তো আগে থেকেই বাঁধা ছিল। এ অবস্থায় গেস্ট হাউসের উপর তলায় রাখে।

রাত আটার দিকে আবার নতুন করে হাত কষে বাঁধে। পায়ের গিটে বেঁধ হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ঘাড় এবং হাঁটু পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধে। অতঃপর ঐ অবস্থায় আমাকে হৃদয়হীনভাবে প্রহার শুরু করে। হাত, লাঠি, রুলার দ্বারা প্রহার করতে থাকে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে গর্দানে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহার করে। এই

প্রক্রিয়ায় পালাক্রমে সারা রাত ধরে অত্যাচার চলে। শেষ রাতের দিকে সেই পশুরা যখন অণ্ডকোষ ও বাহ্যদ্বারে লাঠি মারে সে সময় আমি চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সকাল ৭/৮ টার দিকে যখন আমার জ্ঞান ফিরে তখন আমি ঐ বসা অবস্থায় কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজকে পড়ে থাকতে দেখতে পাই। এবং ঐ অবস্থায় অভুক্তভাবে সারাদিন ঐখানেই পড়ে থাকি।

বিকেল বেলা আমার হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। চোখ বাধা অবস্থাতেই গাড়িতে তুলে নিয়ে মেজর আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর চোখ ও হাত পা খোলা অবস্থায় কর্নেল রেজভীর সামনে আবার পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে থাকে। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করি।

রাত ১১টার দিকে আমাকে একটি ঘরে বন্দী করে। সেখানে আমি ১০/১২ জন লোককে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই।

পরদিন সকালে কয়েকজন সেপাই আমাকে দেখে প্রহার শুরু করে। পালাক্রমে তারা এই কাজ করে। তাদের রীতি ছিল যে ঐ ঘরে কোনো লোক গেলে তারা বলতো "তোম কাঁহাসে আয়া, কব আয়া ?" আর তার সাথে প্রহার করতো। দুপুরের দিকে ২টা রুটি এবং কিছু তরকারি দেয়। পায়খানা প্রসাব অথবা গোসলদির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সেখানে তের দিন বন্দী অবস্থায় ছিলাম। এবং সে সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে সারা দিন ধরে লোক জমা হতো এবং রাতে অস্ত্রশস্ত্র সহকারে একজন হাবিলদার এবং তিনজন সেপাই আসতো। তাদের সাথে মোটা দড়ি থাকতো। কাগজে নাম লিখা থাকতো। নাম ধরে ডাকত এবং বলতো "তোম খাড়া হো যাও।" খাড়া হয়ে গেলে পিছনে ঐ দড়ি দিয়ে কষে হাত বাঁধতো এবং টেনে মাঠের মধ্যে ১০০/১৫০ গজ দূরে নিয়ে যেত। তারপর শোনা যেত গুলির আওয়াজ। যতগুলি লোক ধরে নিয়ে যেত ঠিক ততটি গুলি করতো। প্রত্যেক রাতে ৭/৮/৯/১০টা করে লোক এমনি করে হত্যা করেছে। এ সময় প্রত্যেকদিন আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে।

১৩ দিন পর বিকেলে নাকে লোহার পাত দিয়ে পিছনে হাত বেঁধে (ডবল হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে) জাহাঙ্গীর পরিবহনে (রাজশাহীর একটি বাসের নাম যা এখনো আছে) করে নাটোর এম, পি, এইচ, কিউ ফুল বাগানে পাঠায়। বাসের দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় ছয়জনের গার্ডে নাটোর পোঁছাই। সেখানে প্রায় আধ ঘন্টা ছিলাম। সে সময়ই এমপিরা পালাক্রমে প্রহার করে এবং অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে । তারপর নাটোর জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়।

জেলখানায় হাত খোলা অবস্থায় হাজত ঘরে বন্দী করে রাখে। সেখানে আরও ৫০/৬০ জন লোক ছিল। ৫/৭ দিন আমি সেখানে ছিলাম। সেখানে একজন এফআইটি প্রত্যহ আসত এবং পালাক্রমে সকলের জবানবন্দী নিত। জবানবন্দী নেবার আগে এক পশলা প্রহার করে নিতো। সকাল বিকেল ও দুপুরে এই কাজ করতো। জবানবন্দী হয়ে গেলে ঐ সময় আমাকে জেল ঘরে পাঠায়। সেখানে আমরা ৬২ জনের মতো লোক ছিলাম।

জেলখানায় থাকার সময় আমাকে একদিন বের করে মেজের উপর হাঁটুর মধ্যে দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে কান ধরে রাখতে বলে এবং ঐ অবস্থায় ৫০/৬০টি বেত মারে। আমি পড়ে গেলে আমাকে আবার তুলে উপুড় করে শুইয়ে দেয়। এছাড়া কখনো হাত-পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখতো। কখনো বা টান উপর করে বুকডন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ঘন্টা খানেক করে রাখতো। তাছাড়াও উপুড় করে শুইয়ে রেখে দুজন সিপাই একই সঙ্গে পিঠের উপর খুঁচত। বেত পিটানো তো নিয়মিতই হচ্ছিল। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ১৬২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার,

মাস্টারসহ বিভিন্ন ধরনের লোককে অত্যাচার করতো। মাঝে মধ্যে ২০/২৫ জন করে লোককে ধরে ফুল বাগানে নিয়ে গিয়ে পাথর বালি বইয়ে নিত।

এ সময় নামাজ পড়তে চাইলে তারা বলত ‘‘তোম লোগ কাফের হ্যায়, নামাজ কিউ পড়তা হ্যায়?’’ তাছাড়া নামাজ পড়তে দেখলে তারা দাঁত বের করে হাসতো।

পরবর্তীকালে এফ, আই, ও রা আবার নাটোর রিক্রিয়েশন ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। সে সময় এক ধরনের কালো রাবারের পাইপ দিয়ে প্রহার করতো। ৫ই সেপ্টেম্বরের সপ্তাহখানেক আগে সামরিক আইনের ১৮ ধারা মতে (সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা) চার্জশীট দাখিল করে। বিচার শুরু হবার আগেই ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমায় আমি ছাড়া পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

\ ৪৫ \

মোঃ ওমর আলী শেখ
গ্রাম-গৌরসহর পুর
থানা-চারঘাট
জেলা-রাজশাহী

১৯৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে খান সেনারা গোলাগুলি করতে করতে বাড়ী ঘর জ্বালাতে জ্বালাতে আসতে লাগলো। পাক সেনাদের ভয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় আত্মগোপন করে তাদের গতি লক্ষ করতে থাকলাম। তারা সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতে যায়। প্রাণভয়ে যে সমস্ত লোক পদ্মা নদীর ধারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে ঘেরাও করে ধরে প্রায় আনুমানিক ১২০০/১৩০০ লোককে গুলি করে হত্যা করে এবং পরে সকলকে একত্রিত করে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ইহার দুই ঘন্টার মধ্যেই তারা রাজশাহীতে চলে যায়।

পরের দিন সিএফ পুলিশ নিয়ে এসে এখানে রাখে এই অঞ্চলকে তাদের আয়ত্বে রাখার জন্য। শুধু তাই নয় তাদের সাথে আরো কিছু মিলিশিয়া জমায়েত করে রাখলো।

ইহার ২/৩ দিন পরে ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পুরা ক্যান্টনমেন্ট স্থায়ী করে। তারা বাজার লুট করতে লাগলো, গ্রামে গ্রামে গিয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছে তাদের বাড়িঘর ভাঙ্গতে লাগলো এবং মালামাল লুট করতে থাকে।

খান সেনারা পূর্ণ ক্যান্টনমেন্টে স্থায়ী করার পর শান্তি কমিটির সদস্যরা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে অক্ষম হলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে ধরে মিলিটারীর হাতে দিতো। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে সন্দেহজনক লোককে ধরে এনে খান সেনাদের হাতে দিত। তাদেরকে বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করে জরিমানা করা হতো, যদি জরিমানা দিতে অক্ষমহতো তাহলে তাকে জবাই করে হত্যা করা হতো। আর যারা জরিমানা দিতে পারতো তাদেরকে তখনকার মতো ছেড়ে দেওয়া হতো।

খান সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু নারী নিয়ে এসে তাদের যৌনক্ষুধা নিবারণ করতো। এইভাবে তারা ৮ মাসে প্রায় ২৬০০/২৭০০ লোককে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওমর আলী

\ ৪৬ \

মোঃ আনিসুর রহমান
গ্রাম - বাজে গোয়ালকান্দি
ডাকঘর- গোয়ালকান্দি
থানা-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে শান্তি কমিটির সদস্যরা গাঙ্গোপাড়া হিন্দু বর্ধিষ্ণু গ্রামে হানা দেয়। সেখানে গ্রামে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী পন্থীদের সহায়তায় তারা হিন্দুদের বাড়িঘর লুটপাট করে। সমস্ত কাপড়-চোপড়, সোনাদানা, থালাবাসন লুটপাট করে। এমন কি ঘরের মেঝে, পুকুর ঘাটের সিঁড়ি কোদালী, পাশ দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। তাদের ধারণা সেখানে তাদের লুকানো সম্পদ আছে। ঘরের জানালা কপাট খুলে নিয়ে যায়। ধানচাল, গরুবাছুর ইচ্ছামত নিয়ে নেয়। তাদের অনেকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করার আগে পাকশাক করে শেষবারের মতো সকলে মিলে চারটি খেতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সে সুযোগটুকুও দেয়নি। এমন কি অনেকে যখন ভাত থালে বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছিল ঠিক সে সময় তাদের থালাতে লাথি মেরে থালা ফেলে দিয়েছে খেতে দেয়নি। বলেছে, ‘‘পাকিস্তানের ভাত তোদের জন্য হারাম, শীঘ্র পালা, প্রাণে মারলাম না, সেটা শুধু আমাদের দয়া।’’

অনুরূপভাবে জিনিসপত্র গরুবাছুরের তালিকা করে হিন্দুদের উচ্ছেদ করা হয় সেন পাড়া, ভবানীগঞ্জ, খাজাপাড়াসহ থানার সমস্ত হিন্দু এলাকা থেকে।

২৩শে এপ্রিল, ৯ই বৈশাখ বিকাল চারটার দিকে শান্তি কমিটির আমন্ত্রণে পাক সৈন্যরা তাহিরপুরে আসে। ঐ দিন ছিল তাহিরপুরের হাটবার। সৈন্যরা হাটে এসে সমগ্র হাটে বিক্ষিপ্তভাবে পজিশন নেয় এবং ১৩ জন লোককে ধরে গুলি করে হত্যা করে। এদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। মিলিটারীরা দাঁড়িয়ে থেকে হাট লুট করার নির্দেশ দেয়। কেউ অস্বীকার করলে বেদম প্রহার করে। ফলে হাট যথেচ্ছভাবে লুট হয়।

যে সকল হিন্দু দেশের মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তখনো ছিল তাদের জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়।

মুসলমান হবার সময় দেওয়া হয় মাত্র ৪৮ ঘন্টা। এতে নিরুপায় হিন্দুরা গত্যন্তর না দেখে মুসলমান হয়। একদিনেই ৩০০/৩৫০ জন হিন্দু সপরিবারে মুসলমান হয়। একমাত্র গোয়ালকান্দি ও উর্দুপাড়া গ্রামেই ১৩০ জন হিন্দু মুসলমান হয়। ধর্মান্তরিত করার পরেও তাদের মনের ঝাল মিটেনি। হিন্দুদেরই চালডাল, গরু, ছাগল জবাই করে গোয়ালকান্দির মাদ্রাসা মাঠে ঘটা করে মজলিশ করে। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুদের গোমাংশ ভক্ষণ করিয়ে চিরতরে ধর্মচ্যুত করা।

মে মাসে সেনপাড়া গ্রাম থেকে বাঙ্গাল পাড়ার ইয়াছিন আলীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইয়াছিন আলী সেনপাড়ায় তার শ্বশুরবাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সেই এই থানার প্রথম শহীদ ব্যক্তি। বাংলা মাস আষাঢ় মাস ছিল।

শান্তিকমিটি গঠিত হবার পর পরই শান্তিকমিটির লোকেরা দৃষ্কৃতকারীর তালিকা তৈরি করে। এতে আওয়ামী লীগের নেতা ও প্রথম শ্রেণীর একনিষ্ঠ কর্মীদের নামের তালিকা তৈরী করে। তাতে জনাব সরদার আমজাদ হোসেন এমপি, বাজে গোয়াল কান্দি গ্রামের আনিসুর রহমান, খামার গ্রামের কাজী সাজেদুর রহমান, থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলামসহ প্রায় ২২/২৩ জনের তালিকা তৈরী করা হয়। সরদার আমজাদ হোসেন সাহেবকে জীবন্ত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ১৫ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আনিসুর রহমানসহ আরও কতিপয়কে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়।

মে মাসের মধ্যেই রাজাকার তৈরী করা হয়। এতে বহু ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে রাজাকার মোতায়েন করার কথা থাকলেও তাহিরপুর এবং থানা ছাড়া কোথাও মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতায় তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩রা আশ্বিন রাতে রায়াপুরা গ্রামে হানা দিয়ে সরদার ওসমান আলী সাহেবের বাড়ী ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট করে এবং তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয়। আগুন লাগিয়ে দিতে থাকাকালে অন্য আর এক রাজাকারের কৃপায় বেঁচে যান। তাঁর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনিভাবে থানার বিভিন্ন স্থানে লুটপাট করে। বেউকালীতেও অপারেশন করে লুটপাট করে, বেলসিংহেও লুটপাট চালায়।

পাক মিলিটারীরা থানার বিভিন্ন স্থানে অপারেশন করে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ নরহত্যা ও নারী নির্যাতন করে। মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের খবর পেয়ে মিলিটারীরা ভবানীগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। আগস্ট মাসের পরে কোনো এক সময়ের ঘটনা। সমস্ত ভবানীগঞ্জ বাজার লুটপাট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভবানীগঞ্জ গ্রামের বেশ কিছুসংখ্যক মহিলার উপর নির্যাতন চালায়। বলা প্রয়োজন উক্ত গ্রাম ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান বসতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে তারা প্রায় সকলেই পাকিস্তানী সমর্থক ছিল। তবুও খান সেনারা তাদের পাশবিক অত্যাচার করে। তারা উত্তর একডালা গ্রামের শাহ মুহম্মদ জাফর উল্লাহ এম. এন. এ-র বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভুত করে দেয়।

খান সেনা ও রাজাকার দল হাজিরকুশলা গ্রামে সরদার আমজাদ হোসেনের বাড়ি অপারেশন করতে যাওয়ার পথে গোয়ালকান্দির নওমুসলিম পাড়া অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়।

বাগমারা থানায় রাজাকার ও আধা মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল তাহিরপুর, বাগমারা থানা এবং বালানগর মাদ্রাসা। উল্লিখিত স্থানে সমানে লোক করা হতো। জবাই করে, গুলি করে এবং বস্তায় পুরে পানিতে ফেলে দিয়ে লোক হত্যা করতো। বহুসংখ্যক লোক উক্ত তিন স্থানে তাদের হাতে পাশবিকভাবে মারা যায়।

স্বাক্ষর/-
মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
১৭/০৯/৭২

\ ৪৭ \

দেলজান বিবি
সাং-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

রমজান মাসের রোজা ছিলাম। বহুসংখ্যক পাকিস্তানী বর্বর সৈন্য আসে এবং কোন রকম পালানোর সুযোগ না দিয়েই তারা আমার ঘরে ঢোকে এবং ধরে পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। চিৎকার করবার অথবা সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি শুরু করলে তারা আমাকে হস্তদ্বারা প্রহার করে এবং গুলি করে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়।

টিপসহি/-
দেলজান বিবি
সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

\ ৪৮ \

সোনাভান খাতুন
সাং-বাগমারা
জেলা-রাজশাহী

রমজানের ১২/১৪ দিনের দিনে একদিন দুপুরে দুজন মিলিটারী যখন গ্রামের মধ্যে আসে তখন গ্রামের আর সকলের সাথে আমিও পালাতে চেষ্টা করি। কিন্তু বর্বর পশুরা আমাকে পথের মাঝখান থেকে তাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমাকে ধরে। কাঁদলে অথবা চিৎকার করতে চেষ্টা করলে তারা রাইফেল উঁচিয়ে বলে চেঁচালে গুলি করে হত্যা করবো।

আমার উপর দুজন নরপশু অমানুষিক হৃদয়হীনভাবে পাশবিক নির্যাতন করে। আমি মাটির তলে লুকালে তারা সেখান থেকে আমাকে টেনে বের করে।

টিপসহি/-
সোনাভান খাতুন
সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

\ ৪৯ \

এল, পাইনস্
বনপাড়া মিশন
থানা-বড়ইগ্রাম
জেলা-রাজশাহী

২০শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল। মিলিটারীরা বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে হারোয়াতে চারজন লোক মারা যায়। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পাক নরপশুরা অপারেশন চালাতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া বনপাড়া এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অমুসলমানরা পালিয়ে আসে মিশন হাসপাতালে। মিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা যত্নসহকারে করতে থাকেন। তখন অবশ্য পাক সৈন্যরা নাটোর ও রাজশাহীতে চলে গিয়েছিল। তখন স্থানীয় দুষ্কৃতকারীর হিন্দুদের অন্যায় ও ক্ষতিসাধন করে। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর লুট করে। তখন থেকেই ২/১ জন করে অমুসলমান ওপার বাংলায় পালিয়ে যেতে থাকে।

২রা মে রাতে অমুসলমানরা ওপার বাংলায় চলে যাবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুন সেদিন যেতে পারেনি।

৩রা মে। বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মিশনের ফাদার লক্ষ্য করলেন যে, মিশন হাসপাতালের চারিদিকে মিলিটারীরা ঘিরে নিয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে বনপাড়া সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে খৃস্টান পুরুষদের ধরে নিয়ে এসেছে। সে ধরার অভিযান পরিচালনা করেছিল মেজর শেরওয়ানী। পরে ফাদারের সুপারিশে সমস্ত খৃস্টনদেরকে নরপশুরা ছেড়ে দেয়।

তারপর নরপশুরা মিশনের অফিস, স্কুলঘর, মহিলা হোস্টেল তল্লাশি করে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দুদেরকে খুঁজতে থাকে। খোঁজাখুঁজির পর সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে বের করে এবং বন্দী করে। অবশ্য অল্প বয়সের ছেলেরা ও বৃদ্ধেরা রেহাই পেয়েছিল তাদের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তারপর বন্দী লোকদেরকে ধরে নিয়ে মোড়ে ট্রাকের অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে থাকে। সত্যি সত্যিই যখন সামরিক ট্রাক এসে হাজির হলো তখন ট্রাকে তুলে ৮৬ জন মানুষকে নিয়ে যায় হত্যা করার জন্য। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধকে রেহাই দিয়ে অন্যান্য বন্দীদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে নিয়ে যায় তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। ৮৫ জন লোককে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্য অনিল নামক একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। এ ঘটনা অবশ্য ফাদারের শোনা। দোয়াদপাড়া ব্রীজে নিয়ে হত্যা করা হয়। অনিল ফাদারকে বলে যে, এখান থেকে মাইল দুই নিয়ে যেয়ে রাইফেলের গাদা দিয়ে অমানুষিকভাবে ট্রাকের উপরেই প্রহার শুরু করে। দেয়াদপাড়া ব্রীজের কাছে একটি জলাশয়ে নিয়ে যেয়ে উপরে উল্লিখিত মানুষগুলোকে ২/৩ জন করে ধরে নিয়ে গুলি করতে থাকে। অনিলকে গুলি করে কিন্তু সে আঘাতে মরেনি। নাটোরের হাফিজ আবদুর রহমান অন্যান্য অপারেশনের মত এখানেও উপস্থিত ছিল। সবশেষে আহত লোকদের উপর মেশিনগানের স্প্রে শুরু করে। অনিলের উরুতে মেশিনগানের একটি গুলি লাগে। এতেও সে খুব বেশী আহত হয় না। ফলে রাতে বর্বররা সরে গেলে সে আস্তে আস্তে স্বগ্রামে ফিরে আসে।

পাক বাহিনী যাবার আগে গ্রামবাসী মুসলমানদের ডেকে এনে এই স্তূপীকৃত মানুষগুলির উপর মাটিচাপা দিতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী অত্যাচার করতে সুযোগ পায়নি এই কারণে যে

পাক সৈন্যদের সাথে একজন খৃস্টান মেজর ছিলেন যিনি প্রায়ই আসতেন। গীর্জায় ফাদারের অনুরোধে মেজরের সক্রিয় হস্তক্ষেপ অত্র এলাকার মানুষ যথেষ্ট রক্ষা পেয়েছে। একবার ৬ জনকে এ এলাকা থেকে নাটোরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা আর ফিরে আসেনি। পরবর্তীকালে তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবার পর ফাদারের সুপারিশে তারা রেহাই পায়। পরবর্তীকালে আবার পাঁচজনের উপরে গ্রেফতার পরওয়ানা জারী হলে ফাদারের সুপারিশে তারাও মুক্তি পায়।

স্বাক্ষর/-
এল, পাইনস
২৭/৯/৭২

\ ৫০ \

কদভানু বেওয়া
গ্রাম-দুর্গাপুর
থানা-দুর্গাপুর
রাজশাহী

২৪ শে আষাঢ় মঙ্গলবার খুব ভোরে পাক সৈন্যরা গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং সাথে সাথে ফাঁকা গুলি করে এবং লোক দেখেও গুলি করে।

আমার বাড়ির সামনে সামরিক গাড়ি দাঁড় করায় এবং আমার বাড়ি ঢোকে। এবং বন্ধু বন্ধু বলে ডাকে। আমাদের চেতন পাবার আগেই ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে। ইতিমধ্যে আমরা চেতন পেয়ে যাই। আমি সাড়া দিলাম এবং তারা কে জানতে চাইলাম। তারা বলে যে তারা থানার লোক। অতঃপর তারা আমার স্বামীকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। দুজন আমার স্বামীকে ধরে রাখে এবং একজন আমার পিছু নেয় এবং সে বার বার আমাকে ঘরের মধ্যে যেতে বলে। আমি পায়খানায় যেতে চাই কিন্তু সে পায়খানায় যেতে হবে না বলে জানায়। কিন্তু সকাল বেলা পায়খানা প্রশ্রাব করতে দেবে না এ কেমনতর কথা বলে রেগে উঠি এবং একটি পানির বদনা নিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যাই এবং অন্য এক বাড়ির গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেই। আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন ঐ লোকটি ‘‘কাঁহা যাতা হ্যায়’’ বলে পিছে পিছে যেতে থাকে।

বহুক্ষণ এখানে লুকিয়ে থাকার পর যখন বেরিয়ে আসি তখন আমার স্বামীকে চোখ খোলা অবস্থায় পশ্চিম দিকে মাথা পড়ে থাকতে দেখি এবং তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। বলা বাহুল্য আমার স্বামীকে তারা গুলি করে হত্যা করে যায়।

টিপসহি/-
কদভানু বেওয়া

\ ৫১ \

আবদুল মালেক
দুর্গাপুর
রাজশাহী

শান্তিকমিটি এবং রাজাকারদের সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মিলিটারীরা বিভিন্ন এলাকায় এসে অপারেশন করেছে। তারা লুটপাট করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে এবং মানুষ হত্যা করেছে। তাদের অপারেশন গুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান। তারা মে মাসের মাঝামাঝি যোগীদের পালশায় অপারেশন করে ৪২ জন হিন্দুকে হত্যা করে। সেখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে।

জুন মাসে তারা দুর্গাপুরে অপারেশন করে ৮/৯ জনকে হত্যা করে। এখানেও তারা হৃদয়হীনভাবে নারী নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতনের ফলে জনৈক অফিসারের একটি মেয়ে মারা যায় এবং অপর একজন পঙ্গু হয়ে যায়। এখানে তারা লুটপাট করে।

১লা রমজান শুক্রবার পাক সেনারা গগণবাড়িয়ায় অপারেশন করে। এখানে ত্রিমুখী অভিযান চালিয়ে ১০/১১ শত জন লোককে ধরে এনে তাদের দিয়ে গর্ত করিয়ে নিয়ে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখে। এখানে কচি শিশুদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। তাদের অপরাধ তাদের মায়ের উপর যখন পশুরা অত্যাচার করছিল তখন তারা কাঁদছিল। এখানে ১০০ বছরের উপরের বয়স্ক অন্ধ একটি বৃদ্ধকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। গ্রামে আগুন দিলে মেয়েরা যখন প্রাণভয়ে মাঠে পালায় তখন সেখানেও তাদের ধরে শ্লীলতাহানি করে। বাপের সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে নির্যাতন করেছে।

স্বাক্ষর/-
সরদার আবদুল মালেক

\ ৫২ \

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
নওগাঁ
রাজশাহী

একদিন বিকেল বেলা আমি দৈনন্দিন কাজ সেরে বাসায় ফিরছিলাম। বাসায় ফিরে বিপুলসংখ্যক পাক সৈন্য ও বিহারীদেরকে দেখতে পাই। কয়েকজন বিহারী আমার বাসার গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান উপকরণগুলো খুলে নিচ্ছিল। আমি সরলভাবে প্রতিবাদ জানাই জনৈক পরিচিত বিহারীকে। উক্ত কুখ্যাত বিহারী আমার জীবনের ক্ষতির জন্য হুমকি প্রদান করে এবং ঘরের ভিতর অবস্থানরত কুখ্যাত মেজর বাংলাদেশের পতাকা হাতে রাখে ও আমাকে অভিযুক্ত করে কারণ আমি আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলাম বলে উক্ত মেজরের ধারণা ছিল। পরে বিহারী ও পাক সৈন্যরা আমার বাসা লুট করে অনেক মালামাল নিয়ে যায়। বলা প্রয়োজন ঐ দিনই আমাকে ধরে ইপিআর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমার অফিসের একজন কর্মচারীর সুপারিশে সেবারের মত মুক্তি পাই। কিন্তু আমাকে কাজে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়।

ঘটনা প্রবাহের অবনতির সাথে সাথে আমি জনগণের ভাগ্যের সাথে ভাগ্য মিলিয়ে আমার অফিসের কাজ করতে থাকি। কিছুদিন পর অত্র শহরের পাঞ্জাবী এসডিও দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন। উক্ত এসডিওর হত্যার পরে বিহারী ও পাক সৈন্যদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাক দস্যুরা বিহারীদের যোগসাজশে হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আমার বাড়ি ঘেরাও করে। ঘেরাও করার পরে কুখ্যাত মিলিটারী ও বিহারীরা তথাকথিত এসডিওর হত্যাকারী বলে বিবেচনা করে। এখানে প্রকাশ করা প্রয়োজন যে জনৈক বিহারী দৃঢ়তার সাথে বলে যে, উক্ত এসডিওকে দুটি ছোরা দিয়ে আমি নিহত করেছি এবং ছোরার সাথে তাজা রক্তের ছাপ ছিল। তার সাক্ষ্যে পরে আমার দুই হাত বেঁধে নিহত এসডিওর বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে একজন কর্নেল, একজন মেজর ও কিছুসংখ্যক সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। তারা আমাকে বেদম প্রহার করে। রাইফেলের বাঁট, কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ প্রহার করার পর আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। পরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাকে নওগাঁর ইপিআর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে যাবার পরে আমি অনেক বিহারী ও মিলিটারীদের দেখতে পাই। পুনরায় পাক কুকুরেরা আমাকে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার পরে আমাকে ক্যাম্পের সংলগ্ন একটি ছোট প্রকোষ্ঠে রেখে দেয়। সেখানে ৪/৫ জন লোক থাকার মত জায়গা ছিল অথচ উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রায় ২৪/২৫ জন বাঙ্গালী নিরীহ মানুষকে আটকিয়ে রেখেছিল। সেখানে আমি আটদিন অবস্থান করেছিলাম। আটদিনের প্রায় প্রতিদিনই বেদমভাবে প্রহার করতো। পাক বর্বররা পরিমিত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সরবরাহ করতো না। ২/৩ দিন পরে পরে কিছু কিছু করে খাবার দিতো কিন্তু তা খাবার অযোগ্য আহার্য ছিল।

বন্দীখানায় অবস্থান করার পর আমি প্রত্যেক দিনই ফুটো দিয়ে দেখতাম যে ২০/২৫ জন করে নিরীহ লোকজনকে মারধর করার পর হাত উল্টো দিকে বেঁধে ও চোখ বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে বুক চিরে রাস্তায় ফেলে রাখত। পরে মৃতদেহগুলিকে নিকটস্থ নদীতে নিক্ষেপ করত। উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় আটদিনে তারা ২৫০ জন নিরীহ বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বলে আমি অনুমান করি। একমাত্র আমিই অফিসের কর্তৃপক্ষের সুপারিশে মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
এস, ডি, ও, অফিস, নওগাঁ।

\ ৫৩ \

জয় মণ্ডল
নওগাঁ
রাজশাহী

২৫শে মার্চের ঘটনাপ্রবাহ অত্র গ্রামের জনগণের জীবনে হতাশা এসে দিয়েছিল। শান্তাহারে সাম্প্রদায়িক ঘটনার ফলে অত্র গ্রামটিকে পাক বর্বররা ক্ষতি করতে দ্বিধা করেনি। ৯ই বৈশাখ রোজ শুক্রবার শান্তাহার রোড হয়ে চকরামপুর গ্রামে পাক বর্বররা প্রবেশ করে। প্রবেশ করার আগে বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে জনগণের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। ফলে ধন, মাল রেখে পাইকারী হারে অত্র গ্রামের জনসাধারণ অন্যত্র পালাতে থাকে। অতঃপর পাক বর্বররা চকরামপুরের অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ও লুটতরাজ চালায়। বলা প্রয়োজন, অত্র গ্রামের সংলগ্ন খৃষ্টান মিশনের সাহেবের বাড়িতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। উক্ত ঘাঁটি থেকে পাক বর্বররা অন্য জায়গা হতে সুন্দরী মেয়েদেরকে ধরে এনে মিশনে সাহেবের বাসার উপর তলাতে আটকে রাখত। পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ করার পরে গলা কেটে হত্যা করত। হত্যার পরে তাদের রক্ত চৌবাচ্চার নল দিয়ে স্থানীয় তুলসী গঙ্গা নদীতে পড়ত। তা ছাড়া অত্র চকরামপুর গ্রামের প্রায় ৪০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েক জনকে গলা কেটে হত্যা করেছে। এবং বহুসংখ্যক আহত অবস্থায় এখনও বেঁচে আছে। এক মাস অবস্থানকালে অত্র গ্রাম হতে পাক-বর্বররা গরু, খাসি, হাঁস, মুরগী, যাবতীয় তরিতরকারী লুট করে খেয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে অত্র গ্রামের জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য ও সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

স্বাক্ষর/-
জয় মণ্ডল
গ্রাম-চকরামপুর
নওগাঁ, রাজশাহী

\ ৫৪ \

মোঃ মোসলেম উদ্দিন
গ্রাম-দিঘাপতিয়া নতুনপাড়া
পোঃ-দিঘাপাতিয়া, নাটোর
জেলা-রাজশাহী

আমি ছিলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সিপাহী। চার বৎসর আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চাকুরী করেছি। পঁচিশে মার্চের কিছুদিন আগে আমি ভলান্টারী সার্ভিসে চিটাগাংয়ে আসি। সেখান থেকে আমি ছুটিতে বাড়িতে আসি। তারপর বঙ্গবন্ধুর আহবানে চাকুরীর চট্টগ্রামে যোগ দেই। ওখান থেকে ষোল শহর, কালিঘাট, ৭নং জেটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বরদের সাথে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করি এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করি। পরবর্তীকালে সেখানের পতন ঘটলে এপ্রিল মাসের (৭১) ৫ তারিখে অনেক সঙ্গীসহ ওপার বাংলার আগরতলায় পৌঁছি। সেখান থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিফেন্স দেই। তারপর পাক সৈন্যরা বিমান আক্রমণ চালালে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে স্বগ্রাম দিঘাপাতিয়ায় পৌঁছি।

২৪শে এপ্রিল আমার বাড়ির জনৈক পাক বাহিনীর সহযোগী একদল পাক সৈন্য এসে ঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাকে ধরে লাথি মারতে মারতে স্থানীয় কালীবাড়িতে নিয়ে যায়- বলা প্রয়োজন, এখানে অত্যাচারের কেন্দ্রভূমি ছিল। তারা সেখানে আমার হাত, পা বেঁধে পা উপরের দিকে তুলে লটকিয়ে অত্যাচার করে। সে অত্যাচারের ভিতর ছিল বেত দিয়ে প্রহার, চাকু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান কাটা- শরীর কেটে তারা আনন্দ পেত। তারা জানতে চাচ্ছিল যে চট্টগ্রামে আমি কতজন পাঞ্জাবীকে হত্যা করেছি, কতটি রাইফেল কোথায়, কিভাবে লুকিয়ে রেখেছি, বাংলাদেশ সম্পর্কীয় কি কি তথ্য আমি জানি।

আমার কাছ থেকে কোন তথ্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলে তারা আমাকে কালীবাড়ি থেকে নাটোরের ফুল বাগানে অপারেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে বৈদ্যুতিক শক আমার গলায় দেওয়া হয়। হাত-পা বেঁধে ডেকচির মধ্যে করে পানির হাউজে নিক্ষেপ করে। ১০-১২ মিনিট সেখানে রাখার পর অর্ধমৃত অবস্থায় সেখান থেকে তুলে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সেখানেও তারা ব্যর্থ হবার পর আমাকে বেয়োনেট চার্জ করতে নিয়ে যায়। এ সময় ছিল সন্ধ্যার কিছু আগে। তখন আমার হাত পিছনে বাঁধা ছিল। বলা প্রয়োজন, এর কিছু আগে আমার সাক্ষতেই চারজন লোককে গুলি করে হত্যা করে। পরে আমাকে নিয়ে যায়। বেয়োনেটের সামনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর কৌশলে হাতের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছিলাম। এক সময় আমি আমার হাতের বাঁধন তাদের অগোচরেই খুলতে সমর্থ হই। ফুলবাগানের মধ্যস্থ পুকুরের চারিদিকে মিলিটারীরা তখন সশস্ত্র পাহারায় ছিল। হাতের বাঁধন খুলেই ঘুরে সঙ্গীন উচানো সিপাইয়ের হাতের রাইফেল কেড়ে পুকুরে ফেলে দেই এবং বক্সিং মেরে তাকে ধরাশয়ী করি। তারপর পুকুরে ঝাঁপ দেই। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট সৈন্যরা পুকুরের চারিদিকে সচেষ্ট হয়ে উঠে এবং আমাকে লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালানো শুরু করে। যখন পুকুরের পাড়ে উঠছিলাম ঠিক সে সময় একটি গুলি এসে আমার ডান কানে লাগে। সাথে সাথে আর একটি গুলিও আমার বাম বাহুর নিচে লাগে। এতে আমি অবশ্য খুব বেশী আহত হই না। তাদের সকলের সব রকমের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বর্বরদের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে আখের জমির ভিতর দিয়ে ক্রলিং করে নাটোরে পৌঁছাই। শরীর দিয়ে তখন দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। উলঙ্গ অবস্থায় যখন নাটোরের সিনেমা হলের মোড়ে পৌঁছাই তখন একদল বিহারী আবার আমাকে ধরে ফেলে। সেখানেও তারা বেদম প্রহার করতে শুরু করে। পূর্বোক্ত

বক্সিং প্রক্রিয়ার বদৌলতে তাদের হাত থেকেও রেহাই পাই। এবং শহরের মাঝখানে মামারবাড়িতে প্রথমে আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ পর আমার শ্বশুর ডাক্তার আঃ লতিফের কাছে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। সেখান থেকে ঐ রাতেই মেয়ের পোষাকে এক গ্রামে আশ্রয় নেই। তারপর পরবর্তী ১০ দিন পর ভারতে আশ্রয় নেই। এবং সেখানে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেই।

ফুলবাগান থেকে উধাও হবার পর পাক পশুরা আমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং আমার বৃদ্ধ বাবা এবং মাকে মারধর করে এবং বলে যে তোমার ছেলেকে বের করে দাও, তাকে চাকুরী দেব এবং তোমার মেয়েকে আমার সাথে (জনৈক সুবেদার) বিয়ে দাও। পরবর্তী সময়ে তারা আমার বাড়ি স্বেচ্ছাচারিতভাবে লুটপাট করে।

আমার মতে, ফুলবাগানে ন'মাসে অন্ততঃ ১৫-১৬ হাজার লোককে পাক পশুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মোসলেম উদ্দিন
গ্রামঃ দিঘাপতিয়া নতুনপাড়া
পোঃ দিঘাপতিয়া
জেলাঃ রাজশাহী

\ ৫৫ \

ডি, এম, তালেবান নবী
প্রতিনিধি, 'দৈনিক বাংলা'
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

৩রা আগষ্ট রাত্রি প্রায় ১১টায় পাঞ্জাবী পুলিশ স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর প্রধান, শান্তি কমিটির সদস্য, ও ভি ডি পার্টির সভাপতিসহ আমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং প্রবেশ করে আমাকে গ্রেফতার করে। অবশ্য গ্রেফতারের পূর্বে সমস্ত বাড়ি তছনছ করে। গ্রেফতার করে সামরিক ক্যাম্পে নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার পর মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগকারী ওয়্যারলেস ও 'রিভলবার' কোথায় রয়েছে তা জানাতে বলে। সদুত্তর না পেলে আমাকে পা ফাঁক করে বাঁশ দেয়। অতঃপর চাবুক দ্বারা বেদম প্রহার শুরু করে। প্রায় ঘন্টা তিনেক একের পর এক হাত বদল করে এম্নি অত্যাচার চালায়। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। এরপর গভীর রাতে ঐ অবস্থাতেই উঠাবসা করতে নির্দেশ দেয়। হয়তো একশো বার ঐ প্রক্রিয়া চালাতে বললে ৪০ বার করার পর বলে যে পাঁচবার হয়েছে। কিছু সময় এ অবস্থা চালিয়ে অসমর্থ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে আমাকে লাথি মেরে উঁচু বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়। সেখান থেকে আবার তুলে নিয়ে আসে এবং আবার উঠাবসা করায়। আবার পড়ে গেলে আবার লাথি মেরে ফেলে দেয় ও তুলে আনে। এম্নি করে সকাল হয়ে গেলে ক্যাম্পের ভিতরে প্রধান রাস্তায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। সেখান দিয়ে যে সমস্ত সামরিক লোক চলাচল করেছে তারা সকলে আমাকে যথেচ্ছভাবে লাথি মেরে পায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। সারাদিন আমি ঐ অবস্থায় ছিলাম এবং খোলা জায়গায় রোদে সমানভাবে অত্যাচারিত হয়েছি। সন্ধ্যার দিকে ঐখানেই জিজ্ঞাসা করে যেম তুমি মুসলমান না হিন্দু। মুসলমান বললে আমাকে কলেমা বলতে বলে। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কলেমা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এখানের কলেজে কলেমা পড়া হয় কি না। উত্তরে না বললে আমাকে কাপড় খুলতে নির্দেশ দেয় এবং উলঙ্গ করে। উলঙ্গ অবস্থাতেই আমাকে ঘন্টা দুই রাখা হয়। অতঃপর পূর্ব পদ্ধতিতে আবার ওঠাবসা করতে বলে। কিন্তু বসতে পারলেও কিছুতেই উঠতেই পারছিলাম না। কারণ খুব নিস্তেজ হয়ে গেছি। সে অবস্থাতেও আমাকে মারধর করা হয়। তারপর আমাকে টাঙ্গানোর নির্দেশ দেয়। তখন দু'পা উপরের দিকে বেঁধে টাঙ্গিয়ে দেয়। হাত যেনো কোন বাধার সৃষ্টি না করে সে জন্য হাত দুটিও বেধে দেওয়া হয়। এরপর একজন সিপাইকে ডেকে চাবুক মারতে নির্দেশ দেয় এবং সেরূপ চলতে থাকে। একজন ক্লান্ত হলে আর একজন চাবুক মারত। এম্নি করে তিনজন চাবুক মারার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। অত্যাচারের এক পর্যায়ে পানি পান করতে চাইলে মুখে সজোরে লাথি মারে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। রাতের কোন এক সময় জ্ঞান ফিরে পাই। পুনরায় পানি পান করতে চাইলে পাহারারত দুইজন সিপাহীর একজন প্যান্টের বোতাম খুলে। এবং মুখে প্রস্রাব করে দেয়। প্রস্রাব করে দিয়ে সিপাইটি তার নিজের আসনে ফিরে যায়। পরের দিন সকাল পর্যন্ত ঐ টাঙ্গানো অবস্থাতেই থাকি। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সামান্য জ্ঞান ফিরে আসে এবং পর মুহূর্তেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সকালের দিকে আমাকে নামানো হলে বলে যে তুমি লিখে দাও যে, রিভলবার ও ওয়্যারলেস কোথায় আছে, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। নেতিবাচক উত্তর দিলে তারা আমাকে চড়-থাপ্পড় দেয়। তারপর আমাকে এক ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। সেদিন দিবাগত রাতে একজন মাষ্টারসহ তিনজন মুক্তিফৌজকে ধরে নিয়ে আসে। রাতে তাদেরকে পিটানোর পরে তাদের কাছে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য আমার ঘরে দেয়। রাত দুইটার দিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা (মুক্তিযোদ্ধারা) স্বীকার করেনি বলে আমি জানাই। সারা রাত তারা আমার কাছেই থাকেন। পরের দিন রাত ১২টার দিকে সেলে ঢুকে কাপড় ও পায়ের জুতা

মুক্তিযোদ্ধাদের খুলতে বলে এবং খুলে লুঙ্গি পরা অবস্থায় বাইরে ক্যাম্পের পিছনে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরে বিকট আ.... চিৎকার ভেসে আসলো। এতে অনুমান করা গেল যে, বেয়নেট অথবা ছোরা দিয়ে গুঁতিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

এভাবে পাঁচ দিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর ৭ই আগষ্ট দিবাগত রাত ৯টার সময় আমাকে শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দেয়। শহরের বাইরে কোথায়ও যেতে পারব না এটাই ছিল তাদের প্রধান নির্দেশ।

২৩শে এপ্রিল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে গোমস্তাপুরে পাক মিলিটারীরা অপারেশন করে। থানার পার্শ্বের বাজারপাড়া হিন্দু বস্তিতে গিয়ে ৩১ জন পুরুষকে ধরে নিয়ে আসে। অতঃপর সমস্ত গ্রাম পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ধরে আনা লোকদের থানার পিছন দিকে মহানন্দা নদীর তীরে ১৫ জনে প্রথম দলকে দাঁড় করায় এবং গুলি করে হত্যা করে। অপর দলের ১৬ জনকেও ঐ একইভাবে হত্যা করে। হত্যা করার পর লাশগুলিকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালাবার নির্দেশ দিলে মৃত ৩১ জনের মধ্য থেকে অমিল কর্মকার নামে এক ব্যক্তি পুড়িয়ে দেয়ার ভয়ে লাফিয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে।

১৯শে অক্টোবর রবিবার দিবাগত রাত্র প্রায় তিনটার দিকে পাঞ্জাব বাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়ান সীমান্তবর্তী গ্রাম বোয়ালিয়া ঘেরাও করে। মেজর ইউনুসের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ান দুটি সকাল হওয়ার অল্প কিছু আগে মোহসীন মুন্সী আজান দেয়ার জন্য মিনারে উঠেছেন এবং আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করেছেন ঠিক তখনই তাকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালায়। সাথে সাথে গ্রামের উপর বৃষ্টির মত গুলিবর্ষিত হতে থাকে। এ গ্রামে তিন ঘন্টার প্রায় ৬৫০ জনকে হত্যা করে। এদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক ও নারীও ছিল। ১৬৮০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে। এরপর বোয়ালিয়া গ্রামসংলগ্ন নরশিরা, শাহপুরা, পলাশবোনা, দরবারপুর, কালোপুর ও ঘাটনগর বঙ্গেশ্বর গ্রামেও হামলা চালায়। এখানেও ১২০০ লোককে হত্যা করে। এ সমস্ত গ্রামও পুড়িয়ে দেয়। পাক বাহিনী হামলা সময় অসংখ্য মহিলার উপর বলাৎকার ও লুটপাট করে।

পরবর্তীকালে নরপশুরা উপরোক্ত হত্যা চালায়। এরপরে বিধ্বস্ত এ গ্রামগুলি পাঞ্জাব বাহিনী ও তার তাঁবেদাররা সংলগ্ন থানার নিরীহ জনসাধারণকে ধরে নিয়ে এসে হত্যামঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেখা যায় যে, সমস্ত গ্রামগুলিই বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি কুয়া নরকঙ্কালে ভর্তি। অপর দিকে গ্রামগুলিতে যে সমস্ত দেওয়াল ঘর ছিল, সেসব ঘরে জনসাধারণকে হত্যা করে দেওয়াল ভেঙ্গে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। এসব গ্রামগুলির এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে না কাউকে সে বাড়ি থেকে হত্যা করা হয়নি। এমনও অনেক বাড়ি রয়েছে, যে বাড়ির সকলকেই পাক জল্লাদরা হত্যা করে। এমনি একটি পরিবার সেকান্দার আলী। অপর একটি পরিবার সোলেমান মিয়ার যেখানে শুধুমাত্র ছোট ছেলে বেঁচে রয়েছে। মা-বাবা, ভাইবোন সকলকে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাক্ষর/-
ডি, এম তালেবান নবী
প্রতিনিধি, 'দৈনিক বাংলা'
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

\ ৫৬ \

মোহাম্মদ মোছাওয়ার হোসেন
গ্রাম-মাইজপাড়া, ডাকঘর- রাজারামপুর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

'৭১ - এর ৪ঠা আগষ্টের রাত সাড়ে তিনটার সময় অকস্মাৎ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রায় ৫০ জন শান্তি কমিটির সদস্যসহ পুলিশ বিহারীর বাড়ী ঘেরাও করে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পেলাম না। ধৃত হওয়ার পরে আমাকে কঠোর পাহারার মাধ্যমে পথে নিয়ে এসেছে এবং থানাতে সোপর্দ করে। সেখানে আমি প্রায় ১৫ জন বন্দীকে দেখতে পাই। অবশ্য তারা অনেক আগেই ধৃত হয়েছিলেন। পরের দিন দিবাগত রাত ৭টায় উপরোক্ত ১৫ জনকে থানায় হাজির করে এবং পাঁচজন করে করে এক একটি ব্যাচ তৈরী করে। পাঁচজনকে একটি ম্যাপ তৈরীর ব্যাপারে অভিযুক্ত করে আলাদা করে রাখে এবং একমাত্র আমাকে অবাঙ্গালী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং যাদে কে হত্যা বকরা হয়েছে তাদের নামের তালিকা চায়। পাঁচজনের ভিতর যে দ'জন বেমী দোষী বলে বিবেচনা করেন তাদেরকে থানার মধ্যেই মেজর শেরওয়ানীর নির্দেশে নির্মমভাবে রোলার দ্বারা, বুকে লাথি মেরে প্রহার শুরু করে। ঐ সময় শেরওয়ানীর নির্দেশে অপর একজন সিপাহী আমাকে প্রহার করে। যতক্ষন পর্যন্ত আমি অজ্ঞান না হয়ে যাই ততক্ষন পর্যন্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অত্যাচার চালাতে থাকে। জ্ঞান হবার পর পুনরায় হাজতে নিয়ে যায়। তার পরের দিন ম্যাপ তৈরীর অভিযোগে গালাগাল করে। পরের দিন সন্ধায় মেজর শেরওয়ানী ১৫ জনকে জেলখানা থেকে বের করে আনার হুকুম করে। আমার তন্দ্রার ভাব হওয়াতে আমি বের হতে পারলাম না। আমি উদ্বেগের ভিতর সময় কাটাতে থাকি। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে মহানন্দার নদীতে ফেলে দেয়। তারা জলে ভাসতে থাকে।

পরের দিন আমি যেখানে ছিলাম সেখানে প্রায় ১০-১২ জন আসামী এলো। তাদের কাছ থেকে বিবৃতি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর কয়েক দিনের ভিতরেই অন্যান্য সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এর পরবর্তী ব্যাচে জেলখান তে উকিল, মোক্তার এবং শিক্ষিত ছাত্র সহ প্রায় ৭জন এলো, তারপর উক্ত ৭ জনসহ আমাকে আঘাত হানতে থাকে। কিছুক্ষন পরে বিবৃতি নিয়ে তাদের সবাইকে রাজশাহী জেল তে চালান করা হচ্ছে বলা হয় - অবশ্য এটা ছিল নিছক ভাঁওতা। নবাবগঞ্জস্থ নিউ মার্কেটের একটি আলো-বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখল। সেখানে আবদ্ধ করার পর রাত ৯টার সময় সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে জিপে তুলে অন্যত্র নিয়ে যেতে চায় এবং কঠিনভাবে হাত বন্ধন করে। জিপে তুলে রাস্তায় নিয়ে যাবার পথে জিপ থেকে ১২ জনকে নামিয়ে য়ে এবং বেদম প্রহার করতে থাকে। পরে সারারাত ধরে নিউমার্কেটের উল্লিখিত প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখে। তার আগে জিপের অন্যদেরকে মেজর শেরওয়ানী গুলি করতে নির্দেশ দেয়। তাদেরকে রেহাই ঘরের শ্মশান ঘাটে মেরে ফেলে। পরের দিন সকালে উক্ত নিউমার্কেটের আসামীগুলিকে জেলখানায় নিয়ে আসে। দুইদিন পরে মেজর শেরওয়ানী নিজেই জেলখানায় গিয়ে আমার কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখে ণিয়ে মুক্তি দেয়। ইতিপুর্বে আমার পিতার নিকট থেকেও অনুরূপ অঙ্গীকারপত্র লিখে নেয়া হয়েছিল।

স্বাক্ষর /-
মো:মোছায়ার হোসেন

\ ৫৭ \

মোঃ আল্ এমরান
গ্রাম- আজাইরপুর, পোঃ- রাজারামপুর
নবাবগঞ্জ, রাজশাহী

১৯৭১-এর জুন মাসের ১৬ তারিখে রাত দুটোর সময় আমার বাড়ী ৫০-৬০ জন পাক দস্যু ঘেরাও করে। ঘেরাও করার পর বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রায় ৪০ জন পাক দস্যু ঢুকে পড়েছিল। বাড়ীর সমস্ত ঘর তল্লাশী চালিয়ে আমাকে ধরে ফেলে। ধরে দু'হাত পিছনে বেধেঁ নিয়ে যায়। জেলখানায় আমি ধৃত ৩০ জনকে দেখতে পাই। সেখানে দিনভর রাখার পর থানাতে নিয়ে যায়। সেখানে কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে । বলা প্রয়োজন, সেখানে আরও অনেক মিলিটারী উপস্থিত ছিল।জিজ্ঞাসাবাদ বরার পর মোটা বেতের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে । অনেকের হাত - পা ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল।

আমার পা হতে রক্ত ঝরছিল। পুনরায় সবাইকে জেলখানায় নিয়ে এলো। নিয়ে আসার পর রাত ১২টার পরে গুজর ঘাটের শশ্মানপুরীতে নিয়ে যয়। নিয়ে সবাই লাইন ধরার নির্দেশ দিল। লাইনের ভিতর থেকে ১২ জনকে বেছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে ।বাকী লোকগুলিকে পুনরায় জেলখানায় নিয়ে সকালের দিকে মেজর শেরওয়ানী জেলখানায় আসে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে বদম মারধর আরম্ভ করে জেলে যত লোক ধৃত হয়েছিল সবাইকে। শশ্মানঘাটে সন্ধ্যার সময় গুলি করার জন্য ৭ জনকে নিয়ে যায়। বধ্যভূমিতে ৭ জনকেই গুলি করে হত্যা করে। রাত ১১টার সময় উক্ত জেলথানায় দু'জন যুবতীকে ধরে নিয়ে রাখে। রাত অনুমান ৪টার সময় যে কক্ষের যুবতীদ্বয়ের করুণ কান্নার সুর শোনা যায়; অনুমতি হয় যে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল।

সকাল ৮টার সময় জেলখানা থেকে কয়েকজন বর্বর সৈন্য বেরিয়ে যাবার ঘন্টাখানেক পরে মেজরসহ কয়েকজন মিলিটারী যুবতীদ্বয়কে নিয়ে বাইরে চলে যায়। শেষ পরিণতি জানা যায়নি। সন্ধ্যা ৭টার সময় বাকী সমস্ত বন্দি লোকজনকে শ্মশানঘাটে গুলি করার জন্য নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার পর দু'জন করে লাইন করিয়ে গুলি করতে থাকে। আমাকেসহ অন্য তিনজনকে গুলি করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। তখন চারজনকে এক সাথে গুলি করার জন্য দাঁড় করালো। সেই মুহুর্তে একখানা সামরিক গাড়ী এসে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হলো। গাড়ীর কাছে অন্যান্য মিলিটারী যারা গুলি করছিল, তাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল। সেখানে কানা-ঘুষা হল। গুলি করা থেকে সাময়িক বিরতি নিল। পরের দিন আনুমানিক ১০টার সময় তিনজনকে ছেড়ে দেয় । আমি তাদের একজন । তিনি দিনে প্রায় ৪০-৫০ জনকে গুলি করে পাক বর্বর বাহিনী হত্যা করেছিল।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আল এমরান

\ ৫৮ \

এলাহী বক্স
ফিরোজা হাউস
শিব্বাটা, বগুড়া

এপ্রিলে পাক বাহিনী রংপুর, শান্তাহার, শেরপুর - এই তিন দিন থেকে বগুড়া শহর আক্রমণ করে । তা ছাড়া বিমান থেকেও পাক বাহিনী বগুড়া শহরের উপর আক্রমণ করে। ঐ সময় শহরের লোকজন জীবনের ভয়ে কোন দিকে দৌড়াতে না পেরে পুর্বদিকে মুক্ত দেখে নদী সাঁতরিয়ে চেলোপাড়ার দিক রওয়ানা হয়। পাক বাহিনী আক্রমণ করার সাথে সাথে সমস্ত শহর ঘোরও করে ফেল্যে। কাজেই জনসাধারণ পালানোর সযোগ পায় না। পাক বাহিনীর গুলির মুখে অসংখ্য লোকজন প্রাণ হারায়। আমি নিজের বাড়ী ছেড়ে চেলোপাড়ার দিকে রওয়ানা হই। চেলোপাড়ায় যাবার সময় আমি যে দৃশ্য দেখেছি ইতিহাসে তার নজির বিরল।চার থেকে পাঁচ শতের মত লোক মৃত অবস্থায় রক্তের মধ্যে ডুবে আছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর কুকুরের তাদের রক্ত পান করছে । পালিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না আমার। আমার মাথায় একটি টুপি ও হাতে একটি পাকিস্তানী পতাকা ছিল। আরও একজন মৌলভী এবং দুইজন লোক আমার সঙ্গে ছিল। তাদেরও মাথায় টুপি এবং হাতে পাকিস্তানী পতাকা ছিল। হঠাৎ করে একদল পাকসেনা আমাদের দেখে ঘিরে ফেলে। পাক বর্বর বাহিণী জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে? অবশ্য উর্দূতে।

জবাবে আমি বলি যে আমরা পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান। তখন পাকসেনা কিছু সময় পর আমাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং বলে যে তোমরা আগামিকাল সকাল ৮টার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। কারন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর আটটা পর্যন্ত কার্ফিউ থাকবে। পাকবাহিনীর কার্ফিউ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকাল ৮টর পর জনসাধারণকে একত্রে একযোগে হত্যা করা। আমি সেটা বুঝতে না পেরে পরের দিন আবার বাসাবাড়ী দেখার জন্য শহরের দিকে রওয়ানা হই। আসার সময় অন্য তিনজন লোক আমার সাথে ছিল। ঐ সময় কয়েকজন পাঞ্জাবী আমাদের ধরে ফেলে। ধরার পরপরই একত্রে লাইন করে রাইফেল দিয়ে গুলি করে। গুলি করার সাথে সাথে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অপর একজন বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার গর্তের ভিতর পড়ে যায়। একজন পাঞ্জাবী এসে বেয়োনেট দিয়ে তার বুকটা চিরে দেয়। আমি সৌভাগ্যবশত গুলি না খেয়ে ঐ রক্তের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। একজন পাঞ্জাবী আমাকে পুনরায় দাঁড় করে পরপর দুই বার গুলি করে। প্রথম গুলিটি ফায়ার না হওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার গুলি করে। ভাগ্যবশত গুলিটা আমার বাম পার্শ্বে দিয়ে চলে যায়। পাকসেনা কি যেন মনে করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে যে তোর হেঁয়াছে ভাগ যাও বাঙ্গালী। তখন আমি নিজের বাসার দিকে রওয়ানা হই। বাসায় আসার সময় আমি দেখতে পাই শুধু মানুষের মৃতদেহ। শহরের সমস্ত রাস্তা যেন রক্তে লাল হয়ে আছে। কুকুর তাদের মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করছে। আমি দেখতে পেলাম যে প্রথম দিনে খান দস্যুরা যে সমস্ত লোকজন হত্যা করেছিল সেগুলোকে শহরের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করে ৭-৮ জন করে পুঁতে রেখেছে। তাদের কারো হাত বা মাথা দেখা যাচ্ছে। কুকুরে এক স্থান থেকে টেনে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছে্ এই বীভৎস ও করুণ দৃশ্য দেখে চোখের পানি মুছতে আমার শিব্বাটী বাসভবনে উপস্থিত হই। বাসায় গিয়ে দেখতে পেলাম যে, একজন মেজর ও তিনজন বেলুচি সৈন্য আমার নিজস্ব ক্যাম্প খাটটি পেতে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে তারা রাইফেল নিয়ে দাঁড়ায়। আমি বলি যে, আমি পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান। এটা আমার বাসা এবং বাসাবাড়ী দেখতেই আমি এসেছি। তখন তারা আমাকে বলে যে এটা তোমার বাসা? তোমার খুব সাহস? এই বলে আমাকে বসতে বলে এবং মাংস ও রুটি খেতে দেয়। তা ছাড়া আমাকে বলে যে তোমার কোনই ভয় নাই। রাত্রিতে তুমি তোমার ঘরে শুয়ে থাকবে। আমি কোন রকমে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পাক সেনা শহরে ঢুকেই অবাঙ্গালীদেরকে ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল; বাঙ্গালীদের

ধন-দৌলত লুট করার জন্য। পরের দিন সকালে খান সেনারা আমাকে সংগে করে শহরে চলে আসে। খানসেনারা আমাকে লুট করার কথা বলে। তখন আমি বলি যে, আমি লুট করব না বা আমার কোন প্রয়োজন নাই। এইভাবে তিন দিন কেটে গেল। খান সেনার চারজনের মধ্যে একজন ছিল মেজর জাকি। ৪র্থ দিনে তারা আমার বাসা ছেড়ে দিয়ে রংপুরে চলে যায়। পুনরায় মেজর শাকিরিয়া আমার বাসায় চলে আসে। এসে আমাকে বলে যে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। এই বলে আমাকে সাথে করে সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে। সেখানে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম, রাজশাহী ভার্সিটি থেকে ধরে আনা কয়েকজন ছাত্রী। তারা বসে বসে কাঁদছে। পাক হায়েনারা তাদের উপর অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার করে। তাদের সারা দেহে ধর্ষণের চিহ্ন বিদ্যমান। ঐ দৃশ্য দেখে আমি মর্মাহত ও অভিভুত হয়ে পড়ি। দুই ঘন্টা পর মেজর শাকিরি আমাকে নিজের বাসায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়। কোন রকমে আমি নিজের বাসায় ফিরে আসি।এর পরও মাঝে মাঝে খান সেনারা আমার বাসায় এসে তদন্ত চালায় এবং বলে যে, তুমি মুক্তিফৌজকা লিডার বা মুক্তিদের সর্বরকমের সাহায্য কর। আমি সম্পুর্ণ অস্বীকার করলে আমাকে দারুণ নির্যাতন ও প্রহার করে। দিনে-রাতে সব সময় আমার বাসায় এসে খান দস্যুরা অমানুষিক অত্যাচার করত। আমার দুই ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলে খান সেনারা সব সময় দুই ছেলেকে খুঁজে বেড়াত। এরপর আমার বাসায় একটানা এপ্রিলের ২০ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ পর্যন্ত অতিবাহিত করি। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিজ ছেলে-মেয়ে এবং পরিবার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এরপর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সহায়তায় বগুড়া শহর মুক্ত হয়ে যায়। বগুড়া শহর ও বাংলাদেশের জয়ের পতাকা উত্তোলিত হয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ এলাহী বক্স

\ ৫৯ \

শ্যামল রায়
মালতী নগর, থানা - সদর
জেলা - বগুড়া

প্রবল গুলি ও গোলাবর্ষনের ভেতর দিয়ে বর্বর পাক বাহিনী ট্যাঙ্ক সহকারে বগুড়ায় প্রবেশ করে। শুরু হলো নরপিশাচদের 'বাঙালী চোষা' বিহারী বেঈমান সহযোগে শহরের বুকে তাণ্ডব নৃত্য। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুন, তৎসহ ধর্মীয় স্থান কলুষিত ও বিধ্বস্ত করায় মত্ত হয় তারা।

২৫শে এপ্রিল রবিবার হঠাৎ করেই গ্রামের বাসা হতে গুলি ও ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনে বুঝতে দেরী হয়েছিল না যে, পাকবাহিনী বগুড়া হতে বড় রাস্তা ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে (সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়ার দিকে)। কিছুক্ষণ পর দক্ষিন-পূর্ব কোণ হতে কালো ধোয়ার কুণ্ডলী আকাশে উত্থিত হতে দেখা গেল। অনেকে বললেন কুমারেরা হাঁড়ি পোড়াচ্ছে। কিন্তু সব ধারণার অবসান হল তখনই, যখন শুধু এক জায়গাতে নয়, সমস্ত পশ্চিম দিক হতে ধোঁয়া আর আগুনের লাল আভা দেখা যেতে লাগল। যতই আধাঁর নামছিল আগুনের লেলিহান শিখা ততই প্রকট হয়ে ফুটে উঠছিল চোখের সামনে। আগুনের সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল উল্লাপাড়ার দিক হতে।

পরের দিন শুনলাম চাঁদাইকোনার প্রত্যক্ষদর্শীর এক বিবরণ। তারা লোকজন ডেকে এনে লুট করিয়েছে বাজার এলাকা। অনেকে স্বেচ্ছায় এসেছে লুট করার লোভে। লুট করার সময় তারা ছবি তুলেছে। লুটপাট হয়ে গেলে আগুন ধরানোর পালা। আগুনও দিয়েছে লোকজনের সহায়তায়। আগুন ধরানোর সময় তারা ছবি তুলেছে। আর সব কাজ হাসিল করার পর বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণ করে জনসাধারণকে করা হয়েছে হত্যা। এরকম আরও ঘটনা। খাওয়ানোর নাম করে ডেকে এনে লাইন করে গরীব গ্রামবাসী নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

পরের দিন শুরু হলো সিরাজগঞ্জে ঐ একই দৃশ্যের অবতারণা। ৩-৪ দিন ধরে চলে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, খুন ইত্যাদি। বাসার এত কাছে ঐ সব হচ্ছিল যে, ছাই এসে পড়ছিল বাসার মধ্যে। গ্রামের ও আশেপাশের অনেক লোক শহরে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। এর সংগে সংগে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, লুটতরাজ, রাহাজানি প্রকটভাবে দেখা দেয়। দিনে মিলিটারীর ভয়, রাত্রে ডাকাতের ভয় সবসময় তটস্থ থাকতে হয়েছে। দিনে গ্রামছাড়া আর রাত্রে পাটের ক্ষেত - এভাবে প্রতিটি ক্ষন কেটেছে। দৌড়ানোর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

একদিন শুনলাম মিলিটারী আসছে। তবুও থাকলাম বাসায়। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, কাছের এক হাট হতে আগুন আর ধোয়া। অনেকে পালিয়ে যেতে লাগল। গ্রামের কিছু দূর দিয়ে উঁচু মাটির রাস্তা। দাঁড়িয়ে ছিলাম মিলিটারীদেরকে দেখবার জন্য। দেখলামও, আমার কাছে ছোট একটা দূরবীন ছিল। তাই স্পষ্ট দেখলাম, একে একে ৭৯ জন সৈন্য পার হয়ে গেল। আমের সময় গাছে কাঁচা আম ছিল। তাই তারা খেতে খেতে চলছে। কি তাদের উল্লাস, এতটুকুও অনুশোচনা নেই মনে তাদের এই ধবংসলীলার জন্য।

অবশেষে নানান কারণে সে গ্রাম আমাদের ছাড়তে হলো ২৬ শে মে বুধবার। নৌকায় চললাম উল্লাপাড়ার অভিমুখে। দুপুর ২টার দিকে বুধগাছা নামক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীর এক ছেলে সৈন্য

বিভাগ কাজ করত। শুনলাম সে ছুটি নিয়ে এসেছিল। মার্চের পর পাক বাহিণীর পক্ষ হতে কাজে যোগ দেবার জন্য আবেদন আসে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দেয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে বাংলা মাকে উদ্ধার করবার জন্য সে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সে যোগ দিয়েছিল। ঐ বাড়ীর ধারেই রাস্তা (বগুড়া- উল্লাপাড়া)। সাহস করে বসলাম এক গাছের ধারে। কিছুক্ষনের মধ্যে মোটরের শব্দ পেলাম।বুঝতে দেরী হলো না মিলিটারীদের গাড়ী আসছে। দেখলাম এক এক করে নয়াখানা গাড়ী পার হয়ে গেল। কোন গাড়ীতে শুধু দু-একটা পেট্রোলের ড্রাম। আবার কোন গাড়ীতে মিলিটারী ও গোলাগুলির বাক্স। হাটের দিন দু'একজন করে পাকা আম, কলা এসব নিয়ে যেত হাটে। ওরা জোর করে কেড়ে নিত, আম কলা ইত্যাদি, পয়সা চাইলে মারার ভয় দেখাত।

পরের দিন ২৭শে মে দুপুরের পর আর এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, যুবক ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। ভয় পেলাম শুনে। এ গ্রামে আসার পথে কিছুক্ষণ বড় রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটলাম খুব ভোরের দিকে। দেখলাম জ্বালিয়ে দেওয়া বহু বাড়ী। রাস্তা থেকে নেমে আধ মাইলের মত হেঁটে এসে বর্বরেরা পুড়িয়ে দিয়েছে বহু গ্রাম। রাস্তায় শুনলাম বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার কাহিনী। প্রথমে তারা নাকি কি একটা তরল পদার্থ 'স্প্রে' করত। তারপর একটা সাদা কাঠির মত জিনিসে আগুন ধরিয়ে ফিকে মারত ঘরের মধ্যে। আগুন ধরে যেত সমস্ত ঘরে। খেয়াল-খুশী মত দু-একটা বাড়ীও তারা বাদ দিয়েছে। মনে হয় খেলেছে তারা, আগুন আগুন খেলা।

যে গ্রামে আমরা থাকতাম, তার আশপাশের গ্রাম হতে ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। ধরে নিয়ে গিয়ে উল্লাপাড়া বাজারে খালের মধ্যে বুকজলে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে। ট্রেনে করে যাতে মিলিটারীরা না আসতে পারে সে জন্য গ্রামের লোকজন লাইন তুলে ফেলেছে। ফলে তাদেরকে হারাতে হয়েছে ঘরবাড়ী।

মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মাঝে মধ্যেই রেল লাইন, ব্রীজ উড়িয়ে দিত। একদিন মোহনপুরের কাছে এক গ্রামে, রাত্রিবেলা দুজন দালালকে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলে। পরের দিন পাক সৈন্যরা সে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

২৬ মে জুন শনিবার আমি ও একজন লোক বগুড়া বাড়ী দেখবার জন্য রওনা হই। একটা বাস রাজশাহীর ও একটা বাস বগুড়ার ছিল। বাসে একটা পাঠান ব্যক্তি বাসের সমস্ত পয়সা নিত। কণ্ডাক্টরের হাতে লাগান ছিল শান্তি কমিটির লাল ব্যাচ। পথে মিলিটারীর যাতায়াত চোখে পড়ল।

১-৪৫ মিঃ বগুড়ার পুলিশ লাইনে গাড়ী সার্চ করবার জন্য থামান হয়। অনেকের সঙ্গে আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি করি, কোথায় থাকি ইত্যাদি। দেখলাম, পুলিশেরা রাইফেলের বাঁট (দুইজন) উপর দিকে ও নল নিচের দিকে দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। 'বগুড়া কারিগরি মহাবিদ্যালয়কে তারা ঘাঁটি বানিয়েছিল। শহরে ১৮% জন জনসাধারণ তখন এসেছে। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তার দু পাশের দোকান, বাড়ীঘর পোড়ানো। যারা বাইরে থেকে শহরে আসে, তখনই কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে তারা চলে যায়। বগুড়া জেলা স্কুলও হয়েছিল তাদের ঘাঁটি। ঐ স্কুলের হোষ্টেলে বারান্দায় ব্যাটারী চার্জ দেওয়া হতো। ষ্টেশনে কোন বাঙালীকে যেতে দেওয়া হতো না।

বগুড়া পিটি স্কুলের কাছে নামলাম ২-১০ মিঃ। নেমে হেঁটে বাড়ীর দিকে আসছি। বাড়ীঘর পোড়া। রাস্তা জনমানবশূন্য। প্রায় ১ মাইল রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪জন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তা চলতে ভয় ভয় হচ্ছিল। যেখানে একদিন ছিল উৎফুল্ল প্রানের স্পন্দন, আজ সেখানে শুধু পোড়া মাটির স্তূপ। দেখে কান্না এসে যাচ্ছিল।

বাড়ীর কাছে আসলাম, একই অবস্থায় আমাদের বাড়ীর ও তবে সম্পূর্ণ নয়। কেননা জামায়াতে ইসলামীর এক লোক বেদখল করার জন্য বর্বরদের কাছে অনুরোধ জানালে তারা সম্পূর্ণ বাড়ী ধ্বংস করেনি। প্রতিটি মন্দির ধর্মীয় স্থান তারা হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি একটুর জন্য প্রাণে রক্ষা পাই বিহারীদের হাত হতে, এক মুসলমান ভাইয়ের সহায়তায়। প্রাণ নিয়ে ফিরি ঐ গ্রামে।

কিছুদিন পর দালালদের ভয়ে ও নানান কারণে কোন গ্রামেই থাকা সম্ভবপর না হওয়ার জন্য ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভারত অভিমুখে নৌকায় রওয়ানা হই। মাঝে মধ্যেই সিরাজগঞ্জ, পাবনার দিক হতে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসত।

৩রা সেপ্টেম্বর নৌকা থেকে দেখলাম কাজীপুর এলাকার অগ্নিসংযোগের দৃশ্য। ৪ দিন পর মানকর চরে (আসাম) পৌঁছাই যমুনা পথে।

স্বাক্ষর/-
শ্যামল রায়
১৬.৯.৭৩

\ ৬০ \

বাদশা মিয়া
মালতী নগর
সদর থানা, বগুড়া

পাক বাহিনী চারদিক থেকে অসংখ্য গোলাগুলি বর্ষণ করতে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। শহরের মধ্যে প্রবেশ করেই অগণিত লোকজন হত্যা করে। অসংখ্য দোকান পাট লুট করে। বগুড়া শহরের মালতীনগর ও চক লোকমান গ্রামে অসংখ্য বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভুত করে দেয়। আমি আড়াল থেকে সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছি। কার্ফিউ উঠিয়ে দেবার পর জন সাধারণ যখন শহরের মধ্যে এসেছিল পাক সেনারা সেই সময় মেশিনগানের গুলিতে ৩/৪ শত লোক হত্যা করে। আমিও শহরে এসেছিলাম ঐ দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। কোন রকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। ১৯৭১ সালের ৩১ শে অক্টোবর রোজ রবিবার বেলা ১১ টার সময় ১৩ জন খান সেনা ও ৫ জন রাজাকার এসে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ধরার সময় আমার বাড়ী থেকে হাতঘড়ি ও আমার স্ত্রীর ঝুমকা ও গলার মালা রাজাকারেরা লুট করে নিয়ে যায়। ইহাতে অনুমান করি যে, খান সেনারা আমার তিন হাজার টাকার মত সোনার গহনা ও কাঁসার থালাবাটি লুট করে নিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাক সেনা শহরে প্রবেশ করেই অবাঙ্গালীদের ৭২ ঘন্টা সময় দিয়েছিল। বাঙ্গালীদের ধন সম্পদ লুটতরাজ করার জন্য। প্রথমে আমাকে স্থানীয় সার্কিট হাউজে নিয়ে আসে। খান সেনার ব্রিগেডিয়ার আমাকে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাঙ্ক লুট করেছে কারা, মুক্তি ফেওজ কোথায়, আওয়ামী লীগের লিডার কে কে ইত্যাদি বিষয়। আমি খুব ভাল উর্দু জানতাম। তাছাড়া আমাকে দেখতে অবাঙ্গালীর মত দেখায়। তাই উর্দুতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। তখন ব্রিগেডিয়ার সার্কিট হাউজ থেকে আমাকে জেল খানায় পাঠায়। জেল খানায় আমি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করি। সিগারেটের আগুন, লোহার রড, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতার লাথি ইত্যাদির সাহায্যে খান পিশাচেরা নির্মম নির্যাতন চালায় আমার দেহের উপর। জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের চিহ্ন এখনও শরীরে বিদ্যমান। এইভাবে আমি ১৩ দিন জেল খানায় বন্দী ছিলাম। অনুমিত হয় যে, এক মাত্র ভাল উর্দু জানায় এবং দৃঢ় মনোবলের জন্য খান সেনারা আমাকে হত্যা করেনি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ বাদশা মিয়া

\ ৬১ \

আব্দুস সামাদ
চক সুত্রাপুর, বগুড়া

১৯৭১ - এর আগষ্ট মাসের ২২ তারিখ। আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই দিন আমি যখন শহরে আমার নিজের কাপড়ের দোকান থেকে ফিরছিলাম তখন ষ্টেশনের সন্নিকটে তিন চারজন খান সেনা ঘিরে ফেলে। এসময় আমাকে হিন্দু না মুসলমান জানতে চায়। আমি মুসলমান বললে আমাকে বলে যে তুমি মুক্তিফৌজ। আমি তা অস্বীকার করলে আমার গালে প্রথমবারের মত থাপ্পড় মারে। অতঃপর আমাকে গ্রেফতার করে নেবার জন্য জনৈক সৈন্য নির্দেশ দেয়। তার পর আমাকে ডানা ধরে নিয়ে যেতে থাকে। কিছুদূর নেবার পর আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। আমি তাদের নির্দেশ পালন করার পর জিজ্ঞাসা শুরু করে তুমি তো মুক্তিফৌজ এবং ধরা যখন পড়েছ তখন স্বীকার কর তোমার আর দলবল কোথায় আছে। তোমার অস্ত্রশস্ত্রই বা কোথায় আছে । স্বাভাবিকভাবে আমি অস্বীকার করি। তখন আমাকে চড় থাপ্পড় লাথি মারতে থাকে। এর সাথে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ এমনিভাবে মারার পর কয়েক মুহূর্ত মারের বিরতি ঘটায়। এ সময় আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এবং স্বীকার না করলে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে বলে হুমকি দেখায়। যেহেতু আমি কিছুই জানি না, সমস্তই অস্বীকার করি।

অতঃপর আমাকে অনুরূপভাবে আবার মারধোর শুরু করে। এবার রাইফেলের গাদা দিয়েও মারতে থাকে। মারের চোটে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মাটিতে পড়ে যাই। এ সময় আমার পকেট থেকে টাকা মাটিতে পড়ে যায়। তখন আমার কাছে ৫৬৫ টাকা ছিল। উক্ত টাকাগুলো তারা তুলে নেয় এবং আমার পকেট হাতিয়ে যে টাকা পয়সা ছিল তা নিয়ে নেয়। টাকা তাদের হস্তগত হবার পর তারা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করলো। শেষে আমাকে যেতে বলে মিলিটারীরা হাসিমুখে অন্যদিকে চলে যায়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সামাদ

\ ৬২ \

আমির আলী খান
গ্রাম-তেঘর, থানা- জয়পুরহাট
জেলা -বগুড়া

তখন ৫ই এপ্রিল কিংবা ১০ই এপ্রিল হবে। চারিদিকে খান সেনারা টহল দিয়ে ঘুরে ফিরছিল আওয়ামী লীগের লোকজনকে ধরার জন্য। আমার বড় ভাই ছিল আওয়ামী লীগের ৩৬ কমিটির একজন সদস্য। আমি কৃষিকাজ করে খাই। আমার ভাই আমার থেকে পৃথক। খান সেনাদের ধরার ভয়ে বাড়ী থাকে না। কোথায় কোথায় থেকে শুধু সংগ্রাম আর সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। একদিন হঠাৎ ২৫/২৬ জন খান সেনা রাত্রিতে এসে আমার বাড়ী ও ভাইয়ের বাড়ী ঘেরাও করে। ভাইকে না পেয়ে তারা আমাকে ধরে এবং বেদম প্রহার করতে শুরু করে আর বলে তোর ভাই কাঁহা উছকো বোলাও। আরো কি কি বলে আমি বুঝতে পারি না। আমি তাদেরকে বললাম ভাইয়ের কথা বলতে পারবো না সে আমার থেকে আলাদা। আমি কৃষক মানুষ সারাদিন মাঠে পড়ে থাকি কিন্তু তারা আমাকে কিছুতে ছেড়ে দিল না। কিছু দূরে তাদের গাড়ী ছিল। ধরে নিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমাকে যে ঘরে রাখলো তার পার্শ্বে আরো কয়েকটি ঘর ছিল। সেখানেও আমার সমান বয়সী এবং কমবয়সী লোক বিভিন্ন ধরনের লোক সেখানে ছিল। সেখানে তাদের বড় ক্যাপটেন আসলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমার ভাইয়ের কথা কিন্তু তার খুশি মত জবাব না পাওয়ায় সে নিজে খুব মারলো এবং শেষ পর্যন্ত কখন তারা মার বন্ধ করেছে তা বলতে পারবো না। জ্ঞান হলে দেখি আমার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে সমস্ত শরীর কেটে ফেটে গেছে। এইভাবে দুই দিন ধরে পরপর আমাকে মারতো আর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা আর কিছুই আমার কাছ থেকে জানতে পারলো না তখন একদিন রাতে আমাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এক রাস্তায় নিয়ে যায়। সেখানে তারা আবার মারতে শুরু করে। তাদের মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি তাদের ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে এক গর্তের মধ্যে পড়ে আছি। অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে করিম নামে এক লোকের সাহায্যে বাড়ী পৌঁছি।

স্বাক্ষর/-
আমির আলী খান

\ ৬৩ \

মোঃআব্দুল মালেক মণ্ডল
গ্রাম ও থানা- সারিয়া কান্দি
জেলা- বগুড়া

১৪ ই আগষ্টে পাক বাহিনী সারিয়া কান্দিতে চলে আসে। সারিয়া কান্দিতে কালো পতাকা ও বাংলাদেশের পতাকা দেখে অসংখ্য বাড়ীঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। অতঃ পর আমারা দোকানে চলে আসে। দোকানে আসার পর আমার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করে। তা ছাড়া মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের কথা জিজ্ঞাস করে। উত্তরে আমি অস্বীকার করি। অতঃপর সেখান থেকে চলে গিয়ে থানায় ঘাঁটি করে। ঐ দিন বিকেলের দিক কতিপয় খান সেনা ও রাজাকারেরা পুনরায় আমার দোকানে চলে আসে। তারা সরাসরি দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ে। খান সেনারা দোকানের বাক্সের ভিতর একটি বাংলাদেশের পতাকা পায়। পতাকা দেখে তৎখণাৎ তারা দোকানের সমস্ত মালপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমি ঐ সময় দোকানে উপস্থিত ছিলাম না। তবে অনুমান করি যে, এক মাত্র দোকান থেকে ৭০/৭৫ হাজার টাকার মাল পত্র খান দস্যু ও রাজাকারেরা নিয়ে যায়। অতঃপর দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্তে খান পশু ও রাজাকারেরা আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে তারা বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়। ১৫ ই আগষ্ট বিকালবেলায় আমার ছেলে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী আবজল হোসেনকে ধরে নেয়। তাদের ক্যাম্পে নেওয়ার পর বুট, লাথি, লোহার রড ও রাইফেলের বাঁটের সাহায্যে তার দেহে ভীষণ আঘাত করে। তাছাড়া সিগারেটের জ্বলন্ত আগুন দিয়ে তার শরীর পুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, পায়খানার ভিতর অনাহারে তিন দিন যাবৎ তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়। তিন দিন পর খান সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়। খান পশুরা যেভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল, ইতিহসে তার নজির নেই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুল মালেক মণ্ডল
১৯/৯/৭৩

\ ৬৪ \

খোন্দকার ইউনুস আলী
থানা- সারিয়া কান্দি
জেলা -বগুড়া

আগষ্টের ১৯ তারিখে সারিয়াকান্দি থেকে খান সেনারা দ্বিতীয় বার চন্দনবাইশা চলে আসে। গ্রামের জনসাধারণ একত্রে ডেকে হিন্দুর জমির লোভ দেখিয়ে এবং টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজাকারে আসার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় আছে এবং কে কে ইত্যাদি খোঁজখবর জানতে চায়। এরপর খান সেনারা রাজাকারে জোর করে লোক নেবার জন্য ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিন ধার্য্য করে আসে। অতঃপর সারিয়াকান্দিতে চলে আসে। আসার পর খান সেনারা বগুড়া থেকে বহুসংখ্যক রাজাকার ও খান সেনা সারিয়া কান্দিতে সংবাদ দিয়ে নেয়ে আসে। ২১ তারিখ মঙ্গলবার ১১টার সময় প্রায় ২শত জন খান সেনা ও ৭৫ জন রাজাকার চন্দনবাইশায় চলে আসে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে ঘাঁটি করে এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্কার তৈরী করে উক্ত স্থানে ঘাঁটি করে। খান সেনারা রাত্রিযোগে জনগণের বাড়ী থেকে হাঁস, মুরগী, গরু, খাসী ইত্যাদি নিয়ে যায়। অযথা যে কোন লোকজনকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করত। গ্রামে ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। একদিন উক্ত গ্রামে জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীকে খান সেনারা জোর করে ধরতে যায়। ঐ সময় স্বামী তার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের ভাব দেখে সহ্য করতে না পেরে তাকে আঘাত করে। খানসেনা তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং মাটিতে চাপা দেয়। অতঃ পর কয়েক রাউণ্ড এদিক ওদিক ফায়ার করে। খান সেনারা চর চন্দনবাইশার আইনুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করে । ঐ সময় কয়েকজন গ্রাম্য লোক আহত হন। এরপর খান সেনারা প্রকাশ্যে নারী নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। অকারনে যে কোন লোক জনকে ধরে নিয়ে খান সেনারা খেত। সেই কথা বলতে গিয়ে উক্ত গ্রামের লোক শাহ্ মনসুর আলী খান সেনাদের হাতে ভীষণ নির্যাতন ভোগ করেন। ঐ সংগে তার ছেলেকে খান সেনারা ভীষণভাবে মারপিট করে। খান সেনারা তাদের দুই জনকে লাঠি, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতার লাথি ও লোহার রড দিয়ে ভীষণভাবে নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়। সংগে সংগে তার বাড়ীতে অগ্নীসংযোগ করে বহু টাকার ধন-সম্পদ ভস্মীভূত করে দেয়। রাজাকারেরা বহু টাকার ধন- সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বাসিন্দা শওকৎ হোসেন মুনসীর মিথ্যা চক্রান্তে আমাকে খান সেনারা ধরে নেয়। ধরার সময় চড় ও রাইফেল দিয়ে ভীষণ আঘাত করে এবং খান সেনারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পরের দিন আমার নিজ বাড়ী ও বড় ভাইয়ের বাড়ী খান পশুরা লুট করে যথা সর্বস্ব নিয়ে যায়। খান সেনারা আমাদের দুই ভায়ের ৪০০০ (চার হাজার) টাকার ধনসম্পদ অপহরণ করে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পরে যে, উক্ত এলাকার চতুর্দিকে খান সেনাদের ঘাঁটি থাকায় অসংখ্য বাড়ীঘর লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন চালায়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সারিয়া কান্দি থানার মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র ট্রেনিং সেন্টার এবং কেন্দ্রস্থল ছিল চন্দনবাইশা গ্রাম।

স্বক্ষর/-
খন্দকার ইউনুছ আলী
২০/৯/৭৩

\ ৬৫ \

মোঃ আজাদুর রহমান মণ্ডল
গ্রাম-হামিদপুর
থানা-গাবতলী
জেলা-বগুড়া

খান সেনারা হঠাৎ একদিন হামিদপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে। আমি কোন উপায় না দেখে অতি চতুরতার সাথে শরীরে কাদামাটি মেখে নিজের জমিতে চাষ করতে যাই। সেখান থেকে একজন খান সেনা আমাকে আক্রমণ করে। তখন আমি হাত থেকে গুরু তাড়ানোর লাঠি মাটিতে ফেলে দুহাত তুলে খান সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করি। অতঃপর খান সেনা আমার গ্রামের নাম, মুক্তিবাহিনী এবং নিজে মুক্তি কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করার পর আমি উর্দুতে সমস্ত কথা তাকে বুঝিয়ে দেই। কিন্তু খান সেনা অবিশ্বাস করে এবং আমাকে মুক্তি ধারণা করে গুলি করার প্রস্তুতি নেয়। এরপর আমি মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে ভাল করে পাকিস্তানী জাতীয় সঙ্গীত উর্দুতে ও বাংলাতে বলি। তারপর আমি আল্লাহর নিকট পাকিস্তানের জন্য এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তখন খানসেনারা গুলি না করে আমার বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসে। অতঃপর স্ত্রী পুত্র আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। স্ত্রীকে ডেকে আনে। ঐ সময় আমাকে ঘরের ভিতর একজন পাঞ্জাবী সৈন্য ডেকে নেয়। ঠিক ঐ সুযোগে ঐ খানটি আমার স্ত্রীর ৫ ভরী সোনার দুইটি বালা বাক্স খুলে নেয়। এরপর তারা ছেলের নাম জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি পিস্তল ও জান্টার পর পর দুই ছেলের নাম বলি। তখন পিস্তলের কথা শুনে তারা পজিশন নেয়। আমি তাহা উর্দুতে বুঝিয়ে দেই। কারণ পিস্তল ও জান্টার আমার ছেলেদ্বয়ের ডাকনাম ছিল। এত বলা সত্ত্বেও খান সেনারা আমাকে ভারতের দালাল বলে বিবেচনা করে। আমি মুসলমান কিনা তা দেখার জন্য আমার লুঙ্গী খুলতে বলে। একজন বেলুচী সৈন্য তা নিষেধ করে। ঐ বেলুচী সৈন্যটি আমাকে বারবার সাহায্য করে আসছে। আমি তখন বলি যে, আপনি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। তবুও আমি নিজের ইজ্জত দেখাব না। আরও বলি যে, আমি যদি প্রকৃতই মুক্তি হয়ে থাকি, তাহলে আপনাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলুন। তিনিই বিচার করবেন। অতঃপর আমাকে ক্যাম্পে আসে।ক্যাম্পে এসে কিছু সময় পর দেখতে পাই যে হাত বেঁধে একটি ছেলেকে রাস্তার উপর নিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ মোতাবেক তাকে লাথি মেরে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। পরপর কয়েকবার বুট জুতার লাথি মেরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলে। এরপর আমাকে গুলি করার নির্দেশ দেয়। তখন আমি বলি খান সাহেব মৃত্যুর আগে আমি কয়েকটি কথা বলব, তখন আমাকে কথা বলার জন্য সময় দেয়। অতঃপর আমি চতুরতার সাথে পাকিস্তানী জাতীয় সংগীত গাই এবং পাকিস্তানী ফৌজ ও পাকিস্তানের দীর্গায়ু কামনা করি। এরপর ব্রিগেডিআর আমার লেখাপড়া কতটুকু জানতে চায়। আমি আরও চতুরতার সহিত বলি যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ব্রিগেডিয়ার বলে যে, তা হলে তুমি এত ভাল উর্দু কেমন করে শিখলে? জবাবে আমি বলি যে, ভাষা আন্দোলনের সময় উর্দু ভাষার উপর যখন জোর দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় আমি উর্দু ভাষা শিক্ষা করেছি। বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর ব্রিগেডিয়ার পুনরায় গুলির হুকুম দেয়। তখন আমি কোন উপায় না দেখে বলি যে, খান সেনা আপনার মত আমরাও একজন পাক ফৌজের ক্যাপ্টেন আছে। যার নাম কুদরতে খোদা (বাবলু)। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে তিনি কুদরতে খোদা খেতাব পেয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেন। এরপর সেখান থেকে সঠিক খবর নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়ার পর খান সেনাদের সাহায্য করার কথা, পাকিস্তানের হেফাজতের কথা এবং মুক্তিদের খোঁজ খবর দেওয়ার কথা বলে। এরপর আমি বাড়ী চলে যাই। এর কিছু দিন পর খানসেনারা নাড়ুয়া মালা হাটে জনসাধারণ নিয়ে মিটিং এর জন্য নাড়ুয়া মালা হাটে চলে যায়। আমিও ঐ দিন উক্ত হাটে যাই। মিলিটারীর কথা শুনে হাটের লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে চলে যায়। আমি একটি গ্রেনেড নিয়ে জঙ্গলের ভিতর শুয়ে পড়ি খানসেনারা সেখান থেকে আমাকে দ্বিতীয়বার ধরে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কেন জঙ্গলের ভিতর। নিশ্চয়ই তুমি মুক্তিফৌজ এই বলে আমাকে গাড়ীতে তুলে পুনরায় হাটে নিয়ে আসে। হাটের ভিতর

ব্রিগেডিয়ার জনসাধারণরে মধ্যে ভাষণ দিলেন এই বলে যে, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা আমাদের সাহায্য কর, মুক্তিফৌজদের খোঁজ খবর দাও এবং ভারতের দালাল ধরে দাও ইত্যাদি বিষয়। এরপর আমি ব্রিগেডিয়ারের অনুমতি নিয়ে ঐ সমস্ত কথাগুলি পুনরায় বলি। আমি আরও বলি যে, পাক ফৌজ কেন আমাদের মা বোনের ইজ্জত ধ্বংস করছে? তারা আমাদের হেফাজতের জন্য এসেছে। আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আমাদের উপর গুলি করা আল্লাহপাক বরদাস্ত করবে না। মুসলমানের ধর্ম কি তাই? একজন নিরীহ লোককে হত্যা করা এটা বিধর্মীয় কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাষণ দেই। এই ভাষণ শুনে ব্রিগেডিয়ার আমাকে ডেকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। ঘরের ভিতর নিয়ে জোর করে ৫০টি টাকা বকশিস দিয়ে কোরান ছুঁয়ে শপথ করায় যে, আগামী কাল আমি যেন তাদের ক্যাম্পে দেখা করি। পরের দিন সেই মোতাবেক তার কথা ও ধর্ম রক্ষার্থে ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করি। তখন ব্রিগেডিয়ার বলে যে, তোমাকে ১০০০ (এক হাজার) করে টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং সমস্ত বগুড়া জেলার রাজাকারের কমাণ্ডার বানিয়ে দিতে চাই, তুমি কি ইচ্ছুক? তখন আমি বলি যে, স্যার আমি রাজাকার হতে চাই না। এরপর আমাকে অনেকগুলি ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নোট দেখায় এবং বলে যে, তুমি যদি রাজাকারের কমাণ্ডার হও তাহলে তোমাকে বহু টাকা দেওয়া হবে। আমি সমস্ত কিছু অস্বীকার করে কোন রকমে বাড়ী চলে আসি। রমজান মাসে আমি নাড়ুয়া মালা হাট থেকে আসছিলাম। তখন দেখতে পেলাম একজন খানসেনা একটি লোকের নিকট থেকে জোর করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি তখন আমার কাছে ঐ কথা বলে দেয়। তখন আমি প্রতিবাদ করলে আমার পকেটে যত টাকা ছিল খানসেনা তা কেড়ে নেয়। গাবতলী বাজারের ভিতর এসে একখানা চাকু সংগ্রহ করি। অতঃপর বাজারের ভিতর খান সেনাকে রাইফেলসহ জড়িয়ে ধরি। অতঃপর আমি লোকজন ডাকলাম খান সেনাকে চাকু মারতে। কিন্তু কেউই আমাকে সাহায্য করতে আসল না। ১০ মিঃ আমাদের এ লড়াই চলে আমিও সুযোগ পাইনা চাকু মারতে। অতঃপর খান সেনাটি তার টাকা এবং তার সাথে আরও বিশটি (২০) টাকা দেয়। আমি খান সেনাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিয়ে প্রাণ বাঁচাই। এই রকম ভাবে আমি তিনবার খান সেনাদের হাতে নির্যাতিত হই। প্রত্যেক বারই আমি সাহস ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রেহাই পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজাদুর রহমান মণ্ডল
ইং ২৪/৯/৭৩

\ ৬৬ \

মোঃ জজবর রহমান
(ষ্টেশন মাষ্টার)
জয়পুরহাট রেলষ্টেশন, জেলা- বগুড়া

হানাদার বাহিনী ২৪শে এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে জয়পুরহাট চলে আসে। আসার সময় রেলষ্টেশনের অনতিদূরে একটি রেল সেতুর কাছে গুলি করে ৩ জন নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ইতিপূর্বে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে জয়পুরহাট থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রামে রেখে আসি। প্রত্যেক দিন ঐ গ্রাম থেকে সকালে ষ্টেশনে আসতাম এবং সন্ধ্যায় ফিরে যেতাম।

খান সেনাদের আগমনের সাথে সাথে আমি জীবনের ভয়ে কাজ ফেলে দূরে গিয়ে পালাতে বাধ্য হই। আর অফিসে আসিনি। খান সেনারা এখানে এসে স্কুল কলেজ এবং সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত খোলার ব্যবস্থা করে। ষ্টেশন মাস্টার সাহেবের খোঁজ করতে থাকে। বহু গুপ্তচরকে আমার পিছনে লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় এক বুকিং ক্লার্ক (অবাঙ্গালী) আমার তল্লাশী চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ধরতে না পেরে এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠায় যে, যদি আমি নিজ কার্যে যোগদান না করি, তবে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে ধরে এনে হত্যা করা হবে। সত্য সত্যই কয়েকদিন পর সেই অবাঙ্গালী বুকিং ক্লার্ক এবং আরও কয়েকজন অবাঙ্গালী খোলা তলোয়ার হাতে আমার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। উপায় না দেখে আমি ধরা দিতে বাধ্য হই। অতঃপর মহকুমা প্রশাসক কার্যে যোগদান করেছেন কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে তার কাছে যাই। মহকুমা প্রশাসক আমাকে কাযে যোগদান করতে আদেশ দেন। আমি মেজরের সাথে দেখা করি। দেখা করার সময় একজন পাঞ্জাবী আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। মেজর কার্যে যোগদান করার জন্য আদেশ দেন। অতঃপর অফিসে চলে আসি। অফিসে আসার পথে প্লাটফরমে একজন পাক সেনা আমাকে দরে পকেট থেকে টাকা-পয়সা নিতে চেষ্ট করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অফিসের বেশকিছু টাকা খান সেনাদের ভয়ে সরিয়ে ফেলেছিলাম। খান সেনাটি আর কিছু না বলে ছেড়ে দেয়। দিনের পর দিন খান সেনারা অত্যাচার আর গণহত্যা চালাতে থাকে। পূর্ব উল্লেখিত খান সেনার সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠে। ঐ খান সেনার সহযোগিতায় আমি বহু নিরীহ লোকজনকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করি। অত্র এলাকায় ঘাঁটি করে থাকাকালীন খান পশুরা অসংখ্য লোক জনকে হত্যা করে। খান সেনারা অবাঙ্গালীও ধরে আনে রেল মিস্ত্রীর সাহায্যে। রেললাইন মেরামত করে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত শান্তাহার থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ করে। এরপর ভারতীয় মিত্র বাহিনীর প্রবল আক্রমণে বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরহাটও মুক্ত হয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ জজবর রহমান
১১/১০/৭৩

\ ৬৭ \

মোঃ আবুল কাসেম
থানা- গাবতলী
জেলা-বগুড়া

২৫শে মার্চ পাক হানাদার বাহিনী বগুড়া শহরে আক্রমণ করে ব্যর্থ হলে অতঃপর ১৩ই এপ্রিল তারিখে ত্রিমুখী আক্রমণ ও বিমান আক্রমণ করে বগুড়া শহর তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসে। অতঃপর কয়েক দিন পর এক দল খান সৈন্য গাবতলী থানায় চলে আসে। গাবতলীর সি, ও, অফিসে তারা ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর খান সেনারা চারিদিকে টহল দিতে থাকে। হঠাৎ করে একদল খান বর্বর বাহিনী সুখান পুকুর রেলষ্টেশনে এসে উপস্থিত হয়। পর পর বহু দোকান পাট ও বাসাবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। বাজারের অসংখ্য দোকানপাট ও বাসাবড়ীতে লুটপাট আরম্ভ করে দেয়। যাকে যে অবস্থায় যেখানে পায় খান হায়েনারা তাকে সেখানেই বেয়োনেট চার্জ করে অথবা রাইফেলেন গুলি দিয়ে হত্যা করে। এক সংগে ৭২ জন নিরীহ জনগণকে একত্রে দাঁড়া করে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার মেরে হত্যা করে। গাবতলী থানার ভিতর সুখান পুকুরে এত গণহত্যার নজির আর কোথাও পাওয়া যায়নি। বাজারে ঢুকে সর্বপ্রথম কয়েকটি মালজাত গুদাম ঘরে তারা অগ্নিসংযোগ করে বহু টাকার ধান চাউল ভস্মীভূত করে দেয়। তাছাড়া বাজারের বহু দোকানদারকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করার পর গুলি করে হত্যা করে। এদিনই পাক সেনারা আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার ঘর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। পর পর খান সেনা ও রাজাকার মিলে আমার বাড়ীতে বহু টাকার ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। খান বর্বর বাহিনী আমার বাড়ী থেকে ৭/৮ হাজার টাকার জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। বহু সংখ্যক হিন্দুর বাড়ী অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়। গ্রামে ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। বাজারের সমস্ত দোকান পাট ও ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ করে পাক হায়েনারা আবার গাবতলী সি,ও, অফিসে যায়। গাবতলী থেকে খান পশুরা প্রত্যহ সুখান পুকুরে আসা যাওয়া করতে থাকে। প্রত্যেক বারই তারা দু'চারজনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার ১২/১৩ দিন পূর্বে মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে গাবতলী থানা তথা সুখান পুকুর শেষ বারের মত শত্রুমুক্ত হয়। স্বাধীনতার পতাকা সর্বত্র উড়াতে থাকে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল কাসেম
২৫/৯/৭৩

\ ৬৮ \

আরিফুর রহমান (বাদশা)
সন্ধ্যাবাড়ী, থানা- গাবতলী
জেলা - বগুড়া

জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন রাতে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে পাক সৈন্যরা আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অবশ্য আমার বাড়ীর দামী জিনিসপত্র ও সোনাদানা লুটপাট করে। মিলিটারীদের সাথে কতিপয় অবাঙ্গালীও ছিল। তাদের মধ্যে বাঙ্গালীও থাকা সম্ভব।

গ্রেফতার করার পর আমাকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা প্রয়োজন, আমার হাত বাঁধা অবস্থাতেই নেয়া হয়। পথের মধ্যেই কয়েক দফা চড়থাপ্পড় মারা হয়।

সার্কিট হাউসে নেয়ার পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি মুক্তিবাহিনীকে খবর সরবরাহ করি। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চায় যে, মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে, তাদের সংখ্যা কত এবং তাদেরকে কিভাবে খবর সরবরাহ করি? আমি মুক্তিবাহিনীর লীডার না অন্য কেউ লিডার আছে? তার নাম কি? মুক্তি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কোথায় আছে?

আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলে আমার উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। কয়েকজন মিলে পর্যায়ক্রমে আমাকে নানানভাবে অত্যাচার করতে থাকে। রুলার দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় বেদম প্রহার করে। শরীরের গিট ছাড়াও বিভিন্ন অংশে হৃদয়হীন ভাবে অত্যাচার করে।

এ ছাড়া খাড়া করে পা টান করে রেখে পিঠ কুঁজো অবস্থায় ঘাড় টান করে হাতের কব্জি দিয়ে ঘাড়ে মারত। শরীর একটু এদিক ওদিক করলে অথবা যন্ত্রণায় কাতরালে আরো বেশী করে অত্যাচার করতে থাকে। মারের সাথে সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এই অবস্থায় এত বেশী করে আমার উপর অত্যাচার করা হয়েছিল যে, আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া রাইফেলের বাঁট, গাদা, গুতা আর পিটান দিতে থাকে। এ ছাড়া লাথি তো আছেই।

অত্যাচারের সময় তারা কয়েক পদে অত্যাচার করে। এরা উনিশ পদে অত্যাচার করত। তাদের সুবিধা মত কখনও তারা আমার হাত বেঁধে রাখত আবার কখনও পা খোলা রাখত।

দুই দিন বন্দী থাকার পর শান্তি কমিটির সুপারিশে ছাড়া পাই। অবশ্য এ জন্য আমার আত্মীয়স্বজনকে আড়াই হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আরিফুর রহমান

\ ৬৯ \

ডাক্তার মোঃ হাবিবুর রহমান
সুখানপুকুর ষ্টেশন বাজার
থানা- গাবতলী, জেলা-বগুড়া

প্রথমবারে (২৬শে মার্চ) পাক হানাদার বাহিনী ব্যর্থ হওয়ার পর ১৩ই এপ্রিল ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে বগুড়া শহর পূর্ণ দখলে আনে। কয়েকদিন পর একদল হানাদার বাহিনী গাবতলী সি, ও, অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। গাবতলী থাকাকালীণ হঠাৎ একদিন খান পশুর অত্র সুখানপুকুরে হানা দেয়। হানা দিয়ে অসংখ্য দোকানপাট ও ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। ৭২ জন নিরীহ জনগণকে একত্র লাইন করে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, খান সেনারা বাজারে ঢুকেই সর্বপ্রথম আমার বাসায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভুত করে দেয়। আমি অনুমান করি যে, খান সেনারা প্রায় এক লক্ষ টাকার ধন- সম্পদ ভস্মীভূত করে দেয়। রাজাকার ও বিহারীরা বাজারের বিভিন্ন দোকানপাট লুট করে নিঃশেষ করে দেয়। জনসাধারণকে ডেকে খান সেনারা মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খোঁজ জানতে চায়। জনগণ অস্বীকার করলে তাদেরকে ধরে ভীষণ নির্যাতন করার পর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে খান কুকুরেরা নিরীহ অবলা বালার প্রতি পাশবিক অত্যাচার শুরু করে । প্রথম দিনের মত খান সেনারা গাবতলিতে পুনরায় ফিরে যায়। এরপর প্রত্যেক দিন গাবতলী থেকে বর্বররা গাড়ীযোগে সুখানপুকুরে টহল দিতে থাকে। প্রত্যহ আসার পথে অথবা যাওয়ার পথে বর্বর দস্যু বাহিনী ২/৪ জনকে হত্যা না করে ফিরে যেত না। খান সেনারা গাবতলী তথা সুখানপুকুরের আশেপাশের সমস্ত জনগণের মনে ত্রাশের সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেকদিন তারা গ্রামাভ্যন্তরে ঢুকে মেয়েদেরকে জোর করে বা তাড়িয়ে ধরে পাশবিক অত্যাচার চালায়। কাউকে ধরে তারা ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এদের প্রায়ই মরে যেত।

আবার কেউ কেউ পশুদের হাত থেকে বেঁচে কোন রকমে বাড়ী চলে আসত। দীর্ঘদিন নির্যাতন চলার পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর আক্রমণে শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পাই।

স্বাক্ষর/-
ডাক্তার মোঃ হাবিবুর রহমান

\ ৭০ \

সুকচান
গ্রাম - সাইন্দ্রা
পোঃ- শান্তাহার
জেলা - বগুড়া

বগুড়া জেলার অর্ন্তগত আদমদিঘী থানার শান্তাহার ইউনিয়নের অধীন সাইন্দ্রা গ্রামটি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও বিহারদের দ্বারা অত্যাচারিত । মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাইন্দ্রা গ্রামে পাক বর্বররা প্রবেশ করে। উক্ত গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ এবং পরে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় ৩শত বাড়ী পোড়া যায়। উক্ত ৩ শত বাড়ীর যাবতীয় মালামাল ভস্মীভূত হয়। এখনও ধবংসের সাক্ষ্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। উল্লিখিত গ্রামে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে।

এই গ্রামে ঢুকে পাক বর্বররা ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগী ও তরিতরকারী ইত্যাদি লুট করেছে। কয়েকজন নারী যারা পালাতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে ধর্ষণ করে ও ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। ক্যাম্পে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যয়িনি। এই গ্রামের প্রায় ১৫০ জন লোক পাক বর্বরদের হাতে প্রাণ দিয়েছন।

স্বাক্ষর/-
সুকচান

\ ৭১ \

ওমর আলী প্রামাণিক
গ্রাম-নাপুরগাছি, থানা-পাঁচবিবি
জেলা-বগড়া

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি আমার বাড়ী দেখার জন্য নাপুরগাছি চলে আসি। এবং নিজ বাড়ীতে গিয়ে দেখি পাক হানাদার বাহিনী বাড়ীর আশেপাশে বাঙ্কার করে বাঙ্কারের মধ্যে মেশিনগান বসিয়ে পজিশনে আছে। আমি বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পাই আমার বাড়ীতে খাট চৌকি ইত্যাদি সবকিছু পাক হানাদার বাহিনী নিয়ে তাদের কাজে ব্যবহার করেছে। তারপর আমি বাড়ী হতে খিড়া পাথার রওনা হয়ে যাবার সময় পথে এক জঙ্গলের মধ্যে পাক হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা আমাকে দেখে ফেলে। এবং আমাকে পাঞ্জাবী একজন সৈন্য ডাকে। আমি তার নিকট গিয়ে দেখতে পাই জঙ্গলের মধ্যে হানাদার বাহিনী দুটি গর্ত করে রেখেছে, তার গভীরতা প্রায় ২০/৩০ হাত এবং দৈর্ঘ প্রায় ৩০/৪০ হাত। আমি সেখানে পৌছালে একজন পাক সেনা বিহারীদেরকে নির্দেশ দেয় আমাকে উক্ত একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে জ্যান্ত কবর দিতে। তারপর বিহারীরা ও একজন পাক সেনা আমাকে উক্ত গর্তের মধ্যে নামতে বলে। আমি গর্তের মধ্যে নামার সাথে সাথে আমাকে চিত হয়ে টান হয়ে শুইতে বলে। আমি ভয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে আল্লার নাম স্বরণ করতে থাকি। তারপর পাক হানাদারদের মধ্যে একজন বিহারীদেরকে নির্দেশ দেয় জ্যান্ত অবস্থায় আমাকে মাটিচাপা দিয়ে রাখতে। দুইজন বিহারী কোদাল হাতে করে একজন মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় আর একজন পায়ের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর তারা কোদালে মাটি তুলে আমার শরীরের উপর মাটিচাপা দিবে। এমন সময় একজন পাক সেনাদের ক্যাপ্টেন ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস দেয় যে, এই লোকটাকে কেন তোমরা জ্যান্ত কবর দিচ্ছ। তারপর ক্যাপ্টেন আমাকে গর্ত হতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমার বাড়ী কোথায়, কোথায় যাবে তুমি? আমি ভয়ে ভয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিই। তারপর ক্যাপ্টেন তার সিপাইদেরকে ও বিহারীদেরকে বেশ শাসন করে। এবং আরও বলে এ লোক একজন বুড্ডা আদমী, একে তোমরা কেন জ্যান্ত কবর দিচ্ছিলে। এ তো কোন অপরাধ করে নাই। তারপর ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় যাবে। আমি জবাব দেই আমি পূর্বদিকে যাবো। তারপর আমাকে ক্যাপ্টেন পূর্ব দিকে যেতে নির্দেশ দিলে আমি রওনা হয়ে চলে আসি। এবং খিড়া পাথার গিয়ে আমার পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাত করি এবং ঘটনাদি খুলে বলি। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ বাড়ী চলে আসি।

স্বাক্ষর/-
ওমর আলী প্রামাণিক
৬/১১/৭৩

\ ৭২ \

ফকির মামুদ মণ্ডল
গ্রাম-দানেজপুর
ডাঘর - পাঁচবিবি
থানা- পাঁচবিবি
জেলা-বগুড়া

১৯৭১ সালের বাংলা আষাঢ় মাসের ২০/২৫ তারিখে ৫০/৬০ জন রাজাকার পুলিশ বিহারী ও পাক মিলিটারী মিলে আমার বাসায় যায় এবং বাসা ঘেরাও করে এবং আমাকে বাসা হতে ধরে ফেলে। বাসার বাইরে নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তোমার চার নাতী মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে যদি তুমি এনে না দাও তাহলে আমরা তোমাকে গুলি করে হত্যা করবো। তার প্রতি উত্তরে আমি জবাব দেই তারা কোথায় গিয়েছে তা আমি বলতে পারবো না, আর আপনারা যদি তাদেরকে কোথাও খঁজে পান তা হলে তাদেরকে আপনারা গুলি করে মেরে ফেলবেন আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমার নাতিরা কোথায় গিয়েছে তার জন্য তো আমি দায়ী হতে পারি না। কারণ তারা এখন বড় হয়েছে নিজ নিজ স্বাধীনতা নিয়ে তারা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি আর কি তাদের খোঁজখবর আমার পক্ষে রাখা সম্ভব। তারপর পাক হানাদার বাহিনীরা আমাকে চোখ বেঁধে পাঁচবিবি রেল লাইনের উপর নিয়ে আসে। এনেই স্থানীয় বিহারীদের নেতারা আলাপ- আলোচনা করার পর চোখ বাঁধা অবস্থায় আমাকে রেল লাইনের উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আমি বাড়ী চলে যাই। ঐ ঘটনা ঘটার ৭/৮দিন পর আয়ুবের নির্দেশে ২০ /২৫ জন রাজাকার বিহারী ও পাক সেনা মিলে আবার আমার গ্রামের বাসায় গিয়ে ঘেরাও করে আমাকে ধরে পাঁচবিবি নিয়ে আসে। এসেই সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমি আমার জবাবে একই কথা বলি। তারপর সেদিনও পাক হানাদার বাহিনী কুখ্যাত বিহারী নেতার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমার চোখ বেঁধে সি,ও, অফিসের নিকট নিয়ে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ী চলে যাই। তারপর আমি আমার পরিবার পরিজনের সবাইকে নিয়ে ভারত চলে যাই। সেখানে আমার পরিবারের সকলকে রেখে ৮/১০ দিন পর আমি বাংলাদেশে চলে আসি। এর মধ্যে দালাল বিহারী নেতা আমার গদিঘর দখল করে নিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে বসবাস করছিল।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে পাক হানাদার বাহিনী পাঁচবিবি হতে কান্দি যাবার পথে কান্দিয়া ব্রীজে ৪/৫ টা চীনা মাইন ব্রীজ হতে উদ্ধার করে। এবং মাইন কারা পুঁতে রাখে তাদের খোঁজ করতে থাকে। কুখ্যাত আয়ুব পাক হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয় যে, উক্ত মাইন পাতার মূলে রয়েছে ছমির উদ্দিন মণ্ডল ও মামুদ মণ্ডল। শ্রাবন মাসের তিন তারিখে ৪০/৫০ জন পাক সেনা রাজাকার ও বিহারী মিলে আমাদের বাসায় যায় এবং বাসা ঘেরাও করে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই ছমির উদ্দিন মণ্ডলকে ধরে দুই ভাই- এর হাত একত্র করে বেধেঁ কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাঁচবিবি থানায় নিয়ে যায় এবং বলে ব্রীজে তোমার মাইন পুঁতেছিলে, তোমরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। তোমার চার নাতি মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে এনে দাও। নতুবা তোমাদের দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করবো। তারপর আমরা দুই ভাই মেজরকে বলি আমরা মাইন কেমন দেখা যায় চিনি না এবং মাইন পাতা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। আর আমার নাতীদের খোঁজখবর আমরা কিছুই বলতে পারবো না। তারপর আমাদের দুই ভাইকে মেজর পাঁচবিবি থানায় চালান দিয়ে যায়। পাঁচবিবি থানায় সেই সময় পাঞ্জাবী পুলিশেরা থাকতো এবং বিহারীরা থাকতো। আমাদের দুই ভাইকে থানার হা্জতে রাখে। আমরা হাজতের মধ্যে ঢুকে দেখতে পাই মুজাফফর ন্যাপের একজন কর্মী নাম বছির মিয়া (বাড়ী আটুয়া পাঁচবিবি থানা) আধা মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। তাকে একজন পাঞ্জাবী পুলিশ এমন প্রহার করছে যে, প্রহারের দরুণ তার সমস্ত শরীর হতে রক্তপাত হচ্ছে। আমি জেলে ঢুকেই তাকে দেখে বললাম বছির মিয়া তুমি এখানে। বছির আমাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। আমি তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে বলি আল্লাহ আল্লাহ করো।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন গতি নাই। তারপর আমরা দুই ভাই জেলের মধ্যে থেকে যাই। সেই দিন রাত ৮টার পর একটা পাক হানাদার বাহিনীর গাড়ী গিয়ে থানয় উপস্থিত হয় এবং একজন পাঞ্জাবী জেলের দরজায় গিয়ে বছিরকে ডাক দেয়। বছির নড়তে-চড়তে পারে না, দুই তিনজন বিহারী ও একজন পুলিশ বছিরকে হাজত হতে বের করে গাড়ীতে তুলে দেয়, গাড়ী চলে যায়। তার আধ ঘন্টা পরেই আমরা সি, ও, অফিসের সম্মুখে একটা ফায়ারের শব্দ শুনতে পাই। আমরা মনে করলাম বছির হয়তো বাংলাদেশের মাটিতে হানাদার বাহিনীর গুলিতে মিশে গেল। আমরা দুই ভাই আল্লাহর নাম স্বরণ করতে থাকি। এবং মনে মনে বলতে থাকি এরপর মনে হয় আমাদের পালা। কোন মতে রাত্রি কেটে যায়। তার ৫/৭ দিন পর মেজর আবার আমাদের সাথে জেলে দেখা করে এবং বলে শালা বাঙ্গালীকা জাত, বড় হারামীহায়। শালা মাইন পোঁতে হাম লোককে মারতে চায়। এবং আমাকে আরও বলে তোম লোককা দুনিয়াছে নেকাল করদেগা, আজ রাতমে তোম বিদায় নিয়ে গা। তারপর জয়পুরহাট চলে যায়। এর মধ্যে আমি জেলের একজন বাঙ্গালী পুলিশের মারফত শুনতে পাই যে, আমাদের দুই ভাই -এর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে সি, ও, অফিসের পার্শ্বে। এটা শোনার সাথে সাথে আল্লার নাম স্বরণ করতে থাকি। কিন্তু আয়ুব বিহারীর নির্দেশে জেলের মধ্যে আমার উপর কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয় না। মেজর চলে যাওয়ার ৮/১০ দিন পর একজন বেলুচ মেজর পাঁচবিবি আসে। এসেই জেলে গিয়ে আমাদেরকে দেখতে পায়। তারপর কাগজপত্র দেখে ও,সি,কে নির্দেশ দেয় যে, এখনই আমাদেরকে বগুড়া সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুই ভাইকে গাড়ীতে করে বগুড়া সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। আমরা জেলে ঢুকে দেখতে পাই জেলের মধ্যে ৮০/৯০ জন বাঙ্গালী পড়ে আছে। তাদের কারুর শরীরের শত শত লাঠির আঘাতের চিহ্ন। আবার কারুর শরীরে শত শত বেয়োনেটের কোঁচার চিহ্ন। কারুর শরীর হতে অঝোরে রক্ত ঝরছে। দ্রুত সব দৃশ্যাবলী দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জেলের দারোয়ান আমাকে বলতে থাকে বুড্ডা তুম আর নেহি বাচেগা। তারপর আমরা জেলের মধ্যে ঢোকার আধ ঘন্টা পর একজন পাঞ্জাবী লাঠি হাতে করে জেলের মধ্যে ঢোকে। সকলেই তাকে দেখে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সড়ো চুপচাপ হয়ে বসে। তারপর পাঞ্জাবীটা ঘরের মধ্যে ঢুকেই কোন কথা না বলে এক এক করে সবার পিঠে একটা করে লাঠির আঘাত করে। তারপর আমার নিকট গিয়ে থমকে দাঁড়ায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবদ করে বুড্ডু তুম কাহাছে আয়া। আমি জবাব দেই আমি পাঁচবিবি হতে এসেছি। আমার কোন দোষ নেই আমাকে বিহারীরা ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকে এবং আমাকে বলে বুড্ডা তোমার কোন ভয় নেহি। তারপর আমার ভাই এর নিকট গেলে আমি বলি আমার ছোট ভাই। তারপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে জেল হতে বেরিয়ে চলে যায়। তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে ৪/৫ জন লোককে জেল হতে বের করে কোথায় যেন নিয়ে যায়। তাদেরকে আর জেলে ফিরে নিয়ে আসে না। এই ভাবে প্রতি দিন ৪/৫ জন করে জেল হতে বের করে নিয়ে হত্যা করতো। কয়েকদিন পর বগুড়া শহরে আমার আত্মীয়ের তদ্বীরের দরুন মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
ফকির মামুদ মণ্ডল
৭/১১/৭৩

\ ৭৩ \

মোঃ জালাল উদ্দিন
সারিয়াকান্দি
জেলা-বগুড়া

১৯৭১- এর জুলাই আগষ্ট মাসের দিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অধিক সামরিক শক্তি সরঞ্জাম নিয়ে সারিয়াকান্দিতে তাঁদের ঘাঁটি ফেলে। হানাদার বাহিনী বাঁধে যাওয়ার পথে বেণীপুর চরের তমিজউদ্দিন প্রামাণিকের ভগ্নিপতিকে সা পাড়ার রাস্তায় ধরে এবং রাইফেল দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তারা প্রত্যেক দিন সকালে দল বেঁধে বিভিন্ন গ্রামে রুটিন মোতাবেক হামলা করত। নারী নির্যাতন, হত্যা, মারধোর ও লুণ্ঠন করে মূল্যবান জিনিসপত্রাদি নিয়ে বিকালে তাদের ঘাঁটিতে ফিরত। এমনি একদিন গণকপাড়ায় যেয়ে তারা মুক্তি বাহিনীর হাতে আটকা পড়ে। সারাদিন সারারাত দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ হয় কিন্তু মুক্তি বাহিনীর গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী বাহিনী রক্ষা পায়।

অতর্কিতে হানা দিয়া পাক বাহিনী দেলুয়াবাড়ী গ্রাম হতে মুক্তিযোদ্ধা নজির হোসেন, সাহায্যকারী কোরবান আলী. মন্তেজার রহমান ও বাবু খাঁকে আটক করে। বাঁধের নিকট নিয়ে হাত পাঁ বেঁধে নজির হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে এবং অপর তিনজনকে নিয়ে ঘাঁটিতে আসে। অতি কষ্টে পরে তারা মুক্তি পায়। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর প্রায় সপ্তাহখানেক তাদের দু'জনকেই অজ্ঞান অবস্থায় দেখা গেছে। বাঙ্গালীর পশ্চিম পাড়, রামচন্দ্রপুর গ্রামে অপারেশন চালাতে গিয়ে মুক্তি বাহিনীর গুলিতে ছোট দারোগা নিহত হয় এবং সামরিক বাহিনীর একজন গুরুতররূপে আহত হয়।

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা রীতিমতো বেড়ে যায়। হানাদার বাহিনী বাইরে যাওয়া কম করে ফেলে। তাদের অত্যাচারে পলাতক বাড়ীওয়ালাদের খাসী, মোরগ কুড়াতে থাকে। একদল হানাদার বাহিনী বগুড়া থেকে আসার পথে ফুলবাড়ী খেয়াঘাটে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। খেউনিরূপী মুক্তিযোদ্ধা খেয়ার নৌকা নদীর মধ্যে আসলে গুলি ছুড়তে থাকে। ঘটনাস্থলেই তিনজন কনষ্টেবল প্রাণ হারায়। তারপর শুরু হয় স্থানীয় দোকানপাট লুণ্ঠন। তবিবর মণ্ডলের দোকানের সম্মুখে ট্রাক রেখে মালপত্র বোঝাই করে সেগুলো রংপুরের গাইবান্ধায় পাচার করে। হাবিবুর প্রামানিকের দোকান লুট করে এবং তাকে পরপর দুই দিন দোকানের মধ্যেই বেদম প্রহার করে। নৌকাতে পাট উঠানোর অভিযোগে দৌলতুজ্জামান তরফদার সাহেবকে ভীষণ মারধোর করে। তখন মুক্তি বাহিনীর আর সহ্য হয় না। এদিকে সোজাসুজিও তারা মিলিটারীদের ঘাঁটিতে হানা দিতে পারে না। কারণ পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে হানা দিলে আশেপাশের গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং লোকজন মেরে ছাফ করে ফেলে। তবুও সময় ঠিক করে একদিন মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানী বাহিনীর এই খবর বগুড়ায় তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দেয়ার পর সামরিক বাহিনীর লোককে সারিয়াকান্দি পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। সারিয়াকান্দি বাজারের সমস্ত বাড়ী ও দোকানপাট তল্লাশী চালিয়ে মালেক মণ্ডলের দোকান হতে বাংলাদেশের পতাকা উদ্ধার করে। ফলে তার দোকানের সমস্ত মালপত্র থানাতে উঠাবার আদেশ দেয়। তারপর মন্তেজার রহমান মণ্ডলকে পাকিস্তানী পতাকা না উঠাবার অভিযোগে আটক করে তাদের সামরিক গাড়িতে উঠায়ে নেয়। মফিজ মাষ্টার সাহেবের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তার বাড়ীতে পাহারারত কামলা খটটুর বাবাকে আটক করে এবং গাড়ীতে তুলে নেয়। জামাল ডাক্তারের শ্বশুর ময়েজ ডাক্তার,জামাল ডাক্তার, মালেক মণ্ডলের ছেলে এবং অন্যান্য বেশ কিছু লোককে হানাদার বাহিনীর জোয়ানরা আটক করে। সামরিক বাহিনীর উক্ত দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল লেফটেন্যান্ট আতিক। মালেক মণ্ডলের ছেলেকে থানায় নিয়ে তার বুকে পায়ের শক্ত জুতার দ্বারা বার কয়েক আঘাত করে। ফলে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার মুখ হতে রক্ত বের হতে থাকে। সকলকে নিয়ে বাউলে আটা ঘাঁটিতে চলে যায় এবং রাতে তাদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তাদের

ঘাঁটিতে রেখে জামাল ডাক্তারের বাসায় পুনরায় আসে এবং তার স্ত্রীকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। তার স্ত্রীকে না পেয়ে তার শাশুড়ীকে ধরে মোটরে উঠায় ও তার মেয়েকে বের করে দেয়ার জন্য ভয়-ভীতি প্রর্দশন করে। রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী অতর্কিতে থানা আক্রমণ করে। তখন সারিয়াকান্দি থানায় মিলিটারী ছিল। থানা আক্রমণের পরপরই ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হয়। দুই পক্ষে ভীষণ গোলাগুলি হয় কিন্তু বৃষ্টির বেগ আরো প্রবল হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তারপর প্রায়ই খবর পাওয়া যেতে লাগল আজ এ দালাল খতম, কাল ও দালাল খতম। পাকিস্তানী বাহিনী তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে থানায় পশ্চিম ও,সি-কে পাঠান হয়েছে। তার চেষ্টায় প্রায় ৭০/৮০ জন রাজাকার সংগ্রহ করা হয়েছে। এল পশ্চিমা পুলিশ। এদের বাবা-মা মানুষ কিনা আমার জানা নেই। তবে এরা আকৃতিতে মানুষ হলেও আসলে ছিল কুকুর। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হল। রাজাকাররূপী একজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে তারা টের পেয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে এবং হাত-পা কেটে নদীতে ফেলে দেয়। সারিয়াকান্দি এক্সচেঞ্জ হতে পাকবাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের গোলা বারুদের খবর জেনে ভোর পাঁচটায় সারিয়াকান্দি আক্রমণ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দুইজন যুবক প্রথমেই নিহত হওয়ায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। বগুড়া ও গাবতলী থেকে হানাদার বাহিনীদের ডাক আসে এবং তাদরকে থানা ছেড়ে অতিসত্বর বগুড়া চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাস্তা বন্ধ হওয়ায় তারা চলে যাবার কোন পথ পেল না। **১৯৭১** সালের ২৬শে নভেম্বর সকাল ঠিক এগারটায় মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে সারিয়াকান্দি থানাতে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীদেরকে আক্রমণ করে। বিকাল তিনটার সময় এক্সচেঞ্জে অবস্থানরত বাহিনীদের পতন ঘটে। সারাদিন এবং সারারাত যুদ্ধের পর ২৭শে নভেম্বর সকালে হানাদার বাহিনীসহ থানার পতন ঘটে। শতাধিক রাজাকার ও পুলিশ মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আটক হয়। আটককৃত পুলিশদেরকে ভারতে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাজাকারদের বিচার করা হয় যমুনা নদীর পাড়ে। বিচারে কিছু রাজাকার রক্ষা পায় এবং অবশিষ্টগুলো যমুনা নদীতে তাদের সলিল সমাদি লাভ করে। থানার পতনের পর শুরু হয় উড়োজাহাজ থেকে বোমা বিস্ফোরণ ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। উক্ত এমনি গুলিতে নিহত হয় পাকুড়িয়া গ্রামের পুকরা মণ্ডলের ছেলে দুদু মণ্ডল। সে মুক্তি বাহিনীদেরকে নিয়ে ভারতে যাচ্ছিল এবং মেশিনগানের গুলিতে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যায়। বর্বর পাক বাহিনীর রাইফেলের গুলিতে নিহত হয় উক্ত গ্রামের জাফর সরদারের ছেলে জহির উদ্দিন। মেশিনগানের আর একটি গুলিতে সারিয়াকান্দির আছমতের মা নিহত হয়।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় সারিয়াকান্দি থানা পতনের পূর্ব রাত্রিতে পাকিস্তানী বাহিনীর অধিকাংশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং তার কিছু অংশ রাস্তায় মারা পড়ে। বাকীগুলো সম্বন্ধে কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে অত্র থানার অনেক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে আসে।

স্বাক্ষর/-
মো: জালালউদ্দিন
২২/০৯/৭৩

\ ৭৪ \

মোঃ ছানোয়ার হোসেন
গ্রাম- বালীস্বর্বা
ডাকঘর- পাঁচবিবি
জেলা - বগুড়া

১৯৭১ সনের ২২শে জুলাই রাজাকারদের হাতে গ্রেফতার হলে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর আমাকে গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দেয়। তারপর আরম্ভ হয় দৈহিক নির্যাতন। প্রায় ১৫/২০ জন পাঞ্জাবী "ফুটবল" খেলার মত আমাকে লাথি মারতে থাকে। একজন লাথি মেরে আর একজনের কাছে দেয়, সে আবার আর একজনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে কিল ঘুষি, রাইফেলের বাঁটের বাড়ি চলতে থাকে। প্রায় ৪০ মিনিট তারা আমার উপর নির্যাতন চালায়। শেষের দিকে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। সারা শরীর ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

আমার উপর দৈহিক নির্যাতন চালাবার পর প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থানাতে পৌছে দেয় এবং হাজতে চোখ, হাত বাঁধা অবস্থায় বন্দী করে রাখে। রাত্রি ৮টার দিকে একজন বাঙ্গালী পুলিশ আমার চোখ ও হাতের বাঁধন খুলে দেয় এবং কিছু ভাত খেতে দেয়। এই সময় আমি দেখতে পাই হাজতের ভিতর আরও ৮ জন বন্দী আছে।

অতঃপর আমাকে ১০ দিন থানা হাজতে বন্দী করে রাখে। প্রত্যেক দিন বহু পাঞ্জাবী সৈন্য ও বিহারীরা আমাকে দেখার জন্য আসতো কেননা তারা নাকি মুক্তিফৌজ কেমন দেখা যায় তা জানে না। তারা এসে নানাভাবে আমাকে গালিগালাজ দিত এবং লাঠি দিয়ে হাজতের ভিতরেই আমাকে খোঁচাতো। অনেকে আবার উপহাস করে আমাকে বন্ধু বলে ডাকতো।

আগষ্ট মাসের ১ তারিখে আমাদেরকে থানা হাজত থেকে বের করে এবং আমার দুই পার্শ্বে দুইজনকে দাঁড় করে আমার দুই হাত দুই জনের হাতের সঙ্গে বেঁধে মাজায় দড়ি বেঁধে টেনে রেল ষ্টেশনে আনা হয়। তারপর গাড়ীতে করে বগুড়া নিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। বগুড়া জেলে দুইটা পাঞ্জাবীকে "জেল" দেয়া হয়েছিল। এই পাঞ্জাবী দুটি জেলের ভিতর যখন তখন আমাদেরকে মারধোর করতো।

৩রা আগষ্ট আমাকে জেল থেকে বের করে বগুড়া কটন মিলের নিকট একটা ছোট ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। এখানে নিয়ে প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই সময় তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে -

'তুমি কত বিহারী ও পাঞ্জাবী মেরেছো? কোথায় মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং দিয়েছো, তোমাদের লিডার কে, কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছো, ভারতীয় সৈন্য বর্ডারে যুদ্ধ করছে, কিনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত? পাক বাহিনীর প্রশ্নের জবাবে আমি শুধু এক কথা বলি যে, আমি এ সব কিছু জানি না। আমি ভারত থেকে পলিয়ে আসছিলাম, আমি ট্রেনিং নেই নি।

আমার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে না পেরে ৩ জন মিলে এক সঙ্গে আমাকে মারতে আরম্ভ করে। কিল, ঘুষি, লাথি, রাইফেলের বাটের বাড়ি এবং লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে পিটান আরম্ভ করে। প্রায় দেড় ঘন্টা যাবত এই ভাবে মারধোর করার পর আমাকে পায়ের ভিতর হাত দিয়ে কান ধরে রাখতে নির্দেশ দেয়। আমি যখন তাদের কথা মত নিচু হয়ে পায়ের ভিতর হাত দিয়ে কান ধরে থাকি তখন পিছন থেকে চাবুক দিয়ে পিটান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একই প্রশ্ন বার বার করতে থাকে। সময় সময় বাইরে থেকে যারা দেখতে আসে তারাও হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে পিটায়।

প্রায় ৩ ঘন্টা যাবত এইভাবে নির্যাতন চালানোর পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমার পায়ে চিকন রশি শূন্যে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় এমন লাগতে থাকে যে জীবন বোধ হয় পা দিয়েই বের হয়ে যাবে। ঝুলে থাকা অবস্থায় মোটা রোলার দিয়ে প্রত্যেক গিরায় গিরায় মারতো এবং মাথার পিছনের দিকে আঘাত করতো। প্রায় ২০ মিনিট রাখার পর আমি বলি যে, আমাকে মাটিতে নামান হলে আমি সব কথা বলবো। তখন তারা আমাকে নিচে নামায় এবং তখনই বলার হুকুম দেয়। কিন্তু আমি একটু জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে আবোল তাবোল বলতে থাকি। আমার চালাকি বুঝতে পেরে বর্বর সৈন্যরা আমাকে লাথির পর লাথী মারতে থাকে। কিছুক্ষণ পিটানোর পর পুনরায় আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং পূর্বের চেয়ে আরও বেশী প্রহার করতে থাকে এবং প্রশ্ন করতে থাকে। আমার ঐ একই উত্তর যে আমি জানি না।

২য় বার আমাকে ঝুলানোর প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর পাশের রুম থেকে পাক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বের হয়ে আসে এবং আমাকে বলে 'ছানোয়ার', আমি একজন মুসলমান তুমি বিশ্বাস কর? 'আমি তার জবাবে বলি যে হাঁ আপনি মুসলমান। 'তখন ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে পুনরায় বলে যে 'আমি মুসলমান হয়ে আর এক মুসলমানের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলো তবে তোমাকে আর মারা হবে না', এবং আমি চেষ্টা করবো তোমাকে ছেড়ে দিতে। ''তখন আমার তার কথা বিশ্বাস হলো এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে ''আমি সত্য কথা বলবো?'' এই সময় আমাকে মাটিতে নামান হয় এবং বলে যে তুমি ''খাওয়া দাওয়ার পর বলবে না এখনই বলবে?'' আমি বলি যে আপনি যা বলেন সেই হিসাবেই আমি কাজ করবো। তখন আমাকে রুটি ও তরকারি এনে খেতে দেওয়া হয়।

খাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে জানায় যে তুমি আজ বিশ্রাম কর কাল তোমার কাছ থেকে সব কথা শোনা হবে। এই বলে আমাকে পুনরায় জেলে নিয়ে একটা সেলের ভিতর বন্দী করে রাখে। এই সময় আমি এত কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে আমি মোটেই নড়াচড়া করতে পারতাম না।

৪ঠা আগষ্ট সকাল ৯টার দিকে আমাকে জেল থেকে বের করে পূর্বের সেই ঘরে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে প্রশ্ন করে যে, বল তুমি কি করেছো? তার উত্তরে আমি জানাই যে আমি ৭ দিন ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর অপারেশনের জন্য আমরা বগুড়া যাবার পথে ''গয়েশপুর'' এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আমার দলের লোক আমাকে রেখে বগুড়া চলে যায়। তখন আমি পুনরায় ভরতে চলে যাই এবং কিছু দিন পর যখন ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন তখন আমি দেশে ফিরে আসার সময় রাজাকারদের কাছে ধরা পড়ি। ক্যাপ্টেন আমার কথা লিখে নেয় এবং আরও বহু প্রশ্ন করে, ভয় দেখায়, লোভ দেখায় উত্তর দেবার জন্য। আমি বলি যে যদি আমাকে মারতে মারতে মেরেও ফেলা হয় তবুও আমি এর বেশী আর কিছু বলতে পারবো না।

৭ই আগষ্ট আমাকে বগুড়া জেল থেকে বের করে ''মিলিটারী পুলিশ'' হাত বেঁধে গাড়ীতে করে রেল ষ্টেশনে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারি আমাকে নাটোর সামরিক জেলে পাঠান হচ্ছে। গাড়ী আসার পর মিলিটারী পুলিশ আমাকে অন্য মিলিটারীর হাতে তুলে দেয়।

গাড়ীর ভিতর তুলে আমাকে ও অন্য আরও একটি ছেলেকে ছিটের নীচে বসিয়ে আমাদের ঘাড়ের উপর পা তুলে বর্বর সৈন্যরা বসে থাকতো। এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী থামলে বিহারী ও অন্য সৈন্যরা এসে আমাদের দুই জনকে ভীষণভাবে মারধোর করতো। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমাদের এই ভাবে নির্যাতন চলতে থাকে।

নাটোর রেল ষ্টেশন থেকে আমাদের নাটোর সামরিক জেলের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে যে এদেরকে নতুন ''মেহমান'' হিসাবে প্রাথমিকভাবে কিছু ''খেদমত'' করে দেওয়া হোক। এই বলে ভীষণ মারধোর আরম্ভ করে। মারতে মারতে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় আমাকে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়।

প্রত্যেক দিন জেল থেকে বের করে কাজ করানোর জন্য নাটোর ফুল বাগানে নিয়ে যেত। প্রত্যেক দিন ৬ ঘন্টা কাজ করতে হতো। সকাল ৮টা থেকে ১২টা এবং ৩টা থেকে ৫টা এক টানা কাজ করতে হতো এর ভিতর কোন বিশ্রাম নিতে দিতো না। সব সময় ''ডবল'' হিসাবে কাজ করাতো। এরপরও বর্বর সৈন্যরা চাবুক দিয়ে আমাদের প্রহার করতো।

জেলখানার ভিতর যে ঘরে আমাদের রাখা হতো সে ঘরে খুব বেশী হলে ১০/১২ জন থাকতে পারে। সেখানে আমাদের ৬০ জনকে রাখতো। রাত্রিতে শোবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি যে ঘরে ছিলাম সে ঘরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ডঃ কাজী সালেহ আহম্মেদ, লেকচারার মজিবর রহমান, ওয়াপদার ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার এম, ডি, ছারোয়ার হোসেন (রাজশাহী) ছিলেন। আমাদের মত এদের উপরও চলতো সমানভাবে নির্যাতন এবং আমাদের মত এদেরও কাজ করতে হতো। জেলের ভিতর সর্বমোট ১৫০ জন কয়েদী বন্দী ছিল।

মোট ২৮/২৯ দিন আমি নাটোর জেলে ছিলাম। আমাদের খাবার দেবার জন্য জেল থেকে বের করে লাইন ধরাতো। আমরা যখন নিচু হয়ে খাবার নিতাম তখন বর্বর সৈন্যরা চাবুক দিয়ে আমাদের প্রহার করতো। মার ছিল আমাদের একমাত্র সঙ্গী। প্রত্যেক দিন সকালে ছোট একটা পুরি ও একটু চা। দুপুরে দেয় ছটাক ছাউলের ভাত ও পানির মত একটু ডাউল অথবা একটু নিরামিশ তরকারী। বিকালে ২টা ছোট রুটি ও একটু আলুর ঝোল। কোন সময়ই আমাদের খাবার খেয়ে পেট ভরতো না। আমরা সবাই সব সময় ক্ষুধার জ্বালায় ভুগতাম।

প্রত্যেকদিনই দেখতাম জেল থেকে ২/৩ জন লোককে নিয়ে যেত জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। বিকালে তাদের যখন জেলে ফিরিয়ে আনতো তখন তাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দেখা যেত-সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতো।

এত বিপদের মধ্যেও রাত্রির বেলা জেলখানার ভিতর আমরা গান বাজনা করতাম। কেউ গান গাইত কেউবা তালি বাজাত। এইভাবে আমরা আমাদের দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্ট করতাম।

আমাদের কাছ থেকে 'চুক্তি পত্র' লিখে নেওয়া হয় যে যদি পুনরায় ভারতে চলে যাই তবে আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের উপর নির্যাতন চালানো হবে। জেলে থেকে আমাদের বের করে প্রত্যেককে ৫টা করে টাকা ও একটা করে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। মুক্তি পাবার পর আমি ৭ই সেপ্টেম্বর পাঁচবিবি হয়ে আমার বাড়ীতে পৌঁছি।

মুক্তি পেয়ে আমি বাড়ী আসার পর প্রায়ই পাক বাহিনী আমাকে চাপ দিত রাজাকারে ভর্তি হবার জন্য অথবা বর্ডার স্পাইং করার জন্য। কিন্তু আমি অসুস্থ বলে বাড়ীতে থাকতাম এবং বলতাম যে আগে ভাল হয়ে নেই।

২৮ শে নভেম্বর বিকাল ৪টার দিকে একজন রাজাকার আমার বাড়ীতে গিয়ে বলে যে, এখনই থানায় যেতে হবে। আমি যদিও বুঝতে পারি যে আমাকে বন্দী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তবুও আমি তার সঙ্গে থানায় রওনা হই কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখতে পাই যে পাক বাহিনী গাড়ী নিয়ে আমার বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। রাস্তার ভিতর থেকেই আমাকে তুলে নেয় এবং জয়পুরহাটে নিয়ে যায়।

আমাকে যখন বন্দী করে গাড়ীতে তোলা হয় তখন গাড়ীর ভিতর লেঃ আলতাফ (বিহারী) বসে ছিল। আমাকে জয়পুরহাট বি, আই, ডি, সির শিক্ষানবীশ আবাসিক এলাকায় ২ নং ব্যারাকে পাক বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এখানে আমাকে ''মেজর আফজালের'' কাছে নিয়ে যায় এবং লেঃ আলতাফ আমার নামে বহু মিথ্যা অভিযোগ মেজর সাহেবের কাছে বলে এবং বলে যে আমি নাকি ২ জন বিহারীকে হত্যা করেছি তা লেঃ আলতাফ দেখেছে। মেজর আমাকে এই সবকথার সত্যতা জিজ্ঞাসা করে। এক কথায় আমি সব অস্বীকার করি। তখন মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। এই সময় মেজর সাহেব একজন সৈন্যকে ডাকে এবং আমাকে ধোলাই দেবার জন্য বলে। এই সময় আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি।

আমকে বহু সময় মারধর করার পর লেঃ আলতাফ আমাকে মেরে ফেলার জন্য মেজর সাহেবের কাছে এজাজত চায়। মেজর সাহেব লেঃ আলতাফকে এজাজত দেয় আমাকে হত্যা করার জন্য।

এই সময় আমাকে হত্যা করার জন্য লেঃ আলতাফ হোসেন আমাকে গাড়ীতে করে খোঞ্জনপুর রাস্তার উত্তর পারে মাঠের ভিতর পাক বাহিনীর ডিফেন্স- এর কাছে নিয়ে যায়, ৩/৪ জন মিলিটারীর হাতে তুলে দেয় এবং বলে দেয় যে একে চাকু দিয়ে জবাই করে কিম্বা বেয়োনেট দিয়ে হত্যা কর। বর্বর সৈন্যরা আমাকে হত্যা করার জন্য প্রায় ১০০ গজ দূরে নিয়ে যায়। রাস্তাটা ছিল উঁচু, আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা আমার চোয়ালে ঘুষি মারতে থাকে। আমি পড়ে যাই, তারা আবার টেনে তোলে।

আমাকে হত্যা করার জন্য যখন সুবেদার সাহেব একটা চাকু বের করে এবং টেনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় আমি তখন সুবেদার সাহেবের কাছে নামাজ পড়ার জন্য একটু সময় ভিক্ষা চাই। কিন্তু সুবেদার সাহেব আমাকে সময় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আমি তখন জোরে চিৎকার করে সুবেদারকে উদ্দেশ্যে করে বলতে থাকি যে ‘‘যদি আমাকে আল্লাহর এবাদত থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করা হয় তা হলে রোজ হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে আপনাদের বিচারের জন্য ফরিয়াদ করবো এবং বলবো এরা আমাকে তোমার (আল্লাহ) এবাদত থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করেছে আমি এর বিচার চাই।’’

আমার এই কথা শোনার পর সুবেদার সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থাকে এবং পরে নামাজ পড়ার জন্য এজাজত দেয়।

নামাজ পড়ার জন্য আমার এক হাত খুলে দেয় এবং এক জগ পানি এনে দেয়। আমি যখন নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাই তখন পাক সেনারা তিন দিকে এল, এম, জি নিয়ে পজিশন নিয়ে থাকে। তারা আমাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয় যে পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করবে।

অতঃপর আমি এক মনে ক্বাজা নামাজসহ এশার নামাজ আদায় করতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লেগে যায়। নামাজের মাঝখানে আমি একবার টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পাই। নামাজ শেষে মোনাজাত করে আমি বর্বর বাহিনীকে বলি যে এই বার আমি প্রস্তুত এখন আমাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করতে পারো। এই সময় একজন সিপাই আমার কাছে এসে বলে যে খোদা আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আপনাকে আর মারা হবে না কেননা এইমাত্র হেড অফিস থেকে ফোন এসেছে, আপনাকে সেখানে এখনই নিয়ে যাবার জন্য হুকুম দিয়েছে।

অতঃপর আমাকে হাত বাঁধা আবস্থায়ই একটা গাড়ীতে করে বি, আই, ডি, সি, অফিসের পাক বাহিনীর হেড অফিসে নিয়ে যায় এবং এক ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে হাজির করে।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের তদবীরের ফলে ২৮শে নভেম্বর আমি রাত্রিতেই আমি মুক্তি লাভ করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ছানোয়ার হোসেন
১০/১১/৭৩

\ ৭৫ \

দারাজ উদ্দিন আহমেদ
থানা- জয়পুরহাট, জেলা- বগুড়া

২৬শে এপ্রিল পাক সৈন্য জয়পুরহাট পৌঁছে এবং ২৭শে এপ্রিল তারা ট্রেনযোগে পাঁচবিবি যাবার পথে পুরানোপৈল রেল ষ্টেশনের উত্তরে রেল গুদামটির কাছে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখে তারা নির্দেশ দেয় গ্রামের লোকদের ‘‘মালাউনকা ঘর জ্বালাদো’’ বলে। তারা নিজেরাও একটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রামের সমস্ত হিন্দু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবশ্য হিন্দুরা ইতিপুর্বেই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়।

২৮শে এপ্রিল তারিখে পাকসৈন্য মুসলিম লীগারদের খবরে জয়পুরহাট থেকে তিন মাইল পুর্ব উত্তর কোণের হিন্দু প্রধান গ্রাম করোই কাদিপুর ঘেরাও করে অপারেশন করে। এখানকার সমস্ত অধিবাসী হিন্দু এবং তারা কুমার ছিল।

গ্রাম ঘেরাও করে তারা উক্ত গ্রামের ১৮৫ জন্য পুরুষ-মহিলা এবং বাচ্চাকে হত্যা করে। গ্রাম ঘেরাও করার পর গ্রামের লোকজন প্রানভয়ে পালাতে থাকে তখন তাদের উপর বেপরোয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করে উক্ত সংখ্যক লোকজনকে হত্যা করে। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক লোককে তারা ধরে আনে এবং তাদের মধ্যে ৩/৪ জনকে জনৈক মুন্সি জবাই করে হত্যা করে। উক্ত মুন্সিকে পাক সৈন্যরা জবাই করতে বাধ্য করে। পাক সৈন্যরা উক্ত গ্রামের ৬/৭ জন লোক যারা প্রাণভয়ে কচুরীপানার মধ্যে ডুবিয়েছিল তাদেরকে দেখতে পায় এবং সেখানেই গুলি করে তাদের হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞ শেষ হবার পর তারা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

উল্লিখিত তারিখেই বিকাল ৪টায় পুরানোপোল হাটে জনৈক হিন্দু মুচিকে গুলি করে হত্যা করে।

ডিসেম্বরের যুদ্ধকে মানুষ স্বাগতম জানিয়েছে। তারা এই যুদ্ধকে মুক্তির পথ বলে মনে করে।

স্মরণীয় ঘটনা :

২৭শে এপ্রিল আমি বাজার করার জন্য জয়পুরহাট পৌঁছি। রাতে যে মিলিটারী এসেছে তা জানতাম না। বাজারে পৌঁছার পর তিনজন মিলিটারী আমাকে ধরে নিয়ে বাজারে যায় এবং একটি কাপড়ের দোকানের তালা ভেঙ্গে আমাকে লুট করতে বলে। আমি তাতে অস্বীকৃতি জানালে আমাকে তারা চড় মারে। তখন বাধ্য হয়ে একথান কাপড় নেই। অতঃপর আমাকে নিয়ে রেল ক্রসিং- এর পাশ দিয়ে যেতে থাকে। সে সময় জনৈক ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন। তাকে তারা থামিয়ে দেয় এবং তার হাতের ঘড়িটি চায়। তিনি দর্পভরে বলেন যে ‘‘আমি জীবিত থাকাকালে আমার কোন জিনিস খানরা তোমরা পাবে না।’’

অতঃপর তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দেয়। তিনি উঠবার চেষ্টা করলে রাইফেল দিয়ে বাড়ী দিতে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। জনৈক বিহারী ছেলেকে বলে তার সুপারিশে আমি মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
দারাজ উদ্দিন আহমেদ

\ ৭৬ \
মোঃ গোলাম মোস্তফা মণ্ডল
গ্রাম- জয়পুরহাট
জেলা- বগুড়া

পাক সেনা জয়পুরে পৌঁছার পর তাদের অত্যাচারে জনগণ ভীষণভাবে অতিষ্ট হয়ে পড়ে। জানমালের নিরাপত্তা তথা ইজ্জতের ভয়ে জনগণ ভারতে চলে যেতে থাকে।

মে মাসের মাঝামাঝি এমনিভাবে কতিপয় লোককে গাড়োয়ানরা বাংলাদেশের সীমানায় রেখে আসার পথে রাজাকাররা ঐ সমস্ত ১৬/১৭ জন গাড়োয়ানকে গ্রেফতার করে জয়পুরহাট শান্তি কমিটির অফিসে নিয়ে আসে। রাতে সেখানে বন্দী করে রেখে পরদিন ট্রাকে করে শামীম বিহারীর নেতৃত্বে তাদের আক্কেলপুর মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ভালক্যা বাঁশের মোটা গোড়া দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ঐ সমস্ত গাড়োয়ানকে হত্যা করে।

যুগীপাড়ার মিঃ আলেক উদ্দিনকে একদিন ধরে জয়পুরহাট কলেজ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তিনি একজন গোঁড়া আওয়ামী লীগার ছিলেন। তাকে শারীরিকভাবে অমানুষিক অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি কিছুতেই ‘‘পাকিস্তানী’’ একথা স্বীকার করেননি। তিনি সর্বদাই বলেছেন যে আমি আওয়ামী লীগার। তাকে বেদম প্রহার করে। কিছুতেই পাকিস্তানের কথা স্বীকার করাতে পারেনি। তখন তার দুই পায়ের পিছনে গোড়ালীর রগে ফুটো করে রশি লাগিয়ে খাশী বকরীর খাল খোলার মত উল্টো করে টাঙ্গিয়ে গায়ের চামড়া খুলে হত্যা করে।

অত্র এলাকার প্রখ্যাত হোমিও ডাক্তার আবুল কাশেম যুদ্ধকালে ৭ মাস পালিয়ে ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আওয়ামী লীগার ছিলেন। তিনি একদিন রাতে গরুর গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছেন। সে রাতেই মিলিটারীরা বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করে। তাকে জয়পুরহাট ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তার নিম্নাংশ মাটির নীচে পুঁতে তাকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। এ ছাড়া তাকে পায়ের গোড়ালীর রগে ছিদ্র করে উল্টো করে রশি বেঁধে টাঙ্গিয়ে রেখে গায়ের চামড়া কেটে লবণ লাগিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে হাত পা পুটলি করে বেঁধে ট্রাকে ধপাস করে ফেলে সেখান থেকে আবার নীচে ফেলে দেয়। তারপর তার দুই চোখ উপড়ে ফেলে দেয় এবং সেখানে পেট্রোল মাখানো তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হত্যা করে। এক কথায় যত প্রকার অত্যাচার করার সবই তারই উপর প্রয়োগ করা হয়।

লতিফ টি ষ্টলের মালিক ছিলেন লুৎফর। ২৫ শে মার্চের পর এখানে যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয় সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। বলা প্রয়োজন তার ডান হাত সম্পূর্ণ অকেজো ছিল। তবুও তিনি দেশের ডাকে বাম হাতেই রাইফেল চালনা করতেন।

পাক সেনারা এখানে আসলে তিনি দেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে যান। কিন্তু পালানোর অবস্থাতেই মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের চক্রান্তে ও সক্রিয় সহায়তায় তিনি ধরা পড়েন। সে সময় মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল ষ্টেশনে। সেখানে তাকে নিয়ে এসে টাঙ্গিয়ে হৃদয়হীনভাবে নির্যাতন করে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে। তাছাড়া লোহার রড আগুন দিয়ে পুড়িয়ে লাল শিক চোখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে চোখ গালিয়ে ফেলে। সমস্ত প্রকার নির্যাতন চালানোর পর তার পা বেঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেল গাড়ীর ইঞ্জিনের জ্বলন্ত বয়লারে ফেলে দিয়ে জীবন্ত হত্যা করে। তার কোন অস্তিত্বও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম মোস্তফা মণ্ডল

\ ৭৭ \

আবু বকর আকন্দ
গ্রাম- কাটাবাড়ী
জেলা-বগুড়া

বৈশাখ মাসের দিকে একদিন ২৫/৩০ জন পাক সৈন্য কাটাবাড়ী এলাকায় আসে এবং আড়িয়া পালপাড়া ঘেরাও করে ৬ জন লোককে হত্যা করে।

আমি এসময় পালিয়ে অন্যত্র ছিলাম। কিছুক্ষণ থেকে ছেলেমেয়ে বাড়ীতে কেমন আছে দেখার জন্য গোপনে বাড়ী আসি। বাড়ী আসার পর একজন পাক সৈন্য বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমি হিন্দু না মুসলমান তা জানতে চায়। আমি মুসলমান বললে উক্ত সৈন্য তৎক্ষনাৎ পালিয়ে যেতে বলে। তাই করছিলাম। কিন্তু আবার একজন সৈন্য বাধ সাধে। আমাকে ধরে নিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে এবং টাকা দাবী করে। টাকা দেবার অস্বীকৃতি জানিয়ে বলি যে, "স্যার আমার টাকা পয়সা নেই।" জোড়-হাত করে উক্ত কথাগুলো বলি। একথা শোনার সাথে সাথে উক্ত সৈন্য ঠাস করে এক চড় কষে দেয়। ৪/৫ টি ঘুষি মেরে আমাকে কাহিল করে ফেলে।

নিরুপায় হয়ে বলি যে আমার টাকা পয়সা বৌ ছেলেমেয়ের কাছে এবং তারা কোথায় পালিয়ে আছে। তখন সৈন্যটি বলে যে চল তোমার বৌয়ের খোঁজে। টাকা দাও।

তারপর আমাকে নিয়ে যেতে থকে। আবার অন্য দিক থেকে আরও দু'জন সৈন্য আসছিল। রাস্তার উপর এক বুড়ো জোব্বাজুব্বি গায়ে দিয়ে বসেছিল। তারা তাকে কয়েকটি ঘুষি হৃদয়হীনভাবে মারে এবং টাকা দাবী করে। লোকটি বলে যে বাড়ীতে আছে। তখন তাকে নিয়ে তার বাড়ী যায়। তার কাছে মসজিদ নির্মানের টাকা গচ্ছিত ছিল, তা এবং গয়নাপাতি নিয়ে নেয়।

অপর দিকে আমার কোন টাকা পাবার সম্ভাবনা না দেখে ছেড়ে দেয়। কিন্তু যেই যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি অমনি রাইফেলের গাদা দিয়ে সজোরে ২/৩ বাড়ি দেয় এবং এতে অজ্ঞান হয়ে যাই। জনৈক মহিলার সেবায় আমি জ্ঞান ফিরে যাই।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথমে মিলিটারী আমার বাড়িতে ঢুকেছিল, তার পূর্বমুহূর্তে দুজন মুসলমান মেয়ে বাড়ীতে ঢুকে। আশ্রয় প্রার্থনা করে। আমি তাদের কচুর আদরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি এবং সেখানে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে বলি।

মিলিটারীটি যখন আমাকে হিন্দু না মুসলমান জিজ্ঞাসা করছিল এবং ধমকাচ্ছিল তখন মেয়ে দুটি ভীত হয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। তখন মিলিটারীটি আমাকে ছেড়ে উক্ত মহিলার একজনের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অত্যাচার করে সৈন্যটি চলে যায়। সৈন্যটি মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে যাবার পূর্বে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্বাক্ষর/-
আবু বকর আকন্দ

\ ৭৮ \

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী
একাউন্ট ইনচার্জ, তিস্তা বীমা করর্পোরেশন
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর

আমি ১৯৭১- এর ২৫ শে মার্চের পরপরই রংপুর শহর সেনাবাহিনীর কবলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শহর ত্যাগ করে নিকটবর্তী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করি। যুদ্ধকালীন সময়ের প্রথম কয়েক মাসে সেনাবাহিনীর রংপুর শহর এবং শহরের আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের আমি একজন উৎসাহী পর্যবেক্ষক ছিলাম। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং সঠিক তারিখ আমি সযত্নে আমার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছি। তথ্যগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

৮ এপ্রিলঃ রংপুর শহর থেকে আড়াই মাইল পশ্চিমে নাড়িরহাট গ্রামের ৪৭ জন গ্রামবাসীকে বর্বর বাহিনী ধরে এবং উক্ত স্থানে খোলাহাটে তাদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। আমার পরিচিত জনৈক ব্যক্তি দূর থেকে এ করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন।

১৫ ই এপ্রিলঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে দক্ষিন পুর্ব দিকে দেওভোগ গ্রাম থেকে ২২ জন ক্ষেতে কর্মরত কৃষক এবং উক্ত এলাকার মসজিদ থেকে ১৫ জন নামাজরত ব্যক্তিকে খান সেনারা ধরে এবং গুলি করে হত্যা করে। মসজিদ থেকে লোক ধরে নির্মমভাবে হত্যা এলাকার গণমনে গভীর হতাশা এবং ক্রোধের সঞ্চার করে। এই হিংস্র কার্যকলাপের দরুন বহু গ্রামবাসী বাড়ী ঘর ত্যাগ করে ভারতে কিংবা দূর-দূরান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৭ ই এপ্রিলঃ এই সময়ে মাহীগঞ্জের (রংপুর শহর) ২ মাইল উত্তরে সাহেবগঞ্জের নিকট একটি ক্যানেলের উপরে বর্বর সেনা বাহিনী ১৭ ব্যক্তিকে হত্যা করে। এদের মধ্যে বেশ সংখ্যক ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ান। পোষাক পরা অবস্থায়ই তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গ্রামবাসীরা লুকিয়ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং পাকিস্তানী দস্যু সৈন্যরা চলে গেলে তারা (গ্রামবাসী) বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাশগুলো নিয়ে আসে এবং দাফন করে। মৃত জওয়ানদের প্রতি গ্রামবাসীদের ছিল অপূর্ব মমত্ববোধ। সবাই তাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন।

১৯শে এপ্রিলঃ রংপুর ক্যান্টনমেন্টের নিকট ঘাঘট নদীর তীরে ১৫২ জন সাবেক বাঙ্গালী ই, পি, আর, কে খান সেনারা হত্যা করে। পিছনে হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে তাদেরকে হত্যা করা হয়। পরে (মৃত) লাশগুলোর অধিকাংশ বাঁশ দিয়ে গেঁথে ঘাঘট নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এদের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিশিষ্ট শিল্পী জনাব শাহ আলী সাহেবের বড় ভাই-র ছেলে (ই,পি,আর) কেবলমাত্র সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান।

২৮শে এপ্রিলঃ দমদমা ব্রীজের নীচে সরকারী কারমাইকেল মহাবিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপককে গুলি করে হত্যা করা হয়। জনৈক অধ্যাপকের স্ত্রীকেও এখানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। রংপুর শহর সাবেক জনতা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অফিস ১১-৩০ মিনিটের সময় খান সেনারা তছনছ করে দেয়। আওয়ামী লীগের গোপন কাগজপত্র এ অফিসে রাখা হয়েছে সন্দেহে সৈন্যরা হানা দেয়।

২৯শে এপ্রিলঃ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমস্ত অফিস আদালতের হিসাব নিকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়। রংপুর শহর ক্যান্টনমেন্টের কাছে সৈয়দপুরগামী পাকা রাস্তার পাশে ২১ জন নিরপরাধ বাঙ্গালীকে সেনাবাহিনী ধরে এবং গুলি করে হত্যা করে। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত কম বয়সী ছেলে বর্বর সৈন্যরা হত্যা করে। ছেলেটি হানাদার বাহিনীর সর্বপ্রকার যাতায়াত সংবাদ গোপন গেরিলা ঘাঁটিতে সরবরাহ করতো। পাকিস্তানপন্থী কুচক্রীরা এই ছেলেটিকে সেনাবাহিনীর নিকট ধরিয়ে দিয়ে ছিল।

৬ই মেঃ সামরিক কর্তৃপক্ষ শহরের অভিজাত দোকান পাট গুলো চালু না রাখার অভিযোগে সিল করে দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা এই সব দোকানপাটের বহু মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। একই তারিখে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রাম লুট করে।

১১ই মেঃ পাক সৈন্যরা শহরের অদূরে নাড়ীরহাট গ্রামে অতর্কিত হানা দিয়ে ৪৮ ব্যক্তিকে হত্যা করে।

১৬ই মেঃ স্থানীয় কুখ্যাত দালালদের সহযোগিতায় বর্বর সৈন্যরা শহরের রাধাবল্লভ ইউনিয়নে রাত্রি নটা থেকে ১ টা পর্যন্ত তল্লাশী চালায়। তারা নারীদের উপর অত্যাচার করে। জনগণকে অসহায় অবস্থায় ধরে হত্যা করে এবং গৃহস্ত বাড়ী থেকে মূল্যবান আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এই সময় রংপুর শহরের বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ধনী পাট ব্যবসায়ী রামরিক আগরওয়ালার মিলে দালালদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী হানা দেয়। হানাদারগণ রামরিক আগরওয়ালার কাছ থেকে নগদ টাকা পয়সা, মিলের মেশিনারী দ্রব্যাদি এবং দালালদের দ্বারা জমাকৃত পাট নিয়ে যায়। হানাদাররা উক্ত মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীর উপর দৈহিক নির্যাতন করে।

৩১ শে মেঃ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১২৪ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সাবেক ই, পি, আর, কে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেতন দানের প্রলোভন এবং কাজে যোগাদানের নির্দেশ দিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। তাদের সবাইকে ঘাঘট নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। সামরিক পোষাক পরিহিত অবস্থায়ই এদেরকে হত্যা করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে কয়েকজন কোনক্রমে ছুটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

২রা জুনঃ রংপুর সদর থানার বুড়িরহাট নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবার হানাদার সেনাবাহিনীর ভয়ে গরুর গাড়ী করে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাবার সময় ঘাঘট নদীর তীরে সৈন্যদের নিকট ধরা পড়ে। হানাদাররা উক্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। ব্রাহ্মণসহ তার স্ত্রী এবং শিশু কন্যাকে হত্যা করে এবং ঘাঘট নদীর উপর জাফরগঞ্জ ব্রীজের নীচে তাদেরকে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

রংপুর শহর সাবেক ইপসিক এর পাশে আর্মি হেড কোয়ার্টারের সংলগ্ন জনৈক মেজরের বাস ভবনে রাত্রি ১১ টার দিকে জলসা বসতো। বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত তরুণীদের দিয়ে জোরপূর্বক নাচ এবং গানের আসর করানো হতো। তখন তরুণীদেরকে যথেচ্ছ ধর্ষণ করা হতো। যখন তারা তাদের চিত্ত বিনোদনে অসমর্থ হতো মেজরের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হতো। ধর্ষিতা মেয়েদেরকে শুকনো রুটি এবং রাত্রে সামান্য ভাত দেয়া হত।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনাবাহিনীর মেজর বশীর ছিল নারী ধর্ষনের হোতা। প্রতি রাত্রে তার চিত্ত বিনোদনের জন্য ৩ থেকে ৪ জন বাঙ্গালী তরুণী সরবরাহ করা হতো।

সেনাবাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত শিক্ষিতা তরুণীদের সাথে নিয়ে ফিরতো। রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষিতা তরুণীকে একদিন কালো বোরখা পরিয়ে জনৈক অফিসার ওরিয়েন্টাল সিনেমায় নিয়ে আসে। অফিসারটি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যায়। পাশের ছিটে আমি বসা ছিলাম। একজন তরুনী সরাসরি আমার সাহায্য চায়। তিনি নিজেকে বাংলা বিভাগের ছাত্রী বলে জানান। ইত্যবসরে অফিসারটি এসে পড়ে। উক্ত হতভাগিনী তরুণীদ্বয়ের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী

\ ৭৯ \

মেঃ আরব আলী মিয়া
চার্চলেন, জুম্মাপাড়া, রংপুর

৩রা জুন (১৯৭১) বৃহস্পতিবার বিকেলে পৌনে পাঁচটায় বাসা থেকে আমি সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের লোকেরা স্থানীয় লোকের সহায়তায় ধরে রংপুর ক্যান্টমেন্টে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর লোকদের আড্ডা কোথায় এবং তাদের গোলাবারুদ কোথায় রক্ষিত আছে। আমার সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে ও তারা প্রায়ই আমার কাছে আসা-যাওয়া করে। দ্বিতীয়তঃ আমার বাসায় জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ছিল। সেখানে তাদের গোপন মিটিং হোত। তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কাজেই তাদের গোপন দলিলপত্র কোথায় রক্ষিত আছে তা আমি জানি। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলে আমাকে ভীষণভাবে ধমকি দেয় এবং সেখানে আমাকে রাত ৯টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। অতঃপর আমার উপর দৈহিক নির্যাতন শুরু হয়।

একটি নির্জন ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমার দুজন সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের লোক ইউসুফ খান ও হাবিলদার গোলাম রসুল দাঁড়ায়। একজনের হাতে লোহার রড এবং অপর জনের হাতে শাল কাঠের দরজার খিল (যা দিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়) দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হৃদয়হীনভাবে প্রহার শুরু করে। ঘন্টা দেড়েক আমার উপর সমানে দুজনে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের সময়ও আমাকে উল্লিখিত বিষয়গুলি সমন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অত্যাচারের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বিশেষ করে থুতনি থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল।

রাত এগারটা সাড়ে এগারটার দিকে এবং তা ছাড়া আরও দুবার দু’দল লোক এসে একই প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করে। এসময় আমাকে ‘‘বাইনচোদ, তোমলোগ জয় বাংলা নারায়ে লাগাতা হ্যায়। তুমলোগ লাখো লাখো মুসলমানকো খতম কর লেগা, সময় নেহি আতা হ্যায়। আবি কাঁহা গিয়া তোম লোগ কো জয় বাংলা। তোম লোগ আওয়ামী লীগকো বহুত মদদ দিয়া।’’ এছাড়া শ্লীলতাবর্জিত গালিগালাজ করতে থাকে।

রাত দেড়টার দিকে আমার হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং বলে যে ‘‘গুলি কি নিশানা বানগিয়ে। কুচ বাতানে হ্যায় তো বাতাও।’’ আধ ঘন্টা খানেকের পর তারা আমার বাঁধন খুলে দেয়। এবং উক্ত ঘরেই দুদিন বন্ধ করে রাখে এবং তৃতীয় দিন থানায় পাঠায়।

থানা থেকে দুদিন ক্যান্টমেন্টে মেজরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ সময় আমাকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। ৫ দিন বন্ধ করে রাখার পর মঙ্গলবার আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির বিনিময়ে তারা ১৫ হাজার টাকা নেয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আরব আলী মিয়া

\ ৮০ \

আলতাফ হোসেন
নাগেশ্বরী, রংপুর

হানাদার বাহিনী নাগেশ্বরী এসেই প্রথমে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। কিছুদিন পর তারা জনগণকে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে।

পাক বর্বর বাহিনী একদিন নাগেশ্বরী থানার বাইরে থেকে একজন লোক ঘরে নিয়ে আসে। প্রথমে মারপিট করে, পরে হানাদাররা উক্ত লোকটিকে নির্মমভাবে ভলিবল এবং ফুটবলের ন্যায় কিল-ঘুষি এবং বুট জুতোর লাথি মেরে হত্যা করে।

সাধারণতঃ কিল, ঘুষি, লাথি, রাইফেলের বাঁট প্রভৃতির দ্বারা নির্মমভাবে বর্বর সৈন্যরা নির্দোষ জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

হানাদার দস্যু বাহিনী নাগেশ্বরী দখলের তিন দিন পর একদিন সকাল ১০টায় নাগেশ্বরী বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকের গ্রামে প্রবেশ করে। জনৈক আছমত মিয়ার গৃহে পাক সৈন্যরা ঢুকে আছমত মিয়া ও অন্য পুরুষদের বের করে দিয়ে তার পুত্রবধূর (২০) উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

নাগেশ্বরী থানার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের আনছার হাটে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাক সৈন্যদের মারার জন্য মাইন পুঁতে রাখে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক রাখাল ও তার গরু উক্ত মাইনের শিকার হলে খবর পেয়ে নাগেশ্বরী থেকে কিছু সংখ্যক পাক সৈন্য আনছার হাটে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অনেক লোক ধরে। বর্বর সৈন্যরা আনছার হাটের নিকটস্থ বাড়ি থেকে কিছুসংখ্যক মেয়েছেলে ধরে এবং বাছাই করে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা মেয়েছেলেদের উক্ত হাটের নিকটবর্তী হাবিবর রহমানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ছেড়ে দেয়। ঐ দিন ঐ এলাকা থেকে মোট ১০ জন পুরুষকে হানাদাররা ধরে নিয়ে এসে নাগেশ্বরী ঈদগাহ মাঠে বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত আরো কতিপয় লোকসহ মোট ৩৬ ব্যাক্তিকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে।

হানাদার সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে মেয়েদের ধর্ষণ ছাড়াও তাদের শরীর থেকে নানা প্রকার স্বর্ণের অলঙ্কার নিয়ে আসত।

২৭শে মেঃ হানাদার বাহিনী নাগেশ্বরী থানায় প্রবেশের পরপরই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। হানাদাররা নাগেশ্বরী বাজারে প্রবেশ করে প্রথমেই হিন্দু পট্টিতে দোকান ও বাড়ীঘর অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। অতঃপর হানাদররা ঢাকাইয়া পট্টি অগ্নিসংগোগে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ঐ দিনই বাজারসংলগ্ন সাঞ্জুয়ার ভিটার মুক্তিযোদ্ধা মোসলেমের বাড়ী এবং প্রতিবেশী রমজানের বাড়ী তারা পুড়িয়ে দেয়। উক্ত দিন হানাদার সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজার জামে মসজিদের নিকট পপাটুয়া (টমেটো) নামে একটি পাগলকে গুলি করে হত্যা করে। অপর একটি পাগলিনীকে ঐ দিন দস্যু সেনারা হিন্দু পট্টিসংলগ্ন আজিজার মিয়ার গৃহে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। নাগেশ্বরী বাজারে হিন্দুপট্টি এবং ঢাকাইয়া পট্টিতে অগ্নিসংযোগের ফলে পার্শ্ববর্তী বহু ব্যবসায়ী ও গৃহস্থের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয়েছে।

পাক হানাদর বাহিনী নাগেশ্বরী থানায় পৌঁছেই নাগেশ্বরী ডাকবাংলা এবং হাইস্কুলে ঘাঁটি করে। কিছুদিন পরেই এখান থেকে তারা জনগণকে নির্যাতন শুরু করে। পাক সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে পড়তো এবং লোক

ধরে এনে দৈহিক পীড়ন চালাতো। সাধারণত দৈহিক নির্যাতনের প্রক্রিয়া ছিল কিল, ঘুষি, বুট জুতার লাথি, রাইফেলের বাঁট এবং বেয়নেট দিয়ে আঘাত হেনে তীব্রভাবে অথ্যাচার করে।

মুক্তি ও মিত্রবাহিনী নাগেশ্বরী মুক্ত করার জন্য এগুতে থাকলে নাগেশ্বরী বাজার ও পার্শববর্তী এলাকার জনতা ও তাদের পরিবারবর্গ নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের জন্য চলে যেতে থাকে। পাক বর্বর সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজারের চটাৎ ও জম মাঝিকে একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করে মেরে ফেলেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আলতাফ হোসেন (দুলু)

\ ৮১ \

মোঃ আজিজুর রহমান
গ্রাম-বেরুবাড়ী
থানা-নাগেশ্বরী
জেলা-রংপুর

হানাদার বর্বর বাহিনী চর বেরুবাড়ীর দুধকুমোর নদীর পশ্চিম তীরের গ্রামে অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়। নিরীহ জনসাধারণের প্রায় একশত একুশটি বাড়ী দস্যু বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। এরপর গ্রাম থেকে লোক ধরে হানাদাররা উক্ত বেরুবাড়ী ফ্রি পাইমারী স্কুলের পিছনে নিয়ে আসে এবং লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি দ্বারা ১৮ ব্যক্তিকে হত্যা করে। তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় রেখে যায়। তন্মধ্যে একজন এক সপ্তাহ পর মারা যায়। অতঃপর বর্বর বাহিনী গ্রাম থেকে প্রায় আড়ই শত যুবক ও বৃদ্ধকে ধরে এনে বেরুবাড়ী বাজারের পূর্বে এক জায়গায় সমবেত করে এবং তাদেরকে নির্মমভাবে ডবল (শাস্তিমূলক দৌড়) করাতে থাকে। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। সংঘর্ষের পর হানাদার বাহিনীর এরূপ অমানবিক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণ যখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল, তখন এদিকে রাজাকাররা এ সুযোগের ব্যবহার করে। বিভিন্ন পরিত্যক্ত বাড়ীতে ঢুকে তারা লুট করে বিভন্ন মূল্যবান সামগ্রী এবং গবাদিপশু নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আজিজুর রহমান
৩/৬/৭৩

\ ৮২ \

মোঃ আজিম উদ্দিন
গ্রাম-গাছিডাঙ্গা
থানা-ভূরুঙ্গামারী, রংপুর

পাক বর্বর বাহিনী ভূরুঙ্গামারী থানা পূর্ণ দখলে নেবার দুই মাস পর গাছিডাঙ্গা গ্রামের দিকে ধাওয়া করে। পাক দস্যুদের সংখ্যা ছিল ৭ জন। তারা উক্ত গ্রাম গাছিডাঙ্গায় ঢুকে স্থানীয় (মৃত) হাজী আবদুস ছাত্তার সাহেবকে ধরে আনে। ধরে এনে তাকে গ্রামের আরও অন্যান্য লোকজনকে তাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য হুকুম করে। তখন হাজী সাহেব জীবনের ভয়ে গাছিডাঙ্গার নিম্নলিখিত জনসাধারণকে খান দস্যুদের সামনে হাজির করতে বাধ্য হন। নিম্নে তাদের নাম দেওয়া হলঃ (১) মোঃ ফরিদ (২) পনির উদ্দিন (৩) মঈন উদ্দিন (৪)আবুল কাশেম (৫) ফটিক (৬) আইন উদ্দিন (৭) আজিম উদ্দিন (৮) নাছের উদ্দিন (৯) নুরুল ইসলাম (১০) নাছু শেখ (১১) ময়েত উল্লাহ প্রমুখ। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মুমি মুক্তিফৌজ এবং মুক্তিদের সহায়তা কর। অবশ্য এসব কথাগুলি উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে। পরপর সবাইকে এইসব কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন আমি ও সঙ্গীরা অস্বীকার করি। তখন খান দস্যুরা রাইফেলের বাঁটের সাহায্যে আমাদের ভীষণভাবে আঘাত করতে থাকে। তাছাড়া কিল, ঘুষি ও বুটের লাথিতে সবাইকে ভীষণভাবে আঘাত করে। পর মুহূর্তে আমাদের সবাইকে লাইনে দাঁড় করে কলেমা পড়তে বলে। তখন আমরা সবাই জীবনের ভয়ে ভুল করে কলেমা পড়তে আরম্ভ করি। তখন খান সেনারা বলে যে, তোমরা মালাউন এবং তোমরা নিজেরা মুক্তিদের লীডার এবং মুক্তিদের সাহায্য কর। এই মনে করে খান দস্যুরা পুনরায় কিল, ঘুষি ও রাইফেলের সাহায্যে আঘাত করে। আমি আমার সঙ্গীরা অচৈনত্য হয়ে পড়ি। পাশে অবস্থানরত মুক্তিরা জানতে পেরে তাদেরকে উদ্দেশ করে ফাঁকা গুলি করতে থাকে। খান দস্যুরা সব বুঝতে পেরে পুনরায় ভূরুঙ্গামারীর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিছু সময় পর আমাদের জ্ঞান ফিরে। খান দস্যুদের আর আমাদের পাশে দেখতে পাই না। তখন আমরা কোন রকমে আধা মরা অবস্থায় দূর দূরান্তে আত্মগোপন করতে বাধ্য হই। খান দস্যুদের হাতে বেদম মারপিট খেয়েও আমি কোন রকমে বেঁচে আছি।

টিপসহি/-
মোঃ আজিম উদ্দিন

\ ৮৩ \

মোঃ তালেব মুন্সী
গ্রাম-গাছিডাঙ্গা
থানা-ভূরুঙ্গামারী
রংপুর

২৬শে মার্চের পূর্বে আমি আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলাম। ২৬শে মার্চের পর অত্র গাছিডাঙ্গা মৌজার সংগ্রাম পরিষদের আমি সদস্য ছিলাম। পাক হানাদার বাহিনী ভুরুঙ্গামারী থানা দখলের প্রায় ২ মাস পর একদিন আমাদের গ্রামে আসে। তারা সংখ্যায় ৫০ জন ছিল। হানাদার সৈন্যরা গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রামের মেয়েছেলেদের আমার বাড়ীর পিছনে একটি বড় বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। প্রাণভয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মোঃ আব্দুর রহমান নিকটে একটি বাঁশের ঝোঁপে বাঁশের আগায় উঠে আত্মগোপন করে। হানাদাররা আব্দুর রহমানকে দেখে ফেলে এবং তাকে বাঁশ গাছ থেকে নামিয়ে এনে মারপিট শুরু করে। তাকে রাইফেলের বাঁট, কিল, ঘুষি এবং জুতা দ্বারা আঘাত ও নির্যাতন করে। অতঃপর আমার বাড়ীতে বিভিন্ন ঘর অনুসন্ধান করে মেয়েছেলেদের দেখতে না পেয়ে তারা বাড়ীর পিছনে বাঁশঝাঁড়ে আত্মগোপনকারী মেয়েছেলেদেরকে খোঁজ করতে থাকে। তাদের খোঁজ করে না পেয়ে হানাদাররা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করলে মেয়েছেলেরা চীৎকার করতে থাকে এবং বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে পালাতে থাকলে পাক সৈন্যরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে। আমি এ অবস্থায় থাকতে না পেরে পাক সৈন্যদের কাছে ছুটে যাই এবং মেয়েছেলেদের উপর নির্যাতন না করার জন্য কঠোর প্রতিবাদ করি। এসময় হানাদরদের কয়েকজন মেয়েছেলেদের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে এবং অপর কয়েকজন আমার উপর মারপিট শুরু করে। পাক ফৌজ কর্তৃক প্রহৃত হওয়াকালীন আমার দুইজন আত্মীয়া মোছাম্মৎ আছিয়া খাতুন (চাচাতো বোন, বয়স ২৫ বৎসর) এবং মোছাম্মৎ মজিরন নেছা (ভাগনে বউ, বয়স ২৭ বৎসর) আমার দিকে ছুটেআসলে পাক হানাদাররা তাদেরকে ধাওয়া করে আমার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। আমিও তাদের পিছনে পিছনে বাড়ীতে ঢুকে পড়লে তারা পুনরায় আমার উপর কিল, ঘুষি, রাইফেলের বাঁট এবং জুতার আঘাত প্রভৃতি নির্যাতন করতে থাকে। আমি তখন সরাসরি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হই। এই সময় আমার চাচাতো বোন এবং ভাগনে বউ পালাতে সক্ষম হয়ে ঘরে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর আমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রেখে হানাদার দস্যুরা ঘরে ঢুকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অনেক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় দিন যাপন করছি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ তালেব আলী মুন্সী
১৯/৪/৭৩

\ ৮৪ \

নারায়ন প্রসাদ
সৈয়দপুর বাজার
জেলা-রংপুর

২৭ শে মার্চ আমার বাবাকে বাড়ী থেকে ধরে কারফিউ চলাকালে সকাল বেলা একটি সামরিক জীপে করে ৪ জন সামরিক লোক এবং ২ জন স্থানীয় অবাঙ্গালী অস্ত্রসহ এসে নক করে। দরজা খুললে তারা বাড়ীতে ঢুকে সিন্দুক খুলে সমস্ত সোনাদানা, টাকা-পয়সা নেয় এবং বাড়ীতে অথবা দোকানে ওয়্যারলেস আছে বলে অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য দোকান খুলেও দেখান হয়। পরিশেষে আমাকে একটি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমার বাবাকে জীপে করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

৯ই এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারটার দিকে জনৈক অবঙ্গালী এসে আমাকে টেলিগ্রাফ অফিসে সামরিক কর্তৃপক্ষ ডাকছে বলে জানায়। সাথে আমার ছোট ভাইকেও নেবার নির্দেশ দেয়। ধৃত অবস্থায় আমার ছোট ভাই এবং আমাদেরই ভাড়াটে একজন স্বর্ণকারকে উল্লিখিত স্থানে জনৈক মেজরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার পর মেজর আমাদেরকে বন্দি করার নির্দেশ দেয়। তারপর থানায় নেয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পর ঐ টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট (টিএণ্ডটি) হাতিম আলী খালিফাকে ধরে আনে। রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে শ্রমিক ও চার্জম্যানসহ কিছু লোককে ধরে আনে। সর্বমোট ২৪-২৫ জনকে একত্রে বন্ধ ওয়াগনে করে কড়া সমারিক পাহারায় ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হয়। ক্যান্টনমেন্টে নামানোর সাথে সাথে সকলের এক হাত করে বেঁধে দাউন গেঁথে স্থানীয় অবাঙ্গালী ও পাক সৈন্যরা বেদম প্রহার করা শুরু করে। বেল্ট, বেত, লাথি, চড়, কিল, ঘুষি এবং রাইফেলের বাঁট, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে এবং বলতে থাকে “আচ্ছা চিজ মিলা”। মারের পর্ব শেষ হলে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ছোট ছোট ঘরে ১০-১২ জনকে একই ঘরে ঢুকায়।

তারপর সকলকে আবার বারান্দায় বের করে দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত দেয়ালের সাথে ফাঁক করে রেখে দাঁড় করায় এবং ঐ অবস্থায় ওয়াপদার মোটা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রহার করতে থাকে। এ অবস্থায় অত্যাচার চলার পর প্রাচীরের সাথে যে বাঁশ টাঙ্গানো ছিল সে বাঁশের সাথে কোমরে দড়ি বেঁধে উল্টো অবস্থায় টাঙ্গিয়ে দেয় এবং পিঠে প্রহার করতে থাকে। প্রহারের ফলে অজ্ঞান হলে অথবা অজ্ঞান হবার উপক্রম হলে ছেড়ে দেয়।

এ সময় টিএণ্ডটি ডিপার্টমেন্টের ঐ ভদ্রলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, এখানে আমার কে কে আছে। আমি আত্মীয়দের সাথে আমার যুবতী মেয়ের কথাও বলি। তখন ঐ পশুরা বলে যে তোমার সেই ১৫-১৬ বছরের মেয়েকে এখনই এখানে নিয়ে আসা হচেছ এবং এদের সামনে তোমাকে তোমার মেয়ের সাথে ‘সহবাস’ করতে হবে। অস্বীকৃতি জানালে আমার উপর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্ত ঝরতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐখানেই সকলে ছিলাম। যে আসত সে-ই মারত এবং কাফের লোক কো খতম করো বলে গাল দিত। এ সময় কয়েকজন দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা মুসলমান কি না এবং নামাজ পড় কিনা? হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিলে তাদেরকে কলেমা পড়তে বলে। কলেমা পড়তে থাকলে তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় এবং বলে যে, ‘তোম লোগ কাফের হ্যায়, তুম ঝুটা বলতা হ্যায়।’

সন্ধ্যার পর একটি ঘরে সকলকে বসায় এবং শুকনো রুটি ও ডাল এনে দেয়। খাওয়ার পর মুসলমানেরা নামাজ পড়তে চাইলে তাদেরকে মসজিদে না যেতে দিয়ে সেখানেই নামাজ পড়তে নির্দেশ দেয়। নামাজ পড়া যেই শেষ হয়েছে, অমনি জনৈক কোয়ার্টার মাষ্টার বেত হাতে এসে প্রহার শুরু করে। তোম লোগ নামাজ পড়তা হ্যায়। তোম লোগ বাঙ্গালী মুসলামান, তোম লোগ কাফের হ্যায়।

সেখান থেকে অতঃপর আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকগুলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক বন্দি অবস্থায় ছিল। সেখানে দরজা খুলে সকলকে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের মুখে জানতে পারি যে, তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিলেন। ডিউটি অন্যত্র দেয়া হবে নিয়ে এসে বন্দি করে। তারা সংখ্যায় প্রায় ৫০-৬০ জন ছিলেন। ঘন্টাখানেক পর উল্লিখিত কোয়ার্টার মাষ্টার দরজা খুলে সিভিলিয়ানদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দেয় এবং বেরিয়ে আসলে অন্য আর একটি ছোট ঘরে নিয়ে যায়। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল এবং ঘরের ভিতর কোন আলো ছিল না। কেউ যেন না বসে এমন নির্দেশ দিয়ে সে চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর ঐ একই ব্যক্তি এক এক করে ঘরের বাইরে ডেকে নেয় এবং আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করতে থাকে। যখন আমার পালা আসে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, শহরের কে কে বাংলাদেশের পতাকা তুলেছিল, কে কে মুজিব ত্রাণ ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে এবং কে কে নেতা?

পরদিন সকালে আমাদের দিয়ে একটি পুকুরের বাঁশ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং মাঠের ঘাস পরিষ্কার করে নেয়া হয়। তারপর অপর একজন এসে আমাদেরকে বন্দি করতে নির্দেশ দেয়। তখন আমার পূর্বে ধৃত আমার বাবার খবর জানতে চাইলে তাদের সকলকে যে ঘরে আমার বাবা এবং স্থানীয় এমসিএ জিকরুল হকসহ ১৫-১৬ জন বন্দি ছিলেন সেখানে বন্দি করে রাখে।

কিছুক্ষণ পরে মেজর জাভেদ এসে সকলকে একদিক থেকে ঐ ঘরেই প্রহার করে। ডাঃ জিকরুল হককে প্রহার করার সময় সে বলে ‘ডঃ জিকরুল তোম বলতা হ্যায় মিলিটারী ফাঁকা ফায়ার করতা হ্যায়। তোম হিয়াসে মব লাগাতা হ্যায় ? বানচোত, তোম সবকো গুলি কর দিয়ে গা।’ তারপর ক্যাপ্টেন বখতিয়ার লাল আসে এবং একই প্রক্রিয়ায় অত্যাচার করে।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গুল এসে তার মাথার শিরোস্ত্রাণ খুলে তা দিয়ে সকলকে প্রহার করে। মারের চোটে কেউ চীৎকার করতে চাইলে সে বলতে চীৎকার মাৎ কারো। এদিন ডাক্তার সাহেবকে বেশী অত্যাচার করে ও অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। তাকে লাথি দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় এবং সেখানে তার প্রতি গুল ও অন্যান্য মিলিটারীর হৃদয়হীনভাবে অত্যাচার করে। এতে তার চশমা ভেঙ্গে যায়; মাথা ফেটে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। অতঃপর তার মাথা ব্যাণ্ডেজ করে লাথি মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

ডাক্তার সাহেব ঘরে ঢুকলে সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ডাক্তার সাহেব সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ওরা অত্যাচার করুক না। আর না হয় কাল দিন আসবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।

১২ তারিখ সকালে সেন্ট্রি এসে জানায় যে, আপনাদের যা খাবার খেয়ে নেবেন, আপনাদের আজ কোথাও যেতে হবে। ১২টার দিকে দরজা খুলে বাইরে বেরোলেই উল্লিখিত কোয়ার্টার মাষ্টার সকলকে একটি দুটি করে লাথি মেরে ট্রাকে উঠতে নির্দেশ দেয়। ট্রাকে উঠলে তিনজন করে একত্রে পেছনে শক্ত করে হাত বেঁধে দেয়। তিনটি ট্রাকে বেঙ্গল রেজিমেন্টর লোকসহ প্রায় ১৫০ জনকে উঠায়। ট্রাক রংপুরের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। যাবার পথে পাহারারত সামরিক লোকেরা বেল্ট দিয়ে, রাইফেলের বাঁটি দিয়ে অথবা বুট দিয়ে খুচিঁয়ে অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষাবধি রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছার পরই সকলের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। তারপর অফিসার এসে নামের তালিকা বের করে সকলের নাম মিলিয়ে নেয়। তারপর রংপুর উপশহরের দিকে অফিসাররা জীপে যাত্রা করে এবং পিছনে পিছনে ট্রাকগুলোও যেতে থাকে। উপশহরের পাশে বালি তোলা খাদের কাছে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায় এবং সেখানে প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের ৬ জন ৬জন করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর সিভিলিয়ানদের এক একজন করে পাশাপাশি একবারে ছয়জন করে দাঁড় করায়। তাদের সামনে খুব নিকটে ছয়জন বন্দুকধারী সিপাই থাকে এবং পাশে জোড়া লাগানো কালো প্যান্ট-শার্ট পরিহিত একজন সিপাই। দাঁড় করিয়ে দেয়া হলে ঐ কালো কাপড় পরিহিত লোক বলল ‘সিঙ্গল ফায়ার’ বলে রাইফেল উপরে তুলে গুলি করত আর গুলি কারার সাথে বলত ‘স্টার্ট ফায়ার’। সাথে সাথে উল্লিখিতি ছ’জন ছ’জনকে দাঁড় করানো হতো।

আমি ও আমার ছোট ভাই কমলাপ্রসাদ ঐরূপ তৃতীয় গ্রুপে ছিলাম। আমরা নিজেদের কিছু সলাপরামর্শ করে গুলি করার পূর্বমুহূর্তেই ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যাই। ফলে গুলি লক্ষ্যভেদ হয়ে আমার হিপে (উরুর উপরে) এবং আমার ছোট ভাইয়ের হাঁটুর উপরে উরুতে লাগে। আমরা মরার ভান করে পড়ে থাকি এবং সমস্ত লক্ষ্য করতে থাকি।

এ হত্যাযজ্ঞের মাঝামাঝি সময়ে ডাঃ জিকরুল হককে একাই দাঁড় করায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, 'এ্যাই তোমহারা জিন্দেগী আওর মউত কো স্যোয়াল হ্যায়। হাম জানতা হ্যায় তোমস্যে মুজিবরস্য ফোন মে বাত হোয়া।' তিনি উত্তর দিলেন আমি মরার সময় মিথ্যা কথা বলে গোনাহগার হব না। আর এ কথা বলার সাথে সাথে তাকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে যান এবং বলেন 'আল্লাহ তোমার এখানে বিচার নেই, বিচার কর।' এটাই তার শেষ কথা। শেষের দিকে স্থানীয় প্রভাবশালী ডাঃ শামশুল হককেও ঐ একা দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।

এ অবস্থায় সকলকে হত্যা করতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়। এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও মেঘ ডাকতে থাকে। হত্যাপর্ব শেষ হলে সকল মৃত ব্যক্তিকে ৫-৭ জনে পা ধরে টেনে উল্লিখিত খাদে ফেলে দেয় এবং আর ১০-১২ জনে উপর থেকে মাটিচাপা দিচ্ছিল। সে সময় অনেকে জীবিত ছিল। তারা গগনবিদারী করুণ চীৎকার করে আর্তনাদ করছিল। কেউ বা শেষবারের মত এক গ্লাস পানি পান করতে চাইছিল। আবার কেউ বা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আর একটা গুলি ভিক্ষা করছিল।

মাটি চাপা দিতে দিতে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে তারা আমার শরীরের অর্ধাংশ মাটি চাপা দিয়েই পরবর্তী সময়ে মাটি চাপা দেয়া হবে বলে চলে যায়।

ওরা চলে যাবার পর আমি ঐ গর্ত থেকে একজনকে উঠে দৌড়ে পালাতে দেখি। সে সময় আমার ভাই উক্ত পলায়নরত ব্যাক্তিকে লক্ষ্য করে বলে যে মিঠু আমাকে বাঁচা। আমার কেউ নেই এখানে। কিন্তু ঐ ব্যাক্তি শুনতে না পেয়ে চলে যায়।

এদিকে আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে উঠবার চেষ্টা করছিলাম। আমার নড়াচড়াতে আমার দেহের উপর থেকে বেশ ক'টি লাশ গড়িয়ে পড়ে যায়। সে সময় আমার পাশেই এক বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক জীবিত ছিলেন। তার একটি হাত ছিল না। তিনি আমাকে পালিয়ে যেতে বলেন এবং অপর হাত দিয়ে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়ার শেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি তা পারেন না। কারণ তার হাত অবশ হয়ে যাওয়ায় তা সামনে আসেনি। আমি নিজে নিজে বহু চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলে ফেলি এবং আমার ভাইকে সাথে করে নিয়ে গর্তের উপরে উঠতে চেষ্ট করি। উপরে ওঠার পর হঠাৎ পা পিছলে নিচে পড়ে যাই। গর্ত থেকে আমি ভাইকে গ্রামে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দেই।

গর্ত থেকে উঠে আমার ভাইকে আর পাই না। অতি কষ্টে কিছু দূরের গ্রাম একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আরও দূরে এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেই। উক্ত গ্রামের জনৈক মহিউদ্দিনের আন্তরিক সেবা-যত্নে কিছুটা সুস্থ হই। তারপর সেখান থেকে উক্ত ব্যাক্তির সাহায্যে প্রথমে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী এবং পরবর্তীকালে জলঢাকা (নীলফামারী) যাই এবং সেখান থেকে মুক্তিবাহিনীর গাড়িতে করে ভারতের জলপাইগুড়ি পৌঁছি।

অপর পক্ষে আমার ভাই উক্ত ব্যাক্তির অক্লান্ত সেবা-যত্নের ফলে সুস্থ হয়ে ওঠে। রংপুর হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকেও ভারতে পাঠানো হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গর্ত থেকে সেদিন মাত্র চার ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

স্বাক্ষর/-
নারায়ণ প্রসাদ

\ ৮৫ \

মোঃ মনোয়ার হোসেন
গ্রাম- মোল্লাপাড়া
পোঃ কুড়িগ্রাম
জেলাঃ রংপুর

পাক হানাদার সৈন্যরা ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনযোগে কুড়িগ্রাম নতুন শহরের (খলিলগঞ্জ) ষ্টেশনে পৌঁছে। ষ্টেশনে পৌঁছেই প্রথমে তারা ষ্টেশনের পশ্চিম দিকের জনসাধারণের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে। এরপর হানাদার সৈন্যরা খলিলগঞ্জ বন্দরে ঢুকে পড়ে। ঐ সময় খলিলগঞ্জের ছফর উদ্দিন (এ্যালোপ্যাথ) ডাক্তার বাসাই ছিলেন। বন্দরসংলগ্ন তার বাসগৃহ ছিল। পাক সৈন্যরা বন্দরে ঢুকে পড়ায় তিনি নিরাপত্তার জন্য বাসার পেছনে একটি খালে আত্মগোপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাক সৈন্যরা তাকে দেখে ফেলে এবং গুলি করে হত্যা করে। এ দিন বন্দরের আরো তিনজন লোককে হানাদার সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পূর্বদিন আমি ঘোষপাড়ার চায়ের দোকানে ছিলাম। পাক সৈন্যরা খলিলগঞ্জ উক্ত চারজন লোককে হত্যা করে সেদিনই ট্রেনযোগে তিস্তা চলে যায়।

হতভাগ্য চারজনকে খান সেনারা বন্দরসংলগ্ন দিঘীর পাড়ে একত্র করে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে। কয়েক দিন পর হানাদার সৈন্যরা ট্রেনযোগে কুড়িগ্রাম নতুন শহরে প্রবেশ করে এবং জেলখানায় প্রহরারত পাঁচজন পুলিশকে হত্যা করে দ্রুত চলে যায়।

বুড়ির মেলা বাজারের কাছে একটি উঁচু স্থানে খান সেনারা নিরপরাধ বাঙ্গালীদেরকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদেরকে শূন্যে নিক্ষেপ করে বেয়নেট দিয়ে গাঁথে।

কুড়িগ্রাম পুরাতন শহরের রিভারভিউ স্কুলের কাছ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে ধরলা নদী অতিক্রমের সময় হঠাৎ হানাদার বাহিনীর মর্টারের গুলি পায়ে, হাঁটুতে এবং পিছন দিকে কোমরে লেগে আমি আহত হই। সঙ্গী সশস্ত্র তিনজন বাঙ্গালী ইপিআর আমাকে নদীর তীরে চানমারীতে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ধরলা নদীর খেয়া তখন বন্ধ ছিল। চানমারীর কাছে একটি বাঙ্কারে আমি ঢুকে পড়ি এবং ক্রমেই আমার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। বাঙ্গালী ইপিআর তিনটি আর পুনঃ আমাকে খোঁজ করতে আসেনি।

গুরুতর আহত অবস্থায় আমি উক্ত বাঙ্কারে ১১ দিন অনাহারে ছিলাম। হানাদার বাহিনী সমগ্র কুড়িগ্রাম দখল করে। এই এগার দিন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে অতিবাহিত করি। কখনো জ্ঞান হারাইনি। ১২ দিন পর ৩ জন খান সেনা ৩ জন দালালসহ উক্ত স্থান অতিক্রমের সময় আমাকে দেখে ফেলে। খান সেনারা আমাকে কুড়িগ্রাম ডাক বাংলোয় নিয়ে যায়। ডাক বাংলোর দিকে যাবার পথে বর্তমান ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাছে কুড়িগ্রাম রেলওয়ে অফিসের এক বৃদ্ধ দারোয়ানকে বিহারী নেয়ামত কসাই জবাই করছে দেখতে পাই। এ দৃশ্য আমার নিকট ছিল পৈশাচিক।

ডাক বাংলোয় পৌঁছে আমি ডাক বাংলোর কাছে স্যানিটারী অফিসের বারান্দায় ৮ জন লোককে চোখ ও পেছনে হাত বেঁধে কোমরে দড়ি লাগিয়ে বারান্দায় খামে দাঁড়ানো অবস্থায় বেঁধে রাখতে দেখি। ডাক বাংলোয় খান সেনারা অবস্থান করতো। আমি পৌঁছামাত্র আমার চোখ, পেছন দিকে হাত বেঁধে দড়ি লাগিয়ে অপর একটি খামে বাঁধা হয়। বারান্দায় বেঁধে রাখা সবাইকে মেজর গুলি করে হত্যার নির্ধেশ দিয়েছিল। পরদিন ভোরে আনুমানিক সকাল আটটার দিকে নেয়ামত কসাই আসে এবং সবাইকে জবাই করবে বলে জানায়। নেয়ামত কসাই এক একটি জবাইয়ের বিনিময়ে ৬০ (ষাট) টাকা পায় বলে জানায়। বেঁধে রাখা ব্যক্তিদেরকে মেজরের নির্ধেশে বিকাল পাঁচটার সময় গুলি করে হত্যা করা হবে জানলে নেয়ামত কসাই চলে যায়। বিকাল ৫ টায় ২ জন

খান সেনা সবাইকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় ধরলা নদীর তীরে চানমারীর পেছনে আমাকেসহ হতভাগ্য ১১ জনকে নিয়ে আসে। বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে চানমারীর পেছনে যাবার সময় অসংখ্য মৃত লাশ আমার পায়ে লাগছিল। চানমারীর পেছনে সাবইকে লাইন করানো হয় এবং সাবাইকে বুকটান দিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়। এক এবং দুই গোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছন দিকে হেলে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয় আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে মৃতবৎ পড়ে থাকি। পাঞ্জাবীরা সবাইকে মৃত ভেবে চলে যায়। আমার তন্দ্রা কেটে গেলে বুঝতে পারি সৌভাগ্যক্রমে গুলিতে আহত হইনি। তবু আমি ভয়ে ৪-৫ ঘন্টা মৃতবৎ পড়ে থাকি। চারদিকে একই সঙ্গে কুকুর এবং শৃগালের তুমুল কোলাহল চলছিল। রাত্র ১২টার দিকে হঠাৎ দড়িতে টান পড়লে আমি জ্ঞন ফিরে পেয়ে উঠে বসি, কে দড়ি টানছে। জিজ্ঞাসা করলে অপর প্রান্ত থেকে একজন জীবন্ত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তার বাড়ী রংপুর জেলার গাইবান্ধা বলে জানায়। তার গায়ে গুলি লাগেনি বলে সে জানায়। অতঃপর উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের হাতে বাঁধন খুলে দিতে সাহায্য করি । উভয়ে মুক্ত হবার পর চোখের বাঁধন খুলি এবং চারদিকে তাকিয়ে কমপক্ষে ৪শত লাশ দেখতে পাই শৃগালগুলো চারপাশে ছোটাছুটি করছিল। উভয়ের নদীর তীরে উপস্থিত হই। গাইবান্ধার লোকটি সাঁতার দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অতঃপর আমি তার হাত ধরে গা ভাসিয়ে দেই। নদীতে কয়েকবার লোকটি আমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কিন্তু অতি কষ্টে পরস্পর পরস্পরকে ধরে রেখে নদী পার হতে সক্ষম হই। তীরে পৌঁছতেই ভোর হয়ে আসে। উভয়েই ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার চৌধুরী হাটে প্রবেশ করি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মনোয়ার হোসেন
৩০/০৭/৭৩

\ ৮৬ \

ডাঃ আব্দুল করিম আহমদ
গ্রাম- সাপটানা
লালমনিরহাট, রংপুর

৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১, হানাদার বাহিনীর লালমনিরহাট প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত লালমনিরহাট বাসভবনে ছিলাম। হানাদার বাহিনী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমি পূর্বদরজা গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। কয়েক দিন পর গোপনে আমি আমার পরিত্যক্ত বাসভবন এবং ডিসপেনসারী দেখতে আসি। লালমনিরহাট শহরের পথিমধ্যে আমি অবাঙ্গালীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেখতে পাই। আমার বাসভবনে ঢোকার কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানায় যে অবাঙ্গালীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেখতে পাই। আমার বাসভবনে ঢোকার কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানায় যে অবাঙ্গালীরা আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। এ খবর পেয়ে আমি পূর্বদিক দিয়ে দ্রুত বের হই। অবাঙ্গালীরা খোঁজ নিয়ে আমার পিছু নিয়েছিল। ৭ই জুলাই আমি যখন আমার পূর্বদরজা গ্রাম বাসভবনে কার্যরত ছিলাম, তখন বহু হানাদার সৈন্য বিভিন্ন দলবদ্ধভাবে তিন দিক থেকে আমার বাসভবন ঘিরে আসছে দেখতে পাই। হানাদার বাহিনী স্থানীয় অবাঙ্গালীদের নিয়ে বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং লুটতরাজ শুরু করে। যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী তারা নিয়ে নেয়। ইত্যবসরে অপর একটি দল এসে পড়ে। উক্ত দলে লারমনিরহাট থানার জনৈক জমিদার ছিল। এই জমিদারটি জানায় যে, আমি কেন এখনও গ্রেফতার হইনি এবং আমাকে পাকিস্তানী পতাকা প্রজ্বলন এবং আওয়ামী লীগের একজন লীডার বলে অভিযুক্ত করে। হানাদার সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেলে এবং কিল, থাপ্পড়, ঘুষি, লাথি প্রভৃতি দ্বারা অবর্ণনীয় দৈহিক পীড়ন শুরু করে। অবাঙ্গলী চরেরা আমাকে গৃহ থেকে দুটি ভারতীয় তৈরী ঔষধ বের করে আনে। সেতুর কাছে অপর একদল সৈন্যের নিকট নিয়ে আসে। এখান থেকে লালমনিরহাটে ফোন করা হয়। কিছুক্ষণ পর দুটি কামরাসহ একটি রেল ইঞ্জিন সেখানে এলে হানাদার বাহিনীর কতিপয় লোক আমাকে লালমনিরহাটে নিয়ে আসে। এখান থেকে আমার চোখ বেঁধে এরোড্রাম ঘাঁটির নিকট হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে শুরু হয় আমার উপর দৈহিক নির্যাতন। এখানে আরো বহু লোককে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ঘাঁটিতে ১৪ দিন বন্দি জীবনযাপন করি। এই সময় আমাকে দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার, মাঠের কাজ, কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ ইত্যাদি করিয়ে নেয়া হতো। তা ছাড়া চড়, কিল, ঘুষি, লাথি প্রভৃতি অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

এরপর আমাকে স্থানীয় রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুলে আনা হয়। সেখানে কয়েকটি হাজত কামরায় আরো ধৃত বাঙ্গালীদের দেখতে পাই। এখানেও আমাকে দৈহিক পীড়ন এবং কায়িক পরিশ্রমশীল কার্যে নিয়োগ করা হয়। এখানে অবস্থানকালে আমি দেখতে পাই বিভিন্ন স্থান থেকে নিরপরাধ বাঙ্গালীদের ধরে আনা হতো। বিহারীরা এদের উপর নানা প্রকার অশ্লীল মন্তব্য করতো। কখনো কখনো বিহারীরা ধৃত বাঙ্গালীদের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনতো। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীদের ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনী হত্যা করতো। এভাবে গণহত্যা ছিল নিত্যদিনের অতি সাধারণ ঘটনা।

স্বাক্ষর/-
ডাঃ আব্দুল করিম আহমদ

\ ৮৭ \

মোঃ লুৎফর রহমান
গ্রাম- মুন্সিপাড়া
থানা ও জেলা- দিনাজপুর

জুলাই মাসের প্রথম দিকে ভারত হতে ফিরে আসার পরে লিলি সিনেমা হলের সামনে রাত্র ৮টার সময় ২ জন অবাঙ্গালী আবার আমাকে আটক করে। তারা বলে যে, তুমি মুক্তিযোদ্ধা, তোমার কাছে বোমা আছে, তুমি কতজন অবাঙ্গালীকে মেরেছ ইত্যাদি। তারা আমাকে মারতে মারতে তদানীন্তন সার্কিট তাউসে নিয়ে যায় এবং খান সেনাদের হাতে তুলে দেয়। খান সেনারা আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি কাজ কর? তার উত্তরে বলি যে আমি 'পটকা' আতসবাজী তৈরী করি। আমার উত্তরে খান সেনারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে যে, পটকা কেয়া চিজ হ্যায়? উত্তরে আমি বলি যে, পটকা বিয়ের অনুষ্ঠানে ফুটানো হয় আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য। কিন্তু খান সেনারা বলে যে তোম জুট বলতা হ্যায়, তোম 'বোম' বানাতা হ্যায়। এই বলে তারা ভীষণ মারধর আরম্ভ করে এবং সিগারেট খেয়ে জ্বলন্ত সিগারেট আমার শরীরে চেপে ধরে। ঐ সময় ছোট চাকুর আমার হাতের তালুর উপর ঢুকিয়ে দেয়। হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় একটা অন্ধকার কক্ষে বন্দি করে রাখে। এ অবস্থায় দুই দিন আটক রাখে। দ্বিতীয় দিনে আমাকে কিছু রুটি খেতে দেয়।

তৃতীয় দিনে আমাকে কোমরে রশি বেঁধে জেলখানায় নিয়ে আসে। আসার সময় তারা কিল, ঘুষি, লাথি, যে, যা পারে মারতে থাকে। জেলখানায় আসার পর আমাকে দুই হাতে রশি বেঁধে একটা ভিমের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখ হয়। ঝুলানো অবস্থায় হান্টার ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধা কাহা হ্যাঁ, হাম লোক তোমাকে বোম দেগা তোম যাকে উলোকো মার ছাকেগা। উত্তরে বলি যে আমি যেতে পারব না। এতে আমার শাস্তি আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। মারধর করার পরে আমাকে জেলখানাতেই বন্দি করে রাখে।

বলা প্রয়োজন যে, এই সময় একজন খান সেনা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মুখে আঘাত করে। ফলে আমার সামনের চারটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। এই সময় আমার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এই অবস্থায় আমাকে চার মাস জেলে আটক রাখে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি জেল হতে বের হয়ে আসি।

স্বাক্ষর/-
লুৎফর রহমান

\ ৮৮ \

নুর মোহাম্মদ
দিনাজপুর কারাগারের সিপাই

সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদানের জন্য পাক সরকার যখন নির্দেশ দেয়, তখন আমি দারুন আর্থিক কষ্টের মধ্যে অজো পাড়াগাঁয়ে অবস্থান করেছিলাম। পেটের দায় বড় দায়। কাজেই উপায়ন্তর না দেখে আমি কাজে যোগদানের জন্য শহরে আসি এবং অন্যান্য সহকারীরা যোগদান করেছে কিনা দেখার জন্য জেলখানার সামনের গেট দিয়ে আসবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে কারো পোষাক পরিহিত পাঞ্জাবী পশু ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট পদলেহী অবাঙ্গালীরা পাহারা দিচ্ছিল। সাহসে না কুলানোর জন্য আমি পেছনের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ঢুকবার চেষ্ট করি। আর সে সময়ই জনৈক অবাঙ্গালী জেল হেড ওয়ার্ডার হানিফ খান আমাকে ধরে ফেলে জেল গেটে নিয়ে এসে হাত বেঁধে অমানুষিকভাবে হৃদয়হীন পদ্ধতিতে প্রহার শুরু করে। কিল, ঘুষি ও বুট দিয়ে লাথি মারে। প্রহারের চোটে আমি যখন অত্যন্ত কাতর হই, তখন আমাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। যাবার পথে আমাকে সমানে প্রহার করা হয়। রাস্তার মাঝে আমার নাক ও মুখ জুড়ে এমন এক ঘুষি মারে যাতে আমার নাক ফেটে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত শুরু হয়। সে অবস্থায় আমাকে যখন থানায় নেয়া হয় তখন ঐ পশুরা আমি তখনও পান চিবোচ্ছি বলে রহস্য করে এবং প্রহার করতে থাকে। সেখানে ঘন্টা খানেক ঐরূপে বিরতিহীনভাবে মারধর করার পর আমাকে ক্যান্টনমেন্টে খান সেনাদের হাতে সোপর্দ করে।

ক্যান্টনমেন্টে নেবার পর জেলখানর অবাঙ্গালী সিপাই যারা মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে, তাদের পরিবারে মহিলারা জবানবন্দি দেয় যে “ইয়ে শালা সতরা-আঠারো আওরতকো বেওয়া কিয়া। ইয়ে হামারা শওহরকো মারা, হামারা ভাইকো মারা।”

এ বক্তব্য শোনার পর পাক সৈন্যরা আমার উপর অমানুষিকভাবে প্রহার শুরু করে। আমাকে কেটে লবণ লাগিয়ে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। তারা আমাকে নিয়ে ফুটবল খেলার মত বেশ কিছুক্ষণ খেলাও করে। এ সময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। অত্যাচারের এ পদ্ধতিতে তারা যখন তুষ্ট হয়ে যায়, তারপর আমাকে মেজর কামরুজ্জামানের নিকট নিয়ে যায়। সে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং বলে যে তুমি কতজন বিহারী মেরেছ? নেতিবাচক উত্তর দিলে আমার বাঁধন খুলে দিতে বলে এবং আমাকে, একজন ডাক্তার ও আর এক ব্যক্তিকে জীপে তুলে নিয়ে মেজর নিজে গাড়ি চালিয়ে জেলখানায় আসে। আমাকে আলাদা রুমে বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেয়। সেখানে দু মাস বন্দি থাকার পর একদিন চা খাবার নাম করে বাইরে এসে পালিয়ে যাই।

স্বাক্ষর/-
নূর মোহাম্মদ

\ ৮৯ \

মঈনুদ্দিন আহমদ
গ্রাম- আবদুলপুর
থানা- চিরিরবন্দর
জেলা-দিনাজপুর

১৪ই আগষ্ট তারিখে আমি যখন দিনাজপুরে গিয়েছিলাম তখন মাহরাজা স্কুলের সামনে খান সেনাদের ক্যাম্পের কাছে রাস্তায় আমাকে গ্রেফতার করে। প্রথমে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে। সেখানে বেদম প্রহার করে। রাইফেলের নল ও গাদা দিয়ে, বেত দিয়ে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। অত্যাচারের নির্মমতায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। উল্লিখিত পদ্ধতিতে আমাকে বহুক্ষণ ধরে অত্যাচার করে। এ সময় শরীরের বিভিন্ন স্থানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতাতে থাকে। রাইফেলের বাঁটের আঘাত আমার মুখের ডান দিকের দুটি দাঁত ভেঙ্গে দেয়। অত্যাচারের পর আমাকে ক্যাম্পের অদূরে জঙ্গলে গুলি করে হত্যা করবার জন্য নিয়ে যায়। জনৈক বাঙ্গলী ইপিআর সে সময় সক্রিয় সহযোগিতা করে গুলির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে। ক্যাম্পে সারা দিন সারা রাত অনাহারে রাখার পর আমার সাথের সমস্ত টাকা-পয়সা ও পায়ের জুতা কেড়ে নিয়ে পরদিন কোতায়ালিতে স্থানান্তরিত করে। পরে সেখান থেকে ছেড়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অবঙ্গালীরা মাঝে মাঝে গাড়ি করে বিভিন্ন এলাকায় যেত এবং গাড়ি থামিয়ে লুটপাট করত, মানুষ হত্যা করত, মেয়েদের উপর পাশবিকভাবে নির্যাতন করত এবং তাদের প্রভু খান সেনাদের জন্য উপঢৌকন হিসেবে ধরে নিয়ে যেত। তারা মেয়েদের উপর প্রথমে অত্যাচার করত, তারপর তার গুপ্তঙ্গের ভিতর রাইপেল-বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিত। এক একটি মেয়ের উপর ৭-৮ জন অত্যাচার করত। অত্যাচারের পর নির্যাতিতা মহিলাদের বহুজন এমনি মারা যেত। তারা প্রকাশ্যেই এ অত্যাচার করত।

রাস্তার পথিকদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং সেখানে নির্দয় অত্যাচার করত এবং গুলি করে হত্যা করত। ঝোপ-ঝাড়ে কাকেও দেখলে সেখানেই গুলি করে হত্যা করত। তারা খাসী-মুরগী-হাঁস-গরু ধরে নিয়ে যেত, ভাল ভাল কাপড়-গয়নাগাটি নিয়ে যেত।

স্বাক্ষর/-
মঈনুদ্দিন আহমদ

\ ৯০ \

মো: আছির উদ্দিন মুন্সী
গ্রাম - চিরিরবন্দর মাজাপাড়া
থানা-চিরিবন্দর, জেলা - দিনাজপুর

বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে খান সেনারা চিরিবন্দরে ক্যাম্প করে। এখানে ক্যাম্পকরার পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রাণের ভয়ে কতক ভারতে ও কতক গ্রাম থেকে গ্রামঞ্চলে চলে যায়। এই সময়ে আমি স্ত্রী-পুত্রদের সংগে নিয়ে দুই মাইল দূরে আমার শ্বশুরবাড়ী বালুপাড়ায় চলে যাই। আমি একদিন বালুপাড়া সন্নিকটে মরা নদীর ব্রীজের কাছে এক দিকে চিরিরবন্দর হতে অপর দিকে পার্বতীপুর হতে এই দুই দিক হতে দুটি পাক সৈন্য বোঝাই গাড়ি এসে থামে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত ব্রীজটি এর পূর্বেই ইপিআর বাহিনী ভেংগে দেয়। উক্ত বালুপাড়া গ্রামের ২১- ২২ জন লোক ঐ গাড়ি দুটিতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আঁছে ভেবে তাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু নিকটে যাবার সংগে সংগে চারদিকে হতে খান সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। উক্ত ২০- ২১ জনকে পরে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হত্যা করে এবং লাশগুলি কাঁকড়া নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনার ৩-৪ দিন পরে বালুপাড়া গ্রামটি খান সেনারা তিন দিক হতে ঘিরে ফেলে। খান সেনাদের উপস্থিত সম্পর্কে গ্রামবাসীরা পূর্বেই টের পেয়েছিল। এবং তারা আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ফলে খান সেনারা সেদিন গ্রাম থেকে কাউকে ও ধরতে পারে না। এদিকে গ্রামবাসীরা তাদের আর উক্তগ্রামে থাকা উচিত নয় ভেবে অন্যএ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং খান সেনারা গ্রাম হতে চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা তাদের পোটলা-পুটলি আনার জন্য রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে। আমি উক্ত বালুপাড়া গ্রামে হতে আমার নানাশ্বশুরের বাড়ী দুর্গপুর (২ মাইল) যাওয়ার জন্য তৈরী হই। এবং শেষ রাত্রের দিকে রওনা দেই। এদিকে খান সেনারা বালুপাড়া গ্রাম ও দর্গাপুর গ্রামের মাঝখানে ঐ রাত্রের অন্ধকার মিশন স্কুল পজিশন নেয়। আমি ও আমার ভাই গরু বাছুর নিয়ে যখন মিশন স্কুলের নিকটে পৌছাই তখন হঠাৎ করে ১৮ জন খান সেনা ও ৪ জন অবাঙ্গালী রাজাকার আমাদের দুজনকে ঘিরে ফেলে এবং একজন আমাকে লক্ষ্য করে এক রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। কিন্তু খোদা মেহেরবান গুলি আমাদের দুজনের একজনকে ও না লেগে আমাদের সংগে আনা একটি গরুর পায়ে বিদ্ধ হয়।

পূর্ব হতেই আর ও দুজন দাড়িওয়ালা মুরুববী গোছের লোককে উক্ত স্কুলের সামনে বেঁধে রেখেছে। খান একজন আমাকে বলে যে,’’ ইয়ে মৌলভী সাব আপ কাঁহা যাতে হেঁ। জবাবে আমি যে গরু বাছুর নিয়ে জমিনে কাজ করতে যাচ্ছি। খান সেনারা পুনরায় বলে যে,’ তোম ইণ্ডিয়ামে বাগ যাতে হেঁ’’ জবাবে বলি যে, না ভাই আমি ইণ্ডিয়া যাচ্ছি না। আমি জমিনে কাজ করতে যাচ্ছি। খান সেনারা পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করে যে,’’ ইয়ে মৌলভী সাব আপ ছাচ্ছা বাত বলেগা তো আপকো হাম ছোড় দেগা, আপ বলিয়ে আওয়ামী লীগকা পার্টি কাঁহা, স্কুল কলেজ কাঁহা, ছাত্র কাঁহা, মালাউন কাঁহ।’’ উত্তরে আমি বলি যে, যারা আওয়ামী লীগ, ছাত্র এবং মালাউন সাবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। যারা এখানে আছে তারা সকলেই খাঁটি পাকিস্তানী। এই সময় খান সেনাদের সাথী অবাঙ্গালী রাজাকাররা আমাকে বাংলায় বলে যে’’ আপনি ভয় পাবেন না আমরা ভারতীয় সৈন্য। এখানে বিহারীরা আসবার চেষ্টা করেছে। তাদের বাধা দেওয়ার আমরা এখানে পজিশন নিয়েছি।’’

আমি সরলমনে এটা বিশ্বাস করি এবং বলি যে ‘‘ভাই আমি থাকব না আমাকে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।’’ উত্তরে রাজাকাররা আমাকে আশ্বাস দেয় এবং বলে যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, সে ব্যবস্থ আমরা করছি

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করি যে, পূর্বেই আনা সেই দুজন মুরুববী লোককে খান সেনারা চতুর্দিক হতে ফুটবলের মত লাথি মারছে। এভাবে মারার পর লোক দুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে। এবং আমার কাছ হতে গরু বান্ধারশি নিয়ে উক্ত মুরুববী দুজনকে মজবুত করে বাঁধে। অত:পর আমাকেসহ ৪জনকে কিছু দূরে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন আর্মি লোকদের কাছ থেকে জানতে চান যে, ধৃত ব্যক্তিরা কারা। জবাবে তারা বাঙ্গালী জানতে পারলে উল্লিখিত দুই বৃদ্ধাকে প্রহারের নির্দেশ দেয় এবং তাদের উপর হৃদয়হীন নির্যাতন চলতে থাকে। নির্যাতন চলা অবস্থায় উক্ত ক্যাপ্টেন তাদের জয় বাংলা বলার নির্দেশ দেয়। তারা তা না বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে তাদের উপর আরও প্রবলভাবে অত্যাচার করে। এই সময় আমাকে জয় বাংলা বলতে বলা হয। আমি তা বলি, ক্যাপ্টেন আমাকে বলে ‘‘ঠিক হায় মৌলভী সাব আপকো হাম ইণ্ডিয়া ভি লিয়ে যায়েগো।‘‘

অত:পর ৪জনকেই পূর্ব দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। এবং একটি খালের কাছে গিয়ে থেমে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এ সময় একটি বেয়নেট দিয়ে উক্ত বৃদ্ধদুটির শরীরের সমস্ত কাপড় কেটে উলঙ্গ করে। এবং তাদের তলপেটে থাপড়িয়ে বলে ‘‘বাঙ্গালী আদমী খাড়া হায়, আওর ভুড়িনে তেল লাগাতা হায়।’’

এরপর ঐ দুজনকে গুলি করে। একজন একটু মাথা আছড়াতে থাকলে তার মাথা লক্ষ্য করে আবার গুলি করে। ফলে তার মাথার মগজ ছিটকে চলে যায়। এ সময় দক্ষিণ দিক থেকে দুজন গাড়োয়ানকে গাড়িসহ ধরে আনে এবং আমার কাছ থেকে ‘‘মোলভী সাব হামকো একটা রশি দিজিয়ে আপ’’ বলে রশি চেয়ে নেয় এবং তাদের হাত বাঁধে। অত:পর তাদের একজনকে যে ৩০-৩৫ বছর বয়সের যুবক ছিলেন তাকে মারতে থাকে। মারের চোটে সে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে তাকে জোর করে তুলে ধরে উলঙ্গ করে এবং তার গুহ্যদ্বারে নড়ি ঢুকিয়ে দেয়। এ পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ অত্যাচার চালাবার পর তার হাত বেঁধে গাড়ির পিছনে বেঁধে দেয় এবং অপর ব্যক্তিকে জোরে গাড়ি হাঁকাবার নির্দেশ দেয়। এ সময় তারা আমাকে বলে ‘‘মোলভী সব আপ চালিয়ে ইণ্ডিয়া।’’ রেল লাইনে সকলে আসা শুরু করে। রাস্তার মাঝ থেকে বেশ কয়েকটি খাসী ধরে গাড়িতে তুলে নেয়। মরা নদীর ভাঙ্গা ব্রীজের কাছে এসে জনৈক খান আমাকে তার কাছে ডেকে বসায় এবং জিজ্ঞাসা করে ‘‘মৌলভী সাব, আপ সাচ সাচ বাতলাইয়ে আওয়ামীলীগ পাটিকো লোগ কাঁহা, স্কুল কো ছাত্রা কাঁহা, আওর মালাউন কাঁহা।’’ উত্তরে আমি জানাই যে ‘‘সব ইণ্ডিয়ামে চল গিয়ে, কোই আদমী নেহি হ্যায়।’’ জোভি হ্যায় ওভি পাকিস্তান কো নাগরিক হ্যায়। এতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এ সময় আমাকে একটি সিগারেট খেতে দেয় এবং উক্ত প্রশ্ন গুলি আবার জিজ্ঞাসা করে।

অত:পর ইণ্ডিয়ায় পৌছে দেবার নাম করে আমাকে, সঙ্গীত ও গাড়ির দুজনকে এবং গাড়ির গরু দুটিসহ ক্যাম্পের দিকে আসতে থাকে। ক্যাম্পের নিকট ব্রীজের কাছে এসে হুইলের দিলে ৫০-৬০ জন খান সেনা সেখানে যায়। তারপর সকলে ষ্টেশনে আসে। ষ্টেশনে পরিচিত জনৈক অবাঙ্গালীকে দেখে আমি সুপারিশের জন্য খানদের অনুরোধ জানাই।

সেখান থেকে ধৃত সকলকে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। গাড়োয়ান দুজনকে একটি আলাদা কুঠুরিতে বন্দিকরে রাখে। এবং আমাদের ব্রীজে যে সিপাই জিজ্ঞাসা করেছিল তার ঘরে বসতে দেয়। এবং চা খেতে দেয়, সিগারেট খেতে দেয়।

কুঠরিতে বন্দি দুজনকে পাশাবিকভাবে মারা শুরু করে। উলঙ্গ অবস্থায় লাঠি, রড, রাইফেলের গাদা দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাত বদল করে পিটাতে থাকে এবং পরিশেষে তাদেরকে ফুটবলের মত লাথি মারতে থাকে। বেলা ৪টার দিকে লোক দুটিকে ছেড়ে দেয়।

অত:পর আমাদের দুজনকে ঐ ঘরে ঢুকায়। সেখানে একজন গুলিবিদ্ধ ভীষণভাবে আহত লোক হাত বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঐ আহত লোককে ঘর থেকে বের করে পশ্চিম দিকে পুকুরের ধারে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। আমি এ দৃশ্য উক্ত ঘরের জানালা খুলে দেখেছি।

এশার নামাজের জন্য অজু করে আসছিলাম, তখন ক্যাম্প ইনচার্জ আমার পড়ার খবর শুনে কেরাআত পাঠ শুনতে চায়। আমি তিন ঘন্টা ধরে কোরআন পাঠ করে শুনিয়ে সন্তুষ্ট করি এবং পরদিন বিকাল চারটায় আমাকে মুক্তি দেয়।

স্বাক্ষর /-
মো:আছির উদ্দিন মুন্সী

\ ৯১ \

মো: সোলায়মান গণি
গ্রাম - নান্দারাই
থানা - চিরিরবন্দর
জেলা-দিনাজপুর

১৯৭১ সনের ১১ই রজমান রোজ রবিবার বেলা ১১-৩০ মিনিট খান সেনারা ও রাজাকাররা আমাকে গৃহ থেকে গ্রেপতার করে। শান্তি কমিটির সদস্যদের ইচ্ছায় আমার হাতে পিছনে দড়ি বেঁধে রাজাকার, খান সেনাও শান্তি কমিটির সদস্যরা মিছিল সহযোগে থানায় নিয়ে যায়। রাস্তায় মধ্যে রাইফেলের গাদা ও হাত দিয়ে বেদম প্রহর করে। প্রহরের সময় তারা বেয়নেট দেখাচ্ছেল এবং উল্লাস করছিল। ৪মাইল রাস্তা তারা বিরামহীমভাবে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রহর করছিল। আনার সময় আমার চোখ-মুখে চুন কালি মেখে কিস্তুতকিমাকার চেহারায় রুপান্তরিত করে এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় ছাপ দিতে থাকে।

এখানে বলা প্রয়োজন, ওরা আমাকে গ্রেফতার করা ছাড়া ও আমার বাড়ীঘর সমস্ত লুটপাট করে এবং সবশেষে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত বাড়ী ভস্মীভূত করে দেয়। আমার আপরাধ, আমি আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ট কর্মী ছিলাম এবং অসহযোগে আন্দোলনের সময় বিশেষ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছিলাম।

থানার নেবার পর পা উপরে দিকে তুলে লটকিয়ে লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে। এর সাথে কিল,ঘুষি ও লাথি সামনে চলতে থাকে। এ অবস্থায় ৪-৫ ঘণ্টা টাঙ্গিয়ে রেখে ও উলিখিত পদ্ধতিতে অত্যাচার করতে থাকে। চার রাথি থানার ছিলাম এবং অনুরুপ ভাবে অত্যাচার করে। রোজার দিন হওয়া সত্ত্বেও তারা সেহেরী অথবা এফতারের জন্য কোন খাবার দেয়নি। ঐ ক, দিন না খেয়েই রোজা থাকতে হয়েছে। বহুবার তাদের কাছ থেকে পানি চাওয়া হয়েছিল, তবু ও তারা দেয়নি।

চতুর্থ দিনের দিনে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেয়।

স্বাক্ষর/-
মো: সোলায়মান

\ ৯২ \

মো: হাবিল উদ্দিন আনছারী
গ্রাম- পালপাড়া
ডাকঘর -বাংলাহিলি
থানা - হাকিমপুর
জেলা- দিনাজপুর

২২শে এপ্রিল পাক বাহিনী হিলি বাজার দখল করে নেয়। হিলি দখল করার পর চারদিকে অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাপক হারে গণহত্যা চালিয়ে যায়।

২৩ শে এপ্রিল পাক বাহিনী ও বিহারীর আমাদের পালপাড়া আক্রমণ করে তারা বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে নিরীহ জনসাধারণকে ধরে নির্বিচারে মারধর করতে থাকে। এই সময় তারা ৭ জন লোককে হত্যাকরে। এইসব লোককে প্রথমে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, পরে গুলি করে হত্যা করে। আমি এবং আরও একজন গুরুতররুপে আহত হই।আমার সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। বহু লোককে এই সময় দেখতে পাই পাঞ্জাবীরা কিল, ঘুষি এবং ফুটবলের মত ‘‘কিক’’ করছে এবং নানারুপ অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। এই সময় ৩ জন ছেলে ঘরের ছাদের উপর উঠে আশ্রয় নিয়ে ছিল। তারা ৪ দিন পর্যন্ত ঐ ছাদের উপর বসে থাকে। কোনরুপ নড়াচড়া বা খাবার-দাবার নাই। ৫দিন পর আমাদের এখানে থেকে তাদের ক্যাম্প তুলে নিল তারা মাটিতে নেমে আসে।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাণকৃষ্ণপুর (চার) গ্রাম বাহিনী চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে সমস্ত পুরুষ লোকদেরকে বেছে এক লাইন করে এবং অকথ্য নির্যাতনের পর ১৪৯ জনকে লাইন করে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে। তাদের বাড়ীঘর লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। গ্রাম থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় এবং অনেককে সবার সামনেই ধর্ষণ করে।

স্বাক্ষর/-
মো: হাবিল উদ্দিন আনছারী
৮/১১/৭৩

\ ৯৩ \

রফিকুল ইসলাম
গ্রাম - সোনাপুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা- দিনাজপুর

২৫ শে মার্চের পর দিনাজপুর যখন ইপিআর কর্তৃত্বে ছিল সে সময় আমি ইপিআর বাহিনীদের গাড়ি করে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতাম। আর এ অপরাধের জন্য আমাকে এপ্রিলের ৬ তারিখের পাক হানাদাররা দিনাজপুর শহর থেকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পাশের জঙ্গলে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য, আমাকে সেখানে হত্যা করা হবে।আমাকে ঐ খানে নিয়ে গেয়েছিল কয়েকজন সামরিক লোকজন কতিপয় অবাঙ্গালী দালাল। সেখানে আমাকে জবাই করার জন্য ছোরা বের করে। ঠিক সে সময় শেষবারের মত পানি পান করার সুযোগ দেয়ার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানাই।অনুরোধের তাদের মধ্যের একজন দয়াপরবশ হয়ে আমাকে পানি পান করে আসার অনুমতি দেয়।থানার প্রাচীরের পাশের টিউবওয়েল পানি পান করি এবং বাঁচার শেষ অবলম্বন হিসাবে তাদের বোঝার আগেই প্রাচীর টপকে অপর দিকে চযোই। সেখানেও খান সেনারা ছিল। তারা আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।সেখানে আমাকে বেদমভাবে হুইপিং করা হয় এবং মুক্তিফৌজ কোথায় , ‘সুন্দরবন’ গাড়ীটি কোথায়, কতজন বিহারীকে হত্যা করেছ ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিছুক্ষণ হুইপ সহ্য করার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।জ্ঞান ফেরার পর ঐ দিন বিকালে আমাকে আবার জিজ্ঞসা বাদ শুরু করে। সে সময় কিছুসংখ্যক অবাঙ্গালী মেয়ে থানার এসে জবানবন্দি দেয় যে আমি তার স্বামী, ভাই, অথবা বাবাকে হত্যা করেছি। ফলে পুনরায় আমার উপর প্রহর শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে আমি পানি পান করতে চাই। তখন আমাকে প্রস্রাব খেতে দেওয়া হয়।

রাত বারটায় আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। অত:পর আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওসির কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে জনৈক মেজরসহ একজন ক্যাপ্টেন ও ডিএসপি ছিল। সেখানে আমার নামধাম ও আত্মীয়স্বজনের খবরাখবর আদায় করে নেওয়া হয়। সেখানে অবশ্য আরও ছয়জন আসামি ছিলেন। এরপর অফিসাররা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কিছু বলাকহার পর উল্লিখিত ছ’জন কে পেছনে হাত ও চোখ বেঁধে জীপ উঠিয়ে নিরুদ্দেশেল পথে নিয়ে যায়। এরপর আবার আমাকে বন্দিশালার বন্দি করে রাখে। এ অবস্থায় আমাকে থানার আমাকে থানার রেখে দুবেলা জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রহর করত। প্রথম সাত দিন আমাকে কিছুই খেতে দেয়নি। পানি চাইলে প্রসাব দিত। কয়েক দিন পর সামান্য পানি পান করতে দিত। তাও কর্তৃপক্ষের অগোচরে।

তেরদিন পর বেলা দশটায় জনৈক পাঞ্জাবী হাবিলদার এসে আমাকে দিনাজপুর কুঠিবাড়ী ক্যান্টনমেন্টে হাত পিছনে ও চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাবার পর আমার দু’পায়ে এবং দু’হাতে কড়া বেঁধে হাত পা ফাঁক করে টানা দেয়। টানা দেওয়া অবস্থায় সিনার উপর বুট দিয়ে এবং কতজন লোককে মেরেছি ও গাড়ী কোথায় আছে তা জানতে চায়। দু’ঘন্টা এ অবস্থায় রেখে অত্যাচার করেছে। এর ফলে আমার নাকমুখ দিয়ে রক্ত উঠে; আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন পর্ব শেষ হলে আমাকে পুনর্বার সন্ধ্যার দিকে থানায় পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পাঠায়। সারারাত বন্দী অবস্থায় রেখে পরদিন বেলা এগারটার দিকে অন্য ছ’জনের সাথে আমাকে কোর্টে নিয়ে যায়।র্কোট থেকে আমাকে জেল খানার স্থানান্তরিত করা হয়

দু’দিন পর জেল খানার ভিতর একজন ক্যাপ্টেন কয়েকজন অনুচরসহ যায়। সে সময় খাবার খেতে বসেছিলাম। না খেয়েই আমি এবং অপর একজন তার কাছে চলে যাই। সেখানে আবার একই কথাগলি জিজ্ঞাসা

করে। সন্তোষজনক উওর না পেয়ে আমাকে দ’ঘণ্টা করে গাছে উল্টো দিকে করে লটকাবার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ মোতাবেক আমাকে পা উপরে এবং মাথা নীচে করে লটকিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় ওরা খুব পাশবিক উল্লাস করেছে, হাসাহাসি করেছে। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার গুতো দিয়ে মশকরা করেছে। ত্ব’ঘণ্টা পর অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে নামানো হয়।

পরদিন আবার জনৈক অফিসার এসে ডেকে চেম্বারে নিয়ে যায়। সেখানে এক বন্ধ ঘরে উলঙ্গ অবস্থায় পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং পুরুষাঙ্গে দুটো ইট বেঁধে দেয়। ঐ ইটের উপর আবার পানি ঢালা হয়েছিল। সামান্য নড়াচড়া করলে লাথি ঘুষি ও বেত প্রহার করত। এ প্রক্রিয়ায় আমাকে দেড় থেকে ২ঘণ্টা রাখা হয়। অবস্থায় আরও দু’জনকে এদিন শাস্তি দেয়।

এর দু’দিন পর রাত তিনটার সময় পাঁচজন সামরিক লোক এসে আমাকে সহ ২১ জনকে ডাকে। গেটে আসার পর সকালের হাত বাঁধা হয় এবং কালো কাপড় দিয়ে চোখ কান কষে বাঁধা হয়। অত:পর আমাদেরকে ট্রাকে করে কোথাও নিয়ে গিয়ে নামানো হয়।অবস্থা দৃষ্টে স্থানটিকে নরম মনে হয়েছে। দ’একটি ঘাস অথবা ছোট ঘাস জন্মেছিল। সেখানোনার পর এক একজনকে সারি থেকে খুলে নিয়ে যেতে থাকে। নিয়ে যাবার পর শুধু খাশী গরু জবাই করলে যেমন শব্দ হয় তেমনি করুন ও হৃদয়বিদারী শব্দ শোনা যেত।তারপর হাত-পা আছড়ানোর মত শব্দ কিছুটা কানে ভেসে আসত। এমনি করে ১৯জনকে সারি থেকে যাবার পর আমাকেসহ আর একজনকে জেল খানার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে চোখ ও হাত খুলে দেয় এবং সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে: দলে কে কে আছে তাদের নাম বল এবং ‘সুন্দর বন’ গাড়ী কোথায় আছে বল? সন্তোষজনক উওর না পেয়ে মাথার চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে প্রাচীর সাথে আঘাত করতে থাকে এবাং বুট দিয়ে২/৩টি লাথি বুকে মারে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরলে আমি মুখে রক্ত দেখতে পাই। ডাক্তার এসে আমাকে ঔষধাদি খাওয়ানোর পর পুনরায় হাজত খানার পুরে রাখে ।আমার সাথে জনৈক মেকানিক সিরাজ মিয়াকে ধরে অনুরুপভাবে অত্যাচার করে। হাত-পায়ে পেরেক মেরে পাছার মাংস কেটে কুকুরকে দিয়েছে।সে অবশ্য এখনো জীবনমৃত অবস্থায় বেঁচে আছে। জেলখানার ভিতর তিনজন যুবতী মেয়েকে দেখেছি। তাদের করুন কান্না ও চিৎকার ধ্বনি শুনছি।

এ অবস্থায় ৭ মাস তিনদিন থাকার পর ১৬ ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় মুক্তি বাহিনীর জোয়ানরা জেলখানার তালা ভেঙ্গে আমাকেসহ সকল বন্দীকে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে পঙ্গু অবস্থায় আছি। আমি কোন রকম কাজ করতে পারি না।

স্বাক্ষর /-
রফিকুল ইসলাম

\ ৯৪ \

হাসিনা বেগম
প্রযত্নে: আফছার আলী খান
গ্রাম- সাধুপাড়া, থানা ও জেলা- পাবনা

২৮ শে মার্চ ৭১ আমার স্বামী তখন বাড়ীতে। বেলা ১১/১২টায় একটি পাক সেনাদের গাড়ী এসে থামে, জোর করে তারা বাড়ীতে ঢুকে স্বামীকে যেতে বলে। তখন উনি মটরসাইকেল পরিস্কর করছিলেন। লুঙ্গি পরা অবস্থায় মটরসাইকেল নিয়ে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই খবর পেলাম চাঁচড়ার মোড়ে আমার স্বামীকে গুলিকরে মেরেছে। লাশ আনতে গেলে পায় না, মটরসাইকেল ও তারা নিয়ে যায়। তারপর বাসায় থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। আমার দুটি ছেলে নিয়ে পথে নামি। যশোর থানা, ইত্যাদি থানাতে তখন কাজে নামি। কাজ শুরু করি মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে।

আমার আব্বা ডি,এস,পি, ছিলেন। সেই বরাত দিয়ে উপরিউক্ত থানাগুলিতে গেছি। পরিচয় দিয়েছি, থেকেছি এবং সেখানে থেকে থানার বর্তমান ফোর্স কত, অস্ত্র কত ইত্যাদি খবর আমি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পরিবেশন করতাম। তারপর মুক্তিবাহিনী ঐসব থানাগুলিতে অপরেশন চালাতো। এতে করে কাজ এগিয়ে চলছিলো। আমি বিভিন্ন থানা ঘুরে ঘুরে কাজ করতে থাকি, সাফল্য ও বেশ আসে। আমার দটি বাচ্চা নিয়ে ঐভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি তখন শৈলকুপা থানাতে আছি এক বাড়ীতে। লোকজন কেউ নেই আমি একাই ছিলাম বাচ্চা দুটি নিয়ে। চারদিকের ঘরবাড়ী সব বিধ্বস্ত শূন্য নি:সঙ্গ ভৌতিক একটি অবস্থা।

ভাদ্র মাস (তারিখ মনে নেই)। তখন বেলা ১০/১১টার দিকে ভাত রান্না করছিলাম। হঠাৎ করে ২জন পাক সেনা এবং ৪জন রাজাকার এসে আমাকে থানাতে যেতে বলে। তারপর জোর করে ছোট বাচ্চাটিসহ থানায় নিয়ে যায়। অপর বাচ্চাটি পাক সেনা দেখে পালিয়ে যায়। থানাতে নিয়ে গিয়ে মারধোর শুরু করে। থানাতে তখন বহু পাক সেনা এবং রাজাকার ভর্তি ছিল। তখন অন্য পাঁচটি ছেলেকে ধরে এনেছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে না। ডানাতে এবং মাজাতে দড়ি বেঁধে শৈলকূপা ব্রীজের পানিতে ডুবিয়ে রাখে ১৪/১৫ঘণ্টা। এ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তার পরদিন পানি থেকে তুলে থানার মাঠে ফেলে রাখে। আমার তখন নড়বার মত অবস্থা ছিল না। ঐ ভাবে আছি। একজন রাজাকার এসে ‘এখনো মরেনি’ বলে উপর লাথি মারে। আমার জ্ঞান ছিল না। দারোগার বারবার অনুরোধে আমার প্রাণ ভিক্ষা দেয়। আমার চিকিৎসা করায় ক্রমশ: আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার সেই পুরাতন বাড়ীতে ফিরে আসি।

সাক্ষর /-
হাসিনা বেগম
২৫/৭/৭৩

\ ৯৫ \

নাজির উদ্দিন মিঞা
গ্রাম - নাজিরপুর
থানা ও জেলা - পাবনা

শান্তি কমিটির লোকদের কুমন্ত্রণা ও সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানী সৈন্যরা উল্লেখিত গ্রামটি অপারেশন করে। প্রায় ২০০/২৫০ পাক সৈন্য ও রাজাকার আল বদর ভোরের দিকে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে আরও দুবার ঐ একই গ্রাম মিলিটারীরা অপারেশন করে।

লোকজন ঘুমিয়ে ছিল। এ জন্য তাদের অধিকাংশ লোকই এই ঘেরাও জানতে পারেনি। তাই পাক সৈন্যরা প্রথমে গ্রামের লোকদের ধরা শুরু করে। তারা লোকজন ধরে তাদের মধ্য থেকে যারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ যাদের তারা মুক্তি বাহিনীর লোক বলে সন্দহ করেছে তাদেরকে আলাদা করে। অত:পর তাদের একটি নালার নিকট নিয়ে যায় এবং গলা কেটে উক্ত নালার মধ্যে ফেলে দেয়। এছাড়া বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়েও হত্যা করে। অবশ্য কিছু লোককে গুলি করেও হত্যা করে। এমনি করে তারা সেদিন ৫৭জন লোককে হত্যা করে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমার চেহারা রোগা হওয়ায় আমাকে বৃদ্ধ ও অপছন্দ লোকদের সারিতে রাখে। আমি পাক সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখেই সংঘটিত হতে দেখেছি।

পাক সৈন্যরাঅপর একটি দল এই সময় বাড়ীঘর লুটপাট করে।প্রায় ৫০০ ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীগুলির মধ্যে পূর্বে পোড়া বাড়ীও ছিল। পূর্বের পোড়া বাড়ী যেগুলি মেরামত করেছিল সেগুলিও আবার পুড়িয়ে দেয়।

তারা বহু সংখ্যক মহিলার উপর হৃদয়হীনভাবে নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের শিকার পরিণত হয় ছেলেমেয়ের মা, সদ্য বিবাহিতা এবং কুমারী মেয়েরা। একাদিক পাক সৈন্য কারো উপর অত্যাচার করেছে বলে শোনা গেছে।

পাক সৈন্যরা ফেরার পথে গ্রাম লুট করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী ধরে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরই দেশ স্বাধীন হয়।

স্বাক্ষর /-
নাজির উদ্দিন

\ ৯৬ \

আবদুল হামিদ
গ্রাম - নাজির পুর
থানা ও জেলা- পাবনা

৪ঠা রমজান ভোর রাতে ১২৫ জনের মত পাক সৈন্য ও রাজাকার আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের খবর দিয়েছেন যে মুক্তি বাহীনীর লোক ঐ গ্রামে থাকে এবং গ্রামবাসীরা তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। শান্তি কমিটির লোকদের দেখিয়ে দেওয়া বাড়ী ঘর প্রথমে লুটপাট করে। তারপর আগুন লাগিয়ে অন্যূন ৮/৯ টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

এ সময় দজন লোক বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।মিলিটারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। ফলে তারা দুজনই মারা যায়। গ্রাম থেকে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে গরু, ছাগল, মুরগী ধরে নেয় তাদের উদর পুর্তির জন্য।

এই অপারেশনে আমি ধৃত হই।তারা আমাকে মুক্তিবাহিনীর লোক সনে হে গ্রেফতার করে। ধরার পর প্রথম পর্যায়ে আমাকে চড়, থাপ্পড়, কিল, ঘুষি এবং লাথি মেরে প্রহর করতে থাকে। তারপর তারা আমার দ'হাত পিছনে বেঁধে তাদের সাথে করে সার্কিট হাউস ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি মুক্তিবাহিনী কি না? আমি কত জনকে হত্যা করেছি এবং আমার দলে কতজন আছে? আমার সেই সমস্ত সঙ্গীরা কোথায় আছে এবং আমার অস্ত্রশস্ত্র কোথায় আছে তা জানিয়ে চায়। আমি মুক্তিবাহিনীর লোক নই এবং তাদের কোন খবর জানিনা বললে আমার উপর শাররিক নির্যাতন শুরু করে। বেতের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে।পর্যায়ক্রমে ২/৩ জনে আমকে মারে। এর সাথে চড়, ঘুষি, লাথি তো আছেই।

কিছুক্ষণ পর পর ৩/৪ ঘণ্টা এমনিভাবে আমার উপর অত্যাচার চলে। অত্যাতার চলার সময় আমার হাত পিছন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। অত্যাচার চালানোর পর আমাকে একটি ঘরে তিন দিন বন্দ করে রাখে। অত্যাচারের এক পর্যায়ে আমি একবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

বন্দী অবস্থায় তারা আমাকে রুটী এবং লাবড়া জাথীয় তরকারী খেতে দিত। প্রসাব পায়খানার সময় তারা আমাকে কড়া পাহারা দিত।

তিনদিন পর আমার আত্মীয় স্বজন টাকার বিনিময়ে শান্তি কমেটির দ্বারা আমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।

স্বক্ষর /-
আবদুল হামিদ

\ ৯৭ \

মো: হাসেম আলী তালুকদার
গ্রাম - রামচন্দ্রপুর
থানা ও জেলা - পাবনা

১৯৭১ সালের রমজান মাসের প্রথম দিকে পাবনা শহর থেকে বহু খান সেনারা এসে গ্রাম ঘেরাও করে রাত্রির অন্ধকারে। আমার বাড়ীতে আমি ও আমার রুগ্ন স্ত্রী ছাড়া কেউ ছিল না। খান সেনারা আমাকে গিয়া ডেকে ঘর থেকে বার করে। ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুইজনকে বেদম প্রহর করে আর বলে ''তুই মুক্তিবাহিনীকে খেতে দিস বল তারা কোথায়''। সেই সঙ্গে আরো আমাদের গ্রামের লোককে ঘরে নিয়ে ক্যাম্পে আসে এবং সেখানে কয়েক জনকে হত্যাও করে। স্ত্রীর পরিস্থিতি কি তা আর জানতে পারি নাই। ক্যাম্পে নিয়ে এসে আমকে এবং অন্যান্য জায়গার ৫ জনকে এক ঘরে রাখলো। দৈনিক সকাল দুপুর ও বিকাল এবং ১১/১২ টার দিকে দুই থেকে তিনজন এসে পরপর ঘর থেকে একজন পরে বার করে নিয়ে যেত এবং নানা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের খুশীতে কাউকে মারতে আবার কাউকে না মেরেই ঘরে রেখে যেত।

আমাদের কয়েকজন কড়া পাহারাদার ছিল। রোজ তারা রাখতে দিত না বলতো রোজ আবার কি জিনিস। দৈনিক দুইবার করে আমাদের ৬জনকে একই জায়গায় কাপড়ে অথবা পাকা মেঝের উপর খাবার দিত। পুরাতন রেশন চাউলের ভাত আর খেসারী কলাইয়ের ডাল। গন্ধে আমরা কেউ খেতে পারতাম না। প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ধরে আনতো এবং রাত্রি বেলা তাদের ক্যান্টমেন্ট থেকে কিছু দূরে শব্দ শুনা যেত। অনেক চেনামুখ আর দেখতে পেতাম না। ১৪দিন আমাকে তারা প্রহর করার পর ১৫ দিনের দিন তাদের অফিসার সহ ৫জন এসে ঘর থেকে আমকে বার করে নিয়ে যায় এবং আমাকে মুক্তবাহিনী সম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কোন সন্ধান না পাওয়ার মোটা রশি নিয়ে এসে আমার দুই হাত গাছের দুই ডালের সাথে এবং দুই পায়ে রশি লাগিয়ে মাটিতে খুঁটি পুঁতে ভীষণ প্রহর করে। তাদের প্রহর অজ্ঞান হলে তারা কি করেছে জানি না। তবে যখন আমার জ্ঞান হয় তখন দেখি আমার হাতের ও বাম উরুর চামড়া ছিলিয়ে আছে। ১৭ দিনের দিনগত রাতে আনুমানিক ২টার আমার ঘরের ও পাশ্বের ঘরে হতে ২৪/২৫ জনকে তাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু দূর নিয়ে যায়। সবাই লাইন করে এক সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার গায়ে গুলি লাগে না তবু ও মরার মত পড়ে যাই। খান সেনারা চলে গেল প্রায় ভোরের দিকে কোন রকমে এক লোকের বাড়ী আশ্রয় নেই এবং সেখান থেকে আমার আত্মীয়কে খবর দিই নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। তখন সে মারা গিয়েছিল।

স্বাক্ষর /-
হাসেম আলী তালুকদর

\ ৯৮ \

মোসাম্মৎ মনোয়রা খাতুন
গ্রাম- সলঙ্গ মধ্যপাড়া ভরমহনী
থানা - রায়গঞ্জ
জেলা - পাবনা

১৯৭১ সালের ভাদ্রমাসের (১৫ তারিখ) মুসলীম লীগের অন্যতম দালাল দূরবতী তারাশ থানার ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তনী খান সেনাদের সলঙ্গা বাজারে ক্যাম্প অপারেশন করার জন্য গোপন চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ঠিক ঐ তারিখেই আরও ২০/২৫ জন খান কুকুরেরা লাহড়ী মোহনপুর থেকে স্পীড বোট যোগে সলঙ্গা বাজারের দিকে চলে অসে। সলঙ্গা বাজারে এসে তারা বাজারের চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করে। কোন রকম দুষকৃতকারীকে না পেয়ে তারা আপন ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হয়।যাওযার পথে পাক সৈন্য আমাদের বাড়ীতে ঢুকেই আমাকে ও আমার শাশ্বড়ীকে দেখতে পায়। ইতিপূবেই আমার স্বামী জীবনের ভয়ে বাড়ী থেকে সরে পড়ে। ফঅখ সৈন্য আমার শাশুড়ীকে উর্দুতে বলে যে, ‘‘ইয়ে বুড়ীমা, তোম জলদী হেঁয়াছে ভাগ যাও।’’ বুড়ী জীবনের ভয়ে বাড়ীর বাইরে চলে যায়। আমি তখন পাক ফৌজের হাতের তল দিয়ে দৌড়ে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নেই।পাক ফৌজ তখন দৌড় দিয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। আমি তখন উক্ত বাড়ীওয়ালার যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরি।পাক ফৌজ তখন উক্ত যুবতী মেয়েকে যুবতী মেয়েকে না ধরে আমাকে জোর করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমি তখন বলি যে বাবা তুমি আমার মান হানি কোরোনা, তোমার পায়ে ধরি মিনতি করি। তখন পাক ফৌজ উর্দুতে বলে যে, তমি আমাকে বাবা বোলোনা, আমি তোমার ভাই আর তুমি আমার মায়ের পেটের বোন।এই কথা কয়টি বলে আমার হাত ধরে জোর করে পরবর্তী বাড়ী হারু কবিরাজ পাকের ঘরে ঢুকে পড়ে। তৎপর আমার উপর পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করে। আমার শরীরের উপর অমানুষিক উপায়ে ধর্ষণ ও মর্দন করতে আরম্ভ করে দেয়। আমি তখন অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকি। খান পিশাচ তার বাসনা তৃপ্তি করে অপরাপর খান সেনাদের তাদের কাম বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হুকুম দেয়।এই সংবাদ শুনে খান কুকুরদের আর ও চারজন আমার কাছে এসে পড়ে। আমাকে তারা আরও বলে যে,তোমার স্বামী কোথায়, সে নাকি মুক্তি ফৌজ, সে নাকি লুট করেছে? অবশ্য সব কথা উর্দুতে জিজ্ঞাসা করে।

তখন আমি বলি যে, না না, সব মিথ্যা, বাবা আমার স্বামী ওসব কিছুই করে নাই বা সে কোন মুক্তি ফৌজ নয়। তখণখান দস্যুরা আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশী চালায়। ঘরে ঢুকে কোন রকম লুটের মালপএ তারা দেখতে পায় না। তারা শুধু তামাক ও তামাকের তৈরীর মসলাদি দেখতে পায়। কারণ আমার স্বমী একজন দরিদ্র তামাক ব্যবসায়ী। খান সেনারা আমাকে জানায় যে, তুমি এখানে থাক, আমরা বাইরে থেকে এখনি আসছি। তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে আমি দূরে একটা বাড়ীর দিকে ছুটে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে আরও একদল খানসেনা একটি হিন্দু মেয়েকে জোর করে টানাটানি করছে তাদের কামবাসনা মিটানোর জন্য। ঐ দেখে আমি আরও দূরের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। এর পরপরই তারা বাজার ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়।

টিপসহি /-
মনোয়ারা খাতুন

\ ৯৯ \

শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী
গ্রাম -সোনাপুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা - দিনাজপুর

চৈত্র মাসে সামরেক তৎপরতা শুরু হলে অএ গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্কার করে। এই সময় একদিন পাক বাহিনী ও অবাঙ্গালীদের দল সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর পথে আমাদের গ্রামের সমস্ত বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয়। প্রাণ ভয়ে যারা পালিয়ে গিছেছিল তারাই শুধু বেঁচেছে কিন্তু যারা সাহসে ভর করে জরুরী আত্মরক্ষার তাগিদে উল্লিখিত বাঙ্কারগুলির মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল তাদের কেউই বেঁচে নেই। ঐ দিন আমাদের পাড়ায় অন্যূন ৭জন পুরুষ এবং মহিলা মারা যান।

এমনি একটি গর্ত ছিল আমাদের বাড়ীতেও। আমি এবং আমার দুই দেবর ও একজন ভাগিনেয়কে নিয়ে সেই গর্তে আত্মগোপন করি। অতি অল্প দূর থেকে খান সেনারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। ঐ গুলিতে ঐগর্তের তিন জন মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আমি বেচেঁ গেছি।

টিপসহি /-
সাবিত্রী দেবী

\ ১০০ \

মো: রজব আলী
গ্রাম- সোনাপুকুর
থানা -পার্বতী পুর
জেলা - দিনাজপুর

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে খান সেনারা আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে। আমাকে সহ আরও চার জনকে ধরে। খান সেনারা মুক্তি বাহিনীর খোঁজ বাহিনীর খোঁজে এই গগুাম এই ঘেরা ও করে। সামরিক বাহিনী ও অবাঙ্গালীদের যৌথভাবে গঠিত এ দলটি আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে আওয়ামী লীগ নেতা কে এবং কোথায় আমাদের টাকা দাও। সাথে ৪৫টাকা ছিল তা তারা ছিনিয়ে নেয়।

অত:পর ধৃত পাঁচ জনকে আমাদের আঙ্গিনায় প্যারেড করতে নির্দেশ দেয়। এবং ঐ অবস্থায় সামনে থেকে লাইন গুলি করে। চারজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আমার বুকের উপর এবং বা হাতে গুলি লেগে হই এবং ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই।

পশুরা ঐ দিন মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে। গ্রামের বাড়ীঘর লুটপাট করে সম্পদ অপহরণ করতেও তারা কার্পণ্য করেনি।

স্বাক্ষর
মো: রজব আলী

\ ১০১ \

শ্রীমতি পদ্মমণি
গ্রাম- সোনাপুকুর
থানা - পার্বতীপুর
জেলা - দিনাজপুর

চৈত্র মাসের একটি দিনে আমি ভাতিজা সহ বাড়ীর গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামরিক পশুরা যখন আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে লোক খুঁজতে খুঁজতে আসছিল তখন আমাদের দেখতে পেয়েই কোন রকম সময়ক্ষেপণ না করে অথবা কোন বাক্য ব্যয় না করেই গুলি করে। পরপর চারটি গুলি করে গর্তের সকলকে হত্যা করে ভাগ্যক্রমে গর্তের আর সকলে মারা গেলেও গুরুতরভাবে আহত হয়ে বেচেঁ গেছি। পরবর্তী সময় অনেক কষ্ট করে ভারতে আশ্রয় নেই এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

টিপসহি/-
শ্রীমতি পদ্মমণি

\ ১০২ \

আব্বাস আলী
গ্রাম- সাধুপাড়া
থানা- পাবনা
জেলা- পাবনা

২৫শে মার্চ রাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছি তখন ঐ এলাকার আপামর মানুষ বড় বড় গাছ কেটে, ইট দিয়ে বেরিকেড তৈরি করে। সারা রাত ধরে তারা এই কাজ করে।

পরদিন শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়ার জন্য আমি ঘুম থেকে উঠে মসজিদে ফজরের আজান দেই। আজান শেষে আমি যখন সুন্নত নামাজ পড়ছিলাম ঠিক সে সময় ৭ ট্রাক মিলিটারী আসে। তারা আমাকে নামাজ পাঠরত অবস্থায় গ্রেফতার করে। আমি ফরজ নামাজ পড়ার জন্য সময় প্রার্থনা করলেও পাক বর্বররা আমাকে সে সময় দেয়নি। আমাকে গ্রেফতার করে মারধর শুরু করে। তারপর বাইরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বেরিকেড কারা তৈরি করেছে এবং কোথায়? আমি জানিনা বলে অস্বীকার করলে সৈন্যরা আমার উপর বেতের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি বেদম প্রহর শুরু করে। শরীরের এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে তাদের প্রহরের আঘাত পৌছেনি। মারের চোটে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং বাম হাত ভেঙ্গে যায়।

মারের চোটে আমি চিৎকার করে এক সময় বলেছিলাম যে আল্লাহ যেনো এর বিচার করেন এবং তা তিনি করবেন। একথা শুনে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। এই সুযোগে আমি আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে আমি দেখতে পাই যে আমাকে গুলি করার জন্য ২/৩ জন সিপাই রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। সুতারাং আমি বিলম্ব না করে প্রতিবেশী জনৈক মহিলার সাহায্য বাড়ীর পিছনে দিকে দিয়ে পালিয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নেই। এবং তিন মাস বাইরে থেকে আমি আত্মরক্ষা করি।

স্বাক্ষর/-
আব্বাস আলী

\ ১০৩ \

মোছাম্মৎ এসবাহাতুন
গ্রাম- নতুন ভাঙ্গাবাড়ী
থানা ও ডাকঘর- সিরাজগঞ্জ
জেলা-পাবনা

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাক বাহিনী আমার বাবার বাড়ী নতুন ভাঙ্গাবাড়ীতে প্রায় ৫০/৬০ জন অপারেশনে যায়। আমি আমার বাবার বাড়ীতে পাঁচ মাসের একটি ছেলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছি। আমার সাথে আরও ৮/১০ জন মহিলা ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছে। এমন সময় আমাদের বাড়ীর মধ্যে দুই জন পাক সেনা ঢুকে পড়ে। তারা ঢুকে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য যে মেয়েরা ছিল তারা মিলিটারী দেখে দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমার কোলে বাচ্চা থাকার জন্য আমি বেরুতে পারি না। পাক সেনারা দুই-দুইজন আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমার বাবা ও ভাই এসে বাধা দিতে চাইলে একজন পাকসেনা তাদের বুকে রাইফেল ধরে রাখে আরা একজন আমাকে ঘরের মধ্যে ধরে ফেলে আমার নিকট হতে আমার পাঁচ মাসের বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমার শিশু সন্তান কাঁদতে থাকে। তারপর সে আমার বাবা ও ভাই-এর বুকে রাইফেল ধরে অন্য জন এসে আবার পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। দুইজন মিলে প্রায় এক ঘন্টা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তারপর তারা চলে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। তার আধ ঘন্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে পাই।

টিপসহি/-
মোছাম্মৎ এসবাহাতুন

\ ১০৪ \

মোছম্মৎ রহিমা খাতুন
গ্রাম- আউনদাউন
ডাকঘর- বাগবাটি
থানা- সিরাজগঞ্জ
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে একদিন ভোর রাত্রি প্রায় ৫০/৬০ জন পাক সেনা আমার স্বামীর গ্রামে অর্থাৎ আউনদাউন নামক গ্রামে যায়। আমি ৭ মাসের শিশুসহ ঘুমিয়ে আছি। ভোর রাত্রিতে আমার স্বামী মিলিটারীর শব্দ পেয়ে ঘর হতে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। ৭ জন পাক সেনা আমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের দরজায় লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে এবং আমার শিশু সন্তানকে আমার নিকট থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে মাটির সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করে। তারপর আমাকে এক এক করে ৭ জন পাক সেনা পাশবিক অত্যাচার করে। প্রায় ২/৩ ঘন্টা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করার পার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুনতে পাই যে আমার তিনজন জাকে পাক সেনারা জোর করে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আর তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। একই দিনে ঐ গ্রামের প্রায় ১০/১২ জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং প্রায় ৭ জন মহিলাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন চিকিৎসা হবার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

টিপসহি/-
মোছাম্মৎ রাহিমা খাতুন
১৭/১০/৭৩

\ ১০৫ \

মোঃ নজরুল ইসলাম বুলবুল
গ্রাম- চরনবীপুর
থানা- শাহাজাদপুর
জেলা-পাবনা

২৬শে এপ্রিল পাক বাহিনী বাঘাবাড়ী ঘাঁটি অতিক্রম করে বগুরার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাঘাবাড়ী থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে বিরাট সাঁজোয়া বাহিনীর এই দলটি প্রতিরোধের আশঙ্কায় রাস্তার দু'ধারে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগুতে থাকে। ২৬শে এপ্রিল সকাল ৮টার দিকে পাক বাহিনীর একটি দল করতোয়া নদীর পাড়ে গাড়াদহ খেয়াঘাটে তাবু খাটায়। এবং এখান থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। এদিকে পাক বাহিনীর অপর একটি অগ্রগামী দল উল্লাপাড় ষ্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেন নিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে যাত্রা করে। পথে ঘাটিনা ব্রীজের কাছে তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মুক্তিবাহিনী ব্রীজের অপর পাড় থেকে গেরিলা কায়দায় গুলি ছুড়তে থাকে। পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীর এই অতর্কিত আক্রমণ বুঝতে পারেনি। ফলে যে ক'জন পাক সেনা ব্রীজ ভাল আছে কিনা দেখার জন্য ট্রেন থেকে নিচে নেমেছিল তারা সবাই নিহত হয়। এখানে নিহতের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ জনের মত জানা গেছে।

এরপর ট্রেনটি উল্লাপাড়া ষ্টেশনে ফিরে যায় এবং বিরাট একটা দল নিয়ে পুনরায় মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী তখন সেখানে ছিল না। ফলে আশেপাশের চার পাঁচটি গ্রাম তারা পুড়িয়ে দেয়।

গাড়াদহ খেয়াঘাট থেকে ঘাটিনা ব্রীজের দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। পাক বাহিনী মুক্তিবাহিনীর মোকবেলায় রকেট শেল ছুড়বার জন্য গাড়াদহে আস্তানা গাড়ে। এবং একদিন সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা রকেট শেল ছুড়তে থাকে। এদিকে আশেপাশের গ্রামের জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন সরে যাওয়ায় লুটপাট যাতে না হয় সেজন্য চরনবীপুর প্রগতি সংঘের সদস্যবৃন্দ গ্রাম পাহারা দিতে থাকে। এসময় তারা গাড়াদহ বাজার লুট করে এবং বাজারের দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়।এই গ্রামের প্রায় এক ডজন (১২) নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর হিন্দু বাড়ী পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। এবং রাস্তার আশেপাশে যাদেরকে পায় তাদের মারধর করে।

এসময় অগ্রবর্তী দলটি উল্লাপাড়া ষ্টেশনে সি, এণ্ড, বি, এর ডাক বাংলোয় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এইদিন গাড়াদহ থেকে উল্লাপাড়া যাওয়ার দুর্গানগরের কাছে রাস্তার এক বৃদ্ধকে পাক বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। আমাদের চরনবীপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুস সামাদ তার শ্বশুরবাড়ী চড়িয়াতে ছিল। পাক বাহিনী এই গ্রামে ঢুকে গ্রামের প্রায় ৩০ জন লোককে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। আব্দুস সামাদ নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটি পুকুরের মধ্যে নেমে পড়ে এবং মাথা ডুবিয়ে থাকে। তার ছোট ছেলে বাবার খোঁজে পুকুর পাড়ে যায় এবং আব্বা আব্বা বলে ডাকতে থাকে। ঠিক এই সময় একজন পাক সেনা পুকুরের পাড়ে আসে এবং আব্দুস সামাদকে পুকুর থেকে ডাঙ্গায় তুলে। তাকে মুসলমান কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে সে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং পবিত্র কোরআন শরীফ থকে পড়ে শুনায়। এতেও পাক সেনাদের বিশ্বাস হয় না। পরে তাকে অজু করতে বলে। আব্দুস সামাদ যথারিতি অজু করে এবং তার গায়ে রাখা হাজী রুমালটি দিয়ে মাথা ঢাকে ও কালেমা পড়তে থাকে। কিন্তু এতে করেও পাক বাহিনী তাকে রেহাই দেয়নি। এই গ্রামের অন্য ত্রিশ জনের (৩০) সাথে তাকেও লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।

সাক্ষর /-
নজরুল ইসলাম বুলবুল
৮/৫/৭৪

\ ১০৬ \

সামছুজ্জোহা আলমাজী
শাহজাদপুর
পাবনা

১৯৭১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ৬/৭ জন রাজাকার আমাকে দিভার রোডে ধরে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং আমাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার দুই হাত একত্রিত করে বাঁধে। তাপর রাজাকার কমাণ্ডার মজিবর রহমান আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কাছে কয়টা রাইফেল আছে? কয়টা গ্রেনেড আছে ও কয়টা হাত বোমা আছে এবং তুমি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করো। এবং তাদের কাছে আমাদের গোপন খবরা খবর পাঠিয়ে দাও। আমি তার জবাবে উত্তর করি আমার কাছে দুইটা বন্দুক আছে তা আমার নিজস্ব এবং তার মধ্যে একটা থানায় জমা দেওয়া হয়েছে আর অন্যটা আমাদের বাসায় আছে। তারপর দুইজন রাজাকার এসে আমাকে কিল চড় ঘুষি মারতে থাকে। বেশ আধা ঘন্টা শারীরিক নির্যাতন চারানোর পর আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে দুইজন রাজাকার লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রহার করে। তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসাতে তারা প্রহার করা বাদ দিয়ে উক্ত ঘরের মধ্যে একটা জানালার শিকের সাথে বেঁধে রেখে ঘরে একটা বাতি জ্বেলে রেখে যায়। তার ১০/১৫ মিনিট পর একজন রাজাকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে যায়। তার ৫/৭ মিনিট পর এক এক করে ৪/৫ জন রাজাকার আমার উপর চড়, কিল, ঘুষি, লাথি ও লাঠি দিয়ে প্রহার করার পর তারা চলে যায়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধা ঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পাই। পরদিন সকাল বেলা পাক সেনাদের দুটি গাড়ী রাজাকার ক্যাম্পে এসে পৌঁছে। এসেই আমাদেরকে হাত বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পাক সেনারা রাজাকারদের সাথে আমাকে নিয়ে হাসি রহস্য করে। তারপর রাজাকার কমাণ্ডারের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তাদের গাড়ীতে করে আমাকে ও আরও একজনকে উল্লাপাড়া নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় পাক সেনারা কিল, ঘুষি, চড় লাথি মারে। কিন্তু হাবিলদারের আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টি থাকার জন্য আমাকে বিশেষ প্রহার করার সুযোগ সুবিধা পায় না। আমাকে উল্লাপাড়া নিয়ে গিয়ে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে বন্দী অবস্থায় রেখে দেয়। রাত্রিতে ২/৩ জন পাক সেনা আমার নিকট যায় এবং লাথির পর লাথি দেবার পর আমাকে মেঝেতে শুইয়ে পাক সেনারা বুট পায়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে উঠে পাড়াতে থাকে। এইভাবে ৪/৫ জন পাক সেনা আমার শরীরের উপর উঠলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর কখন যে তারা আমার উপর নির্যাতন করা বাদ দিয়েছে তা আর আমার স্মরণ নেই। রাত্রি দুইটার সময় আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই যে কোন লোক রুমের মধ্যে নেই। পর দিন সকালে হাবিলদার আমার সাথে দেখা করে।আমি তাকে আমার নির্যাতনের ঘটনার কথা খুলে বলি। তারপর সে ক্যাম্পেনকে সাথে করে আমার রুমে আসে এবং আমার শরীরে শত শত প্রহারের দাগ দেখে তার সিপাহীদেরকে শাসিয়ে দেয় এবং আমার উপর যেন কোন অত্যাচার বা নির্যাতন না করা হয় তাও বলে দেয়। তারপর ক্যাপ্টেন নির্দেশে একজন ডাক্তার ঔষধ পাতি নিয়ে আমার রুমে ঢোকেন এবং আমার শরীর পরীক্ষা করার পর কয়েকটা এনজেকশান দিয়ে ও কিছু মালিশ দিয়ে যান। তারপর আমি ঐগুলি ব্যবহার করতে থাকি। তারপর হতে আমার উপর শারীরিক কোন নির্যাতন করা হয় না। তিন দিনের দিন একজন হাবিলদার আমার নিকট যায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনার নিকট রাইফেল নাই, গ্রেনেড নাই, তার জবাবে আমি না বলাতে সে চলে যায়। তার কিছু দিন পর আমাকে বন্দীশালা হতে বের করে বাইরে নিয়ে যায়। সেই দিন শাহজাদপুর হতে একজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন খালেক আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, বাবলু এই লোকটাকে

তুমি চেনো? আমি উত্তর করি না। তারপর আমাকে আমার বন্দী ঘরের মধ্যে নিয়ে রেখে দেয়। আর আমার সাথে যে লোকটা বন্দী ছিল তাকে বের করে বাইরে রাখে।

১৩ই সেপ্টেম্বর কয়েকজন পাক সেনা বন্দী ঘর হতে বের করে নিয়ে যায় এবং আমাকে বলে তোমাকে ক্যাপ্টেন ডাকে। আমি তাদের সাথে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে ক্যাপ্টেন, রাজাকার কমাণ্ডার ও হাবিলদার বসে আছে। আমি সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে কেঁদে ফেলি। ক্যাপ্টেন আমাকে ধমক দিয়ে বলে যে তুমি পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদ আযম জিন্দাবাদ ইত্যাদি জোরে জোরে বল। আমি উক্ত কথা বলাতে ক্যাপ্টেন আমাকে মুক্তি দেয়। এবং আমার একটা আংটি তার নিকট ছিল তাও দিয়ে দেয়। আমি বাড়ী চলে আসি। আমাকে ধরার প্রধান কারণ ছিল আমি মুক্তি যোদ্ধাদেরকে গোপনে খেতে দিতাম এবং তাদেরকে জায়গা দিতাম এবং পাক সেনা ও রাজাকারদের গোপন সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে দিতাম। যার ফলে রাজাকাররা আমাকে বন্দী করে এবং নিজেরা নির্যাতন করার পর পাক সেনাদের হাতে তুলে দেয়।

সাক্ষর/-
শামছুজ্জোহা আলমাজী (বাবলু)
শাহজাদপুর
দ্বারিয়াপুর
পাবনা
৪/১২/৭৩

\ ১০৭ \

গোলজার হোসেন
গ্রাম-পূর্ব মহেষপুর
ডাকঘর- দুর্গানগর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ শুরু হলে আমি,ইয়াকুব ও আবু সামা গেনজির ব্যবসা শুরু করে।

আগষ্ট মাসে আমরা গেনজি বিক্রয় করার জন্য উল্লাপাড়া হাটের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে রওনা হয়ে যাই। উল্লাপাড়া পেট্রোল পাম্পের নিকট পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ছিল, তারা আমাদেরকে ধরে ফেলে এবং আমাদের অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে। যেমন (ক) ভোট কাকে দিয়েছ? (খ) নৌকায় কেন ভোট দিলে? (গ) শেখ মুজিবকে কেন ভোট দিলে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমাদের তিনজনের টাকা পয়সা মিলে প্রায় ১৫০ টাকা চার্জ করে নেয়। সেখানে ৪/৫ জন বিহারী উপস্থিত ছিল। তারপর আমাদের ছেড়ে দিলে আমরা ক্যাম্প পার হয়ে ৯/১০ গজ অতিক্রম করার সাথে সাথে উক্ত বিহারী কয়জন দৌড়িয়ে আমাদের নিকট যায় এবং আমাদেরকে ডেকে নিয়ে উল্লাপাড়া ষ্টেশন ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে বিশ্রামাগারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে এসে আলাপ আলোচনা করে আমাদেরকে মেরে ফেলবে না বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা দরজার নিকট এসে তাদের কথাবর্তা সব শুনতে পাই। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় আমাদেরকে হত্যা করবে। আমরা তিনজন চিন্তা ভাবনা করি কি করা যায় এখন। এমন সময় দরজা খুলে আবু সামাকে রুম হতে গলায় দড়ি লাগিয়ে বের করে নেয় এবং আমাদেরকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়। তারপর আবু সামার সমস্ত শরীরে বেয়োনেট চার্জ করে পরে গরু জবাই করার মত গলায় ছুরি দিয়ে জবাই করে তাকে হত্যা করে।

তারপর আবার এসে দরজা খোলে এবং ইয়াকুবকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং আমাকে ২/৩ জন ধরে রাখার চেষ্টা করলে আমি মরণপণ স্বীকার করে জোরপূর্বক ৪/৫ টা লাথি মেরে এক দৌড়ে বালসা বাড়ী এসে পড়ে যাই এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। উক্ত গ্রামের তিনজন ছেলে আমার ক্লাসমেট ছিল। তারা আমাকে দেখে সেবা যত্ন করে জ্ঞান ফিরে পেলে আমাকে আমাদের বাড়ী এনে রেখে যায়। ইয়াকুব তাদের হাত হতে মুক্তি পায়নি। তারা ইয়াকুবকে নিয়ে গিয়ে আবু সামার মত একই পদ্ধতিতে হত্যা করি দুইজনকে একই স্থানে ফেলে রাখে এবং আমাদের তিনজনের প্রায় ১৫০/২০০শত টাকার গেনজি তারা নিয়ে যায়।

আমি বাড়ী আসার পর সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। গ্রাম হতে ৪/৫ জন লোক মিলিটারী ক্যাম্পে যায় উক্ত লাশগুলো এনে কবর দেবার অনুমতির জন্য। তারপর একটা ট্রাকে করে উক্ত লাশ দুটো মহেষপুর লাইনে এনে রেখে যায়। গ্রামবাসী সেখান হতে লাশ দুটো তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বাড়ী আনার পর আমরা দেখতে পাই আবু সামার ও ইয়াকুবের সমস্ত শরীরে প্রায় শতাধিক বেয়োনেটের চিহ্ন এবং গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে তার চিহ্ন দেখা যায়। তারপর তাদেরকে গ্রামবাসী কবর দেন। আবু সামার স্ত্রী বর্তমানে ৪/৫ জন ছেলে মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে। আর ইয়াকুব আই, এ, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। আমি ইনশা আল্লাহ পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের হাত হতে কোন প্রকারে রক্ষা পেয়েছিলাম।

সাক্ষর/-
গোলজার হোসেন
২৪/১১/৭৩

\ ১০৮ \

মৌলভী মোঃ বছির উদ্দিন আহমেদ
গ্রাম-বড় মনোহারা
পোষ্ট- দুর্গানগর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

একদিন (জুলাই মাসে) উল্লাপাড়া রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন রাজাকার ও ৭/৮ জন পাক আর্মি আমাকে ধরে ফেলে এবং বলে যে আমি ভণ্ড ধার্মিক, আমি ''মুক্তিকা স্পাই''। আমাকে প্রথমে উল্লাপাড়া মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায় সেখানে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কাকে ভোট দিয়েছ কাকে? তার উত্তরে আমি বলি যে ''নৌকায়''। এই সময় আমাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার জন্য বলে কিন্তু উত্তর দেইান। তা বলি না। আমার মুখে একই বুলি ছিল যে ''যা হবার তা হয়ে যাবে আল্লাহ'' যোর করে কয়দিন রাখবে আল্লাহ'' ''নৌকা মার্কায় ভোট দিছি আল্লাহ'' ইত্যাদি।

তখন পাক বর্বর বাহিনী আমার হাত পিছনে বেঁধে দুই পা বেঁধে উল্টো করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করতে থাকে। কিন্তু আমার মুখে ঐ এক কথা।

দুদিন পর আমাকে সিরাজগঞ্জ নিয় যায়। সেখানে আমার দাড়ি-চুল ছোট করে দেওয়া হয়। আমাকে দিয়ে সিমেন্টের বস্তা টানায়। এই সময় আমাকে নামাজ পড়তে দিন না। তারা নিয়মিত ভাবে প্রহার করত, ফলে অমার পিঠে তিনটা বড় রকমের গর্ত হয়ে যায়। আমি ভীষণ ভাবে কাতর হয়ে পড়ি, তবুও আমাকে রেহাই দেওয়া হত না। আমার মুখে চুন ও কালি মেখে রাজাকাররা শহরের মধ্যে ঘুরতো। আমার কপালের উপর খাপড়া রেখে সূয্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখতো। এই সময় আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতো।

১৫ দিন পর একটা মেজর এসে আমাকে বলে যে আমি আপনাকে বহুদিন আগে থেকেই চিনি। আপনি যে একটা ''দরবেশ'' লোক তাও আমি জানি। কিন্তু এরা আপনাকে না জেনে ধরে এনেছে এবং মারধর করেছে। তার জন্য আমি দুঃখিত। আমরা খাঁটি মুসলমানদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করব না। আমরা শুধু কাফের ও হিন্দুকে মারব। এই বলে আমাকে ছেড়ে দেয় ও সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

সাক্ষর/-
বছির উদ্দিন আহমদ

\ ১০৯ \

মোঃ ফজলুল করিম তালুকদার
গ্রাম- চর মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

ভাদ্র মাসের ৩রা তারিখে ভোর ৬টার সময় পাক দালালদের সহযোগিতায় নৌকাযোগে চর মোহনপুর গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রামের চারিদিকে ঘেরাও করে মোট ১৭ জনকে ধরে। এর মধ্যে একজন ছিল হিন্দু। ১৭ জনকে ধরে প্রথমে লাহিড়ী মোহনপুর ষ্টেশনের ১টা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে। তারপর ব্রেক গাড়ীতে উঠায়। তারপর তাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করে যে তোমরা ভোট দিয়েছো কাকে। তার জবাবে তারা উত্তর দেন যে আমরা সবাই বাঘে ভোট দিয়েছি। তখন তাহারা বলে যে শালারা সবাই বাঘে ভোট দিয়েছো তবে এই এলাকায় বাঘে ৬ ভোট পেলো কি করে। এই বলেই পাক কুকুরেরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ও মাজার বেল্ট দিয়ে মারতে থাকে। পর্যায়ক্রমে দশ/ বারজন মিলিটারী মারধোর করে।

সারা রাত্রি তাদেরকে গাড়ীর ভিতর আটকে রাখে। সকাল বেলা উল্লাপাড়া ক্যান্টনমেন্টে মেজরের সামনে হাজির করে। সেখানে তাদেরকে বলে যে তোমরা মুক্তিযোদ্ধা। তোমরা বিহারীদেরকে মেরেছো ইত্যাদি ইত্যাদি বলে তাদেরকে প্রহার করতে থাকে। একদিন পর তাদেরকে নিয়ে যায় পাকশী, সেখানে একটা অন্ধকার কক্ষে তাদের সবাইকে আটকিয়ে রাখে। ২দিন পর ১টা রুটি খেতে দেয়। যেখানে তাখা সেখানেই পায়খানা প্রশ্রাব করতে হত। তাদেরকে দুই পা ফাঁক করে এবং দুই হাত ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখতো ৫/৬ ঘন্টা করে। পাকশীতে তারা ৫ দিন থাকে। এই সময় প্রত্যেক দিন তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। তাদেরকে প্রশ্ন করত যে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে কে হত্যা করেছে। কার কার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। কে কে আওয়ামী লীগের লিডার, কে কে হিন্দু ইত্যাদি। কিন্তু তারা সে কথা বলতে অস্বীকার করাতে তাদের উপর চালাতো অকথ্য নির্যাতন। ৫ দিন পর ২ জন বিহারী ও একজন খান তার নাম হান্নান খান তাদের সহায়তায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২ জন বিহারী ও খান সাহেব পাকশীতে গিয়ে মেজরের কাছে বলে যে এই সব লোক ভাল। এরা আমাদেরকে রক্ষা করেছে। এরা সৎ লোক। এই লোকগুলোকে যদি মারেন তাহলে অমাদের তিনজন অবাঙ্গালীকে আগে মারেন। এদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ছেড়ে দেয়।

তাদের যখন ছেড়ে দেয় তখন বলে দেয় যে তোমরা শান্তি কমিটির সাথে যোগাযোগ রাখ এবং লোকজনকে বুঝাও। যদি তা না কর তবে তোমাদেরকে পুনরায় ধরব এবং সেবার তোমাদেরকে হত্যা করব। চেয়ারম্যানের কথা মত সব কাজ করবে।

সাক্ষর/-
মোঃ ফজলুল করিম তালুকদার

\ ১১০ \

শ্রী তারপদ কুন্ডু
গ্রাম- আগ মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন ভোর ৬টার সময় আগ মোহনপুর গ্রামে পাক বর্বর বাহিনী ঘেরাও করে। তারা প্রথমে লুটতরাজ ও পরে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় আগ মোহনপুর গ্রাম হতে ৮/৯ জন লোক পাক বাহিনী আটক করে তার মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমার একমাত্র অপরাধ আমি তাদের কথায় ‘‘মালাউন’’ আমাকে প্রথমে লাহিড়ী মোহনপুর দুধের মিলের নিকট আর্মি ক্যাম্প ছিল সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে হাত-পা বেঁধে দুপুরে রোদের ভিতর চিৎ করে শুইয়ে রাখে এবং পরে আমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করে। আমাকে যখন প্রহার করে তখন আমি মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সবাইর ভিতর হতে একজন বর্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ম্যায় জ্যান্তাহু তোমহারা বড়া বড়া দো লাড়কি হ্যায়। যদি তুমি তাদের এখানে ডেকে আনতে পারো তবে তোমাকে ছেড়ে দেব।

দুইদিন আমাকে এইভাবে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে। এই দুই দিন আমাকে কিছুই খেতে দেয় নাই। আমি তাদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছি যে আমি বৃদ্ধ মানুষ আমাকে এইভাবে কষ্ট দিলে ভগবান নারাজ হবে। তবুও আমাকে খেতে দেয়নাই। দুইদিন পর আমাকে একটা রুটি খেতে দেয়।

তিনদিন পর আমাকে সিরাজগঞ্জ চালান করে দেয়। সিরাজগঞ্জ যাবার পার আমার উপর পর্যায়ক্রমে অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে। আমার মত বৃদ্ধ মানুষও ঐ পাক বর্বরদের হাত থেকে রেহাই পায় নাই। সিরাজগঞ্জ জেলে থাকা অবস্থায় আমি অনেক লোককে শুধু পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছি। চাকু দিয়ে সারা শরীর ফেঁড়ে লবণ লাগিয়ে দিতেও আমি দেখেছি।

দুই মাস আমি জেলে ছিলাম। এই সময় আমাকে যখন তখন পিটাতো। দুই মাস পরে যখন অমি ধীরে ধীরে পীড়িত হয়ে পড়ি তখন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমার সারা শরীর এখনও ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান।

স্বাক্ষর/-
শ্রী তারাপদ কুন্ডু

\ ১১১ \

মোঃ হাবিবুর রহমান
গ্রাম- মাছিয়াকন্দি
থানা-উল্লাপাড়া, জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের **১৯** তারিখে সকাল বেলা দূরবর্তী ধারগড়া ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তানী খানসেনা আমার বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ধারগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাবার সময় বুটের লাথি, রাইফেলের আঘাত এবং অসংখ্য ঘুষি ও চড় মারে। খান সেনাদের ভীষণ আঘাতের ফলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। পুনরায় বুটের লাথিতে জীবনের ভয়ে আধমরা অবস্থায় তাদের সাথে ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হই। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পুনরায় লোহার রড ও রাইফেল দিয়ে মারপিট করে। খান কুকুরেরা আমাকে এমনভাবে মেরেছিল যে আমার শরীর মাংস ঝলসে যায়। বুকে রাইফেল দিয়ে জোরে আঘাত করার ফলে আমার বুকের হাড়খানা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। প্রথম দিনে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর একবারই ভীষনভাবে মারপিট করেছিল। পরে সেদিনের মত খান কুকুরেরা আর মারপিট না করে ক্ষান্ত রাখে। পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখ সকালে আবার ভীষণভাবে দেহের বাঁশ দিয়ে চাপা দিয়ে শরীরের উপর দুইজন খান সেনা উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার কাছে মুক্তিদের সন্ধান চাইলে আমি অস্বীকার করার দরুন এইরূপ শাস্তি প্রদান করত। উক্ত ক্যাম্পে আমি দুইরাত ছিলাম। এই দুইদিনের ভিতর আমি অনুমান করি যে, ২৫ থেকে ৩০ জন লোক প্রত্যহ ধরে এনে বেয়নেট এবং রাইফেল দিয়ে সারিবদ্ধ অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। খান সেনারা আমাকে বলে যে, তুমি যদি মুক্তিদের সন্ধান না দিতে পারো তাহলে তোমার অবস্থাও এমনি হবে। ২১ তারিখে সকাল বেলায় আমি মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ হাবিবুর রহমান

\ ১১২ \

খন্দকার জিল্লুর রহমান
গ্রাম- রামেরচর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের **১৮** তারিখে মুসলিম লীগের দালালদের চক্রান্তের ফলে ধারগড়া খান সেনাদের ক্যাম্প থেকে **১৭** জন খান সেনা ও ৭/৮ জন রাজাকার রাত্রি ৩টা ৩০ মিঃ সময় আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমি স্থানীয় সলঙ্গা বাজারে একটি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলি, তাছাড়া আমার বাড়ীতেই মুক্তিরা গোপনে আস যাওয়া করত এবং আমি সর্বরকমে তাদেরকে সহায়তা করতাম-এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই দালালরা আমার বাড়ীতে খান কুকুরদের লেলিয়ে দেয়। দুর্ভগ্যবশতঃ আমি ঐ রাত্রে নৌকা থেকে বাড়ীর উপর উঠতেই খান দস্যুরা আমাকে ধরে ফেলে। অতঃপর তারা আমাকে কিছুপথ নৌকায় ও অবশিষ্ট রাস্তা পায়ে হাটিয়ে ধারগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ধরার সাথে সাথে আমার বাড়ী থেকে ২০/২৫ হাজার টাকার সোনার গহনা খান কুকুরেরা নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নেওয়ার পর আমার চোখ-মুখ তোয়ালে দিয়ে বেঁধে মাথার উপর বালতি ভরে ভরে পানি ঢালা আরম্ভ করে। মুখ বেঁধে মাথার উপর পানি ঢাললে মানুষের কি অবস্থা হতে পারে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বুঝতে পারে না।

এমতবস্থায় আমি আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম না, ঠিক ঐ সময় সাহসের উপর ভরসা করে বা জীবন যায় যাবে এই মত করে আমি তোয়ালে মাথা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি। অতঃপর খান কুকুরেরা আমাকে মোটা একটি বাঁশ দিয়ে পিঠের উপর ভীষণভাবে আঘাত করতে থাকে। তাছাড়া রাইফেল ও বুটের লাথিতে আমার পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যায়। পিঠে রক্ত জমে যায়। খান কুকুররা এমনভাবে বুট দিয়ে লাথি মারে যে, ঐ লাথি খেয়েই উপুর হয়ে পড়ে যাই এবং আমার ডান হাতখানি সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। এইভাবে আমাকে ভীষণ প্রহার করত। আমি যখন খান দস্যুদের ভীষণ মারপিটের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়তাম তখন কুকুরেরা মারপিট বন্ধ করে দিত।প্রসংগতঃ বলা যেতে পারে যে, আমার সাথে আমার ছোট ভাই তোতাকেও ধরে নিয়ে যায়। এবং তাকেও রাইফেল, বুট ও লোহার রড দিয়ে ভীষণভাবে মারপিট করে। এমন ভাবে তারা মেরেছিল যে, আমার ছোট ভাইটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তার সারা দেহ যখমের দাগ ছিল। খান দস্যুরা আমার ছোট ভাইকে দিয়ে লোহার রডের সাহয্যে আমাকে পিটাত। যখন সে অস্বীকার করত তখন তাকেও বেদম মারপিট করত। বধ্য হয়ে সে সম্ভবত বড় ভাইকে মারপিট করত। অতঃপর দুই ভাইয়ের নিকট থেকে মুক্তিদের খোঁজ খবর জানার জন্য খানেরা আমাকে নিয়ে পুনরায় সলঙ্গা বাজারের দিকে চলে আসে। সেখানে গোলবার ডাক্তার নামক এক ব্যাক্তিকে ধরে ভীষনভাবে মারপিট করে ছেড়ে দেয়। পরপরই তারা মাছুয়াকান্দি গ্রামে ঢুকে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য। কোনও রকম মুক্তিযোদ্ধাকে না পেয়ে পুনরায় আমাদেরকে ধানগড়া ক্যাম্পে নিয়ে যায়। নেওয়ার পরেও দু'ভাইকে আবার বুটের লাথি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে দেয়। প্রায় দুই রাত থাকার পর শান্তি কমিটির সদস্য মৌঃ আব্দুল করিম, মৌঃ গোলাম মাহমুদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় আমি ও ছোট ভাই কোনরকমে প্রাণে বেঁচে বাড়ী চলে যাই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরোক্ত ব্যক্তিরা যদি সহায়তা না করতেন তা হলে কোন ক্রমেই খান দস্যুদের হাত থেকে আমাদের রেহাই হত না।

স্বাক্ষর/-
খোন্দকার জিল্লুর রহমান

\ ১১৩ \

এস এম আফতাব হোসেন
সাব ইন্সপেক্টর টি, এ্যা-, টি
গ্রাম- চর মোহনপুর
পোষ্ট- লাহিড়ী মোহনপুর
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

মে মাসের ১৩ তারিখে বেলা ১০ টার সময় আমি বাড়ীতে বসে ছিলাম। এমন সময় পাক বাহিনী ও অবাঙ্গালী মোট ১০০ জন আমার বাড়ী ঘেরাও করে। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি ডিউটি থেকে পালিয়ে এসেছো কেন? তার উত্তরে বলি যে সবাই কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে আমিও সেই সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। এই কথার পরে আমাকে বাড়ী থেকে নিয়ে যায় এবং রেল গাড়ীতে উঠায়। বলা প্রয়োজন যে অবাঙ্গালী ও পাক বাহিনী ট্রেন যোগে মোহনপুর আসে। ট্রেনে তোলার পর আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। কিল, ঘুষি, লাথি, এবং চাবুক মারতে থাকে। তারা আমাকে বলে যে, তুমি রাইফেল ট্রেনিং নিয়েছ, তুমি কর্নেল ওসমানীর আদেশ মোতাবেক ইশ্বরদী বিমানবন্দরে ১১ জন পাইলটকে গুলি করে মেরেছো এবং আরো চারজন অবাঙ্গালীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছো। এবং তুমি টেলিফোনের সাহয্যে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছো। এই সব কাজের জন্যই তুমি ভয়ে ডিউটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছো। এই সময় কয়েকজন অবাঙ্গালী এই সব কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে যারা আমরই অধীনস্থ কর্মচারী ছিল।

এই সময় আমকে দিয়ে এই সমস্ত কথা স্বীকার করায় এবং আমাকে দিয়ে এই কথার উপর একটি লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করে দেয়। আমাকে পাবনাতে তিনদিন রাখে। এই সময় আমাকে একটা অন্ধকার কক্ষে বন্ধ করে রাখে এবং সময় সময় বের করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাছের সঙ্গে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে চাবুক মারত উল্টোভাবে। এখানে তিনদিন রাখার পর আমাকে নাটোর (রাজশাহী) জেলে স্থানান্তর করে। সেখানে ১৪ দিন রাখে। এই সময় আমাকে একই প্রক্রিয়ায় মারধর করে এবং পাক বাহিনীর বাঙ্কার করিয়ে নেয়। এখানে ১৪ দিন রাখার পর আমার নামে একটা চার্জশিট দিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে প্রথমে এমুনিশন এরিয়াতে রাখে।

এই সময় আমাকে প্রত্যেক দিন ২ ঘন্টা করে কাজ করাত। এই কাজের মধ্যে ছিল মাটি কাটা, ঘাস কাটা, বাঙ্কার কাটা ইত্যাদি। এ ছাড়া যখন তখন যে সে এসে আমাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করত। এক একজন আমকে এক এক রকম প্রশ্ন করত। আমাকে বলতো, ‘‘তোম লোক বাঙ্গালী হ্যায়, তোম লোক হিন্দু হ্যায়, তোম লোককা সর্দার মজিব ভি হিন্দু হ্যায়, ও হামারা পাছ হ্যায়, থোরি দের বাদ ঘর মে লাকে কাপড়া খোলকে দেখিয়ে।’’ এই সব কথা বলতো আর আমাকে মারধর করত। আমি দেখেছি যে এই অবস্থায় যদি কেউ মারা যেত তবুও তাকে মৃত অবস্থায় গড়াতে গড়াতে ওয়ালের পাশে নিয়ে যেত এবং উক্ত মৃত ব্যাক্তির লাশ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিত। এই সময় আমাকে এক বেলা খাবার দিত। পায়খানা প্রস্রাবের কোন জায়গা ছিল না যেখানে থাকা সেখানেই খাওয়া ও পায়খানা প্রস্রাব করতে হতো। সকাল বেলায় তা পরিস্কার করে তাতেই ভাত খেতে হতো।

আমার সম্মুখে সিরাজগঞ্জের এসডিও জনাব শামসুদ্দিন সাহেবকে মেরে ফেলা হয়। তাকে মাগরেবের দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর কুকুরেরা পিটিয়ে হত্যা করে।

আমাদের যে ঘরে রেখেছিল সে ঘরে খুব বেশী হলে ২০০/২৫০জন রাখা যায়-সেই ঘরে ৭০০ লোককে রেখেছিল।

সময় সময় ঢাকা থেকে- ক্যাপিটাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে নিয়ে যেত ইন্টারোগেশন করার জন্য। এখানে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হত যে তোমার উপর যে কেস আছে তা সত্য কিনা। এই সময় একটা ছোট কক্ষে আমার হাত উপরে একটা রডের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত। এবং চোখের ৫/৬ ইঞ্চি দূরে দুই চোখের উপর দুইটা ৬০০ পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক ভাল্ব জ্বালিয়ে রাখতো, সেই লাইটের দিকে চেয়ে থাকতে হত। এই অবস্থায় কোন কোন সময় চাবুক মারতো।

এইভাবে ৬ মাস আমাকে আটকে রেখেছিল এবং প্রত্যেক দিনই আমাকে মারধর করত। ৬ মাস পরে একদিন আমাকেসহ আর ৬০ জনকে ছেড়ে দেয়। এই সময় তারা বলে যে তোমাদের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হ'ল। পুনরায় যেন তোমরা আর ভুল না কর।

স্বাক্ষর/-
এস এম আফতাব হোসেন

\ ১১৪ \

মোঃ লালচাঁদ খান
গ্রাম- চড়িয়া মধ্যপাড়া
ডাকঘর- সলংগা
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

১৯৭১ সালের ২৫শে এপ্রিল পাকবাহিনী অতর্কিত আমাদের গ্রাম অক্রমণ করে। চড়িয়াসিকা সি,এণ্ড,বি রাস্তায় থেকে পাকবাহিনী রকেট শেলিং আরম্ভ করে। চার দল পায়ে হাঁটিয়া আমাদের গ্রামে চলিয়া আসে। তাদের দেখিয়া আমাদের গ্রামবাসী মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়ে। যখন গ্রামবাসী মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল তখন পাকবাহিনী শিকার করার মত গুলি আরম্ভ করিল। আর একদল গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। অনেক লোক জংগলে পলাইয়াছিল, তাহাদের জংগল হইতে বাহির করিয়া এবং অনেক বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লাইন হইতে বলিল। অনেকে প্রাণের ভয়ে লাইন হইতে না চাহিলে তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করে।

১৯৭১ সালে ২৫শে এপ্রিল রোজ রবিবারের এই দিনটিতে পাকবাহিনী অতর্কিত আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে এবং ৫৬ জনকে লাইন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। এই তারিখে আমাদের গ্রামের ১৫০ খানা বাড়ী জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। কোন মহিলার ইজ্জতহানি করে নাই।

স্বাক্ষর/-
মোঃ লালচাঁদ খান

\ ১১৫ \

আব্দুল মজিদ মিয়া
গ্রাম- কওয়াক
ডাকঘর- উল্লাপাড়া
জেলা পাবনা

চাঁদপুরে যখন পাকবাহিনী আসে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। চৈত্র মাসের ২২ তারিখে এই ঘটনা ঘটে। আমাকে প্রথমে পাকবাহিনী ধরে চোখ বাঁধিয়া পিছন থেকে বেতের লাঠি দিয়ে বেদমভাবে প্রহার করে এবং আমাকে সঙ্গে করে আমাদের গ্রামের দিকে চলে আসে। আমাকে প্রথমে আমার বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমাকে বলে তোর বাড়ী থেকে আমাদের হাঁস, মুরগী দিতে হবে। তখন বলি আমার হাঁস মুরগী নাই। এই কথা বলার সাথে সাথে আমাকে এমন প্রহার করল যে তখন আমার আর কোন জ্ঞান ছিল না, আমি তখন অজ্ঞান হয়ে আমার বাড়ীর মধ্যে পড়ে রইলাম। পাকবাহিনী আমাকে তাদের পাদুকা দ্বারা সমস্ত শরীর খোঁচাতে আরম্ভ করল। এবং এমনভাবে প্রহার করল যে আমার নাক, মুখ দিয়ে রক্ত বার হয়ে আসল। পরে আমার প্রাণের ভিক্ষা চাইলাম এবং বললাম আমার দুইটা খাসী আছে আপনারা আমার খাসী দুইটা নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে দেন। তখন পাকদস্যু দল আমার দুইটা খাসী নিয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে যায়। পাকদস্যু যাওয়ার পর আমার স্ত্রী এসে আমাকে দেখে চিৎকার আরম্ভ করল, চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে আমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে পাকদস্যু ধরে চৈত্র মাসের ২২ তারিখে সকাল ১০টার সময়।

এ তারিখে আবার বিকাল ৪টার সময় পাকদস্যুর অন্য একদল আমার বাড়ীতে আসে। পাকদস্যুদের আসার পূর্বে আমার স্ত্রী অন্য জায়গায় চলে যায়। পাক বর্বররা এসে আমাকে আবার বলে তোর স্ত্রী কোথায়। এই কথা শুনে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। আবার জ্ঞান যখন ফিরে পাই থখনও দেখি পাকদস্যু আমার বাড়ীর মধ্যে রয়েছে। আমার স্ত্রীকে না পেয়ে আমাকে বাঁশের ফালটা দিয়ে আঘাত আরম্ভ করল। আমি আহত অবস্থায় বললাম আমার স্ত্রী আপনাদের আসা দেখে পালিয়ে অন্য বাড়ীতে গিয়েছে। তখন আমাকে বলল বল বেটা কোন বাড়ীতে গিয়ে হায়। আমি বললাম এইদিকে চলে গিয়েছে। এই কথা বলার সঙ্গে আমার বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে চলে গেল।

চৈত্র মাসের ২৬ তারিখে পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। রাস্তার পার্শ্বে আমার বাড়ী প্রথমে আমার বাড়ীতে পাকদস্যু এসে উঠে। উক্ত তারিখেও আমাকে সেই কথা তোর স্ত্রী-পুত্র কোথায়? আমি জবাব দেই আমার স্ত্রী-পুত্র কেউ নাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার বেত দ্বারা প্রহার করল এবং পায়ের পাদুকা দ্বারা লাথি মারল। এই লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকি। এইভাবে পাকদস্যু আমাকে দুইবার শারীরিক অত্যাচার করে।

টিপসহি/-
আব্দুল মজিদ মিয়া

\ ১১৬ \

শ্রী রথিকৃষ্ণ সাহা
গ্রাম- ভেংড়ী
থানা- উল্লাপাড়া
জেলা- পাবনা

আমি বাড়ীর সবাইকে নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলাম উল্লাপাড়া থেকে ৩ মাইল দূরে ভেংড়ী গ্রামে আমাদের গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারই প্রায় আশ্রয় নিয়েছিল। হারিয়ে গেল আমাদের বাড়ীঘর আর গড়ে তোলা জনসেবা শিবির। মা-বোনদের পল্লীতে রেখে পালিয়ে পালিয়ে উল্লাপাড়া এসে দেখলাম দস্যুরা বাঙ্গালী ভাইদের ধরে নিয়ে লুট করাচ্ছে ইচ্ছামত আবার গুলি করে বাঙ্গালী ভাইদের মারছে। বিকাল চারটার দিকে দেখতে পেলাম উল্লাপাড়ায় আগুনের লেলিহান, মনে হচ্ছে আগুনও যেন ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সমস্ত পাটের গুদাম, কলেজ, স্কুল, বাড়ীঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে শোন যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ। এই আগুনের লেলিহান ৩/৪ দিন উল্লাপাড়া, ঝিকিড়া, ঘোষগাতী, ঘাটিনা, চরঘটিনা ও অন্যান্য গ্রামকে এক এক করে গ্রাস করেছে, গাছপালাগুলো পুড়ে পুড়ে হা করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন হয়েছে যেন উল্লাপাড়াতে একটা পাখী পর্যন্ত দস্যুদের দেখে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে। এইভাবে ৭ দিন কাটতে না কাটতেই একদল কুচক্রীর দল দস্যুদের পিছু নিয়েছে। তারাও যেন দস্যু হয়ে গেল। ১ মাসের মধ্যে দেখতে পেলাম দস্যুর দল বেশ ভারী হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে। আমার বহু বন্ধুদের ধরে নিয়ে নিয়ে পাক দস্যুদের হাতে দিচ্ছে আর দস্যুদল আমার বন্ধুদের একটু একটু করে তিলে তিলে মেরেছে। বঙ্গালী দস্যুদল ওদের নাম দিয়েছিল শান্তি কমিটি, শান্তির নাম নিয়ে কত মা-বোনকে যে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে তার হিসাব নাই। এই শান্তি কমিটির নায়ক ছিল কয়েকজন স্থানীয় অবাঙ্গালী ও কয়েকজন বাঙ্গালী।

এইভাবে আমাদের স্মরণীয় দিনগুলি কাটতে লাগলো। ১ মাস, ২ মাস কেটে গেল। স্বাধীন বাংলার খবর শুনি, বুকে একটু বল পাই। জুনের ২৭ তারিখ ভোর ৫ টার সময় দেখতে পেলাম একদল লোক ছুটে আসছে। ভাইরা মন্তব্য করল পাক মিলিটারী হতে পারে? দেখতে না দেখতে ব্যাপরটা ফাঁস হয়ে গেল। সবাই ছুটে পালাতে লাগলাম কিন্তু হায় দেখি ভেংড়ী গ্রামের চারদিক দস্যুদল ও বাঙ্গালী দস্যুদল (শান্তি কমিটি) ঘিরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম ব্যবসাইত পাড়ার ভিতর, ছোট জঙ্গলের ভিতর শুয়ে পড়লাম, কিন্তু দেখি আমাদের সুপরিচিত উল্লাপাড়ার কয়েকজন গুণ্ডা আমাকে দেখেই চিনে ফেলল। বলল শালা মালাউন পালিয়েছিস, বেরিয়ে আয়। নিরুপায় হয়ে এসে দেখলাম আমার বাবাকে ধরেছে, ভাইকে ধরেছে, বন্ধু অরুণকে ধরেছে, বন্ধু জীবনকে ধরেছে ও আর ৪ জনকে ধরেছে। দারুণ মার শুরু করে দিল। আমার বৃদ্ধ পিতাকে মারছে, বৃদ্ধ পিতা মার সহ্য করতে না পেরে আমার কোলে এসে আশ্রয় নিল। তখন আমাকে যে কতক্ষণ কি দিয়ে মেরেছে বলতে পারব না। ঘন্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র লুট করে এনে জড়ো করেছে এবং দস্যুদল খাওয়া দাওয়া করেছে। দস্যুদল খাওয়া শেষ করে আমাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ১২ মাইল হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে সলঙ্গা নামক স্থানে নিয়ে গেল। ওখানে দেখতে পেলাম ৭০/৮০ জন পাকদস্যু ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের পেয়ে মনে হয় জীবিত মানুষগুলোকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু দেখলাম আমাদের ট্রাকে তুলে উল্লাপাড়া ষ্টেশন ক্যাম্পে নিয়ে এলো। হাজার হাজার মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে একজন পাক ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলো, বললো তোমাদের নাম লিখে দাও এবং একটি পেন ও ১ পিস কাগজ দিয়ে গেল। লিখে দেওয়ার পর আমাদের চারহাত-বাই চারহাত ঘরে রেখে দিল। একনকি দরজায় পর্যন্ত তারকাটা এঁটে দিল। মনে হলো আর কোনদিন দরজা খুলবে না। সারারাত্রি বসে বসে কাটাতে লাগলাম আর শুনতে পেলাম নারী কণ্ঠের আর্তনাদ, বুকফাটা কান্না, চাবুকের সপাং সপাং শব্দ, মদ্যপানের জড়ান জড়ান কথা, শুনে মন ভয়ে

শিউরে উঠল। শুধু মনে হতে লাগল, এরা বেশী দিন টিকতে পারবে না। নারী ধর্ষণে কোন জাতি টিকতে পারে নাই, পারবেও না। এইভাবে সারা রাত্রি কেটে গেল। সকাল ৮ টার সময় দরজা খুলে বের করল আমাকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেন বলল জয়দেব কে? আমি বললাম আমার ছোট ভাই। সে কি করে? বি, এ পড়ে। কোন পার্টি করে? আওয়ামী লীগকে ভালবাসে। সে কোথায়? বলতে পারব না। কেন পারবে না? জানি না। এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে আগুন ছুটতে থাকলো। বললো যদি বাঁচতে চাও বল জয়দেব কোথায়। কিন্তু আমার একই উত্তর জানি না। নিজে রাগ সামলাতে না পেরে একজন জোয়ানকে ডাক দিল এবং বলল চাবুকে গায়ের চামড়া তুলে ফেলতে। জোয়ন চাবুক মারতে আরম্ভ করে দিল। ওদিকে আমার বাবা চিৎকার করছে, ওকে আর মের না, আমাকে মার। কখন জ্ঞান হারিয়ে গেছে, জানি না। জ্ঞান ফিরে দেখি উল্লাপড়ার এক পরিচিত ঘরে বিচার হচ্ছে। আমার রক্তাক্ত দেহ দেখে কারও দয়া হোলম, কেউ বলল ভাল, কেউ বলল কিছু খারপ, এতে শাস্তি হলো, আবার ১০ বেত। আমার বাবাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল। ছোট ভাইকে চাবুক মারল, জীবনকে চাবকাতে চাবকাতে গায়ের চামড়া ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল আর আমার সেই সুপ্রিয় বন্ধু অরুণকে গুলি করে হত্যা করল। এদিকে আবার নতুন রাজাকার তৈরী করছে। বিচারে রায় দিয়েছিল উল্লাপাড়ায় থাকতে হবে নইলে গুলি করে মারবে। নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে লাগলাম। এখন মনে হচ্ছে কেনই বা ওদের এত জয়দেবকে দরকার। জয়দের আমার ভাই, আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী, উল্লাপাড়াতে যত বড় আওয়ামী লীগের নেতাই আসুক না কেন, জয়দেবকে সবাই চিনতো এবং ভালোবাসতো। সে একদিন বলেছিল আমি হয়তো থাকবো না কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এতে কোন দ্বিমত নেই। কুচক্রীর দল সাবধান হয়েই থাকে। কিন্তু হায় জয়দেব আজ আর আমাদের সামনে নেই।

ক্ষতবিক্ষত দেহে বাড়ী ফিরলাম। নজরবন্দী আবস্থায় উল্লাপাড়ায় থাকতে লাগলাম। উল্লাপাড়ার দুঃখ দুর্দশা দেখে ঘরে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতাম।

আমি দেখেছি প্রতিদিন পাক সৈন্যরা কোথা থেকে যুবক ধরে এনে মুক্তিবাহিনীর নাম দিয়ে বহু যুবককে গুলি করে মেরেছে। একদিন দেখতে পেলাম একটি যুবককে ধরে এসে আমার বাড়ী পিছনে গুলি করে চলে গেল কিন্তু যুবকটির পেটের পার্শ্বে গুলি লেগেছে। সে শুধু বলছে আমার হাতটা ছেড়ে দাও, আমি বাঁচব, আমি কোন অপরাধ করিনি। যদি বাঁচতে না দাও আর একটা গুলি করে মেরে ফেল, যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু কোন লোক তার কথায় কান দিল না। অবশেষে সন্ধ্যায় যুবকটি অর্তনাদ করতে শুরু করল- একটু পানি দাও, কেউ একটু পানি দাও। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কারণ দস্যুদের পা-চাটা গোলাম রাজাকারদের পাহারায় রেখেছিল যেন যুবকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার পাহারায় থাকে। সন্ধ্যার পর রাজাকারদের বেয়নেটে তার প্রাণ হারায়, তার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সেই অন্তিম স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘‘মা পানি জন পথ’’।

স্বাক্ষর/-
শ্রী রথিকৃষ্ণ সাহা
উল্লাপাড়া
পাবনা

\ ১১৭ \

ভাগলু ঘোষ
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

১লা বৈশাখ (রবিবার) প্রথম মিলিটারী এখানে আসে। তারা গাড়ীতে করে টহল দিয়ে এ্যারোড্রামে যায়। বিকেল ৬ টার দিকে মিলিটারীরা স্থানীয় বিহারীদের দিয়ে রেলওয়ে ডিপো থেকে কেরোসিন তেল লুট করায়। তারপর তাদের ঈশ্বরদী বাজার নির্দয়ভাবে লুট করায়। লুটপাট করার পর তারা বাজারের অনেকগুলি ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

অপরদিকে লাইনের পশ্চিম পাশে বিহারীদের ছেলেরা হামলা করে এবং লুটপাট করে ও লোক হত্যা করতে থাকে। আমার মহাজন কৃষন শর্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। আমার বাসাও লুটপাট করে।

পরদিন সকালে আমি পালিয়ে যাই। বনবাদাড় দিয়ে যাবার পথে আমি দেখতে পাই ৩০/৩৫ জন বাঙ্গালী ও হিন্দুকে বিহারীরা হত্যা করেছে।

আমি আমার বাড়ী লুট হবার পর যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পাই যে পশ্চিম টেংরা হিন্দু মন্দির ‘‘শিব মন্দির‘‘ বিহারীরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভেঙে ফেলে মন্দিরের ভিতরের সমস্ত বিগ্রহগুলি।

টিপসহী/-
ভাগলু ঘোষ

\ ১১৮ \

জয়েন উদ্দিন
গ্রাম- মাঝদিয়া
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পাক সৈন্যরা ঈশ্বরদীতে তাদের অবস্থান মজবুত করে নেবার পর আশেপাশের এলাকায় অপারেশন করা শুরু করে। এ সময় উল্লিখিত এলাকায় কোন বাঙ্গালী ছিল না। তারা প্রাণ ভয়ে ভারতে এবং অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল। এ খবর সৈন্যরা বিহারীদের মাধ্যমে জানতে পারে। পাক সৈন্যরা আসার পর তাদের সহায়তায় বিহারীরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারাই বাঙ্গালীদের অবস্থানের কথা পাক সৈন্যদের কাছে বলে এবং তাদের অপারেশনের জন্য প্রচোরিত করে।

বিহারীদের প্ররোচনায় এবং তাদের সহযোগিতায় পাক সৈন্যরা এপ্রিলের শেষের দিকে মাঝ দিয়া গ্রাম অপারেশন করে। পাক সৈন্য ও তাদের সহযোগী বিহারীরা গোটা গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রাম এমন ভাবে ঘেরাও করে যে গ্রামের প্রায় কেহই পালাতে পারেনি। গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামের সমস্ত লোকজন জমা করে। লোকজন ধরার মাঝখানেই সমস্ত গ্রাম লুটপাট করে। বেশ কিছু বাড়ীঘর জ্বালীয়েও দেয়।

ধৃত ৪০০/৪৫০ লোককে তারা হৃদয়হীনভাবে হত্যা করে। তারা ঐ সমস্ত লোককে অধিকাংশ লোক জবাই করে হত্যা করে। তারা একই জায়গায় এবং একই খাট্যার উপর ১১৫ জনকে জবাই করিয়া হত্যা করে। সমস্ত গ্রাম লাশ, লাশ আর লাশে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। যেদিকে চাওয়া যায় শুধু লাশ আর জমাট রক্তের ঢেলা ছাড়া আর কিছু দেখা যেত না।

এই গ্রাম অপারেশনে বহু সংখ্যক রমণীর শ্লীলতাও তারা হানি করে।

স্বাক্ষর/-
জয়েন উদ্দিন

\ ১১৯ \

আব্দুল্লাহ খান
গ্রাম- পুবপাড়া
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির পদলেহী শান্তি কমিটির সহায়তায় পাক সৈন্যরা ২৮শে জুলাই তারিখে আমাকে ঈশ্বরদী থেকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর আমার দুই হাত পিছনে বেঁধে দেয়। মোটা রশি দিয়ে এমন ভাবে এঁটে বাঁধে যে হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাঁধনের অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে থাকে। কিন্তু তখনও বোঝা যায়নি যে এর চেয়েও ভয়াবহ এবং কষ্টকর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

গ্রেফতার করার পর আমার উপর নির্দয়ভাবে প্রহার শুরু করে।চড়, লাথি, কিল, ঘুষি এবং রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটান শুরু করে। এ সময় যে সমস্ত অবাঙ্গালী ও শান্তি কমিটির লোক ঐখানে ছিল তারা এ শাস্তি প্রাণ ভরে দেখছিল এবং তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তারা উক্ত শাস্তি বিধান দেখে তৃপ্তি বোধ করছিল। কিছুক্ষণ এমনিভাবে প্রহার করার পর আমাকে জীপে করে পাবনা জেলখানায় নেওয়া হয়। জেলখানার একটি ছোট্ট আলো বাতাসহীন প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখে। জেলখানার উক্ত ঘরে ঢোকার পর তিনজন সামরিক লোক আমার কাছে আসে। তারা এসে আমাকে দেওয়ালের পাশে নিয়ে যায় এবং আমাকে প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। তারপর ঐ অবস্থায় আমার মাথাকে মাটিতে ঠেকতে বলে। এ সময় আমার পাছা অসম্ভবভাবে টান হয়ে থাকতে হবে বলে তারা নির্দেশ দেয়।

যাহোক, তাদের নির্দেশ মত আমি ঐভাবে পজিশন নিলে ঐ সমস্ত লোকেরা আমার উপর অত্যাচার শুরু করে। প্রথমে আমার ঐ টান পাছার উপর ধান ভানা চাকা যে ফিতায় টানে ঐ ফিতা (সম্ভবতঃ অথবা ঐ জাতীয় মোটা ফিতা) দিয়ে শটাশট প্রহার করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলে অথবা শরীরকে সোজা বা মোড়া দিতে লাগলে তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত ও প্রাণনাশের হুমকি দিত এবং ঐ রূপ না করতে বলত।

এই অবস্থায় প্রহার কিছুক্ষণ চলার পর আমি অবসন্ন হয়ে পড়ি। আমি মাটিতে পড়ে যাই। ইতিমধ্যেও যে সৈন্যটি প্রহার করছিল সম্ভবতঃ সেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন মাটিতে পড়ে যাওয়া অবস্থায় একটি সিপাই রুলার দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় পেটাতে থাকে।পেটানোর যন্ত্রণার চোটে যখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি তখন আমাকে সময়িকভাবে প্রহার বন্ধ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কতজন মিলিটারী মেরেছি, বিহারী মেরেছি, মুক্তিবাহিনীর লোকেরা কোথায় আছে, অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রেখেছি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

স্বাভাবিকভাবে আমি সমস্ত কিছু অস্বীকার করি। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ফাঁকে ফাঁকে তারা প্রহার করে। প্রহার ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ হলে আমাকে পুনর্বার বন্দী করে রাখে।

অনুরূপভাবে আরো কয়েকদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রত্যেক দিনই আমার উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। প্রত্যেক বারই আমাকে বলা হয়েছে যে আমার সমস্ত খবরই তারা জানে। সুতুরাং আমি স্বীকার না করলে হত্যা করা হবে।

বলা প্রয়োজন, আমি যে ঘরে থাকতাম এ সময়ের মধ্যে সে ঘর থেকে তিনজনকে সন্ধ্যার পর হাত রশি দিয়ে বেঁধে চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে কোথায় যেন নিয়ে যেত। তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। সম্ভবতঃ তাদের হত্যা করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্বাক্ষর
আব্দুল্লাহ খান

\ ১২০ \

দীপক প্রসাদ গুপ্ত
গ্রাম- পশ্চিম টেংরী
থানা- ঈশ্বরদী
জেলা- পাবনা

পাক মিলিটারী এবং অবাঙ্গালীদের অত্যাচারে অত্র এলাকার নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশুরা দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ভারতে চলে যায়। ১লা বৈশাখ তারিখে পাক সেনারা এখানে প্রবেশ করে । তারা আসার পরই এলাকায় বাড়ীঘর পুড়িয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। অবাঙ্গালীরাও এ সময় রীতিমত লুটপাট শুরু করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে জণগণ এলাকা ত্যাগ করেন। পলায়ন লোকদের উপর হানা দিয়ে লুটপাট করে ঘরের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয় এবং অনেককে হত্যা করে।

এক দুমাসের মধ্যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। তারা মিলিটারীদের সাথে যোগাযোগ করত। তারা উৎসাহ দিয়ে রাজাকার তৈরি করেছিল।

রাজাকাররা গ্রামে লুটপাট করেছে, লোক ধরে মিলিটারীদের দিত। মারধর করত। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে যেত।

মুক্তিবাহিনীদের লোকেরা গ্রাম এলাকায় থাকত। জনগণ তাদের থাকতে দিত।

মিলিটারী গ্রামে এবং বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন করত, মানুষ হত্যা করত; মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে।

অবাঙ্গালীরা যে সমস্ত অমুসলিম পরিবার ছিল তাদের জোর করে ভয় দেখিয়ে মুসলমান করেছিল। আমি নিজেও উক্ত শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। এমনি ১২/১৩ ঘরে ৮০/৯০ জনকে মুসলমান করেছিল। বিহারীরা মন্দির ভেঙে ফেলেছিল এবং মন্দিরের ইট দিয়ে রাস্তা করেছিল। মন্দিরের বিগ্রহগুলি হৃদয়হীনভাবে ভেঙে ফেলেছে।

ডিসেম্বরের যুদ্ধকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। এই যুদ্ধ স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে এই বিশ্বস সকলের মনে ছিল।

স্বাক্ষর/-
দীপক প্রসাদ গুপ্ত

\ খুলনা বিভাগ \

\ ১২১ \
নীলিমা রাণী দাস
সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা

যুদ্ধ বাধলে আমরা সবাই খুলনাতেই আছি। সান্ধ্য আইন চলছে, ঘরের বের হবার উপায় নেই। ৩রা চৈত্র রাত ১০-৩০টায় ৬জন পাক সেনা আমাদের বাড়ী ঢোকে। আমরা তখন আকাশবণীর খবর শুনছি। পাকসেনারা ঢুকে আমার স্বামীকে ডাকে, তারপর ঘরে ঢুকে আমার সকল গহনা খুলে দিতে বলে। আমি সকল গহনা খুলে দিই আর যা টাকা-পয়সা ছিল সব নিয়ে আমার স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। রাত ১১-৩০টায় গুলির আওয়াজ পেলাম। পরে শুনলাম আলতাফ গলির মোড়ে ৮জনকে গুলি করে, ৬জন মারা যায়, ২জন বেঁচে যায়-একজন চিত্ত, অপরজন রবি। আমার স্বামী ঐ দিন মারা যায় পাকসেনাদের গুলিতে।

তারপর আমি আমার ৪ মাসের বাচ্চা নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে আমার গ্রামের বাড়ী যাই। ওখান থেকে কয়েকদিন হেঁটে বহু লাঞ্ছনা সয়ে ভারতে যেতে পারি। দেশ স্বাধীন হলে দেশে আসি, আমার কেউ দেখার নেই, বাড়ীঘর নেই।

সম্পূর্ণ অসহায় নিঃসহায়, শুধু ভাবছি এমনি যন্ত্রণা নিয়ে আর ক'দিন বাঁচবো।

স্বাক্ষর/-
নীলিমা রাণী দাস
৭/৭/৭৩

\ ১২২ \

কাজী অব্দুল খালেক
খুলনা সদর
খুলনা

২৮শে মার্চ দুপুর তিনটার সময় আমি ভাত খেতে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পাই যে আমার বাড়ীর চারিদিকে খানসেনা ও বিহারী ঘিরে ফেলেছে এবং দরজায় দমাদম লাথি মারছে। তারা দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং একজন খান সেনা একটা অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল আমার বুকের উপর চেপে ধরে এবং প্রথম প্রশ্ন আমাকে করে যে, 'তোম বাঙ্গালী হ্যায়, না বিহারী হ্যায়, তোম আওয়ামী লীগমে ভোট দিয়া, ৯৯% লোকনে আওয়ামী লীগমে ভোট দিয়া তো হামভী দিয়া, মাগার ম্যাই আওয়ামী লীগের ইলেকটেড মেম্বর নেহি হ্যায়। তখন তারা আমাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে এবং একটা ট্রাকে তোলে। ঐ ট্রাকের ভিতর আরও ৭/৮ জন লোককে দেখতে পাই। তার মধ্যে খালিসপুর শহরের ডি,এস,পি ও ওয়াপদার একজন অফিসারকে দেখতে পাই। ডি,এস,পির, সারা শরীরে রক্ত এবং কপালের উপর বড় একট গর্তের মত দেখতে পাই আর ওয়াপদার অফিসারটির মুখের এক পাটির দাঁত ভাঙা দেখতে পাই। আমাদেরকে ট্রাকের উপর বসান হয় এবং দুই পাশে দুইটা মেশিনগানধারী শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় একটা মিলিটারী এম, পি এসে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করে যে তুম বাঙ্গালী হ্যায় না বিহারী হ্যায়। আমি বলি যে আমি পাকিস্তান কা মোহফেজ হ্যায়। তখন এম,পি, বলে তোমহারা আইডিন্টিটি কার্ড হ্যায়। তার উত্তরে আমি আমার অফিসের আইডিন্টিটি কার্ড তাকে দেখাই। তখন সে আমাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু আর সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। আমি ছাড়া পাবার আরও একটা কারণ আমি নিখুঁতভাবে উর্দু বলতে পারতাম।

৭ই জুলাই দৌলতপুর থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ আমাকে হাতে হাতকড়া দিয়ে খুলনাতে এস,ডি, ও কোর্টে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি কোর্টে পৌঁছার আগেই কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমাকে খুলনা জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই সময় দুইদিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নাই। আমি যখন জেল হাজতে গিয়ে পৌঁছালাম তখন সেখানে বহু আওয়ামী লীগের নেতা, প্রফেসর এবং পুলিশের অফিসারকে দেখতে পাই। তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই খুব শোচনীয় দেখতে পাই। তাদের কারো গায়ে চুলকানী, পাচড়া হয়ে বোঝাই হয়ে গিয়েছে আবার কেউ বা ভীষণভাবে অসুস্থ। এই সময় আমি সেখানে একজন প্রফেসরকে দেখতে পাই তাকে নাকি যশোর থেকে ধরা হয়েছিল এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টে তাকে ভীষণভাবে অত্যাচার করা হয় যার ফলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে ভদ্রলোককে খান সেনারা মুক্তিবাহিনীর স্পাই হিসাবে ধরে। এই ভদ্রলোক এই সময় শুধু শুধু লেকচার দিয়ে চলেছেন।

আমাকে রাত্রিতে যে ঘরে থাকতে হত সে ঘরটা ছিল খুব ছোট। সে ঘরে ভালভাবে বড়জোর ৫০ জন থাকতে পারে। সেখানে ৪ শত জন কয়েদীকে রাত্রিতে থাকতে দিত। প্রত্যেককে 'কাত' হয়ে শুয়ে থাকতে হত। কোনরকম নড়াচড়া করার উপায় এই সময় থাকত না।

আমি জেল হাজতে থাকা অবস্থায় দেখতে পেতাম যে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে খান সেনারা জেল হাজত থেকে অনেক কয়েদীকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। তাদের আর কোন খবর আমরা পেতাম না বা আর ফিরে আসতো না।

খান সেনারা প্রত্যেক দিন বা আশেপাশে থেকে যে সব লোককে ধরে আনতো তাদের প্রতমে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে ভীষণভাবে টরচারিং করত এবং যাদের মারা হত তাদেরকে জেল হাজতের মাঠে দিয়ে আসতো এবং নদীর পাড়ে 'জবাই' করা হত। তাদের কাকুতি, মিনতি বা কান্নাকাটি অনেক সময় আমরা শুনতে পেতাম। বাদ বাকীগুলিকে জেল হাজতে নিয়ে আসতো। তাদের কাছে আমরা জানতে পারতাম খান সেনাদের অমানুষিক নির্যাতনের কথা। মানুষ হয়ে মানুষের উপর যে কত বড় নির্দয় হতে পারে তা আমার আগে জানা ছিল না। এই সময় আমাদের দিনে একবার খেতে দিত- ভাত ও ডাল, যা দেখলেই বমি হয়ে যেত, খাবার কথা তো দূরে থাক। তবুও জীবন ধারণের জন্য তাই খেতে হত।

আমরা যে চারশত লোক রাত্রিতে এক রুমে থাকতাম। পায়খানা প্রস্রাব ঐ রুমের ভিতরের এক কোনায় করতে হত, যার ফলে দুর্গন্ধে রুমের ভিতর থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়তো।

৯ই জুলাই আমার আত্মীয়-স্বজনের ধরপাকড়ের ফলে এস, ডি, ও কোর্ট থেকে ৫০০ টাকা সিকিউরিটির বদলে জামিন মঞ্জুর করে । এই সময় কয়েকজন লোক জেল হাজতে আসে এবং আমকে বলে যে তোমার জামিন হয়ে গিয়েছে। তারা আমাকে জেল হাজত থেকে বের করে চলনা লাইটড্রাস-এর অফিসে নিয়ে গিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি কতজন বিহারীকে হত্যা করেছি। আমাকে খালিসপুর ''নোভাল বেস''-এর হাতে হ্যা-ওভার করে। এই নেভাল বেস-এর কমাডিং অফিসার ছিল কর্নেল গুলজারী।

এখানে যাবার পর প্রথম আমাকে কর্নেল গুলজারী প্রশ্ন করে যে, তোম কালপ্রিট হ্যায়, আমি তখন বলি যে আমি এমন কোন কাজ করি নাই যার জন্য আমি কালপ্রিট হতে পারি। তখন সে আমাকে প্রশ্ন করে যে তুমি কত বিহারীকে কেটেছো বা নির্যাতন করেছো। তখন অমি বলি যে আমার জীবনে আমি কোনদিন কোন বিহারীকে মারি নাই বা তাদের উপর অত্যাচার করি নাই। তখন সে আমাকে বলে যে ঠিক হ্যায়। তোম জঙ্গোল সাভ কর। আমি তখন নেভাল বেস এর সম্মুখের সমস্ত জায়গায় জঙ্গল সাফ করতে থাকি। এই সময় কাঁচিতে আমার আঙ্গুল কেটে দুই ভাগ হয়ে যায়। তিন দিন আমাকে এইভাবে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক দিন সকাল ৬টা থেকে ১টা পর্যন্ত, তারপর ১টা রুটি খেতে দিত এবং ২টা থেকে আবার ৬টা পর্যন্ত ঘাস কাটতে হত। কারণ তারা নেভাল বেস এর আশেপাশে সমস্ত জায়গা পরিস্কার করছে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে। ২য় দিন আমি যখন ঘাস কাটছিলাম তখন একটা শিয়াল ঘাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে ঘাস নড়ছিল। তখণ সমস্ত খান সেনারা পজিশনে চলে যায় এবং বলে যে মুক্তিবাহিনী আগিয়া।

৩য় দিনে অমি যখন ঘাস কাটছিলাম তখন সেখান দিয়ে ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন যাচ্ছিল। সে আমাকে দেখে সিপাইদেরকে বলে আমাকে তার চেম্বারে পৌঁছে দিতে। তার চেম্বারে গেলে সে আমাকে প্রথমেই রোলার দিয়ে একটা বাম কাঁধে আঘাত করে এবং বলে যে তোম শালা বহুত বহিরীকো খতম কর দিয়া আওর বহুত বিহারীকো আওরাতকে ইজ্জত লিয়া। এই সময় আমাকে সে কোন কথা বলার সুযোগ দেয় না। সে আমাকে রোলার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। এই সময় সে তার সহযোগীকে বলে আমাকে পায়ে শিকল বেঁধে টাঙ্গিয়ে দিতে। আমাকে নিয়ে পায়ে শিখল বেধেঁ উল্টো দিকে ঝুলিয়ে দেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন পুনরায় এসে আমাকে বলে ''শালা তোমকো খতম করে দেগা''-এই বলে সে আমাকে মোটা রোলার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত ও অশ্রাব্য গালাগালি দিতে থাকে। কিছুক্ষণ মারার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর তারা আমাকে আর মেরেছে কিনা আমি জানি না। আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি দেখতে পাই যে আমি একটা কম্বলের উপর শুয়ে আছি, আমার সারা শরীরে অসহ্য ব্যাথা। এই সময় কর্নেল গুলজারী সেখানে আসে এবং আমার এই অবস্থা দেখে সে ভীষণভাবে রেগে যায় ক্যাপ্টেন সাহাবের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার চিকিৎসার ব্যাবস্থা করে এবং পরে জানতে পারি যে ২ দিন পর কর্নেল গুলজারী ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিনকে চিটাগাং নেভাল বেস-এ বদলী করে দেয়। খালিশপুর নেভাল বেসে একজন পাঞ্জাবী

ইমাম ছিল। সে বাঙ্গলীর প্রতি ভাল ব্যাবহার করতো, সে আমাকে খাবার দিত, আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করতো।& এবং আমি যখন সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আসি তখন সে আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

৯ দিন পর কর্নেল গুলজারী আমাকে রিলিজ করে দেয়। এই সময় কর্নেল গুলজারী আমাকে বলে দেয় যে তুমি কোন সময়ই বিহারীদের সম্মুখে যাবে না। এবং বিহারীরা যেন তোমাকে কোন জায়গায় না দেখতে পায়। তুমি সব সময় বিহারীদেরকে এড়িয়ে চলবে।

১৯শে জুলাই আমি নেভাল বেস থেকে মুক্ত হই। এই সময় আমার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে অমি চলতে ফিরতে পারতাম না। আমি একটা রিক্সা করে বোনের বাসায় চলে যাই। সেখানে আমার ফ্যামিলির সাক্ষাৎ পাই। দেখতে পাই যে আমার পরিবারে অবস্থা খুব খারাপ। কারণ কোনদিন না খেয়েও তারা কাটিয়েছে। আমার দুই ছেলে তখন রাস্তায় ফেরি করে যা রোজগার করেছে তা-ই দিয়ে কোন মতে খেয়ে না খেয়ে আমাদের দিন চলেছে।

স্বাক্ষর/-
কাজী আব্দুল খালেক
১১/৭/৭৩

\ ১২৩ \

কবির আহমদ
বি, ডি, আর
খুলনা

২৭শে মার্চ অবস্থার অবনতি আরও ঘটে। পাকসেনারা ব্যাপকভাবে সারা শহর ঘুরতে থাকে, আমাদের সঙ্গে ব্যাবহারও তেমন ভাল ছিল না। আমি গোপনে ওখানে মরিচা খনন করি এবং পরবর্তী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হই। ২৮শে মার্চ আমাকে টেলিফোনে শাখা হেড কোয়ার্টারে ডেকে আনা হয় অন্য জায়গায় পাঠানো হবে বলে অফিসে চলে আসি। এসে দেখি আধ হাত পরপর পাকসেনা সমগ্র শাখা ঘিরে রয়েছে ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে আমি বুঝতে পারলাম। আমার হাতিয়ার (সামান্য রাইফেল) জমা নিয়ে নেওয়া হলো। পর পর ক্রমশঃ আমাদের ১৩৭ জনকে নিয়ে আসে এবং অস্ত্র জমা নিয়ে নেয়। আমাদের পোষাক খুলে নিল এবং বেসামরিক পোষাক পরতে বলে ভিতরে থাকতে বলে। নামাজ পাড়ারও সময় নির্দিষ্ট করে দিল। ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের সবাইকে এখানে আটকে রাখে। বি, ও, পি, গুলির কি হলো কিছুই জানতে পারলাম না, ডুনিয়ার কোন খবর প্রায় পেতাম না। বেশ বুঝলাম যুদ্ধ চলছে পাঞ্জাবীদের সাথে। আমরা বন্দী, মৃত্যু আসন্ন। ৬ই এপ্রিল গাড়িতে করে নিয়ে যায়- কোথায় যাচ্ছি বলে না, পরে দেখলাম জেলখানায় নিয়ে আসলো। ভিতরে সবাইকে ঢুকিয়ে দিল। ১১নং সেলে আমাদের বন্দী করে রাখলো, পাকসেনারা পাহারায় থাকলে।

৭ই এপ্রিল থেকে ৫/৬ জন করে বের করে আর্মিরা চারিদিকে ঘিরে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকে। জেলখানার সিপাই লাঠি জোগাড় করে দিত। পাক সেনারা যথেষ্টভাবে মারধর চালিয়েছে।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে খুলনা ই,পি,আর এর উয়িং কমাণ্ডার গিয়ে আমি সহ সাতজনকে চার্জশীট দিয়ে বাকী সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। ঐ মাসেই আমাদের সাহজনকে বাদ দিয়ে সবাইকে শপথ করিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে যায়। আমরা (১) নায়েব সুবেদার আব্দুল মান্নান, (২) সৈয়দ আহমদ, (৩) কবীর আহমদ হাবিলদার, (৪) ল্যান্স নায়েক জয়নাল জাবেদীন (৫) নায়েক ক্লার্ক শামছুদ্দীন (৬) সিপাই আব্দুল লতিফ আরমার, (৭) সিপাই আবুল হাশেম অন্য সেলে বন্দী থাকি।

জেল পুলিশ মতিউর রহমানের মারফত বাইরের খবরাখবর সব আমরা পেতাম বিদেশী এবং মুক্তিবাহিনীর সব খবর দিত। ডাঃ আবুল মজিদ আমাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করেন এবং সব খবরাখবর দিতেন। অষুধ দেবার নাম করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে খবরাখবর দিতেন।

রোদের ভিতর উপুড় করে খালি গায়ে শুইয়ে ফেলে বুট দিয়ে লাথিয়েছে, রাইফেলের বাট দিয়ে যেখানে সেখানে পিটিয়েছে, মারতে মারতে ড্রেনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলে লাঠি পিঠের উপর ভেঙেছে। সমস্ত শরীর রক্তে ভরা, অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত মারতো এবং যথেচ্ছভাবে গালাগালি করতো। বলত 'বল কত বিহারী মেরেছিস।' সেপ্টেম্বর থেকে আমার বিরুদ্ধে চার্জ দিয়ে ইন্টারোগেশন শুরু করে । আমার বিরুদ্ধে চার্জ (১) আমি আক্রমণ করতে গেছি অবাঙ্গালীদের (২) সীমান্তে সিপাই পাঠিয়েছি সবাইকে সবাইকে আসার জন্য (৩) অস্ত্র সরবরাহ চেষ্টা এবং অস্ত্র ধ্বংস করা। (৪) সিপাইদের উস্কানী দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। এক একটি প্রশ্ন করে আর মারতে থাকে। খুব মারধর করার সহ্য করতে না পেরে সব স্বীকার করে তাদের তৈরী রিপোর্ট দস্তখত করি। চার্জশীটে আমি এ্যাক্ট অনুযায়ী আমার মৃত্যু লেখা ছিল।

আমি মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি আর বাইরের সব খবরাখবর আমি খবরাখবর আমি পেতে থাকলাম। আমি বুঝলাম আমি মরবো তবে দেশ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

নিয়মিত নামাজ রোজা শুরু করি বাংলাদেশের মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য, সেই সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বিজয় কামনা করে দোয়া করতাম খোদার কাছে।

১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা দেড়টায় খুলনা মুক্ত হলে আমরা জেল গেট ভেঙ্গে মুক্তির নিশ্বাস নেই এবং বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ি।

স্বাক্ষর/-
কবির আহমদ
১৯/৬/৭৩

\ ১২৪ \

বদিউজ্জামান
হাজী মেহের আলী রোড
খুলনা

আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ী চলে যাই যশোর দখল হবার পর । টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় কিছু না। থাকায় ওখান থেকে ২৭শে এপ্রিল আমি শহরে আসি আমার বাসাতে কাপড়-চোপড় নেবার জন্য। ২৮শে এপ্রিল খুব ভোরে বাসা থেকে আমাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। লেঃ কঃ তোফায়েলের কাছে হাজির করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে এক মেজর আমাকে যশোর সেনানিবাসে নিয়ে যায়। আমাকে এফ, আই, ইউ-র মেজর খোরশেদ ওমরের কাছে দেয়।

একজন সিপাইকে বানাতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শুইয়ে ফেলে লাঠি দিয়ে গরু পিটানো শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলে পা ধরে বারান্দায় টেনে এনে একজন সুবেদার কিল-চড়-ঘুষি যথেচ্ছা মারা শুরু করলো। আমি চিৎকার করতে থাকি। তারপর যেই আসুক না কেন লাথি কিল মারতে থাকে।

বিকালে আমাকে টানতে টানতে একটি ঘরে রেখে আসলো। এর পর থেকে প্রত্যেহ সকাল বিকাল বের করতো এবং ভীষণভাবে মারতো। আমাকে জিজ্ঞাসা করতো এস, পি, ডি, কি বলেছেন, তুমি কি করেছ? না বললেই মারতো। সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত না ঝরা পর্যন্ত, জ্ঞান হারা না হওয়া পর্যন্ত মারধর করতো।

আমি যেহেতু ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার সেহেতু সব খবর জানি এই কথাই ধরে নিয়েছিল, তাই অত্যাচারের মাত্রা খুব বেশী ছিল। আমি পতাকা তুলে দিয়েছি সব খবর মুক্তিসেনাদের দিয়েছি ইত্যাদি। আমাকে ঐ ক্যাম্পে তিন মাস তিনদিন আটকে রাখে এবং প্রত্যহ মারধর করতে থাকে।

আমাদের ছোট্ট একটি ঘরে অফিসার, দারোগা, অধ্যাপক, মাষ্টার , পুলিশ কৃষক শ্রমিক সবাইকে একত্র রাখতো। সারাদিন কোন খাবার দিত না, সন্ধ্যার আগে অল্প কিছু খাবার দিত। খুব ভোরে পায়খানা প্রস্রাব করাতে বের করতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী হলে ভীষণভাবে মারধর করতো, একসাথে ৩/4 জনকে পায়খানা প্রস্রাব করাতে বসাতো, দেরী হলে মারধর করতো। সারাদিন রাতে একবার পায়খানা প্রস্রাব করাতো। সকালে আমাদের বের করিয়ে পায়খানা ধোয়াতো, ড্রেন পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার মাল বওয়ানো অভুক্ত অবস্থায় করিয়ে নিতো। প্রস্রাব অনেকে ভিতরেই করে ফেলতো। মারের চোটে সারা শরীর ঘা হয়ে গিয়েছিল, মাছি বসে পুঁজ জমে সারা ঘরে একটি নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝে একলোক আসতো। আমরা ভালো করে বসতেও পারতাম না। সন্ধ্যার আগ দিয়ে সামান্য খাইয়ে ঘরে পুরে রাখতো। তিন মাস তিনদিন আমাকে গোছল করতে দেয়নি।

২রা মে ২৯ জনকে হাত, চোখ বেঁধে নিয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা, বাকী থাকি অমি, একজন ড্রাইভারও একজন সি, ও। পরে শুনলাম ওদের ট্রেন্স খুড়িয়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। ওর মধ্যে অনেক অধ্যাপকও ছিলেন।

তারপর থেকে প্রত্যহ রাত বারোটার পর ১০/১২ জন করে নিয়ে যেত আর ফিরতো না। প্রত্যেহ নতুন লোক এসে আবার ঘর ভরে যেতো।

জুলাই মাসের শেষের দিক হতে শুনলাম যাদেরকে গাড়ীতে করে নিয়ে যায় রাতে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করতো।

অপারেশন স্পটে যাদেরকে ধরে আনতো তাদেরকে হাত-পা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেলতো। তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে দিত এবং গুলি করে হত্যা করতো।

আগষ্ট মাসের ২/৩ তারিখে আমাদের ১০/১২ জনকে সেনানিবাসের মডেল প্রাইমারীর এক ঘরে নিয়ে যায়। এখানে নিয়ে আসার পর শুনলাম এর আগে যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের কোন তালিকা বা হিসাব নেই। অসংখ্য মানুষকে তারা হত্যা করেছে ঐ সময়। এপ্রিলে যাদেরকে ধরেছিল একমাত্র আমিই বেঁচে ছিলাম।

এখানে আসার পর খাওয়া দাওয়া একটু ভালো হলো। মারধর কর করতে থাকে।

আগষ্ট মাসের ১২/১৩ তারিখ ইনটারোগেশনের জন্য নিয়ে যেত এবং নানা কথা- যেমন বিহারী হত্যা করেছি, পাকসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, অস্ত্র যুগিয়েছি ইত্যাদির কথা লিখিয়ে আমাদের দিয়ে সই করিয়ে নেয়। চিৎ করে শুইয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতোম, একটু হেললে লাঠি দিয়ে পিটাতো। তিন দিন ঐ ভাবে অত্যাচার চালায় অমানুষিক।

সেপ্টম্বরের শেষ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথমে আমার বিরুদ্ধে সামরিক কেসের চার্জ নিয়ে একটি কপি দেয় এবং তার পরপরই জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। ঢাকা থেকে আরও অতিরিক্ত কেস আমার বিরুদ্ধে আসে। আমার সাথে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সানাউল হক, ইন্সপেক্টর আক্তার চৌধুরী, নূর মোহাম্মদ, ডাঃ আনিসুজ্জামান এম, বি, বি, এস, অনিসুর রহমান ইত্যাদি লোকদের বিরুদ্ধে মামলা ওঠে।

অক্টোবর মাস থেকেই ম্যাজিস্ট্রেট সানাউল হক সাহেবের কেস ওঠে। দুটো হিয়ারিং হবার পর কেস বন্ধ হয়ে যায়।

২৮শে নভেম্বর চিঠি পেলাম আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি। মুক্তি পাই ২৮শে নভেম্বর।

আমি মুক্তি পেয়ে বাসাতে অসি। আমার দেশের বাড়ী সব পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। আমার পরিবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেরিয়েছে।

আমি শুনতাম দৈনিক বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়েদের ধরে আনতো এবং সেনানিবাসের ২/৩টি স্থানে রেখে বিভিন্ন সময় ইচ্ছানুসারে তাদেরকে ভোগ করতো।

স্বাক্ষর/-
বি, জামান
১৪/৭/৭৩

\ ১২৫ \

শ্রী শক্তিপদ সেন
গ্রাম- কাজদিয়া, ডাকঘর- আলাইপুর
থানা ও জেলা- খুলনা

১৯৭১ সালের ১৯ শে এপ্রিল রোজ বুধবার বেলা ১১টার সময় খুলনা ট্রেজারীতে চাকরীতে কর্মরত অবস্থায় একজন পাক মিলিটারী আমাদের অফিসে আসে এবং আমাকে ডাকে। আমি তার নিকট উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমার পিছে রাইফেল ধরে সঙ্গে করে তাদের ক্যাম্প সার্কিট হাউজে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। যেমনঃ- (ক) কাকে ভোট দিয়েছ? (খ) কত জন বিহারী মেরেছ? (গ) এম এম দাস কোথায়?

আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর আমার দুহাত পিছনে দিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর প্রশ্নবাদ করতে থাকে আর কাঠের রোলার, লোহার রড দিয়ে শরীরের সমস্ত জয়েন্টে প্রহার করতে থাকে। প্রহার করার মাঝে বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। উক্ত প্রকারে প্রহার করার পর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে আমার সমস্ত শরীর চেপে ধরে পুড়িয়ে দিতে থাকে। একটু এদিক ওদিক ব্যাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলে আবার মার শুরু করে দিত।এইভাবে সন্ধ্যা ৮-৩০ পর্যন্ত অত্যাচার করার পর তিন জন মিলিটারী আমাকে হাত খুলে দিয়ে বলে চল শালা তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। এই বলে আমাকে সামনে রেখে একজন পিছে আর দু'জন দুইপাশে রাইফেল ধরে ১নং ফরেষ্ট গেটে নিয়ে যায়। তার পর সেখানে নিয়ে দু'হাত পিছে দিয়ে পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেলে। আর দুপা একসঙ্গে করে বেঁধে ভৈরব নদীতে পিছন হতে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পর আমি ভাসতে ভাসতে প্রায় ২০০/৩০০গজ যাবার পর আমার পায়ের রশিটা খুলে যায়। তার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পাই। সেখানে আশ্রয় নিয়ে হাতের রশিটি খুলে ফেলি এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য পানির নিচে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে রেখে কোনরকম নাক বাঁচিয়ে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা সেখানে কাটাই। তারপর নদী হতে উঠে পালিয়ে খুলনা টাউন মসজিদে ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদ প্রাঙ্গণে আমার দেখা হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তারপর এর মধ্যে দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে আমার নিজ বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেই এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত আমি বাড়ীতে থেকে যাই।

স্বাক্ষর/-
শক্তিপদ সেন
১৯/৭/৭৩

\ ১২৬ \

রেবা রাণী নাথ
ডাক ও থানা- ডুমুরিয়া
জেলা- খুলনা

জুন মাসের শেষের দিকে আমরা পাথরঘাটা হয়ে ভারতে যাচ্ছিলাম। দলে ছিলাম প্রায় ৮/১০ হাজার লোক, সবাই আমরা ভারতে যাব। রাত থেকে সকালে ৮/৯টার দিকে আমরা যা হোক কিছু রান্নাবান্না করছি এমন সময় ৩/৪ গাড়ী মিলিটরী আসে। সঙ্গে সঙ্গে পাক সেনারা গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে। এবং বহু লোককে ধরে গাড়ীতে তোলে। প্রত্যেক গাড়ীতে ১৫/২০ জন করে মেয়েদের তুলে নেয়। ওখানেই অনেকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাক ঘাঁটি ঝাউডাঙ্গাতে আমাদের নিয়ে যায়। ছেলেগুলিকে এক যায়গা করে গুলি করে সবাইকে হত্যা করে শুধু আমাদেরকে নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ৫০/৬০ জন মেয়েকে দেখলাম বিভিন্ন যায়গার, ঝাউডাঙ্গারও অনেক মেয়ে দেখলাম। অনেক কলেজ পড়া বিশ্ববিদ্যালয় পড়া মেয়েকে দেখলাম।

পাকসেনারা আমাদেরকে ৪/৫ দিন রাখে। ওখানে ৩/৪ টি তাবু ছিল। একটি একটি সিটের কাছে ২/৩টি মেয়ে নিয়ে এসে রাখতো। পাক সেনারা জোর করে ধরলে দুটি মেয়ে কিছুতেই তাদের শিকার হতে চায় না। তখন পাকসেনারা ভীষণভাবে দৈহিক পীড়ন করে গুলি করে হত্যা করে। পাকসেনারা একদল সবসময় ঘরে থাকতো, অপর দল আসা পর্যন্ত আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো।

আমি যে তাঁবুতে ছিলাম সেখানে ১৫/১৬টি মেয়ে ছিল। সীট ছিল ৮/১০টি। পাকসেনারা যখন তখন অমাদের উপর দৈহিক পীড়ন চালাতো। প্রায় সবসময় বিভিন্ন স্থান থেকে পাক সেনারা আসতো আর আমাদের আমাদের উপর অত্যাচার চালাতো। পাক সেনার বলতো বাংলাদেশ হবে না, তোমাদের আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে, জোর করলে গুলি। আমাদের উপর একই সময় ৫/৭টি করে পাক সেনা অত্যাচার চালাতো। বিভিন্ন ভাবে তারা তাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। আমাদের ৪ দিনের মধ্যে ১দিন ভাত দিয়েছিলো। একজনের সাথে অপরজনের কথা বলতে দিত না। আমরা ওখানে হিন্দু মেয়ে বেশী ছিলাম কিন্তু সবাই আমরা মুসলমান বলে পরিচয় দিই। আমাদের গায়ে বস্নাউজ রাখতে দিত না। সবাইকে কেবল শাড়ী পরিয়ে রাখতো।

আমরা থাকতে আরও প্রচুর মেয়েকে ধরে আনে। পাকসেনারা তখন আমাদের রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যেক রাজাকার এক একজনকে নিয়ে যায়। আমাকে এক রাজাকার তার বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩/৪ দিন রাজাকারটি আমার উপর অত্যাচার চালায়। রাজাকারটির বৌ ও মা নিষেধ করলে গুলি করতে যেতো। এরপর ওখান থেকে রাজাকারের মা এবং বৌয়ের সহায়তায় পালিয়ে ভারতে চলে যাই। সেখানে গোল পুকুর ক্যাম্পে থাকতাম। দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে আসতাম। আমি তখন ৭/৮ মাসের অমত্মঃসত্বা ছিলাম।

আমি নারী পুর্নবাসন কেন্দ্রে আবেদন করি সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে। ওরাই আমার চিকিৎসা এবং কাজের ব্যবস্থা করেন।

স্বাক্ষর/-
রেবা রাণী নাথ
২৫/৭/৭৩

\ ১৬৩ \

আখতার হোসেন চৌধুরী
ডি, এস, পি, শিল্প এলাকা
খালিশপুর
জেলা- খুলনা

ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য আমি সবরকম তদবীর শুরু করি এবং তদবীর করতে গিয়েই আমি ২১শে মে সকাল ৯টায় মেজর বাবরের কবলে পড়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই পাকসেনার পাহারাধীনে আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে এফ-আই-ইউ (ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিট)-এর একটি ঘরে আমাকে আটক রাখা হয়। সেই ঘরে আমি ছাড়া আরও ৫০/৬০ জন বন্দী। এই এফ-আই-ইউ একটা বিভীকাময় স্থান। সবাই ঘরের মেঝেতে জুতার বালিশ মাথঅয় দিয়ে শুয়ে থাকতাম। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একবার সন্ধ্যায় আমাদের খেতে দিতো। পচা ভাত, ডাল, প্রায় অখাদ্য। ওরই মধ্যে আমার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল, ১২ দিন শুধু পানি খেয়েছিলাম। সারাদিন সেখান থেকে যাকে ইচ্ছা বের করে নিয়ে যেয়ে আর এক ঘরে এফ, আই, ইউ এর অফিসাররা ইন্টারোগেশন করতো এবং অমানুষিক অত্যাচার চালাতো। সন্ধ্যা আটটায় একজন জমাদার বা সুবেদার এসে একটা লিষ্ট থেকে নাম ডাকতো। এই লিষ্ট-এ ৩০ থেকে ৩৫ জনের নাম থাকতো। যাদের নাম ডাকতো তারা লাইন ধরে দাঁড়াতো, তারপর তাদের জামাকাপড় ছিলে চোখ আর পেছন দিকে হাত বেঁধে গাড়ী করে নিয়ে মেরে ফেলতো। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন লোকদের আনা হতো। অমনি করে মেরে ফেলা হতো। একদিনের কথা আমি কোনদিন ভলবোনা। এটা ছেলে। মুক্তিবাহিনীর একজন। তাকে যখন মিলিটারী অফিসার ইংলিশে ষ্টেটমেন্ট লিখতে বলেছিল তখন সে বলেছিল-‘‘আমি বাঙ্গালী’’। বাংলায় অনার্স পড়ি। বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতেই আজ আমার এই অবস্থা। কাজেই কিছুতেই আমি ইংলিশে লিখবোনা। তাকে যেভাবে মারা হয়েছিল সে কথা আমি লিখতে পারবো না। তারপর এফ, আই, ইউ থেকে এফফ, আই, টি (ফিল্ড ইন্টারোগেশন টিম) এর আণ্ডারে এম পি, ইউনিট-এ আমাকে আটক রাখা হয়। এই এফ, আই , টি ইউনিটে আমাকে নিজ হাতে লিখে দিতে হয় যে আমি খালিশপুর পিপলস জুটমিল ও ক্রিসেন্ট জুটমিলের ৭০০০ হাজার বিহারী হত্যা করেছি। প্রথমে ২ দিন লিখতে চাইনি। তখন আমাকে পা উঁচু আর মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র তিন মিনিট সময় দিয়েছিল। পাশের যেখানে লেখা আছে ‘ প্যানিক চেম্বার’ সেখানে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ ঐ ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখি আরও তিনজন সেখানে ঝুলছে। তাদের নাক মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল। সেই সময় এক অফিসার এসে বললো ‘‘দেখো ই-লোককো হলত দেখো। মাগর তুম নেই মানগে তুমহারা হালত এ্যাইসা হোগা’’।সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করলাম ওরা যা বলেছে তাই লিখে দেবো। এখনও মনে আছে আমি ‘বিছমিল্লাহ’ বলে মিথ্যা লিখে দিলাম। একজন বিহারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আমাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়। মার্শাল ’ল কোর্টে আমার বিরুদ্ধে একট কেস দায়ের করা হয়। তখনই আমি বুঝতে পরি কেন আমাকে জীবিত রেখে ছিল। আমার ষ্টেটমেন্ট পড়ে একজন মিলিটারী অফিসার আমাকে ব্যঙ্গ করে বলে- ‘‘তুম বহুত আচ্ছা ষ্টেটমেন্ট দিয়া তোমকো জলদি ছোড় দেগা।’’ আমি সাত হাজার বিহারী মারা স্বীকার করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তি, আমার এই ষ্টেটমেন্ট ডিভিশন হেড কোয়র্টারে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে একজন লেঃ কর্নেল আমাকে দেখতে আসে ও নানা ধরনের প্রশ্ন করে। পরে তারই অর্ডার অনুসারে আমাকে ১লা সেপ্টেম্বর পিপলস জুটমিলে নিয়ে এসে প্রায় আড়াই হাজার বিহারী মিল-শ্রমিকদের সামনে তাদের উৎসাহ দেবার জন্য দাঁড় করানো হয়। মেজর খুরশীদ (এফ, আই, ইউ) মেজর সরহাদ (এফ,আই, টি), মেজর আখতার

হোসেন (ডিভিশন হেডকোয়ার্টার যশোর ক্যান্টমেন্ট) তখন আমার পাশে। বিহারীরা আমাকে দেখে বিচার তাদের হাতে দেবার জন্য চীৎকার করতে থাকে, হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো বিহারী ড্রাইভার ভীড় ঠেলে মিলিটারী অফিসারদের সামনে এসে বলতে থাকে যে, সে প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি। কারণ আমার মাথা ন্যাড়া ছিল এবং মুখে দাঁড়ি ছিল। তবে যাবার সময় বলেছিল, ‘‘একে যদি তোমরা মারো তবে আল্লা বরদাস্ত করবে না।’’ তাই বোধহয় আমাকে আবার ক্যান্টমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কেস শুরু হোল। কোর্ট বসে যশোর শহরে। আমাদের নিয়ে যেতে সুবিধার জন্য সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আমাকে যশোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখে। এই জেলখানায় এসে আবার পি, আই, টি (পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন টিম)-এর নির্মম কবলে পড়তে হয়। জেলখানা থেকে লোকদের নিয়ে যেয়ে ক্যান্টনমেন্টে তাদের ক্যাম্পে ভীষণ অত্যাচার করে নানা ধরনের তথ্য বের করতে চেষ্টা করে। এমনিভাবে জেলখানায় দিন কাটতে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না, তবে নতুন যারা আসতো তাদের মুখে কিছু কিছু শুনতে পেতাম। প্রায় সাত মাস বন্দী অবস্থায় ছিলাম, তাই প্রত্যক্ষভাবে আমি দেশের কাজ করতে পারিনি। কিন্তু মনে প্রাণে কামনা করেছি বাংলার স্বাধীনতা, আমি বিশ্বাস করতাম যে এত অত্যাচারের পতন হবেই। হয়তো আমি দেখতে পাবো না কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার নতুন সূর্য একদিন উঠবেই। তাই যখন ৬ই ডিসেম্বর ক্যান্টনমেন্ট ফল করে এবং ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী আমাদের জেল গেট খুলে দিলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। জেল থেকে বেরিয়ে মাটিতে প্রথম পদক্ষেপের আগেই আমার চোখ বেয়ে দু’ফোটা অশ্রু ঝরেছিল।।

স্বাক্ষর/-
আখতার হোসেন চৌধুরী
১১/৭/৭৩

\ ১৬৪ \

তাহমীনা বেগম (দিপালী)
গ্রাম-বৈতপুর
ডাকঘর ও থানা- বাগেরহাট
জেলা- খুলনা

২৪শে এপ্রিল পাকসেনারা কাড়পাড়া হয়ে বাগেরহাট আসে। এসেই কাড়াপাড়া এলাকাতেই ১০০ উপরে লোককে হত্যা করে। নাগের বাজার তেলপট্টি ইত্যাদি এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া শুরু করে এবং বলে দেয় লুট করার জন্য, মুসলমানের অধিকাংশ ঘরবাড়ী সব লুট করা শুরু করে।

মে মাসে এখানে শান্তি কমিটি সেই সঙ্গে রাজাকার বাহিনী গঠন হয় পরবর্তীকালে রজব আলী ফকির শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সমগ্র বাগেরহাট এলাকাতে পাকসেনার চাইতে রাজাকাররাই অত্যাচার চালিয়েছে বেশী।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বাগেরহাট শহর এলাকাতে যত হিন্দু ছিল কিছু হত্যা বাদে সবাইকে মুসলমান ধর্মে দিক্ষীত করে। এরপর গ্রামের দিকে হাত বাড়ায় গ্রামকে গ্রাম ধরে সবাইকে মুসলমান করতে থাকে।

আমি আমার স্বামী,ছেলেমেয়ে, বাবা, মা, কাকা, কাকীমা তাদের ছেলেমেয়ে সবাই ইসলাম ধম্যে দিক্ষা নিই। কিন্তু রাজাকাররা এর পরেও অত্যাচার করতে ছাড়েনি। এরপরও অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে।

২২শে আশ্বিন রাত তিনটার দিকে ৫০/৬০ জন রাজাকার আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিয়ে থাকতে চায় রাতের মত। অনেক অনুনয়-বিনয় করে। প্রথমে আমার ভাই প্রদীপ গুহ দেখেই চিনেছিল তারা রাজাকার। তাই সে ছাদ দিয়ে গাছ বেয়ে পিছনে নামবার চেষ্টা করেছে। উপর থেকে নিচে নামলেই রাজাকাররা ধরে ফেলে। ওকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে বেয়োনেট দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। তারপর বাবা কাকা এবং পাশের বাড়ীর তিনজনকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে সিরাজ মাষ্টার এবং তার দল গুলি করে মাথা সব উড়িয়ে দেয়। সকালবেলা আমরা সেসব লাশ উদ্ধার করি। হত্যা করে বাড়ীঘর লুট করে সব নিয়ে চলে যায়। আমরা যারা বেঁচে ছিলাম বাগেরহাট শহরে চলে আসি। বাড়ীতে কেবল একজন কৃষাণ এবং আমার ৭০ বছরের বৃদ্ধা দিদিমাকে রেখে আসি।

কার্তিক মাসের ১২/১৩ তারিখ হবে। রাজাকাররা আবার যায় আমাদের গ্রামে। দড়াটানা নদীর ওপার থেকে মুক্তিবাহিনী গোলাগুলি করতো। তাই রজব আলী অর্ডার দেয় সমস্ত এলাকা ঘরবাড়ী ভেঙে ধ্বংস করে গাছপালা পরিষ্কার করে ফেলার জন্য। ঐদিন আমাদের বাড়ীতে ঢোকে এবং দিদিমাকে লেপকাঁথা দিয়ে জড়িয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। আগুন দিলে দিদিমা আমার কাকার নাম ধরে বার বার চিৎকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পুড়িয়ে ধ্বংস করে। ভোলা বোসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। রাধা বলস্নভ গ্রামে মেয়েদের রাজাকাররা ধরে নিয়ে আসে। রাজাকাররা সারারাত পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখে। বলরাম সাহাকে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে। তার বিরাট গদির উপরে রজব আলী বসত, চারিদিকে রাজাকার ঘিরে থাকতো। ওখানে একটি ঘরে লোকদের জবাই করতো। প্রত্যেকদিন ১০টি লোক যোগাড় করতেই হতো। আমি একদিন এক লোকের সুপারিশ করতে গিয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর চাপ চাপ রক্ত পড়েছে। মদনের মাঠ ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে একটি কক্ষে অসংখ্য লোককে জবাই করেছে। খাদ্দার গ্রামে এক বাড়ী থেকে সবাই ধরে এনে হত্যা করে। ডাক বাংলো ঘাটে প্রত্যেহ অসংখ্য লোককে জবাই করেছে বেয়োনেট দিয়ে।

এক বৃদ্ধ রামদা দিয়ে অসংখ্য লোককে কেটেছে। সে পিঠ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। লোক ধরে বলতো ‘বাবা নীচু হও তা নইলে কাটতে আমার কষ্ট হয়। তাড়াতড়ি বসে পড়ে তোমাদের কষ্টও কম হবে, আমারও কষ্ট কম হবে।’

ইসহাক মিয়ার বাড়ীতে অনেক মেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেউ রেহাই পায়নি। সমস্ত এলাকাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়ে ধরে পাকসেনাদের হাতে তুলে দিতো রাজাকাররা। এছাড়া রাজাকাররা গ্রামে গ্রামে ঢুকে অধিকাংশ মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে।

বাগেরহাট থানার মীর্জাপুর গ্রাম এবং সারাগ্রামে বহু মেয়ে অপমানিতা হয়ে অত্মহত্যা করেছে বিষপানে কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে।

রাজাকার, আল-বদর এদের মানুষ চরমভাবে ঘৃণা করতো। আমার মনে হয় সমস্ত বাংলাদেশে রাজাকাররা এমন ভাবে সন্ত্রাস আর নৃশংস অত্যাচার কোথাও চালায়নি। নদীর ঘাটে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক মাসে ৪/৫ টি লোককে গলা কাটা অবস্থায় পেয়েছি। গলা সম্পূর্ণ কাটতো না অল্প কেটে ছেড়ে দিতো, ছটফট করে শেষ হয়ে যেত। হাড়ি খালীতে (বাগেরহাট থানা) বিষ্ণু মাহশয়কে তার বৌয়ের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আরও পাঁচজনকে ধরে ওর স্ত্রীর সামনে গুলি করে হত্যা করে। অত্যাচার চালায় সারা গ্রামে। বি,এ, পাশ এক মেয়েকে ধরে অত্যাচার চালিয়ে ছুরি দিয়ে হত্যা করে। মদনের মাঠের এক ঘরে ওরা নিয়মিত মানুষ কেটেছে।

স্বাক্ষর
তাহমীনা বেগম (দিপালী)
৩/৮/৭৩

\ ১৬৫ \

মোঃ শহীদুল ইসলাম এ্যাডভোকেট
থানা- কোতোয়ালী, যশোর

এপ্রিলের ২৭ তারিখে বাসার খোঁজ নেবার জন্য শহরে চলে আসি। কিন্তু মায়ের অনুরোধে সেদিন বাসাতে রাত্রি কাটানোর জন্য থেকে যাই। কিন্তু সেই দিন রাত্রি দু'টার সময় পাকসেনারা আমাদের বাসাসহ আরও অনেকগুলো বাসা ঘেরাও করে এবং আমাদের বাসার ভিতরে যেয়ে দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে। আমার আব্বা দরজা খুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার আব্বাকে ধরে ফেলে এবং তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। তারপর লাফ দিয়ে একজন আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে ধরে ফেলে এবং আমারও চোখ হাত বেধেঁ ফেলে। তারপর আমাকে এবং আব্বাকে বাসার বাইরে নিয়ে যায়। আমি অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকি আমরা মুসলমান, আমরা মুহাজির। তারপর তারা আমাকে মুখ বন্ধ করতে বলে আমি আর কোন কথা না বলে চুপ করে থাকি। আব্বা ধরা পড়ার সাথে সাথে জোরে জোরে কালেমা পড়তে থাকেন। অব্বার কালেমা পড়ার জন্য তাঁকে জোরে জোরে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে। অব্বার বয়স প্রায় ৮০/৮৫ বছর। তারপর তিনি ধীরে ধীরে কালেমা পড়তে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে এবং বলতে থাকে কালেমা মাত কর। অমাদের ঐ অবস্থা দেখে আম্মা কান্নাকটি করতে থাকেন। অম্মার কান্নাকাটি করা দেখে একজন মিলিটারী বাসার মধ্যে চলে যায় এবং আম্মাকেও বন্দুক দিয়ে বাড়ি মারে তার হাতের রিঙ খুলতে চেষ্টা করলে অন্য একজন মিলিটারী গিয়ে তাঁকে বাধা দেয় এবং সেখান হতে তাকে বাসার বাইরে নিয়ে আসে। আমার হাত এবং আব্বার হাত একত্র করে বেঁধে ফেলে। তারপর আমাদেরকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ১০/১২ গজ হাঁটিয়ে নিয়ে এসে এক জায়গায় বসতে বলে। আমরা বসে পড়ি। এর মাঝে আমি পানি চাইলে আবার এসে মারা আরম্ভ করে। তারপর আমরা সেখানে বসে থাকি। তার ৪/৫ মিনিট পর আরও ৮/১০ জন লোককে ধরে মারতে মারতে আমাদের নিকট নিয়ে এসে রাখে। তারপর তারা সবাই একত্রিত হবার পর তাদের মধ্যে থেকে একজন মিলিটারী বলে ওঠে এ তো বুড্ডা একে নিয়ে কি হবে। আমাদের মধ্যে একজন ছোট ছেলে ছিল তাকে এবং আমার অব্বাকে তারা ছেড়ে দেয়।তার প্রায় আধা ঘন্টা পর আমরা গাড়ির শব্দ পাই। একটা গাড়ি এসে আমাদের সম্মুখে থামে এবং মিলিটারীরা নিজেরাই ধরাধরি করে আমাদেরকে গাড়িতে উঠায়।তারপর গাড়ি ছেড়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে গাড়ি থেমে পড়ে। আমাদেরকে গাড়ী হতে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে ফেলে। তারপর একটা ঘরের দরজার নিকট নিয়ে গিয়ে আমাদের সবার চোখ খুলে দেয় এবং ঘরের মধ্যে আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে আমরা ঢুকে সবাই সবাইকে এক নজর দেখে নিলাম। তার পরপরই ভোরের আযানের শব্দ আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। আমরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পাই প্রায় ২০/২৫ জন লোককে মারতে মারতে পায়খানায় নিয়ে যাচ্ছে আবার মারতে মারতে পায়খানা হতে নিয়ে আসে। তারপর আমাদেরকে পায়খানা করার জন্য বাইরে নিয়ে যায়। পায়খানা করা হলে সবাই অজু করে নেবার পর আবার উক্ত জায়গায় নিয়ে এসে রেখে দেয়। আমরা সবাই নামাজ পড়ে বসে আছি এমন সময় পাশের ঘর হতে মানুষের চিৎকার শুনতে পাই। তাতে আমরা ধারণা করলাম ওখানে মার আরম্ভ করে দিয়েছে। এর মধ্যে একজন মিলিটারী আমাদের রুমে চলে আসে এবং প্রত্যেকের পুরা ঠিকানা ও প্রত্যেকের পেশা একটা কাগজে লিখে নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। আমরা খাবার পর সবাইকে ঘুমাতে বলে। আমরা কোন মতে রাত্রি কাটালাম। তারপর দিন আমাদের দলের বদরউদ্দিন নামক একজন লোককে ঘর হতে বের করে নিয়ে যায়। তার সাথে কি যেন বলাবলি করার পর আবার আমাদের রুমে তাকে নিয়ে এসে রেখে যায় এবং আমাদের সবাইকে জানিয়ে যায় তোমরা কোন লোক বদরউদ্দিন সাহেবের সাথে কথা বলবে না। যদি কোন লোককে

তার সাথে কথা বলতে দেখি তাকে আমরা গুলি করে মারবো। তারপর দিন রাজু নামক একজন লোককে নিয়ে যায়। কিছু সময় পর আবার তাকে নিয়ে এসে রেখে যায়। তার তিনদিন পর আমাদের রুমে এসে জিজ্ঞাসা করে ফকু কোন হায়? তোতা কোন হায়? তারপর আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। তারপর আমাদেরকে বের করে নিয়ে যায়। একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে শুতে বললে আমরা দুজন মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ি। তারপর আমাকে এমন জোরে একটা বেতের লাঠি দিয়ে পিঠে আঘাত করে যে আমি সহ্য করতে না পেরে ছুটাছুটি করতে থাকি। আবার আমাকে ডেকে নিয়ে শুতে বলে, আমি মাটিতে শুয়ে পড়ি। তারপর আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।
যেমনঃ-

(1) তোমার রাইফেল কোথায়।
(2) তুমি রাইফেল ধরেছ কিনা।ৎ
(3) তোমার গ্রামে যে ১৫/১৬ জন লোক রাইফেল ধরেছিল তাদের নাম বলো। তাদের নেতা কে ছিল।
(4) তোমাদের গ্রামের কারা ই,পি, আরদের খেতে দিয়েছে।
(5) তুমি ছাত্রলীগ কিম্বা আওয়ামী লীগ করো কিনা।
(6) যশোরে মুজিবের মিটিং-এ তুমি ছিলে কি না।
(7) মিটিং-এ সে কি বলেছিল।
(8) মিছিলে কি কি বলা হয়।
(9) জয় বাংলার মানে কি।
(১০) তোমার ভাই কোথায়।
(১১) তুমি কি কর।
(১২) তোমাদের গ্রামে যে মেজর যেত তাকে তোমরা কেন মেয়ে জোগাতে না।
(১৩) ভারতে কে গিয়েছে।

সুবেদার মেজর শাহজি আমাকে সবগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমি মারের দরুন থাকতে না পেরে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর স্বীকার করি আর যে গুলো বেশী জরুরী সেগুলো স্বীকার করি না। মারের নিয়মগুলো নীচে বর্ণনা করা হলো।

(1) প্রথমে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিত। তারপর বেতের লাঠি দিয়ে ঘাড়ে এবং পায়ের তালুতে মারতে থাকে। লাঠি দিয়ে মারা শেষ হলে আবার বুট দিয়ে পিঠের উপর উঠে খচতো বা পাড়াতো।

(২)দ্বিতীয় নিজ কায়দা হলো চুল ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঠাশ করে ঘাড়ে একটা চড় কশিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

(৩) পা উপরে দিয়ে মাথা নিচে দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে রশির সঙ্গে লটকিয়ে রাখতো।

(৪) বস্তার মধ্যে পুরে দিয়ে বস্তার মুখ বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেলতো।

(৫) প্রত্যেক গিড়ায় গিড়ায় লাঠি দিয়ে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে মারতো।

(৬) আট দশজন করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ব্যায়োনেট চার্জ করে মেরে রেখে আসতো।

(৭) প্রত্যেক হাতের প্রতি আঙ্গুলে সূঁচ ঢুকিয়ে দিত।

(৮) নিল ডাউন করে রাখতো।

(৯) প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার খাবার দিত। আর পায়খানা প্রশ্রাব করাতে নিয়ে যাবার সময় মারতো আর নিয়ে আসার সময় মারতো। আমাদেরকে একমাস বার দিন রাখার পর আমাদের ১৭ জনের একটা দলকে সুবেদার মেজর শাহজি সবাইকে ডেকে লাইন করে তারপর একটা গাড়িতে আমাদেরকে উঠতে বলে। আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি। তারপর আমাদের বাড়ীর নিকট গাড়ি থামিয়ে আমাদেরকে নামিয়ে দেয়। আমাকে ধরে ২৭শে এপ্রিল আর ছেড়ে দেয় জুনের ১০ তারিখে।

সাক্ষর/-
মোঃ শাহিদুল ইসলাম এ্যাডভোকেট
১৭/৩/৭৩

\ ১৬৬ \

শ্রী নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শষ্টিতলা, যশোর

আমার বর্তমান বয়স ৯৮ বছর। ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিলে সকাল ৮-৩০ মিনিটে ভারত ও তথাকথিত পাকিস্তানের খবর রেডিওর মাধ্যমে শুনছি এমন সময় দু'জন বিহারী ও তিনজন পাঞ্জাবী আমার বাসায় চলে আসে। বিহারী দুজন আমার পাড়া প্রতিবেশী। তারা আসার সাথে সাথে আমি রেডিও বন্ধ করে দেই। তারা সোজাসুজি আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার টাকা পয়সা কোথায় রেখেছ? আমি জবাব দেই আমার কোন গচ্ছিত টাকা পয়সা নাই। আমি আবার ত্রিশ বাছর চাঁচরা রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম। তারা সেই জন্য মনে করতো আমার নিকট প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে একজন মিলিটারী আমার পাশের ঘর হতে আমার চাকর কালিপদ দাসকে আমার নিকট নিয়ে আসে। তারপর আমাকে এবং তাকে ভয় দেখায় টাকা কোথায় রেখেছ? যদি না বলে দাও তা না হলে তোমাদের দু'জনকেই গুলি করে মারা হবে। আমরা জবাব দিলাম টাকা আমরা কোথায় পাবো। তখন আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করায়। তারপর একজন মিলিটারী কালিপদকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ভেদ করে গুলি বেরিয়ে যায়। তার পরক্ষণেই সে মারা যায়। তার পর আমাকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি ছোড়ে, গুলিটি আমার এক হাতে লাগে। গুলি লেগে আমার বাম হাতটা প্রায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর আবার আরেকটা গুলি আমাকে করে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ করুণায় গুলিটি আমার ডান হাতের এক পাশে লাগে। সাথে সাথে আমাকে অমনি ফেলে রেখে চলে যায়। বাড়ী হতে বের হয়ে যাবার সময় আমার বাসা লুটপাট করে বাসার সমস্ত কিছু নিয়ে যায়। অবশ্য উক্ত জিনিষপত্রগুলো মিলিটারীদের সঙ্গে যে দু'জন বিহারী এসেছিল তারাই লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমি ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকি। মিলিটারী ঐ দিনই আমার বাড়ীর পাশে পাশে ১১ জনকে গুলি করে মারে তার মধ্যে আমি শুধু বেঁচে আছি। যাদের গুলি করে মারা হল তারা হল আমার বাড়ীর উত্তরে আমার বিশিষ্ট বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রহমত উল্লাহ মণ্ডল এবং তার দুই শিক্ষিত পুত্র মোছাদ্দেক ও জিন্নাহ এবং তার বাড়ীতে তিনজন ভাড়াটিয়া, একজন প্রফেসর ও দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। আমার বাড়ীর উত্তরে ডাক্তার নাছির উদ্দিন খান এবং তার স্ত্রী ও তার বাড়ীতে উপস্থিত আরও তিনজন লোক। আমার বাড়ীর পূর্বে সত্য চরণ মিত্র ইত্যাদি ১২ জনকে গুলি করে তার মধ্যে ১১ জন মারা যায়। তার মধ্যে আমি পঙ্গু এবং অন্ধ অবস্থায় বেঁচে আছি। তারা চলে যাবার পর আমি আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকি। সেইদিন বেলা তিনটার সময় দু'জন বিহারী এসে আমার ঘর হতে কালীপদের মরা লাশ নিয়ে যায়। তারপর ৭ দিন পর্যন্ত শুধু আমি শরীরে ভীষণ জ্বর নিয়ে না খেয়ে মেঝেতে পড়ে থাকি। ৭ দিন পর ঘোপের বদরউদ্দিন সাহেবের বাড়ী হতে মহর আলী নামক একজন লোক আমার জন্য দুধ ও রুটি নিয়ে আসে। তারপর হতে তার সেবা শুশ্রুষায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার হাতে পোকা পড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বর্তমানে আমি অন্ধ এবং আমার বাম হাত পঙ্গু হয়ে গেছে। আমি এখনও খোদার অশেষ কৃপায় বেঁচে আছি আর কি।

টিপ সহি/-
শ্রী নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৯-৩-৭৩

\ ১৬৭ \

ডাঃ এস, এম, আহাদ আলী খান
থানা- কোতোয়ালী
যশোর

এপ্রিলে পাকবাহিনী যশোর পুরোপুরি দখল করে নেয়। আমরা পালিয়ে যাই গ্রামে। সেখান থেকে ভারতে যাবার পথ না পেয়ে পুনরায় শহরে ফিরে আসি। জুলাই মাসের সতের তারিখে পাকসৈন্যরা আমার ডাক্তার খানা থেকে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমে সার্কিট হাউসে নিয়ে গিয়ে ব্রিগেডিয়ারের সামনে হাজির করে। ব্রিগেডিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। মেজর আনোয়ারের সামনে হাজির করাবার জন্য বসিয়ে রাখে। সেখানে সুবেদার মেজর আমীল হোসেন এবং একটি হাবিলদার ছিল নাম ইকবাল শাহ এবং আরও অনেকে ছিল। হঠাৎ করে অন্য সিপাই এসে আমাকে মারধর শুরু করে তখন সবাই মার আরম্ভ করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরলে আমি দেখি মেজর আনোয়ার হোসেন সামনে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন রাজনৈতিক দলে আছ? আমি উত্তর দিই ন্যাপে আছি। তারপর একটি ছোট্ট কামরাতে নিয়ে যায়, রাতে কোন খাবার এমনকি পানিও দেয়নি। প্রশ্রাব করতে চাইলেও মারধর করেছে তারপর দিন সুবেদার ইকবাল শাহ আমাকে বলে, যেহেতু মেজর খুরশীদ আনোয়ারের মেয়েকে এক সময় চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছি সেহেতু আমকে নাকি মেরে ফেলা হবে না। ওকে আমি পানির জন্য অনুরোধ করি কিন্তু পানি দেয়নি। সন্ধ্যাবেলা আউন্স দুই পানি এবং একমুঠি পচা ভাত দেয়। জুলাই মাসের ২০ তারিখে আবার মেজর সাহেবের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে আমকে জিজ্ঞাসা করে যখন বাঙ্গালী সৈন্যরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তখন ওরা কি খেত? আমি উত্তর দেই 'ছোলা', অমনি সবাই মিলে মারধোর শুরু করে। দুধ, ডাব, ভাত পাঠিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করে। আমি হ্যাঁ বলেছিলাম কারণ তখন আমি দেখলাম পাকসৈন্যরা সব খবরই সংগ্রহ করেছে। জুলাই মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সিপাইরা দুবেলা মারধর নিয়মিত করতো। পাঁচ মিনিট সময় দিত তার মধ্যে প্রশ্রাব, পায়খানা, হাতমুখ ধোওয়া সব করতে হতো, দেরী হলে বেত মারতো। সারাদিন খাবার দিত না, সন্ধ্যাবেলা কিছু পচা ভাত এবং আউন্স দুই পানি দিত। পানি চাইলে বলতো তোমরা আমাদের পানি বন্ধ করেছিলে। ১লা আগষ্ট আবার মেজর আমাকে এক প্যাকেট বিস্কুট দেয়। কোর্ট থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে সুবেদার মেজর আমীর হোসেন আমাকে ভীষণভাবে মারধর শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার আর চলবার ক্ষমতা ছিল না। তখন থেকে কিছু কিছু খাবার দিত। সিপাইরা মারধর করতো নিয়মিতভাবে। মফিজ চৌধুরী, নড়াইলের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডাঃ মাহবুবুর রহমান এবং আজিজুর হক, এ, বি, এম, বদরুল আলম এরা সবাই আমার সাথে ছিলো। পুরা আগষ্ট মাস প্রায় আমি অজ্ঞান থাকতাম। আগষ্ট মাসে আমার মেয়ে শান্তি কামিটির চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে অনুরোধ করে আমার মুক্তির জন্য কিন্তু কোন কাজ হয়নি এবং অপমানিতা হয়েছে। উপর থেকে কি অর্ডার আসে জানিনা তারপর আমাকে মুক্তি দেয়। যখন মুক্তি দেয় তখন আমার জ্ঞান ছিল না। রাতে সাড়ে আটটার সময় প্রত্যহ ধৃত লোকদের মুখে কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে বাইরে নিয়ে যেত। শুনতাম অবাঙ্গালীরা ছুরি দিয়ে জবেহ করেছে। ধরে নিয়ে এসে পিটিয়ে হত্যা করেছে। উপরে পা ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে মারতে মারতে মেরে ফেলতো। গুহ্যদ্বারের ভিতর বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিত খবরাখবর না দেওয়ার জন্য বরফ ঢুকিয়ে দিত। বাগাছাড়া হাইস্কুলের শারীরিক শিক্ষককে ধরে নিয়ে গিয়ে খবর না দেওয়ার জন্য অত্যাচার শুরু করে। বিছানার উপর শুইয়ে একটি কেমন যন্ত্র দিয়ে চাপ দিত তারপর ইলেকট্রিক শক দিত. উপরে ঝুলিয়ে মারধর করতো।

মেয়েদের ধর্ষণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে বাচ্চাটিকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে কিন্তু মেয়েটিকে রেখে দেয়। জোর করে পাকিস্তানের পক্ষে ভালো আছি বলে জোর করে জবানবন্দী রেকর্ড করতো টেপ রেকর্ডে। গুলি করে, ছুড়ি দিয়ে হাত পা কেটে, উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে। অনুমান ৮/১০ হাজার লোক মারা যায় এখানে। কর্নেল শামস এবং মেজর বেলায়েৎ আলী মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। হাজার হাজার মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। স্বামীকে মারধর করে জোর করে বেয়োনেট দেখিয়ে স্ত্রীকে তুলে নিয়েছে পাকসেনারা। একই মেয়ের উপর ৫/৭ জন আর্মি ধর্ষণ করেছে।

সাক্ষর/-
ডাঃ এস, এম, আহাদ আলী খান
৯/৩/৭৩

\ ১৬৮ \

সৈয়দ আলী ইমাম
এস, ডি, ও, এম, ই, এস, (আর্মি)
যশোর ক্যান্টনমেন্ট,যশোর

২০শে মে ধরা পড়ার পর আমাকে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের কাছে অর্পণ করা হয়। সেখানে হাবিলদার মেজর মাসুদ প্রথম লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে। পরে শরীরের সমস্ত জামা কাপড় খুলে চিৎ করে ফেলে পায়ের তলাতে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করে। সারাদিন অভুক্ত অবস্থাতেই এই প্রহার চলে। এরপর আমাকে এফ, আই, এর নিকটে একট সেলের মধ্যে পুরে রাখলো। তখন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। সেখানে তখন প্রায় ৩৪ জন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ২০টা থালাতে এই ৬৪ জন বন্দীকে খেতে হতো। পরিষ্কার না করেই উক্ত থালাতে খেতে হতো।

সারাদিন একবার খাদ্য দিতো। নামাজের সময় অজু করার জন্য ২ মিনিট করে সময় দিতো। যদি বেশী সময় লাগতো তা হলে তার উপর মারপিট শুরু হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বন্দীদের দিয়ে গাড়ির চাকা পরিষ্কার করাতো।

খাদ্যের দরুন প্রায় বন্দীদের পেটের অসুখ হয়। তার ফলে তারা প্রায় ঘরের মধ্যে পায়খানা করে ফেলতো। তখন তাদের প্রহার করা হতো বেদমভাবে।

একদিন চার পাঁচজন যুবকদের ধরে নিয়ে আসে তাদের পা এমনভাবে বাঁধা ছিলো যে খাড়া হয়ে তারা চলতে পারতো না। তাদের বিড়ালের মতো হাঁটু ও হাত দিয়ে হেঁটে যেতে হতো। পিছনে পাক সেনারা লাঠি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যেতো। মনে হতো যেন গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বন্দীদের হত্যা করার সময় মেজর ওমর খুরশীদ নিজে আসতো এবং যাদের হত্যা করা হবে তাদের নামের লিষ্ট করে নিয়ে যেতো। পরে তাদের হত্যা করা হতো।

কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের উপর দিকে পা বেঁধে তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করতো।

একদিন সাধু প্রকৃতির একজন লোককে ধরে নিয়ে আসে। তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করতো। দশ বার হাত দূর হতে দৌড়ে এসে উক্ত সাধু প্রকৃতির লোকের বুকে বুট সমেত লাথি মারতো আর বলতো তুমি ভারতীয় বাহিনীর গুপ্তচর। বুটের আঘাতে পড়ে গেলে তার পায়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করতো। পরে তাকে তুলে আবার বুকে বাঁট দিয়ে আঘাত করতো।

এইভাবে প্রায় আড়াই মাস ধরে অত্যাচার করে। প্রায় ৬০ জনকে এই ঘর হতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

৩১শে জুলাই ১৪ জনকে বন্দীশালা হতে ক্যান্টনমেন্টের প্রাইমারী স্কুলে নিয়ে যায়। সেখানে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্কুলে বন্দী করে রাখে।

কয়েকজন মুক্তিফৌজকে ধরে নিয়ে এসে একদিন বেদম প্রহার করে। প্রত্যেকদিন মুক্তিফৌজ নামে কয়েকজন যুবককে দিনের বেলায় বাইরে বের করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঘরে নিয়ে আসতো। এই ভাবে তাদের সারা শরীর ফুলে ও পরে পচে গিয়ে পোকা হয়ে গিয়েছিলো। তাদের জিজ্ঞাসা করতো ভারতের

কোথায় কোথায় ট্রেনিং চলছে। তারা এত অত্যাচারের মুখেও গোপন তথ্য প্রকাশ করতো না। এক মাস পরে তাদের একদিন রাতে নিয়ে যায়। পরে তাদের আর কোন দিন দেখা যায়নি। সন্ধ্যার দিকে যখন বন্দীদের গুনতো তখন চামচ দিয়ে প্রত্যেকের বুকে একটা করে ভীষণ জোরে আঘাত করতো। মনে হতো যেন বুকের হাড় যেন বুঝি ভেঙ্গে গেল। এইখানে বন্দী অবস্থায় একটা ২০০ গজ ট্রেঞ্চে সবার সামনেই প্রত্যেককে পাশাপাশি বসে পায়খানা করতে হতো।

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে স্কুল হতে যশোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী থাকায় জেল খানাতে কোন মারপিট হয়নি।

আমাদের সাথে একজন পাঠান ছিলেন বন্দী। কারণ সেই পাঠান এক গ্রামে আগুন লাগাতে অস্বীকার করায় মেজরের সাথে গোলমাল হয় এবং মেজরকে একটা চড় লাগায়। ফলে তার নয় মাস জেল হয়েছিলো।

সাক্ষর/-
সৈয়দ আলী ইমার এস,ডি,ও
২৪/৩/৭৩

\ ১৬৯ \

শ্রী গণপতি সরকার
কোতোয়ালী. যশোর

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ আমি আধুনিক সেলুনে কাজ করছিলাম। বেলা ১১টার সময় ৪ জন পাক সেনা আধুনিক সেলুনে চলে আসে এবং আমাকে শ্রী অজীৎ ভবেন ও জগদীশকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ধরে ফেলে এবং সবাইকে কালেক্টরেটে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছাড়া বাকি তিনজনকে রাইফেল, বেতের লাঠি ও বুট দিয়ে গুঁতা, প্রহার আর লাথির পর লাথি মারতে থাকে। তাদের এইভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত মারার পর জিন্নাহ রাস্তার উপর তাদের ফেলে রেখে আমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। তারপর আমার বাড়ী গিয়ে আমার বড় ভাইকে খোঁজ করে কিন্তু তাঁকে বাড়ী না পেয়ে ঘরের মধ্যে শেখ সাহেবের যে ফোটো ছিল তা ভেঙ্গে ফেলে এবং পরে ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার বড় ভাই শ্রী পশুপতি সরকার আওয়ামী লীগ করতেন। তারপর আমাকে বাড়ী হতে শহরে নিয়ে আসার সময় একজন বেলুচ মিলিটারী আমাকে মুড়ি ও গুড় কিনে দেয় খাবার জন্য। আমি মুড়ি মুখে দিতেই একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী লাথি দিয়ে তা আমার মুখ হতে ফেলে দেয় এবং অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগালি দেয়। তারপর আমাকে কালেক্টরেটে নিয়ে আসে। সেখান হতে তাদের গাড়ীতে করে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।। সেখানে গাড়ী হতে নামিয়ে মর্শাল ল কোর্টে নিয়ে হাজির করে। তারপর কর্ণেল আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার নিকট নাকি ওয়ারলেস পাওয়া গেছে? আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যায় এবং সেখানে হাওলাদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোর ভাই কোথায় আমাদেরকে বলে দিবি আর না হয় স্বীকার করবি যে আমার নিকট ওয়ারলেস পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি কোন কথাতেই রাজি না হবার দরুন আমার পাছায় এবং পিঠে ২৫টা বেত মারে এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে আবার জ্ঞান ফিরে পাই। তারপর প্রায় ৪০ জনকে মারতে মারতে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে আবার বেতের ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে গাড়ি হতে নামায়। গাড়ি হতে নামিয়ে রৌদ্রের মধ্যে চিত করে শুইয়ে রাখে। তারপর বুকের উপর উঠে বুট দিয়ে খচতে থাকে। এই ভাবে বেলা ১১টা হতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত রৌদ্রের মধ্যে শুইয়ে রাখার পর আবার রাইফেলের গোড়া দিয়ে মারতে থাকে। মারার পর আবার গাড়ীতে করে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে এসে রেখে দেয়। এই ভাবে প্রত্যেকদিন অত্যাচার করার দরুণ দ্বিতীয় দিন বুটের খচনের সঙ্গে সঙ্গে তিন জন আমির, লতিফ ও গৌর নামক তিন ব্যাক্তি মারা যায়। তিন দিন পর পর এক বেলা খাবার দিত। আর পানি চাইলে প্রস্রাব করে নিয়ে এসে দিত। পায়খানা করতে চাইলে মার আরম্ভ করে দিত। এইভাবে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের উপর একই উপায়ে অত্যাচার করার পর ৭ই এপ্রিল মেজর আমাদেরকে ডাকে। আমরা ৩৫ জন মেজরের নিকট হাজির হই। মেজর সবার স্টেটমেন্ট নেবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করে তা হলে তোমাকে কোন অপরাধে ধরে নিয়ে আসে। আমি প্রতি উত্তরে বলি স্যার আমি একজন বারবার, আমি, ওয়ারলেস চিনি না। আমার বড় ভাই আওয়ামী লীগ করেন। তাকে বাসায় না পেয়ে আমাকে ধরে আনে। তারপর মেজর চারজনকে রেখে ৩১ জনকে ছেড়ে দেয়। যে চারজনকে রেখে দেয় তারা হলো অরুণ, অমলা সোম, কেষ্ট এবং আর একজন নাম না জানা। ওদের চার জনকে কারেন্ট চার্জের জন্য নিয়ে যায়। তারা ফিরে আসে না। তারপর আমি ৭ই এপ্রিল উক্ত ৩১ জনের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট হতে মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে আসি।

সাক্ষর/-
শ্রী গণপতি সরকার
১৬/৩/৭৩

\ ১৭০ \

নূর জাহান
সুইপার, সি,এম,এইচ, মহিলা বিভাগ
যশোর ক্যান্টনমেন্ট

৩০শে মার্চ যখন গোলাগুলি শুরু হয় যশোর ক্যান্টনমেন্টে সেই সময় আমি হাসপাতালে ডিউটিরত ছিলাম। রাত আনুমানিক ১০টার দিকে ৬/৭ জনের এক পাঞ্জাবী দল হসপিটালে আসে এবং বলে তোমরা বন্দী।

৩০ তারিখের পর হতে প্রতি রাতে ৭/৮ বার করে হসপিটাল চেক করতো। তারা বলতো যে কোন পুরুষ মানুষ তোমরা লুকিয়ে রেখেছো। এটা একটা বাহানা ছিলো। ১১ই এপ্রিল তারিখে সামরিক হসপিটালের স্টাফ বাদে যে সমস্ত মহিলারা প্রাণ ও ইজ্জতের ভয়ে হসপিটালে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের সবাইকে রাত অনুমান ১ টার দিকে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়ে যায়। উক্ত মহিলারা সবাই ছিলেন ই, পি, আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের ও বেসামরিক লোকদের স্ত্রী, কন্যা ও শিশু। প্রথমে তাঁদের আর্টিলারীর ঘরে নিয়ে আটকে রাখে।

উক্ত ছয় সাত ঘরে ভদ্রমহিলারা ছিলেন। উক্ত এলাকাতে যারা পাহারা দিত সেই পাকসেনারা দু’জন ঘরের দরজা জোর করে ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে এবং দু’জন ভদ্রমহিলার উপর অত্যাচার করে। একজন ভদ্রমহিলা পেটে যে বাচ্চা ছিলো তা এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর উক্ত এলাকা হতে ৪ জন অভূক্ত রেখে বন্দী মহিলাদের সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

লেডী ডাক্তার এবং দু’জন সিসটার এবং আয়া ছিলো তিনজন। সবাইকে হসপিটালে বন্দী করে রাখে। দুইমাস হসপিটালে সিসটার জুজুভিনের ঘরে থাকেন বাকী স্টাফরা। একটা ঘরে সবাইকে বন্দী করে রাখে। প্রায় প্রতিরাতে পাকসেনারা উক্ত ঘরে এসে তল্লাসী চালাতো। দুই মাস পর সবাই লেডী ডাক্তারের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

একদিন দেখি যে একজন বাঙ্গালী যুবকের দেহ হতে রক্ত বের করে নিয়ে তাকে হত্যা করে। ছেলেটির শেষ কথা ছিলো “মা, স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না।”

ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ১০ নং পুকুরের ধারে দুইজন অজ্ঞাত পরিচিত মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের লাশ ওখানে পড়ে ছিলো। দুজন শিশুও ছিলো।

টিপসহি
নূর জাহান (সুইপার)
২২/৩/৭৩

\ ১৭১ \

মোঃ মোহসিন উল্লাহ
গ্রাম-চৌগাছা
থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ১৫ই অক্টোবর ২০/২৫ জন পাক মিলিটারী রাত প্রায় ১১টায় আমাদের বাড়ীতে চলে যায়। আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে আমাকে নাম ধরে ডাকলে আমি ঘর হতে বেরিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পাকসেনা আমার দু'হাত ধরে ফেলে এবং গামছা দিয়ে পিঠমুড়া করে দু'হাত বেঁধে ফেলে দেয়। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং একজন চাকর ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলো তাকেও ধরে ফেলে এবং আমার নিকটে নিয়ে আসে। একজন সুবেদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার? তোমার গ্রামে কয়জন মুক্তিবাহিনী আছে? তুমি মুক্তিবাহিনীকে আমাদের খবরাখবর পৌছে দাও? তাদের সবগুলো কথার জবাব আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাকে হুমায়ূন কবির নামে একজন পাঞ্জাবী ফোন অপারেটার ৪/৫ টা ঘুষি মেরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর অমাকে মোটা একটা কাঠের লাঠি দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে সত্যি করে বলো তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নয়। তারপর আরও ৮/৯ জন মিলিটারী আমার নিকটে চলে আসে এবং তারা প্রত্যেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছোট ১২/১৪ বছরের বিহারী ছেলে ছিল। সে আমাকে ২/৩ হাত দূর থেকে জাম্প করে এসে আমার বুকে আঘাত করে। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।প্রায় একঘন্টা পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলে আমাকে স্কুলের দোতালায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা আকড়ার সাথে দু'হাত ঝুলিয়ে বেতের লাঠি দিয়ে সারা শরীরে বেদম প্রহার করার দরুন সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট আমাকে মারার পর আমি যে কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি তা আমি বলতে পারি না। তারপর জ্ঞান ফিরে পেলে আমি দেখতে পাই আমি একটা ঘরের মধ্যে পড়ে অছি। তারপর ৭ দিন আমাকে বিভিন্ন উপায়ে প্রহার করার পর আমি হাঁটতে চলতেও একস্থান হতে অন্যস্থানে সরে যেতে না পারার জন্য আমাকে প্রহার করা বাদ দেয়। আমি আধা মরা অবস্থায় ঘরের একটা কোণে পড়ে থাকি। আমাকে ধরার দুদিন পর আমার চাকরটাকে ছেড়ে দেয়। তারপর মেজর ২৬শে অক্টোবর আমাকে ডাকে। ৪/৫ জন মিলিটারী ধরাধরি করে আমাকে মেজরের সামনে এনে হাজির করে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তুমি সত্য করে বলো মুক্তিবাহিনী তোমাদের বাড়ীতে আসি কিনা? তোমার ভাই মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার কি না? তোমাদের গ্রামে কতজন ছেলে মুক্তিবাহিনী হয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি অস্বীকার করি। তারপর মেজর একজন সুবেদার ডাকে। উক্ত সুবেদার মেজরের নিকট আসলে মেজর তাকে আদেশ করে এই লোক কোন দোষী নয়। একে গাড়িতে করে তার বাড়ীতে রেখে এসো। তারপর আমাকে গাড়িতে করে আমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর আমি ছাড়া পাই। তারপর আমি বাড়ী গিয়ে তিন মাস স্থানীয় চৌগাছ বাজারের একজন ডাক্তারের নিকট চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠি। এখন আমি চলে ফিরে খেতে পারি। কিন্তু কাজকর্ম করে খাবার মত কোন সামর্থ্য আমার নেই। এখনও মেঘ বৃষ্টি হলে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা বেদনা করে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।

চৌগাছা সরকারী ডাক বাংলোর পিছনে ২০/২৫ টা কবরে প্রায় ৭০/৮০ জনকে প্রত্যেক দিন প্রায় ৮/১০ জন করে লোককে ব্যায়েনেট দিয়ে খুঁচিয়ে আধা মরা করে ২/৩ জনকে একই ছালার মধ্যে ভরে ছালার মুখ বেঁধে উক্ত কপোতাক্ষ নদীতে ফেলে দিয়েছে। উক্ত নদীর উপর একটা ব্রীজ আছে, সেখানেও নিয়ে গিয়ে ব্যায়োনেট

চার্জ করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। অনেককে উক্ত নদীরে উপর যে ব্রীজ পার হয়ে নদীর পশ্চিম পারে প্রায় ৩০/৪০ টা করে ৮০/৯০ জন লোককে মেরে পুঁতে রেখেছে। যে সমস্ত লোক পাকসেনারা চৌগাছায় মেরেছে এবং তাদের ক্যাম্পের আশপাশে পুতে রেখেছে এর মধ্যে অধিকাংশই শরণার্থী। কারণ তারা কাশিমপুর মাশিলা হিজলী ইত্যাদি বর্ডার দিয়ে ভারতে যাবার সময় পাকসেনারা তাদেরকে ধরে এবং চৌগাছায় তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারপর নৃশংসভাবে হত্যা করে পুঁতে রাখে। এইভাবে দীর্ঘ নয় মাসে চৌগাছাতে পাকসেনারা ১০০/১৫০ জন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে মেয়ে ও পুরুষ উভয়ই ছিল। মেয়েদেরকে ২/৩ দিন রেখে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর ব্যায়োনেট চার্জ করে নদীতে ফেলে দিত। আমি যে এগার দিন ছিলাম ঐ কয়দিনে প্রায় ২০/২৫ জন লোককে ডাক বাংলোর পিছনে রাত আটটার পর প্রতিদিন ৪/৫ জন করে হত্যা করে পুঁতে রাখে।

সাক্ষর/-
মোঃ মহসিন উল্লাহ
১০/৫০৭৩

\ ১৭২ \

লুৎফর রহমান মোল্লা
মিরপুর থানা, জেলা-কুষ্টিয়া

আলমডাঙ্গা থানায় কাজ করছি এমন সময় একখানা পাক মিলিটারী গাড়ি গিয়ে থানা ঘিরে নেয় এবং আমরা থানার স্টাফ ৪ জনসহ মোট ১২ জন ধরা পড়ি। আমাদের প্রত্যেককে গাছের সঙ্গে দুই হাত বেঁধে বেতের লাঠি দিয়ে ভীষন প্রহার করার পর বুট দিয়ে লাথির পর লাথি মারাতে আমার দুটা দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং আমার সারা শরীর ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর একজন মিলিটারী আমার বুকের উপর উঠে বুট দিয়ে পাড়ানোর চোটে আমার বুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। পরে আর একটা মিলিটারী আমার পায়ে ব্যায়োনেট চার্জ করে। তারপর ক্যাপ্টেন মুজাফফর হোসেন নাগভী আদেশ দেয়, ১২ জনকে ৬টা জোড়া করে দুইজন করে সামনা সামনি হাত বেঁধে হাট বোয়ালীয়া একটা নদীর ধারে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে হাঁটু পানির ভিতর নামিয়ে গুলি করে দেয়। এইভাবে পাঁচ জোড়া গুলি করার পর সর্বশেষ জোড়ায় ছিলাম আমি ও আলমডাঙ্গা থানার ও, সি সাহেব। যখন আমাদেরকে গুলি করতে নিয়ে যায় সেই সময় ছানাউল্লাহ নামক একজন কনস্টেবল এবং ইব্রাহিম নামক একজন কসাই ও, সি সাহেবের নিকট এসে বলেন যদি ১৫০০০ টাকা দেন আপনার জান বাঁচিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে ও, সি সাহেব সম্মতি জানানোর পর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তাঁর হাতের বাঁধন ছেড়ে দেয় এবং তাঁকে ক্যাপ্টেনের গাড়িতে নিয়ে উঠায়। তারপর আমাকে গুলি করার জন্য চোখ বেঁধে হাঁটু পানির মধ্যে নিয়ে দাঁড় করায়। তখন আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলি স্যার আমার একটা ফরিয়াদ আছে। আমি কোন দোষ করি নাই, বিহারীরা আমার নামে মিথ্যা বলে আপনার নিকট আমার সম্বন্ধে বলেছে। তখন ক্যাপ্টেন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেয় এবং বলে আগামীকাল এর বিচার করা হবে, আজ একে থানায় একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে রেখে দাও। দুইজন মিলিটারী আমাকে নিয়ে এসে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। ঘরটার দরজা ভাঙ্গা ছিল। তারপর পাকসেনারা ৪/৫ জন মেয়েকে থানায় নিয়ে আসে এবং তাদেরকে নিয়ে তারা আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে। এদিকে রাত্রিতে মুষলধারে ঝড় আর বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। তখন আমি চিন্তা করি। আমাকে তো আগামীকাল গুলি করে মারবে, তাই শেষ চেষ্টা করলাম অর্থাৎ দরজাটা একটু জোরে প্রেশার দিলে দরজা খুলে যায়। আমি অমনি চোরের মতন ধীরে ধীরে ঘর হতে বেরিয়ে একটা খালের ধার দিয়ে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে সারা রাত্রি চলার পর ভোর হয়ে গেলে একটা বৃদ্ধ লোককে দেখতে পাই। তাকে দেখে আমি জড়িয়ে ধরি এবং বলি বাবা আমাকে কিছু খেতে দেন। লোকটি আমাকে তার বাড়ী নিয়ে যায় এবং আমাকে খেতে দেয়। তারপর আমি ভারতে আশ্রয় নেই।

এরপর যশোর ক্যান্টোনমেন্ট আমাদের দখলে এসে গেলে আমি একদিন রাত্রি বেলা বাড়ীতে যাই। গিয়ে আমার ছেলেকে ডাকি আমার স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। তখন আমি দেখতে পাই আমার স্ত্রী বিধবার কাপড় পড়ে আছে এবং তার গায়ের অলঙ্কার বলতে কিছুই নেই। আমাকে দেখে সে কেঁদে ফেলে এবং বলে আমি যেদিন শুনতে পাই তোমাকে পাক বাহিনী মেরে ফেলেছে সেই দিন হতে আমি বিধবার কাপড় পরিধান করেছি। তারপর আমি আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বলি।

স্বাক্ষর /-
লুৎফর রহমান মোল্লা

\ ১৭৩ \

শ্রী সংকর প্রসাদ ঘোষ
গ্রাম-আউড়িয়া, পোষ্ট-হাট বাড়ীয়া
থানা-নড়াইল, জেলা-যশোর

যশোরের চৌগাছায় পাকসেনাদের হাতে আমরা ধরা পড়ি। পাকসেনারা চৌগাছার হাইস্কুলে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের ঘড়ি টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে নেয়। তারপর প্রথমে আমাকে, জামা ও প্যান্ট খুলে, দু'জন পাকসেনা বাঁশের লাঠি দিয়ে সারা শরীরে প্রহার করতে থাকে। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা প্রহার করার পর আমার দুপা বেঁধে একটা আকড়ার সাথে পা উপর দিয়ে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে সমস্ত শরীরে প্রহার করতে থাকে মেজর তখন চেয়ার পেতে বসে আছে। আর একদল আমাকে প্রহার করতে থাকে, আর একদল আমাকে প্রহার করা দেখে হাসতে থাকে, আর বলতে থাকে, বল মাদার চোদ টিক্কা খাঁন জিন্দাবাদ। আমার সমস্ত শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে তারপর যে কি হয় আমি বলতে পারি না। প্রায় তিন ঘন্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই আমার পাশে আমার দু'বন্ধু ইলিয়াছ ও সুনিল কুমার বসু পড়ে আছে। তাদের শরীর হতে আমার শরীরের ন্যায় রক্ত ঝরছে। প্রহারের দরুন তাদের ও আমার শরীর ফুলে যায়। আমরা পানি খেতে চাইলে প্রশ্রাব এনে সামনে দিত। তার গন্ধ পেয়ে আমরা মুখ বন্ধ করতে থাকলে ইট নিয়ে এসে মুখে মারতো। সন্ধ্যার পর আমাদেরকে স্কুলের পিলারের নিকট নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনজনকে তিনটা পিলারে পিঠমুড়া করে জড়িয়ে চেপে বাঁধে। আর মাজার সাথে পিলারে বেস্টন দিয়ে বেঁধে ফেলে আবার প্রহার করতে থাকে। আমরা তৃষ্ণায় পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকি। তখন বৃষ্টি নামে। উক্ত বৃষ্টির পানি আমাদের মাথায় পড়তে থাকে। উহা আমাদের শরীর বেয়ে পড়তে থাকে উক্ত পানি খেয়ে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। তারপর দিন, হাত পায়ের রশি খুলে দেয় এবং আবার পিটাতে থাকে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমরা মুক্তিবাহিনী কিনা? এবং ট্রেনিং জানো কি না? তখন আমরা বলি, না, আমরা ট্রেনিং জানিনা ও আমরা মুক্তিবাহিনীও নই। তারপর মারা বাদ দিয়ে পাকসেনারা ৩/৪ জন আমাদেরকে ধরাধরি করে তাদের গাড়িতে তুলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে নিয়ে আমাদেরকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখে। তার ১০/১৫ মিনিট পর একজন হাবিলদার ও ৭/৮ জন মিলিটারী আমাদের নিকট আসে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, সত্যি করে বল, ভারতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ যেতে ছিলে কিনা এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। তারপর আমরা তাদের কার কোন জবাব দেইনি। তারপর আমাদের হাত আবার পিঠমুরা করে পিলারের সাথে বেঁধে ১০/১৫ মিনিট সময় দিয়ে বলে যে এর মধ্যে যদি সত্যি কথা না বলো তা হলে গুলি করে হত্যা করবো এই বলে আমাদের দিকে বন্দুক ধরে রাখে। আমরা জবাব দেই যে আমরা সত্যি বলছি আমাদের লোক হাড়িয়ে গিয়েছে তাদের খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। আমরা ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই। তারপর আমাদের তিনজনকে একটা ঘরের মধ্যে ১৫ দিন রেখে দেয়। ঐ কয় দিনের প্রত্যেক দিনই খাবারের সময় এবং পায়খানা প্রশ্রাবের সময় কিল, ঘুষি লাথি, ইত্যাদি খেতে হতো। তারপর সেখান হতে যশোর কোতায়ালী থানায় পাঠিয়ে দেয়। ওখানে এক রাত্রি থাকার পরদিন কোর্টে ৫৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে যশোর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে রেখে দেয়। সেখানে বাঙ্গালী চিকিৎসক ছিলেন তারা আমাদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। সেখানে ১২ দিন থাকার পর কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে মুক্তি লাভ করি। তারপর বাড়ী এসে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে উঠি। জুন মাসের ২০ তারিখে আমরা ধরা পড়ি এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে যশোরের প্রথম শ্রেনীর মেজিস্ট্রেট শেখ আবদুল্লা সাহেবের কোর্ট থেকে মুক্তি পাই।

স্বাক্ষর /-
শ্রী সংকর প্রসাদ ঘোষ
৬-৬-৭৩

\ ১৭৪ \

মোঃ মানিক শিকদার
গ্রাম-চিলগাছা রোগুনাতপুর
ডাকঘর-কমলাপুর
থানা-নড়াইল
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ৭ই জুন রাত্রি প্রায় ভোর চারটার সময় ২০/২৫ জন রাজাকার ও মিলিটারী আমার বাসায় যায়। এবং বাসা ঘেড়াও করে বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। আমাকে ধরার সাথে সাথে বাঁশের লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে আমার পায়ের তালুতে, ঘারে, হাতের আঙ্গুলীতে এবং শরীরের বিভিন্ন গিড়ায় গিড়ায় প্রহার করতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে যথাঃ ই, পি, আর কোথায়? তোর রাইফেল কোথায়? তোর ভাই কোথায়? তার জবাবে আমি বলি যে, আমি কিছুই জানিনা। তারপর আমার বাড়ীতে আমাকে ঘণ্টাখানেক প্রহার করার পর নড়াইল নিয়ে আসে এবং সেখানে নিয়ে এসে আবার প্রহার করতে থাকে এবং ঐ একই কথা বার বার বলতে থাকে, আমি অস্বীকার করায় প্রায় দু'ঘণ্টা আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রহার করার দরুন আমার শরীর হতে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধা ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পাই আমি ডাকবাংলার একটা কক্ষে এবং সেখানে আরও ১২/১৪ জন লোক আধামরা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। তারপর ৭ দিন উক্ত ডাকবাংলায় রাখার পর আমাকে যশোর মিলিটারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। যশোর পৌছার পর আমাকে সারকিট হাউসে নিয়েই ৪/৫ জন মিলিটারী বুট আর বেতের লাঠি দিয়ে এক এক করে লাথি কিল, ঘুষি, আর প্রহার করতে থাকে। একজন মিলিটারী ৪/৫ হাত দূর হতে জাম করে এসে আমার মুখে লাথি মারে উক্ত লাথিতে আমার তিনটা দাঁত পড়ে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, তার ঘণ্টাখানেক পর আমার জ্ঞান ফিরে পেলে আবার প্রহার করতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে যথাঃ ই, পি, আর কোথায়? রাইফেল কোথায়? তোর ভাই কোথায়? আমি জবাব দেই আমি কিছুই জানি না। তারপর আবার মারা শুরু করে এই ভাবে সারকিট হাউসে দু'দিন দু'রাত ছিলাম। প্রায় সব সময়ই আমাকে প্রহার করত। উক্ত দু'দিনে আমাকে একটু পানিও পান করতে দেয় নাই। সেখান হতে আমাকে যশোর সদর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একমাস সাত দিন থাকার পর আমি জামিন নিয়ে বের হয়ে আসি। কিন্তু প্রতিদিন আমাকে কোর্টে হাজির হতে হত। এই ভাবে ৪/৫ তারিখ কোর্টে হাজির হবার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। আমাকে ধরার প্রধান কারণ আমার বড় ভাই ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। আর আমার ছেলে ছিল মুক্তিবাহিনীতে। এই দুইটা কারণে আমাকে ধরে এবং প্রহার করে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দু'মাস চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠি। এখনও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বালা পোড়া করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মানিক শিকদার
৮/৬/৭৩

\ ১৭৫ \

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ দত্ত
মহেশপুর, যশোর

১৯৭১ সালের ১৩শে মে রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় আমি গোসল করার জন্য বাড়ী হতে বের হই। এমন সময় দেখতে পাই দু'খানা খাঁন সেনার গাড়ি এসে আমাদের মহেশপুর টাউন কমিটি ঘরের সম্মুখে থেমে যায়। আমি ঐ গাড়ী দেখার সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে বাড়ী ফিরে যাই। তার ১০/১৫ মিনিট পর টাউন কমিটির চেয়ারম্যান সোজাসুজি আমার বাড়ী চলে আসে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার পর আমাকে বলে, চলো টাউন কমিটিতে, মেজর তোমাদের পরিচয় পত্র করে দিচ্ছে। তুমি উহা নিয়ে চলে আসবে। আমি সরল মনে তার সঙ্গে টাউন কমিটির সামনে চলে আসি এবং দেখতে পাই টাউন কমিটি হলের দরজা বন্ধ। তখন চেয়ারম্যান আমাকে বলে এখানে ৫ মিনিট অপেক্ষা কর, মেজর কিছুক্ষনের মধ্যে চলে আসছে । পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই দক্ষিণ দিক হতে দুটা পাক সেনার গাড়ি এসে আমাদের সামনে থেমে যায়। আমি গাড়ির দিকে তাকাতেই দেখতে পাই গাড়ির মধ্যে প্রায় ১০/১২ জন হিন্দু ও মুসলমান বসে আছে। তারপর চেয়ারম্যান মেজরকে আমাকে দেখিয়ে বলে, এ এক মালাউন হায়, অমনি একজন খাঁন সেনা গাড়ি হতে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে গাড়িতে উঠতে বলে, আমি গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট করে মহেশপুর হতে আধা মাইল দূরে ভালায়পুর নামক একটা ব্রীজ আছে, তার পূর্ব দিকে আম কাঁঠালের বাগান আছে, সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমাদেরকে গাড়ি হতে নামায়। আমি গাড়ি হতে নেমেই দেখতে পাই, ঐ খানে একটা গাছের নীচে ৪/৫টা ছাগল আর একটা কাঠাল গাছে একটা যুবক গাছ হতে ঐ ছাগলগুলোর জন্য পাতা পাড়ছে। মেজর তাকে দেখেই ডাকে। লোকটি অমনি মেজরের ডাকে তার কাছে চলে আসে। তার হাতে ছিল একটা দা। মেজর দা খানা তার হাত হতে নেয় এবং ২-৪ মিনিট চেয়ে দেখার পর তাকে জিজ্ঞেস করে ইয়ে কিয়া হায়? সে বলে দা। তারপর দা খানা তার হাতে দিয়ে বলে, এই দা দিয়ে এই লোকগুলোকে জবাই করতে পারবে? লোকটি অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন হতে একজন পাকসেনা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে তার কাছে চলে আসে এবং তার ঘাড়ে এবং পিঠে দু'টা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার ২-৪ মিনিট পর সে মাজা বাঁকা করে সেখান হতে চলে যায়। তারপর আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড় করায়। ৮ জন পাকসেনার মধ্যে তিনজন রাইফেল নিয়ে তিন দিকে আমাদের থেকে প্রায় ২০/২৫ গজ দূরে চলে যায় এবং আমাদের দিকে পজিশন নিয়ে থাকে। আর বাকি ৫ জন পাকসেনা প্রত্যেক একটা মোটা লাঠি হাতে করে আমাদের সবাইকে ঘারে এক বাড়ি আর মাজায় দু'বাড়ি মারার পর শেষে আমাদের সবাইকে পায়ে দড়ি লাগিয়ে হেঁচড়ে টেনে একটা গর্তের ধারে নিয়ে সবাইকে বেয়োনেট চার্জ করে আমাদের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে। পরে আমাদেরকে একই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটিচাপা দিয়ে তারা চলে যায়। পাক সেনারা চলে যাবার প্রায় মিনিট দশেক পর আমি অতিকষ্টে ধীরে ধীরে ঐ গর্তের উপরে উঠি এবং আমার সঙ্গে আরও একজন লোক ধীরে ধীরে উপরে উঠে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়েই ২০/২৫ গজ রাস্তা চলার পর মাটিতে পড়ে যায়। তার কিছু সময় পর সে সেখানে মারা যায়। আমার পেটে একটা বেয়োনেটের খোঁচা লেগে নাড়ি বের হয়ে গিয়েছিল, আমি আমার গামছা দিয়ে পেট বেঁধে ৪০/৫০ গজ পথ চলার পর একটা বাড়ী পাই এবং সেই বাড়ির মালিক আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। আমাকে পানি খাওয়াবার পর আমি সেখানে থাকতে চাইলে বাড়িওয়ালা খান সেনাদের ভয়ে আমাকে রাখতে অস্বীকার করে। তারপর তারা আমাকে ধরাধরি করে ভৈরব নদীর পাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পাই একজন লোক নৌকা নিয়ে জাল দিয়ে নদীতে মাছ

ধরছে। লোকটা আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখে নৌকা নিয়ে নদীর তীরে চলে আসে এবং আমার অনুরোধে আমাকে নদী পার করে দেয়। আমি অতিকষ্টে রামচন্দ্রপুর নামক একটা গ্রামে সন্ধ্যা ৭টার সময় একটা বাড়ীতে গিয়ে থাকার জন্য একটু জায়গা চাই কিন্তু ঐ বাড়িওয়ালা খান সেনাদের ভয়ে জায়গা দিতে অস্বিকার করে। আমি বলি আমার আর চলার শক্তি নাই তখন ঐ বাড়ীর ৪ জন লোক একটা তক্তায় করে আমাকে নিয়ে রামচন্দ্রপুর স্কুলে রেখে আসার কথা বলে সুন্দরপুর নদীর ঘাটে ফেলে রেখে আসে। আমি সেখানে আধামরা অবস্থায় পড়ে থাকি। তখন রাত্রি ১০-৩০ মিঃ। সেই সময় কোটচাঁদপুর হাট হতে জালাল নামক একটা লোক সুন্দরপুর নদীর ঘাটে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি করে মহেশপুর চলে এসে খবর দেয়। তৎক্ষণাৎ মহেশপুর হতে জালাল ও আরও চারজন লোক একটা বাঁশের মাচাল নিয়ে সেখানে চলে যায় এবং ঐ মাচালে করে আমাকে মহেশপুর নিয়ে আসে। আমাকে মহেশপুর নিয়ে এসে কোহিনূর বেগমের বাসায় রেখে এবং বজলু নামক একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় ১০/১৫ দিন পর আমি সুস্থ হয়ে উঠলে ডাক্তার একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আমার পরিবারের সকলকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর আমি ভারতে গিয়ে সিন্দ্রানী হাসপাতালে প্রায় দু'মাস চিকিৎসা করার পর সুস্থ হয়ে উঠি এবং বাংলাদেশ স্বাধিন হবার পরপরই বাংলাদেশে চলে আসি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমি জানতে পারি আমার সঙ্গে যাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আমার সঙ্গে যাদেরকে একই গর্তে পুঁতে রাখা হয়েছিল আমি ছাড়া আর সবাই নাকি মারা গেছে।

স্বাক্ষর /-
শ্রী বিনয় কৃষ্ণ দত্ত
২৭/১/৭৩

\ ১৭৬ \

যশোর জেলার মহেশপুর থানার অধীন মহেশপুর হাসপাতালে পাক সেনাদের কার্যাবলী

মহেশপুর থানা থেকে মহেশপুর হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় কোয়ার্টার মাইল হবে। খালিশপুর হতে একটা সরকারী কাঁচা রাস্তা মহেশপুর থানার পশ্চিম পার্শ্ব নিয়ে মহেশপুর গ্রামের মধ্যে দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত গিয়েছে। মহেশপুর হাসপাতালটা পূর্ব পশ্চিম লম্বা। হাসপাতালের সামনে একটা মাঠ, পূর্বে ১০/১২ খানা মুচি বাড়ী, পশ্চিমে মহেশপুর বাজার আর উত্তরে হাসপাতালের সঙ্গেই লাগানো সরকারী রাস্তা। ঐ রাস্তার নীচেই একটা মরা নদী এবং ঐ নদীর উপরে হাসপাতাল থেকে প্রায় ১০০ গজ দুরে উত্তর দক্ষিণ দিক লম্বা একটা ব্রীজ। ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল খান সেনারা যশোর থেকে কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, খালিশপুর হয়ে মহেশপুর চলে আসে। মহেশপুর এসেই তারা মহেশপুর হাসপাতালে ঘাঁটি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে থেকে প্রায় ১৫০ জন মহেশপুর থানায় সব সময়ের জন্য রেখে দেয়। পাঞ্জাবী খান সেনারা মহেশপুর পৌছেই হিন্দু, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের বাড়ী-ঘর লুটপাট করায় এবং মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামের কর্মীদের ছাড়া যাদের সম্মুখে পায় তাদেরকেই গুলি করে মারে। খান সেনাদের মহেশপুর আসার পূর্বেই কিছু লোক ভারতে চলে যায় আর যারা ভারতে যায় নাই এখানেই আশপাশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে সোজাসুজি হাসপাতালে নিয়ে যেত এবং সেখানে নিয়ে একটা রুমে বন্দি করে রাখত। মেজর আনিছ ছিল প্লাটুন ক্যাপ্টেন। খান সেনারা এইভাবে মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ, খালিশপুর, ইত্যাদী স্থান হতে লোকজনকে ধরে কাউকে সেখানেই গুলি করে মারত আর যাদের মারত না তাদের মহেশপুর হাসপাতালে নিয়ে এসে একটা বদ্ধ ঘরে বন্দি করে রেখে দিত। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ১০/১২ জনকে বের করে নিয়ে হাসপাতালের এরিয়ার মধ্যেই হাসপাতাল থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে ৫০/৬০ টা গর্ত করা আছে সেখানে নিয়ে কাউকে জবাই করত, কাউকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারত, আবার কাউকে লাইন করে গুলি করে মারত। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নাকি ২/৩ রাউণ্ড গুলির শব্দ মহেশপুর বাজারের লোকজন পেত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গুলি করে লোক মারার খবর মহেশপুরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেল। তখন থেকে খান সেনারা শুধু গর্তের ধারে নিয়ে জবাই করত আর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারত এবং অনেককে ভালায়পুর ব্রীজের উপর নিয়ে জ্যান্ত অবস্থায় একটা বস্তায় ভর্তি করে বস্তার মুখ বেঁধে ব্রীজের উপর হতে ফেলে দিত। এ ভাবেই তারা জনসাধারণকে মেরেছে। আর বিভিন্ন এলাকা থেকে সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে ৪/৫ দিন পাশবিক অত্যাচার করার পর তাদেরকেও ঐ সব গর্তে মেরে পুঁতে রাখত। এইভাবে প্রায় ৩/৪ শত লোককে একমাত্র হাসপাতালে মারা হয়েছে। কেন না বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই মহেশপুরের স্থানীয় জনসাধারণ সেখানে গিয়ে নাকি দেখতে পায় হাসপাতালের পূর্ব দিকে মানুষের গন্ধে যাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে নাকে কাপড় দিয়ে তারা গিয়ে দেখতে পায়, প্রায় ৬০টির মত গর্ত করা প্রতি গর্তে ৫/৭ টি করে কারও মাথা, কারও ডানা, কারও পা, কারও শরীরের অংশটাই পড়ে আছে। যদিও দীর্ঘ এক বছর পার হয়ে গেছে এবং সেখানে কোন নিদর্শন থাকার কথা নয়। আমি নিজে সেখানে গিয়ে দীর্ঘ একটা বছর পরও একটা মানুষের মাথা, প্রায় ২০/২৫টা গর্ত ও মানুষের অনেক হাড় পাই।

স্বাক্ষর/-
দেবাসীষ দাস।

\ ১৭৭ \

আইনুল হক
গ্রাম-কচুবিল
থানা-মহেশপুর
জেলা-যশোর

মহেশপুর থানার কচুবিল পাক সেনাদের ঘাঁটিতে গণহত্যার বর্ণনা। কচুবিলে পাক মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে প্রায় ১০০ জন লোককে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। যে ১০০ জন লোককে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়, প্রথমে তাদেরকে দুপা এবং দুহাত রশী দিয়ে বেঁধে একটা আম গাছের ডালে পা উপর দিকে ঝুলিয়ে রেখে লাঠি দিয়ে ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে শুধু শরীরের বিভিন্ন জোড়ায় মারতে থাকে। প্রায় ৩ ঘণ্টা মারার পর তারা অজ্ঞান হয়ে গেলে মাটিতে নামিয়ে ফেলে রেখে দেয়। জ্ঞান ফিরলে আবার তাদের মাটিতে শুইয়ে বুট দিয়ে পিঠের উপর উঠে খছতে থাকে এবং কাউকে ছুরি দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে কেটে লবণ মাখিয়ে দিয়ে ফেলে রাখে। তাদের উপর দৈহিক পীড়ন করার পর একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে ফেলে রেখে কিছু বাবলার কাটা তাদের শরীরের উপর দিয়ে জ্যান্ত মাটিচাপা দিয়ে চলে আসতো। এইভাবে প্রতিটি গর্তে প্রায় ৫/৭ জনকে রেখে বিভিন্ন উপায়ে তাদের উপর অত্যাচার করার পর জ্যান্ত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে রাখতো। এইভাবে প্রায় ১৫/২০টা গর্তে ১০০ জনকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আইনুল হক

\ ১৭৮ \

বনবিহারী সিংহ
নওয়াপাড়া
যশোর

১৯৭১ সালে ২৭শে মার্চে পাক বাহিনীর একটি দল সমস্ত বেরিকেড সরিয়ে চলে আসে নওয়াপাড়াতে। তারা জনসাধারণকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে বেরিকেড উঠানোর কাজে লাগিয়ে দেয়। সেই সময় আমি সংবাদ পাই যে চেংগুটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের নিকট হতে পাক বাহিনী নওয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি স্থানীয় জনসাধারণদের জানাই। তাঁরা নিরাপত্তার জন্য যে যতটুকু পেরেছে সাবধান হয়েছে। সেই সময় আমার ঘরে ছিলেন রুস্তম আলী সর্দ্দার (গার্ড ২৮ ডাউন এক্সপ্রেস), এস, এম, হক (গার্ড ৬৪ ডাউন প্যাসেঞ্জার), সালে আহম্মদ, নওয়াব আলী (চেকার), আইনুল হক (পোর্টার), ইমান আলী ও আব্দুল ওদুদ (পয়েন্টম্যান) গ্যাংসেট নবুশেখ গ্যাং, খালাসি শামছু। আমরা সবাই ডিউটিরত অবস্থায় ষ্টেশনে ছিলাম। কারণ এছাড়া জীবনের আর কোন নিরাপত্তা ছিলো না। আরা আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন অন্যায় করিনি বলে জানতাম। এরপর হঠাৎ ঐ দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ বেলা ১১টার সময় একদল পাক সেনা ষ্টেশনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে। অফিসে প্রবেশ করে প্রথম চেয়ারে অবস্থানরত জনাব রুস্তম আলী সর্দ্দার সাহেব ও নওয়াব আলী সাহেবকে প্রথম হত্যা করে। আমি তাদের নিকটে ছিলাম। তারা হত্যা করেই ঘর হতে বের হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে বলে যে, কে জীবিত আছো কাছো এসো। এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত দু'জনকে হত্যা করার পর ঘরে অবস্থিত অন্য সবাই বেঞ্চের নিচে আশ্রয় করার ফলে তাদের পাক বাহিনী কর্তৃক ব্রাশফায়ারে কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু পরক্ষণে ঢুকেই যখন তাদের সকলকে দাঁড়াতে বলে তখন আমি একটা আলমারির ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে আত্বগোপন করে থাকি। দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশ করে পাক বাহিনী জনাব সালে আহম্মদ ও জনাব এস, এম, হক সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এবং আইনুল হক (পোর্টার) কে বাইরে বের করে গুলি করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলিটি তার হাতে লাগে, ফলে জীবনে বেঁচে যায়।

প্রায় ২ ঘণ্টা পর আব্দুর রব সাহেব (সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার) আমার অফিস ঘরে এসে ডাক দেন আমার নাম ধরে এবং বলেন যে, পাক বাহিনী চলে গিয়েছে। তখন আমি উক্ত গোপন স্থান হতে আত্মপ্রকাশ এবং বাড়ী ফিরে এই দৃশ্যের কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এইভাবে কর্মরত ট্রেনের কর্মচারীবৃন্দকে তারা হত্যা করে। তবে যারা শহীদ হন তারা নওয়াপাড়া রেলওয়ে স্টাফ নন। তারা জড়ানো দুটো ট্রেনের গার্ড সাহেব ও চেকার সাহেব। ওয়াচম্যান জনাব আতর আলী সাহেবও শহীদ হন ঐ দিন।

এই মৃত দেহগুলি প্রায় ৪/৫ দিন পড়ে থাকার দরুন পচে যায় কিন্তু সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি এবং সাধারণ মানুষ করতে সাহস করেনি। পরে কয়েকজনকে সাথে করে আমি মৃতদেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করি এবং কবরস্থ করি। পরে পাক বাহিনী নিজেদের দোষ চাপা দেবার জন্য বলে যে, ষ্টেশনে কে হত্যা করেছে তাদের ধরিয়ে দাও। তারা মানুষকে ভুল সংবাদ পরিবেশন করার চেষ্টা করে।

এরপর মাঝে মাঝে আমি ষ্টেশনে আসতে থাকি এবং সাথে সাথে ঘরে চলে যাই। জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় করি। কিন্তু ১১ই এপ্রিল তারিখে একজন পাক

মেজর নওয়াপাড়া বাজারে আসে এবং স্থানীয় দালালদের ও দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে একটা সভা করে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী লুট করতে হবে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাতে হবে।

এরপর উক্ত **১১**ই এপ্রিল তারিখে নওয়াপাড়ার বিভিন্ন এলাকার ও আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। এতে বিহারীরা সবচেয়ে বেশী নৃশংসতার ছাপ রাখে। আমি যে গ্রামে ছিলাম সেই গ্রাম উক্ত দিন লুটতরাজ শুরু হলে ঐ গ্রাম হতে অন্যত্র পালিয়ে যাই।

স্বাক্ষর/-
বনবিহারী সিংহ
২/৫/৭৩

\ ১৭৯ \

অনিল কুমার মণ্ডল
গ্রাম-পাজিয়া
ডাকঘর-পাজিয়া
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ৩ শে জুন, শনিবার সকাল ৭টার দিকে ৫ জনের একটা পাক সেনার দল আমাকে নিজ বাড়ী হতে ধরে ফেলে। উক্ত দিন প্রায় ৫০/৫২ থানা মিলিটারী গাড়ী পাজিয়া গ্রাম ঘিরে ফেলে। সকালে তারা গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

পাক সেনারা প্রথম ধরে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি হিন্দু না মুসলমান। আমি নিজেকে হিন্দু বলে প্রকাশ করায় আমার উপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। এবং উক্ত গ্রামের শ্রী রবি কুমার বাবু কোথায় আছেন তা জানতে চায় এবং আমাকেও মুক্তিফৌজের সাহয্যকারী বলে চিহ্নিত করে। উক্ত স্থান হতে শ্রী রবি কুমার বাবুর বাড়ীতে অবস্থিত পাক মেজরের নিকট নিয়ে হাজির করে।

পাক মেজর তখন বলে যে, তুমি মুক্তিফৌজ কিনা? তুমি ভারতে যাতায়াত করো কিনা? কিন্তু আমি অস্বীকার করি এবং বলি যে, আমি স্কুলে শিক্ষকতা করি এবং দৈনিক হাজিরা খাতায় উপস্থিত আছে সুতরাং উক্ত অভিযোগ মিথ্যা। একথা বলার পর একটা কাঠের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে আঘাত করে ফলে আমার হাত দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। তারপর আমাকে ওখানে বসিয়ে রাখে। সেইখানে নারায়ণ প্রসাদ চক্রবর্তীকে বসিয়ে পিঠে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকলে সে বিকট চিৎকার করতে থাকে। তখন এক জন বাঙ্গালী এস মেজরকে সংবাদ দেয় যে এক জন বাঙ্গালী বধুকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করছে। এই সংবাদে মেজর আমাদের বসিয়ে রেখে চলে যায়।

তখন আমাদের ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। আমাদের অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করে তৎকালীন পাকিস্তানের ২ জন দালাল। ঐ ঘরে গিয়ে দেখি যে রামচন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন লোককে বেদম প্রহার করে ফেলে রেখেছে। উক্ত লোকের সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে।

আমাকে ও নারায়নকে উক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে এক সেনার লাঠি, রাইফেলের বাঁট, বুট জুতা ও ঘুষি দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে বেদম প্রহার করলো। এই ভাবে দিন ৮-৩০ হতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিভিন্ন পাক সেনা পর্যায়ক্রমে প্রহার করে। এইভাবে প্রহার করার পর আমাদের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তখন তারা প্রহার বন্ধ করে নির্দেশ দেয় যে, তিন জন বাঙ্গালী একে অপরের বিরুদ্ধে প্রহার শুরু করো। সেই নির্দেশ মতো আমাদের তিনজনের হাতে তিনটি লাঠি দিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই লাঠি দিয়ে যদি একে অন্যকে প্রহার না করো তবে তোমাদের হত্যা করা হবে। তখন নিরুপায় হয়ে জীবন রক্ষার জন্য নিজেরা মারামারিতে প্রস্তুত হই। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা নিজেরা মারামারি করি। তখন পাক সেনারা এই মারামারি উপভোগ করতে থাকে এবং আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। নানাভাবে এই সংঘর্ষকে উৎসাহ দিতে থাকে। এইভাবে নিজেরা মারামারি করে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। পাক সেনারা আমাকে আট স্থানে বেয়নেট চার্জ করে। বাকী দু'জনকেও ঐ একই ভাবে বেয়নেট চার্জ করে। রামের ঘাড়ে বেয়নেট দিয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি মতো ক্ষত করে। তখন আমরা মৃতের মতো পড়ে থাকি এবং নড়াচড়া হতে বিরত থাকি। সেই সময় আমাদের শরীর হতে রক্তক্ষরণের ফলে দেহ অসাড় হয়ে আসতে থাকে।

তখন পাক সেনারা মৃত মনে করে আমাদের উপর লেপ তোষক দিয়ে ঢেকে দেয়। লেপের উপর তখন বিভিন্ন ধরনের কাঠ চাপ দেয়। আমরা তখন জীবিত অবস্থায় মৃতের মতো শুয়ে থাকি। আমাদের উপর চাপানো

কাঠের এক প্রকার সাদা পাউডার ছিটিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন স্থান হতে পেট্রোল ও কেরসিনের তেল ছিটিয়ে দেয়। এই সমস্ত করার পর দেশালাইয়ের সাহয্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য আমাদের পুড়িয়ে মারা। তখন প্রায় ৬টা বাজে। মেজরের বাঁশি বাজার পর পাক সেনারা ঘরের দরজা বাহির হতে বন্ধ করে চলে যায়। আমরা যাতে ঘরের বাইরে যেতে না পারি তার ব্যবস্থা করে যায় দরজা বন্ধ করে। যখন পাক সেনারা চলে যায় এবং আগুন জ্বলতে থাকে তখন আমরা অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াই এবং ঘর হতে বাইরে যাবার জন্য দরজায় আঘাত করি কিন্তু বাহির থেকে বন্ধ থাকায় তা কিছুতেই খোলা সম্ভব হয় নাই। পরে নিরুপায় হয়ে ও আগুনের বিভীষিকা দেখে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টাস্বরূপ একটা ছোট দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলি এবং অতি কষ্টে ঘর হতে বের হয়ে যাই। ঘর হতে বের হয়ে আমরা তিনজন নিকটস্থ একটা বাগানে প্রবেশ করি। বাগান হতে তিন জন তিন দিকে চলে যাই। পাক সেনারা তখন গ্রাম হতে চলে গিয়েছে। আমি মহর আলী নামে এক ব্যাক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেখান হতে আমার আত্মীয়রা আমাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায়।

স্বাক্ষর/-
অনিল কুমার মণ্ডল
৪/৪/৭৩

\ ১৮০ \

সুধীর কুমার নাথ
গ্রাম-মদার ডাঙ্গা
ডাকঘর-পাঁজিয়া
থানা-কেশবপুর
জেলা-যশোর

২৬শে জুন, (১৯৭১) রাতে পাক বাহিনী গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। আমি এই সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যাই এবং একটা ডোবাতে আশ্রয় নিই। পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে পাক বাহিনীর বর্বরোচিত কিছু ঘটনা অবলোকন করি। সে দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। অনুমান সকাল ৯টার দিকে আমি এই ঘটনার সম্মুখীন হই। জনৈক ব্যাক্তির বিধবা স্ত্রীকে এক জন পাক সেনা ধর্ষণ করে ঘরের বাইরে চলে আসে। সেই সময় স্ত্রী লোকটিও ঘর হতে বিবস্ত্র বের হয়ে আসে। তখন আর একজন পাক সেনা তাকে ঘরে নিয়ে যায় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

এইভাবে তিন জন পাক সেনা পর্যায়ক্রমে তার উপর অত্যাচার চালায়। তিনি তখন এর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাক সেনাদের পা জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু বর্বর পাক সেনারা তা শোনে না। তৃতীয় পাক সেনা যখন ঘর হতে বের হয়ে আসে সেই সময় আমি ওখানে হতে চলে আসি। আসার পথে তাকে আমি এক ঘরের পাশে কাঁদতে দেখি এবং সারা কাপড়ে অত্যচারের কাল রক্ত লেগে থাকতে দেখি। মহিলার বয়স অনুমান ২৮ বৎসর। তিনি স্বাস্থবতী ছিলেন বিধায় জ্ঞান হারাননি। আরেক ব্যাক্তির দু’জন অবিবাহিত কন্যার উপর ঐ দিন পাক সেনারা পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই গ্রামে প্রায় শতাধিক মহিলার উপর পাক সেনারা পাশবিক অত্যাচার চালায় ঐ একই দিনে।

স্বাক্ষর/-
সুধীর কুমার নাথ
৪/৪/৭৩

\ ১৮১ \

মিঃ মানিক মিঞা (পুলিশ)
থানা-মনিরামপুর
জেলা-যশোর

২৯শে মার্চ আমি যশোর জেলার কোতয়ালী থানার বসন্দিয়া পুলিশ ফাঁড়ি হতে পাক বাহিনীর আক্রমণের খবর পেয়ে সেখান হতে লোহাপাড়া থানার অন্তর্গত কালনা নামক গ্রামে গিয়ে এক মাস অতিবাহিত করি। সেখান হতে পুনরায় লোহাগড়া থানায় চলে আসি। মে মাসের ৯ তারিখে আমি আমার এক আত্মীয়ের খোঁজে যশোর শহরে চলে আসি। যশোর শহরের দড়াটানায় আমাকে এক বিহারী দেখে বন্দি করে। এবং আমাকে ক্যান্টনমেন্টে পাক সেনার নিকট পৌছে দেয়। ক্যান্টনমেন্টে পৌছার পর মিলিটারি সুবেদার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে- মুক্তি বাহিনী কোথায়? তারা কোথায় ট্রেনিং নেয়? আমি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে অস্বিকার করায় আমাকে বেতের মোটা লাঠি দিয়ে, চীনা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার পায়ে, হাতে ও পিঠে প্রহার করতে থাকে। এবং প্রহার শেষে হাত, পা, বেঁধে আমাকে রৌদ্রে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখে। এই ভাবে ৩/৪ ঘণ্টা রৌদ্রের মধ্যে রাখার পর আবার ঘরে নিয়ে যেত। এবং আমার চারিদিকে প্রহরী রেখে আমাকে কাজ করাত। কাজ করার মাঝে মাঝে লাঠি দেয়ে আথবা বন্দুকের বাঁট দিয়ে পিঠে আঘাত করতো। দিন রাতের মধ্যে অনুমান দু'ছটাক চাউলের ভাত খেতে দিত। আমার চোখের সামনে ৮/১০ জন লোককে শুধু লাঠি দিয়ে পিটাতে পিটাতে মেরে ফেলে দেয়। অনেক লোককে বিকাল ৬টার পর হতে চোখ বেঁধে, হাত বেঁধে গাড়ীতে উঠিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে নিয়ে যেত। হাজত থেকে কিছু লোক তাঁদের দিয়ে গর্ত খোঁড়াতো এবং যাদের গাড়ীতে করে নিয়ে যেত তাদেরকে লাইন করে গুলি করে হত্যা করতো। এই ভাবে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে মিলিটারীরা গণহত্যা করতো। আমি এক মাস ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। আমি যে কয়দিন ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম ঐ কয়েক দিন তারা অনুমান ৭/৮ শত লোককে বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করেছে। আমার উপর নির্যাতন চালানোর পর আমার গুলির অর্ডার হয়ে যায়। আমি উক্ত খবর আমার স্ত্রী নিকট ক্যান্টনমেন্ট হতে লোক মারফত পাঠিয়ে দেই। তারপর আমার স্ত্রী একজন পাঞ্জাবী হাবিলদারের নিকট এক জন লোক নিয়ে যায়। এবং তাঁকে অনেক অনুরোধ করার পর তিনি মেজরের নিকট গিয়ে আমার জন্য সুপারিশ করে। তারপর মেজর আমাকে ডেকে বলে আমি তোমাকে হাবিলদারের অনুরোধে মুক্তি দিলাম। হাবিলদারটার নাম ছিল কোরবান খাঁন। মুক্তি দেবার সময় আমাকে মেজর বলে দিলেন তুমি এখনই পুলিশ লাইনে গিয়ে হাজির হবে। যদি হাজির না হও, তা হলে তোমাকে গুলি করে মারা হবে। তারপর দুজন রেঞ্জার পুলিশ আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে পুলিশ লাইনে পৌছে দেয়। সেখানে বিহারী সুবেদার আমির হোসেন সাহেবের নিকট আমাকে হাজির করেন। আমি সেখানে হাজির হয়ে ছুটির জন্য দরখাস্ত করি। দরখাস্ত মঞ্জুর না করে আমাকে মনিরামপুর থানায় পোষ্টিং করে। এখানে এসেই আমার অসুখ হয়। তিন মাস অসুখ অবস্থায় কাটাই। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মানিক মিঞা
৪/৪/৭৩

\ ১৮২ \

মোঃ শহিদুল ইসলাম
গ্রাম-বেড়ী
ডাকঘর-জাদবপুর
থানা-শারসা
জেলা-যশোর

১৫ই আগষ্ট ভোর রাত চারটায় সময় আমাকে এক জন রাজাকার নাভারণ বাজার হতে ধরে এবং রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়েই আমাকে উক্ত রাজাকার বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণ প্রহার করে। এরপর সেক্রেটারীর নির্দেশে আমার চোখ বেঁধে মটরে তুলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে চালান দেয়। সেখানে নিয়ে চোখ খুলে দেয় এবং মেজরের নিকট আমাকে হাজির করে। ৪/৫ জায়গায় ষ্টেটমেন্ট দেবার পর আমাকে ক্যান্টনমেন্টে এফ, আই, ও, তে হাজতে আটকিয়ে রাকে। প্রত্যেক দিন সকাল এবং বিকালে হাজত হতে বের করার সময় এবং হাজতে ঢুকানোর সময় প্রত্যেককে ভীষণ প্রহার করতো। আমাকে হাজত হতে বের করার সময় এবং হাজতে ঢুকানোর সময় প্রত্যেককে ভীষণ প্রহার করতো। আমাকে হাজত হতে বের করে বাহিরে নিয়ে যেত এবং প্রথমে বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার করার পর বুট দিয়ে লাথি, চড়, কিল, ঘুষি, বুট দিয়ে শরীরের উপর উঠে খচিত এবং সর্বশেষে পায়ের তলায় রুল দিয়ে প্রহার করার পর সিগারেটের আগুন শরীরের বিভিন্ন স্থানে চেপে ধরতো। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, সত্যি করে বলো, তোমার সাথে কে কে ছিল। তারপর আমার শরীর হতে এক পাউণ্ড রক্ত নিয়ে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এই ভাবে আড়াই মাস আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাখার পর নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমাকে সেখান হতে যশোর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেণ্ট্রাল জেলে আসার পরপরই আমার সমস্ত শরীর ফুলে যায় এবং যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকি। ঐ মাসের শেষের দিকে এক জন মেজর কয়েকজন মিলিটারীকে সঙ্গে করে সেণ্ট্রাল জেলে চলে আসে এবং আমাদের ২০/২৫ জনের প্রত্যেকের শরীর হতে এক পাউণ্ড করে রক্ত নেয়। তারপর ডিসেম্বরের ৭ তারিখে যশোর হতে পাঞ্জাবী সৈন্যরা অন্যত্র চলে যায়। ঐ দিন যশোর শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিবাহিনী জেল খানার তালা খুলে দিলে আমরা জেল হতে বের হয়ে আসি। এবং সেই দিনই আমি বাড়ী চলে আসি। আমি প্রায় আড়াই মাস যশোর ক্যান্টনমেন্ট হাজতে ছিলাম। উক্ত হাজতে আমার চোখের সম্মুখে তিনটা লোক প্রহারের দরুন মারা যায়। এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর হাজত হতে ২০/২৫ জন করে লোককে বের করে নিয়ে যেত, তাদেরকে আর ফিরে আনতো না। এই ভাবে বহু লোককে তারা বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ শহিদুল ইসলাম
২২/৪/৭৩

\ ১৮৩ \

মোঃ মনছোর আলী
গ্রাম-হাকোবা
ডাকঘর-মনিরামপুর
থানা-মনিরামপুর
জেলা-যশোর

১৯৭১ সালের ১৪ই আগষ্ট ৩০/৩৫ জন মিলিটারী হাকোবা হাই স্কুল হতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় হাকোবা গ্রামে যায়। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাঁচজনের একটি দল আমার বাড়ীতে চলে যায় এবং আমাকে ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে, তুমি হিন্দু না মুসলমান? আমি উত্তর দেই যে, আমি মুসলমান। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই গ্রামে হিন্দু আছে কি? আমি উত্তরে বলি আছে। আমি হিন্দু পাড়া দেখিয়ে দেই। মিলিটারীরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে হিন্দু পাড়ায় ঢুকে পড়ে। আমার বাড়ী হতে হিন্দু পাড়া যাবার পূর্বে আমার পাশের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক, ১ সন্তানের মাতা, ভাত রান্না করছিল। মিলিটারীরা তাকে ধরে ফেলে এবং ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তার উপর প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পর্যন্ত পাশবিক অত্যাচার করার পর যখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সেই সময় তাকে ফেলে রেখে মিলিটারীরা হিন্দু পাড়ার দিকে চলে যায়। হিন্দু পাড়ায় গিয়ে উক্ত দল মুরগী খুঁজতে থাকে। বিকাল তিনটার দিকে তারা শ্রী অনিল কুণ্ডের বাড়ীতে ঢোকে। তাঁর বাড়ীতে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল। তাঁরা হলেন, অনিল কুণ্ডের স্ত্রী, তাঁর মাতা আর তৃতীয়জন তাঁর বোন। তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যে কাঁথা সেলাই করছিল। তাঁর মাতা ও বোন বারান্দায় বসে ছিলো। মিলিটারীরা উক্ত বাড়ীর ভিতর ঢুকেই দুজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর একজন সেন্ট্রি দিতে থাকে, আর একজন অনিল কুণ্ডের বোনের হাত ধরে হেঁচড়ে টানতে থাকে। তা দেখে তাঁর মা চিৎকার করতে থাকে। একজন মিলিটারী তাঁর মাতাকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। কিন্তু অনিল কুণ্ডের বোনকে ঘরের মধ্যে নিতে না পেরে তাকেও ভীষণ প্রহার করে। তাঁর স্ত্রীকে ৩/৪ জন মিলে প্রায় দু'ঘণ্টা পাশবিক অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সময় অনিল কুণ্ডের বড় ভাই সুধীর কুমার কুণ্ড ও একজন বৃদ্ধলোক হরিপদ কুণ্ড বাড়ীতে ছিলেন। কিন্তু মিলিটারীরা তাদের বাড়ীতে ঢুকেই তাদের দুজনকে ধরে ফেলে এবং একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে বন্দি করে রেখে দেয়। তারপর মিলিটারীরা উক্ত পরিবারের উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর আবার হাইস্কুলে চলে আসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে অন্যান্য পার্টি গ্রামের ভিতর গিয়েছিল তারা গ্রাম হতে হাঁস মুরগী ইত্যাদী ধরে নিয়ে আসে। তারা কোন মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় নাই। যে দুটা মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় তার মধ্যে একজন মুসলমান আর দ্বিতীয়জন হিন্দু। তাদের উপর পাঁচজন মিলিটারী পাশবিক অত্যাচার করার দরুন তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অনেক ঔষধপত্র খাওয়ানোর পর বর্তমানে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছে। উক্ত ঘটনার এক মাস পূর্বে অনিল কুণ্ডকে পাক মিলিটারীরা রাস্তা থেকে ধরে ফেলে এবং তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং তাকে তারা গুলি করে হত্যা করে। তারপরই উক্ত ঘটনা ঘটে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মনছোর আলী
৫/৪/৭৩

\ ১৮৪ \

বিকাশ চন্দ্র মল্লিক
মনিরামপুর
যশোর

আমি, সিদ্দিক, ও ইউনুস এই তিনজন পাক সেনাদের হাতে বন্দি হই। তারা আমাদেরকে ঝিকরগাছা নিয়ে যায়। ঝিকগাছা নিয়ে যাবার পথে আমাদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে ভীষণ প্রহার করতে থাকে। ঝিকরগাছা হতে চোখ বেঁধে গাড়ীতে করে সারসা তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একটা ঘরের মধ্যে দু'ফুট পানি ছিল। সেখানে দু'হাত পিছনের দিকে রশি দিয়ে বেঁধে একটা জানালার শিকের সাথে বেঁধে রাখে। রাত শেষে আবার সেখান হতে বাইরে নিয়ে গিয়ে ছড়ি দিয়ে, বেয়নেট দিয়ে, বুট দিয়ে, লাঠি দিয়ে, ভীষণ প্রহার, চড়, ঘুষি, লাথি, দিয়ে ৪/৫ জন মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে কোথায় পার্টি আছে? কোন কোন এলাকায় অপারেশন করেছ? কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ? কয়জন পাক সেনা মেরেছ? ভারতে কার নেতৃত্বে ট্রেনিং নিয়েছ? তুমি ভারতীয় ক্যাপ্টেন না মেজর ইত্যাদী বলতো আর অকথ্য ভাষায় গালি দিত ও প্রহার করত। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে প্রহার করা বাদ দিত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখতে পেতাম আমার মাথায় পানি। এইভাবে দুদিন দুরাত আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর ১১ই অক্টোবর আমাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে দুদিন থাকার পর মেজর আমার ষ্টেটমেন্ট নেয়। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তুমি যুদ্ধ করতে এসে অন্যায় করেছ, না ঠিক করেছ? তার জবাবে আমি বলি, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরলে যদি অপরাধ হয় তা হলে আমি অন্যায় করেছি। ঐ কথা বলার পর মেজর আমার প্রহার করা বন্ধ করে দেয়। পুনরায় আমাকে হাজত ঘরে পাঠিয়ে দেয়। পুনরায় আমাকে হাজত ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এর তিন দিন পর এক বিহারী আমাকে গোপনে হাজত হতে বের করে গুলি করতে নিয়ে যায়। গুলি করার আগে মেজর জানতে পেরে আমার নিকট চলে যায় এবং আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আর বিহারীকে অশ্লিল ভাষায় গালি দেয়। সেই দিন অর্থ্যাৎ ১৭ই অক্টোবর আমাকে ছেড়ে দিবে বলে মেজর দুজন সেন্ট্রিসহ আমাকে যশোর শহরে নিয়ে আসে এবং সেন্ট্রাল জেলে রেখে যায়। তারপর পাক সেনারা আহত হতে থাকে। নভেম্বরের শেষের দিকে জোর পূর্বক আমাদের প্রত্যেক আসামির শরীর হতে এক পাউণ্ড থেকে দু'পাউণ্ড পর্যন্ত রক্ত জোর পূর্বক নিয়েছে। রক্ত না দিলে ভীষন প্রহার করতো। ৭ই ডিসেম্বর আমরা যশোর জেলখানা হতে মুক্তি পাই। মনিরামপুর থানা ৭ই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়। ৮ই ডিসেম্বর আমি, রতন, আখতার এই তিন জন মনিরামপুর থানায় চলে আসি এবং ও, সি,-এর নিকট হতে রাজাকারদের রেকর্ডপত্র নিয়ে নেই। তারপর আমরা মিনরামপুরে ঘোষনা করে দেই যাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তারা ৪/৫ দিনের মধ্যে মুক্তিফৌজ অফিসে জমা দাও। তাদেরকে কিছু বলা হবে না। ঘোষনা করার কয় দিনের মধ্যেই ৩০০/৪০০ রাইফেল আমাদের অফিসে জমা হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন সফিউল্লা ই,পি,আরদেরকে সঙ্গে করে মনিরামপুর চলে আসেন আমরা তাঁর হাতে আমাদের উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেই। তারপর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা গিয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তাঁর নিকট জমা দিয়ে আসি।

স্বাক্ষর/-
বিকাশ চন্দ্র মল্লিক
২/৪/৭৩

\ ১৮৫ \

মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ্রাম-কবুর হাট
ডাকঘর-জগতী
থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া

১২-৬-৭১ সালে বিকাল তিনটার সময় দু'জন পাক দালাল অস্ত্রশস্ত্রসহ কবুর হাটে আমার দোকানে এসে জিজ্ঞেস করে সিরাজ মিঞা কোথায়। আমি উত্তর করি তা তো বলতে পারবো না। তারপর আমাকে বলে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কারণ মেজর সাহেব তোমাকে ডেকেছে। আমি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলে তারা জোর করে আমাকে একটা রিকসায় করে কুষ্টিয়া নিয়ে যাবার সময় চৌহাস ও কুমার গারার ব্রীজ, যেখানে মিলিটারী পাহারা দিত, পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মিলিটারী আমার নিকট চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে, ভোট দিয়েছ কোথায়? আমি উত্তর করি নৌকায় দিয়েছি। অমনি আমার গালের উপর তিন-চারটা চড় কসে মারে। আমি মাটিতে পড়ে যাই। তারপর আমাকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনে নিয়ে গেলে একজন মেজর এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ীতে কয়টা বন্দুক আছে? আমি বলি আমার বাড়িতে কোন বন্দুক নাই। আমি বন্দুক দিয়ে কি করবো। আমি বন্দুকের কথা অস্বীকার করাতে আমাকে মেজরের নির্দেশে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ঘরে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ১৫/২০ জন মিলিটারী এসে আমাকে ঘরে নিয়ে কেউ ঘুসি, কেউ লাথি, কেউ বুট দিয়ে খচন আবার কেউ বা বেতের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে এবং পরস্পর হাসতে থাকে। এইভাবে প্রায় ১৫ মিনিট শারীরিক অত্যাচারের পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আবার জ্ঞান ফিরে পাই। তারপর আমাকে একটা অন্ধকার কোঠায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি সেখানে গিয়ে পাই আমার মত তিনটি লোক সেই ঘরের মধ্যে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিকেল পাঁচটার সময় আবার একজন মিলিটারী এসে আমাকে সেখান হতে বের করে একটা বড় ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং মাটিতে উপুড় করে শোয়ায়ে দেয় তারপর একজন ঘাড়ের উপর এসে চড়ে। দুজন দুহাত পাড়া দিয়ে ধরে। দুজন দুপায়ের উপর চড়ে, আর ৪/৫ জন বুট পায়ে দিয়ে খচতে থাকে তারপর আমী অজ্ঞান হয়ে যাই। ১৫/২০ মিনিট পর জ্ঞান ফিরলে আবার বন্ধ করে রেখে দেয়। এইভাবে ৪/৫ দিন নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর একজন ক্যাপ্টেন এসে আমাদেরকে বন্ধ ঘরে দেখে যায় এবং একজন মিলিটারীকে জিজ্ঞাসা করে এদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে? মিলিটারীটা উত্তর করে, না। তখন নির্দেশ দেয়, তাড়াতাড়ী এদের জন্য খাবার নিয়ে এসো। এই বলে ক্যাপ্টেন চলে যায়। মিলিটারীটা আমাদের জন্য খাবার আনে। আমার উক্ত খাবার না খেয়ে উহা ফেরত দেই। ঐ মাসের ১৫ তারিখে ক্যাপ্টেন আমাকে থানা হাজতে পাঠায়। এবং ২০ তারিখে, ক্যাপ্টেন কুষ্টিয়া হতে বদলী হয়ে যাবার সময় থানার ও,সি,কে বলে যায়, ছাত্তার নামক লোকটা সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবর নেবে। এই লোক যদি দোষী না হয় তাহলে একে মুক্ত করে দেবেন। তারপরও ও,সি,-এর নির্দেশে আমাকে ২১ তারিখে থানায় হাজির করা হয়। ও,সি আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ী কোথায়, নাম কি, ইত্যাদী। তারপর ও,সি-এর নির্দেশে আমাকে জেলে নিয়ে রাখা হয়। সেখানে জেলের ভিতর বিহারীরা আমাকে ৩/৪ দিন পরপর মারধর করতো। এই ভাবে জেলের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাস থাকার পর আমার গ্রামের জনসাধারণের চেষ্টায় আমাকে জামিন দেয়।

তারপর বাড়ী চলে আসি। মামলা চলতে থাকে। ৪/৫ তারিখ মামলা চলার পর মহকুমা হাকিম আমাকে বেকসুর খালাস দেয়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সাত্তার (বয়াতী)

\ ১৮৬ \

মোঃ জহুরুল ইসলাম
গ্রাম-কবুরহাট
ডাকঘর-জগতি
থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ৯ই আগষ্ট আমি সদর হাসপাতালে ঔষদের জন্য যাই। হাসপাতালে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ২০/৩০ জন বিহারী ও জাতীয় মিলিসিয়া এসে আমাকে ঘিরে নিয়ে ধরে ফেলে। তারপর আমার দুহাত একসঙ্গে বেঁধে ভীষন প্রহার শুরু করে এবং জিজ্ঞাসা করে তোম লোক কেতনা মিলিটারী মারা? তোম লোক কেতনা বিহারী মারা? সাচ্চা বলেগা তো ছোড় দেগা। তোম ঝুট বলেগা তো খতম কর দেয়া। আমি তাদের কথা অস্বীকার করি। তখন আমাকে শোয়ায়ে আমার বুকের উপর ৩/৪ জন মিলিটারী উঠে খচতে থাকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর ৫/৭ জন বিহারী এসে আবার মারতে মারতে হাউজিং অফিসে নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার চোখ বাঁধবে, এমন সময় ও, সি সেখানে চলে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাড়ীতে কয়টা বন্দুক আছে এবং তুমি কয়টা মিলিটারী ও কয়টা বিহারী মেরেছ? আমি উত্তর করি আমি কোন বিহারী ও কোন মিলিটারী মারি নাই এবং আমার বাড়ীতে কোন বন্দুক নাই। তখন ও,সি আমাকে তার হাতে যে রুলার ছিল সেই রুলার দিয়ে আমার পিঠে ১০/১২টা বাড়ীও ঘা মারে। থানায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয়। তার পরদিন বেলা চারটার সময় তিনজন মিলিসিয়া ও,সি,-এর অফিসে আমাকে নিয়ে হাজির করে। সে দিনও ও,সি আমাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো। আমি অস্বীকার করাতে সে দিনও ও,সি আমাকে লাঠি দিয়ে ভীষণ প্রহার করে। মারার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি একটু পানি চাইলে ও,সি একটা মিলিসিয়াকে এক গ্লাস পানি এনে দিতে বলে। তারপর মিলিসিয়াটি আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। আমি পানিটুকু খাবার পর আবার আমাকে নিয়ে সেই ঘরে রেখে দেয়। আমি তখন জেলা বোর্ডে চাকুরী করতাম। জেলা প্রশাসক আমার ধরা পড়ার খবর পেয়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য থানার ও,সি,-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার চেষ্টায় আমাকে ৫ দিন পর রাত্রি ৪টার সময় বদ্ধ ঘর হতে বের করে ও,সি,-এর সামনে হাজির করে। ও,সি, আমার ঠিকানা লিখে নিয়ে আমাকে মুক্তি দেয় আমি সেই দিনই একটি রিকসায় বাড়ী পৌছি। উল্লেখ্য যে থানার ও,সি ছিল বিহারী।

টিপসহি
মোঃ জহুরুল ইসলাম

\ ১৮৭ \

মোঃ আব্দুল রশীদ মণ্ডল
গ্রাম- নওপাড়া
ডাকঘর- মীরপুর
থানা- মীরপুর
জেলা- কুষ্টিয়া

আষাঢ় মাসের ২৫ তারিখে বেলা তিনটার সময় এক ট্রাক মিলিটারী রাজাকার মিলে প্রায় ১০০ জন আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। আমি তখন নওয়াপাড়া স্কুলে বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় কয়েকজন মিলিটারী স্কুলের ভিতর ঢুকে আমাকে ধরে ফেলে এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে ভীষন প্রহার করতে থাকে। তারপর তাদের গাড়ীতে করে মীরপুর থানা শান্তি কমিটিতে নিয়ে যায়। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নাম চুনু চৌধুরী। আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চুনু চৌধুরী আমাকে বললো-যাও, ডাক্তারের ঔষধপত্র ভারতে পাঠাওগে। ডাক্তার সাহেবের ছেলে সুফি ছাত্রলীগ কর্মী ছিল। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নির্দেশ দিলেন আমাকে কেলুগড়া রাস্তার পার্শ্বে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আমকে না মেরে কুষ্টিয়া পাক হানাদারদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে। বেত ও লোহার রড দিয়ে ভীষন প্রহার করার পর একটা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয়। আমি ঘরে ঢুকেই দেখতে পাই ঘরের মধ্যে আরও ছয়জন লোক। পরদিন চারটার সময় আমাদেরকে ঘর হতে বের করে আবার বেত, লোহার রড ও বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার করে, বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তিন ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পাই। আমার সমস্ত শরীর মারের চোটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত ঝরছিল। আমি ব্যথার যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। আমি একটু পানি চাইলে আমাকে পানি না দিয়ে প্রশ্রাব এনে দিত। তিন দিন পর আমাকে মেজরের নিকট নিয়ে যায়। মেজর আমাকে দেখে তখনই তার স্টাফকে নির্দেশ দিল এ লোকটাকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি কর। তারা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানে দু'মাস চিকিৎসা করার পর আমাকে মেজরের আদেশে কুষ্টিয়া জেলে পাঠিয়ে দেয়। থানার দারোগাকে চার হাজার টাকা দেবার পর দারোগা আমার অনুকূলে রিপোর্ট মেজরের নিকট পাঠায় এবং আমাকে নির্দোষী খালাস করে দেয়।

টিপসহি
মোঃ আব্দুল রশীদ মণ্ডল

\ ১৮৮ \

মোঃ আবুল কাসেম মণ্ডল
গ্রাম- ধর্ম্মদা, ডাকঘর- চর প্রাগপুর
থানা- দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া

আমি সৈয়দপুরে চাকুরী করতাম। ২৭ শে মার্চ পুলিশ লাইন পাক-বাহিনীর অধীনে চলে যায়। সেই সময় পুলিশ লাইন থেকে আমাকেসহ বহু পুলিশকে পুলিশ লাইনেই অবরোধ এবং নজর বন্দী করে রাখা হয়। নজরবন্দী থাকাকালীন আমাকে দিয়ে যখন প্যারেড করিয়ে নিতো। সারা দিন তাদের প্যারেড করতে হতো।

সকালে ২০ হতে ২৫ জন পুলিশকে ধরে নিয়ে গিয়ে সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট রানওয়ের জন্য মাটি কাটিয়ে নিত। কোন সময় দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত। পরাজিত সৈনিকদের মতো ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন প্রশ্ন করত। কিন্তু আমি সব সময় কিছু জানিনে বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি এবং প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানতাম না। সামরিক ছাউনিতে আমাদেরকে সাত (৭) দিন রাখে। সেই ৭ দিন খাবার দিতো-প্রত্যেক দিন সকালে ১ খানা করে রুটি। ক্ষিদের কেউ যদি খাবার চেতো তাহলে তার উপর নেমে আসতো দুর্যোগ। তাকে বেত দিয়ে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে, ইলেকট্রিক তার দিয়ে বেদম প্রহার করা হতো এবং বলতো আমাদের দেশে এই ভাবেই খাদ্য দেয়। এই ভয়ে কেউ চেতো না।

সাত দিন পর আমাকে এস,পি কুঠিতে এনে নজরবন্দী করে রাখে। আমার বাড়ী পাক বাহিনী পাহাড়া দিয়ে রাখতো সেখান থেকে ঢাকাতে নিয়ে গিয়ে রাখে। এই সমস্ত পুলিশ দিয়ে এয়ারপোর্ট রাতের ডিউটি দিয়ে নিতো।

কিছুদিন এইভাবে অত্যাচার চালানোর পর এস,পি, জাকারিয়া সাহেব, আর, আই সাহেব এবং সাথে তিনজন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সামরিক ছাউনিতে। তিনজন পুলিশের মধ্যে এস,পি, সাহেবের দেহরক্ষী হিসেবে সামরিক ছাউনিতে আবদ্ধ করে রাখে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করতো এস,পি সাহেব কোথায়, কোথায় কি করছে বল এবং তুমি কতজনকে হত্যা করেছো? সেই সময় আমার পায়ের তালুতে বেত দিয়ে আঘাত করতো। পায়ের আঙ্গুলে বুটের চাপ দিয়ে এই সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে বলার জন্য বল প্রয়োগ করতো। পিন দিয়ে আঙুলের মাথায় আঘাত করে রক্ত বের করতো। সময় সময় ঘন ঘন পিনের আঘাত দিতো আর জানতে চেতো। সে সময় লোকজনকে মৃত লোকের খোঁজখবরের জন্য পুলিশ অফিসে পাঠিয়ে দিতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সংবাদই আমরা জানতাম না। মানুষকে কেবল ধোঁকা দেয়ার জন্য এই চেষ্টা চালানো হতো। সামরিক বাহিনীর লোক বলে দিতো যে তোমাদের নিহত, আহত ও নিখোঁজ লোকের সমস্ত খোঁজখবর পুলিশ অফিসে পাবে। যশোর থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়ে আমি স্বাধীনতার দেড় মাস পূর্বে সীমান্ত পার হতে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেই। সেখান হতে মাঝে মাঝে গ্রাম্য ওপারেশন পার্টির সাথে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে বাংলাদেশের জন্য খণ্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি।

স্বাক্ষর
মোঃ আবুল কাসেম মণ্ডল
৭/১/৭১

\ ১৮৯ \

শ্রী চিনিবাস সরকার
গ্রাম- দ্বরিকগ্রাম
শিলাইদহ
কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের আশ্বিন মাস রোজ রবিবার সকাল ৬টার সময় মিলিটারী, রাজাকার, মিলিশিয়া মিলে প্রায় ৫০/৬০জন আমাদের গ্রামে আসে এবং হিন্দু পাড়া ঘিরে নেয়। সকলেই মিলিটারীর কথা শুনে ছুটাছুটি করে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে যে দিক দিয়ে গ্রামের বাইরে যেতে চায় সেই দিকেই মিলিটারী দিয়ে ঘেরা। আমি, কানাই, মোংলা, ভোলা, খালিশা, শ্রী পদ বাড়ী থেকে কোথাও যাইনি। তারপর পাক সেনারা এসে আমাদের কয়জনকে ধরে ফেলে এবং বলে শালা মালাউনকো, মুক্তি বাহিনীকো খানা খেলাও? আমরা তাদের কথা অস্বীকার করি। সাথে সাথে সেখানেই মংলাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমাদের চারজনকে আমাদের চারজনকে দুই হাত বেঁধে পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে আমাদের সবাইকে মাটিতে শোয়ায়। তারপর **১০/১২** জন পাক দালাল আমাদের পিঠের উপর খচতে থাকে। অবশেষে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে পানির ধারে এক এক করে সবাইকে গরু জবাই করার মত জবাই করে নদীতে ফেলে দেয়। এই ভাবে সবাইকে জবাই করার পর আমাকে ঠিক একই উপায়ে গলায় ছুরি চালায় এবং পানির ধারে ফেলে রেখে সবাই চলে যায়। কিন্তু তাদের ছোরাটা আমার শরীর হতে বিচ্ছিন্ন না করেই ফেলে রেখে যায়। ফলে আমি কোন অবস্থাতে আধা মরা অবস্থায় পানির ধারে পড়ে থাকি। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখতে পাই রক্ত ঝড়ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখি কোথাও কোন লোক নেই। ধীরে ধীরে পানির ধার দিয়ে চলতে থাকি। একটা মাছ ধরার নৌকা নদী দিয়ে যাচ্ছিল। আমি নৌকার মাঝিকে অনুরোধ করে বললাম ভাই, আমাকে নদী পার করে দিবে? মাঝি আমাকে নদীর অপর পারে নামিয়ে দেয়। আমি নৌকা হতে নেমে একজন লোকের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেই এবং একজন ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাই। আমি সেখান হতে শুনতে পাই পাক সেনারা আমাদের হিন্দু পাড়া আগুনে জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং অনেক মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

স্বাক্ষর/-
চিনিবাস সরকার

\ ১৯০ \

মোঃ শহীদুল আলম
গ্রাম- তেবাড়িয়া
কুমার খালী
কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ৮ ই ডিসেম্বও রোজ বৃহস্পতিবার সকালে ৭টার সময় আমি ভারতের খবর শুনছি। এমন সময় ৬ জন বিহারী অত্রশস্ত্রসহ আমাদের বাড়ী গিয়ে আমাকে ডাকে। আমি রেডিও বন্ধ করে তাদের সম্মুখে এসে হাজির হই। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবা কোথায়? আমি জবাব দিই, ঘুমিয়ে আছেন। আমি আমার বাবাকে ডেকে দিই। বাবা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা বাবাকে বলে তোমার বড় ছেলে কোথায়? আব্বা তার প্রতি উত্তরে বলেন, ছেলে কোথায় তা আমি বলতে পারি না। তারা আব্বা ও আমাকে সাথে করে পাকদালালরা কুমারখালী বাজারে নিয়ে আসে। সেই সময় শান্তি কমিটির দালাল একটা ফাঁকা ফায়ার করে অন্যান্য লোকজনকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর আব্বাসহ আমাকে ও অন্য একজনকে শান্তি কমিটির দালালের নির্দেশে গড়াই নদীর ধারে নিয়ে যায়। নদীর ধারে একটা ঘর ছিল সেখানে নিয়ে আমাদেরকে উক্ত ঘরের মধ্যে কিছু সময় রাখে। তারপর আমাকে পানির কিনারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিচিত এক পাক দালাল রাইফেল উঁচু করার সাথে সাথে আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সাঁতার কাটতে কাটতে নদীর পর পারের দিকে চলে যাই। আমাকে লক্ষ্য করে উক্ত দালাল বৃষ্টির ন্যায় এলোপাতাড়িভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। আমি নদীর অপর পারে গিয়ে উঠি এবং হাঁটতে থাকি। এর মধ্যে একটা গুলি গিয়ে আমার হাতে লাগে। ঐ অবস্থাতেই আমি চলতে থাকি। এমন সময় অন্য একটা গুলি গিয়ে আমার পায়ে লাগে। তখন আমি পড়ে যাই। পড়ে যাবার পরপরই দুটা ফায়ার হয়। আমার আব্বা ও সেই লোকটাকে তারা গুলি করে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। তার কিছুক্ষণ পর একজন রাজাকার নদী সাঁতরিয়ে আমাকে ধরার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। তখন আমি মৃত অবস্থায় বালির মধ্যে পড়ে থাকি। আমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে নদী পার হয়ে চলে যায়। আনুমানিক ঘন্টা তিনেক পর আমার কয়েকজন প্রতিবেশী আমাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে নদী পার হয়ে চলে যায়। আনুমানিক ঘণ্টা তিনেক পর আমার কয়েকজন প্রতিবেশী আমাকে মৃত জেনে নৌকা নিয়ে আমকে আনার জন্য যায়। কিন্তু আমি বেঁচে আছি জেনে তারা ধরাধরি করে আমাকে নৌকায় তুলে বাড়ী নিয়ে আসে এবং আমার চিকিৎসা করায়। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয় হয়। সেখান হতে কিছুদিন পর আমাকে রাজশাহী হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাজশাহী হাসপাতালে পাঁচ মাস চিকিৎসা করার পর আমি বাড়ী চলে আসি।

স্বাক্ষর
মোঃ শহীদুল আলম

\ ১৯১ \

মোঃ খন্দকার নূরুল ইসলাম
গ্রাম- বাটিয়ামারা
থানা- কুমারখালী,
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে বাটিয়া মারা গ্রামে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা এসে আশ্রয় নেয়। মিলিটারীদের ক্যাম্প ছিল কুমারখালী থানা কাউন্সিলে, আর রাজাকার বিহনী ও মিলিশিয়াদের ক্যাম্প ছিল কুমারখালী রেল ষ্টেশনে। পাক সেনাদের মেজর ও ক্যাপ্টেন থাকতো কুমার খালী থানা ডাক বাংলোয়।

৮ই ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনীর দল সকাল ৮/১০টার সময় মণ্টুদের ঘরের মধ্যে ভাত খাচ্ছিলো। এমন সময় রাজাকার, মিলিটারী ও মিলিশিয়া মিলে প্রায় ৬০/৭০ জনের বাহিণী বাটিয়া মারা মণ্টুদের বাড়ী চতুর্দিক হতে ঘিরে নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে এবং মুক্তি বাহিনীর প্রস্তুতি নেবার পূর্বেই পাক হানাদার বাহিনী এসে তাদেরকে হাতিয়ার সমেত ধরে ফেলে ও পরে তাদেরকে প্রহার করতে করতে থানা কাউন্সিলে নিয়ে যায়। থানা কাউন্সিলের পূর্বদিকে একটা আম বাগানে গর্ত করে রাত্রি ৮টার সময় তাদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিন গানের গুলিতে হত্যা করে উক্ত গর্তের মধ্যে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে রেখে চলে আসে।

তার পরদিন পাক হানাদার বাহিনী বাটিয়ামারা গ্রামে যায় এবং উক্ত গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ী আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেয়। মেয়েদের উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। আবার তারা থানা কাউন্সিলে ফিরে আসে। আজও বাটিয়া মারার অনেক বাড়ীতেই ঘর ওঠে নাই।

তার ৪/৫ দিন পর পাক বাহিনী কল্যাণপুর গ্রামে অপারেশনে যায় এবং নাম না জানা অনেক মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তার মধ্যে কল্যাণপুরের একটা মেয়ের নাম আছিয়া। মেয়েটি অবিবাহিতা যুবতি ও সুন্দরী। সেই মেয়েটি পাক হানাদার বাহিনীর শিকার হয় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর দরুন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাক হানাদার বাহিনী সেই গ্রাম হতে কুমারখালী চলে আসলে সে জ্ঞান ফিরে পায় এবং তার কলঙ্কিত মুখ সমাজে দেখাবে না বলে রাত্রি কালে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়।

পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন থানা কাউন্সিলের যে ডাক বাংলোয় থাকতো সেই ডাক বাংলোর সম্মুখে একটা কচুরী পানায় বর্ত্তী পুকুর ছিল। সেই পুকুরে প্রায় ২/৪ দিন পর পর ২/৪ টা সুন্দরী মহিলার লাশ শাড়ি পরা অবস্থায় ভাসতে দেখা যেত।

আমাদের অনুমান এই যে গাড়ীতে যে সকল মহিলা চলাফেরা করতো তাদেরকে গাড়ী হতে নামিয়ে ডাক বাংলায় নিয়ে এসে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে পরে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে উক্ত পুকুরে ফেলে রাখতো।

একদিন দু'জন মিলিটারী একটা রাজাকারকে বলছে, আচ্ছা দোস্ত আওরাত মিলিয়ে দাও না। তখন রাজাকারটা তাদেরকে একটা বাড়ীতে নিয়ে যায়। মিলিটারীদের খবর পেয়ে উক্ত বাড়ীর পুরুষ মহিলা সবাই বাড়ী ছেড়ে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। রাজাকার ও মিলিটারী দুটি উক্ত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আর কোন লোক খুঁজে পায় না। তখন মিলিটারী দুটি উক্ত রাজাকারকে বলে আচ্ছা দোস্ত তোমার ডেরা কোথায়? তখন রাজাকারটা তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ বাড়ী যায় এবং পাক সেনারা তার বাড়ী গিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা দেখতে

পায়, ঘরের মধ্যে উক্ত রাজাকারের মাতা বসে আছে। তারপর একজন পাক সেনা ঘরের বাইরে চলে আসে এবং উক্ত রাজাকারের বুকে রাইফেল ধরে রাখে। আর একজন পাক সেনা তার বৃদ্ধ মাতার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর দ্বিতীয় জন গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে। প্রথম জন এসে রাজাকারকে পাহারা দিতে থাকে। তারপর তাদের কাজ শেষ হলে তারা ক্যাম্পে চলে আসে। পরে উক্ত সংবাদ রাজাকার ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়লে উক্ত রাজাকার আর ক্যাম্পে না গিয়ে কোথায় যে চলে গেল তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। উক্ত ঘটনা হতে জানা যায় যে পাক সেনাদের হাত থেকে তাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের স্ত্রী, মা, বোন ও মেয়েরা রেহাই পায়নি। এমনকি শান্তি কমিটি জামাতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের লোকেরাও নয়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ খন্দকার নূরুল ইসলাম

\ ১৯২ \

মোঃ বজলুল করিম
গ্রাম- দুর্গাপুর
থানা- কুমারখালী
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার আমি বাজারে রেশন তোলার জন্য যাই এবং রেশন তুলে বাড়ী আসি। দুর্গাপুর স্কুলের সামনে মুজাহিদ ক্যাম্প ছিল। দ্বিতীয়বার বাজারে যাবার সময় দুর্গাপুর স্কুলের সম্মুখের মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে কয়েকজন মুজাহিদ আমাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, ''তোমাদের গ্রামে মুক্তিফৌজ আছে?'' আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করলো তোমার ভাই কোথায়? আমাদেরকে বলে দিতে হবে। উত্তরে আমি বললাম আমাদের গ্রামে কোন মুক্তি ফৌজ নাই এবং আমার বড় ভাই কোথায় তা আমি জানি না। তখন তারা আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তারপর তিনখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে এসে আমাকে মারতে থাকে। মারের চোটে তিনখানা লাঠিই ভেঙ্গে যায়। মারের যন্ত্রণায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আনুমানিক বেলা চারটা। একজন বিহারী আমার নিকট আসে এবং আমার দুহাত বেঁধে ঘরের ধর্ণার সঙ্গে ঝুলিয়ে আবার বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে আমাকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে রাখে। তারপর আমার জ্ঞান ফিরলে আমি বললাম ভাই আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন? তখন সেই বিহারী উত্তর করলো, পানি হবে না। তখন তৃষ্ণায় আমি অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকি। সে দিনই বিকাল ছটার সময় মিলিটারী, রাজাকার, মুজাহিদ ও বিহারী মিলে প্রায় ৫০-৬০ জন হাশেমপুর অপারেশন করে দু'জন লোককে ধরে নিয়ে দুর্গাপুর মুজাহিদ ক্যাম্পে আসে। তারা এসে আমাকে দেখে বলতে থাকে রানু কোথায় তোমাকে বলতেই হবে। আমি অস্বীকার করি, তখনই তারা কেউ কেউ রাইফেল দিয়ে, কেউ কেউ বেতের লাঠি দিয়ে, আবার কেউ কেউ ছোরা দিয়ে আমাকে মারতে থাকে। তাদের মারের চোটে আমার সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। তারপর হাশেমপুর থেকে যে দুটো লোককে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদেরকে আমার মত মেরে আমার সঙ্গে একই জায়গায় রেখে দেয়। তার পরদিন আবার তারা ঘাসখালী অপারেশনে যায় এবং ১৪ জন লোককে ধরে নিয়ে কুমারখালী থানা কাউন্সিলে রেখে দেয়। তাদের মধ্যে ছিল ৬ জন মুক্তিবাহিনীর, উক্ত ৬ জন অস্ত্র সমেত ধরা পড়ে। এর মধ্যে আমার আব্বা আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট যান। কিন্তু চেয়ারম্যান বলে আগামী কাল যা হয় করা যাবে। তখন রাতে যাওয়া ভাল হয় না। আমার আব্বা ফিরে চলে আসেন। এর মধ্যে রাতে আমরা দেখতে পাই স্কুলের পূর্বে পার্শ্বে দুটি এবং পশ্চিম পার্শ্বে ১টা কবর খোঁড়া হয়েছে। তখন আমরা মরার জন্য দিন গুনছিলাম। আমার পিতা আমার মামাকে আমার জন্য চেষ্টা করতে বললেন। আমার মামার এক বন্ধু যশোর ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারী ইনসপেক্টর ছিলেন। মামা তার কাছে টেলিফোন করেন এবং আমার সম্বন্ধে সবকিছু বিস্তারিত বলেন। তখন ইনসপেক্টর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট ফোন করেন এবং একটা লিখিত চিঠি পাঠান আমাকে মুক্তি দেবার জন্য। তারপর বেলা ১২টার সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেজর এসে আমাকে ডাকে। আমি উত্তর করি আমি হেঁটে যেতে পারি না, কারণ আমার সারা শরীর মারের চোটে ফুলে গেছে এবং ব্যথা করছে সর্বাঙ্গ। তখন একজন মিলিটারী আমার নিকট পাঠিয়ে দেয়। আমি তার কাঁধে ভর দিয়ে মেজরের নিকট যাই। তারপর মেজর আমাকে বলে ''তুমি মুক্তি''। তখন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আমাকে বলে ''তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও''। আমার পিতা আমাকে নেবার জন্য একটা রিক্সা ভাড়া করেন। কিন্তু রিক্সায় উঠার মত অবস্থা আমার ছিল না বলে আমি রিক্সাওয়ালাকে ফিরিয়ে দেই এবং আব্বার কাধেঁ ভর দিয়ে বাড়ী আসি। বাড়ীতে আসার পর

শুনতে পেলাম আমার সঙ্গে যে দু'টি লোককে ধরে রেখেছিল তাদেরকে আমি বাড়ি আসার পরপরই জবাই করে পূর্বে উল্লিখিত গর্তে পুঁতে রেখেছে। আর থানা কাউন্সিলে যে ১১ জনকে ধরে এনেছিল তাদেরকে থানা কাউন্সিলের পূর্বে একটা আম বাগানের ভিতর সবাইকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের দিয়েই গর্ত করিয়ে অবশেষে রাত আটটার সময় লাইন করে গুলি করে মেরে ফেলে। এবং পাশাপাশি দু'টি কবরের মধ্যে ১১ জনকে পুঁতে রাখে। আমি বাড়ী এসে দেড় মাস চিকিৎসা হবার পর সুস্থ হই।

স্বাক্ষর/-
বজলুল করিম

\ ১৯৩ \

মোঃ রাজাই সরদার
গ্রাম- মহেন্দ্রপুর
ডাকঘর- বানিয়াকাঁধি
থানা- কুমারখালী,
জেলা- কুষ্টিয়া

১৩৮৮ সাল ২০শে আশ্বিন রোজ বুধবার পাক বাহিনী দালাল মারফত খবর পায় যে চর ভবানী পুরে খবির উদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীতে মুক্তিবহিনী থাকে। ঐ খবর পেয়ে প্রায় ৪০/৫০ জন মিলিটারী বিহারী ও রাজাকার ঐ তারিখে ঐ গ্রামটা ঘেরাও করে এবং ঐ গ্রাম থেকে ৮ জন যুবক ছেলেকে ধরে। তাদের ধরার পর জিজ্ঞাস করে তোমরা মুক্তিবাহিনী। তোমাদেরকে গুলি করে মারা হবে। কিন্তু যুবক ছেলে কয়টা উত্তর দেয় আমরা জমি চাষ করি। আমরা মুক্তিবাহিনী নই বা মুক্তি বাহিনী কেমন দেখা যায় আমরা তাদের দেখি নাই। ছেলে ৮টাকে তখন মহেন্দ্রপুর নামক একটা গ্রামে নিয়ে যায়। এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের পর সবগুলিকে লাইন করে বসায়। তারপর বুট দিয়ে বল শট করার মত লাথি, গুতা এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারার দরুন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ভেঙ্গে যায় এবং মারের চোটে রক্ত বেরুতে থাকে। পরে একটা আম বাগানের মধ্যে নিয়ে তাদের ৮ জনকে এক এক করে জবাই করে ফেলে রেখে তারা কুমারখালী থানা কাউন্সিলে চলে যায়।

ঐ মাসের ২৭ তারিখে দয়ারামপুরে পাক মিলিটারী যায় এবং সেই গ্রামে গিয়ে দিবুক সরদারকে জিজ্ঞাসা করে গোন্ধের বাড়ী কোন দিকে। দিবুক সরদার উত্তর করে আমি বলতে পারবো না। তখন একটা পাক মিলিটারী- বলে কি? বলতে পারবে না? -এই বলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে তারপর গোন্ধের বাড়ী গিয়ে দেখে কেউ বাড়ীতে নেই। তারপর তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঐ আগুন ধরিয়ে দেওয়া দেখে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই ছুটাছুটি করতে থাকে। তারপর ৬ জন হিন্দুকে পাক মিলিটারীরা ধরে ফেলে এবং তাদের বলে এ গ্রামের সবগুলি মালাউনের বাড়ী দেখিয়ে দাও তাহলে তোমাদের ছেড়ে দেবো। লোক ছয়জন নিজেদের প্রাণের ভয়ে সবগুলি হিন্দু বাড়ী দেখিয়ে দেয়। অমনি তারা সবগুলো হিন্দু বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গ্রাম ৫০/৫২ খানা হিন্দু বাড়ী তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরে ঐ গ্রাম থেকে যাবার সময় ঐ ৬ জন লোককে গুলি করে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ রাজাই সরদার
১৯/১২/৭২

\ ১৯৪ \

মোঃ দিয়ানত আলী খান
গ্রমি- মালি গ্রাম
ডাকঘর- জানিপুর
জেলা- কুষ্টিয়া

১৩৮৮ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৯টার সময় প্রায় ৩০/৪০ জন মিলিটারী, মুজাহিদ, রাজাকার ও বিহারী মিলিয়া আমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার ছেলে আলাউদ্দিন কোথায়? তার প্রতি উত্তরে আমি বলি কোথায় বলিতে পারিব না। তখন তাহারা আমাকে এবং আমার মেঝ ছেলেকে ধরিয়া রাত্রি সাড়ে বারটার ট্রেনে কুষ্টিয়া নিয়া যায় এবং সেখানে হাজতে রাখিয়া দেয়। তার পরদিন হাজত হইতে বাহির করিয়া মেজরের সামনে হাজির করে। মেজর আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার ছেলে আলাউদ্দিন কোথায়? তাহাকে যদি আনিয়া দিতে পারেন আপনাকে ছাড়িয়া দিব। আমি মেজরের কথা প্রত্যাখান করি। তখন মেজরের আদেশে আমাদেরকে তাদের ক্যাম্পের দোতালায় নিয়া যায় এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তার ঘণ্টা খানেক পর একজন মিলিটারী সেই ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমার ছেলেকে কারেন্টের তারের সঙ্গে দুই পা ঠেকাইয়া দেয় এবং বেতের লাঠি দিয়া ভীষন প্রহার করে। তারপর আমার অনুরোধে তাকে মারা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে যে আর তিনজন ছিল তাদেরকে মারার পর তাহারা যখন অজ্ঞান হইয়া যায় তখন মারা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সন্ধ্যার পর আমাকে এবং আমার ছেলেকে মেজরের নিকট নিয়া হাজির করে। মেজর সেই একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আমি অস্বীকার করি। তারপর আমাদের থানার হাজতে পাঠাইয়া দিল। সেখানে ৪/৫ দিন থাকার পর আবার জেলে পাঠাইয়া দেয়। এর মধ্যে ডাঃ মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হইয়া ঘোষনা করে যাহাদেরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে তাহাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আমরা কুষ্টিয়া জেলে মোট ১০১ জন আসামী ছিলাম। তাহার মধ্যে মোট ৪৭ জনকে ছাড়িয়া দেয়। আমরাও ঐ ৪৭ জনের সঙ্গে মুক্তি পাই। আমাকে এবং আমার ছেলেকে মোট ১ মাস ২২ দিন জেলে রাখে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ দিয়ানত আলী খান

\ ১৯৫ \\

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস
গ্রাম- নারায়াণপুর
ডাকঘর- জানিপুর
থানা- খোকসা
জেলা- কুষ্টিয়া

১৯৭১-এর **২৩**শে মে রবিবার পাক-বাহিনীর ভয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করি। পাক-বাহিনী রবিবারে জানিপুরে এসে আশ্রয় নেয়। রবিবার পরিবারসহ খোকসা থানার অধীনে বাহরামপুরের মাঠে একটা আম গাছের নীচে রাত্রি কাটাই। সকালে আমি ও অমিয় কুমার সাহা সাইকেল আনার জন্য আবুল মিয়ার বাড়ীতে আসার পথে কমলাপুর খালের মধ্যে পাক-বাহিনীর সাথে দেখা হয়। পাক-বাহিনী রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানসহ গ্রাম অপারেশনে যাচ্ছিল। পাক-বাহিনী আমাদের দু'জনকে আনতে বলে তখন আমরা পালাবার সুযোগ না পেয়ে থেমে যাই। পাকবাহিনী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করে এরা আদাব দিলো কেন। চেয়ারম্যান বলে যে এরা দু'জন মালাউন। অমিয় কুমারের (সি, ও অফিসের কেরানী, খোকসা) খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। মালাউনের কথা শুনে পাক বাহিনী আমাদের বলে যে টাকা পয়সা যা আছে তা দিয়ে দাও। আমরা টাকা পয়সা সোনাদানা দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলাম। কথা সর্বস্ব দিয়ে দিলাম। তখন পাক-বাহিনী আমাদের হাত বেঁধে ফেললো। কমলাপুরের ব্রীজের পাশে রাস্তার ধারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং গুলি করে। অমিয় কুমার তার শিশুদের জন্য অসহায়ের মতো তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হলো। গুলি হলে অমিয় কুমারের বক্ষ ভেদ করে আমার মাথায় লাগে। অমিয় কুমার নিহত হয় আর অমিয় কুমারের চিৎকার ও পাক বাহিনীর বীভৎস হাসি শুনে এবং জীবনের কথা চিন্তা করে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। দু'দিন ঐ রাস্তার ধারে খালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকি। দু'দিন পর আফতাব মুন্সির ছেলেরা খাল হতে পাশে পানের বরজে আশ্রয় দেয়। সেখানে আমাকে চিকিৎসা করেন।

ডাক্তারের চিকিৎসার সুযোগ ছিলো না। কারণ পাক-বাহিনী বা দালালের কানে পৌছালে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আফতাব মুন্সির বাড়ীতে বা তার অধীনে দীর্ঘ আড়াই মাস চিকিৎসা হবার পর সুস্থ হলে ভারতে চলে যাই।

স্বাক্ষর/-
শ্রী গৌরঙ্গ বিশ্বাস

\ ১৯৬ \

ভারতী দেবী চক্রবর্তী
বগুড়া রোড, বরিশাল

১৮ই এপ্রিল বরিশালে পাক সেনারা ব্যাপক বোমা ফেলে। আমরা আশ্রয় নিই আলুকদিয়া গ্রামে। ওখানে এক মাস থাকি। আমার স্বামী বরিশালে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। এই সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে গৃহস্বামী আমাদের রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। শুনলাম হিন্দুরা সব আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিচ্ছে। স্থান ছিল দুর্গম, চারিদিকে জল, খানসেনা যেতে পারবে এমন ধারণা কারো ছিল না। আমরা কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। ওখানে পর পর ৩৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ হিন্দুর বাস। মে মাসে আমি আটঘর কুড়িয়ানাতে আশ্রয় নিই। আমরা অরুণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে থাকি। ওখানে আরও প্রচুর লোক আশ্রয় নেয়।

মে মাসের শেষের দিকে খানসেনারা কুড়িয়ানাতে পৌছে অরুণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঢুকে মন্দির, ঘর সব ধ্বংস করে ওখানে পাক ছাউনী করে। সমস্ত গ্রাম খান সেনারা পুড়িয়ে দেয়। আমরা ২/৩ হাজার লোক পিয়ারা বাগানে আশ্রয় নিই। খান সেনারা বাগান কাটা শুরু করলো। আমরা বাগানের খালের জলের ভিতর বেলা ১০টায় নামতাম, বেলা ৪/৫ টার দিকে জল থেকে উঠে বাগানের উঁচু জায়গায় বসতাম। সকালে এসেই খান সেনারা গুলি চালাতো। যারা একটু আঘটু মাথা উচু করেছে সাথে সাথে মারা গেছে। ঐ ভাবে দেড় মাস থাকি। দেড় মাসের মধ্যে আমরা ভাত খেতে পারিনি, পেয়ারা এবং আখের রস খেয়ে ছিলাম। বাগান কাটতে থাকে আমরা পিছাতে থাকি। জোয়ারে অসংখ্য মৃতদেহ দেখতাম। মৃতদেহের উপর আমরা বহুবার আশ্রয় নিই।

পাকসেনারা প্রত্যহ মানুষ ধরে ধরে হত্যা করেছে। ঐ বাগানে লাইন দিয়ে দেড় মাসের মধ্যে ২ হাজারের মত লোককে হত্যা করে। ওখানে আমাদের মত যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বেশী মারা গেছে। লাইনে দাঁড় করিয়ে আমাদের সবকিছু খুলে নেয়। পাশবিক অত্যাচার চালায় অসংখ্য নারীর উপর। আমার স্বামীকে ধরে ফেলে পাক সেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। গ্রামে, গঞ্জে রাজাকাররা আমাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। আটঘর কুড়িয়ানা থেকে আমি হেঁটে হেঁটে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে বরিশালে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকি।

স্বাক্ষর/-
ভারতী দেবী চক্রবর্তী
২০/৯/৭৩

\ ১৯৭ \

ইমদাদুল হক মজুমদার
অধ্যক্ষ, ব্রজমোহন কলেজ
বরিশাল

প্রতিরাতে পাক বাহিনী অংসখ্য লোককে হত্যা করেছে। দিনের বেলায় ট্রাক ভর্ত্তি করে লোক ধরে আনতো। প্রথম দিকে গুলি করে হত্যা করতো। পরের দিকে জবাই করেছে। অসংখ্য লাশ নদীতে ভাসতে দেখেছি। বেয়োনেট দিয়ে পেট চিড়ে ফেলে রাখতো। আমরা ধারণা ৭৫০০০ মত লোককে পাক বাহিনীরা হত্যা করেছে সমস্ত বরিশালে।

পাথরহাটা, বাওয়াল (পটুয়াখালী সীমান্তে) নামক স্থানে পাক সেনারা গেলে লোকজন সব দেখতে আসে। লোকজন তখন ভাবতো মুসলমান হলে মারবে না। পাক সেনারা সবাইকে একত্র করে দুর্বল লোকদের ছেড়ে শক্ত সমর্থ লোকদের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে বলে। সবাই সাঁতার কাটা শুরু করলে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে, তামাশা দেখে।

ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা দেওয়ায় অনেকেই বাইরে বেরোয়। নজরুল, আলমগীর, হাই, শাহাবুদ্দিন (তপন) এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলো। বাইরে বেরোলে পাক সেনারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অসংখ্য মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে এই শহরে। পাক সেনারা খবর পেয়ে রাত্রে গিয়ে মেয়েদের ধরে নিয়ে আসতো এবং অত্যাচার চালাতো। বাড়ী বাড়ী ঢুকে লুট করে সব ধ্বংস করেছে জ্বালিয়েছে অসংখ্য বাড়ী ঘর। বরিশাল মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা এবং তার সাথে আর একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রিকে অস্ত্রসহ পাক বাহিনীরা গৌরনদী অথবা উজিরপুর এলাকার কোন একটি বাংকার থেকে ধরে আনে। বহু অত্যাচার চালায় ওদের উপর তথ্য নেবার জন্য। কিন্তু কোন কথা বের করতে পারেনি। পরে ওদেরকে হত্যা করে। মেয়ে দুজন বলেছে তোমরা হত্যা করো কিন্তু কোন কথা পাবে না। অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে কিন্তু কোন কথা বের করতে পারেনি। বাড়ী বাড়ী থেকে পাক সেনারা ছাগল, ডিম, এসব নিয়ে আসতো জোর করে। আমার কাছে মুক্তি বাহিনীরা আসতো তাদের জামা কাপড়, খাওয়া এবং বিভিন্ন খবর নিয়মিত দিতাম।

স্বাক্ষর/-
ইমদাদুল হক মজুমদার
২৩/৮/৭৩

\ ১৯৮ \

উপেন্দ্রনাথ দত্ত
গ্রাম-রাজার হাট
ডাকঘর ও থানা-পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

৪ঠা মে, পাক বাহিনী পিরোজপুর আসে। খান সেনারা শহরে প্রবেশ করে দালাল শ্রেণীর কতকগুলি লোককে শহর লুট করতে বলে। এই সময় তাদের নির্দেশ দেয় যে তোমরা লুট করো কিন্তু ঘর দুয়ার নষ্ট করো না। পাক বাহিনী রাস্তায় যে সব লোকদের পায় তাদেরই সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। প্রথম অবস্থায় হিন্দু, মুসলমান, কোন কিছু তারা নির্ণয় না করে একাধারে সবাইকে গুলি করে মেরেছে।

একজন দালালের কাছে আমি এই সময় বলি যে ভাই আমার দোকানে প্রায় লাখ টাকার মাল আছে, তুমি এগুলি রক্ষা করো। প্রয়োজন হলে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও। তার উত্তরে সে আমাকে জানায় যে আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমি আমার সমস্ত কিছু তার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে নদীর অপর পারে চলে গেলাম।

আমি সারাদিন নদীর অপর পারে পালিয়ে বেড়াতাম। বিকালের দিকে যখন খান সেনারা তাদের ব্যারাকে ফিরে যেত তখন আমি নদী পার হয়ে টাউনের ভিতর চলে আসতাম। এবং যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে শহরের ভিতর ঘুরে ঘুরে অবস্থা দেখতাম।

পাক বাহিনী আসার পর পাক বাহিনীদের সহযোগী একটা দল সৃষ্টি হয়। পরবর্ত্তী কালে এই দলই বিভিন্ন অত্যাচারের ক্ষেত্রে পাক বাহিনীকে পরিচালনা করেছে। প্রথম দিকে পিরোজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে লুট করেছে, পরবর্তী পর্যায়ে বাড়ী ঘর ভেঙ্গে নিয়ে যায় এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

মে মাসের শেষের দিকে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ধরে এনে পিরোজপুর জেটি ঘাটে এনে গুলি করে হত্যা করেছে। এমন দিন ছিল না যে ৫০/৬০ জন লোক হত্যা না করেছে। পাক বাহিনী গড়ে প্রত্যেক দিন ১০০ শত করে লোককে হত্যা করেছে। প্রথম দিকে যখনই লোক ধরে আনতো তখনই দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে। ২য় পর্যায়ে পাক বাহিনী যে সব লোককে ধরে আনতো তাদেরকে সন্ধ্যার পরে গুলি করে মেরেছে।

প্রথম দিকে যে সব লোক মারা হত তাদের বেশির ভাগ গুলি করেই হত্যা করেছে। শেষের দিকে যে সব লোককে ধরে আনতো তাদের প্রথম ভীষনভাবে মারধর করতো তারপর বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করতো। অনেক সময় আমি নিজ চোখে দেখেছি যে দুইজন দুই দিক থেকে একটা লোককে পা টেনে ধরতে আর একজন কুঠার বা দা দিয়ে কুপিয়ে দুই ভাগ করে ফেলতো।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার থেকে দুই চারজন ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার শহরে আসতে শুরু করে। যারা এই সময় শহরে আসতো তাদের প্রত্যেককেই শান্তি কমিটির কাছ থেকে পাকিস্তানী ব্যাজ শরীরে লাগিয়ে নিতে হতো।

শহরে রাজাকার গঠিত হবার পর শহরের পরিস্থিতি কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও রাজাকারেরা ব্যাপকভাবে গ্রাম হতে গ্রাম অভিযান চালিয়ে বহু লোককে ধরে আনতো।

পাকসেনা আসার ১ মাস ১০ দিন পর্যন্ত আমি বলেশ্বর নদীর অপর পারে আমার বিরাট ফ্যামিলি নিয়ে গ্রাম হতে গ্রামে ঘুরে কাটিয়েছি। এই সময় অধিকাংশ দিন আমাকে এক বেলা কচুর শাক এবং বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে কাটাতে হয়। পরে অনন্যোপায় হয়ে আমি শান্তি কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে শহরে আসতে বলে।

জুন মাসের ১৫ তারিখে আমি নদী পার হয়ে শহরে আসি এবং একজন লোকের সহায়তায় শান্তি কমিটির অফিসে যাই। শান্তি কমিটির সেক্রেটারী আবদুস সাত্তার মিয়া আমাকে ঘরের পিছনে দিকে এক জায়গায় বসতে দেয়। ঐ দিন শান্তি কমিটির মেম্বারদের একটা অধিবেশন ছিল। ধীরে ধীরে বহু লোক এসে কমিটির অফিসে যোগ দেয়।

শান্তি কমিটির লোকেরা যখন সবাই বসে তখন আমি ঘরের অপর একটা রুমে বসে আছি। দালাল মোসলেম খাঁ এই সময় প্রস্তাব করে যে আমরা এখন পর্যন্ত হিন্দুদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার প্রমাণস্বরূপ আমাকে সে দেখিয়ে দেয়। এই সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব তার উত্তরে বলেন, যে আজ এ লোকের গায়ে, গন্ধ হয়েছে তাই না? কিন্তু আপনারা কে অস্বিকার করতে পারেন যে সে আপনাদের কাছ থেকে টাকা পাবে না? তখন সবাই চুপ মেরে যায়।

সাত্তার মোক্তার সাহেব আমাকে তার নিজের বাড়ীতে ঐ দিন রাত্রিতে লুকিয়ে রাখেন। পরের দিন ভোর হবার আগেই আমাকে নদী পার করে দেন এবং বলে দেন যে আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখলেই আপনাকে জানাবো, আপনি তখন আমার বাসায় চলে আসবেন।

৬ দিন পর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার মিয়া আমাকে আসার জন্য চিঠি দেন। তার চিঠি পেয়ে আমি শহরে চলে আসি এবং সেক্রেটারী সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকি। এই সময় কতোগুলি লোকের কথার উপর ভরসা করে আমি যে লোকের কাছে আমার সমস্ত কিছু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম সেই লোকের কাছে আমি আমার দুরবস্থার কথা খুলে বলি এবং তার কাছে কিছু টাকা চাই। তার উত্তরে তিনি আমাকে ভীষণ গালাগালি করেন এবং পাক বাহিনী দিয়ে আমাকে গুলি করাবেন বলে ভয় দেখান।

২৯শে শ্রাবণ আমি রাত্রে ৮টার সময় শহরের ভিতর একটা হোটেল থেকে কিছু খেয়ে বাসায় ফিরছিলাম এমতাবস্থায় পিরোজপুর জামে মসজিদের কাছে রাজাকাররা আমাকে ধরে পাক বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এই সময় তারা আমার প্রতি নানারকম গালাগালি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে।

ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পর খান সেনারা আমাকে বলে যে তুমি মুক্তিবাহিনী হ্যায়। তুমি দুশমন হ্যায়। এই বলে তারা আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। একটা মোটা বেতের লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করে, বুট জুতা দিয়ে লাথি মারে এইভাবে আমার সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে।

প্রায় দুই ঘণ্টা আমার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর পর আমাকে তাদের হাজত অর্থ্যাৎ সেকেণ্ড অফিসার সাহেবের বাসায় একটা রুমে বন্দী করে রাখে। আমাকে বন্দী করার সময় আমার পকেট থেকে ২৪টা টাকা তারা নিয়ে নেয়।

আমাকে যে ঘরে বন্দী করা হয় ঐ ঘরে আরও ১৮ জন বন্দী ছিল। প্রতি দুই ঘণ্টা পর ডিউটিরত সিপাই চেঞ্জ হয়ে যেত। প্রতিবারেই আমার উপর সিপাইরা লাথি ঘুষি মারতে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে মুক্তিবাহিনী কোথায়? এনায়েত মিয়া, ডাঃ আবদুল হাই, ডাঃ ক্ষিতিশ মণ্ডল এই সব আওয়ামী লীগের নেতারা কোথায় আছে। রাইফেল কোথায় আছে? ৩ দিন পর আমার উপর এইভাবে অত্যচার চালায়। এই সময় আর কোন নতুন আসামী তারা ঢুকায় না। তবে ঘরের বাইরে যে লোক ধরে এনে ভীষনভাবে প্রহার করে এটা আমি হাজতের ভিতর থেকে টের পাই।

১০ দিন পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ১৪ জন লোককে ধরে আনে এবং তাদের সঙ্গে আমাকে এসডিও সাহেবের বাসার ভিতর একটা পায়খানার মধ্যে বন্দী করে রাখে। এদের মধ্যে আলী আশরাফ নামে একজন ছেলে। ঢাকা থেকে আসার পথে ‘হুলার হাট’ লঞ্চ ঘাটে পাক সেনারা তাকে আটক করে। তাকে আটক করার পর ক্যাপ্টেন একটা হোটেলের চুলার ভিতরকার আধাপোড়া কাঠ এনে তার শরীরের বিভিন্ন যায়গায় চেপে ধরে। সারা শরীরের চামড়া ও মাংস পুড়ে দুর্গন্ধ হয়ে ওঠে। এবং ছেলাটার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হয়। হাজতে আনার পর নিয়মিতভাবে আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে।

আমাকে হাজির করার পর ক্যাপ্টেন এজাজ আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি মুক্তিবাহিনী, তোমার কাছে রাইফেল আছে, তোমাদের বাহিনী কোথায় আছে আমার কছে বল। আমি তার উত্তরে উর্দুতে বলি যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করি, কাজেই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় তবে ব্যবসা সম্পর্কে করুন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়।

অতঃপর ক্যাপ্টেন আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি এতো উর্দু কথা কেমন করে শিখেছো? তখন আমি কিছুটা ভীতু হয়ে পড়ি। কেননা আমি বৃটিশ আমলে ৭ বছর আর্মিতে চাকুরী করেছি জানতে পারলে আমাকে তখনই গুলি করে হত্যা করবে। আমি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে লাগলাম যে, হুজুর আমি ব্যবসায়ী লোক কাজেই আমি খুলনাতে পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা করি, তারা আমাকে খুব পেয়ার করে এবং প্রতি ৭ দিন অন্তর আমি তাদের কাছে ১ দিন থাকি- এই সব কথা সত্য মিথ্যা বলি। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পাঞ্জাবী লোকের নাম একাধারে বলে যাই।

আমার কথা ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করে এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে যে, তোম মেরা দোস্ত হ্যায়। আরও বলে যে তুমি মুক্ত। আজ শহরে কারফিউ কাজেই সকাল বেলা তুমি তোমার ঘরে ফিরে যেও। এখন আরাম কর। এই বলে আমাকে পুনরায় সেই হাজত রুমে নিয়ে আসে।

হাজত রুমে আসার পর আর যে ১৪ জন ছিল তারা আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে নানা কথা বলতে লাগলো যে ভাই তুমি তো সকালে বাড়ী যাবে কাজেই আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তুমি সংবাদ দিবে তারা যেন টাকা পয়সা যা লাগে তাই দিয়ে আমাদের এখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়।

রাত্রি ১১টার সময় একটা প্লেটে করে ৪টা রুটি ও একটু মাংস নিয়ে আসে একটা সিপাই আমার জন্য। তখন আমি জোরে জোরে বলি যে ও রুটি আমি খাব না, তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আজ ১১ দিন হলো শুধু পানি খেয়ে আছি আর আজ শুধু আমার জন্য ৪টা রুটি এনেছো। কিন্তু এই হাজতের মধ্যে তো মোট আমরা ১৫ জন আছি, সবাই না খাওয়া, কাজেই আমি খাব না। সিপাইটি তখন ফিরে যায় এবং ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলে।

রাত্রি ১২টার সময় একটা বড় ঝুড়িতে করে রুটি ও একটা বালতিতে করে আলু ও মাংস নিয়ে আসে এবং আমাকে সবাইকে সঙ্গে করে খেতে বলে।

রাত্রি সাড়ে ১২টার সময় ক্যাপ্টেন আমাকে পুনরায় তার চেম্বারে ডেকে পাঠায়। আমার তখন ভয় হয়ে যায় যে আমি প্রথমে একা রুটি খেতে চাইনি বলে হয়তো তার রাগ হয়েছে। কাজেই আমাকে মেরে ফেলবে। একজন সিপাই আমাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবের সম্মুখে হাজির করে আমাকে দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করে তুমি খেয়েছো। আমি বলি যে হাঁ আমি এই মাত্র রুটি মাংস খেয়েছি। ক্যাপ্টেন পুনরায় হেঁকে ওঠে যে না আবার তোমাকে আমার সম্মুখে খেতে হবে এই বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। একজন সিপাই দুইটি পরটা ও একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেনের হুকুমে আমি তা খেয়ে ফিলি। পরে আমাকে পুনরায় আরাম করার জন্য হাজত রুমে নিয়ে আসে।

পরের দিন সকালে আমাকে পুনরায় ক্যাপ্টেনের রুমে ডেকে নিয়ে আসে এবং আমাকে কিছু খেতে দেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন আমাকে বলে যে এখন তুমি বাড়ী যাও এবং ঠিকঠাকমত চলাফেরা করবে। আমি বাড়ীর দিকে চলে আসি এবং বাড়ীতে না গিয়ে রাত্রিতে আর সব বন্দি যে সব কথা বলে দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে আমি তা বলে আসি। এই সময় যে ছেলেটিকে হুলার হাট থেকে ক্যাপ্টেন ধরে আনে তার খালুর সঙ্গে দেখা করি বলি যে বন্দী আশরাফ আমার কাছে কাকুতি মিনতি করে বলে দিয়েছে যে তাকে যদি গুলি করে হত্যা করা হয় তবে যেন তার আত্মার সৎ গতি করা হয়।

রাত্রিতে আমার ঘুম আসছিল না কাজেই বসে নানা চিন্তা করছি এমনি সময় জেটিঘাটে দশ রাউণ্ড গুলির শব্দ পেলাম।

পরের দিন সকালে উঠে খবর নিয়ে জানতে পারি যে যাদের বন্দী করে রেখেছিল তাদের সবাইকে রাত্রিতে গুলি করে হত্যা করেছে। তখন আমার বন্দী আশরাফের করুণ স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে এবং আমি দৌড়িয়ে জেটি ঘাটে চলে আসি। জেটি ঘাটে বেশ কয়েকটি লাশ দেখতে পাই কিন্তু আশরাফের লাশ দেখতে পাই না। একজন নৌকার মাঝির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি যে নদীর ভাটিতে কিছু দূরে দুইটা লাশ ভেসে আসে। আমি জেটি ঘাটে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং নদীর ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে লাশের কাছে আসি এবং নিজ হাতে আলী আশরাফের লাশ তুলে নিয়ে তার বাবা-মার কাছে হাজির করি এবং তার শেষ অনুরোধের কথা জানাই। লাশ দেখে তার বাবা-মা ভয় পেয়ে যান যে মিলিটারী জানতে পারলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আমি নিজে সারাদিন গোপনে সে লাশ লুকিয়ে রেখে রাত্রিতে কয়েকজন লোক ডেকে লাশ মাটির ব্যবস্থা করি। আমি শহরে বাস করতে থাকি এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে শহরের খবরাখবর আদান প্রদান করতে থাকি।

ক্যাপ্টেন এজাজ ছুটি নিয়ে পাকিস্তানে চলে যায় বিবাহ করতে। তখন ক্যাম্পের চার্জে সুবেদার সেলীম থাকে। এই সুবেদার তখন দালাল নিয়ে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। ব্যাপক হারে মেয়েদের ধরে এনে ক্যান্টনমেন্টে ধর্ষন করতে লাগলো। হিন্দু মুসলমান বলে কোনো বিচার তখন ছিল না- যেখানে যাকে পায় তাকেই ধরে আনতে থাকে। দেখতে দেখতে শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

আশ্বিন মাসের শেষের দিকে আমার বাসার সম্মুখে থেকে দুটি সিপাই আমাকে ডেকে নিয়ে যায় যে তোমাকে সুবেদার সাহেব বোলাতা হ্যায়। আমাকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে গিয়ে সুবেদার বলে যে আমি তোমার জীবন নেব, তুমি আমাদের বঙ্গে বহুত দুশমনী করছো। এই বলে তারা আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। আমাকে মারতে মারতে সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে এবং এসডিও সাহেবের পায়খানার মধ্যে আটকে রাখে। ৬ দিন আমি সেখানে বন্দী থাকি। এই সময় আমি দেখতে পাই যে খান সেনারা প্রত্যেক দিন ক্যাম্পের সম্মুখে বাঙ্গালীদেরকে কয়েকজন মিলে শূন্যে তুলে পাকা রোডের উপর আছড়িয়ে মারতো বা এইভাবে আধা মরা

হয়ে গেলে বস্তাবন্দী করে তারপর বেয়োনেট চার্জ করে নদীর ভিতর ফেলে দিত। অনেককে আবার জীপ গাড়ীর পিছনের দিকে বেধেঁ সারা শহরের মধ্যে টানতো। এর ফলে সমস্ত মাংস শরীর থেকে পড়ে যেত। আমি এ সব ঘটনা নিজ চোখে দেখেছি। প্রত্যেক দিন আমাকে হাজত থেকে বার করে ক্যান্টনমেন্টের সম্মুখে একটা বাদাম গাছের সঙ্গে
কপি কল দিয়ে পা উল্টো দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত এবং ভীসণভাবে প্রহার করতো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি জেটি ঘাটে ২০০০ হাজার লাশ নিজের চোখে দেখেছি। প্রত্যেক দিন আমি ভোর বেলা ঘাটে গিয়ে যে সব লাশ পড়ে থাকতো তাদের উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতাম এবং চেনা শোন হলে তার বাড়ীতে গিয়ে খবর দিতাম।

আমি নিজের চোখে মানুষকে কুপিয়ে, রাস্তায় টেনে, বস্তাবন্দী করে বেয়োনেট চার্জ করে এবং গুলি করে মারতে দেখেছি।

পাক বাহিনীর চেয়ে রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার এরা অত্যাচার বেশী চালিয়েছে। পাক বাহিনী যাদেরকে ছেড়ে দিতো দালালরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতো। পিরোজপুর জেটি ঘাটে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩/৪ হাজার লোককে হত্যা করেছে। কত নারীকে যে ধর্ষণ করেছে তার কোনো হিসাব নাই।

স্বাক্ষর/-
উপেন্দ্রনাথ দত্ত
১৮/৮/৭৩

\ ১৯৯ \

আফতাব উদ্দীন আহমদ
থানা- পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

৪ঠা মে পিরোজপুর শহরে পাক বাহিনী প্রবেশ করে। পাক বাহিনী বরিশাল থেকে হুলার হাট হয়ে পিরোজপুর প্রবেশ করে। মিলিটারী তিন দিক থেকে পিরোজ পুর শহর আক্রমণ করে।

৫ই মে পাক বাহিনী আমার বাড়ী ধ্বংস করে। প্রথমে লুটতরাজ চালায়। তারপর অগ্নিসংযোগ বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই দিনই পাক বাহিনী পিরোজপুর সেকেণ্ড অফিসার, এসডিপিও ট্রেজারী অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে।

পাক বাহিনী যখন ভাণ্ডারিয়া থানায় প্রবেশ করে তখন আমি আমার জীবনের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করি। ভাণ্ডারিয়ায় আমার নিজ বাড়ী ছেড়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ী বরগুনা (পটুয়াখালী) চলে যাই। এখানে আমি প্রায় দেড় মাস কাল অতিবাহিত করি। তারপর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে চিঠি লিখি আমার অসুস্থতার খবর জানিয়ে। আমার অসুস্থতার খবর পেয়ে চেয়ারম্যান সাহেব আমার কাছে চিঠি দেন এবং বলেন যে আমি ক্যাপ্টেন এজাজ সাহেবের সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আলাপ করেছি, কাজেই আপনি এখানে আসতে পারেন।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের চিঠি পাবার পর পিরোজপুর চলে আসি এবং চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে গোপনে থাকতে বলে। তিন দিন পর চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান এবং ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে নিয়ে যান। ক্যাপ্টেন এজাজ সাহেবের কাছে আমি এই সময় একটা দরখাস্ত দেই যে আমার ছেলে ‘‘ক্যাপ্টেন জিয়া’’ আমার বাধ্য নয়, সে আমার অমতে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

আমি শহরে আসার ৭/৮ দিন পর জানলাম পাক বাহিনীর ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে আমার নামে বলা হয়েছে যে, তার ছেলে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী নিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। এরপর প্রায় ১০০ মিলিটারী নিয়ে আমার বাড়ি আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতে এসে পাক বাহিনী আমার বুকের উপর, আমার স্ত্রীর বুকের উপর এবং আমার ছেলের বুকের উপর রাইফেল ধরে। এই সময় পাক বাহিনী আমাদের ঘেরাও করে যে তোমার ছেলে ক্যাপ্টেন জিয়া তোমার ঘরে আছে, তুমি তাকে বের করে দাও। আমি তার উত্তরে বলি যে আমার ছেলে বাড়ীতে নাই, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার ঘর সার্চ করে দেখতে পারো। তখন আমার ঘর সার্চ করে তারা চলে যায়।

পাক বাহিনী সব সময়ই নারী ধর্ষণ করেছে। তারা রাজাকার দিয়ে গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে ধরে আনতো। অনেক সময় তারা নিজেরাও কোন কোন বাড়ীর উপর চড়াও হতো এবং মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত।

পাক বাহিনী বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী ও হিন্দু এদের খোঁজ বেশী করেছে এবং যাদের সন্দেহ হয়েছে তাদেরকেই মেরে ফেলেছে। এমন কোনো রাত ছিল না যে পাক বাহিনী পিরোজপুর জেটি ঘাটে ৫০ থেকে ১০০ জন লোককে হত্যা না করতো। শেষের দিকে নদীর ভিতর শুধু মৃত লাশ ভাসতে দেখা যেত। আমার মনে হয় একমাত্র বলেশ্বর নদীর জেটি ঘাটেই ৪/৫ হাজার লোককে পাক জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পাক ক্যাপ্টেনের একমাত্র কথাই ছিল ‘জেটিমে ভেজ দেও।’

প্রথম অবস্থায় যে সব লোককে ধরেছে তাদেরকে জেটি ঘাটে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু শেষের দিকে তাদের বেয়োনেট দিয়ে জবাই করা হতো। যাকেই ধরা হতো তাকেই ভীষণভাবে প্রহার করতো।

আমি নিজের চোখে ৩ জন লোককে জীপ গাড়ির পিছনে বেঁধে রাস্তায় টেনে মেরে ফেলতে দেখেছি। তাদের সেই করুণ চিৎকারের কথা আমার এখন পর্যন্ত কানে বাজে।

শেষের দিকে নারী নির্যাতন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। শামসুদ্দীন তালুকদার নামে একজনকে দুইজন পাক বাহিনী দিয়ে তার দুই পা দুই দিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই সময় আবদুল গফুর মিয়া বিএ সাহেবকে সে নিজে তার মুখের মধ্যে স্প্রিট ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথম ৩ মাস আমার ছেলের কোনো খবর পাই না। ৩ মাস পর একজন আমার বাসার মধ্য প্রবেশ করে এবং বলে যে আমাকে তাড়াতাড়ী কোন জায়গায় লুকান, আমি ক্যাপ্টেন জিয়ার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। সে আমাদের কাছে ক্যাপ্টেন জিয়ার খবর দেয় এবং বলে যে সে ভাল আছে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। দেশ খুব তাড়াতাড়িই স্বাধীন হবে। এর পর থেকে প্রায়ই সেই ছেলেটি এসে ক্যাপ্টেন জিয়ার খবর আমাদের কাছে দিয়ে যেত।

পাক ক্যাপ্টেন এজাজ একদিন ঘোষনা করে দেয় যে, ক্যাপ্টেন জিয়া মঠবাড়িয়া যুদ্ধে মিলিটারীর হাতে অ্যারেস্ট হয়েছে এবং তাকে বরিশাল পাঠান হয়েছে। এই খবর আবার দালাল দিয়ে আমার কাছে পৌছে দিতো যেন আমি ভেঙ্গে পড়ি। অনেক সময় দালালরা আবার এসে বলতো যে আমরা ক্যাপ্টেন জিয়ার মৃত লাশ বলেশ্বর নদীতে ভাসতে দেখেছি।

স্বাক্ষর/-
আফতাব উদ্দীন আহমদ
১৯/৮/৭৩

\ ২০০ \

খাদিজা বেগম (ডুলু)
থানা- পিরোজপুর
জেলা- বরিশাল

পাক বাহিনী ব্যাপক অত্যাচার চালায় সারা শহরে। কালিবাড়ী রোডের দুইধার, মাছিমপুর, পালপাড়া, শিকারপুর, রাজারহাট, কুকারপাড়া, ডুমুরতলা, কদমতলা, নামাজপুর, আলনকাঠি, ঢুলিগাতি, রানীপুর, পারের হাট, চিংড়াখালী ইত্যাদি এলাকা পাক বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে, ঘরবাড়ী লুট করে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে।

পাক বাহিনীর অসংখ্য মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। রাধারমন ঘোষ নামে এক ব্যাক্তি ও তার ছেলেকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পাক বাহিনীর লেকেরা তার মেয়েদের চায়। আষাঢ় মাসের এক রাতে তিন জন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় পাক ছাউনীতে। পর পর তিন দিন তিন রাত অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার চালায়। তিন দিন পর শয্যাশায়ী অবস্থায় গাড়ী করে বাড়ী দিয়ে যায়। দৈহিক অত্যাচারের ফলে মৃত অবস্থায় ছিল, পরে বহু চিকিৎসা করে বাঁচে।

সুন্দরী মেয়েকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। বাবা, ভাই অনেক আকুতি মিনতির পর পাক সেনারা অত্যাচার চালায়। শেষ রাতে দিয়ে যায় তার পরদিন আবার ধরে নিয়ে যায়। পরপর কয়েকদিন রেখে অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের বাড়ী দিয়ে যায়।

পাকসেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়ে ধরে পিরোজপুর সেনানিবাসে নিয়ে যেতে এবং অকথ্য অত্যাচার চালাতো। ভাগিরথী নামে এক মেয়েকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে গাড়ীর পেছনে ১০/১২ হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে সারা শহর ভীষণ বেগে গাড়ী চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

মন্টু নামে এক ছেলেকে পাকসেনারা ভাণ্ডারিয়া থেকে ধরে এনে উপরে পা ঝুলিয়ে দিনের পর দিন বেত দিয়ে পিটিয়েছে। কোন খাবার দেয়নি। শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। তিন রাত ঐ ভাবে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে আর নানা খবর জিজ্ঞাসা করেছে। এত অত্যাচারের পরও কোনো কথা সে স্বীকার করেনি। তিন দিন পর অর্ধমৃত আবস্থায় বেয়োনেট দিয়ে চার্জ করে হত্যা করেছে।

স্বাক্ষর/-
খাদিজা বেগম (ডুলু)
২০/৮/৭৩

\ ২০১ \

রেনুবালা বারুই
গ্রাম- বাইনকাঠি
ডাকঘর- নাজিরপুর
জেলা- বরিশাল

পাকসেনা প্রথম আমাদের গ্রামে যায় শ্রাবণ মাসে। আমি তখন গোবর্দ্ধন গ্রামে স্বামির বাড়ী ছিলাম। কাঠালিয়া গ্রাম, বাইনকাঠি, তারাবনে গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। গ্রামকে গ্রাম লুট করে বাড়ীঘর সব ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য হিন্দু লোককে জোর করে মুসলমান করেছে।

অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। বহু মেয়েকে পাকসেনারা ধরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। প্রায়ই ঘরের মেয়েকে পাকসেনারা ধর্ষণ করেছে। তিনজন মেয়েকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায় তাদের ছাউনী নাজিরপুর থানার পাশে সাত কাছিমা নামক স্থানে মাদ্রাসাতে। ক্রমাগত সাত আট দিন অসংখ্য রাজাকার তাদের উপর অত্যাচার চালায়। দিনের পর দিন দৈহিক অত্যাচার চালায়। রাজাকাররা তাদের ছাউনীতে আরও বহু মেয়ে রাখতো এবং দিনে রাতে ভোগ করতো। দেশ মুক্ত হলে অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি বাহিনীরা মেয়ে তিনটিকে উদ্ধার করে।

আমার স্বামী কৃষক ছিলেন, জমি চাষ করা ফসল ফলানো তার কাজ ছিল। যুদ্ধ বাঁধলে আমার খুড়তুতো শ্বশুর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। আমার স্বামীও উৎসাহ ভরে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন অপারেশনে। ২৭শে আষাঢ় গোবর্ধন স্কুলের পাশে মুক্তিসেনাদের সাথে আমার স্বামীও ছিলেন। দলে প্রায় ৫০০ মত ছিল। ঐ দিন পাকসেনা রাজাকার মিলে ৭০০/৮০০ ছিল। তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তিসেনারা তাদের ভারী অস্ত্রের সামানে টিকতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে। সেই সময় আমার স্বামী পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। আমার স্বামী সহ আরও ৬ জনকে ধরে। সাত জনের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় সবাইকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর রাজাকাররা আমার বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং অত্যাচার চালায়। শিকদার বাড়ীর সবাইকে হত্যা করে। তারপর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই। গ্রামের পর গ্রামে ঘুরে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ আমি অসহায় নিঃস্ব সর্বহারা। যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি পাক বর্বর আর পশু রাজাকারদের অত্যাচারের বীভৎস রূপ। আজ দেশ স্বাধীন কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলতে পারেন?

স্বাক্ষর/-
রেনুবালা বারুই
২০/৮/৭৩

\ ২০২ \

আলী হায়দার খান
পিরোজপুর
বরিশালে

কর্নেল আতিকের নেতৃত্বে পাকসেনারা হুলার হাট আসে। ঢুকেই ঘরবাড়ী জ্বালাতে থাকে। মুসলিম লীগাররা তাদেরকে স্বাগত জানায়। পাক সেনারা বলে হিন্দু বাড়ী কোথায়? এরপর থেকে হিন্দু ঘরবাড়ী জ্বালাতে থাকে। লুটপাট হত্যা অনবরত করতে থাকে। পিরোজপুর মহকুমা প্রশাসক মহিবুল্লাহ শাহ (সিন্ধী, পাকিস্তানের বিশিষ্ট ন্যাপ নেতা বাকের শাহর ভাইপো) আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন দোস্ত তোমরা তো স্বাধীনতা পেয়েই যাচ্ছো, আমরা পেলাম না।

৫ই মে ষড়যন্ত্র করে ওসি ভারপ্রাপ্ত এসডিও আব্দুর রাজ্জাক (২) এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদ (৩) ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানকে ডেকে আনিয়ে মিটিং শেষ করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ীঘর লুট করে।

এরপর অত্যাচার শুরু করে। পিরোজপুরের চৌদ্দআনা ঘর দুয়ার ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে।

পাক সেনারা হুকুম দেয় প্রতি ইউনিয়ন থেকে ২০ জন করে যুবক দিতে হবে। এই মোতাবেক গ্রাম থেকে ধরে ধরে শত শত লোককে হত্যা করেছে। ৪ হাজারের বেশী লোককে পাক সেনারা হত্যা করেছে। ভাগিরথী নামে স্পাই সন্দেহে ধরে গাড়ীর পিছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিশিষ্ট ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গণপতি হালদারকে (ম্যাট্রিকে প্রথম, আইএসসি-তে প্রথম) নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। দৈনিক হত্যা করেছে।

ঘাটের পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। গাছের সাথে বেঁধে বেয়োনেট চার্জ করেছে। চিৎ করে শুইয়ে বাঁশের গোড়া দিয়ে পিটিয়ে হাড় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেলে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছে, পিটিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। বেঁধে পায়ে আগুন চেপে ধরেছে, সুঁচ ফুটিয়েছে।

এসডিওর বাংলোতে যেখানে পাক ক্যাম্প ছিল সেখানে অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করেছে। ফুলু রানী বিশ্বাসের (কলেজ ছাত্রী) উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সমস্ত থানাতেই পাক সেনারা ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে।

স্বাক্ষর/-
আলী হায়দার খান
১৬/৮/৭৩

\ ২০৩ \

ভারতী রাণী বসু
গ্রাম- স্বরূপকাঠি
জেলা- বরিশাল

২৭শে এপ্রিল আমি কাঠালিয়া থানার মহিষকান্দি গ্রামে যাই আত্মরক্ষার জন্য তখন চারদিকে সব বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দু বাড়ী বিভিন্ন স্থানে লুট হচ্ছে, হত্যা চলছে। ওখানে পৌছানোর পরপরই স্থানীয় কিছু লোক হিন্দু বাড়ী লুট শুরু করে দেয়। ২০/২৫ জনের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সকালে, দুপুরে, রাতে, ভোরে যখন তখন বল্লম, দা এবং অন্যান্য ধারাল অস্ত্র নিয়ে হিন্দু বাড়ী আক্রমণ করে সব লুট করে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আমি স্বরূপকাঠিতে ফিরে আসি ৫ই মে। সেদিন ছিল হাটবার ঐ দিনই সমস্ত এলাকা লুট করে নেয় দুষ্কৃতকারীরা।

৬ই মে সকালে পাক সেনা প্রথম স্বরূপকাঠিতে যায়। ওখানকার পীর শর্ষিনার বাড়ীতে গিয়ে পাক বাহিনী ওঠে। ওখান থেকে থানায় আসার পথে শর্ষিনার পুল থেকে থানা পর্যন্ত (সাহাপাড়া) সমগ্র হিন্দু বাড়ী প্রথমে লুট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওখান থেকে পাক বাহিনীর একটা দল অলঘারকাঠির দিকে গিয়ে ঘর বাড়ী জ্বালানো ও সেই সাথে মানুষ হত্যাও শুরু করে। আর একটি দল স্বরূপকাঠি এসে শুধু হিন্দু বাড়ী বেছে বেছে সকল হিন্দু বাড়ি লুট করে পুড়িয়ে দেয়। কালী প্রতিমার উপর অসংখ্য গুলি চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহুজনকে হত্যা করে। তারপর পাক বাহিনী ফিরে যায়। তারপর থেকে ক্রমাগত সাত দিন পাক বাহিনী স্বরূপকাঠিতে যায়। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে আর লুট করেছে। স্থানীয় কিছু লোক এবং পীরের দল পাক বাহিনীর সাথে থাকতো। লুট করতে বলে তারা যখন লুট করতে আরম্ভ করে তখন পাক সেনারা ছবি তুলতো।

কুড়িয়ানা আটঘর, জলাবাড়ী, সমুদয়কাঠি, জুলুহারা, নান্দিঘর, সোহাগদল, ইন্দ্রিরহাট মণিনাল, বাটনাতলা ইত্যাদি গ্রামসহ ৯টি ইউনিয়নে পাক বাহিনীরা গ্রামের প্রতিটি কোনাতে ঘুরে সব ধ্বংস করেছে লুট করেছে।

কুড়িয়ানা আটঘরে পিয়ারার বাগানে বহুজন আশ্রয় নিয়েছিলো। পাক বাহিনী হঠাৎ করে ঘিরে ফেলে অসংখ্য লোককে হত্যা করে। এক মেয়েকে পিয়ারা বাগান থেকে ধরে এনে সবাই মিলে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর তিনদিন যাবৎ ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে কেটে লবণ দিয়েছে। অশেষ যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা দেওয়ার পর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাশ ছিল। অন্য একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এখানে অধিকাংশ লোককে গুলি এবং বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করেছে। শত শত লোককে এই লোককে এই এলাকাতে হত্যা করেছে।

কাউখালি স্টেশনে আমি নিজে দেখেছি একজনকে মুক্তিবাহিনী সন্দেহে রাজাকাররা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। স্বরূপকাঠিতে টিকতে না পেরে মহিষকান্দিতে যাই। ওখানে গেলে আমাকে সবাই মুক্তিবাহিনীর চর মনে করলো এবং অস্ত্র আছে বললো। আমি ওখান থেকে রাতে পালিয়ে যাই রাজাপুরে।

রাজাপুর থানাতে হামিদ জমাদার সমগ্র থানাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত বাড়ীঘর লুট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে হত্যা করেছে। হিন্দু কোন বাড়ীঘর ছিল না সব ধ্বংস করেছিল। ওখানে শুক্কুর মৃধা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ছিল। আমি সহ আরও তিনজন তিন হাজার টাকা দিয়ে কোন রকম সেবারের মতো বাঁচি। আমি তখন কুমারী ছিলাম। সবাইকে মুসলমান হতে হবে এবং মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে হবে এমনি একটি পরিস্থিতিতে সুমীল কুমার দাস নামে এক ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করি সে সময় দুষ্কৃতকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সময়টা ছিল জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই প্রথম।

রাজাপুরে আছি স্বামীসহ। ভোরবেলা রাজাকার, পুলিশ মিলে প্রায় ৩০/৪০ জন আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। স্বামীকে লুকিয়ে রাখি। ওরা এসে সব কিছু লুট করে গালাগালি করে চলে যায়। কিছুক্ষন বাদে আবার এসে আর যা ছিল সব নিয়ে অত্যাচার চালায়। পাশের একটি লোককে হত্যা করলো।

নৈকাঠি রাজাপুর থানা গ্রামে শতকরা ৯৮ জনকে হত্যা করে। ওখানকার সব হিন্দু। ৯৮% মহিলা আজ বিধবা। নৈকাঠির প্রায় সব পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের যথা সর্বস্ব আত্মসাৎ করে হামিদ জমাদার ও তার দল। ঐ বিপদের মাঝে জঙ্গলে জঙ্গলে এ বাড়ী ও বাড়ী করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার সব কিছু লুটে নেয় রাজাকার আর পাক বাহিনী। আমি কোন মতে পালিয়ে বাহিরচরে যাই জুলাই মাসের ১৭ তারিখে। আমি আমার কাজে যোগ দেই। তার পরপরই আমাকে সাসপেণ্ড করে রাখে তিন মাস। বাহিরচরে সমগ্র এলাকা খুন, ডাকাতিতে ভরা। সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

অক্টোবর মাসে কুদ্দুস মোল্লাকে (মুক্তিবাহিনী) চিকিৎসা করার জন্য কর্নেল আমাদের সবাইকে ডেকে লাঞ্ছনা দেয়। যাবার পথে গানবোট থেকে আমাদের হাসপাতালে শেল ফেলে। আমরা দারোয়ান পাহারা রেখে মুক্তিবাহিনীর চিকিৎসা করেছি। আমাদের ডা. শামসুল হক মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গোপনে গিয়েও তাদের চিকিৎসা করেছেন। আমরা সবাই সব কিছু দিয়ে তাদের সাহায্য করতাম।

বাহিরচরে পাক বাহিনীরা মেয়েদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। বোয়ালিয়া, কাঁদপাশা, রাজগুরু, বাবুগঞ্জ থানা, দুয়ারিকা ইত্যাদি এলাকা থেকে বহু মেয়ে ধরে এনে ভোগ করেছে। আমার জানা এক হিন্দু মহিলাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। মহিলা খুব সুন্দরী ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চারদিন ক্রমাগত অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালায়। অসহ্য যন্ত্রনায় মহিলা ছটফট করেছে। তার উপর চালিয়েছে নির্যাতন। চারদিন পর মহিলা ছাড়া পায়। আমরা তার চিকিৎসা করে ভাল করি।

আমি স্বামীসহ বাস করছিলাম। আমার সর্বস্ব যাওয়া সত্ত্বেও স্বামী নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্বামী স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। আমাকে প্রায় বলতেন ডিসেম্বর মাস যদি বাঁচি জানুয়ারীর মধ্যে নিশ্চয় স্বাধীনতা পেয়ে যাবো।

৯ই ডিসেম্বর গৌরনদী থানার মাহিলারা ব্রিজের উপর দিয়ে আমার স্বামী যাচ্ছিলেন। তখন পাক বাহিনী প্রায় আত্মসমর্পণ করে এমন অবস্থায় ব্রিজে ডিনামাইট স্থাপন করে রেখেছিল। সেই সময় ডিনামাইট ফেটে ব্রিজ ধ্বংস হয়। আমার স্বামী ওখানেই নিহত হন। সব হারিয়ে একমাত্র স্বামী ছিল তাও স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে হারাতে হলো।

আমি বাহিরচর থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য খাবার পাঠিয়েছি। রাতে যখন তখন আমার ওখানে তারা এসে থাকতো, যেতো। আমার স্বামী মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে মাঝে মাঝে যেতেন। আমার স্বামীর বড় সাধ ছিল স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাস করা। তার সে সাধ পূর্ণ হলো না।

স্বাক্ষর/-
ভারতী রাণী বসু
১৮/৮/৭৩

\ ২০৪ \

উষা রাণী মল্লিক

গ্রাম- জুলুঘাট, ডাকঘর- মৌশানি
থানা- স্বরূপকাঠি, জেলা- বরিশাল

২২শে বৈশাখ ঝালকাঠি থেকে রাজাকার ও মিলিটারী স্বরুপকাঠি থানাতে আসে। প্রথম দিন স্বরূপকাঠি থানাতে প্রবেশ করে ১৪ জন হিন্দু পুরুষ ছেলেকে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাক বাহিনী আমাদের বাড়ীর পাশেই জুলুঘাট স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাক বাহিনী আসার ৩ দিন পর আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গ্রাম থেকে পালিয়ে আটঘর কুড়িয়ানা চলে যাই।

প্রায় ২ মাস দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থেকে শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের গ্রামে ফিরে আসি। হিন্দু বলে লোকে আমাদের জায়গা দিতে চাইতো না। ঠিক মত খাবার মিলতো না, লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে খেতে হতো। সব জায়গায় ঐ একই কথা, মিলিটারী আসবে পালাও। রাজাকাররা রাত্রের অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বহু যুবতী সুন্দর সুন্দর নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং ধরে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এই সময় তারা পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। যাকে একবার ধরে নিয়ে যেত সে আর ফিরে আসতো না।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি একদিন পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। আমার বাড়ীর পিছনে কলাবাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সব কিছু দেখছিলাম। আমার বাড়ীর উপর দিয়ে আমার পাশের বাড়ীতে ঢুকে পাক বাহিনী দুইজন মেয়েছেলেকে ধরে ফেলে এবং ঘরের ভিতর জোর করে নিয়ে যায়। আমরা ঝোঁপের ভিতর থেকে দেখতে থাকি কিন্তু করার কিছুই থাকে না। মেয়ে দুইটাকে যখন ঘরের ভিতর নিয়ে যায় তখন তাদের কোলের ছোট ছেলেকে আছাড় মেরে বাইরে ফেলে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে দুইটার করুণ চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। দুইটা মেয়ের উপর পর পর ৪ জন মিলিটারী ধর্ষণ করে। মিলিটারী চলে যাবার পর আমরা মেয়ে দুইটার কাছে যেয়ে দেখি তারা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের সারা শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। পরনের কাপড় দুরে রয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য। তারা ঐ দিন গ্রাম থেকে আরও কয়েকজন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে।

পাক বাহিনী থাকাকালে তারা প্রায়ই আমাদের গ্রামসহ আগে পাশের গ্রামগুলিতে আসতো। তাদের আসার খবর পেলেই সব লোক যে যেদিকে পারতো পালাতো। রাজাকাররা এই সময় সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে লোকজনকে ধরেছে। পুরুষদের সেখানেই গুলি করে হত্যা করতো আর মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত। অনেককে আবার ধর্ষণ করার পর ফেলে রেখে যেত।

শেষের দিকে রাজাকারদের অত্যাচার চরমে ওঠে। তারা প্রত্যেক দিন গ্রামের ভিতর যেতে থাকে এবং যেখানে যাকে পায় তাকেই মারতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে বাড়ী ছেড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকি।

দেশ স্বাধীন হবার পর চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। মানুষ সব কষ্ট ভুলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

স্বাক্ষর/-
উষা রাণী মল্লিক
২০/৮/৭৩

\ ২০৫ \

যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল
গ্রাম- শশীদ
ডাকঘর- মৌশানী
থানা- স্বরূপকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৭ই বৈশাখ পাক বাহিনী গানবোট নিয়ে ঝালকাঠি দিয়ে কাটাখালী নদী দিয়ে শশীদের হাটে আসে। তারা এসে হাটের পাশে গানবোট রেখে গ্রামের উপর নেমে পড়ে। পাক বাহিনী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নারী-পুরুষ প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে চেষ্টা করে। পাক বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে প্রথমে দামী দামী জিনিসপত্র লুটতরাজ করে এবং পরে ৯খানা বাড়ী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিন ২ জন লোককে তারা গুলি করে। এদের একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় আর একজন গুরুতর রূপে আহত হয়।

২৬ বৈশাখ পাক বাহিনী ও রাজাকাররা পুনরায় আমাদের গ্রামে আসে। তারা গানবোট ও স্পিড বোট নিয়ে ছোট খাল দিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়ে। মতিলাল দেবনাথ (ব্যানার্জী) ও হিরালাল দেবনাথের কাপড়ের দোকান লুট করে স্পিড বোট বোঝাই করে কাপড় নিয়ে যায়। এই সময় মতিলাল দেব নাথ এর কাছ থেকে নগদ ১২০০০ টাকা নেয় এবং তাকে বেয়োনেট চার্জ করে পরে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই দিন আমাদের গ্রামে ১৮ জন লোককে পাক বাহিনী গুলি করে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এর মধ্যে জিতেন নামে একজনকে পাক বর্বর বাহিনী নারিকেল গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার পায়ের কাছে খরকুটো দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সারা শরীর আগুন ধরে গেলে সে ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকে তখন পাক বর্বর বাহিনী গুলি করে তার মাথার অর্ধেক অংশ উড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনা তার স্ত্রীর সম্মুখে হয়। কেননা পাক বাহিনী তার স্ত্রীকে ধরে এনে তার সম্মখে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই সময় ক্ষীরদা সুন্দরী নামে বিধবা মেয়েকে পাক বাহিনী সারা শরীর বেয়োনেট নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময় আর এক মহিলা পাশের জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে ছিল তার ছোট ১ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে। পাক বাহিনী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে এক গুলিতে ছেলে, মেয়েসহ তিন জনই মারা যায়।

ঐ দিন আমাদের গ্রামের মোট চারখানা বাড়ী বাদে আর সব বাড়ী অগ্নিসংযোগ করে দেয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ পাক বাহিনী ঝালকাঠি থেকে গানবোট নিয়ে পুনরায় শশীদ হাটে আসে এবং হাটের উপর ক্যাম্প স্থাপন করে। ঐ দিনই পাক বাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে ২ জন লোককে হত্যা করে। তার মধ্যে একজন ছিল স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারী কালী কান্তা মণ্ডল। এই সময় পাক বাহিনী স্কুলের লাইব্রেরী লুট করে এবং ভেঙ্গেচুরে সব তছনছ করে দেয়। এবং লাইব্রেরীর ভিতরে ছাত্রদের দেওয়া রিলিফের গম পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই গরমে আগুন নেভাতে গিয়েই সেক্রেটারী সাহেব গুলি খান।

পাক বাহিনী এই সময় ১০ দিন শশীদ হাটে ক্যাম্প করে থাকে। এই সময় তারা ব্যাপক হারে নারী ধর্ষণ করে। একমাত্র আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েকে পাকবাহিনী ধর্ষণ করে। পাক বাহিনী রাত্রিতে গ্রামের ভিতর ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং কিছু কিছু মেয়েকে তারা ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং এক একজনের উপর পর পর কয়েকজন পাক পশু ধর্ষণ করে। এই সময় ১০ বছরের একটা ছোট মেয়েকে পাকবাহিনী তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং একাধারে তার উপর চলে পাশবিক অত্যাচার। পাক বাহিনী চলে যাবার পর এই মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। ৩ মাস পর্যন্ত এই ছোট মেয়েটি হাঁটতে পারতো না।

৮ মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ের উপর পাক বাহিনী এই সময় অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার চালায় যার দরুন সন্তান প্রসব করার পর সে ও সন্তান মারা যায়।

২৫ শে শ্রাবণ পাক বাহিনী দালালের সহযোগিতায় ঝালকাঠি থেকে গান বোট নিয়ে শঙ্কর ধবল গ্রামে আসে এবং আছমত আলী ও রহিনী মিস্ত্রিকে ধরে নিয়ে শশীদ গ্রামে আসে এবং সুনিল সরকার নামে এক ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় খুব বৃষ্টি নেমে পড়ে। পাক বাহিনী তখন রহিনী কুমার মণ্ডলের ঘরে আশ্রয় নেয়। এবং হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা নিয়ে খুব গান বাজনা করে এবং কলা খায়। বৃষ্টি শেষে যাবার সময় গৃহকর্তা রহিনী কুমার মণ্ডলকে গুলি করে হত্যা করে যায়। যে দুইজন লোককে তারা বন্দি করে আনে তাদের একজনকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয় এবং একজনকে শশীদ হাটে বসে গুলি করে হত্যা করে। তাকে হত্যা করার আগে খুব মারপিট করে এবং গালাগালি দেয়। যাকে এই সময় ছেড়ে দেয় তাকে বলে দেয় তোমরা জয়বাংলা বলতে পারবে না। বলবে ‘‘ জয় পাকিস্তান ’’।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বরূপকাঠি থানার অশ্বথকাঠি, জিনহার, মাদ্রা, পূর্বজলা বাড়ী, মৌশানী, জুলুহার, আতা, জামুয়া, জৌসার, গণপতিকাঠি, আরামকাঠি প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় বহু লোককে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সময় মাদ্রা গ্রাম থেকে দুইজন লোককে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অপরাধ ছিল পাক সৈন্য যখন একটা মেয়েকে ধর্ষণ করার জন্য যায় তখন তারা দুইজন বাধা দেয়। এই সময় তারা বহু মেয়েকে ধর্ষণ করে। একমাত্র স্বরূপকাঠি থানাতেই ১ হাজারের বেশী মেয়েকে পাক বাহিনী ধর্ষণ করেছে।

বিভিন্ন সময় আমাদের থানাতে প্রায় ২০০/৩০০ লোককে পাক বাহিনী হত্যা করে। স্বাধীনতার পর আটঘর কুড়িয়ানা স্কুল ঘরের পিছনে একটা পুকুরের ভিতর থেকে ১৫৬ টা মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়।

পাক বাহিনী স্বরূপকাঠি দখল করার পর স্বরূপকাঠি, কুড়িয়ানা, শশীদ, বাউকাঠি জলাবাড়ী এই সব জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে এবং এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন চালায়। জলাবাড়ী ক্যাম্প অঞ্চলে ৩৩টা গ্রাম শুধু হিন্দু বসতি ছিল, পাক বাহিনী সব গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

স্বাক্ষর/-
যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল

\ ২০৬ \

শ্রী ফনীন্দ্র ভূষণ পাল
ঝালকাঠি, বরিশাল

আমি পশ্চিম ঝালকাঠি গ্রামে গুরুচরণের পরিত্যক্ত বাড়ী হতে রাজাকার এবং পুলিশ দ্বারা ধৃত হই। পরে ঝালকাঠি থানার ওসি সেকান্দার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। উক্ত গ্রাম হতে আজহার নামক অপর এক ব্যাক্তিকে ধরে আনে। তাকে বেদম প্রহার করার ফলে তাঁর গুহ্যদ্বার দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। আমাকে থানায় নিয়ে আসে। সেদিন থানায় প্রায় ৪০ জন বন্দি ছিল। যাদের ধরে আনতো তাদের রাইফেল দিয়ে বেদম প্রহার করতো। এর ফলে আনেকের দাঁত, হাত, পা ভেঙ্গে যেত।

প্রত্যেক দিন ভোর রাতে বন্দীদের থানা হতে কিছু দূর এক বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। রাতে গোপনে একটা কমিটি বসতো ধৃত ব্যাক্তিদের সম্পের্কে। যাদের ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করতো তাদের উক্ত রাতে ছেড়ে দিত, বাকীদের বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। আমাকে যেদিন ধরে নিয়ে যায় সেদিন আজহার ও তার পুত্র মক্তিফৌজ জনাব রশিদকে ধরে নিয়ে আসে। আজহার তাঁর পুত্রের চিন্তায় খাদ্য পরিত্যাগ করে। আমি তাকে বলি যে তোমার পুত্র দেশের জন্য শহীদ হচ্ছে এবং এটা বীরত্বের কথা, সুতরাং দুঃখ পাবার কিছুই নেই। তখন তার পুত্র রশিদ বলে যে আব্বা মরে তো যাবোই, কিন্তু যাবার পূর্বে তোমার সাথে একত্রে আহার করি। উক্ত পুত্র আমাকেও তার সাথে আহার করতে হলো এবং আমাকে তাঁকে আহার করিয়ে দিতে বলে। তখন আমরা একত্রে আহার করি। তখনকার সেই দৃশ্য সহ্য করার মতো ছিলো না। সে দৃশ্য অত্যন্ত করুণ ছিলো। সে আমাকে তার পিতাকে সাহায্য করার কথা বলে। পরে উক্ত ৪০ জনকে রাতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

এরপর আমি বাড়ী যাই। পরে পাঞ্জাবী বাহিনী এসে পুনরায় শহরে লুটপাট শুরু করে এবং নারী ধর্ষণ বেশী করে। এরা মানুষকে হত্যা করে কবর দিতো। এর পূর্বে মানুষদের হত্যা করে নদীতে ফেলতো। কিন্তু তখন বিভিন্ন মিশন ঝালকাঠিতে আসতে থাকায় তাঁরা অনেক ভাসমান লাশ দেখে এবং পাক বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে সন্দেহ করে। এই জন্য তাদের হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে পাক বাহিনী চেষ্টা করেছে তাদের কৃতকর্মের নজির চাপা দিতে। পাক বাহিনী সেই সময় শহরে অবস্থিত বহু পরিবারের নারীদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর তাদের দালাল বাহিনী ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।

স্বাক্ষর/-
শ্রী ফনীন্দ্র ভূষণ পাল
১৫/৮/৭৩

\ ২০৭ \

মোঃ মেমবর আলী সরদার
গ্রাম- উত্তর তালগাছিয়া
জেলা- বরিশাল

অসহযোগ আন্দোলনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দেখিয়েছে। আমরা অফিস আদালত বন্ধ করে আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেই।

আমি গোসল করতে যাবার সময় দেখি যে দুই ব্যক্তিদের তাদের এক সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। তাদের রাস্তায় ফেলে চলে যায়।

বাগেরহাট ডাক বাংলোয় ঘাটে আমি চার/পাঁচজন মানুষকে এক সাথে হত্যা করতে দেখেছি। তার মধ্যে দুই একজন তখনো জীবিত ছিল। তারা রাস্তায় মানুষ দেখলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতো বাঁচবার আশায়। কিন্তু তাদের সাহায্য করলে পাক বাহিনী সাহায্যকরীকেও হত্যা করতো। মানুষ মুর্মূষু ব্যাক্তিকেও সাহায্য করতে পারতো না এই বর্বর পাক সেনাদের ভয়ে।

একদিন দুজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করে তারা ডাক বাংলোয় সামনে ঝুলিয়ে রেখে পিঠে কাগজ লাগিয়ে লিখে রেখেছে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় নক্সাল। তাদের পিঠ রাস্তার দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। এইভাবে মৃত ব্যক্তিদের দেখিয়ে অমানুষিক ও বর্বরোচিত কার্য করে মানুষকে ত্রাসের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছে।

একদিন দুজন যুবককে ধরে নিয়ে আসলো। শুনলাম তাঁরা মুক্তিফৌজ। পাক বাহিনীর একটি জাহাজ মাইন দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে বাগেরহাটে এসে রাত কাটানোর সময় স্থানীয় দালাল দ্বারা ধৃত হয়ে পাক বাহিনীর হাতে পড়ে। তাদের ধরে নিয়ে এসে তাদের উপর অমানষিক নির্যাতন চালায়। বেদম প্রহার করে তাদের নিকট মুক্তিফৌজের বিভিন্ন গোপন সংবাদ জানার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের গোপন তথ্য ও সঙ্গীদের নাম শত অত্যাচারেও প্রকাশ করেনি। তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও বলেছে তোমরা আমাদের মেরে ফেলতে পারো কিন্তু আমি আমরা গোপন তথ্য ও সঙ্গিদের নাম বলবো না। পাকিস্তানী সেনারা তাদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তারা জয়বাংলা বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

ওয়াপদার রেস্ট হাউজ ও ব্যারাকের সমস্ত এলাকা পাক বাহিনী দখল করে সেখানে শক্তিশালী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। আমার নিবাস ছিল উক্ত ক্যাম্পের অতি নিকটে। সুতরাং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় আমি পাক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক ও নির্যাতনের বহু দৃশ্য দেখেছি।

রায় সাহেব কিরণ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে একটি একদল পাক বাহিনী প্রবেশ করে । তারা রায় সাহেবকে তার বাড়ির গোপন স্থান সমূহ দেখাতে বলে, তিনি তা পালন করেন। পরে তাকে বলে যে ওটা কি? যখন তিনি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তখন গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার বাড়ির সমস্ত মূল্যবান জিনিস লুট করে নিয়ে যায়।

ভোলা বোস নামে এক ব্যাক্তিকে আহারের সময় গুলি করে হত্যা করে। ভোলা বোসের আহার সমাপ্ত করার অনুরোধও উপেক্ষিত হয় এই বর্বরদের কাছে।

পাক সেনারা গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল অপারেশন করে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে আসতো পাক বাহিনীর ক্যাম্পে। তাদের সারারাত ধরে অফিসারগণ উপভোগ করতো। সময় সময় নির্যাতিত মহিলাদের করুণ আর্তনাদ মাঝ রাতে শুনতে পেতাম। পরে তাদের হত্যা করতো বলে মনে হয়।

সাধারণ সৈন্যগণ দিনের বেলায় প্রকাশ্যে শহরের বস্তি এলাকায় গমন করতো এবং বস্তি এলাকার মহিলাদের উপর জোর করে পাশবিক অত্যাচার চালাতো। এই দৃশ্য কখনো যদি কোন পথচারীর দৃষ্টিতে পড়ে যেত তাহলে উক্ত পথচারীকে বেদম প্রহার করতো। এইভাবে তারা মহিলাদের উপর নির্যাতন চালাতো।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মেমবর আলী সরদার
৮/৮/৭৩

\ ২০৮ \

সুধা রাণী বসু
গ্রাম- ছাচলেপুর
ডাকঘর- পিংড়ী
থানা- ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৩৭৮ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝালকাঠি থানা হতে ১৪ জন বাঙালি পুলিশ স্থানীয় শান্তি কমিটির দালালসহ ছাচলেপুর গ্রাম অপারেশনে যায়। সকাল বেলা পুলিশগণ আমার পিতার বাড়ী আক্রমণ করে এবং তা জ্বালিয়ে দেয়। আমরা সবাই নিকটস্থ জঙ্গলে পালিয়ে যাই। আমি আমার বড় মেয়ে সমবাতী বসুকে নিরাপত্তার জন্য মোতাহার গোমস্তার বাড়ীতে রেখে দেই। পুলিশেরা পরে উক্ত বাড়ীতে গিয়ে মোতাহারের সাহায্য আমার মেয়ে এবং অপর দুজন মেয়ে কমলা রানী দাস (বয়স ১৭) ও কল্পনা রাণী দাসকে (বয়স ১৮) ধরে নিয়ে যায়। পরে মেয়েদের খুঁজতে গিয়ে দেখি যে কমলা ও কল্পনাকে গুলি করে বিষখালি নদীর পারে হত্যা করেছে এবং সমাকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছে। এছাড়াও আমার আত্মীয় দুর্গাশংকর দাসকেও গুলি করে হত্যা করে। আমরা পরে উক্ত লাশ দেখতে পাই। উক্ত মেয়েদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এই পুলিশ বাহিনী।

তার পরের দিন পূর্বোল্লিখিত পুলিশগণ পুনরায় উক্ত গ্রামে অপারেশনে যায়। তখন আমার স্বামী নদী পার হয়ে পিংড়ি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখান হতে অন্যত্র চলে যায়। বহু দিন তার কোনো সংবাদ জানতে পারিনি। পুলিশের ভয়ে আমরা জীবিত দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে চৌকিদার বাড়ীর জঙ্গলে আশ্রয় নেই। আমি আমার ছোট ২ পুত্র এক স্থানে গোপন করে থাকি। অন্যত্র আমার দুই মেয়ে আত্মগোপন করে থাকে। চৌকিদার তখন উক্ত পুলিশদের বলে যে এই হচ্ছে লিডার সঞ্জীবের মা, একে ধরো। তখন পুলিশরা আমাকে ধরে ফেলে এবং ওসি বলে থানায় যেতে হবে।

সেই সময় আমার সঙ্গের মেয়েটি পুলিশকে বলে আমাদের মেরো না, আমার কাছে টাকা আছে নিয়ে যাও। তখন পুলিশ তার নিকট হতে ৩০০০/০০ (তিন হাজার) টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের থানায় নিয়ে আসে। আমার অপর দুজন মেয়ে অসহায় হয়ে যায়। তাঁরা আশ্রয়ের জন্য ঘুরতে থাকে কিন্তু ভয়ে কেউ আশ্রয় দিতে স্বীকার হয়নি। একজন তাদের কান্না দেখে সদয় হয়ে তার বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। যাহোক আমাকে থানায় নিয়ে এসে প্রায় দেড় মাস আটকে রাখে। তখন নিম্নে বর্ণিত দৃশ্যগুলি দেখেছি।

থানা হতে পুলিশরা বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন চালিয়ে নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং রাত তিনটার দিকে তাদের হাত বেধেঁ দলবদ্ধ ভাবে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। ভোর চারটার দিকে সুগন্ধা নদীর তীরে এবং থানা হতে কিছুটা দূরে বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। আমি থানা হতে বহু মানুষের চিৎকার ও করুণ আর্তনাদ শুনেছি। কাউকেউ রক্ষা করেনি।

অনেক মানুষকে থানা হতে ঝালকাঠি মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যেত এবং সেখান হতে যখন উক্ত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতো তখন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পোড়া ক্ষতের চিহ্ন দেখেছি। পাক বাহিনী লোহার রড গরম করে উক্ত ব্যাক্তিদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতো। পরে তাদের থানাতে এনে রাতে উক্ত বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত।

একদিন প্রায় ৯৫ (পঁচানববই) জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। প্রত্যেক দিন ধৃত ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু সেই দিন তাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে লাইন করে হত্যা করেছে। সকালে একজন

পুলিশ এসে তৎকালীন সিআই (পুলিশ) কে জানায় যে ৯৫ (পঁচানববই) জনের মধ্যে একজন জীবিত আছে। তখন উক্ত সি,আই উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। প্রত্যেক দিন এই ভাবে ভোর রাতে ধৃত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। সিআইএর নির্দেশে এই এক মাসে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) লোককে উক্ত বদ্ধভূমিতে হত্যা করেছে বলে আমার মনে হয়।

আমার নিকট হতে ৩৮ ভরি সোনা এবং ৫০০ টাকার বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি তখন নিজ বাড়ীতে চলে যাই। আমি আসার পর আমার স্বামীর সাথে দেখা হয়নি। আমার পুত্র সঞ্জীব মুক্তিফৌজ হওয়ায় তার খোঁজ পাইনি। বড় ছেলে দীলিপের সংবাদও পাইনি। এইভাবে এক মর্মান্তিক ও করুণ অবস্থায় আমার দিন কেটেছে। স্বাধীনতার পর সবাই একত্রিত হই।

স্বাক্ষর/-
সুধা রাণী বসু
১৩/৮/৭৩

\ ২০৯ \

আজাহার আলী

গ্রাম- গবিন্দ ধবোল, ডাকঘর- কীর্ত্তিপাশা
থানা- ঝালকাঠি, জেলা- বরিশাল

১৯৭১ সালের ২৭শে এপ্রিল পাক বাহিনী ঝালকাঠি শহরে আসে। এসেই তারা ঝালকাঠি শহরে আগুন দিয়ে সমস্ত শহরটা পুড়িয়ে দেয় এবং গণহত্যা শুরু করে। পাক বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আমার ছেলে মোঃ সাত্তার নিজ গ্রামে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে ৭ই আষাঢ় বেশাই খান গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐ দিন ঝালকাঠি ও স্বরূপকাঠি থানার পাক বাহিনী বেশাই খান গ্রামে গিয়ে উক্ত গ্রামটা সম্পূর্ণ ঘিরে নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। তারপর পাক বাহিনী হতে আমার ছেলে সাত্তারসহ মোট ৫৫ জন যুবক ছেলেকে ধরে। এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে রাইফেল কোথায়? শরোজ বাবু কোথায়? এই কথা বলতে থাকে আর কিল, ঘুষি, লাথির পর লাথি, বেতের লাঠি দিয়ে প্রহার আর বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রহার করার পর তাদের মধ্যে হতে ১৩ জনকে একটা খালের পারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে। আর ৪২ জনকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝালকাঠি নিয়ে আসার সময় গান বোটে বসে সবার সামনে সাত্তারের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেয়োনেট দিয়ে ফেঁড়ে ফেঁড়ে নাইট্রোজেন এসিড মাখিয়ে দেয়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এখনো বলো শরোজ কোথায়, তার পরিবার কোথায় এবং মুক্তিবাহিনী কোথায়? সাত্তারের শরীরের এসিড মাখিয়ে দেয় আমাদের স্থানীয় এলাকার দুইজন কুখ্যাত মুসলিম লীগের দালাল চেয়ারম্যান আজহার কারিগর ও শাহাজউদ্দিন সরদার (সাজি)। তারপর তাদেরকে থানায় নিয়ে এসে হাজত ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। পরদিন সকাল বেলা আমি বাজারে এসে শুনতে পাই যে আমার ছেলে সাত্তারকে স্থানীয় দালালদের নির্দেশে পাক সেনারা তাকে ধরে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে গেছে এবং ভীষণ প্রহার করেছে। তারপর আমি থানায় চলে যাই এবং আমার ছেলে সাত্তারের সাথে দেখা করি। সাত্তার তখন আমাকে বলে পাক সেনারা আমাকে গুলি করে না মারলেও দালালরা আমাকে রক্ষা করবে না। তাই আপনি তাদের কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চেয়ে দেখেন তারা কি বলে। আমি দালালদের নিকট চলে আসি এবং তাদের পায়ের উপর কেঁদে পড়ে আমার ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইলে তারা আমাকে লাথি দিয়ে দূরে ফেলে দেয় এবং বলে আগামীকাল সকাল বেলা এসো। তারপর আমি বাড়ী চলে যাই। ঐ দিন রাত্রিতে আমার ছেলে সাত্তারসহ ২৮ জনকে নদীর ধারে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে লাইন করে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন ভোরে আমি তাদের নিকট গেলে তারা আমাকে বলে তুমি গত রাত্রিতে গুলির শব্দ শোন নাই? তোমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। একথা শোনার সাথে সাথে আমি অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে যাই। ২০/২৫ মিনিট পর আমার জ্ঞান ফিরলে আমি সাত্তারের লাশের জন্য থানায় অনুমতির জন্য যাই। তখন থানায় পুলিশকে নির্দেশ দেয় আমাকে গুলি করতে। এবং আরও বলে সে যদি এখান হতে চলে না যায় তাকে গুলি করে হত্যা করবে। তারপর আমি সেখান হতে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যাই। আমার ছেলের মরা লাশ সেখানে পড়ে থাকে। আমি বাংলাদেশের একজন গরীব কৃষক। দু'টা ছেলের মধ্যে মাত্র একজন ছেলে বর্তমানে বেঁচে আছে। মাত্র দুই বিঘা জমি আমার। কিন্তু সংসারে ৭/৮ জন লোক। অতি কষ্টে ছেলেটাকে বি, এ, পর্যন্ত পড়া লিখা শিখিয়েছিলাম। সে ছেলেকেও হারালাম।

স্বাক্ষর/-
আজহার আলী
১৭/৮/৭৩

\ ২১০ \

আজহার আলী মিঞা
গ্রাম- পশ্চিম ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

রশিদ ও মানিক হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর দালালরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাদের সমস্ত শরীরে আঘাত করে। আঘাত করার দরুন তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর তাদেরকে ঝাল কাঠি থানায় নিয়ে আসে। থানায় কিল, ঘুষি, লাথি, এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান চাকু দিয়ে কুচা কুচা করে কেটে লবণ দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হাজত ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখে। আর ঐ দিনই ৩০/৪০ জন পুলিশ রাজাকার, মিলে মুসলীম লীগের দালালের নির্দেশে আমার বাসা ঘেরাও করে ৪/৫ রাউণ্ড গুলি করার পর বাসার মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমাকে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ধরে ফেলে। এবং আমার বাড়ীঘর লুটপাট শুরু করে দেয়। তখন তাদের মধ্য হতে একজন হাবিলদার পুলিশ লুট করা বারণ করলে তারা লুট বন্ধ করে দেয়। তারা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে এ্যারেষ্ট করে। ঝালকাঠি থানায় নিয়ে আসার সময় ঝালকাঠি খেওয়া ঘাটে তাছোনউদ্দিনের চায়ের দোকানে বসে আমার ঘাড়ে, হাঁটুতে, হাতের তালুতে ও পায়ের তালুতে এবং শরীরের প্রতিটি গাইটে রাইফেলের বাঁট দিয়ে, বেতের লাঠি দিয়ে এবং বুট দিয়ে আঘাত করে যার দরুন শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এবং আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার ২০/২৫ মিনিট পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলে একটা রিক্সায় করে আমাকে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে আসে। যখন আমাকে প্রহার করতো তখন শুধু আমাকে বার বার বলতো এমন ছেলে জন্ম দিয়েছ যে সে আজ পাকিস্তানের শত্রু আমি থানায় এসে দেখতে পাই যে, আমার ছেলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় হাজতের মধ্যে আধমরা অবস্থায় পড়ে আছে। আমাকে থানায় নেবার পর আমার ছেলে রশিদ ক্যাপ্টেন আজমতের সাথে কথা বলতে চায়। একজন পুলিশ রশিদকে ক্যাপ্টেন আজমতের নিকটে নিয়ে যায়। রশিদ ক্যাপ্টেনকে জানায় যে, ‘‘আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতা তো আর আপনাদের সাথে যুদ্ধ করে নাই। এর জন্য তো আমার পিতা দায়ী নয়। তাকে কেন আপনারা নির্যাতন করেন’’? তারপর ক্যাপ্টেন কিছু সময় চিন্তা করে আমাকে হাজত হতে মুক্তি দেয় এবং আমার ছেলেকে হাজতে নিয়ে রেখে দেয়।

আমাকে মুক্তি দেবার পর আমি আমার ছেলের সাথে দেখা করি। তারপর চোখের জল ফেলতে সেখান হতে বের হয়ে আসি। তার দুই দিন পর অর্থ্যাৎ ১৯ তারিখে রাত্রি দুইটার সময় নদীর ধারে আরো ১২ জন সহ মানিক ও রশিদকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর তাদেরকে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

স্বাক্ষর/-
আজহার আলী মিঞা
১১/৮/৭৩

\ ২১১ \

শ্রী রমেন কর্মকার (রঙ্গ)
ঝালকাঠি
জেলা- বরিশাল

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাক বাহিনী ঝালকাঠি চলে আসে। এসেই তারা ঝালকাঠি শহরে লুটপাট শুরু করে। আগুন জ্বালিয়ে ৯০% দালান ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী ঝালকাঠি আসার একদিন পূর্বে আমরা তারপাশা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেই।

এপ্রিল মাসের ২৫/২৬ তারিখে ঝালকাঠি হতে প্রায় ৭০/৮০ জন পাক সেনা তারপাশা অপারেশনে যায়। পাক সেনারা সংবাদ পেলে আমরা তারপাশার একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি। তারা একজন মুসলিম লীগের দালালের সহযোগিতায় উক্ত জঙ্গল ঘেরাও করে গোলাগুলি শুরু করে দেয়। ফলে আমরা প্রাণ রক্ষার জন্য ছুটাছটি করে পালাতে চেষ্টা করলে আমাদের ১০ জন ছেলেকে তারা ধরে ফেলে। এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, “ তোম্ মুসলমান হ্যায় ? কালেমা বাতাও”। আমরা উত্তর করি আমরা মুসলমান কিন্তু তারা আমাদেরকে দুই হাত বেঁধে ঝালকাঠি নিয়ে আসে। এবং থানা কাউন্সিলে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। অতঃপর হাত, পা লাইটপোষ্টের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে পা উপর দিকে, মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে প্রত্যেককে বালতি ভর্তি পানির মধ্যে মাথা ডুবিয়ে রাখে ও বেতের লাঠি, লোহার শিক ও বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শরীরে আঘাত করার দরুন আমাদের মধ্যে ৪/৫ জন অজ্ঞান হয়ে যায়। আঘাতের দরুন আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকে। তারপর পুলিশ দিয়ে আমাদেরকে থানায় নিয়ে যায়। পিটানোর সময় আমাদেরকে শুধু বলতে থাকে মুক্তিফৌজ কোথায়? এই বলে, আর প্রহার করে। আমাদেরকে থানায় নিয়ে এসে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এবং ভোর রাত্রি চারটার সময় দু’জন করে একত্রে বেঁধে মোট ৮ জনকে গুলি করে হত্যা করে। উক্ত দলের মধ্য হতে আমাকেও নিতাইকে হাজতের মধ্যে রেখে দেয়। এই ঘটনা ঘটার দুই দিন পর আমাকে ক্যাপ্টেনের নিকট হাজির করে। এবং ক্যাপ্টেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোর কোন বোন আছে? আমি উত্তর করি আমার তিনটা যুবতি বোন আছে। ক্যাপ্টেন আমাকে বলে আমি তোকে ছেড়ে দিব তুই তাদেরকে নিয়ে শহরে আসবি। আমি তোকে ঘরবাড়ী টাকা-পয়সা সব দিব। আমি তার কথায় রাজী হয়ে যাই এবং আমাকে ও আমার চাচাতো ভাই নিতাইকে ছেড়ে দেয়। তারপর আমরা ছাড়া পেয়ে চলে যাই এবং তাদের সাথে আর দেখা না করে পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটাতে থাকি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আবার আমি ঝালকাঠি চলে আসি।

স্বাক্ষর/-
রমেন কর্মকার
১৮/৮/৭৩

\ ২১২ \

সন্তষী বালা ঢালী

গ্রাম- সুবিদপুর, ডাকঘর- পাশসাতরিয়া
থানা- কাউখালী, জেলা- বরিশাল

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে পাক সেনারা আমাদের গ্রামে গিয়ে (নিলতাগ্রাম) সমগ্র গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে লুট করে তারপর সমগ্র গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। লোক পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করেছে। ছোট ছোট বাচ্চা ধরে আগুনে ফেলে হত্যা করেছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ পাক সেনারা আবার আসে। গ্রামের লোকজন মনে করে যেহেতু নিলতাগ্রাম একবার পুড়িয়েছে সেহেতু সেখানে আর পাক সেনা আসবে না। তাই সমস্ত আশেপাশের লোক ঐ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকসেনারা রাজাকার মারফত এ খবর পেয়ে যায়। পাক সেনারা সমস্ত নিলতাগ্রাম ঘিরে ফেলে লুট করার পরে জ্বালিয়ে দেয় একই সাথে ২০ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে ও পাশবিক অত্যাচার চালায়।

ঐ তারিখে আমার স্বামী পালিয়ে এক পুকুরের ভিতর মাথা উঁচু করে ছিল। পাক সেনারা খুঁজতে খুঁজতে জল থেকে উঠিয়ে আনে এবং ঐ পুকুরের পাড়েই ভীষণভাবে মারধোর করে। হিন্দু বলে অকথ্য গালাগালি করে, অত্যাচার চালায়, পরে গুলি করে ওখানেই হত্যা করে। আমার স্বামীকে হত্যা করে পাক সেনারা আমার বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীঘর সব জ্বালিয়ে আমার দু'টো শিশু সন্তানকে হত্যা করতে নিয়ে যায়। আমি পা চেপে কান্নাকাটি করলে টাকা চায়। আমার ২০০.০০ টাকা, ২ জোড়া রিং এবং একটি আংটি ছিলো (সোনার) সেগুলো সব দিলে আমার ছেলেদের ছেড়ে দেয়।

চিড়েপাড়া থেকে পাক সেনারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় ভোগের জন্য। নিলতা গ্রামে পাটি তৈরী করে এমন একটি লোকের বাড়ী ঢুকে লুট করে বাড়ী জ্বালিয়ে দেয় তারপর স্বামীকে গুলি করতে গেলে স্ত্রী ছুটে গিয়ে পাক সেনাদের পা জড়িয়ে ধরে বলে আমার বাড়ীঘর সব গেছে এখন স্বামীকে মারবার আগে আমাকে মারো। সাথে সাথে পাক সেনারা মেয়েটির উপর অত্যাচার করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে পরে স্বামীকেও গুলি করে হত্যা করে। তারা অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। গন্ধর্ব গ্রামে পাক সেনারা গিয়ে গ্রাম জ্বালিয়ে বহুজনকে কুড়াল দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ধর্ষিতা হয়েছে অসংখ্য নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর আমি গ্রামে গ্রামে পালাতে লাগলাম ছেলে দুটিকে নিয়ে। মাইলের পর মাইল না খেয়ে হেটে বহু কষ্টে শিশু সন্তান দুটি নিয়ে ৫ই শ্রাবণ ভারতে যাই। সেখানে বিলাসপুর চক্রবাটা ক্যাম্পে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ গ্রামে ফিরে আসি।

টিপসহি/-
সন্তষী বালা ঢালী

\ ২১৩ \

মোঃ খালেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
পানি উন্নয়ন, ভোলা, বরিশাল

৫ই মে পাক সেনারা ভোলাতে আসে। পাক সেনারা আমাদের ওয়াপদা কলোনীতে সেনানিবাস তৈরী করে। মেজর থাকতো ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে। মে মাসেই শান্তি কমিটি গঠন হয়। জুন মাস থেকে রাজাকারে লোক ভর্তি শুরু হয়। ৬ই মে মেজর ইয়াহিয়া অফিসারদের নিয়ে সভা করে। সবাইকে দেশের জন্য কাজ করতে বলে এবং এও বলে হিন্দু এবং আওয়ামী লীগ এদের সব ধ্বংস করা হবে। ৭/৮ ই মে গাজীপুরের রোডে ৩/৪ জন হিন্দুকে পাক সেনারা গুলি করে হত্যা করে। এর পর পরই পাক সেনারা নিয়মিতভাবে লোক ধরে দুষ্কৃতকারী বলে হত্যা করতো। হত্যার স্থান ছিল ভোলা খেয়াঘাট, ওয়াপদা কলোনী এবং শিবপুর মেঘনায় পাড়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি আসে ভোলাতে। সকালে উঠে দেখলাম একটি আর্মি নেই কলোনীতে। কোথায় গেছে জানতে পারলাম না। বিশ্ব ব্যাংকের লোক সব খবর নেয়। খাদ্যের অবস্থা, পাক সেনারা কেমন অত্যাচার করেছে ইত্যাদী। তাঁরা আমাদের রেষ্ট হাউসে তিন দিনের মত ছিলেন আবহাওয়া খারাপ ছিল বলে। আমি এক ভদ্রলোককে অবস্থা বুঝিয়ে বলি। শিবপুর মেঘনার পাড়ে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, এখনও ২/৪টি মৃতদেহ পড়ে ছিল, তারা তার ছবি তুলে নেয়, এবং অবস্থা মোটামুটি বুঝতে পারে। আমি পাক সেনাদের হত্যা দেখে বিচলিত ছিলাম। আমার পকেটে সব সময় রিবলভার থাকতো। যে কোন অবস্থার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতাম।

পাক সেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে লোক ধরে আনতো তারপর এখানে তাদের গুলি করে হত্যা করতো। সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাস থেকে হত্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কারণ ঐ সময় থেকেই বিভিন্ন থানাতে মুক্তি বাহিনীর তৎপরতার শুরু হয়। জুন/জুলাই মাসে কাজের জন্য আমাকে বিভিন্ন থানাতে যেতে হতো। গাড়ী দেখে প্রথমে মানুষ পালাতো কিন্তু পরে আমাকে দেখে কাছে আসতো। অক্টোবর মাসে হত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়। সৈন্যরা বাস থামিয়ে লোক নামিয়ে হত্যা করতো। গুজব রটলো মুক্তিবাহিনীর লোক কালো গেঞ্জি পরিধান করে। তারপর দেখা গেল খান সেনারা কালো গেঞ্জিওয়ালা লোক দেখলেই ধরতো, অত্যাচার করতো ও হত্যা করতো।

যাদেরকে ধরে আনতো তাদের খেতে দিত না, পরে হাত, পা বেঁধে গরু পিটানো পিটাতো যতক্ষন জ্ঞান থাকতো। পিটিয়ে অনেককে হত্যা করতো। শেষের দিকে খান সেনারা গুলি খরচ করতো না কলোনীর একটি ঘরে জবাই করতো। স্বাধীনতার পর ঘরটি দেখলাম চাপ চাপ রক্তে ভরা। আমি দেখেছি জবাই করে টানতে টানতে একটি গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রাখতো। এই ভাবে আমার ধারণা, ২০০০ লোককে তারা হত্যা করেছে।

পাক সেনারা বহু মেয়ের উপরও পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। অনেক সময় বলতো দুষ্কৃতকারীরা ভারতীয় সিপাইয়ের পাল্লায় পড়ে এরকম কাজ করেছে এদেরকে খতম করবোই। মুক্তি বাহিনী আমাদের শত্রু ওদেরকে খতম করতে হবে। পাক সেনারা প্রচুর পয়সা নিয়ে অনেক লোক ছেড়ে দিয়েছিল। বোরহানউদ্দিন এবং দৌলতখান থানা দুটিতেই পাক সেনারা অত্যাচার চালিয়েছে ব্যাপক। মুক্তি এবং মিত্র বাহিনীর চাপে ৯ই ডিসেম্বর পাক সেনারা ভোলা থেকে পালিয়ে যায়। শোনা যায় চাঁদপুরের কাছে মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মেজরসহ সবাই নিহত হয়।

স্বাক্ষর/-
মেঃ খালেদ
১২/৯/৭৩

\ ২১৪ \

মোঃ ফরিকুর রহমান
কালীবাড়ী সড়ক
ভোলা, বরিশাল

পাক সেনারা ভোলায় আসার পরপরই মানুষ খুন করে। মেয়ে ধরে এনেও পাশবিক অত্যাচার করে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি রাত ২টায় হঠাৎ আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। ১০ জনের মত খান সেনা একজন রাজাকার এবং বাঙ্গালী ড্রাইভার। তারা প্রথমে আমার আব্বার সাথে কথা বলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি উপর থেকে নীচে নেমে আসি। সুবেদার সিদ্দীক আমাকে বন্দী করে গাড়ীতে তোলে। গাড়ীতে ডাঃ ফজলে হোসেন (এম, বি, বি, এস,) কে বন্দি অবস্থায় দেখলাম। গাড়ী মাকছুদুর রহমান এ্যাডভোকেটের বাড়ী যায় তাকে ধরার জন্য কিন্তু তাকে না পেয়ে গাড়ী চলতে থাকে। রাইফেল পড়ে গিয়ে সিদ্দীক সুবেদারের পায়ের নখ উঠে যায় এবং রক্তপাত হতে থাকে। আমি এবং ডাক্তার মিলে তাড়াতাড়ি করে জয়নাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে যত্ন করি। সুবেদার মন একটু নরম হলো বুঝলাম। গাড়ীর ড্রাইভারকে বললো গাড়ী খেয়াঘাট যাবে না, ওয়াপদা নিয়ে চলো। খেয়াঘাট মানেই মৃত্যু ছিল। বুঝলাম, আপাততঃ বেঁচে গেলাম। অতঃপর তারা আমাদের ২ জনকে ওয়াপদা কলোনীতে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে আটকে রাখে। বাইরে পাহারা থাকে। পরদিন চা নাস্তা খাইয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাবার পর জিজ্ঞেস করে 'মুক্তি বাহিনী কোথায়, বল।' আমরা জানি না বললে ভীষনভাবে মারধোর করে। আমরা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ি তখন জেলে নিয়ে আটকে রাখে। আমি এবং ডাক্তার শহরে মোটামুটি পরিচিত ছিলাম। প্রতিবাদে শহরের সকল দোকান পাট বন্ধ হয়। রিক্সাসহ সমস্ত শহর অচল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার আত্মীয়স্বজন আমাদের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। টাকা দিলে তাদের মন কিছুটা নরম হয়। শান্তি কমিটি শহরের এই অবস্থায় অধিবেশন ডাকে এবং আমাদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের যেখানে রেখেছিলো সেখানে অনেক রক্ত এবং রক্তমাখা জামা দেখলাম। ২দিন রাখার পর অত্যাচার করেও কোন কথা যখন বের করতে পারেনি তখন আমাদের ২ জনকে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ি চলে আসি। ১০/১২ দিন পর মিলিটারীর একান্ত সহকারীর মারফত খবর পেলাম আমাকে আবার ধরার ষরযন্ত্র করছে। আয়ুবী আমলে আমি ডি পি আর এর আসামী ছিলাম ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বলে।

আমি গোপনে নৌকা ভারা করে বরিশাল পালিয়ে যাই এরপর আর ভোলাতে আসিনি। ভোলা শত্রুমুক্ত হলে আমি ভোলাতে ফিরে আসি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ ফরিকুর রহমান
১৩/৯/৭৩

\ ২১৫ \

শ্রী বিমল কৃষ্ণ দাস
সরকারী স্বাস্থ্য সহকারী
ভোলা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র
ভোলা, বরিশাল

২৮শে মে রাজাকাররা রাত ১২টার দিকে আমাদের গ্রামের বাড়ী ঘিরে ফেলে। লোকজন দেখে ভাবলাম গ্রামে পাহারা দেয় তারাই হয়তো আসছে। দারোগা এসেই আমার নাম জিজ্ঞাসা করে। নাম বলার সাথে সাথে আমাকে আটকাতে বলে। রাজাকারদের মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত এবং ২ জন আমার সহপাঠী ছিল। আমাদের বাড়ী ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করে বলে তোমাদের কাছে বন্দুক আছে তোমরা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছো। আমার দাদা বিজয় ভূষণ দাস (২) আমি (৩) ব্রজমোহন দাস (জ্যাঠা) (৪) হরিপদ দাস (কাকা) (৫) সুনীল কুমার দাস (খুড়তুতো ভাই) (৬) সহদেব হালদার (কৃষাণ বাড়ীর) (৭) যোগেন্দ্র বৈদ্য (৮) শ্যামল কৃষ্ণ দাস (৯) সেয়দ আহম্মদ (১০) রুহুল আমীন (১১) ইনা আলী। দারোগা সবাইকে থানায় নিয়ে যায়। পথে বালক বলে শ্যামল কৃষ্ণ দাস, রুহুল আমীন এবং ইনা আলীকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের ৮ জনকে থানায় নিয়ে আসে। পথে জনৈক রাজাকার বলে তোমার জ্যাঠাতো বোনকে দিলে সবাইকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। আমি অস্বীকার করলে আমার জ্যাঠাকে বলে। জ্যাঠা মহাশয় বলেন, 'আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও মেয়ের ইজ্জত দিতে পারবো না, টাকা নিতে পারো।' রাজাকাররা ক্ষিপ্ত হয়ে সবাইকে হাজতে আটকে রাখে। ২৯শে মে সকালে রাজাকার আবার এসে আমার বোনকে চায়। আমি অস্বিকার করি। রাজাকার ফিরে যায়। আমার বৃদ্ধ আর এক জ্যাঠা দারোগাকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে সে বলে, ক্যাপ্টেন বরিশাল থেকে ফিরলে তখন দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন ছিল কায়ানী। ২৯শে মে ভোলা ডাক বাংলাতে শান্তি কমিটির সভা বসে আমাদের নিয়ে। বরিশাল থেকেও জেলা শান্তি কমিটির লোক আসে আমাদের বিষয়ে। বরিশালে শান্তি কমিটির পুরাতন অনেকেই আমার বড় জ্যাঠাকে চিনতো। তারা এসে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। আমি একটু আশ্বাস পেলাম হয়তো বাঁচবো।

৩০শে মে সকাল ১০ টার দিকে ক্যাপ্টেন নিজে ১০/১২ জন খান সেনা নিয়ে আমাদের দেখতে যায়। আমার ভাইপো ৭/৮ বছর বয়স, ক্যাপ্টেনের পা ধরে খুব কান্নাকাটি করলে ক্যাপ্টেন বলে আচ্ছা ছেড়ে দেবো। আমাদের শিবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সেক্রেটারী ইলিয়াস মাষ্টারকে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করতে নিষেধ করে। আমার জ্যাঠা ডাঃ শশী ভূষণ দাস দারোগাকে ৫০০০ টাকা দিতে রাজী হলে সে বলে, 'কালকে আসবেন'।

পাক কর্তৃপক্ষ একটি ব্যাজ দেন (সি, এস)। এই ব্যাজ কমন সারভেন্ট, সাধারণ কৃষক, মুচি, মেথর, নাপিত এদের দেওয়া হতো। আমাদের বাড়ীর কৃষক হিসেবে ব্রজমোহন দাস, হরিপদ কুমার দাস এবং সুনীল কৃষ্ণ দাসের নামে ব্যাজ দেবার জন্য তারা টাকা নেয়। ব্যাজ বুকে থাকলে পাক সেনারা ধরবে না বা গুলি করবে না।

৩০শে মে রাত ৮-১৫ মিঃ ক্যাপ্টেনসহ ১৪/১৫ জন খান সেনা আসে। আমাদের ৫ জন করে হাত বেঁধে ২টি দলে ১০ জনকে গাড়ীতে তোলে। আমাদের ৮ জন ছাড়া আর ২ জন ছিল বাপতা গ্রামের অনিল এবং চরফ্যাশনের আর একজন।

তারা আমাদেরকে বরিশালে নিয়ে যাবার নাম করে ভোলা খেয়াঘাটে নিয়ে যায়। আমাদের ৫ জনকে ট্রাকে বসিয়ে রেখে অপর ৫ জনকে নদীর কূলে নামিয়ে আমাদের সামনে এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। ঐ পাঁচ

জনের দলে আমার খুড়তুতো ভাই তখনো মরেনি, ‘মা’ ‘মা’ করে কাঁদছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। ঐ অবস্থায় সারা রাত থেকে পরদিন আমার ভাই মারা যায়। আমাদেরকে তীরে নামিয়ে এক একজনের জন্যে ২ জন করে সেনা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমাদের বললো জ্বলে নামতে। খান সেনারা চায়না অটোমেটিক রাইফেল প্রস্তুত করতে থাকে। আমি বলি, দাদা, সময় যায় ঝাঁপ দে। দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমরা ৫ জন নদীতে ঝাঁপ দেই। খান সেনারা গুলি চালায়। আমরা টানাটানি করে হাতের দড়ি খুলে ফেলি। আমি সাঁতার দিয়ে নদীর ওপারে চলে যাই। দাদা আর এক দিকে চলে যায়। গুলি অনবরত চলছে আর খান সেনারা গালাগালি করছে। একটি কারগো লঞ্চ দাঁড় করানো ছিলো তারা তাকে ডাকতে থাকে। আমি তীরে উঠে ক্রলিং করে ধান ক্ষেতের দিকে পালাতে থাকি। সাত মাইল দূরে টুংচর গিয়ে পৌছাই এক আত্মীয়ের বাড়ী। ওখানে ২দিন থাকি। জানাজানি হয়ে গেলে বালিয়া গ্রামে পালিয়ে যাই এক বন্ধুর বাড়ী। ওখানে কওছর হাওলাদারের (প্রাইমারী শিক্ষক) বাড়ীতে ২ মাস থাকি। পরে আমার আহত দাদার খোঁজ পেলাম। জানতে পারলাম আমাদের ৫ জনের মধ্যে ৩ জন বেঁচে গেছি, ২ জন মারা গেছে।

গ্রামে গ্রামে পালিয়ে দিনের পর দিন জলের ভিতর থেকে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে গিয়ে পৌছাই। তারা আমাদের বাড়ীঘর সব লুট করে নিয়ে যায়। আমাদের গ্রামের রাজাকারদের সহযোগিতায় তারা সমস্ত গ্রামের হিন্দু পরিবারদের ধ্বংস করে। তারপর দেশ মুক্ত হলে আমি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসি।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বিমল কৃষ্ণ দাস
১৩/৯/৭৩

\ ২১৬ \

আব্দুল করিম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পিরোজপুর কলেজ,
পটুয়াখালী

মে মাসে পাক বাহিনী পাথরঘাটা যায়। ঐ দিনই ৯ জন হিন্দুকে গুলি করে হত্যা করে। সি, ও, (রেভ), পুলিশ জমাদার, এদেরকেও গুলি করে হত্যা করে। কনষ্টেবল পালাবার চেষ্টা করলে তাকেও হত্যা করে। আমি পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকি। সমস্ত পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক সেনাদের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, অধ্যাপক করিমকে ধরে দিতে পারলে নগদ দশ হাজার টাকা এবং একটি রিভলবার পুরস্কার দেওয়া হবে। এ সংবাদ যখন পেলাম তখন আরও ভীত হয়ে পড়ি।

তারপর আমি পিরোজপুর পালিয়ে আসি। পাথরঘাটা থানাতে ১০০-এর বেশী লোককে পাক বাহিনী হত্যা করে। অত্যাচার চালায় ব্যাপকভাবে। চরদুয়ানী, কালিবাড়ী, কাঁঠালতলী, পাথঘাটা ইত্যাদী এলাকা পাক বাহিনী ধ্বংস করে। প্রথমে লুট করে, পরে জ্বালিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সময় পাক বাহিনী অপারেশনে গিয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার চালায়। লক্ষণ চন্দ্র দাস নামে এক ব্যবসায়ী ৫ ছেলে ২ মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিল। দালালরা সুন্দরবন এলাকা থেকে লক্ষণ দাসসহ পাঁচ ছেলেকে ধরে আনে। অকথ্য অত্যাচার চালাবার পর তাদেরকে বরগুনা মহকুমাতে পাঠায়। সেখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছেলে, তারপর লক্ষণ দাস, তারপর ছোট্ট দুটি ছেলেকে লাইন দিয়ে দাঁড় করায়। পরপর তিনটি ছেলেকে গুলি করে মারলে লক্ষণ দাস হার্ট ফেল করে মারা যায়। পাক সেনারা কি মনে করে ছোট দুটি ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখে। তারপর ওদেরকে মুসলমান করে পাথরঘাটাতে পাঠিয়ে দেয়। একটির বয়স ৭/৮ আর একটির ১০/১১ বৎসর হবে। অনেককেই এভাবে পাক সেনারা শেষ করেছে। কনক নামে এক ভদ্রলোককে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে তারই সামনে গুলি করে হত্যা করেছে। প্রাইমারী শিক্ষক আব্দুল মালেক ও তার ছেলে শাজাহানকে মুক্তি বাহিনীকে সহযোগিতা এবং স্পাইং করার জন্য পাক সেনারা বাপ-ছেলেকে এক সাথে গুলি করে হত্যা করে।

আমি পালিয়ে এসে পিরোজপুর তৃতীয় হাকিম আব্দুল মান্নান হাওলাদারের সাথে সব কথা বলি এবং বাঁচার উপায় বলতে বলি। পিরোজপুরের চার্জে তখন ক্যাপ্টেন এজাজ। মান্নান সাহেব বললেন, যদি এজাজকে আয়ত্তে আনতে পারো তাহলেই বাঁচা সম্ভব। এজাজের ছিল ক্লাবে যাওয়া অভ্যাস সেই সাথে জুয়ার ও আমি ক্লাবে গিয়ে তাস নিয়ে বসি। এই পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনের বিশ্বাস ছিল যারা তাস খেলে তারা দুষ্কৃতকারী হতে পারে না। এই বিশ্বাসের উপর হিন্দু ডাঃ ইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস সহ আমরা অনেকে বেঁচে যাই। আমরা খেলার মারফত ক্যাপ্টেনের বেশ কাছে গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেন বলতো, 'বাংলাদেশ মুক্ত হবেই, আমরা আটকে রাখতে পারবো না।'

১৫ই নভেম্বর পাক সেনারা আমার ভাই (বি,এস,সি, ছাত্র) আব্দুল কাইয়ুমকে ধরে পাথরঘাটা থেকে এবং অকথ্য নির্যাতন চালায়। তার হাত পায়ের কোথাও অক্ষত ছিল না। শেষ পর্যন্ত এগার হাজার টাকা দিয়ে সে প্রাণ ভিক্ষা পায়।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল করিম
১৮/৮/৭৩

\ ২১৭ \

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
থানা- বরগুনা
জেলা- পটুয়াখালী

পাক দালালরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তারা সংগ্রামী মানুষদের ধরে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। মুক্তি বাহিনীর ভয়ে সাধারণত তারা গ্রাম অঞ্চলে ডুকতো না। প্রথমে বরগুনাতে শান্তি কমিটি গঠন করে উক্ত দালালরা পাক বাহিনীকে পটুয়াখালী হতে বরগুনায় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তাঁদের নির্দেশ মতো পাক বাহিনী গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে অপারেশন চালিয়েছে। দালাল শ্রেণীর লোকেরা সুযোগ পেয়ে লুটপাট করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে শান্তি কমিটির দালালেরা নির্দেশে পাথরঘাটার কনক নামে একজন নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে হয়। হত্যার সময় কনকের স্ত্রীর কান্না এবং আকুল অবস্থা দেখে বহু মানুষ চোখের জল রাখতে পারেনি। এমনকি বর্বর খান সেনারা কনককে রেহাই দেবার কথা বলেছে কিন্তু নিষ্ঠুর দালালরা তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে কনককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। বরগুনার শান্তি কমিটি বন্দর এলাকা হতে বহু নিরীহ মানুষদের ধরিয়ে দেয় এবং পাক বাহিনী তাঁদের হত্যা করে। তারা বহু নারীর সর্বনাশ করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
২৭/০৮/৭৩

\ ২১৮ \

শ্রী অমল কান্তি সেন
অধ্যাপক
সাতকানিয়া কলেজ
চট্টগ্রাম

১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী দোহাজারীতে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৪শে এপ্রিল পাক বর্বর বাহিনী সাতকানিয়া থানার কাঞ্চনা গ্রামে সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সময় তাদের সাথে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে ছিল অন্যান্যদের মধ্যে সাতকানিয়া এক দুর্বৃত্ত। ১৩ই ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত দখলদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং সাতকানিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ও মুসলিম প্রগতিবাদী শ্রেণীর লোকদের নানা ভাবে হয়রানি করেছে। সে কারও কারও কাছ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা আদায় করেছে ঘর বাড়ী করার ওয়াদা দিয়ে বা প্রাণ রক্ষার অঙ্গীকারে।

২৪শে এপ্রিল যে দিন কাঞ্চনা গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়েছে সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরে মূল্যবান যে সকল জিনিস ছিল তা প্রথমে লুট করা হয়েছে। ঘর থেকে পালিয়ে লোকজন যখন এদিক সেদিক যাচ্ছিল তখন তাদের কাছে যা পাওয়া গেছে তাও লুট করে নিয়েছে। এই ভাবে বেশীর ভাগ লোককে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। তখন বৃষ্টির দিন, তখনও পোড়াবাড়ীতে নতুন ভাবে ঘর তৈরী করার অনুমতি দেয়নি শান্তি কমিটির লোক। কাঞ্চনাতে আক্রমণ চালাবার দিন অন্যান্য ১১ জনের মধ্যে চট্টলার সু-সন্তান সাতকানিয়ার গৌরব রায় সাহেব কামিনী কুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়কে হত্যা করেছে বর্বর পাক বাহিনী ।

আমাদের চেমশা গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ২৫শে মে। এইদিন পাক বাহিনী দোহাজারী ঘাঁটি থেকে সকাল ৮টা নাগাদ সাতকানিয়ার ভূতপূর্ব এম, এন, এ, আবু সালেহর বাড়িতে আগুন দেয় এবং দোহাজারী ফেরার পথে যখন চেমশা গ্রামের কাছাকাছি তখন কয়েক জন দুর্বৃত্ত পাক বাহিনীকে চেমশা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে অভ্যর্থনা করে। সাথে সাথে পাক বাহিনীর জীপ দিকে পরিবর্তন করে চেমশা গ্রামে ঢুকে পড়ে। পাক বাহিনী গ্রামে ঢুকে দালালদের আগুন জ্বালাবার ভার দিয়ে যায় এবং তাদের সহায়তা করার জন্য সাতকানিয়া থানার কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন করে। এই সুযোগ দালালরা গ্রামে প্রথমে লুটতরাজ চালায় এবং পরে গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। আমার প্রতিবেশী হিসাবে একজন গরীব লোক ছিল, সে রিক্সা চালক হিসাবে জীবিকা অর্জন করত। তার বাড়ীও সে দিন রেহাই পায় নাই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার প্রতিবেশী সোনা দাসকে তারা ধরে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারি তাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। আজও তার কোন খবর নাই।

আমার এক ভাই বিমল কান্তি সেন সাতকানিয়া কলেজে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ছিল। দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লে সে মুক্তিবাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণ ও সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পার হবার সময় মীরশ্বরাই থানাতে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে এবং ৮ দিন অকথ্য নির্যাতনের পর ২৩ শে সেপ্টেম্বর তাদের হাতে নিহত হয়।

আমাদের গ্রামের নিহত স্বপন চৌধুরী ও নিহত দীলিপ চৌধুরির কথা এখনও ভুলতে পারছি না এবং কখনও ভুলতে পারব না। তারা দু'জনই আমাকে দাদা বলে ডাকতো এবং তাদের ''অমলদা'' ডাকটি আজও আমার প্রতিনিয়ত খেয়াল হয়। অসহযোগ চলাকালে তাদের ভূমিকা ছিল খাঁটি দেশ প্রেমিকের ভূমিকা।

গ্রামে গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের গ্রামেও শান্তি কমিটি গঠিত হয়। আমাদের গ্রামে রাজাকাররা কয়েকবার অত্যাচার চালিয়েছে। সাতকানিয়া দেওয়ানী আদালতের প্রবীনতম লব্ধ প্রতিষ্ঠা ব্যবহারজীবী যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী বি, এল, মহাশয়কে পর্যন্ত চরমভাবে অপমান করেছে। ৯ই ডিসেম্বর আমাদের গ্রামে পুনরায় এক ব্যাপক অগ্নিসংযোগ চালায় দোহাজারী ঘাঁটির রাজাকাররা।

স্বাক্ষর/-
শ্রী অমল কান্তি সেন
১৪/৪/৭৩

\ ২১৯ \

মোঃ এমদাদ মিঞা সিকদার
গ্রাম- মনেয়াবাদ
থানা- সাতকানিয়া
জেলা- চট্টগ্রাম

আমি মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। পাক হানাদার বাহিনীর হাতে কিভাবে ধৃত হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম। জনসাধারণকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই ছিল আমার মূলমন্ত্র। তাই ২৫ শে মার্চের কাল রাত্রিতে বিভীষিকার মধ্যে শপথ নিলাম সোনার বাংলাকে দস্যু কবল থেকে মুক্ত করব। এই দুঃসাহসী কাজে নেমে গেলাম, স্ত্রী, পুত্র, ঘর বাড়ী পরিবার পরিজন ত্যাগ করে। নিজ জীবন বিপন্ন করে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সর্বপ্রথম নিজ ছেলে নাজিমউদ্দিনকে মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং-এ যাবার জন্য বিদায় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাজলিয়া পুরানঘর ইউনিয়নের শতাধিক ছেলেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে দেশমাতৃকার সংগ্রামে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠাতে লাগলাম। আমার নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা গ্রহণে এলাকা দালালদের চরম বিপর্যয়ের হাত হতে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিল। দেশের এই চরম মুহূর্তে নির্যাতিত লোকজনদের রক্ষা করেই ক্ষান্ত হই নাই। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং সমাপনান্তে দেশে এলে তাদের সর্বাধিক সাহায্য করে দুষ্কৃতকারী দালাল রাজাকার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোকজনদের খতম করা ইত্যাদির ব্যাপারে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। ধোপাডুড়ীস্থ টি, এম, আলীর গ্রুপ, কমলাছড়ীর সুলতান গ্রুপ ও চিংড়িংমানস্থ জাহেদ গ্রুপের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে উক্ত গ্রুপের মুক্তি যোদ্ধাদের রসদপত্র যোগাড় করে তাঁদের সজীব রেখে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় সেখান থেকে বান্দরবন, হিলট্র্যাক্ট ও দোহাজারীস্থ পাক হানাদার দস্যুদেরকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের প্রাণ বধ করি এবং বান্দরবন রাস্তার অনেকাংশে ব্রীজ নষ্ট করে দিয়ে যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করি। শেষ পর্যন্ত আমার গোপন ষরযন্ত্রে পাক হানাদার দস্যুগণ অতিষ্ঠ হয়ে বান্দরবন ত্যাগ করে দোহাজারী এসে সমবেত হয়। আমার এই কার্যকলাপে দালালগণ অতিষ্ঠ হয়ে আমাকে ধরিয়ে দেবার গোপন চক্রান্ত চালাতে থাকে। আমি এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই ও নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে বিন্দুমাত্র ত্রূটি করি নাই। ২৮/৯/৭১ ইং আনুমানিক ১০ টার সময় জাহেদ গ্রুপসহ চরাত ইউনিয়নের রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ফিরবার পথে কুখ্যাত দালালরা ক্যাপ্টেনকে ডেকে এনে আমাকে ধরিয়ে দেয়। বাজালি হাইস্কুলে একদিন একরাত বেঁধে রেখে বাজালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিদ্দিক আহমদ এম, এ সহ একযোগে নিকটবর্তী দোহাজারী মিলিটারী ক্যাম্পে চালান দেয়। সেখানে আমাকে ৪ দিন অনবরত দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে একেবারে অকেজো করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত আমি যখন শব্দ করতে অক্ষম তখন আমাকে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের অনেক কাকুতি মিনতির পর পাঁচ হাজার টাকা প্রদানে ১/১০/৭১ ইং তারিখে আমাকে ফেরত দেওয়া হয়। খোদাতায়ালার অশেষ করুণায় ও সুষ্ঠ চিকিৎসার ফলে কোন রকমে বেঁচে উঠি। বর্তমানে আমি জীবন্মৃত, চলাফেরা করা কঠিন। আমার সাথে বাজালিয়ার মতিলাল বিশ্বাস ও শিবুরাম সেনও ধরা পড়েন, তাঁদের আমার মত অবস্থা।

স্বাক্ষর/-
মোঃ এমদাদ মিঞা সিকদার
১৪/৮/৭৩

\ ২২০ \

মোঃ গোলাম হোসেন
গ্রম-লোহগাড়া, থানা-সাতকানিয়া
জেলা- চট্টগ্রাম

ইং ৫ জুন, ১৯৭১ রোজ শুক্রবার। তখন ভোর ৬টা। আমি ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ শেষ করে আমার বাবার মাজার জিয়ারত করার পর বাড়ীর ভিতর আসি। তখন একদল পাক বাহিনী একটি বাস ও একটি কার নিয়ে আমার বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর তারা নেমে এসে কয়েকজন আমাদের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে ও কয়েকজন বাড়ীর সামনে দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বাড়িটা ঘেরাও করে। ঐ সময় আমার বড় ভাই জালাল উদ্দিনকে ধরে ফেলে। এবং তাকে বাহির বাড়িতে বেঁধে রেখে কয়েকজন বাড়ীর ভিতর ঢুকে। বাড়ীর বাহির হতে দেয় নাই। পাক দস্যু বাহিনী আমাদের বাড়ী হতে পিতলের থালা, গহনা-পত্র সোনা, রূপা, শাড়ীসহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় আমাকে এবং আমার আর এক ভাই মোঃ আব্দুল বারীকেও নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা আমাদের নিকট হতে টাকা দাবী করে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাদের দোহাজারী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের তিনজনের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবী করে আর বলে যে টাকা দিতে না পারলে তোদেরকে কেটে কেটে হত্যা করব। তখন আমি বললাম অত টাকা কোথায় হতে দেব স্যার? এই কথা বলার সাথে সাথে একজন নরপিশাচ আমাদের তিনজনের উপর বেদম প্রহার আরম্ভ করে। আমরা যখন প্রায়জ্ঞান শূণ্য হয়ে পড়েছি তখন ঐ অবস্থায় আমাদেরকে রেখে নরপিশাচরা চলে যায়।

তার কিছুক্ষন পর আমার আর কয়েক ভাই ঐ সংবাদ পেয়ে আমার মার নিকট হতে ৫ হাজার টাকা নিয়ে দোহাজারী ক্যাম্পে যায়। পাক বাহিনীর দালাল ৫ হাজার টাকা নিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেবে বলে আমার ভাইদেরকে জানায়। কিন্তু সেই সময় পাক বাহিনীর দালাল ও চেয়ারম্যানের ছেলে এসে আমাদের কাছ হতে ১০ হাজার টাকা দাবী করে। তখন আমার ভাইয়েরা তা-ই স্বীকার করে এবং বলে যে এখন পাঁচ হাজার টাকা নেবেন এবং পরে পাঁচ হাজার টাকা নেবেন। এই চুক্তি করে যখন তারা আমাদের নিকট যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন স্বয়ং তখন আমাদের প্রহারে লিপ্ত। তাদের দেখে ক্যাপ্টেন সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল কি জন্য এসেছ? তখন আমার ভাই রশিদ আহমদআমাদের মুক্তির কথা বলার সাথে সাথে তাকেও প্রহার আরম্ভ করল। পাক বাহিনীর দালাল যখন চুক্তির কথা বলল তখন ক্যাপ্টেনের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে দিল। তার তিনদিন পর দালাল এসে বাকী পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম হোসেন

\ ২২১ \

মোঃ সফিকুর রহমান
গ্রাম- কাঞ্চন নগর
থানা- ফটিকছড়ি
জেলা- চট্টগ্রাম

১৫/১১/৭১ ইং পাক বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তারপর নির্যাতন ও লুটপাট আরম্ভ করে। তাঁদের ভয়ে যখন মেয়েরা ধান ক্ষেতের মাঝে লুকিয়ে পড়ে তখন হানাদার বাহিনী সেখানে গিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালায় এবং মেয়েদের গলার, হাতের সোনার, অলংকারগুলি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। ঐ দিন প্রায় ১৫/২০ জন পাক বাহিনী ছিল।

২১/১১/৭১ ইং প্রায় ২০০ শত জন পাক বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে। তার ভিতর ১০/১৫ জন পাক বাহিনী এসে আমাকেসহ আরো ৪০০ শত লোককে ডেকে জমায়েত করে। প্রথম অবস্থায় তারা আরো কয়েকবার আমাদের এলাকায় আসে তখন তারা আমাদের কাউকে কিছু বলে নাই। সেই জন্য তাদের ডাকে সবাই জমা হয়। তারপর সেখান হতে বেছে বেছে প্রায় ২০০ শত জোয়ান ছেলেকে লাইন করে। তারপর তোমাদের ভিতর কোন মুক্তিবাহিনী বা হিন্দু আছে কি না। এই সময় আমাদের লাইন হতে একটি ছেলেকে লাইন করে। তারপর আমাদেরকে কলেমা পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা আমাদেরকে এই কথাই বার বার জিজ্ঞাস করেছে যে তোমাদের ভিতর কোন মুক্তিবাহিনী বা হিন্দু আছে কি না। এই সময় আমাদের লাইন হতে একটি ছেলে হিন্দু বলে স্বীকার করে। তখন তাকে ব্যায়নেট দিয়ে নানা জায়গায় কেটে কেটে হত্যা করা হয়। এমন সময় উত্তর দিক হতে পাকবাহিনী আরো ৯ জনকে ধরে আনেঃ ১। হেদায়তুল হক, ২। নুরুল ইসলাম, ৩। ফকির মুহাম্মদ, ৪। ইদ্রিছ আলম। আরো ৫ জনের নাম জানি না। তাদেরকে আমাদের পাশে ২০ গজ দূরে গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমাদের গুলি করার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। এমন সময় ৭ নং ইউনিয়নের রাজাকার কমাণ্ডার আবু তাহের মিঞা আমাদের ভুল প্রমান করাতে পাকবাহিনী আমাদের গুলি না করে চলে যায়। ঐ দিন পাক বাহিনী প্রায় ৫০/৬০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। বাড়ী গুলি জ্বালাবার পূর্বে তারা লুটপাট করে নেয় ।

স্বাক্ষর /-
মোঃ সফিকুর রহমান
২২/৭/৭৩

\ ২২২ \

জোতিন্দ্র মোহন নন্দী
গ্রাম- ফতেয়া বাদ
থানা- হাটহাজারী

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পাকফৌজ এই এলাকায় প্রবেশ করে। এই এলাকায় কোন প্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। ৩০শে চৈত্র পাকফৌজ বিকাল ৪টা পরে ফতেয়াবাদ গ্রামে ঢোকে। নগেন্দ্র লালের মেয়েকে গুলি করে হত্যা করে। তার বাড়ী তখনই জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আমার বাড়ীতে আসে এবং আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে নেয়। আমার ভাতিজা রণজিত লালকে গুলি করে হত্যা করে। এই গ্রামে মোট ৮টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। মন্দির ধ্বংস করে, গুলি করে হত্যা করে মোট ৭ জনকে। আগুনে জ্বালায় একটি শিশুকে গ্রামের সব ঘর বাড়ী রাজাকাররা লুটপাট করে এবং রাজাকারদের অত্যাচার এখানে খুব বেশী ছিলো।

স্বাক্ষর
জোতিন্দ্র মোহন নন্দী
১২/৭/৭৩

\ ২২৩ \

শ্রী বণিক চন্দ্র
প্রধান শিক্ষক, পটিয়া হাইস্কুল
পটিয়া, চট্টগ্রাম

১৪ই মে, শুক্রবার ১০টায় পাঞ্জাবীরা পটিয়ায় এসে স্থানীয় প্রাইমারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থায়ী আস্তানা গাড়ে এবং সেইদিন বিকালে পার্শ্ববর্তী দক্ষিণভূর্ষি ও কেলিশহর গ্রামে কিছু কিছু বাড়ী পুড়িয়ে দেয়, তারপর দিনও তারা ঐ সমস্ত গ্রামে অত্যাচার চালায়। ১৫ই মে শনিবার খবর পাই পরদিন রবিবার ওরা পটিয়া সংলগ্ন সুচক্রদন্ডী গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে।

এই খবর পেয়ে ১৬ই মে, রবিবার ভোরে ছেলেটিকে নিয়ে পটিয়া থেকে রিক্সা করে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হই। এখানে বলে রাখা ভাল একজন ডাকাত আমার স্ত্রী এবং ভাইয়ের কাছ থেকে ২০০০ টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। বাড়ীতে কিছু ধান ছিল, এ ধান বিক্রি করে তারা ডাকাতদের টাকা দেয়।

অতি ভয়ে ভয়ে ১৬ ও ১৭ই মে গ্রামে কখনো নিজ ঘর কখনো অন্য বাড়ীতে গোপনে কাটাই। ১৮ই মে মঙ্গলবার আমার জীবনের কালো দিন। ঐ দিন স্থানীয় গুণ্ডারা, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য দলীয় নেতাসহ পাঞ্জাবীরা ছনহরা, চাটরা, ধাউরডেঙ্গা মঠপাড়া ও গুয়াতলী গ্রাম আক্রমণ করে। ছনহরা গ্রামে প্রথমে ঢুকে বাড়ীঘর জ্বালায় এবং পলায়নরত ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করে ও কয়েকজনকে আহত করে।

আমি নিজ নিরাপত্তার জন্য একটা চামড়ার ব্যাগে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জামাকাপড় ও শ’ তিনেক টাকা নিয়ে গ্রামের পূর্ব দিকে খালের নিকট ঝোপের কাছে আশ্রয় নেই। বাড়ীর স্ত্রী,পুত্র, ছেলে, মেয়ে , যে যেদিকে পেরেছে ছিটকিয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় সকাল আটটায় স্থানীয় ৫/৬ জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আমাকে আক্রমণ করে। আমার সঙ্গে যা ছিলো টাকা পয়সা, জামা, কাপড়, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে যায়। আমাকে হত্যা করার জন্য গ্রামের দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শ্বে বসিয়ে রাখে। এরা সব আমার পার্শ্ববর্তী জালিয়া পাড়া ও সর্দার পাড়ার লোক, আমাকে হত্যা করবে এই খবর পেয়ে জালিয়া পাড়ার কতিপয় বৃদ্ধ নরনারী দৌড়ে এসে আমাকে এদের কবল দেকে রক্ষা করে। আমি মুক্তি পেয়ে আবার পূর্বোক্ত স্থানে আশ্রয় নেই। ঐ খালের ধারে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় ২০০ শ নরনারী শস্য ক্ষেতে, ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রায় ১ টার সময় দেখি ছনহরা গ্রাম জ্বালিয়ে পাঞ্জাবীরা আমাদের গ্রামে ঢুকে ঘরবাড়ী পোড়ায়, জিনিসপত্র লুট করে। ৪ জন পাঞ্জাবী আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে এসে বিভিন্ন স্থানে লুকায়িতদের তুলে নিয়ে পুকুর পাড়ে জমা করায়। এবার ধারণা হলো হয়তো আমাদেরকে এক জায়গায় এনে গুলি করে মারকে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বসিয়ে রেখে তারা খালের কূলে কূলে দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং খালের ভিতর লুকায়িত কয়েকনজনকে ছেড়ে দেয় এবং তিনজনকে তুলে নিয়ে সদর রাস্তায় গুলি করে মারে। এদের নাম সারদা চরণ দে, বয়স ৬০, যোগেন্দ্রলাল মল্লিক, বয়স ৬০ ও গৌরাঙ্গ মল্লিক, বয়স ৩০/৩৫। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে সবসময় স্থানীয় গুণ্ডারা ছিল। তারা পার্শ্ববর্তী ধাইরডেঙ্গা গ্রামের হিন্দুদের বাড়ীরঘর পুড়িয়ে দিয়ে সেখানেও ২/৩ জনকে হত্যা করে বেলা ২টা সময় পটিয়া ফিরে আসে। মুক্তিপেয়ে বিকালে বাড়ী ফিরে দেখি বাড়ীতে পোড়া ভিটা খাঁ খাঁ করছে। সেই রাত্রিতে গ্রামের অন্য এক বাড়ীতে (যে বাড়ীটিই শুধু পোড়া যায়নি) রাত্রি কাটাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যারা দিনের বেলায় এদিক-ওদিক ছিল রাত্রে এক জায়গায় ঐ বাড়ীতে আশ্রয় নেই। অবশ্য এটাও সত্য কিছু কিছু স্থানীয় মুসলমান আমাদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে এসেছিল, তাই বেঁচেছি। এতে প্রমাণ হয় দুনিয়ার সব মানুষ পশু নয়, প্রকৃত মানুষও আছে, নচেৎ ভগবানের সৃষ্টি বিফল হত।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বণিক চন্দ্র
৯/৫/৭৩

\ ২২৪ \

মোঃ আবুল কাশেম
গ্রামঃ কচুয়াই
ডাকঘর- চক্রশালা
থানা- পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম

আমার বোন মোছাম্মৎ আছিয়া বেগম বি. এ. তিনি পূর্ব হইতেই একজন আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন। জুন মাসের ৬ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তিনজন শান্তি কমিটির লোক ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং ক্যাপ্টেনসহ ১২ জন মিলিটারী আসিয়া আমাকে এবং আমার বোনকে তল্লাশী করে। সেই সময় আমার বোনকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে আবুল কাশেম ও আছিয়া বেগম কোথায়? তখন আমার বোন অন্য ঘরে পলায়ন করে। তাহার পর পাক বাহিনী প্রতিটি ঘরে ঢুকিয়া প্রতি ঘর হইতেই অন্য মেয়েদের অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। পরে নুরুল আলমকে ধরে। তাহাকে বলে যে আছিয়া ও কাশেমকে বাহির করিয়া দাও নইলে তোমাকে গুলি করা হইবে। কিন্তু আমার ভাই আলম আমাদের কথা না বলাতে তাহাকে বন্দুক দিয়া বেদম প্রহার করে। তাহারা আমার চাচা ডাঃ ইব্রাহিমকে ধরিয়া আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমার চাচা তখন বলিয়াছেন যে ওরা দুইজন আমার মেয়ের বাড়ী বাঁশখালীতে বেড়াইতে গিয়াছে। পাক বাহিনী তাহাকে মারপিট করিতে থাকে এবং বলে যে তাহারা কোথাও যায় নাই। তুই লুকাইয়া রাখিয়াছিস। তাহাকে যখন প্রহার করিতে করিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল তখনো তাহারা তাহাকে মারধর করিতেছিল। এমতাবস্থায় বাড়ীর অন্যান্য সকলে আসিয়া তাহাদেরকে বলিল যে কাশেম ও আছিয়া বেড়াইতে গিয়াছে। তাঁহাকে একা না মারিয়া আমাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া আসে এবং বলে যে আমি আছিয়া। তখন সবাইকে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার ভাই কাশেম কোথায়? তিনি বলেন যে আমার ভাই কাশেম শহরের দোকানে থাকে, বাড়ীতে আসে নাই। তারপর তাহারা ও তাহার আব্বাকে কমল মুন্সির হাটে লইয়া আসে। সেখানে তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করে। বাজারের সকলেই যখন তাহার কথা ভাল বলে তখন পাক বাহিনী তাহাদের দুইজনকেই ছাড়িয়া দেয়। তারপর রাজাকার বাহিনী পুনরায় আমার বাড়ীতে যাইয়া আমার ভাই নুরুল আলমকে মারপিট করে এবং আমার বাড়ীর সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা লইয়া যায়। তৃতীয়বার বাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির লোকসহ ১৫/১৬ জন গিয়া বাড়ী ঘেরাও করে। সেদিন তাহারা আমার ফুফুর নিকট হইতে ৫ ভরির অলঙ্কার ও ২৭০টি টাকা এবং আমার নুরুল আলমের নিকট হইতে ২০০টাকা কাড়িয়া লয় ও আমার বোন আছিয়াকে পুনরায় তল্লাশী করে। তারপর তাহারা আমার মামীর নিকট ও ভাবীর নিকট হইতে তিন ভরির অলঙ্কারসহ কিছু টাকা লইয়া যায়।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আবুল কাশেম
১৫/৫/৭৩

\ ২২৫ \

শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক, আজগর আলী উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম- পশ্চিম শাকপুরা
থানা- বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

আমি একজন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিগত ২০শে এপিল ১৯৭১ইং আমাদের গ্রামে পাক বাহিনী তাদের স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে আমাদের গ্রামে ৫৪ জন লোক মারা যায়। সেদিন সকালে আমি কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী লইয়া বসিয়া দেশের এই পরিস্থিতি লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় কয়েকজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল যে বড়ুয়া পাড়ায় পাক সৈন্য আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং গুলি করিয়া লোক হত্যা আরম্ভ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি আমার পাড়ার ছেলেমেয়েকে উপদেশ দিলাম যে তোমরা কৃষক সাজিয়া মাঠে নামিয়া পড়। এই ভাবে আমার গ্রামের ছেলেমেয়েরা অন্য গ্রামে যাইতে পারিল। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের দালালরা পাক বাহিনীকে লইয়া অত্র গ্রামে চলিয়া আসে এবং সমস্ত ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ করিয়া ভূস্মীভূত করিয়া দেয়। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক আসিয়া আমাদের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই নিরাশ্রয় নাম না জানা হতভাগ্য নিহতদের উক্ত সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই।

আমি তখন আমাদের বাড়ীর সম্মুখে পূর্বদিকে পুকুর পাড়ে দাঁড়াইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত ছেলেদের উপদেশ দিতেছিলাম। দালালের ছেলেরা আমাদের লক্ষ্য করিয়াছিল যে আমরা কোথায় লুকাইতেছিলাম। আমরা যেখানে লুকাইয়াছিলাম সেই জঙ্গলের পশ্চিম দিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল সকলে এক সংগে এক জায়গায় লুকানো ঠিক হইবে না। তখন আমার কথা মত যে যেখানে পারিল লুকাইয়া পড়িল। আমি ও আমার ভাই চিত্ত আচার্য্য উত্তর দিকে গিয়া ছোট্ট একটি জঙ্গলে আশ্রয় লইলাম। তখন চারিদিকে ভীষণ অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ করিতেছিল। তখন আমি আমার পরিবারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি নাই। পাক বাহিনী অগ্নিসংযোগ করার পূর্বে আমাদের লুন্ঠন করে। পাক বাহিনী যখন আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল তখন আমরা আবার গ্রামের দিকে চলিয়া আসিলাম। এমন সময় একজন পাক দালাল আসিয়া আবার প্রচার করিল যে পাক বাহিনী আবার এই গ্রামে আসিতেছে। এই কথা শুনিয়া আমরা আবার পালাইতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় দালালের লোকেরা আমাদের বাড়ীর পোড়া টিনগুলি লইয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পাক বাহিনীর কথা বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিতেছিল। এই ঘটনার ঠিক চারদিন পর আবার পাক বাহিনী আসিতেছে এই কথা শুনিয়া আমি এবং ভাই চিত্ত আচার্য্য আমার এক মুসলিম ছাত্রের অভিভাবকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম যে এখানে নিরাপদ নয়। ওখান হইতে আবার বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলাম এবং পরবর্তী কি কার্যক্রম হইবে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

২০শে এপ্রিল রাত্রি ১২টা। এমন সময় আমাকে একজন কৃষক লোক আসিয়া খবর দিল আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। সেই কৃষক লোককে লইয়া আমরা রাত্রি ১টার সময় বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন রাত্রি শেষ হইয়া গেল তখন কৃষক লোকটি আমাদের চরখিজিরপুর গ্রামে এক খামারের মধ্যে রাখিয়া আসিল। ঐ খানে থাকিয়া আবার শুনিতে পাইলাম আমাদের বাড়ী (২১এপ্রিল) আবার আক্রমণ করিয়াছে।

আমার ভাইয়েরা আশ্রয় লইয়াছিল আধ মাইল দূরে অন্য একটি খামারে। আমাদের সংবাদ পাইয়া ২২শে এপ্রিল রাত্রি আটটার সময় আমাদিগকে সেই খামারে লইয়া যায়। সেই খামারের পাশেই কর্ণফুলী নদী। ঐ কর্ণফুলী নদীতে পাক ফৌজ গান বোট লইয়া অনরবরত পাহারা দিতেছিল। ঐ খামারে থাকা নিরাপদ নয় বলিয়া আমরা আবার বাঁশখালী থানার কালিপুর গ্রামে চলিয়া গেলাম। ঐ কালিপুর গ্রামে ৮/১০ দিন ছিলাম। কালিপুর গ্রামে পাক বাহিনীর দালালদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। সেখান হইতে আবার কানুনগো পাড়ায় আশ্রয় নিলাম এবং গোপনে বাড়ীর সবাইকে ওখানে লইয়া আসিলাম।

আমার এক ভাই ইঞ্জিনিয়ার। সে আমেরিকান ফার্মে চাকরি করিত। সেই ফার্মের আমেরিকান সাহেব আমাদেরকে তাহার গাড়িতে করিয়া চট্টগ্রামের জোয়ালগঞ্জ পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা ঐ খান দিয়া ভারত সীমান্ত পার হইয়া ত্রিপুরা শরনার্থী শিবিরে গিয়া পৌছাই।

স্বাক্ষর/=
শ্রী নীরদ বরণ চৌধুরী

\ ২২৬ \

মোঃ আমিনুল হক
গ্রাম- পূর্ব গোমদন্ডী
থানা- বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

গোমদন্ডী রেলেওয়ে ষ্টেশনের উত্তর দিকে আমার বাড়ী। এক রাত্রিতে মুক্তিবাহিনী আসিয়া মাইন পুঁতিয়া গাড়ী উড়াইয়া দেয়। তার পরদিন ভোর বেলায় পাকবাহিনী আসিয়া আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে। গ্রাম ঘেরাও করিয়া প্রায় ৭০/৮০ জন লোক গ্রেফতার করে। তার ভিতর আমি ছিলাম। আমার বয়স ৫৫ বৎসর আমি একজন বৃদ্ধ লোক। পাক বাহিনী যে আমার উপর এতটা অত্যাচার করিবে তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না। তাই সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে বসিয়াছি এমন সময় ১জন রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার সাথে পাক বাহিনীও ছিল। আমাকে ধরার পর আমার বাড়ী হইতে আরো চারজনকে গ্রেফতার করে। তাহারা আমাদিগকে এখান হইতে মারধোর করার পর পটিয়া ক্যাম্পে লইয়া যায়। সেখান নিয়া আমাদিগকে এমনভাবে বন্দুকের বাঁট দিয়া প্রহার করিল যে আর হাঁটিবার বা উঠিবার মত শক্তি ছিল না। তাহারা আমাদিগকে মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের লীডারের কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তবুও আমরা কাহারও নাম বলি নাই। তখন পাক বাহিনী আমাদিগকে সন্ধ্যার পর ছাড়িয়া দেয়। আমরা অতি কষ্টে বাড়ীতে আসি।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আমিনুল হক
৩০/৪/৭৩

\ ২২৭ \

মোঃ অলি আহমদ
গ্রাম- পূর্ব গোমদস্তী
থানা-বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

১৩ই আগষ্ট মুক্তিবাহিনী ও গেরিলারা ১৪ই আগষ্টের পাকিস্তান দিবস বানচাল করার জন্য বালুর ঘাট দোহাজারী রেল লাইনে গোমদস্তী রেল ষ্টেশনের কালুর ঘাটের নিকট আউট সিগন্যালের কাছে মাইন পাতিয়া রাখে রাত্রি বেলায়। রাত ৫টা সময় পাক ফৌজ পটিয়ার দিকে রেল লইয়া যাইতে ইঞ্জিন উড়িয়া যায় এবং রেল লাইন ধ্বংস হয়। ১৪ই আগষ্ট সকালে পটিয়া এবং কালুর ঘাট হইতে আরো মিলিটারী আসিয়া রাজাকারদেরসহ আমাদের গ্রাম ঘেরাও দেয়। তাহাদের তিনজন লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া হাড়মোড়া করিয়া হাত বাঁধিয়া রাইফেল দিয়া মারিতে মারিতে গাড়ীতে উঠায়। তখন আমি, নুর আহমদ, আব্দুল মজিদসহ মোট ৫৭ জনকে হাত ও কোমর বাঁধা অবস্থায় গাড়ীতে তোলা হইতেছে এবং গাড়ীতে তুলিয়া বেদম মার মারিয়াছে। পটিয়ায় লইয়া যাইয়াও বেদম মার- রাইফেল দিয়া মারায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখি সবাইকে সারিবদ্ধভাবে গুলি করিয়া মারার অবস্থা হইয়াছে। এমন সময় কালুরঘাট হইতে মেজর রশিদ আসিয়া আমার কাছ হইতে মুচলেকা লেখাইয়া লয় যে আমাদের গ্রামের পাশের রেল লাইন আমাদের পাহারা দিতে হইবে। কোন ক্ষতি হইলে আমাদের সবাইকে গুলি মারা হইবে। নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য কাগজে সই দিয়া সন্ধ্যার একটু আগে মুক্ত হইয়া সবাই বাড়ী ফিরি। ৫মাস ভোগার পর সারিয়া উঠি কিন্তু কাজ করিয়া খাইতে পারি না।

স্বাক্ষর/-
মোঃ অলি আহমদ
২৯/৪/৭৩

\ ২২৮ \

সন্তোষ কুমার
গ্রাম- পশ্চিম শাকপুরা
থানা-বোয়ালখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

সেদিন ছিল ২০ শে এপ্রিল। আমাদের পশ্চিম শাকপুরা গ্রামের উপর চলল পাক সেনার রক্ত নিয়ে হোলি খেলা আর নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ। কি বীভৎস ঘটনা। আজ সেদিনের কথা মনে পড়লে আর মুক্ত বাংলার পবিত্র মাটিতে পাক সহযোগীদের এবং দালালদের বিনা বিচারে বিনা সাজায় আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলে আমাদের গা ছম ছম করে উঠে। যারা আমাদের গ্রামে হত্যা করেছিল, বাড়ী পুড়িয়েছিল, সম্পদ লুন্ঠন করেছিল, নিরপরাধ গ্রামবাসীর গলায় ছুরি চালিয়েছিল, সম্পদ লুন্ঠন করেছিল, নিরপরাধ গ্রামবাসীর গলায় ছুরি চালিয়েছিল তারাই আবার বাংলার পবিত্র মাটিতে বাস করছে।

২০শে এপ্রিল সূর্য ওঠার আগে অন্যান্য দিনের মত কয়েকজনকে পাহারায় দিয়ে আমরা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সবাই হৈ চৈ করে পালাতে লাগল। শুনতে পারলাম পাঞ্জাবীরা আসছে। তখনই তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারি পালাতে লাগলাম। স্থানীয় মুসলমানদের বাড়ী গেলে তারাও তাদের বাড়ী হতে নামিয়ে দিল। আমরা তখন অন্যদিকে সরে পড়লাম। পাক সেনারা তখন চারদিক দিয়ে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলল। তারপর সারাদিন চলল আমাদের গ্রামের উপর অত্যাচার। প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতে লাগল এর সোনা, রূপা, রেডিও মূল্যবান জিনিস হস্তগত করতে লাগল এবং চলল অকথ্য নির্যাতন, ধর্ষণ হত্যা, লুন্ঠন- সবকিছু। গ্রামের যুবক বৃদ্ধ যাকে পেল তাকেই হত্যা, স্ত্রী সামনে স্বামীকে হত্যা করল, মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করল। আর করল অগ্নিসংযোগ। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ আর গুলি করার সাথে সাথে পাক সেনাদের পৈশাচিক হাসি। সারাদিন পর বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তারা গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা যারা দৌড়ে পলায়ন করেছিলাম তারা আসলাম গ্রামে, দেখলাম প্রায় বাড়ীতে আগুনে ভস্মীভূত দালান ঘরের টিনগুলো পড়ে গেছে। কয়েকজন সবে মাত্র গুপ্তস্থান হতে বের হয়ে আসলো, কারো মুখে কোন কথা নেই। পথ দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। দেখলাম গুলি খেয়ে রাস্তার আশেপাশে বাড়ীর প্রাঙ্গণে নর্দমায় পড়ে আছে মৃতদেহ। কি এক হত্যাযজ্ঞ! সবাই আমার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী। হায় কি দোষ! কোনদিন দেখিনি এভাবে হত্যা। দেখলাম বাপ ছেলে একসাথে এক বুকে গুলি খেয়ে ঘুমিয়ে আছে।

দেখলাম কারো চোখে জল নেই, আজ সবাই পাথর হয়ে গেছে। আরো দেখলাম স্ত্রী চেয়ে রয়েছে স্বামীর দিকে, মা তাকিয়ে আছে মৃত সন্তানের দিকে। স্বামী তার স্ত্রীকে ডেকে বলার সময় পায়নি, মা সন্তানকে জাগিয়ে দেবার সময় পায়নি, বোন ভাইকে ডাক দেবার সময় পায়নি। কি পাশবিক হত্যা, নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার। আমার ভাষা নেই, আমি লেখক নই, প্রকৃত ঘটনার কিছু মাত্র লেখার চেষ্টা করছি। আর এ ঘটনাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার ভার আপনাদের ।

তারপর গ্রামের কয়েকজন মৃত দেহের কিছু কিছু সৎকাজ করার নিস্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম মাত্র। গ্রামে প্রায় ১৫০ জন লোক মারা গেল। যেই আমরা গর্ত খুঁড়তে লাগলাম আর অমনি প্রতিবেশী গুণ্ডারা লুট করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল আর বলতে লাগল পাক সৈন্য আবার আসছে। পুনরায় আমরা গ্রাম হতে বের হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে আমরা কোন রকমে এক গর্তের ভিতরে থেকে ১০/১২ জনকে মাটিচাপা দিলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল হাতিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে উপদ্রুত এলাকার কথা। সেখানে আমরা ওদের দাফনের

কাপড় দিয়ে দাফন করেছিলাম কিন্তু আজ আমাদের গ্রামে এদের হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে কাপড় দেওয়া দূরে থাকুক আগুন পর্যন্ত দিতে পারছি না।

পাক সেনাদের এই অত্যাচারের পরও আমরা কোন রকমে দু' একটা বাড়ী ছিল সবাই তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবে এগুতে লাগলাম। সেই ৪ঠা এপ্রিলের পর থেকে দিনে পাক সেনা আর রাতে মুসলিম লীগ গুণ্ডা ও প্রতিবেশীর তিন দিক থেকে আক্রমণ। রাত্রে চাল ডাল কোন রকমে দু' একটা খেয়ে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে ঝোপে বা পানিতে ডুবে থাকা, কোন রকমে বাঁচার চেষ্টা, কিন্তু দিনের পর দিন চলল লুট ও নারী ধর্ষণ।

তারা ধর্মের নামে আমাদের গ্রামের মন্দির প্রতিমা ইত্যাদি ধ্বংস করে দিল আর যাকে পেল তাকে মুসলমান হতে বাধ্য করল। মুসলমান হলে থাকতে পারবে নতুবা কেটে ফেলব। এভাবে কয়েকজনকে কেটেও ফেলল।

এরপর ২৩শে এপ্রিল আমাদের পশ্চিম গ্রামে আবার শুরু রক্তের খেলা, আর অবশিষ্ট বাড়ীগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। পাকিস্তান কায়েম রাখার জন্য। ২৩শে এপ্রিল শাকপুরা গ্রামটা সম্পূর্ন ধ্বংস করা হয়েছে। সবাই মিলে সেদিন ভারতের দিকে রওনা হলাম।

স্বাক্ষর/-
সন্তোষ কুমার

\ ২২৯ \

মোক্তার মোহাম্মদ
পোষ্ট মাষ্টার
গ্রাম- পুছড়ী
থানা- বাঁশখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

শনিবার ৯ই অক্টোবর ১৯৭১ ইং রাত ১০টা। মুক্তিবাহিনী সহ গ্রাম পাহারায় রত ছিলাম। নাপোড়া হইতে ঘুরিয়া সেখেরখিল হইয়া জালিয়া পাড়ায় রওনা হইতেছি তখন আনুমানিক রাত বারটা। উক্ত পাড়ায় হঠাৎ অসংখ্য গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া দ্রুত পিছন দিকে সরিয়া নাপোড়া পুকচালিয়া পাড়ায় চলিয়া আসি এবং এই পাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া দেখিতে পাইলাম জালিয়া পাড়া দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষ চিৎকার ও কান্নাকাটি করিয়া প্রাণভয়ে পাহাড়ের দিকে পালাইয়া আসিতেছে। তখন সব মুক্তি বাহিনীকে বিদায় দিয়া একা আমি গ্রামে রহিয়া গেলাম এবং ব্যাপার সম্পূর্ণ জানিয়া সকালে তাহাদের ক্যাম্পে জানাইব বলিয়া কথা দিলাম। দেখিতে দেখিতে আগুন আরও বাড়িয়া গেল এবং জনসাধারণকে পালাইয়া বাঁচিবার জন্য ইশারা করিলাম। ১০ তারিখ ভোর পাঁচটা হইতে না হইতে শুনিতে পাইলাম চতুর্দিকে অসংখ্য গোলাগুলির আওয়াজ। তখন আমি নিজে কিভাবে প্রাণ বাঁচাইব চিন্তা করিয়া দ্রুত আমার বাড়ীর পাশে পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল যে নাপোড়া সেখেরখিল আগুন আগুনময়। আরও দেখিলাম পাক হানাদারেরা চতুর্দিকে লোক খোঁজাখুজি করিতেছে এবং কতকগুলি লোককে বন্দী করিয়া আমার বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা দিয়া লইয়া যাইতেছে ও প্রতিটি বাড়ী তলাশী করিতেছে। পলায়নমান লোক দেখিয়া তাহাদিগকে গুলি করিতেছে। তখন আমি নিজেকে নিরাপদ মনে না করিয়া আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম। গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হওয়ার পর আনুমানিক দুপুর বারটায় ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়া জানিতে পারিলাম পাক হানাদারেরা চলিয়া গিয়াছে এবং সাথে বন্দী করিয়া কতক লোক তাহাদের ক্যাম্পে নিয়া গিয়াছে।

১৩ই অক্টোবর বুধবার পাশ্ববর্তী মিরাপাড়া গ্রামের একজন দালাল আমার গোয়েন্দাগিরি জানিতে পারিয়া হানাদার ক্যাম্পে (চাম্বল) নালিশ করিয়া দেয়। ফলে ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার আনুমানিক বেলা নয়টায় সতেরজন পাক বাহিনী ও ত্রিশজনের মত রাজাকার আমার পাড়া ঘেরাও করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং নাপোড়া বাজারে নিয়া আসে। সেখানে আমি দেখিতে পাইলাম আরও চারজন সেখেরখিল নিবাসী (১) একরাম মিঞা (২) হাজী শফর মুল্লক (৩) দানু মিয়া, পিতা- নজর আলী (৪) আহমদ হোসেন, পিতা-দানু মিঞা ও আমি সহ পাঁচজনকে একই রশিতে বাঁধিয়া তিন মাইল রাস্তা হাঁটাইয়া লয় এবং পথে পথে মারধোর করিতে থাকে। আনুমানিক বেলা এগারটায় তাহাদের ক্যাম্পে গিয়া পৌঁছার সাথে সাথে সকলের চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং একেকজন করিয়া রশি হইতে খুলিয়া নিয়া ৩/৪জন হানাদার মিলিয়া একেকজনকে বেদম প্রহার করিতে থাকে সাথে সাথে উর্দু ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছে বা বলিতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি শুধু চীৎকার করিয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিতেছি ''হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর। বাবা মারিও না আমি আর সহ্য করিতে পারতেছি না।'' এই কথা বলার সাথে সাথে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পা উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে করিয়া ক্যাম্পের ছাদের সাথে লটকাইয়া ফেলে। ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি ফলে ইহার পর আর কি ঘটিয়াছে তাহা আমি জানি না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখন বুঝিতে পারিলাম ছাদের উপরিভাগে ফ্লোরের উপর রোদ্রের গরমে ঝলসিয়া যাইতেছি। তখন আমি পানির পিপসায় ও ক্ষুধায় খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছি। নড়াচড়া করিতে পারিতেছি না। সমস্ত শরীরে ব্যথ্যা ও ফুলিয়া গিয়াছে। তখন

পানি, পানি বলিয়া চিৎকার করিয়া খাওয়ার পানি চাহিলাম। এমন সময় একজন হানাদার আসিয়া আমার চোখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া একটি বদনায় করিয়া পানিখাওয়াইয়া দেয় ও মাথা ধরিয়া সূর্য্যের দিকে চোখ করিয়া তাকাইয়া থাকার নির্দেশ দেয়। এইভাবে কয়েক মিনিট থাকার পর যন্ত্রণায় মাথা নাড়িয়া মুখ ফিরিইলে তখন আরেক দফা মারধোর চলিল। সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকার অপারগতায় চোখে মরিচের গুড়া ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি করিতে থাকি। অনুরোধ করিতে থাকি যে আমাকে এইরূপ কষ্ট না দিয়া একেবারে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল নতুবা বাঁধন খুলিয়া দাও আমি ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করি। কিন্তু পাক বাহিনীর দালাল হানাদারদিগকে বলিয়া দেয় যে আমি ও আমার ভাই নাকি মুক্তিবাহিনী এবং আমাদের নিকট ছয়টা রাইফেল আছে এবং আমাকে গুলি করিয়া মারার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা নাকি বাঁচিয়া থাকিলে তাহার জীবনের আশঙ্কা আছে। এই বলিয়া সে চলিয়া যায়। ইহার পর আরেক দফা আমার উপর শারীরিক নির্যাতন চলিল। আমি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যুক্ষণ গুনিতে লাগিলাম। খোদার কৃপায় এমন সময় স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হানদারদের সবেদারসহ তথায় আসিয়া আমাকে সনাক্ত করিয়া নিয়া জামিন দিল এবং সাথে শর্ত দিল যে মুক্তিবাহিনীর একটি নাম তালিকা ও আমার ভাই আওরঙ্গজেবকে চারদিনের মধ্যে হাজির করিয়া দিতে হইবে নতুবা বংশের একজনও জীবিত রাখিবে না। আমি তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভের আশায় ইহা স্বীকার করিয়া মুক্ত লাভ করি। তারপর উক্ত ক্যাম্প হইতে একখানা রিক্সায় করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসি। শরীর ও চোখের চিকিৎসায় চারদিন কাটাইয়া একটু আরোগ্য লাভ করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় লইলাম। ইহারও দুই একদিন পর হানাদাররা চাম্বল হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া উত্তর বাঁশখালী গুনাগরী ক্যাম্পে চলিয়া যায় এবং রাজাকার বাহিনী মোতায়ন করিয়া আমাদের গ্রামে ক্যাম্প করিয়া দেয়।

স্বাক্ষর/-
মোক্তার মোহাম্মদ

\ ২৩০ \

শ্রী বিমল কান্তি গুহ
গ্রাম- নাপোড়া
থানা-বাঁশখালী
জেলা- চট্টগ্রাম

৯ই অক্টোবর পাক হানাদার বাহিনী দ্বিতীয়বার বাঁশখালীতে আসে এবং গুনাগরীতে একটি আস্তানা করে। ঐ দিন তারা লোকজনের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে নাই। কিন্তু আমাদের নাপোড়া গ্রামের লোকরা পাঞ্জাবী আসার খবর পেয়ে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় এবং সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ীতে চলে আসে।

১০ই অক্টোবর তারিখে ভোর পাঁচটার সময় পাক বাহিনী আমাদের গ্রামটার পূর্ব জংগলের দিক হতে আক্রমণ করে। আমাদের গ্রামের লোকরা আর জংগলের দিকে পালাতে পারে নাই। নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। আমি যখন আমার পরিবার পরিজন নিয়ে জংগলের দিকে পালাচ্ছিলাম তখন একটা গুলি আমার হাতের ব্যাগের মধ্যে পড়ে এবং ব্যাগটা ছিঁড়ে হাত হতে পড়ে যায়। আমার সামনে একজন মহিলা দুগ্ধপোষ্য একজন শিশুসহ গুলিবিদ্ধ হয়, কিন্তু দূর গিয়ে দেখি আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন কে কোথায় জানি না, দূর পাহাড়ে চলে যাই। গ্রাম তখন জ্বলছে, লুটপাট চলছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছে। আমার মত অনেকেই পাহাড়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সকলের মুখে হতাশার ছবি। সবাই বলাবলি করছে, মা, বাপ, ভাই, সবাই মারা গেলো, অবশিষ্ট কেউ নাই, খাওয়া দাওয়া নাই, অনেক লোক একত্রিত হয়েছি। গ্রামের খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। কেউ কেউ তাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে জংগলে খোঁজ করছে, আমিও আমার স্ত্রী, একজন ছেলে ও এক বৎসরের ভাগিনীকে খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেকে স্বান্তনা দিচ্ছে পাহাড়ে কোনখানে আছে, তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর রেজাকাঠা নামক স্থানে তাদের সাথে আমার স্বাক্ষাত হয়। দু'দিন ধরে তারা কিছু খায় নাই। তাদেরকে দেখে আমার ভীষণ কান্না এসে পড়লো, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি বেঁচে আছি দেখে আনন্দে কেঁদে উঠলাম, আমার ছেলেটিও কাঁদতে লাগলো। তারপর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি। গ্রামে এসে দেখি বেশ কিছু লোক আছে। বর্বর পাক বাহিনীর হাতে মারা গেছে আমার বাড়ীর পাশের ৫জন লোক। কে কোথায় কিভাবে মারা গেছে তা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না।

যেদিন আমরা নাপোড়া বাড়ীতে আসলাম সেদিন কয়েকজন পাঞ্জাবী সেনা বাহিনী দক্ষিণ হতে জনাব একরাম মিয়া, তার ভাই দানু মিয়া ও মোক্তার আহমদকে ধরে নিয়ে নাপোড়া বাজারে রেখে গ্রামের ভিতর ঢুকলো। আমি তখন বাইরে ছিলাম। দূর থেকে বর্বর হানাদারদের দেখেছিলাম। আমার স্ত্রীও বাইরে ছিল, তাকে ইশারা করে আমি নাপোড়া বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেলাম। আমার স্ত্রী অন্য দিক দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলো। পর মুহূর্তেই আমার বাড়ীতে দুর্বৃত্তরা ঢুকে পড়ে অন্যান্য যারা ছিল তাদের উপর ভীষণ মারধোর করে। আমার ভাগনী বাসন্তী রাণীর কাছে লুকায়িত বিষ ছিল। তার সতীত্ব রক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখে সে বিষ পান করলো। দু-ঘন্টা মধ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করে। আমার ভাগনী ২য় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেছিল। রাত্রিতে এসে আমার বাগণীকে মৃত অবস্থায় দেখে চোখের জল রাখতে পারলাম না। রাত্রিতে গ্রামের দুই একজন লোককে ডেকে বাসন্তী রাণীকে কবর দেই।

এটা ছিল আমাদের গ্রামের কাহিনী।

স্বাক্ষর/-
শ্রী বিমল কান্তি গুহ

\ ২৩১ \

মোঃ সামসুল হক
সহকারী হিসাব রক্ষক
বাংলাদেশ রেলওয়ে
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

১০ই নভেম্বর। সেদিনটি ছিল ২০শে রমজান। পাহাড়তলীতে বাঙ্গালী মা বোনদের উপর বিহারী ও পাকসেনারা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাইয়াছিলো দুনিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে তা বিরল।

১০ই নভেম্বর খুব সকাল বেলা পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লাইন, ওয়ারলেস কলোনী, বাহাদুর শাহ কলোনীর শিশূ, যুবক, যুবতী, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধকে কলোনীর বাসা হইতে জোরপূর্বক ধরিয়া আনে এবং কাহাকে কাহাকে মিলিটারী অফিসার সাহেব ডাকে বলিয়া ধোঁকা দিয়া ওয়্যারলেস কলোনীর নিকটস্থ পাহাড়ে দল বাঁধিয়া নিয়া যায়। সেখানে জল্লাদেরা ধারাল অস্ত্র ও স্বয়ংক্রীয় অস্ত্র দিয়া দয়ামায়াহীন অবস্থায় হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকে।

আমরা কয়েকজন আবছার উদ্দিন, আবদুস ছোবাহান ও মোঃ ছাবেদ মিয়া হত্যাযজ্ঞ পাহাড়ের জঙ্গল হইতে দেখিতে পাই। সাথে সাথে ডবলমুরিং থানার সহিত যোগাযোগ করি। কিন্তু তাহারা ছলচাতুরী করিয়া আমাদিগকে বিদায় করে।

ঈরে দুপুরে মুসলমি লীগ, জামাতে ইনলামী ও পি, ডি পির দালালদিগকেও এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা বলিয়াছে। সেইদিন নর ঘাতকরা এক এক বারে আনুমানিক দুইশত লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের শরীরের কাপড়গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছিল।

১০ই নভেম্বর তিনটার সময় একজন সামরিক অফিসারসহ অনেকে ওয়ারলেস কলোনী দেখিতে আসে। সাথে আমরা প্রায় তিনশত লোক তাহাদের সাথে উক্ত জায়গায় গিয়া পৌঁছাই। হাজার হাজার নারী পুরুষের লাশ পড়িয়া আছে। কোথাও কোথাও মৃতদেহ গুলি একত্রিত করিয়া পেট্রোল দিয়া জ্বালাইয়াছে।

এই হত্যাযজ্ঞ দেখিয়া পাঞ্জাবী সামরিক অফিসার ও তাদের দালালরাও ঠিক থাকিতে পারে নাই। নর পশুরা আত্মীয়স্বজনকে লাশ দিতে অস্বীকার করে। পাহাড়ের উপরে নির্লজ্জ অবস্থায় অনেক যুবতী ও নারীদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এমনিভাবে মা বোন দিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ সামসুল হক।
৭/৪/৭৩

\ ২৩২ \

মোঃ ইদ্রিস
গ্রামঃ জোয়ার কাছাড়
থানা- ফেনী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী অত্র এলাকায় প্রবেশ করিয়া দালালদের সহযোগিতায় প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রবেশ করে এবং অকস্মাৎ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাদের বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া আসে এবং প্রকাশ্যে রাস্তার উপর দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহা ছাড়া তাহারা প্রতি গ্রাম হইতে দালালদের সহযোগিতায় রাজাকার তৈরী করে। পরে উক্ত রাজাকারদের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া নিরীহ জনগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া গুলি, বেয়নেট চার্জ, লাঠিচার্জ বিভিন্ন উপায়ে হত্যা করে। পাক সেনারা এই এলাকায় প্রায় ৪৯ জন লোককে হত্যা করিয়াছে।

নিহতদের মাঝে কিছুসংখ্যকের নাম উল্লেখ করা যায়, যেমনঃ ১। মমিনুল হক, ২। তারিকুন নেছা বেওয়া, ৩। আমিনুল হক, ৪। আবুল খায়ের, ৫। হোসনে আরা বেগম, ৬। মোহছেরা বেগম, ৭। হাজেরা খাতুন, ৮। সুলতান আহমদ, ৯। মুজা মিঞা, ১০। মকবুল, ১১। অহিদুর রহমান, ১২। আব্দুল গফুর, ১৩। বোয়দুল হক, ১৪। আমিনুল হক, ১৫। সামসুল হক, ১৬। আব্দুস সালাম, ১৭। ইয়াকুব আলী, ১৮। আব্দুস বারিক, ১৯। জুলেখা খাতুন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া পাক বাহিনীরা এই এলাকায় বহু অপরিচিতি লোক বন্দী করিয়া প্রকাশ্যে তাহাদের দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। মঠবাড়ীয়ার জনাব হাবিব উল্লাহ পাক বাহিনীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার নিজ বাড়িতে বাঙ্কারে স্বপরিবারে আত্মগোপন করে। কিন্তু পাক বাহিনী তাহাদের ধরিয়া ফেলে। পরে তাহাদের ব্যায়নেট চার্জ করিয়া হত্যা করে।

পাক বাহিনীরা এই ইউনিয়নে বহু নারীর ইজ্জত হরণ করিয়াছে। ধর্মপুর ইউনিয়নে পাক সেনারা এই এলাকার জনাব আহসান সাহেবের উপর পৈশাচিক ব্যবহার করিয়া তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে জনাব আহসান সাহেব মুক্তি বাহিনীদের সাহায্য করিতেন। এই জন্য স্থানীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও মেম্বার তাহার উপর অত্যাচার করিতে থাকে। অবশেষে দালালদ্বয় তাহার নাম পাক সেনাদের নিকট জানাইলে তিনি আত্মরক্ষার জন্য বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দালালরা তাহাকে সেখান হইতে রাত্রিতে গোপনে ধরিয়া আনিয়া পাক সেনাদের নিকট হস্তান্তর করে। পাক সেনারা তাহার উপর প্রায় ৫দিন ধরিয়া দৈহিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে তিনি নিজের দোষ স্বীকার না করায় তাহাকে পাক সেনারা গুলি করিয়া হত্যা করে।

পাক সেনারা অনুরুপভাবে মজলিসপুর গ্রাম হইতে জনাব আবুল খায়ের নামক একজন মুক্তিবাহিনীর বাড়ী আকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া পাক সেনাদের শিবিরে লইয়া আসে। পরে তাহাকে ঝুলন্ত অবস্থায় বেত্রাঘাত করিয়া তাহার নিকট হইতে মুক্তি বাহিনীদের গোপন তথ্য জানিতে চেষ্টা করে। প্রায় ৫দিন ধরিয়া তাহার উপর দৈহিক নির্যাতন চালাইবার পর পাক সেনারা তাহার নিকট হইতে কোন সংবাদ জানিতে না পারিয়া তাহাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে হত্যা করিয়াছে।

পাক বাহিনী ধর্মপুর ইউনিয়নে রাজাকার ও দালালদের সহযোগিতায় প্রতিটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া নিরীহ জনসাধারণের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহারা এই এলাকায় প্রায় পাঁচটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। যেমন, ধর্মপুর, জোয়ার কাছাড়, মটবাড়ীয়া, পদুয়া, মজলিসপুর। যে সমস্ত গ্রামে প্রবেশ করে নাই সে সমস্ত গ্রামে বাস্তত্যাগী জনগণের বাড়ী ঘরের ছাদের টালি, দরজা জানালা প্রভৃতি দালাল ও রাজাকার কর্তৃক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পাক সেনারা অত্র এলাকায় বহু রমণীর শরীর হইতে সোনার গহনা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

পাক বাহিনী এই এলাকায় গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা ধর্মীয় স্থানের প্রতিও কলংক লেপন করিয়াছে। পাক সেনারা এই এলাকার প্রতিটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। জোয়ার কাছাড় গ্রামে পাক সেনারা আবদুল আলীকে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

স্বাক্ষর /-
মো: ইদ্রিস

\ ২৩৩ \

আফিজা খাতুন
গ্রাম- দ: খানে বাড়ী
ডাকঘর- শর্শদী বাজার
জেলা- নোয়াখালী

আমি অতিশয় দরিদ্র পরিবারের অসহায় নারী। বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নিজ বাড়ীতে ছিলাম। সংগ্রামের প্রথম দিকে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে আত্মীয় পরিজনের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। আর্থিক অবস্থাহীন বলিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারি নাই। বৃদ্ধ পিতা সম্পত্তিহীন কৃষক ছিল। অপরের সম্পত্তি চাষ করিয়া ও দৈনিক মজুরী দিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনী দ: খান বাড়ী গ্রামের নিকট অকাতরে রকেট শেলিং করিতেছিল। তখন আমার পিতা জুলু কামাল মিঞা মাঠে জমি চাষ করিতেছিল। অকাতরে রকেট শেলিং করিতে দেখিয়া ভয়ে জ্ঞান হারাইয়াই মাঠে শাহাদৎবরণ করেন।

পিতার অকালে মৃত্যুর পর আমার পরিবারে দুঃখের ছাপ নামিয়া আসে। অন্য দিকে ফেনী থানায় পাক বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া আমার প্রায় সকল আত্মীয়স্বজন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি অর্থের অভাবে নিজ বাড়ীতে বৃদ্ধ মাতা ও ছোট ভাইকে নিয়া ছিলাম।

অক্টোবর মাসে পাক বাহিনী শর্শদী বাজারে শিবির স্থাপন করে। পাক বাহিনী, রাজাকার ও দালালরা উক্ত এলাকার গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিতে থাকে। অস্থায়ী সম্পত্তি লুটতরাজ করিয়া নিয়া যায়।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে স্থানীয় রাজাকারের সহযোগিতায় পাক বাহিনী আমার বাড়ী ঘেরাও করে। হঠাৎ আক্রমণের ফলে আমাদের পক্ষে আত্মগোপনের সুযোগ হয় নাই। আমি ভয়ে ঘরের গোলার নীচে পালাইয়া থাকি, কিন্তু রাজাকার ও পাক বাহিনীর পিশাচরা ঘরে ও বাহিরের সকল কিছু তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করে করে এবং এবং আমাকে গোলার নীচ হইতে টানিয়া বাহির করে। পাক নরপশুরা আমাকে দেখিয়া আনন্দে উৎসাহিত হইয়া ওঠে ও রাজাকারকে একটি ১০ টাকার (দশ টাকা) নোট হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। আমি নরপিশাচ দিগকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিতে থাকি, কিন্তু কাহাকেও সাহায্যে আসিতে দেখিলাম না। আমার ভীষণ চিৎকার দেখিয়া তাহারা বেয়নেট বাহির করিলে আমি তাহাদের পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বহু বিনয়ের সহিত আমার পিতার মৃত্যুর কথা বলিলাম। আমি আপনাদের বোন, আমার চরিত্রে আপনারা কলঙ্ক লেপন করিবেন না। আমি দরিদ্র মেয়ে। আমার মা বহুবার তাহাদিগকে অনুরোধ করিল। ক্রন্দন করিল তোমাদের তো মা, বোন আছে, কিন্তু নরপিশাচরা আমাকে মাকে পায়ে লাথি মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল এবং ঘরের দরজা দিয়া ফেলিল। আমার ভীষণ চিৎকার আকূতি মিনুতি তাহাদের হৃদয়ে একটুও মায়ার সৃষ্টি করিল না। দুইজন পাক নরপিশাচ আমার উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করিল। নরপিশাচদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে গভীর রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে আর পাশে দেখি আমার অসহায় মা মাথায় পানি দিতেছে। নির্মম অত্যাচারে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে। আমার অসুস্থ শরীরের উপর এইভাবে তিন দিন অত্যাচার করে এবং প্রতিদিন আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। রাজাকার আমাদের কড়া পাহারা দিতে থাকে। তিন দিন পর একদিন গভীর রাত্রে মা ও ছোট ভাইকে নিয়া বাড়ী হইতে অন্য গ্রামে পলায়ন করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরিয়া আসি এবং জানিতে পারি মুক্তিযোদ্ধারা সেই রাজাকার ওসমান আলীকে হত্যা করিয়াছে।

টিপসহি/-
অফিসা খাতুন

\ ২৩৪ \

আব্দুল গোফরান
গ্রাম- পদিপাড়া
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে মাইজদি এবং চৌমুহনী বাজারে পাকসৈন্য প্রবেশ করে। আমি তখন হোটেল জায়েদীতে কাজ করি। পাক বাহিনী যখন প্রবল বাধা সত্ত্বেও চৌমুহনী বাজারে প্রবেশ করিল তখন আমি মনে স্থির করিলাম যে কি করিয়া এই বাজার হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারি। যখন দেখিলাম যে পাক বাহিনী রাস্তার ভিতর নাই, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া এক পা দু পা করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর একজন পাক দস্যু আসিয়া আমাকে বলিল হ্যাণ্ডস আপ। হ্যাণ্ডস আপ অর্থ কি আমি বুঝিতে না পারিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাক দস্যু আসিয়া আমাকে ভীষণভাবে চপেটাঘাত করিল। চপেটাঘাত করার পর আমি মাটিতে পড়িয়া যাই। যেখানে পড়িয়া যাই ঐখান হইতে আমাকে চৌমুহনী প্রকৌশল বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের রোডে নিয়া আসে। এখানে আনিয়া আমাকে বার দুই প্রশ্ন করে যে মুক্তিবাহিনী কোথায়। আমি বলি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। আমার জবাবে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলে বেটা মুক্তিবাহিনীকে মাছ, ভাত দিতে পারিস আর এখন বলিস মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ পাক নরপশু তাহার ব্যায়নেট বাহির করিয়া আমার ডান হাতের একটা আঙ্গুল তুলিয়া ফেলে এবং বলে এখন সত্যি কথা বল। আমি বলি না হুজুর আমি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। তখন আবার ডান হাতের তালু ছিদ্র করিয়া দিল। এমন অবস্থাতেও আমি বলি নাই মুক্তিবাহিনী কোথায়।

স্বাক্ষর / -
আব্দুল গোফরান
২১/১/৭৩

\ ২৩৫ \

জামাল মিঞা পাটওয়ারী
গ্রাম- পটিকা
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

১২/৫/৭১ইং রোজ মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক **১২** ঘটিকার সময় বাড়ীতে পাক বাহিনী হামলা চালাইলে আমি তাহাদের হাতে ধরা পড়ি। কে বা কাহারা আমার মেঝ ছেলে রুহুল আমিনের নাম পাক বাহিনীদের নিকট দেওয়ায় পাক বাহিনী আমার ছেলে রুহুল আমিনকে খোঁজ করে এবং আমাকে তাহার সম্পর্কে বহু কিছু জিজ্ঞাসা করে। আমি তাহার সম্পর্কে সব কিছু অস্বীকার করিলে তাহারা রাইফেল দ্বারা আমাকে বেদম প্রহার করে। তাহা ছাড়া পা দ্বারা বুকে লাথি মারে। আমি তাহাদের অনুরোধ করিলে তাহারা আমার উপর আরও কঠোর নির্যাতন চালায় ও আমার ঘর দরজা পোড়াইয়া দিয়া আমাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলিয়া যায়। তারপর আমার বাড়ীর অন্যান্য লোকজন বাড়ী আসিলে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া ডাক্তার লইয়া আসে। ডাক্তার আমাকে ঔষধ পত্র ও ইনজেকশন দেওয়ার পর আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। পাক হানাদার বাহিনী মাঝে মাঝেই আমার বাড়ীতে মেঝ ছেলে রুহুল আমিনকে খোঁজ করিত।

স্বাক্ষর /-
জামাল মিঞা পাটওয়ারী

\ ২৩৬ \

মো: আনছার আলী
গ্রাম- করিমপুর
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ সনে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও পাক বাহিনী মাইজদি ও চৌমুহনী বাজারে প্রবেশ করে। পাক বাহিনী চৌমুহনীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কারফিউ জারি করে। তখন আমরা দোকান পাট বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকি। এই সময় আমি গুলশান চায়ের দোকানে কাজ করি। যখন কারফিউ শেষ হইল তখন আমি দোকানে চা তৈরী করিতেছি। এমন সময় পাক নরপশুরা আমাদের দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল বেটা একটা চা দে তো। অমনি আমি একটা চা তৈরী করিয়া দেই। চা খাওয়ার পর আমাকে বার বার প্রশ্ন করে বেটা তোরা তো মুক্তিবাহিনীকে ভাত, মাছ দিয়াছিস, বল এখন মুক্তি কাহা হায়? আমাকে পাক বাহিনী বলে ঝুট নাহি বলতা হায়। আমি বলি না হুজুর আমি মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে পাক দস্যু আমার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হইয়া বলিল ভাত, মাছ দিতে পারিস আর এখন বলিস মুক্তিবাহিনী দেখি নাই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের প্রতি লক্ষ করে এবং গুলি করে। গুলি আসিয়া আমার উরাতের ভিতর প্রবেশ করে। আমি তখন জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাই। এমন সময় দুইটা লোক আমাকে দোকানের ভিতর প্রবেশ করে। আমাকে দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে লোকটা বাঁচিতে পারে। এই লোক দুইটা আমাকে চিনিত, তাহারা আমাকে ধরিয়া আমার বাড়ীতে নিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে আমার বাড়ীতে লোকজন আসিতে লাগিল। তখন আমি আমার পাড়া প্রতিবেশী মো: নজির উদ্দিনকে ডাকিয়া বলি ভাই আমার জমি তোমায় লিখিয়া দেব তুমি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দাও। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মো: নাজির উদ্দিন চৌমুহনী বাজার হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ডাক্তার চিকিৎসা করিতে করিতে আমাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল।

স্বাক্ষর / -
মো: আনছার আলী

\ ২৩৭ \

আহছান উল্লাহ
গ্রাম- দেয়নাথপুর
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাক বাহিনী রায়পুর বিনা মোকাবিলায় দখল করে। বাজারের অনতিদূরে একটি হিন্দু বর্ধিষ্ণু গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়।

কয়েক দিন পর আবার রায়পুর থানায় আসিয়া শিবির স্থাপন করে এবং আরম্ভ হয় নারী নির্যাতন, দৈহিক পীড়ন। পাক বাহিনী স্থানীয় জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ সমর্থিত দালালদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ কর্মী ও হিন্দুদের বাড়ীঘর লুণ্ঠন ও প্রজ্বলন শুরু করে। রাত্রের অন্ধকারে বাড়ীতে হানা দিয়ে মা বোনদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে এই এলাকায় অগণিত মা বোনের সতীত্ব নষ্ট হয়। শেষের দিকে নিরপরাধ লোকদের বাড়ীও তাহারা জ্বালাইয়া দেয় ও লুণ্ঠন করে।

আমি একজন দরিদ্র মিস্ত্রী। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতাম। পাক বাহিনী ও তাহাদের দালালরা আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। পাক বাহিনী রায়পুর শিবির করার পর আমার এখানে থাকা সম্ভব হইল না। আমার কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বাঁচার অন্বেষণে সুদূর পল্লী গ্রামে চলিয়া গেলাম। সেখানে কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে পাক বাহিনী ও দালালরা আমাদের গ্রামে দেয়নাথপুর আক্রমণ করে। প্রতিটি বাড়ী খুঁজিয়া যুবকদিগকে হত্যা করে ও মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমার বাড়ীতে তল্লাশি করিয়া আমাকে না পাইয়া আমার স্ত্রী আরমার নেছা বেগমের উপর অত্যাচার করে। সেই সময় আমার স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবর্তী ছিল। আমাকে বাড়ীতে না পাইয়া মুক্তিফৌজ সন্দেহ করিল। আমার স্ত্রীর উপর নৃশংস অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে আমার স্ত্রী আরমান নেছা ঘটনাস্থলেই শাহাদৎ বরণ করে। এইভাবে এই এলাকায় বহু নারীকে অত্যচার করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিদায় নেয়।

স্বাক্ষর / -
আহছান উল্লাহ

\ ২৩৮ \

মো: বাদশা মিয়া
গ্রাম- লুধুয়া
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

৫ই রমজান ১৯৭১ইং সালে পাক বাহিনী লক্ষ্মীপুর হইতে আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মীরগঞ্জ আসে। মীরগঞ্জে আসিয়া মীরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মসজিদে তাহাদের শিবির স্থাপন করে। এই শিবিরে প্রায় ৩০ জন পাক নরপিশাচ ও ৯০ জন রাজাকার ছিল।

একদিন আমি আমাদের গ্রামের পাশে সুপারি বাগানে কাজ করিতেছি। এমন সময় একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। রাজাকার কমাণ্ডার আমাকে চোখ বাঁধিয়া রাজাকার ক্যাম্পে আনিল। ক্যাম্পে আনিয়া মসজিদের সামনে যে বাঙ্কার ছিল সেই বাঙ্কারের ভিতর হাত, পা বাঁধিয়া রাখিল। রাত্রিতে আমাকে একটা রড দিয়া ভীষণ প্রহার করে এবং রাজাকার কমাণ্ডার বলে বেটা মুক্তিবাহিনীর লোক, বেটাকে এখন মুক্তিবাহিনীর সাধ মিটাইতেছি। আবার সেই রডটা আগুন দিয়া পোড়াইয়া আমার পায়ে ঠাসিয়া ধরিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তারপর রাজাকাররা বলে তুই মুক্তিবাহিনীর লোক, তোকে আমরা আর বাঁচাইয়া রাখিব না।

তার পরের দিন পাক বাহিনীর একজন নায়েক সুবেদার আসিয়া আমার চোখ খুলিয়া আমাকে বার বার প্রশ্ন করে মুক্তিবাহিনী কোথায় থাকে ঠিক করিয়া আমার কাছে বল, তোকে আমরা ছাড়িয়া দিব। আমি তখন বলি স্যার আমি একজন নিরীহ মানুষ, মুক্তিবাহিনী কে বা কোথায় থাকে তা আমি জানি না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাক বাহিনী ভীষণভাবে চপেটাঘাত করে এবং বলে বেটা ঠিক কথা বল না হইলে তোকে আমরা চিরনির্বাসিত করিয়া দিব। এমন সময় একজন পুলিশ আসিল বলিল স্যার এই নিরীহ জনসাধারণকে মারিয়া কোন লাভ হইবে না। তখন রাজাকার কমাণ্ডার নূর মোহাম্মদ বলে বেটারা মুক্তিবাহিনীকে ডাব, নারিকেল দিবে। কাজেই বেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন উক্ত পুলিশটি বলিল দেন বেটাকে আমি শেষ করিয়া দিয়া আসি। তখন পুলিশটি আমাকে দূরে আনিয়া বলিল তুমি এক কাজ কর। কাজ হইল এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে যে পুল আছে ঐ পুলের নীচে কয়েকজন মরা মানুষ ভাসিতেছে, তুমি একটা বাঁশ আনিয়া মরা মানুষ গুলি ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাও। তখন আমি পুলিশের কথা মত মরা মানুষ গুলি ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া আসি। আজ পর্যন্ত আমার পায়ের সেই দাগ রহিয়াছে।

টিপসহি/-
মো: বাদশা মিয়া

\ ২৩৯ \

মো: আবুল কালাম
গ্রাম- উত্তর দেনাতপুর
থানা- রায়পুর
জেলা- নোয়াখালী

ভাদ্র মাসে পাক বাহিনী আমাদের রায়পুর থানায় আসিয়া রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। এই মাদ্রাসায় রাজাকার বাহিনীর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে।

এখান হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া রাজাকার বাহিনী রায়পুর থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামে মুক্তি বাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাড়ীতে যাইয়া লুটপাট আরম্ভ করে। এই ভয়ে তখন হইতে আমি আমাদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করা নিরাপদ নয় বলিয়া অন্য বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিতাম।

একদিন আমি আমাদের গ্রামের মো: রসিদ পাটোয়ারী সাহেবের বাড়ীতে ঘুমাইতেছিলাম। এমন সময় একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিল। তখন আমি মনে করিলাম আমার আর বাঁচার কোন পথ নাই। প্রায় ১৫ জন রাজাকার আসিয়াছিল, তার মধ্যে আমার পরিচিত ছিল চারজন।

একজন রাজাকার কমাণ্ডার আসিয়া আমার হাত বাঁধিয়া তাহাদের ক্যাম্পে নিয়া আসিল এবং পাক বাহিনীর হাতে অর্পন করিল। পাক বাহিনী তখন আমার চোখ বাঁধিয়া একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিল। প্রথম দিন আমাকে তাহারা বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিতে থাকে। পাক বাহিনী আমাকে বলে তোদের মুক্তিবাহিনীর দল কোথায় ঠিক করিয়া বল তোকে আমরা ছাড়িয়া দিব। তখন আমি বলি না, হুজুর, আমি মুক্তিবাহিনীর দল দেখি নাই। এই কথা বলার সঙ্গে পাক বাহিনী তাহার পাদুকা দিয়া আমার বুকের উপর ভীষণভাবে লাথি মারিল, এই লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান ইয়া পড়িয়া থাকি।

দ্বিতীয় দিনে উক্ত রাজাকার কমাণ্ডার আসিয়া আমাকে তাহার চাকু দিয়া আমার বাম হাতের রগ কাটিয়া ফেলিল। রগ কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি।

তৃতীয় দিনে পাক বাহিনী আমাকে তাহাদের হেড কোয়ার্টার মাইজদি পাঠাইবে এই খবর শুনিয়া একজন রাজাকার আমাকে বলিল এবং আমি তাহাকে বলিলাম ভাই আমি তোমাকে কিছু টাকা দিব তুমি আমাকে মুক্ত করিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া সেই রাজাকার আমার বাড়ীতে সংবাদ দিল। আমার বাড়ী হইতে বড় ভাই ১৫ শত টাকা নিয়া আসিল।

পঞ্চম দিনে রাজাকার কমাণ্ডার আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং দাবী করে আমাকে দুই হাজার টাকা দিতে হইবে, না হইলে আমরা কালামকে মারিয়া ফেলিব।

এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভাই বাড়ী চলিয়া গেল। এমন সময় রাজাকার কমাণ্ডার আমার নাকের ভিতর সুঁচ দিয়া ছিদ্র করিয়া সুতা দিয়া আড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভাই দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আবার ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল। রাজাকার কমাণ্ডার দেলোয়ার হোসেনকে দুই হাজার টাকা দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়া আনিল।

স্বাক্ষর / -
মো: আবুল কালাম

\ ২৪০ \

মো: নুরুল ইসলাম
গ্রাম- পশ্চিম লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

পাক নরপশু এতদ অঞ্চলের চন্দ্রগঞ্জ হাই স্কুল ও প্রতাবগঞ্জ হাই স্কুলে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। শিবির স্থাপন করার পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পশ্চিম লতিফপুরের উপর বেপরোয়া হামলা চালায়। কারণ চন্দ্রগঞ্জ বাজারের পূর্ব পার্শ্বে একটা পাকা পুল ও রাস্তা কাটিয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলে। ফলে চন্দ্রগঞ্জ বাজারের পাশে সংলগ্ন গ্রাম পশ্চিম লতিফপুরে হানা দেয়। প্রথমে পাক বাহিনীরা গ্রামে প্রবেশ করার পথ লোকজন সামনে যাহাকে পাইয়াছে তাহাদেরকে গুলি করিয়া হত্যা করে। আমাদের গ্রামে পাক বাহিনী নুরু মিঞা মুন্সীর বাড়ীতে যায়। ঐ বাড়ীতে ৬ জন লোককে পায়। ৬ জন লোককেই গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহাছাড়া উক্ত গ্রামে আরও বহু লোক হত্যা করে। নিম্নে উক্ত গ্রামের মৃত ও আহত লোকদের নাম দেওয়া হইল।

মৃত ব্যক্তিদের নামঃ

১। শশীভূষণ পাল, পিতা-রাজ মোহন পাল, ২। সেকান্দার মিয়া, পিতা-ইলিয়াস, ৩। মজীবুল্লাহ, পিতা-আহমদ উল্লাহ, ৪। শফিকুল্লাহ মুন্সী, পিতা-মৃত ছালামত উল্লাহ, ৫। নুর মিয়া মুন্সী, পিতা-মহববত আলী, ৬। রহমত উল্লাহ, পিতা-নূর মিয়া মুন্সী, ৭। মখলেছুর রহমান, পিতা-মহববত আলী, ৮। জাফর আহমদ, পিতা-এমরান আলী, ৯। আবু তাহের, পিতা-ওবায়দুল্লাহ, ১০। করপুন নেছা, স্বামী-আব্দুল মান্নান, ১১। নজির আহমদ, পিতা-আব্দুল হাকিম, ১২। শামসুল হক, পিতা-মুজা মিঞা, ১৩। খলিল, পিতা-হাবিবুল্লাহ, ১৪। আব্দুর রহমান পাটোয়ারী, পিতা-বজলুর রহমান।

আহত ব্যক্তিদের নামঃ

১। জগবন্ধু পাল, পিতা-রতন কৃষ্ঞ পাল, ২। অনুকূল চন্দ্র পাল, পিতা-দেবেন্দ্র কুমার পাল, ৩। নুর মোহাম্মদ, পিতা-আহমদ উল্লাহ, ৪। নুরজ্জামান, পিতা-আনোয়ার আলী, ৫। আব্দুল হক, পিতা-নুরুজ্জামান, ৬। ইউছুফ মিঞা, পিতা-মহববত আলী, ৭। নুরুল আমিন, পিতা-জাফর আহমদ। মৃত ব্যক্তির নাম আরও রহিয়াছে।

স্বাক্ষর / -
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
২৬/২/৭৩

\ ২৪১ \

মো: মফিজ উল্লাহ মুন্সি
গ্রাম- পশ্চিম লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

আমার মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পাক বাহিনী তখন চৌমুহনী হইতে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসে। চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসিয়া চন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাক বাহিনী তাহাদের শিবির স্থাপন করে। পাক বাহিনী শিবির খুলিয়া তাহাদের দোসর বন্ধু শান্তি কমিটি গঠন করে।

শান্তি কমিটি গঠন করিয়া পাক বাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশে গ্রামগুলি মুক্তিবাহিনীর তল্লাশে তছনছ করিয়া তুলিল।

এইভাবে পাক বাহিনী জনসাধারণের মধ্যে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিল। তখন হইতে আমাদের গ্রামের জনসাধারণ অন্যান্য গ্রামে পলায়ন আরম্ভ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ তারিখে পাক বাহিনী আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে। পাক বাহিনীকে আসা দেখিয়া আমার বাড়ীর লোকজন সবাই পলায়ন করে। শুধু আমি ও আমার ভাই মো: আমিন উল্লাহ মুন্সি বাড়ীতে ছিলাম। যখন দেখিলাম পাক বাহিনী আমাদের পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন আমরা দুই জন এক পুকুরের মধ্যে ডুব দিয়া কচুরি পানা মাথায় দিয়া লুকাইয়া থাকি। পাক বাহিনী আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রথম তাহার পাদুকা দ্বারা আমার বুকে লাথি মারিল, তারপর রাইফেল দিয়া বেদম প্রহার করিল। রাইফেল দিয়া মারার পর আমার পায়ে দড়ি দিয়া এক গাছের সঙ্গে বাঁধিত। গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া আমার পা উপর দিকে রাখিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তোদের বাড়ী কোনটা। বাড়ী দেখাইয়া দেওয়ার পর আমার বাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিল। আমাকে গাছের সঙ্গে এই অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিয়া পাক বাহিনী চলিয়া গেল। বর্তমানে আমি অদ্যাবধি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছি।

স্বাক্ষর / -
মো: মফিজ উল্লাহ মুন্সি
২৬/২/৭৩

\ ২৪২ \

জগবন্ধু পাল
গ্রাম- লতিফপুর
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

রাজাকাররা যখন পাক বাহিনীর সাথে বিশেষভাবে সহযোগিতা করতে থাকল তখন এই গ্রামের নিরীহ জনসাধারনের উপর রাত্রিতে জোর তল্লাসী আরম্ভ করে। লতিফপুর গ্রামটি চন্দ্রগঞ্জ বাজারের অতি নিকটবর্তী। পাক দস্যুরা ও রাজাকাররা চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের সম্মুখে শিবির করেছিল। রাজাকার ও পাক হানাদাররা গ্রামের দিকে আসা মাত্রই আমরা ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করি। এইভাবে আমাদের মধ্যে সর্বসময় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করত। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝিতে বেশ কয়েকজন রাজাকার রাত্রিতে আমার বাড়ী আসে এবং আমার বাড়ী ঘিরে ফেলে। বাড়ী ঘেরাও করে ঘর হতে আমাকে জোর করে বার করে এবং বন্দুকের বাঁট দ্বারা বেদম প্রহার করে। রাজাকার আমাকে প্রশ্ন করে মুক্তিবাহিনীকে কয় হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিস? মুক্তি বাহনীদেরকে সাহায্যের কথা অস্বীকার করলে বা মুক্তিবাহিনী কারা তাও অস্বীকার করলে পা দ্বারা বুকে জোরে লাথি মারে। নরপশুরা তা ছাড়া যাবার সময় আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়ে যায। আমার কাছ হতে বহু টাকা পয়সাও জোর করে কেড়ে নেয়। বর্তমানে আমার চোখ অচল। একেবারে কিছু দেখতে পাই না। তাছাড়া বেদম প্রহারের ফলে আমার একটা হাতও ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে থাকা না থাকা একই অবস্থা।

মুক্তিবাহিনী পাক বাহিনী ও রাজাকারদেরকে সব সময় নাজেহাল করত। ফলে পাক বাহিনী ও রাজাকার অতিষ্ঠ হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে লতিফপুরের নিরীহ বহু জনসাধারণকে ধরে কঠোরভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়। পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আমার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। বর্তমানে আমি সর্বহারা।

স্বাক্ষর /-
জগবন্ধু পাল
২৬/২/৭৩

\ ২৪৩ \

মো: আবুল কাসেম
গ্রাম- শেখপুর,
থানা- লক্ষ্মীপুর
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী যখন চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসে তখন আমি চন্দ্রগঞ্জ বাজারে ছিলাম। চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আমার একটা দোকান আছে। সেই দোকানে আমি ছিলাম। পাক বাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারে আসিয়া চন্দ্রগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে তাহারা শিবির স্থাপন করে। তখন হইতে আমি মুক্তি বাহিনীকে গোপনভাবে সাহায্য করি এবং মুক্তি বাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করিতে থাকি। একদিন রাত্রিতে প্রায় ১৭ জন মুক্তি বাহিনী আসিয়া আমাকে বলিল কিভাবে আমরা নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিতে পারি? তখন আমি মুক্তি বাহিনীকে নোয়াপুর পুলের পথ দেখাইয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে আমার দোকানে রুটি খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। ঐ তারিখে তাহারা নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিয়া চলিয়া যায়।

ঠিক তার দুইদিন পর একদল রাজাকার আমার দোকানে আসিয়া বলিল কাসেম নামে কোন দোকানদার আছে নাকি? তখন আমি বলিলাম হ্যাঁ আছে। রাজাকার বলিল কাসেমকে আমাদের দরকার আছে। তুমি পলায়ন করিলে দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি আর দুইদিন দোকানে আসি নাই।

একদিন রাত্রিতে পালাইয়া আমাকে দোকানে আসিলাম। তৎক্ষণাৎ একদল রাজাকার আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমার চোখ বাঁধিয়া রাজাকারের ক্যাম্পে নিয়া আসিল।

ক্যাম্পে আনিয়া কোন কথা বলার আগে আমাকে বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিল এবং বলিতে লাগিল বেটা কোথায় পলাইয়াছিলি? এখন মজা দেখাইতেছি। এই কথা বলার পর পর আবার বেত দ্বারা বেদম প্রহার করিতে লাগিল।

তারপর আমাকে বলিল যে, নোয়াপুর পুল ধ্বংস করিয়াছিস এবং মুক্তি বাহিনীকে তোর দোকানে রুটি তৈরী করিয়া খাওয়াইয়া ছিস। এখন সত্যি করিয়া বল মুক্তি বাহিনরি ক্যাম্প কোথায়? আমি তখন কোন কথার জবাব দিতে পারি নাই।

তারপর আবার একটা সূচঁ দিয়া আমার ডান হাতের আঙ্গুলের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকি। এই খবর জানিতে পারিয়া আমার বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া একদল রাজাকারকে কিছু টাকা দিয়া আমাকে রাজাকারের ক্যাম্প হততে উদ্ধার করিল। আজ পর্যন্ত আমার ডান হাত দিয়া কোন কাজকর্ম করিতে পারি না।

স্বাক্ষর /-
মো: আবুল কাসেম
২৬/২/৭৩

\ ২৪৪ \

মো: রফিকুল্লাহ
গ্রাম- কাদির হানিফ
থানা- সুধারাম
জেলা- নোয়াখালী

১৫ই এপ্রিল ১৫ জন রাজাকার আমাদের গ্রামে আসে, আমি তখন আমাদের গ্রামের দক্ষিণ চরায় ধান কাটিতেছি। রাজাকার আসিয়া আমাকে বলে যে, তোদের গ্রাম হইতে আমাদের চাউল তুলিয়া দিতে হইবে। আমি তখন রাজাকারকে বলি না ভাই আমি গ্রাম হইতে চাউল তুলিয়া দিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া মাইজদি টাউন হল শিবিরে লইয়া যায়। শিবিরে লইয়া রাজাকার কমাণ্ডার মীর কালা মিয়া মেকার আমাকে পাক সেনাদের হাতে অর্পন করে। ঐ হইতে পাক সেনারা আমার শরীরের উপর দৈহিক পীড়ন আরম্ভ করে। প্রথমে আমার পাড়ে দড়ি বাঁধিয়া আমাকে একটা ঘরের আড়ার উপর ঝুলাইয়া রাখে এবং বার বার আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তুই মুক্তি বাহিনী, তোর কাছে অবশ্যই রাইফেল আছে। আমি প্রশ্নের জবাবে বলি না হুজুর আমি কোন মুক্তি নই, আমার কাছে কোন রাইফেলও নাই। এইভাবে আমাকে ঐ খানে ৭ দিন বাঁধিয়া রাখে এবং দিনের শেষে বিকালে আমাকে প্রত্যেক দিন এইভাবে প্রহার করে। ১৭ই এপ্রিল তারিখে আমাকে আবার চোখ বাঁধিয়া একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখে এবং ঐ তারিখে বেগমগঞ্জ শিবিরে লইয়া বেত দ্বারা বেদমভাবে প্রহার করিতে থাকে। এ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। এই খবর শুনিয়া আমার এক আত্মীয় মো: সামছুল হক সাহেব আমাদের গ্রামের ও ইউনিয়নের রাজাকার কমাণ্ডার মো: মীর কালা মিয়া মেকারকে ধরিয়া ৫০০ টাকার বিনিময়ে আমাকে মাইজদি জেলখানায় লইয়া আসিল। মাইজদি জেলখানায় আসিয়া আবার পাক সেনাদের হাতে পড়ি। এই জেলখানায় আমাকে দৈনিক এক হাতে পনের সের পানি আর এক হাতে পনের সের পানি লইয়া আধা মাইল চলিতে হইত। এইভাবে আমি মাইজদি জেলখানায় তিন মাস ছিলাম। মাইজদি শহর মুক্ত হওয়ার পর আমি জেলখানা হইতে মুক্তি পাই।

টিপসহি /-
মোঃ রফিকুল্লাহ

\ ২৪৫ \

মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ
গ্রাম- কাদির হানিফ
থানা- সুধারাম
জেলা- নোয়াখালী

২৮/৯/৭১ ইং তারিখে আনুমানিক ৫০/৬০ জন রাজাকার আসিয়া দিনের বেলায় আমার বাড়ীর চারিদিকে ঘেরাও করিয়া ফেলে। রাজাকারদের আসা মাত্র আমি আমার ঘরের মাচার কোনায় পালাইয়াছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কোন মুক্তিবাহিনী নই বা কোন অন্যায় কাজও করি নাই। তবে পাক সেনা এবং রাজাকার দেখিয়া ভয় পাইতাম এই কারণে যে বর্বর বাহিনী ও রাজাকারদের মতলবের ঠিক ছিল না এবং সন্দেহ করিয়াই নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করিত। তারপর আমাকে বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিল এবং বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল মুক্তিবাহিনীদের থাকার জায়গা দিয়া তাহাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিস। মুক্তিবাহিনী কোথায় আছে বাহির করিয়া না দিলে আজকে জ্যান্ত কবর দিব। এই সমস্ত বার বার প্রশ্ন করে এবং রাইফেলের বাঁট দ্বারা সমস্ত শরীরের সব জায়গায় বেদম প্রহার করিতে থাকে। বেদম মারের চোটে আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং তারপর তাহারা আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। আমার বাবা ঐ তারিখে বাড়ী ছিলেন না। পাড়ার প্রতিবেশী মো: কালামিয়া, আব্দুল গনি এবং আরও অনেকে তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ীতে আসে। আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ঢালে এবং জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমাকে তাড়াতাড়ি মাইজদি সদর হসপিটালে লইয়া আসে এবং ভর্তি করিয়া দেয়। সদর হাসপাতালেই থাকি এবং বেশ কিছুটা আরোগ্য হই। আরোগ্য হওয়ার পর বাড়ী চলিয়া আসি। বাড়ী আসিয়া দেখি কাজ কর্ম সম্পূর্ণভাবে করিতে পারি না। রৌদ্রের ভিতর কিছুক্ষণ কাজ করিলে মাথা ঘুরাইয়া পড়িয়া যাই। তারপর আমার গ্রামের ডাক্তার মো: নবাব আলীও চিকিৎসা করিয়াছেন।

স্বাক্ষর /-
মোঃ ছিদ্দিক উললাহ

\ ২৪৬ \

হাবিবুর রহমান
গ্রাম- মনিপুর
থানা- পরশুরাম
জেলা- নোয়াখালী

জুলাই মাসের ১৫ তারিখ একদল পাক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মনিপুর গ্রামের উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রথম ভাগে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাহাদের আক্রমণের জবাব দেয়। কিন্তু তাহাদের প্রবল আক্রমণের মুখে টিকিতে না পারিয়া ভারতের রাজনগর শিবিরে প্রস্তান করে। ক্রুদ্ধ পাক বাহিনী স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী মি: আমান উল্লাহর বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া আমার বাড়ীর দিকে প্রবেশ করে। পাক বাহিনীর ভয়ে গ্রামের ৫ জন সুন্দরী রমনী আমার বাসগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিল। পাক বাহিনী তল্লাশী চালাইয়া তাহাদিগকে ধানের গোলার নীচেও ঘরের কারের হইতে জোরপূর্বক টানিয়া বাহির করে। পাক সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল ১২ জন। তাহারা উক্ত নারীদের উপর দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা যাবৎ অতি বর্বরভাবে অত্যাচার চালায়। তাহাদের অত্যাচারে সকলেই জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। পরে পাক বাহিনী পরশুরামে ফিরিয়া আসে। পাক বাহিনী প্রস্থানের পর স্থানীয় জনসাধারণ মাথায় পানি ঢালিয়া রমণীদের জ্ঞান ফিরাইয়া আসে।

পাক বাহিনী যখন অসহায় নারীদের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে তখন তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে বিরত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয় এবং ধর্মেরও দোহাই দেওয়া হয়। ইহাতে ক্ষুদ্ধ হইয়া পাক বাহিনী আমাকে কাফের বলিয়া বেদম ভাবে প্রহার করে এবং আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলে পুকুর পাড়ে ফেলিয়া রাখে।

স্বাক্ষর /-
হাবিবুর রহমান

\ ২৪৭ \

হাজী ছানু মিয়া
গ্রাম- মির্জানগর
থানা- পরশুরাম
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী ২৫শে মে ফেনী হইতে পরশুরাম দখল করিয়া নেওয়ার পর আমাদের ১নং মির্জানগর ইউনিয়নের বহুলোক আত্মরক্ষার জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার একমাত্র ছেলে ও ছেলের বধু ও দুই শিশু সন্তানসহ ত্রিপুরার রাজনগরে আশ্রয় নেয়। আমি এবং আমার সহধর্মিনী হালিমা খাতুন বাড়ীতে ছিলাম। প্রায় ২০০ পাক বাহিনী ১০ই জুলাই মির্জানগরে প্রবেশ করে এবং সেইদিন মির্জানগর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ও গ্রামের অন্যান্য স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া থাকে। রাত্রে পাক বাহিনী গ্রামের নিরীহ নারীদের উপর অত্যাচার করে। ১৫ই জুলাই অধিক রাত্রে আমার বাড়ীতেও পাক বাহিনী হামলা করে।

১৫ ই জুলাই রাত্রে মির্জানগর গ্রামে যুবতী বৃদ্ধা কেহই পাক নরপশুদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রামের হাঁস, মোরগ, খাসী, ছাগল সবই নিয়া যায়। ভারত সীমান্ত অতি নিকটে বলিয়া মুক্তিযোদ্ধারা মির্জানগরে পাক সৈন্যদের অবস্থান জানিতে পারিয়া ভোর রাত্রে প্রবল আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া ১৬ই জুলাই সকাল ৯টায় মির্জানগর ছাড়িয়া পরশুরামে চলিয়া যায়। নরপশুদের শিবির ছাড়িয়া যাওয়ার পর প্রায় প্রত্যেক শিবির হইতে জ্ঞানহীন অবস্থায় মা-বোনদিগকে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করে।

স্বাক্ষর/-
হাজী ছানু মিয়া

\ ২৪৮ \

আব্দুল মোমেন
প্রধান শিক্ষক
দক্ষিণ বল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়াঃ, নোয়াখালী

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে পাক বাহিনী অত্র এলাকায় প্রবেশ করে এবং বল্লভপুর হাইস্কুলে শিবির স্থাপন করে। দক্ষিণ বল্লভপুরের রশিদ উল্লাহ সাহেব বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন। নভেম্বর মাসের ১লা তারিখে তাহার নিজ বাড়ী হইতে বন্দি করিয়া বল্লভপুর হাইস্কুলে তাহাদের শিবিরে লইয়া যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রশিদুল্লাহ সাহেবকে ৫দিন অকথ্যভাবে দৈহিক নির্যাতন চালানোর পর ১৬ই নভেম্বর তারিখে বল্লভপুর হাইস্কুলের নিকটে জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করে।

পাক বাহিনী বল্লভপুর গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীই তল্লাশী চালায় এবং প্রতিটি বাড়ী হইতেই টাকা, পয়সা, সোনার গহনা ও সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত বস্তু লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এবং হিন্দুদের বাড়ী ঘরেরই বেশী ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

ইহা ছাড়াও পাক বাহিনী উক্ত স্কুলের শহীদ মিনারটি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাবতীয় আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই-পুস্তক, ছাত্রদের খেলার সরঞ্জামাদি ও বিজ্ঞান গবেষণার যন্ত্রপাতি আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দেয় এবং লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। পাক বাহিনী অযথা নিরীহ লোকদের সন্দেহের বশে বন্দী করিয়া তাহাদের শিবিরে লইয়া যায় এবং অকথ্য ভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম ৫জন পাকসেনা তাহাদের শিবির হইতে গ্রামের দিকে আসিতেছে। তখন আমি আত্ম রক্ষার্থে বাড়ীর পাশেই আত্মগোপন করি। এমন সময় আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম যে উক্ত ৫জন পাকসেনা আমাদের গ্রাম হইতে ৩জন যুবতী মেয়েকে বন্দী করিয়া তাহাদের শিবিরের দিকে লইয়া যাইতেছে। মেয়ে তিনটি পাক সেনাদের মরণ ছোবল হইতে ছাড়া পাইবার জন্য ভীষণ চিৎকার করিতেছে। নরপশুরা তথাপিও জোরপূর্বক তাহাদের শিবিরে লইয়া যায় এবং প্রায় তিনদিন পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর ছাড়িয়া দেয়।

বল্লভপুরের হাইস্কুলটির চর্তুপার্শ্বে প্রায় ২৫টি বদ্ধ পরিখা রহিয়াছে। বদ্ধ পরিখাগুলিতে এখানকার স্থানীয় এবং অন্যান্য এলাকা হইতে প্রায় ১৫০ জন লোককে পাক সেনারা মাটি চাপা দিয়া রাখিয়াছিল।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল মোমেন

\ ২৪৯ \

নূর জাহান বেগম
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

আমার স্বামী মোঃ আব্দুল কুদ্দুস একজন সাধারন কৃষক। সারা দিন পরের বাড়ীতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পাক বাহিনী সোনাগাজী থানায় শিবির স্থাপন করিলে আমরা আত্ম রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলিয়া যাই এবং বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকি। ১৫ই অক্টোবর তারিখে মুক্তিবাহিনী সোনাগাজী থানা দখল করিলে আমরা নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসি। কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা পরবর্তী সময়ে আর সোনাগাজী থানা দখলে রাখিতে পারিল না। তাহারা পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণের সামনে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া এ এলাকা ছাড়িয়া দিয়া বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে।

উক্ত থানায় পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীদের বিতাড়িত করিয়া পুনরায় স্থানীয় শিবির স্থাপন করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তছনছ করিয়া লয়। তাছাড়া পাক বাহিনীরা রাজাকারদের সহায়তায় বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে।

২৫শে অক্টোবর তারিখে কয়েকজন পাক সেনা রাজাকারসহ আমাদের গ্রামে জোর তল্লাশী চালায়। তন্মধ্যে আমাদের বাড়ীতে ৩জন পাক সেনা ও একজন রাজাকার বাড়ীর আনাচে- কানাচে তন্নতন্ন করিয়া মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তখনও আমি আমার মা-বাপের হাত ধরিয়া পালাইয়া আসি। আমাদের বাড়ীর চারদিকে খোঁজার পর আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার ভাব দেখিয়া আমি বাপ-মায়ের হাত ছাড়িয়া চৌকির নীচে আত্মগোপন করি। তারপর পাকবাহিনী আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমার বাপ মাকে উর্দুতে প্রশ্ন করে। কিন্তু বাপ-মা তাঁহার কিছুই উত্তর না দেওয়ায় আমার বাবার উপর রাইফেল দ্বারা বেদম প্রহার করে। আমাদের ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজার পর আমাকে চৌকির নীচে হইতে টানিয়া বাহির করে। প্রথমে আমি খুব চিৎকার করিয়া উঠি, চীৎকার শুনিয়া আমার বাপ-মা তাহাদের পা জড়াইয়া ধরে এবং আমিও তাহাদের অনেক অনুনয় বিনয় করি। কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। পরে আমার বাপ-মাকে জোর করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা আটকাইয়া ফেলে। প্রথমে আমি তাহাদেরকে পা জড়াইয়া ধরিলে লাথি মারিয়া ফালাইয়া দেয় এবং আমার উপর নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন চালায়। এই ভাবে ৩জন পাক সেনা আমার অকথ্য অত্যাচার করার পর আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। তারপর আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। বাপ-মা পরে আসিয়া আমাকে মাথায় পানি ঢালিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনে। এই ভাবে কয়েকদিন পর ঐ ৩জন পাকসেনা আসিয়া আমাদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। আমাদের বাড়ীতে যে ৩জন পাকসেনা ও কয়েকজন রাজাকার আসিয়া অত্যাচার চালাইয়াছে তন্মধ্যে একজন রাজাকার ছিল আমার পরিচিত।

টিপসহি/-
নুরজাহান বেগম

\ ২৫০ \

ডাঃ মোঃ ইদ্রিস মিয়া
মেডিক্যাল অফিসার
সোনাগাজী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রঃ
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রাম সেনানিবাস হইতে বহু পাক সৈন্য আসিয়া রাঙ্গুনিয়া দখল করে ও রাঙ্গুনিয়া কলেজে শিবির করিয়া থাকে। সেই দিন আমিও প্রথমে ভয়ে রাঙ্গুনিয়া শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই আবার বিকালে হাসপাতালের দিকে আসি। তখন হাসপাতালে কেহই ছিল না। প্রচুর ঔষধ ও বহু জিনিসপত্র ছিল। আমি সেই দিন রাত্রে একাই হাসপাতালে রাত্রি কাটাইলাম। ১৪ই এপ্রিল সকালে শহরের অবস্থা ভালই দেখা গেল। পাক সেনারা তখন কাহারও উপর কোন খারাপ ব্যবহার করিতেছে না দেখিয়া আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদিগকে গ্রাম হইতে বাসায় নিয়া আসিলাম।

কিন্তু সেই দিন গভীর রাত্রে ৪জন সেনা আমার রাঙ্গুনিয়া পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাসায় আসিয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করে এবং তাহারা বলে যে তোমার বাসা হইতে গুলির আওয়াজ শুনা গিয়াছে। তোমার বাসায় রাইফেল আছে কিনা তাহা আমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে বলিয়া ৪জন পাক সৈন্য আমার বাসার ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং আমার হাতের ঘড়িও আমার ভায়রা ভাই এর হাতের ঘড়ি ও ট্রানজিষ্টারটি পাক সৈন্যরা হাতে নিয়া নেয়। আমার বাসায় আমার লাইসেন্সভুক্ত একটি বন্দুক ছিল তাহাও তাহারা ছিনিয়া নেয়। বন্দুকটি লওয়ার পর আমাকে ও আমার ভায়রা ভাইকে দুইজন পাক সৈন্য বাসা হইতে বাহির করিয়া নিয়া গেল। আমাদিগকে পাক নরপশুরা হাত উপরের দিকে উঠাইতে বলিল এবং আমাদিগকে যে গুলি করিয়া হত্যা করিবে তাহা বুঝিতে আর দেরী হইল না।

বহু অনুরোধ করিয়া বলিলাম আমরা মুসলমান, কলেমা পাঠ করিলাম ও কোরআনের সুরা পাঠ করার পর রাইফেলের বাঁট দিয়া প্রহার করিয়া বলিল আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আস। আহাদের কথামত পাক নরপশুদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলাম।

১৫ই এপ্রিল পাক বাহিনীর লেঃ সেলিম আমার অফিসে এবং সবসময়ের জন্য হাসপাতাল খোলারাখার নির্দেশ দিল এবং আমার উপর কোন জুলুম হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিল।

এদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আহত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা আসিয়া এখানে চিকিৎসা করিত এবং সপ্তাহে ২/৩ বার সেণ্টার পরিদর্শের নামে বনের ভিতরে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে আহত মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের চিকিৎসা করিতাম এবং প্রয়োজন মোতাবেক ঔষধপত্র মুক্তিবাহিনীর শিবিরে পাঠাইতাম। আমার সহিত পত্র যোগযোগ হইত রাঙ্গুনিয়ার মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার চেয়ারম্যান নজীর আহমদের। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সহিত আমার ও সংগ্রাম চলিতে থাকে।

১৭ই অক্টোবর রাত্রে তারাবির নামাজ পড়া অবস্থায় মসজিদের ভিৎতরে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমাকে লেৎ সেলিমের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন আর্মী মার্শাল ল' কোর্টে ক্যাপ্টেন ইসহাক পারভেজ এর নিকটে হাজির করা হয়। বিচারে হাজিরের পূর্বে কোর্টের সম্মুখে একজন সুবেদার আমাকে বেদম প্রহার করে এবং ভারতের দালাল বলিয়া ক্যাপ্টেন ইসহাকের নিকট হাজির করে। সেখানে লেঃ সেলিম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলে উক্ত ডাক্তার মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে ও ভারতের হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাঠায়। সেই সময় চেয়ারম্যান নজীর আহমদের লিখিত একখানা পত্র বাহির করিয়া ক্যাপ্টেন ইসহাক পারভেজের নিকট পেশ করে এবং বলে

কাফের নজীর আহমদের সাথে ডাক্তারের যোগাযোগ আছে। সেই সময় একজন মুক্তিবাহিনী হইতে সারেণ্ডার করা যুবক রাজাকার সাক্ষী দেয়। এই পত্র আমার মারফতে নজীর আহমদ দিয়াছে। আমি সম্পূর্নভাবে এই চিঠি সম্বন্ধে অস্বীকার করি। তখন ক্যাপ্টেন পারভেজ আসিয়া কানে গালে চড় দেয় এবং লেঃ সেলিম ও ইসহাক পারভেজ হাত ও বুট দিয়া বেদম প্রহার করিয়া আমাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। তখন আমার জ্ঞান ছিল না, প্রায় এক ঘন্টা পরে জ্ঞানহীন অবস্থায় সামরিক জেলখানায় পাঠান হয়। সাথে সাথে আরম্ভ হয় দৈহিক নিয়াতন। প্রতিদিন সকাল বিকালে বেদম প্রহার করা হইত এবং বলিত ভারতের সহিত ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত যোগাযোগ আছে কি না। এইভাবে ৪দিন চলিয়া গেল, বাসায় কোন সংবাদ দিতে পারিলাম না যে আম এখনও বাঁচিয়া আছি। পরে একজন সিপাহীর মারফতে খবর দিলাম আমরা ভায়রা ভাই-এর নিকট। আমাদের প্রায় ৮০ জনকে ছোট একটি কক্ষে আলোহীনাবস্থায় রাখিত। দিবারাত্রে নিদির্ষ্ট সময় ব্যতীত প্রস্রাব, পায়খানাও করা যাইত না। আমার ডাইবেটিস রোগ, আমার কিছুক্ষন পরপর প্রস্রাব করিতে হয়, কিন্তু প্রসাবের কথা বলিলেও তাহারা দরজা খুলিত না, মাঝে মাঝে প্রস্রাবের চাপে জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতাম। আমার সংবাদ পাইয়া আমার স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন ও রাঙ্গুনিয়ার জন সাধারণ আমার মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। পরে তিন হাজার টাকা পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে দিয়া ঈদের আগের দিন রাত্রে নরপশুদের কবল হইতে মুক্তি পাই। কিন্তু তাহাদের নির্যাতনে আমার হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া যায়, কানের পর্দা ফাটিয়া যায়।

স্বাক্ষর/-
ডাঃ মোঃ ইদ্রিস মিঞা

\ ২৫১ \

মোছাঃ পিয়ারা খাতুন
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

আমার পিতা একজন সামান্য কৃষক, সারাদিন পরের বাড়ীতে শ্রম বিক্রয় করিয়া কোন রকমে সংসার চালায়। পাক বাহিনী আমাদের সোনাগাজী থানায় শিবির স্থাপন করিলে আমরা আত্ম রক্ষার জন্য অন্য এলাকায় চলিয়াযাই এবং দেড় মাসের মত আত্ম গোপন করিয়া থাকি। ১৫ই অক্টোবর তারিখে মুক্তি যোদ্ধারা সোনাগাজী থানা দখল করিলে আমরা পুনরায় আমাদের নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তী সময়ে আর সোনাগাজী থানা দখলে রাখিতে পারিল না। তাহারা পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া পল্লী গ্রামের আনাচে কানাচে আত্মগোপন করে।

মুক্তিযোদ্ধরা আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং আমি তাহাদের নিজ হাতে কয়েকদিন রান্না করিয়া খাওয়াই। মুক্তিযোদ্ধাদের এইরূপ আশ্রয় দেওয়ার সংবাদ কয়েকজন দালাল পাক বাহিনীর নিকট পৌঁছায়। পাক সেনারা উক্ত সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন রাজাকারসহ ৭জস পাক সেনা রমজান মাসের ৫ই তারিখে আমাদের গ্রামে আকস্মাৎ আক্রমণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তল্লাশ করিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দিনের পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। পাক সেনারা এবং রাজাকাররা অনেক খোঁজাখুজি করার পর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের না পায় তখন গ্রামে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের ও হিন্দুদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে।

পাক বাহিনীদের বিভিন্ন বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা ফলে প্রায় সমস্ত গ্রামেই ছড়াইয়া পড়ে, তখন আমি ভয়ে আমার পিতার সঙ্গে অন্য গ্রামে পালাইবার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন রাজাকার আমাকে আমার পিতার হাত হইতে ছিনাইয়া লয় এবং পাক বাহিনীর নিকট সমর্পন করে। আমার পিতাকে বেদম প্রহার করার পর তাহাকে একটা গাছের সহিত রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। এদিকে আমি খুব চিৎকার আরম্ভ করি। কিন্তু নরপশুরা আমার কথায় একটুও কর্ণপাত করিল না, তাহারা হিংস্র দানবের মত আমার শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই ভাবে ৭জন পাক সেনাই আমার শরীরের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহারা আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। প্রায় ১০ ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরিয়া পাই এবং সুস্থ বোধ করি। পরের দিন বেলা ১০টার সময় আবার পুনরায় ইক্ত রাজাকারের চক্রান্তে আর তিনজন পাকসেনা আমাদের বাড়ীতে আসে এবং আমার শরীরের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

টিপসহি/-
মোছাঃ পিয়ারা খাতুন

\ ২৫২ \

ছালেহ্ আহমদ
গ্রামঃ- চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

২৫শে মার্চের সময় একটা ধারনা ছিল যে, হানাদার বাহিনীরা এই নতুন এবং অচেনা, অজানা দেশে আসিয়া টিকিতে পারিবে না। সেইজন্য প্রথম দিকে ভারত যাই নাই। অবশ্য প্রথম দিকে ভারত যাইতে পারিতাম। কিন্তু যখন বাংলাদেশের মধ্যে রাজাকার আলবদর ও হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন পল্লীর আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িল তখন আমাদের ভারতে যাওয়া সম্ভব হইল না। আমরা দেশের পরিস্থিতি ভাল না দেখিয়া দুরে এক আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় লই। আমাদের আত্মীয় বাড়ীতে থাকার গোপন সংবাদ কয়েকজন রাজাকার জানিতে পারায় আমাদের তল্লাশের জন্য যায় এবং আমাদেরকে জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে ধরিয়া ফেলে। সেখান হইতে বন্দী করিয়া আমাদের ৪জনকে সোনাগাজী থানায় লইয়া আসে। বহু ভয়ভীতি দেখায় যে, রাজাকারে নাম না দিলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমরা ভোগ করিব। তাছাড়া থানায় লইয়া আসিয়া ১৫০০০ টাকার বণ্ড সই করিয়া লয় এই মর্মে যে আমাদের এলাকায় থাকিতে হইবে এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটিতে নাম দিতে হইবে।

আমরা বণ্ড সই করিয়াছি কিন্তু রাজাকার ও শান্তি কমিটিতে নাম দেওয়ার প্রশ্নে মুখে সব সময়ই অস্বীকার করিয়াছি। তারপর আমাদিগকে সোনাগাজী থানার সি, এণ্ড বি এর গেষ্ট হাউসে লইয়া আসে এবং মাথা নীচের দিকে রাখিয়া পা উপরের দিকে শুণ্য করিয়া রাখে। বেত ও বন্দুকের বাঁট দ্বারা বেদম প্রহার করে। আমরা চিৎকার বা কান্নাকাটি আরম্ভ করিলে আরও বেশী বা জোরে আঘাত করে। এইভাবে আমাদেরকে ৫/৭দিন অত্যাচার ও শাস্তি দিতে থাকে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে বুট দ্বারা লাথি মারে। তথাপি আমরা রাজাকার ও শান্তি কমিটি করিতে রাজী হই নাই।

আমরা কয়েকজন রাজাকারকে গোপনে কিছু টাকা দেওয়ার স্বীকার হইলাম। তারপর আমাদের নিকট হইতে ৫০০ টাকা লইয়া আমাদেরকে জুলুম ও অত্যাচার হইতে রেহাই দেয়। তারপর আমরা আর বাড়ী ঘরে থাকিলাম না।

দেশ স্বাধীন হইলে আমরা আমাদের বাড়ী ফিরিয়া আসি। বাড়ী ফিরিয়া দেখি বাড়ীর আসবাবপত্র রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা লুটতরাজ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্বাক্ষর/-
ছালেহু আহমদ

\ ২৫৩ \

মোঃ আব্দুল হাদি
গ্রামঃ- পূর্ব চর চান্দিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী যখন সোনাগাজী থানা এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দখল করিয়া বসিল তখন আমি আমার পরিবারসহ সোনাগাজী থানার পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রাম হইতে আত্মরক্ষার জন্য দূরবর্তী আত্মীয় বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া প্রায় এক মাস অতিবাহিত করি। কিন্তু মুক্তি বাহিনীরা হঠাৎ করে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া সোনাগাজী থানা শত্রুমুক্ত করে এবং পাক বাহিনীদের ও রাজাকারদের বিতাড়িত করে। এইভাবে মুক্তিবাহিনী প্রথমে উক্ত সোনাগাজী থানা শত্রুমুক্ত করে। তখন আমি আমার আত্মীয় বাড়ী হইতে পরিবারসহ আমার নিজ বাড়ীতে আসি। বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর পাক বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী চারিদিক হইতে সোনাগাজী থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে এবং প্রবল আক্রমণ চালায়। এই প্রবল আত্রমণের সম্মুখে মুক্তিবাহিনী নাজেহাল হইয়া পড়ে এবং সোনাগাজী থানা ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষা জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং পাক ও রাজাকার বাহিনী সোনাগাজী থানা দখল করে। সোনাগাজী থানা দখল করার পর থানার পাশ্ববর্তী গ্রামগুলি তল্লাশী চালাইয়া মুক্তি বাহিনীদের বাহির করার জন্য তাহারা ছড়াইয়া পড়ে।

৫ই রোজার দিনে রাজাকার ও পাক বাহিনী পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রামে প্রবেশ করে। পূর্ব চর চান্দিয়া গ্রামের জনসাধারন প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমিও পাক বাহিনীদের আসা দেখিয়া বাড়ীর পুরুষ মানুষ সব বাড়ী ছাড়িয়া আত্ম রক্ষা করি। পাক হানাদার বাহিনীরা যুবক ছাত্র দেখিলে মুক্তিযোদ্ধা বলিয়া সন্দেহজনকভাবে গুলি করিয়া হত্যা করে। কিন্তু আমার বাড়ীর পরিবারবর্গ বাড়ী হইতে বাহির কারবার সময়টুকু পাই না। তাই বাড়ীতে নিজের স্ত্রীকেও ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ি। তারপর বাড়ীর কোন খোঁজখবর লইতে পারি নাই। পাক হানাদার বাহিনীরা বাড়ী তল্লাশী করিয়া চলিয়া গেলে বাড়ী রওয়ানা হই। বাড়ী গিয়া দেখি যে আমার স্ত্রী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। পাশে আমার মা তাহার মাথায় পানি ঢালিতেছেন। আমিও আসিয়া মাথায় পানি ঢালি। আমার স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তারপর আমার স্ত্রীকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করি। আমার স্ত্রী আমাকে কয়েকজন রাজাকার ও ৩জন পাক বাহিনী আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢোকে এবং বাড়ীর আনাচে-কানাচে খোঁজাখোঁজি আরম্ভ করে। তখন আমি আমার মার হাত ধরিয়া বাড়ীর পিছনে ঝোঁপের আড়ালে দাড়াইয়া আছি। রাজাকার ও পাক হানাদার বাহিনীরা আমাদের ঘরের মধ্যে তন্নতন্ন করিয়া তল্লাশী করে ও বাড়ীর পিছনে যায় এবং আমার মাকে প্রথমে দেখিতে পায় এবং পরে আমাকেও দেখিয়া ফেলে। প্রথমে একজন পাক হানাদার আমার মার হাত হইতে আমাকে ছিনিয়া আনে এবং জোর পূর্বক টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া যায়। আমার মা অনেক অনুরোধ ও কান্নাকাটি করিতেছেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় ও চিৎকার করিতেছি কিন্তু কিছুতেই পাক হানাদার বাহিনীরা আমার এবং আমার মার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং আমার মাকে ঘর হইতে রাহির করিয়া দরজা আটকাইয়া দিল এবং দুইজন পাক হানাদার বাহিনী দরজায় পাহারা দিতে লাগিল। প্রথম জন আমাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল এবং আমাকে অমানুষিক উপায়ে আমার শরীরের উপর দৈহিক নির্যাতন চালাইল। এইভাবে পরপর তিনজন নরপশু আমার শরীরের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন করে এবং পরে জ্ঞান হারাইয়া গেলে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই ভাবে আমাকে দুইবার আমার শরীরের উপর নিমর্মভাবে পৈশাচিক উপায়ে অত্যাচার করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আব্দুল হাদি।

\ ২৫৪ \

আলেয়া বেগম
গ্রামঃ- বাঘেরিয়া
থানা- সোনাগাজী
জেলা- নোয়াখালী

পাক বাহিনী সোনাগাজী ও মতিগঞ্জে শিবির স্থাপন করিয়া স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের সহায়তায় শিবিরের আশপাশের গ্রামগুলি আক্রমণ করিত। হঠাৎ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুন্ঠন করিত এবং অসহায় নারীদের উপর চালাইত নির্ম্মম অত্যাচার। পাক বাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে উক্ত এলাকার প্রায় সকল যুবক- যুবতীগণ নিজ বাড়ী ছাড়িয়া কেহ ভারতে এবং অন্যেরা সুদূর গ্রামে আত্মীয়-পরিজনের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুন মাসে পাক বাহিনী সোনাগাজী দখল করিলে আমি আমার স্বাধীন বাড়ী ত্যাগ করিয়া সূদুর পল্লীর গ্রামে পালাইয়া ছিলাম। আগষ্ট মাসে আমি নবজাত সন্তান প্রসব করি। সন্তান প্রসবের দুই মাস পর শরীর অসুস্থ থাকায় পিতার বাড়ী হইতে স্বামীর বাড়ী বাঘেরিয়ায় আশ্রই নেই। তখন আমার স্বাস্থ্য অত্যান্ত দূর্বল ছিল। আমি তখন নিয়মিত ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিতাম।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পাক বাহিনী, দালাল , রাজাকার আল-বদর ও আল শামসের অত্যাচার খুব বৃদ্ধি পায়, পাক বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার সংবাদ গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে আত্মগোপন করিতাম। নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে পাক বাহিনী ও মিলিশিয়া আমার স্বামীর বাড়ী আক্রমণ করে। পাক বাহিনীরা আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং হাত হইতে আমার নবজাত সন্তানকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেখানেই পশুর মত অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। অনুমান ৪-৫ জন নরপশু আমার অসুস্থ দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া আমাকে জ্ঞানহীন অস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। পরে আমার স্বামী অন্যান্য আত্মীয়স্বজন স্থানীয় ডাক্তারের সহায়তায় আমার জ্ঞান ফিরাইয়া আনে।

স্বাক্ষর/-
আলেয়া বেগম

\ ২৫৫ \

এডভোকেট সুরেন্দ্র চৌধুরী
জিন্দাবাজার, সিলেট

২৬শে মার্চ ভোর বেলা হইতেই পাক বর্বর হায়েনার দল সিলেট শহরে কার্ফিউ জারি করে। মাঝে মাঝে জন সাধারণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য সময় দিত। কিন্তু ৪ঠা এপ্রিল রোজ রবিবার হইতে কার্ফিউ আরো জোরদার করা হয়। এই সময় তাহারা এমনও করিত যে অনবরত তিন দিন পর্যন্ত কার্ফিউ জারি করিয়া রাখিত।

৪ঠা এপ্রিলে তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংকের সিলেট শাখার কর্মরত পুলিশের সহিত আলাপ হয়। তাহাদের মনে পূর্ব হইতেই এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে হায়েনার দল ব্যাংক লুট করিতে পারে এবং তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারে। তাই তাহারা আমাকে বলে যে যদি পাক বাহিনী আমাদের আক্রমণ করে তাহা হইলে আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিবেন। আমি তখন তাহাদের এই আশ্বাস দেই যে, তোমরা যদি বিপদে পড়িয়া আমার বাসায় যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের আশ্রয় দিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দিন বেলা ১ ঘটিকার সময় উক্ত ব্যাংক প্রহরীদেরকে বদলি করিয়া অন্য জায়গায় পাঠায় এবং সেখানে অন্য একটি প্লাটুন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসটি আমার বাড়ী হইতে প্রায় একশত গজ দূরে। ঐ দিন বেলা তিন ঘটিয়ার সময় পাক সৈন্য ভর্তি তিন খানা ট্রাক ও ৪ খানা জীপ ব্যাংকের সামনে দাঁড়ায়। তারপর ট্রাক হইতে প্রায় ৫০ জন পাক সৈন্য ব্যাংকের চারিদিকে পজিশন নেয়। বাকী কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া ব্যাংকের উত্তর দিকে লোহার তার নষ্ট করিয়া ফেলে। পর মূহূর্তেই তাহারা ব্যাংকের ভিতর প্রবেশ করে। উক্ত সময় প্রহরারত পুলিশগণ চিৎকার করিতে থাকে। তখন বর্বর বাহিনী প্রহরারত পুলিশদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অস্ত্রগুলি নিজেদের হস্তগত করে। বিকাল ৪ ঘটিকার সময় কার্ফিউ জারি করিয়া ব্যাংক হইতে প্রায় ৬-৭ বস্তা টাকা ট্রাকে উঠাইয়া লইয়া যায়। উক্ত দিনে ৪৮ ঘন্টা কার্ফিউ থাকায় জনগণ বাহির হইতে পারে নাই। তাই অনেকেই টাকা নেওয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

স্বাক্ষর/-
সুরেন্দ্র চৌধুরী
১৩.৯.৭৩

\ ২৫৬ \

ডাঃ আব্দুল লতিফ
গ্রামঃ ছিরামিসি
থানাঃ বিশ্বনাথ
জেলাঃ সিলেট

৩১ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার সময় ৯ ঘটিকার সময় আনুমানিক ১৫ জন পাক সৈন্য ও সমপরিমাণ রাজাকার ছিরামিসি বাজারে আসে। তাহার পূর্বে ঐ বাজারে পাক সৈন্য আসে নাই। রাজাকার কমাণ্ডার স্কুলের শিক্ষক, পোষ্ট অফিস ও তহশীল অফিসের কর্মরত লোকজন সকলেই ছিরামিসি হাইস্কুলে যাইবার জন্য আদেশ দিল। সেখানে শান্তি কমিটি গঠন করা হইবে। নিরীহ জনগণ ভয়ে বিদ্যালয় উপস্থিত হইল। কয়েক মিনিট আলাপ- আলোচনার পর পাক বাহিনী ছিরামিসি এলাকার লোকদিগকে একদিকে এবং সরকারী কর্মচারী ও বাহির হইতে আগত লোকদের অপর পার্শ্বে বসাইল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে দুইভাগে দুই জায়গায় নিয়া যায়। আমি ঐ জায়গায় প্রায় ৭ বৎসর যাবৎ ডাক্তারী করিতেছি। সরকারী কর্মচারীসহ আমাদের বহিরাগত ২৬ জনকে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসে নিয়া শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগকে পাশ্ববর্তী থানা জগন্নাথ পুর নিয়া ছাড়িয়া দিবে বলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া নৌকায় লইয়া যায়। অপরদিগকে পার্শ্ববর্তী ছিরামিসি গ্রাম ও বাজারের ৩৭জনকে বাঁধিয়া অপর গ্রামের দিকে নিয়া যায়। আমাদের ২৬ জনকে নৌকাযোগে কচরাকেলী গ্রামে নিয়া যায়। সেখানে আমাদিগকে পুকুরের পাড়ে কিছু পানির মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। ঐ সময় আমাদের হাত পিছনের দিকে শক্তভাবে বাঁধা ছিল। দুই দিক হইতে পাক বাহিনী ও রাজাকার গুলি করিতে থাকে। আমি হাতে ও পায়ে গুলিবদ্ধ হইয়া পুকুরের পানিতে ডুব দেই। বহু কষ্টে পুকুরের অপর পাড়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শহীদ লোকদের পার্শ্বে আসি। সেখানে প্রত্যেককে ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখি সকলেই নরপিশাচদের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করিয়াছে। অপর দিকে ছিরামিসি এলাকার ৩৭ জনকে মাঠে নিয়া অনুরূপ অবস্থায় গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। আমি আহত অবস্থায় অপর গ্রামে গিয়া আশ্রয় নেই। সেই দিন যাহারা শহীদ হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

আব্দুল বারিক মেম্বার, আব্দুল লতিফ, সুন্দর মিঞা, তহশীলদার ও তাহার দুই ছেলে, পোষ্ট মাষ্টার ছিরামিসি বাজার, ছিরামিসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, ছিরামিসি প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক একজন, নজীর আহমদ, একলাস মিঞা, মজীদ উল্লা, দবীর মিঞা, রুসমত উল্লাহ, তৈয়ুব আলী, মোসাদ্দের আলী ও অন্যান্য। ৩১শে আগষ্ট পাক বাহিনী ও তাহাদের অনুচরগণ ৬৩ জন নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর ছিরামিসি বাজার ও গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে।

স্বাক্ষর/-
আব্দুল লতিফ

\ ২৫৭ \

আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম
থানাঃ বিয়ানীবাজার
জেলাঃ সিলেট

পাক বাহিনী একমাত্র বিয়ানী বাজার থানার পশ্চিম পার্শ্বের এক টিলায় ১৭২ জন নিরীহ লোককে নিম্মর্মভাবে হত্যা করে। আজও সেখানে বহু কঙ্কাল পড়ে আছে। একমাত্র সুপাতলা গ্রামে মনোরঞ্জন ঘোষের পরিবারে ১৩জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে। নিম্নে কিছু শহীদের নাম দেওয়া হলোঃ

একই পরিবার ভুক্ত শহীদরা হলেনঃ

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ-৪৩ (সপাতলা), হিরনবালা ঘোষ-৩৭ (ঐ), মুকুল রঞ্জন ঘোষ-১৮ ছাত্র (ঐ), অমিতারাণী ঘোষ-৯(ঐ), ক্ষেত্রময়ী ঘোষ-৬৮(ঐ), সীতাবালা ঘোষ-৫(ঐ), উমানন্দ ঘোষ-৬৫(ঐ), চারুবালা ঘোষ-৫০(ঐ), মহানন্দ ঘোষ-৫০(ঐ), নিখিল চন্দ্র ঘোষ-১২(ঐ), কৃষ্ণ মোহন ঘোষ-১০(ঐ), বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ-৪২(ঐ), নরেশ চন্দ্র ঘোষ-৫৮(ঐ), কমর উদ্দিন-৩৮ (মাথিউরা), মোঃ মিছির আলী-৩০ (সুপাতলা), মোঃ ছলু চৌকিদার-৪৪(দুবাগ), মোঃ আব্দুল হাছিম-২৫ (মাথিউরা), মোঃ আব্দুল লতিফ-১৩(ঐ), গুরুপ্রসন্ন দাস-৭২(জলডুপ কিসমত), শ্রী রাধারামন দাস-৭০(জলডুপ-বড়গ্রাম), শ্রীমাণ দাস-৬২(ঐ), মোঃ জামাল উদ্দিন -২২(খসির কসবা, মোঃ মকদ্দস আলী-৫০, ইর্সাদ আলী-৩০(সারপার), আরব আলী-১৬ (ঐ), মোঃ ইউসুফ আলী-৩৫ (নয়াগ্রাম), নজির আলী-৩৬(ঐ). মোঃ তজিদ আলী-৩০(পুন্নারাই), মোঃ আয়ুব আলী-৩৮(ছাতলপার), মোঃ আব্দুল রউফ-৩৫(ইমামপুর),মোঃ আঃ মুহিত-১৮ (মাইজ কাপন), মোঃ আব্দুস সাত্তার-২০(বাড়ুদা), আব্দুল গফুর-২৫(ঐ), মোঃ রাতিবুর রহমান চৌঃ-২০ (ঐ), মোঃ মুস্তফা উদ্দিন-২৫ (ঐ), মোঃ রকিব উদ্দিন-২৫ (আষ্টগরি), আব্দুল লতিফ-৪০ (ঐ), রাইয়ব আলীর স্ত্রী-২২(ঐ), রাইয়ুব আলীর মেয়ে-৭ (আষ্টগরি), তৈয়ব আলী-৩৫ র(তাজপুর), আঃ খালিক -১৮ (ঐ), মুজাম্মিল আলী-৩৫ (বড়ুদা), মোঃ মিছির আলী-৪৫(ঘুঙ্গাদিয়া), মোঃ মনোহর আলী-৪০(ঐ), মোঃ আকবর আলী-৩৫(ঐ), মোঃ গোলাম ছরওয়ার-৪০(সারপার), মোঃ ওয়াতির আলী-৪০ (পাথারি পাড়া), আয়রুন বিবি-২ (ছফলা), মোহাম্মদ ইয়াজ-৭২ (চুড়খাই), মনোহর আলী (ঘুঙ্গাদিয়া)।

স্বাক্ষর/-
আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম
২৪.৯.৭৩

\ ২৫৮ \

আব্দুস সোবাহান
সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)
শ্রীমঙ্গল, সিলেট

ডাক বাংলায় থাকা অবস্থায় আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করা হয়। আমি প্রাণভয়ে সব প্রশ্নের উত্তরে কিছুই জানি না উত্তর দিতে থাকি। এতে আমার উপর অত্যাচার শুরু হয়। চড়, লাথি এবং ডাণ্ডা পিটা হয়; কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু না পাওয়ায় আমাকে ওয়েলফেয়ার বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দেখতে পাই পাক জান্তারা বাঙ্গালীদের চক্রীর সাথে বেঁধে চক্র ঘুরিয়ে বেত দিতে থাকে। রাইফেলের অগ্রভাগ দিয়ে গুঁতো মারতে থাকে। রাত্রে কোথায় নিয়ে যায় এবং গুলি করে মারা শব্দ শোনা যায়। পরে জেনেছি শ্রী মঙ্গলস্থ সাধু বাবার থলি নামক স্থানে গণহত্যা করা হতো। বুট দিয়ে মানুষকে লাথি দেওয়া হতো। জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে শরীরে ফোস্কা তোলা হতো। এই রকম অত্যাচারের প্রক্রিয়া দেখে আমি প্রাণভয়ে আল্লাহর কাছে প্রাণভিক্ষা করতে থাকি। কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় ১২মে ১৯৭১ সন পর্যন্ত থাকি এবং আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হয়। তন্মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল '' তুমলোগ কা মেজর কর্ণেল ক্যাপ্টন কিদর হ্যায়?'' আমি বলতাম আমি জানি না (অবশ্য উর্দুতে উত্তর দিতাম)। তারপর যখন আমি অসহ্য হয়ে যাই তখন আমি বললাম, হাম সরকারী দপ্তর তথা ইউনিয়ন কাউন্সিল কা মেকানিক হ্যায়, হাম কভি মুক্তি মে নেহি খা ইছলিয়ে হাম কোছ নেহি জান্তা হায়।'' এটা শোনার পর ক্যাপ্টেন তারেক আমাকে আমার উপরস্থ কর্মচারীর সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্লাম পারব। তখন আমাকে ২জন সিপাহী দিয়ে সি, ও (রেভ) যিনি তখন সি,ও (ডেভ)- এর দায়িত্ব পালন করতেন তার কাছে পাঠায় এবং তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনলে ১৪ইমে ১৯৭১ইং তারিখে আমাকে পুনরায় কাজে যোগদান করব বলে স্বীকারনামা লিখিয়ে নিয়ে ছাড়ে এবং পরে হেঁটে হেঁটে ১০ মাইল দুরে রাজঘাট ইউনিয়নে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আমি প্রাণ ভয়ে পায়ে হেঁটে রাজঘাট পৌছি। কিন্তু রাজঘাট গিয়ে আমার নিস্তার হয় নি। কারণ আমাকে শ্রীমঙ্গল থেকে কোন রিলিজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। তাই আবার সিন্দুরখান ক্যাম্পে আটক করা সেখানে শ্রীমঙ্গলের সাথে যোগাযোগ করার পর আমাকে ছাড়ে।

সেখানে যাওয়ার পর দেখলাম কোথা হতে বাঙালী লোক এনে বাসবাড়ী নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করে এবং মানুষকে বেঁধে ডাণ্ডা দিয়ে পিটাতে থাকে।

এই সমস্ত অত্যাচারের মধ্যে যেটা আমার কাছে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ আমি রিলিজ হওয়ার ২ মাস পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের জুন মাসের শেষ দিকে রাজঘাট থেকে শ্রীমঙ্গল যাচ্ছিলাম। আমি ক্যাপ্টেন মুতালিব সাহেবের জীপে যাচ্ছিলাম এবং তার ড্রাইভার আমার সাথে ছিল। আমরা কুনদড়া বাগানে যাওয়ার পথে দেখলাম কুনদড়া বাগানের পতিবরের উত্তরের পুলের উপরে কয়েকজন মিলিটারী এবং এই মিলিটারীরা একজন শ্রমিককে একটি গাড়ির পিছনে বেঁধেপ্রায় ৩০ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়ি এবং আর শ্রীমঙ্গল যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করি। লোকটিকে গাড়ির পিছনে বেঁধে টানায় তার শরীরের সমস্ত চামড়া উঠে যায়। এই অবস্থা দেখে আমরা আবার রাজঘাট ফিরে চলে আসি। অবশ্য শেষে শুনেছি লোকটা বেঁচেছে। লোকটাকে এভাবে অত্যাচারের কারণ পরে জেনেছি। পূর্ব রাত্রে মুক্তিবাহিনী কুলাউড়া পুল ভাঙ্গাং এ অত্যাচার তাকে করা হয়েছে। কারণ সে কুলাউড়া বাগানের প্রধান নেতৃস্থানীয় শ্রমিক।

নানা স্থানে পাক সেনারা মেয়ে-ছেলেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করেছে শুনেছি, তবে স্বচক্ষে দেখিনি। ঐ সময় পাক সেনারা শ্রী মঙ্গল শহরে নেতৃস্থানীয় লোকদের বাড়ী জ্বালাতে থাকে এবং বাড়ীস্থ সকল মালামাল লুট করে নিতে থাকে। অবশ্য তাদের লুটের পর বাঙালী লোভীরা তাদের উচ্ছিষ্ট কিছু কিছু জিনিস লুট করে নেয়।

পাক বাহিনীর অত্যাচারে লোক গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর থেকে গ্রামে গ্রামে হেঁটে স্ত্রী-পুত্রসহ পলায়ন করে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই। পাক সেনারা গ্রামে ঢুকে সকল ব্যক্তিদেরকে ধরে মারধর করত ও তাদের কাজ করাত। রাত্রে মুক্তিবাহিনী যাতে না আসে এজন্য কড়া পাহারা দেওয়াত। যারা পাহারায় ছিল তারাই রক্ষা পেয়েছে, বাকী যারা পাক সেনারা কবলে পড়েছে তারা ফিরতে পারেনি।

স্বাক্ষর/-
আব্দুস সোবাহান।

\ ২৫৯ \

সামসুদ্দীন আহমদ
বুকিং ক্লার্ক
শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে ষ্টেশন
সিলেট

২১শে মে তারিখ শ্রীমঙ্গলের পথে গাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারপর পায়ে হাঁটিয়া প্রায় ৩৫ মাইল অতিক্রম করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন রশিদপুর ২২ তারিখ আশ্রয় নেই। সেখানে পৌঁছিয়াই আমরা বিপদে আসন্ন বলিয়া আভাস পাইতে থাকি। আমাকে নাকি শ্রীমঙ্গলে পাক হানাদার বাহিনী খোঁজাখুঁজি করে। আমার আর সামনে পা দেওয়া উচিত নহে বলিয়া রশিদপুরস্থ রেলওয়ে কর্মীবৃন্দ হুঁশিয়ার করে। এত দূর আসিয়া বাসা বা পুরাতন ভৃত্যের সন্ধান মিলিবে না বুঝিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। একটা ট্রেন শ্রীমঙ্গল অভিমুখে যাইতেছে দেখিয়া (২৩.৫.৭১ তাং) উঠিয়া পড়ি এবং পরবর্তী ষ্টেশন সাতগাঁ যাইয়া নামিয়া পড়ি। সেখান হইতে সরাসরি আমার ষ্টেশন শ্রীমঙ্গলে কথা বলার সুযোগ পাইয়া সহকর্মী এবং ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের সাথে কর্থাবার্তা বলিয়াছিলাম। আমি ও দিনের ক্লান্ত দেহে খাইয়া অনেকটা কাহিল হইয়া পড়ি এবং ষ্টেশন বিল্ডিং কক্ষে বিশ্রাম করিতে ছিলাম।

বেলা তখন হয়তো বা আড়াইটা। আতর্কিতে আমার সামনে বিভিন্ন ভারী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হানাদার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন সৈনিক উপস্থিত এবং আমার নাম ধরিয়া সন্ধান জানিতে চাহে। তখন আমার মুখে কথা সরিতে ছিল না, মনে হইতেছিল যেন আমার পায়ের নিচের মাটি সরিয়া যাইতেছে। ক্ষণেকের মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবও আসিয়া উপস্থিত এবং আমারই নাম সামসুদ্দিন আহমদ শনাক্ত করিলে ক্যাপ্টেন আমাকে তাহাদের অনুসরন করিতে বলে। কয়েক কদম যাইয়াই তাদের জীপে উঠাইয়া আমাকে একটা বড় রকমের আসামি হিসেবে ঘিরিয়া রাখে। আধ ঘন্টার মধ্যে তাহারা আমাকে শ্রীমঙ্গল ওয়াপদাস্থ তাহাদের সামরিক আইন হেড কোয়ার্টারে নিয়া আসে।

আমাকে প্রথম লেফটেন্যান্ট আতাহারের নিকট হাজির করিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করেন। তাহার জিজ্ঞাসাবাদের সংক্ষিপ্ত বিষয় ছিল চাকুরীতে যোগদান করি নাই কেন, কয়জন অবাঙালী হত্যা করিয়াছি, সদ্য ভারত হইতে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়া আসিলাম কি না। মুক্তিবাহিনীর লোক কাহারা, তাহাদের কি পোষাক, তা ছাড়া শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনের তৎকালীন অবাঙালী ষ্টেশন মাষ্টার আখতার ও তাহার ছেলেপেলে কোথায়, তাদের আমি হত্যা করিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে নাকি সরাসরি হত্যার অভিযোগ আছে। তা ছাড়া তিনি আমাকে কয়েকজন সমাজকর্মীর নাম-ধাম, তাহাদের আচার-ব্যবহার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া অন্য রুমে চলিয়া যান।

একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে কর্কশ স্বরে তাহার সহিত যাইতে বলে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত গেলাম। একটা রুমে নিয়া আমাকে বসিতে বলিল। চতুর্দিকে কেবল গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কিছু নাই। আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া একজন বিকট চেহারাধারী সৈনিক বলিল যে, ''যব এক দফে শের কা চক্কর মে আগিয়া আর যানা কাহা হ্যায়''। কয়েক মিনিট পর আমাকে সেই বিল্ডিং হইতে ২-৩ মিনিটের রাস্তা দূরে অন্য এক বিল্ডিংয়ের ত্রিতলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমার সুপরিচিত একজন বাঙালী পুলিশের লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সেই বাঙালী লোকটা ২-৩জন হানাদার বাহিনীর লোক আমাকে মাটিতে বসিবার আদেশ দিয়া প্রশ্নবানে জর্জরিত করিয়া তোলে। ধমক দিতে থাকে, আর বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া প্রায় দুই-আড়াই ঘন্টা সময় ব্যয় করে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, তখন আমাকে পার্শ্বস্থ একটা কামরায় ঢুকাইয়া বাহির হইতে তালাবদ্ধ করিয়া দিল। তখন আমার মানসিক অবস্থা কি তাহা আজ আর আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি

না। আটকাবস্থায় পড়িয়া প্রথমেই আমার স্মরণ পড়ে আমার সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী পারভিনের কথা। তারপর একে এক প্রতিটি সন্তান ও স্ত্রীর কথা। ক্রমে জীবনের স্মরনীয় মুহূর্তের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি আমার চোখের সামনে সিনেমার মত ভাসিয়া আসিতে থাকে।

আরও দুইজন ভদ্র লোককে সেখানে কয়েদি হিসেবে বন্দি দেখিলাম। একজনকে ভাল করিয়াই জানি, আর একজন আমার অপরিচিত। সন্ধ্যার লগ্নে আমাদের জন্য আটার রুটি ও ডাল দিয়া গেল। সাথের ঐ দুই ভদ্রলোক কয়েকদিন হইতে অভ্যস্থ বলিয়া ডাল-রুটি খাইল, আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর হইল না। দুদিন পায়ে হাঁটিয়া এবং তৃতীয় দিনে আটকা অবস্থায় আমার শারীরিক অবস্থা একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

রাত্র অনুমান আটটার দিকে দুজন সৈনিক আমাকে অন্য কক্ষে নিয়া যায় এবং আবার কেন চাকুরীতে যোগদান করি নাই, মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিয়াছি, কয়েকজন অবাঙালী হত্যা করিয়াছি ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া শাসাইতে আরম্ভ করে। জিজ্ঞাসাবাদ যাহারা করিতেছিল তাহাদেরকে জল্লাদ বলিলেও যথেষ্ট হইবার নহে। লাঠি দ্বারা ধাক্কা দেয়, সত্য কথা না বলিলে জীবনে এখনই শেষ করিয়া দিবে বলিয়া হুঁশিয়ার করিতে থাকে। তাহাদের মনমত কোন কথাই আমার কাছ থেকে পাইতেছে না মনে করিয়া তাহারা আমার প্রতি ভীষণ চটিয়া যায়। হাত দুই লম্বা লাঠি দ্বারা আমাকে বেদম প্রহার করিতে থাকে। জীবনে কোন কারণে কোন অবস্থায় এমন শারীরিক- মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। তাহাদের মারের চোটে আমি কখন কি অবস্থায় সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলি বলিতে পারি না। ভোর বেলা দেখি আমি প্রথম যে রুমে ঢুকি সেখানেই শায়িত। মার খাওয়া জায়গাগুলো কালো ও ফুলিয়া রহিয়াছে, হাত দিয়া ছুঁইতে পারি না। রাত্রে যে রুমে নিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার চর্তুদিকের দেওয়ালে রক্তের দাগে ঐ রুমটা যে জল্লাদের নির্যাতন কক্ষ তা বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। প্রত্যুষে তালা খুলিয়া আমাদেরকে পায়খানাপ্রসাব করার জন্য নিকটস্থ খালের পাড়ে নিয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া আমার ৮-১০ জন কয়েদি হইলাম, ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমার মত অচল প্রায়, কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। কথা বলা ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এক সাথে সকলকে কোন পর্দ্দার ব্যবস্থা ছাড়া লাইন করিয়া বসাইয়া দিল পায়খানা করিতে। কে পায়খানা করিল জানি না। আমার তো পায়খানা- প্রসাব কিছুই হইল না। তা ছাড়া আমি দুদিনের উপবাসী। ২-৩ মিনিটের মধ্যে পায়খানা-প্রসাব ও খালে পানি খরচ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিতে হয়। বন্দুকধারী সৈনিক ও হাওয়ালদার দুইদিকে দণ্ডায়মান।

আবার আসিয়া যার যার রুমে স্থান লইতে হইল। একটা পুরি ও এক কাপ চা খাইতে দেওয়া হইল। দুপুরে আটার রুটি আর ডাইল। শরীরে জ্বর, কিছুই খাইতে পারি না। মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবার - পরিজনদের কথাই মনে পড়িত। বিপদে পড়িয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামই আহার-বিহারে সম্বল করিয়া লইলাম। বিকালে আবার ডাইল-রুটি দিল। ভাতের নাকি ব্যবস্থা নাই, তাই ভাতের কথা উচ্চারণ করিবার সাহসও হইল না।

আমাদিগকে যে রুমে রাখিল তাহার দুদিকে বন্দুকধারী সৈনিকরা পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শুইয়া থাকে। আমাদের দিকে তাহারা প্রকারান্তরে খুব খেয়াল করিত। আমরা কি বলি না বলি তাহা শুনিতে চেষ্টা করিত। জানালায় এক প্রকার কালো তার জড়ানো ছিল, তাহাতে আমাদের মধ্যে হইতে যেন তাহারা টেপ করিয়া রাখিয়াছে। জনমানবশূণ্য এলাকায় আমার ছিলাম, রোজই বিভিন্ন চেহারার সৈনিক আসিয়া তালা খুলিয়া দিলে কয়েদি হিসাবে আমাদের সহিত ঠাট্টা-চাতুরী করিত। কোথায় তোমাদের শেখ সাহেব, কোথায় বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। আর লম্বা লাঠি দ্বারা গুঁতা দিয়া জনোয়ার ইত্যাদি বলিত। কেউ কেউ ধীরস্থির হইয়া আমদিগকে হিন্দুর গোলাম, হিন্দুর পয়দা বলিয়া গালি দিত।

একদিন আমাদের সাথের একজন লোক বেলা প্রায় ১১টার সময় পায়খানা করার জন্য অস্থিরভাবে প্রহরারত সৈনিককে মিনতি করিত লাগিল। এমন সময় একজন সুবেদার মেজর আসিল। কর্মরত সৈনিক লোকটার পায়খানার কথা জানায়। তাদের ভাষায়- তারা কি বলিল জানি না। তাহাকে ২-৩ জনে পায়খানা করাইবার

মানসে নিয়া বাহির হইল। উপর হইতে আমরা নজর করিয়া দিখিলাম যে, তাহার হাত রশি দ্বারা বাঁধিয়া আগে- পিছে সৈনিক তাহাকে খালের পাড়ে নিল এবং গুলি করিয়া তাহাকে খতম করিয়া তাহারা ফেরত চলিয়া আসিল। এমনিভাবে প্রতিদিন ২-১জনের মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। ক্যাম্পের মধ্যে তাজা কুকুরে ভর্ত্তি ছিল। এই অসংখ্য কুকুর খালের পাড়ে মানুষের তাজা রক্ত খাইয়া দিনে বেশ মোটা- তাজা হইত। আর সৈনিকরা মানুষের সাথে কুকুরও গুলি করিয়া হত্যা করিত।

দুই- এক দিন ফাঁক দিয়াই তাহারা ঐ জল্লাদ খানায় নিয়া আবার নির্যাতন করিত। এমনিভাবে বিভিন্ন উপায়ে আমাকে শারীরিক অত্যাচার আজ চির রোগা করিয়া দিয়াছে। মারের চোটে শরীর হইতে রক্ত ছিটিয়া পড়িত। ক্ষণে ক্ষণে বেহুঁশ হইলেও তাহারা রেহাই দিত না। তিন/চার দিন তাহারা আমাকে দিয়া লিখিত জবানবন্দি নিয়াছে। ২-৩দিন কথিত লেফটেন্যান্ট আতাহারের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহাকে সাহস করিয়া আমার মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বলিত, ‘‘সবুর কর, কুই তকলিফ তো নেহি দ্যা রাহা’’।

একদিন রাত্র অনুমান ৯টার সময় দুজন বন্দুকধারী সৈনিক আসিয়া বিশেষ করিয়া আমাকে খুব শাসাইতে লাগিল। আমি নাকি মুক্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষক ও কয়েকজন অবাঙালী লোককে হত্যার ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গিভাবে নির্যাতন চালাইয়া একেবারে অচল করিয়া ফেলে। কর্তব্যরত সৈনিক আমার প্রতি খানিক সদয় থাকাতে আমাকে আবার আমার রুমে আনিয়া রাখিয়া যায়। আমাকে মারিয়া ফেলিবে এই ভাবিয়া আমার সঙ্গী ৮-১০ জন কয়েদি আমি ফিরিয়া দেখি তাহারা কাঁদিতেছে আর কলেমা পড়িতেছে ও দুরুদ পাঠ করিতেছে। আমাকে ফেরত পাইয়া তাহারা অনেকটা শান্তি লাভ করে। তাহারা হানাদারদের কথা বলিত না, আমার মাধ্যমেই তাহাদের হানাদারদের সাথে কথোপকথন হইত।

যেহেতু আমি নিদোর্ষ ছিলাম, কর্ণেল ফখরুল আলম আমাকে ডাকিয়া অনেক শাসাইল। কয়েক দফা গালি দিয়া আমাকে মুক্তির আদেশ দিল এবং কাজে যোগ দিবার জন্য একজন সুবেদার মেজরকে হাওলা করিয়া আমাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলে কোন মতে আমি নয় দিন থাকিয়া স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি লইয়া শ্রীমঙ্গল হইতে কাটিয়া পড়ি। পাক বাহিনীর হাতে আমি মোট ২১দিন বন্দি ছিলাম।

স্বাক্ষর/-
সামসুদ্দিন আহমদ
১৭.১০.৭৩

\ ২৫৯ \

মোঃ মাজেজুল ইসলাম
জেলা প্রশাসকের অফিস
কুমিল্লা

সংবাদ পাইলাম জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পাক বাহিনী ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। পরের দিন জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত ড্রাইভার আমার বাসায় আসিয়া জেলা প্রশাসককে ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কবির উদ্দিন সাহেবের মর্মান্তিক সংবাদ জানাইল। পরে পরস্পর জানিতে পারলাম উভয়কে পাক সৈন্যরা গুলি করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে।

৯ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী আমাকে বাসা হইতে ধরিয়া তাহাদের শিবিরে নিয়া যায়। বহু প্রকার প্রশ্ন করে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারায় আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখায় এবং সেনানিবাসে নিয়া যাইবার প্রস্তুতি নেয়। সেখানে তৎকালীন অবাঙালী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সুপারিশক্রমে জীবন ভিক্ষা পাই এবং অফিসে কাজকর্ম করাইতে বাধ্য করে।

সার্কিট হাইসে সন্ধ্যার পর গ্রাম ও শহরের আশেপাশে হইতে মা-বোনদিগকে ধরিয়া নিয়া আসিয়া নৃশংসভাবে অত্যাচার চালাইত। রাত্রে মা-বোনদের বিকট চীৎকার শুনিতে পাইতাম। হায় আল্লাহ, ধর্মের নামে, ইসলামের নামে এ কি অত্যাচার! পাক বাহিনীর এই নৃশংসতা দুনিয়ার অসভ্যতাকে হার মানাইয়াছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ মাজেজুল ইসলাম

\ ২৬০ \

গোলাম রফিক
থানা- কসবা
জেলা-কুমিল্লা

পাক সেনারা ৩০০ জন লোককে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করে। তন্মধ্যে এই এলাকারান্তগর্ত চারগাছ গ্রামে ঘরের মধ্যে ৩৪জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের জনৈক ব্যক্তি আখতার উদ্দিনের বাড়ীতে সন্ধ্যায় বিভিন্ন পর্যায়ের লোক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজাকার এবং পাক সেনাদের পৈশাচিক উপায়ে নিরীহ জনসাধারণের বাড়ীঘর লুণ্ঠন, প্রজ্বলন, ধ্বংস ও বীভৎসতার সমালোচনা করিতে থাকে। কিন্তু রাজাকার এবং পাক সেনাদের শিবির উক্ত গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ যে, উক্ত সময়েই কয়েকজন রাজাকার এবং পাক সেনা পাহারায় রত ছিল। একজন রাজাকার গোপনে উক্ত বাড়ীর আড়ালে থাকিয়া তাহাদের নিন্দার কথা শোনে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পাক সেনাদের কর্ণগোচরে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন পাক সেনা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অতর্কিত ষ্টেনগান দ্বারা ঘরটি লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালায়। এই পৈশাচিক আক্রমণে যাহারা আত্মরক্ষার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকেই গুলির আঘাতে চির নিদ্রায় লুটিয়া পড়ে। মুমূর্ষু লোকদের উপরেও চললো বেয়োনেট চার্জ। ফলে ঘটনাস্থলেই ৩৪ জন লোক শাহাদাৎবরণ করেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইলঃ (১) অশ্বিনী পোদ্দার, (২) মহানন্দ আচার্য্য, (৩) আব্দুল মিছির, (৪) মেথর ছামারিয়া, (৫) কাঞ্চন মিঞা।

ইহা ছাড়াও অত্র এলাকার ও অন্যান্য এলাকার ৩০জন লোককে সন্দেহবশতঃ জীবন্ত অবস্থায় মাটিচাপা দেওয়া হয়। মণিঅন্ধ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি জনাব গোলাম শফিককে ঘরের মধ্যে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই গোলাম শফিক সাহেব আগুনে পুড়িয়া মারা যান।

মগুড়া ইউনিয়নে এবং অন্যান্য এলাকা হইতে বহু মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া পাক পিশাচরা নির্যাতন ও পাশবিক অত্যাচার চালায়। পাক সেনাদের এই পৈশাচিক ব্যবহারে এই এলাকার শতকরা ৯০ জন লোক দেশ ত্যাগ করে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ গোলাম উদ্দিন

\ ২৬১ \

মোছাঃ চানুভান
গ্রাম- ফুলবাড়িয়া
থানা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া
জেলা- কুমিল্লা

আমি দরিদ্র পিতৃহীন অবিবাহিতা নারী। বিধবা মাতা একমাত্র সংসারের আপন পরিজন। আমার কোন ভাইবোন নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইলে পাক বাহিনী পত্তন ইউনিয়নে শিবির স্থাপন করে। জুন মাসের শেষের দিকে পাক সৈন্য ও রাজাকারদের অত্যাচার ও নৃশংসতা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় রাজাকাররা গ্রামের ও ইউনিয়নের বহু ধনসম্পত্তি লুন্ঠন করে। জুলাই মাসের ১৭ তারিখ বানু মিঞা, সোনা মিঞা ও চাঁন মিঞা গভীর রাত্রে আমার নিজ বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া পাক বাহিনীর শিবিরে নিয়া যায়। আমাকে দেখিয়া পাক বাহিনীরা আনন্দে নাচিয়া ওঠে, আমার ক্রন্দন তাহাদের প্রাণে একটুও মায়ার সঞ্চার করে নাই। রাজাকাররা ধরিয়া নিবার সময় তাহাদের নিকট বহু আকুতি-মিনতি ও পায়ে জড়াইয়া পড়িয়াছি। উক্ত রাজাকারদের নিকট আমি যতই ক্রন্দন করিয়াছি, রাজাকারগুলি আমার সহিত তত বেশী অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে।

পাঁচ দিন পাক নরপিশাচরা আমাকে তাহাদের শিবিরে ও বাঙ্কারে আটকাইয়া রাখে ও আমার দূর্বল দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ও মুক্তিবাহিনীর সংবাদ জানি কি না জিজ্ঞাসা করে। আমি মুক্তিবাহিনীর সম্বন্ধে জানি না বলিলে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করে। এই পাঁচ দিন তাহারা আমাকে গোসল করিতে পর্যন্ত দেয় নাই।

আমাকে ধরিয়া দিবার পরিবর্তে রাজাকারগণ পাক নরপিশাচদের হইতে প্রচুর মদ ও গ্রামে গ্রামে লুন্ঠন করার অনুমতি পাইয়াছিল। সৈন্যদের অত্যাচারে বহুবার আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেও দেখি ও অনুভব করি আমার দুর্ব্বল শরীরে অত্যাচার করিতেছে। সেই কথা ভাবিতে আজও আমার ভয় হয়।

আমাকে ১৭ই জুলাই গভীর রাত্রে রাজাকাররা ধরিয়া নিবার পর ১৮ই জুলাই আমার মা কেসবপুর গ্রামের মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নজীর আহমদ সাহেবের নিকট আমাকে পাক শিবিরে ধরিয়া নিবার করুন সংবাদ বলিলে উক্ত মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার ২১শে জুলাই গভীর রাত্রে বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়া ফুলবাড়িয়া পাক সৈন্যদের শিবির ও বাঙ্কার আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে পাক বাহিনী ও রাজাকাররা আত্মসপর্মণ করে। আক্রমণের সময় তাহারা সকলে আমার উপর অত্যাচার করিতেছিল। মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা আমাকেসহ ১৪জন পাক সৈন্য ও তিনজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়া যান। তাহারা আমার সম্মুখে রাজাকার ও পাক নরপিশাচদের জীবন্ত মাটি চাপা দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে নিজ জন্মভূমি ফুলবাড়িয়া ফিরিয়া আসি।

স্বাক্ষর/-
মোছাঃ চানুভান

\ ২৬২ \

মোঃ বাদশাহ মিয়া
ম্যানেজার
শ্রীমঙ্গল সোনালী ব্যাঙ্ক
শ্রীমঙ্গল, সিলেটঃ

আমি আমার ছেলে-মেয়েদেরকে ঢাকা পাঠানোর জন্য ঢাকা যাওয়ার রাস্তা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য ১৩ই এপ্রিল হোণ্ডা নিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেজারী অফিসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাক বাহিনী বিমান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর ব্যাপকহারে শেলিং আরম্ভ করে। এই সময় ২জন লোক মারা যায় এবং ৫-৬ জন আহত হয়। ব্রাহ্মবাড়িয়া থেকে রওনা হয়ে বিকালে তালশহর রেল ষ্টেশনে যখন পৌঁছাই তখন দেখতে পাই দক্ষিণে লালপুর বাজারে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পাক বাহিনী বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রায় ১ ঘন্টা এই আক্রমণ চলে, বিমান থেকে ব্যাপকভাবে শেলিং ও বোমা ফেলা হয়। খবর পাই এতে মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়।

রাত্রিতে আমি আশুগঞ্জ সোনালী ব্যাঙ্কে অবস্থান করি। ১৪ই এপ্রিল ৬টার সময় থেকে আশুগঞ্জের উপর আক্রমণ চলে। পাক বাহিনী হেলিকপ্টার করে আশুগঞ্জ ওয়াপদার পার্শ্বে অবতরণ করতে। পাক বাহিনীর এই অবস্থান সোনালী ব্যাঙ্কের উপর থেকে নোয়াখালীর একজন টেলিফোন অপারেটর দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ব্রীজের পূর্ব তীরে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে টেলিফোনযোগে খবর দেয়। সে নিজে দোতালার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে এবং আমাদেরকে বলে যে, যদি বাঁচতে চান তবে পালান।

মুক্তিবাহিনী তাদের অবস্থান গুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দিকে পিছু হটে যায়। পাক বাহিনী আশুগঞ্জ অবতরণ করার পরেই তারা সারা শহর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ করতে থাকে । এই সময় সেখানে যে লোককে তারা পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। আমার মনে হয় যদি পাক বাহিনীর অবস্থানের খবর টেলিফোন অপারেটর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে না জানাত তবে একটিও মুক্তিযোদ্ধা সে দিন পাক বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেত না। পাক বাহিনী পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। আমরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাই এবং কয়েকজন আমাদের ব্যাঙ্কের সম্মুখের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে, তখন আমি পেছন দরজা দিয়ে রেবিয়ে একটা চিপাগলি দিয়ে নদীর পারে চলে আসি। নদীর পারে এসে আরও কয়েকজন নরনারীকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। নদীর মাঝখানে একটা নৌকা বাঁধা ছিল। আমি সাঁতার কেটে নৌকাটাকে নদীর পারে নিয়ে আসি এবং অসহায় লোকগুলিকে নৌকায় তুলে নিয়ে উত্তর দিকে পালিয়ে যাই।

আমি যখন নদীর পারের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমি রাস্তার উপর ১৫-১৬ জন লোককে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই এবং অনেককে গুলি লেগে আহত অবস্থায় কাতরাতে দেখি। চারিদিক থেকে শুধু গুলি আর নারী-পুরুষদের করুণ চিৎকার ভেসে আসে।

অতঃপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসি। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেই দেখতে পাই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তর দিকে তেলিয়াপাড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

স্বাক্ষর/-
মোঃ বাদশাহ মিয়া
১৭.১০.৭৩ইং

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ
বাংলাদেশের দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার অভিযানের ওপর একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	'বাংলাদেশের গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	........১৯৭২

২৫শে রাত থেকে ২৭ শে রাত
-নাজিমুদ্দীন মানিক

পঁচিশে মার্চ উনিশ'শ একাত্তর। রাত সাড়ে ১১টা কি পৌনে ১২টা। বাকী দু'টো লেখা শেষ করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে হোটেল থেকে চারটে খেয়ে বেড়িয়েছি মাত্র- অবজারভার হাউসের সামনে রাস্তায়। দেখলাম অসংখ্য মানুষের ছুটাছুটি-কেউবা ইট টানছেন, কেউ বা বিরাট বিরাট গাছ কেটে আনছেন- কেউ বা পাশের মোটর মেরামত কারখানার সামনে ফেলে রাখা পুরনো ভাঙ্গা গাড়িগুলো এনে রাস্তায় জড়ো করছেন- সবারই মুখে এক কথা - ব্যারিকেড তৈরি করো, ওদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করো, ওদের আসতে দেবো না আমাদের এ জনপদে। মনে পড়লো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশঃ আমি হুকুম দেবার নাও পারি, রাস্তা-ঘাট যা কিছু আছে তোমরা সব বন্ধ করে দেবে। এ নির্দেশ অমান্য করতে পারিনি আমি নিজেও- ওদের সাথে ধরাধরি করে সবে ডিআইটি রাস্তার মুখে রেখেছি একটি গাছ। এমনিই শোনা গেল গুলির শব্দ। রাস্তার মানুষগুলো কোন মতে আত্মরক্ষা করলো। আমি দৌড়ে চলে এলাম আমাদের পূর্বদেশ অফিসে।

অফিসের বারান্দায় আঁধারের চাদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে দেখলাম হায়েনাদের একটি কনভয় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে- দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) অফিসের সামনে, কনভয়ের সামনে বিরাট ব্যারিকেড। ওরা ডিঙ্গাতে পারছিল না। তখন - তাই গুলী খাওয়া শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে কনভয়ের বিরাট গাড়ীগুলো। আর গাড়ীর আরোহী পাষণ্ডরা গুলি ছুড়ছে ওদের চার পাশে। হায়দার ভাইয়ের ধমক খেয়ে কামরার ভেতর চলে এলাম। জানালা দিয়ে স্পষ্টতঃ দেখতে পেলাম গাড়ী থেকে নামলো দশ-বারোজন হার্মাদ। অনেক কষ্টে ব্যারিকেড সরিয়ে পথ করে নিলো ওদের কনভয়ের। তারপর টয়েনবি সার্কুলার রোড ধরে চলে গেলো।

টেলিফোন করলাম বেগম বদরুন্নেসা আহমদের বাড়ীতে। কেউ ধরলো না। তারপর আর কাউকে টেলিফোন করতে পারিনি। হার্মাদরা টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। অফিসের সর্বত্র এক বিক্ষুব্ধ নীরবতা আর শহরের সর্বত্র অবিরাম বোমাবর্ষণ, ফিল্ডগান, মেশিনগান, স্টেন, এস এল আর, আর চাইনিজ অটোমেটিকের একটানা শব্দ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে গুলী খাওয়া মুমূর্ষু নরনারীর করুণ আর্তনাদ। হায়দার ভাই, সেলিম ভাই, লোহানী ভাই, রফিক, অহিদ, এরশাদ, আতিক, তওফিক, রকিব, সাদেকীন, মজিদ, আনিস, কামাল, আজমল, জিয়া আমরা সবাই হতবাক- কারো মুখে কোন কথা নেই। বোমার এক ঘন্টা শব্দ শুনছি- আর যেনো মনে হচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে চিবিয়ে খাচ্ছি। অথচ আমরা তখন অসহায়- করার কারো কিছু নেই তখন।

মনে পড়লো সেদিন সন্ধ্যার কথা। রাত ৮টার দিকে শেখ সাহেব ব্রীফ করেছিলেন দেশী সাংবাদিকদের এর আগে চাটগাঁ, রংপুর, খুলনা, রাজশাহীতে জল্লাদের হামলার খবরে গর্জে উঠেছিলেন বঙ্গশার্দুল। এক বিবৃতি দিলেন তিনি। বললেন বাংলায় আগুন জ্বলছে। এ আগুন নেভানোর সাধ্য কারো নেই। আমার মানুষকে

নির্বিচারে এভাবে মারতে দেওয়া যাবে না। সাবধান হও জল্লাদ। শেখ সাহেবের বাড়ীতেই খবর পেলাম সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া- ভুট্টো ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউস আর ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ক্যান্টনমেন্ট গিয়ে টিক্কা , ওমর, পীরজাদা, ফরমান আলী, হামিদ, খাদিম হোসেন রাজা এসবদের নিয়ে মিটিং করছে- সলাপরামর্শে বসেছে। শেখ সাহেবের প্রেস বিফিংয়ের পর সেলিম ভাই, আমি আর সেলিম মামা হাঁটতে হাঁটতে এসেছিলাম নিউমার্কেট পর্যন্ত। নিউমার্কেট থেকে একবার সার্জেন্ট জহুরুল হলে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। মন এক বিরাট আশঙ্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেলো। অফিসে এসে একটা লেখা শেষ করছি। তারপর খেতে গিয়ে তো এ কাণ্ড।

সে রাতে আর কোন কাজ হলো না- কোন পত্রিকা বেরোলা না পরদিন। সারা রাত অফিসে আটকা থাকলাম। জল্লাদরা কারফিউ জারী করেছে। পরদিনও সেই অবস্থা। তবে রাজারবাগে বোমার আওয়াজ কমেছে কিছুটা। কিন্তু গুলীর আওয়াজ থামেনি। থামেনি আবাল -বৃদ্ধ-বনিতার আর্তনাদ। দূরে তিন-চার জায়গায় দেখলাম বিরাট বিরাট কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বুঝতে পারলাম স্বদেশেও যারা মোহাজির সেসব রিকশাওয়ালা-মুটে-মজুর আর কুলী-কামিনদের বস্তীগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে জল্লাদের দল।

ছাবিবশে মার্চ নয়টায় ঢাকা বেতার থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জনৈক উর্দুভাষী এলাম ফরমাইছেন, টিক্কা ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারী করেছে। আর অনেক নতুন সামরিক আইন জারী করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর কয়েক মিনিট পরেই তদানীন্তন চতুদর্শ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের সামরিক পাবলিক রিলেশসন অফিসার মেজর মোহাম্মদ সাদিক সালিক এক বিরাট পরোয়ানা নিয়ে অফিসে হাজির। ওর দাবী গুলো বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার পত্র হিসাবে ছেপে দিতে হবে। সালিকের সাথে স্টেনধারী আরো তিন পাষণ্ড। আমরা বললাম, এসব ছাপার মালিক আমরা নই। হামিদুল চৌধুরী সাহেব বা মাহবুবুল হকই পারে। ওরা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর মাহবুবুল হককে নিয়ে ফিরে এলো। মাহাবুবুল হক ছাপতে রাজী হলো- আমাদের অনুবাদ করে দিতে বললো। আমরা জবাব দিয়েছিলামঃ ক্ষুন্ন পিপাসা আর নিদারুণ উদ্বেগে আমরা ক্লান্ত। এখন অনুবাদ করতে পারবো না। মাহবুবুল হক এতে সালিককে কি যেনো বললো। সালিক আমাদের ধমক দিয়ে বললো- জলদী করো না- নেহী তো দেখতা হায়- পেছনের তিন পাষণ্ডকে দেখালো। অগত্যা অনুবাদ করে দিলাম। পরে অবশ্য সে অনুবাদের প্রচারপত্র ছাপা হয়নি। এরপর ওরা মাহবুবকে নিয়ে আবার চলে গেলো। আমরা অফিসেই বন্দী রইলাম।

এগারোটার দিকে রফিক কোথা থেকে কয়েকটা পাউরুটি আর বনরুটি জোগাড় করেছিলো। সেগুলো দিয়ে কোন মতে কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করলাম। এ সময় দেখি বেতার থেকে বার বার আমার সোনার বাংলা গানটির দু'তিন পঙক্তি বাজানো হচ্ছে।

পঁচিশে মার্চ রাত থেকে সাতাশে মার্চ- সকালে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আটকা পড়েছিলাম সেই পূর্বদেশ অফিসে। সাতাশে মার্চ সকালে ঢাকা বেতার থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জনৈক উর্দুভাষী ঘোষনা করলো, টিক্কা দুপুর বারোটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল, করেছে। যে যার ঘরে ফিরতে পারবেন- পারবেন বারটা পর্যন্ত হাট বাজার করতে। তারপরই আবার স্বগৃহে অন্তরীণের পালা শহরবাসীদের। ঘোষনাটি শোনার পর আমরা অবজারভার ভবনে চার দেওয়ালে ভেতর আটকা পড়া লোকগুলো বেরুলাম। রাস্তায় হেঁটেই যেতে হবে, কেননা রাস্তায় দখলদার বাহিনী বিরাট বিরাট লরী আর জীপ ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই। মহানগরী ঢাকার রাস্তাগলি সকল রকমের যানবাহন শূন্য। মতিঝিল থেকে রায়ের বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ এ মাইলের মধ্যে রাস্তায় একটা রিকশাও আমার চোখে পড়েনি।

রাস্তায় দেখলাম ঘরে ফেরার মানুষগুলোর সে কি উর্ধ্বশ্বাস চলা। কারো দিকে কারো তাকাবার সময়টা পর্যন্ত নেই। সবাই ছুটছে কোনমতে নিজের জানটুকু নিয়ে যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। থেকে থেকে পাষণ্ডদের লরীগুলো বিরাট দানবীয় শক্তিতে ছুটে চলেছে রাস্তার দু'পাশের মানুষ আর ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে।

প্রতিটি গাড়ীর ওপরে পজিশন নিয়ে বসে আছে- চারিদিকে তাক করে রেখেছে মেশিনগান, হাল্কা মেশিনগান আর কামানের মুখ। ওদের এহেন সর্তক মহড়া দেখে সেই সদা আতঙ্কিত মনেও হাসি এলো আমার। কার বিরুদ্ধে এমন সতর্কতা? বাংলাদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর দাবীদারদের এহেন একতরফা বীরত্ব যদি সেই মুহূর্তে আমার কাছে হাস্যস্পদ বলে মনে হয়, তবে কি।

অবজারভার ভবন থেকে বেরিয়ে দুদিনের উপোসী ক্লান্ত দেহটাকে টেনেহিঁচড়ে যখন ন্যাশনাল কোচিং সেন্টারের সামনে হাজির হলাম, তখন অনেকটা সংজ্ঞা লোপ পাবার অবস্থা। কোচিং সেন্টারের ঠিক সামনেই ফুটপাতের ওপর দেখলাম একটা মানুষের লাশ। গুলীর আঘাতে বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পাশেই পড়ে রয়েছে কিছু নাড়ি-ভুড়ি। নাকে আঙ্গুল এঁটে- চোখ দুটো বন্ধ করে পাশ কাটাতে চাইলাম। কিন্তু পা এগুচ্ছিল না। হাঁটু দুটো কাঁপছে থর থর করে। নার্ভাস হয়ে গেলাম। তবুও এগিয়ে যেতে হলো।

একবার মনে করলাম রাস্তায় নেমে যাই। ফুটপাতে হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু পারলাম না। রাস্তার ওপর দিয়ে পশুদের দানবীয় লরীগুলো যেভাবে ছুটছে- যে কোন সময় তার তলায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। বুক সেন্টারের সামনের ফুটপাতে দেখতে পেলাম চাদর মুড়ি দেওয়া আর একটি লাশ। ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। বায়তুল মোকাররমের মোড়ে রাস্তায় ওপর আরো দু'টো নাম না জানা বাঙ্গালী বীরের নশ্বর দেহ চোখে পড়লো- চোখে পড়লো জি,পি,ও'র পেছনের গেটে এক ঝুড়ি রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড আর নারী-ভুঁড়ি। তবুও আমি হেঁটে চলেছি-হেঁটে চলছেন আমার চার পাশের মানুষগুলো। কেননা, আমি এবং আমার চার পাশের মানুষগুলো- আমরা সবাই তখন বাঁচতে চাই। এবং সে জন্যই আমাদের কারো প্রতি কারো কোন খেয়াল নেই- কারো সাথে কারো কোন কথা নেই। সবাইর চোখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব। সবাই ভীতি বিহ্বল।

এ লাশগুলো দেখার পর চলার পথে আমার অবচেতন মনে বারবারই দৃশ্যগুলো ফুটে উঠতে লাগলো- মনকে বাঁধতে চাইলাম- রাস্তায় আর কিছুর দিকে তাকাবো না- কেবল নিজের পদক্ষেপের জায়গাটুকু ছাড়া- কেননা আমার অনুভূতি তখন ভোঁতা হতে শুরু করেছে- প্রচণ্ড অন্তর্যাতনায় আমি যেন উদভ্রান্ত। পুরানা পল্টন মোড় পেরিয়ে সেক্রেটারীয়েটের ফুটপাতে উঠলাম। ক্যাপ্টেন রেষ্টুরেন্টের বিপরীত দিকের রাস্তায় ডাষ্টবিনের পাশে দেখলাম আর একটা বাঙালীর লাশ। হাতে সোল মাছের একটি কাঁচা মাথা মুষ্টিবদ্ধ। ক্যাপ্টেনওয়ালারা মাছের মাংসটা রেখে মাথাটা ডাষ্টবিনে ফেলে দিল, কোন বুভুক্ষ হতভাগ্য হয়তো বা সেই মাথাটা কাক- কুকুরের সাথে ঝগড়া করে অধিকার করেছিলো- কিন্তু নিয়ে যেতে পারেনি- দখলীকৃত সেই উচ্ছিষ্ট মাথাটা হাতে থাকতেই সে হয়েছে জল্লাদ পাশবিক শক্তির উন্মত্ত শিকার। আর পা চলে না- ইচ্ছে হলো ওখানেই বসে পড়ি।

পেসক্লাবের সামনে দিয়ে পেরুতেই একবার ক্লাব প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম- দেখলাম ফয়েজ ভাইয়ের (বর্তমান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্তার প্রধান) পুরানো গাড়ীটা পড়ে রয়েছে। ক্লাবের পশ্চিম পাশের বাড়ীর আঙ্গিনা ভর্ত্তি পশুদের ছাউনি-ওপাশে কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে ভর্ত্তি জল্লাদের দল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ এক পথচারীর ডাকে সম্বিত ফিরে আবার চলতে শুরু করলাম।

নতুন হাইকোর্ট ভবনের সামনে দিয়ে রমনা পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি- আমি যেন মানুষ নই- দমদেয়া কোন যন্ত্র মাত্র। রমনা রেসকোর্সের পাশে এসে আর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সাহস হলো না- অন্ততঃ মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে ওদের লরীগুলো যদ্দুর সম্ভব এড়িয়ে চলা যাবে, তাই করলাম। রেসর্কোসের মধ্য দিয়ে হাঁটছি- আর আমার সম্ভ্রম চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠছে- মাত্র আঠারো দিন আগের একটি স্মৃতি। এই সেই রেসকোর্স- যেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেনঃ এবারের সংগ্রাম- মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি বিরাট মঞ্চ- সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন বঙ্গবন্ধু- মাঠ ভর্তি লোক, এক জনসমুদ্র। আমি সেই সমুদ্রের মাঝ দিয়ে হাঁটছি- হঠাৎ মনে হলো

স্বাধীনতা সংগ্রা নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে। অন্ততঃ বিবিসি থেকে সকালে সে আভাসই দেয়া হয়েছে- বাঙ্গালী মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে- ওরা গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা ঘোষনা করেছে- বিবিসি তার উদ্ধৃতি দিয়েছে। গোপন বেতার থেকে দাবী করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিবাহিনীর সাথে আছেন। বঙ্গবন্ধু খবর শুনে কিছুটা নিশ্চিত হলাম (যদিও পরে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি)।

রেসকোর্স- শাহবাগের মোড় পেরিয়ে কাঁটাবন বস্তির পাশে পৌছিলাম- এ পথ আসতে কতক্ষণ লেগেছিলো বলতে পারবো না। বস্তির পাশের রাস্তার ওপর দেখলাম রক্তমাখা বেশ ক'টি পায়ের ছাপ। রাস্তার ওপর বেশ ক'টি ব্যারিকেড চিহ্ন করতে এসে গুলী খেয়েছে। ক'জন মরলো কে জানে। রক্তমাখা পায়ের ছাপগুলোও বস্তির দিকে এগিয়ে গেছে। আরো দশ পায়ের মত সামনে এসে দেখতে পেলাম ফুটপাতে আর রাস্তায় মাঝখানের নর্দমায় একটি রক্তের নহর। রাস্তায় থেকে ড্রেনে জমে থাকা রক্তস্রোতে জমাট বেধেঁ থক থক করছে- ক'জন রীববন্ধু সেদিন সেখানটায় আত্মহুতি দিয়ে ছিলেন- কি নাম তাদের - নিজের দেশে মোহাজের এসব বীরদের পৈতৃক ভিটেই বা ছিলো কোথায়?

এই মুমূর্তে আমার আর কোন অনূভূতি নেই- নেই কোন উপলব্দিও । আমি হাঁটছি... হাঁটছি নিজের ঘরের পানে- হাঁটছি আমার নিজের এবং আমার আত্মজ-আত্মজাকে বাঁচানো এক স্বার্থপর দুর্দমনীয় মনোবৃত্তি নিয়ে- আর আমার চলার পথের এসব দৃশ্যগুলো কেবল দেখছি আর দেখছি। পুরানো রেল লাইনের (মহসীন হলের পিছনে) ওপারকার বস্তিগুলো ও তখন এক বিরাট ধ্বংসস্তুপ- বস্তির ছোট ছোট ঘরগুলো পুড়ে সুন্দর ছাইয়ের স্তপে পরিণত হয়েছে। ক'জন ওরা এখানে মরলো- তার হিসাবই বা কে রাখে।

এলিফ্যান্ট রোড আর ল্যাবরেটরী রোডের সংযোগস্থলে দেখলাম বেশ ক'জন পাষণ্ড রাস্তায় টহল দিচ্ছে। আমি অনেকটা টহলে টহলে তাদের সামনে দিয়ে পার হচ্ছি। হঠাৎ একটি বিক্ষুদ্ধ কণ্ঠে থমকে পেছনে ফিরে চাইলাম। দেখলাম পাকিস্তানী সামরিক পোশাকের আবরণে বন্দি একজন বলছেন স্পষ্ট বাংলায়ঃ শালারা আমরা তো গেছি- তোদের দিনও আর বেশী বাকী নেই। এবার যেতে হবে। বুঝলাম কোন বাঙ্গালী হয়তো নিজেকে বাঁচানোর জন্যই তাদের সাথে টহল দিতে এসেছেন একান্ত অনিচ্ছায়। কথাগুলো বলেছেন, তার কোন পাঞ্জাবী হার্মাদ সহকর্মীকেই। সেই বাঙ্গালী সৈনিকটি আজ আর বেঁচে আছেন কিনা কে জানে।

বিজ্ঞান গবেষণাগারের কাছে এসে শুনলাম পাশের বাড়ীতে দু'টি লাশ রয়েছে। আগের রাতে পাষণ্ডরা ওদের হত্যা করেছে- বাড়ীর ভেতর ঢুকেই। এখানেই মীরপুর রোডের ওপর এ পাষণ্ড দাঁড়িয়ে মাইক দিয়ে ঘোষনা করছে, কারফিউ বিকেল চারটা পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। এই ঘোষণায় আমার চলার গতিও কিছুটা শিথিল হলো। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম রায়ের বাজারস্থ আমার বাসার দিকে । প্রায় বারোটায় বাসায় পৌঁছিলাম। বাসায় পৌঁছে নতুন করে আবার আতঙ্কগ্রস্থ হলাম।

সাতাশে মার্চ সকালে কারফিউ শিথিল করার পর রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, যেন মানুষের মিছিল। হাজার হাজার মানুষ উর্ব্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছেন- কারো বা কোলে বাচ্চা, পিঠে বোঝা- হাতে ধরা রয়েছেন পত্নী বা কন্যা। সমস্ত লোক ছুটে পালাচ্ছেন শহর থেকে গাঁয়ের দিকে। কেননা তাঁদের ধারনা জল্লাদ বাহিনী হয়তো বা শহরেই চালাবে তাদের তাণ্ডবলীলা- গ্রাম পর্যন্ত হয়তো পৌছুবে না - কিন্তু কালক্রমে ওদের ও ধারণা মিথ্যে বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ইয়াহিয়া -টিক্কার নরখাদকরা শহরের চাইতেই গ্রামেই শেষের দিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল- বাংলাদেশের ৬৬ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩০ হাজার গ্রাম ওরা পুড়িয়েছে- চালিয়েছে মানব ইতিহাসের সব চাইতে জঘন্য ও ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড।

রায়ের বাজারে নদীর ধারে গিয়ে দেখলাম এক অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য। প্রাণভয়ে মানুষ যে কত অসহায়, কত কষ্ট স্বীকার করতে পারে এটা তারই একটা প্রতিচ্ছবি। কাঁধে -ঘাড়ে -হাতে ছোট ছোট বাচ্চা আর পোঁটলা পুটলীসহ এক কোমর থেকে এক বুক পানি ভেঙ্গে নদী পার হচ্ছে হাজার হাজার নর-নারী। প্রাণ বাঁচানোর আকুল চেষ্টায় ধাবমান অনেকেরই ইজ্জত- আব্রুর দিকে কোন খেয়াল নেই। যেসব গৃহবধুকে সেদিন রাস্তায় এবং নদী পার হবার সময় এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখেছি - তাদের অনেকেই কোন দিন সূর্য্য দেখেছেন কি না বলা যায় না। অনভ্যস্ত পদে তাড়াহুড়ো করে পথ চলতে গিয়ে কত মহিলা ও শিশু যে হোঁচট খেয়ে পড়ে, পা ভেঙ্গেছেন, কতজনের যে নখ উল্টে গেছে- তার খবরই বা কে রাখে। আমার আত্মীয় সেদিন এমনিভাবে পালাবার সময় আছাড় খেয়ে পড়ে পায়ের নলার হাডডি দু'টো ভেঙ্গেছে- এখনও তিনি হাঁটতে পারছেন না- কোনদিন পারবেন কিনা বলা শক্ত।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাঙ্গালী হয়ে বাংলাদেশের বুকে বাংলারই মা-বোন আর বাচ্চাদের এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখতে পারিনি- পারিনি সহ্য করতে-নিজের অক্ষমতার আত্মদহনের জ্বলে মরেছি কেবল। বিকেল চারটা বাজতে না বাজতেই হার্মাদের বিরাট বিরাট লরীগুলো ঐ এলাকার রাস্তা এবং ছোট ছোট জীপগুলো অলি-গলিতে ছুটোছুটি শুরু করলো। আমরা সবাই আবার গৃহে অন্তরীণ হলাম। চারটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নদীর পাড়ের দিকে বেশ কয়েকটা গুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম, যে হতভাগীরা জানের ভয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিলো- তাদের ওপরই হার্মাদরা নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে- কতজন যে সেদিন এখানে সেখানে শহীদ হয়েছেন কেউ তার কোন হিসাব জানে না- কোন দিন কোন ইতিহাসেও হয়তো বা ওদের কথা আর কেউ লিখবে না।

সন্ধ্যায় ঘরে বসে বসে বহু কষ্টে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর ধরতে সক্ষম হলাম। সেই প্রথম শুনতে পেলাম এই বেতারে খবর- শুনতে পেলাম ঘোষকের আনাড়ি কণ্ঠে যে, বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ ভোরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন এবং তিনি মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নিরাপদে রয়েছেন। এই কথাটা শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম- আনন্দিতও হলাম। অবশ্য পরে শেষোক্ত ঘোষনাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। রাত যতই বাড়তে লাগলো সারা এলাকাজুড়ে জল্লাদদেরও তাণ্ডবলীলা আরো বাড়তে শুরু করলো। রাত ১১টার দিকে আমার বাসার সামনের গলির মুখের বাসা দু'টোয় ওরা দু'দল ডুকলো, এ বাসা একটি কুমোরদের। অপরটিতে থাকেন দু'টো রিক্সাওয়ালাদের পরিবার। রিক্সাওয়ালাদের বাসা থেকে এরা দু'জন তরুণীকে ধরে নিয়ে গেলো। মুসলমান ধর্মের ধজাধারী ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোর হার্মাদ বাহিনীর পাশবিকতার যূপকাষ্ঠে দু'জন বাঙ্গালী নিঃসহায় তরুনীর একমাত্র সম্বল নারীত্ব ভূলণ্ঠিত হলো।

কুমোরদের বাসায় ঢুকে ওরা প্রথমে ভাঙ্গলো ওদের ঠাকুর ঘরের দেবী-প্রতিমাগুলো। তারপর ঢুকলো অভ্যন্তরে। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে ঘর থেকে টেনে বের করলো ১০ থেকে ৬০ বছর বয়সের সকল পুরুষকে। ও বাড়ীর একজন বধূ ও একজন মেয়েকে ধর্ষণ করলো তাদের স্বামী, মা- বাবা আর শ্বশুড়-শাশুড়ির সামনে। এক জল্লাদ ঘুমান্ত একটি বছর দেড়েকের বাচ্চার বুকে ঢুকিয়ে দিলো তার সুতীক্ষ্ন বেয়নেট। তারপর বেয়নেটের আগায় জুলিয়ে রাখলো ওর কচি দেহলতাটিকে। চোখের সামনে দেখলাম, সেই অবুঝ শিশুর হাড়-গোড়গুলো ঝুর ঝুর করে পড়ছে জল্লাদদের হাতে ধরা রাইফেলের গা বেয়ে। বেশীক্ষণ আর সহ্য করতে পারিনি। বাসার পেছনের চোরাগলি পথে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে দৃশ্য। আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আজো ভাবী এসব দেখে কি করে সহ্য করেছি- কেন পাগল হয়ে গেলাম না। কেন আমি মানুষ হয়ে জন্মালাম!

কুমোরদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসার সময় হঠাৎ ওরা এসে থমকে দাঁড়ালো ওদের পাতিল পোড়ানোর সেই বিরাট বিশাল অগ্নি কুণ্ডটির সামনে। বাড়ীর সবাইকে বন্দুকের নলের মুখে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলো ওটা কি? কুমোর কেউ তো উর্দু জানে না বলতেও পারে না তবুও ওরা বর্বর খান সেনাদের বোঝাতে চেষ্টা করলো। এক বর্ণও বাংলা জানা অথচ বাঙ্গালীর দরদের খান সেনারা তার একটা কথাও বুঝলো না

অথবা বুঝতে চাইলো না। শুরু হলো নির্মম মারধর আর বেয়োনেটের খোঁচা । খান সেনারা চিৎকার করে বলতে লাগলো শালালোক ঘর কা আন্দার এতনা বড়া ব্যাঙ্কার বানায়া হ্যায়। কেতনা গালিচ (মুক্তিযোদ্ধা) হ্যায় হিয়া পার। বাতাও কেতনা হ্যায় তেরা ঘরমে। কুমোরেরা যত বলে হুজুর এটা আমাদের পাতিল পোড়ার কুণ্ড ততই যেন তাদের নির্মম নির্যাতনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। চোখের সামনে স্বামী ও ছটি সন্তানের এমন নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষটায় কুমোর গিন্নী ওদের সর্দার গোছের লোকটির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এক লাথিতে তাঁকে কমপক্ষে পাঁচ হাত দূরে ঠেলে ফেলে দিলো সেই নারকীয় জল্লাদটি। তারপর কি মনে করে ঘট ঘট করে বেরিয়ে গেলো ওরা সবাই।

চোরাপথ দিয়ে দৃশ্য দেখছিলাম- আর ওরা যদি আমার বাসায় ঢুকে তবে কি করবো- সেটাই ভেবেছিলাম। বাসায় রয়েছেন আমার ঘাট বছরের বুড়ো নানু- একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি সন্ধ্যা থেকেই কোরান শরীফ পড়তে শুরু করেছেন আর তাঁর চোখ বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা । আমার চারটি বাচ্চার মধ্যে বড়টি ছাড়া ছোট তিনটির একজনকে নিজে কোলে নিলাম অন্যটিকে ঝিয়ের কোলে এবং তখন মাত্র একুশ দিন বয়স ছোটটিকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে সেই চোরাপথটিতে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। উদ্দেশ্য জল্লাদরা আমার বাসার গেট ভাঙ্গানোর সাথে সাথেই দৌড়ে গিয়ে পিছনের পানি ভর্তি এঁদো পুকুরটিতে নেমে যাবো। অন্ততঃ বেঁচে থাকতে পারি কিনা সে চেষ্টা তো করতে হবে। নানু ঘর ছেড়ে যেতে নারাজ। তিনি বলেনঃ জল্লাদের হাতে যদি এভাবে আমার মরণ থাকে তবে মরব। তোরা আল্লাহর উপর তোয়াক্কা করে পালানোর চেষ্টা কর। তোদের ওরা রাখবে না।

আল্লাহর কি ইচ্ছা- ওরা আর আমাদের বাসার দিকে গেল না তখন। কিন্তু সারারাত ধরে আমরা ওই চোরা পথেই বসে থাকলাম। কেননা কখন ওরা বাসায় ঢুকে পড়ে। এভাবেই রাতটা কেটে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ঠিক করে ফেললাম যে রায়ের বাজার এলাকায় আর আমার থাকা উচিত নয়। সাথে সাথে আঠার টাকা দিয়ে দুটো রিকশা ঠিক করে রায়ের বাজার থেকে মতিঝিল কলোনীর দিকে যাত্রা করলাম। যাবার পথে রায়ের বাজারের মোড়ে দেখলাম একখানা গাড়ি। দুজন বিলাতী সাহেব গাড়িতে। ওরা আমাকে থামালেন। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি জানতে চাইলেন। রাতের ঘটনা তাদের জানালাম পরে জানতে পারলাম যে এ দুজন বৃটিশ সাংবাদিক। কোন মতে বৃটিশ হাইকমিশনের একখানা গাড়ি যোগাড় করে তারা বেরিয়েছেন, বিধ্বস্ত ঢাকার পথ দেখতে। তাড়াহুড়ে করে ওদের সঠিক পরিচয় জানতে পারি নি। কেননা একদিকে পালাচ্ছি আর অন্যদিকে জল্লাদরাঃ তখনো টহল দিচ্ছে।

সাতাশের রাতে তারা রায়ের বাজারের পটারী সেন্টারের দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে কতজনকে গুলি করেছে আজও তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। কোনদিন সে হিসাব পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-বাহিনীর 'ইকবাল হল' আক্রমণের ওপর দুটি প্রতিবেদন	দৈনিক আজাদ	১৪ও ১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৭২

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দুর্গ
ইকবাল হল
(নিজস্ব নিবন্ধকার)

গ্যারেজের উন্মুক্ত ছাদে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন জিনাত আলী ও তার সঙ্গী তারেক, আব্দুর রউফ ও তার ছোট ভাই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মোফাজ্জেম হোসেন। আধ ঘন্টা পর অর্থাৎ একটা-দেড়টার দিকে শুরু হলো পাক হানাদারদের আক্রমণ। অন্ধকারে বুক চিরে ছুটছে বুলেট। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয় অস্ত্রের ভয়াল গর্জনে সমস্ত এলাকাটা প্রকম্পমান। অক্টোপাশের মতন হানাদাররা ঘিরে ফেলেছে হল এলাকা। কামান দাগছে, গ্রেনেড ছুড়ছে এক ধরনের আগুন বোমা। বোমাগুলো ফস করে জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের ভিতরে পড়তেই ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সে আগুনে কাপড়চোপড়, আসবাবপত্রসহ যত কিছু দাহ্যবস্ত এমনকি দালানের আস্তর পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ইকবাল হলের তিরোধকারী তরুণেরাও বীরবিক্রমে প্রতিরোধ দিয়ে যাচ্ছে।

থ্রি নট থ্রির আওয়াজ শুনেই তা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আগুন হলের সমস্ত ঘরে তাতে কি করে বেশীক্ষণ আর ওদের পক্ষে প্রতিরোধ দেয়া সম্ভব হবে। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই হিস হিস করে ছড়িয়ে পড়ছে। এসেমব্লি হল ও পাঠাগারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। পাশের রেল সড়কের বস্তিও জ্বলছে। ওদিক থেকে ভেসে আসছে মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মানুষের আর্তনাদ। আকাশের উড়ছে লাল নীল রংয়ের অনুসন্ধানী ফানুস। এক বিচিত্র ভৌতিক পরিবেশ। সারা নগরী যেন জ্বলছে জ্বলন্ত আগুনে, কামান, মর্টার গেনেড, আর যতসব স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মিলিত বীভৎস গর্জন বিভীষিকাময়তার জন্ম দিয়েছে। গ্যারেজের ছাদে ওরা শুয়ে আছে চারজন মৃতুশীতল অনুভূতি নিয়ে। মাথার আধহাত উপর দিয়ে বুলেটগুলো সব উড়ে যাচ্ছে। পানির ট্যাঙ্কিতে যেন বুলেটের খই ফুটছে। তারেক এর ফাঁকেও গড়িয়ে ছাদের এমাথা-ওমাথা ঘুরে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু কাউকেই হলের কাছাকাছি দেখতে পেলাম না। শুধু পড়লো হানাদাররা হলের ভিতরে প্রবেশ করেনি, করতে সাহস পায়নি। দূর থেকে এক যোগে দল তাক করে ছুড়ে দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট, কামানের গোলা, গ্রেনেড, মর্টার, রকেট। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি দিয়ে ট্যাঙ্ক এসে থামলো পলাশির মোড়ে। শুরু হলো বিচিত্র শব্দে গোলাবর্ষণ। এমন শব্দ এর আগে কোন দিন কেই শোনেনি।

হঠাৎ জিনাতের মনে হলো এই প্রচণ্ড অগ্নিশিখা আর ঘূর্নিঝড়ের মতো গোলাগুলির আবেষ্টিনীর মধ্যে পড়ে এখন কি করবে ঐ দূর্ধর্ষ তরুণ প্রতিরোধীরা বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। মৃত্যু যে ওদের অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছে সব দিক দিয়ে। স্বাধীনতার বেদীতে তাহলে ওরা আত্মহুতি দিল মহান মর্যাদায়? চোখ জোড়া আর্দ্র হয়ে এলো জিনাত আলীর। হঠাৎ নিজেদের কথাও তার মনে পড়লো।

মৃত্যু তাদের ও চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। ইকবাল হলের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রেল সড়কের বস্তিতে যখন আগুন লাগিয়ে দেয় হানাদার বাহিনী তখন বস্তিবাসী নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাই পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ছুটছিল হলে ভিতর দিকে আশ্রয়ের আশায়। এমনটা ওরা সবসময়ই করে, ঝড় বৃষ্টি বাদলার দিনে হোক আর কোন

আন্দোলনের শিকার হয়েই হোক, ইকবাল হল তাদের চিরদিনের একটা নিরাপদ আশ্রম। বলতে গেলে তাদের জন্য এটা সুরক্ষিত দূর্গ।

কিন্তু এবার সে দূর্গ তাদের রক্ষা করতে পারলো না। যেমনি দলে দলে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙ্গিয়েছিল তেমনি দলে দলেই মুখ থুবড়ে পড়লো স্বদেশের পবিত্র মাটিতে পাক হানাদারদের বুলেট খেয়ে। এই রেল সড়কের বস্তি সংলগ্ন ইকবাল হলের পিছন দিকটার হলের গৃহ শিক্ষকদের কোয়ার্টার। জনৈক গৃহ শিক্ষক পড়ার টেবিলে থিসিসের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

বই আর শিক্ষা অঙ্গনই তাঁর জগৎ। এর বাইরে যা ঘটে তার আভাস ইঙ্গিত পান ঘটনার পর। যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে বাইরের কিছুরই সাথে তিনি জড়িত নন, তাই এই কালরাতের বিভীষিকা সম্পর্কে কোনরূপ পূর্ব ধারনাই তাঁর ছিল না। রাত ৮টার দিকে ডাকসুর সহসভাপতি আবদুর রব তাঁর ঘরে রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক পাঠিয়েছিলেন। তখন গৃহশিক্ষক অধ্যাপক চৌধুরী মনে করেছিলেন একটা কিছু হবে বোধ হয় আজ রাতে। এর বেশী আর ভাবনাই তাঁর আসেনি। ইতিমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক চলে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু অনেকেই যাননি। হলে যতক্ষণ ছাত্ররা রয়েছে ততক্ষণ তাঁদের যাওয়া কি শোভা পায়? তাঁদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে না শিক্ষকদের। এই দায়িত্ব বোধই ধরে রাখে অধ্যাপক চৌধুরীকে সপরিবারে তাঁর দোতালার কোয়ার্টারে।

বস্তিবাসীদের আর্তনাদ চিৎকার আর মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরানি শুনে ধ্যান ভাঙ্গলো চৌধুরী সাহেবের। পড়ার টেবিল থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখতে চাইলেন কি ব্যাপার। আঁতকে উঠলেন অধ্যাপক সাহেব। কি সর্বনাশ, এ যে বিভাষিকা! ঢাকা নগরী যেন এক রাক্ষসপুরী। চলছে পিশাচ দেবতার অর্চনা।

রাক্ষসদের চলছে মহাসমারোহে নরমাংস ভোজোৎসব। সে হিংস্রাতার এক নজীরবিহীন ইতিহাস। অধ্যাপক চৌধুরী যেদিকে তাকালেন শুধু আগুন আর গোলাগুলির বিরামহীন ভয়াল গর্জন।

২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় কাল রাতের অবসান হলো। কিন্তু কাক ডাকলো না সম্মিলিত স্বরে, পাখি কলকুঞ্জন দিগন্ত মুখরিত করে ২৬শের প্রভাতকে স্বাগত জানালো না-তবু ভোর হলো। ভোর হলো এক নিস্তব্ধ শোকে মুহ্যমান শ্মশান নগরীতে এক মৃত্যুপুরীতে। বস্তুতঃ বিভীষিকাময়তার অবসান হলো না। বরঞ্চ বাংলাদেশে ইতিহাসের নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞ, লুন্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস আর অত্যাচার নিপীড়নের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের এখান থেকেই শুরু। গুলিগোলা থেমে গেছে ইকবাল হল এলাকায়।

কিন্তু সান্ধ্য আইন জারী করেছে হানাদাররা সমস্তদিন ধরে। কারণ হত্যাযজ্ঞ যা চালিয়েছে তা সবটা জানাতে চায়না বিশ্ববাসীকে। তবু ভোর হবার সাথে সাথে ফাঁক বুঝে শোকে মুহ্যমান হাজার হাজার নরনারী জীবন বাঁচাবার তাগিদে ছুটছে শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ইকবাল হলে ও আশপাশে যারা তখনো বেঁছেছিল তারাও জীবনের তাগিদে বেরুচ্ছে ফাঁকার দিকে। রাতে হানাদাররা হলের প্রতিটি ঘরে তালা ভেঙ্গে আসবাব বিছানাপত্র পুড়িয়েছে, মূল্যবান জিনিষপত্র যা চোখে পড়েছে সব লুটে নিয়ে গেছে আর যাকে পেয়েছে সামনে তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে।

এর ফাঁকে ফাঁকে দু'চারজন বেঁচে গেছে নানান কৌশল করে। যেমন বেঁচে গেছে তারেক, জিনাত আলী, রউফ, মোয়াজ্জেম, গ্যারেজের ছাদে আশ্রয় নিয়ে। বেঁচে গেছে আর একটি ছেলে আর হলের একটা কক্ষে থেকেও। সে লেপ জড়িয়ে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। হানাদাররা তখন খুনের নেশায় মাতাল তাই অতো খুঁটিয়ে দেখার ফুসরত তাদের ছিল না। বেঁচে গেছে কয়েকজন হলের পেছনে সাধারণ কর্মচারীদের কোয়ার্টারে আত্মগোপন করে। রেল সড়কের বস্তির বাসিন্দা চম্পার মা, তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আশ্রয়

নিয়েছিল এই সাধারণ কর্মচারীদের একটি ঘরে, রাতে তার ঘরে এসে আশ্রয় নেয় আরো দুজন ছাত্র। সেই ছাত্র দুজনকে ঘরের ভিতরে ছেড়া কাঁথা লেপ দিয়ে ঢেকে সারারাতটা দরজায় বসে কাটিয়েছে চম্পার মা। রাতে দু- দুবার এসেছিল হানাদাররা।

জিজ্ঞেস করেছিল চম্পার মাকে কেউ আছে নাকি তোমার ঘরে। চম্পার মা সভয়ে উত্তর দিয়েছিল না কেউ নেই। আমরাই শুধু হানাদাররা ঘরে ঢুকে আর দেখেনি। হয়তো কুমতলব ছিলো দস্যুদের কারো মনে, কিন্তু ওদেরই একজন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল আরো ছোড়ো বিলকুল বুডটি হায়। চম্পার মার পাশের ঘরে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল আরো দুজন ছাত্র। কিন্তু বাঁচতে পারেনি ষ্টুয়ার্ড জলিল। চম্পার মায়ের চোখের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করে দস্যুরা।

এই মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে যারা বাঁচলো তারাই আগামী দিনে বিভীষিকাময় ইতিহাসের সাক্ষী। ভোর থেকে চম্পার মার কানে কাদের যেন করুণ মা-মা আর্তস্বর ভেসে এলো। চম্পার মা ভাবলো হানাদারদের বুলেটে আহত কারা যেন মৃত্যুর আগে শেষ বারের মতন প্রাণ ভরে মা ডাক ডেকে নিচ্ছে। চম্পার মার হৃদয় সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো। পায় পায় এগিয়ে গেল চম্পার মা। দুপা এগুতেই দেখলো পাশের তালাবদ্ধ ঘর থেকে মা ডাক ভেসে আসছে।

চম্পার মা দরজা ঠেলে ফাঁক করে দেখতে চাইলো ওরা জীবিত, অক্ষত, আহত না মৃত। না ওরা দু'জনেই জীবিত ও অক্ষত। ওরা চম্পার মাকে চ্যালাকাঠের মত শক্ত আকাটা জিভে বের করে দেখালো। কিছুই বলতে পারলোনা মুখ ফুটে। চম্পার মা বুঝলো তৃষ্ণায় ওদের জিভ শুকিয়ে গেছে। ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি কিন্তু পানি খাওয়াবে কি করে চম্পার মা ওদের? তেমন কোন পাত্র যে নেই হাতের কাছে। চম্পার মার মাতৃহৃদয় ব্যথায় মোচড় দেয়ে উঠলো। দৌড়ো- দৌড়ি করে চম্পার মা, তার শেতল আঁচল কলের জলে ভিজিয়ে বাড়িয়ে দিল দরজার ফাঁক দিয়ে।

সেই ভিজে আঁচল চুষে ডোক গিলে প্রাণ এলো ছেলে দুটোর। তারপর চম্পার মার সাহায্যে দরজা টেনে ফাঁক করে বেরিয়ে ছুটলো যেদিকে দুচোখ গেল। যাবার সময় চম্পার মার উদ্দেশ্যে বলে গেল মা, তুমি আমাদের মা, গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে ও আপন আর মহৎ । যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে মা। চম্পার মা, জানেন সেই দামাল ছেলেগুলো আজ কোথায়, কেমন আছে।

ইকবাল হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে বেরুতেই হাতে খালেকের পানের দোকান। খালেক রাতেই পালিয়ে গিয়েছিল। দোকানে ছিল খালেকের কর্মচারী কিশোর ইউসুফ। ইউসুফ রাতে দোকানের ঝাঁপ ঠেলে দিয়ে তালাবদ্ধ করে ভিতরে ছিল হানাদাররা যখন গোলাগুলি ছুড়তে ব্যস্ত তখন এক হানাদারের কণ্ঠ শুনেছিল ইউসুফ, শালালোক সব ভাগ গিয়া। কিন্তু ভোর বেলা হানাদাররা এসে ডেকে তুললো ইউসুফকে। কিছুই বললো না, শুধু দোকানে যা কিছু খাবার ছিল বিস্কুট,কেক, টফি সব দিতে বলে একটার পর একটা।

প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নেয়। সাবান নেয়। পয়সা দেবার প্রশ্নই উঠে না। তারা খায়, ইউসুফকে বলে মন্নু এটা দাও, মন্নু ওটা দাও মন্নু। হিংস্র নেকড়ের আদরের মত তারা আদর করে ইউসুফকে ডাকতো মন্নু বলে। ইকবাল হল হত্যাযজ্ঞের সারারাতের আরেক সাক্ষী এই ইউসুফ। ভোর হবার সাথে সাথে জিনাত আলীরা ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে নামলো গ্যারেজের ছাদ থেকে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে গিয়ে ডান পাটা ভেঙ্গে গেল রউফের। ভেঙ্গে ডান পায়ের গোছা থেকে সংযোগটা খুলেই গেল। রউফ আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

রউফকে আপাততঃ ফেলে রেখেই শিক্ষকদের কোয়ার্টারের দিকে আশ্রয় নিল। কারণ মৃত্যু চর্তুদিকে হায়েনার মত ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে। একজনের জন্য সবাইকে বোকার মত মৃত্যুর নীলস্পর্শে বিলীন হবার

কোন যৌক্তিকতা নেই। রউফ সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে মৃত্যু কামনা করছিল। এত যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু হঠাৎ মা, বাবা, ছোট ভাই, বোনদের কথা আর তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মনে হতেই বাঁচার আকাঙ্খা আবার তীব্র হয়ে উঠলো তার হৃদয়ে।

সে এখন বাঁচতে চায়। ভীষণভাবে বাঁচতে চায়। জীবনটা এত শিগগির শেষ হয়ে যেতে চাচ্ছে কেন? আশপাশ থেকে হানাদারদের পদশব্দ কানে ভেসে এলো রউফের। মৃত্যু কি অতি সন্নিকটে? তবু বাঁচার প্রয়াস। রউফ তার ভাঙ্গা পা থেকে ক্ষতিকর রক্তাক্ত দেহটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে মেখে মখে পড়ে রইল কাত হয়ে মড়ার মত। খানিক পরে রউফের ছোট ভাই মোয়াজ্জেম হোসেন ও জিনাত আলী মিলে ধরাধরি করে রউফকে নিয়ে যায় জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘরে। সেখানে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে পরবর্তী কালে শহীদ ডঃ মর্তুজার সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এমনি মৃত্যু আর জীবনের এক হৃদয় বিদারক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে ইকবাল হলের চারপাশে।

২৬শে মার্চের ভোরে ইকবাল হলের যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানেই দেখা যায় শুধু লাশ। স্বদেশের সোনার ছেলেদের গুলি খাওয়া লাশ। আর আকাশে ধোয়ার কুণ্ডলি। এখান থেকেই শুরু হলো বাংলাদেশে পাক হানাদারদের বীভৎস লঙ্কা কাণ্ডের যাত্রা শুরু।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জগন্নাথ হলে পাক-বাহিনীর গণহত্যার ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন	দৈনিক পূর্বদেশ	ফেব্রুয়ারী,১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-১
পঁচিশের সেই ভয়ংকর রাতে তিনি একটানা ১৯ ঘন্টা ম্যানহোলে ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জগন্নাথ হল। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। পাশেই গোয়াল। এর নিকটে ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘন্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্ম রক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে। ম্যানহোল পুর্তি দুর্গন্ধময়। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম ঝিম পা রি রি করত। উপায় নেই বেরুবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোন রকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস- প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টা করেছেন ম্যানহোলের বাহিরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বীভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিমল গুহ আমার কাছে ২৫শে মার্চের ভয়াল ভয়ঙ্কর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপ্নের রাতের একজন সাক্ষী হয়ে ছিলেন। ম্যানহোলে কোন রকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যুপুরীর নিশ্চিত পরিমাণ থেকে নিজেকে অনেকটা অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন ২৫শে মার্চ রাতে প্রায় ১১টার দিকে আমি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষীবাজারস্থ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনো হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিকেড তৈরী করেছেন। গাড়িগুলো ক্ষীপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীন দার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন। আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্থা খুব উত্তপ্ত, যে কোন সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আপনি যাবেন না। শ্রী পরিমল গুহ বলেছেন, লোকজনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই। ভাবলাম রাত্রে হলে ফিরব না, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্থানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই একসাথে মরবো আর বাঁচলে সবাই একসাথে বাঁচবো। ওদেরকে ও ভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণ রক্ষাকে বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত্র তখন পুরো ১১টা। চারিদিকে থম থমে ভাব। গাড়ি ঘোড়া চলাচল বন্ধ । নিরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগনবিদারী শ্লোগান ‘‘জয় বাংলা, বাংগালী জেগেছে- বাংগালী জেগেছে।’’ হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত! কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই অজানা আশংকায় শঙ্কাগ্রস্ত।

আমি তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না। কেই বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোন কারণ নেই। এর প্রায় ২৫ জন ছাত্র বাহিরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানি না তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলেন,

না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। আমাদের হলে পাক বাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারটায়। এর আগেই আমরা চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড শব্দ। আমাদের সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠলো, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করল। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌঁছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরুলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনো ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনো বেদম প্রহার করতো, আবার কখনো ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে আসলো। গুলির শব্দে আমার অন্তর আত্মা কেঁপে উঠলো। এর পরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬শে মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠলো। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আত্মকান্না ভেসে আসছে বা এসেছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আর পারা যায় না। ১৯ ঘন্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেওয়াল টপকিয়ে নিকটবর্ত্তী ষ্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্রাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-২
হোসেন তওফিক

জগন্নাথ হলে পাকিস্তান হানাদার সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয়ে ২৫শে মার্চ রাত্র সাড়ে বারটায়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলেন আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। ক'জন দল বেঁধে ছাদে উঠলেন, কেউ কেউ নিজের কক্ষেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন, দু'একজন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। জগন্নাথ হল। নর্থ হাউজ। ২৯ নং কক্ষ। কক্ষে দুজন ছাত্র থাকতেন। হরিধর ও সুনীল দাস। ২৫শে মার্চ সুনীলের একজন অতিথি এসেছিলেন। পরিমল বললো পাকিস্তানী হিংস্র হানাদারেরা নর্থ হাউজে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমই ঢুকলো ২৯ নং কক্ষে।

তিনজনই তখন রুমে উপস্থিত। পাকিস্তানী সৈন্যরা এত হিংস্র হতে পারে তারা তা ধারণা করেননি। তাই সরল বিশ্বাসে তারা নিজেদের রুমটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিলেন। সৈন্যরা তিনজনকে পেয়ে গেলো। শিকার ধরতে পেরে এই পশু সৈন্যদের সে কি উল্লাস সে কি আনন্দ! পরিমল গুহ বললেন, হলে বিদ্যুৎ সরবারাহ বন্ধ। সৈন্যরা সার্চ লাইট সাথে এনেছিলো। তিনজনকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করল তারা। একত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর সৈন্যরা রুমে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারলো।

পাছে যদি কেউ বেঁচে যায়। ব্রাশে সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেন। সুনীলের খবর নিতে এসে তিনি নিজেই নরপশুদের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হরিধরের গায়ে গুলি লাগেনি। মেশিনগানের গুলির শব্দে তিনিও অপর দুজনের সাথে পড়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে কিন্তু গ্রেনেড লাগলো তার পায়ে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পরিমল গুহ বলললেন, গেনেড ছুড়েই হানাদার সৈন্যরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিল সবাই শেষ। কেউ মেশিনগানের গুলি এবং এর পরেই গেনেড চার্জে বাঁচতে পারেনা। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন হরিধর। তার পা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। নিজের তাজা টকটকে লাল রক্তের ধারা নিজেই চেপে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারেন নি।

হরিধর বসে কক্ষ পাহারা দিচ্ছিলেন তার বন্ধু সুনীল আর তার অতিথির মৃতদেহ। কক্ষে রক্তের স্রোত বেরোবার উপায় নাই। হিংস্র হায়েনার দল এ কক্ষে সে কক্ষে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে পেয়েছে তাদেরকেই হত্যা করেছে। হারিধর বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চেতনা শক্তি লোপ পাবার উপক্রম। হতবাক হয়ে বসে রয়েছেন। চিন্তা করছেন হরিধর, সুনীল ও তার অতিথি এবং অপরাপর ছাত্রদের শোচনীয় পরিণতির কথা। তিনি চিন্তা করছেন। খেই হারিয়ে যাচ্ছেন তবুও চিন্তা করছেন। হঠাৎ মনে পড়লো তার কক্ষের কয়টি শিক ভাঙ্গা। চেষ্টা করলে হয়তো বেরোনো যাবে মৃত্যুপুরী থেকে এপথে।

তখন শেষ রাত। হলের ভিতরে গোলা গুলির আওয়াজ কমে গেছে। হরিধর চেষ্টা করলেন। পাইপ বেয়ে নিচে নামলেন। কিন্তু নিরাপদ স্থান কোথায়। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন তিনি পুকুরের দিকে। তখনো তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবে রক্তের বেগ কমে গেছে। প্রায় পানির সাথে মিশে তিনি পুকুরের পারে ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এরপর এখানে থেকে তিনি আর সরেননি। মার্চ সকাল পর্যন্ত হরিধর এ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন।

সকালে কারফিউ তুলে নেওয়া হলো। জনৈক দোকানী এ পথে যাবার সময় অর্ধমৃত হরিধরকে দেখতে পায়। তিনি হরিধরকে ঢাকা মেডিক্যাল হাসাপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিনের চিকিৎসার পর হরিধর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

-দৈনিক পূর্বদেশ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-৩

২৫জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া কেউ এদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি-
হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত

তাদের বুকের সাইজ মিলিয়ে দাঁড় করানো হল। কয়েকটা লাইন। প্রতি লাইনে তিনজন। তারপর ‘‘দ্রিম দ্রিম’’ শব্দ। মেশিনগানের গুলি। সবাই একসাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর একটু নাড়াচড়া করে মহান মৃত্যুর হীম শীতল স্পর্শে নীরব হয়ে গেলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদের কথা বলছি। হানাদার পাকিস্তানী হায়েনার দল ২৫ মে মার্চে শেষ রাতে হলের ছাদে আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ কয়েকজন ছাত্রকে এমনিভাবে গুলি করে হত্যা করে।

শ্রী পরিমল গুহ বলেনঃ পাকিস্তানী নর পশুদের তাণ্ডব নৃত্য দেখে সত্য দাস, রবীন ও সুরেস দাসসহ প্রায় জনা পঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। একমাত্র সুরেস ছাড়া আর কেউ ওদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। তিনি বলেছেন সুরেস একটু বেঁটে খাঁটো। বুকের সাইজ অন্যান্যদের সাথে তার মিল ছিলোনা। তাকে সবার পিছনে দাঁড় করানো হলো। তারপর গর্জে উঠলো মেশিন গান। সকলের বুক হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঝড়া হয়ে গেল। হলের ছাদ লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত বইলো। সুরেস

বেঁটে খাঁটো, তার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছিল তার কাঁধে। তিনিও সকলের সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঠিক মৃতের মতো।

মৃতের মিছিলে জীবন্ত

মৃতের মিছিলে জীবন্ত সুরেস। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে গিয়েও সবাই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করলন; মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। কিন্তু শুধু বেঁচে রয়েছেন তিনি। বেঁচে রয়েছেন তিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে। পরিমল বললেন, সুরেসের কাঁধের মাংস উড়ে গেছে মেশিনগানের শক্তিশালী গুলিতে। অবিরাম ধারায় ঝরছিল ক্ষত স্থানে গায়ের জোরে চেপে ধরেও তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারছিলেন না। নিজের শরীরের উষ্ণ রক্তে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের গায়ের টকটকে তাজা রক্ত অবিরাম ধারায় ঝরছে তো ঝরছেই। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না তার রক্তপাত, রক্তের বেগ কমছে না। ব্যাণ্ডেজ করা দরকার কিন্তু ব্যাণ্ডেজ করবেন কি দিয়ে। পরনের লুংগি আর গায়ের গেঞ্জি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। লুংগি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে লুংগির ছেঁড়া টুকরো দিয়েই তিনি তৈরী করলেন ব্যাণ্ডেজ। ছাদের উপর সারিবদ্ধ তরুণদের মৃতদেহ। প্রহরীর মত তিনি জেগে আছেন একা। রক্তের স্রোত। হলের ছাদ লাল রক্তে ভেসে গেছে। চারিদিক নীরব নিঝুম। শুধু গোলাগুলির শব্দ ও মানুষের আর্তকান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পরিমল বলেই চলেছেনঃ মৃত্যুর পাশে বসে থাকার উপর তার ধিককার আসছিলো, আবার কখনো তার চোখের সামনে ভেসে উঠত ভীড় জমানো ফেলে আসা স্বপ্ন রঙ্গিন মধুময় হাজারো দিনের স্মৃতি।

আছড়ে আছড়ে কেঁদে সেসব স্মৃতি ফরিয়াদ জানাত। স্মৃতির মিছিলে সুরেস হারিয়ে ফেলতেন। হলের ছাদের উপর পানির ট্যাঙ্ক। হঠাৎ তার চেতনার উদয় হল। সুরেস আর দেরী না করে পানির ট্যাঙ্কে ঢুকলেন। ২৬শে মার্চ পুরোদিন ও সারারাত তিনি পানির ট্যাঙ্কেই কাটালেন আত্মগোপন করে। ২৭ তারিখ পানির ট্যাঙ্কে তার থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ২৭ তারিখে ভোরের দিকে হাতে প্রাণ নিয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে নামলেন ছাদ থেকে।

এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ হলের উত্তর পার্শ্বের রাস্তার দিকে। সুরেস ভয়ে সোজা হননি। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিলেন। পরিমল গুহ তখন কারফিউ তুলে নেবার পর ষ্টাফ কোয়টার থেকে এদিকের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সুরেসকে পরিমলের দেখা হওয়ায় সুরেস প্রাণ ফিরে পেলেন। পরিমল গুহ পরে সুরেসকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দিয়ে আসেন। পরিমল ছাদের নারকীয় হত্যা লীলার কাহিনী সুরেসের কাছ থেকে শুনেছেন।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল- ৪

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল নরপশুরা। অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা তিনজন যখন প্রায় আধমরা তখন তাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হলো-

২৬শে মার্চ সকাল ১১টা হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এলো হলের ভিতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুললো। হলের মাঠে মাঝখানে আগে

থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এলো মাটি চাপা দেওয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পারে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। সবাই সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়লো।

শ্রী পরিমল গুহ বললেন ২৬শে মার্চ সকালের কথা। তিনি তখনো ম্যানহোলে। স্বচক্ষে দেখেছেন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেছেন, এই ৫ জনের মধ্যে তিনি কালীরঞ্জন শীলকে চিনতে পেরেছেন। আর কাউকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করার পর হানাদার খুনীরা সবাই চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে।

হয়ত তারা আরো শিকার ধরার জন্যেই গেল। মাঠের গর্তের পারে রইলো আগণিত প্রাণের নিঃপ্রাণ দেহ। হঠাৎ এই মৃতের স্তুপ থেকে একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। পরিমল গুহ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কালীরঞ্জন শীল।

জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের স্যালুলয়েড ক্যামেরায় যার ছবি ধরা পড়েছে তিনি কালীরঞ্জন শীল। তিনি আবার ২৬শে মার্চ ভোরের কথা বললেন। খুব ভোরে হানাদার সৈন্যরা অধ্যাপক অনুদ্বেপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে আসে মাঠে। শ্রী ভট্টাচর্য হলেন একজন হাউজ টিউটর। এসেম্বলী বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে থাকতেন। পরিমল গুহ দেখেছেন হলের ছাত্র বিধান রায় এবং অপর একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে আসলো। শেষোক্ত ব্যাক্তির বেশভূষায় তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে মনে হলো।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরনে ধুতি। তিনজনকে একত্র করা হলো। প্রহারের পালা। তারা তাদেরকে বুট দিয়ে লাথি দিচ্ছিল রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছিল। বেদম প্রহার । তারা চিৎকার করছিলো, বিধান প্রহারের তীব্রভাবে সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দেবার কাকুতি করছিলেন। বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বিধানের কথাতে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো। নরপশু সৈন্যরা প্রহারে তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল।

অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা যখন তিনজন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। তারপর সেই পরিচিত মেশিনগানের শব্দ। তারা তিনজন এলিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পরিমল গুহ বললেন তিনি ২৬শে মার্চ মাঠে মানবতার পূজারী প্রখ্যাত দার্শনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখেছেন। তার গা খালি ছিল। সৈন্যরা তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল মাটি চাপা দেবার জন্য।

-দৈনিক পূর্বদেশ, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

‘‘জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬শে মার্চের সকালে যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখেছি আমরা জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তার ধরে রেখেছি’’-

যিনি টেলিশিন ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক দৃশ্য সেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ডঃ নূরুল উল্লার সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : আপনি কি ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের ছবি নিজ হাতে তুলেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬শে মার্চের সকাল বেলা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঘটেছিল তার ছবি আমার বাসার জানালা থেকে টেলিস্কোপ ক্যামেরায় তুলেছিলাম।

প্রশ্ন : এ ছবি তোলার জন্য কি আপনার কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল, না এমনি হঠাৎ করে মনে হওয়াতে তুলে নিয়েছেন?

উত্তর : ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণের পর থেকেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে এবার একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। তাই তখন থেকেই বিভিন্ন সভা, শোভা যাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, ব্যারিকেড ইত্যাদির ছবি আমি তুলতে আরম্ভ করি।

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি কি আপনার নিজস্ব?

উত্তর : না, ওটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ভি,ডি,ও, টেপ ক্যামেরা। ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি ধরনের আরো বহু ক্যামেরা ও জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে

প্রশ্ন : ক্যামেরাটি আপনার কাছে রেখেছিলেন কেন?

উত্তর : এর জবাব দিতে গেলে আমাকে আরো পেছনের ইতিহাস বলতে হয়। ইতিহাস কথাটা বলছি এ জন্য যে এগুলো ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা উচিত। ৭ই মার্চের পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, ‘‘স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি অয়্যারলেস ষ্টেশন তৈরী করতে হবে আমি ওদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এর পরে ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা ঠিক করে আমাকে তার ধানমণ্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর একেবারে ভিতরের এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। অনেক ভিতরের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম সেখানে সোফার উপর তিনজন বসে রয়েছেন। মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। তার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ও বাঁ পাশে তাজউদ্দিন সাহেব।

আমি ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম করলাম। ছাত্ররা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও অনেকবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সোফা থেকে উঠে এসে আমাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, ‘‘নূরুল উল্লা আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরী করে দিতে হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরী রাখবে। আমি শেষবারের ভাষণ দিয়ে যাব।’’ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ তখন আমার কাছে বাচ্চা শিশুর আবদারের আবেগময় কণ্ঠের মত মনে হচ্ছিল। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের তড়িৎ কৌশল বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে খুলে বললাম। শুরু হল আমাদের কাজ। বিভাগীয় প্রধান ডঃ জহুরুল হকসহ প্রায় সকল শিক্ষকরাই আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন ৯ দিন কাজ করার পর শেষ হল আমাদের ট্রান্সমিটার। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। যাহোক পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার আসেনি। এই সাথেই আমার মাথায় ধারণা এল, যদি কোন হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা গোলাগুলি হয় তা হলে তা আমি ক্যামেরায় তুলে ফেলব। এবং সে থেকেই ক্যামেরাটি আমার সাথে রাখতাম।

প্রশ্ন : আপনি কখন ছবি তোলা শুরু করেন?

উত্তর : রাত্রে ঘুমের মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবশ্য আমরা তখন অতটা গুরুত্ব দেইনি। আমি ভেবেছিলাম যে আগের মতই হয়ত ছাত্রদেরকে ভয় দেখাবার জন্য ফাঁকা গুলী করা হচ্ছে। অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় যে সমস্ত হাত বোমা তৈরী করছিল তারই দু'একটা হয়ত বিস্ফোরিত হয়েছে। সারা রাতটা একটা আতঙ্কের মধ্যে কাটালাম। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে জগন্নাথ হলের দিকে তাকাতাম। কিন্তু সমগ্র এলাকাটা আগে থেকেই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। রাতে জগন্নাথ হলের এলাকায় কি হচ্ছিল কিছুই দেখতে পারলাম না। শুধু গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ওখানে দুপক্ষেই একটা ছোটখাটো লড়াই হচ্ছে। সাথে সাথে আমার ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে আর দিবালোকে আমি ছবি তুলতে পারব।

প্রশ্ন : আপনি যে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তা কি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না?

উত্তর : এমনভাবে ক্যামেরা বসান হয়েছিল যে বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ পর্দার আড়ালে এমন ভাবে বসান হয়েছিল যে শুধু ক্যামেরার মুখ বের করা ছিল। পুরো ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়ান ছিল। আমাদের জানালাগুলো এমনভাবে তৈরী যে বন্ধ করার পরেও ধাক্কা দিলে কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। ঐ ফাঁক দিয়ে ক্যামেরার মুখটা বাইরে বের করে রাখলাম।

প্রশ্ন : ক্যামেরা চালু করেন কখন?

উত্তর : সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময়ে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করন হয়েছে, তখনই আমার সন্দেহ জেগে যায়। এবং আমি ক্যামেরা অন করি। আমাদের ক্যামেরাটির একটা বিশেষ গুণ এই যে, এতে মাইক্রোফোন দিয়ে একই সাথে শব্দ তুলে রাখা যায়। তাই আমি টেপের সাথে মাইক্রোফোন যোগ করিয়ে ক্যামেরা চালু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে ছেলেগুলোকে এক ধারছে গুলী করা হচ্ছে ও একজন একজন করে পড়ে যাচ্ছে। পাক সেনারা আবার হলের ভিতরে চলে গেল। আমি ভাবলাম আবার বেরিয়ে আসতে হয়ত কিছু সময় লাগবে। তাই এই ফাঁকে আমি টেপটা ঘুরিয়ে আমার টেলিভিশন সেটের সাথে লাগিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম যে ঠিকভাবে উঠেছে কিনা। এটা শেষ করতেই আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, আবার কিছুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আবার লাইন করে দাঁড় করান হচ্ছে। আমি তখন পূর্বের তোলা টেপটা মুছে ফেলে তার উপর আবার ছবি তোলা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : আপনি পূর্বের তোলা ছবিটার টেপ কেন মুছে ফেললেন?

উত্তর : আমার মনে হচ্ছিল আমার আগের ছবিতে সবকিছু ভালোভাবে আসেনি। আর নতুন ছবি তুলতে গিয়ে আমি হয়ত আরো হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ধরে রাখতে পারব। আর হাতের কাছে আমার টেপ ছিল না। মোট কথা আমি ঐ সমস্ত দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেলাম। আজও দুঃখ করি যদি আমি নতুন টেপে ছবি তুলতে পারতাম তাহলে কত ভালো হতো। দুটো দৃশ্য মিলে আমার টেপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেত। কিন্তু তখন এত কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না। যা হোক দ্বিতীয় বারের লাইনে দেখলাম একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক রয়েছে। সে বসে পড়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। আমার মনে হচ্ছিল সে তার দাড়ি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে

সে মুসলমান। কিন্তু বর্বর পাক বাহিনী তার কোন কথাই শুনতে চায়নি। তাকে গুলি করে মারা হল। মাঠের অপর অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে পাক বাহিনী একটা তাঁবু বানিয়ে ছাউনি করেছিল। সেখানে দেখছিলাম, ওরা চেয়ারে বসে করেয়কজন চা খাচ্ছে আর হাসি তামাসা ও আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

প্রশ্ন : লোকগুলোকে হলের ভিতর থেকে কিভাবে আনা হচ্ছিল?

উত্তর : যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে। তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল। এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করাবার পরে আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা করে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : জমা করা মৃতদেহের সংখ্যা দেখে আপনার ধারণায় কতগুলো হবে বলে মনে হয়েছিল?

উত্তর : আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০ জনের মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে ওগুলো সবই ছাত্রদের মৃতদেহ?

উত্তর : আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সাথে গুলি করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়চোপড় পরা বয়সী দেখে আবার মনে হয় তারা ছাত্রদের গেষ্ট হিসাবে হলে থাকছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি দেখেছেন যে কাউকে গুলী না করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে?

উত্তর : না তবে লাইনে দাঁড় করাবার পরে যে খান সেনাটিকে গুলী করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল সে তখন পিছনে তার অফিসারের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে ছিল এই ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তূপ করা মৃতদেহ গুলীর মধ্যে শুয়ে পড়ল। আর বাকিগুলোকে গুলি করে মারা হলো। গুলী করে যখন খান সেনারা সবাই কয়েক ঘন্টার জন্য এলাকা ছেড়ে চলে গেল সেই ফাঁকে ঐ দু'জন উঠে প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগলো। পরবর্তীকালে তাদের একজন আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একজন ছাত্রের অতিথি হিসাবে হলে থাকছিল। ঢাকায় এসেছিল চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার ইচ্ছা মত সব ছবি তুলতে পেরেছিলেন?

উত্তর : না, আমি আগেই বলেছি যে আমি থেমে থেমে তুলছিলাম, পাছে টেপ ফুরিয়ে যায়। তাই আমি সব ছবি তুলতে পারিনি বলে আমারও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কারণ পরে যখন বুলডোজার দিয়ে সব লাশগুলোকে ঠেলে গর্তে ফেলা হচ্ছিল সে ছবি আমি তুলতে পরিনি। করণ ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবার পরপরই আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি টেপ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : না আমি সাথে নেয়াটা আরো বিপদের ঝুঁকি বলে মনে করে বাসায়ই যত্ন সহকারে রেখে যাই। আর এ ঘটনা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরে নিয়ে গেলে হয়তো অনেকেই জেনে ফেলত এবং আজকে এই মূল্যবান দলিল আমি দেশবাসীর সামনে পেশ করতে পারতাম না।

প্রশ্ন : আপনি কখন এই টেপ সবার সামনে প্রকাশ করলেন?

উত্তর যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমার আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। কখন কে জেনে ফেলে। কখন আমি ধরা পড়ে যাই বা কখন এটা এসে নিয়ে যায়। এমনি মানসিক যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলাম। যাহোক দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৭ই ডিসেম্বর-এর দিকে আমি আস্তে আস্তে প্রকাশ করলাম আমার এই গোপন দলিলের কথা এবং ২/৩ দিন পরেই এটা আমি সবাইকে জানালাম ও কয়েকদিন পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের এটা দেখালাম। এ খবর শুনে অনেক বিদেশী সাংবাদিক আমার কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এই দলিলের অরজিনাল কপি অর্থাৎ আসল টেপ চাইলেন।

প্রশ্ন : আপনি কি রাজি হলেন?

উত্তর : আমার রাজি হবার প্রশ্ন ওঠে না। অরিজিনাল কপি আমি হারালে সেটা আমার দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : নির্যাতনের এক অধ্যায়

বাংলার মানস সন্তানকে বিনাশ করতে কুখ্যাত পাক সামরিক চক্র ও তাদের অনুগ্রহলোভী সহযোগীরা যে ব্যাপক চক্রান্তে লিপ্ত হয় তার অন্যতম নিদর্শন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যাতন। ২৫শে মার্চ রাত্রির নির্বিচারে হত্যা থেকে শুরু করে কয়েক পর্যায়ে এই নির্যাতন সংঘটিত হয় এবং ক্রমেই তা এক সুসংহত রূপ লাভ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন চিন্তার অনুসারী ও খুনি সরকারের তোষামোদবিরোধী প্রতিটি শিক্ষক তাদের রোষানলে পতিত হয় ও শেষ আঘাতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের সবাইকে হত্যা করার এক পরিকল্পনা করা হয়।

কিন্তু বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক আগেই দেশত্যাগ করায় ও পাক বাহিনীর আকস্মিক পরাজয় বরণে এই মহা পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র কার্যকরী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্যাতনের একটি চিত্র নিচে দেওয়া গেল।

মার্চ-এপ্রিলে যাদের হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ও তার কাছাকাছি সময়ে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা হলেন- ১। ডঃ গবিন্দ চন্দ্র দেব, (দর্শন), ২। অধ্যক্ষ এ, এন, এম মনিরুজ্জামান (সংখ্যাতত্ত্ব) ৩। ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজী), ৪। ডঃ ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), ৫। জনাব এ, মুকতাদির (ভূবিদ্যা), ৬। জনাব শরাফত আলী (অংক), ৭। জনাব এ, আর, কে, খাদেম (পদার্থ বিদ্যা), ৮। শ্রী অনুদ্বেপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ৯। জনাব এম, সাদাত আলী (শিক্ষা গবেষণা), ১০। জনাব এম, এ, সাদেক (শিক্ষা ও গবেষণা)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত

পাকিস্তানী হানাদারেরা কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে। তারা হচ্ছেন- ১। ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ (ইসলামে ইতিহাস) ২। ডঃ এনামুল হক (বাংলা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যপদ থেকে বহিস্কৃত হন-১। ডঃ এনামুল হক, ও ২। ডঃ কুদরত-ই-খুদা। যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় ও রমনা হাজতে, দ্বিতীয় রাজধানীতে অবস্থিত পিওডব্লিউ কেজ ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয় তারা হচ্ছেন- ১। ডঃ আবুল খয়ের (ইতিহাস-), ২। জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ৩। জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪। জনাব সাদউদ্দিন (সমাজ বিজ্ঞান), ৫। জনাব শহিদুল্লাহ (অঙ্ক), ৬। জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী)।

যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় কিন্তু আত্মগোপন করে অথবা দেশ ত্যাগ করে বাঁচেন তারা হচ্ছেন ১। ডঃ আহমদ শরিফ (বাংলা), ২। ডঃ ওয়াজিউর রহমান। যাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াফত করণসহ ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয় হয়। ১। জনাব আবদুর রাজ্জাক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ২। ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৩। ডঃ সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজী)।

চাকুরী থেকে বরখাস্ত ও আটক রাখার আদেশ প্রাপ্ত ১। ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (বাংলা)।

যাদেরকে সরকারীভাবে সাবধান করে দেয়া হয়। ১। অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী (বাংলা), ২। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ৩। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী), যে সমস্ত হাউস টিউটরকে জেরার জন্য ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয় ১। জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (মহসিন হল), ২। জনাব জহুরুল হক (মহসিন হল)।

১৪ই ডিসেম্বর আল বদর কর্তৃক ধৃত হয়ে যারা নিহত হন- ১। অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী (বাংলা), ২। জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), ৩। জনাব আনোয়ার পাশা ৪। ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), ৫। মিঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য (ইতিহাস), ৬। জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ৭। জনাব রাশিদুল হাসান (ইংরেজী), ডঃ ফয়জুল মহী (শিক্ষা ও গবেষণা)।

আল বদর যাদের খুঁজে পায়নি- ১। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ২। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী), ৩। জনাব আহসানুল হক (ইংরেজী), ৪। জনাব সাদউদ্দিন (সমাজবিজ্ঞান), ৫। ডঃ মনিরুজ্জামান মিয় (ভূগোল), ৬। জনাব শহিদুল্লাহ (অংক), ৭। জনাব ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ৮। ডঃ আখতার আহমদ (শিক্ষা ও গবেষনা), ৯। জনাব জহুরুল হক (দর্শন), ১০। ডঃ এস ইসলাম (ইঃ ইতিহাস), ১১। ডঃ লতিফ (শিক্ষা ও গবেষণা)। এদের অনুসন্ধান করা ছাড়াও এদের উপর হামলার প্রমাণ পাওয়া যায় আল বদর সদস্য আসরাফুজ্জামান খানের ডাইরিতে। (পূর্বদেশ ১১ ই জানুয়ারী ১৯৭২)। আল-বদর আরো যাদের খোঁজ করেছিল, তারা হচ্ছেন- ১২। জনাব আবদুল হাই (দর্শন), ১৩। ডঃ এম, আর, তরফদার (ই, ইতিহাস), ১৪। জনাব রফিকুল ইসলাম (বাংলা), ১৫। ডঃ তরিমত হোসেন (ভূতত্ত্ব) ইত্যাদি।

যাঁরা দেশ ত্যাগ করেন-

১। ডঃ সরোয়ার মুরশেদ (ইংরেজী ২। ডঃ আনিসুর রহমান (অর্থনীতি), ৩। জনাব রহমান সোবহান (অর্থনীতি), ৪। ডঃ ওয়াহিদুল হক (অর্থনীতি), ৫। ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৬। ডঃ এ, বি, এম হাবিবুল্লাহ (ই, ইতিহাস), ৭। ডঃ অজয় রায় (পদার্থ বিদ্যা), ৮। জনাব নূর মোহম্মদ মিয়া (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ৯। ডঃ বেলায়েত হোসেন (পদার্থ বিদ্যা), ১০।। ডঃ জিল্লুর রহমান খান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১১। জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী (বানিজ্য), ১২। মিসেস সুলতানা সরওয়াত আরা (মনস্তত্ত্ব), ১৩। জনাব জয়নুল আবদীন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১৪। মিসেস রাজিয়া খান আমিন (ইংরেজী), ১৫। ডঃ ওয়াজিউর রহমান (শিক্ষা ও গবেষণা), ১৬। ডঃ রওনক জাহান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ১৭। ডঃ জহুরুল আনোয়ার (ফলিত পদার্থ বিদ্যা), ১৮। শ্রী জয়কুমার সরোজী (পদার্থ বিদ্যা), ১৯। শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (বাণিজ্য) , ২০। ডঃ এ টি রফিকুর রহমান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), ২১। শ্রী রংগলাল সেন (সমাজ বিজ্ঞান) ও আরো অনেকে।

দৈনিক বাংলা, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

পঁচিশে মার্চে জগন্নাথ হলের সেই ভয়াল রাতের স্মৃতি

\ কালী রাঞ্জন শীল \

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ দিনটির কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা ওঠে। প্রতি বছর মার্চ মাসে আসে আর মনে পড়ে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাতটির কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উপর পাক

বাহিনীর বর্বর হামলার আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। একি সত্যি, না স্বপ্ন, না কোন ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি। আমি থাকতাম জগন্নাথ হলের দক্ষিণ ভবনের দ্বিতলে, ২৩৫ নং কক্ষে। মার্চের শুরুতেই ঢাকা শহর উত্তপ্ত ছিল। ঘটনা প্রবাহ খুব দ্রুত গতিতে এগুচ্ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানুষ নতুন নতুন খবর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। শহরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ঐ দিনটিও গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমিও সমস্ত দিন মিটিং, প্যারেড মিছিল করে রাত ১১টার দিকে হলে ফিরলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ মাথার কাছাকাছি বোমার এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সজাগ হয়েই শুনি চতুর্দিকে শুধু গগনবিদারী টর টর পর শব্দ আর মাঝে মাঝে সে শব্দকে ছপিয়ে গুর গুর গুরুম শব্দ এবং দালান কোঠা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল হলের পুরান দালান বুঝি এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। এমন গোলাগুলির শব্দ জীবনে শুনিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম। কি করা দরকার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। সঠিক কিছু স্থির করতে না পেরে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নুয়ে নুয়ে দক্ষিণ দিকের সিড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠলাম। সেখানে সিঁড়ির কাছে আরো কয়েকজন ছাত্র জড়ো হয়েছিল আগেই। সুশীলকে খুঁজলাম। দেখলাম তিন তলার সিঁড়ির কাছে তার রুম তালা বন্ধ। সুশীল ছিল আমাদের হলের সহ-সম্পাদক। পরে শুনেছি সে গুলাগুলির শুরুতেই মেইন বিল্ডিং (উত্তর ভবন)-এ চলে গিয়েছিল এবং সেখানে মারা গেছে। কেউ কেউ ছাদে ওঠার কথা বললো আমাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি তিন তলার বারান্দা দিয়ে নুয়ে নুয়ে উত্তর দিকে লেট্রিন ও বাথরুমের কাছে গেলাম। দেখি উত্তর বাড়ীর সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারী হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলি করে মারছে। এক একটা ব্রাশ ফায়ার করছে আর চিৎকার করে কতগুলি তাজা প্রাণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল। কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্ট করতেই তাকে সে অবস্থায় গুলি করে মারছে। এখনও ভাবতে পারি না এ দৃশ্য এতো বাস্তব ও জীবন্ত, তবুও মনে হয় স্বপ্ন। মাঝে মাঝে দালানের উপর ভারী কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। কোন কোনো স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এসেম্বলির সামনে ডাইনিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। উত্তর বাড়ীর কয়েকটি বাড়ীর কয়েকটি রুমেও আগুন দেখলাম। মাঝে মাঝে উপর থেকে নীচে সবুজ ও লাল রং-এর আলোর গোলা নামতে দেখছি। তখন চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। আর সেই আলোতে দেখা গেল উত্তর বাড়ীর সামনের মাঠে শত শত মিলিটারী মেশিনগান ও ভারী কামানের গোলাগুলি বর্ষণ করছে নির্বিচারে। এক সময় দেখলাম এক একটি গাড়ির বহর হেড লাইট বন্ধ করে থেকে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে আবার চলে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ দেখে নিচ্ছে ঠিক ঠিক গুলি হচ্ছে কিনা, মানুষ মরছে কিনা। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেলো সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে ৪০/৫০ জন মিলিটারী দক্ষিণ বাড়ীর ঘরের দিকে এলো এবং দরজা ভেঙে খাবার ঘরে ঢুকল। খাবার ঘরের আলো জলল এবং এলোপাতাড়ি জানালা কবাটের উপর গুলি ছুড়তে লাগলো। কয়েকজন চীৎকার করে মারা গেলো বুঝতে পারলাম। এক সময় দক্ষিণ বাড়ীর দারোয়ান প্রিয়নাথকে দিয়ে বেরিয়ে এলো মেশিনগানের মুখে। তাঁকে দিয়ে মেইন গেট পশ্চিমদি দিক দিয়ে খুলিয়ে ঢুকে পড়লো হলের মধ্যে। তখন আর আমি মিলিটারীদের দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি প্রথমে লেট্রিনে ও সেখান থেকে জানালা পেরিয়ে তিন তলার কার্ণিশে গেলাম ও শুয়ে পরলাম। সেখানে কয়েকটি শাল গাছ ছিল। একটি মোটা ডাল (শাখা) কার্নিশের কাছে নুয়ে ছিল। একবার ভাবলাম গাছে উঠি। শেষ পর্যন্ত গাছে না উঠে কার্নিশেই শুয়ে থাকলাম। হলের মধ্য তখন শুধু গুলির শব্দ আর চীৎকার শোন যাচ্ছিল। একতলা, দোতলা করে এভাবে ওরা তিন তলায় উঠল বুঝলাম। এক সময় আমার কাছেই কয়েকটি গুলির শব্দ হল। আমার মাথা সোজা দেয়ালের বিপরীত দিকে একটা লোক গোঙ্গাচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি তখন ভাবছি কখন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাকে ওরা দেখেনি বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ওরা নেমে গেল। নীচ থেকে 'ফরিদ' বলে ডাক দিল। একজন সৈন্য সাড়া দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। যেভাবে ছিলাম সেভাবে শুয়ে থাকলাম কিছু সময় । এক সময় কার্নিশ থেকে উঠে আবার লেট্রিনে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে উত্তর বাড়ী, তার সামনের

মাঠ ও সলিমুল্লাহ হলের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলাম আর কখন এসে আমাকে ধরে নিয়ে গুলি করবে সেই মুহূর্ত গুনতে লাগলাম। এক সময় দেখা গেলো সলিমুল্লাহ হলের দিকে আগুন। সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ পূর্ব কোণের বড় একটি গাছেও আগুন জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উত্তর বাড়ীর পশ্চিম দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠছিল। আর বুঝতে পারছিলাম ঐ দিকের কোথাও আগুন লাগিয়েছে পাক সেনারা। বাইরের মতো হলের মধ্যেও চলল সমস্ত রাত গোলাগুলি আর আগুন।

এক সময় কোন একদিকে আজানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্য আরো কয়েকদিকে আজান শোনা গেল। মনে হলো আজানের এমন করুণ সুর এত বিষণ্ন সুর আর কোনো দিন শুনিনি। গোলাগুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো কিন্তু বন্ধ ছিল মুহূর্তের জন্য মাত্র। আবার চলল গোলাগুলি পুরোদমে। ভোরের দিকে মাইকে কারফিউ জারির ঘোষণা শুনলাম। তখন ভাবলাম বেলা হলে বোধ হয় এমন নির্বিচারে আর মারবে না। কিন্তু একটু ফর্সা হয়ে যেতেই দেখা গেলো এখানে সেখানে পালিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে এনে গুলি করছে। যেন দেখতে না পায় আমাকে এভাবেই মাথা নিচু করে লেট্রিনের মধ্য বসে রইলাম।

বেলা হল। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায় অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি লেট্রিনের দরজা খুলে বেরুলাম। বেরিয়ে দেখি সিঁড়ি মাথায় মেশিন গান তাক করে মিলিটারী দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেষ্টা করছে। রাতে আমার মাথার কাছে দেওয়ালের ওপাশে যে গোঙ্গাচ্ছিল এটা তারই লাশ। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের হলের দারোয়ান, সবার প্রিয় প্রিয়নাথ দা। তাঁকে দিয়ে মেশিনগানের মুখে সব পথ দেখে নিয়ে নামার মুহূর্তে এখানে গুলি করে রেখে গেছে। আমিও আর নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমাকেও ধরতে হলো লাশ। তিন তলা থেকে দোতলা, সেখান থেকে একতলা দক্ষিণ দিকের ভাঙা গেইট দিয়ে ব্যাংকের (এখন যেটা সুধীরের কেন্টিন ওটা ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান) উত্তর পাশে নিয়ে রাখলাম। আরো লাশ জড়ো করা হলো সেখানে। ওখানে আমাদের বসার নির্দেশ দিল একজন পাক সেনা।

তখন ছিলাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন মালী, লন্ড্রির কয়েকজন দারোয়ান গয়ানাথের দুই ছেলে শংকর ও তার বড় ভাই, আর সবাই ছিল সুইপার। লাশগুলো পাশ ঘিরে আমরা সবাই বসেছিলাম। সুইপারগুলো তাদের ভাষায় মিলিটারীদের কাছে অনুরোধ করছিল ওদের ছেড়ে দেয়ার জন্য। বলছিল ওরা বাঙালী নয়। সুতুরাং ওদের কি দোষ? একজন মিলিটারী ওদের আলাদা হয়ে বসতে বললো আমাদের কাছ থেকে। ওদের নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী সোজা উত্তর বাড়ী মাঠে চলে গেলো। ভাবলাম ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আবার ঐ লাশগুলো বহন করতে আদেশ দিল। লাশগুলি নিয়ে এ্যাসেমব্লির সামনের রাস্তা দিয়ে সোজা পূর্ব দিকের গেটের বাইরে চলে গেলাম। গেটের বাইরে দক্ষিণ পাশে একটি বড় গাছের গোড়ায় জড়ো করলাম লাশগুলো। এই সময় আমাদের সাথে প্রায় সমানসংখ্যক মিলিটারী ছিল। এবং তারা সবাই ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওখানে যেয়ে মিলিটারীরা দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। একজন সিগারেট বের করে দিল সবাইকে। আমাদের কেউ বসে, কেউ শুয়ে থাকলো। আমিও কাত হয়ে ছিলাম গাছের শিকড়ের উপর। এ্‌ইখানে পাক সেনারা আমাদের উদ্দেশ্যে বিশ্রী ও অকথ্য ভাষায় ক্রমাগত গালাগালি করছিল। যতোটা বুঝতে পারছিলাম তাতে বুঝলাম, শালা! বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেবো; বল শালারা জয় বাংলা। শেখ মুজিবকেও বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেবো। আরো নানা অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিলো। এ সময় একটি গাড়ীর বহর রেস কোর্সের দিক থেকে এসে ওখানে থামল। আমাদের সাথের মিলিটারীর একজন সামনের একটি জীপের কাছে গেলো। তাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হলো বুঝলাম।

সেখান থেকে আমাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেলো লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেলো ডঃ গুহ ঠাকুরদা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিং-এর সিঁড়ির কাছে অনেকগুলি লাশ পড়ে ছিল, সিঁড়ির কাছে এনে গুলি করেছে বোঝা গেল। একটি লাশ দেখলাম সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরা, মাথায় টুপি, পাতলা চেহারা। সেখান থেকে নিয়ে গেলো দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় লাশ বয়ে আনতে। প্রতিটি তলায় ওরা খোঁজ নিচ্ছিল কোন জীবিত প্রাণী আছে কিনা। আর খুঁজছিল দামী মালামাল, ঘড়ি, সোনাদানা ইত্যাদি। চারতলায় একটি রুমে ঢুকতে পারছিল না। কারণ রুমের দরজা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। দরজা ওরা ভেঙ্গে ফেলল। ঢুকে কাউকেই পাওয়া গেল না। কতকগুলি এলোমেলো কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেখানে। একজনকে ছাদে উঠে কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা নামাতে বলল। পতাকা নামিয়ে আনলে মিলিটারীদের একজন নিয়ে নিলো সেগুলো। আমাদের নীচে নামতে বলল। নীচে নামলাম আমরা। সিঁড়ির কাছের লাশগুলি নিতে বলল। অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলিও জড়ো করলাম এগুলির পাশে। পরে নিয়া গেলো ঐ বিল্ডিং এর সামনে দোতলা বাংলো বাড়ীটিতে (তখনকার এস এম হলের প্রভোস্টের বাড়ী)। সামনে দিয়ে ঢুকতে না পেরে পিছন দিয়ে ঢুকলাম ঐ বাড়ীতে। নীচতলা, দোতলার সবগুলি রুমেই খুঁজলাম। এলোমেলো কাপড়-চোপড় সুটকেস, বাক্স, খোলা ফ্যান ছাড়া কিছুই দেখা গেল না সেখানে। মিলিটারীরা দামী জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিয়ে নিলো। কোন লাশ কিংবা রক্তের দাগ ছিল না ঐ দালানে। নেমে আসলাম আমরা সবাই এবং জড়ো হলাম আবার লাশের কাছে। মিলিটারীরা কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা পোড়ালো।

আমাদের আবার লাশ নিতে বললো। রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর দিকে অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের বাসার সম্মুখ দিয়ে ইউওটিসি বিল্ডিংয়ের সামনের জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্ব দিকের ভাঙা দেওয়াল দিয়ে ঢুকতে বলল। হলের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে শহীদ মিনারের সংলগ্ন লাশগুলির কাছে জড়ো করতে লাগলাম লাশগুলি। লাশ যখন নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম ডঃ দেবের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসছে সেলাইর মেশিন ও অন্যান্য ছোটখাটো রাস্তার তিন মাথায় অনেকগুলি মর্টার চতুর্দিকে তাক করে রেখেছিল।

দুজন তিনজন করে আমরা এক একটা লাশ বহন করছিলাম। কোন জায়গায় বসলে কিংবা ধীরে হাঁটলে গুলি করার জন্য তেড়ে আসছিল। সব সময়ই আমরা গা ঘেঁষে বসছিলাম ও চলছিলাম।

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করেছি মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনে ছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। অবশ্য রৌদ্রে থাকার জন্যও হতে পারে। লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ কতকগুলি মেয়েলোক চিৎকার করে উঠলো দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তিটির মেয়েছেলেরা মাঠের দিকে দাঁড় করিয়েছে গুলি করার জন্য। এই সব সুইপারদেরই ব্যাংকের কাছে আমাদের থেকে আলাদা করে মাঠে নিয়ে এসেছিলো ওরা। সুইপারদের গুলি করে মারছে আর ঐ ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে এবং ছুটে যেতে চাচ্ছে ওদিকে। বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। । তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে শব্দ করে কোরআনের আয়াত পড়ছিল। ব্যাংকের কাছে যখন বসে ছিলাম তখন জেনেছি এই ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জে ছিলো তার বাড়ী। আগের দিন বিকালে আর এক বন্ধুসহ এসে উঠেছিল তার হলের এক বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। আমরা কোন রকমে দুজনে লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। সামনেই দেখি ডঃ গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ। ধুতি পরা, খালি গা। ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সাথে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল 'দেবকেও মেরেছে! তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি? কি ভেবে, আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পড়লাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা থাকার অবস্থা তখন আমার ছিল না। চোখ বুজে পড়ে থেকে ভাবছিলাম এই বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি

করবে। এক সময় ভাবছিলাম তবে কি আমাকে গুলি করেছে, আমার তখন অনুভূতি নেই। কি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। এই মড়ার মত অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না। এক সময় আমার মাথার কাছে মেয়ে-ছেলেদের ও বচ্চাদের কান্না শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সুইপার, দারোয়ান ও মালিদের বাচ্চারা ও মেয়ে-ছেলেগুলি মৃত স্বামী কিংবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখনও অনেকে মরেনি। কেউ পানি চাচ্ছে তাদের কেউ কেউ পানি খাওয়াচ্ছে। এই সময় দেখলাম কে একজন গুলি খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি যেদিকে মিলিটারীর গাড়ী ও অসংখ্য মিলিটারী ছিল সেদিকে কোন গাড়ী বা মিলিটারী নেই। চতুর্দিকে একনজর দেখে নিয়ে মেয়ে- ছেলে ও বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম। প্রথমে গিয়ে ঢুকি চিৎবালীর ঘরে। চিৎবালী ঘরে ছিল না। এক মহিলা ভয়ে কাঁপছিল। তাঁর কাছে পানি খেতে চাইলে সে একটি ঘটি দেখিয়ে দিল। পানি খেয়ে ওর ঘরের কোণে যে ঘুঁটে ছিল তার নীচে লুকিয়ে থাকতে চাইলাম। মহিলাটি আমাকে তক্ষুনি সরে যেতে বলল। তখন আমি বস্তির পাশের লেট্রিনে ঢুকে পড়ি।

এই সময়ে রাজরবাগের দিকে গোলাগুলি হচ্ছিল। এক একটা প্রচণ্ড শব্দ। থেমে থেমে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। একটু বাদেই দু'টি প্লেন উড়ে গেলো বুঝতে পারলাম। এভাবে অনেক্ষণ কাটালাম সেখানে।

এক সময় একটা লোক এসে লেট্রিনের দরজা নাড়া দিল। দরজায় নাড়া শুনে ভাবলাম এইবার শেষ। মিলিটারী নিশ্চই এসেছে। খুলে দেখি একটি লোক, মিলিটারী নয়। লোকটি বলল তার নাম ঈদু। পুরনো বই বিক্রি করে রাস্তার ওপারে। বলল, হলে এসেছিল মেয়েদের মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি আছে শুনে আমাকেও নিয়ে যাবে। প্রথমে যেতে চাইনি। বুঝতে পারছিলাম না কি করব। বলল, সে সাথে যাবে। রাস্তা এখন পরিস্কার- কেনা মিলিটারী নেই। গায়ে সেই চাপ চাপ রক্ত নিয়ে ওর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। বকসি বাজারের কাছ দিয়ে যেতে দেখি ওদিকে কোন মিলিটারী যায়নি। অনেকে অজু করছে নামাজ পড়ার জন্য। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জুমার নামাজের সময়।

ঈদু আমাকে জেলখানার পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গার পারে নিয়ে গেল। এক মাঝিকে অনুরোধ করায় নদী পার করে দিলো। নদীর ওপারে দেখা আমাদের হলের এক প্রাক্তন ছাত্র সুনির্মল চৌধুরীর সাথে। সে নিয়ে গেলো তার কর্মস্থল শিমুলিয়া। সেখান থেকে প্রথমে নবাবগঞ্জ ও পরে নিজগ্রাম বরিশালের ধামুরাতে চলে যাই।

সে ভয়াল রাতে জগন্নাথ হলে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল এখন সে দৃশ্য কল্পনা করলে আমার সমস্ত মানবিক অস্তিত্ব মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না... অমি বেঁচে আছি। এ কি সত্যি! ভাবতে গেলে তখন সবকিছু যেন তছনছ হয়ে যায়। সব কিছুই স্বপ্নের মত মনে হয়। আমি কি কোন এক নেশার ঘোরে সেদিন হল জীবনের নিত্যসঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের লাশ টেনে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম। মার্চের শুরুতে এখনও মাঝে মাঝে ঐ দিনের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই। সেই ঘোর এখনও আমার অস্তিত্বে তীব্র কশাঘাত করে।

'বাসন্তিকা'
হীরক জয়ন্তী সংখ্যা
জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ১৯৭১

শরোনাম	সুত্র	তারিখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক বাহিনীর হত্যাভিযান	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চ ও তার পরদিন

\ মনজুর হাসান \

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শহীদ মিনারের সামনে ৩৪ নম্বরের এক তলার ফ্লাট বাড়ীতে। আমাদের এ বিল্ডিং এর পশ্চিম দিকের তিনতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মনিরুজ্জামান সে রাত্রে বিছানায় যেয়েও ঘুমোতে পারেননি, একথা তাঁর স্ত্রীর কাছে শোনা। দিন কতক আগে এখানে রাস্তায় গাছ ফেলে যে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিল সেনাবাহিনীর একদল প্রথমে তা কেটে সরিয়ে দিতে আসে।

সেই সব ডালাপালা কাটার শব্দ হচ্ছিল। এর কিছু পরই পাক সৈন্যের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ শুরু হয়। ছাত্রাবাসগুলোর দিক থেকে সৈন্যদের গোলাগুলীর আওয়াজে মনিরুজ্জামান সাহেব অস্থির হয়ে ওঠেন এবং বদনায় পানি নিয়ে পরপর তিনবার ওজু করেন। এমন সময় জগন্নাথ হলের কাছে গর্জে ওঠে বর্বর পাক সৈন্যদের গোলার আওয়াজ।

চারপাশে গোলাগুলীর শব্দে আমার ঘুম ঙ্গে যায় এবং পর মহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের পাশেই মনে হলো তোপধ্বনির আওয়াজ। আমি যে ঘরে ঘুমাতাম, তার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার, তার দক্ষিণে শহীদ মিনার। সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলোকিত হয়ে উঠে মুহূর্তের জন্যে। আমি বিছানা থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ি।

আমার ছেলেটিকে আমি আর আমার স্ত্রী মেঝেতে শুইয়ে চেপে ধরি। ছোট ছেলে ভয়ে একবার শক্ত হয়ে যাচ্ছিল আর শুয়ে থেকে শুধু কাঁদছিল। আমি মেঝেতে পড়ে থেকে কয়েক মুহূর্তে চিন্তা করতে চেষ্টা করছিলাম, কি হলো? চারদিকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ আর রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ী চলার শব্দ পাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় জগণ্ণাথ হলের পূর্ব দিকে আমাদের ৩৪নং বাড়ীর গেটের ভিতরে তিনটি মিলিটারী গাড়ী ঢোকে। তারপরই ভারী বুটের শব্দ এবং আমাদের দরজায় লাথি ও ধাক্কা শুরু হয়- 'দরজা খোল, দরজা খোল'।

ঠিক এর পরই সব ফ্লাটের দরজায় লাথি মারা আরম্ভ হয় গেছে এবং সব বাড়ীর কলিং বেলগুলো ওরা বাজাচ্ছে। মা, বোনেরা এবং ছোট ভাইটি অন্য ঘর থেকে ছুটে আমার ঘরে এলো। মা বললেন, 'বাবা' ও দিক দিয়ে দেখলাম, মিলিটারীরা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। আর বিল্ডিং-এর টেলিফোনের লাইনগুলো কেটে দিল। আমার ঘরে সকলকে মেঝেতে শুয়ে যেতে বললাম। মাকে বললাম 'ওরা যদি দরজা ভেঙ্গে আসে তাহলে আসুক, দরজা খুলব না আমরা।

বাড়ীতে আমার বয়সী এক আত্মিয় ছিলেন, উনি এই সময় বিল্ডিং এর ভিতরে বাঁচার আশা ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, 'আমি জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে যেয়ে লুকাবো' এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে পিছন দিক দিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। আমি আর মা ওকে জাপটে ধরলাম। উনি বারান্দার নেট ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন। মা আর আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'যদি আমরা মরে যাই সবাই এক সাথে মরে যাবো'।

এমন সময় দুটো সৈন্য আমাদের জানালার পাশ দিয়ে দৌড়ে এসে ফ্ল্যাটের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। দরজাটি ছিল বাগানে যাবার জন্য খুব কম মজবুত একটা প্লাইউড দিয়ে বানানো দরজা। আমরা বারান্দা থেকে

মুহূর্তে ঘরে ঢুকলাম; কিন্তু আমার ঘরের দরজা লাগাবার সাহস হলো না যদি শব্দ হয়ে যায়। এর অল্প পরই সৈন্য দুটো চলে গেল পাশের পশ্চিম দিকে একতলার ফ্ল্যাটের পেছনে, সম্ভবতঃ ওদিককার দরজা খুলে ফেলার আওয়াজ শুনে। আমি দরজা লাগিয়ে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

মৃত্যু আসন্ন মনে হলো, আমরা সকলে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। ততক্ষণে আমাদের দরজায় লাথি মারা থেমেছিল কিন্তু আবার শুরু হলো 'খোল খোল' আর লাথি। ভারী বুটের দুড়দাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার শব্দের মাঝে জোরে শুনতে পেলাম মনিরুজ্জামান সাহেবের গলার আওয়াজ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। চার-পাঁচবার শুনতে পেলাম উনার কালেমা পড়ার শব্দ, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন যেন।

বাইরে চারিদিকে গোলাগুলীর আওয়াজ-এর পরই আমাদের বাইরের দরজার উপর গুলী হলো, আর কয়েকটা বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে এলো। ১২/১৪ রাউ- গুলীর শব্দ শুনলাম। মনে হলো, মেরে ফেললো- মরে গেল মানুষ। রাত তখন দেড়টা। তারপর আমাদের বিল্ডিং-এ সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে শুনলাম ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরদার চীৎকার, 'বাসন্তী- দোলা।' তিনি স্ত্রী ও মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠেছিলেন। বিল্ডং-এর সামনে তাঁকে গুলি করা হয়েছিল।

উনি ঘাসের উপর পড়েছিলেন। ডঃ জ্যোতির্ময় ২৫শে মার্চের পরও কয়েকদিন জীবিত ছিলেন এবং ২৭শে মার্চের সকালে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নেয় হয়। মনিরুজ্জামান সাহেবের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে গিয়েছিল মিলিটারীর বুটের ধাক্কায়। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর বোন, জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শুনে পানি নিয়ে নীচে নামছিলেন। তাঁরা তিনতলা থেকে আর্মিদের চলে যেতে দেখেছেন এবং তখনো বুঝতে পারেননি যে নীচে তাঁদের বাড়ীর লোকজনদের একতলার দরজার উপর হত্যা করা হয়েছে।

মনে করেছিলেন এরেষ্ট করে নিয়ে চলে গেল। নীচে নামতেই দেখতে পেলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য। মনিরুজ্জামান সাহেবের ষোল বছরের ছেলের তখন অন্তিম মুহূর্ত। সে কষ্টে বলেছিল 'মা পানি দাও'। মুখে পানি দেবার পর সে এক মুখ পানি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলের পাশে পড়ে ছিলেন মনিরুজ্জামান সাহেব, তাঁর প্রায় ৩০ বছর বয়স্ক ছোট ভাই এবং ১৪ বছরের ভাগ্নেটি। এই চারজন শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেয়ে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী জ্যোতির্ময় বাবুর মুখে পানি দেন।

পূর্ব দিকের দোতলায় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দেখতে পান আর্মি চলে গেছে এবং জ্যোতির্ময় বাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল বিল্ডিং-এর সামনে ঘাসের ওপর থেকে। তখন রাজ্জাক সাহেব বাসা থেকে একজন লোক নীচে নামতে যেয়ে দোতলার দরজায় এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ঘরে ঢুকে পড়ে। এরপর রাজ্জাক সাহেব তাঁকে নিয়ে নীচে নেমে আসেন। এ সময় জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রী, সারভেন্ট কোয়ার্টার থেকে তাঁর ড্রাইভারকেও ডেকে এনেছিলেন।

তাঁরা কয়েকজন ধরাধরি করে পশ্চিম দিকের একতলায় জ্যোতির্ময় বাবুকে তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। ঠিক এই সময় আবার বিল্ডিং এর গেটের কাছে আর্মি এসে পড়ে। এর আগেই রাজ্জাক সাহেব দোতলায় তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন এবং সকলেই দরজা বন্ধ করে ফেলেন। বাড়ীর বাগানে বেরুবার পেছন দিকের দরজা দিয়ে সৈন্যরা জ্যোতির্ময় বাবুর ফ্ল্যাটে ঢোকে এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। এ কথা তাঁর কাছ থেকে শোনা। ২৭শে মার্চ জ্যোতির্ময় বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মেডিক্যালে দেখা হয় এবং তাঁকে সাথে করে ডঃ জ্যোতির্ময় বাবুর বেডের পাশে যেয়ে দাঁড়াই।

দেখেছিলাম তাঁর ঘাড়ের কাছে গুলি লেগে এদিক থেকে ওদিক দিয়ে বেরিয়েগেছে এবং ডান হাত ও ডান পা অবশ হয়ে গেছে। জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল এবং খুব ভালোভাবে তখন আমার সাথে কথা বলছিলেন। মনের জোর

তখনো অটুট ছিল। বলেছিলেন, রাইট সাইডটা পেরালাইজড কিন্তু বেশ বহাল তবিয়েতেই আছি। উনি বলেছিলেন যে নাম জিজ্ঞাসা করার পরই তাঁকে গুলী করা হয়। এরপর আরম্ভ হলো আমাদের বিল্ডিং-এর উত্তর দিকে প্রায় বিশ গজ দূরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোষ্টের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা।

'খোল খোল, দরজা খোল'-আর দরজায় লাথি, ধাক্কা। কিছুক্ষণ চললো, তারপর থেমে গেল। তারা বাকী রাত্রিটুকুর মধ্যে ওখানে পুরনো দিনের মজবুত দরজা খোলার আরো দুবার চেষ্টা চালায়। চারদিকে অনবরত গুলীর শব্দ। ভোর হলো। থেকে থেকে আশপাশে গুলীর শব্দ হচ্ছে। সকাল ৯টার দিকে শহীদ মিনারের কাছে একটা ক্ষীণ মাইক দিয়ে এক অবাঙ্গালী বাংলাতে বললো, 'আপনারা বাড়ীর বাইরে বেরুবেন না, আপনাদের ঘেরাও করা হয়েছে।' মেঝেতে শুয়ে নিজে নিজে মনে করলাম হয়ত কারফিউ-এর বাংলা তরজমা করতে যেয়ে 'ঘেরাও' বললো। মনকে প্রবোধ দিলাম, কারফিউ-এর কথাই হয়ত বলছে। এর ঘন্টাখানেকের পর এত ঘণ্টার পরিচিত গোলাগুলির আওয়াজের ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে শহীদ মিনারের কাছে একটা জোর শব্দ হলো। মনে হলো হাত বোমা।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘরে বারুদের গন্ধ ভেসে আসলো, দরজার নীচে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে পোড়া কাপড়ের মত ছাই উড়ে এসে পড়তে লাগলো। এ হাত বোমার রহস্য উদঘাটন হয়েছিল পালিয়ে যে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই ধলেশ্বরী নদীর ওপারে এক লোকের কাছ থেকে। সে আমাকে গ্রামে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। কারণ সেও অনেকের মত শুনেছিল, 'প্রফেসর আব্দুল হাইয়ের ফ্যামিলির সকলেই ওই বিল্ডিং-এ ২৫শে মার্চের রাত্রে মারা গেছে। এই লোকটি হলো হাশেম। আমাদের ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এর পূর্বদিকের তিনতলার ফ্লাটে জার্মান প্রফেসর ওয়ান্টার শোয়েপ্পির সে বাবুর্চি ছিল। তার জীবনের চরম মুহূর্তে সেই ২৫শে মার্চের রাতেই কেটে গেছে। তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, ভাই, ভাগ্নের সঙ্গে গুলি করে হত্যা করার জন্য। আর্মি অফিসার গুলী করার হুকুম দিতেই গুলীর পূর্বক্ষণে সে চীৎকার দিয়ে পড়ে যায়.... তার পরই কতক গুলো গুলী হয়ে গেছে- তার শরীরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে অন্যেরা।

গুলী শেষ করে বর্বর পশুরা মৃত দেহের উপর লাথি মেরেছিল এবং হাশেমের কোমরে বুটের প্রচণ্ড বাড়ি মারে। তারপর তারা সেখান থেকে সরে যেতেই হাশেম উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে তিনতলায় যেয়ে দরজা বন্ধ করে। তার সমস্ত জামায় রক্ত লেগে গেছে, সে বুঝতে পারছিল না তার কোথায় গুলী লেগেছে। জামা খুলে হাশেম তার শরীরটা পরীক্ষা করে দেখে যে গুলী লাগেনি। আমি হাশেমকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল যে সে ঘুমকাতুরে এবং যখন দরজায় কলিংবেল বাজায়, মাত্র তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গে এবং আমরা কেউ বেল বাজাচ্ছি মনে করে সে ঘুমের ঘোরে দরজা খোলে।

খুলতেই সেনাবাহিনীর লোক সাক্ষাৎ জমদূতের মতো মধ্য বয়সী গোলমাল হাশেমের জামার কলার চেপে ধরে বলে-'তোম প্রফেসর হো?' হাশেম বলে উঠে, জার্মান সাবকা নওকর হুঁ। নিমেষে তাদের কয়েকজন ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে। যে তার কলার ধরেছিলো সে পকেটে হাত দিয়ে বলে, 'জয় বাংলাকা ফোটো হ্যায়?' তার পকেটে কয়েকটা বেতনের একশ' টাকার নোট ছিল। জার্মান প্রফেসর হাশেমকে তার আগামী তিন মাসের বেতন দিয়ে ব্যাঙ্কক চলে গিয়েছিল।

নোটগুলো হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় মেঝেতে। বলে শালা তোম রূপিয়ে লেকে কেয়া করোগে, আভি তোমকো গুলী করেঙ্গে'। বলেই হিড় হিড় করে ওকে নীচে নামিয়ে আনে এবং দুজন ওকে ধরে রাখে। এর পরই সে দেখতে পায় মনিরুজ্জামান সাহেব এবং তাঁর বাসার অন্যান্যদের ধরে নিয়ে আসতে। শ্মশ্রুধারী মনিরুজ্জামান সাহেব উচ্চস্বরে কলমা পড়ছিলেন-এমন সময় উনাকে চপেটাঘাত করে এক পঞ্জাবী সৈন্য। এর পর মুহূর্তে গুলী করা হয়!

সেই হাশেম যখন মৃত্যুর হাত থেকে ছুটে এসে দম ফেলেছিল তখন আবার শুনতে পায় বিল্ডিং-এ মিলিটারী আসার শব্দ। এর কিছু পরে কে যেন তার ফ্ল্যাটের দরজায় কাতরাতে থাকে। ও মনে করেছিল হয়ত এ বিল্ডিং-এর কেউ আহত অবস্থায় দরজার কাছে এসেছে। সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল। হাশেম কাঠের দরজার ছিদ্রপথে দেখে, এক সৈন্য অস্ত্র হাতে দরজার পাশে বসে অভিনয় করছে। হাশেম ছুটে বারান্দার প্রান্তে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পাক সেনারা ওই ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি। এ হাশেমের কাছ থেকেই তখনি শোনা, শহীদ মিনারের অভাবিত দৃশ্যের কথা।

বেলা তখন দশটার মত। হাশেম বলে চললো, আমি লুকিয়ে তিনতলা থেকে শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে দেখছি-চারজন পাঞ্জাবী সৈন্য শহীদ মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের বিল্ডিং-এর দিকে মুখ করে আছে-এমন সময় কি হয়ে গেল সেখানে- বোমা ফেটে গেল, হাতবোমা। ধোঁয়া, আর শহীদ মিনারের পেছন দিকে দুটো লোক ছুটে পালিয়ে গেল। দেখা গেল সে মুহূর্তে দুজন সৈন্য শহীদ মিনার থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোড়ের ট্রাফিক লাইটের দিকে দৌড়ে পালালো। কয়েক মিনিট পরেই এলো একটা গাড়ী। শহীদ মিনারের ওপর পড়েছিল দুটো মিলিটারীর লাশ। সে গাড়ীটি মরা সৈন্য দুটোর অস্ত্রগুলো নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর আর একটি গাড়ী এলো এবং লাশ দুটোকে নিয়ে চলে গেল। সে দিন ছিল ২৬শে মার্চ, শুক্রবার শহীদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি-।

যে, ২৬শে মার্চে শুক্রবার তাঁর ফ্ল্যাটে বার পাঁচেক পাক সেনারা ঢোকে এবং বলতে থাকে 'আওর এক আদমী হ্যায় ও কিধার হ্যায়?' উনারা জানান যে বড় পুরুষ মানুষ আর কেউ জীবিত নেই। তখণ তাঁরা সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলে। হয়ত এই অপর এক আদমী ছিল হাশেম। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ও হাশেম এই বিল্ডিং-এর তিনতলা থেকে জগন্নাথ হলের মাঠে বুলডোজার দিয়ে গর্ত করে বহু মৃতদেহ সে গর্তে ফেলে দিতে দেখেছিলেন।

রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গেও গ্রামে একদিন দেখা হয়, উনিও বুলডোজার দিয়ে গর্ত করে লাশ পুঁতে ফেলার কথা বলেন। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী ধরা গলায় বলেছিলেন, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিকেল বেলা আর্মি গেঞ্জী পরা ১২/১৪ বছরের চারটে ছেলে নিয়ে এসে মনিরুজ্জামান সাহেবের লাশ টানিয়ে নিয়ে গেল গর্তের ওখানে। তখন বোধ হয় আর লাশ মাঠে ছিল না। ছেলে চারটিকে গর্তের পাশে লাইন করে ওরা গুলী করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণহত্যার কিছু দলিল	দৈনিক বাংলা	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরঘাতকদের সংলাপ: ওদের খতম কর
গণহত্যার কিছু দলিল
ড: মোজাম্মেল হোসেন

লেখক ড: মোজাম্মেল হোসেন একজন বিজ্ঞানী। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় বর্বর পাকিস্তানী সেনারা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তখন পাকসেনাদের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কথোপকথন তিনি রেডিওতে শোনেন ও তার অংশবিশেষ টেপ রেকর্ডের ধরে রাখেন। ঐ টেপের বিশেষ অংশ কপি করে বন্ধুর সাহায্যে কোলকাতায় প্রেরণ করেন। মে, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি 'আকাশবাণী' কোলকাতা থেকে 'সংবাদ বিচিত্রায়' তা শোনানো হয়।

এছাড়াও কথোপকথনের সময় পাক সেনারা যে সব সাংকেতিক শব্দ করেছিল সেগুলিও যথাসাধ্য অনুবাদ করে অপর এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করেন। মে মাসে আকাশবাণী কোলকাতা থেকে 'সংবাদ পরিক্রমায়' তা শোনানো হয়। ২৩শে ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ অভজার্ভার'এ এই বার্তা ছাপা হয়েছিল।]

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের কালরাত। সোয়াএকটার দিকে গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেগে ওঠার প্রথম মুহূর্ত থেকেই মন বলেছিল এ আর কিছু নয় পাকিস্তানী সেনারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুরো মার্চ ধরে অপেক্ষা করেছি, কি হয় কি হয়। আমরা কি স্বায়ত্তশাসন পাবো, না দেশে নামবে রক্তপাত? বিদেশীরা যখন ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছিল তখন মন বলেছিল, ওরা তো ওদের দেশে বিপদের সংকেত পেয়ে।

কিন্তু বিপদ এলে আমরা তো এদেশেই থাকবো, আমাদের নিজের দেশ। কি হবে সেই বিপদ, কি হবে তার রুপ-তা কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু সেই ভয়ংকর রাতে ঘুম ভাঙ্গতেই বুঝলাম, বিপদ এসে গেছে। শুরু হলো আমাদের ভাগ্যে অমাবস্যা। মনে প্রশ্ন জেগেছিল কবে এই অন্ধকার কাটিয়ে আসবে আলো, আসবে স্বাধীনতা । হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়া ঘুমের ভাব কেটে গেল। উপলবদ্ধি করার চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে । মনে তখন সবার আগে একটি প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু নিরাপদে আছেন তো? কিন্তু কি ভাবে সে খবর? হঠাৎ মনে এলো, পাক সেনাদের বিভিন্ন ইউনিটগুলো নিশ্চয়ই একে অপরের সাথে রেডিও মারফত যোগাযোগ রাখবে।

রেডিও তুলে নিয়ে ডায়াল ঘুরাতে আরাম্ভ করলাম। ৯০ মিটার পেয়ে গেলাম যা খঁজেছিলাম । হানাদার বাহিনীর দলগুলোর একে অপরের সাথে কথাবার্তা । জোরে শোনার উপায় নেই, তাই এয়ারফোন লাগিয়ে নিলাম কানে। ভেসে আসতে লাগল বর্বর পশুদের গলা। ইতিমধ্যে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের যুদ্ধ আরাম্ভ হয়েছে। পাক সেনাদের আগমনের গোড়াতেই কেউ সাইরেন বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানাবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের বাসা থেকে মাইলখানেক দূরে রাজারবাগ।

সেকি প্রচণ্ড গুলি, তালা লেগে যায়। মাঝে মাঝে পাক সেনারা আকাশে ফানুস ছোড়ে। দিনের মতো আলো হয়ে যায় চারিদিকে। তারপর আবার বৃষ্টির মতো গুলি। মাঝে মাঝে ভেসে আসে ভারী গোলার শব্দ। একটু পরে গুলির তীব্রতা কমে এলো। বুঝলাম আমাদের বীর পুলিশ জন্মভুমির জন্য চরম আত্মোৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন। আরো একটু পরে দেখা গেল আগুনের লেলিহান শিখা-রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুড়ছে। সে রাত্রের কথা জীবনে ভুলবো না। কখনো ছুটে যাই জানালায় আগুন দেখার জন্য। আবার ছুটে আসি রেডিও শোনার জন্য।

ইতিমধ্যে রেডিওতে শুনেছি পাক কমাণ্ডারের গলা। জানাচ্ছে দি বিগ ফিস হ্যাজ বিন কট। কার কথা বলেছে তা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। কিন্তু মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি যে বঙ্গবন্ধু বন্দী হয়েছেন। রেডিও শুনে চলেছি আর ঢেকে রাখা স্তিমিত আলোতে প্রধান তথ্যগুলো টুকে রাখছি। হঠাৎ কানে এলো আবার কন্ট্রোলের গলা দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অব টেকিং প্রিজনার । দে আর শুটিং এ্যাট ইউ। সো ওয়াইপ দেম অফ। কাউকে বন্দী করার প্রশ্ন ওঠে না ওরা তোমাদর গুলি করেছে। সুতরাং ওদের খতম করো। কথাগুলোয় মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। তাহলে এই করছে পাক বর্বররা।

এর প্রমাণ রাখতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে টেপরেকর্ডার এনে সোজাসুজি তার দিয়ে রেডিও সাথে লাগিয়ে দিলাম। এয়ারফোনের মাধ্যমে শুনতে লাগলাম। বাবা, মা, বাড়ীর সবাই তখন চারপাশে জড়ো হয়েছেন। মাঝে মাঝে জানালায় গিয়ে বাইরের দিকে খোঁজ নেয়া হয়-কেউ ওদিকে আসছে কি না। এরপর দুদিন ধরে প্রায় সারাটা সময়ই বাড়ীর কেউ না কেউ এয়ারফোন কানে ধরে বসে রয়েছে কি শোনা যায়। সবকিছু টেপ করা সম্ভব হয়নি। টেপ আছে ২৫শের রাত ও ২৬শের সকালের পাক সেনাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তার অংশ।

অন্য তথ্য টেপে নেই, তবু যা আছে তা আজ এতদিন পরে শুনলেও মনে যে অনুভূতি জাগে, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। বর্বরদের সে কি উল্লাস। বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা নামাতে হবে। রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে হবে। এ কথা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে প্রচার করার হুকুম দিল পাক কমাণ্ডার নেটিভ টাং এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ ইংলিশ এণ্ড উর্দুতে। নেটিভ হচ্ছি আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা।

আদেশ না মানলে কি করতে হবে তারও বিশদ হুকুম শুনলাম। আশপাশের লোক ধরে এনে তাদের মধ্যের কয়েকজনকে পুরস্কৃত করতে হবে। (কমাণ্ডারের ভাষায়) সে পুরস্কার হবে মৃত্যুদণ্ড। অন্যদের ফিরে যেতে দেয়া হবে যাতে ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝতে পারে। তাই সেই রাতে ঐ মুহূর্তেই নামিয়ে ছিলাম স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা। নামাতে বলেছিলাম প্রতিবেশীদের। সে পতাকা ফেলে দেইনি, নষ্ট করিনি। লুকিয়ে রেখেছিলাম ঘরে।

পাক কমাণ্ডার আরো হুকুম দিল কিভাবে বাড়ীগুলির তল্লাশী করতে হবে। বাড়ীর সবাইকে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে ভেতরে খুঁজে দেখতে হবে ভাল করে। স্থানীয় সহযোগীদের দ্বারা সনাক্ত করতে সেসব ব্যক্তিদের যাদের আটক করার প্রয়োজন ইত্যাদি।

ধীরস্থির গলায় হুকুম দিচ্ছিল কমাণ্ডার-এতটুকু উত্তেজনা ছিল না কণ্ঠস্বরে। পরে জেনেছিলাম ঐ গলা ছিল বিগ্রেডিয়ার আরবীর খানের। ঐ গলায় আনন্দে বিভিন্ন টার্গেট দখলের খবর দিচ্ছিলেন, সবাইকে জানাচ্ছিলেন যে দৈনিক পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কি সাংঘাতিক ক্রোধ ছিল পিপল-এর ওপর, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করেছে পিপলস অফিসের উপর পাক সেনারা। এটি ছিল ২৬ নম্বর ইউনিট। পরে জেনেছি এর 'ইমাম' ছিল কর্ণেল তাজ। যার হেড কোয়ার্টার প্রেসিডেন্ট হাউস।

এই ২৬ নম্বর ইউনিট হত্যা করেছে লে: কমাণ্ডার মোয়াজ্জমকে। বলেছে, তাকে ধরতে যাওয়া হয়েছিল বাধা দেওয়ায় নিহত হয়েছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে জীপের পেছনে দাড়িতে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মৃতদেহ। এই ২৬ নম্বর ইউনিট আক্রমণ করেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। সবচেয়ে উল্লাস ছিল এই ২৬ নং ইউনিটেরই। তার বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে কর্ণেল তাজকে করা হয়েছিল- ডি,এস, এ,এম,এল-ডেপুটি অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মার্শাল ল। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল। কন্ট্রোল বলছে 'দ্যাট ইজ জলি গুড। দ্যাট ইজ একসেলেন্ট। বা হি ইজ ইউজিং এভরিথিং হি হ্যাজ গট'।

সেই এভরিথিং এ ছিল ট্যাংক, রিকয়েললেস রাইফেল, রকেট লান্সার ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ছিল পশ্চিম দিক থেকে রেল লাইন জুড়ে ৮১ নং ইউনিট। দক্ষিণ দিক থেকে ৮৮ নং ইউনিট ও উত্তর দিক থেকে

২৬ নং ইউনিট। বাধা এসেছিল জগন্নাথ হল, ইকবাল হল ও লিয়াকত হল থেকে। সবচেয়ে বেশী বাধা এসেছিল জগন্নাথ হল থেকে। ২৬শে মার্চ সকালের দিকে কন্ট্রোল ও ৮৮ নং ইউনিটের মধ্যে যে কথোপকথন হল তা মোটামুটি এইরুপ।

কন্ট্রোল : বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আনুমানিক কতজন হতাহত হয়েছে। আমাকে মোটামুটি সংখ্যাটা বললেই হবে। উত্তর এলো তিনশয়ের মতো।

কন্ট্রোল : চমৎকার। তিনশই মারা গেছে না কেউ আহত বা বন্দী হয়েছে।

উত্তর : আমি একটাই পছন্দ করি। তিনশ মারা গেছে। কন্ট্রোল : ৮৮। আমিও তোমার একমত। ওই কাজটিই সহজ । কিছু জানতে চাইবে না। আবার বলছি চমৎকার।

ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই উপরের কথাগুলোর । ওরা যে কোনও ‘বন্দী’ নেয়নি, সবাইকে হত্যা করেছে সে কথা এর চেয়ে স্পষ্টভাবে জানাতে পারতো না। শুনতে পেয়েছিলাম শহীদ মিনারের কথা: ঐ রাতেই ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। মিনারের নীচের ঘরে ওদের কথায় চারজন ছাত্র লুকিয়ে ছিল, তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। একজন পালিয়ে গেছে। ২৭শে মার্চ সকালে দেখতে গিয়েছিলাম শহীদ মিনার। মাঝখানের মিনারটি সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

শুনলাম মিনারের নীচের ঘরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা ছাত্র ছিল না। কিন্তু ছিল তো আমাদের দেশেরই মানুষ। দেখলাম ভাঙ্গা কাঁচ, দেয়ালে রক্ত। শনিবার রাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অবশেষে শহীদ মিনার ধবংস করেছিল পাক বর্বরেরা। ২৫শে মার্চের সেই কালোরাত্রি যখন শেষ হয়ে আসছিল, হুকুম এলো কন্ট্রেলের যেখানে যত মৃতদেহ আছে সব সরিয়ে ফেলতে। সরিয়ে ফেলতে হবে দিন শুরু হওয়ার আগে। লোকচক্ষুর অন্তরালে। মৃতদেহ সরাতে ব্যবহার করা হয়েছিলো বাঙ্গালীদের। যে হতভাগ্যদের ব্যবহার করা হয়েছিল এই কাজে, কাজ শেষে তাদেরও হত্যা করেছিল ঐ নরপশুরা। মৃতদেহের হিসাব রেখেছিল ২৬ নং ইউনিট।

কন্ট্রোল জিজ্ঞেস করেছিল ২৬ নং ইউনিটকে, রাজারবাগে পুলিশের মৃতদেহের সংখ্যা। উত্তর এসেছিল গোনা শেষ হয়নি। কিন্তু সংখ্যায় অনেক। ক্যাম্পাসের মৃতদেহ কিন্তু ঐ সময়ে সরানো হয়নি। ২৬শে মার্চ সারাদিন রেখে দেয়া হয়েছে। রেডিওতে শুনেছি, কমাণ্ডার গিয়ে দেখবেন ছাত্রনেতা কেউ আছেন কিনা। সেটা দেখার পরই সরানো হবে। তাই হয়েছিল।

২৭শে মার্চ সকালে দেখছিলাম ইকবাল হলের পেছনের পুকুর পাড়ে সারি দিয়ে রাখা দশটি মৃতদেহ। ইচ্ছে করেই সবাইকে দেখানোর জন্য ওভাবে রাখা হয়েছিল কিছু মৃতদেহ। যাতে বাঙ্গালীরা ভয় পায়, নতি স্বীকার করে। দেখেছিলাম জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে বুলডোজার দিয়ে তৈরী গর্ত করে দেয়া গণকবর। মাসখানেক পরে যখন দু’একজন বিদেশী বাংবাদিককে আসার অনুমতি দিয়েছিল পাক সরকার, তখন একদিন রাতে সেই গলিত দেহের অবশিষ্টও তুলে নিয়ে যায় পাক সেনারা।

জিঞ্জিরায় যে হত্যাকাণ্ড চালায় পাক সেনারা কদিন পরে তার পুর্বাভাসও পেয়েছিলাম ঔ রাতে। কন্ট্রোল বলেছিল ৮৮ নং ইউনিটকে যে ওখানে অস্ত্র জমা করা হয়েছে, তাই ঐ জায়গায় সেনাদের যেতে হবে আস্তে আস্তে। রাত ফুরিয়ে এলো দিনের আলো জেগে উঠলো। সারারাত ধরে যা দেখেছি যা শুনেছি কোন কিছূই যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছিলো না।

মন চাইছিলো না স্বীকার করতে যে এত বড় বিপদ নেমে এসেছে। মনে হয়েছিল, কবে এই অমাবশ্যা কাটবে কবে আবার সম্মানের সাথে মানুষের মত বাঁচার সুযোগ পাব? সেদিন একদিন আসবেই, কিন্তু ২৫ শের সেই রাতে একথাও মনে জেগেছিলো, যখন সেদিন আসবে আমিও যেন থাকি তখন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক সেনাদের হাতে লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর বিয়োগান্ত বিবরণ	দৈনিক বাংলা	১৮ ফেব্রয়ারী, ১৯৭২

চিরঞ্জীব শহীদের স্মৃতি
লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

(লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলার দুই নম্বর আসামী যার চোখে দেখেছি বাংলার ছবি, যার মুখে শুনেছি, প্রথম একদফা-বাংলার মুক্তির কথা, তিনি আজ কোথায়? ২৫শে মার্চের কালো রাত্রে কেড়ে নিয়ে গেল তাঁকে শূন্য করে আমার এ ঘর।

আগরতলা মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হতেই শুরু হয়েছিল তার অক্লান্ত পশ্রিম। অবশ্য তার পরিশ্রম অনেক দিনের। ছেলেবেলা হতেই জীবন যুদ্ধে নেমেছেন তিনি । আই,এস সি পাশ করেই তিনি ঘর ছেড়েছিলেন। সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। বিলেতে কেটে গেলো জীবনের ৯টি বৎসর। সেখান হতেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন তিনি। তারপর ছিলেন পাকিস্তানী নৌ-বাহিনীতে।)

১লা মার্চ হতেই দেখলাম তাঁর মাঝে চঞ্চলতা, কর্মব্যস্ততা। ২রা মার্চ কয়েকজন সহকর্মীসহ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। ওদিকে কেন জানি না আমার মন একটা অজানা আশংকায় কাঁপছিল বারবার। উনিও খবর পেয়েছিলেন দুর্দিন আসছে। তাই কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতেই হলো। শুরু হলো লুকিয়ে কাজকারবার করার দিন। ১৫ই মার্চ তিনি ফিরলেন। ২৭শে মার্চ পল্টনে এক জনসভায় আয়োজন করা হচ্ছিল। ২৮শে মার্চ তার আর জীবনে আসেনি।

২৫শে মার্চ এলো সেই ভয়ংকর কালরাত্রি। কে জানত আমার এ জীবনের হাসি গান সবকিছু মুছে নিয়ে যাবে সেই রাত। অকালে আমার ঘর ভেঙ্গে যাবে"। ঘর ভাঙ্গবে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের । ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা হতেই তিনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও মনে হচ্ছিল, উনি যেনো বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। রাত প্রায় ১১টায় ফোন বেজে উঠলো। আমার দুলাভাই ফোন করে ওকে সরে যেতে বলছিলেন। এমন সময় দুটো ছেলে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে কাঁপতে লাগলো। তারা বললো মিলিটারী ওদের জীপের ওপর গুলীবর্ষণ করেছে। ওদের একজনের গায়ে জ্বর ছিল। আমরা সেবা যত্ন করলাম। পরে জেনেছিলাম আমরা সেই অজানা ভাইদের মধ্যে একজন জালেমদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। সে রাত্রে আমরা উপর তলায় আমার এক বোনঝির ওখানে থাকি। নিস্তব্ধ রাত্রিকে সচকিত করে দিয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে গোলাগুলি চলতে লাগলো।

উনি একটা প্যাসেজে দাঁড়িয়েছেলেন। সারাটা রাত এমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কে জানতো সে রাত্রের সেই দাঁড়ানোই হবে মৃত্যুকে বরণ করার প্রতীক্ষা। ভোর হয়ে এলো। নীল আকাশের শুকতারাটি বিদায় ব্যথিত চোখে বুঝি বা শেষবারের মত মাটির পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছিলো। এক সময় উনি এসে জানালায় মাথা দিয়ে ক্লান্ত অলসভাবে দাঁড়ালেন। আমি তাকে অনেকবার বলেছিলাম পিছনের পাঁচিল টপকে পালাতে। বললেন, কোথায় যাব। তাছাড়া যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না।

তিনি বুঝেছিলেন জালিমরা তাঁকে না পেলে অবুঝ অসহায় শিশুদের উপর অত্যাচার করতে পাবে। তিনি পালালেন না। তাঁর ক্লান্ত ভাব দেখে তাঁকে শুতে বললাম। জবাবে উনি বললেন, অনেক কাজ, শোবার সময়

নেই। বরঞ্চ বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর। টেবিলে খাবার লাগানোও হলো, কিন্তু খাওয়া তাঁর হলো না। মনে হলো বাসার চারিদিকে অনেকগুলো গাড়ী দাড়িয়ে গেল।

বুটের দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে চকিতে দেখলাম একজন উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ে হিম হয়ে বললাম, 'তুমি পালাও'। উনি ভেতরের দিকে চলে গেলেন। জালিমরা হুড়মুড়িয়ে উপরে উঠে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেললো। পিশাচরা আমাদের সামন এসে বললো- 'কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম কাঁহা, উসকা বিবি কাঁহা। আচ্ছা করকে উনকো বাঙ্গাল নাদেগা'। দেখে মনে হচ্ছিল সামনে পেলে যেন ছিঁড়ে খাবে।

আমার ভাগ্নী বুদ্ধি করে বললো' ওরা নীচে থাকেন। কিন্তু ওরা কোন কথা শুনলো না। কজন আমার ভাগ্নী জামাইকে নীচে নিয়ে গেল। জালিমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরতে লাগলো সমস্ত ঘর। খুঁজতে নীচে চলে গেলো, আশ্বস্ত হবার আগেই ফিরে এলো আবার । কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আবারও চলে গেল ফায়ার করতে করতে নীচের দিকে। কিছুক্ষণ পর ফায়ারিং থেমে গেল। শোকরগোজারী করলাম আল্লার কাছে। না পেয়ে হয়তো ওরা চলে গেল। বাইরে পর্দ সরিয়ে দেখতে গেলাম।

কিন্তু উ: একি দেখলাম! খোদা, এর আগে যদি চোখ অন্ধও হয়ে যেতো! দু'পা দু'হাত ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে গাড়ীতে তুলছে ওকে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডান পাশটা। আছড়ে পড়লাম মাটিতে। চীৎকার করে উঠতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই ভাগ্নী মুখ চেপে ধরল, 'খালাম্মা চীৎকার করবেন না। ওরা আবার এসে যদি বাচ্চাদের মেরে ফেলে। আপনাকে যদি ধরে নিয়ে যায় টের পেয়ে'।

চমকে থমকে গেলাম। পোড়া চোখ জ্বলে ছাই হলো। বুকের ভেতরটা এক শূন্য বেদনায় হাহাকার করে উঠলো। জ্বলে গেলাম-হায়, একটি মানুষ বিহিন সর্বহারা হলাম আজ। পরে জানতে পারলাম, উনি বাথরুমের দরজার এক পাশে উপায়হীন হয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারে ওরা আবার ওর নাম ধরে জিজ্ঞাসা করে বললো, 'তোমহারা নাম কিয়া'? উনি নির্ভিক চিত্তে বললেন, কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।

আবার ওরা বললো- 'বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। কিন্তু একটা আঙ্গুল তুলে উনি তাঁর শেষ বাণী উচ্চারণ করলেন 'একদফা জিন্দবাদ'। সাথে সাথে গুলি করলো পিশাচ জালিমরা, উনি পড়ে গেলেন। জীবনের অস্তাচলে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত আবার এক আঙ্গুল উঁচুতে তুলে ধরলেন। পরপর গুলি হলো, দ'টো তাঁর মাথায় বিঁধল। আর দু'টো ফসকে গেল। মনে হলো, বুকের রক্ত দিয়ে উনি ধুয়ে দিয়ে গেলেন পরাধীন বাংলার যত কলংক আর মলিনতা-আর রক্তকণিকাগুলো।

কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশা জন্মায়, তাঁকে তো মৃত দেখিনি-শুধু গুলি লাগা অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতেই দেখেছি। তবে কি তিনি বেঁচে থাকতে পারেন না? নীচে দেখলাম রক্তের বন্যা মাটিতে, শুধু ভোরের আকাশ বাতাস, হাহাকার করি উঠলো নেই-নেই-নেই। কোথা দিয়ে সারা বেলা কেটে গেল, রাত এলো শূন্যতার হাহাকার নিয়ে, তারও শেষ হলো। সকাল হলো, কারফিউ ভাঙ্গল কিছুক্ষণের জন্যে । কত মানুষ ছুটে এলো চেনা-অচেনা। চেয়ে দেখলাম কত মানুষ অশ্রুসজল নেত্রে রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিল।

বোবা কান্নায় অসহায় হয়ে ছোট তিনটি শিশু বুকে নিয়ে দুলাভাই ডা: কাজী আব্দুল খালেকের বাসায় ছুটে গেলাম। তাঁরা ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। আবার হাহাকার আর্তনাদ উঠল। কিন্তু কান্নার সময় কোথায়, সান্তনার অবকাশ নেই। পালাতে হবে, যদি আবার জালিমেরা আসে। তাই পাড়ি দিলাম অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে অনিশ্চয়তার পথে। জিঞ্জিরা গেলাম। নৌকা পার হবার সময় গোলাগুলি আরম্ভ হলো।

মানুষের মৃত্যু ভয়াল আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে কেটে গেলো তিনটি দিন। তারপর ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। আমার বড় ভাই ডা: আমজাদ খবর পেয়ে ছুটে এসে নিয়ে গেলেন আমাদের। জালিমরা তারও সবকিছু পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নি:স্ব করে দিয়েছে। তিনিও রাজবাড়ী ফরিদপুরের মুক্তি ফৌজের কমাণ্ডার ছিলেন এবং কয়েকটা অপারেশন করেছেন। এই হলো তাঁর অপরাধ। তাঁকেও পালিয়ে ফেরতে হচ্ছিল।

অথচ আমাদের ফেলে তিনি, আমার অনুরোধ সত্ত্বেও, ওপারে যেতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। আমাদের জন্যই তাঁকে কিছুদিন আগে গ্রহণ করতে হলো একটা ছোট্ট চাকুরী, যাতে সরকার তার পরিচয় না পায়। নানা দুর্যোগ আর ব্যথার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দীর্ঘ ৯টা মাস। পথ চেয়ে বসে থেকেছি মিছে আশা বুকে বেঁধে যদি আসেন তিনি। কিন্তু কই আজো তো এলেন না তিনি। বুকে আশা নিয়ে ছুটে এসেছি এই কর্মকোলাহলপূর্ণ নগরীতে যদি কেউ বলে আছেন তিনি।

দেশ স্বাধীন হলো। খুশীর বন্যায় প্লাবিত হলো চারিদিক। শুকরিয়া করলাম খোদার দরগায়। তাঁর আদরের সাত বছরের শিশুকন্যা শিপু ফুঁপিয়ে শুধালো'' মাগো সবাই আজ এতো খুশী, কিন্তু আমার খুশী লাগছে না কেন? আমার যে খালি বাপির কথা মনে হচ্ছে। কেন আজও তিনে এলেন না। কেন আমার বাপি নেই মা?'' শিশুর মনের এই আকুল করা প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

-মিসেস কোহিনুর মোয়াজ্জেম হোসেন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকা প্রেসক্লাবের উপর ট্যাঙ্কের বোমাবর্ষণ	বাংলাদেশে গণহত্যা বাংলার বাণী	১৯৭২

প্রেসক্লাবের সম্মুখ দিয়ে যে রাজপথ গেছে সেটা ছিল
ঢাকার সেকেণ্ড আপারেশনাল সড়ক অভিযান
জল্লাদ বাহিনীর দ্বিতীয় রুট

-ফয়েজ আহমদ

প্রেসক্লাবের সম্মুখ দিয়ে যে রাজপথ গেছে, সেটা ছিল সেকেণ্ড অপারেশনাল রুট-রাজধানী ঢাকার উপর গণহত্যা অভিযানে জল্লাদ বাহিনীর দ্বিতীয় সড়ক। এখন সেটা স্বাধীন বাংলাদেশের ফরেন অফিস এবং এক সময় কমিশনার্স অফিস বলা হতো। সেই ইমারত আজ অঙ্গন রাতারাতি গড়ে উঠেছিল গেরিলা কৌশলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত জেনারেল মিঠার অধীনস্থ অফিসারদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

ঢাকার সাংবাদিকদের ক্লাবটা তার প্রায় উল্টো দিকে-গুলী গোলার পাল্লার মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে প্রত্যেকটি নাগরিকের চরম বিপর্যয়পূর্ণ কাহিনীগুলো এক দিকে যেমন পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে প্রকাশ পায়, অপরদিকে সব ঘটনার সামগ্রিক একটা আদল আছে। ঘটনার প্রচণ্ডতা, তার বীভৎস রুপ আর পরিণতি প্রকৃত বিচারে একই। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর বিভীষিকাময় আক্রমণ ও অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ডের সার্বিক ইতিহাসের মধ্যে প্রেসক্লাবের ঘটনা অসাধারণ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এই ক্লাবটাকে কেন্দ্র করে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনবিরোধী কোন ব্যাপক প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল বা সে সময় সেখানে শাসন বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত প্রকট ছিল, তা নয়। তবে সৎ ও বলিষ্ঠ সাংবাদিকগণ সে সময় প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশের স্বাধিকারের প্রতি, মুক্তির প্রতি সমর্থন জুগিয়েছেন। তখন বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠে যে ধ্বনি উঠতো সেসব সাংবাদিকের মুখমণ্ডলে তা প্রতিভাত হতো-অনেকের কলমের ডগায় সেটা আরো স্পষ্ট ছিল। দেশের হাজার হাজার বিভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল শেখ সাহেবকে তাঁর হস্ত শক্তিশালী করার জণ্যে, ঢাকায় বা অন্যান্য স্থানের সাংবাদিকরাও তেমনি সমর্থন দিয়েছিলেন (কিছুসংখ্যক সাংবাদিকের ভূমিকা অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়)। তা'ছাড়া এমন অনেক বন্ধু ছিলেন, যারা তাস পেটানো, আড্ডা জমানো, সস্তায় খাদ্য প্রহণ ব্যতীত কোন ঝামেলায় যেতেন না।

সাংবাদিকদের ক্লাব কক্ষের এই সাধারণ পরিবেশটা অবশ্যই অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের সমতুল্য নয়। এমনকি অনেকে এই ক্লাবগোয়ারদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন। বিরুপ মন্তব্য করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। সেক্ষেত্রে তবুও শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত প্রেসক্লাবের উপর সেল নিক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিল কেন? ক্লাব ইমারত ধ্বংস করে দিলেই যে সচেতন সাংবাদিকের বিলুপ্তি ঘটবে, তা'নয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন বা ক্লাব কমিটির সদস্য বিনা দ্বিধায় সামরিক শাসকদের পদানত হয়ে সর্বক্ষেত্রেই যে কলমের ব্যবসা করবেন, সে কথাও গ্রহনযোগ্য হবে না। এবং ব্রাস-হ্যাট জেনারেলগণ সে কথা জানতেন। তবু কেবলমাত্র খেয়ালের বশে নয়, পরিকল্পিত পন্থায় প্রেসক্লাবের উপর ২৫শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্ক থেকে শেলবর্ষণের তাগিদ দেখা দেয়।

দেড় বছর আগের প্রেসক্লাবে শেলবর্ষণের পর থেকে বন্ধু-বান্ধব ও অনেকে এই ঘটনার কারণ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। সমগ্র দেশটা পুড়িয়ে খাক করে দেয়ার, ত্রিশ লক্ষ শান্তি প্রিয় মানুষকে নির্বিচারে হত্যার

যেমন কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা বা যুক্তি বাইরে থেকে সভ্য সমাজের পক্ষে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি, প্রেসক্লাবের ব্যাপারে তাই ঘটেছে। কেউ বলেছেন: সাংবাদিক সমাজকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্যে এটা ছিল তাদের আস্তানার উপর প্রতীক হামলা। আর এক লোক বলেন: প্রেসক্লাবে গেরিলারা প্রতি আক্রমনের জন্যে সুরক্ষিত চৌকি প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে হয়তো ভুয়া তথ্য তাদের কাছে কেউ পৌঁছে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন: সে রাতে প্রেসক্লাবে বহু সাংবাদক আটক পড়েছেন বলে কোন সূত্র থেকে খবর হয়তো সামরিক অফিসারদের কাছে পৌঁছেছিল। এই সুযোগটা তারা ছড়তে চায়নি এবং খবরটা দেরীতে তারা পায় বলেই ভোর রাতে আক্রমণ হয় । রাত তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি প্রেসক্লাবের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। আর এই কারণেই সে রাতে ক্লাবে শেল নিক্ষেপের কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা আমার পক্ষে অনেকটা সম্ভব হয়েছে।

এক্ষেত্রে ২৫শে রাতে প্রেসক্লাবে দু'টো রহস্যজনক টেলিফোন কলের উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই আসে।

ক্লাবে প্রবেশের দশ মিনিট পরেই পরপর দু'টো কল আসে এক বিশেষ আধা-সাংবাদিকের নামে। এই ভদ্রলোক বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল, উকিলদের লাইব্রেরী, সাংবাদিকদের আড্ডা ও অফিসারদের ক্লোজপার্টিসহ সর্বত্রই মোটামুটি পরিচিত। উর্দু প্রস্বর মিশ্রিত বাংলা ও ইংরেজীতে অপর প্রান্ত থেকে উক্ত আধা-সাংবাদিকের সন্ধান করা হচ্ছিল। ক্লাবের ম্যানেজার জনাব কুদ্দুস আমার হাতে ফোন তুলে দিয়ে বললেন: স্যার, চড়া গলায় কা'কে যেন খুঁজছেন ভদ্রলোক।

রুক্ষ কণ্ঠস্বর ও বিশেষ ভাষার ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, সামরিক ঘাঁটি বা সেনানিবাস থেকে কেউ টেলিফোন করছে। উক্ত আধা-সাংবাদিককে না পেয়ে সেই ভদলোক ক্ষেপে উঠেছিলেন ঠিকই, তবে কণ্ঠে তার নৈরাশ্যও ছিল।

টেলিফোন কলের এই ঘটনা কোন অর্থ হয়তো বহন করে, তবে এ থেকে প্রেসক্লাব আক্রমণের কারণ সন্ধান করা কষ্টকর।

এ সময়টা সমগ্র শহরের উপর সুপরিকল্পিতভাবে একযোগে আক্রমণ চলছে।

তখনো ক্লাবের পেছনে বা সামনের দিকে গোলাগুলী আসেনি। তোপখানা রোডের কাছে 'স্বরাজ' অফিস থেকে বেরিয়ে আমি গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাজপথে পড়ে সেকেণ্ড গেটের উল্টো দিকে বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা রিক্সাও ছিল না। কিন্তু সে সময় এই আঙ্গটায় কিছুসংখ্যক দুরন্ত যুবক অন্ধকারের মধ্যে সামরিক যান চলাচল বন্ধ করার জন্যে দ্রুত ব্যারিকেড তৈরী করছিল, ইট-ড্রাম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে।

একটা রিক্সা এসে সেখানে আটকা পড়ল। চালক ত্বরিত গতিতে রিক্সা ঘুরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটলো। আমি জোর করে ধরে তাকে অনুরোধ করেছিলাম। আমাকে একটু আজিমপুরায় নামিয়ে দিন। পুরানো হাইকোর্টের প্রবেশ গেটের কাছে প্রথম বাধা পেলাম-গাছ আর ড্রাম ফেলে ব্যারিকেড করা হয়েছে। সেটা পেরিয়ে কার্জন হলের গেটের সামনে গিয়ে সম্পূর্ণ থেমে যেতে হল। অন্ধকার থেকে কয়েকজন লোক একে বলল, অন্য দিকে যান। আর্মি আসবে। সেখানেও ব্যারিকেড।

রিক্সাওয়ালা বলল, স্যার, আমি আর যাব না ডর করছে।

আমি তাকে ফিরিয়ে আনলাম সেকেণ্ড গেটের দিকে-আজিমপুরার বাসায় সে রাতে আর যাওয়া হল না প্রেসক্লাবের সম্মুখে আমাকে নামিয়ে রিক্সাওয়ালা উধাও হয়ে গেল।

আমি বাধ্য হলাম প্রেসক্লাবে আশ্রয় নিতে। ক্লাব ম্যানেজার কুদ্দুস আর দারোয়ান খয়ের ছাড়া কেউ তখন ছিল না । খয়ের বাইরের গেটে তালা দিয়ে রেখেছে। কুদ্দুস বাসায় ফেরার জন্য আয়োজন করছিল।

মর্নিং নিউজের শহীদুল হককে এবং অবজার্ভারের মুসা ও কে জিকেও কয়েকবার টেলিফোনে চেষ্টা করলাম-লাইন পেলাম না । শেষ পর্যন্ত শহীদুল হককে পেলাম, কিন্তু তখন আর আমাকে প্রেসক্লাব থেকে উদ্ধার করার উপায় ছিল না। সে উৎকণ্ঠার সাথে জবাব দিল, আমাদের সামনে চৌমাথায় আর্মি। গাড়ী বের করা যাবে না । ক্লাবের একটা কক্ষে রাত কাটানো ছাড়া তখন আর উপায় কি!

এর পরই সে দুটো সহস্যজনক টেলিফোন কল এলো। প্রেসক্লাব আক্রমণের সাথে এই ফোন কলের কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর। তবে প্রেসক্লাব আক্রমণের যত কারণই থাকুক না কেন, একটা কারণ আমার কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়।

দারোয়ান খয়ের আমারই নের্দেশে আমাকে দোতালায় লাউঞ্জে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গিয়েছিল। সিঁড়ি ও বাইরের গেটেও তালা ছিল । এ রাড়ীতে কেউ থাকে না, এমন একটা ধারণা দেয়ার জন্যেই সর্বদা দ্বারে বাইরে থেকে তালা দেয়া হয় । আমি তখন ক্লাবে একা-নীরব নিস্তব্ধ ক্লাব এলাকা । সমস্ত আলো নেভানো। গরমের মধ্যেও ফ্যান চালাইনি। বের হবার পথ বন্ধ।

চারদিকে ভয়াবহ আক্রমণ চলছে। তোপখানা রোডের উপর প্লাটুন দৌড়ে যাচ্ছে । ট্রাকের ঘর ঘর শব্দ। আমি রাইফেল ষ্টেনগান, মেশিনগান আর মর্টার শেলের গগনবিদারী বীভৎস শব্দের রাজ্যে একা একটা সোফায় বসে আছি। রাজারবাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিক থেকে গোলার আওয়াজ আসছিল। হঠাৎ মর্তমান ফরেন অফিস ও ইউসিসের তেমাথায় একটা আলো জ্বলে উঠলো-সমগ্র এলাকাটা তঅন দিনের মতো স্পষ্ট। জানালার ফাঁক দিয়ে আর্মির চলাফেরা লক্ষ্য করা সম্ভব । বহুসংখ্যক ট্রাক বোঝাই সৈন্য ক্লাবের সম্মুখ দিয়ে পুরানা পল্টনের দিকে যাচ্ছে।

একটু পরেই নাবাবপুর রেল গেটের দিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। আকাশের দিকে কালো ধোঁয়া আর আগুনের শিখা উড়তে থাকে। তারপর এক সময় পুরানো শহরের মধ্যভাগে বংশাল রোডের দিকে আগন দেখা গেল।

তখন একথা সত্যই যে, শত্রু বহিনী পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংসের অভিযানে নেমেছ-গণহত্যক চলছে। কিন্তু তখনো জানতাম না যে পিলখানায় ইপিআর বাহিনীর সাথে দখলদার সেনাদের যুদ্ধ চলছে। রাজারবাগে বীর পুলিশরা ম্যাগাজীন খুলে প্রতিরোধ লড়াই করছে। পুরনো শহরের গলিগুলোর ব্যারিকেড বিদেশী সেনাদের পথ বন্ধ করে রেখেছে আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলীবর্ষণ হচ্ছে।

এই নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব মুক্তিকামী মানুষ হানাদারদের প্রতিরোধ করছিল তাদের একটা সাহসী দল সেকেণ্ড গেটের পাশের সম্মুখে সারারাত ব্যারিকেড সৃষ্টি করে গেছে। প্রেসক্লাবের ডান দিকে সেক্রেটারিয়েটের শেষ দেয়ালের গা ঘেঁষে যে কাঁচা গলিটা গেছে, তার মুখে সন্ধ্যার সময়ই একটা বড়ো ট্রাক রাখা হয়েছিল এবং তার পাশে কয়েকটা রিক্সা রেখে হানাদারদের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয় । আর সেখানেই একদল দুঃসাহসী যুবক, যারা দোকানদার, রিক্সাচালক গভীর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বড় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে চলছিল।

প্রতিবার ইয়াহিয়ার বাহিনী তোপখানা রোড দিয়ে যারার সময় এইখানে বাধা পেয়েছে, কনভয় থামিয়ে রাস্তা পরিস্কার করেছে। ক্লাব দোতলার দরজার ফাঁক দিয়ে সারারাত দেখেছি সাঁজোয়া বাহিনী বা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্লাটুন এই পথ ধরে পুরানো শহরের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে এই ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রত্যেক বারই সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলত। কিন্তু শেষের দিকে তারা ব্যারিকেডের উপর স্প্রে করে আগুন ধরিয়ে দিত । বাধা পেয়েই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গে স্টেন আর রাইফেল শতকণ্ঠে গর্জে উঠত। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যেই যে কেবল এভাবে অজস্র গুলী ছোড়া হ'ত তা নয়, কল্পিত গেরিলাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হানাদার সৈন্যরা নিজেদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যেও নিষ্প্রয়োজনে ট্রিগার টিপেছে।

রাত প্রায় তিনটার দিকে বড় রাস্তা থেকে ক্লাব বিল্ডিং লক্ষ্য করে কয়েকজন সৈন্য গুলী নিক্ষেপ করে। তখনো আমি ভাবতে পারিনি যে, এটা প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণের ওয়ার্নিং।

ব্যারিকেড উঠিয়ে বা পুড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার পর সৈনারা কেউ থাকত না। দশ মিনিটের মধ্যেই পাশের গলি থেকে কিছু লোক ইট, কাঠের টুকরো, টিন এমন কি ছোট ছোট আস্ত পান-বিড়ির দোকান তুলে এনে রাস্তা বন্ধ করে দিত। এটা ছিল তাদের জন্যে অসহ্য এবং কাউকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে অন্ধকারে গুলী ছোড়া ছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু প্রেসক্লাবের পাশের গলিতে ঢোকার সাহস তাদের ছিল না। আমি ভেবেছিলাম ক্ষিপ্ত ইয়াহিয়া-সৈন্যের এই জাতীয় গোলাগুলীর অংশ ক্লাবে এসে পড়েছিল।

ভোর রাতের দিকে ঢাকা শহরের কয়েকটা অঞ্চলের আকাশ অগ্নিশিখায় রঙিন হয়ে উঠিছিল- নাগরিকদের উপর আক্রমণের তোড়াটা তখন ছিল অনেক বেশী এবং সে সময় অসহায় হাজার হাজার নগরবাসীর কণ্ঠে ছিল নাগরিক এই করুণ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

এর একটু পরই প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আমি তখন একটা সোফা ছেড়ে আর একটায় গিয়ে বসছিলাম। বেরিয়ে পালিয়ে যাবার কোন উপায় তো তখন ছিল না-একটার পর একটা চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ২৪ তারিখ রাতে ৩২নং রোডের বাড়ীতে শেখ সাহেব সাংবাদিকদের একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছিলেন: আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে বলে ওরা সময় পাচ্ছে। এই যদি মনে কর-তবে আমি কি সময় পাচ্ছি না?

ভাবছিলাম যে সময় তিনি পেয়েছেন তা'চব্বিশ ঘন্টা পর অত্যাধুনিক সেনাবাহিনীকে রোখার জন্যে যথেষ্ট কি না। আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে একটা ট্যাঙ্কের শব্দ ভেসে আসলো । ছুটে গেলাম একটা জানালার কাছে। সে রাতে এই প্রথম একটা ট্যাঙ্ক দেখলাম! কমিশনার অফিসের অঙ্গন থেকে ছোট একটা ট্যাঙ্ক (এম ২৪) গর্জন করে ইউসিসের সামনে এসে দাঁড়াল।

ট্যাঙ্কের নলটা ক্লাবের দেকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর কয়েকজন সৈন্য ট্যাঙ্কের কাছে ছুটাছুটি করছে। তখনও আমি ভেবে উঠতে পারিনি যে, প্রেসক্লাবের উপরও তাদের সরাসরি আক্রমণ চলবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম সব অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো তাদের দ্বারা আজ রাতে সম্ভব হয়েছে।

কক্ষ থেকে বের হবার প্রশ্ন ওঠে না। বাথরুমের ব্যাকস্টেয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবলাম। বাথরুমের পেছনের দরজা খুলে দেখলাম, দেয়ালের উপর কতোগুলো ফেস্টুন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছেতাতে ইয়াহিয়ার কার্টুন আর সরকারবিরোধী শ্লোগান খচিত। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে দেখলাম হাতল নেই-অন্ধকারে আমার চেষ্টা করা অসম্ভব। কক্ষের দিকে ফিরে আসার সময় ফেস্টুনগুলো টেনে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। সমস্ত ঘটনাটাই মিনিটখানেকের মধ্যে।

আমি তখনো সোফার কাছে এসে পোঁছাইনি একটা ভয়াবহ শব্দ করে প্রথম শেল এসে কক্ষের মধ্যে পড়ল । কোন কিছু চিন্তা করার পূর্বেই একটা ইসপ্লিন্টার প্রচণ্ড বেগে আমাকে উপড়ে ফলল ফ্লোর থেকে! এই

ইসপ্লিন্টারের প্রচণ্ডতা এত বেশী ছিল যে, আমি কখন ফ্লোরে পড়েছি, তা বুঝতে পারিনি। আমার উপর দিয়ে পরপর আরো তিনটে শেল নিক্ষেপ করা হয়। তারপর সব নিস্তব্ধ। দ'টো দেয়ালের কোণে আমি পড়ে ছিলাম। আঘাতে পশ্চিম দিকের দেয়াল উড়ে গেছে-বাইরে থেকে সবই দেখা যায়।

আমার উপর বাথরুমের একটা কপাট, দেয়ালের ইট পড়ে আছে। ঠিক কত মিনিট পর জ্ঞান ফিরে পেয়েছি, জানি না।

শার্ট ও প্যান্টের অনেক অংশ উড়ে গেছে, চোখে চশমা নেই, সমগ্র শরীর ইটের গুঁড়োতে লাল হয়ে আছে। পড়ে থাকা অবস্থাতেই হাত-পা নেড়ে দেখলাম কোন হাড় ভেঙ্গেছে কি না। বাঁ পা'টা উঠাতে পারলাম না-একটা অংশে অনবরত রক্ত ঝরছিল। শররীরের অনেক স্থানে আঘাতের ব্যথা বেড়ে উঠতে লাগল। ভাবলাম, জল্লাদরা শেল নিক্ষেপ করেই যে ক্ষান্ত হবে, তা' নয়। ক্লাবে ''শত্রুপক্ষের'' অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ করলে পরবর্তীকালে উঠে এসে স্টেন দিয়ে ব্রাস করে যাবে। আমি বাঁ' পাটা টেনে টেনে বাথরুমের পেছনের দরজার দিকে গেলাম।

তখন ভোর হয়ে গেছে। কিন্তু শহরের সর্বত্রই ব্যাপক গোলাগুলী চলছে। শহরে কার্ফু চলছিল জানতাম না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার পরই ক্লাবের বিপরীত দিকের কোয়ার্টার থেকে দারোয়ান খয়ের এসে আমাকে ক্লাবের ডাইনিং রুমে নিয়ে যায়। আমি সেখানে ফ্লোরে এসে বসলাম, সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা।

খয়ের ছুটে গেল একটা লুঙ্গি আনতে আমার জন্যে। কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যেও সে ফিরে আসল না-ক্লাবের পশ্চিম কোণে তখন সৈন্যরা ঢুকেছে। তার বিলম্ব দেখে আমি এটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আমার পা' টেনে টেনে পেছনের দরজা দিয়ে রান্না ঘরের পাশে গেলাম-সেখান থেকে পুকুরের পাশে সেক্রেটারিয়েটের দেয়াল ঘেঁষে যে গলিটা গেছে সেখানে উপস্থিত হলাম বিধবস্ত অবস্থায় । দশ বারোজন ছোট দোকানদার ও রিক্সাচালকদের আশ্রয় পুকুরের ধারের এই ঘরগুলোতে। কয়েকজন আমাকে ধরে নিয়ে একটা চৌকির নীচে লুকিয়ে রাখল। ইতিমধ্যে প্রেসক্লাবে আর তার পাশের সরকারী বাড়ীর মধ্যে সৈন্যেরা প্রবেশ করেছে। আমি সেই ঘর থেকে স্পষ্ট ওদের দেখতে পারছিলাম।

একজন বুড়োকে বললাম: আপনারা এখান থেকে পালান। একটু পরেই আক্রমণ হবে।

বুড়ো: যাবো কোথায়? সারারাত তো এখানেই ছিলাম-আর রাস্তা বন্ধ করেছি ব্যাটাদের। সব গাড়ি থামাতে হয়েছে ওদের, কাউকে বিনা বাধায় যেতে দেইনি।

কিন্তু এখন তো দিন আসছে, সব দূর থেকে দেখা যাবে, বললাম।

পালানোর চাইতে প্রতি আক্রমণের আগ্রহই তাদের মধ্যে প্রবল। জনৈক যুবক, হয়তো কোন দোকান কর্মচারী, সারাত কিভাবে হানাদার সৈন্যদের সন্ত্রাসের মধ্যে রেখেছিল তার বর্ণনা দিল। প্রেসক্লাবের পেছনের অংশে প্রতিবারই তারা আশ্রয় নিয়েছে হনাদারদের তাড়া খেয়ে। সাংবাদিকদের এই প্রেসক্লাবের উপর আক্রমণের কারণটা তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই সমস্ত বীর প্রতিরোধকারীদের কোন সন্ধান তারা করতে পারেনি-তাদের উপর আঘাত হানাও সম্ভব হয়নি।

এই আক্রোশেই ইয়াহিয়ার সৈন্যরা প্রেসক্লাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল-তোপের মুখে প্রেসক্লুবাবটা উড়িয়ে দিয়ে গেরিলাদের স্তব্ধ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সারারাত অন্ধকারের মধ্যে যে গেরিলারা তাদের সন্ত্রাসের মধ্যে রেখেছিল তাদের ধ্বংস করার জন্যে নিকটস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেসক্লাবে শেল বর্ষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গুলীবর্ষণ সকালের দিকে কোন অঞ্চলে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৈন্যরা তোপখানা রোডের উপর দাঁড়িয়ে রাইফেলের নল উঁচিয়ে আছে।

একজন মধ্য ব্যক্তিকে বললাম: এখানে গুলি আসবে, আপনারা সরে যান।

প্রশ্ন করলেন তিনি: আপনি কি করবেন?

তিন-চারজন যুবক দেয়ালের পাশের গাছটায় উঠে আমাকে টেনে দেয়ালের ওপারে নিয়ে গেল । নীচেই সরকারী মসজিদ। সেক্রেটারিয়েটের ভেতরের পরিবেশটা অন্য-প্রত্যেকটি মানুষ আক্রমণের আশঙ্কায় সময় গুনছেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোককে দেখলাম সাদা পোশাকে নির্বাক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আকস্মিকভাবে এক তরুণ এসে জিজ্ঞেস করল: রাতে কোথায় ছিলেন, কোথায় গুলী লেগেছে, শরীরের সর্বত্রই রক্ত কেন? কাপড় বদলানো দরকার। তার অনেক প্রশ্ন।

শান্তি তার নাম। মোতালেব কন্ট্রাক্টারের মিস্ত্রী। এখানেই কাজ করে থাকে। তারপর এলো আরো কয়েকজন-সেই সাদা পোশাকের লোকগুলো।

একজন আমার পরিচয় জানতে চইলেন। বললাম: আমি কুমিল্লায় ব্যবসা করি-রাতে লঞ্চ থেকে নেমে বড় ভাই-এর বাড়ী যাচ্ছিলাম। এ সমস্ত কিছুই জানতাম না। রাতের বেলা তোপখানা রোডে গুলী খেয়েছি।

নিজেকে সাংবাদিক বলতে চাইনি বলে সবটাই মিথ্যে বললাম তাদের কাছে।

এখানে আক্রমণ হলে আপনার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হবে না, চলুন ঐ ন'তলায়। একজন প্রস্তাব করলেন। শান্তি ছেলেটা তক্ষুণি একটা লুঙ্গি নিয়ে এলো ওর ঘর থেকে। আমাকে দু'জনে ধরে দু'নম্বর ন'তলায় নিয়ে গেল। পয়লা মার্চ থেকে দেশে অসহযোগ চলেছে-অফিস -আদালত বন্ধ।

সে কারণে লিফট নেই। পাঁচতলায় গিয়ে পৌঁছলাম। কোন কক্ষই খোলা নেই। কৃষি বিভাগের একটা বাথরুম পাওয়া গেল খোলা। তখন রক্ত ঝরছিল ক্ষত দিয়ে। এই বাথরুমেই ২৬শে মার্চ ও পরবর্তী রাত কাটাতে হয়। বাইরে মৃত্যুর বিভীষিকা।

যারা আমাকে এই স্থানে আশ্রয় দিয়ে চলে গেলেন, তারা, সেক্রেটারিয়েটে প্রহরারত বিদ্রোহী পুলিশ। সকলেই পোশাক খুলে রেখে সাদা পোশাকে সেক্রেটারিয়েট পাহারা দিচ্ছেন। প্রত্যেক্যের কাছে মাত্র কুড়ি রাউণ্ড বুলেট ছিল। তারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে, রাজারবাগ ও পিলখানায় বিদ্রোহ হয়েছে। যুদ্ধ হয়েছে বর্বর বাহিনীর সাথে। বাঙ্গালী পুলিশ ও সেনাদের দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে। লড়াই না করে তারা কেউ মৃত্যুকে স্বীকার করতে চান না।

সাততলার উপর তাদের ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছিল। বিদেশী সৈন্যরা সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করলে এই ঘাঁটি থেকে আক্রমণ করার সমস্ত প্রস্তুতি তাদের ছিল। সেকেণ্ড গেটের ভেতর দিকে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সাতাশ তারিখে দশটার দিকে একজন এসে বললেন, এখন গোলাগুলি বন্ধ। লোকজন রাস্তায় বেরিয়েছে। কারফিউ উঠিয়ে নিয়েছে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা সকল এখানে?

হয়তো সবাই চলে যাব, আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত দিয়ে আসি, চলুন।

দু' জনে ধরে আমাকে নিয়ে এলেন সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেট পর্যন্ত। শান্তি সাথে ছিল।

পরনে লুঙ্গী, গায় গেঞ্জী অথচ তখনো আমার পায়ে ভালো এক জোড়া জুতা ছিল। শান্তিকে বললাম: তোমার বাবার সেণ্ডেল জোড়া দাও-আমার জুতার সাথে বদল কর। নইলে পোশাকে বড্ড বেশী গরমিল দেখাচ্ছে।

বিব্রত শান্তি তাই করল কিন্তু সেও আমার সাথে বেরিয়ে এলো।

আব্দুল গনি রোডে একটা রিক্সা পাওয়া গেল। বিদায়ের সময় একজন বললেন: হাসপাতালে যাবেন না। আহতদের সৈন্যরা তুলে নিয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ওপর দুটি প্রতিবেদন	দৈনিক বাংলা	২১শে জানুয়ারী ও ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে ধীরেন দত্ত ও লে: কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ
শত শত বাংগালীকে গুলে করে হত্যা করা হয়
সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত

২৫শে মার্চের কালোরাতে জল্লাদ ইয়াহিয়ার দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটেছিল? উল্লেখযোগ্য যে হানাদার বাহিনী যে সমস্ত ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে বেশী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ময়নামতি তার মধ্যে অন্যতম। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে যে সমস্ত বাংগালী সামরিক অফিসার ও জোওয়ান আটকা পড়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বাংগালী সামরিক অফিসারদের পত্নীরা কেউ কেউ বেরিয়ে আসতে পেরেছিলন, কিন্তু তারাও বন্দী অবস্থায় থাকায় প্রকৃত ঘটনার কথা বেশী জানতে পারেননি। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই ময়নামতির মত কাব্যিক নামের একটি স্থানে নরপিশাচরা যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল, তার প্রত্যক্ষদর্শী ১ জনার কাছ থেকে আমরা সেখানকার ঘটনার বিবরণ পেয়েছি। এ দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন, সাবেক পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীর সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান এবং অপর জন হচ্ছেন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের বেসামরিক কর্মচারী শ্রী রমনীমোহন শীল। শ্রী রমনীমোহন শীল ক্যান্টনমেন্টে ক্ষৌর কর্ম করতেন। প্রথমোক্ত লেফটেন্যান্ট ইমাম বেঁচেছেন সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে । তিনি জানিয়েছেন যে, তার বেঁচে থাকার এবং মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা তার বাবা যেন এখনো বিশ্বাস করতে চান না।

২৯শে মার্চ লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামানকে হানাদার বাহিনীর লোকেরা গ্রেফতার করে নিয়ে আরো ১ জন সামরিক অফিসারের সংগে একটি ঘরে বন্দী করে রেখেছিলো। ২০শে মার্চ বিকাল চারটার সময় একজন হানাদার সৈন্য ঘরে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে এই তিনজন অফিসারের উপর গুলি চালায়। লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামানের সংগী অপর ২ জন অফিসার সংগে সংগেই প্রাণ হারান। লেফটেন্যান্ট এর গায়েও গুলি লাগে এবং তিনি মনে করেন যে, তার মৃত্যুও হতে যাচ্ছে। গুলি করে সৈন্যটি বেরিয়ে যাওয়ার পর সেখানে একজন সামরিক অফিসার হত্যালীলা তদারক করতে আসে।

এ সময় ইমামুজ্জামান মরার ভান করে পড়ে থাকেন। অফিসারটি তাদের দেখতে এসে বলে ঠিক হ্যায় বাংগালী সব খতম হো গিয়া। এরপর পৃথিবীর বুকে নেমে আসে ঘন কালোরাত্রি। লেফটেন্যান্ট ইমাম ও অন্যান্যরা যে ঘরে ছিলেন তার বাইরে সেন্ট্রি পাহারা দিতে থাকে। ইমাম এসময় দেখেন যে, তিনি নড়াচড়া করতে পারছেন। হাতের কব্জী চোখের পাশে এবং কাঁধে গুলে লাগলেও কি আশ্চর্য ইমাম উঠে দাঁড়ালেন। বিস্ময়াভিভূত ইমাম দেখলেন শুধু উঠে দাঁড়ানোই নয়, তিনি হাঁটতেও পারছেন। মুহূর্তে সংকল্প ঠিক করলেন ইমাম যিনি কাকুলের সামরিক একাডেমিতে পাঞ্জাবী ইন্সপেক্টরদের বাংগালী দাবিয়ে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও তার ব্যাচে ৪র্থ স্থান লাভ করে কমিশন পেয়েছিলেন।

তিনি ঠিক করলেন পালাতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে, এই নরক পুরী থেকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে মৃত সহকর্মীদের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ইমাম পিছনের জানালার কাছে গেলেন। টুক করে জানালা খোলার শব্দ

হলো, বাইরে সচকিত হয়ে গেল প্রহরী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাইরে লাফ দিলেন তিনি। ধপ করে আওয়াজ হওয়ায় লাশ প্রহরারত প্রহরী ভাবল ভূত দেখছে, চিৎকার করে উঠল সে। ইমাম গায়ের শক্তি দিয়ে দৌড় দিলেন, চললেন অন্ধকারে।

এর মধ্যে গুলি হতে থাকল কিন্তু ভাগ্য ভালো ইমামের, একটা গুলিও তার গায়ে লাগেনি। কখনো দৌড়ে, কখনো হেঁটে, কখনো ক্রল করে ইমাম বেরিয়ে এলেন অন্ধকার মৃত্যুপুরী থেকে। সকালের আলোয় তিনি দেখলেন এক বুক সহানুভূতি নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গ্রামবাংলার অনেক মানুষ। যেন মায়ের কোলে ফিরলেন আহত ইমাম। তিনি যত্ন পেলেন, পেলেন সেবা। সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেলেন আরো অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধার সংগে যোগ দিতে।

ইমাম আমাকে জানালেন, বন্দী অবস্থায় তিনি ঘরের জানালা দিয়ে বাংগালীদের গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন । এক জায়গায় বাংগালী ছেলেরা ভলিবল খেলছিল, তিনি দেখলেন হঠাৎ একটি হানাদার সেখানে গিয়ে গুলি চালিয়ে সবাইকে ধরাশায়ী করল । তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। ইমাম তার সংগীদের আর্তচীৎকার শনেছেন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছেন।

তিনি বললেন আসলে শয়তান হচ্ছে গোলন্দাজ বাহিনীর লে: কর্নেল ইয়াকুব মালিক। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে হত্যাযজ্ঞ সেই সংঘটিত করেছিল। মূলত: তার নির্দেশেই চলে এই হত্যাযজ্ঞ। এছাড়া মেজর সুলতান, ক্যাপ্টেন জাহিদ জামান, মেজর মোহাম্মদ ইয়াসিন খোকার (এই পশু নিজ হাতে গুলি করে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম, লেফটেন্যান্ট সালাহউদ্দিন এবং সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতিকুর রহমান সিরাজীসহ আরো অনেককে হত্যা করেছে।)

ক্যাপ্টেন ইকতেখার হায়দার (এই অফিসারের নেতৃত্বে কুমিল্লা পুলিশ লাইনে হামলা চালানো হয়) লে: কর্ণেল মালিকের নেতৃত্বে ২৯শে মার্চ কুমিল্লা শহরে গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। ক্যাপ্টেন আগাবোখারি ও সুবেদার মেজর সুলতান এবং আরো অনেক হানাদার নরপিশাচ নারকীয় উল্লাসে মেতে নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায় বলি ইমাম জানান।

সুবেদার মেজর ফয়েজ সুলতান সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট ইমাম বলন যে, এই নরপশু ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলামসহ বহু লোককে হত্যা করেছে। পাগলা কুকুরের মত এই নরখাদক ক্যান্টনমেণ্টে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো এবং বাংগালী দেখলেই গুলি করে হত্যা করতো।

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে যে সমস্ত শহীদ বাংগালী সামরিক অফিসারদের কথা বললেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন, লে: কর্ণেল জাহাংগীর, লে: কর্ণেল আনোয়ারুল ইসলাম, মেজর খালেক, মেজর শহিদুজ্জামান, খ্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন বদরুল আলম লেফটেন্যান্ট ফারুক, লেফটেন্যাণ্ট এনামুল হক, লেপটেন্যাণ্ট তুর্কে (ডাকনাম), ক্যাপ্টেন আইয়ুব আলী, লে: সালাউদ্দিন, সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট আতিকুর রহমান, সেকেণ্ড লে: হারুনুর রশিদ, ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন সিদ্দিক প্রমুখ।

প্রত্যক্ষদর্শী রমনী শীলের বিবরণ

এরপর আমাদের উল্লেখ করতে হয় নর সুন্দর রমনী শীলের কথা। অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত থাকায় সম্ভবত: হানাদারেরা অন্যান্যদের সংগে বন্দী করে নিয়ে গিয়েও একে হত্যা করেনি নিজেদেরই স্বার্থে।

হয়ত তারা ভেবেছিল পরে সুযোগ বুঝে এদের হত্যা করা যাবে। ক্ষৌর কর্মের মত অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য বর্বর পশুরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সে সময় হয়তো তারা বুঝতে পারেনি, দেবপুর

রমনী শীলের চোখ আছে, আছে অনুভূতি। নরপিশাচদের এই ভুলের জন্য হয়তো রমনী শীল আজো বেঁচে আছেন, বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কজনক নরহত্যার একটি জীবন্ত দলিল হিসাবে। কুমিল্লায় সামসুণ নাহার রারবী শ্রী রমনী শীলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তার বিবরণ পেয়েছি। রমনী জানিয়েছেন, কিভাবে বাংলার কৃতি সন্তান স্বনাম ধন্য-শ্রী ধিরেন্দ্রনাথ দত্তকে হানাদারেরা অত্যাচারের জর্জরিত করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। তিনি জানিয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন।

ধীরেন বাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমনী শীলের চোখের জল বাঁধ মানেনি। মাফলারে তিনি চোখ মুছে বললেন আমার সে পাপের ক্ষমা নেই। বাবু স্কুল ঘরের বারান্দায় অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় প্রসাব করবেন আমি আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় তাকে প্রসাবের জায়গা দেখিয়ে দেই। তখন তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নামেন। তখন আমি ঐ বারান্দায় বসে এক জল্লাদের দাড়ি কাটছিলাম।

আমি বার বার বাবুর দিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলাম বলে জল্লাদ উর্দুতে বলে এটা একটা দেখার জিনিস নয় নিজের কাজ কর। এরপর আর বাবুর দিকে তাকাবার সাহস পাইনি। মনে মনে শুধু ভেবেছি বাবু জনগণের নেতা ছিলেন, আর আজ তার কপালে এই দুর্ভোগ। তার ক্ষতবিক্ষত সমস্ত দেহে তুলা লাগান, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় উপর্যুপরি কয়দিনই ব্রিগেড অফিসে আনতে নিতে দেখি।

রমনী শীলের জবান বন্দীতে ময়নামতির মর্মান্তিক কাহিনীর আরো কিছু অংশ এখনে তুলে দিচ্ছি:

২৯শে মার্চে ক্যান্টনমেণ্ট

গত মার্চের ২৯ তারিখে কুমিল্লা ক্যান্টনমেণ্টে বাংগালী অফিসার বেসামরিক কর্মচারীসহ প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের তিনটি কামরায় আটক করে রাখে। বিকাল অনুমাণিক সাড়ে তিনটায় ৪০ নং ফিল্ড এম্বুলেন্স ইউনিটে কিছু গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। তার পর পরই আমরা দেখতে পাই ক্যান্টনমেণ্টের বিভিন্ন এলাকা থেকে সমস্ত বাংগালী অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে নিয়ে জমা করতে থাকে। এবং এই সংগে আমাকেও আমার সরকারী বাসগৃহ থেকে ধরে নিয়ে আসে।

তিনি, বলেন, ‘‘বেসামরিক, সামরিক বিভাগের সাধারণ ব্যক্তিদেরকে আটক করা হয়। ৪০ নং এম্বুলেন্স এর ফিল্ড কমান্ডিং অফিসার লে: কর্ণেল জাহাংগীরসহ অন্যান্য অফিসারদের এনে আমাদের সংগে আটক কারে। পরের দিন দুপুরে প্রশাসনিক জে: সি: ও সুবেদার আকবর খান, লে: কর্ণেল জাহাংগীর-এর গায়ের জামা খুলে তা দিয়ে তার চোখ বেঁধে ফেলে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

তার উত্তরে উক্ত জল্লাদদ্বয় তাকে ইস্পাহানী স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়। তারপর তাকে ব্রিগেড অফিস প্রাংগণের আনুমানিক ২৫ গজ দক্ষিণে একটি গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় । তাকে এইভাবে গুলি করে হত্যার দৃশ্য আমরা সকল বন্দী ও ব্রিগেড হেড কোয়ার্টরের ব্রিগেডিয়ার থেকে সকল ষ্টাফ অফিসার নিজ নিজ কক্ষে বসে অবলোকন করি।

এর পরপরই ১ লা মার্চে অবসরপ্রাপ্ত সিলেটের অধিবাসী মেজর হাসিব (এস, এসও) এবং শিক্ষা বিভাগের ক্যাপ্টেন মকবুলকে নিয়ে একইভাবে পরপর গুলি করে হত্যা করা হয়। ইত্যবসরে ক্যান্টনমেণ্টে মুজাহিদ বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন মন্তাজ এসে উক্ত জল্লাদদ্বয়কে শাসিয়ে বলে যে একজন একজন করে এভাবে হত্যা করলে সময়ে কুলোবে না, কারণ তিনশত এর মত বাংগালীকে হত্যা করতে হবে। ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে এর

পর প্রতি চারজন অফিসারকে এক একটি দড়িতে বেঁধে নিয়ে একই জায়গায় হত্যা করতে থাকে। পরে অন্যান্য সকলকে এক একটি দড়িতে (১৪ জনকে) বেঁধে নিয়ে হত্যা করে।

এর মধ্যে কর্ণেল জাহাংগীর, ইয়াকুব আলী, মেজর হাসিব, লে: বাতেন, ইঞ্জিনিয়ার্সের একজন কপ্টেন, ব্রিগেডিয়ারের সহকারী কেরানী, নায়েব সুবেদারসহ ১৫ জন কেরানীকে আমি চিনতে পারি। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর ১২ জন বেসামরিক লোক থেকে যায়। সন্ধ্যার ঠিক পরপরই একটি পাঞ্জাবী নায়েক আমাদের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে চুপি চুপি ডেকে আমাকে বলে যে, ‘‘তুমি ঘাবড়িওনা তোমায় কিছু করা হবে না ব্রিগেডিয়ার সাহেব বলেছেন।’’ এ পর্যন্ত বলে রমনী শীল জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার সেই স্মৃতিচারণ করেন। এর মধ্যে নায়েকটি পুনরায় অভয় দিয়ে যায়।

রমনী শীল জানান তার সংগে যে, ১২ জন বেসামরিক লোক ছিল তারা হচ্ছেন ইস্পাহানী হাই স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের দুই পুত্র, রমনীসহ চারজন নরসুন্দর ও ছয়জন ঝড়ুদার। সেই কালো রাত্রি কিভাবে তারা কাটিয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া তখন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একদিন ভোরে মুজাহিদ বাহিনীর সেই জল্লাদ ক্যাপ্টেন মন্তাজ এসে এই বন্দী ১২ জনের সবাইকে ব্রিগেডের কর্মচারী বলি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, এবং নিজ নিজ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য হুকুম দেয় । সে সময় সহকারী অধ্যক্ষের দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন জানতে পারে যে, তারা ব্রিগেডের কর্মচারী নন, ঠিক তখনই তাদেরকে ঐ গর্তের পার্শ্বে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। রমনী শীল জনান যে সারা দিন চোখের সামনে শত শত বাংগালী হত্যার দৃশ্য দেখা এবং সেই সংগে কালো রাত্রিটি অতিবাহিত করা যতটা অসহনীয় ছিল তার চাইতেও কঠিন ও দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়ালো যখন তাকে ঐ সময়ই উপস্থিত জল্লাদদের দাড়ি কাটার নির্দেশ দেওয়া হলো।

অশ্রুসিক্ত রমনী শীল আরো জানান যে, তিনি শুধু বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারের লোকজনকে হত্যা করতে দেখেননি, ব্রিগেড হেকোয়ার্টারের বিপরীত দিকে ২৪ নং এফ, এফ রেজিমেন্টের গার্ডে ক্যান্টনমেন্ট-এর বিভিন্ন ইউনিট হতে জমাকৃত কয়েকশত বাংগালীকে ফতেহ মোহাম্মদ ষ্টেডিয়ামের দক্ষিণ প্রান্তে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন। এই কাহিনী বলতি গিয়ে রমনী শীল কখনো হু হু করে কেঁদে ফেলেছেন, কখনো এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন এটা একটা মামুলী ব্যাপার, আবার কখনো চুপচাপ ‘‘থ’’ হয়ে গেছেন।

তিনি গভীর দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে বলেন, ‘‘বোধ হয় এসব দেখার জন্যই আমি শত শত মৃত্যুর মাঝেও বেঁচে ছিলাম এবং এখনও আছি। আমার বাসা ও ব্রিগেড ডেকোয়ার্টারের মাঝামাঝি জায়গাতেই লে: কর্ণেল জাহাংগীরসহ ২৪ জন অফিসার ও শতাধিক অন্যান্য বাংগালীকে একটি গর্তে মাটিচাপা দিতে দেখি । ঐ সব লোককে মাটাচাপা দেওয়ার সময় গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে কয়েকজন নরখাদক ক্ষৌর কর্ম করতে হয়।

সেখান থেকে দেখতে পাই ফতেহ মোহাম্মদ ষেটডিয়ামের দক্ষিণ পাশের গর্তে নিক্ষিপ্ত কয়েকশত মৃত দেহের উপর পেট্রোল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। পরে বুলডোজারের সাহায্যে গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হয়। রমনী শীল বলেন, সে সব মৃত দেহের কংকাল আমি একনো মাটি খুঁড়ে তুলে দিতে পারব। আড়াই দিন অনাহারে থাকার পর রমনী শীল তার বাসায় পৌঁছার সময় দেখতে পান একটি বৃহদাকার ট্রাক ভর্তি মৃতদেহ (সম্ভবত: কুমিল্লা শহর থেকে আনা) সেই ফতেহ মোহাম্মদ ষ্টেডিয়ামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ট্রাকটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সমস্ত রাস্তাটি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। গত এপ্রিল মাস থেকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেণ্টে সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ এফ, আই ওতে কাজ করার সময় তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন তার বর্ণনা প্রসংগে রমনী শীল বলেন, এফ, আইওর অত্যাচার থেকে ব্রিগেড অফিসের সামনের হত্যাকাণ্ড অনেক ভাল

ছিল। মেজর সেলিমের এফ আইও ইউনিটে যাদেরকে একবার নেওয়া হয়েছে, কাদের মধ্যে খুব কম লোকই ফিরে এসেছে।

গত আগষ্ট মাসে রমনী শীল সি, এম, এইচ, এ বদলী হন। সেখানে তার বাসগৃহের পাশেই হানাদার সৈন্যদের লাশ কবর দেওয়া হত। এই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে রমনী শীল উৎসাহব্যঞ্জক কণ্ঠে বলেন, সারাদিন কাজ করেছি আর সন্ধ্যায় ঘরে বসে পাক হানাদারদের কবরের সংখ্যা গুনেছি। লক্ষ্য করতাম দিন দিন তাদের কবরের সংখ্যা বাড়ছে। রাত্রে এ সমস্ত কবর খনন করা হত। এ দ্রশ্য মনে আশার আলো নিয়ে আসত।

মনে মনে ভাতাম, যে নির্যাতন ও রক্ত ক্ষয় দেখেছি, তা বৃথা যায়নি। প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। তা নাহলে শত শত পাক সেনা কি ভাবে লাশে পরিণত হচ্ছে।

-দৈনিক বাংলা, ২১ জানুয়ারী, ১৯৭২

শুধু কংকাল আর কংকাল

কুমিল্লা, ২৯শে জানুয়ারী। টিক্কা নেয়াজী ফরমান আলীর নরপশুরা ঠাণ্ডা মাথায় বাঙ্গালী নিধনের পৈশাচিকতায় ইহুদী হত্যাযজ্ঞের নায়ক আইকম্যানকেও হার মানিয়েছে। জল্লাদ পাক বাহিনী যে কি নির্মম, কি বর্বর আর পাষণ্ড ছিল তা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের হাজার হাজার বাঙ্গালীর কংকাল, সামরিক, বেসামরিক পোশাক, খসে পা মাথার চুল, হাত, পা বাঁধা অবস্থায় বিকৃত লাশ, চোখ বাঁধা অবস্থায় কংকাল নিজ চোখে না দেখলে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

ময়নামতী পাহাড়ের গর্তে লুকায়িত ছিল প্রাচীন সভ্যতার অনেক প্রতীক। ইতিহাসের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রত্নতাত্ত্বিকের সভ্য জগতের নিকট গর্বের সঙ্গে এ বহু প্রাচীন সভ্যতার দ্বার খুলে আজকের সুসভ্য মানব জাতিকে দেখাচ্ছেন হাজার হাজার বছর আগেও এ অঞ্চলে ছিল সুসভ্য সংস্কৃতিবান একটি জাতি।

কিন্তু এই ময়নামতিতেই হানাদার বাহিনী গত ২৫শে মার্চের পর থেকে যে হিংস্রতা আর বর্বরতার প্রমাণ রেখে গেছে গভীর কম্যাণ্ড পোষ্ট অগভীর মাটির নীচে, গর্তে এবং জংগলের মধ্যে, আজকের মানুষই শুধু নয়, ভরিষ্যতের মানুষও তা দেখে ঘৃণায় আর ভয়ে শিউরে উঠবে।

বস্তুত: গোটা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টই ছিল একটি কসাইখানা। কসাই ছিল হানাদার বাহিনী আর তাদের দালালরা। সেখানে তারা খুন করেছে হাজার হাজার বাঙ্গলীকে। সেই বদ্ধভূমিটা আজ একটা কবরস্থান। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট এলাকাটা পাহাড়ি অঞ্চল। উঁচু নিচু । কোথাও কিছুটা সমতল ভূমি। ঘন শণ আর কাশ বনে ভরা।

গত শনিবার শ্রী রমনী শীলকে নিয়ে আমি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পৌঁছি। ক্যান্টিন পেছনে রেখে কয়েক গজ এগুনোর পরই হাতের ডান দিকে আমাকে দুটো কম্যাণ্ড পোষ্টের গর্ত দেখান।

মাটি সরিয়ে সেখানে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর দেখতে পাই তা যেমন ভয়ংকর তেমনি মর্মবিদারক। কংকাল। অনেকগুলোর উপরই সামরিক পোশাক। আর আছে সামরিক টুপি, কোমরের বেল্ট, সামরিক পরিচয়ের প্রতীক। পরে কুমিল্লা পুলিশ সুপার শ্রী চিত্তাবিনোদ দাস জানান, এ গর্তটিতে পে বুক, চেক বই, কলম, হাতের ঘড়ি, চশমা, টুপি ও নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু টাকা পাওয়া গেছে।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের পরিচয় প্রতীক। রমনী শীল যে এ ক্যান্টনমেন্টে দীর্ঘ বছর ধরে ক্ষৌর কার্যে নিয়োজিত ছিল, ও মনসুর আলী যে দীর্ঘ দিন ধরে এখানে জুতা মেরামতের কাজ করতো, উভয়েই এই বাঙ্গালী নিধন পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জাহাঙ্গীর, কয়েকজন মেজর, আর্মি এডুকেশন কোরের ক্যাপ্টেন মকবুলসহ মোট ২৪ জনের লাশ একটা স্তর প্রথম গর্তে পাওয়া গেছে।

একটি লাশ মহিলার বলে মনে হয়। সারা দুপুর আমি বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘুরে ঘুরে দেখলাম্ আমার সঙ্গে নর সুন্দর রমনী শীল আর জুতা মেরামত কারী মনসুর। তারা আমাকে শহ শত গর্ত দেখালো। কোন কোন গর্ত হতে শেয়াল লাশের কিছুটা টেনে বের করেছে। অনেক গর্ত থেকে ভেসে আসছে পূতি গন্ধ। এখানে সেখানে এলোমেলো পড়ে রয়েছে জামা কাপড়, গেঞ্জির টুকরো। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি মাঠ। সেখানে হেলিকপ্টার উঠানামা করে।

তার দক্ষিণে আরো একটি মাঠ। সেটা কিছুটা নীচু। সমস্তটা জায়গা জুড়ে রয়েছে গর্তের পর গর্ত। প্রতিটি গর্তেই অসংখ্য কংকাল। আর মাঠটায় ছড়িয়ে রয়েছে শত শত অসহায় বাঙ্গালীর হাড় আর মাথার খুলি। কোথাও পড়ে রয়েছে খসে পড়া মাথার চুল। পূর্বদিকে বিরাট বিরাট তিনটি ডোবা দেখালো আমাকে রমনী শীল। দেখলেই বোঝা যায় সেখানে মাটি কেটে আবার চাপা দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের লাশ এখানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে বলে তারা আমাকে জানালো।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তরফ হতে এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সবগুলো খুঁড়তে সময় লাগবে। নরসুন্দর রমনী শীল ৩৫/৪০ বছর বয়সের ছোটখাটো মানুষটা আর মনসুর আলী লম্বা হাল্কা গড়নের প্রৌঢ়। উভয়ে দীর্ঘ দিন ধরে এ সামরিক ছাউনীতে কাজ করতো । গত ২৭শে মার্চ বিকেল ৫টার দিকে কোয়ার্টার মাষ্টার মিটিং আছে বলে উভয়কে ব্রিগেড অফিসে ডেকে নিয়ে যায়।

সেদিন থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তাদের ঐ অফিসে আটকে রাখা হয়। তাদের সঙ্গ আরো ৫০ জন লোক ছিল ঐ কক্ষে বন্দী। ২৯শে মার্চ বিকেল অনুমান চারটার দিকে তারা দেখতে পায় ব্রিগেড অফিসের পাশের কুল গাছটার নেচে তাদের প্রিয় বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের গুলি করে নর্মিমভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রথমে একজন একজন করে ও পরে তাড়াতাড়ি নিধনযজ্ঞ শেষ করার জন্যে ৩/৪ জনকে এক সাথে কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা ও দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাত বাঁধা অবস্থায় ঐ কুল গাছের নিচে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পরদিন ভোর বেলা তাদের মাটিচাপা দেয়া হয়। ওরা সবাইকে জানিয়েছে যে তাদের চোখের সামনেই অন্তত: তিনশতেরও বেশী লোককে খুন করা হয়েছে। রমনী শীল ও মনসুরের সাথে যারা বন্দী ছিল তাদের মধ্যে অতি আবশ্যক কাজ সমাধানের জন্য দু'চারজনকে রেখে বাকী সবাইকে ৩০শে মার্চে খুন করা হয়। তাদের দুজনকে খুন করা হয়নি কিন্তু হুকুম ছিলো সামরিক ছাউনি এলাকার বাইরে তারা যেতে পারবে না।

সে হুকুমেই তারা সেদিন মেনে নিয়েছিল প্রাণে বাঁচার জন্য। তাদের চোখেমুছে সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর ভয়াল ছাপ আজো বিদ্যমান। এ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় বিশ্বের এ জঘন্যতম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ব্রিগেডিয়ার শফির নেতৃত্বে। হত্যাযজ্ঞে তার সহযোগীরা ছিল কর্ণেল খিজির হায়াত খান। আর্টিলারীর লেফটেন্যান্ট মীর, মেজর সুলতান আহমদ, ক্যাপ্টেন বোখারী, ক্যাপ্টেন জাবেদ ইকবাল, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বার্কি, সিকিউরিটি বিভাগের মেজর সেলিম, মেজর মোস্তফা, মেজর সিদ্দিকী ও ক্যাপ্টেন কবির। এই নরপশুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৈশাচিকতায় সহযোগিতা করে কুমিল্লা ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম, কে আমীন ও কুমিল্লা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের অবাঙ্গালী ম্যানেজার আলীম।

সে আজও কুমিল্লায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আলীমকে খুঁজে বের করা হলে আরো তথ্য উদঘাটিত হবে বলে স্থানীয় জনসাধারণ মনে করেন। জুতো মেরামতকারী মনসুর আলী আমাকে জানিয়েছে যে, ১১৪ নং ব্রিগেডের খান সেনারা বহু মহিলাকে এমন কি কোলে নবজাতসহ মহিলাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে এনেছে। এদের ভাগ্যে কি পরিণতি ঘটেছে তা সে জানে না সামরিক ছাউনীর পাশে দ্বিতল ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলের উপরের সব কয়টি কক্ষে বহু দিন ধরে নির্যাতিত মহিলারা বন্দী ছিলেন। তাদের অনেকের আর্তচীৎকারে আশপাশের লোকজন শিউরে উঠতো বারবার। মিত্র বাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ৬০/৭০ জন লাঞ্ছিতা মহিলাকে উদ্ধার করেছে বলে কোতোয়ালী পুলিশ সাব ইনেসপেক্টর বজলুর রহমান আমাকে জানিয়েছেন। তাছাড়া ঐ সময় আরো অনেকে পালিয়েও গেছে। কুমিল্লা কোতোয়ালী পুলিশের মতে শুধু মাত্র সামরিক ছাউনীতেই চার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুলেব শিক্ষক মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ক্যান্টনমেণ্ট স্কুলের অবাঙ্গলী শিক্ষককে একদিন আলোচনা করত শুনেছেন এখানে ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীকে নিধন করা হয়েছে।

ঐ তিন শিক্ষক হচ্ছে, মঞ্জুর, সাইদ ও সোলেমান। মঞ্জুর আর সোলেমান ত্রিশ হাজার বাঙ্গলীকে হত্যা করার ঘটনা সানন্দে প্রকাশ করার সময় সাইদ মন্তব্য করেছিল 'ইয়ে কুছ নেহী, মামুলী হ্যায়'। পশুদের কাছ থেকে অন্য কোন মন্তব্য আশা করা যায় কি?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নারায়ণগঞ্জে দ'জন ছাত্রের হত্যা কাহিনী	দৈনিক ইত্তেফাক	৫ জানুয়ারী, ১৯৭২

তোমাদের খুনে পবিএ এ মাটি-

"ওরা আমাকে গুলী করেছে। ডাক্তার ডাকো, ডাক্তার" বলেছিল নারায়ণগঞ্জ ছাত্রলীগের সভাপতি ১৮ বছরের তরুণ মোশাররফ হোসেন মাশা। ২৭শে মার্চ হানাদার বাহিনীর গাড়ীর শব্দে নারায়ণগঞ্জের স্তব্ধ পরিবেশ ভেঙ্গে গেল। শহরের উপকণ্ঠ জামতলায় সবাইকে নিয়ে মোশাররফ হোসেন মাশা প্রস্তুত হয়েই ছিলো। ওদের রাইফেল গর্জে ওঠে। হানাদার বাহিনী থমকে দাঁড়ায়। ২৯শে মার্চ হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশ করলো। মর্টারের গর্জনে ট্যাঙ্কের নিনাদে ভীতসন্ত্রস্ত শহরবাসী পালাতে থাকে শহর ছেড়ে। এতদিনের জনকোলাহল মুখ শহরে নেমে এলো মৃত্যুর বিভীষিকা।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। হানাদার বাহিনীর গাড়ীগুলো ঘুরছে এদিকে-সেদিকে । মাশা টান বাজারে ওদের কার্যলয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সহকর্মীদের নিয়ে ভাবছে কি করা যায়। এমন সময় নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন জনৈক কুখ্যাত দালালের ইঙ্গিতে হানাদার বাহিনী ওদের কার্যালয়ে প্রবেশ করে ওদের আক্রমণ করলো। হানাদার বাহিনীর গুলীতে আহত হয়ে মাশা ঢলে পড়ে। মাশার বুকের রক্তে ভিজে যায় কার্যালয়ের কক্ষতল। আহত মাশার বুক চেপে ছুটে যায় ওর মা বাবার কাছে । বলে, ডাক্তার ডাকো-আমি বাঁচবো, আমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে আমার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গলী ভাই-বোনকে। কিন্তু কোথায় ডাক্তার! শহরে তখন ভীতির রাজত্ব, চারিদিকে তখন আর্ত মানুষের মরণ হাহাকার। ডাক্তারের অভাবে রাত ১ টায় এই তরুণ দেশপ্রেমিকের প্রাণবায়ু বেদনা ব্যথিত বাংলার আকাশে মিলে গেল। শহরের স্তব্ধ পরিবেশে জেগে উঠলো আর একটি আর্ত চীৎকার।

বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী মাশা কেবল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সুনাম অর্জন করেনি, বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রতিভার পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে। মাশা আজ আমাদের মধ্যে নেই।

ও কি জানতো, এমনি করে ওকে বিদায় নিতে হবে, ওর এত প্রিয় বাংলাদেশ থেকে। ও কি ভেবেছিল ওরা আসবে, নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ভিক্ষা করে আনা অস্ত্র নিয়ে।

কিন্তু ওরা এলো। ২৮ শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ওদের উপর হীন আক্রমণ চালালো। চিত্ত বীরের মতোই তাদের আটকাতে গিয়েছিল। গর্জে উঠলো হানাদার বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র। চিত্ত ঢলে পড়লো ওদের টানবাজারের ছাত্রলীগের কার্যালয়ের কক্ষতলে। হানাদার বহিনী একটি গুলী করেই ক্ষান্ত হয়নি, পরপর চারটি গুলী করেছে, ওর মৃতদেহটি কার্যলয়ে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে।

বন্দর হাইস্কুলের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মবীর এবং দেশভক্ত চিত্তকে আমরা ভুলব না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা’’	দৈনিক বাংলা	২০ জানুয়ারী, ১৯৭২

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নরপশুরা

ওরা যখন ওদের ফুপার রক্তাক্ত লাশ জড়িয়ে কাঁদাছিল তখন পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনটি নরপিশাচ অট্টহাসি দিয়ে ওদের বিদ্রুপ করছিল। ২৭শে মার্চ শনিবার । হানাদার বাহিনীর ৬টি জীপ ঢাকা থেকে নদী বন্দর নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়ে দীর্ঘ ১০ মাইল পথের দু’পাশেই চালিয়েছিল হত্যাযজ্ঞ। কামানের গোলা আর মর্টারের শেল দিয়ে জ্বলিয়ে একাকার করিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ঘরবাড়ী। অবশেষে নারায়ণগঞ্জ শহর উপকণ্ঠে এসে জেটি মাসদাইরে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

পরে হানাদার দস্যুরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল নিরস্ত্র নিরীহ নারী-পুরুষের উপর। এতে অনেক জীবন অকালে ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুক থেকে। মাসদাইরেই ছিল জনাব জসিমুল হকের বাড়ী। তিনি ছিলেন জামিল ডকইয়ার্ডের মালিক। নারায়ণগঞ্জ শহরে সকলের পরিচিত। জনাব জসিমুল হক ও তার স্ত্রী হত্যা সম্পর্কে কিছু জানার জন্য আমি তাদের মাসদাইর গ্রামের বাড়ী যাই। বাড়ীতে কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েরা সবাই অন্যত্র আত্মীয়স্বজনের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।। ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছিল হীরা নামে একটি কিশোরী।

মিসেস হক তার ফুফু। হীরাও সেদিন জনাব হক এবং ফুফুর সাথে মৃত্যুর সারিতে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে আজও সেদিনকার ভয়ংকর দৃশ্য ছবি হয়ে আছে। কেমন করে হীরা বেঁচে গিয়েছিল এখন সে তা ভাল করে বলতে পারে না। কিন্তু সেদিনকার ভয়ংকর দৃশ্য সে ভুলতে পারেনি মোটেই। হীরা বলেছিল ২৭শে মার্চের দুটোয় সাত-আটজন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ীতে হানা দিয়ে চারিদিকে গুলী করতে থাকে। তখন ঘরের মেঝেতে আমরা সবাই শুয়ে পড়ি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে রাইফেল ও এল, এমজি নিয়ে এসে হানাদারেরা গালাগালি দিতে দিতে আমাদের ঘরের বাইর আসতে বলে। আমরা একে একে বাইরে আসি। হানাদারেরা আমাদেরকে বাইরে এনে আংগিনায় দু’সারিতে দাঁড় করায়। পাশের বাড়ীর লোকজনও ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ওদের সবাইকে ওরা হত্যা করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে। অবশ্য তার আগে টাকা পয়সা লুট করতে ওরা ভুলেনি। হীরার ফুফু আসমাও রেহাই পাননি। তার বুকে বেওনেট চার্জ করে পরে গুলী করে তাকে হত্যা করে।

আমি আর শেলী (ফুফাতে বোন) তখন ফুফার লাশের কাছ থেকে বাড়ীর ভিতরে ফুফুর খোঁজে এসে এই ঘটনার সম্মুখীন হই। আমাদের দেখে ফুফু আম্মা ডাক্তার ডাকতে বলে আলমারি থেকে ‘‘নভালজীন’’ ট্যাবলেট দিতে বলেছিলেন। তখন ফুফু আম্মার শরীর থেকে রক্তের স্রোত বইছিল। শেলী কাপড়চাপা দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। টিলিফোনে ডাক্তার ডাকছিলাম। ডাক্তার পেয়েছিলাম, কিন্তু এলাকাটার নিরাপত্তার কথা ভেবে ডাক্তার আসেননি। তখন চারিদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ আর মৃতপথযাত্রীদের যন্ত্রণা ও চীৎকার যেন এক প্রলয় বইছিল বাইরে।

ইতিমধ্যে আমাদের অপর একটি ঘরে হানাদারেরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফুফু আম্মা তখন বেদনায় গোঙ্গাচ্ছিলেন। বাঁচার চেষ্টায় তিনি অস্থির। আমাকে তিনি পাকঘর থেকে দুধ এনে দিতে বললেন। আমি দুধ এনে ফুফু আম্মার মুখের কাছে ধরলে অতি কষ্টে দুধ পান করে ফুফা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমে শেলী ফুফার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্ত আমি ফুফু আম্মার অন্তিমকাল বুঝতে পেরে বলেছিলাম ফুফাকে ওর মেরে ফেলেছে।

এ কথা শুনে ফুফু আম্মা একটি দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলে আমাদেরকে শুধু বললেন, তোর ফুফার কবরের পাশে বাড়ীর তেঁতুল গাছের তলায় আমাকে কবর দিস। সন্ধ্যার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণ	দৈনিক বাংলা	৩ এপ্রিল, ১৯৭২

জিঞ্জিরায় নারকীয় তাণ্ডব

মোঃ সাইফুল ইসলাম

২রা এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সাল। একটি প্রভাত। কেরানীগঞ্জের একটি রক্তাক্ত প্রভাত। মাত্র কয়েক ঘন্টায় মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম পশুদের আক্রমণে করে গেলো শত শত প্রাণ: লুণ্ঠত হলো কেরানীগঞ্জ, ছাই হয়ে গেলো গ্রমের পর গ্রামের পাস গ্রাম। ধর্ষিতা হলো কেরানীগঞ্জের অনেক মা বোন। রক্তের বন্যা বয়ে গেলো প্রতিটি গ্রামে। সৃষ্টি হলো রক্ত নদী সে নদী মিশে গেলো বাংলার রক্ত সমুদ্রে।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে পাক বর্বর বাহিনী যখন আক্রমণ চালায় ঢাকা নগরীতে, যখন নরপশুরা মর্টার আর মেশিনগানের ষ্টিমরোলার চালায় বুড়িগঙ্গার উত্তর পারের বাসিন্দাদের ওপর যখন নগরবাসীদের হাহাকার আর্তনাদ আর করুণ চীৎকার প্রতিধ্বনিত হয় নদীর দক্ষিণ পারে তখন কেরানীগঞ্জবাসী শুধু আশ্চার্য ও বিমূঢ়ই হয়নি, প্রতিবাদ তুলেছিলো, দলে দলে এসে জমায়েত হয়েছিলো নদীর এপারে গভীর রাতের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রি পেরিয়ে ভোর হলো। সগরবাসীরা প্রাণভয়ে নগরী ছেড়ে কেরানীগঞ্জের গ্রামে এসে ভীড় করতে লাগলো। প্রত্যেকের মুখে মলিনতার ছাপ স্বজন হারানোর। গন্তব্যস্থল ঠিক নেই সম্পূর্ণ অচেনা গ্রাম, শুধু জানটুকু সম্বল, টাকা পয়সা জিনিসপত্র কিছুই নেই সাথে। শুধু একটু ঠাঁই, একটু বাঁচার প্রচেষ্টা। ২৬শে মার্চের পরে পরপর কয়েকটি দিনে নগরীর প্রায় সমস্ত লোক বুড়িগংঙ্গা পেরিয়ে চলে এলো এই কেরানীগঞ্জে। যে যেভাবেই পেরেছে ছুটে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকেই স্বজন বিচ্ছিন্ন। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই চলে এলেন কেরানীগঞ্জে। আর কেরানীগঞ্জবাসী? সেবায় এলো কেরানীগঞ্জের প্রত্যেকে। শহরের মাতাকে করে নিল মাতা, পিতাকে পিতা, ভাইকে ভাই, বোনকে বোন। নগরীর প্রত্যেককে বুকে করে নিল কেরানীগঞ্জ। কারো অসুবিধে নেই, সব এক।

অবশেষে নেমে এলো কেরানীগঞ্জের বিভীষিকাময় সেই সকালটি। পৃথিবীর ঘৃণ্যতম পশুরা শহর থেকে দৃষ্টি ফেরালো। বক্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি কেরানীগঞ্জে। ইতিমধ্যে শহরের অনেকেই ভয়াতুর মনে চলে গেছে শহরে নিজ নিজ আবাসস্থানে। ছলছল দৃষ্টি নিয়ে বিদায় নিয়েছে তারা।

২রা এপ্রিলের আগের রাতে কেরানীগঞ্জের অনেক স্থানে শোনা গেলো এক চাপা কণ্ঠস্বর-মিলিটারী আসতে পারে।

অবশেষে ভোর হলো। কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। সহসা শোনা গেলো কামান আর মর্টারের শব্দ। অনেকে লাফিয়ে উঠলো ঘুম থেকে। যে যেখানে পারলো ছুটাছুটি করতে লাগলো। শুরু হলো নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চারিদিকে কেবল চীৎকার শুধু প্রাণ বাঁচানোর আকুল প্রচেষ্টা। পশুরা রাত্রিভর প্রস্তুতি নিয়েছিল। কেরানীগঞ্জকে ঘিরে রেখেছিলো। ক্ষেতের মধ্যে নালা কেটে যখন তারা প্রস্তুতি নেয় কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। ঝোপ, ঝাড়, পুকুর, ঘরের ছাদ যে যেখানে পারলো সবাই আত্মগোপন করলো। কিন্তু খুনী টিক্কার কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার বশীর রেহাই দেয়নি কাউকে। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বলিয়ে দিলো। মেশিনগান আর

টমিগানের প্রচণ্ড আওয়াজে সকলেই বিচলিত। সমানে চলল জিনজিরা, সুভাড্যা ও কালিন্দী ইউনিয়নের লোকদের উপর গুলী, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষিতা হলো কেরানীগঞ্জের মা বোনেরা। প্রত্যেকটি ঘর আক্রান্ত হলো তিনটি উইনিয়নের। অবশেষে হত্যাযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটলো। বর্বর বাহিনী কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার বশীরের নির্দেশ মত থেমে গেল। রেখে গেল এক রক্তাক্ত কাহিনী।

প্রতি গ্রাম থেকে খবর এলো অসংখ্য মৃত্যুর। শত শত লাশ। রক্তে রঞ্জিত লাশ, পিতার বুকে জড়ানো শিশুর লাশ, মার কোল থেকে গুলী খেয়ে ছিটকে পড়া শিশুর বিকৃত বীভৎস লাশ, মায়ের লাশ, বোনের লাশ, বর্বর পিশাচের দল রক্তের নদী বইয়ে দিল কেরানীগঞ্জে।

প্রতিটি ঝোপ-ঝাড় নালা-ডোবা, আর কাশবন থেকেও পাওয়া গেলো অসংখ্য লাশ। এমন কোন বাড়ী নেই, যে বাড়ীর ক্ষতি হয়নি। প্রতি গ্রামেই বর্বর বাহিনী বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দু এলাকাগুলো পুড়িয়েছে বেশী। এমনকি মসজিদ ও বাদ যায়নি। খোলা মাঠে পড়ে থাকা লাশে নিজের হারিয়ে যাওয়া আপন জনকে খুঁজে ফিরেছে কেরানীগঞ্জের লোক। খান সেনারা প্রত্যেক গ্রামে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। শহর থেকে আসা অনেক অপরিচিত লোকের লাশকে নিজ হাতে গোর দিয়েছে এখানকার লোকেরা।

মান্দাইল ডাকের সড়কের সামনের পুকুর পারে দস্যুরা এক স্থানে প্রায় ষাটজন লোককে হত্যা করে। কালিন্দীর এক বাড়ীতে বর্বর বাহিনী পাশবিক অত্যাচার করতে গিয়ে এগারজন মহিলাকে হত্যা করে। খোলা মাঠ ও গ্রাম দিয়ে যখন গ্রামবাসী ছুটাছুটি করে প্রাণভয়ে তখন খান সেনারা উপহাস ভরে চালিয়েছে ব্রাশ ফায়ার। বহু অপরিচিত লাশ এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রড়ছিল। অজানা স্থানে ইতস্তত বিকৃত বীভৎস লাশ কুকুরকে খেতে দেখেছে কেরানীগঞ্জবাসী। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ভাইয়ের বিকৃত লাশ দেখে সংজ্ঞাহীন হয়েছে এখানকার মানুষ। মেয়েকে পিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া, ভাইকে বোনের সামনে মারা, সন্তানসম্ভবা মাকে ছেলের সামনে হত্যা, প্রভৃতি করুণ দৃশ্য দেখার তিক্ত অভিজ্ঞতা কেরানীগঞ্জবাসীর। সে অভিজ্ঞতা ২রা এপ্রিলের।

জিঞ্জিরা ধ্বংসলীলার আরো বিবরণ-

On the night of 25 March a severe measure was taken by the army, against the fireservice in the city. I dit not then realise why these innocent people doing essential humanitarian services were butchered in that manner. The wholesale arson atarted in April together with the perpetual curfew during the night poignantly brought home the realisation that the massacre of the fire-men with their equipments and vehicles, ytet unheard of inhuman history, was part of a calculated plan, to deprive the people of any means of extinguishig fire after atroncious military action. Almost every night flames of fire and smoke could be seen in the sky and it was from the direction of the smoke that people guessed about the ara which was set on fire, although none came, out to enquire about the fire as the city was in the grip of curfew. During the whole week when houses were being burnt people were leaving Dacca in still larger numbers and this time the exodus was as true of the new city as also of the old city. It was estimated that population in the city was reduced to one-third of its previous size. People in their desperation to leave the city and take shelter in the safer region of the country-side abandoned their houses leaving all valuables to be looted and plundered. Men, women and children crossed the Burigana and began their long marches from the other side of the river. It is with great difficulty that we resisted the temptation to join the evacuees. Everyone we

met during these days either told us that he had left already and came back to look after the house by day or that he was contemplating to leave in a day or two. As the night crept in and with it the curfew the whole atmosphere became one of gloom and despair.

While the pendulum of our heart swung between life and death and we were thinking seriously of crossing over to the other side of the Buriganga our milkman, who hailed from jinjira dissuaded us from doing so. He told us that people who had moved out already were in great troubles. The exodus made life in the area difficult. According to an estimate the population in Jinjira had swollen to about one hundred thousand. Then suddenly came the catastrophe on the night following 1st April, similar to the one that occurred on the night following 25th March. On both occasions the da preceding was a Thursday. On both occasions the morning hours of Friday witnessed the greates massacre. We were awakened from our sleep at 5 A.M. on Friday the 2nd April by an equally severe and deafening sounds. It was still dark and time for Morning Prayer. Were Thursday nights and Friday mornings favourite operational hours for the army of the so-called Islamic State? Was the morning Azan on each Friday to be replaced by the furious sound of guns? These were the questions we asked ourselves. At once we went up to the roof and heard roaring sounds still raging while the smoke enveloped the entire southwest of the city. The roof of Mitford Hospital was made the base of operation and guns were fitted there. It was reported t6hat thousands of lives were cut short in Jinjira in this big military swoop. Those who sought safety from the city during the last six or seven days fell easy victims to this unprecedentede barbarity of the army. There were a few lucky souls, however, who miraculously escaped even from this massacre. We heard pathetic stories of several brothers returning from the mosque after Morning Prayer when they were lined up by the army men. Every time one brother was aimed at by the gun he looked to the eldest brother for guidance. The eldest brother advised him to rememder his Lord till at last when his own chance came the man in charge of the operation ran short of bullets and the victim escaped after slight injury. We heard stories of people hiding in pools of night-soil, or pounds covered by water-hyacinth, stories of mother separated from children, of brother separated from brother, and of wife separated from husband and yet eluding detection by the brutes. The army plundered the Jinjira Bazar, robbed many people of their wealth and destroyed crores of rupees worth of food-grains stocked in the area. The whole operation was directed against fugitives from Dacca, amongst whom, they alleged, were two leaders of the Mukti-Bahini, whom they searched relentlessly. For quite sometime after the incident the story got currency that the army people asked every villager about these two leaders saying, "Khasra, Monta Kidar hai"? (Where are Khosru and Montu?), and that in their utter disappointment in not finding them there they indulged in wanton ravatges. Our hearts palpitated in silent agony. As the sun rose the whole JInjira looked dark and sombre.

The Jinjira Massacre And After
Experiences of an Exile At Home
Mafijullah Kabir
December, 1972

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও আমাকে দেখতে দিল না"	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো মিসেস আহমদের

জল্লাদেরা স্বামীর লাশটাও একবার আমাকে দেখতে দিল না

সে হৃদয়বিদারক হত্যার বর্ণনা যখন শেষ হলো মিসেস কামরুন নাহার আহমদের ডুগণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। তীব্র শোকে বেদনায় বার বার রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার বাকশক্তি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন: তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এত দিনের তিলে তিলে গড়া সংসারের সবকিছু ফেলে শহর ছেড়ে দূরের গাঁয়ে পালিয়েছি। কিন্তু জল্লাদ সেনাদের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না।

ব্যাঙ্কের চেকটাই তাঁর মৃত্যুর পরওয়ানা হয়ে ফিরে এলো। মিসেস কামরুন নাহার আহমদ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান রেলের চীফ পারসোনেল অফিসার মরহুম নাসিরউদ্দিন আহমদের স্ত্রী। তাঁদের বাসা ছিল চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে কলোনীতে। গত ১১ই মে রাউজানের ডাবুয়ার্গ থেকে খান সেনারা তাকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে।

বিপ্লবী বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বীর চট্টলার মার্চ এলো বিপ্লবীর বান নিয়ে। সর্বত্র অসহযোগ। রাস্তায় রাস্তায় বীর জনতার মিছিলে সমারোহ। জনতার পদভারে বন্দর নগরী প্রকম্পিত। বিপ্লব আর বিদ্রোহের গানে দশদিক মুখরিত। সংগ্রামের উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলছিলেন বীর চট্টলার অধিবাসীরা। সংগ্রাম মুখর সে নগরীর লাখো পরিবারেরই একটি নাসিরউদ্দিন আহমেদের পরিবার। তারপর এলো ২৫শে মার্চ।

খানা সেনারা নেকড়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র বাঙ্গালদদের উপর। এক পৈশাচিক নরহত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলো তারা। বাঙ্গালীর রক্তে হলি খেললো দস্যু সেনারা। মিসেস কামরুন নাহার আহমদ স্বচক্ষে দেখলেন এই হত্যাযজ্ঞ। সেই বীভৎস দিনগুলোর কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে কামরুন নাহার আহমদ যেন আমাকে নিয়ে গেলেন এক প্রেতপুরেতে। একের পর এক তিরন ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগলেন আর আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পেলাম হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের এক লোমহর্ষ চিত্র।

কামরুন নাহার আহমদ বললেন, আমরা থাকতাম পাহাড়তলী রেলওয়ে কলোনীতে। রেলের অবাঙ্গালকির্মচারীরাই সংখ্যায় বেশী ছিল সেখানে। ২৫শে মার্চের আগে আমরা তাদের রক্ষা করেছি। কিন্তু ২৫শে মার্চের পরে ঘটনা প্রবাহ ঘুরে গেল। তারা হামলা চালালো আমাদের উপর। লুটতরাজ, নরহত্যা আর নারী নির্যাতন চললো নির্বিচারভাবে। তারপর এলো ২৭শে মার্চ, দস্যু বাহিনী শুরু করলো বোমা বর্ষণ হোসেন গ্লাস ফ্যাক্টরী, ম্যাডিকেল কলেজ ও কালুরঘাট এলাকায়।

একত্রিশে মার্চ খান সেনাদের পুরাপুরি দখলে চলে গেল চট্টগ্রাম নগরী। আবার শুরু হলো বাঙ্গালী নিধন। ২রা এপ্রিল আমরা বাসা ছেড়ে পাশের এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। কারণ খান সেনারা আর অবাঙ্গালীরা আমার স্বামীকে খুঁজছে। তার অপরাধ ছিল বাঙ্গালী কর্মচারীদের সাথে কথা বলতেন। বাংলার স্বাধীনতার স্বপক্ষে গোপনে কাজ করতেন।

এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত আমরা সেখানেই থাকি। ৫ তারিখে আমরা জানালা দিয়ে দেখলাম আমাদের প্রতিবেশী রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল চৌধুরী, একাউন্টস অফিসার আব্দুল হামিদ, এল, আর খান, এবং তাদের পরিবারের চাকর বাকর নিয়ে মোট ১১ জনকে জবাই করে হত্যা করা হলো।

সকাল ১১টায় এই হত্যালীলা দেখে আমরা আঁতকে উঠলাম। সেদিনই পালিয়ে গিয়ে উঠলাম ২০ নং চৌধুরী নাজীর আহমদ রোড, ডা: সামসুল আলমের বাড়ীতে। সেখানে থাকাও আমাদের নিরাপদ ছিল না। তাই ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে পালালাম তার ডাবুয়ার্গ এর বাড়ীতে। ১১ মে পর্যন্ত সেখানে আমরা থাকি। মেসেস কামরুন বলেন, এই ১১ মে আমাদের জীবনে ডেকে আনলো দু:খের অমানিশা। আমাদের হাতের অর্থ ফুরিয়ে যাওয়ায় আমার স্বামী একটি চেক ভাংগানোর জন্য ডাক্তার সাহেবের ছেলেকে পাঠান চট্টগ্রাম।

রেলওয়ে বিল্ডিং-এস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে তার একাউন্ট ছিল। কিন্তু সেখানকার কর্মচারীরা সবাই ছিল অবাঙ্গালী। চেকের দস্তখত দেখে তারা ছেলেটিকে আমার স্বামীর খোঁজ দিতে বল। কিন্তু চেকের ব্যাকডেট এর অজুহাত দেখিয়ে ছেলেটি কিছু জানাতে অস্বীকার করলে তারা রেলওয়ে ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড-এর অবাঙ্গালী অফিসার ওয়ার্সীকে ডেকে আনে। ওয়ার্সী তখন ছেলেটিকে ও তার বাবা ডা: সমসুল আলমকে ধরে সেনাবহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আমার স্বামীর সন্ধান বের করে।

তারপর দুজন খান সেনাকে সংগে নিয়ে ওয়ার্সী রাউজানের ডাবুয়া গ্রামের ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। তারা আমার সামনে থেকে আমার স্বামীকে নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। তাদের সঙ্গে ডাক্তার সাহেব ও তার ছেলেও ছিল। পথে ডাক্তার ব্রিজের কাছে বাস থামেয়ে খান সেনারা আমার স্বামীকে নামিয়ে খানিক দূরে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই গুলির শব্দ পান বাসে উপবিষ্ট ডাক্তার সাহেব। মিনিট দশেকের মধ্যে খান সেনারা ফিরে আসে এবং ডাক্তার সাহেবকে চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।

আমার স্বামীকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ডাক্তার সাহেব আমাকে জানান। মিসেস কামরুন নাহার তারপর এসে উঠলেন ঢাকাতে। অনেক অনুসন্ধান করে স্বামীর সন্ধান পাননি। দস্যু সেনাদের হাতে নাসিরউদ্দিন শহীদ হয়েছেন। সদা কর্মব্যস্ত বাঙ্গালী দরদী একটি জীবনের অবসান হলো। জীবন দিয়ে নাসিরউদ্দিন মূল্য দিলেন তার দেশ ও স্বজাতি প্রেমের। তিনি আর এই সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। কিন্তু রেখে গেলেন বিধবা কামরুন, আর স্নেহের দুটি ছোট্ট মেয়ে রিনু আর নিড্ডুকে।

অভিশপ্ত ১১ই মেতে তাদের জীবনে নেমে এলো অমানিশার নিকষ কালো রাত্রি । মে থেকে একে একে ৮টি মাস কেটে গেল। বীভৎস রজনীর অন্ধকার জেতে দশদিক আলোয় ঝলমল করে স্বাধীনতার সূর্য উঠলো। শহীদ নাসিরউদ্দিনের স্বপ্নসাধ সফল হয়েছে। মুক্তির সোনালী আলোতে রিনু আর নিড্ডুর জীবন সুন্দর হবে, সার্থক হবে, এটাই বিধবা মার একমাত্র সান্তনা। কিন্তু এই সান্তনার মাঝেও মিসেস কামরুন নাহারের একটি মাত্র আক্ষেপঃ জল্লাদেরা একটি বারও তার লাশটি দেখতে দিল না। পুলের ধারে না মেরে তারা যদি আমার সামনেই তাকে হত্যা করত আমি তো লাশটা পেতাম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মেজর জিয়ার পরিবারের উপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বিবরণ	দৈনিক বাংলা	২রা জানুয়ারী, ১৯৭২

মেজর জিয়া যখন দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হানাদার খান সেনারা তখন তাঁর পরিবার পরিজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

মনজুর আহমদ প্রদত্ত

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়া যখন হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদেরকে নাজেহাল করে তুলছিলেন তখন তাঁর প্রতি আক্রোশ মেটাবার গৃণ্য পন্থা হিসেবে খান সেনারা নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনের ওপর।

তাদের এই প্রতিহিংসার লালসা থেকে রেহাই পাননি কর্নেল জিয়ার ভায়রা শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক।

চট্টগ্রাম শহর শত্রুকবলিত হবার পর বেগম খালেদা জিয়া যখন বোরখার আবরণে আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে পালিয়ে নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছেন তখন জনাব মোজাম্মেল হকই তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল ১৬ই মে। ঢাকা শহরে ছিল কারফিউ। নারাণগঞ্জেও সন্ধ্যা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। এরই মধ্যে তিনি তাঁর গাড়ীতে রেডক্রস ছাপ এঁকে ছুটে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ টার্মিনালে।

বেগম জিয়াকে নিয়ে আসার দিন দশেক পর ২৬শে মে শিল্পোন্নয়ন সংস্থায় হক নাম সম্বলিত যত অফিসার আছেন সবাইকে ডেকে পাক সেনারা কর্নেল জিয়ার সঙ্গে কারোর কোন আত্মীয়তা আছে কিনা জানতে চায়। জনাব মোজাম্মেল হক বুঝতে পারলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে তিনি সেখানে কর্নেল জিয়ার সাথে তাঁর আত্মীয়তার কথা গোপন করে অসুস্থতার অজুহাতে বাসায় ফিরে আসেন এবং অবিলম্বে বেগম জিয়াকে তাঁর বাসা থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

কিন্তু উপযুক্ত কোন স্থান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২৮শে মে তিনি তাঁকে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক মামার বাসায় কয়েকদিনের জন্য রেখে আসেন এবং সেখান থেকে ৩রা জুন তাঁকে আবার জিওলজিক্যাল সার্ভের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জনাব মুজিবুর রহমানের বাসা এবং এরও কদিন পরে জিওলজিক্যাল সার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব এস কে আব্দুল্লাহর বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এরই মধ্যে ১৩ই জুন তারিখে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে হানা দেয় জনাব মোজাম্মেল হকের বাড়ীতে। জনৈক কর্নেল খান এই হানাদার দলের নেতৃত্ব করছিল। কর্নেল খান বেগম জিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং জানায় যে, এই বাড়ীতে তারা বেগম জিয়াকে দেখেছে। জনাব হকের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে তাঁর দশ বছরের ছেলে ডনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডন কর্নেল খানকে পরিষ্কারভাবে জানায় যে, গত তিন বছরে সে তার খালাকে দেখেনি।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে খান সেনারা তাঁর বাড়ী তল্লাশী করে। কিন্তু বেগম জিয়াক সেখান না পেয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায়, সত্যি কথা না বললে আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

এরপরই জনাব হক বুঝতে পারেন সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যেখানেই যান সেখানেই তাঁর পেছনে লেগে থাকে কেউ। এই অবস্থায় তিনি মায়ের অসুখের নাম করে ছুটি নেন অফিস থেকে এবং সপরিবারে ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা করতে থাকেন।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ১লা জুলাই গাড়ী গ্যারেজে রেখে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা দুটি অটোরিকশায় গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য ছিল ধানমণ্ডিতে বেগম জিয়ার মামার বাসায় গিয়ে আপাততঃ ওঠা। কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরী পর্যন্ত আসতেই তাদের অটোরিকশা বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁরা কাছেই গ্রীনরোডে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওঠেন। কিন্তু এখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট বিস্ময়। জনাব হক এখানে গিয়ে উঠতেই তাঁর এই বিশিষ্ট বন্ধুর স্ত্রী তাঁকে জানান যে, কর্নেল জিয়ার লেখা চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। চিঠিটা জনাব হককেই লেখা এবং এটি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যে কয়েকদিন ধরেই তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছে।

তাঁর কাছে লেখা কর্নেল জিয়ার চিঠি এ বাড়ীতে কেমন করে এলো তা বুঝতে না পেরে তিনি যারপর নাই বিস্মিত হন এবং চিঠিটা দেখতে চান। তাঁর বন্ধুর ছেলে চিঠিটা বের করে দেখায়। এটি সত্যই কর্নেল জিয়ার লেখা কিনা বেগম জিয়াকে দিয়ে তার পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের হাতে দিয়েই একটি জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব মুজিবর রহমানের কাছে পাঠান।

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় জনাব হক তাঁর এই বন্ধুর বাসায় রাতের মত আশ্রয় চান। তাঁদেরকে আরো নিরাপদ স্থানে রাখার আশ্বাস দিয়ে রাতে তাঁদেরকে পাঠানো হয় সূত্রাপুরের একটি ছোট্ট বাড়ীতে। তাঁর বন্ধুর ছেলেই তাঁদেরকে গাড়ীতে করে এই বাড়ীতে নিয়ে আসে। এখানে ছোট্ট একটি ঘরে তাঁরা আশ্রয় করে নেন।

কিন্তু পরদিনই তাঁরা দেখতে পেলেন পাক-বাহননীর লোকেরা বাড়ীটি ঘিরে ফেলেছে। জনা দশেক সশস্ত্র জওয়ান বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে। এই দলের প্রধান ছিল ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ আর ক্যাপ্টেন আরিফ। তারা ভেতরে ঢুকে কর্নেল জিয়া ও বেগম জিয়া সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জনাব হক ও তাঁর স্ত্রী জিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ জনাব ও বেগম হকের সাথে তোলা বেগম জিয়ার একটি গ্রুপ ছবি বের করে দেখালে তাঁরা জিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা জানান কর্নেল ও বেগম জিয়া কোথায় আছেন তা তাঁরা জানেন না।

এই পর্যায়ে বিকেল পাঁচটার দিকে জনাব হক ও তাঁর স্ত্রীকে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ীতে তুলে মালিবাগের মোড়ে আনা হয় এবং এখানে মৌচাক মার্কেটের সামনে তাঁদেরকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ীতে বসিয়ে রাখা হয়। এখানেই তাদেরকে জানান হয় যে বেগম জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা ঘুরিয়ে আবার সূত্রাপুরের বাসায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। এখান থেকে রাতে তারা গ্রীনরোডে জনাব হকের বন্ধুর বাসায় আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন খিলগাঁয়ে তার নিজের বাসায়।

উল্লেখযোগ্য যে এই দিনই জনার এস কে আব্দুল্লাহর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেগম জিয়া ও জনাব আব্দল্লাহকে এবং একই সাথে জনাব মুজিবর রহমানকেও পাক-বাহিনী গ্রেফতার করে এবং ৫ই জুলাই তারিখে জনাব মোজাম্মেল হক অফিসের কাজে যোগ দিলে সেই অফিস থেকেই ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্ট তাঁকে এফ আই ইউ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট) অফিসে রাত দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয় এবং দশটায় তাঁকে স্কুল রোডের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেলে প্রবেশের আগে তাঁর ঘড়ি, আংটি খুলে নেয়া হয়। সারাদিন অবুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি।

পরদিন সকালে তাঁকে এক কাপ মাত্র ঠাণ্ডা চা খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের অফিসে। সাজ্জাদ তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। তিনি তাঁর কোন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ এতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং শাস্তি হিসেবে তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেবার হুমকি দেখায়। কিন্তু এরপরও কোন কথা আদায় করতে না পেরে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নীচে শুইয়ে রাখার হুকুম দেয়।

হুকুম মত রাতে তাঁকে তাঁর সেলে চিৎ করে শুইয়ে মাত্র হাত দেড়েক ওপরে ঝুলিয়ে দেয় পাঁচশো পাওয়ারের দুটি অত্যুজ্জ্বল বাল্ব। প্রায় চার ঘন্টা অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়।

পরদিন আবার তাঁকে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদের কছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাজ্জাদ আবার তার পরিকল্পনার কথা জানতে চায়। জানতে চায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কি কি কথা হয়েছে, তিনি ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা। জনাব হক এ সব কিছুই অস্বীকার করলে ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এরপর তাঁর সেলে চব্বিশ ঘন্টা হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে রাখার হুকুম দেয়।

বেলা একটায় তাঁকে সেলে এনেই বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘন্টা কয়েক পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকেন। চীৎকার করে তিনি একটি কথাই বলতে থাকেন: আমাকে একবারেই মেরে ফেল। এভাবে তিলে তিলে মেরো না।

তিনি যখন অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলেন তখন তাঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন পাঠান হাবিলদার। তাঁর এই করুণ আর্তি বোধ হয় হাবিলদারটি সইতে পারেনি। তারও হৃদয় বোধ হয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মানুষের ওপর মানুষের এই নিষ্ঠুর জুলুম দেখে। আর তাই বোধ হয় সে সেন্ট্রিকে ডেকে হুকুম দিয়েছিল বাতি নিভিয়ে দিতে। বলেছিল, কোন জীপ আসার শব্দ পেলেই যেন বাতি জ্বালিয়ে দেয় আবার জীপটি চলে যাবার সাথে সাথেই যেন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়।

এরপর্ ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ তাঁকে আরো কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নতুন ধরনের নির্যাতন চালায়। তাঁর কাছ থেকে সারাদিন ধরে একটির পর একটি বিবৃতি লিখিয়ে নেয়া হয় এবং তার সামনেই সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে আবার তাঁকে সেগুলি লিখতে বলা হয়। এবং যথারীতি আবার তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই অবস্থায় ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তিনি লেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এদিকে হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলোর নীচে থাকায় তিনি দৃষ্টি শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেন। দিন ও রাতের মধ্যে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারতেন না।

২৬ শে জুলাই বিকেলে তাঁকে ইন্টার স্টেটসস্ক্রিনীং কমিটির (আই এস এস সি) ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ছোট্ট কামরায় তাঁরা মোট ১১০ জন আটক ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁকে বের করে রান্নাঘরের বড় বড় পানির ড্রাম ভরার কাজ দেয়া হয়। এই কাজে আরো একজনকে তাঁর সাথে লাগানো হয়। তিনি হচ্ছেন জিওলজিক্যাল সার্ভের জনাব এস কে আব্দুল্লাহ। তাঁরা দুজনে প্রায় পোয়া মাইল দূরের ট্যাপ থেকে বড় বড়

বালতিতে করে পানি টেনে তিনটি বড় ড্রাম ভরে দেন। রাতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে একজন একজন করে খাবার দেয়া হয়। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি খেতে পান গরম ভাত ও গরম ডাল।

পরদিন সকালে তাঁর এবং আরো অনেকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে দেয়া হয়।

এখানে বিভিন্ন কামরায় তাঁকে কয়েকদিন আটকে রাখার পর ৬ই আগষ্ট নিয়ে যাওয়া হয় ফিল্ড ইনভেষ্টিগেশন সেন্টারে (এফআইসি)। মেজর ফারুকী ছিল এই কেন্দ্রের প্রধান এবং এখানে সকলের ওপর নির্যাতন করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল সুবেদার মেজর নিয়াজী। ফারুকী এখানে থাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাকে বিবৃতি দিতে বলে। কিন্তু বিবৃতি লেখানোর নাম করে সেই পুরোনো নের্যাতন আবার শুরু হয়। একটানা তিন দিন ধরে তিনি একই বিবৃতি একের পর এক লিখে গেছেন এবং তাঁর সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে আবার এই একই বিবৃতি লিখতে বলা হয়েছে।

৯ই আগষ্ট তাঁকে দ্বিতীয় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানে বিভিন্ন কক্ষে তাঁকে প্রায় দেড় মাস আটক রাখার পর ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ৩০শে অক্টোবর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে রাজাকাররা তিনদফা তাঁর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ গত ১৩ই ডিসেম্বর তারা তাঁর গাড়ীটিও নিয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘বর্বরতার রেকর্ড’	দৈনিক আজাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বর্বরতার রেকর্ড
\ রহিম আজাদ প্রদত্ত \

বরিশাল: ’মহাদেবের জটা থেকে’ নয় বাংলা মায়ের নাড়ী ছিঁড়ে জন্ম নিয়েছিলেন যে সোনার মেয়ে সে ভাগীরথীকে ওরা জ্যান্ত জীপে বেঁধে শহরের রাস্তায় টেনে টেনে হত্যা করেছে। খান দস্যুরা হয়তো পরখ করতে চেয়েছিল ওরা কতখানি নৃশংস হতে পারে। বলতে হয় এক্ষেত্রে ওরা শুধূ সফলই হয়নি, বর্বরতার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

অষ্টাদশী ভাগীরথী ছিল বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলীর এক বিধবা পল্লীবালা। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্র সন্তান কোলে নিয়েই তাকে বরণ করে নিতে হয় সুকঠিন বৈধব্য।

স্বামীর বিয়োগ ব্যথা তাঁর তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে দেশে নেমে এল ইয়াহিয়ার ঝটিকা বাহিনী । গত মে মাসের এক বিকালে ওরা চড়াও হলো ভাগীরথীদের গ্রামে। হত্যা করলো অনেককে যাকে যেখানে যেভাবে পেলো।

এ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ভাগীরথীকে ওরা মারতে পারলো না। ওর দেহলাবণ্য দস্যুদের মনে যে লালসা জাগিয়েছিল তাতেই হার মানল তাদের রক্তপিপাসা। ওকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এল পিরোজপুরে। তারপর ক্যাম্পে তার উপর চালানো হলো হিংস্র পাশবিক অত্যাচার।

সতী নারী ভাগীরথী। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে তিনি একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতেই এক সময় এল নতুন চিন্তা হ্যাঁ মৃত্যুই যদি বরণ করতে হয় ওদেরই বা রেহাই দেব কেন?

ভাগীরথী কৌশলের আশ্রয় নিল এবার। এখন আর অবাধ্য মেয়ে নয় দস্তুরমত খানদের খুশী করতে শুরু করল, ওদের আস্থা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলো।

বেশী দিন লাগলোনা অল্প ক’দিনেই নারীলোলুপ ইয়াহিয়া ওর প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করল। আর এই সুযোগে ভাগীরথী ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে শুরু করল পাক বাহিনীর সব গোপন তথ্য।

এক পর্যায়ে বিশ্বাস ভাজন ভাগীরথীকে ওরা নিজের ঘরেও যেতে দিল। আর কোন বাঁধা নেই। ভাগীরথী এখন নিয়মিত সামরিক ক্যাম্পে যায় আবার ফিরে আসে নিজ গ্রামে।

এরই মধ্যে চতুরা ভাগীরথী তাঁর মূল লক্ষ্য অর্জনের পথেও এগিয়ে গেল অনেকখানি। গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে গড়ে তুলল ঘনিষ্ট যোগাযোগ।

এরপরই এল আসল সুযোগ। জুন মাসের একদিন ভাগীরথী খান সেনাদের নিমন্ত্রণ করলো তাঁর নিজ গ্রামে। এদিকে মুক্তিবাহিনীকেও তৈরী রাখা হলো যথারীতি। ৪৫ জন খান সেনা সেদিন হাসতে হাসতে বাগমারা কদমতলা এসেছিল কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৪/৫ জন ক্যাম্পে ফিরতে পেরেছে বুলেটের ক্ষত নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। বাকিরা ভাগীরথীর গ্রামেই শিয়াল কুকুর শকুনের খোরাক হয়েছে।

এরপর আর ভাগীরথী ওদের ক্যাম্পে যায়নি। ওরাও বুঝেছে, এটা তারই কীর্তি। কীতিমানরা তাই হুকুম দিল জীবিত অথবা মৃত ভাগীরথীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

কিন্তু ভাগীরথী তখনও জানতো না ওর জন্য আরও দু:সহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। একদিন রাজাকারদের হাতে ধরা পড়লো ভাগীরথী। তাকে নিয়ে এল পিরোজপুর সামরিক ক্যাম্পে।

খান সেনারা এবার ভাগীরথীর উপর তাদের হিংস্রতার পরীক্ষার আয়োজন করলো । এক হাটবারে তাকে শহরের রাস্তায় এনে দাঁড় করানো হলো জনবহুল চৌমাথায়। সেখানে প্রকাশ্যে তার অঙ্গাবরণ খুলে ফেলল কয়েকজন খান সেনা। তারপর দু'গাছি দড়ি ওর দু'পায়ে বেঁধে একটি জীপে বেঁধে জ্যান্ত শহরের রাস্তায় টেনে বেড়াল ওরা মহাউৎসবে। ঘন্টখানেক রাজপথ পরিক্রমার পর আবার যখন ফিরে এল সেই চৌমাথায় তখনও ওর দেহে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে।

এবার তারা দু'টি পা দু'টি জীপের সাথে বেঁধে নিল এবং জীপ দ'টিকে চালিয়ে দিল বিপরীত দিকে। ভাগীরথী দ'ভাগ হয়ে গেল। সেই দ'ভাগে দু'জীপে আবার শহর পরিক্রমা শেষ করে জল্লাদ খানরা আবার ফিরে এল সেই চৌমাথায় এবং এখানেই ফেলে রেখে গেল ওর বিকৃত মাংসগুলো।

একদিন দু'দিন করে মাংসগুলো ঐ রাস্তার মাটির সাথেই একাকার হয়ে গেল এক সময়। বাংলামায়ের ভাগীরথী এমনিভাবে আবার মিশে গেল বাংলার ধূলিকণার সাথে।

কেবল ভাগীরথী নয়, আরও দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকেও ওরা এমনি করে পিরোজপুর শহরে হত্যা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রমনা পার্কের বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রমনা পার্কের বধ্যভূমি
ক্ষয়ে যাওয়া পোষাক দেখে কি
তাদের সনাক্ত করা যাবে?
\ হাসিনা আশরাফ \

রমনা পার্কের উত্তর পূর্ব কোণটা কি পাক সামরিক চক্রের কোন বধ্যভূমি সমাধিস্থল? রাজধানী ঢাকার কেন্দস্থলে অবস্থিত রমনা পার্কের উত্তর কোণটার যেদিকে ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট হাউসের সীমানা শুরু হয়েছে, তার থেকে কিছুটা ভেতরের দিকেই এটি অবস্থিত। পুরো জায়গাটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে, বেগুনী বর্ণের বোগেন ভিলা বা বাগান বিলাসের রঙিন কুঞ্জ।

এই ঝোপটির নীচে বড় বড় কয়েকটি গর্তে এবং পাশের উঁচু স্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে নরকংকালের অস্থি এবং মাথার খুলি। মাটির সাথে সমান হয়ে ছড়িয়ে আছে হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। জায়গাটা যে সত্যিকার কতখানি বিস্তৃত বার থেকে তা আজ বেঝার উপায় বেই। তবে এখানকার অনেকেই জানিয়েছে যে, পশরা অসংখ্য মানুষকে ট্রাকে করে প্রেসিডেন্ট হউসের মধ্যে নিয়ে হত্যা করার পর গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখতো।

বৃষ্টির পানিতে গর্তগুলো যখন ভরে যায় তখন পানির সাথে সাথে কতকগুলো আধপচা লাশ এবং সঙ্গে অসংখ্য স্কুল, কলেজের বই লেসে উঠতো। এসব লাশের মধ্যে কয়েকটি লাশের লম্বা চুল এবং দেহের গঠন দেখে মহিলা বলে চেনা গিয়েছিল। রমনা পার্কের নিভৃত এই প্রান্তে কোন হতভাগা ভাইবোনদের সমাধি স্থল যে রচিত হয়েছিল কংকালের অস্তি আর ভগ্ন খুলির মাঝে, আজ তা জানা যাবে না।

তবে প্রশ্ন জাগে মনে এরা কি সেই হতভাগা পুলিশ ভইদের কেউ, যারা অসহযোগ আন্দোলনের সময় দস্যু ইয়াহিয়াকে পাহারা দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট হাউসে নিযুক্ত হয়েছিল; প্রশ্ন জাগে মনে, এরা কি সেই ছাত্র ভইদের কেউ, যারা শুধু দেশপ্রেমের শপথ নিয়ে জীবন্ত আত্মার তাগিদে শূন্য হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল জল্লাদ পাক বহিনীর বিরুদ্ধে?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাভারের কয়েকটি হত্যা কাহিনী	দৈনিক সংবাদ	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আম কাঁঠালের আর শন বনে ঘেরা সাভার জনপদ
আজ কাঁদছে: আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও

শহরের একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি দূর করতে আর চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতি রোব্বার অসংখ্য লোকের ভীড় জমে এখানে । সেই প্রকৃিতি সুন্দরী সাভার আজ হাহাকার করছে।

হারানো মানিকের দিকে যেন সাভার অপলক দৃষ্টি রেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন তার জিজ্ঞাসা বুঝা কঠিন। হয়তো বলবে আমার সোনার মানিকদের ফিরিয়ে দাও। কত অফুটন্ত ফুলের কুড়ি় অকালে ঝরে পড়েছে। কে তার হিসাব রেখেছে। বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, ছড়িয়ে অসংখ্য নরকংকাল। এদের একত্র করলে হয়ে উঠবে এক কঙ্কালের পাহাড়।

বর্বদের পৈশাচিক তা থৈ থৈ নৃত্য শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন শিয়াল, কুকুর শকুনি খুঁজে বেড়াচ্ছে এর মাংস। এমনি এক অভাগিনী স্বামীহারা সাভারের হরিপদ মজুমদারের স্ত্রী। শভ্র বসনে বসে রয়েছেন। পাশেই তার ছোট বোন সান্তনা দিচ্ছে নানা কথা বলে। কিন্তু তার অবুঝ মন মানে না। কোলের শিশু নানা প্রলোভন দেখালেই কান্না থেমে যায়। হরিপদ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা হলো, কিন্তু চকিত চাহনীতে তাকিয়ে আছে। কোন ভাষা নেই তার মুখে। কি যেন বলতে চাইছে অথচ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। ''মুন্সগঞ্জের কেওয়াড় গ্রামের পাশে একটি খাল আছে। সেই খালের পাশে গেলে দেখতে পাবেন কতকগুলো নরকংকাল ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে। ওরই মাঝে শুয়ে রয়েছে হরিপদ মুজমদারের কংকালটা।'' অপলক দৃষ্টিতে দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলে কথা কটি বলল মজুমদারের শ্যালিকা। হরিপদ মুজমদারের বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। কর্মজীবন সবেমাত্র শুরু। ব্যাক্তিগতভাবে তার সাথে মিশে দেখেছি। সদালাপী, শান্ত, দৃঢ়, প্রত্যয়ী এবং অমায়িক পুরুষ। ভবিষ্যত গড়ার সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা তার ছিল। ছোট সংসার। তখন মাত্র ২ টা বাচ্চা- যখন তার সাথে প্রথম পরিচয়। এখন তার ৫ টি সন্তান।

ফরিদপুরের মুকসুদপুরে লাইভষ্টক ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট। এর উপর নির্ভর করত তার সুখের সংসার। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন 'সকল কলকারখানা ব'ন্ধ। তাই কাজে যোগ দেননি। তারপর ২৫শে মার্চ নিয়ে এলো বাংলার বুকে ঘন তমসাচ্ছন্ন এক বিভীষিকাময় রাত। দিকে দিকে আগুন আর কান্নার রোল। হরিপদ মজুমদার পালাল। এসে স্থান নেয়েছিল মুন্সিগঞ্জের কেওড়ার গ্রামে। কিন্তু মৃত্যুর সাথে এত সংগ্রাম করেও সে বাঁচতে পারেনি। ''পালাবার পথ নেই যম আছে পিছে।'' ১৪ই মে। নেমে এলো জীবনের শেষ পরিণতি হরিপদ মজুমদারসহ আরও ২১টি নিস্পাপ প্রাণের। পাক মেজর জাভেদ আক্তারের পরিচালনায় গ্রাম ঘেরাও করা হলো। এরা ২২ জন ধরা পড়লো। খালের পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হলো। তারপর নৃশংস অত্যাচার। তাদের হৃদয়বিদারক চীৎকার হয়ত তখন গাছের কচি পাতাগুলোও ঝরে পড়েছিল।

কিন্তু নরপশুদের এতটুকু মমতা ছিল না। হঠাৎ কয়েকবার গুলির আওয়াজ শুনা গেল। তারপর তাদের সেই মর্মস্পর্শী চীৎকার ধীরে ধীরে কোন অতল তলে তলিয়ে গেল বলা যায় না।

হরিপদ মুজমদার আর নেই। কিন্তু তার পরিবারের শোকের ছায়া এখানো স্তিমিত হয় নাই। বিধবা স্ত্রী উচ্চস্বরে না কাঁদলেও তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা যেভাবে অঝোরে নীরবে ঝরছিল তাতেই তার শোকের পরিমাণ অনেকটা বুঝা যাচ্ছিল।

সাভারের দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মুখ মনে করলেই স্ত্রী বিরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে। ১৯৭১ সালে সাভারের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রাণপণ লড়েছেন তাঁদির মধ্যে রয়েছেন জগদীস সাহা, ডা: গুরুদাস সাহা এবং বিরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়। কিন্তু আজ? সে আজ পুত্র শোকাতুর। সাভারে নিহতদের মধ্যে অন্যতম হরিপদ মজুমদার ও বিরেন্দ্র বাবুর বাড়ী পাশাপাশি। পাশাপাশি একজন বাস করছে স্বামীহারা অবলা নারী। অপর জন পুত্রহারা নারী।

এমন স্বামীহারা, পুত্রহারায় আজ বাংলার বুক ছেয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছেলে নির্মল রায়। বয়স মাত্র ৩২ হয়েছিল। ঢাকাতে ডুলিচান ফার্মের গোডাউন ইনচার্জ। একজন ভাল খেলোয়াড়। স্থির বিনম্র দৃষ্টি। মিষ্টি ব্যবহার। সাভারের নির্মল রায় নামটি বললে সবার মানসপটে ভেসে ওঠে সে নির্মল রায়। আজ আমাদের মধ্যে নেই। হারিয়ে গেছে লক্ষ হতভাগ্যের মাঝে।

৮ই ডিসেম্বর। ভোর রাত। অন্যান্যসহ নর্মিলও তখন রয়েছে ঘুমিয়ে। হঠাৎ বাহিরে বিকট আওয়াক। সকলেরই ঘুম ভেংগে গেল। উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল চারদিকে কুখ্যাত আল-বদর পাক বাহিনীর কয়েকজন তাদের সবার দিকে অস্ত্র নিশানা করে দাঁড়িয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে আপাদমস্তক অবলোকন করছে।

তারপর নির্মলসহ অন্যান্য কয়েকজনকে পাশেই এক বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর কয়েকটি গুলির আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বিদারক চীৎকার। তারপর গভীর নীরবতা, সব শেষ। ছেলের এমন মৃত্যকাহিনী বলতে এক সময় নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না বিরেন্দ্র রায়। ছেলের ছবি বুকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। ‘‘যে নির্মল আজীবন স্নেহ লালিত্যে মানুষ, একটা কটু কথা বলা যার অভ্যাস নেই আর আজ আমার নির্মলের এ কি পরিণতি।’’

ডুলীচাঁদ ফার্ম থেকে নির্মল রায়ের সাথে যারা জীবনের শেষ সঙ্গী হয়েছিলেন তাদের একজন হলেন সূর্য কান্ত রায়। শেষ বয়সী ভদ্রলোক। উক্ত ফার্মের একজন পদস্থ কর্মচারী। সূর্য কান্ত রায়ের স্ত্রী তার একখানা ফটো বের করে দিলেন। তারপর বিলাপ এবং কান্না।

উমেশ চন্দ্র সাহা। বয়স মাত্র ২৮ বৎসর। সংসারের দারিদ্রকে কাটিয়ে উঠতে ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই এই ফার্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ একই দিনে তাদের শরীক হতে হয়েছিল জয় গোপাল সাহার। ব্যাক্তিগত জীবনে ছিলেন ধীর, স্থীর, নম্র, শান্ত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। সর্বশেষ যে মধ্য বয়সী ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন মতিলাল সাহা। ডুলীচাঁদ ফার্মেরই একজন কর্মচারী। বর্বরদের হাত হতে রেহাই পাননি, ওদের সবার সাথে মতিলাল সাহার আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বরের কালো রাতে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

রংপুর জেলাটাই যেন বধ্যভূম: শিক্ষক শ্রমিক
ছাত্র কিষান-কিষানীর অতলান্ত
সেই রক্তস্রোত

“আবার গোলযোগ হলে আমাদের পালানোর জায়গা আছে। ভরতে গিয়ে আশ্রয় নেবো, বেঁচে যাবো। ভাই, আপনারা যাবেন কোথায়? আপনাদের যে আর কোন পথ রইলো না।” প্রিয় মুসলিম সহকর্মীদের জন্য অকৃত্রিম সমবেদনায় সহকারী অধ্যাপক রেজাউল হককে এই কথাগুলো বলেছিলেন বরিশাল জেলার অধিবাসী অধ্যাপক রামকৃষ্ণ অধিকারী। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। আইয়ুবের যোগ্যতর উত্তরসূরি রক্তপিপাসু নয়া সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন জারীকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু না। অধ্যাপক অধিকারী পালাতে পারেননি। বাঁচাতেও পারেননি তার প্রাণ। তার এই তাৎপর্যবহ মন্তব্যের সাক্ষী দেওয়ার জন্য সৌভাগ্যেক্রমে অধ্যাপক রেজাউল হক আজও বেঁচে আছেন। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আক্রমণ শুরুর পর অধ্যাপক অধিকারী পালিয়ে ছিলেন। গাইবান্ধা মহকুমার সুন্দরগঞ্জে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় অপর সহকর্মী অধ্যাপক আবুল কাশেমকে বলেছেন টাকা-পয়সা নেওয়ার জন্য কেউ যদি মেরে ফেলে তাদের হাতে মরতেও রাজী আছি। কিন্তু বর্বর খানসেনাদের হাতে নয়। বেতন নেয়ার জন্য রংপুরে এসেছিলেন। কিন্তু বেতন নিয়ে আর ফিরে যেতে পারেননি।

১৯৭১ সালের ৩০শে এপ্রিল। রপুর কারমাইকেল কলেজের ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দমদমার পুলের নীচে তার অপর তিন সহকর্মী রসায়নের লেকচারার কুমিল্লার শ্রী কালিচাঁদ রায় ও তার পিতা, দর্শনের লেকচারার বরিশালের শ্রী শুনেল বরণ চক্রবর্তী ও গণিতের লেকচারার বরিশালের শ্রী চিত্তরঞ্জন রায়ের সাথে খুনি পাক সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারান।

বাড়ী গিয়েও রেহাই নেই

রংপুর কারমাইকেল কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান দিনাজপুরে তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ী দেকেই সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি

রসায়নের লেকচারার কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরীর অধিবাসী জনাব আব্দুর রহমান মে মাসের শেষদিকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজে যোগ দেওয়া আর হয়নি। তখন হয়ত এ দু’জন অধ্যাপক হত্যা করেছে। খান সেনাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন রংপুর শহরের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও রাজনৈতিক নেতা জনাব ইয়াকুব মাহফুজ আলী।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে রংপুরের শ্মশান ঘাটে তার সাথে আরো ১০ জনকে এক সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে এক দিনে।

আর পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তে ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের কোন এক সময়ে রংপুর বার-এর বিশিষ্ট আইনজীবী একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী রংপুর জেলা ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী শিবেন মুখার্জীকে সম্ভবত: হত্যা করা হয়েছে। শেষ দিকে তিনি দিনাজপুরে জেলে ছিলেন । ১১ই ডিসেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়ার নাম করে দিনাজপুর জেল থেকে বের করে আনা হয়। তারপর আর শিবেন বাবুর কোন খোঁজ মেলেনি।

কত যে বধ্যভূমি

গোটা জেলায় প্রতিটি শহরে মহকুমায়, থানায় আনাচে কানাচে, কত যে বদ্ধভূম আছে তার অন্ত নেই। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ নয়, যেখানে শত শত এমনকি হাজার হাজার লোককে মেরেছে এমন বধ্যভূমিগুলির মধ্যে উল্লেখ করার মত রংপুর শহরও সদর মহকুমার নবিরহাট, জাফরগঞ্জের পুল, নিশবেতগঞ্জ, শ্মাশান ঘাট (রংপুর শহরের কাছে) সাহেবগঞ্জ এবং রংপুর শহরের কাছে মডার্ন সিনেমা হলের পিছনে এবং দেবিপুর।

এসব এলাকায় মানুষের হাড়গোড় অসংখ্য পড়ে আছে। ভাল করে খনন করা হলে শত শত নয় হাজার হাজার মানুষের কংকাল খুঁজে পাওয়া যাবে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে কুকুরণের বিলে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা

এ ছাড়া গাইবান্ধা শহরের হেলাল পার্ক, লালমনির হাট, শহর, এবং সৈয়দপুরে হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুন্দর গানুর এলাকা থেকে বহু ঘরের মা, বোনদের ধরে এনে পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে হত্যা করা হয়েছে। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত উত্তম নামক স্থানের রিক্সাচালক আহাব উদ্দিন মডার্ন সিনেমা হলের পিছনের একদিনের হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

গত নবেম্বর মাসের ৮ তারিখে আমি যখন রংপুর রেলষ্টেশনে আমার রিক্সার খোঁজ পাই তখন জুম্মাপাড়া নিবাসী পাক বহিনীর জনৈক দালাল আমাকে ন্যাপের কর্মী হিসাবে দুষ্কৃতকারী ও মুক্তি ফৌজ বলে পাক বাহিনীকে সনাক্ত করে দেয়। তখন পাক বাহিনীর জোয়ানরা আমাকে আটক করে রংপুর মর্ডান হলে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে ১৪ দিন আটক করে রাখে। আটক অবস্থায় পাঞ্জাবী পুলিশ আমার দু'হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে আমাকে অমানুষিক অত্যাচার করে। তের দিন পর আমাকে ও আমার সাথে আটক আরো ১৩ জন লোককে যথাক্রমে লালমনির হাটের এক ক্ষত্রিয়মেয়ে, জিনকি, মালেকা, গাইবান্ধার আলী হোসেন, ফারুক, পলাশবাড়ীর আশরাফ আলী, রংপুর উপশহরের রিক্সাচালক আলী ও অন্যান্য সবাইকে রাত্রি ১০ টার সময় মডার্ন হলের পিছনে নিয়ে যায়। আমার সামনে তিনজন পাঞ্জাবী পুলিশ (এদের মধ্যে আজমল খান নামক এক সুবেদার পরে মুক্তিবাহনীর হাতে নিহত হয়েছে) পরপর পাঁচজনকে যথাক্রমে জিনকি, মালেকা, আলী হোসেন, ফারুক ও আর একজনকে যার নাম জানে না আমার সামনে জবাই করেছে। তখন আমি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে প্রাণভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি এবং পরে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাই।

যখন আমি মডার্ন হলে আটক ছিলাম তখন সেখানে ৩৪০ জন লোক ছিল। তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
''আমার ভাইকে তোমরা হত্যা করো না''	দৈনিক ইত্তেফাক	২২ জানুয়ারী, ১৯৭২

''আমার ভাইকে তোমরা হত্যা করো না''

সৈয়দ আকবর হোসেন মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার আক্রমণে পলায়নপর পাকিস্তানী বর্বর জল্লাদদের হাতে ব্রাক্ষনবাড়িয়া নিহত হয়েছেন। ব্রাক্ষণবাড়িয়া মুক্ত হওয়ার ঠিক আগের দিনে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার তিনি। আগরতলা থেকে নভেম্বর মাসে তিনি তার গ্রাম সরাইলে ফিরে আসেন। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে মুক্তিবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে। রাতের বেলায় হিংস্র পাকিস্তানী পশুরা অতর্কিতে তার গ্রামের বাড়ী ঘিরে ফেলে।

তার ছোট ভাই সৈয়দ আফজাল হোসেন (যিনি গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন) তাকেও আকবর হোসেনের সাথে গ্রেফতার করা হয়। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে (১৯৭১) যখন উভয়কে চোখ বাঁধা অবস্থায় হত্যা করার উদ্দেশ্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আকবর হোসেনের ছোট ভাই আফজাল হোসেন জল্লাদদের কাছে অনুনয় করে বলেন,-''আমাকে হত্যা কর। আমি নিজেকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য স্বীকার করছি। আমার ভাইকে তোমরা হত্যা কর না। তিনি নির্দোষ। আমি ছেলেমানুষ। আমি অবিবাহিত। আমাকে মেরে ফেলা হলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। আমার ভাই বিবাহিত তিনটি শিশুসন্তানের পিতা। নিষ্পাপ শিশুদেরকে এতিম করবে না। ওদেরকে দেখাশুনা করার মতন কেউ আর পৃথিবীতে নাই।'' সে আকুল আবেদন নির্মূল হলো। গর্জে উঠলো মেশিনগান। অন্যান্য ৪০ জন বুদ্ধজীবীর সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুই ভাই-এর নশ্বর দেহ। একই মায়ের দু'ছেলে একই মুহূর্তে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার শস্য শ্যামল বুককে আরো উর্বর করে দিয়ে গেল। আকবর হোসেন ঢাকা হাইকোর্ট বার এর এডভোকেট ছাড়াও কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সদস্য ও মগবাজার আওয়ামী লীগ ইউনিট এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংকালের মিছিল এখানে	দৈনিক সংবাদ	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরপশু পাকসেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের আর এক অধ্যায়: কংকালে মিছিল এখানে

বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহাঙ্গন যেন এক একটি বধ্যভূমি। প্রতিটি ভিটা এক একটি শহীদ মিনার। পল্লীর শ্যামল দিগন্ত তাই বেদনায় মলিন। বিস্তৃত মাঠের মাটি ঘাসে লেগে আছে শহীদের রক্ত। নরসিংদী শহরের অদূরে নরসিংদী তারাবো রাস্তার খাটারা পুলটিও হানাদার জল্লাদদের একটি বধ্যভূমি। নরপিশাচরা এই সেতুটিকে পরিণত করেছিল নির্যাতন কেন্দ্রে ও বধ্যভূমিতে।

হায়েনার দল পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তরুণ, তরুণী, ছেলে, বুড়ো নির্বিচারে সকলকে ধরে নিয়ে আসতো এখানে। ওদের উপর চলতো নির্যাতন। নির্যাতনের পর্ব চুকলে তাদের হত্যা করে লাশগুলো পুলের আশেপাশে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হতো। হত্যালীলার নীরব সাক্ষী এই পুলের চারিদিকে বহু নর কঙ্কাল ও মাথার খুলি আজও ছড়িয়ে আছে।

ব্যাপক অনুসন্ধানে পাক বাহিনীর নিষ্ঠুরতম নির্যাতান ও পাইকারী নরহত্যার অনেক মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশ হতে পারে বলে সকলে মনে করেন। স্থানীয় সমাজকর্মীরা অনুসন্ধান চালিয়ে ইতিমধ্যেই ঝাটারা পুলের আশেপাশের পতিত জমি থেকে বহু নরকঙ্কাল উদ্ধার করেছেন। এসব নর কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল জনৈক মহিলার বলে অনুমান করা হচ্ছে।

কঙ্কালগুলোর আশেপাশে পাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হতভাগ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তেমনি অনুমানের ভিত্তিতে ঐ কঙ্কালটি কোন যুবতীর বলে ধারণা হচ্ছে। কারণ কঙ্কালটির হাতে কাঁচের চুড়ি রয়েছে। আরো একটি কঙ্কাল সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে সেখানে। এই কঙ্কালটি শিবপুর থানার করার চর গ্রামের জনৈক ব্যক্তির। পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে আরো দুটি কঙ্কাল সনাক্ত করা হয়েছে। সম্ভব কঙ্কাল দুটি নরসিংদী মহাবিদ্যালয়ের নিখোঁজ দুজন হিন্দু অধ্যাপকের বলে উদ্ধারকারীরা ধারণা করেছেন। তাঁত বস্ত্রের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ সেখের চরের জনৈক সমাজকর্মী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতীদের ধরে এনে হানাদার পাক সেনারা নরসিংদী টেলিফোন একচেঞ্জে নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো। যারা নরপশুদের কাছে আত্মসর্পণ করতো না তাদের হত্যা করা হতো। তারপর সেই মৃতদেহের উপর পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে লাশগুলো ফেলে দেওয়া হতো।

এই একচেঞ্জেই নরপশুরা ক্যাম্প খুলেছিল। এখান থেকেই নরপশুরা দালালদের সাহায্যে রাতে গ্রামে হানা দিয়ে বাঙ্গালী নর-নারীদের ধরে আনতো। তারপর তারদর উপর চালাতো বর্বর অত্যাচার। নির্যাতন শেষে তাদের এই খাটারা পুলের কাছে এনে হত্যা করতো। পাঁচদোলাপুল ও খাটারাপুল ছাড়াও আরো কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে নরসিংদীতে। সেগুলো হচ্ছে পুটিয়া পুল, সানখোলা পুল, খাসির দিয়া রায়পুরা থানার হাটু ভাংগা, বাদুয়ার চর রেলপুল। এসব বধ্যভূমিতে কত বাঙ্গালী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, মা-বোনের বিদেহী আত্মা আজো হাহাকার করে ফিরছে তার হিসেব কেউই দিতে পারবে না।

বাংলার মানুষদের হত্যা করে, তাদের বসতবাটি জ্বালিয়ে, সম্পত্তি লুট করে কৃষককের গবাদি পশু জবাই করে, মাঠের ফসল বিনষ্ট করেই এসব নরপশুরা ক্ষান্ত হয়নি, তাদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি শিক্ষা ও ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠান, এমনকি সমজিদ মন্দির গীর্জাও। স্যার কেজি গুপ্ত হাই স্কুলটিও এইসব বর্বর পশুরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। জিনারদি এলাকার অবিভক্ত বাংলার কৃতী সন্তান স্যার কে, জি গুপ্ত **১৯১৯** সালে নরসিংদী তারাবো রাস্তার পাশে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। তার নামানুসারেই স্কুলটির নামকরণ করা হয়। এই স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত পাঁচদোলা পুল। এখানেই ছিল নর পশুদের একটি ক্যাম্প। নরপশূরা নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গণহত্যা চালাতো এখান থেকে। নর পশুদের জবাব দিচ্ছিলো মুক্তিবাহিনী। মাঝে মাঝে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের আক্রমণ কারে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। অতর্কিত আক্রমণের জন্য মুক্তি সেনারা স্কুলটিকে ব্যবহার করতো বর্ম হিসাবে।

তাই পাক সেনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগ করে। বর্তমানে এই স্কুলের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় ২০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি এই সব অক্ষরজ্ঞানহীন পশুরা নষ্ট করে দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিরাজগঞ্জ যমুনা পারের কিছু হত্যা-কাহিনী	দৈনিক আজাদ	২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

এখানকার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাকিস্তানীদের নৃশংস নরমেধযজ্ঞের কাহিনীগুলো একে একে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে আসছে কি ভাবে তারা পল্লীমায়ের নিভৃত কোল থেকে তার তরুণ যুবক ছেলেদের ছিনিয়ে এনে লঞ্চ ঘাটে জবাই করতো আর নদীর বুকে ছুড়ে ফেলে দিত। সিরাজগঞ্জের সাবজেলটি ঠিক এমনি জবাই খানার কাজে ব্যাহৃত হতো।

এসব একদিন দু'দিনের ঘটনা নয়। এপ্রিল মাসে হানাদাররা সিরাজগঞ্জে প্রবেশের পর থেকে নয় মাস ধরে দিনের পর দিন এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । আর গ্রামে গ্রামান্তরে মানুষ হতভাগ্যদের আর্তনাদে শিউরে উঠেছে।

এতে করে সিরাজগঞ্জের জবাইখানাগুলোর কমপক্ষে ৩ হাজার লোক মারা পড়েছে। আর যে বন্দর ২৫শে মার্চের আগে অহরহ কর্মব্যস্ত থাকতো তা-ই আরা ২৭ শে এপ্রিলের পর এক জনমানবহীন প্রেতপুরীতে পরিণত হয় । লোকজন যতদূর সম্ভব এই ঘাটি এড়িয়ে চলতে চাইত।

বার্তা প্রতিষ্ঠান বি এস এস এর প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জের আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মুক্তিবাহিনী আর মুজিব বাহিনীর বহু নেতার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তারা জানান যে ২৭শে এপ্রিল থেকে পাঁচ দিন ধরে তারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কম করে ৫শত লোককে হত্যা করেছে।

আজ এসব কথা লিখতে বসে বারইতলা গ্রামটির কথা মনে পড়ে গেলো। কাজীপুর থানার এই গ্রামে গত বছর নভেম্বরের কোন এক সময়ে তারা হামলা করে। মাত্র একটি দিনের নারকীয় যজ্ঞ। অথচ এই একটি দিনে নারী, পুরুষ ও শিশুতে মিলে ২শত লোককে জল্লাদরা হত্যা করে। কমপক্ষে ২ শত ঘাবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

এরও আগে মে মাসে সিরাজগঞ্জ থানার বাবতীতে মারা পড়ে ১৭০ জন। বারইতলা আর বাবতী এই দুজায়গাতেই মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে শত্রুকে বাধা দিয়েছে।

এভাবে নরহত্যা, লুটতরাজ আর অগ্নিসংযোগের অমানুষিক ইতিহাস ঘাটলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক একটি গ্রামের ছবি: তামাই, রাজাপুর, সাইদাবাদ, সিংলাবাড়ী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আর এক বধ্যভূমিত চট্টগ্রামের দামপাড়া	দৈনিক বাংলা	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

আর এক বধ্যভূমি চট্টগ্রামের দামপাড়া

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীরা এখানে কয়েক হাজার লোক হত্যা করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম, ২১ শে জানুয়ারী। এই শহরের দামপাড়াস্থ গরীবুল্লা শাহর মাজারের পাশে একটি লোমহর্ষক বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত ৩০ শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই বধ্যভূতে বর্বর পাক বাহিনী প্রায় কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বধ্যভূমির স্থানটি আমাকে দেখিয়েছেন গরীবুল্লা মাজারের সংলগ্ন দোকানদার নাসির আহমদ।

গত ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বধীন না হওয়া পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞের ষোল আনাই তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর দোকানেই ছিলেন। নাসির আহমদ আমাকে বলেছেন, গত ৩০শে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অতিরিক্ত বৃষ্টির দিন ছাড়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কড়া মিলিটারী পাহারায় পাঁচ থেকে ছয় ট্রাক বোঝাই লোক নিয়ে আসা হত।

এই হতভগ্যাদের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকতো। তাদের বধ্যভূমিতে নামিয়ে দিয়ে ট্রাকগুলি চলে যেতো। এই হতভাগ্যদের বধ্যভূমিতে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। তারপর অন্য একদল মিলিটারী ট্রাক নিয়ে বদ্যভূমিতে এসে লাশগুলি ট্রাক বোঝাই করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেত। নাসির আহমদ আমাকে আরো বলেছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে লাশ পুঁতবার জন্য বধ্যভূমির পাশে একটি গভীর গর্ত খনন করা হয়।

মাত্র কয়েক দিনে লাশে এই গভীর গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে সদ্যমরা লাশগুলিকে ট্রাকে চড়িয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। আমার অনুরোধে নাসির আহমদ এই গর্তের মুখ থেকে সামান্য মাটি সরিয়ে পাঁচটি নরকংকাল উঠান। তাঁর মতে সেই গর্তে কমপক্ষে পাঁচ হাজার নরকংকাল রয়েছে। এই লোমহর্ষক বধ্যভূমি চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বধ্যভূমির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হতভাগ্যদের জামা-কাপড় জুতা প্রভৃতি। মাটিতে রয়েছে চাপ চাপ বিস্তর রক্তের দাগ যা প্রমাণ করেছে যে গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এখানে কয়েক'শ লোককে হত্যা করা হয়েছে।

বধ্যভূমির পাশে হাঁটার সময়ে মাটিতে আমি গোটাদশ স্যুটও দেখতে পেয়েছি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রেলওয়ে পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্য অফিসের যে সব হতভাগ্য অফিসার নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের অনেককেই এই বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছে। নাসির আহমদের মতে অত্যাচারের কালো দিনগুলোতে বর্বর পাক বাহিনী এই বধ্যভূমিতে কয়েক হাজার লোককে হত্যা করেছে। তিনি বলেছেন যে, নিয়মিত এই হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্থায় বধ্যভূমিতে আনা এক দল লোককে গুলি করে হত্যা করলে গুলির আওয়াজে হতভাগ্যদের লাইন করে দাঁড়ানো অন্যদল মৃত্যুভয়ে চীৎকার করতো বলে পরে রাইফেলে সাইলেন্সার লাগিয়ে গুলি করে মারার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

নিয়মিত এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের আরও দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছেন গরীবুল্লা শাহর মাজারের দারোয়ান আব্দুল জব্বার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গ্রামে গ্রামে পথে পথে বধ্যভূমি	পূর্বদেশ	৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গ্রামে গ্রামে পথে পথে বধ্যভূমি
\ পূর্বদেশ রিপোর্ট \

বারিশাল, পটুয়াখালী, আশুগঞ্জ কুষ্টিয়া এবং চট্টগ্রামের দামপাড়ায় সম্প্রতি বেশ কটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব বধ্যভূমিতে হানাদার ইয়াহিয়ার সৈন্যরা গত ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে গত ন'মাস ধরে কয়েক লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলে কয়েকটি এলাকায় পাক হানাদার বাহিনী কয়েক লক্ষ লোক হত্যা করেছে। এ অঞ্চলে এখনো অনেক স্থানে নরকঙ্কাল ও মানুষের হাড় পড়ে আছে। বরিশালে হানাদার বাহিনী সুপরিকল্পিত উপায়ে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। ওরা বারিশাল শহরে কোন ঘর-বাড়ী ধ্বংস না করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, বরিশালে তারা কোন গণহত্যা বা ধ্বংস চালায়নি।

কিন্তু শহর থেকে একটু গ্রামের দিকে এগুলোই দেখা যাবে পশু বাহিনীর হিটলারী কার্যকলাপের চিহ্ন। বরিশাল শহরে কীর্তন খোলার তীরে অবস্থিত ওয়াপদা কলোনী এলাকায় এবং সি, এস, ডি, গোডাউন এলাকায় ও স্টেডিয়ামের নিকেটে পশু পাক বাহিনী বাঙ্গালীদের হত্যা করতো। এই সকল এলাকায় নদীর তীরে এখনও মানুষের মাথার খুলি এবং হাড় দেখতে পাওয়া যায় । বারিশাল মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের কতিপয় ছাত্র বদর বাহিনীর সদস্য ছিল। ঐ সকল বদর সদস্যরা বহু বাঙ্গালীকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝালকাঠি একটা প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

ঝালকাঠি বন্দরে পশু বাহিনী পেট্রোলের সাহায্যে আগুন ধরিয়ে সব ঘরগুলো পুড়িয়ে দেয়। এই বন্দরে কমপক্ষে বিশ কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। ঝালকাঠির অদূরে আটঘর, কুরিয়ানার পেয়ারা বাগানে মুক্তি যোদ্ধারা সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই পেয়ারা বাগানের পেয়ারা সমগ্র বাংলাদেশে সরবরাহ হয়ে থাকে। এই বাগান এলাকায় একদিনেই পশু বাহিনী কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে। এর ভিতর ষোল বছরের যুবক থেকে চল্লিশ বছরের লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী।

পাক বাহিনী এই পেয়ারা বাগান কেটে পরিষ্কার করার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হাজার হাজার লোককে বলপূর্বক ধরে আনে এবং তাদেরকে দিয়ে পেয়ারা বাগান কেটে পরিষ্কার করাতে থাকে। নিরীহ গ্রামবাসী গাছ কাটতে অস্বীকার করলে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। এই এলাকায় দালাল ব্যতীত অন্য কোন নিরীহ বাঙ্গালীর পক্ষে টিকে থাকা দুরুহ ব্যাপার। কউখালি, বরিশালের আর একটি প্রধান বন্দর। এই বন্দর হানাদাররা সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেয় ও গ্রামের গ্রামে ঢুকে নিরীহ বাঙ্গালীদের হত্যা করে। পিরোজপুর মহকুমা শহরে নদীর তীরে যে স্থানে বাঙ্গালীদের দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হতো সেই জায়গায় রক্তের জোয়ার বইতো।

পিরোজপুর হানাদার বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত হওয়ার পর সেখানে যত যুবক ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়। রাজাপুর বানরি পাড়া মঠবাড়িয়া স্বরুপকাঠি এবং অন্যান্য এলাকায় হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটির সহযোগিতায় বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালীকে হত্যা করে। পটুয়াখালী শহরেই কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়। পটুয়াখালী জেলার অন্যান্য এলাকায় যে সংখ্যক নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয় তার প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হলে মোট হত্যার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

কুষ্টিয়া থেকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার একটি খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সেনা এবং তাদের যোগসাজশকারীরা কুষ্টিয়া জেলায় গত ন'মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে হত্যা করেছে। নিহতের সংখ্যা বলতে গিয়ে গণপরিষদ সদস্য জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস এখানে এক বিবৃতিতে বলেন যে, যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই হচ্ছেন ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের কিশোর ও যুবক।

পূর্বদেশের ভৈরবস্থ সংবাদদাতা মেহদী হাসান জানিয়েছেন, গত বিশে ডিসেম্বর আশুগঞ্জে গিয়েছিলাম যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার বাস্তব চিত্র দেখতে। আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর চরে যা দেখলাম তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেদিন আশুগঞ্জের বালুচরে দাঁড়িয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম স্তূপীকৃত মানুষের লাশ দেখে। সেনারা আত্মসমর্পণের পূর্বে এই সমস্ত লোকদের হত্যা করে। আশুগঞ্জ ভৈরব বাসীদের নিকট গত ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল মৃত্যুপুরী। ভৈরব শহরের কতো লোককে যে ধরে নিয়ে আশগঞ্জের এই বধ্যভূমিতে হত্যা করেছে তার হিসেব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই আশুগঞ্জ ছিল ভৈরব বাসীর কাছে মৃত্যুপুরী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীর গর্তে আরো নরকংকাল	দৈনিক বাংলা	৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রাজশাহীর গর্তে আরো নরকংকাল

আধমরা লোকগুলোকে পশুরা মাটিচাপা দিয়েছিল

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজশাহী, ২রা ফেব্রুয়ারী।- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেলওয়ে ষ্টেশনের পাশে নরকংকাল ভর্তি আরো গর্ত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দৈনিক আজাদের প্রতিনিধি ও রাজশাহী জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদকে হত্যার পর বর্বর পাক বাহিনী এই গর্তে পুঁতে রাখে। জানা গেছে যে, গত বছর ২৮শে জুন পাক বাহিনীর কতিপয় দালাল জনাব আবু সাঈদকে ধরে নিয়ে যায়।

এই দালালদের মধ্যে তৎকালীন দৈনিক সংগ্রামের স্থানীয় প্রতিনিধিও ছিল। জনাব সাঈদকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে প্রায় এক সপ্তাহ আটক রাখা হয়। এরপর ৫ই জুলাই অপর ১৫ জন ব্যক্তির সাথে জনাব সাঈদকে জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে দিনাজপুরের জনৈক রেলওয়ে কর্মচারীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। বর্বর পাক বাহিনী মৃতদেহটি রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে বয়ে নিতে বন্দীদের বাধ্য করে। ষ্টেশনের পাশে একটি বাবলা গাছের নীচে তাদের সামনেই একটি গর্ত করা হয়। এরপর তাদের সকলকে জোর করে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হয়। এই সাথে পাশ থেকে মাটি নিয়ে তাদের সবাইকে অর্ধমৃত অবস্থায় গর্তের মধ্যে চাপা দেওয়া হয়।

কিন্তু এদের মধ্যে রাজশাহী জিন্না ইনষ্টিটিউটের পিয়ন আব্দুল কাদের, শ্যামপুরের জনৈক রুপভান মিয়া পরস্পরের সাহায্যে গর্তের মধ্যে থেকে কোন রকমে উঠে ভারতে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর এদের কাছ থেকেই এই লোমহর্ষক কাহিনী জানা গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইটখোলা, বদর বাহিনী ও রাজাকার ক্যাম্প বোয়ালিয়া, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের শত শত গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া পাক বাহিনী আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্বে নিহত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছাত্র ও অপরাপর বুদ্ধিজীবীর লাশ উদ্ধার করা হয়। শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের হাজার হাজার বাঙ্গালীকে বর্বর পাক বাহিনীর নৃশংসভাবে হত্যা করে লম্বা গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখে। এদেরকে গলা কেটে হত্যা করা হয় বলে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে জানা গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ধামরাই আজ শ্মশান	সংবাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রথযাত্রা উপলক্ষে আর ভীড় জমবে না এখানে
ধামরাই আজ শ্মশান

বাংলাদেশের একটি স্থান নাম ধামরাই। নামটাকে কন্দ্রে করে প্রচলিত আছে অনেক কিংবদন্তি। অনেক ভক্ত প্রাণ এই নামটিকে স্মরণ করে ভাবাবেগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানকার প্রাচিন কীর্তি ধামরাইয়ের পথ। বাংলাদেশের এত বড় রথ আর কোথাও ছিল না। শোনা যায় এই রথটাকে টানতে প্রায় একশত মণ পাটের দড়ির দরকার হতো।

রথযাত্রার সময় ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা এ পাট দান করতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে বসতো মেলা। ভক্তজনেরা এসে ভীড় জমাতো এই ধামরাইয়ে । অসংখ্য সাধূ সন্ন্যাসীর পদধুলিতে পবিত্র হয়ে উঠতো ধামরাইয়ে পথ ঘাট।

গত এপ্রিলের প্রথম দিকে এই ধামরাইয়ে প্রবেশ করলো পাক-ফৌজের একটি দল। লুট করলো মন্দিরের সোনাদানা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান আসবাবপত্র। বাংলার এই বিখ্যাত রথটাকে লাগালো আগুন। কয়েকদিন ধরে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল রথটি। পাক সেনারা রথটি পুড়িয়েই ক্ষান্ত হলো না । এর স্মৃতি বাঙ্গালীর মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য ছাই ও কয়লাগুলো ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে গেল।

বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিল একটা ঐতিহ্যকে। ভক্তজনের কলগুঞ্জনে ধামরাই আর জেগে উঠবে না সহসা । ভাক্ত রথীরা আর আসবে না এখানে। রথটিও কোনদিন নতুন করে গড়ে উঠবে না। ধামরাই কালের বুকে জেগে থাকবে ধ্বংসের ইতিহাস হয়ে পাক হানাদার এ ঐতিহাসিক রথটিকে নিশ্চিহ্ন করে থেমে যায়নি। এখানকার বহু লোককে গ্রেফতার করেছে। নির্যাতন করেছে। হত্যা করেছে। পাক হানাদারদের সাথে জুটেছিল বাংলার কতিপয় ঘৃণ্য নরপিশাচ। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো হানাদারদের। এখানেও পথ দেখিয়েছিল কতিপয় এদেশী মোহাম্মাদী বেগ। ধামরাইয়ে নিহত হতভাগ্য বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ধামরাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক দীনেশ বাবুর কথা। বার্নিয়ার রোগী ছিলেন দীনেশ বাবু। তার স্ত্রী মস্তিষ্ক বিকৃত। তার তিনটা ছেলে। তৃতীয় ছেলে হাবুল জগন্নাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

বাবার সঙ্গেই বাড়ীতে ছিল গোলযোগের সময়। ৯ই এপ্রিল বেলা ১২টা । তিনি রান্না করছিলেন। এর ফাঁকে উঠতে হলো তাকে। কারণ প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে লোক। বেলা ১২টার মধ্যে ৩/৪ বার দৌড়ালেন আবার ফিরে এলেন। অদৃষ্টে যা আছে তা খণ্ডাবে কে? পাক বাহিনী রাস্তা কেমন করে চিনবে বা তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবে? কিন্তু ঘরের শত্রুবিভীষণ।

বাংলার মাটিতে ছিল অসংখ্য মীরজাফর আর জগত শেঠ। এই মীরজাফর, জগতশেঠের বংশধরদেরই একজন ধীনেশ বাবুকে সনাক্ত করে দিল । দীনেশ বাবু ধরা পড়লেন। ছেলে হাবুল বাড়ীতেই। তার সঙ্গে ৪/৫ হাজার টাকা। হাবুল ভেবেছিল হয়ত টাকা পেলেই বাবাকে ছেড়ে দিবে। তাই এগিয়ে গিয়েছিল দালালদের হাতে পায়ে ধরে বাবাকে ছাড়তে। তহি বুঝি কাল এসেছিল। তাকেও রেখে গেল না বর্বর ডাল কুত্তার দল।

তাকে থানায় রেখে দেয় একরাত । দীনেশ বাবু এবং তার ছেলে হাবুল এর উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় এতেও দণ্ড শেষ হলো না দুটি নিষ্পাপ প্রানের। দীনেশ বাবার দিন শেষ প্রায়। হাবুলের জীবনের যাত্রা

হয়েছে শুরু। তাই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয় সম্ভাবনাময় প্রাণটিকে। এদের সঙ্গে আরো যাদের ধরা হয়েছিল তারা নিতান্তই গরীব। তাদের প্রতিদিন কাজ না করলে পেটের খোরাক জোটে না।

এরা হচ্ছেন গান্ধীপাল (দোকানদার), বুদ্ধ সূত্রধর, (লোহার কামার) গনেশ পাল (পান বিক্রেতা), চিনু বণিক (হকার), গয়া রাজবংশী (মাছ বিক্রেতা) প্রবেশ সূত্রধর (লোহার কামার) আরো ৪ জন নাম না জানা লোক। দীনেশ রায় এবং ছেলে হাবুলকেসহ এদের ধামরাই থেকে ৩/৪ মাইল দূরবর্তী কালামপুর বাজারে নিয়ে যায়। সবার চোখ বাঁধা । বাজারের পাশে কালামপুর আতাউর রহমান হাইস্কুলের মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে একটা খাল নদীতে গিয়ে পড়েছে।

বাজার থেকে স্কুলে আসতে একটি কালভার্ট। উপরে সিমেন্টের আস্তরণ নেই। বাঁশ নিয়ে সাঁকো বেঁধে লোক যাতায়াত করার মত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। তখনও খালে জল গড়ায়নি। কালভার্টের নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হলো ১৪টি মানুষকে। সবার পুরোভাগে সর্বজন শ্রদ্ধেয় দীনেশ রায় এবং তার পিছনে আদরের দুলাল হাবুল।

এভাবে ১৪ জনকে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর আর বলা যায় না। বাংলার বুকে হানাদার ডাল কুত্তারা কত বীভৎস কাণ্ডইনা করেছে। গুলী চালাল। সবাই শেষ বারের মত ঘুমিয়ে পড়ল বাংলা মায়ের কোলে- চিরনিদ্রায়।

এ নিদ্রা থেকে আর তারা জাগবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজীগঞ্জে খান সেনাদের হত্যাযজ্ঞের স্বাক্ষর	সংবাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হাজীগঞ্জে বর্বর খানসেনাদের হত্যাযজ্ঞের অসংখ্য স্বাক্ষর প্রতিদিনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে

কুমিল্লা, ৩ রা ফেব্রুয়ারী। এ জেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র হাজীগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকা হতে প্রতিদিন বর্বর পাক বাহিনীর হাতে নিহত মানুষের হাড়, মাথার খুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিনই উৎঘাটিত হচ্ছে নারকীয় বর্বতার ভয়াল স্বাক্ষর। ডাকাতিয়া নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত মাকিমাবাদের জলাভূমিতে প্রায় তিনশ’ মাথার খুলি এবং মানুষের হাড় বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার একজন প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, বর্বর হানাদাররা এ অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এলাকাকে কেমন করে ধ্বংস করেছে তার অনেক কাহিনী এখন পাওয়া যাচ্ছে।

স্থানীয় হামিদা জুট মিলকে বর্বর পাক পশুরা ৩ হাজার বাঙ্গালী নিধনের বধ্যভূমিতে রুপান্তরিত করেছিল। মিলের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে অবস্থানরত সেকেন্দার আলী সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে জানান যে, প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বাঙ্গালী যুবকদেরকে এখানে ধরে এনে সারা রাত পাক পশুরা নির্যাতন চালাত। তারপর তাদের কয়েকজনের হাত, পা একসাথে বেঁধে মৃত বা অর্ধমৃতাবস্থায় ডাকতিয়া নদীতে ফেলে দিত।

হাজীগঞ্জ থানা প্রধান জনাব হাতেম আলী, একজন প্রত্যক্ষদর্শী আবদুস সোবহান এবং ৭৫ বৎসর বয়স্ক একজন প্রতিনিধিকে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর কাহিনীর কথা জানান। হাজীগঞ্জ থানায় লুটপাট অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতনের কাহিনীর অন্ত নেই। একমাত্র বারকুল গ্রামেই বর্বর বাহিনী এবং তাদের চাঁইয়েরা ১২০ জন আবালবৃদ্ধবনিতাকে খুন করেছে। অনেক বালিকাকে পাশবিক অত্যাচার করেছে এবং দালালদের সহযোগিতায় ৪ঠা মে গ্রামটিকে সম্পূর্ন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

এ থানায় এমন কোন গ্রাম নেই বললে চলে, যেখানে অগ্নিসংযোগ, লুট এবং নারী নির্যাতন করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, মুজাফফরগঞ্জেই বর্বরতা চরম রুপ নিয়েছিল। এখানে এক বাড়ীতে ২ জন রাজাকার একটি বালিকাকে ধর্ষণে প্রবৃত্ত হলে বাড়ীর অন্যান্য লোক তাতে বাধা দেয়। পরদিন একদল রাজাকার এবং দখলদার বাহিনীর লোকজন সেই বাড়ী আক্রমণ করে ৩৭ জন লোককে হত্যা করে।

শুধু এতেই নিবৃত্ত ছিল না ডাল কুত্তার দল, সেই বাড়ীর ৪টি বালিকাকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে এবং ৩/৪ দিন পর তাদের মৃতদেহ পাশের একটি খালে ভাসতে দেখা যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কিশোরগঞ্জের হত্যাযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কিশোরগঞ্জে হত্যাযজ্ঞ

সেই রাতে ধুলদিয়া রেলওয়ে পুলের উপর সবাইকে লাইন করে গুলি করা হলো

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কিশোরগঞ্জ, ২রা ফেব্রুয়ারী। কিশোরগঞ্জে বর্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক নরপশু মেজর ইফতেখার সম্পর্কে দু' একটি তথ্য দৈনিক বাংলা-এর ২৪শে জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই জঘন্য পশুর পাশবিকতা কিশোরগঞ্জে যে, বিভীষিকা ও ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

১৯৭১ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে এই নরাকৃতি পিশাচ কিশোরগঞ্জে আসে। সে এখানে এসেই শুরু করল তার নরমেধযজ্ঞ। প্রত্যহ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, এমনকি আরও বেশী করে লোক ধরে ধরে এনে মারতে শুরু করল। বলা বাহুল্য অধিকাংশ লোকই হিন্দু। কাজেই হিন্দু অধিবাসী যারা কিছুটা নির্ভয় হয়েছিলেন, তারা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করলেন। অনেকে প্রায় ভয়ে মুসলমান হতেও শুরু করলেন।

ইফতেখার দেখল হিন্দু আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই তার গণহত্যার পরিধি বিস্তৃততর করার জন্য এই নর-শয়তান তথাকথিত শান্তি কমিটির মাধ্যমে হিন্দুদের আহবান করল এই বলে যে, নির্দোষ কোন লোককে কোন রকম হয়রানি করা হবে না, হিন্দুরা যেন নির্বিঘ্নে নিজ নিজ কাজ শুরু করে। শয়তান দলের এই কপটতায় অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে শহরে ফিরে এলেন।

ভয়ে ভয়ে শহরে নিজ নিজ কাজ শরু করলেন। ইফতেখার আর এক ফরমান জারী করল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাউকে ধর্মান্তরিত করা চলবে না আর হিন্দুদের ধুতি পরে থাকতে হবে। এইভাবে নরপিশাচ তার হত্যাযজ্ঞ বিস্তৃত করা প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করল। শয়তানের কপটতায় বিশ্বাস করায় প্রথম বলি হলেন বাবু গিরিজা মোহন চক্রবর্তী। এ ছাড়া কত অসংখ্য মানুষ যে নরপিশাচের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তার সঠিকতথ্য বের করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।

খগেন্দ্র নাথ লৌহ নামক এক ভদ্রলোক অত্যন্ত নিরীহ মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই । একটা ক্ষুদ্র চায়ের দোকান চালাচ্ছিলেন, তিনি, পরিবারের অন্ন সংস্থানের একমাত্র অবলম্বন রুপে। নরপিশাচ ইফতেখার হঠাৎ এক রাতে হানা দিয়ে এই পরিবারের সকলকে ধরে নিয়ে গেল। এই সঙ্গে ধরা পড়ল হরিমোহন নামে বৃদ্ধ একজন মেইল রানার। শয়তান কাউকে রেহাই দেয়নি। নৃশংসভাবে এদের সকলকে হত্যা করে। এদের মধ্যে খগেন বাবুর জ্যেষ্ট পুত্র কাজল লৌহ যেন অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়ে গেল।

কাহিনীটা তার কাছ থেকেই শোনা। গচিহাটা রেলষ্টেশনের সন্নিকটে ধুলদিয়া রেলওয়ে পুলের উপর সকলকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে জল্লাদরা গুলি করে হত্যা করেছে সকলকে। গুলি করার সময় কাজল লাফ দিয়ে নীচে পানিতে পড়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পিশাচরা পানিতে অসংখ্যবার গুলি ছুড়েছে। কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে? কাজল রাতের অন্ধকারের সুযোগে ডুব সাঁতার দিয়ে দিয়ে অনেকদূর গিয়ে ডাঙ্গায় উঠে পাড়ি জমায় সীমান্তের ওপারে। কাজল ফিরে এসেছে। কিন্তু গোটা পরিবারটা যেন ছত্রখান হয়ে গেছে।

অশ্বিনী বাবু একজন গোবেচারা বৃদ্ধ আইনজীবী। স্বামী, স্ত্রী ছিলেন কিশোরগঞ্জের বাসায়, দুই ছেলে প্রবীর ও সুবীর। প্রবীর বি, এসসি, পাশ করে শিক্ষকতা করছিলেন করিমগঞ্জ স্কুলে, আর তার ছোট ভাই সুবীর কলেজে পড়তো। পিশাচ ইফতেখার এক রাতে অশ্বিনী বাবুকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে আসে। তারপর বন্দুকের নলের মুখে অশ্বিনী বাবুকে দিয়ে দুই ছেলের কাছে চিঠি লেখায় ওদের কিশোরগঞ্জে আসার জন্য । পিতৃভক্ত দুই ভাই-ই এসে জল্লাদের ফাঁদে পা দেয়। দুটো ছেলেকেই এই নরঘাতক হত্যা করে, অশ্বিনী বাবুকে ছেড়ে দেয়।

অশ্বিনী বাবু আজও বেঁচে আছেন, তবে সে বাঁচা বাঁচা নয়- জীবন্মৃত অবস্থা। শোনা যায় অশ্বিনী বাবুর দেশের বাড়ী ও সম্পত্তির লোভে জনৈক দালাল ইন্ধন যুগিয়ে ইফতেখারের মত নররাক্ষসকে দিয়ে বৃদ্ধের দুটো ছেলেকেই খুন করিয়েছে। পাকুন্দিয়া থানার মেডিক্যাল অফিসার সংস্কৃতিবান একজন হিন্দু ভদ্রলোক দুই ছেলেসহ নিহত হলেন নরপিশাচ ইফতেখারের হাতে। তার তিন মেয়ে-দু'জন গ্রাজুয়েট, একজন ম্যাট্রিকুলেট। ভাইপো, জামাইরা সবাই কাঠের মিস্ত্রী ছিল। তথাকথিত শান্তি কমিটির আহবানে ওরা ফিরে এলো শহরে, শুরু করল কাজকর্ম । হঠাৎ একদিন সবগুলো সক্ষম পুরুষকে ধরে নিয়ে গেল জল্লাদরা। ওদের কেউ বাঁচতে পারেনি ঘাতক ইফতেখারের হাত থেকে। এ জাতীয় অসংখ্য নরহত্যা করেছে ইফতেখার তার পিশাচ সহচরদের সহায়তায়। এই তো গেল তার রক্তলোলুপ পিশাচ মনোবৃত্তির কথা। এছাড়া তার মত লম্পট, ঘৃণ্য নরপশু, নৈতিকতা বিহীন পিশাচ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন কালে ছিল কিনা কেউ বলতে পারবে না।

এই নারাধম কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কত নারী যে নিধন করেছে, কত হতভাগিনীকে উন্মাদে পর্যবসিত করেছে তার সীমা নেই। তার কবল থেকে কেই রক্ষা পায়নি। ব্রাক্ষণ, পুরোহিতদের হত্যা করে তাদের ছেলে মেয়েদের যেমন করেছে নির্যাতন, ঠিক তেমনি হিন্দু, মুসলমান কাউকে সে রেয়াত করেনি। তার পাশব প্রবৃত্তির লেলিহান শিখায় যে সকল সদ্য স্বামী হারা, পিতৃহারা, মাতৃহারা হতভাগিনী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাদেরকে এরপর স্থানান্তরিত করা হয়েছে মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রে নরাকৃতি পশু পশ্চিমা হানাদার আর কুখ্যাত রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর বাহিনীর কমাণ্ডার এবং স্বঘোষিত অফিসার ইন-চার্জদের হাতে।

ইফতেখার লুণ্ঠন চালিয়েছে নির্বিচারে। নিজে গ্রহণ করেছে স্বর্ণ, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস, আর তার অনুচরদের দিয়েছে বাকী সমস্ত মালামাল। এছাড়া তথাকথিত শান্তি কমিটির যোগসাজশে যাকে তাকে ধরে আটক করে, শান্তি কমিটির মাধ্যমে মোটা অংকের নগদ অর্থের বিনিময়ে দু একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক সময় টাকা গ্রহণ করেও সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য তথাকথিত শান্তি কমিটি টাকা আদায়ের সময় নিজেদের অংশ আলাদা করে আদায় করেছে।

হিন্দু প্রাণভয়ে মুসলমান হয়েও এই নরপিশাচ এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। বল্লভ সাহা নামক একজন হিন্দু ব্যবসায়ী প্রাণভয়ে সপরিবারে মুসলমান হয়। তাকেও হত্যা করেছে। নরপিশাচ দীর্ঘকাল এক ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে কিশোরগঞ্জকে শ্মশানে পরিণত করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর, পি, সাহা আজও এলেন না	দৈনিক আজাদ	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গাড়ীর শব্দ শুনলেই মনে অয়-'এই বাবু আইতাছে'
স্বাধীনতা এলো, দানবীর আর পি সাহা আজও এলেন না

'জেঠামণি না আসলে আমার কান্না পাবে, আমি এখানে থাকতে পারব না।' কথা কটি বললো ভারতেশ্বরী হোমসের কিণ্ডার গার্টেন দ্বিতীয় মানের ছাত্র রোকেয়া ইসলাম। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো ৮ বৎসরের মেয়ে রোকেয়া। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাঁধ ভাংগা বন্যার মত তার অশ্রু ঝরছে। এ দৃশ্য বড় বেদনাদায়ক। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেও রোকেয়া তার সহগামী বোনদের সাথে মাঠে ছুটাছুটি করছিল।

ভারতেশ্বরী হোমসের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা হোমসের ছাত্রীদের সবার প্রিয় জেঠামণি। ৭১-এর মে মাসে পাক বাহিনী হোমসের ছাত্রীদের প্রিয় জেঠামণি আর তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহাকে ধরে নিয়ে যায়।

অভিযোগ ''ওরা হিন্দু। ভারতের চর। আওয়ামী লীগের সমর্থক''। কিন্তু হোমসের ছাত্রীরা উচ্চকণ্ঠে বলেছে'' সব মিথ্যে সব মিথ্যে।'' তিনি আমাদের আদর করেন। কান্না পেলে চোখের জল মুছিয়ে দেন। সত্যিই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা একটি মহিরুহ। এ মহিরুহের ছায়াতলে বিগত ৩০ বৎসর যাবত অসংখ্য ছাত্রী জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়েছে। আর পি সাহা হোমসের ছাত্রীদের ভালবাসতেন গভীরভাবে।

তাদের শাসনও করতেন কঠোরভাবে। আবার পরক্ষণেই মাথায় হাত বুলোতেন সস্নেহে। সকল দু:খ, সকল বেদনা অসুখ বিসুখ ভুলে যেতেন এখানে এসেই। হোমসের ছোট ছোট মেয়েরাই ছিল তার কর্মজীবনের সঞ্জীবনী শক্তি তার কর্মবহুল জীবনের প্রেরণা। আর এদের দিকে তাকিয়েই তিনি কাজ করতেন দিনরাত অনবরত। এদের মুখে হাসি দেখলে তিনি খুশি হতেন, পুলকিত হতেন। কুসুমের মতই ছিল তার মন, কোমল আর বজ্রের মতই ছিল কঠোর তার বাহিরের রুপ।

হোমসের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্বাধীনতার পর আজ অবধি নিখোঁজ। তবে এ অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্যই উদঘাটিত হয়নি। হোমসের ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী কুমুদিনি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স রোগী কুমুদিনি জনকল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মচারী সহ তার বন্ধুবান্দব শুভানুধ্যায়ী সবিশেষ উদ্বিগ্ন।

জেঠামণি ফিরে আসবেন। বাবু ফিরে আসবেন। আমাদের বিশ্বাস তিনি আজও বেঁচে আছেন। এ মহামানবের মৃত্যু হতে পারে না । তিনি তো মানবতাবাদী, সমাজবাদী। তার কোন শত্রুথাকতে পারে না।'' এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সবাই অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। এ প্রতীক্ষা তাদের যেন আর শেষ হতে চাচ্ছে না । গভীর উৎকণ্ঠা আর প্রতিক্ষায় তাদের দিন কাটছে। হোমসের প্রিন্সিপাল মিসেস প্রভা মুৎসুদ্দি বল্লেন, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, কোন না কোন ভাবে কাকা বাবুকে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা ।

বিক্ষিপ্তভাবে সকলেই কাতর কণ্ঠে হরেক রকম মন্তব্য করেছন। হোমসের ভাইস প্রিন্সিপাল মিস সালমা রহমান বললেন এখান থেকে বিগত দিনগুলোতে শত শত ছাত্রী জ্ঞানের আলোক নিয়ে মানবতার মশাল নিয়ে

ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে। আর তা শুধু সম্ভব হয়েছে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার মহৎ অনুভূতির ফলেই। এখানে ধনী, গরীর, হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য নেই। আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য । জাতি ধর্ম বর্ণের এখানে কোন বাছ বিচার নেই। হোমসের দারোয়ান ইউনুছ মিয়া, আর ইমান আলী মিয়া আমাদেরকে দেখেই প্রশ্ন করলো 'আপনারা কি বাবুর কোন খবর নিয়া আইছেন?' জিজ্ঞাসা করলাম 'কোন বাবু?' 'আমাগো বড় বাবু'।

তারপর অনেক আলাপ আলোচনার পর তারা বললো, 'আমাগো মনে অইতেছে যেন অহনো বাবু আছে। গাড়ীর শব্দ শুনলেই মনে অয় যে, এই বুঝি বাবু আইতাছে।' সত্যিই কত গভীর অনুভূতি, সবাই এ অভাব অনুভব করছে। মনে মনে প্রাণে প্রাণে সবাই আজ এই অনুভবের অনুসারী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কুমিল্লা ও রাজশাহীতে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) গণহত্যার স্বরুপ	সংবাদ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কুমিল্লা ও রাজশাহীতে গণহত্যার স্বরুপ

কুমল্লিা, ৫ই ফেব্রুয়ারী (বি, এস, এস)। বিভিন্ন সূত্রের খবর থেকে জানা গেছে, ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী এবং তাদের অনুগত চররা বিগত ৯ মাস ধরে এখানে ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে কমপক্ষে ২০,০০০ লোককে হত্যা করে। হাজার হাজার বাড়ী পুড়িয়ে দেয় এবং অগণিত পরিবারকে গৃহহারা করে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তের ৩ মাইলের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে অথবা ধ্বংস করেছে।

এ সব এলাকার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং আখাউড়া সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। জেলার প্রায় সকল হাট-বাজার লুট ও ধ্বংস করাতে সারা জেলায় চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ সম্পূর্ণ রুপে নির্ধারন করার কাজ সম্পন্ন হলে হত্যা এবং ধ্বংসের পরিমাণ বহুগণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাঙ্কা করা হচ্ছে।

পাক হানাদার বাহিনী এবং অনুচররা বিভিন্ন হাট-বাজার, ঘরবাড়ী রেল এবং বাস থেকে বহুসংখ্যক যুবককে ধরে এনে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনো কিছু বলা যায়নি। যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুপুরের জনাব আলী আকবার নামে এক যুবক জীবন্ত ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

বিএসএস-এর প্রতিনিধির নিকট তিনি জল্লাদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে তাদের বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাসী চালান হয় এবং ২৩ বৎসর বয়স্ক বাসেতকে হত্যা করা হয় তার বাড়ী লুট করে সমস্ত কিছু সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় এবং তাকেও ধরে নিয়ে যায়। সার্কিট হাউসে আরো ১২ জনকে ঐ সময় ধরে আনা হয় এবং সারারাত ধরে তাদের আটকে রাখা হয়। পরদিন সকালে চোখ এবং হাত বেঁধে ট্রাকে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

একটি গুদাম ঘরে তদদের নিয়ে আসা এবং চোখ খুলে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বহু হতভাগ্যকে পা বাঁধা হাত বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখতে পান। ঐ সব হতভাগ্যের মধ্যে শহরের নামকরা আইনজীবী শ্রী যতীন্দ্র ভদ্রকে তিনি দেখতে পান। তাঁর গায়ে যথেষ্ট ক্ষত চিহ্নও তিনি দেখেছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাজশাহী হতে বা, স, স-র অপর খবরে প্রকাশ সুদীর্ঘ নয় মাস পাক বাহিনীর অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যায়ের ৩ জন শিক্ষকসহ ১৮ জন পার্সোনেলের কর্মচারী হত্যা। পাক বাহিনীর হাতে বশ্বিবিদ্যালয়ের যেসব জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে তার মূল্যের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানান যে পাক বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত জিনিসপত্রের মূল্যের পরিমাণ যথাযথ নিরুপণ করতে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। গত এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পাক বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বিভিন্ন হল এবং ষ্টাফ কোয়ার্টারে ক্যাম্প স্থাপন করে। প্রথমেই বর্বর বাহিনী শহীদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়।

পরে জোহা হলসহ অন্যান্য অনেক হল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। সকল হল ষ্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য কর্মচারীর বাসা এমনকি লাইব্রেরী ও লেবরেটরী পর্যন্ত হানাদার বাহিনী লুটপাট করে। সংবাদ দাতা পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ড: হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড: মোশারফ হোসেন, বাংলা বিভাগের রীডার ড: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন এবং হানাদার বাহিনীর নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনেন।

এপ্রিল মাসে ১৪, ১৫ এবং তারিখে যথাক্রমে অংক বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর জনাব হাবিবুর রহমান, বাংলা বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের ডেমনষ্ট্রেটর জনাব মীর আব্দুল কাইয়ুমকে বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। বর্বররা কি ঘরনের ষ্ঠুির ছিল তার এক নজীর পাওয়া যায় একজন অধ্যাপককে হত্যা করার পর তার মেয়েকে একজন মিলিটারী অফিসারের সাথে বাস করতে বাধ্য করার দৃষ্টান্ত থেকে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, প্রাক্তন উপচার্য জনাব সাজ্জাদ হোসেনই ৩০ জন অধ্যাপক এবং অন্য দু'জন অফিসারকে হত্যার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। একে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ২য় কারাবরণ, ৩য় পদ হতে অপসারণ এবং ৪র্থ বেত্রাঘাত । তাছাড়া আরো জানা গেছে যে, ৪ জন অধ্যাপক ট্রাক ভর্তি করে মালপত্র নিয়ে ২৮শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আবুল বাশার নামের একজন পিয়ন সংবাদদাতাকে জানায় যে, কেবলমাত্র জোহা হলের নিকটেই ৩ হাজার লোককে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নাটোরের ছাতনীতে পাক বাহিনীর বর্বরতা	পূর্বদেশ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নাটোরের ছাতনী মাইলায়ের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে

হাজার মাইলাইয়ের এক ছাতনী। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সমগ্র বাংলার মানুষ যেমন সাড়া দিয়েছিল তেমনি ছাতনীর মানুষও সমস্বরে শ্লোগান দিয়েছিল: শোষকের মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

আর এটাতেই সমগ্র বাংলার ধ্বংসের মতো ছাতনীর ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ''আমাকে তোমরা খুন করো, কার বিনিময়ে আমার গ্রামের মানুষকে বাঁচাও। তোমাদের খোদার কসম তোমরা আমার মানুষদের মেরোনা।'' মৃত্যুমুখোযাত্রী ভাবশী গ্রামের মণি সরকার আর্তি করেছিলন হানাদার পাক বাহিনীর সৈন্যদের নিকট। হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। নির্মমভাবে গায়ের চামড়া উঠিয়ে হত্যা করেছে। ছাতনীর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী যুবক আবুল কালাম কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে শোনাচ্ছিলেন ছাতনীর এ মর্মান্তদ কাহিনী । আবুল কালাম বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দু'মাস পর্যন্ত আমরা এদিক-সেদিক পালিয়ে ভালই ছিলাম।

হিন্দুদের আমরা পাহারা দিয়ে রাখতাম, কিন্তু এর মধ্যেও আমাদের অনেকবার লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হতো, কখন হয়তো নরপিশাচ অবাঙ্গালী জল্লাদের দল গ্রামে ঢুকে পড়ে। তাদের তিনবার যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়। বিংশ শতকে হালাকুর বংশধররা তিনদিন পর সশস্ত্রে ছাতনী গ্রামকে আক্রমণ করতে আসে। গ্রামের মানুষ একত্রে খোদার নাম নিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে দলে দলে তাদের তাড়া করে। হানাদার বাহিনী বিভ্রান্ত হয়েছে ঘটনা দেখে। তারা পিছু হটেছে। কিন্তু অবাঙ্গালী পাকিস্তানী অসামরিক নাগরিকদের দ্বিতীয় পিতা, ধর্মের কুলাঙ্গার জল্লাদ হাফেজ আব্দুর রহমান এ পরাজয়কে অপমান মনে করলো।

তহি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রবল হলো তার। খুনের নেশাখোর এই জল্লাদ তাই পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছে সর্বক্ষণ। আবার হেঁটেছে সেই পথে। বনবেলা ঘুরিয়ার মসজিদ থেকে টেনে বের করলো ১০৫ বছর বয়স্ক আওয়ামী লীগ সমর্থক বৃদ্ধ সৈয়দ আলী মুন্সীকে । ঘটনা ঘটলো ১৫ ই জ্যৈষ্ঠে। সৈয়দ আলী মুন্সীর লাশ দেখলো ছাতনীর মানুষ। ওরা কাঁদলো । এর পরের ঘটনা সুপরিকল্পিত। ছাতনীর বর্তমানে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ৮২ বছরের নলীনিকান্ত বললেন ওরা রাতে এসে ছাতনী দিঘীর পাড়ে জমা হয়। রাত তখন প্রায় দুটো।

সকাল পাঁচটার দিকে গাঁ ঘিরে নেয়। ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে বের করে হাত পিছনে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধের একমাত্র ছেলেকেও ওরা হত্যা করেছে। শিশুকেও হত্যা করতে ছাড়েনি। বৃদ্ধ বলছিলেন, ডাক্তার মনিরুদ্দিনের তিনটি বিবাহিত যুবক ভাইকেও ওরা হত্যা করে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ নলিনি কান্ত বললেন, পিশাচরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করল। লাখ লাখ অভিযোগ বর্বরদের এরুপ কাজের। এই গ্রামের আরেকজন যুবক আবুল কাশেম। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁচেছে সে। বলল: যখন আমি বুকে ছুটে জমির আইলের পাশ দিয়ে হানাদারদের চোখের বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন যুবতীকে বিবস্ত্র অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।

আবার দেখলাম একটি বৃদ্ধ এবং ক'জন লোক পিছনে হাত বাঁধা মরে পড়ে আছে। ওরা সংখ্যায় ছিলো কমপক্ষে ২৫০ জনের মতো । ৫০ জনের মতো পাক বাহিনীর সৈন্য। অবশিষ্টরা ছোরা হাতে অবাঙ্গলী তারা ছাতনীর সমস্ত কিছু লুট করেছে, ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে পুরুষদের হত্যা করেছে।

আবুল কালাম আমাকে বললেন, গ্রামের যে এলাকায় বেশী লোক হত্যা, নারী নির্যাতন হয়েছে সেদিকেরই এক ধানের জমিতে পানির মধ্যে নিজেকে আড়াল রেখে সবকিছু দেখেছেন তিনি। সৈন্যরা এসেছিল রাইফেল হাতে নিজের পোশাকে। অবাঙ্গালীরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরনে, ছোরা হাতে কালা মুখোশ ছিল হাফেজ জল্লাদদের। তার অল্প কিছু দুরেই এক মহিলার কোলের শিশুকে ফেলে হানাদার বাহিনীর সৈন্য জমির ওপরে মহিলাকে অত্যাচার করলো। মহিলার শাশুড়ি শিশুটিকে কোল নিয়ে সরে গেল।

একটু পর গুলির আঘাতে শিশুটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গুলির শব্দ, শুধু শব্দ। সকাল পাঁচটা থেকে ন'টা। অত্যাচার হত্যার পাশবিকতার তাণ্ডবলীলা চললো। হাহাকার, আর্তচিৎকার । গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল আরো অন্য গ্রামের আত্মরক্ষা প্রয়াসী বহু পরিবার। সব একাকার হলো, ছাতনীর মাঠ, খালের পানির সঙ্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৪১ জন। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, মধ্য বয়সী। শুধু পুরুষদের বেছে বেছে হাত পিছনে বেঁধে গুলী করেছে বর্বররা। এখানেই শদাব্দীর অভিশাপ মুসলিম কলঙ্ক পাকিস্তানী বর্বর শাসক নাটোরের ছাতনীকে লক্ষ মাইলাই-এ পরিণত করে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খান সেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল	দৈনিক বাংলা	৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খান সেনারা ওকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়েছিল

বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী জনাব সিরাজুদ্দৌলা ঠাকুরগাঁ শহরেরই অধিবাসী। দিনটি ছিল ২২শে জুলাই। বিকাল ৪টা। দোকানে বসে ছিলেন সিরাজুদ্দৌলা। এমন সময় ৭/৮ জন খান সেনা এসে তাঁকে ধরে ফেলল। তিনি কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খান সেনারা তার কোন কথাই শুনল না। ওরা ওকে জুতা পরতেও দেয়নি। তখনই শুরু হলো মার।

ঘুষি, কিল, চড়, থাপ্পড়। এক নাগাড়ে, বিরামহীন। ওদের একজন তার হাত দুটো বেঁধে ফেলল। মার খেতে খেতে তিনি ধরাশায়ী হয়ে গেলেন। কে কত মারতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হল। চলতে থাকলো সরু পায়ের লাথি। আর মুখখিস্তি। ওদের ক্যাম্পে যাওয়ার আগে চেকপোষ্ট। পশুদের সেকি উল্লাস। মুখ ব্যাদান করা হাসি।

একে অপরকে বলছে, ''বহুত উদমা শিকার মিল গিয়া।'' সাথে সাথে পরম সুখে মারধোর চলতেই থাকলো। ওদের পায়ে পায়ে ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্যাম্পে আরো বিরাট চেহারার কতকগুলো গাট্টা গোট্টা খান সেনা এগিয়ে এলো তখনো জ্ঞান হারাইনি। মনে হল এদের মার আমি হজম করতে পারবো না । আজ আমার এখানেই শেষ।

কেন জানি না, ওরা মারলো না। ঘরের বারান্দায় শূন্য পাটাতনের উপর আমাকে বসতে বললো। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আমি একজন মেডিক্যাল চাত্র, শিক্ষিত মানুষ। চেয়ার দাও । যেনো ভূত দেখেছে। এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো পশুর দল। বলল, চেয়ার? বাঙ্গালী সে অধিকার হারিয়েছে। খুঁটির সাথে আমার হাত বেঁধে ফেলা হলো। তখন আসরের নামাজের সময় হয়েছে। তিনি অজুর পনি চাইলেন। এনে দিল, বাঁধা হাত ছাড়িয়েও দিল।

নামাজের আধঘন্টা খানেক পর শুরু হলো ওদের জিজ্ঞাসাবাদ। আমি নাকি অনেক অবাঙ্গালী হত্যা করেছি, আমি একজন সামরিক অফিসার। আমি ছেলেদের রাইফেল ট্রেনিং দিয়েছি ইত্যাদি। ওরা আমাকে খুবই পীড়িপীড়ি করতে থাকে আমি যাতে সব কিছু স্বীকার করি। এরপর মনে হলো, সিকিউরিটির কিছু অফিসার এলো। তারাও একই ধরনের প্রশ্ন করেত থাকে। আমি সব কিছুই অস্বীকার করি। এবার ভয় দেখালো, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

এরপর ওরা কোত্থেকে একটা বানর জোগাড় করে আনলো। ওরা বানরটাকে আমার উপর ছেড়ে দিল। চলল বানরের অত্যাচার। কামড়, আঁচড়, থাপ্পড়। এক সময় বানরও শ্রান্ত হয়ে গেল। সন্ধ্যা নেমে এলো। এরপর ওরা আমাকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। কি মর্জি হলো। ওরা আমাকে খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এলো।

সেই মুহূর্তের মনের অবস্থা আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। নিশ্চিত বুঝতে পারছি, আমি মরছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এসে ওরা আমাকে পাশেই একটি কক্ষে ঢুকিয়ে দিল। খাঁচা আর কক্ষটার মাঝখানে শুধু একটি রেলিং । সেখান থেকে খাঁচার মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছিলাম। আচমকা বাঘটা রেলিং টপকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বসল।

ডান হাত, ডান উরু ও ডান দিকের পিঠে তার তীক্ষ্ণ নখর বসিয়ে দিল। আবার তার স্থানে ফিরে গেল। রাত ৮ টার দিকে আমাকে সে ঘর থেকে ওরা বের করে আনলো। ভাবলাম এবার হয়তো মেরে ফেলবে। না মারলো না। নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছি না এমনি একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে একজন সিপাই বলল, দেখ বিছানা আছে-শুয়ে পড়। হাত দিয়ে যা পেলাম তা হলো একটি চটের ছালা আর ইলেট্রিক হিটার। হাত দুটো জানালার সাথে বাঁধাই রইলো।

সকালে ওরা আমাকে মেজর রাজার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে আমার বাবাকেও দেখলাম। অদ্ভুত সব প্রশ্ন মেজর রাজার। কোন জেলায় বাড়ীর সংখ্যা বেশী? বললাম, জানি না।

ঠাকুরগাঁয়ে কত মেয়ে আছ? বললাম, আপনি বলুন।

মেজরের জবাব ঠাকুরগাঁয়ে মেয়ে বেশ, কেননা তার মতে বাঙ্গলী মেয়রাই নাকি সেখানে অবাঙ্গলীদের মেরে ফেলেছে। এরপর কর্নেলের কাছে আমাকে পাঠানো হলো। অনেক সদুপদেশ দিয়ে কর্নেল আমাকে ছেড়ে দিল।

এরপর আরো একবার মেজর তাকে তলব করেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী	পূর্বদেশ	৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

হাজার প্রাণের হত্যাপুরী লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরী
\ এম এ খায়ের মিয়া \

লাকসাম, কুমিল্লা

লাকসাম জংশনে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেয়াল ঘেরা সুবিশাল এলাকা জুড়ে কালো রং মাখা যে দ্বিতল প্রাসাদটি দেখা যাবে সেটি একটি সিগারেট ফ্যাক্টরী। কিন্তু তার নাম যা-ই থাকুক না কেন লাকসামবাসীরা এটাকে হত্যাপুরী বলেই জানে। বিগত নয়টি মাসে এই ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন কোনায় বিভিন্ন কক্ষে ও কোঠায় বিভিন্ন সেলে এবং ছাদে যে অত্যাচার, নারী ধর্ষণ এবং নির্বিচারে গণহত্যা চলেছিল তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

দিনে-রাতে যখন-তখন লাকসাম থানার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে হানা দিয়ে গ্রাম বাংলার নিরীহ নারী-পুরুষদের ধরে এনে এবং লাকসাম জংশনে অপেক্ষমাণ ট্রেন থেকে যুবক-যুবতী ও যাত্রীদের ছিনিয়ে এনে এই হত্যাপুরীতে বর্বর খান সেনারা বিনষ্ট করেছে অগণিত মা, বোনের ইজ্জত, বধ করেছে হাজার হাজার প্রাণ।

ট্রেন থেকে মহিলা যাত্রী আর গ্রাম থেকে পল্লীবালা ও কুলবধূদেরকে ছিনিয়ে এনে ওদের উলঙ্গ করে কারখানার ছাদের উপরে উঠিয়ে দু'হাত উপরে তুলে সারাদিন ভর রেলিংবিহীন ছাদের উপরে হাঁটতে বাধ্য করা হতো কারখানার অনতিদূরে যাত্রীবাহী ট্রেন থামিয়ে যাত্রীদের ঐ ছাদের উপর দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দেয়া হতো। এমনিভাবে সারাদিনভর ধৃত মা-বোনদের বেইজ্জতি করে রাতে কারখানার বিভিন্ন কোঠায় নিয়ে মেজর গার্দিজি ও তার দোসররা মা-বোনদের উপর চালাতো পাশবিক অত্যাচার। নিজেরা তো মদ পান করতো, নারীদেরও মদপানে বাধ্য করা হতো। চাবুকে আর চাবুকে এবং পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রাত্রির গভীরতা ভেঙ্গে প্রায়ই ভেসে আসতে মা-বোনদের বুকফাটা করুণ আর্তনাদ। কিন্তু মদ্যপায়ী নর-পশুদের অট্টহাসিতে সবকিছু চাপা পড়ে যেত। অনেক অনেক মা-বোনকে বলাৎকার স্থলেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর যারা নামে মাত্র বেঁচে থাকত তাদের সংজ্ঞাহীন দেহ রাতের আঁধারে সে কারখানার বিভিন্ন কোনায় পুঁতে ফেলা হতো।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী সে কারখানায় প্রহরারত মিত্রবাহিনীর অনুমতি নিয়ে লাকসামের এম, সি এ জনাব আব্দুল আউয়াল ও থানার সেকেণ্ড অফিসার এবং জনকয়েক ভুক্তবোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী সহকারে কারখানাটি দেখতে গিয়েছিলাম। পশ্চিম কারখানাটিতে ঢুকতেই ভেসে এল পঁচা গন্ধ। হয়তো রক্ত পঁচা গন্ধই হবে। এ কারখানার যেখানেই যে কক্ষে ঘুরেছি সর্বত্রই অনুভব করতে পেরেছি রক্তের চাপ সে রক্তে দুর্গন্ধের আবাস। ভিতরে ঢুকতেই সামনেই দেখতে পেলাম দুটি জীবন্ত পেয়ারা গাছ এবং সদ্য মৃত একটি কাঁঠাল গাছ।

গাছ তিনটির প্রত্যেকের ডালে দেখলাম এখনো ঝুলে রয়েছে হত্যার প্রতীক কয়েকটি রশি। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন এ গাছ তিনটিতে যে সমস্ত রশি এখনো ঝুলে রয়েছে সে সমস্ত রশিতে অসংখ্য নারী পুরুষকে ঝুলিয়ে রেখে চাবুকের প্রহারে নিস্তেজ করা হতো। তারপর সে সমস্ত সজ্ঞাহীন দেহ গুড় মেখে একটি চিলে কোঠায় ফেলে রাখা হতো। বলা বাহুল্য, সেই চিলে কোঠায় পূর্বাহ্নেই লুট করা খেজুরের গুড় বা মিষ্টি দ্রব্য

ছিটিয়ে অজস্র পিঁপড়া জড়ো করে রাখা হতো। তারপর সেই পিঁপড়ার ভিড়ে সংজ্ঞাহীন দেহকে ফেলে রাখা হতো।

সারা রাত বিষাক্ত পিঁপড়ার তীব্র দংশনে অনেককেই সেই চিলে কোঠায় নির্মভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এমনিভাবে প্রাথমিক নির্যাতন শেষে অনেককে চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় কারানো হতে তারপর গর্জে উঠতো হিংস্র হায়েনাদের অস্ত্র নিমিষে ভূলুণ্ঠিত হতো অগণিত প্রাণ। আর একটু এগিয়ে গেলাম, দেখলাম একটি পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দুটি আম গাছ্ এ গাছেও দেখলাম কয়েকটি রশি ঝুলছে আর গাছের নীচে দেখলাম আগাছায় ভরা এক ফালি জমি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন ঐ সব পেয়ারা-কাঁঠাল গাছের নীচে, এই আম গাছের নীচে, আর ঐ আগাছা ভরা জমিটুকু খুঁড়লেই বের হয়ে পড়বে অসংখ্য ভাই-বোনের অজস্র নর-কঙ্কাল। আর এক প্রত্যক্ষদর্শী পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি ভরাট গর্তের চিহ্ন দেখিয়ে জানালেন যে, একটি জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে এই গর্তে ফেলে দিয়ে মাটিচাপা দিতে তিনি দেখেছেন। তাছাড়া এম, সি, এ আউয়াল সাহেবও এ খবরটি বহু লোকের মুখে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। তারপর ঢুকলাম কারখানার ভিতরে।

সঙ্গী সেকেণ্ড অফিসার সাহেব পূর্বেই শুনেছিলেন যে ইলেট্রিক হিট দিয়ে নাকি এখানে লোক মারা হতো। তাঁর নেতৃত্বে আমরা সে রুমটি খুঁজে পেলাম। দেখলাম একটা সুইচ বোর্ড আর অসংখ্য বৈদ্যুতিক তার। সে ঘরটির পাশেই দেখলাম বেশ কিছু সামরিক ও বেসামরিক লোকের পোশাক। এখানে বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক লোকদের উলঙ্গ করে ইলেট্রিক হিট দিয়ে মারা হতো। সারাটা কারখানা ঘুরে দেখলাম।

সর্বত্রই দেখা যায়, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে অনেক কাগজপত্র খানসেনাদের ব্যক্তিগত চিঠি ও পারিবারিক ফটো। লাকসাম রেলওয়ে হাসপাতালে মালী মণিন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীরাম চন্দ্রমালীকে বিগত কয়েক মাস ধরে এ কারখানায় খান সেনাদের কাজ করতে হয়েছে বলে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, এখানে অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ দেখে সে ভীত হয়ে অনেকবারই পালাতে চেয়েছিল কিন্তু সুযোগ মেলেনি।

মণিন্দ্র চন্দ্র আরো জানিয়েছেন যে, প্রায় রাতেই দলে দলে লোকদের চোখ বেঁধে জংশনের দক্ষিণের বড় হাই লাইটটির পূর্বদিকে বেলতলায় নিয়ে যেয়ে ব্রাশ মেরে হত্যা করা হতো। যাদের হাতে দিনের বেলা গর্ত করা হতো রাত্রির বেলায় তাদেরকেই সেই গর্তে মাটিচাপা দেওয়া হতো।

মণীন্দ্র চন্দ্রের ও তার সঙ্গীদের নির্দেশিত গর্তগুলি খুঁড়লে আজও অসংখ্য প্রমাণ মিলবে বলে তারা জোর দাবী জানান। লাকসামের প্রখাত ডাক্তার জনাব মকবুল আহমদ, মিল মালিক জনাব আব্দুর রহিম ও আব্দুল মমিন এক সাক্ষাৎকারে জানালেন যে, পাক সেনাদের কুখ্যাত মেজর মুজাফফর হাসান গার্দিজি, ক্যাপ্টেন ওবায়দুর রহমান, সুবেদার মুস্তফা খান ও রেলওয়ে পুলিশ বাকাওয়ালীর নেতৃত্বে এবং স্থানীয় কতিপয় দালালদের যোগসাজশে লাকসামে সহস্রাধিক লোকের প্রাণনাশ ঘটে।

লাকসাম থানার প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ কর্মী ২৪ নং আর্দ্রা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আলী আশরাফকে এবং লাকসামের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক ও খসরুকে এই হত্যাপুরীতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চাঁদপুরে আট মাসের বিভীষিকা	দৈনিক বাংলা	৭ পেব্রুয়ারী, ১৯৭২

চাঁদপুরে ৮ মাসের বিভীষিকা
জ্যান্ত মানুষগুলোকে হাত-পা বেঁধে গায়ে সিগারেটের
আগুন দেওয়া হতো--- কখনও বা নদীতে ফেলা হতো--- চোখ তুলে
নেয়া হতো--- দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হতো---

চাঁদপুর, ২রা ফেব্রুয়ারী।-চাঁদপুরবাসী দীর্ঘ ৮ মাসের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা আজও ভুলতে পরেনি নরঘাতক পিশাচ পাঞ্জাবী মেজর তৈমুর ও তার দোসর সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের শওকতের অত্যাচারের কথা। তাদের বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবে বহু মা সন্তানকে হারিয়েছে। বিধবা হয়েছে বহু নারী, ধর্ষিতা হয়েছে কয়েকশ’ অবলা।

কচি খুকীটিও এদের বিলাস লালসার কামনা থেকে বাঁচতে পারেনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় দালাল ইত্যাদি আখ্যায়িত করে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের প্রাণ নিয়েছে। মানুষকে এরা পিটিয়ে মারত। ইট ও পাথর ছুড়ে হত্যা করত।

হাত-পা বেঁধে জ্যান্ত মানুষগুলোকে নদীতে ছুড়ে ফেলত। চোখ উঠিয়ে নিত। দাঁত বেঙ্গে দিত। মাথা নিচু করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত। নরপশু এই মেজর শওকত মানুষ হত্যার সময় উল্লাসে মেতে উঠত। হত্যাটা ছিল তার কাছে আনন্দদায়ক। এই ঘৃণ্য চরিত্রহীন শয়তানের একান্ত প্রিয় ছিল নারী ও সুরা। নারীদের দেখলে সে পাগলা কুকুরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তো। সে মুক্তিবাহিনীর সহায়ক ও আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে নিরীহ লোকদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বহু টাকা আদায় করে।

এ ছাড়া অগ্নিদগ্ধ দোকানপাট ও ঘরবাড়ীগুলো জঙ্গী শাহীর মেজর মাসুদের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই হলো লুটেরাদের নায়ক। তার নির্দেশেই লুণ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রখাত বাণিজ্য কেন্দ্র পুরান রাজাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ। ৭১-এর ৭ ই এপ্রিল থেকে শুরু হয় চাঁদপুরে জল্লাদ বাহিনীর নরমেধযজ্ঞ।

সেদিন সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে দুইটি রঙের স্যাবর জেট চাঁদপুরবাসীকে আতংকিত করে তোলে। শুরু হয় এক টানা ৪০ মিনিট গুলীবর্ষণ। নিমেষের মধ্যে আকাশ ছেচে যায় ধোঁয়ায়। চারিদিকে ধ্বনিত হয় হতভাগ্যের আর্তচীৎকার । হতাহত হয় প্রায় ৫০০ লোক। আর তারই সাথে ছুটে চলে নিরীহ মানুষের কাফেলা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এর পরদিন সন্ধ্যায় মেজর ইফতেখারের নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্য ও অস্ত্র বোঝাই ৭৮টি ছোট বড় সামরিক অসামরিক যান চাঁদপুরে প্রবেশ করে। কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে আসার পথে রাস্তার দু’ধারে তারা নির্বিবাদে গুলি চালায়। চাঁদপুর এসে টেকনিক্যাল স্কুলে আস্তানা গাড়ে। আসার অব্যবহিত পর এক বৃদ্ধা গরু নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে গরুটি ছিনিয়ে রাখে এবং বৃদ্ধাকে গুলী করে হত্যা করে। এদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের আস্তানাটি ঘিরে ফেলে গুলী ছুড়তে থাকে।

তখন দখলদার বাহিনী মর্টার ও কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। রাত্রি প্রভাতেই তারা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। পুড়িয়ে দেয় পার্শ্বস্থ গ্রামের কুড়ি-পঁচিশটি বাড়ী। এরপরেই ছুটে যায় শহরের অভ্যন্তরে। কয়েক ঘন্টা

টহল দিয়ে এরা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কাউকে বেয়নেট কাউকে গুলী করে মারে। সেদিন চাঁদপুর কলেজের জনৈক ছাত্রসহ ৫ জনকে খুন করে।

১০ই এপ্রিল থেকে শুরু হয় এদের কারিফিউ-এর পালা। কারফিউ-এর সঠিক সময়সীমা এরা জনসাধারণের কাছে গোপন রাখত। আর এ সুযোগে তাদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেলগুলো সক্রিয় হয়ে নিধনযজ্ঞে মেতে উঠত। সে দিনই কারা ডিনামাইট দিয়ে শহরের কয়েকটি এলাকার ঘর উড়িয়ে দেয়।

শুধু তারাই নয়- কুখ্যাত আল বদর, আল শামস, রাজাকার ও দালাল কমিটির সদস্যদের অকথ্য নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ। এরা কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। জুলুম আর অত্যাচারই ছিল এদের প্রধান ধর্ম । এরাই অধিকাংশ সম্পদ লুণ্ঠন করেছ। লুণ্ঠন করেছ শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার ঘরগুলো। দালান থেকে দরজা জানালা খুলে নিয়েছে। শুধু রেখে গেছে বিটে মাটিটুকু।

এদের ইঙ্গিতেই প্রাণ হারিয়েছে দশ হাজার নিরীহ লোক। মেঘনা তীরবর্তী চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকা ছিল খুনীদের কসাইখানা। একবার কাউকে সেখানে নিয়ে গেলে আর কোনদিন খোঁজ পাওয়া যেত না। এ এলাকা ছিল চাদপুরবাসীর আতংকের স্থান। প্রয়োজনেও কেউ সেই এলাকায় যেতে সাহস পেত না।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে বলেন, ওরা নিমর্মভাবে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে সিগারেটের আগুন লাগিয়ে দিত, পরে হাত-পা বেঁধে ওয়াগনের মধ্যে দু'চার দিন আবদ্ধ করে রাখত। এরপরেও যদি প্রাণ না যেত তাহলে ফেলে দিত নদীতে। এ ছাড়া পানিতে দাঁড় করিয়েও গুলী করা হত। এমনি সুপরিকল্পিতভাবে হত্যালীলা চালিয়ে কমপক্ষে দু'হাজার লোককে নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়। সেইখানে হানাদার বাহিনীর এরুপ অসংখ্য বর্বরোচিত ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাবাহিনীর হত্যা, লুট ও নির্যাতন	আজাদ	৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ধ্বংস
জল্লাদ বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী

রাজশাহী, ৫ই ফেব্রুয়ারী গত ন'মাস ধরে বর্বর পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশে যে অবাধ হত্যালীলা চালিয়েছিল সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকসহ ১৮ জন কর্মচারী নিহত হন। ঐ সময় জিনিসপত্রের দিক দিয়ে দখলদার বাহিনী ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার মত ক্ষতি করেছে।

গত শুক্রবার জনৈক সাংবাদিকদের নিকট বিবরণ দানকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পাকবাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটির অনুসন্ধানের কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী গত বছর এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং জোহা হল, আব্দুল লতিফ হল, জিন্নাহ হল, আর্টস বিল্ডিং কেমিষ্ট্রি বিল্ডিং, মিলিটারী সায়েন্স ডির্পামেন্ট, এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল বিল্ডিং এবং বহু ষ্টাফ কোয়ার্টারে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে।

বর্বর হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং জোহা হল ও অন্যান্য হলসহ কতিপয় বিল্ডিংয়ের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিং হল এবং শিক্ষকদের কোয়ার্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসা থেকে নানাবিধ জিনিসপত্র এবং গৃহস্থালীর মালপত্র লুট করে। এমনকি লাইব্রেরী সমূহের পুস্তকাদি এবং ল্যাবরেটরি সমূহের যন্ত্রপাতিও বাদ যায়নি।

উক্ত সাংবাদিক সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড: হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ প্লানিং কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য মোশাররফ হোসেন, বাংলা বিভাগের রীডার ড: আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অন্যান্য কতিপয় শিক্ষক ও কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে রাতের আঁধারে তাঁদের বাসা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এঁরা হচ্ছেন-ম্যাথমেটিক্সের এসোসিয়েট প্রফেসর জনাব হাবিবুর রহমান, ভাষা সাহিত্যের এসোসিয়েট প্রফেসর শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের ডেমনেষ্ট্রেটর মীর আব্দুল কাইয়ুম। গত ১৪ই, ১৫ই এপ্রিল এবং ২৫শে নভেম্বর তারিখে তাদের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া ১৫ জন নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী শেখ এমাজুদ্দীন (ষ্টেনোগ্রাফার), সাইফুল ইসলাম (ইউডি এসিষ্ট্যান্ট), শফিকুর রহমান (ছুতার), কলিমুদ্দীন (ওয়ার্কস এসিষ্ট্যান্ট) আবদুল আলী (ড্রাইবার), আব্দুল মজিদ, মোহাম্মদ ইউসুফ (সাইকেল পিওন), মোহাম্মদ আফজাল (গার্ড), আব্দুর রাজ্জাক (গার্ড) আব্দুল ওয়াহার (আর্দালী পিওন), কোরবান আলী (বেয়ারা), আবদুল মালেক (বেয়ারা), নুরু মিয়া (গার্ড), ওয়াজেদ ইলী (পিওন), এবং মোহন লালকে তারা হত্যা করে।

তারা সংখ্যতত্ত্ব বিভাগের লেকচারার কাজী সালেহ, ম্যাথমেটিক্সের লেকচারার জনাব মুজিবুর রহমান এবং ড: আবু হেনা মোস্তফা কামালের উপর বর্বরোচিত অত্যাচর করে। কাজী সালেহ আহমদ এবং মুজিবুর রহমানকে বন্দী শিবীরে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘ চার মাস ধরে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনাব মুজিবুর রহমানের পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে। ড: আবু হেনা

মোস্তফা কামালকে ২৪ ঘন্টা পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তাঁকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান ডঃ রফিককেও গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়। প্রায় আটদিন ধরে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী জনান যে, সেনারা হাবিব ব্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা লুট করে এবং কুমারী মেয়েসহ বহু মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তিনি বলেন, একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর পত্নী এবং ৩২ বৎসর বয়সের কন্যাকেও তারা রেহাই দেয়নি। তিনি বলেন পাক সেনারা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে একজন অধ্যাপককে হত্যা করার পর তাঁর তরুণী মেয়েদেরকে একজন সামরিক অফিসারের গৃহে গান গাইতে বাধ্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অসংখ্য কবর রয়েছে যা থেকে আরও বহু লাশ উদ্ধার করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিওন আবুল বাশার জোহা হলের নিকট বাস করতো । তাকে কবর খনন করতে বাধ্য করা হতো। তার কাছ থেকে জানা যায় যে, জোহা হলের নিকট অন্যূনপক্ষে তিন হাজার লাশের কবর দেওয়া হয়েছে।

বি, এস, এস

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নৃশংসতার আরেক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস	আজাদ	৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নৃশংসতার আরেক স্বাক্ষর ভারতেশ্বরী হোমস
(নজস্ব নিবন্ধ)

একাত্তরের মে মাসে যখন জল্লাদ বাহিনী আক্রমণ করে তখন তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার কাপালিক দলের অন্যতম জল্লাদ ক্যাপ্টেন আয়ুব হোমসে ঢুকেই তীব্র ঘৃনা ভরে তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিলো এটা হিন্দু তৈরীর কারখানা। অথচ জাতি ধর্মবর্ণের এখানে কোন প্রশ্ন নেই। জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এখানে সবাই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সে বলেছিলো এ কারণে যেহেতু সংখ্যালঘু তথা হিন্দুদের সম্পর্কে তারা এলার্জিক, তা ছাড়া ২৫ শে মার্চ রাতে যখন তাদেরকে হত্যাযজ্ঞে পাঠানো হয়, তখন হত্যাযজ্ঞের পাণ্ডা কুখ্যাত টিক্কা খান বলেছিলো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এ দেশের সব মানুষ হিন্দু হয়ে গেছে অতএব তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, মুসলমান বানাতে হবে। মানবতা বিবর্জিত এ সব পাকিস্তানীরা তার স্বাক্ষর রেখে গেছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

ক্যাপ্টেন আয়ুব আরো বলেছিল, পাকিস্তান মুসলমানদের জন্য হিন্দুস্থান হিন্দুদের জন্য, বার্মা বৌদ্ধদের জন্য। পাকিস্তানে থাকতে হলে সাবাইকে মুসলমান হতে হবে। এক পর্যায়ে হোমসের ছাত্রীদের সে নামাজের সুরাহ কেরাত জিজ্ঞাসা করে । স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা তার জবাব দিতে পারেনি। আয়ুব তখনও রাগে থর থর করে কাঁপছিলো। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছিল । বলছিল, সবাইকে নামাজের সুরাহ কেরাত শেখাতে হবে। চোখে কাজল আর কপালে টিপ দেয়া চলবে না। আর তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল হোমসের ভাইস প্রিন্সিপাল সি সালমা রহমানেরা উপর। আয়ুবের সাহায্যকারীর স্থানীয় জামাতে ইসলামের কুখ্যাত পাণ্ডা মওলানা অদুদের জনৈক ছেলে কাকে বলেছিল, ’’এদেরকে শায়েস্তা করতে হবে, ইসলামকে বাঁচাতে হলে এসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফলতে হবে।’’ প্রিন্সিপাল মিসেস মুৎসুদ্দীকে শাসিয়ে বলেছিল, তোমরা হিন্দু, তোমরা ভারতের চর, আওয়ামী লীগের সমর্থক।’’

তিনি দেখেছেন কিভাবে পাক বর্বর বাহিনী মির্জাপুরের অসহায় নিরীহ বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, লাইন করে মেশিনগান দিয়ে শত শত বাঙ্গালীকে হত্যা করছে। বাড়ীঘর লুটপাট করেছে। পশুরা হোমসের সকলকে শাসিয়েছে। ধমকিয়েছে। ভয় দেখিয়েছি।। যাওয়ার পথে হোমসের আর হাসপাতালের ক’জন দারোয়ানকে হত্যা করে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিনাজপুর হত্যা ও লুন্ঠন	দৈনিক বাংলা	৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

দিনাজপুর নির্যাতিত রিক্ত নি:স্ব সর্বস্বান্ত
নরহত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ সর্বত্র একই কাহিনী।
\ আমিনুল ইসলাম প্রেরিত \

দিনাজপুর: বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার ধানের দেশ দিনাজপুর। কাটারিভোগের দেশ দিনাজপুর। যার দক্ষিণ-পূর্বে পলির সমতট, উত্তর-পশ্চিমে শাল বন, কাশ ঝোপ জঙ্গল লতার লাল খিরার মাটির মালভূমি। করতোয়া, মহানন্দা, কাঞ্চন পুনর্ভবা, টাউন নদীর স্বচ্ছ সলিলে সতত অবগাহমান দিনাজপুর। কাঞ্চন পুনর্ভবার তীরে তীরে একদিন ছিল সকল অনাড়ম্বর মাটির মানুষ সাঁওতালদের অধিবাস।

ঘরে ঘরে চোলাই করা ধেনো মদের নেশায় মতোয়ারা আবালবৃদ্ধবণিতার আনন্দে মুখর থাকতো এই জনপদ। খোলা মৃদঙ্গের তালে তালে ঝুমুর নৃত্যরতা বিশ্ব কর্মীর নিজ হাতে গড়া খোদাই করা কালো সাঁওতাল বালাদের পায়ের ওঠানামা। বলিষ্ঠ দেহবল্লরীর ভাঁজে ভাঁজে রেখায় রেখায় জাগতো স্পন্দন। এখন নেই। না নেই। ঘর নেই । ভিটি নেই। ধান নেই। সে মন নেই।

রংপুর থেকে সৈয়দপুর। সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর ৪৫মাইল। আবার দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁ ৩৬ মাইল। সৈয়দপুর শহরের বড় বড় পাটের গদীগুলো গুদাম ঘরগুলো শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। রেল লাইন পেরিয়ে শহরের পশ্চিম প্রান্তে কাঁচা বাড়তো নেইই-অধিকাংশ পাকা পেস্তা ইটের বাড়ীগুলো ভূশয্যা গহণ করেছে। দিনাজপুর পর্যন্ত পথের দু'ধারে শত শত বাড়ী জ্বলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শূন্য ভিটিতে একটা-দুটো করে মানুষ ফিরে এসেছে। আরো ফিরছে। দিনাজপুর শহরের পাঁচ, ছয় মাইলের মধ্যে ধ্বংসটা আরো ব্যাপক।

নেই, কিছুই নেই। মানুষের বসতি ছিল তার চিহ্ন মাত্র নেই। নেই পাখ-পাখালীর কিচির-মিচির। তারাও যেন কোথায় শরনার্থী। হিলি থেকে তেঁতুলিয়া, দু'শ মাইলের বেশী সীমান্ত এলাকার অভ্যন্তরে সাত মাইল পর্যন্ত কোন জনবসতি নেই। কমপক্ষে তিন লাখ পরিবার হয়েছে ছিন্নমূল সর্বহারা। তাদের অতীত ছিল। ওরা মাঠে মাঠে বীজ বুনতো। পাকা ধান ঘরে তুলতো। হাসতো গাইতো। পালা পার্বণে ঈদে পূজায় আনন্দ করতো। নেই-নেই। কিছু মানুষ নিজ দেশে পরবাসী। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে প্রান্তরে এই জেলাটাই বোধ হয় খান সেনাদের জবর-দখল আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার বললেন, আপনি যদি দিনাজপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় যান, তাহলে আপনার মনে হবে আপনি আফ্রিকার সাহারার কোন এলাকায় গিয়েছেন। এ জেলার পচাগড় থানা এলাকায়, অমর খানায় প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। আর সে লড়াই ছিল বেশ দীর্ঘস্থায়ী। দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁ যেতে সড়কের ডান ধারে রয়েছে ছোট ছোট শাল গাছের বন। সারাটি পথ বরাবর বনের মাঝ মাঝে বাংকার। হত্যা আর নারী ধর্ষণ, লুণ্টন, আর ঘর জ্বালানী। যেখানেই যাই, সেখানেই একই কথা। সব খোয়ানো মানুষগুলোর একই বিলাপ। অভিন্ন কাহিনী । দিনাজপুর শহরে খুব কম বাড়ী আছে যা লণ্ঠিত হয়নি। অসংখ্য ঘরবাড়ী মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পার্বতীপুরে খান সেনা ও তাদের দালালেরা ইঞ্জিনের বয়লারে জ্যান্ত মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওরা রাতের বেলা রেষ্ট হাউসে মেয়েদের নিয়ে আসতো । চালাতো পাশবিক অত্যাচার। গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদের বের

করে নিয়ে আসতো। ইরিগেশন বিভাগের ওয়ার্কশপের পিছনে খান সেনারা বহু লোককে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশের সার্কল ইন্সপেক্টর জনাব ফজলুর রহমানকে, দেবীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আবদুল কাদেরকে, পার্বতীপুর থানার থার্ড অফিসার আমিনুদ্দিনকে পঁচাগড়ের এস, আই আব্দুর রশিদকে, এস, আই মকবুল হোসেন, এবং আরো বহু পুলিশ কর্মচারীকে।

পার্বতীপুর হলদী বাড়ী পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার তোজাম্মেল হোসেন বললেন,-পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর আসার পথে রেল সেতুর কাছে ১০ জন লোকের কংকাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটি শিশুর। বীরগঞ্জ থানার ঘোড়াবান্দ গ্রামের জনৈক প্রাইমানী স্কুলশিক্ষক বললেন, নভেম্বর মাসে তার পুত্রবধূর এক আত্মীয়ার উপর খান সেনা ও তার সহযোগীরা জোর করে ঘরে ঢুকে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। ডিসেম্বরের ৯ তারিখে তিনজন খান সেনা ছয়ঘাটি গ্রামের জনৈক চার সন্তানের জননীর ওপর তাদের পাশবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছে''	দৈনিক বাংলা	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

"অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছ''

\ মোঃ কামরুজ্জামান প্রদত্ত \

ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দক্ষিণ প্রান্তে কালী বাড়ীর ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে শুনতে হয়েছিল তাদের কথা। লালমোহন মালী-হামি তখন পালাইয়া গেছি। অরা ছবাইকে গুলি করে মেরেছ। নন্দনের গায়ে পাঁচটি গুলি লেগেছে।

রাম প্রসাদ-হামার পোলাভি মারা গেছে। এখন শুধু তিনটি মাইয়া আচে, সাদিবি হয়নি।

সোভা রাণী মজুমদার-ছার-হামারভি ছেলে মারা গেছে।

লক্ষী রাণী ঘোষ-আমার স্বামী, আর দুটি মেয়ে মারা গেছে।

সোনিয়া-হামার ছামী, এক পোলা, দুই মাইয়া মারা গেছে। এক পোলা কোলে আছে।

পুরান দাস-হামার ছেলে মারা গেছে।

লিলিয়া-হামার ছামীভি মারা গেছে দুইটা মাইয়ভি মারা গেছে।

বেচন-হামার ভগনা সুরুজ ভল্লী মারা গেছে। ও যেদিন মারা গেছে ছেদিন তার মাইয়া পার্বতীর জনম হইছে।

বৃদ্ধা-নন্দুর পোলা মারা গেছে।

সকলের কণ্ঠে-ছামীভি মারা গেছে ছাব। আরো অনেক, অনেকের কণ্ঠে শুনছিলাম আমি সেদিন কালীবাড়ীর ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে-লিলিয়া, বেগনিয়া, লক্ষী রাণী, পুরান দাস, আর শোভা রাণীর মত আপন জনদের হারিয়ে যাওয়ার বেদনামিশ্রিত কথা।

কিন্তু আমি অপারগ। তাদের সকলের নাম আর কথা সেদিন লিখে রাখতে পারিনি। সবার তো একই কথা-কারো ছেলে, করো স্বামী, কারো বা মেয়ে, আবার অনেকেই স্বামী, পুত্র, সবাইকে হারিয়েছে। তারা তাদের আপন জনকে হারিয়েছে নরপিশাচ পাক জল্লাদদের হাতে। ২৪শে মার্চের কাল রাতে হানাদার বাহিনী ধ্বংস অভিযান ঢাকা শহরের সর্বত্র শুরু করে। তাদের তাণ্ডবলীলা থেকে প্রাচীন মন্দিরও রেহাই পায়নি। রমনার কালীবাড়ীর মন্দিরটি হানাদাররা ২৭শে মার্চের রাতে ট্যাঙ্কের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়।

মন্দিরসহ পুরা কালীবাড়ী আজ রমনার মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর সাথে কালীবাড়ীতে আশ্রিত মোট ৫০ জনের প্রাণনাশ করেছে জল্লাদ সেনারা। আমি সেদিন রমনার কোরবানির হাটে ছবি আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাটের ছবি আর আনতে পারিনি, এনেছি তাদের ছবি যারা হারিয়েছে তাদের আপনজনকে। তারা আজ সবাই মুক্ত আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে-তাই সেদিন আমার সাথে তাদেরই একজন লালমোহন মালীকে কথা বলতে দেখে মনে করেছিলাম-আমি হয়তো রিলিফ সম্পর্কে তাদের নাম ঠিকানা লিখছি। তাই অনেক নারী পুরুষ আমাকে ঘিরে বলেছিল সাব হামার নাম লিখেন হামার স্বামী, হামার ছেলে--- ইত্যাদি ইত্যাদি। রমনা কালীবাড়ীতে মোট ৭০০ নারী পুরুষের বাসস্থান ছিল। তাদের মধ্যে স্বামীজী-প্রেমানন্দগিরিসহ

মোট ৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। স্বামীজীর বয়স প্রায় ৭০ বছর হয়েছিল। তাকে রমনার মাঠে অন্যান্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮ শে মার্চে। তার স্ত্রী এবং তিন বছরের শিশু সন্তান ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পিতার মৃত্যুর দিন-পার্বতীর জন্মদিন। কালীড়ীতেই আশ্রিত ছিল সুরুজভল্লী। সুরুজভল্লী সেদিন ২৭শে মার্চের রাতে অনেকের সাথে সারিতে দাঁড়িয়েও মনে করেছিল তার স্ত্রীর প্রসব বেদনার কথা-। নবজাত পার্বতীর পিতা আর নেই আছে রমনার কালীবাড়ীতে পিতার জমাট বাঁধা রক্ত।

ঝরছে অশ্রু অবিরল

কালীবাড়ীর এক বৃদ্ধা নাম প্রিয়বালা ঘোষ। বয়স ৬০ বছরের মত। দুই গণ্ড বেয়ে ঝরছিল শুধু অশ্রুর ফোঁটা। আমার কাছে আসতে পারেনি ভিড় ঠেলে। তাই অনেক পরে সাবার শেষে আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম” আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন?” উত্তরে হতবাক। কিছুই প্রথমে বলতে পারেনি। তখন চোখের পানি যেন বাঁধ ভাংগা স্রোতের মত বইছিল। বৃদ্ধার পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি ফুটফুটে রক্ত গোলাপের মত শিশুকে কোলে নিয়ে তার পুত্রবধূ লক্ষীরাণী ঘোষ।

কেউ কিছু বলছে না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নে ৫ বছরের শিশু মন্টুচন্দ্র ঘোষ আমাকে উত্তর দিল-” আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে সে জন্য ঠাকুর মা কানছে।” আঁচলে চোখ মুছে বৃদ্ধা প্রীয়বালা তখন ছেলে বউ আর পাঁচটি শিশু সন্তানকে দেখিয়ে আমাকে বলল, সবাইকে ভাসিয়ে আমার মানিক (ছেলে সন্তোষ ঘোষ) গুলীখেয়ে মারা গেছে। দু'টি নাতনী মঞ্জু, সঞ্জুও মারা গেছে। বৃদ্ধা এর বেশী আমাকে আর কিছুই বলতে পারেনি। শিশুর মত কেঁদে উঠেছিল সেদিন রমনার মাঠে দাঁড়িয়ে। পুত্রহারা জননীর কান্নায় আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কে ক'টা হত্যা করলো তার ওপর নির্ভর করতো খান সেনাদের পদোন্নতি	দৈনিক বাংলা	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

কে ক'টা হত্যা করল তার উপর নির্ভর
করত খান সেনাদের পদোন্নতি
\ আমিনুল ইসলাম প্রেরিত \

গাইবান্ধ: একদিকটা প্রায় ৬ ফুট সমান দেয়ালে ঘেরা। খোলা ফটক। ঢুকতে এক ঝলক দমকা বাসাত রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চোখে মুখে এসে পড়ল। না বাতাস নয় যেনো এক সাথে অনেকগুলো মাংসহীন কংকালের দীর্ঘশ্বাস। এই সে স্থান-যা এক ক্রীড়ারসিক সিভিলিয়ান বৈকালীক বিহার, শরীর চর্চা ও খেলাধুলার জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

যদিও তিনি জানতেন না যে ভবিষ্যত এক দিন সেখানে নরমুণ্ডের গেন্ডুয়া খেলা হবে। হবে মানুষ মারার নৃশংস খেলা। কোনো কংকাল? হাত-পায়ের অস্থি? চোয়ালের হাড়? মাথার খুলি কিংবা ঠুলি? না কিছুই পাইনি। অত কাঁচা কাজ তারা করেনি। সব পুঁতে ফেলেছে, খুঁড়লে পাওয়া যাবে। দশ, বিশ, তিরিশ, শ, দুশ, তিনশ?

কত জানি না । গাইবান্ধার হেলাল পার্ক এর কথা বলছি। এস, ডিও-র অনুপস্থিতিতে তার স্থলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব আজিজুল হক আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, সেখানে কত লোকের প্রান হনণ করা হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না। জনাব হক বললেন একদিন মেজর ডেকেছেন। একটু দূরে পাশের রুমে বসে আছি। একজন সুবেদার মেজরের ঘরে ঢুকলো। মেজর প্রমাণ করলো কিতনা। সুবেদারের জবাব তেরা। মেজর সব মিলকরকে আবতক কিতনা। সুবেদার, তিনশ চুরানব্বই অর্থাৎ খুব কম করে হলেও পাঁচশ' লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। জনাব হক আরো বললেন, আলাপের ধরন-ধারন দেখে মনে হলো কে কত লোককে হত্যা করতে পারলো তার উপরই নির্ভর করতো ওদের পদোন্নতি।

১৮ এপ্রিল গাইবান্ধা শহর থেকে সাইকেলে চড়ে ফিরছেন বাদিয়াখালির খোকা মিয়া । হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখেন দুটো ছেলে একপাল ছাগল নিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। পেছনে তাকিয়েই দেখলেন দুটো জীপ। রাস্তার পার্শে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন তিনি। শুধু কয়েকটি মুরগীর বাচ্চা ছাড়া বাড়ীতে জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। পাটকাঠির বেড়ার আড়ালে শুয়ে পড়লেন। ঠিক বাড়ীর সামনেই জীপ দুখানি থামলো। খানসেনারা পেছনের দিকে হাত বাঁধা সাদা কাপড় পরা তিনজনকে জীপ থেকে নামালো। দুজন যুবক। একজনের বয়স কত তা লক্ষ্য করেননি। ওরা যুবক দুটিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড় করালো।

তারপর কোমরে লাথি মারলো। লাথির ধাক্কায় দুজনে দৌড় দিতে শুরু করলো। অমনি প্রথমজনকে গুলীকরলো। হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সে পড়ে গেল। আর উঠল না। দ্বিতীয়জন যেই ফিরে তাকিয়েছে অমনি তাকেও গুলী করলো। একটা আলের পাশে সে এলিয়ে পড়লো। ততক্ষণে ওরা চলে গেছে। দেখে শনে বের হলাম। আমার মতই কোথাও লুকিয়ে থাকা আর একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। আলের আশে রক্ষিত গুলী খাওয়া যুবকের কাছে গেলাম। পানি দিলাম। ঢোক গিললো কিন্তু পরক্ষণেই গলগল করে তারা লাল রক্ত বমি করলো।

তারপর সব শেষ হয়ে গেল। খোকা মিয়া আরো বললেন জুন মাসের প্রথম দিক। কারফিউ। রাস্তার পাশে দোকান ঘর। হরদম সামরিক গাড়ী আসা যাওয়া করেছ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত। তখন হবে দুটো। ঠিক আমার ঘরের কাছে দুটো জীপ থামলো। গাড়ীতে চার-পাঁচটি মেয়ে। চিৎকার করছে প্রাণের ভয়ে।

কিন্তু গলা দিয়ে যেনো স্বর বের হচ্ছে না। জীপ চলে গেল। ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানি না। স্বাধীনতার পর হিলাল পার্কের বিপরীতে একটি দেয়াল ঘেরা স্থানের এক কোণে একটি গর্তের মাটি তাজা দেখে খনন করা হলে তার মধ্যে থেকে অনেকগুলো মেয়ের লাশও পাওয়া যায়।

এরা কোন বাবা, মায়ের স্নেহের দুলালী তা জানা যাবে না কোন দিন। লাশ দেখে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাদের মুখ গাল ক্ষতবিক্ষত করে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, স্তন ফেলা হয়েছে কেটে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বগুড়ায় পাক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের ওপর দুটি প্রতিবেদন	সংবাদ	২ ও ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

প্রতিদিন বধ্যভূমি থেকে ভেসে আসতো মানুষের মরণ চীৎকার- সাধুবাবা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে তা-ই শনতেন

---আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগের কথা। আমাদের গুরু এসে আস্তানা পেতেছিল বগুড়া জেলার বাগাবান কাবরার একটি বটগাছের ছায়ায়। বগুড়া শহর বলতে তখন কিছুই গড়ে ওঠেনি। একটা টিনের ঘরে থানা এবং ফুলবাড়ীর রমজান মণ্ডলের একটি কাঠের কারখানা বোধহয় ছিল। আজকের সাত-মাথা তখন ছিল গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা। আমাদের গুরু আনন্দ গোস্বামী এবং ভেরেণ্ডা গোস্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছেন কিন্তু সেদিন এক সঙ্গে চলে গেল আমার দিন ভাই। হাত বেঁধে বগুড়ার সেউজাগড়ীর আনন্দ আশ্রমে সকাল বেলা বসে বসে এই সাধুবাবা সব ঘটনা বলছিলেন। হানাদার পাক বাহিনী বগড়া দখল কারা পরও আশ্রমে চারজন সাধু ও তিন জন মাতা ছিলেন। হানাদার বাহিনী তিনজন সাধুকে বগুড়া রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ডিগ্রি কলেজ সড়কের পার্শ্বে গুলী করে হত্যা করে। এদের ভিতর ছিলেন সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু এবং স্থানীয় বাদুরতলার একজন বৃদ্ধ মুনেন্দ্রনাথ সরকার। তিনজনই ছিলেন বগুড়ার প্রাক্তন অধিবাসী। এই তিন সাধু-বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। বগুড়া অতীত ইতিহাসকে বুকে নিয়ে এই সাধু বাবা আজও বেঁচে আছেন। বগুড়ায় এমন লোক কমই আছেন যারা এই সাধুবাবাকে চেনে না। পাক দস্যুদের জঘন্য নৃশংসতার পরও আজ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে আছেন এই সাধুবাবা। যুগোল কিশোর গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বাঁচলেন কেমন করে? হেসে তিনি বললেন,'' ওরা আমাকে কেন যে হত্যা করেনি তা আমি বলতে পারব না। আমার তিন ভাই তখন খেতে বসেছিল। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো কয়েকজন অবাঙ্গালী। ওরা আমার ভাইদের খেতে দেয়নি। এসেই ভাইদের হাত বেঁধে ফেললো। ওদের নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম, আমাকে মার, ওদের নিয়ে যেয়ো না। বৃদ্ধ বলেই বোধহয় আমাকে ওদের সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু আমার ভাইয়েরা আর ফিরে আসেনি। একদিনকে ধাঙ্গড় এসে আমাকে জানালো, পাক সেনারা রাস্তার ধারের গর্তে আমার ভাইদের পুঁতে রেখেছে।'' সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা সবাই আগে পালালেন না কেন? সাধুবাবা প্রত্যুত্তরে বললেন, সে অনেক কথা বাবু। প্রায় সকলেই কখন শহর ছেড়ে চলে যান। ভক্তরা এসে আমাদের অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু সংঘের সাধুর মাতারা নিষেধ করেছিল। আমরা কারো অন্যায় করিনি। ওরা নিষ্ঠুর ওরা কাল, ওরা অনেক অন্যায় করেছে- কথা বলতে বলতি মিষ্টভাষী সাধুবাবার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠছিল। সাধুবাবা বললেন, 'ওরা আমাকেও ছাড়েনি।' মাঝে মাঝেই পাক সেনারা আশ্রমে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতো। আমার সামনে বন্দুক ধরে বলতো, 'টাকা কাঁহা-টাকা দোঁ-ওরা আমার পাঁচশত টাকা অগেই নিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও আসতো টাকার খেঁজে। এই দেখুন আমার পিঠে রড দিয়ে অনেক মেরেছে। সবসময় ওরা আমাকে ছোরার ভয়ে কাবু রেখেছে। একদিন ওরা আমাকে মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, কুয়া কাহা হায়? আমি ভেবেছিলাম ওরা এবার আমাকে মেরেফেলবে। ওরা আমাকে বললো, বুড্ডা তুম কালেমা পড়। এরপর হঠাৎ জানিনা ওদের কি মনে হওয়াতে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ওরা আমাকে যেমন অত্যাচার করেছে, তাতে বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। জানতে চাইলাম, নয়টি মাস আপনার ও মাতাদের খাবার সংগ্রহ করলেন কোত্থেকে? তিনি বললেন অনেক কষ্ট করেছি। ভিক্ষেও করেছি। পাশের গ্রামে গিয়েছি।

একটু আধটু যা পেতাম তাই খেয়ে বাঁচতাম। আমাদের দশ মণ চাল, ৮টা গরু, প্রায় হাজার টাকার বাসনপত্রাদি সব লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। চোখের সামনে দেখতাম কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি। মাঝ মাঝে ভক্তরা গোপনে কিছু সাহায্য দিয়ে যেত। তাই দিয়ে চালিয়ে নিয়েছি।

আশ্রমের পূর্বদিকের বাগানে (গুরুর প্রথম আস্তানা) দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন-ঐ যে ওখানে একটা বদ্ধ কূপ আছে। প্রায় প্রতিদিনই করুণ কান্নার আওয়াজ আমি শনেছি। একদিন এক ছোট শিশু, বাবা মা, বাঁচাও-বাঁচাও করে চীৎকার করছিল। ঐ ছেলেটাকে জবাই করে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি প্রায় প্রতিদিনই এরকম চীৎকার শুনেছি। সাধুবাবার অনুরোধে আমি বদ্ধকূপে হিংস্রতার অনেক চিত্র দেখেছি। আজো এই বাগানের একটি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মানুষের রক্ত লেগে আছে। কূপে নরকংকাল আর মাথার খুলিগুলো এখনো দেখা যায়। কত নিরাপরাধ, নিষ্পাপ মানুষ এখানে জল্লাদদের হাতে বলি হয়েছে কে তার হিসাব দিতে পারে?

বগুড়া শহরের অতি পুরাতন এবং সবার পরিচিত সাধুর আশ্রম আজ আবার ভক্ত আর গুণগ্রাহীদের আগমনে ভরে উঠেছে। কিন্তু আশ্রমের সেই পরিচিত মুখগুলো আর নেই। জিজ্ঞেস করলাম দেশ সম্বন্ধে। আপনি কি ভাবছেন? উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'ওরা খুবই বেআইনী কাজ করেছে। ওরা গণভোট মানে না। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা না দিয়ে তারা খুবই অন্যায় করেছিল। ওরা অত্যাচারী। অত্যাচারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।'

আশ্রমের মন্দিরে গুরুদের আস্তানা দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন, ''আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়েরা এমনিভাবেই থাকত। কিন্তু দস্যুরা তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। মাথায় তার ছোট জুঁটি বাঁধা। সামান্য সাদা কাপড়ের একটি গামছা তার পরনে। তিনি বললেন, পরের অন্যায় করা আমাদের নীতি নয়। তবুও ওরা আমাদের মেরেছে। বৃদ্ধ সাধূ যুগোল কিশোর গোস্বামীই শুধু তার ভাইকে হারান নাই, বগুড়াবাসীও হারিয়েছে তাদের পরিচিত শ্বেতবস্ত্রধারী তিনটি ভাইকে। তারা আর আসবে না।

বগুড়া রেলষ্টেশনের চারপাশেই ছিল জল্লাদদের কসাইখানা

"তখন জুন মাসের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহ। রাত্রিবেলা শুয়ে আছি। হঠাৎ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে থেকে ভেসে আসলো মানুষের করুণ আর্তনাদ। 'আমাকে বাঁচাও' করে কে যেন চিৎকার করছিল। একটু পরেই থেমে গেল্ বুঝলাম, সে আর নেই।'' কথাগুলো বলতে বলতে শিউরে উঠছিলেন বগুড়া রেলওয়ের একজন পদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী। জানতে চাইলেম আপনি দস্যুদের আর কি নৃশংসতা দেখেছেন। উত্তরে তিনি জানালেন, ''কি দেখি নাই বলুন। ওরা সব করেছে। বাঙ্গালীরা সবাই ছিল ওদের শত্রু কেননা, যে বাঙ্গালীই রেলষ্টেশনের আশপাশে আসতো তাকেই তারা হত্যা করেছে। একদিন একজন নিরীহ বাঙ্গালীকে দিয়ে কয়েকজন মিলিটারী তাদের মালপত্র ট্রেনে উঠালো। তারপর কাজ শেষ হলে শুরু হলো তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। একজন মিলিটারী লোকটাকে ওয়াগনের পিছনে নিয়ে ডু'পা সমান করে পায়ের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর একজন উঠলো তার পিঠের উপর। জোর করে ওরা জীবন্ত মানুষটার হাড়গুলো এমনি করে ভেঙ্গে দিল। মানুষটার অনুরোধ আর মিনতি ওরা শুনে নাই। এরপর লোকটাকে আর ভাইদের মত হত্যা করা হলো। পাক দস্যুরা ষ্টেশনের আশপাশে অহরহই মানুষদের এমনি নিষ্ঠুরভবে অত্যাচার করে হত্যা করতো।''

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ওরা কিছু বলেন নাই? উত্তরে তিনি বললেন, "বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় বাঙ্গালী কর্মচারীদের ওরা ক্ষমা করে নাই। যারা সরতে পারে নাই তাদের মৃত্যু ছিল ওদের হাতে।'' প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন,'' একদিন মেজর জাকী সামরিক হেডকোয়ার্টারে আমাকে ডাকলো। তারপর পাশের রুম থেকে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত একজন বাঙালীকে ডেকে আনা হলো। তার হাত বাঁধা ছিল এবং মুখ

ছিল রুমাল দিয়ে বাঁধা আমাকে মেজর বললো, এ-দেখো। এরপর কড়া মেজাজে হুকুম হলো-আভি তোম যাও। আমি মেজর জাকীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ রক্তমাখা ভাইটি বেঁচে আছে তিনা জানি না। শেষের দিকে (বগুড়া ছাড়ার পূর্বে) ওরা রেলওয়ের বাঙ্গালী কর্মচারীদের হত্যা কারারও ষড়যন্ত্র করেছিল। রেলষ্টেশনের আশপাশে নিরীহ বাঙ্গালীদের হত্যা করেও ওদের রক্ত পানের তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। বগুড়া ছাড়ার পূর্বে ওদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু রেলষ্টেশনের বধ্যভূমিতে হারিয়ে যাওয়া ভাইরা আর আসবে না। রেলষ্টেশনে সুইপার দশন (৭০) জমাদার সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ৭টি মাস কেটে গেছে ষ্টেশনের আশপাশের মৃত বাঙ্গালীদের কবর দিতেই।

দশীন জমাদার

বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন সুইপার। বয়স প্রায় ৭০ বছরের বেশী। এই বৃদ্ধ তার সাতটি মাস কাটিয়ে দিয়েছে বর্বর পাক দস্যুদের হত্যা করা লাশ সরিয়ে। দস্যুদের হত্যাযজ্ঞের সে একজন নীরব সাক্ষী। "আমি পূর্বে আরো মোটাসোটা ছিলাম স্যার। আমি লাল টক টকে ছিলাম। কিন্তু বগুড়া ষ্টেশনের আশপাশের বাঙ্গালী ভাইদের রক্ত দেখে দেখে আমি খুব রোগা হয়ে গেছি। আমার শরীরে আগের মত মাংস নেই। আপনিই বলুন, একজন মানুষ শত শত রক্তমাখা লাশ সরালে আর কি করে বাঁচার আশা রাখে! জীবন নিয়ে খেলা হয়েছে সাহেব। আপনারা কিছুই জানেন না। আমি কেমন করে বেঁচে আছি জানি না-ওরা কত জবাই করছে, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারিনি। মুক্তি আর ইণ্ডিয়ার সৈন্য আমাদের রক্ষা করল হুজুর---।'' বগুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণে একটি বদ্ধ কূপ দেখাতে গিয়ে সুইপার দশীন কথাগুলো বলছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বগুড়া লেওয়ের এস ডি ও সাহেব পরিবারসহ এই প্রথম আসলেন তাঁর বাংলোতে। পাক বাহিনীর আমলে তার বাংলোটা সম্পূর্ণভাবে সামরিক দস্যুদের হাতে ছিল। তারা এই দু'তলা বাড়িটি ব্যবহার করতো কসাইখানা হিসেবে। নিরীহ বাঙ্গালীদের পাকদস্যু আর তার সহযোগীরা ধরে আনতো, তারপর এই বাড়ীতে জবাই করা হতো, বাড়ীর সংলগ্ন একটা বৃহৎ কূপে হত্যা করার পর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হতো। বাড়ীটার আউট কিচেনে সবচেয়ে বেশী হত্যা করা হতো বলে মনে হয়। কারণ এখান থেকে কূপটি মাত্র ২০ গজ দূরে। বাড়ীটার চারিদিকে দীর্ঘ নয় মাসে ঘাস আর জঙ্গলে প্রায় ভর্তি হয়েছিল্ পাকবাহিনীর সেগুলো পরিষ্কার করতো না। কারণ জঙ্গলের মাঝে এই রকম একটি বাড়ীতে তাদের বাঙ্গালনিধনের নেশা খুবই বেড়ে যেত। শুধু তাই নয়, বর্বর পাক-সেনারা এই বাড়ীটাতে মদ আর জুয়ার আড্ডাও বসাতো। দিনে রাতে তারা এখানে আসর জমাতো নির্বিঘ্নে। ওদের কেউ বাঁধা দিতে পারে নাই। রক্তের নেশায় বর্বররা হন্যে হয়ে বাঙ্গালীদের খুঁজে আনতো। দাশীন জমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তুম কতজন বাঙ্গালীর মৃতদেহ এই কূপে ফেলেছো।-'' কি আর বলব হুজুর! বিশ্বাস করবেন না! আমার হাতেই কমপক্ষে চার-পাঁচ শত লাশ এই কূয়ায় ফেলেছি। জল্লাদরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো হুজুর, আমি কি করি। আমি লাশগুলো পুঁতে রাখতে চাইতাম। কিন্তু ওরা দেয় নাই। ওরা আমাকে বলতো, 'তু' শালা হিন্দু হায়। এইসে দরদ কিউ লাগদো! "জানতে চাইলে তোমার সামনেই কি ওরা হত্যা করতো।'' বৃদ্ধ বলি চলছিল, ''কি বলেন সাহেব! আমাকে ওরা ভয় পেত না। প্রথমে বাঙ্গালীকে ধরে আনতে, তারপর হাত বেঁধে মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেয়। এরপর হয় পেটের ভিতর চাকু মারে, না হয় জবাই করে। কোনটার আবার পিছন দিক থেকে ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে জবাই করতো। ওদের দয়া নাই। কান্নাকাটি অনুরোধ কিছুই শুনেনি। কত বাঙালী যে কাঁদতো হুজুর, কি করবো। মিলিটারীরা খুশিমত মানুষকে গুলি করতো। তারপর আমাকে বলতো 'ইছি কি হঠাদো'। আমি বাধ্য হয়ে কাজ করেছি হুজুর। কিন্তু ওরা আমাকেও ছাড়ে নাই। রেল ষ্টেশনের বাঙ্গালীদের আমি আগেই বলতাম তোমরা সরে যাও। আমি ওদের এই দিকে আসতে দেইনি। গোপনে গোপনে আমি অনেক বাঙ্গালী সাহেবকে সাবধান করেছি। কিন্তু মিলিটারীরা এটা জানতে পেরে আমাকে সন্দেহ করে ঘাড়ে রাইফেল দিয়ে মারে। শুধু লাশ সরাবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা হুজুর

বড় বড় সাহেবকেও জবাই করেছে- গুলি করেছে।'' পাশে পার্ক-রোডের একটি ড্রেন দেখিয়ে বলল, ''এখানে তিনটা, ওখানে ১টা, এই রকম অনেক সাহেবের লাশ এই ড্রেনেই আছে হুজুর। ওরা ভালভাবে পুঁতে রাখতেও আমাকে দেয়নি। আমাকে সন্দেহ করে খুব মারতো, তার উপর আমার চাকুরী নষ্ট করে দিল সাহেব। কয়েক মাস ধরে না খেয়ে আছি।'' ঝাড়ুদার দাশীন পাক বর্বরদের বুলেটের সামনে না খেয়েই দীন কাটিয়েছে। চাকুরীতে পূর্নবহালের কথা সেদিন সে মুখে আনতে পারি নাই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যারা এমনিভাবে শত শত মানুষকে হত্যা করতে পারে তাদের এক মুঠো ভাতের অভাবে এক গরীবের জন্য চিন্তা করার সময় কোথায়? বগুড়া রেল এস ডি-ও বাংলোর পূর্বদিকের মাঠটা এখন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। বগুড়া শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই বাংলোতে কেন বাঙালী আসতে পারেনি। বগুড়া শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বাংলোর প্রতি ঘরের মেঝে আর দেয়ালে মানুষের রক্তে ভেজা বহু কাপড়-জামা ইত্যাদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। বাংলোর উপর তলার হাউজে বর্বরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হাউজটি ছিল সম্পূর্ণ মানুষের রক্তে ভরা। রক্তগুলো জমা হয়ে ক্রমশঃ জমাট বেধে যায়। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার মত জমাট বাঁধা রক্ত কেটে এই হাউজ পরিষ্কার করা হয়েছে। জবাই করা মানুষের রক্তে স্রোত দেখার জন্যই বোধ হয় হাউজে রক্ত জমা করতো। রক্ত দেখেই হয়তো রক্তপানের তৃষ্ণা জল্লাদদের বাড়তো বেশী । বগুড়া রেলষ্টেশন আর ষ্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের আশেপাশে কত নিরীহ বাঙালীকে যে পাকসেনা আর তার সহযোগীরা হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। কত নিরীহ মানুষ যে এই দুস্যদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন আর একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নেয়েছেন কেউ বলতে পারেনা। বগুড়ায় পাক দস্যুরা বাঙ্গালীদের ধরে বলত, 'ইছিকো খরচা খাতা মে (মৃত্যু খাতা) উঠা দেও।' ---বোধ করি রেলষ্টেশনের ও তার আশপাশের নিষ্টুর বর্বরতা আর হত্যাযজ্ঞের দ্বারাই তাদের খরচের খাতা পূর্ণ হয়ে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খুলনার নরমেধযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খুলনায় পাকবাহিনীর নরমেধযজ্ঞ

\ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত \

খুলনা: খুলনা শহরের হেলিপোর্টে ও ফরেষ্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের যে নৃশংভাবে হত্যা করা হতো, তা দেখে খুলনার তৎকালীন জেলা জজ হার্টফেল করে মারা যান। বর্তমানে হেলিপোর্ট ফরেষ্ট ঘাটের কথা বলা যাক। হেলিপোর্ট জজকোর্টের সামনে এবং সার্কিট হাউস সংলগ্ন। যেসব বাঙ্গালীদের উপর তাদের অত্যাধিক রাগ ছিল জল্লাদরা তাদের প্রকাশ্য দিবালোকে হেলিপোর্টের প্রবেশ পথে ছাগল ঝোলা করে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতো।

আর ঐ অবস্থায় চলতো অত্যাচার-চড় ঘুষি ও চাবুকের আঘাত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ অবস্থার উপর বেয়োনেট দিয়ে খোঁচানো হতো । যতক্ষণ না সে মারা যায় ততক্ষণ চলতো এই নির্যাতন । যার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হতো ঐভাবে অত্যাচার করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে নামানো হতো, জ্ঞান ফিরলে আবার ঝোলানো হতো পূবর্বৎ।

একদিন আমার নিজের দেখা একটি মৃত্যুর কথা উল্লেখ করছি। সকাল ১০টা হবে। হেলিপোর্টে লুঙ্গি ও গেঞ্জী পরা দীর্ঘ সবলদেহী একজন বাঙ্গালীর পায়ে, হাঁটুতে ও অন্যান্য গিরায় কাঠের রোলার দিয়ে দু'জন সেনা পিটাচ্ছে আর দু'জন সেনা তা উপভোগ করছে। যার উপর অত্যাচার চলছে তিনি বার বার বাধা দিচ্ছেন আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তারপর তার দু'পায়ে দাড়ি বেঁধে পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলানো হলো।

পরনে থাকলো জাঙ্গিয়া ও গায়ে গেঞ্জী। পরে খালি গা করে গেঞ্জীটিও অপসারণ করা হলো। আর চললো চাবুকের বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সাথে সাথে তার দেহটি মুচড়ে উঠতে লাগলো। ঐ ঝুলন্ত অবস্থাতেই তিনি হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছেলেন। কিন্তু পরে আর তার হাতে সে জোর রইল না। কিন্তু চাবুকের বাড়ি চললো অব্যাহতভাবে। আর এইভাবেই সমাপ্তি হলো একটি বাঙ্গালী জীবন। পরে তার সেই ঠাণ্ডা শীতল দেহটাকে নামিয়ে অবজ্ঞায় তারা দূরে ফেলে দিল-আবার অপর একজনকে। আমি সরে পড়লাম।

রাতের বেলায় জজকোর্টের পিছনে ফরেষ্ট ঘাটে বাঙ্গালীদের এনে জবাই করে হত্যা করা হতো এবং দেহগুলোর পেট চিরে নদীতে ফেলা হতো। ঘাটটি আবার জজ সাহেবের বাসার ঠিক পেছনেই। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেইসব মৃত্যুপথযাত্রী বাঙ্গালীদের করুণ আর্তনাদ জজ সাহেবের কানে পৌঁছতো। দিনে হেলিপোর্টে ও রাতে ফরেষ্ট ঘাটের এইসব হত্যাযজ্ঞ সহ্য করতে না পেরে জজ সাহেব তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন যে বিচারালয়ের সামনে যেন এ ধরনের কাজ না করা হয়। তার উত্তরে তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুর শাসানি। কিন্তু তাদের সাধ মেটেনি। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একরাতে মারা গেলেন।

আর একটি বধ্যভূমি চিল গল্লামারী। খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে মাত্র দেড় মাইল। হেলিপোর্ট ও ফরেষ্ট ঘাট, কাষ্টমস ঘাট প্রভৃতি জায়গায় প্রথমে বাঙ্গালীদের হত্যার জন্য বেছে নিলেও পরে বর্বর পাক বাহিনীর গল্লামারীকেই তাদের নৃশংসতার উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিয়েছিল।

সারাদিন ধরে শহরে ও গ্রাম থেকে বাঙ্গালীদের ধরে এনে জেলকানা হেলিপোর্ট ও ইউ, এফ, ডি ক্লাবে জমায়েত করা হত। তারপর মধ্য রাত হলে সেই সব হতভাগ্য নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের পেছনে হাত বেঁধে

বেতার কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা তারা 'ব্রাস' মারতো, রক্তাপ্লুত দেহে লুটিয়ে পড়তো হতভাগ্যরা। হত্যার আগে ট্রাক ভরে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হতো তখন সেই সব নিরুপায় মানুষের আর্তনাদ রাস্তার আশপাশের সবাই শুনতো। কিন্তু তাদের তো বাড়ীর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই কারফিউ রয়েছে।

সেই আর্তনাদ সহ্য করতে না পেরে শেরে বাংলা রেডের এক ব্যক্তি জানালা খুলে মুখ বাড়িয়েছিল মাত্র। ব্যাস, অমনি তাকে লক্ষ্য করে হানাদার বাহিনী গুলি ছুড়লো আর বুলেট বিদ্ধ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। হানাদার বাহিনী প্রতিরাতে কম করেও শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করতো। দিনের বেলায় তাদের লাশ জোয়ারের পানিতে ভেসে আসতো। কিন্তু কারও সাহস হতো না তাদের দাফন করার।

অনেকে তাদের আপনজনের লাশকে সনাক্ত করলেও সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিতে পারেনি। কেননা বর্বরেরা জানতে পারলে তাকেও হত্যা করবে। কিছুদিন জল্লাদরা ঠিক করলো গুলি করে আর হত্যা নয়। অন্য পন্থা। এবার থেকে শুরু হলো জবাই, কিন্তু সংখ্যায় কমলো না-সেই শতাধিক প্রতিরাতে। এরপরের ঘটনা চরম নিষ্ঠুরতার । রাত্রের বদলে হত্যার জন্য দিনের বেলাকে বেছে নিল।

সকলের চোখের সামনে দিনে পিঠ মোড়া দেওয়া ট্রাক ভর্তি বাঙ্গালী নিয়ে যাওয়া হতো আর ঘন্টাখানেক পর শূন্য ট্রাক ফিরে আসতো-গল্লামারীতে পড়ে রইতো কিছুক্ষণ আগের যাওয়া সেইসব মানুষের শীতল দেহগুলে। খুলনা শহর মুক্ত হওয়ার পর গল্লামারী খাল থেকে দুই ট্রাক মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল।

ছবি তুলবার জন্য গল্লামারীর অভ্যন্তরের ধানক্ষেতে ঢুকে দেখলাম এক নৃশংস দৃশ্য। একাধিক লাশ পড়ে আছে, সেদিকে একটি কুকুর খাচ্ছে আর দূর অপর একটি লাশের পাশে আর একটি কুকুর বসে হাঁপাচ্ছে। মনে হয় মানুষ খেয়ে তার উদর অতিমাত্রায় পরিপূর্ণ।

ভাবতেও অবাক লাগে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে খ্যাত মানুষকে কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চট্টগ্রামে বধ্যভূমির সন্ধান	পূর্বদেশ	১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

চট্টগ্রামের ২০টি বধ্যভূততে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চলেছে
\ পূর্বদেশ প্রতিনিধি \

চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী। -চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার আরো ৯টি থানাতে হানাদার খান সেনারা সর্বমোট ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান চালিয়েছে। শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি বধ্যভূমির মধ্যে আটটিতে গড়ে পাঁচ হাজার করে বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

এ ছাড়া পোর্ট এলাকা এবং নেভীব্যারাক এলাকাতে সুদীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী মানুষকে হত্যা করে কি হারে কর্ণফুলি নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার কোন হদিসও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকার ১০টি এবং গ্রাম অঞ্চলের গোটা পাঁচেক বধ্যভূমি ইতিমধ্যে আমি ঘুরে দেখেছি।

এসব বধ্যভূমি বাঙ্গালী হত্যার সঠিক সংখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু এখনো সরকার যদি ব্যাপক অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসেন তবে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপকতাসহ একটা আনুমানিক সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারবেন বলে বিশ্বাস। কোন কোন মহল চট্টগ্রামে নিহত লোকের সংখ্যা ১ লাখ হবে বলে অনুমান করছেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, বিভিন্ন থানাসহ এ সংখ্যা অন্তত: তিন লাখে দঁড়াবে । শহর ও শহরতলীর আম বাগান, ওয়ারলেস কলোনী, শেরশাহ কলোনী ও ফয়েজ লেকসহ গোটা পাহাড়তলী এলাকাতে এখনো ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙ্গালীর মাথার খুলি পাওয়া যাবে। এছাড়াও রয়েছে চাঁদগাও, লালখান বাজার, হালিশহর, কালুরঘাট, ও পোর্ট কলোনী ইত্যাদি বধ্যভূমি। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও সার্কিট হাউসেও হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডের পাহাড়, রাউজান, পটিয়া, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালীর বনাঞ্চলেও হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে সমস্ত এলাকায় রিপোর্ট সংগ্রহ অনেকটা কঠিন কাজ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সারা চট্টগ্রাম জেলাতে তিন লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বধ্যভূমিতে আজো বহু নরকংকাল ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। শহরের ওয়ারলেস কলোনী ঝাউতলা ও নাছিরাবাদের পাহাড়ী এলাকাগুলোতে লুকায়িত বহু নরকংকালের অস্তিত্ব আজো পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ঝাউতলা এলাকার বিভিন্ন সেপটিক ট্যাঙ্ক, পাহাড়ী ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অনেকগুলো কংকাল দেখতে পেয়েছি।

সীতাকুণ্ডের শিবনাথ পাহাড়ে কয়েক হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করা হয়েছে। মিরেশ্বরাইয়ের জোরারগঞ্জ এবং ওয়ারলেস এলাকাতে মানুষ জবেহ করার স্থায়ীকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। রাস্তার ট্রাক, বাস এবং ট্রেন থেকে হাজার হাজার লোককে ধরে এনে আটক করে রাখা হতো এবং প্রতিদনি ৫০ জন অথবা ১০০ জন করে হত্যা করা হতো।

এ সমস্ত এলাকাতে অসংখ্য কবর আজো দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের পরিহিত কাপড়-চোপড়, জুতা, স্যাণ্ডেল ইত্যাদি এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্থানীয় জনসাধারণের ধারনা মতে শুধু মিরেশ্বরাই ও সীতাকুণ্ডের বধ্যভূমিগুলোতে ১৫ থেকে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাউজান, পটিয়া ও বাঁশখালী ইত্যাদি থানাতেও প্রায় অনুরুপহারে গণহত্যা চালানো হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চাঁদপুরে পাকবাহিনীর হত্যা লীলার আরো কাহিনী	পূর্বদেশ	১৩ ফেব্রুয়রী, ১৯৭২

চাঁদপুরে পাকবাহিনী ও তাদের হত্যালীলার চাঞ্চল্যকর কাহিনী

\ পূর্বদেশ সংবাদদাতা \

কুমিল্লা. ১০ই ফেব্রুয়ারী। -কুমিল্লা জেলার নদীবন্দর চাঁদপুর ও তার আশপাশের বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার বহু তথ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। কেবল মাত্র চাঁদপুরেই দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, মোজাহিদ বাহিনীর হায়েনাগুলো প্রায় ৫ হাজার নিরীহ বাঙ্গালীকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

উপরন্তু এই ছোট বন্দর শহরটিতে আল-বদর দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনতিপূর্বে (৭-১২-৭১ইং) সুপরিকল্পিত উপায়ে বহু বুদ্ধিজীবী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যা করার চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর বড় ভাই ডাঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী এক সংবাদদাতাকে বলেন, চাঁদপুর পুরান বাজারস্থিত নূরীয়া হাইস্কুলে আল-বদর বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের প্রধান-এর নির্দেশে অত্র এলাকায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। লুটতরাজ ও নির্বিচারে হত্যা তখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি জানান। একদিন আল-বদর বাহিনীর কয়েকটি হায়েনা গ্রাম অঞ্চল থেকে আগত চারজন নিরীহ বাঙ্গালীকে অচেনার অজুহাতে প্রকাশ্য বাজারে গুলি করে হত্যা করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পেলেই তারা ধরে নিয়ে যেত এবং এদের কাউকেই ফিরতে দেখা যায়নি বলে জানা যায়। একদিন তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলে বাবুলকেও বদর বাহিনীর কয়েকটি হায়েনা বড় ষ্টেশন ও তাদের নির্যাতন কক্ষে নিয়ে আরো প্রায় ২০-২৫টি ছেলের সাথে অকথ্য নির্যাতন করে।

বহু চেষ্টা তদবীরের পর জৈনিক আর্মি অফিসারের মারফতে বাবুলকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন সত্য কিন্তু তারপর সে প্রায় এক মাস অচল হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গের হতভাগ্যদের কি হয়েছিল তা তিনি বলতে পারেন নি।

দখলদার বাহিনীর অত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে ফ্যাসিষ্ট আল-বদর বাহিনী সুপরিকল্পিত উপায়ে বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু করে। চাঁদপুর টেলিফোনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জনাব সায়েদুল হক আল-বদর বাহিনীর তৎপরতার কথা বলতে গিয়ে তারা কি করে তার দু'জন কর্মীকে হত্যা করেছে এবং তিনি কেমন করে তাদের মৃত্যু ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছেন তা এই সাংবাদদাতাকে জনান।

৭ই ডিসেম্বর তার একজন সুপারভাইজার জনাব আব্দুল খালেক ও অপারেটর জনাব মোরশেদুর রহমান শহরের উপকণ্ঠের এক গ্রাম থেকে ফেরার পথে বদর-বাহিনী তাদের ধরে নিয়ে যায়। এর নূরীয়া হাইস্কুলস্থিত ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখে। উক্ত খবর পাওয়ার পর তিনি বদর বাহিনীর সাথে টেলিফোনে যোগযোগ করলে উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে সকালে মুক্তি দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়।

সান্ধ্য আইন থাকায় নিজে গিয়ে তাদের খবর নেয়া নিরাপদ কিংবা সম্ভবও ছিল না। সকাল বেলা এক বেনামী টেলিফোন থেকে জানতে পেরে তাদের খোঁজ করতে গিয়ে নূরীয়া স্কুলের নিকটবর্তী রাস্তায় তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিনই কিছু একটা বিপদের আশংকা মনে জাগলে জনাব সায়েদুল হক শহর ছেড়ে

পালাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এবং ঝুঁকি নিয়ে সপরিবারে নৌকা করে সরে পড়তে সক্ষম হন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি বাসা ত্যাগ করার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই আল-বদর বাহিনীর হায়েনাগুলো তার বাসায় পৌঁছে হতাশ হয়। সেই মানবতার শত্রুহয়েনাগুলো অনেক বুদ্ধিজীবীকে তাদের নিজ নিজ বাসা থেকে ধরে এনে হত্যা করে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া সুপারিনটেনডেন্ট জনাব জোয়রদার মতিউর রহমান, ষ্টোরকিপার জনাব মাকসুদুর রহমান, মেকানিক জনাব কবীর আহমদ, ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর জনাব সফিউদ্দীন আহমেদ, ও দু'জন সুপারভাইজার বজলুর রহমান ও ইদ্রিস মিয়া। কৃষি বিভাগের একজন প্রোজেক্ট অফিসার জনাব ফয়েজ আহমেদও আল-বদর বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ওয়াপদার দু'জন মেকানিক ছিলেন, তারা হচ্ছেন নাজিমুদ্দীন ও মাহফুজুল হক।

দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী এদেশের জারজ সন্তানগুলো নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তার চাক্ষুস সাক্ষী রেলওয়ে হাসপাতালের সেনিটারী এসিষ্ট্যেন্ট জনাব ফজলুল বারী। এপ্রিল মাসে চাঁদপুর দখলদার বাহিনীর কবলে পতিত হওয়ার পরও তিনি হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত থাকায় বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার সাক্ষী হয়ে আছেন তিনি এবং তার ডোম বাহিনীর অনেকেই। রেলষ্টেশনের অফিস সমূহে রেষ্টহাউসে দখলদার ও রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প করা হয়।

শান্তি বাহিনীর সহযোগিতায় এই সমস্ত নরপশু চাঁদপুর পুরান বাজার ও পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহে হত্যা, লুট, নারী নির্যাতন, ও অগ্নিসংযোগে এক নারকীয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। নির্বিচারে গণহত্যা ও বহু নারীর সতিত্ব নষ্ট করার বিবৃতি দান করেন জনাব ফজলুল বারী। রেল, লঞ্চ,রাস্তা-ঘাট, নৌকা সমূহ ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীদের ধরে এনে তাদের ক্যাম্প সংলগ্ন নির্যাতনকক্ষে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হতো।

একটি আম গাছ নির্দেশ করে তিনি বল্লেন এই আম গাছটি হাজারো নরহত্যার নীরব দর্শক। আম গাছটির নীচে ফিশিং কর্পোরেশনের গুদামের পিছনেই দুর্ভাগাদের হত্যা করে ২০-২৫ জনকে একই তারে গ্রথিত করে নদীতে ফেলে দিত। যেদিন মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হত সেদিন ডোমদের তলব করা হতো।

দুজন ডোমের বর্ণনা

রেলের ডোম ছুনুয়া ও গয়া প্রসাদ এই সংবাদাতাকে বলে যে, গভীর রাত্রে এসে পাকবাহিনীর লোক তাদের কোয়ার্টার থেকে ধরে নিয়ে যেত। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে জিঃ আরঃ পিঃ হাজতে অথবা আক্কাস আলী হাইস্কুলে রক্তাক্ত মৃতের স্তুপ দেখিয়ে বলতো, ভাঙ্গী ইয়ে জলদী সাফ করো।

মৃত দেহ বয়ে নদীতে ফেলতে হতো এবং ভোর না হতে উল্লিখিত নির্যাতন কক্ষের স্থান পরিস্কার করে ফেলতে হতো।

''কত আদমীকে যে এই লোক মেরেছে, কত মা বোহিনের ইজ্জত নষ্ট করেছে তা বলতে পারুম না বাবু।'' আক্ষেপের সাথে বলে ছুনুয়া। অনেক সময় দু'এক কথা বলতে গিয়ে নরপশুদের হাতে ওরা মারও খেয়েছে বলে জানায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একটি প্রত্যক্ষ বিবরণ	সংবাদ	১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

সৈয়দপুরে বাঙ্গালী নিধন অভিযানের একজন দুঃখিনী সাক্ষী সুরাইয়া বেগম

দু'সন্তানের জননী বেগম সুরাইয়া রহমান। বেগম সুরাইয়া রহমান হচ্ছেন সৈয়দপুরের তদানীন্তন হাউসিং এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের মহকুমা ইঞ্জিনিয়ার শহীদ ফজলুল রহমানের পত্নী। অশ্রুসজল চোখে বেগম সুরাইয়া রহমান সেদিন আমার কাছে তাঁর স্বামী, দেবর ও ভাগ্নের শহীদ হবার কাহিনী বলেছিলেন।

তিনি বললেন, ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল আমার জীবনে সেই ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনলো। আমার ব্যক্তিগত জীবনে ঐদিনই হলো শহীদ দিবস। তিনি বলেছেন, ১লা এপ্রিল বিকেলের দিকে প্রায় ২০ জন হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের বাঙ্গালীপুরস্থ বাসভবনে আসে। তারা সবাই আমাদের লাইন করালো।

আমার সাড়ে তিন বছরের শাহনাজ পারভীন (রুমা) তখন কোলে। হানাদার বাহিনীর ভয়ে সে তাকে চেপে ধরে রয়েছে। আমার স্বামীর গলায় পবিত্র কোরান শরীফ ঝোলানো।

বাচ্চাটি কোলে। কোরান শরীফ ছুড়ে ফেলে তারা বলল, কেয়া তুম জয় বাংলা বোলতা? তোম আওয়ামী লীগকে সাথ হ্যায়? এই বলে তারা আমার স্বামী, তার ভাই ১ম বর্ষ এম, বি, এস-এর ছাত্র রফিকুল ইসলাম, তার ভাগ্নে এস, এস, সি পরীক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন, বাসার মালী রুহুল আমীনকে ধরে নিয়ে যায়। ছোট মেয়েটি তখন তার আববুর গায়ের সাথে মিশে ছিল। নামতে চায় না। কিছুতেই সে তার আববুকে ছাড়বে না। আমি তাকে জোর করে নামালাম তার আববুর কোল থেকে।

হাউসিং এ- সেটেলমেন্ট বিভাগের ড্রাইভার অবাঙ্গালী আবিদ হোসেন সৈন্যদের সাথে এসেছিল। সে বাসায় ঢোকেনি, বাইরে ছিল। সে-ই হানাদারদের সব খবর দিত। তার এক ভাই নাজিরও হানাদার বাহিনীর দালালী করতো। বেগম সুরাইয়া তাঁর সুখের নীড় ভাঙ্গার কাহিনী বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অনেক কিছু বলতে চেয়েও তিনি বলতে পারেননি।

তিনি বললেন, বাসা থেকে ওদেরকে নিয়ে বেরুবার পাঁচ মিনিট পর আমি কয়েকটা গুলির শব্দ শুনেছি। হয়তো এই গুলিতে ওদের সবাইকে এক সাথে হত্যা করা হলো। আমরা সবাই তাদের চারজনের আগমনের প্রতিজ্ঞা করছিলাম। আমার শাহনাজ তার পিতা, চাচা ও ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের জন্যে উন্মুখ হয়ে প্রহর গুনছিল।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। আসলেন মেজর গুল, মেজর জাভেদ, ক্যাপ্টেন বখতিয়ার, কর্নেল শফি। তারা আমাদের ছাদের উপর কামান বসালেন। দারুণ উত্তেজনা, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটালাম।

২রা এপ্রিল। ১৯৭১ সাল। আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাবার দ্বিতীয় দিন। ড্রাইভার আবিদ জানতো আমার স্বামী, দেবর, ভাগ্নে প্রমুখের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। সে জানতো তারা তখন কোথায়। তার তখন অবাধ সুযোগ-সুবিধা।

সে ঐ দিন কয়েকজন অবাঙ্গালীকে নিয়ে এসে আমাদের বাসা লুট কর নিয়ে গেলো। আমাদের পরিবারটা ছোট। বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম। বাসায় প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকার বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিল। সেসব কিছু নিয়ে গেল। হানাদার সৈন্য বাহিনী ঐদিনই আমাদের সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুলে নিয়ে গেলো।

সেখানে শুধু মহিলা আর মহিলা। কমপক্ষে ৬০০ থেকে ৭০০। সবাই এক একটা সকরুণ কাহিনীর প্রতিকৃতি, জীবন্ত সাক্ষী। সেখানে আমরা হানাদার সৈন্যদের পৈচাশিকতা দেখেছি, শুনেছি তাদের বিদ্রুপপূর্ণ টিটকারী। এরপর আমাদেরকে দারুল উলুম মাদ্রাসায় সরিয়ে নেয়া হয়। তারপর দু'মাস পর আমরা ঢাকায় চলে আসি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে।’’	দৈনিক বাংলা	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

জল্লাদেরা আছড়েও মানুষ মেরেছে

\ বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত \

গাইবান্ধাঃ ‘‘বাবা, মা নেই। কাকা খোঁড়া। চলতে পারেন না। জ্যাঠা পাগল। বোন বিধবা। বচ্চাও আছে একটি। মোট ১০ জনের পরিবার। আমি এদের নিয়ে কি করব বলতে পারেন?’’

অটো প্রমোশনে প্রদীপ এখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু বেতন দেবে কোত্থেকে। ‘‘না। কোথাও যাইনি। যাদের উপার্জনে সংসারের চাকাটা ঘুরতো খান সেনারা তাদের একদিন ধরে নিয়ে গেল। ধরে নিয়ে গেল, চলতি বাংলা সনের জৈষ্ঠ মাসের ১৭ তারিখে। নিয়ে গেল আমার ভগ্নিপতি অমল লাল চাকী এবং পরিবারের অপর তিনজন ননী গোপাল দেব, নিরোদ বিহারী দেব, আর নিরঞ্জন দেবকে। ওরা তো আর ফিরে আসেনি।’’

হয়ত হেলাল পার্কের বধ্যভূমিতে তাদেরও হত্যা করা হয়েছে। তারপর পলিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ এ গ্রাম কাল সে গ্রাম এমনি করে। বাড়ী লুট হয়েছে। কিছু নেই। স্কুলের বেতন দেবে তেমন কিছুও আর অবশিষ্ট নেই। প্রদীপের বোনের বিয়ে হয়েছে মাত্র দু’বছর। এখন বয়স বড়জোর আঠারো উনিশ, সে্ এখন অর্ধ উন্মাদিনী। ‘‘সরাকারের দয়ায় মানুষের সহায়তায় হয়ত একদিন আবার আমরা দাঁড়াতে চলতে পারবো, কিন্তু আমার বোনের স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে কে? ছোট ভাগ্নে যখন বড় হয়ে জিজ্ঞেস করবে মামা আমার বাবা কোথায় তখন আমি তাকে কি করে বোঝাবো? কোত্থেকে এনে দেব তার বাবাবে? ‘‘নাম রাখা সার্থক হেয়েছে। প্রদীপ পড়তে চায়। পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যে করেই হোক তাকে পড়তেই হবে। অশিক্ষিত ছেলেকে চাকুরী দেবে না কেউ। সামান্য কিছু জমি আছে তার।

গাইবান্ধা এমারজেন্সী ফোর্স-এ কর্মরত সুবেদার আবদুর রাজ্জাক। তিনি খান সেনাদের বিচারের মহড়া দেখেছেন। একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি। রান্নার খড়িতে ঘাটতি পড়েছে। মেজর আফজাল ডেকে পাঠাল।জ্বালানী কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

গেলেন রাজ্জাক সাহেব। তার তখন ৮টা। রাজ্জাক সাহেব বললেন, সুবেদারের নাম এখন মনে নেই। সে মেজর আফজালের ঘর থেকে দুজন লোককে বের করে নিয়ে এল। সুবেদারকে সুধোলাম, কেয়া ভাইয়া ইন দোনোকা বিচার হো গিয়া। খান সুবেদার জবাব, তোমহারে সামনে হোগা দেখো। ওদের দুজনকে মাঠে খাড়া করলো। সিপাইকে হুকুম দিল, ইন লোগকো খরচা কর দো।

লোক দু’টোকে পিছন ফিরতে ও চোখ বন্ধ করতে বলা হলো। তারপর এক, দুই, তিন, চার। পরপর চারটে গুলি। কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে করতে ওরা মরে গেল। তারপর তাদের কফিল শাহর গুদামের মাঠে যেখানে রয়েছে আরো শত শত মানুষের সমাধি সেখানে গর্তে ফেলে মাটি দেয় হলো। হেলাল পার্কে এবং এখানে যাদের হত্যা করা হয়েছে এই প্রাঙ্গণেই তারা শুয়ে আছে। শুয়ে আছে দশ, বিশ জনে গাদাগাদি হয়ে।

আমার যে বোনের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে পড়ে রয়েছে তাদের পরনের শাড়ীর ছিন্ন অংশ। মাথার চুল। চোখে বাঁধা রয়েছে তার রুমাল। গুদামের কক্ষগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইট। তাতে রক্তের দাগ। অনেককে গুলি খরচ না করে ইটের উপর আছড়ে মারা হয়েছে। চিৎকার করতো বলে আর আশপাশের

পাড়ার লোকেরা গুলির শব্দ শুনে শুনে গুণে রাখতো তাই পরের দিকে পশুরা ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলতো।

হেলাল পার্কের সংলগ্ন ওয়াপদা রোড পাড়ার আবদুল ওয়াদুদ খান শহীদ। কলেজের ছাত্র। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সে গুপ্তচরবৃত্তি করছে বলে তাকে একবার নয় দু-দুবার ধরা হয়েছিল। শেষ বার ৬ই অক্টোবর প্রথমে তার বন্ধু মকসুদার রহমান মুকুল এবং পরে শাহীনকে ধরা হয়। শাহীন আমাকে জানালো, ‘‘ওরা প্রথমে আমাকে সিকিউরিটি অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। আমি মুক্ত এলাকায় যাতায়াত করার কথা স্বীকার করি। স্বীকার করার উপায় ছিল না। ওদের লোকেরা আমার যাতায়াতের সঠিক খবর রাখতো। মেজর ছিল না তাই আমাকে এক ঘন্টার জন্য ছেড়ে দেয় হলো বলা হল, যদিনা ফিরে তবে আমার বংশে বাতি দেওয়ার মতও কাউকে রাখা হবে না। অগত্যা এক ঘন্টা পর ফিরতে হলো। মেজরের জিজ্ঞাসাবাদের পর কফিল শাহর গুদাম ঘরে হাত আর চোখ বেঁধে শুরু হলো নির্যাতন। সেই ঘরে বিমান বাহিনী থেকে আগত একজন মুক্তি সেনাকে রক্তাপ্লুত ও উলঙ্গ অবস্থায় তিনি দেখতে পেয়েছেন।’’ শাহীন জানাল আমার সামনেই দলে দলে লোক ধরে আনছে আর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার।

শাহীন বললো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর মাহমুদ, বালুচ রেজিমেন্টের মেজর আফজালম লেফটেন্যান্ট নেওয়াজ রিজভী, ২৯ ক্যাভালরীর মেজর তহসীন মির্জা এবং মেজর শের খান ও ক্যাপ্টেন খককর গাইবান্ধার হেলাল পার্কের সকল হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের জন্য দায়ী। মেজর শের আলী তহসীন মীর্জা কত মেয়ের যে সতিত্ব হরণ করেছে তার কোন হিসাব নেই।

ভরতখালিতে পুরাতন ফুলছড়ি ঘাট ও নয়া ঘাটের লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে বহু লোককে খান সেনারা হত্যা করেছে। বগুড়া জেলার শরিয়াকান্দী থানার লোকদেরও ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছে। নলডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ নেতা একরাম উদ্দীনম, রংপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বিজয়চন্দ্র মৈত্র (পাখীদা); তার দু’ছেলে এবং গফুর নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে।

সুন্দরগঞ্জে একদিন সভার কথা বলে ডেকে এনে চেয়ারম্যানসহ ১৩ জনকে হত্যা করা হয়। সাইমাগঞ্জের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের তিনজনকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে ক্যাম্পে ডেকে এনে হত্যা করা হয়েছে। তারা নাকি মুক্তি সেনাদের সহায়তা করতো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
খুলনায় পাক বাহিনীর নরমেধযজ্ঞ	দৈনিক বাংলা	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

খুলনায় পাক বহিনীর নরধেমযজ্ঞ
\ নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত \

খুলনাঃ খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থলে রেল ষ্টেশন ও রেল লাইনের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল বাঙ্গালী নিধনের আর একটি ঘাঁটি। এপ্রিল মে মাসে জল্লাদ সৈন্যরা খুলনা রেলষ্টেশন এলাকাতে বহু বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ছিল প্রদেশের অন্যত্র থেকে আসা ট্রেনের যাত্রীরা। প্রথমে তাদের সর্বস্ব লুট করা হতো। তারপর হত্যা করা হতো এবং সেই সব মৃত দেহগুলির পেট চিরে নদীতে ফেলে দেয়া হতো যাতে করে লাশ নদীর গভীরে তলিয়ে যায়।

রেলষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটগুলির শক্ত সবল মুটে শ্রমিকেরাই তাদের হাতে মারা গিয়েছে সর্বাধিক। রেল কলোনী এলাকাতে প্রাধান্য ছিল পাকসেনাদের সহযোগী একদল অবাঙ্গালীদের। ঐ সময়ে রেল কলোনী এলাকাতে দিনে বা রাতে যখনই কোন বাঙ্গালী গিয়েছে, সে আর ফেরেনি কোন দিনও। তাকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হতো। বহিরাগত লঞ্চ-ষ্টীমারের যাত্রীরাই হয়েছে তাদের প্রধান শিকার।

ঐ সব কলোনীতে বসবাসকারী অনেক বাঙ্গালী রেলকর্মচারীও হয়েছে তাদের শিকার। লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের গৃহসামগ্রী। এই এলাকা থেকে অন্যান্য গলিত দেহের সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছিল খুলনা থানার দারোগা জনাব কাশেমের মৃতদেহটি। ডিউটি করে বাড়ী ফেরার পথে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। এই এলাকায় আশিয়ানী হোটেলের সামনে বিরাট একটা ডোবা আছে। এই ডোবার ভেতরেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে বহু বাঙ্গালীর মৃতদেহ।

গত ডিসেম্বরের কথা। যুদ্ধ চলছে একদিকে্আর বাঙ্গালীকে হত্যা করে ভর্তি করা হচ্ছে রেল রোডের একটি গুদাম। খুলনায় বিমান হামলা চলাকালীন পথের লোকজন রেল রোডে বা রেল কলোনীতে আশ্রয় নিলেই সেখান থেকে তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করে ঐ গুদামে ফেলে দেয়া হত। ঐ সময়ে খুলনায় কেউ ভাবতে পারতো না যে রেল রোডের মত ব্যস্ত সড়কে এই ধরনের একটি গুদাম রয়েছে যেখানে বাঙ্গালীদের লাশ রোজই বেড়ে উঠেছে। ষ্টেশনরোডে ঐ সময়ে কেরোসিন বিক্রি হতো। কেরোসিন তখন ছিল আক্রা। তাই সুদুর গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রেতারা এসে ভোর থেকে লাইন দিত। কিন্তু বিমান হামলার সাইরেন বাজলেই তারা আত্মরক্ষার্থে আশপাশে আশ্রয় নিত। তারা জানতো না যে যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে রয়েছে বাঙ্গালীদের মরণফাঁদ। তাদের পাহারাদারদের সহায়তায়ও বর্বর সেনারা বাঙ্গালীদের অর্থ লুণ্ঠন ও হত্যা করতো।

পাহারাদার খানরা পথেঘাটে, বাজারে ব্যাংকে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। ঐ সব জায়গায় কোন বাঙ্গালীর কাছে বেশী টাকা দেখলেই তাকে মুক্তিবাহিনী বলে ধরে আনতো হেলিপোর্টে অবস্থানরত জল্লাদ সেনাদের কাছে। সেখানে তার সর্বস্ব লুট করে তারপর তাকে মেরে ফেলা হত। এ ধরনের হত্যা অনেক ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ম্যাটার্নিটি রোডের ননী, স্যার ইকবাল রোডের সিমেণ্ট ব্যবসায়ী কাঞ্চন মিয়া, আরও অনেকে।

এখানে শুধু ননীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনার কথা বলছি। ননীদের কণ্ট্রাক্টরী ও নৌপরিবহন ব্যবসা আছে খুলনাতে। ঘটনার দিন সে ব্যাংকে গিয়েছিল ব্যবসার জন্য কয়েক হাজার টাকা তুলতে। ননী টাকাটা তুলে তার

সাথীকে নিয়ে ঢুকল পিকচার প্যালেসের কাছে এক রেষ্টুরেন্টে চা খেতে। তখন সে বুঝতেও পারেনি এটাই হল তার জীবনের শেষ চায়ের কাপ। বাইরে অপেক্ষা করছিল দুজন খান। যেই মুহূর্তে ননী বেরিয়েছে অমনি তাকে পাকড়াও করে তুলল রিকশাতে। রিকশা ছুটল বধ্যঘাঁটি হেলিপোর্টে, যেখানে অপেক্ষা করছিল বর্বর পাকসেনারা।

১৭/১৮ বছর বয়সের ননী ছিল নির্ভীক ও তেজোদ্দীপ্ত। মৃত্যু অবধারিত জেনেও বাঙ্গালী তরুণ ননী খানসেনাদেরকে রেখে কথা বলেনি। কঠিন ভাষায় সে প্রতিবাদ করেছিল- যার প্রতিশোধে তাকে তারা হত্যা করেছিল নির্মমভাবে। বর্বররা তার পায়ে দড়ি বেঁধে হেলিপোর্টের সিলিং-এ পা উপরে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়েছিল।

তারপর চালালো তার দেহে চাবুক। চাবুকের প্রতিটি বাড়ি তার দেহে কেটে বসে যাচ্ছিল। আর সে অর্তনাদ করছিল। সময়টা ছিল দুপুর। তার সাথীরা ছিল নির্বাক পথযাত্রী কয়েকজন বাঙ্গালী। চাবুকের বাড়িতে যন্ত্রণায় তার মুখম-ল থেকে চোখ দুটো বেরিয়ে গিয়েছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নওগাঁয় পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়	পূর্বদেশ	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নওগাঁয় পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের আরেক অধ্যায়ঃ কূপে পানি নেই আছে শুধু গলিত লাশ

\ পূর্বদেশ প্রতিনিধি \

যে কেউ নওগাঁ শহরে ঢুকলেই দেখতে পাবেন শহরের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর যমুনা ওপর নির্মিত পুরানো অথচ অতি সুন্দর সেতুটির পাশেই বিধ্বস্ত তাজ সিনেমা হলটি। এর দক্ষিণে দেখা যাবে অসংখ্য বাঙ্গালী বিকৃত মৃতদেহ স্তুপাকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এরই আর মাত্র সমান্য দূরে একটি পুরানো পাকা কূপ।

সুস্বাদু পানীয় জলের এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য কূপটি এলাকার মানুষের প্রভূত উপকারে আসতো। আর এক্ষণে এই কূপটির তিন হাত নীচে থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল গলিত ও বিকৃত লাশ আর লাশই দেখা যাচ্ছে। একদা সুপেয় ছিল যার পানি সেখানে পনির চিহ্ন মাত্রও আর নেই। শবদেহ রক্তের ধারার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে দু'টি বড় ঢেউ টিনের ঘর। ঘরের ভেতর ঝুলে আছে বহু দড়ি। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জুতো, জামা, প্যান্ট ও অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছেদ। এক নজরেই মনে হবে, এগুলো এক বা একধিক লোকের নয়, শত শত মানুষের ব্যবহৃত কাপড়। আর মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত এবং সে রক্তের বিস্তৃতি কূপ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

কূপটির ভেতরে প্রথমেই যে মৃত দেহটি চোখে পড়ে তা কোন উচ্চপদস্থ লোকের বলেই মনে হয়। এরই চারপাশে দেখা যায় বহু নিহত ব্যাক্তির মাথা মাত্র। শরীরগুলো নীচের বহু লাশের ভেতর অন্তর্হিত বলেই মনে হয়। সনাক্ত করার কোনই উপায় নেই। এবার তাজ সিনেমার নিকটবর্তী পুরোনো পশু হাসপাতালটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে কিছুদূর গেলেই দেখা যাবে বাঁয়ে ছোট্ট একটি মসজিদ।

তার পাশেই রয়েছে দালান বাড়ীটি। বসাবাস করত তথাকথিত কামিজ বিহারী ব্যবসায়ী। নাম ইদ্রীস। প্রতি বৎসর খাজা মঙ্গনউদ্দীন চিশতীর মৃত্যু বার্ষিকী পালনের নাম করে তিনদিন ধরে ওরস হতো এই বিহারীর বাড়ীতে। কিন্তু তার বাসার ভেতরে যেতেই যে কেউ চমকে উঠবেন। দেখতে পাবেন দুই ঘরের ভেতরে নির্মম হত্যার প্রমাণ চিহ্ন। একটি ঘরে অনেক দড়ি ঝুলে আছে। আর অপরটিতে রয়েছে অসংখ্য বাঙ্গালীর রক্তের ছাপ।

নরপশুরা বাঙ্গালীর রক্তে দরজায় আলপনা আঁকত

জানালা, দেওয়ালে সর্বত্র রক্ত ছড়িয়ে আছে, সর্বত্র ঘরের দেওয়ালে এবং চতুর্পাশ্বে। জানা গেছে, উক্ত বিহারী ব্যবসায়ী খানসেনাদের সহযোগিতায় যেসব বাঙ্গালীকে ধরে এনে জবাই করতো তাদের রক্তে তার

অপবিত্র হস্ত রঞ্জিত করে তার ঘরের দরজা ও জানালা রাঙ্গিয়ে নিত। যেনো আলতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। এ নারকীয় দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আর খান সেনারা তখন উল্লাসে মেতে উঠতো। শুধু কি তা-ই। ইদ্রিসের বাড়ীর ভেতর কাঁচা কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এখনও সে কূপের ভেতর দড়ি দেখা যায়। কূপটিতে বহু অচেনা বাঙ্গালীর লাশ চাপা রয়েছে। আর এর পাশেই দেখা যায়। প্রচুর রক্তের দাগ। স্থানীয় বিহারীদের সহযোগিতায় পশু সেনারা কত বাঙ্গালীর জীবন প্রদীপ নির্মমভাবে নির্বাপিত করেছে, এই ক্ষুদ্র নওগাঁ শহরে তারই একটি ক্ষুদ্র প্রামাণ্য তুলে ধরা হলো।

গত ১৯শে ডিসেম্বর এই পশুসেনারা এখানে আত্মসমর্পণ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘‘অমানুষিক নির্যাতনেও তার মনের বলিষ্ঠতা কমেনি’’	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

‘‘অমানুষিক নির্যাতনেও তার মনের বলিষ্ঠতা কমেনি’’

\ ষ্টাফ রিপোর্টার \

‘‘আমার আব্বাকে কি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা যেত না?’’ সাক্ষাৎকারের শুরুতেই প্রশ্নটি কেরছিলেন বাবুল। বাবুল আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য, যশোরের গৌরব, মরহুম মশিহুর রহমানের বড় ছেলে। তাঁর আম্মা এবং অন্য তিন ভাইবোন সহ কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছেন। স্বাধীন বাংলার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আজ বাবুল অসংখ্য প্রশ্নের আঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হচ্ছেন। বোনের বাসা ধানমন্ডিতেই তিনি উঠেছেন।

আলাপের প্রথম দিকে স্তব্ধভাবে পাথরের মুর্তির মত বসেছিলেন তিনি। হয়ত শুনেছিলেন তার আত্মজের কণ্ঠের অশ্রান্ত অর্তনাদ-এত লোক থাকতে কেন আমার আব্বা বাঁচলো না? কেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন আবেদন পৌছালো না আব্বার অমূল্য জীবনের জন্য। একান্ত ধীরস্থির কণ্ঠে বেগম রহমান বললেন তাঁর মহান স্বামী মরহুম মশিহুর রহমানের সাথে তার সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলোর কথা।

তিনি বলেছিলেন কিভাবে ২৫শে মার্চের কালো রাতটাকে স্ত্রী পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবের অসংখ্য অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পালিয়ে যাননি। সকলের অনুরোধের উত্তরে একবার শুধু তিনি বলেছিলেন- নির্দয় এই সেনাবাহিনীর হাতে এ দেশের সরল জনগণকে ছেড়ে দিয়ে কি ভাবে আমি শুধু নিজের জীবন রক্ষা করবো। আপন আদর্শে বিশ্বাসী জনাব মশিহুর রহমান নিজস্ব নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাকহানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে অগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তার বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনও তার মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, ‘‘আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারবো না।’’

সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তার বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তার বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপেনি। প্রতি দিনে একে একে হানাদার পশুরা তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের, পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনও একটু কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।

বেগম রহমান জানেন তাঁর স্বামীর সেই নৃশংস মৃত্যুর কথা। তিনি সহ্য করতে পারেন না নিষ্ঠুর সেই ঘটনার কোন বর্ণনা। তবুও মাঝে মাঝে তাঁর অবুঝ মন জানতে চায়- কিভাবে স্বাধীন বাংলার মাটি গ্রহণ করবে তাঁর স্বামীর মত মহান প্রেমিকের বিদেহী আত্মাকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মানিকগঞ্জের একটি বধ্যভুমি সাটুরিয়া হাট	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মানিকগঞ্জের বধ্যভুমি
সাটুরিয়া হাট
\ সংবাদদাতা প্রেরিত \

মানিকগঞ্জঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী। -মানিকগঞ্জ মহকুমার সাটুরিয়া থানায় একটা বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। সাটুরিয়া হাটের নিকট মোঃ মনোয়ার হোসেন নামক জনৈক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়ীর ভিটা খনন করে বহু লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত লাশগুলো থেকে পাক পশুসৈন্যদের মর্মান্তিক নৃশংসতার স্বাক্ষর পাওয়া গেছে।

লাশগুলোর হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। চোখ মুখ কাপড় দিয়ে জড়ানো। মুখের ভিতর কাপড় দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি লাশ গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অনেকগুলো মাথার খুলি ও হাড় পাওয়া গেছে। স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় পাক সৈন্য শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। মেয়েদের ধর্ষণ করেছে এবং লাখো লাখো টাকা লুট করে নিয়েছে।

গত নয় মাসে এখানে বানিয়াটি গ্রাম থেকে হরিদাস সাহা ৫৫, অতুল সাহা ৪৫, নিতাই চন্দ্র সাহা ৩০, রাধুঘোষ, আওলাদ হোসেন, গাঙ্গুটিয়া গ্রাম থেকে সুধির রায়, কালু রায়, ডাঃ বিজয় সাহা, মৃণালকান্তি রায়, কমলপুর থেকে মুক্তার আলী, পারাগ্রাম থেকে কালু মিয়া, কাউননারা থেকে হালিম ফকির, আমতা থেকে যথীন্দ্র কর্মকার, নয়াপাড়া থেকে শ্যাম সাহা, হাজিপুর থেকে হযরতকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। হানাদারদের হাতে সরকারী ডাক্তার নরেন্দ্র ঘোষও রেহাই পাননি। চর সাটুরিয়ার নারায়নবাবুর স্ত্রী আভারাণী ভট্টাচার্য ৩৫-কে পশুরা ধর্ষন করে হত্যা করে। যতীন কর্মকারের ১৫ বৎসরের নাতীকে চোখ উপড়ে ফেলে হত্যা করে।

এমনি করে ওরা কতগুলো হতভাগ্য মানুষকে এখানে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার সঠিক পরিসংখ্যান হয়তো কোনদিনও পাওয়া যাবে না। তবে ঐ হানাদার পশুদের অত্যাচারের এক রাশ বিভীষিকাময় স্মৃতি মানব সভ্যতার দূরপনেয় কলংক হয়ে থাকবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা কলোনী	পূর্বদেশ	১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মরণপুরী ভোলা ওয়াপদা করোনী
\ হাবিবুর রহমান \

ভোলায় বর্বর হানাদার বাহিনী নৃশংসতার দ্বিতীয় পর্যায়ের হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক নরপশু ক্যাম্পেন মুনির হোসেন ও সুবেদার সিদ্দিক। এদের গণহত্যা ও জঘন্য পাশবিকতা যে বিভীষিকা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা অবর্ণনীয়। গত জুন মাসের প্রথম দিকে এই নরপশু আর তার দোসর সুবেদার ভোলাতে আসে। সে এখানে এসে প্রথম অতি স্বাভাবিকতা দেখাতে আরম্ভ করে।

মাইক্রোফোনে শান্তি কমিটির মাধ্যমে কেবলই ঘোষণা করতো যে, আপনাদের কোন ভয় নেই। অকুতোভয়ে প্রত্যেকে কাজ কর্ম করে যান। আর হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলা হতো আপনারা গ্রাম ও চরাঞ্চল হতে শহরে প্রত্যেকে নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে আসুন প্রেসিডেন্ট আপনাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা করেছেন। নির্দেশিত সময়ের মধ্যে ফিরে না এলে অতঃপর বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এ আহবান আর জল্লাদ ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমার অন্তরালে ছিল নারী ধর্ষণ, অর্থ সংগ্রহ ও লুটতরাজ এবং নরহত্যার পরিকল্পনা। এ ফাঁদের মাধ্যমেই তাদের ঘৃণ্য কামনা, বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। প্রথমতঃ যে পরিবারে সুন্দরী মেয়ে ছিল তার অভিভাবককে শান্তি কমিটির পাণ্ডা বা রাজাকার দিয়ে সামরিক বাহিনীর দফতর ওয়াপদা কলোনীতে ডাকা হতো। ডাকার পূর্বেই তার বাড়িঘরের চারদিকের পলায়ন পথে রাজাকার আর দালালরা সাধারণ ভাবে ঘোরাফেরা করত যেনো কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে।

অতঃপর উপায়ান্তর না দেখে দালালদের সহায়তায় মরণপুরী ওয়াপদা কলোনীতে যেতে হতো। সেখানে নরপ্রকৃতি পশু মুনির আর সুবেদার বুকের কাছে বন্দুক আর বেয়োনেট ধরে জিজ্ঞাসা করতো-"ভারত মে তোমহাত্যারা লাড়কা গিয়া, আওর মুক্তিবাহিনীকো হামারা খবর পৌছাতা"। এমনি করে দু'এক ঘন্টা আটকিয়ে রেখে দালালদের মাধ্যমে প্রথমতঃ টাকা, তারপর মেয়ে দাবী করত।এদু'টির একটিকে পুরণ করতেই হতো। তা না হলে রাতের অন্ধকারে নরপশুদের বেয়নেটের আঘাতে মরতে হতো। এ পরিকল্পণার শিকারে যে পড়তো কেবল সেই জানতো। এ হত্যাকাণ্ড ও পাশবিকতার নীরব প্রত্যক্ষদর্শী ওয়াপদার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালেদ, টেকনিক্যাল অফিসার জনাব সিরাজুল ইসলাম, সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবু তাহের ও মনসুর আলী এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদ উদ্দিন।

সাহেদ ও আবদুর রব খাঁন। তাঁরা গত ৪ঠা মে হতে চার দেয়ালে ঘেরা ও ওয়াপদা কলোনীর একটি দালানে বলতে গেলে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে অনুমতি নিতে হতো এবং তাদের গতিবিধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হতো। এ কলোনীতে নরপিচাশ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর আর পদলেহী দালালেরা পাশবিকতা ও নরহত্যার কাহিনী এমন কোন ভাষা নেই যে পুরোপুরিভাবে রূপ দেয়া যেতে পারে। আমরা কলোনীর বাইরে বাসা নিয়ে থাকবো এবং সেখান হতে এসে অফিস করার অনুমতি চেয়েছিলাম।

কিন্তু পিশাচরা এতে আমাদের উপর বিক্ষুব্ধভাবে পোষণ করল। তারপর প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আমাদের স্পীডবোট ড্রাইভার আতাহারকে ধরে নিয়ে অপর দিকের দালানে ৭দিন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে। আতাহারের নারকীয় মৃত্যু কাহিনী বলতে গিয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জনাব খালেদ অশ্রু সজল বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি জানতাম হয়তো আমরা কেউ বাঁচবো না। ভাবলাম অনুরোধ করলে হয়ত সাধারণ কর্মচারী হিসেবে ছেড়ে দিতে পারে।

এ বিশ্বাস নিয়ে মেজর জেহানজেব খানকে অনুরোধ করলে এ কলোনীর গোপন তথ্য ফাঁস করেছে তাদের কেউ বাদ যাবে না বলে দৃঢ়কণ্ঠে জানায় এবং সে রাতেই ওকে মেরে ফেলে। তখন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুই ভেবেছিলাম। এমন কোন রাত ছিল না যে নরপশুরা দশ-বারোজনকে হত্যা না করেছে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতো আর উল্লাসে ফেটে পড়তো।

কলোনীর রেস্ট হাউস ছিলো পাশবিকতার কেন্দ্রস্থল। রাতের পর রাত দোসর সুবেদার কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কত নারী যে নিধন করেছে, কত হতভাগিনীকে উন্মাদে পর্যবসিত করেছে তার সীমা নেই। মনির হোসেন লুণ্ঠন চালিয়েছে নির্বিচারে। নিজে গ্রহণ করেছে স্বর্ণ, নগদ টাকা প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস, আর তার অনুচরদের দিয়েছে বাকী মালামাল।

এ ছাড়াও শান্তি কমিটির যোগসাজশে যাকে তাকে ধরে আটক করে, শান্তি কমিটির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের নগদ অর্থের বিনিময়ে দু'একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক টাকা গ্রহণ করেও তাকে হত্যা করা হয়েছে। তুলারহাটের মোহাম্মদ উল্লাহ কণ্ট্রাক্টর তাদের একজন। চরফ্যাশনের শান্তি কমিটির পাণ্ডা রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে ওকে ধরিয়ে দেয়। এমনি করে সমগ্র মহকুমায় হিংস্র নখর বিস্তার করে পাশবিকতা আর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

পটুয়াখালীর জেলখানায় বধ্যভূমি

\ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত \

পটুয়াখালী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। -বর্বর পাকবাহিনী গত বছরের ২৬শে এপ্রিল পটুয়াখালী শহর কব্জা করার পর গত ৮ মাসে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের দালালদের সহযোগিতায় হাজার হাজার বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তিদের কাউকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে কাউকে বা বিভিন্ন স্থানে গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে। এই পাষ-রা। সম্প্রতি পটুয়াখালীর জেলার অভ্যন্তরে একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখানে বহু কবর রয়েছে। কয়েকটি কবরের মাটি খুঁড়ে কংকালের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটি গর্তের মধ্যে ৩ থেকে ৪ জন, কোথাও বা বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এখানে (জেলের অভ্যন্তরে) ৫০০ শত লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মৃত ব্যাক্তিদের অনেকেই যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তা কংকাল দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না। কংকালে বুলেটের ছিদ্র স্পষ্ট দেখে যায়।

মৃত ব্যাক্তিদের মধ্যে পুলিশের লোক রয়েছে, কবরের মধ্যে পোশাক দেখে বুঝা গিয়েছে। এখানেই ঘুমিয়ে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় কম্যুনিষ্ট নেতা হিরালাল দাসগুপ্ত, পাথরঘাটার সি, ও, তরুণ ব্যবসায়ী নিরঞ্জন বিশ্বাস সহ নাম না জানা দেশমাতৃকার সন্তানেরা। জানা গিয়েছে এদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হতো। জানা গিয়েছে যে এসকল মানুষকে যখন লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হতো তখন বুলেট মানুষের শরীর ভেদ কর দেওয়ালে এসে আঘাত করতো। জেল খানার অদূরে বসবাসকারী ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন মানুষ গুলিকে গুলী করা হতো তখন মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতর বহু লোকের করুণ আর্তনাদ তারা শুনতে পেতেন।

তারা আরো জানিয়েছেন যে দুপুর ২টা থেকে ৫টার মধ্যে কাজ হতো। জানা গিয়েছে যে বরিশাল জেলার আটঘর কুড়িয়ানায় পৈচাশিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সৈন্যরা পটুয়াখালীতে ফিরে এসেই তৎকালীন মেজর নাদির পারভেজের নির্দেশে ৬০/৭০ জন লোককে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা	দৈনিক বাংলা	১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

ময়মনসিংহে খান সেনাদের বর্বরতা
বাক্সভর্তি নরকংকাল
কুয়োভর্তি নরমুণ্ড
\ নিজস্ব সাংবাদদাতা \

ময়মনসিংহ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। - ময়মনসিংহ শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার ৭টি থানাতে পাক-হানাদার বাহিনী সর্বমোট ১২টি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে। শহর ও শহরতলী এলাকার ৫টি বধ্যভুমির মধ্যে বহু নরকংকাল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ডাকবাংলো, কেওয়াটখালী, বড় বাজার, নিউমার্কেট ও কালীবাড়ীর বধ্যভূমিতে সহস্রাধিক নরকংকালের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গত এক সপ্তাহ পূর্বে ময়মনসিংহ শহরের সাহেব আলী রোডের একটি পুকুরে বাক্সভর্তি নরকংকাল পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে পাকসেনারা ময়মনসিংহ শহর থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে লাশগুলোকে টুকরো টুকরো করে বাক্সভর্তি করে পুকুরে ডুবিয়ে রাখে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ময়মনসিংহ শহর শত্রুমুক্ত হবার অব্যহতি পর শহরের বাসিন্দারা কালীবাড়ী, বড় বাজার, নিউমার্কেটের অন্ধকার গলিতে দুটি কয়োভর্তি নরকংকাল, নরমু- উদ্ধার করে।

ময়মনসিংহ মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের এপার ওপারে অসংখ্য গর্ত ও অসংখ্য নরকংকাল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। নরকংকাল গুলোর উপরে ও পাশে পড়ে রয়েছে চট ও কাপড়ের টুকরো টুকরো অংশ। জানা গেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ধরে নিয়ে নদী তীরে গুলী করে হত্যা করা হতো। পরে ঐ সব লাশের কতক এখানেই মাটিচাপা দিয়ে ফেলতো আর কতক লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো।

রাম অমৃতগঞ্জের ফজর ও চর আলমগীরের মফির নামক চর এলাকার দু'জন বাসিন্দা জানায়, ৮মাসব্যাপী তারা ব্রহ্মপুত্র নদে গলাকাটা ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসংখ্য লাশ ভেসে যেতে দেখেছে। এছাড়া পাকসেনারা ময়মনসিংহের সরচা, ক্ষীরা ও সুতুয়া নদীতে কত অসংখ্য বাঙ্গালীকে হত্যা করে যে ভাসিয়ে দিয়েছে তার হদিস হয়তো বা কোন কালেই পাওয়া যাবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী	পূর্বদেশ	২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

অগ্নিদগ্ধ, লুণ্ঠিত ধর্ষিত কাশিয়াবাড়ী

।। গবিন্দলাল দাস।।

অজপাড়া গাঁ হলেও কাশিয়াবাড়ী একেবারে ছোট্ট গাঁ নয়। গাইবান্ধা মহকুমার পলাশবাড়ী থানার এই গাঁটাতে ছিলো সাতশো গৃহস্থবাড়ী। হিন্দু-মুসলমানের বাসস্থান। মিলেমিশে ছিলো তারা এই গাঁয়ের মাটিতে। এক সম্প্রদায়ের সাথে ছিলো আরেক সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের অবাঙ্গালীরা কত সময় কতবার চেষ্টা করেছে এখানে দাঙ্গা বাঁধাবার কিন্তু কোনবারই তাদের সে চেষ্টা সফল হতে পারেনি। এ গাঁয়ের সাতশো হিন্দু-মুসলিম গৃহস্থ এক পরিবারের ছেলে মেয়ে, ভাই-বোন মা, বাবা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে বর্বর পাকবাহিনী অত্যাচারের তান্ডব লীলা চালিয়ে পার্শ্ববর্তী থানা ঘোড়াঘাটে এসে আস্তানা গেড়ে বসে। এখান থেকে মাইল চারেকের পথ ঘোড়াঘাট। একদিন এ গাঁয়ের লোক জানতে পারলো শীঘ্রই ওই পশুগুলো আশ-পাশের গাঁগুলোতে অত্যাচারের বিভিষীকার রাজত্বের সৃষ্টি করবে। কথাটা ঠিকই ফললো। কদিনের মধ্যেই ঘোড়াঘাট সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে অত্যাচারের তান্ডবলীলা শুরু হলো।

ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো। মা, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করতে লাগলো। মানুষ ধরে ধরে গুলী করে পাখি শিকারের মতো মারতে লাগলো। ঘরের জিনিসপত্র লুটতরাজ করে নিয়ে যেতে লাগলো। লোকগুলো দিশেহারা হয়ে পড়লো। অত্যাচারের বীভৎস হাওয়া কাশিয়াবাড়ীতেও একদিন এসে ধাক্কা দিলো। ঘোড়াঘাটে ছিলো অবাঙ্গালীদের এক কলোনী। ওই অবাঙ্গালী কলোনীর দুষ্কৃতকারী পাকবাহিনীর সাহায্য সমর্থন পেয়ে রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দিতে লাগলো কাশিয়াবাড়ীর শ্যামল মাটির বুকে।

কিন্তু হারেস মিয়া বাড়ী থেকে পালায়নি। তার বিশ্বাস ছিলো পাক বাহিনী কাউকে মারবে না শান্তি কমিটির সেদিনের সভাতে সে আশ্বাসই তো বক্তারা দিয়েছিলো। কিন্তু হারেস মিয়া জানতো না ওদের কথার উপর বিশ্বাস করে বাঁচবার কারো উপায় নেই। তাই হারেস মিয়া বাঁচেনি। কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হারেস মিয়াকে ছোরা দিয়ে জবেহ করেছে।

জবেহ করেছে স্কুলের শিক্ষক গোলজার মিয়াকে এবং আরো অনেককে। ধর্ষণ করেছে ফুলবানু, গিরিবালাকে। সাত মাসের গর্ভবতী ফুলবানুর উপর এক এক করে ওই পশুগুলো ধর্ষণ চালালে ফুলবানু অতিরিক্ত স্রাবে সেদিনই মারা যায়। পেট থেকে গড়িয়ে পড়ে একটি ছোট্ট মৃত শিশু। আর গিরিবালাকে ধর্ষণ করার পর হাত উঁচু করে খুঁটির সাথে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে বুক চিরে মেরে ফেলে। গ্রামটা আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে নরপশুরা।

তখনো যারা পালাতে পারেনি তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ফেলে। প্রায় ৭ শত লোককে স্কুলের মাঠে নিয়ে এসে বেদম প্রহার শুরু করে। তোমহারা গাঁওমে মুক্তি ফৌজ হ্যায়। নেই স্যার। ঝুট বোলতো। তোমহারে গাঁওছে গোলিকা আওয়াজ শোনাথা। আওর হামারা পাছ ইনফরমেশন হ্যায়। এর কদিন বাদেই এ গাঁয়ে তথাকথিত শান্তি কমিটির তরফ থেকে মিটিং করতে এলো জামাতে ইসলাম আর মুসলিম লীগের লোকেরা। তারা আশ্বাস দিয়ে গেলো এ গাঁয়ের লোকদের। আপনারা পালাবেন না, কোথাও। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী

আপনাদের ধ্বংস করতে আসেনি। আপনাদের খুশী করাই তাদের কাম্য। গাঁয়ের সরল নিরীহ লোকগুলো ভাবলো কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছে।

এবার থেকে হয়তো অত্যাচারের পালা শেষ হবে। দেশে শান্তি আসবে। কিন্তু কি যে শান্তির দিন তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল- একদিন আগেও তারা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেদিন তারা বুঝলো সেদিন আর আত্মরক্ষার কোন পথই তাদের সামনে থাকলো না। ১১ই জুন ক্যাশিয়াবাড়ীর সরল লোকগুলো দেখলো পিল পিল করে পায়ে হেঁটে কয়েকশ পাক সৈন্য দ্রুত তাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে।

পালাও, পালাও, যে যেখানে পারো পালাও। ওই যে দূরে দস্যু পাক বাহিনী ছুটে আসছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামটায়। মেয়ে পুরুষ বুড়ো জোয়ান যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। তাড়া খাওয়া হরিণের মতো, অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সবাই গাঁয়ের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওপারে পালাতে থাকে। আবার অনেকে ধান আর পাটের ক্ষেতে শুয়ে লুকিয়ে পড়ে। শিশুরা কান্না থামাতে মাকে পাগল হতে হয়। সবাই আত্মগোপনে ব্যস্ত।

বাড়ী বাড়ী ঢুকে গরু-ছাগল চাল-ডাল থেকে শুরু করে সামনে যা পেত তাই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতো। প্রতিরোধের সর্বপ্রকার উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও এই হিংস্র পশুগুলোকে কোন বাধা দেয়ার সাহস পায়নি কাশিয়াবাড়ীর অসহায় লোকগুলো। অবাঙ্গালীদের এই ধরনের অত্যাচারে ভীত হয়ে পড়লো গাঁয়ের হিন্দুরা। তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো। কারণ তাদের উপরেই ওই দস্যুদের অত্যাচারের মাত্রাটা ছিলো বেশী। ঠিক এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন দারাজ কবিরাজ এবং গাঁয়ের অন্যান্য মাতবর। তোমরা যাবে না এখান থেকে। আমাদের ত্যাগ করে চলে যেয়ো না তোমরা। আমাদের জান দিয়ে হলেও তোমাদের আমরা রক্ষা করবো।

থমকে দাঁড়িয়েছিলো হিন্দুরা। তাই তো, এদের ছেড়ে আমরা কেমন করে যাই। এরা কোন দিন তো তাদের ত্যাগ করেনি। কোন দিন তো বেঈমানী করেনি। তবে কেনো এই দুর্দিনে তাদের ছেড়ে তারা পালাবে। যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো হিন্দুরা। গাঁয়ের মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত মতে হিন্দুদের মূল্যবান জিনিসপত্র মুসলমানদের ঘরে ঘরে এনে জমা রাখা হলো যাতে অবাঙ্গালীদের কোপদৃষ্টি থেকে জিনিসপত্রগুলোকে বাঁচানো যায়। সবাই মিলে অবাঙ্গালী কলোনীর সেই দুষ্কৃতকারীদের হামলাকে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললো।

অতঃপর আরেক দিন সেই দুষ্কৃতকারীরা এ-গাঁয়ে হামলা চালাতে আসতেই চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেললো গাঁয়ের লোকেরা। তোমরা আর এভাবে আমাদের জান-মাল লুটতরাজ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের ক্ষতি করিনি। আমাদের তোমরা বাঁচতে দাও। ফুঁসে উঠেছিলো সেই অবাঙ্গালী দুষ্কৃতকারীরা। কিন্তু সেদিন কিছু একটা করবার সাহস তারা পায়নি। কারণ সেদিন যার যা ছিলো তা-ই নিয়েই তৈরী হয়েছিলো গাঁয়ের লোকগুলো। কিন্তু সেদিন এ-গাঁয়ের লোকরা ভাবতেও পারেনি যে, ওই দুষ্কৃতিকারীরা তাদের জীবনের সর্বনাশ ঘটাবার জন্য কি জঘন্য ষড়যন্ত্র করে বসেছে।------(অসম্পূর্ণ)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভৈরবের হত্যাকাণ্ড	দৈনিক বাংলা	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

ভৈরবে একদিনেই ৪শ’ লোককে গুলি করা হয়েছে

\ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত \

ভৈরব, ১৯শে ফেব্রুয়ারী- ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ৯ মাসে বর্বর পাকবাহিনীর দস্যুরা বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবে ত্রাস এবং বিভিষীকার রাজত্ব চালিয়েছিল। হানাদাররা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, ভৈরব এবং আশুগঞ্জ এলাকার শত শত মাকে করেছে বিধবা, সন্তানহারা অনাথ, আবার অনেক পিতাকে করেছে স্ত্রীহারা, সন্তানহারা।

গত ১৫ই এপ্রিল পাকবাহিনীর ছত্রী সেনারা ভৈরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় চারশত নিরপরাধ লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। ঐ দিন ইব্রাহিমপুরের আলগড়ার মাঠেই ২৫০ জন লোককে হত্যা করেছে।

এছাড়া ভৈরব ব্রীজের কাছে রেললাইনের উপর দাঁড় করিয়ে পঁচিশ জনকে গুলি করে মেরেছে। মেজর ইফতেখার ধরে নিয়েছে ভৈরবের ব্যবসায়ী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মতিউর রহমানকে, ধরে নিয়েছে ভৈরব পৌরসভার সহসভাপতি মসলন্দ আলীকে এবং ভৈরব ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব হাফিজউদ্দিন মিয়াকে।

বাঁচাতে পারেনি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীমহোনবাঁশি, কলেজের ছাত্র লোকমান, স্কুলের ছাত্র সেলিম, নীরব সমাজকর্মী সাত্তার, পথের ভিখারী আওয়াল, এবং মুজিব বাহিনীর তরুণ যোদ্ধা ফরহাদ আলী, আখতার মিয়াকে দস্যু জল্লাদ বাহিনীর হাত থেকে। জল্লাদ ইয়াহিয়ার খান সেনারা ভৈরব ব্রীজের নিকট চলন্ত রেলগাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের ধরে নিয়ে যায় নিকটস্থ রেল কলোনীতে। সেখানে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে বেয়নেটের আঘাতে তাদের বুক চিরে হত্যা করে মেঘনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে বর্বর মেজর ইফতেখার বাজিতপুর এবং নিকলী থাকার প্রায় দেড়শত লোককে ধরে এনে তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৩৫ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং বাকী লোকদের আশুগঞ্জের মেঘনার চরে গুলি করে হত্যা করে। গত ১৫ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত একটানা সাতদিন ধরে বর্বর পাক বাহিনীর দস্যুরা ভৈরবের রাণীর বাজার, চক বাজার, মরিচ পট্টি, কলেজ রোড, মসজিদ রোড, মিউনিসিপ্যাল অফিস রোড, রসুন বাজার, মুড়ি পট্টি, মিষ্টি পট্টি, বাতাসা পট্টি, সিনেমা রোড বলতে গেলে বন্দরের সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কোটি কোটি টাকার মালসহ শত শত গোলা-গুদাম এবং দালানকোঠা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভৈরব বাজার এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফেনীতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী	দৈনিক আজাদ	২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞই ওদের কাজ ছিল

ফেনীতে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ফেনী, ২২শে ফেব্রুয়ারী- লক্ষাধিক শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তথায় কর্মচাঞ্চল্য শুরু হওয়ার পর জেলার ক্ষয়ক্ষতি ও গণহত্যার আরও চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশ, ফেনী মহকুমার ১ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থীর মধ্যে ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ফিরে এসেছে। এদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার ও দখলকৃত সম্পদ দেয়ার জন্য গণপরিষদ সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিগুলো দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। জানা গেছে যে, গত ২৩শে এপ্রিল পাক হানাদাররা ফেনী মহকুমায় প্রবেশকালে সর্বপ্রথম দরবেশ আব্দুল কাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। তারা ফেনী শহরের প্রবেশকালে দেওয়ানগঞ্জ, আমতলী ও শহরতলীতে কয়েকশত লোককে হত্যা করেছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেওয়ানগঞ্জের ট্রাঙ্করোডের পার্শ্বে বহু নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেয়া যায়। শহর উপকণ্ঠে একটি সরকারী ভবন সংলগ্ন বধ্যভূমিতে শতশত দেশপ্রেমিককে ধরে এনে হত্যা করা হয়।

একই সময়ে বর্বরেরা মার্চেন্ট সমিতির কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তারকে অপর ৮ জনের সঙ্গে বেঁধে গুলী করে হত্যা করে। ফেণী কলেজের পার্শ্ববর্তী একটি গোপন বধ্যভূমিতে বাহির থেকে বহু লোক ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে। এ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী একজন রেলকর্মীর কাছ থেকে এ সংবাদ জানা গেছে। এছাড়া ধুমঘাট রেলওয়ে পুলের পার্শ্বে বৃদ্ধ যুবক ও অগণিত বালককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। জনৈক উর্দুভাষী ষ্টেশনের অদূরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনটি বয়স্কা মেয়েসহ আশ্রয় নিয়েছেল। হানাদারেরা তাকেও রেহাই দেয়নি। পরিবারের সকলকে হত্যা করে আর মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যায়। পরে তাদের লাশ পাওয়া যায়। পাক বর্বরেরা ধুম এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ ৩ শতাধিক লোককে হত্যা করে আর ১০২ টি ঘর ভস্মীভূত করে। মে মাসে ফেনী রেলষ্টেশনের পিছনের ডোবায় বহু অফিসারকে হত্যা করে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

পাক হানাদারদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল কুখ্যাত মহকুমা প্রশাসক বেলাল আহমদ খান। ফেনীতে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায় ও লুণ্ঠনকাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে। ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে সে বহু বিশিষ্ট লোককে হত্যা আর তাদের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত করতে সহায়তা করেছে। রাজাকার ও বদর বাহিনীর শয়তানেরাও বহু বিশিষ্ট লোককে হত্যা করেছে। ফেনী এলাকার খালবিলে আর নদীতে মাছ ধরার সময় এখনও বহু নরকঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বগুড়ার 'মান্নান ভাই' এবং আরো কয়েকজন তরুণের বিবরণ	সংবাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

বগুড়ার পরিচিত মুখ 'মান্নান ভাই'

আজ একুশের রক্তপলাশে আরেক পুষ্পস্তবক

মান্নান ভাই কোথায়? বগুড়ার সবার মনেই একটি প্রশ্ন। বগুড়ার আনাচে-কানাচে সবাই জানেন এই ভাইটিকে। বয়স বেশী নয়। খুব বেশী হলে বিশ-বাইশ বছর হয়েছে। মান্নান ভাই ছিলেন খুবই ব্যস্ত, ঘুরতেন কাজের নেশায়। তাঁর কাজ ছিল ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শ্রমিক আর কৃষকদের মাঝে নিবিড় করে সম্পর্ক স্থাপন করা। বগুড়া জেলার পূর্বে চন্দনবাইসা আর পশ্চিমে শান্তাহার, পাঁচবিবির প্রায় প্রতিটি ছাত্রই তাঁর পরিচিত। অপরদিকে শেরপুর থেকে বগুড়ায় ঐতিহাসিক মহাস্থান আর গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত তাঁর নাম ছাত্রদের মাঝে নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে আছে। স্কুল জীবনেই তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বগুড়া সেন্ট্রাল হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি পাশ করার পর তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজে ভর্তি হন। তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাশ করে একই কলেজেই বি,এসসিতে ভর্তি হন। জনাব আব্দুল মান্নান প্রথমে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বগুড়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। পরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি। মান্নান ভাই-এর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। বর্বর পাক দস্যুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাঁকে। ১১ই নভেম্বর তারিখে পাক দস্যুরা তাঁকে হাত বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। শুধু তাঁকেই নয়, বগুড়া শহরের সুতরাপুর থেকে আরো তিরজনকে ঘেরাও করে পাক বাহিনী ধরে ফেলে। মান্নান ভাই সেদিন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গেই ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে নিষ্ঠুর আল-বদর বাহিনী পাক দস্যুদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। সেদিনের সূর্য ওঠার বহু পূর্বেই রাতের অন্ধকারে জল্লাদরা তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলে। এরপরই মান্নান ভাইয়ের সামনে হাজির হয়েছিল একজন নরঘাতক। হাত বেঁধে ফেলল মান্নান ভাইয়ের। ছোট ভাই হান্নানও রেহাই পেল না। তার হাতও বাঁধা হলো। ট্রাক বোঝাই করে একসঙ্গে চৌদ্দজন বাংলার দামাল ছেলেকে ছিনিয়ে নিল ওরা। মায়ের বুক খালি করে মানুষ বোঝাই ট্রাকটি চলে গেল বহুদূরে। তখনো সান্ত্বনা ছিল হয়তো তারা ফিরে আসবে। কিন্তু মিথ্যে সান্ত্বনায় কি আর মনকে প্রবোধ দেয়া যায়। খবর এলো শহর থেকে দূরে 'রাণীর হাট' নামক জায়গার কাছে চৌদ্দ জনকেই এক লাইন করে হাত চোখ বেঁধে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। খবর শুনে ছুটে গিয়েছিলেন মান্নান ভাইয়ের আত্মীয়স্বজন। তাঁরা সবাই সেদিন জল্লাদদের নিষ্ঠুরতা অবাক হয়ে স্বচক্ষে দেখেছেন। একটি দেহের উপর আর একটি দেহ জড়িয়ে ঠিক একটি লাইন হয়েই পড়ে আছে। পড়েছিল মান্নান আর হান্নান। দুই ভাই যেন গলাগলি ধরে শুয়ে আছেন আর বারটি ভাইয়ের সঙ্গে। পাক দস্যুরা একটি লাশও আত্মীয়-স্বজনদের পছন্দমত জায়গায় কবর দিতে দেয় নাই। বাধ্য হয়েই একসঙ্গে একস্থানে সকলকে কবর দেয়া হয়েছে।

বগুড়া জেলার এই ছাত্র সংগঠক আইয়ুব আমলের কালো দশকে ছাত্র আন্দেলনের নেতৃত্ব দেয়ায় কারাগারে গিয়েছেন। তিনি ছাত্র আন্দেলনে জড়িত থাকায় বহুবার 'ওয়ারেন্ট' মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করেছেন। এবারের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় তার উপর নেমে এসেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। আত্মগোপন করে তিনি এবার অক্টোবর মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ১১ই নভেম্বর দালালদের সহযোগিতার ধরা পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েছিল প্রতিবেশী মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম। সবার সঙ্গে মান্নান ভাই চিরতরে ঘুমিয়ে আছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মনুব্রীজে প্রকাশ্য গণহত্যা	দৈনিক আজাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মৌলভীবাজার মনুব্রীজে প্রকাশ্যে গণহত্যা
জল্লাদরা **শেরপুর জেটিতে দুই হাজার**
লোককে মেরেছে

মৌলভীবাজার, ২৪শে ফেব্রুয়ারী। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মৌলভীবাজার মহকুমার বিভিন্নস্থানে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সেসব বধ্যভুমি ক্রমে আবিষ্কার করা হচ্ছে।

এ ধরনের একটি বধ্যভূমি শেরপুর জেটি থেকে আবিষ্কৃত হয়। তথায় প্রায় দুই হাজার লোককে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ কুশিয়ারা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

শেরপুরে হানাদার বাহিনীর একটি সরবরাহ কেন্দ্র ছিলো। সেখান থেকে তারা নৌ ও সড়ক পথে সমগ্র জেলায় হামলা চালিয়েছে। শেরপুরে তিন-তিনবার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হালোরখুনা, শেরপুর, ব্রাþণগ্রাম, কলরগাঁও, আয়েনপুর, নতুনবস্তি, মোবারকপুর ও কাসুরপুর জনশূন্য হয়ে পড়ে।

শেরপুরে পাক বাহিনীর সুন্দর ঘাঁটি ছিলো।এমনকি তথায় নৌবাহিনীও ছিলো। এখান থেকে তারা নরহত্যাসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। তারা নৌ জাহাজ ও গানবোট ব্যবহার করতো এবং তা থেকে কূলবর্তী গ্রামে গোলাবর্ষণ করতো। তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে বিশেষতঃ মহিলাদের ধরে তাদের অন্যান্য ক্যাম্পে নিয়ে যেতো।

প্রকাশ্য হত্যা

এছাড়া গত ১৪ই মে হানাদার সৈন্যরা মৌলবীবাজারে মনুব্রীজের উপর বিভিন্ন লোককে ধরে এনে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় অধিবাসীরা এ হত্যাকাণ্ডের নারকীয়তা এখনো ভুলতে পারছে না। হানাদার জল্লাদ বাহিনী উল্লেখিত দিনে সমস্ত থানাবাসীকে উক্ত ব্রীজে সতবেত হবার নির্দেশ দেয়।

ভয়ে আতঙ্কিত প্রায় এক হাজার লোক তথায় উপস্থিত হলে তাদের সামনে হিলারপুরবাসী ময়না মিয়া, কলমদার মিয়া ও উস্তার হাজীকে আনা হয় এবং ব্রীজের উপর শুইয়ে গুলী করে হত্যা করা হয় এবং পরে তাদের পানিতে ফেলে দেয়া হয়। ময়না মিয়া প্রাণে বেঁচে গেলে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে তথায় হত্যা করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মৌলভীবাজারে আরো বধ্যভূমির সন্ধান	সংবাদ	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মৌলভীবাজারে আরো অনেক বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে

মৌলভীবাজার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী (এনা)- শেরপুর জেটিতে হানাদার বাহিনীর বর্বরতার সাক্ষী এমন একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রায় ১ হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তারপর মৃতদেহগুলো কুশিয়ারা নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়।

বরুরা চা বাগানের পশ্চিমে আচেরাতে আর একটি বধ্যভূমির খবর পাওয়া গেছে। জনসাধারণের সহায়তায় পুলিশ এটি আবিষ্কার করেছে। শ্রীমঙ্গল কলেজের পূর্বদিকে এই বধ্যভূমিটি ছিল। এখানে ৪৩ জন চা বাগান শ্রমিককে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলো একসাথে একটি গর্তে কবর দেয়া হয়।

সাধুবাবাতেও তাঁরা আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কার করেছেন। এখানে জল্লাদরা ৫০ জন হতভাগ্যকে হত্যা করে। ভাগ্যগুণে চারজন রক্ষা পায়। তারা মরেনি কিন্তু আহত হয়েছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনা তাঁরাই বর্ণনা করেন।

আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে কুলাউড়া রেল ক্রসিংএ। এখানে একটি কবরে চল্লিশটি কংকাল পাওয়া গেছে। জল্লাদদের আর একটি বধ্যভূমি ছিল মৌলভীবাজার কোর্ট। এখানে ৩৫ জনকে হত্যা করে জল্লাদরা। তারপর মৃতদেহগুলো গর্তে কবর দেয়া হয়। বারবাড়ীতে আর একটি বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌলভীবাজার শহর থেকে দুরত্ব আধা মাইল। এখানে যে কত লোককে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যা	দৈনিক বাংলা	২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

গোপালপুর সুগার মিলে গণহত্যাঃ আজিম সাহেব বাঁচেননি
তিনশ কর্মচারীকেও বাঁচাতে পারেননি
**\ সাখাওয়াত আলী খান প্রদত্ত **

''আগে আমাকে গুলি কর। আমাকে গুলি না করে আমার লোকদের তোমরা গুলি করতে পারবে না।'' বর্বর হানাদার পাক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে কোন জননেতার উক্তি নয় এটা। এই উক্তি একজন দেশপ্রেমিক নির্ভীক বাঙ্গালী মিল প্রশাসকের। এই প্রশাসক ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম। নাটোরের গোপালপুর সুগার মিলে আরো প্রায় তিন শতাধিক হতভাগ্য মানুয়ের সঙ্গে নির্দয় হানাদার বাহিনী গুলিবিদ্ধ করেছিল এঁকেও।

কথা বলছিলাম মিসেস আজিমের সঙ্গে। সুরুচিশীলা, তিন সন্তানের জননী মিসেস আজিমকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, প্রায় দশ মাস হয়ে গেছে সে নেই- এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় সব। দুঃখ করবো কি বলুন শুধু ওকেই তো মারেনি।''

তিনশত মানুষকে- নিরপরাধ নিরস্ত্র তিনশত মানুষকে ঠিক পাশের কলোনীতে যাদের স্ত্রী-সন্তান আর আত্মীয়স্বজন রয়েছে কেউ কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে দেখেছেও- এক সময়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলী করে মেরেছে। তারপর তাদের লাশ ফেলে দিয়েছে পাশের পুকুরে।

মিসেস আজিম আরো জানালেন, হানাদার বাহিনী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ঢুকেছিল গোপালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে। তাদের দোসর ছিল স্থানীয় অবাঙ্গালীরা। প্রথম দলটি ঢুকেছিল মূল মিলের অভ্যন্তরে, অপর দলটি একই সঙ্গে প্রবেশ করে মিলের পাশের কলোনীতে। প্রথম দলটি মিলে ঢুকে মিলের প্রশাসক জনাব আজিম, প্রশাসনিক অফিসার জনাব শহিদুল্লা, একাউন্ট্যান্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমদ, ইক্ষু সুপারিনটেনডেন্ট জনাব গুলজার হোসেন তালুকদার,সহকারী একাউন্ট্যান্ট জনাব মান্নান ভূঁইয়া, কৃষি অফিসার জনাব কিবরিয়া, সহকারী ইক্ষু উন্নয়ন অফিসার জনাব হাসেম ও ষ্টেনোগ্রাফার জনাব রউফ সহ তিনশরও বেশী কর্মচারী ও শ্রমিককে মিলের পুকুরের পাশে লাইন করে দাঁড় করায়। তারপর তাদের গুলী করে হত্যা করে। মিসেস আজিম জানালেন, গোপালপুরে এই হত্যালীলার সঙ্গে যে সমস্ত পাক সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা হচ্ছে, মেজর শেরওয়ানী, ক্যাপ্টেন মোখতার ও মেজর ইউলিয়াম।

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন থাকতো নাটোরে আর তৃতীয়জন থাকতো ঈশ্বরদীতে। মিলের অবাঙ্গালী কর্মবারীদের যোগসাজশের কথা বলতে গিয়ে মিসেস আজিম জানালেন, ২৫শে মার্চের কালো রাতের পর থেকেই এখানে অবাঙ্গালীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা হিন্দুদের আর দেশপ্রেমিক অধিকার সচেতন মানুষের বাড়ীঘর দখল করতো, লুটপাট করতো বিষয় সম্পত্তি, কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না, কারণ তখন তারাই সর্বেসর্বা। কিছু বলতে গেলে বলতো ''ইয়েচীজ কো উপর হামলোগকা হক হ্যায়।''

মিসেস আজিম বলেন, এসমস্ত যোগসাজশকারী যা করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হানাদার সৈন্যরা গুলী করে তিনশ' বাঙ্গালীকে হত্যা করার পর মিল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এসব দালাল মৃত জনদের আত্মীয় স্বজনদের লাশের কাছে যেতে দেয়নি। পুকুরে এসব হতভাগ্যের লাশ পচে যখন দুর্গন্ধ ছুটছিল তখন

তারা গর্ত করে সেগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে রাখে। এর আগে লাশের মধ্যে থেকেও ঘড়ি, আংটি, কলম ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুটপাট করে।

এছাড়া এই পশুরা বাঙ্গালীদের ‘মিলিটারী ফের আয়েগা’ বলে বার বার ভয় দেখায়। ফলে মিল অঞ্চলের বাঙ্গালীরা সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে কেবল প্রাণ হাতে করে যেতে বাধ্য হয়। মিসেস আজিমও তার এক ছোট ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে করে মিল এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গ্রামে। মিসেস আজিম জানালেন, আজিম সাহেব গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলের গাড়ী ব্যবহার করতে দিয়েছেন, সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় হানাদার বাহিনীর মেজর আসলাম গোপালপুরে নিহত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে।

তাই মিলে হত্যাকান্ড চালাবার আগে হানাদাররা জানতে চেয়েছিল মেজর আসলামকে কে মেরেছে। মিলের নিরীহ কর্মচারীদের বাঁচাবার আশায় রিজার্ভ বাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট আজিম বলেছিলেন, আমি মেরেছি, আমাকে ধরে নিয়ে চল তোমরা, কিন্তু মিলের নিরীহ কর্মচারীদের মেরো না। কিন্তু দয়া বলে কোন বস্তু ছিল না পশুদের অন্তরে। তাই মেশিনগান চালিয়ে পাইকারী হত্যা করে পৈশাচিকতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তারা গোপালপুরের বুকে। যে পুকুরটিতে নরপশুরা ফেলে দিয়েছিল হতভাগ্য মানুষের লাশ, গোপালপুরের সহানুভূতিশীল জনগণ সে পুকুরটির নাম দিয়েছিল ‘শহীদ সাগর’।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র	সংবাদ	২ মার্চ, ১৯৭২

স্বাধীনতার বেদীমূলে পিতা-পুত্র

।। আবুল কাসেম ।।

পিতার বহু স্বপ্ন লুকায়িত ছিল তার তৃতীয় পুত্র আয়নাল হককে কেন্দ্র করে। শৈশব থেকে মায়ের মায়া মমতা থেকে ছিল সে পুরোপুরি বঞ্চিত। তাই বাবাকে সেই স্নেহ পূরণের জন্য এই মাতৃহীন সন্তানের সব আব্দারই নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। এমনি করে ক্রমশঃ কেটে যায় আয়নালের ছাত্র জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে।

পিতার মা মরা ছেলের শেষ আব্দারে তার বিয়ে হলো ফেব্রুয়ারীতে। পাবনা দখলের পর পাকসেনারা অগ্রসর হলো দাসুড়িয়ার দিকে। সেটা কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী ও রাজশাহীর রাস্তায় সংযোগস্থল। কয়েকজন ছেলের সাথে আয়নালও অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল দাসুড়িয়াতে এক গোপন জায়গায় সেই সময়। ওদের মধ্যে একজন হানাদারদের হত্যা করার আক্রোশ সম্বরণ না করতে পেরে গুলী ছুঁড়লো ভুল করে। নিমেষেই বিরাট বহর দেখে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হলো। যেদিকে তারা পা বাড়ায় সেদিকেই গুলী। সমস্ত দাসুড়িয়া ঘিরে ফেললো সেনারা। বের করলো লুকায়িত মুক্তি সংগ্রামীদের।

৯ই এপ্রিলের ঘটনা। এ অমানুষিক অত্যাচারের ইতিহাস প্রকাশ করা যায় না। এসিড ঢেলে দিল তাদের চোখে মুখে তারপর বেয়োনেটের অত্যাচারে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল তাদের। দস্যুদের কার্যকলাপ দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি- যার থাকবার শেষ সম্বল কুঁড়ে ঘরখানা জ্বালিয়েছে, কিন্তু তাকে হয়ত মারেনি খুবই বৃদ্ধা বলে।

পিতা পরের দিন দেখতে পেলেন তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার মানিক আয়নালের দেহ যা কোন রকমে পরের ভোররাতে চুরি করে সরিয়ে আনা হয়েছিল। এত বড় আঘাত পিতা সইবেন কেমন করে। তিনি হতবাক হয়ে পড়লেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন "তুমিই এর বিচার করো"। খোদাপাক বোধহয় নিজ কানে শুনেছিলেন তাঁর এই আকুল আর্তনাদ। তাঁদের আশা পূর্ণ হয়েছে। এরূপ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ আজ স্বাধীন, কিন্তু দুঃখ হয় এই বুড়ো বাবাও দেখে যেতে পারেননি তাঁর সাধের স্বপ্ন।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ইতিমধ্যেই তফিজউদ্দীন আহমদের ছোট ভাই মহিউদ্দীন, ঈশ্বরদী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী ও তাঁর ছেলে পরিবার পরিজন ছেড়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে পাড়ি দিয়েছেন। সেখানে গিয়ে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার শত্রুউৎখাতের সংগ্রাম শুরু করার জন্য।

প্রায় সাড়ে চারমাস এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকার পর তাঁর পক্ষে আর আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ভাইদের পরিবার-পরিজন নিজের ছেলে মেয়ে, জামাই ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ৪০ জনের খোরাকের চিন্তায় তিনি শহরের দিকে ছুটলেন। ইতিমধ্যে কুচক্রী ইয়াহিয়া জোর গলায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে জেনে শহীদ আয়নালের বাবা মনের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চারও পেয়েছেন। শহরেও দু'এক বার গেলেন। ঈশ্বরদীর অবাঙ্গালী ও দালালরা দেখে ফেললো তাঁকে। এই সময় রাত কাটাতেন তিনি তার দাসুড়িয়াতে অবস্থিত ফার্মের মধ্যকার চাকরের একটি কুটিরে। এটাকেই তিনি সব থেকে নিরাপদস্থান ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁবেদার ও অবাঙ্গালীরা মিলে ঘিরে ফেললো তাঁর এই আশ্রয় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বড় শিকার দাসুড়িয়া আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও কর্মীকে শেষ করতে। ১৪ই জুনের মাঝরাতে তাদের অজস্র গুলীর আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। বিলীন হয়ে গেল একটি সুখী বাঙ্গালী পরিবার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি	দৈনিক আজাদ	৮ মার্চ, ১৯৭২

বারো বছরের কচি কিশোরী কিংবা পঞ্চাশের বৃদ্ধা
কেউ পাশবিকতা থেকে অব্যাহতি পায়নি

\ আবুল হোসেন মীর \

'উধার আটঠো লাশ হ্যায়। কুত্তাছে খিলানা হ্যায়, খিলাদো। আউর না কিসিকো দেনা হ্যায় দে দো। যাও, যো তোমহারা মর্জি করো।''

পাক জল্লাদদের কথাগুলো অবিকল মনে রেখেছেন আমির হোসেন। ঠিক তেমনি মুখ বিকৃত করে শব্দগুলো শোনালেন আমাদের। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছেড়ে আমরা পশ্চিম দিকের মনোহরপুর গ্রামে গিয়ে উঠতেই দেখা হয়েছিল। আমির হোসেনের সাথে। আমির হোসেন মুক্তি বাহিনীকে গোপনে তথ্য সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাক বাহিনীর হাতে ধরাও পড়েন। দীর্ঘ চারমাস হানাদারদের নরকে কাটাবার পর সৌভাগ্যক্রমে ছাড়া পেয়ে যান। ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফেরার পথে গাঁয়ের বিসু মণ্ডলের বাড়ীর কাছে দেখা হয় একদল দস্যুর সাথে। সেই দস্যুদের একজন আমির হোসেনকে শোনায় উপরোক্ত কথাগুলো। তিনি ক পা এগুতেই সত্যি সত্যিই দেখতে পান হাত পা বাঁধা উলঙ্গ অবস্থায় আটটি মরদেহ। তাদের কারো কারো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা। বিমূঢ় আমির হোসেন দেয়ালটা ভেঙ্গে লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে চলে যান আপন ঘরের দিকে। নীল বেদনার্ত হৃদয়ে।

আমির হোসেনের কাছ থেকে জানা গেল ক্যান্টনমেন্টের অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের কাহিনী। তিনি বললেন, সেভেন ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের ও, সি লেঃ কর্নেল আব্দুল হাইয়ের লাশ হত্যার দু'দিন পর আনা হয় সি,এম,এইচ-এ। তাঁর লাশ পাওয়া যায় গ্যারিশন সিনেমা হল সংলগ্ন পশ্চিম দিকের তালতলায়। তাঁর তলপেটে সতেরটি বুলেটের চিহ্ন ছিল। এই কোম্পানীর কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন শেখের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছিল।

আমির হোসেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আরো জানালেন, সি,এম,এইচ-এর নার্সিং ষ্টাফ হাবিলদার আব্দুল খালেক এবং তার সঙ্গী ফজর আলী ও একজন সুবেদার এম, আই রুমে ঔষধ আনতে যাওয়ার পথে রানওয়ের নিকটবর্তী দরজার কাছে ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সিপাইরা তাদেরকে গুলী করে হত্যা করে। এছাড়া সি,এম,এইচ-এর মসজিদের ইমামকেও তারা গুলী করে হত্যা করে। হত্যা করার আগে দস্যুরা ইমাম সাহেবকে কলেমা পড় বললে তিনি শ্রদ্ধার সাথে পবিত্র কলেমা আবৃত্তি করে শোনান। কিন্তু জনৈক দস্যু মুখ বিকৃত করে বলে, শালা গাদ্দার এক মাওলানা কলেমা ভী পড়নে নেহী স্যাকতা।

আমির হোসেন জল্লাদদের নরহত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে বললেন, বাঙ্গালীদের ধরে এনে প্রথমে আই, এস, আই, অতঃপর সেখান থেকে ৬১৪ এম, আই, ইউ এবং পরে ৪০৯ জি, এইচ, কিউ-এ পাঠিয়ে দেয়া হতো। ৬১৪ এফ, আই, ইউতেই নাকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। এম, ই, এসের জনৈক কর্মচারী হারেছ উদ্দীন জানান যে, ৩০শে মার্চ তিনি গ্রেফতার হন। ১৪ দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর পাক সেনাবাহিনীর জল্লাদেরা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়

হারেছ উদ্দীনের কাছ থেকে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত তৎকালীন সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মচারীদের পরিবারের মহিলাদের একটি বন্দী শিবিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে জানিয়েছে যে, ৫৫ নং ফিল্ড রেজিমেন্ট

আর্টিলারীর ফ্যামিলী কোয়ার্টারের বারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের দু'শ পঁচানব্বই জন মেয়েকে ঐ সময় আটক করে রেখে প্রতিদিন রাতে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হতো। তিনি আরো জানান যে, তাদের সেলটি কিছুটা দূরে হলেও প্রতিদিন রাতেই ভেসে আসতো মেয়েদের করুণ আর্তনাদ। সেই সাথে বর্বর পাক সেনাদের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি বাতাসের সঙ্গে মিশে এক মর্মবিদারী দৃশ্যের সৃষ্টি করতো।

প্রতিদিন বিকেলে জনৈক সুবেদার এসে এইসব মেয়েরা কে কোথায় যাবে তারই একটি তালিকা প্রস্তুত করে যেতো। অতঃপর সন্ধ্যা হলেই উক্ত লিষ্ট মোতাবেক নির্ধারিত মেয়েটিকে পাঠানো হতো নির্ধারিত স্থানে। কখনো কখনো আপন খেয়াল খুশীতে বাইরে নিয়ে এসে পাহারারত কুকুরের দল উপর্যুপরি নারী ধর্ষণে লিপ্ত হতো। একদিন একটি মেয়েকে এইভাবে পরপর চৌদ্দজন নির্যাতন চালালে মেয়েটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তবুও দুর্বৃত্তরা তাকে রেহাই দেয়নি। অচৈতন্য অবস্থায়ই নিজেদের লালসা চরিতার্থ করেছে। মেয়েটির পুনরায় জ্ঞান ফিরে আসতে নাকি ৩৬ ঘন্টা সময় লেগেছিল। জনাব হারেছ বলেন, চৌদ্দ দিন পর তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর ঐ মহিলা বন্দী শিবিরের বাসিন্দাদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারেন না।

অপর একটি মহিলা শিবিরের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর জেলখানা থেকে পুনরায় তাকে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসা হলে সেথায় এফ, আই, ইউ-এ তার উপর নতুনভাবে নির্যাতন করা হয়। সেখানে তিনি ১২ নং এফ, আই, ইউ ব্যারাকের ১০ নং রুমে বহু মহিলাকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পান। প্রতিরাতে ঐ ঘর থেকে তাদের চিৎকার শুনা যেতো। এবং একই উপায়ে তারা পাশবিক নির্যাতন চালাতো। এইসব মেয়েদের যৌবন সাধারণতঃ অফিসাররাই উপভোগ করতো। এ সম্বন্ধে হারেছ উদ্দীন আরো বলেন বন্দীশিবিরের মহিলাদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করে রাখা হতো। প্রথম ভাগে ছিল যুবতী, দ্বিতীয় ভাগে ছিল মধ্যবয়সী এবং তৃতীয় ভাগে কয়েক সন্তানের মাতা। তিনি স্কুল কলেজের সুন্দরী মেয়েদের প্লেনে করে ঢাকা পাঠাতেও দেখেছেন।

হারেছ উদ্দীনের বর্ণনা থেকে আরো অনেক তথ্য জানা যায়। দখলদাররা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আন্ডার গ্রাউন্ড সেল তৈরী করেছিল। যশোর পতনের পর ঠিক এমনি একটি সেল থেকে ১১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সবাই জীবিত অবস্থায় থাকলেও তাদের মধ্যে প্রাণ ছিলো না বললেই চলে। আলো বাতাস ও খাদ্যের অভাবে মাংসহীন হয়ে তাদের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। হাড্ডি কংকালসার দেহগুলি অসহ্য নির্যাতনের জ্বালা বহন করে এনেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পীর-দরবেশরাও রেহাই পায়নি	দৈনিক আজাদ	১১ মার্চ, ১৯৭২

পীর-দরবেশরাও কসাইদের হাত থেকে রেহাই পায়নি

কইবুল্লা। উত্তর বাংলার আনাচে-কানাচে তার হাজার হাজার মুরীদ সাগরেদ। এঁর ছোট আরও ৩ ভাই। পীর এঁরাও। মাঝারি ধরনের বাড়ীটায় সর্বদা গমগম করতো শত শত দর্শণার্থী। কোরান পাঠ, মৌলুদ পাঠ, ওয়াজ নসিহত আর ওয়াক্তে ওয়াক্তে নামাজ-এক স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরে থাকতো এ পীর বাড়ী সারাক্ষণ।

পীর হলে হবে কি। সবাই 'প্রোগ্রেসিভ মাইনণ্ডেড'। একদিকে সামরিক জান্তা যখন ধর্মের দোহাই দিচ্ছে এবং অন্যদিকে লাখে লাখে মানুষ খুন করেছে, ইজ্জত লুট করেছে, মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন পীরবাবা। মুখ ফুটে কিছু বলতেন না, শুধু ডাকতেন আল্লাহকে... কাঁদতেন আর করুণা ভিক্ষা করতেন... আল্লাহ তুমি এই নিরপরাধী মানুষদের বাঁচাও... বাঁচাও সতী মা-বোনদের। ... আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন। বাঙ্গালী জাতিকে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি... জয় ঘোষণা করেছেন মানবতার। কিন্তু পীরবাবা, তাঁর ভাই আর অন্যান্য কয়েকজন পারলেন না সে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে... দেখতে পেলেননা বাঙ্গালী আজ কতো খুশী। কসাই খানসেনাদের হাতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হলো তাঁদের।

পীর পবিবারের এক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পঁচিশে মার্চের পর সে পালিয়ে যায় ও ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়। খবর পায় মিলিটারীরা। তারা হঠাৎ গ্রাম ঘেরাও করে। তখন শেষ রাত। রমজান মাস। সেহরী সেরে এবাদতে মগ্ন হয়েছেন পীরবাবা। এক ভাই দুধ ভাত খেতে বসেছেন। একজন কাছের মসজিদে গিয়ে কোরান তেলাওয়াৎ করছিলেন... হঠাৎ বাড়ী ঘিরে ফেললো সামরিক জান্তারা, তারপর হঠাৎ গুলী। একে একে চার ভাইকে মাথায় গুলী করে নিষ্ঠুরভাবে মারলো ওরা। সেই সাথে আরও ১১ জন সাগরিদ।

বড় হুজুর ঢলে পড়লেন, ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস। হাতে তার তসবীহ ধরা। অন্য এক ভাইয়ের সামনে দুধভাতের থালা। হাতের ভাত হাতেই রয়ে গেল। একজন গড়িয়ে পড়েছেন ওজুর ঘটির উপরই... সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

... পরদিন সকালের দৃশ্য আরও মর্মান্তিক, আরও হৃদয়বিদারক। পীর বাড়ীতে যেনো সৃষ্টি হলো কারবালা। শত শত ভক্তের ভিড়... লুটিয়ে পড়েছে ভক্তরা আঙ্গিনায়... চীৎকার করে কাঁদছে... গড়াগড়ি যাচ্ছে... বুক চাপড়াচ্ছে কেউ কেউ মৃতদেহের চারপাশের রক্তরঞ্জিত মাটি তুলে মাথায় মাখছে। দেখলে যে কোন লোকের চোখে জল আসে। ভক্তরা ওঁদের সৎকার করে। তারপর পীরবাড়ীর মুঠো মুঠো ধুলো মাটি নিয়ে যায়। এই পবিত্র মাটি ওরা সযত্নে তুলে রাখবে।

এখানে কসাইরা একটি শিশুকেও নির্মমভাবে মেরেছে। সে পীর বংশেরই আগামী দিনের নাগরিক। দোলনায় ঘুমিয়ে ছিলো বাচ্চাটা। খান সেনা কয়েকবার গুলী চালায় ঘুমন্ত বাচ্চাটার উপর। হায়, ইশ্বর!

গোকুল গ্রামের তসিম পাড়ের জনৈক এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক। কালো বোরখা পরে মেয়ের সাজ নিয়ে সে মিলিটারীদের সাথে এখানে আসে ও পীরবাড়ী সনাক্ত করিয়ে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সে আদেশ নির্দেশও দিচ্ছিলো বলে জানা গেছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাও এখানে তুচ্ছ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নারকীয় তাণ্ডবের আরেক লীলাভূমি	দৈনিক বাংলা	২৮ মার্চ, ১৯৭২

নারকীয় তাণ্ডবের আরেক লীলাভূমি
গোপালগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আজো
ছড়িয়ে আছে চুড়ি, শাড়ী আর অসংখ্য কংকাল
**\ সংবাদদাতা প্রেরিত **

গোপালগঞ্জ, ১৬ই মার্চ। - গোপালগঞ্জ সিও ডেভেলপমেন্ট অফিস। পাকিস্তানী সেনাদের একটা শক্ত ঘাঁটি। এ ঘাঁটির নায়ক ক্যাপ্টেন ফয়েজ মোহাম্মদ কালান্তরে অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন সেলিম। বাঙ্গালীর সংগ্রামী লহুতে হাত রঞ্জিত করেছে এরা।

পাক জল্লাদেরা গোপালগঞ্জের এইস্থানে কসাইখানা তৈরী করেছিল। কসাইয়ের অঙ্গনে মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী, গোলজার চৌধুরী প্রাণ দিয়েছে ওদের হাতে। কত যে মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী এখানে দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই।

জল্লাদেরা কাকে কোথায় হত্যা করেছে সব ঘটনা মানুষ জানতে পারেনি। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। রাতের অন্ধকারে যেমন পাক জল্লাদেরা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক তেমনি এ রাতে মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ আঘাতে দিশেহারা হয়ে গোপালগঞ্জের ক্যাম্প ছেড়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে সরে পড়ে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যুকেন্দ্র মিলিটারী ক্যাম্পে মানুষ যাত্রা করেছে।

কেউ গিয়েছে প্রিয়জনদের স্মৃতি চিহ্নের অন্বেষণে, কেউ গিয়েছে শহীদ সংখ্যা নিরূপণ করতে। স্মৃতিচিহ্ন অনেকে পেয়েছেন। ক্যাপ্টেন ফয়েজ ও সেলিমের কক্ষে মেয়েদের হাতের চুড়ির স্তূপ, চেনা শাড়ী অথবা ব্লাউজ অনেকেই চোখের পানি মুছতে মুছতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শহীদের সংখ্যা কেউ নিরূপণ করতে পারেননি। ক্যাম্পের সামনে ইটের স্তূপে খুলি, হাড়, ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায়ও খুলি হাড়ের মেলা এবং ক্যাম্পের সামনে নদীর ভিতর জেলেদের জালে এখনও জড়িয়ে পড়ে মানুষের মাথার খুলি অথবা মৃত মানুষের কংকাল। কি করে এর হিসেব মিলবে ?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একটি হালকা মেশিনগানের জন্য বত্রিশটি জীবনের পরিসমাপ্তি	পূর্বদেশ	৮ এপ্রিল, ১৯৭২

একটি হালকা মেশিনগানের জন্য
বত্রিশটি জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে

\ নজরুল ইসলাম চৌধুরী \

একটি মাত্র এল, এম, জির জন্য গঙ্গাসাগর সেদিন রক্তসাগর হয়েছিল, বলছিলেন ডাঃ মোস্তাক চৌধুরী। গঙ্গাসাগর দীঘির পশ্চিম পাড়ের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনটি গণকবর খুঁড়ে ইয়াহিয়ার বর্বর কর্তৃক নিহত কিছু মানুষের লাশ উঠাবার সময় ওদের না ছিল হৃদয় না ছিল কাণ্ডজ্ঞান। এ দু'টোর একটা থাকলেও এ মানুষগুলোকে মারতে পারতো না। বস্তুতঃ একটি এল, এম, জির জন্যই বত্রিশজন লোক প্রাণ হারিয়েছিল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর জল্লাদ বাহিনীর হাতে। সম্প্রতি আখাউড়া রেলওয়ে জংশনের অনধিক পাঁচমাইল দক্ষিণে গঙ্গাসাগর রেলষ্টেশনের পাশে তিনটি গণকবর খুঁড়ে ২৬টি লাশ উঠান হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গত জুন মাসের মাঝামাঝি এক সময় দু'জন মুক্তিযোদ্ধা রেকি করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঙ্গাসাগর এলাকায় আসেন এবং তানমান্দাইল নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আত্মরক্ষার জন্য তাদের হাতে ছিল একটি মাত্র হালকা মেশিনগান। জানা যায় যে প্রাথমিক রেকির পর মুক্তাঞ্চলে তাঁদের কেন্দ্রে চলে যাবার পরিবর্তে তাঁরা একটি মাত্র হালকা মেশিনগান নিয়ে শতাধিক পাঞ্জাবী সেনার ছাউনি সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই অনুযায়ী রাতের অন্ধকারের সুযোগে তাঁরা ছাউনি এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ইত্যবসরে জনৈক স্থানীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্বন্ধে তার সামরিক প্রভুদের সংবাদ দেয়। খান সেনারা তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। এবং মুক্তিযোদ্ধা দু'জনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। বেষ্টনীতে পড়ে অস্ত্র নিয়ে পালানো অসুবিধাজনক মনে করে তারা এল, এম, জি, টি গঙ্গাসাগরের জলে ফেলে খান পশুদের চোখে ধুলা দিয়ে বেষ্টনীভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এল, এম, জি, টি কোথায় ফেলা হয়েছিল শত্রুরা সে স্থান চিনে রাখতে পেরেছিল। এদিকে সেই রাতেরই শেষের দিকে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা দু'জন আবার পাঞ্জাবীদের ছাউনি এলাকায় প্রবেশ করেন এবং সন্তর্পণে তাঁদের এল, এম, জি, টি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। পরদিন পাঞ্জাবী পশুরা পরিত্যক্ত অস্ত্র উঠানোর উদ্দেশ্যে পানিতে নেমে অবাক হল। সে সময় পুর্বোক্ত স্থানীয় দালালটি সংবাদ দিল যে মুক্তিযোদ্ধা দু'জনই অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী তানমান্দাইল অথবা ডাঙ্গাইলে কারো ঘরে সেটা রেখে পালিয়ে গেছেন। এল, এম, জি, উদ্ধারের জন্য শুরু হল পাকজল্লাদদের তানমান্দাইল ও ডাঙ্গাইল গ্রামদ্বয় অপারেশন। পাক বর্বররা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা অস্ত্র কিছুরই সন্ধান পেলনা বটে, তবে তাদের অমানুষিকতা থেকে রেহাই পেল না এই দুই গ্রামের সরল নিরপরাধ মানুষ। শিশু, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সবাই হল ইয়াহিয়ার জল্লাদদের উন্মত্ততার শিকার। অকথ্য নির্যাতনের পর তারা উভয় গ্রামের প্রায় সব পুরুষ মানুষ ধরে নিয়ে আসে এবং মামুলি জিজ্ঞাসাবাদের পর বত্রিশজনকে রেখে অন্যান্যদের ছেড়ে দেয়। পরে এই বত্রিশজনকে তারা হত্যা করে গঙ্গাসাগরের পশ্চিম পাড়ের তিনটি গণকবর পুঁতে রাখে।

হত্যাকারী জল্লাদ বাহিনী ও তাদের পোষ্য দালালদের বিরুদ্ধে আনীত এক মামলার ব্যাপারে এই লাশগুলো উঠানো হয়। নিহতদের আত্মীয় স্বজনেরা যে তেরটি মৃতদেহ সনাক্ত করতে পেরেছে তারা হলেনঃ-

(১) আব্দুল গনি (২) রিয়াজ উদ্দীন (৩) সাধন মিয়া (৪) মুসলিম মিয়া (৫) কমল মিয়া (৬) আবুল বাসার (৭) আব্দুল খালেক (৮) তারা মিয়া (৯) আবুল ফয়েজ (১০) আবুল হাসেম (১১) ওমর আলী (১২) সালু মিয়া এবং (১৩) গোলাম কাদের।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আরেক শহীদ গণপরিষদ সদস্য নজমুল হক সরকার	দৈনিক বাংলা	১০ এপ্রিল, ১৯৭২

আর এক শহীদ গণপরিষদ সদস্য
নজমুল হক সরকার

৩৪ বছর বয়স্ক নজমুল হক সরকার ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজশাহী শহরের এক গোপন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ রাতেই দেড়টার দিকে হানাদার বাহিনী জনাব সরকারের রাজশাহী শহরের রাণীবাজারস্থ বাসভবন ঘেরাও করে। সেই সময় বাড়ীতে কয়েকজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া কেউই ছিল না।

বিপদের আভাস পেয়ে জনাব সরকার সন্ধ্যায় তাঁর পরিজনদের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে নির্দেশ দেন। এবং নিজেও আত্মগোপন করেন। কিন্তু বিবেকের দারুণ দংশন সহ্য করতে না পেরে এবং কর্তব্যের আহবানে রাত আড়াইটার দিকে রিক্সা করে আওয়ামী লীগ অফিসের দিকে যাত্রা করেন মূল্যবান কাগজপত্র সরানোর উদ্দেশ্যে।

পথিমধ্যে তিনি হানাদার বাহিনীর একটি জীপের সম্মুখে পড়ে যান। সেখানেই জল্লাদের গুলিতে তিনি শহীদ হন। গুলি করার পর হানাদাররা তাঁর লাশ ট্রাকে করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। জনাব সরকার গত সাধারণ নির্বাচনে রাজশাহী ৮ (এনই-৩৭) থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ছয়জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাজশাহী জেলার মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়ে জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই জনাব সরকার আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। ১৯৬২ সালের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে তিনি সব সময়ই বাঙ্গালীর অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে গেছে।

রাজশাহী কোর্টের এই তরুণ এ্যাডভোকেট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি পরপর দু'বার রাজশাহী উকিল সমিতির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। মিষ্টিভাষী, সুবক্তা, সাহসী, নজমুল হক আওয়ামী লীগের কর্মী মহলে নজমুল ভাই নামে পরিচিত ছিলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহও বাঁচতে পারেননি	দৈনিক বাংলা	১৩ এপ্রিল, ১৯৭২

দানবীর নূতনচন্দ্র সিংহ

গত বছর এই দিনে খান সেনারা
তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল

তাঁর একমাত্র ইচ্ছে ছিল তিনি যেনো দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। সে ইচ্ছা তার পূরণ হয়েছে। দেশের মাটিতে তিনি মরতে পেরেছেন। তবে বড় নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে- কখনো কেউ যা কল্পনাও করেনি।

গত বছর এই ১৩ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অদূরে নিজের হাতে গড়া কুণ্ডেশ্বরী ভবনে তাঁকে হত্যা করা হয়। কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নূতন সিংহের কথা বলছি। এপ্রিলের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহরের পতন হয়েছিল। ১৩ তারিখে পাক বাহিনী কুণ্ডেশ্বরী আক্রমণ করে। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে। সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ এ, আর, মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ কোরাইশী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে জনাব এম, আর, সিদ্দিকীও কুণ্ডেশ্বরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পাক বাহিনীর অগ্রগতির খবর শুনে সবাই কুণ্ডেশ্বরী ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। বাবু নূতন সিংহকে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, যদি মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরব। অনেক পীড়াপীড়ির পরও তাকে রাজী করান গেল না। এদিকে পাকবাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছিল। ১৩ই এপ্রিল পাকবাহিনী কুণ্ডেশ্বরী ভবনে প্রবেশ করে।

ছেলেরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। বাবু নূতন সিংহ তখন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। জনৈক সালাউদ্দীন তাঁকে সেখান থেকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তাঁর চোখের সামনে মন্দির উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে। মেজর তিনটি গুলি করার পরও সালাহউদ্দীন রিভলবারের গুলি ছুড়েছিল নূতন বাবুর দিকে। তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন তিন দিন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নূতন বাবুর জন্ম ১৯০১ সালে। শৈশবেই তিনি মাতৃ-পিতৃহারা হন। আট বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। তিনি নয় বছরে বার্মা যান। সেখানে মুদির দোকানে চাকুরী করেন। ১৯২২ সালে চট্টগ্রাম ফেরেন এবং বিয়ে করেন। তারপর কলকাতা যান। ১৯৪৬ সালে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে কুণ্ডেশ্বরী মায়ের কবচ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠ

নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি তিনি। সে জন্য একটা ক্ষোভ ছিল মনে। তখন রাউজান থানায় কোন বিদ্যালয় ছিল না। রাউজান থানার মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন কুণ্ডেশ্বরী বালিকা মন্দির। পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিদ্যালয় ছিল এটি। শুধু রাউজান থানা নয়, দেশের সব এলাকা থেকেই ছাত্রীরা যায় সেখানে লেখাপড়া করার জন্য। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ডাকঘর, সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ, পানির পাম্প, জেনারেটর, বাস ইত্যাদি ছিল। মোট প্রায় ২ লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সেখানে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রংপুরের দু'টি গণসমাধি	পূর্বদেশ	৩০ এপ্রিল, ১৯৭২

রংপুরে দুটি গণসমাধির সন্ধান লাভ

রংপুর, ২৬শে এপ্রিল (বাসস)- এখানে দু'টি গণসমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি রংপুর ক্যান্টনমেন্টের কাছে, আর একটি শহর থেকে চারমাইল দূরে সাহেবগঞ্জ গ্রামে। একটি বিশেষ গণহত্যা অনুসন্ধানকারী দল এ গণসমাধিগুলোর সন্ধান দেন।

ক্যান্টনমেন্টের কাছের গণসমাধিটিতে প্রায় দু'শ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ডাঃ জিকরুল হক এমসিএকেও এখানে হত্যা করা হয়েছে। সৈয়দপুরের ক'জন মাড়োয়ারীকেও এখানে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

সাহেবগঞ্জ গণসমাধি হত্যাকাণ্ডের আর একটি লীলাক্ষেত্র। এখানে ১৯ জন বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও সৈনিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একজন অফিসারের পকেট থেকে একটি ফটো ও চিঠি পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে সে অফিসারটি একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর লেখা পত্রে তাঁকে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যাবার অনুরোধ ছিল।

হত্যাকাণ্ডের শিকার সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের হাত বাঁধা ও চোখ তুলে ফেলা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আজ দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন	পূর্বদেশ	৯ মে, ১৯৭২

হানাদারদের নির্যাতনের লক্ষ্য শিকারের অন্যতম
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আজ
দেবদাস হয়ে বেঁচে আছেন
\ নজরুল ইসলাম বুলবুল \

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব মুজিবুর রহমান পাক বাহিনীর অসহ্য নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছেন। প্রতিদিনের মত ২৫-এর রাত্রিতেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বসে গল্প করছিলেন তিনি। রাত্রি গভীর হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই কারো।

যাঁদের সঙ্গে গল্প করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু অধ্যাপক। দেশে যে সামরিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে তা কারো জানা ছিল না। গভীর রাত। একদল লোকের বুটের শব্দ শুনে সবাই আঁৎকে উঠলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন পাক সৈন্য ঢুকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। অধ্যাপকবৃন্দ তখনও বসে আছেন। সৈন্যরা কাছে এসে তাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলো। হিন্দু অধ্যাপকগণ নিজেদেরকে মুসলমান নামে পরিচয় দিলেন। কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

তিনি নিজেকে সে নামে পরিচয় দেবার সাথে সাথে সৈন্যরা তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। বেশ কিছুক্ষণ মারধর করে তাঁরা চলে যায়। অধ্যাপক রহমানের একমাত্র দোষ বঙ্গবন্ধুর নামের সাথে তা নামের মিল ছিল। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। ৪ঠা এপ্রিল মুক্তিবাহিনী রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পাঞ্জাবীদের হাত থেকে মুক্ত করে।

১৩ই এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা শহরের কর্তৃত্ব হারায়। এরপর শুরু হয় গণহত্যা ও নির্যাতন। ১৪ই এপ্রিল ভাষা বিভাগের একমাত্র হিন্দু অধ্যাপক শ্রী সুখরঞ্জন সমদ্দারকে এবং ১৫ই এপ্রিল অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব হাবিবুর রহমানকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহীদ সমদ্দার বাবুর মরদেহের অংশবিশেষ কাজলাগ্রাম থেকে উদ্ধার করা গেছে, কিন্তু শহীদ হাবিবুর রহমানের কোন খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি ভবনে থাকতেন। ২৫শে মার্চের দুঃসহ বেদনা সহ্য করে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন।

জনাব রহমানের বন্ধুবর্গ, যাঁরা ছিলেন হিন্দু, তারা সবাই সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। এসব কথা চিন্তা করে জনাব রহমান ক্রমেই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। ইসলাম রক্ষার জন্য পাকবাহিনী যে পন্থা অবলম্বন করেছিল তা দেখে মুজিবুর রহমান সাহেব ধর্মের উপর আস্থা হারাতে বসেছিলেন। যদিও ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একজন খাঁটি ইসলামপন্থী মুসলমান হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

ইয়াহিয়া এবং তার লেলায়িত সেনাবাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর ইসলাম রক্ষার অজুহাতে যে অত্যাচার, গণহত্যা আর নির্যাতন চালিয়েছিল তা দেখে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন।

এই কারণে তিনি ১৯৭১ সালে ১০ই মে তারিখে নিজেকে মুজিবুর রহমানের পরিবর্তে 'দেবদাস' নামে পরিচিত হন। তাঁর এই নাম পরিবর্তনের কথা লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন এবং এর পর থেকে তার সাথে দেবদাস নামে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। ১০ই মে তারিখে অধ্যাপক রহমান নিজেকে 'দেবদাস' নামে পরিচিত করেন।

পাক সামরিক বাহিনী ঘটনাটি জানতে পায়। ১২ই মে তারিখে সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক 'দেবদাসকে' গ্রেফতার করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অতিথি ভবনের দোতলায় একটি ছোট্র রুমে তাঁকে রাখা হয়। এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক 'দেবদাস' আমাকে জানালেন যে, এখানে থাকা অবস্থায় সাধারণ সৈন্যরা তাকে অকথ্য নির্যাতন করেছে।

তাঁর শরীরে, মাথায় বুটের লাথি মারা হতো। ১১ দিন ধরে অতিথি ভবনে তাঁকে নির্যাতন চালানো হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সহকর্মী বন্ধুই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাননি বলে তিনি আমাকে জানালেন।

ঐ সময় অতিথি ভবনে সামরিক অফিসারদের অফিস ছিল। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকবাহিনীর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ বারী, ডঃ মকবুল হোসেন ও ডঃ মতিউর রহমানকে তিনি সামরিক অফিসারদের কাছে যাতায়াত করতে দেখতে পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দী থাককালীন সামরিক অফিসাররা মোটামুটি ভালই ব্যবহার দেখাতো, কিন্তু সাধারণ সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার চালাতো বলে অধ্যাপক 'দেবদাস' জানালেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ দিন বন্দী রাখবার পর একটি গাড়ীতে করে সামরিক কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক 'দেবদাসকে পাবনা নিয়ে যায়। পাবনায় তাঁকে ৩/৪ দিন রাখা হয়। এই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কাজী সালেহ আহমদকেও তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাবনায় সামরিক অফিসাররা অধ্যাপক 'দেবদাস'কে নানা রকম প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি তাদের অন্যায় অত্যাচারকে মাথা পেতে নিতে অসম্মতি জানান। যার ফলে তাঁকে সামরিক প্রহরায় নাটোরে পাঠানো হয়। নাটোরে তাঁকে পুলিশ লাইনে রাখা হয়। এখানে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হয়।

কিন্তু নিজের অত্যাচারের কথা অধ্যাপক দেবদাস কিছুতেই বলতে রাজী নন। শেষে কিছুটা মৃদু হেসে তিনি বললেন, ওরা আমার উপর যে অত্যাচার করেছে, তা বলে আর কি লাভ হবে। ওরা আমার সাথে বেশ ভাল ব্যবহার দেখিয়েছে, এই বলে তিনি চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলাম, অত্যধিক নির্যাতনের ফলে তিনি কথার খেই মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন। ঠিকমত খেয়াল করতে পারছেন না পূর্বের সব ঘটনা।

নাটোরে অধ্যাপক দেবদাসকে তিন মাস একটি ছোট্ট কামরায় বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নাটোর জেলখানায় তাকে আটক রাখা হচ্ছে। নাটোরে বন্দী থাকাকালীন সময়ে পাকসামরিক অফিসাররা অধ্যাপক দেবদাসকে কয়েকটি প্রশ্ন করে।

সবগুলো প্রশ্নের কথা তিনি বর্তমানে মনে করতে পারছেন না। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের কথা তাঁর আজও মনে আছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ''আপনাকে ছেড়ে দিলে আপনি কাজে যোগদান করবেন কি না''? উত্তরে অধ্যাপক দেবদাস বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানান, ''তোমাদের স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে আমি কাজে যোগ দিতে রাজী নই ?''

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আওয়ামী লীগকে বাতিল করা সম্পর্কে তোমার মতামত কি? উত্তরে তিনি জানান, ''আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল। সুতরাং আওয়ামী লীগকে বাতিল ঘোষণা করতে হলে নির্বাচনের পূর্বেই তা করা উচিত ছিল। নির্বাচনের পরে তাকে বাতিল ঘোষণা করবার অধিকার জনতা তোমাদের দেয়নি- তাই এটা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি।''

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে ভারত একে দখল করে নেবে কিনা? উত্তরে জনাব দেবদাস জানান, ‘‘ভারতের পাশে আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও বার্মার মতো ছোট ছোট রাষ্ট্র রয়েছে স্বাধীনভাবে। সুতরাং ভারত তাদের যদি দখল না করে থাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তাকে দখল করবে না।’’

নাটোরে বন্দী থাকবার সময় যে বাবুর্চি তাকে খাবার দিয়ে যেতো সে ছিল বাঙ্গালী। ঐ বাবুর্চিটি মাঝে মাঝে বাইরের জগতের খোঁজখবর ও সিগারেট এনে দিত বলে অধ্যাপক দেবদাস আমাকে জানালেন। এছাড়া নাটোরের ছোট দারোগা ছিল বাঙ্গালী। সেও মাঝে মাঝে গোপনে দেখা করতো।

নাটোর জেলে বন্দী থাকাকালে অধ্যাপক দেবদাস মিলিটারীর সরাসরি হাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন। জেলখানার পার্শ্বের একটি বাসার আনোয়ার নামে একজন ছাত্র তাঁর পরিচিত ছিল। আনোয়ার তাঁর পরিচিত অধ্যাপককে বন্দী দেখতে পেয়ে গোপনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর বন্দী থাকার সংবাদটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়।

নাটোরে দীর্ঘ তিন মাস বন্দী থাকবার পর ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। অধ্যাপক দেবদাস মুক্তি পেয়ে জয়পুরহাট চলে যান এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জয়পুরহাটে বোনের কাছে থাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ফিরে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি কাজে যোগ দেননি। কাজে যোগদানের ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে উত্তর দেন, কি হবে কাজে যোগ দিয়ে। বিগত ন’মাসের বেতনও তিনি এ পর্যন্ত নেননি।

অত্যধিক নির্যাতনের ফলে অধ্যাপক দেবদাস বর্তমানে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি জ্বরে ভুগছেন। মাথায় মিলিটারীর বুটের আঘাতের ফলে তার মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

পূর্বের কোন স্মৃতিকে তিনি ভালভাবে স্মরণ করতে পারছেন না। এছাড়া বেশীক্ষণ কথা বলতেও তার পক্ষে কষ্ট হয়। এ অবস্থায় তিনি পুনরায় অধ্যাপনা কাজে অংশ নিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেবদাস নামে এখনও নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

জনাব মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ পাস করেন। ১৯৬৪ সনে তিনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। করাচী ও সিলেট সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গাজীপুর অস্ত্র কারখানায় কয়েকজন কর্মচারীর হত্যাকাণ্ড	পূর্বদেশ	১০ মে, ১৯৭২

অস্ত্র কারখানার কর্মচারীদের এম, এন, এ হোষ্টেলে এনে হত্যা করা হতো

গাজীপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে পাক বাহিনী বাঙ্গালী অফিসারদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। তাই প্রথমে অফিসারদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে মেশিনগানের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত অফিসারদের পরিবারের লোকজনদের কান্নাকাটি ও অনুরোধে তাদের সেই সময়ের জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয়।

এই সময় গাজীপুর অস্ত্রাগারের আবাসিক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টার যোগে সেখানে আসে এবং পাক বাহিনীর সেনাদের সাথে গোপন আলোচনা করে। সেই সময় বাঙ্গালী অফিসারদের নিজ নিজ কোয়ার্টারে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। পরের দিন ৩০শে মার্চ (১৯৭১) পাক বাহিনী বাঙ্গালী অফিসাদের কোয়ার্টারে খানাতল্লাশি করার অজুহাতে তাদের মালপত্র লুট করে নেয়। পরে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সিপাহীরা বাঙ্গালী অফিসারদের কোয়ার্টারগুলিতে হানা দিয়ে নানারূপ অত্যাচার করতো।

হানাদার পাকবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক বাঙ্গালী অফিসার তাদের পরিবারসহ গাজীপুর ছেড়ে নানাদিকে পালিয়ে যেতে থাকেন। ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ৬ জন অফিসারকে পাকবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ঢাকা চলে যাবার নির্দেশ দেয়। এই ৬ জন অফিসার ছিলেন ওয়ার্কস ম্যানেজার জনাব এ, কে মাহবুব চৌধুরী, ডাঃ মেজর নঈমুল ইসলাম, হেডমাষ্টার কুদ্দুস সাহেব, ওয়েলফেয়ার অফিসার মাহবুবর রহমান, ও আরো দু'জন অফিসার।

এই সমস্ত অফিসার ও তাঁদের পরিবারদের একটি বাসে করে এবং দু'টি গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। বাসে বিহারী এবং পাঞ্জাবীদের সাথে পাকবাহিনী বাঙ্গালীদের পাহারা দিচ্ছিল। গাড়ীগুলো যখন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে তখন ব্রিগেডিয়ার কুরিমুল্লাহ, ওয়াহেদ নামক একটি পাঞ্জাবী অফিসারকে বাস থেকে নামিয়ে নিজের গাড়ীতে তুলে নেয়।

জনাব মাহবুব চৌধুরী তখন ব্রিগেডিয়ারকে বাঙ্গালী অফিসারদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নামিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ী নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট কোয়ার্টারের দিকে চলে যায়। আর বাসটি তখন পাক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আবার ঢাকার দিকে চলতে থাকে।

বাস ঢাকার এম, এন, এ হোষ্টেলে এসে থামলে পাকবাহিনী সকলকে নিচে নামবার আদেশ দেয়। বাসের বিহারীরা মোহাম্মদপুর চলে যায়। অন্য অবাঙ্গালীরা পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য একটি ট্রাকে চড়ে বিমানবন্দরের দিকে যায়। নিরুপায় হয়ে বাঙ্গালী অফিসারগণ নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য রিকশা ডাকবার উদ্যোগ নিলে বর্বর সেনারা অফিসারদের হোষ্টেলের ভেতর যেতে নির্দেশ দেয়।

এই সব অফিসারের পরিবারবর্গ তখন হোষ্টেলের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি নির্জন কক্ষে অফিসাদের নিয়ে আসা হলো। জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে আসছে দেখে তারা পানির অভাবে বিনা অজুতেই হেডমাষ্টারের ইমামতিতে নামাজ আদায় করে নেন। নামাজ শেষ হতেই একজন সিপাই হেডমাষ্টার সাহেবের পেন দিয়ে প্রত্যেক অফিসারের পরিচয় লিখে নেয়।

দেরী হচ্ছে দেখে অফিসারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সিপাইকে তাঁদের পরিবারের লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন- এ কথা জানালে পরিবারবর্গকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু কেউ রাজী হলেন না এ প্রস্তাবে। তখন সকলে হেডমাষ্টার সাহেবকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষারত পরিবারের লোকজনদের সান্ত্বনা দেবার জন্য পাঠালেন।

হেডমাষ্টার সাহেব সিপাইর সাথে তখন বাইরে এলেন। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি আবার চলে গেলেন। কতক্ষণ পরে বর্বর সেনারা শুধু হেডমাষ্টার সাহেবকে বাইরে চলে যেতে অনুমতি দেয়। মাষ্টার সাহেব যখন চলে আসছিলেন, তিনি দেখতে পান যে সিপাহীরা বাঙ্গালী অফিসারদের কাছে থেকে সমস্ত জুতা, মোজা, ঘড়ি ও টাকা-পয়সা কেড়ে নিচ্ছে। তারপর হায়েনার দল বাঙ্গালী অফিসারদের উপর পরপর চারটি গুলি করে।

একই সময়ে বাইরে অপেক্ষারত বাঙ্গালী অফিসারদের পরিবারের লোকজনও এই গুলির শব্দ শুনতে পান। কিন্তু তখনও তারা জানতেন না যে তাদের আপন জনদের পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বাঙ্গালী হয়ে জন্মলাভ করার অপরাধে বর্বর পশুশক্তি গুলি করে হত্যা করেছে। এম, এন, এ হোষ্টেলে গুলির শব্দের পরেই মেজর মাহবুব চৌধুরী এবং মেজর নঈমুল ইসলাম তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে হেডমাষ্টারের পরিবারবর্গের সাথে চলে যান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নির্মম অত্যাচারে নিহত ও, সি	পূর্বদেশ	২০ মে, ১৯৭২

নরপশুদের নির্মম অত্যাচারে তিলে তিলে ও,সি খালেক
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন
\ নুরুল ইসলাম \

গত বছর ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম শহরের কোন প্রত্যক্ষদর্শী যদি শহরের রাজপথে খোলা এক খানি জীপ গাড়ীর সামনে দু'হাত দু'দিকে দিয়ে বিধ্বস্ত একটা লোককে বাঁধা অবস্থায় হানাদার দস্যুদের গাড়ীতে ঘোরাতে দেখে থাকেন- তবে তিনি নিশ্চয়ই বিবস্ত্র লোকটার ওপর খড়িমাটি দিয়ে সাদা অক্ষরে লেখা ক'টিও পড়ে থাকবেন, ‘‘কোতোয়ালির ওসি খালেক এরেষ্টেড’’।

সম্ভবতঃ দস্যুরা গ্রেফতারের পর এভাবে আর কোন বাঙ্গালীকে প্রকাশ্য রাজপথে প্রদর্শনী সহকারে পাশবিক অত্যাচার করেনি- কিন্তু কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব আব্দুল খালেককে নিয়ে তারা তাই করেছে। শুধু তাই নয়, চলন্ত গাড়ীতে পশুর দল রাস্তার মানুষকে সাক্ষী করে ওসি খালেকের গায়ে জুতা, লাঠি, কিল, ঘুষি মারতো।

এভাবে সারা বিকেল তারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাঁকে কোতোয়ালিতে এনে হাজির করে সন্ধ্যায়। তারপর সারারাত বিরামহীনভাবে খালেক সাহেবের উপর চালায় অমানুষিক অত্যাচার। এরপর পাঠানো হয় তাকে ক্যান্টনমেন্টের জল্লাদখানাতে। ১৮ই এপ্রিল বিকেল বেলা জল্লাদখানা থেকে এক ফাঁকে জনাব খালেক তাঁর কাকার বাসায় টেলিফোন করে জানান যে, কাকা যেন তার মুক্তির তদ্বির করেন।

খবর পেয়ে তিনি ক্যান্টনমেন্টে যান- খালেক সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু তিনি অনুমতি তো পান। ই-নি, বরং খান সেনাদের অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনে বাসায় ফিরে আসেন। ২২শে এপ্রিল সকালের দিকে তিনি আবার তাঁর কাকার বাসায় টেলিফোন করলেন, জানতে চাইলেন কাকা তাঁর জন্য কিছু করতে পেরেছেন কিনা । জনাব খালেকের কাকা করম আলী সাহেব আমাকে জানালেন, ২২ তারিখে সকালে সে টেলিফোন করেছিল এবং বিকাল বেলায় আর তাকে জীবিত রাখা হয়নি।

প্রথমে হাতের আঙ্গুল ও হাত, এরপর পায়ের আঙ্গুল ও পা কেটে এবং শেষে দু'চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়ার পর খালেক আর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকেননি। অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জনাব আলী বললেন, খালেক পশ্চিম মাদার বাড়িতে আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল- সেখান থেকে বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে ধরে নিয়ে আসে এবং আমার টাকা-পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার, রেডিও, সেলাই মেশিন, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, দলিলপত্র এবং আমাদের যাবতীয় সার্টিফিকেট তারা নিয়ে যায়।

জনাব আলী জানান যে, তিনি খালেককে ছোট বেলা থেকে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন- কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। খালেক সাহেব চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া করে, চাটগাঁ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেছিলেন। যদিও তার বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বৈদ্যেরবাজার থানার মুচার চর গ্রামে, তথাপি তিনি তার এ চাচার লালন-পালনে চাটগাঁতেই ছিলেন আশৈশব।

জনাব আলী জানান যে, খালেক সাহেব আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্রজীবন থেকেই জড়িত ছিলেন। তখনকার অসহযোগ আন্দেলন-পর্ব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খালেকের রাজনৈতিক সমর্থন ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যাদান বাতুলতা হবে মাত্র। তিনি বললেন, ২৫শে মার্চের পর ২৬, ২৭ এবং ২৮শে মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণে বার্মা সীমান্তের টেকনাফ থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গামাটি, রামগড় ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের জন্য বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের কাজে খালেক সাহেব অত্যন্ত সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে এসেছেন।

শহীদ খালেক তার বিধবা স্ত্রী এবং তিনটি শিশুসন্তান রেখে গেছেন। এরা সবাই করম আলী সাহেবেরই পোষ্য হিসেবে চট্টগ্রামে বসবাস করছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহীতে পাক বাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ	পূর্বদেশ	২২ মে, ১৯৭২

রাজশাহীতে দস্যুবাহিনীর বর্বরতার প্রাথমিক জরীপ রিপোর্ট প্রকাশ

রাজশাহী, ২১শে মে (এনা)। -ইয়াহিয়ার হানাদার দস্যুবাহিনী রাজশাহীতে যে গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে তার একটি প্রাথমিক জরীপ রিপোর্ট বের হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমজকল্যাণ বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ সপ্তাহব্যাপী এক জরীপের মাধ্যমে বহু ঘটনা উদঘাটন করেছেন।

তারা পঁচিশটি গ্রাম থেকে এ ব্যাপারে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গগণবাড়িয়ার জনৈক জেলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানান, পবিত্র রমজান মাসের এক কালো রাতে হানাদার বাহিনী গ্রামে ঢুকে মেশিনগানের সাহায্যে পঁচিশ জনকে গুলি করে হত্যা করে। জেলেটি গুলিবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। ১৯৭১ সালের মে মাসে জুগিসশো গ্রামে হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটি গঠনের নামে ১৭ জন গ্রামবাসীকে একত্রিত করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। তারপর পেছন থেকে মেশিনগানের গুলিতে সকলকে হত্যা করা হয়। এখানে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা ২১৪ জনের উপর নির্যাতন চালায়। এর মধ্যে ১৪৫ জনকে মারধর করা হয় এবং অবশিষ্টদের গ্রেফতার, ধর্ষণ ও নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়। অত্যাচারিতদের মধ্যে ১৫৯ জন পুরুষ ও ৫৫ জন মহিলা ছিলেন।

এছাড়া হানাদার বাহিনীর দালালদের হাতে ৫০ জন নির্যাতিত হয়েছে। এসব গ্রামের ৩০৯টি ঘর আংশিকভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং মোট ৭০৭টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পাক বাহিনী যেসব ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তাতে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ২০০ টাকার মতো সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ক'জন শহীদ	পূর্বদেশ	১১ জুন, ১৯৭২

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ক'জন শহীদ

মরণের দামে জীবনকে যাঁরা কিনলেন-
শহীদদের নামে নামকরণ করা হয়েছে
ক'টি ছাত্রাবাসের

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী অন্যান্য জায়গার মত রাজশাহী জেলার অসংখ্য মানুষকে খুন করেছে। খুন করেছে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ অঙ্গনের কাজী নুরুন্নবী, আবুল আমজাদ, আলমগীর, কাজল কুমার ভদ্র, সাইফুল, কাইয়ুম, মান্নান, মোস্তফা, মনসুর, সিরাজ ও শামসুলকে।

কাজী নুরুন্নবী। অত্যন্ত চেনা একটি মুখ। একজন সংগ্রামী ছাত্রনেতা। ছাত্রদের অধিকার আদায়ের অগ্রনায়ক। ভয় কি জিনিস তিনি জানতেন না। ১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত তিনি অধিকার আদায়ের বিপ্লবী যোদ্ধা।

কাজী নুরুন্নবীর বাড়ী রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কাজীপাড়ায়। জল্লাদ ইয়াহিয়ার পাকবাহিনী অধিকৃত আমলে তিনি (কাজী) সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা করেন। এমনি সময়ে ৫ম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হলো। তিনি পরীক্ষা দানে বিরত রইলেন। শোনা যায় সেই মুহূর্তে তিনি গোপনে রাজশাহীতে কিছু অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধানকালে পাকবাহিনীর একজন দালাল রাস্তায় তাঁকে দেখা মাত্র ক্যান্টনমেন্টে গার্ড দিয়ে নিয়ে যায়। তারপর আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়। সম্প্রতি শহীদের মহীয়সী মা, মেডিক্যাল কলেজ প্রধান ছাত্রাবাসের 'শহীদ কাজী নুরুন্নবী ছাত্রাবাস' নামকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

অধিকার আদায়ের আরেক সংগ্রামী নায়ক ছিলেন ৫ম বর্ষের (নতুন) শহীদ আবুল আমজাদ। অত্যন্ত মিষ্টিভাষী, মিশুক ছিলেন। ডাক নাম 'পেয়ারা' নামে বন্ধুদের নিকট তিনি প্রিয় ছিলেন। ছাত্র হিসেবে ছিলেন খুবই মেধাবী। রাজশাহীস্থ আন্তর্জাতিক হেরিকেন মিউজিক পার্টির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভাল গিটার বাজাতেন। পেয়ারার বাবা কুষ্টিয়ার মেহেরপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ছিলেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। ইয়াহিয়ার আমলের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে তিনি, পেয়ারা ও পেয়ারার ছোট ভাইকে নিয়ে আশঙ্কায় কাল যাপন করছিলেন। কিন্তু একদিন পর নরপশুরা এসে বাসা থেকে পেয়ারা ও তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না।

নাটকীয়ভাবে বেঁচে গেলো তার ছোট ভাই। আর তাই পেয়ারার দেশের বাড়ীতে মা, ভাই-বোনদের সব ভার এসে পড়লো ঐ ছোট ভাইটির ঘাড়ে। শহীদের নামে শহীদ আবুল আমজাদ ছাত্রাবাস নামকরণ করা হয়েছে।

সুন্দর, সুশ্রী, এক কথায় স্মার্ট বলতে যা বোঝায় সবগুলি গুণ ছিল কাজল কুমার ভদ্রের। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সবচেয়ে চেনা মুখ। কাজল- কাজলদা একগাল হেসে কথা বলতেন। তিনি তখন তৃতীয়

বর্ষের ছাত্র। দেশের গোলযোগকালে কুমিল্লায় তার বাপের বাড়ী চলে যান। কুমিল্লার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টারের একমাত্র ছেলে কাজল গোলযোগের প্রথমভাগেই জল্লাদদের শিকার হলেন। কাজলের বোনদের উপর অনেক অত্যাচার চলে। পরে আর তাদের কোন সংবাদ আমরা পাইনি।

রাজনীতির পোকা ছিলেন যিনি, তিনি হলেন আলমগীল। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি রাজনীতি করতেন। তিনি ছিলেন ১ম বর্ষের ছাত্র। তাঁর বাপ, মা থাকতেন বরিশালে। দুর্যোগকালে তিনি রাজশাহীতে ছিলেন। পাকবাহিনী তাঁকে পাকড়াও করলো। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হল।

পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হলো। তিনি পরীক্ষা দিলেন। পাস করলেন। তারপর ক্যান্টনমেন্টে ডেকে আনা হলো। গুলি করে মারা হল। উদ্ভট উপায়ে পাকবাহিনী ঘৃণ্য ইচ্ছা চরিতার্থ করলো। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা একজন রাজনৈতিক নেতাকে হারালো।

শহীদের নামে আল হেলাল ছাত্রাবাসের ‘‘শহীদ আলমগীর ছাত্রাবাস’’ নামকরণ করা হয়েছে।

হানাদার আমলে গোপনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন যে দু’জন কর্মরত কর্মচারী, তাঁরা হলেন কাইয়ুম ও সাইদুল। কাইয়ুম ছাত্রাবাসের কেরানী। আর সাইদুল টাইপিষ্ট। জীবনের প্রতি ঝুঁকি নিয়ে কাইয়ুম, সাইদুল অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই কাজের একটি দুর্বল অংশ বুঝতে পারে স্থানীয় অবাঙ্গালী ছাত্রদল। তারপর আর বিলম্ব হয়নি। একদিন দু’জনেই একসঙ্গে শেষ হয়ে গেলেন। তাই ছাত্রদের মাঝে কাইয়ুম, সাইদুল স্মৃতি হয়ে থাকবেন চিরকাল।

নগরবাড়ীর পথ দিয়ে আগত হিংস্র পাকবাহিনীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বর্ডার-এর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল বাবুর্চি মান্নান ও বয় মন্টু, সিরাজ, শামসুল এবং মনসুরেরা। বিধির ইচ্ছায় পদ্মার পাড়ে বড়কুঠির সামনেই বাঘের সম্মুখে পড়ে সেইসব হতভাগার দল। তারপর এক লাইনে মেশিনগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল এতগুলো প্রাণ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন	পূর্বদেশ	২৩ জুন, ১৯৭২

পাক হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে
কয়েকটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন
\ মাজেদুর রহমান \

পাকিস্তানী হায়েনার দল ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেলে সৈয়দপুর থেকে (রংপুর) বৃষ্টির মতো বুলেট ছুড়তে ছুড়তে দিনাজপুর শহর যখন পুনর্দখল করলো তখন অনেকেই ধারণা করতে পারেনি যে, তারা শুধু এ দেশের মানুষেরই রক্ত নিয়ে হোলি খেলবে না, সব রকম ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলোর ধ্বংস সাধন করবে।

দিনাজপুর শহর পুনর্দখল করবার পর সম্ভবত ১৭ই এপ্রিল রোজ শুক্রবার বেলা ৯/১০ টার দিকে পাঞ্জাবী হায়েনারা কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে শহর থেকে এলোপাতাড়ি গুলী করতে করতে দক্ষিণের পাকা রাস্তা ধরে ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু চেরাডাঙ্গীর নিকট ‘‘লক্ষ্মী জলের সাঁকো’’ বলতে একটি রাস্তার সংযোগস্থলে ঐ পল্লী এলাকার সংগ্রামী ছাত্র-জনতার নির্মিত আমগাছের একটি ব্যারিকেডে বাধা পেল।

রাস্তার উপর ব্যারিকেড দেখতে পেয়ে পাক দস্যুরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো। এরই প্রতিশোধ হিসেবে তারা ব্যারিকেডের স্থান থেকে দূরপাল্লার শক্তিশালী রকেটের দ্বারা একের পর এক মহরমপুর, পাইকপাড়া, তাজপুর ও মহব্বতপুরের কিয়দংশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছিল। সেদিনের সবচাইতে বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারী ঘটনা হলো যে পাঞ্জাবী নরাধমরা পাইকপাড়া নিবাসী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ রোস্তম আলীকে ধরে নিয়ে আসে। বয়সে তরুণ ও বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী যুবক রোস্তম তার পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তান ছিলেন। তাকে তারা কি বলেছিল এবং তিনি নিজে কি বলতে চেয়েছিলেন তা আজও জানা যায়নি। পাক সেনারা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার পর দেখা গেল রোস্তম আলী আর বাড়ী ফিরছে না।

তার উদ্বেগাকুল পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলে বিকেল বেলা দেখা গেল রোস্তমের তাজা লাশ লক্ষ্মীজল সাঁকোর ধারে কয়েক রাউন্ড গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাভাবতই আঁচ করা গেছে যে গাছ কেটে ব্যারিকেড নির্মাণের অভিযোগে রোস্তম দেশের জন্য ঐ এলাকার বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন। শহীদ রোস্তম কোনকালেই রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত করেননি।

হায়েনার দল যখন বেলা ১/২ টার দিকে শহরে ফিরে আসছিল তখন পথে জেলার প্রাচীনতম (১৯৩২ সন) হাইস্কুল চেরাডাঙ্গীপাড়ায় তারা সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ে। চেরাডাঙ্গী হলো উক্ত ইউনিয়নের বোর্ড কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র। বোর্ড কার্যালয় ভবনটি প্রধান মিলনায়তনসহ কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত ছিল।

এসব কক্ষে জেলার বৃহত্তম চেরাডাঙ্গী জেলার কার্যালয়, চেরাডাঙ্গী ডাকঘর, চেরাডাঙ্গী দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইউনিয়ন কনজুমার্স ষ্টোর্সের অফিসগুলো বিদ্যামান ছিল। এ ছাড়াও ঐ একই এলাকায় জেলার বৃহত্তম বেসরকারী ১৯৩২ সালে নির্মিত চেরাডাঙ্গী উচ্চবিদ্যালয়ের এক বিরাট হোষ্টেলসহ চেরাডাঙ্গী নবীন মজলিস ও পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি ক্লাবও রয়েছে। হানাদার বাহিনী প্রথমে চেরাডাঙ্গীতে ঢুকে বেদম এলোপাতাড়ি গুলি করে স্কুলের বিজ্ঞান ভবন ও অফিস ঘরটিতে ঢুকে পড়ে।

এর পরপরই নাকি একদল সেনা ছুটে আসে চেরাডাঙ্গীর বোর্ড কার্যালয়টিতে। প্রথমে ভালভাবে পেট্রোল ভবনটির বিভিন্ন কক্ষে ছিটিয়ে দেয় এবং একসঙ্গে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে প্রাচীনকালের এ বোর্ড ভবনটি দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে বোর্ড ভবনে রক্ষিত ইউনিয়নের ২২ হাজার অধিবাসীর যাবতীয় রেকর্ড ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র পুড়ে যায়।

বোর্ডের প্রায় ১৫ হাজার টাকার আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। চেরাডাঙ্গীর পশু মেলার একটি বিরাট লোহার সিন্দুকসহ চেয়ার টেবিল আলমারী এবং বিগত ২৫ বছরের সবরকম কাগজপত্র পুড়ে গেছে। চেরাডাঙ্গী ডাকঘরটিও সেখানে তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ওরা ডাক্তার মেরেছে'	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ওরা ডাক্তার মেরেছে

"শুধু শ্লোগান আর মিছিলের সংগ্রাম নয়। যত সত্বর পার ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল ফার্ষ্ট এইড স্কোয়াড তৈরী কর। ব্যাপক রক্তক্ষয়ের জন্য প্রস্তুত থাক।" ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ যখন বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন মানবতার সেবায় আত্মোৎস্বর্গকৃত নির্ভীক মহৎপ্রাণ সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশে গণহত্যার বর্বরোচিত ও নৃশংসতম উদাহরণ বিশ্বে তুলনাহীন। কয়েক মিনিটের ঘটনা কিন্তু কত ব্যাপ্ত, কত বিস্তৃত, কত মর্মান্তিক, কত দুর্ঘটনা, কত মর্মস্পর্শী দৃশ্য, কত পৈশাচিকতা ছিল এ হত্যাকাণ্ডে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশে গণহত্যার কাছে সবকিছু ম্লান হয়ে গেছে। এত বড় হত্যাকাণ্ড কোন ভাষায় লিখব, কেমন করে লিখব, কি লিখব, কে লিখতে পারবে? বাংলাদেশের এক কোটি পরিবারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হলে এক কোটি ইতিহাস লিখতে হবে। তা না হলে এ নৃশংসতার বহু অধ্যায় বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? না সম্ভব নয়। সুতরাং এ ইতিহাস অলিখিত থাকবে। এ ইতিহাস লেখা যায় না। এ ইতিহাস লেখা যাবে না। এখানে ঐতিহাসিক ব্যর্থ, এখানের ইতিহাস ব্যর্থ।

এ ব্যর্থ ইতিহাসে শহীদ ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদকে প্রকাশ করাও এক ব্যর্থ প্রয়াস। কেন তাকে হত্যা করা হলো? কেমন করে তাকে হত্যা করা হলো? সৌম্য দর্শন দেবতুল্য লোকটিকে পাক বর্বর পশুরা কি করে গুলী করলো? এতো মানুষকে হত্যা করা নয়, মানবতাকে হত্যা করা হয়েছে।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ নতুন এক কার্যক্রমের অবতারণা করলেন।। অসহযোগের ফলে অন্যান্যদের কাজ কমে গেলেও তাঁর নতুন আরও কাজ বেড়ে গেল। সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে তা তিনি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ছাত্রছাত্রী সেবক-সেবিকাদের ডেকে ফার্ষ্ট এইড স্কোয়াড গঠনে প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে অনেকগুলো প্যাকেট তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে মওজুত করে রাখলেন। তিনি যেন দেখতে পারছিলেন ঐ যে কয়েক গজ দূরে হানাদার বাহিনী তেড়ে আসছে, এতেই আঘাত করবে, এক্ষুনি ফার্ষ্ট এইডের প্রয়োজন হবে।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই নরপশুরা এসে বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে, অসংখ্যা লোককে হত্যা করেছে, অগণিত লোককে আহত করেছে আর শল্যবিদ সামসুদ্দিন আহমদ তড়িৎ গতিতে চিকিৎসা শুরু করেছেন। কিন্তু মানুষ শাসমুদ্দিনকে যখন হিংস্র দস্যুরা গুলী করেছে, গুলী করে ধরাশায়ী করেছে, হত্যা করেছে, তখন তাঁকে কেউ ফার্ষ্ট এইড দিতে আসেনি। কেউ দাফন করতে আসেনি। কারণ তিনিই ছিলেন শেষ মানুষ, তিনিই ছিলেন শেষ সেবক, তিনিই ছিলেন সে ইতিহাসের শেষ নায়ক।

১লা এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। সূর্য সারা প্রকৃতিকে ছেয়ে রেখেছে। রক্তিম রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। সিলেট শহর আবার শত্রুদের কবলিত। ২৫শে মার্চের কাল রাতের পর হতেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তখনকার ই, পি, আর, আনসার, মোজাহিদ, ইউওটিসি, ক্যাডেট, জেসিসি, ক্যাডেট, পুলিশ, ছাত্র ও যুবকরা

সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করে শত্রুদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। কয়েক দিনের ভেতরই সিলেট জেলায় তিন শত মাইল সীমান্ত এলাকা থেকে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা অথবা বিতাড়িত করে মার্চের মধ্যেই সমস্ত হবিগঞ্জ মহকুমা, মৌলভীবাজার মহকুমা ও সুনামগঞ্জ মহকুমা মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। ৩রা এপ্রিল মুক্তিপাগল বাঙ্গালী বীরেরা সিলেট শহর দখল করে নেয়। হানাদার বাহিনী শালুটিকর বিমানবন্দর ও সংলগ্ন জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপরই শুরু হয় বৃষ্টির মত পাক বাহিনীর বিমান হানা। সারা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীর ঝড়। শত শত আদম সন্তান রক্তাক্ত আহত হয়ে হাসপাতালের দারস্থ হয়। মানব সেবার প্রতীক প্রখ্যাত শল্যবিদ অধ্যাপক শামসুদ্দিন শাণিত ছুরি হাতে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে কাজে রত রয়েছেন। হাসপাতালে আলো নেই, পানি নেই, পথ্য নেই। তাতে কি, শামসুদ্দিন সাহেব আছেন। এক হাতে অস্ত্র চালনা, অন্য হাতে অন্যান্য সব কাজ। ৮ই মার্চ থেকে আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। পাক দস্যুরা স্থল ও বিমানবাহিনী নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমস্ত শহর তখন জনশূন্য। প্রাণপণ বাঁচাবার আদিম উগ্রতায় শহরবাসী চলেছে গ্রামের আশ্রয়ে- দুর্গত শহরের সাক্ষী ডাঃ শামসুদ্দিন আর তার রোগী।

ছাত্রদের প্রতি ডাঃ শামসুদ্দিন- ''আমরা প্রবীণ। আহত বাঙ্গালীদের সেবায় আমাদের থাকতে দাও। তোমরা নবীন যুবক, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ কর। এখান থেকে বর্বর পশুদের শিকার হয়ে কোন লাভ নেই।''

ডাক্তারদের প্রতি- ''কোথায় যাবেন আপনারা? আমরা ডাক্তার। রোগী ফেলে আহত মানুষ ফেলে আমরা তো কোথাও যেতে পারি না।''

সেই রক্তস্নাত ৯ই এপ্রিল। ইতিহাস থমকে গেছে। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ভঙ্গ করে জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অমান্য করে মারণাস্ত্রসহ কতকগুলো পাক নরঘাতক সিলেটে মেডিকেল কলেজ হাসপাতল ঘেরাও করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। শল্য প্রকোষ্ঠ। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গৌরবর্ণ সুদর্শন অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ অবিশ্রান্ত কর্মরত। ঝড়ের বেগে প্রকোষ্ঠে ঢুকে সংগীন উচিয়ে ক'টি পশু সেনা ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। হাসপাতালের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অশ্রুসিক্ত সবুজ ঘাসের শীষে দাঁড় করালো তাকে। তারপর। না, আমি সম্বিত হারিয়ে ফেলছি। কি লিখবো, কেমন করে লিখবো। লিখে কি হবে? লাভ কি? পৃথিবীর মানুষ কি বিশ্বাস করবে আমাকে? অবিশ্বাস্য ঘটনা কি বিশ্বাস করা যায়। না, অন্যের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে আমি লিখবো নাকি? আমি আমাকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। ভগবান যীশুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। হ্যাঁ, হাসপাতালের চিরাচরিত মানবিকতা পবিত্রতাকে বিদীর্ণ করে গুলী করা হলো। গুলী করা হলো ঋষি শামসুদ্দিনকে, মানুষ শামসুদ্দিন আহমদকে।

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে ডাঃ শামসুদ্দিন বলেছিলেন- ''হে সভ্য জগত, গণআন্দোলনকে দমন করতে গুলী করো না। তার বদলে ব্যবহার করো রাবারের বল বা বেগে চালিত পানি।''

এক-দুই করে তিনটি গুলী করা হলো তাঁকে। মৃত্যুহীন প্রাণ ক্ষণিকের ভিতর শেষ হয়ে গেল। প্রাণপ্রিয় দরদী শিক্ষককে অনুসরণ করল তরুণ অস্ত্রোপচারক ডাঃ শ্যামল কান্তি লালা, সহকারী সেবক মাহমাদুর রহমান, এ্যাম্বুলেন্স চালক কোরবান উল্লাহ। ক্লান্ত হলো নরপশুদের সামরিক ক্ষুধা।

ডাঃ শামসুদ্দিন ছিলেন মানবসেবার ইতিহাসে এক বিরল আদর্শ। কি সম্মোহনী শক্তি তাঁর ছিল জানি না। ছাত্রবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নম্রভাষী। তাঁর কাজই কথা বলত। বিভাগ-পূর্ব ভারতে তিনি ছিলেন আসাম মুসলিম ষ্টুডেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রনেতাদের অন্যতম।

সেবাই ছিল অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদের প্রধান ও প্রথম ধর্ম। তাই সেবা করতেই তিনি জীবন বিলিয়ে দিলেন। আজীবন সেবাধর্মী ডাঃ শামসুদ্দিন ছিলেন গঠনমূলক কাজে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ। তরুণ ডাক্তার হিসাবেই তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। অফুরন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ডাঃ শামসুদ্দিন মেডিক্যাল সার্ভিস এসোসিয়েশনের মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তিনি বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন
পাকিস্তান
এ্যাম্বুলেন্স কোর।

‘‘আমার যেটুক সাধ্য করিব তা আমি।’’

১৯৬৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জালালাবাদ অন্ধ-কল্যাণ সমিতি। ‘‘অন্ধজনে দেহ আলো’’ এ মূল মন্ত্র নিয়ে এ সমিতির উদ্যোগে সিলেট, মৌলভীবাজার, শ্রীমংগল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে এ পর্যন্ত ১৪টি অন্ধ চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে কয়েক হাজার রোগীকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বিস্তৃত।

ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদের আর একটি কীর্তি হলো সিলেট যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি। এর মাধ্যমে বহু দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগীকে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগ নিরোধ কেন্দ্র। বহু লোকও এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ওরা সাংবাদিক মেরেছে’	‘বাংলাদেশে গণহত্যা’ বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ওরা সাংবাদিক মেরেছে

নিজামুদ্দীন আহমেদ সাংবাদিক জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। এই নামটির সাথেই সম্পর্ক ছিল বিপিআই; বিবিসি; এপিএ, ইউপি, আই’র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা চূড়ান্তরূপ নেয়ার প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের (বি, বি, সি) অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে যেসব সাংবাদিকের পাঠানো সংবাদ শুনতে বহু উদগ্রীব হয়ে থাকতেন তাদের মধ্যে নিজামুদ্দীন আহমেদ অন্যতম। এখানে বি, বি, সি’র সংবাদ ঘোষকদের কণ্ঠ থেকে খবর ভেসে আসে নিয়মিত প্রতিদিন, কিন্তু শোনা যায় না একটি ঘোষণা ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা নিজামুদ্দীন আহমেদ খবর পাঠিয়েছেন। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতো তাঁর পাঠানো সংবাদ শোনার জন্যে, আর অবাক হয়ে ভাবতো কি দুরন্ত সাহস লোকটার। সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে কেমন করে তিনি সেদিন পাঠিয়েছেন খবরের পর খবর- বাংলাদেশে পাক বর্বর বাহিনীর হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলার খবর পাঠিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্ব মানবতাকে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের এক একটি দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন বাংলাদেশের মানুষকে। আলবদর তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ১২ই ডিসেম্বর দুপুর দুটোয় তাঁর একান্ত প্রিয়জনের মাঝ থেকে। সে দিন তাঁর প্রিয়জন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ১১ বজরের মেয়ে শিল্পী, ৯ বছরের রিমি আর ছোট্ট বাপ্পি অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল তাদের প্রিয়জনকে খাবার টেবিল থেকে নিয়ে যাচ্ছে দস্যুরা। ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলোর আকুল আর্তনাদেও নরপিশাচদের মন এতটুকু টলেনি।

তাকে নিয়ে যাবার পর ছোট্ট শিল্পী, রিমি, বাপ্পি তাদের বাবার ফিরে আসার অধীরতর অপেক্ষায় কাল কাটিয়েছে, মিসেস আহমেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন বারবার কিন্তু সব কিছুই নিস্ফল।

বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁর সৎসাহসের জন্য প্রশংসা জানাতে। তাঁর নির্ভীকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু নিজামুদ্দীন আহমেদ আর ফিরে আসেননি তাঁর প্রিয়জনের মাঝে।

সাংবাদিক জগতে নিজামুদ্দীন আহমেদের পরিচিতি দীর্ঘদিনের। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি জড়িয়ে পড়েন এই পেশায় এবং সে সময়ই তিনি ‘সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, ‘দৈনিক মিল্লাত’ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

এরপর তিনি তদানীন্তন পিপিআই’র প্রথম ও একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন ১৯৫৮ সালে। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানকে তিনিই সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে তোলেন এবং ১৯৬৪ সালে এর সম্পাদক হন। নিখোঁজ হবার দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী কর্মকর্তা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যোগেশ বাবুর হত্যা-কাহিনী	‘বাংলাদেশে গণহত্যা’ বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

কেউ ভাবতে পারেননি যে যোগেশ বাবুকে এভাবে হত্যা করা হবে

শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ। একটি নাম। একটি ইতিহাস। দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি প্রাণ। তাঁর জীবনের একমাত্র ছিল ‘সাধনা ঔষধালয়’। যে ঔষধালয়ের বাংলাদেশ ছাড়াও সমগ্র বিশ্বজোড়া রয়েছে খ্যাতি। এমনি নব নব সৃষ্টির মাঝেই যোগেশ বাবু বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই বাঁচতে পারেননি। বর্বর খান সেনাদের হাতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হলো। নরপিশাচদের হাতে অবসান হলো একটি অমূল্য জীবনের।

সহকর্মীদের সবাই সেই কালরাত্রিতে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল। প্রাণের মায়ায় পালাতে বাধ্য হয়েছিল তারা। শুধু যোগেশ বাবুর পোষা প্রিয় বানরটা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। প্রভূর সমূহ বিপদের আশংকায় সেদিন বনের পশুটি পর্যন্ত চীৎকার দিয়ে ঘোষণা করেছিল বিপদ বার্তা। কিন্তু যোগেশ বাবু তেমনি রইলেন। পালানোর সামান্যতম চেষ্টাও করেননি তিনি। বিপদের আশঙ্কায় তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আকস্মিক ভয়াবহ মৃত্যুর কথা বোধ হয় ভাবতে পারেননি।

পঁচিশে মার্চ। ভয়াল বীভৎস রাত। এই দিন বাংলার বুকে নরপশু খান সেনারা যে হত্যালীলা চালিয়েছিল তার করুণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় কালো কালিতে বাঁধা থাকবে। রাজধানীর ঢাকার সমস্ত শহরটা ভয়ে প্রকম্পিত। গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে নগরবাসী। সবাই পালাচ্ছেন- দূরে অনেক দূরে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। বর্বরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রত্যাশা প্রত্যেকের।

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার অনেকেই এরই মধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সমস্ত এলাকার মাঝে শুধু একটি মাত্র বাড়ীই যেন একমাত্র প্রহরী। স্তব্ধ, নিঃঝুম পরিবেশ। বিরাট এলাকা জুড়ে একটা কারখানা সাধনা ঔষধালয়। সমস্ত বাড়ীটার প্রহরী যোগেশ বাবু। কারখানার নির্জন প্রকোষ্ঠে তিনি কাটিয়েছেন জীবনের সুদীর্ঘকাল। তাঁর একমাত্র সাধনাস্থল এই কারখানা। নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী ছিল কারখানার শ্রমিকরা। দিন শেষে পড়ন্ত বেলায় শ্রমিকরা সবাই যখন একে একে চলে যেত, তখন রামপাল আর সুরুজ ছিল তাঁর একমাত্র সাথী।

রামপাল ও সুরুজ কারখানার দারোয়ান। তারা দীর্ঘ সতের বছর ধরে বাবুর সাথে কাটিয়েছে। পঁচিশে মার্চের পর সবাই যখন একে একে চলে গেল- তখনও ওরা বাবুকে ছেড়ে যায়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওরা তাঁর কাছে ছিল। রাত দুপুরে বাবু যখন উন্মনা হয়ে উঠতেন- তখন ওরাই ছিল তাঁর একমাত্র সাথী- নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘদিনের সহচর।

আলাপ করছিলাম দারোয়ান দু’জনের সাথে। তখন সূর্যদেব সবে বিদায়ের তোড়জোড় করেছেন। আধো আলো আধো আঁধারের এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসে কথা হচ্ছিল আমাদের।

পঁচিশে মার্চের পরের ঘটনা। সম্ভবতঃ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অথবা মাঝের শেষের দিক। সেই দুর্যোগ রাতের সঠিক তারিখ আজ নাকি ওদের কারো মনে নেই। স্মরণ নেই সেই ভয়াবহ তারিখের কথা।

নিস্তব্ধ নগরী। রাত নিঃঝুম। সাধনা ঔষধালয়ের গেটে প্রহরারত দারোয়ান। রামপাল, ইউসুফ মিস্ত্রি, ভূমিসিংহ, সুরুজ সেই ভয়াল রাতের প্রহরী। সেই থমথমে পরিবেশে হঠাৎ একটি মিলিটারী জীপ এসে থামলো। তখন রাত দুপুর। পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক গাড়ী থেকে নামলো। তাদের সবার হাতে ভারী অস্ত্র। একে একে গেটের তালাগুলো আঘাতে ভেঙ্গে ফেললো ওরা। তারপর কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছুড়লো। দোতলায় যোগেশ বাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সুরুজ পাহারাদারও সন্ত্রস্ত। বর্বরদের বিরুদ্ধে তার বন্দুকটা গর্জন করে উঠলো। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলী ছুড়লো সে এলোপাতাড়ি। জল্লাদ খান সেনাদের উদ্যত রাইফেল গর্জিয়ে উঠল। গুলীর মুহুর্মুহু আওয়াজে রাতে নিস্তব্ধতা যেন ভঙ্গ হলো, সারা এলাকাটা যেন কেঁপে উঠল। উভয় পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ হলো গুলী বিনিময়। সে রাতে খান সেনারা সুবিধা করতে পারলো না। সামান্য একজন অস্ত্রশিক্ষণীয় বাঙ্গালী পাহারাদারের কাছে পরাজিত হলো খান সেনারা। কি যেন ভেবে তারা পালিয়ে গেল।

বাঙ্গালী বীর সুরুজ সেই স্মরণীয় রাতেই বাবুকে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বলেছিল। বাবু তখনও তার কথায় কর্ণপাত করেননি। ভেবেছিলেন হয়তো মরতে যদি হয়, জন্মভূমিতেই মরবো।

পরদিন সকাল। রাতের সেই ভয়াবহ ঘটনা তখনো চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। সন্ত্রস্ত যোগেশ বাবু ও তাঁর ভীত সহকর্মীরা ঘটনাস্থল দেখতে নিচে নেমে এলেন। সকাল তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। যোগেশ বাবু নিচে নেমেছেন, সবে গত রাতে খান সেনারা যে ধ্বংসের স্বাক্ষর রেখে গেছে তা অবলোকন করছেন। এমনি সময়ে তিনটি মিলিটারী জীপ কারখানার সামনে এসে থামল। গাড়ীগুলো ভর্তি সশস্ত্র সৈনিক। খান সেনা বর্বরদের সাত-সকালে আগমনে বাবু আরো ভীত হয়ে উঠলেন। এক অজানা আশঙ্কায় মনটা যেন দমে গেল তাঁর। যদিও তিনি নাকি কখনো মৃত্যুকে ভয় করেন না। তাঁর সঙ্গী সাথী (সহকর্মীরাও) কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তারাও। জল্লাদ খান সেনারা নিচে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করাল। বর্বরদের কয়েকজন যোগেশ বাবুকে নিয়ে উপরে গেল। উদ্যত রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ সেদিন কি বলেছিলেন কেউ জানতে পারেনি।

এদিকে নিচে সবাই ভাবল এই হয়তো সময়। মোক্ষম সুযোগ। প্রথমে একটি বাড়ীতে সুযোগ বুঝে পালাল ওরা। হয়তো বর্বরদের চোখে পড়েনি। তাই সেদিন তারা কয়েকজন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু একজন বাঁচতে পারলেন না। যিনি ভালবাসতেন এদেশকে। এদেশের মাটিকে। দেশের জনগণকে। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ নিহত হলেন বর্বরদের নিষ্ঠুর সঙ্গীনের খোঁচায়। জল্লাদরা তাদের হিংস্র বেয়নেটের আঘাতে একটা অনন্য জীবনের অবসান এনে দিল।

সাথীরা সেদিন সবাই প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল সত্যি। কিন্তু ফিরে এসে তাদের মনিবকে পায়নি তারা আর। পরে বর্বর খান সেনারা চলে গেলে অনেকে এসছিল। এসেছিল সহকর্মীরা। পাড়া-পড়শীরা। তাদের প্রাণপ্রিয় যোগেশ বাবুকে একবার দেখতে। না, শ্রদ্ধাভাজন যোগেশ বাবুকে তারা আর দেখতে পারেনি। ওরা যখন দেখতে এসেছে ডোমেরা তখন যোগেশ বাবুর লাশ নিতে এসেছে।

অবশেষে তাঁর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হলো রান্নাঘরের মেঝেতে। উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। বুকে তাঁর সঙ্গীনের ক্ষত চিহ্ন। রক্ত ঝরার ধারা ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। শুকনো কালো রক্তের মাঝে তিনি পড়ে আছেন। বর্বরা তাঁকে শুধু হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাবুর সারা জীবনের অর্জিত সকল ধন-সম্পদ নিয়ে গেছে লুণ্ঠন করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইত্তেফাকের সাংবাদিকের লেখায় ২৫শে মার্চ রাতের সামরিক হামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই
বেঁচে থাকাটাই পরম বিস্ময়

মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বেঁচে থাকাই পরম বিস্ময়। কথাটা যে কে বলেছিলেন, ঠিক এ মুহূর্তে আমি তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে কথাটা যে অসত্য বা অতিরঞ্জিত কিছু নয় নিজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। আর না করেই বা উপায় কি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যাওয়া সে যে কত বড় বিস্ময় তা অনুমানের পর অনুভূতির ব্যাপার, সে বিভীষিকাময় স্মৃতি যখন মনে করি, তখন প্রকৃতই নিজেকে নিজের জিজ্ঞেস করতে প্রবৃত্তি হয়, আমি বেঁচে আছি তো।

এর জবাব দেবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ঙ্কর রাতে। যে রাতে আমরা আটটি প্রাণী প্রাণান্তকর অবস্থার ভিতর দিয়ে অনুভব করেছি প্রতিপক্ষের মৃত্যুযন্ত্রণা। লক্ষ্য করেছি একদল মানুষ জন্তুর হু-হুংকার। আর শ্মশানের শেষ প্রান্ত চরদের মানুষের জীবন নিয়ে কানামাছি খেলার নিদারুণ উপহাস।

দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকীয় বিভাগের একজন সদস্য হিসাবে সাধারণতঃ রাতের বেলায় অফিসে থাকার কথা আমার ছিল না। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। আড্ডা মেরে যার অভ্যাস, সকাল সকাল সে বাসায় ফিরে কেমন করে। সকাল দশটার দিকে অফিসে আসতেই এডিটর সাব ডেকে বললেন, শেষ পরিণতি মোটামুটি ভালর দিকেই মনে হচ্ছে। আপনাকে একটা এডিটরিয়াল লিখতে হবে।

এডিটরিয়ালটার বক্তব্য বিষয় হবে মোটামুটি এরকম। সাড়ে বারটার মধ্যেই আমার লেখা শেষ হয়ে গেল। গেলাম প্রেসক্লাবে এবং তারপর সেখান থেকে সবুজ শ্যামল ছাওয়া রমনা পার্কের পূর্বদিকস্থ সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবনের (গণভবন) কাছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ভবনের পশ্চিম দিকের ফুটপাতের উপর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় শুধু পুলিশ আর পুলিশ এবং সে সাথে উর্দি পরা ও সাদা পোশাক পরিহিত সামরিক সেনারা। এদের গর্হিত পদক্ষেপ আর শ্যেনদৃষ্টি কালা পাহাড়ের চিত্তকেও ভীতিবিহ্বল করে তোলে। সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়ানো তাই স্বস্তিকর বোধ হলো না। ফিরে এলাম প্রেসক্লাবে। কথাবার্তা এবং বাতাসে ভেসে আশা গন্ধে যেন অনুভব করলাম একটা দ্রুত পরিবর্তনের সুর। প্রভাত সূর্য যে আশা ও সম্ভবনার বাণী নিয়ে উদিত হয়েছিল, পড়ন্ত বেলায় যেন তা রাহুগ্রস্ত প্রায়। এ অবস্থায় বাসায় ফিরব মনে করে পথে নামতেই সিরাজ ভাই (শহীদ) ডেকে বললেন ''মিলন, চল অফিসে যেতে হবে।'' কেন জিজ্ঞেস না করেই রিকশায় তার পাশে যেয়ে বসলাম। তিনি বলতে লাগলেন, ''সবকিছু উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ভীষণ পরিণতির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।'' এমনি বেশী কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, তদুপরি বক্তব্যটির কোন সুদত্তর খুঁজে পেলাম না। পুনর্বার যখন অফিসে ফিরে এলাম রাত তখন ন'টা। তাড়াতাড়ি প্রেস থেকে এডিটরিয়ালটা আনিয়ে আপাদমস্তক সংশোধন করলাম। তখন কে জানতো কাল প্রভাতে কেন কোন দিনই এ সম্পদকীয় আর আলোর মুখ দেখবে না। রাত দশটার দিকে সিরাজ ভাইকে বললাম, 'ভাব-সাব ভারী খারাপ মনে হচ্ছে, চলুন বাসায় ফিরে যাই।'' তিনি জবাব দিলেন, ''কেমন করে যাব, কাগজ বের করতে হবে না?'' প্রত্যুত্তরে আমি আর কিছু বলা সমীচীন বোধ করলাম না। জানতাম ইত্তেফাক সিরাজ ভাইর প্রাণ, সিরাজ ভাইর ধমনীতে এর স্রোত প্রবাহিত, সুতরাং বলে-কয়ে লাভ নেই। আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি বললেন, 'তুই বরং চলে যা।' কিন্তু আমার জানি কেন অফিস ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কি ঘটে না ঘটে তা দেখার ও

জানার কৌতূহলে পেয়ে বসেছিল আমাকে। তবু রাত এগারোটার দিকে আমি, আমির হোসেন আর নজরুল অফিসের পিকআপ কারে রওয়ানা হলাম মগবাজারের দিকে। কিন্তু যাওয়া আর হলো না। তদানীন্তন, গভর্নমেন্ট হাউস (বঙ্গভবন) এর কাছাকাছি যেয়ে থেমে গেল পিকআপের চাকা। প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে ইট, কাঠ, লোহা-লক্কড়ের বেরিকেড। দশ হাত অন্তর সমস্ত পথ জুড়ে এ অবস্থা। আর ইতঃস্তত চঞ্চল চরণের ভিড়। কারো হাতে লোহার ডান্ডা, কারো বা বাঁশের লাঠি। এ ডান্ডা আর লাঠি দিয়েই মানুষ জঙ্গীশাহীর দানবদের রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনে মনে ভাবলাম এ কি সম্ভব? আধুনিক মারণাস্ত্রের সম্মুখে লাঠি সম্বল করে তিষ্টে থাকা কি অকল্পনীয় নয়? তবু মনে মনে আনন্দিত হলাম এ ভেবে যে, সত্যি বাঙ্গালী আজ জেগেছে।

সেখান থেকে গাড়ী ঘুরিয়ে আমি ফিরে এলাম অফিসে কিন্তু আমির হোসেন আর নজরুল ফিরলেন না। শ্রীচরণ ভরসা করে তারা চলে গেলেন যে যার গন্তব্যস্থলে। অফিসে ফিরে সিরাজ ভাইর নিচের তলার ঘরটিতে যেয়ে দেখি ঘর শূন্য। তিনি চলে গেছেন উপরে বার্তা বিভাগীয় কক্ষে। সেখানে তখন অস্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই কলম তুলে বসে আছেন। দলে দলে লোক আসছে-যাচ্ছে, বেশীর ভাগই তরুণ। তাদের চোখে মুখে ভীতি মিশ্রিত জিজ্ঞাসা। খবর পেলাম মহাখালীর দিকে নাকি মিলিটারী এগিয়ে যাচ্ছে। আর একজন তরুণ প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে এসে বললেন, এই মাত্র খবর পেলাম, মিলিটারী ইকবাল হল ঘিরে ফেলেছে। সেখানে গোলাগুলি চলছে। আপনারা কিছু জানেন কি? আমরা তাদের মতই উড়া খবরের কথা বললাম। সিরাজ ভাই তাদের যার যার ঘরে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। মুহুর্মুহু টেলিফোন আর সংবাদ সংগ্রহেচ্ছুক লোকজনের আগমনে ইত্তেফাক অফিস চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে মাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য, রাত বারোটা বাজতেই বহির্জগতের সাথে আমরা সম্পূর্ণ যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম। এতক্ষণ যে টেলিপ্রিন্টারের শব্দ হচ্ছিল তা স্তব্ধ হয়ে পড়ল, ছিন্ন করে দেওয়া হলো টেফিফোন যোগাযোগ।

আমরা তখন আটটি প্রাণী অপেক্ষা করছি চরম মুহূর্তের জন্য। রাত গভীর হতে শুরু করল। আর সে গভীরতার সাথে পাল্লা দিয়ে নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল মেশিনগানের কর্ণবিদারী শো-শো গর্জন, অসহায় মানুষের প্রাণফাটা আর্তনাদ, মাতা, ভগ্নি, জায়ার সকরুণ বিলাপ ধ্বনি। ঢাকার বুকে শুরু হল নারকীয় তাণ্ডবের উন্মত্ত লীলা। এরই মধ্যে আমরা নীচের ক্যান্টিন থেকে এক টিন টোষ্ট বিস্কুট আর অফিস পিয়ন আমিরের দোকান থেকে আনিয়ে নিলাম কয়েক প্যাকেট সিগারেট। মৃত্যু যতক্ষণ না তার হিমশীতল বক্ষে টেনে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা কিছু খেতে হবে। এমনি প্রাণান্তকর উৎকণ্ঠা আর মেশিনগান ও ষ্টেনগানের গর্জনের ভেতর দিয়ে রাত শেষ হয়ে এল। আবছা অন্ধকারে ঢাকা রাজধানীর রাজপথের চেহারাটা দেখার জন্য সিরাজ ভাই আর রেজা ভাই যেয়ে দাঁড়ালেন ইত্তেফাক অফিসের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দ্বিতলের জানালার পাশে।

প্রভাত রজনীর অবস্থা অন্ধকারের অবগুঠনে ঢাকা সাবেক গভর্নমেন্ট হাউসের দিক থেকে তখন ছুটে আসছে একটি সামরিক জীপ। সিরাজ ভাই আর রেজা ভাই ভাবলেন, জীপটা বোধ করি ইত্তেফাকের মোড় দিয়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু নিমিষে তাদের সে ধারণা টুটে গেল। সম্বিত ফিরে পেতে দেখলেন সিরাজ ভাই দ্বিতলে মেঝেতে পড়ে গেছেন। আর তারই পাশে রক্তাক্ত দেহ শামছু, আমাদের কেন্টিন বয়। মেশিনগানের শিশার বুলেট ডান কানের নীচে দিয়ে গণ্ডদেশ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু জীবন তখনও স্পন্দনহীন হয়ে পড়েনি। কে যাবে ডাক্তার ডাকতে? কোন ডাক্তার আসবে এ সময়। আমরা কয়টি প্রাণী অশ্রুহীন অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলাম নিরপরাধ শামছুর মৃত্যু।

কিন্তু এখানে রুদ্ধবাক বিস্ময়ের শেষ নয়। একজন ছুটে এসে বললেন নীচে আমাদের গেইটের সামনে একটি প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে এক সময় আমরা অজ্ঞাত পরিচয় সে ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে এলাম অফিসের আঙ্গিনায়। সে একজন হকার। তার পকেটে তখন আশিটি টাকা, হাতে হাতঘড়ি, আর একটা সাইকেল। কে জানে এই আশিটা টাকাই তার পরিবার-পরিজনের অন্নবস্ত্র সংগ্রহের মূলধন কিনা।

বেলা অনুমান ১০টার দিকে (২৬শে মার্চ) অনেক কষ্টে এ বাড়ীর ও বাড়ীর উপর দিয়ে সামছুর মৃতদেহ পাঠানো হলো গোপীবাগ মসজিদে। কিন্তু নাম না জানা হকার ভাইটির মৃতদেহ পাঠানো সম্ভব হল না।

শামছুর মরদেহ মসজিদে অপসারণের পর আমরা আবার বার্তা বিভাগের কক্ষে যেয়ে আশ্রয় নিলাম। জীবানানুভূতি বলতে যা বুঝায় কিছুই তখন নেই। সিরাজ ভাই তখন শুধু মাঝে মাঝে আক্ষেপ করছেন, 'হায়' বাচ্চাকাচ্চাদের দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। সাড়ে দশটার দিকে একটি বিশেষ শব্দে আমরা চমকিত হয়ে উঠলাম। রেজা ভাই বললেনঃ "এটা ট্যাঙ্কের শব্দ।" পূর্ব দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম-হ্যাঁ তাই। তিনটি ট্যাঙ্ক মতিঝিল রোড হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যস্থল সম্ভবতঃ রাজারবাগ। সেখানে কি হত্যাযজ্ঞ চলছে? হানাদার পশুর দল কোন কোন এলাকাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে কিছুই তার জানার বা বুঝার উপায় নেই। শুধু অভিসার সিনেমা হল আর গোপীবাগের মোড়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষজন ভর্তি ডজন ডজন সামরিক যানের ভীড়। দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে অভিসার সিনেমা হলের দিকে তাকাতে নজরে পড়ল তিন চারটি পশু সিনেমা হলের পশ্চিম দিকের একটি প্রাচীর ঘেরা বাসার প্রাচীরের ওপর উঠে ভেতরে মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করছে। রেজা ভাই সাবধান করে বললেন, খবরদার কেউ বাইরে তাকাবে না। বাইরে থেকে দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। রক্ষা প্রকৃতই ছিল না। কারণ লক্ষ্য করেছিলাম রাজপথে কোন বেরিকেড কিংবা কাক পাখীর চিহ্ন না থাকলেও কতক্ষণ পর পরই মেশিনগান থেকে ইত্তেফাকের উপর গুলী বর্ষণ করা হচ্ছিল। এ যেন নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের উপর জাত-ক্রোধ মেটানো। মেশিন গানের গুলীর চোটে ইত্তেফাকের পশ্চিম দিকের জানালার শার্শী ঝন-ঝন করে ছিটিয়ে পড়ছিল। আর সে সাথে আমরা ক'জন কখনও আশ্রয় নিচ্ছিলাম টেবিলের তলায়, আবার কখনও বা আলমারী-টালমারীর তলায়।

জীবন মৃত্যুর এ লুকোচুরি খেলায় জঠর জ্বালার কথা স্বভাবতই মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু মনে করিয়ে দিলেন প্রেসের কয়েকজন কর্মী বন্ধু। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে তারা বললেন পাশের বাসা থেকে কিছু ভাত আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। কে জানে আরও কতকাল এমনিভাবে থাকতে হবে। আপনারাও দুমুঠো খেয়ে নিন। কিছুক্ষণ পর উক্ত কর্মী বন্ধুটি একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে করে ভাত দিয়ে গেলেন তরকারী আনতে। কিন্তু সে যাওয়াই তার শেষ যাওয়া হল। তিনি আর তরকারি নিয়ে ফিরে আসতে পারলেন না। নীচে থেকে ভেসে আসল সুপারী ঠুকলে যে বিশেষ ধরণের শব্দ হয় তেমনি শব্দ। পরে বুঝেছি সে শব্দটা আর কিছুই নয়, তালা ভাঙ্গার শব্দ। সে শব্দ শেষ না হতেই আবার ভেসে আসল সেই পরিচিত আওয়াজ। দেখলাম একটা ট্যাঙ্ক এসেছে। দাঁড়িয়েছে ইত্তেফাক অফিসের পশ্চিম দিকের মোড়ে। তারপর আর দেখতে হল না। বিকট এক বোমার আওয়াজের সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে উঠল ইত্তেফাক ভবন। মাটির পুতুলের মত ঝরে পড়ল টেলিফোন একচেঞ্জ কক্ষটি। আমরা উন্মাদের মত লুটিয়ে পড়লাম মেঝেতে। এ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। মনে হল রেজা ভাইর হাঁক ডাকে, চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, দেখতো ধুয়া দেখা যাচ্ছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে একজন পশ্চিম দিকে সরে এসে তাকালেন নীচে এবং জানালেন মেশিন ঘরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অন্যের মনে তখন কি ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা অন্তর্যামী জানেন। তবে আমার মনে কেন জানি অপার্থিব একটা ভরসা এসে দানা বেঁধেছিল। মনে হচ্ছিল, নিশ্চয় বাঁচব। ওরা আমাকে মারতে পারবে না। মুহূর্তে আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম, স্থির করলাম, যেমন করে হোক প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে?

বার্তা বিভাগ ও হিসাব রক্ষা বিভাগের মাঝখানে একটা ছয়-সাত ফুট উঁচু পার্টিশান ওয়াল। স্থির হল, পার্টিশানটা ডিঙ্গিয়ে হিসাব রক্ষা বিভাগে প্রবেশ করতে হবে। তারপর সেখানে লিফটের জন্য সংরক্ষিত গর্ত পথে নামতে হবে দেড় তলায় অবস্থিত জব সেকশনে। এবং জব সেকশন থেকে পেছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে পাশের বাড়ীতে। আমার জানি তখন কেমন মনে হল যে, স্যাণ্ডেল পায়ে এভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডেলগুলো বার্তা বিভাগে রেখে দিয়ে একে একে আমরা গেলাম হিসাব রক্ষা বিভাগে।

আগুনের লেলিহান শিখার তাপ তখন আমাদের গায়ে এসে লাগছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। হিসাব রক্ষা বিভাগে এসে আমি আর ইয়াহিয়া বখত লিফটের গর্ত দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম নীচে। কিন্তু বিধি বাম। জব সেকশনের দরজা জানালা বন্ধ। প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি করেও যখন খোলা সম্ভব হল না আবার দেয়াল বেয়ে সেই গর্ত পথে উঠে এলাম হিসাব রক্ষা বিভাগে। আজ ভাবি কেমন করে এটা সম্ভব হয়েছে? এখন কি আমার দ্বারা সম্ভব !

পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আমাদের সামনে রইল দুইটি বিকল্প, এক আগুনে আত্মাহূতি দান এবং দুই, জীবন বাজী রেখে ভেতরের সিঁড়ি পথে পালানোর চেষ্টা। উঁকি মেরে দেখলাম, মেশিনগান হাতে দুইটি মানুষ জন্তু সাক্ষাৎ যমদূতের মত ইত্তেফাকের সামনের দিকের ছোট্ট খোলা আঙ্গিনায় পায়চারী করছে। তবু কি আর করা যায় । হামাগুড়ি দিয়ে আমরা আটজন হিসাব রক্ষা বিভাগ থেকে আসলাম ঢাকা টাইমস-এর অফিসে এবং তারপর সেখান থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে নামলাম নীচে। সদ্য আমদানীকৃত ইত্তেফাকের মেশিন ঘর থেকে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে অস্থায়ী ঘরগুলোর মেশিন ঘরে। তারই ভেতর দিয়ে প্রায় উন্মাদের মত আমরা ছুটে গেলাম দেওয়ালের দিকে। তারপর সে ছ'ফুট দেয়াল পলকে অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম পাশের বাড়ীতে। দেখলাম, প্রেসের কর্মী ভাইয়েরা আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশের বাড়ীর ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো তখন প্রাণফাটা চীৎকার করছে। গৃহকর্তা পশ্চিমের ঘরটার বাঁশের বেড়া খুলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কারণ, আগুন তখন ইত্তেফাক অফিসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

ঠিক মনে নেই কে একজন যেন বললেন, আপনারা এখান থেকে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ওদিকে চলে যান। বুঝলাম, ইত্তেফাকের কর্মী ও সাংবাদিক আমরা, তাই এত ভয় তারপর আবার শুরু হল দেয়াল টপকানোর পালা। একের পর এক দেয়াল টপকিয়ে আমরা চারজন এলাম পূর্বদিকে আর অবশিষ্ট চারজন চলে গেল অন্যদিকে। সিরাজ ভাই হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। আমার ডাক পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে তখন অঝোর ধারায় রক্তপাত হচ্ছে। ইত্তেফাকের তদানীন্তন ড্রাইভার করিম আমাদের দেখতে পেয়ে তার সাথে আরও কিছুটা নিয়ে গেলো। রেজা ভাই বললেন, ব্রাþণ চিরণের কাছে আমার ছোট ভাই বেণু থাকে। সেখানে যেতে পারলে রাতটা কাটানো যাবে। বলা বাহুল্য, তখন ২৬ শে মার্চের সন্ধ্যা।

সব পথ আমাদের জানা ছিল না, করিম এগিয়ে এলো সাহায্যার্থে। এ বাড়ী ও বাড়ী এ গলি ও গলির ভেতর দিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম গোপীবাগের পূর্বদিকস্থ রেল লাইনের ধারে। দূর থেকে তখন ভেসে আসছে মুহুর্মুহু মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ। রেল ষ্টেশনের নির্মাণাধীন ওভার ব্রীজের উপর দণ্ডায়মান জল্লাদ ইয়াহিয়ার মানুষ জন্তুর বাহিনীর দুজন রোজ গার্ডেনের দিকে অবিরাম গুলী ছুড়ছে। ঝন ঝন করে উঠছে টিনের ঘরগুলো। তারই ভিতর দিয়ে ময়লা ও বিষ্টায় সংকীর্ণ রেল লাইনের ঢালু দিয়ে রাতের আবছা আঁধারে আমরা হামাগুড়ি দিতে দিতে যেয়ে উঠলাম ব্রাþণ চিরণের বেনু সাবের রাস্তায়। রাতে ঘুম হল না। এদিকে গুলীর আওয়াজ, মানুষের আর্তচীৎকারে আর অন্যদিকে বাসার চিন্তা। ২৭ তারিখে আটটায় ঢাকা বেতার থেকে ঘোষিত হল ‘‘সকাল সাতটা থেকে সান্ধ্যআইন তুলে নেওয়া হয়েছে।’’

আমরা বেরিয়ে এলাম। চলে গেলাম যে যার বাসার দিকে। সেদিনই সিরাজ ভাইর সাথে আবার দেখা করেছি। দেখতে এসেছি ইত্তেফাক-এর ধ্বংসস্তূপ আর বিধ্বস্ত নগরীর অবস্থা। পথে পথে লক্ষ্য করেছি-শত শত নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মৃতদেহ। সিরাজ ভাইর বড় আশা ছিল তার নোট বইয়ে তুলে রাখা এসব ঘটনা তিনি একদিন না একদিন ব্যক্ত করবেন। কিন্তু কে জানত সে আশা তার পূর্ণ হবার নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পাক বাহিনীর হামলার বিবরণ	‘বাংলাদেশে গণহত্যা’ বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

হানাদারদের ঘাঁটি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ

\ অধ্যাপক গোলাম জিলানী নজরে মোরশেদ \

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজেও কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে ছাত্রদের পদভারে কলেজ আজ সরগরম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা বর্বর পাক বাহিনী তাচ্ছিল্যভাবে নষ্ট করে দিয়েছিল তা এক এক করে জোগাড় করা হচ্ছে। কলেজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিরলস চেষ্টা চলছে। সবই একদিন হয়ত হবে। আর সব অভাবই হয়ত একদিন পূরণ হবে। কিন্তু পূরণ হবে না কয়েকটি নিবেদিত প্রাণের অভাব, এরা ফিরে আসবেন না। এরা হচ্ছেন অধ্যাপক লেঃ কর্নেল মনজুরুর রহমান, অধ্যাপক হালিম খান, মালি আবদুস সাত্তার, চৌকিদার গাজী ও চৌকিদার সইজদ্দীন।

এদের মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী বলতে গেলে আরও একটু গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। ২৫ তারিখের রাতে ঢাকার বুকে ইয়াহিয়ার সৈন্য বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর যখন ঝিনাইদহ পৌঁছল তখন ঝিনাইদহের জনসাধারণের সাথে সাথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মচারীরাও দেশের জন্য সংগ্রাম করার বলিষ্ঠ শপথ নিল। সেই সময় বর্তমান প্রবন্ধকার, অধ্যাপক আবদুল হালিম খান (মরহুম) ও অধ্যাপক শফিকুল্লার (বর্তমানে ক্যাপ্টেন), নেতৃত্বে ক্যাডেট কলেজ প্রতিরক্ষা দল গড়ে তোলা হলো এবং ঝিনাইদহের সে সময়কার এস, ডি, পি, ও জনাব মাহবুব উদ্দীন (বর্তমানে মেজর ও বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী) এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। (ইনি প্রথমে ঝিনাইদহ প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলে চুয়াডাঙ্গাস্থ সাবেক ই, পি, আর-এর মেজর আবু ওসমানের নির্দেশ মত কাজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন ও পরে মুজিব নগর থেকে মেজর পদে উন্নীত হন)।

এরপর ৩০ শে মার্চ গভীর রাতে কুষ্টিয়া থেকে পাক বাহিনীর ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টের ১ কোম্পানী সৈন্য যখন অতি সন্তর্পণে ঝিনাইদহের নিরীহ নিরপরাধ জনসাধারণের উপর তাদের হিংস্র নখরাঘাতের জন্য মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো, তখন ঝিনাইদহে শুধু ক্যাডেট কলেজের মুষ্টিমেয় সংগ্রামী বীর ছাড়া আর কেউ ছিল না। এরাই রাত দুটোয় তাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে। এরপর এই হানাদার দলকে বাংলার যে বীর সৈনিকরা নির্মূল করে তাদের অধিকাংশই ছিল এ কলেজের কর্মচারী।

এরপর ১লা এপ্রিল যখন যশোহর থেকে আগত সৈন্যরা নতুন করে ঝিনাইদহ দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করে তখন তাদেরকে ঝিনাইদহের ছ'মাইল দূরে বিষখালিতে যে বাধা দেওয়া ও পর্যুদস্ত করা হয় তাতেও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের দান অপরিসীম। শুধু যুদ্ধ করাই নয়, নতুনদের শিক্ষা দেওয়া, সংবাদ সরবরাহ, মুক্তিবাহিনীর রসদ যোগানোর দায়িত্ব নেয় এ কলেজের কর্মচারীরা। ৫শত মুক্তিযোদ্ধার খাবার তৈরী করার ভারও নেয় এই কলেজের কর্মচারীরা। অবশ্য সে সব কথার অবতারণা অন্যত্র করা যাবে।

এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। এরপর জয়-পরাজয়ের মাঝে চললো কিছুদিন। কখনও মুক্তিবাহিনী যশোহরের দিকে এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। এদিকে হানাদার বাহিনী প্রতিদিনই বিমানযোগে যশোহরের প্রচুর গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র ও নতুন সৈন্য সমাবেশ করে ফেলল। সে সময় মেজর আবু ওসমান সাহেবের নির্দেশে ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দীন মুক্তি বাহিনীকে Close up করে ভারতে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন পড়ে রইল অরক্ষিত অবস্থায়। পাক বাহিনী ফাঁকা মাঠ পেয়ে বীরদর্পে ঝিনাইদহে প্রবেশ করল ১৬ই এপ্রিল।

এ সময় এ মহতি প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অন্যান্য সবাই প্রাণের মায়ায় কলেজ ত্যাগ করে চলে গেলেও কয়েকটি প্রাণী এ কলেজ ত্যাগ করেননি। সম্ভবতঃ এ প্রতিষ্ঠানের মায়ায়। এ প্রতিষ্ঠানের সব কিছুকে অক্ষত রাখার জন্যই তাদের এ ব্যর্থ চেষ্টা। এদেরই একজন চৌকিদার গাজী হলেন হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত প্রথম বীর সৈনিক। অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান তাকে নিজ সাইকেল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ঝিনাইদহের অবস্থা দেখে আসতে। কর্তব্যনিষ্ঠ এ মহাপ্রাণ লোকটি তার দায়িত্ব পালন করতে যখন ঝিনাইদহ শহরের দিকে এগুচ্ছিলেন, তখন হানাদার বাহিনীর নির্মম বুলেট এসে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দেয়। তার প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে ক্যাসেল ব্রীজের তলায়। পরে বর্বর বাহিনী তার পবিত্র দেহ আরও বহু দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর পবিত্র দেহের সাথে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগায়। আজও ক্যাসেল ব্রীজের পাশে রাস্তা খুঁড়লে অনেক কঙ্কাল পাওয়া যাবে।

এরপর ঐদিন বেলা চারটার দিকে হানাদার বাহিনী কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান (মরহুম), অধ্যাপক আবদুল হালিম খান (মরহুম), ইলেকট্রিশিয়ান মোহাম্মদ আলী ও অধ্যক্ষের বাবুর্চী আবুল ফজলকে ধরে নিয়ে যায়। আর্মির একজন সিনিয়র অফিসারকে সামান্যতম সম্মানও তারা দেখায়নি। অন্যান্যদের সাথে তাকেও তারা হাত বেঁধে নিয়ে যায়। বিভিন্ন ক্যাম্পের বিভিন্ন লোকের কাছে তারা লাঞ্ছিত হন। এদেরকে এরা নির্মমভাবে প্রহার করে। এরপর প্রহসনস্বরূপ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় তদানীন্তন যশোহর গ্যারিসন কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার দুররানীর কাছে। ব্রিগেডিয়ার তাদের চা পরিবেশন সারেন। মৌখিক ভদ্রতাও দেখালেন ও সর্বোপরি ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের রাত বারটায় কলেজে গেটে পৌঁছে দেওয়ালেন। ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধার্ত চারটি প্রাণী কলেজে এসে সে রাতের জন্য মসজিদে আশ্রয় নিলেন। পরের দিনটা ভালই কাটল।

এরপর এলো ১৮ই এপ্রিল। কলেজে মাত্র চারটি প্রাণী আছেন- অধ্যক্ষ, অধ্যাপক হালিম খান, বাবুর্চী আবুল ফজল ও হসপিটাল এ্যাটেনড্যান্ট শামসুল আলম। চারিদিক জনপ্রাণীহীন, খাঁ খাঁ করছে। একটা থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে এ স্তব্ধতা ভেঙ্গে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কে দ্রুতগামী আর্মির গাড়ীর আওয়াজ। একটা অমঙ্গলের ছাপ যেন চারদিকে বিরাজ করছে। সবেমাত্র অধ্যক্ষ কর্নেল রহমান ও অধ্যাপক হালিম খান দুপুরের খাবার খেয়ে অধ্যক্ষের বাংলোর উপর তলায় বিশ্রামের জন্য গেছেন। যাবার সময় হসপিটাল এ্যাটেনড্যান্টকে তাদের দুজনার জন্য ঔষধ আনতে বলে গেছেন (আগের দিনের প্রহারের ফলে দুজনারই নাক মুখ ফুলে গিয়েছিল ও কানে ব্যথা হয়েছিল)। হসপিটাল এটেনড্যান্ট সবেমাত্র সাইকেলে করে অধ্যক্ষের বাংলো গেট পার হয়ে কিছুদূর গেছে। এমন সময় পেছনে ১ নম্বর গেট ভেঙ্গে কয়েকটা আর্মি ট্রাক কলেজে ঢুকে পড়ে এবং অধ্যক্ষের বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

এই দলটি আসছিল কুষ্টিয়া থেকে। এদের অধিনায়ক ছিল ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইকবাল। এই নরপিশাচের আদেশে জোওয়ানরা অধ্যক্ষকে, অধ্যাপক হালিম খানকে ও বাবুর্চী আবুল ফজলকে ঘর থেকে বের করে গেটের নীচে বসায়। হানাদার বাহিনীর সাথে ছিল তাদের চর কয়েকজন বিহারী। এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী উদ্যোগী ছিল ঝিনাইদহে টমেটো নামে পরিচিত বিহারীটি। এই নরপিশাচ অধ্যাপক হালিম খান ও অধ্যক্ষ কর্নেল রহমানের নামে তার পরিবারবর্গ নিধনের মিথ্যে অপবাদ দেয়। আর এই মিথ্যে অপবাদের উপর ভিত্তি করেই ক্যাপ্টেন ইকবাল তার ও তার অনুচরদের হাতে ছেড়ে দেয় অধ্যাপক হালিম খানের প্রতিশ্রুতিশীল জীবনকে। অধ্যক্ষের বাংলোর পেছন দিকে এরা অসহায় হালিম খানকে নিয়ে বেয়োনেট আর তলোয়ারের নির্মম আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। অধ্যক্ষ এক সময় গর্জে উঠলেন, Don't torture him, if you want to kill him, better shoot. তাদের এই নির্মম আঘাতে এক সময় এই নির্ভীক দেশপ্রেমিকের বিশাল দেহ এই দেশের পবিত্র ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর চলে এ হত্যাযজ্ঞের আর এক অধ্যায়। অধ্যক্ষকে ঐ একই অপবাদ দেওয়া হয়। তারপর নরপিশাচ ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে কর্নেলের কথা কাটাকাটি হয়। কর্নেল বললেন, ‘‘আমি আর্মি অফিসার, আমাকে এমনি

মারা অন্যায়। আমার অপরাধের বিচার একমাত্র সামরিক আদালতই করতে পারে।'' প্রশ্ন করলেন, ''একজন আর্মি কর্নেল একজন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সে মর্যাদা পেতে পারে, আমাকে দেওয়া হচ্ছে না কেন?''

কিন্তু এ নরপিশাচদের কাছে সকল যুক্তিই বৃথা গেলো। সিংহ-হৃদয় মহাপুরুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন, হাত থেকে খুলে দিলেন ঘড়ি, পকেট থেকে বের করে দিলেন নিজের ও কলেজের চাবি যা এতোদিন ছিল তার দায়িত্বে। নিজের চোখে দেখলেন একজন সিপাই তারই চোখের সামনে থেকে তারই ঘড়ি তুলে নিয়ে নিজের হাতে পরে ঘড়ি পরা হাতটা কেমন লাগে তাই-ই লোলুপ দৃষ্টিতে নেড়ে চেড়ে দেখছে। দেখলেন জোয়ানরা উল্লাসের সাথে তার দামী জিনিসপত্র ও কলেজের মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাকে তুলছে। এই মহাপুরুষের কোন ভাবান্তর হলোনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলেন না, করলেন না করুণা ভিক্ষা, অমূল্য ধনপ্রাণ ভিক্ষাও চাইলেন না। শুধু চাইলেন পাঁচ মিনিটের সময়। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন বাংলোর সামনের লনে। বসলেন গিয়ে গোলাপ গাছের পাশে, কি যেন বিড় বিড় করে পড়লেন, বোঝা গেল না-শুধু ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা গেল, তারপর হাত তুলে আল্লাহর কাছে যেন কি ফরিয়াদ করলেন, মোনাজাত শেষ করে বললেন, I am ready. এরপর কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম তিনটে আওয়াজ। নরপিশাচ মানব জাতির কলঙ্ক ইয়াহিয়ার সৈনিক ইকবালের ষ্টেনগানের তিনটি গুলী এক এক করে এ পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। শরীরটা ঢলে পড়ল। আর শোনা গেল একটি মাত্র ক্ষীণ স্বর, ''মা আয়েশা, তোমাকে দেখে যেতে পারলাম না।''

এরপর প্রাণভরে লুটে নিল কলেজের দামী দামী জিনিসপত্র, বাধা দেবার কেউ রইল না। তারপর তারা যখন উল্লাস করতে করতে ২ নম্বর গেট দিয়ে বের হচ্ছিল সে সময় তাদের নজর পড়লো গেটে কর্তব্যরত মালী সাত্তারের উপর। তাকে তারা ধরে নিয়ে ড্রেনের পাশে দাঁড় করিয়ে পর পর দুটো গুলী করে হত্যা করলো। গুলী দুটো তার দেহ ভেদ করে দেয়ালে বিদ্ধ হল। তার দেহ এলিয়ে পড়লো ড্রেনের মধ্যে। এত করেও ওরা শান্তি পেল না। আশেপাশের গ্রামে খুঁজতে লাগল কলেজের চাকুরে কে কোথায় আছে। এমনি এক গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসল হতভাগ্য চৌকিদার সইজদ্দীনকে। তাকে ধরে নিয়ে এসে কলেজের সামনে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের পুলের তলায় দাঁড় করিয়ে গুলী করল। তার প্রাণহীন দেহ পুলের তলায় পানিতে পড়ে গেল।

এমনি কত জানা অজানা লোকের রক্তের স্রোতের উপর ভেসে স্বাধীনতার তরী আমাদের কাছে নতুন জীবনের সাওগাত নিয়ে এসেছে। এদের রক্ত বিফল যায়নি। যেতে পারে না। কেননা স্বাধীনতার রক্তকে উন্নত ও সজীব রাখতে সারের প্রয়োজন হয়। আর সে সার হচ্ছে অত্যাচারীর ও অত্যাচারিতের তাজা উষ্ণ লাল রক্ত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
একাত্তরে রংপুরের আলমনগর	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

১৯৭১: আলমনগর, রংপুর

তিনটে গুলী, তিনটে শব্দ, তিনটে দাগ দাসু মিঞার। একটি চোখে, একটি মুখে একটি বুকে। বাসু মিঞার আর এক নাম মোহাম্মদ ইসমাইল মিঞা। তিনি রংপুর শহরের আলমনগর নিবাসী একজন জনগণমান্য দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন।

তার অপরাধ তিনি ধনী এবং আওয়ামী লীগার। তাকে যেদিন মারা হয় আমি সেদিন রংপুরে। একাত্তরের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে সপরিবারে নিজস্ব মোটরে করে শহর থেকে পালালেন দূর মফস্বল- ''পদ্মগঞ্জে''। বাসু মিঞা পালানোর কয়েক দিন আগেই তার বাড়ীর পাশের পাড়ার (মোড়ল) আজিজ মিঞাকে খান সেনারা রংপুর প্লাটফর্ম থেকে অবাঙ্গালীদের ইশারায় ধরে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্তও সে আজিজ মিঞা আর ঘরে ফিরে আসেননি। আমি তখন স্বয়ং প্লাটফরমে দাঁড়ানো।

বাসু মিঞা পালালেন জানাজানি হয়ে গেল অবাঙ্গালীদের মধ্যে। শুরু হল তার তল্লাশী। এদিকে শহরে ধরপাকড় করে পথে-ঘাটে সমানে গুলী করে মারছে খান সেনারা বুনো শুয়োরের মত।

একদিন শহরের গণ্যমান্য সর্বপরিচিত এগারজন বাঙ্গালীকে হাত পা বেঁধে মাহিগঞ্জ শ্মশানে রাত বারটায় গুলী করে মারে। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক ''ডাঃ মন্টু''। তিনি প্রথম গুলীর আওয়াজে মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান ঘাতকের অগোচরে। এগারজনের উপর প্রায় ৩০/৪০ টি বুলেট চালিয়ে চলে যায়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ডাক্তার মন্টু মরেন নি। শেষ রাতের দিকে তিনি আহত অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্মশান ও বাঁধন মুক্ত হয়ে ভারতের কোন এক হাসপাতালে যেয়ে ভর্তি হন। মৃত দশজনের মধ্যে জরজেট মিঞার জন্য আজও রংপুরের লোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

এদিকে বাসু মিঞার তল্লাশী চলছে। ''বাসু মিঞা গাদ্দার হ্যায়, ও জয়বাংলাকা আদমী।'' অবাঙ্গালী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখেও শুনেছি। বাসু মিঞার জনৈক অন্তরঙ্গ দালাল বন্ধু খোঁজ পেয়ে বাসু মিঞার কাছে যেয়ে টাকা খাওয়া শুরু করলেন এবং তাকে শহরের বাড়ীতে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালেন। সে দালাল বন্ধুটি অভয় দিলেন মেজর, কর্নেল, সবাই তার বন্ধু লোক। তাঁদের সঙ্গেই তিনি উঠাবসা করেন। অতএব তার কোন ভয় নেই, চিন্তা নেই, আশঙ্কা নেই। তাকে তো মারবেই না বরঞ্চ মেজর, কর্নেল তাকে তাদের নিজের গাড়ীতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সে দালালের তখন যথেষ্ট আধিপত্য রংপুর শহরে (দালালটি সম্ভবতঃ খৃষ্টান ধর্মীয় বাঙ্গালী)। বন্ধুর আধিপত্য দেখে, বিশ্বাস করে দীর্ঘ দেড় মাস পরে ফিরে এলেন শহরে নিজগৃহে। দালাল বন্ধুটি মিথ্যা বলেন নি। সত্যিই মেজর, কর্নেল, নায়েক সবাই দলে দলে যাতায়াত শুরু করেন বাসু মিঞার বাড়ীতে। বাসু মিঞাকে তারা দোস্ত বানালো, বাসু মিঞার মাকে মা, স্ত্রীকে ভাবী এবং অন্যান্য আর সবাইকে বেটা, মেয়ে, দোস্ত, চাচা, বন্ধু ইত্যাদি পাতিয়ে নিলো খান সেনারা।

বাসু মিঞা ওদের বন্ধুত্ব পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন মৃত্যুর হাত থেকে। এদিকে রোজ বাসু মিঞাকে সকাল বিকাল ক্যান্টনমেন্টে গাড়ী করে নিয়ে যায় আবার রেখে যায়। যখন বাড়ীতে থাকে তখন অগোচরে দুটো মিলিটারী যে সিভিল পোষাকে তাকে চোখে চোখে করে রাখতো তা আমি নিজে চোখে দেখেছি। ক্যান্টনমেন্টে রোজ বাসু মিঞাকে নিয়ে নাচ, গান বাজনা আর পানীয় চলতো। এতে প্রায় দৈনিক ১/২ হাজার টাকা খরচ

হতো। এর সবই বাসু মিঞ্রাকে বহন করতে হতো। তাছাড়া যখন বাড়ীতে আসে তখন তো গোশত পোলাও চা মিষ্টি, কফি, কলা, রয়েছেই। শুধু বন্ধুত্বের জন্যই এসব করেননি, প্রাণের ভয়েও করেছেন। কেননা আর বাঙ্গালী যাদের কাছে গাদ্দার, শত্রু; বাসু মিঞ্রা তখন বাঙ্গালী হয়ে তাদেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই এমন খাতির করাটার চেয়ে না করাটাই অস্বাভাবিক।

এরই মধ্যে একদিন আমি নিজে ধরা পড়ে গেলাম খান সেনাদের হাতে। রাত তখন নয়টা। আমার অপরাধ যুবক বাঙ্গালী এবং মুক্তি ফৌজের সন্দেহে। আমাকে নিয়ে গেল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অনেক এলোমেলো ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবকে গাল দিয়ে পাকিস্তানের সুনাম কীর্তন গেয়ে ছাড়া পেলাম ঠিকই কিন্তু আমার শরীর থেকে রক্ত বের করে নিল যথেষ্ট পরিমাণে।

এছাড়াও রংপুর মডার্ন হলের পিছনে যে বীভৎস দৃশ্য দেখেছি তা বলতেও শিহরণ জাগে। বেশ বড় একটা আগাছার বন তারই মধ্যে লেপ, কাঁথা, বালিশ তোষক পাটে পাটে সাজান, এ গুলো ধর্ষণ বা নারী সঙ্গমের শয্যা। পাশেই বেশ বড় একটা অত্যধিক ধর্ষণের গর্ত পড়ে। যেসব মেয়েরা, মা-বোনেরা সঙ্গমে অপারগ হয়ে পড়তো, অক্ষমতা প্রকাশ করতো তাদেরকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে এই গর্তের মধ্যে ফেলা হত। এদেরকে কুকুরে খেত, পোকা মাকড়ে খেত। দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকগণ মেপেজুকে হিসাব করে বলেছিলেন এ গর্তে প্রায় চার-পাঁচশ মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত গর্তের মধ্যে তাদের এলোমেলো চুল, লম্বা বেণী গাঁথা চুল, ছায়া, শাড়ী, সালোয়ার, কামিজ, মাথা, খুলি, আধাপচা গোস্তসহ পোকা ঘিন ঘিন করা মাথা, এসব নিজে দেখেছি নেড়েচেড়ে দেখেছি। মডার্ন হল ছিল উচ্চপদস্থ খানদের ক্যাম্প।

শুনেছি- সেখানে নাকি কয়েক ঝুড়ি শুধু ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি পাওয়া গেছে। তবে নিজে দেখেছি মডার্ন হলের দেয়াল ঘেঁষা ইন্দারার পাশে যে কুল গাছটি আজও হত্যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ডালে লটকানো ফাঁসির দড়ি, আশে-পাশে ছেঁড়া রক্তমাখা কিছু কিছু ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, শাড়ীর পাড় এবং টুকরো টুকরো ব্যাণ্ডেজ আকারের অনেক সাদা কাপড়। কুল গাছটা যদি আজ কথা বলতে পারতো তবে নিশ্চয় জানা যেত কতটা অসহায় নারীকে ধর্ষণ শেষে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তার ডালে।

সেদিন একাত্তরের তিরিশে মে-র দিনগত একত্রিশে মে-র রাত। রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নাচগানের বড় আয়োজন। খানসেনারা এসে রোজকার মত গাড়ী করে নিয়ে গেল বাসু মিঞ্রাকে। সঙ্গে গেল তার শালা হবিবর রহমান, ওরফে চাঁদু। এই চাঁদুকে মিলিটারিরা দোস্ত বলে ডাকতো, এসেই হাত মেলাতো, কেলি করতো। কিন্তু সেদিন রোজকার মত ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরতে না দেখে স্ত্রী, মা, কন্যা, ভাইবোন সবাই চিন্তা আর শঙ্কার মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। রাত তখন ঠিক সাড়ে এগারটা।

সারা রংপুর শহরে সান্ধ্য আইন থম থম করছে। ঠিক এই সময় সম্ভবতঃ ষড়যন্ত্রমাফিক দু'খানা জীপ গাড়ী ভর্তি পাকসেনা এসে ঘিরে ফেলল বাসু মিঞ্রার বাড়ী। ব্যাপারটা সম্যক অনুভব করে বাসু মিঞ্রার কনিষ্ঠ ভগ্নিপতি মিঃ নুরুল ইসলাম আকন্দ যুবতী বাসু কন্যা জ্যোৎস্না এবং অন্যান্য যুবতী বৌদের পাশের বাড়ীতে সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর টপকিয়ে আর গেট ভেঙ্গে ছয়-সাত জন সেনা ঢুকে পড়লো। ঢুকেই পেল বাসু মিঞ্রার ছোট ভাই গেদু আর ভাগ্নে জুল্লুকে। বেঁধে ফেলল ওদের হাত আর চোখ। মুখে-শালা, বাহেনচোত খিঞ্জিরাকা বাচ্চা তুম জয় বাংলাকা আদমি হ্যায়, বাতাও বাসু মিঞ্রা কিধার হ্যায়। ধড়াস করে মারল রাইফেলের বাঁট দিয়ে গেদুর ঘাড়ে। গেদু চোখ বাঁধা অবস্থায় মা বলে ডেকে উঠে পড়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে আর একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাড়ীর গেটে। বাসু মিঞ্রা আর চাঁদুকে নামিয়ে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীটা হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে গেল। রোজ তারা বাড়ীর মধ্যে যেয়ে চা পানি পানের পর যেতো কিন্তু আজ গেলো না। এটা যে এইভাবেই ধরি মাছ না ছুঁই পানি ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কাজ হাছিল করা হচ্ছে তা নিশ্চয় দুর্বোধ্য নয়। বাড়ীর মধ্যে চাপা কান্না আর আওয়াজ শুনতে পেয়ে চাঁদু ছুটে এসে প্রবেশ করে অন্দরে, ঢুকে দেখে রোজ যারা এসে

গোশত, পোলাও, কলা খেয়ে যেত সেই সব দোস্ত বন্ধুদেরই দল। গেদুকে, জুল্লুকে তখনও খেয়াল করেনি। তাদের সঙ্গে কর মর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই দোস্তজি খপ করে হাত ধরে বলে বাহেনচোত শা-লা। তারপর হাত বেঁধে ফেলে। ততক্ষণে বাসু মিঞাও ঢুকে পড়েছেন। এসব অবাঞ্ছিত ব্যাপার দেখে সাধারণ জ্ঞান লোপ পেয়ে যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। বাসু মিঞা ধরা পড়লেন। হাত বাঁধলো, চোখ বাঁধলো, নিয়ে গেলো, ছয় মাইল দূরে দমদমা নদীর ধারে। এখানে পা রাখার জায়গা নেই। আধ হাত মাটির নীচে নীচে সোনার বাংলার মানুষ বাস করছে। নদীর পটভূমি ছোট্ট এক কুলগাছ। সেখানে তাদের বাঁধলো এবং ওদের দিয়েই ওদের কবর খোঁড়ালো। চাঁদু, জুল্লু, আর গেদুকে সেই কুল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কয়েকজন সেনা বাসু মিঞাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, উদ্দেশ্য মোটা মালপানি কিছু নেবে। নিলো সামান্য কিছু-মাত্র ১৯০০.০০ টাকাই ঘরে ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল। আবার হাত বাঁধলো, চোখ বাঁধতে যাবে, বাসু মিঞা কাকুতি জানালেন এক মিনিট আমায় সময় দিন। কথাটা রাখল পাষণ্ডরা মা জহুরা তখন মিলিটারীর পায়ের তলায় কেঁদে কেঁদে কাকুতি মিনতি করে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন। মাকে বল্লেন- মা, লিটনকে (ছোটছেলে) একবার নিয়ে এস। মা কাঁদতে কাঁদতে লিটনকে নিয়ে এলেন। কিন্তু হাততো বাঁধা। মাকে বলেন, লিটনকে আমার বুকের সঙ্গে একটু ঠেকাও।

মা লিটনকে তার বুকে চেপে ধরলেন, চোখের সমস্ত পানি যেন একেবারে শেষবারের মত বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এল বাস মিঞার। চোখ বেঁধে ফেল্ল পাষণ্ডরা। শেষ কথা মাকে ডেকে বল্লেন- তা এই শেষ দেখা। দমদমার গর্তের কাছে ওদের বেঁধে রেখেছে আমার গর্তও হয়ে গেছে। তোমরা সবাই মিলে মিশে থেকো, আমার মৃতদেহকে নিয়ে এসে ভাল করে দাফন করো। কিন্তু তা আর হয়নি। পাষণ্ডরা তার মৃতদেহ নিয়ে আসতে দেয়নি।

দমদমার ছোট কুল গাছটির তলায় যেখানে রংপুর সরকারী কারমাইকেল কলেজের তরুণ দম্পতিকে একসঙ্গে একই গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে ঠিক তারই পাশে আজ তিনটে গুলী, তিনটি শব্দ, তিনটে দাগ চিহ্নিত বাস মিঞার দেহকে মাটিচাপা দিয়ে গেল ওরা। কিন্তু চাঁদু, জুল্লু, গেদুর লাশ কোথায়- এ প্রশ্নের জবাব আজও পাওয়া যায়নি।

-আজাদ এম, কবির

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনের মধুদা	‘বাংলাদেশে গণহত্যা’ বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার প্রিয় মধুদা

ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী **মধুদা**

মধুসূদন দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সকলের প্রিয় মধুদা। মাত্র কয়েকটি অক্ষরের এই নামটিতে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনেই নয়, সবার কাছে ছিলেন প্রিয়-পরিচিত। সবার প্রিয় ছিলেন ‘মধুদা’। এই ‘মধুদা’ নিহত হলেন বর্বর পাক-সেনাদের হাতে।

পঁচিশে মার্চের ভয়াল বীভৎস রাত। তার পরদিন সকাল। সন্ত্রস্ত প্রতিটি মুহূর্ত। বর্বর বাহিনী আক্রমণ চালাল জগন্নাথ হলের পার্শ্ববর্তী শিবাবাড়ীতে। মধু বাবু তার পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকতেন শিববাড়ী কোয়ার্টারে। বর্বররা ২৬শে মার্চ সকালে আক্রমণ চালাল শিবাবাড়ীতে। নির্মর্মভাবে হত্যা করল মধুবাবুর ছেলেকে, পুত্রবধুকে, স্ত্রীকে। বর্বররা মধুবাবুকেও নৃশংসভাবে হত্যা করল। বর্বররা মধুবাবুর বাড়ীর দরজায় সজোরে করাঘাত করল। দ্বিধাসংকোচচিত্তে মধুবাবু দরজার কপাট খুলে দিলেন। সাথে সাথে একজন ভিতরে ঢুকে পড়ল। মধুবাবুকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। পাশের বাড়ীর আঙ্গিনায় ওরা তাকে আটকিয়ে রাখল।

বর্বর দস্যুর লোলুপ-দৃষ্টি পৈশাচিকতায় উন্মত্ত ওরা। সন্ত্রস্ত গৃহবধূ। উন্মত্ত রাইফেল আর প্রলুব্ধ হুঙ্কারের কাছে অসহায় বধূ।

প্রমত্ত হায়েনারা ছুটে গেল গৃহবধূকে ছিনিয়ে আনতে। লাজনম্র অসহায় বধূর বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা।

এ ঘর ও ঘর করে, ছোট ঘরের আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন মধুবাবুর পুত্রবধূ রাণী। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা। চীৎকার করে ছুটছেন এ ঘর ও ঘর। অসহায় গৃহবধূর আর্তি প্রমত্ত হায়েনাকে এতটুকু বিচলিত করল না।

স্বামী রণজিত দে ছুটে এলেন অসহায় স্ত্রীকে রক্ষা করতে। ক্রুদ্ধ বর্বরের প্রমত্ত হুঙ্কার অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠল। উদ্যত রাইফেলের আঘাতে ওরা লুটিয়ে পড়লো। দাদা-বৌদির কাছে ছুটে এলো ছোটবোন রানু। সকল ঘটনায় একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী পরিবারের এই মেয়েটি। আর সবাই ছোট ছোট। ওরাও দেখেছিল। তাদের আপনজনকে বর্বর নরপিশাচদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে। নরপিশাচদের ভয়ে ওরাও প্রকম্পিত। অসহায় অবুঝ শিশু ওরা। সেদিনের ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ওরা। রানুই ছিল তাদের মধ্যে বড়টি। সে জানে সে দেখেছে নিজেও বর্বরদের শিকার হয়েছে। দাদা-বৌদিকে রক্ষা করতে অবুঝ মেয়ে রানু ছুটে গিয়েছিল পাশের ঘরে। সাথে সাথে বর্বরদের উদ্যত রাইফেলের গুলী তার চোয়ালে আঘাত করল।

রানু সেদিন প্রাণে বেঁচে গেল। রণজিত বাবু আর তার স্ত্রীকে হত্যা করে বর্বররা মধুবাবুকে আঙ্গিনায় এনে দাঁড় করাল। একজন দস্যু সেনা উঁচিয়ে ধরল রাইফ । স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। সাথে সাথে বর্বরের উদ্যত রাইফেলের গুলী ছুটে এলো। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। গুলীর আঘাতে হাত দুটো তার ঝাঝরা হয়ে গেল। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজে প্রাণ দিলেন। গুলীর আঘাতে মধুবাবুর দেহও জর্জরিত হয়ে গেল। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। বর্বররা কি ভেবে তখন চলে গেল। বর্বরদের গুলী রানুকে আহত করেছিল। একটা গুলী তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। “তবুও আমি

বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল অবিরল। গুলী পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল তবুও আমি মরলাম না। সবাই যখন মরে গেছে, আমার বেঁচে আর লাভ কি।” প্রিয়জন হারাবার বেদনায় ব্যথিত রানু কান্নাভেজা কণ্ঠে বলছিল কথাগুলো।

গুলীর আঘাতে জর্জরিত মধুবাবু বর্বররা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলেন। তার ঘন্টাখানেক পর আবার ওরা এসেছিল। ওরা মধু বাবুকে নিয়ে গেলো। বাবাকে রেখে যাবার জন্য চীৎকার করে সেদিন বলছিল রানু। বুক ভরা সাহস নিয়ে রানু বলছিল তাহলে আমাকেও বাবার সাথে নিয়ে যাও। আমারও তো গুলী লেগেছে। বর্বররা তাকে নিয়ে যায়নি। বাবাকে নিয়ে গেলো। আবার ফিরিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। কচি শিশু মন সেদিন সারাদিন আর রাত ভরে অপেক্ষা করেছিল তার বাবার জন্য। বর্বররা তার আহত বাবাকে আর ফিরিয়ে দেয়নি। নির্মমভাবে হত্যা করল জগন্নাথ হলের মাঠে।

ঘটনার পর চৌদ্দ দিন পর্যন্ত শিববাড়ীতে পড়ে ছিল মধুবাবুর ছেলে, পুত্রবধূ আর স্ত্রীর লাশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর	'বাংলাদেশে গণহত্যা' বাংলার বাণী, বিশেষ সংখ্যা	১৯৭২

লেঃ কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর

\ শামসুল হক আলীনুর \

"আমার হাতে একটা পিস্তল তুলে দিয়ে তিনি বললেন, কর্নেল শাহনুরের বদলা হয়তো আমার ওপর থেকেই ওরা নেবে। তোমাকে আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল দিয়ে গেলাম। ওরা তোমার ওপরও আক্রমণ চালাতে পারে।

কথাগুলো বলেই তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সশস্ত্র পাকসেনারা তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি।"

পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত ৪০ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাঃ নুরুল আবসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের পত্মী মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।"

"বাংলার মাটি আর বাংলার মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। তা না হলে কেন এমন হবে? আমার স্বামী কোন অন্যায় করেননি। তবু কেন ওরা আমার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করলো? তিনি বাঙ্গালী-এটাই কি তার সবচেয়ে বড় অপরাধ?" একটু থেমে থেমে কথা বলছিলেন মিসেস জেবুন্নেসা জাহাঙ্গীর।

তিনি বলেছিলেন একাত্তরের উনিশে মার্চের একটি ঘটনা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে উচ্চ পদস্থ আর্মি অফিসাদের জরুরী কনফারেন্স। আলোচনার বিষয়-বাংলাদেশের যুবসমাজকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। উক্ত কনফারেন্সে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি, লেঃ কর্নেল ইয়াকুব মালিক, মেজর আগা বোখারী, মেজর সুলতান (বেলুচ রেজিমেন্টের লোক) সহ অনেক উচ্চপদস্থ পাক আর্মি উপস্থিত ছিলো। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো-বাংলার সংগ্রামী যুব সমাজকে এলোপাতাড়ি ভাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর। না, তা হতে পারে না, অসম্ভব। দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তিনি সেদিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আর এর পর থেকেই কোন কনফারেন্সে জনাব জাহাঙ্গীরকে ডাকা হতো না। তিনি যেতে চাইলেও তাকে ঢুকতে দেয়া হতো না।

এর ক'দিন পর সাহেবজাদা ইয়াকুব আমার স্বামীকে ডেকে পাঠান এবং ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যেতে বারন করেন। বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

তারপর এলো পঁচিশে মার্চ। সেদিন রাত সাতটার দিকে ব্রিগেডিয়ার শফি লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরকে ডেকে পাঠান ক্লাবে। ক্লাব থেকে ফিরে এসে তিনি আমাকে জানান আজ রাতের বেলায় ওরা হয়তো বাঙ্গালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওদের কথা বার্তায় তাই মনে হয়েছে। কথা শেষ না হতেই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাতি নিভে গেল। রাতে আমরা আর ঘুমাইনি। শুধু মেশিনগান, কামান আর ট্যাঙ্কের শব্দে বার বার শিউরে উঠলাম। মাঝে মাঝে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মানুষের অসহায় চিৎকারও শুনতে লাগলাম। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আগুনদেখা গেল। আমার স্বামী আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

ভোরবেলা দেখলাম আমাদের বাসার সম্মুখে আরটিলারী গান বসিয়ে ওরা কয়েকজন বসে আছে। যেন আমরা বাইরে বেরুতে না পারি।

লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর বুঝতে পারলেন তিনি বন্দী। আর তাই তিনি ফোন করে তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে শরীক হতে বললেন। দূরালাপনীতে তিনি তার ইউনিটের বাঙ্গালী সৈনিকদের বললেন মরতে যদি হয় তাহলে বীরের মতোই মরো। আমিও তোমাদের কাতারে এসে শামিল হচ্ছি। কথা শেষ করে ব্রিগেডে যাবার উদ্দেশ্যে বাইরে এসে দাঁড়াতেই পশ্চিমা হানাদার বাহিনী তাকে বাধা দেয় এবং বলে-আপনার বাইরে যাওয়া চলবে না।

২৯শে মার্চ রাতে তিনি খবর পেলেন চট্টগ্রামের কুমিরায় যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঙ্গালী সৈনিকদের হাতে লেঃ কর্নেল শাহনুর নিহত হয়েছেন।

৩০শে মার্চ খুব সকালে এক দল পাঞ্জাবী দানব বাসা থেকে তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গেল, যাবার আগে আত্মরক্ষার জন্যে তিনি আমাকে একটা পিস্তল দিয়ে গেলেন। এরপর আমি তার আর কোন খোঁজ পাইনি।

স্বামী নেই, ঘরে খাবার নেই। দুধের শিশু কাঁদছে, দুধ নেই। এক ফোঁটা পানিও নেই। ঘরের বাইরে গোলাগুলী চলছে। বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ। এক ফোঁটা পানির জন্যে ছটফট করেছ আমার সন্তানরা। তবু দানবরা পানি দেয়নি। খাবার দেয়নি। কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মিসেস জাহাঙ্গীর। আর ঠিক সেই সময় মিসেস জাহাঙ্গীরের ছোট ছেলে আরিফ বললো- পানির জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে কত কেঁদেছি। তারপর থেকেই আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছেন। আর আমরা সেই বৃষ্টির পানি পান করেছি। পাত্রে জমিয়ে রেখেছি।

বৃষ্টি না হলে ছেলেমেয়েদের বাঁচানো যেতনা, অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন মিসেস জাহাঙ্গীর।

এমনিভাবে ক'দিন অনাহারে কাটার পর নরপিশাচরা তাদেরকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি স্কুলে আটক করে রাখে। সেই স্কুলে বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের অনেক পরিবারকে আটকে রাখা হয়েছিল।

তারপর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে মিসেস জাহাঙ্গীর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত অধিকাংশ বাঙ্গালী অফিসার ও সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে তার স্বামী লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ লেফটেন্যান্ট ফারুক, ক্যাপটেন হুদা, ক্যাপটেন বদরুল আলম, মেজর ইসলাম, মেজর খালেক, মেজর মুহিতুল জামালের নাম তার স্মরণ আছে বলে তিনি আমাকে বলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে অসংখ্য বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সে সব বধ্যভূমি থেকে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরসহ অগণিত বাঙ্গালী আর্মি অফিসার ও সৈনিকদের নরকংকাল উদ্ধার করা হয়।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডাঃ আয়েশার হত্যাকাণ্ড	দৈনিক বাংলা	২৪ জানুয়ারী, ১৯৭২

ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল
ডাঃ আয়েশাকে

\ মঞ্জুর আহমদ প্রদত্ত \

বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শেষ মুহূর্তের উন্মত্ততার একজন করুণ শিকার তৎকালীন ষ্টেট ব্যাঙ্কের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আয়েশা বেদোরা চৌধুরী। জল্লাদদের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ডাঃ আয়েশা চৌধুরীর সমস্ত শরীর।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৮ নং রাস্তায়। ঘটেছিল সেই সর্বজন পরিচিত বাড়ীটার সামনে যে বাড়ীতে মাসের পর মাস দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন বেগম শেখ মুজিবর রহমান। ঘটনাটি ঘটেছিল বেগম মুজিবের অসহায় দৃষ্টির সামনেই।

খান সেনাদের আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে আরো অনেকের মতই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন ডাঃ আয়েশা চৌধুরী। এতদিন গোপনে গোপনে তিনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন, সাহায্য করেছেন সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে তাদের এই সামান্য সাফল্যে উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে তিনি সেদিন চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারেননি।

তিনি বেরিয়েছিলেন তাঁর খালু সড়ক বিভাগের সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব হাতেম আলী খানকে সাথে নিয়ে তাঁর নিজের গাড়ীতে। শত্রুমুক্ত ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ায় মুক্তির আস্বাদে হৃদয়কে ভরিয়ে তোলার বাসনায় বেগম হাতেম আলী খান এবং তাদের পুত্রবধূ মাহবুবা রশিদ চপলও সাথী হয়েছিলেন সেই যাত্রায়। তাঁরা প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলেন ১৮ নং রাস্তার সেই বাড়ীতে যে বাড়ীতে বেগম মুজিব ছিলেন বন্দিনী।

তাঁরা গিয়েছিলেন বেগম মুজিবকে মুক্তির খবর জানাতে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তখনও খানসেনারা মেশিনগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছিল এই বাড়ীতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁদের গাড়ী বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা হাতের মধ্যে শিকার পেয়ে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিল।

মুহূর্ত মাত্র দেরী না করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গাড়ীটার উপর। একটানা গুলিবর্ষণে তারা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল গাড়ীকে। জর্জরিত করে তুলেছিল গাড়ীর আরোহীদের। গুলির আঘাতে ডাঃ আয়েশা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আর নিহত হন গাড়ীর চালক মনির আহমদ। জনাব হাতেম আলী খানের পায়ে এসে গুলি লাগে। বেগম খানের লাগে হাতে। তাদের পুত্রবধূর মাথার তালু ছুঁয়ে গুলি চলে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি। বুলেট বিদ্ধ গুরুতরভাবে আহত জনাব ও বেগম খান এবং তাদের পুত্রবধূ কোনমতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাশের একটি বাড়ীতে। পরে সেখান থেকে তাঁদেরকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।

মাত্র কয়েকটি ঘন্টা পরেই যারা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল সামান্য সময় আগেই তাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হলো দু'টি শিশু সন্তানের জননী ডাঃ আয়েশা বেদোরা চৌধুরীকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হানাদার বাহিনীর সহযোগী আল-বদরদের হত্যার শিকার কয়েকজন	সাপ্তাহিক বিচিত্রা জাতীয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা	১৯৭৩

শেষ দিন শেষ কথা
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

চৌদ্দই ডিসেম্বর খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো মুনীর চৌধুরীর। হাতমুখ ধুয়ে ধীরে সুস্থে নাস্তা করলেন। তারপর আবার বিছানায়। রেডিও ছেড়ে শুয়ে শুয়ে খবর শুনতে লাগলেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া নিঃঝুম। মাঝে মাঝে ভারতীয় বিমানের হামলা। দু একটা গাড়ী ভর্তি পাকিস্তানী সেনা মাঝে মাঝে ছুটে চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় মুনীর চৌধুরীর ফ্লাট যদিও দোতলায়, যুদ্ধের সময় তিনি নীচের একটা ফ্লাটে থাকতেন। শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনতে শুনতে এক সময় স্ত্রীকে ডেকে বললেন, শোন, আর মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা বাকী আছে দেশ স্বাধীন হতে। সে সময় গলার স্বরে তার স্থির বিশ্বাস ফুটে উঠেছিল।

এরই মাঝে স্ত্রী এসে একবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি আর এক কাপ চা খাবেন কিনা। সম্মতি জানালেন। তারপর চা খেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

বিছানা ছেড়ে ওঠার পর মুনীর চৌধুরী গোসল করতে ওপরে চলে গেলেন। ময়লা কাপড়-চোপড়ও কিছু ধুলেন। কারণ পরিবারের সবাই তখন ভাগাভাগি করে সংসারে কাজকর্ম সারেন। স্নান সেরে এসে স্ত্রীকে বললেন, যাও তোমার জন্য পানি গরম করে রেখেছি। তুমি গোসল করতে যাও। বলে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলেন। অসুস্থ স্ত্রীও গোসল করতে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

নিশ্চিন্ত মনে চুল আঁচড়াচ্ছেন মুনীর চৌধুরী। বেলা তখন বারো কি এক। এমন সময় নীচে লোহার গেটে শব্দ শোনা গেল। কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখলেন কম বয়সী কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলে দরজা ধাক্কাচ্ছে। মুনীর চৌধুরী সে সময় স্ত্রীকে বললেন, থাক দেখার দরকার নেই। সরে এসো। বলে তিনি আবার চুল আঁচড়াতে লাগলেন। স্ত্রীর সাথে মুনীর চৌধুরীর ঐ ছিল শেষ কথা।

এমন সময় নীচে থেকে তাঁর ভাই ওপরে এসে বললেন, মুনীর ভাই আপনাকে নীচে ডাকছে।

মুনীর চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম করে বলেছে?

হ্যাঁ।

পাঞ্জাবী পরে তিনি আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী কিন্তু তখনও আতংকিত হননি। তাঁর স্বামীকে কেউ যে ধরে নিয়ে যেতে পারে একথাও তার মনে হয়নি। কারণ যারা তাকে ডাকতে এসেছে সবাই কম বয়সী, বাঙ্গালী।

---

* একাত্তরে হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের হত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ দানের প্রয়াস বোধ হয় সাধ্য ও সামর্থ্যের অতীত। বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন। আমরা কেবল তার কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপন করছি। ১৯৭৩ জাতীয় দিবস, বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রার এই নিবন্ধটি ১৪ ডিসেম্বর '৭১ তারিখে 'আল-বদর'দের হাতে নৃশংসভাবে নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

তবুও লিলি চৌধুরী সিঁড়ি ধরে নীচে নামলেন। দেখলেন মুনীর চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন নীচে। আশেপাশে বন্দুক নিয়ে আরেকটি অল্প বয়সী ছেলে। তিনি শুনলেন, মুনীর চৌধুরী তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অফিসার কোথায়?

একথা বলার সাথে সাথে একটি ছেলে তাঁর পিঠের কাছে বন্দুক উঁচিয়ে বললো, আছে, আপনি চলুন। মুনীর চৌধুরী আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের সাথে চলে গেলেন।

অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সস্ত্রীক চলে গিয়েছিলেন ফয়জুল হকের বাসায়। শেরে বাংলার পরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নিরিবিলি মানুষ মোফাজ্জল হায়দার ঐ বিরাট বাড়ীর হট্টগোলে থাকতে চাননি। আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন মালিবাগে ছোট ভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায়।

আল-বদর এবং রাজাকারেরা চৌদ্দই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাটে তাঁর খোঁজ করলো। পেল না। পরে তাঁর তবলীগ পন্থী চাকরের কাছ থেকে মালিবাগের ঠিকানা জেনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

চৌদ্দই ডিসেম্বর দুপুরের দিকে আল-বদররা এসে হাজির হলো লুৎফুল হায়দার চৌধুরীর বাসায়। দরজায় কড়া নাড়ার পর লুৎফুল হায়দার দরজা খুলে দিলেন।

'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কোথায়?'

'এখানেই আছেন।'

'আমাদের অফিসার তাঁর সাথে কথা বলবেন, তাঁকে একটু ডেকে দিন।'

লুৎফুল হায়দার ডেকে দিলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাথে তাঁর স্ত্রীও এলেন বাইরের ঘরে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের অফিসার কোথায়?'

'গাড়ীতে আছেন|'

আপনারা যে তাঁকে নিতে এসেছেন, ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের সাথে? মোফাজ্জল সাহেবের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে।'

'আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে?' ফের তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। 'জানি না।'

'বাঃ, এটা কেমন কথা।' স্ত্রী অবাক হলেন, ভয় পেলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন বললেন, 'ঠিক আছে আমি কাপড় পরে নেই।'

বাথরুমে তাঁর গোসলের জন্য তখন গরম পানি তৈরী। কিন্তু তিনি আর গোসল করলেন না। স্ত্রী স্যুট বের করে দিলেন। তিনি স্যুট পরে আবার বাইরের ঘরে এলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

একজন আল-বদর জওয়াব দিল, 'আপনি তো আমাদের মায়ের মতো। আপনি আর কই যাবেন। আর উনি তো আমাদের স্যার। আমরা এখনই ওকে ফেরত দিয়ে যাবো।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখন হঠাৎ বললেন, 'আমি চাট্টি খেয়ে নিতে পারি?'

'আমাদের ওখানে সব ব্যবস্থা আছে। আপনি চলুন।'

তিনি তখন আবার হঠাৎ বললেন, 'ঘড়িটা পরে নেই?'

'না, না, দরকার নেই। আপনি তো এখনই আবার চলে আসবেন।'

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শেষ যাত্রার জন্য পা বাড়ালেন। পা বাড়াবার আগে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি, তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমি এখনই চলে আসবো।'

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা ও
অধ্যাপক রাশীদুল হাসান

একসাথে আজীবন থাকতে চেয়েছেন। দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় এক সাথে চলে এসেছিলেন। একজন চাকুরী নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, অপরজন ইংরেজী বিভাগে। আমি অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এবং অধ্যাপক রাশীদুল হাসানের কথা বলছিলাম।

যুদ্ধের সময় রাশীদুল হাসান নিজের বাসা ছেড়ে বন্ধু আনোয়ার পাশার বাসায় চলে আসেন। দু'বন্ধু এক সাথে থাকলে বুকে আশা থাকে, সাহস থাকে।

চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় আনোয়ার পাশার ঘুম ভেঙ্গেছে। গড়িমসি করে বিছানা ছেড়েছেন আরো পরে। তারপর দু'বন্ধু মিলে ন'টার দিকে নাস্তা করেছেন, রেডিও শুনেছেন। ন'টার খানিক পরে আনোয়ার পাশার স্ত্রী পিছনের বারান্দা দিয়ে দেখলেন একটি লাল গাড়ী এসে থামলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার চত্বরে। কয়েকজন রাজাকার নামলো।

আনোয়ার পাশা এরই মধ্যে স্ত্রীর সাথে দু'একটা খুচরো সাংসারিক আলাপ সেরেছেন। রাশীদুল হাসানের সাথে গল্পে বসার আগে হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন, কাসুটা উঠুক তারপর তোমার জন্য ভালো করে বাজার টাজার করে দেব। রাশীদুল হাসানের স্ত্রী তখন সংসারের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পর দরজায় নক। দরজা খুললেন আনোয়ার পাশার ছোট ভাই। তারা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। আনোয়ার পাশা আর রাশীদুল হাসান তখন ড্রইংরুমে। একজন আনোয়ার পাশাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম আনোয়ার পাশা।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বাইরে আসুন।'

এমন সময় তাদের চোখ পড়লো রাশীদুল হাসানের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নাম?'

'রাশীদুল হাসান।'

'আপনিও চলুন।'

সেই সময় রাশীদুল হাসানের স্ত্রী এসে দরজার মুখে দাঁড়ালেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনোয়ার পাশা এবং রাশীদুল হাসান একবার তার দিকে তাকালেন। চোখ তাঁদের ছলো ছলো। কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ তারা। ছলো ছলো চোখে দুজনে আরেকবার তাঁর দিকে (রাশীদুল হাসানের স্ত্রী) তাকিয়ে আস্তে আস্তে আল-বদরদের সাথে পা বাড়ালেন। আনোয়ার পাশার স্ত্রী জানালা দিয়ে শুধু দেখলেন তাদের গায়ের চাদরে তাদের চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ডঃ সিরাজুল হক খান

যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে তখন ডঃ সিরাজুল হক খান পরিবারের সবাইকে নিয়ে রাতের বেলা ফ্লাটের নীচের তলায় থাকতেন। সকালে আবার দোতলায় নিজের ফ্লাটে চলে যেতেন। ১৪ই ডিসেম্বর খুব ভোরে তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়লেন। একবার ওপরে নিজের ফ্লাটে গেলেন তারপর আবার নীচে নেমে এলেন। এবং সে সময় তার নজরে পড়লো, একটু দূরে আল-বদর বাহিনীর কিছু লোক রুমাল দিয়ে এক ভদ্রলোকের চোখ বাঁধছে। সাথে সাথে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সবাইকে বললেন, ‘ওরা আমাদের এলাকায় ঢুকেছে। তোমরা সাবধানে থাকো।’ তাঁর স্ত্রী তখন তাঁর জন্য নিজের হাতে ঔষধ তৈরী করছেন। তিনি ডঃ খানকে ঔষধ খেতে ডাকলেন। জবাবে ডঃ খান ‘এসে খাবো’ বলে নীচের তলায় বোটানীর অধ্যাপক জনাব ইসমাইলের ড্রইংরুমে যেয়ে বসলেন। গল্প-গুজব করতে লাগলেন। এদিকে আল-বদর বাহিনী ওপর তলায় তাঁর ফ্লাটে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, ‘এটা ডঃ সিরাজুল হকের বাসা?’

‘হ্যাঁ।’

‘তিনি কোথায়?’

‘নীচে গেছেন।’

‘কোন বিভাগের অধ্যাপক তিনি।’

‘শিক্ষা-গবেষণা কেন্দ্র।’

‘হ্যাঁ, আমরা তাকেই খুঁজছি।’

এই বলে তারা ডঃ খানের ভাইকে নিয়ে ইসমাইল সাহেবের ড্রইংরুমে উপস্থিত হলো। ডঃ খানকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলো। তারপর তাঁকে ঘর থেকে বাইরে এনে, তাঁরই পকেটের রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে অচেনা গন্তব্যের দিকে নিয়ে চললো। পরিবারের সবাই তাকিয়ে রইলো বিমূঢ় হয়ে।

ডঃ খান স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন, নীচে থেকে এসে ঔষধ খাবেন। স্ত্রীর সাথে ঐ ছিলো তাঁর শেষ কথা। কিন্তু ঔষধ খেতে তিনি আর ফিরে আসেননি।

ডঃ আবুল খায়ের

ডঃ আবুল খায়ের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত ছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ লাল বাতি। গাড়ী থামালেন। এদিকে লাল বাতি সবুজ হয়ে আবার লাল হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি চুপচাপ গাড়ী নিয়ে বসে আছেন। এমন আপন-ভোলা লোককেও আল-বদররা চৌদ্দই ডিসেম্বর তুলে নিতে ভুলে যায়নি।

ডঃ খায়েরের ফ্লাট নীচের তলায়। চৌদ্দই ডিসেম্বর সকাল আটটায় পায়জামা এবং শার্ট পরে, স্ত্রীর গরম চাদর গায়ে সিঁড়ির সামনে তিনি পায়চারী করছিলেন। ভাবছিলেন, কার্ফু উঠলেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে কোন জায়গায় চলে যাবেন। এমনি সময় আল-বদরের লোকেরা এসে হাজির। তারা তাঁকে ঐ পায়চারি করা অবস্থায় ধরে নিয়ে চলে গেল।

ডঃ খায়ের তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলে যেতে পারেননি। আল-বদরের লোকের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল তাও কেউ শোনেনি।

সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য

সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরাগীরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তিনি যাননি স্বাধীনতা দেখে যেতে চেয়েছেন এখানে থেকে।

জীবনের শেষ দিন সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য বেশ ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। যথারীতি নাস্তা করে রেডিও শুনেছেন। তারপর আহ্নিক করতে বসেছেন। সকাল তখন সাড়ে আট কি নয়। আহ্নিকে বসবার আগে মেয়ে স্বপ্নাকে ডেকে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছেরে মা, খুব শীঘ্রই তোর দাদাকে দেখতে পারবি। স্বপ্নার দাদা অর্থাৎ সন্তোষ বাবুর বড় ছেলে কলকাতায় থাকতেন।

সন্তোষ ভট্টাচার্য আহ্নিকে ব্যস্ত এমন সময় দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলে দিলে ভিতরে ঢুকলো এক বাঙ্গালী যুবক। কাঁধে ষ্টেন।

উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো ‘কই হ্যায়?’

এমন সময় সন্তোষ বাবু বেরিয়ে এলেন। যুবকটি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলো। সন্তোষ বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমার কি অপরাধ?’

‘চুপ, বেশী কথা বলবেন না।’

‘কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?’

‘যেখানে খুশী।’

তারা তাকে বাসা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। চোখ বাঁধলো এবং সেই শেষ বাসে নিয়ে তুললো।

ডাক্তার আলীম চৌধুরী

২৯ নম্বর পুরানা পল্টনের দোতলায় থাকতেন মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার আলীম চৌধুরী। তার নীচের তলায় থাকতেন মওলানা আব্দুল মান্নান, নীচের তলায় আগে ডাক্তার আলীমের ক্লিনিক ছিল। কিন্তু মাওলানা সাহেব একবার বিপদে পড়ে প্রাক্তন স্পীকার এ,টি, এম, মতিনকে ধরে বসেন আশ্রয়ের জন্যে। মতিন সাহেব আলীম সাহেবকে বললেন, ডাক্তার চৌধুরী, ক্লিনিক উঠিয়ে মওলানাকে আশ্রয় দিন।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় তখন ভারতীয় বিমান হরোদমে বোমা বর্ষণ করছে। কার্ফ্যুও চলছে। শুধু সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কার্ফু উঠান হল।

আলীম চৌধুরী ভাবছিলেন, এ ফাঁকে একবার অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়া যায় কিনা দেখে আসবেন এবং একবার হাসপাতালটা ঘুরে আসবেন।

তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না তখন তিনি বের হন। আলীম চৌধুরী বেরুবেনই। স্ত্রীকে বললেন, আমাকে তো একবার হাসপাতালে যেতেই হবে। ডাক্তার মানুষ আমি যদি না যাই তো কে যাবে? তারপর বললেন, আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরবো। তুমি তৈরী থেকো। আমি ফিরলে সবাইকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবো। আলীম চৌধুরীর স্ত্রী বললেন, তুমি ঠিক মতো ফিরবে- তাহলেই হয়েছে। তুমিও কার্ফ্যুর সময় পার করে দিয়ে আসবে আর আমাদেরও যাওয়া হবে।

আলীম চৌধুরী স্ত্রীকে বারবার কথা দিলেন যে কার্ফুর অনেক আগেই তিনি ফিরবেন। তারপর কেরোসিনের একটি টিন নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। বাসায় তখন কেরোসিনের অভাব।

গাড়ী করে হাসপাতালে গেলেন ডাঃ চৌধুরী। হাসপাতালে তার সহকর্মীরা তো তাঁকে দেখে অবাক। এই দুর্যোগ আর উনি কিনা এসেছেন হাসপাতালে। তাঁরা বললেন, ডাক্তার সাহেব, আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন আর বাড়ী ফিরতে পারবেন না। এখানেই থেকে যান। ডাক্তার আলীম বললেন, 'না, না, বাসায় সবাইকে রেখে এসেছি। বাড়ী ফিরে ওদেরকে নিয়ে আবার বেরুতে হবে।'

এরপর ডাঃ চৌধুরী গেলেন মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাক্তার লতিফের সাথে দেখা করতে। উদ্দেশ্য তিনি যদি সাময়িক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেন, কারণ তখন অনেক ডাক্তার সপরিবারে হাসপাতালের কেবিনগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন ডাঃ চৌধুরীও সেরকম একটা আশ্রয় চাচ্ছিলেন। কিন্তু ডাঃ লতিফ আলীম চৌধুরীকে সেরকম কোন আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না।

অতঃপর ডাঃ চৌধুরী বিমর্ষ মনে হাসপাতাল ছেড়ে বেরুলেন। ভাইপোর বাসায় যাবেন কেরোসিন আনতে। কেরোসিন নিলেন। ভাইপোকে তেলের দাম দিলেন। ভাইপো তো হেসে অস্থির। ডাঃ চৌধুরী তখন বললেন, 'দেখ, মানুষের মরার কথা তো বলা যায় না। এই এখন আমাকে দেখছিস কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি তো নাও বেঁচে থাকতে পারি।'

ডাঃ চৌধুরী বাড়ী ফেরার জন্য গাড়ীতে উঠবেন ঠিক এমন সময় কার্ফুর সাইরেন বেজে উঠলো। ভাইপো তাঁর হাত ধরে তাঁকে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি বাসায় যাবেনই। তাঁকে বললেন, 'আমার গাড়ীতে রেডক্রস চিহ্ন আছে। কিছু ভেবোনা। আমি ঠিক ঠিক বাসায় পৌঁছে যাবো।'

বাসায় ফিরলেন। স্ত্রী সাথে সাথে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'কি বলেছিলাম, সেই কার্ফু পার করে দিয়েই তো ফিরলে।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। কাল একেবারে সক্কালেই চলে যাবো।'

বেলা দুটো থেকে আবার বোমা বর্ষণ শুরু হলো। দোতলার বারান্দায় বসে সেই বোমা বর্ষণ দেখছিলেন ডাঃ চৌধুরী। বিকেল সাড়ে চার। একটা মাইক্রোবাস এসে থামলো বাসার নীচে। কয়েকজন আলবদর নামলো। ডাক্তার চৌধুরীর স্ত্রী একটু উঁকি দিয়ে দিয়ে তাদের দেখছিলেন তখন তিনি বললেন, অতো উঁকিঝুঁকি দিয়ো না। বোধহয় আর্মি এসেছে। বলে তিনি বাথরুমে গেলেন। ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব দেননি স্বামী-স্ত্রী। কারণ মওলানা মান্নানের বাসায় হরদম এ ধরনের লোকজন আসা-যাওয়া করতো।

বাথরুম থেকে তিনি বেরিয়েছেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো।

স্ত্রী বললেন, 'বোধহয় আমাদের বাসায়ই আর্মি এসেছে। কি করবো এখন?'

ডাঃ চৌধুরী হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এলোমেলোভাবে বললেন, ও, এসেছে, তা দরজা খুলে দাও।

একথা বলেই তিনি নীচে নামার উদ্যোগ নিলেন। ডাঃ চৌধুরীর মা তখন বলে উঠলেন, 'আরে কোথায় যাচ্ছো?'

তিনি বললেন, 'নীচে, মওলানার কাছে, কারণ মওলানা বলেছিল, এ ধরণের কোন ব্যাপার ঘটলে যেন তাকে খবর দেয়া হয়।

নীচে নেমে তিনি মওলানার দরজা ধাক্কা দিতে লাগলেন। এমনিতে মওলানার দরজা সব সময় খোলা থাকতো কিন্তু সেদিন দরজা বন্ধ। এদিকে ডাঃ চৌধুরী দরজা ধাক্কাচ্ছেন, চীৎকার করে মওলানাকে দরজা

খুলতে বলছেন। কিন্তু মওলানার কোন সাড়াশব্দ নেই। খানিক পর মওলানা ভিতর থেকে বললেন, ভয় পাবেন না। আপনি যান। আমি আছি।

তিনি ফের উপরে ওঠার জন্য পা বাড়ালেন। এমন সময় আল-বদরের আদেশ ‘হ্যাণ্ডস আপ, আমাদের সাথে এবার চলুন।’

‘কি ব্যাপার কোথায় যাবো?’

প্রশ্ন করলেন ডাঃ চৌধুরী।

‘আমাদের সাথে চলুন।’

‘প্যান্টটা পরে আসি।

‘কোন দরকার নেই।’

আলবদররা তাঁকে ঘিরে ধরলো। আস্তে আস্তে তিনি মাইক্রোবাসের দিকে অগ্রসর হলেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার

এমনিতে শহীদুল্লাহ কায়সার খুব কথা বলতেন। কিন্তু যেদিন যুদ্ধ শুরু হলো সেদিন থেকে তিনি চুপ। সারাদিন টেনশনে থাকেন। যুদ্ধের আগে তাঁকে অনেকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। কারণ তিনি ব্যস্ত ছিলেন একটি উপন্যাস রচনায়। তাই তিনি বলতেন, ‘যুদ্ধ আমাকে দেখতে হবে। কারণ তথ্যগুলো আমার উপন্যাসে লাগবে।’’

চৌদ্দই ডিসেম্বর। সকাল বেলায় দেখা গেল বিদেশী দূতাবাসের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ী এসে শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী থেকে একটু দূরে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ গাড়ীটা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর এক সময় চলে গেল।

সকাল ন’টা-দশটার দিকে সদরী ইস্পাহানীর টেলিফোন।

‘কি করবো কায়সার সাহেব?’

কায়সার সাহেব তাকে অভয় দিলেন।

বেলা তখন তিনটা। বারান্দায় স্ত্রীর সাথে বসে আছেন তিনি। এমন সময় দেখলেন টুপি মাথায় একটি লোক এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এ দেখে তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘তুমি ভিতরে যাও, দেখনা লোকটা কিভাবে তাকিয়ে আছে।’

সন্ধ্যে ছ’টা। শহীদুল্লাহ কায়সার বসে বসে খবর শুনলেন। এক সময় চাকরকে ডেকে বললেন, আমার জন্য দু’টো রুটি বানিয়ো।

শহীদুল্লাহ কায়সার প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন, দেখো, আমাকে যে কোন সময় নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সব সময় আমার জন্য কিছু কাগজ-কলম আর সিগারেট রেখে দেবে। আর কিছু টাকা। শহীদুল্লাহ কায়সার আরো বলতেন, ‘আমি একজন সাংবাদিক। তারা আমাকে যাই করুক মারবার সাহস পাবে না।’

চাকরকে তিনি রুটি বানাবার কথা বলেছেন এমন সময় দরোজায় ধাক্কা। মিলিটারী এসেছে।

মিলিটারী এসেছে এ সংবাদ পেয়েই তিনি ইস্পাহানীকে টেলিফোন করলেন। কি কথা হয়েছে কেউ জানে না। শুধু দেখা গেল সংক্ষিপ্ত কথা শেষ হওয়ার পর তিনি চুপচাপ টেলিফোন রেখে দিচ্ছেন।

আলবদররা এদিকে দরজা ধাক্কাচ্ছে। তিনি বললেন দরজা খুলে দাও। একথা বলে উপরে বেডরুমে গেলেন; স্ত্রীকে বললেন, শিগগির আমাকে কিছু টাকা দাও।' বলে তিনি প্যান্ট পরতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'টাকা দিতে বলে তুমি যাচ্ছো কই?' শহীদুল্লাহ কায়সার বললেন, 'না একটু ভালো পোষাক পরে নেই।'

স্ত্রী তাঁকে ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না। কিন্তু তিনি যাবেনই। স্ত্রীকে বললেন, 'আমাকে না পেলে ওরা বাসার সবাইকে মারবে।'

ইতিমধ্যে যিনি দরজা খুলে দিয়েছেন, তাঁকে আলবদররা সিঁড়ির কাছে বেঁধে রেখে সোজা দোতলায় উঠে তাঁর বেডরুমে ঢুকে পড়লো।

বেডরুমটা বেশ বড়। অন্য এক দরজার কাছে শহীদুল্লাহ কায়সার দাঁড়িয়ে। ঘরের মাঝামাঝি তাঁর স্ত্রী। আলবদররা ঘরে ঢুকে শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখতে পেলো না। তাঁর স্ত্রীকে একলা ঘরে দেখে তারা বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলো। এমন সময় পর্দার কাছ থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কাকে চান?'

'আপনার নাম কি?' তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

'শহীদুল্লাহ কায়সার।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরলো। 'আপনার সাথে কথা আছে।' বলে তারা তাঁকে বারান্দায় নিয়ে এলো।

এদিকে বাসা জুড়ে হৈচৈ চীৎকার। আলবদররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় শহীদুল্লাহ কায়সার কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো যাচ্ছিই। আপনারা আমার হাত ধরবেন না।' এ বলে তিনি একবার পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু আলবদররা তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

সিরাজউদ্দিন হোসেন

[দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন হোসেনের স্ত্রী বেগম নূরজাহান সিরাজের বিবৃতির উপর ভিত্তি করে এটি লেখা হয়েছে। (ইংরেজী থেকে অনুবাদ)]

সিরাজউদ্দিন হোসেন ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামটি তিনিই লিখতেন।

১৯৭১ সনের ১১ই ডিসেম্বর ভোর ২-৪৫ মিনিটে পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশে একদল উর্দুভাষী লোক তাঁকে তাঁর বাসা থেকে অপহরণ করে হত্যা করে। সিরাজউদ্দিন হোসেনের মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জনাব হোসেন সপরিবারে ৫ নম্বর চামেলীবাগে থাকতেন। জনৈক ডাক্তার ছিলেন এ বাসার মালিক। অন্তিম দিনে দুষ্কৃতকারীরা সেই ডাক্তারকে সঙ্গে করে তার বাসায় প্রবেশ করে। জনাব হোসেনের দ্বিতীয় ছেলে দরজা খুলে দিলে দুষ্কৃতকারীরা বন্দুক উঁচিয়ে তাকে তার বাবার ঘর দেখিয়ে দিতে বলে। ঠিক এই সময় বেগম হোসেন বেডরুমের দরজা খুলে বের হন। সিরাজউদ্দিন হোসেনের উপর তখন একজন দুষ্কৃতকারীর নজর

পড়লে সে জনাব হোসেনের নাম এবং পেশা জানতে চায়। সিরাজ সাহেব জানান যে তিনি পত্রিকায় চাকরি করেন। তখন তারা তাকে বেডরুম থেকে বারান্দায় নিয়ে আসে। এরপর দুষ্কৃতকারীরা জনাব হোসেনের ছেলেকে একটি ন্যাপকিন আনতে বলে, পরিবারের সবাইকে ভিতরের বেডরুমে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। তারপর সিরাজউদ্দিন হোসেনকে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায় কেউ জানে না।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ

১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। ঢাকা শহরে তখন চলছে একটানা কারফিউ। সকাল সাড়ে সাতটা। একটা মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল হলের হাউস টিউটরদের বাসার সামনে। বাস থেকে সশস্ত্র ৩/4 জন লোক নেমে দাঁড়াল। তারা ছিল ইউনিফর্ম পরা। তাদের দুইজন এসে প্রথমে নীচতলায় পরিসংখ্যান বিভাগের বজলুল হক সাহেবের বাসায় তল্লাশী চালায়। এরপর তারা উপর তলায় আমাদের দরজায় আঘাত করতে থাকে আমার স্বামী (জনাব নুরুল হক সরকারী চাকুরে) দরজা খুলে দেন। একজন বন্দুক হাতে কাল মুখোশ পরা তাঁর বুকের সাথে বন্দুক লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, গিয়াস উদ্দিন কে? উনি বল্লেন, বাসায় নেই, হলের কাজে গেছেন। লোক দুটো তখন বলে, আপনি চলুন। আমাদের সাথে, তাঁকে খুজে বের করে দেবেন। আমরা থাকতাম আজিমপুর কলোনীতে। কলোনীতে মিলিটারী আসায় ভাই -এর বাসায় আমরা চলে আসি। আমার স্বামী তাদের বলল, আমরা এখানে নতুন এসেছি, হলের কোন কিছু জানি না। তারা বলল ভিতরে চলুন, এখানে গিয়াস উদ্দীন সাহেব থাকতেন। ভাই এর কামরায় এসে ওরা সমস্ত রুম তছনছ করে দিয়ে গেল। ঘরে আমার এক মামাতো ভাই ছিল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে, ওকে নিয়ে চলল- হলে ভাইকে খুঁজে দিতে। হলে গিয়ে তারা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, গিয়াস সাহেব কোথায়? তারা বল্লো, হলের পেছনে পানির পাম্প ঠিক করছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ভাইকে ঘরে নিয়ে এল। সামনে পড়া একজন দারোয়ানের কাছ থেকে একটা গামছা ছিনিয়ে নিয়ে চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে চলল। বাসে উঠার আগে ভাই মামাতো ভাইটিকে বললেন, 'নূরুলকে বলিস টেলিফোন করতে।'' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন সাহেবের বোন।

এ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অতি পরিচিত মুখ ইতিহাস বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং মহ্‌নিস হলের ছাত্রদের অত্যন্ত আপন জন হাউজ টিউটর অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বদর বাহিনীর হাতে মর্মান্তিক ভাবে হত্যার পূর্বকাহিনী। এর আগেও ২৭শে রমজান তারিখে গিয়াস উদ্দিন সাহেবকে, মহসিন হলের প্রভোষ্ট ওদুদুর রহমান এবং আর একজন হাউজ টিউটর জনাব জহুরুল হক সাহেবকে মিলিটারীরা এসে ধরে নিয়ে দুদিন কড়া জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এর কারণ যা পরে জানা গেছে হলের ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্রদের যা ইচ্ছে তা করার প্রতিবাদে হল প্রশাসন নাকি তাদের সাথে সহযোগিতা করেননি। তারও আগে সেপ্টেম্বর মাসে গিয়াসউদ্দিন সাহেব যমদূত শিরোনামায় লিখিত একটি চরমপত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি তখন ততটা আমল দেননি।

মীর শাহাবুদ্দীন মাহমুদ
দৈনিক বাংলা, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭২

ডঃ আবুল কালাম আজাদ

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ছেলে আজাদ ছাত্রজীবনে বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিতগণিতে রেকর্ড ভাঙ্গা নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বর্ণপদক পান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আজাদ ফ্লাইং অফিসারের পদমর্যাদা নিয়ে অধ্যাপক হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তান বিমান বাহিনী একাডেমীতে যোগ দেন।

সেখান থেকে প্রশিক্ষণের জন্য তাকে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়। বিমান বাহিনীতে তার মেধা এবং কৃতিত্ব অবাঙ্গালীরা ভালো চোখে দেখেনি। এজন্যে তার চাকুরীর মেয়াদ তারা হঠাৎ শেষ করে দেয়। নিরুপায় হয়ে

তিনি তখন ঢাকায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতির কাছে চাকুরীর সন্ধান চেয়ে চিঠি লেখেন। চিঠির উত্তরে তিনি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান এবং পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

একসময় তিনি জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখান থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে উন্নয়ন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্রে (আই, এ, এস, টি,টি) যান। সেখানে তিনি বৎসরখানেক ছিলেন। অধ্যাপনা জীবনে আজাদ বৃত্তি নিয়ে আর একবার যুক্তরাজ্যে যান। এবার তিনি ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, মেঘবিজ্ঞানে ডক্টরেট এবং তরল পদার্থ সম্পর্কিত বলবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা নেন।

এছাড়া গণিতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যে তিনি লন্ডনের রাজকীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতি, যুক্তরাজ্যের ফলিত গণিত সমিতি এবং বোষ্টনের আবহাওয়া বিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন। ম্যানচেষ্টারে তিনি কিছু দিন সার্বক্ষণিক অধ্যাপক ছিলেন। সার্বক্ষণিক এবং স্থায়ী অধ্যাপকের পদও তাকে দেয়া হয়। কিন্তু মা, ভাইবোনদের কথা ভেবে তিনি ফিরে আসেন।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন যুদ্ধের আগে কয়েকদিন আজাদের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। হঠাৎ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেলাম ১৭ই ডিসেম্বর। আমি সেদিন পাড়ার মুক্তি যোদ্ধাদের সম্বর্ধনার আয়োজনে ব্যস্ত।

কাজের চাপে সেদিন আজাদের বাসায় যেতে পারিনি, শুধু মুক্তিবাহিনীর কাছে আজাদের সন্ধানের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি। পরদিন তার বাসায় যাওয়ার উপক্রম করছি, তখনই এলো সেই শেষ খবর। আজাদ ফিরেছেন। কিন্তু নিষ্প্রাণ, ক্ষতবিক্ষত দেহে, রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে। খবরটি শোনামাত্র আমার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

তাঁকে নিয়ে কোনক্রমে আজিমপুরের দায়রা শরীফের দিকে ছুটছিলাম। আজাদের বাসা দরগার ভেতরে। সেই দরগার মর্যাদাহানি করে বদর বাহিনীর পাঁচটি খুনী ১৫ই ডিসেম্বর সকালে তাদের বাসায় ঢুকে পড়ে। প্রথমে তারা আজাদের সামনে রিভালবার ধরে তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অকারন তল্লাসী চালায়।

তারপর নিরপরাধ আজাদকে বাসি মুখে ধরে নিয়ে যায়। ছোট বোনটি তখন তাদের পায়ে ধরেছিল। মা, বার বার তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তোমরা বাঙ্গালী, তোমরাও আমার ছেলে, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি, নরপশুরা এই নারীকে প্রতিবারই প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

সেদিন তিন ঘন্টার জন্যে সান্ধ্য আইন উঠে যায়। তখন আজাদের ছোট ভাই 'ইভনিং পোষ্ট'-এর সম্পাদক হাবিবুল বাশার, বড় ভগ্নিপতি ইষ্টার্ন নিউজ এজেন্সির মালিক গোলাম রসুল আজাদের সন্ধান নেওয়ার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল ১৭ই ডিসেম্বর বিকেলে, ডঃ রাবিবসহ আরো কয়েকজন জ্ঞানীগুণীর লাশের পাশে।

আতোয়ার রহমান
দৈনিক বাংলা, ৭ জানুয়ারী, ১৯৭২

আ, ন, ম, গোলাম মোস্তাফা

আ,ন,ম গোলাম মোস্তফাকে আলবদরের জল্লাদরা ১১ই ডিসেম্বর সকাল ন'টায় তাঁর গোপীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। বদর বাহিনীর তিনজন জল্লাদ বাসায় এসেছিল। বলেছিল, আপনার সাথে কিছু কথা আছে, বাইরে আসুন।

মোস্তফা তখন তাঁর নয় মাসের শিশুসন্তান অভীকে কোলে নিয়ে পায়চারী করছিলেন। বাচ্চাকে নামিয়ে রেখে তিনি ওই জল্লাদদের সাথে বেরিয়ে যান।

বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্ত থেকে ওর খোঁজখবর শুরু হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু আকস্মিকভাবে কারফিউ জারী করায় সেদিনের মত অনুসন্ধান কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এবং একটানা কারফিউ চলতে থাকায় এই অনুসন্ধান কাজ আর শুরু করা যায়নি। ইতিমধ্যে জামাতে ইসলামীর সদস্য বলে পরিচিত পূর্বদেশের ষ্টাফ রিপোর্টার চৌধুরী মঈনুদ্দীনের শরণাপন্ন হয়েছিলো অনুসন্ধানকারীরা। হায়, তখনও কে জানতো এই চৌধুরী মঈনুদ্দীনই ছিল আলবদর বাহিনীর অপারেশনাল ইনচার্জ।

মোস্তফার খোঁজে বেরিয়েই জানা গেলো বদর জল্লাদদের আগ্রাসী ক্ষুধার কথা। জানা গেল এই দিনই ভোরে ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেনের গ্রেফতারের কথা। আরো অনেকের বাড়ীতে তাদের হানা দেবার কথা।

তার ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজনেরা, বন্ধুবান্ধবরা, রায়ের বাজারের বিলের বধ্যভূমিতে পাগলের মত খুঁজে ফিরেছে তাঁর লাশ। কিন্তু না, কোন সন্ধান তাঁর মেলেনি।

মনজুর আহমদ
দৈনিক বাংলা, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা

তাঁর সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল একাত্তুরের মার্চ মাসের সম্ভবতঃ বাইশ তারিখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে, উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে, কাগজ পড়ছিলেন; টুকরো টুকরো কিছু আলাপঃ অসহযোগ আন্দোলনের সম্ভাবনা, পরিণাম ইত্যাদি। তারপর ২৭শে মার্চ কার্ফিউ বিরতির সময় মোটরসাইকেলে তাঁকে ছুটে যেতে দেখেছিলাম। আমি ছিলাম সপরিবারের সশঙ্ক, আশ্রয়সন্ধানী। কথা হয়নি, পরে আর দেখাও হয়নি।

স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরে জানলাম, যে সমস্ত প্রিয় পরিচিত ঘনিষ্ঠ মুখ চিরতরে হারিয়ে গেছে, তিনি আছেন তাঁদের মধ্যে।

কেননা মোহাম্মদ মোর্তজা শুধু ডাক্তার ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি, ছিলেন লেখক।

মোহাম্মদ মোর্তজা চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার চন্ডীপুর গ্রামে ১৯৩১ সালেন ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন কলকাতা বালিগঞ্জ সরকারী হাই স্কুল থেকে। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে আই,এস,সি,পাশ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি,এস ডিগ্রী লাভ করেন। ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা ১৯৫৫ সালের ১৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসার পদে যোগদান করেন এবং নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুনেছি, ডাঃ মোর্তজা কিছুকাল যাবৎ ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কিছুটা পরিচয় মেলে ‘কপোত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর রাজনীতির পরিচয় প্রবন্ধে। এছাড়া অধুনালুপ্ত ‘গণশক্তি’ পত্রিকায় তিনি বেনামে প্রবন্ধ লিখতেন বলে শুনেছি। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেনঃ সমাজতন্ত্র নামে একটা বই লিখবেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ১৯৭১ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবন থেকে আল-বদর বাহিনীর লোকেরা তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। অন্যান্য শহীদ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মীরপুর মাজারের কাছে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে। ৫ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে
বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

ডঃ ফয়জুল মহী

পাক হানাদার বাহিনী ও বদর বাহিনীর হাতে শাহাদাতবরণ করেছেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ ফয়জুল মহী।

আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর সেবার ও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন যখন দেশের সবচেয়ে বেশী- তখনই আমরা তাকে হারালাম। পাক হানাদার সেনারা নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে স্থানীয় নরপশুদের সাহায্যে আরো অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর মত ডঃ ফয়জুল মহী সাহেবকে হত্যা করে স্বাধীনতা লাভের দুই দিন পূর্বে।

১৯৬৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম,এ পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কলরেডো ষ্টেট কলেজে অধ্যয়ন করার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন। সাফল্যের সাথে ১৯৬৭ ও ৬৮ সনে সেখান থেকে যথাক্রমে এম,এ ও ডক্টর অব এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন এবং দেশে ফিরে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ আই,ই,আর-এ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল আর্টস বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন।

তিনি ন্যাশনাল এডুকেশন এসোসিয়েশন, আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল আর্টস এসোসিয়েশন, আমেরিকান ভোকেশনাল এসোসিয়েশন এবং আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর হায়ার এডুকেশন এই চারটি সংস্থার প্রফেশনাল মেম্বার ছিলেন।

সেদিন ছিল ১৪ই ডিসেম্বর। বদর বাহিনীর ৬টি খুনী সকাল ৮-৩০ মিনিটে ৩৫/জি বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে আসে এবং মহী সাহেবকে ডাকে। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের দরজা খুলে বের হন এবং অতি বিনয়ের সাথে বলেন আপনারা বসুন। বসতে তারা রাজী না হয়ে তাকে সাথে করে নিয়ে যায় এক অজানা জায়গায় চোখ বাঁধা অবস্থায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখবার সাধ ছিল ডঃ মহীর। মুক্তি সংগ্রামে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। পেয়েছেন কেবল স্বাধীন সোনার বাংলার স্বাধীন মাটি। আজ স্বাধীন বাংলার মাটিকে জড়িয়ে ধরেই তিনি চিরকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে ঘুমিয়ে আছেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
পূর্বদেশ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

এ, কে, এম, সিদ্দিক

যে সব বুদ্ধিজীবী একাত্তুরের ডিসেম্বরে শহীদ ও নিখোঁজ হয়েছেন জনাব এ, কে, এম, সিদ্দিক (হেনা মিয়া) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ঢাকার হাইকোর্ট ও জজকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ এবং প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়নীতির প্রতীক।

১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল কতিপয় অবাঙ্গালী তাঁর ওয়ারীস্থ বাসভবনের সামনে একজন বাঙ্গালী যুবককে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যার আয়োজন করলে জনাব সিদ্দিক তার প্রতিবাদ জানান এবং যুবকটিকে সেদিন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এতে করে পাকবাহিনীর সহযোগিতায় সেই দালালেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে ৭০/৮০ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। পরে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে লুটতরাজ করে এবং বাড়ির ছোট থেকে শুরু করে সকলকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করায়। ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা জনাব সিদ্দিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা রক্ষা পান।

এ ঘটনার পর থেকেই তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সমস্ত বাঙ্গালী যেখানে দুর্ভাগ্যের কবলে পতিত সেখানে আমি বৃথা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবো কিভাবে?'

আত্মরক্ষা তিনি করেননি। নিয়তি তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা সবাই যখন জল্লাদবাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ঠিক এমনি সময়ে, ১৪ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো আল-বদরের একটি মাইক্রোবাস। যাবার সময় তিনি বললেন, 'এপ্রিলের দুই তারিখে যখন ফিরে এসেছি ইনশাআল্লাহ্ এবারও ফিরে আসবো।' জনাব সিদ্দিকের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন এখনো তাঁর ফিরে আসার পথের দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন।

সদালাপী, মিষ্টিভাষী ও পরোপকারী জনাব সিদ্দিকের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বৎসর। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে।

নার্গিস মজিদ
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে
বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বেগম মুজিব কিভাবে কাটিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	দৈনিক বাংলা	৪ জানুয়ারী, ১৯৭২

বেগম মুজিবের বিষাদঘন
দিনগুলোর কয়েকটি কথা

নববর্ষের দিন সূর্যের আলোয় পথ চিনে এগিয়ে গেলাম, আঠার নং রোডের দুর্গসদৃশ সেই বাড়ীটার দিকে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন বেগম শেখ মুজিব। হাসিমুখেই আহবান জানালেন আমাকে। বাড়ীটার উল্লেখ করতেই হেসে বললেন- এটাতো তবুও একটা মাথা গুজবার ঠাঁই, কিন্তু ২৫শে মার্চের পর পুরো দেড় মাস তাও কোথাও পাইনি। আজ এখানে কাল সেখানে, এমনি করে সেই মাসে কম করে হলেও চৌদ্দ পনেরটা বাসা বদল করেছি।

হাসছিলেন বেগম মুজিব, কিন্তু দেখলাম হাসি মাঝে কেমন জানি অস্পষ্ট এক বিষণ্নতার ছোঁয়ায় করুণ হয়ে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টি।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত। অন্ধকার শোবার ঘরটাতে বিছানায় শুয়ে শেখ সাহেব শুনছিলেন বাইরে বোমায় বিধ্বস্ত ঢাকার আর্তনাদ। উত্তেজনায় এক এক সময় উঠে বসছিলেন তিনি।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে গুলির একটি টুকরো জানালা ভেদ করে ছোট ছেলে রাসেলের পায়ে আস্তে করে লাগে। অন্ধকারে হাতড়ে গুলিটা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন শেখ সাহেব। আর সেই দুঃসহ রাতেই নরপিশাচরা তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে তখন ছিলেন বেগম মুজিব, আর তার দু’ছেলে।

২৬শে মার্চ- সমস্ত দিন ছিল কারফিউ। গোলাগুলির শব্দ তখনও থামেনি। নিস্তব্ধ বাড়ীটা জুড়ে যেনো এক ভৌতিক বিভীষিকা মাথা খাড়া করে উঠেছে। সামনে ধানমণ্ডি বালিকা বিদ্যালয়ে তাক করে রাখা বড় বড় কামানের মুখগুলো আমার বাসার দিকে। ভয়ে জানালাগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারিনি। দুপুরে কারফিউর মধ্যেই এ বাসা ও বাসা করে বড় ছেলে কামাল এসে পৌঁছালো।

রাত এলো। সেই আঁধার কাল রাত। ইয়াহিয়া খানের হিংস্রভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা বিবৃতি শুনেই নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারলেন বেগম মুজিব। তাই কালবিলম্ব না করে ছোট ছেলে আর মেঝ ছেলেকে নিয়ে পাঁচিল টপকে প্রতিবেশী ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। অন্যদিকে বড় ছেলে কামাল এবং মহিউদ্দীন সাহেব পালালেন অন্যদিকের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে। রাত ১১টা থেকেই তোপদাগার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। কতকটা চেতন কতকটা অচেতন অবস্থায় বেগম মুজিব ২৬শে মার্চের সেই ভয়াবহ রাতে শুনলেন তাঁর আদরের বাড়ীতে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত। সে রাতে এভাবে না পালালে তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের ভাগ্যে কি যে ঘটতো আজও তিনি তা ভাবতে পারেন না।

২৭শে তারিখ সকালে বাচ্চা দু’টো সাথে নিয়ে তিনি আবার পালালেন। পুরো দেড় মাস এ বাসা ও বাসা করেন। শেষে মগবাজারের এক বাসা থেকে পাক বাহিনী তাঁকে আঠারো নং রোডের এই বাসায় নিয়ে আসে।

১৮নং রোডে আসবার পূর্বকার মুহূর্তটি স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন বেগম মুজিব। বললেন- ‘আমি তখন মগবাজারে একটা বাসায় থাকি। আমার বড় মেয়ে হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। সে, জামাই, আমার দেওর, জা, মেয়ে রেহানা, পুত্র রাসেলসহ বেশ কয়েকজন একসাথে ছিলাম মগবাজারের বাসাটাতে। হঠাৎ একদিন

পাকবাহিনী ঘেরাও করে ফেললো বাসাটা। একজন অফিসার আমাকে জানালো যে আমাকে তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র যেতে হবে। জানি না কি হবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে ভীষণ সাহসী হয়েছিলাম আমি। কড়াভাবেই সেই অফিসারকে বললাম, লিখিত কোন আদেশপত্র না দেখালো আমি এক পা-ও বাড়াব না। উত্তরে সে উদ্ধতভাবে জানালো যে ভালোভাবে তাদের সাথে না গেলে তারা অন্য পন্থা গ্রহণ করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম যে, আমার মগবাজার বাসায় যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সাথে থাকতে দিতে হবে। আমার কথায় তারা নিজেরা কি যেনো আলোচনা করলো, পরে তারা রাজী হয়ে নিয়ে এলো আমাদেরকে ১৮ নং রোডের এই বাসাটাতে।

১৮ নং রোডে আসার প্রথম দিনের কথা বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেললেন বেগম মুজিব। ময়লা আবর্জনা পূণ এই বাড়ীটাতে তখন বসবার মতো কোন আসবাবপত্র দূরে থাক, একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না। জানালার পাশ ঘেঁষা ৩/4 ইঞ্চি প্রশস্ত একফালি জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিলেন তিনি এবং পরিবারের সমস্ত সদস্যরা।

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে এইভাবে কষ্ট করে বসে থাকতে দেখে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি, শুধু অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলেন চারিদিক। হয়তো অসহায়ের করুণ ডাক আল্লাহতায়ালা সেদিন শুনেছিলেন। প্রহরী পাক-বাহিনীর এক পাঠান অফিসার অনুভব করেছিল তাঁর অসহায় অবস্থাকে। সেই অফিসার একজন ঝাড়ুদার সংগ্রহ করে পরিস্কার করে দেয় ঘর দয়ার- সংগ্রহ করে দিয়েছিল কয়েকটি চেয়ার এবং একটি কম্বল।

বন্দী জীবনের নৃশংস পাক-পাহারাদার বাহিনীর মধ্যে এই অফিসারটিই ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম।

ধানমণ্ডির এই বাড়ীটার মাঝে অনেক দুঃখ দৈন্যের স্মৃতি চিরদিনের মতো বেগম মুজিবের বুকে আঁকা হয়ে গেছে তবুও এই বাসাতেই তিনি তার প্রথম আদরের নাতীকে বুকে নিতে পেরেছিলেন- এ স্মৃতি তাঁর কাছে কম উজ্জল নয়।

-দৈনিক বাংলা

বেগম মুজিবের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাতকার

ডিসেম্বরের দুপুর। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডের বাড়ীর দ্বিতলেন বসবার ঘরে বসে কথা বলছিলেন বেগম মুজিবের সাথে। গত বছরের বন্দী জীবনের দুর্বিষহ ও ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলোর কথা। বর্ণনা করছিলেন তিনি...

২৬শে মার্চের পরপরই বড় ছেলে কামাল চলে গেছে ওপারে। হাসিনার শরীর খারাপ। তবুও অসুস্থ শরীরে সেই ছিল আমার সবচেয়ে ভরসা।

মে মাসের ১২ তারিখ। ১৮ নং রোডের সেই একতলা করা গৃহে আমাদের নেয়া হয়। হানাদারদের পাহারাতে জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। বাসার যে সব প্রহরী ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন সাদা পোষাকধারী সিভিল আর্মড ফোর্সের লোকও ছিল। এরা কার্যত আর্মির প্রহরীদের ঠিক রাখতো।

একদিনের ঘটনা। আমার শোবার ঘরে জামাল আর রেহানা ঝগড়া করছিল। বন্দী জীবন জামালের মত ছেলে সহ্য করতে পারছিল না। কেমন যেনো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তাই ওদের দু'ভাই বোনের ঝগড়াটা একটু বেশী রকমে শুরু হয়েছিল। ওদের ঝগড়ার মাঝেই হুট করে ঘরের মধ্যে সিভিল আর্মড ফোর্সের একজন অফিসার ঢুকলো। চোখ লাল করে হিংস্রভাবে সে জামালকে বললো, তুমি আজকাল বেশী বাড়াবাড়ী করছ। এভাবে গোলমাল করলে আমরা তোমাকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে

যাব। পা দু'টো উল্টো করে বেঁধে তোমাকে চাবুক মারা হবে। জীবনে আর যাতে কারো মুখ দেখতে না পাও সে ব্যবস্থাও করা হবে। বেশ চিৎকার করেই অফিসারটি কথাগুলি বলেছিল। আমি প্রথমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে বললাম ঘর থেকে। একটা হিংস্র দৃষ্টি সে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসারটি চলে যাবার পর বেগম মুজিব তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। সে দিনই তিনি অফিসারটির জঘন্য আচরণের সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত উপর মহলেই লিখে জানালেন।

কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই জামাল যেনো আরও অশান্ত হয়ে উঠলো। পালাবার জন্য সমস্ত সময় সে সুযোগ খুঁজতো। ২৭শে জুলাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার সন্তান হলো। আমাদের জীবনে এলো প্রথম নাতী। অথচ তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের কাউকেই অনুমতি দেয়া হল না। ঘরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলাম সেদিন। কেঁদেছিলাম পাক করুণাময় আল্লাহতায়ালার দরগায়।

৫ই আগষ্ট জামাল পালিয়ে গেল বাসা থেকে। কয়েকদিন আগে থেকেই পালিয়ে যাবার জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাকে বলছিল আমি যদি পালাতে পারি তাহলে ৩/৪ ঘন্টা ওদেরকে কোন খবর দিও না। জামাল পালাবার পর বুঝতে পারলাম যে ও পালিয়েছে। মন আবার অশান্ত হলো। যদি ধরা পড়ে শেষ হয়ে যায়, আবার সান্ত্বনা পেলাম বাঁচলে এবার ও বাঁচার মতো বাঁচবে। বেলা দু'টায় খাবারের সময় ওর খোঁজ পড়লো। খোঁজ খোঁজ, চারিদকে খোঁজ। কিন্তু জামাল কোথায়? সন্তানের খোঁজে আমি তখন দিশেহারা হবার ভান করলাম।

সরাসরি চিঠি পাঠালাম ওপর মহলে। আমার ছেলেকে তোমরা ধরেছ। এবার ফিরিয়ে দাও। হানাদারদের তরফ থেকে কিছুই বলার ছিল না। কেননা আগেই আমি এ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম সর্বত্র। তদন্তের জন্য যে কর্নেলকে পাঠানো হয় সে মনে মনে শংকিত হলো। হয়তো সত্যিই ওদের বাহিনীর কেউ জামালকে গুম করেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্নেল ফিরে গেলেন। কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকড়ির মাত্রা আরেক দফা বাড়লো।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে জামালের চিঠি পেলাম। এ সময় আমার শাশুড়ীর শরীর বেশী খারাপ থাকায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন দু'ঘন্টার জন্য আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। রোগী দেখার ভান করে ওপার থেকেও অনেকেই আসতো। ওদের মাথায় হাত রেখে হানাদার প্রহরীদের দেখিয়ে উপদেশ দিতাম ঠিকমতো ঘরে থেকে লেখাপড়া করার জন্য। এক ফাঁকে চিঠিটা হস্তগত করে নিজে সাথে করে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম ওদেরকে। ভীষণ ভয় লাগতো ওদের জন্য। কিন্তু আল্লাহকে ডাকা ছাড়া কিইবা আমি করতে পারতাম তখন।

ঠিক এভাবেই কেটে গেছে আমার দিন। সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়েই চলতো আমার ছোট সংসার। দুঃখ-দৈন্য যন্ত্রণা দেহমনে সব কিছুই যেনো আটকে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে একটি সন্দেহ দিয়ে ঘেরা মৃত্যুর রাজত্বে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটতো আমাদের।

প্রিয়জনরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। জানতাম না কেমন আছে ওরা। স্বামীর জন্য আর চিন্তা করতাম না। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য যে আর কারো নেই।

একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। তবু মাঝে মাঝে শিরা উপশিরাগুলো অবশ হয়ে আসতো। কোথায় আমার বুকের সন্তানেরা আর এই কারাগৃহে আবদ্ধ আমাদের জীবনের স্থায়ীত্বই বা কোথায়?

নভেম্বরের শেষের দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম ডিসেম্বরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার বন্দী জীবনে বাইরের সংবাদ আসার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ট্রানজিস্টার সেটটা ছিল। আমরা শুনেছিলাম ভারত

বাংলাদেশকে যেদিন স্বীকৃতি দেবে সেই দিনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে। দিন তারিখের কলকাতার ঐতিহাসিক জনসভা শোনার জন্য তাই আমাদের প্রতীক্ষা ছিল একটা ভিন্নতর। ইন্দিরাজীর ভাষণ শেষ হলো। খুবই বিস্ময় লেগেছিল। কেন জানি ট্রানজিস্টারের সামনে থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিল না। রাত বাড়ল আকাশ বাণীর সংবাদ শেষ হলো। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো শীঘ্রই বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হবে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহমন। পরিবারের সকলেই ঘিরে বসলাম ট্রানজিস্টারের চারিদিক। কিন্তু কোথায় সে ঘোষণা। সময় কেটে যাচ্ছিল। একে একে বাচ্চারা ঘুমুতে চলে গেল। মাথার কাছে ট্রানজিস্টারটা খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে করতে কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্গলো বিমানবিধ্বংসী কামানের কটকট শব্দে। বুঝলাম যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

৬ই ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশকে। সে এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির সংবাদ এলোমেলো করে দিচ্ছিল আমার দেহ মনকে। বাচ্চারা কাঁদছিল ওদের আব্বার জন্য। আমি চেষ্টা করছিলাম ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বীকৃতি আর অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর আশঙ্কা আমার আত্মাকে যেনো অসার করে তুলেছিল।

ডিসেম্বরের দিন গুলো প্রতিদিন যেনো নতুন নতুন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতো। ১৭ তারিখ সকালে যখন পাক আর্মিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের বাসা থেকে শুধু মাত্র সিভিল আর্মড অফিসার দুজনকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রধানতঃ আর্মিকে শৃঙ্খলায় রাখার জন্য সিভিল আর্মড অফিসার নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সিভিল আর্মড অফিসার দু'জনকে ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে আর্মি প্রহরীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে ওরা আশা করেছিল যে, ওদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যখন চারিদিক থেকে ''জয় বাংলা'' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল তখন ভীষণ রকম ক্ষেপে গেল ওরা।

আমাদের ঘরের মধ্যে কাপড় শুকোবার জন্য তার বাঁধা ছিল। রাতে তারটা ঝনঝন করে বেজে উঠতেই সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। রক্তের মত লাল দু'টো চোখ। প্রহরী দলের অধিনায়ক সুবেদার রিয়াজ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কঠোর ভাবে সে বললো খোকাকে ডাকো। ঠাণ্ডা হয়ে বললাম খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন কথা থাকলে আমাকে বলতে পার। আমার মুখের দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে সে বলল সাবধানে থাকো।

মেজর তারা সিং এলেন বেলা ন'টার সময়। তারা সিং সাধারণ বেশে এসেছিলেন কিন্তু পেছনে তিনি একদল সৈন্যকে পজিশন নেয়া অবস্থাতে রেখে দিয়েছিলেন চারিদিকে। খালি হাতে শুধু ওয়ারলেস সেট সাথে নিয়ে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বুঝাচ্ছিলেন। প্রথমে ওরা সারেনডার করতে চায়নি। শেষে দু'ঘন্টা সময় চেয়েছিল। গেটের সামনে থেকে ওদের কথা শুনে মেজর তারা সিং যেই পা বাড়ালেন অমনি ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলো বাচ্চারা আপনি যাবেন না মেজর। যাবেন না। সময় পেলেই ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। সত্যিই সময় পেলে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতো। কিন্তু মেজর তারা সিং তাদের আর সে সময় দেননি। ঢুকে পড়েছিলেন গেটের মধ্যে।

পাশের বাঙ্কার থেকে কাঁপতে কাঁপতে হানাদাররা তখন বের হয়ে আসছে আত্মসমর্পণের জন্য।

দৈনিক বাংলা
১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ শামসুল হক ও নূরুল হক	স্বাধীনতা স্মারকসংখ্যা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা	১৯৭২

শহীদ শামসুল হক তালুকদার

জীবনের উজ্জ্বলতা নিয়ে কুমিল্লা জেলার ছোট সুন্দর গ্রাম থেকে এসেছিল সে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে।

শামসুল হককে সকল ছেলেই 'শামসু ভাই' বলে ডাকত। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, ছাত্র সংসদের সাবেক সম্পাদক এবং ময়মনসিংহের ছাত্র নেতৃবৃন্দের অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলন মার্চের প্রথম দিন থেকেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য ২৫শে মার্চের (১৯৭১) পর শামসুল তাঁর নিজের গ্রাম ছোট সুন্দরে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য দিনরাত তিনি পরিশ্রম করে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অনেক তরুণ ছেলেকে ভারতে পাঠাতে সাহায্য করেন।

প্রায় ৪ মাস তিনি এ ভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজাকার ও বর্বর পাকসেনাদের চোখ এড়িয়ে ভারতে যাওয়া যখন কঠিন হয়ে ওঠে তখন তিনি তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় তথাকথিত শান্তি কমিটির কার্ড প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার জন্য জোগাড় করতে সক্ষম হন এবং এভাবে পাক সামরিক এলাকার মধ্যে দিয়ে নিয়মিত তাঁর ভর্তি করা যুবকগণ ভারতে যেতে সক্ষম হতো। কিন্তু এক পর্যায়ে এ-বিষয়টি নিকটবর্তী স্থান হাজীগঞ্জের রাজাকার ও দালালগণ জানতে পারে। শামসুল হক নিজেও বিপদের কথা বুঝতে পেরে কুমিল্লা চলে যান।

অবস্থা যখন খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজেই ভারতে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং যাবার সময় মাকে দেখতে বাড়ী আসেন। সেদিন ছিল আগষ্ট মাসের ১০ তারিখ। মার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন এমন সময় বাড়ীর চারদিক দুশমন রাজাকার ও শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলে। শামসু বের হতে পারেননি। তাঁকে দুশমনরা বাড়ীর সিঁড়ির আড়াল থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁর মত আরও ১৬ জনকে অন্যান্য বাড়ী থেকে ধরে নিকটবর্তী বাজারে এনে প্রত্যেককে খুঁটির সঙ্গে হাত-পা বেঁধে একে একে গুলি করে হত্যা করে। ছোট সুন্দর গ্রামের মাটি রঞ্জিত হয় দেশ-প্রেমিকদের রক্তে।

দেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন শামসুল হক শত কোটি শামসুল হক তাঁর ও স্বপ্ন সফল করবার জন্য এগিয়ে আসবে। শহীদের মৃত্যু নেই, নেই মৃত্যু তাঁর আদর্শের।

শহীদ নূরুল হক

ছাত্রদের অতি প্রিয় একটি নাম নুরু। মে মাসের ২০ তারিখে (১৯৭১) বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ডঃ আমির হুসেন তালুকদারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। ডঃ তালুকদারের পরামর্শ নিয়ে চলে যান তিনি নিজ গ্রাম ছোট সুন্দরে। শহীদ শামসুল হক তালুকদারের সঙ্গে ছায়ার মত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন নূরু।

জুন মাসে নূরু এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা (গেরিলা) নিয়ে। পাক সামরিক অবস্থান দেখে আবার চলে যান ছোট সুন্দর। জুলাই মাসের ২৪ তারিখে আবার তিনি আসেন গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে ৩/৪ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ। ছাত্রাবাসের বাবুর্চিখানায় অবস্থান করেন দুই রাত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ অবস্থানরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছোট আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করেননি, তাই পরবর্তী বড় আক্রমণের সকল তথ্য যোগাড় করে আগষ্ট মাসের (১৯৭১) ২ তারিখে ছোট সুন্দর (কুমিল্লা) চলে যান। কিন্তু, তাঁদের সকল খবর পাকসেনা দালাল মারফত জানতে পারে। পাক হায়েনার দল আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে তাঁকে এবং শামসুল হক তালুকদারসহ অনেক লোককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছোট সুন্দর বাজারে হত্যা করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ চার ভাই	সচিত্র স্বদেশ বিজয় দিবস সংখ্যা	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২

শহীদ চার ভাই

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চার ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মোজাম্মেল হোসেন বললেন, “১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী পরিণত হলো ঘাতক বাহিনীতে। ওরা পশুশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র জনগণের উপর। আমাদের তখন বাসা ছিলো মগবাজারের মধুবাগে। রাজারবাগের পুলিশ বাহিনীর উপর খান সেনাদের আক্রমণ শুরু হলো। আমরা ক’ভাই আমাদের এম এল, রাইফেল, দোনালা বন্দুক এবং হাতে বানানো গ্রেনেড নিয়ে এগুলাম। পজিশন নিলাম মালিবাগ মোড়ে। প্রথম কাউন্টার হতেই দেখলাম দ্রুত বেগে ট্রুপ ছুটে আসছে রাজারবাগ থেকে। পিছু হটে আসা পুলিশ সদস্যদের ফেলে যাওয়া কয়েকটা রাইফেল নিয়ে আমরা মগবাজারে ফিরে এলাম।

পরবর্তী দিনগুলো কাটলো অবর্ণনীয় ভীতির মধ্য দিয়ে। ঢাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে আসছে। সবাই পালাচ্ছে। এমন এক সময় রেডিওতে মেজর জিয়ার ভাষণ শুনে ভরসা পেলাম। এদিকে পাবনা (আমাদের দেশের বাড়ী) থেকে খবর এলো, পাবনা তখনও মুক্ত। ২৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী পাবনা অপারেশনে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে আমার দুই ভাই এমনকি বৃদ্ধ বাবাও যোগ দিয়েছেন প্রতিরোধ যুদ্ধে।

ঢাকায়ও প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। মে মাসের প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিস্ফোরণ এবং গুলী বিনিময় চলছে এখানে, ওখানে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপ ২ নং সেক্টর থেকে ঢাকায় এসে গেছে। এর মধ্যে জয়নালের গ্রুপের সঙ্গে বাড্ডায় গিয়ে দেখা হয়। এক বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পেলামঃ ওদের কিছু অস্ত্র আমাদের বাসায় নিয়ে আশা হলো । এবং তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু হলো। আমরা বেশ কয়েকটা অপারেশন চালিয়েছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রামপুরা পাওয়ার স্টেশন এবং খিলগাঁও জেনারেটরে গ্রেনেড নিক্ষেপ প্রভৃতি। ইতিমধ্যে নিউমার্কেট, দিলকুশা ও জিপিও’র সামনে বেশ কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটে। আশ্বস্ত হলাম যে, যাক আমরা শুধু একা নই। অন্যত্রও চলছে প্রতিরোধের তৎপরতা। এদিকে আমাদের কথা ততদিনে জানাজানি হয়ে গেছে। খবর পেলাম যে-কোনদিন বাসা ‘রেইড’ হতে পারে। ঐ রাতেই আমরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অন্যত্র রেখে এসে কুমিল্লা হয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। খবর পেলাম পাবনার বাড়ীও লুট হয়ে গেছে। আবার ঢাকা হয়ে আরিচা-নগরবাড়ীর পথ ধরে পাবনা হয়ে সীমান্ত পেরোবার সিদ্ধান্ত নিলাম। নগরবাড়ী ঘাটে নামার সাথে সাথে খান সেনাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। নিয়ে যাওয়া হলো স্থানীয় ক্যাম্পে। সেখানে কয়েকটা দিন কাটলো প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকায়। ক্যাম্পের অনেককেই পালাক্রমে ফায়ারিং স্কোয়াডে তোলা হলো। চতুর্থ দিনে আমাদের বধ্যভূমির দিকে নিতে এসেছে। আমাদের তোলা হলো একটা ট্রাকে। এ সময় আমাদের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। মরতে যখন হবেই তখন শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। সমস্ত শক্তি আর সাহস নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে Revolt করে বসলাম। সিগারেট ধরাবার নাম করে এক সেন্ট্রির থুতনিতে মারলাম ঘুষি। চারদিনের ক্ষুৎপিপাসা ও মৃত্যুর ভয়ে জর্জরিত দেহে জানি না অত শক্তি সেদিন কোত্থেকে পেলাম। ততক্ষণে আমার অন্যান্য সহযাত্রীরা অন্যান্য সেন্ট্রি ও চালককে ঘায়েল করে ফেলেছে। হাইওয়ে ফেলে গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা প্রাণ নিয়ে পালালাম।

ওপারে গিয়ে দেখলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক চিত্র। দেখা করলাম যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে। তাঁকে আগে থেকে চিনতাম। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকারের সাথে দেখা করে অকপটে জানালাম, “এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি একা সৈনিক। আমি যুদ্ধ করতে এসেছি আরাম

করতে আসিনি। আমাকে যুদ্ধে পাঠান। আমার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারলেন এবং ৭নং সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল নুরুজ্জামানের অধীনে কাজ করার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলো কেটেছে আমার ঐ ৭নং সেক্টরেই।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলো দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রতিদিন চলছে সংঘর্ষ। প্রতিদিনই কিছু না কিছু এলাকা মুক্ত হচ্ছে। এরকম সময় (অক্টোবরের ২০ কি ২২ তারিখে) ছোট ভাই মোস্তাকের চিঠি পেলাম-ওরা গ্রুপ নিয়ে দেরাদূনে ট্রেনিং এ যাচ্ছে। শিয়ালদা রেল স্টেশনে ওর সাথে দেখা। মুখে খোচা খোচা দাড়ি, বিধ্বস্ত শরীর। ওই ওর সাথে শেষ দেখা।

আর এক ভাই (রঞ্জু) তখন লড়াই করছে ২ নং সেক্টরে। মঞ্জু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (পরে সে সাধারণ ক্ষমার সুযোগে মুক্তি পায়।) মুকুল লড়াই করছে পাবনার রণাঙ্গনে। একদিন যুদ্ধের শেষ হলো। থেমে এলো রণদামামা। সব পথ তখন এসে মিলেছে ঢাকায়। ঢাকার পতন তখন দিন কয়েকের ব্যবধানে। আমি কিন্তু ৭নং সেক্টরের দায়িত্ব তখনো শেষ করতে পারিনি। দেশে ফেরার পথে পাবনায় ভাইদের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা শুনলাম। দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার দিন কয়েক আগে রঞ্জুকে শেষ দেখা গেছে ঢাকার রূপগঞ্জে।

এদিকে ১০ই ডিসেম্বর অন্যান্য ভাইরা মগবাজারের বাসায় এসে পৌঁছেছে। তাদেরকে দেখতে এসেছে ভগ্নিপতি ইউসুফ। রাতে বাসা রেইড হলো। বাবা-মায়ের অনুরোধে ওরা ফায়ার এক্সচেঞ্জ করা থেকে বিরত থাকলো এবং আত্মসমর্পণ করলো খান সেনাদের কাছে। গাড়ীতে ওদের তোলার সময় সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকে (৭/৮ বছর যার বয়স) মাত্র ওরা ক্ষমা করে ছেড়ে দিলো। কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদের কেউ জানে না, কোথায় ওদের কবর তাও কেউ জানে না। বহু লাশ ঘেটে দেখেছি, ওদের চিহ্ন খুঁজে পাইনি কোথাও। পারিনি আমার সহোদরদের লাশ সনাক্ত করতে। দুঃখ শুধু এই যে ওরা আমৃত্যু লড়াই করেও প্রাণে বেঁচেছিলো। কিন্তু বিজয়ের সূর্য ওঠার পূর্বক্ষণে ওরা হানাদারদের হাতে শহীদ হয়েছে।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

বিদেশী পত্র-পত্রিকা

THE TIMES

MARCH 30, 1971

‘At Dacca University the Burning Bodies of Students Still Lay in Their Dormitory Beds… A Mass Grave Had Been Hastily Covered…’

From Michel Laurent

(An Associated Press photographer who evaded the Army in Dacca and toured the devastated areas.)

Dacca, March 29. In two days and nights of shelling by the Pakistani Army perhaps 7,000 Pakistanis died in Dacca alone.

The Army, which attacked without warning on Thursday night with American supplied M24 tanks, artillery and infantry, destroyed large parts of the city.

Its attack was aimed at the university, the populous Old City where Sheikh Mujibur, the Awami League leader, has his strongest following and the industrial areas on the outskirts of this city of 1,500,000 people.

Touring the still-burning areas of fighting on Saturday and Sunday it was obvious that the city had been taken without warning. At the university burning bodies of some, students still lay in their dormitory beds. The dormitories had been hit by direct tank fire.

A mass grave had been hastily covered at the Jagannath Hall and 200 students were reported killed in Iqbal hall. About 20 bodies were still lying in the grounds and the dormitories. Troops are reported to have fired bazookas into the medical college hospital, but the casualty toll was not known.

Despite claims by the central Government in West Pakistan that life is returning to normal in Dacca, thousands are fleeing the city with only the belongings they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons have returned to Government jobs, despite the order of the military regime.

Resistance to the Army has been negligible. Pakistanis are obeying military orders to turn in weapons.

The Pakistan national flag is again flying from most Government buildings. It had been replaced in the past 10 days by the green red and yellow “Bangladesh” (Bengal Nation) flag of independence.

In the old City, large parts of which were destroyed, elderly men and women poked among the smouldering ruins of their homes.

Army lorries and armoured cars patrolled the almost deserted streets. Cars were pasted with Pakistan flags to avoid drawing fire from Army patrols.

Bodies still lay sprawled in the streets where they had been caught in the Army cross-fire. Shanty towns by the railway had been burnt down.

The people still appeared stunned by the shooting and deaths.

The Government went to extreme lengths to prevent a large contingent of foreign journalists from witnessing the Army's intervention and the subsequent violence.

Thirty-five foreign correspondents were detained in the Dacca Intercontinental Hotel and only this reporter and a British correspondent evaded the Army cordon and subsequent deportation of newsmen to Bombay. Later the Army at Dacca airport frisked me and seized film and notes on Dacca.

At Karachi, the police forced me to strip, my luggage was searched again, and film was seized.-A.P.

THE TIMES (LONDON)
APRIL 2, 1971

Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide
By Louis Heren

The Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved.

Old religious enmities are also said to have been revived. Thousands of Hindus are alleged to have been slaughtered by Muslim troops.

This and other charges were made in London yesterday by a young man who left Dacca earlier this week after spending the past two years there. For many reasons his name cannot be revealed, but I know him to be a level-headed and responsible man.

He confirmed that Sheikh Mujibur Rahman, the East Bengal leader escaped the carnage, but 11 members of his bodyguard were killed.

The Sheikh was arrested by troops last Thursday, held in the Adamji school for two days, and then flown to West Pakistan. he is believed to be held in Multan.

According to this informant, a systematic pattern of physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting of March 25. Soon after, if became clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality.

These included Awami League leaders, students (who are the most radical members of the League), professors and their families, and any Hindu who could be found.

The Army commanders had apparently concluded that the students were the nucleus of a future Bengali independence movement. The professor represented the East Pakistan intelligentsia, vital for the administration of a future independent Bengal.

The reason for killing the Awami League leaders was left-evident. As for the Hindus, my informant is convinced that the troops were led' to believe that they were the malign force behind the secessionist movement.

No single observer could possibly have observed all that went on during the five days of fighting, but what follows was actually seen.

At the University of Dacca, the residential dormitory Jagannath hall was reserved for Hindu students. Tank tracks led to the wall of the compound, which had been blasted down.

Outside the building there was a fresh mass grave. Inside blood streamed from every room which had also been looted. There were bodies of six savagely-killed men in the servants quarters nearby.

In the apartments of the faculty staff, children were seen shot dead in their beds. The dead bodies of what appeared to be the entire family of a senior professor, were found in another apartment.

Outside were seen the bodies of students still clutching lathis, or bamboo staves, in the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In tow of the old city's largest bazaars, one entirely Hindu and the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In one House, my informant saw the still warm corpse of a man who had been shot to death minutes before. It was surrounded by his wailing wives.

This is what was actually seen. What follows is an account of what happened during the five days of the fighting. Parts of it are reports received by the informant from friends before he left Dacca.

The Army moved in, in force, to occupy key points of the town shortly before midnight on March 25, President Yahya Khan had departed for Karachi only a few hours before, and the assumption was that the troops acted on his personal instructions.

According to official spokesmen, the Army had been warned of a plot to barricade all the approaches to the cantonment shortly after the president's departure. Barricades had certainly gone up throughout the city, and from midnight until noon the next day, Dacca echoed with the sounds of firing from heavy artillery, heavy machine-guns and other automatic weapons.

Throughout the night, there was the glare of large fires and tracer bullets.

By dawn, a large pall of smoke covered much of the city and drifted slowly northwards towards the wealthy suburb of Gulshan. Fire were also seen in the Bihari area, the scene of communal friction earlier in the month.

“Shoot to kill” curfew was imposed upon the city of March 26. Soldiers were seen firing with automatic weapons at the house of Colonel Osmani, a retired Bengal Army officer.

Shooting and fires continued through the night, but less violently and the curfew was relaxed for five hours on Saturday March 27.

During a walk through the newer part of the city, destroyed barricades and squatters, huts were seen every-where.

In the older part of the city, near the police lines, there was complete destruction everywhere. It was understood that the only strong resistance to the Army took place here, with the help of policemen and troops of the East Pakistan Rifles. They were said to have been massacred for their temerity.

Refugees were already beginning to leave the city. Most of them carried only a small bundle of clothes.

The curfew was again lifted on Sunday to allow families to buy food but the New Market was almost completely destroyed.

At the Ramna racecourse, the two small villages and shrines of ‘Hindu herdsmen were burnt and utterly destroyed. Many bodies were seen in the rubble, and the few remaining villagers were dazed and terrified.

The conclusion drawn was the East Pakistan would be without political and intellectual leadership for at least a decade, and perhaps a generation.

THE NEW NATION

SINGAPORE. APRIL 6, 1971

Editorial

THE HOLOCAUST IN EAST PAKISTAN MUST BE ENDED

Eye-witness reports from foreign residents evacuated from East Pakistan paint a more horrible picture of the carnage that has been unleashed by President Yahya’s troops than had been suspected.

What has been happening is nearer to genocide. An army suppressing a revolt is not in a picnic and a certain amount of unnecessary killing, however deplorable and misguided, was to have been expected.

The way the army has acted, it is now clear, surpasses anything that could pass for legitimate use of force. It has resorted to wanton murder of civilians including women and children, in a deliberate plan to achieve submission by stark terror.

And the army is not succeeding. The resistance of the East Pakistanis, thought unorganized and largely unaimed, gets more stubborn every day. The army’s writ does not run beyond the major towns.

Given the normal difficulties of communications in East Pakistan, the army will have to be several times its present estimated size of 70,000 before an uprising which has the backing of practically the whole population can be put down. And when the monsoons arrive in six weeks from now, the army's mobility will be further impaired in a drastic manner.

Official Pakistani reports themselves cannot conceal any longer that the normalcy they have been anno9uncing is very far from being restored. "The factories are at a standstill and there is mass absenteeism from government offices.

If it was a misguided decision for President Yahya Khan to have ordered his armies out, to persist in it is an act of irresponsibility of such cruel magnitude that the world's conscience cannot continue to accept it as a matter that Pakistan only can decide.

The East Pakistan holocaust must stop. Appeals to see reason have been made to Rawalpindi by India, Russia and Britain. More countries must join in this effort to demonstrate that the voice of humanitarianism cannot be stilled by pedantic considerations of internal sovereignty.

THE TIMES, LONDON
MAY 19, 1971
Road of Death
Peter Hazelhurst

SABRUM, May 18

Thousands of terrified and impoverished Bengalis who have attempted to flee to India during the past fortnight have collapsed and died of exhaustion and starvation on the roadside.

Many others on the grim 75-mile march from the Chittagong district to the small Indian border state of Tripura are expected to meet with the same fate, refugees told me today.

As many as 500,000 Muslim and Hindu refugees have already poured into the state of Tripura, and most of them crossed here at Sabrum, where the river Feni demarcates the Indo-Pakistan border.

Permiless, exhausted and in a stupor many of the refugees described the tragic flight from their homes in the Chittagong district, about 60 miles to the south.

Shamsuddin Ahmad, a farmer, aged 40, who has lost his wife and five children, fled Chittagong with his youngest daughter three-year old Rohina, when West Pakistani troops fired on his village. He said his wife was killed by a bullet as the family fled.

Speaking through a Bengali interpreter, he said; "I was separated from the rest of my family as we fled. I don't know what has happened to them. After searching for them I started to walk to the Indian border with Rohina.

"We had no food and no money. She collapsed after six days of walking. I carried her for a long time but she died in my arms. I buried her on the way. I have no one now."

The bewildered farmer said he saw hundreds of other refugees dying on the road. The stronger members of the families would huddle next to the exhausted and dying men, women and children. When they died, they buried them in nearby fields and marched on to India.

The tragic stories of many other refugees are similar. Mr. A.Z.B. Raha, a 48-year old supervisor at Chittagong port, fled when Pakistani tanks moved in on his village, four miles from the centre of the city, last month.

"We started to walk north towards the Indian border. We saw people dying all along the way. Others were lying on the grounds exhausted. The first to die were the babies, then further along the road the old and children collapse, and then the women," he said.

We found Dr. Choudhury, a medical practitioner form shulteepur village near Chittagong, among the 200,000 homeless migrants who have flocked into the southern districts of Tripura. He was in stupor.

Dr. Choudhury claimed that he marched towards India in a daze after the army encircled his village and killed 19 members of his family last months. "There is nothing left," he said.

Dr. Rathin Datta, supervisor of the general hospital in the border town of Agartala, north of Sabrum, has so far treated 300 East Pakistanis who had bulled and shrapnel wounds.

"These people were lucky," he said. "Most of them live near the border and managed to get through to us for treatment. But I fear that thousands have died and are dying from their wounds, starvation and exhaustion on the road from Chittagong.

His 267 bed hospital is now overcrowded with an additional 300 wounded refugees. All the refugees claim they were deliberately shot by Pakistani troops.

Two sisters, Rohina Begum, aged 16, and Jinat Begum, aged five, have bullet wounds in their legs and arms. Rohina said her entire family was wiped out when Pakistani troops fired on their small boat as they attempted to cross the River Feni into India last week.

Dr. Datta asked: "What do I do with these children when I have to discharge them? They have no one."

A railway engineer from the nearby junction of Akhaura had a bullet wound on his head. He cannot believe what has happened.

"Why should they shoot me? I am an important government servant. I told them this when they were looting my office and house." But a soldier said, "Kill the bastard', and when they shot at me I fell to the ground and pretended to be dead.

"They burnt my house and all I have. What am I to do? I am 55-with a family of 10, and I have nothing now."

The road from Agartala is as tragic and sorrowful as the over crowded refugee camps. With fixed stares and utter hopelessness written on their faces the frail Bengalis march northwards in search of shelter and food. The stream is never ending.

Schools and Government offices have been turned into huge dormitories but space is limited and most families are in the open. A great number of women and children have constructed pathetic grass huts.

Sanitation is non-existent, the heat is stiffing, and the stench is unbearable. Pools of stagnant water are seen everywhere and an epidemic could break out at any moment.

THE SUNDAY TIMES
20th JUNE, 1971

POGROM IN PAKISTAN
Teachers, Writers, Journalists Eliminated
Magistrates shot, Doctors disappear
Gestapo-like raids, rape, extortion.

LAST WEEK the Sunday Times published a first-hand report by Anthony Mascarenhas about the excess of the Pakistan Army in East Pakistan. Now we have had news-more up to date and detailed and perhaps even more horrifying of what is happening in East Pakistan. This is not by Anthony Mascarenhas, but it comes to us from academic and professional sources we know to be unimpeachable.

A NEW campaign of terror has begun in East Pakistan. its aim is to eliminate any possibility of another secessionist uprising or political challenge to the unity of the state.

The Military government in Dacca has ordered a two-pronged follow-up to its defeat of the Bangla Desh forces in the field. First, all public servants, teachers, writers, journalists and industrialists are being screened.

Second, anyone considered potentially dangerous is being "eliminated". Army intelligence has already begun arresting and interrogating teachers, journalists and other influential Bengalis. A list of suspects, thought to- be either supporters or sympathizers of the secessionist Awami League has been prepared.

They are being classified in three categories-white, grey and black. The white will be given clearance. The grey will lose their jobs and may be imprisoned. The black will be shot.

Action against the Civil Service has already begun and 36 Bengali District Magistrates and sub-divisional officers have either been killed or have fled to the other side.

When army units entered the towns of Comilla, Rangpur, Kushtia, Noakhali, Faridpur and Serajganj, the local magistrates and the police superintendents were shot out of hand.

Civil servants on the grey list have been transferred to West Pakistan. They include Taslim Ahmed, Inspector-General of Police. When the army struck Dacca on the night of 25th March, the police revolted and fought for 18 hours.

A new element in the regime of terror is the Gestapostyle pick-up. Some of those wanted for questioning are arrested openly. Others are called to the army cantonment for interrogation. Most of them do not return. Those who do are often picked up again by secret agent known as RAZAKARS, a tern used by the volunteers of the Nizam of Hyder- abad who resisted the Indian takeover of the State in 1948. Razakars literally means duty to the king or State.

By night and day parts of Dacca are sealed off by troops searching for Hindus, Awami Leaguers and students. Everyone must carry an identity card. Cars are stopped and searched and the entrances to the city are blocked by checkposts.

If the jawan (infantryman) at the post finds anyone without an identity card and is in no mood to listen, a trip to the cantonment may follow.

Dacca is frequently shaken by bomb blasts after which security is tightened and areas searched for “miscreants” the army term for members of the MUKTI FOUJ (liberation army).

Whatever the army has completed, its task of clearing an area of “miscreants” it is replaced by the militia. These are tough frontier people who are considered more ruthless and less disciplined than the regular army. They are paid three rupees (about 18p) a day and are lured to East Pakistan by the promise of booty.

The persecution of East Pakistan’s Hindu minority and the surviving elements of its Bengali nationalism has a quality of casual horror about it.

Shanker, a college student of Jagannath College, escaped to a nearby village on 27th March. Two months later he returned alone to see what remained of his home at Thatari Bazar. Two non-Bengalis spotted him, shouted “Hindu”, “Hindu” and chase developed. The boy was caught and taken in procession to the mosque where his throat was cut.”

Abu Awal, the district magistrate at Bhola had the reputation of being a loyal government servant. He protected the non-Bengalis population when the Awami League rose in revolt and prevented the Police station armoury from falling into the hands of the Mukti Fouj.

When they attacked on 1st May, he went to receive them. The Brigadier in charge of the action asked him to resume his post. He had hardly turned his back on the officers, when a sepoy shot him with a rifle.

About a dozen Bengali army officers were transferred to West Pakistan. They laid goodbye to their families and reported at Dacca Airport to board a PIA flight to Karachi.

The families have not so far heard from them. When they inquired at Army headquarters they were told that they bad deserted. The mutilated body of a major was delivered to this family with a letter of regret that he had committed suicide.

The whereabouts of Brig. Majumdar, one of the best known Bengali officers, is unknown. He stayed with his Punjabi colleagues when his Bengali troops revolted in Chittagong. When his family asked about hi, they were told that any inquiry would invite trouble.

On the right of June 2, an army jeep entered the Dhanmondi residential area of Dacca. A Government officer called Huq was dragged out of his house and taken to Kurmitola army cantonment.

His wife telephoned Shafiul Azam, civilian head of the East Pakistan government who contacted army headquarters and was told no one called Huq had been brought in.

An industrialist, Ranada Saha, was told to arrange a gala evening for army officers at his village home in Mirzapur. He went to discuss the arrangements and did not return.

Troops surrounded the house of a civil servant called Amin. He was taken away in an army truck with his aged parents, his wife and three children. His brother was an officer in Bengal Regiment which revolted and is now leading the Bangla Desh resistance near Comilla. The Amin family returned two days later without Mr. Amin.

A captain entered Mitford Hospital in Dacca with two soldiers on 15th May, went to Ward Two and led away Dr. Rahman and another of his colleagues. They were told they were needed to work in Mymensingh. Their whereabouts are now unknown.

Other troops went to American-run Holy Family Hospital but there were no surgeons, there. The hospital is now considering Closing down because many of its doctors have fled including the renowned child specialist, Dr. M. N. Huq.

At Sylhet, all doctors except Surgeon-General Dr. Shamsuddin , fled across the border when the army entered the town. A major found Dr. Shamsuddin in the hospital theatre and shot him point blank.

Most of the senior Bengali officers of the PIA are missing after being picked up, including Mr. Fazlul Huq, Deputy Managing Director for East Pakistan and Captain Sekander Ali, chief sector pilot. Since the military takeover the airline has dismissed about 2,000 Bengalis.

Razakars have seized the two children of Major Khaled Mosharraf of the Bengal Regiment who deserted to the Mukti Fouj. The children aged six and four were first taken as hostages by the army. Their mother escaped to India. The children were released but then retaken.

Relatives of missing persons believe that the Razakars are junior army officers working independently in league with non-Bengalis. Some families have received ransom demands and one case is know of money being paid without success.

The Razakars have now extended their operations from murder and extortion to prostitution. In Agrabad in Chittagong, they run a camp of young girls who are allocated nightly to senior officials. They also kidnapped girls for their parties. Some have not returned. Ferdausi, the leading Bengali singer, narrowly escaped a similar fate when army officers entered her home. Her mother telephones a general whom she knew and military police were sent to her rescue.

A recent development is the return to duty, duress, of a number of Intelligence Department official who went absent in March in response to Sheikh Mujibur Rahman's call for non-cooperation with the federal government.

They are now obliged to submit the names of "undesirable persons" to the army, which is taking care not to pick up the wrong people as it did on the nights of 25th and 26th March.

On those two nights, the army killed more than 20 University professors. Of these, Dr. Moniruzzaman of the Physics department was shot dead instead of his namesake in the Bengali Department, Mr. Monaim of the English Department was similarly killed instead of Mr. Munir, also of the Bengali Department.

Some University teachers reported for duty on 1st June at the instigation of General Tikka Khan, the Martial Law Administrator, but some of them have since fallen into the hands of the RAZAKARS.

The activities of RAZAKARS are known, if not overtly approved, by the military administration. Occasionally, they are a source of concern. Recently the administration managed to induce a few hundred jute workers to resume production in Dacca. On 29th May three of their trade union leaders were taken away in an army jeep. By the following day the workers had fled.

The PROBLEMS of return for the 6 million refugees seem insuperable. In Dacca, Jessore, Rangpur, Ishurdi, Khulna and Chittagong their houses and shops have been taken over by non-Bengalis.

Backed by the army on 28th April, they cleared Mirpur and Mohammadpur, two residential districts covering 15 square miles in Dacca," of their entire Bengali population, killing everyone who had ignored an advance warning to leave.

In Jessore soldiers surrounded the house of Mr. Masihur Rahman, an Awami League member of the National Assembly, and non-Bengali civilians went in killing everyone. A 10 year old boy jumped from the first floor and was shot in mid-air by a sepoy.

Organizations caring for the refugees who came into East Pakistan at the time of-Partition and the Razakar backed 'Peace Committee; are publishing press notices inviting applications for "allotment" of shops and houses left by Bengalis.

In Chittagong locked shops and houses in Laldighi and Reazuddin Bazaar were broken open by the army and handed over to non-Bengalis. Nearly all sequestered property now has signboards and name-plates in Urdu, the lanauage of West Pakistan.

In the villages the houses have been distributed among members of the right wing Jamat-e-Islam and Muslim League which were humiliated in the last election by the Awamil League.

All Hindu bank accounts have also been frozen, together with those of suspected Awami League supporters. The manager of the British National & Grindlays Bank in Dacca was the only banker to have queried the directive.

Bengalis have also been forbidden to approach major rail way, port and dock installations. When 5,000 labourers returned to work in Chittagong docks on 1st May, they were driven away. The installations are now run by military, naval and non-Bengali personnel.

Senior railway officers in Chittagong were shot and the workers colony burnt down. In Dacca, Ishurdi and Syedpur no Bengali dares approach a railway junction.

At Dacca and Chittagong airports, 250 porters were flown in from West Pakistan to replace the Bengalis.

Three thousand Punjabi police now patrol Dacca while Khyber Rifles from the North-West Frontier and Rangers from the West Pakistan border, man police stations outside.

Most of the 10,000 militiamen in East Pakistan Rifles who revolted in March have either crossed the border or are hiding in the villages. Those who responded to an amnesty call surrendered in Dacca on 15th May, they were seen being driven away in open trucks blindfolded with their hands tied behind their backs.

A few days later hundreds of naked corpses were found in the river Buriganga and Sitalakhya.

The East Pakistan Rifles have now been renamed the Pakistan Defence Force and hundreds of Biharis have been recruited. They are now being trained with rifles and machine-guns at Peelkhana.

On 28th May, in the Khilgaon district of Dacca, 100 suspects were picked up after a bomb damaged a non-Bengali shop.

At Motijheel, a non-Bengali, demanded 10,000 rupees (about 600 Pounds) from his neighbour, threatening to hand him over to the army if the money was not paid within 24 hours.

A radio and camera retailer in Stadium market, Dacca found his stock missing on the 12th May, and reported the incident to the Martial Law Headquarters. That night during curfew, the shop was set on fire.

Begum Majeda, a housewife, was fetching water from a street tap. Two Punjabi policemen tried to lift her on to a truck. She screamed and the Punjabis were beaten off with sticks and stones. That night whole of the Bashabo area was set on fire.

It is now considered unsafe to wear wristwatches on the streets in Dacca and transistor radios and television sets are kept hidden at home. Soldiers sell looted transistors, TV sets and wristwatches at between 3 and 6 pounds each on the streets.

One officer Colonel Abdul Bari has deposited on crore of rupees the equivalent of 833,000 pounds-At the State Bank of Pakistan.

Efforts are now being made to clean the cities up, just before the sponsored visit to Dacca of a small party of foreign journalists in May. The bodies of students were removed from Jagannath Hall and Iqbal Hall in the University Campus and debris was cleared away from the shelled areas of Shakharipatty, Tantibazar, Shantinagar and Rajarbagh.

Schools and colleges have reopened but there are few students. On school with 800 students before the fighting reopened with only ten.

Most young people between the ages of 16 and 26 have crossed the border to join the MUKTI FOUJ Training camps.

Their widespread fear is that to be young in East Pakistan is to be killed. They nurture the hopes also that they may one day live in a free BANGLADESH.

THE HONG KONG STANDARD
June 25, 1971
ANOTHER CENGHIS

For hundreds of years, the name of Cenghis Khan has echoed through history as a byword for cruelty and butchery.

In the 20th century, it seems a Pakistani namesake of the great killer is determined to out-do his grisly predecessor.

Pakistani General Tikka Khan-with modern nicety known as the “pacifier” of rebellious East Pakistan-is commanding fierce, Punjabi and Pathan troops who are running wild in a fearsome blood bath.

There is overwhelming evidence of murder, of senseless slaughter of children, of rape, or prostitution organized by and for senior army officers of wholesale, maddened, crazed, blood-thirsty determined massacre.

Cenghis Khan, for all his bloody faults, at least built up an empire in the course of his career.

Tikka Khan and his gang of uniformed cut throats will be remembered for trying to destroy the people of half a nation.

SUNDAY TELEGRAPH
London, August 1, 1971
PAKISTAN ARMY ON CHRISTIAN COMMUNITY
by Clare Hollingworth

President Yahya Khan is expected to visit East Pakistan today or next Tuesday. He will arrive in Dacca at the height of a psychological warfare campaign by Bangladesh guerrillas.

This is designed not against the West Pakistanis or the Army but rather to frighten the Bengali population from areas of future action.

The guerillas claim they will soon take “dramatic action”. The Bengalis have been warned not to go near the airport.

There was a clash of Friday, night, at Farmgate, an industrial suburb between the city and the airport, between the guerrillas and the army.

The exchange of automatic fire and loud explosions could be heard throughout the city and six guerrillas are reported killed.

Far more serious was the destruction by the army” of three Christian villages of Loodaria, Nalchata and Laripara near Dacca, situated on the branch railway line which runs from Tongi to Arikhold on a high embankment.

This is the first time the Defence Forces have been involved in the burning down and flattening of houses of purely Christian communities. The guerrillas had derailed a train some miles away along the line-I saw the results of this action.

At the, moment these villages are completely surrounded by water and many of the men who live there work in offices and hotels in Dacca. They say that between 3,000 and 4,000 Christians have been rendered homeless and a few hundred were taken away by the army for questioning.

Although these4 events took place on Wednesday, I have been unable to obtain any comment from the military spokesman, who has not been available since then. The Catholic clergy in the area are deeply concerned by this first attack on remembers of their, community.

AL HAWADITH
Lebanon, August 20, 1971
WAR OF ANNIHILATION

The Pakistani officer stood in one of the small villages of East Pakistan Bengal and told the hungry public gathered around him: “My men are wounded and I want some blood. I want volunteers”. Before waiting for a reply…the soldiers rushed forward, selected some young men, threw them on the ground, and pricked them in the arteries. Blood began to flow and continued flowing until the young men died.

This is one picture out of dozens of others which take place every day since the present regime in West Pakistan declared a war of annihilation against the opposing “people” in Pakistan.

The migration of millions to India, therefore, is not strange. They have fled from massacre and hunger.

EL COMMERCIO,
Ecuador-September 2, 1971
SLAUGHTER OF 200,000 BENGALIS
by Alfonso Rumazo Gonzales

The slaughter of 200,000 Bengalis in East Pakistan can only be described by its true name: Genocide. The crime has been perpetrated by the West Pakistan army under the orders of the tyrant who governs there: General Yahya Khan. This figure of 200,000 given by Leon F. Hesser, Director of (U.S. Aid Agency) A.I.D. rises to 300,000 in British calculations. “This has been like a Greek tragedy” expressed the British expert sent there with help.

What did East Pakistan, inhabited principally by Bengalis, ask for? Autonomy. The western sector of the country is separated from the eastern one by 1,600 kilometers of Indian territory. How can it exist in these conditions’? Is it fit that a country should have its territory in two parts at a great distance from each other? This request for autonomy last March was answered with guns and arms even to the extent of sending to the grave of such an incredibly large number of people. A U.S. commentator stated that only the Second World War had produced crimes of this magnitude.

And it is not only that so many have perished-this crime continues even though in-smaller numbers now-but that 8,000,000, plagued by hunger and terror, have crossed the frontier and fled into India. The Indian Prime Mi9nister Indira Gandhi received them and is now the intermediary for the distribution of the aid received from the U.S.A., U.K. and a few other countries. For the next six months, many millions of dollars will be essential if those unfortunate people are to be saved from dying of misery and hunger.

The tragedy has increased even more. The whole of East Pakistan appears menaced by famine. By November, the shortfall in the food requirements and the actual production will be 4,000,000 tons of rice and wheat. Even if this shortfall is obtained, how can it be transported in a country whose roads and bridges are completely destroyed by the war of liberation? The patriots have tried at every point to prevent communication by the soldiers of the tyrant Yahya Khan and continue obstructing the criminal repression by destroying roads and bridges, even though thereby the danger of starvation is coming to them as fatally as the destruction they have been experiencing.

This whole game with its devious and deceitful maneuverings is developing with the neglect of the main problem: the human being. Not one of the countries who have granted help to those unfortunate millions, have condemned the monstrous genocide

committed there with such fury and ruthlessness. The whole world should have risen up in arms to denounce the terrible slaughter. Nobody has spoken; not one has done their duty of defending the right to life which is clearly the focal and fundamental point in the Charter of Human Rights, fully observed in "theory" only. The man of the twentieth century-said Russell-is more ruthless and cynical than that of all the previous centuries.

THE AGE
Australia, September 11, 1971
THE LOST MILLIONS.
By Max Beattie

More than 160 days after the first East Pakistani massacres, ragged, sad-eyed Bengali peasants are still walking into what they believe is the haven of India carrying their naked babied with them.

Astonishingly, as many as 40,000 still come every day. This is a movement of people the like of which the world has rarely seen. Indian officials now say freely they expect the influx-more than eight million have arrived already-to rise above 10 million will before the end of the year.

The September refugees talk of shootings, and rape almost as commonly as did the forerunners five months ago…

SUMMA MAGAZINE
Caracas, October, 1971
A COUNTRY FULL OF CORPSES

The extermination of the Jewish people by the Nazi regime, the atomic crime of Hiroshima and Nagasaki, the massacres of Biafra, the napalm of Vietnam, all the great genocides of humanity have found a new equivalent: East Pakistan. Despite the world press having supplied a clear exposition of facts, the people do not appear to have realized that at this moment-and again in Asia-millions and millions of human beings face destruction of their life and motherland.

The fact can be briefly summed up: East Pakistan has been invaded 5 months ago by the army of West Pakistan, may be their own brothers. Its inhabitants have been murdered in thousands, its women have been raped; children and aged are dying of hunger and cholera, and more that eight million persons have carried out on of the most dramatic migrations in history, crossing the frontier and taking refuge in India, the country with which once Pakistan was untied.

A pathetic view of the tragedy is given to us by the fact that in a single night in the city of Dacca were killed 50,000 persons by the invading army. Between 26 March-the date of invasion-and this moment, the dead reach more than a million, and every day 30,000 persons leave East Pakistan and take refuge in Indian territory.

THE NEW YORK TIMES

November 17, 1971

EAST PAKISTAN TOWN AFTER RAID BY ARMY

Fire and Destruction

A task force of West Pakistani troops visited this town Shekharnagar, East Pakistan, of 8,000 on October 27 and destroyed it.

Apparently informed-mistakenly, according to residents-that a guerrilla group was here, the army attacked without warning in motor launches. Towards the end of the 20- mile trip from Dacca the launches' engines alerted Shekharnagar's population, most of which fled into nearby ponds, cannals and paddy fields.

Shooting into houses and huts as they advanced, the troops set fire to nearly every building. Surviving residents pointed to the fresh graves where 19 villagers were buried.

The concrete schoolhouse was stripped of its furniture and doors: which the troops burned to cook their evening meal, and a rice mill was destroyed. The village's stock of freshly harvested rice was burned for the most part, and some 300 cows and sheep were slaughtered.

A large quantity of wheat that villagers said had been sent under a United States aid program was reportedly loaded into the boats by the troops.

A warehouse filled with bags of phosphate fertilizer was burned and most of the bags were destroyed.

Several buildings belonging to the mosque were burned down and the Hindu temple-there are about 400 Hindus in the community-was burned and sacked, and its idols were smashed by gunfire.

Even the local post office was sacked, and the villagers say the troops took away its stock of stamps and money.

"Do you see this?" a villager said, "They even destroyed our fruit. Banana trees like these take a long time to grow, and the soldiers heaped up burning straw around them and destroyed them."

NEWSWEEK MAGAZINE (U.S.A)

November 22, 1971

BENGAL : THE TIEM OF REVENGE

The ghostly remains of recently burned villages scarred the semitropical countryside. Bloated corpses, entangled among white and purple water hyacinths, floated in the canals as reminders that the verdant landscape was a scene of tragedy. Along with Clare Hollingworth of London's Daily Telegraph, I had traveled 45 miles outside the capital of Dacca-and into the heart of one of the "liberated" zones held by the Mukti Bahini guerrillas. The evidence-living as well as dead-of civil war was everywhere. Hundreds

of peasants watched our small dugout during the three-hour trip through the swampland canals, but none of them-not the children tending cattle, nor the fishermen repairing their nets nor the women carrying mounds of mud to repair their flimsy palm leaf houses-returned our waves. “The reason for their seeming sullenness,” Mukti Bahini fighter told me later, “is their sufferings.

There is hardly a Bengali family left that has not lost one or several of its relatives”…

…In ramshackle towns and tiny villages, people were quick to tell me of daily executions carried out by the army, of wanton destruction and brutalities. In one small village, everyone seemed to know the story of a 14 year-old girl who was raped by twelve soldiers and then killed-together with her day-old baby. Inhabitants of another village recounted how two soldiers had been captured and taken to the martial-law administrator when they demanded two virgins; the next day the village was burned and 38 people were killed by the army. Several times during my trip into the rebel area, I saw Pakistani soldiers loot stores and help themselves to anything they wanted. To the Bengalis, such barbarism is a stimulant to their hopes of a free state. Everywhere I went, Mukti Bahini rebels and sympathizers were talking about the coming hours of judgment. At one river crossing, I came upon an army sergeant beating a Bengali with a huge stick. He stopped when he saw me, and later the Bengali told me, “it’s like that every day. But the day of revenge is coming and it will be terrible.”

THE INDIAN EXPRESS

December 20, 1971

BODIES OF DOCTORS, JOURNALISTS, WRITERS AND PROFESSORS DUMPED IN PITS

(Despatch from C. S. Pandit, datelined Dacca, December 19, 1971)

In the last week before the surrender of the Pakistani occupation army, about 120 intellectuals, including top doctors, professors, journalists, both men and women, were spirited away from their houses during curfew hours under military escort. Nothing was hears of them until about 36 bodies, with hands tied behind, were found dumped in the pits of some brick kilns.

The shock of the tragedy spread, like wild fire among the people who started thronging the place. Among the dead were the bodies of Dr. Fazle Rabbi, a top cardiologist of Dacca Medical College: Dr. Alim Choudhury, an eye specialist, Mr. Nizamuddin, a journalist representating the BBC and one of Pakistan’s two news agencies, Pakistan Press International: Mr. Shahidullah Kaiser, a well-known author and joint editor of a magazine: Mrs. Akhtar Imam, provost of women’s hostel of Dacca University; Dr. Santosh Bhattacharya, Professor of History; Mr. Sirajuddin Hussain, news editor of Ittefaq and many others.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA
December 20, 1971
CALCULATED LIQUIDATION OF INTELLECTUALS
BEFORE SURRENDER

(Despatch by Arun Bhattacharjee from Dacca Secretariat, December 19, 1971)

The Secretary-General, Ruhul Quddus, of the Bangladesh Government, harshly accused the Pakistani army generals of calculated liquidation and mass murder of the intellectuals of Dacca before surrender.

Mr. Quddus was in tears when he said that the best doctors, professors, administrators and intellectuals of Bangladesh were killed to cripple Bangladesh. When I pointed out that Pakistani Army General Farman Ali and his staff were saying that these were done by the para-military forces and the Razakars, he said, "I know with certainty that the plan to liquidate them was hatched by these Generals in Dacca cantonment, and on their specific orders, the para-military forces arrested them and killed them inside the cantonment".

THE TIMES
London, December 30, 1971
INTELLECTUALS BUTCHERED BEFORE SURRENDER
Peter Hazelhurst

No one will ever know haw many intellectuals, doctors, journalists and young men, most of whom were not involved in politics, were rounded up and herded off to disappear for ever.

Mrs. Moshina Pasha, the wife of Prof. Anwar Pasha, Assistant Professor of Bengali at Dacca University, if at present visiting the big pits in which the mutilated bodies of Bengali intellectuals were discovered to identify the body of her husband.

Like many others, Prof. Pasha was taken away two days before the Pakistanis surrendered to the Indian army and driven to a razakar-execution camp.

Two colleagues, Mr. Rashidul Hasan, Lecturer in the Department of English, and Professor Santosh Bhattacharya, Professor of History, were rounded up on the same morning by the same group of armed razakars.

The Pakistani prisoners-of-war maintain that they know nothing about the atrocities, but evidence has been produced alleging that the razakars were acting under the direct orders of a senior officer.

A memorandum discovered on his desk is said to have contained the name of one victim, Mr. Nizamuddin, with the comment "motivated stories"; Mr. Niamuddin's name was ticked off.

The solo survivor of this pogrom, Mr. Dalwar Hussain, the Chief Accountant of the Greenland Mercantile Company of Dacca, said that on the morning of December 14, several razakars pulled him out of his house. After placing a blindfold around his eyes, they drove him by bus to a camp on the outskirts of Dacca.

He was forced into a room. A little later, the cloth around his eyes slackened and he discovered that he was in a room with a score or so of other prisoners. Some of them had been tortured. Toe nails had been ripped off and toes amputated.

After an hour they were interrogated. The prisoners identified themselves as doctors, lawyers, professors and journalists. They were forced into a bus and driven out to marshlands on the outskirts of Dacca.

The Razakars led their victims to a big tree where about another 130 prisoner were huddled. Several prisoners asked the Razakars why they were killing fellow Bengalis. “One of them told us to shut up and gave an order”, “finish the bastards off”, Mr. Hussain said, “they started to shoot prisoners with rifles, and others are simply bayoneted to death. I managed to slip the rope off my wrists and made a dash towards the river. By a miracle I escaped”.

বাংলাদেশের শরণার্থী

\বাংলাদেশের শরণার্থী, গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গে
ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ \

যুগান্তর

৩ এপ্রিল, ১৯৭১

এখান থেকে এরা কোন ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে?

ইছামতীর তীরে সারি সারি নৌকা নোঙ্গর করেছে অনেক দিন হল। কিন্তু ঐ সব নৌকোর মধ্যে যারা রয়েছে তারা যে এরপর কোথায় পাড়ি দেবে তা তারা জানে না। অন্য কেউই কি জানে?

ঐ নৌকোগুলি করেই তারা পূর্ব বাংলা ছেড়ে এসেছে। ভিটে-মাটি, যা সামান্য সম্পত্তি ছিল তা ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে ওরা জন্মভূমি ছেড়েছে। পেছনে খান সেনা আর তাদের সাগরেদদের অত্যাচারের স্মৃতি, সামনে অজানা ভবিষ্যৎ। ভারতের তীরে এসে যখন নৌকো ভীড়ল তখন নিশ্চয়ই পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়ার আশায় ওদের বুকটা দুলে উঠেছিল। কিন্তু শক্ত মাটি জুটল কই? এখনও বেশ কিছু বৃদ্ধ প্রৌঢ়, যুবক, নারী ও শিশুর জীবন দিনরাত ইছামতীর দোলায় দুলছে। নৌকোর মধ্যেই তাদের সংসার রান্না-খাওয়া-শোয়া। নদীর জলে স্নান। আর নদীর ধারেই স্বাস্থ্যরক্ষার সব নিয়ম-কানুন তুচ্ছ করে মলমূত্র ত্যাগ।

হাসনাবাদের মাটিতে তারা নামছে, কিন্তু সেখানে বা অদূরে টাকীর শিবিরে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না।

আমরা সবে হাসনাবাদে নেমেছি, দেখি নদীর তীর থেকে বোঝা-মাথায় মানুষের সারি এগিয়ে আসছে। ওরা শুনেছে, বারাসতে নাকি নতুন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। সেখানে যাবে।

-হাঁটবে অতদূর?

-আর কী করা বাবু? নৌকোয় আর কদ্দিন কাটে? ছিল সের পাঁচেক চাল। তাই এক বেলা করে খেয়ে পাঁচ সাত দিন চলছে। শুনছি ক্যাম্পে নাকি চাল-ডাল দিতে আছে।

-ঠিক জানো তো যে বারাসতে গেলে জায়গা পাবে?

-তা ঠিক জানি না। যাই, দেখি ঘুরে গদি না-পাই তবে না খেয়েই মরব। মরণ যদি কপালে থাকে এ পারেই মরব।

সবাই যে হাঁটা পথ নিয়েছে তা নয়। যারা খোঁজখবর রাখে তারা কাছের রেল স্টেশন থেকে হাসনাবাদ-বারাকত ট্রেনে চেপে বসছে। ফলে ট্রেনে ভীড় খুব। স্থানীয় লোকের যাতায়াতে অসুবিধে। কিন্তু সেও তো অজানার উদ্দেশ্যেই পাড়ি। কারণ এতদিন পায়ের নীচে মাটি না-থাকা মাথার ওপরে নৌকোর ছই ছিল। যাওয়ার আগে নৌকোগুলো ওরা জলের দরে স্থানীয় লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। ইংরিজি জানলে ওরা বলতে পারত, উই হ্যাভ বারন্ট আওয়ার বোটস। বারাসাতে বা অন্য কোথাও ঠাঁই না পেলে ফিরে আসার জায়গা সত্যিই ওদের নেই।

তবু এক হিসেবে ওদের ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারা যাবে বৈকি? দারুণ দুর্যোগের সময় ওরা একটা আড়ালে থাকতে পেরেছিল। ছইয়ের ওপর মাদুর, চাদর, কোথাও বা রঙ্গিন লেপ দিয়ে ছিদ্র ঢাকার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আরো এগিয়ে এসে টাকী বাস স্টাণ্ডের কাছে যাদের দেখা পেলাম তাদের মাথার ওপর ঢাকা বলতে গাছের ডাল।

ওখানে কতকগুলি পরিবার গাছতলায় দিন আষ্টেক ধরে রয়েছে। বর্ষার মধ্যেও ঐ ভাবেই কেটেছে। জলে গা ভিজছে, যা সামান্য জামা-কাপড় আছে তাও ভিজছে, মাদুর-চাদরও ভিজেছে। কাপড় আবার গায়েই

শুকোচ্ছে। চাদর বা তোষক এই ক' দিনের মধ্যে আর শুকোয় নি। তার ওপরেই শুতে হচ্ছে, কারণ মাটি তো আরো ভিজে কাদা-কাদা। সবচেয়ে কষ্ট তো বাচ্চাগুলোর। ওখানেই তিনটের খুব জ্বর।

আমরা এগোতেই পরিবৃত হয়ে গেলাম। আমরা কি সরকার থেকে আসছি? ওদের যে এখনও টিকেট হয়নি। টিকেট না-হলে তো ডোলও পাবে না। অথচ ম্যাডিকেল হয়ে গেছে। কলেরার ইনজেকশন আর বসন্তের টীকা, দুই-ই। সঙ্গে রয়েছে সেই কাগজ। কিন্তু টাকীর কোন ক্যাম্পেই তো আর নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না।

-আমাদের একটা টিকিট করায়ে দ্যান বাবু। অন্ততঃ কয়েক দিন চালডাল দ্যান। তারপর যেখানে পাঠেইবেন সেখানেই যাব।

টিকিট করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তখুনিই দিতাম বৈকি। ওরা ক'দিন চাল-ডাল পেলে তার পরেই যদি অন্য কোথাও চালান হতে চায়, সেও তো খুব ভালো কথা। গাছতলা ছেড়ে, পশ্চিম বাংলার বাইরে যে-কোন মাথা গোজবার ঠাঁইই ওদের কাছে প্রিয়তর। যখন পূর্ব বাংলার ভিটে ছাড়তে পেরেছে, তখন পশ্চিম বাংলার গাছতলাটার জন্যেই বা মায়া কিসের?

কিন্তু দেশে ফিরবে না?

না, দেশে আর ফিরবে না। কোথায় ফিরবে? যা কিছু ছিল লুটে নিয়েছে। যখন লুটে নিলো তার পরেও তো ছিল কিছু দিন। লুটপাটে বাধা দিতে গিয়ে মার খেয়েছে। হারাধন মণ্ডলের হাঁটুতে আর কোমরের কাছে এখনও বল্লমের খোঁচার দাগ। তবুও ছিল। কিন্তু যখন ঘরে আগুন দিলে, মেয়েদের ধরে টানতে লাগল, ছেলেদের ধরে কাটতে লাগল, তখনও কি আর থাকা চলে?

কিন্তু যদি আওয়ামী লীগ সরকার করে তা হলেও ফিরবে না? তা হলে ফেরা যায়, কিন্তু এখন কোথায় আওয়ামী লীগ বাবু? এখন তো সবাই মুসলিম লীগ।

আরো খানিক এগিয়ে বাঁ দিকে সৈন্যের বাগান ক্যাম্প। সামনে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির নিশান।

এই ক্যাম্পে প্রায় সাতাশ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান। খৃষ্টান পরিবার গোটা চারেক। মুসলমান পরিবার আটশ'র বেশী। ওরা থাকে ওধারে। এদিকে হিন্দুর। বর্ণ হিন্দু নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ খুলনা জেলার। বেশির ভাগই চাষবাষ করত। একজন বললে, তার জমি ছিল ৬২ বিঘে। এখন সঙ্গে আছে শুধু খাজনার রসিদ। দলিলটা সঙ্গে করে আনতে পারেনি। তবে রসিদটা রেখেছে। যদি কখনও ফেরে তবে দাবি করতে পারবে জমিটা-এই রকম আশা এখনও বুকের ভেতরে।

এখানে মাথাপিছু বরাদ্দ ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল আর ১০০ গ্রাম আলু-পেঁয়াজ। ছ'দিনের রেশন এক সঙ্গে বিতরণ করে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি।

মাঝে একটা বড় পুকুর। আর গোটা নয়েক নলকূপ। সরকারী কর্মচারীদের ওপর চাপ খুব, কিন্তু এখনও ঐ শিবিরে কোন বড় রকমের রোগ দেখা দেয়নি, এই যা রক্ষা। এই ক্যাম্পের জমিটাও একটু উঁচু। ফলে জল দাঁড়াতে পায় না। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত এমন নয় যে খুব নিশ্চিন্তে থাকা যায়। বিশেষতঃ বর্ষা বাড়লে।

যারা শিবিরে ঠাঁই পায়নি তাদের দেখে আসার পর মনে হতে পারে এখানে এরা যেন সুখে আছে। মাথার ওপর ত্রিপল, রোদ, খাবারের বাঁধা বরাদ্দ। তবে জ্বালানির অভাব। তাই খিচুড়ি ফুটিয়ে নেওয়াই রেওয়াজ। শিবিরে প্রথম দিনটি অবশ্য অনেকের কাছে বিপদের। অনেকটা পথ অর্ধাহারে-অনাহারে হেঁটে এসে অনেকেই প্রথমে লোভের বশে অনেকটা খেয়ে ফেলে। পেট এই অনিয়ম সহ্য করতে পারে না।

সরকারী কর্মীরা যথেষ্ট করেছেন, তবু সমস্যা থেকেই যায়। পরাণ মণ্ডলের রেশন কার্ড হারিয়ে গেছে। মাথা খুঁড়লেও কি আর খুঁজে পাবে? সরকারী কেরাণী বাবুর পা ধরে পড়েছে, বাবু আমায় আর একটা কার্ড করায়ে দ্যান।

পরাণের কান্নার সঙ্গে অফিসের ঠিক বাইরে এক বুড়ির কান্নার অবশ্য অনেক তফাৎ। তার বিশেষ জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। একবার করে বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আর ডুকরে কেঁদে উঠছে। চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি। বুড়িকে ঘিরে ক্যাম্পেরই কতো লোক ভীড় করেছে। বুড়ি পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে ওরা ওকে ক্যাম্পে দিয়ে চলে গেছে। আরো কাছে কাছাকাছি কোথায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বুড়িকে দেখার কেউ নেই। ওখানেই শুচ্ছে, ওখানেই যা পারে খাচ্ছে এবং মলমূত্র ত্যাগ করছে। ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার একটা হতাশা সূচক আওয়াজ করে বললেন, একে নিয়ে কী করি বলুন তো?

বুড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখি ওদিকে কিছু ছেলে পান বেচছে। স্থানীয় ছেলে নাকি? না, ক্যাম্পেরই ছেলে। বাজার থেকে কিছু পান, চুন, সুপারি কিনে ঝুড়ি নিয়ে বসে গেছে। কত বিক্রি হয়? সামান্য। আজ তো মাত্র পনের পয়সা ব্যাচলাম।

পানওয়ালা ছেলেটা হেসে উঠেছিল- কেমন যেন নিরুদ্বেগের হাসি। ক্যাম্পের সকলের মুখে অবশ্য সেই নিরুদ্বেগ নেই। প্রধান প্রশ্ন, এরপর কী? প্রায় সকলেই ঠিক করে ফেলেছে, দেশে ফেরা আর নয়। জানি না, সরকার এদের কী করে দেশে ফেরাবেন। সেটাও তো বোধহয় পরের প্রশ্ন। ক্যাম্পে অনেকেরই ভাবনা, এরপর সরকার কোথায় পাঠাবেন? কিছু কিছু লোক যে বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা ওরা শুনেছে। ’তবে যেখানেই পাঠান বাবু ভারতের মধ্যে যেখানেই পাঠান যাব। সরকার আমাদের জন্য এত করছেন, খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, আমরা কথা শুনব বৈকি।’

ক্যাম্পের বাইরে ছোটোখাটো জটলা। ক্যাম্পে জায়গার খোঁজে অনেকে এসেছে। কিছু লোক বারাসতের পথে থেমেছে। শুনছি, এই ক্যাম্পে থেকে নাকি কাল আরো টিকিট দেবে? আরে না, না, ওসব বাজে কথা। এখানে নতুন লোক নেওয়া বন্ধ। চল, চল, বারাসতেই শেষ চেষ্টা।

ওরা যাবে অবশ্যই, ক’জন বারাসত পৌঁছবে জানি না। পৌঁছলেও হয়ত শিবিরে জায়গা পাবে না। অনেকে তার আগেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। কোন পরিত্যক্ত বাড়িতে, অথবা কোনো বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয়। কিম্বা হয়ত গাছতলায়। তারপর পথশ্রম বা রোগে মৃত্যু। অথবা কোন অসৎসঙ্গে পড়তেই বা বাধা কোথায়?

ফেরার পথে বারাসতে রাস্তার দু’ধারে এমন অনেককেই দেখলাম। দু’একটা স্কুল-বাড়িও এখন বেসরকারী শিবির। অসংখ্য লোক, হৈ চৈ। নোংরা হয়ে উঠছে চার দিক। এদের জন্যে কোথায় কী ব্যবস্থা?

হাসনাবাদ থেকে যারা শেষ আশায় বুক বেঁধে হাঁটতে শুরু করেছে তাদের গন্তব্যের শেষ হবে কোথায়?

-দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড
১২ এপ্রিল, ১৯৭১

EVACUEES NARRATE ARMY ATROCITIES
BY NARAYAN DASS
HARIDASPUR BORDER
(Check-post), April.

The Pakistani troops advanced further from Jhikargacha on Sunday morning, uprooting as they went hundreds of panic-stricken villagers of either side of the Jessore Road. The refugees took shelter in Petrapol reception centre recently opened by the State Government for them. The Pakistani troops who faced a stiff resistance from the freedom fighters, set fire to many villages and killed many people. In some places they forced the people to open their shops at gun point and hoist the Pakistani Flag.

Walking along the Jessore Road with some of the member so the Mukti Fouj. I saw many people with their belongings coming towards the Haridaspur border. In some houses, people were seen packing up to leave their homes for safer places. While crossing over to Haridaspur side, a middleaged man Torab Ali of Benapol said, "Can you imagine how sad it is to leave the ancestral home?" Despite this, Torab Ali has a firm belief that Bangladesh would be completely liberated and they would be able to return their homes.

Over five thousand people from village including Navaran, Jhikargacha, Sarsha, Benapol and Jessore town have been given shelter in Petrapol camp and in another camp in Mama Bhagne village near the Bogra border. Most of these villages have been deserted. More than 350 families crossed the border on Sunday alone.

Narrating the atrocities committed by the Pakistani troops on the unarmed village people Mrs. Hosne Ara of an adjoining village of Jessore told this reporter that the Pakistani troops entered every house of their area and asked them to raise slogan "Pakistan, zindabad". If anybody hesitated to raise the slogan, he was immediately shot dead. They looted the belongings of the people, snatched ornaments from the women and later they were killed. In reply to my question as to how she could save herself, she said "As the army men were rushing to our village I started running desperately carrying my three-year-old child and took shelter in a bush, I spent the whole night there and next day I came to the house of my relative in Benapol in a vehicle provided by Mukti Fouz. After four days I crossed the border. I do not know what has happened to my husband who went to a local hat in the evening". Saying this she burst into tears.

A 60-year-old man Harmat Ali Mandal of Jessore town who lost three of his sons, could not talk to me as he was weeping all the time. some people were seen consoling him.

RELIEF STEPS

Meanwhile, the State Government have made elaborate arrangements to provide succour to the distressed people in the Boyra camp. The Bharat Sevashram Sangha is doing laudable service by providing food and other relief materials to the evacuees. A swamiji of the Sangha told this reporter that they had opened a medical unit in the camp with two doctors to nurse the sick. Over two dozen volunteers of their Sangha were working day and night organizing the relief works in the camp. The Sangha was also receiving donations from different social organizations.

Most of the people in the camp have already been vaccinated. Proper sanitary arrangements have also been made.

According to official sources there has been a steady exodus of panic stricken villagers during the last two days across Rajshahi border. Although, the actual number of evacuees who have crossed over to West Bengal could not be properly assessed, according to local people, at least 6,000 crossed over to Raninagar, Bhagabangola and Jalangi thana areas of Murshidabad district on Sunday.

অমৃত বাজার পত্রিকা
৩০ এপ্রিল, ১৯৭১

900 REFUGEES KILLED ON WAY TO INDIA

Coochbehar, April 28, About 900 men who were trekking towards the Indian side were just butchered by the Pakistani Army men according to eyewitness reports, says PTI.

Six refugees, who with multiple bullet injuries arrived at Haldibari from Domar Police Station area of Bangladesh today and now in hospital said they were also among the victims of the Pakistani Army firing but somehow managed to escape.

They said about 8000 people, belonging to a community while coming towards India were intercepted by the armymen who persuaded them to stay in the army camp. The armymen then picked up all the ablebodied male members of the group, forced them to line up and machinegunned them. The rest of the exodus ran helter skelter in panic they added,-

Our Dinhata correspondent adds, reports now available regarding ransacking of Banspachai-the Indian enclave within Dinhata PS in Coochbehar district-reveal that during two days infiltration of Pak Army into the enclave and indiscriminate firing has caused loss of about 150 lives and almost all the houses gutted. This enclave had a population of about 300 persons rest of which have crossed over to India through Dinhata borders.

Pakistan Army also entered at 10 A.M. today into Dhirkhata and Shiberkuthi the adjacent villages of Indian enclave and killed many civilians by firing. Some with bullet injuries were being treated at Dinhata hospital.

যুগান্তর
৯ মে, ১৯৭১
শরণার্থী আগমন অব্যাহতঃ সমস্যা বাড়ছে
(বিশেষ প্রতিনিধি)

কলকাতা, ৬ই মে- হলদিবাড়ী শহরে বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য শরণার্থী আসতে থাকায় এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোচবিহার জেলা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, দৈনিক গড়ে বারো হাজার মানুষ হলদিবাড়ী আসছেন। জেলা কর্তৃপক্ষ আরো বলেছেন, শহর ও সীমান্ত পরিদর্শন করে দেখা গিয়েছে বুধবার প্রায় বারো হাজার শরণার্থী এসেছেন এবং সীমান্তের ওপারে আরো বাইশ হাজার মানুষ এপারে আসার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোচবিহার জেলার ছোটো শহর হলদিবাড়ীতে এ পর্যন্ত দেড় লক্ষেরও বেশী শরণার্থী এসেছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবন কিংবা খালি বাড়ীতে প্রথম দিকে এঁদের স্থান দেওয়া হয়েছিল, এখন তাও পাওয়া যাচ্ছে না। বহু শরণার্থীকে আকাশের তলায় রাত কাটাতে হচ্ছে। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতীকারের জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে তাবু এবং ওষুধপত্র চেয়েছেন।

কোচবিহারে সোয়া লক্ষ শরণার্থী

কোচবিহার থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি হরিপদ মুখার্জি জানাচ্ছেন, বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা প্রতিদিনই কোচবিহার জেলাতে যথেষ্ট সংখ্যায় আসছে। এ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে সওয়া লক্ষ শরণার্থী এই জেলায় আশ্রয় নিয়েছে। এই জেলার কয়েকটি শিবির ঘুরে দেখলাম, এখনও অনেক সরকারী শিবির দরকার।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইতিমধ্যে ৩৫টি শিবিরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলের স্কুলবাড়ীগুলোই অস্থায়ী শিবিরে পরিণত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও আরও বহু মানুষ রাস্তার পার্শ্বে অথবা খোলা মাঠে নিজেদের সতরঞ্চি, চাদর দিয়ে 'ছাউনি' করে কোন মতে মাথা গুজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। সরকারী শিবিরে নাম উঠেনি বলে তাদের বাইরের সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে।

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ও দিনহাটা সীমান্ত দিয়েই বেশী পরিবার আসছে।

এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য

শরণার্থীরা যাঁরা এ পারের আশ্রয় শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোন পার্থক্য নেই- এক পরিচয় ওরা সবাই বাঙ্গালী। পাশাপাশি একই শিবিরে দুই সম্প্রদায়ের লোক একত্রে রান্নাবাড়া করে খাচ্ছে। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ওপারের আত্মীয়স্বজনের খবর বিনিময় করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়াই করছেন, ওদের প্রাত্যহিক খবর নেবার জন্য ওরা ব্যাগ্র-কবে ঘরে ফিরে যাবে তারই প্রতীক্ষা করছে। তাই এই বাংলার আতিথেয়তায় তারা মুগ্ধ, সামান্য ত্রূটিগুলি তারা ধরছেন না।

মন্টুর কথা

শিলিগুড়ির নিজস্ব প্রতিনিধি লিখছেনঃ আট বছরের তয়েব বাবা-মাকে হারিয়ে আজ ইসলামপুর স্কুল ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। পাক দস্যুরা গুলীতে তার বাবা ও মাকে হত্যা করেছে।

তয়েবের বাবা রফিক ঠাকুরগাঁ শহরে রিকসা চালাতো। সম্প্রতি পাক সৈন্য ঠাকুরগাঁ শহরে প্রবেশ করে এবং সামনে যাকে পায় তাকেই নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করে। পাক সৈন্য আসার পূর্বে বেশীর ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যায়। যারা নিঃস্ব দরিদ্র-একমাত্র তারাই শহরে ছিল। মনে করেছিল পাক সৈন্য তাদের কিছু ক্ষতি করবে না। কিন্তু বর্বর পাক সৈন্যের নিকট ধনী-দরিদ্রের বিচার নেই।

রফিককে গুলী করে বর্বররা তয়েবের মার দিকে বন্দুক তাক করে। তাই দেখে তয়েব কেঁদে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলীতে তার মা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এই দেখে তয়েব দৌড়িয়ে নদীর ঘাটের দিকে পালায়। সেখানে অনেক লোক নদী পার হয়ে ভারত সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে। তয়েব তাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। তার জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা সকলকে স্পর্শ করে। তারা তয়েবকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ নানা গ্রাম ঘুরে ইসলামপুরে আসেন এবং জয় বাংলা সংগ্রাম সংহতি কমিটি পরিচালিত ক্যাম্পে আশ্রয় পান। এখানে ছেলেরা তয়েবের নাম দিয়েছেন মন্টু। মন্টুর হৃদয়বিদারক কাহিনী এখন ক্যাম্পের সকলের মুখে। মন্টুও ক্যাম্পবাসী ও কর্মীদের বড় প্রিয়, বড় আপনজন হয়ে উঠেছে।

দেড় লক্ষ শরণার্থী

বাংলাদেশ থেকে ইসলামপুর মহকুমায় দেড় লক্ষের উপর উদ্বাস্তুর আগমন হয়েছে। জয়বাংলা সংগ্রাম সংহতি কমিটি অনেক উদ্বাস্তুকে বিনামূল্যে রান্না করা খাদ্য সরবরাহ করছেন।

এই ক্যাম্পের বেশীর ভাগ লোক এসেছেন বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও অঞ্চল থেকে। এদের নিকট পাক বাহিনীর বহু অকথ্য অত্যাচারের ঘটনা জানা গেল।

ত্রিপুরাতেই ৪ লক্ষ উদ্বাস্তু

আগরতলা, ৬ই মে- বাংলাদেশ থেকে প্রায় চার লক্ষ উদ্বাস্তু সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরায় এসে হাজির হয়েছে। ত্রিপুরার নিজস্ব লোকসংখ্যা হোল ১৫ লক্ষ। সাব্রুম মহকুমায় এসেছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার উদ্বাস্তু। এই মহকুমার নিজস্ব লোকসংখ্যা হোল মাত্র ৬০ হাজার। সরকারী সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে।

একটি বিবৃতিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নি।

করিমগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে প্রকাশ, প্রায় ৫০ হাজার উদ্বাস্তু গত এক মাসে সীমান্ত পেরিয়ে করিমগঞ্জে এসে হাজির হয়েছে। এদের মধ্যে ১৬ হাজার উদ্বাস্তুকে করিমগঞ্জ মহকুমার মোট ২৭টি শিবিরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার উদ্বাস্তু করিমগঞ্জ সীমান্তে এসে হাজির হচ্ছে।

করিমগঞ্জে বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে বলা হয়েছে যে, সীমান্তের ওপার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে উপযুক্ত খোঁজখবর করার পর ভারতে বসবাসের অধিকার যেন দেওয়া হয়। অন্যথায় সমাজবিরোধীরা এই সুযোগে ভারতে এসে হাজির হতে পারে।

ন্যাশনাল হেরাল্ড

২২ মে, ১৯৭১

PROFF OF GENOCIDE AT AGARTALA HOSPITAL

New Delhi, May 20-The general hospital in Agartala presented a picture of the inhuman atrocities of the Pakistan Army on the innocent East Bengalis, writes a UNI correspondent after a visit to the border areas in the eastern region.

Hardly three kilometers from the East Bengal border, the 260 bed hospital was overflowing with patients mostly victims of the trigger-happy Pakistan Army.

All its wards were crammed within-patients when a party of Indian and foreign journalists visited the hospital on Wednesday. It has 530 patients, more than double its capacity. All available space was occupied by patients. The crowding was more conspicuous in the surgical ward where the patients were those riddled with bullets or bit by shells.

Among the pathetic cases were a boy of 13 and a girl of nine. Both of whom had lost their eyesight because of Pakistani shelling. The doctor treating them said that despite all that he could possibly do, restoration of eyesight was almost impossible.

Mr. Shamsuddin Ahmed, a railway engineer, had a heavy bandage on his bead. Ho was shot by Pakistani soldiers who entered his office. About to retire from service, Mr. Ahmed said be was railroad engineer in the Akhaura Junction across the Tripura border. One afternoon last month several army personnel entered his office and threw away the files. Later they started spraying bullets. He and his colleagues ran away. But before he could escape he was hit by a bullet. His relations brought him to the hospital on April 18.

Mr. Ahmed said that he never participated in any political activity. In a voice choked with emotion he wondered what he would do to support a family of 10 members. He had all on a sudden become penniless with his house and belongings with the same compound of his office burnt down by Pakistani soldiers. The only consolation was that his family was safe. They were in the village at the time of the incident. Later they crossed the border to be housed in the camps of evacuees.

MASS KILLING

Mr. Halid Hussain (27) was undergoing treatment for shock and exhaustion. He left Chittagong on April 27, when the Army after taking control of the town started indiscriminate killing of Bengalis. He was not at all interested in politics. But after witnessing the massacre of his people he has decided to join the Mukti Fouj (Liberation Army).

Asked whether the Mukti Fouj would be able to win independence from a well-equipped occupation force Mr. Hussain recalled the fight of Algerians and Tunisians against the mighty French and said that if these countries could win freedom, Mukti Fouj could also liberate Bangladesh from the Pakistan Army.

He said that the Pakistan Army’s aim at present was to kill Bengalis, whether they were Muslims or Hindus.

A Muslim girl of 13 said the Army asked her family of twelve including father and mother to get into the house. They later set fire to it and went away. The girl miraculously escaped while all the other members of the family died. An old lady in the neighborhood rescued her and bro9ught her to Agartala.

BULLETS SPRAYED

Mr. Narayan Paul (11) was standing at the gate of his house when he was hit by a bullet on the knee. He was taken to Comilla Hospital by his brother. Later he was brought to the Agartala Hospital when the whole family evacuated to India. Asked whether he would go back to his school in Comilla Paul said he would not go back. He is studying to class four.

Another student Subal Kanta Nath 917) has a fractured arm as a bullet breaking the bone of his hand. He was running away from his house after the Army had entered the house and started firing in all direction. He does not know what happened to the others members of the family. His father owned a grocery shop in Chittagong.

Safiullah (30) lay on his back with bullet injuries on his chest and abdomen. He was shot while, escaping his house which was set on fire by the soldiers. Hailing from Feni town in Noakhali District, he did not know about the fate of the rest of the family including his wife and two children. Some volunteers carried him to the Tripura border.

INTELLECTUALS

A member of Pakistani intellectuals were housed in the Narsingarh refugee camp in Tripura town.

A Muslim Professor of Chittagong University who did not want to be named said that the aim of the Pakistan Army was to liquidate all intellectuals, technicians, businessmen and artists. It wanted only some ‘salves’ to survive.

Bhikku Mahadev Jyoti Pal, head of the Buddhist community of Pakistan, said that the Pakistan Army had burned down the monastery in which he lived and the village surrounding it last month. Six young bhikkus were killed.

Miss Nomita Ghose, an artist of Dacca Radio, said soldiers took away young girls before setting fire to the houses.

The correspondents who visited the hospital and the evacuee camps also drove to Sabroom in southern Tripura, one of the important points of entry for the victims of Pakistani persecution. From Sabroom the correspondents saw across the Feni river the town of Ramgarh in Shambles. All the huts on the banks of the river have been burnt and razed. A lone Pakistani flag flew over the Government building which was the only structure which was not damaged. The flag was the symbol of the Pakistani occupation of the area early in May after a bitter fight with the Mukti Fouj-UNI.

স্টেটসম্যান

২৩ মে, ১৯৭১

FLIGHT FROM TERROR & BUTCHERY

To The Majority of Bangladesh Refugees the Memory of the, Ravages Wrought by a Ruthless Enemy is Fresh and the Future Void

BY MANOJIT MITRA

BETWEEN Tripura’s border town, Sabroom, and the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh flows the narrow and grimy Feni river. One morning in the last week of April, while crossing the river by a country boat, I could see thousands of Bangladesh refugees behind me at Sabroom, thousands more waiting on the other bank to cross over and countless others fording the river at shallow points, their meagre belongings on their shoulders. Guns were blazing about 15 miles away and the exodus was on.

This was one of those scenes which revealed so much in one instant. One would only have to see the milling thousands, the stamp of terror on their faces, their eagerness to cross over to safer territory and the fatalism with which they had accepted the ordeal of sleeping on the streets to know what they had been through. Ramgarh, the border town of the Hill Tracts, was still occupied by the Mukti Fauj, but the Pakistani Army was pushing ahead. They had ruthlessly shelled and burnt villages along their route, from where these thousands had fled.

Sabroom was the most crowded border of Tripura in the third and fourth weeks of April when nearly 200,000 refugees arrived within a few days. In other border area, refugees have started coming earlier. Tens of thousands had arrived from Sylhet, Comilla and Noakhali districts of Bangladesh through the Sonamura, Kamalasagar, Debipur and other borders. Travelling from Agartala to these different borders for days together, everywhere I found refugees-in roadside camps, schools and colleges, private houses, fields and the streets.

The worst scenes I was were, however, at Sabroom. Thousands of people were living on the streets and on the premises of the thana. There were interminable queues for chits being issued to bona fide refugees. When I entered the thana, several old women approached me to help them get their chits. While one member of each family stood; in the queue, others looked for food. The old people slept under improvised tents. The children evidently unable to comprehend what had befallen them, played hide-and-seek. Many people looked for food, but not all of them had the money to buy it. Some families squatted near the river, offering their utensils for sale. These were their last belongings.

There was an acute shortage of drinking water. District officials had grown panicky; some of them said one or two cases of cholera had already been reported and if the congestion was not relieved, this would turn into an epidemic. Trucks arrived occasionally to take groups of refugees to camps. Cycles, brought along by some across the border, were tied on the side of the trucks. Women, children and fatigued old men scrambled aboard, guided by energetic young men who kept up their spirits despite

everything. Some were too tired to speak; occasionally, I saw one or two people craning out their necks from a speeding truck and vomiting.

Camps were being set up in different areas, but the authorities found it difficult to cope with the rush till the first week of May. Some of them said the population of Tripura was about to double.

Most refugees belonged to the poor peasantry but here were middle class and some rich families as well. Most of them came to Agartala town from where some proceeded to Calcutta while others put up with relatives and acquaintances. There were affluent lawyers and doctors and engineers who had trekked for days on end along devious routes to dodge the marrauding West Pakistani soldiers. A lawyer left behind his two houses and tree cars and entered Agartala with his wife and son. A field actress, who had been signed for more than 3 dozen films, walked through rain and mud for 48 hours and came to Agartala. An architect came from Dacca with his wife and child, expecting to get killed any moment on the way.

No every one of them was, depressed. It was an inspiring experience for me to meet a group of teachers and writers from Bangladesh at the Polytechnic Institute at Agartala. Some of them were from Chittagong University where they had helped Mukti Fauj fighters and seen action. Each family was cooped up within a single room of the institute, where the food was cooked and all members slept. Evidently, they were used to good living in Bangladesh, but this catastrophe did not appear to affect their spirits much.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের ওপর আই, আর, সি-র একটি রিপোর্ট	বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস	২৮ জুলাই, ১৯৭১

ESCAPE FROM TERROR

A report of the International Rescue Committee Emergency Mission to India For Pakistan Refugees, submitted on July 28, 1971, by its Chairman, Mr. Angier Biddle Duke, to Mr. F.I. Kellog, Special Assistant to the Secretary of State for Refugee Affairs, Government of U.S.A.

Introduction.

On March 25, 1971 began one of the largest mass movements in our time of people fleeing in terror to a neighboring country. Six million Bengalis, Moslems and Hindus, have streamed out of East Pakistan, their homeland, to West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya. Thousands on thousands of new refugees arrive every day, and the pressures on India generated by this West multitude of destitute refugees are mounting dangerously.

On July 5th , Chester Bowles, a former U.S. Ambassador to India, wrote in The New York Times:

"Unless two rather unlikely developments occur, South Asia is in imminent danger of erupting into a tragic, needless war.

"These developments are: First, that the ruling West Pakistan Government turns away from the path of terror against its own subjects in East Pakistan and agrees to a settlement that will stem the flow of frightened, homeless refugees into India and second, that the world community soon mounts a massive campaign to relieve India of the burned of supporting nearly six million refugees who have already crossed the border."

Political solutions for the return of the Bengali refugees must be found; and it is imperative that other nations and other peoples to create time for such a settlement share India's shattering burden of caring for the refugees. It is incumbent on American voluntary agencies to assume a reasonable share of this responsibility. Humanitarianism and enlightened self-interest are twin motivations for strong and immediate action toward alleviating one of the most tragic and potentially explosives refugee crises of our time.

The State of Pakistan consists of the East and West provinces, which are separated by a thousand miles of Indian territory. The population of the East is 75 million, outnumbering the West, the seat of the national government, by 25 million. Both areas are predominantly Moslem, though eight million Hindus live in the East.

In elections held in December 1970, the Awami League of East Pakistan won a majority in the National Assembly for all Pakistan. Negotiations to form a new government resulted in a stalemate. On March 25th the Pakistani

Army and police poured into the East and undertook a campaign of unparalleled fury against the Bengali people. it appears that some 200,000 people were killed.

As the extent and gravity of the refugee crisis emerged, the International Rescue Committee sent a mission of five volunteer leaders to India, headed by IRC's former President, Angier Biddle Duke. Its other members were I. Morton Hamburg, an IRC Vive President. IRC Board members, Mrs. Lawrence Copley Thaw and Thomas W. Phipps, and Dr. Daniel L. Weiner of the Einstein Medical School. The mandate of the mission was to obtain a first-hand picture of the refugee situation, and to initiate an emergency programme for East Bengali refugees, the professionals in particular. The IRC Board of Directors felt that it should focus on a segment of the overall problem not exceeding the capabilities of a voluntary agency. Moreover, the survival of Bengali teachers, doctors, writers, artists, scientists, academicians, and cultural leaders is essential for the – survival of their nation.

The following pages describe the Mission's findings, recommendations and the outline of a programme the International Rescue Committee has undertaken to implement.

1. The Scope of the Problem

The near-apathy with which the world has reacted to a refugee emergency, the magnitude of which beggars anything we have witnessed since World War II and its aftermath, can perhaps be explained-though not excused-by the helplessness with which most of us react to what appears as an elemental disaster of unmanageable scope.

The mass terror unleashed by the West Pakistan Army and police had a selective thrust. As the New York Times put it.

"People have killed each other because of animosities of race, politics, and religion; no community is entirely free of guilt. But the principal agent of death and hatred has been the Pakistan Army. And its killings have been selective. According to reliable report from inside East Pakistan, the Army's particular targets have been intellectuals and leaders of opinion-doctors, professors, students, writers". (Anthony Lewis, 'Measuring the Tragedy'. The New York Times, June 7, 1971).

IRC's Mission to India was able to verify through interviews with refugees that this was actually what happened. People were taken out of their houses and machine-gunned in the streets. Men, women and children were bayonetted to death. Women were raped. About 200,000 people were reported to have been killed. Millions of people began their escape into India. At that stage, they consisted mostly of Muslims identified with the Awami League and the political opposition to the West Pakistan regime.

Later the terror of the Pakistani Army was turned against the Hindu minority who constituted about one-tenth of East Pakistan's population. To quote The New York Times report from Faridpur, East Pakistan;

"Although thousands of "antistate" Bengali Moslems have been killed by the army, the Hindus became particular scapegoats as the martial-law regime tried to blame Hindu India and her agents in East Pakistan for the autonomy movement….. The army also forced Moslems friendly to Hindus to loot and burn Hindu houses; the Moslems were told that if they did not attack Hindus, they themselves would be killed." (The New York Times, July 4, 1971.)

The Indian authorities have established a quite reliable registration procedure. By June, 3, the refugee population had reached 4.8 million, of whom close to two-thirds were housed in camps of all descriptions in Assam, Tripura and Meghalaya, east and north-east of East Pakistan, but mainly in West Bengal:

State of District		In Reception Centers	With friends or Relatives
Assam	- - -	81,800	65,677
Tripura	- - -	381,373	363,464
Meghalaya	- - -	186,052	49,332
	West Bengal.		
Nadia	- - -	214,788	170,951
24-Parganas	- - -	503,467	179,250
Maurshidabad	- - -	134,507	15,953
West Dinajpur	- - -	763,664	511,555
Jalpaiguri	- - -	140,402	165,000
Coach-Behar	- - -	189,755	210,875
Malda	- - -	92,139	254,513
		2,707,947	2,022,570

(Figures prepared by the West Bengal Government)

By June 15, the number of refugees had gone up to 5.8 million, of whom 3.7 million were living in camps. With the outbreak of cholera in early June, news of which spread into East Pakistan, the border crossings did slow down. Yet once the cholera threat subsided, thousands again began to pour over every night, despite the desperate air of tension the Pakistani Army has tried to maintain along the border by mortar fire to which the Mission can bear personal witness. There is no indication that the exodus has been halted. If the present trend continues, the figure is likely to go to seven million before July is out. Seven million people is the total population of Cuba.

When will this situation explode who knows? The voluntary agencies are performing a humanitarian service. But they are just as importantly trying to help India endure the severe internal pressures and thus buy time in the search for the solution that must come. In that sense they are making a contribution to World Peace.

II. The Refugees

The refugees, many of whom have walked distances of up to 150 miles; appear to have travelled from cities and villages relatively near the Indian border. There are unquestionably large numbers of Pakistanis who are unable to escape because of their more central location within East Pakistan. They have come to India initially by way of the usual border crossings and along roads normally travelled. With the closure of the borders by the Pakistani military, large numbers are continuing to infiltrate through the 1,300 mile border with India through forests and swamps. These groups, with numbers sometimes up to 50,000 in a 24 hour period have for the most part settled along the major routes in India. They are found wherever there is a combination of available ground and minimal water supply. Many of them have avoided camp communities and have "melted" into the countryside. The refugee camps may vary in size from small groups to upwards of 50,000. There has been an extraordinary effort on the part of the West Bengal and Indian Government to organise these camps and supply them with at least minimal amounts of food and water. The camps are frequently located adjacent to existing Indian villages. Attempts have been made to set up camps on higher terrain but this is frequently impossible. It is obvious that much of the refugee areas will be under water during the monsoon season.

The shelter, when it does exist, is of three main types- small that-ched huts made of locally available material, small low tent made from wood frames covered with tarpaulins supplied by the relief authorities, and, where available, cement casement and drainage pipes are used for shelter. At present, all tarpaulin material within India has been exhausted, and attempts are being made to use plastic material. Water is usually supplied by one or two pumps within the refugee area. These are hand-drilled wells which are equipped with standard single lever pump. Sanitary facilities are almost not-existent. Initially small slit trench latrines were located within close proximity to the area of the refugee villages, but attempts are now being made by authorities to place larger, better designed facilities at least some distance from the camps. The inadequate drainage system, the shallow wells and inadequate sanitation make cross contamination an obvious sequence. There is a critical need in these camps for some type of adequate sanitary facilities-even more acutely a need for power-drills so as to facilitate the speed with which they can be constructed and improve the depth of the wells. Adequate facilities in both these areas with adequate separation are probably the single most important need for maintaining some type of minimal health conditions.

The refugee diet is dependent upon food supplied by the relief authorities and those small amounts which they can supplement by local purchase. This consists of rice boiled in open clay pots, some powdered mild which is occasionally available, and dall, which is a lentil type of bean used for a thin soup. In a few isolated cases some green vegetables had been distributed, but this is the exception rather than the rule. At this point, the diet would be classified as barely adequate.

III. Health Conditions

The physical appearance of most of the refugees shows the signs of hardship, low caloric intake" and inadequate clothing. The children see to be doing reasonably well

under the circumstances, but in both adults and children there are seen large numbers of skin infections, gastrointestinal disturbances with vomiting and diarrhoea, and chronic cough with upper respiratory infections. In the camp hospitals there are the ever present cases of cholera and other gastrointestinal diseases. The cholera problem seems now to be under control. However, with the combination of increased rain from the monsoons, deficient health facilities plus the influx of new refugees, it is quite clear that there will be again an upswing in the incidence of cholera.

Health care among the refugee population is rudimentary. Mobile units for mass inoculation programs and the distribution of a few simple medications are active within some of the camps. Fixed facilities in the terms of field-type tent hospitals have been opened up in or near other camps, but here again these units carry only about 20 to 30 inpatient beds (stretchers). All that can to offer some intravenous or oral fluid therapy for the gastrointestinal problems and cholera. Medical supplies are being received and distributed to these fixed facilities. However, due to the lack of co-ordination of the medical effort, many supplies are arriving which are not needed while others are in short supply.

At the present time in terms of the general refugee population, the acute need in for material for shelter, particularly with the advent of the monsoon season. There is a need for better water supply, particularly wells with a deeper water table and with less chance of contamination. Properly designed sanitary facilities are mandatory. The diet at present would appear to be just about able to sustain the adults and children, but food is going into short supply again.

A major problem is in the infant refugee population. There is no food or food supplement available to bottle-feed these children. Mother's milk is, of course, inadequate. A severe and critical shortage is therefore present in the powdered milk-glucose supplement powders used for infant formulas. Without this being placed in immediate supply, there will conceivably be many more-neo-natal deaths due to malnutrition.

The next few months will bring increased numbers of refugees and additional strain on the meagre existing supplies and facilities. Malnutrition and disease will become more prevalent. Relations between the refugees and the local villagers must deteriorate. The financial burden for the West Bengal and Central Indian government will be impossible to bear. Morale will sink to even lower levels as the situation becomes desperate.

Food and medical supplies must come from outside sources. Distribution of these materials is possible but there must be more medical and paramedical personnel made available and mobilized.

IV. The Refugee Physicians

The refugee physicians who left East Pakistan maintained some liaison with other professionals and physicians within India. Very few of them are in the refugee camps, most being in and around Calcutta, living with families, friends and relatives. The East Pakistani medical establishment is the product of seven medical schools offering two

different degrees. The M.B.B.S. physicians are from five-year school and the RFP are from four-year schools. There are also some paramedical. The general faculty of the medical schools was for the most part senior physicians, and many of these were killed or are unaccounted for. Approximately 1,500 East Pakistani physicians have left the country, the majority of these being younger men. The medical degree does not accredit them to practice in West Bengal and so far only 150 of them have been employed by the West Bengal Government. Most of the refugee physicians have registered with the Bangal Desh Red Cross which is under the direction of Dr. A. Hoque. In this group are mostly what we would classify as general practitioners with relatively few specialists. They retain only their own clothes, a few personal belongings, and virtually none of their medical equipment. They possess no medical supplies and are consequently unable to practice medicine. Nor have they any means of support or means of supporting their families. They exist by living with other families.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য	‘বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস’, বহির্বিশ্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত কর্তৃক প্রকাশিত	১৯৭২

INFLUX OF REFUGEES FROM MARCH 25 TO DECEMBER 15, 1971

Serial Number	Name of State.	Total Influx.
(1)	(2)	(3)
1	West Bengal	7,793,474
2	Tripura	1,416,491
3	Meghalaya	667,986
4	Assam	312,713
5	Bihar	8,641
	Total-	9,899,305

DISTRIBUTION OF REFUGEES IN VARIOUS STATES IN INDIA

Refugee Population as on
December 15, 1771

Serial Number	Name of State	Number of Camps	In camps	Outside Camps	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	West Bengal	492	4,849,786	2,386,130	7,235,916
2	Tripura	276	834,098	547.551	1.381.649
3	Meghalaya	17	591,520	76,466	667,986
4	Assam	28	255,642	91,913	347,555
5	Bihar	8	36,732		36,732
6	Madhya Pradesh	3	219,298		219,298
7	Uttar Pradesh	1	10,169		10,166
	Total-	825	6,797,245	3,102,060	9,899,305

TREND OF INFLUX

Month	Average daily.	Monthly arrivals.
(1)	(2)	(3) (PERSONS IN THOUSAND)
1 April 1971 (10th to 30th)	57,000	1,921,00
2 May 1971	102,00	3,158,00
3 June 1971	68,00	2,056,00
4 July 1971	26,00	797,00
5 August 1971	34,00	1,055,00

6 September 1971	57,00	804,00
7 October 1971	14,00	425,00
8 November 1971	8,00	217,00
9 Backlog		166,00
	Total-	9,899,00

LIST OF REFUGEE CAMPS

(EASTABLISHED DURING THE PERIOD FROM APRIL TO NOV. 1971)

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
D4	North District	Ambasa	1
D3		Kamalpur	2
E3		Kumarghat	3
D3		Miles	4
D3		85 Miles	5
E3		Padmabil	6
E3		Shrinathpur	7
E3		Uptakhali	8
D4	South District	Bagata	9
D4		Chandrapur	10
D4		Dhajanagar	11
D4		Harina	12
D4		Rishyamukh	13
D4		Kakraba	14
D4		Kalachara	15
D4		Kawamara	16
D4		Maichera	17
D4		Phulkumari	18
D4		Rajnagar	19
D4		Shrinagar	20
D4	West District	Amtali	21
D4		Barjala	22
D4		Brajapur	23
D4		Chechuria	24
D4		Dhanpur	25
D4		Gandhigram	26
D4		Hapania	27
D4		Ishanpur	28
D4		Khowai	29

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
D4		Madhupur	30
D4		Matinagar	31
D4		Melagarh	32
D4		Mohanpur	33
D3		Simna	---
D4		Teliamura	33
		ASSAM	
E3	Cachar	Chandranathpur	34
E3		Chargola	35
E3		Dasgram	---
E3		Harincherra	36
E3		Kathal	---
E3		Lakshminagar	37
E3		Silkuri	38
E3		Sonakhira	39
B2	Goalpara	Borkona	40
C1		Fakirgram	41
B2		Mankachar	---
C2		Nidanpur	42
C1		Sarfanguri	43
E5	Mizo	Demagiri	---
E5		Pachang	---
E5		Rotlang	---
E2	North Cachar Hills	Haflong	44
E1	Nowgong	Hojai	45
E1		Nilbagan	46
E1		Sidabari	47
		WEST BENGAL	
A5	24 Paraganas	Hasnabad	---
A5		Taki (2 Camps)	48
A5		Basirhat (5 Camps)	---
A5		Swarupnagar (7 Camps)	49
A5		Baduria (5 Camps)	50
A5		Gobardanga	51
A5		Maslandapur	51
A5		Kalupur (4 Camps)	51
A5		Media	51
A5		Ichapur	51

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A5		Sunita	51
A5		Banipur	51
A5		Pairagachi	51
A5		Lakshmipur	51
A5		Sadhanpur	52
A5		Sahara	52
A5		Barakur	---
A5		Digberia	53
A5		Dattapukur	53
A5		Manapukur	53
A5		Barasat (3 Camps)	---
A5		Mamabhagina (2 Camps)	54
A5		Marighata	54
A4		Bagdaha	55
A4		Helencha	55
A4		Ganrapota	55
A5		Salt Lake	56
A5		Nilganj	56
A5		New Barakpur	56
A5		Dogachia	57
A4	Nadia	Karimpur	58
A4		Palashipara	58
A4		Betai	58
A4		Nazirpur	58
A4		Banpur	59
A4		Chapra	59
A4		Dompukuria	59
A4		Purnaganj	59
A4		Java	60
A4		Bhaluka	60
A4		Bhadurpur	60
A4		Muragachha	60
A4		Dakshinpara	60
A5		Kalyani (7 Camps)	61
A4		Shikarpur	62
A4		Majdia	63
A4		Bhajan Ghat	63
A4		Asannagar	63

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A4		Badkulla	63
A4		Ulashi	63
A4		Ranaghat (2 Camps)	---
A4		Shantipur	---
A3	Murshidabad	Daulatabad	64
A3		Kaladanga	64
A3		Baruipara	65
A3		Choa	65
A3		Hariharpara	65
A3		Karimnagar	65
A3		Nischintapur	65
A3		Rukunpur	65
A3		Sahajadpur	66
A4		Amtala	66
A4		Jhowbona	66
A4		Madhupur	66
A4		Nowda	66
A4		Patikabari	66
A4		Maganpara	67
A3		Bhagirathpur	68
A3		Bhatsala	68
A3		Domkal	68
A3		Katakobra	68
A3		Sadikhandiar	68
A3		Sahebrampur	68
A3		Choapara	69
A3		Hukahara	69
A3		Jalangi	69
A3		Kazipara	69
A3		Natial	69
A3		Sagarpara	69
A3		Sahebnagar	69
A3		Ashoke Kunja, Lalbag	70
A3		College Commerce Hostel, Jiaganj	70
A3		Darapnagar Primary School	70
A3		Nawab Bahadur Institution's	79
A3		Lal Boarding, Lalbag	70
A3		Muslim Hostel, Lalbag	70
A3		Mission Hospital, Jiaganj	70

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A3	Murshidabad	College Commerce Hostel, Jiaganj	70
A3		Govt. Sponsored Free Primary School No. 1. Jiaganj	70
A3		Do No. 2. Jiaganj	70
A3		Maharaj Bahadur Hall Jiaganj	70
A3		Darapnagar Primary School	70
A3		Dilfarbad Ganja Farm	70
A3		Nashipur Rajbati	70
A3		Nishadbag Pry. School, Lalbag	70
A3		Mukundabag Jr. Basic School, Lalbag	70
A3		Shripat Kumarpara, Jiaganj	70
A3		Mahanta Ramdas Aulia Primary School, Jiaganj	70
A3		Kurmitala Camp	70
A3		Ashoke Kunja, Lalbag	70
A3		Mackenji Hall, Azimganj	70
A3		Puratan Dharmasala, Azimganj	71
A3		Nutan Dharmasala, Azimganj	71
A3		Nowlakshya Garden, Azimganj	71
A3		Don Bosco Institute, Azimganj	71
A3		M. Strimal's Godown, Jiaganj	71
A3		Raja Bijoy Singh Stable, Azimganj	71
A3		Dehipur G.S.F.P. School	71
A3		Raja Bijoy Sing Bidyamandir Hostel, Azimganj	71
A3		M. N. Academy, Lalgola	72
A3		Lahore Shed, Lalgola	72
A3		School Boarding, Lalgola	72
A3		Guest House, Lalgola	72
A3		Basic School, Lalgola	72
A3		Madrasa, Lalgola	72
A3		Girls School, Lalgola	72
A3		Manick Chak	72
A3		Youth Reception Centre, Lalgola	72
A3		Raninagr, Goas	73
A3		Raninagar	73
A3		Nabipur	73
A3		Katlamari	73

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A3	Murshidabad	Rakhaldaspur	73
A3		Sheikhpara	73
A3		Rambag	74
A3		Habaspur Primary School	74
A3		Bagdanga Primary School	74
A3		Patamari Hanumantanagar	74
A3		Akheriganj	74
A3		Kharibona	74
A3		Nashipur	74
A3		Bhagwangola High School	75
A3		Kalukhali Madrasa & Primary School	75
A3		Bhagwangola Primary School	75
A3		Asanpur Primary School	75
A3		DArar Kandi Primary School	75
A3		Ram Chandramati Pry. School	75
A3		Bhagwangola	75
A3		Bhurkunda	76
A3		Sahapur	76
A3		Manigram	76
A2	Maldah	Bamangola	77
A2		Pakuahat	77
A2		Maheshur	77
A2		Gouljoi	77
A2		Paul Transit	77
A2		Pakshaghat Open Air	77
A2		Gajol	78
A2		Dohil	78
A2		Hatimari	78
A2		Kutubsahar & Adina	78
A2		kanchuadanga	78
A2		Eklakshi	78
A2		Rahutara Mission	79
A2		Kendpukhur	79
A2		Bulbulchandi (2 Camps)	79
A2		Rishipur	79
A2		Singabad (2 Camps)	79
A2		Aiho	79
A2		Bahutera Mission	79
A2	Maldah	Harishchandrapur	80
A2		Bishapur	80
A2		Kushidah	80
A2		Tulshihatta	80

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A2		Masaldaha	80
A2		Bringol	80
A2		Borai	80
A2		Konua	80
A2		Chandipur	80
A3		Golapganj	81
A3		Kaliachak	81
A3		Mothabari	81
A3		Baisnabnagar	81
A3		Pagla Bridge	81
A3		Bangatola	81
A3		Gayeshbari	81
A3		Sajaopur	81
A2		Cabindapara	82
A2		Malatipur	82
A2		Kharba	82
A2		Kaligram	82
A2		Ashapur	82
A2		Paharpur	82
A2		Nalahar Chatremohani	82
A2		D.E.B. Dak Bungalow	83
A2		Mahadipur	83
A2		Nagharia	83
A2		Raigram	83
A2		Milki	83
A2		Kalindri	84
A2		Mathurapur	84
A2		Nazirpur	84
A2		Bechutala or Manikchak Diara	84
A2		Araidanga	84
A2		Ekborna	84
A2		Haripur	84
A2		Paranpur	84
A2		Ratua School	84
A2		Debipur	84
A2		Samshi	84
A2		Baharal	84
A2		Bhaluka	84
A2		Bahado	84
A2		Bhagabanpur	84
A2		Khapur	84
A2	West Dinajpur	Kaldighi Godown	85
A2		Gangarampur High School	85

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A2		Naya Bazar High School	85
A2		Shibbati Station Junior High School	85
A2		Chaloon High School	85
A2		Sarbamangla	85
A2		Sukdebpur High School	85
A2		Thengapara High School	85
A2		Nehamba Jr. High School	85
A2		Bulbari Centre	85
A2		Jahangirpur Jr. High School	85
A2		Ratanpur Free Primary School	85
A2		Tapan High School	85
A2		Rampur High School	85
A2		Chakbaligram Basic School	85
A2		Kardaha High School	85
A2		Daralhat High School	85
A2		Rampur High School	85
A2		Chakbaligram Basic School	85
A2		Kardaha High School	85
A2		Vior Jalalia High School	85
A2		Tilom Jr. High School	85
A2		Laskarhat Panchayat Office	85
A2		Patiram High School	85
A2		Nazirpur Anchal Office at Jhorna	85
A2		Barkali Jr. High School	85
A2		Amritakhanda Anchal Office at Kamarpara	85
A2		Malancha High School	85
A2		J.L.P. Bidyachakra	85
A2		Khadimpur Girls High School	85
A2	West Dinajpur	Nadipar N.C. High School	85
A2		Chingishpur High School	85
A2		Beltala Park High School	85
A2		Khashpur High School	85
A2		Hilli High School	86
A2		Trimohini Rural Library	86
A2		Teor Bharat Sebasram Sangha	86
A2		Muralipur Jr. Basic School	86
A2		Panjul Anchal Panchayat Office at Ramkrishnapur	86
A2		Dhalpara Free Primary School	86
A2		Muralipur Free Primary School	86
A1		Daspara	87

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A1		Lakhimpur	87
A1		Chopra	87
A1		Patagora	87
A1		Matikunda	87
A1		Thakurbari	87
A1		Ramganj	88
A1		Goalpokhar	88
A1		Darivir	88
A1		Rashakhowa	88
A1		Atiakhori	88
A1		Sujali	88
A2		Fakirganj Reception camp	83
A2		Jaidevpur Madrasa Reception camp	89
A2		Safanagar Reception camp	89
A2		Kumarganj Reception camp	89
A2		Gopalganj Reception camp	89
A2		Radhanagar Reception camp	89
A2		Botun Reception camp	89
A2		Dharmapur Reception camp	89
A2		Malone	90
A2		Naoda	90
A2		Dalimgaon	90
A2		Maharajahat	90
A2		Rampura	90
A2		Banshihari	90
A1	Darjiling	Kantivila	91
A1	Jalpaiguri	Sannyashikata	92
A1	Jalpaiguri	Amaidighi	92
A1		Jatiakali	92
A1		Manuagach	92
A1		Sakati (2 Camps)	92
A1		Berubari (2 Camps)	92
A1		Patkata	92
A1		Drangi	93
A1		Panijehati	93
A1		Rangdhamali	93
A1		Gumirapara	93
A1		Manikganj	93
A1		Sarulla Camp	93
A1		Polytechnic	93
A1		Blaramhat	93
A1		Panbari	93

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
A1		Bandhunagar	93
A1		Jalpesh (2 camps)	93
A1		Mauagach	93
A1		Dabgrach	93
A1		Dankimari (2 camps)	93
B1		Haldibari	94
B1		Dewanganj	94
A1		Duars Co-operative Rice mill camp	95
A1		Bashilarganga Bagjan	95
A1		Dangi	96
B1		Lakshmikanta	97
B1		Rangati	97
B1		Agrabhasa	97
A1		Matiali	98
A1		Barodighi	98
B1	Koch Bihar	Dewanhat Railway Station (2 camps)	99
B1		Makkati Pushnabanga	99
B1		Dhunpur	99
B1		Natuarpar	99
B1		Rajarhar	99
B1		Madhupur	99
B1		Pundibari Girsl School (6 camps)	99
B1		Patlakhawa Complete Basic School	99
B1		Karalirdanga Camp Nos. 1 & 2	99
B1	Koch Bihar	Dineswari Jr. High School	99
B1		Kharijakakribari	99
A1		Dewangaj Transit Camp (Girimath)	100
A1		Sweedish Mission Camp	100
A1		Huraerdanga Camp	100
A1		Haldibari Jute Godown (2 Camps)	100
A1		Changrabandha High School (5 Camps)	100
A1		Jamaldah Somi Permanent (3 Camps)	100
A1		Hanirhat School	100
A1		Dhaprahat School	100
A1		Dangerbat School	100
B1		Jaldhowa	101
B1		Jorai	101
B1		Buxirhat	101
B1		Deocharai	101
B1		Balarampur	101
B1		Balabhut	101

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
B1		Jhowkuthi	101
B1		Paglarhat	102
B1		Ratherdanga (2 Camps)	102
B1		Nagarlalbazar (2 Camps)	102
B1		Baramaricha (2 Camps)	102
B1		Gosairhat	102
B1		Dakalirhat	102
B1		Dakghara	102
B1		Khalisamari	102
B1		Chhotosalbari	102
B1		Baraunidanga	102
B1		Karjirdighi	102
B1		Ranirdigni	102
B1		Ghogrardanga	102
B1		Krishnana Colony	102
B1		Basantababurdanga	102
B1		Suanghat	102
B1		Changhat	102
B1		Nakati	102
B1		Kaliganjerdanga	102
B1		Baghmarardighi	102
B1		Bamandanga	102
B1		Golenwhati (3 Camps)	102
B1		Nagarlalbazar Sukandighi	102
B1		Dewantskot Joyduar (2 Camps)	102
B1		Jatamari	102
B1		Chhatlabazar	102
B1		Baramashia	102
B1		Bhogramguri	102
B1		Ashokebari	102
B1		Angardata Parodubi	102
B1		Patakamari	102
B1		Ghoksardanga	102
B1		Burihat (2 Camps)	103
B1		Khalisagosanimari	103
B1		Kaliganj	103
B1		Basantirhat (2 Camps)	103
B1		Bnetaguri	103

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
B1		Kisamatda SAvam (3 Camps)	103
B1		Boradanga	103
B1		Nigamnagar (3 Camps)	103
B1		Kharkharia	103
B1		Balika	103
B1		Putimari	103
B1		Chrabari	103
B1		Petla	103
B1		Rashbarir Math 'A'	103
B1		Baranachina	103
B1		Chhotofalimari	103
B1		Jamadarerbosh (5 Camps)	103
B1		Sitai School (2 Camps)	103
B1		Kayterbari	103
B1		Chamla	103
B1		Adabari	103
B1		Balapukuri	103
B1		Brahmatarohhatra	103
B1		Bijalichhatka	103
		MEGHALAYA	
C2	Garo Hills	Baghmara	104
C2		Dalu	105
12		Chandabhui	106
C2		Chichengpara hat	106
C2		Haljati Hat	107
C2		Machangpani	108
C2		Ampati	108
C2		Chebenang	108
C2		Myneng	108
C2		Sibbari	109
C2		Bikona	110
B2		Porakasua Hat	111
B2		Kalaipara	112
B2		Dimapara	112
E2	Khasi & Jaintia Hills	Pongtung	113
E2		Madan Lynetd	114
E2		Madan Baitah	115

Sq. No.	District	Name of camps	Ref. No.
E2		Sowlong	116
E2		Amtrong	117
E2		Diengrai	118
E2		Amlarem	129
E2		Amsohmaleng	120
C2		Dalot	121
C2		Lalpani	121
D2		Mowasora	122
D9		Pancharing	123
D2		Munai	124
E2		Syndai	125
D2		Shella	126
D2		Ishamati	126
D2		Mylliem	127
D2		Wahrengka	128

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-বাহিনী ও তাদের দোসবদের দ্বারা নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা	হিস্টরী অব দি ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা -এম, এ, রহীম	১৯৮১

PARTYRS IN THE LIBERATION WAR

Professor: Dr. G. C. Dev (Phil), Munier Choudhury (Beng): Asso. Prof.: Mufazzal Haider Choudhury (Eng.), Dr. Abul Khair (Hist.), Dr. Jyotirmoy Guhathakurta (Eng), A. N. M. Moniruzzaman (Statistics): Asst. Prof.: Dr. M. A. Muktadir (Geol), Dr. Fazlur Rahman Khan (Soil Sc.), S. C. Bhattacharya (Hist.), Ghiyasuddin Ahmed (Hist.), Dr. Sadat Ali (I. E. R.), Lecturer: Ataur Rahman Khan Khadim (Phys.), Sharafat Ali (Maths.), Anupadhyayan Bhattacharya (Appl. Phys), Rashidul Hasan (Eng.).

Medical Officer: Dr. M. Murtaza; Teacher Laboratory School: Md. Sadeq.

Other Employees: 1. Abdullah Bhuyan, U. D. Asst., I. E. R.; 2. Khagendra Chandra De, bearer, Philosophy Dept.; 3. Abdus Samad, Guard, T. S. C.; 4. Dajjulal, Sweeper, T. S. C.; 5. Abdus Shahid, OLabour, T. S. C.; 6. Pir Muhammad, Peon, Registar's Office; 7. Sulaiman, Guard, Rokeya Hall; 8. Chunnu Mian, Gardener, Rokeya Hall; 9. Abdul Khaliq, Gardener, Rokeya Hall; 10. Ahmad Ali, Liftman, Rokeya Hall; 11. Nurul Isla, Bearer, Rokeya Hall; 12. Hafizuddin, Bearer, Rokeya Hall; 13. Priyanath Ray, Guard, J. N. Hall; 14. Sunil Chandra Das, Guard, J. N. Hall; 15. Dukhiram Mondol, J. N. Hall; 16. Shamsuddin, Dightguard, J. N. Hall; 17. Jawharlal, Gardener, Botany Dept; 18. Dasuram, Gardener, Botany Dept; 19. Sirajul Haq, bearer, D. U. Club; 20. Ali Husain, bearer, D. U. Club. 21. Suhrab Ali Ghazi, bearer, D.U. Club; 22. Shivapada Kapuri, guard, J. N. Hall; 23. Sri Mistry, Electric worker; 24. Abdul Majed Ghazi, guard, Engineering office; 25. Sunil Chandra De. Guard, J. H. Hall; 26. Nami, Guard, Rokeya Hall.

Students : Fazlul Haq Hall :

1. Sikandar Ali (II M. Sc.); 2. Abdus Salam (1 Hons, Statistics); 3. Nazrul Islam (III Hons. Beng); 4. Ghulam Mahbub (1 Hons., B. Sc., Bio-Chem.), 5. Mustafa Husein (III B. Sc. Hons., Sol Sc); 6. Abul Fazl (I M. Sc., Bio-Chem; 7. Abul Qasim (II Hons.).

Students : Zahurul Hall :

1. Zafar Alam (II M. Sc.); 2. Helanur Rahman (III Hons;); 3. Jahangir Munir (III Hons.); Abul Kalam (I M. Com.); 5. Abul Taher Pathan (II Law); 6. Saleh Ahmed (II Law); 7. Ashraf Ali (I M. A.).

Students : Surjya Sen Hall :

1. Zillur Murshed Mithu; 2. Badiul Alam; 3. Shamsuzzaman; 4. Abdur Rahim; 5. Ataur Rahman; 6. Amirul Salam; 7. Atiqur Rahman.

Students: Haji M. Mohsin Hall :

1. A. K. M. Mirajuddin; 2. Lt. Samad; 3. Nazamuddin Bhuyan; 4. Anwar Husain; 5. Syed Nurul Amin; 6. Khondkar Abu Taher; 7. Jahangir Haidar Khan; 8. Zahirul Islam; 9. Musharraf Hussain; 10. Manzur Rahman Chaudhury.

Students: Salimullah Hall:

1. Wahidur Rahman (III B. A. Hons.); 2. Samad; 3. Nizamuddin Bhuyan; 4. Anwar Husain; 5. Syed Nurul Amin; 6. Khondkar Abu Taher; 7. Jahangir Haidar Khan; 8. Azhirul Islam; 9. Musharraf Hussain; 10. Manzur Rahman Chaudhury.

Shahidullah Hall:

1. Jalaluddin Haidar (1 M. Sc., Applied Physics).

Jagannath Hall:

1. Swapan Chaudhury; 2. Ganapati halder; 3. Mrinal kanti Bose; 4. Monoranjan Biswas; 5. Ramani Mohan Bhattacharya; 6. Kishori Mohan ?Sarkar; 7. Ranadaprasad Ray; 8. Subal Chandra Chakravarti; 9. Satyaranjan Das; 13. Kesaba Chandra haldar; 14. Nirmal Kumar Ray; 15. Bidhan Chandra Ghosh; 16. Sibu Kumar Das; 17. Shishutosh Datta Chaudhury; 18. Rakhal Chandra Ray; 19. Upendranath Ray; 20. Santosh Kumar Ray. 21. Jiban Krishna Sarkar; 22. Satyaranjan Nag; 23. Rupendranath Sen; 24. Murari Mohan Biswas; 25. Bimal Chandra Ray; 26. Prabir Pal; 27. Niranjan Haldar; 28. Kartik Seal; 29. Paltan Das; 30. Sujit Datta; 31. Niranjan Saha; 32. Harinarayan Das; 33. Dines Chandra Sikdar; 34. Niranjan Chanda; 35. Subrata Saha; 36. Susil Chandra Das; 40. Subhash Chakravarti; 41. Ajit Ray Chaudhury.

'Basuntika,' Diamond jubilee mention following names, but has not identified in they are students or employees:

Sibu Modak, Matilal De, Budhiram, Deguram, Bhiruram, Manbharanram, Monilal.

Guest student martyrs: Latifur Rahman (Haji Asmat College), 7 Badruddoza (J. N. College). Mahtabuddin (Bajitpur College).

-History of the University of Dacca,
Published by the University of Dacca, 1981

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের আরেকটি তালিকা	‘বাংলাদেশ’ বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

NAMES OF UNIVERSITY TEACHERS
RAJSHAHI UNIVERSITY

Prof. Qayyum, Habibur Rahman, Sree Sukha Ranjan Samadder,
NAMES OF M.C.A.s

Mashiur Rahman, Amjad Hossain, Aminuddin , Nazmul Haque Sarker, Abdul Haque, Dr. Zikrul Haque, Syed Anwar Ali, A. K. Sarder.

NAMES OF JOURNALISTS

Sirajuddin Hossai, Shahidullah Kaiser, Khondakar Abu Taleb, Nizamuddin Ahmed, A. N. M. Ghulam Mustafa, Shahid Saber, Sk. Abdul Mannan (Ladu), Nazmul Haque, M. Akhter, Abul Bashar, Chisty Helalur Rahman, Shibsadan Chokravarty, Selina Akhter.

NAMES OF PHYSICIANS

Md. Fazle Rabbi, Abdul Alim Chowdhury, Shamsuddin Ahmed, Azharul Haque, Humayun Kabir, Sulaiman Khan, Kaiser Uddin, Mansur Ali, Ghulam Murtaza, Hafez Uddin Khan, Jahangir, Abdul Jabbar, S. K. Lal, Hem Chandra Basak, Kazi Obaidul Haq, Mrs. Ayesaha Bedoura Chowdhury, Al-Haj Mamtazuddin, Hashimoy Hazra, Naren Ghosh, Zikrul Haq, Shamsul Haq, A. Gafur, Mansur Ali, S. K. Sen. Mafizuddin, Amulya Kumar Chakravarty, Atiqur Rahman, Ghulam Sarwar, R. C. Das, Mihir Kumar Sen, Saleh Ahmed, Enamul Haque, Mansur (Kanu), Ashraf Ali Talukdar, Lt. Ziaur Rahman, Lt. Col. Jahangir, Badiul Alam, Lt. Col. Hai, Maj. Rezaur Rahman, Maj. Nazmul Islam, Asadul Haq, Nazir Uddin, Lt. Nurul Islam, Kazal Bhadra, Mansur Uddin.**

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নাম পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখিত হয়েছে বলে এখানে তাঁদের নামগুলো উল্লেখ করা হল না।

** ঢাকা পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটের সূত্রে অতিরিক্ত আরো কয়েকজন ডাক্তারের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি এই পরিশিষ্টের শেষে মুদ্রিত হয়েছে।

OTHERS

Zahir Raihan (Litterateur), Purnendu Dastidar (Litterateur), Ferd us Dowla (Litterateur), Meherunnessa (Litterateur), Altaf Mahamud (Artist), Danbir Ranada Prasad Saha (R. P Saha), Jogesh Chandra Ghosh (Ayurved Shastri), Dhirendra Nath Dutta (Political Leader), Shamsuzzaman (Chief Engineer), Mahbub Ahmed (Govt. Officer), Khurshid Alam (Engineer), Nazrul Islam (Engineer), Muzammel Haq Chowdhury (Engineer), Mohsin Ali (Engineer), Mujibul Haq (Govt. Officer).

Districtwise List of Martyr Educationsts
(except University Teachers) and Lawyers

Districts and Divisions	Primary	Educationists Secondary	College	Lawyers
1	2	3	4	5
Dacca	37	8	10	6
Faridpur	27	12	4	2
Tangail	20	7	2	-
Mymensingh	46	23	1	2
Dacca Division	130	55	17	10
Chittagong	39	16	7	1
Chittagong Hill Tracts	9	4	1	1
Sylhet	19	7	-	2
Comilla	45	33	1	4
Noakhali	26	13	4	2
Chittagong Division	138	73	13	10
Khulna	48	15	2	2
Jessore	55	31	5	4
Barisal	50	21	4	-
Patuakhali	3	1	-	-
Kushtia	28	13	4	-
Khulna Division	184	81	15	6
Rajshahi	39	8	3	5
Rangpur	41	22	9	4
Dinajpur	50	10	1	2
Bogra	14	12	-	2
Pabna	43	9	1	2
Rajshahi Division	187	61	14	15
Bangladesh	639	270	59	41

(1) Total No. of Educationists (other than Universities)	968
(2) Total No. of University teachers	21
Grand total	989

Onslaught on Intellect and Intelligentsia by Nurul Islam Patwari

(শহীদ ডাক্তারদের আরো কয়েকটি নাম)

লেঃ এ, এফ, এম ফারুক

মুজিবুদ্দিন আহমেদ

লেঃ এনামুল হক

ডাঃ মুনসুর রহমান

ডাঃ গোপাল চন্দ্র সাহা

ডাঃ এ নরেন্দ্র নাথ দত্ত

ডাঃ এ, বি, এম, নুরুল আলম

ডাঃ এ, মুকতাদির

ডাঃ রেবতী কান্ত সান্যাল

ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র দে

ডাঃ এ, রহমান

ডাঃ এ, নওশের আলী

ডাঃ সাইদ মোহিদ ইমাম

ডাঃ মোঃ বজলুল হক

ডাঃ মেজর আমিনুল ইসলাম, এ, এম, সি

লেঃ কঃ বি, এ, চৌধুরী এ, এম, সি

লেঃ মোঃ আমিনুল হক

লেঃ খোন্দকার নুরুল ইমাম, এ, এম, সি

ডাঃ রফিক আহমদে

INDEX

A
Agartala, 2, 3, 9, 11, 526, 549, 551-52
Ahmed, Choudhury, A. B. Kaiser, 3
Ahmed, Ghiyasuddin, 573
Ahmed, Iqbal, 5
Ahmed, Nizamuddin, 574
Ahmed, Shamsuddin (Engineer), 510
Ahmed, Shamsuddin (Physician), 575
Alam, Khurshed (prof.), 4,
Ali Farman (General), 538
Ali, Sadat (Dr.), 573
Ali, Sharafat, 573
Ali, Sekander (Captain), 530
Ali, Syed Anwar, 575
Ali, Yousuf, prof. (of Jamat), 7
Amin, Md. Nurul, 6
Amrita Bazar Patrika, 538
Assa, 553, 555
Awal, Abu, 528
Awami League, 9, 521, 523, 527-28, 531, 554-55
Azam, Golam, 7-8
B
Baganbari 5
Bangladesh, 3, 5, 6, 7-8, 521, 527, 529, 532, 538, 545, 546, 551, 552, 575
Bangladesh Flag of Independence, 521,
Bangladesh People of 3
Bangladesh Red Cross, 558
Bazidpur, 91
Benapol, 545-46
bengali, 1, 3, 537, 539
Bhattacharya, Anupadhyayan, 573
Bhattacharya, Santosh (Dr.), 537-38, 573
Bibi, Amina, 3
Bihar, 559
Biharis, 7
Bombay, 522
Britain, 525
C
Calcutta, 558
Central Shahid Minar, 6
Charshindur, 6
Chittagong, 525-26, 530-32, 550, 575
Chittagong Hill Tracts, 551, 575
Choudhury, Mufazzal Haider, 575
Choudhury, Munir (prof.), 537, 573
Comilla, 2, 3, 5, 527, 529, 550-51, 575
Coochbehar, 546
D
Dacca, 1, 2, 5-7, 7-8, 9-11, 521-22, 444, 528-533, 534-35, 537-39, 552, 575
Dacca Airport, 538
Dacca Cantonment, 538
Dacca College, 7
Dacca International Hotel, 522
Dacca Medical College, 537
Dacca University, 4, 6, 539, 523, 537-38, 574
Dastidar, Purnendu, 574
Daukhandi, 2, 3,
Day, Ranendra chandra, 7-8
Demra, 10
Dhaleswari River, 9
Dinajpur, 575
Ducsu, 5,
Duke, Angier Biddle, 553-54
E
East Bengal border, 549
East Pakistan, 522-23, 525, 528, 530-33, 534-35, 553-56
East Pakistan Rifles, 532
Esso Company (at narayangonj), 2
Europe, 3, 4, 7
G
Gandhi, Indira, 533
Gazaria, 1, 5
Geneva, 1, 2, 4-11
Genocide, 522, 525, 533, 549
Ghorasal, 7
Ghosh, Jogesh Chandra, 577
Ghosh, Nometa, 550
Gope Bag, 5
Guha, Sree, Gopal Krisana, 10
Gulshan, 524
H
Haque, A.F.M. Fazlul, 4
Haque, Zikrul, 575
Hasan, Rashidul, 538, 573
Hindu, 1, 5, 7-9, 523, 528, 553
Hollingworth Clare, 532
Hongkong Standard, The, 532
Haque, Abdur, 575
Hoque, Doctor, 558
Hossain, Amjad. (M.C.A), 575
Huma Rights Commission, 1,2, 4-6, 7-11
Hussain, Delwar, 538
Hussain, Sirajuddin, 537
I
Imam, Mrs Aktar, 537
India, 2, 3, 9, 525-25, 554, 556
Indian Express, the, 537
Inhuman killings, 29
International Rescue Committee
Emergency Mission, 553-54
Iqbal Hall, 6, 521, 532
IRC, 554
Islam, Mian, Tajul, 5
Ittefaq, 537
J
Jagannath College, 528, 574
Jagannath Hall, 6, 532, 574
Jalpaiguri, 569
Jamat-e-Islam, 7, 531

Jatra Bari, 5
Jessore, 530-31, 545-46, 575
Jhikargacha, 545
Jinjira, 378
Jinjira Massacre, 378
Jogesh, Doctor, 10
K
Kabir, Mafijullah, 378
Kaiser, Shahidulla, 575
Karachi, 522, 527
Kari, Abdul, 1
Kari, Reazul, 1
Kellog, F.I, 553
Khadim, Ataur Rahman Khan, 573
Khair, Abul, (Dr.) 573
Khan, Fazlur Rahman (Dr.) 573
Khan, Sirajul Huq, 575
Khan, Tikka, 3, 530, 532-33
Khan, Yahya, 2, 524-25
Khulna, 530, 575
Koch Bihar, 569-70
Kumargat, 560
Kurmitola Army Cantonment, 529
Kustia, 575
L
Lakshipur, 7
Laldighi, 531
Lalmai, 4
Laurent, Michel, Associated press photographer, 521
Liberation force, 2
London, 522, 525, 532, 538
M
Mahmud, Altaf, 577
Mahe, Faizul, 573
Mahtabuddin, of Muslium League, 7,
Maijdee, 7
Malda, 565-66
Malibagh, 1, 6
Meghalaya, 553, 555, 559
Military Courts, 3
Mirzapur, 529
Mitra, Manojit, 551
Mogbazar, 5
Monaim, Mr. 530
Mosharraf, Khaled, Majar, 530
Mujib, Sheikh, 3, 521
Muktadir, M.A. 573,
Mukti Bahini, 537
Mukti Fouj, 7-8, 528, 530, 532, 545, 550-52
Murshidabad, 563-65
Murtaza, M. (Dr.) 575
Mustafa Ghulam, 575
Muslim Legaue 7
Mymensingh, 575
N
Nadia, 562
Narayanganj, 2, 9, 10
Narshingdi, 7, 11 (Bazar, 6, 11, College 11,)
Navaran, 549
Nayamati, 9, 10
New Market, 6, 524
New Yourk times, 534, 553-55
News Week Magazine (U.S.A) 540
Nizamuddin, (Journalist), 537-38
Non-Bengalees, 5, 6
Noakhali, 7, 550-51, 575
O
Osmani, Colonel, 524
P
Pak Forces, 7-8, 11
Pak Soldiers, 10
Pak Troops, 2-11
pakistan Army, 521-22, 549, 550, 554-56
Pakistan National Flag, 521-22
Pakistan National Oil Company, 2
Pakistan Troops, 7-8, 11
Pakistan Zindabad, 549
Pakistani Armed Killers, 4
Pakistani Troops, 1, 3, 4-5, 6-10, 545
Pasha, Anwar (Prof.) 538, 573
Peace Committee, 8, 531
P.I.A., 529
P.N.O. 2
Q
Qayyum, Prof., 575
Quaid-e-Azam High School at Bijoypur, 3
Quddus, Ruhul, Secretary-General, 538
R
Rabbi, Dr. Fazle, 537, 575
Rahman, Habibur, 575
Rahman, Masihur (M.N.A.) 531, 575
Rahman, Shaikh Mujibur, 522, 530
Raihan, Zahir, 577
Raipura, 7
Rajshahi, 546, 575
Rajshahi, University, 575
Ramna, Racecourse, 524
Rangpur, 527, 530
Rawalpindi, 525
Razakars, 530-32, 538-39, 549
Razarbag, 5, 6
Razarbag Police Line, 6
Refugees, 524, 525, 528, 531, 545-46, 552-558
Russia, 525
S
Saber, Shahid, 575
Sabrum, 525, 551
Saha, Ranada Prasad, 577
Sahjahanpur, 10
Salimullah Hall (attack by the Pakistan Troops), 4-5
Samadder, Sree Sukha Ranjan, 575
Sarder, A.K. 575
Sarker, Nazrul Haque, 575

Serajgonj, 531
Shadullah, Abu Mohammad, 7
Shahid Minar, 6, 7
Samsuddin, (Dr.) 529
Sirajdhiga, 2
State Bank of Pakistan, 532
Syedpur, 531
Sylhet, 529, 551, 575
T
Talebm, Khandakar Abu, 575
Taltala, 2
TAngail, 577
Times, The (OLondon), 522, 538
Traitors, 3
Traitors, beharis, 3
Tripura, 10, 518, 550, 51, 552, 555, 559
Tularam College, 9
U
U.K. 533
U.S.A., 553
Ullah, M. Ahmed, (Advocate), 7-8
U.N.I., 549-50
United States, 540
Urdu, 1
U.S.A., 533
Uttar Pradesh, 559
W
West Bengal, 553, 556, 558-59
West Bengal Government, 558
West Pakistani Policement, 6
West Pakistani Raiders, 3
West Pakistani Soldiers, 552
West Pakistani Troops, 49, 525

নির্ঘন্ট

অ
অকথ্য অত্যাচার, ২০১-২০২, ৩৮০, ৪৬৭-৬৮
অগ্নিসংযোগ, ১৭, ১৯, ৩৭৭, ৩৯৪-৯৫, ৪০২, ৪২০, ৪৩৩, ৪৫২
অবাঙ্গালী দালাল, ১৫০
অমানুষিক অত্যাচার, ১৯৩, ২২৪, ৩১৫, ৩৯১, ৪২৮, ৪৬০
অসহযোগ আন্দোলন, ১৪৮, ৪৭২, ৪৭৯
অমৃতবাজার পত্রিকা, ৫৪৬
আ
আইউব, ৩৯০
আইনুদ্দিন (এম, এন, এ), ৭১
আইয়ুব আলী, (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
আউয়াল, আবদুল (এম, এন, এ), ৪১৩, ৪১৪
আওয়ামী লীগ, ১৭, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮৫, ৯১, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১২৯, ১২৮, ১৩০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৮, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৪, ১৯৮, ২১১, ২১৪, ২৪২, ২৪৮, ২৬৪, ২৬৯, ২৮০, ২৮৮, ২৯৬, ৩০২, ৩০৬, ৩০৯, ৪০৫, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৯, ৪৩৫, ৪৪৩, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৯২, ৫৪৩
আকাশবাণী, ৩৫৩
আক্কাস, আজিজুর রহমান (পরিষদ সদস্য), ৩৯৮
আক্কেলপুর মিলিটারী ক্যাম্প, ১২৬
আখাউড়া, ৪০৭, ৪৬৩
আগরতলা, ৯৩, ৫৪৯,
আগরতলা মামলা, ৩৫৬,
আগরওয়ালা রামরিক, ১২৯
আচার্য্য, চিত্ত, ২৭৮-৭৯
আজাদ, আবুল কালাম ৫৪-৫৫
আজাদ, আবুল কালাম, (ডঃ) ৫১০-১১
আজাদ গোলাম রসুল ৫১১
আজিম, আনোয়ারুল ৪৫৬-৫৭
আতাহার লেফটেন্যান্ট ৩১৮, ৩২০
আতিক, কর্নেল, ২৪৯
আতিক, লেফটেন্যান্ট, ১২০
আনিছ, মেজর ২১৪
আনিস, অধ্যাপক, ১৪
আনিসুজ্জামান ডাঃ, ১৯০, ৪৬৫
আনোয়ার, খুরশীদ (মেজর), ২০১
আফজাল, মেজর, ১২৪
আবদুল লতিফ হল, ৪১৭
আমজান, আবুল (শহীদ), ৪৭৫
আরিচা-নগরবাড়ী, ৫২০
আলতাফ, লেফটেন্যান্ট, ১২৪
আল-বদর ৫৭, ৬০, ৭১, ১৯৬, ৩১০, ৪০৪, ৪১৬, ৪৩৩, ৪৫৩, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৭, ৫০৮, ৫১০, ৫১২
আলম-শামস ৩১২, ৪১৬
আলম, নুরুল, ২৭৭
আলম, ফখরুল (কর্নেল), ৩২০
আলম, বদরুল (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
আল্লাহ, ২৮৫, ২৯১, ৩১৬, ৩২০, ৩২১, ৩৩০, ৩৫১
আলী, আনছার, (মাওলানা), ৬০
আলী, জিনাত, ৩৩১-৩৩৪
আলী, ফরমান, ৩২৬
আলী, বেলায়েত (মেজর), ২০২

আলী, মসলন্দ, ৬৬
আলী, মোহাম্মদ আজহার, (ডঃ), ১৫
আশরাফ, আলী, ২৪২, ২৪৪
আশু, মোঃ আরশাদুজ্জামান, ৬৭, ৬৮
আশুগঞ্জ, ৩৯৮, ৪৫১
আহমদ, আবদুল করিম, ১৪১
আহমদ, কাজী সালেহ (ডঃ), ১২৪
আহমদ, গিয়াসউদ্দিন, ৫০৯-১০
আহমদ, জালাল (ডি, সি), ৫৪
আহমদ, নিজামুদ্দিন (সাংবাদিক), ৪৮২
আহমদ, বদরুন্নোসা, ৩২৫
আহমদ, শফি (মেজর), ৮০
আহমদ, সামসুদ্দিন (ডাঃ), ৪৭৯
আহমদ, সালেহ (অধ্যাপক), ৭৪
আহসান, সৈয়দ আলী, ৪৬৫
আয়ুব (রাজাকার), ১১৭-১১৮
আয়ুবী আমল, ২৬৫

ই

ইউ, ও, টি, সি, ৩৪৮, ৪৮০
ইউছুফ আ, ন, ম (জেলা প্রশাসক), ৫০
ইউনুস, মেজর, ৯৫
ইউ, পি, আই ২০৬, ৪৮২
ইকবাল হল, ১২, ৩২, ৩৩১-৩৩৪, ৩৫৫, ৪৮৬
ইখতেখার, মেজর, ৪০৩, ৪০৪
ইদ্রিস, (প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ঢাকা পৌরসভা, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০)
ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮
ইণ্ডিয়া, ৭২, ১৪৬-১৪৭
ইন্দিরা রোড, ৩২
ইব্রাহিম, ডাঃ, ২৭৭
ইমাম, লেঃ, ৩৬৭-৩৬৮
ইমামুজ্জামান সেঃ লেঃ, ৩৬৬
ইলিকট্রিক শক, ২০২
ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন, ৬৭
ইসমাইল, অধ্যাপক, ৫০৩
ইসলাম, আনোয়ারুল (মেজর), ৩৬৭-৩৬৮
ইসলাম, নুরুল (ক্যাপ্টেন), ৩৬৮
ইসলাম, নুরুল (রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি), ৮৪
ইসলাম, মেজর, ৪৯৮
ইসলাম, মোঃ শহিদুল (এডভোকেট), ১৯৭, ১৯৯
ইসলাম, রফিকুল, ১৫০-১৫১
ইয়াকুব, লে. কর্নেল, ৩৬৭
ইয়াহিয়া, ৩৬৩, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৬, ৪৪৫-৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৬৩, ৪৬৮, ৪৭৪, ৪৮৯,
ইয়াহিয়া বাহিনী, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৪০৭, ৪৭৫
ইয়াহিয়া, মেজর, ২৬৪

ঈ

ঈদু, ৩৮৪
ঈশ্বরদী, ১৭৮-১৮২, ৪৫৮
ঈশ্বরদী বিমান বন্দর, ১৭২

উ

উর্দু, ২৪২-২৪৩, ২৮৫, ৩০৬, ৩১৬, ৩২৬-৩২৭, ৩৩০, ৩৫৪, ৫০৫, ৫০৯
উল্লা, নূরুল (ডঃ). ৩৩৯-৪৩
উল্লাপাড়া, ১৬৪-১৭৭
উল্লাপাড়া ক্যান্টনমেন্ট, ১৭৭
উল্লাহ, আমান, ৩০৩
উল্লাহ, শাহ মুহম্মদ জাফর, ৮৪
উজির, ২৩৯
উদ্দিন, সাহাব, (ক্যাপ্টেন) ১৭৭

এ

এজাজ, ক্যাপ্টেন, ২৪২-২৪৬, ২৬৮
এ, পি, এ, ৪৮২
এমরান, মোঃ আল, ৯৮
এলিফ্যান্ট রোড, ৩২৯
এসবাহাতুন, মোছাম্মৎ, ১৬১
এসেম্বলী, বিল্ডিং, ৩৩৯

ও

ওসমানী, কর্ণেল, ১৭২
ওয়াইজ ঘাট, ৩৫
ওয়াদুদ, আঃ, ২২
ওয়ারী, ৩৫, ৩৯
ওয়াহিদ, আবদুল (রাজশাহী), ৬৭, ৭৩-৭৪

ক

কর্ণফুলি নদী, ২৭৯
কণক, ২৬৮, ২৬৯
কমলাপুর, ২৬
করিম, অধ্যাপক, ২৬৮
করিমুল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার, ৪৭০
কলকাতা, ৩৫৩, ৪৪৩, ৫০৫, ৫১২, ৫৪৭
কলাবাগান, ৩২
কল্যাণপুর, ২৩১
কাইয়ুম, মীর আব্দুল, ৪০৮
কাউখালী রেল ষ্টেশন, ২৫১
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ১৭
কাটাবন বস্তি, ৩৩৫
কাঁঠাল বাগান, ৩২

কাঁঠালিয়া থানা, ২৫০
কামরুজ্জামান, ৪২২
কামরুজ্জামান, মেজর, ১৪৩
কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, (ডঃ) ৪০৮, ৪১৭, ৪১৮
কারফিউ, কার্ফু, ১৪, ১৫, ২৯, ৩৩, ৭৮, ৯১, ১৩৬, ৩৮১, ৪১৬, ৪৩১, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৯, ৫১১, ৫১২
কায়সার, শহীদুল্লাহ, ৫০৭-৫০৮
কালিগঞ্জ থানা, ১৫২
কালিঘাট, ৯৩
কালীবাড়ী, (রমনা), ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪২২
কালুরঘাট, ২৮১
কাশেম, ডাঃ, ৫৪, ৫৫, ১২৬
কিশোরগঞ্জ, ৫৭, ৩৪৮, ৪০৩-৪০৪
কুঠিবাড়ী ক্যান্টনমেন্ট, ১৫১
কুণ্ডু শ্রী তারাপদ, ১৬৯
কুমারখালী থানা কাউন্সিল, ২৩১, ২৩৩-২৩৫
কুমারখালী থানা ডাক বাংলো, ২৩১, ২৩৩, ২৩২
কুমারখালী মুজাহিদ ক্যাম্প, ২৩৩
কুমারখালী রাজাকার ক্যাম্প, ২৩২
কুলাউড়া পুল, ৩১৭
কুলাউড়া বাগান, ৩১৭
কুমিল্লা, ৯৩, ৩২১, ৩৭০, ৪০৭,৪১৩, ৪১৫, ৪৩৩, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯
কুমিল্লা জেল, ২২৭, ২৩৬
কুমিল্লা জেলা বোর্ড, ২২৬
কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল, ২২৬, ২৩০
কুড়িগ্রাম, ১৩৯
কুড়িয়ানা আটঘর পেয়ারা বাগান, ২৫০
কেরানীগঞ্জ, ৩৭৬, ৩৭৭
কেলুগড়া, ২২৭
কেশবপুর, ২২০
''ক্যাপটেন জিয়া'', ২৪৫-২৪৬
কোচবিহার, ৫৪৮
কোর্টহাউজ স্ট্রিট, ৩১
কোতোয়ালী থানা, ২২, ২৪, ১৪৩
কোরআন, ৩০৭, ৩৩০, ৩৪৮
কোরাইশী, ডঃ, ৪৬৫

খ

খন্দকার, এ, কে, (গ্রুপ ক্যাপ্টেন), ৫২০
খাঁ, টিক্কা, ৫৫, ২১০
খাঁ, বোস্তাম, ২০, ২৪
খান, আবুল হোসেন (সুবেদার), ২১
খান, আরবীর (ব্রিগেডিয়ার), ৩৫৫
খান, ইয়াহিয়া, ১২৩, ২৩৯, ২৪১, ৩২৬, ৩৩০, ৩৫৯
খান, পশু, ১১৪
খান, শাহ মনসুর আলী, ১০৮
খান, সদর উদ্দিন আগা (মেজর), ২০১
খান, সিরাজুল হক, (ডঃ), ৫০৩, ৫০৪
খান সেনা, ১৮, ৮৩, ৮৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮-১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১২৮, ১৬৫, ১৩৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩-১৪৭, ১৫০, ১৫৫-১৫৬, ১৭০-১৭১, ১৮৪-৮৫, ১১২-১১৪, ২৩৮, ২৪৪, ২৬৪, ২৬৫-২৬৭, ২৬৯, ৩৩০, ৩৪৩, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৯১, ৪১১, ৪২১, ৪২৪, ৪৩২, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৮৩-৪৮৪, ৪৯৪, ৫১২, ৫২০
খান, হালিম (অধ্যাপক), ৪৮৯, ৪৯১
খালিশপুর, ১৯৩
খালেক (ও,সি), ৪৭২-৪৭৩
খালেক (ক্যাপ্টেন), ১৬৫
খালেক (মেজর), ৩৬৮
খায়ের, আবুল (ডঃ), ৫০৪
খুরশীদ, ওমর (মেজর), ২০৩
খুলনা, ১৮৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২৪৩, ৩২৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৯, ৫৪৪
খোরশেদ, মেজর, ১৮৯, ১৯৪

গ

গণভবন, ৪৮৫
গণসমাধি, ৪৬৬
গণহত্যা, ৩০, ১১১, ২১৫, ২২১, ৩৬২, ৩৮৬, ৩৯৭, ৪০৩, ৪০৭, ৪৩২, ৪৩৪, ৫৫২, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৪, ৪৭৯, ৫৪১
গাইবান্ধা, ১৪০, ৩৯১, ৪২৪, ৪৩৭, ৪৪৯
গাজীপুর, ৪৭০
গাজীপুর অস্ত্রাগার, ৩১১
গাবতলী, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২০
গাড়াদহ খেয়াঘাট ১৬৩
গুনাগরী ক্যাম্প, ২৮৫, ২৮৬
গুলজার, কর্নেল, ১৮৫, ১৮৬
গুলশান, ২৯৩
গুহ, পরিমল, ৩৩৫, ৩৩৬-৩৩৯
গেণ্ডারিয়া, ১২
গেরিলা, ২৮১
গোপন বেতার, ৩২৯
গোমদন্ডী রেলওয়ে স্টেশন, ২৮০, ২৮১
গোয়াল নগর, ১৯, ৩১, ৩৮
গোয়ালন্দ ঘাট, ৫০
গৌরনদী, ২৩৯
গৌরনদী থানা, ২৫১

ঘ

ঘাসখালী অপারেশন, ২৩৩
ঘাটিনা ব্রীজ, ১৬৩
ঘোড়ামারা, ৬৭, ৭০, ৭৩
ঘোড়াশাল, ৪৭, ৪৮, ৪৯

চ

চট্টগ্রাম, ৯৩, ২২১, ২২২, ২৭৯, ৩৮১, ৩৯৬, ৪৩২, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৯৮
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, ৩০৭, ৪৩২
চট্টলা, ২৭০
চন্দ্রগঞ্জ ২৯৮
চন্দ্রগঞ্জ বাজার, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুল, ২৯৭-৩০০
চরফ্যাশন ২৬৭
চরভবানীপুর, ২৩৫
চাঁদপুর, ২৬৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৬৭, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮
চাম্বল ক্যাম্প, ২৮৫
চিরিরবন্দর ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮
চৌধুরী, আলীম (ডাঃ) ৫০৫-৫০৭
চৌধুরী, ইমাদ আহমেদ (পুলিশ সুপার), ২২, ২৭, ২৯
চৌধুরী মিজানুর রহমান, ৪৩৩
চৌধুরী মুনীর (অধ্যাপক), ৫০০, ৫০১
চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার, ৫০১
চৌধুরী মোহাম্মদ নূর, ৪৭
চৌধুরী, যতীন্দ্র মোহন, ২৭১
চৌধুরী লুৎফুল হায়দার ৫০১-৫০২
চৌমুহনী বাজার, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮

ছ

ছয় দফা, ৪৬৯
ছাত্র ইউনিয়ন, ২৬৫
ছাত্রলীগ, ১৯৮, ২১৪

জ

জগন্নাথ কলেজ, ১৭, ২৪, ৫১০
জগন্নাথপুর, ৩১৪
জগন্নাথ হল, ১৪, ১৮, ৩২
জবাই, ১৯৬, ২১৪, ৩৮০, ৩৯৪, ৪২৯, ৪৪৯
জল্লাদ বাহিনী, ৪১৭, ৪১৯
জলাবাড়ী ক্যাম্প, ২৫৪
জয়দেব, ১৭৭
জয়দেবপুর, ৫০
জয় পাকিস্তান, ২৫৪
জয়বাংলা, ২৪, ২৬, ২৮, ৬০, ৬৭, ১৩০, ১৪৬, ১৯৮, ২৫৪, ২৫৬, ৩৪৭, ৪৩৫, ৫১৬
জয়পুর ক্যাম্প, ১২৬
জয়পুর রেলস্টেশন, ১১১
জয়পুরহাট, ১০৬, ১২৫
জাকি, মেজর, ১০০
জাতীয় মিলিসিয়া, ২২৬, ২২৯, ৩১২
জাফর, ক্যাপ্টেন, ৬৭
জাভেদ, মেজর, ১৩৭
জামাতে ইসলামী, ৫৭, ৭১, ৮৪, ২১৪, ২৩২, ২৮৭, ২৯৪, ৪৫০, ৫১২
জামাল, মুহিদুল (মেজর), ৪৯৮
জামালপুর, ৬০, ৬৪
জামুর্কী, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯
জাহাঙ্গীর, ডাঃ নুরুল আবসার (লেঃ কর্নেল), ৪৯৭-৪৯৮
জাহাঙ্গীর, লেঃ কর্নেল, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৪৯৮
জিকরুল হক, (এম, এন, এ) ৪৬৬,
জিঞ্জিরা, ৩৫৫, ৩৫৮
জিন্দাবাহার, ১৯
জিন্নাহ হল, ৪১৭
জিয়া, বেগম খালেদা ৩৮১, ৩৮৩
জিয়া, মেজর, ৩৮১, ৩৮২, ৫১৯
জুলুঘাট স্কুল ক্যাম্প, ২৫২
জোহা হল, ৬৭, ৭২, ৭২, ৭৮, ৪০৮, ৪১৭, ৪১৮

ঝ

ঝালকাঠি ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ৩৫৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ৩৯৭
ঝালকাঠি মিলিটারী ক্যাম্প, ২৫৯
ঝালকাঠি থানা ২৬১
ঝিকরগাছা ২০৭, ২২৪
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৪৮৯, ৪৯১

ট

টয়েনবী সার্কুলার রোড, ৩২৫
টাঙ্গাইল, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬০
টিক্কা খান, ৩২৭, ৩৩০, ৪১৯
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, (অধ্যাপক), ১৮
ঠাকুরগাঁ ৪৮, ৪১১, ৪১২, ৪২১
ঠাকুরতা, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ, ১২, ১৪, ১৮, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১
ঠাকুরতা, বাসন্তীরাণী গুহ, ১২, ১৪, ১৬
ঠাটারীবাজার, ২৪

ড

ডবলমুরিং থানা, ২৮৭
ডি, আই, টি, ৩২৫

ডোম, চুন্নু, ৩৬, ৩৭
ডোম, ছোটন, ৩৮, ৪০
ডোম, পরদেশী, ৩১, ৩৪, ৪০, ৪১
ডোম, বাদলু, ৩৫, ৩৬, ৩৯

ঢ

ঢাকা, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৮, ৫৪, ২৪২, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪৪, ৩৫৩, ৩৬৩, ৩৮০, ৩৮১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৪৩, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮৭, ৪৯৯, ৫১০, ৫১২, ৫১৯, ৫২০
ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ৩২৬
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ৫০, ৫২০
ঢাকা জজকোর্ট, ২৪, ৩০
ঢাকা টাইমস, ৪৮৮
ঢাকা নিউ মার্কেট, ৩২৬
ঢাকা পুলিশ কন্ট্রোল রুম, ৩৩
ঢাকা প্রেসিডেন্ট হাউজ, ৩২৬, ৩৫৫
ঢাকা পৌরসভা, ২৩, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১
ঢাকা বিমান বন্দর, ৩২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩২, ৪১, ১২৯, ২৩৯, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৩-৪৪, ৩৫৫, ৩৫৮, ৪৯৫, ৫০২, ৫১০, ৫১২
ঢাকা বেতার, ৩২৬-২৭
ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতাল, ৩০-৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৪, ১৮, ১৯, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৫২, ৫১২
ঢাকা রেডিও, ১২, ৪৮৮
ঢাকা সেনানিবাস, ২১, ২৪, ২৬, ৩০, ৩৩, ৫০, ১৭২
ঢাকা স্টেডিয়াম, ৩২, ৩৭
ঢাকা হল, ৩২, ৩৬, ৩৭

ত

তাজউদ্দিন (প্রধানমন্ত্রী), ৫২০
তাজ, কর্নেল, ৩৫৫
তাঁতীবাজার, ১৭, ১৯, ৩১
তাণ্ডবলীলা, ৪৪৯
তালুকদার ফজলুল করিম, ১৬৭
তালুকদার, শামসুদ্দিন, ২৪৬
তালুকদার, শামসুল হক, ৫১৭
তালেব, আবু, ৪৭, ৪৮
তুর্কে, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮
তেজগাঁও, ২৯, ৩২
তোফায়েল, লেঃ কর্নেল, ১৮৯

দ

দত্ত, শ্রীবিনয় কৃষ্ণ, ২১২, ২১৩
দত্ত, শ্রী মনোরঞ্জন, ৬৪, ৬৫
দাস, কামিনী কুমার (সি, ও), ৫২
দাস, নীলিমা রাণী, ১৮৩
দাস, সুরেশ, ৩৩৭, ৩৩৮
দিনাজপুর ৪৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৮, ১৫৯, ৩৯৯, ৪২০, ৪২১, ৪৭৭
দিপালী, তাহমীনা বেগম, ১৯৫, ১৯৬
দীনেশ বাবু, ৩৯৩, ৪০১
দে, মধুসূদন ৪৯৫
দেব, গোবিন্দ্র চন্দ্র, ৩৪৩, ৩৪৮
দেবনাথ মতিলাল, ২৫৩
দেবনাথ, হিরালাল, ২৫৩
দেবী, শ্রীমতি সাবিতা, ১৫৭
দুর্গাপুর, ৮৯, ৯০, ২৩৩
দুর্গাপুর মুজাহিদ ক্যাম্প, ২৩৩
দুররানী, ব্রিগেডিয়ার, ৪৯০
দৈনিক আজাদ, ৩৯৮
দৈনিক ইত্তেফাক, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০৮, ৫০৯
দৈনিক পাকিস্তান, ৩২৫
দৈনিক বাংলা, ৯৫, ৯৬, ৩৭০, ৪০৩, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৬
দৈনিক মিল্লাত, ৪৮২
দৈনিক সংগ্রাম, ৩৩৩
দৈহিক পীড়ন, ১৯২, ২১৫
দৌলতপুর থানা, ১৮৪
ধলেশ্বরী নদী, ৩৫২
ধর্ষণ, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪০-৪১, ৪২, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৭১, ৭৬, ৭৮, ৮৩, ৮৫, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৮, ১১৫, ১২৯, ১৩১, ১৫৬, ১১৭, ২০২, ২২০, ৩৯৪, ৪০২, ৪২০, ৪২১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৭৪, ৪৯৩
ধর্ষিতা, ২০২, ২৩১, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮, ২৭৪, ২৭১, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ৩১২, ৩১৪, ৩১৭, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৭৭, ৪১৫
ধানমণ্ডি, ১৪, ৩২, ৩৩৯-৪০, ৩৮১, ৩৮২, ৪৯৯
ধামরাই, ৪০০

ন
নওগাঁ, ৬৯, ৯১, ৯২, ৪৪১
নওয়াপাড়া, ২১৬
নওয়াবগঞ্জ, ৩৯
নওয়াবপুর, ১৭, ২৩
নক্সাল, ২৫৬
নজরুল, ২৩৯
নরমেধযজ্ঞ, ৪০৩, ৪১৫, ৪৩০, ৪৩৯
নরহত্যা, ৩৬৮, ৩৭৯, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪২০, ৪৪৬, ৪৫২, ৪৬০
নড়াইল, ২১০
নয়াবাজার, ৩০
নাটোর, ৭০, ৭৪, ৮১, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৪০৯, ৪৫৬, ৪৫৭
নাটোর সামরিক জেল, ১২৩, ১২৪
নাথ জি, কে (অধ্যাপক), ১৮
নাথ, রেবারাণী, ১৯২, ১১২
নারকীয় হত্যালীলা, ৩৬৬
নারায়ণগঞ্জ, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪৮৭
নারিন্দা, ৩৪
নারী নির্যাতন, ১১৯, ৩৭৯, ৩৯৪, ৪০২, ৪১০, ৪৩৪
নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, ১৯২
নাসিম, ডি, এস, পি ৬৭, ৭২
নিধনযজ্ঞ, ৪৩২, ৪৪৮
নিলফামারী, ১৩৭
নিয়াজী, ৩৭০
নিজামে ইসলাম, ৫৭
নূর, মোহাম্মদ আবু, ৪৫, ৪৬
নুরুজ্জামান কর্নেল, (৬ নং সেক্টর কমাণ্ডার), ৫২০
নুরুজ্জামান এম, পি, ৫৪
নুরুন্নবী কাজী (ছাত্রনেতা), ৪৭৫
নোয়াখালী, ৩২৪
প
পটিয়া, ২৭৬, ২৮০, ২৮১
পটুয়াখালী, ২৪৫, ২৬৮, ২৬৯, ৩৯৮, ৪৪৭
পদ্মানদী, ২২৯
পঞ্চম (সুইপার সুপারভাইজার), ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯
পল্টন, ৩৫৬
পশ্চিমা জল্লাদ, ৬৪
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী, ১৮০
পাকজল্লাদ, ৯৬, ২৪৮
পাক দালাল, ১২০, ৩৬৬, ৩৯৮
পাক পশু, ১৯, ৯৪, ১৪৩, ৪০২
পাক ফৌজ, ৫৭, ৬৪, ১১০, ১১১,
পাক বর্বর, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৯, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৬০ ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ৩৭৬
পাক বাহিনী, ৪৭, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৮৮, ৯৮, ১০১, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৪৯, ১৫৬, ১৬১, ১৬৩, ১৭৩ ১৭৫, ২০১, ২০৯, ২১৭, ২২০, ২২১ ২৩১, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০ ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৫১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬-৩০০, ৩০৩-৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১-৩১৫, ৩১৭-৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩১-৩৩৩, ৩৩৪, ৩৮৭, ৪০৭, ৪০৯, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬৫, ৪৮৯, ৫১৪
পাক সেনা, ১২, ১৩-১৪, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮৪, ৯০, ৯১, ১০০, ১১১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২১০, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯-২১, ২২৪, ৪০০, ৪১৮, ৫০৭, ৪২৭, ৪৭৭, ৫১৭
পাক হানাদার বাহিনী ২৮, ৫২, ৫৭, ১১৬, ১৫৩, ১৩৯, ১৬৬
পাকিস্তান জাতীয় সঙ্গীত ১০৯
পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৭, ২০০
পাকিস্তানী দালাল, ১২০, ৩৬৬, ৩৯৮
পাকস্তানী পতাকা, ১৭, ৯৯, ১২০, ১৪১, ৪৭৫
পাকিস্তানী বাহিনী, ১২০, ৩৬৬
পাকিস্তানী সৈন্য, ৮৬, ১০৯, ১১৫
পাঁচবিবি, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৫
পাঞ্জাবী পুলিশ, ৪৫, ৯৫, ১১৮
পাঞ্জাবী বাহিনী, ৯৫, ২৫৫
পাঞ্জাবী সেনা, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ৩৬, ৪২-৪৪, ১০৯, ১২১
পাবনা, ১০৩, ১৫২, ১৫৩-১৫৬, ১৬০-১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ৪৫৮, ৪৬৮, ৫১৯, ৫২০
পাবনা জেলা, ১৮০
পার্বতীপুর, ১৫০, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯
পাশবিক অত্যাচার, ২১, ২৪, ২৮-২৯, ৩২, ৪২-৪৪, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩-৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৭-৮৮, ৯০-৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭-৯৮,

১০০, ১০৫, ১৪৪, ১৫৬, ১৬১, ১৬২, ১৭৬-৭৭, ১৭৯-৮১, ১৮৪-১৮৬, ১৮৭-১৯০, ১৯১-১৯২, ১৯৩-১৯৭, ২০১-২০২, ২১০-২১১, ২১২-২১৪, ২১৫, ২১৮-২২৪, ২২৫, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৯০-২৯১, ২৯৩, ২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০২, ৩০৫-৩০৬, ৩০৯-৩১২, ৩১৬-৩১৭, ৩১৯-৩২০, ৩২৩, ৩৩০, ৩৭৭, ৩৮৫, ৪০২, ৪১৩, ৪১৭-৪১৮, ৪৫১, ৪৬০, ৪৭২
পাশা, আনোয়ার অধ্যাপক, ৫০২, ৫০৩
পিটিয়ে হত্যা, ১৯৯, ২২১
পি, ডি, পি, ৫৭
পিরোজপুর, ২৪০, ২৪৪-২৪৯, ৩৯৮
পিলখানা, ৩২, ৩৪, ৩৬২, ৩৬৫
পুরানা পল্টন, ৩২৮, ৩৬২
পুড়িয়ে হত্যা, ১৯৫, ২১৯
পূর্বদেশ, ৩২৫, ৩২৭, ৩৯৮
প্রেসক্লাব, ৩২৮, ৩৫৯-৩৬৫

ফ

ফকির রজব আলী (শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান), ১৯৫
ফরিদপুর, ৫০, ৩৫৮
ফরিদ, শাহ মোহাম্মদ (ডি, সি), ৫০
ফাদার অনিল, ৮৭-৮৮
ফারুক, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮, ৪৯৮
ফুলবাড়িয়া, ৩২৩
ফুলবাড়িয়া পাক সৈন্যশিবির, ৩২২
ফেণী, ২৯০, ৩০৪
ফেরদৌস, আঃ হক, ৬০

ব

বক্স, এলাহী, ৯৯, ১০০
বকসিবাজার, ৩৪৮
বগুড়া, ৯৯-১২১, ১২৪, ১২৭, ১৬৩, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৮, ৪৫৩
বগুড়া সেন্ট্রাল জেল, ১১৮, ১২৩
বগুড়া পুলিশ লাইন, ১০৩
বদর বাহিনী, ৩৩৩, ৪৩৩, ৫১১
বনগ্রাম, ৩৪
বনপাড়া মিশন, ৮৭
বধ্যভূমি, ৯৯, ২৫৫, ২৫৯, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১-৩৯৪, ৩৯৬, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৪-৫৫, ৪৬৩, ৪৯৮, ৫১১, ৫২০
বর্বর পাক সেনা, ১২, ৩৯৯, ৪১৭, ৪৩১
বরিশাল, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৫-৪৬, ২৬৫-২৬৭, ৩৪৮
বরিশাল, আওয়ামী লীগ, ২৩৮
বরিশাল, জেলা শান্তি কমিটি, ২৬৬
বলেশ্বর নদী, ২৪১, ২৪৬
বশীর, ব্রিগেডিয়ার, ৩৭৭
বশীর, মেজর, ১২৯
বসাক, শ্রী পুর্নচন্দ্র, ১৭, ১৯
বড়গুনা, ২৪৫, ২৬৮, ২৬৯
বড়গুনা, শান্তি কমিটি, ২৬৯
বঙ্গবন্ধু, ৯৩, ২২৪, ৩২০, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৯-৩৪০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৪০৯, ৪২৮, ৪৬৭
বক্ষ পুত্র, ৬৫
বাগমারা, ৮৪, ৮৫
বাগুয়ান, ২৩৯
বাগেরহাট, ২৫৬,
বাঘাবাড়ী, ১৬৩
'বাঙ্গালী চোষা, ১০১
বাঙ্গালী জোয়ান, ৩৯
বাঙ্গালী দালাল, ৭৮
বাঙ্গালী রাজাকার, ২৯
বাদামতলী ঘাট, ২৩, ৩৪, ৪১
বান্দরবান, ২৭২
বাবর, মেজর, ১৯৩
বাবু, ধীরেন, ৬৪, ৬৫
বাবুপুরা ফাঁড়ি, ১৮
বাবু, যোগেশচন্দ্র (প্রফেসর), ৩২
বারী, ডঃ (অধ্যাপক), ৪৬৮
বালুরঘাট, ২৮১
বাঁশখালী, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৫, ২৮৬
বাসস, ৪০৭
বাসাবো, ৩১, ৩৭
বাসার, হাবিবুর, ৫১১
বায়তুল মোকাররম, ৩২৮
বাংলা, ২৮২, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৬, ৩৫১, ৩৫৬
বাংলাবাজার, ৩৪, ৪০
বাংলার মুক্তি সংগ্রাম, ২৯
বাংলাদেশ, ২১, ৩৯, ৬৭, ৭২, ১০০, ২২৬, ২১৩, ২১৪, ২২৮, ২৬০, ২৬৭, ২৬৮, ৩১০, ৩১১, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৯৩, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪৫১, ৪৬৯, ৪৯৮, ৫১১, ৫১৬, ৫৪৭, ৫৪৯
বাংলাদেশ অবজারভার, ৩৫৩
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৩৯-৩৪০
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ২৭
বাংলাদেশের পতাকা, ৬৭, ৯১, ৩৫৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ৪৮২

বাহরামপুর, ২৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৯৩, ৩১৮, ৩২৪, ৩৯২
বি, আর, পি, হেড কোয়ার্টার, ২০, ২১, ২২
বি, এস, এস, ৪০৭, ৪১৮
বি, পি, আই, ৪৮২
বি, বি, সি, ৩২৯, ৪৮২
বিমান আক্রমণ, ১১২
বিমান মহড়া, ৭৮
বিয়ানী বাজার, ৩১৫
বিজ্ঞান গবেষণাগার, ৩২৯
বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি, ২৬৪
বিহারী, ১৯, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৩, ৩৭, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৬, ৯১, ৯৪, ১০১, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৪৩, ১৪৯, ১৫০, ১৬৮, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ২০০, ২১৭, ২৩১, ২২৫, ২২৬, ২৩০
বিহারী রাজাকার, ২৯
বীর শহীদ, ১৮, ১৯
বীভৎস পৈশাচিকতা, ৪২, ৪১৭
বুলবুল, মোঃ নজরুল ইসলাম, ১৬৩
বুড়িগঙ্গা নদী, ১৯, ২২, ২৩, ৩২, ৩৪, ৩৯
বেগম, আছিয়া (আঃ লীগ কর্মী), ২৭৭
বেগম, হাসিনা, ১৫২
বেগমগঞ্জ শিবির, ৩০১
বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৭
বোয়ানেট চার্জ, ২৩, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৪, ২১৯, ২৪১, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫৩, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৯৩
বৃটিশ আমল, ২৩৫
বৃটিশ সাংবাদিক, ৩৩০-৩১
বৃটিশ হাই কমিশন, ঢাকা, ৩৩১
ভট্টাচার্য, অনুদ্বৈপায়ন, (অধ্যাপক), ৩৩৯
ভট্টাচার্য, সন্তোষ, (প্রফেসর), ৩৩৬, ৫০৪, ৫০৫
ভদ্র কাজল কুমার (ছাত্র), ৪৬৭
ভয়েস অব আমেরিকা, ১২
ভারত, ২০৮, ২২৮, ২৩০, ২৩৭, ২৬৭, ২৭২, ২৭৯, ২৮৩, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩১০, ৩১২, ৩১৮, ৩২৩, ৩৯০, ৫১৬, ৫৪৪
ভারতের দালাল, ১০৯, ১১০
ভারতীয় সৈন্য, ১৪৬
ভারতেশ্বরী হোমস, ৪০৫
ভোলা, ২৬৪-২৬৫, ৪৪৫
ভোলা, ওয়াপদা কলোনী সেনানিবাস, ২৬৪, ২৬৫
ভোলা, খেয়াঘাট, ২৬৪, ২৬৭
ভোলা, শান্তি কমিটি, ২৬৪, ২৬৫
ভুট্টো, ৩২৬, ৩৩০
ভুরুঙ্গামারী, ১৩৪, ১৩৫
ভৈরব, ৫৭, ৬৫, ৪৫১
ভৈরব থানা, ৬৬
ভৈরব ব্রীজ, ৩২০

ম

মইনুদ্দীন চৌধুরী, ৫১২
মকবুল, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮, ৩৭১
মজিদ, আব্দুল, ১৮৭
মতিগঞ্জ শিবির, ৩১২
মতিন, এ, টি, এম (প্রাক্তন স্পীকার), ৫০৫
মধুদা, ৪৯৫, ৪৯৬
মধুপুর, ৬০
মনরঞ্জন ঘোষ পরিবার, ৩১৫
মনিরামপুর, ২২১, ২২৩, ২২৪
মনিরুজ্জামান, মিসেস, ১৩, ১৪
মনিরুজ্জামান ডঃ, ১৩, ৫১২
মণ্ডল, অনিল কুমার, ২১৮, ২১৯
মণ্ডল, গোলাম মোস্তফা, ১২৫, ১২৬
মণ্ডল, ছমির উদ্দিন, ১১৭, ১১৮
মণ্ডল, ফকির মাসুদ, ১১৭, ১১৮
মণ্ডল, মোঃ আজাদুর, ১০৯, ১১০
মণ্ডল, শ্রী পরেশ চন্দ্র (অধ্যাপক), ১৮
মণ্ডল, ক্ষিতিশ (ডাঃ), ২৪২
মল্লিক, এ, আর, (ডঃ) ৪৬৫
মহসিন হল, ৩২৯
মহী ডঃ ফয়জুল, ৫১২
মহেশপুর, ২১৫
ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট, ৩৩৬, ৩৭১
ময়মনসিংহ, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৪৪৮
মাইজদি, ২৯১, ২৯৩, ২৯৬, ৩০১, ৩০২
মাইন, ১১৭, ১১৮
মান্নান, আবদুল, ৪৫৩
মান্নান, আব্দুল (মাওলানা), ৫০৫, ৫০৬
মানিকগঞ্জ, ৪৪৪
!মাপানি জনপথ, ১১৭
মালতীনগর, ১০১, ১০৪
মালাউন, ২৬, ২৮, ৫৮, ১২৫, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭, ২৩৪, ১৭৬, ২৩৫, ২৩৭
মালিক, লেঃ কর্নেল, ৩৬৭
মালিক, ডাক্তার, ২৩৬
মালিবাগ, ৩০, ৩১

মালেক, ডঃ (পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর), ১৪
মার্শাল ল কোর্ট, ১৯৪
মাষ্টার, ইলিয়াস, ২৬৬
মিত্র বাহিনী, ২১, ২৯, ৪৪, ১০০, ১১১, ১১৪, ১৩২, ২৬৪, ৩৯২, ৪১৩, ৪৬২
মিন্টু রোড, ৩৭
মিটফোর্ড হাসপাতাল, ৩৪৮, ৫০৬
মিঠা, জেনারেল, ৩৫৯
মির্জাপুর, ৫৮, ৫৯, ১৯৬, ৪১৯
মিলব্যারাক, ৪০, ৪১
মিলব্যারাক পুলিশ লাইন, ২২, ২৭
মিলিটারী, অপারেশন, ১৫৩
মিলিটারী ক্যাম্প, ৪৯, ৬৪, ১৬৬, ২১৫
মিয়া, আব্দুল কুদ্দুস (ইন্সপেক্টর অব পুলিশ), ২০, ২১
মিয়া, আব্দুস সাত্তার, ২৪১
মিয়া, মানিক, ২২১
মিয়া, মোহাম্মদ ইসমাইল, ৪৯২-৪৯৪
মিয়া, সালু (রাজশাহী), ৭২
মিয়া, হাফিজউদ্দিন (আঃ লীগ নেতা), ৬৬
মীরপুর, ৩৩, ২২৭, ৩২৯
মীরপুর থানা শান্তি কমিটি, ২২৭
মুক্তিফৌজ, ৫৬, ৬০, ৭০, ৯৫, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ২০৪, ২১৮, ২২৪, ২৩৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৯, ২৬২, ২৯৪, ৩৯১, ৪৫০
মুক্তিবাহিনী, ২১, ২৪, ২৯, ৪৪, ৪৭, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৬৬, ৭৫, ৯২, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৯, ১২০-১২১, ১৩২, ১৩৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৫, ২০৩, ২১০, ২১১, ২১২, ২২১, ২৩১, ২৩৩, ২৩৯, ২৪২, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১, ২৬০, ২৬৪-২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৮০-২৮১, ২৮৪-২৮৫, ২৮৮-২৮৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫-২৯৬, ২৯৮-৩০০, ২৯২, ৩০২-৩০৩, ৩০৬, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩০, ৩৮৫-৩৮৬, ৩৯১-৩৯৩, ৪১৫, ৪৩০, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৮০, ৪৯০, ৫১১, ৫১৭
মুক্তি সংগ্রামী, ৫৭
মুক্তিযুদ্ধ, ৫৫, ১৪৪, ১৫২
মুক্তিযোদ্ধা, ৬৮, ৭০, ৭৭, ৮৫, ৯৫, ১০৮, ১১৭, ১১৮, ১২০-১২১, ১৩১, ১৪২, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৮৬, ২৩১, ২৪৮, ২৭২, ২৯০, ৩০৪, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩২৩, ৩২০, ৩৩০, ৪৫০, ৪৫৭, ৫১৮
মুখার্জী, শ্রী শিবন, ৩৯১
মুজাহীদ, ২৩৩, ২৩৬, ২৭২
মুজিবনগর, ৪৮৯
মুজিব, বেগম, ৫১৩
মুতালিব, ক্যাপ্টেন, ৩১৭
মুন্সীগঞ্জ, ৩৮৮
মুন্সী, মোঃ আছির উদ্দিন, ১৪৫, ১৪৭
মুর্তূজা ডাঃ (মেডিকেল অফিসার), ১৫, ৩৩৪
মুসলিম লীগ, ৫৭, ২৩১, ২৬০, ২৬১, ২৯০, ২৮৭, ২৯৪, ৪৫০
মুসলিম হল, ৩৬-৩৭
মুৎযদ্দিন, প্রভা, ৪০৬, ৪১৯
মেঘনা, ৫২, ২৬৪
মেঘনা (ডাঃ জ্যোতির্ময় ঠাকুরতার কন্যা), ১২, ১৫
মোকতাদির, ডঃ (অধ্যাপক), ১৫
মোর্তজা, মোহাম্মদ (ডাঃ), ৫১২
মোরশেদ, আলম নজরে (অধ্যাপক), ৪৮৯
মোরশেধ, গোলাম (এম, পি), ৭১
মোল্লাম, কুদ্দুস, ২৫১
মোহাম্মদ নুর, ১৪৩, ১৮১
মৌলভী বাজার, ৪৫৪-৪৫৫, ৪৮০

য

যশোর, ১৫২, ১৯৪, ১৯৭-১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৭, ২১০, ২১২, ২১৪, ২১৫-২১৬, ২১৮, ২২০-২২১, ২২২-২২৩, ২২৪, ৪৯০
যশোর, ক্যান্টনমেন্ট, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৩-১৯৪, ২৮৬, ২০৯-২১০, ২২২
যশোর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৪, ২১০-২১১, ২২২
যুগান্তর, ৫৪২, ৫৪৭
যোগেশচন্দ্র, (মালিক, সাধনা ঔষধালয়), ৪৮৩-৪৮৪

র

রউফ, আব্দুর, ৩৩১-৩৩৪
রব, আব্দুর (ডাকসু সহ সভাপতি), ৩৩২
রমনা, ৩৬, ৪২২-৪২৩
রমনা থানা, ২৬, ২৮-২৯, ৩৩
রমনা পার্ক, ৩২৮, ৪৭০
রমনী শীল, ৩৬৮-৩৭০, ৩৭০-৩৭২
রশিদ, এম, এ (সার্কেল অফিসার), ৬৬, ৬৭
রশিদ, মেজর, ২৮১
রশিদ, হারুনুর (সেঃ লেঃ) ৩৬৮
রহমান, আতিকুর, (সেঃ লেঃ), ৩৬৮
রহমান, আনিসুর (আঃ লীগ নেতা রাজশাহী), ৮৫-৮৬

রহমান, খোন্দকার জিল্লুর, ১৭১
রহমান, মজিবর, (রাজাকার কমাণ্ডার), ১৬৪
রমহান, মজিবুর, ৪১৭
রহমান, মতিয়ুর (ইন্সপেক্টর), ২২, ২৬, ২৭
রহমান, মঞ্জুরুল (লেঃ কর্নেল), ৪৮৯-৪৯১
রহমান, মুশিহুর, ৪৪৩
রহমান, মজিবুর (অধ্যাপক), ৪৬৭-৪৬৯
রহমান, মোঃ হাবিবুর (ডাঃ), ৪১৮
রহমান, শেখ মুজিবুর, ২৬-২৭, ২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৬৬, ১৭৩, ১৯৮, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬৮, ৪১৯, ৪২৭, ৪৯৯, ৫১৬
রহমান, সালমা, ৪০৬, ৪১৯
রাজশাহী, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৩৯৯, ৪০৭, ৪১৭, ৪৫৮, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৪, ৪৭৫
রাজশাহী জেল, ৭০
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৭, ৮০, ১০০, ১২৪, ১২৯, ৩৯৯, ৪০৭, ৪৬৭, ৪৭৪
রাজশাহী হাসপাতাল, ২৩০
রাজাকার, ২৯, ৪২, ৫২, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৬, ৭১, ৮৫, ৮৬, ৯০ , ৯৫, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৭, ১৮২, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২১১, ২২২, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬-২৩৮, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১-২৫৫, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪-২৬৭, ২৭০-২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০-৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮-২৯০, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯-৩০২, ৩০৬, ৩০৯-৩১২, ৩১৪, ৩২২, ৩২৩, ৩৮৬, ৫০১
রাজারবাগ, ২০, ২৯, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৬৫, ৫১৯
রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ২০-২২, ২৪, ২৭, ৩০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৩৫৪-৩৫৫, ৩৬২, ৫১৯
রাজনগর, শিবির, ৩০৩, ৩০৪
রানীনগর, ৬৮, ৭৬
রাবিব, ডঃ ৫১১
রায়, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ, ৭০, ৭১
রায়, শ্যামল, ১০১, ১০৩
রায়ের বাজার, ৩২, ৩২৭, ৩৩০, ৪৩১, ৫১১
রেজভী, কর্নেল, ৮০
রেসকোর্স ময়দান, ৩২৮-৩২৯, ৩৪৭
রোকেয়া হল, ১২, ২৯, ৩২, ৩৭, ৪১

ল

লক্ষ্মীপুর, ২৯৫
লক্ষীপুর বা জার, ৩৩৫
লাকসাম, ৪১৩, ৪১৪
লালবাজার মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প, ৩২৪

শ

শরণার্থী, ৫৪১, ৫৪৭
শফি, ব্রিগেডিয়ার ৩৭২
''শহীদ আলমগীর ছাত্রাবাস'' ৪৪৪
''শহীদ কাজী নুরুন্নবী ছাত্রাবাস,'' ৪৭৫
শহীদ চার ভাই ৫১৯
শহীদ মিনার, ১৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৪০৮, ৪১৭
শহীদ সিপাহী, ২৪, ২৭
শহীদুজ্জামান, মেজর, ৩৬৮
শাকিরিয়া, মেজর, ১০০
শাখারী বাজার, ১৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫-৩৭, ৪১
শান্তি কমিটি, ৫৭, ৭০, ৭১, ৮০, ৮৩-৮৫, ৯০, ৯৪, ১০৩, ১১৩, ১২৪, ১২৬, ১৪৮, ১৫৪, ১৬৮, ১৭১, ১৭৬, ১৮০, ১৮২, ১৯৫, ২০২, ২৩২-২৩৪, ২৩৭, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২৫১, ২৬৬, ২৭০, ২৭৭, ৩১০, ৩১৪, ৪০৩-৪০৪, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৩৯, ৪৫০, ৫১৭
শান্তি কমিটির দালাল, ২৩০, ২৫৮, ২৬৯, ২৮৫, ২৯৮
শান্তিনগর, ৪৬
শান্তিবাগ, ২৪
শামস, কর্নেল, ২০২
শামসুদ্দিন আহমদ (ডাঃ), ৪৮০-৪৮১
শামসুন্নাহার হল, ১৮
শামশাদ, ক্যাপ্টেন, ৬০-৬১
শারীরিক অত্যাচার, ২২৫
শাহজী সুঃ মেজর, ১৯৯
শাহবাগ, ৩২৯
শিকদার, মোঃ মানিক, ২১১
শিববাটী (রাজশাহী), ৯৯, ১০০
শিববাড়ী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ৩২, ৩৬, ৩৭, ৪৯৫
শিলিগুড়ি, ৫৪৮
শ্রীমঙ্গল, ৩১৬-৩১৮, ৩২০
শেরওয়ানী মেজর, ৯৭-৯৮
শুর, সালামাত আলী খান, (মেজর), ৩১, ৩৪, ৪০

স

সদরঘাট, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৪১
সদরঘাট টার্মিনাল, ১৬-১৭, ২৩
সন্ত্রাসের রাজত্ব, ১৯৬, ৪০২
সফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন, ২২৪

সমাদ্দার, সুখরঞ্জন (এসোসিয়েট প্রফেসর), ৪০৮, ৪১৭, ৪৬৭
সরকার, নজমুল হক গণপরিষদ সদস্য, ৪৬৪
সরদার, মেজর, ১৯৪
সরিষাবাড়ী, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৫
সাঈদ, মোহাম্মদ আবু (সাংবাদিক), ৩৯৯
সাত্তার, মোঃ আবদুস, ২২৫
সাজ্জাদ, ক্যাপ্টেন, ৩৮২-৩৮৪
সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ৩২৬
সাতকানিয়া, ২৭০-২৭১
সাধনা ঔষধালয়, ৪৮৩-৪৮৪
সান্ধ্য আইন, ১৪১৮৩, ৪৩৪, ৪৮৮, ৪৮৪, ৫১১
সামরিক আইন, ৭০
সামরিক কোর্ট, ৭০
সামরিক নির্যাতন, ৪৬৭
সামরিক বাহিনী, ৭৮, ১২০, ১৫৮
সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী, ৮৩
সারিয়াকান্দি, ১০৭, ১০৮, ১১৯-১২০
সালাউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট, ৩৬৭, ৩৬৮
সালিক, মোহাম্মদ সিদ্দিক, ৩২৬, ৩২৭
সালেহ, কাজী (অধ্যাপক) ৪১৮, ৪৬৮
সালেহুজ্জামান, মোহাম্মদ, ৩৩-৩৪
সাহা, ভবানী প্রসাদ, ৪০৫
সাহা, রনদা প্রসাদ (ভারতেশ্বরী হোমসের প্রতিষ্ঠাতা), ৪০৫
সাহা, শ্রী রথিকৃষ্ণ, ১৭৬, ১৭৭
স্বাধীন বাংলা, ২৪, ২৫১, ৩৪৮, ৩৫৫, ৪৪৩, ৫১২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ১২৯, ৩৩০
স্বাধীন বাংলার পতাকা, ১৭
স্বাধীন বাংলাদেশ, ৫১৬
স্বাধীন বাংলাদেশ ফরেন অফিস, ৩৫৯
স্বাধীনতা আন্দোলন, ২৯০, ৪৪৯, ৪৫৩, ৫১৭, ৫২০
স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২৭২, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৯
স্বাধীনতার পতাকা, ১১২
স্বাধীবাগ আউট কল, ৩২
সিদ্দিক, এ, কে, এম, (আইনজীবী), ৫১২
সিদ্দিক, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮
সিদ্দিকী, এম, আর, ৪৬৫
সিন্ধুর খান ক্যাম্প, ৩১৬
সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, ৪৮২
সিরাজগঞ্জ, ১০১, ১০৩, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৩
সিরাজী, আতিকুর রহমান, লেফটেণ্যান্ট
সিলেট, ৪৮২
সিলেট ন্যাশনাল পার্ক, ৩১৩
সিলেট মেডিকেল কলেজ, ৪৭৯
সিংহ, নূতন চন্দ্র, ৪৬৫
সিংহ, বনবিহারী. ২১৬, ২১৭
সুনামগঞ্জ, ৪৮০
সুন্দরবন, ২৬৮
সুলতান গ্রুপ, ২৭২
সূত্রাপুর, ৩৪, ৪৮৩
সেকেণ্ড ক্যাপিটাল, ৫০, ১৭৩
সেরপুর ৯৯
সেলিম, লেফটেন্যান্ট, ৩০৭, ৩০৮
সেলিম, সুবেদার, ২৬৮
সোনাগাজী থানা শিবির, ৩০৬, ৩০৯, ৩১০, ৩৮৩, ৩১২
সোনার বাংলা, ২৭২, ৩২৭

হ

হক, আমিনুল (সি, ও), ৬৬
হক, এনামুল লেফটেন্যান্ট, ৩৬৮
হক, খাজা কামরুল, ৫৭
হক, জসিমুল, ৩৭৪
হক, জহুরুল, ৫৩, ৩৪১
হক, জুহুরুল (এম, সি, এ) ১৩৮
হক, নুরুল হক (শহীদ), ৫১৮
হক, ফজলুল, ২২
হক, মাহবুবুল, ৩২৬-৩২৭
হক, মোনামুল, (সহ অধ্যক্ষ), ৬৭
হক, শামসুল, ১৩৮
হক, সানাউল, (ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট), ১৯০
হক, সামসুল, ডাঃ ২৫১
হক, হামিদুল, ৩২৬
হত্যা, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯-২১, ২৩-২৪, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০-৪১, ৪২-৪৪, ৪৭-৫৩, ৫৪-৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৪-৬৫, ৬৬, ৮৩-৮৫, ৮৭-৮৮, ৮৯-৯৪, ১০৪, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৮-১২০, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮-১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৩, ১৩৮-১৩৯, ১৩৯-১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬-১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ১৮৫, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫-১৯৬, ২০০, ২০২, ২০৩, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮-২৫১, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭-২৬০, ২৬১, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭৪-২৭৬, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৭, ৩০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৩২২, ৩২৪, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৬-৩৩৮,

৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৯, ৩৮০, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪৭৪, ৪৭৯, ৪৯৫, ৩৩৮, ৫০৯
হত্যাপুরী, ৪১৩, ৪১৪
হত্যাযজ্ঞ, ১৯, ১৩৮, ১৫৩, ২২১, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০-৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৮৫, ৩৯২, ৪০২, ৪০৩, ৪১৪, ৪১৯, ৪২৯, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৯, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯৯
হত্যালীলা, ৩৮০, ৪৩৩
হবিগঞ্জ, ৪৮১
হলদিবাড়ী, ৫৪৭, ৫৪৮
হাই, আব্দুল (ডাঃ), ২৪২
হাই, আব্দুল (সাব-রেজিস্ট্রার), ৬৪
হাওলাদার, আব্দুল মান্নান (হাকিম) ২৬৮
হাই কোর্ট ভবন, ৩২৮
হাজীগঞ্জ, ৪০২
হানাদার বাহিনী, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৯৮, ৪৫২, ৪৯৯
হাবিব ব্যাংক, ৪৬
হাশেম, ৩৫২
হাশেম (দারোগা), ৭০
হাসান, ফজলে, (ডাঃ), ২৬৫
হাসান, রাশেদুল (অধ্যাপক), ৫০২, ৫০৩
হাসেম, আবুল (ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার) ৩৩
হাসিনা, শেখ, ৫১৪, ৫১৫
হাসিব মেজর, ৩৬৮, ৩৬৯
হায়াত, খিজির (কর্ণেল) ৩৭২
হায়াত, সৈয়দ রেজাউল (মহকুমা প্রশাসক), ৫০
হায়দার, ইফতেখার (ক্যাপ্টেন) ৩৬৭
হুদা, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮, ৪৯৮
হুলারহাট, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৯
হোসেন, আলতাফ, ১৩১, ১৩২
হোসেন, আবজল, ১০৭
হোসেন, গোলজার, ১৬৬
হোসেন ছরোয়ার, ১২৪
হোসেন ছানোয়ার, ১২১, ১২২, ১২৪
হোসেন, ডঃ (অধ্যাপক), ৪০৮, ৪১৭
হোসেন মকবুল (ডঃ), ৪৬৮
হোসেন, মনোয়ার, ১৩৯, ১৪০
হোসেন মুর্তজা, ২১
হোসেন, মোজাম্মেল (ক্যাপ্টেন) ৫১৯
হোসেন, মোশারফ, ৪০৮, ৪১৭
হোসেন, মোশারফ, (ছাত্রলীগ নেতা), ৩৭৩
হোসেন, মোহাম্মদ (সিপাহী), ২৮, ২৯
হোসেন, মোয়াজ্জেম, (লেঃ কর্নেল), ৩৩১-৩৩৪, ৩৫৬-৩৫৮
হোসেন, সরদার আমজাদ, (এম, পি), ৮৫
হোসেন, সাজ্জাদ, ৯১, ৯২
হোসেন, সাজ্জাদ (প্রাক্তন উপাচার্য), ৪০৮
হোসেন, সিরাজউদ্দিন, ৫০৮-৫০৯, ৫১২
হোসেন, সৈয়দ আকবর, ৩৯২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্রঃ নবম খন্ড

সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়- এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ **Email: infor@paramabd.com**
কপি রাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী পাবলিশার্স এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE DOCUMENTS, VOL-9

Published by : **Golam Mustafa**
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka- 1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright **:** Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by **: Md. Abul Hasan**
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane-2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka- 1216

First Published **: June, 1984**
Reprint **: December, 2003**
Reprint **: June, 2009**

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : নবম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খণ্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদক বৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদসাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামার্ণকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর দ্বায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খণ্ডঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ডঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ডঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খণ্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খণ্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ডঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মুল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খন্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকরণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমা। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তুব একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যা দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট

সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিন্তু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখাও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষ সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তুপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডের দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খন্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খন্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খন্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরউদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকান্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকভাবে সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খন্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খন্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের আক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহরে সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরূপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহতি নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খণ্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খণ্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখণ্ডের মধ্যে গুনগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খণ্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (১)

সশস্ত্র সংগ্রামের দলিলপত্র তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস স্থায়ী এই যুদ্ধের প্রকৃতি বিচার করে বিভাজনগুলি করা হয়েছে।

প্রথশ ভাগে এসেছে প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ, যেহেতু মার্চ থেকে মে-জুন পর্যন্ত এর ধরন ছিল প্রতিরোধমূলক। দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে সংঘটিত যুদ্ধের ঘটনাবলী (মধ্য ডিসেম্বরে হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ পর্যন্ত)। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সরকারী দলিলপত্রের সংকলন।

বর্তমান খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম (১) প্রাণীত হয়েছে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে ঘটনাবলী নিয়ে। প্রতিরোধ যুদ্ধ যেহেতু ছিল সারাদেশে বিস্তৃত, সেহেতু এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ জেলাওয়ারীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

মার্চ মাসের ব্যাপক গণ-অসহযোগের মূল কেন্দ্র ঢাকায় হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ এবং সশস্ত্র বাঙালী সেনা ইউনিটগুলিকে নিরস্ত্রকরণ ও বাঙালী সেনা নিধন, ছাত্রাবাস আক্রমণ, বুদ্ধিজীবী ও নিরস্ত্র জনগণকে অবাধে হত্যার (পৃঃ ৫-৬, ৬-৭, ১১-১৩, ১৪-১৯, ৩২-৪১) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দেশের সর্বত্র সশস্ত্র বাঙালী ইউনিটসমূহ- ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর (বর্তমানে বি-ডি-আর), পুলিশ প্রভৃতি রুখে দাঁড়ায়। যেসব স্থানে এসব সশস্ত্র ইউনিট অবস্থান করছিল সেসব স্থানে ব্যাপক গণ-অসহযোগের পটভূমিতে তাদের এই তাৎপরতা জনগণের স্বতোৎসারিত দৃঢ় সক্রিয় সমর্থনে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তা বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

প্রাথমিকভাবে এ যুদ্ধ ছিল অসংগঠিত, উপস্থিত স্তানীয় নেতৃত্বনির্ভর এবং অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত একটি প্রবল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনতার আত্মরক্ষার মরিয়া প্রয়াস-সঞ্জাত এক অসম লড়াই। অনিবার্যরূপে এ ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের এক খণ্ডিত পর্যায়। এ যুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তির প্রাথমিক পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও তাদের ত্যাগ, বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী গভীর প্রেরণার উৎস ছিল। এ সংক্রান্ত গটনাবলীর বিন্যাস দেশর তৎকালীন প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ঢাকা থেকে শুরু করা হয়েছে এবং পরে পৃথক পৃথক শিরোনামে প্রত্যেক জেলার ঘটনা পরপর তুলে ধরা হয়েছে। এ বিন্যাসে দেশর তৎকালীন ক্যান্টনমেন্টগুলিতে অবস্থানরত ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টগুলির বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, যেমন ১ম বেংগল, ২য় বেংগল, ৩য় বেংগল, ৪র্থ বেংগল ও ৮ম বেংগলের ভূমিকা এবং তাদের অফিসারদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে আধাসামরিক বাহিনী ই-পি-আর উইংগুলির সময়োচিত নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে একীভূত বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিবরণ। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ যুদ্ধকে সুসংহত করার লক্ষ্যে মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন কর্নেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানীকে সর্বাধিনায়ক করে মুক্তিবাহিনী গঠনের বিষয়ও বিবরণে এসেছে (পৃঃ ১২৪, ২৪৫-২৪৭, ২৫৮-২৬১)।

প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ সংবলিত দলিলপত্র সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করা মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিবরণ রাখতে সমর্থ হননি। এ বিষয়ে তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তরকালে এ যুদ্ধের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দে সাক্ষাৎকারসমূহের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে মুখ্যভাবে। এছাড়া সমসময়ে প্রণীত ‘প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ’ এ ব্যাপারে মূল্যবান আকর গ্রন্থ রূপে কাজ করেছে। পরবর্তীতে রচিত আরও কিছু গ্রন্থ, যেমন ‘লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস’ প্রভৃতি তথ্যে ও সত্যে প্রতিরোধ যুদ্ধকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে (পৃঃ ৪৬-৪৯, ৫৭-৮৯, ২৬১)। পত্র-পত্রিকার বিবরণও সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে

অনেকখানি সাহায্য করেছে (পৃঃ ৩৮৬-৪৪৮)। সমগ্র দেশ দখলদার বাহিনী কবলিত থাকায় এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী মিত্ররাষ্ট্র ভারতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে বেশী। মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত দু'একটি পত্রিকার খবরও নেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৩৮৬, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৪৬, ৪৪৮)। তবে বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর-এর অধিনায়ক পর্যায়ের মূল ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত সাক্ষাৎকারগুলিই এ খণ্ডের সারবস্তুরূপে কাজ করেছে।

সাক্ষাৎকারগুলির অধিকাংশ গৃহীত হয়েছিল বাংলা একাডেমীর অঙ্গীভূত জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, মেজর জেনারেল (অবঃ) কে. এম শফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার দু'টিসহ (পৃৎ ৯৬-১২৮, ১৬০-১৮৪) বেশ কয়েকটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার বাংলা একাডেমীর গবেষক সুকুমার বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সংগৃহীত সাক্ষাৎকারগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিরোধের বিবরণপূর্ণ প্রথমাংশ সশস্ত্র সংগ্রাম (১)-এ এবং প্রতিরোধের পর কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ সাধারণতঃ সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয়াংশে এসেছে। যেখান থেকে প্রতিরোধ পরবর্তী সংগঠিত যুদ্ধের কথা শুরু হয়েছে, সেখানকার অংশগুলি ষশস্ত্র সংগ্রাম (২)-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিরোধ ও সংগঠিত প্রত্যাঘাত পর্বের যুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থের সবশেষে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় গেরিলা বা গণবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিবরণ (পৃঃ ৪৫০-৪৯৫)। প্রাথমিক পর্বে প্রতিপক্ষের উন্নততর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে প্রাথাগত পদ্ধতির সম্মুখযুদ্ধমূলক প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে যুদ্ধ ক্রমশঃ গেরিলা রণকৌশলের দিকে মোড় নেয়। এই অবস্থায় নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের কৌশল হিসাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। অনেক স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় অবস্থার ওপর ভিত্তি করেও অনেক গেরিলা দলের সৃষ্টি হয়। তাদের ক্ষিপ্র তৎপরতা, সাহস ও আত্মত্যাগ স্বাধীনতা যুদ্ধকে সাফল্যজনক যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। গেরিলা বাহিনীগুলির কর্মকান্ড বাংলাদেশের গোটা রণাংগন জুড়ে এতই ব্যাপক ও বিচিত্র ছিল যে, তা স্বতন্ত্র খণ্ডে সন্নিবেশিত হওয়ার দাবী রাখে। কিন্তু এ ব্যাপারে তথ্যের নিদারুন স্বল্পতার কারণে (যেহেতু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনন্দিন তৎপরতার লিখিত বিবরণ বেশি পাওয়া যায়নি) তাদের মাত্র কয়েকটি বাহিনীর তৎপরতাসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র এখানে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated: 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated: 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

পরিশিষ্ঠ

তিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

নং-তম/২/৮০/ইতিহাস (অংশ) ১২২৮৬ **তাং ১১-০৯-৮৩ ইং**

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কে, এম, মোহসীনকে তাহার নিজ দ্বায়িত্বের অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব হিসাবে তথ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ "বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রন প্রকল্পের" প্রকল্প পরিচালক পদে জনস্বার্থে ৬-৯-১৯৮৩ (পূর্বাহ্ন) তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৮৪ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিয়োগ করা হইল।

... ...

স্বাক্ষর-
মোঃ শফিকুর রহমান
উপ-সচিব ।

সূচিপত্র

ক্রমিক		বিষয়		পৃষ্ঠা
		সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা		
১।	ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ		...	১-২৭
	সাক্ষাৎকার ঃ	লেঃ কর্নেল আবু তাহের সালাহউদ্দিন	...	১
	সাক্ষাৎকার ঃ	এয়ার কমোডর এম, কে বাশার	...	৯
	সাক্ষাৎকার ঃ	আব্দুল করিম খোন্দকার, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ ফোর্সেস	...	১০
	সাক্ষাৎকার ঃ	মেজর দেলোয়ার হোসেন	...	১২
	সাক্ষাৎকার ঃ	আশরাফ আলী সরদার	...	১৩
	সাক্ষাৎকার ঃ	মোঃ আসমত আলী আকন্দ, এস-আই,পুলিশ	...	১৪
	সাক্ষাৎকার ঃ	আঃ গনি তালুকদার (পুলিশ)	...	১৫
	সাক্ষাৎকার ঃ	শরীফ খান মোহাম্মদ আলী, এস-আই,পুলিশ	...	১৬
	সাক্ষাৎকার ঃ	মোহাম্মদ আঃ সোবহান, এস-আই, রিজার্ভ পুলিশ	...	১৯
	সাক্ষাৎকার ঃ	লেঃ (অবঃ) আনোয়ার হোসেন	...	২১
	প্রতিবেদন ঃ	সত্যেন সেন	...	২২
		সশস্ত্র প্রতিরোধঃ চট্টগ্রাম		
২।	চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ		...	২৮-৯৫
	সাক্ষাৎকার ঃ	লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান	...	২৮
	সাক্ষাৎকার ঃ	মেজর এনামুল হক চৌধুরী	...	৩২
	সাক্ষাৎকার ঃ	ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন চৌধুরী	...	৪১
	সাক্ষাৎকার ঃ	ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী	...	৪৪
	সাক্ষাৎকার ঃ	মেজর এম, এস, এ, ভূঁইয়া	...	৪৬
	সাক্ষাৎকার ঃ	লেঃ কর্নেল মাহফুজুর রহমান	...	৫১
	সাক্ষাৎকার ঃ	মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম	...	৫৯
	সাক্ষাৎকার ঃ	লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী	...	৮৮
		সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুমিল্লা- নোয়াখালী- ঢাকা		
৩।	৪র্থ বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধঃ		...	৯৬-১৫৮

ক্রমিক	বিষয়				পৃষ্ঠা
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ	...	৯৬
	সাক্ষাৎকার	ঃ	লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল	...	১২৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর আবদুল গাফফার	...	১৩৪
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজল আইনউদ্দিন	...	১৩৭
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর ইমামুজ্জান	...	১৪১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান	...	১৪২
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া	...	১৪৮
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	১৪৯

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা- ময়মনসিংহ- টাঙ্গাইল

৪।	সশস্ত্র প্রতিরোধে ২য় বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীঃ			...	১৬০-২১১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর-জেনারেল (অবঃ) কে, এম, শফিউল্লাহ	...	১৬০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খান	...	১৯৬
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর এম, এ, মতিন	...	১৯৯
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সিপাই আবতাব হোসেন	...	২০১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর এম, এস, এ, ভূঁইয়া	...	২০৪
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ব্রিগেডিয়ার মোঃ মতিউর রহমান	...	২০৬
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	২০৯

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ময়মনসিংহ

৫।	ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধঃ			...	২১২-২২০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার এ, কে, এম, ফরিদউদ্দিন আহমদ	...	২১২
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মেজর জিয়াউল হক	...	২১৬
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	২১৮

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ সিলেট

৬।	সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণঃ			...	২২১-২২৩
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত	...	২২১
	ডায়েরী	ঃ	লেঃ কর্নেল আবদুর রব	...	২২৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ল্যান্স নায়েক সোনা মিয়া	...	২৩০
	প্রতিবেদন	ঃ	সিপাই শফিক আহমেদ	...	২৩১

ক্রমিক	বিষয়				পৃষ্ঠা
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা				
৭।	কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধঃ			...	২৩৪-২৬২
	সাক্ষাৎকার	ঃ	লেঃ কর্নেল এম. এ, ওসমান চৌধূরী	...	২৩৪
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর এ, আর. আজম চৌধুরী	...	২৪৭
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মোহাম্মদ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী	...	২৫০
	প্রতিবেদন	ঃ	মেজর (অবঃ) রফিক-উল- ইসলাম	...	২৬০
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ যশোর				
৮।	যশোর-নড়াইল-গোপালগঞ্জের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ			...	২৬৩-২৭৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর আবদুল হালিম	...	২৬৩
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহসদ	...	২৬৫
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	২৬৮
	সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রংপুর- দিনাজপুর				
৯।	রংপুর- দিনাজপুর জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ			...	২৭৯-২৮৯
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর মোঃ আনোয়ার হোসেন	...	২৭৯
	সাক্ষাৎকার	ঃ	লেঃ মোঃ আবদুস সালাম	...	২৮২
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মোঃ আবদুল খালেক	...	২৮৩
	সাক্ষাৎকার	ঃ	হবিলদার জয়নাল আবেদীন	...	২৮৭
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মোঃ নুরুজ্জামান	...	২৮৮
১০।	দিনাজপুর- ঠাকুরগাঁ অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধঃ			...	২৯০-৩২০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দীন	...	২৯০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	নায়েক সুবেদার মোঃ আনসার আলী	...	২৯৯
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার আরব আলী	...	৩০০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	হাবিলদার বাসারতউল্লহ	...	৩০২
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার আহম্মদ হোসেন	...	৩০৩
	সাক্ষাৎকার	ঃ	নায়েক সুবেদার আবু তালেব শিকদার	...	৩০৬
	সাক্ষাৎকার	ঃ	খন্দকার আবদুস সামাদ	...	৩০৭
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	৩০৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মেজর এ, রব (ডি- এ- ডি)	...	৩০৯

ক্রমিক	বিষয়			পৃষ্ঠা

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রাজশাহী

১১।	রাজশাহী জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধঃ			...	৩২১-৩৩৫
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী	...	৩২১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার আলী মোঃ মকিবর রহমান সরকার	...	৩২৯
	সাক্ষাৎকার	ঃ	সুবেদার মোঃ মতিউর রহমান	...	৩৩০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	হাবিলদার মোঃ ফসিউদ্দিন	...	৩৩২
	প্রতিবেদন	ঃ	'দৈনিক বাংলা'	...	৩৩৪

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বগুড়া

১২।	বগুড়ায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণঃ			...	৩৩৬-৩৪৭
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	৩৩৬
	সাক্ষাৎকার	ঃ	গাজীউল হক	...	৩৩৯

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ পাবনা

১৩।	পাবনা জেলায় সংঘটিত প্রতিরোধের বিবরণঃ			...	৩৪৮-৩৫৬
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	৩৪৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মোজাফফর হোসেন	...	৩৫১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	আবদুর রহমান, এম- পি	...	৩৫৩
	প্রতিবেদন	ঃ	মনজুর আহমদ	...	৩৫৫

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বরিশাল-খুলনা- ফরিদপুর

১৪।	বরিশালু খুলনা- ফরিদপুর জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধঃ			...	৩৫৭-৩৮৫
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মেজর মেহেদী আলী ইমাম	...	৩৫৭
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মহিউদ্দিন আহমদ, এমপি	...	৩৬১
	সাক্ষাৎকার	ঃ	অবদুল করিম সরদার, এম-পি	...	৩৬৪
	সাক্ষাৎকার	ঃ	ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান	...	৩৬৪
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	৩৬৬
	প্রতিবেদন	ঃ	শহীদ সেরনিয়াবাত	...	৩৭৪
	প্রতিবেদন	ঃ	সত্যেন সেন	...	৩৭৫
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মোমিনউদ্দিন আহমেদ, এম-পি	...	৩৮১

ক্রমিক	বিষয়				পৃষ্ঠা
	প্রতিবেদন	ঃ	শরীফ আফজাল হোসেন	...	৩৮১
	প্রতিবেদন	ঃ	অধ্যাপক আহমেদ কামাল	...	৩৮৩
			পত্র পত্রিকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ		
১৫	পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণঃ			...	৩৮৬-৪৪৮
			সশস্ত্র সংগ্রামে গেরিলা বাহিনী		
১৬।	সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে গেরিলা বাহিনী গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ (কাদেও বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, হেমায়েত বাহিনী ঢাকায় গেরিলা অপারেশন)			...	৪৪৯-১৯৫
	সাক্ষাৎকার	ঃ	কাদের সিদ্দিকী	...	৪৫০
	প্রতিবেদন	ঃ	হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ	...	৪৫১
	প্রতিবেদন	ঃ	মোহাম্মদ মোদাবেবর	...	৪৫৯
	প্রতিবেদন	ঃ	মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	...	৪৬৪
	প্রতিবেদন	ঃ	এম, এ, সামাদ	...	৪৭৫
	সাক্ষাৎকার	ঃ	মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া	...	৪৭৮
	সাক্ষাৎকার	ঃ	এ, মাসুদ (চুলু)	...	৪৮০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	আবদুস সামাদ	...	৪৮০
	সাক্ষাৎকার	ঃ	নাসিরউদ্দিন ইউসূফ বাচ্চু	...	৪৮৬
	প্রতিবেদন	ঃ	শাহাদাত চৌধুরী	...	৪৯০
	প্রতিবেদন	ঃ	মোঃ জহিরুল হক	...	৪৯২
১।	নির্ঘন্ট	ঃ		...	৪৯৫
	বাংলা			...	
	ইংরেজী			...	

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১।	ঢাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

ঢাকা সেনানিবাস ও শহরে যা ঘটেছিল

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল আবু তাহের সালাহউদ্দীন*

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে সকল ছোটখাটো গণ্ডগোল আরম্ভ হয় তাতে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণরূপ আওয়ামী লীগের উপর দোষারোপ করে এবং এই দোষ দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরকারের সহযোগিতায় ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে সীমাহীন গণহত্যা চালায়। কিন্তু এই হত্যার পরিকল্পনা অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব থেকে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর ছিল। তার কারণস্বরূপ-

যে কোন দেশে সেনাবাহিনীর সৈন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোতায়েন করতে হলে তার মূল জায়গা অর্থাৎ যেখানে থেকে সৈন্য পাঠান হয় সেই জায়গায় প্রতিরক্ষার উপর প্রথম গুরুত্ব দিতে হয় এবং সেটা করতে পারলেই সেই জায়গা থেকে সরানোর আদেশ হয়। (এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পাকিস্তান সামরিক সরকার ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকে। তাতেই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানী সামরিক সরকরের সুপরিকল্পনা ছিল)।

যেহেতু সীমান্ত এলাকায় শত্রুদেশের সৈন্যের সঙ্গে কোন ছোটখাট গোলাগুলি বিনিময় হয়নি বা দেশের জনসাধারণ ও খবরের কাগজে যুদ্ধের কোন হুমকির আভাসও পাওয়া যায়নি তথাপি পাকিস্তান সরকারের এরূপ সৈন্য মোতায়েনে (বিভিন্ন থানা পর্যায়ে) প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানী সামরিক সরকার বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর গণহত্যার পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করেছিল।

১লা মার্চ, ৭১ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ জেনারেলগণ বিভিন্ন সময়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সম্মেলন করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ

(১) লেঃ জেঃ টিক্কা খান, কমাণ্ডার ইস্টার্ন কমাণ্ড। (২) মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজা, জি-ও-সি, ১৪ ডিভিশন। (৩) জেনারেল অবদুল হামিদ খান, চীফ অব আর্মি স্টাফ। (৪) লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী, কোর কমান্ডার। (৫) মেঃ জেঃ আকবর হোসেন, ডাইরেক্ট জেনারেল, ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স। (৬) মেঃ জেঃ ওমর, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন। (৭) মেঃ জেঃ কমর আলী মীর্জা, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, মিলিটারী ইনটেলিজেন্স (তখন- ডাইরেক্টর সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সপোর্ট। (৮) মেঃ জেঃ মিঠ্ঠা খান, স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ কমান্ডার এন্ড কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল। (৯) মেঃ জেঃ খোদা দাদ, এডজুট্যান্ট জেনারেল। (১০) মেঃ জেঃ গুল হাসান, চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ। (১১) মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী খান, সিভিল এফেয়ার্স এডভাইজার, গভর্নমেন্ট অব ইস্ট পাকিস্তান। (১২) ব্রিগেডিয়ার আনসারী (মেঃ জেঃ আনসারী) (স্টেশন কমাণ্ডার, ঢাকা), (পরে-জি-ও-সি, ৯-ডিভিশন)। (১৩) মেঃ জেঃ নজর হুসেন শাহ। (১৪) মেঃ জেঃ কাজী আবদুল মজিদ। (১৫) লেঃ জেঃ পীরজাদা, (পি-এস-ও-টু জেঃ ইয়াহিয়া খান। (১৬) মেজর জেনারেল জামশেদ। (১৭) মেঃ জেঃ বাহাদুর শের।

* ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে ক্যাপ্টেন পদে ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন।

সৈন্য বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করার পূর্বে কতকগুলো দিক চিন্তা করতে হয়, যেমন- সৈন্যদের থাকা, খাওয়া, বেতন, যানবাহন, যোগাযোগ ইত্যাদি। তাছাড়া ডাটা, ম্যাপ ইত্যাদি করতে হয়। পঁচিশে মার্চের গণহত্যা যদি হঠাৎই হতো তাহলে পাকিস্তানী সৈন্যগণ ২৫ শে মার্চে বাংলাদেশে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একই সাথে একই সময়ে বাঙ্গালী সৈন্য, ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার, তথা জনসাধারণের উপর আক্রমণ ও গণহত্যা চালায় কিভাবে! এতেই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তান সামরিক সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ছিল।

১৫ই মার্চ, ৭১-এ প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা, ক্ষমতা হস্তান্তর, অসহযোগ আন্দেলন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট হাউসে (বর্তমান গণভবন) এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করেন- অপরদিকে রাতের অন্ধকারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে উপরোল্লিখিত জেনারেলদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র চলত।

যেহেতু আর্মি ইনটেলিজেন্সে-এ ছিলাম ও সাধারণ পোশাকে কর্তব্য পালন এবং চলাফেরা করতাম, সেজন্যই আমি পাকিস্তান সামরিক সরকারের কার্যকলাপ অনুসরণ করতে পারি।

২৫শে মার্চের পূর্বেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যে সমস্ত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন, তাঁদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারসহ কিছু বাঙ্গালী সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাঞ্জাবী সৈন্যদের সঙ্গে যে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্য ছিলেন তাঁদেরকে নিরস্ত্র করা হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈন্যকে সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করে ভারতের হুমকির অজুহাতে।

যে সকল বাঙ্গালী অফিসারকে স্ব স্ব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ও কয়েকজনকে অন্য পদে দেওয়া হয়, তাদের পরিচয় যথাক্রমেঃ (১) মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, চীফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি। তিনি ছিলেন ৫৭-ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের (ঢাকা) ব্রিগেড মেজর (ব্রিগেড মেজরের কাজ হচ্ছে ব্রিগেডের অপারেশন প্লান করা এবং পরিচালনা করা)। মেজর খালেদ মোশাররফকে পাঠায় কুমিল্লা ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং তদস্থলে একজন পাঞ্জাবী অফিসারকে নিয়োগ করে।

(২) ব্রিগেডিয়ার মজুমদার। তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমাণ্ডান্ট ছিলেন। তাঁকে ২২শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয় এবং গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী। ক্যাপ্টেন চৌধুরী (বর্তমানে মেজর) বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬-বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাণ্ড'র।

(৩) লেঃ কঃ মাসুদুল হাসান খান। তিনি ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে জয়দেবপুরে ছিলেন। তাঁকে ২২শে অথবা ২৩শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে এবং তাকেও গৃহবন্দী করে এবং তাঁর স্থলে লেঃ কঃ রকিবকে জয়দেবপুর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে পাঠায়। কারণ লেঃ কঃ রকিব ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমাণ্ডার ছিলেন। ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কঃ তাজ মোহাম্মদকে নিয়োগ করে। ৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্টেই ঢাকায় ২৫শে মার্চের রাতে গণহত্যা চালায়। এছাড়াও কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রাখা হয়। তাদেরকে বাইরের যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়।

বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়। যেমন, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে চৌগাছা (সীমান্ত এলাকা) পাঠায়। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে জয়দেবপুর থেকে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এক কোম্পানী পাঠায় টাঙ্গাইল। উক্ত কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন মেজর শফিউল্লা (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার-চীফ অব বাংলাদেশ আর্মি)। অন্য একটি কোম্পানী পাঠায় ময়মনসিংহে। উক্ত কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন মেজর নূরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল)।

সৈয়দপুর অবস্থিত ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে সীমান্ত এলাকায় পাঠায়। কুমিল্লায় অবস্থিত ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পাঠায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। উক্ত রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিল চট্টগ্রামে। তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় মোতায়েন করে। ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে (ন্যাশনাল সার্ভিস ব্যাটালিয়ন, যার অধিকাংশই ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল) ২৫শে মার্চের পূর্বেই ঢাকায় নিরস্ত্র করে। এছাড়াও ৬০৪ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালীকে (যার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলাম আমি নিজেই) নিরস্ত্র করা হয়। শুধুমাত্র আমার অস্ত্রটা নিতে তারা সাহস করে নাই। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত নিম্নপদের সৈন্যগণ-যেমন সিগনাল রেজিমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ৬০৪ কম্বাইন্ড ওয়ার্কশপ, ১৪৭ ইনফ্যানট্রি ওয়ার্কশপ, সাপ্লাই এন্ড ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, কম্বাইন্ড অর্ডন্যান্স ডিপো, স্টেশন সাপ্লাই ডিপো, ট্রানজিট ক্যাম্প, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স ও পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সমস্ত সৈন্যদেরকে অতি কায়দায় ও চালাকি করে নিরস্ত্র করে। বাঙ্গালীকে কেন নিরস্ত্র করা হচ্ছে পাঞ্জাবীরা তার কারণসরূপ দেখায় যে, যারা বাঙ্গালী তারা বাঙ্গালী আইন-শৃংখলা ভঙ্গকারী জনগণের উপর গুলি চালাতে সক্ষম হবে না। জনগণের উপর গুলি চালাতে আমাদের মায়া-মমতা লাগা স্বাভাবিক। কাজেই পাঞ্জাবীদের হাতে অস্ত্র কম থাকায় আমাদের অস্ত্র নিয়ে আইন-শৃংখলা স্বাভাবিক ও আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে- এই কারণেই আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিচ্ছে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন শাহেদ নসরুল্লাহ (ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) আমার অফিসে প্রায়ই দেখা করত ও আমার নিকট থেকে খবরাখবর নিত। শাহেদ নাসরুল্লাহ এভাবে আসা-যাওয়া করাতে আমাকে আমার অফিসার কমান্ডিং মেজর মনোয়ার হোসেন জিজ্ঞাসা করেন যে ছেলেটি কে এবং কেন আসে। আমি আমার আত্মীয় বলে পরিচয় দেই এবং জানাই যে, যেহেতু আমাকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতে দেওয়া হয় না সেজন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পরে একদিন শাহেদ নাসরুল্লহ যখন আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তায় মেজর মনোয়ার হোসেনের হাওয়ালদার মোঃ আশরাফ তার ফটো তুলে নেয়।

পরদিন নসরুল্লাহ আমার নিকট এসে হাওলাদার কর্তৃক তার ফটো তোলার কাথা জানায়। আমি নসরুল্লাহকে সাহস দিয়ে বলি ওতে কিছু হবে না। এরপর পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো যখন ঢাকায় আসে ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকে তখন শাহেদ নসরুল্লাহসহ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে একটি ছাত্র ও গণবিক্ষোভ মিছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছে এবং ভুট্টোকে নিন্দা করে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। ঐ মিছিলে শাহেদ নসরুল্লাহর শ্লোগান দেওয়া ফটোটি ‘দি পিপল’ পত্রিকায় দেখা যায়। পিপল পত্রিকায় নসরুল্লাহর ফটো দেখা মাত্র মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে ডেকে বলেন, যে ছেলেটি তোমার নিকট আসে ও তোমার আত্মীয়, সে তো একজন ছাত্রনেতা সে ছেলেটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি পিপল পত্রিকাটির কপি এনে আমাকে দেখান। তখন আমি মেজর মনোয়ার হোসেনকে জানাই যে আমি সঠিক কিছু বুঝতে পারছি না, সে তো কোনদিন ছাত্ররাজনীতি করতো না । এর থেকে মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে আরও বেশী সন্দেহের চোখে দেখেন।

এরপর ১৫ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অগ্রগতির কথা শুনে আমরা কিছুটা আশাবাদী ছিলাম যে তারা সম্ভবত আওয়ামী লীগকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। আমরা বাঙ্গালী অফিসাররাও পাঞ্জাবীদের মতিগতিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করতাম না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পাবে মনে করে (আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীনের প্রেসনোটের উপর ভিত্তি করে)।

২৩শে মার্চ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ও গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলিত হয় এবং ২৪শে মার্চ সকালে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট

ওয়ালী খানসহ আরও কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতার ঢাকা ত্যাগ করে যাওয়ায় আমাদের মনে সন্দেহ হয় এজন্য যে, হয়তবা আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই।

২৫শে মার্চ আমি আকস্মিকভাবে বিকেল চারটায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে চলে যাই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। দুর্ভাগ্যবশত শহর থেকে আমার মেসে ফিরতে রাত প্রায় ৯টা বেজে যায়। আমি ক্যান্টনমেন্টে এসে সোজা আমার কক্ষে না গিয়ে ডাইনিং হলে যাই। খাওয়ার টেবিলে পাঞ্জাবী অফিসাররা উপস্থিত ছিল। খাবার পর সাড়ে ন'টায় আমার কক্ষে যাই। সেখানে সিপাই মোশাররফ হোসেন (বাঙ্গালী) আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই সে আমার নিকট ছুটে আসে এবং জানায় যে, সে আমার জন্য বিকেল ৪টা থেকে অপেক্ষা করছে। একথা বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে ছোট এক টুকরা কাগজ বের করে আমার হাতে দেয়।

উক্ত চিঠিখানা লিখেছিলেন ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) খুরশীদ আলম চৌধুরী। তিনি লিখেছিলেন, ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জাহেদ হাসান ঐদিন (২৫শে মার্চ) বেলা আড়াইটায় নির্দেশ দিয়েছেন অদ্য রাতে (২৫শে মার্চ) তার রেজিমেন্টকে শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শহরে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানান এবং আরও বলেন যে যদিও শন্তি-শৃংখলা রক্ষা করার জন্য শহরে যাওয়া হবে তবু একটা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে নিতে হবে। আরও বলেছিলেন যে, তার নির্দেশের পর কোন বাঙ্গালী অফিসার বা জোয়ানরা রেজিমেন্ট এলাকা থেকে কোনক্রমেই বাইরে যেতে পারবে না (তখন থেকে যতক্ষন পর্যন্ত রেজিমেন্ট শহরের উদ্দেশ্যে বের না হয়)। উক্ত ক্যাপ্টেন খুরশীদ আলম চৌধুরীর পক্ষে আমার নিকট চিঠিখানা এজন্যই পাঠানো সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁর রেজিমেন্ট এলাকা ও আমার মেস পাশাপাশি জায়গায় ছিল, মাঝখানে শুধু কাঁটাতারের বেড়া।

চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করি। এমতাবস্থায় কি করা কর্তব্য সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি এবং আমার সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে। গভীর চিন্তার পর আমার পাশের কক্ষের বন্ধু ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজুর রহমান (তিনি আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্যাপ্টেন এবং বিমান বাহিনীর সঙ্গে ডেপুটেশনে ছিলেন এবং সেখানে সহকারী গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেন) এর নিকট যাই। মুস্তাফিজুর রহমান আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং আমরা দু'জনে মাঝে মাঝে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করতাম। তাঁকে ক্যাপ্টেন খুরশীদ আলম চৌধুরীর চিঠিখানা সম্বন্ধে জানাই। দু'জনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে শহরে গিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবর্গকে এ খবর পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নেই। শেখ কামালের বিশিষ্ট বন্ধু শাহেদ নসরুল্লাহকে (ধানমন্ডীর বাসায়) প্রথমে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কেননা শাহেদ নসরুল্লাহকে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামালের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট এ খবর অতিশীঘ্র পৌঁছাবে। মুস্তাফিজুর রহমান বললেন, তাঁর কয়েকজন ভাই, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও বিভিন্ন হলে রয়েছে, তাদেরকেও এ খবর জানালে ছাত্ররাও প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা দু'জন তাঁর নিজস্ব টয়োটা গাড়ীতে শহরে রওনা হই (রাত প্রায় দশটা)। যখন আমাদের টয়োটা গাড়ী ৩১-ফীল্ড রেজিমেন্টের গেটে পৌঁছে তখন আমরা দেখতে পাই যে, ৩১-ফিল্ড রেজিমেন্টের গেট দিয়ে চীফ অব আর্মি স্টাফের পতাকাসহ ৪ তারকাবিশিষ্ট একখানা স্টাফ কার বের হচ্ছে। উক্ত গাড়ীতে জেঃ আব্দুল হামিদ খান, চীফ অব আর্মি স্টাফ, পাকিস্তান আর্মি এবং জেনারেল টিক্কা খান, কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড ছিলেন। উক্ত গাড়ীর পিছনে প্রায় ৫০/৬০ খানা খোলাগাড়ী ছিল। কয়েকটি গাড়ীতে ভারী মেশীনগান লাগানো, কয়েকটি গাড়ীতে রিকয়েললেস রাইফেল লাগানো, কয়েকটি বড় বড় ট্রাকে পুরো যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্রসহ সৈন্য ছিল। আমরা রাস্তা নির্দেশের উল্টোপথ দিয়ে তাদেরকে পিছনে ফেলে আগে চলে যাই। তখন শহরে লোকজন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছিল। প্রথমে আমরা ধানমন্ডি ২৬ নং সড়কে শাহেদ নসরুল্লাহর বাসভবনে গিয়ে বিস্তারিত জানাই এবং শেখ কামালের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নিকট আমাদের খবর পৌঁছানোর কথা বলি। এছাড়া তাকে (নসরুল্লাহ) তার বাসা থেকে অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দেই। কেননা

মেজর মনোয়ার হোসেনের নিকট তার তুলে নেওয়া ফটো ও দি পিপল পত্রিকায় প্রকাশিত ফটো ছিল। আমাদের কথা শুনে শাহেদ নসরুল্লাহর পিতা খুবই চিন্তায় পড়েন। কিছুক্ষণ পর আমরা মুস্তাফিজুর রহমানের ভাই ও আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়ার জন্য মোহাম্মদপুরে যাই। তাদেরকেও আমরা বিস্তারিত খবর জানাই এবং সতর্ক হওয়ার জন্য অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে খবর পৌঁছাতে বলি। সেখান থেকে আমরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসার পথে ফার্মগেট ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিলের মাঝে পড়ি। ছাত্ররা ফার্মগেটে প্রতিবন্ধকতা (ব্যারিকেড) সৃষ্টি করেছিল যেন শহরে সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত গাড়ী গিয়েছে তারা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসতে না পারে। আমরা যখন মিছিলের মাঝে পড়ি তখন কয়েকজন ছাত্র আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমি সেনাবাহিনীর পরিচয় না দিয়ে বাঙ্গালী ও সাধারন মানুষ, গুলশানে বাসা আছে বলে জানাই। তখন তারা আমাদের গাড়ী চলার জন্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে দেয় (তখন রাত প্রায় এগারটা)। ব্যারিকেড অতিক্রম করার পরই আমরা দেখলাম সেনাবাহিনীর ৪ খানা মেশিনগান লাগানো গাড়ী (বাতি নিভানো) কয়েকজন সৈন্য ফার্মগেটের দিকে ঠেলে নিচ্ছে। আমাদের গাড়ী একটু থামালাম। গাড়ী কয়েকখানা ফার্মগেটের কাছাকাছি গিয়েই ছাত্রদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু ছাত্র ও সধারণ মানুষ সেখানেই মারা যায়। তারপর আমরা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের মেসে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর আমি আমাদের চট্টগ্রামের বাসায় আমার পিতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি এবং জানতে পারি যে চট্টগ্রামেও পশ্চিমা সৈন্যরা শহরে নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে গুলি করছে এবং হত্যাকান্ড শুরু করেছে। আমার পিতার সঙ্গে কথা শেষ করেই আমি ঢাকায় ধানমন্ডিতে আমার মামা এডভোকেট জনাব আবু তাহের চৌধুরীকে টেলিফোন করি তাঁকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যার খবর জানাই। রাত বারটা পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ ছিল, তার পরই আমাদের কানে অসংখ্য গুলির আওয়াজ আসে। মীরপুর, গুলশান ও এয়ার্পোট এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলির আওয়াজ ও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখি। এসময় পুরোদমে পাঞ্জাবীরা ঢাকায় নিরীহ ঘুমন্ত জনসাধারণের উপর আক্রমণ করে মেশিনগান দিয়ে নির্মমভাবে গণহত্যা শুরু করেছে। এভাবে সারারাত গণহত্যা চালায়। শেষরাতে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে শহরে আক্রমণ চালায় এবং অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাই। এভাবে আমি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ, ক্যাপ্টেন এনামসহ আরো কয়েকজন সারারাত চিন্তিত থাকি ও অনিদ্রায় রাত কাটাই।

আমাদের বিল্ডিং-এ পাঞ্জাবী মেজর পীর কমরউদ্দিন (জি-এইচ-কিউ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অফিসার কমান্ডিং ছিলেন) সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাঁর বিছানাপত্রসহ সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, তিনি অফিসে যাচ্ছেন এবং অফিসেই থাকবেন। মেজর কমর পাঞ্জাবী হলেও আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং একই সাথে ইনটেলিজেন্স কোর্স করি। আমার আত্মীয়স্বজনের অনেকেই তাকে চিনতেন। তিনি চলে যাবার সময় অকথ্য ভাষায় আমাদেরকে কতগুলি কটুক্তি করেন ও আওয়ামী লীগকে গালিগালাজ করেন। আমাদেরকে সন্দেহ করে কিংবা ভয় করেই হয়তবা তিনি চলে যান। তাঁর এরূপ কটুক্তি ও গালাগালিতে আমরা সবাই ধারণা করি যে অন্যান্য পাঞ্জাবী অফিসারও বোধ হয় বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দুর্ব্যবহার করছে।

২৬শে মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় আমি আমার অফিসে যাই। সেখানে মেজর মনোয়ার হোসেনসহ মেজর ফারুকী ও মেজর মীর্জা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা খুব আনন্দ ও হাসাহাসি করছিলেন এবং অতি খুশীতে মিষ্টি খাচ্ছিলেন। মেজর মনোয়ার হোসেন আওয়ামী লীগের পতন ও বাঙ্গালীদের দমন করার কথায় মেতে ছিলেন। তাঁরা আমাকেও মিষ্টি খেতে বলেন। তখন আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও একটা মিষ্টি খেলাম, তারপরই আমি শহরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য মেজর মনোয়ার হোসেনের নিকট কয়েক ঘন্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি আমাকে বাইরে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করেন এবং বলেন, শহরে অনেক বাঙ্গালী দুষ্কৃতিকারী মারা গেছে। যেহেতু তুমি বাঙ্গালী, কাজেই তাদের মৃতদেহ দেখে তুমি স্বাভাবিকভাবেই সহ্য করতে পারবে না, কাজেই তোমাকে এখন বাইরে বা শহরে যাবার

অনুমতি দিতে পারি না। আমি অফিসেই বেলা প্রায় দু'টা পর্যন্ত বসে রইলাম। এসময় ইউনিটের বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী সৈন্য আমার নিকট এসে শহরে ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর জানায় এবং এমতাবস্থায় তাদের কি কর্তব্য তা আমার নিকট থেকে জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। আমি তাদেরকে কিছুটা সান্ত্বনা দেই ও আরও কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে বলি। তারপর আড়াইটার সময় আমি আমার মেসে খেতে যাই এবং খাবার পর কক্ষে প্রবেশ করলে আমার সিপাই মোশাররফ (যার নিকট একটা স্টেনগান থাকত) আমাকে জানায় যে তার নিকট থেকে পাঞ্জাবীরা স্টেনগানটি নিয়ে নিয়েছে। সিপাই মোশাররফের কাছ থেকে স্টেনগান কেড়ে নেয়ায় আমার একটু ভয় হয় এবং অত্যন্ত চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। তার পরই আমাদের পাশের বাড়িতে মেজর মওলার (বাংগালী-১৪৯ ইনফ্যানট্রি ওয়ার্কশপের কমান্ডিং অফিসার) নিকট গিয়ে স্টেনগান কেড়ে নেয়ার কথা জানাই এবং আমরা যারা বাঙ্গালী ছিলাম সবাই নিরাপত্তার কথাও বলি। আমার কথা শুনে মেজর মওলা বলেন, বাঙ্গালীদেরকে পাঞ্জাবীরা মারবে না- মারতে পারে না। কিন্তু তবু আমরা তিন-চারজন অফিসার রাতে তার বাসায় থাকা ও ঘুমানোর কথা বলি এবং আরও জানাই যে আমাদের ঘুমের সময় একজন অফিসার রাতে সব সময় পাহারা থাকবে। তিনি রাজী হলেন। আমি, ক্যাপ্টেন এনাম এবং মুস্তাফিজ ও মেজর ইকবাল তার বাসায়ই থাকি। কিন্তু সারারাত গুলির আওয়াজ এবং মীরপুর, গুলশান এলাকায় আগুন লাগানো দেখে আমাদের মোটেই ঘুম হয়নি।

২৭শে মার্চ, সকাল সাড়ে সাতটায় আমি অফিসে গেলে দেখতে পাই যে, তিনটা ই-পি-আর ট্রাক অসংখ্য রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র (অস্ত্রগুলোতে অনেক লাল রক্ত লাগানো দেখতে পাই) নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকছে। আমার অফিসের অনেক বাঙ্গালী সিপাই আমাকে জানায় যে, ই-পি-আর ক্যাম্প এবং রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পে পাঞ্জাবীরা নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে এবং বহু ই-পি-আর ও পুলিশকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ সময় আমি আমার শহরের আত্মীয়স্বজনের কোন খবরা খবর না পেয়ে খুবই চিন্তায় পড়ি এবং আমি মেজর মনোয়ার হোসেনকে কঠোরভাবে জানাই যে, যে কোন প্রকারে হোক আমাকে অন্তত আধ ঘন্টার জন্য শহরে যেতে হবে। পরে মেজর মনোয়ার হোসেন আমাকে শহরে যাবার অনুমতি দেন। অনুমতি পাওয়ার পর আমি সকাল দশটার সময় মেজর এম, এম, দৌল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারকে (জি-২ ইনটেলিজেন্স হেড কোয়ার্টার, ইস্টার্ন কমান্ড) সঙ্গে নিয়ে জীপে শহরে চলে যাই।

সেদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত কোনো কারফিউ ছিল না। আমরা যাবার পথেই দেখলাম অসংখ্য নরনারী শহর ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট এলাকা পার হবার পর আমরা স্বচক্ষে যা দেখলাম তা হলোঃ

ফার্মগেটের পরে আওলাদ হোসেন মার্কেটের সমস্ত কাঁচা ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট (কমপক্ষে ৬০/৭০ টি) জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ইস্কাটন রোডে আমার ভগ্নিপতি জনাব এস, আর, খান (সেকশন আফিসার, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন)-বাসায় যাই। সেখানে তাদের মুখে শুনতে পাই যে ঐ এলাকায় পাঞ্জাবীরা ২৫শে ও ২৬শে মার্চ রাস্তায় বাঙালী যাদেরকেই পেয়েছে তাদের সবাইকে জঘন্যভাবে হত্যা করে রাস্তার আশেপাশে মাটিতে চাপা দিয়েছে। ইস্কাটন রোড থেকে বের হয়ে যখন আমরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কাছে পৌঁছলাম তখন ডানদিকে দি পিপল পত্রিকার অফিসে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এবং অসংখ্য মৃত লাশ পড়ে রয়েছে এবং অনেক লাশ আগুনে জ্বলছে। ঐ রাস্তা দিয়ে রাতে ট্যাংক চালানো হয়েছে। ট্যাংকের চেইন-এর ছক তখনো রাস্তায় ছিল।

সেখান থেকে আমরা হাতিরপুলে মেজর দৌল্লাহ সাহেবের বাসায় যাই। সেখানে মেজর দৌল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই জনাব আসফউদ্দৌলাহ (বর্তমান জয়েন্ট সেক্রেটারী, ওয়ার্কস) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকে পাঞ্জাবীরা কিভাবে জঘন্যভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যা করেছে তার

বিবরণ দেন (২৫শে ও ২৬শে মার্চ জনাব আসফউদ্দৌলাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারে তার শ্বশুর ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নফিজ আহমদের বাসায় ছিলেন)। জনাব আসফাউদ্দৌলাহকেও পাঞ্জাবীরা হত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু ডঃ নফিস তাঁকে রক্ষা করেন। হাতিরপুল এলাকায়ও আমরা কিছু কিছু বাড়িঘর ভস্মীভূত দেখি এবং কয়েকটি লাশ রাস্তায় দেখতে পাই।

হাতিরপুল থেকে আমরা ধানমন্ডি ১৪ নং সড়কে আমার মামা এডভোকেট জনাব আবু তাহের চৌধুরীর বাসায় যাই। মামার মুখে শুনতে পাই যে সেখানেও পাকিস্তানী বর্বর সেনাবহিনীর সৈন্যরা বহু লোককে গুলি করে হত্যা করেছে এবং নারী ধর্ষণ করে, কতিপয় মেয়েকে গাড়ীতে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে।

মামার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নিউ মার্কেট হয়ে ইকবাল হলে রওনা হই। নিউ মার্কেটে বাজার সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অবস্থায় দেখি। আজিমপুর হয়ে যখন আমরা রেল ক্রসিং-এ পৌঁছি তখন সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক লাশ দেখতে পাই। ইকবাল হলের গেটে ঢোকার পর মাঠের মধ্যে আমরা ১১ জনের মৃতদেহ একই লাইনে পড়ে রয়েছে দেখতে পাই। প্রত্যেকের চেহারাই ছাত্র বলে ধারণা হলো। হলের সমস্ত দরজা জানালার কাঁচ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখি এবং দেয়ালে ট্যাংকের গোলা দাগ ও গর্ত দেখা যাচ্ছিল। হলের মধ্যে ঢুকে কয়েকটি কক্ষে তাজা লাশ পড়ে থাকতে দেখি।

এ সময় বহু লোক হলের ভেতর ঢুকে মৃত লাশগুলি দেখছিল। হল থেকে বের হবার সময় মাঠের মধ্যে কয়েকটি বিরাট গর্ত দেখতে পাই। জনসাধারণের মুখে শুনতে পাই যে, বহু ছাত্রকে হত্যা করে ঐ সমস্ত গর্তে কবর দেয়া হয়েছে। ইকবাল হল থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এস এম হলের দেয়ালেও ট্যাংকের অনেক গোলার দাগ দেখতে পাই। এরপর আমরা জগন্নাথ হলের ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানেও ইকবাল হলের মত একইভাবে মৃত লাশ ও গর্ত করা কবর দেখতে পাই। সেখানে কয়েকজন ছাত্র ও লোকের মুখে ডঃ জি সি দেবসহ শিক্ষক, ছাত্র ও রোকেয়া হলে নারী ধর্ষণের করুণ কাহিনী শুনতে পাই।

জগন্নাথ হল থেকে বের হয়ে রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে রেসকোর্স অতিক্রম করার সময় রেসকোর্সের মাঝেখানে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরটি সম্পর্ণ ধ্বংস অবস্থায় দেখি। হিন্দু মন্দিরে যে সমস্ত হিন্দু নরনারী ছিল তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের কয়েকটি মৃতদেহ আমরা রাস্তা থেকেই দেখতে পাই।

রেসকোর্স থেকে হাইকোর্ট হয়ে গুলিস্তান এলাকায় যাই। গুলিস্তান থেকে নওয়াবপুর রোডে অনেক বাড়িঘরে আগুন জ্বলতে দেখি। আমরা গভর্নর হাউস (বর্তমান বঙ্গভবন) দিয়ে দৌল্লাহ সাহেবের এক ভাইয়ের বাসায় (উয়ারী) যাই। সেখানেও তার নিকট পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও গণহত্যার কাহিনী শুনি। সেখান থেকে ইত্তেফাক অফিসে আগুন জ্বলতে দেখি। তারপর আমরা পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে অফিসের সমস্ত কগজপত্র রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি এবং কিছু কিছু কাগজ বা অন্য কিছু পোড়া দেখতে পাই। আওয়ামী লীগ অফিস থেকে মতিঝিল হয়ে আমরা রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের সম্মুখে যাই। তখন প্রায় বিকেল তিনটা বাজে। সেখানে ইঞ্জিনিয়ার্স-এর মেজর এনামের মুখে আমরা রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের যে বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারি তা হলোঃ

২৫শে মার্চ রাত বারোটার সময় বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা পুরা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের চতুর্দিক থেকে অতর্কিত হামলা করে এবং গুলি চালায়। পুলিশরাও বীরত্বের সাথে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। এভাবে সারা রাত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালায়। এবং যুদ্ধে যখন পাক বাহিনী কোনক্রমেই পুলিশ দলের সঙ্গে জয়লাভ করতে পারছিল না তখন ভোর চারটার সময় পাক হানাদার বাহিনী ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ চালায়। ট্যাংকের আক্রমণও বীর পুলিশ ভাইয়েরা প্রতিহত করে। ২৫শে মার্চ সারারাত ২৬শে মার্চ বিকাল ৪টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ ভাইয়েরা প্রচন্ড যুদ্ধ করে।

বিকাল চারটার পর পুলিশ বাহিনীর গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে যায় এবং প্রায় সাতশ পুলিশ ভাই শহীদ হন। প্রায় সাড়ে তিনশ আত্মসমর্পণ করেন। বাকী সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যে সমস্ত পুলিশ ভাই শহীদ হন তাদের লাশ পাঞ্জাবীরা পুলিশ ক্যাম্পের মাঠে একটা বিরাট গর্ত করে কবর দেয়। মেজর এনামের মুখে বিস্তারিত খবর নিয়ে আমরা পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে যাই। সেখানে পাক হানাদার বাহিনী পিলখানার চতুর্দিকে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখায় আমরা কিছুই দেখতে পারিনি। সেখান থেকে আমরা বিকাল চারটার সময় ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসি।

ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে আমি গোছল করি। বিকাল ৫টার সময় আমার নায়েক সুবেদার ফজলুল করিম আমাকে জানায় যে, সেক্রেটারিয়েট অফিসের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ৩টা বাসে পরিবারসহ ময়মনসিংহ সড়ক দিয়ে ময়মনসিংহ যাবার সময় (তাদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের অধিবাসী) পাঞ্জাবী ১৩-এফ-এ রেজিমেন্টে সৈন্যরা কুর্মিটোলা রেল স্টেশনের সম্মুখে যেখানে আর্মি ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল সেখানে উক্ত ৩টা বাস থামিয়ে বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতী মেয়েদেরকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে এবং যুবক ও বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদের মারধর করে তাদের বাস ছেড়ে দেয়। পরে যুবতী মেয়েদেরকে ক্যান্টমেন্টে ১৯-সিগনাল ব্যাটালিয়নে নিয়ে যায়। এবং পরস্পর শোনা যায় যে সেখানে মেয়েদেরকে ধর্ষণ ও অত্যাচার করছিল। এ খবর পাবার পর আমি লেঃ কর্নেল তাজ মোহাম্মদকে জানাতে যাই। লেঃ কর্নেল তাজকে না পেয়ে লেঃ কর্নেল সিনওয়ারীর (জিএসও-১ ইনটেলিজেন্স, জেড কোয়র্টার, ইস্টার্ন কমান্ড) নিকট যাই। তাকে না পেয়ে ১৪ ডিভিশন হেড কোয়ার্টার অফিসার মেসে যাই। সেখান থেকে টেলিফোনে মেজর হাজী মোঃ কেয়ানীকে (জি-২ ইনটেলিজেন্স ১৪ ডিভিশন) নারী ধর্ষণ ও অত্যাচারের কথা জানাই। আমার কথা শুনে মেজর হাজী কেয়ানী সাহেব অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে তার করার কিছু নেই। কেননা ইতিপূর্বেও তিনি অনুরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা শুনেছেন। তিনি বলেন, এ সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপের জন্য কয়েকজন অফিসারই দায়ী। এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যা তাঁর পক্ষে বা অন্য কোনো অফিসারের পক্ষেও আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা কতিপয় অফিসারের দোষেই সৈন্যরা বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে। তিনি আমার কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরে আমার নিকট তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চান এবং আরও বলেন যে, আমি যেন লজ্জাজনক কথা বলে তাঁকে গুনাহগার না করি। মেজর হাজী মোঃ কেয়ানী সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করে আমার মেসে ফেরার পথে শহীদ আনোয়ার বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডোর উপস্থিতিতে লেঃ জেঃ টিক্কা খানের ভাষণ শুনতে পাই। তখন বিকাল সাড়ে ছটা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমার নায়েক সুবেদার ফজলুল করিম দুজন পাঞ্জাবীসহ জীপে আমার মেসে আসে। ফজলুল করিম আমাকে জানায় যে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। তাকে নির্দেশ দিয়েছে সার্ভে অব পাকিস্তান-এ (বর্তমান সার্ভে অব বাংলাদেশ) গিয়ে চট্টগ্রামের মানচিত্র আনতে। আমি তাক চুপে চুপে বললাম আমার ইউনিটে যে সমস্ত বাঙালী রয়েছে তাদের সবাইকে পালিয়ে যেতে। এবং ফজলুল করিম আমাকে জানাল যে তার সাথে দুইজন পাঞ্জাবী রয়েছে কাজেই সে কি করে পালাবে! আমি তাকে মানচিত্র নিয়ে আসার পর সুযোগ মত দেখা করতে বললাম। ফজলুল করিম চলে যাবার পর আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে হঠাৎ এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডোর একত্রে উপস্থিত হওয়ার কারণ কি থাকতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত এই ধারনা হলো যে, তাদেরকে হয়তো বা কোথাও পাঠানো হচ্ছে এবং সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর চট্টগ্রামের মানচিত্র সংগ্রহের কথা শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস হলো যে, চট্টগ্রামের যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা বোধহয় আমাদের বাঙ্গালীদের নিকট পরাজিত হয়েছে এবং সে জন্যই মানচিত্রের সাহায্যে রাতে প্যারাসুটে তাদেরকে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে। ইতিপূর্বে সন্ধ্যা সাতটার সময় ক্যাপ্টেন এনামের কক্ষে রেডিওতে আমরা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান ব্রিগেডিয়ার)-এর ভাষণ শুনতে পাই। বেতারে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পক্ষ থেকে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সমস্ত বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর সদস্য, ইপিআর, বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও জনসাধারণকে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে চিরতরে এদেশ থেকে নির্মূল ও খতম করার আহবান জানান। এবং তিনি নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের সিইনসি ঘোষণা করেন। এ খবর শোনার পর আমরা কয়েকজন অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং অনেক

মনোবল ফিরে পাই। আমরা বুঝতে পারলাম যে চট্টগ্রামে পাক বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং আমাদের পুরোপুরি দখলে রয়েছে। এর পর থেকে আমি কিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং কিভাবে ক্যান্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গিয়ে যুদ্ধ করব সে চিন্তাই করতে লাগলাম। রাত ৯টার সময় ক্যাপ্টেন এনামের মারফত একটি ভীতিজনক খবর শুনতে পাই। সেটা হচ্ছে : ৭ই ডিসেম্বর '৭০ আমি এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ আমাদের মেসে পাঞ্জাবী অফিসারদের উপস্থিতিতে টেলিভিশনে দেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখছিলাম। আওয়ামী লীগের পক্ষে সন্তোষজনক ফলাফলে পাঞ্জাবী অফিসাররা সকলেই কক্ষ থেকে কেটে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে সবাই কক্ষ ত্যাগ করলেও আমি এবং মুস্তাফিজ শুধু কক্ষে থাকি। রাত বারোটার সময় নায়েক পয়া খান (পাঠান) আমাদেরকে জানায় যে, মেস কমিটির সভাপতি মেজর রানার (পাঞ্জাবী) নির্দেশমত রাত বারোটার পর টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখা বন্ধ করতে হবে। আমরা তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, সারা দেশের লোক টেলিভিশন দেখছে এমন কি প্রেসিডেন্ট স্বয়ং টেলিভিশনে নির্বাচনের খবরা খবর নিচ্ছেন সেখানে আমরা রাত বারোটার পর খবর শুনলে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। তাকে আরও বললাম যে, তার যদি কোনো অসুবিধা হয় তবে আমরা অন্য বেয়ারা রেখে তাকে তার কর্তব্যের অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে উক্ত নায়েক পয়া খান নিজেই টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পরক্ষণই লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ টেলিভিশন অন করে। নায়েক পয়া খান দ্বিতীয়বার টেলিভিশন বন্ধ করলে লেফটেন্যান্ট মুস্তাফিজ পুনরায় অন করে। কিন্তু পয়া খান আমাদের তোয়াক্কা না করে তৃতীয়বারও টেলিভিশন বন্ধ করে। এবারেও মুস্তাফিজ টেলিভিশন অন করতে উদ্যত হলে পয়া খান মুস্তাফিজের হাত ধরে ফেলে। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে পয়া খানের জামার কলার চেপে ধরে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দিলে সে দৌড়ে গিয়ে একটা ছোড়া নিয়ে এসে আমাদের গালাগালি করতে থাকে যে 'শালা বাঙ্গাল লোককো খতম করেঙ্গে।' এ সময় সেন্ট্রি দৌড়ে এসে তাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরদিন আমি আমার অফিসার কমান্ডিং মেজর মনোয়ার হোসেনকে লিখিতভাবে এবং মেজর রানাকে মৌখিকভাবে জানাই। পরে ঘটনার তদন্ত চলে। লেঃ কঃ শরিফের সভাপতিত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বিস্তারিত বিবৃতিতে আমাকে এবং মুস্তাফিজকেই দোষী করা হয় এবং আমাদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল হওয়ার কথা প্রাকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, দেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আমাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেখায়। মেজর রানা ক্যাপ্টেন এনামকে আরও বলেছিলেন যে, যেহেতু আমার আত্মীয়স্বজনের অনেকে এমএনএ ও এমপিএ এবং অনেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থক সেহেতু আমি এবং মুস্তাফিজ দুজনই আওয়ামী লীগের সমর্থক সুতরাং আমাদের দুজনকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাত ৯টার সময় (২৭শে মার্চ ১৯৭১) ক্যাপ্টেন এনামের মুখে উপরোক্ত কথা শুনে আমি খুবই ঘাবড়ে যাই। কিছুক্ষণ পর আমি ক্যান্টমেন্ট থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্যাপ্টেন এনামকেও আমার সঙ্গে পালানোর ইঙ্গিত দেই। কিন্তু সে নেতিবাচক জবাব দেয় এবং আমার কক্ষ থেকে তার নিজ কক্ষে চলে যায়। আমি চুপ করে মুস্তাফিজের কক্ষে গিয়ে তাকে আমার সঙ্গে পালানোর কথা বলি। সে পালানোর কোনো সিদ্ধান্ত রাতে নিতে পারলো না।

ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরের কিছু কথা

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার কমোডোর এম, কে, বাশার

২৫শে মার্চ বিকেল চারটার সময় বিশেষ বোয়িং তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী নিয়ে বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমান বাহিনীর দুইজন অফিসার (তন্মধ্যে একজন আমিও ছিলাম) এবং একজন টেকনিশিয়ানকে বোয়িংটির কাছে যেতে দেয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সেনানিবাস থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেয়া হয় বোয়িং স্টার্ট করার জন্য। রাত আটটায় একটা প্রাইভেট গাড়ীতে করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান (এ গাড়ির ড্রাইভার ছিল একজন কর্ণেল) ঢাকা সেনানিবাস থেকে সোজা বোয়িং-এ উঠে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমান চলে যায়। ঐ

বিমানে প্রেসিডেন্ট একা যান। প্রেসিডেন্টের এভাবে চলে যাওয়াতে আমার ধারনা হল যে, হয়তো জেনারেল হামিদ খান ক্ষমতা দখল করেছেন এবং ইয়াহিয়া খানকে বোয়িং-এ করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেনারেল হামিদ তখন ঢাকায় ছিলেন।

২৫শে মার্চ রাতে আমি বনানীতে আমার বাসায় ছিলাম। রাত বারটার পরে ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভোর রাত থেকে জনসাধারণ বনানীর ঐ পথ দিয়ে গ্রামের দিকে পালাচ্ছে।

২৭শে মার্চ আমি অফিসে আসি। সেই সময়কার বেস কমান্ডার ছিলেন এয়ার কমোডোর জাফর মাসুদ, যিনি মিঠঠি মাসুদ হিসাবে বিমান বাহিনীতে পরিচিত ছিলেন। আমরা বাঙ্গালী অফিসাররা তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, নো ওয়ান উইল টাচ মাই মেন অর অফিসারস বিফোর দে কিল মি'। আমরা তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন সবাইকে ডেকে সান্তনা দেন। এর মধ্যে ২৯শে মার্চ সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর কাছে বিমান সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তিনি সে সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন।

৩০শে মার্চ তিনি বেসের সাবাইকে ডেকে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, "তোমরা সবাই জান যে সেনাবাহিনী তৎপরতা চালাচ্ছে। আমি বিমান সাহায্য দিতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু আমি কতদিন এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলতে পারছি না। সমস্ত বাঙ্গালী পাইলটকে এসব মিশনে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি এবং যে সমস্ত বাঙ্গালী টেকনিশিয়ানরা এ সমস্ত বিমানে কাজ করতে চায় না তারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটিতে যেতে পারে।''

এপ্রিল মাসের ৩/৪ তারিখে প্রথম বিমান হামলা চালানো হয় পাবনার আশেপাশে। এয়ার কমোডোরের নির্দেশ ছিল যদি কোথাও লোক জমায়েত দেখা যায় প্রথমে যেন ওয়ার্নিং শট করা হয় যাতে করে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অপরদিকে সেনাবাহিনীর নির্দেশ ছিল ম্যাসাকার করার জন্য। এ জন্য এয়ার কমোডোর জাফর মাসুদকে বদলি করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এর মধ্যে সমস্ত বঙ্গালী অফিসারকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। আমরা ছুটি নিলাম। আমরা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। জিয়াউর রহমানের ভাষণ আমরা শুনেছিলাম। লোকমুখে শুনলাম যে, ময়মনসিংহ এলাকায় প্রতিরোধ চলছে। তখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মির্জাকে খবর আনার জন্য পাঠানো হয়। সেও ঠিকমত কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি-তবে একটা থমথমে পরিবেশ সে লক্ষ্য করেছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদেরকে আগরতলাতে পাঠানো হয়। সে ভারতে গিয়েছিল এবং খালেদ মোশারফের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন সে ফিরে কুমিল্লা আসে তখন পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১২ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করলাম। নরসিংদী হয়ে লঞ্চে রওনা হলাম। লঞ্চ থেকে আমরা দেখলাম যে পাকবাহিনী একটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সাথে আমাদের দেখা হয়। সে তার গ্রামের বাড়িতে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরের আরও কিছু কথা

সাক্ষাতকারঃ আবদুল করিম খন্দকার
ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ বাংলাদেশ ফোর্সেস
(জুন ৭১- ডিসেম্বর ৭১)

২৩শে মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে ঢাকাতে এক আন্তঃসার্ভিসেস কুচকাওয়াজের আয়োজন করার কথা হয়েছিল। আমাকে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনীর ঐ প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার-এর

দায়িত্ব দেওয়া হয়। জাকজমকের সঙ্গে এই প্যারেড অনুষ্ঠানের কথা ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে হঠাৎ খবর পেলাম যে প্যারেড বাতিল করা হয়েছে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। আমি আর্মি ডিভ হেডকোয়াটারে এসে কর্ণেল গীলের সাথে দেখা করলাম। সেখানে আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্ত অফিসার ছিলেন, সবাইকে কেমন যেন এক অস্বস্তিকর আবস্থায় দেখলাম।

২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা বোয়িং ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরন করে। সেটাতে বেসামরিক পোশাকে সেনাবাহিনীর লোকজন ছিল।

১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রত্যেক দিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন আসতে থাকে এবং প্রত্যহ এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ঢাকা বিমান বন্দরে যেদিন থেকে বাঙ্গালী কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে বিরত থাকে সেদিন থেকে পাক সেনাবাহিনী বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রন নিজেদের কাছে রাখে এবং বিমানবন্দরে পজিশন নিয়ে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেওয়ার কথা শুনে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা এক উদ্বেগজনক অবস্থায় ছিল-তিনি কি বলবেন, কি করবেন। মিটিংয়ের পরে কোন গন্ডগোল সৃষ্টি না হওয়ায় তারা একটু আশ্বস্ত হয়। সেদিন সমস্ত সেনাবহিনীর লোকজনকে জরুরী অবস্থা মোকবেলার জন্য সজাগ বা সতর্ক রাখা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর তারা তাদের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং বিমানবন্দর ও সেনানিবাসের চারদিকে এনট্রেঞ্চড পজিশন নিতে শুরু করে। এবং বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি হতে শুরু হলো।

বিমান বাহিনীতেও শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কমান্ডোদের আনা হচ্ছিল। এয়ারফিল্ডের বিভিন্ন জায়গায় বাঙ্গালীদের সরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়।

২৮শে মার্চ আমি এমওডিসি কমান্ডারকে ডেকে যদি পারে ছুটি নিয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে বললাম। বেশ কয়েকজন এমওডিসি অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

২৮/২৯শে মার্চে বিমান বাহিনীর স্যাবর জেটগুলোতে রকেট লাগানো শুরু হয়- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং যে সমস্ত জায়গায় প্রতিরোধ চলছে ঐ সমস্ত এলাকায় বোমা বর্ষণ করার জন্য। রকেট গান ফিট করার কাজে সে সময় বাঙ্গালীরা ছিল। কিন্তু ঐ দিন ঐ কাজে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়। ২৯/৩০শে মার্চ বিমান বাহিনীর চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে বোমা বর্ষণের জন্য যায়। সেখান থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

২৫শে মার্চের ক্র্যাক ডাউন- এর পর আমি নিজেকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সদস্য বলে মেনে নিতে পারছিলাম না।

আমি ২৯শে মার্চ ছুটির জন্য দরখাস্ত করলাম। দুই সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছিল। আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং ৩রা এপ্রিল স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগ ব্যাবস্থার দরুন যেতে পারিনি।

১২ই মে তারিখে আমি, উইং কমান্ডার বাশার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা (অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইং অফিসার -বদরুল আলম আগরতলাতে পৌঁছি।)

ঢাকার পিলখানার কথা

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দেলোয়ার হোসেন

১৯-১১-৭৩

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে ২২ বেলুচকে পিলখানাতে আনা হয়েছিল। তাদেরকে এখানে থাকার জায়গা দেয়া হয়েছিল। এবং পিলখানার ইপিআর-এর সাথে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনাল সিকিউরিটি ডিউটি করার জন্য ভার দেয়া হয়েছিল। ওরা ওখানে আসাতে ইপিআরদের মাঝে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো ঘনীভূত হয়। ওদের এখানে আসাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে হয়তো কিছু একটা ঘটতে পারে । ক্যাপ্টেন গিয়াসের সাথেও আমার এব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল।

২৫শে মার্চ বেলা একটার সময় মেজর জামিল (পশ্চিম পাকিস্তানী), জেনারেল স্টাফ অফিসার, হেড কোয়ার্টার ইপিআর আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। তিন ঘন্টা পর্যন্ত আমি তাঁর অফিসে বসে অফিশিয়াল কথাবার্তা বলেছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন যে, তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রহরী এসে আমাকে নিয়ে যায়।

রাত আনুমানিক বারোটার দিকে চারিদিকে থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। আমি অনুমান করেছি যে, ২২ বেলুচ বাঙ্গালী ইপিআরদের উপর আক্রমণ করেছে। আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেদিকেও গুলি এসে পড়ছিল। রাত তিন-চারটার দিকে গোলাগুলি একটু কমে যায়। আমাদের যে সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তারা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে গুলি ছুঁড়ছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম তারা অনেককে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। ২৬শে মার্চ ঠুসঠাস গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

২৭শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন আরেফ (পাঞ্জাবী), যে এই হেডকোয়ার্টারে কাজ করতো, আমাকে এসে বলল, “ইউ আর এ গাদ্দার, ইউর আংকেল ক্যাপ্টেন রফিক ইজ অলসো এ গাদ্দার। উই আর গোইং টু শট ইউ আউট বোথ।”

১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত আমাকে এখানে বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন নির্যাতন চালানো হয়নি। পরে আমাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ রাতে বহু বাঙ্গালী ইপিআরকে হত্যা করা হয়। বন্দী অবস্থাতে অনেককে হত্যা করা হয়।

মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পিলখানার বাঙ্গালী ইপিআররা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝখানে দন্ডায়মান বটবৃক্ষের শীর্ষে। বাংলাদেশের সেনানিবাস সমূহের মধ্যে প্রথম জাতীয় পতাকা এখানে উত্তোলন করা হয়েছিল। ল্যান্স নায়েক বাশার এ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। পরে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। পিলখানায় অবস্থিত প্রায় ২৫০০ বাঙ্গালী সৈন্যের ৬ শতাধিক রাতের অন্ধকারে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। বাকি সবাই বন্দী হয়। আর তাদের পাঠানো হয় নৃশংস অত্যাচার ও হত্যার বধ্যভূমি মোহাম্মদপুর বন্দী শিবিরে। পরবর্তী কালে জিসিও/এস সি ও এবং সুশিক্ষিত প্রায় ৭ শতাধিক বাঙ্গালী সৈনিককে হত্যা করা হয়েছিল বুলেট বেয়নেটের নির্মম আঘাতে। ঐ রাতে যারা পালাতে পেরেছিল তাদের অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। তারা প্রতি এলাকায় অমিতবিক্রমে পর্যুদস্ত করেছিল পাকিস্তানীদের প্রত্যক্ষ সম্মুখ যুদ্ধে।

বাংলাদেশের দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বাহিনীর ১০০০-এর মত মুল্যবান জীবন স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিল। অনেকে পঙ্গু অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

স্বাক্ষরঃ দেলোয়ার হোসেন

১৯-১১-৭৩

পিলখানার আরও কথা

সাক্ষাতকারঃ মোঃ আশরাফ আলী সরদার

১২-৪-১৯৭৪

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস ছিল। ঐ দিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম কোন একটা নির্দেশ পাবার অপেক্ষায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন নির্দেশ পাইনি। তারপর ২৪শে মার্চ আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পিলখানার প্যারেড গ্রাউন্ডের বটবৃক্ষের শীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এবং সে পতাকার উর্দুতে লেখা ছিল, "পশ্চিমারা আবি বাংলা ছোড়কে ভাগ যাও, নেহি ত এধারই তোম লোগ কো কবর বানায়েগা।"

পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ পতাকা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঐ পতাকা নামিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়। এই পতাকা উত্তোলনের সংবাদ সিগনাল-এর বেতার মারফত সমস্ত সেক্টর, উইং এবং চৌকিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং তারাও বিকেলে খবর দিল যে তারাও পতাকা উত্তোলন করেছে। যশোর থেকে বেতারে খবর আসল যে সেখানকার বাঙ্গালী ইপিআররা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সামরিক সালাম (গার্ড অব অনার) দিয়ে পতাকা উত্তোলন করেছে।

২৪শে মার্চ রাতে পিলখানায় অবস্থিত সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে নিরস্ত্র করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদেরকে বলে যে, শেখ সাহেবের ৭ই মার্চের ঘোষিত চার দফা ইয়হিয়া খান মেনেছে এবং শিগগিরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দেশে এখন শান্তি বিরাজ করছে। সুতরাং সবাই অস্ত্র জমা দিয়ে বিশ্রাম করুন।

২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপরোক্ত ভূয়া আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু যখন শুনতে পারলাম যে নরঘাতক ইয়াহিয়া তার দলবল নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঢাকা ত্যাগ করেছে তখন আমি নায়েক সুবেদার শহীদ শমসুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সেদিন কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি অফিসার ছিলেন। তিনি আমাকে বাইরে গিয়ে সংবাদ নিতে নির্দেশ দিলেন। তখন রাত প্রায় আটটা। আমি সরাসরি ইকবাল হলে যাই। কিন্তু সেখানে কোনো ছাত্রনেতাকে পেলাম না। আমি সেখান থেকে সুবেদার শহীদ জহীরউদ্দিন মুন্সীর বাড়িতে যাই। তাঁকে সমস্ত বিষয় অবগত করাই। তিনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে নায়েক নূর হোসেনের সঙ্গে শেখ সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হন। তিনি আমাকে কি করতে হবে না হবে পরে জানাবেন বলে বললেন। আমি এবং হাবিলদার শহীদ বেলায়েত হোসেন রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষায় সিগনাল ওয়র্কশপে বসে থাকি। আমরা দুজন আমাদের সিগনাল-এর লোকজনকে কিছু একটা খবর আসবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এবং ১৫ শাখার জনৈক সিপাহীকে এ সংবাদ পৌঁছে দেই। এছাড়া আমরা উভয়ে আমাদের অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত এনসিও শহীদ নায়েক হাসেমকে জিজ্ঞাসা করি যে, অস্ত্রাগারের কোনো ডুবলিকেট চাবি তৈরি হয়েছে কিনা যা আগে আপনাকে বলা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, তার কাছে ডুপলিকেট চাবি আছে। এই সংবাদ আমরা শহীদ নায়েক সুবেদার শামসুল হক সাহেবকে কোয়ার্টার গার্ডে গিয়ে জানাই। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে কোন রকম হামলা হলে প্রত্যেকে অনতিবিলম্বে অস্ত্রাগারে চলে আসবে। এখানে আমি উপস্থিত থাকব, তোমরা লাইনে গিয়ে বিশ্রাম নাও এবং দুজন প্রহরী নিয়োগ কর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সে সুযোগ আসেনি।

২৫শে মার্চ দিনগত রাত ১টা পাঁচ মিনিটে প্রথম গুলির আওয়াজ হয়। আমরা প্রত্যেকেই সামরিক পোশাকে ব্যারাকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমাদের প্রহরী আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে পশ্চিমারা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। তখন আমরা সবাই পূর্ব নির্দেশ মতো অস্ত্রাগারে যাবার জন্য বের হয়ে পড়ি। কিন্তু দেখতে পেলাম গুলির আগেই তারা সমস্ত পিলখানাকে অস্ত্রাগারসহ দখলে নিয়ে নিয়েছে। আমরা যখন বাইরে আসলাম তখন চারিদিক থেকে এলএমজি/ এসএমজি ব্রাশ ফায়ার আমাদের উপর আসতে থাকে। তখন আমরা

অনন্যোপায় হয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি। অল্প সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাকি সবাই বন্দী হয়ে যায়। রাত ৪টার সময় আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করায়।

৩ নং গেটে কর্তব্যরত কয়েকজন বাঙ্গালী ইপিআর পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। একজন লেফটেন্যান্ট সহ ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানী বেলুচ রেজিমেন্টের লোক নিহত হয়। এই খন্ড যুদ্ধে বাঙ্গালীদের সঙ্গে কর্তব্যরত একজন পাঞ্জাবী ইপিআর মোহাম্মদ খানকেও হত্যা করা হয়। এই খন্ড যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল গার্ড কমান্ডার নায়েক জহিরুল হক। সে তার সহকর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঢাকায় অবস্থিত সিগনাল- এর প্রধান বেতার কেন্দ্রে খবর পৌঁছে দেয়া হয় যে, উইং কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবদুর রহমান আওয়ান আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে সমস্ত বেতার যোগাযোগ বন্ধ রাখার জন্য। আমাদের কর্তব্যরত অপারেটররা সংকেতের সাহায্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বাইরে কর্তব্যরত সেক্টর/উইং/বিওপি পর্যন্ত সমস্ত ইপিআরকে জানিয়ে দেন। ২৬ শে মার্চ সকাল দশটা পর্যন্ত আমাদের এইচ-এফ (হাই ফ্রিকোয়েন্সি সেট) চালু থাকে যার মাধ্যমে ২৬শে মার্চের ঘটনা নায়েক শহীদ বাশার বাইরের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার শেষ সংবাদে চট্টগ্রামকে বলেছিলেন যে, আমাদের সবাই বন্দী হয়ে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণ পর আমিও বন্দী হয়ে যাব এবং আর নির্দেশ দেবার সময় পাবনা। তোমরা সমস্ত পশ্চিমাদের খতম কর। চট্টগ্রাম থেকে হাবিলদার বাহার উক্ত সংবাদ সীমান্তের চৌকি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং আমাদের লোকজনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সে বলেছে যে, আমি ঢাকা থেকে বলছি। সম্পূর্ণ ঢাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে এসেছে এবং ইপিআর- এর ডাইরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমদ বন্দী হয়েছেন। তোমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। এবং সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের বন্দী করে আমাকে রিপোর্ট দাও।

প্রতিরোধ যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ বাহিনী

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ আসমত আলী আকন্দ*
এস, আই অব পুলিশ, রমনা থানা, ঢাকা
১০-১-৭৪

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি রাজারবাগ রিজার্ভ অফিসে কাজ করছিলাম। আমাদের রিজার্ভ অফিসের বাইরে সহস্র বিক্ষুব্ধ জনতা বড় বড় গাছ ও ইট পাটকেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করেছিলো। সন্ধ্যার সময় এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পাক হানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশের রিজার্ভ অফিস আক্রমণ করবে। এ সংবাদ শোনার পর আমি রাত সাড়ে ন'টার সময় তেজগাঁও থানায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাকে ঢাকা সেনানিবাসে পাক হানাদারদের মনোভাব কি তা জানাবার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করি। তিনিও পাক হানাদার কর্তৃক রাজারবাগ রিজার্ভ অফিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবানার কথা শুনেছেন বলে জানান। এরপর আমি তেজগাঁও আবার টেলিফোন করে জানতে পারি যে তখন পাক হানাদারদের প্রায় ৮০/৯০টি সশস্ত্র ট্রাক ও জীপ তাদের থানার রাস্তা ধরে রাজধানীতে প্রবেশ করতে তারা দেখেছেন। রাজারবাগ রিজার্ভ পুলিশের ওপর পাক হানাদারদের এমন উলঙ্গ হামলার সংবাদ শুনে আমাদের আরআই একেবারে হতবাক হয়ে যান। এরপর আমরা পুলিশ রিজার্ভের অস্ত্রাগার থেকে প্রয়োজন মতো অস্ত্র নিয়ে হানাদারদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার জন্য রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ অফিসের চারিদিকে পজিশন নিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে সমস্ত পরিবেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলি। আমরা বাইরে অনেক দূর থেকে পাক হানাদারদের বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের শব্দ শুনছিলাম। আমরা শুধু পজিশন নিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করছিলাম। অয়ারলেস ও টেলিফোনের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

* ১৯৭১ সালের পূর্বে রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ অফিসের প্রোসিডিং সেকশনে এ-এস-আই হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সারা শহর অন্ধকার, নীরব, নিথর ও নিস্তব্ধ। আনুমানিক মধ্যরাতে পাক হানাদাররা প্রথম রাজারবাগ পুলিশ লাইনের হাসপাতালের গেট (দক্ষিন দিক) থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আমরা তার পাল্টা জবাব দেই। এবং পাক পশুদের প্রাণপণ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। ওরা আমাদের লৌহকঠিন মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ভারী অস্ত্র, শেল, কামান ও ট্যাংক ব্যবহার করে। আমাদের ওপর সাংঘাতিকভাবে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ হতে থাকে। আমরা প্রথমে আত্মসমর্পণ করিনি এবং আত্মসমর্পণ করার মতো কোনো দুর্বলতাও আমরা দেখাইনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান অনুযায়ী আমরা আমাদের যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তা দিয়ে সমস্ত পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। এবং এভাবে আমাদের সামান্য অস্ত্র নিয়ে পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে করতে আমরা জীবনদান করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তখন পাক পশুদের মোকাবেলা করছিলাম। আমাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ওরা গভীর রাতে রিজার্ভ অফিসের উত্তর দিকে টিনশেড ব্যারাকে লাইট বোম ও পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল আমাদের এমন কতিপয় বীর সিপাহী নিদারুন ভাবে দগ্ধীভূত হয়ে শহীদ হন। অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে সেখানেই মৃতবৎ পড়ে থাকেন। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে এবং সমস্ত ব্যারাক পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। আমরা উপায়ান্তর না দেখে ছাদের উপর গিয়ে অত্মরক্ষা করতে থাকি। এবং পাক হানাদারদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে থাকি। আমরা ব্যারাকের চারিদিকে লেলিহান আগুনের শিখায় কিছুমাত্র দমে যাইনি। আর আমাদের মনোবল কোনো সময়ই দুর্বল হয়ে পড়েনি। ওদিকে কামান, শেল আর ট্যাংকের গর্জন ও বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ চলছিল। কামান ও শেলের প্রচন্ড আঘাতে আমাদের কয়েকটি পাকা ব্যারাকের প্রাচীরঘেরা মটর ওয়ার্কশপ মাটিতে ধসে পড়ে। ফলে আমাদের বীর সিপাহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিজ নিজ সুবিধামত স্থান গ্রহণ করে চারদিকে জ্বলন্ত আগুন, অবিরাম শেলিং ও কামানের গর্জনের মধ্যে প্রাণপণ প্রতিরোধ করছিল পাক পশুদের। আমাদের অনেক বীর সিপাহীকে প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এমনি ভাবে পাক হানাদারদের প্রতিহত করতে করতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। ভোর হয়ে যায় এবং বেলা উঠে যায়। এরপর আমাদের গুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় দেখে আমরা আর কোন উপায়ান্তর পাই না। ইতিমধ্যে পাক হানাদারদের হাজারো হুমকির মুখেও আমাদের মনোবল এতটুকু দুর্বল হয়ে পড়েনি। তারা ব্যারাকে ঢুকে আমাদেরকে বন্দী করে এবং ছাদের উপর থেকে আমাদেরকে নিচে নামিয়ে এনে বুটের লাথি এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে এলোপাতারি আঘাত করতে শুরু করে। আকস্মকৎ এক হানাদার পাক পশু হাতের বন্দুক দ্বারা আমার মাথায় সজোরে আঘাত করলে আমার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। তিন ঘন্টা পড় আমি জ্ঞান ফিরে পাই। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এমআই, এএসআই, হাবিলদার, সুবেদার, নায়েক, সিপাহীসহ আমরা প্রায় দেড়শত বীর যোদ্ধা পাক হানাদারদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়। ২৯শে মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব ই,এ, চৌধুরী রাজারবাগে আমাদের পুলিশ লাইনে আসেন এবং পাক হানাদারদের মেজরের সাথে কথোপকথনের পর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়- "আব তুমলোগ চালা যাও, আয়েন্দা কাল ভোর ছয় বাজে মিল ব্যারাকমে তোমলোগ রিপোর্ট করেগা, আওর উহাই তোমলোগ রাহেগা- ইদার হামলোগকা জোয়ান রাহেগা।"

সাক্ষাৎকারঃ আঃ গণি তালুকদার *

অফিস সহকারী (পুলিশ), রমনা থানা, ঢাকা (সদর)

৯-১-৭৪

সিপাহী আবদুল খালেক, মোজাম্মেল হক, মুখলেসুর রহমান, মির্জা মহিউদ্দীন এবং আরও অন্যান্য বন্ধু ও সহকর্মীসহ আমরা ২৫শে মার্চ রাত দশটার সময় খাওয়া- দাওয়া করে ১৪ নং ব্যারাকে বসেছিলাম। রাত পৌনে

---

* ১৯৭১সালের ২৫শে মার্চের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রাজারবাগ (রিজার্ভ) পুলিশ লাইনে ওয়ারলেস অপারেটর ছিলেন।

এগারোটার সময় ঢাকা পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার থেকে টেলিফোনে পাক হানাদার কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ রিজার্ভ ও ইপিআর হেড কোয়ার্টার আক্রমণের সংবাদ পাই। টেলিফোনে ইপিআর হেড কোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে সশস্ত্রভাবে পাক হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী থাকতে বলা হয়। আমরা আমাদের ১৪নং ব্যারাকে মোট পঞ্চাশজন সিপাহী এএসআই, হাবিলদার ও সাধারণ সিপাহী উপস্থিত ছিলাম। এ সংবাদ দ্রুত রাজারবাগ রিজার্ভ পুলিশের আরআই ও এসপি হেডকোয়ার্টারকে জানানো হয়। এ সংবাদ পেয়ে রিজার্ভ পুলিশের সকল অফিসার ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সবাই ডিউটিতে এসে সকল সিপাহী, সুবেদার, এএসআই, এসআই, হাবিলদার সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে পাক হানাদারদের মোকাবেলা করার জন্য তৈরী করেন এবং প্রত্যেককে ডিউটিতে মোতায়েন করেন। তৎকালীন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সুপার মিঃ শাহজাহান ও আরআই মিঃ মফিজউদ্দিন আমাদের এই সশস্ত্র প্রস্তুতিতে নেতৃত্ব দান করেন।

পুলিশ সুপার ও আরআই উভয়েই শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দান করে নিজ নিজ দায়িত্বে চলে যান। এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। আমরা সকল সিপাহী, হাবিলদার, সুবেদার, এএসআই, এসআই সবাই সশস্ত্রভাবে পজিশন নিয়ে হানাদার পাক বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকি। এসময় অয়ারলেস এবং টেলিফোন সব কিছু অচল করে দেয়া হয়েছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাইরে সহস্র ছাত্র-জনতা বড় বড় গাছ, লইটপোস্ট, ইট- পাটকেল ফেলে ব্যারিকেড তৈরী করে। রাজারবাগে প্রবেশ করার পথে পথে বহু প্রশস্ত ড্রেন কাটা হয় হানাদার বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য। এভাবে প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ তৈরী করার মধ্য দিয়ে সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। পাক হানাদাররা রাত সাড়ে এগারটার সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চারিদিক থেকে লাইট বোম মারতে মারতে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে চলছিল বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ, কামান ও ট্যাংকের গর্জন। পাক হানাদারদের হামলার সাথে সাথে আমরা সবাই আমাদের সামান্য রাইফেল বন্দুক নিয়ে ওদের হামালার প্রাণপণ জবাব দিতে থাকি। ওরা আমাদের দৃঢ় মনোবল দেখে এরপর যুগপৎ কামান ও ট্যাংক ব্যবহার করে। আমরা টিকতে না পেরে ক্রমে পিছু হটতে থাকি। আমাদের আধিকাংশ বীর যোদ্ধা লড়তে লড়তে শহীদ হন। অনেকে দারুণভাবে আহত হয়ে মৃতবৎ সেখানেই পড়ে থাকেন। আর অনেকে আহত দেহ নিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হন। পাক হানাদার পশুরা আমাদের লৌহকঠিন মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এরপর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল ব্যারাকে লাইট বোমা ও প্রেট্রোল দ্বারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের বহু আহত যোদ্ধা ঐ সকল ব্যারাকে আটকা পড়ে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। আনুমানিক রাত তিনটার সময় অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে আমি আমার অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য ঢাকা শহরের বাইরে চলে যাই।

সাক্ষৎকারঃ শরীফ খান মোহাম্মদ আলী *

আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ

বিআরপি, রাজশাহী

৩-২৭৪

১৯৭১সালের ২৫শে মার্চ সকাল থেকে আমাদের পুলিশ লাইনে নীরব, নিস্তব্ধ ও থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো। স্পেশাল আর্ম ফোর্স-এ আমার লাইনে রাত আটটার বাইরের কর্তব্যরত সিপাহী বাদে আমি নাম ডাকার সময় মাত্র ত্রিশজন বাঙ্গালী সিপাহীকে উপস্থিত পেয়েছি। আমি কোন অবাঙ্গালী সিপাহীকেই লাইনে উপস্থিত পাইনি। ওরা সন্ধ্যার পরপরই আমার লাইন থেকে ডিউটি ত্যাগ করে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল তার কোনো হদিস পাইনি। নাম ডাকার সময় বিপুলসংখ্যক সিপাহীর এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ইতিহাসে আর ঘটেনি। ঢাকা জেলা রিজার্ভ লাইনের এ অবস্থা ছাড়া কেন্দ্রীয় লাইন থেকেও

* ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হাবিলার মেজর হিসেবে কর্মরত ছিল।

সেদিন সকল অবাঙ্গালী সিপাহী তাদের পদস্থ অফিসারদের নির্দেশ ও মর্যাদা একেবারে উলঙ্গভাবে, পুলিশের ইতিহাসে এই প্রথম, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে সম্মিলিতভাবে একযোগে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। অবাঙ্গালী সিপাহীদের রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার পর আমরা আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পারি এবং আমার অধীন বাঙ্গালী সিপাহীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পুলিশ লাইনের সকল প্রবেশপথে তাদেরকে কড়া প্রহরায় নিযুক্ত করি। পুলিশ লাইনের চারটি প্রবেশপথে চারজন হবিলদারের সাথে ছয়জন করে সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন রাখি। আমি খুব চিন্তাযুক্তভাবে পুলিশ লাইনে টহলরত ছিলাম। আমি এক সময় দোতলা থেকে অস্ত্রাগারের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম। এমন সময় অস্ত্রাগারের ভিতরের টেলিফোনটি বেজে উঠলে আমার কর্তব্যরত নায়েক চীৎকার করে আমাকে টেলিফোন ধরতে বলে। আমি দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। অস্ত্রাগারের সেই টেলিফোনে এব ভীতসন্ত্রস্ত কাঁদো কাঁদো কম্পিত কণ্ঠ চাপাচাপা অস্ফুট কণ্ঠে বলছিল “মিলিটারী হেডকোয়ার্টারে বহু সশস্ত্র আর্মি ট্রাক লাইন হয়ে দাড়িয়ে আছে। ওরা এক্ষুনি রাজধানী আক্রমণ করতে যাচ্ছে”। সেই ভীত কণ্ঠ আরো বলছিলো- “ওদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ই-পি-আর হেডকোয়ার্টার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল।” এ কথা বলেই সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো। “কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন”? আমি চীৎকার করে এসব প্রশ্ন করার সাথে সাথে টেলিফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সিপাহীরা টেলিফোনের এ মারাত্মক সংবাদ লাইনের সর্বত্র চীৎকার করে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। এ সংবাদে সকল সিপাহী অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে এসে টেলিফোনের সংবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। এ সময় আমি লাইনে বসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের তৎকালীন আর-আই মিঃ মফিজউদ্দীনের সাথে তার বাসায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকা সেনানিবাস থেকে বাঙ্গালী কণ্ঠ ভেসে আসা পাক সেনাদের রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে সদম্ভে ধেয়ে আসার সংবাদ বিস্তারিত জানালে তিনি তৎকালীন পুলিশ সুপার ই,এ, চৌধুরী সাহেবকে সব কিছু জানাচ্ছেন বলে টেলিফোন ছেড়ে দেন। এদিকে আমার সিপাহীরা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের চারশত বাঙ্গালী সিপাহী বলছিলো “অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও। আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দাও, আমরা ওদের প্রতিরোধ করবো, প্রতিহত করবো।” শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাবিলদার সহকর্মীরা বুকফাটা চীৎকারে রাজারবাগ কাঁপিয়ে তুলে বলছিলো “আমাদের হাতে অস্ত্র দাও, আমরা লড়বো, লড়তে লড়তে মরবো, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করবো ঐ বেঈমানদের বিরুদ্ধে কিন্তু পিছু হটবো না, হটবো না।” এরপর আমি রিজার্ভ ইন্সপেক্টর সাহেবের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে আমাদের ফোর্সের সুবেদার আবুল কাসেমকে এ সংবাদ জানালে তিনি লাইনে ছুটে আসেন। এর পরপরই আমাদের আর-আই সাহেব পুলিশ সুপার ই,এ চৌধুরীর সাথে আলাপ- আলোচনা করে লাইনে এসে বলেন, “তোমরা ওদের রুখতে পারবে না কোন প্রকারেই, দেখ আমাদের নীরব থাকাই ভালো-।” কিন্তু তখন নীরব থেকে প্রাণ বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ লাইনের সকল বাঙ্গালী সিপাহীই তখন অস্ত্র নিয়ে ওদেরকে প্রাণপণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। সিপাহীরা বলছিলো, “আর-আই সাহেব আপনি অস্ত্রাগার খুলে দিন, আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিন, আমরা ওদের প্রতিরোধ করবো।” এরপর আর-আই সাহেব অস্ত্রাগারের চাবি দিয়ে দিলে বাঙ্গালী সিপাহীরা সবাই পাগলের মতো অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে যার যার প্রয়োজন মতো রাইফেল ও গুলি হাতে তুলে নেয়। এ সময় চারিদিক থেকে হাজারো জনতা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রবেশ করে আমাদের অস্ত্রাগার থেকে বিনা বাধায় অস্ত্র নিয়ে যায়। এসময় আমাদের অফিসাররা বাইরে কর্তব্যরত ছিলেন। এ সময় সুবেদার ফোর্স আবুল কাসেম, আর-ও হাফিজুর রহমান, সার্জেন্ট মুর্তজা হোসেন, সুবেদার আবুল হাসেম, নায়েক মোহাম্মদ আলী (ফুটবল খেলোয়াড়) সবাই সশস্ত্রভাবে আমাদের সিপাহীদের সাথে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তৈরী ছিলেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে সমস্ত সিপাহী লাইনের চারিদিকে মাটিতে শুয়ে, ছাদের উপর বসে থেকে, দাঁড়িয়ে থেকে, গাছের আড়ালে থেকে পজিশন নিয়ে পাক পশুদের অপেক্ষায় ছিলো। সেদিন হাবিলদার তাজু আহমেদ, হাবিলদার আবুল হোসেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড় নায়েক মোহাম্মদ আলী, হাবিলদার আতাউর রহমান, সিপাহী মোহাম্মদ আলী, আরও কতিপয় হাবিলদার, নায়েক ও

সিপাহী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ফোর্সের সুবেদার খলিলুর রহমান মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে সবার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ লাইনের সবাইকে এ প্রতিরোধে বীরের মতো নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওদের সকলকে সালাম।

আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পজিশন নিচ্ছিলাম ওদের প্রতিরোধ করার জন্য। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনে এক ভীতসন্ত্রস্ত কম্পিত বাঙ্গালী সিপাহী কণ্ঠ বলছিলো, "ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ফাঁড়ি থেকে বলছি একশত সশস্ত্র পাক আর্মির ট্রাক সেনানিবাস ছেড়ে সদর্পে রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে-"। এরপরই আরেক বাঙ্গালী পুলিশের কণ্ঠ টেলিফোন থেকে ভেসে আসলো, সেই মার্জিত কণ্ঠ বলছিলো, "তেজগাঁ থানার সামনে দিয়ে সশস্ত্র আর্মি ট্রাক রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে।" এরপর আমাদের ওয়ারলেসে এক পুলিশ কণ্ঠ বলে উঠলো, "ময়মনসিংহ রোড থেকে টহলরত অফিসার বলছি, পাক আর্মির বহু ট্রাক রমনা রেসকোর্স মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।" কিছুক্ষণ পরই দেখলাম পাক পশুর একটি দল হাতে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান নিয়ে সশস্ত্রভাবে চোরের মতো টিপে টিপে পা ফেলে আমাদের পুলিশের লাইনের উত্তর দিকের ব্যারাকের রাস্তা ধরে কিছুদুর এসেই আমাদের ব্যারাকের দিকে গুলি বর্ষণ করে। সাথে আমাদের রাইফেল গর্জে ওঠে। ওদের গুলিবর্ষণের জবাব দেই আমরা সম্মিলিতভাবে। পাক পশুদের প্রথম অগ্রগামী দলের কিছু সেনা মারা যায়। রাস্তায় ওদের লাশগুলো পড়ে থাকে। অবশিষ্ট পাক পশু বিপদ বুঝতে পেরে সেই অন্ধকারে আবার চোরের মতো পিছু হটে যায়। এ ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দক্ষিন- পূর্ব কোনে হাসপাতালের দিক থেকে অবিরাম শেলিং করতে থাকে পাক পশুরা । এরপর তারা উন্মত্তের মতো শেলিং করতে থাকে আমাদের পুলিশ লাইনের বিল্ডিং-এর উপর, উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে । এভাবে তারা অবিরাম শেলিং করতে করতে পুলিশ লাইনের পূর্ব দিক থেকে ঢুকে পড়ে আমাদের এলাকার অভ্যন্তরে। আমাদের রাইফেলধারী বাঙ্গালী পুলিশ প্রহরী তখন প্রাণপণ প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল পাক পশুদের অবিরাম শেলিং- এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাদের বহু সিপাহী পুলিশ লাইনের পূর্ব দিকে ওদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হন। অবশিষ্ট সিপাহীরা রাইফেল নিয়ে পিছু হটে আমাদের ব্যারাকের বিভিন্ন নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিয়ে ওদের প্রতিরোধ করতে থাকে। আমাদের সিপাহীদের প্রতিরোধ ও দৃঢ় মনোবলের সম্মুখে ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের পুলিশ লাইনের পূর্ব দিকের ব্যারাকে লাইট- বোম বৃষ্টির মত বর্ষণ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করছিল। ওদের অবিরাম গোলাবর্ষণে আমাদের ব্যারাকের চারিদিকে আগুন ধরে যায়, অস্ত্রাগারের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে যায়। দোতলার দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে আস্তে আস্তে। ওরা আমাদের আওতার বাইরে থেকে শেলিং করছিল, আর লাইট- বোম মারছিল আমাদের পুলিশ লাইনের একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ওরা তখনও সাহস পায়নি। রাত আনুমানিক আড়াইটার সময় ওরা মরিয়া হয়ে আমাদের ব্যারাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। অবিরাম শেলিং হচ্ছিল, আগুনের ভয়ংকর ফুলকি নিয়ে লাইট- বোমগুলি একের পর এক পড়ছিল আমাদের দিকে। চারিদিকে আমরা ট্যাংক ও কামানের কান ফাটা ভীষণ গর্জন শুনছিলাম। পাক পশুরা এভাবে অজস্র শেলিং ও কামানের গোলাবর্ষণ করতে করতে আমাদের আওতার ভিতর এসে গেলে আমাদের সিপাহীদের রাইফেলগুলো আবার গর্জে ওঠে। পশুদের কতিপয় আমাদের বীর নায়েক বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ারের নেতৃত্বে, আমাদের সিপাহী কায়েস, সাত্তার, হাফিজ, নায়েক আঃ সুবহানের রাইফেলের গুলিতে মাটিতে পড়ে যায়। আর অবশিষ্ট পশুর দল পিছু হটে যায়। আমাদের বীর সিপাহীরা অবিরাম প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল, প্রাণপণে ব্যারাকের সেই জ্বলন্ত আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বীর সিপাহীরা বীরবিক্রমে প্রতিহত করছিল। উন্মত্ত সেনাদের অগ্রগতিকে রুখে দিচ্ছিল নির্ভিক ভাবে। আগুন ক্রমে ক্রমে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উত্তর দিকের ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় সেই ধেয়ে আসা ভস্মের মধ্যে আমাদের কতিপয় বীর সিপাহী প্রতিরোধ সৃষ্টি করার সময় অকস্মাৎ আটকা পড়ে নিদারুন ভাবে শহীদ হন। আর অবশিষ্ট সিপাহী আগুন ও শেলিং- এর মুখে আস্তে আস্তে পিছু হটতে হটতে আমাদের প্রধান বিল্ডিং-এর দিকে আসতে থাকে- আমাদের বীর সিপাহীরা তখনও প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল বীর বিক্রমে। মাইক্রোফোনে ওদের উন্মাত্ত গর্জন শুনছিলাম, "তোমলোগ সারেন্ডার করো, হাতিয়ার দে দাও, নাই তো খাতাম কার দিওঙ্গা, তামা হো যায়েগা।"

আমাদের বীর সিপাহীরা ওদের মিথ্যা ভাঁওতায় কান না দিয়ে প্রাণপণ প্রতিরোধ করছিলো ওদের। কিন্তু আমাদের বীর সিপাহীরা ও আমাদের সকলের গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের অস্ত্রাগারেও তখন প্রবেশ করার কোন উপায় ছিলো না। সেখানে ওরা গোলাবর্ষণ করছিলো উন্মত্তভাবে। আমি উপায়ান্তর না দেখে পিছু হটতে হটতে পুলিশ লাইনের দক্ষিন দিকে অবস্থিত ঘোড়ার আস্তাবলের পিছনের রাস্তা দিয়ে আমিনবাগের মধ্যে দিয়ে চলে এসে প্রাণ বাচাই। এরপর আমি গ্রামের দিকে গিয়ে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ঢাকার মিরপুরে প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোহম্মদ আঃ সোবহান*
ইন্সপেক্টর অব রিজার্ভ পুলিশ
বি-আর-পি, রাজশাহী
২৯-১-৭৪

আমার ওয়ারলেস সেটটি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাজারবাগ অয়ারলেস কন্ট্রোল রুম থেকে আর এক বাঙ্গালী পুলিশের কণ্ঠ ঘোষণা করলো, "অল অফিসার্স অফ এন্ড অ্যাবভ র‍্যাংক অফ ইন্সপেক্টরস উইল প্রোসিড টু দেয়ার কোয়ার্টার্স।" হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালের পশ্চিমের গেটে প্রহরারত বাঙ্গালী পুলিশের ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার অয়ারলেস সেটে বেজে ওঠার পর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কন্ট্রোল রুমের অয়ারলেস থেকে সতর্কবাণী পাওয়ার পর আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পরেছিলাম। এরপর বিএসপি, ইন্সপেক্টর সহ সকল পদস্থ বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার যারা মিরপুর ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সেকশন ও সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন, অয়ারলেস মারফৎ রাজারবাগ কন্ট্রোল রুম থেকে উপরোক্ত নির্দেশ পাওয়ার পর সবাই হেড কোয়ার্টারে চলে গেলে আমি আমার এক প্লাটুন (৩৭জন পুলিশ) নিয়ে মিরপুর থানায় গিয়ে উঠি। সেখানে আমি মিরপুরের বিভিন্ন সেকশনে কর্তব্যরত সকল ফোর্সকেই জমায়েত দেখতে পাই। সারা মিরপুরে এ সময় থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো। হঠাৎ পুলিশ (কমিশনার বিল্ডিং) কন্ট্রোল রুম থেকে আবার অয়ারলেস সেটে বাঙ্গালী পুলিশের কম্পিত কণ্ঠ বেজে উঠলো। সেই কণ্ঠ বলেছিলো- "পাক আর্মি ভারি কামান, ট্যাংক ও মেশিনগান নিয়ে আমাদের কন্ট্রোল রুম ঘেরাও করে ফেলেছে। ওরা গোলাবর্ষণ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে আমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য- ওরা ভীষণভাবে ধেয়ে আসছে- তোমরা যে যেখানে থাক এগিয়ে এসো, আমাদের রক্ষা করো, বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।" সেই কণ্ঠ বলে যাচ্ছিল- "রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকপশুদের হামলা হয়েছে, সেখানেই গোলাগুলি চলছে, আমাদের বীর পুলিশরা লড়ছে, সেখানকার অয়ারলেস বেইচ থেকে আমরা কোন শব্দ পাচ্ছি না, সব নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।" পরক্ষণেই আমরা ঢাকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে বৃষ্টির মতো লাইট-বোম উড়ছে। কামান, ট্যাঙ্ক আর গোলাবর্ষণের ভীষণ গর্জন শুনছিলাম, অসংখ্য মানুষের বুকফাটা অসহায় কান্নার রোল ভেসে আসছিলো। অস্থির অধীর ছাত্র জনতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই অসংখ্য কামান, ট্যাংক ও গোলাবর্ষণের আগুনের মধ্যে। চোখের সামনে দেখলাম আগুন আর আগুন, জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে, রাজধানী ঢাকা জ্বলছে। চোখ ফিরিয়ে মোহাম্মদপুরের আসাদ গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানেও ভীষণ গুলি আরম্ভ হয়ে গেছে, বাড়ি ঘর জ্বলছে। সেই ভয়াল ও ভয়ংকর গোলাবর্ষণও আগুনের লেলিহান শিখা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো, আমাদের ফোর্স সবই মিরপুর থানায় জমায়েত হয়েছিল। অর্ধেকের হাতে ছিল লাঠি আর অর্ধেকের হাতে ছিল সাধারণ রাইফেল আর বিশ রাউন্ড গুলি। মিরপুর থানায় এভাবে বসে থাকলে সব এক সাথে ওদের ঘেরাওর মধ্যে পড়ে কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে হবে ভেবে আমরা আমাদের ফোর্সকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পজিশন নিতে বলি আর আমার সিপাহীদের যাদের হাতে শুধু

*মোহাম্মদ আবদুস সোবহান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আর্মড সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মিরপুর দশ নম্বর সেকশনে জরুরী টহলে গিয়েছিলেন।

লাঠি ছিল তাদের চলে যেতে বলি আত্মরক্ষার জন্য। আমি আমার ফোর্স নিয়ে মিরপুর ইটখোলার ভিতরে পজিশন নিয়ে পাক পশুদের অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা পালাই-নাই। কারণ পালাবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ় শপথ নিয়েছিলাম। সামান্য রাইফেল নিয়েই আমরা পশুদের প্রতিরোধ করবো। প্রতিহত করবো, লড়বো কিন্তু পিছু হটবো না। সারারাত আমি আমার সশস্ত্র ফোর্স নিয়ে সেই ইটখোলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নিয়ে বসেছিলাম। আর ঢাকার আকাশে দেখছিলাম আগুনের লেলিহান শিখা, সকল নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সহিত পাক পশুদের কামান ও ট্যাংক যুদ্ধের তান্ডবলীলা। রাত তিনটার সময় আমরা দেখছিলাম আমাদের চোখের সম্মুখে চারটি সশস্ত্র পাক সেনাদের ট্রাক চলে গেল। ট্রাকের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল কামান বসানো ‘ডজ’। মিরপুর ইপিআর বাহিনীর সাথে আমরা পাক আর্মিদের এক ঘন্টা তুমুল সংঘর্ষ দেখলাম। কামান ও ট্যাংকের কানফাটা গর্জনে আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম পাক আর্মি সেই সশস্ত্র ট্রাকগুলো নিয়ে ফিরছে তার পিছনে আরও তিনটি ট্রাক আসছিল। ঐ অতিরিক্ত ট্রাকে ছিল সংঘর্ষে পর্যুদস্ত বাঙ্গালী ইপিআর বন্দীরা। আমাদের সম্মুখ দিয়েই পাক পশুদের সশস্ত্র ট্রাকগুলি ইপিআর বন্দীদের নিয়ে সদর্পে এগোচ্ছিল। আমি আমার সিপাহীদের ওদের ওপর গুলি বর্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম। ওদের গাড়ীগুলো এগোচ্ছিল-সবাই চলে গেল। পিছনে দুটি গাড়ী থাকতেই আমার এক সিপাহী হঠাৎ ওদের প্রতি গুলিবর্ষণ করতেই ওরা সবাই ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়ে কুকুরের মতো। ভীষণ ব্রাশ ফায়ার শুরু হয়ে যায় আমার সিপাহীদের উপর। আমাদের উপর পড়ছিল অসংখ্য গ্রেনেড, আরোও পড়েছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতো অসংখ্য গুলি। আমরা আমাদের সামান্য রাইফেল নিয়েই পশুদের প্রাণপণ প্রতিরোধ করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর আমাদের গুলি শেষ হয়ে গেলে আমরা গুলিবর্ষণ করতে করতে আস্তে আস্তে পিছু হটতে থাকি-আমাদের হাতে সামান্য রাইফেল থাকলেও ওরা রাতের কালো অন্ধকারে সেই ভারী কামান, ট্যাংক বহর ও অসংখ্য মেশিনগান, গ্রেনেড ও সশস্ত্র সৈন্য নিয়েও আমাদের সামনে সদম্ভে এগিয়ে আসতে সাহস পায় নাই। আমাদের দুর্জয় মানসিক শক্তির সামনে ওরা প্রথমত আসতে সাহস পায় নাই। সামান্য রাইফেল দিয়েই ওদেরকে প্রায় এক ঘন্টা প্রতিরোধের পর আমি আমার ফোর্স নিয়ে পিছু হটছিলাম। আমার ফোর্স সব পিছনে চলে গিয়েছিলো। আমি আমার দুর্জয় সিপাহী নিয়ে একাই ওদের বিরুদ্ধে ফাইট দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ওরা নীরব-ওদের নীরবতা দেখে আমি ওদের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে যাওয়ার ভয়ে পিছু হটে চলে আসি। পিছনে এসে দেখলাম এক প্রাসাদের ছাদের উপর এক বিদেশী দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তার গেটের সামনে যাওয়ার সাথে সাথে সেই বিদেশী ভদ্রলোক এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছনে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু সে জায়গা নিরাপদ মনে না করায় আমরা সেই ভদ্রলোকের পরামর্শ অনুযায়ী তার বিল্ডিংয়ের পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার এক সিপাহীর কথামত আমরা সবাই নিকটবর্তী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মান্নান সাহেবের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেই। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করেন। আমরা তার বাড়িতে চা-নাস্তা খেয়ে তার ছাদের উপর গিয়ে দেখলাম পাক আর্মিরা ইটখোলার ভিতর ঢুকে আমাদিগকে সার্চ করছে,- তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার তার বাসা থেকেই ধেয়ে আসতে থাকা পাক আর্মিদের বিরুদ্ধে ফাইট দিতে বলেন কিন্তু আমার সিপাহীদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং আমরা রাতের ফাইটে সাংঘাতিকভাবে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় কল্যাণপুরের বাঙ্গালী এলাকায় চলে গিয়ে পুলিশের পোশাক ফেলে দিয়ে কলোনীর বাঙ্গালী ভাইদের দেওয়া ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি পরে কল্যাণপুর কলোনীর ছাত্র-জনতার সাথে মিশে গিয়ে সেখানকার বাঙ্গালী জনতাকে সর্বতোভাবে সাহস দিতে থাকি। সকাল তখন দশটা বেজে গিয়েছিল। আমি আমার হাতে রাখা অচল অয়ারলেস সেটটা মেরামত করে সচল করে দিয়ে ঢাকার সব পুলিশ সেক্টর ডেড দেখলাম। মিরপুর থানার সহিত লাইন দিলাম, সেখান থেকে এক বাঙ্গালী কণ্ঠ ভেসে আসছিল- জোর করে স্বাভাবিক করা সেই কণ্ঠ বলছিলো, “মিরপুর থানা,’’ পরক্ষণেই এক অবাঙ্গালী পাকসেনা অয়ারলেস সেটে বলে ওঠে-কোন শালা কাহা তোম বোলতা হায়।’’ আমি বেশ বুঝতে পারি অয়ারলেসে বাঙ্গালী কণ্ঠ শোনা গেলেও

সেখানে পাক সেনাদের প্রভুত্ব বহাল রয়েছে। আমি এরপর আমার অয়ারলেস সেটটি অচল করে কল্যাণপুর কলোনীর এক বাঙ্গালীর বাসায় রেখে পার্শ্ববর্তী মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। মসজিদে জনতার ব্যাকুল চাহনী কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। নামাজ শেষে বের হয়ে এসে পাশের এক ছোট ঘরে বসে আছি এমন সময় দেখলাম অসংখ্য দাঙ্গাবাজ বিহারী লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, পিছনে পাকসেনাদের গাড়ী। বিহারীরা সেখানে এসেই বাঙ্গালী কলোনীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লুটপাট শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে পাক সেনাদের গাড়ী দুটো বিহারীদের বাঙ্গালী কলোনীতে লুন্ঠনে লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলো। আমরা বিহারীদের তান্ডবলীলা আর সইতে পারলাম না- আমি আমার সিপাহীদের পজিশন নিয়ে বিহারীদের উপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলে দুজন বিহারী গুলি খেয়ে পড়ে যায়- আর সব বিহারী দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখনকার মত কল্যাণপুর বাঙ্গালী কলোনী বেঁচে যায় বিহারী লুন্ঠন থেকে। আমাদের গুলিবর্ষণে বাঙ্গালী কলোনীতে আসন্ন পাক ও বিহারীদের হামলা ও লুন্ঠনের আশংকায় সবাই ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মতো পালাতে থাকে চারিদিকে। এরপর আমি মিরপুরের রাস্তার সামনে নদী পার হয়ে গ্রামের দীর্ঘ রাস্তা ধরে আমাদের সিপাহীদের নিয়ে অজানার পথে অদৃশ্য হয়ে যাই।

ঢাকা শহরে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ (অবঃ) আনোয়ার হোসেন

অসহযোগ আন্দোলনে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমি ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় বেঙ্গলে ছিলাম।

২৫শে মার্চের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। আমার বাঙ্গালী অফিসারদের সাথে কথা বললে তারা আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। তারপর আমরা ১৬জন যুবক আলাপ-অলোচনা করে ২৭শে মার্চ সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যাই। তেজগাঁ ড্রাম ফ্যাক্টরীর কাছে এসে দেখি মুক্তিবাহিনী গঠন হয়েছে। সেখানে ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক সবাই ছিল। আমি দলের নেতৃত্ব হাতে নেই। আমরা ৩৫০ জনের উপরে ছিলাম। তেজগাঁ রেল লাইনের অপরদিকে ডিফেন্স নিয়ে ২৯শে মার্চ পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। ১২৬ জন পাক সেনা হতাহত, ৩টি গাড়ী ধ্বংস এবং অনেক আহত হয়। বহু অস্ত্রও আমরা উদ্ধার করি। অস্ত্র দ্বারা আমরা পুনর্গঠিত ও নববলে বলীয়ান হই। ৩০শে মার্চ ঢাকার মহাখালীতে আমরা ১০জন রেকি করতে বের হই। আগে থেকে আমরা বুঝতে পারিনি যে পাকসেনারা এ্যামবুশ করে আছে। আমরা এ্যামবুশে পড়ে যাই। শামসুল আলম নামক একজন ইপিআর ওখানে শহীদ হন। বাকী নয়জন কোন রকমে বেঁচে আসি। সময় ছিল রাত সাড়ে দশটা। ৩১শে মার্চ সেকেন্ড ক্যাপিটালে আসাদ গেটের নিকটে হাসপাতালের কাছে পাক সেনাদের অবস্থান ছিল। আমরা রাত ৩টায় আক্রমণ চালাই। এতে ৫জন পাক সেনা খতম হয়। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ভোর পাঁচটায় পাকসেনারা ব্যাপক সেনা ও অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। ওদের সামনে টিকতে না পেরে পালাবার চেষ্টা করি। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বেশ কিছু শহীদ হন। আমিসহ সাতজন পাক সেনাদের হতে ধরা পড়ি। তারিখ ছিল ১লা এপ্রিল।

বংশাল ফাঁড়ির প্রতিরোধ*

১৯৭১সালের পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ংকরী রাত্রি, যার কথা বাংলাদেশের মানুষেরা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না। ওরা ঢাকা শহরকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেবার জন্য অতর্কিতে নেমে এলো। ওরা জানতো, এদেশে ওদের পক্ষে কেউ নেই। সরকারী কর্মচারী থেকে রাস্তার পুলিশ পর্যন্ত, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী থেকে শহরের

*শারদীয় কালান্তর, সেপ্টেম্বও ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত সত্যেন সেন রচিত “নাদির গুন্ডা” শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

মেহনতী মানুষ আর গ্রামের কৃষক পর্যন্ত জনসাধারণের সমস্ত স্তর থেকে ওরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। তাই পশ্চিমী শাসক চক্রের জঙ্গী বাহিনী কোন রকম বাছ-বিচার না করে সর্বগ্রাসী আক্রমণ নিয়ে নেমে এসেছিল।

রাত বারোটার পর ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় একই সঙ্গে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, লালবাগ, পিলখানায় ইপিআর ব্যারাকে, পুলিশ ব্যারাকে এমনকি থানায় থানায় ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে আক্রমণ করে বসলো। সবাই জানে, একমাত্র বাজারবাগ পুলিশ লাইন ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে তারা কোনো প্রতিরোধ পায়নি, যেখানে গেছে সেখানেই অবাধে ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছে। কিন্তু এর ছোট্ট একটা ব্যতিক্রমও আছে। এই খবরটা কিন্তু খুব কম লোকই জানে।

নবাবপুর থেকে বংশালের রাস্তায় ঢুকলে বাঁয়ে নিশাত সিনেমা হল, ডাইনে দৈনিক সংবাদ অফিস, সেখান থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলে বাংশাল ফাঁড়ি। কিছুসংখ্যক সৈন্য মেশিনগান-রাইফেল নিয়ে এই ফাঁড়ি আক্রমণ করতে গিয়েছিল। তারা নিশ্চিন্ত মনে রাত্রির নিঃশব্দতার বুকে আর্মি বুটের খট খট শব্দ হেনে ফাঁড়িটার দিকে এগিয়ে চলেছিল। এখানে কারু কাছ থেকে যে প্রতিরোধ আসতে পারে এমন কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। ভেবেছিল, অবাধে ও স্বচ্ছন্দে তাদের হত্যালীলা চালিয়ে যাবে, একটা প্রাণীকেও রেহাই দেবে না। কিন্তু ফাঁড়িটার কাছে যেতেই এক পশলা বৃষ্টিধারার মতো মেশিনগানের গুলি তাদের অভ্যর্থনা জানাল। ওরা ভীষণ চমকে উঠে পিছিয়ে গেল। এটা কি একটা বিশ্বাস করবার মতো কথা। এক সামান্য ফাঁড়ির জনকয়েক পুলিশ, তাদের এত বড় সাহস হবে! কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না, ওদের মধ্যে কয়েকজন সেই গুলিতে আহত হয়েছে। এরপর ফাঁড়ির ভেতর থেকে পরপর কয়েকবার রাইফেলের শব্দ শোনা গেল।

এবার দু’পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বংশালের পথে একটিও জনপ্রাণী নেই। ঘরে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ। কারো কোন সাড়া-শব্দ নেই, শুধু ঘন ঘন মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দে বংশালের পথ আর দুই ধারের বাড়িগুলি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। সৈন্যরা বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো।

ফাঁড়ির ভেতরে কে কোথায় আছে, কারা কি করছে- কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছিল না। অপর পক্ষে অন্ধকার ফাঁড়িটার মধ্যে উপযুক্ত জায়গায় পজিশন নিয়ে প্রতিরোধকারীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। রাস্তার আলোয় সৈন্যদের তারা ভালো করেই দেখতে পাচ্ছিল। ফলে এইবার ওরা বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারলো না, তখনকার মতো সেখান থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

ফাঁড়ির মধ্যে প্রতিরোধকারীরা উল্লাসে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি তুলল। আক্রমণকারীদের মধ্যে জনকয়েক সম্ভবত হতাহত হয়েছিল। কিন্তু পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের তাদের কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি।

ফাঁড়ির পুলিশরা এভাবে একদল সশস্ত্র সৈন্যকে হটিয়ে দেবে, এটা সত্য সত্যই অভাবনীয়। আরও আশ্চর্যের কথা, তারা ফাঁড়ির মধ্যে থেকে মেশিনগান চালিয়েছিল। থানা বা ফাঁড়ির পুলিশদের হাতে কখনো মেশিনগান দেওয়া হয় না। একমাত্র বন্দুক ও রাইফেল তাদের সম্বল। এই সংকট মুহূর্তে এই মেশিনগান কেমন করে তাদের হাতে এলো?

বংশাল মহল্লার লোকের মুখে এর উত্তরটা আমি পেয়েছি। এটা শুধু ফাঁড়ির পুলিশদের কাজ নয়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এই মহল্লারই সুপরিচিত নাদির গুন্ডা তার কয়েকটি সাগরেদ। যোগ দিয়েছিল বললে কথাটা সঠিকভাবে বলা হবে না। কার্যত এই নাদিরের নেতৃত্বেই নাকি এই প্রতিরোধকে সংঘটিত করে সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নাদিরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ফাঁড়ির পুলিশেরা এ কাজ হাত দিতে সাহস করত না। আর মেশিনগানে? শুধু বংশাল মহল্লা নয়, পাশাপাশি মহল্লার অনেকেই এ কথা শুনেছিল যে সারা শহরের মধ্যে

একটিমাত্র লোক আছে যার হাতে একটি মেশিনগান আছে। সেই লোকটি হচ্ছে নাদির গুন্ডা নামে পরিচিত নাদির মিঞা। কি করে সে এই মেশিনগান সংগ্রহ করেছিল, একমাত্র সে-ই জানে।

প্রাক-স্বাধীনতার যুগে বিখ্যাত উর্দু লেখক কিষণচন্দর 'তিন গুন্ডা' নামে এক অপূর্ব কাহিনী লিখেছিলেন। কাহিনীর সেই তথাকথিত গুন্ডারা স্বাধীনতা আন্দোলন উপলক্ষে গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু সত্য সত্যই এরা কেউ গুন্ডা ছিল না। সরকারী প্রচারণায় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই শহীদদের গুন্ডা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

নাদির গুন্ডার ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়। সত্য সত্যই সে গুন্ডামি করত। যেই পরিবেশে জন্মেছিল, বড় হয়েছিল, সেই পরিবেশই তাকে এই পথে টেনে আনে। বয়স আর কত? ত্রিশের কোঠার নিচেই ছিল। এই বয়সেই সে গুন্ডা নামে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তবু সাধারণ গুন্ডাদের চেয়ে সে স্বতন্ত্র ছিল। তার পরিচিত যারা, এর কথাটা তাদের জানা ছিল যে, অনেকে বিপদে-আপদে নাদির গুন্ডার কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছে, ভালোবাসাও পেয়েছে।

এই সংসারে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা বিশ্বাস করা কঠিন অথচ সত্য। নাদির গুন্ডার জীবনে এমনি এক ঘটনা ঘটল। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে লোকটা কেমন করে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। আর সব কথা যেন ভুলে গেল সে। কেমন করে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে- এটাই তার ধ্যান, জ্ঞান, জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও সে বিভিন্ন মহল্লায় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত।

একটা বিষয়ে সে নিঃসন্দেহে ছিল যে, সত্য সত্যই ওদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে এই মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আর এই নাদির গুন্ডার প্রভাবে একই পথের পথিক আরও কয়েকটি ছেলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

পঁচিশে মার্চের সেই বিভীষিকা নাদিরের মনকে বিন্দুমাত্র দমিয়ে দিতে পারেনি। ওদের সেই পৈশাচিক হত্যা আর ধ্বংসলীলা তাকে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত করে তুলেছিল। সারা শহরে হতাশা আর আতঙ্কের আবহাওয়া। তার মধ্যে দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে সে প্রতিরোধের কৌশল ও সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তার এই সাহস আর নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মহল্লার লোকেরা তাকে আপন মানুষ বলে চিনে নিল।

তারা বলাবলি করত, এই শহরে নাদিরের মতো আরও গোটা কয়েক মানুষ যদি থাকত, তবে আমরা ওদের নাভিশ্বাস তুলে দিতে পারতাম। নাদিরের নামটা মিলিটারি গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। তারা তন্নতন্ন করে তার সন্ধান করে ফিরছিল।

পঁচিশে মার্চের পর থেকেই লুণ্ঠনরত সৈন্যের দল ঘরবাড়ি-দোকানপাট ভেঙ্গেচুরে ইচ্ছামতো লুঠপাট করে চলেছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শহরের গোটা কয়েক রেশনের দোকান লুট হয়ে গেল। শহরের মানুষ ভয়ে আঁতকে উঠল। এভাবে রেশনের দোকান যদি লুট হয়ে যায়, তবে খাবে কি তারা? শেষকালে কি না খেয়েই মরতে হবে? ভয়ে দিশেহারা মানুষ কি করবে পথ খুঁজে পায় না।

রেশন দোকানের মালিকেরা ভয়ে দোকান খুলতে চায় না। এই দুর্দিনে সর্বসাধারণের অবস্থা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল নাদির। কিছু একটা করতেই হয়। ঐ শয়তানেরা এসে রেশনের চাল লুট করে নিয়ে যাবে আর তারা অসহায়ের মতো হাত গুটিয়ে বসে বসে দেখবে, এ কিছুতেই চলবে না। কিন্তু কি করতে পারে সে?

একদিন মহল্লার লোকেরা অবাক হয়ে দেখল নাদির আর তার দলবল তাদের রেশনের দোকান ভেঙ্গে বস্তা বস্তা চাল বের করে নিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে নাদিরের এই কাজ! তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই তাদের আসল ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না। নাদির তাদের মুখের দিকে চেয়েই এই দুঃসাহসের কাজে হাত দিয়েছে। নাদির আর তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই চাল মহল্লার ঘরে ঘরে ভাগ করে দিল। পাড়ার লোকে তখনকার মত কিছুটা চাল পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাতের কাজটা সেরে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল নাদির। তার মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। খবরটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারির জীপ তার সন্ধান নিয়ে ফিরছে।

এরপর দুঃসাহসী নাদির আর বেশীদিন কাজ করার সুযোগ পায়নি। এপ্রিলের মধ্যভাগে গ্যাদা নামে এক কুখ্যাত গুন্ডা তাকে মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দিল। গ্যাদা ইতিমধ্যেই মিলিটারীর দালালি করে আরো কয়েকজনকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া নাদিরের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। একবার নাদিরের গুলিতে জখম হয়ে তাকে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। তখন রাত অনেক হয়েছে। নাদির একটি জীপে করে আসছিল। আর্মানিটোলা ময়দানের কাছে এসে তার জীপটা একটা বাড়ির পাশে দাঁড়াল। ওরা আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। একটা সঙ্কেত পেয়ে মিলিটারীর লোকের বিদ্যুতগতিতে এসে তার জীপটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর তারা তাকে ধরে নিয়ে তাদের আস্তানায় চলে গেল। নাদির সেই যে গেল, তারপর আর ফিরে আসেনি। ফিরে আসবে না কোনদিন।

নরসিংদীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ*

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ।

ভারতীয় বেতার মারফৎ একটি সংবাদ প্রচারিত হলো- ঢাকা শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে কোন এক জায়গায় পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলছে। খবরটা চাঞ্চল্যকর, বিশেষ করে ঢাকা জেলার লোকদের কাছে। দিনের পর দিন বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীর সক্রিয়তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঢাকা জেলায় তাদের প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য ২৫শে মার্চ তারিখে সামরিক হামলার প্রথম রাত্রিতে রাজারবাগের পুলিশ ভাইয়েরা বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই কাহিনী অবিস্মরণীয়। তার দুই দিন বাদে নারায়ণগঞ্জ শহরের সংগ্রামী ভাইয়েরা শুধুমাত্র গোটা কয়েক রাইফেলের উপর নির্ভর করে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে দুই দিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিল শহরে ঢুকতে দেয়নি। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে উদ্যোগী ভূমিক গ্রহণ করেছিল তারা সবাই তরুণ ও কিশোর; অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে একেবারেই কাঁচা। আমাদের এই সংগ্রামী ভাইদের জন্য ঢাকা জেলার মানুষ সঙ্গতভাবে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু তারপর?

তারপর থেকে সারা ঢাকা জেলায় মুক্তিসংগ্রামীদের কোন সাড়া শব্দ নেই। ঢাকা জেলার মানুষ দুঃখ করে বলে, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আমরাই শুধু পেছনে পড়ে আছি।

কুড়ি কিলোমিটার দূরের সেই জায়গাটা কোথায় তাই নিয়ে বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলে। দূরত্ব সম্পর্কে অনেকের সঠিক ধারণা নেই। কেউ বলে সাভার,

কেউ বলে নরসিংদী, আবার কেউ বলে জয়দেবপুর। আবার এমন লোকও আছে যারা এই ভারতীয় প্রচারণাকে একদম গাঁজাখোরি বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একে সত্যি বলে বিশ্বস করে। শুধু যে

*সত্যেন সেন রচিত 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' (আগষ্ট ১৯৭১) নামক গ্রন্থের "ওরা বারো জন" শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

বিশ্বাস করে তাই নয়, নিজেদের কল্পনার সাহায্যে তাদের আরো দ্বিগুণ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। ইতিপূর্বে নরসিংদীর উপর পাকিস্তানী বোমারু বিমান বোমা ফেলেছে। এটা ভারতীয় বেতারের প্রচার নয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা বোমাবিধ্বস্ত নরসিংদীর সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এসেছে।

বাইরের লোকে এটুকুই শুধু জানল, কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় যুদ্ধ বেধেছিল এবং যুদ্ধের ফলাফল কি সেই সম্পর্কে কারো মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাছাড়া নিত্যনতুন এমন সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে যে শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দুরের সেই সংঘর্ষ সম্পর্কে কে আর মাথা ঘামায়।

যারা বাইরের লোক তাদের কাছে ঘটনাটা ছোট হতে পারে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে ঘটনাটা দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। আমার এক বন্ধু তার নিজস্ব কাজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যই এই উল্লেযোগ্য ঘটনাটা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে পারছি। আজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই ধরনের যে সমস্ত ঘটে চলেছে, তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি।

পাকিস্তানের বোমারু বিমান ৪ঠা এপ্রিল ও ৫ই এপ্রিল পরপর দুই দিন নরসিংদীর উপর বোমা ফেলেছিল। তারপর দিন সাতেক কেটে গেল, ইতিমধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য বা মুক্তিবাহিনী কেউ নরসিংদীতে প্রবেশ করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল পাকিস্তানী সৈন্যরা নরসিংদী দখল করবার জন্য ছুটে আসছে। গুজব নয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের দেখে এসেছে।

তাঁতের কাপড়ের হাট হিসেবে বিখ্যাত বাবুরহাট থেকে জিনারদী পর্যন্ত একটি রাস্তা চলে এসেছে। মাইল সাতেকের পথ, জিনারদী থেকে নরসিংদী তিন মাইল। সৈন্যরা এই পথ ধরে এগিয়ে আসছিল। তাদের দলে কয়েকশ’ সৈন্য। সৈন্যবাহিনীর ট্রাকগুলি একের পর এক মিছিল করে আসছিল। তাদের সঙ্গে মর্টার, রকেট, মেশিনগান- কোন কিছুরই আভাব নেই। মুক্তিবাহিনীর ‘দুষ্কৃতকারী’ লোকগুলিকে তারা নিঃশেষে খতম করবে, চূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

বাবুরহাট থেকে জিনারদী, মাঝখানে পাঁচদোনা গ্রাম। এই পাঁচদোনা গ্রামের কাছে সংঘর্ষটা ঘটেছিল, সেইদিন ১৩ই এপ্রিল। প্রথমে গোটা পাঁচেক সৈন্যবাহী ট্রাক। এই ট্রাকের কনভয় থেকে সৈন্যরা কিছুটা সামনে এগিয়ে এসেছে। পথ জনশূন্য। তবে মাঝে মাঝে দুটি-একটি অতি সাহসী কৌতূহলী লোক ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ এক সময় শান্ত পল্লী- প্রকৃতিকে চমকে দিয়ে গুড়ুম গুড়ুম-পরপর তিনবার কামানের গর্জন শোনা গেল। অতি পরিচিত মর্টারের আওয়াজ। শুধু আওয়াজই নয়, একটা গোলার টুকরো ছিটকে এসে একটা ট্রাকের উপর পড়ল। ট্রাকের উপর সৈন্যদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হতে হবে এটা ওরা ভাবতে পারেনি। ওরা কি তার শত্রুপক্ষের কব্জির মধ্যে এসে পড়েছে? এই অচেনা-অজানা নির্বান্ধব দেশে তারা কি করে আত্মরক্ষা করবে? প্রতিপক্ষ সহজ নয়, ওরা মর্টার নিয়ে আক্রমণ করতে এসেছে। ওদের সঙ্গে কত লোক আছে কে বলবে? এরা সংখ্যায় বড় কম হবে না তা না হলে এরা এভাবে আক্রমণ করতে সাহস করত না। যারা আক্রমণ করছে, তারা ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমন সুকৌশলে অত্মগোপন করে আছে যে, রাস্তা থেকে তাদের কোন মতেই দেখা যায় না। ট্রাক নিয়ে সেই দিকে এগোবার উপায় নেই, যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কিন্তু সেটা কোনমতেই নিরাপদ নয়। ওদের সঙ্গে শুধু মর্টার নয়, মেশিনগানও আছে। একপশলা বৃষ্টির মত কয়েক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি ট্রাকের উপর এসে পড়েছে। প্রথম পর্যায়েই সৈন্যদের কয়েকজন মারাত্মকভাবে জখম হয়ে পড়েছে। সৈন্যরা আর দেরী না করে আনুমানের উপর নির্ভর করে মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে লাগল। তাদের মেশিনগানও অবিরাম কাজ করে চলেছে।

এইভাবে কয়েক ঘন্টা ধরে দুই পক্ষের গোলাগুলির বর্ষণ চলল, একে রীতিমতো যুদ্ধ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এই কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে পাক সৈন্যদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মর্টার আর মেশিনগানের

গোলাগুলিতে তাদের তিন ট্রাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। এদের সংখ্যা প্রায় একশো, অপরপক্ষে অদৃশ্য গেরিলা বাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গেরিলা বাহিনীর লোকেরা বড় কম নয়। অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী । এরপর আরও কিছুদূর এগোতে গেলে ওদের ফাঁদের মধ্যে সবশুদ্ধ আটকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় বাবুরহাটের দিকে ফিরে যাওয়াটাই ওরা সঙ্গত বলে মনে করল।

অদৃশ্য মুক্তিবাহিনী গোলাগুলি বর্ষণ করে নিঃশব্দ হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত এটা ওদের চাল। ওরা প্রলোভন দেখিয়ে আরও দুরে সম্পূর্ণ ওদের আয়ত্তের মধ্যে টেনে নিতে চাইছে। পাক-সৈন্যরা আপাতত বাবুরহাটে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রথম তিনটা ট্রাক একেবারে অচল হয়ে গেছে। নিহত ও জখমী সৈন্যদের দেহ অন্যান্য ট্রাকে বোঝাই করা হলো। এবার ওদের এই শোকের মিছিল ফিরে চলল বাবুরহাটের দিকে। অচল ট্রাক তিনটি এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাস্তার উপর পড়ে রইল। বেশ কিছুদিন সেগুলি ঐভাবে পড়ে ছিল।

বেলা বেশী নেই, এই অবস্থায় আর বেশী দুর এগোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ওরা স্থির করল কাল বাবুরহাট থেকে আবার নতুন করে অভিযান শুরু করতে হবে। প্রতিপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবস্থা সুবিধাজনক বলে মনে হলে ঢাকা থেকে আরও বেশী সৈন্য আনাবার প্রয়োজন হতে পারে।

এবার মুক্তিবাহিনীর কথায় আসা যাক। যাদের তীব্র আক্রমণে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত পাক-সৈন্যদল নিদারুন ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র বারো জন। তাদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল শুধূমাত্র একটি মর্টার আর একটি মেশিনগান। এদের মধ্যে কেউ মারা যায়নি, শুধু দু'জন জখম হয়েছিল।

ওদের ঘাঁটি থেকে কয়েক মাইল দূরে। কোথায় সেই ঘাঁটি এই কথাটা একমাত্র তারাই জানে। ওরা সেই ঘাঁটি থেকে জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বসল। আর তাদের পরিকল্পনাটা ওদের কাছে খুলে বলল। ছেলেরা শুনে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে বলল- আমরাও থাকব আপনাদের সঙ্গে। আমরাও এখানে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার কথা ভাবছিলাম। আপনাদের কয়জন লোক চাই বলুন।

না, না আমাদের যা প্ল্যান তাতে এই বারোজনই যথেষ্ট। তার বেশী লোক নিতে গেলে সবকিছু ভন্ডুল হয়ে যাবে। আপনারা শুধু চারদিক লক্ষ্য রাখবেন। দেখবেন ওরা যেন হঠাৎ আমাদের চমকে দিতে না পারে। এমন আরও অনেক কাজ আছে, যা আপনারা করতে পারেন। করতে পারেন নয়, করতেই হবে আপনাদের। আপনারা না করলে কে করবে!

ওরা বলল, আপনারা যা বলবেন আমরা তাই করতে রাজী আছি।''

কিন্তু বুড়োদের মনে একটা খটকা লেগেছে। একজন প্রশ্ন তুলল, এরা যদি আপনাদের এখানে এসে এই সমস্ত গোলমাল বাধিয়ে বসে, তাহলে ওরা আমাদের উপর বদলা নেবে। আমাদের ঝাড়ে-গুষ্টিতে শেষ করবে।

"এই অবস্থায় কি করতে বলেন আপনি'' একজন প্রশ্ন করল।

বুড়ো আসল শয়তান! প্রথমেই মুখ খুলতে চায় না, পরে সবার চাপাচাপিতে বলে ফেলল। কথাটা ভাল শোনায় না। তাহলেও অনুপায় হয়ে বলতে হচ্ছে।

আমরা বাধা দিলে ওরা তা মানবে না, ওদের যা করাবার তা করবেই। এই অবস্থায় এদের ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া নিজেদের বাঁচাবার আর কোন পথ দেখছি না। শুধু আমার জন্য বলছি না। আমি এই অঞ্চলের সবাইর কথা ভেবেই বলছি। এমন একটা কথা কেউ মেনে নিতে পারে না। হাজার হোক, এরা তাদেরই দেশের ছেলে,

তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে চলেছে। এদের কি ধরিয়ে দেওয়া যায়! এদের কি শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যায়!

ইতিমধ্যে খবরটা ছেলেদের কাছে পোঁছে গেছে। ওরা দল বেঁধে বুড়োদের সামনে এসে চড়াও করল, কোনরকম ভূমিকা না করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, যদি কোন বেঈমান ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাহলে আমরা তাকে কেটে কুচোকুচো করে ফেলব। বুড়োরা সবাই চুপ। এবার আর কারো মুখে কোন কথা শোনা গেল না। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ছেলেদের সাহায্য নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখল। তার পরের দিন তাদের পরিকল্পনানুযায়ী তারা সেই দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই বারোজন বীর দেশপ্রেমিকের নাম আমরা জানি না। কিন্তু এই বারোজনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার মানুষ এদের কথা ভুলতে পারবে না।

পরদিন পাক-সৈন্যদল তাদের পথের বাধা দূর করার জন্য বাবুরহাট থেকে দূরপাল্লার কামান দেগে এই গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিবর্ষণ করে চলল, কয়েক ঘন্টা ধরে এই গোলা বর্ষণ চলল। কিন্তু যাদের লক্ষ্য করে তারা গোলা ছুঁড়ছিল, তারা তখন থেকে বহু দূরে, তাদের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে নতুন অঞ্চলে নতুন খেলায় মেতে উঠেছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ চট্টগ্রাম

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। চট্টগ্রামের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিররণ	....	...১৯৭১

সেদিন চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতা লড়াই শুরু হয়েছিল

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান

৩রা মার্চ, ১৯৭১ সাল। সময় সকাল সাড়ে নয়টা। এই প্রথম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা। এদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটছিল। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসাররা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সবার মনেই একটি চিন্তাই পাক খেয়ে ফিরছিল- কি করা যায়? কি করবো? বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে তাঁরা বার-বার ছুটে আসছিলেন মেজর জিয়ার কাছে। মেজর জিয়া তখন ছিলেন ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

এরপর এলো ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। বল্লেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল।

৮ম ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অফিসাররা একে অস্ত্র তুলে নেবার অহবান বলেই মনে করলেন।

পরদিন ৮ই মার্চ। আবার সেই সকাল। ওরা দুজন সবার অলক্ষ্যে আবার উঠে এলেন ছাদে। মেজর জিয়াউর রহমান আর ক্যাপ্টেন অলি আহমদ। বিদ্রোহ ঘোষণা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দুজনে আলোচনা করলেন। ঠিক হলো বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে উপযুক্ত মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু কখন আসবে সেই উপযুক্ত মুহুর্ত? কখন? কবে? ওঁরা জানতেন এই বিশেষ মুহুর্তটি আসবে তখনই যখন তাদের বিদ্রোহের সমর্থনে পূর্ন আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবে জনসাধারণ। এই মুহূর্তটি আসবে তখনই যখন শত্রুও বর্বরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমান সবার সামনে তুলে ধরা যাবে। এদিকে ইয়াহিয়া বসলো মুজিবের আলোচনায় । ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাংঙ্গালী অফিসাররা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন আলোচনার ফল কি হয়? আলোচনার অন্তরালে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের এক জঘন্যতম চক্রান্ত। সে চক্রান্ত বাঙ্গালীদের উপর হামলার। সে চক্রান্ত বাংলাদেশের উপর বর্বর অভিযানের।

আলোচনা চলছিল। আর এদিকে আসছিল জাহাজ বোঝাই সৈন্য। বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। জাহাজ বোঝাই যে সব সৈন্য আসছিল তাদেরকে দ্রুত বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করে পাঠানো হচ্ছিল।

এমনি সময় ডাক এলো লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর কাছ থেকে ১৭ই মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় চট্রগ্রাম স্টেডিয়ামে সামরিক আইন সদর দপ্তরে তার ডাকে প্রথম গুপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল- চারজন সামরিক বাহিনীর

* ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ৮ বেঙ্গলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি। লেখাটি ২৬শে মার্চ, ১৯৭২ সংখ্যার 'দৈনিক বাংলা' থেকে সংকলিত।

বাঙালী অফিসারের মধ্যে। এরা চারজন হচ্ছেন লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান, নোয়াখালীর মেজর আমীন আহমদ চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ।

ঃ কি মনে করছো? বৈঠকের শুরুতেই কর্নেল চৌধুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেজর জিয়াকে।

ঃ ওদের ভাবগতি দেখে পরিস্কার মনে হচ্ছে ওরা হামলা চালাবে।

কর্নেল বললেন তাঁরও তাই ধারনা। কিন্তু কি করা যায়? সবারই মনে এই প্রশ্ন। এক- বিদ্রোহ। কর্নেল চৌধুরী সুস্পষ্ট ভাবে বল্লেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানই একমাত্র পথ। তিনি প্রথম বাঙ্গালী সামরিক অফিসার যিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহবান জানালেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'সিপাহী বিদ্রহের' পর আর এক নতুনতর সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বিকল্প কিছু আর নেই।

ওরা চারজন বাঙালী অফিসার বসলেন বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রণয়নে। ঠিক হলো ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার একমাত্র বাঙ্গালী ব্রিগেডিয়ার এম, আর, মজুমদারকে এ পরিকল্পনা থেকে বাইরে রাখতে হবে। ঠিক হলো। লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর নেতৃত্বেই তারা বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

এদিকে পাকিস্তানি হামলার প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। বাঙালী অফিসারদের উপর তাদের সজাগ দৃষ্টি হয়ে উঠছিল আরও প্রখর। আর এরাও পাল্টা গোয়েন্দা বৃত্তি চালিয়ে সংগ্রহ করছিলেন পাক সেনাদের তৎপরতা। এরই মধ্যে কুমিল্লা থেকে বিস্তারিত খবর আসতে লাগল।

কমান্ড ব্যাটালিয়ানকে আনা হল চট্টগ্রামে। তাদেরকে রাখা হতে লাগল শহরের অবাঙ্গালীদের বাড়ি বাড়ি। চট্টগ্রামের ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরাও প্রতি রাতে সাদা পোষাকে অসামরিক ট্রাকে করে বেরিয়ে যেত শহরে। তাদের কাজ ছিল অবাঙালীদের সাথে মিলে লুটপাট করা।

বাংলাদেশের উপর বর্বর হামলার প্রস্তুতি দেখতে এলেন পাক সেনাবাহিনীর জেনারেল হামিদ খান ২১শে মার্চ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তাকে আপ্যায়িত করা হলো মধ্যাহ্ন ভোজের। এই মধ্যাহ্ন ভোজেই পশ্চিমা সামরিক অফিসারদের কানাঘুষা আর জেনারেল হামিদের একটি ছোট্ট উক্তিতে বাঙালী অফিসাররা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দিন ঘনিয়ে এসেছে। হামলা অত্যাসন্ন।

মধ্যাহ্ন ভোজে জেনারেল হামিদ বাঙালী অফিসারদের যেন চিনতেই পারেননি। তার যত কানাঘুষা আর কথাবার্তা চলছিল পশ্চিমা অফিসারদের সাথে।

কি এত কানাঘুষা? কিসের এত ফিসফাস? সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল মেজর জিয়ার মন। কৌশলে একজনের সাথে কথা বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল হামিদের ঠিক পিছনে। দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। কথা বলতে লাগলেন সংগীটির সাথে আর দু'কান সজাগ রাখলেন জেনারেল হামিদের কথার দিকে।

জেনারেল হামিদ তখন কথা বলছিলেন ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ফাতমীর সাথে। অনেক কথার মধ্যে অকেটা যেন সামরিক নির্দেশের মতই কর্নেল ফাতমীকে বলে উঠলেন জেনারেল হামিদ- দেখ ফাতমী, অভিযান (এ্যাকশন) খুব দ্রুত ও কম সময়ের মধ্যে হতে হবে। আমাদের পক্ষে কেউ যেন হতাহত না হয়।

আঁতকে উঠলেন মেজর জিয়া। একি? কি হতে যাচ্ছে? ঐ দিনই বিকেলে তিনি সস্ত্রীক এক সৌজন্য সাক্ষাতে গেলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায়। কথায় কথায় তিনি জানতে চাইলেন জেনারেল হামিদের সফরের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সে তথ্য ছিল অজানা তিনি শুধু বল্লেন, ওরা আমাকে বিশ্বাস করে না। তিনি জানালেন, জেনারেল হামিদ যখন অপারেশন রুমে ছিলেন তখন তাঁকে সে ঘরে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।

ঃ কি বুঝলেন ? জানতে চাইলেন মেজর জিয়া।

ঃ মনে হচ্ছে সামথিং ফিশি।

জিয়া বল্লেন, ফিশি নয়- বিরাট কিছু। বিরাট এক চক্রান্তে মেতেছে ওরা। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার মেনে নিলেন সে কথা। পরদিন ২২শে মার্চ। রাত ১১টায় চট্টগ্রাম ই-পি-আর সেক্টর দফতরের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিক এসে দেখা করলেন মেজর জিয়ার সাথে তিনি সরাসরি বল্লেন, সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আপনি বিদ্রোহ ঘোষণা করুন। ই-পি-আরদের সাহায্য পাবেন। মেজর জিয়া তাঁকে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানান। ই-পি-আর এর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২৫শে মার্চে ব্যাপক রদবদল ঘটে গেল ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসণ ব্যাবস্থায়।

ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল আনসারি, মেজর জেনারেল মিঠা খান, লেঃ জেনারেল খোদাদাদ খান প্রমুখ। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তারা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। সেই সাথে নিয়ে গেলেন মেজর আমিন আহমদ চৌধুরীকেও। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থানে আনসারী নিযুক্ত হলেন ষ্টেশন কমান্ডার। কর্নেল শিগারী দায়িত্ব নেন ই-পি-আর এর সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে।

এই রদবদলে আশংকিত হয়ে ওঠেন বাঙালী সৈনিক ও অফিসাররা। এই দিনই গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন লেঃ কর্নেল চৌধুরী।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরে উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সোয়াতের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হচ্ছিল প্রবল প্রতিরোধ। অস্ত্র খালাস করে যাতে পশ্চিমা সৈন্যদের হাতে পৌঁছতে না পারে তার জন্য রাস্তায় রাস্তায় তৈরী করা হচ্ছিল ব্যারিকেড। এই ব্যারিকেড সরিয়ে রাস্তা পরিস্কারের কাজে লাগানো হল। বাঙালী সৈন্যদের। রাত ১০টা পর্যন্ত চলল এই ব্যারিকেড সরাবার কাজ। রাত ১১টায় অফিসার কমান্ডিং জানজুয়া আকষ্মিকভাবে মেজর জিয়ার কাছে নির্দেশ পাঠালেন এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বন্দরে যাওয়ার জন্য। এই আকষ্মিক ও রহস্য জনক নির্দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য হলনা। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় জানজুয়া নিজে এসে তাকে নৌবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোল শহর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওয়ানা করে দেন কিন্তু রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে সরিয়ে যেতে তার দেরি হচ্ছিল। আগ্রাবাদে যখন একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তার ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে তখনই পেছন থেকে ছুটে আসে একটি ডজ গাড়ী ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান গাড়ী থেকে নেমেই আসেন মেজর জিয়ার কাছে হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান রাস্তার ধারে।

ঃ পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরের বহু লোক হতাহত হয়েছে। খালেকুজ্জামানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেকে কথা কয়টি ঝরে পরে। কি করবেন জিয়া ভাই, এখন? মাত্র আধ মিনিট। গভীর চিন্তায় তলিয়ে যান মেজর জিয়া তারপর বজ্যনির্ঘোষে বলেন উঠেন- উই রিভোল্ট।

সাথে সাথে তিনি খালেকুজ্জামানকে তিনি ফিরে যেতে বলেন। বললেন, ব্যাটালিয়নকে তৈরি করার জন্য অলি আহমেদকে নির্দেশ দিতে। আর সেই সাথে নির্দেশ পাঠান ব্যাটালিয়নের সমস্ত পশ্চিমা অফিসারকে গ্রেফতারের।

খালেকুজ্জামান দ্রুত ফিরে গেলেন ষোল শহরের দিকে। আর মেজর জিয়া ফিরে এলেন ট্রাকে। যে পশ্চিমা সামরিক অফিসারকে তার সাথে দেওয়া হয়েছিল, তাকে বললেন, হুকুম বদলে গেছে। বন্দতে যেতে হবে না।

আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে ক্যান্টনমেন্টে। বাঙালী সৈন্য যারা তার সাথে যাচ্ছিলেন তাঁদেরকে ইশারায় বললেন। রাইফেল লোড করে রাখতে প্রয়োজন হতে পারে।

তাঁরা ফিরে আসেন ব্যাটালিয়নে। এসেই তিনি সাথের পশ্চিমা অফিসারকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। অফিসারটি আত্মসমর্পণ করলে তিনি ট্রাক থেকে নেমে ট্রাকের পশ্চিমা নৌ-সেনাদের দিকে রাইফেল তাক করে তাদেরকেও অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। হকচকিত পশ্চিমা সেনারা সবাই অত্মসমর্পণ করে।

এরপর তিনি একাই গাড়ি নিয়ে ছুটে যান অফিসার কমান্ডিং জানজুয়ার বাড়ি। কলিং বেল টিপতেই ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসেন জানজুয়া। আর সামনেই মেজর জিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। তার ধারণা ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর জিয়া বন্দরে বন্দী রয়েছে। জানজুয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে ষোলশহরে ফিরে আসেন মেজর জিয়া। পথে অফিসার্স মেসে মেজর শওকতকে তিনি সব কথা বলতেই মেজর শওকত উৎফুল্ল হয়ে উঠেন এবং বিদ্রোহে তাঁর সাথে যোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করে দ্রুত ব্যাটালিয়নে চলে আসেন।

এরপরই মেজর জিয়া টেলিফোনে স্থানীয় জননেতা ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ চেষ্টা করেন। কিন্তু কাউকেই পান না। তখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে জানালেন সবাইকে টেলিফোন করে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানাতে। অপারেটর সানন্দে তাঁর সে নির্দেশ জানাতে রাজী হন।

তিনি লেঃ কর্নেল এম, আর, চৌধুরীকেও টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকেও পাননি। পরে শুনেছিলেন এই রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা গুরুতর অসুস্থ এম, আর, চৌধুরীকে হত্যা করেছিলো।

শুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ । রাত তখন দুটো। ব্যাটালিয়নের আড়াইশোর মত বাঙ্গালী সৈন্যকে একত্রিত করে তাঁদেরকে সব কথা বলেন মেজর জিয়া। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা জান দিতে প্রস্ত্তত। কিছু সৈন্য ষোলশহরে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মেজর জিয়া বেরিয়ে পড়েন কালুরঘাটের পথে। এদিকে ই-পি-আর এর জোয়ানরাও লড়াই শুরু করেছিলেন। কালুরঘাটে পরদিন তাঁদের সাথে বেশকিছু পুলিশও যোগ দেন।

২৬শে মার্চ সকাল। আগের রাতে ঢাকা শহরে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাজধানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল পাকিস্তানী বাহিনী। আর সেই আনন্দে সকাল হতেই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দন বিনিময়ের পালা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই তাদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে যায়। মিষ্টি হয়ে যায় বিস্বাদ। চট্টগ্রামের যুদ্ধের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন এক দারুন সন্ত্রাসে আঁতকে উঠলেন তারা।

চট্টগ্রাম। পাকিস্তানীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম। ২৭শে মার্চ সকালেই বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য মিঠা খানকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। বাঙ্গালী সৈন্যরা গুলি করে, সে হেলিকপ্টারটি ফুটো করে দেয়। একই সাথে বিমানে করে নামানো হতে লাগলো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ডেস্ট্রয়ার, এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্কও লাগানো হয় এই যুদ্ধে । জাহাজের গান থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে থাকে শহরের দিকে।

এই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না একথা বাঙ্গালী সৈন্যরা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কথা জানিয়ে যাবার জন্য মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কিন্তু কি বলবেন

তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিঁড়ে ফেলেন। কি জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী এবং দেশবাসীকে বেতার মারফৎ? এদিকে বেতার কর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন- আর পনের মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু পনের মিনিট পার হয়ে গেল। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন। তখন তার মানসিক অবস্থা বুঝাবার নয়। বিবৃতি লেখার ঝুঁকিও ছিল অনেক। ভাবতে হচ্ছিল শব্দচয়ন, বক্তব্য পেশ প্রভৃতি নিয়ে।

প্রায় দেড় ঘন্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরী করেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি। নিজেই সেটা তিনি বাংলা এবং ইংরেজীতে পাঠ করেন।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত কালুরঘাটে থেকে তাঁরা চট্টগ্রামের যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের সাথে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিল্লা থেকে নিয়ে যাওয়া ৫৩-ব্রিগেড। আর নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো কমান্ডো, যারা অবাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে ঘাঁটি গেড়েছিল।

এদেরকে ছাড়াও চট্টগ্রামের এই যুদ্ধে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছিলো কোয়েটা থেকে নিয়ে আসা ১৬শ ডিভিশন ও প্রথম কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে।

৩০শে মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) থেকে আর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার ঘোষণা করেন।

এই দিনই দুটি পাকিস্তানী বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১১ই এপ্রিল কলুরঘাট এলাকা থেকে অবস্থান সরিয়ে নেয়ার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এ যুদ্ধ চলে রামগড়, রাঙ্গামাটি এলাকায়। যুদ্ধ চলে কক্সবাজারের পথে, শুভপুরে। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই দলে দলে জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্ররা এসে যোগ দিয়েছে বাহিনীতে। অস্ত্র ধরেছে, ট্রেনিং নিয়েছে, বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে।

৩০শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩রা এপ্রিল রাত সাড়ে ন'টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাকা থেকে চালু করা হয় আর একটি বেতার কেন্দ্র। 'আমার সোনার বাংলা' দিয়ে করা হয় এই কেন্দ্রের উদ্বোধন। এই গানটি গাইবার জন্যে সে রাতে সেখানে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব রহমানের তিন মেয়ে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ঘটনা ও প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এনামুল হক চৌধুরী*

৭-১১-১৯৭৩

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, কর্নেল হামিদ হোসেন শিগরী, ক্যাপ্টেন মোহসিন (এডজুট্যান্ট) চট্টগ্রাম বন্দরে 'এম, ভি, সোয়াত' জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ খালাসের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যান। আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান ব্রিগেডিয়ার আনসারী, হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে আসার পর তাঁকে জীপযোগে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠিয়ে দিতে।

*১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

হেলিকপ্টার যখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবতরণ করে তখন আশ্চর্যের সাথে দেখতে পাই লেফট্যানেন্ট জেনারেল আবদুল হামিদ খান (সি-ও-এস, পাকিস্তান আর্মি), জেনারেল নওয়াজেশ, জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা (জি-ও-সি, ১৪-ডিভিশন, ঢাকা) এবং ব্রিগেডিয়ার আনসারী এরা সবাই হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে এসেছেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আনসার সেই হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম বন্দরে চলে যান। তাদেরকে দেখার সাথে সাথে আমরা সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম কারণ তাদের আগমন অপ্রত্যাশিত ছিল।

জেনারেলদের আগমনের সাথে সাথে ২০-বালুচের সি-ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমী ই-বি-আর-সি ‘তে আসেন। চা পানের পর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ২০-বেলুচের সি-ওর সাথে ২০- বালুচ অফিসে চলে যান। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে, স্টার-প্লেট ছাড়াই তিনি গাড়িতে করে ছদ্মবেশে ২০- বালুচের অফিসে চলে যান। ই-বি-আর-সি অফিসার মেস-এ আমরা লাঞ্চ পার্টির ব্যাবস্থা করি। সেখানে প্রায় ৩০/৪০ জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ব্রিগেডিয়ার আনসারির জন্য আমরা প্রায় ১ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তিনটার সময় পোর্ট থেকে আমাকে টেলিফোনে পার্টি শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

পার্টি হৈ-হুল্লোড় এবং আনন্দের সাথে শুরু হয়ে যায়। কথা প্রসংগে জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা মেজর মং কেও (এস-এস-ও) কে জিজ্ঞেস করেন যে অবসর জীবনে তিনি কি করবেন। তিনি বললেন, দেশের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাইরের কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়। খাদেম হোসেন রাজা বললেন, থিংস আর গোইং টু বি নরমালাইজড ভেরী সুন। ডু-নট অরি। প্লান ফর ইওর ফিউচার।

খাদেম হোসেন রাজা আমাদেরকে বললেন। দিস আনসারটেইনটি ইজ গোইং টু বি ওভার ভেরী সুন। ওয়ার্ক হার্ড। ডিভোট ইওর টাইম ফর ট্রেনিং।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারও বেলা পৌনে চারটার দিকে হেলিকপ্টার যোগে ব্রিগেডিয়ার আনসারী, ক্যাপ্টেন মোহসিনসহ ই-বি-আর-সিতে আসেন। খাওয়া শেষ করার পর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে বলেন যে বিশেষ কারণে তিনি ঢাকা চলে যাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, “লুক আফটার ইওরসেল্ফ”

তার সাথে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরী (এ-আর-ও-পি) মেডিক্যাল চেক আপ-এর জন্য ঢাকা আসেন। সব জেনারেল একই হেলিকপ্টারে ঢাকা রওনা হয়ে যান।

২৪শে মার্চ বিকেলে ই-বি-আর-সি তে থমথমে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। আমাদের পেরিমিটার গার্ড এর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

২৫শে মার্চ সকালে কর্নেল এম, আর, চৌধুরী (চীফ ইন্সট্রাক্টর, ই-বি-আর-সি) আমাকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জোয়ানদেরকে দিয়ে দিতে বললেন। সমস্ত জোয়ানদের বিভিন্নভাবে অরগানাইজ করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ষোলশহরে অবস্থিত অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। ই-বি-সি থেকে দেড়শত রাইফেল তারা ধার চেয়েছিল। আমরা ঢাকা থেকে স্যাংশন পেয়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেই। অষ্টম বেঙ্গলের কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আজ নেবেন কাল নেবেন বলে আর নেন নাই। অষ্টম বেঙ্গলের কিছু সৈন্য এ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার প্রস্ত্তিতি হিসেবে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী জমা দিতে হয়েছিল। খুব কম অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি বাকি সৈন্যদের কাছে ছিল।

২৫শে মার্চ সকাল থেকেই চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে শুরু করে। বায়েজীদ বোস্তাম থেকে ব্যারিকেড পরিস্কার করার জন্য ই-বিআর-সিকে নির্দেশ দেয়া হয়। সাথে বেলুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীও ছিল।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম,আর, চৌধুরীকে ব্যারিকেড পরিস্কার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তার সাথে ক্যাপ্টেন আজিজ ব্যারিকেড পরিস্কারের কাজ তদারক করছিলো।

সকাল ১১টা থেকে চারটে পর্যন্ত সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে মাত্র ২০০ গজ রাস্তা পরিস্কার করা হয়। বহু কষ্টে বায়েজিদ বোস্তামীর রাস্তার মোড় পর্যন্ত যান। সৈন্যদেরকে সেখানেই দুপুরের খাবার দেয়া হয়।

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বেসামরিক ট্রাক যেগুলো আমাদের সৈন্য নিয়ে ব্যারিকেড পরিস্কারের কাজে যাচ্ছিল সমস্ত ড্রাইভার ট্রাক ফেলে পলায়ন করেন।

বায়েজীদ বোস্তামের মোড়ে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিলো। তারা ড্রাম দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল। এবং সেখানে দাড়িয়ে বক্তৃতা করছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে সে এলাকাকে তারা মুখরিত করে তুলেছিল।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য বাধ্য হয়ে কর্নেল এম,আর, চৌধুরী নির্দেশে এক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। এতে তিনজন লোক আহত হয় একজনের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে এম, আর,চৌধুরী সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেনানিবাসে ফিরে আসেন।

এরপর কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি অত্যান্ত দুঃখের সাথে বলেন যে, এই গুলিটি শুধু পাকিস্তানীদের দেখাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাদের এক কোম্পানীকে জেটি এলাকায় যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। মেজর কামাল মেহের (পাঞ্জাবী) ক্যাপ্টেন আজিজ কোম্পানীকে নিয়ে জেটিতে রওনা হয়ে যান।

২১শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ই-বি-আর সির বাঙ্গালী অফিসারদেরকে ডেকে চট্টগ্রাম শহরকে পুরো নিয়ন্ত্রনে আনা এবং বাঙ্গালীদের যেন অযথা হয়রানি, দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিলেন। তদানুসারে আমরা সমস্ত অফিসার সৈন্যদের নিয়ে শহরে যাই। আমি নিজে অয়ারলেস কলোনীতে যাই। সেখানে ক্যাপ্টেন রফিকের (এডজুট্যান্টট, ই-পি-আর) সাথে দেখা হয়। তার সাথে চট্টগ্রামের ডি-সি এবং এস-পিও ছিলেন। রাত আটটার দিকে অয়ারলেস কলোনীতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। বহু কষ্টে ই-পি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। তার জন্য ডি-সি, এস পি খুব আনন্দিত হন এবং বলেন, যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা থাকলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারন করত।

পথে আমি নৌবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী জোয়ানদেরকে হাতে অস্ত্রশস্ত্রসহ দেখতে পাই। অয়ারলেস কলোনীতেও তাদেরকে দেখা গিয়েছিল। তা আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে বলি। তিনি বললেন যে এরপর নৌবাহিনীর কোন লোককে শহরে দেখা যাবে না।

কর্নেল এম, আর, চৌধুরী সেদিন বড় অসুস্থ ছিলেন। তার দুদিন আগে হাতে ব্যাথা পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি বড় খারাপ আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে। এই সময় ঢাকা থেকে ক্যাপ্টেন আমিন আহমদ চৌধুরী টেলিফোনে চারদিকে খেয়াল রাখতে বলেন। টেলিফোনটি এম,আর, চৌধুরীকে দিতে বলেন। এম, আর, চৌধুরী টেলিফোনে কথোপকথনের পর আমাকে বলেন পরিস্থিতি বড় খারাপ, আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কের সাথে থাকতে হবে।

২৫শে মার্চ রাতে মেসে যাবার পর কর্তব্যরত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মোহসিন আমাকে বললেন, তার মেয়ে বড় অসুস্থ। আমি যদি তার জায়গায় ডিউটি করি তাহলে রাতে তিনি বাসায় থাকতে পারেন। আমি তাতে সম্মত হলাম।

অফিসে আসার পর ক্যাপ্টেন মোহসীন সব বুঝিয়ে দেন। এই সময় মেজর বেগ আসেন, তিনি কড়া নির্দেশ দিয়ে যান যে আজকের পরিস্থিতি খুব খারাপ। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সারারাত ডিউটি করতে হবে।

কর্নেল এম, আর, চৌধুরীর সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি বললেন আমি খাবার জন্য মেসে যাচ্ছি, এবং আমার কক্ষে থাকব। প্রয়োজন হলে আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করবে। তবে পরিস্থিতি খারাপ।

রাতে শহর থেকে অনেক টেলিফোন পাই। বন্ধুবান্ধবরা পরিস্থিতি কেমন জিজ্ঞেস করছিলো। তাদেরকে বললাম যে, তারা যদি কিছু জানে তাহলে আমাকে যেন জানায়।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে অষ্টম বেঙ্গল থেকে মেজর মীর শওকত আলী টেলিফোনে বললেন, ই-বি-আর সি-ও যত গাড়ি আছে সবগুলোই যেন তাদের জন্য সত্বর পাঠিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এমভি-সোয়াত থেকে সত্বর অস্ত্রশস্ত্র আনলোড করতে। কিছুক্ষন পর তিনি টেলিফোনে বললেন। তার অধিনস্থ সকলে গাড়ির জন্য প্রস্ত্তত হয়ে আছে।

আমি বললাম, গাড়ির জন্য খবর দেয়া হয়েছে। দু'তিন মিনিট তিনি আবার টেলিফোনে বললেন। ব্রিগেডিয়ার আনসারী তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি পাঠাতে আমি দেরি করি তাহলে আমার অসুবিধা হবে।

আমি জবাব দিলাম। গাড়ি যাচ্ছে। এই সময় চট্টগ্রাম শহর থেকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক-এর ভাইস চেয়ারম্যান এম, এ, কাদের আমাকে টেলিফোনে বললেন। ঢাকার কোন খবর পেয়েছেন। আমি বললাম না তিনি বললেন ঢাকায় পুলিশ ই-পি-আর এর উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ঢাকার বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর লোকেরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটর সে সময়ে বাঙ্গালী ছিল, তাই কোন অসুবিধা হয়নি। আমি তাদের সবাইকে বললাম। আপনি কর্নেল এম,আর, চৌধুরীর সাথে কথা বলুন। কাদের সাহেব ও এম, আর, চৌধুরী যখন কথা বলছিলেন তখন আমি অপারেটর কে বলি তাদের কথোপকথন আমাকে মনিটর করতে।

কথা শেষ আমি বললাম, স্যার আমি সব শুনেছি। তিনি বললেন, বাকি যতসব অস্ত্রশস্ত্র আছে সমস্ত জোয়ানদেরকে দিয়ে দিতে। তিনি সত্বর অফিসে আসছেন বলে জানালেন। আমি সুবেদার মেজর, নায়েক সুবেদার, কোয়ার্টার মাস্টার ও অন্যান্যদেরকেও ডেকে অস্ত্রশস্ত্র কোটে থেকে নিয়ে নিতে নির্দেশ দেই। তারা নির্দেশ নিয়ে বাইরে যাবার সাথে সাথে দেখতে পাই ২০-বালুচ থেকে অনেক গুলো গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে যেতে দেখতে পাই। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে সব গাড়ি থেমে যায়। আমি বাইরে এসে দেখতে পাই গাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন নিচে নামছে। কোয়ার্টার গার্ড থেকে গার্ড কমান্ডার থেকে দৌড়ে এসে আমাকে বলে যে, ২০ বেলুচের সমস্ত লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। আমি তাকে বললাম তুমি চলে যাও। সে যাওয়ার সাথে সাথে কোয়ার্টার গার্ডের লোকজনকে স্ট্যান্ড টু সতর্ক করা হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে ২০-বালুচের লোকেরা কোয়ার্টার গার্ড-এর রক্ষীদের উপর হামলা চালায়। মুহুর্তের মধ্যে চারদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়।

তখন হামিদ হোসেন শিগরী আমাকে টেলিফোন করে জানতে চান কোথা থেকে এ গোলাগুলি হচ্ছে বা কেন হচ্ছে। আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। তবে বেলুচ রেজিমেন্টের লোকেরা আমাদের লোকদের উপর গোলাগুলি ছুড়ছে। তিনি বললেন, "ডু-নট ওরি। আই উইল ট্রাই টু কনট্রোল দি সিচুয়েশন ইফ নিডেড। আই

উইল শেড মাই ফর বেঙ্গল রেজিমেন্ট। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন মাই সন এ্যান্ড ইউ ক্যাপ্টেন এনাম। আই উইল বি দি ফার্স্ট ম্যান টু টেক ইউ আউট ফ্রম দি ডিউটি রুম।

চারিদিক থেকে রাইফেল, এল-এম, জি, ২" মর্টারের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। এ পরিস্থিতি চলতে থাকে দু-ঘন্টার মত। তারপর গর্জে ওঠে ৩" মর্টারের আওয়াজ।

কর্নেল শিগরীর আবার টেলিফোন পাই। তিনি বললেন, কে যে আমার বাসার চতুর্দিকে গুলি ছুড়ছে কিছুক্ষণ পর দু-তিন মিনিটের বিরতি হয়।

তিনি পুনরায় টেলিফোনে বললেন, "ইজ ইট এডভাইজ্যাবল ফর মি টু কাম টু অফিস এন্ড টেক ইউ আউট? আমি জবাব দিলাম গোলাগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আসা উচিৎ নয়।" তার সাথে সাথে পুনরায় সবরকমের গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। সাথে সাথে ট্যাংকের গর্জনও শোনা গেল। আমি যে ডিউটি রুমে ছিলাম, পাশে ৩" মর্টারের গোলা পড়ে। দরজা-জানালার চতুর্দিক দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। আমি বাধ্য হয়ে টেলিফোনটি নিয়ে জমিনের উপর অবস্থান নিয়ে শুয়ে থাকি। কর্নেল শিগরী আবার টেলিফোনে বললেন যদি কোন অফিসার আসে তাহলে তাকে কর্নেল শিগরীর সাথে কথা বলতে দেয়ার জন্য। আমাকে বললেন, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি সত্বর আসব। কিন্তু তারপর তার নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি কিছুটা কমে যায়। বাহির থেকে কে যেন বলছিল আমার রুমে বহু লোক আছে সাথে সাথে আমি পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললাম আমার কাছে আসতে। আমাকে বলা হল বাইরে আসার সাথে সাথে হ্যান্ডস আপ করিয়ে তার নিকট যেতে বলা হয়। দেখা হওয়ার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন আনোয়ার বলে, ডু-নট ওরি। ইউ আর নট এ প্রিজনার অব ওয়ার। ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ইউ আর আনডার মাই কমান্ড।

আমি তাকে কর্নেল শিগরীর সাথে কথা বলতে বলি। সে আমার কথামত কর্নেল শিগরীর সাথে আমার ডিউটি রুম থেকে কথা বলে। সে আমাকে সাথে করে ডিউটি রুম থেকে কথা বলে। সে আমাকে সাথে করে ডিউটি রুম থেকে কোট এ নিয়ে যায় আর বলে, ভাগতে চেষ্টা করলে বিপদ হবে সাথে সাথে তিনজন প্রহরী আমার জন্য মোতায়েন করা হয়।

সেখানে দেখতে পাই বাঙ্গালী সৈনিকদের মৃত্যুর আর্তনাদ। কেউ বাবারে মারে বলে চিৎকার করছে। কেউ পানির জন্য কাতরাচ্ছে। কেউ যন্ত্রনায় ছটফট করছে। আর সাথে সাথে দেখতে পাই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ সমস্ত লোকদেরকেও বেয়নেটের গুতো দিচ্ছে আর বলছে। বাংগালীকা জান বহুত ছখত হায়। আর ইয়ে শালা মরতা ভি নেহি হায়। মূমুর্ষ বাঙ্গালী সৈন্যদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন যথেচ্ছ চলছিল। যারা মূমূর্ষ অবস্থায় ছটফট করছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের গলার উপর বুট দিয়ে চেপে ধরেছে, যাতে তাড়াতাড়ি তারা মারা যায়।

আমাকে প্রহরারত এক প্রহরী বলে আপ আগার অর্ডার দেতে হাম ভি ইয়ে করনে ছাকতা। লেকিন ইয়ে আচ্ছা নেহী হায়। এক মুসলমান দুসরা মুসলমানকো খামাখা মার রাহা হায়। খোদা কি কসম হাম অভিতক এক গুলি ভী নেহী মারা।" সাথে সাথে আমাকে বলে "লেফটেন্যান্ট আবু তালেব (বাঙ্গালী-আর্মি এডুকেশন কোর) সাব জিন্দা হায়। উসকো যব বেয়নেট কররা থা উস টাইম পর হাম উনকো বাচা দিয়া। উস দিন এমতেহানমে সাব নে হামে পাশ করায়া। ইস লিয়ে হামনে ইয়ে কিয়া। আখের হাম কমান্ডো হায়। সাব নয়া নয়া সাদী কিয়া। হামনে উনকো বিবি পড় বড়া এহসান কিয়া।" এই সৈন্যটি আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। আমিও তাকে অনুরোধ করেছি আমার কাছে থাকতে। সে বলে, "ছোবাহ তক হাম জিন্দা রাহেগা তো আপ ভী জিন্দা রাহেগা।"

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ট্যাঙ্কের গর্জন বেশী বাড়তে থাকে। ব্যারাকের উপর ট্যাঙ্কের গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। চারিদিকে পাহাড়ের উপর তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা পড়তে থাকে আর চতুর্দিকে বাঙ্গালী আহত সৈন্যদের গোংড়ানি ও আর্তনাদ পুরো এলাকায় এক বিভীষিকা এবং বীভৎসতা সৃষ্টি করেছিলো। তারপর দেখা গেল বহু বাঙ্গালী সৈন্যকে চতুর্দিক থেকে বেয়নেটের মুখে ধরে আনা হচ্ছে আর তাদেরকে ই-বি-আর-সি স্কুল কক্ষে ঢুকানো হচ্ছে। একদল ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে আর কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে বড় লাঠি নিয়ে ঢুকতে দেখি। আর সাথে সাথে তাদের বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায়। তারা যখন ভীষণ আর্তনাদ শুরু করে তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাইরে আসে। বাহির থেকে ভেতরে দু-তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ার সাথে সাথে আর্তনাদ বন্ধ হয়ে যায়।

আমার সামনে যে সব সিপাহীকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিলো। তাদেরকে বাঁধা হয়। ভোর সাতটার দিকে একজন সুবেদার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে “খাজানা (ট্রেজারী) কিধার হায়।” আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার সাথে সাথে সুবেদার আমার উপর স্টেনগান উঠিয়ে বলে, ছহি ছহি বাতাও কিধার হায়। কারন দুদিন আগে দেড় লাখ টাকা সিপাহীদের বেতন বাবদ ঢাকা থেকে ই-বি-আর সিতে পাঠানো হয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুবেদার একটি হাবিলদারকে নির্দেশ করে বলে, সাব কো ভী বাঁধো। হাবিলদার একটা রশি নিয়ে আসে। আমি দুই হাত পিছু করার সাথে সাথে সে আমাকে বেশ শক্তভাবে বেঁধে ফেলে। আমি বলি, ওস্তাদ বহুত জেয়াদা টাইট হায়, সে বলে সাব আপকা বাজু বহুত মোটা হায়। আমি হাসতে হাসতে বলি, হামতো গামা নেহী হায়। যাক সে আমার বাঁধন একটু শিথিল করে, কিছুক্ষণ পর আমার কমান্ডো প্রহরীটি বাঁধন খুলে নামেমাত্র বেঁধে দেয়।

এই সময় আমাদের সুবেদার মেজর রুহুল আমিন, নায়ক সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফুলকেও বেঁধে আনা হয়।

কিছুক্ষণ পরে সুবেদার রহমানকে বেঁধে আনা হয়। তাকে আমি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখলাম। একটা গুলি তার পেটে ঢুকে অপর দিকে বের হয়ে যায়। রক্ত পড়ছিল। তাকেও বেঁধে রাখা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে চা, পরাটা, হালুয়া, খাচ্ছিল। কমান্ডো প্রহরীটি আমার জন্য চা আনতে যাওয়াতে তাকে অপমান করা হয়। সে এসে বলে সময় সবকিছু করে।

আমার সামনের লোকদেরকে খালি চা দেওয়া হয়। তার বিষ মনে করে ক্ষেতে ইতস্তত: করে। আমি একটু মুখে নিয়ে বলি, খেয়ে ফেল, কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু সুবেদার মেজর ও নায়েক সুবেদার লুৎফর রহমান তাতেও চা স্পর্শ করলেন না।

পঁশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ই-বি-আর-সি পাহাড়ের নিচে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আর পাহাড়ের উপর ৩" মর্টার আর ট্যাংক দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষন করতে থাকে। উপর থেকে প্রত্যুত্তরে দু-চারটি গুলিও আসতে থাকে।

২৬শে মার্চ বেলা এগারটার দিকে আমাদের কোয়ার্টার গার্ড থেকে পলাতক একটি বাঙ্গালী সৈন্য ই-বি-আর সি ফুটবল মাঠের ড্রেন থেকে অকস্মাৎ তিনটি গুলি ছুড়লে প্রায় ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। প্রায় ১২/১৩ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তারপর সে পালাতে শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সৈন্যটি তাদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে।

২৬শে মার্চ ভোর ৭টার দিকে পাক সৈন্যরা যেসব লোকদেরকে রাত্রে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিলো তাদেরকে একটি ট্রাকে ভর্তি করতে দেখতে পাই। আমার সামনে দিয়েও শ'খানেকেরও উপর লাশ নিয়ে যেতে দেখতে

পাই। প্রত্যেক লাশকে চারজন সৈন্য হাত পা ধরে মরা কুকুরের মত নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সৈন্যকে কয়েকটি লাশ মাটিতে ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখতে পাই।

এই সময় কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী জুনিয়র অফিসারকে দেখতে পাই। তারা আমাকে বাঁধা অবস্থায় দেখে দুঃখ প্রকাশ করে। একজন ২০-বেলুচের লেফটেন্যান্ট কোয়ার্টার মাস্টার কেঁদে ফেলেছিল।

বেলা তিনটার দিকে কর্নেল ফাতমী (২০ বেলুচের কমান্ডিং অফিসার) ই-বি-আর-সি এলাকাতে আসেন এবং আমাকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হন। তিনি এক হাবিলদারকে আমার বাঁধন খুলে দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি লেফটেন্যান্ট আবু তালেবের কথা বলাতেও তিনি তার বাঁধন খুলে দিতে নির্দেশ দেন। অনুরোধ করাতে সুবেদার মেজর রুহুল আমীন ও নায়েক সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফর রমানের বাঁধন খুলে দেয়া হয়। আর লুৎফর রহমানকে বলেন। তুমি একটি মেগাফোন নিয়ে যে সমস্ত লোক পাহাড়ের উপর বা অন্যান্য জায়গায় আছে তাদেরকে আত্নসমর্পন করতে আহবান জানাও। তারা যদি খালি হাতে হাত উঁচু করে আসে তাহলে তাদেরকে কেউ মারবে না। পরক্ষনে তিনি সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যের হাতের বাঁধন খুলে এক জায়গায় একত্রিত করতে নির্দেশ দেন। তাই করা হল। আমাকে বলেন যে তুমি গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে পার। তবে তাদের উপর আর কোন অত্যাচার করা হবে না।

আমি গিয়ে সকলকে একত্র করে তাই বললাম। ৫০০/৬০০ জন বাঁধা অবস্থায় ছিল। পুনরায় কর্নেল ফাতমীর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে বলেন, "এ্যানি হয়ার ইউ ওয়ান্ট টু গো ইউ ক্যান গো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে ইন অফিসার মেস, গো এহেড। বেটার গো হোম।"

আমি অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঢাকা থেকে নির্দেশ পেলে তাদরকেও ছেড়ে দেয়া হবে।

আমি দুজন সিপাহী নিয়ে মেসে টাকা আনতে যাই। ওখানে প্রহরারত হাবিলদার পাঞ্জাবী ভাষায় আমার প্রহরারত সিপাহীদের বলল, সাহেব যখন ভেতরে যাবে তখন তাকে হত্যা কর । আমি শুনতে পেয়ে একটু সামনে যেয়ে আবার ফিরে এসে বললাম। ওস্তাদ আব লোগ কোকাকোলা ফান্টা পিয়া। হামারা নাম পর পিলে। হামে এক বাদ ইয়াদ আয়া, কর্নেল সাব নে বাতায়া সি-এম-এইচ ছে ডাক্তার লে কর জখমী কো পহেলা দেখনে কি লিয়ে। হাম ফের থোর বাদমে আয়েঙ্গে। এ যাত্রা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাই।

তারপর আবার কর্নেল ফাতমীর সাথে দেখা হয়। আমি তাকে বলি, আমার লোকজনের খাবারের কোন ব্যবস্থা আছে ? তিনি বলেন। আমাদের লোক নিয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করুন। না হয় তারা কষ্ট পাবে।

তিনি আরো বলেন ই-বি-সি-র সামনে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী থাকবে না। রাত্রে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এখানে বলা যেতে পারে ই-বি-আর-সির সামনের জায়গাটা হল বায়েজিদ বোস্তাম ও বেসামরিক লোকদের বাড়িঘর। লোকজনকে একত্র করে পুনরায় আমি তাদের খাবারের ব্যবস্থার জন্য বলি। আর বলি, আমাকে, লেফটেন্যান্ট তালেব, সুবেদার মেজর রুহুল আমীন ও নায়েব সুবেদার কোয়ার্টার মাস্টার লুৎফর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমরা বাইরে যাচ্ছি। বাকিদেরকে ঢাকা থেকে ক্লিয়ারেন্স পেলে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে ই-বি-আর-সির সামনে রাত্রে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য থাকবে না।

ই-বি-আর-সি থেকে বের হওয়া কষ্টকর ছিল। চারদিক থেকে এখনো এলোপাতাড়ি গোলাগুলি চলছিল। মৃত্যুকে হাতে নিয়ে বহু কষ্টে ই-বি-আর-সি এলাকা থেকে বের হতে সক্ষম হই।

ই-বি-আর-সির বাইরে একটি ফ্লাটে আমাদের চারজন অফিসার ছিলেন। আসার পথে তাদেরকে বাইরে নিয়ে আসতে যাই। আমাকে দেখে তারা যেন আকাশ থেকে পড়ছেন বলে মনে হল। দেখার সাথে সাথে তারা

ই-বি-আর-সির ভেতরের অবস্থা জানতে চান। আমি উপরে বর্ণিত দু-একটি কথা বলার সাথে সাথে তাদেরকে আমার সাথে আসতে বলি। সেখানে ছিলেন মেজর রেজাউল রহমান (মেডিক্যাল স্পেশালিষ্ট) মেজর আশরাফ (রেডিওলজিষ্ট), ক্যাপ্টেন বাশার (আর্মি সাপ্লাই কোর) ও ক্যাপ্টেন মোহসীন (এডজুটট্যান্ট, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট)।

তাদের মধ্যে একজন বলেন, আমরা তো মনে করছিলাম। ই-বি-আর-সিতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ফাকা আওয়াজ করেছে। জবাবে আমি বলি, এক হাজারেরও অধিক লোককে তারা বেয়নেট বুলেট ও অন্যান্য মরনাস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

এ কথা শোনা মাত্রই মেজর রেজাউল রহমান সকলকে তৎক্ষণাৎ আমার সাথে শহরের দিকে চলে যেতে বলেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে আমরা যাযাবারের মত শহরের দিকে রওনা হই।

চট্টগ্রাম শহরে আসার পর দেখি শহরবাসীরা ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারমুখী হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমি আমার এক আত্মীয় বাড়িতে রাত দশটায় যাই এবং সেখানে রাতযাপন করি।

সকালে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে জনাব এম, আর সিদ্দীকির সাথে কথা হয়। তিনি আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত ই-পি-আর এর কমান্ড নিতে বলেন।

আমি কয়েকজন ছাত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা হই এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) যাই। সেখানে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভূইয়া ই-বি-আর সি ছেড়ে চলে আসলে। সে জবাবে বলে, কোন উপায় না দেখে আত্নগোপন করছি। বেশী কিছু না বলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার কথা বললাম। সে আমাকে যাওয়ার জন্য বলল। আমি বললাম, আমি কোরবানির বকরা তাই যাচ্ছি। ছাত্রদের সাথে গাড়িতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। সেখানে ইপিআরদেরকে সংগঠিত করি।

আমি ইপিআরএর লোকদেরকে যুদ্ধ করার জন্য এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ইবিআরসির ঘটনাবলীর কথা বলাতে তারা একযোগে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের দৃঢ় শপথ ঘোষণা করল।

ই-পি-আর'দের নিয়ে কোথায় কি করতে হবে পরিকল্পনা করার পর আমি পুনরায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। দেখা না পেয়ে বেতার কেন্দ্রে একদিনের মত কাজ করি। বাইরে যাবার পর দেখি চারদিকে লুটপাট, মারামারি চলছে। একজন ছদ্মবেশী ভূয়া ক্যাপ্টেন তার নাম নাসির। তার সাথে কোতয়ালী থানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র বাহির করতে যাই। সেখানে প্রহরারত প্রহরীদের দেখি। নাসিরের হাবভাবে মনে হল যে সেনাবাহিনীর লোক নয়। তদুপরি থানা থেকে ১০/১৫ হাজার টাকা চাওয়াতে মনে আরো সন্দেহ হয়। চট্টগ্রামে আরো দুদিন ছোটখাটো অপারেশন করার পর আমি ফেনীর পথে রওনা হই এবং ফেনী, নোয়াখালী, মাইজদী, লাকসাম, কুমিল্লার মিয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম এলাকার সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেই । ফেনীতে হেডকোয়ার্টার ছিল। পুলিশ ইপিআর, আর্মি মুজাহিদ ইউ-ওটি সি ও ছাত্রদেরকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হই। সেখানে জনাব খাজা আহমদ, জনাব জরুহুল কাইয়ুম এম-সি-এ কে ভারত থেকে আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে অনুরোধ করি। তারা তাদের চেষ্টা চালান। দুদিন পর বেলুনিয়ার এসডিও ও বি-এস-এফ কমান্ডারের সাথে আমাদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে জনাব খাজা আহমদ, জনাব জহুরুল কাইয়ূম, জনাব আবুদর রশিদ, এম সি এ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন তাদেরকে জানাই এবং বিএসএফ কমান্ডার সবকিছু দিতে স্বীকার করেন।

আমরা বাংলাদেশ থেকে ভারত সীমান্ত রসদপত্র রাখার ব্যবস্থা করাই। সেদিন সব ব্যবস্থা করা হয়। তার সাথে সাথে বার্টার সিস্টেমে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস তারা দেবেন বলেও স্বীকার করেন।

আমরা আমাদের এলাকাটাকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত রাখার জন্য চতুর্দিকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরী করি। যে সব রাস্তা দিয়ে হানাদার বাহিনীর চলাচল করার সম্ভাবনা ছিল সেসব রাস্তার গুরত্বপূর্ণ সেতুগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রাস্তার ডাকাতিয়া নদীর উপর বড় সেতু হরিকোট পুল, ফেনী-লাকসাম রেলওয়ে রাস্তার বড় সেতু পরিকোট ব্রীজ। নোয়াখালীরও অনেক গুরুত্বপূর্ন ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। পরিকোট ব্রীজের সত্বর মেরামতের কাজ দেখার জন্য কুখ্যাত টিক্কা খান পরিদর্শনে এসেছিল।

লাকসামে আমাদের অবরোধ প্রতিহত করতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা মারমুখি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় চারদিন অনবরত যুদ্ধের পর আমাদেরকে লাকসাম ছাড়তে হয়।

লাকসাম-নোয়াখালীর প্রবেশপথে খন্ড খন্ড বহু যুদ্ধ হয়। যার নেতৃত্ব করার জন্য সুবেদার লুৎফরকে ভার দেয়া হয়েছিল। বহুদিন খন্ডযুদ্ধ চলার পর ভারী আধুনিক অস্ত্রের অভাবে পিছু হটতে বাধ্য হই।

সামান্য কিছূ অস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে মাঝে মাঝে এম সি এ নুরুল হক যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন। তাকে দেখে আমাদের লোকজন দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করার মনোবল পেতে।

সমুদ্রপথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমন প্রতিহত করতে চারদিক দিয়ে বহু বাঙ্কার তৈরী করা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের শক্তিশালী অবরোধ দেখে নোয়াখালী থেকে ফেনী না এসে লাকসাম থেকে ফেনীর পথে রেল পথে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। পরিকোট পুলের নিকটে প্রায় একদিন যুদ্ধ চলে। তাদের ত্রিমুখি আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের লোকজন পিছু হটতে আসে। আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ঐ দিনই পাকিস্তানী সেনাদেরকে তিন দিকে আটক করে রাখে- নোয়াখালীর পশ্চিম দিকে, ফেনীর উত্তর দিকে ও বুরবুরিয়া ঘাট এলাকায়।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা একদিন গুণবতীতে অপেক্ষা করার পর অতর্কিতে ফেনীর তিন দিক ঘিরে ফেলে। আমাদের লোক মারমুখি হয়ে বার ঘণ্টার মত তাদেরকে বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের ভারি আধুনিক অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে ফেনী ছাড়তে বাধ্য হয় এবং ভারতের সীমান্তে গিয়ে একত্রিত হয়। তখন ছিল মে মাস।

একিনপুরে আমরা সবাই একত্রিত হই। একিনপুর থেকে ৪ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে শুভপুর বুরবুরিয়া ঘাট মুহুরী নদী ও ছাগলনাইয়া ফ্রন্টে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাই। পাক সেনাবহিনী একদিন অতর্কিতে ছাগলনাইয়ার বাঙ্কার তৈরী করে অপেক্ষা করছিলাম। তাদের কিছুসংখ্যককে মুহরী নদী পার হতে দেই এবং অতর্কিতে তাদের উপর হামলা চালানো হয়। অনেক পাকসৈন্য নিহত হয়। এমনকি তাদের লাশ নেবার জন্য কোন লোক দেড় দিন পর্যন্ত আসে নাই। বাধ্য হয়ে সকল সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারতে আসতে হয়। আমরা ১নং সেক্টরে প্রথম পর্যায়ে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত হই। আমার কিছুসংখ্যক লোক খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।

স্বাক্ষরঃ এনামুল হক চৌধুরী

৭-১১-৭৩

ক্যাপ্টেন শমসের মুবিনের দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন চৌধুরী

২০-১০-১৯৭৩

মার্চের ২২ তারিখে ক্যাপ্টেন হারুন (এসিস্ট্যান্ট উইং কমান্ডার, ই-পি-আর) কাপ্তাই থেকে এসে আমাকে বলল যে আমাকে মেজর রফিকের (এডজুট্যান্ট, ই-পি-আর) বাসায় যেতে হবে। ২২শে মার্চ রাতে আমি, ক্যাপ্টেন হারুন, মেজর খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি মেজর রফিকের বাসায় গেলাম।

জনাব কায়সার এম-পি এ এবং ডাক্তার মান্নান এই দুজন আওয়ামী লীগ কর্মীও সেখানে ছিলেন। আমরা স্থির করলাম যে, এখানে আলাপ-আলোচনা করা নিরাপদ নয়, তাই আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম। যাবার সময় আমরা খুব সতর্ক ছিলাম যে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা।

আমরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন যে, শেখ সাহেব রাজনৈতিক সমাধানের আশা করছেন। আমরা বললাম যে, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের পক্ষ থেকে যদি ঠিক সময়ে কোন সাড়া বা আভাস পাই তাহলে আমরা কিছু একটা করতে পারি।

আমরা বুঝতে পারলাম যে তাদের কোন প্রস্ত্ততি নেই। আমরা বললাম যে আমরা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত আছি। আপনারা ঢাকা থেকে খবরাখবর নিয়ে আগামীকাল আমাদের জানাবেন।

২৩শে মার্চ মেজর রফিক আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। কিন্তু কিছু একটা হবে কিনা তিনি তখনও জানেন না। আমাদের আলাপ-আলোচনার কথা মেজর জিয়াউর রহমানকে জনালাম। তাকে আমরা আবার আশ্বাস দিলাম যে আমরা সবসময় তার সাথে থাকব। এর আগে লেঃ মাহফুজকে পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বলেছিলেন। আমি তাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম যে আমাদেরকে পাকিস্তানীরা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। আমরাও তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মেজর জিয়াউর রহমান বলেছেন যে সিটিং ডাক-এর মত না থেকে নিরস্ত্র করতে আসলে তা প্রতিহত করবেন। মাহফুজ বলল যে পরিস্থিতি এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কিনা? তারপর সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে।

২৪শে মার্চ মেজর রফিক আমাকে বলল যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের কোন সিদ্ধান্ত এখনও আমাদেরকে জানাননি। ২৪শে মার্চ রাতে খবর পেলাম যে জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করছে। এম ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করতে জনগণ বাধা দিচ্ছে। জেটি থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সেনাবাহিনীর লোকজন চলাফেরা করতে না পারে। এখবরটা আমি জিয়াউর রহমান সাহেবকে পাঠালাম।

আমাদের সৈনিকদের মাঝে একটা আতংক দেখতে পেলাম। কি হবে? কি করতে হবে না হবে? বাইরের ঘটনাবলীতে সৈনিকরাও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল। আমি সারারাত সজাগ ছিলাম। ২৪শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুইজন মেজর জেনারেল চট্টগ্রামে ইবিআর সি-তে এসেছিলেন। ঐদিন জানতে পারলাম দুজনের সাথে করে ব্রিগেডিয়ার মুজমদারকে (ই-বি-আর-সি কমান্ডার মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর) ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খবরটা জিয়াউর রহমানকে জানাই। আমাদের সি-ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া বললেন যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়নি। তিনি বার বার বলছিলেন যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের জায়গায় ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

---

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত

২৫শো মার্চ ব্রিগেডিয়ার আনসারী আমাদের সি-ওকে নির্দেশ দিলেন যে আমরা যেন ব্যারিকেড পরিষ্কার করি। "অল ব্যারিকেডস মাস্ট বি ক্লিয়ার এ্যাট এনি কষ্ট"- এটা ব্রিগেডিয়ার আনসারীর ম্যাসেজ ছিল। এ্যাট এনি কষ্ট শব্দটার উপর আমাদের সি-ও খুব এ্যামফ্যাসিস করছিলেন। ষোলশহর রেলক্রসিং এর উপর ওয়াগন দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঐ ব্যারিকেড সরাতে পুরো একটা কোম্পানী ডিটেইল করা হল। সুবেদার খালেককে বললাম। যে এ ট্রেনের ওয়াগন যেন বিকেল চারটার আগে সরানো না হয়। কমান্ডিং অফিসার আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেকে ঐ ওয়াগনগুলোর চাকা ব্রেক ভাঙ্গতে শুরু করলেন। জনসাধারন খুব হৈ হুল্লোড় করছিল। বিকেল পর্যন্ত ঐ ব্যারিকেড সরানো হল। বায়েজীদ বোস্তাম পর্যন্ত সমস্ত ব্যারিকেড পরিস্কার করতে নির্দেশ দেয়া হল। আমরা আশা করছিলাম যে আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড থেকে কোন নির্দেশ পাব। আমি মেজর রফিকের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। তিনিও বললেন যে কোন নির্দেশ তিনিও পাননি। তিনিও প্রস্তুত আছেন।

আমরা ব্যারিকেড পরিস্কার করতে গেলাম। ২৫শে মার্চ রাত ৯টা নাগাদ সমস্ত ব্যারিকেড পরিস্কার করা হল। জনসাধারণ আমাদেরকে খুব বাধা দিচ্ছিল। "আপনারা এসব করবেন না। আপনাদেরই ক্ষতি হবে।" জনসাধারন এসব বলছিল। আমরা বললাম যে আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় আমরা কিছু করছি না। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি। তদুপরি অন্য কোন নির্দেশও আমরা পাচ্ছি না। কমান্ডিং যে কোন উপায়ে হোক ব্যারিকেড ক্লিয়ার করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

ষোলশহর থেকে বায়েজীদ বোস্তামী পর্যন্ত ডিউটি দেবার জন্য আমাদের উপর নির্দেশ দেয়া হল। আমরা যখন ডিউটি করছিলাম। তখন বালুচ রেজিমেন্টের ৫টা গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেল। ঐ সব গাড়ীতে গোলাবারুদ ও এমুনিশেনও ছিল।

রাত সাড়ে এগারটায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়ার সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম পোর্ট এ ডিউটি করতে খবর দিতে বললেন। তিনি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে বলতে বললেন যে ভয়ের কোন কারন নাই। জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ সকালে চলে আসবে।

রাস্তায় ছেলেরা একটা গর্ত করেছিল। সেই গর্তটা ভরাট করতে আমাকে বলা হল। আমি জিয়াউর রহমানের স্ত্রীকে এ খবর বললাম। জিয়াউর রহমানকেও এ খবর জানালাম।

রাত বারটায় আমি ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টের গেটে গেলাম। সেখানে গিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন অলিকে টেলিফোনে জানালাম যে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না সেখানে ঠিক কি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন অলি আমাকে সঠিক খবর নেবার চেষ্টা করতে বললেন এবং তাকে জানাতে বললেন। এমন সময় কিছু বাঙ্গালী সৈন্যকে গেটের দিকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে বললেন যে, স্যার বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের অনেককে মেরে ফেলেছে। কর্নেল এম, আর, চৌধুরীকেও (ই-বি-আর-সি চীফ ইন্সট্রাক্টর) মেরে ফেলেছে। আমি সংগে সংগে তাদেরকে গাড়িতে উঠালাম এবং আমার সাথে ষোলশহরে এইটথ বেঙ্গলে নিয়ে আসলাম।

এইটথ বেঙ্গল-এ এসে শুনলাম যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে এটা করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন যে এখন থেকে তিনিই হচ্ছেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। তিনি আরো বললেন যে গোলাগুলির খবর তিনি শুনেছেন। এ খবর শোনার পর তিনি ব্যাটালিয়ন এর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়াসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করেছেন। পরে ওদের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারপর মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে ব্যাটালিয়ন এর সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করতে বললেন। সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হল। তার পর মেজর জিয়াউর রহমান টেবিলের উপর উঠে বক্তৃতা করলেন। তিনি

বললেন, "আজ থেকে আমি অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সংকল্প ঘোষণা করলাম। এবং আমার নির্দেশেই সবকিছু চলবে। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। এখন এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা সবাই কালুরঘাটের দিকে যাব, সেখানে গিয়ে আমরা সবকিছু রিঅর্গানাইজ করব এবং আমাদের পরবর্তী কর্মস্থল নির্ধারণ করব।"

২৬শে মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দুরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬শে মার্চ এভাবে কেটে গেল।

২৭শে মার্চ সন্ধার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন যে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত আছি। আপনারা যে যেখানে আছেন, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে বললেন। তিনি বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলোর সাহায্য এবং সহযোগিতা কামনা করলেন। দেশবাসীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে বললেন।

২৮শে মার্চ সারা দিন আমি ঐ ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ি।

চট্টেশ্বরী রোডে অপারেশনঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের এ্যমবুশ করেছিল। আমরা ১০ জন ছিলাম। আমরা ওদের এ্যামবুশ কাউন্টার করেছিলাম।

২৯শে মার্চ আসকের দীঘি অপারেশনঃ প্রায় ১২ ঘন্টা এখানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়।

৩০শে মার্চ বাকুলিয়া গ্রাম অপারেশনঃ এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুটো গেরিলা কমান্ডোকে হত্যা করা হয়।

এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে কালুরঘাট ব্রীজ অপারেশন চালানো হয়। এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে আমি গুরতররুপে আহত হই। আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ি। তারপর আমাকে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। বন্দী শিবিরে রাখা হয়। এবং অশেষ নির্যাতন করা হয়। প্রত্যহ আমাকে মারধর করা হত। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আমাকে রাখা হয়। আমার সাথে আরো অনেক বন্দি ছিল। এদের কাউকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জুন মাস পর্যন্ত আমার উপর অত্যাচার চলে। নভেম্বর মাসে আমার বিরুদ্ধে চার্জশীট আনা হয়। বলা হয়েছিল আমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে। কিন্তু ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করে। আমি মুক্ত হয়ে যাই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কালুরঘাটে এসে গ্রামে আমরা শপথ গ্রহণ করলাম। শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমানঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। এমন কি যদি প্রয়োজন হয় দেশের জন্য আমরা প্রাণ দেব।

আমাদের ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার ছিল গ্রামে। ৩০শে মার্চ বাকুলিয়া গ্রামে অপারেশন চালিয়ে আমরা দুটো কমান্ডোকে হত্যা করি।

চকবাজারে আমরা প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করেছিলাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটে যাই।

চট্টগ্রাম কালুরঘাটের যুদ্ধঃ ১১ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভীষণ আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। আমি এবং মেজর হারুন আমাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায়

৩৫ জন। ওদের সংখ্যা ছিল ১০০-এরও উপর। আমাদের একজন সিপাহী এই যুদ্ধে মারা যায়। মেজর হারুন ব্রীজের উপর আহত হন। আহত হবার পর অতিকষ্টে তাকে পুলের ওপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে নির্দেশ দিলাম। আমাকে একজন সৈন্য চলে যেতে বলল। আমি বললাম যে তোমরা যাও আমি আসছি। আমি রয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি নিজেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় দেখলাম। অন্য সবাই পুলের অপর পারে চলে যেতে সক্ষম হয়। আমি ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে চারদিকে চাইনিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুড়তে দেখলাম। তারপর একটা গুলি এসে আমার কোমরে লাগে এবং আমি গুরুতররূপে আহত হয়ে পুলের উপর পড়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম যে শত্রুরা আমাকে ধরে ফেলবে। আমি ওদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে স্থির করলাম। কিন্তু স্টেনগানটা দুরে ছিল। তাই এটা সম্ভব হল না। আমি ভাবছিলাম ওরা আমাকে ধরে মেরে ফেলবে কিন্তু শত্রুরা আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে। তারপর আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়।

স্বাক্ষরঃ শমসের
বাংলাদেশ আর্মি

চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী*
১৭-১-১৯৭৫

২২শে মার্চ আমি চট্টগ্রামে আসলে ক্যাপ্টেন রফিক আমাকে বললেন, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অনেক বাঙ্গালী অফিসার আছেন, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে কথাবার্তা চালাও। আমি ক্যাপ্টেন রফিকের কথামত ২৩শে মার্চ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেসে যাই এবং আমার কোর্স মেট ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে লেঃ কঃ) ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (বর্তমানে মেজর) লেঃ মাহফুজুর রহমান (বর্তমানে মেজর), লেঃ শমসের মুবিন চৌধূরী (বর্তমানে মেজর) এর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলি। মেজর শওকত তখন মেসে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিনিয়র, সেহেতু তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনি।

উপরে বর্ণিত তরুণ অফিসারবৃন্দকে নিয়ে আমি ক্যাপ্টেন রফিকের বাসায় সন্ধায় আসি এবং সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রফিকসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অধ্যাপকের বাসায় পৌঁছাই-তখন রাত অনুমান সাড়ে ন'টা। আমার নিজের একটি ভক্সওয়াগান গাড়ি ছিল। ঐ গাড়িতে করে আমরা গিয়েছিলাম। ঐ সভাতে এমপিএ আতাউর রহমান কায়সার, ডাঃ মান্নানসহ আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের সর্বশেষ অবস্থা, আমাদের ক্ষমতা, পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। সামরিক বাহিনী গতিবিধি দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, পাকিস্তানী সেনারা সত্বর বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে যাচ্ছে। সভায় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুন অফিসারবৃন্দের সঙ্গে আমাদের ই-পি-আর বাহিনীর অফিসারবৃন্দের (২জন) মাঝে সমঝোতা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যদি পাক বাহিনী আক্রমণ করে আমরা বাঙ্গালীরা একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়বো এবং সমুচিত জবাব দেব।

২৪শে মার্চ সকালে আমি কাপ্তাই চলে যাই। যাবার পূর্বে আমি এবং ক্যাপ্টেন রফিক আর একবার মিলিত হই। কথা হয় যে, পাকিস্তানীরা যদি আক্রমণ করে অথবা ইঙ্গিত দেয় তাহলে আমরা বিদ্রোহ করবো এবং ক্যাপ্টেন রফিক আগে বিদ্রোহ করলে সে আমাকে খবর দেবে। রফিক আরও বললো যে, আমি ইন্সপেকশনের

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন

নামে পাঞ্জাবীদের অস্ত্রের ফায়ারিং পিন অকেজো করে দিয়েছে এবং তুমিও তোমার উইং-এ তাই করো। আমি রাজী হলাম। আমাকে তিনি কোড ওয়ার্ড দিলেন, "ব্রিং সাম উড ফর মি"- অর্থ হলো চট্টগ্রামে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাকেও বিদ্রোহ শুরু করতে হবে। এবং সমস্ত অবাঙ্গালীদের বন্দী করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে মিলতে হবে।

২৪শে মার্চ খুব ভোরে আমি কাপ্তাই চলে গেলাম। আমার উইং-এ সুবেদার মেজর ছিল (বাঙ্গালী) নজমুল হক। সুবেদার মেজর আমাকে সব খবরাখবর এনে দিত। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অবাঙ্গালী এন-সিও এবং জে-সি-ওরা রাতে গোপনে মেজর পীর মহম্মাদের (উইং কমান্ডার) বাসাতে সলাপরামর্শ করতো। আমি সবসময় সতর্ক থাকতাম এবং বুঝতে পারতাম উইং কমান্ডার এবং অবাঙ্গালীদের মনে আক্রমাণাত্মক প্রস্তুতি চলছে। আমি ভিআইপি রেস্ট হাউসে থাকতাম। ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন ফারুক বান্দরবন থেকে উইং হেডকোয়ার্টারে আসে। ক্যাপ্টেন জায়দী আমার অনুমতি নিয়ে ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় কাপ্তাইতে আসেন। ক্যাপ্টেন ফারুক এবং ক্যাপ্টেন জায়দী আমার রুমে জায়গা নিলেন। আমরা তিনজন কথাবার্তা বলে রাত ৯-৩০ থেকে ১০টার দিকে ঘুমতে যাই। এমন সময় আমার অর্ডারলি দরজা ধাক্কা দেয় এবং আমার টেলিফোনের কথা বলে। আমি টেলিফোনে যেয়ে শুনলাম যে লাইন কেটে গেছে। তবে অপারেটর বলল, ক্যাপ্টেন রফিক কথা বলতে চেয়েছিলেন। আমি রুমে ফিরে যাই এবং মিনিট দশেক পর আবার টেলিফোন আসে। টেলিফোন ধরে জানলাম এম, আর, সিদ্দিকী। জনাব সিদ্দিকী বলেন, ২০-বালুচ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আক্রমণ করেছে। শহরে খুব গোলমাল, আপনি বিদ্রোহ করেন এবং চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন। আমি রফিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। তিনি বললেন, "রফিক যুদ্ধ করছে, সে এখানে নাই। এরপর আবার টেলিফোন পেলাম, করেছেন জনাব এম, আর, সিদ্দিকী। জনাব সিদ্দিকী বলেন, "রফিক যুদ্ধ ময়দানে তবে একটি কোড ওয়ার্ড পাঠাতে বলেছেন, সেটি হলো, ব্রিং সাম উড ফর মি।" তখন আমি অবস্থাটা বুঝলাম। তখনই আমার রুমে এসে পোশাক পরি এবং সিদ্ধান্ত নিই অবাঙ্গালীদের নিরস্ত্র করবো এবং চট্টগ্রামে রওয়ানা হব। পোষাক পড়ার সময় অবাঙ্গালী অফিসার জেগে যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আমি পোশাক ক্যান পরছি। "লাইনে কিছু গোলমাল, এখনই ফিরে আসবো, তোমরা ঘুমাও"- এই কথা বলেই আমি চলে যাই। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় এক অবাঙ্গালী এন-সিও আমার দিকে আসে, এবং বলে স্যার, লাইনে গোলমাল। তখন এনসিওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমি লাইনে যাই। লাইনে পৌঁছে আমি সুবেদার মেজরকে ডাকি এবং সমস্ত কথা বলি। তাকে বলি, ''কোতে চাবি নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। বাঁশী বাজালে কোত খুলে দেবেন।" ঐ রাতে গার্ড কমান্ডার ছিলো একজন পাঞ্জাবী। তাকে ডেকে আমাদের দোতালায় সমস্ত এন-সিকে ডাকতে বললাম। আমার সাথের এনসিওকে তার আগেই উপরে পাঠিয়েছিলাম। গার্ড কমান্ডার উপর তলা থেকে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি বন্ধি করি এবং অস্ত্র কেড়ে নেই। আমার কথামত কোয়ার্টার গার্ডের বাঙ্গালী সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় সিঁড়ির মুখে পজিশন নিতে থাকে। হুইসেল দেই, সমস্ত বাঙ্গালী সৈনিকদের উপর হতে নিচে নেমে আসতে বলি এবং অবাঙ্গালীদের উপরে থাকতে বলি। কোন অবাঙ্গালী নামার চেষ্টা করলে গুলি করার হুকুম দেই। বাঙ্গালীরা প্রস্তুত ছিল, তাই হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালীরা নীচে নেমে আসে। কোত খুলে দেওয়া হয় এবং সকলের হাতে অস্ত্র-গোলাবারুদ তুলে দেওয়া হয়। আমি তখন উইং কমান্ডার মেজর পীর মহাম্মাদকে নিরস্ত্র করতে গেলাম। কাপ্তাইতে তখন কতগুলো পয়েন্ট ছিল, যে পয়েন্টে আমাদের ই-পি আর বাহিনীর ৪/৫ জন পাহারায় থাকতো। উইং কমান্ডারের বাসার সামনেই একটা পয়েন্ট ছিল। সে পয়েন্টের গার্ড ছিল অবাঙ্গালী। আমি তখন পয়েন্টের গার্ডটিকে নিরস্ত্র করি এবং তারপর মেজর পীর মহাম্মদের বাসায় যাই। মেজর পীর মহাম্মদ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ডাকাডাকিতে উঠলেন এবং তিনি আমাকে পোষাক পড়া দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আসলে বললাম, "আপনি বন্দী। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমি উইং-এর দায়িত্ব নিয়েছি।" মেজর পীর মহাম্মাদ অস্ত্র ধরার চেষ্টা করলেন। আমি হুঁশিয়ার করে দেই, "অগ্রসর হলে মৃত্যু।" তাকে বললাম, "ঘরে থাকেন, কোন অসুবিধা হবে না আপনার।'' এই বলে বাইরে গার্ড রেখে আবার রুমের দিকে যাই। রুমে পৌঁছে দেখলাম ক্যাপ্টেনদ্বয় উঠে বসেছে। তাদেরকে বললাম, ''তোমরা বন্দী। এদেশ স্বাধীন।" পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন জায়দী উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই তাঁকে বন্দী করে

ফেলি। ক্যাপ্টেন ফারুক পাঠান ছিল। সে খুশি হয়ে বললো। "ভালই হলো আমি তোমার অনুগত হয়ে বাংলাদেশের সেবা করবো।" রাত তখন সাড়ে এগারোটা হবে। হাজার হাজার জনতা পথে নেমেছে। আমি ই-পিআর কোম্পানীর ৪/৫ জনকে উইং হেডকোয়ার্টারের রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে রাত সাড়ে তিনটার দিকে চট্টগ্রামের পথে রওনা হই। যাবার পূর্বে অয়ারলেস মারফত আমার অবশিষ্ট কোম্পানীগুলোকে মেসেজ পাঠাই যে, সমস্ত অবাঙ্গালীদের বন্দী করে কাপ্তাইতে একত্রিত হয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হও।

২৬শে মার্চ আমি যখন চট্টগ্রাম শহর থেকে ৭/৮ মাইল দুরে ছিলাম তখন দেখলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য পটিয়ার দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাক বাহিনী আক্রমণ করেছে এবং মেজর জিয়া সহ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। তারা পটিয়াতে একত্রিত হবে। আমি অগ্রসর হলে মেজর জিয়ার সাক্ষাৎ পাই। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বললেন, "ক্যাপ্টেন রফিক শহরে যুদ্ধ করছে আমরা ৮ম ইস্ট বেঙ্গল পটিয়াতে একত্রিত হবো তারপর আবার শহরে এসে পাল্টা আক্রমণ চালাবো।" আমাকে তার সঙ্গে থাকতে বললেন। আমি মেজর জিয়ার সঙ্গে থেকে গেলাম। এরপর মেজর জিয়ার কমান্ডে কাজ করতে থাকি। পটিয়াতে আমরা সবাই মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শপথ নেই। কালুরঘাটে পাকবাহিনী ব্যাপকভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। ১১ই এপ্রিল পাকসেনারা চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গোলা ফেলতে থাকে।

ঐ তারিখে আমি এবং শমসের মবিন চৌধুরী গুরুতররূপে আহত হই। আমাকে পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ নূর হোসেন (অস্ত্র বিশেষজ্ঞ) পটিয়াতে আমার অস্ত্রোপাচার করেন। তারপর আওয়ামী লীগের লোকজন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে ফিরতে থাকে। ইতিমধ্যে কালুরঘাটের পতন ঘটে। মালুরঘাট নামক স্থানে খৃষ্টান মিশনারী হাসপাতালে পুনরায় আমার অস্ত্রোপচার করে সেখান থেকে কক্সবাজারের উখিয়া নামক স্থানে সমসের আলম চৌধুরীর বাড়িতে রাখেন। সমসের আলম চৌধুরী সাহেব আমাকে ওষুধপত্র দিয়ে এবং সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলেন। ফকরুদ্দিন (আমার ব্যাটসম্যান) সব সময় সঙ্গে ছিল। খামারবাড়ি নামক স্থানে থাকা অবস্থায় পাঞ্জাবীরা আমাদের খোঁজে আসে। তখন আমাকে স্ট্রেচারে করে সবাই বার্মা চলে যায়। বার্মা রিফুইজি ক্যাম্পে সবাই আশ্রয় নিই। সেখানে চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বার্মা থেকে পালিয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে টেকনাফে আসি। টেকনাফে এসে বেশকিছু ই-পি-আর ছেলে পেলাম এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্যরাও ছিল। আমি ওখানে থেকে যাই এবং আবার যুদ্ধে নেমে পড়ি।

১১/১২ ই ডিসেম্বর কক্সবাজারে ভারতীয় সেনাবাহিনী নামলে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দেই এবং দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই।

স্বাক্ষরঃ হারুন আহমেদ
১৭-১-৭৫

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ক্যাপ্টেন ভূইয়া

মেজর এম, এস, এ, ভুইয়া।*

২৬শে মার্চ দুপুরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে, একটি বেতার-কেন্দ্র আমাদের দখলে রয়েছে। ২৮শে মার্চের সন্ধ্যা থেকে ২৯শে মার্চের রাত পর্যন্ত আমি এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে ছিলাম। আমার সে সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রুপায়নই এ আলেখ্য।

বলা বাহুল্য বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র এবং পরে মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রটি গোড়াতে খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামে।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি রচিত 'মুক্তিযুদ্ধে নয়মাস' গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৪- থেকে সংকলিত

বেতার-কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ২৮শে মার্চ সকালে কালুরঘাটে মেজর জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে চট্টগ্রাম শহরে ফেলার পথে আমি প্রথমবারের মতো বেতার কেন্দ্রটিতে প্রবেশ করি। কিছুক্ষনের মধ্যেই ঐ বেতার কেন্দ্রে কর্মরত স্টাফের সাথে আমার পরিচয় হয়। সেখানে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট শমশেরের সাথেও আমার দেখা হলো লেফটেন্যান্ট শমশের সে সময়ে বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের লিখিত ভাষণ বারবার প্রচার করছিলেন।

সেদিন পশ্চিম কমোডোর মমতাজের বাসা আক্রমণের পর আমি বেতার কেন্দ্রে ফিরে আসি এবং লেফটেন্যান্ট শমশেরের স্থলাভিষিক্ত হই। মেজর জিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট শমশের সে সময়ে কালুরঘাটে ফিরে যান।

বেতার কেন্দ্রে অবস্থানকালে সেখানে আমার কাজ ছিল ঐ বিপ্লবী বেতার-কেন্দ্রের' চারদিকে মোতায়েন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কমান্ড করা ঐ কেন্দ্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং বেতার কেন্দ্র প্রচারিতব্য সংবাদ, বুলেটিন ও নানা কথিকা পড়ে সে-সব এ্যাপ্রুভ করে দেওয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বেতার-কেন্দ্রে থাকাকালীন আমাদের সাথে যারা কাজ করতেন তাদের বেতার কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আসা যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আমি ৭টি 'পাস' ইস্যু করেছিলাম। প্রথমে ৬টি এবং পরে ১টি পাস ইস্যু করা হয়েছিল। মেজর জিয়ার নির্দেশ ছিল কোন সংবাদ বা কথিকা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করার আগে অবশ্যই তা কোন অফিসারকে পড়ে চেক করে দিতে হবে। লেফটেন্যান্ট শমশের বেতার কেন্দ্র থেকে কালুরঘাট চলে যাবার সময় মেজর জিয়ার এই নির্দেশের কথা আমাকে বলে গিয়েছিলেন। সে সময় বেতার-কেন্দ্র থেকে আমি যেসব সংবাদ এবং কথিকা পাঠ করেছি তার সবগুলোতেই আমি আমার ইনিশিয়াল দিয়েছি। বলা বাহুল্য, এসব কাজ করার সময় আমার মনে এক অসাধারণ বিপ্লবী চেতনার জন্ম হয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সে সময় আরব জাহানের প্রখ্যাত গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফাতের কর্মধারা ও জীবন-চেতনা আমাকে অনুপ্রানিত করে তুলেছিল। তাঁর কথা তখন আমার বারবারই মনে পড়তো, মনে পড়তো তাঁর বিপ্লবী-সংস্থা 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর কথাও। মনে আছে, একটি কথিকায় লেখক-প্রদত্ত নামটি কেটে দিয়ে তার ওপর আমি লাল কালিতে আমাদের সংগ্রামী-সংস্থার নাম দিয়েছিলাম 'বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট'। পরবর্তীকালে সাংবাদিকরা এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'মুক্তিফৌজ'।

২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট শমশের ও আমি অনেক্ষণ আলাপ আলোচনার পর ব্লাক আউট ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিই। সে অনুসারে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ব্লাক আউট পালনের ঘোষণাও প্রচারিত হয়। বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী যথারীতি ব্লাক আউট পালিতও হয়েছিল। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আরেকটি গুরুত্বপুর্ন নির্দেশে সবাইকে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে ক্যাপ্টেন মুহসিন, ক্যাপ্টেন মুখলেস, ক্যাপ্টেন ইনাম, ক্যাপ্টেন ওয়ালী, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া ও অণ্যান্যের কাছে রিপোর্ট করার আহবান জানানো হয়েছিল। অবশ্য এই ঘোষণায় কোনো জায়গার নাম উল্লেখিত হয়নি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ন ঘোষণায় বলা হয়েছিলঃ 'নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করুন। এই ঘোষনায় রিপোর্ট করার স্থান হিসাবে লালদীঘির ময়দান এর উল্লেখ ছিল কারণ ২৯শে মার্চ সকালে দেখা গেল যে চট্টগ্রাম কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রোড ধরে হাজার হাজার লোক নিজ নিজ বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ২৮-২৯শে মার্চ রাতে পি, এন, এস, জাহাঙ্গীর যুদ্ধজাহাজ থেকে পাঞ্জাবীরা চট্টগ্রাম শহরে অত্যাধিক শেলিং করেছিল। শেলিং এর দরুন কয়েক জায়গায় আগুন ধরে যায়। আগুনের ফুলকিতে মনে হয়েছিলো চট্টগ্রাম শহরে বুঝি পাইকারী ধ্বংসলীলা চলছে। এ অবস্থা দেখে বেসামরিক লোকেরা যার হাতে যে বন্দুক বা অন্য অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে তখন নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ ছিল না, তাই তারা অসংঘবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। ঐসব লোকদের আবার একত্রিত করে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী বেতার থেকে অস্ত্র নিয়ে লোকদের আবার একত্রিত করে

পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী বেতার থেকে অস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল। সত্বর তাদের এক জায়গায় জমায়েত করতে হলে এ-ধরনের ঘোষণা প্রচার ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণা এ-সময়ে বেতার-কেন্দ্রে উপস্থিত কয়েকজনের সাথে আলোচনা করেই প্রচারিত হয়েছিল।

ঘোষণাটি কয়েকবার প্রচারিত হবার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর এ, আর, মল্লিক আমাকে টেলিফোন করেন। লালদীঘির ময়দানে একত্রিত হওয়ার এই ঘোষণা সম্পর্কে তার সাথে আমার অনেক আলাপ হয়। তিনি আমাকে অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার বন্ধ করতে বলেন। তিনি যুক্তি দেন যে, এই ঘোষণামতে যদি সবাই গিয়ে লালদীঘির ময়দানে একত্রিত হয় তাহলে হানাদাররা নিশ্চয় এই জমায়েতের ওপর পি,এন,এস জাহাঙ্গীর জাহাজ থেকে শেলিং করবে, এমনকি হাওয়াই হামলাও করতে পারে। ডক্টর মল্লিকের এই যুক্তিপূর্ন উপদেশে আবার আমাকে বেতার মারফত 'লালদীঘির ময়দানে' একত্রিত হওয়ার ঘোষণাটি বাতিল করে দিতে হয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে যেসব সশস্ত্র বিপ্লব হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথমে অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং পরে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এক্ষেত্রে প্রথমে ঘোষিত হয়েছে বিদ্রোহ, পরে হয়েছে সংগঠন- আমরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছি, পরে শুরু করেছি বিদ্রোহীদের সংগঠন। ২৬শে মার্চ ভোরে যে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে তা আমরা অনেকেই ২৫শে মার্চের মধ্যরাতেও জানতাম না।

কুমিরার লড়াই*

মেজর এম, এস, এ ভূঁইয়া

ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট দখল করব; কিন্তু শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কুমিল্লা থেকে যে ২৪নং এফ, এফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) এগিয়ে আসছে, তাকে বাঁধা দেওয়াই প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো।

তখন বিকেল ৫টা। ২৪নং এফ, এফ-কে প্রতিহত করার জন্য কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ই-পি-আর এর মাত্র ১০২ জন যোদ্ধা সমবায়ে সংগঠিত দল নিয়ে এই অভিযানে আমরা বের হলাম। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিমা হানাদার সৈন্যদলের মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের সম্বল মাত্র একটি এইচ-এম-জি কয়েকটি এল-এম-জি আর বাকিসব রাইফেল। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পুরো একটি সুসংগঠিত ব্যাটালিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার ঝুঁকি যে কি বিরাট এবং তার পরিণাম যে কি মারাত্মক হতে পারে সেদিন তা আদৌ উপলব্ধি করতে পারিনি তা নয়; আসলে মনটা ছিল তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত : দেশের মুক্তি কামনায় উত্তপ্ত; ক্ষোভে, ক্রোধে, আবেগে উত্তেজিত। সুতরাং ঠান্ডা মাথায় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে পরিকল্পনা করার আদৌ অবসর ছিল না তখন। অন্য কিছু সম্বল না থাকলেও যুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে জিনিসের প্রয়োজন হয় সেই সাহস, সেই উদ্দীপনা, সেই উদ্দীপ্ত প্রাণের আকাঙ্খা ছিল আমাদের সম্বল। আমাদের এই অপরিমেয় মনোবল ও দুর্জয় আত্মবিশ্বাস সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছিল। এছাড়া ছিল পরম করুনাময়ের অপার করুনা যা বারবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে আমাদেরকে সাফল্যের স্বর্নদুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। আজ আমার এ প্রত্যয় দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, সত্য ও ন্যায়ের সেই পবিত্র চিরদিনই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে এভাবেই সাহায্য করে থাকে।

---

* 'মুক্তি যুদ্ধের' নয়মাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

আগেই খবর পেয়েছিলাম, শত্রুবাহিনী ফেনীর কাছে শুভপুরের ব্রীজ পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে। অতএব, যত দ্রুত তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা যায় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমার কথামত আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী ৫টি সাধারণ পরিবহণ ট্রাক এনে হাজির করলেন। তখন আমার সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের প্রত্যেকেই যেন একটা যুদ্ধাংদেহী ভাব। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেকদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা বঞ্চনা, ক্ষোভ, আক্রোশ বিদ্রোহের আগুনে ফুঁসে উঠেছে এবং তা দুর্জয় সংগ্রামের মাধ্যমেই যেন স্ফুরিত হতে চায়। চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের শাসন শোষণ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের জগদ্দল পাথরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে আজ সবাই যেন বদ্ধপরিকর।

আমি আমার ক্ষুদ্র দলের ১০২ জন যোদ্ধাকে ৪টি ট্রাকে উঠালাম এবং বাকি ট্রাকটিতে কয়েকটি গুলির বাক্স উঠিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটি মোটর সাইকেলে চড়ে সবার আগে চললাম। উদ্দেশ্যঃ এগোনোর সাথে সাথে পথের দুপাশে এমন একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে নেওয়া যেখান থেকে শত্রুর উপর সাফল্যের সাথে প্রচন্ড আঘাত হানা যায়। শুভপুরে সেদিন আমাদের যাত্রাপথের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমিয়েছে। তাদের মধ্যে কল-কারখানার শ্রমিকই বেশী। মুখে তাদের নানান শ্লোগান। হাজার কণ্ঠের সেই শ্লোগান আকাশ বাতাশ মুখরিত করে তুলেছিল। গত রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া বর্বর বাহিনী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমন, নির্মম হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, বিশেষত: বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদেরকে পাশবিকভাবে হত্যা করার খবর এরই মধ্যে প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছে গেছে। যে কোনোভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তারা প্রস্ততত। সুতরাং যখনই তারা দেখতে পেল খাকি পোশাক পরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এর জওয়ানরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। মুহুর্মুহু তার শ্লোগান দিতে লাগল। জয় বাংলা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট জিন্দাবাদ, ই-পি-আর জিন্দাবাদ। এদিকে তাদের কেউ কেউ সৈন্যদেরকে কি দিয়ে এবং কিভাবে সাহায্য করতে পারবে তাই নিয়ে মহাব্যস্ত।

আমাদের সৈন্য বোঝাই ট্রাকগুলো তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় একজন বুড়ো লোক তার পথের পাশের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। বললোঃ স্যার আমি গরীব মানুষ কিছু দেওয়ার মত আমার ক্ষমতা নাই। এই নিন আমার দোকানের সিগারেট (সিগারেট ৩ কার্টুন ছিল); আপনার জওয়ানদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। বৃদ্ধের এই সহানুভূতি ও আন্তরিকতায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। আর একজন একটি ট্রাকে করে প্রায় এক ড্রাম কোকাকোলা নিয়ে এল। কেউ কেউ খাদ্যসামগ্রীও নিয়ে এলো।

আন্তরিকতা ও ভালবাসার সেই উপহার আমাদের মনকে আনন্দে উদ্বেল করে তুলেছিল। কেমন করে কি ভাবে তারা সেসব জিনিস যে সেদিন সংগ্রহ করেছিলেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হই।

সন্ধ্যা তখন ৬টা। আমরা কুমিরায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থানটি খুবই উপযুক্ত বিবেচিত হল। পথের ডাইনে পাহাড় এবং বামদিকে আধ মাইল দুরে সমুদ্র। শত্রুর ডানে এবং বামে প্রতিবন্ধকতা আছে এবং শত্রুকে এগুতে হলে পাকা রাস্তা দিয়েই আসতে হবে। তাই সেখানেই পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যেখানে পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তার পিছনে একটি খাল ছিল। ঐ খাল থেকে ৫০০/৬০০ গজ সামনে অর্থাৎ উত্তর দিকে আমি পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। খালটি একটি পদাতিক বাহিনীর জন্য তেমন একটা বাধা নয়। তবু এটা পিছনেই রাখলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি বর্তমান পজিশন শত্রু আমাদেরকে ছাড়তে বাধ্য করে তখন খালের পারে পজিশন নিতে পারব। এটা ছিল আমার বিকল্প পরিকল্পনা। জমিনের স্বরুপ দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করে নিলাম। আমার তিনজন প্লাটুন কমান্ডারকে ডেকে খুব সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম এবং নিজ নিজ স্থানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিলাম। আমার নির্দেশ অনুযায়ী এইচ-এম-জি'টা ডানে পাশে পাহাড়ের ঢালুতে ফিট করা হলো। স্বয়ং ই-পি-আর

সুবেদার সাহেব ভারী মেশিনগানটির সংগে রইলেন। কারণ এই ভারী মেশিনগানটিই আমাদের প্রধান হাতিয়ার এবং সবচেয়ে বড় সম্বল। আমি বামদিকের কয়েকটি এল-এম-জি'র পজিশন ঠিক করে দিলাম। আমার নির্দেশমত সবাই মাটিতে পজিশন নিয়ে নিল। পজিশনের অবস্থাটা হল অনেকটা ইংরেজী U (ইউ) এর মত। অর্থাৎ ডানে বায়ে এবং পিছনে আমাদের সৈন্য। যেদিক থেকে শত্রু এগিয়ে আসছে কেবল সেই সামনের দিকটা সাঁড়াশির হারের মত খোলা।

কুমিরা পৌঁছেই মোটর সাইকেলযোগে একটি লোককে আমরা পাঠিয়েছিলাম শত্রুর অগ্রগতি সম্পর্কে খবর নিতে। এই মধ্যে সে খবর নিয়ে এসেছে যে শত্রু আমাদের অবস্থানের আর বেশী দুরে নেই। মাত্র চার পাঁচ মাইল দুরে। তবে তারা ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে আসছে। যে লোকটিকে পাঠিয়ে ছিলাম সে পাঞ্জাবীদের নিকটে গিয়ে রাস্তার পাশের একটি দোকান থেকে সিগারেট কিনে ফিরে এসেছে। সে আমাকে জানালো যে পাঞ্জাবীদের পরনে কালো বেল্ট, কাঁধে কালো ব্যাজ এবং কি যেন একটা কাঁধের উপর তাও কালো। তখন আমার সন্দেহ রইল না যে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যরাই এগিয়ে আসছে।

আমাদের অবস্থানের ৭০/৮০ গজ দুরে বড় একটি গাছ ছিল। জনসাধারণের সাহায্যে গাছের মোটা ডালটা কেটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ফেলা হলো। গাছের ডাল দিয়ে আমাদের সুন্দর একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি হয়ে গেল। জনসাধারণ রাস্তার আশপাশ থেকে কিছু ইট এনে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখল।

এত অল্প সময়ে জনসাধারণ কিভাবে গাছের ঐ মোটা ডালটা কেটে ফেলল এবং ইট সংগ্রহ করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো আজ তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে শত্রুসৈন্য যখন ব্যারিকেড সাফ করার জন্য গাড়ী থেকে নামবে এবং সাফ করার জন্য একত্রে জমা হবে তখন সকলে একযোগে শত্রুর উপর গুলি ছোড়া শুরু করবে। বিশেষ করে ভারী মেশিনগান দ্বারা অবিরাম গুলি ছুড়বে।

প্রায় এক ঘন্টা সময় আমাদের প্রতীক্ষার মধ্যে কেটে গেল। সন্ধা তখন ৭টা। আমরা শত্রুবাহিনীর অপেক্ষায় উৎপেতে রইলাম। আমাদের সামনে শত্রুবাহিণীর উপস্থিতি প্রায় আসন্ন বলে মনে হলো। আরো কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরই সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এলো। শত্রুবাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ব্যারিকেড দেখে সামনের গাড়ি গুলো থেমে গেল। কিছুসংখ্যক সিপাহী গাড়ী থেকে নেমে ব্যারিকেডের কাছে এলো। এবং কেউ কেউ ইটগুলো তুলে দুরে ফেলে দিতে লাগলো। পিছনের গাড়ীগুলোও তখন সেই দিকেই এগিয়ে আসছিল।

সন্ধ্যা তখন সোয়া সাতটা। শত্রুরা যখন ব্যারিকেড সাফ করতে ব্যস্ত এমনি সময়ে আমাদের ডানদিকের ভারী মেশিনগানটি গর্জে উঠল। শুরু হল শত্রুনিধন পালা। চারদিক থেকে কেবল গুলির আওয়াজই শোনা যেতে লাগল। বারী মেশিনগানটি থেকে তখন মাঝে মাঝে ট্রেসার রাউন্ড বের হচ্ছে। উহ্ সে কি দৃশ্য। শত্রুকে এত কাছাকাছি অতর্কিত অবস্থায় পেয়ে আমার মন খুঁশিতে নেচে উঠল। মনে মনে বললাম- তোমরা (পাঞ্জাবীরা) এতদিন মনে করতে বাঙ্গালীরা যুদ্ধ করতে যানে না। এখন যুদ্ধক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবে তারা যুদ্ধ করতে যানে কিনা। হানাদার বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করাই ছিল আমাদের লক্ষ। আমাদের আকস্মিক আক্রমনে তারা তখন হতকচিত। তাদের সামনের সৈন্যগুলির অনেকেই আমাদের গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ আমাদের কানে আসছিল। যারা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল তাদের তাদের অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই শত্রুদের পিছনের সৈন্যরা এ অবস্থা সামলে নিয়ে মেশিনগান, মর্টার এবং আর্টিলারি থেকে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করল। এবার উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শত্রুরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করতে পারল না। তাদের সৈন্য বোঝাই তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে গেল। আমাদের মেশিনগান নিউট্রালাইজ করার জন্য প্রচুর পরিমানে আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লার মেহেরবানীতে শত্রুর সকল প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেল। প্রায় দু'ঘন্টা প্রানপন লড়ে তারা শেষ পর্যন্ত দুই ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রণে ভঙ্গ দিল।

ঘন্টা দুয়েক এই লড়াই চলেছিল। উভয় পক্ষের গোলাগুলির শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। প্রথম দিনের লড়াইয়ে অর্থাৎ ২৬ তারিখের রাতেই শত্রূবাহিনীর ভীষন ক্ষতি হয়েছিল। শত্রূবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ও একজন লেফটেন্যান্টসহ বিভিন্ন পক্ষের ১৫২ জন সাধারণ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছিল। আমরা শত্রূদের দু'ট্রাক এম্যুনিশন কবজা করি; আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের চৌদ্দজন বীর সৈনিক শাহাদাৎ বরণ করেন।

কুমিল্লায় লড়াই চলেছিল সর্বমোট তিনদিন। শত্রুএই সময়ের মধ্যে তাদের আটিলারি ও মর্টার দিয়ে বারবার আক্রমণ চালিয়েছিল আমাদের বাহিনীর উপর। আবশেষে ২৮ তারিখে তারা ত্রিমুখি আক্রমন চালায়। পিছন থেকে তারা নৌবাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালায়। সাগর থেকে গানবোট দিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেয়। রাতের আঁধারে শত্রূরা পাহাড়ের উপর অবস্থিত টি,বি, হাসপাতালের নিকটে মেশিনগান বসায়। ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে আমাদের সৈণ্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ২৮ তারিখে কুমিরা পাকিস্তানী সৈন্যের দখলে চলে যায়। কুমিরা পতনের পর হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। তারা অগ্রসর হওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে অবস্থিত সমস্ত গ্রাম ও হাটবাজার জ্বালিয়ে দেয় এবং সামনে যাকে দেখে তাকেই গুলি করে হত্যা করে। লোকমুখে শুনেছি কুমিরা পতনের পর রাস্তার দু'পাশে কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলেছিল।

আমরা মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কুমিরার যুদ্ধটাই একমাত্র প্রথম যুদ্ধ, যেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও তৎকালীন ই-পি-আর বাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর উপর এক প্রচন্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে ২৪ নং এফ-এফ'এর একটা পুরো কোম্পানী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা আমি জানতে পেরেছিলাম ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে। তিনি কুমিরার যুদ্ধে ২৪ নং এফ-এফ'এ কর্মরত ছিলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকার: লেঃ কর্নেল মাহফুজুর রহমান'*

২৫-৮-৭৩

Thursday, the 25th March 1971. All offers of 8 E. Bengal were ordered by Lt Col Abdur Rashid Janjua, CO of the Bn, to clear the barricades made by the public in different areas of the city of Chittagong. A complete passenger train was brought by the public in the darkness of last night and put on the main road railway junction as barricade at Sholashahar near our battalion location. One of the full company under Capt (now Major Sadeq Hossain and almost all offrs of the battalion incl Lt Col Janjua were there on the road railway junction to remove the train.

All civ public from around and labors of the local Indutri9es assembled there and started shouting not to remove the barricade. Capt. Ahmed Din (one of the Pakistani offr) got annoyed and said-"the only medicine to stop these bastards is firing." Lt Col Janjua was worried to the extreme to remove the barricades so that 20 Baluch from the Cantt can rush for the help in case of any danger. He probably could not believe his own battalion even.

With lot of efforts, however, the train was removed. It took us about 5-6 hrs to do that. More than hundred vehs got jammed on both side of the road because of the train-

---

* ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট পদে কমরত ছিলেন। সাক্ষাতৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

barricade. Public did not retaliate much with us probably thinking that we belonged to the E Bengal Regiment They were not very happy either with us. Some of the young students standing at a distance asked Maj (now Col) Shawkat- "Are not you in our group?" They probably expected E Bengal Regiment to join the public then and there, Major (now Col) Shawkat gave a little smile and replied-"Let the time come you will see."

We could smell the overall situation all around was getting worse. Public were shouting all over the city. Proce3ssions were marching, barricades were made to stop communication. Most of the shops were closed, Groups of people were sitting here and there and discussing god knows what. One of the company of 8E Bengal under Sub Abdul Quader was sent along with a company of 20 Baluch to Chittagong Jetty to unload the arms- ammunitions freshly brought by SHAMS form Pakistan. Army was trying to unload the ship. But the public did not allow him to do that. We felt that a serious incident will happen.

I myself with Lt. (now Captain) Shamsher Mobin Chowdhury were3 detailed in the evening with a company to guard the sholashahar Cantonment road by night so that no more barricades were put there. 2/Lt. Mohammed Humayun (Pak Offr) was also with me. Sometime at 11 o'clock night, while having rest with the coy at K-Rahman's COCA COLA factory, I received a tel call from the city. An unknown person in a panic and hurry was trying to pass an important message to some of his relative in the factory and asked my identity. I was no duty here3, I replied. The man thought me as one of the Police guard there in the factory and said- "we have received a telephone call now from Dacca that firing has started there, Pakistanis have started killing the public en mass and all are trying to face them." I thanked the unknown man for giving me such an information in telephone and dropped the receiver.

As we approached a little towards our unit at Sholashahar I found Subedar Sabed Ali Sarkar rushing towards me and whispered in Bengali to reach the unit line immediately. I understood the rest. Rushed with my troops at sholashahar and found Major (now Brig) Ziaur Rahman getting all of our troops closed together in the line.

It took about an hour to get all the scattered troops from different places together. Maj (now Brig) Ziaur Rahman took over the Command of 8E Bengal and addressed the troops for few minutes- Tigers, Pakistanis have started killing Bengalis en mass they have already disarmed some of the E Bengal battalions, they have decided to kill all of us. They already trapped me but luckily I was saved. We will have to organize quickly and face them at any cost to save the country, are you all ready to do that with me? We all agreed and promised by the name of Allah to do that.

One company of 8E Bengal had already moved few days ago as advance party to Kharia Cantt. In Pakistan. One company had to come from 5th, 6th and 7th E Bengal battalions in Pakistan. About a company strength troops had gone on privilege leave before they were proceeding to kharia; and a total of about 250 troops were available with 8E Bengla at that moment. Few months ago. On 30th October 1970 the battalion was born at sholashahar. As the unit was due for moving to kharia, all arms

ammunitions, equipments. Stores, vehi8cles etc were kept ready there. This battalion borrowed some 150 rifles of 303 type form EBRC, one 106 mm RR and two 3 inch mortars form 20 Baluch without any ammunition for the training purpose only. Which luckily remained with the battalion. The sholashahar market where the battalion got raised was not an ideal place at all to defend it by staying there. Moreover, it was not possible for the battalion to operate conventionally at that very moment without having anything. So the decision was taken to leave the area for the time being to organize somewhere outside the city and operate unconventionally

At 2 O'clock morning, we left the unit line with all troops and arms-ammunitions available with the unit, crossed the Kalurghat road railway bridge and bade a temporary hide-out in the village. Next morning we got Capt. (now Major) Harun Ahmed Chowdhury who escaped along what maximum of his IPR troops, arms, ammunitions form 17 wing Captain and joined us. It was God's mercy that we got such a huge number of arm-ammunition and readymade troops Many MCAs, leaders, well wishers met us there. A rough plan was made and in the darkness of the evening we kicked off for the city again.

I took a temporary shelter with my company in a village on the other side of the Kalurghat railway bridge. Entered the city in complete disguise of a street beggar along with one of my sepoy and located the important positions held by the enemy in the city. Some of the high hills and the building s were under enemy's hand where they had been continuously firing from. Many of the high hills and building s were still unoccupied by anyone. Students were driving the hoodless vehicles at the maximum possible speed pointing their shot guns, 22guns outside. They were collecting food etc in Awami league offices and distributing them to many student fighters. Ansars Plices, Mujahids, Ex-defence personnel's etc.

On 29th March 71, I was ordered to take defence on both side3 of the Kalurghat bridge and it was complete by that day. In the afternoon, one of the Pakistani C-130 flew over the bridge giving a doubtful look. We heard at night that some of the commando paratroopers were brought from Comilla and landed at Chittagong airport. At 8 O'clock night a motor launch approached our defence towards the bridge with a very powerful searchlight on. I told my troops not to open fire unless they were ordered. The steamer after having an over all look from a distance for half an hour got a side of the bank of the river and after sometime left the place. We did not know what had happened Whole night the troops remained awake in a suspense. Early in the morning at 0430 hrs we heard some firing sound very close to my defence.

Early in the morning on 30th March 71, a civilian named Mohammed Asaf approached me and started shouting 'En' 'En' Major (now Bring) Ziaur Rahman was with me, looked at my face and told to take a pl and face them. Having a big commander with me, I felt much courage to go for the first operation myself. Took a mixed pl of E Bengal an EPR in an army vehicle and started. The civilian guide Mohammed Asaf led us to such a place where the whole pl of mine came straight under en fire. We jumped out of the vehicle and took shelter behind some cover of houses and bushes. After approaching

a little ahead we could locate the en posn. It was a triple storied big building of Agriculture department where the ends had taken shelter and started firing form.

En had located my pl and opened up with MG and LMGs. The whole pl of mine is now on the forward edge of the small built up area hardly 400-500 yds away from the en building. Once I tried to get a little more closer, the en MG opened up and I fell flat on the ground behind a small tree, it could not hit me. Sep Noor Mohammed of EPR with his LMG No. 2 started following me in the front behind the cover of the fold of te3h land. En now opened up with all of his weapons. Along with civilian Asaf I crawled a little more ahead behind a sand dump and now the building was under my SMGs. range. The building was now almost encircled from three sides at a distance of 100-200 yd. Exchange of fire started between my pl and the en. It was easy for us to locate the en inside the building through the glass panes form 1st floor to 2nd floor. Suddenly a Rocket Launcher was fired from the building and that below a small mango tree behind which Sepoy Noor Mohammed of my pl was firing from his LMG. Miraculously the LMG No.1 and No.2 were not hit immediately after that another Rocket Launcher was fired now on my position which, God knows how, slipped on the top of the sand dump and burst behind me. I fell back and now started using my Rocket Launcher towards the building and that became very effective. At 1030 hrs. Two en Sabre Jets arrived over my posn. Staffed and bombed the Radio Chittagong which was about 1000 yds in front of my present location and was occupied by our troops under sub sabed Ali Sarker.

We could not capture the building during day time, immediately after the last night we encircled the building and started guarding it so that en cannot escape. No firing was there at night. Early in the morning nest day, I took the platoon and charged inside the building and found the following inside it:-

> Five en dead bodies, a half- dying Lance Naik who died later on and an alive but severely injured sepoy named Mohammed Akbar. When asked he said that he belonged to Hamza Company of 3rd SSG (Command) battalion. A pl of 30 men under command Capt. Sajjad came at night and occupied the building with a view to blow up the Kalurghat railways bridge. The rest of the en fled a way in the darkness of the night leaving the following things behind:-
>
> MG 1A3 one LMG 7.62 Chinese- One G-3 Rifles-two, SMG-one, SMG 7.62 Chinese- two,40 mm Rocket Launcher-there with Rockets, Wireless set GRC-9 one, complete with all accessories, 7mm Walther pistol- one, vary light pistols-two, commando knife- one, commando belts-7 pairs, commando boots-7 pairs, commando barets-8, 7.62 ammunitions-2,000 in belts and magazines and huge quantity of explosives.

Thousands of public got together in the building and started cheering us. We collected all those captured arms and ammunitions and brought to my defence, unfortunately, en Sep Akbar also died on the way out of severe pain. The Chawkidar of the same agriculture building and the other public took those en dead bodies and buried them on the North-East corner of the building. In the afternoon Major (now Brig) Ziaur

Rahman paid a visit to my defense. He was very glad to know about our success in 1st operation and to see the huge number of captured arms-ammunitions.

Simultaneously, the battle was continuing in the city also. Capt. (now Major) Harun Ahmed Chowdhury and Lt. (now Capt.) Shamsher Mobin Chowdhury had a toughest battle at Chawkbazar in the entrance of the city where the 20 Baluch had used the tanks also. Many important places were coming under our occupation one by one. I extended my defence line further ahead from front of Radio Chittagong upto the river Karnaphuli occupying Ispahani, Lever Bros, FIDC etc. on 2nd April 71, en first time used 3 inches mortar on my defence. They burnt hundred of houses, shops etc. by using the Phosphorus.

I was ordered to shift my defence and occupy the Chittagong-Kaptai road junction facing Chittagong Cantonment. A complete village covering about a mile-long distance was occupied by one of my company. Chittagong Cantonment was a mile in front and Radio Chittagong was behind my defence. This defence of mine was strong enough undoubtedly but the line of communication form the main defence at Kalurghat upto my position was too far and there was a big gap behind my position. I had been blocking the en from the front for two days alright, but I felt those were en's secondary attacks or false attacks. On 7th April en attacked Sub Sabed Ali's position at Radio Chittagong with a complete battalion and occupied it.

Major (now Col) Shawkat, Who had been guarding the longest coastal areas en’s landing from the ship and approaching from behind, fell back today and took over the command of half lost Kalurghat defence. I contacted him and asked for the help He gave me a new plan to take main defence at Madanaghat Bridge on the road Chittagong- Kaptai and to operate 2 miles ahead of the main defence in front of the enemy. One of the Ex Corporal Karim, a brave man, joined me with about a company strength of mixed troops. I made my permanent and strong defence on both sides of the Madanaghat bridge and started pushing the en from the front. Side and the rear.

Major (now Col) Shawkat gave me a task to raid the en's one of the strong post at montee tannery 2 miles ahead of my defence at 1st night on 9th April 71, with which he wanted to coordinate a mortar fire support to me and one of his operation over the en's position at Kalurghat. There was a village named Baniapara and Chowdhurypara very closed to the en defence which had to be used as hide-out and forming up place. The village was about 500 yds long and 200 yds wide and all around it was big open gap which was covered by en's fire from Montee tannery. It was not possible to cross that open gap and occupy the village during day time. I took a strong platoon and occupied it before 1st night on 8th April 71 and kept sitting for the whole day and praying for the evening to come. Thank god, en could not locate us, otherwise he could easily have encircled and killed us. In the evening we got closed to the tgt at a distance of 50-100 yds. We say a military car arrived with some 10-12 soldiers and started disembarking. As it was not possible for me to recede the tgt during day time I could not correctly locate the en disposition and assess their strength. I did not enter the buildings for physical assault. But we opened up with al weapons at a time. I had a Bihari L/Nk Salahuddin, whom I

used to suspect, played an important role in that operation by using 83 mm Blendicide against that en mil dodge and the buildings. We fell back quickly within 4-5 minutes. Immediately after that our Morter opened up and started firing from Kalurghat. We came to a safety distance and observed the shells bursting more or the Kalurghat Bridge on en position and recaptured it. L/Nk Naib Ali became first Shahid of 8 E Bengal in that operation at Chittagong.

En tried his best to capture both Kalurghat and Madanaghat on 9th and 10th April 71 with more than a bn str but failed. On 11th. PNS JAHANGIR and a regiment of field artillery started tremendous pounding from morning simultaneously on both the bridge. A Coy of 31 Punjab was pushing me frontally from the main rd Chittagong-Kaptai axis. It become very difficult to hold them anymore. I had to bring a pl from the depth, other side of the bridge, and put in front. It cannot be expressed the amount of fear we had because of the en by shelling. En pressed harder on the Kalurghat bridge and captured it. Capt. (now Capt) Shamsher mobin Chowdhury fighting gallantly got hit and caught by the Pakistanis.

I was told to hold my position for sometime till the main bulk of our force could withdraw at a safer distance. I was now alone holding Madanaghat Bridge with 2 coy str. At 1400 hrs en started pounding again from JAHANGIR tremendously this time around the bridge and on my defence. More than a coy on the other side of the bridge and less than a coy was on the en's side of the bridge towards Chittagong city. I got another brave civilian of that area named abdas on the other side of the bridge and told him not to leave the place until I came back. Once IK crossed the bridge and came to my forward line, the en attacked the position and covered the bridge by fire.

If I had allowed the en to come a little more ahead, we would not have ever crossed the river then. En arty was shelling on our rear now to block the withdrawal. Many thanks to god, a furious storm started and I thought it an opportunity and let my forward troop fall back by country boats through river making a long detour. After two hrs we could come on the other side of the river and joined my main defence without any casualty. It was not possible to remain this side of the river bank also, as the bridge was intact and the en shelling was still continuing, so I decided to withdraw and take an alternate defence at a suitable place few miles in the rear. Suddenly, I remembered Abbas and thought, probably the area was shattered by the en shelling and he must have left long ago. But still I felt deeply to have a look to that area along with Ex-Corporal Karim and my batman Sep Manik Mia of 17 Wing EPR. It was beyond our imagination to see the brave man still standing like a solid rock by the side of main road with his vehicle and waiting for us. He was with me throughout the liberation war in many risky places. He accepted that as best award.

I took another temporary defence at Noapara College, few miles away from Madanaghat, by the 1st night same day . En did not cross the bridge at night Next

morning on 14th April, I received more troops from here and there who had been deserting from the battle and put them in my defence. One of them was Havilder Arab Ali who was the driver of Brig MR Majumder. He escaped from the Pakistani cell at Chittagong Cant. Was mercilessly beaten and half dead.

The greatest blunder I made there I left my troops under a senior JCO of EPR there and went to the rear at Kaptai with Ex Corporal Karim to know the location of our main bulk of force who left Kalurghat yesterday. After reaching at Kaptai I came to know the our forces had already left for Rangamati for onward proceed to Kahgrachhari. I found my troops running scatteredly. En had already attacked my position and shattered everything. Out of about 2 coy str I could collect hardly 2 scattered Pls and with that I started withdrawing in search of our main force in the rear.

I reached Khagrachhari on 13th April 71 and met with all officers and troops. Major (now Brig) Ziaur Rahman, who had been holding many en fronts like Shobhanpur-Chhagalnaiya rd, Karerhat-Chittagong rd, Nazirhat-Chittagong rd and also our front, came there at Khagrachhari and gave us a new plan to hold Rangamati front by the axis river Chengi. We all came back to Mahalchhari on 14th April and made our Tac HQ. Troops were reorganized and distributed for different places. Major (now Brig) Ziaur Rahman took Capt. (now Major) Khalequzzaman, Capt. Aftab Quader and a pl and left for Ghagra RH on 15th April 71. I took a pl along with Sub Khairuzzaman of EPR, Ex Corporal Karim, two civil offr-one was Mr. Ishaque a Chemical Engineer of KPM and the other was Mr. Murree of Chandraghona an International Football Player, two brave students-one was Farooque Ahmed and the other was Shawkat Ali (both of them Lt. now) and left for Burighat bazaar short of Rangamati Sub. Abdul Mutaleb with a pl left for Kutukchhari short of Rangamati by rd. For few days we had been raiding, ambushing and harassing the en around Rangamati. On 17th April, an en pl in motor launch bumped into Capt (now Major) Khalequzzaman and Capt. Aftab Quader's island blindly and suffered by casualty. On 18th en with a coy str in 2-3 launches encircled Capt: Khalequzzaman's island, pounded heavily and attacked. L/Nk Munshi Abdur Rob of 8 E Bengal died gallantly in that operation. En contacted Mizos and had complete control over them during last few days. They reached around Mahalchhari our Tac HQ and started operating. We were called back and asked to guard the Tac HQ.

On 27th April, en about 2 coy str along with more than thousand Mizos concentrated near our Tac HQ. Unluckily one of our recee patrol bumped into their hide- out. Finding on other alternative, en had to launch an unplanned attack on Capt. (now Major) Khalequzzaman's Coy, ahead of Tac HQ. Major Shawkat sent me with a pl to reinforce Capt. Khaleq. By the time I reached there found Capt. Khaleq's Coy was more or less encircle. I blindly dashed with my pl and occupied Capt. Khaleq's Coy left over trenches and opened up. My right sec under Sub. Saqbed Ali fell just on the nose of the en but made a good effort to let Capt. Khaleq to extricate safety with some of his troops. I

fell with two Secs under the direct frontal fire of the en. Hundreds of Mizos in green camouflaged uniform running in front towards us through jungle. Sep (now Nk) Razzaque LMG man of left Sec killed many in front but finished his all ammunitions and started shouting. Only one LMG of right sec now was still continuing. But still en was probing forward having lot of cas. I shouted for my left sec comd to pull back followed by right Sec. Once we fell a little back, Major Shawkat opened up the MG from Tac HQ on to the en. I pulled my pl intact luckily and joined Maj Shawkat. Sub. Loni mia of EPR one of my sec comd showed extraordinary bravery in this operation. En kept his momentum and now started pounding with 3 inch mortars heavily at our Tac HQ. We did not have a single 2 inch mortar even to retaliate. We could see the pak troops kicking the Mizos form the rear to advance. We had to hold a wider frontage to stop en advance by running from left to right and encouraging own troops. It was our misfortune Capt Aftab Quader got a burst on his left chest which pierced through the right and died with few seconds. We lost another of the bravest soldier. His dead body was sent along with two students (now Lt) Shawkat and Farooq through en hy fire to Ramgarh and buried respectfully in front of the post office. Immediately after the 1st night we pulled back. The Tac HQ. Which we had been holding for half a month, we saw burning.

On 28th April, we reached Guimara via Khagrachhari and took another defence. Next day, we got signal to fall back to Ramgarh, as because the en was pushing own forces from Karerhat-Nazirhat sides simultaneously towards Ramgarh. On 30th Col (now Gen-retd) MAG Osmany paid an honorable visit there, met our troops and ordered to hold Ramgarh for 24hrs. Capt (now Major) Oli Ahmed with his Coy was In defence at Chikanchhara 5 miles ahead of Ramgarh and I took my Coy and took defence as reserve at baganbari BOP a mile short of Capt Oli's position. En attacked Capt Oli's position with a bn supported by arty. He resisted the en with maximum of his effort effectively and fell back to Ramgarh. En now was in my front and started driving having a continuous interval, in the process he also suffered a good number of casualty. On 2nd May 71,from 10 o'clock morning till 3 o'clock evening, we had been vengaging and holding the en too right. Then they started using the arty heavily. Many of the en shells landed very close to us, but we were miraculously saved. Once at Mahamuni Buddha Mandir, 2 miles ahead of Ramgarh, one of my pl along what me got stuck and could not be extricated while falling back in leap frog manner, one of Sub lLoni mia's, Sub Anwar of 8 E Bengal came out daringly with his LMG straightway on the road and gave me covering fire and by that only the pl come out Now we were under observation of our own MG at Ramgarh. Once we got a side Major Shawkat opened up with MG for last. We left Ramgarh alos, last piece of land of Bangladesh, and crossed over to Sabrum in the evening.

স্বাক্ষরঃ
২৫-৮-৭৩

চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও প্রাসঙ্গিক কথা
\ চরম আঘাতের সেই রাত \

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। বৃহস্পতিবার।

অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৭টায় আমি অফিসে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইকবাল বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, “মিঃ রফিক, আপনাকে দারুণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অনেক খাটুনি গেছে আপনার ওপর দিয়ে। কক্সবাজার গিয়ে কয়েকদিন বিশ্রাম নিন না কেন? ইচ্ছা হলে আজই যেতে পারেন। আমি কমান্ডিং অফিসারকে বলে দেব।”

এটা ঠিক, গত কয়েক বছরের মধ্যে আমি কোন ছুটি নেইনি। বিশ্রামের আমার খুবই প্রয়োজন ছিলো। তবু মেজর ইকবালের সেদিনের অস্বাভাবিক পীড়াপীড়ি আমার ভালো লাগলো না, বরং আমার সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করলো। তাঁকে আমি শান্ত গলায় জবাব দিলাম, “ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন গত জানুয়ারী থেকে সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে।”

“ওকথা বাদ দিন। আমি কমান্ডিং অফিসারকে বুঝিয়ে বলতে পারবো। আমার বিশ্বাস, তিনি ছুটি মঞ্জুর করবেন।” মেজর ইকবাল তবু বলে চললেন।

মেজর ইকবাল যে কমান্ডিং অফিসারের একজন প্রিয়পাত্র তা আমরা সবাই জানতাম। আমাকে চট্টগ্রাম শহরের বাইরে এবং আমার সৈন্যদের সংস্পর্শ থেকে দুরে রাখার জন্যে মেজর ইকবালের এ প্রচেষ্টা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আমি তাঁর কথায় তাল না দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বললাম, “আপনি বোধকরি জানেন, গতকাল পোর্ট এলাকায় জনতার ওপর সৈন্যরা গুলি চালিয়েছে অনেক লোক মারা গেছে।”

‘অনেক নয়’- যেন তেমন কিছুই ঘটেনি এমন ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন, “মাত্র একজন কিংবা দু’জন আহত হয়েছে।”

এরপর তিনি মুখে কৌতুহলোদ্দীপক হাসি ফুটিয়ে বললেন, “শুনলাম শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আগামী ২৭শে মার্চ হরতাল ডেকেছেন।”

“আমি এখনো শুনিনি তবে পোর্ট এলাকায় যে সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে তার শব্দ আমাদের অফিসে বসেও শোনা গেছে।”

সেদিন বেলা ২টায় আমি ই-পি-আর সদর দফতর ত্যাগ না করা পর্যন্ত মেজর ইকবাল সারাক্ষণ আমাকে ছায়ার মতো অনুসরন করলেন।

ইয়াহিয়ার সাথে মীমাংসায় পৌঁছা গেছে বলে এ সময়ে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য কোন মহল থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। সরকারী বেতারে একটা রাজনৈতিক ফয়সালার আভাস দেয়া হয়। কিন্তু এ খবরের ওপরও নির্ভর করা গেলো না। বাসা থেকে সেই মুহূর্তে আমি আমার সদর দফতরে টেলিফোন করে সকল সৈন্যকে পুরোপুরি প্রস্তত থাকার নির্দেশ দিলাম। তারপরে বাড়ির লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম।

চট্টগ্রামে বেল ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে ডাঃ জাফর আমার বাসায় এলেন। লনে বসে আমরা সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু তখনো ঢাকার কোন নির্ভরযোগ্য খবর আমরা পাইনি। রাত ৮টার দিকে ডাঃ

* মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম রচিত ‘লক্ষ প্রানের বিনিময়ে’ গ্রন্থ, ১৯৮১ থেকে সংকলিত। ১৯৭১ সালের মার্চে রফিক-উল-ইসলাম ক্যাপ্টেন পদে সাবেক ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন।

জাফর ঢাকার কোন সংবাদ এসেছে কিনা জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে দিকে গেলেন। আমি আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিনকে নিয়ে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই রাতের খাবার খেয়ে নেয়ার জন্য বাসার ভিতরে গেলাম। খাওয়া কেবল শুরু করেছি, এমন সময় একজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ ডাঃ জাফর আবার ফিরে এলেন। রাত তখন ৮টা ৩০ মিনিট।

"মনে হচ্ছে আলোচনা ব্যার্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে করাচী চলে গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়েছে বলে খবর এসেছে।" তারা দু'জনই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এতো উত্তেজিত ছিলো যে তাদের মুখ দিয়ে যেন কথা সরছিলো না।

''আপনি কি সত্যি সংবাদ বলছেন?" তবু আমি ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম।

''হ্যাঁ। ঢাকা থেকেই আমরা এ খবর পেয়েছি। খবর পেয়েই আমাদের দল জনাব সিদ্দিকীর বাসায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব সিদ্দিকী আমাদেরকে অবিলম্বে আপনাকে ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে বলেছেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এতগুলো কথা বলে উভয়ে একটু থামলেন এবং গভীর আশা নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তাদের দু'জনকেই বিষন্ন দেখাচ্ছিল। আমি শুনতে পেলাম, কে যেন খুব নিচু গলায় বলল, ''এবার আপনার পালা।''

তখনও আমরা হাত ভাতের থালায়। মুহূর্তের জন্য আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। ওদিকে আগ্রহী আগন্তুকদের স্থির দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ।

সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে শহরের দিকে বেরিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তারা ভয়ানক কিছু ঘটাবে। সব চাইতে খারাপ কিছুর কথাই এখন আমাদের ভাবা উচিত। ৩রা মার্চ থেকেই ওরা নির্বিচারে বাঙ্গালীদের হত্যা করেছে শুধু ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্টে ২০ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে। আরো খবর পেয়েছিলাম বাংলাদেশের সর্বত্রই ওদের হত্যাকান্ড চলছে- ঢাকা, খুলনা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহীসহ আরো অনেক জায়গায় গুলি চলেছে। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়ও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম ই-পি-আর- এর দুটি ওয়্যারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলো না। এমন কোন দিন ঘটেনি। সন্দেহ আগে আগে থেকেই গভীরতর হয়ে উঠেছিল।

এসব দ্রুত আমার মানসপটে ভেবে উঠলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থেকে জেনেছি, ওদেরকে কোন জায়গায় একবার লেলিয়ে দেয়া হলে হেন নৃশংসতা নেই যা ওরা করতে পারে না। ইয়াহিয়ার আকস্মিক ঢাকা ত্যাগ, আলোচনা ব্যার্থ হওয়া এবং ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর বের হওয়া- সবকিছু মিলিয়ে একটা বেপরোয়া হত্যালীলার সুস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিলাম। আরো আশংকা করছিলাম, সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী সৈন্যরাও ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

এ সময় নিজের ভেতর থেকেই আমি যেন এক অলৌকিক সাহস অনুভব করলাম। মনে হলো আমার ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বলছে আমার নিজের জীবন এবং আমাদের অন্যান্যের জীবন রক্ষার জন্য এ পশুশক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর পর আমি 'হয় স্বাধীনতা অর্জন, না হয় ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে মৃত্যু' এ ধরনের এক চরম সিদ্ধান্ত নিলাম। ডাঃ জাফরকে বললামঃ "আমাদের ষোলশহর এবং ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে বাঙ্গালী সৈন্যদেরকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলুন। তারপর রেলওয়ে হিলে আমার সদর-দফতরে দেখা করবেন।"

খাওয়া থেকে উঠেই আমি হালিশহরে ই-পি-আর সদর দফতরে ফোন করলাম। সেখানে বাঙ্গালী জেসিও'রা আমার নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাঁদেরকে বললাম, "এক্ষুনি সব ফাঁড়িতে দ্বিতীয় সাংকেতিক বার্তাটি

পাঠিয়ে দিন। অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের রুম থেকে বের হতে দেবেন না। নৌ-বাহিনী সদর দফতরের দিক থেকে হামলা হতে পারে। সেদিকে প্রতিরক্ষামূলক কিছু সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করুন। আমি আসছি।

রাত তখন ৮টা ৪৫মিনিট। আমি শেষবারের মত আমার সারসন রোডস্থ বাসভবন ত্যাগ করলাম। আমাদের প্রথম লক্ষস্থল অয়্যারলেস কলোনীর দিকে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। আমার পাশে ড্রাইভার কালাম এবং পেছনের সিটে দুজন রক্ষী। তীব্র উত্তেজনায় সবাই ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো। রাস্তা জনমানবশূণ্য। আমাদের গাড়ী যতই অয়্যারলেস কলোনীর কাছাকাছি এগোচ্ছিলো, উত্তেজনা ততই বাড়ছিলো। একটা সরু রেল ক্রসিংয়ের ওপর আসতেই জীপ একটু লাফিয়ে উঠলে আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। এখান থেকে আমি অয়্যারলেস স্টেশনের এ্যানটিনা দেখতে পাচ্ছিলাম। নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা হিসাবে আয়্যারলেস স্টেশনের চারদিক ছিল কাটা তারে ঘেরা। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য আমি ড্রাইভারকে গাড়ী আস্তে চালাতে বললাম। আমাদের এখানকার সাফল্য ছিলো অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তামূলক ডিউটিতে নিযুক্ত ই-পি-আর-এর একটি প্লাটুনের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের ৪ জনকে ওদেরকে নিরস্ত্র করতে হবে। আমার রেকর্ড অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন হায়াত এবং সুবেদার হাসমত এই প্লাটুনের কমান্ডে ছিলেন। বাকী সেনারা সবাই ছিলো বাঙ্গালী। আমাদের জানামতে এখানে আরো তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো। অনুরুপভাবে নগরীর অন্যান্য এলাকাতেও ই-পি-আর প্লাটুন অবস্থান করছিলো। তবে অয়্যারলেস কলোনীর এই প্লাটুনটিই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের কমান্ডে ডিউটিরত ছিলো।

গেটে পৌঁছতেই প্রহরারত শান্ত্রী জীপ থামিয়ে দিলো। বাঙ্গালী শান্ত্রী প্রহরারত ছিলো। সে আমার জীপটি ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো। আমরা ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে গিয়ে জীপ থামালাম। সেখানেও একজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিলো।

সাবধানে আমি হায়াতের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক মূহুর্তের মধ্যে মারাত্মক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, হয় সফল হবো, না হয় আমার মাথা ভেদ করে একটা বুলেট বেরিয়ে যাবে। শেষেরটি সত্যি হলে চট্টগ্রামের ই-পি-আর সেনা পরিচালনা করতে আর কোন বাঙ্গালী অফিসার থাকবে না। এই চিন্তা আমাকে কিছুটা বিহবল করে তুললো ক্ষণিকের জন্য।

আমি খুব আস্তে দরজায় নক করলাম এবং বন্ধুসুলভ গলায় বললাম, ‘‘হ্যালো হায়াত ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?’’

এই কেবল শুয়েছি স্যার। আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বালালো। জানালার পর্দার ফাক দিয়ে আমি দেখলাম বালিশের তলা থেকে কি যেন একটা নিয়ে সে তার শোবার পোশাকের নিচে রাখছে। দরজা খোলার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, “সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো।’’

‘‘সব ঠিকঠাক হ্যায়” জবাব দিয়েই সে দরজা খুললো।

‘‘প্লিজ ভেতরে আসুন স্যার, এবং-’’

তার কথা শেষ না হতেই আমি ষ্টেনগান তার বুকের ওর ধরে বললাম, আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে। হঠাৎ সে তার পিস্তল বের করার উদ্যোগ নিতেই ড্রাইভার কালাম দ্রুত এগিয়ে আসে এবং দুজনেই হায়াতের মাথায় আঘাত করি। সাথে সাথে আমরা তার হাত ও মুখ বেধে ফেললাম এবং টেলিফোনের তার কেটে দিলাম। তারপর পাশের ব্যারাকে ঘুমন্ত সুবেদার হাসমতকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালাম। সুবেদার হাসমত চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে স্যালুট দিয়ে দাড়াতেই কালাম এবং অন্য প্রাহরীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাসমতকে আটক করে তার হাত ও মুখ বেঁধে ফেলা হলো।

হায়াতের রুমের সামনে দাড়ানো শান্ত্রীটি এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে এইসব অদ্ভুত ঘটনা দেখছিল। হঠাৎ কি মনে করে সে একটি টিলার দিকে দৌঁড় দিলো। কালাম ফিসফিস কণ্ঠে বললে, ও পশ্চিম পাকিস্তানী এবং পর মূহুর্তেই একটি বুলেট সাঁ করে চলে গেলো। আমরা নীচু হয়ে বসে পড়লাম। ব্যারাকগুলো থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে পড়তে লাগলো। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় আমি বললাম, শান্ত্রী ভুল করে গুলি ছুঁড়েছে। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাড়ানোর নির্দেশ দিলাম। অন্য তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পন করলো। যে শান্ত্রী গুলি ছুড়েছিলো সে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেলো। এই প্লাটুন থেকে আমি ১০ জন সেনাকে রেলওয়ে হিলে আমার সম্ভাব্য সমর-দফতর রক্ষা করার জন্য পাঠালাম। অন্যদেরকে হালিশহরে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিভিন্ন দিকে কয়েকজন বার্তাবাহককে পাঠালাম এবং চুড়ান্ত নির্দেশের জন্য সবাইকে অবিলম্বে হালিশহরে আমার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলাম।

অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি দুঃসাধ্য কাজ সমাধা হলো। ড্রাইভার কালাম এবং দুজন প্রহরীকে ধন্যবাদ, তারা জীবন বিপন্ন করে এ কাজে সহায়তা করেছে।

রাত সাড়ে নটায় আমরা হালিশহরে পৌঁছলাম। ড্রাইভার কালামকে সতর্ক করে আলো নিভিয়ে দিয়ে গাড়ী আস্তে চালাবার নির্দেশ দিলাম। হালিশহরে জেসিও এবং এনসিওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। তিনটি অস্ত্রাগাড়ের সবকটিই অমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। বাঙ্গালী সেনারা যার যার অস্ত্রাগারের সামনে অস্ত্র ও গুলির জন্য সমবেত হয়েছে। মাত্র একমাস আগে আমরা থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের পরিবর্তে বিপুল পরিমান চীনা হাতিয়ার ও গোলাগুলি পেয়েছিলাম। এগুলো মিলিয়ে আমাদের মজুত ছিলো উদ্বৃত্ত, যা পরে খুবই কাজে লেগেছিলো।

হালিশহরের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। এখানে ছিল প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী-ই-পি-আর সৈন্য। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সিনিয়র জেসিও এবং এনসিও। নিঃশব্দে এদের পরাভুত করতে হবে কেননা আমার সদর দফতরের চারপাশের এলাকায় ছিলো অবাঙ্গালীদের ঘন বসতি। এছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক কমান্ডো সেসব অবাঙ্গালীর সঙ্গে বসবাস করছে বলে আগেই খবর পেয়েছিলাম এবং কমান্ডো ও অবাঙ্গালীরা সবাই ছিলো পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাজেই এখানে কোন শব্দ হলে গোটা ব্যাপারটা পন্ড হয়ে যাবে।

অস্ত্রাগার আমাদের কব্জায় থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। শুধু একটি মাত্র বিপদ ছিলো, কেউ যদি গোপনিয়তা ফাঁস করে দেয় তাহলে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে কিংবা নৌবাহিনী সদর দফতর থেকে পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের প্রচেষ্টা বানচাল করতে ছুটে আসতে পারে।

আমরা প্রথমে সমগ্র এলাকা ঘেরাও করে ফেললাম যাতে কোন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাতে না পারে। এরপর শুরু হলো শত্রুসৈন্যদের গ্রেফতারের পালা।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বাঙ্গালী জেসিও এবং এনসিওকে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে চট্টগ্রামের ই-পি-আর সদর দফতরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মোতায়েন করা হয়েছিলো। চট্টগ্রামের ই-পি-আর কমান্ডার ছিলেন লেঃ কর্নেল আবদুল আজিজ শেখ। নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ঢাকার নির্দেশে তিনি এই ব্যবস্থা করছিলেন।

এইসব বদলী ইত্যাদির ব্যাপারে প্রথমে আমি খুবই চিন্তিত হয়েছিলাম। পরে দেখলাম যে, এটা আমার পরোক্ষ উপকারেই লেগেছে। কারণ, এক জায়গায় এতগুলো শত্রুসৈন্য পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আমি কৌশলে অস্ত্রাগারে বাঙ্গালীদের মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। দিনের বেলা আমি শুধু বাঙ্গালী সেনাদের চুলকাটা, পোশাক ও আচরণ পরীক্ষা করে দেখতাম। এদেরকে সংশোধনের অছিলায় শাস্তি হিসাবে অস্ত্রাগার প্রহরার অতিরিক্ত ডিউটি দিতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতের এই ডিউটি পড়তো। ফলে অস্ত্রাগারের কাছে আর কোন পশ্চিম পাকিস্তানীর থাকার দরকার হতো না। আমার এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লেগেছিলো।

তখন রাত ১০টা। আমি আমার অফিসের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছি। ভীষণ ক্ষুধা বোধ করছিলাম। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। পানি পর পর দুগ্লাস খেয়ে দেখলাম। সৈন্যদের ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়ে গেলো। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে কোন হামলা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য দুটি প্লাটুন এর মধ্যেই সেদিকে পাঠানো হয়েছিলো। আমি পশ্চিম পাকিস্তানি সবচাইতে সিনিয়র জেসিও সুবেদার মেজর ইতবার-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কোনরূপ সন্দেহ না করেই সুবেদার মেজর আমার অফিস রুমে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে বসতে বললাম। তারপর বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনি তো ঘুমাচ্ছিলেন। শহরে কি ঘটেছে জানেন কিছু?"

''না স্যার''- সরলভাবেই তিনি জবাব দিলেন। আসলেও তিনি কিছু জানতেন না। তিনি শুধু দেখছেন যে, সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং তিনি এটাকে আমার নেতৃত্বে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ডিউটির অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গণহত্যা পরিকল্পনার কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করায় ব্রিগেডিয়ারের নিচের পদের খুব কমই এ ব্যাপারে জানতে পারে। মাত্র কয়েকজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। এ কড়াকড়ি গোপনিয়তা প্রকারান্তরে আমাদেরই কাজে লেগেছিলো।

সুবেদার-মেজর হঠাৎ চোখ কচলে দেখলেন পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে চারজন সৈন্য বেরিয়ে এসে রাইফেলের বেয়োনেট তাঁর বুকের ওপর ধরেছে। আমি তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "সুবেদার-মেজর সাহেব, আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। চীৎকার কিংবা পালাবার চেষ্টা করলেই প্রাণ হারাবেন।"

তাঁর হাত বেধেঁ বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এভাবেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে গ্রেফতারের পালা শেষ হলো। এ গোপনীয়তা রক্ষা না করলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবার আগেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর লোকেরা আমাদের আক্রমণ করে বসতো।

এর কিছু পরেই ই-পি-আর সিগন্যাল কোম্পানীর দায়িত্বে নিয়োজিত অবাঙ্গালী জেসিও সুবেদার মোবিনকে আমার কক্ষে ডাকলাম। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ই-পি-আর সেনারা কিছু একটা ঘটেছে বলে আচ করে ফেলে। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের আর কিছু করার ছিলো না। কেননা, গোটা এলাকা আমাদের সৈন্যরা আগেই ঘেরাও করে ফেলেছিলো।ঃ

সুবেদার অফিসে ঢুকতেই দেখি সে খুব অতঙ্কিত। ঠিক এ সময়ে মেজর ইকবালের টেলিফোন এলো। আমি রিসিভার তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে তিনি বললেন, হ্যালো রফিক এতো রাতে ওখানে কি করছেন?

''এখানকার গার্ডরা সতর্ক আছে কিনা, দেখতে এসেছি।''

''আচ্ছা। মুহুর্তের জন্য তিনি থামেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন, সুবেদার মোবিন কোথায়?''

''তিনি হয়তো রুমে ঘুমাচ্ছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?''

''হ্যা, দয়া করে টেলিফোনটা তাকে দিন না।''

''আমি এক্ষুনি তার কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তিনি এলেই আপনাকে ফোন করতে বলবো।'' সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি আরো কিছুক্ষন তার সাথে আলাপ চালিয়ে যাই, সৈন্যরা ডিউটি দিচ্ছে কিনা তা কয়েকটি জায়গায় দেখে এসেছি, সবকিছু ঠিক আছে।''

এরপর হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেলাম। "কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়াতের টেলিফোন কেউ ধরছে না কেন?"

“ওহ! ওর টেলিফোনটা খারাপ। এইমাত্র ওর ওখান থেকে এলাম। সুন্দর এক কাপ চা খাওয়ালো।”

“ইয়ার! কভি হামকো ভি লে চলো চায়ে পিনে কে লিয়ে। মেজর ইকবাল বললেন।”

“কালকেই নিয়ে যাব।”

এরমধ্যে চারজন সিপাই সুবেদার মোবিনকে বেধে ফেললো। বাইরের কেউ জানতেও পারলো না আমার রুমে কি ঘটছে। মেজর ইকবাল টেলিফোন রেখে দিলেন। আমি একটি বেয়োনেট চেয়ে নিয়ে সুবেদার মেজরের গলায় ধরে বললাম, আমার অধীনে এতদিন কাজ করে নিশ্চয়ই বুঝেছেন আমি কেমন। এখনই মেজর ইকবালের সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে- আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবেই জবাব দিয়ে কথা না বললে মেরে ফেলবো। বুঝতে পারছেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কথায় তিনি সম্মতি জানালেন। আমি ইকবালের নম্বরে ডায়েল করে সুবেদার মোবিনের কানের কাছে রিসিভার ধরলাম। ওপাশের কথা শোনার জন্য আমি মাথা নীচু করে রিসিভারের কাছে কান রাখলাম।

“হ্যালো স্যার, আমি সুবেদার মোবিন বলছি।”

“মোবিন সাহেব, আপনার কাছে আর কেউ আছে কি? মেজর ইকবাল প্রশ্ন করেন। আমি মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে মোবিনকে বলতে বললাম। বুলন এখানে কেউ নেই। সুবেদার আমার নির্দেশ মত তাই বললেন।

“কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক তো ওখানে ছিলেন, কোথায় গেলেন তিনি। এবারও আমি টেলিফোন চেপে ধরে তাকে যেভাবে বলতে বললাম তিনি সেভাবেই জবাব দিলেন, ক্যাপ্টেন রফিক এই মাত্র সুবেদার মেজর ইতবারকে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।”

“কোই গড়বড়?”

“না স্যার। সব কুছ ঠিকঠাক হ্যায়। সুবেদার মোবিন অত্যান্ত অনুগত জবাব দিলেন।

“বহুত আচ্ছা! আজ রাতের জন্য আপনিই ডিউটি অফিসার। টেলিফোনের পাশেই অপেক্ষা করবেন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।”

“ঠিক হ্যায় স্যার-”

বিরাট একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। বন্দী সুবেদার মোবিনের প্রহরায় একজন বাঙ্গালী জেসিওকে রাখা হলো যাতে সে আবার টেলিফোনে কিছু উল্টাপাল্টা বলতে না পারে।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে সিনিয়র বাঙ্গালী জেসিও সুবেদার জয়নাল খবর দিলেন যে, কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা চট্টগ্রাম শহরে ই-পি-আর এর সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আটক করতে সক্ষম হলাম। সীমান্ত ফাড়িগুলোতেও আমার সাংকেতিক বার্তা দুটি পৌঁছে গেছে বলে খবর পেলাম। বার্তা দুটি পেয়েই রাত ৮টা ৪০মিনিট থেকে ৯টা ৩০মিনিটের মধ্যে তারা সব ফাড়ির পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাভূত করা হয়। ২৪শে মার্চের রাতে যখন আমি দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিতে রাখতে বলি, সে নির্দেশ পাওয়ার আগেই প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকটি ফাঁড়িতে বাঙ্গালী সেনারা কাজ সমাধা করে ফেলে। পরে অবশ্য দ্বিতীয় বার্তাটি স্থগিত হয়ে গেলে তারা আর চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়নি।

২৫শে মার্চ রাতে দ্বিতীয় বার্তায় চুড়ান্ত নির্দেশ লাভের পর অনেক সেনাদলই চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে পড়ে।

এদিকে চট্টগ্রাম শহরের বিচ্ছিন্ন প্লাটুনগুলো খবর পেয়ে লড়াই কেন্দ্রগুলোর দিকে এগোচ্ছিলো। শুধু বিমানবন্দরের প্লাটুনটির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। এটা আমার জন্য খুবই বিপদের কারণ ছিলো। কেননা, পরিকল্পনা মোতাবেক শত্রুরা যাতে বিমান বন্দর ব্যাবহার না করতে পারে তার দায়িত্ব ছিলো এই প্লাটুনের ওপর। এখান দিয়ে সৈন্য আনা-নেয়া বন্ধ করতে পারলে বিমান বন্দর, পোর্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতরসহ সমগ্র এলাকায় আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজতর হতো। বিমানবন্দরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটরকে গোপনে চবিবশ ঘন্টা লাইন চালু রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার পরই নৌ-বাহিনীর সদর দফতরের সৈন্যরা গোপনে বিমানবন্দরে গিয়ে পুরো প্লাটুনের লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে। ফলে এখানে আমাদের বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায়।

উপকূলীয় বাধ বারবার শত্রু সৈন্যর চলাচল প্রতিরোধ করার জন্য দুটি প্লাটুনকে পাঠানো হলো। একটি কোম্পানী রেলওয়ে হিল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে রইলো। প্রায় ১০০ সৈন্যকে দুই অথবা তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে আগ্রাবাদ রোড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন এলাকার মোড়ে মোড়ে লড়াইয়ের জন্য মোতায়েন কর হলো। বাকী সৈন্যদের হালিশহরেই সংরক্ষিত রাখ হলো- যাতে কোথাও বিপদ দেখা দিলে তারা সেদিকে যেতে পারে। রামগড়ের সৈন্যদের কাছে পাঠানো বার্তায় তাদেরকে ফেনী নদীর ওপর শুভপুর সেতু ধ্বংস করে সেখানে একটি কোম্পানীকে প্রতিরক্ষামুলক ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রাহণ করতে এবং অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে প্রধান সড়ক দিয়ে চট্টগ্রাম চলে আসতে বলা হয়েছিলো।

হালিশহর ত্যাগের আগে বন্দীদের একটি ভবনে কঠোর প্রহরাধীনে রাখার এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাত ১১টা ৪৫মিনিটের মধ্যে আমি রেলওয়ে হিলের সদর দফতরে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, পোর্ট এলাকা এবং বিমানবন্দরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকার সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং ষোলশহরে মোতায়েন ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে সক্ষম হবে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডে ছিলেন লেঃ কর্নেল চৌধুরী এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ দুজায়গায় বাঙ্গালী সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিলো আনুমানিক ৪০০।

রাত তখন ১১টা ৩০ মিনিট। হঠাৎ ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের বাঙ্গালী সৈন্যদের ওপর হামলা চালালো। অস্ত্রাগারের গার্ডদের হত্যা করে প্রথমে তারা সেগুলো দখল করে। অন্যান্য বাঙ্গালী সৈন্য তখনও ঘুমিয়ে ছিলো। অস্ত্রাগার দখলের পরই পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচার হত্যালীলায় মেতে ওঠে। সে রাতে তারা এক হাজারেরও বেশি বাঙ্গালী সৈন্যকে হত্যা করে। এরপর তারা বাঙ্গালী সৈন্যদের আবাসিক কোয়ার্টারগুলোতে ঢুকে পড়ে এবং অস্ত্রের মুখে যাকে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। নারী ও শিশুদের বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে মারা হয়।

এই হত্যালীলা থেকে যেসব বাঙ্গালী সৈন্য জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো তারা চারদিকে দৌড়াতে শুরু করে। কেউ কেউ আমার দফতরে এসে সেই লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দেয়। অন্যারা ষোলশহরস্থ ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে ছুটে যায়। এই রেজিমেন্টের অধিকাংশ অফিসার এবং সকল সৈন্য ছিলো বাঙ্গালী।

কিছুসংখ্যক সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ষোলশহরে ৮ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে রাত প্রায় একটার দিকে যোগাযোগ করে সেনানিবাসে আক্রান্ত বাঙ্গালী সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানায়। সেই ভয়াবহ রাতে বাঙ্গালী অফিসার ক্যাপ্টেন এনাম সেনানিবাস থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে রেলওয়ে হিলে প্রতিরক্ষায় আমার ই-পি-আর প্লাটুনগুলোকে সুসংগঠিত করে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে এই পাহাড়েরই একটিন আবাসিক ভবনের নিচতলায় আমার সদর দফতর স্থাপন করলাম।

এই ভবনে রেলওয়ে অফিসারদের কয়েকটি পরিবার বাস করতেন। রেলওয়ে হিলে অবস্থান নিতেই সেখানকার অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তারা গাড়ি থেকে আমাদের জিনিসপত্র নামাতে পাহাড়ের উপর আত্মরাক্ষামুলক ট্রেঞ্চ খুড়তে, নতুন টেলিফোন লাইন স্থাপন করতে এবং আমাদের সৈনিকদের খাবার তৈরীতে প্রভৃত সাহায্য করেন।

আগেই কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ খুড়তে হবে তা দেখে রেখেছিলাম এবং কয়েকজন জেসিওকে স্থানগুলো গোপনে দেখিয়েছিলাম। সৈনিকরা যথাস্থানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে কিনা তা দেখার জন্য রেলওয়ে হিলের চারদিক ঘুরলাম। পূর্বনির্ধারিত পাহাড়ের ঢালে ৩ ইঞ্চি মর্টার স্থাপন করা হলো। রেলওয়ে হিলে আরও কয়েকটি ভবনে বহুসংখ্যক অফিসার তাদের পরিবারবর্গকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমাদের কথামত অফিসারদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলেও অধিকাংশ রেলওয়ে অফিসার এবং তাদের বয়স্ক পুত্রসন্তান ও পুরুষ আত্মীয়রা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য পাহাড়েই থেকে গেলেন। ইতিপূর্বে খবর পেয়েছিলাম চট্টগ্রামের সকল সীমান্তবর্তী ফাড়ির ই-পি-আর সৈনিকরা অবাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে আমার সঙ্গে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে কেবলমাত্র নৌ-সদর দফতর এবং সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম শহর এলাকা, হালিশহরস্থ ই-পি-আর লাইন এবং ই-পি-আর সদর দফতর তখন আমাদের পূর্ন নিয়ন্ত্রনে। আমি ভেবেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের নিয়ে মেজর জিয়া এবং লেঃ কর্নেল চৌধুরী সেনানিবাস আক্রমণ করবেন এবং আক্রমণে নিশ্চয়ই তারা সফলতা অর্জন করবেন। পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কাযক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে যখন আমি সারসন রোডের বাসভবন ত্যাগ করি তখনই ডাঃ জাফর এবং জনাব কায়সারকে বলেছিলাম ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তারা যেন খবরটি জানিয়ে দেন। তারা আমার যুদ্ধ শুরু করার কথা এই রেজিমেন্টকে জানিয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন যে, ঐ রাতে প্রায় ২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে হালিশহর এবং চট্টগ্রাম নগরীর অন্যান্য এলাকার ৫০০ অবাঙ্গালী সৈনিক, জেসিও এবং কয়েকজন ই-পি-আর অফিসারকে আমরা নিরস্ত্র করতে পেরেছিলাম। আমার অধীনস্থ ই-পি-আর সৈনিক ও জেসিওদের সাহসিকাপূর্ণ কার্যক্রমের পূর্ণ গোপনীয়তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্যই অবাঙ্গালী সৈনিক ও অফিসারদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিলো।

প্রাথমিক সাফল্যের পর রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে দিকে আমি ৮ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের সাফল্যের খবর শোনার জণ্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম নিশ্চয়ই তারাও ২০ বালুচ রেজিমেন্টাক ইতিমধ্যে নিরস্ত্র করতে পেরেছেন। প্রথমিক সাফল্যের পর পরই সদর দফতর এবং বিমানবন্দর দখলের জন্যে আমি আমার সীমান্ত ফাঁড়ির ই-পি-আর সৈনিকদের আগমন অপেক্ষায় উন্মুখ ছিলাম।

ইত্যবসরে আমি বেতার কেন্দ্র, টেলিফোন একচেঞ্জ আক্রমণ ও দখল করার উদ্দেশ্যে আমার সৈন্যদের পাঠালাম। আমার এই রেলওয়ে হিল দফতরের ঠিক উল্টোদিকেই ছিলো নৌ-বাহিনীর যোগাযোগ কেন্দ্র। এখান থেকে পরিস্কার দেখা গেলো কয়েকজন পাকিস্তানী নৌ-সেনা ওখানে ঘোরাফেরা করছে। ঠিক এই সময়ে নৌ-বাহিনীর একটি গাড়ি আগ্রাবাদের দিকে এগিয়ে গেলো। আমার মর্টার জেসিও সুবেদার আইজুদ্দিন গাড়ি দেখেই তাঁর অবস্থান থেকে দৌড়ে এসে বললো, “স্যার, গাড়িতে কয়েকজন নৌ-সেনা রয়েছে। দেবো নাকি শেষ করে?”

আমি বললাম, "না, এখন নয়। এটা বোধ হয় পর্যবেক্ষণ গাড়ী। রাস্তা পরিস্কার আছে কিনা দেখার জন্য এসেছে। মনে হয় সৈন্যদের আরো বড় দল এই রাস্তায় আসবে। সেই লক্ষ্যবস্তুই হবে আমাদের জন্য উত্তম। একসংগে অনেক লোককে পেয়ে যাবো।" একটু পরেই আরেকটি গাড়ি একই পথে চলে গেলো। কিন্তু সৈন্যদের বড় দলটি আর এলো না। মিনিট দশেক পর দু'টি গাড়ীই ফিরে এলো এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলো।

পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম, ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য তিনি রওনা হয়েছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট শাখার ম্যানেজার জনাব কাদের যখন আমার বার্তা নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরে যান তার আগেই মেজর জিয়া তার কমান্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেন্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওনা হয়ে যান। ২৫শে মার্চ রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা এই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ওপর হামলা চালায়। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেননি। পুর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। আগ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে মেজর জিয়াকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিস্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালে মেজর জিয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট লাইনে ফিরে আসার এবং তার অফিসারদের সঙ্গে পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জিয়াকে বহনকারী প্রথম গাড়িটি দেখেই নায়েব সুবেদার আইজুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে আক্রমন করতে চেয়েছিলো। রেলওয়ে হিলের পাশের এই সড়কের অনেকখানি আমাদের এল-এম-জি এবং রকেট লাঞ্চারের সুনির্দিষ্ট আওতার মধ্যে ছিল। আমরা ধৈর্য্য না ধরলে মেজর জিয়া এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে বহনকারী গাড়ি দুটি রকেট লাঞ্চারের গোলায় উড়ে যেতো। আরো বড় শিকারের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম বলেই অলৌকিকভাবে সেদিন তারা দুজন বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইউনিট লাইনে ফিরে মেজর জিয়া এবং তার অফিসাররা কমান্ডিং অফিসারসহ অবাঙ্গালী অফিসারদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন। অবাঙ্গালী অফিসারদের গ্রেফতার পর্ব শেষ হবার পরই তাদের কাছে ক্যান্টনমেন্টের হত্যাকান্ডের খবর পৌঁছে।

৮ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার পরে স্বীকার করেছিলেন, "ক্যান্টনমেন্টের ঘটনার ব্যাপারে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। রেজিমেন্টের তরুন অফিসারদের কয়েকজন তখনই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সৈনিকদের জীবন রক্ষায় ছুটে যেতে চান। অন্যরা ২১০ বালুচ রেজিমেন্টকে আক্রমন করাকে আত্মঘাতী হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এই মতপার্থক্যের ফলেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই পর্যায়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাওয়া কিংবা ২০ বালুচ রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা বোকামি হবে। এরপর ঐ রাতেই আমরা ষোলশহর ত্যাগ করে পটিয়ার দিকে অগ্রসর হই।"

এদের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে আমি আগে কিছুই জানতাম না। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে যাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম সেই ডাঃ জাফর ফিরে এলে সব জানতে পারলাম। কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে ডাঃ জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি?"

"আপনার খবর তো ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পৌঁছে দিয়েছি। তবু তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেজিমেন্টাল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি"।- ডাঃ জাফর জবাব দিলেন।

"দয়া করে এক্ষুনি যান, গিয়ে ওদেরকে থামান। এখন সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওদের সাথে সম্মিলিতভাবে বাকী জায়গাগুলোও আমরা মুক্ত করতে পারবো। আজকের রাতই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।"

\ সশস্ত্র প্রতিরোধ \

চট্টগ্রাম, ২৬শে মার্চ। আমার দফতরে টেলিফোনে খবর এলো যে পাকিস্তানী সেনারা নৌ-ঘাঁটি থেকে অগ্রসর হয়ে হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ওপর আক্রমন চালিয়েছে। ই-পি-আর ট্রাপস এই আক্রমণ প্রতিহত করে। শত্রুদের প্রচুর হতাহত হয়। পাকিস্তানীরা হালিশহরে কোন বাধা আশা করেনি। সংগঠিত প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্ততই ছিলো না। তাদের অগ্রবর্তী দলটি হালিশহরের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহের সম্মুখীন হতেই আমাদের সৈনিকরা পাকিস্তানীদের লক্ষ্য করে গুলি চালালো। পাকিস্তানীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক হতাহত হলো। অবশেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সময়ে অপর এক টেলিফোনে জানলাম, ৮০ থেকে ১০০টি যানের বিরাট একটি কনভয় কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের পথে রওনা হয়েছে। কুমিল্লা থেকে মেজর বাহার চট্টগ্রাম টেলিফোন অপারেটরকে একথা জানালে সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তা অবহিত করে। সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমি পাকিস্তানী কলামটিকে এ্যামবুশ করার জন্যে একজন জেসিওর নেতৃত্বে হালিশহর থেকে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠালাম। হালকা মেশিনগান এবং ভারী মেশিনগান ছাড়াও কোম্পানীটির সাথে ছিলো ৩'' মর্টার ও রকেট লাঞ্চার। অপারেশনাল কমান্ডার সুবেদার মুসা যাত্রার প্রাক্কালে আমাকে টেলিফোন করে বললেন। আমাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন স্যার।

সকল দেশবাসী আপনাদের জন্য দোয়া করছে। যুদ্ধ চালিয়ে যান, মাতৃভূমিকে মুক্ত করুন। আমার গলার স্বর ছিলো আবেগে উদ্বেলিত।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামগামী শত্রপক্ষে ছিলো ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের একটি অংশ এবং তাদের সঙ্গে ১২০ মিলিমিটার মর্টারবাহী একটি দল। ২৬শে মার্চ রাত ১টার দিকে তারা চট্টগ্রামের পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের দুরত্ব একশ মাইলের কিছু বেশি। তাদের পথে বহুসংখ্যাক কালভার্ট এবং ছোট ছোট সেতু ছিল। সৈন্য চলাচলে বাধাদানের জন্যে পূর্বেই জনসাধারন এগুলোর অধিকাংশ ভেঙ্গে ফেলেছিলো। তাই পাকিস্তানী কলামটিকে অনেক ক্ষেত্রে মুল রাস্তা ছেড়ে ঘুড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। একই সাথে ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারের সৈনিকরা সেতুগুলো মেরামতও করে চলছিলো। যা হোক, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শুভপুরে সেতুর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে রাখা হয়েছিলো। কুমিল্লাস্থ ৫৩ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি নিজেই সমগ্র কলামের নেতৃত্বে ছিলেন। শুভপুর সেতু মেরামত করতে সময় লাগবে দেখে ব্রিগেড কমান্ডার পদাতিক সেনাদের নিয়ে নদী পার হয়ে চট্টগ্রামের পথে রওনা হলেন এবং পিছনে রেখে গেলেন মর্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার ইউনিটকে। তাদের বলে গেলেন সেতু মেরামত করতে তারা যেন অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দেয়। সুর্য তখন অস্তপ্রায়। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি এবং তার বাহিনী চট্টগ্রাম থেকে ১৪ মাইল দূরে কুমিরায় পৌঁছে গেলেন।

এদিকে ইপিআর সেনারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রাস্তার পূর্ব পাশের একটি উচু জায়গায় এ্যামবুশ করে বসেছিলো। রাস্তার পশ্চিমে কিছু দুরেই সাগর। উচু জায়গাটি থেকে রাস্তা এবং সাগর বেশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। বড় সেতুগুলোর কষ্টসাধ্য বাধা পেরিয়ে আসতে পেরে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি খুব খুশী ছিলেন কারণ সেতুগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হলে তাদের পক্ষে সেতু পার হওয়া সম্ভব হতো না। সমস্যার মুহুর্তে কুমিরায় পৌঁছে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আর মাত্র মিনিট পয়তাল্লিশের মধ্যেই চট্টগ্রামের পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন এবং তারপরই নামতে পারবেন বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করতে। কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি জীবনের সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। ইপিআর সেনাদের এ্যামবুশে তিনি এবং তার প্রায় অর্ধেক সৈন্য দিশেহারা হয়ে পড়লো।

এই এ্যামবুশে পাক সেনাদের হতাহতের খবর পরে পাওয়া গিয়েছিলো। লাইট মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলির শিকার হয়েছিলেন ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শাহপুর খানসহ প্রায় ৭০

জন পাকসেনা। ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহনের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি জীবন বাঁচাবার জন্যে তখন প্রাণপণে ছুটেছিলেন পাহাড়ের দিকে। কয়েকজন সঙ্গীও তাকে অনুসরন করলো। ভীতসন্ত্রস্ত সৈনিকরা হাতিয়ার, যানবাহন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলেই প্রাণপণে ছুটছিলো। শত্রুপক্ষের পিছনের অংশ যারা আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে ছিলো তারা সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করলো। এক ঘন্টারও বেশী সময় এই গুলি বিনিময় চললো। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীদের মর্টার বহর শুভপুর সেতু অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগ দিলো। এই সময় আমাদের সেনারা প্রায় ৩ মাইল সরে এসে পরবর্তী অবস্থানে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ইপিআর-এর ৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

কুমিল্লায় শত্রুর বিরুদ্ধে ইপিআর সেনাদের এই এ্যামবুশ ছিলো আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই প্রথম সরাসরি আক্রমণ। কুমিরার ঘটনার গুরুত্ব এতই সুদুরপ্রসারী ছিলো যে, এই ঘটনা পাকিস্তানী সৈন্যদের চট্টগ্রামে অবাধে কিছু করার মূল পরিকল্পনা ব্যাহত করে দেয়। চট্টগ্রামে শত্রুদের লোকবল পর্যাপ্ত ছিলো না বলে কুমিল্লা থেকে লোকবল বৃদ্ধি ছিলো একমাত্র ভরসা। এই এ্যামবুশের পরে আমরা একটি অয়্যারলেস বার্তা শুনে ফেলি। চট্টগ্রামের জনৈক কমান্ডার ঢাকায় ৯৪ ডিভিশনের কর্নেল ষ্টাফ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়েছে। সীতাকুন্ডের দক্ষিণে বাকি সৈন্যরা আটকা পড়ে আছে। বিমানে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করছি। জরুরি ভিত্তিতে বিমানে করে হতাহতদের সরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

কুমিল্লায় আমারও কিছু লোক হতাহত হয়েছিলো। আমারও প্রয়োজন ছিলে নতুন সৈন্যের, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের। সেই মুহূর্তে সীমান্ত এলাকা থেকে যে সব ইপিআর সৈন্য আসছিলো তারাই ছিলো আমার প্রধান ভরসা।

২৬শে মার্চ ভোর নাগাদ ক্যাপ্টেন হারুন শহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। তাঁর সৈন্যরা উচ্চ কণ্ঠে "জয়বাংলা" শ্লোগান দিতে দিতে আসছিলো। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে এসেই থামতে হলো তাদেরকে। কয়েকজন সৈন্যকে শহর ছেড়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে যেতে দেখা গেলো। কিছুক্ষণের জন্য ক্যাপ্টেন হারুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন "শত্রুরা কি তাহলে পুরোপুরি শহর দখল করে ফেলেছে?" এই ভাবনা তাঁকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে দেয়। পরে দেখা গেলো যে, এরা বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। তারা সবাই পটিয়ার দিকে যাচ্ছিলো। শহরে ঢোকার আগে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি কালুরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁকে কালুরঘাট এলাকাতেই থাকতে বলা হলো। ফলে পূর্ব পরিকল্পান অনুযায়ী শহরের যুদ্ধে আমার সঙ্গে যোগ দেয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

কক্সবাজারে ইপিআর কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মফিজ। তিনি দুটি ইপিআর কোম্পানী নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য কক্সবাজার ত্যাগ করেছিলেন। তাকেও কালুরঘাট এলাকায় থামিয়ে সেখানেই আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে বলা হয়। তিনি পরে আমাকে বললেন। আপনার সাথে যোগ দিতে পারিনি এটা আমার ক্রুটি ছিলো না। মেজর জিয়া আমাকে কালুরঘাটে থামিয়ে দিয়েচিলেন। আমি তাকে আপনার নির্দেশের কথা জানালে তিনি আমাকে জানান শহরে কেউ নেই। অবশ্য পরে দেখা গেলো আপনি তখনো শহরে যুদ্ধ করে চলেছেন।

আমরা তখনো শহর ছাড়িনি। বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড লড়াই হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাবলী শহরের পরিস্থিতিকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা মোটেই আমার জন্য অনুকুল ছিলো না।

কক্সবাজার এবং কাপ্তাই থেকে যে সৈন্যরা আসছিলো কালুরঘাট ব্রিজের কাছে তাদের থামিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। কুমিরায় প্রধান সড়ক বরাবর প্রচন্ড সংঘর্ষের দরুন রামগড়ের সৈন্যরা আসতে পারছিলো না। শহরে

যে ক'জন সৈন্য ছিলো শুধু তাদের সম্বল করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিলো না। নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট মুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো।

বেলা ৯টা নাগাদ অনেক উঁচু দিয়ে শহরে হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি শুরু করলো। কয়েক জায়গায় জনসাধারণ সেগুলোর দিকে বন্দুকের গুলি ছুড়লো। বিরাটাকায় সি-১৩০ বিমানগুলো ঢাকা থেকে সৈন্য আনতে থাকলো। অসহায়ভাবে তবু আমরা সেই অবস্থান আকড়ে রইলাম। আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো, ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে শত্রুদের বেরোতে না দেয়া। কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শহর ত্যাগ করায় ওদিক দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেরোনো সহজতর হয়ে উঠেছিলো। ঘটলোও তাই। ট্যাংকের ছত্রছায়ায় ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নৌ-বাহিনী সদর দফতরের পাকিস্তানী সৈন্যরা অবশ্য তখনো আটকা অবস্থায়। সমগ্র আগ্রাবাদ রোডের গুরুত্বপূর্ন স্থানগুলো ছিলো ইপিআর সৈন্যদের দখলে। হালিশহরের কাছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম বলে শত্রুপক্ষের একটি লোকের পক্ষেও চলাচল করা সম্ভব ছিলো না। এমনিভাবে ওদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমরা অনেকখানি ব্যাহত করতে পেরেছিলাম।

চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের সাহায্যার্থে বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ ঢাকা থেকে বিমানযোগে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছায়। বিমানবন্দর থেকে পাকসেনারা আগ্রাবাদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাক শেনাদের অপর একটি গ্রুপ হালিশহর ইপিআর সদর দফতরের দিকে অগ্রসর হয়। হালিশহরে আমরা ইপিআর বাহিনী আগে থেকেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলেছিলো।

কুমিরার সংঘর্ষ মারাত্মক হয়ে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সৈন্যদের মনোবল এতই ভেঙে পড়েছিলো। যে, তাদের পক্ষে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। এই সময় হেলিকপ্টার যোগে জেনারেল মিঠ্ঠা খান কুমিল্লায় উপস্থিত হন এবং সৈন্যদের প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে এক জঘণ্য মিথ্যা ভাষণে বলেনঃ "হিন্দুদের প্ররোচনায় বাঙ্গালীরা তোমাদের অফিসার, সৈন্য এবং তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করে চলছে। তোমরা তাদের রক্ষা না করলে তারা সকলেই প্রাণ হারাবে। প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। খুনের বদলে খুন। ইসলাম এবং পাকিস্তানকে তোমরা রক্ষা কর।" প্রতিশোধ গ্রহনের এই তীব্র হলাহল পাকিস্তানী সৈনিকদের মনে ব্যাপক জিঘাংসা সৃষ্টি করে।

মূল সড়ক পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হওয়ায় ব্রিগেডিয়ার শফি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একটি কলামকে সেনানিবাসে ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। অপর কলামকে উপকুল রেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে বাধের উপর তরিত অবস্থান গ্রহনকারী আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেন।

সন্ধা হয়ে আসে। মাঝে মাঝেই উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় চলছিলো। সংঘর্ষ এলাকা থেকে জনসাধারন ক্রমশঃ দুরে সরে যেতে থাকলেও এলাকার তরুনরা আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খাবার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে থাকে। এমনকি তারা হতাহতদের নিরাপদ স্থানে সুচিকিৎসার ব্যাবস্থাও করতে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো তাদের অনেকেই শত্রুসৈন্যদের কাছাকাছি থেকে তাদের প্রতিটি অবস্থানের খবরাখবর আমাদের সর্বরাহ করে চলছিল।

উপকুল বরাবর শত্রুসৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়েই আমরা আরেকটি এ্যামবুশের আয়োজন করি। পাকিস্তানীরা আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এই দ্বিতীয় এ্যামবুশেও শত্রুসেনাদের অনেকে হতাহত হয়। ভীত পাকিস্তানীরা তাদের মৃত সঙ্গীদের ফেলেই নানা দিকে দৌড়াতে থাকে। অনেকেই পথ ভুলে গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়লে নিরস্ত্র বিক্ষুব্ধ জনতার হাতেই প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে ইপিআর কোম্পানীর গোলাবারুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। অপরদিকে হালিশহর সদর দফতরেও বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করার মতো গোলাগুলি আর তেমন ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে আমি কুমিরার কোম্পানীকে পেছনে সরে শহরের উপকণ্ঠে নতুন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বললাম। স্থানটি হালিশহরে আমাদের অবস্থানের নিকটেই ছিলো। আমরা তীব্রভাবে গোলাগুলি এবং নতুন সৈন্যের প্রয়োজনীয়তার অভাব অনুভব করি। অথচ সেই মুহূর্তে এগুলো সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিলো। এদিকে রাঙ্গামাটি থেকে আগত ইপিআর সেনারা ক্যান্টনমেন্টের অদূরে বাধাগ্রস্ত হয় এবং রামগড় এলাকার অপর দুটি ইপিআর কোম্পানীও মুল সড়ক পথ ধরে অগ্রসর হতে পারছিলো না। এ সময় আমার সামনে দুটি বিকল্প পথই খোলা ছিলো। হয়, ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্রাগার দখল করা অথবা সরবরাহের জন্য ভারতের সাথে যোগাযোগ করা। অন্যসব সম্ভাবনা ব্যার্থ হলে চুড়ান্ত পন্থা হিসাবে শেষেরটিই বিবেচনা করা যায় বলে মনে করলাম। আমি প্রথম পন্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেই এবং তখনই রামগড়ের একটি কোম্পানীকে মাঠের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে অবস্থানকারী আমাদের সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলাম। অপর কোম্পানীটিকে শুভপুর সেতু এলাকায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে বললাম যাতে সড়ক পথে কুমিল্লা থেকে নতুন কোনো পাক সৈন্য চট্টগ্রাম আসতে না পারে।

২৬শে মার্চ সন্ধা সাড়ে ৮টার দিকে নৌ-বাহিনীর যোগাযোগা ঘাঁটিতে পাক সৈন্যদের আনাগোনা লক্ষ করা গেলো। রেলওয়ে পাহাড়ে আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার থেকে পাশের একটি মসজিদে তাদের আনাগোনা পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকজন বেসামরিক ব্যাক্তিও তাদের সঙ্গে মসজিদে যোগ দেয়। এই সময়ই হালকা মেশিনগান নিয়ে অবস্থানকারী আমার একজন সিপাই যে মুহুর্তে ট্রেঞ্চ থেকে মাথা তুললো অমনি একটি বুলেট তাকে আঘাত করলো। গুলিটি আসে মসজিদের দিক থেকে। সাথে সাথে শত্রুরা আমাদের অবস্থানের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহয্যে ব্যাপকভাবে গুলি চালাতে শুরু করলো। কামানের গোলা আমাদের চতুর্দিকে পড়তে থাকে। বিস্ফোরিত গোলার মারাত্মক টুকরোগুলো ভয়াবহরুপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রুদের একটি দল টাইগার পাস ঘাটি থেকে আক্রমন চালায়। অবশ্য এই আক্রমন সাথে সাথেই প্রতিহত করা হলো। কিছুক্ষণ পর অপরদিক থেকেও হামলা হতে থাকে। তবে দুটি হামলাই সামনের দিক থেকে আসছিলো বলে ওরা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বরং পাকিস্তানিরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। সামনে অগ্রসর হতে ব্যার্থ হয়ে তারা পিছু হটে গিয়ে তাদের সুদৃঢ় ঘাটি থেকে আমাদের অবস্থানের ওপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকলো।

অনুরুপভাবে আমাদের হালিশহর অবস্থানের ওপর কয়েক দফা হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই শত্রুসেনারা হটতে বাধ্য হলো। ২৬শে এবং ২৭শে মার্চের মধ্যবর্তি রাতকে মনে হচ্ছিলো এ রাত যেন আর পোহাবে না। গুলির শব্দে গোলার বিস্ফোরনে সমস্ত শহর কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারং বার।

এ সময় আমার অবস্থানের পেছনেই ট্যাংকের আওয়াজ পেলাম। অন্য কোনো ভাবে আমাদের অবস্থান দখল করতে না পেরে শত্রুরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। রেলওয়ে হিলে আমাদের অবস্থান শত্রুদ্বারা ঘেরাও আসন্ন হয়ে উঠলো। অথচ কোনো ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র আমাদের ছিলো না।

প্রায় দু'ঘন্টা পর কামানের গোলা বর্ষণ একটু কমে এলো। এ সময় আহত সৈনিককে আমার কমান্ড পোস্টে নিয়ে আসা হলো। সে ছিলো বয়সে তরুন। কাদামাটি লাগা কাপড়চোপড় রক্তে ভেজা। বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়েছিলো। দারুন কষ্টে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে আস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো "কখন আমার মৃত্যু হবে?" তার দৃষ্টিতে ছিলো সারা বিশ্বের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এরপর সে আর কিছু বলতে পারে নি। আরো অনেকের মতই নিভৃত যন্ত্রনায় সেও আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলো।

\ ঘেরাও \

ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে নৃশংস অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে উৎফুল্ল ইয়াহিয়া তার বাহিনীকে ব্যাপক গণহত্যার ছাড়পত্র প্রদান করেন। পাকসেনারা তাদের অভিযান এলাকাগুলোতে প্রাণী বলতে যা কিছু পেয়েছে তাই নিধন করেছে এবং এসব স্থানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে অবলিলাক্রমে। কিন্তু তবুও লোক এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এই প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা ছিলো দুঃসাধ্য, কারণ অস্ত্র চালনায় জনসাধারণের একদিকে যেমন কোন ট্রেনিং ছিলো না। তেমনি তাদের অস্ত্রগুলোও ছিলো পুরোনো আমলের। এদিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমাদের বাঙালী সৈনিকরা যেখানেই সংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেখানেই শুরু হয়েছে কামান, ট্যাংক আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা শত্রুপক্ষের সম্মিলিত আক্রমন। এই ধরনের বারংবার হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের গোলাবারুদের মজুতে টান পড়ে।

এই অবস্থায় রেলওয়ে হিলের অবস্থান ত্যাগ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলো। তখন চারদিকেই শুত্রুসেনা। ক্রমাগত ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর কামানগুলো আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদেরকে ব্যাস্ত রাখে। এই সঙ্কটময় অবস্থায় আমি আমার সৈন্যদের কোতয়ালী থানা এলাকার দিকে সরে যেতে নির্দেশ দিই এবং সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের পেছনে সকলকে একত্র হতে বলি। গুলি বর্ষনের ছত্রছায়ায় যখন সকলেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায় তারপরই আমি ঘাটি ত্যাগ করার জন্য পা বাড়াই। একজন তরুন কলেজ ছাত্রও আমার সাথে ছিলো। আমরা চলছিলাম কিন্তু মুখে কোন কথা ছিলো না। সমস্ত সকালটি ছিলো কুয়াশাচ্ছন্ন। বিমূঢ় বিষন্নতায় সমস্ত শহর যেন আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট ছিলো জনমানবশূন্য, মনে হচ্ছিলো মৃতের নগরী। শত শত বছর পরে মাটির তলা থেকে খুড়ে যেন নগরটিকে আবিস্কার করা হয়েছে। দূরে বন্দরে জাহাজের মাস্তুল, ক্রেন, ওধারে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম সবকিছুই একটির পর একটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। ভরাক্রান্ত হৃদয়ে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সা করে একটি বুলেট আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো। সাথে সাথে আমরা নীচু হয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দেই।

কদমতলী রেলক্রসিংয়ের কাছে নৌ-সেনাদের দুটি ট্রাক এ সময় অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিলো। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সামনে এগোচ্ছিলাম। কোন দেশ কি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না? বহির্জগতের কোন দেশ কি জানে না বাংলাদেশে এখন কি ঘটছে? আমাদের বেতার ঘোষনা কি তারা শুনেছে? এমনি নানা কথার ভীর আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কদমতলীর কাছাকাছি এসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে যখনই রাস্তা পেরুতে গেছি তখনই দুটি গাড়ীর হেডলইটের তীব্র আলোয় আমার চোখ ঝলসে যায়। দুটি গাড়ি থেকেই সৈন্যরা লাফিয়ে নামতে থাকে। আমি সামনে একটি প্রাচীর দেখে সেটি পার হওয়ার জন্য দৌড় দিই শত্রুসৈন্যরাও গুলি বর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি এসে আমার ডান হাতে ধরা এষ্টেনগানে লাগলে প্রচন্ড ধাক্কায় সেটি ছিটকে পড়ে। আমি মুহূর্তে দেয়ালের উপর লাফিয়ে উঠে প্রচন্ড বেগে ওপাশে গিয়ে পড়ি। তারপর লাফিয়ে হামাগড়ি দিয়ে আবার কখনো দৌড়ে চলতে থাকি। পেছনে শুনতে থাকি নৌ-সেনাদের এলোপাথারী গুলিবর্ষনের শব্দ। তাদের দুঃখ, শিকার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

আমার বাম উরুতে তখন ভয়ানক যন্ত্রনা হচ্ছিলো, ভীষন রক্ত ঝরছিলো এবং ট্রাউজারের একটি অংশ হাটু পর্যন্ত ছিড়ে ঝুলছিলো। দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ার সময়ই বোধ হয় কিছুতে লেগে এই জখম হয়েছে। কোতয়ালী থানায় পৌঁছে দেখি আমার লোকেরা সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। ৩'' মর্টারগুলো তখন আমাদের জন্য বোঝা হয়ে পড়েছিলো। কারন ওগুলোর কোনো শেল অবশিষ্ট ছিল না। পেট্রোলের অভাবে আমাদের কয়েকটি গাড়িও ফেলে আসতে হলো। আমি টেলিফোনে জনাব সিদ্দিকীতে মর্টারগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িসহ কাউকে পাঠাতে বললাম এবং সৈন্যদেরকে পুর্ব পরিকল্পিত জায়গায় গিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশ

দিলাম। আমাদের আশা ছিলো সেখান থেকে ক্যান্টনমেন্টের ওপর আক্রমন চালিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রচুর গোলাগুলি উদ্ধার করতে পারবো।

আমাদের ভিন্ন রাস্তায় অগ্রসর হতে হলো। ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের মধ্যবর্তী প্রধান শহরটি তখন শত্রুকবলিত। আমরা কিছু লোক গাড়িতে এবং কিছু লোক পায়ে হেটে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। চকবাজারের কিছু সামনে শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছতেই দেখলাম আমার একজন ইপিআর সিপাই পায়ে হেটে শহরের দিকে ফিরছে। ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? আমি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। বিষন্ন কণ্ঠে সে জবাব দিলো আপনার কাছেই স্যার। সে আরো বললো, আপনি ক্যান্টনমেন্টের পেছনের এলাকায় গিয়ে আমাদের একত্র হওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু একজন অফিসার অন্যপথ দিয়ে সৈন্যদেরকে নিয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে চলে গেছেন। আমি আবার চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম। কোন অফিসার?

‘‘আমি তার নাম জানি না স্যার।’’

জনাব হান্নান এবং ডাঃ জাফরকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের সেনাদের কালুরঘাট সেতুর দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আমি আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধ করলাম তারা যেন জিয়াকে বলেন, আমার সৈন্যদের ছেড়ে দিতে যাতে ওরা শহরে আমার সাথে যোগ দিতে পারে। তদনুসারে ডাঃ জাফর, জানাব হান্নান, নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব মান্নান, জানাব কায়সার এবং আরো কয়েকজন কালূরঘাটের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। গোমদন্ডী ষ্টেশনের কাছে তারা মেজর জিয়া, মেজর শওকত এবং অন্য কয়েকজন অফিসারের সাক্ষাৎ পান। আমার সাথে শহরের লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য তারা জিয়াকে আমার সৈন্যদের ছেরে দিতে বলেন। মেজর জিয়া জবাব দেন যে, তার সেনাবাহিনী পূনর্গঠননের পরই তিনি আমার সংগে যোগ দেবেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ফিরে এসে আমাকে সব কথা জানালেন। অবশ্য মেজর জিয়া এবং তার সংগের অন্য অফিসাররা শহরের লড়াইয়ে আর আসতে পারেন নি।

ঢাকা থেকে তখনও বিমান বোঝাই করে সৈন্য আনা হচ্ছিলো। প্রধানতঃ কুমিল্লার ৫৩ বিগ্রেড থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকেও পাক সৈন্যরা চট্টগ্রামের পথে এগিয়ে আসছিলো। শহরের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিলো। এদিকে বাংলাদেশের পতাকার বিক্রি বেড়ে গেলো বহূগুণ। সর্বত্র নীল আকাশের নিচে নতুন জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা গেলো। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট থেকে শত্রুসৈন্যরা বেরিয়ে সবাইকে সেগুলো নামিয়ে ফেলতে বাধ্য করতে লাগলো। যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে গ্রথিত বাংলাদেশের পতাকার ছাপ তারা কোন দিনই মুছে ফেলতে পারেনি।

ক্যান্টনমেন্টের অদূরে ইপি-আর সৈন্যরা আমার কথা অনুযায়ী নতুন সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমার সৈন্যদের কালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ কথা তারা তখনো জানতে পারেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে ক্যান্টনমেন্টের ওপর যে হামলা পারিচালনার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বে করেছিলাম তা ভেস্তে গেলো।

এমতাবস্থায় আমি অস্ত্র এবং গোলাবারুদের জন্যে ভারতে যাবার নিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে ভারতে একবার যেতে পারলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই অস্ত্র, গোলাগুলি এবং জরুরী জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং এরপর রামগড় থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে এসে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমন করতে পারবো। অস্ত্রের জন্য ভারতে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আমি সীমান্ত রক্ষীদের সাথে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করে রাখার জন্য অয়্যারলেসে রামগড়ে একটি বার্তা পাঠালাম। আমার ভারত পৌঁছানোর পর আলোচনা শুরু করতে যাতে দেরি না হয় সেজনই আগে থেকে এ ব্যবস্থা করলাম।

\ সরবরাহের অভাব \

২৮শে মার্চ ভোর নাগাদ শত্রুপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-বাহিনীর ঘাটির মধ্যবর্তী প্রধান সড়কের টাইগার পাস এলাকা দখল করে নেয় এবং নগরীর কেন্দ্রস্থলে সার্কিট হাউসে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে। কুমিরায় যে শত্রুদলটিকে আমরা প্রতিহত করেছিলাম তারাও এসে ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের সেখানকার সৈন্যরা সরে এসে হালিশহরের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহে অবস্থান নেয়। হালিশহরে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ দু'ভাবে কাজে লাগছিলো। প্রথমত, এই প্রতিরক্ষা ছিল বিমানবন্দর, নৌ-বাহিনীর সদর দফতর এবং পোর্ট এলাকায় শত্রুদের জন্য আসার পথে হুমকিস্বরুপ। দ্বিতীয়ত, শত্রুদের প্রধান অংশে আঘাত পরিচালনার জন্যও দৃঢ় ঘাঁটি হিসেবে এটা কাজে লাগছিলো। পথিমধ্যে ইপি-আর সৈনিকদের কালুরঘাটে আটকানো না হলে পোর্ট, বিমানবন্দর এবং নৌ-বাহিনীর সদর দফতর আক্রমন এবং দখল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো এবং তাহলেই যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে যেতো। পোর্ট এলাকা থেকে শত্রু সৈন্যরা দিনের বেলায় কয়েকবারই আগ্রাবাদ রোড পরিস্কার করে টাইগার পাস দিয়ে নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু তীব্র প্রতিরোধের মুখে প্রত্যেকবারই তাদের পিছু হটতে হয়। শত্রুরা হয়তো মরিয়া হয়ে অগ্রসর হলে সড়কটি দখল করতে পারতো। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় এই ধরনের সংঘর্ষে লোকক্ষয় ছিলো অবশ্যম্ভাবী। লোকক্ষয় এড়ানোর জন্যেই তারা সাময়িকভাবে এই প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে কুমিল্লা থেকে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেওয়ান হাট উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

দামপাড়া পুলিশ লাইনের বাঙালী পুলিশরাও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু সৈন্যদের প্রতিরোধ করছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পুরো ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি। সংঘর্ষে বহু বাঙালী পুলিশ হতাহত হয়। শত্রুদের ক্রমাগত চাপের মুখে বাঙালী পুলিশদের স্থানটি পরিত্যাগ করতে হয়।

পরদিন ২৯শে মার্চ। সকালে শত্রুসেনারা আগ্রাবাদ রোড অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং একটি দলকে তারা মাদারবাড়ী ও আইস ফ্যাক্টরী সড়ক হয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাঠিয়ে দেয়। নিউমার্কেটে অবশ্য আমাদের লোক ছিলো না তকে আমি এক প্লাটুন শক্তিসম্পন্ন একটি দলকে (প্রায় ৩০জন) ঐ এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কোর্ট ভবন দখলে রাখার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

শত্রুদের আরেকটি দল ষ্টেডিয়ামের বিপরীত দিকের নৌ-ভবন থেকে বেরিয়ে পি, আই, এ অফিসের নিকটবর্তী একটি লেনের মধ্য দিয়ে ডিসি হিলের দিকে এগোতে থাকে। কয়েকজন পথচারী তাদের সামনে পড়লে পাকিস্তানীরা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর একস্থানে থেমে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং দ্রুতগতিতে পাহাড়ের উপর উঠে সমগ্র এলাকাটি বিনা বাধায় দখল করে নেয়। কোর্ট বিল্ডিং-এ তখন আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষমান। তারা গভীরভাবে সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলো। এবং সাহায্য করলেই যে কোন মূল্যে তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারতো।

এইদিন বিকালে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি জাকির হোসেন রোডে একটি এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য মেডিকেল কলেজে ফোন করে। এ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ আমাদের সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনে ছিলো। কলেজের নিকটেই গুরুত্বপূর্ন স্থান প্রবর্তক হিলে আমাদের কিছু সৈনিক মোতায়েন ছিলো। আমাদের আহত সৈনিকদের নিয়ে মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নার্স এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই দিনরাত ব্যস্ত ছিল।

পূর্ব কথিত এ্যাম্বুলেন্সটি ফিরে আসতেই ডাক্তার এবং নার্সরা দ্রুত বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে একদল শত্রুসৈন্য, হাতে তাদের উদ্যত হাতিয়ার। ক্ষিপ্ততার সাথে তারা হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সন্ধা নাগাদ আরো একদল শত্রু সৈন্য এসে অবস্থান রত সৈনিকদের সাথে যোগ দেয়। কর্মচঞ্চল হাসপাতাল ভবন এবং পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় নেমে আসে এক বিষন্ন নীরবতা।

হালিশহর এবং কোর্ট ভবন, এ দুটি স্থানে তখনো আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিলো। তা ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আমাদের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলগুলো তখনো শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করছিলো। কিন্তু শেষে কুমিল্লা থেকে নতুন শত্রুদল দেওয়ানহাট ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছে গেলে আগ্রাবাদ এলাকা থেকে আমাদের সৈন্যদের হালিশহর ঘাটিতে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শহরের অর্ধেক জনসংখ্যা ততক্ষণে গ্রামের দিকে চলে গেছে। অনেকে সরাসরি সীমান্তের দিকেও চলে যায়। সকলেই কেমন যেনো হতাশ হয়ে পড়ে। জনসাধারণ ঠিকই ভেবেছিলো যে, কোনোরুপ সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের পক্ষে দেরি হবে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা দেখছে আমাদের সৈন্যরা ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করছিলো। আমাদের গোলাগুলির সরবরাহ ছিলো খুবই কম। একজন সৈনিকের হাতের অস্ত্র অকেজো হয়ে গেলে তাকে নতুন অস্ত্র না দেয়া পর্যন্ত সেই সৈনিকটিই অকেজো হয়ে পড়ে। কেউ আহত হলেও তার প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা তাকে অন্যত্র স্থানান্তরের তেমন কোন ব্যাবস্থা আমাদের ছিলো না। এমনকি একপর্যায়ে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য সরবরাহেরও কেউ ছিলো না। আমার ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারে অয়্যারলেস কিংবা আধুনিক কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় বিভিন্ন রনাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত হওয়া এবং সে অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া যাতায়েতের জন্য যানবাহন সমস্যাও ছিলো প্রকট। আমরা যোগাযোগ এবং পরিবহনের অভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি বেশী। কুমিরায় আমাদের অবস্থান বিপন্ন হওয়ার সংবাদ একজন সংবাদ বাহকের মারফত তিন ঘন্টা পর পাই। সংবাদ পাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি নতুন কিছু সৈন্য কুমিরার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কুমিরার দুই মাইল দুরে পৌঁছানোর পূর্বেই কুমিরার পতন ঘটে। আমাদের সৈন্যরা ততক্ষনে হালিশহরের দিকে ফিরে আসতে থাকে। আরেকটি সংকট ছিলো ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত্রু সৈন্যদের সাথে যখন অব্যাহতভাবে নতুন নতুন সৈন্য এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যোগ হচ্ছিলো, আমি তখন অসহায়ভাবে তা দেখছিলাম। একইভাবে দল বেধে আমাদের সামরিক লোকজনও শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো।

আমি যে কয়জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে একজনও নতুন সৈনিক কিংবা একটি মাত্র বুলেটও যোগ করতে পারিনি। ক্রমাগত শত্রু সৈন্যর মোকাবেলা করে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। অনেকেই ২৫ তারিখের রাত থেকে এ পর্যন্ত এক মুহুর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারেনি। আমার রেলওয়ে হিলের ঘাঁটি সার্কিটহাউস এলাকা, মেডিকেল কলেজ, ডি সি হিল এবং হালিশহর ও কোট বিল্ডিংয়ের যুদ্ধে আমি নতুন সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হতাশ হয়েছি বারববার। আর এই প্রত্যাশা যুদ্ধের সেই পর্যায়ে আমার সৈন্যদের অবসাদগ্রস্ত করে তোলে সাময়িকভাবে।

\ চট্টগ্রাম শহরে চূড়ান্ত লড়াই \

৩০শে মার্চ। শহরে তখন কারফিউ চলছে। খুব ভোরে এক ভদ্রলোক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে অস্থিরভাবে অনবরত টেলিফোন করছিলেন। একটু আগে জানালা দিয়ে তিনি নারকীয় দৃশ্য দেখেছেন। একটি গাছের ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল। কয়েকজন পাকসেনা কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে সেই পতাকাটি নামিয়ে ফেলতে বলে। ছেলেটি অনিচ্ছাস্বত্বেও গাছ বেয়ে উপরে উঠে এবং পতাকাটি খুলে আস্তে আস্তে ভাজ করতে থাকে। ঠিক এ সময়ে নিচ থেকে সৈন্যরা অত্যন্ত সুস্থ মস্তিস্কে তার দিকে রাইফেল তাক করে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ ছেলেটি বৃন্তচ্যুত ফুলের ন্যায় নিচে পড়ে যায়। সৈন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে এবং সে স্থান ত্যাগ করে।

কোনো এ্যাম্বুলেন্স কিংবা অন্য কেউ কিশোরটির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। হাসপাতালের সবকটি গাড়িই পাকিস্তানী সৈন্যদের বহন করছিলো। বস্তুত পুরো হাসপাতালটিই মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালী ডাক্তার, নার্স এবং অধিকাংশ রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতল ত্যাগ করেছেন। আর রক্তপিপাসু দানবদের হাত থেকে পালাতে যারা একেবারেই অসমর্থ তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

প্রতিদিনের ব্যস্ত বিপণী কেন্দ্র নিউমার্কেট এলাকা সেদিন একেবারে চুপচাপ। দুপুরের মধ্যে পাকসেনারা পোর্টের দিক থেকে বরফকল সড়ক হয়ে এখানে পৌঁছে যায় এবং সদরঘাট, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং ষ্টেডিয়ামের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে। ছোট একটি দল কোর্ট হিলের দিকেও পা বাড়ায়। কিন্তু হিলে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদের বুলেট বৃষ্টিতে পাকিস্তানীদের পিছু হটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয়।

একই দিন হালিশহরেও সকাল ৮টা থেকে সংঘর্ষ চলতে থাকে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে কামান দেগে চলছিলো। নৌ-বাহিনীর সবগুলো কামানই তখন সক্রিয় ছিলো ক্রমাগত দীর্ঘ ৬ঘন্টা যাবত তারা হালিশহরের ওপর গোলাবর্ষণ করে। কামানের ছত্রছায়ায় শত্রুরা হালিশহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইপি-আর সেনাদের দুঃসাহসী পাল্টা আক্রমনের মুখে অগ্রগতি লাভে ব্যার্থ হয়ে শত্রুরা বিমান বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে। আধ ঘন্টার মধ্যে দুটি বিমান চলে আসে। এবং বেলা সড়ে বারোটা থেকে আমাদের অবস্থানের উপর ক্রমাগত বিমান হামলা চালাতে থাকে। আমাদের কোন বিমানবিধ্বোংসী হাতিয়ার ছিলো না। সেই সময় নিজেদের কোন বিমান থাকারও কথা নয়। তাই শত্রু বিমানগুলো আকাশে তাদের পূর্ন আধিপত্য বিস্তার করে নির্বিঘ্নে আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করতে থাকে। তারা তাদের ইচ্ছেমতো রনাঙ্গনের ওপর আঘাত হানতে থাকলো। পরিস্কার রৌদ্রকরোজ্জল দিনে শত্রুর বিমানগুলো একটার পর একটা ট্রেঞ্চ দেখে দেখে স্ট্যাম্পিং করে চলছিলো। আমাদের বীর সেনানিরাও প্রাণপনে ঘাটি আকড়ে লড়াই করতে থাকলো। লড়াই করতে করতে অনেকেই ট্রেঞ্চের মধ্যে মৃত্যুবরন করলো। আহতও হলো অনেক। কিন্তু অবিরাম বোমা বর্ষনের ফলে তাদের অপসারণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধরত বাকী সৈন্যরাও বুঝতে পারলো তাদের আর বেশীক্ষন হালিশহর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। গোলাগুলির মজুতও নিঃশেষ প্রায়। তারা রাইফেলের ওপর বেয়োনেট লাগিয়ে নিচের শত্রুদের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো।

বিকালের মধ্যে শত্রুরা হালিশহর দখল করে নিলো। হাতাহাতি যুদ্ধ চলছিলো আধঘন্টার মতো। শত্রুসৈন্য সংখ্যাধিক্যের ফলে চুড়ান্ত ফলাফল কি হবে তা বোঝা গিয়েছিলো। আমাদের সৈন্যরা পেছনে এসে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একস্থানে অবস্থান গ্রহন করলো। সহযোগীদের লাশও ফেলে আসতে হলো।

হালিশহর পতনের পর শত্রুদের পুরো দৃষ্টি পড়লো কোর্ট হিলের ওপর। এটাই ছিলো শহরে আমাদের সর্বশেষ ঘাটি, সর্বশেষ আশা। বিভিন্ন দিক থেকে অবস্থানটির ওপর কয়েকবারই হামলা হলো। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের সৈন্যরা তা প্রতিহত করে! এরপর এলো ট্যাংক বহর। অগ্রবর্তী ট্যাংকটি পাকা রাস্তা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতেই আমাদের সৈন্যদের ট্যাংকবিধ্বংসী শেলের আঘাতে তা অকেজ হয়ে পড়লো। ট্যাংকটি অকেজো হয়ে থেমে পড়লে পেছনে অন্যান্য ট্যাংক এবং পদাতিক সৈন্যরা কিছুটা থমকে দাড়ালো। এ সময় সম্ভবত আমাদের শক্তির পরিমাপ করছিলো। ইতিমধ্যে অবশ্য শত্রুপক্ষ আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলো। আমাদের সৈনিকদের তখন গোলাবারুদ নিঃশেষ প্রায় এবং বাইরের সাথে সকল প্রকার সংযোগও প্রায় সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলো। অদুর ভবিষ্যতে নতুন করে কোনো সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও ছিলো না।

২রা এপ্রিল ভোরে শত্রুরা আবার হামলা শুরু করলো। হামলা ছিলো সুপরিকল্পিত। মাত্র ৩০জন সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো পাকিস্তানীদের পুরো একটি ব্যাটালিয়ন। দুটি কোম্পানী মিলে প্রথম আঘাত হানলে তা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা হয়। এরপর আরো জোরদার হামলা চলতে থাকে। দুটি সংরক্ষিত কোম্পানী এবার অন্য দিক থেকে আক্রমন শুরু করে। মারাত্মক গুলিবর্ষণের ছত্রছায়ায় এরা একটু একটু করে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এদিকে আমাদের প্রতিরোধকারী সৈন্যদের গোলাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। একমাত্র ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্রটিও অকেজো হয়ে পড়ে। পদাতিক বাহিনীর আগে আগে এ সময় দুটি ট্যাংক উপরে উঠে আসে। বলতে গেলে অলৌকিকভাবে সেদিন আমাদের সৈনিকদের প্রায় সবাই সে অবস্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। এভাবেই কোর্ট হিলের পতন ঘটলো এবং সাথে সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রাম নগরীও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। তখন সময় ছিলো বেলা সাড়ে ১২টা। মাত্র ৩০জন ইপি-

আর-এর দুর্জয় সৈনিক শত্রুপক্ষের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য শক্তির অব্যহত শেলিং এবং উপর্যুপরি আক্রমনের মুখে ৩ দিনেরও বেশী সময় তাদের অবস্থান আগলে রেখে ছিলো। কাজেই এই পরাজয় তাদের অদম্য সাহস ও বিক্রমের মহিমাকে ম্লান করে দিতে পারে না।

\ ভারতের সাথে যোগাযোগ \

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করার জন্য রামগড় যাই। সেখান থেকে সাবরুম গেলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বি এস এফ) অফিসাররা আমার সঙ্গে কথা বলেন এবং অবিলম্বে আগরতলার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনবোধে ভারতীয় রাজধানীতে যাওয়ার ব্যবস্থাও তারা করে রাখেন।

২রা এপ্রিল আমি আগরতলা পৌঁছালে সরাসরি আমাকে বিএসএফ-এর সিনিয়র অফিসার মিঃ কালিয়ার অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তার কাছে আমাদের লড়াইয়ের অবস্থা বর্ণনা করে সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানালাম। মিঃ কালিয়া অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিলো না। আমাকে আগরতলার এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানেই এক কক্ষে আমি সারাদিন রইলাম। সেখানে সাদা পোশাক পরিহিত কয়েকজন ভারতীয় অফিসার পর্যায়ক্রমে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা আমার কাছে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান, তাদের শক্তি, কোন ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করছে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারা আমার অতীত জীবন এবং কি কারণে আমি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলাম সে বিষয়েও প্রশ্ন করলেন, ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, পাকবাহিনীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমরা কি কি উদ্যোগ নিয়েছি তাও জানতে চাইলেন।

এদের সেঙ্গে আমার আলোচনা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন এবং আন্তরিকতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তারা খুবই সহানুভতিশীল ছিলেন। তবে এদের আলোচনার ধারা থেকে আমি বুঝতে পারি, এরা সকলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং বি এস এফ-এর গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পরের দিন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হলো। বিকালের দিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে আমি বৈঠকে মিলিত হলাম। তার আচরনও ছিলো বন্ধুসুলভ। তার কাছেও আমি অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু জরুরী জিনিসপত্রের জন্য অনুরোধ জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, দিল্লী থেকে জবাব এলেই তিনি আমার জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্হা করতে পারবেন। এ সময় আমাকে দরকার হলে দিল্লী যাবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে বলা হলো ।

পরদিন চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন রাজনৈদিক নেতা আগরতলা পৌঁছলেন। তাদের নিয়ে আমি পুনরায় শ্রী শচীন সিং-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, ৯২তম বি এস এফ ব্যাটালিয়ন থেকে জরুরী ভিত্তিতে আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারি। আমার অন্যন্য জিনিসপত্রের চাহিদা সম্পর্কেও তাকে অবহিত করতে বললেন। আমি তার কামরার এক কোনায় বসে প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রয়োজণীয় জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলি। আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে সেটি তুলে দিয়ে আমি তখনই চট্টগ্রামের পথে আগরতলা ত্যাগ করলাম। পথে ৯২তম বি এস এফ এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি ততক্ষনে আমাকে কয়েকটি লাইন মেশিনগান, রাইফেল, হ্যান্ডগ্রেনেড এবং কিছু গোলাবারুদ সরবরাহ করার জন্য তার ব্যাটালিয়নকে নির্দেশ দিয়ে ফেলেছেন এবং সেগুলো ইতিমধ্যেই সাবরুম থানায় পৌঁছানো হয়ে গিয়েছিলো। জিনিসগুলো আমাকে দেয়ার জন্যে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে বি-এস-এফ এর ক্যাপ্টেন মেহেক সিংকে আমার সঙ্গেই পাঠানো হয়।

চট্টগ্রাম শহরের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানীরা গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানীদের একটি কলাম হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, নারায়ণহাট এবং হিয়াকু হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হয়। অপরদিকে রাঙ্গামাটি কাপ্তাই, এবং কক্সবাজারের দিকেও একটি করে কলাম অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় আমরা গ্রামাঞ্চলের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রন বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। এ উদ্দেশ্য সাধন কেবল শত্রু সৈন্যদের শহরাঞ্চলে কোণঠাসা করে রাখার মাধ্যমেই সম্ভব ছিলো। এভাবে সুসংগঠিত গেরিলা যুদ্ধেও মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শত্রুর শক্তিক্ষয় করে তাদের উপর চুড়ান্ত আঘাত হানাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। এটা আমাদের কাছে পরিস্কার ছিলো যে, এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও হারাতে হবে অসংখ্য অমূল্য জীবন। আমাদের সামনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যাতীত অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিলো না। এ জন্য অবশ্য জনসাধারণকে ও সীমাহিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

রামগড় থেকে দুটি ইপি আর প্লাটুনকে চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ছয় মাইল দুরে ভাটিয়ারি এবং ফৌজদার হাটের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। অন্য দুটি ইপি আর প্লাটুনকে ফটিকছরি হাটহাজারী হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে সহযোদ্ধাদের সাহায্যে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং আরো কয়েকজন অফিসার ৬টি কোম্পানী নিয়ে কালুরঘাট সেতুর নিকটেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিলো। ঠিক এ পর্যায়ে চৌঠা এপ্রিল আমরা ভারত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রথম সরবরাহ পাই। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এ সময় আমাদের পুরো বাহিনীকে পুনর্ব্যিন্যস্ত করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের গুরুত্বহীন স্থান থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ন যুদ্ধ ফ্রন্টগুলোতে পাঠানো হল। ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট এজাজের নেতৃত্বে এরুপ দুটি কোম্পানী ভারতীয় এলাকা দিয়ে। শতাধিক মাইল দুরে চট্টগ্রাম সেক্টরকে শক্তিশালী করার জন্য সেখানে পৌঁছে। আমাদের দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ এদের একটি কোম্পানী ভাটিয়ারী অভিমুখে রওয়ানা হয়। এবং অন্য একটি কোম্পানীকে নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি হয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হই। এটা ছিলো এক কষ্টসাধ্য অভিযাত্রা। রাস্তা ছিলো অত্যান্ত খারাপ। যান্ত্রিক কনভয় বলতে ছিলো দ্বিতীয়। বিশ্বযুদ্ধকালের কয়েকখানী জীপ, আর এই জীপ গুলোকে প্রায় অর্ধেক পথই আমাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। আমাদের এই চলাচলের খবর গোপন রাখার উপায় ছিলনা। কারণ, যেমন দিনের বেলায় আমাদের চলতে হচ্ছিলো। তেমনি আবার ভারতের পথে পলায়নপর ভীতসন্ত্রস্ত অসংখ্য জনসাধারণ একই পথ ধরে অগ্রসর হচিছল। যদিও আমরা সবাই বেসামরিক পোষাকে ছিলাম। এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, তথাপি শত্রুকবলিত একটি শহরের দিকে কিছুসংখ্যক লোকের সুসংগঠিত হয়ে চলার ভাব দেখে আশঙ্কা ও হতাশায় নিমজ্জিত লোকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চর হয়। আত্মসন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক সংখ্যর চেয়ে কয়েকগুন বাড়িয়ে শহরের দিকে তাদের যাত্রার কথা যেভাবে বলাবলি করছিলো সে খবর দ্রুত শত্রু ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়।

নারায়ণহাটে পৌঁছে আমরা সন্ধার পরবর্তী যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। রাতের সামান্য আহার গ্রহণ করি। নারায়ণহাট থেকে আমাদের মুক্তি সেনাদের নাজিরহাট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন অন্যদিকে নৌকাগুলোরও কোন ছই ছিলো না। ক্লান্তিতে অবসাদে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে উন্মুক্ত আকাশের নীচে শীতে কাপতে থাকি। নাজিরহাট পৌঁছাতে ভোর হয়ে গেল। এখানেই খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টের নিকট আমাদের যে সেনাদল ছিলো শত্রুর আক্রমণে তারা পিছু হটে হাটহাজারীর দিকে চলে গেছে। নাজিরহাট পৌঁছেই আমাদের জন্য একটি সম্ভাব্য ঘাঁটি খুজে বের করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করি। খোজাখুজির পর কয়েক মাইল দূরে উদালিয়া চা বাগানই উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দিকে রওয়ানা হলাম। বাগানের ম্যানেজার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন। সকল প্রকার সাহায্যের তিনি ব্যাবস্থা করেছিলেন।

সীতাকুন্ড পাহাড় শ্রেণীর একটি বিচ্ছিন্ন ছোট পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে উদালিয়া চা বাগান। সৈন্যদের এখানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, খাবারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজের ভার দেয়া হলো। এ্যাকশন গ্রুপকেও সদা প্রস্তুত রাখা হলো, যাতে তারা স্বল্পকালীন সময়ে শত্রুর মোকাবিলায় দ্রুত রওয়ানা হতে পারে। প্রয়োজনবোধে বিকল্প ঘাঁটি স্থাপনের স্থানটিও দেখে রাখা হয়। রক্ষাব্যূহ নির্মাণের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে এই স্থানের দায়িত্ব লেফটেন্যান্ট এজাজের ওপর ন্যস্ত করে আমি কালূরঘাটের দিকে অগ্রসর হই।

কালুরঘাটের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে অধিকাংশই ছিলো ইপিআর সৈনিক। প্রাথমিক পর্যায়েই আমি যখন চট্টগ্রাম শহরে পাকসেনাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। তখনই আমার সংগে যোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রামের সীমান্ত ফাড়িগুলো থেকে আগত ইপি-আর সৈনিকদের অগ্রযাত্রা মেজর জিয়া থামিয়ে দেন। ইপি আর সৈনিকদের তিনি কালুরঘাটে রেখে দিয়েছিলেন। ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কিছু সৈন্যকেও এখানে রেখে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে কালুরঘাটে তখন ৬টি কোম্পানী ছিলো যার সৈন্য শক্তি ছিলো প্রায় এক হাজার।

আমি যখন চট্টগ্রাম শহর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন লোকবল ও অস্ত্রবলের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলাম তখন আমারই নির্দেশে আগত ইপি-আর সেনাদের কালুরঘাটে আটকে রাখা হয়। আমাদের সৈন্যদের কালুরঘাটে না থামিয়ে আমার সঙ্গে শহরের যুদ্ধে যোগ দিতে দেয়া হলে আমরা সাফল্যের সাথে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর, বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে পারতাম। এর ফলে পাকিস্তানীরা আর নতুন সৈন্য আনতে পারত না এবং আমরাও সেখানে তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধের ইতিহাস হতো সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

কি কারণে জানিনা, কালূরঘাট যুদ্ধ হয়েছিলো দুই সপ্তাহ পরে এবং এই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের এখানকার সৈন্যরা প্রায় কোন কাজেই লাগেনি। আমাদের তরুন অফিসাররা দুর্জয় মনবল এবং অদম্য সাহসের সংগে এখানে লড়াই করলেও সৈন্যরা কিন্তু যোগ্য সিনিয়র অফিসারের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছিলো। অবশ্য আমাদের সিনিয়র অফিসারদের সংখ্যাও তখন খুব বেশী ছিল না। এদের মধ্যে আবার মেজর শওকত কক্সবাজার চলে গিয়েছিলেন। ভূল খবরের ভিত্তিতেই এটা হয়েছিল। তারপর তিনি নিজেই কক্সবাজার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কালুরঘাটে আমাদের সৈন্যদের সাথে যোগ দেন।

এখানে অমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র তেমন ছিলো না। ৩০৩ রাইফেল ছাড়া আর ছিল কয়েকটি হালকা মেশিনগান এবং দুটি ৩’’ মর্টার। ইপি-আর মর্টার জেসিও দুটি মর্টার দিয়েই অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলেন। মাত্র কয়েক রাউন্ড মর্টার শেল দিয়েই তিনি শত্রুসৈন্যদের একাধিক জায়গায় ব্যস্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি একাই দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন জায়গা থেকে মর্টার দাগতে থাকলে আমাদের মর্টারের সংখ্যা ঠিক কত পাকিস্তানীরা তা অনুমান করতে ব্যার্থ হয়। আমাদের প্রতিরোধের দুর্জয়তায় শত্রুরা বারবারই পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পরিশেষে প্রায় দুসপ্তাহ পরে ১১ই এপ্রিল কালুরঘাটের যুদ্ধ চুড়ান্ত রুপ নেয়। কালূরঘাট সংঘর্ষে আমরা কেবল সৈনিকই হারাইনাই দুজন অফিসারও সেই সংকটকালে আহত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতর অবস্থায় বার্মায় আশ্রয় নিলেন, আর লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন গুরুতর আহত অবস্থায় পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হলেন।

কালুরঘাট অবস্থান পরিদর্শনের পর আমি আবার রামগড় হয়ে ঘুরে কুমিরার দিকে অগ্রসর হই। কুমিরার সৈন্যদের জন্য আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে রামগড়ে আমাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। রামগড়ে মেজর জিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হলে তাকে আমি কালুরঘাট অবস্থানের আসারতার কথা বলি। তারপর কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সোজা কুমিরার পথে রওনা হই। কুমিরায় তখনো আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সাথে মরণপণ লড়ে যাচ্ছিল।

\ প্রথম বাংলাদেশ সরকার \

৪ঠা এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের পতন ঘঠলে পাকিস্তানীরা ক্রমান্বয়ে কালুরঘাট সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সেতুর নিকট তারা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে। এই সময় শত্রুরা ছিলো আক্রমণমুখী এবং আমাদের ভুমিকা ছিলো আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আত্মরক্ষমূলক অবস্থানে থাকতে থাকতে আমাদের সৈন্যরা উদ্যম হারিয়ে ফেলছিলো।

১১ই এপ্রিল সকাল ৮টায় শত্রুপক্ষের গোলন্দাজ বাহিনী কালুরঘাট অবস্থানের ওপর আক্রমন শুরু করে। নৌ-বাহিনীর কামানগুলো থেকেও গোলাবর্ষণ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন হারুন এবং লেফটেন্যান্ট শমসের সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে (শহরের দিকে) অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিলেন। আমাদের প্রধান অবস্থান ছিলো সেতুর পূর্ব পার্শ্বে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুদের গোলাবর্ষণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই গোলাবর্ষনের ছত্রছায়ায় পাকিস্তানীরা সম্মুখযুদ্ধেও প্রস্তুতি নিয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ট্রেঞ্চ থেকে হারুন শত্রুপক্ষের অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করে শমসেরকে বলল তোমার বাইনোকুলারটা দাও তো। ওদের অবস্থানটা দেখি। কথা শেষ না হতেই হারুন তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করল। তীব্র যন্ত্রনায় হারুন কুকড়ে যাচ্ছিলো। লাইট মেশিনগানের এক ঝাক গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। দুজন ছাত্র তাড়াতারি হারুনকে ধরে সেতুর গোড়ায় নিয়ে এলে সে নিজেই প্রায় দৌড়ে সেতু পার হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যায়। তাকে একটি মাইক্রোবাসে পটিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর অল্পক্ষন পরেই শমসেরের হাটুতে গুলি লাগলে সেও অচল হয়ে পড়ে। তখন তার প্রায় চারপাশেই লড়াই চলছিলো। শমসের শত্রুদের হাতে বন্দি হয়। দুজন অফিসারকে হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তারা ঘাঁটি ত্যাগ করে পিছনে হটতে শুরু করে। সেদিন বিকাল নাগাদ কালুরঘাটে অমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং আমাদের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পথ ধরে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পথে মহালছড়িতে হঠাৎ পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডো কোম্পানীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। পাক বাহিনীর সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোরাও ছিল। পাকিস্তান সরকার এইসব মিজোদের আশ্রয় এবং ট্রেনিং দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় সহায়তা করতো।

উদালিয়া চা বাগানে আমাদের যে কোম্পানী ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো পাকিস্তানীদের তীব্র আক্রমণে তাদের সে এলাকা পরিত্যাগ করতে হয়। ওদিকে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের কুমিরায় তখন প্রচন্ড লড়াই চলছিলো। চট্টগ্রামের দিকে শত্রুশু অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের যে সৈন্যরা সেখানে অবস্থান গ্রহন করেছিলো শত্রু বাহিনী পর্যবেক্ষণ বিমানের সহযোগিতায় তাদের ওপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। গোলাবর্ষণে আমাদের পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আরো রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্য আমাদের সৈন্যরা সীতাকুন্ডুতে সরে আসে। শত্রুসৈন্যের আগমন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যেই সেখানে আমাদের অল্প কয়েকজন সৈন্য থেকে যায় এবং এই অবসরে বাঙালী সৈন্যরা তাদের সীতাকুন্ডু ঘাটি সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে। কিন্তু ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে শত্রুরা আমাদের সীতাকুন্ডু অবস্থানের ওপর আঘাত হানে। তারা গোলান্দাজ বাহিনীর সহায়তায় কয়েক দফা হামলা চালায়। নৌ-বাহিনীর কামানগুলো তখন ব্যাপক ভাবে গোলাবর্ষণ করছিলো। তবুও আমাদের সেনারা পাল্টা আঘাত হেনে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে।

বাংলাদেশে প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখন ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়ে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় আমবাগানে বাঙালীর জীবনে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। দিনটি ছিল এপ্রিলের ১৭ তারিখ। ঐদিন সকাল আনুমানিক ৮টায় জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্ণেল (অবঃ) এম,এ,জি ওসমানী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বৈদ্যনাথ তলা এসে পৌঁছান। নেতৃবর্গের বসার জন্য

পাশের গ্রামগুলো থেকে কিছুসংখ্যক চেয়ার জোগাড় করা হলো। সেসব চেয়ারের অধিকাংশের হাতল ছিল না। বেলা ১১টার মধ্যে অন্যান্য নেতারা পৌঁছে গেলেন। পাশ্ববর্তী এলাকার লোকজন এবং জনা পঞ্চাশেক বিদেশী সাংবাদিকও সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা আম্রকাননে উপস্থিত হলেন। এদের সমানেই সেদিন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শেখ মুজিবের নামানুসারে এ জায়গাটির নামকরন করা হয় মুজিবনগর। শেখ মুজিবর রহমানের নাম ঘোষনা করা হয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাক সামরিক জান্তার কারাগারে বন্দী। ইপিআর এর একটি প্লাটুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

এদিকে ১৮ই এপ্রিল শত্রু বাহিনী আমাদের সীতাকুন্ড অবস্থান ছত্রভঙ্গ করে দিলে এখান থেকে আমাদের সৈন্যদের মিরেশ্বরাইতে পশ্চাদপসরণ করতে হলো। আমরা জানতাম মিরেশ্বরাইতেও আমরা অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে পারবো, তারপর আবার সরে যেতে হবে। এই দুঃখজনক অবস্থা কতদিন চলবে তা কারো জানা ছিল না। সৈন্যরাও ক্রমে আস্থা হারিয়ে ফেলছিল। কোন অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে নিজেরাই সন্দিহান হয়ে উঠছিলো। লোকবল এবং বিপুল অস্ত্রবলের সাহায্যে শত্রুপক্ষ প্রতিটি যুদ্ধেই ইচ্ছামতো ফলাফল নির্ধারণ করে চলছিল। এই সংকটময় দিনগুলোতে আমাদের সবচাইতে বেশী দরকার ছিল কিছু ভাল অস্ত্রের। চিরাচরিত পন্থায় যুদ্ধ হচ্ছিল। অস্ত্রবল বৃদ্ধি করতে না পারলে আমাদের জয়ের কোন আশাই ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাংলাদেশ বাহিনীর কলকাতাস্থ সদর দফতরটি ছিল রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে। সম্ভবতঃ এই দূরত্বের কারণেই যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের চাহিদা সম্পর্কে সদর দফতর কিছুটা উদাসীন ছিলেন। একদিকে আমাদের সামরিক দফতর থেকে বলা হতো ‘যেভাবেই হোক ঘাটি দখলে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যুহ রচনা কর’। আবার উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র চাইলে জবাব পেতাম, ‘এটা তো গেরিলা যুদ্ধ, ভারী অস্ত্রের তেমন প্রয়োজন নাই।’ ওই জবাব গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত বই পড়া জবাব, না, ভারতের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহে সরকারের অক্ষমতা তা আমরা জনতাম না। গেরিলা যুদ্ধে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এই উক্তিটি যে কত অসার, সে সময়ের পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল, সেসব যুদ্ধ পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায়। তাছাড়া আমরা শুধু গেরিলা যুদ্ধ করছিলাম না। সাথে সাথে প্রচলিত ধারার লড়াইও আমাদের করতে হচিছল। দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে আমাদের সৈন্যরা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুপক্ষের অগ্রাভিযান প্রতিরোধেরও চেষ্টা করছিল। প্রচলিত প্রথার এই যুদ্ধের পাশাপাশি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছোট ছোট গেরিলা দলকেও বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হচ্ছিল।

একাত্তরের যুদ্ধের এই বৈশিষ্ট অনেকেই পরিস্কারভাবে বুঝতে পারেননি। তাই আমাদের সরকার এবং সামরিক হেডকোয়ার্টারের কাছে আমাদের সুবিধা অসুবিধাও বোধগম্য হয়নি। সবচাইতে নাজুক অবস্থা ছিল আমাদের- অর্থাৎ সমরক্ষেত্রের কমান্ডারদের, যাঁদেরকে সৈন্যও অফিসারদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারটা বুঝাতে হতো। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন আমি সৈন্য নিয়ে মিরেশ্বরাই এলাকায় শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলাম। ৩’’ মর্টার গোলার ঘাটতি ছিল আমাদের এবং শত্রুরা তখন আমাদের প্রতিরক্ষাব্যুহের ওপর কামান দেগে চলছিলো। শত্রুর গোলায় আহত একজন সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি আমাদেরকে কামানের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের কামান ব্যবহার করছেন না কেন?’ এ প্রশ্নের আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। তবু আমার আশা ছিল, শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য আমি পাবোই। এটা আমার দুরাশা ছিল কিনা বলতে পারিনা। পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করেই আমি যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত যখন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না এবং যোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দেয়া যাচ্ছিল না সে অবস্থায় সৈন্যদের ঘাঁটি আগলে থাকার নির্দেশ দেয়া আমাদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এতদসত্বেও, আমি আমার বাহিনীকে দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাদের অবস্থান রক্ষা করতে বাধ্য করছিলাম। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ ছিল না। কোন কোন সময় মনে হয়েছে সৈন্যদের আমরা গিনিপিগের মতো ব্যবহার করছি। ট্রেঞ্চ বসে

থেকে কেউই প্রাণ হারাতে চায় না। তারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধই করতে চেয়েছিলো, কিন্তু প্রচলিত যুদ্ধের সুযোগ ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল।

২০শে এপ্রিল পাক-সেনাদের দুটি ব্যাটালিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে মিরেশ্বরাইয়ের ওপর প্রচন্ড হামলা চালায়। চুড়ান্ত আঘাত হানার পূর্বে প্রায় ২৪ ঘন্টাই পাক কামানগুলো আমাদের অবস্থানের উপর আঘাত হেনে চলছিলো। মাটি খোড়ার সরঞ্জমাদি এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক জিনিসপত্র না থাকায় তেমন শক্তিশালি বাংকারও আমরা তৈরী করতে পারিনি। অনেক সময়ই সৈন্যদের বেয়োনেট দিয়ে মাটি খুড়তে দেখেছি। উপরের আচ্ছাদন তৈরীর জিনিসপত্রও ছিল না। তাই আমাদের ব্যাংকার এবং ট্রেঞ্চগুলো কামানের গোলায় ভেঙ্গে পরছিলো। খোলা জায়গায় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছিলো। যা আশংকা করেছিলাম, শত্রুরা এই সময় এয়ার বার্স্ট শেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা এই ধরনের হামলার সাথে পরিচিত ছিল না। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় অবস্থান থেকে তারা হটতে শুরু করে। শত্রুপক্ষেও হতাহত কম হচ্ছিল না। পরপর তিন দফা আক্রমণে ওদেরকে শতাধিক সৈন্য হারাতে হয়। আমাদের ট্যাংকবিধ্বংসী গোলায় পাকিস্তানী সৈন্যবাহী আটটি যান প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ জ্বলতে থাকে। মটরযানে অবস্থানরত বেশকিছুসংখ্যক সৈন্যও জ্বলন্ত দগ্ধ হয়। সন্ধার অন্ধকারে আমাদের সৈন্যরা পরবর্তী অবস্থান মস্তাননগরে প্রতিটি রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই সময়ে শত্রুপক্ষেও আক্রমনকারী সৈন্যদের সাথে কয়েকটি ট্যাংক এসে যোগ দিলে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সৈন্যরা মস্তাননগরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পূর্বেই সেখানে শত্রুর কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। বাঙ্গালী সোনদের তখন খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। এমনকি গোলাগুলির যোগান দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিলো। তবু তারা শেষ গুলিটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘাটি আগলে থাকে। শত্রুরা তখন ট্যাংক সামনে নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মস্তাননগরের অবস্থান টিকিয়ে রাখা দুস্কর হয়ে উঠলে আমি করেরহাটের কয়েক মাইল দক্ষিণে হিংগুলী এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে যেতে মনস্থ করি। এখানে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি খাল থাকায় শত্রুদের দ্রুত আগ্রগমন সম্ভব ছিল না। অগ্রসরমান শত্রুর ট্যাংকের অগ্রযাত্রা থামাতে হলে খালের উপর প্রধান সেতুটি ধ্বংস করা দরকার।

তখন প্রায় মধ্যরাত। আমাদের সৈন্যরা সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন। তবু তারা দ্রুত হিংগুলীতে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়ে তোলে এবং পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে কারো চোখে ঘুম ছিল না। পাকিস্তানীরা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। হিংগুলীর অদুরেই আমরা তাদের যানবাহন এবং ট্যাংকের আওয়াজ পরিস্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমি সেতুটি ধ্বংসের কাজে হাত দিলাম। আমাকে সহায়তা করছিলো বি এস এফ এর মেজর প্রধান।

রাত ৭টা নাগাদ সেতুটি ধ্বংস করার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো এবং মেজর প্রধান সেই রাতেই সাবরুমের পথে রওনা হয়ে গেলেন। আমি তিরিশ সেকেন্ডের একটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই। এক এক করে সেকেন্ড অতিবাহিত হয়, তারপর মিনিট, কিন্তু বিস্ফোরণ আর ঘটলো না। আসলে ফিউজটি খারাপ ছিল। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত যে একটি ফিউজ ছিল তাও দেখা যায় অকেজো। ভোর হতে আর মাত্র দুঘন্টা বাকী। এরই মধ্যে সেতু আমাদের ধ্বংস করতেই হবে। তখন আমার সামনে হিংগুলির ২৫মাইল দুরের রামগর থেকে ফিউজ নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ট্যাংক এবং অন্যান্য গাড়ি ক্রমশ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিল। রাত ৩টা। আমি তখন মরিয়া হয়ে ফিউজের জন্য খবর পাঠালাম। আমাদের নিজস্ব কোন বিস্ফোরনের মজুত ছিল না। ফলে সম্পূর্ণভাবে বি এস এফ এর উপর নির্ভর করতে হতো।

রাতে আমরা দ্রুত হিংগুলি ঘাটিতে অবস্থান করছিলাম। ভোরে আবার তার পূনর্বিন্যাস করার দরকার হবে। ভয় ছিল এই পুনর্বিন্যাসের আগেই শত্রুরা এসে না পড়ে। সেতু ধ্বংস করা যায়নি। ট্যাংক এসে পড়লে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে রামগড় ফেরার পথে মেজর প্রধান খবর পান যে, সেতুটি ধ্বংস করা

সম্ভব হয়নি। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত কয়েকটি ফিউজ নিয়ে পুনরায় আমাদের হিংগুলি অবস্থানে আসেন। রাত তখন পোনে ৪টা । এসময় রামগড়ের দিক থেকে আমার দিকে অগ্রসরমান একটি জীপের আলো আমার নজরে পড়ে। মেজর প্রধান জীপ থেকে দৌড়ে এসে আমাকে একটি ফিউজ দিয়ে বলেন, এটা আশা করি কাজ করবে। না সেটাতেও কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ফিউজ কাজ হলো। কর্ণবিদারী বিস্ফোরণের আওয়াজ কয়েকমাইল দূর থেকেও শোনা গেল। সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়াতে অমাদের দুশ্চিন্তার অবসান হলো। আমরা দু'জনে আনন্দে বলে উঠলাম 'চমৎকার'।

শত্রুসৈন্যদের মুল দল তখন মাত্র মাইলখানেক দুরে। এদের পেছনেই ছিলো আর্টিলারী। দিনের প্রথম আলোয় আমরা তাড়াতাড়ি ঘাটি পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দিই।

এই সংকটময় মুহুর্তে কুমিল্লা সেক্টর থেকে পাওয়া আমাদের একটি নিয়মিত কোম্পানীকে অন্য এক যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যেতে হয়। আমার কাছে হিংগুলিতে তখন একশর বেশী লোক ছিল না, যাদের অধিকাংশ ইপি আর পুলিশ ও মুজাহিদ। আমাদের সৈন্যদের বেশীরভাগই মহালছড়ি এবং নরায়ণহাট এলাকার সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিল। আমাদের হিংগুলীর অগ্রবর্তী অঞ্চল ছিল প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল রক্ষা করা অপরিহার্য। কুমিল্লা সেক্টরের কোম্পানীর কাছে কিছু ভাল অস্ত্র ছিল তা তারা নিয়ে গেছে। আমাদের ছিল মাত্র দুটি লাইট মেশিনগান। বাকীগুলো ছিলো সবই সেকেলে ৩০৩ রাইফেল। একটি ৩'' মর্টার পাওয়া গেলেও সেটি আপন খেয়ালে চলতো। আমি বুঝতে পারছিলাম মাত্র একশ সৈন্য নিয়ে দুই ব্যাটালিয়ন শত্রুসৈন্যকে নিশ্চয়ই বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নারায়ণহাটে সৈন্য চেয়ে আমি যে খবর পাঠিয়েছিলাম তাদের আসতে অন্তত দুদিন লাগবে। এখানে আমাকে এই দুইদিন শত্রুদের ঠেকাতে হবে। শত্রুরা আমার আসল শক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও আভাস পেলে তৎক্ষনাৎ আক্রমন করে বসতো। সেতুর পূর্বদিকে পাহাড়ী এলাকা পর্যন্ত প্রায় সমতল। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ঢিবি, টিলা। সৈন্য চলাচলে এগুলো আড়াল হিসেবে কাজে লাগছিলো। এই সমতল এলাকাটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই মাইল। সেতুর পশ্চিম দিকের এলাকা একেবারে সমুদ্র উপকুল পর্যন্ত আমাদের অরক্ষিত রাখতে হচ্ছিল। সৈন্যসংখ্যা বেশি না থাকায় আমি জনা তিরিশের মত লোক নিয়ে তাদের দুভাগে ভাগ করি। এরপর দুদলকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পাঠাই। উদ্দেশ্য ছিল, তারা এমনভাবে চলাচল করবে যাতে দুর থেকে শত্রুরা বুঝতে পারে যে, দুটি অঞ্চল জুড়েই আমরা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় শুয়ে পড়ে এবং এমনভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কোন মাঠ কিংবা ঝোপের পেছনে চলে আসতো যাতে শত্রুরা তাদের পেছনে হটে যাওয়া দেখতে না পায়। এখান থেকে উঠে আবার একটু প্রকাশ্যভাবেই আরেক যায়গায় যেতে থাকে। গোপনে পিছন থেকে এবং প্রকাশ্যে সামনের দিকে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া বিভিন্নস্থানে বেশ কয়েকবার করে চলে। এতে শত্রুদের ধারনা জন্মায় যে এক একটি স্থানেই পঞ্চাশ ষাটজন করে বাঙ্গালী সেনা রয়েছে। অথচ আমাদের ছিল মাত্র পনেরজনের মতো। বিকাল পর্যন্ত আমরা কাজটি চালিয়ে যেতে থাকি। দূর থেকে কেউ এ দৃশ্য দেখলে নির্ঘাত মনে করবে সেতুর উভয় পার্শ্বে আমাদের পনের শত থেকে দুই হাজার সৈন্য প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করছে।

এই অবস্থায় আমাদের বাদবাকী সৈন্যরা সেতুর নিকট রাস্তা কভার করে সুবিধাজনক স্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পদ্ধতিটি কিছু সময়ের জন্য অবশ্যই কাজে লেগেছিলো। রাতে আমাদের সাড়া সম্মুখভাগ জুড়ে শত্রুর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হয়। দুই দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে, তবু তারা এগিয়ে এসে আক্রমণ করলো না। এদিকে আমার দলেও নতুন সৈন্য এসে পৌঁছায়নি। এ সময় এক নতুন বিপদ দেখাদিলো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যাক সৈন্য এসে পড়ায় শত্রুরা প্রতিটি রণাঙ্গনে আরো বেশী করে সৈন্য পাঠাতে লাগলো। ১২০ এম এম মর্টারসহ আধুনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি পুরো ব্যাটালিয়ন ফটিকছড়ি, নাড়ায়ন হাট দিয়ে হিয়াকুর দিকে এগোয়। এদের অগ্রাভিযানের ফলে হিয়াকু এবং করেরহাট হিংগুলী এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সকল সৈন্য আটকা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আমি নারায়নহাট থেকে সৈন্য পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করি।

\ রামগর ভস্মীভূত \

২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানীদের হাতে করেরহাটের পতন ঘটে। তারপর তিন দিক থেকে রামগড় অভিমুখে অগ্রসর হয়। করেরহাট রামগড় সড়কে একদল, নারায়ণহাট হিয়াকু রামগড় পথে দ্বিতীয় দল এবং মহালছড়ি রামগড় সড়ক ধরে তৃতীয় দল অগ্রসর হতে থাকে। করেরহাট থেকে রমগড় যাওয়ার পথে পাহাড়গুলো দখল করার জন্য পাকিস্তানীরা পূর্বদিকে এগুচ্ছিলো। ফেনী নদীর শুভপুর সেতুর দিকেও কিছুসংখ্যক শত্রুসেনা অগ্রসর হচ্ছিলো। পক্ষকাল পরে এই সেতুর কাছেই এক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়।

করেরহাট এবং রামগড়ের মাঝামাঝি স্থানে ছোট বাজার হিয়াকু। শত্রুরা কিভাবে যেন জেনেছিলো আমরা রামগড়েই চট্টগ্রাম সেক্টরের সদর দফতর স্থাপন করেছি। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নয়। এখানে আমাদের কিছু জ্বালানী এবং খাদ্য মজুদ ছিলো। আরো ছিল আমাদের আহতদের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী একটি হাসপাতাল। এছাড়া ছিল ছোট্ট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে আমরা অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। তবে প্রয়োজনে এখান থেকেও সবকিছু সরানোর প্রস্তুতি আমাদের ছিলো। রামগড় অবশ্য আমাদের মান সম্মানেরও প্রতীক হয়ে উঠছিলো। কারণ এটাই ছিলো আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বশেষ মহকুমা সদর দফতর। তাই আমরা স্থানটি প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এজন্য আমরা কয়েকটি সেতু ধ্বংস করে ফেলি। সীমিত সম্পদ ও শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব ব্যাপক এলাকা জুড়ে সম্ভাব্য শত্রু হামলার স্থানগুলোতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তুলি।

রণকৌশলগত দিক থেকে তখন হিয়াকু এবং করেরহাটের মধ্যে আমাদের কোন সৈন্য রাখার উপযোগিতা ছিলো না। সৈন্যদের এখানে শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। তাই সকল দিকের সব সৈন্য প্রত্যাহার করে হিয়াকু এলাকায় সমাবেশ করেছিলাম।

অন্য পথে আরো পূর্বে মহালছড়িতে আমাদের সৈন্যদের ওপর ইতিমধ্যে শত্রুরা হামলা চালিয়েছিলো। আমাদের বাহিনী তখন আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে বারবার খবর পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু আমরা তাদের কিছুই পাঠাতে পারিনি।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডের মতো কিছু একটা গঠন করেন। রণাঙ্গণের কমান্ডাররা কিন্তু সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ড থেকে কোন আদেশ পাননি। বস্তুত: অভিযান সংক্রান্ত কোন আদেশই তাদের ছিল না। যে কোন মূল্যে শত্রু আক্রমন প্রতিহত করতে হবে। আমাদের প্রতি এটাই ছিল সেই বিমুর্ত হাই কমান্ডের একমাত্র নির্দেশ। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে এই আদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য হয়তো বিলম্বিত করা যায়। কিন্তু প্রাণঘাতী লড়াইয়ের ময়দানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ছাড়া শত্রুকে দমন করার চিন্তা আকাশ কুসুম স্বপ্নমাত্র। কেউ কেউ এই যুক্তি অনুধাবন না করেই খামখেয়ালী এবং অসঙ্গত আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচিরেই আমাদের সৈন্যরা এই অদৃশ্য কমান্ডের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং এর আসল অস্তিত্ব সম্পর্কেই সকলের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়।

পাকিস্তানীরা মহালছড়ি আক্রমন করেছিলো ২৭শে এপ্রিল। এখানে ছিলো প্রায় তিন হাজার সৈন্যর দুটি মিজো ব্রিগেড এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত কমান্ডো কোম্পানী। আমাদের সৈন্যদের পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধের ট্রেনিং ছিল না। অস্ত্র ও রসদপত্রেরও অভাব ছিল। তাই মহালছড়িতেও আমাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানীরা মিজোদের সামনের সারিতে পাঠিয়ে দিয়ে একটির পর একটি হামলা চালাতে থাকে। প্রথমে প্রতিবারই তাদের সে হামলা ব্যার্থ হয়ে যায়। হামলায় মিজোরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেছন থেকে পাকিস্তানী কমান্ডদের চাপের ফলে মিজোরা পেছনেও সরতে পারছিলো না। এমন কি কমান্ডোরা অস্ত্র দিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলো যে, কোন মিজো পালাতে চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করা হবে। যুদ্ধ গড়িয়ে চলে

মিজোদের কয়েকটি ছোট ছোট দল কোনক্রমে কয়েকটি টিলা পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর সুবিধাজনক স্থান দখল করে নেয়। এদের এই জায়গা থেকে আমাদের অবস্থান এবং রামগড় অভিমুখী সড়ক পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। আমাদের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুন বেশি শত্রুসৈন্য বাঙ্গালী সৈন্যদের প্রায় ঘিরে ফেলে। তরুন অফিসার ক্যাপ্টেন কাদেরকে আমরা এখানেই হারাই। প্রচন্ড ঝুকি নিয়ে একটা সুবিধাজনক স্থান দখল করার জন্য সে এগিয়ে গিয়েছিলো যাতে বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সে সাহায্য করতে পারে। কাদের সফল হয়েছিলো, কিন্তু তারপরই লাইট মেশিনগানের এক ঝাক গুলিতে তার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছিলো ক্যাপ্টেন কাদের। এই যুদ্ধে প্রথম একজন অফিসার হারিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনবল ভেঙ্গে পড়েছিলো। দু'জন মাত্র শওকত ও ফারুক (পরে দুজনই সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হয়েছিলেন। এবং সিপাই ড্রাইভার আববাস শত্রুদের গুলিতে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই ক্যাপ্টেন কাদেরের দেহ উদ্ধার করে আনে। রামগড়ে আমরা যথাযোগ্য ধর্মীয় ও সামরিক মর্যাদায় কাদেরের মৃতদেহ দাফন করি।

এপ্রিলের ২৯ তারিখে হিয়াকুর কাছে যুদ্ধ শুরু হয়। আমাদের অবস্থানস্থলের সামনের জায়গাটি ছিলো খোলা, কিন্তু দু'পাশে ছোট ছোট টিলার ওপর ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলের আড়াল দিয়ে শত্রুরা আমাদের পেছনে চলে আসতে পারতো। সে পরিস্থিতিতে সরবরাহ ঘাটি রামগড় থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ন বিচিছন্ন হয়ে পড়তে হতো। আমাদের কাছে তখন রান্না করার মত কিছু ছিল না। অধিংকাশ খাবারই আসত রামগড় থেকে। দিনটি ছিল পরিস্কার। ভোর থেকেই আমাদের অবস্থানের ওপর মর্টার সেলিংয়ের মাধ্যমে কয়েক দফা হামলা হয়। বোমাবর্ষনের ছত্রছায়ায় আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর অগ্রভাগে ছিলো প্রায় দুইশত স্থানীয় দালাল। খোলা মাঠ দিয়ে দুই কোম্পানী পাকসেনা এগিয়ে আসছিলো ওরা একশত গজের মধ্যে আসতেই আমাদের অস্ত্রগুলো গর্জে উঠলো। এই আকস্মিক হামলায় মুহুর্তের মধ্যে ওরা ভয় ও আতংকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। দীর্ঘ দুই ঘন্টার অবিরাম লড়াইয়ে আমাদের কয়েকজন হতাহত হবার পর অবশেষে আমাদের সৈন্যদেরকে চিকনছড়ার দিকে পশ্চাদপরসণ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

হিয়াকুর পতনের পর রামগড়ের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। সবচাইতে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিলো শত্রুরা আমাদের অসামরিক ব্যাক্তিদের বিশেষ করে বড় বড় শরনার্থী দলের ভারত গমনের পথ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে সময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ধুলিময় রাস্তা ধরে নারায়ণহাট থেকে হিয়াকুর এবং তারপর রামগড় হয়ে ফেনী নদী পেরিয়ে সাবরুমে গিয়ে আশ্রয় নিচিছল। কিন্তু হিয়াকুর পতনের পর সে পথ বন্ধ হয়ে গেলো।

করেরহাটের পতনের পর বুঝতে পারি বর্তমান ধারায় যুদ্ধ করে আমরা কিছুই করতে পারবো না। আমরা আমাদের বাহিনীকে সুসংগটিত করে তুলতে পারছিলাম না। এই বাহিনীতে ছিলো বিভিন্ন ধরনের লোক ইপি আর পুলিশ আনসার, মুজাহিদ, সামরিক বাহিনীর লোক এবং মাত্র সপ্তাহ খানেকের ট্রেনিংয়ের পর রণাঙ্গনে নামিয়ে দেয়া নতুন মুক্তিযোদ্ধা। এইসব দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলার অভাব ছিলো আমাদের বিপর্যয়ের একটি কারণ। আমাদের সকল সৈন্যকে একটা নিরাপদ শিবিরে নিয়ে তাদের জন্য বিশ্রাম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তাহলে তাদেরকে নিয়েই আবার একটা সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলা যেতো। আমাদের অধিকাংশ সৈন্যকেই ইতিমধ্যে অপুষ্টিরও শিকার হয়ে পড়তে হয়েছিলো।

সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সীমানার ছয় মাইল ভেতরে হরিনায় একটা গোপন শিবির স্থাপন করা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের থেকে আমরা কয়েকটি তাবু পেয়েছিলাম। রামগড় থেকে কিছু কিছু জিনিস এখানে

নিয়ে আসা হলো। শিবিরের জন্য যে হাসপাতালের ব্যাবস্থা করেছিলাম। যুদ্ধে আহতদের সেখানে আনা হয়। এরপর যুদ্ধ থেকে একটু অবকাশ পেলেই নতুনভাবে আমাদের বাহিনী সংগঠনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়।

মুজিব নগরে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তখন অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। কাজটি ছিলো খুবই দুঃসাধ্য। বাংলাদেশ বাহিনী একটা উল্লেখযোগ্য পরিমান এলাকায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে কেউ আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশের যে কোন একটি অঞ্চলে যতদুর সম্ভব সৈন্যদের জড়ো করে সেই এলাকা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেত। সময় নষ্ট না করে সেই সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ সকল ফ্রন্টেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী এবং যুদ্ধ করে জয়ী হতেও চাইছিলেন। আমাদের সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের পরিমানের প্রেক্ষিতে রণকৌশলগত দিক থেকে এ ব্যবস্থা ছিলো অবাস্তব। সব জায়গায় যুদ্ধ করার দরুন সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের সেনাদের বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয়ভাবে লড়ে যেতে হয় এবং এই লড়ে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো লক্ষ্যহীন। তাই একটির পর একটি এলাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে।

৩০শে এপ্রিল মহালছড়ির সৈন্যরা রামগড় এসে পৌঁছে। এখান থেকে সকালে ছোট ছোট দলে হরিনা শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়। ওদের আসার আগে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে রামগড় ছেড়ে যেতে প্রস্তুত থাকার আদশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে বোঝা গিয়েছিলো, হাই কম্যান্ড আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে অসমর্থ। তখন সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তিনদিনের বেশী যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু অবাক কান্ড ৩০শে এপ্রিল রাতেই আরেকটি নতুন আদেশ পেলাম। বাংলাদেশ সরকারের জন্য রামগড় রক্ষা কর। ইতিমধ্যে চিকনছড়া থেকে আমরা সৈন্য সরিয়ে এনেছি। হরিনায় আমাদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণের জন্য রামগড়ের বাইরে কিছু সৈন্য রেখেছি। যাতে শত্রুর অগ্রাভিযান কিছু সময়ের জন্য তারা বিলম্বিত করতে পারে। শত্রুবাহিনী রামগড়ের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। আমাদের সৈন্যদের অর্ধেক তখন হরিণার রাস্তায়।

অবশ্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর রামগড় প্রতিরক্ষার জন্য উপস্থিত যাদেরকে পেলাম সবাইকে জড়ো করা হলো। পাকিস্তানী সৈন্য যাতে ভারতীয় ভূখন্ডে ঢুকে না পড়ে তা প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলও সাবরুমে চলে এল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিলো। গুজব রটেছিলো যে, রামগড় প্রতিরক্ষায় ভারতীয় সৈন্যরাও অংশ নিতে পারে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি।

১লা মে থেকে শত্রুরা রামগড়ের আশপাশের এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। একটি দল মূল সড়ক ধরে অগ্রসর হচ্ছিলো। অন্য একটি দল রামগড়ের পূর্ব-দক্ষিণে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকে। এই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যে কিছুটা জায়গা একেবারে খোলা এবং সমতল। ১লা মে দিবাগত রাতে এই পাহাড়ে গোপনে শত্রুসমাবেশ ঘটেছিলো।

২রা মে সকালে পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে রামগড়ের ওপর আক্রমণ শুরু করে। কামানের প্রচন্ড গোলার ছত্রছায়ায় তারা সড়কপথে আমাদের প্রথম প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে দেয়। শেলের আঘাতে আমাদের বাংকারগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এদিকে সেই পাহাড় এবং রামগড়ের মধ্যবর্তী স্থানটিতে ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করা হয়। এবং ধোঁয়ার আড়ালে শত্রুদের দ্বিতীয় দলটি রামগড়ের মধ্যভাগের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে শত্রুরা শহরটির মধ্যাঞ্চলের ওপর চুড়ান্ত আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এরপর এক ঘণ্টারও বেশী সময় আমাদের সৈন্যরা শত্রুর ওপর গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখে এবং পরিশেষে গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা অন্ধকারের আড়ালে পশ্চাদপসরন করে।

ওদিকে সাবরুমের সকল বেসামরিক বাসিন্দাকে ইতিপুর্বেই আরো অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে অপসারণ করা হয়েছিলো। সারা তল্লাট জুড়ে বুলেট ছুটছিলো। ভারতীয় এলাকার বাড়িঘর এবং গাছপালায় গিয়ে গুলি লাগছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিণীও (বি-এস-এফ) ইতিমধ্যে যার যার ট্রেঞ্চের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। তবে তারা সবকিছু অবলোকন করছিলো মাত্র।

এ সময় শত্রুর একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা শুনতে পাই। ওতে বলা ছিল "রামগড়ের বিদ্রোহী হেডকোয়ার্টার দখল করেছি।"

২রা মে'র এই রাতে শত্রুরা রামগড়ের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র বাজার এলাকা জ্বলে ওঠে। উর্ধ্বমূখী ধোয়ার কুন্ডলী আর অগ্নিবলয়ের ভেতর দিয়ে দুরে তখন পাহাড় শ্রেণীর অস্পষ্ট রেখা চোখে পড়ছিলো সেখানেই আমাদের স্বপ্নের সেই দেশ যার জন্য আমরা যুদ্ধ করে চলেছি, অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাব। কিন্তু কতদিন এ যুদ্ধ চলবে তা আমরা কেউ জানতাম না।

\ শুভপুর সেতুর যুদ্ধ \

রামগড় হারানোর বিপর্যয়ে আমাদের তখন মনমরা অবস্থা। হরিনায় বিকল্প সদরদফতর স্থানপন করতে পারলেও ভারতের আশ্রয়ে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এ কথা যেনো কোনমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। রামগড়ে আমাদের একটা সান্তনা ছিল যে, সেটা আমাদের নিজেদের দেশ। সেখানকার সবকিছুই আমাদের। কিন্তু হরিণা ভারতীয় এলাকা দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য আমাদের সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙ্গে গেলো। আমাদের কেউ কেউ শিশুর মত কেঁদেছিলো। মানসিক আঘাতে পাথর হয়ে যাওয়া অনেককে দেখেছিলাম একটা ঘোরের মধ্যে পা দুটি যেন টেনে নিয়ে হরিণার দিকে চলছে। কাধে ঝুলছে পুরনো দিনের হাতিয়ার এবং গুলিশুন্য থলে।

এরপর প্রধান সড়কে শুভপুর সেতুর কাছে মারাত্মক লড়াই আসন্ন হয়ে ওঠে। ভারতীয় বি এস এফ বাহিনীর সহযোগিতায় সেতুর একটি অংশ আমরা এর আগে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এখানে আমাদের দলে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র একশর মত। এদের অধিকাংশই ছিল আবার সতদিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। সেতু প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পড়েছিলো ই পি আর সুবেদার ফখরুদ্দিনের ওপর। আমাদের লক্ষ্য ছিল শত্রুরা যাতে এই গুরুত্বপূর্ন সেতু ব্যবহারের সুযোগ না পায় এবং ঢাকা ও কুমিল্লার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে না পারে।

করেরহাটের পতনের পর সেতুর উত্তর দিক থেকে আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করে সেতুর দক্ষিন দিকে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আমরা জানতাম সেতুটি দখল করার জন্য শত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠবে। করের হাটে তারা কামান মোতায়েন করেছিলো, কয়েকটি ট্যাংকও নদীর পার পর্যন্ত চলে এসেছিলো। দূর থেকে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এসে আমাদের ওপর পরছিলো। ট্যাংকগুলো অগ্রসর হয়ে আমাদের একটির পর একটি ব্যাংকার ধ্বংস করে চলছিলো। আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী কয়েকটি ছোট হাতিয়ার থাকলেও তখন তার কোন শেল আমাদের কাছে ছিল না।

ট্যাংক ও কামানের প্রচন্ড গোলাবর্ষণের ছত্রচ্ছায়ায় পাকিস্তানীরা কয়েকবারই নদী পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। দুবার তাদের সৈন্যরা নদীপথে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দু'দিকের গুলির মধ্যে পড়ে যায়। পরিস্কার দিনের আলোয় তাদেরকে দেখে দেখে আমরা গুলিবিদ্ধ করতে থাকি। অনেকটা যেন বেশ আরামের সাথে টার্গেট প্রাকটিস করার মতো এভাবে দুকোম্পানীরও বেশী সৈন্য আমরা নির্মূল করি। তাদের লাশগুলো নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে সাগরের দিকে চলে যায়। এই ভাবে লোকক্ষয়ের পর শত্রুরা নদী পার হয়ে সেতু দখলের চেষ্টা ত্যাগ করে।

ওদিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত পাকসেনাদের নিকট ফেনী শহরের পতন ঘটে। ১১ই মে'র মধ্যে তারা শুভপুর সেতুর কাছে এসে পড়ে।

পাকিস্তানীদের এই কলামে শত্রুদের আনুমানিক দুটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। পক্ষান্তরে সেতুর কাছে একশ- এরও কমসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তখন চুড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তত। পরের দিন শুরু হয় যুদ্ধ।

১২ই মে সকাল থেকে করেরহাটের কমান্ডগুলো আমাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। অপরদিকে নদীর পাড়ে শত্রু ট্যাংকগুলোকে ও দেখা যায়। পাকিস্তানীরা আমাদের অবস্থানের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে। সকাল ১১টায় পশ্চিম দিকের সেই ধোয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে দুটি কোম্পানী প্রথম হামলা শুরু করে। কিন্তু বেশকিছু পরিমান ক্ষতি স্বীকার করে তাদেরকে পিছু হটতে হয়। তারপর কিছু সময় সব চুপচাপ। বেলা ৩টার দিকে প্রচন্ড গোলাবর্ষনের সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার হামলা শুরু হয়। দুটি শত্রু ব্যাটালিয়নকেই হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। দিনের বাকী সময়টুকু আমাদের সেনাদেরকেও প্রচন্ডতম গোলাবর্ষণের মোকাবিলা করতে হয়। প্রায় অর্ধেক মুক্তিযোদ্ধাই তখন শেলের আঘাতে আহত। সরাসরি আঘাতে বাংকারগুলো ধসে পড়লে অনেকেরই জীবন্ত সমাধি ঘটে। আমরা হতাহতদের সড়াতে পর্যন্ত পারছিলাম না। নতুন সৈন্যও যোগ হচ্ছিলো না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা খাদ্য কিংবা পানির মুখ দেখেনি। বেলা ৫টার দিকে কামানের গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। শত্রুরা তখন আমাদের অবস্থান থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে। শুধু একটি মেশিনগান এবং দুটি লাইট মেশিনগান দিয়ে আমরা এদের মোকাবিলা করছিলাম। ট্যাংকের আঘাতে অস্ত্রগুলো ধ্বংশ হওয়ার পুর্বক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সমানে শত্রু নিধন করে চলে। এরপর আমাদের সৈন্যরা শুধু ৩০৩ রাইফেল দিয়ে গুলি চালাতে থাকে। অচিরেই হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানীদের তুলনায় সংখ্যায় আমরা ছিলাম খুবই কম। আমাদের যেসব সেনা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানে ছিলো তারা শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো গুরুতর আহত, কিন্তু তবু তাদের মনোবল ভেঙে পড়েনি।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শুভপুর সেতুর অদুরে ভারতের শ্রীনগর সীমান্ত ফাড়ি। এখান থেকে একটি কাচা রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আগরতলা অভিমুখী প্রধান সড়কে গিয়ে মিশেছে। এই সন্ধ্যায় রাস্তাটিতে অন্য কোন লোক ছিল না। শুধু রনাঙ্গন ফেরত কিছু লোক নিঃশব্দে হেটে চলছিলো। এদের মধ্যে কেউ হাটছিলো লাঠিতে ভর দিয়ে, কয়েকজনকে আবার সহযোদ্ধা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথে আমাদের একজন অফিসারের সাথে তাদের দেখা হলে জনৈক মুক্তিযোদ্ধা তার বাম হাত তুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায়। তার ঝুলন্ত ডান হাত থেকে রক্ত ঝরছিলো। শেলের বিচ্ছুরিত টুকরোয় এটি প্রায় দু ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। শুধু কুঁকড়ে যাচ্ছিল। তবু সে মুখে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে অফিসারকে "জয় বাংলা" বলে শুভেচ্ছা জানায়। তারপর সে অন্যদের সাথে সামনে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে যায়।

চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধঃ

সাক্ষাৎকার : লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী বীর উত্তম

প্রঃ কখন কিভাবে আপনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

উঃ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে আমাকে চট্টগ্রামের ষোলশহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোষ্টিং দিয়ে পাঠানো হয়। মার্চ ৭১ এর প্রথম ভাগে আমি ছুটিতে ছিলাম। ১৫ই মার্চ এর দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরদার হচ্ছিল এবং ইতিপূর্বে ৭ই মার্চ ৭১ এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ সালের মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত 'একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিলেন, তখন থেকেই আমরা বাঙ্গালী সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গন্ডগোল বাধাবে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চট্টগ্রামের ষোলশহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন তখন কর্নেল জানজুয়া। মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন এই ব্যাটালিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ড। জেনারেল জিয়া এবং আমি ছাড়াও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আরো কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ছিলেন। ১৫ই মার্চ' ৭১-এর দিকে আমি এই ব্যাটালিয়নে যোগদান করি। ২৫ শে মার্চ,' ৭১ রাতে যখন হত্যাকান্ড শুরু হয়, তখন স্বভাবতঃই আমি বাঙ্গালী হিসেবে আমার যা কর্তব্য সেটাই করেছি। এতে জড়িয়ে পড়ার মত কিছুই নেই। একটা কর্তব্য ছিল। সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যরই কর্তব্য ছিল এটা। সবাই এতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিছু কিছু সৈন্য হয়তো সুযোগ পাননি কিংবা কিছুসংখ্যক সৈন্য আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের যেহেতু বাঙ্গালী ব্যাটালিয়ন ছিল সেই জন্য আমরা ধরা পড়িনি। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র। ২৫শে মার্চ' ৭১ রাতে যখন জেনারেল জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে পাঠানো হলো মূলত সেই সময় থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়।

উক্ত দুর্যোগের রাত প্রায় ১১-৩০ মিনিট সময়ে আমরা টেলিফোনে জানতে পারলাম যে ঢাকায় হত্যাকান্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতঃই আমরা ধরে নিলাম ঢাকায় যখন হত্যাকান্ড শুরু হয়েছে, নিশ্চয় এটা সারা বাংলাদেশব্যাপী শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ সেনাবাহিনী তো মাত্র এক জায়গায় তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করে না; এ জাতীয় পরিকল্পনা সব জায়গাতেই একই সময়ে কার্যকর করাই স্বাভাবিক। আমাদের কর্তব্য আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ ২৫শে মার্চের আগে থেকেই আন্দোলন যে রুপ নিচ্ছিল, সে সবে যখনই আমাদের নিযুক্ত করা হতো ব্যারিকেড সরানোর জন্য কিংবা জনগণকে হটানোর জন্য, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ কখনো ঠিকমতো করতাম না। কার্যত আমরা সেই চূড়ান্ত অসহযোগের সময় থেকেই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাতে শুরু করি। কাজেই ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে যখন হানাদার বাহিনী বাঙ্গালী হত্যাকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন আমাদেরও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বাদে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।

বাঙ্গালী হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার খবর দিয়ে সম্ভবত আমাদের কাছে প্রথম টেলিফোন করেছিলেন চট্টগ্রামের হান্নান ভাই (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি)। সম্ভবত তিনিই চট্টগ্রামে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, জেনারেল জিয়া এবং আমি একই ব্যাটালিয়নে ছিলাম। তিনি যেহেতু আমার চাইতে সিনিয়র ছিলেন, সেহেতু তিনিই আমাদের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমি তার দুনম্বর হিসেবে কাজ করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্যায়ে আমরা যে একই ব্যাটালিয়নে ছিলাম, এটা অনেকেই হয়তো জানেন না। বেশীরভাগ জনসাধারণের ধারণা আমরা আলাদা ছিলাম। আমরা একই সঙ্গে ছিলাম এবং একই সঙ্গেই বিদ্রোহ করেছিলাম। জেনারেল জিয়াউর রহমানও তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেনঃ "আমি বিদ্রোহ করে পোর্ট থেকে ফিরে এসেই শওকতের কাছে এলাম, এবং শওকত আমার সাথে হাত মিলালো। "

প্রঃ এই যে দুঃসাহসিক কাজ আপনারা করলেন, এর পিছনে অন্যন্য ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদেরও পূর্ন সমর্থন ছিল এবং তারাও আপনাদের মত এগিয়ে আসছিলেন, এটা আপনারা বুঝেছিলেন কি?

উঃ এটা আমি বলতে পারবো না। কারণ রাজনীতিতে আমি কখনো জড়াতাম না। কিন্তু এটা রাজনীতি ছিল না। এটা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। এতে জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া অন্যান্য সেক্টর থেকে বাঙ্গালী সৈন্যরা এগুচ্ছিলেন কিনা সে তথ্য আমাদের জানার উপায় ছিল না। সে তথ্য জানা না জানার গুরুত্ব দেয়ার সময়ও তখন আমাদের ছিল না। এমনকি তখন আমার বাবা মা ছিলেন আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে কুমিল্লায়। তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশও তখন আমাদের ছিল না। কাজেই

তাৎক্ষনিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র। অবশ্য আমরা ভেবেছি অন্য সবাইও হয়ত আমাদের মত এগিয়ে আসছিলেন। শুধু ক্যান্টনমেন্টেই নয়, আমরা মনে করেছি সমস্ত বাঙ্গালীই এই যুদ্ধে ছিলেন। কারণ এটা ছিল বাঙ্গালী জাতির প্রশ্ন, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

প্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে কখন প্রচারিত হয়েছে বলে আপনি বলতে চান?

উঃ এটা একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলতে থাকে যে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ করেছেন। আমার জানামতে সবচাইতে প্রথম বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬শে মার্চ’ ৭১ অপরাহ্ন দু’টার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রর প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরা দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তা’হলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

প্রঃ ২৭শে মার্চ ৭১ মেজর জিয়াউর রহমান কি পরিস্থিতিতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গেলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষনা পাঠ করলেন?

প্রঃ ২৫শে মার্চ ৭১ রাতে ঢাকায় হত্যাকান্ডের খবর পাওয়ার পরই আমরা চট্টগ্রামে আমাদের অধীনস্থ সমস্ত ব্যাটালিয়নকে হাতে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবে দেখলাম যে, নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ট্যাংক ছিল। আমরা ছিলাম ষোলশহরে মাত্র দু’মাইল দুরত্বে। আমরা দেখলাম, আমাদের হাতে কোনও ট্যাংক ছিল না। এবং কোন অস্ত্রশস্ত্রও আমাদের অর্থাৎ ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে ছিল না। ইতি পূর্বেই ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানে চলে যাবে বলে অধিকাংশ অস্ত্রই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের হাতে শুধু ছিল কিছু রাইফেল এবং এল এম জি ধরনের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র। ভারী কোনও অস্ত্র ছিল না। আমার সাথেই জেনারেল জিয়া আলাপ করলেন। আমরা আলাপ করে দেখলাম যে আমরা যদি ষোলশহর বিল্ডিং এর ভিতর অবস্থান করি এবং এই অবস্থায় যদি ট্যাংক আসে, তাহলে আমরা ট্যাঙ্ক ঠেকাতে পারব না। কারণ ট্যাঙ্ক ঠ্যাকানোর মত কোন অস্ত্রই আমাদের হাতে ছিল না। ট্যাঙ্ক থেকে দু তিনটা গোলা ছুড়লেই আমাদের অনেক সৈন্য মারা যাবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের ঐ এলাকা থেকে বাইরে চলে যাওয়া উচিৎ এবং নিরাপদ দুরত্বে থেকে হেডকোয়ার্টার বেস বানানো উচিত। এ ছাড়া আমাদের অধীনস্থ জোয়ানতের শপথ নেয়া উচিত। শপথ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে তারপর যুদ্ধে যাওয়া উচিত। আমরা সোজা প্রথমে গেলাম কালূরঘাট। সেখানে ভোররাতের দিকে আমরা মার্চ করে গেলাম। তখণ খুব কুয়াশা ছিলো এবং আল্লাহর কি ইচ্ছা সেদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ’ ৭১ এর সকার ৮টা কি ৯টা পর্যন্ত কুয়াশা ছিল। কালুরঘাটে পৌঁছে আমরা সবাই কনফারেন্স করলাম। এতে কিছু বি ডি আর অফিসার এবং জোয়ানও ছিলেন। এই কনফারেন্সে সিদ্ধন্ত নেয়া হল যে, আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমন চালাব। আমাদের আক্রমনের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পোর্ট এবং ক্যান্টনমেন্ট। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন। এই তো গেল ২৬শে মার্চ’ ৭১-এর কথা। ঐদিন আমরা খোজখবর নিয়েছিলাম কোথায় কি ঘটেছিলো। আমি একখানা জীপ নিয়ে পুরা শহর ঘুরে দেখলাম। আমি টহল দেয়ার সময় আগ্রাবাদের মোড়ে আমার জীপের ওপর একটি এল এম জি বার্ষ্ট ফায়ার এলো। আমি কোনও প্রকারে জীপ ঘুরিয়ে ফেরত গেলাম এবং জেনারেল জিয়াকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং সেভাবে আমাদের দলকে নিয়োজিত করলাম।

২৭শে মার্চ’ ৭১ মনে হয় জোনরেল জিয়া বুঝতে শুরু করলেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় কালূরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ

নেতাও ঐ সময় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান কায়সার, হান্নান ভাই এবং এম আর সিদ্দিকী। তারাও সম্ভবত: সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরদিকে জেনারেল জিয়া কি বলবেন তার একটি খসড়াও প্রস্তুত করে নিলেন। ২৭শে মার্চ' ৭১ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হল জেনারেল জিয়ার (তৎকালীন মেজর) ভাষণ।

প্রঃ আপনার কমান্ডে সবচাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় এবং কখন সংঘঠিত হয়েছিল।

উঃ প্রথম ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল কালুরঘাটে ১১ই এপ্রিল,' ৭১। ঐ সময় জেনারেল জিয়া আমার সাথে ছিলেন না। তিনি ৩০শে মার্চ' ৭১-এর পরই রামগড় চলে গিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ পরিচালনা আমার কমান্ডে হয়। সৈন্য ছিলেন অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বি ডি আর এবং স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী যেমন ছাত্র, শ্রমিক এবং অন্যান্য যারা অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এমন কিছু লোকজন। আমার পক্ষে ছিল পাকিস্তান বাহিনীর দুটি ব্রিগেড। এ ছাড়া কর্ণফুলীতে তাদের যে নৌ জাহাজ ছিল সেটি তারা শংখনদী হয়ে কালূরঘাটের কাছাকাছি নিয়ে এসে ওখান থেকে নেভাল গান দিয়ে আমাদের এলাকায় বম্বিং শুরু করেদিয়েছিল। তাদের ব্রিগেডের যে আর্টিলারী ছিল সেই আর্টিলারী দিয়েও তারা বম্বিং করতে থাকে ১০ই এপ্রিল, '৭১ থেকে। ১১ই এপ্রিল তাদের কিছু সৈন্য মহিলার পোশাক এবং কিছু সৈন্য সিভিল এর পোশাক পরে জয়বাংলা বলতে বলতে আমাদের দিকে অথাৎ কালুরঘাটের পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চট্টগ্রামে আমাদের পক্ষে এবং তাদের বিপরীতে ছিলেন ক্যাপ্টেন হারুন, শমসের মবিন চৌধুরী, লেঃ মাহফুজ এবং অন্য কয়েকজন অফিসার। এই অবস্থায় আমাদের লোকজন প্রথকে বুঝতে পারেননি তারা পাকিস্তানী। যখন শত্রুজয়বাংলা বলতে বলতে একেবারে কালুরঘাটের পুলের ওপর চলে এলো, তখনই মাত্র আমাদের লোকজন বুঝতে পারলেন যে তারা সিভিলিয়ান বা মহিলা কেউ নন। তখন আমাদের পক্ষ ফায়ার করতে শুরু করলেন। শত্রূপক্ষের গোলার আঘাতে ক্যাপ্টেন হারুন এবং শমসের মবিন আহত হলেন। মাহফুজ চলে আসতে পেরেছিলেন। কালুরঘাট ছেড়ে আমরা পটিয়ার দিকে চলে এলাম।

প্রঃ তখন আপনারা মোট কতজন ছিলেন?

উঃ আমরা প্রায় সাড়ে তিনশ'র মত ছিলাম। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মিঠঠা খান হেলিকপ্টার থেকে ওদের পক্ষে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল (পরে জেনেছি)

প্রঃ এই যুদ্ধে আপনাদের প্রধান অস্ত্র কি ছিল?

উঃ আমাদের কিছু রাইফেল ছিল, কিছু এল এম জি এবং দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার ছিল। এই মর্টার দু'টির কোনও অবলোকন ব্যাবস্থা aiming sight ছিল না। আন্দাজে ছুঁড়তে হত।

প্রঃ আপনাদের পক্ষে হতাহত কেমন হয়েছে?

উঃ আমাদের পক্ষে তেমন হতাহত হয়নি, ওদের পক্ষে কতজন হতাহত হয়েছিল তাও বলা মুস্কিল, তবে সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। ইতিপূর্বে ৮ই এপ্রিল আর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তখন পাকবাহিনীর একটি দল কালুরঘাটের প্রায় এক মাইল উত্তরে একটি কৃষি ভবন দখল করে নিয়েছিল। পাকবাহিনীর শক্তি ছিল একটি প্লাটুন। পাকসেনারা ওখানে এসে পড়ায় শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি কয়েকজন অফিসারকে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমন চালাবার জন্য বললে কেউ তখন এগুতে উৎসাহিত হলেন না। তবে আমার কথা মোতাবেক লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী কিছু সৈন্য নিয়ে আক্রমন পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। উপরন্তু এই আক্রমন

পরিচালনাকালে নায়েক নায়েব আলী পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। এমনি অবস্থায় আমি নিজে মাত্র ১০জন সৈন্য নিয়ে ৯ই এপ্রিল হাওলাদার হামদু মিঞা, নায়েক তাহের এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন বি-ডি-আরসহ সকলা ৮-৩০ মিঃ সময়ে কৃষি ভবনে অবস্থানরত পাক ঘাটি আক্রমন করি। আমার আক্রমনে প্রায় ২০জন পাকসেনা (১জন ক্যাপ্টেন ও ১জন সুবেদারসহ) নিহত হয় এবং তারা ঐ পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্রঃ তারপর?

উঃ তারপর আমি কালুরঘাট ব্রীজের চট্টগ্রামের দিক পুনর্দখল করেছিলাম। ১০ই এপ্রিল' ৭১ খবর পেলাম পাক সেনাবাহিনী পটিয়ার কালাপুলের দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমন করার চেষ্টা করছে। আমি তখনই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীকে কিছু সৈন্য দিয়ে পটিয়ায় কালাপুলে পাঠালাম। ১১ই এপ্রিল ভোরবেলা আমি নিজে পটিয়ায় কালাপুলের অবস্থা যানতে পেলাম। ঐ তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপ্টেন ওয়ালি আমাকে খবর পাঠালেন পাক সেনারা প্রায় সাত থেকে আটশত সৈন্য নিয়ে কালুরঘাট আক্রমন করেছে; ক্যাপ্টেন হারুন গুরুতররুপে আহত, লেঃ শমসের মবিন চৌধুরীর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এ সংবাদ পেয়ে আমি ওয়ালিকে বললামঃ "আমাদের লোকদের একত্রিত করবার চেষ্টা কর, পরিস্থিতি ভালভাবে জেনে নাও, আমি আসছি"। সকাল ৯টার দিকে আমি কালুরঘাট এসে পৌঁছাই। ওখানে গিয়ে আমি মেজর জিয়ার সাথে অয়ারলেসে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম।

পরে আমি তাদের সবাইকে পিছনে সরে আসতে বললাম। লেঃ মাহফুজকে মদনঘাট ডিফেন্সে অবস্থান করতে বললাম যতক্ষণ না আমার কালুরঘাটের ডিফেন্সের সবাই পিছু হটতে পারে। আমরা সবাই কালুরঘাট থেকে পটিয়াতে একত্রিত হলাম। এবং সেখান থেকে সবাই বান্দরবন রওনা হই। আমার সাথে সৈন্য ছিল প্রায় ৪৫০জন (তৎকালীন ইপি আর পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ)।

আমরা ১২ই এপ্রিল বান্দরবান পৌঁছেছিলাম। ঐ তারিখেই কাপ্তাই হয়ে রাঙ্গামাটি পৌঁছি। রাঙ্গামাটিতে আমরা ডিফেন্স নেবার পর মহালছড়িতে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টর স্থাপন করলাম। লেঃ মাহফুজ শত্রুর ওপর আঘাত হেনে চলেছিল। কিন্তু পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমন টিকে থাকা দুরুহ বুঝে পাশ্ববর্তী নোয়াপাড়া নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। সেখান থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে সার্থকভাবে ডিফেন্স নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার নির্দেশ মোতাবেক ১৪ই এপ্রিল লেঃ মাহফুজ তার ২০০ এর কিছু বেশী সৈন্য নিয়ে মহালছড়িতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। ছুটি ভোগরত ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের (আর্টিলারী) আমার কাছে ঐ তারিখে আসেন। বঙ্গ সন্তান সাহসী বীর ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরকে মেজর জিয়া আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আমার সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অফিসারের নেতৃত্বে ডিফেন্স নিতে পাঠালাম।

আমার রক্ষাব্যূহকে যেসব স্থানে অবস্থান দিলাম সেগুলি ছিলঃ

১। ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির খাগড়াতে।

২। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির মধ্যস্থলে বুড়িঘাটে।

৩। লেঃ মাহফুজের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির বরকলের মধ্যস্থলে।

৪। সুবেদার মুত্তালিবের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ সৈন্য রাঙ্গামাটির কুতুবছড়ি এলাকাতে।

অপরদিকে ১৫ই এপ্রিল পাকবাহিনী রাঙ্গামাটি শহরে পৌঁছে যায়। রাজা ত্রিদিব রায় পাকবাহহীকে আহবান করে আনলেন।

১৬ই এপ্রিল এর মধ্যে আমাদের সবাই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিলেন। ক্যাপ্টেন ওয়ালিকে মেজর জিয়ার নির্দেশানুযায়ী রামগড় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঐদিন ক্যাপ্টেন কাদের তার বাহিনী নিয়ে খাগড়া রেস্ট হাউজে

একজন অফিসারসহ এক প্লাটুন পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন কাদের পাকবাহিনীর অফিসারসহ প্রায় ২০জন পাক সৈন্যকে নিহত করতে সমর্থ হন। বাকী সৈন্য পালিয়ে যায়। অপরদিকে আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ক্যাপ্টেন কাদের নিরাপদে তার ঘাটিতে ফিরে আসেন। ১৭ই এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রায় ২০জন সৈন্য একটি লঞ্চযোগে রেকি করতে বেরিয়েছিল। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ওত পেতে ছিলেন। কিছূক্ষণ পরই পাকসেনারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা মুক্তিবাহিনীর রক্ষাব্যূহের কাছাকাছি চলে এসেছে। পাক সেনারা গুলি ছোড়া শূরু করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তবুও চুপ করেছিলেন। সম্পূর্ন লঞ্চটি তার এলাকায় চলে আসা মাত্রই তিনি গুলি চালানো শুরু করলেন। এতে লঞ্চসহ অধিকাংশ পাকবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েকজন পালাতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২জন মাত্র আহত হয়েছিলেন।

১৮ই এপ্রিল পাক সেনারা দু'টি লঞ্চ ও একটি স্পীডবোটে সৈন্য নিয়ে চিঙ্গী নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। লেঃ মাহফুজের কিছু সৈন্য হঠাৎ গুলি ছুড়ে বসেন।

পাক সেনারা কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে দূরে গিয়ে ডিফেন্স নিয়ে লেঃ মাহফুজের ওপর আর্টিলারী আঘাত হানতে থাকে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে লেঃ মাহফুজের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে, পাক সেনাদের কিছূ ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাদের চাপ আমাদের ওপর ক্রমে বাড়তে থাকে।

১৮ই এপ্রিল বিকেল ৩টায় সুবেদার মুত্তালিব তাঁর দল নিয়ে কুতুব ছড়িতে পাকবাহিনীর ৬ টি চলমান সৈন্যভর্তি ট্রাকের উপর এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশ ৩০ থেকে ৪০ জন পাকসেনা নিহত ও দুই-তিনটি গাড়ী দ্বংস হয় ।

১৯ শে এপ্রিল ৩ টায় পাক সেনাদের একটি বড় রকমের দল ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর ওপর বুড়িঘাটে ব্যাপকভাবে আক্রমন করে। পাক সেনারা ঐ সময় একটি জীপ থেকে তিনটি মর্টার ছুড়েছিল। তাদের বাহিণী ব্যাপকভাবে আক্রমন চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান কিছুতেই থাকতে পারছিলেন না। তখন ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রব (৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট) অটোমেটিক হাতিয়ার মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ 'আমি গুলি চালিয়ে যাচ্ছি আপনি বাকী সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটে যান'। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান প্রায় ১০০ মুক্তিবাহিনী নিয়ে নিরাপদে পিছু হটলেন। কিন্তু ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রব পাকবাহিনীর শেলের আঘাতে প্রাণ হারালেন। সেদিন মুন্সী আবদুর রব মুন্সীকে সরকার বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়েছিলেন। ২০শে এপ্রিল লেঃ মাহফুজ ঐ স্থানে যান এবং মুন্সীর ছিন্ন দেহের অংশবিশেষ এবং কিছু গোলাবারুদ নিয়ে ঘাটিতে ফিরে আসেন।

ঐ দিনই আমি লেঃ মাহফুজকে বরকলে পাঠিয়েছিলাম মিজো উপজাতিকে আমাদের স্বার্থে কাজ করার পক্ষে মত বিনিময়ের জন্য। লেঃ মাহফুজ বহু কষ্টে সুবলম পর্যন্ত পৌঁছে খবর পেলেন যে, পাকিস্তানীরা মিজোদের ইতিমধ্যেই হাত করে নিয়েছে। আমি আরো খবর পেলাম পাকবাহিনী মিজোদের নিয়ে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী বন্দুকভাঙ্গা নামক স্থানে লেঃ মাহফুজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষে পাকসেনারা পিছু হটে চলে যায়। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

২৩শে এপ্রিল পাকবাহিনীর প্রায় ২০০ সৈন্য রাঙ্গামাটি থেকে মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি ক্যাপ্টেন কাদের এবং লেঃ মাহফুজকে পাঠালাম প্রতিরোধ করার জন্য। ২৪মে এপ্রিল কুতুবছড়ি নামক স্থানে অফিসারদ্বয় পাক বাহিনীর মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করে।

২৫শে এপ্রিল খবর পেলাম চিঙ্গী নদী এবং নার্নিয়ার চর বাজার হয়ে পাকবাহিনী মহালছড়ি অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। মাহলছড়ি আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ছিল।

২৬শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন কাদের, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও লেঃ মাহফুজকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে বললাম। ঐ তারিখেই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে নানিয়ারচর বাজারে বড় পাহাড়ের ওপর ডিফেন্স নিতে বলেছিলাম। কারণ ঐ পথই পাক সেনাদের অগ্রসর হওয়ার সম্ভাব্য এলাকা ছিল। লেঃ মাহফুজকে ডিফেন্সে রাখলাম রিজার্ভে পাল্টা আক্রমণের জন্য এবং প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন জামানকে সাহায্যের জন্য। ক্যাপ্টেন কাদেরকে পাঠালাম সড়ক পথে পাকবাহিণীর গতিপথ রুদ্ধ করার জন্য।

২৫শে এপ্রিল ভোরবেলা হাবিলদার তাহের সিপাহী বারী এবং করপোরাল করিমের সংগে ৮/১০ জন লোক দিয়ে রেকি পেট্রোলে পাঠালাম। এই দলটি ভূলবশতঃ মিজোদের আড্ডায় ঢুকে পড়েছিল। সৌভাগ্যবশত মিজোরা তখন একটি হাতি কেটে খাওয়াতে ব্যাস্ত ছিল। রেকি পার্টি পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। আমাদের দলটি পরে হেডকোয়ার্টার মহালছড়িতে পৌঁছে। ঐ তারিখ বেলা ১২-৩০ মিঃ সময়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরীর অবস্থানের ওপর মিজোর আক্রমন চালিয়েছিল।ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায়। আক্রমনের চাপ বাড়তে থাকে মিজোদের পক্ষ থেকে। মিজোর ছিল সংখ্যায় অনেক। এই অবস্থায় আমি লেঃ মাহফুজকে প্রায় ১০জন সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের সাহায্যে পাঠিয়েছিলাম। লেঃ মাহফুজ ওখানে পৌঁছেই ডিফেন্স নিয়ে লক্ষস্থ্যলে আক্রমন চালাতে থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার সাথীদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন পথে পিছু হটে আসেন। আধ ঘন্টা গুলি বিনিময়ে লেঃ মাহফুজ ১৫০জন মিজোকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু অপর পক্ষে সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে অসংখ্য মিজো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সমনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। লেঃ মাহফুজকে মিজোরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন কাদের এবং ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান লেঃ মাহফুজকে উদ্ধার করে আনার জন্য অগ্রসর হলেন। আমরা তখন হেডকোয়ার্টারের চারপাশে ডিফেন্স পাকা করছিলাম। এমনি পরিস্থিতিতে ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৩টায় পাকবাহিনীর ১১ এবং পাঞ্জাবের ২টি কোম্পানী সহযোগে প্রায় এগার শত মিজো ব্যাপকভাবে আমাদের ওপর আক্রমন চালায়। পাকবাহিনী ৬টি মর্টার দিয়ে আক্রমন চালাতে থাকে। চারদিকে শুধূ আগুন আর আগুন। আমি ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন কাদের, ফারুক প্রমুখকে এলাকা ভাগ করে দিয়ে মহালছড়ি হেডকোয়র্টার রক্ষা করার জণ্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। পাক সেনারা মিজোদের নিয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে আধুনিক মারনাস্ত্র নিয়ে। অথচ আক্রমন প্রতিহত করার জন্য উপযোগী কোনও ভারী মর্টার আমার কাছে ছিল না। মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও সামান্য হালকা মেশিনগান দিয়ে আক্রমন চালালাম। ক্যাপ্টেন কাদের তার এলাকাতে যুদ্ধ করতে করতে শত্রূর গুলিতে শহীদ হলেন। বৃষ্টির মতো গুলির মধ্যে সওকত ফারুক ও সিপাহী ড্রাইভার আববাস গাড়িতে ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ নিয়ে রামগড়ে ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ রামগড় রেখে বাকী সৈন্যরা আমার কাছে চলে আসেন। আমরা তখন এমনি এক অবস্থায় ছিলাম। যখন আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে ঐ পরিস্থিতিতে পিছু হটা সম্ভব ছিল না। তাই সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমন চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঐ তারিখে রাতের আধারে মহালছড়ি ছেড়ে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমরা খাগড়াছড়ি নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম এবং ডিফেন্স নিলাম।

২৮শে এপ্রিল খাগড়াছড়ি থেকে আমি মেজর জিয়ার সাথে অয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের অবস্থার কথা বর্ননা করলাম। ঐদিন পাকবাহিনীর একটি দল আমাদের অবস্থান দেখে গুইমারা হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুইমারাতে ডিফেন্স নিলাম। আমাদের তখন শক্তি ছিল প্রায় ৪৫০জন। আমি মানিকছড়ির রাজার সংগে দেখা করলাম। রাজা আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে মগদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন বলে জানলেন। রাজা পাকিস্তানীদের খবরাখবর দিলেন। সমগ্র মগ উপজাতি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। চাকমা উপজাতিদেরও হয়ত আমাদের সাহায্যে পেতাম। কিন্তু রাজা ত্রিবিদ রায়ের বিরোধিতার জন্য তারা আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। মিজোরা বেশ কিছু আগেই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাস মগ উপজাতি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে।

২৯শে এপ্রিল রাতে মেজর জিয়া আমাদের রামগড়ে চলে আসতে বললেন। কারণ ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর একটি দল করেরহাট-হিয়াকুল হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপর দল শূভপুর ব্রীজে ক্রমাগত আঘাত হানছিল। আর একটি দল আমাদের পিছু পিছু আসছিল গুইমরা রামগড়ের পথে। মেজর জিয়া করেরহাটে ক্যাপ্টেন ওয়ালীকে পাঠালেন এবং আমাদের চলে আসতে বললেন। আমর ২৯শে এপ্রিল রওয়ানা হয়ে রাত ২টায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে রামগড়ে পৌঁছলাম। ৩০শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল (পরবর্তী কালে জেনারেল) এম, এ, জি ওসমানী রামগড়ে আমাদের দেখে গেলেন এবং চট্টগ্রামের সমস্ত খবরাখবর নিলেন। কর্নেল ওসমানী খুব খুশী হলেন। আমাকে নির্দেশ দিলেন যে কোন প্রকারেই অন্তত: আরো দুদিন রামগড়কে মুক্ত রাখার জন্য, যাতে করে নিরীহ জনতাসহ সবাই নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নিতে পারি।

আমি ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, সুবেদার মুত্তালেব এবং লেঃ মাহফুজকে তাদের বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়ালীর সাহায্যার্থে হিয়াকুলে পাঠালাম পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড তিন দিক থেকে রামগড় আক্রমন করে। ২রা মে আমাদের রামগড় হারাতে হয়। ঐদিনই আমরা সবাই ভারতের সাবরুমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সময় তখন সন্ধ্যা ৬টা।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুমিল্লা-নোয়াখালী-ঢাকা

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩। ৪র্থ বেঙ্গল ও অন্যান্য বাহিনীর কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ	সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৪-১৯৭৫	১৯৭১

১৯শে মার্চ ১৯৭১ আমাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড অফিস কুমিল্লাতে বদলী করা হয়। আমি ২২শে মার্চ আমার পরিবারকে ঢাকার ধানমন্ডিতে রেখে কুমিল্লা চলে যাই। এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে যোগদান করি। ইউনিটে পৌঁছার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম আমার সৈনিকরা বেশ উদ্বিগ্ন। আরো জানতে পারলাম পাঞ্জাবীদের কমানডো এবং গোলন্দাজ আর্টিলারি বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে মেশিনগান লাগিয়ে অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে। পাঞ্জাবীরা সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে এসব পরিকল্পনা নিয়েছে। পাঞ্জাবীদের কার্যাবলীতে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে চায় এখন তাদের কি কর্তব্য ? আমি সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং আত্মরক্ষার্থে প্রহরী দ্বিগুন করার নির্দেশ দিয়ে তাদের শান্ত করি। পরের দিনে ২৩শে মার্চ ছুটির দিন ছিল। ২৪শে মার্চ সকাল ৭টায় আমি প্রথম অফিসে রিপোর্ট করি লেফট্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খানের কাছে। তিনি চতুর্থ বেঙ্গল কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এবং পাঞ্জাবী ছিলেন। লেফট্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খান আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে আমার পোষ্টিংয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এবং ইউনিট সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। ঐদিনই আমি যখন আমার অফিসে সেকেন্ড ইন কমান্ড উপ-প্রধানের কাজ বুঝে নিচ্ছিলাম সকাল প্রায় সাড়ে দশটায় তখন খিজির হায়াত খান ডেকে পাঠালেন। আমি অফিসের ভিতর ঢুকে দেখি খিজির হায়াত খান উদ্বিগ্ন। তিনি আমাকে বসার জন্য বললেন এবং জানান যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়ীত্ব নিয়ে আজই কুমিল্লা থেকে রওনা হতে হবে। আমি উত্তর দিলাম যে হুকুম যদি হয় আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আমি একদিন হয় এসেছি এবং আমার দায়ীত্ব কেবল বুঝে নিচ্ছি, এমতাবস্থায় ইউনিটি থেকে অন্য যায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়তো আপনার পক্ষে ভূল হবে। তাকে আরো বুঝাতে চেষ্টা করলাম ব্যাটালিয়ানে আরো অফিসার আছে, তাদেরকেও পাঠানো যেতে পারে। তাছাড়া ইউনিটি প্রধানকে সাধারনতঃ এভাবে পাঠানো হয় না। আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ন সে জন্য তোমাকেই যেতে হবে। আমি যানতে চাইলাম আমাকে কি ধরনের দায়ীত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। কর্নেল খিজির হায়াত খান বললেন যে খবর এসেছে সিলেটের সমসের নগর নামক জায়গায় নক্সালপন্থীরা বিশেষ তৎপর রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করছে আরো খবর আছে ভারত থেকে বেশ অনুপ্রোবেশও হচ্ছে। এই সব কারনে আমাকে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী নিয়ে সেখানে যেতে হবে। এবং তাদের দমন করতে হবে। আমি জবাব দিলাম একটা কোম্পানী যখন যাবে তখন কোন জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত উপ-প্রধান একটা কোম্পানী নিয়ে কখনও যায় না। আমার বক্তব্য খিজির হায়াত খান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। এবং আমাকে বললেন, ঠিক আছে আপনি যান এবং আমি আপনাকে একটু পরে ডেকে পাঠাব। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে ইকবাল শফি এখনই আপনাকে ডেকেছেন। আমাকে নিয়ে কর্নেল খিজির হায়াত ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে গেলেন। ব্রিগেড কমান্ডার আমাকে দেখেই বললেন আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারবে না এবং সেই জন্য আমি তোমাকেই নির্বাচিত করেছি। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। তিনি আরো বললেন, তোমার মত একজন সিনিয়র আফিসাকে এই জন্য মনোনিত করা হয়েছে। আমি ট্রপস ছাড়া শমসেরনগরে ইপিআর-এর একটি কোম্পানী আছে। এই বড় ফোর্স এর নেতৃত্ব

* খালেদ মোশারফ একাত্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে মেজর পদে ছিলেন।

দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র বাঙ্গালী অফিসারের দরকার। তুমিই একমাত্র বাঙ্গালী অফিসার কুমিল্লাতে যাকে আমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি।

আমি বুঝতে পারলাম যেতে আমাকে হবেই। উপায় যখন আর নেই তখন যতটুকু তাদের কাছে আদায় করে নেয়া যায় সেটুকুই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি ব্রিগেডিয়ার শফিকে বললাম, যে কাজের ভার আমাকে দিচ্ছেন শুধু একটা কোম্পানী দিয়ে তা হবে না। কোম্পানীর চেয়ে বেশী সৈন্য আমাকে দেয়া হোক। আর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা শক্তিশালী ওয়ারলেস দেওয়া হোক। এছাড়া যেহেতু আমি অনেক দুরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি। সেহেতু আমার ট্রপস এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভারী এবং হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টার ইত্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমান গোলাবারুদ দেয়ার অনুমতি দেয়া হোক। ব্রিগেডিয়ার শফি প্রথমে বললেন, তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠান হচ্ছে, তাতে এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না। আমি উত্তরে বললাম যে, আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন তাতে আমার সামরিক জ্ঞান অনুসারে এই সমস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে বিশেষ করে যেখানে হেড কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাবার আশা কম। আমার বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি কনভিনসড হলেন এবং কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দিলেন আমার যা প্রয়োজন তা যেন আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বিগ্রেডিয়ার শফির কাছ থেকে ইউনিটে ফিরে এলাম। এসেই ব্যাটালিয়নের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন গফফারকে (এখন মেজর) ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিলাম সমস্ত ব্যাটালিয়ন থেকে বেছে বেছে ২৫০ জনের মত সৈন্যকে আলফা কোম্পানীতে একত্রিত করার জন্য।

গফফারকে বলে দিলাম যে, ব্যাটালিয়নের ভারী অস্ত্রশস্ত্র যতো আছে সব নিয়ে নাও। গোলাবারুদ এমন ভাবে নেবে যাতে একমাস যুদ্ধ করা যায়। আমাদের ২৬টা গাড়ী ব্রিগেড থেকে দেওয়া হয়েছিল। সব বোঝাই করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের তৈরী করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই সময় আমি একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পাই। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমাদের লোকজন প্রস্ত্তত হচ্ছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত খিজির হায়াত এবং অন্যান্য ব্রিগেড স্টাফ এর অফিসাররা বসে লক্ষ্য করতে থাকলেন।

আমি ২৪শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাওয়ার জন্য তৈরী হই। ব্যাটালিয়নে যে সমস্ত বাঙ্গালী অফিসার থেকে গেল তারা সবাই আমার যাবার পূর্বে মেসে এসে দেখা করে গেল। এদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর) তাকে আমি এই উপদেশ দিলাম যে আমি চলে যাচ্ছি, এতে ঘাবড়াবার কিছু নাই। এখন তুমিই সিনিয়র। যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে এই ৪র্থ বেঙ্গল এর বাকী ট্রপস এর নিরাপত্তার পুরা বন্দবস্ত করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। রাত প্রায় ২টা আরাইটার সময় বি-বাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সেখানে রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই ব্যারিকেড ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম। শহরের কিনারে যে পুল আছে (নিয়াজ পার্কের কাছে) সেখানে বি-বাড়িয়ার ছাত্র জনতা আমাদের বাধা দেয়। হাজার হাজার লোক এবং ছাত্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং বলে যেতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলতে চাইলাম। ওখানেই আওয়ামী লীগের তদানীন্তন এমসিএ সাচ্চু মিয়া এবং অন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রনেতারা আমাকে জানান যে, পূর্ব বাংলার অনেক যায়গায় পাকসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটারী চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। তারা আরও বলেন আপনাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা আপনাদের যেতে দেব না। এই ভাবে কয়েকঘন্টা কথাবার্তা হয়। ইতিমধ্যে মেজর শাফায়াত জামিল (বর্তমানে লেঃ কর্নেল), যিনি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানীসহ বি-বাড়িয়াতে অবস্থান করছিলেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনিও তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন যাতে ব্যারিকেড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও তারা আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজী হয় না। তারপর তাদের নিয়ে মেজর শাফায়াত জামিলের ক্যাম্পে যাই। সেখানে আবার কথাবার্তা চলে এবং তাদের

আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিই যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট, যখন দরকার পড়বে বাঙ্গালী জাতির জন্য পিছিয়ে থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অবশেষে সকাল সাড়ে পাঁচটায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদেরকে আর বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা শমসেরগনের পথে আবার ২৫শে মার্চের সকালে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে মেজর শাফায়াত জামিলকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিলাম এবং আমার সঙ্গে অয়ারলেস মারফত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আমি সকাল দশটা এগারটার সময় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছি। সেখান থেকে শমসেরনগর যাবার রাস্তা আমার জানা ছিল না। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, শমসেরনগর যেতে হলে মৌলভীবাজার হয়ে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গলে কনভয় দার করিয়ে স্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি শমসেরনগরে যাওয়ার রাস্তা সম্ভন্ধে এবং জানতে পারি মৌলভী বাজার হয়ে যাওয়া যায় অথবা আর একটা রাস্তা আছে সোজা শ্রীমঙ্গল হয়ে জঙ্গল এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম দুরত্বের আমি এই সোজা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের পথ দিয়ে রওনা হলাম এই রাস্তা খুব খারাপ ছিল তাই অতি কষ্টে দুপুর ২টার সময় শমসেরনগরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে যেয়ে ডাকবাংলোতে আমি আমার ছাউনি স্থাপন করি।

দুপুরে খেয়ে আমি এবং লে. মাহবুব শমসেরনগরের চারদিকে ঘুরে দেখে আসি দেখি পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আর কিছু পেট্রোল পার্টি চতুর্দিকে পাঠিয়ে দিই। স্থানীয় ব্যাক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যানতে পারি কোন অঘটন সেখানে ঘটেনি। ইপিআর এর যে দুটো কোম্পাণীর কথা আমাকে বলা হয়েছিলো। তাদের কোন পাত্তা নেই। ইপিআরএর একজন সুবেদার এবং আরো কয়েকজন সিপাই শমসেরনগর এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঠিক কোন উত্তর পাইনি। শমসের নগরের টি গার্ডেন গুলো ঘুরে জানতে পারলাম। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ম্যানেজার এবং অফিসাররা ঢাকায় চলে এসেছে। নক্সালপন্থী বা অনুপ্রবেশকারীদের কোন চিহ্ন আমি খুজে পেলাম না। ২৫শে মার্চের রাতটা এভাবে খবরাখবর নিয়ে এবং পেট্রোলিং করে কেটে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোড়ালো মনে হলো। আমার মনে জাগল আমাকে এখানে কৌশল করে পাঠানো হয়েছে। এবং যা কিছু তারা বলেছিল, তা সবই মিথ্যা। আমি সমস্ত সকাল অয়ারলেসের মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু কোন যোগাযোগ হল না। এই ভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে যায়। আমি এবং লে. মাহবুব ডাকবাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম। হঠাৎ আমাদের এসে খবর দেয় এক পাঞ্জাবী অফিসার এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য শমসেরনগরের বাজারে এসেছে এবং সেখানে কারফিউ জারি করে স্থানীয় জনসাধারনের উপর অত্যাচার করছে। সেই দলটি আমাদের ক্যাম্পের সম্মুখে দিয়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিল। আমাদের সেন্ট্রিকে সেই দলটির অফিসারকে ডাকার জন্য পাঠাই। এরা যখন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন সেন্ট্রি তাদের আমাদের ক্যাম্পে আসার অনুরোধ জানায়। অফিসারটি ক্যাম্পের ভিতরে আসে এবং আমার সেখানে উপস্থিতি সম্বন্ধে আর্শ্চর্যবোধ করে। এমন ভাব দেখায় যে আমর এখানে আছি এটা সে জানত না। কথাবার্তায় আমি জানতে পারি যে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বেশ কিছু সৈন্য সিলেট থেকে মৌলভীবাজার এসে দুই দিন আগে ক্যাম্প করেছে। অফিসারের হাবভাব এবং কথাবার্তা আমাকে সন্দিহান করে তোলে। যতক্ষন সে ডাকবাংলোয় বসেছিলো ততক্ষন সে স্টেনগানটি কোথাও না রেখে নিজের হাতে রাখে। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভুত হয়। এদের আগমন সম্বন্ধেও আমাকে অবহিত করা হয়নি। এটাও অত্যান্ত অস্বাভাবিক কিছুক্ষণ পরে অফিসারটি তার দলবল নিয়ে চলে যায়। এবং যাওয়ার আগে আমাদেরকের পাঞ্জাব রেজিমেন্টে ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে অফিসারটিকে বিদায় করলাম।

সেই দিনই বিকেলে স্থানীয় জনসাধারণের মুখে আমি জানতে পাই ঢাকাতে কিছু একটা ভয়ংকর অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে লোকমুখে আরও শুনতে পাই যে, ঢাকায় পাক সেনাবাহিনীর হাজার হাজার লোক গুলি করে মেরে ফেলেছে এবং মারছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতেও পাক বাহিনী সেই রূপ নৃশংস অত্যাচার এবং হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ঢাকা ছেড়ে জান

বাঁচানোর জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। পাক সেনাবাহীনী ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দোষ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারনের উপর বর্বরচিতভাবে অত্যাচার করছে। ঢাকা শহর একটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। আমি অনেক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করতে থাকলাম আমার এখন কর্ত্যব্য কি। অয়ারলেস সেট খোলার হুকুম দিয়ে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেক চেষ্টার পরও কোন যোগাযোগ হল না। তবুও আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললাম। অনেক্ষণ পর আমাকে লে. মাহবুব এসে খবর দিল যে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে অতি কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম অয়ারলেসে কথা বলার জন্য। যখন আমি কথা বলতে চাই, তথনই অপরদিক থেকে কর্নেল খিজির হায়াত কিংবা ক্যাপ্টেন আমজাদ পাঞ্জাবী জবাব দেয়। তাদের কাছে কোন কথাই খুলে বলা সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম কর্নেল খিজির হায়াত এবং চতুর্থ বেঙ্গল এর বাকী অংশ কুমিল্লা থেকে ২৫ তারিখে বি-বাড়িয়া এসেছে। কর্নেল খিজির হায়াত আমাকে জানালেন সব কিছু স্বাভাবিক এবং তিনি আরো জানালেন যে অতি সত্বর তিনি একবার শমসেরনগর পরিদর্শনে আসবেন। আমি তাকে জানালাম এখানে সব শান্ত এবং আমার এখানে থাকার কোন প্রয়োজনই নাই এবং আমাকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি জবাবে আমাকে শমসেরনগরেই থাকতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার অয়্যারলেসে কথা বলার চেষ্টা করি। এবার ক্যাপ্টেন গাফফারের (এখন মেজর) সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন গাফফারের নিকটে কোন পাঞ্জাবী অফিসার আছে। সেজন্য সব কথা খুলে বলতে পারছিল না। আমি শুধু বললাম যখন সুযোগ পাবে তখন মেজর শাফায়াত জামিলকে (বর্তমানে লে. কর্নেল) আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেজর শাফায়াত জামিল আমার সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলেন এবং জানালেন ঢাকাতে পাক সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনো ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা চলছিল ২৬শে মার্চের সন্ধ্যা বেলায়। শাফায়াত জামিল লোকমুখে শূনেছেন যে সব লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার দিকে এবং ব্রাþণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন গাফফার আরো জানান যে ব্রাþণবাড়িয়াতেও সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছে এবং ৪র্থ বেঙ্গলকে এটা কার্যকরী করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাþণবাড়িয়ার জনসাধারন সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কি তা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন ছিল। আমি প্রায় ১০০ মাইল ডুরে অবস্থান করছি। সমস্ত বাংলাদেশে আর কোথায় কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। ঢাকা শহরে পাক বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে এবং আরো অনেক জায়গাতেও করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই যে তাদের কাছে কোন উপদেশ নেব। একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধ অন্যদিকে বিবেকের দংশন আমাকে পীড়িত করছিল। এই উভয় সংকটে পড়ে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। মেজর শাফায়াত জামিলকে বললাম, আমাকে কিছূটা সময় দাও, আমি কিছুক্ষণ পরে বলব এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম কোন মতেই যেন গুলি চালানো না হয়। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা কর। চিন্তায় আমি আমার কামরার চতুর্দিকে পায়চারি করতে শুরু করলাম এবং এমন অবস্থায় চিন্তায় মাথা ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি বসে পরলাম এবং লে. মাহবুবও (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) সেখানে বসে ছিল। আমার সঙ্গে যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ছিল। তারাও উদ্বিগ্ন হয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল। এই অণ্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। যদিও কোন রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের ঘোষনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন “এবার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম যে এই মুহুর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সৈনিকদের বলে দাও আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবো। সব সৈনিকদের তৈরী হতে বল। এখান থেকে আমরা ঢাকার দিকে রওনা দেব এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাþণবারিয়াতে একত্রিত করতে হবে। লে. মাহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

সে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম বঙ্গশার্দুলদের শ্লোগান “জয় বাংলা”। আমি তাদেরকে প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হল সেটা কঠিন এবং বিপদসংকুল। সকলেই নিজেকে স্বার্থের উর্ধ্বে রেখে দেশ ওজাতির এবং বাংলাদেশ সরাকরের জন্য আত্মিয়স্বজন, আর্থিক কষ্ট এবং সব কিছু সুবিধা ত্যাগ করে আত্মবিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্ত্তত থাকতে হবে। আমি দেখতে পেলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা সবাই দৃঢ় সংকল্পে থেকে আত্মত্যাগের মনভাব নিয়ে প্রস্ত্তত হয়ে আছে। প্রথমে অয়ারলেসে মেজর শাফায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাকে নির্দেশ দিই যেন সেও তৈরী থাকে। তাকে আরো বললাম, কুমিল্লার রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতে। তাকে আরো বললাম যে আমি অতি শিগগিরই ব্রাþণবারিয়াতে পৌঁছব। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত লোক ব্রাþণবারিয়াতে রওনা হবার জন্য তৈরী হয়ে যায়। আমি লে. মাহবুবের সঙ্গে কিছুক্ষসংখ্যক সৈন্য দিয়ে শ্রীমঙ্গলে পাঠিয়ে দেই এবং সেখানে ডিফেন্স নিতে নির্দেশ দিই যাতে আমাদের যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এসে বাধা দিতে না পারে। শমসেরনগর থেকে জঙ্গলের পথে রাত বারোটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে রওনা হয়ে যাই। রাস্তায় আমাদের অগ্রসর অনেক ধীর ছিল। কারণ সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড এবং কোন কোন জায়গায় রাস্তা কেটেও দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের অনেক জায়গায় বিরাট গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই সব প্রতিবন্ধক আমাদেরকে কেটে কেটে বা মাটি ফেলে পরিস্কার করে অগ্রসর হতে হবে। সব প্রতিবন্ধকের কাছেই অনেক লোক লুকিয়ে দেখছিল আমরা কি করি। যখনই তারা বুঝতে পারত আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার দিকে বা ব্রাþণবারিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখনই তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এসে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতে এবং রাস্তাঘাট পরিস্কার করতে সাহায্য করত। তাদের সহায়তায় এবং সক্রিয়তায় আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে যাবার। এভাবে অতি মন্থর গতিতে এগোতে এগোতে আমি ভোর পাঁচটায় সাতছড়িতে পৌঁছলাম। এখানে আমার সৈনিকরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এখানে এসে আমি আবার অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাক্ষণবারিয়াতে যোগাযোগ করি। ঐ অবস্তাতে কর্নেল খিজির হায়াতের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে সেখানে সব কিছু ঠিকঠাক। মেজর শাফায়াত জামিলও আমার সঙ্গে কথা বলে। সে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানতে চায় আমি কোথায় এবং আসতে কেন দেরী হচ্ছে। আমি বললাম ভয়ের কোন কারন নেই কেননা আমি অনেক কাছে এসে গেছি। তাকে আশ্বস দিয়ে আবার রওনা হই। সকাল ৬টায় ব্রাþণবারিয়া থেকে দশ মাইল দুরে মাধবপুরে পৌঁছি। এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে অয়্যারলেসে কথা বলি। তিনি আমাকে জানান, সকাল দশটার সময় কর্নেল খিজির হায়াত একটা কনফারেন্স ডেকেছেন (আমি পরে জানতে পারি যে কুমিল্লা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এর একটা কোম্পানী সেই সময়ে আসছিল।) কনফারেন্সের কথা যখন আমি শাফায়াতের কাছে শুনতে পেলাম তখন আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে যাই এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি। আমি শাফায়াতকে তখনই নির্দেশ দিই আমার জন্য অপেক্ষা কর না। প্রয়োজন হলে সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসারকে কর্নেল খিজির হায়াতসহ গ্রেফতার করে ফেল এবং যত পাঞ্জাবী সৈনিক আছে নিরস্ত্র কর। আমি আবার রওনা হয়ে গেলাম। পরে শুনতে পেলাম ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে কি হয়েছে। দশটা বাজার দশ মিনিট আগে কর্নেল খিজির হায়াত মেজর নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন আমজাদ কনফারেন্সে বসেছিল। এমতাবস্থায় মেজর শাফায়াত জামিল লে. কবির (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) লে. হারুন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) হঠাৎ সেই কামরায় প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাবী অফিসারদের তাদের অস্ত্র সমর্পন করার নির্দেশ দেন। মেজর নেওয়াজ জিনি নিজে একজন কমান্ডো ছিলেন তিনি কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু লে. হারুন ত্বরিত প্রচেষ্টায় তার সে চেষ্টা ব্যার্থ হয় এবং সব পাঞ্জাবী অফিসারকে তারা বাংলাদেশের নামে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে বাকী বঙ্গশার্দুলরা বাইরে যে সব পাঞ্জাবী সৈনিক ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে এবং যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া শত্রম্নমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ। ইতিমধ্যে আমি ব্রাক্ষণবাড়িয়ার অতি সন্নিকটে এসে গেছি। আমার বাহিণী এবং শাফায়াতের বাহিনী বেলা ১১টার দিকে সম্মিলিত হয়। আমি বুঝলাম আমার প্রথম কর্তব্য হল যে সমস্ত এলাকা মুক্ত হয়েছে তা শত্রম্নর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমি প্রথমেই অফিসারদের নিয়ে একা বৈঠক

করি এবং এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে কার্যকরী করতে হবে তার সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা জানাই। আমার এই পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা মেঘনা নদীকে উত্তরে রেখে পশ্চিম প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করব এবং দক্ষিনে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরী করব এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষা বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে সিলেটে আর একটি ঘাটি স্থাপন করব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরববাজারে প্রথম দুটো কোম্পানী পাঠিয়ে দিই। আর একটা পার্টিকে কুমিল্লার দিকে ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে অগ্রসর হতে বলি। মেঘনার পূর্ব পারে একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরীর ব্যবস্থা করি। এছাড়া ব্রাক্ষণবাড়িয়ার চতুর্দিকে তিতাস নদীর চতুর্দিকে একটা আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানী দিয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হবার জন্য পাঠিয়ে দেই। শ্রীমঙ্গলে তাদের সাথে স্থানীয় সংগ্রামী আনসার, মুজাহিদ এবং আরো কিছুসংখ্যক সৈন্য কর্নেল রবের নেতৃত্বে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) যোগ দেয়। এই দলটির সাথে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সব সৈন্য মৌলভীবাজারে ছিল তাদের সাথে লড়াই হয় এবং পাঞ্জাবীরা অনেক হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরে মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে যায়। সিলেট শহর পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করা হয়। ব্রাþণবারিয়াতে আমি বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব রকিব। তিনি অত্যান্ত উৎসাহী, সাহসী এবং সংগ্রামী ছিলেন। তিনি সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেসামরিক সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন ছিল যেমন রসদ সরবরাহ, যানবাহন যোগার, সৈনিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, আর্থিক সাহায্য তিনি অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে করেছেন। তিনি পুলিশ অয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এবং মহকুমা প্রশাসকদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ন এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে। ঐ সময় ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে আমার সাথে জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। এবং তাদেরকে আমি আমার বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার আনুগত্যের কথা বলি। তারা আমাকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করেন। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা যায়। আমি তাদের অনুরোধ জানাই, যে কোনো উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে আমি আমার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি তখন জানতাম যে, আমার কাছে যা গোলাবারুদ আছে তা নিয়ে বেশী দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারা এই বার্তা নিয়ে আগরতলাতে চলে যান।

এই সময় ব্রাþণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসরমান পাঞ্জাবী সৈন্যদের সাথে আমার অগ্রবর্তী সৈন্যদের কোম্পানীগঞ্জে লড়াই হয়। এতে পাকিস্তানীরা অনেক হাতাহত হয়ে আবার কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ২৯শে মার্চ ব্রাþণবাড়িয়াতে শত্রুসেনা প্রথম বিমান হামলা চালায়। এতে আমার একজন সৈনিক শহীদ হন। সেদিনই সন্ধ্যায় পাকিস্তানীদের একটা রেকি পার্টি (তথ্য অনুসন্ধানী দল) একজন অফিসার এবং ৮ জন সিপাহী সহ ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে আসে। এই দলটি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাটির এ্যামবুশে পড়ে যায় এবং অফিসারসহ সব শত্রুসেনা এবং একখানা গাড়ী ধ্বংস করে দিই। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার উপর বিমান হামলা আরো চলতে থাকে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা আরো অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আমি এই অবস্থাতে ভৈরব বাজার এবং নরসিংদীর ভিতরের রেলওয়ে লাইন অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিই এবং আর একটা দলকে নরসিংদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। আমার এই দলটির সঙ্গে ঢাকা থেকে আগত আর একটি সাবেক ইপিআর এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের কিছু সৈন্যের যোগাযোগ স্থাপন হয়। এই সম্মিলিত দলটি ঢাকা থেকে পাকসেনাদের অগ্রসরমান এক বিরাট বাহিনীকে অ্যামবুশ করে পর্যুদস্ত করে এবং ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

আমাদের তখনো বাইরে আর কোন প্রতিষ্ঠান বা বাঙ্গালী সেনাবাহিনীর আর কোন দলের সাথে যোগাযোগ হয়নি। অন্যান্য জায়গা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

আমি জানতে পাই যে মেজর সফিউল্লাহ (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে তার দ্বিতীয় বেঙ্গলকে একত্রিত করেছে। আমি আরো জানতে পারলাম যে, সে তার মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাবার পরিকল্পনা করেছে। এই সংবাদে আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ আমি জানতাম ঢাকাতে পাকিস্তানীদের অন্ততপক্ষে দুটো ব্রিগেড সৈন্য আছে। তাছাড়া সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাংক, গোলান্দাজ বাহিনীর কামান এবং বিমান বাহিনী আছে। এসব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আধুনিক মরনাস্ত্রে সজ্জিত। বিরাট পাক সেনার বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমন করার মানেই ছিল আমাদের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। আমার সঙ্গে মেজর সফিউল্লাহর যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাþণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত কোন সরাসরি রাস্তা না থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে এ সর্বনাশকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অনেক চেষ্টার পর আমি একটা খালি রেলওয়ে ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করলাম। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে সেই ইঞ্জিনে বসিয়ে সোজা কিশোরগঞ্জ পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। কোন কিছু করার আগে তিনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং সম্ভব হলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাই।

এরপর ক্যাপ্টেন মাহবুব ফিরে এসে জানায় মেজর সফিউল্লাহ এবং সমস্ত সেনাদল ব্রাক্ষণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর সফিউল্লাহ তার বাহিনীকে নিয়ে ব্রাক্ষণবাড়িয়া পৌঁছেন এবং তিনি আমার হেড কোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমাদের দুটো দলের যোগাযোগ হওয়াতে আমাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। এরপর আমরা বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমরা জানতে পারি যে, পাকিস্তানীরা আমাদের আক্রমণ করার যথেষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমরা পাকিস্তানীদের আকমণের কৌশল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের উপর বিমান, হেলিকপ্টার এবং নদী পথে ঢাকার দিক থেকে আক্রমন করতে পারে। নদী পথে আক্রমণ করার জন্য তারা মেঘনার পথে গানবোটে আসতে পারে এবং মেঘনার দক্ষিণ পাড়ে ল্যাণ্ডিং করতে পারে এবং সাথে সাথে হেলিকপ্টারযোগেও কমাণ্ডো এবং শত্রুবাহিনী নামাতে পারে।

যে বিস্তীর্ন মুক্ত এলাকা আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল, সে সব এলাকাতে সৈন্য রাখার মতো আমার কাছে সৈন্য ছিল না। সেই জন্য আমি আমার ট্রুপসকে যেখানে পাক বাহিনীর অবতরণের এবং আক্রমণের বেশি সম্ভাবনা, সেই জায়গাগুলোতে ডিফেন্স নেওয়ার বন্দোবস্ত করি। এই সময়ে আমি জানতে পাই ৪র্থ বেঙ্গল এর জনা পঞ্চাশেক সৈন্য যারা কুমিল্লার দক্ষিণে জাঙ্গালিয়া ইলেকট্রিক গ্রীড স্টেশনে প্রহরায় ছিল সেই সব সৈন্যরাও ২৫শে মার্চের পর নিকটবর্তী একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি এই অবস্থাতে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে দেই এবং তাদেরকে আরও দক্ষিণে যেয়ে লাকসাম এবং কুমিল্লার মধ্যখানে লালমাই হিলের মধ্য প্রান্তে টেম্পল পাহাড় নামক এক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দিই। তাদের উপর এই নির্দেশ দিলাম যে, কুমিল্লা থেকে পাক বাহিনী লাকসাম, নোয়াখালী কিংবা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হলে তাদের যেন এ্যামবুশ করা এবং বাধা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আমি খবর পাই আখউড়া, কসবা, বুড়িচংখেলাতে পাকিস্তানী সেনা ইপিআর পোস্টগুলোতে বাঙ্গালী ইপিআরদের বিরুদ্ধে এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে (বর্তমানে মেজর) পাঠাই কিছু লোকজন নিয়ে যাতে বাঙ্গালী ইপিআরদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই সব পোস্টগুলো পাঞ্জাবীদের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত হামলায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পর পাঞ্জাবীরা এই সব অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সব খন্ডযুদ্ধের পর ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার গোমতী পর্যন্ত আমি সমস্ত এলাকা মুক্ত করতে সমর্থ্য হই এবং কুমিল্লা শহরের বিবিরবাজার নামক একটা জায়াগায় একটা প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং সাচ্চু মিয়ার প্রচেষ্টায় আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের কিছু সাড়া পাওয়া যায়। সীমান্তে আমার সঙ্গে আগরতলার জেলা প্রশাসক মি. সাইগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তখনও তাদের কোন ধারণা ছিল না। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে পেরে তিনি আমাকে জানালেন যে এ সম্বন্ধে তিনি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তাকে আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কয়েকদিন পর আবার সীমান্ত এলাকায় ভারতের সেনাবাহিনীর ৫৭তম ডিভিশনের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল গানজালভেজ এর সঙ্গে দেখা হয়। তাকেও আমি ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিই। তখন পর্যন্ত আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

এপ্রিল মাসের ২/৪ তারিখে কুমিল্লার সীমান্তে মতিনগরের নিকট কর্নেল এম এ জি ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) যখন ভারত সীমান্তে পৌঁছেন তখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি প্রথম আমার কাছে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হন এবং তার পরই তিনি আগরতলাতে চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যায় আমার হেড কোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে কর্নেল ওসমানী আমাকে মেজর সফিউল্লাহ লে. কর্নেল রবকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল) নিয়ে একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আমরা যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তাকে জ্ঞাত করি। আমি তাকে আরও জানাই, আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে বেশি দিন পাকবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অতিসত্বর বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বা অন্য কোন জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাকে আরো অনুরোধ করা হয় আরো নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতি শিগগির আমাদের বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হউক যাতে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি পাই এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাই। তিনি আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন এবং আগরতলা থেকে কলকাতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

এই সময় বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বিএসএফ এর ব্রিগেডয়ার পান্ডে আমাদের হেডকোয়ার্টার আসেন এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আপ্রান চেষ্টা করেন আমাদের সহায়তা করার কিন্তু সে সাহায্য ছিল নগণ্য। আমরা চাচ্ছিলাম হালকা এবং ভারী স্বয়ক্রিয় হাতিয়ার মর্টার। কিন্তু সে সময় আমাদেরকে খুবই সামান্য ৩০৩ রাইফেল এবং সামান্য গুলি সাহায্য দেওয়া হয়। তা ছিল আমাদের দরকারের চেয়ে অনেক নগন্য। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার পান্ডে আমাদেরকে মেজর জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান এবং একদিন মেজর জিয়াউর রহমানকে (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, পাক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে অতি নগন্যসংখ্যক সৈন্য আছে এবং তিনি আমাকে ও মেজর সফিউল্লাহকে মেজর জিয়াউর রহমানকে কিছু সৈন্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি এবং মেজর সফিউল্লাহ নিজ নিজ বাহিনী থেকে দুটো শক্তিশালী কোম্পানী গঠন করে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট প্রেরণ করি।

এই সময় পাকবাহিনী আশুগঞ্জ, ব্রাþণবাড়িয়া এবং পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমন চালাতে থাকে। এই আক্রমন এতই ভয়াবহ রুপ ধানর করে যে, মাঝে মধ্যে ৭ থেকে ৯ ঘন্টা অনবরত স্ট্রাপিং রকেটিং এবং বোম্বিং করতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষে পাকবাহিনী বিমান বাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টার এবং গানবোটের সাহায্যে আমাদের আশুগঞ্জ পজিশনে সৈন্য অবতরণ করায়। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের বিমান বাহিনী এবং ছত্রীদের সম্মিলিত সাড়াশি আক্রমনের মুখে অসহায় হয়ে আশুগঞ্জ থেকে ব্রাক্ষণবাড়িয়াতে পিছু হটে আসে। ব্রাক্ষণবাড়িয়াতেও শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা শত্রুসেনাকে ঠেকিয়ে রাখি এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুদের সাজোয়া বাহিনী বিমান বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনে আর টিকতে না পেরে আমরা দুই রাস্তায় পিছু হটে গেলাম। আমার সৈন্যরা ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে আখাউড়াতে এসে তিতাস নদীর উপর পুনরায়

প্রতিরক্ষাবূ্যহ রচনা করে। মেজর সফিউল্লাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে মাধবপুরের দিকে চলে যায়। পাক বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে আসে এবং আখাউড়া আক্রমণ করে কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহত স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

আমি এই সময়ে কুমিল্লার দক্ষিণে যে দলটি ছিল অর্থাৎ ৪ বেঙ্গলের বি কোম্পানী তাদেরকে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুলের (বর্তমানে উভয়েই ক্যাপ্টেন) নেতৃত্বে আরও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে জোরদার করি।

কুমিল্লা থেকে এপ্রিল মাসের ১৫/১৬ তারিখে পাক বাহিনীর বিরাট এক কনভয় প্রায় ৩০টি গাড়ীতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাকসামের দিকে যাচ্ছিল। লে. মাহাবুরের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানীর সৈন্যরা শত্রুসেনারা এই দলটিকে দুপুর বারোটায় জাঙ্গালিয়ার নিকটে এ্যামবুশ করে। এই ব্যামবুশে শত্রুসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সংঘর্ষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকসেনারা গড়ী থেকে নেমে এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার চেষ্ট করে কিন্তু আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা এবং কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে লে. মাহবুব এবং লে. দিদার যথেস্ট কৌশলের এবং যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল। লে. মাহবুব তাঁর সৈন্যদের নিয়ে রাস্তার পূর্ব পাশে এ্যামবুশ করে ওঁৎ পেতে বসেছিল। যখন শত্রুদের কনভয় তার এ্যামবুশ-এর মাঝে পড়ে যায়, তখন সে তাদের উপর তার লোকজন দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। এতে কটা গাড়ী রাস্তা থেকে একসিডেন্ট করে পড়ে যায়। বাকী গাড়ীগুলো থেকে পাকসেনরা লাফালাফি করে নীচে নামার চেষ্ট করে। এতেও তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। যে সব পাকসেনা গাড়ী থেকে ভালভাবে নামতে পারে তারা রাস্তার উপরে (পশ্চিম দিকে) গিয়ে একত্রি হয় এবং লে. মাহবুরের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এদিকে লে. দিদারুল আলম রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য নিয়ে তৈরী ছিল। সে পাকিস্তানীদের উপর আকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই ভাবে দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং নিজেদের এত হতাহত দেখে শত্রুসেনাদের মনোবল একবারেই ভেঙ্গে যায়। মৃতদেহ ফেলে রেখে তারা কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুল আলমের সম্মিলিত দলটি ২টি মেশিনগান ৬টি হালকা মেশিনগান এবং অজস্র রাইফেল আহত এবং নিহত শত্রু সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। যে বিধ্বস্ত গাড়ীগুলো শত্রুরা ফেলে গিয়েছিল তা থেকে কয়েক হাজার এ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয়। এর তিন দিন পরে স্থানীয় জনসাধারাণ আরও ২টি হালকা মেশিনগান, কয়েকটা রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ যা শত্রুসেনা পালিয়ে যাবার সময় ধানক্ষেতে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এই একশনের ফলে আমার এ্যামুনেশনের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকভাবে মিটেছিল এবং পাক বাহিনী বেশ কিছুদিন কুমিল্লার দক্ষিণে অগ্রসর হবার সাহস দেখায়নি।

এই সময় আখাউড়াতে পাক বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাদের ২৫ জনের মত হতাহত হয় এবং পাক বাহিনী আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পশ্চাদপসরণ করে। এপ্রিল মাসের শেষে পাক বাহিনী কুমিল্লা থেকে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তায় অগ্রসর হয়ে ১২ নং ফ্রান্টিয়ার ফোর্স নিয়ে সাইদাবাদ দখল করে নেয়। পরে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তারা নিয়ামতবাদ, গঙ্গাসাগর দখল কের নেয়। আমি তখন কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকাতে যেখানে পাকবাহিনী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছিল সেখানে যুদ্ধ পরিচলান করছিলাম। গঙ্গাসাগার, নিয়ামতাবাদ শত্রুকবলিত শুনতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দিই ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে কসবার উত্তরে চন্ডিমুরা উচু পাহাড়ে প্রতিরক্ষব্যূহ শক্ত করতে এবং সেই রাতেই কুমিল্লার দক্ষিণ হতে ৪র্থ বেঙ্গলের আলফা কোম্পানীকে উঠিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাসাগরের নিকটে দুটি কোম্পানীকেই একত্রি করি। সন্ধ্যায় যখন আমি চন্ডিমুরার নিকটে পৌঁছি তখনই শত্রুদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বিবরণ ইপিআরদের কাছ থেকে অবগত হই এবং সেই রাত্রেই গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদে শত্রুদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন গাফফার এবং একজন সুবেদারের নেতৃত্বে আলফা, চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে ভোর পাঁচটায় শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেই। এই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল যে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পূর্ব দিক

থেকে শত্রুদের গঙ্গাসাগর পজিশনের পিছন দিক দিয়ে ইনফিলট্রেট করে ভিতরে ঢুকে গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালাবে এবং এই সময়ে সুবেদার তার আলফা কোম্পানী নিয়ে নিয়ামতাবাদের উপর যে জায়গাতে আমরা শত্রুদের হেড কোয়ার্টার ভেবেছিলাম, সেখানে আক্রমণ চালাবে। এ দুই আক্রমণ এক সঙ্গে চারটায় শুরু হবে। আক্রমণের ঠিক দশ মিনিট আগে সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের মর্টার এই দুই পজিশনের উপর গোলা ছুঁড়বে। রাত বারোটায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি এই তিন কোম্পানী নিয়ে শত্রুদের ঘাটিতে ঢুকে যাই। সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চতুর্দিকে বেশ পানি জমছিল। আমাদেরকে হাটু পানি ভেঙ্গে ত্রাসের রাস্তায় অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এক সয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন আমাদের ঠিক পথে যাচ্ছি না এবং এই সময়ে নিকটবর্তী একটা বাড়ির একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সেও একজন পুরানা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যাক্তি ছিল। এই ব্যাক্তি আমাদেরকে শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে দিনে দূরে থেকে যা দেখেছে সে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত খবর দেয়। এই ব্যাক্তির সাহায্যে আমি এবং আমার প্রত্যেকটি দল ভোর পাঁচটায় আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই। আক্রমণ করার সময় নির্দিষ্ট ছিল রাত চারটা। যেহেতু আমরা দেরীতে পৌঁছি সেহেতু পাচটায় পরিল্পনামত আক্রমণ শুরু করে দিই। শত্রুসেনারা অকস্মাৎ তাদের অবস্থানে এবং পিছনে ভয়ংকর গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা গঙ্গাসাগর এবং নিয়মাতাবাদ ছেড়ে সাইদাবাদে পশ্চাদপসরণ করে। আমরা পরের দিন সকালে গঙ্গাসাগরে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। শত্রুসেনারা গঙ্গা সাগরে পর্যুদস্ত হয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্ট করে। তাদের প্রথম আক্রমণ আমরা ব্যর্থ করে দিই কিন্তু পড়ের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনারা টি, আলীর বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ঘাঁটি গড়ে তোলে। আমরা আমাদের কসবা পুরানা বাজারে পজিশন শক্তিশালী করে তুলি এবং শত্রুসেনাকে কসবার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেই। টি, আলীর বাড়িতে শত্রুসেনাদের যে ঘাঁটি ছিল সে ঘাঁটিতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল-এ ডেল্টা কোম্পানী মর্টারের সহায়তায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন অকস্মাৎ আক্রমন করে। এই আক্রমণে শত্রুদের চার পাঁচটা গাড়ীতে আগুন লেগে যায় এবং তাদের ২০/৩০ জন হতাহত হয় তারা টি, আলীর বাড়ী ছেড়ে আরো পেছনে হটে যায়।

ইতিমধ্যে কুমিল্লা বিবিরবাজার পজিশনের উপর পাক বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কুমিল্লা শহারের সন্নিকটে দেড় মাইল পূর্বদিকে তারন্যপুর শত্রুরা দখল করতে সমর্থ হয়। আমি ইপিআর-এর একটি কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও ইপি আর-এর একটি কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের লক্ষ্য এ জন্য ছিল যে প্রতি রাত্রে এখান থেকে আমার ছোট ছোট কমাণ্ডো পার্টি গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহরে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালাতো এবং ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। এখান হতে আমরা অনেক সময় তাদের অবস্থানের উপর মর্টার হামলাও চালাতাম। এতে প্রায়ই পাক সেনাদের অনেক লোক হতাহত হত। অবশেষে পাক বাহিনী একদিন সন্ধার সময় অতর্কিতে এই পজিশনের উপর ৩৯তম বেলুচ রেজিমেন্টর সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাংকের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনা পূর্ব দিকে আক্রমণ চালনা করে। এই আক্রমণ আমার সৈনিকরা নস্যাৎ করে দেয় এবং শত্রুদের অনেক লোক নিহত এবংআহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা দক্ষিণ দিক হতে আমাদের পজিশনের উপর পিছনে বাম পার্শ্বে ট্যাংক ও ৩৯তম বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ অন্ততপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। আমাদের গুলিতে শত্রুদের অন্ত ১১০ থেকে ১৫০ জন নিহত বা আহত হয়। কিন্তু ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পিছন দিক হতে ঘিরে ফেলার আশংকা থাকায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

এই যুদ্ধে ইপিআর জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা, যে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের নিহতের বিপুল সংখ্যা দেখে এক পর্যায়ে 'জয় বাংলা' হুংকার দিয়ে দাড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময়ে হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় গুলি লাগে এবং

সে মারা যায়। এ যুদ্ধে আমার ৬ জন সৈন্য মারা য়ায় এবং ৮/১০ জন আহত হয়। এই সব আহতদের আমরা পিছনে নিয়ে আসি কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারি না। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে যায় পেটে গুলি লেগেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার কোন ব্যাবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।

এদিকে গঙ্গাসাগরে এবং আখাউড়ায় শত্রুসেনারা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বারবার আখাউড়া এবং গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের প্রথমে পাকবাহিনীর ১২ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ট্যাংক, কামান এবং বিমান বাহিনীর সহায়তায় আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং গঙ্গাসগারের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানী কিছুটা পিচু হটে আজমপুর, আখাউড়া রেলওয়ে স্টেমন থেকে আধা মাইল পূর্বে আবার প্রতিরক্ষাবূ্যহ গড়ে তোলে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা রেলওয়ে লাইনকেও শত্রুদের ব্যবহার থেকে বাধা দিতে সমর্থ। এই অবস্থানগুলির উপর পাক বাহিনী বারবার আক্রমণ চালায় এবং প্রতিবারই ৩০/৪০ জন করে সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আক্রমণ থেকে নিরস্ত থাকে।

মে মাসে জেনারেল ওসমানী আমাদের হেড কোয়ার্টার-এ আসেন। সে সময় ভবিষ্যৎ যুদ্ধ পরিচালনা কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। জেনারেল ওসমানী আমাকে নির্দেশ দেন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলি। এই পরিকল্পনায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দুই বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত করার পন্থা নিই। আমরা পরিকল্পনা করি যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হেলে আমাদের শক্তিকে আরো বাড়াতে হবে। দুই রকমের বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত বাহিনী, যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং অন্যান্য আমর্স ও সার্ভিসেস-এর একা ডিভিশন গড়ে উঠবে এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্য নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরেই কোম্পানী গঠন করা হবে এবং সেই সব কোম্পানী শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কমাণ্ডো এ্যাকশন চালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর পুরানা এবং নতুন ব্যাটালিয়ান নিয়ে ব্রিগেড গঠন করে সেই সব ব্রিগেড শত্রুদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবে এবং প্রয়োজন হলে দখলীকৃতাবস্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাবূ্যহ গড়ে তুলবে। যেসব যুবক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়ে একটা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই অনিয়মিত বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপ এবং কোম্পানীতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে এসব নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানী এবং গ্রুপগুলো যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য তাদের পরিচলানার জন্য নিয়মিত বাহিনী থেকে জেসিও বা এনসিওদেরকে পরিচালনার জন্য পাঠান হবে। এই পরিকল্পনাতে আমরা আরো উল্লেখ করি যে নিয়মিত বাহিনীর অস্তশস্ত্র পাকিস্তানী নিয়মিত বাহিনীর অস্তশস্ত্রের মতই হবে। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র হালকা ধরনের হবে এবং এলএমজির চেয়ে ভারী অস্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

জেনারেল ওসমানী আমাদের সাথে একমত হন এবং তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন যে এই পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় তিনি তার চেষ্টা করবেন, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক যুবক আমাদের কাছে যুদ্ধ করার ইচছা প্রকাশ করে। আমি আমার হেড কোয়ার্টারে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে দিই। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং-এর প্রবর্তন করি। বিশেষ করে পাক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যাবস্থাকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার জন্য ডেমোলিশন ট্রেনিং-এর ভার ক্যাপ্টেন হায়দর (বর্তমানে মেজর) এবং হাবিলদার মুনিরের উপর ন্যাস্ত করি। অতি সত্বরই আমার বেশ কিছু ডেমোলিশন টিম ট্রেইন্ড হয়ে যায়। প্রথমেই আমি এসব টিমগুলোকে ঢাকা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রেল লাইন এবং পাক সড়কে পাঠিয়ে দিই। তাদের এ কাজ দিই যে যতোটুকু সম্ভব পুল এবং রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। এসব কাজে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয় ডেমোলিশন-এর সরঞ্জামাদির অভাবে। আমরা হয়তো বারুদ পাই কিন্তু ফোটানোর জন্য ডেটোনেটোর পাই না

কিংবা অন্য কোনো সরঞ্জামাদি। এসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা প্রত্যেকটি রেল এবং রাস্তাতে বেশ কিছুসংখ্যক পুল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই যার ফলে পাকিস্তানীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা- ঢাকার সঙ্গে এই সব প্রধান স্থানগুলোর- বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পাকিস্তানকে বিমান ও জলপথের সাহায্য নিতে হয়। এই রুপ অবস্থা শেষ পর্যন্ত চলে।

আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে সরিয়ে কুমিল্লার কাছে মতিনগর নামক স্থানে স্থাপন করি। সেখান থেকে কুমিল্লা এবং ঢাকা কাছে হওয়াতে আমার পক্ষে এসব জয়গাতে গেরিলা তৎপরতা চালানো অনেক সুবিধাজনক হয়। আমার ট্রেনিং ক্যাম্প এ সময়ে অনেক বড় হয়ে যায় এবং হাজার হাজার ছেলেদের আমি ট্রেনিং দিতে শুরু করি। এসব ছেলেদের মধ্যে অনেককেই আমি নিয়মিত বাহিনীর শিক্ষা প্রদান করি। প্রথম অবস্থায় সৈন্যদের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের থাকা খাওয়ার ও চিকিৎসার অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আমাদের কাছে না ছিল রসদ, না ছিল টাকা পয়সা, না ছিল বাসস্থান। অনেক সময় এই সব হাজার হজার লোককে খাওয়ানোর জন্য আমাকে বাংলাদেশের ভেতর বিভিন্ন রেশন ডিপো (এলএসডি) থেকে রসদ জোরপূর্বক আনতে হয়েছিল। কোন কোন সময় রসদের ব্যবস্থা হলেও হাজার হজার লোকের খাবার তৈরীর হাড়ি পাতিল বাসনপত্র ছিল না। তেলের ড্রাম কেটে আমরা পাত্র তৈরী করে নিই। অনেক সময় এমন দিন যায় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ক্যাম্পের লোক খেতে পেয়েছে শুধু আধাসিদ্ধ ভাত, কোন সময় ডাল ছাড়াই। থাকার জন্য কোন আশ্রয় না তাকায় অধিকাংশ লোকজনকে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। কোন বিশুদ্ধ পানি ছিল না নালার পানি ব্যবহার করতে হতো। তবুও এত কষ্টের ভিতরে আমি ক্যাম্পে লোকজনের মুখে সব সময় হাসি এবং উৎফুল্ল ভাব দেখতাম। এরা সবাই নিয়মিত এবং গণবাহিনী মিলেমিশে সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে অব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত সরকার ইউথ ক্যাম্প তৈরী করার জন্য সাহায্য দেয়। আমি আগরতলার রিলিফ ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ইউথ ক্যাম্পের অনুমোদন করিয়ে নিই। তাদের কিছুটা আর্থিক সহায়্যের ব্যবস্থা করি এবং আমার লোকদের প্রচেষ্টায় আমরা মেলাঘর নামক স্থানে একটা ক্যাম্প গঠন করি। এ জায়গাটা পাহাড়ের উপর এবং জঙ্গলের ভিতর বেশ একটা সুন্দর জায়গায় অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানী হামলার আশংকা থেকেও বিপদমুক্ত ছিল। এখানেই আমি আমার স্থায়ী হেড কোয়ার্টার স্থাপন করি। এ ক্যাম্পটিতে বেশী জায়গা ছিল বলে আমি তিন চার হাজার লোককে একত্রে থাকা-খাওয়া এবং ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করতে পারি। এ ক্যাম্পে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীর উভয় প্রকারের মুক্তিযোদ্বার ট্রেনিং শুরু করি। এ সময় কুমিল্লার দক্ষিণে আমার যে সব সেনাদল ছিল তাদেরকে নিয়ে একা সাবসেক্টর গঠন করি। এ সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার আমি নর্ভয়পুরে স্থাপন করি। ক্যাপ্টেন আকবর (বর্তমানে মেজর) লে. মাহবুব এবং লে. কবির এই সাবসেক্টর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে একটি কোম্পানী সুবেদার আলি আকবর পাটোয়ারীর অধীনে লাকসামের পশ্চিমবর্তী এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এখান থেকে নোয়াখালী, লাকসাম, কুমিল্লা, চাঁদপুরের রাস্তায় শত্রুসেনাদের উপর অনেক আক্রমণ চালাতে থাকে।

জুলাই মাসে শত্রুদের একটি শক্তিশালী দল এলাকাকে মুক্তি সেনাদের হাত থেকে মুক্ত কারার জন্য লঞ্চযোগে চাঁদপুর থেকে ডাকাতিয়া নদীতে অগ্রসর হয়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী আগে থেকে এ সম্বন্ধে খবর পেয়েছিল। সে ছাতুরার নিকট একটি সুপারির বাগানে শত্রু সেনাকে এ্যামবুশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নদীর দু'পাশে হালকা মেশিনগান লাগিয়ে শত্রুদলের অপেক্ষায় ছিল। সকাল ১১ টায় শত্রুরা লঞ্চযোগে এ্যামবুশ অবস্থানের মধ্যে পৌঁছায় এবং নদীর দুই তীর থেকে আমাদের কোম্পানীর লোকেরা শত্রুসেনার উপর অতর্কিত গোলাগুলি চালায়। এতে লঞ্চের মধ্যে অনেক শত্রুসেনা হতাহত হয়। উভয় পক্ষের এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা পর্যুদস্ত হয়। উপায়ন্তর না দেখে শত্রুসেনারা পিছু হটে যায় এবং আবার লঞ্চ থেকে নেমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়। এ কোম্পানী পরে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার বেশ কয়েকটি সেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করে দেয় পাক বাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে অনেকবার আমাদের এ মুক্ত এলাকাকে দখল কারার চেষ্টা করে কিন্তু তারা অসমর্থ হয় নির্ভয়পুর থেকে আমাদের সৈন্যারা এবং গেরিলা

বাহিনী লাকসাম-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইনের লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে রেলওয়ে সেতু এবং রাস্তার সেতু ধ্বংস করে দেয় এতে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়।

উত্তারাঞ্চলে কসবা, মন্দভাগ, আখাউড়া শালদানদী প্রভৃতিাঞ্চলে যখন আমার সেনাদলের সাথে পাকবাহিনীর প্রত্যহ সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল, সে সময়ে কুমিল্লা দক্ষিণাঞ্চলে মিয়ার বাজার এবং চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলেও আস্তে আস্তে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আমার ৪র্থ বেঙ্গল-এর বি কোম্পানীর একটি প্লাটুন এবং ইপিআর ও মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত সম্মিলিত দলটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মিয়ার বাজারে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়াকের উপর প্রতিরক্ষা অবস্থান গঠন করে ব্যূহকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনীর মধ্যে এ অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিয়ার বাজারের নিকট যে রাস্তায় সেতুটি ছিল, সেটা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এছাড়া কুমিল্লার ৬ মাইল দক্ষিণে বাগমারাতে যে রেলওয়ে সেতুটি ছিল, সেটাও উড়িয়ে দেয়া হয়। পাকবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পুনরায় খোলার জন্য ৩০শে মে সকাল ছটায় দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। বেলা ১১টার সময় আমাদের একটি এ্যামবুশ দল মিয়ার বাজারের উত্তরে পাকসেনাদের উপরে অতর্কিত হামলা চালায়। শত্রু সেনাদল মিয়ার বাজারের এত আগে এ ধারনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুমিল্লার দিকে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে শত্রুদের প্রায় ৫০ জন হতাহত হয় এবং আমাদের সেনা দল দুটি ৩ টনের গাড়ী গোলাবাবরুদসহ ধ্বংস করে দেয় এবং একটি গাড়ী দখল করে নেয়। আমাদের পক্ষে দুজন সৈন্য নিহত এবং একজন আহত হয় এরপর শত্রুরা কুমিল্লা বিমানবন্দর অবস্থান থেকে আমাদের মিয়ার বাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ভীষণভাবে ভারী কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ করার চেষ্ট চালায়। শত্রুদের একটি শক্তিশালী পেট্রোল পার্টি চেওরা হয়ে মিয়ার বাজারের পূর্বদিক দিয়ে আমাদের অবস্থানের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু লে. কবিরের নেতৃত্বে আমাদের একটা ছোট দল পাক বাহিনীর পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে পাকবহিনীর ১০ জন নিহত হয়। লে. কবির পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

মিয়ার বাজারের অবস্থানটির উপর পাকসেনাদের চাপ বাড়তে থাকে। কামানের গোলা দিনে দিনে আমাদের অবস্থানের উপর তীব্র হতে থাকে। অবস্থানটি বেশী দিন আর টিকানো যাবে না ভেবে আমি লে. ইমামুজ্জামানকে একটু পিছু হটে চৌদ্দগ্রাম থানার বাজারের নিকট নতুন করে অবস্থান তৈরীর নির্দেশ দিই। ইমামুজ্জামান তাঁর দলকে নিয়ে চৌদ্দগ্রামে আবার এক নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ প্রতিরক্ষাব্যূহ তিন দিকে মুখ করে গড়ে তোলা হয়। ৪র্থ বেঙ্গলের প্লাটুনটি মিয়ার বাজারে কুমিল্লার দিকে মুখ করে পজিশন নেয়। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তায় মিয়ার বাজারের যে সেতুটি ছিল, সে সেতুটির দক্ষিণে অবস্থানটি গড়ে তোলে। এদের উপর দায়িত্ব ছিল কুমল্লা থেকে পাক বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরে বাধা দেওয়া। আরেকটি প্লাটুনকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বাগমারা থেকে যে কাঁচা রাস্তা মিয়ার বাজারের দিকে আসে তার উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করার নির্দেশ দিই। মুজাহিদ কোম্পানীর দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ দিকে মুখ করে মিয়ার বাজার হতে আধা মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা মহাসড়কের উপর অবস্থান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ থেকে শত্রুসেনাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া। কিছু কিছু মাইন সরু বাঁশ কেটে আমার এ অবস্থানটির চতুর্দিকে পুঁতে দিই। দুই সপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ অবস্থানটির হেড কোয়ার্টার চৌদ্দগ্রাম থানায় স্থাপন করি। দুই সপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা কুমিল্লার দিক থেকে এ অবস্থানটির উপর দুটি কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শত্রুদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পরে তারা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থানের উপর তাদের কামানের গোলা চালিয়ে যায়।

১৪ই জুন সকাল ৬টায় সময় পাকসেনারা নয়া বাজার হয়ে হয়ে চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা আমাদের একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে নয়া বাজারের নিকট পড়ে যায়। শত্রুদের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয় এবং

তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং পিছু হটে যায়। ১৯শে জুন সকাল ৬টায় পাকসেনারা অন্ততপক্ষে ২টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে দুই দিক থেকে (লাকসাম এবং ফেনীর দিক থেকে) প্রবল আক্রমণ শুরু করে। তীব্র কামানের গোলার মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী সৈনিকরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের আক্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত পাকসেনাদের আক্রমণে আমাদের চৌদ্দগ্রামে অবস্থানটি সংকটময় হয়ে পড়ে। আর বেশিক্ষণ এ অবস্থানটিতে থাকলে রাতের অন্ধকারে শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার আশংকা ছিল। যদিও পাকসেনাদের সমস্ত দিনের যুদ্ধে অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়েছিল এবং আমাদের পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল ২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত। তবুও চৌদ্দগ্রাম শত্রুদের প্রবল আক্রমণের মুখ থেকে আর রক্ষা করা যাবে না বলে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের সেনাদল অবস্থানটি পরিত্যাগ করে।

মে মাসে যখন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্মুখসমর চলছিল, সে সময় আমার মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু বাহিনীর পিছনে তাদের আক্রমণ চলিয়ে যাচ্ছিল। ২১ শে মে দুজন মুক্তিযোদ্ধা জামাল এবং খোকন একটি এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে শত্রুবাহী একটি ট্রাককে কুমিল্লার নিকট উড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের আর একটি পার্টি দেবীদ্বার থানা আক্রমণ করে ছয়জন দালাল পুলিশকে নিহত করে। গেরিলাদের হাতে হাজিগঞ্জ থানার একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ও দুইজন দালাল পুলিশ নিহত হয়। এ পুলিশদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে পাকবাহিনীর একটি ছোট দল (দশজনের মত) হবিগঞ্জ থানা পাহারায় নিযুক্ত হয়। গেরিলারা একদিন আক্রমণ চালিয়ে তাদের চারজনকে নিহত করে।

এ সময়ে ঢাকাতে আমাদের কমাণ্ডো ছেলেরা নয়টি সরকারী অফিসে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেগুলো ছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, হাবিব ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদরঘাট টার্মিনাল, পাকিস্তান অবজারভার অফিস প্রভৃতি। এসব আক্রমণে চারজন পাক সেনা অফিসার এবং দুজন সৈনিক নিহত হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে গৌরীপুর নামক স্থানে আমাদের কমাণ্ডোরা পাকসেনাদের উপর আকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণেও পাকসেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয়।

পাকসেনারা ইতিমধ্যে শালদানদী এরিয়াতে বিশেষভাবে তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তাদের ১টা রেলওয়ে ট্রলি যা শত্রুদের জন্য রেশন এবং এমুনিশন নিয়ে যাচ্ছিল ২১ শে মে আমাদের একটা ছোট এ্যামবুশ দলের হাতে ধরা পড়ে। এর ফলে আমাদের হস্তগত হয় এমজিআইএ ৩, ৭৫ এম এম এবং ১০৬ আর আর এর শেল।

২২শে মে তারিখে মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের নেতৃত্বে একটি গেরিলা দল শালদানদী এলাকায় অবস্থানরত শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণটা শত্রুদের পিছন থেকে পরিচালিত করা হয়। শত্রুরা এ রকম আক্রমণের জন্য একদম প্রস্তত ছিল না। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের প্লাটুন শত্রুদের অবস্থানটি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। শত্রুরা তাদের অবস্থানের ভিতর এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। এ আক্রমণের ফলে পরে আমরা জানতে পারি যে, শত্রুদের প্রায় ১৫ জন হতাহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪জন মারা যায়।

২৫শে মে রাত আড়াইটার সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি বাটপাড়া জোড়কাননের নিকট শত্রুদের ১টা ট্রাক এবং ১টা আরআর রাইফেল-এর জীপ এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে শত্রুদের প্রায় ২০ জন সৈনিক ট্রাক এবং জীপসহ ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯শে মে সকাল সাড়ে ৬টায় একটা এ্যামবুশ পার্টি সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন লোক নিয়ে কুমিল্লার উত্তরে রঘুরামপুর নামক স্থানে এ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুদের একটা পেট্রোল পার্টি ১ জন অফিসার ও ২৫ জন সৈন্য নিয়ে আমাদের এ্যাবুশের ফাঁদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। ২৭ শে মে মন্দভাগ থেকে ১টি প্লাটুন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কুট শাদানদীর সিএন্ডবি রাস্তার

উপর শত্রুদের এ্যামবুশ করে। এ এ্যামবুশের ফলে শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয় এবং ১১টা জীপ ও ১টা ডজ ধ্বংস হয়ে যায়। শত্রুরা তাদের মৃতদেহগুলো রেখেই পালায়ন করে। পেট্রোল পার্টি ২ জন পাকসেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। মে মাসের মাঝামাঝি ফেনী এবং লাকসামের মাঝে রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ে ব্রিজের উপর পাক সেনাদের ১০ জন পহারারত ছিল। তাদেরকেও সে সঙ্গে মেরে ফেলা হয়।

২৬ শে মে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ১টি শক্তিশালী দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ীর নিকট ১৫০- পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়। এরপর এ দলটি শত্রুদের জন্য এ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুরা ব্রিজের দিকে অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে আমাদের দল তৈরী হয়। ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই পাক সেনারা এ্যামবুশ- এর ভয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পরে তার দলটিকে নিয়ে কর্নাল বাজারে শত্রু অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের সময় ৭৫-এমএম আর আর এর সাহায্যে শত্রুদের কয়েকটি ব্যাংকার ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যেও গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ৮জন সেনা নিহত হয় এবং কয়েকটি ব্যাংকার ধ্বংস হয়।

আখাউড়া থেকে আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করার পর আমি আমার দলকে আখাউড়ার উত্তরে আজমপুর গ্রামে সিঙ্গারবিলে পজিশন নেওয়ার নির্দেশ দিই। লে. হারুনের নেতৃত্বে ১টি ইপিআর কোম্পানী এবং ৪র্থ বেঙ্গল-এর ১টি প্লাটুন আজমপুর রেলওয়ে কলোনী পছনে মাধবপুর সড়ক এবং রেল লাইনের উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এ জায়গাটা ছিল একটু উঁচু এবং এর ডান দিকে তিতাস নদী থাকাতে এ অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকসেনারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে আমরা এ জায়গাতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছি। শত্রুদল আখাউড়া দখল করার পর ভেবেছিল যে এবার তারা সিলেট আখাউড়া লাইনে ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় চালু করবে। এ জন্য সিলেটের দিক থেকে ১টি লাইন ইঞ্জিন এবং কয়েকটি বগিসহ মাধবপুর থেকে দক্ষিণে পাঠায়। সিঙ্গরবিল স্টেশনের কিছু উত্তরে পুলের নিকট লে. হারুন কয়েকটি এ্যান্টি ট্যাংক মাইন রেল লাইনের নিচে আগেই পুঁতে রেখেছিল। এ ট্রেনটি লাইনের উপর দিয়ে আসার সময় মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে পাকিস্তান বাহিনীর কিছু সৈনিক এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা ক্রেন নিয়ে আসে এ ট্রেনটি তোলার জন্য। কিন্তু পাক সেনাদের এ দলটি লে. হারুনের পূর্ব পরিকল্পিত এ্যাবমুশে পড়ে যায়। এর ফলে প্রায় ২০ জন পাক সেনা নিহত এবং তারা রেলওয়ে কমর্চারীসহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর কিছুদিন পর লে. হারুন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রিজ ১৪০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকবাহিনী এ সেতুটি মেরামত করার জন্য রেলওয়ে কর্মচারী ও আরো সরঞ্জাম সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে জমা করে। এরপর সেসব সরঞ্জাম তারা রেলওয়ে সেতুটির নিকট নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং পাহারাধীনে আনে। লে. হারুনের মার্টার প্লাটুন সুবেদার শামসুল হক (বর্তমানে সুবেদার মেজর) এ সময়েরই অপেক্ষায় ছিল। পাকবাহিনী কয়েকদিন পর সকালে যখন তাদের সেতু মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছে, ঠিক সে সময় সুবেদার শামসুল হকের মর্টার তাদের লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লে. হারুনও তার সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ চালায়। পাক বাহিনী এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলে সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সে সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাকবাহিনীর দশজন লোক নিহত হয়।

কিছুদিন পর পাকবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে আজমপুর থেকে আমাদের অবস্থানটিকে দখল করতে না পারলে সিলেট ঢাকা রেলওয়ে লাইন তারা কখনো খুলতে পারবে না।

২৯ শে মে কিছু কিছু ফাইটিং পেট্রোল তারা আজমপুর পজিশনের পশ্চিম তিতাস নদী বরাবর পাঠায় আমাদের পজিশন বিস্তারিত জানবার জন্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এসব পাক দল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে

পলায়ন করে। আমরাও পাক সেনা বাহিনীর আখাউড়া অবস্থানে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে ব্যতিব্যাস্ত করে তুলি। আমরা জানতে পারি যে, ব্রাক্ষণবড়িয়া থেকে ট্রালি বা লাইট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাকবহিনী তাদের রসদ এবং সরঞ্জাম আখাউড়াতে পাঠায়। এ খবর জানতে পেরে আমাদের ১টি দল ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ২ মাইল দক্ষিণে রেল লাইনের নিচে মাইন পুঁতে দেয়। কিন্তু পাকবাহিনী স্থানীয় দালালদের সহায়তায় এসব মাইন সম্বন্ধে জানতে পারে এবং সেগুলি উঠিয়ে নেয়। পাক বাহিনী এ সময়ে রেল লাইনের নিকটবর্তী গ্রামের লোকদেরকে কঠোর সতর্ক করে দেয় যে, কোন গ্রামের নিকটে মুক্তিবাহিনী যদি তাদের কোন ক্ষতিসাধন করে তাবে সে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হবে। এ সতর্কতার ঘোষণায় প্রতিদিন রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো হতে লোকজন লাইন এবং সড়ক পাহারা দিত। এর ফলে আমাকে পাকবাহিনীর গতিবিধির উপর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এ রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন আরো অনেক জায়গাতে আমি হই। আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যে সব জায়গায় আমার লক্ষ্যস্থল ছিল, সেখানে আমার সেনাদলগুললিকে সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করার নির্দেশ দিই এবং এ নির্দেশ বহুলাংশে সফল হয়। যদিও গ্রামবাসীদের পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করার কোন ইচ্ছা ছিল না তারা তাদের ভয়ে এসব বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করতো। আমাদের সান্ধ্য আইনের ঘোষণায় অনেক ফল হয় এবং গ্রামবাসীরা আর বাধা সৃষ্টি করে না। এরপর আমি ব্রাক্ষণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার মাঝে ২টি রেল সেতু উড়িয়ে দিই। এর ফলে আখাউড়ায় পাকসেনাদের অবস্থানটির জন্য রসদ এবং অস্তশস্ত্র সরবরাহে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এরপর তারা আখাউড়াতে হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

পাক বাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর তাদের চাপ বাড়াতে থকে। তাদের ২টা কোম্পানী একদিন সকালে আজমপুরের আধ মাইল দক্ষিণে দরগার নিকট আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণ সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের সৈন্যরাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩০ জন শত্রুসেনা হতাহতের পর তারা আক্রমণ বন্ধ করে নিয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করে।

বেশ কিছুদিন পর জুন মাসে পাকিস্তানী সৈন্য আবার মাধবপুরের রাস্তা এবং রেল লাইনের উপর আমার পজিশনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার পাক সেনাদের ১২নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের অগ্রবর্তী দরগা পজিশন থেকে এ আক্রমণকে বেশ কয়েকদিন বিফল করে দেয়া হয় কিন্তু জুন মাসের শেষের দিকে আক্রমণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাক বাহিনী আখাউড়াতে ১২০ এম এম ভারী মর্টার এবং ১০৫ এমএম তোপ নিয়ে আসে। এসব কামানের গোলার আঘাতে এবং ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর প্রবল চাপে আমাদের অগ্রবর্তী পজিশন সংকটময় হয়ে ওঠে এবং শত্রুদের অন্তত ৫০ জন হাতাহতের পর আমাদের পজিশন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

এর পর কিছুদিন পর জুলাই মাসে পাক বাহিনী আবার আজমপুরের দিকে মুল অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আবারও তারা মাধবপুরের সড়ক ও রেল লাইনের উপর ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়াসহ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের পূর্বে প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে থাকে। আমরা এ আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন পাক সেনারা সারিবদ্ধ লাইনে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমাদের মর্টার এবং মেনিগান তাদের অন্ততপক্ষে ১০০/১২০ জনের মত লোককে হতাহত করে। তারা আমাদের অবস্থানের কোন কোন জায়গায় ঢুকে পড়ে কিন্তু আমাদের পাল্টা আক্রমণে আমরা পাক সেনাদের হটিয়ে দিই। এ সংঘর্ষ প্রায় দুই দিন চলে। আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যেকোনো অবস্থাতেই আমরা আমাদের ঘাঁটি ছাড়বো না। শত্রুসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হচ্ছিল প্রতিদিনই, কিন্তু তারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমাদের এ অবস্থানটি দখল করার জন্য। তাদের কামানের গোলায় আমাদের পজিশনটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা আত্মবিশ্বাস হারায়নি। আমাদের অবস্থানটি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আগরতলা বিমানবন্দরের বেশ নিকটেই ছিল। এর ফলে পাকবাহিনীর কামানের গোলার স্প্লিনটার মাঝে মাঝে বিমানবন্দরে

গিয়ে পড়ছিল। পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র আমাদের এ অবস্থাটি থেকে যুদ্ধ আরো চালিয়ে যাওয়ার আপত্তি করে। তাদের বিমানবন্দরে ক্ষতি হওয়ার আশংকায় এ আপত্তি করে। আমরা নিরুপায় হয়ে দেড় মাস যুদ্ধ চালানোর পর আজমপুর অবস্থান পরিত্যাগ করে সিঙ্গারবিলে নতুন অবস্থান গড়ে তুলি।

পাক বাহিনী মাধবপুর থেকে অগ্রসর হয়ে কমলছড়ি চা বাগান দখল করে নেয়। এই চা বাগানে তারা মিলিশিয়ার এক কোম্পানী এবং নিয়মিত বাহিনীর প্লাটুনসহ একটা শাক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। লে. হারুন বুঝতে পারে যে, পাক সেনারা আখাউড়া থেকে (দক্ষিণ থেকে) এবং মাধবপুর থেকে (উত্তর থেকে) কমলছড়ি হয়ে তার সিঙ্গারবিল পজিশনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। লে. হারুন পাক বাহিনীকে পৃথকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণে আঘাত হানার এ পরিকল্পনা নেয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কমলছড়ি চা বাগান প্রথম আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই মাসে কমলছড়ি চা বাগান এবং চা বাগানে পাক বাহিনীর ঘাঁটি সম্বন্ধে সে বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। একদিন রাত তিনটার সময় ৪র্থ বেঙ্গল-এর ১টা প্লাটুন এবং ইপিআর-এর ১টা কোম্পানী নিয়ে গোপন পথে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কমলছড়ি পাকবাহিনীর অবস্থানের ভিতর সাহসের সাথে ঢুকে পড়ে। এ অকস্মাৎ গোপন আক্রমণ পাক সেনাদলকে হতভম্ব করে দেয়। তাদের কিছু বুঝাবার বা বাধা দেয়ার আগেই লে. হারুনের দল পাক বাহিনীর অন্তত ছয়টা ব্যাংকার গ্রেনেডের সাহায্য ধ্বংস করে দেয়। এরপর সমস্ত রাত ধরে পাক বাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। পাকিস্তানী সৈন্যরা আকস্মাৎ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হকচকিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। সে জন্য পরবর্তী পর্যায়ে যখন লে. হারুনের ছোট ছোট দলগুলি চাবাগানের সরু এবং গোপন রাস্তায় অগ্রসর হয়ে একটার পর একটা ব্যাংকার ধ্বংস করে যাচ্ছিল তখন উপায়ন্তর না দেখে পাক বাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং এতে তাদের বেশ লোক গুলিতে নিহত হয়। সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কমলছড়ি চা বাগানটি সম্পূর্ন লে. হারুনের দখলে এসে যায়। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানিদের ৫০ জন নিহত এবং আমাদের হাতে ৪টি মেশিনগান ও ৬টি হালকা মেশিনগান, বেশ কিছু রাইফেল এবং অজস্র গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ এবং কাপড়-চোপড় হস্তগত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফার এবং ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মন্দভাগ এবং মালদানদীতে শত্রুসেনাদের উপর অনবরত আঘাত চলিয়ে যাচ্ছিল। ২৬শে মে রাত ৯টায় সুবেদার ভূইয়ার নেতৃত্বে দুটি সেকশন রকেট লাঞ্চার নিয়ে শত্রুর শালদানদীর পজিশনের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর শত্রুদের ২টা ব্যাংকার তারা রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। শত্রুরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালে পেট্রোল পার্টি হালকা মেশিন গানের সাহায্যে শত্রুসেনাদের বেশ কিছু লোক নিহত করে এবং তারা পিছু হটে আসে। পরে জানতে পারা যায় যে, এ আকস্মিক হামলায় শত্রুদের ১ জন জেসিও এবং ৯ জন সৈন্য মারা যায়। ২৮ শে মে রাতে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা কুমিল্লার নিকট কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। ঐ দিনই সকালে পাকিস্তানী সেনারা কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কাছে রঘুরামপুরে একটি কোম্পানী নিয়ে আসে। এ কোম্পানীকে আমাদের সেনাদল সকাল সাড়ে ছটার সময় অতর্কিতে এ্যামবুশ করে এবং এ্যামবুশে পাকসেনাদের অন্তত একজন অফিসারসহ ৩৫ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা আঘাত খেয়ে মরিয়া হয়ে ভবনগর, শালুকমুড়া, খাড়েরা, ফকিরবাজার প্রভৃতি গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। এ ছাড়াও শত্রুসেনারা তিন ইঞ্চি মর্টার এবং ১০০ এম এম ভারী মর্টারের সাহায্যে যথেষ্টভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে।

২৮শে মে আর একটি পেট্রোল পার্টি নায়েক গিয়াসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মনোহরপুর নামক গ্রামে শত্রুদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে থাকে। পাকসেনাদের ১টি কোম্পানী জঙ্গলবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা দিয়ে। সকাল সাড়ে ৮টায় পাকসেনাদের কোম্পানীটি নায়েক গিয়াসুদ্দিনের এ্যামবুশ-এর ফাঁদে পড়ে যায় এবং তাদের ২৫ জনের মত লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে এসে পুনরায় কামানের গোলার সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করে। তখন আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। শত্রুরা

পার্শ্ববর্তী মাগুর, মনোহরপুর ইত্যাদি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় সাথে সাথে কামানোর সাহায্যে গোলা ছুঁড়তে থাকে।

শালদানদীর শত্রু অবস্থানটির উপর আমাদের চাপ আরো বাড়াতে থাকি। ২৫ শে মে আমাদের আর একটি ছোট দল অতর্কিত হামলা করে পাকসেনাদের ১ জন জেসিও এবং ৫ জন সৈন্যকে নিহত করে। তাদের ২টি মর্টারও ধ্বংস করে দেয়া হয়। ২৭ শে মে শত্রুসেনাদের কুটি থেকে সিএন্ডবি রাস্তায় শালদা নদীতে আরো সৈন্য আনার চেষ্টা করে। সকাল ৭টায় মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের এ দলটিকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর ফলে ১টা জীপ, ১টা ডজ ধ্বংস ও শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয়। শত্রুরা সামনে অগ্রসর হতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

২৮ শে মে সকাল ৬টায় কুমিল্লার দক্ষিণে রাজারমার দীঘির শত্রুদের ১টা বাংকার আমাদের ২জন সৈনিক গোপনে গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৪ জন লোককে নিহত করে এবং তাদের রাইফেলগুলি দখল করে নিয়ে আসে। ঐ দিন সকাল ৯টায় লাকসাম-কুমিল্লা রেল লাইনের উপর আলীশ্বরের নিকট মাইন পুঁতে ১টা রেলওয়ে ইঞ্জিণ ও ২টি বগি লাইনচ্যুত করে। ২৬শে মে জগন্নাথদিঘী শত্রু অবস্থানের উপর লে. ইমামুজ্জামানের প্লাটুন রাত ১১টার সময় অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে ১টি প্লাটুন ২টি তিন ইঞ্চি মর্টার ২টি মিডিয়াম মেশিনগান ব্যবহার করে। আক্রমণের ফলে শত্রুদের ১৯ জন লোক হতাহত হয়। আমাদের ১টি পেট্রোল পার্টি ২৬শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা রোডের উপর উজানিরশা সেতুর নিকট পাকবাহিনীর পাহারারত সৈনিকদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য পাঠান হয়। আমাদের দলটির সঙ্গে কমাণ্ডো শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোকও ছিল। কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ দুই জায়গাতেই পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা তাদের গতিবিধির জন্য বিশেষ জরুরী ছিল। উজানিরশা ব্রিজকে ধ্বংস করে পাকসেনাদের গতিবিধিকে ব্যহত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমার দলটি রাত ১১টায় উজানিরশা ব্রিজটি অকস্মাৎ হামলা করে এবং সফলতার সাথে বিস্ফোরক লাগিয়ে ১টা স্প্যান ধ্বংস করে দেয়। এ অকস্মাৎ হামলায় শত্রুদের ১৩ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের সি কোম্পানী ২৯ শে মে শালদানদীর পিছনে পশ্চিম শিবপুর, বাজার ও সাগরতলাতে শত্রুদের অবস্থানের পিছনে সকাল ৪টায় মেশিনগান এবং ৭৫ এম এমআর আরসহ ঢুকে পড়ে। শত্রুরা তাদের পিছনে হঠাৎ মুক্তিবাহীর অনুপ্রবেশে বেশ হকচকিয়ে যায়। সকাল ৫টা পর্যন্ত আমাদের দলটি শত্রুঅবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের বেশ কয়েকটা বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায় বেলুচের মেজর দুররানিও নিহত হয়।

৩১ শে মে আমাদের ১টা পেট্রোল পার্টি কুটির নিকট শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে যায়। কুটির নিকটে তারা দেখতে পায় যে পাকসেনাদের ১টি জীপ ৬জন সৈনিকসহ কুটি গ্রামে প্রবেশ করছে। জীপটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে থেকে ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে বের হয়ে গ্রামের ভিতরে যায়। আমাদের ছোট দলটি বোমা ছুঁড়ে ড্রাইভারসহ জীপটি ধ্বংস করে।

৩১ শে মে-তেই আমাদের ৬ জন সৈন্যের একটি দল সুবেদার আবদুল হক ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শালদানদী রেলওয়ে স্টেশনের নিকট অনুপ্রবেশ করে। তারা যখন তথ্যানুসন্ধান করছিল, সে সময় পাক সেনাদের দুইজন ও-পি যারা গাছের উপর বসে দূরবীণ লাগিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজছিল, তাদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে মেরে ফেলে।

৪র্থ বেঙ্গল-এর আলফা কোম্পানী মেজর সালেকের নেতৃত্বে এবং চার্লি কোম্পানী ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালাদানদী এবং মন্দভাগে পাকসেনাদের উপর বার বার আঘাত হেনে যাচ্ছিল। শত্রুরা প্রতিদিন কিছু না কিছু হতাহত হচ্ছিল। আমাদের এই দুই কোম্পানীর সেনা দল ৩ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় শিবপুর, বাগরা,

গৌরঙ্গলা প্রভৃতি জায়গা হয়ে শত্রুঅবস্থানটি প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল যে পাকসেনাদের পক্ষে তাদের বাংকার থেকে মাথা তোলারও সুযোগ ছিল না। গুলি এবং মর্টারের গোলার সাহায্যে আমাদের সৈনিকরা তাদের সে অবস্থানে থাকাকে সম্পূর্ণ বিপদজ্জনক করে তুলেছিল। এছাড়া কুটি এবং শালদানদীর রাস্তায় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি ২৪ ঘন্টা এ্যামবুশ পেতে থাকত। এর ফলে রশদ এবং অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা রেলওয়ে লাইন ব্যবহারের বার বার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। এরপর শালদানদী দিয়ে রসদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। সেখানেও তারা আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল সত্যিই ভেঙ্গে গিয়েছিল।

জুন মাসের ১ তারিখে আমাদের চাপের মুখে টিকতে না পেরে তারা মন্দভাগ এবং শালদানদীর অবস্থানগুলি পরিত্যাগ করে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। সম্মুখসমরে শালদানদী থেকে শত্রুসেনাকে জুন মাসের প্রথম দিকে পর্যদস্ত করে পিছু হটিয়ে দেওয়া আমাদের সৈনিকদের জন্য ছিল একটা বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব। এতে আমার সেক্টরের সব সৈনিকদের মনোবল পুনরুদ্ধার হয়। মার্চ মাস এবং মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাক বাহিনী অতর্কিতে বিপুল সৈন্য, কামান, বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উপর আক্রমন চালায় তখন আমাদের সৈনিকরা অতি সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাক সেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে কিন্তু অবশেষে বেশিরভাগ সময়ে পাক বাহিনীর বিপুল শক্তি ও সরঞ্জামের সামনে বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই আমরা প্রতিরক্ষা অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করেছি এবং পাক বাহিনী বার বার আমদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে । শালদানদী এবং মন্দভাগে প্রথম এক মাস পর আমরা পাকবাহিনীর উপর প্রতি আক্রমন চালিয়ে তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিতাড়িত করি। শত্রু সেনা চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগে প্রধান অবস্থান গড়ে তোলার এবং শালদানদীতে তাঁর অগ্রবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দিই।

যখন আমি যুদ্ধ চালাচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ আস্তে আস্তে যখন তীব্রতর হচ্ছিল, তখন আমার সেনাদলে আহত এবং নিহতের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। সে সময়ে আমার সৈনিক এবং গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর ১ জন ডাক্তার ক্যাপ্টেন আখতার ছিলেন। অফিসারের সল্পতায় তাঁকেও আমি একটা কোম্পানীর কমাণ্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন আখতার ডাক্তার হয়েও একজন যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার আহতের সংখ্যা যখন বেশ বেড়ে যায় এবং অনেক সময় দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক সৈনিক বা গণবাহিনীর ছেলেরা রক্তক্ষয় হয়ে মারা যেতে থাকে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার সেক্টরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠাই এবং অতি সত্বর আমার হেড কোয়ার্টারের নিকট একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিই। ঢাকা থেকে কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ে আমার সেক্টরে এসে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে দুই একজন চিকিৎসা শিক্ষানবিসও ছিল।তারাও আমাকে ১ টি হাসপাতাল গড়ার জন্য অনুরোধ জানায়। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার কয়েকটি তাঁবুতে মতিনগরে আমার হেড কোয়ার্টারের নিকট মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটা সুন্দর বাগানের ভিতর উঁচু এবং শান্ত পরিবেশে এ হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল। প্রথমে হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে ঔষুধপত্র বা অস্ত্রোপাচারের সরঞ্জাম কিছুই ছিলনা। কিন্তু তবুও আমাদের এই নবীন দলটি ক্যাপ্টেন আকতারের নেতৃত্বে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্তেও ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু এবং লুলু মেডিকেল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা রেশমা, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, সবিতা, শামসুদ্দিন প্রমুখ। এসব ছেলেমেয়েদের দল নিজেদের সুখ ও আরাম ত্যাগ করে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর ছেলেদের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করে যাচ্ছিল। এরা রেডক্রুস ও বন্ধু রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে ওষুধপত্র যোগাড় করত । মাঝে মাঝে আমি যতটুকু টাকা-পয়সা সেক্টর ফান্ড থেকে দিতে পারতাম তা দিয়ে ওষুধপত্র যোগাড় করত। জুন মাসের দিকে লন্ডন থেকে ডাঃ মবিন

(প্রবাসী বাঙ্গালী) আমাদের এই হাসপাতালের কথা শুনে এখানে এসে যোগ দেন। এর কিছু দিন পর ডাঃ মবিনের আর এক বন্ধু ডাঃ কাফরুল্লাহ সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসে যোগ দেন। এরা দুজনেই লন্ডনে এফআরসিএস পড়ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনে তারাও এসে অংশ নেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তারা তাদের লন্ডনের সব সুখ ও আরাম ত্যাগ করে আমাদের এ হাসপাতালের নাম শুনে ছুটে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য । তাদের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলাপ হয় এবং আমার এই হাসপাতালটি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নিই। ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহ আমাকে আশ্বাস দেন লন্ডনে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমির জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে এবং আমরা যদি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কাছে আহবান জানাই তবে এ হাসপাতালে সরঞ্জামের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহকে বিস্তারিত সরঞ্জামের তালিকা বানানোর নির্দেশ দেই। আর সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর একটু পিছে বিশ্রামগঞ্জে সুন্দর জায়গায় পাহাড়ের উপর অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নিতে নির্দেশ দিই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সেনাপ্রতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাকে আমি আমার সেনাদল ও ছেলেদের চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাই। তিনি আমাকে আমার হাসপাতাল তৈরীর পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর দেন। এক মাসের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে আমরা বিশ্রামগঞ্জে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরী করে ফেলি। ডাঃ জাফরুল্লাহ লন্ডনে চলে যান হাসপাতালের জন্য ওষুধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। আমাদের হাসপাতাল যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল । ডাক্তারের যথেষ্ট অভাব ছিল। এছাড়াও ওষুধের অভাব ছিল আমাদের প্রকট। কিন্তু তবুও এসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ছোট হাসপাতালটি আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছিল। যদিও এগুলি বাঁশ এবং ছনের ঘর ছিল তবুও উৎসর্গিত ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় সমস্ত এলাকাটা শান্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। সকালে উঠেই সমস্ত হাসপাতালের বিভিন্ন কাঁচা ওয়ার্ডগুলি তারা নিজ হাতে লেপতো এবং পরিস্কার করতো। হাসপাতাল রোগীর কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে তাদের রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষা সব কিছু এরাই করতো। এদের সঙ্গে আরো ২০ জনের মতো ছেলেমেয়ে এসে যোগ দেয়। কিছুদিন পর ডাঃ জাফরুল্লাহ ও ডাঃ মবিনের প্রচেষ্টায় এবং লন্ডন প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারদের সহায়তায় আমরা এ হাসপাতালটির জন্য অস্ত্রোপাচারের সরঞ্জামাদিসহ ওষুধপত্র পেয়ে যাই। ৯ মাসের যুদ্ধে এ হাসপাতালটি কয়েক হাজার আহতকে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপাচার করতে সক্ষম হয়। এ হাসপাতালটির আর একটি অবদান ছিল যে এটি স্থাপনের পর আমার সেনাবাহিনীর ছেলেদের ও গণবাহিনীর মনোবল আরো বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয় তবে চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এটাকে আরো উন্নত করার জন্য উৎসাহ দেন । সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২৯ শে মে রাতে আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি কুমিল্লার বাটপাড়ায় এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। শত্রুদের ২ টা গাড়ী রাত ২ টার সময় এ্যামবুশ এর ফাঁদে পড়ে । এ্যামবুশ পার্টি সাফল্যের সাথে ২ টি গাড়ী ধবংস করে দেয় এবং সেই সঙ্গে ৪ জনকে নিহত করে। শত্রুদের পিছনের গাড়ীটি ফাঁদে পড়ার আগেই পালিয়ে যায়। ২৯ শে মে রাত ৯ টায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ২ টি সেকশন কসবার পশ্চিমে টি, আলীর বাড়িতে শত্রুদের অবস্থানের উপর অকস্মাৎ অণুপ্রবেশ করে এবং আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মর্টারের সাহায্যে আড়াইবাড়ী শত্রুঅবস্থানের উপর গোলা চালায় । এ আক্রমনে শত্রুদের ১ টা বাংকার ধবংস হয়ে যায় এবং তিনজন লোক নিহত ও ২ জন শত্রুসেনা আহত হয়। এরপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ শেষ করে নিজ অবস্থানে চলে আসে।

৩১ মে রাত তিনটায় একটা প্লাটুন লে মাহবুবের নেতৃত্বে কুমিল্লার দক্ষিণে জহমোহনপুর নামক স্থানে শত্রু ঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায় এবং শত্রু সেনাদের ১২ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা যখন কসবার

দিকে তাদের চাপ বাড়াতে থাকে, আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকে একটা কোম্পানীসহ কসবার উত্তরে লাটুমুরায় অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিই।

৩০ শে মে সন্ধ্যা ৭ টায় আমাদের ১ টি ছোট গেরিলা দল ইকবালের (বাচ্চু) নেতৃত্বে বিবিরবাজারে শত্রুসেনাদের অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পাঠান হয়। পাক সেনারা তখন তাদের অবস্থানের উপর বসে তাদের সান্ধ্যভোজনে ব্যস্ত ছিল এবং এ সময়টি সম্বন্ধে আমাদের স্থানীয় লোকের দ্বারা খবর আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। পাক সেনারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সে সময় আমাদের গেরিলা দলটি তাদের উপর হঠাৎ গোমতী বাঁধের উপর থেকে গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ১০ জন হতাহত হয়। ঐ দিন সাড়ে ৬ টার সময় আমাদের মর্টার প্লাটুন সিঙ্গারবিল শত্রুঅবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। এর ফলে শত্রুদের ৬ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। ২৯ শে মে চৌদ্দগ্রাম বাবুর্চি রোডে হরিসর্দার বাজারের নিকট রাস্তার ব্রিজ সম্পূর্নভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

২৯ শে মে বিকাল ৪ টায় ৪র্থ বেঙ্গল এর পাইওনিয়ার পার্টিকে লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইনে মাইন পুঁতে রেল গাড়ী লাইনচ্যুত করার জন্য পাঠানো হয়। এ দলটি মাইন পুঁতে লাকসাম এবং নোয়াখালীর মাঝে তিনটি রেলওয়ে বগী সম্পূর্নভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। ফেরার পথে পাইওনিয়ার পার্টির ছোট দলটি চৌদ্দগ্রাম-চট্টগ্রাম সড়কের উপর একটি সদ্য মেরামত করা ব্রিজের উপর মাইন পুঁতে দেয়। রাত ৮টায় একটি জিপ ৫ জন পাকসেনা সহ ফেনীর দিক থেকে আসে। জিপটি যখন ব্রিজের উপর পৌঁছে তখন মাইন বিস্ফোরিত হওয়াতে ব্রিজটি সম্পূর্ন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১ জন অফিসারসহ তিনজন পাকসেনা নিহত এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনজন গেরিলাকে হ্যান্ড গ্রেনেডসহ চৌদ্দগ্রাম থানায় পাঠান হয়। থানার সন্নিকটে দিঘির নিকট শত্রুদের একটি বাংকার ছিল । গেরিলা দলটি গ্রেনেড ছুড়ে বাংকারটি ধবংস করে দেয়। ফলে ৩ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং কিছু স্থানীয় লোকও আহত হয়। ৩০ শে মে চৌদ্দগ্রামের আধ মাইল উত্তরে চৌদ্দগ্রাম মিয়াবাজার রোডের উপর ৪র্থ বেঙ্গল এর বি কোম্পানীর একটি প্লাটুন হঠাৎ শত্রুদের ২৭ জনের একটি দলকে দূরে থেকে আসতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা যদিও এ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায় কিন্তু তারা ত্বরিত গতিতে রাস্তার পশ্চিম পাশে সরে পড়ে। এ্যামবুশের ফলে শুধু তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা লাকসাম বাংগোড়া কাঁচা বাস্তার উপর ফেলনা গ্রামের নিকট মাইন পুতে রাখে। শত্রুদের একটি তিন টনের গাড়ী এ মাইনের সাথে সংঘর্ষে সম্পূর্ন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ২৯ শে মে ৪র্থ বেঙ্গল এর 'ব্রাভো' কোম্পানীর একটা প্লাটুন ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। অতর্কিত মর্টারের গোলার আঘাতে এবং হালকা মেশিনগানের আঘাতে তাদের যথেষ্ট হতাহত হয়।

জুন মাসের ৪ তারিখে রাত দুটোর সময় ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানীর ২টা প্লাটুন মর্টার নিয়ে শত্রুদের অবস্থানে গোপন পথে প্রবেশ করে শালদা নদীর দক্ষিণে বাগড়া বাজার নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ভোর বেলায় পাকসেনারা যখন তাদের বাংকারের উপর অসতর্কভাবে ঘোরফেরা করছিল ঠিক সে সময় আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর অতর্কিত মর্টার এবং মেশিন গানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। আধ ঘন্টা পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা জবাব আসে না। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের প্রায় ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। আমাদের একজন সৈন্য বুকে গুলি লেগে গুরুতরভাবে আহত হয় । এ আক্রমণের তিন ঘন্টা পরে শত্রুরা যখন ভেবেছিল আমাদের সৈন্যরা অবস্থান পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের আহতদের পিছনে নিয়ে যাবার যখন ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের সৈন্যরা আবার তাদের উপর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুদের আবারও ৫ জন নিহত হয়। এরপর আমাদের পার্টি অবস্থান ত্যাগ করে চলে আসে। ঐ দিনই সকাল ৭ টার সময় আমার আর একটা পার্টি শত্রুদের রাজাপুর অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শত্রুকে নিহত করে এবং তিনজনকে আহত করে । আমাদের আরেকটি দল

রাত ১টার সময় কুমিল্লার দক্ষিণে সুয়াগাজীতে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের ১টা সেতু উড়িয়ে দেয় এবং বাগমারার রেলওয়ে সেতু উড়িয়ে দেয়।

৬ই জুন একটি ডেমোলিশন পার্টিকে লাকসামের দক্ষিণে পাঠান হয়। এই দলটি খিলাতে লাকসাম নোয়াখালী মহাসড়কের উপর ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুতে রাখে। সকাল ৫টায় কুমিল্লা থেকে শত্রুর ২টি জীপ ও একটি ট্রাক নোয়াখালী যাবার পথে মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে সঙ্গে ৪জন পাক অফিসার এবং ৭জন সৈন্য নিহত হয়। পাক সেনাদের ২টি কোম্পানী কুমিল্লা থেকে শালদানদীর উত্তরে আসে এবং রেলওয়ে লাইনের সাথে সাথে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। ৪র্থ বেঙ্গল এর এ কোম্পানী শত্রুদের এ অগ্রগতিকে বাধা দেয় সকাল ৬টার সময় শালদানদীর পূর্ব দিক থেকে। শত্রুরা বাধা পাবার ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের গুলির মুখে পাক সেনাদের ২৫জন লোক হতাহত হয়। সকাল ৬টায় পাক সেনাদের আর একটি দল কুমিল্লা থেকে একটি ট্রেনে করে নয়নপুর এবং শালনদীর দিকে আসছিল। এ ট্রেনটি নয়নপুরের দক্ষিণে আমাদের অবস্থানরত সৈন্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের গোলাগুলির সামনে শত্রুরা টিকতে না পেরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পর রাজাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। এর ৪/৫ ঘন্টা পরে শত্রুরা কামানের গোলার সহায়তায় আবার নয়নপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু নয়নপুর স্টেশনে যখন তারা ব্যাংকার তৈরীতে ব্যাস্ত সে সময় আমাদের মর্টার তাদের উপর ভীষণ গোলাগুলি চালায় এবং শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শত্রুরা কিছু পিছু হটে নয়নপুর গ্রামে ভিতর অবস্থান নিয়ে তাদের বাংকার তৈরী করতে শুরু করে। ঐদিনই শত্রুদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানীর একটা প্লাটুন তাদেরকে অতর্কিত এ্যামবুশ করে। পাকসেনারা এ এ্যামবুশ- এর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অন্ততপক্ষে ২০জন লোক হতাহত হয়। শত্রুদের দলটি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির তাড়া খেয়ে তাদের অবস্থান আড়াইবাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি দল কুমিল্লার দক্ষিণে ধানপুর বিওপির নিকট পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পেতে থাকে। সকাল ৯টায় পাকসেনারা দালালদের মারফতে এ খবর পায়। কুমিল্লা থেকে পাক সেনাদের একজন অফিসারসহ ১টা প্লাটুন গ্রামের ভিতর দিয়ে এসে আমাদের এ্যামবুশ পার্টিকে ঘিরে ফেলায় চেষ্টা করে। এ্যামবুশ পার্টি তৎক্ষণাৎ কিছু পিছু হটে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ ঘন্টাখানেক স্থায়ী হয়। ইতিমধ্যে আমাদের ধানপুরের কোম্পানী খবর পেয়ে লে. মাহবুব ও লে. কবিরের নেতৃত্বে তৎক্ষনাৎ এ্যামবুশ পার্টিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা পাকসেনাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে। পাকসেনারা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের ভিতর লুকিয়ে পড়ে এবং দালালদের সাহায্যে এ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৫জন সৈন্য নিহত হয়।

ঐ দিনই বিকাল তিনটায় পচুয়াতে আমাদের আর একটা এ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে শত্রুদের একটি দলের ১০ জন হতাহত হয়। ৪ ও ৫ই জুন রাতে লাকসাম চাদপুর রেল লাইনের মাঝে মধু রোডস স্টেশনের নিকটে জমজমা রেলওয়ে সেতুটি সুবেদার পাটওয়ারীর একটি দল উড়িয়ে দেয়। ঐদিনই রাতে আর একটি দল চাদপুর কুমিল্লা সড়কের মহামায়া বাজারের নিকটে একটি পুল ধ্বংস করে দেয়। এর দুই দিন পরে চাদপুরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। এর ফলে সমস্ত চাদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানাগুলি ও বন্ধ হয়ে যায়। পরে শত্রুরা এসে পাশের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটতরাজ ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল ডি কোম্পানীর একটা প্লাটুন ১১ই জুন সকাল ৬টায় কসবার উত্তরে চার্নল নামক জায়গায় এ্যামবুশ পেতে রাখে। শত্রুদের একটি কোম্পানী দুপুর ১২টার সময় আমাদের এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের গুলীতে তাদের ১২জন সৈন্য নিহত হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয় এবং পরে মারা যায়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ঐ জায়গা থেকে ইয়াকুবপুরের দিকে পলায়ন করে। পলায়নের পর শত্রুদেরকে আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি দেখে ফেলে এবং তারাও ইয়াকুবপুরের নিকট তাড়াতাড়ি শত্রুদের আক্রমণ

করার জন্য এ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এ এ্যামবুশ এর ফাদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্নরূপে পরাস্ত হয়। এ এ্যামবুশে শত্রুদের ৮জন লোক নিহত এবং ১৩জন আহত হয়। এ দুটি এ্যামবুশ এর অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় এবং শত্রুরা এ এলাকা থেকে চলে যায়।

এই সময়ে শালদানদীর দক্ষিণে রেলওয়ে ব্রিজ কুটির রাস্তায় বাসারা গ্রামের সেতু মন্দভাগ গ্রামের সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

আমাদের হেড কোয়ার্টারে এ খবর আসে যে পাক সেনারা তলুয়াপাড়া ফেরী ঘাট তাদের যাতায়াতের জন্য সাধারনত ব্যাবহার করে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি প্লাটুনকে ৯ই জুন রাত্রে তলুয়াপাড়াতে পাঠান হয়। এ প্লাটুনটি তলুয়াপাড়া ফেরী ঘাটের নিকট শত্রুদের জন্য এ্যামবুশ পাতে। ১০ই জুন রাত ১১টার সময় শত্রুদের একটি দল সেই ফেরীঘাটে আসে এবং নৌকাযোগে পার হতে থাকে। শত্রুরা যখন নদীর মাঝখানে এ্যামবুশ দলটি সে সময় তাদের উপর গুলি চালাতে শূরু করে। এর ফলে নৌকাটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের ২০জন লোক হতাহত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন লে. মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ই জুন রাত্রে মিয়াবাজারের দক্ষিনে রাজারমার দিঘী ও জগমোহনপুর কাচারীর শত্রুঅবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা এই সাহসী আক্রমনে হকচকিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা পাক সেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুড়ে ৮জন পাকসেনাকে নিহত ও ৫জনকে আহত করে। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। এরপর আমাদের সৈন্যরা অবস্থানটি দখল করে বাংকারগুলি ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুদের পরিত্যাক্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে।

আমাদের ৩টি গেরিলা দল কুমিল্লা ও লাকসামে পাঠানো হয়। ১১ই জুন কুমিল্লাতে গেরিলা দলটি শত্রুদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর দশটি গ্রেনেড ছোড়ে এতে পাক সেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সমস্ত কুমিল্লা শহর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ঐ দিনই চারজন গেরিলার ডেমোলিশন পার্টি জাঙ্গালিয়ার নিকট মাইন পুতে একটি ডিজেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে।

লাকসামে যে গেরিলা দলটি পাঠানো হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল আবদুল মান্নান। পাকসেনাদের একটি গাড়ীর উপর গ্রেনেড ছোড়ে এবং এতে ৫জন নিহত হয়। এ দলটি লালমাই এর নিকট পাকসেনারা যে ঘরে থাকতো তার ভিতর ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতেও পাক সেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়। এর ফলে পাক সেনারা লাকসামে ৭২ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী করে এবং অনেক নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার চালায়। আর একটি দল লাকসামে পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড ছোড়ে। এর ফলে কিছু লোক আহত হয়। আমাদের দুটি এ্যামবুশ পার্টি ফুলতলি এবং মিয়ার বাজারের নিকট ঐ দিনই এ্যামবুশ পেতে রাখে পাক সেনাদের দুটি গাড়ী রাত সাড়ে চারটার সময় ফুলতলীতে এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি একটা গাড়ীকে ধ্বংস করে। দেয় এবং একটা গাড়ীর ক্ষতিসাধন করে। শেষের গাড়ীটির ভিতর এ্যামবুশ পার্টি ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে শত্রুদের ৬জন লোক নিহত হয়। মিয়ার বাজারের এ্যামবুশেও পাকসেনাদের ৫জন লোক নিহত হয় এবং আমাদের এ্যামবুশ পার্টি একটি মর্টার দখল করে নেয়।

আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে, ওয়াল্ডং ব্যাংক টিম জুন মাসে ঢাকাতে আসছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে ঘটনাবলী অবগত হওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্র সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমটির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই আর্থিক সাহায্যে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার

পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। যে করেই হোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরং বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাক বাহিনীর আয়ত্তাধীনে নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি গেরিলার একটি দলকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পাকিস্তানীদের নিহত করার জন্য পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ৪ঠা জুন ঢাকায় গোপন পথে রওনা হয়ে যায় এবং পর দিন সকালে পৌছে যায়। এই দলেরই ২ জন ছেলে ৮ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় জিন্নাহ এভিনিউর কলেজ সু স্টোরের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর একটি গ্রেনেড ছোড়ে পুরানা পল্টনে সন্ধ্যা আটটায়। ঐ দিনই আর একটি ছোট দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর একজন পাকিস্তানী অফিসারের বাড়ীর ভিতরে দুপুর দুটোর সময় গ্রেনেড ছোড়ে। এতে অফিসারের গাড়ীটির ক্ষতিসাধিত হয় এবং একজন লোক আহত হয়। পরের দিন সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ অফিসের ভিতর গ্রেনেড ছোড়া হয়। এতে কয়েকজন পাকিস্তানী দালাল নিহত হয়। ইতিমধ্যে দলটি খবরাখবর নেয় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। এ খবর পাবার পর ২ জন গেরিলা ৯ই জুন সন্ধ্যা ৮-১৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম এ হোটেলে ফেরার প্রতিরক্ষায় থাকে। তারা যখন তাদের গাড়ীতে করে আসেন এবং গাড়ী নিচে রেখে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করেন সে সময় গেরিলা দলটি গাড়ী লক্ষ করে ৩টি গ্রেনেড ছোড়ে । এর ফলে গাড়িটি সম্পূর্ন রুপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিকটবর্তী একজন পাঞ্জাবী সেনাও নিহত হয়।

এ সমস্ত ঘটনাবলীতে বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অতি সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিস্ফোরণের তারা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) বর্তমান অবস্থা স্বাভাবিক নয়। এই ঘটনার পর বিশ্ব ব্যাংক টিম দেশে ফিরে গিয়ে তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ঘটনাবলী তুলে ধরেন। তারা তাদের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এক বিরাট পরাজয়।

রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পাচড়া গ্রামে শত্রুদের একটি অবস্থান ছিল। এই অবস্থানটি শত্রুদের নয়নপুর এবং রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিছন থেকে সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হত। মতিনগর থেকে একটি রেইডিং পার্টিকে পাচড়া গ্রামে শত্রুঅবস্থানের উপর অনুপ্রবেশ করে আক্রমন করার নির্দেশ দেয়। ১৩ই জুন রাত নটার সময় এ দলটি গ্রামের গোপন পথে শত্রুঅবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের দলটি বেশ কিছু পাকসেনাকে হতাহত করে শত্রুঅবস্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু এরপরেও শত্রুদের মধ্যে রাতের অন্ধকারে প্রায় ২ঘন্টা গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকসেনাদের অয়্যারলেস ম্যাসেজ আমাদের অয়ারলেসে ধরা পড়ে। এতে শোনা যায় পাকসেনারা তাদের উর্ধ্বতন হেড কোয়ার্টারকে জানাচ্ছে মুক্তিবাহিনী আমাদের উপর ভয়ংকর আক্রমন চালাচ্ছে। আমাদের নির্দেশ দিন আমরা এখন কি করব। এছাড়াও শত্রুঅবস্থান থেকে বার বার শ্লোগান শোনা যায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজিজ ভাট্টি জিন্দাবাদ, ১৭তম পাঞ্জাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ তখনও চলতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দলটি সরে আসার পরও পাক বাহিনী নিজেদের মধ্যে কয়েক ঘন্টা গোলাগুলি করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ১১জন নিহত ও ১২জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের নিজেদের গুলিতেই হতাহত হয়।

পাকিস্তানীরা সীমান্তের নিকটবর্তী থানাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং মিলিশিয়া নিয়োগ করতে শুরু করে। এসব থানাগুলিতে তারা বাংকার তৈরী করে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে তাকে। কুমিল্লার উত্তরে সবগুলো থানাকেই তারা এভাবে শক্তিশালী করে। আমি এসব থানাগুলোকে আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা করি।

অমার অবস্থানের নিকটবর্তী বুড়িচং থানা আমার জন্য একটা বাধার কারণ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। কেননা বুড়িচং এর ভিতর দিয়েই আমার গেরিলারা গোপন পথে ঢাকা কুমিল্লা এবং ফরিদপুরে যাতায়াত করত। এই থানাটির অবস্থানের গোপন পথগুলো মোটেই নিরাপদ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশরা পাক সেনাদের খবরাখবর পাঠাত। আমি বুড়িচং থানা আক্রমন করার জন্য ১৬জনের একটি দলকে পাঠাই। ১৪ই জুন রাত ১টায় এই দলটি অতর্কিত বুড়িচং থানার উপর আক্রমন চালায়। থানায় প্রহরারত ইপকাফ এবং পুলিশ যথেষ্ট বাধা দেয়। কিন্তু অবশেষে আমাদের রেইডিং পার্টির হাতে তারা পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে শত্রুদের ৮জন নিহত হয়। আমাদের ১জন লোক গুরুতরভাবে আহত এবং একজন নিখোজ হয়। এর ফলে বুড়িচং থানা শত্রুমুক্ত হয় এবং ঢাকা, কুমিল্লা যাবার গোপন পথ নিরাপদ হয়।

ঢাকাতে ৪ঠা জুন যে দলটিকে পাঠানো হয়েছিল সেই দলটি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে যাতে স্বাভাবিক পরিবেশ পাকিস্তানীরা ফিরিয়ে আনতে না পারে। ঢাকার প্রশাসন ব্যবস্থা যাতে পাকিস্তানীদের সম্পূর্নভাবে নিয়ন্ত্রনে না আসে তার জন্য এই গেরিলা দল তৎপর ছিল। দলটি ১০ই জুন দুপুর ২টার সময় নিউ মার্কেটের প্রধান চত্বরে তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে সমস্ত লোকজন নিউ মার্কেট থেকে পালিয়ে যায় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরদিন বিকাল ৪টার যখন অফিস শেষ হচ্ছিল ঠিক সে সময় ওয়াপদা বিল্ডিং এর সামনে ২টি গ্রেনেড বিস্ফোরন ঘটায়। এর ফলে ওয়াপদা ভবনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নয়নপুর রেল স্টেশনের নিকট গোডাউনের ভিতর শত্রুদের কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের ঘাটি গড়ে তুলেছিল। এই সংবাদ ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী জানতে পারে। মেজর সালেক একটি প্লাটুনের সঙ্গে আর আর রাইফেল ও মর্টার দিয়ে এ ঘাটিটি আক্রমনের জন্য পাঠায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ দলটি শত্রুদের অবস্থানে দক্ষিণ দিক দিয়ে পিছনে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিতে ঐ গোডাউনটির উপর আক্রমন চালায়। আর আর এবং মর্টারের গোলা গোডাউনটির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং কয়েকটি আর আর এর গোলা গোডাউনের ভিতরে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঐ দিন রাতেই হাবিলদার সালামের নেতৃত্বে নয়নপুরের রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিনে আশাবাড়ী থেকে রাত দেড়টার সময় শত্রুঅবস্থানের উপর আর আর রাইফেল ও মর্টারের সাহায্যে আবার আক্রমন চালানো হয়। শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ আশা করেনি। এ আক্রমনের ফলেও শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ সময় শত্রুদের অবস্থান যেখানে যেখানে ছিল সে সব অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাক সেনাদের চলাচলের রাস্তার উপর মাইন পুতে রাখা হয়েছিল। ১৪ই জুন রাতে ফকিরহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৭০০/৮০০ গজ উত্তরে শত্রুর একটি দল দুপুরে বখশিমাইল গ্রামে পেট্রোলিং এর জন্য গিয়েছিল। আর একটি দল গাজীপুরের নিকট আমরা যে কাঠের পুল জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম সেটি মেরামত করছিল। বখসিমাইল গ্রাম থেকে সন্ধ্যার সময় পাক সেনাদের দলটি ফকিরহাটে নিজেদের অবস্থানে ফেরার পথে আমাদের পুতে রাখা মাইনের মধ্যে পড়ে যায় এবং মাইনগুলি তাদের পায়ের চাপে ফাটতে থাকে। এতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয় এবং তাদের মধ্যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এ মাইনগুলোর ফাটার শব্দ নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পাকসেনারা শুনতে পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারছিল না এ বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কি? মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভেবে পাক সেনারা প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। এই গোলাগুলি রাত ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত চলতে থাকে। শত্রুরা নিজেদের লোকের উপর শতে শতে মর্টার এবং কামানের গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের দূরে অবস্থিত পেট্রোল ইয়া আলী, ইয়া আলী, বাচাও বাচাও, প্রভৃতি ধ্বনি শুনতে পায়। পরে আমরা পাশ্ববর্তী গ্রামের লোকমুখে শুনতে পাই যে আমাদের মাইনে এবং পাক সেনাদের নিজেদের গোলাগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪০/৫০ জন পাক সেনা হতাহত হয়েছে। পরদিন সকালে পাকসেনারা একজন ব্রিগেডিয়ার ঐ অবস্থানটি পরিদর্শন করতে কুমিল্লা থেকে আসেন।

পাকসেনারা এই দুর্ঘটনার পর রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের চর্তুদিকে এবং ফকিরহাট পর্যন্ত তাদের পেট্রোলিং আরো জোরদার করে। মতিনগরে অবস্থিত আমাদের কোম্পানী শত্রুদের এই কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ১৬ই জুন সকালে আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের পেট্রোলিং পথের উপর এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৯টায় পাক সেনাদের একটি দল রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওনা হয়। এই দলটি আমাদের এ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। অতর্কিতে আমাদের লোকেরা পাকসেনাদের উপর হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। এই গোলাগুলিতে শত্রুদের ৮জন নিহত ও একজন আহত হয়। এছাড়া আমাদের লোকেরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও আরও অন্যান্য জিনিস হস্তগত করে।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে খবর আসে যে, শত্রুদের গোলান্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি (দল) কুমিল্লা ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়ার সিএন্ডবি রোড তাদের কামানের অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করছে। পাক বাহিনীর নয়নপুর, শালদা নদী, টি, আলীর বাড়ী (কসবায়) প্রভৃতি শত্রু অবস্থানের জন্য এই কামানগুলি থেকে সাহায্যকারী গোলা নিক্ষেপ হত। এই কামানগুলির জন্য পাক বাহিনীর উপরোক্ত অবস্থানগুলির উপর আক্রমন অনেক সময় কার্যকরী করা যেত না। আমার কাছে আরও খবর আসে যে, প্রায় ১৫০ জন পাক সেনা এই কামানগুলিকে ব্যাবহার ও রক্ষনাবেক্ষন করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি লে. হুমায়ুন কবিরকে এই কামানের অবস্থানটি আক্রমন করে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দেই। ৪০ জনের একটি দল (৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানী) লে. হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে ১৬ই জুন রাত সাড়ে ১০টায় শত্রুঅবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সমস্ত রাত চলার পর দলটি কুমিল্লা- ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়ার রাস্তার পশ্চিমে সাইদাবাদের চার মাইল উত্তরে ভোরে পৌছে এবং তাদের একটি গোপন অবস্থান তৈরী করে। ১৭ই জুন সমস্ত দিন এবং রাত লে. হুমায়ুন কবির তার সঙ্গে শুধু কয়েকজনকে নিয়ে পাকসেনাদের সাইদাবাদ অবস্থানটি সম্পূর্ণরুপে অনুসন্ধান করে। এই অবস্থানটি পাহারার কি কি ব্যবস্থা আছে, কারা পাহারাদার এবং কি কি অস্ত্রের সাহায্য পাহারা দেয়, অবস্থানটিতে পৌছার জন্য গোপন পথ কি, কামানগুলি রাতে কোন স্থানে রাখে, কোন সময়ে পাক সেনারা বেশী সজাগ এবং তাদের বাংকারগুলির অবস্থান কোথায় প্রভৃতি খবরাখবর সে সংগ্রহ করে। এরপর লে. হুমায়ুন কবির সকাল হবার আগেই তার গোপন ঘাটিতে ফেরত আসে। ১৮ই জুন সমস্ত দিন তার দলটিকে পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর বলে এবং পাক ঘাটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সমস্ত দিন দলটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

১৮ই জুন ভোর চারটায় লে. হুমায়ুনের নেতৃত্বে আমাদের দলটি পাক সেনাদের কামান ঘাঁটির উপর পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা তাবুর মধ্যে শুয়ে ছিল। তারা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেদিনই কুমিল্লা থেকে পাক সেনাদের দুটি কোম্পানী যেগুলি সামনে শত্রুদের ঘাটিকে শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছিল তারাও রাতের বিশ্রামের জন্য অসতর্কভাবে এ অবস্থানটিতে শুয়ে ছিল। আমাদের দলের অতর্কিত আক্রমণে পাকসোনাদের ঘাটিতে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং অনেক শত্রুসেনা আমাদের গুলিতে প্রান হারাতে থাকে। আমাদের লোকেরা কয়েকটি জীপ ও ৩টনের ট্রাকে গ্রেনেড ছুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাকসেনারা এত বেশী ভীত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের হেড কোয়ার্টারে জঙ্গী বিমানের সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ভয়ংকরভাবে চলে এবং আমাদের সৈন্যরা কামান, গাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকাল হয়ে যায় এবং শত্রুদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে থাকে ও তাদের আবেদনে তিনটি জঙ্গী বিমান ঘটনাস্থলে পৌছে আমাদের রেইডিং পার্টির উপর আক্রমন চালায়। লে. হুমায়ূনের দলটি তখন আটকা পড়ে যাবার ভয়ে আক্রমণ শেষ করে গ্রামের গোপন পথে মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই পশ্চাদপসরনের সময় তারা বার বার পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবুও সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তারা সাফল্যের সাথে শত্রুদের আওতার বাইরে চলে আসে। একদিন পর তারা অন্য পথে আবার কুমিল্লা ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া প্রধান সড়কের উপর আসে এবং মতুরা সড়কের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে নিজ ঘাটিতে নিরাপদে ফিরে আসে।

এ আক্রমণের ফলে যদিও লে. হুমায়ুনের দলটি পাকসেনাদের কামান দখল করে আনতে পারেনি কিন্তু তবুও এ আক্রমণের ফলাফল পাকসেনাদের জন্য ছিল ভয়াবহ। অন্ততপক্ষে ৫০/৬০ জন পাকসেনা এ আক্রমণে হতাহত হয়। মৃতদেহগুলি পাকসেনারা ২টি বেসামরিক বাসে লাল ঝাণ্ডা তুলে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যায়। এ খবর স্থানীয় লোকেরা জানায়। তাছাড়া গাড়ি, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও এই অবস্থানে রাখা কামানের গোলা যেগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল তা ছিল তাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্নক ক্ষতিকর। আসার পথে দলটি যে সেতু উড়িয়ে দিয়ে আসে এতেও তাদের গতিবিধির উপর যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে। এ হামলার পর শত্রুসেনারা প্রায় ২/৩ সপ্তাহ সমস্ত সেক্টরে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্নরুপে বন্ধ করে দেয়। পাকসেনারা এরপর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায় এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৬ই জুন আমাদের কসবা অবস্থান থেকে একটি ছোট দল বগাবাড়ি নামক জায়গায় এ্যামবুশ পাতে। সকাল ৬টায় পাক সেনাদের একটি পেট্রোল পার্টি সবার দিকে তাদের টহলে আসে। পাকসেনাদের এই দলটি অসতর্কভাবে হঠাৎ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির ব্যাংকারের নিকট চলে আসে। আমাদের এ্যামবুশ দলটি এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অতি নিকট থেকে তাদের সমস্ত অস্ত্র গুলী চালাতে থাকে। অতর্কিত গুলীর আঘাতে প্রায় ১০জন পাকসেনা নিহত ও ৫জন আহত হয়। শুধু ২জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পাকসেনারা ১৮ই জুন আমাদের অবস্থান কৈখোলার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের অবস্থানকারী প্লাটুনটি কৈখোলা ত্যাগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের একটি দল কৈখোলা দখল করে নেয়। ঐ দিন রাতে মেজর সালেক চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের এ কোম্পানী ভোর রাতে কৈখোলায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমন চালায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুন শিবপুরের দিক থেকে এবং সুবেদার আবদুল হক ভূইয়ার প্লাটুন দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুসেনাদের অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে যায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুনের আক্রমনে পাকসেনাদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পাকসেনারা হাবিলদার সালামের সামনের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে পিছনে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা সমগ্র কৈখোলা এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ২ঘন্টার মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমনের সামনে টিকতে না পেরে পাকসেনারা অবস্থানটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। এ যুদ্ধের ফলে পাক সেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১জন সিপাই হতাহত হয়। এবং অবস্থানটি থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দখল করা হয়।

১৯শে জুন লে. হুমায়ুন কবিরের হেড কোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুন সাগরতলার ভিতর পেট্রলিং করার জন্য যেতে দেখা গেছে। লে. হুমায়ুন তৎক্ষনাৎ একটি প্লাটুন নিয়ে মন্দভাগের নিকট দ্রুত এ্যামবুশ পাতে। সন্ধ্যা ৭টায় পাকসেনারা ফেরার পথে তাদের দলটির শেষ অংশটিকে লে. হুমায়ুন এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে পাকসেনাদের ৯জন সৈন্য নিহত হয় এবং বাকি পাক সেনারা মন্দভাগ গ্রামের দিকে পালিয়ে তাদের জীবন বাঁচায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি লে. মাহবুব ৪র্থ বেঙ্গলের বি কোম্পানী থেকে একটি প্লাটুনকে পাকসেনাদের যাতায়াতের রাস্তা ধ্বংস করার জন্য কুমিল্লার দক্ষিণে প্রেরণ করে। এ দলটি ১৮ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় কুমিল্লা লাকসামের বিজয়পুর রেলওয়ে ব্রিজ, কুমিল্লা বাগমারা রোডের সেতু উড়িয়ে দেয়। এই সেতুগুলোর ধ্বংসের ফলে কুমিল্লার দক্ষিণে সড়ক এবং রেলওয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিনই দলটি বিজয়পুর এবং মিয়াবাজারের নিকট কয়েকটি ইলেকট্রিক পাইলন উড়িয়ে কাপ্তাই থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকসেনাদের একটি প্লাটুন সন্ধ্যার সময় চৌরা'র নিকট পেট্রোলিং এ আসে। এই পাকসেনার দলটিকে এ্যামবুশ করলে ২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং অত্যাচার চালায়। আমাদের পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে, পাকিস্তানীদের প্রায় এক কোম্পানী সৈন্য মিয়াবাজারের উত্তরে একটি গোডাউনের মধ্যে অবস্থান করছে। পেট্রোলটি এই গোডাউনটিতে পৌছবার গোপন রাস্তা, পাকসেনাদের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিস্তারিত খবর নিয়ে আসে। এ সংবাদ পেয়ে লেঃ মাহবুব ৩৩ জনের একটি কমাণ্ডো প্লাটুন ব্লাকসাইড ও মর্টারসহ রাত ১২টার সময় শত্রুঅবস্থানের নিকটে পৌছে যায়। তারা একটি ছোট দল পাঠিয়ে অবস্থানটির সর্বশেষ খবর নেয় এবং জানতে পারে পাকসেনারা অবস্থানটিতে বেশী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। রাত ১টায় আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনটি অতর্কিতে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের উপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই গুলিতে হতাহত হয়। তারা আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনের উপর পাল্টা আক্রমনের চেষ্টা করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৮ই জুন রাত ৯টায় মিয়াবাজারের দক্ষিণে আমাদের আরেকটি প্লাটুন পাকসেনাদের ২টি বাংকারের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমনে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা এরপর সমস্ত রাত অবিরাম মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। আমাদের এই দলটি খিলা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট কয়েকটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইন রাস্তায় পুতে রাখে। পাক সেনাদের একটি জীপ রাতে ঐ রাস্তায় যাওয়ার পথে মাইনের উপর পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং ৫জন পাকসেনাও নিহত হয়।

জুন মাসেই পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে শাসনকার্য পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেয়। সরকারী অফিস ভালভাবে চলার জন্য তারা সরকারী কর্মচারীদের বাধ্য করে। শহরের দোকান ও যানবাহন চালু করার বন্দবস্ত করে। পাকিস্তানীদের এ প্রচেষ্টা ব্যার্থ করার জন্য ৪জন গেরিলার একটি দলকে ৬ই জুন কুমিল্লার উত্তর দিয়ে গোমতী পার করে কুমিল্লা শহরে পাঠান হয়। এ দলটি গ্রেনেড ও ষ্টেনগান সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনদিন পর্যন্ত শহরের ভিতর একটি গুপ্ত অবস্থানে দলটি নিজেদের ঘাটি গড়ে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনাদের টহলদার দলগুলি সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত খবরাখবর যোগাড় করে। ১০ই জুন সন্ধ্যায় কমার্স ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে পর পর পাকসেনাদের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে একজন পাকসেনা নিহত ও ৫জন আহত হয়। ঐ দিনই ৭জন রেঞ্জারের একটি দলকে তারা আক্রমণ করে। এতে ২জন মিলিশিয়া নিহত হয় এবং তাদের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কয়েকদিন পর ২১শে জুন সকালে একটি আর আর রাইফেল আমাদের সৈন্যরা কুমিল্লা শহরের নিকটে বয়ে নিয়ে যায় এবং কুমিল্লা বিমান বন্দরের ও শহরের উপকন্ঠের উপর গোলাগুলি করে এবং পাকিস্তানীরা এতে পাগলের মত ছোটাছুটি করতে থাকে। এসব কার্যকলাপের ফলে কুমিল্লা শহর ও তার নিকটবর্তী এলাকার লোকেরা আবার তাদের সাহস ফিরে পায়। অনেকেই শহর থেকে বাইরে চলে যায়। এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানীদের শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়।

শালদা নদীতে পাকসেনারা জুন মাসে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। পাকসেনাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য মেজর সালেক ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানীর ১টি প্লাটুন মর্টারসহ শালদা নদীর পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি রাত ৩টায় পাকসেনাদের অবস্থানটি ঘুরে পিছনে যেতে সক্ষম হয়। সকাল সাড়ে ৫টার সময় পূর্বনির্ধারিত স্থানে তারা নিজেদের ঘাটি স্থাপন করে। এরপর প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টারের সাহায্যে শত্রুঅবস্থানের ওপর অতি নিকট থেকে হামলা চালায়। পাকসেনারা দিনের বেলায় তাদের অবস্থানের পিছনে এত নিকট থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং এর ফলে তাদের অন্ততঃপক্ষে ১জন জেসিওসহ ৩২জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল রাতে শালদা নদীর অবস্থান হতে কসবাতে টহলের জন্য গিয়েছিল। এই সংবাদটি আমাদের লোকের জানাছিল না। পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি যখন ভয়ংকর সংঘর্ষ করছিল, সে সময় পাকসেনাদের টহলদার দলটি কসবা থেকে ফেরার পথে আমাদের প্লাটুনটির পিছনে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে পাকসেনাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আসার সময় আমাদের একজন লোক আহত হয়। পাকসেনারা এরপর শালদা নদী অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তোলে।

আমরা খবর পাই যে, পাকবাহিনী প্রায়ই হোমনা থানার নিকট কাঠালিয়া নদী এবং গোমতী নদীতে লঞ্চের দ্বারা পেট্রোলিং করে। এ খবর শুনে আমি হেডকোয়ার্টার থেকে ১টি প্লাটুন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের নেতৃত্বে হোমনা থানাতে প্রেরণ করি। এই দলটি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দাউদকান্দি ৮মাইল উত্তরে ও ও গৌরীপুর হতে সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে চড়কমারী গ্রামের নিকট তাদের গুপ্ত ঘাটি গড়ে তোলে। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন চড়কমারী গ্রামের নিকট পাকসেনাদের লঞ্চকে এ্যামবুশ করার জন্য তার দলটিকে নিয়ে নদীর পাড়ে একটি অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা নিত্যনৈমিক্তিক টহলে সকালে পশ্চিম হতে কাঠালিয়া নদী দিয়ে লঞ্চে অগ্রসর হয়। লঞ্চটি যখন ৫০গজের ভিতর চলে আসে, তখন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের পার্টি মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র হতে অতর্কিতে গোলাগুলী চালাতে থাকে। পাকসেনারা অনেকেই হতাহত হয়। লঞ্চটির সারেং লঞ্চটিকে একটা চরের দিকে নিয়ে ভিড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর অনেক পাকসেনা লঞ্চ থেকে পানিতে ঝাপ দিয়ে পড়ে কিন্তু তাতেও তারা পানিতে গুলির আঘাতে মারা যায়। লঞ্চটিও আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় এবং বেশীর ভাগ পাকসেনা পানিতে পড়ে যায়। শুধু কয়েকজন সাতরিয়ে অন্য পাড়ে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই লঞ্চে পাকসেনাদের অন্ততঃ ৭০/৮০ জন লোক ছিল এবং সঙ্গে ৩জন বেসামরিক লোকও ছিল। হাবিলদার গিয়াসুদ্দীনের লোকেরা লঞ্চ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার করে। সেদিনই বিকেল ৫টার সময় পাকবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাদের এই লঞ্চটি এবং লোকজনের খবরাখবর নেয়ার জন্য ঐ এলাকায় অনেক ঘোরাফিরা করে কিন্তু কোন খোজখবর না পেয়ে হেলিকপ্টারটি ফেরত চলে যায়। এ এ্যাকশন সকালে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা চলে পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার স্থানীয় লোকেরা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। পাকবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্থানীয় লোকের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আরো আস্থাশীল হয়। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন এখনও এই এলাকার লোকের কাছে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে বিরাজ করছেন।

সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে যে কোম্পানীটি লাকসামের দক্ষিণে নোয়াখালীর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানীটি ও এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপ চালায়। চাঁদপুর থেকে পাকবাহিনী যে রাস্তা নোয়াখালী যাবার জন্য ব্যবহার করত, সে রাস্তায় লক্ষ্মীপুরের নিকট ৯০ ফুটের একটি সড়কসেতু বিধ্বস্ত করে দেয়। এর কিছুদিন পর পাকবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রায়পুর থানা আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে দালাল পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় লোকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত। এ থানা দখল করে নেয়ার ফলে সমস্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৬ই জুন আমাদের ২টি গেরিলা পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়। ৬ জনের একটি কুমিল্লার দক্ষিনে ইলেক্ট্রিক পাইলন উড়ানের জন্য এবং আরও ৬ জনের একটি পার্টিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তিতাস গ্যাসলাইন কাটার জন্য পাঠানো হয়। ২১শে জুন প্রথম পার্টিটি ২টি ইলেকট্রিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে নোয়াখালী বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলটি ব্রাহ্মনবাড়িয়ার উত্তরে তালশহরে ২৪শে জুন সন্ধ্যায় তিতাস গ্যাসের ৪ ফুট পাইপ উড়িয়ে দেয়। এর ফলে তিতাস গ্যাস ঢাকা নারায়নগঞ্জ আশুগঞ্জ এবং সিদ্দিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনগুলিতে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এসব পাওয়ার স্টেশনগুলি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিল্প এলাকাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

মতিনগর থেকে একটি প্লাটুন রাজাপুর পাক অবস্থানের উপর হামলা করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি ২২শে জুন আমাদের ঘাটি থেকে রাজাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যায় রাজাপুর শত্রুঅবস্থানটি তারা পুঙ্খানুপঙ্খরূপে রেকি করে। তারা জানতে পারে যে পাকসেনারা বেশ অসতর্কভাবে তাদের অবস্থানে আছ। ২২শে জুন ভোর ৪টায় আমাদের দলটি অতর্কিতে গোপনপথে শত্রু অবস্থানের ভিতর প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের পাকসেনারা সম্পূর্ণ হকচকিত হয়ে যায়। এই আঘাতে আমাদের লোকদের হাতে তাদের

প্রায় ১৫জন লোক হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। আক্রমণ প্রায় এক ঘন্টা পর আমাদের লোকেরা পিছু হটে আসে।

আমাদের রেকি পার্টি খবর আনে যে পাকসেনারা কসবার উত্তরে চন্দ্রপুর এবং লাটুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাবার পর লেঃ হুমায়ুন কবির পাকসেনাদের চতুর্দিকে থেকে এ্যামবুশ করার জন্য ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানীর তিনটি প্লাটুন ইয়াকুবপুর, কুয়াপাইনা এবং খৈনলে পাঠিয়ে দেয়। এই তিনটি প্লাটুন নিজ নিজ জায়গায় ২৩শে জুন সকাল ৬টার মধ্যে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা সমস্ত রাত অগ্রসর হওয়ার পর সকালে আমাদের অবস্থানের সামনে উপস্থিত হয়।

পাকসেনারা আমাদের উপরোল্লিখিত অবস্থানের ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে তিনদিক থেকে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমন চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ৮জন নিহত এবং তিনজন আহত হয়। পাকসেনারা একটু পিছু হটে যেয়ে আবার আক্রমণের চেষ্টা চালায় কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সমস্তদিন উভয়পক্ষে গোলাগুলী চলতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পাকসেনাদের পশ্চাদপসরণের সময়ও আমাদের ইয়াকুবপুরের প্লাটুন তাদেরকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে বেশ ক্ষতিসাধন করে। পিছু হটে গিয়ে লাটুমুড়ার উত্তরে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরীতে ব্যস্ত ছিল, সকাল পাচটায় আমাদের কুয়াপাইনা ও খৈনাল এলাকা থেকে শত্রুদের বামে এবং দক্ষিণে আমাদের ৩টি প্লাটুন আবার অতর্কিত আক্রমন চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৯জন লোক নিহত হয়। আমাদের ১জন আহত হয়।

নোয়াখালীর উত্তর পাকবাহিনী ফেনী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ট্রাকে টহল দিত। এ খবর আমাদের নোয়াখালী গেরিলা হেডকোয়ার্টার এ পৌছে। সেখান থেকে আমাদের ২টি এ্যামবুশ পার্টি বোগাদিয়া এবং বজরাতে পাঠানো হয়। ২১শে জুন এই দুই পার্টি সন্ধ্যায় উপরোক্ত দুটি স্থানে এ্যামবুশ পাতে। তারা রাস্তাতে একটি এ্যান্ট্রি ট্যাঙ্ক ও এ্যান্ট্রি পার্সোনেল মাইন পুতে রাখে। সন্ধ্যায় পাকসেনাদের দুটি ট্রাক ফেনীমুখে যাচ্ছিল। এই ট্রাক দুটি এ্যামবুশ স্থানে পৌছালে প্রথম ট্রাকটি এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরের ট্রাকটি পিছু হটে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনারা উপায়ান্তর না দেখে ট্রাক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। পলায়নপর শত্রুদের কিছুসংখ্যক গুলীতে মারা যায়, আর কিছু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ এ্যামবুশ এ পাকসেনাদের ২টি ট্রাক সম্পূর্নরুপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২জন নিহত হয়। আমাদের পার্টি অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে এবং বজরার এ্যামবুশ পার্টিও শত্রুদের একটি টহলদার দলকে আক্রমন করে ২জনকে নিহত এবং ২জনকে আহত করে। আর একটি পার্টি ২৩শে জুন পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়ার জন্য নোয়াখালীর শাহেবজাদা ব্রীজ, চন্দ্রগঞ্জ এবং রামগঞ্জ জেলা কাউন্সি ব্রীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

পাকসেনারা লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অব্যহত রাখে কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের ডি কোম্পানী লেঃ হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে তাদেরকে সবসময় ব্যতিব্যস্ত রাখে।

পাকসেনারা তাদের শালদানদী অবস্থান থেকে সবসময় মন্দভাগ দখল করে নেয়ার চেষ্টা চালাত। আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের সি কোম্পানী মন্দভাগ রেলওয়ে ষ্টেশন এবং জেলা বোর্ডের কাচা রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের রেখে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়েছিল। এ অবস্থানটির জন্য পাকবাহিনী চট্টগ্রাম-ঢাকা রেলওয়ে লাইন চালু করতে পারছিল না। সেজন্য সবসময়ই তাদের চেষ্টা ছিল মন্দভাগ থেকে আমাদের বিতাড়িত করা। এছাড়া এ অবস্থানটির জন্য তারা শালদানদী ছিটমহল যেখানে আমাদের মূল ঘাটি ছিল, তা তাদের দখলে আনতে পারছিল না। অনেকবার চেষ্টা করেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪শে জুন বিকেল ৩টায় তাদের শালদানী অবস্থান থেকে

পাকসেনাদের একটা কোম্পানী, কসবায় টি, আলীর বাড়ী থেকে একটা কোম্পানী-এই দুই কোম্পানী দুদিক থেকে এসে কায়েমপুরের নিকট মিলিত হয়। তারপর মর্টার মেশিনগান এবং কামানের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ অবস্থানে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলার সহায়তায় পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা বোর্ডে সড়কের নিকট পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। আমাদের সৈনিকরাও তাদের বাঙ্কার থেকে মেশিনগান এবং হাল্কা মেশিনগানের গুলীতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। দুঘন্টা চেষ্টার পর পাকসেনারা যখন অগ্রসর হতে পারছিল না তখন আক্রমন বন্ধ করে দেয় এবং পিছু হটে চলে যায়। এ আক্রমনের সময় পাকসেনাদের ২৪জন হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের কায়েমপুরের অবস্থানও তুলে নিয়ে শালদানদীর মূল ঘাটিতে চলে যায়।

ঢাকায় আমাদের গেরিলারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিকভাবে না চলে সেজন্য তারা ২৯শে জুন বিকেল পাচটায় সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাও পাওয়ার লাইনের একটি পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এই বিধ্বস্ত পাইলনটি অন্য দুটি পাইলনের তার নিয়ে ছিড়ে পড়ে যায়। এর ফলে কমলাপুর এবং তেঁজগাওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকাংশে কমে যায়। বিস্ফোরণের ঠিক পরপরই পাকসেনাদের একটি হেলিকপ্টার তৎক্ষণাৎ উক্ত এলাকায় গেরিলাদের অনেক খোজাখুজি করে। আমাদের গেরিলারা নিরাপদে ফিরে আসে। আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জের মাটির তলার পাওয়ার লাইন মাতুয়াইলে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা নিকটবর্তী ঘাটি হতে জীপে করে এসে দলটিকে ধরার চেষ্টা করে এবং এদের উপর গোলাগুলী করে, কিন্তু গেরিলা গলটি নিরাপদে ফিরে আসে।

স্থানীয় লোকমুখে আমরা সংবাদ পাই যে, পাকসেনাদের একটি জীপ ও টহলদার দল প্রায়ই সাইদাবাদ থেকে কর্নালবাজার পর্যন্ত আসে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে এ্যামবুশ লাগায়। ২৭শে জুন সন্ধ্যার সময় পাকসেনাদের টহলদার দল খোলাপাড়ায় আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে পাকসেনাদের ৮জন লোক নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২৮শে জুন সন্ধ্যা ৭টায় পাকসেনাদের একটি জীপ তুলাইশমলে আমাদের এ্যামবুশে পড়ে। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায়। জীপে পাঁচজন পাকসেনা ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। আমাদের পার্টি অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।

পাকসেনারা কুমিল্লা শহরের পূর্বে বিবিরবাজার এলাকায় যে ঘাটি গড়েছিল, আমরা প্রায়ই আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। লেঃ মাহবুব খবর পায় যে, পাকসেনারা সন্ধ্যার পর আর তাদের বাংকার থেকে বাইরে আসে না। রাতে যেসব পাহারাদার থাকে তারা বাংকারের মধ্যে বসে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে লেঃ মাহবুব দুটি প্লাটুনকে ২৪শে জুন রাতে শত্রুদের বিবিরবাজার ঘাটির কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি অরণ্যপুর হয়ে শত্রুদের বিবিরবাজার অবস্থানের পিছনে পৌছে এবং রাত তিনটায় অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রথমেই তারা তাদের সামনের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আরও ২/১টি বাংকার ধ্বংস করে তারা সকাল হবার আগেই শত্রুঅবস্থান ত্যাগ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনাদের ২১জন নিহত ও ৭জন আহত হয়।

পাকসেনারা বিজয়পুরের যে রাস্তার সেতুটি আমাদের কমাণ্ডো পার্টি উড়িয়ে দিয়েছিল সেটি সাময়িকভাবে মেরামত করে ফেলে এবং সে রাস্তায় আবার তাদের চলাফেরা শুরু করে। লেঃ মাহবুব আবার একটি কমাণ্ডো প্লাটুন পাঠায় এবং এই প্লাটুনটি ২১শে জুন বিজয়পুর ব্রীজের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের অপেক্ষায় থাকে। রাত ২টার সময় পাকসেনাদের দুটি গাড়ী কুমিল্লা থেকে ঐ রাস্তায় আসে। গাড়ীগুলী যখন ব্রীজের উপর দিয়ে চলা শুরু করে ঠিক তখনই আমাদের পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীগুলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে যায়। এতে দুটি গাড়িই বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ৮জন পাকসেনা নিহত হয়।

জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে আমার হেডকোয়ার্টার থেকে গেরিলাদের ৬০জনের একটি দলকে আমি ফরিদপুরে পাঠাই। মাদারীপুর, পালং, রাজৈর, নড়িয়া প্রভৃতি থানায় গেরিলাদের বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এই দলগুলি তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়েয় ঘাটি গড়ে তোলে। এরপর তারা কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী দালালকে হত্যা করে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকার থানাগুলি যেখান থেকে দালাল পুলিশরা পাকিস্তানীদের খবরাখবর যোগাত, সেই থানাগুলি ভালভাবে রেকি করে। প্রথমে তারা শিবচর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরপর গেরিলা কমাণ্ডার খলিলের নেতৃত্বে পালং থানার উপর ২৭শে জুন রাত ১১টার সময় আক্রমণ চালান হয়। এ আক্রমনে একজন দালাল সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন পুলিশ নিহত হয়। গেরিলারা ৯টা রাইফেল দখল করে নেয়। তারা থানার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি আই পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমন চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলাদল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি আই পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যাস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়।

শত্রুদের একটি ছোট দল রাজৈর থানার টাহেরহাটে এসে অবস্থান নেয়। রাজৈরের গেরিলা দলটি তাদের অবস্থানটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নেয়। ২৮শে জুন রাত ১১টার সময় ২০জনের একটি গেরিলাদল টাহেরহাটে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১০জন নিহত হয় এবং পাকসেনারা টাহেরহাট অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে ২৮শে জুন সন্ধ্যায় জেনারেল মোঃ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন এ সংবাদ জানতে পেরে আমি ইয়াহিয়া খানের ভাষণকে উপস্থিত সম্বর্ধনা জানানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এসম্বন্ধে আমি আমার সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের আমার হেডকোয়ার্টার এ ডেকে পাঠাই এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌছি যে ভাষণের সময় পাকিস্তানীরা সর্বক্ষেত্রেই রেডিও শোনার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে একত্রিত হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হবে। এ সময় তাদের এ সতর্কতা আমাদের জন্য আনবে এক সুবর্ন সুযোগ। তাছাড়া আমাদের এ্যাকশনও হবে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমুচিত জবাব। এ জন্য আমি সব সাব সেক্টর কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিলাম, তারা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর থেকে যখন ইয়াহিয়ার ভাষন আরম্ভ হবে, ঠিক সে সময়ে আমার সেক্টরের সব এলাকায় একযোগে পাকসেনাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী নয়ানপুরের পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে তিন দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ভাষণ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে হকচকিত হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আমাদের মর্টারের গোলা তাদের উপর পড়তে থাকে। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের চুতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ী এবং চীৎকার করে বাংকারের দিকে যাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে তাদের অনেকেই মারা যায়। আধ ঘন্টা এভাবে গুলী চালানোর পর আমাদের সৈন্যরা শত্রুঅবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে ১৮জন নিহত এবং বহু আহত হয়।

ঐ দিনই আমাদের একটি কোম্পানী মর্টারসহ লেঃ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ঠিক ঐ সময় লাটুমুড়াতে শত্রুঅবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তখন তারা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছিল। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ৫জন নিহত ও ১০জন আহত হয়। আমাদের কোম্পানী শত্রুদের উপর আড়াই ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে পিছু হটে আসে।

ঢাকাতে ঐ সময়টিকে উদযাপন করার জন্য আমি ৫০জন গেরিলার একটি দলকে পাঠিয়ে দিই। এই দলটি ২৭শে জুন ঢাকায় পৌছে। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরের প্রধান স্থানগুলিতে যেমন জিন্নাহ এভিনিউ মতিঝিল, শাহবাগ, পুরানা পল্টন, সদরঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে একযোগে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং মোটরগাড়ীতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পাকসেনারা

চতুর্দিকে ছোটাছুটি করে এবং সমস্ত ঢাকায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ বিস্ফোরণগুলি ফলে ঢাকায় আমাদের বাঙ্গালীরা তাদের মনোবল আরো ফিরে পায় এবং তারা ইয়াহিয়ার ভাষণের সমুচিত জবাবে আনন্দিত হয়।

মতিনগর থেকে ২টি মর্টার দিয়ে একটি ছোট দলকে গোমতীর উত্তর পাড় দিয়ে কুমিল্লা শহরের দিকে পাঠানো হয়। এ দলটি কুমিল্লা শহরের নিকট গিয়ে ভাষনের ঠিক সময়ে কুমিল্লা সার্কিট হাউসের উপর মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের মার্শাল ল'র প্রধান অফিস ছিল। মর্টারের গোলা এসে অফিসে পড়ার পর, সেখানেও পাকসেনারা ছুটাছুটি করতে থাকে। কুমিল্লা শহরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরবতা নেমে আসে।

কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানীদের একটি জীপ ও একটি ৩টনের গাড়ি দক্ষিণে যাচ্ছিল। লেঃ মাহবুবের একটি এ্যামবুশ পার্টি এই দলটিকে সন্ধ্যার ফুলতলীর নিকটে আক্রমন করে। এতে জীপটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ এ্যামবুশে পাকিস্তানীদের ২৪জন সৈন্য ৩জন অফিসার নিহত হয় এবং ১জন অফিসারসহ ৪জন আহত হয়। অফিসারটি লেঃ কর্নেল ছিলো।

লেঃ মাহবুবের আর একটি প্লাটুন ঠিক ঐ সময় বিবিরবাজার শত্রু অবস্থানের ভিতর অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে ১টি মেশিনগানসহ কয়েকটি বাংকার করে দেয়। পাকসেনাদের ১১জন এতে নিহত হয়।

এ ছাড়া, মিয়াবাজার, ফেনী, বিলোনিয়া, লাকসাম, শালদানদী, চাদপুর ইত্যাদি স্থানেও মর্টার ও গ্রেনেডের সাহায্যে পাক অবস্থানের উপর একযোগে একই রুপে আক্রমন চালান হয়।

ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল যে, তার ভাষণ দিয়ে তিনি বাঙ্গালীদের শান্ত করবেন এবং আবার তার মিথ্যা আশ্বাসে বাঙ্গালীরা তাদের অত্যাচারকে ভূলে যাবে, কিন্তু আমাদের সমস্ত এলাকা জুড়ে সবগুলো এ্যাকশনে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলেন যে, বাঙ্গালীরা তার জবাব কি দিয়েছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল

১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে আমি আমার চতুর্থ বেঙ্গলের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাক্ষনবাড়িয়া চলে আসি আমার সাথে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানী ছিল যার কমাণ্ডার ছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র মেজর। আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য ব্রাক্ষনবাড়িয়াতে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা। এখানে বলে রাখা দরকার যে, চতুর্থ বেঙ্গলে আমিই বাঙ্গালীদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট ছিলাম। আমরা চলে আসার পর কুমিল্লা সেনানিবাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো দুই কোম্পানী সৈন্য থেকে যায়।

ব্রাক্ষণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের বাকি দুই কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতাম। এ ব্যাপারে আমি সুবেদার আবদুল ওহাবকে ব্যবহার করতাম।

মার্চের ১তারিখ থেকে ২৪তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা সেনানিবাসের অস্বাভাবিক ঘটনাবলীঃ

১। আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার এবং জেসিওদের বিশেষ করে আর্টিলারী বাহিনীর লোকদের অস্বাভাবিক গতিবিধি বা চলাফেরা।

১৯৭১ সালের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমির দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

২। রাতের বেলায় মেশিনগান আমাদের ইউনিট লাইন, অফিসারদের বাসস্থান, অস্ত্রাগার এবং কোয়ার্টার গার্ডের দিকে পজিশন করে রাখত। এবং দিনের বেলায় সেনানিবাসের বাহিরেরদিকে পজিশন থাকত। তাছাড়া আমাদের ইউনিট লাইনের চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে পরিখা খনন করে । জিজ্ঞেস করলে বলত ‘‘আমরা ট্রেনিং করেছি ’’।

৩। ইউনিট লাইনে বিগ্রেড কমাণ্ডার ও বিগ্রেড কমাণ্ডার অন্যান্য অফিসারদের অপ্রত্যাশিত পরিদর্শন।

৪। আমাদের খেলার মাঠের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসার ও জেসিদেরসাথে ব্রিগেডের অফিসার ও জেসিদের দৈনিক খেলাধূলা প্রতিযোগিতা (যেটাস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছয় মাসে একবার , দুইবার হয়)। খেলার মাঠ রক্ষার জন্য অন্য রেজিমেন্টের প্রটেকশন পার্টিকে অস্ত্রশস্ত্রসহ নিয়োগ করা।

৫। যদিও সম্ভব্য ভারতীয় আক্রমণের জন্য আমাদের উপর ছুটির ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধআরোপ করা হয় নাই। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমাণ্ডিং অফিসার ও বিগ্রেড কমাণ্ডার জোয়ানদেরকে বলেন , যার যার ইচ্ছানুযায়ী ছুটি নিতে পারে।

৬। মার্চ মাসের ১৮/১৯ তারিখে ইউনিট লাইনে রাত প্রায় বারোটার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন বাঙ্গালী এসে খবর দেয় যে সেনানিবাসে আজ রাতে চতুর্থ বেঙ্গলের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা হামলা চালাবে। এ খবর পাওয়া মাত্র ক্যাপ্টেন গফফার, লেফটেন্যান্ট মাহবুব, লেফটেন্যান্ট কবীর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি(যারা সেনানিবাসের ভিতরে ছিল) নির্দেশ দেয় যে, সব জোয়ান নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে যেন নিজেদের কাছে রাখে। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈনদের দেখাদেখি সেনানিবাসের অন্যান্য পাকিস্তানি ইউনিট অস্ত্রশস্ত্র সহকারে তৈরি থাকে। সে রাতে কোন হামলা হয়নি। ২০শে মার্চ ভোরে সবাই অবার অস্ত্র জমা দেয়। রাতে অস্ত্রগার থেকে বাহির করার জন্য কারো কাছে কোন কৈফিয়ত চাওয়া হয়নি। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমাণ্ডিং অফিসার নিজে জেনেও উপরোল্লিখিত অফিসারদের কাছে কোন কৈফিয়ত চান নাই।

৭। বিগ্রেড কমাণ্ডার, ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার সপ্তাহে একবার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন, যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

৮। ১০মার্চ, (১৯৭১) ১৭টি গাড়ি (রসদপত্র, তেল বোঝাই) কুমিল্লা থেকে সিলেট পাঠানো হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের একজন সুবেদার সামসুল হক এবং দশজন (বাঙ্গালী) লোককে এই কনভয়কে প্রটেকশনে পাঠানো হয়। এই কনভয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যেও ছিল। দুই দিনে এই কনভয় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে। রাস্তায় বেরিকেড ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এই কনভয়কে নিয়ে সিলেটের খাদিমনগরে পৌছাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড অতিক্রম করে খাদিমনগরে পৌছাতে তিন দিন লাগে। ১৫মার্চ আমি খাদিমনগর পৌছি ও নির্দেশ মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার প্রস্ততি নিই। কিন্তু আমাকে বলা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাকে ৩১পাঞ্জাবের সাথে থাকতে হবে। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি কুমিল্লায় টেলিফোন করলাম। বাঙ্গালি আফিসাররা বিশেষ করে ক্যাপ্টেন গাফফার, লেফটেন্যান্ট মাহবুব, লেফটেন্যান্ট কবীর এবং জেসিওরা কমাণ্ডিং অফিসাররা আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেন। ১৭/১৮ তারিখে আমি ও আমার চতুর্থ বেঙ্গলের অন্যান্য সৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার কোম্পানিতে ফিরে আসি।

উপরোল্লিখিত আমি সন্দিহান হয়ে পড়ি। আমি সুবেদার ওহাবের মাধ্যমে কুমিল্লা সেনানিবাসে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিদের কাছে খবর পাঠাতাম যে, কোন পরিস্থিতিতেই তারা যেন আত্মসমর্পন না করে । যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র নিয়ে তারা যেন বেরিয়ে আসে।

এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হবার পর আমার কোম্পানী এবং মেজর সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আনা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমরা ওয়াপদা কলোনী সংলগ্ন স্থানে তাঁবুতে দুই কোম্পানী থাকি। আমার আশংকা ছিল, এই দুই কোম্পানী সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করবে। এই সম্ভাব্য আক্রমণকেপ্রতিহত করার জন্য আমি আমার কোম্পানীর এবং সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর জেসিওদের নির্দেশ দিই, যেন তারা আত্মরক্ষার জন্য আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করে রাখে। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে ঐসব পরিখা থেকে আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে।

আমার এই সমস্ত কাজ খুব সাবধানে ও হুঁশিয়ারের সাথে করতে হয়। কেননা, মেজর সাদেক নেওয়াজ সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখতো। সে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করত, পরিখা খনন করা, পজিশন নেয়া- এগুলোর উদ্দেশ্য কি? আমি বলতাম, ডিগিং প্র্যাকটিস এবং পজিশন নেয়ার প্রশিক্ষণ রিভাইজ করা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ, এবং বিভিন্ন জেসিওদের সাথে যোগাযোগ, প্রভাবান্বিত করা, এবং সর্তক করার কাজে লেফটেন্যান্ট হারুন আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। সে এসব কাজে উৎসাহী ছিল এবং অন্যান্য লোকদের প্রেরণা যোগাতো।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে কুমিল্লার সাথে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগ ছিল একমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে এবং একটি সিগন্যাল সেট যেটা অস্বাভাবিকবাবে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ রাখত। এ সময় আমি খুব অস্বস্তিকর পরিবেশে ছিলাম। আমি সবসময় চিন্তা করতাম যে কুমিল্লাতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সৈনিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৪শে মার্চ সন্ধায় আমরা দেখতে পেলাম কুমিল্লার দিক থেকে ৮টা গাড়ির আলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ক্যাম্পের প্রটেকশন পার্টি পরিখাতে অবস্থান নেয়। গাড়ি কাছাকাছি আসার পর বুঝতে পারি, মেজর খালেদ মোশাররফ তার কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১২০ মাইল দূরে সমশেরনগরে নকাশালপন্থী এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার জন্য আসছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মেজর খালেদ মোশাররফ যিনি আমার থেকে বাঙ্গলীদের মধ্যে সিনিয়র সেদিনই ব্যাটালিয়নে ঢাকা থেকে এসে যোগদান করেন এবং একই দিনে তাঁকে কুমিল্লা থেকে ১৭০ মাইল দূরে সমশেরনগরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর চতুর্থ বেঙ্গলের একটি রাইফেল কোম্পানী আর হেডকোয়ার্টার কোম্পানী কুমিল্লা থেকে যায়।

সেই রাতে মেজর খালেদ মোশাররফ লেঃ মাহবুবকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তার কোম্পানী আমাদের ক্যাম্পে থাকে। মেজর সাদেক নেওয়াজের সর্ববক্ষণিক উপস্থিতির জন্য আমরা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারি নাই। শুধু আভাষে, ইঙ্গিতে এটুকু বুঝাতে সক্ষম হই, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আমরা প্রস্তুত। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন আমি আর লেফটেন্যান্ট হারুন খুব খুশী হই এই ভেবে যে, আমাদের পরিচালনার জন্য একজন পুরোনো অভিজ্ঞ অফিসার চতুর্থ বেঙ্গলে যোগ দিয়ে কুমিল্লা থেকে আরো একটি কোম্পানীকে মরণ ফাঁদ থেকে কনফ্রনটেশনের আগেই বের করে নিয়ে এসেছেন।

মেজর খালেদ মোশাররফের নিকট একটা সিগনাল সেট ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার দিয়ে দেয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমার সেট এবং খালেদ মোশাররফের সেট যেন একই প্রিকুয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় । ২৪/২৫ তারিখ সকালে তিনি তার কোম্পানী নিয়ে সমশেরনগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কুমিল্লা থেকে নির্দেশ আসল যে, আরো লোক আসছে তাদের থাকার ও খাবার ব্যাবস্থা করতে হবে। আমরা থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমরা জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার সময় দেখলাম যে লেঃ কর্নেল মালিক খিজির হায়াত খান কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানীগুলো নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে উপস্থিত হয়েছেন। এসে তিনি বললেন যুদ্ধ আসন্ন। সেজন্য ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁকে কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গলের প্রায় সব লোক নিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খিজির হায়াত খানের আসার পর চতুর্থ বেঙ্গলের অবস্থান নিম্নরূপ ছিলঃ

(ক) এক কোম্পানী সমশেরনগরে- যার কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ।
(খ) তিন কোম্পানী- হেডকোয়ার্টার কোম্পানী আর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার- ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে।
(গ) ৭০/৮০ জন লোক কুমিল্লায় ইউনিট লাইন-এর প্রহরায় নিয়োজিত।
(ঘ) এক প্লাটুন কুমিল্লার জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ গ্রীড স্টেশনের প্রহরায়। এর কমাণ্ডার ছিল নায়েব সুবেদার এম, এ, জলিল।

খিজির হায়াত খান ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেই ২৫শে মার্চ রাত এগারটায় আমাকে হুকুম দিলেন যে, আমি যেন আমার কোম্পানীর সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১৩ মাইল দূরে শাহবাজপুর পুলের কাছে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করি। রাত দু'টার সময় রওনা হয়ে তিনটায় শাহবাজপুরে পৌঁছি।

সকাল ছটার সময় (২৬শে মার্চ) আবার খবর আসল, কোম্পানী ব্রাহ্মনবাড়িয়াতে ফেরত যেতে হবে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

সকাল সাতটায় রওনা হয়ে দশটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছি। দশ মাইল আসতে তিন ঘন্টা লাগে, কেননা জনসাধারণ বড় বড় গাছ রাস্তার উপরেফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার সাথে সাথে খিজির হায়াত খান আমাকে পুলিশ লাইনে গিয়ে তাদেরকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে নিরস্ত্র করতে গেলে খামাখা গণ্ডগোল, গোলাগুলী হবে। তার চেয়ে আমি নিজেই গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার অঙ্গীকার করলাম। খিজির হায়াত খান প্রথমতঃ চেয়েছিলেন যে মেজর সাদেক নেওয়াজ গিয়ে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশদের নিরস্ত্র করুক। আমি অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য খিজির হায়াত খানের কাছে এক মিথ্যা অঙ্গীকার করলাম যে আমি নিজে গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসব। তিনি আমার কথায় রাজী হলেন।

২৬শে মার্চ বেলা বারটার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের সিগনাল জেসিও নায়েব সুবেদার জহীর আমাকে বললেন যে তিনি অয়ারলেস ইন্টারসেপ্ট করে দুটো স্টেশনের মধ্যে এই কথোপকথন শুনেছেন। তাকে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

ইন্টারসেপ্টেড মেসেজগুলো ছিলঃ (1) Send tank ammunition, (2) Send helicopter to evacuate casualties (3) 50 boys of East Bengal Regimental Centre have deserted ...some with weapon and some without weapon.

এ সমস্ত মেসেজ পেয়ে আমার জুনিয়র অফিসারগণ লেঃ হারুন, লেঃ কবীর, লেঃ আখতার খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন আমি সিগনাল সেটে গিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ করি এবং অল্প চেষ্টায় তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ হয়ে যায়। আমি তাঁকে চোস্ত ঢাকাইয়া বাংলায় ঐ মেসেজগুলো শুনাই এবং তাঁর

মতামত জানতে চাই। আমি তাঁকে বলি যে, আমরা তৈরি এবং তাঁকে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোম্পানী নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। আমার সাথে যখন খালেদ মোশাররফের কথোপকথন চলে তখন সাদেক নেওয়াজ, লেঃ আমজাদ সাইদ এবং খিজির হায়াত খান আমাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই জন্য খুব বেশী কথাবার্তা চালানো সম্ভব হয়নি এবং তিনিও সমশেরনগর থেকে বেশী কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে, তিনি রাতের অপেক্ষায় আছেন।

তার পর থেকেই আমার জুনিয়র অফিসাররা তাড়াতাড়ি যেকোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল। আমি ব্যাটালিয়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন জুনিয়র অফিসারের মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম। কেননা, সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী না হলে সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হতাহত হবে। আমি অন্ততঃ একজন অফিসার এবং একজন জেসিওকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সারারাত সময় দিই। সন্ধ্যার সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সৈনিকদের ক্যাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে দেখা মাত্রই বেশ কয়েকজন সৈনিক যাদের মধ্যে কয়েকজন এনসিও ছিলেন, আমাকে ঘিরে ধরেন এবং বলেন যে, ‘‘স্যার দেশের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন। আমরা অফিসারদের মুখর দিকে তাকিয়ে আছি। আপনাদের যেকোন নির্দেশ আমরা জীবন দিয়ে পালন করতে প্রস্তুত। আপনারা যদি বেশী দেরী করেন তবে হয়ত আমাদের কাউকে পাবেন না। আমরা আগামীকালের পরেই যে যার বাড়ির দিকে রওনা হব। কিন্তু সঙ্গে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাব। সৈন্যদের এই মনোবল ও সাহস দেখে আমি খুব গর্বিত ও আশান্বিত হলাম এবং দু’একজন অফিসার ও জেসিও’র দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাকে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা থেকে বিরত করতে পারে নাই। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আমার চেষ্টা সত্ত্বেও দুপুরের পরে খালেদ মোমাররফের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারিনি।

২৬শে মার্চ সন্ধার পরে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুণে আমার বাঙ্গালী জুনিয়র অফিসাররা আরো উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং আমাকে তক্ষুনি অস্ত্র হাতে তুলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি রাতে আমার তাঁবুতে অবস্থান করলাম। সারারাত সাদেক নেওয়াজ এবং লেঃ আমজাদ আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গজ দূর থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমার অজ্ঞাতেই তিন চারজন এনসিও (শহীদ হাবিলদার বেলায়েত হোসেন, শহীদ হাবিলদার মইনুল, হাবিলদার শহীদ মিয়া এবং হাবিলদার ইউনুস) সারারাত আমাকে পাহারা দেয় যাতে ঐ দুজন পাঞ্জাবী অফিসার আমার উপর কোন হামলা করতে না পারে। পাঞ্জাবী অফিসাররাও সারারাত সজাগ ছিল।

২৭শে মার্চ সকাল সাতটায় আমি লেঃ আখতারকে সাদেক নেওয়াজের কক্ষে পাঠাই এবং তাকে বলা হয় যখন সাদেক নেওয়াজ মেসে আমাদের সাথে নাস্তা করতে আসবে তখন যেন তার স্টেনগান এবং ৮ ম্যাগাজিন গুলী অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাতহীন একটা এ্যাকশন পরিচালনা করা। কিছুক্ষণ পর আমি, লেঃ হারুন আর লেঃ কবীর দুইজন এন- সি- ও সাথে করে অফিসার মেসের দিকে যাই। অফিসার মেসে পাঞ্জাবী অফিসারদের সাথে আমরা ব্রেকফাস্টে মিলিত হই। এন- সি- ওদের নির্দেশ দিই যে, আমাদের রক্তপাতহীন এ্যাকমনের সময় যদি কোন বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকে যেন গুলী করে হত্যা করা হয়। আমরা সকাল ৭-২০ মিনিটে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছি। এমন সময় একজন জেসিও খিজির হায়াত খানকে বলল যে, সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে একটু মনোমালিন্য হয়েছে সুতরাং খিজির হায়াতকে সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে এক্ষুনি যেতে হবে। একথা শোনা মাত্র খিজির হায়াত খান তক্ষুনি সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীর কাছে যেতে উদ্যত হল। আমি তাকে বাধা দিলাম এবং বললাম যে, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং প্রথমে আমরা অফিসে যাই । ওখানে আলাপ- আলোচনার পর আমরা সকলেই সাদেক নেওয়াজের কোম্পানীতে যাব। খিজির হায়াত এতে রাজি হলেন। সাদেক নেওয়াজ তখন তার স্টেনগান

আনার জন্য তার কক্ষে যেতে উদ্যত হয়। আমি আবার বাধা দিই এবং বলি যে আমার স্টেনগানটা সে যদি চায় তবে সে সঙ্গে নিতে পারে। এতে সে আশ্বত হয় এবং আমরা সকলেই অফিসে যাই। একটা তাঁবুতে অফিস করা হয়েছিল। তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার তাঁবুতে ঢোকা মাত্রই লেঃ কবীর আর লেঃ হারুন তাঁবুর দুপাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং আমি আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদেরকে বলি যে তারা আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদেরকে বলি যে তারা আমাদের বন্দী। তদানুসারে তাদের জীবনের দায়িত্ব আমাদের এবং তারা যেন কেউ কোন বাঙ্গালী অফিসার, জে- সি-ও, এন- সি-ও সাথে কোন কথা না বলে। বলাবাহুল্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানী ১২/১৫ জন সৈনিক যারা চতুর্থ বেঙ্গল- এর সাথে ছিল আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই প্রায় একই সময়ে তাদেরকে বন্দী করে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। বিনা রক্তপাতে আমাদের এ্যাকশন সম্পন্ন হয় এবং চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টর প্রায় সব কটা কোম্পানী তার সম্পূর্ন তার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন, রসদপত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৭শে মার্চ সকাল দশটার দিকে প্রায় ১০/১৫ হাজার উল্লসিত জনতা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসে এবং 'জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। অস্ত্র ধারণ করার পর দেখতে পেলাম আমার বেশ কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছিলেন এই অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনে। কয়েকজনের ক্ষণিকের মধ্যে ১০২ থেকে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর পর্যন্ত হয়েছিল। কয়েকজন আবোল- তাবোল বকছিল। দুইজন অফিসারকে বেশ কয়েকদিন আর চোখে পড়েনি। আমি নিজেও একটু অস্থির প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলাম।

সকাল ১১টার দিকে আমি সব কোম্পানীকে নির্দেশ দিলাম তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের চার পাশের গ্রামগুলোতে যেন অবস্থান নেয় যাতে করে পাকিস্তানী বিমান হামলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমাদের ব্যাটালিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারিপার্শ্বের গ্রাম গোপনে অবস্থান নেয়। বেলা আড়াইটার সময় মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁর কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। রাস্তায় হাজার হাজার বেরিকেড অতিক্রম করে আসার ফলে তাঁর আসতে দেরী হয়েছিল। তিনি আসা মাত্রই আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্ত এলাকা তাঁর কাছে হস্তান্তর করি এবং তাঁর নির্দেশে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

কুমিল্লা সোনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোক ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আমাদের সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদেরকে ২৭শে মার্চ বলতে পারিনি যে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছি। যা হোক, কর্নেল খালেদ মোশাররফ ২৯শে মার্চ জাঙ্গালীয়াতে আমাদের প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং তদেরকে আমাদের সংগ্রামের কথা জানান এবং নির্দেশ দেন জাঙ্গালীয়া থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাটালিয়নে যোগদান করতে।

আমরা পরে জানতে পেরেছি যে কুমিল্লা সেনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোকজন ছিল তারা ২৯শে মার্চ আমাদের সংগ্রামের কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তারা কোন এ্যাকশন নিতে পারেনি। ৩১শে মার্চ বিকাল চারটার সময় সেনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০/৮০ জন সৈনিকের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা চারিদিক থেকে হামলা করে এবং প্রায় ছয় ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইউনিট লাইন দখল করে। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের ৮/১০ জন জোয়ান শহীদ হন। এই যুদ্ধে নায়েব সুবেদার এম, এ, সালাম অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জাঙ্গালিয়াতে যে প্লাটুন ছিল সেটা ২৯শে মার্চ বের হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেয় এবং কুমিল্লা- লাকসাম রোডে নায়েব সুবেদার এম, এ, জলিলের নেতৃত্বে কয়েকটি সাফল্যজনক এ্যামবুশ করে।

কুমিল্লা- নোয়াখালীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার*

২১-৮-১৯৭৩

আমি মনে করছিলাম কুমিল্লা ব্রিগেডের ইকবাল মোঃ শফি আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে দিয়ে ধ্বংস করে দেবে। সেহেতু ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানীকে বাইরে পাঠিয়ে সিলেটে অবস্থানরত ৩১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স- এর ৩ কমাণ্ডো ব্যাটালিয়ন দিয়ে আক্রমণ ও ঘেরাও করিয়ে ধ্বংস করাই তারা শ্রেয় ভেবেছিল। তারা এ কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছিল, কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাদের পরিকল্পনা সফল হয়নি। এ পরিস্থিতিতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানীর সাথে যোগ দেয়া শ্রেয় মনে করি। আমি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম কমাণ্ড লেঃ কর্নেল খিজির হায়াতকে বুঝতে থাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানীর সাথে মিলিত হবার জন্য। তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন এবং আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। তিনি আমার কথায় কনভিন্সড হন এবং নির্দেশ নেবার জন্য ব্রিগেড কমাণ্ডারের কাছে যান। ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার নির্দেশ দেন। লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত ফোনে আমাকে ২৩শে মার্চ ১টার মধ্যে বাকী কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। আমি দ্রুততার সঙ্গে ৩০টি ৩টনের গাড়িতে বেশী পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। আমি ১টা প্লাটুন জাঙ্গালিয়াতে রেখে যাই এবং আরেকটা প্লাটুনকে ভিতরে রেখে যাই ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত বাঙ্গালী অফিসারদের পরিবার- পরিজনের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য। আমরা আমাদের পরিবার- পরিজনকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে পারিনি, কেননা এটা করলে আমাদের উপর তাদের সন্দেহ হত এবং আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত। যাবার আগে ক্যাপ্টেন উদ্দিনের (বর্তমান মেজর) সাথে কথা বলি এবং তাঁকে অনুরোধ করি আমাদের পরিবারগুলির প্রতি খেয়াল রাখার জন্য এবং পারলে নিরাপদ জায়গায় যেন সরিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে সে সময় চট্টগ্রামে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলী করা হয়েছিল। আমরা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে যাই। ২৭শে মার্চ শত্রুরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের পরিবারদের গ্রেফতার করে এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে ফেলল শত্রুরা তাদের ছেড়ে দেয়। ২৮শে মার্চ ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের সাথে এসে যোগ দেন।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসার জন্য আমি লেঃ কর্নেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দেবার অনুরোধ করি। তিনি আমার কথামত সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসার নির্দেশ দেন। একমাত্র সমশেরনগরে অবস্থিত মেজর খালেদ মোশাররফের বাহিনী ছাড়া সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে।

২৪শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম- সি- এ জনাব লুৎফুল হাই আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চান আমরা কি করব। আমি তাঁকে বলি 'ঠিক সময়ে আমরা আমাদের কর্তব্য সাধন করব।' তিনি চলে যাবার পর আমাদের ব্যাটালিয়নের পাঞ্জাবী অফিসাররা এসে জিজ্ঞেস করে লুৎফুল হাই কেন এসেছিল। আমি তাদের বলি, সে আমার আত্মীয় এবং আমার সাথে এমনি দেখা করতে এসেছে। মিথ্যা বলে তাদের সন্দেহ দূর করি। আমি মেজর শাফায়াত জামিলকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলি। সেভাবেই তিনি সমস্ত বাঙ্গালী অফিসার, জে-সি- ও এবং এন- সি- ওদের নিয়ে একটা সভা ডেকে বলেন, পরিস্থিতি খুব খারাপ- সেহেতু সবাইকে সজাগ এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। ২৫শে মার্চ রাতে আমি মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে অয়ারলেসে কথা বলি এবং সমস্ত পরিস্থিতি

* ১৯৭১ সালে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

সম্বন্ধে জানাই। তিনি বলেন, আমরা সমশেরনগর থেকে আজ রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে অগ্রসর হব এবং তোমরা যদি পার পাঞ্জাবী অফিসারদের গ্রেফতার কর।

রাত ২টার সময় লেঃ কর্নেল খিজির খান, মেজর সাদেক নেওয়াজ, লেঃ আমজাদ সাইদ এবং অন্যান্য অবাঙ্গালী সৈনিকদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা নিই। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, কেননা মেজর সাদেক নেওয়াজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিএন্ডবি রেস্ট হাউসে আমার রুমে আমার পাশে ভর্তি করা একটা চাইনিজ স্টেনগান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল।

২৬শে মার্চ সকাল সাড়ে ৯টার সময় সভাকক্ষে সমস্ত অফিসারদের ১টা সভা ডাকা হয়। কিন্তু এর আগে ভোর সাড়ে চারটার সময় আমি অয়ারলেস সেটটি ধ্বংস করে দিই, কেননা এ অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের কথাবার্তা হত। সমস্ত টেলিফোন যোগাযোগও নষ্ট করে দেয়া হয়। আমাকে এটা করতে হয়েছিল, কেননা অয়ারলেস অপারেটরদের ৩ জনের মধ্যে ২ জনই পাঞ্জাবী ছিল। অয়ারলেসের মাধ্যমে শেষ যোগাযোগ করি মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে। তাঁকে অনুরোধ করি অতি সত্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য।

আমরা সবাই তাঁবুতে এসে জড়ো হই। সাড়ে ৯টার সময় মেজর শাফায়াত, লেঃ কবীর, লেঃ হারুন, আমিও জে- সি- ও'রা তাঁবু ঘিরে ফেলি। আমরা বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি এবং মেজর শাফায়াত জামিল তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘আমরা আর পাকিস্তানী সৈন্য নই, আমরা এখন বাংলাদেশ সরকারের সৈনিক। আপনারা আমাদের বন্দী। পালাবার চেষ্টা করবেন না, করলে মারা যাবেন।’’ মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ঘটে যায়। ৭২ জন পাকসেনাকে হত্যা ও ৩ জন পাক অফিসারকে গ্রেফতার করে ২৬শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করি।

মেজর খালেদ মোশাররফ এবং লেঃ মাহবুব রাত সাড়ে ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছেন। মেজর খালেদ মোশাররফের হাতে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেয়া হয়। এরপর মেজর খালেদ আমাদের সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারপাশে অবস্থান নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দেন, কেননা, শত্রুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণ করে আমাদের ধ্বংস করে দতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের হেডকোয়ার্টার করা হয়।

আমাকে ১৮ জন সৈন্য নিয়ে গোকনঘাটে পাঠান হয়। ঢাকা থেকে ভীতসন্ত্রস্ত জনতা পালিয়ে আসতে থাকে। আমি ২ দিনের মধ্যে ২৫০ জন পলায়নপর পুলিশ, ইপি- আর নিয়ে একটা কোম্পানী তৈরী করে ফেলি। তৃতীয় দিনে পাকবিমান বাহিনী ৪টা স্যাবর জেটের সাহায্যে আমার এলাকায় স্ট্রাফি করতে থাকে। এতে আমার বাহিনীর ১ জন আহত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্থলপথে কোন আক্রমণ তখনও শুরু হয়নি।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার কোম্পানীকে ৩০৩ রাইফেলের দ্বারা সজ্জিত করে ফেলি। ৫ই এপ্রিলের মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে আমার বাহিনী ক্যাপ্টেন মাহবুবের (পরে শহীদ হন) হাতে দিতে বলেন। তিনি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে আমি ৫ই এপিলে সকাল ৯টার সময় অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে মেজর মোশাররফের কাছে যাই।

মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বলেন, ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেট থেকে নদীপথে ভৈরব হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। সেজন্য ৪র্থ বেঙ্গলের ১টা কোম্পানী নিয়ে আজবপুর ঘাট পজিশন নিয়ে শত্রুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা ঢাকা যাবার পথে বাধা দিতে হবে। সেইমত আমি তাড়াতাড়ি আজবপুর ঘাটে যাই এবং সন্ধার মধ্যেই পজিশন নিয়ে নিই। এখানে এসে আমি ২য় বেঙ্গল-এর ক্যাপ্টেন নাসিমের (বর্তমান লেঃ কর্নেল) সাথে যোগাযোগ করি, যিনি আশুগঞ্জ এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর কাজী মোঃ শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ময়মনসিংহ হয়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে তিনি আমাদের সাথে যোগ দেন। আমরা সে সময় বিরাট এলাকা কোম্পানীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটের খোয়াই নদী পর্যন্ত শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন রেখেছিলাম।

৭ই এপ্রিলে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম, শত্রুরা বড় নৌকা ও লঞ্চের সাহায্যে পালাবার চেষ্টা করবে। সেহেতু আমি সমস্ত নৌকা তল্লাশি করার নির্দেশ দিই। অতি প্রত্যুষ্য ১টা মটর লঞ্চ আশুগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। আমি তাদের থামতে বলি। লঞ্চটি না থেমে বরঞ্চ আরও দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ওর ভিতর পাঞ্জাবী সেন্য আছে ধরে নিয়ে আমরা এম-এম জিও ৭৫ এম-এম-আর-আর-এর সাহায্যে গুলি ছুড়তে থাকি। লঞ্চটি থেমে যায় এবং আশ্চর্যের বেপার লঞ্চটি বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা ভর্তি দেখলাম। একজন এতে আহত হয় ও তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে সারেংকে সাবধান করে ছেড়ে দিই। এই সময় পাক বিমান আমাদের উপর অকস্মাৎ হামলা শুরু করে দেয়।

৩/৪ দিন পর ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমান মেজর) ১টি কোম্পানী নিয়ে এসে আমাদের অব্যাহতি দেন। আমি আমার বাহিনী নিয়ে তেলিয়াপাড়া যাই পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়। দুইদিন বিবিরবাজারে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানীকে নিয়ে মনতলি যাবার নির্দেশ দেন মেজর খালেদ মোশাররফ।

১৪ই এপ্রিল প্রথম সাফল্যজনক আক্রমণ চালাই শত্রুর বিরুদ্ধে। ঐদিন রাতে গঙ্গাসাগরে ৪টা প্লাটুনও ১টা ৩ ইঞ্চি মর্টার সেকশনের সাহায্যে শত্রু অবস্থানকে ঘিরে আক্রমণ চালাই। মেজর খালেদ মোশাররফ মর্টার সেকশনে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অবস্থিতি আমার সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। রাত ২টার সময় শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৩১ জন শত্রু সৈন্য ও ১৫/২০ জনকে আহত করি। আমরা সবাই নিরাপদে ফি আসি। ২ জন সামান্য আহত হয়।

চারদিন সেখানে অবস্থানের পর আমাকে কসবো-শালদানদী এলাকায় যেতে বলা হয়। ১৮ই এপ্রিল আমি কসবার পথে রওনা হই এবং সেখানে ঘাঁটি গড়ে তুলি। গঙ্গাসাগরে শত্রুদের মার দেবার পর কসবা-শালদানদীর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। আমার পৌঁছতে একটু দেরী হয়। এর আগেই শত্রুরা কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশনে ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। আমি আমার ক্যাম্প ইয়াকুবপুর জাতুমুরা এলাকায় স্থাপন করি। আমি রেকি করে বুঝতে পারি আমার অবস্থান খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। ভারতে আশ্রয় না নিয়ে নিজ অবস্থানে থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকি। পাকসেনারা কসবা এসে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার, লুণ্টন, ধর্ষণ চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক পাকসেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাচ্ছিল।

১৮ই এপ্রিলের রাতেই আমি কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করার পকিল্পনা করি। ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে হঠাৎ করে শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিই। শত্রুরা যেহেতু প্রস্তুত ছিল না, সেহেতু তারা এ আক্রমণে হকচকিত হয়ে পড়ে। এ অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ দেড় ঘন্টা ধরে চলে এবং এর সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল। শত্রুরা তখন পর্যন্ত কোন বাঙ্কার তৈরি করেনি। ফলে তারা গাড়ি বোঝাই অস্ত্র ফেলে রেখে বাজারের কুঁড়েঘর এবং দোকানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

রাত সাড়ে চারটাকে আবার আক্রমণ করার সময় হিসাবে বেছে নিই। আমি একটা লম্বা গাছের উপরে উঠে শত্রুদের অবস্থান দেকে নিই এবং আমার সৈন্যদের প্লাটুনে ভাগ করে তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলি। একটি মাত্র পথ শত্রুদের জন্য খোলা থাকে। ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লাঞ্চার এবং ছোট অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে শত্রুদের উপর গোলাগুলী ছুড়তে থাকি। এই গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুদের ৭টা গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ৪৫/৫০ জন নিহত এবং ৭০/৮০ জন পাকসেনা আহত হয়। শত্রুরা এ আকস্মিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে কসবা ছেড়ে আড়াইবাড়ি কুটির

দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে অবস্থান নেয়। যাবার সময় তারা বিধ্বস্ত গাড়ি ও অনেক মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

এ যুদ্ধ জয়ের ফলে আমার সৈন্যদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। কসবা নতুন বাজার দখল করার পর আমার হেডকোয়ার্টার কসবাতেই স্থাপন করি। অবশ্য আমি জানতাম, শত্রুরা কসবা দখল করার জন্য আবার বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

জুন মাসে মেজর খালেদের নির্দেশে মুন্সিরহাট, ফেনী, নোয়াখালী এলাকায় যাই। যাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা কসবা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যাপক বিপর্যয়ের পর শত্রুসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগীতা ছাড়া বাংকার থেকে বের হতো না।

কুমিল্লার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন*

২৬-১০-১৯৭৩

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত ১২ টার দিকে কুমিল্লা পুলিশ ক্যাম্প পাঞ্জাবীরা আক্রমণ করে এবং গণহত্যা করে। ২৫শে মার্চ রাতে তারা এসপিও ডিসিকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে। সে সময় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে আমি যখন আমার বাসা বারান্দায় বসে ছিলাম, তখন গাড়িতে করে কিছু সাদা পোশাক পরা লোককে ধরে আনতে দেখি। ঐ দিন আমাকে মেজর জামিল (অবাঙ্গালী) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাকে রাতে অয়ারলেসে ডিউটি করতে হবে। আমি রাত ১১টার দিকে যখন ডিউটিতে ছিলাম ঐ সময় সিলেট থেকে পাঞ্জাবী বেলুচ রেজিমেন্ট-এর সি-ও অয়ারলেসে কথা বলেন। সে সময় আমি বুদ্ধি করে নিজের নাম ও পদ গোপন করে একজন পাঞ্জাবীর নাম করে অয়ারলেসে কথা বলি। বেলুচ রেজিমেন্টের সি-ও-র কথায় বুঝতে পারলাম যে শ্রীমঙ্গলে যে সমস্ত বাঙালী সৈন্য ছিল (খালেদ মোশাররফ সাহেব তখন শ্রীমঙ্গলে ছিলেন) তাদের আক্রমণ করবে, তার জন্য বেলুচরা রেকি করেছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি কিভাবে এ সংবাদ শ্রীমঙ্গলে পাঠাবো তার চেষ্টা করি, কিন্তু ইতিপূর্বে বাঙ্গালীরা টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়ায় ঐ জরুরী সংবাদটি শ্রীমঙ্গল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খালেদ মোশাররফ সাহেব খবর না পেলেও শ্রীমঙ্গল থেকে তার দলসহ সরে পড়েছিলেন।

২৭ তারিখে আমি সাধারণ পোশাক পরে আমার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে যাই যে, যদি আমি রাত ১২টার ভিতর ব্রাহ্মবাড়িয়া থেকে ফিরে না আসি তবে যেন তারা হাতিয়ার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে একটি জায়গায় অপেক্ষা করে। নির্দিষ্ট জায়গাটি আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম।

আমি সাধারণ পোশাক পরে একখানা সাইকেলে চড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হই। দুপুর একটার দিকে পথিমধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ট্রেঞ্চ কাটছিল। কিন্তু তারা আমাকে চিনতে পারেনি। তবে পথিমধ্যে কুমিল্লা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তায় কংশনগর বাজারে কিছু বাঙ্গালী আমাকে আটক করে। তারপর আমি আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাদের বুঝাই যে, আমি বাঙ্গালী একজন ক্যাপ্টেন, বিশেষ কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছি। অনেক তথ্য -প্রমাণ দেয়ার পর তারা আমাকে মোটরসাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছিয়ে দেয়। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাত দেড়টার সময় পৌঁছাই। আমি গিয়ে দেখি সকল পাঞ্জাবী সৈন্যকে বাঙালীরা গ্রেফতার করে ফেলেছে এবং ছোটখাটো সৈন্যদের বাঙালী সৈন্যরা মেরে ফেলেছে।

* ১৯৭১ সালের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাষ্টার হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন । সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত ।

আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছাই তখন করোলা ব্রীজের কাছে দিয়ে জীপ যেতে দেখি। ঐ জীপটিকে আমি থামালাম। ঐ জীপে কয়েকজন বাঙালী সৈন্য এবং একজন ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসান (পাঞ্জাবী) ছিল। আমি দূর থেকে বাঙালী সৈন্যদের ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসানকে গ্রেফতার করতে বলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ক্যাপ্টেন কৌশলে গাড়ি ব্যাক করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ২৮ তারিখে ঐ ক্যাপ্টেন যখন বিকালে পুনরায় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছিল তখন করোলা ব্রীজের নিকট ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। ঐ গাড়িতে তিনজন বাঙালী সৈন্য মারা যায় ও দুজন আহত হয়। ঐ ক্যাপ্টেন মুসলমান ছিল, তাই বাঙালীরা দায়পরবশ হয়ে তার মৃতদেহ মুসলমান কায়দায় রাত আড়াইটায় কবর দেয়। এ ধরনের কবর দেয়া প্রথম ও শেষ। তারপরে আর কোথাও মৃতদেহকে মুসলিম কায়দায় কবর দেয়া হয়নি। (শত্রুদের আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়া নাকি জেনেভা কনভেনশনে আছে)।

২৮ তারিখে আমি ৪ জন অফিসারসহ অন্যান্য সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিফেন্স নিই। ২৭ তারিখে রওনা হয়ে খালেদ মোশাররফ সাহেব শ্রীমঙ্গল থেকে পুরা কোম্পানী নিয়ে ২৮ তারিখ সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছান এবং আমাকে বলে যান, যদি কোন এম-এন-এ বা কোন বুদ্ধিজীবী আসেন তাহলে তাদের আমার (খালেদ মোশাররফ) সাথে যোগাযোগ করার জন্য যেন সিলেট তেলিয়াপাড়া টি-এস্টেটে পাঠিয়ে চলে যান। খালেদ মোশাররফ সাহেব ২৮ তারিখেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট তেলিয়াপাড়া টি এস্টেটে চলে যান। তেলিয়াপাড়ায় খালেদ মোশাররফ সাহেব ক্যাম্প খোলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে এবং স্থানীয় প্রশাসন ঠিকভাবে চলে। ঐ সময় এস-ডি-ও ছিলেন রকিবউদ্দিন আহমেদ। তিনি তখন স্থানীয় প্রশাসক হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে রক্ষা করার জন্য গোকনঘাটে ক্যাপ্টেন আবদুল গাফফার, ক্যাপ্টেন শহীদ ও মাহবুবুর রহমানকে ঐ ঘাট দেখাশোনার জন্য মোতয়েন করা হয়েছিল; কারণ ঐ নদীপথে পাক সৈন্যরা জাহাজে করে সৈন্য আনতে পারত। গোকনঘাট চিল একটি লঞ্চঘাট। সৈন্যরা করোলা নদীর আশেপাশে ডিফেন্স নিয়ে ছিল। তাদের তত্ত্বাবধান করেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুনর রশীদ।

২৯ তারিখে বিকাল ৪টার দিকে পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান থেকে দেড়-দুঘন্টা ধরে বোমাবর্ষণ করে। এর ফলে একজন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য শহীদ হয়। কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে তেমন কোন অস্ত্র না থাকায় শুধু ট্রেঞ্চের ভিতর বসে থাকতে হয়।

৩১ তারিখে আখাউড়া থেকে তৎকালীন ইপি-আর (বর্তমানে বিডিআর) নায়েক সুবেদার গোলাম আম্বিয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি আখাউড়াতে ডিফেন্স নিয়েছিলেন। আখাউড়াতে ইপি আর- এর সৈন্যরা পাঞ্জাবীদের ঘেরাও করে রাখে। তারপর ৩১ তারিখে সারাদিন গোলাগুলী হওয়ার পর কিছু পাঞ্জাবী সৈন্য মারা যায় ও কিছু ধরা পড়ে। কিন্তু ৭ জন পাঞ্জাবী পালিয়ে যায়। তারপর ঐ ৭ জন পাঞ্জাবী সৈন্যকে গ্রামের ভিতর বাঙালীরা ধরে মেরে ফেলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে সমস্ত পাঞ্জাবী অফিসার ধরা পড়ে তারা হলোঃ ১) লেঃ কর্নেল খিজির হায়াৎ খান, ২) মেজর সাদেক নেওয়াজ, ৩) লেফটেন্যান্ট আমজাদ সাইদ। তাদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নবীনগর, শাহবাজপুর, সরাইল হয়ে তেলিয়াপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদেরকে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে বাঙালীরা হত্যা করতে পারত কিন্তু ঐ পাঞ্জাবী অফিসাররা কোনদিন বাঙালীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি বা বেঈমানি করেনি।

১লা এপ্রিল ৭১ আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আখাউড়া যাই। ইপি- সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বলেন যে তারা আমার সাথে (মানে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে) একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে। তারা আমার কাছে কিছু অস্ত্র চাইলে আমি অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী হই। তারপর ইপি-আর-এর সৈন্যরা আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ও উজানীসাহা ব্রীজের আশেপাশে ডিফেন্স নেয়। আমি আগরতলায় বিএসএফ-এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করি এবং তাদের কাছে কিছু অস্ত্র চাই। এবং তারা তা দিতে চান। লেঃ কর্নেল দাসের সাথে রাতে ফোনে যোগাযোগ করি।

১/২ তারিখে আমি আখাউড়ার আওয়ামী লীগের সহসভাপতিকে সংগে করে আগরতলায় বিএসএফ-এর লেঃ কর্নেল দাসের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। মিঃ দাস ১০ হাজার গুলি ও একশত ৩০৩ রাইফেল ও কিছু এক্সপ্লেসিভ দিতে অঙ্গীকার করেন এবং পরে তিনি তা দেন। এ অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে যে কন্ট্রাক্ট হয় সে কন্ট্রাক্ট করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম-এন-এ আলী আজম সাহেব। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম-এন-এ আলী আজম ও লুৎফুল হাই সাচ্চু সাহেব বেঙ্গল রেজিমেন্টদের খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন যুদ্ধ চলা অবস্থায়। সৈন্য জনাব আলী আজম ৩০ তারিখের পূর্বেই আগরতলা গিয়ে অস্ত্রের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মেজর হাবিবুল্লাহ বাহার (যিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন- ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার-কমাণ্ডিং অফিসার (তিনি কুমিল্লা থেকে পালিয়ে আসেন) এবং ক্যাপ্টেন সায়গলকে (যে পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে) তেলিয়াপাড়া ক্যাম্পে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমি যখন কুমিল্লা থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা দিই তখন যে প্রায় একশত সৈন্য রেখে আসি তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বেপরোয়া হয়ে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে প্রায় ৩-৪ শত পাঞ্জাবী সৈন্য মারা যায়। কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য শহীদ হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি ১৫/২০ জন এম-পি-এ কে ভারতে পাঠিয়ে দিই। এপ্রিল মাসে আমি জানতে পারি যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ভৈরব এসেছেন। সৈয়দ সাহেবকে অবহিত করাই যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে আছে। আমি সৈয়দ সাহেবকে আনার জন্য স্পিডবোট পাঠাতে চাইলে তিনি আসতে রাজী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আসননি। এ সময়ের মধ্যে আমি বিভিন্ন জেলায় অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর নিতে লাগলাম যে কোথায় বাঙালীরা রিভোল্ট করল। আমি জানতে পারলাম ময়মনসিংহে মেজর সফিউল্লাহ আছেন ও নরসিংদিতে একটি কোম্পানী আছে মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে। মেজর সফিউল্লাহ একটি পরিকল্পনা করেন যে, মেজর মতিউর রহমানের বাহিনীও তাঁর কোম্পানী মিলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে ও দখল করবে। এ সংবাদ আমি মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবকে জানাই। তিনি এ খবর পেয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন। এখানে একত্র হয়ে তারা সবাই মেলে যুক্তি করে ভালভাবে কাজ করতে পারবে। পরে সফিউল্লাহ সাহেব পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন এবং মেজর মতিউর রহমান সাহেব ভৈরব ব্রীজের কাছে ডিফেন্স নিয়ে থাকেন।

এদিকে মেজর নাসিম এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আশুগঞ্জ ডিফেন্স দিয়ে থাকেন ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ছিলাম আমি, ভৈরবে ছিলেন মেজর মতিউর রহমান এবং আশুগঞ্জে ছিলেন মেজর নাসিম। বাকি সবাই তেলিয়াপাড়া চলে যান।

মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্রিত হলেন তখন তারা সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন যে, তারা কুমিল্লা ক্যান্টমেন্ট আক্রমণ করবেন কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলেন কুমিল্লা

ক্যান্টনমেন্টে বিপুলসংখ্যক পাকসৈন্য রয়ে গেছে। ঐ পাকসৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে না, এর ফলে অনেক সৈন্য মারা যাবে। শেষ পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন পাকসেনাদের গেরিলা পদ্ধতিতে ঘায়েল করতে হবে।

১৪ তারিখে পাকসেনা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান থেকে গুলি করে; ফলে কিছু পাবলিকসহ কিছু বাঙালী সৈন্য মারা যায়। এ সংবাদ খালেদ মোশাররফ সাহেব পেয়ে জানালেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে যেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট আখাউড়া চলে আসে। ঐ তারিখে পাকসৈন্য প্যারাট্রুপার ফেলে আশুগঞ্জের পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে মেজর নাসিম সাহেবের কিছু সৈন্য শহীদ হয়। ১৪ তারিখ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান আক্রমণ চলে। এর পরে আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কোন রকম টেলি-যোগাযোগ বা কোনরকম যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

১৪ই এপ্রিল আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্যাংক থেকে (ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক্ষ) ম্যানেজারকে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে ব্যাংক খুলে ২ কোটি টাকা নিয়ে যাই। ঐ টাকা ঐদিন তেলিয়াপাড়ায় মেজর সফিউল্লাহ সাহেবের কাছে জমা দিই। ১৪ তারিখে সারাদিন বিমান আক্রমণ হচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আমি বীরত্বের সাথে এ কাজ সমাধান করি। আমি বিকালেই তেলিয়াপাড়া থেকে ফিরে এসে দেখি আমার বাহিনী কিছু কিছু আখাউড়া চলে এসেছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দু'খানা মূল্যবান অয়ারলেস সেট নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সড়ক পথে তেলিয়াপাড়া হয়ে আখাউড়া চলে আসি।

১৫ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে বলেন, আমাকে আখাউড়ায় সৈন্যদের দেখাশোনা করতে হবে। আখাউড়াতে ৩০/৪০ জন সৈন্য ছিল। আমি ১৫ তারিখে আমার বাহিনীকে বিকালে গঙ্গাসাগরের দিকে মুখ করে ডিফেন্স নেবার কলাকৌশল দেখিয়ে দিই। ১৫ তারিখ রাতে কুমিল্লা থেকে রেলে করে পাকসৈন্য গঙ্গাসাগর আসে এবং গঙ্গাসাগরের ব্রীজের দক্ষিণ পারে বাজারের দিকে তারা ডিফেন্স নেয় এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রীজের উত্তর দিকে অর্থাৎ আখাউড়ার দিকে ডিফেন্স নেয়। ১৬ ই এপ্রিল সকালে যেখানে ব্রীজের নিকট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ডিফেন্স নিয়েছিল, সেখানে ঐ সৈন্যদের সাথে দেখা করার জন্য আমি ক্রলিং করে যাচ্ছিলাম। পাকসৈন্যরা আমাকে দেখে আমার দিকে অবিরাম গুলীবর্ষণ করতে থাকে, কিন্তু আমি ঐ ঝুঁকি নিয়ে ট্রেঞ্চে গিয়ে সৈন্যদের বলে আসি পাক বাহিনীকে হত্যা করে যখন তাদের সংখ্যা কমে আসবে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ট্রেঞ্চের কাছে চলে আসবে ঠিক তার অল্প কিছুক্ষণ আগে যেন তারা বিওপিতে চলে আসে।

১৩ এপ্রিল গঙ্গাসাগরের এক পারে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অপর পারে পাকবাহিনী অবস্থান করছিল। ঐ দিন বিকালে ৪টা থেকে পাকবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনী আধ ঘন্টা বোমাবর্ষণ করে থেমে যায়।

বিকাল ৬টা থেকে পাকবাহিনী আবার গোলা ছুড়তে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে এবং বহু পাকসেনাকে খতম করে শেষে পাকসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে সব বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্য পিছনের দিকে চলে আসে। বাকি ছিল মাত্র সিপাই মোস্তফা কামাল; সে আর ফিরে আসে নাই। তার হাতে ছিল একখানা এল-এম-জি ও ৮ হাজার গুলী। তার সাথে যে ২ জন সেনা ছিল তারাও চলে গেল। কামাল ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। তার গোলায় পাক বাহিনীর তিনজন অফিসার মরে ও ২ জন আহত হয়। সবসুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিনশ' সৈন্য খতম হয়। কামালের গুলি যখন ফুরিয়ে যায় তখন শত্রুসেনারা মাত্র ৫০ গজ দূরে ছিল, তবু সে পিছনে ফিরে আসে না। দূর থেকে পাকসেনা চীৎকার করে কামালকে আত্মসমর্পণ করতে বলে, কিন্তু কামাল তা করে নাই। পরে যখন পাকসেনারা ক্রলিং করে কামালের ট্রেঞ্চের কাছে আসে, কামাল তার শেষ সম্বল দু'খানা গ্রেনেড দিয়ে কিছু পাকসেনাকে আহত করে। শেষ পর্যন্ত কামাল পাকসেনাদের কাছে ধরা পড়ে। পাকসেনারা তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। প্রায় সাড়ে তিনশ'

পাকসেনা মরা যায়। এ সংবাদ যখন পাসেনারা অয়ারলেসে তাদের হেড অফিসে প্রেরণ করছিল তখন বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অয়ারলেসের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানতে পারল যে, বেঙ্গল পাকবাহিনীর সাড়ে তিনশ' সৈন্যকে হত্যা করেছে। এত সৈন্য মরার পর পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায় যার পরবর্তী ২/৩ মাস তারা আর আক্রমণ করে নাই।

এপর আমার বাহিনী আখাউড়া বি-ও-পিতে ডিফেন্স নেয়। পরে আমার অধীনে দু'জন লেফটেন্যান্ট নিয়োগ করা হয়। একজন ক্যাডেট অফিসার হুমায়ূন কবীর। তার এলাকা ছিল কসবা। তিনি কসবাতে সাবসেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। অপরজন লেন লেফটেন্যান্ট হারুনার রশীদ। তিনি নসিঙ্গরে সাবসেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। হারুন ও কবীরের কাছে এক কোম্পানী ও আমার কাছে দুই কোম্পানী সৈন্য ছিল। কোন সময় কসবা রেলস্টেশন ও কসবা নতুন বাজার পাকবাহিনী দখল করতে পারেনি। এবং নসিঙ্গরের কালাছড়া টি এস্টেট প্রায় সব সময় মুক্তিবাহিনীর অধীনে ছিল। আমি প্রত্যেক দিন একবার করে তিনটি ক্যাম্প পরিদর্শন করতাম।

১৭ই এপ্রিল রাত ১১/৩০ মিনিটে মেজর শাফায়াত পামিল ও আমিসহ পাঁচজন অফিসার ও ৬০ জন সৈন্য নিয়ে আখাউড়া পাকবাহিনীর সেনাদের দখলে ছিল। ব্রীজ উড়িয়েছিল ৬৫ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্য। তারা অক্ষত অবস্থায় আখাউড়া বি-ও-পি' তে ফিরে আসে।

কর্নেল বাজার অপারেশনঃ জুন-১৯৭১: আখাউড়া পতন হওয়ার পর বাংলাদেশ বাহিনী কর্নেল বাজারে জড়ো হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পাক সৈন্যদের হত্যা করে সংখ্যা কমানো। তাই তারা ওখানে রয়ে গেল। পাকবাহিনীর সৈন্য ছিল এক কোম্পানী আর বাংলাদেশ বাহনীর ৩টি কোম্পানী ছিল। তার ভিতর একটি ছিল অনিয়মিত বাহিনী।

আগরতলা থেকে যে রাস্তা গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে ঐ রাস্তার উত্তর মুখ হয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ডিফেন্স নেয়। ঐ রাস্তার উত্তর দিকে একটি খাল ছিল। পাকবাহিনী আখাউড়া থেকে কর্নেল বাজারের দিকে অগ্রসর হয় উত্তর দিক থোকে। তারা খাল পার হয়। রাতের বলায় এসে পূর্বদিকে অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনীর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে তারা ছিল অনিয়মিত বাহিনী। যা কিছু সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। ফলে বেয়নেটের আঘাতে বাংলাদেশ বাহিনীর ৭ জন সৈন্য শহীদ হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাহিনীর অনিয়মিত সৈন্যদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারা যার যার মত নানা দিকে চলে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান*

১০-১-১৯৭৪

মেজর খালেদ মোশাররফ বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য আমার নেতৃত্বে দিয়ে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কে (লাকসামের কাছাকাছি) এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ৬৫টা কনভয় আমরা এ্যামবুশ করি। এতে ৫টা গাড়ি সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্ত হয়, বাকি গাড়িগুলো কুমিল্লাতে ফিরে যায়।

এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় (বাগমারায়)। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তখনও প্রচুর ছিল না। ভারতও তখনো আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছিল না। দু'দিন

* ১৯৭১ সালের মার্চে কুমিল্লা সেনানিবাসে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

পর্যন্ত আমরা তীব্র প্রতিরোধ করলাম। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হাটতে বাধ্য হলাম। ওদের প্রায় ২৭০ জন মারা গিয়েছিল- মৃত দেহগুলি গাড়ীতে (৭/৮ ট্রাক) উঠবার সময় আমরা দেখতে পেলাম।

এপ্রিলের ২১ তারিখে আমরা লাকসাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাঁদপুরে তখন পাকিস্তান বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করে। লাকসাম থেকে আমরা মিয়ার বাজারে চলে গেলাম। এপ্রিলের ২৭ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিয়ার বাজারে আক্রমণ করে। ঐ যুদ্ধে ওদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছিল। ধানক্ষেতে পানির মধ্যে অনেক সৈন্যের লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

এপ্রিলের ২৯/৩০ তারিখে ওরা আবার আক্রমণ চালায়। ওদের দুটো আক্রমণই বীরত্বের সাথে প্রতিহত করা হয়। আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়।

আমি কাদের চৌধুরী নামে মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে মিয়ার বাজারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে চৌদ্দগ্রামে চলে আসি এবং ডাকাতিয়া নদীর পারে পরিকোট নামক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করি।

মে মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নদীর ওপারে বাংগোডা বাজারে আসে এবং বেশ গোলাগুলী করে। কিন্তু আমাদের শক্তিশালী ঘাঁটির কথা জানতে পেরে ওরা লাকসাম চলে যায়। মে মাসের ১৪ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নদীর ওপার থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই।

আমরা চৌদ্দগ্রাম চলে আসি। গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী গোলাবর্ষণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা ভারতের রাধানগরে চলে আসি। আমাদের কোন সরবরাহ ছিল না। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। গুলির অভাব ছিল।

চৌদ্দগ্রাম থেকে মিয়ার বাজার পর্যন্ত সড়কে পাকিস্তানীরা যাতায়াতের চেষ্টা করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঐ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারেনি। প্রায় সমস্ত পুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। বন্ধুরা দৌলতপুর থেকে ছাগলনাইয়া পর্যন্ত জুন মাসের প্রথম দিকে মেজর জিয়ার সেনাবাহিনী এবং ২নং সেক্টরের সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে একটা মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করেছিল।

কুমিল্লা- নোয়াখালীর সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান

১৮-৯-১৯৭৩

৩০শে অথবা ৩১শে মার্চ (১৯৭১) সুবেদার সিরাজুল হককে সঙ্গে নিয়ে আমি চৌমুহনী পৌঁছি। এখানে পরিষদ সদস্যদের সাথে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। নূরুল হক ও অন্যান্য সদস্যগণ ঢাকাসহ প্রদেশের সমস্ত জায়গায় পাক পশুশক্তির বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন এবং বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনি। তারা সবাই আমাকে যে কোন প্রকারে যোদ্ধা সংগ্রহ করে শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে বলেন। তারা সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন এবং আমাকে মাইজদীতে নিয়ে যান। সেখানে তৎকালীন এম-এন-এ এমপিএ' দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২রা এপ্রিল অতঃপর আমি ফেনীতে গিয়ে মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান ব্রিগেডিয়ার, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি) সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন পরামর্শ করি। মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে কালবিলম্ব না করে নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং বাঘমারায় শত্রুকে বাধা দিতে নির্দেশ করেন। তিনি

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

সকল প্রকার অস্ত্র সরবরাহ করারও প্রতিশ্রুতি দেন। ফেনী থেকে ফিরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপি-আর এবং ৭৬ জন প্রকৃত নিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করি ও নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১-সর্বপ্রথম বাঘমারা পরিদর্শনঃ দয়াময়কে স্মরণ করে সর্বপ্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লাকসামের উত্তরে বাঘমারা পরিদর্শন করি এবং সুবেদার নজরুল ও সুবেদা জব্বারকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্থান নিদিষ্ট করে দিই। এমন সময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেব এবং পরিষদ সদস্যগণ এসে আমাকে জানালেন যে, দু'খানা পাকসেনা বহনকারী জাহাজ রামগতির দক্ষিণ পাশের নদীতে অবস্থান করছে। এ খবর শোনার পর আমি তৎক্ষণাৎ রুহুল আমীন (শহীদ), পিটি-অফিসার সাহেবসহ চারজন বুদ্ধিমান জোয়ানকে তার সত্যতা প্রামণ করতে উক্ত নদীতে পাঠালাম। তাঁরা নদী থেকে ফিরে এসে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে জনান যে, সেখানে একখানা নৌকা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই । অতঃপর ৫ই এপ্রিল নোয়াখালীর অদূরবর্তী দৌলতগঞ্জের সেতুটি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিই। কেননা পাক সৈন্যরা তখন লাকসামের উত্তরে বাঘমারাতে অবস্থান করছিল। কয়েকজন মোজাহিদ ও আনসারকে হালকা অস্ত্র দিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করি। বিকেলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফেনীতে যাই।

৬ই এপ্রিল, ১৯৭১: ফেনী থানা থেকে অতিকষ্টে ১৮ টি হ্যান্ড গ্রেনেড সংগ্রহ করে কোম্পানীতে ফিরে আসি। এক'দিনে রাতদিনের আরাম-আয়েশ হারাম হয়ে পড়ে আমার জন্য। শুধু যোদ্ধা, অস্ত্র আর এ্যামুনিশন সংগ্রহের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। য সমস্ত যোদ্ধা আমার সাথে ছিল তাদের হাইড-আউটের কথাও চিন্তা করি।

৭ই এপ্রিল, ১৯৭১: সারারাত যোদ্ধা, হাতিয়ার আর এ্যামুনিশন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাঁটাহাঁটি করে ভোর ছ'টায় ক্যাম্পে ফেরামাত্র খবর পেলাম ফেনীতে ইপি-আর এবং অবাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘর্ষের। পুরা কোম্পানী নিয়ে ফেনী যাবার সিদ্ধান্ত নিলে সুবেদার সিরাজ ফেনী যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। কেননা আমাদের হাতে কয়েকটি রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর কথামত কোম্পানী রেখে আমি নিজে স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখার জন্য ফেনী রওনা হই। ফেনীর পরিস্থিতি দেখে চৌমুহনীতে ফিরে আসি এবং নোয়াখালীর সমস্ত পরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে জরুরী পরামর্শে বসি।

৮ই এপ্রিল, ১৯৭১: নোয়াখালীর ডেপুটি কমিশনার জনাব মঞ্জুর সাহেব সারা দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান। নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার জন্য তাগাদা দেন। বিকেলে ক্যাপ্টেন এনামুল হক সাহেব কোম্পানী পরিদর্শন করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

৯ই এপ্রিল, ১৯৭১: শত্রুর তুলনায় সামান্য অস্ত্র এবং যোদ্ধা নিয়ে ফরোয়ার্ড লাইনের প্রায় সবটাই কভার করে নিই। এ-দিন নাথের পেটুয়া স্টেশনের কাছে আরও একটি ফরোয়ার্ড ডিফেন্স স্থাপন করি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১- লাকসামে প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধঃ ১০ই এপ্রিল বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয় মুখোমুখী যুদ্ধ। নোয়াখালীর পরিষদ সদস্যদের দেওয়া চারশত টাকা ফরোয়ার্ড ডিফেন্স বাহিনীতে ভাগ করে দিতে যাই লাকসামে সকাল ১০টায়। বেলা ১২টার সময় খবর পেলাম পাকবাহিনী বাঘমারা থেকে লাকসামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প নিই। লাকসামের সামান্য উত্তরে পশুশক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সেই অনুসারে পজিশন নেওয়া হ'ল। মাত্র ৭০ জন যোদ্ধা নিয়ে এই অভিযান চালাই। সঙ্গে দুটো এল-এম-জি ছাড়া বাকী সবই ৩০৩ রাইফেল ছিল। তাই নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে রইলাম সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর শত্রুপক্ষ যখন আমাদের রেঞ্জের ভিতরে চলে আসে তখনই একসঙ্গে গোলাগুলী শুরু করি। আমার এ অতর্কিত আক্রমণে পাকবাহিনীর দুজন লেফটেন্যান্টসহ ২৬ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৬০ জন আহত হয়। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে পাকবাহিনীর সৈন্যরাও মেশিনগান, মর্টার ও আর্টিলারীর গোলাগুলী শুরু করে বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণ শুরু হলো। প্রায় ৪ ঘন্টা গোলাগুলী বিনিময় হয়। শত্রুপক্ষের দুটো ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ক্রমেই আমাদের গোলাবারুদ শেষ হতে থাকে। সরবরাহ ও সাহায্যের

কোন আশা ছিল না। অপর পক্ষে পাকবাহিনী ময়নামতি থেকে সারবরাহ ও সৈন্য পেয়ে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর। কাজেই অক্ষত সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হই। ফলে পাকবাহিনী লাকসাম দখল করে নেয়।

রাতে নূরুল হক সাহেব, নাগাবাবুসহ অপর দুজন পরিষদ সদস্য ২টা এল-এম-জি ও ৪টা এস-এল-আর আমার হাতে অর্পণ করেন। কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে দৌলতগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দিই এবং লাকসাম-নোয়াখালী সড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হই।

২০শে এপ্রিল, ১৯৭১-নাথের পেচুয়ার মুখোমুখি যুদ্ধঃ ১০ই এপ্রিল সারারাত সেতু ধ্বংস করায় ব্যস্ত থাকায় ভোরে বিপুলাশ্বরে পৌঁছামাত্র মাইজদী থেকে টেলিফোনযোগে খবর পেলাম যে, লাকসামে অবস্থানরত পাকসৈন্যরা নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ কোম্পানীকে ফল-ইন করিয়ে সুবেদার সিরাজ সাহেবকে কে প্লাটুনের কমাণ্ডার নিযুক্ত করি এবং সুবেদা রজব্বার সাহেবকে দ্বিতীয় প্লাটুনের কমাণ্ডার নিযুক্ত করে দিই। আমি নিজে তৃতীয় প্লাটুনটি কোম্পানী হেডকোয়ার্টারসহ নিয়ে নাথের পেটুয়া অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে স্টেশনের পূর্ব দিকের দায়িত্ব সুবেদার সিরাজ সাহেব ও জব্বার সাহেবের উপর অর্পণ করি এবং আমি পশ্চিম কি রক্ষার দায়িত্ব নিই। তাদেরকে এ কথাও জানাই যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের যখন কোন ব্যবস্থ নেই, সেহেতু শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যেন কেউই পশ্চাদসরণ না করেন।

আমি নিজের প্লাটুনকে প্রত্যেক সেকশনের পজিশন স্বহস্তে দেখিয়ে দিই। খনন কার্য শেষ না হতেই হঠাৎ নায়েক সিরাজ সতর্ক সংকেত দ্বারা আমাকে দেখালেন যে শত্রুপক্ষ ক্রলিং করে আমাদের পজিশনের নিকটে এসে গেছে। আমি চেয়ে দেখি সত্য সত্যই শত্রুরা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় এক কোম্পনী ক্রলিং করে এমনভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা ধারণা করা যায় না। আমি তৎক্ষণাৎ এস-এল-আর'এর মাধ্যমে গুলি শুরু করি। নায়েক সিরাজও এল-এম-জি'র মাহায্যে শত্রুর উপর আঘাত করে। বলতে গেলে আমার সমস্ত প্লাটুনের সৈন্যরা একসাথে আগত শত্রুর প্রত্যেককে আহত বা নিহত করতে সক্ষম ছিল। এরপর তাদের ফলো-আপ কোম্পানী দ্বিগুণ বেগে তাদের সাপেটিং বা সাহায্যকারী অস্ত্রের দ্বারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে আহত ও নিহত সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে পিছনে চলে যায় এবং তারপর আমাদের উপর আর্টিলারী এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পূর্ব দিক থেকে যখন আমার দ্বিতীয় প্লাটুনের ল-এম-জি'র ফায়ার শত্রুপক্ষের উপর পড়ছিল তখন শত্রুরা তাদের উপরও (দ্বিতীয় প্লাটুনের উপর) অনবরত শেলিং করতে থাকে। পরিণামে আমার একজন সৈন্য তৎক্ষণাৎ শহীদ হন এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হন। আমি বাধ্য হয়ে প্লাটুনকে ২০০ গজ পশ্চাতে একটা ডোবার পাশে দৌড়ে পজিশণ নিতে আদেশ দিই। শত্রুর দুই প্লাটুনের মত সৈন্য আমার প্রথম পজিশনটি দখল করে ফেলে। এ সময় আমি আমার প্লাটুনকে আদেশের মাধ্যমে দ্বিতীয় ডিফেনসিভ পজিশনে নিযে যাই। এবং পুনরায় শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করেই গুলি আরম্ভ করি। এমন সময় হঠাৎ তিনখানা যুদ্ধ-বিমান সোজা আমাদের উপর ডাইভ করে পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। তারা প্রচুর পরিমাণ গুলি ছোঁড়ে এবং নাপাম বোমা ফেলতে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য যে, সমস্ত গুলি এবং বোমাগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ঠ অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুদের আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা ছিল না তখন আমি পূর্বদিকে অবস্থানরত দুই প্লাটুনের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আমার একজন জোয়নকে তাদের খবর আনতে পাঠাই। এ সময় পূর্ব দিকের গ্রামগুলি আগুনে শুধু জ্বলতে দেখি। সংবাদদাতা ফিরে এসে জানালো যে, পূর্বদিকের দুই প্লাটুন তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ কথা শোনার পর আমি বাধ্য হয়ে অলরাউন্ড ডিফেন্স করি। এভাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত গোলাগুলী বিনিময় হয়। সন্ধ্যের পর পাকবাহিনী রেকি পেট্রেলিং শুরু করে। তারা আমাদের উপর ফাইটিং পেট্রল পাঠায়। আমার সঙ্গে দু'ঘন্টা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। তারা যাবতীয় অস্ত্র দ্বারা গুলি করতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর তারা চলে যায়।

সারাদিন ধরে যুদ্ধ করার পর অনাহার আর অবিশ্রামে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না আমাদের। এমতাবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলি এবং রাত সাড়ে দশটার সময় আমি আমার যোদ্ধাদের নিয়ে সোনাইমুড়ি অভিমুখে রওনা হই। এ সময় রাস্তায় কোন জনগণের সাড়াশব্দ ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির লোক ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে চলে গেছে। সোনাইমুড়িতে পৌঁছে ড. মফিজ সাহেবের সাক্ষাৎ পাই। আমাদের বিশেষ করে আমাকে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরেন। (ড. মফিজ খবর পেয়েছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছি)। তারপর তিনি আমাকে ও আমার সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

২১শে এপ্রিল ভোরে শত্রুদের পুনরায় অগ্রসর হবার খবর পেলাম। পূর্বদিন যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া এ্যামুনিশনও তেমন ছিল না। তবু শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার সিদ্ধান্ত নিই। এবং সে অনুযায়ী সোনাইমুড়ি রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছাকাছি এ্যামবুশ পার্টি বসাই। কিছুক্ষণ পর শত্রুবাহিনীর জোয়ানরা অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে আমরা গুলী চালাই। শত্রুপক্ষ ৩’’ মর্টার ও মেশিনগান থেকে গুলী চালায়। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। ইতিমধ্যে আমাদের এ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে আমি আমার বাহিনীকে উইথড্র করে চলে আসি। পাকবাহিনী সোনাইমুড়ি দখল করে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হয়।

আমি আবিরপাড়ায় একটি গোপন বৈঠক দিই। এখানে কর্মীদের বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ ও ইসহাক মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

২৪শে এপ্রিলঃ আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী জনাব আমীন উল্লা মিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর্বর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমাকে সাহস দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার নিশ্চয়তা দেন। তিনি প্রথমবারের মত ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য এবং রাস্তা ঠিক করার জন্যে ভারতে চলে যান। এইদিনে সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে আমার কোম্পানীতে যোগদান করেন।

২৬শে এপ্রিলঃ হাবিলদার নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে বিপুলাশ্বর স্টেশনের দক্ষিণে এক আড়ালে এ্যামবুশ করি। সকালে পাকবাহিনরি ৬জন সিগনালম্যানসহ দু’খানা গাড়ী যাবার সময় এম-এমজি দ্বারা ব্রাশ করলে তাদের একখানা গাড়ী নষ্ট হয়ে যায় এবং দু’জন আহত হয়। পাকবাহিনী আহত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়ে অন্য গাড়ীসহ পালিয়ে যায়। এখানে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। এখানে দুটো রাইফেল উদ্ধার করি।

২৮শে এপ্রিলঃ সিপাই শাহজাহানকে সঙ্গে নিয়ে সোনাইমুড়িতে রেকী করি। ২৯শে এপ্রিল নায়েক সফি তার সেকশন নিয়ে সোনাইমুড়ি আউটার সিগন্যাল পুনরায় অ্যামবুশ করে। কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনীর তিনখানা গাড়ী অগ্রসর হতে থাকলে সফি ফায়ার শুরু করে। ফায়ারে সম্মুখের গাড়ীখানা অকেজো হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ পজিশন নিয়ে পাল্টা ফায়ার শুরু করে। দু’তিন ঘণ্টা যাবৎ গোলাগুলী বিনিময় হয়। কিন্তু এ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে আমাদের জোয়ানরা গা-ঢাকা দেয়। শত্রুপক্ষের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। এখানে পাকবাহিনীর গুলীতে একটি ছেলে ও এক বৃদ্ধ মারা যায়।

১লা মে-বগদীয়ার যুদ্ধঃ নায়েক সিরাজ এক প্লাটুন যোদ্ধা নিয়ে বগাদীয়া সেতুর কাছে এ্যামবুশ করে। এ জায়গা দিয়ে একখানা জীপসহ তিনখানা ৩-টনী লরী কিছু দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হবার সময় নায়েক সিরাজ পাকবাহিনীর উপর চরম আক্রমণ চালায় এবং প্রথম ও শেষ গাড়ীখানার উপর অনবরত গুলী চালালে ৩-টনী একখানা গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এখানে ১৫/২০ জন খানসেনা সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়, কয়েকজন আহত হয়। পরক্ষণে পাকসেনারা ৩’’ মর্টার ও মেশিনগান হতে অবিরাম গোলাগুলী বর্ষণ করতে থাকে। দীর্ঘ সময় যুদ্ধের পর

নায়েক সিরাজ প্লাটুন উইথড্র করে। পাকসেনারা এখানে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এ যুদ্ধে হাবিলদার নুরুল আমীন ও অপর একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। নায়েক সিরাজ অসীম সাহস ও বিরত্বের সাথে এ যুদ্ধ পরিচালনা করে।

৬ই মে-ফেনাকাটা পুলে সংঘর্ষঃ চৌমুহনী-চন্দ্রগঞ্জ রাস্তায় পাকবাহিনীর চলাচল শুরু হয়। কিন্তু এ্যামবুশ করার সুযোগ পাইনা। অবশেষে ৬ই মে নায়েক সফির সেকশন নিয়ে এ্যামবুশ পার্টি বসাই। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনখানা পাকসৈন্য বোঝাই ট্রাক চন্দ্রগঞ্জ থেকে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাই। আমাদের এই অতর্কিত আক্রমণে পাক জোয়ানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই বেশ কয়েকজন খানসেনা ধরাশায়ী হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা ভারী মেশিনগান দ্বারা আমাদেরকে পাল্টা আক্রমন করে। পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলীতে একই নামে আমাদের দু'জন বীর মুক্তিসেনা (ইসমাইল) শহীদ হন। তাদের একজনের বাড়ি আমিশাপাড়া বাজারের পশ্চিমে সাতঘরিয়া, অপরজনের বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে। এরপর আমি আমার সৈন্য তুলে নিয়ে শহীদদ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করি-আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী চৌমুহনীর হোটেল জায়েদীর মালিক, পদিপাড়ার নূর মোহাম্মদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পদিপাড়াতে সমাধিস্থ করা হয়।

৮ই মে আমি ভারত থেকে মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবের আদেশক্রমে অস্ত্র আনয়ন করি।

৯ই মে-পুনরায় বগাদীয়াতে যুদ্ধঃ ফেনাকাটা যুদ্ধ ও অপারেশনের পর জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নতুন করে সাহসের সঞ্চার হয়। নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে বগাদীয়াতে এ্যামবুশ করার নির্দেশ দিয়ে নায়েক সুবেদার জবেদকে সঙ্গে নিয়ে আমি শত্রুবাহিনীর কর্মতৎপরতা ও অবস্থান লক্ষ করার উদ্দেশ্য চৌমুহনী রওনা হই। চৌমুহনীতে পাকবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করে বগাদিয়ায় ফেরার পূর্বেই নায়েক সুবেদার ওয়ালী উল্লা পাকবাহিনীর একখানা পিকআপ ভ্যানের একজন জেসিওসহ ছয়জন সৈন্যের উপর আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের দু'জন সৈন্য (জেসিও) নিহত হয়। গাড়ীখানা রাস্তায় পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আমরাও পৌছে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুবাহিনীর আরও দু'খানা গাড়ী এসে পড়ল। আরম্ভ হয় উভয়পক্ষের আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ। প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা গোলাগুলী বিমিনয় হয়। অবশেষে শত্রুরা হতাহত সৈন্যদের নিয়ে চৌমুহনীর দিকে চলে যায়। এখানে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এ যুদ্ধে নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহর কপালে গুলী লাগে এবং তিনি সামান্য আহত হন। তিনি এ যুদ্ধে অসামান্য সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পাকবাহিনীর উক্ত অকেজো গাড়ীখানা স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ কয়েক মাস রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে থাকে।

তৎকালীন পাকিস্তান বাজারের পূর্ব দিকে যুদ্ধঃ পাকসেনাদের চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সেই রাস্তায় এ্যামবুশ করার পরিকল্পনা করি। অবশেষে ১০ই মে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একখানা সিভিল বাসে কিছু ছদ্মবেশে ও কিছু সামরিক পোশাকে খানসেনারা লক্ষ্মীপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাসের ২/৩ শত গজ পেছনে সামরিক গাড়ীতে আরও বহু পাকসৈন্য অগ্রসহর হচ্ছিল। প্রথম গাড়ীকেই আমরা আঘাত করি। ফলে কয়েকজন সৈন্য প্রাণ হারায়। মুহূর্তে অন্য পাক সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে মর্টার ও আর্টিলারীর সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালালে আমরা সেখান থেকে পালতে সক্ষম হই।

১১ই মে, ১৯৭১-মীরগঞ্জে পাকবাহিনীর পরাজয়ঃ এখানে রেকী করে সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে এ্যামবুশ করার নির্দেশ দেই এবং নায়েক আবুল হোসেনকে রাস্তায় মাইন পূঁততে নির্দেশ দিই। আবুল হোসেন মাইন বসিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। লক্ষ্মীপুরের প্লাটুন কমাণ্ডার হালিদার আব্দুল মতিন ও তার সেকশন নিয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পর শত্রুবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে একখানা গরুর গাড়ী সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। গরুর গাড়ীখানা পূঁতে রাখা মাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে

প্রচণ্ড আওয়াজে সেটি কয়েক হাত উপরের দিকে উঠে যায়। প্রচণ্ড আওয়াজে হানাদার খানসেনারা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা কয়েকজন অস্ত্র ফেলে প্রাণপণে পালানো চেষ্টা করে। অমনি শুরু হয় আমাদের গোলাগুলী। কয়েকজন হতাহতও হয়। জানা যায়, শত্রুরা পালিয়ে যাবার সময় জনসাধারণের হাতে দু'জন খানসেনা মাছ মারা রাকসা দ্বারা আহত হয়। শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া বেশ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এখানেও সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

১২ই মে চৌমুহনীর দেড়মাইল উত্তরে মান্দারহাটে শত্রুদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য আমি এক প্লাটুন মুক্তিসেনা নিয়ে এ্যামবুশ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তখন চৌমুহনীতে পাকবাহিনীর বিরাট ঘাঁটি অবস্থান করছিল। এ সময়ে পাকবাহিনী গুপ্তচর দ্বারা খবর নিয়ে অতর্কিত এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে আমরা সেখান থেকে কোন প্রকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। কিন্তু পাকবাহিনী আমাদের ধরতে না পেরে মান্দারহাট বাজারটি পুড়িয়ে দেয়।

১৩ই মেঃ এদিন বিকেল দু'টায় খবর পেলাম নোয়াখালীর এস-ডি-ও দুই গাড়ী পাকসৈন্যসহ আজ লক্ষ্মীপুর পরিদর্শনে গেছেন। তাদের প্রত্যাগমনে বাধার দেওয়ার জন্য হাবিলদার নূর মোহাম্মদ এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগঞ্জের নিকট কোন এক জায়গায় এ্যামবুশ করেন। এ এ্যামবুশে এস-ডি-ও সহ কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।

১৪ই মেঃ নায়েক আবুল হোসেন বিপুলাশ্বর স্টেশনের কাছে কয়েকটি মাইন পুতেঁ রাখে। কিন্তু পাকসেনাদের গাড়ী অতিক্রম করার পূর্বেই একখানা ইট বোঝাই ট্রাক সে স্থান অতিক্রম করার সময় ট্রাকটি পড়ে যায়। অন্যদিকে একই দিনে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ তাঁর প্লাটুন নিয়ে চন্দ্রগঞ্জে এ্যামবুশ করেন। লক্ষ্মীপুর থেকে অগ্রগামী একখানা লরী বোঝাই খানসেনাদের এ্যামবুশ করে ৫/৬ জনকে খতন করতে সক্ষম হয়। অসমর্থিত খবরে জানা যায়, একজন কর্নেলও নাকি নিহত হয়। পরে তারা দোয়াইরা গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

১৫ই মেঃ নায়েক সুবেদার ইসহাক এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ৭ মাইল পায়ে হেঁটে খিলপাড়ার পশ্চিমে মইলকার দীঘিরপারে পাক হানাদার বাহিনীর ছোট একটি ছাউনী আক্রমণ করে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। নায়েক সুবেদার ইসহাক এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেয়।

১৮ই মে, ১৯৭১-সাহেবজাদার পুল ধ্বংসঃ ওয়ালীউল্লাহ মাইন দ্বারা সাহেবজাদার পুলটি ধ্বংস করে লাকসাম-নোয়াখালীর যোগযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

১৯শে মে-বগাদিয়ায় পুনরায় সংঘর্ষঃ নয়েক আবুল হোসেনকে মাইন বসানোর নির্দেশ দিয়ে গোপনে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। সকাল ৯টার সময় ৩জন পাকসেনা বেবী ট্যাক্সি করে লাকসাম যাবার সময় বগাদিয়ায় পৌঁলে পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে বেবীট্যাক্সিটি কয়েক গজ দূরে উড়ে যায় এবং ৩জন খানসেনই নিহত হয়। এ খবর শত্রুবাহিনীর কানে পৌছামাত্র এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আমরা গা-ঢাকা দিই।

২৬শে মেঃ সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমন করে ৩০ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং ৬টি রাইফেল উদ্ধার করে।

২৮ শে মেঃ পুনরায় সেক্টর কমাণ্ডারের আদেশক্রমে ভারতে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে কিছু এ্যামুনিশন নিয়ে আসি।

২৯ শে মেঃ মীরের হাট থেকে ১৫ জনের একটি রাজাকার দল আসতে থাকলে হাবিলদার আব্দুল মতিন তাদেরকে আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৫ জন রাজাকারই হাবিলদার মতিনের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া
২০-০৭-১৯৭৬

২৬শে মার্চ সকাল বেলা আখাউড়া কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে একজন নায়েক অপারেটর সিঙ্গারবিলে আসে এবং বলে যে, ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ কুমিল্লাতেও আমাদের লোকজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ খবর পাবার পর আমি আমার লোকজনকে গোপনে ডাকি। কমাণ্ড আমি আমার হাতে নিই, আর কেউ সিনিয়র না থাকাতে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ৬টা বিওপিতে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে আজ রাতের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরদিন সকালে খবর পাঠানো হল, সকল বিওপি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আখাউড়া সিমেনা হলের সামনে সমবেত হওয়ার জন্য। ২৮শে মার্চ সবাই আখাউড়াতে গিয়ে একত্রিত হয়।

২৯শে মার্চ সমস্ত বাঙালী ইপিআর আখাউড়ার জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে আখাউড়া কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর ডব্লিউপিআররা রাতের অন্ধকারে দুটি লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আখাউড়া থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে জনসাধারণ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। দুইজন লোককে পশ্চিম পাকিস্তানী রাইফেল দিয়ে গুলী করে হত্যা করেছিল। তারপর আমার এক প্লাটুন ইপিআর সেখানে যাওয়াতে তারা স্থানীয় মসজিদে ঢুকে পড়ে। শত্রুর এক সুবেদার ও এক নায়েব সুবেদারসহ ১৪জনকে সেখানে হত্যা করা হয়।

কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, অয়ারেলস সেট, রেশন আমরা সরিয়ে সিনেমা হলের সামনে স্কুলে নিয়ে আসি। দুইজন হাবিলদারকে নায়েক সুবেদার দিয়ে ৩টা প্লাটুন খাড়া করি এবং আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসহ ঐ এলাকায় ডিফেন্স তৈরি করি।

২রা এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে টেললেফোনে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি আমাকে একটা প্লাটুন দিয়ে উজানিসার ও আর একটা প্লাটুন দিয়ে গঙ্গাসাগর রেলওয়ে স্টেশনে ডিফেন্স করার নির্দেশ দেন। ৪ঠা এপ্রিল দুটি প্লাটুন উল্লিখিত জায়গায় মোতায়েন করা হয়। ৫ই এপ্রিল আমি নিজেও উজানিসার চলে যাই।

১২ই এপ্রিল উজানিসার ও গঙ্গাসাগর ব্রীজ আংশিক নষ্ট করে দেয়া হয়-পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য যাতে কুমিল্লা থেকে সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসতে না পারে।

১৪ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বিগ্রেড কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হয়। উজানিসার ব্রীজের হাজার গজ দূর থেকে একটা কোম্পানী থেকে নেমে রাস্তার দুপাশে নালা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ব্রীজের নিচে আমাদের বাংকার ছিল। শত্রুরা আমাদের কাছাকাছি আসার পর তাদের উপর ফায়ার ওপেন করা হয়। আমাদের এই আচমকা আক্রমণে তাদের অনেকেই হতাহত হয়। নৌকাতে তারা সমস্ত লাশ বোঝাই করে নিয়েছিল। ঐ নৌকার মাঝি পরে আমাদেরকে বলেছিল যে, একজন অফিসারসহ ১৭৩ জন সৈন্য ওদের নিহত হয়েছিল।

তারপর পাকিস্তানী সৈন্যরা পেছনে গিয়ে আর্টিলারী ও মর্টাররের সাহায্যে আমাদের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের কাছে কোন আর্টিলারী বা মর্টার ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমাদের লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলের কাউকে পায়নি। জনসাধারণ বলেছে যে তারা নাকি আখাউড়ার দিকে চলে গেছে। পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা (আমাদের দুই প্লাটুন সৈন্য) উইথড্র করে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসি। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও আমাদের কোন ডিফেন্স নাই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা উইথড্র করি।

---

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত

উজানিসারে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য গঙ্গাসাগর হয়ে আখাউড়া আসার চেষ্টা করে। আমাদের এক প্লাটুন ইপিআর হাবিলদার আসদ্দর আলীর নেতৃত্বে গঙ্গাসাগর ব্রীজে ডিফেন্স বানিয়েছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখানে পৌছলে এক প্লাটুন ইপিআর তাদের উপর ফায়ার ওপেন করে। এই অতর্কিত আক্রমণে (১৫ই এপ্রিল) পাকিস্তানীদের ৩জন অফিসারসহ আনুমানিক ৭০/৭৫জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। তিনজন অফিসারের কবর ও সৈন্যদের কবর সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। প্লাটুনটির ডিফেন্স দুদিন সেখানে থাকে। পাকিস্তানী সৈন্যরাও তাদের ডিফেন্স মজবুত করে। পাকিস্তানী ব্রিগেড কমাণ্ডার ঐ ব্যাটালিয়নকে উইথড্র করে নতুন আর একটা ব্যাটালিয়ন গঙ্গাসাগরে পাঠায় এবং দুই দিনের মধ্যে গঙ্গাসাগরে মুক্তিফৌজদের ডিফেন্স ধ্বংস করে আখাউড়া পৌছার নির্দেশ দেয়। পাকিস্থানী সৈন্যরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের ডিফেন্সে চলে আসে। আর্টিলারী ও ৩'' মর্টার দিয়ে তারা ওভারহেড ফায়ার অব্যাহত রেখেছিল। ইপিআর মোহাম্মদ সুফি মিয়া তখনও গুলী ছুঁড়ে চলছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংকারে ঢুকে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ল্যান্স নায়েক মোবাশ্বের আলীকেও বাংকারে ঢুকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়। ৭ জনকে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় আগরতলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৮ই এপ্রিল প্লাটুন-এর অন্যান্য সৈন্য উইথড্র করে আখাউড়া চলে আসে।

১৯শে এপ্রিল পুরো ইপিআর কোম্পানীকে ক্লোজ করে আখাউড়ায় একত্রিত করা হয়। এখানে ৪র্থ বেঙ্গলের ১টা কোম্পানীও এসেছিল ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীনের নেতৃত্বে।

২১শে এপ্রিল ঘয়েরকোট ও ইটনা গ্রামে আমরা মিলিতভাবে ডিফেন্স করি।

২২শে এপ্রিল গঙ্গাসাগরে এক এ্যামবুশে আমরা ৬জন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করি ও বাইশ হাজার চীনা এ্যামুনিশন উদ্ধার করি ৫টা রাইফেল ও একটা স্টেনগানসহ।

২৮শে এপ্রিল আমাদের দুট প্লাটুনকে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীন আজমপুরে আসার নির্দেশ দেন।

১১ই মে আজমপুরে আমরা এক এ্যামবুশ তৈরি করি। পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি কোম্পানী সিলেটের মুকুন্দপুর থেকে আজমপুরের দিকে আসছিল। আমাদের দুটি প্লার্টুন নরসিঙ্গর নামক জায়গায় ওদেরকে এ্যামবুম করে। এই এ্যামুবশে তাদের ৬৩জন নিহত হয়।

১৩ই মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক এ্যামবুশে ৩ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

১৮ই মে এই এলাকায় এক রেইডে ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। একজন আহত সৈন্যকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২৭শে মে রাজাপুর এলাকায় এক রেইডে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৯শে মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক এ্যামবুশে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৩১শে মে সিঙ্গারবিলে আর এক এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৪ঠা জুন দুটি এ্যামবুশে ৯ জন পাকসেনা নিহত হয় সিঙ্গারবিল এলাকায়।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ*

\ বড় কামতার যুদ্ধ \

বর্ডার পেরিয়ে আগরতলা এসে পৌছেছি। তারপর ক'টা দিন কেটে গেছে। মুক্তিবাহিনীর ভাইদের স্বচক্ষে দেখবার জন্য আর তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে মরছিলাম। কিন্তু আমাদের

* সত্যের সেন রচিত 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ', কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭১ থেকে সংকলিত।

মত লোকদের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি তাদের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে হয়তোবা সন্দেহভাজন হয়ে পড়ব! শুনলাম শহর থেকে মাইল পাচেক দূরে প,বি, হাসপাতালে মুক্তিবাহিনীর দশ-বারো জন আহত যোদ্ধা রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের মনের আশা মিটতে পারে।

কিন্তু কাজটা কি এতই সহজ! আমরা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক নই তারই বা প্রমাণ কি? এখনকার অবস্থায় এই সন্দেহ তো জাগতেই পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলাম, আমাদের খুব বেশী বেগ পেতে হোল না। আমরা যে পরিচয়সূত্রটুকু নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই কাজটা সহজ হয়ে গেল। বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা তাদের মুখে তাদের নানা কাহিনী শুনলাম। আমার মনে হোল তারা যেন প্রথমত কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিল, পরে কথা বলাবলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল।

সবসুদ্ধ চার জায়গার চারজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি। তিনজের সাথে কথা শেষ করে চতুর্থ জনের সঙ্গে কথা শুরু করতেই চমকে উঠলাম। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কোন জায়গায় লড়াই করে জখম হয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন-সে জায়গার নাম বড়কামতা এই কথা শোনার পর আমার চমকে ওঠার কথাই তো। এই তো মাত্র ক'দিন আগে কড়কামতায় এক রাত্রি যাপন করে এসেছি। সে কথা কি এখনই ভুলে যেতে পারি!

বড়কামতা?

হ্যাঁ, বড়কামতা। আমার মানসচক্ষে সেই স্বল্পভাষী যুবকটির মুখ ভেসে উঠছিল। আর স্মৃতিপটে ভেসে আসছিল স্খলিত কণ্ঠে বৃদ্ধের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, দুর্গা, দুর্গা। তাহলে আমার সেই এক রাত্রির স্নেহঘন আশ্রয় বড়কামতা গ্রামটিও যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে?

ওরা কোন তারিখে হামলা করেছিল আর সেই সময় আপনারাইবা সেখান থেকে কতদূরে ছিলেন?

ওরা হামলা করেছিল ৩০-এ, অর্থাৎ ৩০-এ এপ্রিল তারিখে।

আমরা ২৫-এ তারিখে প্রথম সেখানে যাই। তার পর থেকে সেখানেই ছিলাম। কি আশ্চর্য কান্ড, আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

আমি খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম আমরা চার বন্ধু সেই ২৫-এ এপ্রিল তারিখেই বড়কামতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এঁরাও আমাদের কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু আমরা বাইরের লোক, এঁদের কেমন করে জানব।

আপনার ক'জন ছিলেন?

আমরা মুক্তিবাহিনীর দশজন লোক সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ক'টি দিনের মধ্যে ঐ অঞ্চলে আরও পাঁচজন লোককে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলাম বলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়াল পনের।

এই ক'দিনে বড়কামতার লোকেরা আমাদের, নিজেদের আপন জনের মত গ্রহণ করে নিয়েছিল। আমরা সবাই মিলেমিলে সংসার করছিলাম। আমরা এখান থেকে ওখান থেকে বড় বড় মাছ ধরে আনতাম। কখনো তাঁরা রান্না করতেন, কখনো বা আমরা। কিন্তু খাবার বেলায় সবাই ভাগাভাগি করে খেতাম। কিসের হিন্দু আর কিসের মুসলমান, আমাদের জাত-পাতের বালাই ছিল না।

উপর থেকে নির্দেশ পেয়ে আমরা ২৯শে এপ্রিল তারিখে চান্দিনার পূর্বদিকে ঢাকা-কুমিল্লা সড়কের একটা পুল উড়িয়ে দিলাম। ক'দিন থেকেই চান্দিনা অঞ্চলে মিলিটারিরা বেশ তোড়জোর চালাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে এরা একটা কিছু ঘটাবে সেটা মনে মনে অনুমান করেছিলাম। আমাদের এই ছোট দলটিও সেজন্য তৈরী ছিল। ওরা একটা কিছু অঘটন ঘটালে আমরাও একেবারে চুপ করে থাকব না। ওরা যাই মনে করে থাকুক না কেন, ব্যাপারটা একদম একতরফা হবে না।

২৯ তারিখে পুল উড়িয়ে দেবার পর ওরা কোথাও না কোথাও হামলা করবেই। কিন্তু ওদের সেই হামলাটা কোথায় হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

কিন্তু এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হোল না। ওরা পরদিন সকালবেলা চারখানা সৈন্য বোঝাই গাড়ি সাজিয়ে এই বড়কামতায় এসে হানা দিল। ওরা কি তবে সন্দেহ করতে পেরেছে যে, আমরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে আছি? কিন্তু তখন বেশী ভাব্বার সময় ছিল না। ওরা প্রথমেই কতকগুলি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ওদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট। ইতিমধ্যে আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ওদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট। ইতিমধ্যে আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ওদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ওরা প্রথমেই কোন বাধা না পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাদের ধ্বংসের কাজে এগিয়ে চলেছিল।

আমরা প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র একই সঙ্গে চারটা গাড়ির উপর 'ব্রাশ' করে চললাম। আমাদের মিলিটারি ভাষায় 'ব্রাশ' কথার মানে একই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুলির পর গুলি চালিয়ে যাওয়া। থামিয়ে না দিলে এইভাবে ক্রমান্বয়ে গুলির পর গুলি চলতে থাকে। এই একটানা গুলিবর্ষণের ফলে সৈন্য-বোঝাই চারটা গাড়িই লন্ডভন্ড হোতে চলল। আমাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ওরা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ নিয়ে পালাল।

৩০শে এপ্রিলের যুদ্ধের এটা প্রথম পর্ব। এরপরই যে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যাবে সেটা বুঝতে বেশী বুদ্ধির দরকার করে না। এখানে ক্যান্টনমেন্ট কতই বা দূর। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বটা যে এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। এর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদেই ওরা সৈন্য বোঝাই গাড়ির মিছিল সাজিয়ে চলে এল। ওদের আঠারটা ট্রাক বিকট আওয়াজে পথঘাট কাঁপিয়ে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল। অনুমানে বুঝলাম প্রতিপক্ষ দু'শ জনের কম হবে না। ওদের সঙ্গে মর্টার, মেশিনগান, রাইফেল কোন কিছুর অভাব ছিল না। ওরা এবার রীতিমত শিক্ষা দিয়ে যাবে। ওরা এসেই বেশ বড় একটা এলাকাকে ঘেরাও করে ফেলল।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চারজন সেই ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। আমাদের ঘেরাও-এর সুবিধা হচ্ছে এই যে, ওদের আমরা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত সমস্ত লোকের ভিড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কোথা মিশে আছে এবং তারা কোথায় কোথায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

বড়কামতা গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ বারুই বা বারুইজীবী শ্রেণীর লোক। সেজন্য গ্রামের এখানে ওখানে বহু পানের বরোজ আছে। এই বরোজগুলো সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এগুলির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা শত্রুদের বেছে বেছে তাক করে মারছিল।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার পাকসৈন্যদের বিরুদ্ধে শুধু যে আমরাই লড়াই করছিলাম তা নয়, গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। দুএকশ' লোক নয়, আমার মনে হয় তাদের সংখ্যা দু-তিন হাজারের কম হবে না। লোকগুলি ক্ষিপ্তের মত ছুটে আসছিল। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা, বর্শা-বল্লম থেকে শুরু করে বন্দুক পর্যন্ত। এই দুঃসাহসী লোকগুলি এই হাতিয়ার নিয়ে মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটে আসছে। এদের উন্মাদ ছাড়া র কি বলা চলে! কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের এই উন্মাদনা আমাদের মধ্যে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে তুলেছিল। ওরা নানারকম জয়ধ্বনি আর বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছিল। সেই গর্জন শত্রুদের মনেও ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে তুলেছিল। ওরা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে এটা

আমরা কখনও আশা করতে পারিনি। অতি সাধারণ মানুষ যে দেশের ডাকে, স্বাধীনতার ডাকে এমন অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আর কখনও হয়নি। এইভাবে ঘণ্টা দুই ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল। আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুসৈন্যদের তাক করে করে মারছিলাম। আর এই ক্ষিপ্ত জনতা তাদের যৎসামান্য হাতিয়ার নিয়ে তাদের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তা করে চলেছিল। মর্টার গর্জন করছে, বোমা ফাটছে, মেশিনগান চলছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা যেন ভয় পাবার কথা ভুলেই গেছে। ভয় পেয়ে পালাবে দূরে থাক, ওদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এই দু'ঘণ্টার যুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষ মারা গেছে। আমরা যে চারজন ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছি তাদের মধ্যে দু'জন জখম হয়েছে। এই দুই ঘণ্টার যুদ্ধ ওদের অনেক হিসেবই ভন্ডুল করে দিয়েছে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এই নির্ভীক ও মারমুখো মূর্তি এবং তাদের মুহুর্মুহু গগনভেদী চীৎকারে ওরা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এমন অভিজ্ঞতা ওদের কখনও হয়নি। এমন দৃশ্য আমরা কোনদিন দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত আমরাই সেদিন এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম। আমাদের সামান্যসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা সেদিন যে বীরত্ব ও রণচাতুর্জ দেখিয়েছিল সে কথা হয়তো কেউ কোনদিন জানবে না। কিন্তু এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষক জনতা সেদিন যে শক্তি, সাহস আর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল, আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমরা তা কোনদিন ভুলতে পারব না।

শেষ দৃশ্য। পাকসৈন্যরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারছে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তাদের পেছন পেছন ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত জনতা যার যার হাতিয়ার উঁচিয়ে তাড়া করে চলেছে।

আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা সামনে তিনজন পাঞ্জাবী সৈন্য ওদের অজানা অচেনা পথে ছুটে চলেছে। একমাত্র আমি ছাড়া ওরা যে আর কারও নজরে পড়েনি, এটা ওদের জানা নেই। কেমন করে জানবে? একবার মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। আমি সেই সুযোগটাকে ভালভাবেই কাজে লাগালাম। আমি পরপর গুলি করে একজন একজন করে ওদের তিনজনকেই ভূপাতিত করলাম। সামনে গিয়ে দেখলাম, ওদের তিনজের মধ্যে একজন তখনও মরেনি। আমি এক গুলিতেই আমার সেই অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করে দিলাম।

এর পরের কাজ ওদের থেকে অস্ত্র নিয়ে নেয়া। সেই অস্ত্র নিয়ে বীর জনতার হাতে তুলে দিলাম। এতক্ষণ বাদে আমার নজরে পড়ল যে, আমি নিজেও অক্ষত নই। এই যে দেখুন, আমার হাতের এই জায়গায় একটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণ এত সমস্ত উত্তেজনাকর ঘটনার মধ্যে আমিও তা টের পাইনি। এরপর চিকিৎসার জন্য চলে এলাম এ হাসপাতালে।

যিনি এতক্ষণ এ কথা বলছিলেন, তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সুবেদার। এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। তার কথা বুঝলাম বড়কামতার যুদ্ধের ঐখানেই পরিসমাপ্তি।

কিন্তু আমার বোঝাটা যে কত বড় ভুল বোঝা সেটা বুঝলাম আরও কয়েকদিন বাদে। এবারকার এই 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' চলতে চলতে কি আশ্চর্যভাবে আর কি অপ্রত্যাশিতভাবে কতরকম লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে! একজনের মুখে শোনা অসম্পূর্ণ কাহিনী কি বিচিত্রভাবে আর একজন এসে সম্পূর্ণ করে দিয়ে যাচ্ছে। এই তো সেদিন হঠাৎ চান্দিনা কৃষক সমিতির আমার এক পরিচিত সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মুখে শুনলাম, এই বড়কামতার যুদ্ধে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, তারা নিজেরাও ভালভাবেই জড়িত ছিলেন।

৩০শে এপ্রিল তারিখে পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন দ্বিতীয়বার বড়কামতা আক্রমণ করল তখন শুধু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারাই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেনি, বহু সাধারণ মানুষ সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল, এ কথা আমরা সেই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার মুখে আগেই শুনেছিলাম। আমাদের চান্দিনার সেই পরিচিত কৃষক কর্মীটির মুখে শুনলাম প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার কৃষক সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল।

পরদিন ১লা মে তারিখে গতদিনের পরাজয়ের ঝাল মেটাবার জন্য সকাল দশটায় প্রায় হাজারখানেক পাকসেনা পুনরায় এই অঞ্চলে আসে। গতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বেশ বড় রকমের ঘাঁটি রয়েছে। তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে তারা বেশ বড়রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এখানে এসে হামলা করল। তারা চান্দিনার দুই মাইল পূর্বে কোরপাই থেকে আরম্ভ করে চান্দিনার এক মাইল পশ্চিমে হাটখোলা পর্যন্ত সমস্ত পাকা রাস্তায় পজিশন নেয়। তাছাড়া কিছু দূরে মেশিনগান ও কামান পেতে রাখে। তিন-চার শ’ পাকসেনা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে এবং বাড়িগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা তখন ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে্ হামলাকারীরা বুঝতে পারল যে, তাদের হাতের শিকার ফসকে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চারদিককার গ্রামবাসীদের উপর মনের ঝাল মিটিয়ে এই রক্তখাদক মানুষশিকারীর দল তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চলে গেল।

॥ মুক্তিযুদ্ধে ফেনী ॥

এপ্রিলের প্রথমভাগেই নোয়াখালীর ফেনী শহরে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন এই বাহিনীর সংগঠক ও নায়ক। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই-পি-আর বাহিনীর জওয়ানরা, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, সাধারণ মানুষ-এরা সবাই এই বাহিনীতে সামিল হয়েছিল। হাতিয়ার বলতে এদের কিছু রাইফেল আর বন্দুক। তাছাড়া বর্শা, বল্লম, লাঠিসোঁটা ইত্যাদিও ছিল। এই অস্ত্র সম্বল করে, সবকিছু জেনেশুনেও তারা কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়েছিল। তখন তারা ভাবতেও পারেনি যে, এর চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ওরা তাদের উপর হামলা করবে। কিন্তু যখন সে সময় এর, তখন তাতেও পিছ-পা হয়নি তারা।

মুক্তিবাহিনী প্রস্তুতি নেবার জন্য বেশী সময় পায়নি। এপ্রিলের প্রথম দিকেই আক্রমণকারী পাক-সৈন্যের একটি দল ফেনী শহর দখল করার জন্য মার্চ করে এগিয়ে এল। কিন্তু কাজটাকে যত সহজ বলে মনে করেছিল তা-ঠিক নয়, কার্যক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। ওরা ফেনী শহরে এসে পৌছবার আগেই মুক্তিবাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। যাকে বলে মুখোমুখি লড়াই তা নয়, মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নিজেদের আড়ালে রেখে নানা দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে এমনভাবে অস্থির করে তুলল যে, শেষ পর্যন্ত ওরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেছনে হটে যেতে বাধ্য হোল। এই গেল প্রথম রাউন্ড। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিস্পত্তি হোল না। এরপর দু’পক্ষের মধ্যে পরপর কয়েকবার সংঘর্ষ ঘটল। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আক্রমণকারীদের মুখ চুন হয়ে গেল। এই দুর্গম পথে, এই জীবনপণ করা দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ কথা নয়, তা করতে গেলে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই সত্যটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ওরা তখনকার মত স্থলপথে আক্রমণের কাজটা স্থগিত রাখল।

এইভাবেই মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ মেজর জিয়াউর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধারা একথা ভালভাবেই জানতেন, যুদ্ধের এইখানে ইতি নয়, সূচনা মাত্র। ওরা শীঘ্রই শক্তি বৃদ্ধি করে ফিরে আসবে। আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই, এবার প্রবলতর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সেজন্য ভয় করলে চলবে না। শত্রু যতই প্রবল হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েই যেতে হবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা এই দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছে। ফেনী শহর ও নিকটবর্তী

গ্রামাঞ্চলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড লাঠির ঘায়ে পিছিয়ে গিয়ে জঙ্গীবাহিনীর নেতারা ফেনী শহরকে আক্রমণ করার জন্য এবার এক নতুন পরিকল্পনা তৈরী করল।

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ। একদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দুটো বিমান প্রচণ্ড গর্জন তুলে সারা শহরটাকে প্রদক্ষিণ করে চলল। ওরা শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেই আসেনি, বোমারু বিমান দুটো ঘুরে ঘুরে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তর উপর বোমা ফেলে চলেছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে সারা শহর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সাধারণ মানুষ এমন একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। তারা উদভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিছু কিছু লোক হতাহতও হোল। এইভাবে কিছুক্ষণ বোমা ফেলে বিস্ফোরণ ঘটাবার পর সেই হিংস্র যন্ত্র-দানবগুলি স্বস্থানে ফিরে গেল।

পরদিন আবার ওরা এল। এসেই আগেকার দিনের মতই বোমা ফেলে চলল। কিন্তু একটি দিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শহরের সাধারণ মানুষ অনেক বেশী সাহস সঞ্চয় করেছে। বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, সেই কৌশলটাও তারা কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে। তারা দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছিল না, অথবা বহু লোক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ওদের হাতে আক্রমণের সুযোগ তুলে দিচ্ছিল না, তারা ঠাণ্ডা মাথায় আত্মরক্ষা করে চলেছিল। আর মুক্তিযোদ্ধারা? মুক্তিযোদ্ধারা কি করছিল?

সেই ধবংশলীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেজর জিয়া নির্ভীক কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন, মুক্তিবাহিনীর জওয়ান ভাইরা, আমরা মরবার জন্য তৈরী হয়েই দুস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি, তবে আর আমাদের ভয় কি! কুছপরওয়া নেই, আমরা ঐ বিমান দুটোকে পাল্টা আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে ছাড়ব।

মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমাদের হাতে তো এন্টিএয়ারক্র্যাফট কামান নেই, আমরা কেমন করে এই বিমানগুলিকে ধবংশ করব?

হ্যাঁ, এন্টিএয়ারক্র্যাফ্ট থাকলে আমরা আগেই ওদের দফা রফা করে দিতে পারতাম। কিন্তু নাই-বা থাকল তা, আমাদের রাইফেল তো আছে। এই রাইফেল দিয়েই আমরা ওদের এমন শিক্ষা দেব, যা ওরা কোন দিন ভুলতে পারবে না। জওয়ান ভাইসব, শহরে যে-সমস্ত উঁচু দালান আছে, তাদের উপর উঠে ওদের তাক করে গুলি চালাতে থাক। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা এইভাবে শত শত মার্কিন জঙ্গী বিমান ফেলে দিয়েছে, আমরাই বা কেন পারব না? এক মুহূর্ত দেরী নয়, জওয়ান ভাইরা, ছুটে চল সবাই।

শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, মেজর জিয়া সবার আগে নিজেই রাইফেল বাগিয়ে ছুটলেন। রাইফেলধারী যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছুটতে ছুটতে শহরের উঁচু উঁচু দালানগুলির ছাদে গিয়ে উঠ পড়ল। এই দালানগুলি যেকোন সময় বোমার আগাতে ধসে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু সেজন্য মনে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, বিন্দুমাত্র ভয় নেই। সবাই একমনে বিমান দুটোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। তাদের এভাবে আক্রান্ত হতে হবে, বিমান চালকরা একথা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে রাইফেলের নাগালের ভেতরে এসে গিয়েছিল। তারা জানত যে, সে ক্ষেত্রে তারাই শুধু আক্রমনকারী। কিন্তু তারাও যে আক্রান্ত হতে পারে, এটা তাদের জানা ছিল না। কয়েকটা দালানের ছাদের উপর থেকে পায় একই সঙ্গে এক ঝাঁক রাইফেলের গুলি ছুটল। আর একই সঙ্গে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা তখনও গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। জলন্ত বিমানটার অবস্থা দেখে অপর বিমানটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল, দেখতে দেখতে আকাশপথে মিলিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ বিমানটা উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে পূর্বদিকে ছুটল। ওটা একটু বাদেই জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।, পরে জানা গিয়েছিল, জ্বলন্ত বিমানটার ধবংসাবশেষ ত্রিপুরার সীমান্তে গিয়ে পড়েছিল।

জয়, মুক্তিবাহিনীর জয়! জয়, স্বাধীন বাংলা জয়! বিজয়গর্বে উদ্দীপ্ত হাজার হাজার জনতার জয়ধ্বনিতে ফেনী শহর মুখরিত হয়ে উঠল। সবাই মেতে উঠল উৎসবে। মুক্তনগরীর বুকে স্বাধীন বাংলার পতাকা পতপত করে উড়ছিল।

\ চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ \

মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের চর এসে সংবাদ দিল, সামরিক ভ্যান-বোঝাই একদল পাকসৈন্য ফেনী থেকে চন্দ্রগঞ্জের দিকে আসছে। ওদের যখন চন্দ্রগঞ্জের দিকে চোখ পড়েছে, তখন ওরা সেখানে লুটপাট না করে ছাড়বে না। খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লুৎফর রহমান, যিনি এই অঞ্চলে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট জনের মত হবে। এদের প্রতিরোধ করতে হলে দলে কিছুটা ভারী হয়ে নেওয়া দরকার। খোঁজ খবর করে অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ছয়জন মুক্তিযোদ্ধাদের জড় করা গেল।

সাতজন মানুষ সাতটি রাইফেল। এই সামান্য শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি? মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। কথাটা মিথ্যা নয়, এটা একটা দুঃসাহসের কাজই হবে। অথচ হাতে, সময় নেই, মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যে-সময়ের প্রয়োজন, তার মধ্যে এই লুণ্ঠনকারী দস্যুরা এদের কাজ হাসিল করে সরে পড়বে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে যাবে, আর তারা বসে বসে তাই দেখবে! না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলের সুবেদার লুৎফর রহমান, যেভাবেই হোক এদের প্রতিরোধ করতেই হবে। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ওরা অক্ষতভাবে হাসতে হাসতে চলে যাবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। ওরা আমাদের অনেক রক্ত নিয়েছে, তার বিনিময়ে ওদেরকেও কিছুটা রক্ত দিতে হবে।

রাস্তার ধারে একটা বড় রকমের ইটের পাঁজা। কে যেন কবে একটা দালান তোলবার জন্য এখানে এই ইটগুলি এনে জড় করে রেখেছিল। অনেকদিন হয়ে গেল, সেই দালান এখনো তোলা হয় নি, ইটগুলি যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। চন্দ্রগঞ্জে ঢুকতে হলে সৈন্যবাহী গাড়ীগুলিকে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। সুবেদার লুৎফর রহমান আর ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা সেই ইটের পাঁজার পেছনে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেরন। এখানে থেকেই তাঁরা সেই হামলাকারী দস্যুদের প্রতিরোধ করবেন, এটা খুবই দুঃসাহসের কাজ। তাঁরা জানতেন, তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চলেছেন। কিন্তু এমন এক একটা সময় আসে যখন জেনেশুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। অবস্থাবিশেষে বামন হয়েও তাঁদের দানবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে হয়। মুক্তিবাহিনীর নায়েক সুবেদার লুৎফর রহমান বললেন, এখনকার অবস্থা হচ্ছে তেমনি এক অবস্থা।

কিন্তু বেশি কথা বলার সময় ছিল না। দূরে থেকে অস্ফুট সামরিক ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। ঐ যে, ঐ যে আসছে ওরা! তাঁরা সাতজন সাতটি রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। সেই অস্ফুট আওয়াজ ক্রমেই স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একটু বাদেই দেখা গেল সামরিক ভ্যান পথের ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। উত্তেজিত প্রতীক্ষায় তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন ইস্পাতের মত দৃঢ় আর কঠিন হয়ে এল।

সামরিক ভ্যান দ্রুত আসতে হঠাৎ থেমে গেল। না থেমে উপায় ছিল না, কাদের অদৃশ্য হস্তের গুলিতে গাড়ির টায়ারের চাকা ফুটো হয়ে গেছে। একই সঙ্গে কতগুলি রাইফেলের আওয়াজ। বিস্ময়ে, আতঙ্কে সৈন্যরা ঝুপঝাপ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। কিন্তু সেই অদৃশ্য হস্তের গুলিবর্ষণের যেন শেষ নেই। সৈন্যদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়ে ভূমিশয্যা নিল। একটু বাদেই রাইফেলের আওয়াজ থেমে গিয়ে পল্লী-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আর শান্তি ফিরে এল।

সৈন্যরা সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তন্ন তন্ন করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অদৃশ্য শত্রুরা কি তবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? না, ওদের বিশ্বাস নেই, একটু বাদেই হয়তো ওরা আরেক দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে। রাস্তার দু'পাশে অনেক ঝোপঝাড়-জঙ্গল। তাদের মাঝখানে ওরা কোথায় আশ্রয় নিয়ে বসে আছে কে জানে! তবে দলে ওরা ভারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে এমন করে হামলা করতে সাহস পেত না।

চন্দ্রগঞ্জ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এসে অবাধে লুটপাট করা যাবে, এই আশা নিয়ে তারা এখানে এসেছিল। এই অঞ্চলে তাদের একজন জামাতে ইসলামপন্থী দালাল ছিল। তার কাছ থেকে খবর পেয়েই তারা লুটের আশায় এখানে ছুটে এসেছে। তারা শুনেছিল এখানে তাদের 'বাধা দেবার মত কেউ নেই'। কিন্তু হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে এই শয়তানের দল মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে! কে জানে, হয়তো ওরা ইতিমধ্যে তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে! প্রতি গাছ আর প্রতিটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে একজন করে শত্রু লুকিয়ে নেই এমন কথাই বা কে বলতে পারে! ওদের রাইফেলগুলি এইভাবে বহু গলি অপচয় করার পর থামল।

কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। সৈন্যরা ভাবছিল, তাদের অদৃশ্য শত্রুরা সম্ভবত পালিয়ে গেছে। এমন প্রবল গুলিবৃষ্টির সামনে ওরা কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে! কিন্তু তাহলেও ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করা দরকার। এবার বেশ হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হবে। যারা হতাহত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে, ওরা তাদের একজন একজন করে ভ্যানের উপর তুলছিল। ঠিক সে সময়ে আবার কতকগুলি রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। গুলির পর গুলি আসছে বিরতি নেই। সৈন্যদের মধ্যে এক অংশ আছে ভ্যানের উপরে, অপর অংশ রাস্তায়। অদৃশ্য হস্তগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। একটি গুলিও বৃথা যাচ্ছে না সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল পড়ে গেল। তারা একটু সামলে নিয়ে আবার প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করে চলল। কিন্তু তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ দুপক্ষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। ইতিমধ্যে সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপর পক্ষে অদৃশ্য প্রতিপক্ষের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝার কোন উপায় ছিল না।

অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সৈন্যরা। কিন্তু একটু আগেই তাদের দালাল, জামাতে ইসলামীপন্থী সেই লোকটি, তাদের সাহায্যে করবার জন্য এসে গেছে। সে অত্যন্ত চতুর লোক, চারদিকে ভালভাবে নজর করে সে এই রহস্যটা বুঝতে পারল! দূরবর্তী ইটের পাঁজাটার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে বলল, আমার সন্দেহ হয়, ওরা ঐ পাঁজাটার পেছনে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কথাই তো, এই সন্দেহটা সকলের মনেই জাগা উচিত ছিল কিন্তু এতক্ষণ এই কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি।

এবার ওদের রাইফেলগুলি একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। সৈন্যরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে অতি সন্তর্পণে তিন দিক দিয়ে এগিয়ে চলল। ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। খুব সাবধান, ওদের একটাও যেন সরে পড়তে না পারে।

মুক্তিবাহিনীর জওয়ানরা ইটের পাঁজার আড়াল থেকে সবকিছুই দেখছিল। সৈন্যদের মতলব বুঝতে তাদের বাকী রইল না।

আর এক মুহূর্তে দেরী করার সময় নেই। এখনই তাদের সরে পড়তে হবে। এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তারা যতটা আশা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হাসিল করতে পেরেছে। এবার তারা স্বচ্ছন্দে ছুটি নিতে পারে। একজন একজন করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছুটা বাদে শিকার-সন্ধানী সৈন্যরা এসে সাফল্যের সঙ্গে সেই ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলল। কিন্তু কি দেখল এসে? দেখল, পাখিগুলি তাদের একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে চলে গিয়েছে। ইটের

পাঁজার পেছনে একটি জনপ্রাণী নেই। শুধু মাটর উপরে অনেকগুলি কার্তুজের খোল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেদিনকার যুদ্ধে সবসুদ্ধ ২৩ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল। আর মুক্তিবাহিনীর জওয়ান সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। যে দেশদ্রোহী দালালটি শত্রুদের সাহায্যে করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এর কয়েকদিন বাদেই মুক্তিযোদ্ধারা তাকেও খতম করল।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ঘা খেয়ে পাকসৈন্যদের চূড়ান্তভাবে নাকাল হতে হয়েছিল। চন্দ্রগঞ্জে লুটপাট করা দূরে থাক, হতাহত বন্ধুদের নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে ওরা মাথা হেট করে ফিরে এসেছিল্ কিন্তু এই অপমান আর লাঞ্ছনা ওরা ভুলে যেতে পারেনি। দিন কয়েক বাদে ওরা আবার নতুনভাবে তৈরী হয়ে চলল চন্দ্রগঞ্জের দিকে। তাদের মনের জ্বালাটা এবার ভাল করেই মিটিয়ে নেবে।

পাকসৈন্যরা আবার হামলা করতে আসছে, এই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল চন্দ্রগঞ্জে। সুবেদার লুৎফর রহমান এখন সেখানে নেই, অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও কেউ নেই। এবার কে তাদের প্রতিরোধ করবে? ওরা সেদিন আচ্ছামত ঘা খেয়ে ঘরে ফিরে গেছে, এবার ভাল করেই তার প্রতিশোধ তুলবে। চন্দ্রগঞ্জকে এবার ওরা ধবংশস্তপে পরিণত না করে ছাড়বে না। যাকে পাবে তাকেই মারবে। ওদের হাতে কেউ কি রেহাই পাবে? সারা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চন্দ্রগঞ্জের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। ওরা ওদের যা করবার বিনা বাধায় করা যাবে।

কিন্তু চন্দ্রগঞ্জের একটি মানুষ এই কথাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন তিনি, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আর যদি কেউ না যায়, আমি একাই যাব, একাই গিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করব।

কে এই লোকটি? কি তাঁর নাম? না, তাঁর নাম আমার জানা নেই। কোন খ্যাতনামা লোক নন তিনি। একজন বৃদ্ধ প্রাক্তন সৈনিক। আর দশজন বৃদ্ধের মত তিনিও তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি 'আল্লাহ আল্লাহ' করে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষ। কেউ কোনদিন তাঁর কোন অসাধারণত্বের পরিচয় পায়নি। কিন্তু আজ দেশের এক বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ অনুকূল মুহূর্তে তাঁর ভেতরকার সুপ্ত আগুনকে জাগিয়ে তুলিছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে অস্থির সেখানে এই একটি মানুষ দৃঢ় নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যদি একা যেতে হয়, আমি একাই যাব, আমি একাই ওদের সঙ্গে লড়াই করব। মরবার আগে এই হিংস্র পশুগুলির মধ্যে একটাকেও যদি মেরে যেতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হবে।

যারা তাঁর হিতৈষী, তারা তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, তুমি একা মানুষ, তার উপরে বুড়ো হয়েছ, তুমি কি করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু কারও কোন বাধা তিনি মানলেন না, দৃঢ় মুষ্টিতে রাইফলটা আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। তাঁর এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর তরুণ ছেলে তাঁকে ডেকে বলল, দাঁড়াও আব্বা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার মত আমিও ওদের সঙ্গে লড়াই করব। ছেলের কথা শুনে বাপের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'জনের হাতে দুটি রাইফেল পিতাপুত্র পাশাপাশি প্রতিরোধ সংগ্রামে যাত্রা করল।

আজও ওরা সেই ইটের পাঁজার পেছনে আশ্রয় নিল। ওরা পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে শত্রুদের আগমনের জন্য অধীর চিত্তে প্রতিক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে দূর থেকে মোটর ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। হ্যাঁ, এইবার ওরা আসছে। দেখতে দেখতে সৈন্যবাহী গাড়ি একেবারে কাছে এসে পড়ল। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের কাছেই এই ইটের পাঁজাটি সুপরিচিত। ঐটিকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, কিন্তু আজও যে

কেউ তাদের আক্রমণ করবার জন্য এর আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারেনি। ভাবেত না পারা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ওরা এই স্তুপটার বরাবর আসতেই পর পর তিনজন সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। সবাই দেখতে পেল, কে বা কারা তাদের লক্ষ্য করে স্তপটার আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা এর পাল্টা জবাব দিল। ইটের পাঁজাটাকে লক্ষ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ চলল। এরপর সেই স্তপের পেছন থেকে আর কোন গুলির শব্দ শোনা গেল না। সৈন্যরা একটু সময় অপেক্ষা করল, তারপর ছুটে গেল স্তূপটার সামনে। উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে ধরে যখন তারা পায়ে পায়ে সেই স্তূপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল, সেখানে এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। কিন্তু অস্ত্র বলতে কোন কিছু সেখানে নেই, শুধু কয়েকটা কার্তুজের খোল পড়ে আছে। ওরা বুঝল, এই বৃদ্ধের সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়েছে।

॥ সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন ॥

চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের পর সুবেদার লুৎফর রহমান নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছিলেন। তাঁর এক মুহূর্তেও বিশ্রামের অবকাশ নেই। তিনি পাকসৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে দক্ষ শিকারীর মত তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরছিলেন। মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচরেরা নিত্য নতুন সংবাদ নিয়ে আসছে। আর সেই সূত্র অনুসরণ করে তাদের মুক্তিবাহিনী যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই শত্রুদের উপর ঘা দিয়ে চলেছে।

এপ্রিলের শেষ ভাগ। খবর এল একদল সৈন্য কুমিল্লার লাকসাম থেকে ট্রেনে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছবে। লুৎফর রহমান এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। স্থির হোল, ওদের বিনা বাধায় এগুতে দেওয়া হবে না, সোনাইমুড়ি স্টেশনেই এই হামলাকারীদের উপর হামলা করতে হবে। রেলস্টেশনে চড়াও হয়ে আক্রমণ। হয়তো সেজন্য মুক্তিবাহিনীকে বেশ কিছুটা মূল্য দিতে হবে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নিতে হবে। তা হোক, এই শিকারকে কিছুতেই ফস্কে যতে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু এবার আর চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের মত সাতজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে চলবে না। এবার আর আগেকার মত আড়াল থেকে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ বলবে দিবালোকে প্রকাশ্যে, মুখোমুখি। ওদের সৈন্যসংখ্যা বড় কম নয়, আক্রমণ করতে হলে বেশ কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হবে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চাশজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে সোনাইমুড়িতে এনে জড় করা গেল। অবশ্য যতদূর জানা গিয়েছে, সৈন্যদের সংখ্যা এর চেয়েও অনেকটা বেশী। তাহোক, এই শক্তি নিয়েই ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে সৈন্যবাহী ট্রেনটা সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছল। মুক্তিবাহিনী কাছেই কোন একটা জায়গায় লুকিয়ে ছিল। ট্রেনটা এসে পৌঁছবার সাথে সাথেই রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ট্রেনটাকে ঘেরাও করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনের আরোহীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওরা গাড়ির ইঞ্জিনটাকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। ফলে ড্রাইভারহীন ট্রেনটা অচল হয়ে গেল।

প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে আক্রান্ত হতে হবে, পাকসৈন্যরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। তারপর ঘটনাটা এমন দ্রুত ঘটে গেল যে একটু সময় ওরা হতভম্ব আর স্তব্ধ হয়ে রইল। প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে পড়তে লাগল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে কামরা থেকে নামবার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল।

এবার দু'পক্ষ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। এবারকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রেলস্টেশনের উপরে এ ধরনের লড়াই আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন এজন্য স্মরণীয় হয়ে

থাকবে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই লড়াই চলল। এই যুদ্ধে পঁয়ত্রিশজনের মত পাকসৈন্য নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছয়জন শহীদ হলেন।

ইতিমধ্যে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে ঘণ্টা তিনেক বাদে আক্রান্ত পাক-সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য চৌমুহনী থেকে সামরিক ভ্যানে করে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। এবার পাক-সৈন্যদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল আড়াইশতের উপর। হতাহতদের বাদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা তখন আনুমানিক চল্লিশ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র। মুক্তিযোদ্ধারা এমন ভুল কখনও করে না। তারা যেমন বিদ্যুৎ গতিতে এসে আক্রমণ করেছিল, তেমনিভাবেই ঘটনাস্থল থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকসৈন্যরা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়াব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্যান্য বাহিনী	সাক্ষাতকারঃ মেজর জেনারেল (অব) কে, এম সফিউল্লাহ*	………. ১৯৭১

১৪/১৫ই মার্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হবে। এ গুজবের মধ্যে কিছু সত্যতাও ছিল। আমাদের কাছে কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সেগুলো জমা দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরাও সেই নির্দেশ মানার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। এই গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই মার্চ জনসাধারণ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ৫০ জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে আমাদের খাদ্য সরবরাহে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আমি প্রথম ব্যারিকেডে গিয়ে জনসাধারণকে বলি যে, আপনারা আমাদের উপর আস্তা রাখুন। আমি ১৭ বৎসর সামরিক বাহিনীতে চাকুরী করেছি অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য, ফিরিয়ে দেবার জন্য নয়। এই জন্যে আমাদের উপর আপনাদের আস্থা রাখতেই হবে। আপনারা যদি না রাখেন তবে আমাদের উপর আস্থা রাখার মত লোক আর কেউ নেই। এই কথা শুনে তারা বলল যে আমরা আপনার ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের সাথে দেখা করতে চাই। জনতার মধ্য থেকে চার-পাঁচজন গণ্যমান্য নেতা আমার সঙ্গে আসলেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার-এর সাথে দেখা করার জন্য। সেখানে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার এই আশ্বাস দিলেন যে আমাদের উপর আস্থা রাখুন। আমাদেরকে বিশ্বাস রাখুন এবং এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলুন। এতে আপনাদের সুবিধে হবে এবং আমরা কোন নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ব না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলবো বলে আশ্বাস দিয়ে তারা চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিবন্ধকতা উঠানো হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতিবন্ধকতা উঠাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিকে যেই আমরা ব্যারিকেড সরাচ্ছিলাম অপরদিকে জনসাধারণ আবার ব্যারিকেড সৃষ্টি করছিল। এর বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাক সেনাবাহিনীর চোখে আমরা সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিলাম।

১৯শে মার্চ সকাল দশটার দিকে ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের কাছে অয়ারলেসে এই মর্মে এক মেসেজ পাঠানো হয় যে “The Commander with his escort is coming to have lunch with you. He would visit Gazipur Ordnance Factory. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতেও এরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। এবং সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন-এর লোকজন গিয়ে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ব্রিগ্রেডিয়ার করিমউল্লাহ্ (পশ্চিম পাকিস্তানী)-কে অস্বস্তিকর পরস্থিতি থেকে উদ্ধার করা হয়। (তাঁকে ফ্যাক্টরীর লেবাররা ঘেরাও কের রেখেছিল)। এ ঘেরাও থেকে উদ্ধার করতে আমাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। ১২টার দিকে একটা মেসেজ আসে যে “I had cleard some barriacade. Now I am at ‘Chowrasta’. I am using the civilians to open the barricade. You also clear the barricade from your side and meet me enroute. If there is any opposition use maximum force.” এ খবর পাবার পর আমরা আমাদের লোকজনকে নিয়ে জয়দেবপুর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরাতে সরাতে অগ্রসর হই এবং ব্রিগেড কমাণ্ডার-এর সাথে রাস্তায় মিলিত হই।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চে জয়দেবপুরে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন-কমাণ্ড হিসেবে মেজর পদে কমৃরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৫ সালে গৃহীত। উল্লেখ্য মেজর জেনারেল (অবঃ) কে, এম, সফিউল্লাহর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বর্ণিত জয়দেবপুর সেনানিবাসের ঘটনাবলীর ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে ২য় বেঙ্গলের তৎকালীন অদিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী আবদুর রকীব ১৩ মে ১৯৮৩ সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রার’র ‘ভিন্নমত’ শীর্ষক কলামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তদুত্তরে পরবর্তী সময়ে ‘বিচিত্রারএকই কলামে মেজর জেনারেল (অবঃ) সফিউল্লাহর একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এগুলি এখানে একই সঙ্গে সংযোজিত হলো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আমরা প্রতিবন্ধকতা নিজেরাই পরিষ্কার করি। কিন্তু বিগ্রেড কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব এবং তার সঙ্গীরা জনগণকে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা পরিষ্কার করে। প্রতিবন্ধকতা সরাবার সময় বেশ কিছুসংখ্যক লোককে মারধর করা হয়। বেলা প্রায় দেড়টায় বিগ্রেড কমাণ্ডার তার লোকজনকে নিয়ে জয়দেবপুর পৌছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বিগ্রেড কমাণ্ডারের সাথে যে সমস্ত লোক ছিল তাদের মধ্যে একজন লেঃ কর্নেল (আর্টিলারী), একজন ক্যাপ্টেন (আর্টিলারী), একজন মেজর (আর্মার), একজন ক্যাপ্টেন (ইনফ্যানট্রি), একজন ক্যাপ্টেন (কমাণ্ডো) এবং ৭০ জন জোয়ান চাইনীজ এলএমজিতে সজ্জিত ছিল। তিনি জয়দেবপুরে প্রবেশ করে গর্বিতভাবে বললেন, "Nobody can stop us. We can move to any direction wherever and whenever we want to move. তার উক্তি এবং ভাবভঙ্গীতে আমার মনে হলো যেন আলেকজাণ্ডার ভারত জয় করল। জয়দেবপুরে এসে শুধুমাত্র অফিসাররা জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে ঢুকল। কিন্তু ৭০ জন জোয়ান প্রাসাদের বাইরে রয়ে গেল।

বিগ্রেড কমাণ্ডার যখন ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে আসছিলেন, তখন যাতে আমাদের উপর কোন অঘটন না ঘটে, সেজন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম। কেননা, আমাদেরকে নিরস্ত্র করা হবে বলে একটা আশংকা আমাদের মনের মধ্যেও ছিল। বিগ্রেড কমাণ্ডার প্রাসাদে ঢুকে সমস্ত জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং মন্তব্য করছিলেন যে এ রকমের প্রস্তুতি কেন? তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানকার পরিস্থিতি এমন যে, যেকোন মুহূর্তে উত্তেজিত জনতা দ্বারা আমরা আক্রান্ত হতে পারি। এবং সীমান্তের পরিস্থিতি যা, তাতে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সীমান্ত অভিমুখে রওনা দিতে হতে পারে। উত্তর যদিও মনঃপূত ছিল তবুও আমরা একে অপরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছিলাম।

বিগ্রেড কমাণ্ডার প্রাসাদে ঢোকার সাথে সাথেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করার জন্য ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী এসেছে। ফলে উত্তেজিত ও বিক্ষুদ্ধ জনতা আবার অল্প সময়ের মধ্যে জয়দেবপুর রেলক্রসিং-এ এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একটা ভর্তি মালবাহী গাড়ী, যেটা তখন ময়মনসিংহ থেকে জয়দেবপুরে এসেছিল, তা দিয়ে রেলওয়ে ক্রসিং-এর উপরে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একথা শোনার সাথে বিগ্রেড কমাণ্ডার কর্নেল মাসুদকে নির্দেশ দেন যে ২০ মিনিটের মধ্যে এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হোক। যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয়, তবে যেন ম্যাক্সিমাম শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কর্নেল মাসুদুল হাসান এই নির্দেশ পাবার সাথে সাথে মেজর মইনুল হোসেনকে (বর্তমান লেঃ কর্নেল) নির্দেশ দিলেন যে তাঁর কোম্পানী নিয়ে যেন এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কোন সময় নষ্ট না করে মেজর মইন এই প্রতিবন্ধকতার সামনে পৌছান।

তিনি সেখানে গিয়ে জনতার কাছে আবেদন করেন যে, আপনাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। কারণ আমাদের সাথে এখনও অস্ত্র আছে। আমাদের কাছ থেকে এখনও অস্ত্র নেয়া হয় নাই। জনতা যখন শুনছিল না তখন তিনি ভীড় ঠেলে জনতার মধ্যে যারা নেতা তাঁদের সাথে আলাপ করেন। নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব হাবীবুল্লাহ এবং আর একজন ছিলেন শ্রমিক নেতা আবদুল মোতালেব। সেদিন ছিল শুক্রবার এবং জয়দেবপুরে হাটবার। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ ছিল সেখানে। কিন্তু জনতা প্রতিবন্ধকতার এ পাশে ছিল আর কিছু জনতা প্রতিবন্ধকতার অপর পাশে ছিল। নেতারা ছিলেন বাজারের দিকে। মেজর মইন ইতিমধ্যে নেতাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে আমাদেরকে এখনও নিরস্ত্র করা হয়নি। তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করেন। নেতারা জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে তারা যেন আর কোন গণ্ডগোল না করে। জনতার মাঝে তখনও হৈ চৈ এবং গণ্ডগোল চলছিল। ইতিমধ্যে লেঃ কর্নেল মাসুদ, বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব ও তার ট্রুপস সেখানে গিয়ে পৌঁছান।

ব্যারিকেড-এর বাজারের পাশের দিকে অধিকাংশ জনতার সমাবেশ ছিল এবং অপর পাশের দিকও বেশ জনসমাবেশ ছিল। কিন্ত এ পাশের লোক বেশ উত্তেজিত ছিল। কারণ তারা জানত না যে মেজর মইনের সাথে

ব্যারিকেড-এর অপর পাশের জনতার সাথে কি কথাবার্তা হয়েছিল। জয়দেবপুর পর্যন্ত যে রাস্তা স্টেশনের দিকে চলে যায় সে রাস্তার শেষপ্রান্তে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ট্রুপস মোতায়েন ছিল। তার পিছনে হুকুম দেওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব আরবাব তার বাহিনী নিয়ে এসে যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বাকী সৈন্য প্যালেসে থেকে যায়। বিগ্রেড কমাণ্ডার আসার সাথে সাথে মেজর মইনকে আদেশ দেয় সে যেন তার সেনাবাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে এসে রেলস্টেশনে যাবার পথের উপর জনতাকে সামনে রেখে মোতায়েন করে। মেজর মইন তখন বিগ্রেড কমাণ্ডারকে বললেন যে নেতারা আপনার সাথে দেখা করতে চান এবং এই উদ্দেশ্যে তারা এদিকে আসছেন। বিগ্রেড কমাণ্ডার উত্তেজিত হয়ে বললেন, “I do not want to see them. Tell them to get away and deploy troops.”

মেজর মইন নির্দেশ মোতাবেক সৈন্যদের মোতায়েন করার জন্য আদেশ দিচ্ছিলেন। এ আদেশ শুনে এবং সৈন্যদের গতিবিধিও বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব আরবাবের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে নেতারা পেছনে সরে যান। নেতাদের পেছনে সরে যেতে দেখে এপাশের জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তখন বিগ্রেড কমাণ্ডার মেজর মইনকে নির্দেশ দেন জনতার উপর গুলি ছোঁড়ার জন্য। একদিকে তিনি নিজে মেজর মইনকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন কিন্তু অপর দিকে তিনি মেজর মইনকে কর্নেল মাসুদের নির্দেশ নিতে বলছিলেন। কর্নেল মাসুদ ঐখানে ছিলেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, টাঙ্গাইলে আমাদের যে কন্টিনজেন্ট ছিল তাদের খাদ্য নেওয়ার জন্য একটা ট্রাক (বেডফোর্ড) টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুর আসছিল। ঐ গাড়ী বাজারের নিকট এসে এক বিরাট জনতার ভিড় দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল যে আজ হাটবার তাই এত লোক। তারা এখানকার ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে কিছু লোক তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং বলে যে সামনে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমাদের গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। তোমাদেরকে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে পাঞ্জাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ট্রাকের মধ্যে ড্রাইভারসহ ৭ জন বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। তারা হতবুদ্ধি হযে কি করতে হবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। জনতা পাঁচজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং একটি ঘরে তাদেরকে বন্ধ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। অস্ত্রের মধ্যে চারটি চাইনিজ রাইফেল এবং চাইনীজ এসএমজি ছিল। ড্রাইভার এবং কো-ড্রাইভার কোন রকমে পালিয়ে এসে বলে যে আমাদের পাঁচজন সৈন্যকে জনতা বোধ হয় মেরে ফেলেছে এবং আমরা মারধর খেয়ে কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। তখন বিগ্রেড কমাণ্ডার হুকুম দেয়, “Fire and Clear the barricade” মেজর মইন এই হুকুম পাবার পর প্রথম বিউগল বাজালেন এবং পতাকা উঠিয়ে গুলি ছোঁড়া হবে বলে মাইকে ঘোষণা করলেন। এ ঘোষণায় জনতার মাঝে কোন ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়নি। তারপর তিনি জনতার মাঝে একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন। এ আদেশ শোনার পর জনতার মাঝে একটু ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়। মেজর মইন যাকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে বাংলায় বললেন যে নিচের দিকে গুলি ছুঁড়ে দাও। যেহেতু গুলিটা গিয়ে একটা গাছের মধ্যে লেগেছে সেহেতু বিগ্রেড কমাণ্ডার এটা দেখে খুব রাগান্বিত হলেন। এবং নির্দেশ দিলেন, “Fire for effect”এবারও জনতার মধ্যে একটু নড়চড় হচ্ছিল। এবারও তিনি বাংলায় বললেন উপর দিকে মেরে দাও। এবার যে গুলি করছিল, সে রাইফেলটাকে এমনভাবে উঠিয়ে ধরছিলো যে মনে হচ্ছিল সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। তা দেখে বিগ্রেড কমাণ্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, “I want one dead body per bullet. If you cannot handle the situation I will employ my troops.” এই সময় জনতার মধ্য থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে দেখে মেজর মইন এবার ঠিকভাবে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। গুলি একজন লোকের গায়ে লাগে এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। এর ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। এ সময় জনতার মধ্য থেকেও ভীষণভাবে গুলি ছোড়া হচ্ছিল। জনতার গুলিতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর কিছুসংখ্যক সৈন্যও আহত হয়। এ সময় জয়দেবপুর বাজারে অবস্থিত মসজিদের উপর থেকে বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব আরবাবকে লক্ষ্য করে এস-এমজি ফায়ার শুরু হয়। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বিগ্রেডিয়ারের গায়ে তা লাগেনি। এখন জনতা এবং সৈন্যদের মধ্যে বেশ

কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় হয়। এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বাকী সৈন্যসহ আমি তখন প্যালেসে ছিলাম এবং গুলির আওয়াজ শুনে কিছুসংখ্যক সৈনিককে জাহানজেব আরবাবের ট্রুপস-এর পিছনে মোতায়েন করি। এর দুটো উদ্দেশ্য ছিল জনতার হাত থেকে সৈনিকদের বাঁচানো এবং যদি বিগ্রেড কমাণ্ডারের অশুভ উদ্দেশ্য থাকে তা প্রতিহত করা।

এ খণ্ডযুদ্ধ প্রায় পনর বিশ মিনিটের মত চলে এবং এরপর সম্পূর্ণ এলাকা জনতামুক্ত। জনতা চলে যাবার পর আমরা ব্যারিকেড খুলে ফেলি। এরপর বিগ্রেড কমাণ্ডার ঢাকার দিকে চলে গেলেন এবং যাবার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন জয়দেবপুর ও গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকার মধ্যে সান্ধ্য আইন জারী করার জন্য এবং আরো বলে গেলেন অয়ারলেসে তাকে জানাবার জন্য কি রকম এ্যামুনিশন খরচ হয়েছে এবং কতজন হতাহত হয়েছে। আমরা তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, দুইজন লোক নিহত হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক আহত হয়েছে। বিগ্রেড কমাণ্ডার যাবার সময় চৌরাস্তায় কিছু লোক দেখতে পায়। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে এবং এতে দুজন লোক মারা যায়। আহতদের সংখ্যা জানা যায়নি।

আমরা নির্দেশ অনুযায়ী সান্ধ্য আইন জারী করি। সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে পাঁচজন নিখোঁজ লোককে আমরা মসজিদের পাশের এক কক্ষ থেকে উদ্ধার করি। স্থানীয় নেতাদের সাহায্যে এবং আমাদের লোকদের সাহায্যে তল্লাশী চালিয়ে পরদিন দুপুর পর্যন্ত ৪টি রাইফেল উদ্ধার করতে সক্ষম হই। তিন-চারদিন পর গফরগাঁও থেকে এসমএমজিটি উদ্ধার করি। অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বের করা পর্যন্ত ঐ বেলায় সান্ধ্য আইন বলবৎ ছিল। যদি বিগ্রেড কমাণ্ডার সেখানে না থাকত তাহলে আমরা ব্যারিকেড খুলে ফেলতে পারতাম। কোন হতাহত হতো না। যেভাবে এ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঐদিনই রাতে ৫ জন বাঙ্গালী সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। এর মধ্যে ৪টি চাইনিজ রাইফেল এবং একটি এস-এমজি এ্যামুনিশনসহ ছিল। সন্ধ্যার সময় অয়ারলেসে আমরা বিগ্রেড কমাণ্ডারকে জানালাম যে, আমাদের ৬৩ রাউণ্ড গুলি খরচ হয়েছে এবং আমাদের কিছুসংখ্যক সৈন্য আহত হয়েছে। দুজন বেসামরিক লোক নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়েছে। যদিও তিনি বললেন যে ভাল করেছ, কিন্তু তিনি মনে মনে খুশী হতে পারেননি। কেননা তিনি বলেছিলেন, why 63 round spent and only two dead?

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার-এর কর্তব্য এবং দায়িত্ব তার ব্যাটালিয়নের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে কিছুই করতে পারেননি। বিগ্রেড কমাণ্ডার-এর কাছ থেকে তাঁর উপর কারণ দর্শাও নোটিশ এলো কিভাবে ট্রাকের পাঁচজন সৈন্য থেকে অস্ত্র নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলো? এবং পাঁচজন কেন অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেল? ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার এক্সপ্লানেশন-এর জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জবাবে বিগ্রেড কমাণ্ডার সন্তুষ্ট হননি। শেষ পর্যন্ত তিনি বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে নিজে গিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। যাবার পূর্বে আমার সাথে পরামর্শ করেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে ডাকছে ততক্ষণ আপনি ঢাকাতে যাবেন না। যেহেতু তিনি মানসিক অস্থিরতাতে ছিলেন সেহেতু তিনি সেই অস্থিরতা দূর করার জন্য ২৩শে মার্চ ঢাকা বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারে আসলেন। সেখানে যাবার সাথে তাঁকে বিগ্রেড কমাণ্ডার জাহানজেব আরবাব বললেন, তোমাকে ব্যাটালিয়নে ফিরে যেতে হবে না। তুমি স্টেশন হেডকোয়ার্টারে এটাচড্; ব্যাটালিয়নের ঘটনাবলী নিয়ে তদন্ত হবে। তার পর থেকে ঢাকাতে থেকে যেতে বলা হয়। সেহেতু তিনি আর ব্যাটালিয়নে ফিরে যেতে পারেন নি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কর্নেল মাসুদ স্টেশন হেডকোয়ার্টারে এটাচড্; এবং তার অনুপস্থিতিতে আমি যেন ব্যাটালিয়ন-এর কার্যভার গ্রহণ করি।

২৫শে মার্চ বেলা ১১টার সময় আমাকে বিগ্রেড থেকে জানানো হয় যে, বিগ্রেডিয়ার মজুমদার, সেন্টার কমান্ড্যান্ট, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, চট্টগ্রাম ব্যাটালিয়নে আসছেন এবং সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। আরো জানানো হয় নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল কাজী রকিব উদ্দিন নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে আসছেন এবং তিনিও আজ পৌঁছে যাবেন। কর্নেল মাসুদ আমাকে ১১টার দিকে টেলিফোনে বলেন যে, লেঃ

কর্নেল রকিব নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে আসছেন। তিনিও ভালো লোক। আমার যা হয়েছে তার জন্য কোন আফসোস নাই। খোদা যা করেন, ভালোর জন্য করেন।

বেলা প্রায় ১টায় বিগ্রেডিয়ার মজুমদার ব্যাটালিয়নে পৌঁছান এবং আমার সাথে এক ঘন্টা পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি তার পুরোপুরি জবাব দিতে পারননি। আমার মনে হচ্ছিল তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ঘোলাটে পরিস্থিতিতে মুখ খুলে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। বেলা প্রায় আড়াইটার দিকে লেঃ কর্নেল কাজী রকিব ব্যাটালিয়নে পৌঁছে যান। বেলা প্রায় তিনটায় বিগ্রেডিয়ার মজুমদার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। ভাষণের মর্ম এই ছিল যে, আমরা সৈনিক, আমরা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক চলি। এবং সরকার যা হুকুম দেন তা আমরা পালন করতে বাধ্য হই। ব্যাটেলিয়নে ঘন্টাখানেক এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাষণ দেন। তারপর লেঃ কর্নেল রকিবকে ব্যাটালিয়ন-এর ভার বুঝিয়ে দেন। এবং সৈনিকদের বলেন, আজ থেকে লেঃ কর্নেল রকিব তোমাদের নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার। বেলা প্রায় পাঁচটার দিকে তিনি ঢাকা রওনা হয়ে যান। কিন্তু যাবার আগে আমি তাঁকে বলেছিলাম, স্যার আপনি আমাদের ব্যাটালিয়নে নতুন এসেছেন। তাই আজ রাতটা এখানে থেকে যান। কিন্তু তিনি বলেন যে ঢাকাতে তিনি তার শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন। এখন আমি উপলব্দি করতে পারছি যে যদি তিনি আমাদের ব্যাটালিয়নে থাকতেন, তাহলে হয়ত আজ আমাদের সাথেই থাকতেন।

বিগ্রেডিয়ার মজুমদার চলে যাবার পর আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার রকিবকে দেশের তদানীন্তন গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের মনোভাব জ্ঞাত করাই। কিন্তু তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে না জানাতে তাঁর সাথে খোলাখুলি আলাপ করতে পারছিলাম না- যদিও আমার পক্ষ থেকে যতদূও সম্ভব ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের মনোভাব তাঁকে জ্ঞাত করাই। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন কিভাবে মোতায়েন ছিল তাও তাঁকে বলি। ডেপ্লয়মেন্টটা এই- এক কোম্পানী ময়মনসিংহ, এক কোম্পানী টাঙ্গাইলে- এই দুই কোম্পানীর ভার ছিল আমার উপর। এক প্লাটুন ছিল রাজেন্দ্রপুর এ্যামুনিশন ডিপোতে। সেখানে আরো তিনটি পাঞ্জাবী প্লাটুন ছিল-এক প্লাটুন পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, এক প্লাটুন বেলুচ রেজিমেন্ট, এবং এক প্লাটুন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট। ব্যাটালিয়নের বাকি লোক সব জয়দেবপুর প্যালেসে ছিল।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১০টার দিকে কর্নেল রকিবের ছেলে ঢাকা থেকে টেলিফোনে জানায় যে তাদের বাসায় কয়েকটা বেনামী টেলিফোন কল এসেছে এবং ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ঐ দিন বিগ্রেড কন্ট্রোল রুমে আমাদের ব্যাটালিয়নের একজন পাঞ্জাবী অফিসার কর্তব্যরত ছিল। কর্নেল রকিব তাকে নির্দেশ দেন সে যেন ইপিআর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করে সেখান থেকে কিছু আমর্ড গার্ড তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তিনি ইপিআর থেকে মনে হয় এই ভরসায় সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি মাত্র কিছুদিন আগে ইপিআর থেকে এসেছেন। আমর্ড গার্ড তাঁর বাসায় পাঠানো হয়েছিল কিনা, তা পরে আর জানতে পারিনি।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১২টায় জেনারেল টিক্কা খান ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার কর্নেল রকিবের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন এবং বলেন যে গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে গোলযোগ চলছে। একজন দায়িত্বশীল অফিসারের নেতৃত্বে যেন সেখানে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠানো হয়। গাজীপুর জয়দেবপুর থেকে নিকটবর্তী। সেখানে কোন গোলযোগ হলে নিশ্চয়ই আমরা খবর পেতাম। কিন্তু যেহেতু টিক্কা খান নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু ঐ রাতেই প্রায় তিনটায় এক কোম্পানী সৈন্য একজন অফিসারের নেতৃত্বে সেখানে পাঠানো হয়। সৈন্য পাঠাবার পর সেখানে দেখা গেল কোন গণ্ডগোল ছিল না। আমার মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাটালিয়নের সমস্ত সৈনিককে দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে রাখা যাতে আমরা একত্রিত হয়ে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের ২৫শে মার্চের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন বাধা সৃষ্টি না করতে পারি।

২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১ টায় কর্নেল মাসুদুল হাসান খান ঢাকা থেকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের অবস্থা কি? ঢাকাতে তো বেশ গুলিগোলার আওয়াজ শুনছি। এই টেলিফোন পাবার পরপরই ঢাকার সাথে সামরিক-বেসামরিক সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকায় যে তখন কি হচ্ছিল তার কোন খবরই আমরা পাচ্ছিলাম না। ২৬শে মার্চ সকাল বেলায় ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার রকিবকে বললাম যে গত রাতে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং চারিদিকে যে সমস্ত গুজব রটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করেছে। এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যেহেতু ঢাকার সাথে অন্য সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেহেতু আমি অয়ারলেস সেটে গিয়ে ঢাকার কি হচ্ছে তা শোনার চেষ্টা করি। ২৫শে মার্চ রাতে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ইউনিটে অয়ারলেস সেটে যেভাবে কাজ চলছিল তার একটি বিস্তৃত বর্ণনা নিচে দেওয়া গেলঃ-

বিগ্রেড হেডকেয়ার্টারে- ৫৭ বিগ্রেডে ছিল কন্ট্রোল স্টেশন আর সাব-স্টেশন ছিল নিম্নলিখিত ইউনিটগুলোঃ ১। ১৮ পাঞ্জাব, ২। ৩২ পাঞ্জাব, ৩। ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট, ৪। ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট, ৫। ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৬। ৪৩ লাইট এন্টিএয়ারক্র্যফট রেজিমেন্ট, ৭। ট্যাংকস স্কোয়াড্রন- এগুলো সব ঢাকায় ছিল, ৮। ২ ইস্ট বেঙ্গল, জয়দেবপুর, ৯। ২ ইস্ট বেঙ্গল, টাঙ্গাইল (এ সেটগুলো ঢাকা থেকে এসেছিল)। এর অপারেটর সব পাঞ্জাবী ছিল। অয়ালেস সেট এবং অয়ারলেস নেট কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে যারা পুরোপুরি অবগত নন তাদের অবগতির জন্য বলছি যে, অয়ারলেস নেট-এ একই ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন এক স্টেশনে কথা বলা হয়, তখন অন্য স্টেশনের লোকজন একই সময়ে ঐ সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পায়।

২৬ শে মার্চ সকাল ৭/৮ ঘটিকার সময় আমি এবং কর্নেল রকিব অয়ারলেস সেটে যাই। সেটটা জয়দেবপুর রাজবাড়ির অফির্সাস মেস-এর পূর্বদিকে বসানো ছিল। আমরা যখন সেটে যাই তখন সেটে কথা হচ্ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে অপারেটর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে অন্য চ্যানেলে চলে আসে। ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন করাতে অন্যান্য স্টেশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি অপারেটরকে (পাঞ্জাবী ছিল) জিজ্ঞেস করি যে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি কেন চেঞ্জ করছ? আর বাকী স্টেশন কোথায়? সে উত্তর দিল যে ঢাকা থেকে নির্দেশ দিয়েছে গোলযোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য এবং এই নেটে অনেক স্টেশন হয়ে যাবার জন্য। জয়দেবপুর-ঢাকা-টাঙ্গাইল এক নেটে থাকবে বলে নির্দেশ পাওয়া গেছে। আমি তাকে বললাম কিছুক্ষণ আগে অয়ারলেস সেট যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল সে ফ্রিকোয়েন্সিতে ফিরে যাও। সে উত্তর দিল যে, স্যার আমার সেট আর কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল না। আমি তখন তাকে বললাম যে অন্যান্য ইউনিট যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আছে সে ফ্রিকোয়েন্সিতে মিলাও বা সেট কর। সে উত্তর দিল ‘‘আমার সে ফ্রিকোয়েন্সি জানা নেই।’’ আমি তাকে আর কিছু না বলে কর্নেল রকিবের সাথে অফিসে ফিরে আসি। আসার সময় রাস্তায় কর্নেল রকিবকে বলি, “There must have something serious happened in Dacca. That is why Dacca station does not want us to hear the conversation” তারপর আমি একজন বাঙ্গালী অপারেটরকে গোপনে নির্দেশ দিই ঐ সেট এর উপর লক্ষ্য রাখার জন্য যে কি কথাবার্তা হয়। আমি অফিস যাবার সাথে সাথে আমাদের ব্যাটালিয়নের নিজস্ব অপারেটর আমাকে বলে যে ময়মনসিংহের কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর নুরুল ইসলাম আপনার সাথে জরুরী কথা বলতে চান। টেলিফোন যোগাযোগ ছিল না বলে তিনি অয়ারলেসে কথা বলতে চান। ময়মনসিংহে আমাদের নিজস্ব অয়ারলেস সেট ছিল। আমি সেটে যাবার পর মেজর নুরুল ইসলাম বলে যে, সে কয়েক হাজার লোক দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। তারা বলছে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের সাথে যোগ দিক।

এখানে বলে রাখা দরকার ময়মনসিংহ ইপিআর হেডকোয়ার্টারে মেজর নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে আমাদের এক কোম্পানী সৈন্য ছিল। ইপিআর-এর উইং কমাণ্ডার একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ছিল। ইপিআর উইংয়ে তাদের যে রিজার্ভ কোম্পানী ছিল তার প্রায় অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল। উইং কমাণ্ডার ঢাকার নির্দেশমত সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের (ইপিআর) বর্ডার থেকে উইথড্র করে উইং হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসে। তাদের সংখ্যা উইং হেডকোয়ার্টারে ছিল প্রায় ৫০/৬০ জন। জনতা যখন উইং হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলল তখন

হেডকোয়ার্টার-এর আউটার পেরিমিটারে বাঙ্গালী সৈনিকরা পাহারারত অবস্থায় ছিল। মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) মাইক্রোফোনে উচ্চস্বরে জনসাধারণকে এ এলাকা থেকে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং এও আশ্বাস দেন যে, সময় আসলে আমরা আপনাদের নিরাশ করব না। সারাদিন তারা এ অবস্থায় ঘেরাও ছিল। মেজর নুরুল ইসলামের আশ্বাস পেয়ে জনতা আস্তে আস্তে সরে যায়। আমাকে যখন সে এ সমস্ত ঘটনা জানায় তখন আমি তাকে বললাম ধীরেসুস্থে কাজ কর। সময় আসলে সব কিছু বলব। সে আমাকে সেখানে আরো কিছু সৈনিক পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আমি পাঠাতে চেষ্টা করব।

আমি অয়ারলেস থেকে অফিসে ফিরে আসার সাথে সাথে আমি যে একজন অপারেটরকে ঠিক করেছিলাম ঐ অয়ারলেস সেটে লক্ষ্য রাখার জন্য সে এসে আমাকে খবর দিল যে, স্যার, আপনারা চলে আসার কিছুক্ষণ পর সে আবার ফিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে অন্যান্য স্টেশনের কথা শুনছিল। আমি দূর থেকে শুধু এতটুকুই শুনতে পেরেছি কে যেন কতগুলো লোক মেরেছে। পাঞ্জাবী অপারেটর তার সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে ঢাকার অপারেটর ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়, এবং বলে সে যেন আর কখনো এই ফ্রিকোয়েন্সিতে না আসে। তাকে গতকাল যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন সেভাবে চলে।

এ খবর পেয়ে আমি ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার কর্নেল রকিবের অফিসে যাই এবং তাকে এ সমস্ত ব্যাপার (ময়মনসিংহের ব্যাপার এবং অয়ারলেস-এর ব্যাপার) সব খুলে বলি। এবং তাকে আমি বলি যে, স্যার, আমাদের এখন কিছু একটা করা দরকার। তা না হলে পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। যদি চলে যায় আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করা দরকার? আমি এ পরামর্শ দিলাম যে ময়মনসিংহের পরিস্থিতি খারাপ। ঢাকার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহের সাহায্যের জন্য আমাদের সমস্ত সৈনিকদের নিয়ে সেখানে চলে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের সৈনিকদের ময়মনসিংহ গিয়ে কনসেনট্রেট করা। আর পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যদি কিছু করতে হয়, তাহলে আমরা যেন এক সাথে হয়ে করতে পারি। তিনি তখন বললেন, ঢাকা থেকে নির্দেশ ছাড়া কি ভাবে এ পদক্ষেপ নিই। আমি তখন বললাম যে, আপনি ঢাকা থেকে নির্দেশ নেন যে ময়মনসিংহের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, আমাদের সেখানে ইনফোর্সমেন্ট পাঠানো দরকার। তিনি আমার কথামত ঢাকাতে অয়ারলেস সেটে কথা বললেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। আমি তাকে বললাম যে এখন আমরা যদি কিছু না করি তাহলে আমাদের সৈনিকদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা হয়ত আমরা পালন করতে পারব না। এতে তিনি একটু ঘাবড়িয়ে পড়লেন। ২৬ শে মার্চ প্রায় দশটার দিকে জেনারেল টিক্কা খান তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেন এবং ঐ আইনের নির্দেশাবলী রেডিওতে প্রচার করতে থাকেন। সামরিক আইন জারীর কথা শুনে সৈনিকদের মধ্যে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঢাকায় যে বেশকিছু একটা ঘটেছে তার একটা আভাস পাওয়া যায়।

২৬ শে মার্চ সকাল ১০/১১ টার দিকে দেখলাম একটা আর্মি হেলিকপ্টার রাজেন্দ্রপুরের দিকে একবার যাচ্ছে এবং আবার আসছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম তারা রাজেন্দ্রপুর থেকে এ্যামুনিশন নিচ্ছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে ঢাকাতে যে এ্যামুনিশন ছিল তা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে তারা খরচ করল। এ খবর পাবার পর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আবার বললাম যে, স্যার, "There must have something serious happened in Dacca and that is why they are running short of ammunition is being lifted by helicopter."

২৭শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ঢাকাতে কি ঘটেছিল তার কোন খবর পাইনি। বিকেলের দিকে আমাদের একজন ড্রাইভার ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সে খবর দিল যে ঢাকাতে বেশ গোলাগুলি হয়েছে এবং বেশকিছু লোক মারা গিয়েছে। সে আরো বললো যে, বাঙালী সৈনিকদের বেঁধে নিয়ে কোথাও নিয়ে মেরে ফেলা

হচ্ছে। সে ব্যাটালিয়নে পৌঁছার সাথে এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টির হয়। তখন আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে বলি যে, ঢাকা থেকে আপনি কোন নির্দেশ পাচ্ছেন না। ব্যাটালিয়নের পরিস্থিতিও খারাপ। আমরা যদি কোথাও কনসেনট্রেট না হই তাহলে পরিস্থিতি হয়ত আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমি তাকে আবার বললাম যে, আমরা আমাদের সৈনিকদের নিয়ে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ চলে যাই। তিনি উত্তরে বললেন যে আমার ছেলে পিলে আছে। বেলা প্রায় দু'টোর দিকে ঢাকা থেকে বিগ্রেড কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার-এর সাথে অয়ারলেসে কথা বললেন এবং বললেন, “our troops are facing some difficulties at Tongi, Send a company to do some shooting.” আমাকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায়? জয়দেবপুরে তখন শুধু একটা রাইফেল কোম্পানী ছিল, যার কমাণ্ডার মইনুল হোসেন চৌধুরী। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার রকীব বললেন এই কোম্পানীকে পাঠাবার জন্য। আমি তখন বললাম যে এখন এই কোম্পানীকে না পাঠিয়ে টংগীর খবর নিন। একজন পাঞ্জাবী অফিসার পাঠাতে বললাম। গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে আমাদের যে কোম্পানী ছিল তার কমাণ্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী অফিসার। আমি তাকে পাঠাতে বললাম। ড্রাইভার এবং বাকী লোক ছিল বাঙালী। ঐদিনই আমরা টঙ্গীতে বেশ কিছু বড় বড় গোলার আওয়াজ শুনি। অফিসারকে আর অন্যান্যদেরকে পৃথক পৃথক ব্রিফ করে টঙ্গী থেকে খবর আনার জন্য পাঠানো হয়। বিকেলে টঙ্গী থেকে ফিরে আসার পর ঐ অফিসার কমান্ডিং অফিসারকে খবর দেয় যে সেখানে তেমন কিছু হয়নি। কিছুসংখ্যক জনতা টঙ্গী পুলের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে কিছু গোলাগুলি হয়েছে। সে এও বলল যে, “Since there was a barricade near Tongi Bridge the troops from Dacca did some sporadic Firing. Incidentally I was also challenged by the Dacca troops.” ড্রাইভার বলল যে আমরা টঙ্গীতে যাবার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের সবাইকে (আমাদের অফিসারসহ) দুই হাত উপরে উঁচু করে বেয়নেটের ডগায় অফিসারের কাছে নিয়ে যায়। আমাদের সৈনিকদের সবাই ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। অফিসারকে যখন তারা উঁচু করায় (হ্যাণ্ডস-আপ) তখন অফিসার পাঞ্জাবী ভাষায় তাদের তিরস্কার করছিল। তার কথা শুনে পাঞ্জাবী সিপাইগুলো বলছিল, ‘‘দেখ, শালা পাঞ্জাবী ভি সিখ লিয়া।’’এখন মনে হয় তাকে বাঙ্গালী অফিসার মনে করে হাত উঁচু করিয়েছিল। এইভাবে হাত উঁচু অবস্থায় তাদের অফিসারদের সামনে যাবার সাথে সাথে তারা (তাদের অফিসাররা) দুঃখ প্রকাশ করে। আমাদের অফিসার তাদের সাথে ঘন্টাখানেক আলাপ-আলোচনার পর ফিরে আসে।

আমি এই ঘটনা ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে বলি এবং এও বলি যে, “Sir, it is about time that we take some actions, otherwise it will be too late,“ তিনি তখন বললেন আমি কি করতে পারি? আমি তাকে বললাম, “If you are so afraid of taking any action then I am going to take some actions. As far as your safety is concerened you can go to cantonment and tell them that thay (2 E Bengal pers) have all gone and no one listens to you. You will not be blamed for it as you have come only two days before. Neither you know the troops, nor they know you. If you want we will tie you and leave in one of the rooms and the Dacca authorities will not doubt you.” এ কথা বলার পর আমি উনাকে একটু চিন্তা করে দেখতে বললাম এবং বললাম আমি সমস্ত অফিসার জেসিও'দের এ ব্যাপারে ব্রিফ করছি। যে পাঞ্জাবী অফিসার টঙ্গীতে খবর নিতে গিয়েছিল সে গাজীপুর ফিরে না গিয়ে জয়দেবপুরে চলে আসে। জয়দেবপুরে আরো দুইজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে গোপনে শলাপরামর্শ চলছিল। আমি এটা লক্ষ্য করেছিলাম। তাই এ অফিসারকে রীতিমত অর্ডার করে গাজীপুর পাঠিয়ে দিই।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে কিছু লোক ঢাকা থেকে আসে। তাদের মুখে শুনতে পাই যে ঢাকাতে বেশকিছু হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর আগে ড্রাইভার ছাড়া আর কারো কাছে শুনতে পাইনি। ২৭শে মার্চ সকালে একজন লোক ধীরাশ্রম থেকে জয়দেবপুরে আসে। সে খবর নিয়ে আসে যে কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রাজা ধীরাশ্রম রেলওয়ে

স্টেশনে ঢাকা থেকে এসেছেন এবং সেখানে বসে আছেন। তিনি আমার সাথে বা লেঃ কর্নেল মাসুদের সাথে দেখা করতে চান। আমি ঐ লোকটার সঙ্গে গোপনে দেখা করি এবং লেঃ কর্নেল মাসুদ ব্যাটালিয়নে নেই, উনি ঢাকায়। বর্তমান ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল রকিব। আপনি চলে আসুন, কোন অসুবিধা হবে না। বোধ হয় লেঃ কর্নেল রকিব ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার শুনে জয়দেবপুর আসতে সাহস পাননি। তাই তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

২৮ শে মার্চ সকালে ময়মনসিংহ থেকে মেজর নুরুল ইসলাম আমাকে খবর পাঠায় যে ২৭/২৮ শে মার্চ রাতে তার সেনাবাহিনীর উপর পাকিস্তানী ইপিআররা হামলা চালিয়েছে। লড়াই এখনো চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে বললাম যে, আমাদের শিগগিরই ময়মনসিংহ রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানো দরকার। আমরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেই যে, যেহেতু ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং ময়মনসিংহে আমাদের সৈন্যরা আক্রান্ত হয়েছে, সেহেতু আমাদের এখন তাদের সাহায্যে যাওয়া উচিত। ময়মনসিংহে যে আমাদের সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে একথা আমরা কাউকে বলিনি। আমাদের একথা গোপন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল যে জয়দেবপুর থেকে সবাইকে এক সাথে নিয়ে যাওয়া এবং পথিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে আমরা এক পরিকল্পনা তৈরী করি। রাতে যাবার পরিকল্পনা এ জন্য করা হয়েছিল যে গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে আমাদের যে সব সৈনিকরা আছে তাদেরকেও যদি সাথে নিয়ে না যাই তাহলে তারা হয়ত আটকা পড়বে। যেহেতু দিনের বেলায় তাদের সরাতে গেলে অসুবিধা হতে পারে সেহেতু রাতে তাদেরকে সরানোর সময় বেছে নেয়া হয়। কেননা, গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্য আছে তাদেরকে গোপনে সংবাদ দিতে হবে। আমরা যে জয়দেবপুর থেকে যাচ্ছি এটা সবাই জানত। কিন্তু গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুর সৈন্য সরাতে গেলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এ জন্য রাতে যেন বাঙ্গালী সৈন্যরা গোপনে বের হয়ে আসতে পারে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যে, আমি সারপ্লাস অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং কিছুসংখ্যক সৈনিক নিয়ে সকাল দশটার দিকে ময়মনসিংহে যাত্রা করব। এবং লেঃ কর্নেল রকিব বাকী লোকদের নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রওনা হবেন। এই সময়টা যেন গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা যেন ঠিক ঐ সময় বেরিয়ে আসতে পারে। ওয়াপদার সাথে এটাও ঠিক হযেছিল যে, ঐ সময় গাজীপুর, রাজেন্দ্রপুর ও জয়দেবপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে- যাতে এ সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের বের হতে কোন অসুবিধা না হয়। গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে লোক পাঠিয়ে ওদেরকে ঐ সময়ের মধ্যে বের হবার খবর দেওয়া হয়েছিল।

২৮ শে মার্চ সকাল দশটায় সমস্ত উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন নিয়ে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করি। যাবার সময় লেঃ কর্নেল রকিব এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্যাটালিয়নের বাকী লোকদের নিয়ে তিনি সন্ধ্যার সময় রওনা হবেন। আমি জয়দেবপুর থেকে বের হবার পর চৌরাস্তা থেকে সমস্ত বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন করি। সাথে সাথে সমস্ত জোয়ানদের মাঝে এক অভূতপূর্ব আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি হয় এবং সবাই উল্লাসে ''জয় বাংলা'' শ্লোগান দিতে থাকে। আমার কনভয় জয়দেবপুর থেকে বের হবার সাথে সাথে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং আমাদেরকে ''জয় বাংলা'' শ্লোগান দিয়ে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক জানত আমরা কি করছি। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোক আমাদের পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনাব আবদুল মোতালেব। তিনি একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন এবং আমাদের ব্যাটালিয়নের বাকী লোকদের যাবার জন্য বেসামরিক ট্রাক, বাস, গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন।

টাঙ্গাইলের কাছাকাছি যাবার পর দেখতে পেলাম অপরদিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটা জীপ গাড়ী আসছে। ঐ গাড়ীটা আমাদের কনভয়-এর কাছে এসে দাঁড়ায় এবং আমাদের গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা দেখে খুশী হয়। তারা বলে যে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের লোকজন পজিশন নিয়ে আছে। আমরা তাদেরকে খবর দিয়ে আসি, যেন কোন অঘটন না ঘটে। কিছুক্ষণ পর আমরা টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করি। সেখানে ব্যাণ্ডপার্টিসহ এক উৎফুল্ল জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করে। জনতার এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে

আমি খুবই অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু মনে মনে শুধু একটা চিন্তা করছিলাম যে, আমি যা করতে চলেছি এ কাজে আমি কি শুধু একা? না আরো কেউ আছে? যদিও একদিকে খুশী ছিলাম, অপরদিকে ভাবনাও কম ছিল না। কারণ আমি জানি আমি যা করতে চলেছি তা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই সাজা। কিন্তু তবু জনতার উৎফুল্লতা দেখে মনে উৎসাহের সঞ্চার হতো। টাঙ্গাইলে যাবার পর কে একজন আমাকে বললেন যে মেজর জিয়া নামে একজন চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার সাহস দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেড়ে যায়। কারণ, তখন আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ কাজে আমি একা নই।

টাঙ্গাইলের জনগণ আমাদেরকে যেভাবে সাহায্য করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ্যামুনিশেন বোঝাই একটা গাড়ীর অ্যাক্সেল ভেঙ্গে যাবার সাথে সাথেই সে অ্যাক্সেল তারা বদলিয়ে দেয়। আমি আমার সমস্ত সৈন্য এবং যানবাহন নিয়ে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে পৌঁছে যাই।

টাঙ্গাইলে আমাদের এক কোম্পানী সৈন্য ছিল, তার কমাণ্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী অফিসার। টাঙ্গাইল কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে পৌছার সাথে সাথেই কোম্পানীর জেসিও আমাকে বলে যে, সে গত রাতে কোম্পানী কমাণ্ডারকে নিরস্ত্র করে রেখেছে। আমি তখন সমস্ত কোম্পানীকে একত্রিত করে লেঃ মোরশেদকে তাদের কোম্পানী কমাণ্ডার নিয়োগ করি। আর সমস্ত কোম্পানীকে এই বলি যে তোমরা সবাই ময়মনসিংহে চলে আস এবং ময়মনসিংহ পৌঁছার পর তোমাদের বাকী নির্দেশ দেব। এখন থেকে লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) তোমাদের কোম্পানী কমাণ্ডার আর তোমাদের কাছ থেকে এ ওয়াদা চাই যে তোমাদের কাছে আমি তোমাদের পুরাতন কোম্পানী কমাণ্ডারকে আমানত হিসেবে রেখে যাচ্ছি! তোমরা তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে আসবে। এবং আমার কাছে ময়মনসিংহ পৌঁছাবে। যেহেতু আমি ময়মনসিংহ যাবার জন্য তাড়াহুড়াতে ছিলাম সেহেতু বেলা দুটোর দিকে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে রওনা হই। তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে আসি যে, জয়দেবপুর থেকে লোক না আসার আগে তারা যেন টাঙ্গাইল ত্যাগ না করে।

টাঙ্গাইল থেকে কয়েক মাইল যাবার পর প্রথম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই। এখানে বলে রাখা দরকার, ঢাকার খবর পাবার পরপরই জনসাধারণ টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখে। প্রথম যে প্রতিবন্ধকতা আমি দেখতে পাই সেটা ছিল একটা কাঠের পুল। জনসাধারণ সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং আগুন তখনও জ্বলছিল। পুলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার কনভয়কে অনেক দূর ঘুরে কোন কোন জায়গাতে নতুন রাস্তা করে যেতে হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা খুলে অগ্রসর হতে আমার বেশ সময় লেগে যায় এবং রাত প্রায় তিনটায় আমি মুক্তাগাছা পৌঁছি। মুক্তাগাছায়ও টাঙ্গাইলের মত কিছু লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তারা আমাদের উপর গুলি করার আগেই আমরা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হই আমরা তাদের শত্রু নই। আমরা বাংলাদেশের সৈনিক। তখন বহু লোক বেরিয়ে আসে এবং রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঐ রাত আমরা মুক্তাগাছা কলেজে কাটাই। আমাদের সাথে খাবার ছিল না। জনসাধারণ আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে।

ভোর হবার আগেই জয়দেবপুর এবং টাঙ্গাইলের লোকজন মুক্তাগাছায় পৌঁছে। মেজর মইন (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) আমাকে বলে যে সবাই এসে গেছে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার কোথায়। উত্তরে বলল সে আসে নাই। আমি জয়দেবপুর থেকে আসার পূর্বোল্লিখিত পরিকল্পনার কিছুটা রদবদল হয়েছিল। তা নিম্নরূপ আমাদের লোকদের জয়দেবপুর থেকে সরিয়ে আনার কথা ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার পরে মেজর মইনকে বলেছিলেন এ সময় বদলী করে ৮ টা করার জন্য। সময় ছিল বলে ঐ পরিবর্তিত সময় সবাইকে জানানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মত ঠিক করতে পারছিলেন না। সন্ধ্যে সাতটায় মেজর মইনকে আবার বললেন যে সময়টা পরিবর্তন করে সাড়ে সাতটা করে দাও। মেজর মইন তাকে বলেছিলেন যে, এখন আর সবাইকে এই সময় সম্বন্ধে বলার সুযোগ হলো না, তাই এই সময়টা

অপরিবর্তিত থেকে যায়। রাত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। রাত ঠিক ৮টায় অয়ারলেস, যেটা অফিসার্স-মেস-এর পূর্বাংশে ছিল, সেখান থেকে একজন পাঞ্জাবী সৈনিক আমাদের একজন সিপাইকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এই গুলির আওয়াজের সাথে সাথে চারিদিকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের লোক একজন অপরজনের উপর মোতায়েন করা হয়েছিল এবং তারা সজাগ ছিল সেহেতু আমাদের লোকের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই গোলাগুলিতে কিছুসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক মারা যায়। কথামত পৌনে ৮টায় প্যালেসের বাইরে যে জীপ গাড়ী দাঁড়ানো ছিল সে জীপে করে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে সময় তিনি গাড়ীর কাছে না গিয়ে একজন পাঞ্জাবী অফিসারের সাথে অফিসার্স মেস-এর দ্বিতলে ব্যলকনিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। তাই হয়ত তিনি ঐ অফিসারের হাত থেকে সরে আসতে পারেননি। অথবা নিজে ইচ্ছে করে আসেন নি। কারণ ঐ সময় তাঁর ঐ জায়গাতে থাকার কথা ছিল না।

গোলাগুলির পর ব্যাটালিয়ন-এর লোকজন সময়মত বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। গাজীপুর থেকে যখন লোক বেরিয়ে আসে তখন পাঞ্জাবী অফিসার বাধা দেওয়াতে তারা তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। জয়দেবপুরের লোক টাঙ্গাইল পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। গোলযোগের সূত্রপাত এভাবে হয়েছিল যে, জয়দেবপুর থেকে যখন বাঙ্গালী সৈন্যরা বেরিয়ে আসছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ কথা বলার সাথে সাথে আমি যে অফিসারকে আমানত রেখে গিয়েছিলাম তার উপরে আক্রোশে গুলি চালানো হয় এবং সে মারা যায়।

এ সমস্ত ঘটনার পর আমি দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলাম যে আমাদেরকে এখন মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

২৯ শে মার্চ সকালে মুক্তাগাছা থেকে ময়মনসিংহ যাত্রা করি। যদিও দূরত্ব ছিল মাত্র ১০ মাইল তবুও এই পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় তিন ঘন্টা লেগেছিল। ময়মনসিংহ পৌঁছার সাথে সাথে মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল) বলল যে, গতকাল আড়াইটা পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। এ লড়াইয়ে সবাই মারা গেছে, শুধু ছয়জন ছাড়া। আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

মেজর নুরুল ইসলাম আমাকে ময়মনসিংহের ঘটনার যে বর্ণনা দেন তা উল্লেখ করছি। ২৬ শে মার্চ ময়মনসিংহে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর কোম্পানী ও ইপিআর-এর লোক জনসাধারণ কর্তৃক ঘেরাও হয়েছিল। তখন ইপিআর হেডকোয়ার্টার পেরিমিটারের বাইরে বাঙ্গালী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। তারা জনসাধারণকে সরে যেতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে উইং কমাণ্ডার (পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার) চালাকি করে বাঙ্গালী ইপিআর লোকদের বলে যে গতকাল তোমরা অনেক কষ্ট করেছ। আজ তোমরা রেস্ট কর। আজকের ডিউটি দেবে অন্য কোম্পানী (সে কোম্পানীটা ছিল সমস্ত পাঞ্জাবীদের)। আজ রাতে তোমাদের আর কোন ডিউটি হবে না। তোমরা হাতিয়ার জমা দিয়ে রেস্ট কর। যেহেতু চারিদিকে একটা থমথমে পরিবেশ ছিল সে কারণে কেউ হাতিয়ার জমা দেয়নি। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ে। রাত প্রায় ১২টার মধ্যেই পাকিস্তানী ইপিআর-এর সৈনিকরা ইপিআর-এর যত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ছিল তা তারা ছাদের উপর নিয়ে যায় এবং সমস্ত যানবাহন সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় যাতে যখন সমস্ত গাড়ী স্টার্ট করতে হেড লাইট অন করে তখন যেন সমস্ত আলো ইপিআর-এর বাঙ্গালীর যে ব্যারাকে ঘুমাচ্ছে সে ব্যারাকের উপর পড়ে এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীর তাঁবুতে পড়ে। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় তারা টেলিফোন যোগাযোগ বিছিন্ন করে দেয়। মেজর নুরুল ইসলাম ও লেঃ মান্নান ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে সি-এণ্ড-বি রেস্ট হাউসে ঘুমাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে বারটায় রেস্ট হাউস-এর উপর তাদের কামরা লক্ষ্য করে অটোমেটিক গুলি ছোড়া হয়। প্রথমে তিনি টেলিফোনে কোম্পানীর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি এবং লেঃ মান্নান পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নদীর দিকে চলে যান। এবং সেখান থেকে ময়মনসিংহ শহরে যান। সকাল

না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারেননি। ভোরে যখন যোগাযোগ হয় তখন ভীষণভাবে দুই দলের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। এই গোলাগুলি বেলা দুইটা-আড়াইটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই গোলাগুলিতে ৬ জন পাকিস্তানী ছাড়া আর সবাই মারা যায়। অবশিষ্ট ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে ময়মনসিংহ জেলে রাখা হয়। আমি ময়মনসিংহ পৌঁছার সাথে সাথে এ সমস্ত ঘটনা শুনতে পাই।

২৯ শে মার্চ বিকেল চারটা পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন-এর সমস্ত লোক কনসেনট্রেট হয়। রাজেন্দ্রপুর কন্টিনজেন্ট রাত্রে পৌঁছে। আমি ময়মনসিংহে পৌঁছে আমার পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সীমান্ত থেকে সমস্ত ইপিআরকে ময়মনসিংহে এসে কনসেনট্রেট হতে অর্ডার দিলাম। তারপর আমি ময়মনসিংহ পুলিশ অয়ারলেসে গিয়ে বাংলাদেশের যত জায়গাতে পুলিশ অয়ারলেস কমিউনিকেশন আছে সবাইকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশ দিলাম যে, আমি মেজর সফিউল্লাহ (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। বর্তমানে ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। আপনারা যে যেখানে আছেন, যদি বাঙ্গালী হন, যার কাছে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং দেশকে পাকিস্তানীদের কবল থেকে স্বাধীন করতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করুন। প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে আমি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলাম। যে সমস্ত জায়গা থেকে আমি কনফারমেশন পেয়েছি যে তারা অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেসব জায়গা হল- দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, ফেনী এবং চট্টগ্রাম।

২৯ শে মার্চ বিকেলে জেলা এডমিনিস্ট্রেশন-এর সমস্ত অফিসারবৃন্দ, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত এম-এন এ এবং এম-পি এদেরকে নিয়ে এক বৈঠক করি। সেই বৈঠকে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তার পরিকল্পনা নিই। জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামরিক বাহিনীকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার ভার বেসামরিক প্রশাসন এবং এম-এন ও এম-পি দের উপর ন্যস্ত করা হল। তাঁরা বেশ আগ্রহের সাথে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার হাতে রাখি। এই বৈঠকে এও সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে হলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। এবং সেটা পাবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছে আমাদের প্রস্তাব পেশ করা দরকার। তাই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, আমাদের একজন এম-এন-একে দিল্লী পাঠানো হবে আমাদের প্রস্তাব দিয়ে। আমরা এম-এন এ জনাব সৈয়দ আবদুস সুলতানকে বাংলাদেশের দূত হিসেবে দিল্লীতে আমাদের এ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিই। এ সিদ্ধান্তও নেয়া হল যে তাকে সীমান্তের বাইরে পাঠাবার পূর্বে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করা দরকার যে তারা আমাদের গ্রহণ করবে কিনা। এই মর্মে আমি একজন অফিসারকে (ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান, বর্তমানে মেজর) হালুয়াঘটে বিএসএফ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পাঠাই। সে ওখানে পৌঁছার পর বি-এস-এফ-এর একজন অফিসার ক্যাপ্টেন বালজিতের সাথে দেখা করে। সেখানে ক্যাপ্টেন ছাড়াও আরো দু'জন অফিসার ছিলেন। একজন লেঃ কর্নেল সিনহা। তিনি ছিলেন ইন্টেলিজেন্স-এর লোক এবং আর একজন ছিলেন সেখানকার বিএসএফ কমান্ড্যান্ট। তাদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলে। তাঁরা আমাদের সব কিছু দিয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করি।

৩০ শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ইপিআর, পুলিশ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং কিছু আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তুলি। যার লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার। ময়মনসিংহে যখন পৌঁছি তখন আমার সাথে অনেক জেসিও এবং নিম্নলিখিত অফিসার ছিলেন : ১। মেজর নুরুল ইসলাম (বর্তমান লেঃ কর্নেল)। ২। মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরি (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)। ৩। মেজর নাসিম (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)। ৪। ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান (বর্তমানে মেজর)। ৫। ক্যাপ্টেন এজাজ আহমদ চৌধুরী। ৬। লেঃ গোলাম হেলাল মুরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন)। ৭। লেঃ ইবরাহীম। এছাড়া ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বর্তমানে মেজর) যিনি ময়মনসিংহে ছুটিতে ছিলেন তাকে আমি সাথে নিয়ে নিই। তাকে বলার সাথে সাথে সে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত কাজী নুরুজ্জামান ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে যোগ

দেন। ময়মনসিংহ থেকে যাবার পথে দুইজন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার নিয়ে নিই। তারা হচ্ছে ডাঃ আবদুর রহমান এবং ডাঃ আহমদ আলী।

ময়মনসিংহ পৌঁছে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোথায় কি করছ সে খবর নেওয়ার জন্য আমার অয়ারলেস দিয়ে মনিটরিং করি। এবং যে সমস্ত খবর পাই তন্মধ্যে ২৯শে মার্চের বিকেলের খবর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন ১৪ ডিভেশন-এর হেডকোয়ার্টারের কর্নেল সাদুল্লাহ এবং যশোর বিগ্রেডের বিগ্রেড মেজরের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্নেল স্টাফ রীতিমত বিগ্রেড মেজরকে গালিগালাজ করে বলছিলেন, “You have been routed by rag-tags. You people have no shame, How could you be routed by unarmed people? You need kick. However, tell your commander, if he needs any help, we will send air sorties. We are in any way sending two air-sorties to Kushtia circuit house. We have been able to tackle Dacca which did not bother us much. We are really concerned about Kushtia now. We have captured 8.E.B.Hq. We are now proceeding towards Radio Station.In the process we have suffered a lot of casualties. Send a c-130 (Transport Aircraft) tomorrow to Chittagong, so that the dead and the wounded can be sent Dacca. If it cannot come then send an “Allwate” (Heliopter) to naval base at 10-30. If c-130 can come then. “Allwate” is not required.” এবং তারা এখন হয়ত ঢাকা থেকে এসব জায়গায় রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠাবে। আমার আরো চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে যখন জিওসিএর মেসেজ শুনলাম যে ৮ ইস্ট বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার দখল করা হয়েছে তখন সাথে সাথে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি যে মেজর জিয়া (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) তার দলবল নিয়ে হয়ত ধরা পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেখানে এমন কোন অফিসার জানামত ছিল না যে নেতৃত্ব দিতে পারবে। আমি তখন এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে অতিশীঘ্র ঢাকা আক্রমণ করা উচিৎ যেন ঢাকা থেকে কোন রি-ইনফোর্সমেন্ট বাইরে না যেতে পারে।

এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা নিলাম- নর্থ বেঙ্গল থেকে যাতে পাকবাহিনী ময়মনসিংহের দিকে না আসতে পারে সেই জন্য পুলিশ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত এক কোম্পানী সৈন্য বাহাদুরবাদ ঘাটে পাঠাই। আর কোম্পানী ই-পিআর সিরাজগঞ্জ ঘাটে পাঠাই।এক কোম্পানী ইপিআর এবং আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক কোম্পানী গফরগাঁওয়ে পাঠাই। এক কোম্পানী ইপিআর পাঠাই টাঙ্গাইলে। ৩১ শে মার্চের মধ্যেই এরা এ সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যায়। এ ছাড়া আরো দুই কোম্পানী লোক (ইপিআর) ঢাকার পশ্চিমাংশ মীরপুর, মোম্মদপুর এবং ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠাই। আমি আমার ব্যাটালিয়ান এবং ইপিআর-এর একটি কোম্পানী নিয়ে ঢাকার পূর্বদিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা নিই। এ পরিকল্পনা আমি এ জন্য নিই যে, পাকবাহিনী প্রত্যাশা করছিল যে আমরা যদি তাদেরকে আক্রমণ করি তাহলে পশ্চিমাংশ দিয়ে করব। তাই তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পূর্বাংশ দিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করি। এদিক দিয়ে আসার জন্য আমি যে রাস্তা ব্যবহার করেছিলাম তা ছিলো ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব-নরসিংদী ট্রেনে। তারপর নরসিংদী থেকে পায়ে হেঁটে ভাংগা দিয়ে শীতলক্ষ্যা পার হয়ে ঢাকায় পূর্বাংশ দিয়ে আক্রমণ করব। এই পরিকল্পনাও যেন ১লা এপ্রিলে বাস্তবায়িত হয় তারও ব্যবস্থা করি।

৩০ শে মার্চ আমি যখন জায়গায় জায়গায় নির্দেশ দিয়ে লোকজন পাঠাচ্ছিলাম তখন গাজীপুর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সকাল সাড়ে এগারোটায় টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং বলেন যে দু'খানা জেট জঙ্গী বিমান জয়দেবপুরের প্যালেস ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে এবং স্ট্রাফিং করছে। তার প্রায় ১৫ মিনিট পর আবার টেলিফোনে বললেন যে আর একখানা জঙ্গী বিমান জয়দেবপুর প্যালেসে বড় বড় বোমা ফেলছে। তাতে বিকট আওয়াজ হচ্ছে এবং প্রাসাদে আগুন লেগে গেছে। এ সংবাদ শুনে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম এই

ভেবে যে আমরা ঠিক সময় বেরিয়ে পড়তে পেরেছি। আমাদের মনে কোন দ্বিধা রইল না যে আমরা কোন ভুল করিনি। বরং ঠিকই করেছি।

আমরা পূর্বপরিকল্পনা মত লোকজন জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিই। আমি আমার বাহিনী নিয়ে ৩০ শে মার্চ ট্রেনযোগে নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হই। অল্পসংখ্যক কম্পার্টমেন্টে আমরা এক সাথে সবাই যেতে পারছিলাম না। তাই অল্প অল্প করে গন্তব্যস্থানে পাঠাচ্ছিলাম।

ময়মনসিংহ থেকে চলে আসার পূর্বে আমি জনগণকে আশ্বাস দিলাম যে আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। ৩০ শে মার্চ আমি আমার হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ স্থানান্তরিত করি। কিশোরগঞ্জে ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমান মেজর) নামে আর একজন অফিসারের সাথে দেখা হয়। সে তখন বাড়িতে ছিল। তাকে বলার সাথে সাথে সেও আমাদের সাথে যোগ দেয়।

৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের লোক গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যারা সর্বপ্রথম রওয়ানা হয়েছিলো ১লা এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত ঢাকার পূর্বাঞ্চল বাসাবো, ডেমরা এ সমস্ত স্থানে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। সেদিন আমি কিশোরগঞ্জে অবস্থান করছিলাম। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটি খবর আসলো যে মেজর খালেদ মোশাররফ (বর্তমান কর্নেল) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাবডিভিশন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছেন এবং তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। আমি যখন তাঁকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি যেন ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর না হয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি। ঐ দিনই আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে যাই। আমার সৈনিকরা যারা ঢাকার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল আমি তাঁদের আর বাধা দিইনি। মেজর খালেদ মোশাররফ কি বলতে চান তা জানার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছি তখন খালেদ সেখানে ছিলেন না। তিনি তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর শাফায়াত জামিল (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)-কে মেসেজ দিয়ে পাঠান। এরপর আমি ফিরে আসি। আমি যেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফেরার পথে দু'খানা জঙ্গী বিমান আমাদের তাড়া করে। বেশ কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে স্ট্রাফিং-এর পরে তিতাস গ্যাস ওয়েল ট্যাঙ্কার-এর উপর বোমাবর্ষণ করে এবং এতে আগুন ধরে যায়। আমাদের সৈনিকরা যারা ভৈরবে ছিল তাদেরকেও জঙ্গী বিমান দুটো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু না পেয়ে তারা নরসিংদীতেও খোঁজাখুঁজি করে। আমাদের সন্ধান কোথাও পায়নি। দিনটি ছিল ১লা এপ্রিল।

মেজর খালেদ মোশাররফ মেজর শাফায়াত জামিল মারফত আমার নিকট যে মেসেজ পাঠান তা ছিল নিম্নরূপঃ “Do not go towards Dacca. You will be banging your head against wall. We have liberated an area whole of Brahmanbaria Subdivision and a part of Sylhet. Before taking any further action on Dacca, we should jointly liberate this whole area and then go for Dacca. I had already contacted Indian BSF officers and they have agreed to help us. I could not come and meet you today because I am going to meet Brigadier B. C. Panda of BSF who promised me to help us. ”

তার পরিকল্পনা আমার মোটামুটি পছন্দ হলো। কারণ, আমি জানি যে তখন ঢাকাতে পাকিস্তানের যে সমস্ত সৈনিক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র আছে আমাদের তার ১০ ভাগের এক ভাগও নেই। তাই যাতে আমরা যুক্তভাবে একটা পরিকল্পনা নিতে পারি সেই চিন্তা আমি করছিলাম। এবং আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আমাদের এভাবে তাড়াহুড়া করে ঢাকা আক্রমণ করা ঠিক হবে না। আমি তখন আমার অফিসারদের নির্দেশ দেই যে যারা ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে তারা যেন নিম্নরূপ মোতায়েন হয়ঃ এক কোম্পানী যেন ঢাকা-নরসিংদী রাস্তা পাহারা দেয়। এক কোম্পানী আশুগঞ্জ আর বাকী লোক যেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসে। ঢাকার পূর্বাংশ ও পশ্চিমাঞ্চলে যে সমস্ত সৈনিক গিয়েছিল তাদের সাথে পাকবাহিনীর ছোট ছোট সংঘর্ষ হয়। আমার সাথে পর্যাপ্ত অয়ারলেস

সেট না থাকায় সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে কষ্ট হয়েছিল। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে যারা ছিল তাদের সাথে একমাত্র দূত (রানার) ছাড়া আর কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না।

খালেদ মোশাররফের সাথে আমার যখন দেখা হয় তখন পরিকল্পনা নেয়া হয় যে আমরা যুক্তভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করব। এই পরিকল্পনাকে আমি বাস্তবায়িত করার জন্য আমার হেডকোয়ার্টার কিশোরগঞ্জ থেকে সিলেটের তেলিয়াপাড়া টি, গার্ডেনে ৩রা এপ্রিল স্থানান্তরিত করি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ বা ভৈরববাজার যাবার সময় আমাদের যানবাহনগুলি নেবার জন্য মালগাড়ীর ওয়াগনকে ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে কেটে জায়গা করা হয় এবং গাড়ি পার করার ব্যবস্থা করা হয়। ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন থেকে সবাইকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার পর ১৫০০ রাইফেল, প্রায় ২০টা এল-এমজি, কিছুসংখ্যক স্টেনগান আর ৩ লক্ষ এ্যামুনিশন আমি আমার সাথে নিয়ে আসি। আমাদের ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এই আর্মস এ্যামুনিশন ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল।

১লা এপ্রিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে যে এলাকা ছিল তা এরূপঃ মেঘনার পশ্চিম পাড়ে নরসিংদী-তারাবো-ঢাকা রাস্তা আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ব্রাহ্মমবাড়িয়া সাবডিভিশন মেঘনার পূর্বপারে যেখানে আমি আমার সৈনিকদের মোতায়েন করেছিলাম সে জায়গাগুলো হল উত্তরে আজবপুর, তারপর আশুগঞ্জ এবং সবচেয়ে দক্ষিণে লালপুর, উত্তরে সিলেটের শেরপুর, শাদীপুর এবং শেওলা করিমগঞ্জও আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে মেজর (বর্তমান কর্নেল) খালেদ মোশাররফের সৈন্যরা ছিল। যে সব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল তা ছিল ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহর, গোকর্ণঘাট, উজানিসার পুল এবং গঙ্গাসাগর। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেডিওর ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকার রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বেসামরিক যানবাহন, ট্রাক, বাস একত্রিত হয়। এই ট্রাক বাস দ্বারা দুই কলাম ফোর্স তৈরী করা হয় যার এক কলাম ২রা এপ্রিল টাঙ্গাইলের দিকে রওনা হয় এবং আর এক কলাম নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হয়। যে কলামে টাঙ্গাইলের দিকে রওয়ানা হয়েছিল আমার টাঙ্গাইলে প্রেরিত কোম্পানী তাদেরকে রাস্তায় এ্যামবুশ করে। এই কলামে প্রায় ১০০টির বেশী গাড়ী ছিল। এ এ্যামবুশ এত সুন্দর হয়েছিল যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বেশকিছু লোক হতাহত হয়। হতাহতের সংখ্যা বলা যাবে না। তবে লোকমুখে শোনা যায় যে আহতদের নিয়ে যাবার জন্য ছয়খানা গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অপারেশনে আমাদেরও কিছু লোক মারা যায়। এই খবর পাই মেসেজের মাধ্যমে। এই পশ্চিমাংশের লোকদের খবরাখবর ততদিন পর্যন্ত পাই, যতদিন তারা মধুপুর জঙ্গল থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল।

যে কলাম সৈন্য ঢাকা থেকে নরসিংদী রওয়ানা হয়েছিল তারা আমাদের কোম্পানীর দ্বারা নরসিংদী এবং পাঁচদোনার মাঝামাঝি জায়গায় আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে পাকিস্তানের সৈন্যদের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারা পিছে হটে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা ঘটে ২রা এপ্রিল। তারা ঢাকা থেকে বিমান বাহিনীর সাহায্য চায়। যেহেতু বিমান বাহিনী অন্যান্য জায়গায় ব্যস্ত ছিল সেহেতু বিমান বাহিনী সেদিন তাদের সাহায্যে আসতে পারেনি। কিন্তু পরদিন তাদের আর্টিলারি বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমাদের সৈনিকরা যে জায়গাতে ছিল সেই জায়গাতে পাঁচদোনা-নরসিংদীতে ভীষণভাবে আর্টিলারী গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আমাদের নিকট দূরপাল্লার কোন অস্ত্রই ছিল না, রাইফেল এবং লাইট মেশিনগান ব্যতীত। তাই আমরা তাদের পাল্টা জবাব দিতে পারিনি। এভাবে তারা ৪৮ ঘন্টা যাবৎ আমাদের উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে। ৩রা এপ্রিল আর্টিলারী গোলাবর্ষণ ছাড়াও জঙ্গী বিমান ও আমাদের উপর ব্যাপকভাবে স্ট্রাফিং করে। শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ এই ছিল আমাদের প্রথম। সৈনিকরা এ রকম গোলাবর্ষণের সম্মুখীন আর কখনো হয়নি। তাই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছনে সরে আসে। আমরা বেশকিছু সংখ্যক সৈনিককে ভৈরবে একত্রিত করতে সক্ষম হই এবং পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ভৈরবের পূর্বাংশে রামপুরা ব্রীজের কাছে মোতায়েন করি-যাতে পাকিস্তানী সৈনিকরা বিনা বাধায় ভৈরব পৌঁছতে না পারে।

৩রা এপ্রিল এই পরিকল্পনা নিই যে, যেহেতু আমাদের সৈন্যদের কম সেহেতু পাকিস্তানী সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য ডিনায়াল প্লান গ্রহণ করি। এর উদ্দেশ্য, রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ব্রীজ, রোড ব্রীজ ভেঙ্গে দেয়া যাতে শত্রুরা অতি সহজে সম্মুখে আসতে না পারে। ডিনায়াল প্লান-এর প্রথম আমরা ভৈরবের কাছে রামপুরের ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলি। আর কিশোরগঞ্জের কাছে রোড এবং রেলব্রীজ দুটোই ভেঙ্গে দিই। ভৈরবের ব্রীজ ভাঙ্গারও পরিকল্পনা নিই।

৪ঠা এপ্রিল দেখা হয়ে গেল কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে জেনারেল)-এর সাথে আমারই হেডকোয়ার্টারে তেলিয়াপাড়াতে। তিনি আগরতলা থেকে তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে তিনিই সেই ওসমানী যাকে আমি ভালোভাবে চিনতাম। আমি তাকে চিনতে পারিনি এই জন্যে যে আত্মগোপন করার জন্য গোঁফ কেটে রেখেছিলেন। ঐ দিনই আমি খবর পেলাম যে জিয়াউর রহমান (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) চট্টগ্রাম থেকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমার কাছে আসছেন।

একটা কথা বলা দরকার, ৪ঠা এপ্রিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মস্ত বড় দিন। সেদিন আমার হেডকোয়ার্টারে অনেক সিনিয়র অফিসার একত্রিত হয়েছিলেন। যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেনঃ ১। কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে জেনারেল, বিমান ও নৌযান মন্ত্রী), ২। মেজর জিয়াউর রহমান (বিগ্রেডিয়ার), ৩। মেজর খালেদ মোশাররফ (কর্নেল), ৪। লেঃ কর্নেল সালাউদ্দিন মোঃ রাজা (রিটায়ার্ড কর্নেল), ৫। মেজর কাজী নুরুজ্জমান (রিটায়ার্ড লেঃ কর্নেল), ৬। মেজর নুরুল ইসলাম (লেঃ কর্নেল), ৭। মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (লেঃ কর্নেল), ৮। লেঃ কর্নেল আবদুর রব (রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল, বর্তমানে এম-পি) এবং অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন আমরা কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। তিনি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। It was decided that day, that the operation for liberation war to be conducted under one command and the commander being colonel M.A.G. Osmany (now rtd. General osmany).

ঐ দিন আমরা কর্নেল ওসমানীকে এই অনুরোধ করি যে যত শীঘ্র হোক রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা যেন সরকার গঠন করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার গঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোন বৈদেশিক সাহায্য পাব না। ঐ দিন অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে এটাও সাব্যস্ত হল যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকবে। কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার যুদ্ধ পরিচালনার ভার মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফের উপর ন্যস্ত করা হয়। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধ পরিচালনার ভার ছিল মেজর (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) জিয়াউর রহমানের উপর। এই সিদ্ধান্তের পর আমরা যার যার এলাকার সৈন্য মোতায়েন করি।

৪ঠা এপ্রিল আমার বাহিনী নিম্নলিখিত এলাকায় নিযুক্ত থাকেঃ প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য নরসিংদীতে, এক কোম্পানী আজবপুরে, এক কোম্পানী আশুগঞ্জে, এক কোম্পানী লালপুরে, এক কোম্পানী সিলেটের শেরপুরে ও শাদিপুরে, এক কোম্পানী সরাইলে (এই কোম্পানী আমার রিজার্ভ কোম্পানী ছিল)। তাদের উপর দুটো টাস্ক দেয়া হয়েছিল। প্রথম টাস্ক হল, যদি দরকার হয় ঢাকার দিক থেকে পাকসৈন্যরা আক্রমণ বৃদ্ধি পেলে লালপুর এবং আশুগঞ্জে যেসব সৈনিক আছে তাদের সাহায্যার্থে তালশহর এবং গোকনঘাট এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করবে। দ্বিতীয় টাস্ক হল, যদি সিলেটের দিকে পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণ বৃদ্ধি পায় তাহলে শেরপুরে সৈন্যদের সাহায্যার্থে যেন মৌলভীবাজারে সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়। এসব কোম্পানী ছাড়াও মেজর (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) জিয়াউর রহমানের অনুরোধে চট্টগ্রামের সৈনিকদের রি-ইনফোর্সমেন্ট-এর জন্য আমাকে এক কোম্পানী সৈন্য তাকে দিতে হয়। ৫ই এপ্রিল তারা আমার কাছ থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এবং সে কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এজাজ চৌধুরী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যে রাস্তা কুমিল্লার দিকে চলে গেছে সে রাস্তার উপর নজর রাখার ভার ছিল মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশারফের উপর। তিনি সে দায়িত্ব পালন করার জন্য উজানিসা পুলের নিকট এক কোম্পানী, গংগা সাগরে এক কোম্পানী এবং গোকনঘাটে এক কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করেন।

যেহেতু আমার সুদক্ষ সৈনিকের অভাব ছিল সেহেতু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, প্রাক্তন ইপিআর, পুলিশ এবং আংশিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেসামরিক লোক নিয়ে এই সমস্ত কোম্পানী পুনর্গঠন করা হয়।

সৈন্যসংখ্যা আমাদের কম থাকায় ৪ঠা এপ্রিল থেকেই আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি। ঐ ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ যুবক ট্রেনিং নিচ্ছিল। অল্প সংখ্যক অফিসার এবং ইনস্ট্রাকটর নিয়ে আমি এই ট্রেনিং শুরু করি। আমার যে সমস্ত অফিসার ছিল তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব কোম্পানী নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল নিম্নলিখিত জায়গাতে মোতায়েন ছিলঃ ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান নরসিংদীতে, ক্যাপ্টেন নাসিম আশুগঞ্জে, লেঃ মুরশেদ লালপুরে, ক্যাপ্টেন মতিন সরাইলে, ক্যাপ্টেন আজিজ শেরপুর কাদিপুরে, ক্যাপ্টেন এজাজ চৌধুরী চট্টগ্রাম অভিমুখে, মেজর মইন তেলিয়াপাড়াতে তার কোম্পানীর সাথে, মেজর নুরুল ইসলাম ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং লেঃ ইব্রাহীম আমার হেডকোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার হিসেবে। ৫ ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান আমার সাথে যোগ দেয়। (নুরুজ্জামান যোগ দিয়ে তার পরিবারকে আনার জন্য রায়পুরাতে চলে যায় এবং ২৬শে জুন পুনরায় যোগদান করে।)

আমাকে সিলেট থেকে ভৈরব এবং নরসিংদী পর্যন্ত সৈনিকদের তত্ত্বাবধান করতে হত। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, জয়দেবপুর থেকে যেদিন আমরা বেরিয়ে এসেছি ঐদিন থেকে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হয়নি। কারণ, আমরা যখন যেখানেই ছিলাম ঐ জায়গার জনসাধারণ আমাদের খাবার ব্যবস্থা করত। তাই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা করতে হয়নি। যাঁরা আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ নরসিংদীতে মিজানুর রহমান (একজন স'মিল ম্যানেজার), আশুগঞ্জে মোঃ শফিউদ্দীন, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রাক্তন এমপিএ সাচ্চু মিঞা, এবং সিলেটের সাবু চৌধুরী ও মোহাম্মদ আলকাস মিঞা।

৪ঠা এপ্রিল আমি সিলেট অভিমুখে যাত্রা করি আমার যে কোম্পানী সৈন্য শেরপুর, শাদিপুরে পাঠিয়েছি তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা দেবার জন্য। মৌলভীবাজার গিয়ে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্তের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে মেজর দত্ত এমএনএ মানিক চৌধুরী, কিছুসংখ্যক প্রাক্তন ইপিআর এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বেসামরিক লোকজনকে নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেন। আমি মৌলভীবাজারে গিয়ে তাদের কাছে আমার মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। আমার সৈনিক এবং তাদের গঠিত বাহিনী নিয়ে সিলেট জেলাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সিলেটে তখন এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী সৈন্য ছিল। আমার কাছে তখন আমার নিজস্ব এক কোম্পানী সৈনিক এবং কর্নেল দত্তের দ্বারা গঠিত আরো প্রায় দুই কোম্পানী সৈনিক ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের নিকট যে সৈন্য রয়েছে তাদের দ্বারা সিলেট শত্রুমুক্ত করতে হলে আমাদের দুই পর্যায়ে এই আক্রমণ চালাতে হবে। প্রথম পর্যায়ে সুরমা নদীর দক্ষিণাঞ্চলকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরমা নদীর উত্তরাঞ্চল মুক্ত করা।

এই প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করার জন্য পাকিস্তানী যত সৈনিক সুরমা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে ছিল তাদের পরাজিত করতে তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু করি। এক কোম্পানী শেরপুর থেকে সিলেটের দিকে প্রধান সড়ক দিয়ে সিলেট অভিমুখে অগ্রসর হয়। এক কোম্পানী ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়, আর এক কোম্পানী শেওলা করিমগঞ্জের দিক থেকে সুরমা নদীর দক্ষিণ পার হয়ে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়।

এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে এক খণ্ডযুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয় এবং তারা পলায়ন করে শালুটিকার বিমান ঘাঁটিতে একত্রিত হয়। ৫ই এপ্রিল সুরমা নদীর সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং সুরমা

নদীর উত্তরে সিলেট শহর শত্রুমুক্ত হয়ে আমাদের হস্তগত হয়। প্রাক্তন ইপিআর-এর কিছুসংখ্যক লোক যারা সুনামগঞ্জে ছিলেন তারাও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়। ঐ দিন পর্যন্ত আমাদের আয়ত্তাধীনে যে সমস্ত এলাকা ছিল তা হল : সমস্ত সুরমা নদীর দক্ষিণে এবং পশ্চিমে সমস্ত অঞ্চল, সিলেট শহর এবং খাদিমনগর। আমাদের কাছে সৈন্য ছিল মাত্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী এবং প্রাক্তন ইপিআর-এর তিন কোম্পানী, যারা সমস্ত এলাকাকে ঘিরে রাখে। পাকিস্তানের যে সৈনিক ছিল তারা এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী। তারা শালুটিকার বিমান ঘাঁটিতে একত্রিত হয়েছিল। পাকিস্তানীদের কাছে আধুনিক, মারাত্মক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যে ব্যাটালিয়ন সেখানে ছিল সেটা হল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

প্রথম পর্যায় শেষ করার পর আমি আমার সৈনিকদের নির্দেশ দিই, যে-এলাকা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেখানে যেন শত্রুরা ব্যূহ ভেদ না করতে পারে। সে জন্য সজাগ দৃষ্টি রেখে সে এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে বলি। দ্বিতীয় পর্যায় অপারেশন আমি সাথে সাথে শুরু করতে পারছিলাম না, এজন্য যে, শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই সবাইকে পরিখা খনন করে ব্যূহ প্রস্তুত করতে বলি।

পাক সৈনিকরাও তখন বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ছিল। তাদের মনোবলও লোপ পেয়েছিল। আত্মসমর্পণের ইচ্ছা থাকলেও তাদের মনে আশংকা ছিল যে, আত্মসমর্পণ করলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারাও চারিপার্শ্বে পরিখা খনন করে ব্যূহ তৈরী করল। আমি তখন চিন্তা করছিলাম যে অন্য কোথাও থেকে এখানে সৈন্য আনা যায় কিনা। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আশুগঞ্জ থেকে কোন সৈন্য সরাতে পারছিলাম না এইজন্য যে তখন নরসিংদীতে লড়াই চলছিল। পাকিস্তানীরাও তখন নীরব থাকেনি। তারা পিআইএ ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ এবং সি-১৩০ বিমানের সাহায্যে সিলেটে রি-ইনপোর্সমেন্ট শুরু করে। আমাদের শুধু সৈন্যই কম ছিল না, অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল যথেষ্ট। আরো অধিক সৈন্য কিভাবে যোগাড় করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য মৌলভীবাজারে মেজর দত্ত (বর্তমানে কর্নেল দত্ত) এবং এমএনএ মানিক চৌধুরীর সংগে মিলিত হই। এই সাক্ষাৎকার ঘটে ৮ই এপ্রিল। ঐ দিন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বেশকিছুসংখ্যক বেসামরিক লোককে একত্রিত করে পাকিস্তানীদের ব্যূহের পশ্চিমাংশ দিয়ে মহড়া দেখানো বা শো করানো যেন এই সুযোগে খাদিমনগরের দিক থেকে (পূর্ব দিক থেকে) জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শালুটিকার বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে পারি। এ সমস্ত লোক একত্রিত করার দায়িত্ব নেন এমএনএ মানিক চৌধুরী। ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত লোক যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তানী রি-ইনফোর্সমেন্ট বেশ হয়ে যায় এবং ৯ই এপ্রিল দিবাগত রাত্রে পাকিস্তনীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে সারারাত লড়াই চলে এবং অবশেষে আমরা পিছনে হটতে বাধ্য হই। এ লড়াইয়ে আমাদের দুজন সৈনিক শহীদ হন এবং পাঁচজন আহত হন। যারা শহীদ হয়েছেন তারা হলেন হাওলাদার কাজী মোসলেহউদ্দীন ও ল্যান্সনায়েক আবদুর রহমান। শত্রুপক্ষেরও বেশ হতাহত হয়। তাদের দূরপাল্লার কামানের গোলার মুখে আমরা টিকতে পারছিলাম না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানও আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।

সেখান থেকে আমরা পিছু হটে আবার শেরপুরে ব্যূহ নির্মান করি এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনার জন্য আবার মৌলভীবাজারে মিলিত হই। ঐদিন কর্নেল ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল), মেজর কাজী নূরুজ্জামানও (অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল) মৌলভীবাজারে উপস্থিত হন। যেহেতু আমাকে সিলেট ও নরসিংদীতে যুদ্ধের পরিকল্পনা তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল এবং নরসিংদীতে যুদ্ধ চলছিল সেহেতু মেজন কাজী নূরুজ্জামান এবং মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তকে সিলেটের যুদ্ধের পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। মেজর নূরুজ্জামান সিনিয়র হওয়াতে তাকে অধিনায়ক করা হয়। যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধের জন্য আমি সিলেটে নিয়েছিলাম তাদেরকে রেখে আসি। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে এক কোম্পানী সৈন্য সিলেট এবং এক কোম্পানী সৈন্য চিটাগাং পাঠাবার পর আমার নিকট মাত্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানী সৈন্য থেকে যায়। তাদের দ্বারা আমাদের ঢাকা থেকে অগ্রসরমান এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্যের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

আমি এই দুই কোম্পানী সৈন্য প্রাক্তন ইপিআর এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বেসামরিক জনগণ দ্বারা এক ব্যাটালিয়নের মত সৈন্য আবার তৈরি করি। তাদের দ্বারাই আমি পাকিস্তানী সৈনিকদের মোকাবেলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। এবং আজবপুর, ভৈরব. আশুগঞ্জ. লালপুর এবং গোকনঘাটে এক ব্যূহ তৈরি এবং শত্রুদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকি।

১১ই এপ্রিল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ভৈরব এলাকায় পাকবাহিনী হেলিকপ্টার এবং জঙ্গী বিমানের সাহায্যে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। আমাদের নিকট কোন বিমানবিধ্বংসী কামান ছিল না বলে এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারিনি। পাকসেনাদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়াতে ১৩ই এপ্রিল আমি কিছুসংখ্যক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভৈরব, আশুগঞ্জের দিকে পাঠাই যেন মেঘনা নদীর পূর্বপারের এলাকাগুলোতে আমরা বেশ শক্তিশালী থাকতে পারি। ঐ সমস্ত ছেলেরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পাক বাহিনীর জংগী বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দুজন তরুণ শহীদ হয়। এর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক ছিলেন। তার নাম সিপাই মোহাম্মদ মোহসীন। ট্রেনিং প্রাপ্ত যে ছেলেটি শহীদ হয় তার নাম জানা নেই। ঐ দিন আমাদের অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশনের জন্য মৌলভীবাজার যেতে হয়। আক্রমণের কথা শুনে আমি মৌলভীবাজার থেকে ১৩/১৪ই এপ্রিল রাত দু'টার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে ভোরে প্রায় ৫টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছি। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সেদিন কর্নেল রেজা ছিলেন। পাকবাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়াতে আমি সরাইলে যে রিজার্ভ কোম্পানীকে রেখেছিলাম তিনি সেই কোম্পানীকে লালপুরে আমাদের লোকদের সাহায্যার্থে পাঠান। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে এ খবর পাই যে সরাইলে আমার যে রিজার্ভ কোম্পানী ছিল, তারা লালপুর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। অয়ারলেস সেট না থাকাতে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হচ্ছিল। কারণ, করো সাথে কিছু বলতে হলে আমাকে রানার দ্বারা অথবা নিজে গিয়ে যোগাযোগ করতে হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই রিজার্ভ কোম্পানীকে ইচ্ছা থাকলেও ফিরিয়ে আনতে পারিনি। সরাইলে তাদের রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধ যদি ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে তারা যেন তালশহর ও গোকনঘাট এলাকায় ব্যূহ রচনা করতে পারে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রু যদি মেঘনা নদীর পূর্বপারে আমরা যে ব্যূহ তৈরী করেছি সেটা ভেদ করে তা হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার পূর্বে তাদের যেন বাধা দিতে পারি। তাছাড়া মেঘনা নদীর পুর্বপারে আমার যেসব সৈন্য মোতায়েন আছে তাদের সাহায্যে যেন তারা আসতে পারে। এই রিজার্ভ কোম্পানী লালপুরে চলে যাওয়াতে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৪ই এপ্রিল সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলষ্টেশনে গিয়ে কিভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনা যায় সেই পরিকল্পনা করছিলাম। এমন সময় প্রায় সকাল সাড়ে পাঁচটায় পাক সেনাবাহিনী আমার বাহিনীর উপর ভীষণভাবে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক রেল লাইন ঘেঁষে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক আইডব্লিটিএ'এলসিটি এবং মোটর লঞ্চের সাহায্যে মেঘনা নদী দিয়ে লালপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ঠিক এই সময় নরসিংদীর নিকটবর্তী কোন এক জায়গা থেকে দূরপাল্লার কামান দ্বারা লালপুর, আশুগঞ্জ এবং ভৈরবে ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, ছয়খানা এফ-৮৬ জঙ্গী বিমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, ভৈরব এবং লালপুর প্রভৃতি জায়গাগুলোতে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। যখন জংগী বিমানের আক্রমণ চলছিল তখন ছয়খানা হেলিকপ্টার দ্বারা কয়েকবার তারা নরসিংদী থেকে প্রায় দুই কোম্পানী কমাণ্ডার আমাদের পিছনে মেঘনার পূর্ব পারে অবতরণ করায়। যুদ্ধ তখন তুমুলভাবে বেধে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের নিকট কোন দূরপাল্লার কামান বা ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমানবিধ্বংসী কামান না থাকায় আমাদের সৈনিকদের মনোবল বেশ ভেংগে যায়। কারণ আমরা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হই। এভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবং আমার সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের একত্রিত করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যেহেতু আমার নিকট কোন রিজার্ভ ফোর্স ছিল না, তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

নিকটবর্তী শাহবাজপুরে একত্রিত করি। শাহবাজপুর এলাকাটা প্রতিরক্ষার জন্য উপযোগী না হওয়ায় আমি সিলেটের মাধবপুরে আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করতে শুরু করি। আশুগঞ্জের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ সুবেদার সিরাজুল ইসলাম, ল্যান্স-নায়েক আব্দুল হাই, সিপাহী কফিলউদ্দীন, সিপাহী আব্দুর রহমান সরকার।

১৪/১৫ই এপ্রিল রাত প্রায় দুটায় শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপরে যে পুল ছিল তা ভেংগে দিই এবং তিতাস নদীর পূর্ব পারে শাহবাজপুরের কাছে একটা ব্যূহ নির্মাণ করি। যদিও ১৪ই এপ্রিল আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল কিন্তু তবুও পাকিস্তানী সৈনিকরা দুই দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ঢোকেনি। এ দুদিন তারা অনবরত ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গোলাবর্ষণ করেছে। তারপর তারা আস্তে আস্তে শাহবাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। শাহবাজপুর দখল করার জন্য তারা স্থল এবং জল উভয় পথে আসে। ২১শে এপ্রিল তারা শাহবাজপুর দখল করে। যেদিন তারা শাহবাজপুর দখল করে সেদিন তারা আমাদের অবস্থানের উপর বেপরোয়াভাবে দূরপাল্লার কামার দিয়ে এবং জঙ্গী বিমান দিয়ে গোলাগুলি করে। আমাদের কাছে বিমান আক্রমণ প্রতিহত করার কোন অস্ত্র না থাকায় এবং পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানের আক্রমণে আমাদের সৈনিকরা এতই আতংকিত হয়েছিল যে তারা বিমান দেখলেই ভয় পেয়ে যেত।

পাক সৈন্যের শাহবাজপুর দখল করার সাথে সাথে আমি শাহবাজপুর থেকে তেলিয়াপাড়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক পুল ভেংগে ফেলি। আমরা মাধবপুর বেশ বড় রকমের ব্যূহ তৈরী করি। মাধবপুর দখল করার জন্য পাকবাহিনী আমাদের উপর কয়েকবার আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ২৮শে এপ্রিল বেলা পাঁচটায় মাধবপুর দখল করে নেয়। এই আক্রমণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করে। লড়াই সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। পাক সেনাবাহিনী মাধবপুর আক্রমণের জন্য দূরপাল্লার ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে এবং যে গোলাবারুদ তারা ব্যবহার করে, তা ছিল হাই এক্সপ্লোসিভ এবং আগ্নেয় ধরনের। কাজেই সেখানে তাদের গোলা এসে পড়ত সেখানেই আগুন লেগে যেত। পরিখা এবং বাংকার তৈরী করে আমরা যে ব্যূহ তৈরী করেছিলাম সেটাও ছিল বেশ মজবুত। কিন্তু আমাদের সাথে রাইফেল, এলএমজি এবং মেশিনগান ছাড়া আর কোন ভারী অস্ত্র ছিল না। বেলা প্রায় ১২টার মধ্যে আমাদের অবস্থানের চার দিকে শুধু আগুন জ্বলছিল। তবুও আমাদের জোয়ানরা কেউই তাদের ট্রেঞ্চ এবং বাংকার ছেড়ে যায়নি। বাংকার এবং ট্রেঞ্চে বসে শত্রু নিপাত করছিল। বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় পাকিস্তানী সৈনিকরা মাধবপুর দখল করার জন্য আমাদের অবস্থানের দিকে দলে দলে অগ্রসর হয় এবং ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। আমাদের মেশিনগান, এলএমজি, রাইফেল তাদের অগ্রসর হতে দিচ্ছিল না। তাদের যে দলই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল সে দলটিকেই গুলি করে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছিল। মাধবপুরে যখন এভাবে মুখোমুখি যুদ্ধ চলছিল তখন আমি মাধবপুরে পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে অপর একটি ছোট সৈনিক দলকে লেঃ মুরশেদের নেতৃত্বে পাঠাই যাতে সে তাদের পিছন দিয়ে আক্রমণ করতে পারে। তার আক্রমণও বেশ ফলপ্রসূ হয়। সারাদিন যুদ্ধ করার পর আমাদের গোলাবারুদ প্রায় ফুরিয়ে যায়। এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের এক অংশের সৈনিকদের গোলাবারুদ একেবারেই ফুরিয়ে যায়। অয়ারলেস যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় তাদেরকে গোলাবারুদ পাঠানো সম্ভব হয় নাই, এমনকি তারাও কোন খবর দিতে পারেনি। এখানে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। যখন আমাদের সৈনিকদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়, ঐ মুহূর্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যারা ঐদিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাদেরও গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায় । কারণ আমাদের সৈনিকদের যখন গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায় তখন তারা অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে আসে। অনুরূপ পাকবাহিনীও যারা আমাদের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারাও গোলাগুলি না করে পিছনের দিকে চলে যায়।

এই অবস্থান সুরক্ষিত না থাকায় পরমুহূর্তে পাকবাহিনীর কিছু সৈনিক আমাদের ব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়ে। এতে আমাদের অবস্থান রক্ষা করা আমাদের জন্যে বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এখানে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। অবশেষে আমি তাদের হুকুম দিতে বাধ্য হই কারা যেন পেছনে চলে আসে। এই যুদ্ধে যারা অসীম সাহসের

পরিচয় দিয়েছে তাদের মধ্যে নিম্মলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ ১। ক্যাপ্টেন নাসিম (বর্তমানে লেঃ কর্নেল), ২। ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর). ৩। সুবেদার করিম (বর্তমানে সুবেদার মেজর), ৪। হাবিলদার এরশাদ, ৫। সিপাহী সোলেমান, ৬। সিপাহী মান্নান, ৭। সিপাহী খায়ের (শহীদ)।

এই যুদ্ধে আমার অনুমান পাকিস্তানী সৈনিক খুব কম হলেও ২৭০ থেকে ৩০০ জন হতাহত হয়েছিল। মাধবপুরের যুদ্ধে সিপাহী খারে এবং সিপাহী শাহজাহান শাহাদত বরণ করেন। তাছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়। মাধবপুর থেকে সরিয়ে আমি তাদের সিলেটের মনতলাতে নিয়ে আসি এবং নতুন করে আবার ব্যূহ তৈরী করার নির্দেশ দিই।

মাধবপুরের যুদ্ধের পর যেসব এলাকা আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল সেগুলো হল, উত্তরে শ্রীমঙ্গল, শায়েস্তাগঞ্জ এবং দক্ষিণে তেলিয়াপাড়া, মুকুন্দপুর, সিঙ্গারবিল । পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার দিক থেকে শাহবাজপুর এবং মাধবপুরের দিকে আসছিল । তাদের লক্ষ্য চিল যত শীঘ্র হোক সিলেটের সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করা। তাই তারা মরিয়া হয়ে সিলেট হাইওয়ে ও ব্রাহ্মবাড়িয়া-সিলেট হাইওয়ে তাদের নিয়ান্ত্রণে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

আমাদেরও চেষ্টা ছিল যাতে করে তারা এ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। তাই সিঙ্গারবিল থেকে শাহজিবাজার পর্যন্ত এক প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। পাকিস্তানীরা কেবলমাত্র ঢাকা থেকে সৈন্য এনে সিলেটের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল না, তারা কুমিল্লার দিক থেকেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে । কুমিল্লার দিক থেকে যে সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হচ্ছিল তাদের বাধা দেওয়ার জন্য মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইওয়ে এবং কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে লাইনের উপর নিম্মলিখিত জায়গায় পুল ভেঙ্গে দিয়ে সৈন্য মোতায়েন করে, যাতে পাকিস্তানী সৈনিকরা বিনা বাধায় অগ্রসর হতে না পারে। যে সব পুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলঃ উজানিসার হাইওয়ে ব্রীজ, গঙ্গাসাগর এবং আখাউড়া রেলওয়ে ব্রীজ।

আমরা নিম্মলিখিত কারণে পাকিস্তানী সৈনিকদের অগ্রগতি রোধ করতে পারছিলাম না : আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কম। তাছাড়া আমাদেরকে এই স্বল্পসংখ্যাক সৈন্য নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবক্ষাব্যূহ তৈরী করে পাকিস্তানী সৈনিকদের বাধা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে পাকিস্তানী সৈনিকরা এক জায়গায় কনসেনট্রেট্ ছিল এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও বেশী ছিল। ফলে আমাদের পক্ষেও অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।শুধু তাদের সৈন্যসংখ্যাই বেশী ছিল না, তাদের বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। যেহেতু আমরা সিলেট হাইওয়ের উপর তেলিয়াপাড়াতে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করে রেখেছিলাম সেহেতু পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ ব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল । কারণ সিলেটে অগ্রসর হতে হলে ঐ প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা একন্ত প্রয়োজন ছিল।

শেরপুর এবং শাদিপুর আমাদের যে ব্যূহ ছিল সেগুলোর পতন হয় ২৪শে এপ্রিল তারিখে । এই যুদ্ধে পাকিস্তানীরা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যসিলেটের রি দিক থেকে মোতায়েন করে।এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছাড়াও তাদের জঙ্গী বিমানও বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানীদের বেশসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাপ্টেন আজিজ (বর্তমানে মেজর)। যুদ্ধ চলাকালে ক্যাপ্টেন আজিজ জেট জঙ্গী বিমানের গুলিতে আহত হয়। আমাদের যারা শহীদ হয়েছিলেন, তারা ল্যান্স নায়েক আবদুল হাই, সিপাহী মোহসীন, সিপাহী শাহাদত হোসেন, নায়েক সুরত আলী, সিপাহী রহিসউদ্দিন মোল্লা, মোজাহিদ সুরদন নমসুদ্র।

শেরপুর-শাদিপুর পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সিলেটে আমাদের সৈন্যসংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। তাই তারা অতি সহজে এবং শীঘ্রই সিলেটের দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

তেলিয়াপাড়া তখনও আমাদের অধীন ছিল। পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়াকে বাইপাস করে শাহজিবাজারের শায়েস্তাগঞ্জের দিকে চলে যায় এবং সিলেট থেকে আরো অগ্রসরমান পাকসেনাদের শ্রীমংগলে এসে যোগাযোগ করে। তখন থেকে ঢাকা-সিলেট থেকে আরো অগ্রসরমান পাকসেনাদের শ্রীমংগলে এসে যোগাযোগ হয়। তখন থেকে ঢাকা-সিলেট রাস্তা তাদের নিয়ন্ত্রণধীনে চলে যায়। কিন্তু তেলিয়াপাড়া আমাদের নিয়ন্ত্রণধীনে থাকায় পাকবাহিনী সহজে চলাফেরা করতে পারত না। কেননা তেলিয়াপাড়া থেকে চুনারুঘাট পর্যন্ত চা বাগানের ভিতর দিয়ে যে হাইওয়েটা চলে গিয়েছিল সেটা তাদের মরণ ফাঁদ ছিল। প্রায় প্রত্যেক দিনই পাকিস্তানী সেনারা এ্যামবুশের সম্মুখীন হতো এবং তারা বেশ হতাহত হতো।

সিলেট হাইওয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণধীনে থাকা পর্যন্ত আমরা যেভাবে যুদ্ধ করেছিলাম সেটা ছিল প্রথাগত যুদ্ধ। কিন্তু সিলেট হাইওয়ে পতনের পর আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতি বদলিয়ে ফেলে গেরিলা ওয়ারফেয়ার শুরু করি। কিন্তু কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার একবারে বাদ দিয়ে দিইনি। তবে এখন থেকে আমাদের যুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি ছিল গেরিলা ওয়ারফেয়ার। আমরা যে সমস্ত ক্যাম্প খুলেছিলাম তা ছিল প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ট্রেনিং ক্যাম্প কনভেনশনাল পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যে সমস্ত ক্যাম্প খোলা হয়েছিল সেগুলোতে আমাদের ইন্সট্রাক্টর ছাড়াও বন্ধুরাষ্ট্র ভারত থেকে আমরা বেশকিছুসংখ্যক ইন্সট্রাক্টর পেয়েছিলাম। কিন্তু যে সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্পে কনভেনশনাল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো সে ক্যাম্পগুলোর ইন্সট্রাক্টর সমস্ত আমাদেরই ছিল।

গেরিলা বাহিনী সমন্ধে এখানে দু-চারটা কথা বলা দরকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা মুক্তির জন্য সমস্ত জনগণ (নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনী) মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই মুক্তি বাহিনীর দুটি অংশ ছিল। একটিকে নিয়মিত বাহিনী বলা হত। অপরটি গেরিলা-তাকে গণবাহিনী বলা হত। এ নামগুলো বাংলাদেশ সরকার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের কাছে আমাদের নিয়মিত বাহিনী" "মুক্তি ফৌজ" নামে পরিচিত ছিল। এবং গণবাহিনী ফ্রিডম ফাইটার (এফ, এফ) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এটা আমাদের জানা ছিল যে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ জয় করা সম্ভব নয়। দেশ জয় করতে হলে আমাদোর নিয়মিত বাহিনীর দরকার। আমদের বন্ধুরাষ্ট্র কিন্তু এ ব্যাপারে একমত ছিল না। যদিও এটা তাদের অজানা নয় যে দেশ জয় করতে হলে রেগুলার ফোর্স-এর দরকার, শুধু গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ জয় করা যায় না। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারত রেগুলার ফোর্স বা নিয়মিত বাহিনী গঠন করার বিরুদ্ধে এই জন্য ছিল যে তারা হয়ত মনে করত যদি পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান দখল করার সম্পূর্ণ সুনাম যেন তারা নিতে পারে। কিন্তু আমরাও পেশাদার সৈনিক ছিলাম। তাই তাদের এসব পরামর্শে আমরা কখনও কর্ণপাত করিনি এবং আমরা গেরিলা বাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীও গড়ে তুলি।

তেলিয়াপাড়া-চুনারুঘাটের মরণফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য পাকবাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি তখন তেলিয়াপাড়ার ব্যূহকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনার ব্যস্ত থাকি। কারণ এটা শুধু আমার ডিফেন্সই ছিল না এটা ছিল আমার হেডকোয়ার্টার।

পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়া তাদের আয়ত্তে আনার জন্য ক্রমাগত ২১ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ যখন চলছিল তখন আর একজন অফিসার আমার সাথে যোগ দেয়। তার নাম ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া (বর্তমানে মেজর)। যেসব অফিসারের উপর তেলিয়াপাড়া রক্ষা করার ভার দিই তারা ছিলঃ ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর), ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া, (বর্তমানে মেজর), লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন)। এ ছাড়াও আরো কিছুসংখ্যক কলেজের ছাত্রও ছিলেন। তাঁরা হলেন শহীদ সেলিম আহসান, আনিসুল হাসান, ফজল হোসেন, আনিসুর রহমান (পরবর্তীকালে এঁরা সবাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন পান এবং অফিসার হন)। এদের মধ্যে সেলিম মিরপুর অপারেশনে শহীদ হন এবং আনিস তাঁর কলেজ জীবনে ফিরে যান।

তেলিয়াপাড়া ব্যূহ রক্ষা করার জন্য যে ২১ দিন হয়েছিল সেই যুদ্ধে এই সমস্ত অফিসার এবং সৈনিকরা মনোবল ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ২১ দিন লড়াইয়ে মধ্যে পাকবাহিনী তেলিয়াপাড়ার উপর প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে পাঁচবার আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে তাঁরা তিনবার আমাদের কাছ থেকে তেলিয়াপাড়া দখন করে। আমরা দুবার তাদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই। কিন্তু তৃতীয় বারে তাদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র এত বেশি ছিল যে তেলিয়াপাড়া ঐবার আর দখল করা যায়নি। ১৯ শে মে শেষ পর্যন্ত তেলিয়াপাড়ার পতন হয়। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেন তারা হলেনঃ সিপাই মোবারক আলী, সিপাই রংগু মিয়া, নায়েক নিজাম উদ্দীন, ল্যান্স নায়েক আসলাম মিয়া, সিপাই আব্দুল গফুর মিয়া, সিপাই আলী আজম ভুঁইয়া, সিপাই জামাল উদ্দীন, সিপাই আবু মিয়া, মোজাহিদ গিয়াস উদ্দীন, মোজাহিদ আলকাস মিয়া।

এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত গেরিলা অপারেশনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

মাধবপুর এ্যামবুশ, ১৪মেঃ মাধবপুরের পতনের পর পাক সেনাবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট সড়ক ব্যবহার করতে শুরু করে। যদিও ঐ সড়কের স্থানে স্থানে আমরা পুল ভেঙ্গে দিয়েছিলাম তবুও তারা বিকল্প পথ তৈরী করে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের যাতায়াতে বাধা দেবার জন্য মাধবপুরের কাছে ঐ এক বিকল্প সড়কের উপর পাকবাহিনীকে এ্যামবুশ করার জন্য ১৪ই মে তারিখে লেঃ মোরশেদের নেতৃত্বে ১২ জন সৈনিকসহ একটি দল পাঠাই। এ দল ঐ জায়গাতে রাত প্রায় দুটায় পৌঁছে এবং বিকল্প সড়কের উপর দু'খানা ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পেতে তারই পাশে ওত পেতে বসে তাকে। সারারাত বৃষ্টি হয়েছিল এবং সকাল প্রায় ৮টা পর্যন্ত এ সড়কে পাক সেনাবাহিনীর কোন গাড়ী না চলাতে তাদের এমনিই বসে থাকতে হয়। বৃষ্টিতে তারা সবাই ভিজে যাওয়াতে নিকটবর্তী এক গ্রামে আশ্রয় নেয়। গ্রামে এক নির্জন বাড়ীতে যখন তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন সিলেটের দিক থেকে প্রায় এক ব্যাটালিয়ন পাকবাহিনী ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এই কনভয়ের সবচেয়ে প্রথম গাড়ীটি ছিল একটি জীপ গাড়ী। ঐ জীপ গাড়ীটি বিকল্প পথের দিয়ে যাবার সময় ট্যাংকবিধ্বংসী মাইনের উপর গিয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই গাড়ীটি ধ্বংস হবার পর আমাদের সৈনিকরা সেখানে (ঐ বাড়ীতে) নীরবে বসে থাকে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রথম গাড়ীটি বিধ্বস্ত হবার পর তার পেছনের গাড়ীটি দ্রুত এগুবার চেষ্টা করে। ফলে সেটিও মাইনের উপর গিয়ে পড়ে এবং বিধ্বস্ত হবার সাথে সাথে পাক সৈনিকরা বিপদ দেখে গাড়ী থেকে দ্রুত নেমে পড়ে এবং ঔ পুরো গ্রামখানি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের এ্যামবুশ দলটিতে মোট ১২ জন লোক ছিল। আর শত্রুপক্ষের খুব কম হলেও প্রায় ৪০০ লোক ছিল। আমাদের লোকজন যখন দেখল যে তারা প্রায় ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা শত্রুদের উপর গুলি ছুড়ে ট্যাকটিক্যাল উইথড্র করে আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের পেছনে প্রায় তিন মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এখানেই সর্বপ্রথম ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন ব্যবহৃত হয়েছিল। এই এ্যামবুশে দু'খানা যানবাহন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং ঐসব গাড়ীতে যারা ছিল তাদের অধিকাংশ হতাহত হয়। এই এ্যামবুশে যারা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ ১। লেঃ মোরশেদ (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) ২। সেলিম (ছাত্র) পরবর্তীকালে লেঃ (শহীদ) ৩। আনিস (বর্তমানে লেফনেটনেন্ট)।

নালুয়া চা বাগানের এ্যামবুশঃ ১৫/১৬ই মে, ১৯৭১ সন-১৫/১৬ই ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ১২/১৩ জন সৈনিক নিয়ে নালুয়া চা বাগানে সিলেট সড়কের উপর এক এ্যামবুশ তৈরী করে। ঐ দিন প্রায় এক কোম্পানী পাকসেনা সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল। বিকেল প্রায় দুটায় দিকে তারা ঐ এ্যামবুশের ভেতরে চলে আসে এবং চারিদিক থেকে আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। ঐ এ্যামবুশে ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন ব্যবহৃত হয়। এ এ্যামবুশ এত কার্যকরী ছিল যে পাকসেনা বাহিনীর এক কোম্পানী সৈনিকের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয়। তিনখানা গাড়ী সম্পূর্নরূপে ধ্বংস হয় এবং দু'খানা গাড়ী বিকল হয়ে যায়। আমাদের সৈন্য সংখ্যা বেশী না থাকাতে সে স্থান ত্যাগ করে পিছে চলে আসতে বাধ্য হয়। পরে চা

বাগানের শ্রমিকদের কাছ থেকে জানতে পারা যায় প্রায় ৬৫ জনের মত পাকসেনা নিহত হয়েছিল। এই এ্যামবুশে যাঁরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ১। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বর্তমানে মেজর) ২। হাওয়ালদার আবুল কালাম (বর্তমানে সুবেদার)।

তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশ ১৬ই মে, ১৯৭১ সন- মতিন তখন তেলিয়াপাড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। নালুয়া চা বাগানে এক কোম্পানী পাকসেনা এ্যামবুশ হবার পর তাদের বেশকিছুসংখ্যক হতাহত হয়। তাদের সাহয্যার্থে চুনারুঘাট থেকে আরো কিছুসংখ্যক সৈন্য একত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তেলিয়াপাড়ার নিকট তারা পুনরায় এ্যামবুশ হয়। এই এ্যামবুশ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ক্যাপ্টেন মতিন। এ এ্যামবুশেও ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন ব্যবহৃত হয়। পাকসেনাদের একখানি গাড়ী ধ্বংস হয় এবং বেশকিছুসংখ্যক সৈনিক হতাহত হয়।

যেহেতু আমাদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ছিল ‘‘হি এণ্ড রান’’-শত্রু নিপাত এবং নিজের কম ক্ষতি। তাই আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে শত্রুর উপর আঘাত হেনে পিছনে চলে আসত। কিছুদিন পর জানা গিয়েছে যে ঐ এ্যামবুশে প্রায় ৪০/৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়েছিল। তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশঃ ১৯শে মে ১৯৭১ সন-তেলিয়াপাড়ার এই দিন পতন ঘটে। মুর্শেদ ছিলেন এর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত। পাকসেনারা যখন সিলেট সড়কের উপর বার বার এ্যামবুশ হচ্ছিল এবং ১৬ তারিখের এ্যামবুশে যখন তাদের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন বোধহয় তাদের সাহায্যার্থে পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য ব্যাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট অভিমুখে আসে। সেদিন রাতেই তেলিয়াপাড়ার চা বাগানের নিকটবর্তী এলাকার চারখানা ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুঁতে আমাদের সৈনিকেরা সিলেট সড়কের উপর ওত পেতে বসে থাকে। এই এ্যামবুশের নেতৃত্ব দিচ্ছিল লেঃ মোর্শেদ। দলে তার লোক ছিল ১৫ জন। কনভয়-এর প্রথম গাড়িটি মাইনের উপর দিয়ে চলে যায় কিন্তু মাইন ফাটেনি। যখন দ্বিতীয়, তৃতীয় গাড়ী মাইন অতিক্রম করছিল সাথে সাথে দুখানি গাড়ীই একত্রে বিধ্বস্ত হয়। পেছনের গাড়ীতে যে সমস্ত পাকসেনা ছিল তারা গাড়ী থেকে পিছনে বেশ কিছু দূরে এক খোলা ময়দানে একত্রিত হয়। পাকসেনাদের দুর্ভাগ্যবমতঃ ঐ খোলা মাঠের নিকটবর্তী এলাকায় আমাদের একদল লোক মেশিনগান নিয়ে ওত পেতে বসেছিল। এবং পাকসেনাদের যারা এখানে একত্রিত হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সৈন্য এসে সে সব মৃতদেহ ও আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের একজন মোজাহেদ পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। পরে সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ এ্যামবুশে পাকসেনাদের বিপুল পরিমান অস্ত্রমস্ত্র এবং একখানা গাড়ী আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়া তাদের তিনখানা গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা ১৩০ থেকে ১৫০ জনের মত ছিল।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী আবদুর রকীবের প্রতিবেদন

‘বিচিত্রা’

১৩ মে ১৯৮৩

২৫শে মার্চ ১৯৭১। সকাল ৯টা কি ১০টার দিকে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবার আমাকে আমার অফিস থেকে (আমি তখন ঢাকাতে ৩২ নং ব্যাটালিয়ন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সি-ও ছিলাম) ডেকে হুকুম করলেন যে তোমাকে সেকেণ্ড ইস্ট বেঙ্গলের সি-ও নিযুক্ত করা হল, কর্নেল মাসুদকে অপসারণ করা হয়েছে। ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (তদানীন্তন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার কমাণ্ডার, যাকে আগের দিন অর্থ্যাৎ ২৪ শে মার্চ চিটাগাং থেকে আনা হয়েছিল) তোমাকে ব্যাটালিয়নের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। কর্নেল মাসুদ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে যাবেন না।

ঐ হুকুম অনুযায়ী আনুমানিক বিকাল ৩টা থেকে ৪টার কোন সময় ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সংগে জয়দেবপুরে যাই এবং ব্যাটালিয়নের সংগে পরিচিত হই এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ঐসময় ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন কোম্পানী এবং প্লাটুনের অবস্থান নিম্নরূপ ছিলঃ

(১) এক কোম্পানী ময়মনসিংহে-কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর নুরুল ইসলাম (পরে মেজর জেনারেল এবং অবসরপ্রাপ্ত)।

(২) এক কোম্পানী টাঙ্গাইলে-কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর কাজেম কামাল, অবাঙ্গালী।

(৩) এক প্লাটুন রাজেন্দ্রপুর এমুনিশন ডিপোতে-গার্ড হিসাবে।

(৪) এক প্লাটুন গাজীপুরে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে-গার্ড বা প্রহরী হিসাবে।

(৫) ব্যাটালিয়নের অবশিষ্টাংশ জয়দেবপুরে। ঐ সময় জয়দেবপুরে নিম্মোক্ত অফিসারদেরকে পাইঃ

(ক) মেজর (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত) শফিউল্লাহ, সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড।

(খ) মেজর (বর্তমানে মৃত) আসজাদ লতিফ, কোম্পানী কমাণ্ডার-অবাঙ্গালী।

(গ) মেজর (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত) মইনুল হাসান, কোম্পানী কমাণ্ডার।

(ঘ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) আজিজুল রহমান, এ্যাডজুট্যান্ট।

(ঙ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে কর্নেল) এজাজ আহমদ, কিউ, এম।

(চ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) মোহাম্মদ নাসিম, কোম্পানী অফিসার।

(ছ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মৃত) মোহাম্মদ রিয়াজ, কোম্পানী অফিসার-অবাঙ্গালী।

(জ) ক্যাপ্টেন (বর্তমানে বোধ হয় পাকিস্তানে) নকভী, কোম্পানী অফিসার-অবাঙ্গালী।

(ঝ) সেঃ লেঃ (বর্তমানে কর্নেল) মোরশেদ, কোম্পানী অফিসার।

(ঞ) সেঃ লেঃ (বর্তমানে কর্নেল) ইব্রাহিম, কোম্পানী অফিসার, সিগন্যাল অফিসার।

(ট) একজন ডাক্তার-বাঙ্গালী।

(৬) এই ব্যাটালিয়ানের সাথে জড়িত ২০/২৫ জন অবাঙ্গালী ছিল। এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই, ১৯৫১সালে কমিশন পাওয়ার পরে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে পোস্টিং পাই, এবং তার পর থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে কয়েক বৎসর তদানীন্তন ইপিআর-এ এবং অন্যান্য স্টপ জবে চাকুরী করি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে চাকুরীর অভিজ্ঞতা বা সম্যক পরিচয় ছিল না। ব্যাটালিয়নের লোকজনদের ভিতর আমার কিছুমাত্র পূর্ব পরিচয় ছিল মেজর শফিউল্লাহ এবং মেজর কাজেম কামালের (অবাঙালী অফিসার) সঙ্গে। আর আমি যখন ব্যাটালিয়ানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাই তখন আমার পাক সামরিক বাহিনীর প্ল্যান সম্বন্ধে কোন ধারনা ছিল না। ঐ দিন গভীর রাত্রে তদানীন্তন ইস্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার জেঃ টিক্কা খান আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। তিনি প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ অঞ্চলের বিশেষ করে গাজীপুরের খবরাখবর কি। আমি উত্তরে জানাই যে অস্বাভাবিক কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি হুকুম করলেন গাজীপুরে ফ্যাক্টরীতে আমাদের সৈন্যসংখ্যা পুরো কোম্পানীতে উন্নীত করতে এবং অন্য কোম্পানীতে তৈরী অবস্থায় থাকতে। তদনুযায়ী, যেহেতু মেজর আসজাদ লতিফের কোম্পানীর এক প্লাটুন গাজীপুরে ছিল, তাকে তার কোম্পানীর অবশিষ্টংশ অর্থাৎ, দুই প্লাটুন গাজীপুরে পাঠিয়ে দিই এবং মেজর মইনের কোম্পানীকে জন্য কোন হুকুমের জন্য তৈরী থাকতে বলে দিই। অবশ্য পরে তাদের সম্বন্ধে আর কোন হুকুম আসে নাই। এ সময় আমার বা আমাদের কোন ধারণা ছিল না ঢাকা শহরে কি হচ্ছে। অবশ্য সন্ধ্যার দিকে

আমার বাসা থেকে (আমার ফ্যামিলির সবই তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ২৬/২ নং তোফায়েল কলোনী, বর্তমানে আজিজ পল্লীতে) কয়েকবার টেলিফোনে কোন অজানা লোক তাদেরকে বিরক্তিপূর্ণ টেলিফোন করে উত্যক্ত করছে বলে খবর আসে।

২৬শে মার্চ ১৯৭১ঃ ঐ দিন সকালে রেডিও'র খবর জানতে পারি যে, ঢাকা শহরে ''অনির্ধারিত সময়ের জন্যে'' কারফিউ দেওয়া হয়েছে, এবং বিভিন্ন মার্শাল ল' নির্দেশবলী রেডিও মারফত শুনলাম। ঐ সব খবরে আমদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া হলেও সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা তখনও আমরা নিয়মতান্ত্রিক সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমি অয়ারলেস সেট-এর কাছে গিয়ে দেখি যে, আমাদের সেটের ফ্রিকুয়েন্সীতে শুধুমাত্র ঢাকা কন্ট্রোল জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ আছে। আমাদের প্রশ্নের কোন সদুত্তর অবাঙ্গালী অপারেটর দেয় না। ঐ সময় আমি ব্রিগেড কমাণ্ডারের সঙ্গে অয়ারলেস-এ কথা বলে অবস্থা আঁচ করতে চাই, কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য না করে এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, যখন দরকার হবে তখন তোমাদেরকে কাজের জন্যে ডাকা হবে। ঐ দিন ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ সবার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সমষ্টিগতভাবে কিছু প্রকাশ পায় না। যাহোক, ঐ দিন সকালে এবং বিকালে জয়দেবপুস্থ সমস্ত অফিসার, জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদেরকে একত্রীভূত করে তাদেরকে সামরিক শৃঙ্খলা রাখার উপর গুরুত্ব দিই এবং বলি যে, অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে সামরিক ডিউটি পালন করতে হয়। ঐ দিন দুপুরের পর থেকে লোক মারফত ঢাকার ঘটনার কিছু কিছু আমাদের কানে এসে পোঁছায়। তাছাড়া, বিবিসি এবং আকাশবাণীর খবরে আমাদের ভিতরে কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং সেই সময় আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। এক কথায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঐ দিন বিকালে কিছু অফিসার জেসিওদের সঙ্গে কথা বলার সময়-বিশেষ করে সুবেদার নূরুল হক (তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সুবেদার মেজর- পরে অনারারী ক্যাপ্টেন হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন-স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বীরপ্রতীক পদক পান) সংশয় প্রকাশ করেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে। আমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় অতর্কিত হামলার মোকাবেলা করার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ অবস্থান সুদৃঢ় করা, অধিকসংখ্যক প্রহরী নিয়োগ ইত্যাদি বন্দোবস্ত করি। সন্ধ্যার দিকে আমরা অয়ারলেসে খবর পাই যে, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে এবং আরও সৈন্য পাঠিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের দিন কাটে।

২৭শে মার্চ ১৯৭১ঃ ঐ দিন শেষ রাত্রে আনুমানিক ভোর তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে মেজর শফিউল্লাহ আমার কামরায় একজন এনসিও এবং একজন সিপাহীকে নিয়ে আসে, বলে যে, তারা আমাদের যে প্লাটুন রাজেন্দ্রপুর এম্যুনিশন ডিপোতে ডিউটিতে আছে সেই প্লাটুনের লোক। তাদের ভাষ্যমতে, পাকিস্তানীরা অতর্কিতভাবে আমাদের প্লাটুনের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি চালিয়ে মেরে ফেলেছে, এবং শুধুমাত্র তার দুজনই জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাদেরকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়ে উঠেলাম। আমি স্থির করলাম যে, ঐ ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করা প্রয়োজন। আমি সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডকে বললাম ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন পাঠিয়ে ঐ ঘটনার তদন্ত করতে এবং সঙ্গে ঐ লোক দুটোকে পাঠাতে। তখন উপস্থিত সকলের একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখলাম। এবং মেজর শফিউল্লাহ আমাকে বললেন যে, আমরা হয়ত পর্যবেক্ষণের ভিতরে আছি, রাত্রে বেশ প্লেন চলাচল করেছে। দিনের আলো না বেরোন পর্যন্ত কিছু 'মুভ' করলে দুর্ঘটনা হতে পারে । তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বের প্লাটুন একটু পরে রওনা হয়ে টঙ্গী-জয়দেবপুর রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে । আমি নিজে ফজরের নামাজের পর ঐ জায়গায় গিয়ে প্লাটুনের সঙ্গে মিলিত হবো এবং ঘটনার তদন্তে উপস্থিত থাকব। ঐ মত আমি প্লাটুন নিয়ে রাজেন্দ্রপুরে সকাল ৭.৮টার দিকে পোঁছাই। রীতি পালন করে ভিতরে গিয়ে দেখি আমাদের প্লাটুন বহাল তবিয়তে আছে এবং শুধু ঐ দুজনই কোন ভয়ে পালিয়ে গেছে। ঐখানে পাক বাহিনীর আরও দুটি প্লাটুন ডিউতে আছে । যাহোক, ওখানে যাওয়ার পরেই ঢাকার আর্মি এ্যাকশনের হিংস্রতা এবং নগ্নতা কিছু

আন্দাজ করতে পারলাম। প্লাটুন কমাণ্ডার আমাকে জানালেন, গত দুই রাত এবং দিনে সমানভাবে হেলিকপ্টারযোগে গোলাবারুদ, এমনকি ১০৬ মিঃ মিঃ এন্টিট্যাঙ্ক গান এবং আর্টিলারীর গোলাবারুদ গেছে। আমরা ঐ অঞ্চলে উপস্থিত থাকতেই দেখলাম যে, একটি হেলিকপ্টার এতে নামল এবং তাতে গোলাবারুদ উঠানো হচ্ছে। ঐ ঘটনা আমার মনে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আমার মনে হল, পাকিস্তানীরা মিলিটারী এ্যাকশনে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনছে না বরং মারণযজ্ঞে নেমেছে, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অতিরিক্ত গোলাবারুদ সৈন্যদের প্রয়োজনে আসে না বা আসার কথা না। ১৯৫৩ সালে লাহোরের মার্শাল ল'এ আমাদের ''ফার্স্ট লাইন'' বা ''পাউচ এম্যুনিশনই'' খরচ হয়েছিল না। মনের ভাব মনে চেপে রেখেই সঙ্গে নেওয়া প্লাটুন সমেত ওখান থেকে চলে আসলাম। ফেরার পথে ক্যাপ্টেন রিয়াজের নেতৃত্বে প্লাটুনকে জয়দেবপুর চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম এবং আমি গাজীপুর অর্ডন্যান্স ডিপোতে আমার কোম্পানীকে দেখতে গেলাম। সেখানে যেয়ে দেখলাম যে ঐ কোম্পানীও বেশ কিছু শংকাজনিত চিত্তে আছে। ওখানে আরও দেখলাম যে, আমার কোম্পানী ছাড়াও দুই কোম্পানী মত এমওডিসি'র লোক রয়েছে। এদের কাছে অস্ত্র আছে এবং দুই-তিন সপ্তাহের স্বল্প সামরিক শিক্ষা এরা পেয়েছে। এরা সবাই বাঙালী। ওখানে সবাইকে দেখে, কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, কিছু গতানুগতিক ভাষণ দিয়ে বেলা এগার সাড়ে এগারটার দিকে জয়দেবপুরে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসলাম। রাস্তাঘাট, বাজার প্রায় জনশূন্য ছিল এবং সকলের ভিতরে একটা ভীতিজনক ভাব ছিল।

হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের অবস্থার আরও অবনতির কথা জানতে পারলাম। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের কথাবার্তাও কানে আসতে থাকল। যেহেতু তখন পর্যন্ত ঐ এলাকার কোন অঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে নাই, আমি অফিসে এসে বসলাম। অফিসে বসার পর সুবেদার নূরুল হক প্রথামত ওখানকার সৈন্যদের সম্বন্ধে সমস্ত খবর দিলেন এবং অন্য দুই জায়গায় খবর আমাকে দিলেন। সকলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবও আমাকে জানালেন। তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন আজিজ আমার অফিসে এসে বললেন, ''আমাদের নিরস্ত্র ভাইয়েরা গুলি খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মত মরবে আর আমরা হাতিয়ার হাতে থাকা সত্ত্বেও নীরব দর্শক হয়ে থাকবো?'' আমি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্ট করলাম এই যে, ধৈর্যহীন হয়ো না, সময়মত সব কিছুই করা হবে। তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মেজর মইন আমার অফিস কামরায় ঢুকে একই ধরনের অভিব্যক্তি করলে আমি তাকে একই ধরনের কথা বলি। এর কিছুক্ষণ পরে মেজর শফিউল্লাহকে আমার অফিস কামরায় ডাকি এবং একথা সেকথার পরে তাকে বলি যে-আমদের 'ইয়ং ব্লাড' বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে। তিনি আমাকে বললেন যে আমাদের উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না; সবকিছু একটু ভেবেচিন্তে করতে হবে। (প্রসঙ্গত এটুকু বলছি যে, আমাদের উপরোক্ত কথোপকথন প্রচলিত ইংরাজী এবং বাংলা দুই ভাষাতে হয়েছে। কথোপকথনের বাংলা অনুবাদ যা দাঁড়ায় তা লিখেছি)।ঐ অবস্থায় দুপুর গড়িয়ে গেল। ঢাকার সঙ্গে কোন সংযোগ নাই বললেই চলে। আনুমানিক তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় অয়ারলেসে ব্রিগেড কমাণ্ডার আমার সাথে কথা বললেন। প্রথমে জানতে চাইলেন যে আমদের এদিকের অবস্থা কি। আমি উত্তরে জানালাম যে আমার নিকটবর্তী এলাকায় কোন অঘটন ঘটে নাই। তবে টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহে অবস্থার যথেষ্ট অবনতির খবর পাচ্ছি এবং সেখানকার কোম্পানী কমাণ্ডাররা আরও সৈন্য চাচ্ছেন তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে। তিনি বললেন যে ওখানে সৈন্য পাঠানোর দরকার নাই, তারা ঐদিকটা দেখবেন। তিনি আরও বললেন যে, ''দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করা হচ্ছে''-টঙ্গী ব্রিজ বিনষ্ট করে ফেলেছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় টঙ্গী এলাকা আর্মি অপারেশন করবে; এক কোম্পানী প্রস্তুত থাকবে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে উত্তর দিক থেকে এসে অপারেশনে সহায়তা করবে। এই খবর দেওয়ার পর যথেষ্ট সংশয় এবং শঙ্কার সৃষ্টি হয়। উদ্বেগাকুল চিত্তে আমরা সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকি।

ঐ দিন সন্ধ্যায় দূর থেকে অর্থাৎ জয়দেবপুর থেকে টঙ্গীতে আর্মি এ্যাকশনের প্রচণ্ডতায় আমি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ি। গুলি এবং তোপের আওয়াজ এবং গোলাগুলির শলাকা দেখে আমার মনে হয় পাক আর্মি আইন-শৃঙ্খলা উন্নতির জন্য সরকারকে সাহায্য করছে না, বরং পুরোপুরি বাঙালী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সারাদিনে বিভিন্ন

সূত্র থেকে পাওয়া খবর মিলিয়ে দেখলাম একই দিক নির্ণয় করছে। মনে হল আমরা বোধ হয় হব পরবর্তী টার্গেট, এবং এ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্য নিরর্থক। টঙ্গীর গোলাগুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর আমি মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মইন, ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সবেদার নূরুল হককে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্যে আমার নিজের কামরায় ডেকে পাঠালাম। (এই সঙ্গে জয়দেবপুরের অবস্থান সম্বন্ধে একটু বলা দরকার যাতে সবাই জিনিসটা ভালভাবে বুঝতে পারেন। পুরো ব্যাটালিয়নের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরের জমিদার বা রাজবাড়ীতে। প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতরে অনেকগুলো বড় বড় দোতলা বিল্ডিং-এর সমষ্টি। বর্তমানে এগুলো মহকুমা প্রশাসক এবং মহকুমা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণে স্বল্প উঁচু পাঁচিল ও গেট। এই গেট দিয়ে ঢুকলে গোটা দুয়েক বাস্কেট বল/ভলিবল গ্রাউণ্ড সাইজের মাঠ। মাঠের পরেই বড় উঁচু দোতলা পুরানো কালের বিল্ডিং, নীচে অফিসার মেস এবং জুনিয়র অফিসারদের থাকার জায়গা। দোতলা মেসের ড্রয়িংরুম। পুবের দিকে টু-আই-সি এবং অন্য একজন মেজর থাকতেন। পশ্চিমের দিকে কামরা ছিল সিও'র জন্য। এ বিল্ডিং সংলগ্ন পশ্চিম এবং উত্তর কোনা থেকে শুরু করে উত্তর দিকে বিস্তৃত আর একটি বড় দোতলা বিল্ডিং 'এল'- এর মত দেখতে। ব্যাটালিয়নের সমস্ত অফিস এই বিল্ডিং-এ ছিল। প্রথম বিল্ডিং-এর সঙ্গে দ্বিতীয় বিল্ডিং এর সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। নীচে নেমে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে হত। ঐ দ্বিতীয় বিল্ডিং-এর উত্তরে আরও একটি বড় দোতলা বিল্ডিং পুবের দিকে বিস্তৃত ছিল। সেটা চিল ট্রুপস-এর বসবাসস্থান। পুবের দিকেও দেওয়াল এবং কিছু বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা ছিল।) তারা এসে পৌঁছতেই আমি বললাম যে, পরিস্থিতি এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনাদের মতামত কি ? কেউ কোন উত্তর দিলেন না। আমি ধরে নিলাম মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। আমার মনে চিন্তা খেলে গেল যে আমাদের ক্ষুদ্র এবং বিভক্ত শক্তি নিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া আত্নহত্যার শামিল, এবং আমাদের প্রয়োজন সমস্ত ব্যাটালিয়নকে এক জায়গায় একত্রীভূত করা এবং সেটা ময়মনসিংহেই সম্ভব। এ ছাড়া জয়দেবপুর রাজবাড়ীর পিছনে কিছু সরকারী কোয়ার্টারে আমাদের কিছুসংখ্যক জেসিও এবং এনসিও এবং সেপাইদের ফ্যামিলি আছে এবং আমার মনে হল যে, আমরা চলে যাওয়ার পর পাক বাহিনীর প্রথম আক্রোশ ঐসব পরিবারবর্গের উপর পরবে। সেইজন্যে আমি সুবেদার নূরুল হককে জিজ্ঞাসা করলাম, ''এইসব ফ্যামিলির কি হবে ?'' তিনি তার উত্তরে বললেন যে, তাদের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা তাদেরকে আশেপাশের গ্রামে পাঠিয়ে দেব, এবং সেখানকার পাবলিক তাদের দেখাশুনা করবে। তখন আমি তাকে বললাম যে, পরের দিনের ভিতরেই যেন এ বন্দোস্ত হয়ে যায় । তারপর আমি ক্যাপ্টেন আজিজকে (এ্যাডজুটেন্ট) গাড়ীর 'এভাইলিবিলিটি' অর্থাৎ কয়টা জীপ, ডজ, লরী চালু অবস্থায় আছে জানতে চাইলাম। তিনি যে পরিসংখ্যান দিলেন, তাতে আমি আন্দাজ করতে পারলাম মর্টার প্লাটুন এবং কিছু সৈন্য-আন্দাজ এক রাইফেল প্লাটুন (২৫/৩০)নিজেদের হাতিয়ার এবং গোলা-বারুদসহ উঠানো সম্ভব হবে। তখন একটা প্রশ্ন থেকে গেল যে, অবশিষ্ট লোকজন এবং গাজীপুরে যারা আছেন তাদেরকে কি করে নেওয়া যাবে। তখন মেজর মইন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বললেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি নিজে 'ক্রস-কান্ট্রি' পায়ে হেঁটে গফরগাঁও হয়ে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দেবেন। তখন আমি প্লান করে ফেললাম, আগামীকাল সকালে এক পার্টি গাড়ীতে টাঙ্গাইলে হয়ে ময়মনসিংহ যাবে এবং বাকীরা আগামীকাল সন্ধ্যায় রওনা হবে। গাড়ীর জন্য চেষ্টা করা হবে এবং যদি সম্ভব না হয় তাহলে পায়ে হেঁটে রওনা হবে। এটা স্থির করার পর, আমি তদানীন্তন মেজর শফিউল্লাহকে এই নির্দেশ দিই, যেহেতু তোমার ফ্যামিলি এখন ঢাকাতে নাই (তারা তখন কুমিল্লাতে তার শ্বশুরালয়ে ছিল), তোমার সমস্যা একটু কম। আগামীকাল সকালে অর্থাৎ ২৮শে মার্চে মর্টার প্লাটুন এবং এক রাইফেল প্লাটুন নিয়ে টাঙ্গাইল রওনা হয়ে যাবে। রাস্তায় যদি কোন রোড ব্লক পাও সেগুলো সাফ করবে। সেখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে 'কনট্যাক্ট' করে বলে যাবে ঐগুলো খোলা রাখতে এবং রাত্রে আমাদের অবশিষ্ট লোক চলে যাওয়ার পর ঐগুলো বন্ধ করে দিতে। টাঙ্গাইল পৌছে সেখানকার কোম্পানীর দায়িত্বভার বা অধিনায়কত্ব নিয়ে নিবে এবং ঐ কোম্পানী সমেত ময়মনসিংহে একত্রীভূত হবে। আমরা সবাই আগামীকাল, অর্থাৎ ২৮শে মার্চ '৭১, সন্ধ্যার পর এখান থেকে রওনা হব।''

মেজর মঈন, ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সুবেদার নূরুল হককে স্ব স্ব দায়িত্বের কাজের নির্দেশ দিয়ে দিলাম। তাদের সবাইকে বলা হল যে আমাদের এই প্লানের গোপনীয়তা যেন বজায় থাকে, নেহাৎ প্রয়োজনীয় এবং নূন্যতম লোককে বলবে। কোনক্রমেই যেন অবাঙালীরা (২০/২৫ জন, যারা তখনও আমাদের সঙ্গে ছিল) যেন জানতে না পারে, কারণ যোগপনীয়তাই হবে আমাদের আপাতত কার্যসিদ্ধির একমাত্র পথ। এবং তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আগামীকাল ২৮শে মার্চ সকালে সব ট্রুপসকে একত্রীভূত করবে যেকানে আমি সমস্ত্র পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্যে আমি আমার 'টু-আই-সি' মেজর শফিউল্লাহকে মর্টার প্লাটুন এবং একটি রাইফেল প্লাটুন দিয়ে সেখানে পাঠাচ্ছি।

এইসব করার পরে আমার নিজের ফ্যামিলির সম্বন্ধ্যে একটু চিন্তা হল। তারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। চিন্তা করলাম যে কোনরকমভাবে ঢাকাতে গিয়ে তাদেরকে এদিকে নিয়ে আসা বা ছাউনী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় কিনা। সেইজন্যে পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ স্বল্পক্ষণের জন্যে ঢাকাতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে এবং টঙ্গী ব্রিজে একটা জীপ রাখতে অণুরোধ করে অয়ারলেস সেটে একটা মেসেজ পাঠালাম। শেষক্ষণ পর্যন্ত আর কোন উত্তর আসে নাই।

ঐ রাত্রে নতুন আর কোন ঘটনা ঐ অঞ্চলে গটে নাই। অবশ্য দেশের বিশেষ করে ঢাকার ঘটনাবলীর বিভিন্ন বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌছাতে থাকায় সৈনিকদের মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ঐ দিন আমাদের ব্যাটালিয়নের একটা গাড়ীর ড্রাইভারের (গাড়ীটা কছিুদিন আগে মেরামতের জন্যে ঢাকা ওয়ার্কশপে ছিল, এবং সে ঢাকাতে আটকা পড়েছিল। ২৭ মে মার্চে স্বল্পকালীন কারফিউ বিরতির সময় তাকে ওয়ার্কশপের কেউ হুকুম দেয় গাড়ীটা নিয়ে ইউনিটে চলে যেতে। গাড়ী নিয়ে আসার সময় টঙ্গী ব্রিজের ব্লকের জন্যে আটকে যায় এবং সেখানে আর্মি এ্যাকশন শুরু হয়ে যাওয়াতে গাড়ী ফেলে পায়ে হেঁটে জয়দেবপুরে এসে পৌছাই।) আর্মি এ্যাকশনের প্রাথমিক বিবরণে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে।

২৮ শে মার্চ ১৯৭১ঃ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আনুমানিক সকাল সাড়ে আট বা নয়টার সময় জয়দেবপুরের সমস্ত্ র্যাংকের ট্রুপসকে (বাঙালী, অবাঙালী সব) এক জায়গায় করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করি, এবং জানাই যে মেজর শফিউল্লহ সাহেবকে মর্টার এবং একটি রাইফেল প্লাটুন দিয়ে টাঙ্গাইলে অবস্থার উন্নতির জন্যে পাঠাচ্ছি।

আনুমানিক সকাল ১০ টার দিকে যখন মেজর শফিউল্লাহ প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছেন রওনা হবার জন্যে, আমার মনে হল যে গাড়ীর বনোদবস্ত্র না হলে রাত্রে সি-ও হিসাবে ট্রুপসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে রওনা হতে হবে, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে অতিরিক্ত ইউনিফর্ম নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই মেজর শফিউল্লাহকে ডেকে তার স্যুটকেসে আমার দুই সেট ইউনিফর্ম দিয়ে দিই। ঐ সময় সেঃ লেঃ মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় অন্যান্য কাজের ভিতরেও টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের খবরের জন্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত ছিলাম। সকাল থেকেই ময়মনসিংহের সঙ্গে অয়ারলেস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

প্রায় সাড়ে দশটার দিকে মেজর শফিউল্লাহ তার পার্টি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। ওদের যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন 'জয় বাংলা' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছিল। আমার ধারণ হল যে, আমাদের প্ল্যান স্থানীয় লোকেরা জেনেছে এবং এই অবস্থায় আমাদের ট্রুপস গেলে অবাঙালীরা যারা তখনও আমাদের সঙ্গে আছে, মনে করবে যে, আমাদের টাঙ্গাইল রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠানো একটা ভাঁওতামাত্র। সেইজন্য সাধারণ পাবলিককে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেওয়া এবং ভয় দেখানেরা একটা নাটকের অভিনয় মত করতে হল। ওদের রওনা হয়ে যাওয়ার কিছু পরে সরকারীভাবে আমি ব্রিগেডে লিখিত মেসেজ পাঠিয়ে দিলাম এই বলে যে, টাঙ্গাইলের অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে আমি মেজর শফিউল্লাহকে উপরোল্লিখিত সৈন্যসহ পাঠিয়েছি। এইজন্য করলাম যে, কোন সন্দেহ যাতে আমাদের উপর না আসে।

এরপর আমার চিন্তা হল গাজীপুরের কোম্পানীর সঙ্গে কিভাবে ‘‘কো-অর্ডিনেন্ট’’ করা যায়। আনুমানিক সাড়ে এগারটা-বারটার দিকে ঐ কোম্পানী সুবেদার চাঁদ মিয়া একটা গাড়ী নিয়ে আসলেন-দুই রাত্রি আগে যে দুই পলাটুন জয়দেবপুর থেকে ওখানে যায় তাদের বিচানা নিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেন আজিজ এবং সুবেদার নূরুল হত তাকে আমার কাছে নিয়ে আসলেন। আমি তাদেরকে বললাম যে, ওকে (চাঁদ মিয়াকে) প্লান বলে দিন। তাদের কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি সুবেদার চাঁদ মিয়াকে নির্দেশের সারাংশ এইভাবে বলিঃ

(1) সন্ধ্যার সময় থেকে তার কাছে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যে অয়ারলেস সেটের সংযোগ আসে সেটা খুলে রাখতে। যখন সংকেত যাবে ‘‘এখন সাড়ে সাতটা বাজে’’ তখন থেকে তোমরা রওনা হবার এ্যাকশন শুরু করবে।

(2) এ্যাকশন শুরুর প্রথম কাজ হবে অর্ডন্যান্স ডিপোতে যে অয়ারলেস সেটের ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে তাকে নষ্ট করে দেওয়া যাতে আমাদের খবর ঢাকা অথরিটি সঙ্গে সঙ্গে না পায়।

(3) অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে যত গাড়ী আছে এবং আশেপাশে যতটা সম্ভব গাড়ী দখল করে নিতে এবং ঐ গাড়ীসমূহ নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে ‘মুভ’ করতে।

(4) ‘মুভের’ সময় অর্ডন্যান্স ডিপোতে রক্ষিত ব্যাটালিয়নের পুরানো হাতিয়ারসমূহ এবং গোলাবারুদ যতটা সম্ভব নিয়ে যেতে।

(5) এম, ও, ডি, সি’র লোক যতটা সম্ভব সংগে নিয়ে যেতে এবং যারা যেতে পারবে না তাদেরকে নির্দেশ দিতে যে ঐ ডিপো থেকে দূরে সরে যেতে, কারণ পরে তারা আর্মি এ্যাকশেনের শিকার হবে।

সুবেদার চাঁদ মিয়া চলে যাওয়ার পর আমার খেয়াল হল যে মেজর আসজাদ লতিফ তার অবাঙালী কোম্পানী কামাণ্ডরকে ওখানে থেকে সরিয়ে আনার দরকার যাতে চাঁদ মিয়া নিরূপদ্রবে তৈরী হতে পারেন। তাই আমি তাকে আমার সঙ্গে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে লাঞ্চ করার জন্যে ডেকে পাঠালাম। জয়দেবপুরস্থ সমস্থ বাঙালী অফিসার এবং জেসিওরা যে যার দায়িত্বমত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিল, এবং আইরের ভাবখানা ছিল যে সবকিছুই নর্মাল বা সাধারণভাবে চলছে। আমি মোটামুটিভাবে অবাঙালী অফিসারদেরকে গল্পচ্ছালে আমার আশেপাশে রাখছিলাম, যাতে তারা এ ব্যাপারে আঁচ করতে না পারে। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে যেয়ে ছোটখাট নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাকে বলে সামরিক ভাষায় ‘‘টাইং আপ’’। আমার নিজস্ব যথেষ্ট চিন্তা ছিল-অন্য জায়গায় কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা সঠিক জানা ছিল না- এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হবে কে জানে, যদি সফল না হয় তাহলে নিজের ক্যামিলি এবং ছেলেরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে, তাদের পরিণতি কি হবে, ইত্যাদি।

(আজ ১২/১৩ বৎসর পরে ঐ দিনের কথা চিন্তা করলেও যথেষ্ট আতংকিত হয়ে পড়ি। ঐ দিনে ভবিষ্যৎ ছিল অজনা-দেশাত্মবোধই ছিল একমাত্র প্রেরণা।)

এসব ছাড়াও আমার জানা প্রয়োজন ছিল যে, গতকাল রাত্রে টঙ্গীতে ‘আর্মি এ্যাকশনের’ পর কত সৈন্য আছে, কারা আছে, পজিশন তারা কতদূর পর্যন্ত নিয়েছে এবং আমাদে ‘মুভ’-এর সময় তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কতদূর আছে। দুপুরে খাওয়ার পরে আমি নিজেই যাবার মনস্থ করছিলাম, কিন্তু ক্যাপ্টেন আজিজের ইশারায় এবং পরামর্শে মেজর আসজাদ লতিফকে কিছু সৈন্য ‘এসকর্ট’ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাকে বলে দেওয়া হল যে, টঙ্গীতে যেসব সৈন্য পৌছে গিয়েছে তারে সঙ্গে ‘মিলাপ’ করে এসো এবং বিশেষ আগের রাতে আমাদের ব্যাটালিয়নের একখানা ডজ গাড়ী যেটা টঙ্গী ব্রিজের কাছে ড্রাইভার ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল, সেটা কি অবস্থায় আছে দেখবার জন্যে এবং সম্ভব হলে ‘রিকভার’ করার ব্যবস্থা করে আসতে। এই ব্যবস্থায় আমাদের দুইটা সুবিধা হল। প্রতমত ., এই অবাঙালী অফিসারকে তার কোম্পানী থেকে অধিক সময় সরিয়ে রাখা এবং টঙ্গীতে যদি কোন অঘটন ঘটে তা হলে প্রথম চোটটা অবাঙ্গী অফিসাররের উপর দিয়ে যাবে। এ অফিসার

বেলা দুটো-আড়াইটার দিকে এবং সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসে। সে জানায় যে, টঙ্গীতে পাক আর্মি তাকে বিশ্বাসই করতে চায় না, তাকে এবং তার সঙ্গের সবাইকে 'ডিস আর্ম' করে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এমনকি তার পাঞ্জাবীতে কথা বলার উপরে সন্দেহ প্রকাশ করে।

যাই হোক, ঐ অফিসার জায়দেবপুর থেকে টঙ্গী রওনা হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে উপরে নিজের কামরায় গেলাম। কিছু সময় পরে মেজর মইন আমার কামরায় এসে বেলন যে, আমাদের প্ল্যান নাকি পাঞ্জাবী এবং অবাঙালীদের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে, অথবা তারা আঁচ পেয়ে গিয়েছে। কারণ হিসেবে বলল যে, আমাদের কোন সেপাই ক্যান্টিনের কিছু পাঠান সিভিলিয়ানকে প্রকারান্তরে বলে ফেলেছে ঐ রাত্রে সাবধান থাকতে, এবং সে কথা তাদের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আরও সাবধান হয়ে যেতে এবং আমি ভাবছি এ ব্যাপারে কি করা যায়। এর কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন আজিজ আমাকে এসে বললেন যে, একজন স্থানীয় ছাত্রনেতা আমার সঙ্গে টেলিফেনে কথা বলতে চায় এবং দেখা করতে চায়। আমি অল্পক্ষণ পরেই আসছি বলে দিতে বললাম (প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, যদিও ঢাকার সঙ্গে আমাদের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তবুও জয়দেবপুরে স্থানীয় এক্সচেঞ্জ কাজ করছিল এবং গাজীপুর ফ্যাক্টরী পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ছিল) এই মনে করে যে ছাত্রনেতার সঙ্গে 'ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখা করা হয়ত ঠিক হবে না এবং আমাদের ভিতরকার অবাঙালীদেরকে প্রকারন্তরে ভাব দেখানো যে কোন কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে না, আমি 'ইউনিফর্ম' না পরে একটা প্রাইভেট শার্ট এবং প্যান্ট পরে নীচে নেমে আসলাম। ঐ ছাত্রনেতার (তার নাম আমার এখন মনে নাই) সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সন্ধ্যার সময় গেটের সামনে দেখা করার সময় দিলাম। নীচে নেমে আসার পর থেকে প্রাইভেট পোশাকেই সুবেদার নূরুল হক এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে 'ডিটেলস টাই আপ' অর্থাৎ খুঁটনাটি বিষয়ে নির্দেশাদি দিতে ব্যস্ত ছিলাম। এ সময় আমি যথেষ্ট চিন্তকুল এবং উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণসমূহ ছিল (১) মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল পৌঁছেছেন কিনা এবং আগে কি করেছেন তার তখন পর্যন্ত পাই নাই, (২) ময়মনসিংহ কোম্পানীর সঙ্গে সকাল থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, (৩ আমাদের প্ল্যান যদি খোদা-না-খাস্তা সফল না হয়ে তাহলে পরিণতি কি, (৪) বিদ্রোহহের ভবিষ্যৎ কি, এবং (৫) আমার ফ্যামিলি এবং ছেলেরা যারা ক্যান্টনমেন্ট আছে তাদের ভাগ্যে আগামীকাল থেকে কি পরিণতি ইত্যাদি। আমার এই চিন্তাযুক্ত ভাব দেখে হয়ত কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেন আমি তাদের সঙ্গে যাব কিনা। আমি তাদেরকে উত্তরে বললাম যে, সব কিছু প্ল্যান করে তো পিছনে থাকা যায় না, কারণ পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না । যাক, বেলা প্রায় ৪টার দিকে খবর পাওয়া গেল যে, মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল অতিক্রম করে ওখানকার কোম্পানী সমেত ময়মনসিংহের পথে রয়েছেন। কিছু আশ্বস্ত হওয়া গেল।

এখন আমাদের খেয়াল 'লাষ্ট মিনিট কো-অর্ডিনেশন', বিশেষ করে রাজেন্দ্রপুরের প্লাটুন এবং গাজীপুরের কোম্পানীর সঙ্গে। ক্যাপ্টেন আজিজ যথেষ্ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজেন্দ্রপুরের প্লাটুনকে বলে আসলেন সন্ধ্যার সময় তোকে তাদের অয়ারলেস খুলে রাখতে এবং 'সাংকেতিক বাক্য' পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা সেখানকার তার ডিঙ্গিয়ে নিজের বন্দোবস্তে বেরিয়ে পড়েন। এম্যুনিশন ডিপোতে ঢোকার উপর সব সময় কড়াকড়ি, এবং ঐ সময়ে খুব বেশী ছিল। ঐ জায়গার ও-সি বা অধিনায়ক ছিলেন এক অবাঙালী। ক্যাপ্টেন আজিজ তাকে যেয়ে বললেন যে, তিনি এসেছেন 'সামারী অব এভিডেন্স' রেকর্ড করতে। দুই রাত আগে যে দুইজন লোক আমাদের প্লাটুন থেকে পালিয়ে ছিল , তাদেরকে এ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে এবং সি-ও সাহেব আগামীকাল তাদের 'সামারী কোর্ট মার্শাল' করবেন। ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আজিজের উপর স্টেনগান তাক কার ছিল। এইসব ঘটনাপ্রবাহে ঐ দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার অফিসাররা উতলা হয়ে ওঠেন যাওয়ার সময় সংকেত দেওয়ার জন্যে। সন্ধ্যার সময় বা কিছু আগে খবর পেলাম আমাদের ময়মনসিংহ কোম্পানীর সঙ্গে অয়ারলেসে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। ঐ কোম্পানী কমাণ্ডারকে নিজে সাংকেতিকভাবে জানিয়ে দিলাম যে মেজর শফিউল্লাহ তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে টাঙ্গাইল ছেড়ে আরও এগিয়ে গেছেন, এবং আমরাও রওনা হচ্ছি। আমি সন্ধ্যাটা একটু গাঢ় হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে ঐ অঞ্চলে

কারেন্ট ছিল না, অতএব ছিল গাঢ় অন্ধকার। (পরে জেনেছিলাম যে, টঙ্গী থেকে আর্মি ইলেকট্রিক কানেকশন অফ করে দিয়েছিল-বোধ হয় পরের দিন আমাদের উপর অপারেশন চালানেরা জন্যে, এবং অবশ্য আমরাও লাইন কেটে দিয়েছিলাম।) দিনের ভিতর মেজর মইন, অন্যান্য অফিসার এবং জেসিও'রা মিলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আমাদের সকলের উঠানোর জন্যে গাড়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। যাই হোক, রাত্রি আটটার সময় প্রয়োজনীয় লোকদেরকে আমার অফিসে একত্রিভূত করি-মিলিটারী ভাষায় যাকে বলে 'ও' গ্রুপ। আমি রাত ৮-৩০ মিঃ সময় নির্দেশ করি অর্থাৎ ঐ সময় থেকে আমাদের 'মুভ'-এর কার্যাবলী শুরু হবে। কিন্তু ঐ সময় আমাদের কোন একজন বলে উঠলেন সময়টা একটু পিছিয়ে দিতে, কেননা তার উপর যে একটা দায়িত্ব অর্পিত ছিল তার প্রস্তুতির জন্যে আর একটু সময়ের প্রয়োজন। আমি তখন রাত ৮টা ৪৫ মিঃ সময় নির্ধারণ করে দিলাম।

এর আগে ক্যাপ্টেন আজিজকে একটা নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, আমি আমাদের 'মুভ'-এর অর্থাৎ যাত্রা শুরুর সময় দেওয়ার পর পরই তিনি এক সেকশন (দুটি) মেশিনগান এবং এক সেকশন (দুটি) রিকয়েললেস এ্যান্টি- ট্যাংক গান নিয়ে জয়দেবপুরের চৌরাস্তায় গিয়ে টঙ্গীর দিকে তাক রেখে রোড ব্লক সৃষ্টি করেন, যাতে আমাদের মুভের সময় টঙ্গীর দিক থেকে পাক আর্মি কোন গণ্ডগোল করতে না পারে এবং বাধা পায়। আমার 'অর্ডার' শেষ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন আজিজ আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার নিজের কাজে চলে গেলেন।

বলাবাহুল্য যে, ঐ সময় পর্যন্ত দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়কার প্রাইভেট জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলাম। অর্ডার শেষ কারার পর নীচের মেসে এসে দেখি যে, অবাঙালী দু'জন অফিসার-ক্যাপ্টেন রিয়াজ এবং নকভী খাওয়ার টেবিলে বসে রাত্রের খাবার খাচ্ছেন। আমিও তাদের সঙ্গে বসে রাত্রের খাবার খেলাম এবং তাদেরকে কিছু কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখলাম। বুঝলাম যে, আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং আমাকে সিভিল কাপড়ে দেখে উৎকণ্ঠ। যদিও কিছু হয়েও থাকে-সরে গেল।

৮টা ৪০ মিঃ কি ৮টা ৪২ মিঃ-এর দিকে আমি উপরে নিজের কামরায় উঠে গেলাম পেশাক পরে তৈরি হবার জন্যে । উপরে অন্ধকার ছিল। নীচে মেসের গ্যাসের আলো থেকে উপরে উঠে অন্ধকারটা আরও বেশী লাগছিল। আমি মনে করলাম যে, একটু অপেক্ষা করি। কেননা একটু পরেই 'এ্যাকশন' শুরু হবে এবং অবাঙালীদের নিরস্ত্র বা কিছু করার পর আমার কাছে কেউ নিশ্চয় আসবে। তখন আমি তৈরী হয়ে নেব। আমাদের প্লান ছিল যে সঙ্গেকার পাকিস্তানীদেরকে নিরস্ত্র কবর, এবং যদি তারা বাধা দেয় তখন গুলি চালাতে হবে, তবে গুলি চালানো হবে যথাসম্ভব স্বল্প এবং ক্ষিপ্ত-ভবিষ্যতের জন্য গোলাগুলি বাঁচাতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে বা ঐ সময়ের ৫-১০ সেকেণ্ড আগে নীচে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে এবং প্রচণ্ডতা বেশ বেড়ে গেল। আমি তখন উপরের তলায় একটু একটু সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার কাছে তখন কোন হাতিয়ার ছিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম যে কোন লোক সন্ত্রস্ত্রভাবে অথচ তাড়াতাড়ি পা টিপে সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠে আসল। আমি একটু আশান্বিত হলাম আমাদের কেউ হবে। কিন্তু সিঁড়ি শেষ হওয়ায় তার পায়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সংশয় বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আওয়ার পেলাম আর একজন লোকের জোর কদমে উপরে উঠে আসার। শেষোক্ত লোকটা যখন মাঝসিঁড়িতে তখন প্রথমোক্ত লোকটা তার উপর টর্চলাইটের আলো ফেলে। নীচের লোকটি তখন জিজ্ঞোস করে ওঠে ''কৌন হ্যায়''। উপরের লোকটি বলে, ''আমি ক্যাপ্টেন নকভী, কেন?'' নীচের লোকটি বলে ওঠে, এ্যা, নকভী বেঁচে, তারপরই সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। আমি অনুভব করলাম যে, আগের লোকটা, অর্থাৎ যে উপরের তলাল রয়ে গিয়েছে, সে হল ক্যাপ্টেন নকভী-অবাঙালী এবং সশস্ত্র। এত কিছু করার পরেও নিজের জন্যে ভরাডুবি। পরিণতি কি আল্লাহ জানে। হঠাৎ খেয়াল হল, এমনিও শেষ, ওমনিও শেষ, ঘটনা অজানার একটু ভান করে দেখা যাক না। একটু সতর্ক থেকে, পিলারের আড়াল থেকে নকভীর সঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞাসা করলাম ''ব্যাপার কি, নীচে গোলাগুলি চলছে কেন?'' সে বলল, ''জানি না স্যার, ওরা আমাদের উপর গুলি করছে, দেখেন আপনি টেলিফোনে

এ্যাডজুটেন্টকে পান কিনা।'' বুঝলাম যে, তার বিশ্বাস যে সমস্ত ঘটনা আমার অজ্ঞাতে। তার বিশ্বাসটা আর একটু পাকা করার জন্যে আমার নিজের কামরায় রাখা পল্টনের এক্সচেঞ্জের টেলিফোন ঘোরালাম। জানতাম কেউ জবাব দেবে না। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে, নীচের থেকে সবাই চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যেতে পারছি না, আটকা পড়ে গেছি ক্যাপ্টেন নকভীর হাতে। ঐ অবস্থায় রাত কাটল।

২৯শে মার্চ ১৯৭১ঃ সকালে দেখলাম বহু লোকজন বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার নিয়ে রাজবাড়ী ঘিরে রেখেছে। আমাদের উপর কড়া প্রহরা। লোকজনও বদলী হতে থাকল, আমিও চিন্তা করতে থাকলাম কিভাবে ফন্দি বের করা যায় এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। কিন্তু বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। দিন বেড়ে চলছিল। প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে প্লেনের আওয়াজ পেলাম। কিছুক্ষণ পড়ে দেখলাম যে, দু'টো এফ-৮৬ প্লেন রাজবাড়ীর যে অংশে সৈন্যরা থাকত এবং আমাদের গাড়ীসমূহ থাকত, সেই অঞ্চলে স্ট্রাফিং করছে। বুঝলাম ঢাকায় সব খবর হয়ে গিয়েছে এবং আর্মি শিগগিরই আসছে। বেলা দুটা- আড়াইটার দিকে দেখলাম রাজবাড়ীর সম্মুখ অংশ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে এবং পোর্টেবল মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, ''সেকেণ্ড বেঙ্গলের যারা যারা আছো, সারেণ্ডার কর।'' আমার নাম ধরেও একই ঘোষণা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের মুখ দিয়ে শুনলাম। তখন ক্যাপ্টেন নকভী আগে এবং আমি পিছনে সারেণ্ডার করতে বাধ্য হলাম। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব, ব্রিগেডিয়ার হাসানের সঙ্গে ৮-বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল। ব্রিগেডিয়ার মজুমদাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কোন বিদ্বেষ নিয়ে লিখি নাই। আমার বর্ণিত কোন ঘটনা কেও যদি অসত্য বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি মিথ্যাচারীর কালিমা নেব।

-

আবদুর রকীব
লেঃ কর্ণেল(অবঃ)

মেজর জেনারেল (অবঃ কে, এম, শাফিউল্লাহর প্রতিবাদ

'বিচিত্রা' ১৯৮৩

১৩ মে ১৯৮৩ সংখ্যা বিচিত্রায় 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্ব' এই শিরোনামে লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী আবদুল রকীবের লেখা একটি নিবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি তার নিবন্ধের মধ্যেমে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময় তাঁর নিজস্ব ভূমিকার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সব অবান্তর বক্তব্যের অবতারণা করেছেন। এই নিবন্ধে বর্ণিত অনেককেই আমার মত আশ্চার্যান্বিত না করে পারে না। সম্পূর্ণ নিবন্ধটিতেই তিনি তার মনগড়া কাহিনী ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরে রেখেছেন। তারা পুরা নিবন্ধটির ওপর আলোচনা করার আমার কোন ইচ্ছা নেই। শুধু দু-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় আমার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকার কখনও কাউকে হীন করে তোলার বা নিজের কৃতিত্বকে প্রকাশ কারার অভিপ্রায় ছিল না। সাধারণভাবে যা ঘটেছে তাই তুলে ধরতে চেষ্ট করেছি মাত্র।

লেঃ কঃ রকীব দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার তিনদিন পর এই ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুর ছেড়ে ময়মনসিংহ চলে যায়। তার বক্তব্যানুযায়ী এই ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তিনি একাই করেছেন এবং আমরা শুধু তার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করে গিয়েছি। এর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত এই ব্যাপারে নিজস্ব কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনাই ছিল না। তিনি ২৬শে

মার্চের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে লিখেছেনঃ ঐদিন বিকালে কিছু অফিসার,জেসিওদেও সঙ্গে কথা বলার সময়-বিশেষ করে সুবেদার নূরুল হক সংশয় প্রকাশ করেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করতে পারে।আমি এ ব্যাপরে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি এবং ঐদিনই সন্ধায় অতর্কিত হামলার মোকাবেলার মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অথাৎ অবস্থান সুদৃঢ় করা, অধিকসংখ্যক প্রহরী নিযোগ ইত্যাদি বন্দোবস্ত করি।

রকীব সাহেবের এই বক্তব্যে অবাক না হয়ে পারছি না , কারণ তার এই মন্তব্য আমাদেও অদূরদর্শিতা ও সমরপ্রস্তুতির শৈথিল্যেরও ইঙ্গিত বহন করে বলে আমার মনে হয়। এই ব্যাটালিয়নকে যে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে তা জয়দেবপুর ও তার পার্শ্ববতী এলাকাবাসীদেও আলোচনা ও উদ্বেগের বিষয় ছিল।তাই ১৭ মার্চ এলাকাবাসীরা জয়দেবপুর থেকে টঙ্গির রাস্তার উপর ৩০ থেকে ৪০টিরও বেশী ব্যরিকেড তৈরি করে রেখেছিল ।যেখানে ঐ এলাকার জনসাধারণ আমাদের নিরস্ত্র করা হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল সেখানে আমরা কোন বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়া ২৬ মার্চ বিকাল পর্যন্ত নীরব, নিশ্চেষ্ট ছিলাম এটা তিনি কিভাবে চিন্তা করতে পারলেন।

জয়দেবপুরের জনগন এর ব্যাটালিয়ন সমরপ্রস্তুতির কথা কখনও ভুলবে না । এমন কি রকীব সাহেবের ও ভোলার কথা নয় । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি ২৬ মার্চ বিকেলেই প্রথম শুনতে পান যে এই ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হতে পারে আর তাই তিনি ঐদিনই তা প্রতিহত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করেন ।

রকীব সাহেবের অবগতির জন্য লিখছি যে, ১৯ মার্চ ১৯৭১ শুক্রবার বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে এই ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার অভিপ্রায় ঢাকা থেকে জয়দেবপুর এসেছেলিন। সেদিন যদি এই ব্যটালিয়ন সমরপ্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য থাকত তা হলে ঐদিনই এই ব্যাটালিয়ন নিরস্ত্র করা হত। সেদিন বিগ্রেডিয়ার জাহানবেজ আরবাব রাজবাড়ীতে ঢুকেই ব্যাটালিনের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি দেখে আমাদেরও নিরস্ত্র করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। লেঃ কর্নেল মাসুদুল হাসান (তৎকালীন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার) বস্তুতঃ সেদিনই তার ব্যাটালিয়নের কমাণ্ড হারিয়েছিলেন।

২৭ মার্চ উদ্ধিৃতি দিতে গিয়ে লেখক এক জায়গায় লিখেছেন, টঙ্গীর গোলাগুলি আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর আমি মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মইন, ক্যাপ্টেন আজিজ ও সুবেদার নূরুল হককে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য আমার নিজের কামরায় ডেকে পাঠালাম। তারা এসে পৌঁছাতেই আমি বললাম যে পরিস্থিত এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনাদের মতামত কি? কেউ উওর দিলেন না। আমি ধরে নিলাম মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।’

রকীব সাহেবের নিবন্ধের এইটুকুই সবছেয়ে বড় অসত্য উদ্ধৃতি। সঠিক কথা হল সন্ধ্যায় আমি তাকে প্রথমবার সরাসরি বলি যে আমাদের আর জয়দেবপুর থাকা উচিত নয়। তাকে আরও বলি যে ব্যাটালিয়কে ময়মনসিংহে একত্রিত করার সমস্ত পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমার কথায় তাকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হতে দেখি। যদিও এটা উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কথাই ছিল, কারণ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা সহজ ভাষায় হচ্ছে বিদ্রোহ এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তাও কোন সৈনিকের অজানা থাকার কথা নয়।

২৫শে মার্চ বিকালে যখন তিনি এই ব্যাটালিয়নের কর্তৃত্বভার গ্রহন করেন তখন থেকেই আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং ব্যাটালিয়নের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে অর্থাৎ ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা যে পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াঁবার জন্য সম্পূর্নভাবে মানসিক ও সামরিকভাবে তৈরি আছে তা তাকে আভাসে ও ইঙ্গিতে বোঝোতে চেষ্টা করেছি।

২৭শে মার্চেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই যে জযদেবপুরে বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেদিনই রকীব সাহেবকেও আমাদের পরিবল্পনা সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে বলি। এ পরিকল্পনা আমাদের অনেক আগেই করা ছিল এবং তা বাস্তবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সেদিনই নিই। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেত পারিনি, কারন রকীব সাহেব এমন এক সময় এবং এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যাটালিয়নে এসেছিলেন যে তখন তাকে সম্পূর্ন বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং তার পক্ষেও হয়ত এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মনোভাব বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই ২৭শে মার্চ যখন আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই তখনই আমি তাকে খোলাখুলিভাবে বলতে সাহস পেয়েছি। তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে এই ব্যাটালিয়নের পরিস্থিতি ও আমাদের পরিকল্পনা সম্পের্ক আলোচনা না করার কতকগুলি কারনও ছিল।

(ক) লেঃ কর্নেল মাসুদ অপসারণ করে,২৫শে মার্চ বেলা ৪টায় লেঃ কর্নেল রকীবকে এই ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহনের জন্য পাঠান হয়। লেঃ কর্নেল মাসুদকে আমরা যেভাবেই বিশ্বাস করতে পারতাম সেভাবে লেঃ কর্নেল রকীবকে বিশ্বাস করতে পারি নাই,কারন লেঃ কর্নেল মাসুদ এই ব্যাটালিয়নে প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তার মনোভাবও আমাদের সবার জানা ছিল। কিন্তু লেঃ কর্নেল রকীব কমিশন পাওয়ার পর থেকেই পাঞ্জাব রেজিমেন্ট চাকুরিরত ছিলেন এবং ব্যাটালিয়নের প্রত্যেকের নিকট তিনি ছিলেন সম্পূর্ন অপরিচিত। এই অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ন তার মনোভাব বুঝবার অবকাশ বা সুযোগ আমার হয়নি এবং তিনিও তার মনোভাব আমার নিকট প্রকাশ করেননি।

(খ) ১ মার্চ কারফিউ জারি করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ঢাকার নিরীহ জনগনের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তাতে পাকিস্তানী যেসব ব্যাটালিয়ন অংশগ্রহন করে তার মধ্যে লেঃ কর্নেল রকীব সাহেবের ব্যাটালিয়ন ৩২ পাঞ্জাবও ছিল। ২৫ মার্চ যখন তিনি আমাদের ব্যাটালিয়নে আসেন আমি তাকে ১ মার্চের ঐ হত্যাযজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন এমন কিছু হয়নি; ব্যাটালিয়নের লোকজন দু'একটি ফাঁকা আওয়াজ করেছে মাত্র। এতে তার প্রতি আমার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারছিলাম না। ঐদিন ঢাকা শহরে যে কি ঘটেছিল তা নিশ্চয়ই আজও কেউ ভোলেনি।

রকীর সাহেব লিখেছেন ২৭ মার্চে সন্ধ্যায় তিনি উপলিব্ধ করেন যে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি পাকিস্তানীদের পক্ষ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহন করেন। তার বর্ণনা অনুসারে তার পরিকল্পার কার্যকারিতা শুরু হয় পরদিন সকাল ১০টা থেকে অথাৎ ২৮ মার্চ সকাল ১০টা থেকে।

তিনি নিজেই লিখছেন এই ব্যাটালিয়নের একজন অবাঙ্গালী অফিসার কাজেম কামাল ও আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিল তার কাছে অপরিচিতি। আশ্চার্যের বিষয় এই যে এমন একটি সম্পূর্ন অজানা ও অচেনা পরিবেশে কি করে তিনি এত বড় পরিকল্পনা একাই করে ফেললেন! আর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ডেকে বললেন-'পরিস্থিতি এখন অসহ্য, আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' আর আমরাও তার কথা মেনে নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা দিলাম।

২৮ মার্চের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার উপর মন্তব্য করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না, কারণ ঐদিন সকাল ১০টায় আমি জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। সেদিনের ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ তারাই দিতে পারবে যারা ঐদিন তার সঙ্গে ছিল। যেমন মেজর মইন, ক্যাপ্টেন নাসিম,ক্যাপ্টেন আজিজ,ক্যাপ্টেন এজাজ এবং সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম প্রমুখ।

তিনি তার নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন-' এ সময় আমি যথেষ্ট চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারনসমূহ ছিল (১) মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল পৌঁছালেন কিনা এবং আগে কি করছেন তার খবর তখন পর্যন্ত পাই নাই।...।'এ অংশের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখতে হয় যে, ঐ সময় দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুর,গাজীপুর,রাজেন্দ্রপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। আমাদের শক্তি বৃদ্ধির

জন্য আমরা চাচ্ছিলাম ছড়িয়ে থাকা অংশগুলিকে সরিয়ে নিয়ে জায়গায় সংঘবদ্ধ হতে। ময়মনসিংহকেই সবাই একত্রিত হওয়ার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম এবং সেখানে ব্যাটালিয়নের অন্যান্য অংশ কখন কিভাবে পৌঁছাবে তার একটা পরিকল্পনা গ্রহন করি এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটালিয়নের কিছু অংশ নিয়ে আমি জয়দেবপুর থেকে সকাল ১০টায় ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। আর বাকী অংশ ঐদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জয়দেবপুর থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। আমি বুঝতে পারছি না, চলে আসার পর রকীব সাহেব আমার জন্য কেন এত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ময়মনসিংহে আমি তো শত্রুর মোকাবেলা করতে যাইনি যে আমার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন থাকবেন। উদ্বিগ্ন আমি ছিলাম যে ব্যাটালিয়নের অন্যান্যরা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারল কিনা। তার উদ্বেগের প্রধান কারণ হওয়া উচিত ছিল কিভাবে ব্যাটালিয়নের বাকী সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ময়মনসিংহে পৌছানো যায়।

২৯ মার্চ ভোরে যখন ব্যাটালিয়নের সবাই আমার সঙ্গে মুক্তাগাছায় মিলিত হয়, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি কমান্ডিং অফিসার সাহেব কোথায়? তখন অনেকে আমাকে এই কথাই বলেছে যে তারা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অফিসার্স মেসের ব্যালকনিতে সি-ও সাহেব ও ক্যাপ্টেন নকভীকে (একজন অবাঙ্গালী অফিসার) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কি পরিস্থিতিতে রকীব সাহেব ঐ জায়গায় রয়ে গেলেন সে ব্যাপারে তিনি যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেটা কি সত্যের অপলাপ নয়? আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামত ২৮ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জয়দেবপুর, গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুর থেকে একই সময় সবাইকে নিজ নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। রকীব সাহেব এই সময়সূচী পরিবর্তন করে সাড়ে আটটা কেন করেছিলেন তা তিনি লেখেননি।

তার নিজের কথা অনুযায়ী সাড়ে আটটায় রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা তখন পর্যন্তও তিনি যেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং ৮ টা ৪২ মিনিটে তিনি তার কামরায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, যে কেউ এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যেখানে তার ৮টা ৩০ মিনিটে জয়দেবপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা সেখানে তিনি ৮টা ৪২ মিনিটে তার কামরায় ফিরে গেলেন কেন? এটাই কি তার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ ছিল?

ক্যাপ্টেন নকভীর হাতে সারা রাত আটকে থাকার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেটাও কি গ্রহণযোগ্য? তার নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতে আমরা সর্বক্ষণই সশস্ত্র থেকেছি, কখনও নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিনি। সেদিনের সে অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটময় সময়ে তার সঙ্গে অস্ত্র না থাকাই কি অস্বাভাবিক ছিল না?

তার নিকট আমার আরও জিজ্ঞাস্য যে, গোলাগুলির মুখে যখন এই ব্যাটালিয়নের সবাই চলে আসতে পারল তখন কেন চলে আসতে পারলেন না ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার? পাকিস্তানীরা তো জয়দেবপুর রাজবাড়ি ঘেরাও করেছিল ২৯ মার্চ দুপুরের পর। আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ঐকান্তিকতা যদি সেদিন সত্যি তার থাকত তাহলে ২৮ মার্চের সারারাত ও ২৯ মার্চের দুপুর পর্যন্ত সময়টুকু কি যথেষ্ট ছিল না? ২৯ মার্চের ভোরে যখন রাজবাড়ীতে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী স্ট্রাফিং ও বোমাবর্ষণ করছিল তখনও কি তিনি পারলেন না এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে?

২৯ মার্চ দুপুরের পর ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী এসে জয়দেবপুর রাজবাড়ী ঘেরাও করে ও রকীব সাহেবকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের ন্যায় তাকেও সেলে রাখা হয়। ঐ সময় সেলে থাকাকালীন সময়ে অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের ভাগ্যে যখন নানা প্রকার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না তখন তার প্রতি কর্তৃপক্ষের সদয় ব্যবহারের কারণ কি ছিল? অন্যান্য বাঙ্গালী অফিসারদের যখন পশুর মত ছোট একটি সেলে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল তখন তার থাকার জন্য কেন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এসবের জবাব কি তিনি দিতে পারবেন?

রকীব সাহেব তো তার দীর্ঘ নিবন্ধে কোথাও এ কথা লেখেননি যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তাকে নিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানীরা কি ব্যবস্থা নিয়েছিল? তিনি তো একথা লেখেননি যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে আবার পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের কমাণ্ড দেয়া হয়েছিল।ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, লেঃ কর্নেল মাসুদ,লেঃ কর্নেল জলিল, লেঃ কর্নেল ইয়াসিন আরও অনেককেই তো কমাণ্ড থেকে অপসারিত করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারা তো কেউ তাদের কমাণ্ড আর ফিরে পাননি। উপরন্তু যাদের উপর যে অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার চালান হয়েছিল তার চিহ্ন তো আজও তাদের অনেকের শরীরে রয়ে গেছে।

লেঃ কর্নেল রকীবের উপর আমার ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। কিন্তু তার নিবন্ধের উপর কিছু আলোকপাত করতে গিয়ে আমাকে যেসব কথা লিখতে হল সেজন্য আমি দুঃখিত। একবার ভেবেছিলাম যে এ নিবন্ধের উপর কোন মন্তব্য করব না, করা উচিত নয় কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে প্রতিবাদ না করলে অসত্য সত্য হয়ে থাকবে। তাই আমাকে লিখতে হল।

জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ **ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খান***

২৫ শে মার্চ সকালে ঢাকা ক্যান্টমেন্ট এবং টঙ্গী টেলিফোনে এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং খবরাখবর নিই। জয়দেবপুরের জনসাধারন তখন দারুণভাবে উত্তেজিত। তারা টেলিফোনে আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য দারুণভাবে চাপ দিতে থাকে। দুপুর বারটার সময় টঙ্গী টেলিফোনে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে জানতে পারি যে, পাঞ্জাবী কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নের কিছু সাধারণ পোশাকধারী সৈন্য টঙ্গী ব্রীজ দখল করে জনসাধারণের উপর গোলাগুলি চালাচ্ছে। তখন আমরা বুঝতে পারি এবং দখল করে জনসাধারণের উপর গোলাগুলি চালাচ্ছে। তখন আমরা বুঝতে পারি এবং ধারণা করি যে পরবর্তী আক্রমণ হয়তবা আমাদের উপর করবে।

রাত্রে আমরা পাঞ্জাবীদের দ্বারা আক্রান্ত হবো মনে করে জয়দেবপুর প্যালেসের চতুর্দিক পরিখা খনন করে পাহারা দিই। আমি কর্তব্যরত থাকাবস্থায় রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় ঢাকা থেকে টেলিফোন গেল এবং সে টেলিফোন করেছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান স্বয়ং। তিনি আমার অফিসার কমান্ডিং লেঃ কঃ রকীবকে ডাকতে বলেন। আমি লেঃ কঃ রকীবের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করি এবং লেঃ জেঃ টিক্কা খানের টেলিফোনের কথা জানাই। লেঃ কর্নেল রকীব অফিসে আসবার পূর্বেই পুনরায় টিক্কা খানের এডিসি টেলিফোনে করেন। তিনি আমার কাছে জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর খবর জানতে চান। অর্থাৎ জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী জনসাধারণ আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিতে পারে। কাজেই তাকে রক্ষা করার জন্য আমরা কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সে কথা জানতে চান। তার জবাবে আমি বললাম যে জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর খবর পুরাপুরি জানি না। তবে আমাদের সঙ্গে দু'টি অয়ারলেস সেট আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতির কথা জানাব। এমন সময় লেঃ কর্নেল রকীব আমার অফিসে চলে আসেন এবং আমি তাঁকে টিক্কা খান ও তার এডিসির টেলিফোনের কথা জানালাম। তিনি তখন আমাকে একজন অফিসারের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্য জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পাঠাতে বলেন এবং অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে খবর দিতে বলেন। আমি তার নির্দেশমত কাজ করলাম। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন অফিসার আমার ডিউটি কক্ষে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে সারারাত পরিস্থিতির উপর আলোচনা হয়।

২৫শে মার্চ সকাল আটটায় রেডিওতে সামরিক আইনের ঘোষণা শুনি। এর পর থেকে আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং কি করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করি। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে

*১৯৭১ সালের মার্চে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বাংলা একাডেমী দলিলপত্র থেকে সংকলিত সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৩ সালে গৃহীত।

আমরা জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমরা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে দুই প্লাটুন সৈন্য এবং রাজেন্দ্রপুর এম্যুনিশন ডিপোতে এক প্লাটুন সৈন্যের কথা চিন্তা করি এবং তাদেরকে কিভাবে আমাদের মাঝে আনতে পারি সে বিষয়ে চিন্তা করি। এভাবে ২৬শে মার্চ জয়দেবপুর কাটাই।

২৭শে মার্চ সকালে আমরা সবাই মিলে লেঃ কর্নেল রকীবকে কিছুটা জোর করে অয়ারলেসে ময়মনসিংহে অবস্থিত কোম্পানীকে জানাতে বললাম যে, তারা জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেয় এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করে। লেঃ কর্নেল রকীব তখন অয়ারলেসে ময়মনসিংহে মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) নূরুল ইসলামকে আমাদের কথা জানাতে বাধ্য হলেন এবং তাদেরকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে বলেন।

২৮শে মার্চ ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) আজিজকে সকালে পাঠানো হল রাজেন্দ্রপুর ''এম্যুনিশন ডিপোতে'' এবং সেখানে তিনি গিয়ে আমাদের বাঙ্গালী কোম্পানীকে খবর দেবেন কিভাবে তারা বের হয় এবং আমাদের পাওয়া মাত্র যেন বের হয়। এ খবর নিয়ে ক্যাপ্টেন আজিজ চলে গেলেন।

সকাল দশটার সময় ৪টা ট্রাক ও ৩টা জীপ নিয়ে আমরা এক কোম্পানী অগ্রসর হলাম ময়মনসিংহের দিকে। আমি টাঙ্গাইল থেকে গেলাম। পুরা কোম্পানী নিয়ে মেজর শফিউল্লাহ ময়মনসিংহ চলে যান। যাবার পথে বহু লোক পথের মধ্যে হাত তুলে ও 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদেরকে স্বগত জানায়।

আমি টাঙ্গাইল পৌঁছেই জানতে পারলাম যে টাঙ্গাইলে অবস্থিত বাঙ্গালী কোম্পানী পূর্বেই জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করেছে। তখন আমার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকী আলাপ করতে আসেন। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর কয়েকটি গাড়ী সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিল।

আমি আমার কোম্পানীর সৈন্যদের নিকট গিয়ে তাদেরকে আমার আয়ত্তে নিলাম। উক্ত কোম্পানীর কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন মেজর কাজেম কামাল (পাঞ্জাবী)। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম ভয় না করার জন্য। সন্ধ্যায় ডাকবাংলোতে কাজেম কামালের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করি। পরে আমি আমার ড্রাইভার ও গার্ডকে নিয়ে জীপে রাস্তায় বেরুলাম জয়দেবপুর থেকে আমাদের কোম্পানী আসছে কিনা দেখবার জন্য। কিছুদূর যাবার পর অনেক দূরে একটি গাড়ীর আলো দেখতে পাই। মনে হল আমাদের সৈন্যরা জয়দেবপুর থেকে আসছে। আমি ডাকবাংলোতে ফিরে আসছি এমন সময় ডাকবাংলোতে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। সোজা ডাকবাংলোতে না পৌঁছে আমি আমার সুবেদারকে ডেকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলাম। সুবেদার বললো, স্যার কিছু না, সব ঠিক আছে। গোলাগুলি শেষ হবার পর ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখি মেজর কাজেম কামাল ও তার সাথে আরও ৫/৭ জন পাঞ্জাবী সৈন্য আহত ও নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মেজর কাজেম কামাল ও তার পাঞ্জাবী সৈন্যরা আমার অনুপস্থিতিতে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলি শুরু করে। আমাদের সৈন্যরা পাল্টা গুলি করলে তারা আহত ও নিহত হয়। এমন সময় আমাদের জয়দেবপুরের সৈন্যরা টাঙ্গইল পৌঁছে।

জয়দেবপুরের সৈন্যরা টাঙ্গাইল পৌঁছলে তারা আমাকে আমার কোম্পানীসহ ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হতে বলে এবং তারাও মযমনসিংহের দিকে রওনা দেয়। আমি তখন নিহত পাঞ্জাবী সৈন্যদের সরিয়ে ফেলার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করি। আমার গাড়ী তখনও সংগ্রহ না হওয়ায় আমি নিজেই কয়েকটি গাড়ী তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করি। তখন রাত প্রায় তিনটা। আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হই। রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড থাকায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলাম না।

২৯শে মার্চ ভোরে আমরা মুক্তাগাছার কাছাকাছি পৌঁছলাম। আমাদের পূর্বে জয়দেবপুর থেকে যে সেনাদলটি ময়মনসিংহ রওনা দিয়েছিল তারাও মুক্তাগাছায় পৌঁছেছিল। তারা ময়মনসিংহের দিকে রওনা দেয়। আমি মুক্তাগাছাই রয়ে গেলাম। মধুপুরেও কিছু সৈন্য ছিল। সকাল দশটার দিকে মেজর নূরুল ইসলাম ময়মনসিংহ

থেকে টেলিফোনে বললেন....আমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া কালিহাতী ব্রীজ উড়িয়ে দিতে। আমি মেজর নূরুল ইসলামকে বললাম ব্রীজ উড়ানোর মত তেমন কোন এক্সপ্লোসিভ নেই। কেননা তখন আমার নিকট আশি পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ ছিল। তা দিয়ে সম্ভব হলে আমি চেষ্টা করবো। আমি কালিহাতী ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পিছনে ফিরলাম। কালিহাতী ব্রীজ উড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছিলাম। এমন সময় কাদের সিদ্দিকী সেখানে পৌঁছেন এবং তাঁকে আমরা টাঙ্গাইলে ফেলে আসাতে দুঃখ প্রকাশ করি। গ্রামের ও আশেপাশের লোকজন তখন অনেক জমা হয়েছে। তারা আমার ব্রীজ উড়ানোর কথা শুনে আপত্তি করেন। কেননা চতুর্দিকে গ্রাম ছিল। পাঞ্জাবীরা তাদের অত্যাচার করবে, এ জন্য গ্রামবাসী ব্রীজ উড়ানোর পক্ষে মত দেন নাই। আমার নিকটও অল্প এক্সপ্লোসিভ থাকায় ব্রীজ উড়ানো সম্ভব হল না, কাদের সিদ্দিকী আমার কাছে একটা পিস্তল চাইলেন। কিন্তু পিস্তল না থাকায় তাকে দিতে পারলাম না। তারপর সেখান থেকে সোজা ময়মনসিংহ রওনা দিই। বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে ময়মনসিংহে পৌঁছলাম। ময়মনসিংহে চতুর্দিকে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল। আমরা পাঁচটা কোম্পানী তখন ময়মনসিংহে একত্রিত হয়েছি। সেখান থেকে আমাদের অপারেশন পরিকল্পনা শুরু করি। মেজর শফিউল্লাহ তখন আমাদের কমান্ডিং অফিসার। সেখানে জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি।

৩০শে মার্চ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যরা ময়মনসিংহে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠাই ও যোগাযোগ করি। সীমান্ত এলাকার সমস্ত ইপিআরদের খবর দিই সীমান্ত এলাকা ছেড়ে ময়মনসিংহে পৌঁছার জন্য। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এ খবর বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই। অয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের খবর পাই। চট্টগ্রামের ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সঙ্গে পাকিস্তনী সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে, সে সমস্ত খবর আমরা পাই। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। এবং জানতে পারি যে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ায় পাঞ্জাবী সৈন্যরা দারুণভাবে মার খেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বহু ইপিআর ও সাবেক সৈন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একজন সুবেদারের কমাণ্ডে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠানো হল মধুপুর গড়ে-পাকিস্তানী সৈন্যরা ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তার খোঁজখবর নিতে এবং অবলম্বন করতে। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্য নিয়ে ট্রেনে নরসিংদী হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবো। এমন সময় খবর পেলাম কুমিল্লার ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেছে। তখন আমরা দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট একত্র হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং ঢাকার দিকে অগ্রসর না হয়ে ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে ভৈরব রওনা হলাম ৩১শে মার্চ রাতে। পুরা ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভৈরব ও কিশোরগঞ্জ পৌঁছলাম ১লা এপ্রিল।

ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) মতিয়ূর রহমানের কমাণ্ডে ইপিআর-এর একটা কোম্পানী পাঠান হলো নরসিংদীতে। মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একজন অফিসার পাঠালেন ভৈরবে। ভৈরব থেকে তিনি কিশোরগঞ্জ চলে গেলেন মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে। সিদ্ধান্ত হলো আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছালাম। চট্টগ্রাম থেকে মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি) জিয়াউর রহমানকে সিলেটের তেলিয়াপাড়া পৌঁছার কথা বলা হলো। এবং আমরা ২য় এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্য তেলিয়াপাড়ার দিকে অগ্রসর হবার কথা জানালাম।

আমরা ২য় বেঙ্গল এবং ৪র্থ বেঙ্গল তেলিয়াপাড়া পৌঁছলাম। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী আশুগঞ্জ পাঠান হয়। অন্য আর এক কোম্পানী সিলেট চলে যায়। আমি আলফা কোম্পানী অর্থাৎ আশুগঞ্জে পৌঁছি ৩রা এপ্রিল। আমার সঙ্গে অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন নাসিম। ক্যাপ্টেন নাসিম ছিলেন কোম্পানী কমাণ্ডার,আর আমি ছিলাম সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। এখানে আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। জনসাধারণ আমাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কিছু আনসার ও মোজাহিদ রিক্রুট করি। কিছু নিয়মিত সৈন্যসহ এক প্লাটুন সৈন্য পাঠাই লালপুরে (আশুগঞ্জ থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ দিকে)।

আনুমানিক ৮ই অথবা ৯ই এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী নরসিংদী দখল করে নেয়। ১৬ই এপ্রিল ভোরে ৫টার সময় পাকিস্তানী বিমান বাহিনী হঠাৎ আশুগঞ্জে আমাদের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে ৬টা স্যাবর জেট দ্বারা। সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আমাদের তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানী সৈন্য ভৈরব ব্রীজের পশ্চিম দিকে ছিল এক ব্যাটালিয়ান। এক কোম্পানী প্যারাস্যুটে নামিয়ে দেয় আশুগঞ্জ শহরে। অন্য একটি ব্যাটালিয়ন পাঠায় লালপুর। সকাল আটটার সময় আমরা তিনদিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হই। তখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বেলা তিনটে পর্যন্ত যুদ্ধ অনবরত চলতে থাকে। আমাদের ১০/১২ জন সৈন্য ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। ১৫/১৬ জন আহত হন। আমি এবং মেজর নাসিমও সামান্য আহত হই। অন্যপক্ষে পাকিস্তানী এক প্লাটুন সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়।

মেজর কে এম শফিউল্লাহকে জানালাম আমাদের পরিস্থিতি। তিনি আমাদেরকে সৈন্য তুলে নেওয়ার কথা বললেন। আমরা সৈন্য তুলে নিয়ে তালশহরে যাই। তালশহরে পৌঁছবার পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করি। এমন সময় একজন মুক্তিবাহিনীর ছেলে একটা হোণ্ডা নিয়ে আমাদের কাছে আসে। আমি উক্ত হোণ্ডায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই। কেননা আমি তখন আহত। মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে তেলিয়াপাড়া যাবার পরামর্শ দেন। আমি ঐদিন সন্ধ্যায় তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি।

তেলিয়াপাড়ায় আমাকে জানানো হলো মাধবপুরে ডিফেন্স দেওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তেলিয়াপাড়ার মাঝখানে মাধবপুর। মাধবপুরে ২৫শে এপ্রিল আমরা আবার ডিফেন্স তৈরি করি। এবং শাহবাজপুর ব্রীজ ভেঙ্গে দিই। আমি অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় আগরতলা হসপিটালে চলে যাই। হসপিটালে দু'সপ্তাহ থাকতে হয়। ১লা মে আমি আবার তেলিয়াপাড়া পৌঁছি। তখনও মাধবপুরে আমাদের ডিফেন্স ছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তখন শাহবাজপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। তেলিয়াপাড়ায় মেজর শফিউল্লাহ আমাকে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে শাহবাজপুর পাঠান পাকিস্তানী সৈন্যদের রেইড করার জন্য। তেলিয়াপাড়া থেকে মাধবপুর হয়ে শাহবাজপুর পৌঁছতে আমার এক রাত দুই দিন লেগে যায়।

ময়মনসিংহ-ঢাকা সিলেটের সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ **মেজর এম, এ, মতিন***

১২-৪-৭৩

২৯শে মার্চ ২য় বেঙ্গল জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ হয়ে মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জে আসে। মেজর মইনুল হাসান, মেজর নূরুল ইসলামও ছিলেন। আমি তাদের সাথে দেখা করে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। তখনই বাড়ি গিয়ে মা-বাবা কে বলে চলে আসি। পাকবাহিনী কি করে আমাদের সবার খবর পেয়েছিল। বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে পাক বিমান এসে ভৈরবের ওখানে বোমা ফেলে এবং কিশোরগঞ্জের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

রাত ১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হই। আমরা সংখ্যায় ৮০০'র উপরে ছিলাম। সেকেণ্ডে বেঙ্গলের পুরা ব্যাটালিয়নসহ বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করি।

৩০শে মার্চ ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাই। ওখান থেকে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে (সিলেট) যাই সকাল ৮টার দিকে। ওখানে মেজর খালেদ মোশাররফ আগে থেকেই ছিলেন। মেজর মোশাররফ চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ছিলেন। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ওখানে ছিলাম। দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার ওখানে করি। দুটি

*১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

বাহিনী মিলে আলাপ আলোচনা করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ তারিখে বিএসএফ-এর অফিসারবৃন্দ আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসে এবং আশা-ভরসা দেয় সম্ভাব্য সব কিছু সাহায্য দেবার জন্য। কর্ণেল শফিউল্লাহ মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আলাপ করেন এবং ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানীকে জিয়াউর রহমানের সাহায্যার্থে পাঠানো হয় চট্টগ্রামের দিকে। অপরদিকে ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সেকেণ্ড বেঙ্গলের অপর একটি কোম্পানীকে সিলেট পাঠানো হয়।

এপ্রিল মাসের ১/২তারিখে কর্নেল শফিউল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন ইপিআর বাহিনী নিয়ে নরসিংদী পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়। ব্যাপক যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীর বহু লোক মারা যায়। অপরদিকে মুক্তিবাহিনীও কিছু লোক হারায়।

ক্যাপ্টেন এ,এস,এম নাসিমের আর একটি দলকে কর্নেল শফিউল্লাহ আশুগঞ্জে (কুমিল্লা) পাঠান পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে ১লা এপ্রিলের দিকে। ইপিআর বাহিনী ১০০ মত এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৫/৩০ জন লোক নিয়ে একটি কোম্পানী গঠন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সরাইলে পাঠানো হয় রিজার্ভ হিসাবে। সরাইলে গিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলি।

১৩ই এপ্রিল আমার উপর হুকুম হলো আশুগঞ্জের সংলগ্ন লালপুরে যাবার জন্যে শত্রুর মোকাবিলা করতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে পৌঁছে আমার বাহিনী নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এমন সময় পাক বাহিনীর ৪টি স্যাবর জেট দেড় ঘন্টা যাবৎ আক্রমণ চালায়। আমার বাহিনীর অনেকে মেশিনগান নিয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে আক্রমণ চালায়। বিমান স্টেশন থেকে চলে যায়। ওখানে আমরা মহসিন নামে একজন সিপাইকে হারাই। রাতে আমরা রওনা হয়ে আশুগঞ্জ পৌঁছাই। মেজর নাসিমের সাথে আলাপ করে লালপুরে যাই। রাত ৪টার দিকে লালপুরে পৌঁছাই।

১৪ই এপ্রিল পাক বিমান আশুগঞ্জ ও লালপুরে গোলাবর্ষণ করে। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে পাক বাহিনী জলযানে করে গুলি করতে করতে আসে।ভারী অস্ত্র ব্যবহারের দরুন আমাদের বেশ কিছু লোক হারাতে হলো।পাক বাহিনী তীরে উঠে পড়লে আমরা পিছু হটতে থাকি। ঐদিন আশুগঞ্জ ও লালপুরে পাক বিমান ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করে। আমরা পিছু হটি, সেখানেও টিকতে পারিনি। ইতিমধ্যে আমাদের পেছনে হেলিকপ্টারে করে পাক বাহিনী সৈন্য নামায়। সামনে পিছনে বিমান আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটি। ওখানে বেশ কিছু লোক হারাই। ১৫ই এপ্রিল কুমিল্লা জেলার শাহবাজপুরে পৌঁছাই। আমাদের দুটো বাহিনীর প্রায় ৪০ জনের মত মারা যায়। আশুগঞ্জ ও লালপুরে অধিকাংশ বাড়িঘর পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। লোকজনকে হত্যা করে মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে থাকে। শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপরে ব্রীজ ভেঙ্গে ওখানে আমি অবস্থান করতে থাকি কর্নেল শফিউল্লাহর নির্দেশক্রমে। রাস্তাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেটের মধ্যে যোগ ছিল।

১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭/৮টার দিকে পাক বাহিনী এক ব্যাটালিয়ন আর্টিলারী ও অন্যান্য সব কিছু নিয়ে আক্রমণ চালায়, গানবোটও তাদের ছিল। সামনে আমাদের উপর তারা আক্রমণ চালায়। অপর পাক দল অন্য দিক থেকে নদীর পার হয়ে আক্রমণ করে। সারারাত যুদ্ধ হয়। আমার ৫ জন মারা যায়। পাক বাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমরা পিছু হটে মাধবপুরে গিয়ে ঘাঁটি গড়ি। সেখানে ক্যাপ্টেন নাসিম তার দল নিয়ে ছিলেন। আমাদের ঘাঁটি দৃঢ় করি। কর্নেল শফিউল্লাহ দেখাশোনা করেন।

২১/২২ এপ্রিল পাক বাহিনী এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় বেলা ১২টার দিকে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। আর্টিলারী মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালায়। আমাদের ২৫০ মত ছিল। এক পর্যায়ে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। পাক বাহিনীর ৪০০/৫০০ জন মারা যায় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রধানতঃ যোগাযোগের অভাবে আমরা পিছু হটি সন্ধ্যা ৭টার দিকে। আমাদের ২০/২৫ জন মারা যায় ঐ যুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত দুই কোম্পানীসহ তেলিয়াপাড়া পৌঁছাই। আমরা সিলেট হারালাম।

ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ ***সিপাই আফতাব হোসেন**

২৪-৭-১৯৭৪

ময়মনসিংহে খাকডোরে ইপিআর-এর ২ নং শাখা ছিল। উইং কমাণ্ডার ছিল ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস (পঃ পাকিস্তানী), সুবেদার মেজর জিন্নত গুল (পাঠান), নায়েব সুবেদার খান বাহদুর, নায়েব সুবেদার হজরত খান, নায়েব সুবেদার রাজা বেলাল (পঃ পাকিস্তানী)।

২৬শে মার্চ ইপিআরকে আর্মস-এম্যুনিশন দেয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। এবং উইং হেডকোয়ার্টারের চারিদিকে পরিখা-মরিচা খনন করার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐদিনই দুপুরের পর হাজার হাজার স্থানীয় ছাত্র-জনতা দা, লাঠি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে ময়মনসিংহ ইপিআর হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করার চেষ্টা করে। বাঙ্গালী সুবেদার সি-কোম্পানী কমাণ্ডার ফরিদ আহমদ ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে মেগাফোনে বলেন যে, আপনারা চলে যান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর নূরুল ইসলামের কোম্পানীও উইং হেডকোয়ার্টারের গ্রাউণ্ডে তাঁবুর মধ্যে ছিল। মেজর নুরুল ইসলামও মাইকে জনতাকে চলে যেতে বলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর জনতা চলে যায়।

২৭শে মার্চ দুপুরের পর আমাদের উইং কমাণ্ডার কমর আব্বাস সমস্ত ইপিআরকে অফিসের সামনে মাঠের মধ্যে একত্রিত করেন। তারপর সমস্ত ইপিআর-এর উদ্দেশে ভাষণ দেন। সামরিক আইনের কয়েকটি বিধিনিষেধ তিনি আমাদেরকে পড়ে শোনালেন এবং বলেন, এখন থেকে দুইজনের মধ্যে কোন আলাপ-আলোচনা করা চলবে না, যদি কেউ করে আমি নিজে গুলি করে তাকে মেরে ফেলব। কোন বাঙ্গালী যদি কোন অপপ্রচারে লিপ্ত হয় তাহলে ' মেরা পহেলা গুলি উসকা সিনাকে সিনাছে নিকাল যায়েগি।'

২৭শে মার্চ বিকেল বেলায় আমি, সিপাই ইদ্রিস রেডিওতে খবর শুনলাম যে ঢাকাতে পিলখানা, রাজারবাগ পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে। তখন আমি সিপাই নান্নুকে (১৪৩৬৮) বললাম যে ঢাকাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙ্গালীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের নিকট থেকে হয়ত অস্ত্রশস্ত্র জমা নিয়ে নিতে পারে। এক বিন্দু রক্ত থাকতে অস্ত্রসমর্পণ করব না বলে নান্নুকে বললাম। তার কিছুক্ষণ পর নায়েক সুবেদার খান বাহদুর (পাঠান) এবং পাকিস্তানী হাবিলদার আজিম আমাদের ৭নং প্লাটুনে আসলেন এবং স্বয়ংক্রিয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবার নির্দেশ দেন এবং এরিয়ার বাইরে ডিউটিতে যেতে বলে। তখন আমি আর নান্নু বললাম, দস্তখত করে হাতিয়ার এবং এম্যুনিশন নিয়েছি। এক বিন্দু রক্ত থাকতে তা জমা দেব না। তারপর তারা চলে যায়। সন্ধ্যার সময় খানা খাবার জন্য সবাইকে ৫ মিনিট সময় দেয়া হয়। কিন্তু আমি হালকা মেশিনগান নিয়ে বসে রইলাম এবং নান্নু ও অন্যান্য সবাই খানা খেতে চলে যায়। হাবিলদার আজিমের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। আজিম আমাকে '' তোম তো আজকাল সাচ্চা কমাণ্ডার বন গায়া।'' বলে ঠাট্টা-পরিহাস করে। তখন আমি আজিমকে বলি যে, আমি বাঙ্গালী ছেলে। এটা বাংলাদেশ। আমার হাতে হালকা মেশিনগান আছে। এক্ষুনি এক ব্রাশ মেরে দেব। তখন খান বাহাদুর আমাকে অজুহাতে বন্দী করার চেষ্টা করে। তারপর সিপাহী নান্নু খানা খেয়ে চলে আসে। দুইজন একত্রে হবার দরুন আমাকে বন্দী করতে পারে নাই। তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত পাকিস্তানীরা আমাদেরকে উইং হেডকোয়ার্টারের পেট্রল ডিউটি করায়। ডিউটি শেষে সমস্ত ইপিআরকে এক জায়গায় জমা করে। উইং কমাণ্ডার কমর আব্বাস এবং সুবেদার মেজর জিন্নাত গুল আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'জোয়ান লোগ রাত কো ডিউটি কাজ জরুরত নেহি হায়। তুম লোগ নিন্দ যাও।' তারপর সবাই ব্যারাকে চলে যায়।

---

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

রাত প্রায় ১০ ঘটিকার সময় আমার ওস্তাদ লোকাস কুইয়া (খ্রীষ্টান) আমাদের ৭নং প্লাটুনকে উদ্দেশ্য করে যার যার সেন্ট্রি ডিউটি আছে তাদেরকে দাঁড়াবার জন্য বলে। কিন্তু কেউ ডিউটিতে দাঁড়ালেন না। তখন আমি লোকাস কুইয়াকে বললাম আজ রাতে আমি ও নান্নু ডিউটি করব হালকা মেশিনগান নিয়ে। আমি আর নান্নু দুইজন দুই দরজায় ডিউটির জন্য দুইটা হলকা মেশিনগান নিয়ে দাঁড়ালাম। তর কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানী হাবিলদার সিকিউরিটি নজির বাদশাহ এবং এম,টি, প্লাটুনের হাবিলদার গোলাম হায়দার (পাকিস্তানী) দুইটা চীনা স্টেনগান নিয়ে আমার প্লাটুন হাবিলদার আজিমকে গোপনে কি যেন নির্দেশ দিয়ে যায়।

আমাদের ব্যারাকের সামনে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১৪ নং ডিভিশনের (যারা ইলেকশন ডিউটিতে ময়মনসিংহ এসেছিল) এক প্লাটুন সৈন্য তাঁবুর মধ্যে ছিল। রাত প্রায় সাড়ে বারটার সময় হটাৎ একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তখন লাইনের ভেতরে যে কয়েকজন অবাঙ্গালী ইপিআর ছিল তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। নান্নু তখন সাথে সাথে তার হালকা মেশিনগান দিয়ে বারান্দা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের উপর ফায়ার আরম্ভ করে দেয়। বিহারী সিপাহী মমতাজের নিকট থেকে আমি একটি হালকা মেশিনগান উদ্ধার করি। এই গান বাঙ্গালী সিপাহী (১৫২৭৯) হারুনকে দিই। হারুনকে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের উপর ফায়ার করার জন্য নির্দেশ দিই। সিপাই মোস্তফা (১২৫২৭)-কে একটি হালকা মেশিনগান দিই দোতলা-তেতলা থেকে সিড়িঁর পথ বন্ধ করার জন্য। তখন আমি উপরতলায় যত বাঙ্গালী ইপিআর ছিল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, রাত্রি বেলায় বাঙ্গালী হোক বা অবাঙ্গালী হোক কেউ যেন নীচে নামার চেষ্টা না করে। যদি কেউ চেষ্টা করে তাকে গুলি করা হবে। তারপর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্লাটুনের সাথে আমাদের সারারাত গুলি বিনিময় হয়। ভোর পর্যন্ত (২৮ শে মার্চ) পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সমস্ত প্লাটুনকে ধ্বংস করা হয়।

২৮ মার্চ সকালবেলা আমি হারুনকে নির্দেশ দিলাম মেগাফোন দিয়ে শ্লোগান দেয়ার জন্যঃ নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর, জয় বাঙ্গালীর জয়। আরো বললাম সবাই এখন উপরতলা থেকে নিচে নামতে পারে।

তারপর আমি সিপাই নান্নু, সিপাই মোস্তফা, সিপাই হারুন এবং আরো কয়েকজন সিপাই নিয়ে সুবেদার মেজর জিন্নাত গুলের কোয়ার্টার আক্রমণ করি । সেই কোয়ার্টারে দু'জন হাবিলদারসহ চারজন পাকিস্তানী জেসিও ছিল। আমরা বাঙ্গালীরা সবাই মিলে তাদের উপর ফায়ার করছিলাম। এমন সময় উইং কমাণ্ডার তার পার্টি নিয়ে পেছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা দেখে ফেলি। উইং কমাণ্ডার-এর পার্টির সাথে আমাদের গুলি বিনিময় হয়। তার পরই উইং কমাণ্ডার তার পার্টিসহ মুক্তাগাছার দিকে পালাতে চেষ্টা করে।

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলের বাস রোড রেল লাইনের ক্রসিংয়ে উইং কমাণ্ডরের পার্টি পজিশন নেয়। তখন সিপাই নান্নু মিয়া ক্রলিং করে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসের নিকট চলে যায়। কমর আব্বাস নান্নুকে দেখে ফেলে এবং চীনা স্টেনগান নিয়ে নান্নুর উপর ব্রাশ ফায়ার করে। নান্নু পজিশন নেয়াতে তার গায়ে গুলি লাগে নাই। ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস আবার অন্য ম্যাগাজিন গানের মধ্যে লাগাবার চেষ্টা করে। তার আগেই নান্নু ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসকে গুলি করে মেরে ফেলে। এইভাবে তার সাথের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তার সাথে সাথেই চারদিক থেকে জনতা এসে তাদের মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর আমরা আবার সুবেদার মেজরের পার্টিকে আক্রমণ করি। ২৮শে মার্চ বিকেল পাঁচটার সময় তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর আমরা বাঙ্গালী ইপিআররা সুবেদার মেজরের পার্টিকে ময়মনসিংহ জেলে পাঠাই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি-কোম্পানী (২য় বেঙ্গল) অধিনায়ক মেজর নূরুল ইসলাম ও লেফটেন্যান্ট মান্নান রাত্রিবেলায় ব্রক্ষপুত্র নদের কিনারে সিএণ্ডবি'র ডাকবাংলোতে ছিলেন। যখন গোলাগুলি আরম্ভ হয় তখন আমাদের উইং কমাণ্ডার কমর আব্বাসের পার্টি মেজর নূরুল ইসলামের উপর ফায়ার

আরম্ভ করে দেয়। তখন তারা সেখান থেকে নদী সাঁতরিয়ে ওপারে চলে যান । বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী গোলাগুলির সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং অনেকে শহরে চলে যায়। সামান্য কয়েকজন লোক ময়মনসিংহে আমাদের এরিয়ার মধ্যে পজিশনে থাকে এবং সকাল বেলায় আমাদেরকে সাহায্য করে।

সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, জিনিসপত্র ময়মনসিংহ শহরের রাবেয়া স্কুলে নিয়ে যায় এবং আমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে। ২৯শে মার্চ আমরা ময়মনসিংহ ডিফেন্স নিয়ে থাকি। ইতিমধ্যে মেজর শফিউল্লাহ (সি-ইন-সি,বর্তমানে) জয়দেবপুর থেকে তাঁর লোকজন নিয়ে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহ আসেন। ৩০শে মার্চ সমস্ত ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজন নিয়ে মেজর শফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (ঢাকার রুপগঞ্জ থেকে এসে যোগ দিয়ে ইপিআর-এর চার্জ নেন) বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। মেজর শফিউল্লাহর নির্দেশে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ট্রেনযোগে আমরা ঢাকার দিকে রওনা হই।

৩১শে মার্চ আমাদের দল ঢাকার নরসিংদী পৌঁছায়। নরসিংদী থেকে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান কয়েকশত ইপিআর নিয়ে ঢাকা জেলার ভাঙ্গা বাজারের নিকটে শতিলক্ষ্যা নদীর তীরে ডিফেন্স নেয় (১লা এপ্রিল); ২রা এপ্রিল আমাদের এক সেকশন (মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গেরিলা পার্টি, ইপিআর-এর) নং ৩১৫৭ হাবিলদার আবদুল হাকিম, ১৪৩৬৮ সিপাহী নান্নু মিয়া, ১৫২৬৯ মোহাম্মদ আফতাব হোসেন, ১৫২৭৯ হারুনুর রশীদ, ১২৫২৭ নওয়াজ, ১৫৪৯২ মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, ১৭৩০৮ আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন, সাইদুর রহমান, আবদুল সাত্তার প্রমুখ ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমানের নির্দেশে ঢাকা পৌঁছে। শার্ট-লুঙ্গি পরে আমরা একটা চীনা স্টেনগান, হালকা মেশিনগান পাঁচটা, বাকি ৩০৩ রাইফেল, অনেক গ্রেনেড ও এম্যুনিশনের বাক্স নিয়ে ২রা এপ্রিল রাত্রের বেলা ঢাকা শহরের নিকটে আমুলিয়া গ্রামে আসি।

যাত্রাবাড়ি প্রতিরোধঃ ৫ই এপ্রিল রাত আটটার সময় যাত্রাবাড়ি রোডে পাকসেনা বোঝাই একটা গাড়ীর উপর আক্রমণ চালাই। পুরো গাড়ী সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। সাথে সাথে ঢাকা এবং ডেমরার দিক থেকে পাকসেনারা অনেকগুলি গাড়ী নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সাথে প্লেন আসে এবং গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমরা আক্রমণ চালিয়েই সাথে সাথে আবার গ্রামে চলে যাই।

পাঁচদোনাতে প্রতিরোধঃ এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ ঢাকার পাঁচদোনাতে আমাদের হেডকোয়ার্টার ডিফেন্স পাকিস্তানী সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। এখানে তুমুল লড়াই চলে। এই লড়াই দু'দিন চলে। ক্যাপ্টেন মতিয়ার রহমান ও সুবেদার ফরিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে ৪০০/৫০০ পাকসেনা হতাহত হয়। ২০/২৫টা গাড়ী সম্পূর্নরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। তার পরদিন ঢাকা সেনানিবাস থেকে বিপুল সৈন্য পাঁচদোনাতে আবার আমাদের উপর হামলা চালায় এবং তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। হেলিকপ্টার দিয়ে পেছনে ছত্রীসৈন্য নামাতে থাকে। পাকসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ভারতের আগরতলাতে চলে যায়। সেখানে তারা ৩নং সেক্টরে যোগদান করে।

মনোহরদীতে গেরিলা অপারেশনঃ আমাদের উপরে উল্লিখিত গেরিলা পার্টি ঢাকার মনোহরদী থানা এলাকায় যায়। প্রায় এক মাস মনোহরদীতে গেরিলা অপারেশন চালাবার পর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা জেলার পাটুলী গ্রামে সিরাজ মিয়ার বাড়িতে হঠাৎ করে আমাদের পার্টির দু'জনের পায়ে গুলি লাগে (দুর্ঘটনায়) । এতে পুলিশের মোহাম্মদ আবদুল হক (গ্রাম-নিলক্ষীয়া, ডাকয়র-দুলালকান্দী থানা-রায়পুর ঢাকা) ও মুজাহিদ আবদূল সালাম (গ্রাম-দুলালকান্দি থানা রায়পুর) মরে যান।

কাটিয়াদী থানা অপরেশনঃ ১৯৭১ সনের মে মাসে আমার দল নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার কাটিয়াদী থানা অপারেশন করি। এর আগের দিন সেনারা কাটিয়াদী থানার আশেপাশে ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছিল এবং গ্রামের

বেশ কয়েকজন নিরীহ লোককে হত্যা করেছিল। তারা গ্রামে ঢুকে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগে লিপ্ত হয়েছিল। থানার বাঙ্গালী পুলিশদের কেউ কেউ খানসেনাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। তারও লুটতরাজে লিপ্ত ছিল। সিপাহী হারুনকে আমি রেকি করতে পাঠিয়েছিলাম। হারুন গিয়ে দেখে খানসেনারা লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ করে চলে গেছে। বাঙ্গালী পুলিশ ও অফিসাররা লুটতরাজ করে এক ধনী হিন্দুবাড়ি থেকে টাকা-স্বর্ণ নিয়ে যাচ্ছে। সিপাহী হারুন তাদেরকে বাধা দেয় এবং বলে যে আপনারা বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করছেন। তখন হারুনের উপর তারা ওসি'র নির্দেশে ৭ রাউণ্ড ফায়ার করে। সে কোনরকমে তার সাইকেল ফেলে চলে আসে। তখন ঐ দিন রাতেই আমরা কাটিয়াদী থানার উপর আক্রমণ করি। ভোরবেলায় বাঙ্গালী ও-সি' কে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘাতক পুলিশ পালিয়ে যায়। এখানে থেকে ১৭টি রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

সিপাই মোঃ আফতাব হোসেন, নং ১৫২৬৯
বাংলাদেশের রাইফেলস, সেক্টর হেডকোয়ার্টার
কুটিবাড়ি, দিনাজপুর।

শত্রুর প্রচণ্ড চাপে মনতলার পতন*
মেজর এম, এস, এ ভূঁইয়া

মে মাসের শেষের দিক। তেলিয়াপাড়া পতনের পর ক্যাপ্টেন নাসিম (বর্তমানে মেজর) সিলেটের পাকিস্তানী এলাকা মনতলায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন। মেজর মঈন প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করেন হরশপুর এবং মুকুন্দপুরে। ঐ দিক থেকে শত্রুর প্রবল হামলার আশংকা থাকায় আমাদের দু'ধারের পজিশন মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিরক্ষ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য পাঠানো হলো। আমার সাথে দেয়া হলো ৫০ জন জোয়ান। সঙ্গে অস্ত্র দেওয়া হলো একটি ভারী মেশিনগান, ৭টি হালকা মেশিণগান এবং বাকীগুলি রাইফেল। জায়গার তুলনায় আমার সাথে লোকসংখ্যা এবং অস্ত্রের পরিমাণ ছিল নগণ্য। এত অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে আমাকে প্রায় আড়াই মাইল ফরোয়ার্ড লাইন কভার করতে হয়েছিল। আমাদের মিলিটারী ট্রেনিং অনুযায়ী এত বিরাট এলাকা কভার করা ছিল অকল্পনীয়।

যা হোক, এই অল্পসংখ্যক লোক নিয়েই আমি মনতলা থেকে গিলাতলী এবং তারপর ইখতেয়ারপুর গ্রাম পর্যন্ত কভার করলাম। অবশ্য আমার অসুবিধা টের পেয়ে আমাকে আরও ২০ জন লোক দেওয়া হয়। এই ২০ জনের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিমান বাহিনীর লোক। সুতরাং পদাতিক বাহিনীর ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। আমি যাওয়ার আগেই শত্রুরা সেখানে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের আক্রমণ কার্যকর হয়নি। প্রত্যেক বারই তাদের আক্রমণ ব্যাহত হতে লাগল। বাধ্য হয়ে শত্রুরা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ব্যাপৃত হল। শত্রুবাহিনী দিনের বেলা কয়েকবারই আমাদের উপর আক্রমণ চালালো। প্রথমে তারা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের ডাক দিয়ে আক্রমণ চালায়। আমি এবং মেজর নাসিম প্রতিরক্ষা ব্যূহের ডান দিকে দুটি ভারী মেশিনগান রেখেছিলাম। ফলে শত্রুর পক্ষের আমাদের অবস্থান ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। একদিন দিনের বেলায় আক্রমণের সময় শত্রুবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলো। শত্রুঅনেক মৃতদেহ পিছনে ফেলে রেখে হটে যেতে বাধ্য হলো।

আরেকদিন শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হলো মুখোমুখি। এ সময়ে শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যে আমাদের জোয়ানরা কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ আমাদের কোম্পানী

*'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' ১৯৭৪ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

তুলে নেওয়ার জন্যে পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করেছিল। মনতলা পতনের শেষ দিন সন্ধ্যায় শত্রুবাহিনী এক ব্রিগেড এবং এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে মেজর নাসিম, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ এবং আমার পজিশনের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালাল। আমি সে সময়ে ছিলাম আমার কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে। আমি যাচ্ছিলাম মনতলা রেলওয়ে লাইনের ডান পার্শ্বে যে দুটো সেকশন ছিল সেগুলো চেক করার জন্যে। পথে জনৈক বে-সামরিক ব্যক্তির কাছে জানতে পারলাম মনতলা রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের কোন লোক নেই। তার কথা আমার বিশ্বাস হল না, বরং পাল্টা তার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক হল। আমি ঐ লোকটির সঙ্গে আমার দু'জন দেহরক্ষীকে দিয়ে মনতলার পজিশন চেক করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ওদিকে শত্রুবাহিনী ছয়টি কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। আমার পাঠানো দেহরক্ষী দু'জন ফিরে এসে জানালো, সত্যি সত্যিই ঐ পজিশনে আমাদের কোন লোক নেই। রাত তখন ৮টা বাজে।

সেদিনকার ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিচ্ছিঃ মেজর নাসিমের অবস্থানের উপর শত্রুবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আক্রমণ চালায়। এক ব্যাটালিয়নের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৮০০ শত। এই বিপুল সৈন্যের আক্রমণের মুখে মেজর নাসিম ও তাঁর সৈন্যদের অবস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তিনি তাঁর কোম্পানী নিয়ে অবস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মেজর নাসিম মেজর মঈনের কোম্পানীকে (পরে লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের দ্বারা পরিচালিত) ফরোয়ার্ড লাইনে টেলিফোনের মাধ্যমে এই সৈন্য উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানান। আমার সাথে মেজর নাসিম এবং লেফ্টেন্যান্ট মোর্শেদ উভয়ের সাথেই কোন টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল না। বাধ্য হয়ে মেজর নাসিম দুজন জওয়ান মারফত আমাকে এই সংবাদ পাঠান যে, শত্রুবাহিনীর আক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খবরে আরো বললেন যে, শত্রুত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে। মেজর নাসিম এবং লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের সৈন্যদের পজিশন ছিল আমার উভয় পার্শ্বে। তাদের পজিশনে শত্রু প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল। মেজর নাসিমের সৈন্যরা তুমূল লড়াই করে শত্রুর অগ্রগতিকে ব্যাহত কারার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। অবশেষে মেজর নাসিম নিজের ট্রুপস এবং আমার কোম্পানীর ২১ জন লোক ও সুবেদার মান্নানকে নিয়ে পঞ্চবটিতে অর্থাৎ কয়েক মাইল পেছনে সরে গেলেন। ওদিকে লেফটেন্যান্ট মোর্শেদও প্রাণপণ লড়াই করার পর তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সরে পড়তে শুরু করেছেন। আমি এসবের কোন খবরই পাইনি। তদুপরি আমার প্রতিরক্ষা লাইন ছিল কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে আড়াই মাইল আগে।

আমার সে সময়কার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমি তখন বলতে গেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। রাত দশটার দিকে আমার হেডকোয়ার্টারের উপর প্রায় দশটা কামানের গোলা এসে পড়ল। আমাদের সংগ্রামী সৈনিকরা অনেকেই একেবারে নতুন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই জীবনে এই প্রথম কামানের গোলার আওয়াজ শুনলো। শত্রু ডান দিক দিয়ে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু ফরোয়ার্ড ডিফেন্স লাইনে যারা ছিল তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ এল। আমি হেডকোয়ার্টারে থেকে কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। ফলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্স লাইনে অর্থাৎ ইখতেয়ারপুর ও গিলাতলীতে যারা ছিল তাদের খবরও জানা সম্ভব হল না। কাসিমপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওখানে আমার একটি অবস্থান ছিল। সেখানকার জেয়ানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ জন। আমি তাদের ওখানে দু'জন রানার পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু শত্রুদের কামান থেকে তখন এমন অবিরামভাবে গোলা বর্ষিত হচ্ছিল যে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তারা থেমে যেতে বাধ্য হল।

রাত তখন দশটা বাজে। আমিও অবস্থান ত্যাগ করাই মনস্থ করলাম। সব জায়গায় লোক পাঠিয়ে তাদের জানিয়ে দিলাম, পরবর্তী অবস্থান এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ রচিত হবে চৌমুহনীতে।

শত্রু তখন তিন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি হেডকোয়ার্টার নিয়ে চৌমুহনীর দিকে রওনা হলাম। আমরা সবাই নিজ নজি অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ সঙ্গে নিলাম। বাধ্য হয়ে আমরা সে সময়ে অনেক বেসামরিক লোককেও আমাদের অস্ত্রে বোঝা বহন কারার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

আমার বহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার সময় অন্যান্য কয়েকটি দলও এস আমার দলের সঙ্গে যোগ দিল। শত্রুর অগ্রগতিকে বিলম্বিত করার জন্য হালকা মেশিনগানের সাহায্যে আমরা গুলি করতে থাকলাম। রাত দুটোয় এসে আমরা পৌঁছলাম চৌমুহনীতে। আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই সেখানে এসে একত্রিত হলাম। আমাদের কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যই ছড়িয়ে পড়াতে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি বলতে কি-আমার অবস্থা ছিল ঝড়ের সমুদ্রের ছিন্নপাল নৌকার মাঝির মত। এখন সবাইকে এক স্থানে পেয়ে আমি খোদার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

চৌমুহনীতে এসে আমি কোম্পানীর সবাইকে পেলাম সত্য, কিন্তু আবার নতুন বিপদের সম্মুখীন হলাম। হালকা মেশিনগান সজ্জিত আমার কয়েকটি সৈন্যদল গুলিবর্ষণ করে শত্রুসৈন্যদের অগ্রগতিকে বিলম্বিত করতে সক্ষম হলেও, শত্রুর পার্শ্ববর্তী অগ্রগতিকে বাধা দিতে সক্ষম হল না। আর শত্রুর সবদিকের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখাও ছিল অসম্ভব-কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা। সংখ্যায় শত্রুসৈন্য ছিল আমাদের তুলনায় দশগুণ। ভারতীয় সীমানা থেকে চৌমুহনীর দূরত্ব মাত্র দুই মাইল। কিন্তু এই দুই মাইল রাস্তা সেদিন রাতে আমাদের কাছে অন্তহীন বলে মনে হয়েছিল।

রাতের শেষের দিক তখন। তখন ভোর চারটা। শত্রুরা শুধু গুলি করতেই এগিয়ে আসছিল না, তারা এগিয়ে আসছিল ঘরবাড়ি, গাছপালা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে।

ভোর সাড়ে চারটার দিকে তারা ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। শত্রুবাহিনী তখন আমাদের পশ্চাদ্ভাগের ব্যূহ প্রায় ভেদ করে ফেলেছে। আমাদের বাহিনীর তিন দিক বেষ্টন করেছে তারা। সামনে, দক্ষিণে এবং বামে। তখন ঐ নিতান্ত ফাঁদে পড়া অবস্থার মধ্যেও আমরা মনোবল না হারিয়ে তিনদিকে হালকা মেশিনগানের সাহায্যে অবিরাম গুলি চালাতে লাগলাম। আমাদের প্রতিজ্ঞাঃ আমরা শত্রুদের কিছুতেই আমাদরকে ঘেরাও করতে দেব না। আমাদের হাতে তখন ছিল মর্টার আর ৫৬টা গোলা। নিরুপায় হয়ে শত্রুসৈন্যের উপর আমি মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করলাম। গোলার সংখ্যা কম হওয়াতে প্রতি দু-তিন মিনিট অন্তর শত্রুর অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করছিলাম। সেদিন মর্টারটি আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে বিধাতার আর্শীবাদের মত সাহায্য করছিল।

সূর্য ওঠার পর দেখতে পেলাম শত্রুরা আমাদেরকে সম্পূর্নভাবে ঘিরে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রায় ১৪ ঘন্টা ধরে আমাদের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি বিনিময় চলল। অবশেষে সকাল ৯টার দিকে আমরা সিদাই থানায় পৌঁছাতে সক্ষম হলাম।

নরসিংদী-আশুগঞ্জ সশস্ত্র প্রতিরোধ
ব্রিগেডিয়ার মোঃ মতিউর রহমান বীর প্রতীক*

সুবেদার মেজর সুলতানের আমলে আমার পরিচয় হয় ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল নরসিংদীতে। আমি ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে যশের সেনানিবাসের ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট ছেড়ে ২৭শে মার্চ ময়মনসিংহ পৌঁছি। ময়মনসিংহে ইপিআর-এর এক কোম্পানী নিয়ে নরসিংদী হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হই যুদ্ধ করার জন্য। ৩১শে মার্চ নরসিংদী পৌঁছি। সুবেদার মেজর সুলতান তখন ঢাকা থেকে সামান্য কয়েকজন লোকসহ নরসিংদী পৌঁছে এবং ১লা এপ্রিল আমার সাথে যোগ দেয়। ঢাকার লোকজন যখন মার খেয়ে দিশাহারা হয়ে শহর ছেড়ে পালাইতেছিল, তখন সুলতান সাহেব

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি দৈনিক 'সংবাদ' ৩ মার্চ ১৯৮৩-এ প্রকাশিত 'সুবেদার মেজর সুলতান আহমদ বীরবিক্রম' শিরোনামে তাঁর রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

আমার সাথে কয়েকজন ইপিআর-এর লোকজন এবং ছাত্র ও জনতার সাথে যোগ দিয়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঢাকা-নরসিংদী সড়কের বিভিন্ন এলাকায় সম্মুখ-সংঘর্ষে দুর্ধর্ষ সাহস এবং শক্তিতে যুদ্ধ করেন। এরপর থেকে পুরো নয়টি মাস তিনি আমার সাথে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করে যান। নয় মাসের তার এবং বাকী সহকর্মীদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। সব লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ এক ইতিহাস হবে। আজকের এই লেখায়, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখব না। শুধু বাংলাদেশ রাইফেলস-এর একটি বীরযোদ্ধার সামান্য একটু বলছি, তাতেই বুঝা যাবে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সংগঠন কত তীক্ষ্ণ এবং জাগ্রত।

ঢাকা-নরসিংদী সড়কে করইতলী, বাবুরহাট, পাঁচদোনা এবং অন্যান্য স্থানে সম্মুখ যুদ্ধের পর আমাদের নরসিংদী ত্যাগ করতে হয়।

১৩ই এপ্রিল সকালে আমরা আশুগঞ্জে পৌঁছানোর পর ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পনীর ওখানে যাই। বিগ্রেডিয়ার নাসিম (তখন ক্যাপ্টেন) কোম্পানী কমাণ্ডার। তিনি আশুগঞ্জে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছেন। আমার সাথে তখন ৪০/৫০ জন লোকে এবং সাথে শুধু ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র আছে। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ভৈরবের সামনে নরসিংদীর দিকে রামনগর রেলওয়ে ব্রীজের ওখানে যেয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করুন। পাকিস্তান আর্মির অগ্রগতিকে ওখানে রোধ করতে হবে। যতক্ষণ সম্ভব রুখতে হবে। অসম্ভব হয়ে পড়লে এখানে আসবেন, একসাথে মিলে যুদ্ধ করব।

আমরা ১৩ই এপ্রিল বেলা ৯টার দিকে রামনগর পুলের নিকট পৌঁছি। এলাকায় পৌঁছে লোকজনকে স্থান নির্ধারিত করার পূর্বেই দেখতে পেলাম রেল লাইন দরে পাকিস্তান আর্মি অগ্রসর হচ্ছে। বেলা ১০/১১টার দিকে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয় । তারা সমস্ত দিন চেষ্টা করল, কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারল না। পুরা রাত গোলাগুলি চলে। পরদিন সকাল ৬টা ৩০মিনিটের সময় ৬টা পাকিস্তানী স্যাবর জেট প্রথমে একবার উপর দিয়ে ঘরে গেল। ফেরত আসার পথে আমাদের এলাকাসহ আশুগঞ্জ ও ভৈরব বোমা ফেলে এবং স্ট্রাফিং শুরু করে। আমার সামনে তেকে যে পদাতিক বাহিনী এসেছিল তারা আরও একটু এগিয়ে এসে আমাদের উপর গুলিগোলা শুরু করে ব্যতিব্যস্ত রাখে। বাম দিকে মেঘনা নদীতে নৌবাহিনীর গানবোট থেকে নদীর পূর্বপার্শ্বে লালপুরে ব্রিগেডিয়ার আঃ মতিন (তখন ক্যাপ্টেন) ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিল। আমাদের ওখানে আমাদের অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। তার সাতে ৬/৭টা হেলিকপ্টার দিয়ে সেনাবাহিনীর লোকজন আমাদের পিছনে ভৈরব, আশুগঞ্জের পিছনে এবং আমাদের ডান পার্শ্বের বিভিন্ন এলাকায় নামানো আরম্ভ করে। আমরা সম্মুখসমরে ব্যস্ত । তার সাথে দেখছি কি সুন্দর শক্তির প্রদর্শন। জলে, স্থলে এবং আকাশ থেকে আমাদের উপর আক্রমণ। দেখছি লোকজন বিমান বাহিনীর এবং সেনাবাহিনীর আক্রমণে ঘর ছেড়ে জীবন নিয়ে দিকশূন্য হয়ে পালাচ্ছে আর দাউ দাউ করে জ্বলছে বাড়ীঘর। আমরা সামান্য কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী চারদিক থেকে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আক্রমণ ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলতে তকে। সাথে অন্যান্য বাহিনীর আক্রমণও চলতেই থাকে। আমাদের সাথে যা গোলাবারুদ ছিল তা দুই দিনের অনবরত যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। ১৪ই এপ্রিল বিকেল ৩টার সময় ভাবছি কোন মতে ভৈরব পার হয়ে আশুগঞ্জে যেয়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গল-এর কোম্পানীর সাথে মিশতে পারব কিনা । নিজেদের অবস্থান ঘুরে দেখলাম। কারো নিকট ২/৪ রাউণ্ড গুলি আছে। কেউ বা খালি হাতে বসা। কারণ যা কাঁধে করে আগের দিন নিয়ে এসেছিলাম তাই তো সম্বল ছিল, আর তো কেউ কিছুই দিয়ে যায়নি। বেলা ৩টা ৩০ মিনিটের সময় দেখতে পেলাম ইউনিফর্ম পরা একজন লোক পিছন থেকে আমার খুবই নিকট চলে এসেছে। তাকে মারতে মানা করলাম। উদ্দেশ্য, তাকে আত্মসমর্পণ করাবো। সে আত্মসমর্পণ করার পর দেখতে পেলাম সে আমাদের ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন জওয়ান। আশুগঞ্জের পিছনে হেলিকপ্টারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক নামার পর এবং বিমান বাহিনীর আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর কোম্পানী নিজেদের স্থান ছাড়তে বাধ্য হয় । সে রাস্তা না পেয়ে এই দিকে এসেছে। মনে করেছে এই দিক দিয়ে

বিপদের আশংকা কম। ভাবলাম ওদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার কথা ছিল, তা আর হলো না। এখন আমরা শেষ মুহূর্ত গুনছি। চারদিক থেকে পাকিস্তানী বাহিনী জাল গুটিয়ে আনবে আর আমাদের জীবিত ধরবে।

আরো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত গুলিগোলা বলতে কিছুই নেই। লোক ক্ষুধায় কাতর। ১১ই এপ্রিল নরসিংদীর পতনের পূর্ব থেকে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে অনেকের বেলা সামান্য আহার জুটেছে। মানুষের জীবন তার অনুভূতির নিকট কত করুণ এবং কঠোর অনুভব হয় তখন হয়ত বুঝতে পেরেছি। আমি কমাণ্ডার হিসেবে তাদেরকে গুলিগোলা দিতে পারছি না যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। খানা দিতে পারছি না ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে। কেউ আমাদের সাহায্য করবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এ রকম আশ্বাসও দিতে পারছি না। কারণ, তখনও জানি না কোথাও থেকে কেউ সাহায্য করবে কিনা, কে কোথায় যুদ্ধ করছে বা লোকজন যুদ্ধ করছে কিনা তাও জানি না।

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে আমি মনস্থির করেছি এই স্থান আমাদের ছড়াতে হবে। খালি হাতে এখানে বসে মরার কোন অর্থ নেই। সুবেদার মেজর সুলতান (তখন নায়েক সুবেদার) সহ দু'জন আমার প্লাটুন কমাণ্ডার ছিলেন। আমি ব্রক্ষ্মপুত্র নদের রামনগর ব্রীজের পার্শ্বে যেখানে আমার অবস্থান ছিল আসতে বললাম। প্লাটুন কমাণ্ডার আসার পর জিজ্ঞেস করলাম কি অবস্থা। তারা বলল, স্যার আপনি তো ঘুরে দেখে এলেন। জওয়ানরা প্রায় শূন্য হাতে বসা।

আমি বললাম, সুলতান সাহেব, মালেক সাহেব আমাদের এলাকা ছাড়তে হবে। খালি হাতে এখানে বসে মরার কোন অর্থ নেই । আমি কথাটা বলার সাথে সাথে দু'জনেই হাউমাউ করে শিশুর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল, স্যার কাপুরুষের মত পালিয়ে কোথায় যাব, দেশ কি স্বাধীন হবে না ? তাদের কান্নায় আমারও দুচোখে অশ্রু নেমে এলো। তাদের কান্নায় এবং আবেগে প্রায় ১৫/২০ সেকেণ্ডের মত মনে হল আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছি। মানুষের জীবনে অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত থাকে। এই মুহূর্তটা আমার জীবনে কিভাবে মূল্যায়ন করব জানি না। অনেক সময় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তখন জীবন মনে হয় রাবার ইলাস্টিকের মত দীর্ঘই হয়।

একটু সুস্থির হয়ে বললাম, এখান থেকে চলে যাওয়ার অর্থ এই নয় আমরা আর যুদ্ধ করব না। আজকে যদি এই হত যে আমাদের ৪০/৫০ জনকে গুলি করে মারলে তারা আমাদের স্বাধীনতা দিবে তাহলে আমি আপনাদের কমাণ্ডার হিসেবে কথা দিচ্ছি আমিই প্রথম মরতাম। যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যতদিন বেঁচে থাকব, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে। এখান থেকে চলে যেয়ে আমরা গোলাগুলি সংগ্রহ করব, আবার যুদ্ধ করব। এখন এখানে খালি হাতে বসে থাকলে আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনবে এবং আমাদের জীবিত ধরবে আর গুলি করে মেরে ফেলবে। বুঝিয়ে বলার পর মেনে নিল। বলল, স্যার আপনি আমাদের কমাণ্ডার, আপনি যা ভাল বোঝেন তা আমরা নিশ্চয় মেনে চলব। তবে স্যার, আপনি ছেলেদের বুঝায়ে বলেন কারণ তারা মানসিকভাবে অতি জেদি হয়ে আছে। প্রত্যেকটা অবস্থানে যেয়ে জওয়ানদের বুঝিয়ে বলে ছোট ছোট গ্রুপে বিভিন্নভাবে অবস্থান ত্যাগ করতে বললাম। বলে দিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যাও, শুনেছি ওখানে ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে। ওখানে যেয়ে যোগ দাও। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আবার দেখা হবে। সুলতান সাহেব এবং মালেক সাহেবকেও তাদের লোকজনের পিছনে যাওয়ার হুকুম দিলাম। দু'জন আমার দু'কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মত হাউ মাউ করে কাঁদল। একটা সৈনিকের এমনি এক পরিস্থিতির কান্না অনুভব করা যে কত হৃদয় বিদীর্ণকারী সে আমি বুঝেছি। যদিও এটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, তবু আমার জীবনের একটা বিশেষ ক্ষণ। দু'জন বলল, 'স্যার, আপনি যাবেন না? ''আপনারা গেলে''।

ওরা চলে গেলে সমস্ত এলাকাটা ঘুরে দেখলাম এখনও কেউ বাকী আছে কিনা। সুলতান সাহেব যাওয়ার সময় বলে গেল, 'স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করব।''

সবাই চলে গেলে নিঃসঙ্গতা আর অবসাদ মনটাকে ছেয়ে ফেলল। জীবনটা মনে হচ্ছিল সত্যি খুব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এত গোলাগুলি হল, মরে গেলে তো রক্ষাই পেয়ে যেতাম। যাক আমি আমার কাহিনী লিখছি না, যাদের জন্য লিখছি ওখানেই ফিরে যাই। ১৪ই এপ্রিল রাতে যেয়ে কুলিয়ারচরে সুলতান সাহেব এবং তার সঙ্গী ১০/১৫ জন জওয়ানের সাথে দেখা। দেখে তাঁর কি আনন্দ। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হৈচৈ করে কিভাবে যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন তা ঠিক বলতে পাবর না।

তারপর থেকে কোনদিন সুলতান সাহেব আমার থেকে আর বিচ্ছিন্ন হননি। প্রতিটি অপারেশনে তিনি আমার সাথে ছিলেন। সিলেটের নলুয়া চা বাগানে দিনের বেলায় আমরা যে এ্যামবুশ করি তার উপর সুলতান বীরবিক্রমে পদক পান। আখাউড়া আক্রমণের সাথে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুদ্ধে আমার সাথে ছিলেন।

সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ*

টাঙ্গাইল শহর তখনও মুক্ত অঞ্চল। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায়, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধের সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বেতার মারফত রক্তপিপাসু পাক-সৈন্যদের হিংস্র আক্রমণ আর বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের গৌরবময় প্রতিরোধের কাহিনী প্রচারিত চয়ে চলেছে।

হামলাকারীদের দল তখনও টাঙ্গাইল জেলায় এসে পৌঁছাতে পারেনি। টাঙ্গাইল শহরে মুক্তির উৎসব চলেছে। রাজপথের দু'ধারে প্রতিটি ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। 'জয় বাংলা' সংগীতে সারা শহর মুখরিত। কিন্তু সমস্ত আনন্দ -উৎসবের পেছনে আসন্ন বিপদের কালো ছায়া। শহরের মানুষ হাসতে গিয়েও প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে না। আকাশবাণী নিত্য নতুন দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসছে, মুক্ত শহরগুলি একের পর এক পাক-সৈন্যদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। তারপর সেই হিংস্র জল্লাদের দল সেই সমস্ত শহরের অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে। এখনও ওরা ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা থেকে দূরে আছে কিন্তু কতদিন তারা এভাবে থাকতে পারবে। দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক ওরা এখানে এসে হামলা করবেই। সেদিন? সেদিন টাঙ্গাইলের মানুষ কেমন করে ওদের প্রতিরোধ করবে? কেমন করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে?

আজ সারা বাংলাদেশের মানুষের মন স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত। সারা প্রদেশের মানুষ কখনও এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। টাঙ্গাইলের মানুষ-অতি সাধারণ মানুষও তাদের বাইরে নয়, তারাও তাদের সঙ্গে একতালে পা মিলিয়ে চলবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সেই সংগ্রামের প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় অস্ত্র, কোথায় চালনার শিক্ষা ব্যবস্থা? কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে তো আর লাঠি-সোঁটা বা বর্শা বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। প্রতিরোধের দায়িত্ব সামনে আসতেই এই প্রশ্নটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তবু তাদের যেটুকু সম্বল তাই নিয়ে তারা প্রতিরোধের জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের সামনের সারিতে আছে কিছুসংখ্যক ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধা। স্থানীয় ছাত্র ও যুবকের তাদের কাছ থেকে রাইফেল চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ই,পি,আর বাহিনীর সৈন্যদের হাতে কিছু রাইফেল আছে। আর আছে গুটিকয়েক পুরানো ধরনের মেশিনগান। এই নিয়েই তারা আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত পাক-সৈন্যদের সাথে লড়াই করবে। এই দুই অসব শক্তি-সংর্ঘের পরিণতি কি হতে পারে, সেটা কি তারা অনুমান করতে পারে না? পারে বই কি। কিন্তু তার পরিণতি যাই হোক না কেন, প্রতিরোধে তারা তাদের

*সত্যেন সেন রচিত 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' আগস্ট ১৯৭১, কলিকাতা থেকে সংকলিত। জায়গাটি আসলে নাটিয়াপাড়া। ভুলক্রমে সাটিয়াচড়া বলে উল্লেখিত হয়েছে।

মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারবে না। সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে প্রতিরোধের সংগ্রাম চলছে তারাও তার সঙ্গে সামিল থাকবে।

অবশেষে সেই আশঙ্কা একদিন সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিল। নিছক জনরব নয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা গেল পাক-সৈন্যদল ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে টাঙ্গাইলের দিকে এগিয়ে আসছে। ঢাকা টাঙ্গাইল সড়কের দু'ধারে গ্রামগুলি তাদের হামলার ফলে বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত। পাকসৈন্যরা এই সমস্ত গ্রামের নিরীহ অধিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে হানা দিচ্ছে, তাদের গরু-বাছুর কেড়ে নিয়ে এসে নিজেদের ভোজের উৎসব চালাচ্ছে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে আসছে। ঘরের মেয়েরাও তাদের লুণ্ঠনরত হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না।

গ্রামের মানুষ প্রাণের ভয়ে আর মান-ইজ্জতের ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে।

এইভাবে মানুষ নামধারী, এই হিংস্র পশুগুলি বিভীষিকা ছড়াতে চলে আসছে। ওরা ওদের রক্তাক্ত থাবা উদ্যত করে ছুটে আসছে টাঙ্গাইলের দিকে। টাঙ্গাইলের মানুষ হুঁশিয়ার। দেশপ্রেমিক সন্তানগণ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য তৈরী হও-সংগ্রাম পরিষদের প্রচার-ভ্যান ঘুরে ঘুরে মাইকযোগে উদ্দীপনাময়ী বাণী ছড়াতে লাগল। আক্রমণকারী পাক-সৈন্যবাহিনী প্রথম বাধা পেল সাটিয়াচড়া গ্রামে।

ইপিআর বাহিনীর সৈন্যরা পাঁচটি ট্রেঞ্চ কেটে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। পথের দু'ধারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাইফেলধারী ছাত্র ও যুবকেরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকসৈন্যরা এর আভাসটুকুও পায়নি। তারা নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসছিল। এখানে যে কোন ভয়ের কারণ আছে তা তারা ভাবতেও পারেনি। হঠাৎ তাদের চমকে দিয়ে কতকগুলি মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে উঠল। বৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির ঘায়ে অপ্রস্তুত পাক-সৈন্যরা ধরাশায়ী হয়ে পড়তে লাগল। নির্জন ও শান্ত পল্লীপথ এক মুহূর্তে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

প্রতিরোধকারী দেশভক্তরা বিপুলসংখ্যক শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে চলেছে। বেশ কিছুকাল এই লড়াই চলেছিল।

হামলাকারী পাক-সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে কঠিন প্রতিরোধ পেয়ে একটু পেছনে হটে গেল। ইতিমধ্যেই তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার পেছনে থেকে আরও অনেক সৈন্য পৌঁছে গেছে। এবার কামান-মর্টারের সজ্জিত ছাবিবশটি ট্রাক-বোঝাই সৈন্য সামনে এগিয়ে এল। মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে লক্ষ্য করে তারা অবিরল ধারায় গোলাবর্ষণ করে চলল। তারা ভাবতেও পারেনি যে, মাত্র তেইশ জন ইপিআর-এর যোদ্ধা ট্রেঞ্চের ভিতরে থেকে তাদেরকে প্রতিরোধ করে চলেছে। তাদের সম্বল ছিল মাত্র দুটি হালকা মেশিনগান, আর কিছু রাইফেল। তাই দিয়েই তারা কামান আর মর্টারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জীবন পণ করে তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে এরা তাদের কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে। প্রতিরোধ যখন চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন ট্রেঞ্চের এই তেইশ জন যোদ্ধার মধ্যে একুশ জন নিহত হয়েছে। কোথায় ছিল এদের বাড়িঘর কে জানে। কোথায় ছিল এদের বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা! এরা কোথায় কিভাবে প্রাণ দিল, সেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কোন দিন এদের কাছে পৌঁছাবে কিনা, তাই বা কে জানে!

লড়াই থেমে গেছে। এদের কামানগুলি কিন্তু তখনও গোলাবর্ষণ করেই চলেছে। এবার এদের আক্রমণের লক্ষ্য সাটিয়াচড়, গোড়াই আর তার আশেপাশের গ্রামগুলি। তাদের রকেটের আগুনে সেইসব গ্রামের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হতে লাগল। এরপর গোলাবর্ষণ থামিয়ে ওরা ঘরে ঘরে চড়াও হয়ে হত্যালীলা চালিয়ে যেতে লাগল।

সামনে যাদের পেল তাদের কাউাকে রেহাই দিল না। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামের লোকেরা যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল।

সাটিয়াচড় গ্রামটি আমার কাছ অপরিচিত নয়। এই গ্রামেই আমার সহকর্মী ও বন্ধু বাকী সাহেবের (কৃষক নেতা খন্দকার আবদুল বাকী) বাড়ি। এই সাটিয়াচড়ে যাঁরা সেদিন পাকসৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বাকী সাহেব তাঁদের অন্যতম। হামলাকারীরা বাকী সাহেবের বাড়িতে ঢুকে তাঁর আশি বছর বয়সের বৃদ্ধ পিতাকে বন্দুকের কুঁদা দিয়ে এমন আঘাত করল যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বাড়িতে আর যারা যারা ছিল, এরা তাদের সবাইকে হত্যা করল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ময়মনসিংহ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.... ১৯৭১

ময়মনসিংহ শহর ও অন্যান্য স্থানের প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার এ,কে,এম ফরিদউদ্দিন
১০-১-১৯৭৫

বিগত ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে আমি আমার ইপিআর-এর 'সি' কোম্পানীসহ ২নং উইং হেডকোয়ার্টার ময়মনসিংহে ছিলাম।

২৫শে মার্চ তারিখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগ, টিক্কা খানের রেডিও ভাষন ও আদেশ এবং পাক সামরিক বাহিনীর পিলখানা, রাজারবাগ আক্রমনের খবর ময়মনসিংহে পৌছার সাথে সাথে ময়মনসিংহের ইপিআর-এর বাঙ্গালী যুবকরা তাদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে। অন্য দিকে তৎকালীন ২নং ইপিআর উইং-এর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসের জোয়ানদিগকে আরাম করার আদেশ হইতে পরিস্থিতি আরও পরিস্কার হইয়া উঠে যে বাঙ্গালীদের ভাগ্যকাশে ঘনঘটার ছায়া জুরিয়া বসিয়াছে।

২৭-৩-৭১ তারিখে সকাল বেলা ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস আমাকে অফিসে ডাকাইয়া আদেশ দেন যে,আপনারা প্রায় এক মাস যাবৎ স্ট্যাণ্ডবাই ডিউটি করিতেছেন, এখন স্ট্যাণ্ডডাউন করিয়া আরাম করেন। তাহাতে আমি তার সাথে একমত না হওয়ায় দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ঐ সময় একটি জীপে করিয়া বেশ কিছু এম্যুনিশন ক্যাপ্টেন সাহেবের বাসায় নিয়া যাওয়ার সময় আমার মনের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় যে, আমাদের উপর হামলা হইবে। তারপর আমি উইং হেডকোয়ার্টারের কয়েকজন বাঙ্গালী এনসিও, যথা হাবিলদার আরিফ, হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার আহাম্মদ মিয়া ও হাবিলদার আঃ হাকিমকে নিয়া একটি গোপন বৈঠক করিয়া সিদ্ধান্ত নিই যে, হাতিয়ার দেব না। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কোত হইতে হাতিয়ার এম্যুনিশন আরও যাহা ছিল বাহির করিয়া জোয়ানদের মধ্যে বিতরন করিয়া দেই এবং যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য হুকুম দিই। সমস্ত বাঙ্গালী জোয়ানরা নতুন করিয়া শপথ নিয়া মরণ পর্যন্ত হাতিয়ার দিবে না বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেয়।

সারা দিন দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করে। ইতিমধ্যে অবাঙ্গালী ফোর্স, যাহাদের মধ্যে ইপিআর, এয়ার ফোর্স, জিডি ট্রুপস, আর্মি সিগন্যাল, মুজাহিদ ইন্সট্রাক্টর এবং আর্মি সিকিউরিটি মিলিয়া প্রায় ১৩৮জন ছিল। তাহারা একটা গোপন বৈঠক করে। ইহার খবর পাইয়া বিকাল অনুমান ৪টার দিকে আমি দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'সি' কোম্পানী, যাহা খাগডহর ইপিআর ক্যাম্পে ছিল, তাহার কমাণ্ডার তৎকালীন মেজর নূরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করি। সমস্ত গোপনীয় সংবাদ, যাহা আমার জানা ছিল,তাহাকে অবগত করাই এবং আগে আমাদের এ্যাকশনের জন্য পরামর্শ করি এবং তাঁহার সহযোগীতা কামনা করি। তারপর অনুমান সাড়ে ছয়টার সময় ক্যাপ্টেন কমর আব্বাসকে সাথে নিয়া আসিয়া আমার বাঙ্গালীদিগকে ফল-ইন করিতে হুকুম দেন, কিন্তু আমি অল্প কিছু লোক যাহারা সামনে ছিল তাহাদেরকে একত্র করিয়া মেজর সাহেবকে আলাপ করিতে দেই। মেজর সাহেব বলেন যে একটি কোম্পানী বা একটি উইং কি করিয়া পাক আর্মির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে বা বাঁচার জন্য তৈরী হইতে পারে? যাহোক, মেজর সাহেব আমাদেরকে অভয় দেন যে কোন বিপদ হবে না, ভুল চিন্তা করিবেন না। কিন্তু ঐ সময় আমি দেখিতে

পাই যে, অবাঙ্গালী ২০/২৫ জন মুজাহিদ কোতে ঢুকিয়া ডিউটি শুরু করিয়াছে। অন্য দিকে, তাহাদের কিছু জেসিও মেসে, কিছু অফিসের ভিতর, কিছু ক্যাপ্টেন সাহেবের বাসায় এবং অন্যদিকে ২৫/৩০ জনের একটি গ্রুপ পেট্রোল ডিউটি আরম্ভ করিয়াছে। তখন কয়েকজন বাঙ্গালী জোয়ান দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিয়া বলে যে, আমরা কি করিব। অবস্থা খুবই খারাপ দেখিয়া আমি ওদেরকে নিজের জায়গায় থাকিতে আদেশ দেই এবং যে কোন মূল্যে কোর্য়াটার গাঁড নিজেদের আয়ত্বে রাখিতে আদেশ দেই।

অন্যদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী যাহা পুকুর পারে ছিল তাহাদের মধ্যে নায়েক সুবেদার বড়ুয়া এবং নায়েক সুবেদার মোশাররফ হোসেনকে (দুই জনই বাঙ্গালী) ডাকাইয়া অবস্থা তাহাদেরকে জানাই এবং তাহাদের মনোভাব অতি সর্তকতার সহিত অনুভব করি,যেহুতু তাহারাও আর্মি। এই ভাবে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে আমাদের উপর হামলা হইবে। তাই আমি পরিস্থিতি সম্বন্ধে মেজর নূরুল ইসলামকে ডাক বাংলোয় খবর পাঠাই। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়ার আগেই রাত্রি প্রায়সাড়ে এগারটার সময় অবাঙ্গালীদের তরফ হইতে প্রথম ফায়ার আসে যাহাতে বাঙ্গালী একজন জোয়ান আহত হয়। অমনি দুই দিক হইতে তুমুলভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুরু হয়। এই যুদ্ধে ২৭ তারিখ রাত্রি সাড়ে এগারটা হইতে পরদিন বিকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত ছিল। ইপিআর হেডকোয়ার্টারের দুই দিকের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে সারা ময়মনসিংহ কাপিয়া উঠে। এই দীর্ঘ আঠার ঘন্টার যুদ্ধে বাঙ্গালীরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ২২০ জন আর অবাঙ্গালীরা ছিল ১৩৮ জন। সারারাত যুদ্ধ চলে। সকালের দিকে শহর ও গ্রাম হইতে প্রায় ১০/১৫ হাজার বাঙ্গালী সিভিল লোক বাঙ্গালীদেরকে খাবার, পানীয় ও অন্যান্য যথাসম্ভব সাহায্য করে। অবাঙ্গালীদের মধ্য হইতে ১২১ জন মারা যায় এবং বাকী সতের জন আমার নিকট আত্নসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা আত্নসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সুবেদার মেজর জিন্নত খাঁ, নায়েক সুবেদার বোস্তান খাঁ, নায়েক সুবেদার খান বাহাদুর, হাবিলদার গোলাম হায়দার, হাবিলদার নাজির বাদশাহ প্রমুখ ছিল। যাহারা মারা যায় তাহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, একজন এয়ারফোর্সের অফিসারও ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, আমি সকাল সাড়ে আটটার দিকে উক্ত উইং- এর অধীনে বর্ডারে থাকা কোম্পানীগুলিকে একটি অয়ারলেস মেসেজ দ্বারা হেডকোয়ার্টারের পরিস্থিতি জানাই। (১) কোম্পানীগুলি ছিল সুবেদার হাকিম সাহেবের সাথে নকশী, (২) সুবেদার জিয়াউল হক সাহেবের সাথে করইতলী এবং (৩) সুবেদার আজিজুল হকের সাথে লেংগুরায়। আমি মেসেজে তাহাদেরকেও জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানাই, যাহা তাহারা করেন।

এই যুদ্ধের পর আমি মোজাহিদ অস্ত্রাগার দখল করি এবং কোতে থাকা ১৪৭২টা রাইফেল, ২৮টি এলএমজি, বেশ কিছু স্টেনগান, এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ৩০৩ গুলি, প্রায় ছত্রিশ হাজার ৯ এমএম গুলি এবং আরও যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করি, যাহা পরে তৎকালীন মেজর বর্তমানে মেজর জেনারেল কে,এম,শফিউল্লাহ সাহেবকে দেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি-কোম্পানীর সাহায্য আমি চাহিলে সিনিয়র জেসিও বড়ুয়া বলেন যে মেজর সাহেবের বিনা হুকুমে সে আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেনা। তারপর নায়েক সুবেদার মোশাররফ হোসেন সকাল প্রায় নয়টার দিকে কিছু লোক নিয়া আমার সাথে যোগ দেয়, কিন্তু ঘন্টাখানেক পর আবার বিরত হইয়া যায়। অন্যদিকে মেজর নূরুল ইসলাম, তার সঙ্গী লেফটেন্যান্ট মান্নান সাহেবের কোন খোজ পাওয়া যায় নাই। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টার দিকে যখন আমি উইং-এর লোকেশন বদলী করার জন্য পুলিশ লাইনের ভিতর দিয়া যাইতে ছিলাম তখন আমার ৪/৫ জন লোক মেজর সাহেবকে আমার সঙ্গে ঐ জায়গায় দেখা করাইলে জানিতে পারি যে মেজর সাহেব ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি মেজর সাহেবকে

ঘটনা পুরাপুরি বলিলে তিনি আমাকে বলেন যে, তাহার ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার জয়দেবপুরে অয়ারলেসে আলাপ করার পর আবার আমার সঙ্গে দেখা করিবেন।

রাত্রিতেই আমি পুলিশ, সিভিল ও আওয়ামী লীগের লোকজনের সাহায্যে আমার উইং-এর লোকেশন বদলী করিয়া রাবেয়া হাই স্কুলে নিয়া যাই, কারন আমি অনুমান করি যে পরের দিন পাক বাহিনী খবর পাইলে হয়তো কোন এয়ার এ্যাকশন নিতে পারে। সিভিল লোকদের মধ্যে যাহারা অগ্রভাগে কাজ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন এম-এন-এ (বর্তমান আওয়ামীলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট) জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া, বর্তমানে লণ্ডনে এ্যাম্বাসেডর জনাব সৈয়দ সুলতান সাহেব, বর্তমান এমপি হাতেম আলী তালুকদার সাহেব প্রমুখ।

পরের দিন ২৯-৩-৭১ তারিখে সকাল বেলা আমি রাবেয়া হাইস্কুলে ইপিআর-এর লোক সহ বাংলাদেশ পতাকাকে গার্ড অব অনারের সাথে সালাম দিয়া পতাকা ছুঁইয়া নতুন করিয়া শপথ নিই যে আমরণ যুদ্ধ করিব। উল্লেখযোগ্য যে, পতাকা তুলিয়াছিল হাবিলদার নিয়াজ। কারণ এখন আর গত্যন্তর নাই। অনুমান বেলা ১১টার দিকে যখন আমি খাগডহর-এর দিকে যাচ্ছিলাম নতুন বাজারের মোড়ে একজন লোক সাদা পোশাকে আমাকে পরিচয় দেয় যে তিনি বেলুচ রেজিমেন্টের একজন বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন এবং আমার সঙ্গে যোগ দিতে চান। কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করিতে না পারায় পরে দেখা করিতে বলি, কারন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। একটু পরেই মেজর নূরুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন যে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহের ইপিআর-এর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি। তাহারা বৈকালের দিকে ময়মনসিংহে পৌঁছাইতেছে যাহাতে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার রহিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে একত্রিত হয়। এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ লিডারসহ একটি গোপন বৈঠক করিয়া ময়মনসিংহের প্রতিরক্ষা এবং ঢাকা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি নকশী কোম্পানীকে জামালপুরের দায়িত্বে, করইতলা কোম্পানীকে সদর পশ্চিম দিকের দায়িত্বে এবং লেংগুরা কোম্পানীকে সদর দক্ষিণ দিকের দায়িত্বে দিয়া আমার হেডকোয়ার্টার কোম্পানী ও উইং হেডকোয়ার্টারসহ নরসিংদী হইয়া ঢাকার পূর্বদিক দিয়া আক্রমণ চালাইবার সিদ্ধান্ত নিই।

৩০-৩-৭১ তারিখে মেজর শফিউল্লাহ সকাল ৮ ঘটিকার সময় আমার ইপিআর ফোর্সের সাথে রাবেয়া হাইস্কুলে আলাপ করেন এবং তাহাদেরকে ঢাকার দিকে রওনা হওয়ার জন্য বলেন। ঐ দিন ঐ সময়ই আমি আমার নিকট ক্যাপচার করা ১৪৭০টি রাইফেল, ২৮টি এলএমজি, বহু স্টেনগান, এক লক্ষ পয়ঁত্রিশ হাজার ৩০৩ গুলি, ছত্রিশ হাজার ৯ এমএম গুলি ইত্যাদি তাহার নিকট হস্তান্তর করি। অন্যদিকে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন (বর্তমান লেঃ কর্ণেল) নাসিম সাহেবের নেতৃত্বে ট্রেনে ভৈরব হইয়া ঢাকার পথে রওনা দিই। বেলা সাড়ে বারটার সময় এই স্পেশাল ট্রেন ময়মনসিংহ স্টেশন ত্যাগ করে। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আমাদের দলে যোগ দেন। রাত্রি প্রায় ১১টার দিকে ভৈরব পৌঁছালে ক্যাপ্টেন নাসিম সাহেব তাহার কোম্পানী সহ ভৈরব স্টেশনে নামিয়া যাইতে থাকিলে আমি তাকে বলি যে, ঢাকা যাইবেন না? তিনি উত্তরে বলেন যে, সকালবেলা একটা কোম্পানী আপনি নরসিংদীতে পাবেন। আপনি গিয়া আগের দিকে ব্যবস্থা করেন।

আমরা সকালের দিকে নরসিংদীতে পৌঁছাইয়া সড়ক পথে ঢাকার দিকে রওনা হই। কিন্তু ডেমরা ঘাট পাক ফোর্সের দখলে জানিতে পারিয়া পাঁচ দোনা বাজার হইতে আমরা ঢাকা শহরের প্রায় ১২ মাইল দূরে ভাঙ্গা নামক স্থানে জঙ্গলে শীতালক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে সন্ধ্যার পর অবস্থান নিই। এই ঘটনা ৩১-৩-৭১ তারিখের। এখানে আলীজান জুট মিলের ম্যানেজার জনাব মিজানুর রহমান সাহেবের নিকট হইতে আমরা খুব সাহায্য পাই।

এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ক্যাপ্টেন সাইগলের নেতৃত্বে আমাদের সঙ্গে নরসিংদীতে ৩১-৩-৭১ তারিখে বেলা প্রায় দুইটার দিকে যোগ দেয়। ডেমরায় পাক ফোর্স যাহতে আমাদের ক্ষতি না করিতে

পারে তার দায়িত্ব বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীকে দেওয়া হয়। এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহার ঢাকা-নরসিংদী পাকা রাস্তায় ফোর্সের যে কোন অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করিবে। আমরা ঢাকার পূর্ব দিকে আক্রমন করিব। সেই ভাবে ১-৪-৭১ তারিখ রাত্রিতে আমি ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান সহ ৩'' মর্টার দ্বারা ঢাকায় ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াতে ইপিআর-এর ৬০ জন লোক মিলিয়া আক্রমণ করি যাহাতে পাক ফোর্সের গাড়ী ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম ধ্বংস করি। এই যুদ্ধ চালাইতে আমাদের সাহায্য করেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব লাল মিয়া সাহেব। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে পাক ফোর্স তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য ৩-৪-৭১ তারিখে রেডিওতে হুকুম জারি করে ঢাকার সমস্ত বাস ও ট্রাক রমনা মাঠে ড্রাইভার সহ রিপোর্ট করিতে। এর আগে আকাশবাণী কলিকাতা হইতে এই খবর প্রচার হইয়াছিল যে, একটি বিরাট মুক্তিবাহিনী দল নরসিংদী হইয়া ঢাকার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা ভাঙ্গা হইতে পরপর দুইদিন ও রাত্রিতে আক্রমণাত্মক এ্যাকশন চালাইলে পাক ফোর্স তাহার ডেমরা ঘাঁটির শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে বলিয়া সংবাদ পাই। আরও জানিতে পারি যে, আমাদের বেইসের উপর আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমাদের ২২ জন লোকের একটি দল গেরিলা পদ্ধতিতে ঢাকার তৎকালীন পাক মোটর বর্তমান বাংলা মোটরে ৪-৪-৭১ তারিখের রাত্রিতে এবং ঢাকা-ডেমরা রোডে ৫-৪-৭১ এ রাত্রিতে দুই জায়গায় সরকারী গাড়ী সহ বেশ কিছু পাক ফোর্সকে মারে। এই দুইটা সফল অপারেশনে অংশ গ্রহন করিয়াছিল হাবিলদার হাকিম, সিপাই নান্নু মিয়া সিপাই আফতার, সিপাই ক্লার্ক মান্নান।

৩-৪-৭১ তারিখে বেলা অনুমান ১১/১২ টার সময় আমি একজন সিপাই-এর মারফত সংবাদ পাই যে, ঢাকায় বহু ইপিআর মারা পড়িয়াছে। এবং প্রায় ১০০ লোক ঢাকার জিঞ্জিরায় সুবেদার গণি সাহেবের সাথে আছে। আমি একজন লোক মারফত চিঠি দিয়া গনি সাহেবকে আমার সহিত যোগদানের অনুরোধ জানাই। ৬-৪-৭১তারিখে আমি নায়েক সুবেদার সুলতান- এর মারফত জানিতে পারি যে, সুবেদার গনি সাহেব নরসিংদীতে লোক নিয়া পৌঁছিলে ঐ জায়গায় বিমান আক্রমণ হয়। এবং তাহারা আবার ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এবং অন্য দিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী নয়া ক্যাপ্টেন সাইগল ঢাকা-নরসিংদী রাস্তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া নরসিংদী পার হইয়া পূর্ব দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমার লোক জনের মনোবল কমিয়া যায়। আমার ২০/২২ জন লোক তখনও ভাঙ্গা বেইস হইতে ঢাকায় আপারেশনে ছিল। অন্যদিকে ২-৪-৭১ তারিখে আমি নায়েক সুবেদার সিরাজ-এর নেতৃত্বে ৪০ জন লোকের একটি প্লাটুন ঘোড়াশাল রেল স্টেশন এরিয়া প্রতিরক্ষার জন্য পাঠাই। ৬-৪-৭১ তারিখে বেঙ্গল রেজিমেন্ট চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আমি তাহাদেরকে আমার সঙ্গে পাঁচদোনায় ফেরত ডাকিয়া পাঠাইয়া নিজে ভাঙ্গার লোকজন সহ পাঁচদোনার শীলমন্দির নামক গ্রামে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করি, অর্থাৎ ডিফেন্স লাগাই। অন্য দিকে খবর পাই যে, পাক ফোর্স ডেমরায় জমা হইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে।

৭-৪-৭১ তারিখে রাত্রে জানিতে পারি যে, পাক ফোর্স সকাল বেলা আমাদের উপর হামলা করিবে। তাই পাঁচদোনার আগে ১২-১৪ জন লোক দিয়া একটি এ্যামবুশ পার্টি লাগাই যাহাতে সিপাই নান্নু, মান্নান, হাকিম ছিল। ঠিক ৮-৪-৭১ তারিখ সকাল আনুমানিক সাড়ে সাড়ে ছয়টায় পাক ফোর্স অগ্রসর হইতে থাকিলে এ্যামবুশ পার্টি একযোগে ৪ টি এলএমজি দ্বারা আক্রমণ চালায় যাহাতে পাক ফোর্সের প্রায় ১৫৫ জনের মতলোক হতাহত হয় এবং কয়েকটি গাড়ীও নষ্ট হয়। পাক ফোর্স ঐ দিন আর অগ্রসর হয় নাই।

৯-৪-৭১ তারিখ অনুমান নয়টার সময় পাক ফোর্স এয়ার ও আর্টিলারী সমর্থনপুষ্ট হইয়া আমাদের ওপর হামলা চালায়। অনুমান এক হইতে সোয়া ঘন্টা যুদ্ধের পর পাক ফোর্স-যাহাতে ৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল-আক্রমণ ছাড়িয়া দিয়া পাঁচ হইতে পিছে চলিয়া যায়। যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়ে কিন্তু আর্টিলারী ফায়ার চলিতে থাকে। আমাদের তরফ হইতে চলিতে থাকে তিন ইঞ্চি মর্টার। বেলা অনুমান ৫ ঘটিকার সময় পাক ফোর্স আবার আমাদের উপরে এয়ার ও আর্টিলারী দ্বারা সমর্থন পুষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার হামলা চালায়।এই যুদ্ধে পাক ফোর্সের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আমাদের দুটি মেশিনগান খারাপ হইয়া যায়। পাক ফোর্স এইবারও যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া আক্রমণ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় গোপালদী বাজারে চলিয়া যায়। এদিকে দুইবারের

আক্রমণে আমাদের কিছু হাতিয়ার খারাপ হইয়া যায়। যাহা হউক, সন্ধ্যার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা এই আবস্থায় ছাড়িয়া ভৈরবের দিকে যাইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মিলিব। আশুগঞ্জে গিয়া বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পাওয়া যায়। এবং সেখানে হইতে কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ ১৩-৪-৭১ তারিখে রামনগর পুলের নিকট আর একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। কিন্তু ১৪-৪-৭১ তারিখে সূর্যাস্তের আগে হইতেই এয়ার ও আর্টিলারী সমর্থনপুষ্ট হইয়া পাক র্ফোস হামলা চালায় এবংর্ দুপুর ১২ টার আগেই ঐ ডিফেন্স নষ্ট হইয়া যায় এবং এখানকার লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিছু লোক মেঘনা পার হইয়া সিলেট জেলার ভিতর চলিয়া যায়।

আমি কিছু সংখ্যক লোকসহ কিশোরগঞ্জ হইয়া ময়মনসিংহে যাই, কারণ আমার ছেলেপেলে ঐখানে ছিল। তারপর ১৫-৪-৭১ তারিখ বিকালবেলা আমি মুক্তাগাছা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরে জিয়াউল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলে জানিতে পারি যে, টাঙ্গাইলের আগে জামুর্কী এলাকায় নায়েক সুবেদার হারিসের নেতৃত্বে ইপিআর দলের সঙ্গে পাক ফোর্সের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দুই দিকের ভীষণ ক্ষতি হয়। তাহাতে ২০/৩০ জন ইপিআর মারা যায়।

পরদিন ১৭-৪-৭১ তারিখে খুব সকাল হইতে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ৪টি জঙ্গী বিমান ভীষণভাবে ময়মনসিংহ শহর ও অন্যান্য এলাকায় আক্রমণ চালায় যাহাতে কিছু সিভিল লোক শম্ভুগঞ্জ ঘাটে মারা যায় এবং কয়েকটি বাস ও দোকানঘর পুড়িয়া যায়। অন্যদিকে গফরগাঁওয়ে বেশ কিছু সিভিল লোক মারা যায় এবং অনেক জায়গা পুড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া মধুপুর ও জামালপুরেও বিমান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাই।

তারপর আমরা আমাদের অবস্থানে যে কয়েকজন লোক ছিল তাহাদের নিয়া বর্ডারে করইতলী হেডকোয়ার্টারে ফুলপুর ও হালুয়াঘাটের মাঝামাঝি সায়চাপুরঘাটে ডিফেন্স তৈয়ার করি। কিন্তু ২২-২৩ তারিখে পাক ফোর্স আবার এয়ার ও আর্টিলারী দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হইয়া আক্রমণ চালায় সকালের দিকে। সেখানে আমরা অতি অল্প সময় টিকিতে পারি। ২৩-৭-৭১ তারিখে আমি আমার সঙ্গী লোকসহ করইতলী ক্যাম্পে থাকাকালীন সুবেদার হাকিম সাহেব আসিলে তাঁহাকে উইং-এর ভার দিয়া আমি আমর ফ্যামেলিসহ হিন্দুস্থানের ভিতর দিয়া গাছুয়াপাড়া হইতে ডালু হইয়া আমার বাংলাশে ঢুকিয়া বহু কষ্টে আমার ফ্যামেলি বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আগরতলা কোনাবন বর্ডার দিয়া ঢুকিয়া পুরানো ফোর্সের সাথে ৩ সেকটরের অধীনে বেলচরা সাবসেকটরে যাইয়া যোগদান করি। সেখানে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান সাহেব ছিলেন। তারপর ঐ সব সেক্টরের ১৬-৫-৭১ হইতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে ময়মনসিংহ

সাক্ষাৎকার : সুবেদার মেজর জিয়াউল হক

৮-৬-৭১

২৬শে মার্চ বেলা একটার সময় ঢাকা ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে কমর আব্বাসকে অয়ারলেস সেটে এ কথা বলার জন্য ডাকা হয়। তখন ডিউটি অপারেটর ছিল নায়েক ফরহাদ হোসেন (বাঙ্গালী)। ঢাকা থেকে বলা হল, অয়ারলেস সেট অন করার পর সেখানে যেন কেউ না থাকে। তাই নায়েক ফরহাদ হোসেন ঝুঁকি নিয়ে পাশের ঘরে একটা জায়গা চুপি চুপি দাঁড়িয়ে থাকে। সৌভাগ্যবশত সে পাঞ্জাবী ভাষা বুঝত। ঢাকা থেকে উইং কমাণ্ডারকে বলা হচ্ছিল সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে নিরস্ত্র করার জন্য এবং কোতে, ম্যাগজিন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চাবি নিয়ে নিতে এবং বাঙ্গালীদের কোন ডিউটি না দেয়ার জন্য। ঢাকা থেকে ইপিআর-এর স্টাফ কর্নেল সিকান্দার খান তাকে আরো বলে যে, আজ রাতের মধ্যে মসস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে খতম করতে হবে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ইপিআরদের সমন্ধে তোমাকে পরে নির্দেশ দেয়া হবে।

নায়েক ফরহাদ হোসেন অয়ারলেস সেট-এর পেছনে চুপি চুপি এই কথাগুলো শোনে এবং সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে তা জানিয়ে দেয়। নায়েক ফরহাদ অয়ারলেস সেটে ২৭শে মার্চ আমাকে ভোর ছয়টার সময় উক্ত মেসেজ জানায় এবং বলে যে, আপনি আপনার বন্দোবস্ত করেন যদি বাঙ্গালী জোয়ানদেরকে বাঁচাতে চান।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে নিরস্ত্র করা হয়। একমাত্র সি-কোম্পানীর এক প্লাটুন ইপিআর অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করে। নিরস্ত্রকরণের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় ইপিআর'রা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঐ প্লাটুন-এর নেতা ছিল সুবেদার ফরিদউদ্দিন আহমদ।

এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রবৃন্দ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা আমাদেরকে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার আবদুল্লা-আল-মাহমুদ ও তার সহকর্মীবৃন্দ, আর ছিলেন এডভোকেট সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, অধ্যক্ষ মতিয়ুর রহমান (আলমগীর মিন্টু কলেজ) সৈয়দ আবদুস সুলতান (বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে হাই কমিশনার), জনাব রফিকউদ্দিন ভুইয়া, এডভোকেট মোশাররফ আকন্দ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক আবদুল হান্নান ও অধ্যাপক দেওয়ান এবং ভাসানী সমর্থক ছাত্রনেতা আবদুল হামিদও ছিলেন।

২৭শে মার্চ ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস ঢাকায় নির্দেশ অনুসারে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিও-এনসিওদেরকে বাঙ্গালী ইপিআরদের খতম করার নির্দেশ দেন রাত এগারটার সময়। ট্রুপস ব্যারাক,উইং কমাণ্ডারের বাংলো এবং কোয়াটার গার্ড কোতে এবং ম্যাগজিনের সমস্ত এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদসহ মোতায়েন করা হয়। উইং কমাণ্ডার-এর বাংলোতে সি-কোম্পানী এক প্লাটুনকে ডিউটির জন্য মোতায়েন করা হয়। গার্ড কমাণ্ডার শফি এবং অন্য দুই জনের কাছে করে ৩০৩ রাইফেল ছিল। বাকিদের কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

রাত এগারটার সময় হেডকোয়ার্টারের তিনতলা থেকে হাবিলদার মেজর হাসিব উল্লাহ এক রাউণ্ড গুলি ফায়ার করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জায়গা থেকে ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। হেডকোয়ার্টারে তখন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী আবস্থান করছিল। গোলাগুলি শুরু হবার পর বাঙ্গালী ইপিআররা ওদের সাথে মিশে যায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদার বড়ুয়া এবং সুলতান আমাদের জোয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বাঙ্গালী ইপিআরদের দিয়ে দেয়। গোলাগুলি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ইপিআর-এর কিছু সাহসী বাঙ্গালী জোয়ান স্থানীয় কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় কোতে এবং ম্যাগ্যাজিন-এর ভেন্টিলেশন ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে অস্ত্রশস্ত্র বের করতে সমর্থ হয়। ২৮শে মার্চ ভোরবেলায় জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া, শামসুল হক এমপিএ, ছাত্রনেতা আবুল হাশেম ও হামিদের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেল এবং পুলিশ লাইনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এনে বাঙ্গালী ইপিআরদের দেয়া হয়।

২৮শে মার্চ বেলা ৮টা পর্যন্ত দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৩/৯৪ জন। ১১ জন জেসিও-এসসিও জেসিও মেসে সারারাত ফায়ার করার পর ১৭ থেকে ১৯ বাক্স গুলিসহ আত্মসমর্পণ করে সুবেদার ফরিদের কাছে। ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস সকালবেলা সিপাই নান্নু মিয়া এবং আফতাব হোসেনের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সিপাই নান্নু এবং আফতাব স্বাধীনতা সংগ্রামে কর্ণেল নুরুজ্জামানের অধীনে এবং ডালু সেক্টরে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।

১১জন জেসিও এনসিওকে সুবেদার ফরিদউদ্দিন ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেলে বন্দী করা হয়। অতঃপর ময়মনসিংহের সকল বাঙ্গালী জোয়ান এনসিও মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ৪/৬ কোম্পানী গঠন করে জয়দেবপুর ও টুঙ্গী অভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে রংপুর সীমান্ত এলাকার মাদারচর বিওপি থেকে সিলেট সীমন্তের মহেশখোলা বিওপি পর্যন্ত ২৪টা বিওপি'র সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে (প্রত্যেক বিওপিতে তিনজন করে রেখে) দুই কোম্পানীতে সংগঠিত করে সুবেদার মেজর আবদুল হাকিম এবং আমার নেতৃত্বে মুক্তাগাছা, রসুলপুর, মধুপুর, জামালপুর, ঘাটাইল এলাকা পর্যন্ত মোতায়েন করা হয়। তখন আমাদের সঙ্গে ময়মনসিংহ শহরের শামসুল হক এম-পি, মুক্তাগাছার শহীদুল্লাহ এম-পি, রফিকউদ্দিন ভুইয়া, নাগরপুর কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ন খালিদ, লতিফ সিদ্দিকী এম-পি এবং কাদের সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেন। এই সময় ময়মনসিংহ সদরের এসডিও, মেজর শফিউল্লাহর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমান এবং জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিং ত্যাগী ও কর্নেল রাংগাজান (৮৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমণ্ডার)- এর সাথে যোগাযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন সাহায্য না দিলেও ভবিষ্যতে কর্নেল রাংগাজান আমাদেরকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি আমাদের সামনে দিল্লীতে এ ব্যাপারে মেসেজ পাঠান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, রফিকউদ্দিন ভুইয়া, আবদুল মান্নান (বর্তমানে পরিবার পরিকল্পানা মন্ত্রী) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমার কোম্পানী হেডকোয়ার্টার করইতলীতে (হালুয়াঘাটে) অবস্থান করছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে তাঁর বাড়ি থেকে জনাব আবুল হাশেম গাইড করে নিয়ে আসেন এবং আমাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁকে নেতা বানানো হয়। তাদেরকে কর্নেল রাংগাজানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় ভারতের গাচুয়াপাড়া রেস্ট হাউস ইন্সপেকশন বাংলাতে।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি কলকাতাতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চলে যান। সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতার ভার রফিকউদ্দিন ভুইয়ার উপর অর্পণ করা হয়। অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র না পেলেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং ২৭টি এলএমজি বিএসএফ ক্যাপ্টেন ত্যাগীর নিকট থেকে পাই। তিনি ছদ্মবেশে রসুলপুর এলাকাতে আমার সাথে কাজ করতে থাকেন। এছাড়াও প্রত্যেক রাত ভারত থেকে (ডালু এবং মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে) ইণ্ডিয়ান আর্মি ইঞ্জিনিয়ার টিম পুল এবং রাস্তা ধ্বংস করার জন্য আসতেন এবং কাজ সমাধা করে রাত্রেই চলে যেতেন। ২৭শে মার্চ ময়মনসিহের উইং হেডকোয়ার্টারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের খতম করার পর সীমান্তের সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদেরও খতম করা হয়।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় কি তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের উপর কালিহাতী, রসুলপুর, মধুপুর, জামালপুর, মুক্তাগাছা, শম্ভুগঞ্জ, গৌরিপুর ইত্যদি স্থানে পাকিস্তনী বিমান বাহিনী পর্যায়ক্রমে বিমান হামলা চালায়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে এবং ক্রমশ আমাদের বাঙ্গালীদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে থাকে বলে আমরা অনুমান করি। বিমান হামলার ফলে মেজর শফিউল্লার তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে চলে যান।

মধুপুরগড়ের যুদ্ধ*

বিক্রমপুরের সুদুর গ্রামাঞ্চলে বসে ভারতীয় বেতারের প্রচারিত সংবাদ শুনছিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে আকাশবাণী ঘোষণা করছে, ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরগড়ে পাক সৈন্যদলের আর মুক্তিবাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

শতাধিক বছর আগে এই মধুপুর গড় আমাদের দেশের রাজনৈতিক আবর্তনের ইতিহাসের পাতায় একটু স্থান করে নিয়েছিল। আজকের দিনে আমাদের কাছে সেই ঐতিহ্য হয়তো তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিন এই মধুপুর গড়ে একদল বিদ্রোহীর অভ্যুত্থান সারা বাংলার মানুষের মনে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। সেই বিদ্রোহ আকারে ছোট হলেও তখনকার দিনের বৃটিশ রাজপুরুষরা তাই নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

ময়মনসিংহ শহর তথা ময়মনসিংহ জেলা তখনও মুক্ত অঞ্চল। কিন্তু তার উপর রাহুগ্রাসের ভয়াল ছায়া নেমে আসছে। দুর্দিন আসন্ন। হামলাকরী পাক-বাহিনী টাঙ্গাইল শহর হস্তগত করে ময়মনসিংহ শহর দখল করবার জন্য দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। তাদের এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করতে হলে পথের মাঝখানেই তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রতিরোধের ঘাঁটি গড়ে তোলার পক্ষে মধুপুর গড়ই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। মুক্তিবাহিনী স্থির করেছিল এইখানেই তাদের পথ রোধ করে দাঁড়তে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ করবে কারা? প্রতিরোধের মূল শক্তি ইপিআর-এর যোদ্ধারা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্য সেক্টরে চলে গেছে। তারা আসতে আসতে এই দুশমনরা মধুপুর গড় ছাড়িয়ে চলে যাবে। অতএব অবিলম্বে তাদের বাধা দেওয়া দরকার। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যেটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে তাদের প্রতিরোধ দিতে হবে।

মুক্তিবাহিনীর সংগঠকরা বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের কাছে জরুরী ডাক পাঠালেন। সেই আহববানে সাড়া দিয়ে নান জায়গা থেকে ২২ জন ছাত্র মধুপুর গড়ে এসে পৌঁছল। এরা যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হয়ে এল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে কেউ আগে থেকে অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত ছিল না। মাত্র দিনসাতেক আগে থেকে তারা ইপিআর-এর লোক বা প্রাক্তন সৈন্যদের কাছ থেকে রাইফেল চালনা শিখছিল। এইটুকু শিক্ষাই ছিল তাদের সম্ভল। আর সম্ভল ছিল অনির্বাণ দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস। একথা শুনলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারবে যে মাত্র ২২ জন অস্ত্র চালনায় অনভ্যস্ত ছাত্র সেদিন সেই দুর্ধর্ষ পাক-বাহিনীকে মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়েছিল? একথা সত্য সত্যই বিশ্বাস করা কঠিন। তাহলেও এটাই ছিল বাস্তব ঘটনা।

১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রথম সংঘর্ষ ঘটল। দ'পক্ষের মধ্যে গুলিবর্ষণ চলল। ২২টি রাইফেল শত্রপক্ষের মেশিনগানের জবাব চলেছে। ছাত্ররা বনের আড়ালে আত্মগোপন করে যুদ্ধ করছিল। শত্রপক্ষের প্রবল গুলিবর্ষণ সত্বেও তাদের মধ্যে একজনও নিহত বা আহত হয়নি। পরে জানা গিয়েছিল, এই দিনের যুদ্ধে ছাত্রদের গুলিতে প্রতিপক্ষের একজন ট্রাক-ড্রাইভার ও একজন জীপ ড্রাইভার মারা গিয়েছিল। বেশ কিছুটা দূর থেকে গুলি বিনিময় চলছিল। এইভাবে বাধা পেয়ে পাক-সৈন্যরা অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের অগ্রগতি সেদিনের মত স্থগিত হয়ে গেল। প্রতিরোধকারীদের পক্ষে এটা একটা বিরাট সাফল্য। মাত্র ২২ জন ছাত্রের এই বাহিনী শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে এই সাফল্যকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা অত্যন্ত মূল্যবান। পরদিন ১৪ই এপ্রিল তারিখে এখান থেকে জরুরী ডাক দুই ট্রাকবোঝাই ৫০/৬০ জন মুক্তিদ্ধো ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে গেল। এদের মধ্যে অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত যোদ্ধারা ছিল। তাদের সঙ্গে রাইফেল ও হালকা মেশিনগানও ছিল। এদের পেয়ে এখানকার প্রতিরোধ বাহিনী এবার এক শক্তিশালী বাহিনী হয়ে দাঁড়াল।

১৪ই এপ্রিল সারাদিন ধরে দু'পক্ষের পচণ্ড যুদ্ধ চলল। শেষ পর্যন্ত এদের প্রতি-আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সুশিক্ষিত ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাক-সৈন্যরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে পেছন দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে তারা পেছনে ফেলে আসা কালিহাতী, ঘাটাইল অঞ্চলে গিয়ে থামল। প্রতিরোধকারী মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হয়ে পাক-সৈন্যদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে দেখল যে, সেখানে শত্রপক্ষের সৈন্যদের মৃতদেহগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে। শত্রুরা প্রাণভয়ে পালাবার সময় কতকগুলি শস্ত্রশস্ত্র ফেলেই চলে গেছে। ফলে তাদের পরিত্যক্ত একটি ট্রাক, একটি জীব, ৪০টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, ১৫০ বাক্স মেশিনগানের, গুলি, কতকগুলি মর্টার শেল এবং কয়েক গ্যালন তেল মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে এভাবে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে পাক-সৈন্যদলের পরিচালকরা নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগল। তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রতিপক্ষ তাদের চোখের আড়ালে। আক্রমণের প্রবলতা দেখে তারা মনে করেছিল এক বিরাট সৈন্যদল তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কার্যত মুক্তিযোদ্ধাদের মোট সংখ্যা ১০০ জনও হবে না।

বেতার সংবাদ গিয়ে পৌঁছল ঢাকায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি বামারু বিমান এসে বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বোমা ফেলতে লাগল। বোমারু আত্রমণের গর্জনে আর বিস্ফোরণের শব্দে রণক্ষেত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাতেও ভয় পেল না মুক্তিযোদ্ধারা। ভয় পেল না সেই সমস্ত সহায়তাকারী সাধারণ মানুষেরা যারা পিছনে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ যুগিয়ে চলেছিল। শত্রুপক্ষও অনেক চেষ্টা করেও প্রতিরোধ ব্যূহে ভাঙন ধরাতে পারল না। মুক্তিযোদ্ধারা জীবন পণ করে সঙ্কল্প নিয়েছিল যে তারা কিছুতেই ওদের পথ ছেড়ে দেবে না। তাদের এই সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। তারা পথ ছেড়ে দেয়নি। পাক-সৈন্যরা বেগতিক দেখে এ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হয়েছিল।

এই মধুপুর গড়ের যুদ্ধের শেষ পরিণতি ঘটল।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ সিলেট

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমি দলিলপত্র	.... ১৯৭১

সিলেটের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত *

২৪-৩-৭৩

২৫শে মার্চ বড় বড় শহরে পাকিস্তানীরা যে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল সে খবর আমরা জানতে পারলাম ২৬শে মার্চ। সঙ্গে সঙ্গে হবিগঞ্জের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিরোধ দুর্গ তৈরি করতে আরম্ভ করল। প্রতিটি হবিগঞ্জবাসী যেন তখন এক-একটা বহ্নিশিখা।

২৭শে মার্চ ১৯৭১ সন আমার বাড়ীতে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েকজন মিলে নানা আলাপ আলোচনা চলছে। তখন কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে বলল, ‘‘দাদা, পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।’’ আমি বললাম, ‘‘আমিও তা চাই।’’ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের মতানুযায়ী চলা ঠিক নয়। তাই আমি ওদেরকে বল্লাম কর্নেল রব (এমসিএ)- এর কথা, যিনি বর্তমানে জেনারেল রব। কিছুদিন আগে তিনি ঢাকাতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগদান করে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানা যাবে, এই ভেবে বললাম, কর্ণেল রব যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি এই মুহূর্তে প্রস্তুত।

২৭শে মার্চ শনিবার ১৯৭১ সন। বেলা প্রায় দু’টায় জেনারেল রব তার বাড়ীতে আমাকে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম কামরার ভেতরে বসে আছে আনসার মুজাহিদের কয়েকজন, সামরিক বাহিনীর কয়েকজন যারা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র। বাড়ির বাইরের খোলা জায়গায় বিরাট ভীড়। আমাকে দেখেই সকলে ‘‘জয় বাংলা’’ ‘‘জয় বাংলা’’ বলে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। দেখলাম হাতিয়ার নিয়ে প্রায় ১৫০ জনের মত লোক যাবার জন্য তৈরী। কয়েকটি বাস ও ট্রাক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে শুধু ধ্বনিত হতে লাগল ‘‘জয় বাংলা’’। আমি হাত উঠিয়ে সকলকে অভিবাদন করলাম।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই জেনারেল রব সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আজই পাঁচটায় যে লোকবল আছে তাদের নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করবার জন্য যাত্রা করব। যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমাকে দেয়া হল। আমি হাসিমুখে আমার সম্মতি জানিয়ে সকলকে অভিবাদন জানালাম এবং যাত্রাপথে গাড়ীতে আমাকে উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম।

জেনারেল রবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র চারিদিকে ‘‘জয় বাংলা’’ জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, শক্তি দিও যেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারি।

২৭শে মার্চ বেলা পাঁচটায় একটা জীপ ও পাঁচটা বাস ও ট্রাক আমার বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে শুধু ‘‘ জয় বাংলা’’ ধ্বনি। লোকে লোকারণ্য। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বললাম, স্বাধীনতার ডাক এসেছে। আমাকে এখনি যেতে হবে। ‘‘জয় বাংলা’’ বলে সকালের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

*১৯৭১ সালের মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

হবিগঞ্জ শহরটি যেন আনন্দে মেতে উঠেছে।

আমি, মানিক চৌধুরী ও জেনারেল রব একই গাড়ীতে বসেছিলাম। সবাই আমাদের হাত নেড়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল। গাড়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শায়েস্তাগঞ্জের দিকে। সেদিন আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল রশীদপুর চা-বাগান। কারণ, খবর পেয়েছিলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলের ওপারে আছে। ভেবেছিলাম ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রশীধপুর পৌঁছে যাব এবং পরদিনের কর্মসূচী তৈরী করতে পারব, কিন্তু পথে চলতে গিয়ে আমাদের অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলো। কিছুক্ষণ পর পরই রাস্তার উপরে বড় বড় গাছ, পাথর ইত্যাদি রেখে ব্যারিকেড তৈরি করা ছিল। বালা বাহুল্য, জেনারেল রব ও মানিক চৌধুরীর আদেশক্রমেই ওগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে সম্পন্ন হবে তা কেউই ভাবেনি। স্বাধীনতকামী প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মন আজ জেগে উঠেছে। যাহোক, আমি বললাম অন্য আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাস্তাঘাট খোলা রাখতে। কারণ আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

রশীদপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় রাত ১১টা বেজেছিল। আমি জেনারেল রবকে বললাম, আজ রাত এখানেই থাকব এবং আগামীকাল ভোরে যারা আমাদের সংগে এসেছে তাদেরকে এবং তারা সংগে কি কি অস্ত্র ও হাতিয়ার এনেছে তা দেখে পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহন করব। রশীদপুর চা-বাগানের ম্যানেজার মোস্তাফা সাহেবকে বললাম, ‘‘আজ রাতের জন্য ওদের শ্রমিকদের সাহায্য যেন চা-বাগানটি সুরক্ষিত রাখার ব্যাবস্থা করা হয়। এবং পাকিস্তানীরা কোথায় ঘাঁটি বানিয়ে বসেছে এ খরবটি জানাবার জন্য দু-চারজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানো হয়। এ খরবটি আমাকে কাল দুপুরের মধ্যেই দিতে হবে।’’

আমাদের সবারই আহারের ব্যবস্থা রশীদপুরেই হয়েছিল। এখানে একটা কথা বলতে চাই যে সিলেটের শমশেরনগরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী ছিল। সেটার কমাণ্ডার ছিল মেজর খালেদ মোশাররফ (বর্তমানে কর্ণেল)। হবিগঞ্জ থেকে রওনা হয়ে যখন আমরা পাইকপাড়া আসলাম তখন জানতে পারলাম মেজর খালেদ মোশাররফ শমশেরনগর থেকে রওনা হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে যাচ্ছে। সিলেট ছেড়ে এভাবে যাবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছিল না । জনারেল রবকে বললাম, আমাদের গিয়ে ওকে ধরতে হবে এবং সম্মিলিত চেষ্টায় সিলেট মুক্ত করতে হবে।

আমরা তাড়াতাড়ি যেতে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পথঘাটে বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে যখন মীরপুরের পুলে এসে পৌঁছলাম তখন আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম যে খালেদ মোশাররফ ও তার সৈন্যসামন্ত এবং আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করব এবং সিলেটে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে সেখানে আমাদের প্রধান হেডকোয়ার্টার তৈরি করব। সিলেট থেকে সারা বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে সুবিধা হতো। সেদিন যদি কর্নেল খালেদ মোশাররফ আমার কথা মেনে নিতেন তাহলে আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরমকভাবে লেখা হতো।

জানতে পারলাম গত রাতেই মেজর খালেদ মোশাররফ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মীরপুর অতিক্রম করে চলে গেছে। মেজর খালেদ মোশাররফ ও সৈন্যসামন্তদের পেলে সিলেটকে মুক্ত করে তারপর আমরা কুমিল্লার পথে গেলে সুবিধা হত। যাইহোক ওকে যখন পেলাম না তখন আমার নিজেকেই করতে হবে।

রাতে ঘুম হল না। চিন্তা করতে লাগলাম এ সামান্য অর্ধশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে কিভাবে কি করব। পরদিন ভোরে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আমি আমার স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী ছেলেদের দেখতে গেলাম। কারণ আমাকে জানতে হবে এদের কতখানি যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আছে এবং ওদের সঙ্গে হাতিয়ার -গোলাবারুদ কি কি আছে। আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিকরা যারা ছুটিতে ছিল সব মিলিয়ে মোট ১৫০ জন মাত্র ছিল। তাদের কাছে আছে কেবল ৩০৩ রাইফেল এবং দশ রাউণ্ড করে গুলি। এই সামান্য সৈন্য ও হাতিয়ার নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিতান্তই বোকামি।

যাইহোক, আমি সিলেটকে মুক্ত করবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা আমাকে যে ভাবেই হোক পালন করতেই হবে। মনে বিশ্বাস ও স্বস্তি পেলাম যখন সবাই বলল, স্যার আমরা তৈরী। যা আছে তাই নিয়ে নরপিশাচদের বধ করব এবং সিলেটকে মুক্ত করব। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম এই সামান্য হাতিয়ার ও সৈন্য নিয়ে কিভাবে কি করে পাকিস্তানীদের শায়েস্তা করব। ঠিক করে ফেললাম জনগনের শক্তিই হল বড় শক্তি এবং তার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্য আমাকে নিতে হবে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে যা যা আছে এবং আমার কাছে যা সৈন্য আছে তাই নিয়ে আমাকে সিলেট মুক্ত করতে হবে। তাই স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডেকে বললাম, তোমরা আমার সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে এবং ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনি উঠিয়ে চারিদিকের আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলবে। এই আওয়াজ শুনে শত্রুরা মনে করে যেন অনেক সৈন্য নিয়ে আমরা এদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। মানিক চৌধুরীকে আমি বললাম যেভাবে হোক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যবস্থা করতেই হবে।

২৮/২৯শে মার্চ আমার সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করলাম। দুই প্লাটুন সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। শ্রীমঙ্গল থেকে হবিগঞ্জ ও চুনারুঘাটে যদি শত্রুর আসতে হয় তাহলে সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্য দিয়েই আসতে হবে। করণ, রেললাইন ও বড় রাস্তা সাতগাঁ পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই গেছে।

শত্রুরা কোথায় আছে সঠিক খবর পাচ্ছিলাম না। ভাসা খবর এসে পৌঁছাচ্ছিল। শ্রীমঙ্গল থেকে লোকজন আসা প্রায় বন্ধ ছিল। সঠিক খবর পাবর জন্য কয়েকজনকে শ্রীমঙ্গলের আশেপাশে পাঠালাম।

এদিকে রশীদপুর আমাদের প্রথম ক্যাম্প বানালাম। রশীদপুরের আশেপাশে চ-বাগান ছিল, সব বাঙ্গালী ম্যানেজাররা খুব সাহায্য করেছেন। সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের জায়গা সবই তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন। চ-বাগানের ম্যানেজার মোস্তফা, আজিজ এদের নাম করতেই হয়। মানিক চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্র গোলাবরুদ বন্দোবস্ত করতে লাগল। বাস, ট্রাক যা পাচ্ছে আমাদের সাহায্যের জন্য এক জায়গায় করছে। আমরা আছি এ খবর জেনে নানা জায়গা থেকে যাদের একটু সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল আমাদের সৈন্য দলে যোগ দিতে লাগল।

এদিকে খবর পেলাম আমরুল চ-বাগানের দিকে পাকিস্তানীরা আসছে চুনারুঘাটে যাবার জন্য। ম্যাপে দেখলাম রাস্তাও একটা আছে এবং লোকজনের কাছ থেকে জানলাম এ রাস্তা দিয়ে শুধু মানুষই চলতে পারে, গাড়ী চলতে পারে না। যা কিছু সৈন্য ছিল, প্রায় দুই প্লাটুনের মত, পাঠিয়ে দিলাম আমরুল চা-বাগানের দিকে। ওরা পৌঁছার পর খরব পাঠাল যে পাকিস্তানীরা এসেছিল, আবার শ্রীমঙ্গলের দিকে চলে গেছে। আমি ওদের ফিরে আসকে বললাম, কারণ আমার উদ্দেশ্য হল যত তাড়াতাড়ি সিলেট অভিমুখে যাওয়া।

৩০শে মার্চ খবর পেলাম পাকিস্তানীরা শ্রীমঙ্গলে এসে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। ৩০/৩১শে মার্চ রাতে শ্রীমঙ্গলের প্রায় দুই মাইল দূরে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম এই উদ্দেশ্যে যে ৩১শে মার্চ সকালে আমি স্রীমঙ্গল আক্রমণ করব।

৩০শে মার্চ সকালে আমি আমার চার প্লাটুনকে নিয়ে চারিদিকে শ্রীমঙ্গলে আক্রমণ করলাম। ভোর আটটায় শ্রীমঙ্গলে পৌঁছলাম। খবর পেলাম পাকিস্তনীরা শ্রীমঙ্গলে ছেড়ে মৌলভী বাজারের দিকে চলে গেছে। সময় নষ্ট না করে মৌলভীবাজার দখল করা শ্রেয় বলে মনে করলাম। চারধারে সৈন্য ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদেরকে আবার একত্রিত করে মৌলভীবাজারের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় লোকজনের চলাচল এক রকম বন্ধ বললেই চলে। সৈন্যদের নিয়ে যখন মৌলভীবাজারের দিকে যাচ্ছিলাম জানতে পারলাম নয়নপুর চা-বাগানে পাকিস্তানীরা আছে। পেছনে দুটো প্লাটুনকে বললাম সোজা মৌলভীবাজার রাস্তায় না এসে নয়নপুর চা-বাগান শত্রুমুক্ত করে মৌলভীবাজার আসতে। নয়নপুর চা-বাগানটা শ্রীমঙ্গল থেকে ৭/৮ মাইল দূরে। নয়নপুরের কাছে আসতেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম আমার সৈন্যরা নয়নপুরের দিকে এগুচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দুদিকের গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। বেলা প্রায় আড়াইটা হবে। ‘‘জয় বাংলা’’ আওয়াজে পুরো নয়নপুর যেন

মুখরিত হয়ে উঠল। বুঝলাম নয়নপুর আমাদের দখলে এসেছে। সংযোগের অভাবে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বাকি সৈন্যদের বললাম মৌলভীবাজরের দিকে অগ্রসর হতে। বিকেল হয়ে গেছে। পৌঁছলাম মৌলভীবাজারে। মনে হচ্ছিল মৌলভীবাজারে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। সার্কিট হাউসে এসে উঠলাম। আমার সৈন্যরাও আসতে লাগল। জয় বাংলা ধ্বনিতে সারা শহরটা মুখরিত হয়ে উঠল। লোকজন মনোবল না পেয়ে আমাদের কাছে আসতে লাগল।

রশীদপুর থেকে ক্যাম্প উঠিয়ে মৌলভীবাজারে ক্যাম্প করলাম। কারণ ওখান থেকে আমার সিলেট আক্রমণ করা সুবিধা হবে। জেনারেল রবকে একথা বলতে তিনি আমার কথা মেনে নিলেন। মৌলভীবাজারের অবস্থানটি এমনি জায়গায় যেখান থেকে দুটো প্রধান সড়ক, সিলেট থেকে একটা কুলাউড়া হয়ে, অন্যটি শেরপুর শাহীদপুর হয়ে মৌলভীবাজারে আসা যায়। যদি শত্রুরা স্থলপথে কুমিল্লা অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে চায় তাহলে মৌলভীবাজারে ওদের আসতে হবে। একথা ভেবে মৌলভীবাজারকে প্রাধান ঘাঁটি করে রাখলাম। খবর নিতে আরম্ভ করলাম শত্রুরা কোথায় এবং খবর পেলাম কুলাউড়ার দিকে শত্রুরা নেই। স্থলপথ সিলেট থেকে মৌলভীবাজার রাস্তাটা অনেক দীর্ঘ। তাই শত্রুরা শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তাই বেছে নেবে। শত্রুরা এ রাস্তা বেছে নোবার আর একটা কারণ আমার সৈন্যদের সিলেটে যেতে হলে দুটো বড় বড় নদী পার হতে হবে। এই চিন্তা করে আমার কাছে যা সৈন্য ছিল তা নিয়ে শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তায় সিলেট যাবার জন্য মনস্থ করলাম।

মৌলভীবাজারকে শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জেনারেল রব এবং মানিক চৌধুরীকে বললাম যে আমার আরো অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের প্রয়োজন। শেরপুর-শাদীপুরের রাস্তায় সিলেট যেতে হলে দুটো বড় বড় নদী আমাকে পার হতে হবে। যে সৈন্য আমার কাছে এখন আছে তা দিয়ে দুটো নদী পার হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে সিলেট পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জেনারেল রব এবং মানিক চৌধুরীকে এ কথা বলতে তারা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে কিছু দিনের মধ্যে সৈন্য- গোলাবারুদ এসে যাবে।

পাকিস্তনীদের যুদ্ধের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম ওরা বড় রকমের কোন যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা সিলেটে একত্রিত হচ্ছে। তবে শেরপুর-শাদীপুরে দুটো নদীতে ওরা ভালভাবে বাধা দেবে সেটা বুঝতে পারলাম এবং সেজন্য তৈরি হতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য বাড়তে লাগল। জেনারেল রব সীমান্তে গিয়ে বিডিআর-এর বাঙ্গালী ছেলেদের একত্রিত করে মৌলভীবাজরে পাঠাতে লাগলেন। মানিক চৌধুরী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন। আমার সৈন্য তখন প্রায় ৪৫০ জনের মত হয়ে গেল।

মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গলের জনগন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। গিয়াসুদ্দিন সাহেব, তোয়াবুর রহীম, আজিজ, ডক্টর আলী, আলতাফ, ইলিয়াস এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সৈন্যদের দেখাশুনা, খাওয়া-দাওয়ার সবরকমের ব্যবস্থা যদি মৌলভীবাজার ও সিলেটের জনগন না করতো তাহলে সিলেটকে শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হত না।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম প্রায় দুই প্লাটুন পাকিস্তানী সৈন্য শেরপুরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং এক প্লাটুন-এর বেশী সৈন্য শাদীপুর রক্ষা করছে। সৈন্যদের সমাবেশ দেখে বুঝলাম এরা বড় রকমের যুদ্ধ করবে না। আরো খবর পেলাম, পাকিস্তানীদের কাছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, তিন ইঞ্চি মর্টার, দুই ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শেরপুর-শাহীদপুরের দুটো ফেরী ওদের কছে আছে। কোন নৌকা এদিকে চলাচল করতে পারছে না। ওদের সঙ্গে একজন অফিসারও আছে জানতে পারলাম। যেভাবে হোক সিলেট আমাকে জয় করতেই হবে।

৪ঠা এপ্রিল রাত আটটায় শেরপুরের কাছাকাছি প্রতিরক্ষারব্যূহ তৈরী করলাম। পরদিন আক্রমণ করব স্থির করলাম।

শেরপুরের প্রায় দেড় মাইল ডানে ও দেড় মাইল বাঁয়ে দুটো করে প্লাটুন পাঠান স্থির করলাম।গ্রাম গ্রামবাসীদের বললাম যেন নৌকাগুলো ঠিক থাকে। রাতের অন্ধকারে সৈন্যরা চলল তাদের গন্তব্যস্থানে। বাকি সৈন্য নিয়ে মুখোমুখি আক্রমণ চালাব এই স্থির করলাম। রাত প্রায় দশটায় আমরা কিভাবে শেরপুর-শাদীপুর আক্রমণ চালাব তা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম-ডানে ও বাঁয়ের সৈন্যরা নদী পার হয়ে শত্রুদের ঘিরে ফেলবে এবং বাকি সৈন্যরা সম্মুখযুদ্ধে শত্রুদের ব্যস্ত রাখবে।

সকাল পাঁচটায় শেরপুরের সামনে আসতেই শত্রুরা গোলাগুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। পাল্টা জবাব আমরাও দিতে লাগলাম।

৫ই এপ্রিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল গোলাগুলির আওয়াজ ততই বাড়তে লাগল। শত্রুরা তিন ইঞ্চি ও দুই ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে আমাদের সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আমাদের দিকে দু-একটা বাড়ীতে আগুন ধরে গেল। গ্রামবাসীরা পালাতে আরম্ভ করল। সৈন্যদের বলেছিলাম, শত্রুরা যেন কিছুতেই নদী পার হয়ে এদিকে আসতে না পারে। বেলা প্রায় বারোটার সময় ওপারে দু'দিক থেকেই "জয় বাংলা" ধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আমার সৈন্যরা শত্রুর কাছাকাছি চলে এসেছে। মাঝে মাঝে "ইয়া আলী" আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। তাতে বোঝা যাচ্ছিল হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই আওয়াজ আসার সঙ্গে সঙ্গে এপার থেকে গোলাগুলি ছোড়া বন্ধ করে দেয়া হল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আমার সৈন্যরা পৌঁছে গেছে এবং আমাদের হাতের ইশারায় ডাকছে। "জয় বাংলা" ধ্বনিতে পুরো শেরপুর গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল।

ফেরীটা ভালই ছিল, তাড়াহুড়ার মধ্যে নৌকা এবং ফেরীগুলো নষ্ট করার সময় এবং সুযোগ শত্রুরা পায়নি। আমরা সবাই ওখানে গেলাম, সমস্ত সৈন্যকে আবার সংঘবদ্ধ করলাম এবং বললাম শেরপুর যেভাবে আমাদের দখলে এসেছে ঠিক সেভাবে শাদীপুরও দখল করতে হবে।

শত্রুদের গোলাগুলি আমাদের উপর আসতে শুরু হল। সময় নষ্ট না করে শাদীপুর দখলের জন্য হুকুম দিলাম। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।এদিকে পাকিস্তানীদের ১২টি মৃতদেহ এদিক-ওদিক থেকে পাওয়া গিয়েছিল এবং এদের সেখানই কবর দেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের তিনজন দেশের জন্য প্রাণ দিল। মৃতদেহগুলো মৌলভীবাজারে পাঠিয়ে দেয়া হল।

এদিকে খবর পেলাম তিন চারটা ট্রাক শাদীপুরে এসেছে। এটার দুটো কারণ থাকতে পারে। এটার দুটো কারণ আরো পাকিস্তানী সৈন্য সিলেট থেকে এসেছে। দ্বিতীয় কারণ সিলেটে পালাবার বন্দোবস্ত করছে। যা টুকরো টুকরো খবর আসছিল তাতে সিলেটে পালাবার বন্দোবস্ত করছে বলেই মনে হচ্ছিল। যাহোক, মানিক চৌধুরীকে তখনই খবর পাঠালাম মনুর দিক দিয়ে একটি কোম্পানীকে মৌলভীবাজার থেকে ট্রাকে করে শাদীপুরে পাঠিয়ে দিতে। যদি সিলেট থেকে শত্রুদের আরো সৈন্য এসে থাকে তাহলে আমার সৈন্যরা ঠিকমত যাতে মোকাবিলা করতে পারে এই ভেবে আমি মানিক চৌধুরীকে খবরটা পাঠালাম। এতে আমার দুটো লাভ হয়- আমার সৈন্যসংখ্যা বাড়বে, দ্বিতীয়তঃ যদি শত্রুরা সিলেট থেকে সৈন্য পাঠায় তবে আমারও সৈন্যসংখ্যা এত বেশী হবে যাতে বরাবর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব।

বেলা বাড়তে লাগল। শত্রুদের গোলাগুলির আওয়াজও বাড়তে লাগলো। অন্ধকার হয়ে আসল। দু'পক্ষে গোলাগুলি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শুনলাম "জয় বাংলা" বাংলা ধ্বনি। বুঝলাম আমার সৈন্যরা শত্রুর কাছে এসে গেছে। গাড়ীর আওয়াজ পেলাম। এত জয়ধ্বনি হচ্ছিল যে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না কি হচ্ছে। গোলাগুলির আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবারও শত্রুরা ফেরী এবং নৌকাগুলো নষ্ট করার সময় পায়নি।

নৌকা করে লোক যাওয়া-আসা করতে আরম্ভ করল। শাদীপুর দখলে আসল। আনন্দে মনটা ভরে উঠল। খবরটা পাঠালাম মৌলভীবাজারে।

শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা সমীচীন মনে করলাম না, কারণ ওরা ট্রাকে করে পালিয়েছে। পায়ে হেঁটে তাদেরকে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমার সৈন্যদেরকে সংঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করলাম। যে যেখানে আছে ওখানেই প্রতিরোধ গড়ে রাতের জন্য বিশ্রাম করতে হুকুম দিলাম। সুবেদার ফজলুল হককে ওর কোম্পানী নিয়ে শাদীপুরের প্রায় দুই মাইল আগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বললাম। শত্রুরা কোথায় আছে খবর দিতে আরম্ভ করলাম।

এদিকে মৌলভীবাজারে মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাকে বললাম যদি পারে একটা কোম্পানী পাঠিয়ে দিতে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা কোম্পানী আমার কাছে পৌঁছল-সিলেটের মেজর আজিজ। তাকে আমি পাঠিয়ে দিলাম কুলাউড়া-শেওলা-সাঁতারকান্দী-গোলাপগঞ্জ হয়ে সিলেটের সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এদিকে আমি শাদীপুর-সিলেটের রাস্তা শত্রুমুক্ত করে তার সঙ্গে সুরমা নদীর পারে মিলিত হব।

ক্যাপ্টেন আজিজের সৈন্য রাস্তায় বিনা বাধায় গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছল। কিন্তু কদমতলীর (সিলেট থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে) কাছে যখন আসল তখন শত্রুরা তার উপর গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করল। যাই হোক, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করাতে শত্রুরা কদমতলী ছেড়ে সিলেটের দিকে পালিয়ে গেল।

এদিকে খবর পেলাম বিশ্বনাথ এলাকায় রাস্তার দুপাশে শত্রুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বিশ্বনাথ দখল করার প্রস্তুতি নিলাম। টুকরো টুকরো খবরে জানতে পারলাম বিশ্বনাথে শত্রুরা মাইন লাগিয়েছে এবং দু-একটা গরুও নাকি মারা গিয়েছে। এ খবরটা আমি আমার সৈন্যদের জানালাম না। যাই হোক সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশ্বনাথের উপর আক্রমণ করলাম। এই যুদ্ধেও শত্রুরা সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছিল। তবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আমাদের আক্রমণে ওরা টিকতে পারল না এবং বিশ্বনাথ ছেড়ে পালিয়ে একেবারে সিলেটে চলে গেল।

এদিকে ক্যাপ্টেন আজিজের সৈন্য শত্রুসৈন্যকে কদমতলী থেকে তাড়িয়ে সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করল।

৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সন। সমস্ত সিলেট জেলা আমাদের দখলে আসল।

শত্রুরা এক জায়গায় একত্রিত হল। সিলেট বিমানবন্দর এবং লাক্কাতুরা চা-বাগানের আশেপাশে একত্রিত হয়। বুঝলাম এখন আমার কাছে যা সৈন্য আছে তা দিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করা ঠিক হবে না, তাই জেনারেল রব ও মানিক চৌধুরীর কাছে আরো সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র চাইলাম।

৮ই এপ্রিল সকালে বসে আমি ও ক্যাপ্টেন আজিজ জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম কি করে সিলেটকে মুক্ত করা যায়। এমন সময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একজন লেঃ কর্নেল লিমাইয়া আসলেন এবং আমাকে বললেন শিলচরে যেতে। আমি বললাম, এক শর্তে আমি যাব যদি তিনি আমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি বললেন, তাই হবে। আমি তখনই তাঁর সঙ্গে শিলচর রওনা হয়ে গেলাম। রাত বারটা পর্যন্ত কি কর্মপন্থা আমরা অবলম্বন করব তা ঠিকঠাক করা হল, কিন্তু সেটা কার্যকরী হবার আগেই পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করল। ভারতীয় সৈন্য আসার সৌভাগ্য হয়নি।

৯ই এপ্রিল পর্যন্ত পুরো সিলেট আমাদের দখলে রইল। আমার পরিকল্পনা ছিল বিমানবন্দর এবং লাক্কাতুরা চা-বাগান দখল করা। রাত প্রায় এগারটার সময় এক কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিলাম খান চা-বাগানের দিকে। আর একটা কোম্পানীকে পাঠানো হল আখালিয়ার দিকে। আর দুই কোম্পানীকে নিয়ে লাক্কাতুরা চা-বাগান দিয়ে শালুটিকর বিমানবন্দর দখলের জন্য রওনা হলাম। ক্যাপ্টেন আজিজের উপর ভার দেয়া হল সুরমা নদীর দক্ষিণ পার অবরোধ করে রাখার।

১০ই এপ্রিল আমাদের উপর শত্রুরা প্রচন্ড হামলা করল। শত্রুরা ইতিমধ্যে অনেক সৈন্য যোগাড় করেছিল। পুরোদিন যুদ্ধ চলল। আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানীদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না। শত্রুরা সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করল। আস্তে আস্তে আমার সৈন্যরা পিছু হটতে আরম্ভ করল এবং নদীর দক্ষিণ পাড়ে আসল। খাদিমনগরের কোম্পানী আসতে পারলে না। ওরা তামাবিলের (শিলং) দিকে চলে গেল। ওদেরকে আগেই বলা ছিল যদি আক্রমণ কৃতকার্য না হয় তাহলে ওরা যেন ক্যাপ্টেন মুতালিবের সঙ্গে (সে তামাবিলের দিকে যুদ্ধ করছিল) মিলে যায়।

এসব যখন হচ্ছিল তখন আমি শিলচর থেকে অয়ারলেস যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছিলাম। তখন এক দুর্ঘটনায় আমার গাড়ী উল্টে গিয়েছিল। সেদিন খুব সম্ভব ছিল ৮ই এপ্রিল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি গাড়ী চালাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে একজন সিগন্যালম্যান ছিল। যখন কুলাউড়ার কাছে আসি তখন দুটো লোক আমার দিকে লক্ষ্য করে অস্ত্র ধরে এবং গুলি করার চেষ্টা করে। আমি তখন গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু রাস্তা খুব পিচ্ছিল ছিল এবং গাড়ীতে স্পীডও বেশী ছিল। একটা আওয়োজ কানে আসায় পেছন দিকে তাকাতেই গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। গাড়ী উল্টে গেল। আমার পায়ে-বুকে খুব আঘাত লেগেছিল। পরে জানা গিয়েছিল দুর্বৃত্তরা মুসলিম লীগের লোক ছিল।

যাই হোক, খোঁড়া পা নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আরম্ভ করলাম। তখনই একদিন জেনারেল ওসমানী এবং ব্রিগেডিয়ার পান্ডের সঙ্গে আমার মৌলভীবাজারে দেখা হয়। আমার এ অবস্থা দেখে লেঃ কর্নেল জামানকে সিলেট সেক্টরের ভার দেয়া হয় এবং আমাকে কিছু দিনের জন্য শেওলা-সুতারকান্দী-সিলেট এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীকালে যখন সবাই ভারতে চলে গেলাম তখন আবার সিলেট সেক্টরের পুরো দায়িত্ব আমাকে দেয়া হল। কর্নেল জামানকে উত্তর বঙ্গের একটা সেক্টরের কমান্ডার করে পাঠিয়ে দেয়া হল।

যাই হোক নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভীষণ যুদ্ধ হল। দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে আপ্রাণ যুদ্ধ করে যেতে লাগল। এদের উপর বিমান হামলা পর্যন্ত হয়েছিল। শত্রুদের এই আক্রমণের মুখে টিকতে পারল না। সৈন্যরা, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন আজিজ পায়ে গুলি লেগে আহত হল। এবং আস্তে আস্তে ওরা মৌলভীবাজারের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হল। বাকি সৈন্যরা গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণের দিকে পিছু হটতে লাগল।

ইয়াকিনগঞ্জ-গোলাপগঞ্জে যা সৈন্য ছিল আমি প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করলাম। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইয়াকিনগঞ্জের যুদ্ধে সিলেটের বাঙ্গালী এস-পি, যিনি পাকিস্তানীদের হয়ে কাজ করতেন, আমাদের হাতে ধরা পড়েন।পাকিস্তানীদের বাঙ্গালীদের প্রতি দরদটা এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যাবে। পাকিস্তানীরা জানত না আমরা কত সৈন্য নিয়ে ইয়াকিনগঞ্জে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমাদের স্ট্যান্ডিং পেট্রল ইয়াকিনগঞ্জের প্রায় মাইলখানেক আগে ছিল। পাকিস্তানীরা সিলেটের বাঙ্গালী এসপি সাহেবকে গোলাপগঞ্জে একটা অজুহাতে পাঠিয়েছিলেন। ইয়াকিনগঞ্জ-সিলেট সড়কে লোক চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল। শত্রুরা জানত যে সিলেট থেকে যদি কেউ গোলাপগঞ্জের দিকে যায় তাহলে তার রক্ষা নেই। ফায়ার খুললে একটি বাঙ্গালী মরলে ওদের কিছু যায় আসে না। ওদের যা জানার দরকার তা জানতে পারলেই হল। এসপি সাহেব স্ট্যান্ডিং পেট্রল পার হয়ে যখন মূল ডিফেন্সের মধ্যে আসল আমাদের ফায়ার খোলা হল চারিদিক থেকে। তার জীপ দাঁড়িয়ে গেল। দেখালেন রুমাল। ফায়ার বন্ধ করে আমরা কয়েকজন গেলাম, ভাবলাম বড় শিকার পাব। কিন্তু আশ্চর্য! বাঙ্গালী এসপি, কি করব, গুলি করে মারতে মনটা চাইল না। নিয়ে আসলাম ধরে। কত কাকুতি-মিনতি করে বললাম, মশাই, পাকিস্তানীদের পা চাটছেন। ধরা পড়েছেন। তবে প্রাণে মারব না, কারণে আপনি বাঙ্গালী। হুকুম দিলাম ওকে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। ওকে জেনারেল ওসমানী সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠিয়ে দিই। ওর গাড়ীটা অবশ্য আমাদের লেগেছিল। আশ্চর্য, পরের দিনই রাতে শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করল।

প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকেতে না পেরে পিছু হটকে বাধ্য হলাম। এমনকিভাবে গোলাপগঞ্জ-শেওলা-সুতারকান্দী যুদ্ধ করতে করতে এপ্রিলের শেষের দিকে ভারতের করিমগঞ্জ এলাকায় এসে ট্রেনিং ক্যাম্প খুললাম। এদিকে দ্বিতীয় বেঙ্গল ও বাকি সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আস্তে আস্তে মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল হয়ে ভারতের সীমান্তে জমা হতে লাগল।

সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডায়েরী

লেঃ কর্নেল আবদুর রব*

WAR DIARY OF SECTOR 4 BDF

Date	Time	Place	Remarks
1	2	3	4
02 Apr 71		Sheola ghat	C/9 pl of 3 wing EPR which was deployed in area Baragram/Gazukati BOP having direction from Teliapara HQ come at sheola Ghat.
05 Apr 71		-do-	Capt Aziz of EBR arrived and took over comd of C/9 pl.
05 Apr 71	2100 hrs	-do-	pl moved at Ranaping and joined EBR coy under comd of Capt Aziz. Tps adv towards Sylhet. Mr. Taymur, MPA met tps in area before between Golapgonj and Ranaping. He took over driving of veh of C/9 pl and met an accident on the way which caused minor injuries to 3 pers. Immediately after the accident Mr. Taymur left the place. EBR coy proceeded Ranaping and EPR stayed at the place of accident for the night.
06 Apr 71	0930 hrs	Ranakheli	EPR pl moved in a base sent by Capt Aziz and joined EBR Coy at Ranakheli. Tps sheltered there till next evening.
07 Apr 71		-do-	EBR Coy moved to Daka Dhakin and EPR PI took def posn in area Fullbari/Bhaitiker.
08 APr 71		-do-	In the night EBR Coy advanced towards Sylhet.
09 APr 71		Fulbari	N/Sub Motiur Rahman of C/8 pl of 3 Wing EPR took over C/9 PI at Fulbari as per order received from Teliapara.
10 Apr 71		Kadamtali	C/9 PI moved to Kadamtali bus-stand and on reaching there at about 1200 hrs took def

* ১৯৭১-এর মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন

			posn. At 1300 hrs enemy aircraft (ac) raided EBR Coy posn in Kin bridge area and EPR PI in Kadamtali. En inf tps also started firing with small arms/3 inch morter/6 pdr. Exchange of fire continued for about 21hrs. En tried to cross Kin Bridge but could not do so and suffered heavy casualties.
11 Apr 71	1000 hrs	-do-	EPR PI when digging in area Kadamtali its str was 14 only. At about 1000 hrs en started interm ttant fire on EPR PI. After few minutes en was seen to adv through area KIN Bridge/Bhartakhola, where EBR Coy was deployed. This led the EPR PI to know that EBR Coy has withdrawn. En adv was obstructed by EPR PI till it was again fired upon with small arms/3 inch morter 6 pdr, supported by air raid. EPR PI withdrew from def posn and reached Fulbari in a civil bus in the evening and halted there for the night.
12 Apr 71	0700 hrs	Sheolaghat	Moved to Sheolaghat and took def posn.
-do-	-do-	-do-	Maj C R Dutta arrived and took over Comd. 11 Mjd/Ansr joined at Sheolaghat, advanced and took def in area Ranaping when PI str was twenty five only. Again more 29 Mjd/Ansar joined the PI. Brig Panday and others arrived and carried out reccee in area Golapgonj and Fulbari/Bhaitiker. BSF unit under Brig panday arrived and dug def in the same area. EPR PI laid musk posn in Hatimgonj area and fired on a jeep which was advancing towards Hatimgonj carrying 3/4 uniformed persons. The jeep stopped and the uniformed pers including SP, sylhet, surrendered pers raising their hands. They were arrested and brought to def area.
20 Apr 71		Sheolghat	A party of 1/10 was sent to destroy the sheolaghat ferry. They Destroyed the ferry at night of 20 Apr 71 and killed 8 en by 2″ Mor/LMG fire. N/Sub Motiur Rahman was left to destroy the ferry of, Kharglighat Baraigram in the night with a civilian by boat. Ferry of above ghats was destroyed by axe.
21 Apr 71		Sutarkandi	Capt A Rab joined.

সিলেটে সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ ল্যান্সনায়েক সোনা মিয়া

৬-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি সিলেটের ১২নং শাখা খাদিমনগরে ছিলাম। আমি ইনটেলিজেন্স ইনচার্জ ছিলাম। ১৮ই মার্চ আমাদের উইং ব্যারাকের ভিতর পাকিস্তানীরা বাংকার করে। এই নিয়ে পাকিস্তানীদের সাথে আমার বচসা হয় এবং আমার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করায়। ২২শে মার্চ আমাদের সম্পূর্ণ হাতিয়ার জমা নিয়ে নেয়। উইং কমান্ডার ছিল মেজর শওকত খান। সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিল দু'জন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন। হবিগঞ্জে একজন কোম্পানী কমান্ডার ছিল সুবেদার বি, আর, চৌধুরী। তামাবিলে একজন কমান্ডার ছিল সুবেদার মজিবুর রহমান। সুনামগঞ্জে কমান্ডার ছিল সুবেদার নাজিবুর রহমান এবং উইং হেডকোয়ার্টারে একটি করে কোম্পানী ছিল কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবী সুবেদার। হেডকোয়ার্টারে একটি সাপোর্ট প্লাটুনও ছিল। কমান্ডার ছিল আবুল ফজল মিয়া।

২২শে মার্চ তারিখে সকল অবাঙ্গালী ইপিআরকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলেও অবাঙ্গালীদের চাইনীজ অস্ত্র ইস্যু করে পাকিস্তানীরা গোপন বৈঠক করতো। এই অবস্থা দেখে আমরা ডাইরি ফার্মে গোপন আলোচনা করি। উপস্থিত ছিল উইং হাবিলদার মেজর ওয়াহিদুল ইসলাম, নায়েক হাফিজুল্লাহ চৌধুরী এবং আমি। আমরা সিলেট ডিসি এবং এসপি'র সাথে যোগাযোগ করি। ৩নং শাখার সাথেও যোগাযোগ করি। সমস্ত বিষয় অবগত করাই। সেক্টরে গিয়ে ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করি।

৩০শে মার্চ সকাল অনুমান ৬টার সময় ১১পাঞ্জাবী আমাদের উইং ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে। আমরা উইং থেকে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলাম। আক্রমণে হাবিলদার শরাফত ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। কোয়ার্টার গার্ড হাবিলদার মজিবুর রহমান শহীদ হন।

গায়াইন ঘাটে আমাদের ৬০/৭০ জন ইপিআর আশ্রয় নেয়। কিছু জনতা এবং কিছু মুজাহিদ আমাদের সাথে আসে। হাবিলদার মেজর ওয়াহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন, একটি নায়েক হাফিজুল্লার এবং আরেকটি প্লাটুনের নেতৃত্ব আমার ছিল। সার্বিক দায়িত্ব ছিল ওয়াহিদুল ইসলামের উপর। এই ৩ প্লাটুন নিয়ে আমরা সবাই জাফলং টি গার্ডেনের ম্যানেজার কায়েস চৌধুরীর কাছে যাই। কায়েস চৌধুরীর কাছে ৩১শে মার্চ পৌঁছাই। ওখানে গিয়ে বিএসএফ ক্যাপ্টেন রাওয়ের সাধে যোগাযোগ করা হয়। তারা আমাদেরকে কিছু অস্ত্র সাহায্য করে। আমরা সিলেটের পথে অগ্রসর হই। পথে সুবেদার মজিবুর রহমান তাঁর কেম্পানী নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হয়। সুবেদার মজিবুর রহমান গোয়াইন ঘাটে থকলেন আহার, বস্ত্র ইত্যাদির জন্য। আমরা ১৭৫ জনের মত ইপিআর ছিলাম এবং কিছু কিছু আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র ছিল।

আমরা খাদিমনগরে পৌঁছলাম ২রা এপ্রিল। ৩রা এপ্রিল আমরা সিলেটের দিকে অগ্রসর হই। সিলেট বেতার কেন্দ্রের কাছে পাক বাহিনী আমাদের উপর গুলি ছোড়ে। আমরা ওখানে ডিফেন্স নিই। পাক বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। আমরা সিলেট শহর দখল করে নিই। কর্নেল চিত্তরঞ্জন দত্ত জকিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের কাছে ডিফেন্স নিলেন। আমরা শহরের ভিতর, কর্নেল দত্ত শহরের বাইরে অবস্থান করছিলেন। সুবেদার বি, আর চৌধুরী ইপিআর, বাহিনী নিয়ে কর্নেল দত্তের সঙ্গে থাকেন। সুবেদার নজিবুর রহমান ইপিআর ফোর্স নিয়ে সুনামগঞ্জ থেকে সুবোধ বাজারে ডিফেন্স নেন।

এপ্রিলের ৮/৯তারিখে পাক বাহিনী আমাদের উপর কাউন্টার এটাক চালায়। কর্নেল দত্ত এবং সুবেদার নজিবুর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেননি। পাকসেনা স্থল ও বিমান হামলা করে। আমরা টিকতে ব্যর্থ হই ! পিছু হটে খাদিমনগর চলে যাই। ৯ তারিখেই রাতে সুবেদার বি, আর, চৌধুরী তাঁর কোম্পানী নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হন। সুবেদার নজিবুর রহমান সুবোধ বাজার থেকে টুকুর বাজারে ডিফেন্স স্থানান্তর করে। এখবর আমরা পেলাম ১১ই এপ্রিল

খাদিমনগরে পাক বাহিনী বিমান এবং স্থল আক্রমণ করে। পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমনে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। চিকনাগুলে আমরা আবার ডিফেন্স নিলাম। এখানে আবার বিএসএফ ক্যাপ্টেনের সাথে যোগাযোগ করি। বিএসএফ ক্যাপ্টেন রাও-এর অনুরোধে ৫২৫ জনের মত বিএসএফ সাহায্যে এগিয়ে আসে। তামাবিল সিএন্ড-বি রোডের (যেটি সিলেট থেকে শিলং গেছে) ডান দিকে ইপিআর, বাম দিকে বিএসএফ পজিশন নেয় এপ্রিলের ২০ তারিখে।

২৪ তারিখে বিএসএফ বাহিনী ডিফেন্স ছেড়ে ভারত চলে যায়। আমরা তা জানতে পারি না। ২৫ তারিখে ভোরে পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। ২৫/৩০ জনের মত শহীদ হন বাংকারে।আমরা পিছু হটি। পালাবার পথে ট্রাকে রিক্সায় পলায়নরত ৭৫ জন ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার শহীদ হন।

আমরা বাকী সব মিলে ১২৫ জনের মত জৈন্তিয়াতে আশ্রয় নিই। ২৫শে এপ্রিল পাক বাহিনী এখানে পৌঁছায়। আমরা পিছু হটি এবং ভারতীয় সীমান্ত তামাবিলে আশ্রয় নিই। পাকসেনা সীমান্ত তামাবিলে পৌঁছায়। আমরা ভরতীয় বিএসএফ ক্যাম্প লাতাং-এ আশ্রয় নিই। আমাদের যাবতীয় অস্ত্র জমা দিই। এরপরই আমরা বিএসএফ-এর আওতায় যাই। তারা আহার ও আশ্রয় দেয় এবং আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ করি। কিছু দিন পর বিএসএফ-এর উর্ধ্বতন অফিসারের সাথে কথা বলি এবং আমরা অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত তামাবিল এবং মুক্তাপুরে ডিফেন্স করি। তামাবিলের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন মুতালিব (অবসরপ্রাপ্ত) এবং সুবেদার বি, আর, চৌধুরী। সার্বিক দায়িত্ব ক্যাপ্টেন মুতালিবের উপর থাকে। দল পুনর্গঠন করে যুদ্ধ শুরু করি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে সিলেট

সাক্ষাৎকারঃ সিপাই শফিক আহমেদ
৮-১১-১৯৭৪

আমি ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই সেক্টর হেডকোয়ার্টার সিলেটে ছিলাম। সিলেটের অধীন তখন ৩টি উইং ছিল-১নং, ৩নং এবং ১২নং উইং। ১নং উইং কুমিল্লার কোটবাড়ীতে ছিল। ৩নং উইং এবং ১২নং উইং ছিল সিলেট শহরে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লেঃ কঃ সেকান্দার খান (অবাঙ্গালী), সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর করিম (অবাঙ্গালী), এ্যাডজুটেন্ট ছিল ক্যাপ্টেন নসির নাজির (পাঞ্জাবী)। কোয়ার্টার মাস্টার ছিল একমাত্র বাঙ্গালী অফিসার-ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিন। মেজর এম, এ, কুদ্দুস সেই সময় এ, এম, সি ছিলেন। সিগনাল অফিসার ছিল আহসান কাদির ফয়েজ। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বিমান হাইজ্যাকের পর থেকেই সিলেটের খাদিমনগরে একটি রেজিমেন্ট থাকতো। এখানে ৩১ পাঞ্জাব এবং এফ-এর একটি কোম্পানী থাকতো।

সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ইপিআর প্রায় ছিল না। সিগনালের একটি এবং সহকারী (কেরানী) সহ আমরা ৫০/৬০ জন ছিলাম। ১৯/২০ মার্চ থেকে ৩১ পাঞ্জাব-এর ১টি প্লাটুন ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে থাকা শুরু করে। ১২নং শাখার ১টি প্লাটুন ২৪শে মার্চ তারিখে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আসে। সেখানে মাত্র ৪/৫ জন বাঙ্গালা ছিল, বাকী সবাই ছিল অবাঙ্গালী।

২৬শে মার্চ বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাল, সড়কি, বল্লম নিয়ে হাজার হাজার জনতা সিলেট শহরে আসতে থাকে। পাক সেনারা তাদের উপর গুলি চালায়, বহু বেসামরিক নিরীহ লোক নিহত হয়। শহরে তখন কারফিউ চলছিল। ২৬ তারিখে যে সকল ইপিআর অফিসে অনুপস্থিত ছিল তাদেরকে কর্তৃপক্ষ ডেকে আনতে বললেন। ২৬শে মার্চ আমাদেরকে একটি করে লাঠি দেয় আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

২৮শে মার্চ কিছু বাঙ্গালী ইপিআর অফিসে আসে। আমরা ঐ দিন অফিসে আসিনি। পরে আমাদের গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। ২৮ তারিখেই আলমারীর এবং অন্যান্য চাবি নিয়ে নেয় হয় এবং বলা হয় 'তোমরা অফিসে এসো না, দরকার হলে আসতে বলবো'। ক্যাপ্টেন নসির নাজির এটা বলেন।

৩রা এপ্রিল ৩১ পাঞ্জাব ১২নং উইং আক্রমণ করে সকালে। এই খবর এখানকার ইপিআররা আগে থেকেই জানতে পেরে ঐ দিন অস্ত্রশস্ত্রসহ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐ দিন ঐ উইংয়ে পাঞ্জাবীদের আক্রমণে ৩জন ইপিআর গার্ড শহীদ হন। আখালিয়াতে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের একটি ৬ পাউন্ডের প্লাটুন থাকতো ট্রেনিং-এর জন্য। ৩নং শাখার একটি কোম্পানী আখালিয়াতে থাকতো।

৪ঠা এপ্রিল ভোরের দিকে ৩১ পাঞ্জাব আখালিয়া আক্রমণ করে। ১২নং শাখার হেডকোয়ার্টার এভাবে পাকবাহিনীর হাতে চলে যায়। আখালিয়াও পাক সেনার হতে চলে যায়। ৪ঠা এপ্রিল সিলেট সেক্টর থেকে অবাঙ্গালী ইপিআররা চলে যায়। পাক সেনারা ঐ তারিখের পর থেকে খাদিমপুরে থাকা শুরু করে।

উল্লেখ্য যে, ২৭শে মার্চ ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল (১২নং শাখার সহকারী উইং কমান্ডার) বাঙ্গালী মিশিয়ে একটি প্লাটুন শমসেরনগর বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। এই প্লাটুনের অগ্রবর্তী দলটি ১০/১২ জন ডজ গাড়ীতে করে শমসেরনগর ডাকবাংলোতে আসে। এই দলের ড্রাইভার অগ্রণী হয়ে বলে, দ্বিতীয় দলে ক্যাপ্টেন সাহেব আসলে আমাদের বন্দী করতে পারে। অতএব, এখনই ক্যাপ্টেনকে খতম করে দিই। সাথে সাথে বাঙ্গালী ইপিআররা ডাকবাংলোর ছাদের উপর উঠে যায় এবং লাইট মেশিনগান নিয়ে পজিশন নেয়। সাথের দু'জন পাঞ্জাবী সিপাই পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল দ্বিতীয় গাড়ীতে আসে। ইপিআর দলটি উপর থেকে ফায়ার ওপেন করে। সাথে সাথে ক্যাপ্টেনসহ প্রায় সবাই নিহত হয়। ২/১ জন আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

৩নং শাখা কমান্ডার জাবেদ বরকত চৌধুরী ঐ তারিখে একটি ইপিআর-এর দল নিয়ে শমসেরনগর রওয়ানা হয়েছিল। পথে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের মৃত্যুখবর শুনে ফিরে আসে। ৪ঠা এপ্রিলের পর থেকেই পাকসেনারা গাড়ী করে শহরে মাঝে মাঝে টহল দিতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই সামরিক অফিসারের পরিবারদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেবল জেসিও-এনসিওদের পরিবার ছিল।

৭ই এপ্রিল সকল পাকসেনা সিলেট শহরের খাদিমপুর ছেড়ে সালুটিকর বিমান বন্দরে ঘাঁটি গাড়ে। ঐ রাতে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১১ জন পুলিশকে পাকসেনারা হত্যা করে। সিলেট শহরে কিছু আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর প্রবেশ করে।

পাকসেনারা সালুটিকর বিমান বন্দর থেকে গাড়ী করে সিলেট শহরে পেট্রোলিং করতে আসতো। ৯ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে পাকসেনারা সিলেট শহরে প্রবেশ করে। মুক্তিবাহিনীর সাথে খন্ড যুদ্ধ হয়। পাকসেনারা শহর দখল করে নেয়।

সুরমা নদীর দক্ষিণ পাড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ছিল। ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ মিলে একটি কোম্পানীও ওখানে ছিল। পাকসেনারা উত্তর দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় ঐ তারিখে।

১২/১৩ এপ্রিল পাকসেনারা বিমান হামলাও চালায়। মুক্তিবাহিনী সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় পাকবাহিনীর প্রবল আক্রমণে। কিছু ইপিআর শেওরা নামক স্থানে আসে, সেখানে মেজর সি, আর দত্ত ছিলেন।

২৩শে এপ্রিল তারিখে ইপিআর-আনসার মিলে ৩০০ এবং ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর ৩০০ মত সৈন্য মিলিত হয়ে গোলাপগঞ্জ নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। ২৪শে এপ্রিল পাকসেনারা গোলাপগঞ্জের মুক্তিবাহিনীর

অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায় সকাল ৯/১০টার সময়। আমাদের পার্টি পাল্টা আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ আধঘন্টা স্থায়ী হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। এরপর ভারতীয় বিএসএফ ভারতে চলে যায়। আমরা ইপিআর-রা শেওলাতে গেলাম।

২৭/২৮ এপ্রিল আমরা মাত্র একটি প্লাটুন ইপিআর ছিলাম শেওলাতে। আনসার ৪/৫ জন ছিল। পাকসেনারা আবার আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে শুনে আমরা টিকতে পারব না ভেবে বড়গ্রাম বিওপিতে চলে গেলাম। মেজর দত্ত ও ক্যাপ্টেন রব আমাদের ঐ ক্যাম্পে যান। আমাদের হেডকোয়ার্টার করলেন বাংলাদেশ চেকপোস্ট সুতারকান্দি চেকপোস্টে। আমরা তখন ৫০ জনের মত ইপিআর হলাম। আমরা ডিফেন্স নিলাম বড়গ্রাম, মনিরং, কোনাগ্রাম এবং সুতারকান্দি চেকপোস্টে। পাক বাহিনী ইতিমধ্যে শেওলা দখল করে নেয়।

মে মাসের প্রথম থেকে ক্যাপ্টেন রব থাকতেন সুতারকান্দি চেকপোস্টে। ক্যাপ্টেন রব আমাদের নির্দেশ দিলে 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে। আমরা হঠাৎ করে পাক আর্মির উপর আক্রমণ করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

মে মাসের ২৩ তারিখে সব অবস্থান থেকে কিছু কিছু করে ইপিআর নিয়ে একটি প্লাটুন তৈরী করে হাবিলদার শামসুল হকের নেতৃত্বে লাতু নামক স্থানে যাই পাকসেনাদের আক্রমণ করতে। ঐ তারিখ রাতে আমরা পাক ঘাঁটির উপর ৩" মর্টার দিয়ে আক্রমণ করি। কিছু লোক ওখানে থাকে সকালে পর্যন্ত আক্রমণের ফলাফল দেখবার জন্য। আমরা ১৪ জনের মত রাতেই ফিরে আসি।

২৪শে মে ভোরে কয়েকশত পাকসেনা পুরা ভারী অস্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে এগোতে থাকে। আমরা প্রথমে দেখতে পাইনি। আমাদের বড়গ্রাম, মন্দিরপোর্ট, কোনাগ্রাম পিছে ফেলে আমাদের চেকপোস্টে হামলা চালায়। আমরা তখন তিনটি ঘাঁটি থেকে একই সময় রাস্তার উপর দিয়ে অগ্রসরমান পাকসেনাদের আঘাত হানতে থাকি। চারিদিকের আক্রমণে বহু পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা পিছু হটে ফায়ার স্টপ করে। আমরা গুলির শব্দ না পেয়ে তিন পার্টিই রাস্তার উপর উঠে পড়ি, এমন সময় পিছন দিক থেকে আবার গুলির শব্দ পেলাম। পিছে গিয়ে দেখলাম, সমগ্র বড়গ্রাম ৩০০ মত পাকসেনা ঘিরে ফেলেছে, অপর দিকে কোনাগ্রামও ঘিরতে চেষ্টা করছে পাকসেনাদের অপর দল। আমাদের তখন একটাই পথ খোলা ছিল। আমাদের তখন গোলাবারুদ প্রায় শেষ, অস্ত্রও অনেক অকেজো। আমরা পিছু হটে পালাতে চেষ্টা করি। পাকসেনারা আমাদের পিছু ধাওয়া করে। এই সময় বেসামরিক বেশ কিছু লোক পাকবাহিনীর হাতে নিহত হয়। আমরা ৯ জন রাস্তা ধরে ভারতের অর্ধ মাইল ভিতরে চলে যাই। পাকসেনা তখনও গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। আমাদের আর পিছু হটার ক্ষমতা ছিল না। ৭/৮ জন পাকসেনা গুলি করতে করতে ভারতে ঢুকে পড়ে। আমরা ভরতের ঐ স্থানে ৫টি এল-এম-জি পড়ে থাকতে দেখি একবারে প্রস্তুত অবস্থায়। আমরা তখনই ৫টি এলএমজি নিয়ে পজিশন নিই। আমাদের কাছাকাছি আসলে আমরা গুলি চালাই। একজন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। বাকিরা সব পিছু পালাতে থাকে। আমরা পাকবাহিনীর পিছু ধাওয়া করি। যে পাক সেনাটি পড়ে যায় তাকে আহত অবস্থায় বন্দী করি। সে ছিল ৩১ পাঞ্জাবের হাবিলদার দোস্ত মোহাম্মদ। এই সময় ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর একজন কর্নেল এসে বন্দীসহ আমাদেরকে ভারতের ফকিরাবাজার নিয়ে যান। এরপর পাকসেনারা এই এলাকা দখল করে নেয়। আমরা সবাই ভারতে আশ্রয় নিই। আমি ৪নং সেক্টরে কর্নেল সি, আর, দত্তের নেতৃত্বে যুদ্ধ করি। আমার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন রব।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭।	কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.... ১৯৭১

চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, ওসমান চৌধুরী

৩১-১-১৯৭৪

আমি ইপিআর, ৪র্থ উইং-এর ভার গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই ওখানে (চুয়াডাঙ্গায়) ছিলেন দুইজন ক্যাপ্টেন-সহকারী উইং কমান্ডার হিসাবে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী। নাম তার ক্যাপ্টেন এ, আর, আজম চৌধুরী (বর্তমানে মেজর), দ্বিতীয় জন ছিলেন অবাঙ্গালী, তার নাম ক্যাপ্টেন (মরহুম) সাদেক।

এই উইং-এর অধীনে ছিল ৫টি কোম্পানী। ১টি কোম্পানী চুয়াডাঙ্গা হেডকোয়ার্টারে, অন্য চারটি ছিল সীমান্ত এলাকায়। উইং-এর সীমান্ত এলাকা ছিল দক্ষিণে মাসলিয়া বিওপি থেকে উত্তরে মহেশকুন্ডি বিওপি পর্যন্ত। প্রত্যেকটি কোম্পানীর কমান্ডার ছিল একেকজন সুবেদার। মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫০। তার মধ্যে আনুমানিক অবাঙ্গালী সেনার সংখ্যা ছিল ১৫০।

২০শে মার্চ ১৯৭১ সন। চট্টগ্রাম থেকে আমার ব্যক্তিগত গাড়ীটি সড়ক পথে চুয়াডাঙ্গা এসে পৌঁছল। ২৪শে মার্চ সকাল ১০টায় ঐ গাড়ী করেই আমার স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে মেহেরপুরের পথে কুষ্টিয়া রওনা হই। আমার পরণে ছিল ইপিআর পোশাক। সাথে চলল ইপিআর জীপে চজে ৪ জন সশস্ত্র ইপিআর সৈনিক। উদ্দেশ্য ছিল, আমার সরকারী বাড়ী মেরামত করার খরচ হিসাবে কুষ্টিয়ার ডিসি'র কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করা। ইচ্ছা ছিল, ঐ দিনই কাজ সেরে কুষ্টিয়ায় রাত্রি যাপন করার পর ২৫শে মার্চের পূর্বাহ্নেই চুয়াডাঙ্গা ফেরত আসার। কিন্তু মেহেরপুরে গিয়েই গাড়ীটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। কিছুতেই দোষ খুঁজে পেলাম না। জীপ ফেরত পাঠিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে মেকানিকস আনালাম। গাড়ী ঠিক হতে হতে বিকেল ৩টা বেজে গেল। আবার রওনা হলাম কুষ্টিয়া অভিমুখে। আরো ১৫ মাইল যাবার পর গাড়ী খারাপ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আশে-পাশের বাড়ী থেকে পাটের রশি সংগ্রহ করে জীপের পেছনে গাড়ীকে বেঁধে কুষ্টিয়া পৌঁছলাম। উঠলাম কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে।

পরদিন ২৫শে মার্চ সকাল সাড়ে ৯টায় ডেপুটি কমিশনার সাহেবের অফিসে গেলাম। ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব শামসুল হক। তাঁর অফিস ও বাসস্থান ছিল একই প্রাঙ্গণে। তিনি আসলেন, কথাবার্তা হল, চায়ের পর্ব শেষ হল। তারপর পিয়নের মারফত ডাকলেন ল্যান্ড এ্যাকুইজিসন অফিসারকে। এল-এ-সাহেব আসলেন, সব শুনলেন, তারপর গেলেন অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও চেকবুক আনবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সেরে আমাকে চেক ইস্যু করতে করতে বেলা দেড়টা বেজে গেল। তখনকার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল, তাই টাকা আর উঠানো গেল না। চুয়াডাঙ্গায় এমন কোন জরুরী অবস্থা ছিল না তাই টাকা সাথে করে নিয়ে যাবো মনে করেই ২৫শে মার্চ রাতেও কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে রয়ে গেলাম।

২৬শে মার্চ ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখতে পেলাম অল্প দূরেই রাস্তার উপর মিলিটারী জীপে করে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর লোক টহল দিচ্ছে আর জানিয়ে দিচ্ছে ৩০ ঘন্টার জন্য কারফিউ। কুষ্টিয়ার

---

*১৯৭১ সালে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

জনসাধারণ ঘরে বসেই দরজা জানারা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। ডি-সিকে টেলিফোন করে জেনে নিতে চাইলাম ব্যাপার কি ? কিন্তু টেলিফোন উঠিয়ে এটার কোন সাড়াই পেলাম না। বুঝতে পারলাম লাইন কেটে দিয়েছে। পিছনে চেয়ে দেখলাম সামরিক বাহিনী সার্কিট হাউসের ঠিক পিছনেই তথা জিলা স্কুলে করেছে তাদের সদর দপ্তর। কি করব বুঝতেই পারলাম না। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থাতেই কেটে গেল তিন ঘন্টা। রেডিও লাগান ছিল, ঢাকা বেতারের নিয়মিত প্রোগ্রামটা শুনে যাচ্ছিলাম। তা থেকে শুভাশুভ কিছুই বুঝতে পারলাম না। সাড়ে ৮টা কি ৯টার দিকে হঠাৎ ঘোষণা করা হল নতুন নতুন ‘মার্শাল ল’ আইন। লুফে নিল আমাদের ব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতা। বুঝতে পারলাম, বোধ হয় এসেছে আমাদের সেই চরম ও পরম পরীক্ষার দিন। আর এক মুহূর্তও কুষ্টিয়ায় থাকা সমীচীন মনে করলাম না। জীপের পেছনে আবার গাড়ীটাকে বেঁধে এবার উল্টাদিকে অর্থাৎ ঝিনাইদহের দিকে যথাসম্ভব তীব্র গাড়ী চালিয়ে দিলাম। ভাগ্য ভাল কুষ্টিয়ার সার্কিট হাউস ছিল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কাজেই কুষ্টিয়া শহরের সীমা অতিক্রম করতে আমাদের এক মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। দূর থেকে ইপিআর-এর পোশাক পরা অবস্থায় আমাদের দেখেও আমাদের কিছুই ওরা বলেনি। কেন বলেনি সেটা পরে যতবার ভেবেছি, ততবারই ওদের বোকামি ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারিনি। তবে আমি মনে করি এটা বোধ হয় আল্লাহরই মহিমা। বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ পৌঁছে দেখি শহর লোকে লোকারণ্য। আমার জীপকে আসতে দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে দিল।

এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, চুয়াডাঙ্গার ইপিআর-এর ৪র্থ উইং-এর ইতিহাসে আমি ছিলাম প্রথম বাঙ্গালী কমান্ডার। আমার বা আমার পরিবারের কারও গায়ের রং দেশে স্থানীয় লোক বিশ্বাসই করতে পারেনি যে আমরা বাঙ্গালী। তাছাড়া এই স্বল্প সময়ে জনসাধারণের সাথে পরিচয় করাও সম্ভব হয়নি। স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচয় করার ওটাই একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি গাড়ি থেকে নেমে বাংলা ভাষায় লোকজনকে ডাকলাম। লোকজন সবাই দৌড়ে আসল। পরিচয় পেয়ে উৎসাহিত হল। আমার আহবানে সমস্ত সহযোগিতার আশ্বাস দিল। আমি তাদেরকে প্রস্তুত থাকবার উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে রওনা দিলাম।

আনুমানিক বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা আমার সদর দপ্তরের সামনের রাস্তায় পৌঁছলাম। আমার গাড়ী দাঁড়াবার সাথে সাথেই আমার বাঙ্গালী উইং হাবিলদার-মেজর মজিবর রহমান এসে অভিবাদন করে ঢাকার ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিল। আরও জানাল যে, ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর কোনরকম নির্দেশ ছাড়াই উইং হেডকোয়ার্টারের সমস্ত অবাঙ্গালী সেনাদের সে আটক করে রেখেছে এবং অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখেছে।

হাবিলদার মেজর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা দুরভিসন্ধির খবরও আমাকে জানাল। সেটা হল যে ২৫শে মার্চ বিকেল বেলা হঠাৎ করে যশোর থেকে তৎকালীন ইপিআর সেক্টরের উপ-অধিনায়ক অবাঙ্গালী মেজর সরদার আবদুল কাদের চুয়াডাঙ্গা এসেছিল যশোরে একটা অত্যন্ত জরুরী মিটিং-এর অজুহাতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যখন শুনল আমি চুয়াডাঙ্গায় নেই তখন সে ক্যাপ্টেন সাদেকের বাসায় রাত্রি যাপন করে ২৬শে মার্চ ভোর ৪টার সময় ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে যশোরে পালিয়ে যায়।

যাই হোক, হাবিলদার মেজরের কাছ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে প্রায় পৌঁছতে পারলাম। তবুও তাদেরকে সর্বতোভাবে তৈরী থাকতে নির্দেশ দিয়ে আমি আমার বাসভবনে চলে গেলাম। সেখানে গিয়েই আমি আমার অফিসার ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় এম-পি ডাঃ আসহাবুল হক ও স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মচারী প্রমুখদের জরুরীভাবে তলব করে পাঠালাম। ডাঃ আসহাবুল বোধ হয় তৈরীই ছিলেন আমার অপেক্ষায়। খবর পেয়ে ৫ মিনিটের মধে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য সবাই আসার পর আমি তাদেরকে নিয়ে একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলাম। ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর থেকে তখন পর্যন্ত ঢাকা এবং অন্যান্য জায়পার আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলাম। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা গেল, এ অন্যায় আমরা সইবনা। শপথ নিলাম আমরা এর

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব, যুদ্ধ করব এবং যেমন করেই হোক নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও মাতৃভূমিকে এই পশুশক্তির কালো হাত থেকে রক্ষা করব। সবাই আমাকে সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কার্যকলাপের প্রধান বলে মেনে নিলেন। আমিও নির্দেশ জারী করলাম যে, সেই থেকে আমার নির্দেশ মতই সবাইকে আপন আপন কাজ সমাধা করতে হবে। সমস্ত সিদ্ধান্তের পর আমি সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সমভিব্যহার আমার উইং-এর কোয়ার্টার গার্ডে বাংলাদেশের পতাকা সসম্মানে উত্তোলন করে ওটাকে জাতীয় অভিবাদন দিলাম। এটা যে একটা কত বড় জীবনের ঝুঁকি, বিশেষ করে যখন কোন রকম সংযোগবিহীন অবস্থায় বিনা নির্দেশে এবং আর কেউ বিদ্রোহ করেছে কিনা, সেটা না জেনেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চেতনায় পাক্তিস্তান সেনাবাহিনীর মত একটা এতবড় শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে কত বড় চ্যালেঞ্জ, বিজ্ঞজন মাত্রেই তা অনুধাবন করতে পারবেন।

তারপর আমি আমার সৈন্য ও ভারী অস্ত্র নানা গুরুত্বর্পর্ণ জায়গায় অবস্থান করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা ইত্যাদি সামরিক ও বেসামরিক নির্দেশ দানে প্রায় অর্ধারাত অতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে অয়ারলেস মারফত সীমান্তের আমার সৈন্যদেরকেও অবস্থা বর্ণনা করে সজাগ থাকতে নির্দেশ দিই। এই ভাবে অতিবাহিত হল ২৬শে মার্চ।

২৭শে মার্চ সকাল ৭ ঘটিকায় মাসলিয়া বিওপি কোম্পানী হেডকোয়ার্টার থেকে কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আব্দুল মজিদ মোল্লা অয়ারলেস মারফত জানালেন যে ক্যাপ্টেন সাদেক তিনজন সৈনিকসহ যশোর থেকে সীমান্ত রাস্তা দিয়ে মাসলিয়া বিওপিতে প্রবেশ করেছে। আমি তাকে ক্যাপ্টেন সাদেরকর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ দিলাম। খবরটা পেয়ে আমি অনুমান করেছিলাম যে, হয়তবা ২৬শে মার্চ ভোর ৪টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া থেকে আসতে পারিনি লক্ষ্য করেই বোথ হয় ক্যাপ্টেন সাদেক ভেবেছিল যে, সীমান্তের সৈন্যদেরকে নিশ্চয় কোন রকম সজাগ থাকার আদেশ দেওয়া হয়নি। তাই তার মাসলিয়া যাবার উদ্দেশ্য সৈন্যদেরকে চতুরতার সাথে নিরস্ত্র করা।

যাই হোক, প্রায় ১০ মিনিট পর সুবেদার মজিদ মোল্লা জানান যে, ক্যাপ্টেন সাদেম আদেশ পালন না করার অপরাধে একজন বাঙ্গালী সিপাই-এর উপর পিস্তলের গুলি করে যশোর অভিমুখে জীপে করে পালিয়ে যায়। অবশ্য, এরপর আমার নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী বিওপিতে খবর দিয়ে গুলির বিনিময়ে তাদের গতি রোধ করা হয়। গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার সঙ্গীরা মারা যায়। কিছুক্ষণ পর সুবেদার মজিদ মোল্লা অত্যন্ত ভীতস্বরে অয়ারলেসে আমাকে এ খবর জানায়। আমি তাকে অভয় দিয়ে মৃদদেহগুলি পুঁতে ফেলার আদেশ দিই। এইখানেই শুরু হল আমার এলাকায় পদ্মার ওপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হনন পর্ব। এখানেই বুঝতে পারলাম- “I am in a point of no return. Either I have to kill the enemy or get killed.”

কুষ্টিয়া পুনর্দখলের পরিকল্পনাঃ ডাঃ আসহাবুল হক সাহেবকে খবর দিলাম। দুই কমরেড মিলে ছক আঁকলাম-কুষ্টিয়া আমাকে পুনরুদ্ধার করতেই হবে। পরিকল্পনা করলাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সীমান্তের সৈন্যবাহিনীকে জরুরী ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গায় জমায়েত হবার নির্দেশ দিলাম। ফিলিপনগর কোম্পানীকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কুষ্টিয়া শহরের অদূরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হবার পর পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলাম। এই কোম্পানীর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মোজাফফর আহমেদ (বর্তমানে লেঃ ইপিআর)। দুই কমরেড মিলে ঐ এলাকার নামকরণ করলাম- ’’সাউথ ওয়েস্টার্ন কমান্ড দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন।’’ কমান্ডার হলাম আমি মেজর মোহাম্মদ আবু ওসমান চৌধুরী (বর্তমানে লেঃ কর্নেল)।

এখানে কুষ্টিয়ার শত্রুর সৈন্যসংখ্যা ও তাদের শক্তির উপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার। যশোর ব্রিগেড থেকে ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট তথা রিকনাইসেন্স ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানী-অর্থাৎ প্রায় ২০০ সৈন্য কুষ্টিয়া অধিকার করে ২৫/২৬শে মার্চ রাত দেড়টায়। তাদের সাথে ছিল পর্যাপ্তসংখ্যক ১০৬ এম-এম আর-আর (জীপে সংস্থাপিত) চীনা এইচ-এম-জি, এলএমজি, এসএমজি ও অটোমেটিক রাইফেলসমূহ। তার সাথে

প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ, গাড়ী ও বেতারযন্ত্র ছিল। তুলনামূলকভাবে রেকি ও সাপোর্ট কোম্পানীর ফায়ার পাওয়ার একটা সাধারণ ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের প্রয় সমপরিমাণ এই সত্য আমার ভাল করেই জানা ছিল। আমি জানতাম, যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আমি অন্ততঃপক্ষে সমান ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে তিনগুণ সৈন্যের কম হলে ওদেরকে আক্রমণ করতে পারি না। কুষ্টিয়ার শত্রুদের অধিনায়ক ছিলেন মেজর শোয়েব। তার সাথে উপ-অধিনায়করা ছিল ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও লেঃ আতাউল্লাহ শাহ।

আমার মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন ইপিআর সৈনিক। তাদের অস্ত্র বলতে ছিল ৩০৩ রাইফেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৩০৩ এলএমজি, এমজি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মর্চে পড়া ৪টা ৩.৫ রকেট লাঞ্চার। গোলাবারুদের সংখ্যা একবারেই ছিল অপর্যাপ্ত। তদুপরি ছিল আধুনিক যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকজন। অফিসার বলতে আমার সাথে ছিল একমাত্র ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী। তবে ভরসা ছিল এই যে আমার সাথে ছিল সমস্ত জনসাধারণ।

তবুও পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কিছু সংখ্যক আনসার ও মুজাহিদকে একদিনের ট্রেনিং-এর পর আমার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করি। স্থানীয় পুলিশ ও আনসারদের ৩০৩ রাইফেলগুলো দ্বারা এই বাহিনীকে সজ্জিত করি।

আমার কাছে কোন রকম ফিল্ড অয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোন কম্যুনিকেশনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই টেলিফোন বিভাগের সাহায্যে পোড়াদহের খোলা প্রান্তরে ফিল্ড এক্সচেঞ্জ লাগিয়ে দেওয়া হয়। ডঃ আসহাবুল হক সাহেবের সাহায্যে ফিল্ড চিকিৎসা কেন্দ্র, ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। সেনাবাহিনীর ন্যায় খাদ্য সরবরাহের কোন রকম নিয়মিত পদ্ধতি না থাকায় ভলান্টিয়ার গ্রুপের কিছু লোকে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে সেখানকার আওয়ামী লীগ দলের গণ্যমান্যদের সাহায্যে আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়। আরও ব্যবস্থা হয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রয়োজনমত যথাস্থানে ব্যবহার করার। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতিয়ার বলতে ছিল বাঁশের লাঠি।

২৮শে মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত সীমান্তের সমস্ত কোম্পানী আদেশক্রমে চুয়াডাঙ্গায় সমবেত হয়। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এক কোম্পানী সৈন্য আমি ঝিনাইদহে পাঠিয়ে দিই ও যশোর-ঝিনাইদহ রাস্তা অবরোধ করে রাখি, যেন যশোর থেকে কোন রকম সৈন্য বা অস্ত্র কুষ্টিয়াকে সরবরাহ করতে না পারে। আর এক কোম্পানী সৈন্যকে ঐদিন বিকেল বেলা ক্যাপ্টেন আজমের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা-পোড়াদহ কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমি পোড়াদহ পাঠিয়ে দিই। ক্যাপ্টেন আজমের প্রতি নির্দেশ ছিল তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার পরেই সে যেন সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে আমাকে রিপোর্ট দেয়। পরিকল্পনা ছিল সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী কুষ্টিয়ার পুলিশ লাইনের দিক দিয়ে আক্রমণ করবে, ক্যাপ্টেন আজমের কোম্পানী শহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে-অর্থাৎ সার্কিট হাউসের দিক দিয়ে আক্রমণ করবে এবং একটা প্লাটুন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক পূর্ব দিক থেকে মোহিনী মিল ও অয়ারলেস স্টেশনের উপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণ হবেসংযুক্তভাবে একই সময়ে তিন দিক থেকে।

আক্রমণের সময় ও তারিখ ছিল ২৯শে মার্চ ভোর ৪টা। পরিকল্পনায় এটাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল যে, আক্রমণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আমার বাহিনীর পশ্চাদভাগে যেন কমপক্ষে ৫ হাজার বেসামরিক লোক আক্রমণের সাথে সাথেই জয়ধ্বনি দিতে দিতে আক্রমণকারী বাহিনীকে অনুসরণ করে। এ সময় বেসামরিক ব্যবস্থার ভার ছিল ডঃ আসহাবুল হকের উপর যিনি তাঁর দলীয় লোক, স্থানীয় ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যে খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন।

আক্রমণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, চলাচল অসুবিধার জন্য ও একটা গাড়ী দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ার দরুন সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে

পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমি আক্রমণের দিন ও সময় ২৪ ঘন্টা পিছিয়ে দিই। অর্থাৎ আক্রমণের নতুন দিন ও সময় স্থির করি ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ২৬শে মার্চ সকাল ১০টায় আমার মাসলিয়ায় অবস্থানরত কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মজিদ মোল্লা অয়ারলেসে খবর পাঠালেন যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ান, যারা সিনিয়র টাইগার নামে পরিচিত, তাদের সমস্ত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সহকারে বাঙ্গালী কমান্ডার লেঃ কর্নেল রেজিউল জলিলের নেতৃত্বে চোগাছায় অবস্থান করছে। এই ব্যাটেলিয়ান নাকি ২৪শে মার্চ তারিখে বাৎসরিক ফিল্ড এক্সসারসাইজের জন্য চৌগাছায় এসেছিল যশোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে। খবর শুনে আমার মনে বিরাট একটা ভরসা আসল। আমি অয়ারলেসে সুবেদার মজিদ মোল্লাকে দিয়ে আমার তরফ থেকে লিখে পাঠালাম লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে। ঐ খবরে আমি লিখেছিলাম যে, 'দেশের ও দেশের লোকের নিরাপত্তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত, মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত, জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্ররা হতাহত হচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে আমি আমার ইপিআর বাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহ করেছি, বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। আর কে কি করেছে জানি না। কিন্তু আপনি সিনিয়র, আপনার কাছে সৈন্য আছে, হাতিয়ার আছে। আপনি আসুন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন। আমরা সম্মিলিত ভাবে এদের হনন করতে সক্ষম হবে।'' সুবেদার মজিদ মোল্লা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানে গিয়ে এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু অনেক অপেক্ষা করেও তাঁর কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আমাকে এ খবর দেয়ার পর ২৮শে মার্চ আবার এই মর্মে চিঠি লিখে দানেশ নামক এক বিশেষ মুক্তিযোদ্ধাকে তার মোটরসাইকেলে করেই লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে পাঠাই। চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছানো হয়, কিন্তু নিস্ফল সব আশা। তিনি কোন রকম আশ্বাস দেয়া দূরের কথা, আমার কার্যকলাপকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে সেদিনই বিকেল বেলা যশোর ক্যান্টনমেণ্টে তাঁর জীপে করে চলে যান এবং ২৯শে মার্চ পত্রবাহক মারফত ব্যাটেলিয়ানের কাছে সংবাদ পাঠান যে, যশোর ক্যান্টনমেণ্টে কোন রকম গোলমাল নেই এবং তার আশঙ্কাও নেই, তার পুরো ব্যাটেলিয়ান যেন যশোর ক্যান্টনমেণ্টে সেদিনই ফেরত আসে। তদনুযায়ী এই ব্যাটেলিয়ান ২৯শে মার্চ বিকেল পর্যন্ত যশোর ক্যান্টনমেণ্টে ফেরত গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে আপন আপন কাজে লিপ্ত হয়। শুনেছি, ব্রিগেডিয়ার সরদার আব্দুর রহিম দুররানী নাকি রাত্রেই তাদের অস্ত্রাগারের চাবি হস্তগত করে । পরদিন ৩০শে মার্চ সকাল ১০টায় এই ব্যাটেলিয়ানের অস্ত্রবিহীন সৈন্যদের উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ ও গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণে ইস্ট বেঙ্গল বেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের অধিকাংশ সৈন্যই নিরীহভাবে মারা যায়। শুধু লেঃ হাফিজউদ্দিন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) ও ১৪৮ জন জেসিও এবং অন্যান্য সাধারণ সৈন্য জীবন নিয়ে পালিয়ে এসে আবার ঐ চৌগাছা এলাকায় সমবেত হয়। তাদের অস্ত্র নেই, খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই। তারা বহুকষ্টে সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে খাদ্য সংগ্রহ করে।

এদিকে কুষ্টিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা হলো, ২৮শে মার্চ রাত থেকে ২৯শে মার্চ রাত পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে আমাদের সৈন্যদের কুষ্টিয়া শহর থেকে অদূরে মাঠে ময়দানে ও জঙ্গলে অবস্থান করতে হয়। সুবেদার মুজাফফরের কোম্পানী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হয় ২৯শে মার্চ ভোরবেলা। নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ঔষধপত্র ও বেসামরিক লোক সরবরাহ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০শে মার্চ সকাল ৪টায় তিন দিক থেকে অতর্কিত ভাবে কুষ্টিয়া আক্রমণ করি। আক্রমণের সাথে সাথে অনুসরণকারী জনগণের গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে বোধ হয় শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে যায়। প্রায় ঘন্টাখানেক তুমুল যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পুলিশ লাইন ও অয়ারলেস কেন্দ্রের ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রুহনন করতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে সামান্য সংখ্যক শত্রুসৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্রুতগতিতে তাদেরই সদর দপ্তরের দিকে পালিয়ে যায়। পালাবার প্রাক্কালেও অনেকে নিহত হয়। পুরোদিনের যুদ্ধে একমাত্র তাদের সদর দপ্তর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত সমস্ত শহরই আমাদের হস্তগত হয়। আমার সৈন্যরা শত্রুদেরকে ৩০শে মার্চ সারারাত চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি জহকারে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শত্রুরা অয়ারলেস সেটের মারফত শত্রুপক্ষের অয়ারলেস আবেদন মনিটরিং করে

যশোরের দেওয়া প্রত্যুত্তর আমাদের হস্তগত হয়। যশোরের প্রত্যুত্তর ছিল- “Reinforcement not possible. Try to live on your own.”

পরদিন ৩১শে মার্চ ভোরবেলা আমাদের আক্রমণ পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। তুমুল গোলাগুলির সাহায্যে শত্রুপক্ষ আমাদের মাথা নিচু রাখতে বাধ্য করে। সারাদিনের যুদ্ধের পর আনুমানিক জীবিত শত্রুর সংখ্যা ছিল ৪০/৪৫ জন। তার মধ্যে অফিসাররা সকলেই জীবিত ছিল। গত্যন্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে তারা দুইটি জীপ ও একটি ডজ গাড়ীতে আরোহণ করে আমাদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র গতিতে ঝিনইদহের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আমার সৈন্যরা সাথে সাথে তাদেরকে অনুসরণ করে। শত্রুদের ভাগ্য মন্দ। শৈলকুপার পুলের গোড়ায় আমরা গর্ত খনন করে তারপোলিন দিয়ে সেই গর্তকে ঢেকে রেখেছিলাম সেটা তারা জানত না। তাদের প্রথম ২টা জীপ উপর্যুপরি গর্তে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে দুর্ঘটনায় পড়ে। মেজর শোয়েব ও কয়েকজন শত্রুসেনারা সেখানে ভবলীলা সাঙ্গ হয়। বাকীরা আশে পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সজাগ মুক্তিযোদ্ধা, সেচ্ছাসেবক ও জনগণের হাত থেকে একটি শত্রুসৈন্যও বাঁচতে পারেনি। আমার নির্দেশে উৎসাহিত হয়ে তারা এক একজনকে হত্যা করে তাদের হাতিয়ার এনে আমার সদর দপ্তরে জমা দেয়। এমনও হয়েছে একটি ছেলে একটা এখন শটগান দিয়ে একজন এলএমজিধারী শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে তার হাতের একটি আঙ্গুল ও এলএমজি আমার সদর দপ্তরে জমা করে। এই ছেলেটির বয়স ছিল ১৮/২০ বছর। নাম তার সুলতান আলী জোয়ারদার। যুদ্ধের প্রচন্ডতা ও হৈ-হুল্লোড়ে এই ছেলেটির সাথে দেখা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সেই রাত্রেই লেঃ আতাউল্লাহ শাহ ধরা পড়ে। তাকে ঝিনাইদহে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ২রা এপ্রিল বিকেলের দিকে আমর সদর দপ্তরে আনা হয়।

১লা এপ্রিল কুষ্টিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে মুক্ত হয়। এরপর সামান্যসংখ্যক সৈন্য কুষ্টিয়ায় রেখে বাকী সৈন্যদের আমি ঝিনাইদহের দিকে পাঠিয়ে দেই। কিছু সংখ্যক সৈন্য মাগুরা, কিছুসংখ্যক ঝিনাইদহের দক্ষিণে বিশাখালী ও কিছুসংখ্যক সৈন্য কোটচাঁদপুরে অবস্থান করে । উদ্দেশ্য-যশোর থেকে উত্তর দিকে শত্রুদের অগ্রসর হবার সব পথ অবরোধ করে রাখা।

এদিকে ২৮শে মার্চ তারিখেই কলিকাতা হয়ে বহির্বিশ্বের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। আমার মনে আছে টেলিফোনে আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক পালাক্রমে কলিকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কাছে যুদ্ধের খবর সরবরাহ করতাম।

এক রাত্রের কথা আমি ভুলব না। সেদিন বোধ হয় ২৮ কি ২৯ তারিখ রাত্রের ঘটনা। ঢাকা থেকে খবর পেলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিধারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিজ নিজ ঘরে পাক সেনাবাহিনী অত্যান্ত ঘৃণ্যতমভাবে হত্যা করেছে। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকাকে টেলিফোনে এ খবর দিতে দিতে আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম। সেদিন তাদেরকে এও বলেছিলাম যে, আমরাও এর প্রতিশোধ সমভাবেই গ্রহণ করব। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা জনাব ইউনুস ইলী এম-পি-এ, ব্যারিস্টার বাদল রশীদ, প্রিন্সিপাল ফুলে হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সাইফ উদ্দিন ও আরো অন্যান্যকে নানা বেসামরিক সংযোগ, অভ্যর্থনা, সাহায্য গ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্মে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজ প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী এই যুদ্ধের আয়োজন ও সরঞ্জামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দিনরাত সাহায্য করেছি।

বিদ্রোহ করার অব্যবহিত পরে বর্তমান বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাথে সংযোগ হওয়ার সাথে সাথেই আমার স্ত্রীকে সেখানকার কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, বেশ পরে অনেক সুহৃদই এই প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী ও মেয়েরা আমরা সাথে যুদ্ধক্ষেত্রেই হাসিমুখে যেকোন পরিস্থিতিতেই থাকবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তাই আর যাওয়া হল না। থাকল ওরা আমারই ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারের একটি কামরায়। সেখানে থেকেই

মিসেস ওসমান স্থানীয় সেনাদের খাবার ও পানীয় সরবরাহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। এ কাজের ভার তাকে সঁপে দিতে হয়নি, নিজেই চিন্তা করে তা শুরু করেন। এমনকি সে রণাঙ্গনের যেসব সেনাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সেখানে থাকত, তাদের খাবার ও পানীয়, টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি পরিচালনা করেন। তার উপর হেডকোয়ার্টারে আমাকে বা প্রয়োজনবশত ডাঃ আসহাবুল হক ও অন্যান্য অফিসারকে নানাভাবে সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনবশত মাটিতে পজিশন নেওয়া, পরিখাতে ঢুকে সতর্ক পাহারা দেওয়া, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদের ও সেনাসামন্তের মেইনটেন করা, এ জাতীয় বহু কাজেও আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু যুদ্ধের যে সরঞ্জাম তিনি দিয়েছিলেন, তা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী কুষ্টিয়ার সৈন্যদের তুলে নিয়ে ঝিনাইদহের দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব-দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োগ করা হয়। যশোর সেনানিবাস থেকে শত্রুপক্ষ যাতে কোনো দিক দিয়ে পালিয়ে আমাদের পিছনে বা মধ্যে আসতে না পারে তার জন্য জোর পেট্রলিং করা হচ্ছিল।

এদিকে পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী কুষ্টিয়ায় অধিকৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও গাড়ী ৩রা এপ্রিল অতি প্রত্যুষে হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়। সেদিন আমি ও ডাঃ আসহাবুল হক সাহেব যখন আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করছি, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো ফরাসী টেলিভিশন কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ দল। তারা আমার কাছে বিশ্বময় টেলিভিশন পাবলিসিটির জন্য আমার সাক্ষাৎকার চাইলেন। আমি চিন্তা করে দেখলাম, সে পর্যন্ত একমাত্র বিবিসি ও আকাশবাণী ছাড়া আর কোথাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক রূপ প্রকাশ পায়নি। এমনকি বিবিসি থেকেও ২/৪টা খুচরো সংবাদ ছাড়া বিশেষ কিছু প্রকাশ পেত না। অথচ বিশ্ববাসী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক রূপ এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয়ে জানতে না পারলে তাদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব। বিশ্বের সমর্থন ছাড়া যে কোন মুক্তিযুদ্ধ লোকালাইজড হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই এ সুযোগ আমি হেলায় ফেলতে পারলাম না। দীর্ঘ ১৫ মিনিট পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎকার নেয়া হল। আমার ৬ বছরের ছোট মেয়ে, ডাকনাম তার কলি, তখন কাগজের উপর বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে সেটাকে ছোট একটা কঞ্চিতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এত কচি শিশুর এত উদ্দীপনা ও মনোবল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই মুহূর্তেই তারা কলির সেই ভঙ্গিমার মুভি শট নিলেন, আরও নিলেন আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে চম্পা এবং অন্যান্য আরও দু'চার-জনের সংক্ষিপ্ত কথা ও ছবি। আমাদের সৈনিকদের মনোবল দেখানো হলো নানাস্থানে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থান। বেলা তখন প্রায় সকাল ১০টা। এসে গেল কুষ্টিয়া হতে প্রেরিত অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের কনভয়। কুষ্টিয়ার যুদ্ধে আমাদের অভাবনীয় জয়ের সেগুলো ছিল জীবন্ত নিদর্শন। টেলিভিশন কর্পোরেশনের সদস্যরা বেশ উৎসাহিত হলেন। সাথে সাথে সমস্ত 'কনভয়'কে হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে অবস্থিত রাস্তার উপর সার বাঁধিয়ে বড় বড় কামান ও মেশিনগানগুলি ভাল করে ডিসপ্লে করে রাখা হল। একের পর এক সুষ্ঠুভাবে তারা নিলেন এগুলোর জীবন্ত ছায়াছবি। আমাদের হাতে বন্দী লেঃ আতাউল্লাহ শাহকেও আনিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সেই লাইনের অধিকৃত একটা জীপের পাশে বসিয়ে দেয়া হল। দীর্ঘ ১৫ মিনিট পর্যন্ত ধরা পড়ল তার জীবন্ত সাক্ষাৎকার।

আল্লাহর কি ইচ্ছা, শুটিং শেষ করে কর্পোরেশনের সদস্যরা তাদের টেপরেকর্ডার ও মুভি ক্যামেরা গুটাতে যাবে, ঠিক এমনি সময় আসল চুয়াডাঙ্গার উপরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান হামলা। চলল বিমানে-জমিনে লড়াই। কর্ণবিদারী আওয়াজে মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা। এই সুযোগের অপচয় করেননি ফরাসি টেলিভিশন কর্পোরেশনের নির্ভীক সদস্যরা। অসম সাহসের সাধে তারা নিতে লাগলেন বিমানের উড্ডয়ন, বোমা ও রকেট নিক্ষেপ, জমিনমুখী গুলি ও এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ফায়ার-এর ছবি ও আওয়াজ। ধরা পড়ল তাতে সৈন্যদের ব্যস্তসমস্ত এ্যাকশন ও রিএ্যাকশনের জীবন্ত ছবি। বাংলার মাটিতে নিক্ষিপ্ত হল প্রথম নাপাম বোমা চুয়াডাঙ্গার ইপিআর উইং-এর প্রাক্তন হেডকোয়ার্টার ভবনে। ধরে গেল আগুন। কর্পোরেশনের সদস্যরা ভাগ্যবশত ঠিক

সেখানটায় উপস্থিত ছিলেন। নাপাম বোমার নিক্ষেপ থেকে শুরু করে টারগেট হিট, আগুন ধরা সবকিছুর জীবন্ত ছবি উঠে গেলো তাদের ক্যামেরায়। ওরা এত নির্ভীক যে ত্রস্ত গতিতে গাছের উপর উঠেও তারা এই আকাশ ও জমিনের যুদ্ধের ছবি তোলা পরিচালনা করেন।

এই যুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি, শুধু একজন স্বেচ্ছাসেবক গায়ে বোমার সামান্য একটা টুকরা লেগে সামান্য আহত হয়। তবে চুয়াডাঙ্গা শহরের ঠিক দক্ষিণ ভাগে একটা বাড়ীর কুঁড়েঘরে নাপাম বোমা নিক্ষিপ্ত হলে সে ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত সুষ্ঠুভাবে এত সাহসের সহিত টিভির সদস্যরা এই জীবন্ত ছবি তোলার কাজ সমাপন করেন যে তাদেরকে আমি সালাম না জানিয়ে পারিনি।

আমার মনে আছে, এই মুভি রীলের মধ্যে আমি জোর দিয়ে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চেয়েছি যে, আমরা পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলোর শুধু নৈতিক সমর্থন চাই, বস্তুগত সমর্থনের দরকার আমাদের নেই, কারণ আমার হাতের চীনা এসএমজি'টা দেখিয়ে ওদেরকে শত্রুর অস্ত্র দিয়েই আমরা শত্রুকে হনন করবো।

পরিশেষে এই টিভি সদস্যদল আমাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করে কলিকাতা যান। বলে গেলেন যে, তারা প্যারিসে সেদিনই চলে যাবেন এই এ্যাকশন ফিল্মের পাবলিসিটি দেবার জন্য।

পরবর্তীকালে এই সদস্যদলের দ্বিতীয়বার আগমনে জানতে পারলাম, তাঁরা নাকি এই ফিল্মের কপি আরও ৫১টি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করেছে। আরো জানতে ও শুনতে পেলাম নামকরা চলচ্চিত্র পরিচালকের মাস্টার পিস ফিল্ম প্রোডাকশনের মত এই যুদ্ধের ফিল্মটিও সারা বিশ্বে সুপারহিট করেছিল, কারণ এটাই সে পর্যন্ত বহির্বিশ্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও প্রতিজ্ঞা সাফল্যজনকভাবে বিশ্বের স্বাধীনচেতা লোকদের মনোযোগ ও সমর্থন আকর্ষণ করতে পেরেছিল। লন্ডন, ওয়াশিংটন ও অন্যান্য জায়গা থেকে সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররাও এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর কাছ থেকে কিছু কিছু ৩০৩ রাইফেল, ২/১টা এলএমজি, কিছু স্টেনগান ও সামান্য পরিমাণ গোলাবারুদ পেয়েছিলাম। অনেকে ভারত থেকে আমার কাছে এসেছিলেন দেখা করতে সামান্য কিছু রিলিফ সামগ্রী নিয়ে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির খ্যাতনামা সেক্রেটারী শ্রী এম, কে, ভিমানী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এসে আমার কাছ থেকে আমার কি কি প্রয়োজন তার একটা ফর্দ করে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঐ ফর্দের কোন জিনিসই কোনকালে পেলাম না, তাদেরও আর সাক্ষাৎ পেলাম না। অবশ্য শ্রী ভিমানী আমার সৈন্যদের যে পরিমানে রিলিফ সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন, তাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বুট, কাপড়, ঔষধপত্র থেকে আরম্ভ করে ওদের কোন কিছুরই অভাব হয়নি।

ভারতের সাথে যোগাযোগ

৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ সন, সময় সকাল ১০টা। সীমান্তবর্তী জীবননগর থানা থেকে খবর আসল আমার সদর দপ্তরে যে, মাননীয় তাজউদ্দীন সাহেব এবং ভারতীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমার সাথে দেখা করার জন্য জীবননগর সীমান্তে অবস্থান করছেন। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমার সেখানে যাওয়া উচিত। একটি জীপে চড়ে ২জন সৈনিক সাথে করে রওনা হলাম। সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মাটিতে পা দিতেই লেঃ কর্নেল এইচ, আর, চক্রবর্তী (সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৭৬ নং ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, কৃষ্ণনগর) আমাকে জোর আলিঙ্গন করে গ্রহণ করেন ও আমার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেখানে দেখা হয় তাজউদ্দীন সাহেব এবং ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আই-জি সাহেবের সাথে। মনোযোগ সহকারে তাঁরা শুনলেন আমার রণাঙ্গনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। শুনতে চাইলেন আমার যশোর আক্রমণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আরও শুনতে চাইলেন ঐ পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে আমার কি কি প্রয়োজন। বললাম সবকিছু। তাজউদ্দীন সাহেব আশ্বাস দিলেন

যে, যথাশীঘ্রই আমরা সব পাব। লেঃ কর্নেল চক্রবতী এত বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন যে, তখনই তিনি সাথে করে আনা একটা চেকোস্লোভাকিয়ান এলএমজি দিতে চাইলেন। এটার ব্যবহারকৌশল আমাদের জানা ছিল না বলে তিনি আমাকে দুপুরের খাবারের পর নিয়ে গেলেন ওটার কৌশল শিখাবার জন্য। এমন সময় আমার সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গা থেকে টেলিফোনে খবর আসল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বড় দল ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, ৩রা এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় বিমান হামলা চলাকালীন যশোর থেকে পাক সেনাবাহিনীর একটা দল অগ্রসর হতে গিয়ে কালীগঞ্জ এলাকায় আমাদের ফাইটিং পেট্রোলের এ্যামবুশে পড়ে কিছুসংখ্যক প্রাণ হারিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যাই হোক, খবর পেয়ে আমি আমার একজন সৈনিককে ঐ চেকোস্লোভাকিয়ান এলএমজি'র কৌশল শিখিয়ে ওটা নিয়ে আসবার জন্য ওখানে রেখে আমি সদর দপ্তরের দিকে দ্রুতগতিতে চলে আসি। সদর দপ্তরে তখন ছিলেন ডাঃ আসহাবুল হক সাহেব ও আমার স্ত্রী। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই ওরা একটু মুষড়ে পড়েছিল। যাই হোক, আমি যাবার পর প্রয়োজনীয় খবরাখবর ও সৈন্য মোতায়েন করার পর অবস্থা আয়ত্তে আসে। পাকিস্তানীরা আর অগ্রসর হয়নি। বুঝতে পারলাম এটা ছিল তাদের নকল আক্রমণের প্রহসন।

জীবননগর থেকে চলে আসার পূর্বে লেঃ কর্নেল এইচ, আর, চক্রবর্তী আমাকে সবরকম আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, অচিরেই আমরা আমাদের ভারী অস্ত্রাদি পাব, যার জন্য তিনি আমাকে আইজি-এর অফিসে মেজর বি, এন, ভট্টাচার্যের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখার উপদেশ দিলেন। তাঁর নিজের টেলিফোন নাম্বারও দিলেন। সেই থেকে প্রতিক্ষণ ইন্ডিয়ান বিএসএফ-এর আইজি সাহেবের অফিসে মেজর ভট্টাচার্যের কাছে টেলিফোনে সর্বশেষ সিচুয়েশন রিপোর্ট দিতাম এবং জীবন নগরে প্রস্তাবিত আমার জন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের সর্বশেষ অবস্থা কি জানতে চাইতাম। তিনি আমাকে প্রতিবারই আশ্বাস দিয়ে বলতেন যে আমার ডিমান্ড দিল্লীর অফিসে বিবেচনাধীন আছে, শীঘ্রই এসে যাবে।

এদিকে পাকিস্তান সেনাবহিনী যশোর থেকে ৬ই এপ্রিল ভোরবেলা আমার বিশাখালী সৈন্যাবস্থান আক্রমণ করে, কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিণতি কে এড়াবে! আমার বাহিনী সর্বতোভাবে প্রস্ততত ছিল, সতর্ক ছিল। এদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছত্রভঙ্গ হওয়ায় তাদের বহু প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়, কেবল সামান্য কিছু লোক যশোর সেনানিবাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এটা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে আমাদের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিজয়, যার জন্য আমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনসাধারণের মনের বিশ্বাস ও উদ্দীপনা আকাশচুম্বি অবস্থা গ্রহণ করে। আমিও এই সুযোগে আমার বাহিনীর অবস্থান সীমা পরিবর্তন করে কালীগঞ্জের দক্ষিণে যশোর সেনানিবাস থেকে ৫ মাইল দূরে অর্ধবৃত্তাকারে স্থাপন করি। ব্যাপকভাবে পেট্রলিংও কায়েম রাখি যার জন্য যশোরে পাক-বাহিনী বের হতে আর সাহস করেনি।

অন্যদিকে জীবননগরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আশ্বস্ত হয়ে আমি দর্শনা-গেদের রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী উঠিয়ে ফেলা রেললাইন জোড়া দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করি এবং ৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে একটা লম্বা খালি মালবাহী ট্রেন গেদে স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখি আমাদের ইপ্সিত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও পোলাবারুদ বহন করে নিয়ে আসার দুরাশায়। এটা যে সত্যি দুরাশা ছিল তখন ভেবে দেখার ফুরসত পাইনি, সন্দেহও হয়নি। এদিকে ৬ই এপ্রিলের পর থেকে তীব্র গতিতে চলতে লাগল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রি-ইনফোর্সমেন্ট প্রোগ্রাম-জল ও আকাশপথে। আকাশপথে বাধা দিবার আমার কোন শক্তি ছিল না। জলপথেও বাধা দিতে পারিনি, কেননা যশোর সেনানিবাস থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ দিকে খুলনা-মঙ্গলা বন্দর পর্যন্ত তখনও আমার আয়ত্তাধীন ছিল না।

ইপিআর-এর ৫নং উইং-এ অবস্থান ছিল খুলনায়। তার কমান্ডার ছিল অবাঙ্গালী। তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে ইপিআর সেনাবাহিনীকে প্রায় পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্র করে রেখেছিল। লড়াই লাগার সাথে সাথে

অনেকে প্রাণ দিল, অনেকে আত্মগোপন করে রইল। যারা আত্মগোপন করে রইল তাদের সামান্য সংখ্যকের কাছে রাইফেল ও স্টেনগান ছিল।

তৎকালীন ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল যশোরে। বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। ক্যাপ্টেন হাশমত (পদাতিক বাহিনী) ও ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন (সিগন্যালস) এই দু'জন ছিলেন বাঙ্গালী অফিসার। ২৬শে মার্চ আমি ক্যাপ্টেন হাশমতের কাছে আমাদের বিদ্রোহ করার খবর জানিয়ে তাদেরকেও জরুরী অবস্থা গ্রহণ করতে অয়ারলেসে খবর পাঠাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার সেখানকার বাঙ্গালী সুবেদার ও জওয়ানদের দৃঢ় মনোবল সত্ত্বেও এই দুজন অফিসার আত্মগোপন করে। পরবর্তী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল নায়েব সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে সীমিত কিন্তু প্রচন্ডভাবে লড়াই শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা বেনাপোলের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে খন্ড খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নাভারন থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়। তৎকালীন লেঃ হাফিজের মুখে শুনেছি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্নেল মেঘ সিং তাঁর এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে লেঃ হাফিজ ও ইপিআর বাহিনীর সাহায্যার্থে বাংলাদেশের মাটিতে ঢুকে পরেন এবং নাভারনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লেঃ কর্নেল মেঘ সিং-এর ২/৩ জন সৈন্য পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে, যার পরিণামে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তবে ভারত তাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে বাংলার মাটিতে ঢুকে যুদ্ধে লিপ্ত হবার কাহিনী অস্বীকার করে। লেঃ কর্নেল মেঘ সিং তার সৈন্যদের নিয়ে নিজের মাটিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

অপরিহার্য কারণবশত বেনাপোল-যশোর রোডসহ দক্ষিণাঞ্চল সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার নিয়ন্ত্রণে আসেনি এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত।

এদিকে মেহেরপুরের তদানীন্তন এসডিও জনাব তৌফিক এলাহি চৌধুরী ও ঝিনাইদহের তদানীন্তন এসডিপিও জনাব মাহবুবউদ্দিন আহমদ আমার সাথে যোগদান করেন। মাহবুব উদ্দিন সাহেব পুলিশ অফিসার হওয়া বিধায় আমি তখনই তাঁকে ঝিনাইদহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও ঝিনাইদহে প্রেরিত সকল সৈন্যের নেতৃত্ব প্রদান করি। কুষ্টিয়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাহবুল সাহেব সুনিপুণভাবেই ঝিনাইদহে তাঁর কর্তব্য পালন করেন। এপ্রিল মাসের ২/৩ তারিখে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর সফিকউল্লাহ সাহেবও আমার সাথে যোগদান করেন। এদের আমি অশেষ দেশপ্রেম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কঠিন সংকল্প দেখতে পেলাম। আগেই বলেঠি আমার কাছে ক্যাপ্টেন আজম ছাড়া দ্বিতীয় কোন অফিসার ছিল না। তাই ৭ই এপ্রিল সেক্টর অর্ডার-এর মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার জন্য আমি তাদেরকে সরাসরি ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কে কমিশন দিয়ে তাদেরকে র‍্যাঙ্ক পরিয়ে দিই। সেক্টর অর্ডারে আমি লিখেছিলাম- "On behalf of the Bangladesh High Command I hereby award Commission to the following persons directly in the rank of Captain to meet operational requirements:-

(a) Mr. Toufiq Elahi Chowdhury.
(b) Mr. Mahbubuddin Ahmed.
(c) Mr. Md. Safiqullah.

এই তিনজন অফিসারই পরবর্তীকালে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সেক্টরে কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করেছেন। তাদের বীরত্ব ছিল সত্যিই অতুলনীয়।

কুষ্টিয়া যুদ্ধের পর ২রা এপ্রিল প্রথম বঙ্গ শার্দুলদের দুঃখময় পরিণামের খবর আমার গোচর করা হয়। আরও বলা হয় যে তাদের কিছুসংখ্যক লোক পালিয়ে চৌগাছায় একত্রিত হয়েছে এবং লেঃ হাফিজ নামে একজন

বাঙ্গালী অফিসারও সেখানে আছে। ঐদিনই আমি আমার কাছে উপস্থিত হবার জন্য লেঃ হাফিজকে লোক মারফত চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলাম, কিন্তু হাফিজ আসেনি। ৪ঠা এপ্রিল তাই ঝিনাইদহের কমান্ডার মিঃ মাহবুবকে লেঃ হাফিজের খোঁজে পাঠাই। লেঃ হাফিজ তার ২/৩ জন লোক সাথে করে মাহবুবের গাড়ী করে আমার কাছে উপস্থিত হয়। তার কাছে প্রথম বঙ্গ শার্দুলদের করুণ কাহিনী বিস্তারিত জানতে পারলাম এবং আমার খবর পাওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে দেখা না করার একটা কারণ খুঁজে পেলাম। যাই হোক, আমার পরিষ্কার মনে আছে যে আমার অধীনস্থ উপিআর বাহিনীর জামা-কাপড়, ইউনিফর্ম, বুট, ইকুইপমেন্ট এবং কুষ্টিয়া থেকে অধিকৃত ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং গাড়ী দিয়ে ওদেরকে সজ্জিত করে চৌগাছা এলাকায় সন্নিবেশিত করলাম।

পূর্বেই বলেছি যে বিশাখালী (ঝিনাইদহ থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে) যুদ্ধের পর আমার সৈন্যদের ডিফেন্স লাইনকে অগ্রগামী করে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে রেখেছি। তার করণ ছিল এই যে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমার অবস্থান তাদের দূরপাল্লার কামানের আওতার বাইরে রাখা। দ্বিতীয়ত আমার কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তে মাননীয় তাজউদ্দীন সাহেবের প্রতিশ্রুত ভারী অস্ত্রাদির অপেক্ষায় থাকা ও একইসঙ্গে ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখা। পরিকল্পনা ছিল, ভারত থেকে কিছু পরিমাণ ভারী অস্ত্রাদি পেলেই আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করব। এদিকে ঐ অস্ত্র আসার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রতিদিনই পরিস্থিতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনুকূলে চলে যাচ্ছে, কারণ জল ও আকাশ পথে তাদের রি-ইনফোর্সমেন্ট পুরোদমেই চলছিল। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে প্রতি পলে পলে সিচুয়েশন রিপোর্ট দিয়েও শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অবশ্য এটা যে শুধু আশ্বাসই ছিল তখন তা বুঝতে পারিনি। এভাবে কেটে গেল ১১ই এপ্রিল, ১৯৭১ সন।

\ গোয়ালন্দে প্রতিরোধ \

১২ এপ্রিল খবর আসল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ আরিচা থেকে জলপথে গোয়ালন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বুঝতে পারলাম এদেরকে যদি গোয়ালন্দে নামতে দেয়া হয়, তাহলে আমার যশোর পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। আমার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী থেকে কোনরকমে এক প্লাটুন সেন্য ২টি এলএমজি, ১টা এমজি ও একটা ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ছোট কামান সহকারে পাঠিয়ে দিলাম নায়েক সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে গোয়ালন্দে। তাদের উপরে আমার নির্দেশ ছিল যে, পাকসেনারা যেন কোনমতেই পদ্মার এপারে অবতরণ করতে না পারে। ১৩ই এপ্রিল এই অগ্রগামী সৈন্যের সাথে পদ্মার পারে আমার ক্ষুদ্র সেনাদলের এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। এতে পাকবাহিনীর একটি জাহাজ ডুবে যায় এবং তারা উত্তরাভিমুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে খবর পেলাম যে পাকবাহিনী একই সময়ে নগরবাড়ীতে অবতরণ করার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলাম নগরবাড়ীতে যদি পাকবাহিনী বিনা বাধায় নামতে পারে, তাহলে তারা পাবনা-ঈশ্বরদী হয়ে আমার পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। তাতে আমার পজিশন অত্যন্ত সংকটময় হয়ে যাবে। তাই রাজশাহীতে যুদ্ধরত মেজর মরহুম নজমুল হককে টেলিফোন করে নগরবাড়ীতে এক কোম্পানী সৈন্য জরুরী ভিত্তিতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি যদিও এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তারা সময়মত পৌঁছতে পারেনি।

এদিকে শুনতে পেলাম তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হকের নেতৃত্বাধীন এক কোম্পানী পরিমাণ মুজাহিদ ছিল নগরবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২/৪টা গোলা নগরবাড়ীতে পড়বার সাথে সাথেই তারা সব পালিয়ে যায় এবং পাকবাহিনী ১৫ই এপ্রিল পুরাপুরিভাবে নগরবাড়ীতে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। অবতরণের পর পরই পাকসেনারা তীব্র গতিতে পাবনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৬ই এপ্রিল ভেড়ামারায় অবস্থিত আমার ক্ষুদ্র সেনাদলের সাথে প্রচন্ড গোলাগুলির পর পাকবাহিনী ভেড়ামারায় অবতরণ করে। ভেড়ামারার কমান্ডে তখন ছিল সুবেদার মেজর মুজাফফর। উপায়ান্তর না দেখে সে তার সৈন্যদল নিয়ে পিছু হটে যায়।

ওদিকে যুগপৎভাবে পাক সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী যশোর থেকে আমাদের উপর হামলা চালায়। এই দুই দিক থেকে (সামনে ও পিছন দিক থেকে) হামলা প্রতিহত করার মত সৈন্যবল ও অস্ত্রবল আমার ছিল না। কাজেই, আমার সম্মুখভাগ (ফ্রন্ট লাইন) সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে দুই দিক থেকেই সৈন্য দের অপসারণ করে পিছিয়ে নিয়ে আসি পর্যায়ক্রমে এবং পুনঃপ্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করি কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ, শৈলকুপা (রাস্তা), পোড়াদহ লাইনে। কিন্তু ১৬ই এপ্রিল অপরাহ্নেই পাকবাহিনীর হাতে ঝিনাইদহের পতন হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উদ্বোধনঃ অপর পক্ষে ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর চুয়াডাঙ্গাকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী বলে ঘোষণা করার সাথে সাথেই চুয়াডাঙ্গার উপর চলতে থাকে তীব্র বিমান হামলা। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার মনস্থির করলেন যে চুয়াডাঙ্গার কোন মুক্ত এলাকাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে ১৭ই এপ্রিল। নির্বাচন করা হল আমারই পূর্বতন ইপিআর কোম্পনী হেডকোয়ার্টার বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন। সময় সকাল ১০ ঘটিকা। আমি যুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত থাকা বিধায় স্টেজ ও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ভার নিলেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৭৬ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্নেল চক্রবর্তী। স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করলেন তিনি। আমাকে শুধূ নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার জন্য খবর দেয়া হল। ওদিকে প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে ঐ রাতেই সদর দপ্তর মেহেরপুর থেকে ভৈরব নদীর অপর পারে ইছাখালী বিওপিতে স্থানান্তরিত করি। এই বিওপি থেকে ভারতীয় বিওপি'র দুরত্ব ছিল প্রায় ৬০০ গজ। বিওপিতে থাকবার মত কোন ব্যবস্থা না থাকায় সৈন্যদের যথাক্রমে প্লেস করিয়ে গাড়ীতে করে আমার স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে এই প্রথমবারের মত ভারতে পদার্পণ করি।

সে রাতে সামান্য একটা ঘটনার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ঘটনাটা হল এই যে, ভারতীয় মাটিতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই আমার স্ত্রী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। সাথে সাথে কন্যাদের অবস্থাও তথৈবচ। আমার স্ত্রী যতক্ষণ সম্ভব বাংলার মাটিতে কাটাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তাই ফিরে আসা হল আবার সেই ইছাখালীতে। বিওপি'র ভাঙ্গা ঘরে ছিল না কোন বিছানাপত্র, ছিল না কোন শোবার জায়গা। মাটিতে শুয়ে ওরা রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন ১৭ই এপ্রিল সকাল ১০টায় বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন লোকে লোকারণ্য। অথচ তখনও আমি মেহেরপুরে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নবগঠিত সরকারকে সালাম দেবার কথা আমারই কিন্তু এদিকে নিশ্চিত না করে রওনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওদিকে দেশ-বিদেশের সাংবাদিক সমভিব্যহারে বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে পৌঁছে যান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যেরা। ভাগ্যবশত তৌফিক এলাহি ও মাহবুবকে আমি ভোর ৭টায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওখানে। ত্রস্ত গতিতে মাহবুব উপস্থিত কিছুসংখ্যক যুদ্ধক্লান্ত ইপিআর ও আনসার-মুজাহিদের মিলিত সৈন্যদের একত্রিত করে সদ্য আগত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদান করেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন (বর্তমানে মেজর), ক্যাপ্টেন হাফিজ, আমার স্ত্রী-কন্যা এবং সামান্য সৈন্য সমভিব্যহারে সেখানে উপস্থিত হই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা ও সনদপত্র পাঠের পর এই নবগঠিত সরকারকে আমি সামরিক অভিবাদন দিই। তারপর আনুষঙ্গিক আলাপ-আলোচনা, পরিচয়, ভাষণ ও সবশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের পর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গৌরবের বিষয় যে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হবার পর আবার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীনতার উন্মেষ অনুষ্ঠানের মত এতবড় একটা ঐতিহাসিক পর্বে স্বাধীণতা যুদ্ধে লিপ্ত কমান্ডারদের মধ্যে একমাত্র আমিই এবং বাংলার নারী জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আমার স্ত্রী সেখোনে উপস্থিত ছিলেন।

ফিরে এলাম আমার অস্থায়ী আড়ম্বরহীন সদর দপ্তর ইছাখালী বিওপিতে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক যে, ১৬ই এপ্রিলে যখন দেখতে পেলাম সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে নিতে হবে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তখনই নির্দেশ দিলাম সমস্ত স্থানীয় ও দূরবর্তী ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না, সাথে নিয়ে নেয়ার জন্যে। নির্দেশ অনুযায়ী ডাঃ আসহাবুল হক, ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহি, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের প্রচেষ্ঠায় আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা ও আধ মণ সোনা আমরা সাথে নিয়ে যাই। স্থানীয় যত গুদামে চাউর ও আটা ছিল সবগুলো আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে নেই।

১৮ই এপ্রিল সকাল বেলা ঐ সীমান্তে ক্যাপ্টেন আজমের নেতৃত্বাধীনে এক কোম্পানী সৈন্য রেখে বাকী ও সদর দপ্তর নিয়ে আমি চলে যাই বেনাপোলে এবং সেখানে স্থাপন করি আমার সদর দপ্তর। ঐ দিনই আমি বেনাপোল ও যশোর রোড এবং তার দক্ষিণাঞ্চলের কর্তৃত্বভার প্রত্যক্ষভাবে নিজের অধীনে নিয়ে বেনাপোল থেকে পূর্বদিকে কাগজপুকুর এলাকায় আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ গঠন করি। ২০শে এপ্রিল সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত সেনাপতি কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) বেনাপোল আমার সদর দপ্তর পরিদর্শনে আসেন। বেনাপোলে তাকে যথাযথভাবে সামরিক সালাম দেওয়া হয়। আমি সেনাপতিকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিই এবং আমার সামরিক সরঞ্জামাদি অভাব সম্বন্ধে তাকে অবগত করাই।

বেনাপোল থেকে পূর্বদিকে কাগজপুকুর এলাকায় আমার প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করি বটে কিন্তু প্রথাগত প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামাদি যে আমার ছিল না, তা পূর্বেই বলেছি। এই প্রতিরক্ষাব্যূহের সবচেয়ে মারাত্মক দূর্বলতা ছিল যে প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের সাপোর্টিং অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এবং ফিল্ড অয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোন এবং ডিগিং যন্ত্রপাতির মারাত্মক অভাব। এতসত্ত্বেও ২টি কোম্পানী ইপিআর সৈন্যনিয়ে আমি এই প্রতিরক্ষাব্যূহ যতাযথ সম্ভব পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। আমার কছে মাত্র ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও কিছুসংখ্যক গোলা ছিল, সেগুলো আমি রিজার্ভে রেখেছিলাম স্থান ও কালভেদে প্রয়োজনমত ব্যবহার করার আশায়। এই প্রতিরক্ষাব্যূহে আমার সাথে ক্যাপ্টেন তৌফিক, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন (বর্তমান মেজর) ও ডাঃ আসহাবুল হক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান (বর্তমান মেজর) ১০ই এপ্রিল ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে আমার সাথে যোগদান করেন। প্রথম বঙ্গশার্দূল থেকে পালিয়ে আসা ১৫০জন সৈন্য নিয়ে হাফিজকেও বেনাপোল কাস্টম কলোনীর দক্ষিণ ভাগে রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে পজিশন নেবার জন্য নির্দেশ দিই।

২৩শে এপ্রিল সকাল ১০টায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় তাজউদ্দিন আমার সদর দপ্তর বেনাপোলে এসে উপস্থিত হন বাংলার মাটিতে বৃটিশ এম-পি মিঃ ডগলাস ম্যানকে স্বাগত জানানোর জন্য। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর বৃটিশ অতিথি আমার সদর দপ্তরে এসে মাননীয় তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ১ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। সুখের বিষয় এই যে, বৃটিশ এম-পি ভারত থেকে এসে বাংলায় পদার্পন করার সাথে সাথেই আমার সদর দপ্তরে উড্ডয়নরত বাংলার জাতীয় পতাকা দেখতে পান ও তার পতপত আওয়াজ শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হন আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়। মাননীয় অতিথি বিদায় নেবার ১ ঘন্টা পরে জনাব তাজউদ্দিন মুজিবনগরে চলে যান। তিনি বিদায় নেবার ঠিক ১৫ মিনিটের মধ্যে ২৩শে এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৩ টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের উপর আঘাত হেনে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ কাগজপুকুর থেকে বেনাপোলের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত সঙ্কুচিত করতে বাধ্য করে। যাই হোক রাতারাতি আবার আমরা নতুন করে প্রতিরক্ষা পজিশন সংগঠিতকরে নিই।

২৪ শে এপ্রিল ভোর ৪টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য সহকারে আমাদের পজিশন আক্রমণ করে। আমার বাম দিকের কোম্পানী পজিশনে প্রথম আক্রমণ করা হয়। ২ কোম্পানীন মধ্যে যোগাযোগের জন্য রানার ব্যতিরেকে আমার আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অন্ধকারে এই কোম্পানীর সাথে তুমুল যুদ্ধ চলে। ভোর

৬ টায় একটা ১ টন ডজ গাড়ীতে করে ৩ ইঞ্চি মর্টারগুলো পাঠিয়ে দিই তাদের সাহায্যার্থে। তার কিছুটা অগ্রসর হয়ে সুবিধাজনক স্থানে পজিশন নিয়ে শত্রুর উপর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এমন সময় শত্রুর আক্রমণের চাপে আমার ভাইটাল পজিশন থেকে এমজিওয়ালা তার এমজি সহকারে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক সে সময় পূর্বতন হাবিলদার-মেজর তখনকার নায়েক সুবেদার মুজিবল হক সেখানে উপস্থিত হয় এবং তার কাছ থেকে এমজি ছিনিয়ে নিয়ে ঐ ভাইটাল পজিশন তেকে ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রগামী শত্রুর উপর সুইপিং ফায়ার চালাতে থাকে। সুবিধা ছিল এই যে শত্রুর অবস্থান ছিল তখন খোলা এবং নিচু জায়গায়। মুজিবুল হকের এই তীব্র আক্রমণে শত্রুপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য ধরাশায়ী হয় এবং তাদের আক্রমণ প্রায় ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়।

ওদিকে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন আমার ডানদিকের কোম্পানীন উপর আক্রমণ চালায় সকাল ৬ টায়। তারা এসেছিল ইপিআর পোশাক পরে। কাজেই, প্রথমতঃ আমার ইপিআর বাহিনী ধোঁকা খেয়ে যায় কিন্তু পরক্ষনেই তারা এই চালাকি বুঝতে পেরে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালায়। ওদিকে মুজিবল হকের একক অথচ তীব্র এমজি'র সুইপিং ফায়ারে যখন শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত প্রায়, তখনই ডানদিক থেকে ইপিআর পোশাকের বেশে ১ প্লাটুন শত্রুসৈন্য তার দিকে অগ্রসর হয়। মুজিবল হক তাদেরকে দেখতে পেয়েও ইপিআর বাহিনী ভ্রমে তাদের উপর ফায়ার করেনি। এটাই হল তার ও আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। প্রকৃত এম-জি ম্যান ল্যান্স-নায়েক বার বার মুজিবল হককে হুঁশিয়ার করা সত্ত্বেও সে ইপিআর বাহিনী বলে শত্রুর উপর ফায়ার করতে অস্বীকার করে কিন্তু মিনিট পরেই এই ইপিআর-বেশী শত্রুপ্লাটুন তার উপর হামলা চালায়। শত্রুর এল-এম-জি'র বুলেট মুজিবল হকের বক্ষ ভেদ করে তক্ষণই তার জীবন শেষ করে দেয় (ইন্না .... রাজেউন)। এল-এম-জি ম্যান হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। নায়েক সুবেদার মুজিবল হকের অপরিসীম সাহস, কৃতিত্ব ও আত্মত্যাগের ঋণ বাংলার জনসাধারণ কোনকালেই শোধ করতে পারবে না। প্রতক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, মুজিবল হকের এম-জি সহকারে তীব্র যুদ্ধে আনুমানিক ১৫০ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়, যার জন্য সাময়িকভাবে শত্রুর আক্রমন প্রতিহত হয়। ইত্যবসরে, আমার বামদিকের কোম্পানী মুজিবল হকের ফায়ারের আড়ালে থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়। ওদিকে ডানদিকের কোম্পানীও সাপোর্ট ফায়ারের অভাবে ক্ষণিক যুদ্ধের পর সীমান্তবর্তী এলাকায় অপসারণ হয়। দুঃখের বিষয়, মুজিবল হকের পতনের সাথে সাথেই আমার মর্টার বাহিনী মর্টার গুটিয়ে গাড়ীতে করে পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু অল্প দূরে শত্রুসৈন্যের অবস্থান লক্ষ্য করে ড্রাইভার গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাস্তার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে পালিয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে মর্টার বাহিনীর কমান্ডার মোমিনুল হককেও একই পদ্ধতিতে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। গাড়ী ও মর্টার শত্রুর হস্তগত হয়।

এদিকে সীমান্ত এলাকাকে আমার বাহিণী প্রাণপণে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকে। সমস্ত দিন গোলাগুলির পরেও শত্রু সেনারা আমার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে পারেনি। এবং আমার সদর দপ্তরে উড্ডয়নরত বাংলার জাতীয় পতাকার পতপত ধ্বনিকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোন দিন স্তব্ধ করতে পারেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত ঐ পতাকা উড্ডয়নরত থাকে।

চুয়াডাঙ্গা-কুষ্ঠিয়া প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এ, আর, আজম চৌধুরী

২৬-৩-৭৩

আমি তখন চুয়াডাঙ্গা ইপিআর ৪ নং উইং-এ একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করছি। ২৩শে মার্চ আমাদের সীমান্ত পরিদর্শনে যাই। ফিরি ২৫ শে মার্চ রাত সাড়ে এগারোটার দিকে। মেজর ওসমান চৌধুরী ২৫ শে মার্চ কুষ্ঠিয়া গিয়েছিলেন, ২৬ শে মার্চ বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গাতে আসেন।

যশোর ইপিআর হেডকোয়ার্টার থেকে ইপিআর মেজর চুয়াডাঙ্গাতে যান আমাদের সকল অফিসারকে আনবার জন্য কনফারেন্সের নাম করে ২৫ তারিখ সকাল ১০টার দিকে।

রাতে ফিরে শুনলাম যশোরের মেজর চুয়াডাঙ্গায় অবাঙ্গালী ক্যাপ্টেন মোঃ সাদেকের বাসায় আছেন। ২৬ শে মার্চ সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে মেজনসহ ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার পরিবার আমার বাড়িতে আসে। আমি বাথরুমে ছিলাম। বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেজর বললো 'এতনা জলদী আগিয়া'? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেছে।' আমি মেজরকে দুপুরের খানা খেয়ে যেতে বললাম। অবাঙালী মেজর রাজী হল না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর হতে আমাদের কাছে চিঠি আসে কত পাঠান এবং পাঞ্জাবী পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে আছে তার একটা তালিকা পাঠাতে। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সে তালিকা পাঠিয়ে দেই। ২৬ শে মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন সাদেকের স্ত্রী আমার আম্মার সাথে কান্নাকাটি করলেন। কিছুতেই যেতে চাচ্ছিলেন না। তিনি শেষবারের মত বললেন, ঢাকাতে যদি থাকি তো আবার দেখা হবে। ক্যাপ্টেন সাদেকের ফ্যামিলিকেই একেবারেই শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

আমি সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে যাই এবং ইপিআর সুবেদার আমাকে বললো যে, পাঞ্জাবী মেজর এখানে সকল পাঞ্জাবী এবং পাঠানদের ডেকে পাঞ্জাবীতে কি বলে গেছে। আমার তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।

২৬ শে মার্চ সকালে আমাদের অফিসে অয়ারলেসের মাধ্যমে জানলাম ঢাকা পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে পাক আর্মি ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে চলেছে-খবর আসল ৮/৯ টার দিকে।

সকাল ৯টার দিকে হাবিলদার মুজিবর রহমান আমাকে এসে বলে যে, আমরা বিদ্রোহ করবো। আমি মুজিবরকে নিষেধ করি এবং বলি যে কোতের চাবি তুমি রেখে দাও, (কোতের চাবি আমি যখন সীমান্তে যাই তখন ওর কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম) কোয়ার্টার গার্ডে যে পাঞ্জাবী আছে তাদের ছুটি দিয়ে দাও এবং সকল পাঠানদের উপর নজর রাখ। শহীদ মুজিবর আমাকে আরও খবর দেয় অবাঙালীদের কার কার কাছে গুলি এবং অস্ত্র আছে। আমি বললাম আমার ঊর্ধ্বতন অফিসার মেজর ওসমান যখন বাঙালী তখন তাঁর আসা পর্যন্দ আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

আমি ভারাক্রন্ত মন নিয়ে বাড়ি যাই। ১১/১২ টার দিকে মেজর ওসমান আসার সাথে সাথে আমরা স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলি এবং রাজকীয় মর্জাদা দিই। অবাঙ্গালী যত ছিল তাদের অস্ত্রহীন করে এক ঘরে বন্দী করে রাখি।

২৬শে মার্চ বেলা ১১ টার দিকে যশোর হেডকোয়ার্টার থেকে লেঃ কঃ মোঃ আসলাম (অবাঙ্গালী) যাত্রা করে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্য, দুটো গাড়ী এবং অয়ারলেসসহ। এই খবর আমরা যশোর ইপিআর ক্যাম্প থেকে পেলাম অয়ারলেসে। সঙ্গে সঙ্গে মেজর ওসমান আমাকে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে পজিশন নিতে বলেন। যশোর হেডকোয়ার্টার হয়তো খবর পেয়েছে যে, আমরা বিদ্রোহ করেছি। লেঃ কঃ আসলাম বারবাজার পর্যন্ত এসে এই সংবাদ শুনে ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে আমরা ভারতীয় সীমান্তের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করি। ৭৬ বিএসএফ কমান্ডার লেঃ কঃ চক্রবর্তী এবং আইজি, ডিজি সবাই গেদেতে রয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। আমাকে মেজর ওসমান বেলা চারটার দিকে গেদেতে যাবার জন্য বলেন। আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমরা 'সাউফ-ওয়েষ্ট-কমান্ড' হিসেবে পরিচয় দিয়ে কাজ করতে থাকি। বেলা পাঁচটার দিকে গেদে পৌঁছালাম। ভারতীয় অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমার পুরা ইউনিফরম ও আর্মসহ তিনজন গার্ড ছিল। আমাদের অভ্যর্থনা জানালো ভারতীয় বিএএফ ক্যাপ্টেন মহাপাত্র। ক্যামেরাম্যানরা আমার ছবি তুলবে বলে আমি গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে বর্ডার পার হই। আমি মেজর ওসমানের পত্র দিই। সেখানে একটি আর্টিলারী ব্যাটারী, এক

স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক, এক ইনফ্যাইন্ট্রি ব্যাটালিয়ন সৈন্য যশোর আক্রমণের জন্য চাইলাম। ভারতীয় প্রধান বললেন, আমরা সরাসরি সাহায্য করতে পারছি না, তবে গোপনে আপনাদের সাহায্য করবো এবং আপনাদের এই চাহিদা দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি আলোচনার জন্য। আমি আবার দেখা হবে বলে চলে আসি।

২৮ শে মার্চ থেকে ট্রেন চালু হয়ে যায় ভারত সীমান্ত থেকে। ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিকরা সাবান, পেট্রোল, খাবার, ঔষুধপত্র ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস নিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করতে থাকে।

২৬ শে মার্চ রাতে মেহেরপুরে এসডিও তৌফিক এলাহি সাহেব এবং ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় কুষ্টিয়া সম্পর্কে। কুষ্টিয়াতে ইতিমধ্যে পাক সৈন্য চলে এসেছিল। কিভাবে আক্রমণ করা হবে এ বিষয়ে আমরা মত বিনিময় করি।

কুষ্টিয়াতে কত পাকিস্তানি সৈন্য আছে তা জানবার জন্যে ইপিআর ক্লার্ক বারি এবং আরো দু'একজনকে পাঠাই। কুষ্টিয়াতে কত সৈন্য ছিল তার সঠিক সংখ্যা পেলাম না। মেজর ওসমান আমাকে ২৯ তারিখে কুষ্টিয়া আক্রমণ করতে বললেন।

তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কুষ্টিয়া আক্রমণ করার প্ল্যান হয়। একটি দল যায় ভেরামার তারাগঞ্জ হয়ে এবং দ্বিতীয় দল নিয়ে আমি নিজে চুয়াডাঙ্গা-পোড়াদহ হয়ে যাই। তৃতীয় দল যায় ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়ার মাঝে তারাগঞ্জ দিয়ে। সার্বিক ভাবে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমি। আমরা প্রাথমিক অবস্থায় ২০০ জনের মত ছিলাম। পরাগপুর-ভেরামারার নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুবেদার মজাফফর আহমদ।

২৯ তারিখে আক্রমণের কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে ওই তারিখে সম্ভব না হওয়ায় ৩০শে মার্চ ভোর পাঁচটার সময় আমরা এক সময়ে তিন ভাগ থেকে আক্রমণ চালাই। সারাদিন আক্রমণ চালাই।

৩১ শে মার্চ কুষ্টিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ২৫০ জন পাক সৈন্য মারা যায়, কিছু ধরা পড়ে লেঃ আতাউল্লাহ তাদের মধ্যে একজন।আমাদের মুক্তিবাহিনীর ২জন মারা যায়, কিছু আহত হয়।

৩১ শে মার্চ সকাল ১০ টার দিকে পাক বাহিনীর বিমান এসে বোমাবর্ষণ করে প্রায় ১ ঘন্টা ধরে, কেউ মারা যায়নি। ঐ দিনই আমি টেলিফোন মারফত মেসেজ পেলাম আমাকে যশোরের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমি ১ লা এপ্রিল যশোরের দিকে রওনা হই।

৩১ শে মার্চ সকাল ৯ টার দিকে বিশখালীতে যে দল আমাদের ছিল তাদের সাথে যশোর থেকে আগত পাক বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। যশোর বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু ব্রিজের ওখানে ব্যারিকেড থাকায় তারা যেতে পারেনি। ওখানে মুক্তি বাহিনীর ২ জন মারা যায় এবং ৩/৪ জনকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। যশোর সেনানিবাস থেকে ৭ মাইল দূরে আমরা পজিশন নিই। মেজর ওসমানের নির্দেশক্রমে আমরা দূরে ঘাঁটি গাড়ি। কেননা ভারত থেকে ভারী অস্ত্রের অপেক্ষা করছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টার ছিল ঝিনাইদহ। আমার একটি পেট্রোল ছিল মাগুরার এসডিও'র সহযোগিতায় লেবুতলায়। সুবেদার আব্দুল মুকিদ ছিল কমান্ডিং অফিসার। ৫/৬ ই এপ্রিল পাক বাহিনীর একটি সার্চিং পার্টি লেবুতলার দিকে নিয়ে আসে রেকি করতে। আমাদের দল তৈরী ছিল, কারণ আগে থেকেই আমরা জানতাম যেহেতু যশোর-কুষ্টিয়া রোডে আমরা আছি তাই অন্য দিকে নিশ্চয় গ্যাপ খুঁজতে আসবে। এ্যামবুশে পাক বাহিনীর ১৫/১৬ জন মারা যায়, একজন লেফটেন্যান্টসহ। আমরা বহু ম্যাপ, নোটবুক উদ্ধার করি। মর্টার ফায়ার করে পাক বাহিনী তাদের মৃত দেহ নিয়ে যায়।

ইতিপূর্বে ২৭/২৮ তারিখের দিকে লেঃ কঃ জলিলের (১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট) কাছে আমরা দু'বার মেসেজ পাঠাই আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য, কিন্তু তিনি রাজি হননি। তখন কর্নেল জলিল সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাসলিয়াতে ছিলেন।

৫নং খুলনা উইং-এ আমরা ২৭/২৮ তারিখেই খবর পাঠিয়েছিলাম বেনাপোলে জমায়েত হবার জন্য। নির্দেশ দিল, ইতিমধ্যে যদি কোন অবাঙ্গালী অফিসার তোমাদেরকে নিরস্ত্র করতে চায় তা হলে তাকে বন্দী অথবা হত্যা করবে।

ক্যাপ্টেন মোঃ সাদেক ২৭ শে মার্চ খুলনা বিওপিতে যায় নিরস্ত্র করবার জন্য। কিন্তু রক্ষী তাকে চ্যালেঞ্জ করলে ক্যাপ্টেন পিস্তল দিয়ে রক্ষীকে হত্যা করে। পরে বিওপির ভিতর থেকে গুলি করে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হয়। ক্যাপ্টেনের সঙ্গীরাও প্রাণ হারায়। সমগ্র যশোর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা আমাকে দেখতে হতো, ফলে কোথাও ২/৪ ঘন্টার বেশী অবস্থান করতে পারতাম না।

১০ই এপ্রিল ঝিকরগাছা যাই ৫নং উইং দেখবার জন্য। কিন্তু পাকবাহিনী তখন অগ্রসর হয়ে পথ বন্ধ করে ফেলে এবং সংঘর্ষ হয়। আমি ভারত সীমান্ত ঘুরে ১১ ই এপ্রিল বেনাপোল আসি।

১১ তারিখে ৭২ নং বিএসএফ -এর কর্নেল কে, বি, সিংহ বিএসএফ আইজি, ৫নং গার্ডস-এদের সাথে আলাপ-আলোচনা করি এবং গত কালের যুদ্ধের ঘটনা বলি। আমি দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গা আসি এবং মেজর ওসমানকে যুদ্ধের কথা বলি। ঝিকর গাছা থেকে ওই দিনই ঝিনাইগহে রাত ১০ টায় পৌঁছে যাই।

১২ই এপ্রিল বারবার থেকে ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহর মেসেজ পেলাম যে ওখানে ভীষণ আর্টিলারী এবং ভারী অস্ত্রের আক্রমণ চালাচ্ছে পাক বাহিনী। সে আমার কাছে মতামত চাইল। আমি তাকে কালিগঞ্জ চলে আসতে বলি এবং আমাদের বাহিনীকে কালিগঞ্জ এবং বারবাজারের মধ্যখানে থাকতে বলি। ওখানেও আমাদের বাহিনী বেশ কিছু অস্ত্র এবং সেনা হারিয়ে ফিরে আসে।

১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী কালিগঞ্জ দখল করে নেয়। ১৪ই এপ্রিল আমি চুয়াডাঙ্গা আসি। ১৪ই এপ্রিল পাক বাহিনী ঝিনাইদহ চলে আসে। ১৫ ই এপ্রিল আমরা মেহেরপুরে ঘাঁটি সরিয়ে নেই।

১৬ ই এপ্রিল মেহেরপুর থাকলাম। ঐদিন রাতে ইছাখালী বিওপিতে থাকি। ১৭ই এপ্রিল খুব ভোরে মুজিবনগরে বৈদ্যনাথতলা যাই মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। ইপিআর-এর একটি কোম্পানি নিয়ে গিয়েছিলাম। বিচ্ছিন্ন ইপিআর বাহিনী সব বেতাইয়ে একত্র হয়। সমস্ত এপ্রিল মাসটা সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। মে মাস থেকে কোম্পানী ভাগ করে দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া-যশোরের সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী

১৪-১০-৭৩

২১/২২/২৩ শে মার্চ আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন অফিসার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তদানীন্তন এসডিপিও জনাব মাহবুবউদ্দিন আহমেদের বাসায় (ঝিনাইদহে) একত্রিত হইঃ ১। তৌফিক এলাহি, এসডিও, মেহেরপুর, ২। কামালউদ্দিন সিদ্দীকী, এসডিও, নড়াইল ,৩। ওয়ালিউল ইসলাম, এসডিও, মাগুরা, ৪। শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, এসডিও, গোয়ালন্দ।

আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে একটা সামরিক সংঘর্ষ অবধারিত। এই বৈঠকে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি আমার এলাকায় সমস্ত থানার পুলিশদের প্রস্তুত রাখি।

২৫ শে মার্চ রাতে নূরুল হক এম-পি আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে, ঢাকায় পাক সেনা বাহিনী শহরে বের হয়ে পড়েছে এবং জনগণের উপরআক্রমণ চালিয়েছে।

আমি তাকে আমার বাসায় অবিলম্বে আসতে অনুরোধ করি। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে, ঢাকা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কুষ্টিয়াকে ঢাকায় সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর জানিয়েছেন এবং কুষ্টিয়া এক্সচেঞ্জ মেহেরপুরে এই খবর জানিয়েছে প্রথমে কুষ্টিয়ার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগ তার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একজন অজ্ঞাতনামা অপারেটর রাজারবাগ থেকে উত্তর দেয়, 'যা বলার বলেছি ত, আর বিরক্ত করবেন না।' আবার অনুরোধ করার পর আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

২৫ শে মার্চ রাত বারটায় মাইকে কুষ্টিয়া শহরের জনগণকে ঢাকাতে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা জানিয়ে দেয়া হল। সেই মুহূর্থে থেকে আমি আর পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারী রইলাম না। এবং জনগনের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলাম।

২৫শে মার্চ রাতে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা পাকাসড়কে গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরী করা হয় এবং মেহেরপুরকে চুয়াডাঙ্গার সাথে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেহেরপুর কুষ্টিয়া রাস্তায় খলশাকুন্ডী কাঠের পুল ভেঙ্গেচুরে দেয়া হল। এক দল যুবক এই পুলটা ভেংগে দিয়েছিল।

মেহেরপুরে আনসার কমান্ডারকে আমি আদেশ দিই ২৬শে মার্চের মধ্যে মেহেরপুর মহকুমার সমস্ত আনসার ও মুজাহিদকে একত্রিত করার জন্য।

২৬শে মার্চ ভোর বেলা। আমার ধারণা হয়েছিল মেহেরপুরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আমার মনে হল সমস্ত জনতার মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে এবং প্রত্যেকে তার একক সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এক সম্মিলিত সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা এবং এর অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের শক্তি এই জনতার মধ্যে নবরূপান্তরিত সত্তার মধ্যে নিহিত ছিল। প্রত্যেকটা লোক এবং প্রত্যেকটা ছেলে আমার কাছে নতুনভাবে ধরা দিয়েছিল। গায়ের বধূরা পর্যন্ত এই স্বঃস্ফহর্ত গণজাগরণে অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্মতা অনুভব করেছিল। সেই মুহূর্তে আমি যেন দিব্যচক্ষে পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লবকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম।

সমগ্র পরিস্থিতির আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের যে কোন জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। এবং শুধুমাত্র ভারতই আমাদের এই সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভারত-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিরোধের পটভূমিকায় এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, বাংলাদেশের যে কোন সামরিক বা গণঅভ্যুত্থান ভারতের সমর্থন পাবেই। তাই ২৬ শে মার্চ সকালে আমি দু'রকম চিঠি ভারতে পাঠাই। একটা চিঠি পাঠানো হয়েছিল নদীয়া জেলা প্রশাসকের কাছে, যার একটা অনুলিপি পাঠাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তী (সিও ৭৬ বিএসএফ, বা মেহেরপুর সীমান্তের ভারতে মোতায়েন ছিল) এর কাছে। দ্বিতীয় চিঠি ভারতবর্ষের জনগণকে উদ্দেশ্য পাঠাই। দুটো চিঠিতেই আমি আমার দস্তখত এবং সরকারি সিলমোহর ব্যবহার করি। দ্বিতীয় চিঠিটা 'অমৃত বাজার' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৭/২৮/২৯/৩০ মার্চ- এর সংখ্যাগুলোতে। 'ডেস্টিনেশন মুজিবনগর' বইটিতে একটা চিঠির ফটোস্টেট কপি মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম চিঠিটা নদীয়ার জেলা প্রশাসক মিঃ মুখার্জীর কাছে লেখা হয়েছিল। কর্নেল চক্রবর্তী আমাকে বলেছিলেন যে এই চিঠিটা দিল্লীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ ২৯ শে মার্চ বেতাই (ভারতে) বিওপিতে আমাকে দেখা করার খবর পাঠানো হয়।

২৯শে মার্চ আমি বেতাই বিওপিতে যাই নদীয়া জেলা প্রশাসক এবং কর্নেল চক্রবর্তী আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় বিএসএফ-এর একটি ছোট দল গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে। আমি এবং কর্নের চক্রবর্তী গার্ড অব অনার পরিদর্শন করি। নদীয়া জেলা প্রশাসক আমাকে আনঅফিসিয়াল দূত হিসেবে মর্যাদা দেন।

আমাদের বৈঠক এক ঘন্টাকাল স্থায়ী হয়। আপ্যায়নের মাধ্যমে মিঃ মূখার্জী আমাকে জানান যে, আমার চিঠির উত্তরে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া আমাকে শীঘ্রই জানানো হবে এবং তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাদের সংগ্রামে ভারতের জনগণের ও সরকারের সমর্থন জানান এবং চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে চেংখালী চেক পোস্টের অদূরে ভারতীয় বিওপিতে কোন একজন সামরিক অফিসারকে সাথে নিয়ে দেখা করি আমাদের সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করার জন্য। ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় তদানীনতন ইপিআর এর উইং কমান্ডার মেজর ওসমানের সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

৩০শে মার্চ সকালে মেহেরপুর থেকে ১৮ মাইল দূরে চুয়ায়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে যাই। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান কুষ্টিয়া আক্রমণের প্রস্ত্ততি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি পরামর্শ দেন যে আমি মাহবুবউদ্দিন আহম্মদ (তদানীন্তন ঝিনাইদহের এসডিপিও)-কে সাথে নিয়ে যাই। আমি মাহবুবকে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু অল্প সময় পরে হঠাৎ সে মেজর ওসমানের চুয়াডাঙ্গা অফিসে আবির্ভূত হয়। মাহবুবকে আমি ভারতীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার বিষয়বস্ত্ত সম্পর্কে অবহিত করি এবং তাকে বলি ঐ দিন সন্ধ্যায় ভারতের চেংখালী চেকপোস্ট বিপওপিতে কিছু সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিতে আমার সাথে আসতে এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে বিশদ আলোচনা করতে। আমি তখন অত্যাধিক উত্তেজিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম মাহবুবও কম উত্তেজিত ছিল না। কারণ একটু পরে বুঝতে পারলাম মাহবুব আমাকে অদূরবর্তী একটি জীপের কাছে নিয়ে চলল এবং খুব গোপনে বলল (মেজর ওসমান ও এ ঘটনা সম্বন্ধে তখন অবহিত ছিলেন না) যে, ঐ জীপের বিতরে ২ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বসে আছেন এবং তারা হচ্ছেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (বর্তমান খাদ্য প্রতিমন্ত্রী)। আমরা দু'জনে জীপের ভেতরে প্রবেশ করলাম। শার্ট এবং লুঙ্গি পরিহিত এবং পুঁটুলি হাতে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত এই দুই ব্যক্তিই অবশ্য পরে বাংলাদেশের স্বধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আলাপ-আলোচনার পর বুঝতে পারলাম তাঁরা বিভিন্ন জনপদ ঘুরে ঝিনাইদহে এসেছেন এবং সেখান থেকে মাহবুব তাদেরকে মেহেরপুরে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে যেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছানো যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ এবং আক্রমণকে পরাভূত করে বাংলাদেশকে শক্রুমুক্ত করার জন্য বন্দু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাহায্য এবং সহযোগিতার ব্যকস্থা করা। সত্যি বলতে কি, তাঁদের এই বৃহত্তর প্রচেষ্টার তাৎপর্য আমি তখনো উপলব্ধি করতে পারিনি। সিদ্দঅন্ত হল যে, ভারত সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠকে মিলিত হব। জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের সীমান্তের অপর দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হবে। শর্ত হল একটা, আমরা যাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তাদের কাছে এই দুই জনের পরিচয় গোপন রাখব। তারা জানতে চাইলে আমরা বলব, এই দুই ব্যক্তি আমাদের পরিচিত।

বিকালে সীমান্তের উদ্দেশ্যে দুটো জীপ রওয়ানা দেয়। পথে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা ব্যারিকেড সরিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের গাড়ীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। রাস্তার দু'পাশে জনতা মুহুর্মুহু জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল। এই দুটো জীপ গাড়ী যেন তাদের কাছে স্বাধীনতার শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এরা অনেকেই আমাদেরকে চিনত। গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা কোন গোপন মহৎ সামরিক উদ্দেশ্যে সীমান্তে ঘোরাফেরা করছি। পথে পথে দেখতে পেলাম স্বতঃস্ফূর্ত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, অস্ত্র বলতে হয়ত একটা দুটো শর্টগান। তখনই এদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের নিউক্লিয়াস, এবং আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে

ভবিষ্যত প্রস্তুতি, সামরিক প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষে জনশক্তি এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ দলবদ্ধ জনতাই জোগাবে।

সন্ধ্যার পরে পরে আমরা চেংখালী চেকপোস্ট পৌঁছালাম। বড় বড় শিরিষ গাছের সারি দু'পাশ থেকে রাস্তার উপরে একটা ছাতার মত আবরণ সৃষ্টি করেছিল। কোন লোকালয় জনপদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, চারদিক পরিবেশ ধু-ধু খাঁ খাঁ করছিল। শুক্লপক্ষের ম্লান চাঁদের আলো পরিবেশকে আরো গভীরতর করে তুলেছিল। পিছনে গাড়ী দুটো রেখে আমি এবং মাহবুব ধীরে এবং সতর্কতার সাথে অপরিচিত গন্তব্যস্থানের দিকে আন্তাজের উপর ভর করে এগুচ্ছিলাম। বারবার আমাদের গায়ের লোম শিউরে উঠছিল। প্রায় আধ ঘন্টা চলার পর সামনে একটা পাকা ঘরের ধ্বংসস্তুপ দেখতে পেলাম, আমরা বুঝতে পারছিলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। হঠাৎ সেই ভুতুরে ধ্বংসস্তুপ থেকে যেন এক অশরীরী আত্মার আওয়াজ শুনতে পেলাম-'হলট'। যদিও আমরা একটু ভড়কে গিয়েছিলাম তবুও অনতিবিলম্বে ঝোপের আড়াল থেকে একটা মানুষের ছায়া বের হয়ে আসল। এবং সেটা ছিল ভারতীয় বিএসএফ-এর একজন সিপাহী, আমাদের পরিচয় দেবার পর সে আমাদেরকে তাদের বিওপিতে নিয়ে চলল। আরো আধা মাইল চলার পর আমরা বিওপিতে পৌঁছালাম এবং আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ কর্মচালী জনাব গোলাম মজুমদার এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তী। আনুষংগিক আলোচনার পর দুটো সিদ্ধান্ত নেয়া হলঃ ১। আমাদেরকে আগামীকাল থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে এবং ২। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আওয়ামী লাগের রাজনীতিবিদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে এবং যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করার। তখনো তারা জানতেন না যে আমাদের সাথে জনাব তাজউদ্দিন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম রয়েছেন।

আমি এবং মাহবুব নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, আমাদের সাথে যে তাজউদ্দিন রয়েছেন তা গোলক মজুমদারকে জানাব এবং গোলাম মজুমদারকে জানালাম। গোলক মজুমদার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজউদ্দিন সাহেবকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। আমরা তাজউদ্দি কে তার কাছে নিয়ে আসলাম। তারা একে অপরকে আন্তরিকভাবে করমর্দন এবং আলিঙ্গন করলেন। গোলক মজুমদার আমাদেরকে বলেছিলেন যে, কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে একটি সামরিক জেট বিমান অপেক্ষা করছে। যদি কোন রাজনীতিবিদ আসে তাকে যেন তক্ষুণি দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হয়ত ঐ প্লেনেই জনাব তাজউদ্দিন একং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লীতে গিয়েছিলেন ।

রাতে আমরা এক সাথে খাবার খাই। গোলক মজুমদার, তাজউদ্দিন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে যান। এবং চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করি।

এই রাতে সাক্ষাৎকারের পর থেকে ভারত থেকে আমরা কমবেশী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং জ্বালানি পেতে থাকি। আমি নিজে প্রায় এক পক্ষকাল ধরে এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে আসতাম। এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র চেংখালী চেকপোস্টের বিপরীত দিকে ভারতীয় বিওপি থেকে নিয়ে আসতাম। আমি প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভারত সীমান্ত অভিমুখে চুয়াডাঙ্গা থেকে যাত্রা করতাম। সাথে থাকত ইপিআর এর দুটো এসকর্ট পেট্রল, কয়েকটা ট্রাক এবং কোন কোন সময় দর্শনা চিনিকলের ট্রাক্টর এবং তার সাথে লাগানো ট্রলী। এই অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করার সময় আমি ভারতীয় কাগজপত্রে দস্তখত করে নিতাম এবং মেহেরপুরের এসডিও-র সরকারী সীলমোহর ব্যবহার করতাম।

মধ্যরাত্রের দিকে আমরা ভারতীয় বিওপিতে পৌঁছাতাম এবং চুয়াডাঙ্গায় ফেরত আসতে আসতে অধিকাংশ সময়েই ভোর হয়ে যেত। এই সময় এক নাগাড়ে আমি দশ দিন বিছানায় গা লাগাতে পারিনি। অস্ত্রশস্ত্র দেবার সময় অনেক সময় কর্নেল চক্রবর্তী থাকতেন এবং সব সময় ক্যাপ্টেন মহাপাত্র থাকতেন।

এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র বেতাই বিওপি (যা মেহেরপুর মহকুমার সংলগ্ন ছিল) থেকে সংগ্রহ করতাম।

২৫ মে মার্চ রাতে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্ঠিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। কুষ্টিয়া এবং চুয়াডাংগার খবরাখবর আমরা নিতে থাকি। আমরা খবর পাই যে চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, চুয়াডাঙ্গার সাধারণ ইপিআর এর জোয়ানরা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছে। চুয়াডাঙ্গার এই সিদ্ধান্তে ইপিআর-এর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ভুমিকা এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের এই সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম বাংলাদেশের এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত ইপিআর এর ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর ভূমিকা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেজর ওসমান কুষ্টিয়া থেকে ২৭/২৮ শে মার্চ চুয়াডাঙ্গায় আসেন এবং তিনিও এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। দুইজন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে থাকি পোশাক পরিহিত এবং সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ইপিআর বাহিনী কুষ্টিয়া জেলা, পাবনা জেলার বহুলাংশ, যশোহরের কিয়দংশ এমনকি ফরিদপুরের গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত বাংলার সাধারণ জনগণের চোখে স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক হিসেবে প্রতীয়মান ছিল। আজো শহীদ হাবিলদার মেজর মুজিবর রহমান, সুবেদার মুজাফফর, সুবেদার মুকিত এবং আরো অনেক চেনা মুখের কথা বার বার মনে পড়ছে। সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এরা আমার জন্যও আশার প্রতীক হিসেবে প্রোজ্জ্বল ছিলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গার সাথে মেহেরপুরের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং আমি মেজর ওসমানের সাথে চুয়াডাঙ্গায় সাক্ষাৎ করি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু তাকে অবহিত করি। মেজর ওসমান আমাকে প্রয়োজনীয় সামরিক অস্ত্রসম্ভার সম্বন্ধে ধারণা দেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোয়ালন্দের তৎকালীন এস, ডি, ও জনাব মোহাম্মদ ফরিদ সস্ত্রীক মেহেরপুরে বেড়াতে এসে আটকা পড়ে যান। তাকে মার্চে ২৭/২৮ তারিখে গোয়ালন্দে ফেরত যাবার বন্দোবস্ত করি। জনাব ফরিদ তার স্বীয় মহকুমায় এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য অত্যধিক উৎসাহ দেখান এবং এই দুর্যোগের সময় গোয়ালন্দে ফেরত যান। তিনি পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত হন। তিনি ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান।

চুয়াডাঙ্গাতে ইতিমধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচী নেয়া হয়েছিলঃ ১। ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা এবং তার অধীনস্ত সমস্ত বিওপিতে অবাঙালী ইপিআরকে নিরস্ত্র করা, ২। কুষ্টিয়া জেলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোতায়েন সম্বন্ধে বিশদ খবরাখবর সংগ্রহ করা, ৩। কুষ্টিয়ার উপর একটা আক্রমন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা। এই মিশনে এর জনশক্তি যোগাবে একদিকে ইপিআর, অন্যদিকে আনসার মুজাহিদ এবং সাধারণ ছাত্র জনতা। আক্রমণ এবং অবরোধ মোটামুটি ত্রিমূখী হবে। একদিকে জনাব মাহবুবউদ্দিন আহম্মদ ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া রাস্তা অবরোধ করবেন এবং ইপিআর আনসার মুজাহিদদের একটি দল কুষ্টিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবে। অন্য দিকে মেহেরপুর থেকে ইপিআর, মুজাহিদ, আনসারের একটি দল অভিমুখে যাবে। অপরদিকে প্রাগপুর-ভেরামারা-কুষ্টিয়া থেকে ইপিআর বাহিনী কুষ্টিয়া অভিমুখে অগ্রসর হবে। এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধূরী।

প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে এই আক্রমণ ২৯ শে মার্চ ভোর পাঁচটার সময় শুরু করা হবে। পরে এই সিদ্ধান্ত ২৪ ঘন্টা পিছিয়ে দেয়া হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অনধিক দুই কোম্পানী সৈন্য কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহারা দিচ্ছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেকি এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়নের একটা অংশ ছিল। এদের ফায়ার, পাওয়ার, মোবিলিটি এবং কমিউনিকেশন পাকিস্তানের অন্যান্য সাধারণ পদাতিক

ব্যাটালিয়নের চেয়ে অনেক বেশি। শহরের উপকণ্ঠে, অনেকটা অবরোধের মত, প্রথমে মুক্তি বাহিনীকে যার মধ্যে ইপিআর রা ছিলেন মূলশক্তি- মোতায়েন করা হয়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল পুরানো ৩০৩ রাইফেল এবং কিছু পুরনো এসএমজি। ইপিআর ছাড়া আনসার এবং মুজাহিদদের কাছে ১০ রাউন্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ রাউন্ডের মতো গুলি ছিল।

৩০শে মার্চ সকালে অবরোধের স্থানগুলো থেকে যুগপৎভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের উপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ শুরু করা হয় এবং সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকটি অবস্থানের পিছনে সমবেত হাজার হাজার লোক গগন বিদারী আওয়াজে ‘‘জয় বাংলা’’ ধ্বনি তোলে এবং শ্লোগান দিতে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই অতর্কিত আক্রমণে, জনতার এই আকাশফাটা চিৎকারে এবং রাইফেল ছাড়াও কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আওয়াজে দিশেহারা এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা তাদের কল্পনাতীত ছিল যে, বাঙ্গালী ইপিআর-এর জোয়ানরা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নিজেদেরকে সংগঠিত করে সুসজ্জিত বিক্ষিপ্ত দলগুলো এই আক্রমণের মুখে তাদের কুষ্টিয়া সেনাবাহিনী সদর দফতরের দিকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তাদের এই পশ্চাদপসরণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও মনোবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য এই আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিজনক। কারণ, তারা বুঝতে পারেনি কারা কোথা থেকে তাদের উপর এই আক্রমণ চালাচ্ছে এবং কেন? এই পশ্চাদপসরণই তাদের জন্য কাল হল। কারণ প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে সাথে তাদের মনোবল ভেংগে যাচ্ছিল এবং আমাদের মনোবল উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এভাবে যুদ্ধ সারাদিন চলতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে তারা তাদের অবস্থান থেকে পুল আউট করে কুষ্টিয়া জেলাস্কুল এবং সার্কিট হাউসে একত্রিত হতে থাকে। এবং এটাই তাদের জন্য কাল হয়। আমরাও তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমাদের অবরোধের তিন দিক থেকে জেলা স্কুল এবং সার্কিট হাউস ঘিরে ফেলে, যদিও তখন পর্যন্ত কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রাস্তার কয়েক মাইল জনশক্তির অভাবে আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল না। পরে অবশ্য আমরা এই দল থেকে বন্দী লেফটেন্যান্ট আতাউল্লাহর কাছ থেকে জানতে পারি যে, মেজর শোয়েব এবং অন্যান্য অফিসাররা রিইনফোর্সমেন্ট-এর জন্য বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যশোহর সদর দফতরকে। কিন্তু যশোহর সদর দফতর তাদেরকে কোন সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছিল না। এতে তথাকথিত দুর্ধর্ষ ২২ এফএফ একেবারে ইঁদুরের মত হয়ে যায়। তারা পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে। ৩১শে মার্চ থেকে তারা পলায়ন করতে শুরু করে।

মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আনুমানিক ২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছিল। বাকি দুই কোম্পানির অনধিক সৈন্য সবাই জনতার সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুষ্টিয়া হতে ঝিনাইদহের পথে একটা পুলের উপর মুক্তিবাহিনী একটা বিরাট খাদ খনন করে ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছিল। মেজর শোয়েব এবং ২২ এফএফ-এর কিছু অফিসার এবং সৈনিক গাড়ীতে করে যশোহরের দিকে পশ্চাদপসরন করার সময় এই খাদে পড়ে যায় এবং তারপর যারা বাঁচতে পেরেছিল তারা পাশ্ববর্তী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার সাধারণ মানুষের এই সময়কার সাহসিকতা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। তাদের স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবণিতা সমষ্টিগতভাবে রুখে দাঁড়ায়। এই সংঘর্ষে যদিও অনেক সাধারণ বাংগালী নিহত হয় তবুও ২২ এফএফ-কেউ যশোহর ফিরে যেতে পারেনি। কড়াল, কাস্তে বা কোন সময় একেবারে খালি হাতে কোন সময়বা গাছ থেকে অতর্কিতে সাধারণ জনগণ এদের মোকাবিলা করে। আমরা ১লা এপ্রিল থেকে অনবরত এই গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেতে থাকি যা তারা পাক সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আজো একটি কিশোরের কথা মনে পড়ে, যে একটা শর্টগান নিয়ে তিনজন পাকসেনাকে অনুসরণ করে, যাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল। সে নিজের বুদ্ধিবলে শর্টগান দিয়ে তিনজন পাকসেনাকে খতম করে এবং ওদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে জমা দেয়। পরে কুষ্টিয়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসার পর আমাদের দখলীকৃত অস্ত্রসম্ভারের হিসাব নিতে গিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ২২ এফএফ পশ্চাদপসরন করে মনোবল থাকলে ঐ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তারা এক পক্ষকাল যুদ্ধ করতে পারত। হয়ত আমাদেরকে পরাজিত করতে

পারত। ২২ এফএফ-এর এই পরাজয় এবং মুক্তিবাহিনীর জয়ে আমাদের মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আমরা বিশ্বাস করতে থাকি আমাদের বিজয়ের গতি অপ্রতিহত থাকবে এবং অচিরেই পদ্মার পশ্চিমাঞ্চলকে আমরা পুরোপুরি মুক্ত করতে পারব। কিন্তু সামরিক জ্ঞানের অভাবে আমরা বুঝতেই পারিনি যে এক সুসজ্জিত সেনবাহিনী কিভাবে আবার মরণ কামর হানতে পারে।

আমার যতদূর মনে পড়ে কুষ্টিয়াতে আমরা ৩৫টি গাড়ী, ৬টি আর-আর গান সহ শতাধিক রাইফেল, এলএমজি এবং ভারী মেশিনগান এবং গোলাবারুদ দখল করি, যা দিয়ে আমরা মুক্তিবাহিনীকে সুসজ্জিত করতে থাকি। এই দখলকৃত অস্ত্রসম্ভার এবং গাড়ী আমরা চুয়াডাঙ্গায় এনে জনগণকে প্রদর্শন করি, যা অনেক বিদেশী সাংবাদিক এবং টেলিভিশন সংস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

এই সময় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কোন একদিন একটি ফরাসি-স্পেনিশ টেলিভিশন সংস্থার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় ৩টি পাকিস্তানী স্যাবর জেট চুয়াডাঙ্গা আক্রমন করে এবং আধঘন্টা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করে এবং কয়েক জায়গায় বোমা বর্ষণ করে। এই টেলিভিশন সংস্থা অত্যন্ত সাহসিতার সাথে এই ঘটনার পুরোপুরি আলোকচিত্র গ্রহণ করে, যা সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এই ছবিগুলো নিশ্চয়ই বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই সময় মুক্তিবাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দলকে কুষ্টিয়ায় রেখে আমরা নতুন সমর পরিকল্পনা গ্রহন করি। আমরা যশোহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে বিশাখালীতে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। মাহবুব এই এলাকার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিশাখালীতে আমাদের দুই কোম্পানিরও কম সৈন্য ছিল। উত্তর-পূর্বে আমরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উভয় পার্শ্বে ঢাকা হতে আক্রমণ প্রতিহত করার প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করি। হার্ডিঞ্জ ব্রীজে আমাদের দুই প্লাটুনেরও কম ইপিআর জোয়ান ছিল। এই সময়কার টেলিফোন কর্মচারীদের সহায়তা এবং তাদের দেশপ্রেম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি জায়গার সাথে আমরা সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে ছিলাম। রাজশাহী এবং পাবনায় পাক সেনাদের তৎপরতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম। গোয়ালন্দ মহকুমার প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদের অনুরোধে আমরা একটি ক্ষুদ্র ইপিআর বাহিনীকে গোয়ালন্দে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করি। এমনকি আমরা পাবনা দখলের পর নগরবাড়ি ঘাটে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি নিই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যশোহরে পাকসেনাকে কোণঠাসা করা এবং ঢাকা হতে কোন রকম রিইনফোর্সমেন্ট বা আক্রমণকে প্রতিরোধ করা।

সামরিক প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির কাছে এটা প্রতীয়মান যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইপিআর বাহিনীর পক্ষে এই সামরিক ভূমিকা পালন করা অসম্ভব ছিল। এবং কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী এই প্রস্তুতি নিতে কোন দিনই সাহস পেত না। তবুও দেশপ্রেমের উন্মাদনা আমাদেরকে পেয়েছিল, তাই যা করা সম্ভব নয় তা করার সাহস এবং প্রস্তুতি আমরা নিয়েছিলাম।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমরা কুষ্টিয়া যশোর, (শুধু সেনানিবাসকে বাদ দিয়ে), ফরিদপুর,পাবনা, রাজশাহীকে মুক্তাঞ্চর হিসেবে ঘোষণা করি এবং আমাদের নিজস্ব সীলমোহরও বানাই। শুধু তাই নয়, গোয়ালন্দ থেকে কুষ্টিয়া এবং কুষ্টিয়া থেকে দর্শনা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল চালু করতে শুরু করি। আমরা এই সময় ব্যাংকেও নির্দেশ দেই ৫০০ টাকার উপরে কাউকে কোন পেমেন্ট না করতে। এমনকি ভারতের সাথে আমাদের এই বোঝাপড়া হয় যে আমার সরকারী সীলমোহর এবং দস্তখত করা সার্টিফিকেট মোটামুটি পাসপোর্টের মর্যাদা পাবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এটা বলবৎ ছিল- অর্থাৎ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের প্রশাসন

ব্যবস্থা চালাচ্ছিলাম। আমি এই সময় মেহেরপুরের প্রশাসন ভার মেহেরপুরের সেকেন্ড অফিসারকে দিই এবং নিজে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সামরিক অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় শত শত ভারতীয় এবং বিদেশী সাংবাদিক, টেলিভিশন সংস্থা আমাদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং এই মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করে। তাদের সবারই একই প্রশ্ন ছিল যে, তোমাদের সরকার কোথায়?

আমরা উত্তরে জানাই যে, অতিশীঘ্রই আমাদের বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হবে। এই সময় আমরা ভারতের টুংগী বিওপি'তে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎও করি এবং সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি। তাঁরা আশ্বাস দেন যে অতি শীঘ্রই সরকার ঘোষণা করা হবে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ও শেষদিক থেকে যুদ্ধ একটি নতুন মোর নেয়। এই সময় শত্রুসৈন্য যশোর সেনা নিবাসে নতুন ভাবে সমর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আমার অভিমত যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে বাঙ্গালীরা তাদের সুশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিতে পারে। কুষ্টিয়ার গ্লানি নিশ্চয়ই তাদের মনোবল ভেংগে দিয়েছিল। তাই প্রচুর রিইনফোর্সমেন্ট ঢাকা থেকে যশোর আনা শুরু হয়। আমরাও উর্ধ্বশ্বাসে তাদের নতুন তৎপরতার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা একসময় ভাবছিলাম যে জনতার সমুদ্র নিয়ে যশোর সেনানিবাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। যশোর সেনানিবাস তখন আমাদের কাছে বাস্তিলের কারাগারের মত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির প্রতীক মনে হচ্ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ঝুঁকি ছিল যে হয়ত যশোর আমরা দখল করতে পারব কিন্তু তা হবে হাজার হাজার লোকের প্রাণের বিনিময়ে। এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

এই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের প্রথম সংঘর্ষ হয় বিশাখালীতে। এইখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের প্রতিরক্ষাবুহ্যের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। এটা ছিল এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। আমাদের ইপিআর বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই আক্রমণ মোকাবিলা করে। হানাদার বাহিনীর শতাধিক সৈন্য হতাহত হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টার এই আক্রমণ প্রতিহত করার পর আমরা বিশাখালী থেকে প্রতিরক্ষা বুহ্য পিছিয়ে আনতে বাধ্য হই। এই প্রথম ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট আমাদের মনোবলের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই প্রথম আমরা উপলদ্ধি করি যে শত্রুর দূরপাল্লার ভারী কামানের জবাব দেবার মত অস্ত্র আমাদের ছিল না। অন্যদিকে শত্রু এই কামানের আক্রমণ দ্বারা আমাদেরকে পিনডাউন করে রেখে সেই আর্টিলারী কভারের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর তাদের সুবিধা অনুযায়ী আক্রমণ চালাতে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক আক্রমণে তারা প্রচুর সৈন্য ব্যবহার করছিল। প্রত্যেক আক্রমনের সাথে আমাদের মনোবলও ভেঙ্গে যাচ্ছিল এবং আমরা ভবিষ্যৎ বিজয়ের কোন সামরিক সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তদুপরি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছিল না এবং কোন রণাঙ্গণে অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদবর্তী অবস্থানগুলোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাতে যুদ্ধ দক্ষতা এবং মনোবলের উপর যে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা যারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ তারাই বলতে পারবে। এই রকম একটি অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে আমি নিজেও অসহায় অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। তদুপরি এই সময় বর্ষার অশুভ আগমন শুরু হয়। আমাদের অবস্থানগুলোতে খাদ্যদ্রব্য এবং গোলাবারুদের অভাব দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলোতে এই বিরুপ পরিস্থিতিতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। আমাদের পশ্চাদপসরণ অব্যহত থাকে। এছাড়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। ঔষধের অভাবে অনেকেই মারা যায়। এটা সহযেই অনুধাবনযোগ্য যে গোয়ালন্দের মত জায়গায় ক্ষুদ্র একটি প্রতিরক্ষাবূহ্য কি রকম আত্মঘাতী ছিল। এদের পেছনে পাক ছত্রীসৈন্য অবতরণ করে অনায়াসে ঐ ঘাঁটিকে একেবারে উড়িয়ে দেয়। একইভাবে নগরবাড়ী ঘাট এবং অবশেষে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ শত্রুর আয়ত্তে চলে যায়। আমাদের খবর অনুযায়ী জেনারেল মিঠা খান পাবনা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এ্যাসিক্স-এর অপারেশন চালান।

চতুর্দিকে শত্রুর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে আমাদের সংগঠনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি ঘাঁটি থেকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়ে আমরা ছত্রভংগ হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে ঝিনাইদহ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শত্রুসৈন্য কুষ্টিয়াও দখল করে ফেলে এবং চুয়াডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। আমরা এই শত্রুর আক্রমণের মুখে পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের সময় এবং সুযোগ পাচ্ছিলাম না। চতুর্দিকে প্রচুর বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সাধারণ জনগণের মনোবলও ভেঙ্গে পড়তে থাকে। চুয়াডাংগা যখন শত্রুর আক্রমণের আওতায় চলে আসে তখন আমরা সদর দফতর চুয়াডাঙ্গা থেকে সরিয়ে পেছনে মেহেরপুরে নিই।

প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টঃ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাসে অবস্থান করছিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জলিল প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। ২৫শে মার্চের আগেই প্রথম বেঙ্গলকে এক্সারসাইজের জন্য ঝিকরগাছার দিকে পাঠানো হয়। আমরা প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। আমি, মাহাবুব এবং মেজর ওসমান চিঠির মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে তাকে অবহিত করি স্বতন্ত্রভাবে চিঠির মাধ্যমে। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়ার আহবান জানাই। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কোন চিঠিরই জবাব পাইনি। এ পরপরই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাসে ফিরে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে একজন তরুণ বাঙ্গালী লেফটেন্যান্ট আনোয়ার শাহাদাত বরণ করেন। প্রচুর বাঙ্গালী সৈন্য হতাহত হয়। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ প্রায় ৩০০ বাঙ্গালী সৈন্যকে নিয়ে চৌগাছার দিকে অগ্রসর হয়। প্রত্যেকে অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ক্যাপ্টেন হাফিজের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় চুয়াডাঙায়। সে তখন প্রথম বেঙ্গলের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন লোকদের নিয়ে চৌগাছায় একত্রিত করছিল। আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধের কিছু খবর পেয়ে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে চুয়াডাঙ্গায় আসে। তার কাছে আমি জানতে পারি যে তারা তখন ভারত সরকারের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য চেষ্টা করছিল। আমরা তখন যৌথভাবে সামরিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিতে থাকি।

প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনঃ এই সময় আমরা জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি। এবং আমরা আশা করছিলাম যে, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং ঘোষণা করা হবে। এই সময় আমাদের মুক্তাঞ্চলে প্রতিদিন অনেক বিদেশী সাংবাদিক এবং টেলিভিশন দল আমাদের মুক্তাঞ্চল ঘুরেফিরে দেখছিলেন এবং এত প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও আমরা যে শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করছিলাম তা নয়, আমরা এ রকম একটা সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে জয়ী হয়েছিলাম। এই সামরিক বিজয় জনগণের উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা ও দৃঢ় সংকল্প তাদের সবাইকে বিমোহিত করেছিল।

মেহেরপুরের কোন এক স্থানে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের প্রস্তাবের কথা আমরা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দিকে জানতে পারি। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য গভীর আগ্রহে প্রতিক্ষা করতে লাগলাম। এই সময় যশোরের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের প্রতিরক্ষাবূহ্য ভেদ করে এগিয়ে আসছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে আমরা পশ্চাদপসরণ শুরু করি। ওদের সৈন্যসংখ্য আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ ছিল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে অনিবার্য পরাজয়ের সূচনা মাত্র।

১২ই এপ্রিল- দিনের পর দিন মরণপণ যুদ্ধের পরও আমরা যখন কোন স্বীকৃতি পাচ্ছি না, তখন আমাদের মনোবল ভাঙ্গতে শুরু করে। একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকগুলি ব্যর্থতা আমাদের যোদ্ধাদের মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল। এমন এক সংকটজনক দিনে আমরা খবর পেলাম, বাংলাদেশ সরকার ১৬ই কিংবা ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করবেন। তার আগেই আমি প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে ফেলেছিলাম। তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমাদের স্থান নির্ধারনের কাজ শুরু হয়েছে - শহর থেকে দূরত্ব

বজায় রাখা এবং ভারতীয় এলাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকরা যাতে সহজে আসতে পারেন এবং শত্রুর সম্ভাব্য বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ছদ্মাবরণের ব্যবস্থা করা।

১৬ই এপ্রিল মাহাবুব (ঝিনাইদহ মহকুমা পুলিশ অফিসার ছিলেন, পরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন) ও আমি চুড়ান্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করি। তখন ছিল অত্যন্ত সংকটময় সময়। তখন আমরা আমাদের বাহিনীর পশ্চাদপসরণের খবর পাচ্ছি। অগ্রবর্তী এলাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমাদের সেনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। মেজর ওসমান তখন আমাদের বাহিনীর প্রধান। তিনি তাঁর সদর ঘাঁটি মেহেরপুরে সরিয়ে এনেছেন। মেজর ওসমান ভীষণ ব্যস্ত এবং চিন্তান্বিত। পাকিস্তান বাহিনী একের পর এক আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ্য ভেদ করে এগিয়ে আসছে। আমরা তখনো জানতাম না আর কতদিন মাতৃভূমির বুকে আমাদের শেষ ঘাঁটি টিকিয়ে রাখতে পারবো। আমরা দুপুর নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। একটা সাধারণ মঞ্চ তৈরী হচ্ছে, বাঁশ দিয়ে ঘেরা। এলাকাটি সীমান্ত ঘেঁষা বলে আমরা ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৭৬তম ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্নেল চক্রবর্তীর সাথে এই উপলক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করছিলাম।

১৭ই এপ্রিল আমি আর মাহাবুব সেই ঐতিহাসিক স্থানে ছুটলাম। অনাড়ম্বর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৯টার দিকে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অন্যদের সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। আমি তাঁদের নিয়ে এলাম বদ্যনাথতলার মন্ডপে। ওখানে আশেপাশের গ্রাম থেকে কিছু চেয়ার সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। সংগৃহীত চেয়ারের মধ্যে সবগুলি পূর্নাঙ্গ নয়। কোনটার একটা হাতল নেই, কোনটার একটা পায়া খোয়া গিয়েছে। মন্ডপ পাহারা দেবার জন্য নিয়োজিত আনসারদের জন্য কিছু রান্না হয়েছিল। মাহাবুব আর আমি দ্রুত একটা অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করে ফেললাম। অন্যদেরও তা দেখালাম। আমরা নেতৃবৃন্দকে গার্ড অব অনার দেবার মত কয়েক প্লাটুন ইপিআর ও মুজাহিদ মোতায়েন করি। মাহাবুব তাদের নিয়ে গার্ড অব অনার দেবার মহড়া শুরু করলো। আমি তখন কর্নেল ওসমানী ও অন্যদের সাথে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হাজার দুয়েক লোক জমায়েত হয়েছে অনুষ্ঠানে। তার মধ্যে অন্ততঃ শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যান।

নীরব আম্রকুঞ্জ। সমবেত গ্রামের মানুষের নিকট অতীতেও এমন কোন অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়নি। আমরাও অনুষ্ঠানের কথা গোপন করে রেখেছিলাম। গ্রামের মানুষের শূন্যদৃষ্টির ভাষা আমরা বুঝতে পেরেছি। তারা যেন এক অঘটন ঘটতে দেখেছে- বিস্ময়াবিষ্ট, নিস্পলক।

বেলা ১১টা নাগাদ বহুপ্রতীক্ষিত অনুষ্ঠানের সূচনা হল। আমি জীপে করে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেনারেল এমএজি ওসমানী ও অনান্য কয়েকজনকে মঞ্চের ৫০ গজের মধ্যে তোরণের কাছে নিয়ে এলাম। মাহাবুব গার্ড অব অনারের নেতৃত্ব দিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করলেন। পিছনে দাড়িয়ে জেনারেল ওসমানী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম যখন পতাকা উত্তোলন করছিলেন তখন সাংবাদিকরা তাদের চর্তুদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটা ছোট দল জাতীয় সংগীত ‘‘আমার সোনার বাংলা’’ গাইলো। একটা জাতির জন্মলগ্ন প্রত্যক্ষ করলাম। এমন জন্মের কাহিনী ইতিহাসে বহুবার পড়েছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় না চোখের সম্মুখে একটি জাতি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে। গার্ড অব অনারের পর ভাবী মন্ত্রিসভার সদস্যরা মঞ্চে উপবেশন করলেন। সৈয়দ নজরুল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। তারপর এক এক করে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাষণ দান করলেন। রাষ্ট্রপতির পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ঘোষণা করা হল, লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের নীচে পাকিস্তান সমাধিস্থ হয়েছে। আর এই সমাধির উপরে একটি জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই জাতি হলো বাংলাদেশ। মানুষ এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করলো।

আমাদের মধ্যে কয়েকজন সম্মেলন কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ তার সহযোদ্ধারা প্রতিরক্ষাবূহ্য রচনা করে বসে রয়েছেন। মাহাবুব আর আমি চললাম আমাদের কর্মক্ষেত্রে। পথে আমরা উপলব্ধি করলাম, একটি জাতি আজ জন্ম নিল বটে কিন্তু আজ যে শিশু জন্ম নিল সেই শিশুকে বিশ্ব সভায় আসন গ্রহণের জন্য অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা জানি এই পথ পাড়ি দেবার জন্য আরও রক্তমূল্য দিতে হবে। আমাদের কাহিনী রক্তাক্ষরে লিখতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা হলো, সদ্যোজাত জাতি বড় হবে যেদিন, যেদিন বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন পাবে, সেদিন কি আমরা তা আজকের মত দেখার জন্য বেঁচে থাকবো?

সরকার গঠনের পর আমাদের সাথে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একত্রীকরণ হয়। মেজর ওসমানের নেতৃত্বাধীনে আমাদের সৈন্য শার্শা-নাবারন এলাকায় মোতায়েন করা হয়। এই সময় উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন এবং ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে মেহেরপুরে এসেছিলেন তারাও এপ্রিলের আনুমানিক দশ তারিখে চুয়াডাঙ্গায় আমাদের সথে যুদ্ধে যোগ দেন। এই সময় আরো দুজন সামরিক অফিসার আমাদের সাথে যোগ দেন। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন হুদা, যিনি পাবনা থেকে পিছু হটে আমাদের সাথে যোগ দেন। আর অন্যজন ছিলেন ক্যাপ্টেন ওহাব। যিনি যশোহর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে আসেন। শার্শা নাভারনের নতুন প্রতিরক্ষাবূহ্যকে আমরা শক্তিশালী করতে থাকি। এই সময় আমরা আর একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধাকে পাই, যাকে পরে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হয়। তার সাথে পরিচয় হয়। তিনি সরাসরিভাবে প্রতিরক্ষাবূহ্যতে মোতায়েন ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে এই সময়েই ক্যাপ্টেন হাফিজ নাভারনে শত্রুবাহিনীর ঘাঁটির উপর একটা সাফল্যজনক দঃসাহসিক রেইড চালান। এই রেইডে প্রথম বেঙ্গলের লোকজন ছিল। এতে করে যদিও শত্রুর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয় তবুও তারা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এবং তারপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিরাট আকারে আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে শত্রুবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিয়েছিল, যার প্রত্যুত্তরে আমাদের কিছুই ছিল না। তাই আক্রমণকারী বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা পিছু হটতে থাকি। এই সময় হাবিলদার মেজর মুজিবুর রহমান সহ আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে শহীদ হন। অনেকেই হতাহত হন। আমরা পরে জেনেছিলাম শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি হতাহত মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক ছিল। সেই এলাকায় এক মৃত মেজরের নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক ছোট মেমোরিয়াল তৈরী করেছিল।

আমাদের পশ্চাদপসরণ বিশৃঙ্খলভাবে হয়েছিল। পশ্চাদপসণের সময় কিছু মূল্যবান হাতিয়ার খোয়া যায়। বেনাপোল চেক পোষ্টে আমাদের দফতর স্থানান্তরিত করা হয়। ঐদিন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বৃটিশ এমপি টমাসম্যানসহ চেকপোষ্টে আসেন এবং ঐখানে তার বিবৃতি দেন। ঐদিন পরে শত্রুবাহিনী আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপরে গুলীবর্ষণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য আমরা মোটেও তৈরী ছিলাম না-শত্রুর আক্রমণে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং বাংলাদেশের মাটিতে শেষ ঘাঁটিটুকু ছেড়ে দিয়ে ভারতে পশ্চাদপসরণ করি।

কুষ্টিয়ার যুদ্ধ

কুষ্টিয়াতে ২৮শে মার্চ সকালে কারফিউ উঠাতেই জনসাধারণ পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৩০শে মার্চ সকালে পুলিশ ও ইপিআর সদস্যরা অসামরিক লোকজনদের সহায়তায় কুষ্টিয়া শহরে অবস্থানরত ২৭তম বালুচ রেজিমেন্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবস্থানটি দখল করে নেয়।

* 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

চুয়াডাঙ্গাস্থ ৪র্থ ইপিআর উইংয়ের উইং কমান্ডার মেজর ওসমান সরকারী কাজে কুষ্টিয়া গিয়ে সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন। পাকিস্তনীদের হামলার সময় তিনি কোন প্রকারে কুষ্টিয়া থেকে আত্মরক্ষা করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ২৬মে মার্চ বেলা ১টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌঁছে ইপিআর সেনাদের সংগঠিত করেন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। ৪র্থ উইংয়ের সদর দফতর থেকে ওয়ারলেসে ঐ এলাকার সীমান্তবর্তী সকল ফাঁড়ির ইপিআর সদস্যদের জনগণের সহযোগিতায় পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। ২৭শে মার্চ সকালে মেজর ওসমান ১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাকিস্তানীরা কায়দা করে ২৪শে মার্চ এই রেজিমেন্টকে চৌগাছা পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মেজর ওসমান সংক্ষেপে সর্বশেষ পরিস্থিতিবির্ণনা করে ইপিআর সুবেদার মজিদ মোল্লার মারফত লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে তিনি লেঃ কর্নেল জলিলকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই অঞ্চলের সার্বিক কমান্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু চিঠির কোন জবাব পাওয়া গেল না। ২৮শে মার্চ মেজর ওসমান দানেশ নামে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে তার কাছে পুনরায় বার্তা পাঠান। শোনা যায় মুক্তিযোদ্ধা দানেশ পুনরায় অনুরোধপত্র নিয়ে লেঃ কর্নেল জলিলের সামনে উপস্থিত হলে তিনি প্রথমে চিঠিটি পড়েন এবং তার পক্ষে বিদ্রোহে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দানেশকে জানিয়ে দেন। এভাবে তাঁর সাথে দেখা না করার জন্যও তিনি দানেশকে সতর্ক করে দেন। এর পরিণতি হয়েছিল করুণ। এই দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চেই লেঃ কর্নেল জলিলের কাছে ব্যাটালিয়ন নিয়ে তাকে যশোর ফিরে যাওয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ আসে।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে ১ম ফিল্ড এম্বুলেন্স দলের বাঙ্গালী সৈন্যরা আসন্ন বিপদ অনুভব করতে পেরেছিলো। ২৯শে মার্চ রাতে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা চৌগাছা থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলে ফিল্ড এম্বুলেন্সের লোকেরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের অস্ত্র জমা না দেয়ার আহবান জানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এর আগেই অস্ত্র জমা দেওয়া শেষ করে সৈনিকরা ব্যারাকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। ২৯শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তনীরা হঠাৎ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর হামলা করে। বিশ্বাসঘাতকদের এই আক্রমণে অনেক বাঙ্গালী সেনা প্রাণ হারায়। প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলো এমন কয়েকজন পরে চুয়াডাঙ্গা গিয়ে মেজর ওসমানের সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়।

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর হামলার সময় পাকিস্তানীরা শুধু সেনাদেরই হত্যা করেনি, তাদের পরিবার-পরিজন, নারী-শিশুদেরও হত্যা করে। পাকিস্তান দের হত্যা এবং অত্যাচারের হাত থেকে দুগ্ধপোষ্য নবজাতকেরাও রেহাই পায়নি। ফিল্ড এম্বুলেন্সের বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার কর্নেল এস এ হাই এবং তার বাঙ্গালী সহকর্মী ক্যাপ্টেন কালামকে ওরা দুঃসহ নির্যাতনের পর হত্যা করে। এই পরিস্তিতিতে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান এবং তার সহযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আজম ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে কুষ্টিয়া মুক্ত করার সিধান্ত নেন। কুষ্টিয়ার ২৭তম বালুচ রেজিমেন্টের দুইশত সৈন্য থানা, পুলিশ লাইন এবং জেলা স্কুলে অবস্থান গ্রহণ করছিলো। মেজর ওসমান তিনটি ঘাঁটিতেই পর্যায়ক্রমে আঘাত হানার সিধান্ত নেন। ৩০শে মার্চ ভোর ৪টায় প্রথম আঘাত শুরু হয়। সারাদিন যুদ্ধের পর ৫টায় পুলিশ লাইন মুক্ত হয়।

এখানে অনেক পাকিস্তানী নিহত হয়, কয়েকজন আবার পালিয়ে গিয়ে জেলা স্কুলের প্রধান ঘাঁটিতে যোগ দেয়। ৩১শে মার্চ কুষ্টিয়া শহরের পাকিস্তানী অবস্থান গুলোর ওপর আবার নতুন আক্রমণ শুরু হয়। পাশ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক পুলিশ-ইপিআর-এর সহায়তায় এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ছিলো বাঁশের লাঠি, বন্দুক এবং কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল। জনতার ভীড় বেড়ে চলে। দুপুরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের বিরাট দল পাকিস্তানীদের দ্বিতীয় ঘাঁটি দখল করে নেয়।

শত্রুরা তখন পিছু হটে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের কোম্পানীর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। ঘেরাওয়ের মধ্যে থেকে কোনভাবে

প্রাণে রক্ষা পাওয়া কিছু পাকিস্তান সেনা দুটি জীপ এবং দুটি ডজ গাড়িতে করে রাতের অন্ধকারে ঝিনাইদহের দিকে পালাতে চেষ্টা করে। খবর পেয়ে জনসাধারণও পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। একদল মুক্তিযোদ্ধা শৈলকুপা সেতুর (যশোর জেলার ঝিনাইদহে) নিকট অবস্থান গ্রহণ করে।

সেতুর নিকট পৌঁছাতেই পাকিস্তানীরা মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশের ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করলে জনসাধারণ তাদের পিছু ধাওয়া করে। পথে তারাও জনতার হাতে প্রাণ হারায়। তবে এই সময়ের মধ্যে ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানীর হাতে দুই শতাধিক বেসামরিক বাঙ্গালী প্রাণ হারিয়েছে, আহত আরো বেশী।

২রা এপ্রিল ভোরের দিকে বালুচ কোম্পানীর অবশিষ্ট সৈন্য কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার ব্যারিকেডের জন্য যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় তারা গ্রামের পথ ধরে পালাবার চেষ্টা করে। পথে কাউকে দেখতে পেলেই তারা গুলি ছুড়তে থাকে। কিন্তু শিগগীরই তারা হতাশা ও ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গোলাগুলীও ফুরিয়ে যায়। জনসাধারণ সহজেই তাদেরকে বন্দী করে। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে ২৭-বালুচ রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানীর নাম চিরতরে মুছে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ যশোর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। যশোর-নড়াইল-গোপালগঞ্জের সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.... ১৯৭১

যশোর-গোপালগঞ্জের প্রতিরোধ যুদ্ধ

সাক্ষাৎকার : মেজর আবদুল হালিম

২২-১১-১৯৭৩

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আমি আমার নিজ বাড়ী ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে ছুটি ভোগ করছিলাম। ২৫শে মার্চের পাক বাহিনীর নির্মম হত্যাকান্ডের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ অফিসের নেতৃবৃন্দের সহিত মুক্তিযুদ্ধ কি ভাবে পরিচালনা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করি। সাথে সাথে ছুটি ভোগকারী সৈনিক ও ইপিআরদিগকে গ্রাম-গঞ্জ ও শহর থেকে একত্রিত করি। সেই সময় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ ফরিদ আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন।

২৮শে মার্চ গোপালগঞ্জ থানা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তৎকালীন কালিয়া থানার এম-পি-এ সাহেবের সহযোগিতায় যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা শহরে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পৌঁছি। সেই সময় নড়াইলের এস-ডি-ও কামাল সিদ্দিকী ও যশোর জেলার এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার শাহাদৎ হোসেন সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২৯শে মার্চ নড়াইল গিয়ে জানতে পারলাম, যশোরে পাকবাহিনীর সহিত মুক্তিবাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। তাই, নড়াইল থেকে যশোর অভিমুখে রওনা হই। পরে হামিদপুরে এক প্লাটুন পাকসেনা ডিফেন্স নিয়েছিল। আমার প্লাটুন ও সেই এলাকার ছাত্র, পুলিশ ও কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানসহ ঐদিনই রাত্রি সারে তিনটায় তাদের ডিফেন্সের চারদিক থেকে আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে তারা ভয় পেয়ে পেছনের দিকে পালিয়ে যায়।

৩০শে মার্চ সকালে আমার প্লাটুন ও হামিদপুর এলাকার অসংখ্য ছাত্র-যুবকসহ যশোর রওনা হই। সকাল ৯টার দিকে যশোর শহরে পৌঁছি। সেই সময় যশোর শহর আমাদের বাহিনীর আয়ত্তে ছিল যশোর শহরে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন হাসমত ও ক্যাপ্টেন আওলাদের সাথে দেখা করি এবং আমি ও আমার প্লাটুনের জোয়ানদেরকে কি করতে হবে তা অবগত করি।

সেই সময় ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে জানতে পারলাম যশোর-কলিকাতা রোডের শঙ্করপুর নামক স্থানে পাকবাহিনীর সহিত ইপিআর বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রাত্রে অয়ারলেসে যুদ্ধের অগ্রগতির সম্বন্ধে যোগাযোগ করি।

৩১শে মার্চ সকালে শঙ্করপুরে চলে যাই। সেখানে ইপিআর বাহিনীকে পুনরায় নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ডিফেন্স করে দিই। সেখানে ইপিআর বাহিনীর সুবেদার মালেক অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এইদিকে ক্যাপ্টেন আওলাদ ও ক্যাপ্টেন হাসমতকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাদেরকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা গেল না।

৩১শে মার্চ থেকে এরা ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত যশোর সেনানিবাসের চতুর্দিক ঘিরে রাখা হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয় ও ডিফেন্স তৈয়ার করা হয়। সেই সময় ভারতের সহিত যোগাযোগ করা হয় আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য, কিন্তু প্রথম দিকে সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আমাদের হাতে তখন আধুনিক অস্ত্রের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্য।

৩রা এপ্রিল বিকাল ৩ ঘটিকার সময় পাকবাহিনী যশোর সেনানিবাসের দুই দিক থেকে আক্রমণ করে। যশোর কলিকাতা রোডের উপর শঙ্করপুর দিয়ে ও যশোর ঢাকা রোড দিয়েও তারা আক্রমণ করে। প্রথমে আর্টিলারি নিক্ষেপ করে ও মর্টার হতে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। গোলা নিক্ষেপ করে পাকসেনারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের সম্বল ছিল ২টি ৬ পাউণ্ডার। দুইটিকে দুই রণাঙ্গনে বসান হলো। ৬ পাউন্ডার থেকে পাকবাহিনীর উপর গোলা নিক্ষেপ করে বেশ কিছুক্ষন তাদের অগ্রগতিকে রোখা গেল। এই দিকে শঙ্করপুরের ৬-পাউণ্ডারটি থেকে কয়েকটি গোলা নিক্ষেপের পর জ্যাম লেগে যাওয়ায় আর গোলা নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ঢাকা-যশোর রোডের উপর বসান ৬-পাউণ্ডারটি নিয়ে আসার জন্য অয়ারলেসে বলা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নিয়ে আসবার সময় পথে পাকবাহিনী ৬ পাউণ্ডার ও চালককে আটকে ফেলে। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের পক্ষে বাধা দেওয়ার আর কোন উপায় রইল না। এদিকে পাকবাহিনীর আর্টিলারীর শেলে কয়েকজন জখম হয় ও ছাত্র-যুবকরা হাতিয়ার ফেলে পিছনে চলে আসে। সন্ধ্যার দিকে পাক বাহিনী আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপর গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলতে থাকি। ৩রা এপ্রিল সারারাত উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। আমাদের পক্ষে দুই কোম্পানীর মত ইপিআর ও আনসার-মুজাহিদ-ছাত্র যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে বিশেষ অসুবিধা ছিল। আমি ইপিআর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নই, তাছাড়া সকল সৈনিকের ছিল সিভিল পোশাক। তাই সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় কিছু অসুবিধা হয়। এই যুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী লেঃ মতিউর রহমান এমপিএ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ১৫ জন মুক্তিসেনা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে শাহাদৎবরণ করেন। এদিকে পাকবাহিনী যশোর দখল করে নেয়। ৪ঠা এপ্রিল আমরা সকালে নড়াইলে পুনরায় একত্রিত হই। সেখানে নতুনভাবে মনোবল নিয়ে নড়াইল-যশোর রোডে দাইতলা নামক স্থানে বিকালে ডিফেন্স নিই। সেই সময় আমাদের জোয়ানদের মোট সংখ্যা ছিল এক কোম্পানী। অপরদিকে সকল আনসার ও মুজাহিদ নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। দাইতলা আমাদের ডিফেন্স খুব শক্ত করে গঠন করি।

৭ই এপ্রিল পাকবাহিনী বিকালের দিকে পুনরায় আক্রমণ করে, কিন্তু আমাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পাকসেনা টিকে থাকতে পারলো না। পাকবাহিনীর পিছনে ফিরে চলে যায়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর আনুমানিক ৩০ জনের মত নিহত হয়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমাদের ডিফেন্স নষ্ট করতে পারেনি। আমাদের পক্ষে কোন হতাহত হয়নি।

৮ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ করে। পাকবাহিনী সেইদিন আর্টিলারী ও মর্টার ব্যাবহার করে। আমরাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করি। প্রায় ৫ ঘণ্টা উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরে আমাদের গোলাবারুদের অভাবে আর টিকে থাকা গেল না। আমরা পিছনের দিকে চলে আসতে বাধ্য হলাম। নড়াইলে আমার কোম্পানী নিয়ে রাত্রে অবস্থান করি।

৯ই এপ্রিল পাক বাহিনী নড়াইল মহকুমা শহরে বিমান হামলা চালায় ও সাথে সাথে দাইতলা থেকে পাক বাহিনী এসে নড়াইল শহর দখল করে নেয়। আমার কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিছু ইপিআর জোয়ান ভারতে চলে যায়।

আমি পুনরায় গোপালগঞ্জে চলে আসি। সেই সময় গোপালগঞ্জ শত্রুমুক্ত ছিল। গোপালগঞ্জে পুনরায় ছাত্র, যুবক, ইপিার ও সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের নিয়ে দুটি কোম্পনী গঠন করি। তাদের রীতিমত প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করি। প্রথমে আমার কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার গোপালগঞ্জ শহরে গঠন করি। পরে আমার নিজ গ্রাম মানিকহার হাইস্কুলে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। মে মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ জেনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আমাদের নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে।

৮ই মে গোপালগঞ্জ থেকে ৫ মাইল দূরে তালা নামক স্থানে ৫টি বার্জ বোঝাই পাট খুলনার দিকে যাচ্ছিল। আমরা তা আক্রমণ করি ও অগ্নিসংযোগ করে বার্জগুলিকে ডুবিয়ে দিই। বার্জগুলিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া 'বিরলা' নামক ছোট জাহাজটিকে আমাদের নদীতে পেট্রোলিং করার কাজে ব্যবহার করি।

১১ই মে সকালে ঢাকা থেকে খুলনা অভিমুখে রকেট ষ্টীমার যাওয়ার পথে তালা জাহাজঘাটে জোরপূর্বক আটকিয়ে রাখি। প্রত্যেকটি যাত্রীকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিই, কারণ অধিকাংশ যাত্রী পাক সরকারের পক্ষে চাকুরীতে যোগদানের জন্য খুলনা যাচ্ছিল। জাহাজটিকে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এবং জাহাজের যাত্রীদের সরকারী চাকুরীতে যেন যোগদান না করে এই শপথ করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

১১ই মে বিকালে পাকসেনারা স্থানীয় কিছু দালালের সহায়তায় প্রথমে গোপালগঞ্জ প্রবেশ করে। পরে আমাদের হেডকোয়ার্টার মানিকহার আক্রমণ করে। প্রথমে আমরা তাদের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করি, কিন্তু পরে তাদের আধুনিক অস্ত্রের মুখে টিকে থাকা গেল না। আমাদের পক্ষে একটি মাত্র এল-এম-পি ছিল। তার চালক নায়েক রব হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ায় আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। পাক বাহিনী মানিকহার গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

গোপালগঞ্জ পতনের পর ভারত অভিমুখে রওনা হই। পথে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে ২২শে মে পশ্চিমবঙ্গের বয়রা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি।

যশোর সেনানিবাস ও অন্যান্য স্থানে
১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎপরতা

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দীন আহমদ বীরবিক্রম

২৮-৯-১৯৭৩

২৫শে মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় কি ঘটেছিল তা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। সেখানে কোন লোকজনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কেননা ঐ এলাকাটি ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এমনকি ২৭শে মার্চ মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) জিয়াউর রহমান সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথাও আমি জানতে পারিনি। আমার সৈন্যরা অনেকে কিছু জানতে পারলেও আমাকে কিছু জানায়নি।

২৯শে মার্চ ১২টার সময় অয়ারলেসে-এর মাধ্যমে পাকিস্তানী ১০৭ নং ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহিম দুররানী আমাদেরকে যশোরে পৌঁছতে বলায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে জগদীশপুর থেকে যশোরের অভিমুখে রওনা দিই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাত ১২টায় পৌঁছি। যদিও আমাদের ব্যাটালিয়নে মোট ৭৫০/৮০০ সৈন্য সাধারণত থাকে, কিন্তু অনেক সৈন্য ছুটিতে থাকায় আমাদের ব্যাটালিয়নে সৈন্যসংখ্যা তখন ছিল ৪০০ জন। (ব্যাটালিয়নে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল এবং সে জন্যই প্রায় অর্ধেক ছুটিতে ছিল।)

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ব্রিগেডিয়ার দুররানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অফিসে যান এবং কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে বলেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার দুরবানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে চাবিগুলো নিজ হাতে নিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর আমাদের ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

---

* সাক্ষাৎকারদাতা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩০ মাইল দূরে কোটচাঁদপুর ও জগদীশপুর এলাকায় কালেকটিভ ট্রেনিংয়ে ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার দুরোনী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরাও তৎক্ষণাৎ 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র যার যার হাতে নিয়ে নেয় এবং আমরা চতুর্দিকে আমাদের পজিশন নিই। আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী দুই ব্যাটালিয়ন (২৫-বেলুচ রেজিমেন্ট এবং ২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) সৈন্য আমাদেরকে তিন দিক দিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের জোয়ানরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। এ সময় কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিল আমাদের নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেন এবং অফিসে বসে থাকেন। তখন আমি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব নিই এবং পাঞ্জাবীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিই এবং সেভাবে সৈন্যদের পুনর্গঠিত করি। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেনও আমার সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করে।

এভাবে সকাল আটটা থেকে দুপুর দু'টা পর্যন্ত পাঞ্জাবীরা আমাদের উপর বার বার আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমরা তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করি এবং তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হই। পাকিস্তানীরা পূর্ব থেকেই আমাদের উপর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েছিল, কেননা তারা মর্টার আক্রমণ করে এবং তা আমাদের ব্যাটালিয়নের উপরই করে। যেহেতু, পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ করে, সেহেতু তাদের সঙ্গে আমরা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারব না মনে করে আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণ না করলেও পশ্চিমের খোলা মাঠে মাঝে মাঝে অবিরাম বৃষ্টির মত গুলি করছিল। আমরা পশ্চিম দিক দিয়েই কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পশ্চিম দিক দিয়ে কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হই। (চৌগাছা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সময় আমি আমার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি মোটেই রাজী হননি।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধের সময় সেকেন্ড অফিসার লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন শহীদ হন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে "বীর উত্তম" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ারই প্রথম অফিসার যিনি যুদ্ধে শহীদ হন। তাছাড়া এ যুদ্ধে আমার ৪০ জন সৈন্য শহীদ হন। পাকিস্তানী সৈন্যও প্রায় ৪০ জন শহীদ হন।

চৌগাছায় একত্রিত হবার পর আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলি। এসময় আমি একমাত্র অফিসার ছিলাম। দশজন জুনিয়র কমিশন অফিসারও আমার সাথে প্রায় ২২৫ জন সৈন্য ছিল।

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ঃ এইদিন রাত্রে জনসাধারণের মারফতই প্রথম জানতে পারলাম যে, মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের আহবান করেছেন। কয়েকজন সাংবাদিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের নিকট জানতে পারলাম সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সৈন্য ও অফিসাররা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ খবর পাবার পর আমার এবং আমার সৈন্যদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দেয় এবং মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

৩০শে মার্চ, ১৯৭১ঃ এই দিন আমার ব্যাটালিয়নে সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করলাম। তাদের উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালাম যে, বাংলাদেশর স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। স্ব-ইচ্ছায় যে বা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত শুধু তারাই আমার ব্যাটালিয়নে থাকতে পারবে। এবং আরও বললাম, যদি কারো যুদ্ধ

করার ইচ্ছা না থাকে তবে সে কেটে পড়তে পারে। আমার বক্তব্য শুনে প্রত্যেক জোয়ানের মুখে নতুন করে উদ্দীপনা দেখা দেয়। তারা সবাই দেশের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং শপথ গ্রহণ করে।

চৌগাছায় আমার ও আমার ব্যাটালিয়নের যুদ্ধ করার মত কোন গোলাবারুদ ছিল না। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত গোলাবারুদ ছিল তা যশোর ক্যান্টনমেন্টের যুদ্ধেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাছারা সকলেরই একটা করে পোশাক ছিল। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা দেখা দেয়। মোটকথা, বিভিন্ন সমস্যর সম্মুখীন হই। কিন্তু ছাত্র ও জনসাধারণের সাক্রিয় সাহায্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা হয়।

২রা এপ্রিলঃ চৌগাছা থেকে সলুয়া নামক গ্রামে নায়েক সুবেদার এ বি সিদ্দিকের কমান্ডে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য। (সলুয়া গ্রাম যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল পশ্চিম দিকে)। চৌগাছা তখন আমার হেড কোয়ার্টার। এখান থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম ও উত্তর দিকের গ্রামগুলোতে পেট্রোলিং শুরু করি। হাবিলদার আবুল কাশেম (টি-জে) এবং হাবিলদার মোহাম্মদ ইব্রাহীমদের নেতৃত্বে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে খিতিবদিয়া নামক গ্রামে এ্যামবুশ পার্টি পাঠাই। হাবিলদার আবুল কাশেম এবং হাবিলদার ইব্রাহীম একটি পাকিস্তানী পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এতে ৬ জন পাকিস্তানী নিহত হয় এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

ইতিমধ্যে ৭ই এপ্রিল খবর পেলাম যে, মেজর ওসমান চৌধুরী (বর্তমান লেঃ কর্নেল) চুয়াডাঙ্গায় তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগদান করেছেন। ঐদিন আমি একটা জীপ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নিকট থেকে কিছু চাইনিজ এম্যুনিশন, এক্সপ্লোসিভ, কয়েকটি জীপ এবং কয়েকটি রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে চৌগাছায় ফিরে আসি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ঃ নায়েক সুবেদার আহমেদউল্লাহর নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালাম ছোট হায়বতপুর গ্রামের ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য। ব্রীজটি যশোর-ঝিনাইদহ বড় রাস্তায় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ভোর তিনটের সময় নায়েক সুবেদার আহমেদউল্লাহ উক্ত ব্রীজ উড়িয়ে দেন। ব্রীজটি ভাঙ্গার ফলে এবং ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আমার ব্যাটালিয়ন সৈন্যদের পেট্রোলিং-এর দরুণ পাকিস্তনী সেনাবাহিনীর সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে কিছুদিনের জন্য ভয়ে বের হতে পারেনি।

১১ই এপ্রিল, ১৯৭১ঃ সিপাই ড্রাইভার কালা মিয়াকে পাঠাই কোটচাঁদপুর থানায় কয়েকটি জীপ ও ট্রাক সংগ্রহ করে আনতে। কালা মিয়া কোটচাঁদপুর যাবার পথে খবর পায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা কনভয় কালিগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত খবর পাবার পর কালা মিয়া আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন (দশজন) মুজাহিদকে নিয়ে কালিগঞ্জের দিকে এক মাইল দূরে এ্যামবুশ করে। উক্ত এ্যামবুশে ৩টা গাড়ি বিনষ্ট হয় এবং দশজন পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হয়। কালা মিয়া একটা হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে যখন একটা গাড়ির দিকে ছুড়তে যায় তখন তার বুকে পাঞ্জাবদদের বুলেট বিদ্ধ হয় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হয়।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১ : ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা বেনাপোলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ খবর পেয়ে ১৪ই এপ্রিল আমি আমার ব্যাটালিয়ন চৌগাছা থেকে তুলে নিয়ে বেনাপোলের ৩ মাইল পূর্বে কাগজপুকুর গ্রামে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি এবং যশোর-বেনাপোল রাস্তার দুধারে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা নিই। এই সময় ইপিআর বাহিনীর দু'টো কোম্পানী যোগদান করে। আমার সৈন্যসংখ্য প্রায় ৫৫০ জনে দাঁড়ায়। এ সময় শত্রুর শক্ত ঘাঁটি ছিল নাভারনে। (নাভারন বেনাপোল থেকে ১২/১৩ মাইল পূর্ব দিকে)। আমি শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নাভারন এলাকায় পেট্রলিং শুরু করি।

২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ : ঐ দিন ভোর আড়াইটার সময় আমি নিজে ২০ জন সৈন্য নিয়ে নাভারন মূল ঘাঁটিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর রেইড করি। আমার রেইডে ১০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ১৫ জন আহত

হয়। উক্ত রেইডে আমরা মর্টার ব্যবহার করি। আমার ৪ জন সৈন্য আহত হয়। উক্ত রেইডে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হয় আমাদেরকে, কেননা কাঁদামাটি এবং খালবিল পেরিয়ে আমাদের রেইড করতে হয়েছিল।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১ (কাগজপুকুরের যুদ্ধ) : ২৩শে এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য কাগজপুকুর গ্রামে আমাদের মূল ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। তারা আর্টিলারীর সাহায্য নেয়। এখানে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলে। আমি আমার সৈন্যদেরকে নিয়ে পরে বেনাপোল কাস্টম কলোনী ও চেকপোষ্ট এলাকায় বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা নিতে বলি। কাগজপুকুরের এ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ৫০ জন সৈন্য নিহত হয় ও অনেক আহত হয়। আমার ২৫ জন সৈন্য শহীদ হয়। অনেক বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করায় বাংলাদেশ সরকার তাকে 'বীরবিক্রম' উপাধি প্রদান করেন।

এর পরবর্তী পনের দিন ধরে শত্রুপক্ষ বেনাপোল কলোনী ও চেকপোস্ট এলাকা দখল করার জন্য বহুবার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিই এবং প্রতিহত করি। উক্ত পনের দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১০০ জন সৈন্য নিহত হয়। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেনাপোল তারা দখল করে সেখানে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করবে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবং বাংলাদেশের পতাকাই উড়তে থাকে। উপরন্তু এ এলাকা তারা কখনও দখল করতে পারেনি। বেনাপোলের যুদ্ধে আমার দশ জন সৈন্য শহীদ হন এ সংঘর্ষে হাবিলদার আবদুল হাই, হাবিলদার আবুল হাশেম (টি-জে), হাবিলদার মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী, ল্যান্স নায়েক মুজিবুর রহমান, সিপাই আবদুল মান্নান অভূতপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেয়। বড়আঁচড়া গ্রামে এ্যামবুশ করে হাবিলদার ফয়েজ আহমদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৫ জন সৈন্যকে নিহত করে।

প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর ও অন্যান্য এলাকা

যশোর রণাঙ্গণে

২৩ মার্চ তারিখে ইপি-আর বাহিনীর জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলল, আর সেই পতাকার সামনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে 'গার্ড অব অনার' দিল। অবাঙ্গালীরা প্রতিবাদ তুলেছিল, কিন্তু তাদের সেই আপত্তি টিকল না। ২৫শে মার্চ তারিখে ঢাকা শহরে ইয়াহিয়ার জঙ্গী-বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর যখন এসে পৌঁছল, যশোরের মানুষ তাতে ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, ক্রোধে গর্জন করে উঠল-এর উপযুক্ত প্রতিশোধ চাই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কামান, মর্টার আর মেশিনগানে সজ্জিত হাজার হাজার পাক সৈন্য মোতায়েন হয়ে আছে, যে- কোন সময় তারা অগ্নিস্রাবী প্লাবন নিয়ে নেমে আসতে পারে, এ কথা চিন্তা করেও তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল। ২৬, ২৭ ও ২৮শে মার্চ, এই তিন দিনে ইপি-আর-এর চারটি ক্যাম্পে জওয়ানরা প্রতিরোধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিল।

প্রথমম সংঘর্ষ ঘটল ২৯শে মার্চ তারিখে- শহরের উপর নয়, শহর থেকে বাইরে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। সেদিন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। দিনের অবস্থা বদলে গেছে, মুক্তি আন্দোলনের হাওয়া ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেও এসে ঢুকেছে - নিরস্ত্র বাঙ্গালী সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এর পরিণাম কি হবে, তা তারা ভাল করেই জানত, তা সত্ত্বেও এই লাঞ্ছনাকে তারা নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নেয়নি।

সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা হিসেবে ওরা আগেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের ম্যাগাজিনের চাবিটা কেড়ে নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা তাতেও দমল না, তারা ম্যাগাজিন ভেঙ্গে কিছু অস্ত্র বার করে নিয়ে এল। তার ক্যান্টনমেন্টের

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

ভেতরেই দু'পক্ষে শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। একদিকে কামান, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য অপর দিকে হালকা হাতিয়ার সম্বল করে এক ব্যাটালিয়ন বাঙ্গালী সৈন্য। এই যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে! স্বাভাবিকভাবেই এই সংঘর্ষে বহু বাঙ্গালী সৈন্য মারা গেল। বাকী সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে ক্যান্টনমেন্টের বন্ধ দরওয়াজা ভেঙ্গে বাইরে পালিয়ে গেল।

এই সংবাদ দেখতে দেখতে শুধু যশোর শহর নয়, সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই বুঝল, এবার মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে, আর বসে থাকার সময় নেই। ইপি-আর বাহিনী আগে থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী হয়েছিল। এবার শহরের পুলিশ বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই পুলিশ-বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হচ্ছেন হিমাংশু ব্যানার্জী, আকমল হোসেন আর পীযুষ। শহরের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়ার হিসেবে হিমাংশু ব্যানার্জী পুলিশদের মধ্যে নয়, শহরের সাধারণ লোকের মধ্যেও জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয় খেলোয়ারটি এবার এক নতুন খেলায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন।

পুলিশ ম্যাগাজিনের চাবি ছিল অবাঙ্গালী জমাদারের হাতে। হিমাংশু, আকমল আর পীযুষ তাকে বন্দী করে তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে ম্যাগাজিন খুলে ফেললেন। সেখান থেকে তারা সাত'শ রাইফেল, ছয়'শ শটগান, কিছুসংখ্যক ব্রেনগান এবং যথেষ্ট পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার করলেন। তারপর এই অস্ত্রগুলিকে বিদ্রোহী পুলিশ আর বিদ্রোহী জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। স্থির হোল, এদের এখনই অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে হবে। মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাগ্র পুলিশ আর জনতা নিউ টাউনের নোয়াপাড়ার আমবাগানে ঘাঁটি করে বসেছিল। এখানে জনতার মধ্যে থেকে তিন'শ জনকে বাছাই করে নিয়ে ষাটজন পুলিশ তাদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দিল। মাত্র এক ঘন্টার মত সময় পেয়েছিল তারা। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তারা রাইফেল চালনার অ, আ, ক , খ- টুকু আয়ত্ত করে নিল।

সেদিন সেই আমবাগানেই এই নবদীক্ষিত শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের আহার্য-দ্রব্য যোগাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ঘরের মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই স্মরণীয় আমবাগানের মধ্যে তাঁদের এই মুক্তিসংগ্রমী ভাইদের জন্য রান্না করছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবিকা নারী বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন হিমাংশু ব্যানার্জীর স্ত্রী।

সেই দিনই ইপি-আর বাহিনী, ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'শ'র উপরে সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীর গড়ে তোলা হোল।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে চারটি সৈন্যবাহী জীপ সম্ভবত শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছে। মুক্তিবাহিনী তাদের মধ্যে তিনটি জীপকে খতম করে দিল। এখান থেকে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম শুরু। সেদিন রাত দ'টার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের শালতলা এলাকায় পাক-সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচুর গুলি বিনিময় হয়।

সেই রাত্রিতেই যশোর জেলের কয়েদীরা বাইরের খবর শুনে চঞ্চল হয়ে উঠে। তারা জোর করে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং তাই নিয়ে জেল প্রহরীদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এবং গুলি চলে। শেষ পর্যন্ত তার পরদিন রাত্রিতে সেখানকার ১৩৭৫ জন বন্দী জেলের দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। তাদের মধ্যে সতেরো জন ছিলেন নিরাপত্তা বন্দী। এটা ৩০ তারিখ রাতের ঘটনা।

৩০শে মার্চ ভোরবেলা দু'দল পাক-সৈন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে জীপে করে দু'দিকে যাত্রা করল। একদল এখানকার চাঁচড়ার দিকে, আর একদল খুলনার দিকে। মুক্তিবাহিনীও দু'দলে ভাগ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাক-সৈন্যদের মধ্যে যে-দলটি খুলনার দিকে যাত্রা করেছিল, পুরাতন কসবার পুলের কাছে তাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটল। এই সংঘর্ষে পুলিশদের নেতা হিমাংশু ব্যানার্জী নিহত হলেন। চাঁচড়ার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে আচ্ছামত ঘা খেয়ে পাক-সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মুক্তিবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রইল।

৩১শে মার্চ তারিখে শহর থেকে চার মাইল দূরে যশোর-মাগুরা রোডের ধারে হালিমপুর গ্রমে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। ইপি-আর বাহিনীর জওয়ানদের নেতৃত্বে এই ট্রেনিংদানের কাজ চলবে। শোনা যায়, জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা প্রায় পাঁচশ কয়েদী স্বেচ্ছায় এই ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামের সমরসজ্জা শুধু যশোর শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না প্রায় একই সাথে মহকুমা শহরগুলিতেও প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছিল। নড়াইলের এসডিও এবং সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। যশোর শহরে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, এই খবর পেয়ে তারা শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য যশোর শহরের দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলল। নড়াইল মহকুমার হাজার হাজার লোক যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে এই যুদ্ধ মিছিলে যোগ দেয়। যশোর-নড়াইল রোডের দু'ধারের গ্রামগুলি তাদের ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগল।

নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া অঞ্চলেও একটি শক্তিআলী মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নৌ-বিভাগের প্রাক্তন অফিসার শামসুল আলমের উদ্যোগে এই শাক্তশালী মুক্তিবাহিনীটি গড়ে উঠেছিল। শামসুল আলম সামরিক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একটা ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে আর দশজনের মতই সংসার জীবনযাপন করে চলছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার আহবানে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তার চাকরির মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত যোদ্ধার এক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠল। এই মুক্তিবাহিনীর জন্য থানা থেকে ও বিভন্ন লোকের কাছে থেকে দু'শর উপরে রাইফেল ও বন্দুক সংগ্রহ করা হয়েছিল।

যশোর শহরের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহাগড়ার এই মুক্তিবাহিনীও যশোরের দিকে দ্রুত মার্চ করে চলল। শামসুল আলম নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তৈরী করে তুলেছিলেন। এখানেও হাজার হাজার লোক তাদের যুদ্ধ-যাত্রার সাথী হয়েছিল। তারা তাদের ভীমগর্জনে পথঘাট মুখরিত করতে করতে যুদ্ধের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছিল।

এই যুদ্ধ-মিছিল সম্পর্কে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগারজন মেয়ে নিয়ে গঠিত একটি নারীবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অংশ হিসেবে এই যুদ্ধ-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। এরা সবাই কলেজ ও স্কুলের ছাত্রী। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের জন্য রান্না করা এবং যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা শুশ্রুষা করা, এটাই ছিল তাদের কাজ। এই এগারটি বীরকন্যা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যশোরে গিয়েছিল।

মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমায় যাঁরা মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হচ্ছেন মাগুরার তরুণ এসডিও ওয়ালীউল ইসলাম। এই ব্যাপক অঞ্চলের প্রতিরোধ সংগ্রাম কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১লা এপ্রিল থেকে ৩রা এপ্রিল, এই তিনটা দিন হাজার হাজার পাকসৈন্য খাঁচার পাখির মত ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অরুদ্ধ হয়ে রইল। ইতিপূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বারকয়েক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ওরা একেবারে ঘর নিয়েছে, বেরোবার নামটি করে না।

সৈন্যসংখ্যার দিক দিয়ে এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জার দিক দিয়ে শক্তি ওদের প্রচন্ড। তাহলেও মুক্তিযোদ্ধাদের মরিয়া আক্রমণে, আর তাদের চেয়েও বেশী হাজার হাজার ক্ষিপ্ত জনতার ভীমগর্জনে ওরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ওদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছে।

যশোর শহর মুক্তিবাহিনীর হাতে। এই তিনটি দিন শহরের মানুষ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ, কখনও দলে দলে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে যে যার হাতিয়ার উঁচিয়ে নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে। আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিরোধের বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের সেই সংগ্রামী অহবান ব্যর্থ হয়নি। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। তারা এই বর্বর হামলাকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের এই সোনার দেশকে মুক্ত করবে, স্বাধীন করবে।

ঘরের মেয়েরাও এগিয়ে আসতে চাইছে। এই মুক্তিসংগ্রামকে সফল করে তুলবার জন্য তারাও কিছু করতে চায়। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। কেউ তাদের বলুক আর নাই বলুক, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘরে খাবার তৈরী করে চলেছে। যে যা পারছে সে তাই দিয়ে চলেছে। নিজেরা এগিয়ে গিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে । এই সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না।

পর পর তিন দিন ধরে অবরোধ চলছে। হাজার হাজার লোক ঘিরে আছে ক্যান্টনমেন্টকে। দিন-রাত্রি অষ্টপ্রহর ধরে তারা পাহাড়া দিয়ে চলেছে। ক্যান্টনমেন্টের পেছন দিকে বিল অঞ্চল। সেখানেও পাহাড়া চলেছে, যাতে এরা কোন দিক দিয়ে বেরোবার পথ না পায়। রাইফেল বা বন্দুক ক'জনের হাতেই বা আছে। গ্রামের মানুষ হাতিয়ার বলতে যার যা সম্বল তাহা নিয়ে ছুটে এসেছে। বর্শা, বল্লম, রামদা, লেজা থেকে লাঠিসোঁটা পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, পথের মোড়ে মোড়ে গাছের উপর অনেকে তীর-ধনুক নিয়ে বসে আছে। দুশমনরা একবার ওদের কোট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেই হয়। একটাকেও জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট এক বিরাট ঘাঁটি। এখানে প্রায় সতের হাজার সৈন্য থাকার ব্যাবস্থা আছে। তাছাড়া এরা ট্যাঙ্ক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কয়েক'শ রাইফেল, কয়েকটা লাইট মেশিনগান আর কেবলমাত্র একটা পাঁচ পাউণ্ড গোলা কামান দিয়ে এদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের ব্যাপারে সাহস অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ যুগে শুধু সাহস দিয়েই যুদ্ধ জয় করা চলে না। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা হয়তো এ বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন না।

তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর আরেকটা দুর্বলতা ছিল তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। বীর জনতা তিন দিন ধরে যশোর ক্যান্টনমেন্টে হাজার হাজার পাক-সৈন্যকে অবরোধ করে রাখল, অথচ সেই খবরটা সময় মত তাদের সদর দফতর চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে পৌঁছল না। আর যদি পৌঁছেও থাকে, তবে মূল নেতৃত্ব সাড়া দেয়নি। সে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট-মুহূর্তে তাদের শক্তি সম্পদ যশোরে এনে সমাবেশ করার প্রয়োজন ছিল। তাহলে যুদ্ধপরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা থাকতেন এবং আরও কিছু ভারী অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করা যেত। অবশ্য তাহলেই যে তারা যুদ্ধ জয় করতে পারতেন, এমন কথা বলছি না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তার ফলে সেইদিন যশোর শহর একটা প্রচন্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে পারত এবং তারা বহু শত্রুসৈন্যকে খতম করতে পারত।

অবরোধের তৃতীয় দিনে অবরোধকারীদের সংখ্যা কমতে কমতে অবরোধের বেষ্টনীটা একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। উপযুক্ত সময় বুঝে অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যরা কামানের গোলায় পথ করতে করতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর দু'পক্ষে চলল যুদ্ধ। কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে রাইফেলের লড়াই, এ এক দুঃসাহসিক অথচ মর্মান্তিক দৃশ্য। এই যুদ্ধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এসবই অগ্নিস্রাবী কামান আর ভারী মেশিন গানের সামনে এই প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে! যশোরের রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল, কত দেশপ্রেমিক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। যুদ্ধ সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল, শহরের পথগুলি অসংখ্য দেশভক্তের মৃতদেহে বিকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধঅদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধকে পুর্নগঠন করবার সঙ্কল্প নিয়ে শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। এইভাবে যশোরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এপ্রিলের মধ্যভাগ। ইতিমধ্যে পাকসৈন্যরা যশোরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপন করে হামলাকারীদের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। যশোর শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে মুরাদপুর গ্রাম। বারো বাজারের পাশেই মুরাদগড়। এখানে মুক্তিবাহিনীর একটি গোপন ঘাঁটি ছিল। খবর পাওয়া গেল যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য মুরাদগড়ের দিকে আসছে। সুখবর। এই শিকারটা যেন ফসকে না যায়। স্থির হলো এদের উপর অতর্কিত হানা দিতে হবে। ভাগ্যক্রমে এদের হাতে একটি লাইট মেশিনগান ছিল। এমন সুযোগ কি সবসময় মেলে! কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় মাত্র তিনজন একজন ক্যাপ্টেন আর দু'জন তার সহকারী। খবর পাওয়া গেছে ওদের সঙ্গে আছে পাঁচখানা জীপ, আর একখানা ট্রাক। সৈন্যসংখ্যা সবসুদ্ধ শ'খানেক হবে। একশ জনের বিরুদ্ধে তিনজন। হোক তিনজন, এই নিয়েই তারা ওদের প্রতিরোধ দেবে।

যথাসময়ে ওদের সেই 'কনভয়' মুরাদগড়ে এসে পৌঁছলে ওরা কালীগঞ্জের দিকে চলেছিল। মুরাদগড়ের পুলটা যেখানে তারই একপাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সেই তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নিয়ে বসেছিল। পাক সৈন্যরা নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছিল। তাদের বাধা দেবার দুঃসাহস যে কারও থাকতে পারে এটা তারা ভাবতে পারেনি। তাদের দুটো জীপ সবেমাত্র পুলটা পেরিয়ে ওপারে গেছে, এমন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগানটি তাদের লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল।

এ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে পাক-সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ওদের মেশিনগান অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে ছুটল।

একটু বাদেই এই ভগ্নদূতের দল হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে এই সংবাদ পৌঁছল। দেখতে দেখতে এক বিপুল বাহিনী বেরিয়ে এলে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। ট্রাক-বোঝাই সৈন্যদল বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে মুরাদগড়কে কেন্দ্র করে একটা বিরাট অঞ্চল ঘেরাও করে ফেলল। মুক্তিযোদ্ধারা ওদের সেই ঘেরাও-এর মধ্যে আটকে পড়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। সেই তিনজন বীরযোদ্ধা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলো।

মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলণ শুরু হবার ঠিক অল্প কিছু কাল আগেই কর্তৃপক্ষ আবদুর রউফকে পাকিস্তান থেকে তাঁর স্বদেশে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলভুক্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে গর্জন করে উঠেছে। স্বাধীনতার এই দুর্বার কামনাকে দমন করবার জন্য সামরিক সরকার ২৫-এ মার্চ রাত্রিতে ঢাকা শহরের বুকে হত্যা ও ধ্বংসের তান্ডব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনতা, দিতে দিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠতে লাগল।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ন বাঙ্গালী সৈন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার ও বেলুচ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যের মধ্যে তারা একেবারেই সংখ্যালঘু। তাই ভেতরে ভেতরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও তারা প্রথম দিকে কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করেনি।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা তাদের বিশ্বাস করতে পারেনি। ২৯-এ মার্চ পর্যন্ত মানুষের মনের অবস্থা যা'ই থাক না কেন যশোরে নাগরিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছিল। কিন্তু ৩০-এ মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে এক প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটল। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্রাগারের চাবি কেড়ে নিয়ে সমস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র

করে ফেলল। তার মিনিট কয়েক পরেই বিক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী সৈন্যরা মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং জোর করে তাদের নিজেদের অস্ত্রাগার দখল করে নিল।

এবার দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান সৈন্যদের সংখ্যা বাঙ্গালীদের চেয়ে বহুগুণে বেশি। তাছাড়া কামান, মর্টার ইত্যাদি ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সবকিছুই তাদের হাতে, ফলে এই যুদ্ধের পরিণতি যা ঘটা স্বাভাবিক তা'ই ঘটল। ঘন্টাকয়েক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ক্যান্টনমেন্টের দু-তিন শ বাঙ্গালী সৈন্য মারা গেল। অবশিষ্ট বাঙ্গালী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেল। যশোর জেলার মুক্তিসংগ্রামের এটাই হলো সূচনা।

এই পালিয়ে আসা বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, যে যেদিকে পারল সে সেই দিকে পালাল। আবদুর রউফ আর তাঁর সাথী দুইজন সৈন্য তাদের সবার মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তাঁরা তাঁদের মনোবল হারাননি। তাঁর এই তিনজনে মিলে নিজেদের একটা ইউনিট গঠন করলেন এবং শপথ নিলেন যে, তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবেন।এই সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা যশোর শহরে ফিরে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করলেন। তখন যশোর শহর মুক্তিবাহিনীর অধিকারে এসে গেছে। মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের পর থেকে আবদুর রউফ ও তাঁর দুইজন সাথী একই সঙ্গে লড়াই করে এসেছেন এবং আবদুর রউফ আহত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসার আগ পর্যন্ত তাঁরা এক সঙ্গেই ছিলেন।

৩রা এপ্রিল তারিখে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাক-সৈন্যরা যশোর শহর পুনর্দখল করে নিল। মুক্তিবাহিনী শহর ত্যগ করে নড়াইল গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল। কিন্তু যশোর শহর ছেড়ে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একটা অংশ শহর থেকে মাত্র মাইল দেড়েক দূরে দুই তালা ফতেহপুরে পাক-সৈন্যদের প্রতিরোধ দেবার জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটা মেশিনগান। এই তিনটা মেশিনগানের মধ্যে একটা ছিল আবদুর রউফ আর তাঁর দুইজন সাথীর হাতে। ই, পি, আর বাহিনির ৮/১০ জন যোদ্ধা বাকী দুইটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এদের সাহায্য করবার জন্য পঞ্চাশেক ছাত্রও সঙ্গে ছিল। এই প্রতিরোধের দলটি দুইতালার যেখানে ঘাঁটি করেছিল, সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

আবদুর রউফ বলেছিলেন: ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। ১২ই এপ্রিল তারিখে বেলা ১টার সময় আমরা যখন খেতে বসেছি, এমন সময় লক্ষ্য করলাম শহরের দিক থেকে একটা কাল রং এর জীপ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু দূরে থেকতেই জীপটা থেমে গেল। মনে হলো, জীপের আরোহীরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, তাই ওখানে থেমে গিয়েছে। আমরা দেখা মাত্রই খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে আমাদের তিনটা মেশিনগান একই সঙ্গে গর্জন করে উঠল। কিন্তু ওরা আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে জীপটাকে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। তাই আমাদের গুলি ওদের স্পর্শ করতে পারল না। জীপটা ঐভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় আমাদের অবস্থানটা পর্যক্ষেণ করে নিচিছল। তারপর গাড়িটা যেদিকে থেকে এসেছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল।

জীপটা চলে যাবার মিনটি কয়েক বাদেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হলো। গোলাগুলি আমাদের সামনে এসে পড়েছিল। আমরা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে এইভাবে গোলাবর্ষণ চলল। ওরা মনে করল, এই গোলাবর্ষণের পরে পথ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদের প্রতিরোদ করবার মত কেউ নেই। তাই ওদের একটা পদাতিক দল নিশ্চিন্ত মনে যশোর নড়াইল সড়ক দিয়ে আসতে লাগল। আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম, আসুক, ওরা আরও কাছে এগিয়ে আসুক, তারপর ওদের একবার দেখে নেওয়া যাবে। উপযুক্ত সময় আসতেই আমরা মুহুর্তের মধ্যেই পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে মেশিনগান চালাতে শুরু করলাম। ওরা এ জন্য একেবারেই প্রস্তত ছিল না, তাই আমাদের তিনটা

মেশিনগানের অবিরল গুলিবর্ষনের ফলে ওদের মধ্যে প্রচুর লোক মারা গেল। বাকী সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল ।

ওরা পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেবার সময় দিল না। একটু বাদেই ওদের একটা বড় দল আমাদের উপর এসে হামলা করল। ওরা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েই এসেছিল, সঙ্গে মেশিনগান ও ছিল, কিন্তু ওরা এবার বরাবর সোজা পথ ধরে আসেনি। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে হঠাৎ এক সময় উঠে দেখলাম, ওরা দুটো দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে সাঁড়াশীর মত আক্রমণ করেছে এবং আমরা প্রায় ঘেরাও হয়ে যেতে বসেছি।

আমাদের উপর দুদিক থেকে গুলিবর্ষণ চলেছে আমরা যেন গুলির বেড়া জালের মধ্যে আটকে পড়তে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে সাহায্য করার মত যারা ছিল তারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে একে একে পাঁচজন যোদ্ধা শহীদ হলেন। কিন্তু তবু আমরা আমাদের মনোবল হারাইনি। আমাদের তিনটি মেশিন গান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলি করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়ে সেই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এলাম।

শত্রপক্ষ বুঝল, লড়াইয়ের পথ এখনও তাদের জন্য কণ্টকমুক্ত নয়। তাই তারা আর বেশী দূরে না গিয়ে যশোর শহরে ফিরে এল। ইতিমধ্যে নড়াইল এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, পাক সৈনদের এক বিরাট বাহিনী নড়াইল আক্রমণ করতে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। নড়াইল শহরের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। আবার সেই রাত্রিতেই ওরা নড়াইল শহরের উপর মারাত্মক রকম বোমাবর্ষণ করল। বিস্ফোরণের আগুনে জ্বলতে লাগল নড়াইল শহর। অবস্থা গুরুতর মনে করে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নড়াইল শহর ছেড়ে লোহাগড়ার দিকে চলে গেল।

পরদিন যশোর থেকে এক বিরাট মিলিটারি বাহিনি নড়াইল এসে হামলা করল। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের বিহারী ও বাঙ্গালী দালালরা। ওরা লুটের লোভে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এসেছে। ওদের বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। ওরা নিশ্চিন্ত মনে নড়াইল শহরের ঘরে ঘরে মনের সাধ মিটিয়ে লুটপাট করে শেষ ফিরে গেল যশোর শহরে। তখন নড়াইল শহরে বেসামরিক বা সামরিক কোন শাসনই রইল না। কুখ্যাত গুণ্ডা টগর সেই সুযোগে সারা শহরের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে যা খুশি তা'ই করে চলল।

মূল মুক্তিবাহিনী চলে গেছে লোহাগড়া। আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। এবার আমরা তিনজন মুক্তিবাহিনী থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়লাম। আমরা স্থির করলাম আমদের নিজেদের এবার নিজেদের পথ বেছে নিতে হবে, নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শত্রপক্ষ যতই প্রবল হোক না কেন এবং আমাদের অবস্তা যতই প্রতিকূল হোক না কেন আমরা কিছুতেই এই সংগ্রাম ছেড়ে পেছনে হটে যাব না। আমরা তিনজন আর আমাদের মেশিনগানটি, এই আমাদের শক্তি, এই আমাদের সম্বল। এই নিয়ে আমরা আমাদের নতুন পথে যাত্রা করলাম।

আমাদের প্রথম কাজ হোল নড়াইল গিয়ে টগর গুণ্ডাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া। আমরা সোজাগিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করলাম। টগর তার দলবল নিয়ে অবাধে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের ইচছা বা সুযোগ আমাদের ছিল না, দেখা হওয়া মাত্রই আমাদের গুলিবিনিময় চলল। কিন্তু আমাদের মেশিনগানের সামনে ওরা কি করে দাঁড়াবে! টগর প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করল। আমরা দেশের শত্রুসেই শয়তান মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করলাম। তরপর পরপর তারই মত আরও কয়েকজন দেশদ্রোহীকে হত্যা করা হলো।

এবার আমরা নড়াইল শহর ছেড়ে লোহাগড়ার কাছে দীঘলিয়া গ্রামে চলে গেলাম। আমরা স্থির করেছিলাম, এবার আমরা নিজেদের উদ্যোগে একটি নতুন মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলব। এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছাত্র ও যুবকদের অভাব ছিল ন। সামরিক ট্রেনিং পাওয়ার জন্য তারা অধীর হয়ে উঠেছিল। আমার ডাকে দেখতে দেখতে অনেক ছাত্র ও যুবক এসে জুটল। আমি দীঘলিয়াতে ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং দিয়ে চললাম। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ জনে দাঁড়াল।

এদিকে পাক সৈন্যদের জয়লাভের ফলে স্থানীয় দালালরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল চোর, ডাকাত, লুটেরা আর গুণ্ডা বদমাসের দল। ওরা এই সুযোগে নিজেদের ফায়দা উসুল করে নিচ্ছিল। ওদের পেছনে সামরিক সরকার সমর্থন রয়েছে, তাই তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে, তারা যা-ই করুক না কেন, কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। দীঘলিয়ার কুখ্যাত চেয়ারম্যান নওশের আলী ছিল এমনি একজন নামকরা দালাল। আমাদের মুক্তিবাহিনীর খবর শুনে তার টনক নড়ল। সে টাকা পয়সা ছড়িয়ে চারদিক থেকে হাজার দুই গুন্ডা জাতীয় লোক এনে জড় করে আমাকে ধরতে এল। আমাকে ধরাটা সহজ নয়, এটা সে, আগেই বুঝতে পেরেছিল। তার জন্যই তার এত তোড়জোড়া। আমি খবরটা পেয়েই দীঘলিয়া বাজার ‘কারফিউ’ জারী করে দিয়েছিলাম। আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছোট একটা গ্রুপ নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করলাম। কিন্তু যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলো না, আমাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনে দালাল নওশের আলীর ভাড়াটে গুণ্ডাগুলি দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্ত বুঝতে পারছিলাম, জায়গাটা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। আমাদের অন্যত্র সরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্ত যাবার আগে দালাল নওশের আলীর লীলাখেলা শেষ করে দিয়ে যাব। এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি তখনকার মত আমাদের এই মুক্তিবাহিনীকে ভেঙ্গে দিলাম। তারপর সে অঞ্চলে পনের-ষোল দিন আত্মগোপন করে ছিলাম। একদিন উপযুক্ত সুযোগে শয়তান নওশের আলীকে হত্যা করা হয়। তারপর আমি আর আমার দুই সাথী সেই অঞ্চল ছেড়ে এলাম ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে।

আমরা গোপালগঞ্জ মহকুমার চন্দ্রদীঘলিয়া গ্রামে এসে আশ্রয় নিলাম। দেখতে দেখতে এখানেও এক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠল। আমাদের দৃষ্টি রইল গোপালগঞ্জ শহরের দিকে। সেখানে তখন মুসলিম-লীগ পন্থী, জামাত পন্থী প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দেশদ্রোহীদের অপ্রতিহত রাজত্ব চলছে। পুরানো এসডিওকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একজন অবাঙ্গালীকে নিয়োগ করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ শহর তখন শত্রুপক্ষের দূর্ভেদ্য দুর্গস্বরুপ। পরিকল্পনা নিলাম, ওদের সেই দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়ে ওদের উপর হামলা চালাব। এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে সমস্ত মহকুমা জুড়ে মুক্তিবাহিনীর প্রভাব ও মর্যাদা বহু গুনে বেড়ে যাবে।

কিন্ত আমরা তিনজনই শুধুই সেখানে যাব, যা করবার আমরা তিনজনেই করব, মুক্তিবাহিনীর আর কউকে সঙ্গে নেব না। এ কাজ করতে হবে অত্যন্ত কৌশলে। ওরা যদি আগে থেকে টের পেয়ে যায়, তাহলে একজনকেও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। আমার প্যারাট্রুপারের ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতাটাকে এবার ভাল করে কাজে লাগাতে হবে। খুবই দুঃসাহসের কাজ। আমরা তিনজন সেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ালাম।

গভীর রাত্রিতে অতি সন্তর্পণে আমরা তিনজন গোপালগঞ্জ শহরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। শান্ত শহর ঘুমিয়ে আছে, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা কোথাও কোন পাহারাদারের নজরে পড়ে যাইনি। কি করে অত্যন্ত দ্রুত ও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শত্রূপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হয়, সেই শিক্ষা আমার ভাল করে জানা ছিল। এবার তা কাজে লেগেগেল। আমরা যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছিলাম। দেখতে দেখতে ওদের-বেতার প্রেরণ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিলাম। কেটে ফেললাম টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের তার। গোপালগঞ্জ শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্ত এমন সতর্কতার সঙ্গে এই

কাজগুলি করেছিলাম যে, একটি জন-প্রাণীও তা টের পায়নি। এইভাবে আমাদের প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে নিয়ে আমরা তিনটি নিশাচর প্রাণী দিবালোকের প্রতিক্ষায় রইলাম।

অবশেষে রাত্রির অন্ধকার কেটে দিনের আলো দেখা দিল। ক্রমে বেড়ে উঠল বেলা। আমরা আমাদের গোপন আশ্রয় ছেড়ে প্রকাশ্যভাবে বেরিয়ে এলাম পথে। পথের মানুষ আমাদের দেখে চমকে উঠল। ভয় পেয়ে দু'ধারে সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল। আমরা আমাদের মিলিটারি বুটের খট খট শব্দে রাজপথ ধ্বনিত করে সোজা পুলিশ ব্যারাকে গিয়ে উঠলাম। ব্যারাকে ঢুকেই চমকে উঠলাম আমি। আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম, ব্যারাকে মাত্র জনকয়েক পুলিশ আছে। কিন্তু আমরা এক অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাদের ভয় করলে চলবে না। এখন যা হবার তা হোক।

আমাদের দেখে ওরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল। ওরা আমাকে পাঞ্জাবী অফিসার বলে মনে করেছিল। এমন ভুল অনেকেই করে থাকে। এরই উপর ভরসা করে আমি এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে গোপালগঞ্জ শহরে এসেছি। বলতে গেলে জেনেশুনেই বাঘের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি মিলিটারি অফিসারের গাম্ভীর্য নিয়ে পরিষ্কার উর্দু ভাষায় বললাম, আমি সামরিক হেডকোয়াটার থেকে এসেছি। তোমাদের উপর নির্দেশ, তোমরা এখনই তোমদের অস্ত্র আমার সামনে এনে জমা করবে।

ওরা আমার নির্দেশ শুনে অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। তারা এই অর্ডারেরমানে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তারা তো বাঙ্গালী পুলিশ নয়, তবে তাদের এভাবে নিরস্ত্র করা হচ্ছে কেন? আমি তাদের আর বেশী ভাববার সময় না দিয়ে বজ্রগর্জনে সেই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করলাম। এবার ওরা ঘাবড়ে গিয়ে একে একে সবাই সুড়সুড় করে আমার নির্দেশ পালন করল। পাশেই ছোট একটা ঘর। সেখানে রাইফেলগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। এবার আমরা ওদের একটা হলঘরেরমধ্যে ঢুকিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে গট গট করে চলে এলাম বাইরে। এইখানে প্রথম দৃশ্যের শেষ।

এবার দ্বিতীয় দৃশ্য। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম, তার মধ্যে ট্রেজারি আর ব্যাঙ্ক লুট করার কথাও ছিল। কিন্ত এখন বুঝলাম অবস্থা গুরুতর। আপাতত আমাদের পরিকল্পনা থেকে সে দুটো ছাঁটাই করেই দিতে হবে। এবার পুলিশ ব্যারাক পেছনে ফেলে নবনিযুক্ত এসডিওর কুঠিতে গিয়ে উঠলাম। খবর পাঠাবার একটু বাদেই সেই অবাঙ্গালী এসডিও হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের সামনে চলে এল। আমার দিকে চোখ পড়তেই সে সসম্মানে আমাকে স্যালুট দিল। আমি তাকে উর্দু ভাষায় বললাম আমি সামরিক কতৃপক্ষের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশ নিয়ে এসেছি। এক্ষুণি মুসলিম লীগের আফসার উদ্দিন মোল্লা ও সিদ্দিক সিকদারকে ডেকে পাঠান। একটা বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এসডিও অতি সমাদরে আমাদেরকে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। একটু বাদেই যাদের ডাকানো হয়েছিল তারা এসে উপস্থিত হলো। ওরা ঘরে এসে ঢুকবার সাথে সাথেই আমরা তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলাম। একই সঙ্গে তিনটি রাইফেল গর্জে উঠল। ওদের কথা বলবার সময়টুকু পর্যন্ত ছিল না। তিনটি দেহ একই সঙ্গে ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়ল। এমনি করে পর পর তিন বার গুলি ছুড়লাম, তারপর কাজ শেষ করে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পেছনে লোকজনের কোলাহল আর হট্রগোল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকাবার সময় নেই আমাদের। আমরা যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছি। এতক্ষণে মনে পড়েছে, একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে; সেটিকে শেষ করে যেতে হবে। আমরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে মুসলিম লীগের নেতা ওয়াহিদুজ্জামানের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামরিক সরকারের বড় দালাল ওয়াহিদুজ্জামান। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হতে হলো। খবর নিয়ে জানলাম ওয়াহিদুজ্জামান বর্তমানে গোপালগঞ্জে নেই। না-ই বা থাকল ওয়াহিদুজ্জামান, তার ভাই ফায়েকুজ্জামান তো আছে। সেও তো এই অপকর্মে তার ভাইয়ের সাথী। আপাতত তাকে দিয়ে আমাদের কাজ

চলবে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই ফায়েকুজ্জামান বন্ধ দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। কিন্ত আমাদের মুখের দিকে তাকাতেই, কে জানে কি করে আমার আসল রুপ আর আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলল। এতগুলি লোককে ঘোল খাইয়ে এলাম, কিন্ত তার সাবধানী চোখ দু'টিকে ফাঁকি দিতে পারিনি। আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর দরজার পাট দুটো আমাদের মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরও কেমন জিদ চেপে গেছে, আমরা বাইরে থেকে পাল্টা গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একটু বাদেই নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারলাম। ইতিমধ্যে সারা শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পথের মোড়ে মোড়ে ভীড় জমে যাচ্ছে। এর পর আর শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উপায় থাকবে না। অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পেরে কাজটা অসামপ্ত রেখেই আমর ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা ছুটছি, আর ফাঁকা আওয়াজ করে চলেছি, সঙ্গে রাস্তা সাফ যাচ্ছে।

নিরাপদে, সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে শহরের বাহিরে বেরিয়ে এলাম মৃত্যুর গহবর থেকে।

প্রকাশ্য দিবালোকে গোপালগঞ্জ শহরের বুকের উপর এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পর অবস্থা গরম হয়ে উঠল। সামরিক বাহিনী আর তাদের দালালরা মুক্তিবাহিন কে নির্মূল করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমরা যে অঞ্চলে ছিলাম সেখানকার জনসাধারণের উপর নানারকম জুলুম আর অত্যাচার চলল। শেষ পর্যন্ত আমরা তিনজন ঐ অঞ্চল ছেড়ে মাণিকহার গ্রামে চলে এলাম। আমরা যেখানেই যাই সেখানেই স্থানীয়ভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। তাছাড়া দীর্ঘলিয়া আর চন্দ্রদীঘলিয়ার মুক্তিযোদ্ধারাও সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল।

মাণিকহারে এসে একটা মস্ত বড় খবর পেয়ে গেলাম। নারায়ণগঞ্জ থেকে আটটা ফ্ল্যাট প্রায় দেড় লক্ষ মণ পাট বোঝাই হয়ে খুলনার দিকে যাচ্ছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের এই পাট বিদেশে রফদানি করে মুনাফা লুটবে, আর হয়তো বা সেই টাকা দিয়ে আমাদের মারবার জন্য অস্ত্র আমদানী করবে। ফ্ল্যাটগুলি এই মধুমতি নদীর তীর ঘেঁষেই চলে যাবে।

এই খবর পেয়ে আমরা একদল মুক্তিযোদ্ধা এই ফ্ল্যাটগুলিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মাণিকদা গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। অবশেষে যথাসময়ে ফ্ল্যাটগুলি মানিকদার কাছে তালাঘাটে এসে ভিড়ল। আমরা আগে থেকেই ফ্ল্যাটগুলির উপর হামলা করবার জন্য তেরী হয়ে ছিলাম। ওরা পালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। আমরা ওদের সব পাট পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম।

১০ই মে তারিখ নারায়ণগঞ্জ থেকে রকেট স্টীমারটি সৈন্যদের রসদে বোঝাই হয়ে খুলনার দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া এই স্টীমারে একজন মেজর নেতৃত্বে ৫০জনের মত সৈন্যও যাচ্ছিল। এই সৈন্যদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এবং তারা সাদা পোশাকেই চলেছিল। রকেট স্টীমারটি তালাঘাটে এসে ভিড়ল। আমরা তখনও মাণিকদাতেই ছিলাম। এই খবরটা আমাদের কাছে এসে গিয়েছিল। স্টীমারটা ঘাটে ভিড়বার সাথে সাথেই আমাদের মুক্তিবাহিনী তাকে ঘেরাও করে ফেলল। ওদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আরোহীদের নদীর তীরে নামিয়ে দিয়ে আমরা স্টীমারটিকে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর মেজরসহ সৈন্যদের খতম করে দেওয়া হলো।

সেই দিনই রাত্রিতে খুলনা থেকে একটা রসদ-বোঝাই লঞ্চ এবং বরিশাল থেকে একটা সৈন্যবাহী লঞ্চ গোপালগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। আমরা খাদ্যবাহী লঞ্চটিকে ডুবিয়ে দিলাম। আমাদের প্রবল গুলিবর্ষণের ফলে রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যবাহী লঞ্চটিও ডুবে যায়। এই অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর উৎপাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। গোপালগঞ্জের এসডিও হত্যা, দেড় লক্ষমন পাট পুড়িয়ে দেওয়া, সৈন্যবাহী লঞ্চ ডোবান-পর পর এই সমস্ত ঘটনা মুক্তিবাহিনীর প্রভাব বাড়িয়ে চলেছিল; অপরপক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের মর্যাদার হানি ঘটছিল। তাই আমাদের নির্মূল করে দেবার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগল।

সেই দিনটা ছিল ১১ই মে। এই তারিখটা আমার পক্ষে ভূলে যাওয়া সম্ভব নয়। ওদের গুপ্তচরের মুখে ওরা আমাদের অবস্থানটা জানতে পেরেছিল। সেদিন আমাদের জায়গা থেকে বেশ অনেকটা দূরে ওরা লঞ্চ বোঝাই সৈন্য নামাল। ব্যাপারটা আমরা একেবারেই টের পাইনি। যখন টের পেলাম, তখন আমরা প্রায় ঘেরাও হয়ে এসেছি। সেই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসা সহজ কথা নয়। আমার কথা বলি, আমি ওদের একদল সৈন্যর একবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল, ওরা আমাকে ওদের একজন বলে ভুল করে বসেছিল। তাই আমার কাছ থেকে ওরা আক্রমণ আশঙ্কা করেনি। আর আমিও ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় মেশিনগান দিয়ে এক পশলা গুলিবর্ষনের সুযোগ পেয়ে গেলাম। ফলে ওদের মধ্যে অনেক সৈন্য হতাহত হলো। সেদিন আমরা গুলি চালাতে চালাতে বহু কষ্টে ওদের সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি নিজে একবারে অক্ষত অবস্থায় চলে আসতে পারিনি। এতদিন এত সমস্ত সংঘর্ষের মধ্যেও আমার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। কতবার কত গুলি আমার কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার কত গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এসেছি। ফলে আমার মনে মনে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, ওদের গুলি আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আজ শত্রুরা আমার দেহে ওদের দাঁত বসিয়ে দিয়েছি। বইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমার এই হাত থেকে অবিরাম ধারার রক্ত ঝরে চলেছে। আমার হাতে একই সঙ্গে তিনটি গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে।

বলতে বলতে মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতখানি আমার সামনে তুলে ধরলেন।

কি করেলেন তারপর? জখম হাতটার কি ব্যবস্থা করলেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

আমি যে জখম হয়েছি, ওরা এই খবরটা জানতে পেরেছিল এবং আমি কে সেটাও ওদের অজানা ছিল না। ইতিমধ্যে এখানকার মুক্তিযুদ্ধের নেতা হিসাবে আমার নামটা এখানকার সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। ওরা মনে করেছিল, আমি নিশ্চয়ই আমার এই জখমটার চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানায় বা কোনও ডাক্তারের কাছে যাব। তাই ওরা আমাকে ধরবার জন্য সেই সব জায়গায় হামলা করেছে। কাজেই আমার পক্ষে সেইসব জায়গায় যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আট-দশ দিন বিনা চিকিৎসাতেই কাটল। ফলে সেপটিক হয়ে আমার হাতটা পেকে উঠল। ঐ অবস্থায় আর কিছুদিন থাকলে নির্ঘাত মারা যেতাম। তখন বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিলেন জখম চিকিৎসার জন্য বর্ডারের ওপারে চলে যেতে হবে। আমার অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, তাতে এ ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন উপায় ছিল না।

সশস্ত্র প্রতিরোদ : রংপুর দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। রংপুর দিনাজপুর জেলায় প্রতিরোধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে ৩য় বেঙ্গল *

সাক্ষাৎকার : মেজর মো: আনোয়ার হোসেন

......১৯৭২

১৯৭১ সাল ২৫শে মার্চ আমি সৈয়দপুর সেনানিবাস ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়াটার মাষ্টার হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দপুরে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের ভিতর প্রথমে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় ও পরে অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নের জোয়ান ও অফিসারদের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব সময়ের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, যে কোন সময়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

সেই সময় আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে: কর্নেল ফজল করিম (পাঞ্জাবী), ২য় অধিনায়ক মেজর আকতার (পাঞ্জাবী) ও ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ খান মালিক (পাঞ্জাবী) আমাদের ব্যাটালিয়ন ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্য বাঙ্গালী অফিসার দ্বারা বিভিন্ন কোম্পানীকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন জায়গায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য পাঠায় : ১। মেজর নিজাম, লে: মোখলেস ও ২য় লে: রফিকসহ বি ও ডি কোম্পানীকে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাটে পাঠানো হয়; ২। ক্যাপ্টেন আশরাফকে সৈয়দপুর ও দিনাজপুর রোড়ের মধ্যবর্ত্তী মগুলপাড়া নামক স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগস্থল পাহারার জন্য ৪০ জন জোয়ান দিয়ে পাঠানো হয়; ৩। সুবেদার রহমতুল্লাহ ও আবঙ্গালী মেজর শাফায়াৎ হোসে কে সঙ্গে দিয়ে ১প্লাটুন পার্বতীপুর পাঠানো হয়; ৪। মর্টার প্লাটুনের জোয়ানদিগকে মর্টার রেখে দিয়ে শুধু রাইফেল দিয়ে শহরের অনতিদূরে পাওয়ার হাউস পাহারার জন্য পাঠানো হয়। ১৭ মার্চ অয়ারলেস সেট ও ভারী হাতিয়ারগুলি ব্যাটালিয়ন হেডকোর্টার থেকে ব্রিগেড হেডকোর্টারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

আমি কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্বে থাকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়াটারের কাছে নিয়োজিত ছিলাম। সেই সময় দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক ছিল। ২৪ শে মার্চ আমাকে এবং আমাদের ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর হারি কে ব্রিগেডিয়ারের অফিসে ডাকা হয়। ব্রিগেডিয়ার আমাকে ও সুবেদার মেজর সাহেবকে বাইরের গুজব না শুনে শৃঙ্খলার সাথে দয়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু আমাদের ২য় অধিনায়ক মেজর আকতারের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বহু সময় আলাপ আলোচনা করেন। এতে আমাদের মনে আরো সন্দেহের ভাব উদয় হল।

২৮শে মার্চ মগুলপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন আশরাফ অফিসে আসে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানায়। তখন ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের ১ জন বাঙ্গালী অফিসার লে: সালামকেও ডাকা হয়। আমরা তিনজন রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভবিষ্যতে কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করি। সৈয়দপুর সেনানিবাসে অপর যে দুইটি ব্যাটালিয়ন ছিল ঐ ব্যাটালিয়ন দুইটির ৩১শে মার্চ রাত্রে বগুড়ায়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। আমরা ঐ সময়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস দখল করার সিদ্ধন্ত নিই। সেই অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আশরাফকে এক ট্রাক গোলা বারুদ মগুলপাড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য দিয়ে দিই।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩১শে মার্চ রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় ২৬এফ-এফ ব্যাটালিয়ন ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ব্যারাকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় কিন্তু আমরা সতর্ক থাকায় সকাল ১০টা পর্যন্ত উভয় পক্ষে গুলি বিনিময় হয়, এবং তারা আমাদের ব্যারাকে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। পাক বাহিনী মাইক দ্বারা প্রচার করতে থাকে, তোমরা আত্মসমর্পণ কর, তোমাদিগকে কিছু করা হবে না। সেই সময় আমাদের অবস্থানের চারিপাশ তারা ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমরা তখন বাধ্য হয়ে সেনানিবাস ছেড়ে ফুলবাড়ী নামক স্থানে ডিফেন্স নিই। সাথে সাথে আমাদের বাইরে অবস্থানরত অন্য সকল কোম্পানীকে এই ঘটনা অবগত করি।

১লা এপ্রিল সুবেদার রহমতুল্লাহ তার অবাঙ্গালীর মেজর সাফায়েৎ হোসেনকে হত্যা করে এবং সমস্ত জোয়ান নিয়ে ফুলবাড়ীতে চলে আসে।

৩রা এপ্রিল ঘোড়াঘাটেট অবস্থানরত বি ও ডি কোম্পানী ফুলবাড়ী এসে পৌঁছে। সেই সময় আমাদের মোট শক্তি ছিল ৪৫০ জনের মত। ৪/৫ তারিখে ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠন করা হয় ও তিনটি কোম্পানীতে ভাগ করা হয়।

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় মেজর নিজাম সাহেবকে। ১টি কোম্পানীর দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপ্টেন আশরাফকে। লেঃ মোখলেসকে দেওয়া হয় ১ টি কোম্পানীর দায়িত্ব। আপর কোম্পানীর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আমার উপর। ক্যাম্পে আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে দিনাজপুরে পথ দিয়ে সৈয়দপুর আসবে স্থির হয়। সৈয়দপুর থেকে তিন মাইল দূরে ৮ই এপ্রিল পাক বাহিনীর সাথে তার কোম্পানীর ভীষণ যুদ্ধ বাধে। এখানে পাকবাহিনীর তিনটি গাড়িসহ বহু পাকসেনা হতাহত হয়। লেঃ মোখলেস তার কোম্পানী নিয়ে নীলফামারী হয়ে সৈয়দপুর আসবে ঠিক হয়। আমার কোম্পানী এবং হেডকোয়ার্টার কোম্পানী নিয়ে আমি ফুলবাড়ী থেকে খোলাহাটিতে শিবির স্থাপন করি।

৭ই এপ্রিল সুবেদার রহমতুল্লাহ ১টি প্লাটুন নিয়ে পার্বতীপুর চলে যায়। আমি সেই দিনই আমার কোম্পানী নিয়ে বদরগঞ্জে ডিফেন্স করি।

৯ই এপ্রিল পাকবাহিনী বদরগঞ্জে আমাদের ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর পক্ষে ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ খান মালেক যুদ্ধ পরিচালনা করে। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। শেষে পাক বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের জোয়নরা পিছন হটতে থাকে। এই সময় আমি এক ডিফেন্স থেকে অন্য ডিফেন্সে যাওয়ার সময় বদরগঞ্জ বাজারে পাক বাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে যাই। তখন তারা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে আমার গাড়ির ড্রাইভার মারা যায়। আমি তখন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে অন্য দিকে বদরগঞ্জ বাজারের ভিতর ঢুকে পড়ি। সেখান থেকে বহু কষ্টে বের হয়ে বদরগঞ্জ রেল স্টেশন হয়ে আড়াই মাইল গ্রামের ভিতর চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমার জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। তখন আমার শরীর রক্তাক্ত ছিল এবং পা গুলিবিদ্ধ ছিল। সেখান থেকে আমাকে ফুলবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমার কোম্পানী খোলাহাটিতে চলে যায়।

১০ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী খোলাহাটি আক্রমণ করে। সেখানে পাক বাহিনীর সাথে আমার কোম্পানী টিকতে না পেরে ফুলবাড়ীতে চলে যায়। এদিকে ক্যাপ্টেন আশরাফ ও লেঃ মোখলেসের কোম্পানীও ফুলবাড়ীতে চলে আসে।

১১ই এপ্রিল পাকবাহিনী ফুলবাড়ী আক্রমণ করে। ফুলবাড়ীতে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের ব্যাটালিয়নের ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের পুরা ব্যাটালিয়ন চরখাইয়ে চলে যায়। চরখাইয়ে ডিফেন্স করে কোম্পানীগুলিকে নিন্মলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পথে ডিফেন্সে বসানো হয় যাতে পাকবাহিনী চরখাই আক্রমণ করতে না পারেঃ (১) ক্যাপ্টেন আশরাফের কোম্পানীকে ফুলবাড়ী-চরখাই রোডে

বসানো হয়; (২) আমি আমার কোম্পানী নিয়ে ঘোড়াঘাট-চরখাই রোডে ডিফেন্স নিই; (৩) লেঃ মোখলেসের কোম্পানীকে ডেপথ কোম্পানী হিসাবে রাখা হয়।

১৩ই এপ্রিল সংবাদ পাওয়া গেল পাকবাহিনী বগুড়া দখল করে নিয়েছে। তাই পাকবাহিনী বগুড়া জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি রোড হয়ে হিলি দখল করে নিতে পারে ভেবে ১৪ই এপ্রিল আমি আমার কোম্পানী নিয়ে পাঁচবিবি-হিলি রোডে ডিফেন্স নিই। অপর ২ কোম্পানী চরখাইতেই ডিফেন্স নিয়ে থাকে।

১৯শে এপ্রিল পাকবাহিনী পাঁচবিবির দিক থেকে হিলি আক্রমণ করে। সেই দিন পাকবাহিনীর সাথে আমাদের চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয় ও আমাদের তীব্র আক্রমণের মুখে তারা পিছন হটতে বাধ্য হয়। সেই দিন চরখাই থেকে ২ কোম্পানীকে হিলি চলে আসার নির্দেশ দিই। সেই সময় ক্যাপ্টেন আশরাফ ও লেঃ মোখলেস তাদের জোয়ানদের ফেলে চলে যায়।

২০শে এপ্রিল সুবেদার হাফিজ, নায়েক সুবেদার করম আলী, নায়েক সুবেদার শহীদুল্লাহ দুই কোম্পানীসহ হিলিতে আমার নিকট পৌঁছে। সেই দিন খুব ভোরে পাকবাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করে। সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত পাকবাহিনীর সাথে আমাদের তীব্র যুদ্ধ চলে। অবশেষে পাকবাহিনী পিছন হটতে বাধ্য হয়। এদিকে পাকবাহিনীর মর্টার ও শেলিং-এ ভারতীয় সীমান্তের কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়। ফলে, ভারতীয় বি-এস-এফ কর্নেল মুখার্জী, পশ্চিম দিনাজপুরের ডি-এম ও পুলিশ সুপারের অনুরোধে ২০ তারিখ গভীর রাতে আমাদের ডিফেন্স ভেঙ্গে দিয়ে হিলি থেকে ১৩ মাইল দূরে ভারতের কামালপাড়া নামক স্থানে কুরমাইল বেসিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ২৫০ জনের মত জে, সি, ও, ও জোয়ান আশ্রয় নিই। এই যুদ্ধে ৬ জন জোয়ান শাহদাৎ বরণ করে। সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বে চরখাই ও হিলি সরকারী গুদাম থেকে ৪শত বস্তা চাউল নিয়ে যাই। ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনী হিলি দখল করে নেয়।

ভারতে অবস্থানকালে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কামারপাড়া, সোবরা এবং আঙ্গিনাবাদে তিনটি অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করি। সুবেদার রহাফিজকে আঙ্গিনাবাদ ক্যাম্প কমান্ডার, সুবেদার আলী নেওয়াজকে কামারপাড়া ক্যাম্প ও জয়পুরহাট চিনি মিলের একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে সোবরার ক্যাম্প কমাণ্ডার হিসাবে নিযুক্ত করে আমি উক্ত তিনটি শিবির পরিচালনা করি।

সেই সময় বাংলাদেশের কমান্ডার-ইন-চীপ কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী বালুরঘাট আসেন এবং আমাকে হিলি সেক্টর কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৩ই মে পর্যন্ত আমি হিলি সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করি। আমি সেক্টর কমান্ডার থাকাকালে আরো তিনটি ক্যাম্প স্থাপন করি- মালন ক্যাম্প, তরঙ্গপুর ক্যাম্প ও তপন ক্যাম্প। মেজর নাজমূল হক আমার নিকট থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন এবং তৎকালীন মেজর বর্তমান কর্নেল শাফায়েৎ জামিল ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। আমি আঙ্গিনাবাদ ক্যাম্প কমান্ডার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ও পাকবাহিনীর চলাচলের পথে এ্যাম্বুশ করে পাকবাহিনীকে নাজেহাল ও তাদের ক্ষতি সাধন করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জয়পুরহাট রেলওয়ে স্টেশন অপারেশন করে পাকবাহিনীকে সেখান থেকে প্রতিহত করে ২ ট্রাক ঔষধ, ৬০ বস্তা চিনি ও কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়।

২৯শে মে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক কোম্পানী বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর জোয়ান নিয়ে হরতকিডাঙ্গা নামক স্থানে পাকবাহিনীর গতিপথের উপর এ্যাম্বুশ করি। সেই সময় পাকবাহিনীর এক কনভয় উক্ত পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের অতর্কিত আক্রমণে পাকবাহিনীর এজন অফিসারসহ আনুমানিক ৩০ জন নিহত হয় ও একখানা জীপ ধ্বংস হয়। আমাদের পক্ষে ইপিআর-এর জলিল শাহাদাৎ বরণ করে। সেখানে একটি পিআরসি-১০ অয়ারলেস সেট ও একটি এস-এম-জি উদ্ধার করি।

২৮শে মে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী রোডে মোহনপুর ব্রীজ এক্সপ্লোসিভ দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই এ্যাম্বুশ বসান হয়। ২৯শে মে ১০-১০ মিনিটে পাকবাহিনীর এক কোম্পানী ঐ পথে অগ্রসর হওয়ার সময় আমরা অতর্কিত আক্রমণ করি। সেখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের চার ঘন্টা গুলি বিনিময় হয়। এখানে পাকবাহিনীর ১১ জন নিহত হয় ও ২০ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে ২ জন শহীদ হয় ও একজন আহত হয়। তাছাড়া জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রামগতি, ফুলবাড়ী, চরখাই, রামনগর, জলপাইতলী, বাজাই, আমবাড়ী, গৌরীপুর, মন্মথপুর রেলওয়ে স্টেশনে রেইড, কমান্ডো ও এ্যাম্বুশ করে পাকবাহিনীর বহু ক্ষতি সাধন করি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকার : লেঃ মোঃ আবদুস সালাম

৭-৬-১৯৭৩

২৬শে মার্চ সকাল বেলা রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' জারী করার কথা শুনতে পাই। এই সময় হাজার হাজার ক্রুদ্ধ জনতা শ্লোগান দিতে দিতে টোগরাই হাট রেল স্টেশনে আসে এবং ৩ মাইল পর্যন্ত রেল লাইন তুলে ফেলে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

২৭শে মার্চ রংপুর থেকে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন (নওয়াজেশ) আমাদের এখানে পালিয়ে এসে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোক্তার আহম্মদ হোসেন সরকার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে পারি যে, ঢাকা থেকে একটা টেলিফোন আসে, তাতে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে মেরে ফেলতে বলা হয়। ঘটনা চক্রে সেই সময় টেলিফোনের সামনে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ নিজেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি টেলিফোনে উত্তরে বলেন যে, এখনই ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে হত্যা করছি।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ বিভিন্ন জায়গা থেকে পলায়নরত বাঙ্গালী পুলিশ, ইপি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ ছাত্র-জনতাকে নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করেন এবং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেবের সঙ্গে আমি থানাতে গিয়ে ও, সি, কে কিছু রাইফেল দেবার জন্য বলি। কিন্তু ও,সি, রাইফেল দিতে অসম্মত হলে পরে তাকে রাইফেল দিতে বাধ্য করা হয়। থানা থেকে আমরা ২৫০টি রাইফেল যোগাড় করি।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে আমরা তিস্তা নদীর পারে ডিফেন্স নিই। নদীর অপর পারে অবস্থানরত খান সেনারা রাত্রিতে আমাদের উপর শেলিং আরম্ভ করে। বলা প্রয়োজন যে, ঐ দিন সকাল ১০ টার দিকে যখন আমরা চুপচাপ ডিফেন্স নিয়েছিলাম তখন খান সেনারা আমাদের অবস্থান জানতে না পেরে তিস্তা রেল ব্রিজের উপর দিয়ে কিছু খান সেনা এপার আসে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাই। ঘটনাস্থলেই একজন মেজরসহ ৮ জনকে হত্যা করতে সক্ষম হই। এই মেজরটির নাম ছিল মেজর এজাজ। পরবর্তীকালে তিস্তা ব্রিজের নাম পালটিয়ে খান সেনারা মেজর এজাজের নাম অনুসারে ‘‘এজাজ ব্রিজ’’ রাখে।

এখানে পাক বাহিনীর শেলিং-এর মুখে টিকতে না পেরে আমরা সেখান থেকে পিছু হটে কুড়িগ্রামে ডিফেন্স নিই। ৮ই এপ্রিল খান সেনারা কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। কুড়িগ্রামে ডিফেন্স নিই। ৮ই এপ্রিল খান সেনারা কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। কুড়িগ্রামের ৩ মাইল বাইরে আমরা টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। ৮ তারিখে খান সেনারা কুড়িগ্রাম দখল করে এবং ব্যাপক গণহত্যা করে এবং বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তারা পরে সোনালী ব্যাঙ্কও লুট করে। ৯ তারিখে ছাত্র এবং গ্রামবাসী মিলে টোগরাইহাট থেকে তিস্তার প্রায় দশ মাইল রেল লাইন তুলে দিই যাতে কারে খান সেনারা আমাদের এলাকায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করতে না পারে।

টোগরাইহাটের যুদ্ধঃ আমরা পুনরায় প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হই এবং ১৫ তারিখে আমরা টোগরইহাটে ডিফেন্স নিই। খান সেনারা কুড়িগ্রাম থেকে একটা ট্রেন নিয়ে লাইন সারতে সারতে তিস্তার দিকে

যাচ্ছিল। ট্রেনটা যখন টোগরাইহাটের নিকট আসে তখন আমরা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে খুব দূরে থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ি। এই গুলির আওয়াজে খান সেনারা গাড়ি থেকে নেমে পজিশন নেয়। পুনরায় আরও কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লে খান সেনারা গুলির শব্দ যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে ধাওয়া করে। তারা যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি। উভয় পক্ষ থেকে সমান তালে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধ ১৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে বহু খান সেনা নিহত হয় বলে আমরা খবর পাই, আর বাদ বাকী সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধ শেষে আমরা যখন তিস্তা ব্রিজের দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তায় খান সেনাদের তিনটা দালালকে ধরতে সক্ষম হই। এরা ঐ অঞ্চলে লুটতরাজ, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিল। ঘটনাস্থলেই তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

সৈয়দপুর-রংপুর প্রতিরোধে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক

১১-১০-১৯৭৩

৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দুটো কোম্পানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফজল করিমের নেতৃত্বে (যিনি ৩য় বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন) বগুড়াতে চলে যায়। দুটো কোম্পানী মেজর নিজামউদ্দীনের নেতৃত্বে ঘোড়াঘাটে (দিনাজপুর) পাঠানো হয় অনির্ধারিত সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য। দু'জন জুনিয়র অফিসার এবং কয়েকজন জেসিও-ও সাথে ছিল। হেডকোয়ার্টার কোম্পানী ইউনিট লাইনকে রক্ষা করার জন্য সৈয়দপুরে থেকে যায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের দিনগুলোতে প্রতিবেশী ইউনিট ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এবং ২৩ ফিল্ড গোলন্দাজ বাহিনীর কোন নির্ধারিত প্রশিক্ষণ সূচী ছিল না। ২৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরশাদ কোরেশীকে সৈয়দপুরে গ্যারিসন কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং হেডকোয়ার্টার কোম্পানীর সবাইকে নিজেদের কাজকর্ম ছাড়াও তার নির্দেশমত কাজ করতে হত। ২৬ ফ্রন্টিয়ার কোর্স-এর কিছু লোক আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র এবং অয়ারলেস সেটসহ পানির ট্যাঙ্ক পাহারা দেওয়ার ভান করে ইউনিটে থাকতে আরম্ভ করে। অপরপক্ষে ২৩ গোলন্দাজ বাহিনী তাদের কিছুসংখ্যক মেশিনগানকে আমাদের ইউনিটের অস্ত্রাগার, খাদ্য গুদাম, গ্যারেজ প্রভৃতি লক্ষ্য করে তাক করে রাখে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, আমরা এই এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এগুলো লাগিয়েছি।

এ ছাড়াও তারা স্থানীয় জনসাধারণের উপর নানা রকম নির্যাতন চালাচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জনসাধারণ সেনানিবাসে সৈনিকদের রসদপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রামে গিয়ে জোর করে গ্রামবাসীদের কাছ থোকে হাঁস মুরগী, ডিম, তরকারী নিয়ে আসত। কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্যরা গ্রামে গেলে জনগণ তাদেরকে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করত।

এই সময় বগুড়ার ছাত্ররা বগুড়াতে যেখানে আমাদের কমান্ডিং অফিসার অবস্থান করছিলেন সেই ভবনের উপর বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। তারা সি-ওকে ঘেরাও করে রেখেছিল। কমান্ডিং অফিসার বগুড়া থেকে ঘোড়াঘাটে চলে যান। সেখানে আরো দুটো কোম্পানী ছিল।

১৫ই মার্চ আর্টিলারী রেজিমেন্ট আমাদের ইউনিটের চারিদিকে পরিখা খনন করতে শুরু করে। আমরা ঘোড়াঘাটে আমাদের সি-ওকে এ খবর জানালাম। কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শফি (২৩ আর্টিলারী রেজিমেন্ট) কে এগুলো বন্ধ করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধে এ সমস্ত কাজ বন্ধ করা হয়েছিল।

মেজর আখতার রিয়ারে ও-সি হিসাবে রিয়ারে রয়ে গিয়েছিলেন। সে তার বাসায় টেলিফোন বসিয়েছিল। এমনকি গোপন অয়ারলেস-এর সাহায্যে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী ইউনিট-এর খবরাখবর এবং যোগাযোগ রাখত। সে অনেক সময় কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ পালন করত না। আমরা এ সমস্ত খবরাখবর মেজর আখতারের উপস্থিতিতে আমাদের সি-ওকে জানালাম। এ সমস্ত কার্যকলাপের কথা শুনে সি-ও-আর ঘোড়াঘাটে গেলেন না। তিনি ইউনিটে রয়ে গেলেন। তিনি আমাদেরকে সব সময় সান্ত্বনা দিতেন এবং আমাদের উপর কোন হামলা হবে না আশ্বাস দিতেন।

রংপুরের ব্রিগেড কমাণ্ডার আমাদের সি-ওকে ঠাকুরগাঁ, বগুড়া, দিনাজপুর এবং পার্বতীপুরে যে সমস্ত সৈন্য আটকা পড়ে আছে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য বলেন।

৩১শে মার্চ বেলা সাড়ে বারটার দিকে রংপুর থেকে ব্রিগেড কমাণ্ডার সি-ওকে টেলিফোনে ডাকেন। তিনি ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে কথা বলেন এবং দু'টার সময় অফিসে আসেন। সুবেদার মেজর হারিস মিয়াকে তিনি ডেকে পাঠান এবং তাঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। বের হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এক ভাষণ দেন, 'হাজেরানে অফিসার, সরদার আওর জোয়ানো, আপ সবকে লিয়ে ম্যায় এক খোশখবর লে আয়া হুঁ। ওয়হ ইয়ে হ্যায় কে কোর কমাণ্ডার, জিওসি আওর ব্রিগেড কমাণ্ডার কি তরফছে আপ সবকো মোবারকবাদ হায়। ইস লিয়ে কে ইস ওয়াকত তক কিছি পলিটিকাল পার্টিও নে হিসসা নিহি লিয়ে, আওর ম্যায় দাওয়া কে সাথ কাহ সেকতা কে থার্ড ব্যাটালিয়ন হর তরফছে পাকিস্তান সরকারকে ওফাদার রহেগী। ম্যায় আপসে ওয়াদা করতে হুঁ আপ বরদাস্ত করে আওর মুঝ পর ভরোসা রাক্ষে- উছ ওয়াকত তক আপকো কুয়ি কুছ নেহি বোলেগা যব তক মুঝ পর কুইভি কুছ না বোলে। তারপর তিনি এ্যাডজুট্যান্ট লেফটেন্যান্ট সিরাজুল ইসলাম এবং তিনজন এনসিও ও ৩০ জন সিপাই সাথে নিয়ে রংপুর রওনা হয়ে যান, এবং সেখান থেকে তিনি বগুড়া যান ২৬ এফ এফ এবং ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য-যারা বগুড়াতে ইপিআরদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল।

সেদিনই বেলা সাড়ে চারটার সময় ২৬ এফ-এফ এবং ফিল্ড রেজিমেন্ট (আর্টিলার) ৬৪টা কনভয় নিয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে যায়। সেখানে ৩য় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানী ছিল। তারা তাদের উপর অতর্কিতে ভীষণভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা ছোট অস্ত্র দিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়। ঘটনাস্থলে ওদের ১৩ জন নিহত হয়। গ্যারিসন কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কোরেশী এবং আরো কয়েকজন সাদা পতাকা উত্তোলন করে বরং অস্ত্র সমর্পণ করে এবং বলে যে তারা মনে করেছিল এখানে ইপিআর-এর লোকজন আছে। তারা মেজর নিজামের সাথে আলাপ করল। মেজর নিজাম তাদেরকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। লেফটেন্যান্ট রফিক তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে যায়। যখন লেঃ রফিক কোরেশীর সাথে করমর্দন করছিল তখন কোরেশী তাকে তাঁর জীপে উঠিয়ে নেয় এবং দ্রুত চলে যায়। সাথে সাথে এলএমজি থেকে কয়েক রাউণ্ড গোলা বষর্ণ করা হয় এবং আমাদের তিজন খেলোয়াড় ঘটনাস্থলে মারা যায়।

আমাদের কমান্ডিং অফিসার যখন রংপুর থেকে ৩০ মাইল দূরে পলাশবাড়ীর নিকটে আসেন তখন তিনি কোরেশীর কনভয়গুলো দেখতে পান। তারা সি-ওর জীপ এবং অন্য দুটো ডজ গাড়ী থামায় এবং কমান্ডিং অফিসারসহ সমস্ত বাঙ্গালী সৈনিককে গাড়ী থেকে নামানো হয় এবং নিরস্ত্র করা হয়। বংগশার্দুলদের তিনটা গাড়ী তাদের কনভয়-এর মাঝখানে রেখে তারা রংপুরের দিকে চলে যান। এই সময় লেঃ রফিক লেঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে আলাপ করতে সর্মথ হয়। লেঃ রফিক লেঃ সিরাজুল ইসলামকে কানে কানে ঘোড়াঘাটের ঘটনা বলে।

কনভয়গুলো রংপুরে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রাত ৮টার সময় পৌঁছে এবং কর্নেল কোরেশী ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে আলাপ করে। কিছুক্ষণ পর আবার কনভয়গুলো সৈয়দপুরের দিকে রওয়ানা হয়। সৈয়দপুরের

দু'মাইল নিকট চেকপোস্ট তৈরী করা হয়। সেখানে বংগশার্দুলদের (৩৩ জন ছিল) সবাইকে একটা অন্ধকার দালানে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। লেঃ সিরাজুল ইসলাম এবং রফিককে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের কাছে কোন অয়ারলেস সেট না থাকাতে বাইরের কোন খবর পাচ্ছিলাম না। ঢাকা থেকেও কোন খবর পাই নাই। কিন্তু সৈয়দপুরে আমরা মোট ১২০ জন ছিলাম। আমরা সব সময় সতর্ক ছিলাম। আমাদের অনেকেই পরিবার নিয়ে সেখানে ছিল।

২০শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমরা কোন চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম না। ৩১শে মার্চ প্রচুর চিঠিপত্র আসল। আমি ওগুলো দেখতে পারলাম না, কেননা মেজর আখতার, ক্যাপ্টেন মালিক এবং আরো অনেকে আমার কোয়ার্টারে এসেছিল।

তারা বেলা ১টার সময় আমার বাসা থেকে চলে যায়। তারপর আমি অফিসে গেলাম। মেইল দেখে বাসায় ফিরছিলাম। মেজর আখতারকে আমাদের কমান্ডিং অফিসারের গাড়ীতে করে ঘুরতে দেখলাম।

আমি বাড়ীতে পৌঁছলাম এবং খেতে বসলাম। তখনও আমি জীপের আওয়াজ শুনছিলাম। আগে থেকেই মেজর আখতারের কার্যকালাপ সন্দেহজনক ছিল। তাই খাওয়া ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসলাম। সুবেদার আলী আহম্মদকে জীপটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল যে, মেজর আখতার সুবেদার মেজর হারিস মিয়াকে ২৬এফএফ-এর কমান্ডিং অফিসারের কাছে নিয়ে গিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং সুবেদার-মেজর এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনকে সেখানে দেখলাম। আমাদের কমান্ডিং অফিসার ২২৬-এফ, এফ রেজিমেন্ট অফিস থেকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও সুাবেদার-মেজর হারিস মিয়াকে উপস্থিতির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। সে সংবাদ আমাকেও তারা জানান। ওখানে বসা অবস্থায় আবারও কমান্ডিং অফিসারের টেলিফোন আসে না। তিনি ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে ২৬এফ-এফ-এর অফিসে সুবেদার-মেজরসহ যাওয়ার জন্য পীড়াপীড় করছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাতে সায় দেন নাই। বরং তিনি সি-ওকে নিজেদের অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ অমান্য করার প্রধান কারণ হল মেজর আখতারের সন্দেহজনক কার্যকালাপ-যেহেতু তিনি নিজ অফিস সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর জীপ অফিসের সামনে দাঁড় করান নাই। কামন্ডিং অফিসার আবার ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে টেলিফোনে বলেন, ‘আনোয়ার, অনুগ্রহ করে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আস-ম্যায় তোমহারা ভালাই কা লিয়ে বোলা রাহা হোঁ।'' আমি ক্যাপ্টেন আনোয়ারের টেলিফোন হ্যাণ্ড সেটের সংলগ্ন থাকায় কমান্ডিং অফিসারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সে কণ্ঠস্বর কাঁপছিল বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং আমি তাদের যাবার জন্য সায় দিলাম না। তৎক্ষণাৎ সেখানে নায়েক সুবেদার (এ্যাডজুট্যান্ট) শহীদউল্লা ভূইঞা (শহীদ) উপস্থিত হন। আমরা সবাইকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছিলাম। আনুমানিক ১৫/২০মিনিটের মধ্যে সমস্ত পরিবারবর্গ আমার বাসায় সমবেত হয়।

ঠিক ১লা এপ্রিল রাত ২-৪৫ মিনিটের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর শেল বা গোলা আমাদের মোটর ট্রান্সপোট গ্যারেজ ও পেট্রল ডাম্পে এসে পড়ে। সেখানে সমস্ত যানবাহন আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। এত ভীষণভাবে গোলা বর্ষণ হচ্ছিল যার দরুন রাস্তার উপর বৈদ্যুতিক তারসমূহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কয়েকটা দালান, অস্ত্রাগার, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ গুদাম ধসে পড়ে যায়। তবুও অসমসাহসী ১২০ জন বংগশার্দুল সকাল ৮-৩০-মিনিট পর্যন্ত বীর বিক্রমে তাদের ওপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণকে প্রতিহত করে। জনশক্তি কম থাকায় এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ না থাকায় তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুর সংখ্যা ১৬০০ ছিল এবং তারা আধুনিক ভারী এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

১লা এপ্রিল ভোর ৫-৩০ টা নাগাদ আমি সমস্ত পরিবার-পরিজনকে (তারা প্রায় ৩০০ ছিল) নিকটবর্তী গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হই।

এরপর আমি আমার বাসার নিকটবর্তী পরিখায় ১টা ষ্টেনগান, একটা এলএমজি এবং কিছু গোলাবারুদসহ অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সকাল ৮-৩০টার সময় আমার সামনে একটা মর্টারের গোলা এসে পড়ে। সুতরাং আমি পরিখা ত্যাগ করে গ্রামের দিকে অন্যান্য সঙ্গীদের খোঁজে চলে যাই।

আনুমানিক ১২-৩০টার সময় সেনানিবাস থেকে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি তখন আমার যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে আমার সুবেদারের পদবী কাঁধ থেকে অপসারিত করেন এবং সাত্বনা দেন। আমরা আমাদের সৈন্যসংখ্যা গণনা করে মাত্র ৫০ জন দেখতে পেলাম। তারপর আমরা অন্যান্যদের খোঁজে বেরুলাম। কিছুসংখ্যক গুলীবিদ্ধ সৈন্যকে নিকটবর্তী বদরগঞ্জ বেসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাঁচজন বংগশার্দুল শহীদ হয়। বাকি সবাইকে দূরদূরান্ত থেকে একত্রিত করা হয়।

পূর্বে রাত্রে প্রায় ৪-৪৫টার সময় আমি সুবেদার রহমতউল্লার কাছে একটি চিরকুট পার্বতীপুর পাঠাই। সেখানে মেজর শাফায়াত হোসেনের (পশ্চিম পাকিস্তানী) অধীনে প্রায় ৫০ জন বংগশার্দুল ছিলেন। উক্ত চিরকুট তার কাছে বেলা ৮ ঘটিকায় পৌঁছে এবং তার মর্মানুসারে তিনি মেজর শাফায়াতকে হত্যা করে আমাদের সাহায্যের জন্য গ্রামের পথে অগ্রসর হন। সৌভাগ্যবশতঃ তার সাথে পথিমধ্যে আমাদের দেখা হয়। অনুরুপ সংবাদ ঘোড়াঘাটে মেজর নিজামউদ্দিন আহম্মদের কাছেও পাঠানো হয়। কিন্তু মেজর নিজামুদ্দীন উক্ত সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও কমান্ডিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে সেখান থেকে আসতে অস্বীকার করেন।

ঘোড়াঘাটের সংঘর্ষে যে তিনজন বংগশার্দুল শাহাদৎবরণ করেন তাদের দাফনের জন্য সুবেদার আওয়াল খান (পাঠান)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। তার সাথে ১২ জন প্রহরী দেয়া হয়েছিল। সে তখন মৃতদেহ নিয়ে কারমাইকেল কলেজের (রংপুর) সামনে আসে ও রাস্তা অতিক্রম করতে থাকে তখন পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে পাক সেনারা গুলী ছুড়তে শুরু করে। গুলীতে ১১ জন বংগশার্দুল নিহত হয়। আওয়াল খান গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। তাকে ছাত্ররা ধরে পিটিয়ে হত্যা করে।

খান সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞঃ যাদেরকে (৩৩ জন) সৈয়দপুরের দু'মাইল দূরবর্তী অন্ধকার দালানে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাদের সবাইকে রাত দু'টা ৪৫ মিনিটে গুলী করে হত্যা করা হয়। সেখানে আব্দুল কাদের নামক একজন সিপাহী মৃতদেহের স্তূপের মধ্য থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের ব্যাটালিয়নের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ সৈন্য বদরগঞ্জের নিকটবর্তী খোলাহাটী নামক জায়গায় একত্রিত হয়।

আমরা ২/৩ রা এপ্রিল পার্বতীপুর আক্রমণ করি এবং পাক বাহিনীকে প্রতিহত করা হয়। কিন্তু পার্বতীপুর শহর দখল করতে ব্যর্থ হই।

১২ এপ্রিল বদরগঞ্জে পাক বাহিনীর সাথে (১৫ টি ট্রাক বোঝাই) আমাদের সংঘর্ষ হয়। পাক বাহিনীকে পর্যদস্ত করা হয়। আমি এবং সুবেদার শহীদুল্লাহ এই যুদ্ধের কমাণ্ড করেছিলাম।

১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী ট্যাংক নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। বদরগঞ্জ সংঘর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় দু'ঘন্টা আগে রংপুর থেকে রংপুরের তৎকালীন এস-পি বদরগঞ্জ থানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ২৯ ক্যাভলরির একজন মেজরকে পাঠান ড্রাইভারের বেশে বদরগঞ্জে নিয়ে আসে। এস-পির সাথে কথোপকথনের পর উক্ত ড্রাইভারের পরিচয় জানতে চাওয়ায় তাকে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ড্রাইভারের পরিচয় দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত মেজর (ড্রাইভার) আমার আগের পরিচিত ছিল। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করায় সে স্বীকার করে। পরে তাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠানো হয় ও হত্যা করা হয়। এস-পিকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তারপর আমরা ফুলবাড়িতে এসে ক্যাম্প করলাম। কিন্তু মুসলিম লীগাররা আমাদের অবস্থান পাক বাহিনীর গোচরীভূত করে। সেখানেও তারা ট্যাংক নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপর আমরা চরকাই (হিলির সীমান্তের কাছাকাছি) তে স্থানান্তরিত করি এবং আমাদের কন্ট্রোল রুমসহ হেডকোয়ার্টার তৎকালীন পাকিস্তানের হিলিতে স্থাপন করি।

২২শে এপ্রিল ১৯৭১ পাক বাহিনী আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বর্ডার বেল্টের ভেতরে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকি।

২৪এপ্রিল ১৯৭১ তারা ভারতের হিলির উপরও আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ঐ দিন অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ছিল এবং আমাদের সৈন্যরা তাদের সঙ্গে টিকতে না পেরে এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

২৫শে এপ্রিল ৩য় বেঙ্গলের শার্দুলগণ পশ্চিম-দিনাজপুরের কামাপাড়া স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করেন। এরা ৪র্থ এবং ৫ম সেক্টর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার জয়নাল আবেদীন

৫-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি ১০ নং শাখার রংপুর ডবল সুতি বিত্তপিতে হাবিলদার পদে বহাল ছিলাম। ৭ ই মার্চের পর পাঞ্জাবী অফিসাররা ক'দিন পরপর গোপনে মিটিং করত, সেখানে বাঙ্গালীদের ডাকতো না। এইসব দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল একটা কিছু হতে পারে।

১০ নং শাখার কমাণ্ডার ছিল একজন ইউপি। সহকারী ক্যাপ্টেন ২জন ছিল। (১) ক্যাপ্টেন ভুট্টো খান ছিল (পাঞ্জাবী) এবং অপরজন বাঙ্গালী নওয়াজেশউদ্দিনের ৫টি কোম্পানী ছিল এই শাখাতে। একটি সাপোর্ট প্লাটুনও ছিল। কোম্পানগুলো ছিলঃ চিলমারী, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার আবদুল মান্নান, অপরটি বাগভাডারে যার কমাণ্ডার ছিল বিহারী। মোগলহাটে অপর আরেকেটি কোম্পানী ছিল যার কমাণ্ডার ছিল সুবেদার আরব আলী। পাটগ্রামে একটি কোম্পানী ছিল, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার বোরহান উদ্দিন। উইং হেডকোয়ার্টারে কোম্পানী কমাণ্ডার ছিল এতয়ার খান। সাপোর্ট প্লাটুন কমাণ্ডার ছিল নায়েক সুবেদার নূর মোহাম্মদ।

২৬শে মার্চ বিকালে ঢাকার পিলখানার হত্যাযজ্ঞের খবর পেলাম। ঠাকুরগাঁওয়ে ৯নং শাখা ছিল। তারা ২৬ শে মার্চ বিদ্রোহ করে। এ খবর আমরা পেলাম।

২৭শে মার্চ সেক্টর কমাণ্ডার তারিখ রসুল ১০নং শাখাতে টেলিফোন করেন। সেই টেলিফোন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ধরেন। সেক্টর কমাণ্ডার জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? নওয়াজেশ বল্লেন 'আমি ভুট্টো'-এখনই ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে হত্যা কর'।

ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ পাকিস্তানীদের মতলব বুঝে জীপ নিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যান। নায়েক সুবেদার নূর মোহম্মদও (সাপোর্ট প্লাটুন কমাণ্ডার) গাড়ী নিয়ে সীমান্তে যায়। গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সকল কোম্পানীকে তিস্তা ব্রিজে ক্লোজ হতে বলেন।

মোগলহাট কোম্পানী লালমনিরহাট আসলো। পাটগ্রাম কোম্পানী তিস্তা চলে আসে। চিলমারী কোম্পানীর কিছু তিস্তার পারে চলে আসে। আমরা তিস্তার পারে ৪০০/৫০০ জনের মত ইপিআর ডিফেন্স নিই ব্রিজ পর্যন্ত। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ। ৩০শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত এখানেই পাকবাহিনীর সাথে প্রায় রোজ যুদ্ধ হয়েছে। পাকবাহিনী ব্রিজ অতিক্রম করে এপারে আসতে পারেনি। ৫ই এপ্রিল পাকবাহিনীর ব্যাপক

আক্রমণে আমরা পিছু হটি। আমরা ফুলবাড়ী থানাতে ডিফেন্স নিই ছোট্ট একটি নদীর পারে। তিস্তা থেকে কুড়িগ্রাম রোড আমরা অবরোধ করে থাকি। ১৩/১৪ এপ্রিল আমরা ৩টি কোম্পানী নিয়ে লালমনিরহাটে আসি পাক ঘাঁটি আক্রমণের জন্য। আমরা ঐ যুদ্ধে টিকতে ব্যর্থ হই। আমাদের ৬/৭ জন শহীদ হন। আমরা আবার ফুলবাড়ী চলে আসি।

এপ্রিলের ২৫ তারিখে ১০নং শাখার সকল ফোর্স পাটেশ্বরীতে নিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ। নাগেশ্বরী থানাতে হেডকোয়ার্টার করা হয়। এখানে আমরা পাক্কা ডিফেন্স করি। আনসার-মুজাহিদসহ ১২০০ জনের মত র্ফোস ছিল। ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সময় পাকবাহিনী সাথে খণ্ড যুদ্ধ হয়।

২৪শে জুন থেকে পাকবাহিনীর ব্যাপকবাবে চারিদিক থেকে শেলিং ও বিমান হামলা করে। ২৬শে জুন আমাদের সকল ডিফেন্স থেকে মুক্তি বাহিনী পিছু হটতে থাকে এবং পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখানে কিছু শহীদ হন। এখান থেকে সুবেদার বোরহান উদ্দিনের সাথে আমাদের কোম্পানী সোনারহাট সেক্টরে চলে যায়। সুবেদার আরব আলী এবং অন্যান্যরা ভারতের শ্যামগঞ্জ পৌঁছায়। আমরা সোনারহাটে নদীর পারে ডিফেন্স নিই ৩০শে জুন। আগস্টের ২২ তারিখ পর্যন্ত এখানে আমরা ডিফেন্স করে থাকি। এই সময়ের মধ্যে সোনারহাট ব্রিজে কয়েকদিন পর পর পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বাধতো।

সশস্ত্র প্রতিরোধে রংপুর

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুজ্জামান

১৫-৭-১৯৭৮

২৭শে মার্চ রাত ৮ ঘটিকার দিকে আমরা প্রায় ২০/২৫ জন বাঙ্গালী ইপিআর সমবেত হয়ে পরামর্শ সভা করি। নায়েক সুবেদার নূর মোহম্মদ এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সবাইকে সাহস দিয়ে বলেন যে, যেহেতু তিনি সবারই সিনিয়র, যেহেতু কোন ক্ষতি হলে আগে তারই হবে। কিন্তু আমি ভিন্নমত পোষণ করি ও জানাই যে, অস্বস্তিকর অবস্থায় আর বসে থাকা সম্ভব নয়। এখন আমরা নিরস্ত্র। যে কোন সময় আমাদের বিপদ হতে পারে। কাজেই হয় ব্যারাক থেকে আমাদের বেরিয়ে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে, নতুবা এখানকার অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আমাদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই পরামর্শ সভায় আমরা সবাই বিপদ বুঝতে পারি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি নাই।

আমরা জানতে পেলাম যে, সাবেক বাঙ্গালী ইপিআর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব নিখোঁজ হয়েছেন। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুনরায় পরামর্শ সভা হয়। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যদেরকে আঘাত হানার স্বপক্ষে আমি উক্ত সভায় সোচ্চার হই। আমাদের পরামর্শ সভা যখন চলছিল তখন শহরের সেনাবাহিনীর গ্যারিসনের সৈন্যরা উত্তর দিকের একটি পুলের নিকটবর্তী গৃহস্থ বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করছিল। আমরা আগুন দেখার সাথে সাথে সৈন্যদের মেশিনগানের গুলির শব্দও শুনতে পাই। হঠাৎ দেখতে পাই পাঞ্জাবী সৈন্যদের জীপগুলো আমাদের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে আসছে। সবাইকে গ্রামের দিকে ঢুকে পড়তে বলা হয়। আমি নিজেও নূরুল হক নামে একজন অসুস্থ বাঙ্গালী ইপিআরকে নিয়ে নিকটবর্তী গ্রামে ঢুকে পড়ি। ব্যারাক থেকে উত্তরে প্রায় ৫ মাইল দূরে জনৈক হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীতে প্রথমে আশ্রয় নিই।

২৮শে মার্চ ভোর বেলা কালীগঞ্জ থানার এম-সি-এ করিম উদ্দিন সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তাঁর সাথে পরামর্শ করে প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে জোগাড় করা হয়। সীমান্তবর্তী ভারতীয় ফাঁড়ি থেকে কিংবা ভারতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে মাইন ও এক্সপ্লোসিভ আনার জন্য ছাত্রদেরকে পাঠানো হয়। এরপর তাড়াহুড়ো করে স্থানীয় আসসার-মুজাহিদ ও ছাত্রদের সমন্বয়ে প্রায় ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করে আমরা তাদেরকে

---

* স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প কর্তৃক সংগৃহীত।

প্রশিক্ষণ দানের কাজ শুরু করি। এম-সি-এ করিম উদ্দিন সাহেব মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দিনই রংপুর জেলার ভারত সীমান্তবর্তী পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জ, থানার সমস্ত ইপিআর ফাঁড়িগুলোতে সংবাদ পাঠানো হয়। এই সংবাদে সাবেক ইপিআরদেরকে সশস্ত্র অভিযানের জন্য সংগঠিত হয়ে একযোগে রংপুর শহরে অবস্থিত সামরিক গ্যারিসনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।

১লা এপ্রিল সাবেক ইপিআর কোম্পানী প্রধান সুবেদার বোরহান উদ্দীন বাঙ্গালী ইপিআরদেরকে সংঘবদ্ধ করে পাকিস্তানী সৈন্যদের অগ্রাভিযান প্রতিরোধের জন্য কাকিনা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ডিফেন্স দেন। এদিকে আমি দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি কোম্পানী গড়ে তুলি। এই কোম্পানী দু'টির কমাণ্ডার ছিলেন যথাক্রমে মুজাহিদ তমিজ উদ্দিন এবং আনসার কমাণ্ডার রিয়াজ উদ্দিন। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন তমিজ উদ্দিন পরে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন তমিজ উদ্দিন তার কোম্পানীসহ সুবেদার বোরহানের কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কমাণ্ডার রিয়াজউদ্দিনকে তার কোম্পানীসহ গঙ্গাচড়া ও কালীগঞ্জ থানার তিস্তা নদীর তিনটি ঘাট পাহারায় নিয়োজিত করা হয়েছিল।

৮ই এপ্রিল রাত ১টার দিকে সুবেদার বোরহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি কোম্পানী লালমনিরহাট থানা হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের পরপরই সুবেদার বোরহান তার কোম্পানীকে সরিয়ে কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরের দিকে নিয়ে যান।

৯ই এপ্রিল পাকিস্তানী সৈন্যরা কালী বাজারের কাছাকাছি এসে পড়লে আমরা সবাই সরে পড়ি। ১৪ই এপ্রিল ফুলবাড়ী থানায় উপস্থিত হই। এই ফুলবাড়ী থানাতেই সাবেক ইপিআর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেবের সাথে আমাদের দেখা হয়। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাথে ঐসময় দ্বিতীয় কোন অফিসার ছিল না তিনি আমাকে ভারত সীমান্তবর্তী থানা ভূরুঙ্গামারীতে নিয়ে যান। আমি নওয়াজেশ সাহেবের সহকারী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করি। প্রকৃতপক্ষে ভূরুঙ্গামারী থানা হেডকোয়ার্টার ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি পুরো সেক্টরে পরিণত হয়েছিল। রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে সাবেক ইপিআর মুজাহিদ-আনসার এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ দলে দলে ভূরুঙ্গামারী থানায় আসতে থাকে। আমরা তাদেরকে নিয়ে ছয়টি কোম্পানী গঠন করি। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ভুরুঙ্গামারী থানা সদরেই দেয়া শুরু হয়। সুবেদার বোরহান পাঁচগাছি থেকে কাউয়াহাগা পর্যন্ত ধরলা নদীর বিস্তৃত নদী তীর এলাকা জুড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি কোম্পানী মোতায়েন করেন। অপরদিকে সাবেক ইপিআর সুবেদার আরব আলী কাউয়াহাগা থেকে গোরল মঞ্জিল পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে দুটি কোম্পানী মোতায়েন করেন।

কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে পাকিস্তানী সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করার পর ভূরুঙ্গামারী থানার ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধাদের পাঠানো হয়। তারা অধিকৃত কুড়িগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী উলিপুরে সাফল্যের সাথে গেরিলা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়।

নবগঠিত বাংলাদেশ বাহিনীর সি-ইন-সি কর্নেল ওসমানী ২৪শে মে ভূরুঙ্গামারী থানা হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে আসেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এবং কুড়িগ্রাম শহরের সাথেই প্রবাহিত ধরলা নদীর উত্তর তীরস্থ আমাদের প্রতিরোধ ঘাঁটি মজবুত করার জন্য পর্যন্ত ও ভারী অস্ত্র প্রদানের আহবান আমরা জানাই। এর ফলে আমরা ভারত থেকে দুটি এসএমজি ও দুটি ৮১ এম-এম মর্টার পাই। এই অস্ত্র দুটো ধরলা নদীর উত্তর তীরস্থ পাটেশ্বরী ডিফেন্স ও কাউয়াহাগা ডিফেন্স ব্যবহার করা হয়। হানাদার বাহিনী প্রতিরোধে এই অস্ত্র খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত উক্ত এসএমজি দুটো ফেরত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে এসএমজি দুটো তাড়াহুড়ো করে ফেরত দেয়া হয়।

এদিকে ২৬শে মে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারী কামানের সাহায্যে পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটিতে তীব্র আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরলা তিস্তা নদীর তীর থেকে শেল বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধরা ভারী অস্ত্রের অভাবে বাংকার থেকে উঠে ভূরঙ্গামারীর দিকে ফিরে আসতে থাকে। মূলতঃ ঐ দিনই পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে যায়।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ ঠাকুরগাঁ-দিনাজপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁ অঞ্চলে সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে ঠাকুরগাঁ-দিনাজপুর
সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন
১২-৬-১৯৭৪

২৫শে মার্চের বিকালে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, পিলখানা হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত কিছুই আমাদের কানে পৌঁছে নাই। হঠাৎ মাঝরাতে কি এক জরুরী ডাকে আমাদের নবম শাখার ছোট কর্তা ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম এক প্লাটুন লোক নিয়ে দিনাজপুর গেলেন। সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল তারেক রসুল কোরেশীর সঙ্গে কি যেন আলোচনা হইল। ভোর রাত্রে সদলবলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ২৬শে মার্চের ভোর। আসিয়াই ক্যাপ্টেন ঠাকুরগাঁ হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত তামাম জুনিয়র কমাণ্ডারগণকে অফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জরুরী সভা করিয়া সরকারের আদেশ সবাইকে জানাইয়া দিয়া হাজির রিজার্ভ কোম্পানীসহ বাকী সবাইকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ সামরিক সাজে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। উপস্থিত সকলেই ‘‘বহুত আচ্ছা সব’’ বলিয়া যে যার কাজে লাগিয়া পড়িল।

এদিকে উইং অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ হুসেন সীমান্ত পরিদর্শনে পঞ্চগড়ের দিকে বাহিরে ছিলেন। তাহাকে বিশেষ করিয়া ডাকিয়া পাঠান হইল। সকলেই রণ সাজে সজ্জিত হইয়া গভীর আগ্রহে বসিয়া আছে। ঠাকুরগাঁ টাউন ততক্ষণে ফাটিয়া পড়িয়াছে, জনতার বান ডাকিয়াছে, রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড তৈরী করা হইতেছে ইট পাথর ও অন্যান্য জিনিস দিয়া শত শত গাছ কাটিয়া। উইং হেডকোয়ার্টারে আত্মরক্ষামূলক সামরিক ব্যূহ রচনা করিয়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হইল। এমন সময় প্রায় ৯ টার দিকে মেজর আসিলেন, আবার জরুরী সভা বসিল। খামাখাই ছুতানাতায় নেহাৎ ভাল মানুষ বলিয়া সুপরিছিত মেজর বিষম রাগত হইয়া উঠিলেন সবার প্রতি, আর রিজার্ভ কোম্পানীর অধিনায়ক সুবেদার হাফিজকে তো একেবারে হাজতে দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। তাহার অপরাধ কোম্পানী রণপ্রস্তুতি নিতে একটু দেরী করিয়া ফেলিয়াছে। মওকা বুঝিয়া ক্যাপ্টেনও এক ধাপ আগ বাড়িলেন-বলিলেন, ‘‘ও দিন ভুল যাও -আওয়ামী লীগ-মীগ নেহী চলে গা।’’ তাহাদের মনের খবর পাওয়া গেল। আমরা চুপচাপ শুধু নীরব শ্রোতা। দীর্ঘশ্বাসটি পর্যন্ত না ফেলিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিল আমাদের লোক। তবে বাঙ্গালী সৈনিকের অবস্থাটা বেশ গভীরভাবে আঁচ করিতে পারিল। ডাক-তার না থারিলেও বাতাস যেন কানে কানে চুপে চুপে সব খবর দিয়া যাইতে লাগিল। এমনিভাবে সমুদয় বাঙ্গালী সৈনিকের মন পুরাদস্তুর বারুদের ঘর হইয়া উঠিল। অপেক্ষা একটু মাত্র ইঙ্গিতের কিন্তু আমি লোকদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

এদিকে কালবিলম্ব না করিয়াই বড় কর্তার আদেশে টাউনে পেট্রল পাঠানো হইল, আর কারফিউ জারী থাকিল দিন-রাত। কিন্তু হাজার হাজার বিক্ষুদ্ধ জনতা সকল আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করে এবং নানা জায়গায় বেরিকেড স্থাপন করিয়া চলিল। মেজর ও ক্যাপ্টেন আমাকে সঙ্গে নিয়া শহরে গেলেন এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা নেন। সেইদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় মিছিলের উপর গুলি চালানো হয়। ফলে রিকশাওয়ালা মোহাম্মদ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আমাদের লোক আরও খাপ্পা হইল; আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া আমার কয়েকজন সহকর্মীসহ পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করিলাম এবং সকল আলোচনা গোপন রাখা হইল।

আবার সেই দিনই (২৬শে মার্চ) দিবাগত রাত্রে বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নজির আহমেদ সুবেদার আতাউল হকসহ ৩০ জনের একটি প্লাটুন সেক্টর সদর দিনাজপুর হইতে আমাদের সাহায্যার্থে ঠাকুরগাঁ আসিয়া হাজির হইলেন। এই দলে পশ্চিমারা ছিল প্রায় ডজন খানেক। আমাদের হেডকোয়ার্টার সংরক্ষণ ও টাউন পেট্রল ডিউটি সমানে চলিতে লাগিল। প্রায় এক কোম্পানী লোক ইহাতে নিয়োজিত রহিল। ২৭তারিখ আবার ঠাকুরগাঁ টাউন রক্তে রঞ্জিত হইল আমাদের নির্মম গুলির আঘাতে। এই একটি নিষ্পাপ শিশু নিহত হইল। আমাদের ডিউটি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহারা ততক্ষণে টাউন ছাড়িয়া পলাইতে শুরু করিয়াছে।

আমি সেই দিনই সুবেদার হাফিজ, সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান, হাবিলদার আবু তালেব ও নায়েক আব্দুল হাকিমকে নিয়া এক গোপন আলোচনা সভায় বসিয়া সিদ্ধান্ত নিলাম পরদিন ভোর ৬টায় পশ্চিমাদের উপর আমাদের তরফ হইতে আক্রমণ চালানো হইবে। কিন্তু হায়, পরিকল্পনা অনুসারে সুবেদার হাফিজ যখন পশ্চিমানিধনে উদ্যত হইলেন তখন জনৈক বাঙ্গালী হাবিলদারের অসহযোগিতার দরুন তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সেই দিনকার মহত আক্রমণ স্থগিত রহিল। আমরা বিশেষ চিন্তিত হইলাম, কারণ, একেত শুরুতেই বাধা আসিল, দ্বিতীয়তঃ যদি আমাদের উদ্দেশ্য ফাঁস হইয়া যায় তবে আর রক্ষা থাকিবে না।

খোদার উপর ভরসা করিয়া সেই দিন চুপ থাকিলাম। কিন্তু সহকর্মীদেরকে নির্দেশ দিলাম সকলেই যেন জরুরী নির্দেশের অপেক্ষায় সব সময় সজাগ থাকে। এই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আমাদের কর্মসূচী জানিবার জন্য বার বার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু তাহাদেরকে বলি যে সুযোগ আসিলেই তাহা করা হইবে এবং আপনারা সজাগ থাকিয়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবেন।

২৮শে মার্চ ভোরেও বিশেষ কারণে পরিকল্পনামাফিক আমাদের পশ্চিমাদের উপর আক্রমণ চালানো সম্ভব হইল না। মনটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। খোদা না করুন আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হইয়া গেলে এর পরিণাম কি হইবে! আবার ঐদিকে আমাদের পাঞ্জাবী মেজর ও ক্যাপ্টেনসহ পশ্চিমাদের তৎপরতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। আমরা সরকারী কার্যের মধ্য দিয়া খুব সতর্ক থাকিলাম। সেই দিন রিজার্ভ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার হাফিজ সেইাদনকার মত টাউন ডিউটি শেষ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ বিছানায় শুইয়া নানা চিন্তায় মগ্ন। প্রোগ্রাম মাফিক তার পরবর্তী ডিউটি ছিল পরদিন অর্থাৎ ২৯শে মার্চ সকাল পৌনে সাতটায়, কিন্তু সেই দিন হঠাৎ করিয়া বিকাল পৌনে চারটায় তাহাকে জরুরী পেট্রলে পাঠানো হয় ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর হাইরোড পর্যবেক্ষণ ও পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে। মেজর হুসেন নিজে তাহাকে পেট্রল সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুবেদার হাফিজ প্রভুর ইশারায় বলিতে গেলে আদেশ বর্হিভূত কাজ করিয়া অনেক দূর পথ অগ্রসর হইলেন। ফলে পথিমধ্যে দিনাজপুর হইতে পলায়নপর বাঙ্গালী ইপিআর জোয়ানদের নিকট জানিতে পারেন সেই দিন দুপুরেই দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার কুটিবাড়ীতে বাঙ্গালী ইপিআর লোকদের সঙ্গে আর্মি ও ইপিআরের পশ্চিমাদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে। এক নিমেষে মনে মনে তিনি নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া সাত তাড়াতাড়ি উইং সদরে ফিরিয়া আসেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। আসিয়াই তিন মাগরেবের নামাজের জন্য আমাকে মসজিদে উপস্থিত পান এবং উপরোক্ত বিষয় অবহিত করেন। অপরদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম রাত্রি পৌনে ১১টায় উইং-এর শেষ পেট্রল লাইনে ফিরে আসার পরপরই বাঙ্গালীদের উপর হামলা শুরু করার নির্দেশ এবং আমাকে গ্রেফতার করার আদেশ সৈয়দপুর আর্মি হেডকোয়ার্টার দিয়া দিয়াছে। অতএব আমার বাসায় সুবেদার হাফিজ, ৮উইং-এর সুবেদার আতাউল হক, নায়েক সুবেদার মতিয়ুর রহমান ও আরও জন তিনেক জোয়ন একত্রিত হইয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলাম বিপ্লব ঘটাইবার এবং সেই রাতেই। এমন সময় উইং কমাণ্ডার হইতে আদেশ আসিল সব হাতিয়ার ম্যাগাজিনে জমা দিতে হইবে। মুহূর্তে খানদের চক্রান্ত সম্বদ্ধে আমার দ্বিধা দূর হইল। আমি আরও শক্ত হইয়া বাঙ্গালী সহকর্মীদিগকে অস্ত্র জমা না দিবার নির্দেশ দিলাম। পরম পরিতোষের বিষয় কসলেই একবাক্যে আমার আদেশ মান্য করিল এবং হাতিয়ার জমা দেওয়া হইল না একটিও। বিপ্লব করিতেই হইবে, অথচ এদিকে অসুবিধা ছিল ঢের। গোটা এক প্লাটুন টাউনে গিয়াছে পেট্রলে, বাকী সব

লোক উইং সদরের চতুর্দিকস্থ পরিখা-বিবর ঘাঁটিতে ডিউটিরত। লাইনে হাজির লোক খুব কম, আবার ওদের সঙ্গে উঠাবসা-শোয়ার ব্যবস্থা। তথাপি কমাণ্ডারগণ নির্দেশ মাফিক আপন-আপন গ্রুপের লোকজনদের গোপনে ইশারায় সব বলিয়া দিলেন। অতি সতর্কতার সহিত প্রস্তুতি চলিল। প্রচুর উৎসাজ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও অনেককেই এই সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে দেখা গেল। তবে মঙ্গলময়ের আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া সুবেদার হাফিজ খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি উইং-এর পুরা রক্ষাব্যূহ ঘুরিয়া প্রতিটি মরিচায় যাইয়া প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন অপারেশনের নির্দেশ এবং বাহিরে পেট্রল পার্টির সাথে যোগাযোগ রাখা হইল। খোদাকে ধন্যবাদ কেহ সেই দিন না বলে নাই, যদিও মনে মনে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল অনেকেই।

রাত ১০টা ১৮ মিনিট। চারিদিকে অন্ধকার, থমথমে ভাব। সুবেদার হাফিজের হস্তস্থিত ঠোট্ট স্টেনগানটা হঠাৎ গর্জিয়া উঠিল। মেজর আর ক্যাপ্টেনের দেহরক্ষীদলের অধিনায়ক হাবিলদার মোহাম্মদ জামান বুকে গুলিবিদ্ধ হইয়া পরকালের যাত্রী হইল তাহারই গার্ড-রুমের বিছানায়। ইশারা বুঝিয়া পর মুহূর্তে আরও অনেক ক্ষধার্ত হাতিয়ার গর্জিয়া উঠিল একসঙ্গে। বেশ কয়জন পশ্চিমা পরপারর যাত্রী হইল। আমাদের লোক 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়া বিজয়বার্তা ঘোষণা করিল। থামিয়া সারা রাত ধরিয়া ফায়ার চলিল, যদিও আমার মতে আদৌ এর দরকার ছিল না। ঐদিকে গোলাগুলির ফাঁকে এক সময়ে বর্ডার কোম্পানীগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইল সব পশ্চিমা খতম করতঃ সামান্যসংখ্যক লোক পিছনে রাখিয়া অধিকাংশকে ঠাকুরগাঁ পাঠাইয়া দিতে। রাতের অন্ধকারে তেতলা দালান, বাসাবাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে চতুর্দিকে লোক ছড়াইয়া ছিল, তাই একেবারে পশ্চিমা নিধন পর্ব শেষ হইল না। অধিকন্তু নানা সুযোগে নানা জায়গায় কিছুসংখ্যক পশ্চিমা হাতে অস্ত্র তুলিয়া নেয়। তাই আরও কিছুটা সময় লাগিল আমাদের। এই এলোপাতাড়ি পাতলা ফায়ারের ভিতর দিয়া আমাদের বাঙ্গালী পরিবারগুলিকে শহরে স্থানান্তরিত করিয়া দিলাম। শহরবাসীরা প্রথমে গোলাগুলির শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়া পড়িলেও অনতিবিলম্বে আমাদের বিজয় সংবাদ শ্রবণে হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষ সমবেত কণ্ঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনিসহ বিভিন্ন শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল এবং তাহারা বিভিন্ন প্রকারে আমাদের সাহায্য করিতে লাগিল। সেই দিন ভোররাত্রে বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নজীর আহমদ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম ও তাহার স্ত্রীকে নিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে থাকেন সম্ভবতঃ সৈয়দপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পদব্রজে সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পরই ক্ষীপ্ত জনসাধারণের হাতে মারা পড়েন। ওদিকে সেইদিন ভোররাত্রেই ৮-উইং হইতে আসা সুবেদার আতাউল হক শহীদ হন। এই বিপ্লবে তাহার ভূমিকা অতি প্রশংসনীয়। তাঁহারই যোগসূত্র ক্রমে সেই রাত্রে ই হাজার হাজার লোক টাউনে বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহারা আমাদের সহযোগিতা পাইয়া আবার শতগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠে এবং আমাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে।

২৯শে মার্চ সকালবেলা সামান্য গোলাগুলি চলিতে লাগিল। অবশিষ্ট খানরা দালানকোঠায় থাকিয়া ফায়ার করাতে তাহাদিগকে কাবু করা গেল না। আমরা ছাত্র, জনসাধারণ ও স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগের নিন্মপদস্থ কর্মচারী বিশেষ করিয়া ওয়াপদা বিভাগের লোকদের সহায়তায় ছাউনি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় সব হাতিয়ার, গোলাগুলি ও অন্যান্য বহু জিনিসপত্র অন্যত্র সরাইয়া নিলাম।

২৯শে পার হইয়া ৩০শে মার্চের সকাল। আমি সুবেদার মতিউর রহমানকে এক প্লাটুন লোকসহ ঠাকুরগাঁ হেডকোয়ার্টারকে শত্রমুক্ত করার নির্দেশ দিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দলবল নিয়া অগ্রসর হইলেন কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খানদের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিয়া ফেরত চলিয়া আসিলেন। তখন সুবেদার হাফিজ তাহার কোম্পানীর কিঞ্চিদধিক এক প্লাটুন লোক নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং বিকাল প্রায় তিনটা নাগাদ তেতালা দালানের শেষ দুশমনটি পর্যন্ত খতম করিয়া তাহা পরিষ্কার করেন। তাহারই আদেশে প্লাটুন কমাণ্ডার বজল আহমদ চৌধুরী একদল লোক নিয়া উইং অধিনায়কের বাসভবন মুক্ত করেন। মেজর হোসেন এই সময়ই নিজ বাসভবনে নিহত হন। একই সময় যুগপৎ আক্রমণ করিয়া নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান পাক আর্মির গেরিলা সুবেদার ও তাহার সঙ্গীদের খতম করিয়া জেসিও মেস পরিষ্কার করেন। পাবলিকের সহায়তায়

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৃতদেহ অন্যত্র সরাইয়া দাফন করিয়া ফেলা হয়। আর এদিকে দ্রুতগতিতে লাইনের ভিতরকার সবকিছু যথাসম্ভব গোছগাছ করিয়া নিয়া হেডকোয়ার্টারের চতুর্দিকে দৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা হইল। সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে তাঁহার নিজস্ব ডি কোম্পানী ব্যতীত আরও কিছু আসার-মুজাহিদ এই প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে মোতায়েন রহিল।

ওদিকে স্থানীয় এম-সি-এ জনাব ফজলুল করিমের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁ শহরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হইল। আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ স্বেচ্ছায়ই তাহারা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কর্তব্য ঠিছল শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনমত যুদ্ধরত লোদের নানা কাজে সাহায্য করা। ছাত্র-জনতা আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া যে সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্থানীয় নারী সমাজ পর্যন্ত এই সংগ্রামে প্রচুর সাহায্য ও সমর্থন দিয়াছে। ঐ দিন (৩০শে মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত সীমান্তস্থ কোম্পানীসমূহের লোকজন ঠাকুরগাঁয় আসিয়া সমবেত হয়। আমাদের জোয়ানরা ও স্থানীয় জনসাধারণ আমাকে মেজর পদে বরিত করিয়া যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ঘোর দুর্যোগের সময় এত বড় দায়িত্ব আমাকে বহন করিতে হইল। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নাম স্মরণ করিয়া জনসাধারণের শুভাশীষ নিয়া আমি আমার ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠন করিয়া আগামী দিনের জন্য সকলকে তৈয়ার করিতে লাগিলাম এবং সামান্য ভাষণের মাধ্যমে আমরা সমবেতভাবে শপথ নিলাম।

এই দিন বিকালেই সুবেদার আবদুল খালেকের নেতৃত্বে আমাদের দুই কোম্পানী এবং এক কোম্পানী মুজাহিদকে সাধ্যানুযায়ী সুসজ্জিত করিয়া ঠাকুরগাঁর ২৩ মাইল আগে ভাতগাঁও পুল প্রতিরক্ষার্থে পাঠানো হয়। নায়েক সুবেদার বদিউজ্জামানের অধীনে আমাদের সি কোম্পানীকে এক কোম্পানী মুজাহিদসহ দেবীগঞ্জে পাঠানো হইল। হাবিলদার নুর মোহাম্মদের অধীনে এক প্লাটুন ইপিআর এবং এক প্লাটুন মুজাহিদ শিবগঞ্জ বিমান বন্দর প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো গেল। বাকী সদর কার্যালয়ের সঙ্গে এক কোম্পানী অতিরিক্ত হিসাবে রাখা হইল। সে রাতেই আনসার-মুজাহিদ ভাইয়েরাও অধিক মাত্রায় আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল। সহকারী আনসার এ্যাডজুটেন্ট (মহকুমা) জনাব কবির তাহাদিগকে পুনর্গঠন করিয়া আমার পার্শ্বে থাকিয়া অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমরা সীমান্ত এলাকাকে দুইটি সাব সেক্টরে ভাগ করিয়া সুবেদার আবুল হাশেম ও নায়েক সুবেদার হাজী মুরাদ আলীকে যথাক্রমে পঞ্চগড় সাবসেক্টর ও রুহিয়া সাবসেক্টরের দায়িত্বভার অর্পণ করি এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তাহাদের দায়িত্বের অন্তর্গত করিয়া দিইঃ (১) সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা আঞ্চলিক আনসার-মুজাহিদদের সহযোগিতায়; (২) এলাকায় জনসাধারণের এবং সরকারী বেসরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদান করা; (৩) আনসার মুজাহিদদের পুনর্গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (৪) বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সদর কার্যালয়ে অবহিত করা; (৫) বন্ধুরাষ্ট্রের যে কোন সাহায্যের জিনিসপত্র সমিতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বন্টনের তদারক করা; (৬) রণাঙ্গনের খবর কতিপয় নির্দিষ্ট লোককে জ্ঞাত করানো । এমনিভাবে সবরকম আদেশ উপদেশ দিয়া তাহাদেরকে নিজ নিজ জিম্মাদারী এলাকায় মোতায়েন করা হইল।

ইতিমধ্যে হেডকোয়ার্টার এবং বর্ডারের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত বিপ্লব অপারেশনের বিস্তারিত খবর আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। হিসাবে দেখা গেল, এই অপারেশনে বর্ডারে আমাদের একজন মাত্র লোক আহত হইয়াছে। সে হাবিলদার আব্দুল আজিজ। হেডকোয়ার্টারে চারজন ঘোরতর জখম ও দুই জন শহীদ। জখমী (১) হাবিলদার দীন মোহাম্মদ (২) সিপাহী ওলিউল্লাহ ভূঞা (৩ সিপাহী আবু তাহের (৪) একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার এবং শহীদ (৫) সুবেদার আতাউল হক (৬) ল্যান্স নায়েক জয়নাল আবেদীন। এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে আমরা এক মেজর ও এক ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ১১৫ জন খান সেনাকে খতম করি-যাহাদের অধিকাংশই ছিল কমিশনড, জুনিয়র কমিশনড ও নন কমিশনড অফিসার এবং বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞতায় পরিপক্ব ও সামরিক প্রশিক্ষণে নিপুণ আর সর্বোপরি এই এলাকার রাস্তাঘাট ও অবস্থান এবং আমাদের বৈশিষ্ট্য সমন্ধে ছিল বিশেষ

ওয়াকিফহাল। তাই সার্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আমাদের পক্ষে ছিল এক বিরাট সাফাল্য। পশ্চিমা হতাহতদের মধ্যে ছিল ইপিআর-এর ১০৪, আর্মির ৮ এবং বিমান বাহিনীর ৩ জন।

৩০শে মার্চ হইতেই সকল গ্রামেগঞ্জে, স্কুল কলেজে যুবকদের সামরিক শিক্ষা চলিতে লাগিল। আমার ব্যাটালিয়ন ছাড়া একদিনের মধ্যেই এক ব্যাটিলিয়ন আনসার ও এক ব্যাটালিয়ন মুজাহিদ পুনর্গঠিত হইল। এক ব্রিগেডের মত শক্তি নিয়া (অবশ্যই শুধু সংখ্যানুপাতিক) আমরা বিখ্যাত সৈয়দপুর শত্রু ছাউনি আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম। এই দিকে দিনাজপুর হইতেও সাহায্য পাইবার আশ্বাস পাইলাম। পরিকল্পনা অনুসারে ইপিআর, আনসার ও মুজাহিদদের মিলিত বাহিনীকে প্রয়োজনভিত্তিক প্লাটুন ও কোম্পানী পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হইল বিশেষ করিয়া সৈয়দপুর- ঠাকুরগাঁর মধ্যে যোগাযোগকারী বিভিন্ন রাস্তার উপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ডাইনে বীরগঞ্জ, শালবাগান, ভাতগাঁ এবং বাঁয়ে খানসামা, দেবীগঞ্জ, জয়গঞ্জ, ঝারবাড়ী প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি রক্ষাব্যূহ তৈয়ার করিয়া আরও অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইলাম। অবশ্য স্থানগুলি ছিল একে অন্য হইতে বহু দূরে এবং যোগাযোগের দিক দিয়া একেবারেই বিচ্ছিন্ন। না ছিল কোন পজিশন অন্য পজিশনের বদলী বা অবস্থান- প্রস্থানের কিছুই জানিত না। অথচ আধুনিক সমরে এ রীতি সম্পূর্ণ অচল। খাদ্য এবং অন্যান্য সামরিক সরবরাহের ব্যাপারও ছিল সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনাহার- অর্ধাহার ছিল নিত্যসঙ্গী।

ইতিমধ্যে সৈয়দপুরে ৩নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করিলাম, তবে মাত্র তাহাদের সি কোম্পানীর লোকজন সেখানে ছিল। তাঁহারাও ততক্ষণে খানদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত অবস্থায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে ।তাহাদের কোম্পানীর লোকজন পুরা ছিল না এবং তাহার নেতৃত্ব দিতেছিলেন ক্যাপ্টেন আশরাফ। যাহাই হউক, তাহাদের সহযোগিতায় সৈয়দপুরের দিকে অগ্রাভিযানের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। পিছনের দিকে পূর্বে কথিক হাবিলদার নূর মোহম্মদের নেতৃত্বাধীন প্লাটুনদ্বয় ঠাকুরগাঁ বিমানবন্দরের হেফাজত করিতে লাগিল এবং তথাকার ম্যানেজার আতাউর রহমান ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বিমানবন্দরকে নানা উপায়ে শত্রুর ব্যবহারের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলা হইল।

৩১শে মার্চ। বন্ধুরাষ্ট্রের ৭৫ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার কর্নেল ব্যানার্জী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করিলাম। তিনি সব রকম সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পহেলা এপ্রিল রাত্রে কর্নেল ব্যানার্জী সাহেবকে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করাইলাম, তিনি আমাদের কাজের বিশেষ প্রশংসা করতঃ তাঁহার নিজের কিছু পরিকল্পনা ব্যক্ত করিলেন। আমরা তাঁহার উপদেশ মত নিজ বাহিনীকে সৈয়দপুরের আরও কাছাকাছি নিয়া যাইবার পরিকল্পনা নিলাম। ২রা এপ্রিল হঠাৎ আমরা পুরানো কমান্ডিং অডফিসার পাক আর্মির অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম, টি হুসেন আমার সহিত দেখা করিয়া আলাপচারী হইলেন। তাঁহার প্রাথমিক আলাপের অবিকল উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইলঃ ‘‘সুবেদার মেজর সাহেব, আপনি আপনার লোকজনসহ দেশের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছেন তাহা সত্যি অদ্ভুত। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ দিবেন কি।’’ আমি আনন্দের সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ করিলাম ও আমাদের কমান্ডিং হিসাবে নিযুক্ত করিলাম।

এক্ষণে আমরা আরও নতুন উদ্যম নিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। পরদিন ৩রা এপ্রিল আমরা দিনাজপুর গেলাম এবং সেখানকার সরকারী ও বেসরকারী নেতা ও কর্মচারীবৃন্দকে নিয়া একটি সভা করিয়া আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়া আলোচনা করিলাম। পরিকল্পনা মাফিক ঐদিন ৩রা এপ্রিল ঠাকুরগাঁর রক্ষাবূহ্য উঠাইয়া ফেলা হয় আর সুবেদার হাফিজকে তাহার ডি কোম্পানীসহ সবার আগে দশ মাইল তে-রাস্তার মোড়ের প্রায় দেড় মাইল পূর্বে দিনাজপুর- সৈয়দপুর প্রধান সড়কের উপর করা হইল। সেখানে গিয়া তাঁহারা ক্যাপ্টেন আশরাফের ৩ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানী সহিত মিলিত হন। তাহারা মিলিভাবে সৈয়দপুরগামী সড়কে

অক্ষরেখা ধরিয়া সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৪ঠা এপ্রিল তাহারা ভূষির বন্দরে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। আবার ঐ দিন দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁ ইপিআর, আর্মি, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী নিয়া একটা যৌথ কমাণ্ড গঠিত হইল। আর ভাতগাঁও পুলের নিকট একটি জরুরি সভা ডাকিয়া তাহাতে যৌথ কমান্ডের অধীনে সৈয়দপুর আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল।

৫ই এপ্রিল ৮ উইং দিনাজপুরের সুবেদার আবদুল মজিদের নেতৃত্বে এক কোম্পানী ইপিআর ৯ উইং-এর একটি ইপিআর প্লাটুনসহ সৈয়দপুর- নীলফামারী সদর রাস্তায় সৈয়দপুরের অদূরে দারোয়ানির নিকট প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। উক্ত তারিখে ভূষির বন্দরে আমাদের সঙ্গে শত্রুদের সংঘর্ষ হয় এবং তাহারা পালাইয়া যায়। সেইদিনই আমাদের বাহিনী একনাগাড়ে প্রায় ১০ মাইল আগাইয়া চম্পাতলী নামক স্থানে গিয়া পৌঁছে। তখন রাত্রি ১১টা। একেত অপরিচিত স্থান, তদুপরি গাঢ় অন্ধকার ও মুষলধারে বৃষ্টি। যাহা হউক ভোর পর্যন্ত প্রতিরক্ষার অনেকটা ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু ৬ই এপ্রিলের সূর্য উঠিতে না উঠিতেই দুশমনরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। তারপর 'ইয়া আলী' হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইপিআর ও রেজিমেন্টের জোয়নরা মিলিতভাবে পাল্টা 'ইয়া আলী' বলিয়া সিংহনাদে দুশমনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। বঙ্গশার্দুলের থাবায় নয়জন খানসেনা প্রাণ হারায়, বাকী ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় প্রাণ নিয়া পলাইয়া যায়। খানিক পরে ক্যাপ্টেন আশরাফ পরামর্শ সভা ডাকিলেন, জানা গেল তার কাছে গোলাবারুদ একেবারেই কম, কোনমতে সেদিনকার মত চলিতে পারে। তিনি সেইদিনই সন্ধ্যা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ততক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ করে শুরু হইল শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনীল অজস্র শেলিং, পিছনে আসিল কয়েকটি ট্যাঙ্ক, সঙ্গে ৮১ মিলিমিটার মর্টার। অনেকক্ষণ সংঘর্ষ চলিল। উভয় পক্ষেই হতাহত হইল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া অনেক লোক দলত্যাগী হইবার সুযোগ পাইল। আমরা ভূষির বন্দর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পজিশন নিলাম। পরদিন সেখানে তুমুল যুদ্ধ হইল। আমাদের নিকট ভারী এবং প্রতিরোধক অস্ত্র না থাকায় আবার পশ্চাতে আসিতে বাধ্য হইলাম।

এই সময় সুবেদার হাফিজ কোম্পানীর অধিকাংশ দেবীগঞ্জ হইয়া খানসামায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। ওদিকে নীলফামারী রাস্তায় মজিদ কোম্পানীর সঙ্গে ৭ এবং ৮ এপ্রিল দুশমনদের তুমুল সংঘর্ষ হয় । সেখানে আমাদের তিনজন শহীদ কয়েকজন আহত ও বহু হাতিয়ারপত্র খোয়া গেলেও দুশমনরাও বিশ-পঁচিশ জন হতাহত নিয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইখানেও ট্যাঙ্ক এবং গোলন্দাজ হামলার মোকাবিলা করিতে না পারিয়া ক্যাপ্টেন আশরাফ, সুবেদার মেজর আব্দুর রব, ক্যাপ্টেন নজরুল হক এবং আমার উপস্থিতিতে ৪ঠা এপ্রিল ভাতগাঁয়ে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম এবং পিছনে হাটিয়া দশ মাইল স্ট্যান্ডে শক্ত করিয়া ঘাঁটি গাড়িলাম।

১০ই এপ্রিল সকাল ৯ ঘটিকায় শত্রুরা ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বহর নিয়া আমাদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইল। প্রথম বার আমরা তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিলাম। দ্বিতীয় বার বেলা ২ ঘটিকার সময় আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে আমাদের দুইটি ছয় পাউন্ডার গান-ই নষ্ট হইয়া যায়। তুমুল যুদ্ধের পর এখানে আমাদের চারজন লোক শহীদ হয় এবং কিছু লোক আহত হয়। ফলে আমাদের লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দিনাজপুরের লোক দিনাজপুরের দিকে ঘাঁটি পরিবর্তন করে ও ঠাকুরগাঁয়ের লোক ভাতগাঁও পুলের নিকট দৃঢ় অবস্থান নেয়। দশ মাইল স্ট্যান্ডের যুদ্ধে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হইল, কেননা বাহির হইতে অনেক গোলাবারুদ আমরা এখানে আনিয়া জমা করিয়াছিলাম এবং আমাদের কাছে থাকা কয়েক শত রাইফেল বন্দুকও সেখানে রাখা ছিল। সকলেরই ধারণা ছিল আমাদের এই স্থান ছাড়িতে হইবে না কিন্তু ট্যাঙ্ক বহরের আক্রমণের

চাপে ঐ স্থানও ছাড়িতে হইল। লোকের মনোবল যথেষ্ট ছিল কিন্তু ভারী অস্ত্র না থাকায় আবার সরিয়া আসিতে হইল।

আমরা আবার ভাতগাঁয়ের পুলের নিকট শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিলাম। মেজর এম, টি, হোসেনসহ কর্নেল কোন কাজে আসিল না। আমি ব্যানার্জী সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে, ভাতগাঁয়ের পতন হইলে আমাদের লোকজনের মনোবল নষ্ট হইবে এবং ঠাকুরগাঁ শহরকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তাই যেভাবেই হউক ভাতগাঁওকে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা দুইজনে ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য অনেক টেষ্টা নিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। বিহারের প্রধানমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর আমাদিগকে যে কোন সাহায্য দিতে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পাইতে অনেক দেরী হইয়া গেল।

১৩ই এপ্রিল ভাতগাঁয়ে সম্মুখ সমরে না আসিয়া খান সেনারা রাস্তা ধরিয়া পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা নিল। শত্রুদের পরিকল্পনা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। খানসামায় তখন আমাদের কোন লোক ছিল না। তাই আমরা তাড়াহুড়ো করিয়া গোপনে সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে এক কোম্পানী সেখানে পাঠাইলাম। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় তাহার কোম্পানী বীরগঞ্জ হইতে পদব্রজে অগ্রসর হইয়া খানসামায় পৌঁছে। শত্রুসেনারা দুইটি কোম্পানী যখন নদী পার হইতেছিল তখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের ৮ বালুচ ডি কোম্পানীকে সম্পূর্ন রুপে পর্যদুস্ত করিয়া দেয়। প্রচুর হতাহত করা ছাড়াও তাহারা দুশমনের নিকট হইতে ১০ গাড়ী মালামাল হস্তগত করে যাগার মধ্যে অনেক গোলাবারুদ, ৭৫টি বিছানা, প্রচুর রেশন, পাকের সরঞ্জাম, একটি অয়ারলেস সেট, একটি মোটর সাইকেল ও আরও বিবিধ দ্রব্যাদি ছিল। সুবেদার হাফিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই ছিল এই কোম্পানীর সাফল্যের কারণ। শত্রুর এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা তাঁহাদের যে ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল তাহাতে শত্রুর মনোবল যথেষ্ট ক্ষুন্ন হইয়া যায়, ফলে তিনদিন পর্যন্ত শত্রুদের তরফ হইতে আর কোন সাড়াশব্দ ছিল না এবং পশ্চাৎ আক্রমণ হইতেও আমাদের ঘাঁটি মুক্ত রহিল।

১৭ই এপ্রিল আমি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের তিন সদস্যের একটি দলকে নিয়া ভোর পাঁচটায় রওয়ানা হই সীমান্তের দিকে তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে। মেজর এম, টি, হোসেন সাহেব থাকিলে রণাঙ্গনের দায়িত্ব নিয়া। আমি প্রায় দুপুর তিনটায় রুহিয়া পৌঁছি এবং ঠাকুরগাঁও কমাণ্ড পোস্টের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করি কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া আমার মনে সন্দেহ জাগে এবং আমি তাড়াতাড়ি পঞ্চগড় কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে চলিয়া আসি। এখানে আমাদের অল্পসংখ্যক লোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞেসাবাদে জানিতে পারি ভাতগাঁও ঘাঁটিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে আমাদের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। মেজর এমটি হোসেনের কোন খবর নাই, তবে শুনিলাম, তিনি একটি বড় বাস ও একটি জীপ নিয়া অর্ধ লক্ষ টাকাসহ ভারতে চলিয়া গিয়াছেন হাতিয়ার ও গোলাবারুদ আনার জন্য। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি আর দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। যাহাই হউক ভাতগাঁও ঘাঁটির নেতৃত্বে ছিল নায়েক সুবেদার আব্দুল খালেকের উপর। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা জানতে পারিলাম। তিনি জানাইলেন শত্রুরা সকাল আটটার সময় প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায় ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে। তাহারা প্রথমে কান্ত মন্দিরের পাশ দিয়া ঢুকিয়া সোজা বীরগঞ্জ দখল করিতে চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের জোয়ানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাহা ভঙ্গুল হইয়া যায়। এরপর শত্রুরা শক্তি বৃদ্ধি করতঃ দ্বিতীয় দফা আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনীও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দেয় এবং প্রায় ৫ ঘন্টা ধরিয়া তুমুল সংঘর্ষের পর আমাদের লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া অনেকে দলত্যাগী হইয়া ভারতের দিকে চলিয়া যায় এবং অনেকে পিছনে পচাঁগড় হইয়া জমায়েত হইতে থাকে। এখানে আমাদের ৩ জন শহীদ হন। তাহারা বীরবিক্রমে লড়াই করিয়া শত্রুপক্ষের অন্ততঃ ২৫/৩০ জনকে নিহত ও ১৫/২০ জনকে আহত করেন। সিপাহী আবদুল মান্নান, সিপাহী গুল মোহাম্মদ ভূঞা ও হাফিজ আবদুর রহমান এই যুদ্ধে অসীম সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। আহতদের মধ্যে সিপাহী আবদুল মন্নান আহত অবস্থায় শত্রুর হস্তে বন্দী হয়-

বর্বর পশুরা তাহাকে গুলি করিয়া মৃত মনে করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দেয়। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং তাহাদের প্রাণভরা সেবা ও দয়া ময়ের কৃপায় সে সুস্থ হইয়া উঠে ও অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তেতুঁলিয়াতে আমাদের সাথে যোগদান করে। বাকী দুইজন শাহাদৎ বরণ করিয়া অমর হইয়া আছেন।

অন্যদিকে খানসামাতে ১৩/১৪ তারিখের সংঘর্ষে হাফিজ কোম্পানী পাক আর্মিকে তিনদিন পর্যন্ত জব্দ করিয়া রাখিলেও আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন ছিল না। একেত খানরা মার খাইয়া ততক্ষণে ভারী মর্টার ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়া আসিল, তদুপরি সেইদিন একই সময়ে খবর পাওয়া গেল ভাতগাঁয়ের প্রধান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাই ডি কোম্পানীও খানসামা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল। তবে এই কোম্পানী ঐ স্থানে মোতায়েন থাকায় ভাতগাঁও শত্রুর পাশ অথবা পশ্চাৎ আক্রমণ হইতে নিশ্চিতভাবে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই কোম্পানীর পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে জয়গঞ্জ, ঝারবাড়ী, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ছোট ছোট রক্ষাব্যূহগুলিরও পিছু হটিতে বাধ্য হইল। এইভাবে শত্রুসেনার অগ্রাভিযান আর আমাদের পশ্চাদপসরণের পালা চলিতে থাকিল। তবে সান্ত্বনা এই হতাহতের দিক দিয়া শত্রুসংখ্যা বরাবরই ভারী ছিল। আমরা দিনব দিন হাতিয়ার আর গোলাবারুদ হারাইয়া দুর্বল হইতে থাকিলাম- স্বাধীন এলাকার পরিধিও কমিয়া আসিতে লাগিল, জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল- খাদ্য সরবরাহও আমাদের প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। আমরা প্রমাদ শুনিলাম এবং আরও পিছে হটিয়া আসিলাম।

প্রায় ২০/২১ দিন মুক্ত থাকার পর ঠাকুরগাঁয়ের পতন হইল। স্থানীয় জনসাধারণ শহর ছাড়িয়া গ্রামে ও ভারতে আশ্রয় নিতে লাগিল। সামরিক নিয়মে সামরিক বাহিনী কোন স্থান ছাড়িয়া দেয় আবার কোন স্থান দখল করে এবং তাহা পরিকল্পনা মাফিক হইয়া থাকে। আমাদেরও তেমন পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, যতদূর সম্ভব গোলাবারুদ, রেশনপত্র সঙ্গে নিয়া গিয়াছি কিন্তু আরও সরকারী বেসরকারী জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল। মেজর এম, টি হোসেনের অনুপস্থিতিতে আবার আমাকেই দায়িত্বভার নিতে হইল। আমি সুবেদার হাশেম, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমানকে আরও ২২ জন লোকসহ মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ঠাকুরগাঁ পাঠাইলাম ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা ও মূল্যবান গহনাপত্র যাহা পাওয়া যায় তাহা নিয়া আসার জন্য। তাহারা ঠাকুরগাঁ আসিয়া স্টেট ব্যাঙ্কের সীলমোহর যুক্ত একত্রিশ বাক্স টাকা লইয়া পঁচাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া একটি গাড়ীতে বোঝাই অবস্থায় আমার কাছে অর্পণ করে। আমি ১২ জন লোকের একটি গার্ড দিয়া রেশনের গাড়ীতে ঐ গাড়ীটিও রাখিয়া দিই। কিছু দিন পরে এই টাকা ক্যাপ্টেন নজরুল, জনাব সিরাজুল ইসলাম এমসিএ, জনাব আবদুর রউফ এমসিএ-দের উপস্থিতিতে কর্নেল ব্যানার্জীর হেফাজতে রাখি এবং পরে অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী সাহেব স্বয়ং আসিয়া ঐ টাকা মুজিবনগরে নিয়া যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই টাকা জমা দিতে। সেখানে প্রায় ১ কোটির মত টাকা ছিল যাহার হিসাব অর্থমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়।

১৭ই এপ্রিল নাগাদ আমাদের কোম্পানীগুলি বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হইতে পঞ্চগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় সেখানে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করিতে শুরু করিল। ১৭ এবং ১৮ তারিখ বিভিন্ন কোম্পানীর বেশ কিছু লোক যাহারা নানাস্থানে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল অথবা আটকা পড়িয়াছিল পঞ্চগড় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের লোক নতুন উৎসাহ নিয়া কাঞ্চন নদীর তীরে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণে তৎপর হইল। ১৮ তারিখ ছোট ছোট কয়েকটি দল আগে পাঠাইলাম, অনেক দূর আগাইয়াও শত্রুর কোন আনাগোনা দেখা গেল না। আমাদের প্রায় ১০৬ টি পরিবার ছেলেমেয়েসহ ছিল। এই সুযোগে তাহাদিগকে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে নিবার ব্যবস্থা করিলাম। চিকিৎসাধীন কিছু রোগী এবং আহতকেও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। এই সময় আমাদের কাছে কোন ডাক্তার ছিল না। একমাত্র কম্পাউন্ডার মনসুরই ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন এবং তাহার সঙ্গে কয়েকজন নার্স ছিল। কম্পাউন্ডার মনসুর বিপদের সময় যে কাজ করিয়াছেন, যেভাবে রোগীদের সেবাযত্ন নিয়াছেন তাহা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরের দিন ২৯শে এপ্রিলের দুপুর। আমার সহকর্মী কমাণ্ডারদের নিয়া নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার্থ সবেমাত্র ডাকবাংলায় বসিয়াছি এমন সময় হঠাৎ কয়েকটি গোলার শব্দ শোনা গেল। আমার আলোচনা স্থগিত করতঃ বাহির হইয়া পড়িলাম। অবস্থা আঁচ করিতে না করিতেই আরও কয়েকটা শেল আমাদের ডাইনে- বাঁয়ে- পিছনে আসিয়া পড়িল, বুঝিতে বাকী রহিল না দুশমনের প্রত্যক্ষ আক্রমণ অত্যাসন্ন। কমাণ্ডাররা যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে দুশমনের একটি গোলা আমাদের একটি গাড়ীর উপর আঘাত করিল এবং তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। গাড়ীটিতে খানসামায় দুশমনদের নিকট হইতে আটককৃত গোলাবারুদ রক্ষিত ছিল, উহার পার্শ্বেই আমার জীপগাড়ীটিও ছিল, কোনমতে তাহা সরাইয়া নিতে সক্ষম হইলাম। আমরা শত্রুর আক্রমণের জবাব দিতে লাগিলাম। চার ঘন্টা ঘন্টা ধরিয়া চলিল, সুবেদার আবুল হামেশসহ কয়েকজন আহত হন। ইহাদেরকে পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবশেষে ট্যাঙ্কসহ শত্রুবাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং আমরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হই। এইবার আরও হাতিয়ার গেল, গোলাবারুদ গেল, বাহিনীর বহু লোক পালাইয়া গেল। নায়েক সুবেদার খালেক ও সুবেদার হাফেজ সাহসে ভর করিয়া ঐ দিন সন্ধ্যায়ই কিছু লোকজনসহ ভজনপুর গিয়া পৌঁছিলেন। এপ্রিলের ২০ তারিখের ভোর হইতে না হইতে তাহারা ভজনপুরে ঘাঁটি নির্মাণের কাজ শুরু করিয়া দিলেন। আমি তাহাদেরকে যথারীতি উপদেশ দিয়া নানা জরুরী কাজে ও বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে জড় করার উদ্দেশ্যে পিছনে গেলাম। এই দিকে দুশমনরাও অতি তাড়াতাড়ি জগদল এবং ওমরখানায় তাহাদের শক্ত ঘাঁটি গাড়িয়া বসিল। ওমরখানা পর্যন্তই শেষ ঘাঁটি ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

তারপর ঐ মাসের অর্থাৎ এপ্রিল মাসের এক শুভক্ষণে জানিতে পারিলাম যে স্বাধীন বাংলার সরকার গঠিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় মে মাসের ৮ তারিখ আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রধান তদানীন্তন কর্নেল এম এ জি ওসমানী আমাদেরকে ভারতের কদমতলায় ডাকিয়া পাঠান। সেখানে এক জরুরী সভা হইল। তাহাতে যোগ দিলেন ক্যাপ্টেন নজরুল হক, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ এবং কয়েকজন ভারতীয় অফিসার। মুক্তিবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিলেন। এরপর তিনি তার পরিকল্পনা অনুসারে আমাদিগকে নির্দেশ দান করিলেন। আমরাও আমাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিলাম, তিনি যথাসাধ্য পূরণ করিবার আশ্বাস দিলেন। উক্ত সভায় তিনি ক্যাপ্টেন নজরুল হক সাহেবকে আমার ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। তরপর ঐ দিনই সন্ধ্যায় তিনি আমাদের ভজনপুর ঘাঁটিতে আগমন করিলেন। তাহার দর্শন লাভে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমরা আরো সতেজ হইলাম, তার উপদেশের মাধ্যমে পথের দিশা পাইলাম। অধিকন্তু তিনি ক্যাপ্টেন নজরুল সাহেবকে আমাদের অধিনায়ক রুপে নিয়োগ করায় আমরা আরো উৎসাহিত হইলাম। এর কিছুদিন পর প্রধান সেনাপতি আবার ভজনপুর আসিলেন, সঙ্গে বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। ইহাতে জোয়ানরা খুব খুশী হইল, তাহাদের মনোবল দৃঢ়তর হইল। ততক্ষণে ভারত হইতে অপ্রচুর হইলেও বিভিন্ন রকম সাহায্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব মুক্তি সংগ্রামীদের মনোবল ঊর্ধ্বমুখী হইয়া উঠিল।

৯ই মে ক্যাপ্টেন নজরুল আমার ব্যাটালিয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন এবং আমি তাহার সহকারী হিসাবে কাজ করিতে লাগিলাম। এ সময় দুশমনরা ওমরখানার জগদল এলাকায় দৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমরা আমাদের মূল ঘাঁটি ভজনপুরের ৩/৪ মাইল আগে মাগুরমারী ও ময়নাগুড়ি নামক স্থানে দুইটি পোষ্ট খুলিয়া দুইটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠানোর ব্যবস্থা করিলাম। ২৬শে এপ্রিল হাবিলদার দেওয়ানের নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ছোট দল প্রথম ওমরখানার কাছে মাগুরমারীতে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা দুশমনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিত এবং পিছনে আমাদেরকে খবর দিত। ৩০শে এপ্রিল শত্রুদের হঠাৎ আক্রমণে এই ছোট দলের ২ জন শহীদ এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হয়। যাহা হউক, মাগুরমারীতে ক্রমান্বয়ে লোকসংখ্যা বাড়াইয়া শেষ পর্যন্ত দেড় কোম্পানীর মত করা হয়। এর এক কোম্পানী নতুন সি কোম্পানী নাম নিয়া নায়েক সুবেদার হাজী মুরাদ আলীর নেতৃত্বে দুশমনের ওমরখানা ঘাঁটির সন্নিকটে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করে। ২রা মে হইতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ তাহারা সেখানে অবস্থান করে

এবং দুশমনদের শতাধিক সৈন্য ও চার পাঁচখানা গাড়ী ধ্বংস করাসহ অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে নির্বাক নিবীর্য করিয়া রাখে। আমার হিসাব মতে সিপাহী আবুল হোসেন একাই সত্তর জনের মত শত্রুসেনা খতম করিয়াছে। তবে এই দলকে বহু কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ দুই মাস কাটাইতে হইয়াছে, কেননা উন্মুক্ত আর নীচু জায়গায় পজিশন থাকা বিধায় দিনের বেলা এরা সামান্য নড়াচড়া পর্যন্ত করিতে পারিত না- শুধু রাত্রেই এদের খাওয়ার সুযোগ ঘটিত। আমি মাঝে মাঝে এই কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। কোন কোন সময় আমি দেখিয়াছি বৃষ্টির মত গোলাগুলির মধ্যেও হাজী মুরাদ আলী তাহার লোজনের তদারকি করিয়া ফিরিতেছেন। আমার মতে হাজী মুরাদ আলীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই এই ক্ষুদ্র দলটি নির্ভীক সৈনিকের ভূমিকা পালন করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

দিনাজপুর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ঘটনাবলী

সাক্ষাৎকারঃ নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ আনসার আলী

১৯-১১-১৯৭৩

২৫শে মার্চ থেকেই দিনাজপুর শহরে ছাত্র- জনতার মিছিল বের হতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ সকালেই আমরা সামরিক শাসন জারী করার কথা শুনি। এটা শনে আমাদের সাথের পশ্চিম পাকিস্তানীরা আনন্দিত হয়েছিল এবং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলছিল। ২৬শে মার্চ বেলা দশটার দিকে আমি ৩০/৪০ জন লোক নিয়ে নিউ টাউনে ডিউটি করতে যাই।

২৭শে মার্চ ১/২ টার দিকে বিহারীরা প্রায় ১২/১৩ জন বাঙ্গালীকে হত্যা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

২৭শে মার্চ বেলা ১২/১ টার সময় তিনজন মেজর, কর্নের এবং দুই/তিনজন ক্যাপ্টেনসহ পশ্চিম পাকিস্তানীরা এক বৈঠক করে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় বৈঠক শেষ হয়। শেষ হবার পর ঢাকার সাথে যোগাযোগকারী সিগন্যাল সেটের কমাণ্ডারকে জীপে উঠিয়ে নেয় এবং তার বাসার দিকে রওয়ানা হয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ১৫/২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কোয়ার্টার মাষ্টার আবু সাইদ খোন্দকার, হাবিলদার ভুলু এবং প্লাটুন হাবিলদার নাজিমও ছিল। বাকি সবাইকে ডিউটিতে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা এক জায়গায় একত্রিত না থাকে। জীপটা যখন অফিস থেকে রওয়ানা হয সেই সময় আমাদের ৬- পাউন্ডার প্লাটুন হাবিলদার নাজিম উদ্দিন ঐ জীপে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু গুলীটা জীপে না লেগে অফিসের কর্নারে লেগে যায়। তখন চারিদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার মধ্যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যা করা হয়। জনগণ হেডকোয়ার্টারে এসে অস্ত্রশসত্র নিয়ে যায়। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের একটু দূরে সার্কিট হাউসে ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের প্রায় ১৫০ জন সৈন্য রিজার্ভ ছিল।

কাঞ্চন নদীর ওপারে গিয়ে আমরা অবস্থান নিতে শুরু করি। অস্ত্রাগার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নদীর ওপারে গিয়ে আমরা রিজার্ভে ১৫০ জনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। এই সংঘর্ষ দুই তিন দিন চলেছিল।

এপ্রিলের ৩ তারিখে ২/৩টা জীপে করে সার্কিট হাউস থেকে তারা পলায়ন করে দক্ষিণ দিকে পার্বতীপুর যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। মোহনপুরের আগে যাওয়ার পর সুবেদার শুকুর সাহেবের কোম্পানী তাদেরকে বাধা দেয়। তারা আবার দিনাজপুরে ফিরে আসে, ফিরে আসার পর শালবাগানে তাদের অনেককেই জনসাধারণ এবং বাঙ্গালী ইপিআর মেরে ফেলে। কর্নেল তারেক রসুল জীপ নিয়ে পার্বতীপুর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

২৭শে মার্চ দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকায় সমস্ত বিওপিতে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে যত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর ছিল সবাইকে হত্যা করা হয়।

এপ্রিল মাসে দিনাজপুর টাউন শত্রুমুক্ত হবার পর পুলিশকে দিনাজপুর শহর হস্তান্তর করে আমাদের কিছু লোক পার্বতীপুরের দিকে এবং কিছু লোক সৈয়দপুরের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

এপ্রিল মাসের ১২/১৩ তারিখে সৈয়দপুরের ছি দূরে পাকিস্তানীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পশ্চাদপসরণ করি।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৫ এপ্রিল তারিখে দিনাজপুর শহর পুনরায় দখল করে নেয়।

দিনাজপুর জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আরব আলী

.....১৯৭২

২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর পৈশাচিক ঘটনার কথা আমরা ২৬শে মার্চ সকাল বেলা জানতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এই দিন থেকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনসাধারণ খানসেনা আসার সম্ভাব্য সকল রাস্তায় বেরিকেড রচনা করে। এই সময় জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে দেখা যায়। চারিদিকে একটা মার- মার, কাট- কাট অবস্থার সৃষ্টি হয়।

২৭শে মার্চ পাঞ্জাবী বাহিনী দিনাজপুর কুটিবাড়ী ইপিআর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং সমস্ত ইপিআরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে। এই সময় ইপিআররা পাঞ্জাবীদের প্রতি পাল্টা আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষ মর্টার ও কামান মারতে থাকে। আমরা বর্ডার থেকে মুহুর্মুহু কামানের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। এই সময় দেখতে পাই হাজর হাজার নিরীহ শহরবাসী ভারতের দিকে রওনা দিচ্ছে। এই সময় আমি আমার উপরস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে পাক পাক হিলি বর্ডারে যোগাযোগ করি।

২৯শে মার্চ ভোরে ভাইগর বিওপিতে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী ইপিআর হাবিলদার ও একজন নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই দুইজনকে খতম করে আমি রুধরাণী বিওপিতে চলে যাই। সেখানে অবস্থানরত একজন পাঞ্জাবী হাবিলদার ও একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করি। এরপর আমি রাণীনগর প্লাটুন হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে একজন পাঞ্জাবী ল্যান্স নায়েককে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একজন সিপাইকে জিন্দা বন্দী করে তাকে পাবলিকের হাতে তুলে দিই। পরে জনসাধারণ তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

ফুলবাড়ী সংঘর্ষে ঃ ২৯শে মার্চ উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আমার সমস্ত জওয়ানদেরকে একত্রিত করি। ফুলবাড়ি আসার দুই মাইল দূরে থাকতে খবর পাই যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা দিনাজপুর থেকে ইপিআর- এর হাতে মার খেয়ে পার্বতীপুর যাবার জন্য ফুলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই কথা শোনার পরপরই ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। খবর নিয়ে জানতে পারি যে ফুলবাড়ী থেকে ইপিআররা পাকবাহিনীর গতিরোধ করেছে। এই খবর পাবার পর খুব তাড়াতাড়ি আমি আমার জওয়ানদেরকে নিয়ে ফুলবাড়ী যাবার পথে হাসপাতালের কাছে রোড ব্লক করলাম। আমরা পজিশন নেবার পরপরই পাঞ্জাবীরা অবস্থা বেগতিক দেখে পিছু হটতে আরম্ভ করে এবং কিছু সৈন্য গাড়ী ফেলে কোনাকুনি মাঠের মধ্য দিয়ে পার্বতীপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তাদের পিছু নেই এবং আক্রমণ চালাই। এই যুদ্ধে ফুলবাড়ী বাজারের মোড়ে ৭ জন খান সেনার লাশ পাওয়া যায়। একজন

সিগন্যাল ম্যানকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সঙ্গে ২ টা চাইনিজ মেশিনগান ও ৫টা রাইফেল আমরা হস্তগত করি। এই সময় ১ টা জীপ ও ২ টা ডজ গাড়ী আমাদের হাতে আসে।

পার্বতীপুরে বিহারীদের লুটপাট ও সংঘর্ষঃ অতঃপর এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে আমরা জানতে পারি যে পার্বতীপুরের বিহারীরা নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করছে। তারা নিরীহ গ্রামবাসীকে র্নিমভাবে হত্যা করছে। এই খবর পাবার পর আমি আমার প্লাটুন নিয়ে পার্বতীপুরের নিকটে গ্রামগুলির নিরাপত্তা বিধানের জন্য যাই। আমরা যাবার পর প্রায়ই বিহারীরা আমাদের উপরে গোলাগুলি নিক্ষেপ করতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে লুটপাট চালাতে থাকে।

১০ই এপ্রিল স্থানীয় হাজার হাজার লোক এসে আমকে জানায় যে বিহারীরা অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছে। কাজেই তাদের যে কোন প্রকারে শায়েস্তা করতে হবে। তখন আমি হাজর হাজার জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে আমার বাহিনী নিয়ে পার্বতীপুরের বিহারীদের উপার ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রথম দিকে বিহারীরা আমাদের প্রতি গোলাগুলি নিক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। বিহারীরা এই সময় লাইন ধরে ষৈদপুরের দিকে যেতে থাকে। হিংস্র জনতা পলায়নরত বিহারীদের উপর চড়াও হয় এবং যাকে যাকে পায় পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঐদিন আনুমানিক প্রায় ৪০০/৫০০ লোক মারা যায়। এই সময় পার্বতীপুর পুরাপুরি আমদের আয়ত্তে এসে যায়।

১১ই এপ্রিল সৈয়দপুর থেকে ৩ টনী ৩টা গাড়ী, ২টা জীপ বোঝাই খানসেনা পার্বতীপুর আসে এবং আমাদের উপর প্রবলভাবে গোলা বর্ষণ করতে থাকে ঐদিন সন্ধ্যার পর উভয় পক্ষ থেকে গোলাগুলি বন্ধ করা হয়। এই সময় আমাদের কাছে গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসে। সারা রাত্রি আমরা বহু জায়গায় যোগাযোগ করেও কোন গোলাবারুদ জোগাড় করতে পারিনি।

১২ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় সেনারা পুনরায় আমাদের অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এই সময় তারা মর্টার থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর আমরা আর টিকতে পারি না, বাধ্য হয়ে পিছু হটতে থাকি। এখানে আমার একজন সিপাই মারা পড়ে এবং খোলাহাটিতে ৩নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবের কাছে যাই এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কিন্তু সে জানায় যে, তার কাছে তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নাই। তখন বাধ্য হয়ে আমরা ফুলবাড়ী হেডকোয়ার্টারে চলে যাই। অতপরঃ আমি ফুলবাড়ী ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখান থেকে আরও জওয়ান ও আনসার নিয়ে আমি ১৫ই এপ্রিল পুনরায় পার্বতীপুরের দিকে যাত্রা করি। এবং আমরা পার্বতীপুরের আগের রেল স্টেশন ভাবানীপুরের হাওয়া গ্রামে ডিফেন্স করি।

১৬ই এপ্রিল খান সেনারা পার্বতীপুর থেকে ১টা ট্যাঙ্কসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে সকাল ১১ টার দিকে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ১ ঘন্টা প্রবল যুদ্ধ চলার পর খান বাহিনীর ট্যাঙ্কের গোলার মুখে পরপর আমার ৩ জন আনসারসহ ৫ জন সিপাই মারা যায়। এই সময় আমার সিপাই মোঃ হোসেনের মাথার উপর ১টা মর্টারের গুলি এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমরা পিছু হটে ফুলবাড়ীর দিকে যাত্রা করি এবং এই সময় আমাদের পিছু পিছু খানসেনারা ফুলবাড়ীর দিকে যাত্রা করে।

ঐ দিনই বিকাল প্রায় ৫টার দিকে খানসেনারা ফুলবাড়ীতে আমাদের হেডকোয়ার্টারের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই সময় তারা ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামান, মেশিনগান ব্যবহার করে। রাত ৮টা পর্যন্ত খানসেনাদের সঙ্গে চলে যাই। এই সময়ও আমাদের মনোবল অটুট থাকে।

১৮ই এপ্রিল খানসেনারা হিলি আক্রমণ করে। এখানে ভীষণ যুদ্ধের পর আমরা ভারতের দিকে চলে যাই।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার বাসারতউল্লাহ

১৬-১১-১৯৭৪

২৫শে মার্চ আমি দিনাজপুর ৪নং সেক্টর কুটিবাড়ীতে ৮নং উইং- এর 'সি' কোম্পানীতে ছিলাম। আমরা তখন উইং হেডকোয়ার্টারে ছিলাম। ৮নং শাখার কমাণ্ডার ছিল মেরজ আমীন তারিক (পাঞ্জাবী)। সহ উইং কমাণ্ডার ছিল বাঙ্গালী নজরুল ইসলাম এবং অপরজন পাঞ্জাবী ছিল। উইং হেডকোয়ার্টারে 'সি' কোম্পানী ছিল। কামন্ডার ছিল আতাউল হক। 'বি' কোম্পানী হিলি এলাকাতে ছিল, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার আবদুস শুকুর। 'এ' কোম্পানী ছিল চাপাসারে, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার আখতারুজ্জামান। 'ই' কোম্পানী ছিল বিরলে, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার বাদশা আহমদ (বিহারী)।

দিনাজপুর সার্কিট হাউসে বেলুচ রেজিমেন্টের এক প্লাটুনের কিছু বেশী পুরা আধুনিক অস্ত্রে জানুয়ারী থেকে অবস্থান করছিল। পাক আর্মির ৩ জন অয়ারলেস সেট নিয়ে উইং হেডকোয়ার্টারের মধ্যে থাকতো। ৩ জন আর্মির মধ্যে একজন বাঙ্গালী সিগন্যালম্যান ছিল। আমি ওখানে গেলে তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিত। বাঙ্গালী অপারেটরটি অপর দুজন পাঞ্জাবীকে ২৮তারিখ দুপুর 'তোমরা অগ্রসর হও আমি যাচ্ছি', এই বলে আমাদের সিগনাল সেন্টারে আসে এবং বলে 'যদি পাকিস্তানীদের আক্রমণ করতে হয় তবে এখনই কারো, পাকসেনারা কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে।' আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আক্রমণের।

হাবিলদার ভুলু মিয়া, নায়েক সুবেদার মোসলেম, সুবেদার মোমিনুল হক এদের নেতৃত্বে ২৮শে মার্চ রবিবার প্রায় ২টা ৪৫মিনিটে উইং- এর সকল অবাঙ্গালী ইপিআরদের উপর আক্রমণ করি। আমরা উইং এবং সেক্টর হেডকোয়ার্টার দখল করে নিই সন্ধ্যার মধ্যে। সকল অস্ত্র আমরা আমাদের আওতায় নিয়ে আসলাম। ঐ তারিখেই পাকসেনারা আমাদেরকে আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমরা কুটিবাড়ীতেই (উইং হেডকোয়ার্টার) ছিলাম। সীমান্ত এলাকার কোম্পানীগুলো কুটিবাড়ীতে চলে আসে। ৩১শে মার্চ বিকাল থেকে হাবিলদার নাজিমউদ্দিন ৬ পাউন্ডার ছুড়তে থাকে পাক ঘাঁটির উপর। একই সাথে আমরা ব্যপকভাবে আক্রমণ করি। ঐ তারিখ রাতেই পাকসেনারা দিনাজপুর থেকে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা পার্বতীপুরের দিকে যায়। পথে বহু পাকসেনা জনতার হাতে নিহত হয়।

নায়েক সুবেদার কাউসারের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন রংপুরের বদরগঞ্জ পৌঁছায়। সৈয়দপুর থেকে পাকসেনারা যাতে দিনাজপুরে না আসতে পারে সেজন্য বদরগঞ্জে ডিফেন্স নিই। আমাদের সামনে নদীর পাড়ে এক প্লাটুন মত বেঙ্গল রেজিমেন্টের অংশ ছিল।

অনুমান ৮/৯ ই এপ্রিল বদরগঞ্জের পতন ঘটে পাক বাহিনীর হাতে। আমরা পিছু হটে ফুলবাড়ীতে আসলাম। ওখানে সুবেদার শুকুর সাহেব তার ফোর্স নিয়ে আগে থেকেই ছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্যও ছিল। পরদিন আমরা দিনাজপুর চলে আসলাম। এরপর কাউঘর মোড়ে যাই। হাবিলদার আবদুস সোবহানের নেতৃত্বে ঐ মোড়ে ডিফেন্স নিই। নায়েক সুবেদার মোমিনুল হক সাপোর্ট প্লাটুন নিয়ে আমাদের পিছনে থাকলো। ফুলবাড়ী- দিনাজপুর সড়কে আমরা ডিফেন্স নিলাম। এখান থেকে শিয়ালগাজী মাজারের পার্শ্বে নায়েক সুবেদার মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে ডিফেন্স নিই।

১৩ই এপ্রিল সাড়ে ১২ টার সময় রাজবাড়ীর দিক থেকে শহরের পূর্বপাশ দিয়ে সৈয়দপুর-দিনাজপুর রাস্তার বাম দিক থেকে পাকবাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্টিলারী ও ট্যাঙ্ক নিয়ে। পাকবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে এখানকার বিভিন্ন আমাদের লোকেরা বিচ্ছিন্নভাবে পিছু হটতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্বেই পাকসেনা দিনাজপুর শহর দখল করে নেয়।

শহর পতনের পর আমরা নদীর অপর পাড়ে আশ্রয় নিই। আমরা বিরল সীমান্তের দিকে অগ্রসর হই। বিরলে (ভারতীয় সীমান্ত থেকে ৬ মাইল ভিতরে) ডিফেন্স নিই। বিরলে ২০০ মত ইপিআর আসে।

১৭/১৮ই এপ্রিল পাকবাহিনী আমাদের বিরল ডিফেন্সের উপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর লোকেরা আমাদের অবস্থানগুলো পাকবাহিনীর কাছে প্রকাশ করে দেয়। এই যুদ্ধে বিরলের পতন ঘটে। এখান থেকে কিশোরীগঞ্জ এলাকাতে ডিফেন্স নিই।

২০/২১শে এপ্রিল পাকসেনা আমাদের কিশোরীগঞ্জ ডিফেন্স আক্রমণ করে। কিশোরীগঞ্জের পতন ঘটলো পাকবাহিনীর হাতে। আমরা আরও পিছু হটলাম। একদম সীমান্ত বরাবর আমরা ডিফেন্স লাগালাম। পাকসেনারা কিশোরীগঞ্জ থেকে মাইকযোগে আমাদের গালাগালি করতে থাকে। ৮নং শাখার সহকারী উইং কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন চিমা, নায়েক সুবেদার নিয়ামতউল্লা আমাদের গালাগালি করতে থাকে। পাকসেনারা প্রতিটি জায়গা দখলের পর আগুন লাগিয়ে সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে হত্যাযজ্ঞ চালায়, তারা হাজার হাজার মণ চাউল পুড়িয়ে দেয়।

অনুমান ২৪শে এপ্রিল ফ্লাগ মিটিং হয়। সেখানে পাকসেনারা ইপিআরদের হ্যাণ্ডওভার করার জন্য জানায়। ২৫/২৬শে এপ্রিল রাধিকাপুরে এবং আমাদের অবস্থানের উপর বিমান হামলা চালায়। বিএসএফ অবস্থানের উপরও বোমা ফেলে। আমরা ভারতে আশ্রয় নিলাম এক আমবাগানে। আমাদের সাথে প্রচুর গোলাবারুদ ছিল। ডামিলগাঁও যাই, সেখানে সকল অস্ত্র জমা দিই। ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দেওয়া শুরু হয়। দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে থাকি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আহম্মদ হোসেন

১৮-১১-১৯৭৪

আমি একাত্তরের মার্চে ৯নং উইং হেডকোয়ার্টার ঠাকুরগাঁতে ছিলাম। উইং- এর অধীনে ৫টি কোম্পানী ও একটি সাপোর্ট ছিল। হেডকোয়ার্টারে ছিল 'ডি' কোম্পানী, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার এম এ হাফিজ। রুহিয়াতে ছিল 'এ' কোম্পানী, কমাণ্ডার ছিল সুবেদার কালা খান (পাঞ্জাবী)। 'বি' কোম্পানী ছিল চিলাহাটিতে, কমাণ্ডার ছিল একজন বিহারী। 'সি' কোম্পানী ছিল তেতুঁলিয়ায়, কমাণ্ডার ছিল (ভারপ্রাপ্ত) পাঞ্জাবী নায়েক সুবেদার মীর্জা খান। 'ই' কোম্পানী ছিল পঞ্চগড়ে, কমাণ্ডার ছিল নায়েক সুবেদর আবদুল খালেক। উইং কমাণ্ডার ছিল মেজর মোহাম্মদ হোসেন। সেকেণ্ড- ইন- কমাণ্ড ছিল ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। নির্বাচনের পর থেকেই আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলাপ- আলোচনা করতাম।

২৫শে মার্চের রাতে 'ডি' কোম্পানী উইং হেডকোয়ার্টারে ছিল। আমাদের উইং হেডকোয়ার্টারে ম্যাগাজিনের সঙ্গে মুজাহিদের জন্য একটি ম্যাগাজিন ছিল। ৫ জন পাকসেনারা দায়িত্বে থাকতো। পাক বিমান বাহিনীর চারজন লোকও থাকতো। যারা সকল বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং ঢাকা সেনানিবাসে রিপোর্ট করতো ।

২৬শে মার্চ আমরা ঢাকায় পার্ক আক্রমণের খবর পেলাম।

৭ই মার্চের পর থেকে আমাদের আই- এস- ডিউটি বেড়ে যায়। তখন থেকেই অস্ত্র আমাদের সঙ্গে থাকতো। ২৩শে মার্চ থেকেই কয়েকবার আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিয়ে নেবার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা অস্ত্র কোতে জমা দিইনি।

আগে থেকেই জেনেছিলাম ২৮শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তাই আমরা সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে ২৮শে মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় উইং হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত সকল

অবাঙ্গালী ইপিআর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আই- এস ডিউটির জন্য আগে থেকেই উইং- এর চারপাশে বাঙ্কার তৈরী ছিল।

সুবেদার হাফিজ প্রথম উইং কমাণ্ডার ও সহকারী উইং কমান্ডারের গার্ডের উপর গুলি ছোড়েন। ২৫শে মার্চ ১০টার কিছু আগে আমরা ক'জন যেমন- আমি, নায়েক সুবেদার মতিউর রহমান, বজল আহম্মদ চৌধুরী, সুবেদার এম এ হাফিজ এবং আতাউল হক মিলে সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন সাহেবের বাসাতে গিয়েছিলাম আলাপ- আলোচনার জন্য। তখনই হাবিলদার আবু তালেব আমাদের কাছে এসে খবর দেয়, সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিনকে বন্দী করতে আসছে পাকসেনারা ৪ জন। আমরা তখনই বেরিয়ে আসি এবং যার যার অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সুবেদার হাফিজ তখনই চাইনিজ মেশিনগান নিয়ে মেজর সাহেবের বাংলোতে যান এবং গুলি ছোড়েন। তারপর সারারাত ধরে উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। কোতের দায়িত্বে ছিল সব অবাঙ্গালী। ২৯শে মার্চ সুবেদার আতাউল হক ভুল বুঝাবুঝির জন্য বাঙ্গালীদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

২৯শে মার্চ ভোরবেলা সুবেদার আতাউল হক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কি অবস্থা, এমন সময় সিদ্দিক নামে এক সিপাই বাঙ্কার থেকে উঠে এসে সুবেদার আতাউল হক সাহেবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সিপাই সিদ্দিক ভেবেছিল সুবেদার হয়তো কিছু বলবেন না। সুবেদার আতাউল হক সম্পূর্ণ নতুন, সবাইকে চিনতেন না ফলে সিদ্দিককে বিহারী মনে করেন এবং উর্দুতে 'তুমি এখনও বেঁচে আছ' বলেই স্টেন তোলে। সিদ্দিকও সাথে সাথে রাইফেল তুলে গুলি চালায়। সুবেদার আতাউল হক ওই গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

অবাঙ্গালী ইপিআর থাকতো প্রধানতঃ তিনতলার উপর এবং কোয়ার্টার গার্ডে। এর ফলে তাদেরকে আয়ত্তে আনা কঠিন ছিল। ১লা এপ্রিল বেলা ৪টার মধ্যে আমরা উইং সম্পূর্ণ দখল করতে সক্ষম হই। অবাঙ্গালী ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম এবং ক্যাপ্টেন নজির আহমদ পালাতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়েন এবং সবাই মৃত্যুবরণ করেন।

২রা এপ্রিলের মধ্যে সীমান্তের সমস্ত ইপিআর উইং হেডকোয়ার্টারে চলে আসে সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন সাহেবের নির্দেশক্রমে। আমাদের আনসার- মুজাহিদও এসে জমায়েত হয়।

সুবেদার হাফিজের নেতৃত্বে আমরা একটি কোম্পানী সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হই ৩রা এপ্রিল। ৪ঠা এপ্রিল ভূষিরবন্দরে পুলের পাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করি।

২৯শে মার্চ আমরা খবর পেলাম ৮/১০ টি ট্রাক করে পাকসেনা ঠাকুরগাঁ- এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা তখনই যার যার মত পজিশন নিয়ে তৈরী থাকলাম। দেখলাম সত্যই তারা আসছে। কিছুক্ষণ পর সকাল ৯টার দিকে জানলাম তারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। ক্যাপ্টেন আশরাফ সুবেদার মেজর খবর দেন আমরা শিবগঞ্জে বিমানবন্দরে আইএস ডিউটি করতে যাচ্ছি। কাজিমুদ্দিনের সন্দেহ হয়, তাই পুনরায় একটি সিপাইকে মোটর সাইকেল যোগে বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বলেন। ক্যাপ্টেন আশরাফ নিজের সকল জোয়নকে দেখিয়ে বলেন আমরা সবাই বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক। সিপাই ফিরে এসে সুবেদার মেজরকে রিপোর্ট করলে ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে শিবগঞ্জে চলে যান। সুবেদার মেজর কাজিমুদ্দিন অনেক অনুরোধ করেন তাদের সাথে কাজে যোগ দেবার জন্য। কিন্তু ক্যাপ্টেন আশরাফ বিশ্বাস করতে পারেননি সব ঘটনা। ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে শিবগঞ্জে পৌঁছালে তাঁর বেঙ্গল- এর ৩/৪ জন জোয়ানের দেখা পান। তারা উপরে পাকবাহিনীর আক্রমণের ঘটনার কথা জানায়। এই ৪ জন বলে, আমরা ২০/২৫ জন ছিলাম। কিন্তু দশমাইল নামক স্থানে পাঞ্জাবীরা আমাদের ঘেরাও করে। আমরা ক'জন পালাতে পেরেছি; অবশিষ্টদের খবর জানি না।' ক্যাপ্টেন আশরাফ তখন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বীরগঞ্জে থেকে

যান। আমরা সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হতে বীরগঞ্জে উপস্থিত হলে ক্যাপ্টেন আশরাফের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুবেদার হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন আশরাফ আলোচনা করেন। সৈয়দপুরের পথে ভূষিরবন্দর পুলের পাশে পৌঁছাই। পুলের বাম পাশে সৈয়দপুর- দিনাজপুর রাস্তায় আমরা এবং ডান পাশে ক্যাপ্টেন আশরাফ তার কোম্পানী নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করলেন।

৫ই এপ্রিল পাকবাহিনী ১১টি গাড়ী নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৩য় বেঙ্গল প্রথমে মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ে। পাকসেনারা সামনে অগ্রসর না হয়ে সৈয়দপুরে পালিয়ে যায়।

৫ই এপ্রিল তারিখে আমরা আরও ৬ মাইল সামনে চম্পাতলী নামক স্থানে যাই এবং রাতের মধ্যে ডিফেন্স নিই।

৬ই এপ্রিল পাকসেনারা সেনানিবাস থেকে দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের রাইফেলের আয়ত্তের মধ্যে আসলে আরম্ভ করি। দুই- তিন ঘন্টা উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। পাকসেনারা ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সেনানিবাসে চলে যায়।

ঐ তারিখেই বেলা আড়াইটা- তিনটার দিকে পাকসেনারা একটি ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তখন সৈয়দপুর থেকে দুই মাইলের ভিতর। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকবাহিনীর আক্রমণে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পিছু হটতে থাকি। বামদিকে নীলফামারীর দিকে পিছু হটি। ৩য় বেঙ্গল এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পাকসেনারা অগ্রসর হতে থাকে। বাড়ীঘরে সব আগুন লাগাতে থাকে। সুবেদার হাফিজ আমাদের নিয়ে রাত ১১টায় দারয়ানী স্টেশনের পশ্চিম পাশে এক গ্রামে আকবর আলী চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। আমরা তখন ৭০/৮০ জন ছিলাম। সেই রাতে আকবর আলী সকলের খাবারের ব্যবস্থা করেন। রাতে ওখানে থাকি।

৭ই এপ্রিল আমরা খানসামা নামক স্থানে গেলাম। সেখানে থেকে খবর পেলাম নীলফামারীর ৮নং শাখার যে কোম্পানী ছিল তারা পাকবাহিনী কবজায় চলে যায়। খানসামাতে নদীর পাড়ে আমাদের ৯নং উইং-এর একটি প্লাটুন আগে থেকেই ডিফেন্সে ছিল। আমরা এই প্লাটুনের সাথে একত্রিত হই। প্লাটুনকে রেখে আমরা বীরগঞ্জে চলে আসি। সেখানে ৮ নং শাখার সুবেদার মেজর রব সাহেবের নির্দেমক্রমে খানসামাতে আমরা ডিফেন্স নিই এবং খানসামাতে অবস্থানরত দশমাইল স্ট্রং ডিফেন্স পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১০ই এপ্রিল পাকসেনারা দশ মাইল ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করে। দশ মাইলে আমাদের বাহিনী টিকতে ব্যর্থ হয। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পাকসেনারা ভাতগাঁও নামক স্থানে আস। ভাতগাঁওতে আমাদের ডিফেন্সের পতন ঘটে।

১০ই এপ্রিল রাতে আমরা খানসামা ছেড়ে দেবীগঞ্জ পৌঁছাই। ১১ই এপ্রিল সেখানে আমাদের উইং-এর একটি কোম্পানী ও একটি প্লাটুন ছিল। আমরা দেবীগঞ্জ পথের পাশে ডিফেন্স নিলাম। ঠাকুরগাঁও থেকে খবর পেয়ে আমরা ১৩ই এপ্রিল ঠাকুরগাঁ পৌঁছাই। সেখান থেকে আমরা বীরগঞ্জ পৌঁছাই।

১৩ই এপ্রিল তারিখের খানসামাতে পাকবাহিনীর সামনেই আমরা প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করি। রাত ৩টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ফায়ারিং চলে। সকাল ৮টায় আমরা পাকবাহিনীর মেশিনগানের অবস্থান জানতে পারি। আমি ২” মর্টার দিয়ে মেশিনগানের উপর গোলা ছুড়তে থাকি। পাকবাহিনী বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালাতে থাকে। বহু পাকসেনা এখানে নিহত হয়। এখানে আমরা পাকবাহিনীর ঘাঁটি দখল করে নিই। দুই ট্রাকভর্তি পাকবাহিনীর মালামাল উদ্ধার করি।

১৪ই এপ্রিল আমরা এই এলাকা দখল করে অসতর্ক অবস্থায় বসেছিলাম। সেই সময় হঠাৎ করে পাকসেনারা নীলফামারী থেকে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে। আমরা হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। সবাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পিছু হটতে থাকি এবং ১৬ই এপ্রিল পঞ্চগড় পৌঁছাই। তখন আমরা ৫০/৬০ জনের মত ছিলাম। পঞ্চগড়ে ঠাকুরগাঁ থেকে সুবেদার মেজর কাজিমদ্দিন সমস্ত গোলাগুলি, রেশন এবং সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। ১৭ই এপ্রিল আমরা এখানে ডিফেন্স নিই। তখন আমাদের কাছে একটি মেশিনগান ছিল। ১৯শে এপ্রিল পাকসেনারা আমাদের উপর আক্রমণ করে। ৯টায় এখানে ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধ হবার পর আমরা পিছু হটে ভজনপুর নামক স্থানে চলে যাই। এখানে নদীর পাড়ে ২০শে এপ্রিল সকালে ডিফেন্স নিই। অন্যান্য স্থান থেকে টহল দিয়ে বেড়াতো। আমরা ভজনপুর থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পাকবাহিনীর উপর হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ চালাতে থাকি। ৮ নং শাখার পতন ঘটলে ক্যাপ্টেন নজরুল আমাদের এখানে আসেন। তিনি দায়িত্ব নেন আমাদের। কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এবং এম এ জি ওসমানী আসেন এবং ভাষণ দেন। আমরা পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকসেনাদেরকে খতম করতে এগিয়ে যাই। ভজনপুর সব সময় মুক্ত ছিল। আমরা বাংলাদেশের মাটিতে থেকেই দেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।

সশস্ত্র প্রতিরোধে ঠাকুরগাঁ- দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ নায়েব সুবেদার আবু তালেব শিকদার

১৬-৭-১৯৭৪

ইপিআর- এর ৯নং শাখা ঠাকুরগাঁতে ছিল। উইং কমাণ্ডার ছিলেন মেজর মোহাম্মদ হোসেন (পশ্চিম পাকিস্তানী), সহকারী উইং কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন ক্যাপ্টেন নজীর আহমদ (বাঙ্গালী)।

২৬শে মার্চ সকালবেলা সামরিক বিধি জারী হওয়ার পর প্রায় ১০/১২ হাজার লোক ঠাকুরগাঁ ইপিআর হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করার চেষ্টা করে। বাঙ্গালী ইপিআররা জনসাধারণকে সেখান থেকে চলে যেতে বলাতে তারা চলে যায়। ঠাকুরগাঁ শহরে কারফিউ জারী করা হয়। ২৭শে মার্চ একজন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর ঠাকুরগাঁ শহরে একজন রিকশাওয়ালাকে গুলি করে তহ্যা করে। ২৮শে মার্চ একজন দোকানদারের ছেলেকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৮শে মার্চ বিকেল ৬টার সময় আমরা গোপন সূত্রে জানতে পারলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের বাঙ্গালী জেসিওদের গেফতার করবে রাত ১২ ঘটিকার সময়। ২৮শে মার্চ রাত আটটায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। রাত ৯টার সময় সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরদের অস্ত্র জমা দেবার জন্য মেজর মোহাম্মদ হোসেন নির্দেশ দেন। আমরা রাত ১০-৩০ মিনিটে বাঙ্গালী সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন এবং সুবেদার হাফিজ ও অন্যান্য বাঙ্গালী জেসিওদের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে খতম করা হয়। ওদের প্রায় ৭০/৮০ জন ছিল। বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সুবেদার এবং কিছু সৈন্যও ছিল। এয়ার ফোর্সের কয়েকজন সৈনিক ছিল। রাত ১১টার সময় আমরা বাঙ্গালী ইপিআর কোতে ও ম্যাগাজিন ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিই।

২৯শে মার্চ বেলা তিনটার সময় মেজর মোহাম্মদ হোসেনকে তার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরিবার পরিজনসহ ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম ঐ দিন রাত্রে পালিয়ে সৈয়দপুর যাবার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনসাধারনের হাতে সে খোচাবাড়ি এলাকাতে ধরা পড়ে। জনগণ বাঙ্গালী ইপিআরদের কাছে তাঁকে ও তার পরিবারবর্গকে সোপর্দ করে। ঘটনাস্থলে সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৯শে মার্চ ঠাকুরগাঁর অধীনে সমস্ত বিওপির (৩৪টা) সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে হত্যা করা হয়। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ইপিআর বিওপিতে থেকে বাকি সবাই ঠাকুরগাঁও এসে একত্রিত হয়।

৩০শে মার্চ সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআর সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে ভাতগাঁও পুলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। ঐদিনই দিনাজপুরের কুঠিবাড়ী থেকে ৮নং উইং- এর ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, সুবেদার মেজর এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম টি হোসেন, ক্যাপ্টেন আরশাদ (৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ভাতগাঁও পুলের কাছে আসেন। এখানে সবাই কনফারেন্স করেন।

৩০শে মার্চ বিকেলে সবাই সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হয়। ভূষিরবন্দর ব্রীজে আমরা ডিফেন্স তৈরী করি। ৩১শে মার্চ সৈয়দপুর থেকে বেলুচ এবং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ভূষিরবন্দরে প্রায় দুই ঘন্টা ওদের সাথে আমাদের গুলি বিনিময় হয়। তারা আবার সৈয়দপুর চলে যায়। আমরা ভূষিরবন্দর থেকে একটু এগিয়ে চম্পাতলীতে ডিফেন্স তৈরী করি।

১লা এপ্রিল সকালবেলায় চম্পাতলীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানীরা মিডিয়াম গান ব্যবহার করে। ১২টা পর্যন্ত আমাদেরকে ওখান থেকে হটাতে না পেরে বেলা দুইটার সময় তারা ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বিকেল ৬টা পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ইপিআর সেখানে শাহাদাৎ বরণ করেন। পাকিস্তানীদের দুটো ট্যাংক আমরা ৬-পাউন্ডার গোলার সাহায্যে ধ্বংস করতে সমর্থ হই। আমরা পিছিয়ে এসে ভূষিবন্দরে ডিফেন্স তৈরী করি।

২রা এপ্রিল আমাদের কিছু বাঙ্গালী ইপিআর নীলফামারী হয়ে সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সৈয়দপুর থেকে দুই মাইল আগে তাদের সাথে সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলে। রাত্রিবেলা বাঙ্গালী ইপিআরা সেখান থেকে ঠাকুরগাঁ এসে একত্রিত হয়! ৩রা এপ্রিল ভূষিরবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। সারাদিন যুদ্ধ চলে। রাতে আমরা দশমাইলে গিয়ে ডিফেন্স তৈরী করি।

৫ই এপ্রিল পাকিস্তানীদের সাঁজোয়া এবং গোলন্দাজ বাহিনী দশমাইলে আমাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। দশ মাইলে অনেক বাঙ্গালী ইপিআর শাহাদাৎ বরণ করেন। অনেকেই আহত হন। কুঠিবাড়ীর বাঙ্গালী ইপিআররা আবার দিনাজপুরের দিকে চলে যায়। ঠাকুরগাঁর বাঙ্গালী ইপিআররা আবার ব্রীজে অবস্থান নেয়।

৭ই এপ্রিল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ভাতগাঁর উপর হামলা চালায়। এখানেও বাঙ্গালী ইপিআর হতাহত হয়। পেছন থেকে কোন সাহায্য না পাওয়াতে আমরা সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হই। পঁচাগড়ে গিয়ে আমরা একত্রিত হই এবং সেখানে ডিফেন্স তৈরী করি। ১৪ই এপ্রিল পঁচাগড়েও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং আগুনে বোমার সাহায্যে পঁচাগড় শহরকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়। পঁচাগড় থেকে বাঙ্গালী ইপিআররা অমরখানাতে গিয়ে শেষ ডিফেন্স তৈরী করে। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয় যে একটা লোক জীবিত থাকা পর্যন্ত এখান থেকে কেউ পিছু হটবে না। আল্লাহর রহমতে দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত অমরখানা আমাদের দখলে থাকে।

সশস্ত্র প্রতিরোধে দিনাজপুর

সাক্ষাৎকারঃ খন্দকার আবদুস সামাদ

২২-৭-১৯৭৪

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে আমি দিনাজপুর জেলার পঁচাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছিলাম। ২৫শে মার্চের পরপরই যখন ঢাকায় সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের খবর পাই তখনই থানার ৫ জন অবাঙ্গালী সিপাইকে

নিরস্ত্র করে ঠাকুরগাঁ জেলখানায় পাঠিয়ে দেই। থানার বাঙ্গালী সিপাহীরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সহযোগিতা করে। এপ্রিলের প্রথমেই থানা ক্যাম্পাসে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইপিআর ও পুলিশ একযোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করে। ঠাকুরগাঁ উইং হেডকোয়ার্টার থেকে বাঙ্গালী ইপিআরগণ তাদের অস্ত্রাদি নিয়ে পঁচাগড় চলে আসেন। থানার রাইফেলগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেয়া হয়। পচাঁগড় থানা ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে আমি নিজেও সক্রিয় ছিলাম। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিল।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুর- পঁচাগড় রাস্তায় ভাতগাঁও নামক স্থানে একটি পুলে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট সংঘর্ষ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র- জনতা ছিল। সৈন্যদের ভারী অস্ত্রের মোকাবেলা করতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে এসে পঁচাগড়ে ডিফেন্স দেয়। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে পঁচাগড় প্রবেশে বাধা দেয়া। ঐ সময়ই নিরাপত্তার জন্য আমি আমার পরিবারের লোকজনকে ভারত সীমান্তের কাছে ভিতরগড় নামক স্থানে স্থানান্তরিত করি। আমি নিজে পঁচাগড়েই অবস্থান করতে থাকি।

২১শে এপ্রিল সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করতে করতে পঁচাগড়ে ঢুকে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষ হবার পর সৈন্যরা পঁচাগড় থানা বাজারটি সম্পূর্ণ পুড়িয়া দেয়। বহু লোক মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রুপ হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতে প্রবেশ করে।

মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর*

গভীর রাত্রিতে ওরা দিনাজপুর শহরে এসে ঢুকল। এ রাত্রি সেই ২৫-এ মার্চের রাত্রি, যে রাত্রির নৃশংস কাহিনী পাকিস্তানের ইতিহাসকে পৃথিবীর সামনে চির-কলঙ্কিত করে রাখবে।

ওরা সৈয়দপুর থেকে এসে অতি সন্তর্পণে শহরের মধ্যে ঢুকল। শ'খানেক পাঞ্জাবী সৈন্য। শহরে ঢোকার মুখে প্রথমেই থানা। সৈন্যরা প্রথমে থানা দখল করে নিয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি করে বসল। তারপর তারা তাদের পূর্ব- নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে শহরের টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। সেইদিনই শেষ রাত্রিতে দিনাজপুরের বিখ্যাত কৃষক নেতা গুরুদাস তালুকদার এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিক তাদের হাতে গ্রেফতার হলেন। এমন নিঃশব্দে ও সতর্কতার সঙ্গে এ সমস্ত কাজ করা হয়েছিল যে, শহরের অধিকাংশ লোক তার বিন্দুমাত্র আভাস পায়নি। পরদিন সকাল বেলা তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠে জানল, পাকসৈন্যরা তাদের দিনাজপুর শহর দখল করে নিয়েছে। আরও শুনল, বেলা ১১টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ আদেশ ঘোষণা হচ্ছে। দিনরাত অষ্টপ্রহর ধরে কারফিউ চলবে। শহরের রাজপথ জনশূন্য, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া- শব্দ নেই। সবাই যে যার ঘরে মাথা গুজে বসে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা- কল্পনা করে চলেছিল। সারাটা দিন এইভাবে কাটল কিন্তু রাত্রি বেড়ে উঠার সাথে সাথে এই ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলির মনের পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল, তারা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা' ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। শহরে যে- সব জায়গায় মেহনতী মানুষদের বাস, সেই সব জায়গা থেকেই সবচেয়ে বেশী আওয়াজ উঠছিল। দম বন্ধ করা সেই ভয় ও দুর্ভাবনার বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ প্রাণ খুলে তার প্রাণের কথা বলতে চাইছিল। রেল চলাচল, ডাক, টেলিগ্রাফ, সবকিছু বন্ধ অথচ খবরগুলি যেন বাতাসে উড়ে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কেমন করে সেই সমস্ত সংবাদ এল কেহই তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না, কিন্তু ২৭তারিখের মধ্যেই এ কথাটা মোটামুটি সবাই জেনে ফেলেছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। শহরের লোকদের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা তাদের ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। এটা সবাই তীব্রভাবে অনুভব করছে যে, এই মুক্তিসংগ্রামে সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণ মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ, তারা কি করে জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' থেকে সংকলিত।

২৬-এ মার্চ থেকে ২৮-এ মার্চ পর্যন্ত একটানাভাবে দিনরাত কারফিউ চলছিল, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে। এদিকে পাক- সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ছিল না। জনসাধারণ জানুক আর-না-ই জানুক এক মহাসঙ্কট সৈন্যদের মাথার উপর খড়্গের মত ঝুলছিল। এক প্রবল বিরোধী শক্তি উদ্যত হয়ে আছে, যে কোন সময় তা এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। দিনাজপুরে ইপিআর বাহিনীর পাঁচশ জওয়ান আছে। সৈন্যদের সংখ্যা মাত্র একশ। এখানে আপাতত তারা শান্ত হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের মনোভাব অজানা হয়। পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এই ইপিআর বাহিনী বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রধান শক্তি। কাজেই সময় থাকতেই এদের নিরস্ত্র ও বন্দী করে ফেলা দরকার। প্রয়োজন হলে এদের কচুকাটা করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কিন্তু মাত্র একশ সৈন্য ইপিআর- এর পাঁচশ জওয়ানকে নিরস্ত্র করবে অথবা বন্দী করবে, অথবা কচুকাটা করবে; এটাইবা কেমন করে সম্ভব? সৈন্যদের নেতৃস্থানীয়রা বুদ্ধি করল, এক্ষেত্রে সরাসরি বল প্রয়োগ না করে ওদের কৌশলে ডেকে এনে ফাঁদে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একটা বড় রকম ভোজের আয়োজন করে তারা ইপিআর বাহিনীর জওয়ানদের সাদর আমন্ত্রণ জানাল। সৈন্যদের পক্ষ থেকে হঠাৎ এমন আদর-আপ্যায়নের ঘটা দেখে ইপিআর বাহিনীর লোকেরা মনে মনে হাসল। ওদের মতলবখানা বুঝতে কারও বাকী ছিল না। ওরা এই ক'দিন ধরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিল। এবার আর দেরী না করে তারা স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

আমন্ত্রিতেরা সদলবলে তাদের ঘাঁটি থেকে দিনাজপুর শহরে চলে এল। তারা ২৮-এ মার্চ বেলা ২টায় 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে সারা শহর মুখরিত করে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝটিকার বেগে আক্রমণ করল। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে উদভ্রান্ত পাক- সৈন্যদের অধিকাংশ 'সার্কিট' হাউসে গিয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি করে বসল। অন্যান্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শহরের নানা জায়গায় আশ্রয় নিল। কিন্তু শহর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধারা আর শহরের মানুষ এই পলাতক দস্যুদের সেই সমস্ত আশ্রয় থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগল। তাদের খতম করে ফেলতে খুব বেশী সময় লাগল না। কিন্তু সার্কিট হাউসের মধ্যে অবরুদ্ধ পাক সৈন্যরা ৩০ মার্চ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে চলেছিল। এই তিন দিনের যুদ্ধে তাদের মধ্যে মাত্র সাতজন ছাড়া আর সবাই মারা পড়ল। ৩১ই মার্চ তারিখে সেই সাত জন সৈন্য মরিয়া হয়ে একটা গাড়ি নিয়ে অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। এইভাবে তারা মৃত্যুর গহবর থেকে প্রাণ বাঁচাল। শোনা যায় ঐ গাড়ির মধ্যে কর্নেল তারেকও নাকি ছিলেন।

দিনাজপুর জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর এ,রব ডি-এ-ডি)
২৪-২-১৯৭৯

From 9.3.71 Major Amin Tarique, 8 Wing Comd, changed the Bengali Guard Comd, Kote and Magazine NCOS and detailed Punjabi in their Place. He deputed few Beharis of EPR to act as security against 3 Bengali Army officers, sectors SM (me) and against Bengali JCOs, NCOs. These actions created a commotion among us. Capt Nazir Ahmed and Capt Nazrul Haque both being Bengali were QM and Adjt respectively in these days. I reported all these happenings to Adjt and QM.

When 8 wing kote, magazine NCOs and guard comd were changed, I with Ataul Haque (shaheed), N/Sub Lutfur Rahman, N/Sub Moazzem Hossain. Sector QM/Hav Khandaker Abu Sayed, QM/Hav Bhulu Miah of 8 wing, Hav Nazim of

sector antitank platoon and with more NCOs and few others made plan that in case of untoward happenings sector SM (A Rab) will supply keys which he had kept earlier to open kotes and magazines gor getting arms and/ammos. Our plan for action was confined within few pers through whom men kept organised for any eventuality.

On 17.3.71 Sector comd ordered QM capt Nazir Ahmed to make over all granade, Chinese arms to 26 FF Regt coys, who were at Dinajpur circuit house. In turn QM Capt ordered sector QM/Hav kh Abu Sayeed to hand over, but he did not make over.

In the 2nd week of March 71 some non- Bengali JCOs/NCOs and ORs were closed from BOPs to Wing /Sector HQ to increase the non-Bengali strength and arms were issued to them for whole time. On 18.3.71 QM/Hav kh Abu Sayeed were ordered to hand over the key of sector armoury to N/Sub-QM Mohd Ibrahim (non-Bengali), but he did not hand over, rather he issued all Chinese arms to all Bengali family pers for which he was charged on 24.3.71 Finding the situation becoming aggravated day-by-day, I drew up a plan to face sudden untoward incidents, if any, and face the enemy.

As arms and ammo control were out of our hand, one day during my talk with Col. I played tricks with him stating that his non-Bengali securith could not get true political situation report from town as they were unable to mix –up with locals. So some trusted Bengalishould be deputed for this job who could mix-up with political parties and students freely and may bring correct information, Sector Comd having confidence on me, accepted my suggestion and asked me to depute 2/3 trusted Bengali boys for the job. Accordingly I deputed L/NK Abul Mannan, L/NK Motahar and Sepoy Mustifizur Rahman telling them to report to Sector Comd direct. I advsed them that during their report they would state that Awami League volunteers, students and N.A.P workers were being trained by Indian agents at dead of night in Rajbari mango garden and in other jungles outside the town and they had been issued wityh arms/ammos and they might suddenly attack EPR sector HQ, officers club and their bunglows. My motive behind this briefing to security team was that on hearing these reports C.O. most likely would call me and other officers and would ask far action. In that case my advice would be to dig out all round defence in lines, club and officer’s bunglow and there should be dawn to dusk `stand to posn’,so arms/ammos may remain in our hand in spite of kotes and amgs being with the Punjabis. Sector Comd accepted my advice and ordered for implimentation. Immeditely I did the work as per plan and by the grace of Almighty Allah not a single Bengali EPR lost their lives without battle. Also lives of MNAs/MPAs and students leaders were saved.

On 18.2.71 Sector Comd insisted D. C., Dinajpur, Mr. Faizuddin Ahmed to promulgate carfew in Dinajpur but D.C.declined to do it. Officers of 26 FF coys, and EPR non-Bengali officers on DC’s refusal to impose carefew were trying to cause riots through their agents, mostly Beharies so that Army may get a chance to overrule D. C. and promulgate carfew. I managed to meet Prof Yousuf Ali in the house of Mr. Zaman (prop. Friends Electrical Stores) and a relation Bangobandhu and informed the situation. I informed the Awame League MNAs and other leaders through various Sources.

On 19/20th March 71 Capt Adjt Nazrul Haque was removed and Capt Javed Feroz (Punjabi) posted as Adjt. Bengali suppt pl comd N/Sub Moazzem Hossain was changed by a Behari Comd. Due to all these happenings Bengali EPR pers at some stage became frustrated. Noticing this I informed them not to get nervous or frustrated rather remain organized and alert and wait for the time without exposing themselves first to be victimised.

On 23.3.71 at about 09-30 hrs, over telephone Sector Cond oredred me to arrange `Bara Khana' and variety function for the troops. At about mid day sector Comd again ordered to invite 26 FF Regt pers in Bara Hhana. At about 1600 hrs through my intelligence information reached me that a plan was made that during `Bara Khana' half of The FF Regt pers would take food wth us and the rest suddenly would appear with arms and capture our kote magazine. At once I communicated this to my trusted Bengali troops to remain alert. By the grace of Allah, nothing happened in that night and the invited left the lines after taking their Khana smoothly, though some of them came with rifle.

On 24.3.71 mental unrest among us was created by the ugly activities of the pak force in the shape of blank firing creating tension in the town. On and from 23rd March 71 I increased my night sentries with necessary instruction to keep watch over the movement of Pak army.

On the 24th of March 71 we saw the pak army placing some automatic weapons in the Circuit house compound at Dinajpur facing our lines. This activity on the part of the Pak army created tension.

On 25th night at about 01-30 hrs I got up from sleep and sat for Tahajjat prayer and hardly I could finish it when I got a telephone call from my Adjt Capt Zaved Feroz (punjabi), who asked me to report at the sector Comd residence in uniform. I got perplexed. However, I put on my uniform and took my revolver and loaded it with view to shoot at least two in the event of any attempt upon my life. As soon as I came out of my gate I saw a jeep coming and when the jeep stopped before me at my gate, I saw two non-Bengalee escorts sitting inside the jeep. I boarded on the jeep and while I was passing by the residence of D. C. Dinajpur, I found the D. C's bunglow encircled by the pak army with automatic weapons. After reaching the residence of sector Comd I saw all of our officers holding a conference and among them there were Bengalee officers, viz QM., Capt Nazir Ahmed, Capt Nazrul Haque, Asstt wing Comd, 8 Wing and Medical Officer Maj M.H. Choudhury and at the presence of my officers there, my mental unrest to some extent minimised. After my arrival there, Sector Comd informed me that in Dacca, Chittagong, Rajshahi, Khulna and other districts innumerable cases of arson, looting and molestation of women and all sorts of unsocial activities have occurred due to the failure of civil adm. So for the greater interest of public and the state, the Army and the EPR have taken over the the adm. of the country i. e . E . pak, now Bangladesh, from mid night. The Sector Comd asked me to inform lines over telephone asking them to assemble in the Recreation Room where he intended to address them. Accordingly, we all reached the EPR lines and the Sector Comd talked to men and talked to men and passed order to post pickets at the key points of the town, but it was found that most of the comds were non-Bengalees.

While I was going to retire, I got another telephone call from circuit house where army HQ was located asking me to reach there. On arrival at the circuit house I found Sector Comd, security Officer Maj Raja Siddique and Maj Durrani who received me with a similing face and asked me to write down in Bengali an order of curfew to be imposed in the Dist. I obeyed and I was detalied to announce it in my languae. During announcement I was escorted by the said officers in four jeeps and a guard of FF Regt behind me. Announcement started at 03-00 hrs and ended at 09-30 hrs. After it, I was ordered to take rest ofr the day.

On 26.3.71 throughout the day Army and EPR patrolled the town and its suberbs and few standing pickets were posted for 24 hrs. Road blocks and obstacles were put up by the public for which army opened fire and killed several pers. At night, Army and EPR non-Bengalee officers arrested public leaders including Guru Das Talukder, Baroda Chakravarty and others and some Hindu merchants including Sogunlal Lahia and put them into jail.

On 27.3.71 I was called by 8 Wing Comd and Adjt and was ordered to accompany the publicity officer to help him during announcement in the town. I carried out the order and returned from announcement at about 11-30 hrs when sector Comd oreered me to close all the available pers in the lines as he intended to address them. The sector Comd addressed the force repeating the speech of president Yahya Khan accusing Awami League and Banga Bandhu.

After this, QM Capt. Nazir Ahmed and sub Ataul Haque with one platoon were sent to Thakurgaon. I felt the absence of Sub Ataul Haque very much as he was one of my ringt hand in the liberation struggle of Dinajpur. N/Sub Lutfar Rahman who was picket comd at Balubari was threatened by sector Comd unnecessarily on the Plea that he had instigated public to attack our 21/C’s residence. This was a pretext to remove him and to put a non-Bengali comd in his place. At about mid day some Behari came to Sector Comd and reported that Bengalees were assembling near Kanchan River and in other outlying areas of town to attack the Beharis. I went with patrol party and on return reported to the Sector Comd that this was false. Throughout the day Army and EPR patrolled the town. A 12 year old was killed by the army in Balubari area while he was crossing the road.

On 27.3.71 in the evening the Sector Comd tried to go to Rangpur Brigade to bring some more army at the instigation of his non-Bengalee officers but he failed to go due to heavy road block. On return, he sent patrol party who killed about 14 Santals who were residing near that road block.

On 27/28th night pak army called some of their enlisted mebn from their housed including brother of Habib, Chairman of Chehelgazi Union Council and killed them. Dead bodies lay scattered in three places i.e. in Rajbari jungle, four bodies were near Fulhat Bridge and about 8/9 bodies were thrown in the dithch of WAPDA band. During daytime people became very much panicky seeing these dead bodies.

In the meantime source report reached me that all the M.N.As and M.P.As and prominent town leaders would be called in a conference in the evening in Dinajpur Army HQ and after conference during a tea they would be killed. After it, leaders in jail would be dealt with and after at about 17-00 hrs attack would be lunched against Bengalee EPR. All available M.N.As/M.P.As were told not to attend the conference through our source.

At about 10-30 hrs on 28.3.71 (Sunday) Hav Nazim came to me with tears in his eyes. He was ststing that about 200 men were killed by Pak army last night and some dead bodies were lying near his house and informed me that he had been asked by 8 Wing QM Hav Muslim Ali and Sector QM Hav Khandaker Abu Sayed to contact me for the instruction as to what step we should take now. I told him to wait for our zero hour and in case if I was unable to reach them, they should not wait for the order order but go ahead with the plan (i.e., our time was 1600hrs). It may be mentioned that Subedar Badsha Ahmed (Behari) was called from his border coy (Biral). Though 28.3.71 was Sunday yet Sector Comd and other non-Bengalee officers held a meeting in the office upto 1400 hrs. After meeting, an order was passed to provide one PI to subedar Badsha Ahmed for outside use with arms and weapons as per his demand. There was an army signal set in EPR line since the arrival of army in Dinajpur and NCO In-charge (Punjabe) was called to circuit house and on return to line he asked his Bengalee operator to close the set. Due to the demand of one PI str by Sub Badsha Ahmed along with 3" Mor, MMG and LMG and removal of wireless set from line we were compelled to shift our `H' hour one hour and 15 minutes ahead of our schedule time. As soon as officers left the office, arms Behan to be issued to the men of Sub Badsha Ahmed PI and with these arms men were deployed as per plan. Hardly our men could reach their position when first fire came from circuit house and we responded with 3" Mor and MGs, LMGs from our posn to that and another party started dealing with non-Bengalee EPR pers who had already made a plan to kill us along with their W/Pak brothers. By this time heavy shelling and LMG fire from both sides was in full swing. Firing was so intense and heavy that I could not instantly reach my R.V as my quarter was situated in between circuit house and EPR lines. Firing continued throughout the night with intermittent break. During this break I managed to reach R.V and directed the operation. One M.M.G. 1×3"Mor was placed on the Kanchan bridge to cover any enemy approach through ferry ghat and RLY bridge. In the meantime all our heavy arms and ammo were removed to the circuit house on gun point by Cap Adjt Ahmed were removed to the other side of the river with the help of local public. Our MO with his family, Capt Nazrul Hoque with his family and wife of Capt Nazir Ahmed were removed to the circuit house on gun position on roof of Mission building which was at a distance of 200/250 yds from our posn. In the meantime I sent instructions to all border coy comds and their BOPS to start operation aganist the enemy and join with us leaving 2 men in each BOP and they did it.

On 29.3.71 when fight started Hav Bulu Miah, Hav Kalam (Suppt Comd), Hav Sobhan, Hav Idrish, Hav Abdur Rahim (Shaheed), N/Sub Lutfar Rahman, Hav Nazim A/Tk Comd- all of 8 Wing, L/Nk Abul Kalam, Sepoy Awal, Sector QM/Hav kh Abu Sayed, 8 Wing QM/Hav Muslim Ali and L/Nk Motahar and Nk A. Aziz played a major

role in this fight in different front. Prompt and active response from the younger generation of Dinajpur was spontaneous and encouraging.

On 30.3.71 whole day with intermettent break fight between pak junta and EPR was severe. Both used 3" morters and MGs and EPR who had a 6 pounder anti-tank gun used maximum. This weapon had a very bad effect on the Pak army. They presumed that Indian Army tank entered into Dinajpur town to help EPR. In the meantime a good number of police from the town and subers, Ansars and Mujaheeds joined with us and this had increased our morale. Opreation aganist the non-Bengalee EPR in border and camp areas was almost complete by the 30th evening.

By the evening of 30th March 71 we removed our extra arms/ammo and other heavy stores opposite to Kanchan river and establised our main rear HQ there. Enemy tried to attack our main rear HQ from two sides i.e. from the side of Chehel Gazi Mazar and Ghugu Danga side but failed and sustained heavy casualties.

On 30 March 71 night at about 20-00 hrs when I was drafting few messages for our outlying coys Mr. Abdur Rahim M.C.A and Shah Mahatab Uddin M.C.A came to our help. We got all kinds of help including food etc. from the public and it was very commendable.

9 Wing of Thakurgaon also started action throughout their wing and broder as per our earlier plan.

During 30th night fight was on. As our all the Bengali coy and pI comds were in border except N/Sub Lutfar Rahman, the leadership upto 30th midday at different front was given by our valiant NCOs.

By the early morning of 31st Mar. 71 Sub A Majjid, N/Sub Amir Ali Sk, N/Sub Moazzem Hossain, N/Sub Mir Mokaddas, N/Sub Mominul Haque with their troops joined with us. Now with the full strength of about 400/500 men we gave a heavy thrust on the enemy. Sub Sukur who was Coy Comd advanced towards Parbatipur.

On 29/30th night reinforcement with field guns were sent from Sayedpur to help Pak troops at Dinajpur but they could not reach due to heavy road blocks, obstacles and resistance by our force and local youths. By the mid-day of 31 st Mar 71 enemy had sustained heavy casualty and finding to material help from Sayedpur Cantt, our Sector Comd Col Quraishi, 21/C Major Zubairi, Capt javed Feroz, Capt Chema, all of EPR, with Major Durrani and Lt Khokar of 26 FF Regt withdrew through Fulbari road where they were intercepted by coy of Sub Sukkur near Fulbari bridge and fight continued for some time. During this fight both the side sustained loss and the enemy changed their route. When they reached near Mohanpur bridge they got another beat by our force and withdrew through Rajbari- Raninagar road to Sayedpur leaving behind their deads and few transport they had with them including jeep of Col Quraishi. In the meantime enemy field gun started firing on us (EPR) from Bhushir Bander area and as such we could not chase the enmy futher. Those shots fell on EPR lines, D.C’s ground and police lines.

The whole night of 30/31st Mar. 71EPR re-inforcement continued their covering fire but finding no reply from the retreating enemy our forces gradually advanced towarda 10 miles (`T' junction), Raninagar Bhushi area keeping a PI under Comd of N/Sub Lutfar Rahman on the right of Rajbari dighi to meet enemy in case of their advance through jungle. We covered all the approach roads of Dinajpur town with 1 PI under comd of Hav Bulu Miah in new town area where Beharis had their concentration with arms, keeping another detachment under comd of N/Sub Mominullah in Mohanpur bridge area, and one more near Kanchan RIY station.

By the 31st midday we cleared the town from the enemy. From circuit house where the enemy had their HQs we recovered 5 students, some police, 5EPR jawans dead bodies and one truck-load ration, one truck-load ammo with some arms beddings left by enemy. Hav A Sobhan who led one pI from Kutibari EPR HQs to the town recovered 1× 3" Mor and 2 Chinese M.G. left by enemy from the roof of circuit house. At new town Sub/Maj Osman Gani joined with Bulu Miah's force from Parbtipur.

On 31st Mar. 71all the EPR troops and nearly 150/200 police, Ansar and Jujaheeds who had joined us took defensive posn. At about 0900 hrs Dinajpur jail gate Was opened and all the political leaders including Mr. Gurudas Talukder, Baroda Bhusan Chakravarty, Sagun Lal Lohiya and some other men including students were released. After clearing the enemy we brought whole town and villages under our control. Bangladesh flag started flying on all public and private buildings. SDO and other police and civil officials who hid themselves for fear of life were asked to reach town and resume their duties.

On 30/31st evening Maj M.H. Chy, Capt- Nazrul Haque, Mr. Faizuddin Ahmed, DC. Mr. Hashem SP, Mr. Hannan Chy, Dist. Judge, Mr. Shahadat Hossain Ex-En, Road and Mr. A Rouf Ex-En, Building, Dinajpur were rescued with their family members by our patrol party of Hav Idris and taken to our rear HQs at Kanchan RIy station. Previously we had information that these officers had been killed by Pat army on 28/29 when they were under their custody.

Although most of the BOPs of 9 Wing started their operation by 29th Mar. 71 on having our information but 9 Wing HQs started their operation on 30th limitedly. After eleminating their Punjabi Wing Comd and other non-Bengali pers they were hesitating for any futher action. On hearing this I sent a written order from my rear HQ on 30th at 1300 hrs through a motor cycle courier who was sent by Sub/Maj Kazimuddin for futher instruction. In that oreder I asked him to cover probable enemy approach from Rangpur and Sayedpur via Khanshama and Debiganj route.

During Thakurgaon operation our QM. Capt Nazir Ahmed (Bengali) was killed by public when he made a frantic effort to save Capt. Navid Alam (Punjabi) and his wife, claming her to be his sister. Sub Ataul Haque, L/Nk joinal Abedin were also killed by the same.

On 30/31st (exact date not remembered) our Head Asstt N/Sub Taluker, signal Sub Majid, Hav/Asstt Kashem Mondal and other family pers for whom we were anxious came

and joined us from their hideout. N/Sub Asst Talukder was given the responsibility to protect the Kutibari SHQ/WHQ lines. On 1.4.71 entire force was deployed on different strategic routes.

From 1.4.71 to 4.4.71 Dinajpur town and its suberb was thorouhgly combed out of Pakistani army and non-Bengali EPR elements. In this combing operation police helped us. All the shops, bazars, Banks and Offcers started functions; public transport started Plying.

On 1.4.71 I moved my HQ to town area leaving Capt Nazrul Haq at rear. On arrival at town I extended our defence futher to: a.From 10miles to further ahed near Bhusir Bandar bridge. b. From Rajbari area to Shibpur Nala to stop enemy advance from Parbatipur and Sayedpur. c. From Ananda Nagor to Chirir Bandar area to stop enemy advance by train and Fulbari route. Sub Sukkur (B Coy of Hilli) made an attack on Parbatipur along with one coy of 3rd. EB Regt who joined with them.

On 3/4th Apr. one pI of Capt Asharf, 3rd EB Regt who were sent by their CO from Sayeedpur to recee the Shibganj airport (Thakurgaon) joined with us after a great persuation. After recee when they were returning to Sayedpur trouble started and they were stuck up at Thakurgaon.

From 2/3rd Apr. 71 to 4/5th Apr. 71 when our all the border people reached Dinajpur we reorganised our pI/coy and deployed them in different fronts Dinajpur Dist.

All the public leaders including MNAs/MPAs, general public and student community rendered all possible help to us. The contributions of Mr. A Rahim MPA, Mr. shah Mahatab Uddin, MNA, Mr. Azizur Rahman, MNA, Haji Danesh, Gurudash Talukder, Sagunlal Lohia and other leaders during this period are beyond description.

On 3/4th Apr. 71 I, Sub Major Kazimuddin, Capt Nazrul Haque, Captain Asharaf 3rd EBR. Major M.H. Chowdhury and Major M.T. Hossain (rtd) who joined with us held a meeting at Bhatgoan Bridge and discussed our future poan of action.

Having an exprienced and renowed officer like Major M T Hossain we set up an unified operational command keeping him as our head. Then we jountly prepared operational plan to disturb enemy concentration through fignting patrol. According to plan (1) one coy under comd of Sub A Majid (8 wing) was sent to Nilfamary. N/Sub Amir All Sheikh, and N/Sub Moazzem Hussain were with their pI comd and Hav Abul Kalam (now Sub) was with his suppt arms comd. (2) Capt Asraf of 3rd EBR with I coy of 3rd EBR along with JCOs Sub Abdullah and N/Sub Nasir, 2 coys of EBR under comd of sub Hafiz with 2 anti-tank guns under comd of Hav Nazim were deployed in Bhusir Bandar Bridge. Here over all comd was under Capt Asharf. (3) one coy with N/Sub Kawser and N/Sub Zaidul Hussain was sent to Badargonj area where Capt Anwar of 3rd EPR with 2 pI strength joined with our troops.

Over a pI strength under N/Sub Lurfar Rahman and Hav Kibria was deployed on Rajbari and Raninagar road to stop enemy infiltration through the jungle road into Dinajpur town. Capt Nazrul Haque was made the operational Commander for EPR

troops Sub Maj Osman Gani who joined with us from Parbatipur remained in rear HQ for adm arrangement. I was holding the comd of Dinajpur and its suberb including Raninagar area. From 2/3rd Apr. 77/78 BSP officers used to meet us and rendered valuable suggestion. We requested them for support arms but due to obvious reason they could not give it except small arm. Two 3rd EBR coy under Major Nizam were sent to Ghoraghat area on a exercise plea. One coy of 3rd was at parbatipur and one coy with Capt Anwar and their Sub/ Maj Harish had sustained a heavy loss at Sayed, but their Major force remained at Pulbari area. One coy plus str of EPR under comd of Sub Khaleque was deployed in Bhatagaon Bridge area.

Nilfamari fight: On 6th and 7th April, 71 coy of Sub A Majid of 8 wing had a tough fight with enemy who used tank and field guns. In this fight enemy lost 7/8 pers. We lost one EPR jawan and two Ansars and Hav Ishaque of EPR was wounded. During fight our I M.G (Vickar) and one 3" Mor were damaged by arty fire due to use of tank and arty our troops could not stay but withdraw to Debeganj. When enemy entered Nilfamari town they set fire on public houses on both the sides of road and killed innocent people. After Debiganj fight our troops fell back to rear Hq.

Badarganj fight: On 8th Apr. there was heavy fight with Pakistani army during whole day. Due to espionage by anti-Awami League elements of Badarganj enemy had early information about our movement in that area. Suddenly our men were ambushed by enemy but still our troops gave gallant fight. S.P., Rangpur, first came to recee the area with a Capt of Cav. Regt who acted as driver of SP. but could not bluff the eye of EPR who recognised the Capt. The Capt was killed and the S.P. was taken into custody. During this fight, Capt Anowar sustained injury on leg. Our two sepoys and one driver deid. Enemy loss could not be ascertained. From Badarganj our troops were withdrawn to Fulbari defence posn. From Fulbari EPR troops of N/Sub Kawser moved to Mohanpur Bridge and took defence posn and N/Sub Mominul Haque shifted his pI to Kawgaon area.

Bhushir Bandar: On 7th and 8th there was heavy fight with enemy. In this fight also losses. Capt Ashraf who was overall comd deserted us. After the of Bhushir Bandar our troops took next defensive posn at 10 Miles (T. Junction). From here one road leads to Dinajpur (distance 10 miles) and another to Takurgaon Sub Division. Here I took over the comd on 8th April.

From 8th evening enemy started shelling on our posn by field guns. On 7/8the April B.B.C team of Nikolas Tomalin, Alan Heard and Mark Taly visited this area.

10 Miles (t. Junction); After withdrawal from Bhushir Bandar on 8th April 71 our troops (exclusively EPR) with some strength took defensive position in 10 Miles area. I took over the command there on the 8th in absence of Capt Nazrul with N/Sub Matiar Rahman (Suppt comd), 9 wing, N/Sub Goran 9wing, N/Sub Rowshan 9 wing, N/Sub Mir Mokaddes Ali 8 wing, Hav Kalam and Nk Hakim (3" Mor comd). My defence was from famous Kantanagar Mandir area to Nashirpur jute research farm area. Distance was about 10/12 miles but strength was nearly two coys. Raninagar-Rajbari road was being defnded by N/Sub L Rahman and Hav Kibria.

During Nilfamari, Bhushir Bandar and Badarganj fight we lost our 3" motors and machine gun and I had only 2X3" mor, two MGs and two antitank guns, which were not sufficient to fight against arty and tank attack. 2 miles ahead of 10 Miles I sent a fighting patrol to delay enemy advance.

From 9.4.71 morning enemy started pounding our posn by arty guns which continued whole day night and next day on 10.4.71 they attacked us from three axis and fight continued upto 15.00 hrs after which we could not stop the enemy advance. In this fight we lost about ten pers. Among them L/Nk A Sattar and L/Nk Mustafizur Rahman's name could be re4membered . 8 person sustained shell wound. We withdrew to Kharal P.S. side. We had second defence in Tobacco Co. WAPDA colony and rice mill area. This rear defence help up the enemy and they did not advance futher. While we were fighting the liberation war at 10 Miles, most of the MNA/MPAs excepting Mr. Rahim, MPA and destrict officials left Dinajpur and entered into India which affected the morale of our troops. For want want of heavy weapons we started loosing the battle now.

An import bridge called Bhatagaon Bridge about 10 miles away from `T' Junction in between Dinajpur-Thakurgaon road and its northern area which was the probable approach of Pak enemy from Sayedpur bifurcating 10 Miles defence was being defend by the following 9 and 8 wing J.C.Os and N.C.Os 1) N/Sub Motiur Rahman, 2) N/Sub Mond. 6) Hav. A. Hakim, 7) Hav. Nazimudddin under overall command of Sub. maj (D.A.D. Rtd) A. Rab of Dinajpur sector. Sub-major (D.A.D. Rtd) Kazimuddin was commanding the rest of the 9 wing E.P.R. force in Thakurgaon area.

With the fall of 10 Miles and Bhatgaon bridge area on 10 April `71, 9 wing contingent withdrew to Thakurgaon area. For some times they resisted the Pak army advance from Khansama and Debiganj area. After the fall of 10 Miles defence Bhatgaon and Thakurgaon tactical contact between Dinajpur and Thakurgaon force was cut off.

Fall of Dinajpur Town: on 14.4.71 there was a full in fight from both the sides I took right upto Rajbari. With me one pI of Sub Abdullah and one pI of Sub Nasir Ahmed of Khoshaldanga hat near Biral. On 14.4.71 after 7/8 hrs fight enemy entered Dinajpur town at about 15.00 hrs with tank and arty through two sides. In this fight we lost five pers of whom the name of Hav Miah Hossain could be remembered. We had posn to the right of Dinajpur-Sayedpur road, withdrew to Baragam border side. Troops who were on the left side of the road, withdrew to Biral border. At about 01-00 hrs I with some men reached Baragram area. Some villagers gave us shelter and food for the night. Opposite to Baragram was BSF camp named Amlia. With the fall of Dinajpur enemy entered the town, set fire on almost all the wayside shops and houses and killed men. All our troops moved to bordering BOPs towards various directions. Rest of our men reached by 14 th evening through various routes to Baragram BOP.

Fight in Biral area: with the fall of Dinajpur town our forces were divided into two axis i.e., one portion of the force had to retreat towards border of Baragram, Khanpur,

Mohanpur and Amlia (Indian B.O.P) side and another portion retreated towards Biral border where we had already rear head quarter under command of Capt. (now Lt. Col) Nazrul Haque and Sub Maj (now D.A.D) Osman Ghani. Biral is situated in the western side of Kanchan river. Peoples of the locality rendered all possible help to our troops. In village Tefra about 100 families of us were accommodated in Hajibari with food and other help by villagers.

Enemy launched attack with the support of artillery on Biral area on 16th /17th April, 71 at about 14-00 hrs. A tough fight continued for over 3/4 hrs. and enemy occupied Brial by the evening but sustained heavy casualty. During the fight our Hav. Nesar Ali of Ex-E.P.R. became Shaheed.

After the fall of Biral our troops retreated towards Panchpara village, extreme border of Bangladesh. Here our troops were exhausted and tired and to some extent disappointed for want of heavy and medium arms and ammunitions, transport, rations and treatment for the injured persons. Thanks to B.S.F. and Indian political leaders who boosted our morale and rendered all possible help. Thus we got ready ourselves for an attack on Pak enemy. After Biral enemy captured Kishorganj B.O.P. which was next to Brial towards Indian border, Radhikapur. Our plan was now to drive out enemy from Kishorganj and Panchpara area.

As per approved plan on 2nd May `71 at dawn our troops attacked Kishorganj B.O.P. area from three axis and there was a good battle. Students of Dinajpur also took part in the fight and both the side sistained good casualties. Enemy oped long range weapons from Biral approximately 15 miles away from border and approximately 10 miles from Kisorgonj B.O.P. Most of the enmy bombs fell on the refugee camps established by the Indian Govt. at the Radhikapur. One died on the spot and several got injured in the camp. This was willfully done by the enemy. So the Indian authority put pressure on Mukti Bahini to stop0 their fight agaist pak army. After tough fight Kishorganj was recaptured by our E.P.R. forces, Ansars, mujaheeds and students in the evening of the same day and enemy retreated towards Birol.

On 3rd May `71 Major Bedi of B.S.F. came to Radhikapur and advised Sub Maj Osman Ghani not to launch any frontal attack on Pak army which may cause heavy disadvantage in the training of Mukti force. To train future M.P this was most necessary. After this tactical action of M.F. was confined to raids, ambush and guerilla activities. In these actions our sepoy Tuta Mia became Shaheed.

Next day on 4th May `71 pak officers arranged a flag meeting with Indian B.S.F and told them that Bengali E.P.R troops had killed over 50 pakistani soldiers during yesterday’s fight and had requested Indian B.S.F officers to handover the Bengali E.P.R. troops to them who had taken shelter in India. B.S.F. officers flatly denied that any Bengali E.P.R troops had been staying in and Indian territory. Thereafter we continued regular raid, ambush and guerilla fight against Pak army till June 1971.

Troops under command of sub Major A. Rab who had withdrawn towards Baragram, Khanpur and Amlia border were recoganised and put on protective standing patrol around the area to stop further enemy advance.

A company strength of 3rd Bengal Regt under command of Major Nizam (who was later on killed by own troops at Fulbari) and Capt. Anwar (now Col) joined with E.P.R. troops of Fulbari and Hilli area. After the fall of Hilli area they withdrew to Inedian Hilli side.

At Indian Hilli our forces closed at Kurmail technical school and Subra area where E.P.R. troops of former E.P.R. 7 wing of Noagaon and a small contingent of E.P.R 6 wing (Chapai Nawabganj) joined with the forces of E.P.R.,E.P.R., Ansar, Mujaheed and students. It is to be mentioned that contingent of 3rd E.B.R. under command of a Sub. (name not remembered) and N/Sub Nasir Mia who were with me at 10 Miles area were also with me and remained active in Borsgram area.

From Kurmail and Subra area regular raids and ambushes continued around the Hilli, Mohanpur bridge, Fulbari, Panchbibi, Joypurhat (Bogra) Dhamurhat parshipara area of Noagaon sub-division along with the Noagaon E.P.R. forces, Mr. M. A. Jalil, Mr. Baitullah M.N.A., Jahangir M.N.A and Amjad Hossain of Noagaon came to this area and opened 2/3 youth camps and Sayed Hyder Ali M.N.A. and Prof. Abu Sayeed M.N.A. of Sirajganj opened two youth camps to train guerillas for future fight. With the 7 wing EPR one Lt. (discharged) Idris B.U. who was sbsequently promoted to Captain, joined the liberation war. He was a great brave fighter.

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ রাজশাহী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। রাজশাহী জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	.... ১৯৭১

নওগাঁ রাজশাহীর সশস্ত্র প্রতিরোধ
সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগ্রেডিয়ার গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী

মার্চ মাসে (১৯৭১) আমি রাজশাহীর নওগাঁওয়ের বিডিয়ার (তৎকালীন ইপিআর)- এর ৭নং উইংয়ের সহকারী উইং কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ১৮ই মার্চ মেজর নাজমুল হক (বাঙ্গালী) সাহেব উইং কমাণ্ডার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ঐ পদে এর আগে একজন পাঞ্জাবী অফিসার বহাল ছিলেন। নাজমুল হক সাহেব সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নওগাঁওতে আসেন এবং দায়িত্ব বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবী অফিসারটি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে কিছুটাটালবাহানা শুরু করেন। কিন্তু সেই সময় সেই এলাকায় গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দরুন পাঞ্জাবী মেজর আকরাম দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন।

মেজর আকরাম ২৩শে মার্চ ঢাকার পথে ক্যাপ্টেন নবীদ নামে সেই উইংয়ের আর একজন পাঞ্জাবী অফিসারসহ রওনা হন কিন্তু পথিমধ্যে ফেরীর লোকজন নগরবাড়ী ঘাটে তাদেরকে পার করতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তারা ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফেরত আসার পর আমি তাদের কে নিরাপত্তার অজুহাতে আমার বাসার উপরের তলায় প্রকৃতপক্ষে নজরবন্দী করে রাখি। এবং একই অজুহাতে নিচে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করি।

২৩শে মার্চ এবং ২৫শে মার্চের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার উইং-এর কমপক্ষে ১০০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর; জেসিও এবং অফিসারদেরকে আয়ত্তে ফাঁদ রচনা করি। কেননা; আমি বুঝতে পারি যে তারা সবাই উইং হেডকোয়ার্টারে টালবাহানা করে একত্রিত হবার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রক্ষিতে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। ২৪শে মার্চ আমি উইং-এর উপপ্রধান হিসাবে অধিকাংশ অস্ত্রগারের পাঞ্জাবী প্রহরী অধিনায়কদের সরিয়ে ফেলি এবং বেশীর ভাগ বাঙ্গালীকে নিয়োগ করি।

২৫শে মার্চ পর্যন্ত আমরা বাইরের কোন খবর পাইনি। ২৬শে মার্চ ভোর ছয়টায় সুবেদার মেজর চুপি চুপি আমার বাসার এসে বলে যে আমাকে কে যেন ঢাকা ইপিআর অয়ারলেস স্টেশন থেকে ডাকছে, এবং তার মনে হচ্ছে ঢাকায় কিছু একটা ঘটেছে।

অয়ারলেসে কথা বলার সময় একজন বাঙ্গালী ইপিআর সিগন্যালার আমাকে বলল যে ঢাকায় গত রাতে রাজারবাগ পশ্চিম পাকিস্তানীরা হামলা চালিয়েছে এবং পিলখানার ইপিআর বিদ্রোহ করেছে এবং তারা অধিকাংশ ইপিআর ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে, আপনারা যে যেখানে আছেন আপনাদের নিজেদেরও কাজ শুরু করুন। কিন্তু আমি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে পরিচয় দিতে অসম্মতি জানায়। যদিও এ খবরের সত্যতা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিল না তথাপি কিছু সত্য থাকতে পারে এ কথা মনে করে নিজে বিদ্রোহ করতে মনে মনে স্থির করি।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি তাঁর মেজর থাকাকালীন সময়ে গৃহীত। এই প্রকল্পের জন্য তাঁর ২০-৯-৮৩ তারিখে লিখিত ইংরেজী প্রতিবেদনের প্রথমাংশ প্রাসঙ্গিক বোধে এই সাথে সংযোজন করা হলো। প্রতিবেদনের বাকী অঙশ ১০ম খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে খবর শুনতে চাইলে কোন জবাব পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষন পর বলা হয় ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবেন। কিছুক্ষণ পর ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনা গেল এবং সামরিক নির্দেশনাবলীও প্রচার করা হল।

বিদ্রোহের দাবানল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে বিহারী-বাঙ্গালী দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল; বিশেষ করে সান্তাহারে -যেখানে ছয় হাজার বিহারী বাস করত। আমরা দাঙ্গা বন্ধ করতে ছেষ্টা করছিলাম এবং এ নিয়ে মেজর নাজমুল হকসহ কিছু স্থানীয় এমসিএ এবং এসডিওর সাথে আমরা বৈঠক করি এবং যাতে লোকের মনে কোন সন্ত্রাসের সৃষ্টি না হয় তার চেষ্টা করি। ইয়াহিয়ার ভাষণ এবং সামরিক নির্দেশনাবলী শুনে আমাদের সেদিন ক্ষোভ এবং ভীতির সঞ্চার হয়।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যখন সন্ধ্যার সময় বেতার কেন্দ্র খুলি তখন হঠাৎ করে মেজর জিয়াউর রহমানের কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বেতারের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষনা করা হল। মনে সাহস হল যে অন্ততঃপক্ষে একজন অধিনায়ক হিসাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব নিয়েছেন। সকলের মনে সাহসের সঞ্চার হল এবং আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরিভাবে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম।

আমি আমার অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার অফিসে স্থাপন করলাম এবং মেজর নজমুল হকসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা শুরু করলাম। আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ছিল (কে) অয়ারলেস স্টেশন সারাদিন খোলা থাকবে এবং ইপিআর- এর ১৭উইং-এর খবরাখবর মনিটর করা হয় এবং সেগুলো অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে জানানো; (খ) নিজের হেডকোয়ার্টার থেকে কোন কথাবার্তা না বলা ; শুধু শুনা; (গ) পুলিশের অয়ারলেসগুলোতেও মনিটরিংয়ের ব্যাবস্থা করা এবং সগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করা; কেননা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবস্থা ছিল না; (ঘ) টেলিফোন ডিপার্টমেন্টকে বলা হয় যেন বগুরা এবং যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আসার সম্ভাবনা আছে সে সমস্ত জায়গায় অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত কয়েকটা প্রধান জায়গার সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখে এবং সেখানকার স্থানীয় ছাত্রনেতা অথবা আওয়ামী লীগ নেতা যেন আমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত রাখে তার ব্যবস্থা করে; (ঙ) সমস্ত গাড়ী বাস ট্রাক রিকুইজিশন করা হল; (চ) ছাত্রদের মধ্য থেকে ভলান্টিয়ার নেয়া হল এবং কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ডাকা হল যেমন জনাব বয়তুল্লাহ (বর্তমান ডেপুটি স্পীকার) এবং ছাত্রনেতা মোহাম্মদ আবদুল জলিল কে ডাকা হল; (ছ) ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল এবং তাদেরকে রাইফেল দেয়া হল; (জ) অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ স্টোর থেকে সরিয়ে কিছু কিছু মাটির নিচে রাখা হল যাতে করে জঙ্গী বিমানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; (ঝ) প্রধান হেডকোয়ার্টার-এর কিছু দূরে পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করা হল এবং খবরাখবর সরবরাহের জন্য রানার নিয়োগ করা হল; (ঞ) এবং স্থির হল যে এবং নওগাঁ কে আপাততঃ আমাদের রিয়ার হেডকোয়াটার করা হবে যেহেতু এটা হবে শত্রুবাহিনীর জন্য দূর্গম স্থান ; (ট) এদিকে আমি ৬নং উইং ইপিআর যেটা রাজশাহী ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অধীনে নওয়াবগঞ্জে অবস্থিত ছিল তাদেরকে অয়ারলেসে বাংলায় কিছু নির্দেশাবলী দিতে শরু করলাম। সেই উইংয়ে কোন বাংগালী অফিসার ছিল না। তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ছিল। ২৬/২৭শে মার্চের রাত্রের গোলযোগের পর তারা উইং হেডকোয়ার্টার ছেড়ে রাজশাহীতে পালিয়ে আসে। সেই সুযোগে আমি সমস্ত উইং-এর লোকজনকে নওয়াবগঞ্জে একত্রিত হতে বলি এবং বিওপি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেন সেখানে উপস্থিত হয় তার নির্দেশ দিই; (ঠ) সেখানে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সরিয়ে ফেলে নিরাপদ জায়গায় রাখার নির্দেশ দিই। দেশের পরিস্থিতি সমন্ধে তাদের অবহিত করা হয় এবং তাদের উপর বিওপিতে হামলা হবার সম্ভাবনা আছে সেকথাও অবহিত করি।

২৭শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুতি চলে এবং রাজশাহী সেক্টরের নওগাঁ এবং নওয়াবগঞ্জের সমস্ত ইপিআরকে এক জায়গায় নিজ নিজ হেডকোয়ার্টারে একত্রিত করা হয়।

২৭শে মার্চ আনুমানিক বেলা ১১ টার সময় আমাকে পুলিশের অয়ারলেসযোগে রাজশাহীর ডি-সি ডাকেন। তার সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন যে; রাজশাহী পুলিশ লাইনের চতুর্দিকে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঘেরাও করে আছে এবং পুলিশদের আত্নসমর্পন করতে আদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউই আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত নয়। তিনি এবং এসপি তাদের সাথেই আছেন। যদি সম্ভব হয় কিছু ইপিআর-কে এর লোক যেন সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আর আধঘন্টা সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশ লাইনের উপর আক্রমন চালাবে এবং তার মর্টর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে বললাম কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে ৬০ মাইল কাচা রাস্তা (নাওগাঁ থেকে রাজশাহী) যাওয়া সম্ভব? এ কথা শেষ হতে না হতে ডিসি অয়ারলেস ছেড়ে দিলেন এবং আমি অপারেটরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম । সে বলছিল; গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে-এরপর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টার পরও কোন খরব পাওয়া গেল না। এ দিকে আমরা খবর পেলাম যে বগুড়ার আর্টিলারী রেজিমেন্ট-এর একটা ব্যাটারী আছে যেটাকে এখন অভ্যান্তরীন নিরাপত্তা ডিউটির জন্য মুভ করানো হয়েছে এবং তারা সেখানকার গালর্স স্কুলে অবস্থান করছে।

প্রতিরোধের পরিকল্পনা: আমি মেজর নজমুল হক সহ পরিকল্পনা করলাম যে ২৮শে মার্চ প্রথমতঃ এক কম্পানী ইপিআর ফোর্স নাটোরের রাস্তা দিয়ে সারদায় পাঠাব ক্যাডেট কলেজের এ্যাডজুট্যান্ট মেজর রশিদের কাছে। এবং রংপুর থেকে রাজশাহী যাবার রাস্তা বগুড়ায় বিচ্ছিন্ন করে দেব। অন্যথায় মেজর রশীদ তার ফোর্সসহ ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে রাজশাহী আসার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

২৮শে মার্চ বিকেলে আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার লোকজন নিয়ে বগুড়ায় পৌছে গেলাম যার দুরত্ব আনুমানিক ৩০ মাইল। কিন্তু রাস্তায় ব্যারিকেড থাকাতে আমাকে সকাল দশটায় রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পৌছতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি শহরের লোকজন নেই বললেই চলে। সব মিলে হাজার খানেক লোক হবে কি না সন্দেহ। পরিবার বলতে কারুরই ছিল না। একটা থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং গাড়ীর আওয়াজ শুনে এবং লাইট দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও এখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে স্থানীয় লোকের সামান্য গোলাগুলি হয়েছিল; সন্ধ্যা হতে না হতেই শহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল এবং শহরের রাস্তাগুলো ছিল ব্যারিকেডপূর্ণ।

বগুড়ায় সংঘর্ষঃ আমি প্রথমে পুলিশ লাইনে গেলাম। সেখানে একজন বেশ সাহসী রিজার্ভ পুলিশ ইন্সপেক্টার এবং শ'' দুয়েক পুলিশ দেখতে পেলাম। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে তারা অনেকটা সাহস পেল এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদেরকে জ্ঞাত করল। আমি জানতে পারলাম যে তারা (আর্টিলারী ব্যাটারী) আপাততঃ রংপুর থেকে কোন ফ্রেশ সাপ্লাই পাচ্ছে না যেহেতু রাস্তাঘাট বন্ধ। তবে তারা প্রায়ই গ্রামের পথে গাড়ী নিয়ে যায় এবং তরিতরকারী এবং মাংস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আমার জানা ছিল যে আর্টিলারী ব্যাটারীতে ৫০/৬০ জনের বেশী লোক হতে পারে না এবং তাদের ততোটা সম্মুখ সমরে অবতীর্ন হবার নিপুণতা নেই। সেই হেতু প্রথমতঃ পরিকল্পনা করলাম যে গ্রামে যাবার পথে অথরা পেট্রলিং-এর সময় তাদেরকে এ্যামবুশ করা সহজসাধ্য হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯/৩০শে মার্চ রাতে একটা্এ্যামবুশ পার্টি পাঠালাম। এতে ছিল নওগাঁ থেকে আসা কয়েকজন ছাত্র ও ইপিআর ও পুলিশের লোকজন। তিনখানা ৩ টনী গাড়ীসহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন কমপক্ষে এক প্লাটুন পেট্রলিংয়ে বের হয় এবং রাস্তার মধ্যে আমাদের লোকজন তাদের কে এ্যামবুশ করে। তিনটা গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। তিনটা অয়ারলেস সেট দখল করা হয় এবং ২৩জন নিহত হয়। বাকি লোক ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরন করে। এই এ্যামবুশে আমাদের সৈনিকদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়।

বগুড়াতে তখন একটা এ্যামুনিশন ডাম্প ছিল; যেটা একজন ক্যাপ্টেন কমাণ্ড করছিল। ওখানে মাত্র ২০/২৫ জন সৈনিক প্রহরা দিচ্ছিল। আমি সবাই কে একত্রিত করে কিভাবে এ্যামুনেশন ডাম্প দখল করতে হবে; বিশেষ

করে এর চরিদিকে ঘেরাও করে তাদেরকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে হবে তার ব্যবস্থা করি। ঘেরাও করার জন্য গ্রাম থেকে কিছু লোক যোগাড় করা হল। এবং এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ঘেরাও করে গলোবারুদ বের করে নেয়ার জন্য নির্দেশনাবলী দিয়ে আমি আমার সুবেদার সাহেব কে রেখে নওগাঁ চলে আসি; যেহেতু আমার সেখানে যাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এ্যামুনেশন ড্যাম্প ঘেরাও করা হয়েছিল এবং ক্যাপ্টেনতার লোকজন সহ আত্মসমর্পণ করে। অধিকাংশ গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে নিয়ে যায় এবং বাকিগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হয়।

বগুরা থাকাকালীন সময়ে অয়ারলেসে মেজর শফিউল্লাহর সাথে আমার কথা হয়। তিনি বললেন যে; কিশোগঞ্জের কাছে দ্বিতীয় ইষ্ট বেংগল নিয়ে যমুনা নদীর কাছে তিনি আছেন ; আমরা যেন ওখানে গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন; উওরাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। সেখান থেকে একজন লোক পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল তিনি সিলেটের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

নওগাঁতে মেজর নজমুল হকসহ আবার পরিকল্পনা শুরু করলাম। এদিকে খবর পাওয়া গেল যে; ইপিআর কোম্পানী রাজশাহীর পথে মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সেটা রাজশাহীর নিকটবর্তী আড়ানী নামক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ২৫ পাঞ্জাবের এক কোম্পানীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছে-২৯/৩০ মার্চ রাতে তাদের সাতে কয়েকহাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের লোক গোগ দিয়েছে। এই পাকিস্তানী কোম্পানীটি পাবনা থেকে পশচাদপসরণ করে তাদের নিজের ব্যাটালিয়ন-এর দিকে পদব্রজে রাজশাহী আসছিল। কোম্পানিটি সম্পূর্নরুপে ঘেরাও হয়ে যায় এবং ইপিআর কোম্পানী তাদের উপর ৩ ইঞ্চি মর্টার এর গোলা বর্ষন করতে শুরু করে। শত্রূবাহীনী দিশেহারা হয়ে গোলাগুলি শুরু করে এবং অনেকক্ষণ গোলাগুলি বিনিময় হয়। শেষ রাতের দিকে শত্রূবাহীনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায় এবং প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু গ্রামের লোক এবং মুক্তিয়োদ্ধাদের হাতে প্রায় সবাই ধরা পড়ে এবং তারা গ্রাম বাসিদের হাতে নিহত হয়। মেজর আসলাম এবং ক্যাপ্টেন রেজা (উপ অধিনায়ক) মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয় এবং আড়ানী স্টেশনের কাছে নিহত হয়।

শত্রূবাহিনীর মনোবল খুবই ভেঙ্গে পড়ে এবং সেই সুযোগে আমি এক কোম্পানী ইপিআর নিয়ে নওগাঁ থেকে ৩১শে মার্চ রাজশাহীর পথে রওয়ানা হই। নওয়াবগঞ্জের উইংগকে নির্দেশ দিই তারা যেন নওয়াবগঞ্জ থেকে পদব্রজে অগ্রসর হয় এবং শত্রূও মোকাবেলা করতে যেন প্রস্তত থাকে। অনেক ব্যারিকেড অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত রাজশাহীর অদুরে নওহাটা (মত্রূঘাটি হতে মাত্র দুই মাইল দূরে) আমি আমার লোকজন নিয়ে অবস্থান নেই এবং অন্যদিকে অগ্রসরমান নওয়াবগঞ্জের ইপিআর উইং (যেখানে ৫০০সশস্ত্র লোক ছিল)-এর সাথে যোগাযোগ করি।

সেই রাতে আমি কিছু লোক নওহাটায় রেখে রাজশাহী থেকে ছয় মাইল দূরে খরচক্কা (রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ রাস্তার উপর) নামক স্থানে ইপিআর-এ অগ্রসরমান লোকদের সাথে দেখা করি এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে আমার অধীনে নিয়োজিত করি। সেই রাতে ২৫পাঞ্জাবের একটি পেট্রল বাহিনী তিনখানা গাড়ী নিয়ে সেই রাস্তায় আসে এবং আমাদের বাহিনী অতর্কিতে তাদেরকে এ্যামবুশ করে। আমরা ওদের ৭ জনকে নিহত এবং একজনকে জীবিত ধরতে সক্ষম হই। সেই বন্দীর কাছ থেকে জানা যায় যে ক্যাপ্টেন সালমান নামক এক অফিসার তাদের পেট্রল পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং একটা প্লাটুন পেট্রলিংএ এসেছিল। ওদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং আহত-নিহতদের অধিকাংশকে নিয়ে চলে যায়। এতে আমাদের লোকজনের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। এবং আমার লোকজন ত্বরিত বেগে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়।

১লা এপ্রিল ভোর ছটার মধ্যে আমরা রাজশাহী শহরের অদূরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করি। আমাদের পেট্রল বাহিনী নিয়োগ করি খবরাখবর আনার জন্য। আমার পূর্বদিকে মেজর রশীদের নেতৃত্বে যে সমস্ত লোকজন পাঠানো হয়েছিল তাদের সাথেও যোগাযোগ করি এবং তাদেরকে বলা হয় যেন তারা সারদা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজশাহীর পূর্বদিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে।

এদিকে আমার সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা পুলিশ; আনসার মুজাহিদ; ছাত্র; ইপিআর মিলে একহাজারের ওপরে পৌছে যায়। শত্রুবাহিনী রাজশাহীর চারিদিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ আরো শক্তিশালী করে এবং তাদের স্বয়ংক্রিয় ভারী অস্ত্র প্রধান পথে মোতায়েন করে। শত্রুবাহিনী আমাদের শক্তি এবং সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং তাদের জংগী বিমান ঢাকা থেকে সাহায্যের জন্য আসে। ১লা এপ্রিল থেকে ৫ই এপ্রিল প্রত্যহ দু'একবার করে বিমান হামলা চলে; কিন্তু রাজশাহীর চতুর্দিকে আম্রকুঞ্জ থাকায় এবং তার নীচে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি হওয়ায় শত্রুবাহিনীর বিমান গুলো আমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেনি এবং আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তবে বেসামরিক অনেক লোকজন মারা যায় এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

৩রা এপ্রিল ভারত থেকে বিএসএফ-এর একজন লেঃ কর্নেল সেন এবং মেজর ত্রিবেদী নামে দুজন অফিসার আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং আমার কি সাহায্যের প্রয়োজন জিজ্ঞেস করেন। আমি তাদেরকে কিছু আর্টিলারী ফায়ার-এর সাপোর্ট দিতে বলি তাদের সীমানা থেকে। সীমান্ত নিকটে থাকায় এটা সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি জানালেন যে; এটা তারা দ্বারা সম্ভব নয়; তবে তিনি কর্তৃপক্ষকে বলবেন তবে যদি কোন রাইফেল এলএমজি চান দিতে পারি। কিন্তু ইমি তাকে বললাম যে; এখন আমার কাছে ১২টা ৩ ইঞ্চি মর্টার;একশোর উপর এলএমজি-এমজি এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আছে। তাই আমার এগলো দরকার নেই। বিমান হামলা মোকাবেলা করার জন্য ভারতীয় সীমান্ত থেকে কিছু বিমান বিববংসী কামান দিয়ে সাহয্য করতে অনুবোধ করলাম। আমি তাকে আরো বললাম যে ৬ই এপ্রিল আমি রাজশাহী আক্রমণ করব বলে স্থির করেছি; সে দিন যেন আমাকে আর্টিলারী ফায়ার সাপোর্ট দেয়া হয়।

রাজশাহী যুদ্ধঃ আমার পরিকল্পনা ছিল শহরের দক্ষিন দিক থেকে আক্রমন চালানো এক ব্যাটালিয়ন নিয়ে। আর কিছু লোক উত্তর পশ্চিম দিকে শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কিছু গোলাগুলী করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে ব্যাটালিয়নকে দক্ষিণ দিকে মুভ করিয়ে আনি এবং আক্রমণের প্রস্তুতি নিই; ইদিকে জানতে পারলাম বন্ধুরাষ্ট থেকে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা কখনো আসেনি।

আক্রমন শুরু হয় ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা-৭টার দিকে। শত্রুবাহিনী আমাদের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গুলি বর্ষন করতে শুরু করে। অদম্য সাহস মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে যায় এবং শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রায় চার ঘন্টা লড়াইয়ের পর রাজশাহী শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহীর চতুর্দিকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করে ফেলে। পশ্চিম সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৩০/৩৫ জন হতাহত হয়। রাজশাহী পুলিশ লাইন প্রভৃতি জায়গা থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করি। রাজশাহী পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার থেকে প্রায় তিন হাজার অস্ত্র তিন লাখ গুলি উদ্ধার করা হয় । বাকি শত্রুবাহিনী তাদের ছাউনি পশ্চাদপসরণ করে এবং সেখানে একত্রিত হয়ে আরো শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বূহ্য তৈরি করে। ছাউনির চারিদিকে মাইন পুতিঁ রাখে এবং কাঁটা তারের বেড়া দিতে শুরু করে। শহরের লোকের মনে উল্লাসের সৃষ্টি হয়। এবং আমাদের পূর্ববর্তী কর্মসুচী ঐ ছাউনি দখল করার কাজে নিযুক্ত হয়। এদিকে শত্রুবাহিনী বিমান হামলা আমাদের উপর অব্যাহত থাকে।

৭ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত আমরা শত্রুবহিনীর ছাউনির অতি নিকটে চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেলি এবং ছাউনির ৩০০/৪০০ গজের মধ্যে পৌছে যাই। কিন্তু শত্রুবাহিনীর মাইন এবং কাঁটা তারের বেড়া ডিংগিয়ে ভিতরে গিয়ে আক্রমণ চালানো বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। শত্রুবাহিনী সমস্ত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র; ট্যাঙ্কবিধবংসী

কামান; তিন ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি বাইরের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখে। সেই সময় আমরা জানতে পারি সেখানে শত্রুবাহিনী ২৫০থেকে ৩০০সৈন্য আছে। বাকি নিহত; আহত অথরা নিখোঁজ। আরো জানতে পারি য়ে তাদের ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শফকত; বেলুচ; সিতারা-ই-জুরাত যিনি ৭ই এপ্রিল আমাদের সাথে যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন; এবং তাকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচণ্ড আক্রমনের সম্মুখে শত্রুবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরুপে ভেংগে যায়। শত্রুবাহিনী সে এলাকায় সমস্ত বিহারীকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে তাদেরকে সাহয্যে করতে নির্দেশ দেয়।

এদিকে আমরা ছাউনি দখল করার শেষ প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। তখন খবর পাওয়া গেল যে; পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য নগরবাড়ী ঘাটে অবতরন করার চেষ্টা করছে হেলিকপ্টার; স্টীমার ফেরীর মাধ্যমে। অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট-এর কথা শুনে সকলের মনোবল ভাংগতে শুরু করে। কিন্তু সকলকে আশ্বাস দিয়ে আমি বলি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যায়।

আমি দুটো কোম্পানী সেখান থেকে উঠিয়ে নগরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে নির্দশ দিই। ১১ই এপ্রিল বিকেল বেলায় আমাদের বাহিনী যখন পাবনার অনতিদূরে পৌছে তখন পাবনা শহরের উপর শত্রুবাহিনীর মর্টর এবং আর্টিলারী ফায়ার হচ্ছিল। তখন ঐ দুই কোম্পানী মুলাহলী নামক স্থানে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে কিন্তু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ি হয়নি। তারা শত্রুবাহিনীর জংগী বিমানের হামলা এবং আর্টিলারীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর টিকতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করে।

এদিকে আমি ১২ই এপ্রিল সকাল বেলায় আমার সেনাবাহিনীর মনোবল অটুট রাখার জন্য নিজে এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে পাবনার পথে অগ্রসর হই এবং বাকি সংগ্রামী সৈনিকদেরকে ছাউনির উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিই। ১০মাইল পথ অতিক্রম করার পর আমি খবর পেলাম যে শত্রুবাহিনী অতি নিকটে পৌছে গেছে এবং আসার পথে প্রধান রাস্তার দু পাশে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমি নিজেও তার ধোয়া দেখতে পেলাম । এমতাবস্থায় আমি সারদা এবং রাজশাহী যাওয়ার মোড়ে আমার শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করি।

১২ই এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে আমাদের প্রতিরক্ষার এক হাজার গজ দূরে রাস্তা কেটে দেয়া হল এবং বড় গাছ কেটে ব্যারিকেডের মধ্যে বুবিট্র্যাপস ও কিছু মাইন দু পাশে পুতে রাখলাম। ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে পৌছাল এবং ব্যারিকেড সরাতে চেষ্টা করল। বুবিট্র্যাপ ফেটে বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে অগ্রসরমান শত্রুবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করা হল। সারা রাত দু'পক্ষের তুমুল লড়াই চলে এবং সারদার কাছে সারদা ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক এ;বি;সিদ্দিকী যাকে আমি 'বীর বিক্রম (মৃত্যুর পর) উপাধিতে ভুষিত করা হয়। এরপর ১৩ই এপ্রিল ভোরের দিকে পাক সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌছে যায় এবং অবস্থান করতে থাকে। আমার সৈন্যরা তখনও মনোবল অটুট এবং শহরের চারিদিকে প্রতিরক্ষ্য ব্যূহ অব্যাহত রাখে। ছাউনি দখল করার জন্য তখনও তাদের চাপ অব্যাহত রাখে।

১৩/১৪ই এপ্রিল রাত দুটোর দিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনী বিপুলভাবে গোবর্ষণ শুরু করে। যতই ভোর হতে থাকে আমার লোকদের সাথে আমার অয়ারলেস এবং টেলিফোন

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেড সৈন্য আমার সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমার সৈন্যদের অপসারিত করা হয় এবং তারা নওয়াবগঞ্জের দিকে সরে আসে।

নওয়াগঞ্জের প্রতিরোধঃ বেলা প্রায় দুই ঘটিকায় সময় আমি আমার এক হাজার সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩ শত জনকে খুঁজে পাই এবং তাদের নিয়ে রাজশাহী এবং নওয়াবগঞ্জের মাঝখানে গোদাগাড়ী নামক স্থানে আমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ পুনরায় তৈরি করি। এটা রাজশাহী থেকে ১৮ মাইল এবং নওয়াবগঞ্জ থেকে ১২মাইল দূরে ছিল। রাজশাহীর যুদ্ধে আমার ৩৫/৪০ জন নিহত হয়। এতে আমার সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেংগে পড়ে।

আমার সাথে নুরুল ইসলাম নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ১৫ই এপ্রিল সে ভারতে চলে যায় এবং ১৬ তারিখ সে আমাকে এসে খবর দেয় যে মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা প্রশাসক এবং বিএসএফ-এর কমাণ্ডার আমার সাথে জরুরী কাজে দেখা করতে চান এবং তিনি আমাকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নুরুল ইসলাম নামের সেই ছাত্রটির সাথে ১৬ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদে ওদের সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু এতে কোন ফলই হল না। কোন সাহায্যই পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে ফিরে আসলাম।

১৭ই এপ্রিল সকালের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের অবস্থানের উপর এবং নওয়াবগঞ্জ শহরের উপর হামলা চালাল। জংগী বিমানের সাহায্যে রকেট এবং মেশিনগানের প্রচণ্ড হামলা চালায়; কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেংগে নওয়াবগঞ্জ পৌছতে তখনও সক্ষম হয়নি।

২১শে এপ্রিল খুব ভোরের দিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হল আমাদের অবস্থানের উপর এবং শত্রুবাহিনী আক্রমন চালাল। আমাদের প্রতিরক্ষ্যা বূহ্য শত্রুবাহিনী ভেদ করতে সক্ষম হল বেলা দশটার দিকে। প্রতিরক্ষা ব্যূহের নিকটেই ছিল পদ্মা নদী। সেখানে আমার সাবেক ইপিআর- এর দু খানা স্পীড বোট ছিল; যাতে করে আমি লড়াই চলাকালে ভোরের দিকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ নদী পার করে বাংলাদেশের ভেতরেই চর এলাকায় পৌছে দিয়েছিলাম। শত্রুবাহিনী ত্বরিত গতিতে নওয়াবগঞ্জসহ প্রায় সমস্ত এলাকাই; নওয়াবগঞ্জের চর এলাকা ছাড়া শত্রুকবলিত হয়। সেখানেই আমার সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি।

ক্ষোভে; দুঃখে এবং হতাশায় আমি যখন নিমজ্জিত তখন বিএসএফ-এর কয়েকজন লোক আমাকে খবর দিল যে; আমাকে মেজর দারাস বলে একজন অফিসার আমার সাথে দেখা করতে চান। অগত্যা তার সাথে দেখা করতে গেলাম। সে আমাকে বললো; আমি যেন আমার সমস্ত জিনিস এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদসহ লালগোলায় (মুর্শিবাদ) পৌছে যাই। ২২শে এপ্রিল আমি আমার তিন হাজারে উপর রাইফেল; স্টেনগান; এল-এম-জি এবং গোলাবারুদ নিয়ে লালগোলায় পৌঁছালাম। পৌঁছুতে না পৌঁছুতে বিএসএফ- এর দু'খানা ট্রাক এসে আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে গেল। তবে সামান্য কিছু রাইফেল আমাদের কাছে রেখে গেল।

এদিকে আমাকে খবর দেয়া হল যে কর্ণেল ওসমানী আমাদের সাথে বালুর ঘাটে (দিনাজপুর) ২৩ শে এপ্রিল দেখা করতে চান। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সেখানে পৌছলাম এবং এই প্রথম এম-সি এর সাথে দেখা হয়। কর্নেল ওসমানী সেদিন আমাকে সে এলাকার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং বলেন যে বিএসএফ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ খাদ্য প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করবে।

RE-ORGANISATION OF TROOPS AT RAJSHAHI

(FROM the diary of brig. Gyas uddin chowdhury; BB Psc(Rtd) then Maj. Gyas;the Comd. of rajshahi sub-Sector-20-1983)

After the force battle on 13 and 14 April with pak army at rajshahi town I pulled back my troops towards Nawabganj and took up a strong defence at Gdagari area. at that time I had with me 6 Win (Battalion)of EPR intact and some elements of 7 Wing (Battalion) who came with me from Nawgaon and those who followed me from Charghat company of thes wing. In addition approximately 200 volunteer freedom fighters stayed with the troops rest of whom left after loosing the initial battle at rajshahi. The pak force which recaptured Rajshahi from us after consolidating the position for Nawabganj on 17 april. On the way they met with pockets of resistance and went back to Rajshahi On night of 20/21 april; Pack army made a desparate attempt and contated own troops at night on forward position around Godagari. In the very early hour they launched an attackwhich was a dawn attack. I was expecting such an action from them . On 20 April I ferried across river padma opposite Godagari with 300(there thousands)303 rifles; 96 Bretta guns and 3 lacs of ammunition which I collected from rajshahiarmoury between 07 April and 13 April when rajshahi town was under my captivity . Ialso sent across 48 LMGs;4 vicar machine guns;6 3” morters; which were surplus in 6 wing Hqs as they were switching over from 3” two 81mm morters and new machine guns(latest AMerican version) and 1400 rounds of morter shells. In addition Ihad many other types of explosives and armaments which I collected mainly from EPR sector after in fell during the battle with occupation forces of 6 wing Hqs located at located at Nawabganj wich remained Liberated till 21 Aprill and acted as our firm base.

The troops who were in defence at that time had 60 LMGs; 6x81mm morters; 10x2” mors; 6xLirat (an old model of British rocket launcher) and personalweapons; ammunitions and grenades with eah fighting members. Pak army always used unconventional and most brutal technique of assault by opening their fire of automatic weapons to all the built up areas and huts of the village; and firing with flame thrower so that the whole built up area is demolished and burnt to ashes thus not providing any shelter to freedom fighters and RR shells for softening the position prior to launching an attack. In 3 weeks time our freeedom fighters already got enough battle inoculation and gave a tough fight to the assaulting troops of pak army at Godagari. I started pulling back my troops in phases in a planned way across river Padma with the help of number of speed boats of EPR; available forpatrolling by evening of he day on 21 april we withdrew alongwith all weapons and equipments on the other side of Padma just opposite to Godagari Police station. We just had 7 minor casualty.But the casualty of local people was quite heavy. I saw 24/25 injured persons being ferried across and 2/3dead bodies lying around the market area. We also carried sufficient amount of rice and pulse from the LSD godown located at Godagari. During enemy attack from 17April to 21 April the occupation army used in average 3 air sortiesevery day of F-86(sabre) jest in our defence. They used mostly MGs and rockets against our troops; beside hitting the civilian population and killling the innocent persons.

সারদা ও অন্যান্য স্থানের সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আলী মোহাম্মদ মকিবর রহমান সরকার

০৬-০৬-১৯৭৩

২৫শে মার্চের ঘটনায় আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি এবং পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অস্ত্রে জবাব অস্ত্র দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই।

সারদায় অস্ত্র সংগ্রহঃ সারদা পুলিশ একাডেমির ভাইস প্রিন্সিপাল মিঃ বরুয়াকে সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের আজিজুর রহমান কে সম্পাদক করে এবং আমি স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে থেকে একটি মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। সেই মুহূত্বে আমাদের সঙ্গে পুলিশের কিছু অংশ ; ইপিআর; আনসার; মুজাহিদ; ছাত্র; অধ্যাপক সব মিলে বিরাট এক মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। সারদা ক্যাডেট কলেজ থেকে ৩০৩ মার্কা রাইফেল এবং পুলিশ একাডেমি থেকে ৬০০/৭০০ রাইফেল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করি এবং সারদা ও রাজশাহী রোডে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে থাকি।

রাজশাহীতে ইতিমধ্যে পাক সেনারা অবস্থান করছিল। আমরা একটি কোম্পানি নিয়ে রাজশাহী অভিমুখে যাত্রা করি। কিছু দূর যাওয়ার পর আমরা শুনতে পাই যে; নাটোর হয়ে আর একটি ব্যাটালিয়ন ঢাকা-পাবনা-নগরবাড়ী পথে রাজশাহীর দিকে আসছে। ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের প্রতিরোধের জন্য পাঠান হয়।

আমরা প্রথম পাবনার মুলডুলিতে পাকসেনাদের সম্মুখীন হই। সংঘর্ষে পাকসেনাদের বিপুল ভারী অস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটি। রাজশাহিতে অপর দল যেটি ছিল তাদের সঙ্গে পাক সেনাদের নিয়মিত যুদ্ধ হচ্ছিল। সংঘর্ষে সমস্ত পাকসেনা খতম হয়।

১২ এপ্রিল রাজশাহী সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়। অপর দলটি যেটি মুলাডুলিতে পিছু হটছিল নাটোরে গিয়ে পুনরায় পজিশন নেয়। সেখানেও ব্যাপক শেলিং-এর সামনে টিকতে না পেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে আমরা পিছু হটি। সেখান থেকে আমরা বানেশ্বরে (রাজশাহী) ডিফেন্স নিই। পাক আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন ৭৫ মিলিমিটার কামান এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর আক্রমন করে।

ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম আড়ানীতে ২০/২৫ জন পাক সেনা গ্রামে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করছে এবং ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। খবর পেয়ে আমি একটি ছোট সেকশন নিয়ে গ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হই। গ্রামে গিয়ে শুনলাম নদীর অপর পাড়ে পাক সেনারা পজিশন নিয়ে আছে। আমরা ফায়ারিং শরু করি। বহুক্ষন ফায়ারিং-এর পর অপর পক্ষ থেকে কোন জবাব না আসায় আমি বিস্মিত হই। পরে সেখানে গিয়ে দেখলাম তারা ক্যামোফ্লেজ' করে পালিয়েছে। পাকসেনারা কলাগাছ কেটে তাতে খাকী কাপড় পরিয়ে এবং কাঠের তৈয়ারী রাইফেল হাতে দিয়ে নদীর পাড়ে আমাদের দিকে মুক করে রেখে দিয়েছে। আমরা ভাবছিলাম পাকসেনারা তাদের অস্ত্র নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে।

আড়ানী ব্রিজে প্রতিরোধঃ আমরা হতাশ হয়ে আমাদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে আড়ানী ব্রিজের নিচে এ্যামবুশ করে থাকি। রাত্রি ৪টার দিকে বুঝতে পারলাম ব্রিজের উপর দিয়ে কিছুলোক যাচ্ছে। হল্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফায়ারিং শরু করে। আমরা পাল্টা জবাব দিই। কিছুক্ষন উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। ৫/৭ মিনিট পর ব্রিজের উপরে পাকসেনারা সম্পূর্ন স্তব্ধ হয়ে যায়। আমরা সেখানে ৪টি পাক সেনার লাশ উদ্ধার করি। বাকি দই চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বানেশ্বরের যুদ্ধ ও সারদায় গণহত্যাঃ আমরা সবাই রওনা হয়ে ১৩ই এপ্রিল তারিখে বানেশ্বরের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেই। বানেশ্বরে পাকসেনাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আমাদের মুক্তি সেনারা

ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেক মুক্তিসেনা শাহাদৎ বরন করেন। বানেশ্বর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারদার পতন হয়। সারদায় পাক আর্মি চলে আসায় বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর প্রায় ১৫০০/২০০০ লোক নদীর ধারে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকসেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং ৭০০/৮০০লোককে নৃশংসভাবে গুলি করে পেট্রল দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। ওই দলের মধ্যে থেকে আমরা মাত্র তিন-চারজন বেঁচে ছিলাম। পাক সেনাবাহিনী সন্ধ্যার দিকে রওনা হয় এবং রাজশাহী দখল করে নেয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ-রাজশাহী-বগুড়া-পাবনা

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার খোন্দকার মতিউর রহমান বীর বিক্রম

২৪-১২-১৯৭৩

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় উইং কমাণ্ডার অভ্যান্তরীণ নিরাপত্তা ডিউটির জন্য তিনটি প্লাটুন তৈরি করে রাখার নির্দেশ দেন। রাত আট ঘটিকার সময় উইং হাবিলদার মেজর সৈয়দুর রহমান (পাঠান) কে পুরো উইংকে ফল ইন করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তিনটি প্লাটুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকে।

২৬শে মার্চ সকাল বেলায় কোয়ার্টার গার্ড কমাণ্ডার মুজিবর রহমান বাংলাদেশে পতাকা কোয়ার্টার গার্ডে গার্ড অব অনার দিয়ে উত্তোলন করে। ২৬শে মার্চ সকাল ৭ঘটিকার সময় মেজর নজমুল হক; ক্যাপ্টেন গিয়াস; মেজর আকরাম ও ক্যাপ্টেন নাবিদ আফজাল উইং-এ আসেন এবং সুবেদার মেজর আবদুল লতিফ মোল্লাকে পুরো উইংফল-ইন করার নির্দেশ দেন। ফল ইন করা হয়। মেজর নজমুল হক বললেন যে, যা করার আমি সব করব।

২৬শে মার্চ সকাল ৮/৯টার সময় ১০০থেকে ১৫০জন লোক মাইক নিয়ে আমাদের অফিসের সম্মুখে এসে ৭ই মার্চে শেখ সাহেবের টেপ রেকর্ডকৃত ভাষণ বাজাতে শুরু করে এবং শ্লোগান দিতে থাকে। মেজর নজমুল হক অফিসের সম্মুখে হৈচৈ গণ্ডগোল না করার জন্য জনতাকে নির্দেশ দেন। আনুমনিক ১০/১১টার সময় কোয়ার্টার গার্ডের সেন্ট্রির উপর হঠাৎ একটি গুলি আসে। এটা শোনার পর চতুর্দিক থেকে ফাঁকা আওয়াজ শুরু হয়। ১০ মিনিট গোলাগুলি চলে। উল্লেখ্য যে ২৫শে মার্চ রাতে আমরা তিনটা বাংগালী প্লাটুনকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে রাখি (ক্যাপ্টেন গিয়াসের গোপন নির্দেশে) মারত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে আশংকায়। ক্যাপ্টেন গিয়াস আমাকে এবং সুবেদার মনোয়ার আলীকে অফিসে ডেকে গোপনে বলেন যে; বাঁচার জন্য আপনারা তৈরি থাকুন ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। এই কথা বলে তিনি ভেংগে পরছিলেন। গোলাগুলীর পর মেজর আকরাম বেগ মেজর নজমুল হককে অনুরোধ করেন যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে যেন তিনি একটা ব্যারাকে হেফাজতে রাখেন। তখন সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরকে একটি ব্যারাকে প্রহরী মোতায়েন করে রাখা হয়। তাদেরকে ব্যারাক থেকে বের হয়ে না আসতে নির্দেশ দেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআরদের পরিবারবর্গকে জেসিও মেসে রাখা হয় এবং বাংগালী ইপিআর তাদের পাহারা দেয়। মেজর নজমুল হকের নর্দিশে তাদের অস্ত্রশস্ত্র অফিসে জমা করানো হয়। অফিসের চতুর্পার্শ্বে বাংগালী ইপিআর প্রহরী লাগানো হয়। বেলা বারটা-১টার সময় বিপুল জনতা অফিসের সামনে হাজির হয়। তারা ক্যাপ্টেন গিয়াসকে বলে যে; শান্তাহারে বিহারী অস্ত্র নিয়ে বোয়ালিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা এগিয়ে আসুন।

২৭শে মার্চে মেজর নজমুল হকের নির্দেশে তিনটি প্লাটুন তিনটি অয়ারলেস সেট সহ শান্তাহার অভিমুখে আমার নেতৃত্বে রওনা হয়। শান্তাহারে দেখি চারিদিকে শুধু ধোয়া আর আগুন; গোলাগুলীর আওয়াজ। আমি অয়ারলেসে নওগাঁতে মেজর নজমুল হকের সাথে যোগাযোগ করি; বাঙ্গালী ও বিহারী বহু মৃতদেহ উদ্ধার করি এবং পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তে নিয়ে আসি। মেজর নজমুল হক ১৪৪ ধারা জারী করেন। সীমান্তের বিওপিগুলোতে পশ্চিম পকিস্তানিদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

৩০শে মার্চ ক্যাপ্টেন গিয়াস; হাবিলদার আলী আকবর (বর্তমানে নায়েক সুবেদার); এবং আমি বগুড়া অভিমুখে রওনা হই। বগুড়ার রেলওয়ের স্টেশন মাস্টারকে নওগাঁতে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে অনুরোধ করি। এরপর আমরা বগুড়া পুলিশ লাইনে যাই। হাবিলদার আলী আকবরকে পুলিশ লাইনে রাখা হয় ও তার সাথে ২৫ জন ইপিআর দেওয়া হয়। হাবিলদার আলী আকবরকে পুরোপুরি কমাণ্ড দেয়া হয়। আমি ক্যাপ্টেন গিয়াসসহ নওগাঁতে ফিরে আসি।

৩০শে মার্চ আমি এক প্লাটুনসহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বগুড়া রেলওয়ে স্টেশনে পৌছাই। হাবিলদার আলী আকবর ২৫জন ইপিআর; কিছু পুলিশ; ছাত্রসহ মুজিবর রহমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর আক্রমন চালায়। মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ওদের ক্যাম্প ছিল। এক রেজিমেন্ট ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ওরা সজ্জিত ছিল। রাত চার ঘটিকার সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী অয়ারলেস স্টেশনে ও এতিমখানার পার্শে পেট্রল ডাম্পে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে তারা ৩০/৩২ টা গাড়ী নিয়ে রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়।

১লা এপ্রিল বেলা ৯টার সময় হাবিলদার আলী আকবর আড়িয়াল বাজারে এ্যামুনিশন ডিপোর উপর আক্রমণ চালায় এবং ক্যাপ্টেন নূর আহম্মদসহ ২৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলে। তাদের পরিবারবর্গকে সে নিজের হেফাজতে রেখে হাজতে নিয়ে আসে। এই আক্রমন তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। ঐখানে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়েক সুবেদার আবুল কাশেমসহ এক প্লাটুন বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। তাদেরকে পরে ডেকে আনা হয়।

ঐ অ্যামুনিশন ডিপোতে ৯২ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ৮০ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ বগুড়াতে নিয়ে আসা হয়। এবং পুলিশের হেফাজতে দেয়া হয়। মেজর নজমুল হক উক্ত সংবাদ পেয়ে বগুড়াতে আসেন এবং হাবিলদার আলী আকবরকে এই দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান । তিনি আমাকে বলেন যে এত অল্প লোক নিয়ে এত বড় একটা আক্রমন চালানো কখনো সম্ভব ছিল না।

বগুড়া জেলা স্কুলে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। হাবিলদার আলী আকবর ছেলেদেরকে দিবারাত্র প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সকল এমসিএ; ডিসে এবং সংগ্রাম পরিষদের কর্মীগণ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। স্থানীয় প্রশাসন আমাদের থাকা খাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন পুলিশের আর- আই হাতেম আলী; তার অধঃস্তন কর্মচারীবৃন্দ; এমসিএ ডাক্তার জাহিদুর রহমান; ডাক্তার গোলাম সরওয়ার; এডভোকেট গাজিউল হক; এমসিএ মুজিবর রহমান আক্কেলপুরী প্রমুখ। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ এ কাজে সহযোগিতা করেন।

ইতিমধ্যে মেজর নজমুল হক কিছু লোক বাঘাবাড়ি ঘাটে পাঠাবার নির্দেশ দেন। কিছু লোক সিরাজগঞ্জে এবং কিছু লোক মহাস্থানে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম দিনাজপুরের ঘোরাঘাট থেকে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আনোয়ার; ক্যাপ্টেন শওকতের চিঠি এবং একজন এমসিএসহ হাবিলদার ও দুইজন নায়েক একটা জীপে এ্যামুনিশন নেয়ার জন্য বগুড়াতে এসেছেন। এমসিএগণের পরামর্শ ও মেজর নজমুল হকের আদেশক্রমে তাদেরকে ট্রাক ও জীপে আর্মস ও গোলাবারুদ দেয়া হয়। পরে সুবেদার প্রধান পুনরায় অস্ত্র নিতে আসে। ৮ ট্রাক অস্ত্র ও দুটি ৩ ইঞ্চি মর্টার তাদেরকে দেয়া হয়।

হাবিলদার আলী আকবরকে মহাস্থানে পাঠানো হয়। পরের দিন তাকে আবার ডেকে পাঠানো হয়। আলী আকবরকে হেডকোয়ার্টারে (বগুড়া) রেখে আমি বাঘাবাড়ি ঘাটে ডিফেন্সে যাই। এবং সিরাজগঞ্জের এসডিও জনাব সামসুদ্দিন; শাহজাদপুরের এমসিএ আব্দুর রহমান; শাহজাদপুরের প্রিন্সিপাল তাসাদ্দক হোসেন এবং আরো অন্যদের সহিত আমার নিজজ্ঞানে পরামর্শ করে আলী আকবরকে আনার জন্য বগুড়া পাঠাই। দুদিন পর আলী আকবর বগুড়া হতে এসে আমার সাথে বেড়াতে যোগদান করে। পাইকড়াহাটে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করা

হয়। পরের দিন তাকে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য সাথিয়া থানায় (পাবনা) পাঠাই। ইতিমধ্যে পাকবাহিনী নগরবাড়ী থেকে (১০ ই এপ্রিল) পাবনা অভিমুখে যাত্রা করে।পরদিন আলী আকবর ফেরত এসে বলল যে গতকাল (১৩ এপ্রিল) পাক সেনাবাহিনী পাবনায় প্রবেশ করেছে এবং লোকমুখে জানা গেছে তাদের এক ডিভিশন সৈন্য এ্যাডভান্স করছে। ১৩ ই এপ্রিল পাবানার ডিসি; এসপি নদী পার হয়ে কুষ্টিয়ার দিকে চলে গেছেন। পাবনা পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ও এ্যামুনিশন আর-আইয়ের নিকট থেকে টিপু বিশ্বাস নিয়ে গেছে। তখন আলী আকবর কে পুনরায় নাকালীয়া বাজারে পাঠাই। নাকালীয়াতে চেয়ারম্যান (নক্সালপন্থী) তাকে সেখানে থাকতে বাধা দেয় এবং এখানে থাকতে দেব না বলে হুমকি দেয়। পরদিন সকালে এসে আলী আকবর আমাকে এসব জানায়। ঐ এলাকায় জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগপন্থী কিছু লোক আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো।

আমি আলী আকবরের সাথে পরামর্শ করি কিভাবে আক্রমন পরিচালনা করা যায়। তারিখ ছিল ১৪ই এপ্রিল। আলী আকবরকে নির্দেশ দিই বগুড়াতে গিয়ে মেজর নজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে ফেরত আসতে। ১৭ এপ্রিল আলী আকবর ফেরত আসে। এক প্লাটুন সৈন্যসহ তাকে নগরবাড়ী এবং পাবনা রাস্তার মধ্যে পাকসেনাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিই। আলী আকবর ১৭ই এপ্রিল রাত্রে সেখানে যায়।

আমি জানতে পারলাম যে আমাদের যে; আমাদের সুবেদার মেজর আবদুল লতিফ মোল্লা ১৭ই এপ্রিল বাঘাবাড়ি ঘাটে এসেছেন। আমি তার সাথে দেখা করতে যাই। ২০শে এপ্রিল আমি বাঘাবাড়ী ঘাটে পৌছাই এবং দেখতে পাই হাবিলদার আলি আকবর এক আহত সৈনিককে নিয়ে ঘাটে রেখেছে। আলী আকবর বলল যে; ১৯শে এপ্রিল পাইকড়হাটে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ পাকসেনা অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময় সে পাকসেনাদের উপর গুলী ছোড়ে। পাকসেনাদের ৬ গাড়ী নষ্ট হয়েছে এবং বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। তার পক্ষেও অনেক হতাহত হয়েছে এবং ছত্রভঙ্গ হয়েগেছে। আহত হাবিলদার আবদুল আলীকে নিয়ে আমরা শাহজাদপুর হাসপাতালে আসি। সেখানে তার উপর অস্ত্রোপচার করা হয় স্থানীয় ডাক্তারদের দ্বারা। এরপর হাবিলদার আলী আকবর সিরাজগঞ্জের এসডিও-র সাথে যোগাযোগ করে। ছত্রভঙ্গদের আমি একত্রিত করার চেষ্টা করি কিন্তু তা করতে পারিনি।

আমি তার পর ৩নং সেক্টরে যোগ দিই। সেখান থেকে আমাকে কোম্পানী কমাণ্ডার বানিয়ে সিলেটের আসালংবাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহীর সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকার; হাবিলদার মোহাম্মদ ফসিউদ্দিন

০২-০৫-১৯৭৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইপিআর-এর ৬নং উইং ছিল। ২৪শে মার্চ থেকে আমাদের কিছু লোককে বাইরে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ডিউটির জন্য পাঠানো হয়। এই উইং এর কমাণ্ডার; সহকারী উইং কমাণ্ডার; ক্যাপ্টেন সিদ্দিকও আর একজন ক্যাপ্টেন মেস কমাণ্ডার থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। বাঙ্গালীদের বদলী করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়োগ করা হয়। ২৫শে মার্চ থেকে বাংগালী ইপিআদের কাছে থেকে অস্ত্র নেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদের সন্দেহ জাগায় অস্ত্র জমা দিতে তারা অস্বীকার করে। জনসাধারণ আমাদের উপর হামলা চালাবে এই অজুহাতে আমরা অস্ত্র জমা দিই নাই।

২৫শে মার্চ বিকেলে সেক্টর হেডকোয়ার্টার রাজশাহী থেকে ১৫/১৬ জন বাঙ্গালী ইপিআর একজন সিকিউরিটিসহ নবাবগঞ্জে আসে। মাঝে মাঝে তারা গোপনে বৈঠক করতে থাকে। ২৫শে মার্চ রাতে তিনজন ক্যাপ্টেনসহ আনুমানিক ২৫/৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর রাত প্রায় দেড় ঘটিকায় সময় রহনপুর প্লাটুন

হেডকোয়ার্টারে আক্রমন চালায়। রহনপুর ক্যাম্পের বাঙ্গালী ইপিআররা তাদের জীবন রক্ষার্থে ওদের উপর পাল্টা আক্রমন চালায়। ওদের তিনজন আহত হয়। ২৬শে মার্চ পাকিস্তানীরা রহনপুর বাজারে কিছু নিঃসহায় লোককে গুলী করে হত্যা করে। ২৬শে মার্চ দিনে নবাবগঞ্জ ক্যাম্পের সমস্ত বাঙ্গালীকে নিরস্ত্র অবস্থায় তিন চারবার ফলইন করানো হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী অস্ত্রসহ বাইরে গণ্ডগোলের অজুহাতে ক্যাম্পের আশেপাশে থাকে। আমাদেরকে ফল-ইন করিয়ে উইং কমাণ্ডার বলেন যে; আমরা যদি বাইরের জনসাধারণের সাথে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের কঠিন সাজা দেয়া হবে এবং গুলি করে হত্যা করা হবে। কথা প্রসংগে পশ্চিমা সুবেদার মেজর দাদু খান বলে যে তোমাদেরকে ট্যাঙ্কের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে।

২৬শে মার্চ দিনের বেলা আমরা চট্রগ্রাম কেন্দ্র থেকে ইপিআর অয়ারলেসে খবর পাই যে ঢাকাতে বাঙ্গালী ইপিআরদের কে খতম করা হয়েছে। বাইরে যারা আছে তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক করে দয়া হয়।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী এসসিও হাবিলদার মোস্তফা কামাল; হাবিলদার জমজম আলী হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান ; হাবিলদার সৈয়দ আলী তালুকদার এবং কিছুসংখ্যক নায়েক সিপাহী পশ্চিম পাকিস্তানী কয়েকজন এনসিও-র সাথে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ ব্যাটালিয়ন হাবিলদার মেজর গুলজার খান পশ্চিম পাকিস্তনীদের চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে আসেন। তাদের এহেন আচরনে আমরা সন্দিগ্ধ হলাম। আমরা আরো সতর্ক হই। কিছুক্ষন পর রাজশাহী সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি মেসেজ আসে। সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সমস্ত অফিসার এবং জোয়ানদের পরিবারকে রাজশাহীতে সরিয়ে ফেলার জন্য এবং বাঙ্গালীদের খতম করে রাজশাহীর দিকে যাবার জন্য। আমাদের বাঙ্গালী অপারেটর এই মেসেজ সমস্ত বঙ্গালীদের জানিয়ে দেয়। এই মেসেজ অফিসারের হাতে পড়ার সাথে সাথে আমাদের উপর হামলা শুরু হয়। গোলাগুলির মধ্যেই তিনজন অফিসার পরিবারসহ পালিয়ে রাজশাহীর দিকে চলে যায়। প্রায় দুই ঘন্টা গোলাগুলীর পর পরিস্থিতি বাঙ্গালীদের আয়ত্তে আসে এবং অস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্তানী জেসিওকে বন্দী করা হয়। গোলাগুলিতে তাদের কিছু লোক মারা যায়; কিছু আহত হয়। আমাদের একজন সামান্য আহত হয়।

ক্যাম্পকে সম্পূর্নরুপে নিজ দায়িত্বে আনার পর বাইরে জনসাধারণ কে খবর দেয়া হয়। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে ২/৩ হাজার লোক ক্যাম্পে আসে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। সারা রাত ক্যাম্পের বাইরে এবং ভিতরে চতুর্দিকে ডিফেন্স করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের আক্রমন থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তখন রাজশাহীতে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ছিল। আমরা সীমান্তের সমস্ত বিওপিতে অবাঙ্গালীদের গ্রেফতার করে কিছু লোক বিওপিতে থাকি; বাকি সবাই উইং হেডকোয়ার্টারে সমবেত হবার জন্য অগ্রসর হই। ২৭ মার্চ বিকালে ৫ ঘটিকায় আমরা রাজশাহীর বাঙ্গালীর ইপিআর এবং বাঙ্গালী পুলিশদের জীবন রক্ষার্থে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হই। রাজশাহীর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাকিস্তানীরা সমস্ত গোলাবারুদ এবং বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ইসহাক সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরকে সতর্ক করে দেন এবং বলেন যে; তোমাদের সাথে আমি অনেক দিন যাবৎ আছি এখানে অনেক কিছু খেয়েছি। তিনি সবাইকে আত্মরক্ষার জন্য দুই মিনিটের মধ্যে চলে যেতে বলেন। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানীরা গোলাগুলি এবং আগুন জ্বালানো শুরু করে দেয়।

নবাবগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে গোদাগাড়ীতে কিছুসংখ্যক লোক ডিফেন্স তৈরি করে। রাত্রে পাকিস্তানিরা আমাদের উপর আক্রমন চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। আমরা আস্তে আস্তে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি গোলাগুলী চলতেই থাকে। রাজশাহীর কাছিয়াডাঙ্গাতে ক্যাপ্টেন গিয়াস নওগাঁ থেকে এসে আমাদের সাতে মিলিত হন। সেই সময় আমাদের কোন অফিসার না থাকায় তিনি নেতৃত্ব দেন। রাজশাহী কোর্ট স্টেশনের নিকট ডিফেন্স থাকাকালীন আমাদের একজন নায়েক আবদুল মালেক শহীদ হন। ক্যাপ্টেন গিয়াস সাহেবের নেতৃত্বে আমরা রাজশাহী শাহর দখল করে নেই।এরপর রাজশাহী সেনানিবাস দখলের জন্য সাঁড়াশী অভিযান শুরু হয়। প্রায়ই আমাদের উপর বিমান হামাল হত-দিনে ৩/৪বার করে। ১৩ই এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত

আমরা সেনানিবাসের কিছু জায়গা দখল করে নেই। এই অভিযানে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধকাংশই নিহত হয়।

রাজশাহী দখলের পরই খবর আসে যে ঢাকা থেকে বিপুল সৈন্য আরিচাঘাট- নগরবাড়ি হয়ে রাজশাহীর দিকে আগ্রসর হচ্ছে। তাদের পথে বাধা দেয়ার জন্যে আমাদের কিছু লোক-আনসার ; মোজাহিদ ; পুলিশ ঐদিকে এগিয়ে যায়। নগরবাড়িতে আমাদের লোকের সাথে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। আমাদের লোক পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানীদের রাজশাহী পৌছা পর্যন্ত রাস্তার কয়েক জায়গায় আমাদের লোকের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংখ্যায় তারা অধিক থাকায় বহু হতাহতের পরও তারা রাজশাহী পৌছে যায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের সুশিক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনী তাদের অনেক গাড়ী ধ্বংস করে। তাদেরও অনেক হতাহত হয়। ১৩ই এপ্রিল শেষ রাতে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর মরণপণ আক্রমন চালায়। আর্টিলারী; পদাতিক এবং বিমান হামলা চলে সম্মিলিতভাবে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা আত্মরক্ষার জন্য পিছু হটতে বাধ্য হই।

পুনরায় আমরা সমবেত হই-চাঁপাইনবাবগঞ্জে। গোদাগাড়ীতে পুনরায় ডিফেন্স নিই। ২২শে এপ্রিল ভোর বেলায় পাকিস্তানীরা আমাদের উপর হামলা চালায়। এখানে পাকিস্তানীদের প্রায় ১৫০টি কনভয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমন চালায়। পরপর কয়েকবার আমাদের উপর পাল্টা আক্রমন হয়। আমাদের বহু লোক এখানে শহীদ হয়।

২৩শে এপ্রিল ভোরে আমরা পদ্মা নদী পার হয়ে হাকিমপুর, পোলাডাঙ্গা এবং সাহেবনগর চরে গিয়ে সমবেত হই। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নির্দেশে সমস্ত লোক পোলাডাঙ্গা ক্যাম্পে একত্রিত হয়।

কানুপুরের যুদ্ধ*

রাজশাহী-একাত্তরের ২৯শে এপ্রিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র আসাদ আহমদ বায়রনের নেতৃত্বে একদল গেরিলা নবাবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জ থানাধীন পাগলঅ নদীর ওপার থেকে নদী পার হয়ে কানুপুর যাত্রার জন্য তৈরি হয়। রাত তখন নয়টা বেজে ত্রিশ মিনিট; দুর্লভপুর গেরিলা শিবির থেকে বায়রন তার দল নিয়ে যত্রা শুরু করে। সাথীদের সকলের চোখে মুখে যেন কিছুটা নৈরাশ্যের ছাপ। হয়তো মনে হচ্ছিল এই দুঃসাহসিক অপারেশন বুঝি কেউ আর ফিরে আসবে না। পরক্ষণেই তাদের আবার মনে হয়েছে যেমন করেই হোক তাদের এ অপারেশনে সাফল্যলাভ করতেই হবে। কারণ দখলদার নরঘাতক ইয়াহিয়া বাহিনীর কবল থেকে মুক্তির আশায় বাংলাদেশের মানুষ দিন গুনছে। দুটিমাত্র ছোট নৌকা তাদের সম্ভল; অস্ত্রশস্ত্র নৌকায় রাখা আর গেরিলারা নৌকায় ভেসে চলেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে পশুহত্যার উল্যাসে। রাত পৌনে এগাটা। শেষ হলো জলে ভাসা। কানুনপুরের কাছে এক আখক্ষেতে নৌকা রাখা হয়। নৌকায় রাখা অস্ত্র তারা হাতে তুলে নেয়। আবার শুরু হয় যাত্রা। এক বুক পানি ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। খানিকটা দূর ঘুরে কানুনপুর গ্রামটাকে পেছনে ফেলে এক আম বাগানে প্রবেশ করে। সেখানেই প্রত্যেককে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হয়। তারা যখন আম বাগান প্রবেশ করে তখন শিবগঞ্জের খানসেনাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভেসে আসছিল মুহূর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজ। পদপ্রদর্শক ছিল ১১ বছরের একটি বালক; এর নাম জানা যায়নি। প্রথমে যদিও এই বালকের ওপর ভরসা করা যায়নি; কিন্তু সে ভুল ভাঙতে খুব দেরি হয়নি। সে অত্যন্ত গেরিলাদের এগিয়ে নিয়ে গেল-পাঞ্জাবী আর রাজাকারদের ট্রেঞ্চ ও বাংকারগুলো খুব কাছ থেকে দেখিয়ে দিল। ক্রলিং করে গিয়ে পাহারারত রাজাকারকে কিছু করার সুযোগ না দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে অস্ত্র কেড়ে নেয় এগারো বছরের বালকটি। এরপর শুরু হয় গেরিলাদের কাজ।

* দৈনিক বাংলা ২১শে মার্চ ১৯৭২-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত

অন্যান্য গেরিলারা তড়িৎবেগে দলের নেতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়। যে বাংকারে পাঞ্জাবী ছিল সেখানে গ্রেনেড চার্জ করা হয়। বাংকারে তখন তিনজন পাঞ্জাবী ঘুমুচ্ছিল। মাত্র কয়েক সেসেণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে বাংকার ধসে পড়ে। পাশের বাংকার গ্রেনেড চার্জ করে হত্যা করা হয় চারজন রাজাকারকে। নিকটে এক বাড়ীতে দু'জন রাজাকার ও তিনজন দালাল ছিল। তারা পালিয়ে পাঞ্জাবীদের কাছে খবর নিয়ে যাচ্ছিল। হাতের রাইফেল তাদের লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠে। অব্যর্থ লক্ষ। মহুর্তে লুটিয়ে পড়ে পাঁচজন মীরজাফর। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবীরা টের পেয়ে যায়। প্রায় এক কোম্পানী পাঞ্জাবী ও রাজাকার আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। আখক্ষেতে নৌকায় রেখে আসা হয়েছিল দু জনকে; তারা তাদের সাথীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য খানসেনাদের লক্ষ্য করে গোলাগুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। ফলে খানসেনারা হকচকিত হয়ে পড়ে। খানসেনারা ভালভাবে কিছু বুঝতে পারার আগেই গেরিলারা নৌকায় ফিরে শিবিরে ফিরে যায়। কানুপুর অপারেশনে বায়রনের গেরিলা দল একটি এলএমজি; দুটি চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : বগুড়া

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। বগুড়ায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	....	.... ১৯৭১

বগুড়ার ছাত্র জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ

বাংলাদেশের প্রতিরোধ সংগ্রামে বগুড়ার ছাত্রসমাজ সারা দেশের ছাত্রদের মুখ উজ্জল করে তুলেছে। বগুড়ার ছাত্ররা এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের ছাত্র পতাকাকে সবার উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। যারা এই মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবেন তাদের এই সত্যটি অবশ্যই স্বীকৃত দিতে হবে। শুধু কলেজের ছাত্ররাই নয় দলে দলে স্কুলের ছাত্ররাও শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পথ নেমে এসেছে। । যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত এ কাঁচা বয়সের ছেলেরা একমাত্র দেশপ্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে অকুতভোয়ে প্রাণ নিয়েছে; প্রাণ দিয়েছে।

দেশকে মুক্ত করতে হলে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হবে; ছাত্ররা এই সত্যটিকে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। তাই মার্চের প্রথম থেকে তারা পাড়ায় পাড়ায় প্যারেড আর রাইফেল চালানোর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিল। ছোট ছোট ছেলেরাও এই ট্রেনিং- এ অংশ নিত। এই ট্রেনিং-এর মধ্য দিয়ে শুধু হাত নয়, হাতের চেয়েও বড় কথা, তাদের মনটাও সংগ্রামের জন্য দেরী হয়ে উঠছিল। এটা শুধু কথার কথা নয়, তারা কার্যক্ষেত্রে এই কথাটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

সারাটা মাস ধরে মিছিলের পর মিছিল চলেছিল। ছাত্রদের মিছিল' শ্রমিকদের মিছিল; চাকুরেদের মিছিল; সাধারণ মানুষের মিছিল-মিছিলের আর শেষ নেই। বগুড়ার আকাশ বাতাস মিছিলের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে দিয়ে এল ২৫শে মার্চ; সেই অবিস্মরণীয় ২৫শে মার্চ। অবশ্য বগুড়া শহরে এই দিনটিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যেবেলায় ছাত্রদের মিছিল পথে বেরোল; তারই পাশাপাশি লাল ঝান্ডাকে সামনে নিয়ে শ্রমিকদের মিছিল চলে এল। ছাত্র আর শ্রমিকদের শ্লোগানে শ্লোগানে বগুড়া শহরের রাজপথে আর অলি-গলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আসন্ন ঝাড়ের আভাস পেয়ে তাদের মনে আশংকা-মিশ্রিত উত্তেজনা।

খবর এসেছে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। এবার এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঘটনার গতি প্রবাহে এক ভীষন সংগ্রামে অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়বে।

সেই দিন রাত দুটোর সময় খবর এসে পৌছাল; রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল সৈন্য বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট; ওরা ওদের হিংস্র থাবা বিস্তার করে আক্রমণের জন্য ছুটে আসছে্ স্বাধীনতা সংগ্রামকে অংকুরেই চূর্ন করে ফেলবার জন্য ওরা ওদের এই অভিযান শুরু করেছে।

খবরটা দেখতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুমন্ত মানুষ শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। ইতিমধ্যে পথে আওয়াজ উঠেছে- প্রতিরোধ চাই; প্ররোধ। ছাত্র আর শ্রমিকদের মিছিল বেরিয়ে গেছে। তারা সারা শহরের

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' থেকে সংকলিত

পথে পথে ঘুরে প্রতিরোধ সংগ্রামের আওয়াজ তুলেছে। সেই আওয়াজে ঘরের মানুষ ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

শত্রুদের প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ করার মত অস্ত্র কোথায়? ছাত্রেরা দল বেঁধে থানায় গিয়ে সেখান থেকে সমস্ত রাইফেল বের করে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়; শহরে যার যার হাতে যত বন্দুক ছিল; তোর সবাই তাদের হাতে চলে এসেছে। এ অবস্থায় কোন দিকে থেহৈ তারা ভাধা বা আপত্তি পায়নি। সবাই যে যার বন্দুক তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। ছাত্রেরা সেই সমস্ত অস্ত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই ক'দিনে তারা রাইফেল চালানোর ব্যাপারে যে ট্রেনিং পেয়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তা হোক; সংগ্রামে নেমে এসেছে; এখন আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই, তাদের যতটুকু বিদ্যা সেই টুককেই কাজে লাগাতে হবে।

সারা শহরের পথি বহু ব্যারিকেড গড়ে উঠেছে। এই ব্যারিকেড গড়ে তোলার ব্যাপারে শত শত হাত অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। ছাত্র আর শ্রমিকরা সবাইর আগে; সাধারণ মানুষও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। বড় বড় গাছ কেটে শহরের প্রবেশ মুখ-বন্দ করে দেয়া হচ্ছে। কাজের বিরাম নেই। এইভাবে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়ে এল; তখনও কাজ চলছে। হ্যা; সকল দিক দিয়ে ওদের চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিত হবে; ওদের আক্রমণকে অচল করে ফেলতে হবে।

সৈন্যরা মহাস্থানগড় হয়ে বগুড়া শহরের দিকে মার্চ করে চলে আসছিল। ওরা সকালবেলা বগুড়া শহরের সামনে এসে পৌছল। শহরে ঢোকার একমাত্র পথ সুবিলখালের পুল। ওরা সেই পথ দিয়েই চলে এল। ছাত্র আর শ্রমিকরা সেখানে হানাদার শত্রু সৈন্যদের দৃষ্টির আড়ালে পজিশন নিয়ে দাড়িয়েছিল। সৈন্যরা ব্যারিকেড সরিয়ে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছিল। গোপন আশ্রয়ের আড়াল থেকে ছাত্র আর শ্রমিকরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিল। হানাদার সৈন্যরা কালিতলাহাট হয়ে ঝাউতলা রোড ধরে বড়গোলা মোড়ে আসে। এখানে আগে থেকেই অনেক ছত্র পজিশন দাঁড়িয়েছিল। সৈন্যরা এখানে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল গুলিবর্ষনের সম্মুখীন হোল। ফলে এখানে একজন কর্ণেলসহ ১১জন সৈন্য মারা যায়। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে । একই ভাবে পাক সৈন্যরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। বেলা যখন সাড়ে বারোটা তখন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র টিপু শত্রুসৈন্যের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাড়া যায়। দুটি ইউনাইটেড ব্যাংক অফিসের দোতলায় দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। মাত্র পনের বছর তার বয়স। বগুড়া শহরের স্কুলের ছাত্রদের সে ছিল নেতা। সবাই তাকে চিনত জানত; সবাই তাকে ভালবাসত। গত এক মাসের মুক্তি আন্দলোনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসের পরিচয় দিয়ে সে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছিল। বীর কিশোর টির যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল। শুধু সে-ই নয় তারই মত বগুড়ার আরও কয়েকটি বীর সন্তানকে সেদিন এই মুক্তিসংগ্রামে প্রাণ দিতে হয়েছে।

আজাদুর রহমান নামে এক তরুন ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করছিল। শত্রুদের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়ে যায়। আজাদ একটি প্রেস চালাত; তারই সাথে সাথে লেখাপড়াও করত। বগুড়ার মানুষ এই সমস্ত বীর শহীদের কথা ভুলে যেতে পারেনি। আরও একজন শহীদের নাম এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। তার নাম হিরু। এই হিরুও সেদিন তাদের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিল। হিরু কিন্তু একজন বিহারীর সন্তান। বগুড়ার বিহারী কলোনীতে তার জন্ম; সেইখানেই সে বাস করত। তাহলেও জন্মভূমি বাংলাদেশকে সে তার মাতৃভূমি বলে মনোপ্রাণে গ্রহন করে নিয়েছিল এবং এই মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে সে শাহাদৎ বরণ করল। বিহারী কলোনীর মধ্যেই হিরুর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

টিটু, আজাদুর রহমান ও হিরুর মৃত্যুর পর পাক সৈন্যরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে দক্ষিণ দিকে এগুতে থাকে। একদল ঝাউতলার মধ্যে দিয়ে যায়; আর একদল যায় রাজাবাজার দিয়ে। এরা রেল লাইনের কাছে এসে গেলে ছাত্ররা ওদের চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এইভাবে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যরা বেলা দেড়টার

সময় পেছনে হাটতে থাকে। সৈন্যরা তাদের মনের ঝাল মেটাবার জন্য বেশ কিছু লোককে ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তারা ওদের সবাইকে গুলি করে মারে এবং তাদের মৃতদেহ পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এছাড়াও এরা রেল লাইনের কাছে পাচঁজন হোটেলের বয়কে মেরে ফেলেছিল।

তার পরদিন ২৭শে মার্চ তারিখে সৈন্যরা বগুড়ার কটন মিল মহিলা কলেজ; নাইট কলেজ আযিযুল হক সরকারী কলেজের পুরাতন ভবন এবং বেতার ভবন দখল করে সেসব জায়গায় ঘাটি গেড়ে বসল। তারপর তারা মহিলা কলেজ ও রেস্টহাউসের চারতলা বাড়ি থেকে মর্টার শেল রকেট এবং মেশিনগানের সাহায্যে শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে সারাটা দিন কাটল। তার পরদিনও তারা শহরের লোকদের উপর নানাভাবে আক্রমন চালিয়ে যেতে লাগল।

মোঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছাত্রদের সঙ্গে গুলি বিনিময় চলছিল। দুপুর বেলা সৈন্যরা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে লোককে ধরে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে কিছু লোককে মেরে ফেলা হয়। এরা বাকী লোকদের সঙ্গীন উঁচিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে ব্যারিকেড সরিয়ে নেবার কাজে লাগায়। বেলা ৩টার সময় এই সৈন্যরা হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় ম্যাচ ফ্যাক্টরীরর ভেতর থেকে ওদের উপর গুলিবর্ষণ হতে থাকে। সৈন্যরা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুন সঞ্চিত বারুদের গাদায় গিয়ে লাগতেই এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এবং নিকটবর্তী বাড়ীগুলোতে আগুন ধরে যায়।

বেতার ভবনের পেছন দিককার পাড়াটা বৃন্দাবনপাড়া নামে পরিচিত। সৈন্যরা ২৯শে মার্চ তারিখে সেই পাড়ার উপর গিয়ে হামলা করে। সেখান থেকে তারা চাল হাল থেকে শুরু করে মোরগ; খাসি গরু পর্যন্ত লুটপাট করে নিয়ে আসতে থাকে। এরা সেখানে ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে মজা দেখে এবং মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এর ফলে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ছাত্রজনতা এদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমন চালিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধদের মধ্যে কলিমুদ্দীন নামে এক পুলিশ ও একটি চাত্র নিহত হন। এই কুলিমুদ্দীনই সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমন পরিচালনা করছিল।

পরদিন ৩০শে মার্চ তারিখেও এরা আগেকার মতই চারদিকে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। সেদিনও রাত্রিবেলায় তারা রেস্ট হাউসের উপর থেকে মর্টার শেল; বোমা ও রকেট ছুড়ে শহরের নানান জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ফলে কিছূ লোকও মারা য়ায়। কিন্তু ওরা অস্ত্রের দাপটে যতই প্রতাপ দেখাক না কেন; ওদের মনোবল ক্রহে কমে আসছিল। এই ক'টি দিনে ছাত্র ও সাধারন মানুয়ের আক্রমণের ফলে ওদের চল্লিশজন সৈন্য মারা গেছে। এমন যে হতে পারে এটা ওরা ভাবতেই পারেনি। এইভাবে যদি মৃত্যুর হার বেড়ে চলতে থাকে; তবে আর কিছু দিনের মধ্যেই সম্পূর্নভাবে বিনাশ হয়ে যেতে হবে। ওদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হচ্ছিল বুঝতে পারছিল যে তারা ওদের সঙ্গে উঠতে পারছে না। তাই শেষ পর্যন্ত ওরা শহর থেকে পাত্তা গুটিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল। তার পরদিনেই ওরা চোরের মত চুপিচুপি শহর ছেড়ে চলে গিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাত্রা করল। ওরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল তার চারদিকের গ্রামগুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল।

এই পলাতকের দল যখন কাটাখালিতে পৌছাল তখন স্থানীয় ছাত্ররা ওদের পথরোধ করার জন্য কাটাখালি পুলটাকে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওদের ভাগ্য ভাল সময়ের অভাবে ছাত্রেরা একটুর জন্য তাদের কাজটাকে শেষ করতে পারেনি।

সৈন্যরা কাটাখালি থেকে মানে মানে প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারল বটে; কিন্তু আরও কিছুদূর এগোবার পর ওদের বাধা পেয়ে থমকে দাড়াঁতে হোল। জায়গাটার নাম গোবিন্দগঞ্জ। এখানে বহু স্থানের ছাত্র আক্রমণমুখী হয়ে ওদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কি দুঃসাহসী এই ছাত্রের দল। আগ্নেয়াস্ত্র বলতে অতি সামান্যই ওদের

কাছে ছিল। আর যা ছিল তা হচেছ লাঠি-সোটা বর্শা বল্লম এই সমস্ত হাতিয়ার। তাই নিয়ে ওরা মেশিনগানের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল। এই সংঘর্ষে অনেক ছাত্র হতাহত হোল। কিন্তু সৈন্যরাও অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে পারেনি। ওদের মধ্যে সাতজন ছাত্রদের হাতে ধরা পড়ল। বাকী সবাই প্রাণ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

এদিকে বগুড়া মিলিটারী ক্যাম্পে আর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে চলেছিল। ক্যাম্পটা বগুড়া শহর থেকে আট মাইল দূরে। ক্যাম্পে সৈন্যদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল বাঙ্গালী। কিন্তু অফিসাররা সবাই পাঞ্জাবী; অফিসাররা বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে রেখেছিল। আর তাদের মধ্যে যারা তাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল; তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্যাম্পের বিতরে ঘটলেও এই খবর চাপা রইল না, দেখতে দেখতে সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে ছাত্ররা দলে দলে ছুটে এল। শুধু শহরের ছাত্ররা যে এল তাই নয়, চারদিককার গ্রামাঞ্চলের বহু ছাত্র এসে সেখানে জমল।

ক্যাম্পের ভিতরে অবরুদ্ধ বাঙ্গালী সৈন্যদের এই দুর্দশার কথা জানতে পেরে গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। ক্যাম্পে পাঞ্জাবী অফিসারদের খতম করে দেয়ার জন্য তারাও এসে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিল। খালি হাতে আসেনি কেউ; যে যার হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কৌতূহলী দর্শক নয় তারা; জীবন পণ করে লড়াই করতে এসেছে। শেরপুর; নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হতে হাজার হাজার লোক এসে ক্যাম্পটাকে ঘেরাও করে ফেলল।

লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২০ হাজার উঠে পড়ল। পর পর ক'দিন তারা এই অবরোধ চালিয়ে গেল। ছাত্ররা অফিসারদের আত্মসমর্পণ করার জন্য আহবান জানাল। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তারা ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ভরসা করে শক্ত হয়ে বসে রইল। ইতিমধ্যে এই খবর ঢাকায় গিয়ে পৌছেছে ঢাকা থেকে উড়ে এল বোমারু বিমান জনতাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মানুষ ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার চাপে অফিসারদের বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হোল। পরে এই অফিসারদের বগুড়ার রেলগেটে এনে গুলি করে মারা হয়।

সশস্ত্র প্রতিরোধ বগুড়া

সাক্ষাৎকার: গাজীউল হক

২১-০৮-৮৩

১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে তিনটা। এমদাদুল হক নামে এক তরুন এসে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। এক্ষুনি থানায় যেতে হবে; জরুরী খবর আছে। খবর এসেছে পাকসেনা বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। দু'মিনিটে তৈরি হয়ে নিলাম। চিন্তা ভাবনার ফুরসৎ নেই। ছুটতে হলো ডাঃ জাহিদুর রহমান (এমপি) তাঁর বাড়িতে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাকতেই নেমে এলেন। তাকে নিয়েই ছুটতে ছুটতে থানায় হাজির হলাম।

আধো আলো আধো অন্ধকার বগুড়া কোতাওয়ালী থানার আঙ্গিনায় ২০/২৫ জন লোক দাড়িয়ে। সামনে এগিয়ে এলেন মকবুল সাহেব (ইন্টেলিজেন্স ব্যাঞ্চের অফিসার) তিনি জানালেন অয়ারলেসে খবর এসেছে পাকসেনারা রাজারবাগ এবং পীলখানা আক্রমন করেছে। রাজারবাগ এবং পীলখানায় প্রতিরোধ চলছে। এদিকে রংপুর থেকে পাকিস্তানী সৈন্য বগুড়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলাম না। কোন রাজনৈতিক দলের নেতাও নই। সুতরাং এ অবস্থায় আমার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করছিলাম। ডাঃ জাহিদুর

রহমানের অবস্থাও আমার চাইতে বিশেষ সুবিধেয় নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি সম্পূর্ন নতুন। ৭০ সালেই নির্বাচনের আগে সক্রিয় রাজনীতেতে এসছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবুও কর্তব্য সমন্ধে যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন; বললেন; এখন সকলকে ডেকে সিদ্ধান্ত নেবার সময় নেই। প্রতিটি মুহুর্তই মূল্যবান। সুতরাং আপনাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। ''মকবুল সাহেব; অফিসার ইন-চার্য নিজামউদ্দিন সাহেব এবং থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীগণেরও একই মত। সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললাম। হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ''অল রাইট; আই এসিউম দি কমাণ্ড। উই শ্যাল রেসিস্ট দি পাকিস্তানী আর্মি।''

কিছুক্ষনের জন্য আলোচনা হলো বগুড়া থেকে আট মাইল দক্ষিণে আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট উত্তরে। মকবুল সাহেব বললেন; আড়িয়াতে পাকসেনার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সুতরাং তারা হঠাৎ কিছু করবে না। তাছাড়া; অয়ারলেসে খবর এসেছে রংপুর থেকে পাক আর্মি আসছে। মনে পড়লো ২৫শে মার্চের সন্ধ্যার সময় ছত্রলীগের সামাদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের রেজাউর রহমান ডিংগুর নেতৃত্বে বগুড়া আড়িয়া সড়কের মাঝখানে কটকির সংকীর্ণ পুলের উপর গাছ কেটে ফেলে এবং ইটের স্তূপ সাজিয়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং শহরের উত্তরে বগুড়া-রংপুর সড়কের ব্যারিকেড দিতে হবে। ব্যারিকেড বাধা পেলে হয়তো রাতে তারা আর এগুবে না। শহরবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অন্ততঃ সকাল পর্যন্ত সময় চাই। (আমাদের চিন্তায় ভূল ছিলো না সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে মাটিডালীতে ব্যারিকেড দেখে পাকিস্তানী সেনারা রাতে শহরে ঢুকতে সাহস করেনি)।

দারোগা নিজামউদ্দিন এবং নুরউল ইসলাম তিনজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে রাইফেল হাতে নির্দেশমত আজাদ গেস্ট হউসের ছাদে ঘাটি গাড়লেন। পাকিস্তানী সেনা রেললাইন পার না হওয়া পর্যন্ত তারা আক্রমণ চালাবেন না এই নির্দেশ তাদের দেয়া হলো পুলিশ ফোর্সের অন্যান্যদের অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ লাইনে পাঠিয়ে দিলাম। মকবুল সাহেব চলে গেলেন অয়ারলেসে আর কোথাও যোগাযোগ করা যায় কিনা সে চেষ্টা চালাতে।

থানা থেকে বেরোতেই দেখি থানার গেটে ২০/২৫ জন ছাত্র-যুবক জমায়েত হয়েছে। খবর তারাও পেয়েছে। তাদের নিয়ে ডাঃ জাহিদুর রহমান এবং আমি ছুটলাম উত্তর দিকে। যত দ্রুত সম্ভব মাটিডালী পৌছতে হবে। ব্যারিকেড দিয়ে প্রথম বাধার সৃষ্টি করতে হবে। শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শ্লোগান উঠলো জাগো জাগো বীর বাঙ্গলী জাগো জয় বাংলা; বীর বাঙ্গালী হাতিয়ার ধরো; পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করো।

ছুটছি, রীতিমতো দৌড়াচ্ছি। পাকিস্তানী সেনারা যে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে সে রাস্তা দিয়ে ছুটছি। পাগলের মতো চীৎকার করছি সবই ঘুম থেকে জেগে উঠুন। পাকিস্তানী সেনারা আসছে। যাদের বন্দুক আছে, তারা বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসুন। পাকিস্তানী সেনাদের ঠেকাতে হবে।'

মাটিডালী এসে পৌছলাম। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। শ্লোগান দিতেই মুস্তাফিজুর (বাবু) সহ অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে এলো। ব্যারিকেড দেবার কথা বলতেই ১৫/২০খানা কুড়াল নিয়ে গাছ কাটা শরু হয়ে গেলো। রাস্তার দুপাশের লোকজনদের বাড়ী ছেড়ে সরে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো (পাক সেনারা ব্যারিকেড দেখে ওখানকার অনেক বাড়ীই পুড়িয়ে দিয়েছিলো)। একট বিরাট গাছ রাস্তা জুড়ে পড়ার পর আবার ছুটলাম শহরের দিকে। মাটিডালিতে তখন আরো গাছ কাটা এবং ব্যারিকেড রচনার কাজ চলছে।

২৬শে মার্চের ভোর। পূর্ব আকাশে সূর্য মাত্র উকি দিয়েছে। ডাঃ জাহিদুর রহমানের বাড়ীতে সামনে রাস্তায় মাহমুদ হাসান খান একা দাঁড়িয়ে আছেন। মাহমুদ হাসান খান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আর সবাই কোথায়? জিজ্ঞেস করতে ঘাড় নেড়ে জানালেন; জানেন না শুধু বললেন হাবিবুর রহমান (এমপি) আত্মসমর্পন করার পক্ষপাতী। (পরবর্তীকালে হাবিবুর রহমান পাক সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাদের সহযোগিতা করেছিলেন)।

'না তা চলবে না।' ডঃ জাহিদুর রহমান রীতিমতো ক্রুদ্ধ। মামুদুল হাসান খানকে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাঠিয়ে ডাঃ জাতিদুর রহমানসহ দু'খানা সাইকেলে ছুটলাম পুলিশ লইনের দিকে। পথে দেখা করলাম জেলা প্রশাসক খানে আলম খান সাহেবের সঙ্গে; দেখলাম ভীষণ উদ্বিগ্ন। বললেন সম্মুখযুদ্ধে ওদের সাথে পারবেন না। গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন। আপনদের সাফল্য কামনা করি।

এরপর পুলিশ লাইন। পুলিশ লাইনের মকবুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। জানালেন অয়ারলেসে কুষ্টিয়া ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। কুষ্টিয়ার শেষ খবর হানাদার বাহিনী কুষ্টিয়া আক্রমণ করেছে। এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

রিজার্ভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পুলিশ লাইনে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। স্থির হলো ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পুলিশ লাইনে তারা প্রস্তুত থাকবেন। সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স।

শহরে যখন ফিরে আসি তখন সকাল সাতটা। রাস্তায় লোক নেমে পড়েছে। কিন্তু অস্ত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। একনলা , দোনলা বন্দুক এবং টু-টু রোব রাইফেলসহ মাত্র আটাশটি। শুধু আজাদ গেস্ট হাউসের ছাদে দারোগা নিজামউদ্দীন এবং তার সঙ্গীর কাছে পাঁচটি ৩০৩ রাইফেল। যে দুরন্ত সাতাশটি ছেলে আমার সঙ্গে ২৬শে মার্চের ভোরে অকুতোভয়ে হানাদার বর্বর পাক বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিলো; তাদের সকলের ভাল নাম হলো; (১) এনামুল হক তপন (২) আব্দুল জলিল (৩) এমদাদুল হক তরুন (৪)নূরুল আনোয়ার বাদশা; (৫) শহীদ টিটু; (৬) শহীদ টিটলু; (৭) শহীদ মোস্তাফিজ (ছনু);(৮) শহীদ আজাদ; (৯) শহীদ তারেক (১০) শহীদ খোকন পাইকাড়;(১১) সালাম (স্বাধীনতার পরে আততায়ীর হাতে নিহত);(১২) বখতিয়ার হোসেন বখতু (আর্ট কলেজের ছাত্র);(১৩) খাজা সামিয়াল (১৪) মমতাজ (বর্তমানে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক); (১৫) রাজিউল্লা (১৬) টি এম মূসা (পেস্তা) (১৭) নান্না (১৮) সৈয়দ সোহরাব; (১৯) শহীদ বকুল (২০) বুবলা (২১) জাকারিয়া তালুকদার (২২) মাহতাব (২৩) টাটরু (২৪) বুলু (২৫) বেলাল (২৬)এ কে এম রেজাউল হক (রাজু); (২৭) ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ।

কালীতলা থেকে রেল লাইনের দু'নম্বর ঘুমটি পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে দেয়ালের আড়ালে ছোট ছোট দলে ভাগ করে এদের দাঁড়াবার নির্দেশ দিলাম। কিন্তু এই নির্দেশ ভেঙ্গে টিটু, হিটলু এবং মুস্তাফিজ বড়গোলায় ইউনাইটেড ব্যাংক (বর্তমানে জনতা ব্যাংক)-এর ছাদে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরোধ করে এবং সেখানেই তারা শহীদ হন। তপন, সামিয়াল এবং বখতু ও জলিলসহ চারজনের একটি দল কলীতলার মুখে প্রথম প্রতিরোধের জন্য ঘাটি গাড়লো। প্রত্যেককে নির্দেশ দিলাম গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করে এক আড়াল থেকে সরে যেতে হবে অন্য আড়ালে। যুদ্ধ চলাকালীন যোগাযোগ রক্ষা; সংবাদ আদান-প্রদান এবং নির্দেশ পৌছানোর দায়িত্ব নিলো একরামুল হক স্বপন, মঞ্জু (শহীদ আজাদের ভাই), ছাত্র লীগের সামাদ, বিলু (মরহুম আকরব হোসেন আকন্দ সাহেবের ছেলে), সৈয়দ কেরামত আলী গোরা (পরবর্তী কালে পাক সেনাদের হাতে নিহত হন) এবং আবু সুফিয়ান (পরবর্তিকালে পাক সেনাদের হাতে শাহাদাত বরন করেন) সত্যি বলতে কি আমার নিজেকে একজন সেনাপতি সেনাপতি মনে হচ্ছিলো। আমার সেই নির্বোধ সেনাপতির ভুমিকার কথা মনে হলে এখন হাসি পায়।

২৬শে মার্চের সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পাক সেনা সুবিল পার হয়ে বগুড়া শহরে ঢুকলো। সুবিল পার হবার আগে মাটিডালি; বৃন্দাবনপাড়া এবং ফুলবাড়ী গ্রামের কিছু কিছু বাড়ী তারা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। শহরে ঢুকবার পর পাক সেনাদল রাস্তার দু'পাশ দিয়ে দুটো লাইনে এগুতে শুরু করে। সুবিল (করতোয়ার একটি খাল) পার হবার পর কোন প্রতিরোধ না পেয়ে বেশ নিশ্চিন্তেই তারা এগুচ্ছিলো। রাস্তা জনশূন্য; কোন বাধা নেই। কিন্তু কালীতলাহাট পার হবার পরপরই দেয়ালের আড়াল থেকে তপনের হাতের বন্দুক আচমকা আগুন ঝরালো। অব্যর্থ নিশানা। লুটিয়ে পড়লো একজন পাকসৈন্য। তপনই বগুড়ার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা যার অস্ত্র বগুড়ার মাটিতে প্রথম পাক সেনার রক্ত ঝরালো। গুলি করেই তপন এবং তার সঙ্গীরা স্থান ত্যাগ করে আর এক

দেয়ালের আড়ালে চলে যায়। হঠাৎ আঘাত পেয়ে বিচলিত পাক সেনা এলোপাতাড়ি গুলী চালাতে চালাতে এগিয়ে চলে। জামিলের বাড়ি পার হতেই আবার রাস্তার দু'পাশে দেয়ালের আড়াল থেকে পাকসেনাদের লক্ষ্য করে নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো। এখানে দ'জন পাকসেনা গুরুতর জখম হয়। কিন্তু বগগোলা পার হবার পর প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলো পাকসেনা। ঝাউতলা বোম্বে সাইকেল স্টোরের পাশ থেকে গুলী করে সরে যাবার সময় গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো আজাদ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র হাতে বগুড়ার মাটিতে আজাদই প্রথম শহীদ। উক্ত পাকসেনা রাস্তার পাশের ছোট চায়ের দোকানের ঝাপ তুলে দুটো কিশোর কর্মচারীকে গুলী করে মারলো।

পাকসেনারা রেল লাইনের দু'নম্বর ঘুমটির কাছে আজাদ রেষ্ট হাউসের ছাদ থেকে দারোগা নিজামউদ্দীন, দারোগা নুরুল ইসলাম এবং তাদের সহযোগীদের ৩০৩ রাইফেল গর্জে উঠলো। সম্মুখ দিক এবং দু' পাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে হানাদার সৈন্যরা থমকে দাঁড়ালো। কিছুটা পিছু হটে এলো তারা। এমনি সময়ে বড়গোলার ইউনাইটেট ব্যাঙ্কের ছাদের ওপর থেকে তিনটি বন্দুক গর্জে উঠলো। উৎসাহের বলে নির্দেশ অমান্য করে সকলের অজান্তে ব্যাঙ্কের ছাদে পজিশন নিয়েছিলো টিটু, হিটলূ এবং মুস্তাফিজ(ছনু)। দু'জন পাকসেনা জখম হলো। পেছন দিকে থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হানাদার সেনাদল বিচলিত হয়ে পড়ে। পিছু হটে দ্রুত তারা ব্যাঙ্ক ভরনটি ঘিরে ফেলে। টিটু, হিটলূ এবং ছনু সরে যাবার সুযোগ পেল না। শহীদ হলো বগুড়ার আর তিনটি দামাল ছেলে। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বর্বরহানাদার সেনারা দ্রুত পিছু হটে শহর ছেড়ে গেলো। সুবিলের উত্তর পাড়ে পূর্ব বিভাগের ডাকবাংলা এবং মহিলা কলেজে অবস্থান নিলো তারা।

রাস্তায় বের হয়ে এলো বগুড়া শহরের লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিনে আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিয়েছে। সেজন্যে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত। কিন্তু তার সঙ্গে মিলে আছে জয়ের আনন্দ, এক অভূতপূর্ব আশ্বাদ। বর্বর হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেছি আমরা। তাদের হটিয়ে দিয়েছি, জয়ী হয়েছি।

২৬শে মার্চেরই অপরাহ্ণে একরামুল হক স্বপন; ফজলার রহমান (ফুলবাড়ী) এবং চন্দন এসে খবর দিলো যে তারা একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন যোগাড় করেছে। সুতরাং বুলেটিন সাইকক্লোস্টাইল করে বিলি করা যায়। বুলেটিনের খসড়া দিলাম। এক পাতার বুলেটিন সন্ধ্যের সময় শহরে ছাড়ানো হলো। হেডলাইন ছিলো "প্রথম দিনের যুদ্ধে বগুড়াবাসীর জয়লাভঃ পাঁচজন পাকসেনা নিহত"। এরপর ছিলো এক সর্বাত্মক যুদ্ধের আহবান। সবশেষে ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নির্দেশ। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মাটিডালিতে যখন ব্যারিকেড দিয়ে ফিরে আসিছিলাম তখন দত্তবাড়ীর সম্মুখে অয়ারলেস অফিসের একজন লোক ডাঃ জাহিদুর রহমানের হাতে একটা কাগজ দিয়ে যায়। মেসেজটি রাতে পেয়েছিলো বলে জানায়। লাল কালিতে লেখা। যতদূর মনে হয় বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়াবেঃ "এটি আমার নির্দেশ । আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শত্রুসৈন্য আমাদের আক্রমন করেছে। বাংলার মানুষ তোমরা যে যেখানে আছ; যার হাতে যে অস্ত্র আছে তাই নিয়ে রুখে দাড়াও। হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় না পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে"। এই নির্দেশটিও বুলেটিনে জুড়ে দিয়েছিলাম। বুলেটিন অবশ্য আমাদের তরফের ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করিনি। কারন ভেবেছিলাম তাতে সাধারণ মানুষ ভয় পেতে পারে । এর পর থেকে প্রতিদিন আমরা বুলেটিন বের করতাম। এমন কি প্রচুর গোলাবৃষ্টির মধ্যেও স্বপন ডিকটেশন নিত। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুলেটিন সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপা হয়ে শহরে ছড়ানো হতো। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন বুলেটিন বের হতো। বুলেটিনের বিশেষ দায়িত্ব ছিলো একরামুল হক স্বপন; চন্দন ধলু এবং সৈয়দ কেরামত (গোড়া)-এর ওপর।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় বাদুড়তলার একটি বাড়ীতে যুদ্ধ পরামর্শ সভা বসলো। আলোচনা শেষে জনাব মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে পাঁচ সদস্যের একটি হাই কমাণ্ড করা হলোঃ

(১) গাজীউল হক (অদলীয়); সর্বাধিনায়ক; (যুদ্ধের দায়িত্ব)
(২) ডাঃ জাহিদুর রহমান (আওয়ামী লীগ) (খাদ্য এবং চিকিৎসার দায়িত্ব)
(৩) জনাব মাহমুদ হাসান খান (আওয়ামী লীগ) প্রশাসন
(৪) জনাব মোখলেসুর রহমান (মোজাফফর ন্যাপ); যোগাযোগ
(৫) জনাব আব্দুল লতিফ (কম্যুনিস্ট পার্টি) প্রচার। ২৬শে মার্চ রাতেই আমরা সুবিলের দক্ষিণ পাড়ে ঘাটি স্থাপন করলাম।

২৭শে মার্চ সকাল আটটা। সুবিলের উত্তর পাড় থেকে পাকসেনারা গুলীবর্ষণ শুরু করে। পাল্টা জবাব দেয় আমাদের ছেলেরা। এই দিন ঝন্টু; মাহমুদ; ডঃ টি; আহমদের ছেলে মাসুদ; গোলাম রসুল; বিহারীর ছেলে (নামটি মনে নেই); রশীদ খানের ছেলে গুলার; রেডিও; রফিকুল ইসলাম লাল; শহীদ আবু সুফিয়ান রানা এবং আরো অনেকে যুদ্ধে অংশ্রগ্রহন করে। সকাল সাড়ে আটটার দিকে ডঃ জাহিদুর রহমান পুলিশ লাইন থেকে বাহিনীর ৬০ জনের এক দলকে নিয়ে এলেন। ৩০৩ রাইফেল হাতে আমাদের ছেলেদের পাশাপাশি তারাও অবস্থান নিলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি হলো। গোলাবৃষ্টির মধ্যেই হানাদার বাহিনী সড়ক ধরে এগিয়ে এসে শহরের উত্তর প্রান্তে কটন মিল দখল করলো। (তখন বগুড়া শহরের উত্তর সীমার প্রান্তে ছিল কটন মিল)। পুলিশ এবং আমাদের ছেলেদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে শহরের ভিতরে বেশী এগিয়ে আসতে পারলো না হানাদার । এদিনের যুদ্ধে পাকসেনারা ভারী মেশীনগান ব্যবহার করে এবং মর্টারের গোলাবর্ষন করে। বিকেল তিনটার মর্টারের গোলার আঘাতে শহীদ হলো তারেক; দশম শ্রেণীর ছাত্র। মৃত্যুর সময়েও তার হাতে ধরা ছিলো একটি একনলা বন্দুক। তারেকের রক্তে ভিজে গিয়েছিলো আমার বুক। মনে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধড়ে অঝোরে কেঁদেছিলাম।

২৭শে মার্চ বিকেলে বাদুড়তলায় একটি খাদ্য ক্যাম্প বসানো হলো এবং তার সঙ্গে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হলো। খাদ্য ক্যাম্পের দায়িত্ব নিলেন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জনাব আমজাদ হোসেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য মোশারফ হোসেন মণ্ডল; বাদুড়তলার আবু মিয়া, আবেদ আলী; মজিবর রহমান এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। এরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শহীদ ডাঃ কছিরউদ্দীন তালুকদার সাহেব । তিনি এক সময়ে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ঐ সময়ে বৃদ্ধ বয়সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে যেভাবে তিনি এগিয়ে আসেন একজন চিকিৎসক হিসাবে তা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনযোগ্য। তাঁর বাড়িটিও আমাদের শেলটার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাক সেনা বাহিনীর হাতে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বগুড়ায় প্রয়াত প্রবীণতম মুসলিম লীগ নেতা ডাঃ হাবিবুর রহমানও সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। ২৭শে মার্চ রাতে খবর পলাম একজন মেজর জিয়াউর রহমান চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করছেন।

২৮শে মার্চের সকাল। কটন মিলের গেস্ট হাউসের ছাদে পাকসেনারা মেশিনগান বসিয়েছে। তখনো গোলাগুলি শরু হয়নি। মেশিনগানের পাশে দু জন পাকসেনা দাঁড়িয়ে। একজন পাকসেনা ছাদের রেলিং এ ভর দিয়ে কি যেন দেখছে। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে দুরন্ত ছেলে তপন রাইফেল তুললো। অব্যর্থ লক্ষ্য। ছাদের ওপর থেকে পাকসেনাটি ছিটকে পড়লো মাটিতে। পিছু হটে তপন লাফিয়ে পড়লো রাস্তার পাশের নর্দমায়। নর্দমার দেয়াল ঘেষেঁ সরে এলো আড়ালে।

শুরু হলো এলোপাতাড়ি গোলাবৃষ্টি। ২৮শে মার্চে মুক্তিসেনারাও দলে বারী। মিন্টু, ডিউক লিয়াকত (পরে রাজাকার হয়ে য়ায়), আব্দুর রহমান, মামুন (হক সাহেবের কম্যুনিষ্ট পার্টির), হারুন (ব্যাঙ্ক অফিসার), ধুলু বজলু, মুকুল, সাত্তার রশীদ (রশীদ গুন্ডা নামে খ্যাত ছিলো) এবং গ্রাম থেকে প্রায় শ'খানেক বন্দুকসহ এসে যোগ দিয়েছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্বেও ভারী মেশিনগানের গুলী এবং মর্টারের গোলাবর্ষণের আড়াল নিয়ে বেলা সাড়ে তিনটার পর পাকসেনারা ক্রল করে শহরে ঢুকতে শুরু করলো। প্রচণ্ড প্রতিরোধের মধ্যেও তা এগিয়ে চললো। বেচলা ডোবার একটু পর পাকসেনারা রেল লাইন পার হয়ে থানার মোড়ে পৌছালে। হতাশ হয়ে গেলাম এবার বগুড়ার পতন নিশ্চিতপ্রায়। জলিল বিড়ি ফ্যাক্টরীর পিছনে একটি ছোট বাড়ীতে ছাত্রলীগের সামাদ, মাসুদ, সৈয়দ কেরামত আলী গোরা আমরা কয়েকজন জড়ো হয়েছি। মাসুদকে দেখে একটি ঘটনা মনে হয়ে গেলো। ২০শে মার্চের রাতে মাসুদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান পটল আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো স্টেডিয়ামের কাছে তাদের তৈরী বোমার কার্যকারিতা দেখাবার জন্যে। দুটি বোমা ফাটানো হলো। সে কি বিকট আওয়াজ। কিন্তু হতাশ হলো সবাই দেয়ালে একটুও চিড় পর্যন্ত ধরেনি ধ্বনি ধ্বনিসর্বস্ব বোমা।

ঘটনা মনে আসতেই মাসুদের কাছে জানতে চাইলাম সেই বোমা আছে কিনা। সামাদ জানালো ২৩টি বোমা আছে। সামাদ এবং মাসুদ ছুটলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতবোমা দুটো নিয়ে এসে হাজির। বললাম যেমন করেই হোক দত্তবাড়ীর উত্তরে যে কোন জায়গায় রাস্তার ওপর এই বোমা দুটো ফাটাতে হবে। এবং কিছু মুক্তি সেনা কাছাকাছি জায়গায় ফাকা গুলী ছুড়বে এবং সরে পড়বে।

শেখ ইনসান হাজী সাহেবের বাড়ীর উত্তর ধারে বোমা দুটি ফাটানো হলো। সে কী বিকট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে এলাপাতাড়ি, কিছু একনলা দু'নলা বন্দুকের গুলীর আওয়াজ্ পেছন থেকে আক্রান্ত হয়েছে ভেবে সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে হানাদার সেনারা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত পিছু হটে কটন মিলের গেস্ট হাউসে এবং সুবিলের উত্তর পাড়ের ঘাটিতে ফিরে গেলো। সেদিনের মতো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক অনাড়ি মূর্খ সেনাপতির রণকৌশলে বগুড়া শহর সেদিন পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো।

২৮শে মার্চ রাতে সুবেদার আকবরে নেতৃত্বে ৩৯ জন ই;পি;আর এর একটি দল বগুড়া পৌছায়। অস্ত্র বলতে তাদের রাইফেল; কয়েকটি গ্রেনেড এবং তিনটি এল;এম;জি। বিনা খবরে ওরা পৌছায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হই। পুলিশ লাইনে ওদের নিরস্ত্র করে নওগাঁয় মেজর নজমুল হকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। তিনি ই,পি,আরদের কাজে লাগাতে বললেন এবং ৩০শে মার্চ নিজে বগুড়া আসবেন বলে জানালেন।

২৯শে মার্চ। সকাল বেলায় বিস্ময়ে দেখলাম রাতে অন্ধকারে হানাদার পাক সেনা কটনমিলের গেস্ট হাউস ছেড়ে সুবিলের উত্তর পাড়ের ঘাটিতে ফিরে গেছে। নিশ্চই গুপ্তচর মারফত তারা ই,পি,আরদের পৌছানোর খবর পায়। সকাল ৯টায় সুবেদার আকবার এবং মাসুদ রেকীকরতে বের হলে। বেলা ১১টায় ইপিআর-এর কয়েকজন একটি এল,এম,জি পাকসেনাদের দিকেমুখ করে কটন মিলের ছাদে বসালেন। বেলা আনুমানিক বারোটার সময় পাক সেনারা বৃন্দাবনপাড়া প্রাইমারী স্কুলের ঘাঁটি থেকে মর্টারের আক্রমন শরু করে। এইবার আমাদের তরফ থেকেও তিনটি এল,এম,জির মুখ দিয়ে পাল্টা জবাব গেলো, সন্ধ্যার সময়ে দুপক্ষের গোলাগুলি বন্ধ হয়। করিম হাওলাদার নামে একজন পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

৩০শে মার্চ। বেলা ৯টায় জেলা প্রশাসক খানে আলম সাহেব খবর পাঠালেন মেজর নজমুল হক এসেছেন। দেখা হলো মেজর নজমুল হকের সঙ্গে। মাঝারি গড়নের শ্যামল রঙের একহারা চেহারা। সর্বাঙ্গ একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। সংক্ষেপে তার কাগজে সব রিপোর্ট করলাম। শেষে বললাম 'যুদ্ধ করা আমার কাজ নয়। আমি যুদ্ধের কৌশল জানিনে। আজি এসেছেন। এখন দায়িত্ব আপনার'।

মেজর নজমুল মৃদুস্বরে বললেন, ‘‘দায়িত্ব আমাদের সকলের। পলিটিক্যাল হাই কম্যান্ডের নিযুক্ত সর্বাধিনায়ক হিসেবে আপনিই কাজ করবেন। আমি আপনার সাহায্যের জন্য রইলাম।’’

অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো এই মানুষটিকে। নিরহঙ্কার। কোন দিন ভুলতে পারবো না স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অতুলনীয় সাহস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্বল অধ্যায়।

৩০শে মার্চ বেলা দশটায় পাকসেনারা মর্টারের প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুক্তি সেনারাও পাল্টা জবাব দেয়। বেলা ১টা নাগাদ হঠাৎ পাক সেনারা গোলা বর্ষণ বন্ধ করে।

বেলা আড়াইটায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী জিন্নাহর বাসায়(নিলিন্দার গ্রামে) হাই কমান্ডের বৈঠক। বৈঠকে আলোচনা শুরু হয়েছে। হঠাৎ উড়োজাহাজের আওয়াজ পাওয়া গেলো। জিন্নাহ এসে খবর দিলো বেশ নীচু দিয়ে দুটো উড়োজাহাজ ছুটে আসছে। একটু পরেই মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ এবং তার পর পরই বোমা বর্ষণ শুরু হলো। সবাই বিচলিত হয়ে পড়লাম।

বোমাবর্ষণ বন্ধহবার পর ঘুরে দেখলাম বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোন লক্ষ্যেই আঘাত করতে পারেনি। মুক্তিসেনাদের মনোবল আরো চাঙ্গা হয়ে গেছে। মেজর নজমুল হক সার্কিট হাউসে কন্ট্রোল রুম বসালেন। সন্ধ্যায় শহীদ খোকন পাইকাড় এবং সালাম একটা খাকী ফুলপ্যান্ট এবং খাকী শার্ট তৈরি করে এনে দিলো। তাদের জেদে পরতে হলো তাই। ষোলকলা পূর্ণ হলো যখন তপন এসে একটা রিভলবার ঝুলিয়ে দিলো কোমরে। হাসি পাচ্ছিল। সর্বাধিনায়ক, সেনাপতি, জেনারেল-এ জেনারেল অব ড্রিমল্যান্ড।

৩১শে মার্চ। দিনের বেলা দু’পক্ষই নীরব। খবর এলো ক্যাপ্টেন আনোয়ার এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে এবং ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছেন। ৩১শে মার্চ রাতে অসীম সাহসী সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনারা মহিলা কলেজের ঘাটিতে গ্রেনেড চার্জ করলো। পেট্রোলের ড্রামে আগুন ধরিয়ে গড়িয়ে দেয়া হলো পাক সেনাদের ঘাঁটির দিকে। পাক সেনাদের ঘাঁটি থেকে লক্ষ্যবিহীন গুলীর শব্দ শোনা গেলো। তারপর অন্ধকারে মোটর কনভয়ের শব্দ। কিন্তু বোঝা গেলো না । ভোরে দেখা গেলো পাক সেনা বগুড়া ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে রংপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে গেছে।

১লা এপ্রিল। সকালেই সারা শহর রাষ্ট্র হয়ে গেলো হানাদার বাহিনী পালিয়েছে । সারা শহরে আনন্দের ঢেউ। হরিগাড়ীর গোপন আড্ডা থেকে সার্কিট হাউস কন্ট্রোলরুমে এসেছি। সুবেদার আকবর এসে দাঁড়ালেন। স্যার আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবো, অনুমতি চাই। কিছু জানি না বুঝি না । মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, ‘চলুন’ ।

৩৯জন ইপিআর, ৫০জন পুলিশ বাহিনীর লোক এবং ২০ জন মুক্তিসেনা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম- এই তিন দিক থেকে ঘেরাও করা হলো। দু’পক্ষ থেকে গুলীবৃষ্টি চলছে । এরই মধ্যে বিমান আক্রমণ শুরু হলো। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে গ্রামের হাজার হাজার লোক টিনের ক্যানেস্তারা পেটাতে শুরু করলো। বোমাবর্ষণ বন্ধ হবার পর আবার কিছুটা এগুলাম। কিন্তু পাক সেনারা অবিরাম গুলী চালিয়ে যেতে লাগলো। অবশ্য তাদের সুবিধে ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে আমাদের একটা ফাঁকা মাঠ পাড়ি দিতে হয়। সেদিন ছিলো দক্ষিণের জোর হাওয়া। গ্রামের লোকদের অনুরোধ জানানো হলো তারা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ দিক থেকে মরিচের গুঁড়ো ছাড়তে পারে কিনা। ব্যস আর বলতে হলো না। কোথা থেকে এত মরিছের গুঁড়ো ভেসে এলো তা বলা কঠিন। ক্যান্টনমেন্ট-এর ৫০০গজ উত্তরে আমাদের চোখমুখ জ্বলতে লাগলো। বেলা তখন আড়াইটা। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট সাদা পতাকা উড়লো। আনন্দের আতিশয্যে রাইফেল হাতে লাফিয়ে অসীম সাহসী যোদ্ধা মাসুদ। আর তৎক্ষনাৎ শত্রুর নিক্ষিপ্ত শেষ বুলেটটি তাকে বিদ্ধ

করলো। শহীদ হলো নির্ভীক সেনা, বগুড়ার এক বীর সেনানী। যুদ্ধে জয় হলো। পাকিস্তানী সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। বন্দী সেনাদের এবং আটান্ন ট্রাক ভর্তি এম্যুনিশন নিয়ে ফিরলাম। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছিলে না। মাসুদকে হারিয়ে এলাম চিরদিনের জন্যে। সেদিনই ঘোষণা করেছিলাম আড়িয়ার নাম হবে ‘মাসুদনগর’। রাতে ২১ টি গান স্যালুটের মাঝে মাসুদকে কবরে সমাহিত করলাম। দেখলাম ডাক্তার জাহিদুর রহমানের দু’চোখেও জলের ধারা নেমে এসেছে।

আড়িয়ার ক্যান্টনমেন্ট একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন (ক্যাপ্টেন নূর) সহ ৬৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। এরমধ্যে ছিল ২১ জন পাঞ্জাবী সৈন্য। জনতার ক্রুদ্ধ আক্রমণের হাত থেকে এদের রক্ষা করতে পারিনি। জেলখানার তালা ভেঙ্গে ওদের বের করে নিয়ে এসে কুড়ুল এবং বঁটি দিয়ে কুপিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে ওদের হত্যা করে। বাঙ্গালী সৈন্য যারা ছিলো তাদের নজরবন্দী করে রাখা হলো। আড়িয়া ক্যান্টনমেন্ট কিছু চাইনীজ রাইফেল ও গুলী পাওয়া যায় । ৫৮ ট্রাক ভর্তি এম্যুনিশন পাই, কিন্তু তা ব্যবহারের অস্ত্র ছিলো না। অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বললেন, সেগুলো ছিলো ১০৫ গান এবং আর-আর-এর এম্যুনিশন।

২রা এপ্রিল। পাবনার এস-পি জনাব সাঈদ এলেন এবং কিছু রাইফেলের গুলি নিয়ে যান। তাঁকে বললাম যেমন করে হোক ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী সাহেবকে বগুড়া নিয়ে আসতে।

৩রা এপ্রিল। জনাব কামরুজ্জামান, শেখ মনি এবং তোফায়েল আহমদ বগুড়া এসে উপস্থিত হলেন। ডাঃ মফিজ চৌধুরীকে সঙ্গে দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেরাব ব্যবস্থা করলাম। জনাব শেখ মনির কাছেই জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু পাক সেনাদের হাতে বন্দী।

৪ঠা এপ্রিল । বগুড়া আওয়ামী লীগের জনাব আব্দুর রহিম তালুকদার জীপ নিয়ে ক্যাপ্টেন মনুসর আলীকে নিয়ে বগুড়া পৌঁছালেন। তার সঙ্গে জনাব আবু সাঈদ এম-পি । মনসুর ভাইকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম যাতে প্রোভিশিনাল গভর্নমেন্ট-এর নাম ঘোষনা করেন। মনে আছে একটা সিগারেটের প্যাকেটের সাদা অংশে বি-এস-এফ-এর কর্নেল মুখার্জীকে লিখেছিলাম মনসুর ভাইকে নিরাপদে তাজউদ্দীনের কাছে পাঠানোর জন্যে।

৫ই এপ্রিল। মেজর নজমুল হক বগুড়া এলেন। জেলা প্রশাসক জনাব খানে আলমের কুঠিতে আলোচনা সভা বসলো । মেজর নজমুল হক জানালেন যেমন করে হোক ১০৫ কামান এবং আর-আর জোগাড় করতে হবে। তিনি বললেন হিলিতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার চাটার্জীর সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হলো, যদি কোন প্রকারে আমরা রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে উত্তরাঞ্চল শত্রুমুক্ত করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমন ঠেকাতে পারবো।

৬ই এপ্রিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি এবং জাহিদুর রহমান হিলি যাই। পশ্চিম হিলিতে গেলে আমাদের দু’জনকে এক প্রকার নজরবন্দী করে রাখে সারাদিন। সন্ধ্যায় জানালো রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চাটার্জী আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাত তিনটায় ব্রিগেডিয়ার চাটার্জী সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাদের দু’পেটি ৩০৩ রাইফেলের গুলী দিয়ে বিদেয় দিলেন এবং ১৬ই এপ্রিল হিলিতে তার সঙ্গে আবার দেখা করতে বললেন। জানালেন তিনি ভারত গভর্নমেন্টকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে অস্ত্র সাহায্য করতে অনুরোধ জানাবেন।

৭ই এপ্রিল। প্রায় খালি হাতেই বিকেল বেলা আমি এবং ডাঃ জাহিদুর রহমান হিলি থেকে ফিরলাম। মুক্তিসেনারা সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। কিন্তু আপাতত কোন সামরিক সাহায্য না পাওয়ার কিছুটা হতোদ্যম হলো বলতে হলো । বলতে ভুলে গেছি, ২রা এপ্রিল থেকেই মুক্তি সেনাদের কয়েকটি ক্যাম্পে ভাগ করে দিয়ে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা করেছিলাম । করোনেশন স্কুলে একটি ক্যাম্প, সেন্ট্রাল হাই মাদ্রাসার একটি ক্যাম্প এবং জিলা আনসার অফিসের মাঠে একটি ক্যাম্প। ইপিআর বাহিনীর ব্যবস্থা করেছিলাম এডওয়ার্ড পার্কের কম্যুনিটি সেন্টার হলের একে তলায়। কন্ট্রোল রুম শিফট করেছিলাম দোতলায়। বগুড়া সার্কিট হাউসে প্রশাসন

কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। জনাব এম আর আখতার মুকুলকে কেরোসিন , ডিজেল এবং পেট্রোল-এ পারমিট ইস্যু করার দায়িত্ব দেয়া হয়। খালি হাতে ফিরে আসার খবর জেনে মুকুল একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, 'শালা সেরেছে'। এবার আস্তানা গুটাও। পাকিস্তানী খুনীরা এবার তোমার জন্যে ট্যাংক নিয়া আইবো। এদিকে তোমার মুক্তি সেনাদের থামাও । এর কোন শৃঙ্খলা মানে না। এরাই এখন প্রব্লেম। দেখলাম তাই । মুক্তি সেনাদের মধ্যে একদল ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে । এদের নিয়ন্ত্রন রাখাই মুশকিল। তাছাড়া পাকসেনা সরে যেই দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়েছে। দুষ্কৃতকারীরাও সুযোগ নেবার চেষ্টায় আছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে শেষ চেষ্টা চালালাম।

৮ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল বিশেষ কোন ঘটনা ঘটালো না। ১৩ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জের মহকুমা অফিসার শহীদ শামসুদ্দীন সাহেব দেখা করলেন এবং সিরাজগঞ্জ-নগরবাড়ীর ডিফেন্সের ব্যবস্থাও বগুড়া থেকে করতে অনুরোধ জানালেন।

১৪ই এপ্রিল, হিলি থেকে একটা খবর আসে। যেসব এম্যুনিশন আড়িয়া যুদ্ধে পাওয়া গেছে তার নমুনা নিয়ে অতি অবশ্য হিলিতে দেখা করতে হবে । ১৪ই এপ্রিল রাতে সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে মুক্তি সেনার একটি দল নগররাড়ী প্রতিরক্ষার জন্য পাঠানো হলো।

১৬ই এপ্রিল, জনাব এম, আর, আখতার মুকুল, জনাব আসাদুজ্জামান, মজিবুর রহমান এমপি, ডাঃ জাহিদুর রহমান এমপি এবং দু'জন ইপিআরকে সাথে নিয়ে এম্যুনিশনের নমুনাসহ বিকেল বেলা হিলি পৌঁছে। সেদিন বিকেলেই কর্নেল ব্লিৎস এম্যুনিশনগুলো পরীক্ষা করেন । ঐদিন রাতেই আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে কোলকাতা যেতে বলা হয় । ১৭ই এপ্রিল ভোরে আমরা কোলকাতা রওয়ানা হই। ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোডে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান এবং পার্লামেন্ট সদস্য জনাব আবদুল মান্নান এবং আবদুস সামাদ-এর নিকট বগুড়ার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করি।

২২শে এপ্রিল বগুড়া শহরের পতন ঘটে।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ পাবনা

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৩। পাবনা জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ	প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ'গ্রন্থ	.... ১৯৭১

পাবনা শহরে পুলিশ ও জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ*

ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ২৫শে মার্চ তারিখে পাবনা শহরে এসে ঢুকে পড়ল । শহরের মানুষ আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। শিগগিরই এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যাবে । তারা মনে মনে এই আশঙ্কা করছিল। কিন্তু সেই ঘটনা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে, সেটা তারা ভাবতে পারেনি। এই তারিখেই ঢাকা শহরে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটা গভীর রাত্রিতে । ওরা ২৫শে মার্চ শেষ রাত্রিতে পাবনা শহরে এসে হামলা করল।

শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হেমায়েতপুরের কাছে ইপসিক-এর অফিস । পাক সৈন্যরা সেখানেই এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল। তারপর সেখান থেকে কিছু সৈন্য শহরে এসে ট্রেজারী দখল করে নিল । তাছাড়া ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র দখল করে বসল । তারা সারা শহরে কারফিউ জারী করে দিয়েছিল।

হামলাকারী সৈন্যরা শহরে এসেই আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম,এল,এ আমিনুদ্দীন সাহেব ভাসানীপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ডাক্তার অমলেন্দু দাক্ষী এবং আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। যারা ওদের তাতে ধরা পড়ল , শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে ওদের গুলির শিকার হয়ে মরতে হয়েছিল । এর কয়েকদিন আগেই শহরের ডি,সি ও এস,পি, স্থির করছিলেন যে শহর আক্রান্ত হলে তাঁরা প্রতিরোধ দেবেন । তাঁদের কাছ থেকে প্রেরনা ও উৎসাহ পেয়ে পুলিশ ব্যারাকের ১০০ জন সশস্ত্র পুলিশও মনে মনে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়েছিল। যতক্ষন শক্তি আছে, ততক্ষণ এই শহরকে তারা পশ্চিমাদের হাতে ছেড়ে দেবে না । যেটুকু শক্তি আছে, তাই নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে লড়বে।

২৭শে মার্চ তারিখে সৈন্যরা পুলিশ ব্যারাকে যায়। এবং পুলিশদের অস্ত্রগার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পুলিশরা এতে অসামর্থ্য জানায় এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে ডি,সি,তাদের অস্ত্রাগার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন । তাঁর এই আদেশ কিছুতেই তারা অমান্য করতে পারবে না। এই নিয়ে দু'পক্ষে প্রথমে বাক-বিতন্ডা এবং পরে গুলিবর্ষন চলে । তখন বলা শেষ হয়ে এসেছে । এই যুদ্ধে তিনজন সৈন্য মারা যায় । পাক সৈন্যরা বাহাদুর পুলিশ ভাইদের হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু এ শিক্ষাও ওদের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি । সেই রাত্রিতে তারা নতুনভাবে আক্রমণ করবার জন্য তোড়জোড় চালাতে লাগল। রাত যখন সাড়ে চারটা তখন ওরপা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে অতর্কিতে পুলিশ ব্যারাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । কিন্তু পুলিশ ভাইয়েরাও আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। সৈন্যরা যে আবার ফিরে এসে আক্রমন করবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না । এবার আর ব্যারাকে নয়, ব্যারাক ছেড়ে নিকটবর্তী বাড়িগুলির ছাদে এবং পথের মোড়ে মোড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আড়াল নিয়ে হামলাকারী শত্রুদের জন্য বাঘের মত ওত পেতে বসে ছিল । তারা তো ছিলই, জেলখানার পুলিশ ভাইয়েরাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে । এইভাবে সারাটা রাত তারা শত্রুর জন্যে মৃত্যু-ফাঁদ সাজিয়ে বসে ছিল। রাত সাড়ে চারটার সময় দু'পক্ষ সংঘর্ষ ঘটল । সৈন্যদের পরিবর্তে পুলিশরাই প্রথম আক্রমণ করল । এইভাবে অতর্কিত চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়ার সুশিক্ষিত সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে গেল । এই সংঘর্ষ ২১ জন সৈন্য নিহত হবার পর বাকী সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল । পুলিশদের মধ্যে একজনও মারা যায়নি। সাবাস! পাবনার পুলিশ ভাইয়েরা।

---

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থে 'পাবনার মুক্তিযোদ্ধ' শীর্ষক অংশ থেকে সংকলিত ।

২৭শে মার্চ তারিখে পাবনা শহরের বুকে এ লড়াই শুরু হয়েছিল। ২৭শে থেকে ২৯শে, এই তিন দিন ধরে লড়াই চলল ২৬শে আর ২৭শে এই দুইদিন ওরা শহরর উপর কারফিউ জারী করেছিল। তা সত্বেও ঐ অবস্থাতেই শহরের যুবক ও ছাত্ররা ২৬শে মার্চ সারাদিন আর সারারাত প্রতিরোধের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ একটি দিনের মধ্যে তারা বেশ কিছু অস্ত্র হাত করে নিয়েছিল। সেই একটি দিনে কারফিউ আইন ভঙ্গকারীদের মধ্যে ৮/১০ জন সৈন্যদের গুলিতে মারা গিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধকারীদের মনোবল তাতে একটুও ভঙ্গে পড়েনি।

পাবনা শহরের প্রতিরোধের ব্যাপারে ডি,সি-র প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আওয়ামী লীগের নেতা আমজাদ সাহেব আর তিনি মিলিটারীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে চলেছিলেন। তাঁরা দুইজন চর-অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। মানুষ ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়েই ছিল। তাঁদের এই আহবানে উৎসাহিত হয়ে দলে দলে কৃষক এই হামলাকারী শত্রুদের খতম করে দেবার জন্য শহরের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

২৮শে মার্চ। ২৭ জন সৈন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নিয়ে পাহারা দিয়ে চলেছিল। চরের কৃষকরা ছুটতে ছুটতে এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলল। তাদের হতে লাঠিসোটা, বর্শা -বল্লম ধনুক, তীর-ধনুক আরও কত রকমের হাতিয়ার। ব্যারাক থেকে সকল পুলিশ চলে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাছাড়া শহরের যুবক ও ছাত্ররা দলে দলে ছুটে এসে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত জনতা প্রায় ১৫ হাজারে এসে দাঁড়াল। তাদের গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে সারা শহর কেঁপে উঠল, থরথরিয়ে কেঁপে উঠল অবরুদ্ধ পাক সৈন্যদের মন। এবার দু'পক্ষে গুলিবর্ষণ চলল। সৈন্যদের হাতে মেশিনগান ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশরা শুধু রাইফেল নিয়েই লড়ছিল। জনতার মধ্যে যাদের হাতে বন্দুক ছিল, তারাও সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। সৈন্যরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল। কাজেই সংখ্যায় কম হলেও তাদের খতম করে ফেলা সহজ কাজ ছিল না-ওদের মেশিনগানের অবিরল গুলিবর্ষণকে ভেদ করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই দুঃসাহসের কাজ। সেই কারণেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। হাজার হাজার জনতা এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্যকর সাহায্য করতে না পারলেও তাদের আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি পাক-সৈন্যদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে তুলেছিল। তারা হতবুদ্ধির মত হয়ে গিয়েছিল। তাই উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র হাতে থাকলেও তারা তাদের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারেনি। এমনিভাবে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে এক এক করে তাদের ২৭ জনই মারা গেল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র মুক্তিবাহিনীর হাতে এসে গেল।

জয়োল্লাসে মেতে উঠল সারা শহরের মানুষ। বুড়ো থেকে বাচ্চারা পর্যন্ত আনন্দধ্বনি করতে করতে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে সমস্ত সৈন্য ট্রেজারী ও শহরের অন্যান্য জায়গায় মোতায়েন ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রতি-আক্রমণের সূচনাতেই তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নিহত হয়েছে, বাকী সবাই পালিয়ে গিয়েছে। সারা শহরের পথে পথে জনতার বিজয় মিছিল চলছে।

শহর থেকে শত্রুসৈন্যরা নিহত ও বিতাড়িত হলেও শহর বিপদমুক্ত নয়। শহর থেকে মাইল চারেক দূরেই ইপসিক-এর অফিস বাড়িতে শত্রুসেনারা মূল বাহিনীর অধিকাংশ ঘাটি করে বসে আছে। তাদের সংখ্যা দেড়শতের মত। সংখ্যার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। শহরকে বাঁচাতে হলে তাদের রাহুগ্রাস থেকে শহরকে মুক্ত করতে হবে। একট কথা মনে রাখতে হবে, যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যারা উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে, পাবনা জেলায় সেই ইপিআর বাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পুলিশ ভাইয়েরাই এখানকার একমাত্র সশস্ত্র যোদ্ধা কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে তারা খুবই দুর্বল। হামলাকারী পাক সৈন্যদের মূল ঘাঁটি থেকে হটিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক্ষেত্রেও জনতাই সামনে এগিয়ে এল।

পাবনা শহরের লড়াইয়ের খবরটা শহরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । বাইরে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কৃষক সমিতির লোকেরা শহরকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে আসছিল । তারা দলে দলে এসে শত্রুপক্ষের মূল ঘাঁটিকে ঘেরাও করে ফেলল। রাত্রির অন্ধকারে ঘটনাটা এমন দ্রুতভাবে ঘটে গিয়েছিল যে, ওরা কৃষক- জনতার এই অবরোধ থেকে বেরিয়ে পড়বার মত সময় বা সুযোগ পায়নি। পুলিশ ভাইয়েরাও এ আক্রমণে কৃষকদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল । তারা শত্রুপক্ষের মেশিনগানের পাল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ দিয়ে চলেছিল ।

অবরোধকারীদের প্ল্যান ছিল এই যে, তারা এইভাবে দিনের পর দিন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়ে ওদের না খাইয়ে মারবে। কৃষক জনতার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় কুড়ি হাজারে এসে দাঁড়াল। মুক্তিবাহিনীর এই বিরাট সমাবেশের দিকে তাকিয়ে এবং তাদের উন্মাত্ত গর্জন শুনে অবরুদ্ধ পাক সৈন্যরা এগিয়ে এসে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না । দু'পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে গুলি বিনিময় করে চলেছিল।

সময়ের সাথে সাথে অবরোধকারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে পাক সৈন্যরা এটা নিশ্চতভাবে বুঝে নিয়েছিল যে এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তারা বেতারযোগে ঢাকায় সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত অবস্থাটা খুলে জানাল। জানাল । জানার যে, তাদের জীবন বিপন্ন, অবিলম্বে সাহায্য দরকার।

খবর পাঠাবার কিছুকাল বাদেই আকাশে জেট বিমানের ঘোর গর্জন শোনা গেল। শব্দ শুনে চমকে উঠে সবাই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই বিমান সমস্ত অঞ্চলটা প্রদক্ষিণ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে । একটু বাদেই প্রচন্ড বিস্ফোরন শব্দ । সেই হিংস্র যন্ত্র-দানবটা জনতার ভীর লক্ষ্য করে একর পর এক বোমা ফেলে চলেছে । সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত চীৎকার আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল । শুধু বোমা ফেলা নয়, প্লেনটা মাঝে মাঝে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে নীচে নেমে আসছে, আর এক এক পশলা মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে চলে যাচ্ছে । বোমারু বিমানের এই অতর্কিত আক্রমণে কিছুসংখ্যাক লোক হতাহত হোল, জনত ইতস্তত ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল । অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যরা এই সুযোগে অবরোধের বেড়া ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রান নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তাদের সঙ্গী সবাই পালিয়ে যেতে পারেনি। অবরোধ ভেঙে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একদল সশস্ত্র যোদ্ধা তখনও তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। কিছুসংখ্যাক সৈন্যকে হতাহত অবস্থায় রণক্ষেত্রে ফেলে রেখে অবশিষ্ট পাক বাহিনী এই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এইভাবে শত্রুসৈন্যদের বিতাড়িত করে জয়োন্মত্ত কৃষক-জনতা উল্লাসধ্বনি করতে ফিরে এল। মুক্ত নগরী পাবনা উৎসবমুখর হয়ে উঠল। কিন্তু পরদিন এই উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বিষাদের এক কালো ছায়া নেমে এল। এই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ সাহেব ২৯শে মার্চ তারিখে হঠাৎ করোনারী থ্রম্বসিস রোগে মারা গেলেন। এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধাবস্থায় কঠিন পরিশ্রম ও দারুন উত্তেজনাই তাঁর এই অকালমৃত্যুকে ডেকে এনেছিল । একথা বললে ভুল হবে না যে, পাবনা শহরের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন, আমজাদ সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের এইখানেই ইতি নয়। বিতাড়িত পাক-সৈন্যরা তাদের ইপসিকের ঘাঁটি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। উদভ্রান্ত ও দিশেহারা পলাতক সৈন্যদের পালাবার পথে পর পর দু'বার -প্রথম দাশুরিয়া পরে মুলাডুলিতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল । এই দুই জায়গাতেই প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটেছিল । দুই সংঘর্ষের ফলে অবশিষ্ট পাকবাহিনীর প্রায় সবাইকেই প্রাণ দিতে হলো, কেবলমাত্র চারজন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

সিরাজগঞ্জ এলাকার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ মোজাফফর হোসেন

২৫-০৮-১৯৭৩

২৫শে মার্চের ঘটনা। রাত একটার দিকে মহকুমা প্রশাসক জনাব শামসুদ্দিন সিএসপি (শহীদ) আমাকে সংগ্রাম পরিষদে জানালেন, পুলিশ, আনসার বাহিনীর যত অস্ত্র আছে সব তোমাদের জন্য দেব প্রতিরোধের জন্য ।

২৬শে মার্চ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় । ছুটি ভোগরত পাক বাহিনীর সেনা আনসার, পুলিশ, ছাত্র, সাধারন লোক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সব মিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় অস্ত্র রাইফেল, বন্দুক টু-টুবোর রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে নামা হয়।

বগুড়ার আড়িয়ার বাজারে আগে থেহে পাক ঘাঁটি ছিল। মার্চে মাসের শেষের দিকে সাধারণ লোক সামান্য অস্ত্র নিয়ে পাক-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । ৩০ জনের মত পাকসেনা ছিল। আকাশে থেকে বিমান আক্রমন চালায় পাকবাহিনী। ওদের গুলী এসে লাগে । গোলার ডাম্পে তাতে আগুন লেগে বিমান বাহিনীর গুলীতেই বেশ পাকসেনা খতম হয় । তারপর জনসাধারন ঢুকে পড়ে অনেককে আত্মসমর্পন করায়, অনেককে হত্যা করে পিটিয়ে।

আমি এবং এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব এদিন বগুড়া গিয়ে সেখানকার মুক্তিবহিনীর মধ্যে সমঝোতা করে কিছু অস্ত্র এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ২০ জন এবং ইপিআর-এর প্রায় ৩০ জন নিয়ে সিরাজগঞ্জ চলে আসি । তখন আমাদের কাছে ছিল চাইনিজ রাইফেল ৭টি, মার্ক-৪৬টি, রাইফেল ৫/৬টি।

২৬শে মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তখন আমাদের খাওয়া, থাকা, বেতন, দেওয়া যাবতীয় ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ করতে থাকে।

সিরাজগঞ্জ যমুনার পড়ে আমরা ৬/৭টি ছোট ধরনের কামান পেতে রাখি, যার দূরত্ব এক মাইলের মত । এই কমানগুলি তৈরি করেছিল আমাদের স্থানীয় লোক আবুল মিস্ত্রী।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম টাঙ্গাইলের ঘাটে ৭টি লঞ্চ গেছে পাক বাহিনীকে নিয়ে যাবার জন্য । আমি তিনজন ছেলে এবং কিছু অস্ত্রসহ স্পীডবোট নিয়ে টাঙ্গাইল ঘাটে পৌঁছে ফাঁকা আওয়াজ করে সারেংদের আটকিয়ে ১১টি লঞ্চসহ সিরাজগঞ্জ ফিরে আসি ।

বাঘাবাড়িতে প্রতিরোধঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রায় ১৫০ জন ছেলেসহ আমি বাঘাবাড়ী ঘাটে ডিফেন্স দিই । আমার সাথে লতিফ মীর্জা, গোলাম কবরিয়া, সোহরাব হোসেনও ছিল। পরদিন ইপিআর, আনসার, পুলিশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে প্রায় ১০০ জন যোদ্ধা আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন এসডিও সাহেব।

বাঘাবাড়ীতে নদীর পাড়ে ২ মাইলব্যাপী ২০০ গজ পরপর পাকা মরিচা খনন করে সেখানে ডিফেন্স নিয়ে থাকি। তার পরদিন এসডিও সাহেব নিজে আমাদের ডিফেন্স আসলেন প্রায় ৫০ জন ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নিয়ে।

আরিচা ঘাট রক্ষা করার জন্য প্রায় ১০০ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর বাহিনীর লোক নিয়ে আমি এবং এসডিও সাহেব অগ্রসর হই । কাশিনাথপুর পৌঁছালে শুনলাম আরিচার পতন ঘটেছে । তখন আমরা কাশীনাথপুরে জঙ্গলের ভিতর আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করি। ওখান থেকে ১০ মাইলের মধ্যে পাক ঘাঁটি আছে।

---

* বাংলা একাডেমির দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত।

শুনলাম (গ্রামের নাম মনে নেই)। এসডিও শামসুদ্দিন সাহেবের কমান্ডে আমরা ১০০ জন তিন ভাগে ভাগ হয়ে পাক ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিই। একদল আক্রমণ চালাবে, একদল গাড়ী ধ্বংস করবে এবং একদল ব্রিজ ধ্বংস করবে একই সময়ে। আমরা আক্রমন করি রাত ২ টার দিকে । একই সাথে ব্রিজ ধ্বংস, ৫টি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ১৯ জন পাকসেনা খতম হয়েছে শুনলাম। পরদিন ভোর বেলা আমরা ফিরে আসি। আমাদের একজন ইপিআর জোয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তাকে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

এপ্রিল মাসের ২৫তারিখের দিকে এসডিও সাহেব ফিরে আসলেন বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে । তিনি আবার গেলেন বাঘাবাড়ী ঘাটে। আমিও গেলাম এসডিও সাহেবের সাথে। তার পরদিন পাকবাহিনী দুপুর ১টার দিকে হঠাৎ করে কাশীনাথপুর ক্যাম্প আক্রমণ করে। একজন হাবিলদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পের। আমাদের জোয়ানরা বিশ্রাম করছিলো, ঠিক এসই সময় শত্রুরা মর্টার আক্রমণ চালায় চারদিক থেকে । ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা ওখানে শহীদ হয় বাকিরা পালিয়ে যায় অস্ত্র ফেলে। পাকসেনারা আমাদের প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে । আমি ১৫ জন উদ্ধার কর্মী নিয়ে পরদিন চারদিকে খুঁজতে লাগলাম আমাদের বাহিনীর লোকদের। ২ জন আহত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ৮/১০ জন অন্যান্য জোয়ান নিয়ে বাঘাবাড়ী ঘাটে চলে আসি। আমাদের ডিফেন্স আরও জোরদার করি।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লতিফ মীর্জাকে বাঘাবাড়ী ঘাটের দায়িত্ব দিয়ে আমি এবং এসডিও সাহেব অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতে যাই। সিদ্ধান্ত হয় ৪ কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হবে। পশ্চিম দিনাজপুরে ভারতীয় কর্নেলের সাথে দেখা করেন আমাদের এসডিও সাহেব । যাবার পথে হিলি সীমান্তে ক্যাপ্টেন আনোয়ার আমাদেরকে খুব বেশী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পাবেন না জানান। তারপরই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দিনাজপুর যাই । এসডিও সাহেব অস্ত্র কিনতে চান। কর্নেল সাহেব জানান, এভাবে অস্ত্র বিক্রী করা যায় না। এসডিও সাহেবের না-খাওয়া, নাস্নান অবস্থা অহোরাত্র চিন্তায় মাথা প্রায় খারাপ ছিল। তাই কর্নেল সাহেব অস্বীকার করলে এসডিও সাহেব খুব রাগারাগি করেন । বাকবিতন্ডা হয় । কর্নেল সাহেব পাক স্পাই মনে করে আমাদের দু’জনকে বন্দী করেন । আমি কোনরকমে খবর পাঠিয়ে কংগ্রেসনেতা এবং ছাত্রনেতার কাছে আমাদের অবস্থা জানাই। ছাত্রনেতা এবং কংগ্রেস এমপিদের প্রচেষ্টায় আমরা মুক্তি পাই। তারপর ফিরে আসি বাঘাবাড়ী ঘাটে।

ফিরে শুনলাম সিরাজগঞ্জ বাঙ্গালী-বিহারী মারামারি হয়েছে। বিহারীদের নিরাপত্তার জন্য এসণ্ডি সাহেব সকল বিহারীকে গ্রেফতার করে জেলখানাতে নিয়ে আসেন। এসডিও সাহেব ও আমি বাঘাবাড়ী ঘাটে ফিরে যাই আবার।

মে মাসের ২০তারিখের দিকে বাঘাবাড়ী নদীর অপর পারে পাক বাহিনী বাংকার করা শুরু করে। আমরা আক্রমন করি। ক্রমাগত চারদিন পর তারা বিমান হামলা চালায় আমাদের উপর।

২৩/২৪ তারিখের দিকে আমরা পিছু হটে উল্লাপাড়া চলে আসি। আমরা প্রায় ১৫০ জন ছিলাম তখন। বাকি বাহিনীকে সিরাজগঞ্জে পাঠানো হয় । আমরা মোট প্রায় ৪০০ জন ছিলাম।

আমরা উল্লাপাড়া থেকে ২/৩ দিন রাতে অকস্মাৎ বাঘাবাড়ী ঘাটে পাক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে পালিয়ে যেতাম।

ঘটনা প্রতিরোধঃ মে’র ২৫ তারিখে পাক বাহিনী উল্লাপাড়া আক্রমণ করলে আমরা ঘটনা (সলপ) ব্রিজে আসি। আমরা সলপ স্কুলে আশ্রয় নিই। এসডিও সাহেব এবং লতিফ মীর্জা আমাদের সাথে। ওখান থেকে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা বলে, ‘‘আমরা শেষ পর্যন্ত মারা যাবো, শেষবারের মত স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের দেখতে দিন।’’ এসডিও সাহেব প্রত্যেককে ২০০/৩০০/১০০ টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক মহিউদ্দীন আমাদের ছেড়ে গেলেন না।

শেষ সময় আমরা ১০০ কজন ছিলাম ঘাটনাতে। এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব নিজে কমান্ডিং অফিসার। ৪/৫ দিন আমরা না খেয়ে।

সিদ্ধান্ত হয়, এসডিও সাহেব ৪০ জন ছেলে নিয়ে অস্ত্রসহ সিরাজগঞ্জ যাবেন সিরাজগঞ্জ রক্ষার জন্য। এখানে ২০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমরা ৫০/৬০ জন থাকবো ঘাটনাতে । পাক বাহিনীকে বাধা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ এসে শেষযুদ্ধ হবে। সেই মত এসডিও সাহেব চলে যান। আমি, লতিফ মীর্জা, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদেও সাধারণ সম্পাদক সামাদ থাকলো ঘাটনাতে । আমি এবং লতিফ মীর্জা ১০ জনের খাবার যোগাড় করে ঘাটনা ব্রীজে রওনা হই । কারণ ওখানে সামাদের নেতৃত্বে ১০ জন যোদ্ধা ছিল পাহারায়। আমরা খাবার পৌঁছলে দেখতে পেলাম একটি ট্রেন আসছে ঈশ্বরদী থেকে। আমাদের খাওয়া হলো না। খাবার পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ১২ জন দু'দিকে ডিফেন্স নিই। আমাদের ২টি এলএমজি এবং ১০টি চাইনিজ রাইফেল ছিল। ট্রেন ব্রিজের কাছে আসলে দেখলাম গাড়ীটি পাকসেনাতে ভর্তি । ওর মইন সরাচ্ছে আর অগ্রসর হচ্ছে। পাক-সেনারা নেমে এখানে-ওখানে ঘোরাফিরা করছে। মিস্ত্রীরা লাইন সারছে। ক্রমশ ৪০/৫০ জন পাকসেনা ব্রিজের এক স্থানে একত্রিত হতে থাকে। পাকসেনাদের সাথে বেসামরিক পোশাকে অনেক বিহারীকে দেখলাম। ৪০/৫০ জন একস্থানে হলে আমি ফায়ার ওপেন করতে বলি; সাতে সাথে ১০টি চাইনিজ রাইফেল ও ২টি এলএমজি গর্জে ওঠে। ক্রস ফায়ারের সাথে সাথে সবকটি সৈনিক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাকিরা সব ট্রেনে উঠে ট্রেনটি পিছনে নিয়ে গিয়ে অনবরত মেশিনগান এবং মর্টার দিয়ে বৃষ্টির মত গোলা ছুড়তে থাকে। ৩ ঘন্টা গুলি ছোড়ার পর আমরা জঙ্গল থেকে বের হই। আমরা ক্লোজ রেঞ্জে থাকায় আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ১ মাইল দূরে যে আমাদের ক্যাম্প ছিল সেখানে গোলা পড়ায় আমাদের ছেলেরা সব পালিয়ে যায়-মনে করে আমরা সব মারা গেছি। রাতে কিছুদূর এসে দেখলাম যে বাইনোকুলার ফেলে এসেছি। ১০ জনকে রেখে আমি এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের মহিউদ্দীনকে নিয়ে ঘাটনা ব্রিজে যাই বাইনোকুলার খুঁজতে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম একটি নৌকা করে কিছু পাকসেনা পার হচ্ছে। কৌতূহল বশে বাইনোকুলার খোঁজা বাদ দিয় পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কি হয় দেখার জন্য। দেখলাম ৪ জন পারে নামলো। অকস্মাৎ অন্ধকারে তারা হারিয়ে যায়। আমরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর পাতার মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম এবং ছায়ার মত আমাদের দিকে আসছে দেখলাম। আমাদের হাতের দুটি চইনিজ এসএমজি একসাথে গর্জে ওঠে। পতনের শব্দ পেলাম। পাল্টা কোন গুলি হয় না, বুঝলাম সব খতম। তার পরপরই নদীর অপর পার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি আসতে লাগলো। আধ ঘন্টা পর গুলি বন্ধ হলে ক্রলিং করে পালিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এসে আর সব সাথীদের সাথে মিলিত হই। ক্যাম্পে এসে শুনি আমাদের ছেলেরা সব পালিয়েছে। লোকজন অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, জিনিসপত্র লুট করেছে। নাম সংগ্রহ করে চারজনকে ধরে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাক বাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়-দু ঘন্টা ধরে বৃষ্টির মত মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালায়। গুলি বন্ধ হলে আমরা পালিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে রওনা হই।

শাহজাদপুরসহ অন্যান্য স্থানের সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকারঃ আবদুর রহমান, প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য

১২-১১-১৯৭৩

২৫মে মার্চ দিনগত রাত দুটোর সময় শাহজাদপুর থানার ওসি আমার কাছে একজন পুলিশ পাঠিয়ে সংবাদ দেন যে, ''ঢাকায় সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ হয়েছে এবং ইয়াহিয়া কানকে বন্দী করে রাওয়ালপিন্ডি পাঠিয়েছে। আপনি অবিলম্বে থানায় এসে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ করুন।'' আমি ভেবে দেখলাম এ সংগ্রামের কেবল শুরু-অনেকদিন চলবে। কাজেই উত্তেজিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। থানায় গিয়ে দেখি

*বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত

অনেক আওয়ামী লীগ কর্মীও এস গেছেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোল, আমাদের প্রথম কাজ যোগাযোগের ব্যবস্থা বন্ধ করা । সেই অনুযায়ী বাঘাবাড়ীর ফেরী বন্ধ করার দায়িত্ব দিয়ে আবুল হোসেন চৌধুরীকে পাঠানো হোল। আমি উল্লাপাড়া ও তার পরবর্তী এলাকার কাজকর্ম তদারক করার জন্য মোটর সাইকেলযোগে সেদিকে রওনা দিলাম। উল্লাপাড়ার জনপ্রতিনিধি (এম-পি-এ) এলাকায় অনুপস্থিত থাকেন এবং রায়গঞ্জ থানার প্রতিনিধিও তাড়াশে থাকেন বিধায় ঐ এলাকার জরুরী দায়িত্ব পালক কর্তব্য মনে করে আমি ঐদিকে রওনা দিই। প্রথমে আমি সরাসরি রায়গঞ্জ থানায় যেতে চাই। কিন্তু ঐ এলাকার রাস্তার বড় বড় গাছ থাকায় রায়গঞ্জ থানা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ার জন্য কিছু আওয়ামী লীগ কর্মীর সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে কর্তব্য নির্ধারণ করে ফিরে আসি। উল্লাপাড়া থানার এসে সেখানকার কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে ফিরে আসি । আমার এই কয়েক ঘন্টার সফরে জনসাধারণের যে আন্তরিকতা দেখেছি তার তুলনা হয় না।

সম্ভব ২৯/৩০ মার্চ আমি বঙ্গবন্ধুর শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনামা পাই। আমি এটি অনুবাদ করার ও ছাপানোর ব্যবস্থা করি। ছাপানোর দায়িত্ব এককালীন কনভেনশন লীগ নেতা ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও পরবর্তী কালের জেলা শান্তি কমিটির প্রধান মৌলানা সাইফউদ্দিন ইয়াহিয়া সাগ্রহেই নিয়ে ছিলেন ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন।

এই সময়ে 'শাহজাদপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। শাহদাজপুরের আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ কর্মীদের ও সরকারী কর্মচারীদের মিলিত সভায় সাতজন সদস্য সমবায়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। আমি ঐ সভায় সভাপতিত্ব করি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদেরও সভাপতি নির্বাচিত হই। এই কমিটির সদস্যগণ ছিলেনঃ (১) জনাব আবদুর রহমান (এম,পি,এ)-সভাপতি (২) জনাব আবদুল লতিফ খান (৩) জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী (৪) তাহাজ্জাদ হোসেন (অধ্যক্ষ) (৫) বাবু ননী-গোপাল সাহা (৬) সি-আই, পুলিশ স্টেশন, (৭) ও-সি, পুলিশ স্টেশন।

শাহজাদপুরে স্বাধীনতা যুদ্ধের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এই কমিটির উপর থাকলেও অন্যান্য অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্য কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়। খাদ্য সবরাহের দায়িত্ব দেওয়া ছিল ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ দলীয় এম,এল,এ জনাব আবু মোহম্মদ ইউনুস সাহেবের উপর। টাকা-পয়সা সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল বাবু বিনোদবিহারী জোয়ারদারের উপর। প্রচারের দায়িত্ব ছিল জনাব আব্দুল গফুর সবরতের উপর।

আমরা প্রথম থেকেই আমাদের অস্ত্রের অপ্রতুলতার কথা জানতাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলাম যে বগুড়ার নির্মীয়মাণ ক্যান্টমমেন্ট ওখানকার মুক্তিযোদ্ধারা দখল করেছে। আমি রেড়ার জনপ্রতিনিধি এম-এন-এ জনাব আবু সাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উভয়ে কয়েকজন কর্মীসহ বগুড়া গেলাম। এটা এপ্রিলের ৪ তারিখ। ওখানে গিয়ে ঐদিন লোক ও অস্ত্র না পেয়ে আমাদের কর্মীদের চান্দাইকোনা রেখে আমি ও আবুল চৌধুরী ফিরে এলাম। এলাকার কাজের জন্য আমাকে ফিরে আসতে হোল। আমি ফিরে এসে নগরবাড়ী এলাকার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দেখতে গেলাম। কারণ ঐ সময় নগরবাড়ী রক্ষা করা না গেলে আমাদের বাঘাড়াবীতে রক্ষার প্রচেষ্টার কোন মানেই থাকবে না। নগরবাড়ীতে কোন জনপ্রতিনিধি না থাকায় আমার পক্ষে ঔ স্থানের কাজকর্ম বাদ দিয়ে আসা সম্ভব হোল না।

নগরবাড়ীতে আমি নিয়োজিত থাকায় বগুড়াতে আমি না যেতে পেরে আবুল চেৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালাম। সেখান থেকে আমাদের খুব সামান্য অস্ত্রই দেয়া হয়েছিল। যাই হোক নগরবাড়ীতে আমাকে এবং ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) নজমুল হুদাকে সব সময় একসঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ করতে হোত। পাবনা থেকে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা এসেছিল। আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা প্রথমেই স্পীডবোট নিয়ে সমস্ত নদী এলাকা ঘুরে দেখলাম। দেখলাম যে, পাক-বাহিনী নগরবাড়ীতে সরাসরি না এসে নগরবাড়ীর ৮/৯ মাইল দক্ষিণ দিক দিয়েও

পার হয়ে নগরবাড়ী-পাবনার পাকা রাস্তায় উঠতে পারে। আমরা সেজন্য ঐ সমস্ত এলাকায় গিয়ে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আসি।

৯ই এপ্রিল বেলা ৪টার দিকে পাক-বাহিনী বিমান আক্রমণ করে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ।কয়েকজন আহত হয় । বিমান আক্রমণের কথা আমরা এতটা ভাবি নাই । সতর্কতার কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, পাবনা গিয়ে আমি ও ক্যাপ্টেন হুদা মেশিনগান নিয়ে আসি। পরে দেখা গেল তার পিন ভাঙ্গা। এর দুই দিন আগে ঈশ্বরদী থেকে একটা হাত-সাইরেন আনা হয়েছিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল তার এমন একটা পার্টস কেউ ভেঙ্গে রেখেছে যে বাজানো যায় না।

ক্যাপ্টেন হুদা বারে বারেই অস্ত্রের কথা বলছিলেন, কিন্তু পাবনা ও বগুড়া ছাড়া কোথাও আমার চেষ্টা করার জায়গা ছিল না। তৎকালীন ডি-সি জনাব নুরুল কাদের খানের মাধ্যমে চেষ্টা করে কুষ্টিয়া থেকে কিছু আনসার আনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনের বিমান আক্রমণের পরই তারা চলে যায়।

পরদিন ১০ই এপ্রিল সকালে আবার বিমান আক্রমণ হয়। ঐদিন আমাদের কেহ হতাহত হয়নি। কয়েকজন গ্রামের লোক মারা গিয়েছিল কিন্তু আমাদের সমস্ত বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

বাঘাবাড়ী প্রতিরোধঃ শাহজাদপুর এসে আমি বাঘাবাড়ীতে প্রতিরক্ষা গড়ার চেষ্টা নেই। এই সময় সিরাজগঞ্জে তৎকালীন এস-ডি-ও জনাব জনাব শামসুদ্দিন আসেন এবং যুদ্ধের প্রদান কাজকর্ম তিনি উপস্থিত থেকে করান। তিনি অবশ্য পরে শাহজাদপুরে ছিলেন না, মাঝে মাঝে আসতেন।

নগরবাড়ী থেকে আসার পর আমি বগুড়ার সাথে যোগাযোগ করি। সেখান থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ইপিআর আসে। তাদের নিয়ে প্রথমে বেড়া যাই। পরবর্তী সময়ে জনাব শামসুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন রাতে আমরা নগরবাড়ীতে অবস্থানরত পাক বাহিনীকে আক্রমণ করার প্রোগ্রাম করি। কিন্তু অনেকের, বিশেষ করে ট্রাক ড্রাইভারের অসহযোগিতার জন্য ঐ আক্রমণ সফল হয় নাই। আমরা নিজেরা প্রায় দুই ঘন্ট ধাক্কিয়েও ট্রাক সচল করতে পারি না। অতঃপর ভীষণ বৃষ্টি ও বাতাসে খেজুরপাতার পাটিতে খোলা ঘরে মাটিতে শুয়ে থেকে ঠান্ডায় যখন হাত-পা হিম হয়ে এসেছিল তখন আমরা কোনক্রমে রাত ৪টায় বেড়া সিএন্ডবি ডাকবাংলোয় চলে আসি। ঘন্টাখানেক পর সমস্ত বাহিনীও বৃষ্টিতে ভিজে ফিরে আসে। আরও কয়েকটি আক্রমণের চেষ্টা আমরা করলেও নানা ক্রটির জন্য তা সফল হয় নাই।

অবশেষে ১৯শে এপ্রিল পাক বাহিনীই বেড়ার ডাব-বাগানে অবস্থানরত আমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। উভয় পক্ষেই প্রচুর ক্ষতি হয়। পরের দিনই বাঘাবাড়ীতে অবস্থানরত আমাদের সংগৃহীত ও সিরাজগঞ্জের সশস্ত্র বাহিনী ঐ স্থান ত্যাগ করে। তার পরদিন আমার কাছে খবর আসে যে, ডাব-বাগানে আমার পক্ষে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের কবরও দেওয়া হয় নাই। আমি দুজন কর্মী নিয়ে অমনি রওনা দিই । কিন্তু বেড়া পৌঁছার পর ঐ স্থানের কর্মীরা আর আমাদের অগ্রসর হতে দেয় নাই।

২২শে এপ্রিল পাক বাহিনী বাঘাবাড়ীতে এসে শাহজাদপুরকে লক্ষ্য করে শেল মারতে থাকে এবং বাঘাবাড়ী ও শাহজাদপুরের পতন হয়।

মুক্তিপাগল এক সরকারী অফিসার*

তিনি শুধু একজন মহকুমা প্রশাসক বা সিএসপি অফিসারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন অগ্রসেনা, এক নির্ভীক যোদ্ধা। মুক্তি সংগ্রাম শুরুর সেই প্রথম ক্ষণেই সিরাজগঞ্জে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছেলেন মুক্তিপাগল এই বীর সেনানী। শুধু সিরাজগঞ্জেই নয়, সারা উত্তরবঙ্গই উত্তাল হয়ে

* দৈনিক বাংলা, ১৫ জানুয়ারী ১৯৭২-এ মনজুর আহমদ প্রদত্ত প্রতিবেদন ।

উঠেছিল তাঁর সেই বলিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকায়। সবাই তাঁকে ভূষিত করেছিল কর্নেল উপাধিতে । সবাই তাঁকে ডাকতো কর্নেল শামসুদ্দিন বলে। নাম ছিল তাঁর এ, কে, শামসুদ্দিন।

শামসুদ্দিন তখন ছিলেন সিরাজগঞ্জের এসডিও। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার মিথ্যা প্রলোভনে এদেশের মানুষকে মাসের পর মাস সন্দিগ্ধ রেখে সেই পঁচিশে মার্চের যে ভয়াল রাতে পাকিস্তানী হানাদাররা তাদের হিংস্র বিষাক্ত থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রামবাংলার সাড় সাত কোটি মানুষের ওপর, সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনে এদেশের অসহায় মানুষের পক্ষে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম যারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জনাব শামসুদ্দিন তাদের অন্যতম।

শুধু রুখে দাঁড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি-তিনি রীতিমত গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট সংগঠন। সামান্য মাত্র অস্ত্র সম্বল করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সম্মুখযুদ্ধে। বাংকারে বাংকারে নিপুণ যোদ্ধার মত অস্ত্র হাতে নিয়ে চালিয়েছিলেন লড়াই, শত্রুর সাথে মোকাবিলায় দেখিয়েছেন চমৎকার নৈপুণ্য, দিখিয়েছেন পারদর্শিতা।

বাঘাবাড়ীর প্রতিরোধঃ শত্রুবাহিনীর অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে বাঘাবাড়ীতে যে প্রচন্ড প্রতিরোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা এক অস্মিরনীয় ঘটনা। হানাদাররা ৯ই এপ্রিল নদী পার হয়ে চারদিকে যখন হত্যা ও ধ্বংসের হাহাকার তুলে এগিয়ে চলছিল উত্তরবঙ্গের শহর-বন্দরের দিকে তখন এই বাঘাবাড়ীতেই তাদেরকে বাধা দেন জনাব শামসুদ্দিন তাঁর সামান্য সামর্থ্য, সামান্য শক্তি নিয়ে। একদিন দুইদিন এভাবে একটানা পাঁচদিন তিনি এই প্রতিরোধ এড়াবার জন্য হানাদার বাহিনী গতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল।

সোজা পথে সিরাজগঞ্জে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে তারা শুরু করেছিল বোমাবর্ষণ। ২৬মে এপ্রিল সিরাজগঞ্জবাসীদের ওপর নেমে আসে হানাদারদের এই বর্বর অভিশাপ। আর এই বিমান হামলারই আবরণে সুযোগ বুঝে ২৭মে এপ্রিল তারা ঢুকে পড়ে শহরে।

জনাব শামসুদ্দিন এই সময়ে চলে যান চর এলাকায়। চর এলাকার অধিবাসীদের নিয়েই তিনি চেষ্টা করতে থাকেন একটি সশস্ত্র দল গঠনের। চেষ্টা করতে থাকেন অস্ত্র সংগ্রহের । এই অস্ত্র সংগ্রহের জন্যেই তিনি ঘুরতে থাকেন এখানে-ওখানে। তিনি যান টাঙ্গাইলে। যোগাযোগ স্থাপন করেন সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে।

আর এই ঘোরাঘুরিই তাঁর কাল হোল। সর্বনাশা মৃত্যু যেন দুই ব্যাগ্র হাত মেলে বসেছিল তাঁকে ছিনিয়ে নিবার জন্য। আর সেই কঠিন মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যেই বুঝি তিনি ঢাকায় এসেছিলেন মে মাসের গোড়ার দিকে। এসেছিলেন তিনি গোপনে। এসেছিলেন কর্তব্যের ডাকে। এ কর্তব্য ছিল তার পরিবারের।

কিন্তু গোপনে এলেও গোপন তিনি থাকতে পারেননি। ১৭ই মে তিনি ধরা পড়ে যান খানসেনাদের হাতে। তার পরের ইতিহাস বর্বর খানসেনাদের নারকীয় নির্যাতনের ইতিহাস। তার পরের ইতিহাস ক্যান্টনমেন্টের একটি ছোট্ট সেলে অমানুষিক নির্যাতনে তাঁর মৃত্যুবরণের ইতিহাস। বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জে যিনি ছিলেন খানসেনাদের ত্রাস সেই প্রতিভাধর তরুণ বাঙ্গালী অফিসারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে বুঝি উল্লাসে নেচে উঠেছিল হানাদারদের চোখ।

অত্যাচার-নিয়াতনে অর্ধমৃত জনাব শামুদ্দিনের ওপর শেষবারের মতই তাদের আক্রোশ মিটিয়ে নেবার জন্যেই বোধ হয় ২৯শে মে বিকেলে সেলের ভেতরে তার ওপর লেলিয়ে দেয়া হয়েছেল মেজর সরফরাজের জল্লাদ দল-ক্র্যাক পার্টিকে। নিষ্ঠুর এক পৈশাচিকতা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনাব শামসুদ্দিনের ওপর। মৃত্যুপথযাত্রী এই অসহায় মানবসন্তানের ওপর তারা তাদের আক্রোশ মিটিয়েছিল সর্বশক্তি দিয়ে।

এ অত্যাচার আর তিনি সইতে পারেননি। মৃত্যুর প্রান্তে পৌছে সেলের মধ্যে তাঁরই সাথে আটক সিলেটের এক ভদ্রলোকের কোলে মাথা রেখে তিনি খেতে চেয়েছিলেন এক ফোঁটা পানি।

সশস্ত্র প্রতিরোধঃ বরিশাল-খুলনা-ফরিদপুর

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। বরিশাল-খুলনা-ফরিদপুর জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	----------- ১৯৭১

সশস্ত্র প্রতিরোধে বরিশাল
সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম*

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আমি আমার বাড়ী মঠবাড়িয়ার দাউদখালীতে ছিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত পরিস্থিতি আমি রেডিও থেকে শুনতাম। সব সময় আশংকার মধ্যে ছিলাম পাকসেনারা কখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে চলে এল ২৫শে মার্চের কালরাত্রি। রেডিও ও অন্যান্য খবর মারফত বুঝতে পারলাম ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় পাক মিলিটারীরা নিরীহ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি এসব খবর শোনার পর ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় মঠবাড়িয়া থেকে লঞ্চযোগে বরিশালের পথে রওয়ানা হলাম।

২৭শে মার্চ সকাল ১০-১১টায় বরিশাল শহরে পৌঁছলাম। বরিশাল শহর তখন গরম। শহরের ছেলেরা রাইফেল, লাঠি, বল্লম এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে বরিশাল শহর পাহারা দিচ্ছিল। লোকের মুখে জানতে পারলাম একজন মেজর জলিল এখানে এসেছেন এবং স্থানীয় এম-সি-এ নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাসায় কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে এবং সেখানেই মেজর জলিল আছেন। আমি এ খবর পেয়ে বেলা ১২টার সময় নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাসায় গেলাম। সেখানে অত্যন্ত ভীড়। ভীড় ঠেলে ভেতরে গেলাম। সেখানে মঞ্জুর ভাই, মেজর জলিল, স্থানীয় এম-সি-এ আমু ভাই, শামসু মিয়া, মহিউদ্দিন ভাই, বারেক (এঁরা সবাই এম-সি-এ ছিলেন) এবং আরো অনেক স্থানীয় ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন। সবাই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা ভাবছিলেন। আমি মেজর জলিল, মঞ্জুর ভাই এবং অন্যান্যের সাথে দেখা করলাম । মেজর জলিলের সঙ্গে আমার আগে আলাপ ছিল না। তিনি আমার সম্পর্কে প্রথমে খোঁজখবর নিলেন। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন থানা দখল করে নেবার জন্য।

২৭শে মার্চ রাতে আমরা প্রতিটি থানাতে অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠালাম যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ছুটিতে আছেন তাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য এবং মুজাহিদ, আনসার, উৎসাহী যুবক, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বরিশালে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম এবং আসতে না পারলে সেখানেই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে বলা হল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ট্রেনিং-এর জন্য দিতে বলা হল। প্রতিটি থানা আমাদের নির্দেশ জেনে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। আমরা মেজর জলিলের নির্দেশে জায়গায় জায়গায় যুবকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করলাম।

২৭মে মার্চের রাতে নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাড়ীতে সব আওয়ামী লীগ নেতা ও অন্যান্য দলের নেতাদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। মেজর জলিলকে দক্ষিণাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক করে কাজ শুরু করে দিলাম। দক্ষিণাঞ্চলের এলাকা বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা নিয়ে গঠিত ছিল। এস-পিদের নির্দেশ দেয়া হল সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দিয়ে দেবার জন্য। এস-পি'রা নির্দেশ মেনে নিয়ে সমস্ত অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দেন।

সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করা হয়। খাদ্য সরবরাহের জন্য একটি গ্রুপ গঠন করা হয়-যাদের কাজ ছিল সব মুক্তিযোদ্ধার জন্য খাবার যোগাড় করে দেয়া। ট্রান্সপোর্টগুলি আমাদের কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণে

---

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আনা হয়। বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ও একটি পরিষদ গঠন করা হয়। ডেপুটি কমিশনার, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ও অন্যদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এছাড়া বরিশাল শহরের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হয়। এগুলি ছিল বেলস পার্ক, সদর গার্লস হাইস্কুল, লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী (কমান্ডো ট্রেনিং-এর জন্য), মাধবপাশা ও প্রতাপপুর। অন্যান্য থানাগুলিতেও এরূপ অনেক ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হয়। এসব কেন্দ্রে হাজার হাজার যুবক দেশকে মুক্ত করার জন্য ট্রেনিং নিতে শুরু করে। বেলস পার্কে সর্ববৃহৎ ট্রেনিং কেন্দ্র ছিল। এখানে হাজার হাজার যুবক ট্রেনিং নিতে থাকে এবং এদের অনেককে অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়। আমি সমস্ত ট্রেনিং কেন্দ্রের উপর নজর রাখতাম। ক্যাপ্টেন হুদা মেজর জলিলের সাথে থাকতেন এবং অন্যান্য দিকগুলির উপর নজর রাখতেন।

অয়ারলেসের মাধ্যমে আমরা পূর্বেই চাঁদপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাট ইত্যাদি স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। চাঁদপুর থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠালেন পাকসেনা যে কো মুহূর্তে চাঁদপুর আক্রমণ করতে পারে। তিনি আমাদের কিছু লোক পাঠাতে বললেন। মেজর জলিলের নির্দেশে আমি প্রায় ১০০ জন যুবককে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ চাঁদপুরে পাঠিয়ে দিলাম। ফরিদপুর, পটুয়াখালী বাগেরহাট, খুলনা পিরোজপুর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও আমি প্রায় এক হাজার জনকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে শত্রুর আক্রমণকে রুখবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন থানা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরো ৫০০ জনকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ শত্রুদের রুখবার জন্য পাঠিয়ে দিই। ব্রজমোহন কলেজের কেমিস্ট্রির একজন অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান বিভাগ ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সহায়তায় আমরা হ্যান্ড গ্রেনেড, মলোটভ ককটেল ইত্যাদি হাতবোমা তৈরী করতে শুরু করে দিলাম এবং এগুলি বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলাম। বরিশাল-পটুয়াখালী যেহেতু নদী প্রধান ছিল, সেহেতু শত্রুরা গানবোট নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। তাই গানবোট ধ্বংস করার জন্য ‘রকেট’ ধরনের বোমা তৈরী করার চেষ্টা করি। এতে কিছুটা সফল হলেও আমরা তা কার্যকর করতে পারিনি।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করেছে। পাকসেনাদের তুলনায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুবই কম। সেজন্য অন্য কোথাও থেকে অস্ত্র যোগাড় করা যায় কিনা চিন্তা করতে থাকি। বন্ধুদেশ ভারত থেকে অস্ত্র যোগাড় করার জন্য দক্ষিণাঞ্চল কমান্ডের প্রধান মেজর জলিল আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ভারতে পাঠান। অস্ত্রশস্ত্র যোগার করা ছাড়াও অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগাযোগ করাও প্রয়োজন ছিল। আমরা চিন্তা করে দেখলাম পাকিস্তানীদের সাথে এ অবস্থাতে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। তবুও বরিশালের সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্ব ছিল। আমরা বরিশালকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই। সেজন্য ঢাকা থেকে বরিশাল আসার পথের উপর ২টি সড়কসেতু ধ্বংস করে দিই। ঢাকা থেকে বরিশালের সরাসরি রাস্তাযোগে কোন যোগাযোগ না থাকলে এই সড়কসেতু ২টি উড়িয়ে দেয়াতে শত্রুদের বরিশাল যাবার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। ফেরীগুলি নষ্ট করে দেয়া হয় । পাকসেনারা যাতে বিমানে করে নামতে না পারে তার জন্য রহমতপুর এয়ার বেইসে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কালিজিরা নদীতে শত্রুদের বাধা দেবার জন্য শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। শত্রুরা যাতে নদীপথে আসতে না পারে তার জন্য বরিশাল থেকে ৫/৭ মাইল দূর পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় বাংকার খুঁড়ে নদীপথের উভয় দিকে শত্রুদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য বেশ কয়েকটি অবস্থান গড়ে তুলি।

অন্যদিকে, খুলনা হয়ে শত্রুরা যাতে বরিশালে ঢুকতে না পারে তার জন্যও ঝালকাঠিতে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সেখানে যাই। খুলনা থেকে বরিশালে নদীপথ আসতে হলে গাবখান চ্যানেল হয়ে আসতে হবে। তাই গাবখানের উভয় পাশে শক্তিশালী পাহারার ব্যবস্থা করি এবং মধ্যে একটি ‘ফ্ল্যাট’ রেখে দিই যাতে শত্রুদের গানবোট না আসতে পারে। শত্রুরা নদীপথে পার না হতে পারলে নদীর এক পাড়ে নামবে, তখন আমরা আক্রমণ চালাব। এটা ছিল পরিকল্পনা।

এরপর যাই পিরোজপুর। পিরোজপুরে লেঃ জিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মেজর জলিল তাকে পিরোজপুরের ভার দিয়ে আমাকে নিয়ে বাগেরহাটে যান। বাগেরহাটের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলি এবং পরিকল্পনা নিই খুলনা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেয়ার জন্য। পরিকল্পনা মোতাবেক ৩/৪ এপ্রিল রাতে বেতার কেন্দ্রে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাই এবং ২৪ ঘন্টার জন্য খুলনা বেতার কেন্দ্র মুক্ত রাখতে সক্ষম হই। কিন্তু পাকসেনাদের প্রবল চাপে খুলনা বেতার কেন্দ্র বেশীক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। খুলনা বেতার কেন্দ্রের যুদ্ধে আমাদের তিনজন শহীদ হন। পাকসেনাদের ৩৫ জনের মত হতাহত হয়। আমরা বাগেরহাটে ফিরে আসলাম।

বাগেরহাটে এসে প্রথতে খুলনার এম-সি-এ জনাব রহমান, ছাত্রনেতা টুকু এবং অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। যোগাযোগ করে আমরা রূপসা নদী পার হয়ে রাতের আঁধারে খুলনা শহরের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে গোল্লামারীতে অবস্থিত খুলনা বেতার কেন্দ্রের নিকটে কলাবাগানে ২টি প্লাটুনকে অবস্থান নিতে বলি। খুলনা থেকে গোল্লামারী আসার পথে একটি ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজের নিচে এ্যামবুশ নেয়ার জন্য আর একটি ছোট গ্রুপকে নিযুক্ত করি। বয়রাতে কিছু ইপিআর ছিল। তাদের বলা হয় আমরা যখন গোল্লামারী বেতার কেন্দ্রে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তখন তারা যেন সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে খুলনা শহরের নিকটস্থ গ্রামের দেশপ্রেমিক যুবকদের (নক্সালদের) সাথে যোগাযোগ করা হয়। তারা আমাদের আক্রমণে সাহায্য করার জন্য একসাথে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই পরিকল্পনা নেয়া হয়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল একসাতে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুলনা শহর শত্রুমুক্ত করব।

পরিকল্পনামত ৩/৪ এপ্রিলের রাত ৯টার সময় গোল্লামারীতে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। গোল্লামারীতে অবস্থিত পাকসেনাদের সাহায্য করার জন্য সার্কিট হাউস থেকে আরও সৈন্য ১টা জীপ ও ২টা ডজে করে গোল্লামারীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আগে থেকেই গোল্লামারী-খুলনার মধ্যে আবস্থানরত এ্যামবুশ পার্টি পাকনেসাদের গাড়ীর উপর গ্রেনেড, হাতবোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। জীপ এবং ডজ দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাক-সেনারা টিকতে না পেরে ব্রীজ এবং বেতার কেন্দ্র ছেড়ে শহরে পালিয়ে যায়।

বয়রাতে অবস্থানরত ইপিআররা শত্রুদের উপর কোন কারণে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। সেজন্য আমরা খুলনা শহর দখল করতে পারিনি। বেতার কেন্দ্র চালু করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। এ আক্রমণে শত্রুদের ৭৯ জন হতাহত হয়। এদের মধ্যে একজন মেজর ছিলেন। আমাদের পক্ষে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। হাবিব নামে জনৈক তরুণ ছাত্র ছিল, সে আক্রমণের পূর্বে তার পিতার রিভলবার চুরি করে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তার বয়স কম দেখে আমি তাকে আক্রমণে অংশগ্রহন করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরে তাকে মৃত অবস্থায় দেখি। শহীদদের মধ্যে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ই-এম-ই'র সৈনিকও ছিলেন।

পরদিন শত্রুরা খুলনা শহর থেকে মর্টারের প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং ৩০-এম-এম-জি থেকে আমাদের উপর মুষলধারে গুলি চালাতে থাকে। আমরা চিন্তা করে দেখলাম শত্রুদের বিরাট শক্তির সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না । সেজন্য কৌশলগত কারণে ৫ই এপ্রিল রাতে শত্রুসৈন্যের প্রচন্ড চাপের মুখে টিকতে না পেরে ফিরে বাগেরহাটে চলে আসি। আমাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে আমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করা । সেটা আমরা করতে পেরেছিলাম।

বাগেরহাটের তৎকালীন এস-ডি-ও পরিস্থিতির জন্য ভীত ছিলেন। তিনি আমাদের ঠিকমত সাহায্য দিতে পারছিলেন না। বাগেরহাট শহরে অবস্থান নিয়ে থাকা ঠিক হবে না, কেননা শত্রুরা আমাদের অবস্থানের কথা জেনে ফেলেছিল। তাই বাগেরহাটের ছেলেরা বলে খান জাহান আলী সাহেবের দরগার পাশে অবস্থান নিলে ভাল হবে। তাদের একটা বিশ্বাস ছিল দরগার কাছাকাছি অবস্থান নিলে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারবে না। সেজন্য

আমি বাগেরহাটে দরগার পাশে অবস্থান নিই। বাগেরহাটের এম-সি-এ আবদুর রহমান অনেক সময় আমাদের কোন নির্দেশ না নিয়ে অনেক কাজ করে ফেলতেন। আমি খবর পাই খুলনার এম-সি-এ শেখ আবদুল আজিজ সাহেব বাগেরহাটে এসেছেন। তার সাথে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।

একদিন খবর পাই একটা জাহাজে কিছু হাতিয়ার আছে-যার কথা পাকসেনারাও জানেনা এবং জাহাজটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। এ খবর আমাকে দেন মংলা পোর্টের একজন কাস্টম অফিসার। সে হাতিয়ার যোগাড় করার জন্য আমি দুটি স্পীডবোট নিয়ে সুন্দরবন হয়ে ঘুরে মংলা পোর্টে যাই । পোর্টে গিয়ে একটা স্পীডবোট পরিত্যক্ত জাহাজটির কাছে যায়। আমি অন্য স্পীডবোটটি থেকে শত্রুদের উপর নজর রাখি। আগের স্পীডবোটটি যখন কয়েক বাক্স মাল নামিয়েছে, হঠাৎ করে গানবোট থেকে পাকসেনারা গোলা ছুঁড়তে থাকে আমরা কোনরকমে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে আসি। পরে বাক্স খুলে দেখতে পাই, সেগুলি বন্দুকের গুলি বাগেরহাট থেকে আসার পথে দেখতে পাই চার নৌকা বোঝাই চাল চুরি হয়ে গেছে। আমরা তার অধিকাংশই উদ্ধার করে বাগেরহাটে নিয়ে আসি। গুলি নিয়ে স্পীডবোটে করে পালিয়ে আসার সময় বৈঠাঘাটা থানাতে আশ্রয় নিই। এখানে শুনতে পাই, পাকসেনারা নদীপথে গানবোটের সাহয্যে পাহারা দিচ্ছে। আমি এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে বাগেরহাটে ফিরে আসি। একদিন রাতে দালাল রজব আলী ও তার সঙ্গীরা আমাদের বাগেরহাট দরগা অবস্থানে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। আমরা হামলা প্রতিহত করি। রজব আলী ও তার দলবল রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন উপায়ে বাধার সৃষ্টি করত।

নানারকম সুবিধা অচলাবস্থা ও সাময়িক হতাশার জন্য বাগেরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি হয়। আমি তাদের মধ্যে হতাশার ভাব দূর করে মুক্তিবহিনীকে সংগঠিত করে তুলি। তারপর মেজর জলিল আমাকে পিরোজপুর ও বাগেরহাটের ভার দেয়া হয় এবং আমাকে বরিশালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সেখানে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর আমি বরিশালে এসে আগেকার তৈরী বাংকার এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান নিই এবং বরিশাল শহর ও অন্যান্য এলাকায় যাতে শত্রুরা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য শক্তিশালী ব্যূহ তৈরী করতে থাকি। বরিশাল থেকে বেশ কিছুদূরে জুনাহারে কীর্তনখোলা নদীর দুই পারে বাংকার খুঁড়ে শত্রুর অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে থাকি। ঢাকা এবং ভোলা থেকে রাত্রে পাকসেনারা আসতে না পারে তার জন্য জুনাহারে অবস্থান নিই। পূর্বেই বলেছি বরিশাল হল নদীপ্রধান। স্থলপথে পাকসেনাদের বরিশাল আসা অসম্ভব ছিল। যেদিক দিয়েই শত্রুসেনারা বরিশালের দিকে আসুক না কেন তাদের নদীপথ হয়েই আসতে হবে। পটুয়াখালী তখন আমাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। সেদিক দিয়ে পাকসেনাদের আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না, খুলনা হয়ে এতদূর ঘুরে পাকসেনারা আসবে সেটাও সম্ভব নয়। তবুও বরিশাল থেকে কিছু দূরে আমরা বাংকার খুঁড়েছিলাম পাছে খুলনার দিক থেকে কোন আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। তবে অস্ত্রের অভাবে সেখানে কোন অবস্থান নেওয়া হয়নি। জুনাহারে কীর্তনখোলা নদীর দুই পারে অবস্থান নেওয়ার পর শত্রুরা যাতে অতি সহজে নদীপথে বড় স্টীমারে না আসতে পারে তার জন্য ২টা স্টীমার ব্যারিকেড করে নদীর মধ্যে আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়া হয়। আমি জুনাহারে প্রথমে ৯০জনকে ৯০টি রাইফেল দিই। এর মধ্যে ৫০টি ৩০৩ রাইফেল ছিল, বাকি ৪০টি ছিল মান্ধাতা আমলের। মেজর জলিল ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে অস্ত্রের জন্য ভারত থেকে ৫০টি এস-এম-জি, ২০০টা ৩০৩ রাইফেল, ১৫টি এস-এল-আর, ৩০০টা ৩৬-হ্যান্ড গ্রেনেড ও কিছু এনারগা গ্রেনেড ও লাঞ্চার নিয়ে আসেন। তবে এসব অস্ত্রের কোন শক্তি ছিল না পাকসেনদের গানবোট ধ্বংস করার। এসব অস্ত্র নূরুল ইসলাম মঞ্জুর মেজর জলিলের হাতে তুলে দেন। মেজর জলিল এসব অস্ত্রের মধ্যে আমাকে ২টা এস-এল-আর, ৪টা এনারগা গ্রেনেড ও ৩০টি মান্ধাতা আমলের রাইফেলের পরিবর্তে ৩০৩ রাইফেল ৩০টি দেন। ইতিপূর্বেই

পাক বিমান বাহিনী বরিশাল শহরে এসে ২টা স্যাবর জেটের সাহয্যে স্ট্র্যাফিং করে। বিমান বাহিনীর বুলেটবৃষ্টির ফলে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এত ৩০/৪০ জন নিরীহ লোক মারা যায়।

এ বিমান আক্রমণের ফলে জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে অধিকাংশ লোকই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বরিশাল একরকম জনশূন্য হয়ে পড়ে। বিমান হামলার বেলস পার্কে অল্পের জন্য মেজর জলিল রক্ষা পান।

বিমান হামলার পর প্রয়োজনীয় মজুত রিজার্ভ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী ও অন্যান্য স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। বরিশাল শহরের উপর আক্রমণ অত্যাসন্ন ভেবে আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। পেট্রোল যোগাড় করার জন্য ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় স্পীডবোটে করে ভোলায় যাই। বহুকষ্টে সামান্য পেট্রোল সংগ্রহ করে পরদিন সকালে ফিরে আসি।

আমি যখন কন্ট্রোল রুমে বসে আছি তখন হঠাৎ বরিশালের ২০ মাইল দুরে নান্দিনাবাজারে অবস্থানরত আমাদের পার্টি খবর জানায় ৪টি গানবোট ও অন্য দুটি বোটে করে পাকসেনারা যতদূর সম্ভব বরিশালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তারা বরিশাল আক্রমণ করতে পারে। আমি তৎক্ষনাৎ জুনাহারে আমাদের অবস্থানের দিকে চলে যাই। জুনাহারে পৌঁছতে পৌঁছতে দেখি পাকসেনারা আমাদের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। আমি জুনাহারের তালতলী নদীর পারে আমার অবস্থানে গিয়ে দেখি সেখানে অবস্থানরত সেনারা ভয় পেয়ে গেছে। আমি তাদের সাহস দিয়ে সংগঠিত করি। শত্রুসেনারা বাধা পেয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নদীর উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখা ২টি স্টীমারের উপর হামলা চালায়। ১টি স্টীমার গোলা মেরে পুড়িয়ে এবং অন্যটি ডুবিয়ে দিয়ে তারা তালতলী নদীর ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আমাদের হাতে ভারী অস্ত্র না থাকার ফলে আমরা গানবোটগুলি ধ্বংস করে দিতে পারিনি। আমি দ্রুত ১টি নৌকায় করে তালতলী নদী পার হবার চেষ্টা করি। এ সময় শত্রুসেনারা আমার নৌকার উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার মাঝি আহত হয়। আমি দ্রুত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং পার হতে সক্ষম হই।

শত্রুসেনারা সে সময় আমার উপর মেশিনগানের গুলি চালাতে থাকে। আমি চরে ধানক্ষেতে প্রায় ১ ঘন্টা পড়ে থাকি। তারপর আস্তে আস্তে ক্রলিং করে মূল অবস্থানে ফিরে আসি।

শত্রুদের গানবোট ধ্বংস করার জন্য আমার বাহিনীর ইপিআর-এর হাবিলদার আবদুল মান্নান অতি সাহসিকতার সাথে খুব নিকট থেকে ১টি গানবোটের উপর হামলা চালায়। এতে গানবোটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১২টা পর্যন্ত মুষলধারে উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারে আরও ১০০-এর মত খানসেনা তালতলী পাড়ে নামানো হয়। সন্ধ্যার দিকে আমরা অবস্থান তুলে নিই। পাকসেনারা আশেপাশের গ্রামগুলি উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরদিন ২৬শে এপ্রিল পাকসেনারা বরিশাল শহরে প্রবেশ করে এবং যুদ্ধের সময় যথেষ্ট গোলাগুলি ক্ষয়ের ফলে পাক সেনারা বরিশাল শহরে ক্ষতি করতে পারেনি। ইতিমধ্যে সংঘর্ষের সময় বরিশাল শহরের লোকেরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ২৫ জন মারা যায়। আমাদের কেউ মারা যায়নি।

বরিশালে প্রতিরোধের বিবরণ

সাক্ষাৎকারঃ মহিউদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন এম-টি

২৮-০৮-১৯৭৩

২৫মে মার্চের ঘটনা আমি জানতে পারি টেলিফোনযোগে রাত সাড়ে নটা-দশটার দিকে। আমরা মঞ্জুর ভাই সহ বসলাম আলাপ-আলোচনার জন্য। অয়ারলেস মারফত আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করে ঢাকার পুরা

খবর পেলাম। রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই পাকসেনা আসার আগেই আমরা সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র তথা অস্ত্র আমাদের হাতে নিয়ে আসবে।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই আমিসহ আমার দলের লোকজন বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে জনমত গঠন করে। পাক-আক্রমণ ঘটলে যেকোন জবাবের জন্য সবাইকে প্রস্ত্তত থাকতে হবে। সমগ্র বরিশাল জেলার বিভিন্ন থানা, উইনিয়ন, গ্রামে সভা করে বেড়াই। মানুষ প্রস্ত্তত ছিল যেকোন অবস্থার জন্য।

২৬শে মার্চ আমি এবং নূরুল ইসলাম মঞ্জুর মিলে পুলিশ লাইনে পুলিম রিজার্ভ ফোর্সের সামনে বক্তৃতা করি। তারা সবাই হাত উঠিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্ত্তত বলে জানায়। এস-পি'র সাথে আলাপ-আলোচনা করি। আমরা সমস্ত জেলার দায়িত্ব নিই। পাকসেনা ওয়াপদা কলোনীতে কিছু ছিল, তারা আমাদের ফোন পেয়ে পালিয়ে যায়।

২৭শে মার্চ আমরা এসপি'র কাছে থেকে চাবি নিয়ে ট্রাকে করে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যাই। লাকুটিয়া জমিদার বাড়ী কাশীপুর, মঞ্জুর সাহেবের বাসাতে অস্ত্রশস্ত্র রাখি এবং ছাত্র, পুলিশ, আনসার, সাধারণ লোক, ছাত্রলীগ কর্মী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, শ্রমিক সব মিলে ৪/৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা তৈরী করি। ২৭/২৮শে মার্চ থেকে পুলিশ লাইনে এবং বেলস পার্কে (বঙ্গবন্ধু পার্ক) আর্মস ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। উজিরপুর থানাতে মেজর জলিলের বাড়ী। জনসভা করে বের হওয়ার সময় মেজর জলিলের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সে আমাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বলে, ''আমি ছুটিতে আছি, যদি কোন কাজে লাগে ডাকবেন।'' ২৮শে মার্চ আমরা চিঠি পাঠিয়ে মেজর জলিলকে নিয়ে আসি এবং কাজে লাগাই। আমরা ডিসির বাংলোতে আলাপ-আলোচনা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, এম-পি-সিভিল প্রধান; মহিউদ্দীন আহমদ এম-পি খাদ্য এবং যোগাযোগ; আমির হোসেন আমু, এম-পি-সাহায্য; আমিনুল হক চৌধুরী-বিচার বিভাগ; এম-পি সার্জেন্ট ফজলুল হক, মেজর জলিল ও এস-পি-ডিফেন্স; আবদুল মালেক খান, আওয়ামী লীগ সভাপতি-অর্থ বিভাগ; সর্দার জালাল, এডভোকেট ইউসুফ, হুমায়ুন এমপি-প্রচার বিভাগ; কাজী মহিউদ্দিন-নদীপথ যোগাযোগ; হেমায়েত উদ্দীন এডভোকেট-সমন্বয় বিভাগ। প্রত্যক বিভাগের সাথে ডিসি, এসপি, এডিসি, যাবতীয় বিভাগীয় প্রধানরা সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ডিসি ছিলেন হাবিবুর রহমান, এমপি ফখরুদ্দিন আহমেদ, এডিসি কাজী আজিজুল ইসলাম (শহীদ), অতিরিক্ত জেলা পুলিশ প্রধান গোলাম আহমদ (শহীদ), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আসমত আলী, আনসার এ্যাডজুটেন্টরাও আমাদের সহযোগী ছিলেন। তালতলী, সাগরদি, কাশীপুর এলাকা, লাকুটিয়া ইত্যাদি স্থানে ডিফেন্স দেওয়া হয়। শহরের ভিতরেও আমাদের গোপন সেল ছিল।

ইতিমধ্যে ঢাকা, খুলনার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার শরণার্থী তথা আহত লোক আসা শুরু করে। তাদেরকে কলেজসহ বিভিন্নস্থানে রাখার ব্যবস্থা করি এবং পরে তাদেরকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমি নিজে করি। ফোন মারফত আমাদের বাগেরহাট, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মঞ্জুর সাহেব (এমপি) আগরতলা যান। তিনি আগরতলা থেকে ফিরে আবার কলকাতা যান অস্ত্রের জন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে ডিফেন্সের। আমি ১৫০ জনের মত যোদ্ধাকে অস্ত্র, খাদ্য, ওষুধ সহ লঞ্চযোগে চাঁদপুর পৌঁছি মিজানুর রহমান চৌধুরীর অনুরোধে। এই বাহিনী কুমিল্লা সেনানিবাস আক্রমণ করে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। আমাদের বাহনীর ৩০ জনের মত শহীদ হয় ওখানে।

বাগেরহাটেও আমরা পাঠিয়েছিলাম ৬০ জনের মত যোদ্ধাকে। খুলনার যুদ্ধে আমাদের ৩/৪ জন শহীদ হন। আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি ছিল যারা মোটরসাকেল এবং মোটর সহযোগে যোগাযোগ রাখতো। প্রতি থানাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। থানার সাথে আমাদের সব সময় যোগাযোগ থাকতো। বরিশালের সকল মহকুমায় আমরা নির্দেশ এবং যোগাযোগ রাখতাম।

২৬শে এপ্রিল বরিশালের পতন ঘটে পাক বহিনীর হাতে। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের ১০/১২ তারিখে এবং ১৯/২০ তারিখে পাক বিমান দু'বার হামলা চালিয়ে আমাদের একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেয় এবং বোমার আঘাতে ২০ জনের মত লোক মারা যায়। বহু আহত হয়। পথিমধ্যেও বহু লোক মারার যায়। মঞ্জুর সাহেবের কথা মত মেজর জলিল এবং ক্যাপ্টেন হুদাকে অস্ত্রের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। মঞ্জুর ভাই ইতিমধ্যে ২২ এপ্রিল কিছু অস্ত্র নিয়ে বরিশাল আসেন।

২৫শে এপ্রিল ভোরবেলা থেকে পাকসেনারা শেলিং করতে করতে আসে মুলাদির দিক থেকে। খুলনার দিক থেকেও আসতে থাকে। ফরিদপুর থেকেও স্থলবাহিনী মার্চ করে আসতে থাকে। ৪টি জেট অনবরত বোমা ফেলা শুরু করে। পর মুহূর্তে ৬টি হেলিকপ্টারযোগে অসংখ্য ছত্রীসেনা নামিয়ে দেয়। মঞ্জুর তখন তালতলী (উত্তর দিকে) ও আমি দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করি। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন ফিরুর গুলি লাগে। পাশাপাশি মঞ্জুরও ছিল। মঞ্জুর আমাকে মেসেজ দেন ফোর্স নিয়ে লাকুটিয়া রওয়ানা হবার জন্য। আমি নিজে বাহিনীর ডাক্তারসহ লাকুটিয়া রওনা হই। কিন্তু অনবরত বোমা ফেলার জন্য লাকুটিয়া না যেতে পেরে সরদার জালাল, আমিনুল হক চৌধুরী এবং কিছু ছেলে নিয়ে কাশীপুর ক্যাম্পে চলে যাই। এর আগেই অবস্থা বুঝতে পেরে শহর থেকে বেসামরিক লোকদের সরে যেতে বলি। আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকেও চলে যেতে বলি। সরদার জালালকে রুহাতে (গ্রাম) রেখে একটি জীপ নিয়ে দুজন মুক্তিযোদ্ধাসহ বিকাল ৫টার দিকে শহরে চলে আসি অবস্থা দেখার জন্য। শহরে ঢোকার সময় গ্রামসংলগ্ন রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাকে পজিশন নিয়ে থাকতে দেখি। আমি কিছু মুক্তিবাহিনীকে নদীর ওপারে (কীর্তনখোলার ওপারে পজিশন নিয়ে গানবোটে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করতে বলি।

শহর তখন শূন্য। কিছুক্ষণ পরপরই আবার ব্যাপকভাবে বোমা ফেলা শুরু হয়। আমি ও ড্রাইভার দু'জন বাংকারে আধ ঘন্টা বসে থাকি। বোমা ফেলা একটু কমলে গাড়ী নিয়ে রুহু গ্রামে রওনা হই। ছত্রীসেনা নেমে গিয়েছিল। তারা আমার গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। আমরা অল্পের জন্য বেঁচে যাই। রুহু গ্রামে পৌঁছালে মঞ্জুরের মেসেজ পেলাম যে আমাদের লাকুটিয়া ঘাঁটির পতন ঘটেছে। তিনি স্বরূপকাঠির দিকে যোদ্ধা নিয়ে রওনা হয়েছেন। আমাকে রাতেই তার সাথে দেখা করতে বলেন। রাতেই কিছু যোদ্ধা, জালাল আহমেদসহ রওনা হয়ে পরদিন ভোরবেলা স্বরুপকাঠি (থানা) গিয়ে পৌঁছাই। ২৬ তারিখে রাত ৩টার দিকে কাউখালীতে মঞ্জুরের সাথ আলাপ করি। আমরা ওখান থেকে গানবোটের শেলিং শুনতে পাচ্ছিলাম।

২৭শে এপ্রিল রওনা হয়ে আমরা ৩টি বড় লঞ্চে বহু পরিবারসহ (২০০/৩০০) সুন্দরবন হয়ে হাসনাবাদ পৌঁছাই ২৯শে এপ্রিল। বিশ্রাম সিংহ তখন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রধান ছিলেন। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। কলকাতার বালিগঞ্জে মঞ্জুরসহ মন্ত্রী পরিষদের সাথে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করি বরিশালের সব কথা বলি। জেনারেল ওসমানীর সাথেও ওখানে সাক্ষাৎ হয়। বিশ্রাম সিংহ মিঃ মুখার্জী, নেভাল কমান্ডার কে,বি, সিংহ- এদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এদের আন্তরিকতা ও সাহায্য-সহানুভূতি ভোলা যায় না।

১লা মে থেকে ৭ই মে পর্যন্ত হাসনাবাদ, ব্যারাকপুর পাগলের মত আমি এবং মঞ্জুর ঘোরাঘুরি করে দুই লঞ্চ আধুনিক অস্ত্র, ওষুধ, ড্রাই ফুডসহ কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস সরকারী চুক্তি ছাড়াই কামান্ডার মুখার্জী, কে,বি, সিংহ, বিশ্রাম সিংহ গোপনে আমাদের হাতে তুলে দেন। ৬/৭ দিন আমাদের ছেলেদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতি গ্রুপকে বিভিন্ন অস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা দিই। আমরা নিজেরাও শিক্ষা নিই। আমি, মঞ্জুর, সরদার জালাল, প্রায় ৮০ জন যোদ্ধা, মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন রহমান, লেঃ নাসের সহ ২টি লঞ্চ ভর্তি অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে বরিশালের দিকে রওনা হই। ৪০ হর্স-পাওয়ারের স্পীডবোটও ছিল আমাদের সাথে।

দুপুর ২টার দিকে আমরা হাসনাবাদ থেকে রওনা হই। ২টি ভারতীয় নেভাল শীপ আমাদের পৌঁছে দিয়ে সালাম করে চলে য়ায়। একটি লঞ্চে মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন রহমান এবং অন্যটিতে আমি, মঞ্জুর, লেঃ ময়নুল ছিলাম। আমরা সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করি।

খুলনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় গাবুরিয়া ইউনিয়নের বুড়িগোয়ালিনীর নিকটে তিনটি পাক গানবোট আমাদের আক্রমণ করে। আমরাও পাল্টা আক্রমণ করি। এক ঘন্টা যাবৎ দু'পক্ষে গোলাগুলি হয়। আমাদের আক্রমণে একটি গানবোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ওরা দূরে চলে গিয়ে কামান ছুড়তে থাকে। রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। আমাদের দু'টি লঞ্চে পিছনে যে পেট্রোল ছিল তাতে শেল পড়ে আগুন লেগে যায়। ওখানে আমাদের কয়েকজন যোদ্ধা শহীদ হয়। আমরা পানিতে ঝাঁপ দিই। আমরা কিছু সাঁতরিয়ে পাড়ে উঠি। ওয়াপদা বাঁধে উঠে পজিশন নিই। কিছু মুক্তিযোদ্ধাসহ আমি এবং মঞ্জুর পিছু হঠতে থাকি। পাকসেনারা অনবরত শেল ফেলতে থাকে গ্রামের দিকে। আমরা যে কোন স্থানে তার কিছুই বুঝছিলাম না।

গাবুরিয়া ইউনিয়নের ঐখানে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খবর দিয়ে পাক গানবোট নিয়ে আসে। তখন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঠের ভিতর আমি নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে হারিয়ে ফেলি। আমি এবং আবুল হোসেন নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা বিচ্ছিন্নভাবে একদিকে এগোতে থাকি। ভোরবেলা সর্দার জালাল, কানু, মকসেদ আলী, বাদল, ফিরোজসহ কিছু লোককে মাঠের মধ্যে দেখতে পাই এবং তাদের সাথে মিলিত হই। আমরা ১৭ জন লোক। আর কারো কোন খোঁজ পাইনি। একদিকে বিদ্যুৎ, সার্চ লাইটের আলো, অন্যদিকে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ক্রলিং করে এগোচ্ছিলাম। আমরা ১৭ জনই কমবেশী আহত ছিলাম। আমরা ১৭ জন গ্রামের দিকে রওনা হচ্ছিলাম। বৃষ্টি তখন সমানে হচ্ছে। আমরা পাইকগাছা থানার ভিতরে মদিনাবাদ গ্রামে কয়রা ইউনিয়নে পৌঁছাই। আমরা আমাদের পরস্পরের নাম বদল করি। গ্রামের অবস্থাও বুঝি যে তা আমাদের পক্ষে হবেনা। মওলানা সালাম ওখানে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। মওলানা আবদুস সালাম তার দলবল এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ঘেরাও করে বন্দী করে ফেলে।

প্রতিরোধ-বরিশাল

সাক্ষাৎকারঃ আবদুল করিম সরদার, প্রাক্তন এম-পি

২২-১০-১৯৭২

২৬শে মার্চ কটকস্থল নামক স্থানে পাক-বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ৭ জন নিহত ও বহু আহত হয়। অপরপক্ষে মুক্তিবাহিনীর ৩ জন (পরিমল, আবুল হাশিম ও মোশাররফ) শহীদ হয়। জুলাই মাসের শেষের দিকে কোদালদহে এক যুদ্ধে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়।

প্রতিরোধ-বরিশাল

সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

.............১৯৭২

মার্চ মাসে আমি বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলাম। ২৫শে এপ্রিল, ১৯৭১-এ পাকিস্তান সেনবাহিনী বরিশাল দখল করে নেয়। বরিশাল শহরের ৪ মাইল দূরে লাকুটিয়া জমিদার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি স্থানান্তর করা হয়। ২৫শে এপ্রিল পাকসেনা বাহিনীর গুলিতে কামাল নামে একজন ছাত্র আহত হয়। আমাকে এসে খবর দেয়া হল। তখন সেখানকার হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ভয়ে পালিয়ে যায়। আহত ছাত্রটিকে লাকুটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, আমি এবং আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা লাকুটিয়া ঘাঁটিতে গেলাম।

বরিশাল শহরের পতনের পূর্বে মেজর জলিল সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছিলেন। তিনি, লেফটেন্যান্ট হুদা এবং আরো কয়েকজন তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবহিনীর লোক ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য

গিয়েছিলেন। মেজর জলিল তখন বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। এর আগে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছিলেন।

লাকুটিয়াতে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে আমরা সেখান থেকে মাধবপাশা চলে গেলাম। আমরা প্রায় ৩০ জন লোক ছিলাম। তাদের মধ্যে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, লেঃ নাসিরও ছিলেন। মাধবপাশা থেকে আমরা মামুদকাঠিতে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলাম। এখানে আমরা শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজন হলে প্রাণ দেব। এখানে বসে আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুটো ছেলেকে খবর আনার জন্য বরিশাল শহরে পাঠানো হয়।

আমরা পুলিশের এস-পি'র লঞ্চে করে সুন্দরবনের দিকে রওনা হলাম। ২৭শে এপ্রিল দুপুরের দিকে সুন্দরবনে ঢুকলাম। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সুন্দরবনের মধ্যে ছিলাম। সুন্দরবন, শরণখোলা, বুড়িগোয়ালিনী হয়ে ১লা মে ভারতীয় সীমান্ত হিংগলগঞ্জে পৌঁছালাম। সেদিনই ভারতের হাসনাবাদে চলে গেলাম কালিন্দী নদীর মধ্য দিয়ে।

এখানে এসে মেজর জলিল, লেঃ হুদা এবং আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হয়। বরিশাল শহরের পতনের ৪/৫ দিন পূর্বে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন। তারা ভারতের কাছ থেকে বেশ অস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে দিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের কোন এক জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করা হবে।

৬ই মে দুটো লঞ্চে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হল। আহত কামাল এবং লেঃ হুদাকে হাসনাবাদে আরো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য রেখে আসা হল। আমরা দুপুরের দিকে রওনা হলাম। আমরা হিংগলগঞ্জে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সন্ধ্যার দিকে কৈখালীর সীমান্ত ঘাঁটির কাছে একটা খালের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমাদের বড় লঞ্চটা আগে ছিল এবং মেজর জলিলের লঞ্চটা ২৫/৩০ গজ পিছনে ছিল। লঞ্চ-এর সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল। বড় লঞ্চে আমি, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, এমপি মহিউদ্দিন, সেকেন্ড লেঃ নাসির এবং আরো অনেকে ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং বৃষ্টি হচ্ছিল। বুড়িগোয়ালিনীর কাছে কপোতাক্ষ নদীতে পাকিস্তানীদের দুটো গানবোট ছিল। আমরা গানবোটগুলো প্রায় ৫০ গজের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। তখন গানবোট থেকে আমাদের লঞ্চের উপর সার্চলাইট ফেলা হল এবং ১টা সিগন্যাল ফায়ারও করা হল। লঞ্চটাকে নদীর পারে লাগিয়ে আমরা ছোট-খাট অস্ত্র এবং কিছু গুলির বাক্স নিয়ে নদীর পাড়ে লাফিয়ে পড়লাম। পিছনের লঞ্চ থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। তখন গানবোটগুলো আমাদের উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমরা বাঁধের অপরদিকে গিয়ে বসে পড়লাম। এখান থেকে আমরা কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণ করি এবং পেছনের লঞ্চের কাছে যাবার চেষ্টা করি। রাত তিনটা পর্যন্ত গানবোটের সাথে আমাদের গোলাগুলি বিনিময় হয়। আমরা লঞ্চ থেকে নামার ঘন্টাখানেক পরে লঞ্চে আগুন ধরে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আমরা ১৪/১৫ জন পেছনের লঞ্চের দিকে এগুতে লাগলাম, কিছুদূর গিয়ে আমি এবং আর একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মইনুল পথ হারিয়ে ফেলি। পথ হারিয়ে আমরা আবার পেছনের দিকে যেতে শুরু করি। কিছুদূর গিয়ে একটা ডিংগী নৌকা দেখতে পেলাম। আমরা নৌকায় উঠলাম। কিন্তু নদীর মধ্যে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের উপর গানবোট থেকে সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল। আমরা নদীতে লাফিয়ে পড়লাম এবং সাঁতরে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে একজন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। সে এলাকাটি ছিল মুসলিম লীগের সমর্থকদের। পথে আমরা কয়েকবার মুসলিম লীগের দালালদের হাতে ধরা পড়েছি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। অবশেষে আমরা আবার ভারতে চলে যেতে সমর্থ হই।

বরিশাল রণাঙ্গনে*

পাকসৈন্যরা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাদারীপুর শহর দখল করে নিয়েছিল। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ওরা মিলিটারী ভ্যান নিয়ে বরিশাল জেলার সীমানায় এসে প্রবেশ করল। খবর পেয়ে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মুক্তিবাহিনী গৌরনদী থেকে মার্চ করে এগিয়ে চলল। এদের মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্যায় অভিজ্ঞ কেউ ছিল না- সকলেই কাঁচা, সকলেই অনভিজ্ঞ। মাস খানেকের রাইফেল ট্রেনিং আর নির্ভীক দেশ প্রেম, এই টুকু কেউ সম্বল করে তারা এই দুর্ধর্ষ শত্রুদের মোকাবিলা করতে চলেছে।

বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার সীমান্তরেখায় ভুরপাটা গ্রাম। পাক-সৈন্যবাহিনী বেলা এগারোটার সময় এই ভুরপাটার সেতু পেরিয়ে ইল্লা গ্রামের দিকে চলে এসেছে। দু'পাশের গ্রামবাসীদের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার করে ভ্যানগুলি গর্জন করে ছুটে আসছে। রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার সবকিছুই আছে তাদের সঙ্গে। কুড়ি-পঁচিশটা রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত একদল তরুণ তাদের প্রতিরোধ করতে চলেছে।

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি তরুণ এই সীমান্তে এলাকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ করে চলেছিলেন। দু'জনেই কলেজের অধ্যাপক। মতৃভূমির স্বাতীনতার জন্য অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে এসেছেন। আজ সকল কর্তব্যের বড় বর্তব্য মুক্তিযুদ্ধে সামিল হওয়া। শত্রুসৈন্যরা যে বরিশাল জেলার মাটির উপর এসে গেছে, এখবরটা তখনও তাঁরা জানতে পাননি। আক্রমণ আসন্ন, ভুরপাটা গ্রামের সেতুটিকে এখণই ভেঙ্গে ফেলা দরকার। সেতুটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাঁরা দু'জন রিকশাযোগে ভুরপাটা গ্রামের দিকে চলেছিলেন। ইল্লা গ্রামে এসে পৌঁছতেই মিলিটারী ভ্যানের গর্জন শুনে চমকে উঠলেন তাঁরা। সরে পড়ার সময় ছিল না, কয়েক মুহুর্তের মধ্যে দ্রুতবেগে ছুটে আসা ভ্যানগুলি তাঁদের দৃষ্টিগোচরে এসে গেল। তার ঠিক সেই সময় একটা বুলেট তাঁদের দু'জনের মাঝখান দিয়ে রিকশার গা ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ'জন রিকশা থেকে পথের দু'পাশে ছিটকে পড়লেন। বরিশাল জেলার বুকে শত্রুপক্ষের এই প্রথম গুলিবর্ষণ।

তাঁরা দু'জন হামাগুড়ি দিয়ে উঁচু সড়ক থেকে নীচে নেমে এলেন। তাঁদের ভাগ্য ভাল, তাঁরা শত্রুদের নজরে পড়ে যাননি। তাঁরা গুণে গুণে দেখলেনর। ১০টা ভ্যন, তার পেছনে একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। ভ্যানগুলি সম্ভবত গৌরনদীকে লক্ষ্যকরে ছুটে চলে গেল। এঁরা দু'জন গ্রামের পথ ধরে পেছন পেছন ছুটলেন।

বার্থী গ্রামের সামনে গিয়ে ভ্যানদুটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একদল সৈন্য ভ্যন থেকে নেমে গ্রামের ভেতর ঘুরে ঘুরে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে চলল। যাকে সামনে পেল তাই মারল। তখন কালীপূজার সময়। ওরা পূজাবাড়িতে গিয়ে পূজায় রত দু'জন পুরোহিতকে হত্যা করল। এই 'পবিত্র' কর্তব্য সুসম্পন্ন করে ভ্যানগুলি আবার তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করল।

বার্থী থেকে মাইল দুই দূরে কটকস্থল নামে একটি গ্রাম। মুক্তিবাহিনীর যে যোদ্ধারা শত্রুসৈন্যদের প্রতিরোধ করবার জন্য গৌরনদী থেকে যাত্রা করেছিল, তারা সেই সময় এই কটকস্থল গ্রামে পথের ধারে বসে বিশ্রাম করছিল। ভ্যানগুলি এগিয়ে আসতেই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পেল। পাক-সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্রথমেই গুলি ছুড়ল। প্রতিপক্ষ যে কোন সময় তাদের উপর এসে চড়াও হতে পারে, এমন একট অবস্থার জন্য মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা প্রস্তুত ছিল না। সেজন্য তাদের মূল্যও দিতে হয়েছিল। কিন্তু একটু বাদেই তারা তাদের পজিশন নিয়ে নিল। তারপর পরস্পর অজস্র ধারায় গুলি বিনিময় চলল। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু পাক-সৈন্যরা যখন ভারী মেশিনগান ব্যবহার করতে শুরু করল, তখন রাইফেল সর্বস্ব মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সামনে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দাঁড়িয়ে থাকাটা সমীচীনও ছিল না। তারা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ পেছনে ফেলে রেখে গ্রামের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

---

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

কটকস্থল গ্রামের যুদ্ধের দিন কয়েক পরে। গৌরনদী পাক-সৈন্যদের দখলে এসে গিয়েছে। এখানকার ঘাঁটি সুদৃঢ় করে নিয়ে এবার তারা বরিশাল শহর দখলের অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। অপর দিকে বরিশাল শহরে মুক্তিবাহিনীও চুপ করে বসে নেই। হামলাকারী শত্রুদের প্রতিরোধ করবার জন্য তারা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে চলেছিল।

বরিশাল শহরের মুক্তিবাহিনী গৌরনদীর মুক্তিবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিলালী। শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও অস্ত্রবলের দিক দিয়েই নয়, তাদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ লোকও ছিল। ছাত্র ছাড়াও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর বাহিনীর জওয়ানরা, পুলিশ, আনসার ইত্যাদি নিয়ে এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল।

মুক্তিবাহিনীর নেতারা প্রতিরোধ-প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে এক নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। এই কৃতিত্বের জন্য অবশ্যই তাদের প্রশংসা করতে হবে। সি-এন্ড-বি রোড বরিশাল শহরকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করেছে। শত্রুরা এই পথ দিয়েই বরিশাল শহর আক্রমণ করতে আসবে। তাদের গতিপথকে রুদ্ধ করে দেবার জন্য এবং তাদের অচল করে ফেলবার জন্য ইতিপূর্বে এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর নির্দেশে সেই সমস্ত গ্রামের লোকেরা উদ্যোগী হয়ে সেই কাজে হাত দিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিবাহিনী শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তাদের এই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে এক নতুন রণকৌশল নিয়ে শত্রুপক্ষের জন্য এক মায়ার ফাঁদ পেতে বসল। দেখতে দেখতে সমস্ত ব্যারিকেডগুলিকে সরিয়ে নিয়ে এই রাস্তাকে যানবাহন চলবার পক্ষে সুগম করে দেওয়া হোল। শত্রুরা যাতে বিনা বাধায় এবং নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসতে পারে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বরিশাল শহলে আসতে হলে পর পর দুটো নদী পেরিয়ে আসতে হয়। প্রথমটা শিকারপুরের নদী, দ্বিতীয়টা দোহারিকা নদী। এই দুয়ের মাঝখানে দশ মাইল স্থলপথ। এইখানে মায়ার ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। পথে কোথাও কোন বাধা পাওয়া যাবে না, কোন ব্যারিকেড সরিয়ে আসতে হবে না, কোন ভেঙ্গে ফেলা পুল সারাই করে নিতে হবে না এমন কথা পাক-সৈন্যরা ভাবতেও পারেনি। এমন সহজ সুগম পথ পেয়ে তাঁরা মহাখুশী। তাদের সৈন্যবাহী গাড়িগুলি স্বচ্ছন্দে শিকারপুরের নদীর পার পর্যন্ত চলে এল।

ফেরী বোটে করে এই নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হবে। ওরা উল্লাসিত হয়ে দেখল ফেরীবোটের মাথায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। ফেরীবোটের লোকেরা ওদের আসতে দেখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে জয়ধ্বনি তুলল। তখনকার মত দুর্দিনে এমন সাদর সংবর্ধনা পাবে, এটা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। আনন্দে ডগমগ হয়ে ওরা ফেরীবোটের সাহায্যে নদী পার হতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তাদের মনে এই সন্দেহ জাগেনি যে, এই ফেরী বোট যারা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সবাই মুক্তিবাহিনীর লোক; মুহূর্তের জন্যও তারা ভাবতে পারেনি যে তারা ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষের রচিত মায়ার ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে নববই জন সৈন্য আর চালকসহ ন'খানা গাড়ি পারি দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। এখানেও কোন বাধা নেই, ওরা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলল। একটু দূরে গিয়েই ওরা থামল। তাদের গোয়েন্দারা চারদিকটা ভাল করে পরীক্ষা কারে দেখে নিল-না, কোথাও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। সবাই গ্রামে ঢুকে পড়ল, নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। পেছনে পড়ে রইল ন'খানা মিরিটারী ভ্যান ও তাদের চালকরা। সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ গৃহস্তদের দিয়ে ডাব, নারিকেল, কলা এবং নানারকম খাদ্য আনাতে লাগল, তারপর সেইখানেই তাই দিয়ে ভোজের উৎসবে মেতে গেল। কেউ কেউ গৃহস্থদের ভয় দেখিয়ে হাঁস-মুরগী, খাসি ইত্যাদি এনে জড়ো করতে লাগল। আবার আর একদল গৃহস্থবধূদের কাছে সোনাদানা, গয়না যা পেল সবকিছু লুটে-পুটে আনতে লাগল। এই শান্ত, ঠান্ডা আর ভেড়ার মত নিরীহ মানুষগুলি এর প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না। ওরা তখনকার মত যুদ্ধবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে ভোজের উৎসবে মেতে গেছে, সৈনিকের শৃঙ্খলাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আরামে এলিয়ে দিয়েছে দেহ। এমন সময় হঠাৎ একই সঙ্গে বহু রাইফেলের আওয়াজ শান্ত প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল সৈন্যরা। তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত

গুলিবর্ষণ চলছে। শুধু রাইফেলের আওয়াজ নয়, তারই সাথে সাথে শত শত দৃপ্তকণ্ঠের 'জয় বাংলা' ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে চলেছে। অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে হতে ওদের অনেক সময় কেটে গেল। অস্ত্র চালাতে গিয়েও প্রতিপক্ষের দেখা পেল না, ওরা গোপন আশ্রয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে একটানা গুলিবর্ষণ করে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর জয়ধ্বনির উত্তরে আহত ও মুমূর্ষ পাক-সৈন্যদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। পুরা এক ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর আর কোন সাড়াশব্দ শোনা গেল না, শান্ত প্রকৃতি আবার শান্ত হয়ে গেছে। পাক-সৈন্যদের দুর্বল প্রতিরোধ কোন কাজেই আসেনি সেই যুদ্ধে একটি মুক্তিযোদ্ধাও মারা যায়নি।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। হামলাকারী পাক-সৈন্যরা বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার নানা জায়গায় ঘাঁটি করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই নৃশংষ মানুষ শিকারীর দল গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, লোকের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিচ্ছে, আর যেখানে বিন্দুমাত্র বাধা পাচ্ছে, সেখানে ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। গ্রামের লোক ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই অসহায় আর নিরুপায় মানুষগুলি কি করবে, কোথায় যাবে পথ খুজে পাচ্ছে না।

গৌরনদী থানায় যে-মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে ভেঙে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

এই অবস্থায় জনকয়েক তরুণ কর্মী আবার নতুন করে মুক্তিবাহিনীকে গড়ে তোলবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে এবার শুধু গৌরনদী থানা নয়, বরিশাল জেলার গৌরনদী আর ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া ও কালকিনী এই তিন থানার কর্মীরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। সেই সময় গৌরনদী থানার পূর্ব-নবগ্রামের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

পূর্ব-নবগ্রামটি বরিশাল জেলা আর ফরিদপুর জেলার সীমান্তস্থলে অবস্থিত। পূর্ব-নবগ্রামের উত্তর দিকে একটি সরু খাল তার গা ঘেঁষে চলে গেছে। এই খালের অপর পারে ফরিদপুর জেলার নবগ্রাম। পূর্ব-নবগ্রাম থেকে মাত্র মাইল দেড়েক দূরে মেদাকুল, এখানে পাক-সৈন্যরা ঘাঁটি করে বসে আছে। এটি একটি নমঃশূদ্র অঞ্চল। এখানকার লোকদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক হলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও আছে। তাদের মধ্যে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আছে। মাত্র মাইল দেড়েক দূরে শত্রুদের ঘাঁটি। এখানকর বসিন্দারা প্রতিমুহূর্তেই ওদের আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। বাইরের কোন কিছু আভাস না পেলেও কয়েকদিন থেকে এদের ভেতরে ভেতরে একটি প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছিল।

সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারা স্থির করেছিল, যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে তারা ওদের বিরুদ্ধে একহাত দেখে নেবে। পূর্ব-নবগ্রামের শিক্ষিত তরুণ ও সাধারণ কৃষকরা এই উদ্দেশ্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে একজোট হয়ে দাড়িয়েছিল। বরিশাল আর ফরিদপুরের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা ছেলেবেলা থেকেই লাঠি, সড়কি, লেজা ইত্যাদি অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব-নবগ্রামের যেসব তরুণরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তারাও এ বিষয়ে আনাড়ি নয়, তারাও এখানো এই সমস্ত অস্ত্র চালনার অভ্যাসটা হারিয়ে ফেলিনি। এই সুঃসাহসী তরুণরা সঙ্কল্প নিয়েছিল যে, যদি সুযোগ পাওয়া যায়ঃ তাহলে সড়কি, লেজা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়েই ওদের রাইফেলের সঙ্গে মোকবিলা করবে। প্রবীণ সিদ্ধেশ্বর সরকারের উদ্যোগে এবং অর্থব্যয়ে এই সমস্ত অস্ত্র তৈরী হচ্ছে। উত্তেজনায় সারাটা গ্রাম গরম হয়ে উঠেছে। রাইফেলের বিরুদ্ধে সড়কি আর লেজা- এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এরা উপযুক্ত সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সেই সুযোগ একদিন এসে গেল। ১৩ই মে তারিখে মেদাকুলের ঘাঁটি থেকে মাত্র চারজন সৈন্য পূর্ব-নবগ্রামে এসে প্রবেশ করল। সাধারণ রাইফেল নয়, ওদের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেলও ছিল। এখানকার গ্রামাঞ্চলে আসার পর থেকে পাক-সৈন্যরা এ পর্যন্ত কোন দিক থেকেই কোন বাধা পায়নি। গ্রামে ঢুকেই ওরা প্রথমে সিদ্ধেশ্বর সরকারের বাড়িতে গিয়ে হামলা করল। সিদ্ধেশ্বর সরকার বাড়ি ছিলেন না, তিনি তখন এদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোগ আয়োজনে অন্যত্র ব্যস্ত। সরকার-

বাড়িতে যা কিছু মূল্যবান জিনিস পেল তা লুটপাট করে নিয়ে ওরা খালের ওপারে নবগ্রাম গ্রামের বিশ্বাস বাড়িতে লুটপাট করতে গেল। বিশ্বাস-বাড়ির চিলেকোঠাটা ছিল এখানকার ছাত্রদের বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করবার ল্যাবরেটরী। দু'টি ছেলে সেখানে বসে তাদের সংগ্রহীত যৎসামান্য রাসায়নিক মাল-মশলা দিয়ে হাতবোমা তৈরি করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল পাশ-করা ডাক্তার। সৈন্যরা বিশ্বাস-বাড়ি আক্রমণ করতে আসছে এ-সংবাদ পেয়ে তারা তাদের তৈরি কতকগুলো হাতবোমা নিয়ে বিশ্বাস-বাড়ির কাছে একটা ঘন গাছপালায় ঢাকা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যরা তাদের নাগালের মধ্যে আসতেই তারা তাদের লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা হাতবোমা ছুড়ল। বিস্ফোরণের শব্দে গ্রামের শান্ত আবহাওয়া কেঁপে উঠল। ভয়ে কেঁপে উঠল পাকিস্তানী সৈন্যরা। ওরা প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বসে ছুটল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব-নবগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা আকাশ ফাটানো গর্জনধ্বনি করতে করতে ছুটে আসছে।

এইভাবে আক্রান্ত আক্রমণকারী সৈন্যরা অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করতে করতে পেছনে হটে যেতে লাগল। যেকোন ভাবেই হোক, এখন ওদের মেদাকুলের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ওদের গুলিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘেরাও করে এসেছে। সৈন্যরা কোন দিকে লক্ষ্য রাখবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাছাড়া তাদের ঘন ঘন 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে ওরা মাথা ঠিক রাখতে পারছিল না। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কয়েকজন দুঃসাহসী মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন মাত্র হাত দশেক দূর থেকে একজন সৈন্যকে তাক করে তার হাতের সড়কি ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে দানবের মত বিরাট দেহ সেই পাঞ্জাবী সৈন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

যে দুঃসাহসী যুবক সড়কিটা ছুড়েছিল, তার নাম অমূল্য মল্লিক। ইতিমধ্যে আর একজন সৈন্য এগিয়ে এসে অমূল্যকে লক্ষ্য করে তার হাতের রাইফেলটা তুলেছে। অমূল্যকে রক্ষা করার জন্য মধ্যবয়সী দেবেন সরকার দু'লাফে সামনে এগিয়ে এল। সেই পেছন থেকে জাপটে ধরল সেই সৈন্যটিকে, কিন্তু ততক্ষণে সেই রাইফেলের গুলি তার লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে। গুলিবিদ্ধ অমূল্য মল্লিক চিরতরে চোখ বুজল, তার মাতৃভূমির বুকে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে প্রফুল্ল সেই সৈন্যের হাত থেকে সেই মৃত্যুবর্ষী রাইফেলটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই লেজার ঘায়ে সেই সৈন্যটির ভবলীলা সাঙ্গ হোল।

চারজন সৈন্যের মধ্যে বাকি রইল দুইজন। ওরা পেছন দিকে ছুটতে ছুটতে সামনে একটা খালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খালের পাড়টা খাড়া, তার মধ্যে নেমে পড়া সহজ কিন্তু সেখান থেকে ওঠাটা সহজ নয়। তাছাড়া একগলা জলে দাঁড়িয়ে ওরা ওদের রাইফেল চালাতে পারছিল না। এই মরণের ফাঁদ থেকে ওরা উঠতে পারল না, মুক্তিযোদ্ধাদের সড়কির ঘায়ে সেইখানেই তাদের সলিল সমাধি ঘটল।

বরিশাল আর ফরিদপুর জেলার যে কর্মীরা সম্মিলিতভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল, পূর্ব-নবগ্রামের এই প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গে তাদের প্রথম থেকেই যোগাযোগ ছিল। পাক-সৈন্যদের নিধন পর্বের মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যেই পূর্বোক্ত তিনটি থানার কর্মীদের নিয়ে মুক্তিফ্রন্ট সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এই তিনটি থানা থেকে পঞ্চাশ জনের মত তরুণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লিখিয়েছে। এদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক আছে। ছাত্রও আছে, কৃষকরা আছে। আরও অনেক লোক দলে আসবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু এ বড় কঠিন জিনিস, অনেক দেখে শুনে, ভেবে-চিন্তে লোক বাছাই করতে হয়। ফ্রন্টও গঠিত হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারাও সামনে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু না আছে অস্ত্র, না আছে ট্রেনিং। পূর্ব-নবগ্রামে যাই হোকনা কেন, ওদের বিরুদ্ধে সত্য সত্যই তো আর সড়কি আর লেজা নিয়ে লড়াই করা চলবে না। চাই রাইফেল, নিদেনপক্ষে বন্দুক। যে-করেই হোক তা সংগ্রহ করতে হবে। মুক্তিফ্রন্টের সেক্রেটারী জনৈক তরুণ অধ্যাপক। এক বিরাট দায়িত্ব তাঁর মাথার উপর এসে পড়েছে।

চারজন পাক-সৈন্যকে এভাবে খতম করতে পারার ফলে পূর্ব-নবগ্রাম ও নিকবর্তী গ্রামগুলিতে উৎসাহ ও আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা একটুকু সময়ের জন্যই; পরমুহূর্তেই সকলের মনে পড়ল যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে কিছুতেই এত সহজে হজম করে নেবে না। মাত্র দেড় মাইল দূরে ওদের ঘাঁটি, ওরা এক্ষণি সদলবলে এসে হানা দেবে এবং কঠিন হাতে এ প্রতিশোধ নেবে। ওদের প্রতিহিংসার আগুনে পূর্ব-নবগ্রাম আর নবগ্রাম এই দু'টি গ্রাম পুড়ে ছাই হবে যাবে। এরপর এখানে একটি জনপ্রাণীকেও ওরা বেঁচে থাকতে দেবে না। এ অবস্থায় প্রাণে বাঁচতে হলে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে হবে। একটি জায়গা আছে বটে, সেটা হচ্ছে এখানকার বিল অঞ্চল। সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে ডাঙা থেকে বহুদূরে বিক্ষিপ্তভাবেই ছড়িয়ে আছে বিল এলাকার ছোট ছোট গ্রামগুলি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ঝড়ের এই প্রথম ঝাপটাটা হয়তো সামলে নেওয়া যাবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা টের পেলেও ওখানে যেতে সাহস করবে না। বেশী চিন্তা করবার সময় নেই, যা করবার এই মুহূর্তেই করতে হবে। দেখতে দেখতে সমস্ত এলাকা জনমানবশূন্য হয়ে গেল।

ওরা যা ভেবেছিল তাই ঘটল, খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হিংস্র পাক-সৈন্যরা শস্যে ক্ষেতে পঙ্গপালের মত এসে ছেয়ে ফেলল, গ্রামের পর গ্রামে হানা দিয়ে চলল। পাশাপাশি ক'টা গ্রাম ওরা একেবারে উচ্ছন্ন করে দিল।

এত বড় ঘা খেয়েও মুক্তিফ্রন্টের লোকদের মনোবল কিন্তু ভাঙেনি। একটা জিনিসের দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যে চারজন পাকিস্তানী সৈন্য এখানে নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল ছিল। সেই চারটা রাইফেলের মধ্যে একটি ছিল চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। এই অস্ত্রটি দুর্লভ। এই অস্ত্রটিকে হাত করতে পারলে শুধু সেটা দিয়েই বহু কাজ হাসিল করতে পারা যাবে। আপাতত তাদের হাতে রাইফেল বা বন্দুক জাতীয় একটিও অস্ত্র নেই। ওই চারটি রাইফেল এই গ্রামেই আছে, ওইগুলিকে বের করে হস্তগত করতে পারলে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের হাতে-খড়ির কাজ শুরু হতে পারবে।

সবাই যখন জান-প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত, মুক্তিবাহিনীর সেক্রেটারি তখন সেই রাইফেলগুলির সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। হাতে সময় নেই, শত্রুসৈন্যরা যেকোন সময় এসে পড়তে পারে, তার আগেই এই অস্ত্রগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে। অস্ত্রগুলির সম্পর্কে প্রথমে কেউ কোন কথা বলতে চায় না। বহু মিনতি আর রাগারাগির পর অবশেষে একটি একটি করে সব কটির সন্ধান পাওয়া গেল। সবচেয়ে আনন্দের কথা, সেই চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটিকেও পাওয়া গেছে। মুক্তিপ্রন্টের সেক্রেটারি উত্তেজনা আর উল্লাসে অধীর। আর চিন্তা নেই, এবার এই ক'টিকে পুঁজি করেই তারা কাজ শুরু করে দেবেন।

আরও আনন্দের কথা এই যে, রাইফেলগুলির সাথে এক পেটিভর্তি বুলেটও পাওয়া গেছে, যার অভাবে রইফেলগুলি অচল হয়ে থাকত। অস্ত্রগুলি যাদের হাতে এল, তাদের কিন্তু রাইফেল চালনা সম্পর্কে কোন ধারনণাই নেই। কারও কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য নেবো, এমন লোকও হাতের কাছ নেই। কিন্তু তাতেও তারা ঘাবড়াল না। তাদের উৎসাহ অদম্য। সারারাত জেগে রইফেলগুলিকে নিয়ে নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে রাইফেল থেকে গুলি ছুড়বার কৌশলটা বেরিয়ে এল। এ তাদের কাছে এক মহা-আবিস্কার।

সাফল্যের পর সাফল্য। ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের উপর সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁর ভান্ডারের বন্ধ দরজাটা এবার তাদের সামনে খুলে ধরেছেন। ইতিপূর্বে মার্চ মাসে গৌরনদী থানা এলাকায় যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল তাদের হাতে বেশকিছু রাইফেল আর বন্দুক ছিল। সেই মুক্তিবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অধিকাংশ কে কোথায় চলে গেছে তার কোন পাত্তা নেই। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বর্ডারের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। কিন্তু তাদের অস্ত্রগুলিকে কোথায় রেখে গেছে তারা? শোনা যায়, এই অঞ্চলেই কোথায় নাকি লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। নবগঠিত মুক্তিফ্রন্ট তার জন্মের পর থেকেই এই নিরুদ্দেশ অস্ত্রগুলির অনুসন্ধান করে চলেছিল। অবশেষে সেই পুরানো দলের একটি ছেলের সাহায্য নিয়ে সেই মহামূল্য গুপ্ত সম্পদগুলিকে আবিষ্কার করা গেল। সহজ ব্যাপার নয়, রাইফেল আর বন্দুকে মিলিয়ে সতেরখানা। নিহত পাকসৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া চারটি

রাইফেল আর এই সতেরখানা, মোট একশখানা। মুক্তিবাহিনী এখন একশটি অস্ত্রের অধিকারী। অস্ত্রের সাথে সাথে বেশকিছু বুলেটও পাওয়া গেছে। তাই দিয়ে অনেকদিন কাজ চলবে। একটা নিরালা জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে এক মাসের ট্রেনিং দওয়ার ব্যবস্থা করা হতে লাগল। বহু খোঁজাখুজঁরি পর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একজন প্রাক্তন সৈনিকের সন্ধান পাওয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনাকরে রাজী করান গেল তাকে। আপাতত প্রথম রাউন্ডে তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি ক'টা গ্রাম একেবারে জনমানবশূন্য। ট্রেনিং এর জন্য গোপন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করবার মত নিরালা জায়গাও মিলল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এই যে, পঞ্চাশটি তরুণ এক মাস কাল ধরে ট্রেনিং নেবে, তারা খাবে কি? এই দুঃসময়ে যারা তাদের অর্থ দিয়ে খাদ্য দিয়ে সাহার্য্য করতে পারত, তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম থেকে পালিয়ে বিল অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য মুক্তিফ্রন্ড অর্থ সাব-কমিটি ও খাদ্য সাব-কমিটি গঠন করেছিল। তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না বটে কিন্তু এই কঠিন সময়ে যথাশক্তি চেষ্টা করেও তারা তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করে উঠতে পারছিল না। তা সত্বে এক মাস ধরে এই ট্রেনিং চলল। প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্প এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি, তারা অধিকাংশ সময়ে আধ-পেটা খেয়ে এবং সময় সময় না খেয়েও এই সামরিক ট্রেনিং নিয়ে চলেছিল।

প্রাথমিক প্রস্ততি সমপন্ন করে মুক্তিবাহিনী এবার কাজে নামল। তারা প্রথমে সমাজ-বিরোধী শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে নামল। তারা এই সমস্ত দালাল ও দুর্বৃত্তদের নামের একটি কালো তালিকা তৈরী করে নিয়েছিল। পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। ১২ই জুন তারিখে মুক্তিবাহিনী গইলা অঞ্চলের দুইজন কুখ্যাত দালালের বাড়িতে হামলা করল। এদের হাতে প্রথম বাড়িতে আরজান ও তার দুই ছেলে এবং দ্বিতীয় বাড়িতে গইলার প্রতাপশালী চেয়ারম্যান আফতাবুদ্দিন মুন্সী নিহত হোল।

এইভাবে বিভিন্ন স্থানে দালাল হত্যার পর সারা অঞ্চল সাড়া পড়ে গেল। লোকে বুঝল, সামরিক সরকার মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে তাদের দালালদের রক্ষা করতে অসমর্থ। অবস্থা দেখে অন্যান্য দালালরাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের অনেকের কাছ থেকে মুক্তিফ্রন্টের নেতাদের নামে চিঠি আসতে লাগল। কালো তালিকার কথাটা সকলের কাছেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কগ্রস্ত দালালরা তাদের সেই সমস্ত চিঠিতে এই মিনতি জানাত যে, তাদের নাম যেন ওই কালো তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিফ্রন্ট যদি তাদের রেহাই দেন, তাহলে তারা মুক্তিফ্রন্টকে অনেট টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে।

এইভাবে দালালদের দমন করে মুক্তিবাহিনী এবার তাদের আসল কাজে নামল।

ইতিমধ্যে একটা অনুকূল যোগাযোগের ফলে মুক্তিবাহিনীর শক্তি আশাতীতরূপে বেড়ে গিয়েছিল। আপনা থেকে একটা বিরাট সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল। মুক্তিফ্রন্ট তাদের সংগ্রাম শুরু করবার কিছুটা আগে আর একটি ছোট দল অনুরূপ আদর্শ নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমে গিয়েছিল। দলটি ছোট হলেও গুণের দিক দিয়ে উন্নত পর্যায়ের। দলের নেতার নাম হেমায়েতউদ্দীন। হেমায়েতউদ্দীন প্রাক্তন সৈনিক। ২৫-এ মার্চ ঢাকায় যখন প্রথম আক্রমণ শুর হোল, সেই সময় হেমায়েতউদ্দীন ঢাকাতেই ছিলেন। তার কিছু আগেই তিনি কি করে একটা মেশিনগান ও একটা সাবমেশিনগান যোগাড় করে নিয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই তা জানেন। এ ছাড়া কয়েকটি রাইফেলও তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। ঢাকার হামলার পর এই দু'টি ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হেমায়েতউদ্দীন চলে এলেন ফরিদপুরে। এখানে এসেই তিনি জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেমে গেলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর ছোট্ট দলটি গড়ে উঠল। তাঁর এই বাহিনীতে মাত্র ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা। ৪ জন প্রাক্তন সৈন, আর ৩ জন বেসামরিক লোক। মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রাথমিক অবস্থায় অস্ত্রবলের দিক থেকে এরা ছিল খুবই শক্তিশালী। তাছাড়া এই দলে ছিল যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ৪ জন সৈন্য। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি দলের নেতা হেমায়েতউদ্দীন। পরিচালনা শক্তি, বুদ্ধি ও সাহসের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা কমই মেলে। মুক্তফ্রন্টের বহু ভাগ্য, এক বন্ধুর মধ্যবর্তিতায় তাদের সঙ্গে হেমায়েতউদ্দীনের যোগাযোগ ঘটল এবং কিছুদিনের মধ্যে এই দুই দল

পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। মুক্তিফ্রন্ট হেমায়েতউদ্দীনকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বা সেনাপতির পদে নির্বাচিত করল। অস্ত্রশক্তির দিক দিয়ে এবং সামরিক শিক্ষাব্যবস্থার দিক দিয়ে মুক্তিবাহিনী এবার থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

মুক্তিফ্রন্টের এই বাহিনীতে যোগ দেবার আগে হেমায়েতউদ্দীন তাঁর এই ছোট্ট দলটিতে নিয়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে চলেছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন তিনি। তাহলেও সারা প্রদেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল তারপর বর্বর পাকসৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। যে করেই হোক এদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতেই হবে- এই প্রতিজ্ঞা তার ধ্যান, জ্ঞান আর জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হেমায়েতউদ্দীনের এই ছোট্ট দলটি একান্তভাবে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করেই কাজে নামল। ৯ই মে তারিখে তাঁরা ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থানা আক্রমণ করেছিলেন। থানায় সশস্ত্র পুলিশরা ছিল, দু'চারজন মিলিটারির লোকও ছিল। কিন্তু মেশিনগানের গুলিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করবার মত হিম্মত তাদের ছিল না। তারা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থানা ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। হেমায়েতউদ্দীন সেখানে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি পেয়ে গেলেন।

পাক-সৈন্যরা একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। তাদের অধিকার পাকাপোক্ত হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুসলিম লীগ-পন্থী ও জামাত-পন্থী দালালের দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। গুন্ডা ও লুটেরার দলও তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। হেমায়েতউদ্দীন প্রধান রোখ পড়ল এদের উপর। তিনি বললেন, এই ঘরের ইঁদুরগুলিকে খতম করতে না পরলে মুক্তিসংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই প্রথমেই এদের শায়েস্তা করতে হবে। এ শুধু কথার কথা নয়, তিনি যা বললেন তা কাজেও পরিণত করে চললেন। অদ্ভুত তাঁর সাহস, প্রকাশ্য দিবালোকে এক হাট লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই সমস্ত দেশদ্রোহী দালালদের উপর কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করতেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে মৃত্যুদন্ডও দেওয়া হয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে উঠল, দালালদের হৃৎকম্প জাগল। ওদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। মুক্তিবাহিনীকে চূর্ণ করে দেবার জন্য তারা সদলবলে তৈরী হচ্ছিল। প্রধানত এই উদ্দেশ্যে তারা কোটালীপাড়া থানায় তাদের মূল ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। সৈন্যরা একা, তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশ আর রাজাকার বাহিনী।

এদিকে মুক্তিবাহিনীও তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্ত্তত হয়েছিল। এবার তাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। এতদিন তারা এখানে ওখানে ছোটখাট আক্রমণ চালিয়েছে, কিন্তু এরা দস্ত্তরমত যুদ্ধ। মুক্তিফ্রন্টের গোয়েন্দা বিভাগের চরেরা সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, সৈন্য পুলিশ আর রাজাকার মিলিয়ে বেশ বড় একটা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অক্রমণের জন্য প্রস্ত্তত হচ্ছে। একটা সুখবর, ওদের সঙ্গে মেশিনগান নেই। একমাত্র রাইফেলের উপরই তাদের নির্ভর। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হাতে আছে একটা মেশিনগান আর একটা সাব-মেশিনগান। তাছাড়া রাইফেল তো আছেই। মুক্তিফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিল, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নয়, আগ বাড়িয়ে ওদের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের চমকে দিতে হবে। তারিখটা ছিল ১৪ই জুন। গভীর রাত্রিতে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নৌকাযোগে শত্রুদের মূল ঘাঁটি কোটালিপাড়া তানার দিক যাত্রা করল। তাদের ছোট ছোট এক-মাল্লাই নৌকাগুলি রাত্রির অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ঠিক সেই রাত্রিতেই পাক-সৈন্য বাহিনীও আক্রমণশূলক পরিকল্পনা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটির দিকে এগিয়ে আসছিল। এই দুই দল হরিণাহাটি নামক গ্রামের কাছে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হোল।

ওদের আটখানা বড় বড় ছিফ নৌকা ছপ্ ছপ্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। নৌকাগুলির মধ্যে সৈন্য, পুলিশ আর রাজাকাররা মিলিয়ে প্রায় দু'শো জন লোক ছিল। মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট নৌকাগুলি প্রথমে ওদের

নজরে পড়েনি। ফলে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা প্রথমে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল। এ রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্য ওরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কামান্ডার হেমায়েতউদ্দীনের দক্ষ পরিচালনায় মুক্তিবাহিনীর মেশিনগান ও সাব-মেশিনগান দু'টি একই সঙ্গে ছিপগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরল ধারায় গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ওরা একটু বাদেই প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তার প্রত্যুত্তরে রাইফেল চালাতে লাগল। কিন্তু ওদের মনোবল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাছাড়া ওদের পুলিশ আর রাজাকারদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলতে কোন কিছু ছিল না। তারা সবাই যে যার প্রাণ বাচাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অপর দিকে মুক্তিবাহিনীর মেশিনগান আর রাইফেলগুলি ওদের উপর অশ্রান্তভাবে মরণ-আঘাত হেনে চলেছে। এই প্রবল আক্রমণের মুখে ওরা সংখ্যায় বেশী হোলেও বেশীক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারল না। ওরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য নৌকা থেকে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সৈন্য, পুলিশ আর রাজাকার সবাই এই একই পন্থা অনুসরণ করল। এইভাবেই হরিণাহাটি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল, মুক্তিবাহিনীর জয়ধ্বনিতে হরিণাহাটির নৈশ আকাশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল।

যুদ্ধের ফলাফল দেখে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এত বড় সাফল্যের কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। পরদিন সকালবেলা নৌকার মধ্যে ও জলের ওপর শত্রুপক্ষের ৫০টি মৃতদেহ পাওয়া গেল। ১৮ জন তাদের হাতে বন্দী হয়েছে। বাকি সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র একজন মারা গেছে। তার নাম ইব্রাহিম। মুক্তিবাহিনী ওদের নৌকার ভেতর থেকে ৫টি রাইফেল ও বেশকিছু বুলেট উদ্ধার করল।

এ-সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, শত্রুরা পর পর দু'বার ঘা খেয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, তাদের আক্রমণ আসন্ন। সেজন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। পরদিন ১৬ই জুন তারিখ মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি খালের পূর্বদিকে কোদালধোয়া গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। কিন্তু এই সংবাদটা শত্রুদের অগোচর রইল না। খবর পাওয়াটা গেল তারা সেদিনই তাদের বর্তমান ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ওদের লঞ্চ সেখান থেকে এক মাইল দূরে পয়সারহাট বাজারে এসে ভিড়েছে। শত্রুদের লঞ্চ এই খালের উপর দিয়ে আসবে। মুক্তিযোদ্ধারা খালের দু'পাশে স্থানে স্থানে পজিশন নিয়ে তৈরি হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এইভাবে ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল, কিন্তু সেই লঞ্চটির আর দেখা নেই। শেষে খবর পাওয়া গেল যে, ওরা পয়সারহাট বাজারে খানাপিনার উৎসবে মেতে গেছে। এই বাজারে যে-সমস্ত খাদ্র-দ্রব্য মেলে ওরা তা জবরদস্তি করে লুটেপুটে নিচ্ছে।

কমান্ডার হেমায়েতউদ্দীন স্থির করলেন, মুক্তিবাহিনীর একটা দল এখানেই মোতায়েন থাকবে। অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি দু'মাইল পথ এগিয়ে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে লঞ্চসহ শত্রুদের ঘেরাও করে ফেলবেন। এই পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর দল সবেমাত্র কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছে, এমন সময় শত্রুসৈন্যবাহী লঞ্চটা তাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। জায়গাটা এমন যে, সেখানে দাঁড়িয়ে পজিশন নেওয়ার খুবই অসুবিধা। কিন্তু উপায়ন্তর না থাকায় সেখানেই তাদের পজিশন নিতে হোল। শত্রুরা তাদের দেখতে পেয়েছে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। মুক্তিসেনাদের মেশিনগান ও রাইফেলের গুলিও তার প্রত্যুত্তর দিয়ে চলল। তাদের প্রবল গুলিবর্ষণের ফলে লঞ্চটা জায়গায় জায়গায় ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে শত্রুরা তাদের লঞ্চ নিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার চেষ্টা করছিল। কমান্ডার হেময়েতউদ্দীন পলায়মান লঞ্চের পেছনে পেছনে ধাওয়া করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লঞ্চ তাঁদের আক্রমণের নাগালের বাইরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘন্টা দেড়েক ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। তাতে হানাদারদের মধ্যে ছয়জন সৈন্য নিহত ও অনেক সৈন্য আহত হয়।

সেইদিনই বিকালবেলা দু'দল পাক-সৈন্য দু'দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিফ্রন্টের ঘাঁটি কোদলধোয়া গ্রামটিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে থাকে। একটি দল মাদরীপুর থেকে স্পীডবোট বোঝাই করে আসছিল। তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসছিল বটে, কিন্তু তাদের দালালদের মুখে মুক্তিবাহনীর

মেশিনগানের শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা আর বেশীদূর এগুতে ভরসা করল না। শেষ পর্যন্ত তাদের মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্য তারা পীড়ারবাড়ি গ্রামে হামলা করে, সেখানকার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেল। অপরদিকে গৌরনদী, উজিরপুর, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ থেকে চারটি স্পীডবোট বোঝাইকরে বহু পাক-সৈন্য আর একদিক দিয়ে কোদালধোয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুক্তিফৌজ সামনে এগিয়ে গিয়ে এই হানাদার শত্রুদের প্রতিরোধ করে দাঁড়াল। দু'পক্ষে প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী শত্রুদের পয়সাহাট থেকে আট মাইল দূরে তাড়িয়ে দিয়ে জয়-গৌরবে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে নয়জন পাক-সৈন্য মারা যায়।

গৌরনদীর প্রতিরোধ*

২৫শে এপ্রিল। মিলিটারী আসছে, গৌরনদীর সর্বত্র রব উঠল। সকাল থেকে চারখানা লেলিকপ্টার বেশ উঁচু দিয়ে বার বার মাদারীপুর থেকে যে রাস্তা গৌরনদীর বুক চিরে বরিশালের দিকে চলে গেছে তার উপর দিয়ে উড়ছে। ওদিকে বরিশাল শহরের চার মাইল উত্তরে জুনাহারে প্রচন্ড গোলা বিনিয়ম হচ্ছে মুক্তি বাহনীর সাথে। কামানের গর্জন, গানবোটের শেলিং আর মর্টারের শব্দে থেকে থেকে খেঁপে উঠছে। অপর দিকে খবর পাওয়া গেল, মাদারীপুর দুদিন পূর্বে পাকবহিনী দখল করে নিয়েছে এবং আজকেই সড়কপথে দস্যুরা গৌরনদী হয়ে বরিশাল যাবে। কি করা যায় ভাবছে কৃষক-শ্রমিক আর রাজনৈতিক কর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যে স্থির করে নিল তারা। যে করে হোক হানাদারদের বাধা দিতে হবে। অন্তত বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেই হবে?। বীর যোদ্ধারা জানতো, সম্মুখযুদ্ধে কয়েকটা ৩০৩ রাইফেল আর পাঁচ-দশ রাউন্ড করে গুলি দিয়ে ভারী অস্ত্রের সামনে কিছুই করা যাবে না। তবুও সাধারণ মানুষ যাতে ভেঙ্গে না গড়ে বা ভুল না বোঝে তার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। তাই তারা সকাল থেকে গৌরনদীর উত্তরে কটকস্থল নামক স্থানে পজিশনে রইল। ঘন্টা কেটে যাচ্ছে তবুও শত্রুর সাথে দেখা নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। রৌদ্রের প্রখরতায় পিপাসাকাতর হয়ে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের গোপন অবস্থান থেকে (সিএন্ডবি সড়কের পাশে) কয়েক গজের মধ্যেই সাধারণ কৃষক জহরউদ্দীন মোল্লার বাড়ী। তাই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পানি খাওয়ার জন্য জহর মোল্লার আঙ্গিনায় বিরাট বটগাছটার ছায়ায় বসলো। ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে আর জহরউদ্দীন মোল্লা পানি ঢেলে দিচ্ছে। যেখানে বসে মুক্তিকামী ভাইয়েরা বিশ্রাম নিচ্ছিল তার থেকে কয়েক গজ উত্তরে একটা উঁচু পুল রয়েছে। এত উঁচু যে পুলের অপর দিক থেকে কিছুই দেখা যায় না। দুপুর গড়িয়ে বেলা তখন তিনটা। হঠাৎ করে শব্দ না করে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। পরপর আরও কয়েকটা একেবারে গুনে গুনে চল্লিশটা। বর্বর সেনারা গুলি চালালো। বসা অবস্থায়ই শহীদ হলেন চারজন মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ হলো জহরউদ্দীন মোল্লা ও তার ছেলে মোবারক মোল্লা। মুক্তিবাহিনীর হাতে সেদিন খতম হল দু'জন খানসেনা।

সেদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া মুক্তিবাহিনী কয়েক দিনের মধেই আবার একত্রিত হল। এই একত্রিত করার পেছনে যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল তারা হলেন এস, এম রকিব, অধ্যাপক এনায়েত, সেন্টু ও আরও কয়েকজন। তাদের প্রচেষ্টায় ২৪টা রাইফেল ও তিনশত রাউন্ড গুলি দিয়ে প্রথম দল গঠন করা হয়। পরে এই দল মিলিত হয় গোপালগঞ্জের হেমায়েতের সঙ্গে।

গৌরনদীর প্রতিরোধ সংগ্রামে আরও যাদের নাম অম্লান তাদের কথা কিছু লিখতেই হবে। এই দলটি সরিকলে ঘাঁটি করেছিল। এই দলটি খসরুর পার্টি নামে পরিচিত ছিল। এরা বয়সে তরুণ এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রণিত হয়ে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। এরা সাধারণত হিট এ্যান্ড রান করে অনেক অস্ত্র পাক সৈন্য, পুলিশ ও রাজাকারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বহু দালাল

---

* দৈনিক বাংলা,' ২৪ মার্চ, ১৯৭২-এ প্রকাশিত মহীদ সেরনিয়াবাত রচিত প্রতিবেদনের অংশ।

এদের হাতে নিহত হয়েছে। এরা নিজ হাতে অস্ত্র তৈয়ারও করত। আজও সরিকলবাসী আলমের কথা ভোলেনি। নিজের তৈরি বোমার আঘাতেই আলম শহীদ হয়েছেন সরিকলের শামসু মিয়ার বাড়িতে। জনতার প্রতিরোধ শক্তিশালী, দূর্জয়। তার প্রমাণ গৌরনদীর বাকই। বাকাইর বীর জনতা বল্লম দিয়ে মেরেছিল চার-চারটে তরতাজা পাঞ্জাবী দস্যুকে। কেড়ে নিয়েছিল চারটে চায়না রাইফেল।

সেদিন ছিল ১৪ই মে। একদল খানসেনা বাকাই গ্রামে ঢুকে পড়েছে। যেভাবে হোক তাদের রুখতেই হবে। তাই প্রস্তুত হয়ে গেল গ্রামবাসী। হাতে বল্লম ও রামদা। কয়েকজন গ্রামবাসী যেখান দিয়ে খানসেনারা আসবে সেই পথের ধারে একটি গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল। কিছুক্ষনের মধ্যেই খানসেনারা কাছে এসে গেল। মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি বল্লম নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করলো। বল্লম একেবারে হানাদার চারটের বক্ষভেদ করে দিল। তারপর টুকরো টুকরো করে চড়িয়ে দিল সে মৃতদেহ চারটি। খানসেনারা ওর পর থেকে আর ঢোকেনি বাকাই গ্রামে।

খুলনার প্রতিরোধ যুদ্ধ*

খুলনার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব

২৫শে মার্চ। পরিস্থিতি গুরুতর, সেটা সবাই বুঝতে পারছে। আবহাওয়া ক্রমেই যেন ভারী হয়ে আসছে। খুলনার রাজনৈতিক নেতারা অবস্থাটা বুঝবার জন্য ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করছিলেন। কিন্তু রাত্রি আটটার সময় ফোনের যোগাযোগ একবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তখনি তাঁদের মনে সন্দেহ জাগল ঢাকার অবস্থা ভাল নয়, একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে।

কর্মীদের চোখে ঘুম নেই। রাত্রি ১২টার সময় একটা ঘোষণার শব্দ শুনে তারা মকে উঠল। শুধু তারাই নয়, ষারা শহরের ঘুমন্ত মানুষ শয্যা ছেড়ে উঠে বসেছে। সরকারী ঘোষণাকারীরা সারা শহরে ঘুরে ঘুরে মাইকযোগে প্রচার করে ফিরছে যে. আগামীকাল ২৬শে মার্চ সকাল পাঁচটা থেকে সারা শহরে ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পর্যন্ত কারফিউ জারী করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরোয় তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে।

অনেকেই অনুমান করল, ঢাকা শহরে অথবা আর কোথাও অবশ্যই একটা কিছু হয়ে গেছে এবং তার জের সারা প্রদেশময় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু প্রথম আক্রমণ করেছে কারা-পাস্তিানির জঙ্গী বাহিনী না মুক্তিকামী জনগণ?

ইতিমধ্যে সবার অগোচরে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা ঘটেছে কারফিউ জারী করার বেশ কিছু আগেই। এটা একটা আশাতীত সুখবর। আজই রাত্রিতে ইপিআর বাহিনীর জনৈক পাঞ্জাবী অফিসার তাঁর কয়েকটি প্রিয়-পাত্রকে এই বলে হুঁশিয়রী দিয়েছিলেন ইপিআর এর লোকদের সামনে এক ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আর দেরী না করে এখনি পালিয়ে যাও। স্থানীয় ইপিআর বাহিনীতে প্রায় তিন শত জন লোক। খবরটা তারেদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ইপিআর লাইন খালি হয়ে গেল। তারা রাতের অন্ধকারে সেই স্থান ত্যাগ করে সুশৃঙ্খলভাবে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিল। আপর দিকে কারফিউ জারী হবার পর অবস্থা সঙ্গীন বুঝতে পেরে শহরের পুলিশরাও তাদের ব্যারাক ছেড়ে পালিয়েছে।

গভীর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সেই রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকালে কি ঘটনা ঘটে দেখবার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন কারো চোখে ঘুম নেই। স্বধীনতার সংগ্রাম কি তবে সত্য সত্যই শুরু হয়ে গেছে? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কে কোথায় আছে তাও ভালভাবে জানে না, অথচ অবিলম্বে উদ্যোগ নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। সাধারণ মানুষ তো তাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। কারফিউ শুরু হবে কাল

* 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' থেকে সংকলিত

সকাল পাঁচটায়। অথচ মিলিটারীর লোকেরা ইতিমধ্যে সারা শহরের পথে পথে টহল দিয়ে ফিরছে। ওরা নিশ্চয়ই সব কিছু চোখে চোখে রাখছে। এখন বাইরে চলাচল করতে হোলে সতর্কভাবে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে।

বেশ কিছু খোঁজাখুঁজির পর তিনজন এক জায়গায় মিলিত হলেন। একজন আওয়ামী লীগের, একজন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ও একজন ছাত্রলীগের নেতা। ইতিমধ্যে একটা খবর তাঁদের কাছে এসে পৌছেছে যে, ইপিআর বাহিনীর সমস্ত লোক ইতিপূর্বে তাদের জায়গা ছেড়ে দৌলতপুরের দিকে পালিয়েছে। সংবাদটা সুসংবাদ। তাঁরা তিন জনে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। নিজ নিজ দলের মতামত নেওয়ার মত সময় ছিল এখন সমন একটা সময়, যখন ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক , যা করবার নিজেদের দায়িত্বেই করতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে এই তিন জন অতি সঙ্গোপনে শহর ছেড়ে দৌলতপুরের দিকে চলে গেলেন।

ইপিআর বাহিনীর পলাতক লোকেরা দৌলতপুর থেকে চার মাইল দূরে রংপুর, শাহপুর, লতা প্রভৃতি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামবাসীদের ঘরের দরজা তাদের জন্য অবারিত, তারা নিতান্ত আপনজনের মত তাদের নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। এতো যে বিপদের আশংকা আছে, এ কথাটা কি তাদের জানা ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে হলে দুঃখ আর বিপদ আর মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। এই পলাতকের দল প্রাণ বাচানোর জন্য পালিয়ে এসেছিল একথা সথ্য , কিন্তু সেটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমা শাসকদের জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যদি প্রাণ দিতে হয়, প্রাণ দেবে। সারা বাংলাদেশের মানুষ যে অনেক আশা করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই পালিয়ে আসার সময় তারা যত বেশী সম্ভব রাইফেল, কার্তুজ আর গোটা কয়েক লইট মেশিনগান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

যে তিনজন স্থানীয় নেতা এদের সন্ধানে শহর থেকে চলে এসেছিলেন তাঁরা এদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। পরামর্শ করলেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই বাহিনী অবিলম্বে দ্রুত মার্চ করে খুলনা শহর দখল করে নেবে।

ইপিআর আর পুলিশ মিলে এই বাহিনীতে শ'তিনেক লোক ছিল, তাছাড়া তাদের সঙ্গে কিছু-সংখ্যক সাধারণ লোকও ছিল। যে তিন জন রাজনৈতিক নেতার কথা আগে বলেছি, তাঁরা প্রথম থেকেই এদের সঙ্গেই ছিলেন এবং এই বহিনীকে সংগঠন করা আর এই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পেছনে তাঁদের সক্রিয় ভুমিকা ছিল। রংপুর, শাহপুর ও লতা এই তিনটি গ্রামের মাঝখানে আড়ংঘাটা ময়দান। এরা সুশৃঙ্খলভাবে সেই ময়দানে জমায়েত হোল, তারপর শহর দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আসার পর তেলিগাতি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা করল।

কলেজের কাছে পঁচিশ/ত্রিশ জন পাক-সেন্য পাহারা দিচ্ছিল। সে কথাটা এদের অজানা ছিল না। তারা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অতিসন্তর্পণে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে আচমকা আক্রান্ত হয়ে পাক-সৈন্যদের সেই ছোট দলটি কিছুটা দিশাহার হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের গুলিবর্ষণের পর তারা কুড়িটি মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। সেই সংঘর্ষে এ পক্ষের মাত্র দু'জন পুলিশ মারা গিয়েছিল।

এরা পালিয়ে যাওয়ার ফলে একটা ট্রাক ও গোটা কয়েক জীপ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে গেল। প্রায় পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা এই গাড়িগুলিতে চেপে পলাতক শত্রুর পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এগিয়ে চলল। মুক্তিবাহিনীর বাকি যোদ্ধারা যানবাহনের অভাবে পায় হেঁটে আসছিল। তারা কিছুটা পেছনে পড়ে গেল।

মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্য প্রায় আড়াইশ' পাক-সৈন্য দৌলতপুরের 'বৈকালী' সিনেমার কাছে অপেক্ষা করছিল। মুক্তিবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা পাবলিক লাইব্রেরি ও গার্লস কলেজে ঘাঁটি করে বসল।

এবার দু'পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত সংঘর্ষ ঘটল। নিউজপ্রিন্ট পেপার মিলের সামনে কিছুসংখ্যক ই,পি,আর,- এর লোক মোতায়েন করা ছিল। তারা এসে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিল। শুধু তারাই নয়, নিউজপ্রিন্ট পেপার মিলের একদল শ্রমিকও তাদের সঙ্গে এসে সামিল হোল। এবার মুক্তিবাহিনী এক নতুন কৌশল গ্রহণ করল। দু'পক্ষের যখন যুদ্ধ চলছে তখন মুক্তিবাহিনী পেছন দিককার অংশটা প্রতিপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে বিল অঞ্চল দিয়ে ওদের পেছনে দিক দিয়ে হানা দিল। হঠাৎ এভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পাক সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করল। এই সংঘর্ষের ফলে তাদের বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী উল্লাস-ভরে জয়ধ্বনি দিতে দিতে গার্লস কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরি দখল করে নিল।

কিন্তু এই তো সবে সূচনা। আসল যুদ্ধের তখনও অনেক বাকি।

একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণকারী জঙ্গী বাহিনী, অপরদিকে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ। এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য মারতেও জানে, মরতেও জানে। খুলনা শহরের রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তারা এই সত্যটিকে প্রমাণিত করেছিল। এই যুদ্ধ একটানা ছত্রিশ ঘন্টা পর্যন্ত চলেছিল।

মুক্তিবাহিনীর এই প্রবল একটানা আক্রমণের সামনে প্রতিপক্ষ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারত না। যথেষ্ট সৈন্য থাকলেও এবং উন্নততর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হলেও নৈতিক দিক থেকে এরা ছিল দুর্বল। কিন্তু বাইরে থেকে আর একদল সৈন্য এদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে ওদের শক্তি আশাতীতভাবে বেড়ে গেল। খুলনার রক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য ২৪-এ মার্চ তারিখে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে যানবাহন ও আধুনিক সমরোপকরণে সজ্জিত এক বিরাট সৈন্যবহিনী রওনা হয়েছিল। কিন্তু তারা বিনা বাধায় আসতে পারেনি। পথের মাঝখানে দেশপ্রেমিক জনতা তাদের রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রথম বাধা পায় যশোর জেলার অর্ন্তগত নওয়াপাড়া গ্রামে।

এখানে ই,পি,আর-এর কোন সশস্ত্র লোক ছিল না। তবু দুঃসাহসী পুলিশ, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই দুর্বল ও ভঙ্গুর বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে হামলাকারীর দল তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলল। ওরা দ্বিতীয়বার বাধা পেলো খুলনা জেলার ফুলতলা অঞ্চলে। মুক্তিবাহিনী এদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করবার জন্য তাদের বাহিনীর একটি অংশকে পাঠিয়েছিল। ফুলতলা অঞ্চলে দু'পক্ষের সংঘর্ষ ঘটল। সেখানে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলেছিল। এদের এই প্রবল আক্রমণের ফলে যশোর থেকে আগত পাক-সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করার পর মধ্যপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

একটা অংশ তাদের হতাহত সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যশোরের দিকে ফিরে চলে গেল। কিন্তু বৃহত্তর অংশটি খুলনা শহরে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল। এদের সঙ্গে ছিল পঁয়ত্রিশটি গাড়ি বোঝাই সৈন্য, আর ষোলটি কামান সজ্জিত জীপ। ফুলতলা থেকে খুলনা শহর ষোল মাইল দূরে, পথের মাঝখানে সংগ্রামী জনতা বহু বাধা ও ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার ফলে এই ষোল মাইল পথ অতিক্রম করতে এদের আঠারো ঘন্টা সময় লেগেছিল।

যশোরের সৈন্যদল এসে পৌঁছবার পর পাক-সৈন্যবহিনীর শক্তি বহু পরিমাণে বেড়ে গেল। শুধু সৈন্য-সংখ্যার দিক দিয়েই নয়, এরা ষোলটা মর্টার নিয়ে এসেছে। অপর দিকে খুলনা শহরের শ্রমিক ভাইয়েরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলেছে। এরা মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে উন্মত্তের মত যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

যখন দু'পক্ষে প্রবল হানাহানি চলছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল পাক-সৈন্যবাহিনী একটু পেছনে চলে গিয়ে শ্বেতপতাকা তুলে ধরেছে। তার মানে এরা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। থেমে গেল যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা

জয়োল্লাসে মেতে উঠল। তারা নিশ্চিন্ত মনে পাক-সৈন্যদের বন্দী করবার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু এটা যে ওদের ছলনা মাত্র, একটু বাদেই তা বুঝতে পারা গেল। ওরা অপ্রস্তুত অবস্থায় কাছে এগিয়ে আসতেই জঙ্গীবাহিনীর মেশিনগানগুলি তাদের লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জে উঠল। ফলে মুক্তিবাহিনীর বহু লোক হতাহত হল। ওদের মর্টারগুলি একসঙ্গে অনর্গল অগ্নিগোলক উদগীরণ করে চলেছে। এর প্রত্যুত্তর দেবার মত উপযুক্ত অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল না। সেই অগ্নিবর্ষণের ফলে তারা পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হতে লাগল। এরপর তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর উপায় রইল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। একটানা ছত্রিশ ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই যুদ্ধে বহু পাক-সৈন্য হতাহত হয়। তাদের মধ্যে একজন মেজর মারা যান এবং খুলনা সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল শামস গুরুতরভাবে আহত হন।

খুলনার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব

খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেলেও ছাত্ররা প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হয়নি। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত তারা গোপনে নানা জায়গায় পজিশন নিয়ে পাক-সৈন্যদের উপর ইতস্তত চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে তারা বেশ কয়েকজন সৈন্যকে হত্যা ও জখম করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই গুপ্ত আক্রমণ চালাবার কালে কোন ছাত্র মারা যায়নি বা শত্রুর হাতে ধরা পড়েনি।

২৮শে মার্চের যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য তারা বাগেরহাটে গিয়ে মিলিত হোল। বাগেরহাটে প্রাক্তন সামরিক অফিসার মেজর জলিল ইপিআর ও পুলিশের লোকদের নিয়ে এক মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। খুলনা থেকে যারা বাগেরহাট গিয়েছিল তারা মেজর জলিলের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। ফলে এদের সংখ্যা দাঁড়াল সাতশ'শ। মেজর জলিল কোন দিকে নতুন করে আক্রমণ করা যায় সেই পরিকল্পনা রচনা করে চলেছেন।

খুলনা শহর শত্রুপক্ষের অধিকারে থাকলেও সেখানকার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে গোপনে কাজ করে চলছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁদের প্রাণপ্রিয় শহরটিকে তাঁরা শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন, এই আশা বা পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। তবু শত্রুপক্ষকে অতিষ্ঠ করে তোলবার জন্য এবং প্রচারকার্যে সুযোগ লাভের জন্য আরও একটা ঘা মারবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এটিকে খুলনা শহরের মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব বলা চলে। শত্রু-অধিকৃত শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে যে নতুন আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তা থেকে তাঁদের দুঃসাহস ও রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

জনৈক সুপরিচিত স্থানীয় নেতা এই পরিকল্পনাটি রচনা করেন এবং তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেন। তিনি খুলনা শহর থেকে চলে গেলেন বাগেরহাটে। তারপর সেখানে মেজর জলিলের সঙ্গে তাঁর এই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করলেন। মেজর জলিল তাঁর এই পরিকল্পনাকে অনুমোদন ও সমর্থন করার পর তিনি তার বাহিনী থেকে ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

এই মুক্তিযোদ্ধারা রাত্রির অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে খুলনা শহরে এসে প্রবেশ করলেন। পাক-সৈন্যবাহিনীর কর্তারা এমন যে ঘটতে পারে সে কথা কল্পনাও করতে পারেনি। যুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়েই এই দুঃসাহসিক কাজে পা বাড়িয়েছিল। গভীর রাত্রিতে তারা শহরের বেতার ঘাঁটি আক্রমণ করল, তারা স্থায়ীভাবে বেতার ঘাঁটি নিজেদের দখলে রাখতে পারবে, এই দুরাশা তাদের ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি দিনের

জন্য হলেও তারা এটাকে নিজেদের দখলে রাখবে এবং এর মধ্য দিয়া সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছ স্বাধীন বাংলার বাণী ছড়িয়ে দেবে।

সে সময় আঠারো জন পাক-সৈন্য বেতার ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের আঠারো জনকেই খতম করল। পাহারাদার পাক-সৈন্যরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিজেরাই গুলি চালিয়ে বেতার ঘাঁটির ট্রান্সমিটারগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে বেতার ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এল বটে, কিন্তু তারা তাকে তাদের কাজে লাগাতে পারল না। বেতার ঘাঁটি দখল করার ফলে তাদের হাতে একটা মেশিনগান, ছয়টা গ্রেনেড এবং আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র এসে গিয়েছিল।

রাতটা কেটে গেল। ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করবার জন্য শহরের এক প্রান্তে প্রতিরোধ ঘাঁটি তৈরী করে অপেক্ষা করছিল। এই শক্তিশালী শত্রুদের পরাজিত করতে বা হটিয়ে দিতে পারবে না, একথা তারা ভাল ভাবেই জানতে, কিন্তু যাবার আগে তাদের একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

সকাল হতে না হতেই পাক-সৈন্যবাহিনী তাদের আক্রমণ করাবর জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। প্রথমে তিন লরী বোঝাই সৈন্য, তারপর কতকগুলি খালি গাড়ি, অবশিষ্ট সৈন্যরা মার্চ করে আসছে। ওরা নাগালের মধ্যে আসতেই মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি লরীকে লক্ষ্য করে ছ'টি গ্রেনেড ছুড়ল। এই গ্রেনেডগুলিকে তারা বেতার ঘাঁটির মধ্যে পেয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রেনেড। গ্রেনেড ছোড়ার ফলে তিন লরী বোঝাই সৈন্য লন্ডভন্ড হয়ে গেল।

এই মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে তাদের পেছনে যে সৈন্যরা আসছিল, তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করার পর ওরা বুঝতে পারল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আর গ্রেনেড নেই, এবার নিশ্চিন্ত মনে এগোনো যেতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় এদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী। তাদের হাতে মাত্র একটি মেশিনগান, বাকী সবই রাইফেল। এ অবস্থায় দু'পক্ষে বেশীক্ষণ লড়াই চলতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আশাতীত সাফল্যের ফলে খুবই খুশী হয়েছিল। এবার তারা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দ্রুত সরে পড়বার জন্য চেষ্টা করল। পাক-সৈন্যরা তাদের এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাদের খতম করে দেবার জন্য দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হোল। তাদের একটা অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশ কাটিয়ে তাদের ঘেরাও করে ফেলবার জন্য চেষ্টা করছিল। মুক্তিবাহিনীর নেতা বুঝতে পারলেন তাঁরা এক ভীষণ সংকটজনক অবস্থায় এসে পড়েছেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে গাড়ি আছে, আর তাদের পায়ের উপর নির্ভর করে ছুটতে হবে। এ অবস্থায় এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়। যদি বাঁচতে হয় তবে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কিছ সংখ্যক লোকের মায়া ছেড়ে দিয়ে বাকি সবাইকে বাঁচাতে হবে।

দু'পক্ষের মাঝখানে তখনও কিছুটা ব্যবধান ছিল। নেতা নির্দেশ দিলেন; কয়েকজনকে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। বাকি সবাই যতক্ষণ নিরাপদে পালিয়ে যেতে না পারে, ততক্ষণ এরা যতই বিপদ ঘটুক না কেন, পেছনে হটবে না, সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। এর নাম সুইসাইড স্কোয়াড। এভাবে আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত আছে কারা, তিনি আহবান জানালেন। একটু সময় সবাই চুপ করে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে এল ছ'জন। নিজেদের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আর সকলের আত্মরক্ষার সুযোগ করে দেবে।

এই রণকৌশল সার্থক হোল। সেদিনকার সেই ছ'জন মুক্তিযোদ্ধা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ল। বাকী সবাই নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করে চলে এল। এইভাবেই খুলনার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

মঙ্গলা পোর্টের বাহাদুর শ্রমিক ভাইয়েরা

খুলনা জেলার মঙ্গলা পোর্ট। চালনার মতই এই বন্দরেও দেশ-বিদেশের জাহাজ যাতায়াত করে। রফতানির মাল জাহাজে ওঠে, আর আমদানির মাল জাহাজ থেকে নামে। কিন্তু অন্যান্য বন্দরের মত এখানে জাহাজ ভিড়াবার জন্য ডক ইয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই। জাহাজগুলিকে মুরিং বয়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে মালপত্রের ওঠানামা চলে।

মঙ্গলা পোর্ট খুলনা শহর থেকে বহু দূরে। জলপথ ছাড়া সেখানকার সঙ্গে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে মঙ্গলা পোর্টে যেন সব কিছু থেকে এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। সারা প্রদেশজুড়ে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন চলছে। কিন্তু এখানে তেমন কোন আন্দোলন নেই। তাহলেও এই বাংলাদেশের যেখানেই যত দূরেই থাকুক না কেন অন্দোলন প্রতিটি বাঙ্গালীর মনে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। মঙ্গলার অধিবাসীরাও এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। আমি এখানে বিশেষ করে নীচের তলার সাধারণ মানুষের কথাই বলছি। মঙ্গলা বন্দরের শ্রমিক ভাইয়েরা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে পারল না। এই নিয়ে তারা পরস্পরের মধ্যে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের কি করণীয় থাকতে পারে তা তারা ভেবে পায় না।

ক'দিন হয় একটা ফ্ল্যাট এখানে এসে পাড়ে ভিড়েছে। সবাই লক্ষ্য করেছে, এই ফ্ল্যাটটার মধ্যে দশ-বারো জন পাঞ্জাবী সৈন্য আছে। এক এক করে ক'টা দিন কেটে গেল, কিন্তু ফ্ল্যাট যেমন ছিল তেমনি আছে।

এমন তো কখনও হয় না। এই সৈন্যগুলি এখানে বসে বসে করছে কি! ওদের নিশ্চই কোন খারাপ মতলব আছে। ....

শ্রমিক ভাইয়েরা অতি সতর্কভাবে ওদের হাল-চাল আর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। তারা দেখেছে, ফ্ল্যাটের সেই সমস্ত সৈন্যরা বড় হুঁশিয়ার, ওরা পালা করে সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। ওটা কি শুধু আত্মরক্ষার জন্যই, না, এর পেছনে আরও কিছু আছে? শুল্ক অফিসে অনুসন্ধান নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল। এই ফ্ল্যাটে নাকি অনেক গোলাগুলি মজুদ করা আছে। এই সৈন্যরা তারই জিম্মাদার।

খবরটা পেয়ে শ্রমিকরা অধীর হয়ে উঠল। এমন চমৎকার মওকা খুব কমই পাওয়া যাবে। এই সময় আক্রমণ করতে পারলে অতি সহজেই ওদের সব ক'টাকেই খতম করে দেয়া যাবে আর তারই সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে গোলা-গুলি উদ্ধার করা যাবে। এইভাবে একবাণে দুই পাখি মারার এমন সুযোগ কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু কেমন করে এই কাজ হাসিল করা যাবে?

অনেক চিন্তা ভাবনার পর অবশেষে একটা পথ পাওয়া গেল।

এখানে বসে কোন কিছু করা যাবে না, মুক্তিবাহিনীকে খবর দিতে হবে। তারা অবশ্যই এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেই। কিন্তু কোথায় আছে মুক্তিবাহিনী, তারা কেমন করে তাদের সন্ধান পাবে? একজন বলল, সে শুনেছে, বাগেরহাট শহর এখনও নাকি মুক্তিবাহিনীর দখলে আছে। খবরটা সত্য কিনা, জোর করে বলা যায় না। তাহলেও একবার সেখানে গিয়ে চেষ্টা করে দেখা দরকার। তার এই প্রস্তাবটা সবাই একবাক্যে সমর্থন করলো।

বাগেরহাট শহর এখান থেকে বত্রিশ মাইল দূরে। বর্তমানে নৌকা ছাড়া সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। যদি যেতে হয় এক্ষুনি যেতে হবে, একটুও দেরী করলে চলবে না। অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, পরে এমন সুযোগ নাও মিলতে পারে। যেমন প্রস্তাব তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শ্রমিক নৌকা পথে বাগেরহাট রওয়ানা হয়ে গেলো।

খবরটা মিথ্যে নয়। মুক্তিবাহিনী এখনও বাগেরহাট শহর অধিকার করে বসে আছে। বরিশালের প্রাক্তন সামরিক অফিসার মেজর জলিল এই মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এবং তিনিই ছিলেন তাদের পরিচালক। মঙ্গলার শ্রমিক ভাইয়েরা বাগেরহাট শহরে পৌঁছে তাঁর সাথে দেখা করল।

তারা যে উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছিল তা সিদ্ধ হোল, মেজর জলিল তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

তার দু'দিন বাদে মঙ্গলার ঘুমন্ত অধিবাসীরা গভীর রাত্রিতে চমকে উঠে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে চলেছে। ভয়ে কেঁপে উঠল তাদের মন। তবে কি বর্বর পাক-সৈন্যরা বাঙলার উপর হামলা করেছে? উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় সবাই ঘর ছেড়ে ছুটে এল বাইরে। পরে খবর শুনে আশ্বস্ত হোল, না পাক-সৈন্যরা নয়, তাদের অতি প্রিয় মুক্তিবহিনী সেই ফ্ল্যাটের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেছে।

সব কটা সৈন্যকে ওরা নিঃশেষ করে দিয়েছে। আরও জানা গেল, ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে অনেক অস্ত্র ও গোলা-গুলি উদ্ধার করা গেছে।

খুলনা জেলার সশস্ত্র প্রতিরোধ

সাক্ষাৎকার*: মোমিন উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন এম-পি

৮-৬-১৯৭৬

১৮৭১ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে বয়রা গ্রামে তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা ই-পিআর-রা ৩০৩ রাইফেল ও শটগান নিয়ে পাক-ফৌজের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধ হয় যশোর রোডে। যুদ্ধে ২টি ট্রাক ধ্বংস হয় এবং পাক-সৈন্যরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

এর পরের সংঘর্ষ হয় দৌলতপুরের মিনাক্ষী সিনেমা হলের সম্মুকে ২০শে মার্চ তারিখে। রাস্তার দু'পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাক ফৌজের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা তখন ট্রাকে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আক্রান্ত পাকসেনারা রিকয়েললেস গান দিয়ে রশীদ বিল্ডিং ধ্বংস করে। সে সময় ঐ ভবনের ৩ জন লোক নিহত হয়।

এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে পাকসেনারা ট্রাকে করে যশোর থেকে খুলনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। খুলনার রেডিও ষ্টেশন তখন পাক-সৈন্যদের দখলে ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা রেডিও ষ্টেশনের ওপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা রেডিও ষ্টেশনের ভিতর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এভাবে এক রাত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কিছু মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। যশোর থেকে ট্রাকে করে আগত পাকসেনা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ চালালে মুক্তিযোদ্ধারা আস্তে আস্তে বিলের দিকে পিছু হঠে। যুদ্ধে পাক ফৌজের বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়। খুলনা রেডিও ষ্টেশনকে রক্ষার জন্য যশোর থেকে পাক-সৈন্য তিন দফা আসে। ৭ তারিখের পর পাক-সেনারা দৌলতপুরের রঘুনাথপুর গ্রামে হামলা করে। সেখানে তারা বহু লোককে হত্যা করে।

খুলনা জেলার তেরখাদা থানায় মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। সেখানে প্রায় দুই হাজারের মতো মুক্তি সেনা ছিল। তারা তেরখাদা থানাকে সব সময়ের জন্য মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ফহমউদ্দিন নামে একজন তহশিলদারের নেতৃত্বে ঐ ক্যাম্পটি পরিচালিত হয়। আব্দুল হামিদ মোল্লা নামে এক ব্যক্তি পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে। পরে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হয়।

ফরিদপুরের প্রতিরোধ*

আকস্মিকভাবে পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে রাজধানীতে পাক-হানাদার বাহিনীর হামলার খবর, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের কথা এবং বঙ্গবন্ধু শখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা ছাবিবশে

---

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত

* সাপ্তাহিক 'চিত্রবাংলা' ৩জুন, ১৯৮৩-এ প্রকাশিত শরীফ আফজাল হোসেন-রচিত প্রতিবেদনের অংশ।

মার্চ সকাল বেলায়ই পেয়ে গেলাম। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফরিদপুরের পুলিশ ব্যারাক এবং বিভিন্ন থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ফদিপুরের প্রাথমিক প্রবেশদ্বার গোয়ালন্দ ঘাটে ছাত্র-জনতা, পুলিশ ও আনসার সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে উঠল এবং ঢাকা-ফেরত কিছু ইপিআর এসে এতে যোগদান করলেন। সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনে আমরা উৎসাহিত বোধ করলাম। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে গোয়ালন্দঘাটে ছাত্রজনতার এই প্রতিরোধ শুধুমাত্র রাইফেল, বন্দুক এবং মনোবলকে সম্বল করে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আশ্চর্য হলেও সত্য এবং আজও ভাবতে অবাক লাগে যে এটা হল সুসজ্জিত পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষখেকো বাঘের সামনে অবোধ বালকের নুড়ি হাতে খেলা করার মত। এ সকল আয়োজনের ভিত্তি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জনতার দেশপ্রেম ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ফরিদপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় এভাবে জনতার প্রতিরোধের সাড়া পড়ে গেল। তখন প্রয়োজন দেখা দিল সুসমন্বয় ও প্রশাসনিক নির্দেশ প্রদানের। খুব সম্ভব ২৯শে মার্চ তদানীন্তন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য কে, এম, ওবায়দুর রহমানকে আহবায়ক করে এডভোকেট আদেলউদ্দিন, ইমামউদ্দিন আহমেদ, শামছুদ্দিন মোল্লা, সৈয়দ হায়দার হোসেন, মোশাররফ হোসেন, নূরুন্নবী, কাজী খলিলুর রহমান, মুজিবুর রহমান খান, গৌরচন্দ্র বালা, ফিরোজার রহমান, আমিনউদ্দিন, মোখলেসুর রহমান প্রমুখ স্থানীয় জননেতা ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নাসিরুদ্দিন মুসা, শাহ আবু জাফর, কবিরুল আলম, সালাউদ্দিন আহমদ, আবু সাঈদ, আতিয়ার প্রমুখ ছাত্র ও জনপ্রতিনিধিমূলক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে জেলা সমন্বয় ও প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সার্বিকভাবে ফরিদপুরের প্রশাসন ও তদারকি কাজ পরিচালনা করতে থাকে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ছিলেন তখন এ, এন, এম ইউসুফ এবং পুলিশ সুপার ছিলেন নূরুল মোমেন খান। পরবর্তীকালে ফরিদপুরে পাক-হানাদার বাহিনী প্রবেশের পরেই তাঁরা ধৃত হন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দীর্ঘ প্রায় নয় মাস কারাবাসের পর মুক্তি লাভ করেন। ফরিদপুরের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকের মধ্যে বিশেষ করে লিয়াকত আলী হোসেন, আব্দুস সালাম মিয়া, আজম আমীর আলী, আনম আবদুস সোবহান, মিছির কর্মকার, আতাহার হোসেন, শামসুল হক, তারাপদ ঘোষ এবং অনেকের কথা স্মরণ করা যায়। এছাড়াও ফরিদপুরের গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরের প্রত্যেক মহকুমায় স্থানীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। রাজবাড়িতে মরহুম কাজী হেদায়েত হোসেন, মোসলেম আলী মৃধাসহ জননেতা ডা. এস, এ, মালেক, ওয়াজেদ চৌধুরী, নূরুল ইসলাম, মরহুম আবদুল জলিল, আবদুল হাই, চিত্তবাবু, আলী আব্বাস এবং স্থানীয় ছাত্রনেতা আবদুল জব্বার, নাজিবর, ফজলু, রেজা, তাপস প্রমুখ।

ফরিদপুর জেলা সমন্বয় ও প্রতিরোধ কমিটির মূল ক্যাম্প স্থাপন করা হয় ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ডাক বাংলো ঝিলটুলীতে এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটি মহকুমায় যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। হানাদার বাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত এ দিনগুলো ছিল ফরিদপুরের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় সময়কাল। ফরিদপুরের প্রতিরোধের সেই সাতাশটি দিন মনে হোত আমরা সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভূখন্ডে বাস করছি। কোথাও কোন স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলার অবনতি পরিলক্ষিত হয়নি। এ যেন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত নতুন জীবনের পথে স্বাভবিক পথ চলা। ঢাকা থেকে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট পাক-হানাদার বাহিনীর অনেক কুর্কীতি শুনতে পেলাম এবং ফরিদপুরে আমরা আতংকিত হলাম। সম্ভবতঃ ১লা এপ্রিল তারিখে প্রয়াত নেতা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লীর পথে ফরিদপুর পৌঁছালেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে পরের দিন চলে গেলেন। ১৭ই এপ্রিল বাংলার মাটিতে মেহেরপুরে মুজিবনগরে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণার কথা জানতে পারলাম এবং ফরিদপুরকেও আমরা তখন মুক্ত এলাকার একটা অংশ হিসেবে গর্ব অনুভব করলাম। আমরা তখন ফরিদপুরে স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতাম। সে সময় ফরিদপুরবাসীদের সার্বিক সুখ-দুঃখ এক উচ্ছ্বাসময় শিহরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। কখন হানাদার বাহিনী ঢুকে পড়ে সেটাই ছিল সার্বক্ষণিক চিন্তা। দেশের অন্যান্য জায়গায় পাক-বাহিনীর নারকীয় অমানবিক দস্যুতার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের বেশী ভয় ছিল প্যারাট্রুপ হানাদার বাহিনী নামলে

প্রতিরোধ করার কোন অস্ত্র আমাদের হাতে ছিল না। নদীপথে গোয়ালন্দঘাট, গোপালগঞ্জ এবং মাদারীপুর ছাড়াও স্থলপথে পাংশা ও কামারখালীতে প্রতিরোধ গড়ে তোরা হয়, যাতে করে কুষ্টিয়া কিংবা যশোর হয়ে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিহত করা যায়। দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কন্ট্রোল রুম কর্মব্যস্ত থাকতো এবং সেখান থেকে তাৎক্ষণিক তদারকি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হোত। ফরিদপুর ছিল ভারত অভিমুখে শরণার্থীদের অনেকেরই মাঝপথ। অনেক নেতা ও কর্মী ঢাকা থেকে ভারত যাওয়ার পথে ফরিদপুরে বিশ্রাম নিয়ে যশোর হয়ে চলে যেতেন। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অনেক নেতৃবর্গই ফরিদপুরে অবস্থান নিলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর শহর থেকে লোকজন পরিবার-পরিজনসহ গ্রাম এলাকায় চলে যেতে লাগলেন। একটা আসন্ন সংঘাতের মুখোমুখি আমরা প্রশাসন কর্মকর্তা ও প্রতিরোধে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা শহরে রয়ে গেলাম। আমরা শহরের প্রবেশের বিভিন্ন এবং রাস্তার উপর ব্যারিকেড তৈরী করলাম। ২১শে এপ্রিল ভোর রাতে হানাদার বাহিনী সুসজ্জিত গানবোট দিয়ে প্রথমে গোয়ালন্দঘাট আক্রমণ করল। আমাদের প্রতিরোধের কর্মীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু দূর থেকে অবিরাম মর্টার-এর শেল বর্ষণের মধ্যে সকাল নয়টায় হানাদার বাহিনী গোয়ালন্দঘাট দখল করল এবং একই সঙ্গে হেলিকপ্টারে করে ফরিদপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ছত্রী বাহিনী অবতরণ করতে লাগলো। নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ফরিদপুর শহর ত্যাগ করতে লাগলাম।

আমি সকাল দশটার দিকে ইপিআর-এর একজন প্রতিরক্ষা কর্মী সদস্য কবিরুল আলমকে সঙ্গে নিয়ে নড়বড়ে একটা জীপে করে কামারখালীর দিকে রওয়ানা হলাম এবং কে, এম, ওবায়দুর রহমান নগরকান্দা হয়ে গোপালগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন। অন্য নেতৃবৃন্দও বিচ্ছিন্নভাবে শহর ত্যাগ করলেন।

ফরিদপুর শহরে প্রাথমিক প্রতিরোধ*

২৬শে মার্চ রাত প্রায় ২/৩টার দিকে কোতোয়ালীর ও-সি আমাদের বাসায় আসেন। বাবা তখন এমএনএ আদিলউদ্দিন আহমেদ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি এসে জানালেন ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ এবং ফরিদপুরের দিকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক-বাহিনী আসছে। এ অবস্থায় ও-সি সাহেব থানার চাবি আব্বাকে দিয়ে সরে যেতে চাইলেন। তখন আব্বা এ অবস্থায় থানার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন না। এরপর আব্বা এবং আমি ডি-সি সাহেবের বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। ফরিদপুরের ডি-সি তখন জনাব এ, এম, এন, ইউসুফ। এস-পি ছিলেন মিহির সাহেব। উভয়কে আমরা ডি-সি সাহেবের বাসার অফিসে দেখতে পাই। ডি-সি সাহেবের সাথে ঢাকা এবং ফরিদপুরের অবস্থা নিয়ে আলাপ হয়। তিনি বললেন, এখনও যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মি আসছে। তারা আজকেই শহরে এসে পৌঁছাবে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীদের শহর থেকে সরে যাওয়াটাই উচিত। তখন আমরা ঠিক করলাম যে, আওয়ামী লীগের এমএনএ ও এমপিদের সাথে যোগাযোগ করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তখন তিনি গাড়ী পাঠালেন তাদেরকে আনার জন্য। জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা (এমএনএ), জনাব হায়দার হোসেন (এমপি) এরা সবাই আসলেন। পরিস্থিতি জানার পরে আপতত শহর থেকে সরে যাওয়ার জন্য সকলেই সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর আমি একটি জীপসহ বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন দলের ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ঢাকার ঘটনা জানাই এবং যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফরিদপুরের দিকে সেনাবাহিনী আসার পথে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এতে ঐ সময়ে অনেকেই ব্যাপারটিকে অবাস্তব মনে করে প্রতিরোধে অংশীদার হতে চাইলেন না। কিন্তু সৈয়দ নাসির হোসেন আহমেদ, জামাল ও আরো কয়েকজন মিলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, রাস্তায় বড় বড় গাছ কেটে সেনাবাহিনীর পথ রোধ করতে হবে। তখন গাড়ি

* প্রতিবেদনটি জানুয়ারী, ১৯৮৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহমেদ কামাল-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

নিয়ে আমরা দরবেশের পুলের ওপারে গিয়ে গ্রামবাসীদের ডেকে জড়ো করলাম এবং ঢাকার পরিস্থিতি ও পরিকল্পনাও জানানো হলো। এখানে গ্রামের লোকদের গাছ কাটার জন্য প্রচুর উৎসাহ দেয়া হয়। তারা নিজেরাই কুড়াল নিয়ে গাছ কাটতে শুরু করলো। এবং পরামর্শ দেয়া হলো যে, আর্মি এলে যেন তারা গ্রাম থেকে সরে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে তারা ২০/২৫টি গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তারপর আমরা শহরের একটু বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি পাক-সেনা শহরে ঢোকার আশঙ্কায়, কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলো পাক-সেনাবাহিনী আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পরদিন হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় আমরা সবাই খুব উজ্জীবিত হয়ে উঠি এবং ডি-সি সাহেবকে অনুরোধ করি শহরের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে। এ ব্যাপারে সার্মথ্য এবং মওজুদ অস্ত্রের পরিমাণ জানতে চেষ্ঠা করি। কিন্তু পুলিশ বাহিনী সোনাবহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করে। আমরা এই সময় জানতে পারি যশোর ক্যান্টনমেন্টের জনগণ এবং পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ আছে। ২৮ মার্চ ঢাকা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এবং ঢাকায় অবস্থানরত ফরিদপুরবাসীরা ফরিদপুর আসতে শুরু করে। তাদের মুখে ঢাকার সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কাহিনী শুনে আমাদের মধ্যে প্রতিরোধস্পৃহা আরো বেড়ে ওঠে। তখন আমরা কোনরকম প্রতিরোধের তৎপরতা না দেখে শহরের কতিপয় তরুণের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪/৫ জন ছাত্র নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, পাকিস্তান সেনাবহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদ্ধতি হবে গেরিলা যুদ্ধ এবং অবিলম্বে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হওয়া উচিত এবং এ প্রশিক্ষণে ষোল বছরের উর্ধ্বের সকল সুস্থ লোকের অংশগ্রহণে আহ্বান জানানো উচিত। এই বৈঠক চলাকালে আমাদের সাথে যোগাযোগ এবং উৎসাহিত করেন নৌ বাহিনীর একজন প্রাক্তন সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান। তিনি নিজেকে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের একজন ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে পরিচয় দেন। এই সিদ্ধান্ত হবার পর শহরে মাইকযোগে ঘোষণা করা হয় যে, প্রতিরোধের যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য সামরিক ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং রাজেন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সেই সাথে আরো ঘোষণা করা হয় যে, ছুটিরত পাক বাহিনীর বাঙালী সৈনিক ভাই এবং প্রাক্তন সৈনিক ভাইদেরও কলেজ প্রাঙ্গণে আসার জন্য বলা হচ্ছে। এই ঘোষণার পর প্রায় দু'শো লোক কলেজ ময়দানে হাজির হয়। এদের মধ্যে ছুটিরত এবং প্রাক্তন পাক-সেনাবাহিনীর সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬/৭ জন। স্টেডিয়ামের একটি রুমকে এই প্রশিক্ষণের হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। প্রথমে কলেজের ইউ-ও-সি ইউনিটের ডামি রাইফেল এবং পুলিশ লাইন থেকে রাইফেল এনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফরিদপুর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটি নাম দিয়ে এই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করা হয়।

ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সাইক্লোস্টাইল প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এসব প্রচারপত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কি করে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন করার জন্য পাটচাষ বন্ধ করা ইত্যাদি। এই পর্যায়ে আমাদের ধারণা হয় এই যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল বাঙালী শিক্ষিত যুবকই পাক-সেনাবাহিনীর বুলেটের লক্ষ্য হবে। আমাদের ট্রেনিং চলাকালে কুষ্টিয়া এবং যশোরের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি এবং অস্ত্রের জন্য মেজর ওসমানের সাথে যোগাযোগ করি। তাঁর নির্দেশ অস্ত্র আনার জন্য যশোরে দুইজন সদস্যকে পাঠান হয়। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের অস্ত্র দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, এপ্রিলের প্রথম দিকে জয়দেবপুর থেকে পাক-সেনাবাহিনীর সদস্য হেমায়েত উদ্দিন তার তিন সদস্য সিপাহীসহ বেশকিছু গোলাবারুদ, গ্রেনেড, এস-এম-জি, চাইনিজ রাইফেল সহ পদ্মার চরে অবস্থান করছে বলে তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক ভুঁইয়া ইকবাল আমাদের খবর দেন। আমরা কয়েকজন সদস্য পাঠিয়ে তাদেরকে স্টেডিয়ামে নিয়ে আসি এবং আমাদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনে তাকে শরিক হতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি একদিন পরে শহরের অন্যত্র অবস্থান করতে থাকেন। আমরা কামারখালী, গোয়ালন্দ এবং ভাংগা পর্যন্ত স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে আমাদের প্রচেষ্টাকে জড়িত করার চেষ্টা করতে থাকি। দ্বিতীয়বার অস্ত্র সংগ্রহের

জন্য যশোর লোক পাঠানো হয়। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়। রাজেন্দ্র কলেজ এবং স্টেডিয়ামের মাঠে আমাদের ট্রেনিং অব্যাহত থাকে এবং ক্রমেই ট্রেনিং গ্রহনকারীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। আমাদের এই প্রচেষ্টার দু'টি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলঃ (১) জনগনের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য প্রচারকাজ চালানো; (২) ফরিদপুর শহর এবং আশেপাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা। অস্ত্র না পাওয়াতে এবং দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহনের পরিকল্পনা কারনে ২২শে এপ্রিল পাক-সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করার মুহূর্তে আমরা শহর ত্যাগ করি এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ি। আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথীরা অস্ত্র যোগাড় করতে না পেরে ভারতে চলে যান এবং ট্রেনিংশেষে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। অনেকে ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চল থেকেই রাজাকর এবং পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।

সশস্ত্র প্রতিরোধ : পত্র-পত্রিকার আলোকে

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের বিবরণ	যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা	মার্চ-জুন, ১৯৭১

পাক মিলিটারী তান্ডবে বাঙ্গালীর রক্ত ঝরছে

কলকাতা, ২৬শে মার্চ (ইউ,এন আই)- শেখ মুজিবর রহমান এক বার্তায় আজ বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে করছে। এক গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবরের প্রচারিত বার্তা এখানে শোনা গেছে। এই গোপন বেতার কেন্দ্রটি চট্রগ্রাম অথবা চালনায় অবস্থিত বলে মনে করা হচ্ছে।

ঐ বার্তায় বলা হয়েছে, গতকাল রাত ১২টায় সময় পিলখানা ও রাজারবাগে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেলসের ঘাঁটি আক্রমণ করে বহু নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। ঢাকাতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনী সঙ্গে পাক-বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সাধারণ অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ যে কোন মূল্যে শত্রুকে বাধা দেবে। স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রামে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন।

-যুগান্তর,২৭ মার্চ,১৯৭১

কুমিল্লায় সংঘর্ষ

বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কুমিল্লায় সৈন্যবাহিনী ও মুক্তিসংগ্রামী জনগনের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেলস বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী জনগনের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। সৈন্য-বাহিনীর গুলিতে কিছু লোক আহত হয়েছে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করেছে বলে প্রকাশ।

মুক্তিফৌজকে সাহায্য করুনঃ ভারত-পাক সীমান্তে সংগৃহীত একটি বাংলা ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষনা করেছে। চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে।

বেতার কেন্দ্রের ঘোষক শত্রুর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বেতারে বলা হয়েছে, ঝড়ের বেগে মুক্তিফৌজ এগিয়ে চলেছে। চট্রগ্রাম, কুমিল্লা ও শ্রীহট্টের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। অনুগ্রহ করে তাঁদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করুন। আমরা সম্পূর্ন স্বাধীন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করুন। ঢাকা কেন্দ্র ছাড়া আর সকল কেন্দ্রের রেডিও শুনুন। জয় বাংলা। গনমুক্তিবাহিনীর পক্ষে জনাব শেখ সাহেব।

-যুগান্তর, ২৮ মার্চ, ১৯৭১

ওরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন-আরও গুলিগোলা চাই
(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

দু'দিনের লড়াইয়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক লক্ষ লোক মারা গিয়েছেন বলে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে ভারত সরকারের দফতরগুলিতে খবর পৌঁছেছে। বিভিন্ন সীমান্ত ঘাঁটি থেকে যেসব খবর আসছে তার সারমর্মঃ মুজিবর রহমানের সমর্থক পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর লোকজনদের গুলি ফুরিয়ে এলেও তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

লড়াই এখনও সবচেয়ে বেশি চলছে ঢাকা এবং রংপুরে। এই দুই এলাকায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষও সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাচ্ছেন। পাক সেনাবাহিনী ও এই দুই এলাকায় ট্যাঙ্ক নিয়ে নেমেছে। তারাও ট্যাঙ্ক থেকে অবিরাম গুলি চালাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ওপরের কয়েকটি ব্রিজও আওয়ামী লীগের সমর্থকরা উড়িয়ে দিয়েছেন। এই দুটি সড়কই ঢাকার সঙ্গে চট্রগ্রাম এবং যশোরের যোগাযোগ রক্ষা করত। এই দুটি সড়ক দিয়ে এইদিন সেনাবাহিনীর গাড়ি এগোতে পারেনি। এছাড়া মুজিবর রহমানের সমর্থকরা বিভিন্ন রাস্তায় সৈন্যদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করার জন্য নানারকমের প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন। বহু এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় ওপারের লোকেরা এসে এপারে গুলি চেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁদের গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে। গুলিগোলা না পেলে আর লড়াই চালাতে পারছেন না। কিন্তু তাদের সবাইকেই এপার থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে একজন এসডিও-ও গুলি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে মার্চ, ১৯৭১

আওয়ামী লীগের নেতারা এপারে
তাঁদের আবেদনঃ অস্ত্র চাই

আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা সোমবার ওপার থেকে এপার এসেছেন। সকলেরই একই লক্ষ্য-ভারত থেকে অস্ত্র সাহায্য সংগ্রহ করা। এদের মধ্যে একজন আছেন নবনির্বাচিত পাক জাতীয় পরিষদের সদস্য। তিনি মালদহ জেলা সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছেন।

এদিকে, মুক্ত কুষ্টিয়ায় এইদিন পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে নিয়েই আওয়ামী লীগের শাসকরা ট্রাঙ্ক টেলিফোনে ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছেন। সোমবার দুপুরেই মুক্ত কুষ্টিয়ার প্রধান পরিচালক ডাঃ আসাবুল হক টেলিফোনে শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরও আবেদন ছিলঃ আপনারা অবিলম্বে সাহায্য পাঠান।

ডাঃ হক জানান, এখন কার্যত হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ সৈন্যদের আক্রমন করছে। এত মানুষ এসে লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে যে, সেনাবাহিনী মেশিনগান চালিয়েও মেরে শেষ করতে পারছে না। তিনি জানান, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, খুলনায় এইদিন হাজার হাজার মানুষ বল্লম ও সড়কি নিয়ে এসে সেনাবাহিনী ঘাঁটি আক্রমন করেছে। হাজার হাজার মেরেছেও। কিন্তু তাঁরা পিছিয়ে যাননি। তিনি জানান, সোমবার রাত্রিতেই বৃহত্তম আঘাত হানা হবে ঘাঁটিগুলির উপর।

কুষ্টিয়া মিলিটারী ব্যারাককে চর্তুদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সৈন্যদের বলা হয়েছে আত্মসমর্পন করতে। ডাঃ হক জানান, পাবনায় ও সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা করেনি। ফলে তাদের

সবাইকে মরতে হয়েছে। জনতা আহত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বিজয়োল্লাস করেছে।

ডাঃ হক বলেনঃ কত হাজার হাজার মানুষে যে ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে তার কোনও গুণতি নেই। কিন্তু তবু মানুষ মরতে ভীত নয়।

তিনি যশোর থেকে খবর পেয়েছেন যে, সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়েছে। খুলনায় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

স্টাফ রিপোর্টার জানান, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বহু কর্মী এবং মুক্তিসেনা সীমান্ত পার হয়ে পশ্চিম বঙ্গে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে সাহায্য চাইছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

সীমান্তের চারদিক থেকে

[আমাদের স্টাফ রিপোর্টার, বিশেষ প্রতিনিধি, নিজস্ব সংবাদদাতা স্বাধীন বাংলাদেশের নানা সীমান্ত থেকে অজস্র সংবাদ পাঠাচ্ছেন ওখানকার মুক্তিযুদ্ধের। সব মিলিয়ে একসঙ্গে তা প্রকাশিত হল সংক্ষেপে। সব সংবাদেরই বক্তব্য, পাক ফৌজ ভেঙ্গে পড়ছে, মুক্তিফৌজ দখল করে চলেছে একের পর এক এলাকা]

গেদে থেকেঃ কুষ্টিয়ার লড়াই-এ মুক্তিফৌজকে সাহায্যের জন্য হাজারে হাজারে অসামরিক নাগরিক পদ্মা পার হয়ে কুষ্টিয়ার দিক থেকে ছুটে যান। হারডিঞ্জ সেতু পার হবার সময় শত্রু বাহিনী বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে। বোমায় সেতুর একাংশ বিধ্বস্ত হয় এবং শতখানেক স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণ হারান।

পাবনায় শত্রুবাহিনী ওই একই নারকীয় দৃশ্য তৈরি করেছে। তবে রক্ত দিয়ে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। শেষ শত্রুসৈন্যও জনতার রোষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

মুক্তিফৌজের কমান্ডার ভারতের জনগণকে তাঁর অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রংপুর আমাদের মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।

খুলনায় নারী ও শিশুদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বর্বর, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে- মুক্তি ফৌজের নেতা বার বার তার উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আমরা তা জানি। কিন্তু আমাদের মা-বোন, ছেলেমেয়েদের উপর এই নৃশংস অত্যাচার চলবে-তা আমরা ভাবতে পারিনি।

মেখলিগঞ্জ থেকেঃ বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ এবং বগুড়া শহরে দখলদার পাকিস্তানী ফৌজ ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর মধ্যে প্রতি মহল্লায় তুমুল লড়াই চলছে।

দখলদার বাহিনী রংপুর শহরে ট্যাঙ্ক নামিয়েছে। দিনাজপুর ও রংপুর জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরদিকে মুক্তি ফৌজ পচাগড়ে অবরুদ্ধ দুই কোম্পানী পাকিস্তানী ফৌজকে পর্যুদস্ত করে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে এবং এই লড়াইয়ে অধিকাংশ পাকিস্তানী ফৌজ নিহত হয়েছে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ফাঁড়ি এখনও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী ফৌজকে পরাজিত করে রাজশাহী শহরকে মুক্ত করেছে।

ইতিমধ্যে এপার বাংলার কাছে ওপার বাংলার তরুন ছাত্রদের আর্ত আবেদনঃ আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুন। হলদিবাড়ি সীমান্তে গতকাল চারজন ছাত্রপ্রতিনিধি আসেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য।

দিনাজপুর শহরে মুক্তিফৌজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সীমান্ত বাঙ্গালী ইপিআর সীমান্ত চৌকি ছেড়ে চলে গিয়েছে। দিনাজপুরের পথে পথে পশ্চিমী ফৌজ প্রচন্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন। ঘোড়াঘাট ও হিলির মধ্যে পশ্চিমী ফৌজের একটি ট্রাক রাস্তায় ওপর একটি গর্তে পড়ে উলটে যায়। প্রচুর ফৌজ আহত হয়। হিলি এলাকায় ভারত-পাক সীমান্তের কাছে দুটি অবাঙ্গালী পশ্চিমী ফৌজের মৃতদেহ দেখা গিয়েছে। দুজন পশ্চিমী ফৌজ প্রানভয়ে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়ে। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার মুক্তিফৌজের তাড়া খেয়ে প্রায় ২০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সপরিবারে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। এরা ভারতীর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিম দিনাজপুরের দিক থেকে আওয়ামী লীগের দুজন বিশিষ্ট নেতাও এপার আসেন। জলপাইগুড়ি শহরে এরা পৌঁছালে তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা মুহম্মদ আবিদ আলী বাংলাদেশে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য আর্ত আবেদন জানিয়েছেন।

হাসনাবাদ থেকেঃ সোমবার দুপুরে সাতক্ষীরা সীমান্তে খবর সাতক্ষীরা আদালত ভবন থেকে ক্রুদ্ধ জনতা পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ফেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরার পাঞ্জাবী মহকুমা শাসককে জনতা স্বগৃহে অন্তরীণ করে রেখেছে।

সীমান্ত আজ মুছে একাকার হয়ে গেছে। এপার বাংলা থেকে দলে দলে মানুষ এসে সীমানার এপারে দাঁড়াচ্ছে। ওপারের মানুষ এসে দাঁড়াচ্ছে মুখোমুখি। আজ আর কেউ কারও কাছে অপরিচিত নয়।

সোমবার সীমন্ত পার হয়ে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। কথা হল বহু মানুষের সঙ্গে। সকলের মুখে এক কথা, শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের অস্ত্র দিন।

অস্ত্র আর অস্ত্র। ওপার বাংলার মানুষ এপার বাংলার মানুষের কাছে আজ শুধু একটি জিনিসই চান। শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, অস্ত্র না পেলে আমরা লড়ব কি করে। এই তাদের বক্তব্য।

খুলনা থেকে দু'দিন হেঁটে আজই ফিরেছেন এমন একজনের সঙ্গে দেখা হল। সমস্ত রাস্তা বন্ধ। খুলনায় এখনও চলছে জোর লড়াই। সেখানে মুক্তিফৌজ ৪০০ পাঞ্জাবী সৈন্যকে নিহত করেছে। একটি তিনতলা বাড়ীতে কিছু পাঞ্জাবী সৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তাদের ঘেরাও করে। সাদা পাতাকা উড়িয়ে পাঞ্জাবী সৈন্য আত্মসমর্পন করে।

যশোর থেকে সদ্য প্রত্যাগত একটি যুবকের কথাঃ যশোরের পথে বেশীদূর এগুতে পারলাম না। পথে পথে মৃতদেহ। দূরে গুলির শব্দ ধোঁয়া আর ধোঁয়া ।

আগরতলা থেকেঃ গতকাল চট্রগ্রাম দখলদার সৈন্য অবতরণে অসামরিক জনগন বাধা দিলে তাদের ওপর জাহজের কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। ফলে বহু লোক মারা যায়।

ইপিআর-এর ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে দখলদার ফৌজরা গ্রেফতার করেছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যেসব বাঙ্গালী ফৌজ ওই বাহিনী থেকে সরে আসতে পারেননি তাদের হয় গ্রেফতার করা হয়েছে অথবা নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাধীন বেতারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের জনগনের সমর্থনের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

পাক বিমানবহর হেলিকপ্টারে করে সন্দ্বীপে ফৌজ নামাবার চেষ্টা করছে ; নৌকা করে যশোরেও সেনা পাঠাবার। স্বাধীন বেতার কেন্দ্র আজ দুপুরে ওই খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে জানান, মুক্তিফৌজ তীব্র প্রতিরোধ করছে। এযাবৎ দুজায়গায়ই পাক বিমানবহরের চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশ প্রায় পুরোই মুক্তিফৌজের কব্জায়

আগরতলা, ৩০শে মার্চ (পিটিআই/ইউএনআই)-পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই সংবাদটি আজ সকালে জানা যায়। এখানে শ্রুত এই বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, সমগ্র এলাকায় এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে।

বাঙলার রাজধানী ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে আসায় পাকবাহিনী সর্বত্র পশ্চাদপসরণ করছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতার দাবী জানিয়েছে। ঢাকার আশেপাশে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। অস্থায়ী সরকারের প্রধান মেজর জিয়া আজ বেতারে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁদের সাফল্য প্রত্যক্ষ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

মুক্তিফৌজ ঢাকা দখলের পর অবশিষ্ট হানাদারদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়ছেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বিমানঘাঁটি দখলের জন্য তীব্র লড়াই চলছে। পাক-বিমান বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে বোমাবর্ষণ করছে।

চট্রগ্রাম বন্দর প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বন্দর আর এখন ব্যবহার করা যাবে না বলে জানা গেছে।

চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, শ্রীহট্ট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি মুক্তিফৌজের পূর্ণ দখলে রয়েছে। বরিশাল, পাবনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বজেলা ফরিদপুরের কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুক্তিফৌজ এখন বাংলার জলপথও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। মুক্তিফৌজ প্রথম হানাদারদের উপর মর্টার ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার স্বাধীন বেতার কেন্দ্র ঘোষনা করেছে মুক্তিফৌজ ঢাকা শহর দখল করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান মেজর জিয়া আজ ঘোষণা করেন যে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান এখন তাঁর মুক্তিফৌজের দখলে রয়েছে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তথা বিশ্ববাসীকে তা দেখে যাবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ছয়টি বেতার কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি এখন মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা এখন মৃত্যুভয়ে পালাচ্ছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় এক বিশেষ ঘোষণায় তিনি বলেন যে, মুক্তিফৌজ বিপুল সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পাকিস্তান রেডিওর প্রচারণাকে মেজর জিয়া ডাহা মিথ্যা কথা বলে বর্ণনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত দশজন পাঠান গতকাল সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

চট্টগাম জ্বলছেঃ চট্টগ্রাম শহর জ্বলছে। মুক্তিফৌজ সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে হাতে হাতে লড়াই করছেন। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ট্যাংক ব্যবহার করছে।

শহরের প্রধান অংশ এখন মুজিবের বাহিনীর হাতে রয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে বিমান থেকে সৈন্য নামান হয়েছে। জাহাজ থেকে আজও গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। এই বন্দর শহরে এখন প্রবল লড়াই চলছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, বন্দরটিকে ব্যবহারযোগ্য করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

দিনাজপুরে প্রবল লড়াইঃ রাধিকাপুর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রবিবার সারারাত ধরে দিনাজপুর শহর এবং সংলগ্ন গ্রামগুলোতে প্রবল লড়াই চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। বোমা ও মেশিনগানের শব্দে রাধিকাপুর ও সংলগ্ন গ্রামের জনসাধারণকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে।

রাজশাহী ও খুলনাঃ রাজশাহী ও খুলনাতে কয়েক কোম্পানী পাকিস্তানী সৈন্য বিমানে নামানো হয়েছে। রাজশাহীতে মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

উভয় স্থানে মুক্তিফৌজ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। একটি মাত্র স্থানে বিদেশী সৈন্যরা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজশাহীর গোদাগাড়ি ঘাট পর্যন্ত এখন মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে আছে। তাঁরা রাইফেল বাহিনীর সদর দপ্তর পুনরায় দখল করেছেন।

আজ সকালে উপরোক্ত স্থানে পুনরায় সৈন্য পাঠানো হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলের ও পুলিশের সাহায্যে শেখ মুজিব বাহিনীর লড়াই অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মুক্তিফৌজ দখল করে নিয়েছে। পশ্চিমা পাঞ্জাবী মহকুমা অফিসার নিহত হয়েছে। খুলনার টেলিফোনে এক্সচেঞ্জকে পাক-সৈন্যরা ধ্বংস করেছে।

ক্যান্টেনমেন্ট দখলের চেষ্টাঃ কুমিল্লা ও যশোহর ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য মার্কিন স্যাবর জেট থেকে বোমাবর্ষণ করছে বলে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুক্তিফৌজ এই ক্যান্টনমেন্ট দুটিকে দখলে রেখেছেন।

ঢাকাতে তীব্র সংঘর্ষঃ ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে এবং ক্যান্টনমেন্ট বিমানবন্দর এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে প্রবল লড়াই চলছে। পরে ঢাকা শহর মুক্তিফৌজ দখল করেছেন বলে স্বাধীন বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করেছেন।

কৃষ্ণনগর থেকে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, ঢাকা কর্পোরেশন অফিস এখন মুক্তিফৌজের দখলে। প্রশাসক মেজর এস এ খান নিহত।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় সীমান্ত গ্রাম ভগবানগোলার বিপরীত দিকে পাক-সীমান্ত প্রহরারত ২০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রহরী মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে।

রাতে নৌকা চলাচল নিষিদ্ধঃ নদীমাতৃক পূর্ববাংলার জলপথে রাত্রে নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ করে 'স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকার' এক নির্দেশ জারী করেছেন।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে বিছিন্ন ও পর্যুদস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

রংপুরঃ সমগ্র রংপুর শহর মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রংপুর-কোচবিহার এলাকায় পাকিস্তানী রাইফেলের টহল মুক্তিফৌজের নির্দেশ বন্ধ করা হয়েছে।

আখাউড়াঃ আখাউড়াতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ছয়জন অফিসার নিহত হয়েছেন। সেখানকার আশেপাশে এখনও যুদ্ধ চলেছে।

করাচীর ভাষ্যঃ করাচীর সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে যে,বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় আছেন সে সম্পর্কে আজ কিছুই বলা হয়নি। পাকিস্তান রেডিও থেকে পূর্ববঙ্গের অবস্থাকে 'সম্পূন শান্ত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

-যুগান্তর, ৩১ মার্চ, ১৯৭১

সকল রণাঙ্গনেই পাকফৌজ গা বাঁচিয়ে চলছে

মঙ্গলবার মধ্যরাত্রিতে বঙ্গ রণাঙ্গনের সমগ্র পরিস্থিতি মুক্তিফৌজের অনুকূল-বিভিন্ন খন্ডের রণক্ষেত্রে মুক্তিফৌজ প্রচন্ডভাবে আঘাত হেনে চলেছে।

বাংলাদেশের দূরবিস্তৃত অধিকাংশ রণাঙ্গনেই পাকিস্তানী স্থলবাহিনী কোনরকমে গা বাচিঁয়ে চলছে এবং অনন্যোপায় হয়ে বিমান বাহিনীকে ডেকে আনছে এবং তারাও নির্বিচারে সামরিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বোমাবর্ষণ করে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে। দিল্লির প্রতিরক্ষা অনুশীলন সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সমগ্র রণাঙ্গনের চিত্রটি এভাবে একেঁছেনঃ

পূর্ব রণাঙ্গনঃ কুমিল্লা থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ সীমান্তবর্তী সব কয়টি ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তাদের বিমানধ্বংসী কামান হানাদার পাক বিমানকে বার বার তাড়িয়ে দিয়েছে। এই রণাঙ্গনেরই অন্তর্ভুক্ত আখাউড়ায় মঙ্গলবার সকালে পাক বিমান প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করেছে।

মঙ্গলবার সবচাইতে নৃশংস সংগ্রাম চলেছে চট্টগ্রাম-এর সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনা চলতে পারে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর রাজপথের লড়াই। পাকিস্তানী বিমানবন্দর এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে, যুদ্ধজাহাজ গোলা ছুঁড়েছে। চট্টগ্রাম জ্বলছে।

উত্তর-মধ্য রণাঙ্গনঃ উত্তর-মধ্য রণাঙ্গনে ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনঃ দক্ষিণ রণাঙ্গনে বিপন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য মধ্য রণাঙ্গন থেকে সৈন্য পাঠান হচ্ছে। নদী-নালা, খাল-বিল আকীর্ণ রণাঙ্গনে তারা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি অগ্রসর হচ্ছে।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ড চারিটি রণক্ষেত্রের সংগ্রামরত সৈন্যদের মধ্যে নিখুঁত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। চট্টগ্রাম থেকে খুলনা পর্যন্ত উপকূল বরাবর বিস্তৃত দক্ষিণ রণাঙ্গনের পূর্ব প্রান্ত চট্টগ্রামের দিকে জাহাজ বোঝাই করে সৈন্য পাঠানো হয়েছে পশ্চিম প্রান্ত খুলনা থেকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনঃ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণে খুলনা-যশোর খণ্ডে মঙ্গলবার তেমন কোন বড় লড়াই হয়েছে বলে মনে হয় না। যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখলের জন্য সোমবার প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত উভয় পক্ষই আগামী দিনে তীব্রতর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

দূরবিস্তৃত চারটি রণাঙ্গনের সর্বত্র আক্রমণোদ্যোগ এখন মুক্তিফৌজের হাতে, পশ্চিম রণাঙ্গন বাহিনী সর্বত্র আত্মরক্ষা করে চলছে।

মুক্তিফৌজের স্থলসেনার অবিরাম চাপে বিব্রত পশ্চিম পাকিস্তানী স্থলবাহিনী বিমান ও হেলিকপ্টারের সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু তার ফলে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে যাওয়ার তেমন নেই।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মার্চ, ১৯৭১

ইয়াহিয়া ফৌজের ‘বিদ্রোহী’ সেনাকে গুলি করে হত্যা
শুভ্রাংশু গুপ্ত

মেহেরপুর (কুষ্টিয়া), ৩১ মার্চ-ইয়াহিয়া ফৌজের বিপুলসংখ্যক সেনা মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অস্বীকার করেছেন। এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোতায়েন। পুলিশ লাইনেও এই শহরের একটি স্কুলগৃহে এরা ‘বিদ্রোহী’ সেনাদের প্রায় দুশোজনকে তাদের দলপতির নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু মুজিব কোন এক গোপন ঘাঁটিতে সপরিবারে আছেন। এখানে বঙ্গবন্ধু দু'জন সহকর্মী-আবু আহমেদ আফজল রসিদ এবং মঃ সহীউদ্দিন আমাকে এই সংবাদ দেন। তারা বলেন, মুজিবর রহমানের গ্রেফতার এবং তাঁর পুত্রের হত্যার সংবাদ সম্পূর্ণ তৈরী করা। বঙ্গবন্ধু তাঁর গোপন ঘাঁটি থেকে সর্বদাই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবর তখন আত্মপ্রকাশ করবেন বলে মুজিবের ওই সহকর্মীদ্বয় জানান।

ওই দুই নেতা জানান, পাবনা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়ার প্রায় পুরো অঞ্চল এখন আওয়ামী লীগের দখলে। মঃ রসিদ জানান,তাঁরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের মজুত উদ্ধার করেছেন। সেগুলির বেশির ভাগই চীনের তৈরি। তার মধ্যে হালকা মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, দুটো কামান ও প্রায় পঞ্চাশটি মিলিটারি ট্রাক রয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল, ১৯৭১

যশোরের বোমাবর্ষণ

বনগাঁ, ৩১ শে মার্চ-সারা যশোর শহর দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনের আভা সন্ধ্যায় হরিদাসপুর থেকেও দেখা গেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট পুর্নদখলের উদ্দেশে আজ বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ পাক সামরিক বাহিনী ৫ খানি বিমানে করে ছত্রীসৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেয়। এরপর বিমান বাহিনী থেকে কিছু সময় পর পর বোমাবর্ষণ করা হতে থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত বোমাবর্ষণ চলছে বলে জানা গেছে।

পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের তীব্র লড়াই চলছে। একদল সৈন্য শহরাঞ্চলে মর্টারের সাহায্য আক্রমণ চালায়। শহরে বহু বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সামরিক বাহিনীর লোকেরা অসংখ্য মানুষকে হত্যা করছে, কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আজ সকালের দিকে হরিদাসপুর সীমান্ত এলাকায় ৫ জন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্যের মৃতদেহ এবং একটি কাটা মুন্ডু দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মধ্যে হত্যা করে এই মৃতদেহগুলি এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

খুলনায় এক খবরে প্রকাশ যে, খালিশপুরে একটি চটকল ডিনামাইট উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রূপসা নদীর ধারে তীব্র সংঘর্ষ চলেছে।

আজ সকালে মুক্তিফৌজের লোকেরা বেনাপোল চেকপোস্টে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দেয়। সরকারী সূত্রে জানা গেছে যে, মোট ৩২ জন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্য এই সীমান্ত পার হয়ে আত্মসমর্পন করেছে।

আগরতলা, ৩১শে মার্চ (পিটিআই)- রাজশাহী, খুলনা ও আরও কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানী স্যাবর জেট আজ বোমাবর্ষণ করেছে। পাক বিমান বাহিনীর এই হানায় বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়েছে।

রাজশাহী, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা ও ঢাকাতে তীব্র লড়াই চলছে।

ঢাকা বিমানবন্দরের আশেপাশে মর্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। কামান থেকেও পাক সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করছে। চট্রগ্রামে দুর্ভেদ্য দুর্গঃ যুদ্ধরত চট্রগ্রামের কয়েকস্থানে প্রত্যেকটি গৃহ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে, পাক-সৈন্যরা কোথাও ঢুকতে পারছে না। রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিফৌজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ঢাকাতে ৩০ হাজার নিহতঃ ২৫ শে মার্চ থেকে দু'দিনে ঢাকা ও শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার লোক নিহত হয়েছে বলে ত্রিপুরায় আগত পাক-সাংবাদিকরা জানান।

-যুগান্তর, ১ এপ্রিল, ১৯৭১

স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে পাক ফৌজের সর্বাত্মক অভিযান

পরাস্ত, বিপর্যস্ত পাক দখলদার বাহিনী এখন মরিয়া হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ-জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে দিশেহারা পাক-সেনাদল প্রধানত শহরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সর্বত্র পাক-বাহিনীর নগ্ন বীভৎস আক্রমণ। বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে নাপাম বোমা, ট্যাংক থেকে বর্ষিত হচ্ছে গোলা, আর সেই সঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় জাহাজ থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে গোলা। বৃহস্পতিবার প্রায় সারাদিন স্যাবার জেট নিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয় ব্রাক্ষণবাড়িয়ায়। এর মুখোমুখি মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ আরও তীব্র, সংহত। নতুন নতুন মুক্তাঞ্চল তৈরি হচ্ছে। ঢাকার কাছে জয়দেবপুরের অস্ত্র-কারখানা মুক্তিফৌজের দখলে। এক কথায় বলা যেতে পারেঃ পাক-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন আছে ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকায়। আর চট্রগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লার শহরাঞ্চলে। অন্যদিকে মুক্তিফৌজের আওতায়ঃ ময়মনসিংহ জেলা পুরোপুরি, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহীর অধিকাংশ। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্রগ্রামের শহর এলাকার বাইরে সর্বত্র। যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তবর্তী এলাকা।

মঙ্গল ও বুধবার-দু'দিন ধরে জঙ্গীশাহী পশ্চিম পাকিস্তানে সিংহল ও চীনের মধ্য দিয়ে বিমানে, জাহাজে প্রচুর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী আমদানী করেছে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রামরত মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলিকে একই কমান্ডের অধীনে আনা এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

সারাদিন ধরে মুক্তিফৌজ ও পাক-দখলদার বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড লড়াই হয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম ও খুলনায়। ক্যান্টেনমেন্ট ও বিমানঘাঁটি বাদ দিয়ে যশোরের সর্বত্র মুক্তিফৌজের আধিপত্য অক্ষুন্ন। মুক্তিফৌজের আক্রমণে পিছু হটার আগে যশোর শহরে পাক-বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্যান্টনমেন্ট-এর পাক-সেনাদের আজ বিমান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

কুমিল্লায় প্রচন্ড গোলাগুলি বর্ষণ করেও মুক্তিফৌজকে কাবু করতে পারেনি। মেঘালয়ের সমীপবর্তী শ্রীহট্ট শহরেও পাক-সেনারা আজ প্রচণ্ড দাপটে আক্রমণ চালায়। এখানে পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনী মুক্তিফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টের মুক্তিফৌজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। খাদিমনগরে পূর্ব পাক রাইফেলস-এর ৬০০ জনকে শ্রম-শিবিরে আটক রাখা হয়েছে। আসাম থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জে প্রচন্ড গোলাবর্ষণের ফলে মুক্তিফৌজের সহায়ক পুলিশ বাহিনীর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৭০ জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ। চট্রগ্রামে পূর্ব পাক রাইফেল-এর সদর দফতরটি পাক-সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধারা যশোর দখল করেছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বনগাঁ, ১লা এপ্রিল-আজ বেলা ২টার পরেই বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ সমগ্র যশোহর শহর দখল করে নিয়েছে। পাক-সেনাবাহিনী শহরের তিন মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্রে আজ সন্ধ্যায় এখানে ঐ খবর পাওয়া গেছে। প্রকাশ যে, সকালে মুক্তিফৌজ যশোর সেন্ট্রাল জেলের গেট খুলে ১০০০ বন্দীকে মুক্ত করে দেয়।

আজ বনগাঁ স্টেশনে সাদা পোশাকে একজন পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সৈন্য জনতার হাতে ধরা পড়ে। তাকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। ঐ সৈনিকটি নাকি বলেছে যে, খুলনায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যশোহর ক্যান্টনমেন্টের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খুলনা থেকে বারবার সাহায্য চেয়ে যশোহর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন তারা ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ঢাকা থেকে নাকি তাদের বলা হয়েছে-যে যেভাবে পার, প্রাণ বাঁচাও। ঐ নির্দেশ পাবার পর সৈনিকটি সাদা পোশাকে কোনমতে বনগাঁয় এসেছে।

-যুগান্তর, ২ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের পশ্চিম ও উত্তর এলাকা মুক্তিফৌজের দখলে

ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা শহরগুলির ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলি ছাড়া বাংলাদেশের সব এলাকা পাক সামরিক শাসনের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, শহর ও জনপদে উড়ছে স্বাধীন বাংলার জয় পতাকা। দলে দলে পাঠান সৈন্য আত্মসমর্পন করেছে, অনেকে মুক্তিসেনাদের তাড়া খেয়ে শূন্য হাতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আত্মসমর্পণ করেছে।

কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর একে একে মুক্তিফৌজের দখলে চলে আসছে। তবে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পাকফৌজের আক্রমণ বন্ধ হয়নি এবং ঐ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীন বাঙলা সরকার সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ ও জাতিগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

সীমান্ত শহর হাসনাবাদ থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছেন, গত রাত্রে যশোহর জেলার মাগুরায় প্রায় ৩৫০ জন পাক-সৈন্য বিনা যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

সৈন্য দলটি ১৩টি গাড়ী যোগে যশোহর অভিমুখে যাওয়ার সময় মুক্তিফৌজের বহু লোক ও আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাদের ঘিরে ধরে।

চারদিন তীব্র যুদ্ধ চলার পর গতকাল পাক-সৈন্যদল ক্যান্টনমেন্টে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে যশোর শহর মুক্তিযোদ্ধাদের করতলগত হয়।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) থেকে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, রাজশাহীতে এখনও যুদ্ধ চলেছে। এখানে দুইজন মেজর সহ অন্তত একশ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রকাশ, এই এলাকায় মুক্তিফৌজের পরিচালনা করছেন বেঙ্গল রেজিমেন্টর একজন কর্নেল। জানা গেছে, তারা শতাধিক রাইফেল শত্রুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

রাজশাহী ও লালমনিরহাটে এখন তীব্র লড়াই চলছে। গত কয়েকদিন ধরে এই দুইটি অঞ্চল পাক সৈন্যদের দখলে আছে।

এক সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তান রেজিমেন্টর অধিকাংশ সৈন্যই প্রচন্ড যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আবার বোমাবর্ষণঃ মুক্তিফৌজের করতলগত ছোট ছোট শহরগুলি পুনর্দখলের জন্য পাক-সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠেছে। আজ বিকেলে পাক বিমান বাহিনী আবার বাংলাদেশের কয়েক স্থানে বোমা বর্ষণ করেছে। এইসব স্থানের নাম পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর।

সীমান্ত অঞ্চল থেকে এখানে প্রাপ্ত প্রকাশ, পাকিস্তানী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর মোতায়েনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আধা-সামরিক বাহিনী (সীমান্ত স্কাউট ও রেঞ্জার্স) আমদানী করছে। মুক্তিফৌজ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করায় পাকিস্তানীরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রচুর গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য আমদানীর কথা বিবেচনা করছে।

পাক-সৈন্যদের আত্মসমর্পণঃ রায়গঞ্জ (পঃ দিনাজপুর), ২রা এপ্রিল-সীমান্তের অপর পার থেকে গতকাল নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখানে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এখন দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ময়মনমসিংহ ও শ্রীহট্ট সম্পূর্ণভাবে নিজ দখলে রেখেছে। ঐসব স্থানে পাক-সৈন্যরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ঢাকা ও রাজশাহীতে এখনও তীব্র যুদ্ধ চলছে বলে ঐ সূত্র থেকে বলা হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট থেকে গতকাল প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পাক-সৈন্যরা ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় দিনাজপুর শহরে নিউ টাউন ও রাজবাড়ীতে পরাজিত হয়েছে। দিনাজপুর ও ফুলবারায় সৈয়দপুর থেকে যে সমস্ত পাক-সৈন্য এসেছিল, তারা হয় নিহত নয়তো বন্দী হয়েছে। রাজশাহী জেলায় চাপাইনবাবগঞ্জে যেসব সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত নয়তো বন্দী হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট শহরে প্রচন্ড লড়াই চলছে এবং পাক-সৈন্যরা সেখানে আত্মসমর্পণ করছে।

মৌলভীবাজারে ১৪০ জন পাক-সৈন্য নিহতঃ আগরতলা থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট জেলার মহকুমা সদর মৌলভীবাজারে যুদ্ধ চলছে এবং এখানে ১৪০ জন পাক-সৈন্য নিহত হয়েছে। শহরটি এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট অবরুদ্ধ পাক-সৈন্যদের সাহায্য আরও সৈন্য প্রেরণের চেষ্টা চলছে। সৈন্যরা চরম খাদ্য সংকটে পড়েছে।

রংপুরে তুমুর লড়াইঃ শিলিগুড়ি, ৩রা এপ্রিল-সৈয়দপুর, পার্বতীপুর ও রংপুর পাক-সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই চলছে। সঈদপুর থেকে দিনাজপুর এই ২৪ মাইল এলাকায় অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। রংপুরের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি আছে বলে মনে হয় না। মুক্তিযোদ্ধারা এদিন একশো পাকসেনাকে খতম করে দিয়েছে। ক্যাপ্টন নোয়াজেশের নেতৃত্বে ওরা লড়াই করছেন। এখানে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের এক হাজার নতুন লোক এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কয়েদী মুক্তিঃ মুক্তিযোদ্ধারা দিনাজপুর জেলাটি মুক্ত করে দিয়েছে। এখানকার কয়েদীরা বেরিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। এদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় ছিল। এরা ভারতে পালিয়ে এসেছে বলে জনরব।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ এপ্রিল, ১৯৭১

উওরাঞ্চলের চারটি জেলা মুক্তিফৌজের দখলে

দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট-বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এই চারটি জেলা সম্পূর্ণরূপে মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে বলে সীমান্তের ওপার থেকে শিলং-এ কাল খবর পৌঁছেছে। এই জেলাগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে আটকা পড়েছে।

এদিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা চালনা থেকে খুলনা শহর পর্যন্ত মধুমতি সদীর দু'তীরে গানবোট থেকে গোলা ছুঁড়ে নির্বিচারে গ্রামবাসীদের হত্যা করছে। সরবরাহ পথ যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেই জন্যই এই মরণপণ চেষ্টা। বোমা বর্ষণে বহু লোক নিহত হয়েছে।

পাক বিমান ধ্বংসঃ পাক বিমান বাহিনী বগুড়া ও শ্রীহট্ট থেকে মুক্তিফৌজকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কাল বোমা বর্ষণ করে। সোমবার রাত্রে রাজশাহীতে মুক্তিযোদ্ধারা একটি স্যাবারজেট বিমান ধ্বংস করে। এই বিমানটি একটি খাদ্যবাহী হেলিকপ্টারকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল।

যশোর শহরেও তুমুল সংঘর্ষ হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে শহরটি পুনর্দখলের পর শহরটি যাতে আবার হাতছাড়া না হয় তার জন্য পাক সৈন্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এখনও হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে রয়েছে।

পাকিস্তানী বিমান বাহিনী কাল ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, বগুড়া এবং রাজশাহীতে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করে। প্রায় একপক্ষকালীন যুদ্ধের সর্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে বলা হয়েছে যে, স্থলপথে যাতায়াতের সমস্ত সংযোগস্থান মুক্তিফৌজের দখলে রয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর, শ্রীহট্ট ও খুলনায় অবস্থিত পাক সৈন্যরা আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এক ডিভিশনেরও বেশী সৈন্য ঢাকায় নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্টদের কুমিল্লা এবং যশোরের ক্যান্টনমেন্ট শহরে হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, যশোর, কুমিল্লা এবং ঢাকার সামরিক ঘাঁটিগুলি ছাড়া অবশিষ্ট এলাকাগুলি দখলে, নয়তো সেগুলিকে অব্যবহার্য করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার সন্নিকটে রংপুরে এবং সৈয়দপুরে আজও প্রচন্ড লড়াই চলছে। রাজশাহীতে পাক সৈন্য মুক্তিফৌজের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। আরো সৈন্য ও রসদ আমদানীতে মুক্তিফৌজ বাধা সৃষ্টি করছে।

সমগ্র খুলনা জেলা মুক্তঃ খুলনা শহর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাক সৈন্যর ওপর মুক্তিফৌজ প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছে। জেলার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলই এখন মুক্ত। মুক্তিফৌজ যশোর এবং খুলনায় মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাটি নষ্ট করে দেওয়ার প্রায় এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্য বেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মুক্তঃ সংবাদে প্রকাশ, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চল মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ দখলে রয়েছে। শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা শহরে প্রচন্ড লড়াই চলছে।

-যুগান্তর, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশ-পূর্ব রণাঙ্গনঃ পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ৪৮০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথটি নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ফলে শ্রীহট্ট শহরে অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে ঢাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠানো অসম্ভব করে তুলেছে। সোমবার শ্রীহট্ট খন্ডে জোর লড়াই চলেছে।

মুক্তিফৌজ প্রচন্ড লড়াই চালিয়ে শ্রীহট্টের শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি দখল করেছে। ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের হাতে। সংলগ্ন নতুন জেলা টাঙ্গাইলের অবস্থাও তাই। মুক্তিফৌজ কুমিল্লা শহরও দখল করেছে। পাক ফৌজ শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে।

বাংলাদেশ-পশ্চিম রণাঙ্গণঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের কুষ্টিয়ায় সোমবার প্রচন্ড লড়াই চলছে। যশোহরের চাচড়ার মোড় পুনর্দখলের জন্য জোর লড়াই শুরু হতে চলেছে। খুলনায়ও চলছে উভয়পক্ষে মরণপণ সংগ্রাম।

বাংলাদেশ-উওর রণাঙ্গণঃ সোমবার উওর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ একটি সাফল্য অর্জন করেছে-তারা হানাদার বাহিনীর হাতে রংপুর শহরটি ছিনিয়ে নিয়েছে, তিস্তা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে, লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্র অকেজো করে দিয়েছে। সামরিক দিক থেকে এ সাফল্যের তুলনা নেই। মুক্তিফৌজ তিস্তা সেতু উড়িয়ে দিয়ে

স্থলপথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের শেষ পথটি ছিন্ন করে দিয়েছে। দিনাজপুর শহর আগেই মুক্ত হয়েছে। রাজশাহীতেও জোর লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজের সাঁড়াশি আক্রমণে হানাদাররা কোণঠাসা। বগুড়া ও পাবনা জেলার মুক্তি সংবাদ শেষ রাত্রে এসেছে।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ রণাঙ্গণঃ দক্ষিণ রণাঙ্গণে চট্রগ্রামে আবার প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়েছে হানাদার ও মুক্তিফৌজে। পাক বিমান বোমা ফেলছে চট্রগ্রামে শহরে। নোয়াখালী জেলার নানা অঞ্চলেও উভয় পক্ষ মুখোমুখি। বরিশাল জেলায় লড়াই হঠাৎ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে।

পূর্বাঞ্চল রণাঙ্গনঃ আগরতলা, ৫ এপ্রিল-বড় বড় শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এখন মুক্তাঞ্চল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনজন মেজর সম্মিলিতভাবে এই মুক্তাঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহন করেছেন। তাদের সাহায্য করছেন অসামরিক অফিসার ও আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা। মুক্তাঞ্চলের শ্রীহট্ট এলাকার অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ, ময়মনসিংহ এলাকার মেজর সফিউল্লা ও চট্রগ্রামে এলাকার মেজর জিয়াউর রহমান।

দিন কয়েক আগে মেজর জিয়াউরই স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন মেজর জিয়া বলে।

গত শনিবার শ্রীহট্ট এলাকার কোন এক স্থানে মেজর মোশাররফের সদর দফতরে তিন মেজর এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে স্থির হয়ঃ যতদিন না জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এই ত্রয়ীই সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন।

শ্রীহট্ট খন্ডের অধিনায়ক মেজর মোশাররফ ইউ এন আইয়ের প্রতিনিধিকে বলেনঃ স্বাধীনতা ঘোষনার সময় মুক্তিফৌজে পুরোদস্তর সৈন্যের সংখ্যা ছিল হাজার কয়েক মাত্র। এখন তা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবককে নিয়মিতভাবে সামরিক তালিম দেওয়া হচ্ছে।

মুক্তিফৌজের রণনীতি প্রসঙ্গে মেজর বলেন, মুক্তিসেনাদের সংঘবদ্ধ করা ও তাদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলাই একন সবচেয়ে জরুরী। শত্রুপক্ষের শক্তি কোন এলাকায় কি রকম সে-সকল খোজখবর নেওয়ার পর হানা হবে আঘাত। মেজর মোশাররফ জানান, বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করা মুক্তিফৌজ হানাদারদের কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আরও অস্ত্রশস্ত্র দখল ও অস্ত্রাগারগুলির উপর আক্রমণ চালাবার জন্য গেরিলা বাহিনী গঠন করা হবে।

সমুদ্রবক্ষে পাক সাবমেরিনের বাঙালী নাবিকদের বিদ্রোহ

তউলন (ফ্রান্স), ৫ এপ্রিল-পাকিস্তানী সাবমেরিন 'মনগ্রো'র বাঙালী নাবিকরা 'বিদ্রোহ' করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তৎপরতার সঙ্গে তা দমন করা হয়। ৪৫ জন নাবিকের মধ্যে ১৩ জনকে ফেলে রেখে সাবমেরিনটি এখান থেকে যাত্রা করে। সাবমেরিনটি এখান থেকে করাচির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বাঙালী নাবিকরা সেটি থামাবার চেষ্টা করে।

১৩ জন নাবিক সুইজারল্যান্ডের দিকে যাত্রা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সাবমেরিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে মনগ্রো'র আশেপাশে জাহাজগুলির নাবিকেরা তাতে মহুর্মুহু চিৎকার শুনতে পান। মনগ্রো'র নিকটবর্তী দক্ষিন আফরিকার একটি সাবমেরিনের একজন অফিসার বলেন, আমি মনে করেছিলাম, বুধবার রাতে তারা পরস্পরের গলা কাটছিল।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ এপ্রিল, ১৯৭১

গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর পাবর্তীপুর মুক্ত
সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

৬ এপ্রিল-উত্তরখন্ডের গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর পাবর্তীপুরে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ল। আজ ভোর না হতেই মুক্তিফৌজের পাবর্তীপুর অভিযান শুরু হয়েছিল। দু'হাজারের মত মুক্তিফৌজ বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাবর্তীপুরের ওপর। অবশেষে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন শত্রু হাত থেকে। পাবর্তীপুর আজ স্বাধীন, শত্রুমুক্ত।

পাবর্তীপুর দখলের আগে এই শহরের দু'মাইল দূরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে বসে মাঝে মাঝেই গুলির শব্দ শুনছিলাম। বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগ নেতা মহম্মদ আনোয়ার তখন দুটি স্টেনগান দেখিয়ে বলেন যে, ওই দুটি তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আলোচনার কিছু পরেই পাবর্তীপুর থেকে জয়ের খবর আসে। মুক্তিফৌজের মেজর মনসুন আলি ছুটে এসে ওই খবর দেন। আওয়ামী লীগের আর একজন নেতা এম এ কুদ্দুসকে জিজ্ঞসা করলাম, 'পাবর্তীপুর দখল' -একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দখলের জন্য গত রাত্রি থেকে পাক সেনারা চেষ্টা করছিল। তারা এই শহর দখলের মরিয়া হয়ে ওঠে।

বিকালে দিনাজপুরে ও বগুড়া থেকেও মুক্তিফৌজের জয়ের খবর আসে। ওই দুই স্থানে পাক সৈন্য-বাহিনী প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করে।

আরও খবরঃ রাজশাহী, ফরিদপুরের যে ক'টি জায়গা পাক সেনারা দখল করে রেখেছে মুক্তিফৌজ তাও দখলের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হল যে, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনার অধিকাংশ অঞ্চল মুক্তিফৌজের দখলেই।

পূর্ব রণাঙ্গনের খবর

চট্রগ্রাম জলধার ক্ষতিগ্রস্তঃ আগরতলা, ৬ এপ্রিল-সীমান্তের ওপার থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এসেছে, তিন দিন আগে মুক্তিফৌজ চট্রগ্রাম শহরের পশ্চিমাংশে কোর্ট এলাকায় অবস্থিত ওয়াটার ওয়ার্কস এর জলাধার ও পাওয়ার হাউস ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এই এলাকায় পাক বাহিনী দিনরাত্র ঘাঁটি আগলাচ্ছিল।

চট্রগ্রাম শহরের ডাকঘর ও বিমানবন্দর এলাকা সম্পূর্ণরূপে পাক দখলদারদের হাতে। বন্দর এলাকা পরিত্যক্ত জনমানবশূন্য।

সারা নোয়াখালী জেলা, নোয়াখালীর লাগোয়া কুমিল্লার কিছু অংশ এবং চট্রগ্রাম জেলা এখন সম্পূর্ণভাবে পাক সৈন্য মুক্ত। এসব মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশে সরকারের অধীনে অসামরিক প্রশাসন ফিরে আসছে।

আবার স্বাধীন বাংলা বেতারঃ ''স্বাধীন বাংলা বেতার'' কেন্দ্র আবার ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার শর্ট ওয়েভে এর অনুষ্ঠান শুরু হয়। তবে ঘোষণাগুলি একরকম শোনাই যায়নি। আগে এই কেন্দ্রটি ছিল চট্রগ্রামের কাছে, পরে পাক ফৌজ-এর তোপের মুখে উড়ে যায়। নতুন জীবন ফিরে পেয়ে স্বাধীন কেন্দ্রটি ঘোষণা করেছে দু'এক দিনের মধ্যেই মিডিয়াম ওয়েভ-এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

সোমবার শিলং-এ সন্ধ্যা ছটায় ৮১ থেকে ৮২ মিটারে (শর্ট ওয়েভ) অনুষ্টান শোনা যায়। প্রচারিত গানগুলির মধ্যে ''আমার সোনার বাংলা'' তো ছিলই, উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ''ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'' গানটি শোনা যায়।

এই বেতার বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তির জন্য এবং জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে আহবান জানিয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রকে-যারা দেশব্যাপী রক্তস্রোতের জন্য দায়ী। আর শেষে সাড়ে কোটি মানুষের হয়ে সমস্ত বিশ্বের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্য আবেদন জানিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,৭ এপ্রিল, ১৯৭১

সোমবার জয়-বাংলার জয়ের পালা

রংপুর, কুমিল্লা ময়মনসিংহ মুক্ত, তিস্তা সেতু ধ্বংসঃ সোমবার জয় বাংলার শুধু জয়ের মালা, একটার পর একটা জয়ের পালা জয় রংপুর শহর-অধিকৃত। জয় কুমিল্লা শহরেও-মুক্ত। শ্রীহট্টের বিমানক্ষেত্রও মুক্তিফৌজের করারত্ত। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরে মুজিব সেনারই জয়জয়কার। সংগ্রামী সেনারাই দিন এই প্রথম সব রণাঙ্গন মিলিয়ে একটি যুক্ত কমান্ড গড়ে তোলার পথে পা বাড়ান। এই উদ্যোগ হানাদার হটানোর লড়াইয়ে শেষ রাউন্ডের প্রস্তুতি।

মুক্তিফৌজ হানাদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সাঁজোয়া গাড়ি, মেশিনগান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নরসিংদী (ঢাকা থেকে ১৪ কি.মি.) অভিযানে এগিয়ে চলেছেন। শ্রীহট্ট শহরের একাংশ এবং ছাউনি এলাকা বাদে পাবনা ও বগুড়ার প্রায় সব অঞ্চলই হানাদারমুক্ত।

পাকফৌজ ও হানাদার বিমান বাহিনীর তৎপরতা রোধের জন্য মুক্তিসেনারা পোড়ামাটি নীতি অনুসারে তিস্তা সেতু ধ্বংস করেছেন। অকেজো করে দিয়েছেন লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্র, উড়িয়ে দিয়েছেন ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথের (৪৮০ কিলোমিটার) বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে পাকিস্তানী ফৌজ গর্তে তাড়া খাওয়া সাপের মত ছড়িয়ে পড়েছে রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও শ্রীহট্ট আর মার-খাওয়া সাপের মতই ছোবল মারছে যত্রতত্র, যা পাচ্ছে তাই ধ্বংস করছে কামান দিয়ে, মেশিনগান দিয়ে, পেটরোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে। অত্যাচার চালাচ্ছে বিশেষ করে নারীদের ওপর।

রংপুর পাকিস্তানীদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের দরুণ লড়াই হয়েছে। দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তিফৌজই জয়ী। দখলদারদের হাত থেকে তাঁরা রংপুর শহর পুনর্দখল করেছেন। রংপুর শহরের কাছেই তিস্তা-সেতু মুক্তিফৌজ সেটি ধ্বংস করে দিয়েছেন। লালমনিরহাট বিমানক্ষেত্রটিও তারা অকেজো করে দিয়েছেন। সেতুটি ধ্বংসের ফলে পাকিস্তানীর পালাবার পথ নেই। অন্য সমস্ত পথ মুক্তিফৌজ আগেই বন্ধ করে দিয়েছেলেন।

শ্রীহট্টেও পাকফৌজের সরবরাহের পথগুলি একে একে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেও তারা প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন। সবর্ত্রই মুক্তিফৌজ দখলদারদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। ঢাকা-শ্রীহট্ট রেলপথ এখন ব্যবহারের অযোগ্য। শ্রীহট্টের শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি মুক্তিফৌজ প্রচন্ড লড়াইয়ের পর দখল করে নিয়েছেন। শ্রীহট্টের শহর ছাড়া ওই জেলার কোথাও পাকফৌজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হরিপুর (ভারত সীমান্ত থেকে ২৯ কি.মি.) পাকিস্তান পেটরোল লিঃ এর তৈলকেন্দ্রটি মুক্তিফৌজ শনিবার উড়িয়ে দিয়েছিলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেখানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

লালমনিরহাট পাকফৌজের দখলে আছে। পাক বিমান বাহিনীর মদতে তারা সেখানে আছে। আনন্দবাজারের সংবাদদাতা কোচবিহার থেকে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানীরা লালমনিরহাট প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করেছে। কোচবিহারে বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার উদ্বাস্ত এসেছেন। তারা সবাই মুসলমান।

বাংলাদেশের তিন সেনাপতিঃ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা ও শহর ছাড়া প্রায় সবটাই এখন মুক্তিফৌজের দখলে ও প্রশাসনে। এই প্রশাসনে তিনটি সেকটরের নেতৃত্ব করছেন তিনজন সেনাপতি।

এরাই মিলিতভাবে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আওয়ামী লীগের অনুগত অসামরিক অফিসার ও কর্মচারীরা এদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছেন।

এই তিন সেনাপতি হলেন-মেজর খালেদ মুশাররফ (শ্রীহট্ট সেকটর), মেজর সফিউল্লা (ময়মনসিংহ) ও মেজর জিয়াউর রহমান (চট্টগ্রাম)। জিয়াউরই মেজর জিয়া নামে অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন।

গত শনিবার শ্রীহট্টের কোন এক জায়গায় মেজর মুশাররফের সদর দফতরে ওরা তিনজন মিলিত হয়েছিলেন এবং ঠিক করেছেন যে, যতদিন না জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে এবং জাতীয় সরকার গঠিত হয় ততদিন তারা মুক্তিফৌজ ও প্রশাসন পরিচালনা করবেন।

মেজর মুশাররফ সাংবাদিকদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা নিজে সঙ্গে থেকে দেখান এবং জানান যে, পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছেন। মুক্তিফৌজ বাংলাদেশে কত জনপ্রিয়, সাংবাদিকেরা তা নিজেদের চোখেই দেখতে পান। বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিফৌজের নতুন স্বেচ্ছাসেবকের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে-তাও তাঁরা দেখেন।

যশোরে সংর্ঘষঃ যশোর শহরের সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্ব দাবির জন্য হানাদার বাহিনী সোমবার রাত্রে মুক্তিফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলে পাওয়া গেছে। যশোর-ঢাকা সড়ক ও যশোর-বেনাপোল সড়কে দোতলা তেতলা বাড়িগুলি দখল করে হানাদাররা মেশিনগান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে চলেছে।

যশোরের এই খবর ছাড়াও ইউ এন-আই-পি টি আই জানান যে, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম শহরে পাকবাহিনীর উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছেন। কুমিল্লা থেকে বহু হানাদার হটে গিয়ে এখন ময়নামতীর ছাউনি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তিফৌজ আঘাত করেই সরে পড়ার নীতিকে আক্রমণ চালিয়েছিল।

কলকাতার খবর পাওয়া যায়, চট্টগ্রাম, রংপুর ও খুলনার বেতার কেন্দ্রগুলি এখন মুক্তিফৌজের হাতে। তবে হানাদাররা যন্ত্রপাতি নষ্ট করে যাওয়ায় বোধহয় প্রচার বন্ধ আছে। বন্দরগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য মুক্তিফৌজ প্রস্তুত হচ্ছেন।

মজুদ খাদ্য ফুরিয়ে আসছে বলে হানাদাররা এখন ভেঙ্গে পড়চে। রংপুর এমনকি ঢাকাতেও পাকসেনারা সরবরাহের সংস্থানে খুবই বিপন্ন বোধ করছে। মৌলবীবাজার ও বাহ্মণবাড়িয়ার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল-এর সেনারা একটি কমান্ডের অধীনে নিজেদের নতুন করে সংগঠিত করে নিচ্ছে।

হানাদাররা ঢাকা-কুমিল্লা এবং ঢাকা-শ্রীহট্টের মধ্যে সড়ক ও রেলসংযোগ খোলার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কারণ, এর ফলে সেনা চলাচল সম্পর্ণ বন্ধ রয়েছে। হানাদাররা দু'এক জায়গায় সংযোগ পুনরায় চালু করলেও মুক্তিবাহিনী আবার অন্যত্র এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অতর্কিত আক্রমণে সমশেরনগরের কাছে মুক্তিফৌজ হানাদারদের বহু গাড়ি ও অস্ত্র দখল করে নিয়েছেন। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী একটি হেলিকপ্টার মুক্তিসেনারা গুলি করে ফেলে দিয়েছেন।

পাকফৌজ ট্রেনের উপর গেরিলা আক্রমণঃ মোগলহাট, রংপুর (বাংলাদেশ)-লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটের দিকে একটি ফৌজী রেল-ইঞ্জিন এগোবার পথে মুক্তিফৌজের গেরিলাদের বোমার ঘায়ে জখম হয়ে ফিরে যায়। লালমনিরহাটকে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। লালমনিরহাট-রংপুর ক্যান্টনমেন্ট সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন। পাকমিলিটারী বোঝাই একটি ট্যাঙ্ক এই পথে এগোতে গিয়ে অবরোধের মুখে উল্টে যায়। ২০/২৫ জন ফৌজ আহত হয়েছে। রংপুরে কোনও বিমানবন্দর নেই, আছে শুধু হ্যালিপ্যাড ফলে আকাশপথে জঙ্গী-বাহিনী কোন সুবিধা করতে পারছে না। সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। পশ্চিমী ফৌজ ক্যান্টনমন্টে অবরুদ্ধ।

আজও রংপুর ও লালমনিরহাটে মিলিটারী লুন্ঠন ও হত্যা চালায় ব্যাপক। গত তিনদিনে ৪৭ বাঙালী বুদ্ধিজীবিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রংপুরের ডি সি সৈয়দ আমিজ আহাসান ও এস পি আর বারিককে আজ তাদের বাড়ি থেকে ফৌজ ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাদেরও হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

সংগ্রামের তৃতীয় সপ্তাহের সূচনায় পাকফৌজের পাল্টা অভিযান
তবু মুক্তিফৌজেরই প্রাধান্য

সমগ্র উত্তরখন্ড এবং পশ্চিমখন্ডেরও বৃহদংশ করায়ত্ত, মুক্তিবাহিনী এই এই দাবিপত্রটি হাতে নিয়ে বাংলদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করল। কুমিল্লায় গুরুত্বপূর্ন বিমানঘাঁটিটি দখলের জন্য বৃহস্পতিবার রক্তক্ষয়ী লড়াই চলে। সর্বশেষ সংবাদ, এই এলাকায় মুক্তিফৌজের চতুর্থ বেংগল রেজিমেন্টরই প্রাধান্য। এই ক্যান্টনমেন্টটি এখন সম্ভবত ফৌজের হাতে। ময়নামতী ছাউনি এলাকায় ঢুলুপাড়া বিমান ক্ষেত্রটি কার্যত মুক্তিফৌজের নিন্ত্রয়ণে।

কলকাতায় জলপাইগুড়ি থেকে প্রাপ্ত একটি প্রকাশ, উত্তরখন্ডে সৈয়দপুর মুজিব সেনার অধিকারে এসে গেছে। এই ছাউনিতে দুটি ট্যাংক অধিকুত, ২০০ দখলদার সেনা নিহত। কিন্তু ফৌজী গোলায় আর বোমায় চারপাশের গ্রামের প্রায় পার হাজার লোকের প্রাণ গেছে।

আর একটি খবর-রাজশাহী শহরের পতন। শুধু শহর নয়, রাজশাহী সেনা ছাউনিও শত্রুমুক্ত যশোরে ফৌজী বাহিনীর অবস্থা সঙ্গীন। মুক্তিবাহিনী লড়াই জোরদার করার তোড়জোড় করছে। এখানে পাকসেনার দল অবরুদ্ধ ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলে জানা যায়। সৈন্যরা বন্দী হয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিনের খবরের বিপরীতে চিত্রও আছে। দখলদার বাহিনী বসে নেই। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তাদের রনংদেহি মূতি দেখা গেছে। নতুন রণসম্ভার এবং মারণাস্ত্রে বলীয়নে পিন্ডি ফৌজ শ্রীহট্ট, যশোর, কুষ্টিয়া এবং দিনাজপুর এলাকায় বহুমুখী অভিযান চালায়। একটি বাহিনী যশোর অঞ্চল থেকে এগিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্ট করে চুয়াডাঙ্গা দিকে। আর একটি উত্তর থেকে নেমে আসে দিনাজপুর অভিমুখে, গোয়ালন্দঘাট থেকে তৃতীয় একটি সেনাদলকে কুষ্টিয়ার দিকে অগ্রসর হতে হতে দেখা যায়। পদ্মা দিয়ে পিন্ডি ফৌজ গোয়ালন্দঘাটে নতুন সৈন্য আর সাজসরঞ্জাম নামাতে পেরেছে। লড়াই চলছে প্রচন্ড, তবে হানাদার সেনাদল কোথাও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। পাক বিমান বাহিনী এদিনও রাজশাহী, শ্রীহট্ট, নারায়ানগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। তারা চারদিন কামানের গোলা ছড়িয়ে গোয়ালন্দ রসদ নামায়। কিন্তু বাধা পায় প্রবল। মুক্তিফৌজ যেন অগণিত যোদ্ধা দিয়ে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে রেখেছিল।

দিনাজপুর শহরের দশ মাইল দূরে ভীষণ সংঘর্ষ চলছে-অন্তত সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সংবাদ ছিল এই। পরে আরও খবরে জানা যায়। চিরিরবন্দর পোরের কাছে বাধা পেয়ে তারা পিছু হটে যায়। চুয়াডাঙ্গা এলাকাতেও সংগ্রাম তীব্র। শোনা গেছে শুধু কামানের আওয়াজ, দেখা গেছে খালি ধোঁয়ার কুন্ডলি। ভারত সীমান্ত নিকটবর্তী এই অঞ্চলে মেজর এম এ ওসমানের নেতৃত্ব মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের সম্মান বাঁচাতে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। চালনার খাল দিয়ে হানাদারদের রণতরী চালানোর চেষ্টা মুক্তিফৌজ এদিন বার বার ব্যর্থ করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা খুলনা আর যশোর শহরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। দুটি শহরই হাজার হাজার মুক্তিফৌজ বস্তত ঘিরে রেখেছে। খুলনা এলাকার শিল্পাঞ্চল দখলের জন্য প্রবল সংগ্রাম চলেছে। এই অঞ্চলে মুক্তিফৌজের অধিনায়ক শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসিরুদ্দীন।

দুর্গ দখলের অভিযানে সেনাপতির সঙ্গী বেগম ওসমান

যশোর, ৮ এপ্রিল-যশোর দুর্গ দখলের জন্য দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা দূরবর্তী চারটি কোণ থেকে রণাঙ্গনের দিকে কদমে কদমে এগিয়ে চলেছে। বুধবার শেষ রাতে তাঁদের এই অভিযান শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক মেজর ওসমান। পাশে থেকে শক্তি যোগাচ্ছেন সহঅধিনায়কা বেগম ওসমান। দুর্বার বেগে এগিয়ে চলা এই বাহিনীর মুখে ধ্বনিঃ চলো, চলো দুর্গে চলো।

দক্ষিন-পশ্চিম রণাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গ দখলের জন্য মুক্তি সংগ্রামীদের প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। নিজেরা কারফু জারি করেছেন প্রয়োজনীয় এলাকায়। সন্দেহজনক ও অচেনা মুখ দেখলেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। বাইরের কয়েকজন বেঈমান ধরা পড়ায় তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরিখা খোঁড়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়। বিবর ঘাঁটিও হচ্ছে অগ্রবর্তী অঞ্চলে। দুর্গের চারদিকে বেষ্টনী রচনা করে ওয়ারলেস সংযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন রণকৌশলে শত্রুবাহিনীকে শেষ আঘাত হানার জন্য সব ব্যবস্থাই পাকা। সর্বাধিনায়কের নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঝটিকা গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুক্তি সেনারা এখন তৈয়ার।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের নাভিশ্বাস উঠেছে। মরণ কামড় দেওয়ার জন্য তারা দুর্গের আশপাশে চালাচ্ছে পোড়ামাটি নীতি। গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ দিন সকাল থেকেই দাউ দাউ করে ঘরবাড়ি পুড়তে দেখা যায়। চাঙ্গুটিয়া, আরিফপুর, পতেঙ্গালি প্রভৃতি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এছাড়া গুদাম, দোকানপাট লুঠ করেছে মিলিটারি সমর্থক আর একদল পশ্চিমী ঠ্যাঙাড়ে দল। হত্যা, হামলায় বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার শরণার্থ ভারতে এস আশ্রয় নিচ্ছেন। আরও বহু শরণার্থ ভারত প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ এপ্রিল, ১৯৭১

ঝিকরগাছায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচন্ড লড়াই

ঝিকরগাছা রণাঙ্গন, (যশোর), ৯ই এপ্রিল-পাকিস্তানী বাহিনী আজ ঝিকরগাছা পর্যন্ত রণক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। কামান ও ৬ ইঞ্চির মর্টার নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা আজ ভোরে মালঞ্চ গ্রামের উপর নতুন আক্রমণ চালানে মুক্তিফৌজ গ্রাম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। গ্রামটি তারা ছেড়ে দিলেও তাদের মেশিনগানের গুলীতে প্রায় একশ' পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

মালঞ্চ গ্রাম ছেড়ে মুক্তিফৌজ এখন একদিকে যশোর রোডের উপর লাউজানি লেভেল ক্রসিং গেটে এবং অন্যাদিকে ঝিকরগাছা বাজারের উত্তর দিকে কপোতাক্ষ নদের পূর্ব পাড়ে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে 'ব্যাক টু দি ওয়াল' লড়াই আরম্ভ করেছে।

সকালের দিকে পাকিস্তানী বাহিনী যখন যশোহর রোড ধরে ঝিকরগাছার দিকে এগোচ্ছিল , সে সময় মুক্তিফৌজ লাউজান ক্রসিং গেট বরাবর মেশিনগান ও ৩ ইঞ্চির মেশিনগান মর্টার দিয়ে পাকবাহিনীর আক্রমণ রোধ করে। কিন্তু পাকবাহিনী তখন যশোহর রোডের উপর তাদের একটি দল রেখে উত্তর দিকে চষা মাঠের মধ্য দিয়ে কাটাখাল পেরিয়ে ঝিকরগাছা বাজারের উপর মর্টারে গোলা ছুড়তে আরম্ভ করে।

পদ্মার তীরে নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট

শুক্রবার ভোর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নতুন করে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ হানবার চেষ্টা করছে। গতকাল রাত থেকেই পশ্চিম

পাকিস্তানী সেনা ঢাকা জেলার পশ্চিমাংশে পদ্মা তীরবর্তী আরিচাঘাট, শিবালয় প্রভৃতি স্থানে জমায়েত হয়। এ খবর বাংলাদেশের। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের কমান্ডের মুক্তিফৌজ সদস্যরা ফরিদপুরের কাছে পদ্মার তীরে বাঙ্কার তৈরী করে সারারাত ধরে পাহারা দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের জলপথে সেনা জমায়েত এই প্রথম হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আরো একটি নতুন যুদ্ধফ্রন্ট পদ্মা নদীর উত্তর দিক বরাবর এবং দক্ষিণ তীরের কিছু অংশে গড়ে উঠলো।

আজ সকালে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা জেলার আরিচাঘাট ও শিবালয় থেকে গোয়ালন্দ ও নগরবাড়ীর দিকে নদী অতিক্রম করে বারবার যাবার চেষ্টা করে। নদী পারাপার কালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের দীর্ঘ লড়াই হয়। সারাদিন লড়াইয়ের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যমুনা নদী পার হয়ে নগরবাড়ীতে নামতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ডের সদর দপ্তর চুয়াডাঙ্গায় রাতের দিকে খবর আসে গোয়ালন্দের তীর বরাবর ফরিদপুরের দিকে পাকিস্তানী সেনারা এগুতে থাকলে বাংকারের ভেতর থেকে মুক্তিফৌজ আপ্রাণ চেষ্টায় তাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করেন। নদী পারাপারের সময়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা মর্টার ও বিমানের সাহায্য নেয়। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা গোয়ালন্দের দিকে নামতে সক্ষম হয়নি।

যুগান্তর, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে মরিয়া পাক-বিমান
শহরে শহরে মুক্তিসেনার প্রতিরোধ

অদম্য মুক্তিফৌজের প্রবল প্রতিরোধের ফলে পাক সেনাবাহিনী দিশেহারা। এখন বর্ষার আগে শেষ ভরসা শুধু আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ। স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ যে সমস্ত এলাকা দখল করে নিয়েছিল, তার কিছু কিছু অংশ পুনর্দখলের মরীয়া চেষ্টায় এদিন পাকস্থলবাহিনীকে অবিরাম মদত দিয়েছে বিমানবাহিনী।

মুক্ত শহর রাজশাহীতে শুক্রবার পর্যন্ত মোট গোলাবর্ষণ হয়েছে ১৫ বার। লক্ষ্যস্থল ঠিক না রেখে হানাদার বিমান এলোপাতাড়ি বোমা ফেলেছে রংপুর, শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, ফেনী, হরিপুর, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। তৎপর মুক্তিফৌজের তাঁরা বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, তবে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে নিহতদের সংখ্যা অনেক।

ঢাকা থেকে শুরু হয়েছে দ্বিমুখী আক্রমণ। শহর থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে মানিকগঞ্জের দিকে একটি সেনাদলকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে। আর একটি সেনাদল ময়মনসিংহের দিকে। উদ্দেশ্য, নদীপথে পুরো দখল রাখা। টাঙ্গাইলের উত্তরে একটি সেনাদলকে আক্রমণ করেছে মুক্তিফৌজ। শেষ খবরে জানা যায়, সেখানে লড়াই চলছে তুমুল।

পাবনায় আরেকটি বড় রকমের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। যমুনা পেরিয়ে পাবনা অভিমুখী একটি পাকসেনাদলের গতি আটকে দিয়েছে মুক্তিবাহিনী। স্বাধীন বাংলা বাহিনীর দক্ষিণে-পশ্চিমে এলাকার পরামর্শদাতা ডঃ আশাবুল হক জানিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলে পাক স্থলবাহিনীকে সাহায্য করছে নৌজাহাজ ও বিমান-গোলাবর্ষণে, বোমাবর্ষণে। কিন্তু মুক্তিফৌজ অস্ত্রশক্তিতে হীনবল হয়েও হানাদারদের গতি রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

দিনাজপুরে প্রবল সংগ্রামের খবর আছে, এই শহরটি পুনর্দখল করার জন্য পাকফৌজ ট্যাংক আমদানি করেছে। রংপুরে অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করার জন্য চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে মুক্তিফৌজ। আওয়ামী লীগের সূত্রে জানা যায়, এই এলাকার সবটাই এখন মুক্তিফৌজের দখলে। কুষ্টিয়ার জঙ্গলগাছিতে পাকফৌজ নতুন করে আক্রমন চালিয়েছে।

কুমিল্লাঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব খন্ডে কুমিল্লা শহর ও ক্যান্টনমেন্ট প্রচন্ড লড়াই চলছে। বিমান বন্দরটি এখন হানাদারদের দখলে। ঢাকা থেকে তাই রোজ সৈন্য আসছে। আসছে খাবার-দাবার। কুমিল্লা থেকে

পাকসৈন্য জাঙ্গালিয়া রোড ধরে চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত তারা নদী ধরে কুমিল্লা যাওয়ার পথটি আবার চালু করার জন্য নতুন করে চেষ্টা চালাবে।

কুমিল্লা শহর থেকে কয়েক হাজার অধিবাসী পালিয়ে গিয়েছে। পাকসৈন্যরা অবাধ্য অধিবাসীদের শায়েস্তা করতে ওই অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়েছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজীপুর, বিবিরবাজার ও তরুণপুর।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

কামানে বিমানে আগুয়ান হানাদার বাহিনী বনগাঁ সীমান্তের কাছাকাছি

নাভারন (যশোর), ১০ এপ্রিল-আজ ভোরের দিকে পাকিস্তানী ফৌজ যশোর দুর্গ থেকে বেরিয়ে সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগোয়। মুক্তিফৌজ তাদের প্রবল বাধা দেয়। হানাদাররা কামান, মেশিনগান, মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। দু'খানা জঙ্গী বিমানও ছাতার মত তাদের উপর মাথায় উপর দিয়ে পাহারা দিয়ে যায়। বোমাও ফলে মুক্তিফৌজের লক্ষ্য করে। মুক্তিসেনারাও তার পাল্টা প্রতিরোধের জোর করে। পাকসেনারা তখন গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয় । তাদের অত্যাচারে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়ের আশায় ছোটেন। দখলদার বাহিনী এরপর ঝিকরগাছা পর্যন্ত এগিয়ে কামান দাগতে থাকে। তারপর হানা দেয় সীমান্তের কাছাকাছি। আগের দিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যাওয়ার পর মাঝেমাঝে গুলির আওয়াজ ছাড়া রাতে দুই তরফে সামনা-সামনি লড়াই হয়নি। মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধবিরতির পর আজ আবার রণাঙ্গন মুখর হয়ে ওঠে। তখন ভোর সারে চারটা। কামান গর্জন করতে থাকে। মর্টারের গোলার ঘন ঘন আওয়াজ এপার থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। এরপর পাকিস্তানী সৈন্যরা তিনটি লাইনে ঝিকরগাছার দিকে এগোতে থাকে। মাঝের লাইন থাকে যশোর রোডে। আর বাঁ দিকে পাশের রেলপথ বেয়ে এবং ডানদিকে মাঠের মাঝ দিয়ে দুটি লাইনে হানাদাররা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। পাকিস্তানী সেনাদের সারবদ্ধ এই অগ্রগতির আকার ইংরেজি 'ভি'-এর মত।

দিনাজপুর শহরের কাছে প্রচন্ড লড়াই

নগরবাড়ি (ঢাকা-পাবনা-বগুড়া রোড)-সন্ধ্যার পর দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি সামরিক বাহিনী দখল করে নিয়েছে। প্রচন্ড লড়াই চলছে। পাক সামরিক বাহিনী ট্যাংকও ব্যবহার করছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। পাক সামরিক বাহিনী বিহারী মুসলমানদের রাইফেলস দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে।

দিনাজপুর শহরের তিন মাইল দূরে রাণীগঞ্জে পাক সামরিক বাহিনী এসে গিয়েছে। মুক্তিফৌজ প্রচন্ড বাধা দিয়ে যাচ্ছে। শহরের দক্ষিণে আত্রাই নদী পার হয়ে এখন কাঞ্চন নদীর তীরে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। পাক বাহিনী তিনটি রেজিমেন্টই ব্যবহার করছে। গতকাল রাত্রে পাবনায় ছয় পাউন্ড ওজনের মর্টার ব্যবহার করেছে। এখানে ঢাকা-পাবনা রোডের উপর এখনও যুদ্ধ চলছে।

পদ্মা নদীতে জলযুদ্ধঃ গৌহাটি, ১০ এপ্রিল-খুব বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, পাবনা শহরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পদ্মা নদীতে প্রচন্ড লড়াই চলছে। দ্বিতীয় দিনের এই জলযুদ্ধে একদিকে মুক্তিফৌজের দেশী দ্রুতগামী নৌকা আন অন্যদিকে পশ্চিম পাকসৈন্যর গানবোট।

পূর্ব রণাঙ্গনে পাক আক্রমণঃ আগরতলা, ১০ এপ্রিল-ছাউনিতে বন্দী পাক সেনাদল মুক্তিযোদ্ধাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ব রণাঙ্গনের এক বিরাট এলাকায় নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। সর্বশেষ যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম এবং শ্রীহট্ট প্রচন্ড লড়াই চলছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

হারাগাছ ও তিস্তা সেতু এলাকা মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে

উত্তরাঞ্চলের কোন স্থান, ১০ই এপ্রিল-গত রাত্রে নতুন করে আক্রমণ চালিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী তীব্র লড়াইয়ের পর হারাগাছ এবং তিস্তা সেতু এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলে এনেছে। পাক-হানাদাররা এই যুদ্ধে

দু'কোম্পানী সেনা নিয়োগ করেছিল, তারা এখন মৃত ও আহত সেনাদের ফেলে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে চম্পট দিয়েছে। মুক্তিফৌজ এই যুদ্ধে কিছু অস্ত্রশস্ত্র, একটি জীপ এবং রসদও দখল করেছে।

হারাগাছ ও তিস্তা সেতু অঞ্চল মুক্তিফৌজের দখলে আসায় রংপুর লালমনিরহাট ক্যান্টনমেন্ট দুটির মধ্যে সরবরাহ পাঠাবার পথ বিছিন্ন হয়ে গেছে। পাক হানাদারদের এখন বিমানে সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হবে।

রংপুর ক্যান্টনমেন্টকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন করার উদ্দেশ্য মুক্তিফৌজের সেনারা ছোট দলে ভাগ হয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি রেল সেতু ও একটি চলাচলের সেতু ধ্বংস করে দিয়েছে। এই সেতুগুলি রংপুরের সঙ্গে কুড়িগ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করতো।

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণঃ ইয়াহিয়া বাহিনীর একটি দল কয়েকটি ট্রলিযোগে লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটের দিকে অবস্থা পর্যক্ষেণ করতে যাচ্ছিল, পথে মুক্তিফৌজ আচমকা দলটির ওপর হানা দিয়ে কয়েকজন হানাদারকে খতম করে, বাকী হানাদাররা লালমনিরহাটের দিকে পালায়।

আত্মবলি দল গঠিতঃ আরও আশার কথা মুক্তিফৌজ এই অঞ্চলে ছোট ছোট আত্মবলি দল সংগঠন করেছে। এই দলগুলি ইতিমধ্যেই শত্রু-অধিকৃত এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই আত্মবলি দলগুলির নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতেও সক্ষম হয়েছে। মুক্তিফৌজ এসব এলাকা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য কুড়িগ্রামের দিকে পথে পথে পরিখা খনন করছে। মুক্তিফৌজের কাছে খবর এসেছে যে, রংপুরের দিকে আগুয়ান পাক হানাদার বাহিনী রংপুর ক্যান্টনমেন্টের ওপর মুক্তিবাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণ আটকে দিতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শেখ মুজিবের মুক্তিবাহিনী গত বৃহস্পতিবার রাত্রে ভারী মর্টার চালিয়ে হারাগাছ ও তিস্তা সেতু এলাকায় আক্রমণ শুরু করে, কিন্তু শত্রু বিমানাক্রমণের আশঙ্কায় শুক্রবার ভোরের দিকে জঙ্গলে আত্মগোপন করে।

হারাগাছ হচ্ছে তিস্তা নদীর একটি ফেরীঘাট, এটি সামরিক দিক থেকে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে লালমনিরহাটের ক্যান্টনমেন্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই ফেরীঘাট দিয়ে পাকসেনা রংপুর থেকে যায়।

রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর দলগুলির মধ্যে এখন যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। মুক্তিফৌজ এ অঞ্চলে প্রথম দিকে যে রকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এখন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মুক্তিবাহিনী সাধারণ যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে সেনাদের সুশিক্ষিত করে তোলায় শেখ মুজিবর বাহিনীর সমরসাধ্য এখন পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাক বাহিনী পর্যুদস্তঃ দিনহাটা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, তিনি রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী সফর করেন। মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন তাঁকে জানান, গতকাল তুগ্রাইহাটের মুক্তিফৌজের সঙ্গে এক সংঘর্ষ পাকহানাদার ফৌজের এগারজন সেনা নিহত হয়। এ জায়গাটি কুড়িগ্রাম শহর থেকে ৪ মাইল দূরে। একজন মুক্তিসেনা আহত হয়ে কুড়িগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হন। পাক সেনা দলটি জীপে করে কুড়িগ্রাম যাওয়ার পথে তুগ্রাইহাটের কাছে মুক্তিফৌজ তাদের বাধা দেয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পাকদল চম্পট দেয়।

রংপুরের দিকে মুক্তিফৌজঃ ইপিআরের জনৈক নায়েক ভূরুঙ্গামারীতে বলেন, মুক্তিফৌজ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট দখল করার পর রংপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে খবর পেয়ে লালমনিরহাট থেকে একদল পাকহানাদার সেনা রংপুর রওয়ানা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সংবাদ অনুযায়ী, গতকাল তিস্তা সেতুর কাছে এক সংঘর্ষে ছ'জন পাকসেনা নিহত হয় এবং দুটি মর্টার ও চৌদ্দ বাক্স গোলাগুলি মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি কুড়িগ্রামে মুক্তিফৌজের কর্মকেন্দ্রে আনা হয়েছে। আওয়ামী নেতা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, দু'একদিনেই সমগ্র জেলা থেকে পাকসৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

রাজশাহী থেকে কুমারেশ চক্রবর্তী লিখছেনঃ সমগ্র রাজশাহী জেলা এখন প্রায় বিল্পবী মুক্তিফৌজের দখলে। এই জেলার প্রধান চারটি মহকুমার মধ্যে নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ সম্পূর্ণরূপে মুক্তিবাহিনীর দখলে। আর সদর মহকুমার মধ্যে একমাত্র ক্যান্টনমেন্টের কিছু অংশ ছাড়া সম্পূর্ণ সদরে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টেই রাজশাহীর একমাত্র মিলিটারী ঘাঁটি।

-যুগান্তর, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

HEAVY FIGHTING CONTINUES
PAK FORCES CAPTURE PABNA TOWN

The recapture of the whole of Lalmonirhat-Mughalhat area including the cantonment and the airbase in the northern sector was the most significant score of the Bangladesh Liberation Army on Sunday, report PTI and UNI. Another victory, though small in dimension, was a crushing defeat on the pak troops near Tangail.

The West Pakistan Army had, however, recaptured Pabna towon on the day.Massive air support was given to the troops in Dinajpur, Goalanda, Rajshahi, Kustia And Jessore Where the Pakistan Air Force planes bombed several times to shatter the resistance of the Muti Fouz. Chittagong outskirts were also bombed.

Menwhile,heavy fighting was reportedto be going on in Dacca wher the liberation gorces embraked upon a big operation Dacca drive by opening a new front near Narsingdi.Repeated assaults were also made to occupy or immobilise the Dhulupara airfield in Comilla,Heavy fighting also flared up near the Hardinge (Sara) Bridge.

Engaged as they are in fighting. The Mukti Fouj have been consolidatin their position in the already liberated zones such as Sylhet, Mymensingh and parts of Comilla.

In the Lalmonirhat Encunter two companies or Pakistan Army Were Exterminated and quite a few of them while runnin marked or in civil dress were butchered by the local people.

The Mukti Fouz also inflicted a crushing defeat on pakistani Army column near Tangail,a sub-divisional town in Mymensingh district, close to Dacca. the defeated Pakistani troops fled in disarray.The Pakistani Army command had sent this column to dislodge the Mukti Fouz from Tangail and ultimately recapture Mymensingh,under the control of the freedom fighter.

In Dacca,the liberation army on Sundy launced a storng offensive, operation Dacca by opening a new front near Narsingdi, and engaged them on the Pakistani Army at Tarapur.

Pkistan Army columns, however, moved out of Dacca for apturing Narsingdi Crossing the Demra river. Pakistani troops took positions for the assault on the strong Liberation force units.

The Pakista troops appeared to be making cautious moves for the assault,and have entrenched themselves at a distance of eight kms from the liberation Army formations at Narsingdi. The Pak Army is meantime reported having occupied Munsiganj, 25 miles west of Dacca.

RAJSHAHI: The liberation forces also made a determined effort to eject Pakistani troops from the cantonment three km from Rajshahi. The offensive followed reports that abut 1,000 troops had crossed the Jamuna and were near Pabna town in their march towards Rajshai.

Bitter fighting between the West Pakistani marauders and the Liberation forces was going on near hardinge (sara) Bridge on Sunday, according to Dr. Ashabul Huque, Advuser, South-west command of the Liberation army. He said to a army agency on trunk telephone from kushtia that the west Pakistani Army and Air Force shelled and bombed the bridge. Fighting was also going on in Kumarkhali area. Eight miles east of kushtia.

The West Pakistani Army Were now entirely trapped in Rangpur town with the Lalmonirhat air field, Teesta Bridge and haragachi ferry ghat under complete control of the Liberation forces. The major poration of the Mukti Fouj at Lalmonirhat have also started for Rangpur town.

The whole of Rangpur district, excepting the town and the cantonment and Saidpur was now under the control of the Mukti Fouj. Meanwhile, Two companies of the Pakistani Army, which tried to proceed to Dinajpur, were ambushed and they had to fall back to the Rangpur base.

SYLHET : In Sylhet the Liberation Army has consolidated its hold on the town recapturing the radio and railway stations.

Sylhet town continud to be deserted on the third day with the civilians fleeng to villages. The town continued to be will-guarded by a Liberation Army unit who on Saturday ambushed and killed a reconnoitering pary of 12 West Pakistanis.

Barring the northern parts of Comilla which are under the Mukti Fouz, the Pakistan Army hold the comilla airfield and cantonment. But as the freedom figters hold the supply routes to the garison in Comilla and Sylhet supplies can be made only by air which is very difficult during the storm season of April-May .The situation will become more difficult during the coming month.

The control of the entire contryside comprising the districts of Comilla, Sylhet and Mymensingh by the Liberation Army means control of the food-producing regions. The area also produces Pakistan bulk tea.

PABNA CAPTURE : The jPabna town was captured by a detachment of about 100 troops sent from Dacca two days ago.

Pakistani troops went on the Teesta Bridge region. Hundreds of huts were set on fire and people killed indiscriminately.

Streams of evacuees from Pabna are crossing to this side through Karimpur border of Nadia district, Krishnanagar relief sources said.

Reports have come in frpm several parts of Bangladesh of heavy stafing and bombing by Pakistani planes. Ther was heavy bombing at Kushtia, Jessore, Rajshahi, Sylhet, Dinajpur and Feni.

Pakistani 52-53 bombers also ombed the outskirt of chittagong, and battery mortars and thanks were also used.The bombing in this area appears to be aimed at making way for army engineers to repair the vital Comilla-feni-Chittagong road link, cut off earlier by liberation force .

GOALANDA BOMBED: A report received at Chuadanga in kushti district said Pakistani planes bombed and starafed Goalanda about 2 p.m on Sunday. About 200 Pakistani paratroopers reportedly landed at Goalanda two days ago.

Bombing is said to have taken a coniderable toll of lives in Goalanda.A large number of houses were destroyed.

-Hindusthan Standard.12th April 1971

রাজশাহী শহরের প্রশাসনভার মুক্তিফৌজের হাতে

রাজশাহী, ১২ এপ্রিল-নাটোরের কাছে মুক্তিসেনার হাতে এক'শ পাকফৌজ আজ খতম হয়েছে। রাজশাহী শহরের ক্যান্টনমেন্ট এখন পরিত্যক্ত। মুক্তিসেনারা আজ সেখানে গিয়ে পরিখাগুলি তন্ন তন্ন করে খোঁজ ও তিনজন পাক সৈন্যকে খুঁজে বের করে খতম করে।

মুক্তিফৌজ রাজশাহী শহরের অসামরিক প্রশাসনের ভার নিয়েছে। দোকানপাট খোলার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছে। কিছু কিছু দোকানপাট ইতিমধ্যে খুলেছে। হানাদাররা যাতে রাতে হানা না দিতে পারে তার জন্য শহরে কারফুজারী করা হয়েছে।

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট থেকে উৎখাত হয়ে পাকফৌজ এখন রাজশাহী শহরের এক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে আটক রয়েছে। মুক্তিফৌজ পাকসেনাদের পরিত্যক্ত ছাউনির বাংকারের ভিতর হোসপাইপ দিয়ে জল ঢেলে ঢেলে পরীক্ষা করে দেখছে শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা । আজ সকালে রাজশাহী শহরের ওপর আবার পাকিস্তানী বিমান হানা দেয়। তারা বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে নাগরিক ও মুক্তিফৌজের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে।

ওদিকে নগরবাড়ী দিয়ে একদল পাকফৌজ নাটোরের দিকে এগুতে থাকে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে মুক্তিফৌজ তাদের বাধা দেয়। সেনাবাহিনী নৌকায় করে নদী পার হবার চেষ্টা করে। চারপাশ থেকে কয়েক হাজার মুক্তিফৌজ ওদের ওপর আক্রমণ হানে। প্রবল আঘাতে শত্রুরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অধিকাংশের কপালে জোটে

সলিল সমাধি। বাকি সেনারা গ্রামের পথ ধরে নাটোরের দিকে এগুতে থাকে। মুক্তিসেনারা পথে তাদের বাধা দেয়। এদিকে রাজশাহী জেলায় ঝড়-বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। পাকফৌজ এর ফলে বিপন্ন ।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,১৩ এপ্রিল,১৯৭১

ঢাকার উপকণ্ঠে লড়াই, দিনাজপুর আবার মুক্ত-
হানাদারদের হাওয়াই হামলা

বাংলাদেশের পূর্ব রণাঙ্গনে কুমিল্লার বেষ্টিতপ্রায় পাকফৌজেকে মুক্ত করতে আর সরবরাহ সড়ক পুনরুদ্ধার করতে হানাদার বাহিনী বুধবার গোমতী নদী অতিক্রম করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তাদের সহায়তা করে চারটি জঙ্গী বিমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে কসবা শহর এবং তার আশেপাশে পাক বিমান বোমা-বৃষ্টি করে চলে যায়।

কসবা রেল স্টেশন আর বাজার ত্রিপুরা সীমান্তের খুব কাছে। পাকফৌজের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ আখাউড়া- বাহ্মানবাড়িয়া এলাকা পুনরুদ্ধার। আখাউড়া রেল জংশন এখনও মুক্তিফৌজের হাতে। তাদের আর একটি লক্ষ্য, ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত সেনাদের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুক্তিফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

উত্তর খণ্ডে মুক্তিফৌজ দিনাজপুর শহরসহ তাদের মুক্ত ঘাঁটিগুলি আগলে রাখে। আগের দিন রাত্রে তীব্র সংগ্রামে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়। এবং দিনাজপুর আবার বাংলা বাহিনীর অধিকারে আসে। রেডিও পাকিস্তান অবশ্য পাল্টা দাবী জানিয়ে বলছে যে, দিনাজপুর থেকে বিদ্রোহীদের তারা সরিয়ে দিয়েছে।

এদিন সকালে মুক্তিফৌজ খাস ঢাকা থেকে মাত্র ১৮ মাইল দূরে সাভারে একটি পাক বাহিনীর উপর প্রবল আঘাত হানে তাহেরপুরের আওয়ামী লীগ সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়। এই এলাকাকে ঢাকার উপকণ্ঠে বলা যায়। রাজশাহী, কুষ্টিয়া, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ তীব্র লড়াই চলেছে। মুজিব বাহিনী সারা ব্রিজ দখলে রেখেছে এবং ভেড়ামারা, কুমারখালী আর শিলাইদহ এলাকায় হানাদারদের হটিয়ে দিয়েছে। কুষ্টিয়া শহরে এদিনও বোমাবর্ষণ হয়। প্রবল ধারায় বর্ষণ চলেছে , তবু গোয়ালন্দ এখনও সংগ্রামী সেনাদেরই হাতে। নগরবাড়ী ১৫০ জন পাকসৈন্যকে তারা ঘিরে ফেলেছে। ওদিকে পাকফৌজ ঢাকা থেকে বেরিয়ে নরসিংহীর দিকে এগিয়ে যায় এবং তীব্র সংঘর্ষের পর এই বড় বানিজ্য বন্দরটি দখল করে। মুক্তিফৌজ এখল গ্রামাঞ্চলে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়াও এদিন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লায় বোমাবর্ষণ করা হয়। শ্রীহট্ট শহর পুনর্বার মুক্ত কিন্তু আজ একটি প্রেতনগরী মাত্র। ঘরে ঘরে রাজপথে স্তূপীকৃত শব, কুড়িদিনের লড়াই-এ নিহতদের সংখ্যা অন্তত আট হাজার।

রংপুরের শহরগুলির হানাদার ফৌজের হামলায় অন্তত দু'শ সাঁওতাল অধিবাসী নিহত হন। ফৌজী দস্যুরা তাদের গ্রামগুলিতে লুটতরাজ চালায়। আমাদের বালুরঘাট সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, আজ এখানে ফুলবাড়িতে প্রচুর বিমান হামলা হয়।

শিকারপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ থেকে নদীয়ার সীমান্ত দিয়ে এখানে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু এসেছে। আগরতলা শ্রীহট্ট থেকে আজ কয়েকজন ব্রিটিশ চাকর এসে পৌঁছান। তাঁরা বলেন শ্রীহট্ট জেলা সম্পূর্ণ মুক্তিফৌজের দখলে । তাঁরা আরও বলেন, শ্রীহট্টের, শ্রীহট্টের কোথাও সামরিক শাসনের অস্তিত্ব নেই।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,১৫ এপ্রিল,১৯৭১

Army keeps up pressure on Sylhet, Comilla
Bid to capture Rajshahi foiled

Agartala, April 15 (UN1/PTI)- Consolidating their gains in the first three weeks of the war for the liberation of Bangladesh, the liberation forces today frustrated the Pakistan Army's continued bed to eject freedom fighters from important fowns in the western and eastern sectors.

In the eastern sector, the We3st Pakistanis kept up pressure on Sylhet, Chandpur and Comilla apparently aiming to kate communication links with Dacca and Chittagong.

The Mukti Fauj, which fought a grim battle to check the adbance of the Pakistani troops towards Rajshahi throughout the day, were successful in holding the troops at bay on the outskirts of the town, according to reports from across the border.

The freedom fighter also silenced the Pakistani guns across the Ujaneshwar bridge over river Titas and sent the troops fleeing. The Pakistan army had made a determined bed to cross the river and capture Brahmanbaria which is under the control of the liberation forces.

With skies remaining cloudy over most parts of Bangladesh, the Pakistani air action was limited to Mymensingh town,

Contrary to their earlier claims, the Pakistani troops were bolding only tghe northern portion of Sylhet town today while the liberation forces withdrew to the south bank of the Surma river.

The Mukti Fouj also destroyed the bridge over the Kattakhali river and at Kumardaha and retained theircontrol over Bogra.

The border town of Kasba was beavily shelled by the Pakistgani Army which was using inland waterways to fihgt the liberation forces.

While Kushtia remained under the control to the liberation forces, an armoured column sent form Rangpur to relieve the pressure on beleagured Pakistani troops in Dinajpur reached the town today and engaged the freedom fighters who were resolutely holding out.

A report received tonight form Chaudanga in Bangladesh said heavy fighting was raging at Iswardy close to the Hardinge Bridge.

Fierce fighting was also going on in the Gangasagar area in the Comilla sector. The Pakistan Army used heavy artillery guns. booms of whih could be heard in Agartala.

According to an Agartala report the Army was making a desperate bid to capture Akhaura, an important railway junction town in the Comilla sector.

-Hindusthan Standard, 16 April, 1971.

রণাঙ্গনের খবর

বাংলা বাহিনী দিনাজপুর রণাঙ্গনে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা গতকাল দিনাজপুর শহর থেকে পাক সাঁজোয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন। বাংলা বাহিনীর এই আক্রমণে পাক বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া রংপুর শহরের বীরগঞ্জে বাংলা বাহিনীর হাতে পাক-বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকাতে পাক বিমান বাহিনী প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছে এবং মেশিনগান থেকে গুলি চালিয়েছে। রংপুরের উপকণ্ঠে পাকফৌজ দু'শ সাঁওতালকে হত্যা করেছে। তাদের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দেয়া হয়।

সিলেট শহরটি মুক্তিবাহিনীর দখলে রয়েছে। খবরে প্রকাশ, শতাব্দীর পুরোনো হযরত শাহ জালালের (রঃ) মাজারের উপর পাক বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে। আকাশবাণীর খবর প্রকাশ, বিদেশী চা-বাগানের মালিকগণ জানিয়েছেন যে, সমগ্র সিলেট থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জায়গায় পাক সামরিক শাসনের কোন অস্তিত্ব নাই। তারা আশঙ্কা করেছেন যে শীঘ্রই হয়তো বড় রকমের লড়াই বাধতে পারে।

রণাঙ্গের দায়িত্বভারঃ গত ১৪ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ঐতিহাসিক বেতার ভাষণে পাঁচজন সেনাধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করেন। এই পাঁচজন সেনাধ্যক্ষ স্বাধীন বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। মেজর জলি কে বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী; মেজর খালেদ মোশাররফকে সিলেট, কুমিল্লা; মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী; মেজর সফিউল্লাহকে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এবং মেজর এম এ ওসমানকে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর রণাঙ্গন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সারা ব্রীজের যুদ্ধঃ ১৫ই এপ্রিল। খবরে প্রকাশ, অদ্য রাজশাহীর ঐতিহাসিক সারা ব্রীজের দখল নিয়ে বিপ্লবী মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানী হানাদার জঙ্গী বাহিনীর মধ্যে সমস্ত দিন ধরে তুমুল লড়াই চলে। বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী নিদারুণ মার খেয়ে অবশেষে পালাতে বাধ্য হয়, কিন্তু পালাতে গিয়ে বর্বর বাহিনীর কয়েকশত বর্বর পদ্মাগর্ভে পড়ে ডুবে মারা যায়। এবং মুক্তবাহিনী সগৌরবে সারা ব্রীজের দখল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন।

তিনটি বিমান ধ্বংসঃ বরিশাল, ১৬ই এপ্রিল। স্বাধীন বাংলার বেতারে প্রকাশ, গত ১৬ই এপ্রিল বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাক হানাদার বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় পাক বিমানবাহিনীর তিনখানা বিমান ছত্রভঙ্গ পর্যুদস্ত শত্রুবাহিনীকে সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে তিনখানা বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। এই নিয়ে মোট ১৭ খানা বিমান ধ্বংস হয়।

মুক্তিবাহিনীর সাফল্যঃ বরিশাল, ১৬ই এপ্রিল। সংবাদে প্রকাশ, রংপুর-তিস্তা রেলসড়কের উপর বাংলা মুক্তিবাহিনী পশ্চিমা বাহিনীর একটি ট্রেনে আক্রমণ চালায়। বেশ কয়েক ঘন্টা তুমুল যুদ্ধের পর পাকবাহিনী পরাস্ত হয় । এ যুদ্ধে ২০ জন পাক সেনা নিহত হয়।

সর্বশেষ সংবাদঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিকটে ''তিতাস সেতু'' নিয়ে বাংলা বাহিনী ও পাকফৌজের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। বর্তমানে সেতুটি বাংলা বাহিনীর দখলে রয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তুমুল সংর্ঘষ চলেছে। এছাড়া ঢাকার আশেপাশে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক বাহিনীর সংর্ঘষ চলছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাক সৈন্যের আক্রমণ মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ করেছে। উজিরনগর এখন বাংলা বাহিনীর দখলে রয়েছে। পাক বিমান বাহিনী ময়মনসিংহ, ফেনী, আশুগঞ্জ, সীতাকুণ্ডে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গার পাক বাহিনীর হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ময়মনসিংহ-কুমিল্লার ৯০০ কিলোমিটার পথে তুমুল যুদ্ধ চলেছে।

-বাংলাদেশ, ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

আখাউড়া দখল নিয়ে জোর লড়াই

লামাকামুরা, ১৭ এপ্রিল-আখাউড়া রেল স্টেশন দখল নিয়ে পাকফৌজের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের জোর লড়াই চলেছে। প্রতিরোধের মুখে পাক-বাহিনী এখন মরিয়া। কুমিল্লা এবং ভৈরববাজার অঞ্চলে তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বহু লোক মারা যায়। উজানীশাতে গত তিনদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তা ব্যর্থ করে দিতে না পেরে এখন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে হেলিকপ্টার ও স্টীমারে সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

আজ বিকালে মগরাতেও তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই চলছে গঙ্গা সাগরেও। পাকসেনারা সর্বত্রই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে। তারা ধানক্ষেতে একরকম রাসায়নিক বোমা ফেলছে, ফলে চাষ আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু উদ্বাস্তু চলে এসেছে। আজ পর্যন্ত এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার। এর মধ্যে আগরতলার শরণার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার।

পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ গেরিলা কায়দায় লড়ছে।

মেহেরপুর, ১৭ এপ্রিল-পাকফৌজের কামান ও বোমাবর্ষণের মোকাবিলার করার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ সম্পূর্ণ গেরিলা কায়দা অবলম্বন করছে। রণকৌশল হিসাব তারা শহরগুলি থেকে অসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর থেকে সমস্ত অসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিফৌজ শহরের গোপন জায়গাগুলিতে লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর অতর্কিতে হানা নীতে অবলম্বন করেছে। ইতিমধ্যের মুক্তিযোদ্ধাদের সমরকৌশল ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে। আজ সন্ধ্যার কুষ্টিয়া শহরে পাকফৌজ ঢুকলে গড়াই নদীর পূর্ব দিক দিক থেকে মুক্তিফৌজ অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে হানাদাররা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত্রিতে উভয়পক্ষের জোর লড়াই চলেছে।

মুক্তিফৌজের জনৈক মুখাপত্র বলেন, কটি বিমান বিধ্বংসী কামান এবং কয়েকটি ফাইটার ও বোমারু বিমান পেলে তাঁরা শত্রুকে সহজেই হটিয়ে দিতে পারেন। নচেৎ তাঁদের গেরিলা যুদ্ধ নীতি অব্যাহত রাখতে হবে।

পাকফৌজের কুড়িগ্রামের দখলের চেষ্টা প্রতিহত

কুড়িগ্রাম (বাংলাদেশ)- কুড়িগ্রাম থেকে ২৩ মাইল মত দূরে তোগরিহাটে গতকাল মুক্তিফৌজ ও পাকফৌজের মধ্যে জোর লড়াই হয়। পাঁচজন পাক সেনা নিহত ও আটজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধাও আহত হন। মুক্তিফৌজ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। এই লড়াইয়ে উভয় পক্ষই মর্টার, মেশিনগান এবং রাইফেল ব্যবহার করে। পরে পাকবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। রেল লাইনের ধারে বেশ কয়েকটি বাড়িতে পাকসেনারা লুটপাট চালায় ও আগুন লাগিয়ে দেয়। মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব দেন শ্রীবোরহানুদ্দিন ও শ্রীমেহের আলী মণ্ডল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতি থাকার পর পাকসেনারা কুড়িগ্রাম দখলের যে দ্বিতীয় চেষ্টা চালায়, মুক্তিফৌজ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তিফৌজের চুয়াডাঙ্গা দখল, আখাউড়ায় পাল্টা আক্রমণ

আগরতলা, ৮ই এপ্রিল (ইউএনআই)-মুক্তিফৌজ আজ অপরাহ্নে পাকসৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত রেল জংশনের ওপর প্রচণ্ড রকমের পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। মুজিবের সৈন্যরা জংশনের ওপর অবিশ্রান্ত মর্টারের গোলাবর্ষণ করেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চুয়াডাঙ্গা খণ্ডের ওপরও আজও প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। গত রাত্রে পাকবাহিনী মুক্তিফৌজের আক্রমণের মুখে পিছু হটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ইউএনআই-র খবর, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ তীব্র সংর্ঘষের পর কুষ্টিয়া জেলার সদর শহর চুয়াডাঙ্গা আবার দখল করে নিয়েছে। আজ রাত্রে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাঁরা এটা জানিয়েছেন। মুক্তিফৌজ চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রান্তে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ মাথাভাঙ্গা সেতুটিও দখল করেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে পিটিআই'র খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা মেহেরপুর দখলের জন্য অভিযান শুরু করেছে এবং পরবর্তী সৈন্যরা মেহেরপুর থেকে চার মাইল দূরে আমজুফিতে পৌঁছেছে। আমজুফি থেকে ভারত সীমান্ত সাত মাইল দূরে। আমজুফি থেকে তারা মেহেরপুরের ওপর গোলাবর্ষণ করছে।

এর আগের এক খবরে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানীরা কাল আখাউড়া রেল জংশন দখল করার পর আজ সকাল দশটার সময় হাওরী নদী পার হয়ে শহরে পৌঁছায়। শহরে ঢুকেই তারা ঘরবাড়ী এবং বাজারে আগুন লাগাতে থাকে। ভারত সীমান্ত থেকে আগুনের শিখা দেখা যেতে থাকে। ভারতীয় সীমান্ত এখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে।

আগরতলা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, পাকিস্তানীরা এখন আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে রেলপথ মেরামত করতে শুরু করেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বন্দুক দেখিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছে। পাকিস্তানী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত মুজিবের অনুবর্তীরা আখাউড়া পর্যন্ত ট্রেন চালু রেখেছিলেন। কাল রাত্রে পাকিস্তানীরা আখাউড়া স্টেশনে ঢোকার আগে স্টেশনের সমস্ত কর্মচারীরা আগরতলায় চলে গেছে।

বরকল জলাধার ধ্বংস করার চেষ্টাঃ শিলং থেকে নীলকমল দত্ত জানাচ্ছেন যে, মুক্তিফৌজের তৎপরতা রোধে পাকিস্তানীরা ক্রমাগত নোয়াখালী জেলার ফেনী ও চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর বরকল জলাধারের ওপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের কাপতাইর ওপরও তারা বিমান থেকে রকেট ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। এখানে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত। বিদ্যুৎ কেন্দ্র দখলের জন্য কাপ্তাই ও কুমিরা অঞ্চলের ওপর তারা ছত্রীসৈন্যও নামিয়েছে।

লাকসাম অঞ্চলে মেজর জিয়ার অধীন মুক্তিফৌজের একদল পাক-সৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

সারা সেতুর কাছে প্রচণ্ড লড়াইঃ ভেড়ামারা থেকে আগত পুনর্গঠিত মুক্তিফৌজের আরেকটি দল পাক-বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করে দিয়েছে। এই পাকবাহিনী পাবনা থেকে পাকসি-কুষ্টিয়া সড়কের দু'ধারে আক্রমণ চালাতে চালাতে কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল।

হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজ কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত পাক- বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং গড়াই নদীর পূর্ব ধার থেকে ফরিদপুরের দিকে অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যদের গতিও প্রতিহত করেছে। সংবাদে আরো জানা গেছে যে, হাজার হাজার যুবক বাংলাদেশ সরকারের পুনর্গঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করছেন।

পাবনা-কুষ্টিয়া সংযোগ পথ বিচ্ছিন্নঃ গৌহাটি থেকে পাওয়া পিটিআই'র খবরে প্রকাশ, আজ মুক্তিফৌজ এক ত্বরিত আক্রমণে পাবনা ও কুষ্টিয়ার মধ্যবর্তী পাকফৌজের সংযোগ রক্ষার ও সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সীমান্তের ওপার থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখানে এই সংবাদ পৌঁছে। মুক্তিফৌজের এই সাফল্যের বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া থেকে আগত শরণার্থীদের মুখে সেখানে পাকফৌজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের নানা কাহিনী শোনা যাচ্ছে। তারা কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলির তিন হাজারেরও বেশী ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। পাকফৌজ পৌঁছানোর আগেই গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফরিদপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড বাধার ফলে পাকফৌজের অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

দিনাজপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণাধীন হিলি থেকে পাঁচশ কিলোমিটার দূরে ফুলবাড়ীতে এক গ্যারিসন পাকফৌজ দেখা গেছে।

ভারত সীমান্ত থেকে সাত মাইল দূরে লড়াইঃ আজ রাত্রে ভারতের সীমান্তবর্তী শহর কৃষ্ণনগরে খবর পৌঁছায় যে, ষাটটি সামরিক গাড়ীতে চেপে পাকফৌজ মেহেরপুর প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে দু'দিকে বেপরোয়াভাবে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করে ও গ্রামগুলিতে আগুন জ্বালায়।

এখন মুক্তিফৌজ ও পাকফৌজের মধ্যে লড়াই চলছে ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে এবং কৃষ্ণনগর-করিমপুর সড়ক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

-যুগান্তর,১৯ এপ্রিল,১৯৭১

মেহেরপুর আবার মুক্ত, শালুটিকরও বাংলাফৌজ নিয়ে নিল-
সোমবার সাফল্যের পর সাফল্য

মুক্তিফৌজের পক্ষে সোমবার সাফল্যের পর সাফল্য। আধুনিকতম মারণাস্ত্রে বলীয়ান পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে মুক্তিফৌজ এদিন বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। রবিবার দিন যুদ্ধের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকায় আজ মুক্তিবাহিনী নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তীব্র আক্রমণে নাজেহাল করেছেন হানাদার সৈন্যদের। শ্রীহট্ট শহরের অদূরে শালুটিকর বিমানবন্দরে গত কয়েকদিন ধরে দুই পক্ষের মরীয়া আক্রমণ চলছিল। পাকফৌজ সেখান থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা শ্রী ধ্রুব মজুমদার জানাচ্ছেন, প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছে মুক্তিফৌজের কাছে, ওদিকে হতাহতের সংখ্যা অনেক। শালটিকর থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে খাদিমনগরে উপস্থিত হয়ে তিনি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল পেয়েছেন। পাকবাহিনী এখন বিমানবন্দর থেকে হটে গিয়ে শেষ লড়াই চালাচ্ছে। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটিশরাই একটি বিমানবন্দর বানিয়েছিল এবং পাকিস্তানী সরকার সেটিকে আধুনিক রূপ দিয়েছিল।

এদিন দুপুরের দিকে খবর আসে যে, ভারতের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর পাকফৌজ দখল করে নিয়েছে। সন্ধ্যার পর আবার আনন্দ সংবাদ। মুক্তিবাহিনী এখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে হানাদারদের। মেহেরপুর ট্রেজারির একজন কর্মী ভারত সীমান্তে আশ্রয় নেবার পর জানান যে, পাকফৌজ মুসলিম লীগের সহায়তায় শহরটি লুটপাট করে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। পরে তারা মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে বাধ্য হয়। চুয়াডাঙ্গা শহরটি এখন মুক্তিসেনার দখলে। শহরের বাইরে যুদ্ধে চলছে।

আর একটি বড় জয় পূর্ব খণ্ডে কসবায়। আমাদের সাংবাদিক তুষার পণ্ডিত জানাচ্ছেন, আগরতলা থেকে ২০ মাইল দূরে ভারত সীমান্তের কমলাসাগরের ওপাশে কসবায় পাকবাহিনী ক'দিন ধরে ছাউনি গেড়েছিল। এই

সমৃদ্ধ গ্রামটিতে পাকফৌজ যথেচ্ছ লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড চালিয়েছে। এদিন ভোর তিনটের ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্ব মুক্তিফৌজ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দেড়'শ শত্রুসৈন্য নিহত করে অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছেন। ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ মন্ত্রী তফাজ্জল আলীর বাড়িতে পাকফৌজ থানা গেড়েছিল। মুক্তিবাহিনী সেই বাড়িটিও উড়িয়ে দেন। এই শহরের বাড়িতে বাড়িতে যে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো হয়েছিল স্বাধীন বাহিনীর সেনারা সেই সব পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। সমস্ত গ্রামবাসীরাও আবার আস্তে আস্তে এখানে ফিরে আসছে।

আখাউড়া রেল স্টেশনের কাছেও প্রবল যুদ্ধ চলছে। এখানে দখলদার বাহিনীরাই ফাঁদে আটকা পড়ার অবস্থা। আগরতলা থেকে দশ মাইল দূরে সিঙ্গুর বিল সেতুটি মুক্তিফৌজ উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও পাকফৌজ কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন ।

হার্ডিঞ্জ বা সারা সেতু এলাকায় লড়াই এখন তুমুল। ফেনীর কাছে এক আকস্মিক সংঘর্ষ দেড়শত পাকফৌজ নিহত হয়েছে। এখানে পাক বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে বিস্তর। রংপুর-লালমনিরহাটের মধ্যে সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগের ব্যবস্থাও আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মুক্তিফৌজের তৎপরতায়। ঢাকা শহরের আশেপাশে এবং টাঙ্গাইলেও অবিরাম লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

আজ পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলি বস্তুত জনশূন্য। সেনাবাহিনী অধিকৃত খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের প্রায় তিন হাজার অধিবাসী গ্রামে চলে গেছেন।

রংপুর অঞ্চলে ঠাকুগাঁও ও দিনাজপুর থেকে উত্তর অগ্রসরমান একটি পাক বাহিনীকে মুক্তিফৌজ প্রবলভাবে বাধা দেয়।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়
মুক্তিফৌজের সাঁড়াশী আক্রমণে পাকবাহিনী পর্যদস্ত

২১শে এপ্রিল-গতকাল বিকেলে বাংলাদেশে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতদিন যা হচ্ছিল, তা হল মুক্তিফৌজ কর্তৃক পাকিস্তানী সৈন্যের প্রতিরোধ করা এবং তা ছিল একরকম বিচ্ছিন্নভাবেই। অর্থাৎ মুক্তিফৌজ তেমন সংগঠিত ছিল না। বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী সমঝোতাও ছিল না। কিন্তু গতকাল থেকে মুক্তিফৌজ পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয়ে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে মুক্তিফৌজের সংগ্রামীরা অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাদের প্রথম পাল্টা পশ্চিম সেক্টর থেকেই শুরু হল এবং ক্রমে অন্যান্য সেক্টরও এই পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হবে।

গতকাল বিকেলেই মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তবর্তী বুড়িপোতা, গবীপুর ও দৌলতপুর দিয়ে তিন পথে এক সঙ্গে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছে। এই সাঁড়াশী আক্রমণের উদ্দেশ্য হল-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল দখল করা এবং মেহেরপুর থেকে সাত মাইল দূরে আমঝুপিতে পাকসৈন্য যে ঘাঁটি স্থাপন করেছে তাকে দখল করা এবং যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করা। আজ সকাল পর্যন্ত খবর নিয়ে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ ইতিমধ্যেই কোর্ট এলাকা দখল করে নিয়েছে এবং মুক্তিফৌজের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করেছে এবং পাকবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। মুক্তিফৌজের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

মুজিবনগর আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থঃ এদিকে গতকাল মঙ্গলবার পাকিস্তানী সৈন্যরা মুজিবনগর আক্রমণের চেষ্টা ও পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু বিকেল থেকে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় এবং রাস্তাঘাট চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় পাকবাহিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুজিবনগরে মুক্তিফৌজ ট্রেনিং ক্যাম্পঃ গতকাল বাংলাদেশের মুজিবনগরে মুক্তিফৌজের ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং আজ সকাল থেকে তার কাজ শুরু হয়েছে। এই ক্যাম্পে ২০০ জন করে শিক্ষার্থীকে সমরশিক্ষা দেওয়া হবে এবং শিক্ষা শেষে তাদের লড়াইয়ে পাঠানো হবে।

আরও কয়েকটি অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সাফল্য

কসবা স্টেশন ও পাকশি সেতু পাক হানাদার কবল মুক্ত

আগরতলা, ২২ শে এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী আজ ভোরের দিকে আখাউড়া -ব্রাক্ষণবাড়িয়া উপখণ্ডে কসবা রেল স্টেশনটি পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন। ময়মনসিংহ আর শ্রীহট্র শহরটি অবশ্য গতকাল আবার পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে গেছে। সীমান্তের ওপার থেকে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে এই তথ্য জানা গেছে বলে ইউএনআই জানিয়েছেন। কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডের অধিনায়ক মেজর এম এ ওসমান চৌধুরীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পাকশী সেতু থেকে পাক সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছেন। উত্তর পাকশী সেতু থেকে শুরু করে দক্ষিণে শিবতলা, বড়বাজার ও ঝিকরগাছা লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছেন।

যশোরের পাকসৈন্যরা এখন কেবল ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতেই আবদ্ধ আছে। সীমান্তের ওপার থেকে জানা গেছে যে , বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা আজ বাংলাদেশের এক অজ্ঞাত স্থানে তাঁদের রাজধানীতে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ময়মনসিংহের পতন- ট্যাঙ্কযোগে পাকসৈন্যযোগেঃ ইউএনআই জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে মধুপুর ক্যান্টনমেন্টে সৈন্য আমদানীর পর ময়মনসিংহের পতন ঘটে। ময়মনসিংহের পতনের ফলে গত ২৭ দিনের যুদ্ধের অবশ্য কোন হেরফের হয়নি। খবরে প্রকাশ, কতকগুলি ট্যাংক ইউনিট ঐ সৈন্যদের নিয়ে আসে। ঢাকা থেকে রংপুর, পূর্ব দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম অঞ্চলে ও ট্যাংক ইউনিট পাঠান হয়েছে।

শ্রীহট্রের সড়ক পথ মুক্তিফৌজ বিনষ্ট করে দিয়েছেন বলে ঐ পরিত্যক্ত শহরটির উপর দখল নেবার জন্য বিমান থেকে বহু সংখ্যক পাকসৈন্য নামান হয়েছে।

কসবা, আখাউড়া ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ার মুক্তিফৌজ রাত দুটোর কিছু আগে তিন ইঞ্চি মর্টার দিয়ে পাক সৈন্যদের উপর আচমকা আক্রমণ চালান এবং তাদের সঙ্গে ছয় ঘণ্টা লড়াই করেন। কবসার যুদ্ধে মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার সহ অন্তত ৫০ জনকে গ্রেফতার করেন। পাক সৈন্যরাও মর্টার আর হালকা ফিল্ড গান থেকে গুলি চালায়।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল ,১৯৭১

ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে পাক আক্রমণ প্রতিহত

কৃষ্ণনগর, ২৪শে এপ্রিল মুক্তিফৌজ আজ বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাড়ি যে জেলায় সেই ফরিদপুরে মুক্তিফৌজ একটি পাকিস্তানী সৈন্যদলের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াইয়ে নিযুক্ত আছেন। এই সৈন্যদলটি গতকাল গোয়ালন্দঘাটে এসে নামে। তারা রাজবাড়ির দিকে অগ্রসর হলে তাদের সেই অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়।

পাকসৈন্যরা কামারখালীতে নদী পার হবার চেষ্টা করলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন।

ময়মনসিংহ শহরে পাক সৈন্যদল ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে এখন প্রচণ্ড লড়াই চলছে। কুষ্টিয়ায় পাকসৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে যুদ্ধ চলছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

ময়মনসিংহে প্রচণ্ড যুদ্ধঃ সীমান্তের ওপার থেকে খবর এসেছে যে, বাংলাদেশের উত্তর খণ্ডে ময়মনসিংহে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। পাকসৈন্যদের একটি অগ্রবর্তী দল গতকাল ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করে এবং ডেপুটি কমিশনারের বাংলা ও বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে তুমুল লড়াই হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা ময়মনসিংহ থেকে ৬ মাইল দূরে মধুপুর থেকে আগত আর একটি পাকসৈন্যদলের সঙ্গে এখন ও লড়াই করেছেন।

-যুগান্তর,২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বেনাপোলে মুক্তিফৌজের হাতে পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনী ঘায়েল

বেনাপোলে, ২৫ এপ্রিল আজ যশোর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের মূল ঘাঁটি দখল করতে এসে হানাদার দলের গোলন্দাজ বাহিনী ঘায়েল হয়। মুক্তিসেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আঘাতে তারা আধুনিক সমর সরঞ্জাম ফেলে পালায়। কিছু চীনা অফিসার পাকবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিল, তারাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাংলা বাহিনী দখলদারদের ঘাঁটিতে গিয়ে চীনের প্রচুর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র পায়।

বনগাঁ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বেনাপোলে মুক্তিফৌজ ও পাক সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ পাকিস্তানী বাহিনীর অগ্রগতি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছে। ২৫ জনের বেশী মুক্তিসেনাকে বেনাপোল থেকে এনে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও আহত সৈনিককে নিয়ে আসা হচ্ছে ।

ময়মনসিংহে বোমাবর্ষণঃ দলু (বারেঙ্গাপাড়া) ২৫এপ্রিল পাকিস্তান বিমান বহরের বিমানগুলি গতকাল সকালে ময়মনসিংহ শহরে বোমাবর্ষণ করে। এই নিয়ে পরপর তিনদিন ময়মনসিংহ শহরে হাওয়াই হামলা হল। গারুয়াপাড়া সীমান্ত থেকে বোমাবর্ষণের শব্দ পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ থেকে সদ্য আগত শরণার্থীরা জানান বৃহস্পতিবার থেকে পাক সৈন্যদল শহরটি প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। এইসব শরণার্থীরা শুক্রবার সন্ধ্যায় শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন।

পাকসৈন্যদের একটি ময়মনসিংহ এর শহররতলিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা , ২৬ এপ্রিল ,১৯৭১

IN SYLHET FRONT PAK ARMY FAILS TO BREAK RESISTANCE

AGARTALA, Aril 26: The Liberation Force of Bangladesh for the forth day today valiantly defended Sylhet’s Sherpur Ferry Ghat despite Pakistan air fore strikes early in the day in support of a ground column .

Reports from across the border said the Pakistani army column which had moved from Sylhet earlier this week could not break the resistance of the Liberation Force despite persistent staffing and bombing of Ferry Ghat by PAF Planes.

Sherpur Ferry Ghat on the Khushiara river is the only connecting ink between Sylhet and Akhaura in the Comilla sector .

Meanwhile four Mkuti Fouj men were injured when PAF shelled Golapganj, 13 km east of Sylhet town where the Mukti Fouj guerillas had earlier liquidated a Pakistani detachment of 22 soldiers in an ambush within their firing range .

Pakistani troops, using gunboats were nearing Barisal town, shelling and burning villages on both sides of the madhumati. The gunboats entered through the Bay of Bengal into the Madhumati which has innumerable tributaries touching the entire district. This important district with population of 30 lakh had so far remained untouched by fighting between the Pakistan army and the Liberation Force.

Freedom fighters using guerilla tactics reportedly attacked the radio station in Khulna, which is held by the Pakistan army. In Chittagonjg sector, Pakistan army columns are trying hard to restore communications between Chittagong and Comilla and Chittagong and Sitakund . The road and rail links in this area have been disrupted by the Liberation Force.

Fifty Pakistani troops were killed today by a guerilla squad of the Liberation Army on the bank of Titas river near Sabaepur. Mukti Fouj sources from across the border said .

The Pakistani troops were busy preparing themselves for the day’s routine, when the guerillas stealthily entered the camp and killed them in a surprise attack .

In Dacca area the Pakistani troops were being harassed by guerillas of the Liberation force .

The Pakistani army was reported to be withdrawing from Panchagarh near the Indian border after leavin behind some armed irregulars. Pakistani troops were also withdrawing from Nilphamari.

Near Laksham railway station in Comilla sector, Liberation Force ambushed a Pakistani army column, which was moving towards Chittagong and killed a number of Pakistani in the encounter.

The Pakistan army after heavy bombing raids and artillery attack has succeeded in wrestling control of Mymensingh and Bogra towns from the Liberation Force .

Reports from Bangladesh today said that Mymensingh fell to the Pakistanis yesterday after heavy fighting lasting over a week . Before the Pakistani columns entered this strategic town outlying areas were pounded by their air force and shelled by heavy artillery and mortars .

Armoured columns moving in from Santahar and Gorahghat took Bogra in an attack without much opposition as the freedom fighters withdrew in the face of superior fire power. The Pakistani columns from Bogra were on the move towards Jamalpr on the north- west, reports said.

The Mukti fouj last night swooped on the Pakistan border outpost of Ichakhali on the western side of river Bhairab in Kushtia district and hoisted the Joy Bangla flag on it. They then dug trenches around the outpost and demolished bridge over the river Bhairab .

From early this morinig the Liberation Forces shelled the Pakistan army post at Meherpur town about two miles from Ichakhali compelling them to shift the post to a bamboo grove in village Mayamari, about five miles from Meherpur.

-Hindusthan Standard, 27 april, 1971

পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের ব্যাপক গেরিলা তৎপরতা

আগরতলা ২৭ শে (পি, টি. আ)- বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ পশ্চিম ও পুর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে গুপ্ত ও গেরিলা আক্রমণ যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন, ওদিক পাকিস্তান জঙ্গী বাহিনী আজ উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে আসামের কাছাড় জেলার সংলগ্ন শ্রীহট্ট সীমান্তের দিকে নতুন অভিযান শুরু করেছে।

বাংলাদেশ থেকে আজ রাত্রে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে বলা হয় যে, মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ের পর পাকবাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী কুশিয়ারা নদী সমক্ষে হাজির হয়েছে।

কিন্তু শ্রীহট্টের দিক থেকে পাকফৌজের যে দলটি ব্রাক্ষণবাড়িয়া দিক থেকে অভিযান কারী অপর একটি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আশায় এক সপ্তাহ পুর্বে রওয়ানা হয়েছিল, তারা এখনও গুরুত্বপূর্ণ শেরপুর খেয়াঘাট দখলের জন্য মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে আটকে আছে।

সংবাদ এ-ও জানা যায় যে, পাক বিমানবাহিনীর বারবার বোমাবর্ষণ ও ব্যাপক ধ্বংসসাধন এবং দুরপাল্লার কামান দাগানো সত্ত্বেও মুক্তিফৌজ শ্রিহট্টের মাইল পনের দূরে অবস্থিত শেরপুরে পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছেন এবং তাদের আক্রমণে পাক জঙ্গী ফৌজ বহু সংখ্যায় হতাহত হয়েছে।

উপকূলবর্তী শহরগুলি দখলের চেষ্টা : প্রকাশ, মধ্য রণাঙ্গনে পাকিস্তানী ফৌজ বগুড়া ও ময়মনসিংহ থেকে যমুনার উভয় তীর ধরে অভিযান চালিয়েছে। নদী তীরবর্তী শহরগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার জন্যই তাদের এই উদ্যম। পাক বিমানবাহিনী আজকে বগুড়ার পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করেছে। বিশেষ করে যমুনার পশ্চিম উপকূলবর্তী সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর ও হরিপুর শহর কয়টি বিধ্বস্ত হয়।

জামালপুরে তুমুল সংগ্রামঃ পূর্ব তীরে ময়মনসিংহের দিক থেকে অভিযানরত পাকিস্তানী ফৌজ জামালপুরে ঢুকছে। ওখানে মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে এখন অবধি। সংবাদে বলা হয় যে, ঢাকা, মধুপুর ও কিশোরগঞ্জ থেকে পাকফৌজের যে দলটি ময়মনসিংহের ওপর জড়ো হয়েছিল, এক্ষণে তারা ঐ শহরে সদর কার্যালয় স্থাপন করেছে।

বরিশাল শহর এখনও মুক্তিফৌজের হাতে : দক্ষিন রণাঙ্গনে এখন পর্যন্ত বরিশাল শহরটি মুক্তিফৌজের করায়ত্ত। ফরিদপুর থেকে অভিযানরত পাকবাহিনীকে গেরিলারা বরিশালের পথে অনেক জায়গায় সংগ্রামের মুখে ফেলেন। নদী তীর বরাবর পাকিস্তানী গানবোট ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময়ের সংবাদও পাওয়া গেছে ।

সৈন্যরা চট্টগ্রামে শ্রমিক পাচ্ছেনাঃ চট্টগ্রামে পাকবাহিনী নাকি ১৩০০০ বন্দর শ্রমিকের মধ্যে বন্দুক দেখিয়ে মাত্র ১৪০০ জনকে জরুরী মালপত্র উঠানো নামানোর কাজে সংগ্রহ করতে পেরেছে। অধিকাংশ বন্দর ও ডক শ্রমিক পকিস্তানী সৈন্যদের গুলি এড়িয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

চৌকি দখলের চেষ্টা বানচালঃ শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজ বাংলাদেশের দিনাজপুরে কিশোরগঞ্জ এলাকা থেকে পাক হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। এই এলাকাটি পশ্চিম দিনাজপুরে রাধীকাপুর সীমান্ত শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। সীমন্তের ওপর থেকে এই খবর পওয়া ঘেছে।

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আঘাতঃ শিলং থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজ বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্তা আরও জোরদার করে তুলেছে। কয়েকটি এলাকায় আজ পাকবাহিনীর উপর তারা অতর্কিত আঘাত হেনেছে। বগুড়া শহরের দক্ষিণ-পুর্বে শেরপুর এলাকায় মুক্তিফৌজে পাক বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য করতোয়া নদী পার হওয়ার সময় এই সংঘর্ষ শুরু হয়। নিকটবর্তী কাজিপুর এবং হরিপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে।

কুমিল্লা ফ্রন্টে গঙ্গাসাগর এবং ইমামবাড়ী স্টেশনের মধ্যবর্তী একটা এলাকায় মুক্তি সংগ্রামী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে বহু সংখ্যক পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।

কুচবিহার থেকে প্রাপ্ত একটি খবরে জানা গেছে, হানাদারের কুড়িগ্রাম দখলের চেষ্টা মুক্তিবাহিনী বানচাল করে দিয়েছেন। একটি পাক অগ্রবর্তী বাহিনীর পাঁচজন সৈন্যকে মুক্তি সংগ্রামীরা গুলি করে মেরেছেন এবং ধরলা নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই পাক সৈন্যেরা হাতে তৈরী নৌকাতে করে ধরল নদী পার হচ্ছিল।

পাক বিমান ভূপাতিতঃ শিলং থেকে পিটিঅই জানাচ্ছে, খাসি পাহাড়াঞ্চল ও মেঘালয়ের সীমন্তবর্তী বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ফ্রন্টে একদল মুক্তি সংগ্রামী আজ সকালে একটি পাক জঙ্গী বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে। বিমানটি হরিপুরে সার কারখানার দিকে যাচ্ছিল।

- যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল. ১৯৭১

গোয়ালন্দে অনূন্য একশ পাকসৈন্য নিহত

মুজিবনগর, ৩০শে এপ্রিল (ইউএনঅই)- গতকাল বুধবার ফরিদপুরের নিকট গোয়ালন্দে একটি যুদ্ধে অনূন্য ১শ’ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটি স্টীমার নিমজ্জিত হয়েছে বলে আজ এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এই যুদ্ধে প্রায় ৯ ঘন্টাকাল আক্রমন করলে এই যুদ্ধ শুরু হয়।

সংবাদ জানা যায়, শেখ মুজিবুরের জন্মস্থানকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে- শুধু কুকুর ও সেন্যরা সেখানে অবস্থান করেছে।

শহরে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করা হয়েছে এবং পাইকারী বাজারটি লণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। ঐ দিনই ফরিদপুরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে গুরুত্বপূর্ণ পাট ব্যবসায় কেন্দ্র ভাঙ্গাতে ও যুদ্ধ হয়। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের পাট বিনষ্ট করা হয়েছে।

ফেনি শহরের নিকট একশ’ পাকসৈন্য নিহতঃ চট্টগ্রাম রণাঙ্গনের কোন এক স্থান থেকে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার মেজর জিয়াউর রহমান জানিয়েছেন যে, গত মঙ্গল বার নোয়াখালী জেলার ফেনী শহরের শুভপুর সেতুর জন্য সংগ্রামে প্রায় একশ’ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মেজর রহমান সফররত জনৈক ইউএনঅই’র প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে জানান যে,২৭শে এপিল এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তনী সৈন্য শুভপুর সেতু আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিহত করে। শত্রুসৈন্যরা ট্যাংক এনে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাগুলি চালায়। শুভপুর

সেতুর নিকট পাকিস্তানীরা ফেনী নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজের আব্দুল আজিজ নামে জনৈক সিপাই এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে হত্যা করেন । মেজর রহমান আরও জানান যে, কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য কোনরূপে সেতু অতিক্রম করলে মক্তিফৌজ শত্রুপক্ষের অক্রমণ প্রতিরোধ করে। সেতুটি এখনও মক্তিফৌজেরই হাতে রয়েছে।

মুক্তিফৌজের পাল্টা আক্রমনে ছদ্মবেশী পাক-হানাদাররা পর্যুদস্ত

বয়ড়া সিমান্তে, ৩০শে এপ্রিল- আজ বিকালে বেনাপোলের সাদিপুরে একদল পাকিস্তানী হানাদার মুক্তিফৌজের ছদ্মবেশে হাত উঁচু করে এগিয়ে এসে মুক্তিফৌজের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পাল্টা আক্রমণে বাংলা বাহিণী পাঁচজন হানাদার কে খতম ও কয়েকজনকে জখম করেন। অন্যদিকে, মহেশপুরেও মুক্তিবাহিনী ঝটিকা আক্রমণে দখলদারদের কাছ থেকে একটি ছোট ঘাটি ছিনিয়ে নেন।

এদিন বেলা তিনটা নাগাদ সাদিপুর মুক্তিফৌজ যখন টহল দিচ্ছিলেন, তখন তারা দেখতে পান সামনে দিয়ে একদল লোক মুক্তিফৌজের বেশে এগিয়ে আসছে। তাদের বুকে বড় ব্যাজ, বড়বড় হরফে লেখা ইপিআর। আর উর্ধ্ববাহু এই ছদ্মবেশীরা অনেকটা কাছে এগিয়ে এলে তাদের পিছন থেকে হানাদাররা হঠাৎ মুক্তিফৌজকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। মুক্তিফৌজ সঙ্গে সঙ্গে পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমন চালাতে থাকেন। আধ ঘন্টা লড়াইয়ে হানাদারের কয়েকজন নিহত ও অহত হওয়ার পর তারা সরে পড়ে। সাদিপুরের ১৮ মাইল উত্তরে মহেশপুরে বেলা ১২ টা নাগাদ যখন মুক্তিফৌজ ঝটিকা গতিতে দখলদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েণ, তখন দু'জন পাঠানের প্রাণ হারাবার পর তারা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

নোয়াখালী ও কুমিল্লায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ককেন্দ্র মুক্তিফৌজের দখলে

বাংলাদেশে পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী মুক্তিফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সব খবর মঙ্গলবার পওয়া গেছে, তাতে প্রকাশ, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুক্তিফৌজ নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল ছাগলনাইয়া অধিকার করেছেন, বাহাদুরাবাদ ঘাট ও চিলমারী ঘাটের (যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা) কয়েকটি জলযান দখল করে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, পাকবাহিনীর বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে তাদের অনেককে হতাহত করেছেন। ছাগলনাইয়ার যুদ্ধে শ' তিনেক এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের ওপর মীরবাজারের যুদ্ধে শ' দেড়েক পাকিস্তানী ফৌজ নিহত হয়েছে।

এদিকে যুগান্তরের জলপাইগুরিস্থিত সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সীমান্ত পেরিয়ে সেখানে খবর পৌছেছে যে, লালমনিরহাটের কাছে পাকিস্তানী বাহিনীর মেজর এজাজ খানকে মুক্তিফৌজের গেরিলারা মেরে ফেলেছেন। মেজর এজাজ ছিলেন পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল রিয়াজ খানের ছোট ভাই। তার স্মরণে পাক সামরিক কতৃপক্ষ লালমনিরহাট ও কাউনিয়ার মধ্যবর্তী তিস্তার রেল সেতুটির নামকরন করেছেন এজাজ সেতু।

আগরতলা থেকে পিটিআই খবর দিয়েছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূবাংশে নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগ কেন্দ্রে ছাগলনাইয়াতে তিন দিন ধরে পাকিস্তানী ফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মুক্তিফৌজ সোমবার ঐ যায়গাটি দখল করে নেন। নোয়াখালী আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক ছাগলনাইয়াতে

মুক্তিফৌজের এই সাফল্যের বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেন, ঐ যুদ্ধে অন্ততঃ ২১জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মক্তিফৌজ মেশিনগান, রাইফেল, রকেট নিক্ষেপক প্রভৃতি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি পলায়মান পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তাছাড়া গত ১লা মে নোয়াখালীর ফেনাঘাটা সেতুর কাছে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো বাহিনীর আক্রমনে আরও পাকিস্তানী সেন্য নিহত হয়েছে।

উওর-পশ্চিম রণাঙ্গনেঃ বাংলাদেশের উওর-পশ্চিম রণাঙ্গনে লালমণিরহাটের কাছে দলহাটিতে (তালাহাটি?) মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

-যুগান্তর, ৫ মে, ১৯৭১

মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি, আখাউড়ায় জোড় লড়াই

আগরতলা, ৬ মে- বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিফৌজের তৎপরতা দারুণ বেড়ে গিয়েছে। মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমনে পাক-বাহিনী নাজেহাল। বহু পাক-সেনা নিহত হয়েছে। বহু যায়গায় পাক-সেনা পিছু হটেছে। বৃহস্পতিবারও আখাউড়ায় দুই পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুক্তিফৌজ এখানে পাক-বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলতে পেরেছে। আখাউড়ার কাছেই গঙ্গাসাগর ও উজানিশর সম্পূর্ণভাবে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিফৌজের একজন কমাণ্ডার জানিয়েছেন, আখাউড়ার যুদ্ধে ১২০ জন পাকসেনা খতম হয়েছে। পাক-সেনাবাহিনী আখাউড়া ও কুমিল্লার মধ্যে সরাসরি সড়ক পথে সংযোগ স্থাপনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে । পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছে ৩৩ জন পাক সেনা। মুক্তিফৌজ এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সড়ক সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। দিনাজপুর ও রংপুরেও পাক-বাহিনীর উপর মুক্তিফৌজ গেরিলাবাহিনী বার বার আক্রমণ চালায়।

বাংলাদেশের উওর-পশ্চিম রণাঙ্গনে কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাটে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই হয়। গেরিলা আক্রমণে পাক-বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয়। লালমনিরহাটে ২৯জন পাক-সেনা নিহত হয়। দিনাজপুর জেলায় ঘোড়াঘারি ও প্রেমতলাতে মুক্তিফৌজের হাতে চারজন পাক সেনা খতম হয়েছে।

বরিশালেও মুক্তিফৌজের সাফল্য অব্যাহত। এখানে দ্বারকাপুরে পাক-সেনা বোঝাই একটি নৌকা মুক্তিফৌজ ডুবিয়ে দিয়েছে। ফলে বহু পাক-সেনার সলিলসমাধি ঘটেছে। ময়মনসিংহের উওর-পূর্বে আলমপুরে পাক-সেনা ও মুক্তিফৌজের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে নাজেহাল পাক-সেনাদল শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের পশ্চিমে ২টি গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়।

গত দুদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করার পর আজ পাক-বাহিনী চট্টগ্রামের দক্ষিণে কক্সবাজার দখল করে নেয়। কক্সবাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে।

গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পাক-সেনা কতৃপক্ষ পশ্চিমাঞ্চলের চিলাতহ শহরে কারফিউ জারি করেছে।

দেবগ্রামে মুক্তিফৌজ ও পাক-সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। এখানে প্রায় ১০০জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। ধরমানি চা বাগান এলাকা থেকে প্রায় ৮০০জনের এক পাক-সেনাদলকে মুক্তিফৌজ তীব্র আক্রমণ চালিয়ে হটিয়ে দিয়েছে। এখানে প্রায় ২০০ জন পাক-সেনা মারা গিয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ মে, ১৯৭১

বিভিন্ন সেনাঙ্গনে মুক্তিসেনাদের আচমকা আক্রমণ

কলকাতা, ৭ মে (ইউএনআই)- সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন রনাঙ্গনে মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে কমাণ্ড আক্রমণে প্রায় ১৫ জন পাক ফৌজ খতম হয়েছে। এরমধ্যে ময়মনসিংহে কালুমাখানায় পাকবাহিনীর আচমকা আক্রমণ করে কমাণ্ডোরা ৮ জনকে হত্যা করে এবং ৩০ টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে রংপুরে। এখানে সরাই নামক স্থানে মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অন্ততঃ ৭ জন সৈন্যকে হত্যা করে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিবির বাজার ও কাজিপুরে জোড় সংঘর্ষ হয়। হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সেতু ধবংসঃ রংপুরের আমরখানা, মোগলাহাট, লাবলাহাট ও তুগরাইহাট অঞ্চলে মুক্তিফৌজ গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে। তারা ঐ জেলার বাজানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। দক্ষিন -পূর্ব রনাঙ্গনের রাদমপুর ও বরিশালের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পটুয়াখালির অঞ্চলে ও এখানে সেখানে যুদ্ধ চলছে।

উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সাফল্যঃ জলপাইগুড়ি থেকে যুগান্তরের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেঃ মুক্তিফৌজ বিগত ৪৮ ঘন্টায় উত্তর রনাঙ্গনে নেকীপাড়া, ডানাকাটা এবং বড়শশী সীমান্ত ফাঁড়িগুলি দখল করে নিয়েছেন। তারা ভালাগঞ্জ থেকে পচাঁগড় পর্যন্ত ২০ ব্যসার্ধের মধ্যে পাক সৈন্যদের চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে। বহুসংখ্যক মুক্তিফৌজ এখন তেঁতুলিয়ায় গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং নিচ্ছেন।

প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের মুক্তিফৌজে যোগদান

নয়াদিল্লী, ৭ই মে (ইউএনআই) এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছেন। তিনি এখন বাংলাদেশর কোন এক স্থানে মুক্তিফৌজের সঙ্গে আছেন। ক্যাপ্টেন আহমদ মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান বাহিনী ত্যাগ করেছেন।

আখাউড়ায় প্রচণ্ড লড়াইঃ ১৫০ পাক সেনা নিহত

আগরতলা, ৮ মে শনিবার সারাদিন ধরে বাংলাদেশের নানাস্থানে মুক্তিফৌজ ও পাক -হানাদারদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলে। লড়াই সবচেয়ে তীব্র আকার ধারন করে আখাউড়ায়। এখানে মুক্তিফৌজের আক্রণে ১৫০ পাক- সেনা নিহত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম রনাঙ্গনে মুক্তিফৌজ বারবার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। মুক্তিফৌজের একজন কমাণ্ডর জানান, উত্তর- পূর্ব রনাঙ্গনে তারা চীনা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। চীনা পদ্ধতি হলঃ শত্রুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আবদ্ধ রাখা।

পশ্চিম রণাঙ্গনের রংপুর, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার শনিবার উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই চলে। রাজশাহী জেলার মোহনপুরে চারজন পাক-সেনা নিহত হয়েছে । বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, নতুন কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে মুক্তিফৌজ গেরিলা বাহিনী সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পাক বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। গত দু'দিন নানা স্থানে রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রংপুর জেলার মোগলহাটে ৩০ জন ও কুড়িগ্রামে ৭ জন পাক - সেনা গতকাল মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে রিজভি নামে একজন পাক-ক্যাপ্টেনও আছে। কুড়িগ্রামে মুক্তিফৌজ পাক-বাহিনীর

একজন সেনা মানওয়ার আলিকে বন্দী করেছে। তার গায়ে গুরুতর আগাতের চিহ্ন ছিল। মোঘলহাটে মুক্তিফৌজ দুজন পাক-গুপ্তচরকে গুলি করে হত্যা করেছে। একজন গুপ্তচরকে বন্দী করা হয়েছে তার নাম মহম্মদ মণ্ডল। কুষ্টিয়া, যশোর ও রংপুর এলাকয় মুক্তিফৌজ পাক সেনাবাহিনীর গাড়ীগুলির উপর চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালালে প্রচুর পাকসেনা নিহত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যাবস্থা চালুঃ ইউএনআই জানাচ্ছে, বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মুক্ত এলাকায় অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মুক্তিফৌজ ওই সমস্ত এলাকা থেকে উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালাচ্ছেন।

-আন্দবাজার পত্রিকা ৯মে,১৯৭১

কুমিল্লা ও আখাউড়ায় তিনদিন তুমুল লড়াইঃ
তিনশ'পাকসেনা খতম

আগরতলা, ৯ই মে (ইউএনআই)- আখাউড়ায় মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাকহানাদার বাহিনীর আজ তিনদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এই যুদ্ধেবাংলাদেশের সেনাবাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রায় দু'শ সেনা নিহত হয়েছে বলে মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। কোহিমায় শ্রুত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, আখাউড়া ও কুমিল্লা খণ্ডে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের হাতে তিনশ পাক হানাদার নিহত, হয়েছে। বেতারে আরও বলা হয়, বিপুল সংখ্যায় সেনা খতমের ফলে পাকবাহিনীর বেলুচি সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। উক্ত সুত্রে প্রকাশ, মুক্তিফৌজের দু'জন সেনা নিহত, তিনজন আহত এবং দু'জন নিখোঁজ হয়েছেন।

পাক হানাদার বাহিনী আখাউড়া- আগরতলা চেক পোস্টের এক হাজার গজের মধ্যে এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী চেকপোস্টের কাছেই ঘাঁটি আগলে রয়েছে, তাই এই জায়গাটিই পাক বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য। বাংলাদেশের সূত্রে প্রকাশ, পাক বাহিনী তিন কোম্পানী সেনার দ্বারা অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করে মুক্তিফৌজের এক কোম্পানী সেনাকে চেকপোষ্ট এলাকা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছ। আখাউড়া শহরে অতিরিক্ত এক কোম্পানী পাকসেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ত্রিপুরা- বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার প্রয়াসে পাকবাহিনী বিপুলসংখ্যক সেনাদল নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্যেই তারা রামগড় দখলের পর আজ হঠাৎ আখাউড়া ও বিবিরবাজার এলাকায় আঘাত হেনেছে।

একটি বড়সড় পাকবাহিণী আখাউড়া শহর থেকে এগিয়ে আগরতলা চেকপোস্ট থেকে মাইল খানেক দূরে জাঘীশার সেতুর কাছে উপস্থিত হয়েছে। বিপরীত দিকে, আজ সকালে মুক্তিফৌজ আগরতলা চেকপোষ্টের আড়াই মাইল দূরে ফকিরমুড়া সীমান্ত ফাড়িটি দখল করে নিয়েছে। সকাল থেকেই আখাউড়ার রাজাপুর অঞ্চলে দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই চলতে থাকে।

কুমিল্লা খণ্ডে লড়াইঃ সীমানার এপারে দাঁড়িয়েও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কামানের গোলার শব্দ চারদিকে কাঁপিয়ে তুলছে। ওদিকে আগরতলা থেকে ৬ মাইল দূরে আখাউড়া উপখণ্ডে এখনও যুদ্ধ চলছে। মুক্তিফৌজের গেরিলা কমাণ্ডোরা সাফল্যের সঙ্গে শত্রুসৈন্যদের প্রচুর সংখ্যায় হতাহত করেছেন। তবে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রবল গোলাবর্ষণের মুখে তাঁরা ফকিরমুড়া থেকে প্রথম পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। আগে ৭ই মে মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসৈন্যদের কসবা ও আখাউড়ার মধ্যবর্ত্তী রাজাপুর গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেন।

কৃষ্ণনগরের খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে কুষ্টিয়া খণ্ডে ৭ই মে মুক্তিফৌজ আর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে অন্তত ৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে ও বাংকার বিধ্বস্ত হয়েছে। রাত ১টা থেকে এক ঘন্টা ধরে এই গুলী বিনিময় চলে।

আজ সকালে সীমান্তের অপর পারের এক খবরে বলা হয়েছে যে, মুক্তিফৌজ গত শুক্রবার থেকে মেহেরপুর উপখণ্ডে ভৈরব নদীর পূর্বতীরে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাটির উপর শেল বর্ষণ করছে। মুক্তিফৌজের তরফের কেউ হতাহত হননি।

মুক্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণকারীরা গতকাল সন্ধ্যায় ভৈরব নদীর পশ্চিমতীরে মেহেরপুরের একটি গুপ্ত স্থান থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একজন সুবেদারসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেন। মুক্তিফৌজের গেরিলারা গতকাল রাত্রে দক্ষিন-পশ্চিম খণ্ডে চুয়াডাঙ্গা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে জয়রামপুরের কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে দর্শনার দিকে ট্রেনচলাচল বন্ধ হয়ে গেছ এবং পাকিস্তানের রসদ সরবরাহের পথ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের কোনো এক স্থান থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, ২৫ শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১৫,০০০ পাকিস্তানী সৈন্য নিহত এবং ৩০,০০০ সৈন্য আহত হয়েছে বলে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নেতা জানিয়েছেন।

-যুগান্তর,১০ মে,১৯৭১

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ

কৃষ্ণনগর, ১১ মে- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে আজ মুক্তিফৌজ ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ চালায়। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজ কমাণ্ডোরা রংপুর জেলার কোলাঘাট, মোগলহাট ও অমরখানায় পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালিয়ে যায়। মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো দলের আচমকা থানায় মোগলহাটে বহু পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়।

দিনাজপুর জেলায় মুক্তিফৌজ পার্বতীপুর-সান্তাহার রেল রুটে পঞ্চবিবি ও জয়পুরহাট শহরে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সড়ক- যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলে। জয়পুরহাটের সংঘর্ষে সাতজন পাকসেনা নিহত হয়। সেখানে মুক্তিফৌজ রেলওয়ে সিগন্যাল ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র উড়িয়ে দেয়। নিকটবর্তী উরি রেলসেতুটিও বিধ্বস্ত। হিলির পাঁচ মাইল উত্তরে পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটির কাছে গেরিলারা একটি ডিজেল ইঞ্জিন ও কয়েকটি বগি উড়িয়ে দেয়।

পটুয়াখালী, ভোলা ও বরিশালে মুক্তিফৌজ সক্রিয়, তৎপর। দক্ষিণ-পূর্ব রনাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ফেনী এলাকায় শোভাপুরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে বহু পাকসৈন্য খতম হয়।

মুক্তিফৌজ কমাণ্ডোরা কুড়িগ্রামে পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজের ১২ জন বন্দী জওয়ানকে ছাড়িয়ে আনে। ধরলা ও কুড়িগ্রামের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু কমাণ্ডোরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার কাছে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে কমাণ্ডো দল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি তিনটি জীপ আটক করে।

আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে মুক্তিফৌজ সরে গিয়েছেঃ আগরতলার খবর পাঁচদিন ধরে হানাদার বাহিনীকে বাধা দেওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে আজ বিকালে সরে গিয়েছে। মুক্তিফৌজ মহল থেকে

বলা হয়েছে, সরে আসার আগে মুক্তিযোদ্ধারা ডজনখানেক পাকসেনাকে খতম করে। মুক্তিফৌজের একজন কমাণ্ডার জানান, রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবেই এই পশ্চাদপসারণ।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মে ১৯৭১

মুক্তিফৌজ এখনো প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন

মুজিবনগর, ১৩ই মে (নিজস্ব প্রতিনিধি)- দক্ষিন-পূর্ব রনাঙ্গনে কুষ্টিয়া জেলার দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত কুতুবপুরে মুক্তিফৌজ ও পাক-সৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। কুতুবপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মুক্তিফৌজ লক্ষ্য করেন যে, পাক-সৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। মুক্তিফৌজের আক্রমণে বহু পাকসৈন্য নিহত হয়। কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ও মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে। পাক-সৈন্যরা বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ইউ-এন আই'র সংবাদে প্রকাশ, মেঘালয়ের মুক্তপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত জয়ন্তিপুরে পাকসৈন্য ও মুক্তিফৌজের মধ্যে আজ আবার প্রবল গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে।

বালকের কৃতিত্বঃ রানাঘাট, ১৩ ই মে- গত রবিবার মুক্তিফৌজ ইছাখালীতে যে আটজন পাকসেনাকে মেশিনগানের গুলিতে খতম করতে সক্ষম হয় তার মূলে ছিল জনৈক গ্রামবাসী বালকের কৃতিত্ব। মেহেরপুর থেকে ওই গ্রামে এসে পাকসেনারা গ্রাম ঘুরে দেখে এক গাছতলায় ছ'জন অপেক্ষা করতে থাকে ও অপর দু'জন গাছে উঠে বাইনোকুলার দিয়ে গ্রামের চার ধার লক্ষ করছিল। সেই ঘটনা উক্ত বালকের নজরে পড়ে। সে তৎক্ষনাৎ মুক্তিফৌজের ট্রেঞ্চে গিয়ে সেই সংবাদ দিলে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত তাদের আক্রমণ করে। এই সংবাদ জানা গেছে সদ্য আগত ই-পি-আর বাহিনীর জনৈক কর্মীর পিতার কাছ থেকে।

-যুগান্তর, ১৪ মে,১৯৭১

গেরিলা আক্রমণে রেলপথ ও সেতু ধ্বংস, তামাবিল হাতছাড়া

রায়গঞ্জ, ১৪ মে-বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গত ৩ দিনে দিনাজপুর জেলায় রেলের ওপর কয়েক দফা গেরিলা আক্রমণ চালান বলে এখানে খবর পাওয়া গিয়াছে । গতকাল রাতে কমাণ্ডোরা হিলির কাছে চারখাই ও ডাঙ্গাপাড়া ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথ উড়িয়ে দেন। বুধবার তাঁরা ধামাইরহাটের কাছে একদল পাকসেনার ওপর গুলি চালিয়ে ৪ জন সৈন্যকে খতম করেন। মুক্তিসংগ্রামীরা মঙ্গলবার জয়পুরহাটের কাছে ৪০ফুট দীর্ঘ একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেন এবং একটি পাওয়ার হাউস ধ্বংস করেন। তাছাড়া পাঁচবিবি ষ্টেশনের কাছে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়।

দু'শরও বেশী খানসেনা খতমঃ আগরতলা, ১৪ মে আজ গভীর রাত্রে মুক্তিফৌজের সূত্রে পাওয়া খবর, চট্টগ্রাম ও ফেনীর মধ্যে শুভপুর এলাকায় মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে গতকালণ ২০০ জনেরও বেশী খান-সেনা খতম হয়েছে।

কৃষ্ণনগরের খবরঃ স্বল্পবিরতির পর মুক্তিফৌজের গেরিলা ও কমাণ্ডোরা বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটিগুলির ওপর আবার আক্রমণ করেছেন।

সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজের গেরিলারা গতকাল রাতে উত্তর পশ্চিম খণ্ডে কড়িগ্রামে পাকবাহিনীর ওপর দুবার আক্রমণ চালান। ৪ জন পাকসৈন্য নিহত এবং ৬জন আহত হয়। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গেরিলারা দখল করেছেন।

মুক্তিফৌজের একদল কমাণ্ডো ১২ মে রাতে কুষ্টিয়া জেলায় মেহেরপুর থেকে ৩ মাইল দূরে কালাচাঁদপুরে রাস্তার ওপর একটি বড় কালভার্ট উড়িয়ে দেন।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ থেকে আধা-সামরিক বাহিনীর লোকদের এনে পাকবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর একটি ব্যাটালিয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। মেহেরপুর সীমান্তের পচ্শিম দিকে দৌলতদারের গ্রামে এবং চুয়াডাঙ্গা শহরে পাক-সৈন্যদের একটি বিরাট দল ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ৬০ টি ট্রাক।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুরে পাকসেনাদের নৃশংসতাঃ কৃষ্ণনগরে আগত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছন, পাক টহলদার বাহিনী রোজ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ওঁৎ পেতে থাকে। তারা বেপরোয়াভবে নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করে মৃতদেহগুলি গর্তে ফেলে দেয়। পাকসেনারা চুয়াডাঙ্গা মহকুমার দুটি গ্রাম বাদে আর মব এলাকা তছনছ করে দিয়েছে। ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যামন তাদের দৈনন্দিন কাজ। পাকস্তানী বর্বররা বহু তরুণীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মেহেরপুরে দুটি গ্রামে হানা দিয়া পাক সেনারা ১২ জনকে হত্যা করেছে। প্রকাশ, মুক্তিফৌজ বিভিন্ন অঞ্চলে এর আগে যেসব পরিখা খুঁড়েছিলেন, নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ ফেলে পাকসেনারা সেগুলি ভরে তুলছ।

তামাবিল হাতছাড়াঃ ডাওকি থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়- তিনদিন প্রবল প্রতিরোধের পর মুক্তিফৌজ আজ তামাবিল থেকে হটে গিয়েছে। তামাবিল এখন পাকবাহিনীর দখলে। তামাবিল শ্রীহট্ট খণ্ডে বাংলাদেশের শেষ চেকপোষ্ট এবং ডাওবি থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে।

আজ বেলা দেড়টা নাগাদ মুক্তিফৌজ সুবিধাজনক স্থানে সরে যান। পাকসেনারা তামাবিল দখলের পর বাংলাদেশের পতাকা ফেলে দিয়ে পাকিস্তানী পতাকা তোলে।

-আন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯৭১

শুভপুর সেতুর দখল নিয়ে প্রচণ্ড লড়াই, দুশো পাক সৈন্য নিহত

আগরতলা, ১৬ ই মে-দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার সংযোগরক্ষাকারী ফেনীর গুরুত্বপূর্ণ শুভপুর সেতুটির দখল নিয়ে মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়াইতে পাকবাহিনীর এক ব্রিগেড সৈন্যের অন্তত: দুশোজন প্রাণ হারিয়েছে। গত দুদিন ধরে এখানে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

বিলম্ব প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই মে মুক্তিফৌজের সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও ভারী কামানের লড়াইয়ের পর পাকবাহননী এখানকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দখল করে। এই যুদ্ধে মুক্তিফৌজের ৩৮ জন মারা যান। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীর সৈন্যদের বিপুল সংখ্যায় খতম করেছ।

রাজশাহী অঞ্চলে মুক্তিফৌজ তিনজন পাকিস্তানকে শেষ করেছে। বরিশালে মুক্তিফৌজ এক পাক শিবিরের উপর হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়ে এবং একজন অফিসার ও পাঁচজন সৈন্যকে খতম করে।

১১টি রেলসেতু ধবংসঃ পাকবাহিনী যাতে এগুতে নাপারে সে জন্য মুক্তিফৌজ গত দু'দিনে রংপুরের কাকিনা অঞ্চলে ১১ টি রেলসেতু ধ্বংস করেছে।

-যুগান্তর, ১৭ মে ১৯৭১

কমাণ্ডোদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে বহু পাকসৈন্য খতম

বহরমপুরে (পঃবঙ্গ), ১৭ মে (পি টি আই)- গতকাল মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা রাজশাহীতে আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে অন্তত ২৫ পাকিস্তানী সামরিক শিক্ষার্থীকে খতম করেছে। আহত করেছে ৭০ জনকে। ওপার

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া এক খবরে আজ বলা হয়েছে যে, কমাণ্ডোরা মর্টার ও হালকা মেশিনগান নিয়ে আকস্মিকভাবে রাজশাহী পুলিশ লাইনে হানা দিলে উক্ত সামরিক শিক্ষার্থীদের মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া একটি পাকিস্তানী ট্রাক ও প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ ও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানী সেনারা পাল্টা মর্টার ও ভারী কামান দাগালে কমাণ্ডোরা পালিয়ে যায়। তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

আগরতলা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা গতকাল ও আজ বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডে বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটিতে হানা দিয়ে ৬টি জল ও স্থলচর ট্রাক দখল করেছেন। তাছাড়া, একটি ট্রাক ধ্বংস করে প্রায় ৮০ জন সেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সুত্র থেকে পাওয়া আরও সংবাদে জানা গিয়েছে যে, কুমিল্লা জেলার কসবায় মুক্তিফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ মহলের সুত্র থেকে পাওয়া আরও সংবাদে জানা গিয়েছে যে, কুমিল্লা জেলার কসবায় মক্তিফৌজ তিনটি পাকিস্তানী সামরিক ট্রাক দখল করে নিয়েছেন। হঠাৎ হানা দিয়ে কমাণ্ডোরা একজন ক্যাপ্টেন সমেত ২৮ জন সৈন্যকে খতম করেছেন।

শ্রীহট্ট সেক্টরে ৬০ জন সৈন্যসহ একটি ট্রাক ধ্বংস হয়েছে এবং ৩টি ট্রাক কমাণ্ডোদের দখলে এসেছে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোনও সৈন্যহানি না হলেও পলায়নপর সৈন্যরা প্রচুরসংখ্যক মাঝারি মেশিনগানের বুলেট ও কয়েকটি বন্দক ফেলে রেখে যায়। ঐ একই সুত্রে জানা যায় যে, মক্তিযোদ্ধারা লাকসাম-নোয়াখালী রোডে রাখীর কাছে একটি সেতু উড়িয়ে দেন।

ইতিমধ্যে আগরতলা থেকে আর একটি খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে যাবার সময় দু'টি পরিবারের ১৩ ব্যাক্তিকে গুলি করে খুন করেছে।

পি-টি-আই'র এক খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে রংপুর খণ্ডে স্বধীনতা যোদ্ধারা রামনগর এলাকায় একটি পাক টহলদার বাহিনীর উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে একজন পাকিস্তানী মেজরকে সাবাড় করেন। এই আক্রমণে কয়েকজন পাকসৈন্য আহত হয়। লালমনিরহাট এলাকায় মুক্তিফৌজ হাতবান্দা ও বাউরার মধ্যে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়।

ফেনীর দক্ষিণে পাক-সেনদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ পি-টি-আই'র খবরে আরও জানা যায়, যে কুমিল্লা খণ্ডে মুক্তিফৌজ ফেনির ২০ কিলোমিটার দক্ষিনে একটি স্থানে একটি পাকিস্তানী সেনাদলের উপর আক্রমণ চালালে সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। গঙ্গাসাগর এলাকাতেও পাক-সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের গুলি বিনিময় হয়।

আগরতলা থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছেঃ সীমান্তের ওপর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে যে, মাধবপুর-শ্রীহট্ট সড়কে মুক্তিফৌজদের গেরিলা বাহিনী গত ক'দিনে পাকসেনাদের দুটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২০ জন পাকসৈন্যকে খতম করেছেন। প্রথম কনভয়টি আক্রান্ত হয় শ্রীহট্টের নালুয়া গ্রামের নিকট। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন । এই আক্রমণে প্রায় ৭০ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

-যুগান্তর,১৮ মে ১৯৭১

এক সপ্তাহের লড়াইয়ে আরও সহস্রাধিক শত্রুসৈন্য নিহত

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট- কুমিল্লা, চট্টগ্রাম-নোয়াখলী, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরবঙ্গ সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গণে দিনের পর দিন পাক-ফৌজের উপর গেরিলা কৌশলে চোরাগোপ্তা কখনো ঝটিকা বা অতর্কিত হামলা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এতে গত এক সপ্তাহে অন্তত আরো এক সহস্র পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

গত ৯ই মে মুক্তিবাহিনী আখাউড়া সাব-সেক্টর এবং বিবিরবাজার এলাকায় পাকফৌজের উপর এক অতর্কিত হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনী আক্রমণের ফলে পাকহানাদার বাহিনীর ৩ শত সৈন্যকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

হানাদার বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্য বিবিরবাজার থেকে সোনামুড়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনী সাফল্যের সাথে তাদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করে দেয়।

একই দিনে মুক্তিবাহিনী রংপুর জেলার দুর্গাপুর থানায় পাকফৌজের একটি ঘাঁটির উপর আকস্মিক হামলা চালায়। গেরিলা কৌশলের আক্রমণে পাক-ফৌজ দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি গোলাগুলী ছুড়তে থাকে। কিন্তু তবুও মুক্তিবাহিনীর অবস্থান নির্নয় করতে ব্যর্থ। মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক-ফৌজের ৬ জন সৈন্য প্রাণ হারায়।

মুক্তিফৌজ মেহেরপুরের উপকণ্ঠে ভৈরব নদীর পূর্ব তীরে পাক-হানাদার ঘাঁটির উপর শেষ বর্ষণ করে। অন্যদিকে ভৈরব নদীর পশ্চিম তীরে মেহেরপুরের একটি গুপ্তস্থান থেকে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একজন সুবেদারসহ বেশ কয়েকজন জল্লাদবাহিনীর সৈন্যকে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা দক্ষিণ- পশ্চিম খণ্ডে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে জয়রামপুরের কাছে একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দর্শনার দিকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাকবাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

গত ১০ই মে মুক্তিবাহিনী আখাউড়া সেক্টরে পাক-ফৌজের উপর আকস্মিকভাবে এক বিরাট হামলা চালায়। এই সেক্টরের প্রচণ্ড লড়াই য়ে ৪ শত খান সেনা খতম হয়েছে। এ ছাড়া পাক-ফৌজের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনী একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার হস্তগত করেছে।

এদিকে সিলেট জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি তেলিপাড়া এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক ফৌজের প্রচণ্ড লড়াই বাধে। তেলিয়াপাড়া চা-বাগানটি পূর্ণদখল করার জন্য পাক ফৌজ প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী এর সমুচিত জবাব দেয়। এই সংঘর্ষে ১২জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। তাদের মধ্যে দুজন অফিসারও আছে।

ইয়াহিয়া-টিক্কার জল্লাদ বাহিনী কুমিল্লা জেলার তিতাস প্লান্টটি ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শিল্প-কারখানাগুলো অচল হয়ে পড়েছে।

মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর সেতুতে অবস্থিত হানাদার বাহিনীর উপর এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদেরকে দিশেহারা করে তোলে। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড চাপের মুখে হানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আরও ৬০ জন পাকফৌজের ৭টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং তিনটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়া হয়।

মুক্তিবাহিনী গত মঙ্গলবার রংপুর জেলার কোলাঘাট, মোগলাই ও ওমর থানায় পাকসৈন্য ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমন চালায়। মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে মোগলহাট পাকফৌজ হতাহত হয়। দিনাজপুরে মুক্তিবাহিনী পার্বতীপুর-সান্তাহার রেল-রুটে এবং পাঁচবিবি ও জয়পুরহাট শহরে পাকফৌজের ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে সড়ক রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। জয়পুরহাটের সংঘর্সে ৭ জন পাক হানাদার খতম হয়েছে।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা কুড়িগ্রামে পাকঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাকফৌজের হাতে বন্দী ১২ জন মুক্তিসেনাকে ছিনিয়ে আনে। এছাড়া ধারলা ও কুড়িগ্রামের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু কমাণ্ডোরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

গত ১২ মে মুক্তিবাহিনী কসবা অঞ্চলে পাকফৌজের উপর হামলা চালান। মুক্তিবাহিনী এখনে দু'মুখী এমন আক্রমন চালান যে পাকপৌজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও পাকফৌজের মধ্যে এই ভয়াবহ আক্রমণে একশত ২৭ জন পাকফৌজ নিহত হয়। এদের মধ্যে একজন মেজরও ছিলেন।

-জয়বাংলা,১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা,১৯ মে ১৯৭১

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনারা নাজেহাল

আগরতলা, ১৮ই মে (পিটিআই)- গতকাল কুমিল্লা জেলায় মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো আক্রমণে আড়াই শতাধিক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। মুক্তিফৌজের জনৈক কমাণ্ডার জানান, পাকসেনাদের কয়েকটি দল যখন লাকসাম থেকে ফেনী যাচ্ছিল, সেই সময় তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমন চালানো হয়।

ইউ-এন-আই জানাচ্ছেঃ গত রবিবার সকালে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা রাজশাহীতে পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করলে প্রায় ৫০জন পাকসৈন্য নিহত হয় বলে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে। প্রায় চারঘন্টা স্থায়ী এই সংঘর্ষে মুক্তিফৌজের হতাহতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। গত চারদিনে রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা বাহিনী হানা দেয়। শিবগঞ্জ থানা এলাকায় সোনামসজিদে পাক বাহিনীর ওপর গেরিলারা আক্রমণ করলে ৫ জন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং ৫জন আহত হয়। পাক-বাহিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামীর ১১ জন সদস্য মনাকশায় মুক্তিফৌজের হাতে প্রাণ হারায়।

-যুগান্তর,১৯ মে,১৯৭১

গেরিলা বাহিনীর হাতে ৬১ জন পাকসেনা খতম

কৃষ্ণনগর ২০ শে মে (পিটিআই)- বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকসৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের গেরিলাবাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ৬১ পাকসৈন্য খতম হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে। আজ সকলে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দর্শনায় মুক্তিফৌজ কমাণ্ডদের আক্রমণে দু'জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গে মুক্তিফৌজ আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে এবং পাঁচগড় ও অমরখানায় পাকবাহিনীর ওপর বেশ কয়েকবার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে। পাকসৈন্যরা আতঙ্কিত হয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পাকসেনারা দিনাজপুরের বিভিন্ন পুকুরে সাঁতার শিখছে। ঠাকুরগাঁয়ে অবস্থিত পাক সেনারা একটি গীর্জা বাড়ীকে রান্নঘরে রূপান্তরিত করেছে।

-যুগান্তর ২১, মে ১৯৭১

ঢাকায় গ্রেনেড আক্রমণের কথা পরোক্ষে স্বীকার

নয়াদিল্লী, ২১মে (পি টি আই)- বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক খোদ ঢাকা শহরের বুকে গেরিলা আক্রমণ চালাবার যে সংবাদ ইতিপূর্বে ভারতে এসে পৌছেছিল পাকিস্তান পরোক্ষে তা স্বীকার করেছে। আজ সকালে পাক বেতার থেকে বলা হয়, সামরিক আইন প্রশাসক এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নাশকতার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ওই ঘোষনায় আরও বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে কাউকে হাত-গ্রেনেড ছোড়ার সময় ধরা হলে তাকে ওই শাস্তি দেওয়া হবে।

পাক কর্তৃপক্ষের ওই সতর্কীকরণে আরও বলা হয়েছেঃ শান্তিপ্রিয়, নাগরিকদের মনে অভাব ও ভীতির অবস্থা সৃষ্টির জন্যই ঢাকায় এই হাত-বোমা ছোঁড়ার ঘটনা ঘটছে । নাশকতার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধরিয়ে দিলে পুরষ্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বেতার ঘোষণায় আরও বলা গয়েছে যে ঢাকা শহরে গ্রেনেড ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সপ্তাহের গোড়াতে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো দল ঢাকায় গভর্নরের বাসভবন, সিভিল সেকরেটারিয়েট ও নিউ মার্কেটে মুসলিম কমারশিয়াল ব্যাংকের ওপর হানা দিয়েছে।

-আন্দবাজার পত্রিকা,২২শে মে,১৯৭১

স্টীমার আটক করে ১৭ জন পাকিস্তানীর প্রাণদণ্ডাদেশ

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৩ মে (এ,পি) বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ যাত্রীবাহী স্টীমার রকেটটি আটক করেছে এবং গণআদালতে বিচার করে স্টীমারের অবাঙ্গালী যাত্রীদের ১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। গতকাল কূটনৈতিক মহলই খবর দিয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, সেনাবাহিনী যদিও বলছেন সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করা হয়েছে তবু ওখানে যে এখনও প্রতিআক্রমণ চলছে এটাই তার বড় প্রমাণ।

ওই মহলেরই খবরঃ এই ধরনের ঘটনাগুলি ওখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছ। কোন রাজনীতিক সামরিক শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না এবং যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ববাংলায় অসামরিক কাজকর্মে লিপ্ত তাঁরা ও নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত।

ওয়াকিবহাল মহলের খবরঃ মুক্তিবাহিনী মে মাসের গোড়ার দিকে স্টীমারটিকে আটক করে। স্টীমারটি ঢাকা ও খুলনার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, খুলনাই শেখের নিজস্ব অঞ্চল।

তাঁরা কালিয়া থানার জয়নগর হাইস্কুলে আয়োজিত গণআদালতে ১৭ জনকে বেছে নিয়ে বিচার করেন। একজন প্রতক্ষদর্শীর খবর, ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,২৪মে,১৯৭১

নারায়ণগঞ্জ শহরে মুক্তিফৌজ গেরিলা ‘সক্রিয়’

আগরতলা ২৩ মে (পি টি আই)- সীমান্তের ওপার থেকে এখানে বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ শহরে মুক্তিফৌজ গেরিলারা ‘সক্রিয়’ হয়ে উঠছে। জানা গেল, মুক্তিফৌজ গেরিলাদের হাতবোমায় সম্প্রতি ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি টারমিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকায় শাহজাহানপুর কমাণ্ডোরা পাকসেন্য বোঝাই ২টি জীপ উড়িয়ে দেয়।

আর এক মহল থেকে এই মর্মে খবর পাওয়া গিয়াছে সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অবাঙ্গালী তাঁবেদাররা সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে লক্ষীনারায়ণ কটন মিলের বহুসংখ্যক কর্মীকে খুন করেছে। মিলের ম্যানেজার ও মেডিক্যাল অপিসারও রেহাই পাননি।

-যুগান্তর, ২৪মে,১৯৭১

জীবন দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ

মুজিবনগর, ২৪মে (পি টি আই)- ওরা পশ্চিম বাংলাদেশের রংপুর শহরের পাঁচজন ছাত্র। তাঁরা দেখেছেন, পাকসেন্যরা তাদের মা-বাবাকে হত্যা এবং নারীদের শ্লীলতাহানি করছে। তাঁরা সংকল্প করলেন, যেভাবেই হোক এই নারকীয় হত্যার প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন। তাঁরা মরণপণ করে একটি কমাণ্ডো দল গঠন করলেন। শত্রুখতম করাই হল তাঁদের লক্ষ্য।

মুক্তিফৌজ থেকে তাঁরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হাতবোমা সংগ্রহ করলেন। অদিতমারি ও লালমনিরহাটের মধ্যবর্তী রেল লাইনের একাংশকে তারা উড়িয়ে দিলেন। ঠিক সে সময় পাকসৈন্যবাহী একটি ট্রেন পুরো বেগে ঐ লাইনে যাচ্ছিল।

ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় এবং বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত কিংবা আহত হয়। কিন্তু দু'জন কমাণ্ডোকে গুলী করে হত্যা করে।

দু'জন সহকর্মীকে হারিয়ে বাকী তিনজন কমাণ্ডোর সংকল্প আরোও দৃঢ় হল। তাঁরা লালমনিরহাট বিমানঘাঁটির দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা দেখলেন একটি পাকিস্তানী জেট বিমান নামছে। একজন হাল্কা মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়লেন। বাকী দ'জন বিমানঘাটি লক্ষ করে বোমা নিক্ষপ করলেন। বিমানঘাঁটির বেশ ক্ষতি হয়েছে।

এবারও তাঁরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেন না। পাকসৈন্যরা দ'জনকে গুলি করে মারল। আহত অবস্থায় আর একজন কোনও প্রকারে পালিয়ে একটি গ্রামে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। গ্রামের এক বৃদ্ধ আহতকে সেবা ও করেছিলেন, কিন্তু পরে তার মৃত্যু ঘটে।

-যুগান্তর,২৫মে,১৯৭১

খোদ ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর হামলাঃ এক সপ্তাহে

আরো ৬ শত শত্রুসৈন্য খতম

গত এক সপ্তাহের সংগ্রামে মুক্তিবাহিনীর হাতে আরও ৬ শতাধিক শত্রুসৈন্য প্রাণ হারায়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকায় গভর্নর হাউস, দৈনিক পাকিস্তান, সেক্রেটারীয়েট ভবন ও নিউ মার্কেটের মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকে হাতবোমা দিয়ে আক্রমন চালায়।

কুমিল্লা- চট্টগ্রামের সংযোগকারী শুভপুর সেতু দখলের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে গত ১৪ ই ও ১৫ই মে-র লড়াইয়ে প্রায় দু'শ খানসেনা খতম হয়েছে। রাজশাহী শহরের কালীহাটায় পুলিশ লাইনে গেরিলারা দখলদার সৈন্যদের উপর হামলা চালায়। ১৬ই মে মুক্তিবহিনীর কমাণ্ডোরা বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটিতে হামলা চলিয়ে ৬টি স্থল ও জলযান দখল করে নিয়েছে। এছাড়া একটা ট্রাক ধ্বংস করে প্রায় ৮০ জন সৈন্যকে খতম করা হয়। কুমিল্লা জেলার কসবায় মুক্তিফৌজ ৩টি পাকিস্তানী সামরিক ট্রাক দখল করে নেয়। এই হামলায় একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৮ জন সৈন্য খতম করা হয়। উত্তর-পশ্চিমে রংপুর অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী রামনগর এলাকায় একটি পাক টহলদার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে একজন মেজরসহ কয়েকজন পাকফৌজ হতাহত করে।

মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাছাড়া সড়কের সেতুগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। গত ১৭ই মে দিনাজপুর জেলার হাতীডাঙ্গায় মুক্তিবহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণে ক্যাপ্টেন পদতুল্য একজন অফিসারসহ ৩৫জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী পূর্বাঞ্চল সেক্টরের আখাউড়ায় এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে গত ১৯শে মে ও ২০শে মে ৪০ জন শত্রুসেনাকে খতম করেছে। এছাড়া ঐদিন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ব্রাম্মণপাড়া ও জীবনগরে মুক্তিবাহিনী পাকসেনার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুক্তিবাহিনী দুটি সড়কের কালভার্ট উড়িয়ে দেয়। গত ১৯ শে মে কুষ্টিয়া জেলার কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালী সীমান্ত ফাড়িটি দখল করে।

গত ১৮ই মে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডোরা দক্ষিণে রেলপথ উড়িয়ে দেয়। গেরিলারা যশোরের একটি রেলসেতু ধ্বংস এবং খুলনার একটি রেল ষ্টেশনের ক্ষতি সাধন করেছে। ময়মনসিংহ সেক্টরে মুক্তিবহিনী তিলাকালীতে এক প্লাটুন পাক সৈন্যের ওপর হামলা চালায় এবং উত্ত এলকার একটি সেতু ধ্বংস করে। সিলেট

জেলার শমসেরনগরে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পাকফৌজের কাছ থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে। সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরায় মুক্তিবাহিনীর হামলায় পাকফৌজ দিশেহারা ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ঐখানে বেশকিছু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ১৯শে মে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকসেনাদের গেরিলারা আকস্মিক হমলা চালিয়ে রংপুর ও সৈয়দপুরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের কাছে মুক্তিবাহিণী ৩৪ জন পাকসেনাকে খতম করে। এছাড়া তারা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ৩টি ট্রাক দখল করে।

-জয়বাংলা, ১মবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৬ মে, ১৯৭১

তামাবিল ঘাঁটি আবার মুক্তিফৌজের দখলে

ডাউকি (মেঘালয়), ২৬মে (ইউএনআই ও পি টি আই)- আজ ৬ঘন্টা তুমুল লড়াই-এর পর মুক্তিফৌজ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ভরতীয় সীমান্ত সংলগ্ন তামাবিল ঘাটি থেকে হটিয়ে দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা হটে যাবার পর মুক্তিফৌজের সেনানীরা তামাবিল ঘাঁটির উপর বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। এখান থেকে ঐ পতাকা দেখা যায়। প্রকাশ ঐ ঘাটি থেকে মুক্তিফৌজের সেনারা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন। মুক্তিফৌজ মহলের খবরে জানা যায় তামাবিলের লড়াইয়ে পাকিস্তানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মাঝরাত্রি থেকে লড়াই শুরু করে এবং আজ সকাল ৬টায় লড়াই শেষ হয়। গত ১৪মে পাকিস্তানী সেনার ঐ ঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছিল। তামাবিল ঘাঁটি ছেড়ে পালাবার আগে পাকিস্তানী সেনারা তাদের পক্ষের নিহতদের মৃতদেহগুলি নিয় চলে যায়। প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনারা পিছু হটে শ্রীপুর চা বাগানের দিকে চলে গেছে।

গত রাতে দিনাজপুরে মুক্তিফৌজের আক্রমণে ৩০ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকিস্তানী সেনারা যখন দুটি মিলিটারী ট্রাকে করে ফুলবাড়ি এলাকা যাচ্ছিল তখন মুক্তিফৌজ অতর্কিত তাদের ওপর আক্রমণ চালায়।

মুক্তিফৌজের সেনানীরা দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও এলাকায় সেতাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে অন্যান্য এলাকায় মুক্তিফৌজ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম এলাকার কুলাঘাটের কাছে গত রাত্রি থেকে মুক্তিফৌজ ও পাকিস্তানী বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা,২৭শে মে,১৯৭১

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সফল সংঘর্ষ

কলকাতা, ২৭শে মে (ইউ, এন, আই)- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মুক্তিফৌজ তিনদিন ধরে পাক হনাদার বাহিনীর সঙ্গে সফল সংঘর্ষ চালাচ্ছে। সীমান্তের ওপার থেকে জানা গেছে, রাজশাহী খণ্ডে আহত পাকসেনা বোঝাই দুটি নৌকা আক্রমণ করে চারজন শত্রুসেনাকে খতম করেছে। মহেরপুর, বগুড়া, মোগলহাট এবং বরিশালেও সংঘর্ষ বাধে। পাকসেনা খতমের হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। খুলনা জেলায় পাকবাহিনীর তাঁবেদার লাগিয়ে ফসল কাটাচ্ছে । গ্রামে গ্রামে পাকসেনাদের অত্যাচার ও হত্যালীলা বৃদ্ধির পথে। সম্প্রতি ত্রিশ হাজার সাঁওতাল বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাধেশের মুক্তিফৌজ আজ বিকালে শ্রীহট্টের শ্রীপুর চা-বাগান থেকে পশ্চিমা পাক হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করছে। এই সংঘর্ষে বেশকিছু সংখ্যক পাক সেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী দুই ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছে বলে বাংলাদেশের সূত্র জানা গেছে। শ্রীপুর চা বাগান বাংলাদেশের তামাবিলের চার কিলোমিটার দক্ষিণে। গতকাল মুক্তিফৌজ তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়িটি দখল করার সময় বিপুল সংখ্যক পাক ফৌজ নিহত হয়।

শিলিগুড়ি নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গতকাল দিনাজপুর জেলার পঁচাগড় থানা এলাকার অমরখানা সীমান্ত চৌকির দিকে আগুয়ান একদল পাকসেনার ওপর মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা পচণ্ড আক্রমণ চালায়।

ভরতীয় সীমান্তের গ্রাম চাউলহাটির বিপরীত দিকে এখান থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে এই অমরখানা অবস্থিত। মুক্তিফৌজের আঘাতে চারজন পাকসেনা মারা পড়ে।

-যুগান্তর, ২৮ মে, ১৯৭১

GUERILLA ACTIONS INTENDIFIED
150 PAK TROOPSKILLED

MUJIBNAGAR (Bangladesh), May 28 – About 150 West Pakistani armymen were killed in a bitter fight with the Mukti Font on the Dharla river in th Rangpur sector early this week, reports PTI. reports available here said that tje Pakistani Army shelled Mukti Fouj position on the north bank of the Dharla river and tried to cross over to the other said. The Mukti Font offered stiff rediddtance abd foiled the attempts of Pakistan Army to cross river, inflictibng heavy csualt on the enemy.

In another incident in the sylhet sector in May 26, the Mukti font ambushed a convoy killing 25 Pakistani troops and injuring 14 others. One truck and one jeep were damaged,.The Mukti Fouj also raided Rema tea estate in the same sector. Pakistani troops took their heels leaving two vehicles which were captured by the liberation forcer.

Two Pakistni solders were killed when the student – fighter of the mukti Fouj lobbed a grenad on them in sumbrum area of chittgong on the night of May 23. on the same night the Mukti Fouj destroyed a bridge on the Muhuri river near Chhagalnaiya.

In Mymensing, the Mukti Fouj attacked Pakistani army poisitionat at Bhotikhli and belew up a bridge at Joynaiapur in Sylhet sector.

In Comilla sector, the freedom fighters raided Bajitpur police station and took away all armd from the armony there.

There was heavy fighting between the Pakistani toorps and the Mukti Fouj in Pateswari Ghat in Rangpur. Casualty, if any, was not know.

Our shillong office adds ; the biggest bridge on the Dawk-Sylhet road, sari bridge, has been blown off yesterday by valian Mukti Fouj Commandos after a free fight with the pakistani troops.

Pak troops are now completely out off from the mainland of Sylhet, Official source said here that concentration of Pakistani troops were seen in Goalpara- an East Pakistan border.

Dhruba Majumdar at Dawki writes, Tamabil and Sripur, two strongholds of the Pakistani army were captured by the Multi Fouj after a heavy battle. Jayantapur about 18 miles from the international border also fell in the hands of the Mukti Fouj after a grim

fight today. the Mukti Fouj has began their attack on the Pakitani Army at Hairpur about 10 miles from the border.

The situation of the Libaration war in the Sylhet sector of Bangladwesh remaind very fluid on Friday.The Pak army were in the Sylhet sector of Bangladesh remained very fluid on Friday. The Pak army were losing grounds and the Mukti Fouj went on winning, but none of them could be sure about how of thge acquired territory they will be able to retain.

-Hindusthan standard, 29 May, 1971

মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্য অতিষ্ঠ

আগরতলা, ২৯ শে মে (পিটিআই)- মুক্তিফৌজের গেরিলা ও কমাণ্ডোরা ও শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী সেক্টরে পাকসেনাদের ঘাটিগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। আজ এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, শ্রীহট্টে মুক্তিফৌজের আচমকা আক্রমণে ৪০ জন পাকসেনা খতম হয়, তিনটি মোটরযান বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ মুক্তিফৌজের হস্তগত হয়। প্রকাশ, দু'জন পাক অফিসার ও ৭০ জন পাকসৈন্য মারা গেছে।

মুক্তিফৌজের গেরিলারা গত ২৫ শে মে রাত্রিতে কুমিল্লা সেক্টরে সৈদামানিতে পাকসৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালান এবং ২৫ জন পাকিস্তানীকে খতম করেন। এই আক্রমণে ১৪ জন পাকিস্তানী আহত হয় ও একটি পাকিস্তানী জীপ ও একটি ট্রাকবিধ্বস্ত হয় এবং ধর্মনগরে দুটি বিনষ্ট হয়।

নোয়াখালী জেলার ফেনী এলাকায় মুক্তিসেনারা পাকন্যৈদের তিনটি ঘাটির উপরও আক্রমণ চালায় । বহু পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়।

মুক্তিফৌজের কমাণ্ডোরা যশোর এলাকার উথালিতে দুটি রেলসেতু এবং রংপুর সেক্টরে হিলি ও সান্তাহারের মধ্যে ১ টি রেলসেতু উড়িয়ে দেন। রংপুর জেলার তাজপুরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে মুক্তিসেনাদের সংঘর্ষ হয়।

মুজিবনগর থেকে ইউ-এন-আই জানাচ্ছেঃ মুক্তিফৌজের গেরিলা সৈন্যরা উত্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনে বিগত ৪ দিনে কযেকটি সড়কপথ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় কয়েকটি স্থানে পাকসৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

কয়েকবার আচমকা আক্রমণে তাঁর অন্ততপক্ষে ৮১ জন পাকসৈন্যকে খতম করেন।

মুক্তিসেনারা বিরল ও কাঞ্চনপাড়া স্টেশনের মধ্যে রেল-লাইন বিধ্বস্ত করে দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনের তুলাই ও কিশোরীপুরের মধ্যেও তাঁরা রেলপথ অকেজো করে ফলেন। রংপুর সেক্টরে পাকসৈন্যবাহিনীর একখানি ট্রেন আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ট্রেনখানি স্বর্ণমতির দিক যাচ্ছিল। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়।

-যুগান্তর, ৩০ মে, ১৯৭১

'আমরা ক্ষান্ত হব নাঃ গৌরকিশোর ঘোষ

বুধবার হঠাৎ যখন তাদের সঙ্গে দেখা হল, তখন বেলা সাড়ে চারটা; গরমে গলগল করে ঘামছি; ওরা, মুক্তিফৌজের শ্রান্ত সৈনিকেরা খোলা জীপ নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসছেন, সারারাত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে। আগের রাতে আমার পৌছতে দেরি হয়েছিল, তাই ওদের সঙ্গে নিতে পারিনি।

দেখে আশ্চর্য লাগে, পাকিস্তান সরকারের এত সোচ্চার প্রচারের পরও বেনাপোলে পাকিস্তানের ঘাঁটির শীর্ষে এখনও বাংলাদেশের জয়বাংলা পতাকা পতপত করে উড়ছে।

-দিনের বেলা এলে ছবি নিতে পারতেন। মুক্তিফৌজের ঘাঁটিতে একজন বললেন। বললেন, তাঁদের যারা মনে করছেন আমরা শেষ হয়ে গেছি, আমরা এখনও শেষ হইনি। মাতৃভূমির দখল নেবার আগে আমরা ক্ষান্ত হব না।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মে, ১৯৭১

MUKTI FOUJ KILLS 100 PAKISTANI SOLDIERS

MAY 30- With its intrnsified cimmando activity, the Mukti Fouj continued to harass the Pakistani Army during the past 48 hours, At several places from feni in the south to Ashuganj in the north, the Mukti Fouj inflincted heavy casulties on Pakistani troops, according to the reports available acroos the border, Besides, 100 Pakistani sollders, including 40 officers, were ambushed and killed by Mukti Fouje.

The freedom fighters also blew up three rail and one road bridges, damaged railway engine, and destroyed two moptors and several vehicles.

Rail communication from Comilla to Ashuganj is still disrupted after the successful demolition of the rail bridge at several places.

-Hindusthan Standard, 31 May, 1971

ভারতীয় এলাকায় পাকসেনাদের গোলাবর্ষণ অব্যাহত

কলকাতা, ৩ জুন- পাকস্তানী সেনারা ভারতীয় এলাকার মধ্যে অসামরিক অঞ্চলসমূহ যথারীতি গোলাগুলি বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইউএনআই জানাচ্ছে গতকাল কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী চারটি গ্রামে পাকসেনাদের গোলাবর্ষণে একজন গ্রামবাসী আহত হয়। গত চারদিন ধরেই পাকসেনারা এই গ্রামগুলিতে প্রচুর গোলাগুলি চালাচ্ছে। ফলে এক বিরাটসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সোনাহাট ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলিতে গত রাতে পাকসেনারা কামান থেকে গোলা চালায়। সরকারী সূত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে গতকাল সকাল সকাল ১১টা থেকেই পাকসেনারা ঐ অঞ্চলে মারাত্বকভাবে গুলি চালাতে শুরুকরে এবং আজ সকাল পর্যন্ত চালায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বহু পাকসৈন্য খতমঃ সীমান্তের ওপর থেকে জলপাইগুড়িতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হয় যে, গত ২৪ ঘন্টয় বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী উত্তর রনাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। কোচবিহারের অপর পারে ভুরুঙ্গামারির সীমান্ত চেকপোষ্ট থেকে তাঁরা ইয়াহিয়া বাহিনী উত্তর রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। কোচবিহারের অপর পারে ভুরুঙ্গামারির সীমান্ত চেকপোষ্ট থেকে তাঁরা ইয়াহিয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। এখানকার যুদ্ধে কমপক্ষে সাতজন খান সেনা নিহত হয়।

চিলাহাটি ও ডোমার ও এর মধ্যে তিস্তার উপর এবং কাকিনা ও ভূষিরবন্দর- এর মধ্যে সানায়াজনসন নদীর উপর মোট ৩ টি সেতু মুক্তিসেনারা ধ্বংস করে দেয়। ফলে লালমনিরহাটের দিকে পলায়নপর খানসেনাদের একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দিনাজপুর জগদলে আগুয়ান পাক সেনাদলকে মুক্তিযোদ্ধারা বাধা দেয় এবং ঠাকুরগাঁ পাওয়ার হাউসটি্ ক্ষতিসাধন করে । এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে বহু পাকসেনা নিহত হয়েছে। রংপুর জেলার ডিমলা ও বয়রাতে ইয়াহিয়ার সাতজন গুপ্তচরকে মুক্তিযোদ্ধারা খতম করে এরা মুসলিম লীগ ও জামাত-ই ইসলামী দলের লোক বলেও প্রকাশ।

-কালান্তর, ১জুন, ১৯৭১

চুকনগরে পাকসৈন্যের বেপরোয়া গুলি

হাকিমপুর ৩১ মে (সংবাদদাতা)- পাকিস্তানী সামরিক বর্বরতা অবশেষে সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। গত ২০ মে খুলনার বৈঠাঘাটা, ফকিরহাট, রামপাল, নকিপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় লক্ষের মত অসহায় মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে আসার সময় চুকনগরে বর্বর বাহিনী তাঁদের ওপর মেশিনগান দিয়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে সেখানে বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খুলনার দক্ষিণাঞ্চল থেকে আনুমানিক দেড় লক্ষ মানুষ সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গত ১৯মে কয়েক হাজার নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চুকনগরের নিকটবর্তী নদীর ওপরে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পদব্রজে রওয়ানা হয়ে যায়। চুকনগরে তারা মিলিটারীর সম্মুখীন হয়ে। সে সময় পিছনে যারা তাঁরা মেশিনগানের শব্দ শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। চুকনগরের বাজারের বিভিন্ন ঘরগুলোতে শরণার্থীরা আশ্রয় নিলে বর্বর বাহিনী সেখানে গিয়ে ঘর থেকে বের করে তাদের অনেককে হত্যা করে।

সীমান্ত অতিক্রম করার পর শতাধিক আহতকে হাকিমপুরে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ২২ তারিখে গুলিতে আহত শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড়শত বলে হাকিমপুরের মুক্তিফৌজের চিকিৎসক জানান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা

আগরতলা, ১জুন (ইউএনআই)- মুক্তিফৌজ গেরিলা বাহিনী শ্রীহট্ট সেক্টরের তেলিপাড়া ও আখাউড়ার মধ্যে সংযোকারী রেল সেতুটি উড়িয়ে দিয়েছে। গেরিলা বাহিনী এই স্টেশন দ'টি দখলের জন্য পাকফৌজের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

একটি পাকিস্তানী জীপগাড়ির ওপর গেরিলা বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের ২ জনকে খতম করে। কুমিল্লা সেক্টরে গেরিলাবাহিনী রেল ইঞ্জিন ও ওয়াগনকে লাইনচ্যুত করে দিতে সক্ষম হয় বলে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধাদের সংবাদে প্রকাশ। ময়মনসিংহ সেক্টরে গেরিলা বাহিনী পাকফৌজের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে ৭ জন পাকসৈন্যকে সশস্ত্র অবস্থায় গ্রেফতার করে। পাক ঘাঁটির পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে গেরিলারা সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

-কালান্তর, ২, জুন১৯৭১

কমাণ্ডো আক্রমণে পাকসৈন্য মরছে

আগরতলা ৩রা জুন (ইউএন আই)- বিভিন্ন স্থানে পাকসৈন্যের ওপর মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো আক্রমণে আবার জোরদার হয়ে উঠছে। গজারিয়া, চাঁদহাট, রাজানগর ও ফরিদপুর এলাকায় মক্তিফৌজের আক্রমণে পাকসৈন্য নাজেহাল হয়েছে।

বগুড়া অঞ্চলে পয়লা জুন মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যের একটি সাঁজোয়া গাড়ী দখল করে নেন। ঐ গাড়ীতে তিনটি রেডিও সেট ও ছয়টি স্টেনগান ছিল। একজন কমাণ্ডারের গাড়ী ও মুক্তিফৌজ দখল করে নেন। পশ্চিম বগুড়ার আর একস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা কয়েকজন পাকসৈন্যকে খতম করেন। আর একটি সংঘর্ষে পাকিস্তানের টহলদার বাহিনীর সাতজন সৈন্য নিহত ও দুজন আহত হয়।

আসাম সংলগ্ন কানিরঘাটে মুক্তিফৌজের সঙ্গে প্রবল লড়াই চলছে। মুক্তিফৌজের এই শক্তঘাটিতে পাকিস্তানকে ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গত ২৪ঘন্টায়

মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো আক্রমণ প্রবল হয়ে উঠছে। কোচবিহারের বিপরীত দিকে অবস্থিত ভূরুঙ্গামারী চৌকি থেকে পাকসৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিলহাটি ও ডোমারের মধ্যবর্তী তিস্তাসেতু এবং কাকিনা ও ভূষিরবন্দরের মধ্যবর্তী সানিয়াজানা সেতুকে মুক্তিফৌজ উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা কাকিনাতে আটক হয়ে পড়েছে। তাদের লারমনিরহাটে ফিরে যাবার পথ নেই।

দিনাজপুরের জগদলে গেরিলা বাহিনী পাকসৈন্যের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। প্রচুর পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ঠাকুরগাঁয়ের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও মুক্তিফৌজে নষ্ট করে দিয়েছেন। রংপুরজেলার ডিমলা ও বাউরাতে মুসলিম লীগের সাতজন পাকিস্তানী গুপ্তচরকে মুক্তিফৌজ খতম করেন।

গত সপ্তাহে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডো আক্রমণে ফেনী এলাকায় চারজন অফিসারসহ শতাধিক পাকসৈন্য নিহত হয়েছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও জগন্নাথদিঘীর মধ্যবর্তী কোন একস্থানে সোমবার মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যের একটি জীপের ওপর আক্রমণ চালান। বিধস্ত জীপের ৪জন আরোহী নিহত হয়। পয়লা জুন কসবা ও আখাউড়ার মধ্যবর্তী গঙ্গাসাগরের কাছে মুক্তিফৌজের আক্রমণে কয়েকজন পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ত্রিপুরার সাব্রুমের বিপরীত দিকে অবস্থিত চট্টগ্রামের রামগড় এলাকায়ও কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪জুন, ১৯৭১

GUERILLA TACTICS OF MUKTI FOUJ
PAYING DIVIDENDS

AGARTALA, JUNE – 4 By ther use of guerilla tactics, the Mukti Fouj commando, who engaged the Pak army in several places in Chittgong hill tracts, Noakhali, Comill, Saldanadi, Gangasagar and Akhaura sectors at Saldanadi. Among those Pak troops killed, one was a Major Doorani who took active part in mass killing in Comilla town in the months of Margh and April.

Other reports available from across the border say, Pak trops are gradually losing confidence in the so-called peace commitees fromed earlier by it in various parts of Bangladesh. Pak troops have killed at least five peace committee members at Laksham and Feni.

On June 2. the Army is also reported to have killed a foreigner Mr. P. J. Chalmers, who was looking after Nalua tea estate in sylhet Earlier, Pak troops killed 20 labourers of the labourers of the garden. The Pak army officials demanded tea, ration and fuel for the troops from Mr.Chalmers who was running short of finance and faced serious economic crisis in the present doldrums in the country, expressed his inability to meet the demands.

Agenceies add : Four Pakistanis, including an officer, were killed and severel others injured by the Mukti Fouj in an exchange of fire yesterday near lchakhali village off Meherpore town in south-western Bangladesh.

The Mukti Fouj are laying mines near culverts, bridges and on metalled roads in this sector. In Faridpur, the liberation forces damaged a bridge and destryed an army post.

The freedom fighters are in full control of villages in the Rangamati area, six miles north of Patnitola. an army patrol was also fired upon by the freedom fighters yesterday.

In Sylhet sector, the libaration forces are reported to have demaged two bridges and attacked an army position at Sarlbagh. They also opened fire on a Pakistani army position near thge border in Shamshernagar area.

In Rangpur sector, the freedom fighters destroyed two army gunboard and demaged a railway bridge in Sirjagnj area.

In Comilla sector, the freedom fighters attacked in army position near colonel Bazar and killed 25 solders.

Our Cooch Behar Correspodent says that the Pak army started firing on the Gitaldaha border outpost in India from the Moghalhat border. The Border security Force returned the fire and the exchange continued for an hour.

A few Pakistani morter shekks landed on Indian treeitory at Lalgola in Murshidabad district tody as fighting broke out between the Mukti Fauj and the Pakistani army at Kanthalbarti area of Bangladesh. It is oficially learnt at Baharampur.

\- Hindusthan Standard, 5 June, 1971

পাকসৈন্যরা মুজিবনগর দখলে ব্যর্থ

কৃষ্ণনগর, ৫ই জুন- সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা মুজিবনগর দখল করতে এলে গত দু'দিনে মুক্তিফৌজের হাতে ৩৫জন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন পাকসেনা আহত হয়। মুজিবনগর দখলের এই লড়াইয়ে পাকসেনা নাজেহাল হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যাবার সময় তারা তাদের হতাহত সহকর্মীদের নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলে যায়। যাবার সময় তারা তাদের হতাহত সহকর্মীদের নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলে যায়। মুক্তিফৌজের কেউ হতাহত হয়নি।

কার্ফু করে গ্রেফতার ও হত্যাঃ এদিকে পাকসৈন্যরা শহর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় খণ্ড খণ্ড এলাকা ধরে কার্ফু জারী করে দিচ্ছে। এবং তারপর বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে যুবকদের ধরে এনে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। এ খবরটি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র।

-যুগান্তর, ৬ জুন, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ চলছে

রায়গঞ্জ, ৬ই জুন (পি টি আই)- দিনাজপুরের পাক হিলি এলাকায় মুক্তিফৌজের গেরিলারা সম্প্রতি বিজুল শিবির আক্রমন করেন। ৫ জন পাকসৈন্য নিহত এবং অন্য দু'জন আহত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলে মুক্তিফৌজ বাগজানা পাক সামরিক ঘাঁটিতে তৎপরতা চালিয়ে ৬০ জন পাকসৈন্য খতম করেন। ৪ জনকে বন্দী করা হয়েছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়ায গত কয়েকদিনের কলেরায় প্রায় ২০ জন পাকসৈন্য খতম হয়েছে। কলেরা মহামারী জেলার পাকসৈন্যদের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার করেছে।

শরণার্থী সেবাদলঃ বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে ৬০ জন শরণার্থী যুবক কলকাতায় সমাজসেবা সম্পর্কে ট্রেনিং লাভ করছেন। গান্ধী শান্তি সংস্থা ঐ শরণার্থী যুবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা, নাসিং, আহার তৈরী ও বন্টন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্ক ট্রেনিং দিচ্ছেন। এই যুবকরা বিভিন্ন শিবির খোলা হবে বলে শান্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র জানান। পুর্বাঞ্চলে শরণার্থী যুবকদের জন্য ছয়টি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হবে বলে শান্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র জানান। পুর্বাঞ্চলে শরণার্থী যুবকদের জন্য ছয়টি ট্রেনিং কেন্দ্র খোলা হবে আশা করা যায়।

নৌকার মধ্যে ৩ হাজার শরণার্থীঃ ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ সীমান্তে ইছামতী নদীর ওপর দেশী নৌকার মধ্যে প্রায় তিন হাজার শরণার্থী বাসকরছেন।

-যুগান্তর, ৭ জুন ১৯৭১

মুক্তিফৌজের ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণে বহু পাকসৈন্য খতম

আগরতলা, ৮ই জুন (পি টি আই)- বাংলাদেশের পুর্বাঞ্চলে কুমিল্লা জেলার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কসবা এলাকায় মুক্তিফৌজ আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। আজ এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, গতকাল মুক্তিফৌজ মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালে তেত্রিশজন পাকসৈন্য নিহত হয় এবং পাকসৈন্যরা কসবা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। পাকসৈন্যদের জন্য যুবতী নারী সংগ্রহ করে দেওয়ার অপরাধে মুক্তিফৌজ ৬জন পাক দালালকেও গুলি করে হত্যা করেছে।

মুক্তিফৌজ গেরিলাবাহিনীও গতকাল কসবার নিকটবর্তী গঙ্গাসাগরে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে ২৮ জন পাকসৈন্য খতম করে।

আরও দক্ষিণে মুক্তিফৌজ গতকাল নোয়াখালী জেলার চাঁদগাজী, ছাগলনাইয়া, বান্ধুরা, আমতলী ও জগন্নাথদিঘী এলাকায় তাদের তৎপরতা বিস্তৃত করে এবং পাকসৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করে ফেনী শহরে সরে যেতে বাধ্য করে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই সকল অঞ্চলে মুক্তিফৌজ কমাণ্ডোবাহিনীর সঙ্গে দু'দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়েছে। ফেনী শহরের উপকণ্ঠে মুক্তিফৌজের গেরিলা দল লুকিয়ে থেকে অতর্কিত সাফল্যের সঙ্গে এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে আক্রমণ করে। পাকসৈন্যরা ঐ সময় একটা ছোট নদী পার হচ্ছিল গেরিলাদের আক্রমণে সাতজন পাকসৈন্য এবং অপর কয়েকজন আহত হয়।

রংপুর জেলায়ও তৎপরতাঃ কোচবিহার থেকে পিটিআই জানাচ্ছেন যে মুক্তিফৌজ গতকাল রাতে বাংলাদেশের রংপুর জেলার নাগেশ্বরী থানার এলাকাধীন মুকসী গ্রামে অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে অন্যূন বারজন পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছে। আজ এখানে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগরত একটি পাকিস্তানী সেন্য খতম করেছে। আজ এখানে সংবাদ যে, ঐ অঞ্চলের গ্রামে গামে অগ্নিসংযোগরত একটি পকিস্তানী টহলদার বাহিনীর সৈন্যদের ওপরই মুক্তিফৌজ এই আক্রমণ চালায়। মুক্তিফৌজ ভূরুঙ্গামারীতে একটি পাকঘাঁটির ওপর হানা দিয়ে দুজন পাকসৈন্যকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। মুক্তিফৌজ পাকসৈন্যদের সঙ্গে গুলী বিনিময় করে এবং তাহাতে কয়েকজন পাকসৈন্য নিহত হয়। এই সকল অভিযানে মুক্তিফৌজের মাত্র দু'জন আহত হয়েছে।

মুজিবনগর থেকে প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে যে, রবিবার রাতে রাজশাহী খণ্ডে মুক্তিফৌজ অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে জনৈক মেজরসহ ৪৯ জন পাকিস্তানী সেনাকে বন্দী করেছে।

-যুগান্তর, ৯ জুন, ১৯৭১

MUKTI FOUJ INTENSIFIES
GUERILLA ATTACKS

MUJIBNAGAR, JUNE 9- Freedom fighters have intensified their guerilla attacks on the West Pakistani army detachments and patrol and on bridhes in Bangladesh, says UNI.

In the Jessore sector an army lieutenant was mobbed and killed a few dys ago near Faridpur. The freedom fighter ambushe an army contingent near chuadnga on June 6. One jinior commissioned officer was killed and eight soldiers were injured in this engagement. Guerillas also fired upon some Pakistani troops near Jessore on June 7.

Freedom fighters destroyed two bridges between Panchgarfh and Ruheal and inflicted heavy casualities on the army in Rangpur sector. Army also suffered casualties in an attack by the freedom fighters with mortars and small arms about 15 miles of Patnitala.

The guerillas have also been active in the areas north-west of river Dharala. They shot dead two Pakistani agenst in the Tetulya area.

Heavy rains hane rendered the unmetalled roads and tracts unit for vehicular traffic in several areas of Est Bengal. There was an exchange of fire between Punjabi and Pathan soldiers in the Comilla area.

PTI says : Several west Pakistani solders were killed in a bitter clash between the Mukti Fouj and the Army personnel in Bhurungamari in Rangpur area yesterday.

In Khul the liberation force destroyed nine enemy bankers at Kaliganj and killed eight sokders entrenched there the reports said.

In Mymensingh, the Mukti Fouj raided Sibpore village on receipt of information about the prsence of Pakistani army supporters and killed six of them in a sudden swoop yesterday. A Pakistani post at Barengapara was attacked by the liberation force and in the resultant clash the army suffered heavy casulties.

The Mukti Fouj raded a Pakisni position at Jayantiapur. A Pakitani offcer was blown to pieces in a mine explosion there. Five Pak army personnel were killed at Chhotolekhan, when the Mukti Fouj commandos attacked them.

Hindusthan Standard, 10 June, 1971

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের মাটি থেকে পাক হানাদারদের
উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর

কলকাতা, ১০ জুন- গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী বাংলাদেশের পুর্বাঞ্চলে চার দিনব্যাপী সফরের পর আজ মুজিবনগরে প্রত্যাবর্তন করে বলেছেন, “বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা দেশের মাটি থেকে পাক হানাদারদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর।”

ঐ সফরের সময় তিনি মুক্তিফৌজ নিয়ন্ত্রিত কতিপয় শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ঐ শিবিরসমূহে তিনি ‘‘তরুণ মুক্তিযোদ্ধেদের মধ্যে অদম্য মনোবল ও। নমনীয় দৃঢ়তা’’ পরিলক্ষিত করেছেন। এই খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচার করেছে।

পাক‘ স্বাগত কেন্দ্র গুলি বন্দী শিবিরের সঙ্গে তুলনীয়ঃ আকাশবাণী’র খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বাংলাদেশের পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য) প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ‘স্বাগত কেন্দ্র’গুলিকে বন্দী শিবিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি জানান, সম্প্রতি ভারতের পথে আসার সময় বহুসংখ্যক শরণার্থীকে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ জোর করে ঐ স্বাগত কেন্দ্র গুলিতে ধরে নিয়ে গেছে ।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারী ছাঁটাইঃ ঢাকা থেকে পাকসামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক মর্নিং নিউজ’ পত্রিকার অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ প্রচার করেছে। পাক অধিকৃত বাংলাদেশে সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ঐ সকল পত্রিকার কোন গ্রাহক নেই। সামরিক কর্তারা পত্রিকার ২০০০ কপি কিনে নেন, মাঝে মাঝে সেনাদের মধ্যে বিমান থেকে ওগুলো ফেলে দিওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ নিরপেক্ষ কোন বেসামরিক পাঠক নেই।

পাক নৃশংসতার বিরুদ্ধে ডন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকের কণ্ঠস্বর করাচীর ডন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আলী জাফরী আজ লণ্ডনে বাংলাদেশে সংঘটিত পাক নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে জনসাধারণের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ইংল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী টেষ্ট ম্যাচগুলি বয়কট করেন।

জনাব আলী জাফরী ইতিপুর্বে পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণের প্রতিবাদে পাক নাগরিত্ব বর্জন করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় পাকসেনাদের মধ্যে ’’সেম সাইড’’ কলকাতা, ১০ জুন বাংলাদেশের গেরিলাবাহিনীর তৎপরতা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। গেরিলাদের হাতে মার খেয়ে পাক হানাদাররা নিজেদের মধ্যে সেম সাইড করে বসছে। চুয়াডাঙ্গার কাছে দুই দল পা সৈন্যের পরস্পর সংঘর্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আজ সন্ধ্যায় ঐ সংবাদের কথা উল্লেখ করে চুয়াডাঙ্গার শেয়ালমারীতে গেরিলা বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সংবাদ দিয়েছে।

প্রকাশ, গত ৫ জুন শেয়ালমারীতে মাইন বিস্ফোরণে ২ টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়ে ২৯ জন পাকহানাদার নিহত এবং ৪ জন আহত হয়। হানাদাররা জীবননগরের দিকে যাচ্ছিল। ঐ মাইন বিস্ফোরণের শব্দে ভীত পাক হানাদাররা জীবননগর দর্শনা থেকে ঘটনাস্থলে দিক আসে। দুই পক্ষেই পরস্পর মুক্তিসেনা বলে ভুল করে এবং পরস্পরের উপর গুলি চালাতে থাকে। ফলে ১৩ জন পাকহানাদার নিজেদের গুলিতেই আহত হয়।

-কালান্তর,১১ জুন,১৯৭১

পাক হানাদারদের উপর মুক্তিফৌজের আক্রমণ

কলকাতা, ১১ জুন- মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতায় চট্টগ্রাম শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাক সেনারা প্রতিদিনই নাজেহাল হচ্ছে। আজ সন্ধায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সংবাদে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি গেরিলা বাহিনী চট্টগ্রাম শহরের নিউ সার্কেট, খাতুনগঞ্জ, চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, লারদেঘীর মাঠে প্রভৃতি স্থানে গ্রনেডে ও হাতবোমা সহ আক্রমণ চালায়। চকবাজারে ২ জন পাক হানাদার নিহত হয়েছে।

সংবাদে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম এখন পরিত্যক্ত নগরী। দোকানপাট বন্ধ। শতকরা মাত্র ১৫ জন লোক দৈনন্দিন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পথে বেরুচ্ছেন। বেলা ৩টার পর রাস্তায় কাউকে খুব কম দেখা যায়। বন্দর এলাকায় মাত্র ৫০ জন কাজ করছে। চট্টগ্রামের হাজী এলাকায় দ্বিতীয় ক্যান্টনমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে। বাগানাবাজার ও আঁধারমানিক অঞ্চলে ২ টি পৃথক আক্রমনে গেরিলারা ৪০ জন পাকসৈন্যকে খতম করেছে। শ্যামপুরে ৮ জন দৌলতপুর-চাঁদিরহাটে ৪০ জন কুমিল্লার হরনপুর , হৃদয়পুরে ১৩ জন এবং যশোহর রণাঙ্গনে ১৫ জন পাক হানাদার গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে। রামগড় থেকে গড়েরহাটের পথে ৩ জন পাক সামরিক অফিসার নিহত হয়েছে।

গেরিলা বাহিনী মুসলিম লীগের দালালসহ পাক দালালদেরও বিভিন্ন স্থানে খতম করে চলছেন। জাকিগঞ্জে ৪ জন দালাল নিহত এবং ১জন গ্রেফাতার হয়েছে। মুক্তিসেনারা জাকিগঞ্জের পুলিশ স্টেশন দখল করেছেন এবং জাকিগঞ্জে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। কালিগঞ্জের মুসলিম লীগ চেয়ারম্যান অলি মণ্ডলকে মুক্তিসেনারা খতম করে দিয়েছেন। ছাগলগঞ্জ বাজারে ১ দালালকে বন্দী করা হয়েছে এবং যুবতীকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিলেট সেক্টরে মুক্তিফৌজের হাতে একটি রেলসেতু ধ্বংস হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

আগরতলা থেকে ইউ-এন আই জানাচ্ছেনঃ সম্প্রতি একদল সাংবাদিক বাংলাদেশের দক্ষিণ রনাঙ্গনে সফরে গিয়েছিলেন। মুক্তিফৌজের জনৈক মেজর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, মুক্তিফৌজে বর্তমান পাক-হানাদারদের উপর পাল্টা আক্রমন শুরু করেছে এবং সর্বত্র পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

উক্ত মেজর সাংবাদিকদের আরো জানিয়েছেন যে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠন ও বালুচ সেনারা নিরস্ত্র বাংলাদেশ নাগরিকদের উপর গুলি করতে অস্বীকার করায় তাঁদের অন্যত্র বদলী করা হচ্ছে । সম্প্রতি প্রায় ৪০০ জন বালুচ সেনাকে জাহাজে পশ্চিম পকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে ।

পাঞ্জাবী ও পাঠান সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষঃ গত ৪ জুন কুমিল্লা সেক্টরে পাক সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী ও পাঠানদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৩৫ জন নিহত হয়েছে।

-কালান্তর, ১২ জুন, ১৯৭১

কুমিল্লা শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা

আগরতলা, ১১ই জুন (পি, টি, আই) বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ কুমিল্লা শহরটি গতকাল দখল করে। আবার স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছে। এই সঙ্গে নানা অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা ও তীব্রতর হয়ে উঠছে। ইউএন আই জানাচ্ছেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে শেখ মুজিবের মুক্তিফৌজ গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে বলে সীমান্তের ওপারে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে খবর এসেছে। পাক সামরিক প্রশাসন শহরে ৭১ ঘন্টার সামরিক আইন জারী করে নির্বিচারে অধিবাসীদের বন্দী করেছে।

সীমান্তের ওপার থেকে জানা গেছে , মুক্তিফৌজ পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, হাবিব ব্যাঙ্ক লিমিটেড, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, জজ কোর্ট এবং টাউন হল ভবনে গ্রেনেড আক্রমণ চালায়। গেরিলা বাহিনী কুমিল্লা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি রেল ইঞ্জিন উড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সূত্র থেকে জানা যায় যে গত ৬ ই জুন মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম জেলায় সৌলাৎপুরে পাকসেনা সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৩৬ জন শত্রুসেনাকে খতম করে। ৫ ই জুন শ্রীহট্টের তেলিপাড়া খণ্ডে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাক- বাহিনীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পাকবাহিনী আক্রমণের চাপে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পশ্চাদপসারণ করে, তবে পালাবার সময় তারা জীবন ও সম্পত্তির বেশ ক্ষতি করে যায়। গত ৩রা জুন লাকসাম অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী হঠাৎ একটি আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীর অনেককে খতম করেছে। শত্রুপক্ষের বেশকিছু মিজো

এবং চাকমা সেনাও নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী তবলছড়িতে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেয়। এই অঞ্চলে পাকসেনাদের অমানুষিক অত্যাচার সত্বেও বাঙ্গালী অধিবাসীরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাদের মোকাবেলা করছেন, মহিলা এবং কিশোরীরাও মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

কুমিল্লা জেলার ননীপুর ও ফকিরহাটে গুপ্তস্থান হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজের গেরিলা দল ২০ জন পাকসেনাকে খতম করে। মিয়ার বাজারে ও মুক্তিফৌজের হাতে পাক হানাদার বাহিনীর আটজন মারা পড়ে। এখানে তিন ঘন্টা লড়াই চলে। পাকসেনারা মর্টার ও মেশিনগানে চালিয়ে মুক্তিফৌজের পাঁচজন যোদ্ধাকে আহত করে। শ্রীহট্ট জেলার মির্জাপুরে মুক্তিবাহিনী মেশিনগান ও মর্টার চালিয়ে পাকসেনাদলের একজন অফিসার ও দশজন সৈন্যকে হত্যা করে।

দিনাজপুরেও গেরিলা তৎপরতাঃ রায়হগঞ্জ, ১০ জুন গেরিলা ইউনিট দিনাজপুরে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপর হয়ে উঠছে। ছোট ছোট দল গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ পাক দখলদার বাহিনীকে যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছে। কয়েকদিন আগে ঠাকুরগাঁও মহকুমা এলাকায় রুহিয়া রেল স্টেশন থেকে ১ ফার্লং দক্ষিনে ৫০ ফুট দীর্ঘ রেল লাইন মুক্তিফৌজ ডিনামাইট দয়ে উড়িয়ে দেয়। পাক সেনবাহিনীর লোকেরা গুলি চালাতে থাকে। মুক্তিফৌজ গেরিলারা পিছন থেকে পাক সৈন্যদের আক্রমণ করে ৭ জনকে হত্যা করে। ওই এলাকার মঙ্গলপুর ও বাজানহারের মধ্যবর্তী একটি রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয় এবং রুহিয়া থেকে ৪/৫ মাইল দূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সেতুও তারা উড়িয়ে দেয়। বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈলে গেরিলা বাহিনী বেশ কয়েকজন পাক সেনাদের তাঁবেদার গুপ্তচরকে খতম করে।

-যুগান্তর, ১২ জুন, ১৯৭১

গেরিলা আক্রমণে বাংলা বাহিনীর অপূর্ব সাফল্য

বর্তমানে মুক্তিফৌজ তাদের গেরিলা আক্রমণে বাংলাদেশের সর্বত্র পর্যুদস্ত করেন। গত সপ্তাহে বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী বহু পাকসৈন্যকে হতাহত করেন। গত ৬ই জুন মেহেরপুরের নিকটে ইছাখালিতে এক গেরিলা যুদ্ধ মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ চারজনকে খতম করেন। যশোহর এলাকায় মুক্তিবাহিনী মেশিনগান ও মর্টারের সাহায্যে পাকবাহিনীর ১ টি শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করে কমপক্ষে ২০ জন পাকসৈন্যকে হত্যা ও অনেককে হতাহত করেন-তাদের ক'খানা গাড়ী ও বহু সংখ্যক ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। কালাচাঁদপুরের দিকে পাকসেনার অগ্রতির এক খণ্ড যুদ্ধে মুক্তিফৌজ তাদের ১ জন লেঃ কর্নেলকে আহত করেন। এই যদ্ধে বাংলা বাহিনী ১টি সেতু ও পাকসেনার ১টি ঘাঁটি ধ্বংস করেন।

বগুড়া জেলার রাঙ্গামাটি এলাকা এখন সম্পূর্ণ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন। সিলেটের সরলবাগে বাংলাবাহিনী পাকসেনার ১ টি ঘাঁটি দখল করে ও এর সন্নিকটে ২ টি গানবোট বিনষ্ট করেন। সিরাজগঞ্জে তারা একটি রেল সেতু সম্পূর্ণরুপে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। দিনাজপুর রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ৭৫ জন পাকসেনাকে হত্যা, বহু জনকে আহত ও ১৪ জনকে বন্দী করে। উত্তরাঞ্চলে উলিপুরে মুক্তিযোদ্ধারা এক ঝটিকা আক্রমণে ৪০ জন পাকসৈন্য কে হত্যা করেন। এছাড়া খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে কদিনের যুদ্ধে তারা প্রায় দুশো-এর অধিক পাকসৈন্য হত্যা করেছেন।

-বাঙ্গবাণী,১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩ জুন, ১৯৭১

মেহেরপুরের পাকবাহিনীর এক সৈন্য খতম

কৃষ্ণনগর ১৩ জুন (পি, টি, আই) মুক্তিফৌজ গতকাল বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম খণ্ডে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানী ফৌজের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। মেহেরপুরের অদূরে তারা পাক ফৌজের এক প্লাটুন সৈন্য

খতম করে দিয়েছে। সীমান্তের অপর পর থেকে এখনে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারতের গোদাডাঙ্গার বিপরীত দিকে ভোমরার নিকটে এবং পেট্রাপোলের বিপরীত দিকে বেনাপোলের নিকটে গত অব্যাহত আছে। তুমুল যুদ্ধের পর মুক্তিফৌজ মেহেরপুর শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালি সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছে। ঐ অঞ্চলে মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে তারা পাকফৌজের এক প্লাটুন সৈন্য খতম করে দিয়েছে। আহত কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যকে তাদের সাথীরা সরিয়ে নিয়ে গেছে। খবরে প্রকাশ, পাক সৈন্যরা এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ- পশ্চিম বাংলাদেশের প্রাগপুর এলাকায় ২৫টি বাড়ীতে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং পাঁচজনকে হত্যা করেছে।

যুগান্তর. ১৪ জুন ১৯৭১

MUKTI FOUJ ACTIVE ON WIDE FRONT IN BANGLADEHSH

MUJIBNAGAR, JUNE 15- The Mukti Fouj gurikkas have active on a wide front in Bangladesh since June 10 as the Pakistani troops continued their atrocities on unarmed civilians, according to authoritative reports reaching here tonight say agencies.

The guerillas have occupied the border outpost at Baragapara, Mymenshingh district after an encounter with the troops. The also exploded a bomb in a hotel in Dacca city, causing injuries to some collaborators of the Pakistani army.

A Pakistani border outpost in the district of Rajshahi was attacked by the freedom fighters on June10. The next day the liberation forces fired upon an army contingent near Thakurgaon, and also in the Rangpur and Gaibandha.

In the Chilmari area the guerillas destroyed an Army jeep killed the solders travelling in it. They uprooted the railway track in the Hitibandha area and damaged telephone lines between Rangpur and Gaibandha.

In the Sylhet sector, the guerillas shelled an Army position in the Baragram area, inflicting several casualties on the Pakistani troops.

-Hindusthan Standard, 19 June, 1971

চট্টগ্রাম এলাকায় মুক্তিফৌজের তৎপরতা

আগরতলা, ১৯ জুন (পিটিআই)- সীমান্তের অপর পার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী চট্টগ্রামের পশ্চিমাঞ্চল বিভিন্ন স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদে জানা যায় যে জুয়ালগঞ্জে গেরিলাদের আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাদলের একজন মেজর নিহত হয়েছেন।

মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী নোয়াখালী- চট্টগ্রামে খণ্ড শুভপুর এলাকায় শত্রুসৈন্যর অবস্থানস্থলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য আহত হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ জুন ১৯৭১

মুক্তিফৌজের ভয়ে পাকসৈন্য সদা-সন্ত্রস্ত

মুজিবনগর ২২ জুন (পিটিআই)- বাংলাদেশর বিভিন্ন খণ্ডে মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর টহলদার দলগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। মুক্তিফৌজ কমাণ্ডার জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেছেন যে মুক্তিফৌজ যে মুহূর্তে আচমকা আক্রমণ চালাতে পারে মনে করে

পকিস্তানী সৈন্যরা আজকাল যতদুর সম্ভব সর্তক হয়ে চলাফেরা করেছে। মুক্তিফৌজ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য পাকসৈন্যরা সময় সময় অসামরিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে চলাফেরা করে থাকে। সৈন্যবাহিনী যখন সৈন্য ও সরবরাহ নিয়ে নদী পারাপারের জন্য বোট ব্যবহার করে তখন গেরিলাদের আক্রমন রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নদী ও খালের উভয় তীরের রক্ষী মোতায়েনের ব্যবস্থা করে।

ভেড়ামারায় ২০ জন পাকসৈন্য নিহতঃ কৃষ্ণনগর ২২ শে জুন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার মহিষকুণ্ডি অঞ্চলে এক কোম্পানী পাকসৈন্যর ওপর আক্রমন চালিয়ে মুক্তিফৌজ অন্ততঃ ২০ জন পাকসৈন্যকে হত্যা ও বেশ কিছুকে জখম করেছে বলে আজ সংবাদ পাওয়া গেছে। স্থানটি কৃষ্ণনগর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভারত মেঘনা সীমান্তের বিপরীত দিকে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদ জানা যায় যে, পাকসৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে পালিয়ে যায়।

মুক্তিফৌজ গত রবিবার মেহেরপুরের কছে একটি সৈন্যবাহী ট্রাকের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং উহার ফলে প্রায় ২৪ জন পাকসৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। ঐ দিনই মেহেরপুরের প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে একটি অঞ্চলে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্যঘাঁটির ওপর গুলিবর্ষণ করে । এই আক্রমণে ১১ জন পাকসৈন্য খতম হয়।

রংপুরে লালমনিরহাট খণ্ডে মুক্তিফৌজ একটি সৈন্য শিবিরের ওপর আচমকা আক্রমন চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র গেলাবারুদসহ একটি ট্রাক দখল করে। এই আক্রমণে যে সকল পাকসৈন্য আহত হয় তাদের মধ্যে একজন আফিসারও আছেন।

-যুগান্তর, ২৩ জুন, ১৯৭১

খান সেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমন তীব্রতর হয়েছেঃ
আরও সাত শতাধিক সৈন্য খতম

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের খবরে প্রকাশ, হানাদারবাহিনী বাংলাদেশে যে বর্বরোচিত ও সুপরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছে তারই অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের সমর্থকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ পিতামাতাও রেহাই পাননি। গত সাতদিন চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে প্রায় একশত ৫০ জন পাক হানাদার মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে এবং বহু স্থান থেকে পাকসেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র জানিয়েছে। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কক্সবাজারে বহু পাকসেনা হতাহত হয়েছে। এদিকে মর্টার ও মেশিনগানসহ আক্রমন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ফেনীর উত্তর- পূর্ব অঞ্চলে ২০০ জন পাকসেনাকে হত্যা করেছেন।

স্বাধীনতাকামী তরুণ যোদ্ধারা গত ১৯শে জুন সিলেট সেক্টরে একটি এলাকায় পাক-হানাদারদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে ১৩ জন পাকসেনাকে খতম করেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৩ জন পাকসেনাকে আটক করেছেন। এর আগেরদিন এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী সিলেটের কয়েকটি স্থানে আক্রমণ চালিয়ে ২২তম রেজিমেন্টের একজন সৈন্যকেও আটক করেছেন।

মুক্তিবাহিনী রংপুরের বজরাপাড়ায় পাকসেনাদের ওপর অতর্কিত গেরিলা আক্রমন চালিয়ে পাকসেনাদের নাজেহাল করে ছেড়েছেন। এই আক্রমণে অনেক খানসেনা হতাহত হয়েছে। সেই দিনই পাকসেনারা মৃত সৈন্যদের লাশ ও আহত সৈন্যদের নওগাঁয় নিয়ে যায়। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ দু'জন পাকসেনাকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধার গ্রেফতার করেছেন। কয়েকদিন আগে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ঠাকুরগাঁয়ের কাছে মর্টার ও মেশিনগান থেকে মুক্তি ছাউনির উপর আচমকা গুলি চালায়। চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পয়েছে। গত দু'সপ্তাহ ধরে চট্টগ্রামে অধিকসংখ্যক গাড়ী ও সৈন্য নিয়ে পাকসেনাদের চলাফেরা

করতে দেখা যাচ্ছে। কুষ্টিয়া রণাঙ্গনে মেহেরপুর এলাকায় এক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী কমপক্ষে ৩০ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন, সেখানকার কুতুবপুরে মুক্তিবাহিনী খানসেনাদের ওপর আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১০ জন খানসেনাকে হত্যা করেন। গত ১৫ই জুন নাজিরাকোনায় এক প্লাটুন পাকসৈন্যকে আক্রমন করে মুক্তিবাহিনীর অসমবাহিনীর যোদ্ধারা ২০ জন দুশমন সৈন্যকে খতম করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, সাতক্ষীরার নিকট দুশমন সৈন্যদের ঘাঁটির ওপর মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমন চালিয়েছেন। এ এলাকায় কয়েকটি আউটপোষ্টেও আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমন চালিয়ে দস্যু সৈন্যদের আনেককেই হতাহত হরেছেন।

গত ১২ই জুন ভোমরা সেক্টরের কলারোয়ায় মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমন চালিয়ে খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী ঐ দিন রাতে আরেক অভিযানে ৬০ জন খানসেনাকে হত্যা করেছেন। কলারোয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও তথাকথিত শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ওয়াজেদ আলী চৌধুরীকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা খতম করেছেন।

মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে খানসেনার উপর ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে মেহেরপুরের নিকটে এক প্লাটুন খানসেনাকে খতম করেছেন। মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে কামদেবপুর গ্রামে ইছাখালী সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছেন। এতদাঞ্চলে মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করে মুক্তিবাহিনী শত্রুসেনাদের এক প্লাটুন সৈন্য খতম করে নিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ অফিসারও রয়েছে।

-জয়বাংলা ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫ জুন, ১৯৭১

MUKTIFIUJ KILLS 60 PAK SOLDIERS IN TWO DAYS

JUNE,-27- The Mukti fouj which has recently intensified its guerilla activities throughout the eastern sector have killed at least 60 Pak soldiers and captured some arms during the past two days, according to reports received from across the border, with their active and surprise attacks, the commandos are harassing the Pak troops and their agents everywhere in the eastern sector, the guerillas are now the headache of islamabad's army and have foiled the latter's plan to set up rail communication between Dacca and Chittagong.

Whatever the Pakistani president, General Yahya Khan, might say to the world about the return of refugees, his armed forces in Bangladesh have been keeping the people there terrorised by killing, burning houses and harassing women folk as before to maintain the rate of exodus of Bengalis, The Pak Army's attitude only suggests that islamabad's plan of driving out hindus and progressive muslims remains unchanged which is evident from the uninterrupted heavy influx of evacuees in to Tripura.

Meanwhile, reports PTI the Mukti Fouj gurillas had killed five Pak soldiers including an officer when they ambushed a jeep carrying the Pakistani personnel to Chuadanga town in Kushtia district in the south- western sector of Bangladesh yesterday. The army jeep was badly damaged.

-Hindesthan Standard, 28 June, 1971

সশস্ত্র সংগ্রামের গেরিলা বাহিনী

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে গেরিলা বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ	'দৈনিক পূর্বদেশ ' ৮ জানুয়ারী, ১৯৭২	এপ্রিল- ডিসেম্বর ১৯৭১

কাদের বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতা-১

সাক্ষাৎকারঃ কাদের সিদ্দিকী

১৯৭২

প্রশ্নঃ স্যার, কি করে আপনি এই বিরাট সংগঠন গড়ে তুললেন, একটু বলবেন কি?

উঃ ৩রা এপ্রিল নাটিয়াপাড়া যুদ্ধের পর আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। পাক বাহিনী টাঙ্গাইলে আসে। ১৯শে এপ্রিল ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসরমান পাকবাহিনীকে কালিহাতীতে বাধা দিই। নেতৃত্বে ছিল ই,পি আর-এর। এখানেই আমি প্রথম গুলিছুড়ি। পাকবাহিনীর একজন মেজরসহ অসংখ্য লোক মারা যায়। আমরা ডিফেন্স উঠিয়ে ছত্রভঙ্গ হই। গ্রাম গ্রামান্তরেও ঘোরাঘুরির পর সংবাদ পাই, পাহাড়ে একটি ই, পি, আর-এর প্লাটুন আছে। এই প্লাটুনকে খুঁজতে থাকি। আমার সঙ্গে এগারোজন ছিল মনি, খোরশেদ আলম ও শাহজাহান। এক রাতে ৪১ মাইল পথ হেঁটে আড়াইপাড়া মাদ্রাসায় আস্তানা গাড়ি । এই সময় পাহাড়ের হামিদুল হকের সঙ্গে দেখা। ই, পি, আরদের রেখে যাওয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়। এই পর্যায়ে আমার সংগঠনের সদস্যসংখ্যা একশতে দাঁড়ায়। এখান থেকেই সত্যিকারের সূত্রপাত।

প্রশ্নঃ স্যার, আপনার নেতৃত্বে কখন কোথায় প্রথম যুদ্ধ হয়?

উঃ কলিহাতী থেকে তিন মাইল দূরে চারান নামক গ্রামে। তারিখটা ২২শে মে। এখানে আমি এলএমজি ব্যবহার করি।

প্রশ্নঃ জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে আপনার সঙ্গে কি ধরনের সহযোগিতা করতো?

উঃ প্রথম দিকে তারা পাক বাহিনীর ভয়ে ছিল। অচিরেই এই ভয় কেটে যায় এবং তারা সর্বাত্মক সহযোগিতা শুরু করে।

প্রশ্নঃ আপনি কোথা থেকে হাতিয়ার পেতেন? আপনাকে কারা হাতিয়ার সরবরাহ করতো?

উঃ কেন, চীন ও আমেরিকা। অবাক হচ্ছেন বুঝি? অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা তারা পাক বাহিনীকে হাতিয়ার দিতো, আমরা পাক বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিতাম।

প্রশ্নঃ স্যার আপনার জওয়ানদের কতটুকু প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে পাঠাতেন?

উঃ যারা দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান তারা নিজের মাকে রক্ষা করার জন্য খালি হাতেও লড়তে পারে। ট্রেনিং এর চেয়ে আদর্শেও চেতনাই বড়। ট্রেনিং দিয়ে তাদের যুদ্ধ শেখাতে হয়নি, শত্রুর মোকাবিলা করেই তারা যুদ্ধ করতে শিখছে।

* দৈনিক পূর্বদেশ' (৮ জানুয়ারি ১৯৭২)-এ প্রকাশিত 'বঙ্গবীর সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার' থেকে সংকলিত। সাক্ষাৎকারটি যৌথভাবে গ্রহণ করেছিলেন কাদেও বাহিনীর সদস্য রফিক আজাদ ও মাহবুব সাদিক।

প্রশ্নঃ আপনার পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধগুলো চোরাগোপ্তা, না সম্মুখসমর ?

উঃ অধিকাংশ সম্মুখসমর। ব্যতিক্রম কেবল মাকড়াই-এর যুদ্ধ।

প্রশ্নঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত শত্রুদের ব্যাপারে আপনি সাধারণক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন?

উঃ যতক্ষণ হাতিয়ার থাকতো শত্রুর হাতে ততক্ষণই সে আমার বাধ্য। কিন্তু বন্দী ও আত্নসমর্পিত শত্রুর প্রতি আমার কোন দ্বেষ ছিলো না। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হতো।

প্রশ্নঃ স্যার, আপনি নিজে যে সমস্ত যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি এবং কেন?

উঃ ধলাপাড়ার কাছে মাকড়াই-এর যুদ্ধ, ২১শে নভেম্বর বাঁশাইলের কামুটিয়ার নদীর ধারে সংঘটিত যুদ্ধ। মাকড়াই-এর দশ মিনিটের এই যুদ্ধ ৩৮ জন খান সেনাকে হত্যা করি। কামুটিয়ার খান সেনাদেরও পাকা বাংকার ধূলিসাৎ করে তাদের তিন মাইল দূরে তাড়িয়ে দিই।

প্রশ্নঃ স্যার, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি আপনার কখনো অনুকম্পা হতো?

উঃ হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে কখনো হতো বৈকি।

প্রশ্নঃ নয়মাসে আপনার জীবনের প্রতি কোন যুদ্ধে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এসেছিল, কেমন ভাবে এবং কেন?

উঃ নাগরপুরের। আকস্মিকভাবে একটি চরম অসুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুর উপর গুলি চালাচ্ছিলাম। তিন দিকেই আমাদের সবার রাস্তা বন্ধ ছিল। চতুর্থ দিকে কেবল পানি আর পানি। ইতিমধ্যে আমার দিকে অগ্রসরমান শত্রুর কমাণ্ডারকে নিজের দলের ছেলে মনে করে তাকে অনেক কছে এগুতে দিই। ৪০ গজ দূরে থাকতে তাকে শত্রু বলে চিনতে পেরে গুলি ছুড়তে থাকি। পরে তিন দিকের শত্রুবেষ্টনী ভেদ করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাই।

প্রশ্নঃ স্যার মুজিবনগর থেকে আপনি কখন সক্রিয় সাহায্য পেয়েছেন?

উঃ আগষ্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে কোন সাহায্য পাইনি। পরে অবশ্য পেয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনার অধীনে যে সব জওয়ান আছে তাদের মধ্যে কে কে আপনাকে প্রায় অধিকাংশ যুদ্ধে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো?

উঃ সবু, খোকা, হালিম, ফজলুল হক, আবদুল্লা, ফজলু , আজাহার, লতিফ, দুলাল, মাসুদ, বেনু, শামসু, সাখাওয়াত এবং আরো কয়েকজন।

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধে আপনাকে কে প্রেরণা জোগাতেন।

উঃ বাঙ্গালী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

কাদের বাহানীর গঠন ও যুদ্ধ তৎপরতা-২

\ কাদের বাহিনী সাড়ে তিনশো লড়াই-এ অংশ নিয়েছে \

কাদের বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। এদের সহায়ক স্বেচ্ছোসেবকদের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজারেরও বেশী। একটি সেনাবাহিনীরমতো সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা,

* কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত। প্রতিবেদনটি ‘দৈনিক বাংলা’ ৮-১৩ ডিসেম্বর ’ ৭২-এ বিভিন্ন শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছিলেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ।

ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল কর্মক্ষেত্র, ৫টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল সমগ্র এলাকা। মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত ছিল ৯৭ কোম্পানীতে। ৫টি সেক্টরে ছিল পাঁচটি সদর দফতর। কোম্পানীগুলোরও ছিল পৃথক সদর দফতর। এসব সদর দফতর ছিল ভ্রাম্যমাণ। এছাড়া সবার ছিল একটি উর্ধ্বতন স্থায়ী সদর দফতর যেখানে হানাদার পাকিস্তানীরা কোনদিনই পা ফেলতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের বাহিনীতে ছিল সিগন্যালার-হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ বর্ণনায় যে ধরনের সিগন্যালার বা খবর সরবরাহকারীর সন্ধান মেলে তেমনি। আবার এর সাথে সাথে ছিল বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই বাহিনীর কোন যোদ্ধা অধিকৃত বাংলাদেশর বাইরের কোন জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেননি। অধিকৃত এলাকেতেই তারা পেয়েছেন প্রশিক্ষণ, আঘাত হেনেছেন শত্রুর উপরে , ধ্বংস করেছেন শত্রুর হানাদারদের আর একের পর এক মুক্ত করেছেন অধিতকৃত অঞ্চল। মুক্ত এলাকায় চালু করেছেন বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা ১৬ই ডিসেম্বর অনেক আগেই। একটি সেনাবাহিনীতে যে সব উপকরণ থাকা প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুই এদের ছিল। হাসপাতাল ছিল, যোদ্ধাদের উদ্দীপনা জাগানোর জন্য ছিল সাংস্কৃতি দল। রণাঙ্গন নামে একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র তারা প্রকাশ করতেন। ছিল সুষ্ঠ গণসংযোগ ব্যবস্থা। আরেকটি কথা- শুধু বিমান ছাড়া একটি সশস্ত্র বাহিনীর যে সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকা প্রয়োজন পরিমাণে সামান্য হলেও তার অনেকগুলোই তাদের কাছে ছিল। শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে তারা এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলেন। ব্যাপক সম্মুখসমর, খণ্ড যুদ্ধ ও ছোটখাটো সংঘর্ষসহ বাহিনীর মোট লড়াইয়ের সংখ্যা সাড়ে তিনশোরও বেশি। তাদের হতে নিহত হয়েছে সহস্রাধিক খানসেনা ও রাজাকার। আর এই বাহিনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা হলো একত্রিশ জন ।

তাদের নিজস্ব যুদ্ধপদ্ধতি ও কৌশল ছিল, গেরিলা যুদ্ধ তারা করেছেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অনেক সম্মুখ সমরে। গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধের একটি রীতি হলো 'হিট অ্যাণ্ড রান' অর্থাৎ আঘাত হেনে পালিয়ে যাও। কিন্তু এই বাহিনী গেরিলা যুদ্ধে একটি নবতর রীতি সংযোজন করেছিল। তা হলো 'সাডেন হিট, স্টে অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স' আতর্কিতে এসে আঘাত হনো, অবস্থান করো ও এগিয়ে যাও।

বাহিনীর নাম কাদের বাহিনী আর অধিনায়কের নাম কাদের সিদ্দিকী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বাহিনী আর অধিনায়কের নাম চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। কাদের বাহিনীর নাম শুনলে হানাদার পাকিস্তানীও তাদের সহযোগীদের বুকের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপন জাগতো। আর কাদের সিদ্দিকী রুপকার নায়কের মতো একটি নাম, অধিকৃত বাংলাদেশ একটি অঞ্চলের মুক্তিপাগল বাঙ্গালীর কাছে যে নাম ছিল আস্থা, প্রত্যয়, সাহস, সংগ্রাম ও বিজয়ের বরাভয় আর হানাদারদের কাছে ছিল ভীতি আর বিলুপ্তির পরোয়ানা।

... . .. দলগত বা বাহিনীগতভাব 'কাদের বাহিনী' প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় একাত্তর সালের ২২শে মে চারানে। এই সংঘর্ষ চল্লিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। যুদ্ধে ১৫ জন খান সেনা নিহত হয়। আহত হয় আর বেশী। মুক্তিযোদ্ধারা কেউই হতাহত হয়নি। দুজন গ্রামবাসী শহীদ হন। এরপর থেকে চলেছে খান সেনাদের উপরে অব্যাহত আক্রমন। খান সেনাদের অস্ত্রবাহী জাহাজের উপর হামলা চালিয়ে এক কিস্তিতেই দখল করেছে একুশ কোটি টাকার গোলাবারুদ। ২৩ ঘন্টা সময়ের মধ্যে টাঙ্গাইল থেকে কড্ডা পর্যন্ত রাস্তায় ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করেছে তারা। একাত্তরের নভেম্বর নাগাদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ থানা মুক্ত করেন তারা এবং অমনি কয়েকশ অপারেশন। ১২ই ডিসেম্বর মুক্ত হয় টাঙ্গাইল। মেজর জেনারেল নাগরা, ব্রিগডিয়ার ক্লেয়ার ও ব্রিগেডিয়ার সানত সিং-এর ভারতীয় বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে কাদের বাহিনী অগ্রাভিযান করে ১২ই ডিসেম্বর পরবর্তী কয়েকটি দিন। ১৬ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনী যখন সবার আগে ঢাকা প্রবেশ করে তখন তাঁর সাথে ছিল কাদের বাহিনী ও কাদের সিদ্দিকী।

বাঘা সিদ্দিকীর সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমি মিলিত হয়েছিলাম। আমার টেপ রেকর্ডারে তিনি একনাগাড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁর বক্তব্য রাখেন। ২৫শে মার্চের পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বাহিনী সংগঠন থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের কথা বলেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন যে, কোন বাহিনী গঠনের মানসিকতা নিয়ে অন্তত প্রথম অবস্থায় তিনি যুদ্ধে নামেননি। তিনি বললেন, যখন ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া আমাদের উপর তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি আগে ভাবতাম কোন কিছুর সমাধান হিংসাত্মক উপায়ে হয় না। ২৩শে মার্চ আমরা অধিকার আদায়ের শপথ নিলাম। এবং সেদিন প্রথম সবক নিলাম প্রয়োজন হলে অস্ত্রের মাধ্যমেও রাজনীতি করতে হতে পারে। ২৫শে মার্চের পর টাঙ্গাইলে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেখানে আমার কোন যোগ্যতা নেই। তার জন্যে কোন দায়িত্ব না পেলেও নিজে একজন কর্মী হিসাবে থাকার চেষ্টা করলাম। আমি আগে থেকেই জানতাম রাজনীতির মঞ্চের নেতৃত্ব আর যুদ্ধের নেতৃত্ব এক জিনিস নয়।

৩রা এপ্রিল, ১৯৭১ সাল। হানাদার পাক বাহিনী এগিয়ে এলো টাঙ্গাইলের পথে। তাদেরকে সাটিয়াচড়ায় বাধা দেয়া হয়, বললেন কাদের সিদ্দিকী। সেই যুদ্ধ প্রাক্তন ই,পি আররাই করেছিল। মাত্র ২ প্লাটুন ইপিআর সেদিন বাধা দেয় হানাদার খান সেনাদের একটি ব্যাটালিয়নকে। যুদ্ধে আমাদের হার হয়। ভাবলাম পাহাড়ে পালিয়ে চলে যাবো। কিন্তু দেশ ছেড়ে যাবো না। যা হয় দেশেই হবে।

\ শত্রুর মোকাবিলা করেই কাদের বাহিনী যুদ্ধ শিখছে \

১৯শে এপ্রিল। ময়মনসিংহের পথে রওনা হয় পাকবাহিনী। পথে কালিহাতীতে তাদের বাধা দেয়া হয়। নেতৃত্বে ছিল ইপিআর-এর। কাদের সিদ্দিকীও এদের সঙ্গে অংশগ্রহন করেন। শত্রুপক্ষের মেজর কামালসহ বহু খান সেনা এই যুদ্ধে হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স উঠিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে য়ায়। এদিকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাদের সিদ্দিকী। সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন মুক্তিপাগল যুবক। কাদের সিদ্দিকী বলছিলেন, আমার আয়ত্তে কুড়ি পঁচিশটি বন্দুক ছিল। এগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলাম। লুকিয়ে রাখলাম। কয়েকদিন পর শুনতে পেলাম কাদের বাহিনীর মাথা কেউ এনে দিতে পারে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। ভয় পেলাম প্রথমে। আমাদের দেশে হাজার টাকার জন্য মানুষ মানুষকে খুন করে। আমাকে তো ধরিয়েও দিতে পারে। অনেকগুলো যুবক ও তরুণ আমার সাথে গিয়েছিল। তাদের কয়েকজনকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি তখন কিছুটা ফ্রাস্ট্রেটেড। আমি পারবো কিনা সন্দেহ ঢুকছে মনে। আমি যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারবো তা তখন আমার জানা নেই। সহগামী বন্ধুদের বললাম, তোমরা চলে যাও। তোমরা এখনো দোষী সাব্যস্ত হওনি। আমি মনস্থির করলাম এমনিভাবে পালিয়ে পালিয়ে থাকবো। যদি কোনদিন সুযোগ পাই এবং একজন পাসসেনাকেও হত্যা করতে পারি তাহলে মনে সান্ত্বনা পাবো তবু তো একটাকে মারলাম।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, কিন্তু পরে দেখলাম আমাকে জঙ্গলে কাটাতে হলো না। মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ পাগল। সংগ্রামের জন্য তাদের দারুণ আগ্রহ। লাখ টা্কার বিনিময়েও তারা ধরিয়ে দিতে রাজী নয়। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কাদের ভাই, কোথায় ট্রেনিং হচ্ছে? আপনি কোথায় ট্রেনিং দিচ্ছেন, বলুন। বুকে অনেক ভরসা পেলাম। রিক্রুট শুরু করলাম। ৬ই মে নাগাদ আমার দলের লোকসংখ্যা দাঁড়ালো ৪০০ জন। ১৪ই মে বহেরাতৈলে পবিত্র কোরআন হতে নিয়ে আমার জওয়ানদের শপথ করালাম যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে, বঙ্গবন্ধু ফেরত না আসবেন, ততদিন আমাদের যেই জীবিত থাকি যুদ্ধ করবো। সেই থেকে আমাদের সুপরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু হলো।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি চেষ্টা করেছি আমাকে ছায়া দেয়ার মতো এবং নেতৃত্ব দেয়ার মতো কাউকে যদি পেতাম। আমরা তার হুকুম মেনে কাজ করতাম। অনেকে এসেই আমার সাথে যোগদান করেছে। প্রথমে ভেবেছি এই বোধ হয় কোন নেতা পাবো। কিন্তু পরে দেখেছি তারা আমাকে নেতৃত্ব

দেয়ার চেষ্টা করেননি বরং আমার কাছ থেকে নেতৃত্ব আদায়ের চেষ্টা করেছে। তাদের জোরেই আমি নেতা হয়েছিলাম।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, কাদের বাহিনী নাম আমি দিইনি। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকেই প্রথম আমাদের যুদ্ধকে কাদেরিয়া মার বলে বর্ণনা করে। আমার বাহিনীর নাম দেয় কাদের বাহিনী। পরে আমার ছেলেরাও এই নাম গ্রহন করে। বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তানি কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে কাদের বাহিনী নামে অভিহিত করেন। কিন্তু আমি আগেও ভাবতাম এবং আজো ভাবি স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমরা মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধা।

৩রা জুন কাদের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় গোপালপুর, মধুপুর ও টাঙ্গাইল থানার সম্মিলিত পুলিশ বাহিনীর সাথে। খণ্ডযুদ্ধ হয় বইলামপুরে। হেরে পুলিশ বাহিনী পালিয়ে যায়। সাতজন পুলিশ কাদের বাহিনীর হতে গ্রেফতার হয়। ১২ই জুন হলো বল্লার যুদ্ধ। পাঁচ ঘণ্টা চলে এই যুদ্ধ। কাদের সিদ্দেকীর ভাষায় জনগণের মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রথম পর্যায়ের এই যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের কাছে আর্বিভূত হয়েছিল। দল সংগঠনের পর খানসেনাদের সাথে এটা ছিল আমাদের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ। আমরা ছিলাম প্রায় ১৫০জন। কিন্তু পজিশন নিয়েছিলাম কৌশলগত কারণে মাত্র ১৩ জন। সেই যুদ্ধে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। আহত কত হয়েছিল বলতে পারবো না। যুদ্ধে ওরা হেরে গিয়ে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু লাশগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা তখনো গুলি চালিয়ে একটি কভার সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। আমি তখন ভাবছি, খান সেনাদের অন্তত কয়েকটি লাশ আমাদের নিয়ে যেতেই হবে। তাহলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে আমরাও লড়তে পারবো। আপ্রাণ চেষ্টা করে পাঁচটি লাশ নিয়ে এলাম। একটি লাইট মেশিন গানসহ ৯টি রাইফেলও হস্তগত করলাম। কিন্তু সেদিন মেশিনগান রাইফেলের চেয়েও বড় কাজ এসেছিল ওই লাশগুলো। ৫টি লাশ দেখার জন্য কুড়ি হাজারের মতো লোক জমায়েত হয়েছিল। এমন কোন লোক ছিল না যে লাশগুলোকে সেদিন ঘৃণাভরে লাথি মারেনি। পরে লাশগুলোকে আমরা নদীতে ভাসিয়ে দিই। এরপর জনগনের মনে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

আগষ্ট মাসে কাদের সিদ্দিকীর হাতে গুলি লাগে। টাঙ্গাইল থেকে ১২৮ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তিন দিনে তিনি সীমান্তের ওপারে গিয়ে পৌঁছেন। ২৩শে আগষ্ট তিনি চলে যান। বাংলাদেশ আবার ফিরে আসেন ১৩ই সেপ্টেম্বর। ভারত আবস্থানকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কাদের সিদ্দিকী বলেন যে, 'ভারতীয় বাহিনী আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। আমার যদ্দুর জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাতে মনে করি ভারতীয় বাহিনীর লোকেরা খুব ভালো করেই অনুভব করেছে যে আমাদের স্বাধীন করা উচিত।'

কাদের বাহিনীর সংগঠনগত ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্নও আমি কদের সিদ্দিকীর কাছে রেখেছিলাম। তিনি জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক হিসাবে ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। প্রত্যেক ইউনিয়ন, গ্রাম এবং ওয়ার্ডে এই বাহিনী ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা জনগনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতো না। মুক্তিফৌজ কোথাও অপারেশনে গেলে বা ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করলে তাদের খরবদারির ভার থাকতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও কয়েকটি দল ছিল। এগুলো হলো হেলথ কোর, যোগাযোগ দল ও যুদ্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত যোদ্ধাদল। এই শেষোক্ত শ্রেণীই ছিল সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন ক্ষেত্রের অভাব ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। বিশেষ কোন ট্রেনিং দিয়ে তাদের যুদ্ধ শেখাতে হয়নি। শত্রুর মোকাবেলা করেই তারা যুদ্ধ শিখেছে। টাঙ্গাইল জেলায় কাদের বাহিনী তাদের তৎপরতা সর্বাধিক কেন্দ্রিভূত করেছিল। পাঁচটি সেক্টরে জেলাটি বিভক্ত ছিল। কোম্পানীর অধিনায়ক হিসেবে কাউকে কখনো বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। একজন সিনিয়র কোম্পানী কমাণ্ডারের উপর তার নিজস্ব কোম্পানী ছাড়াও সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হতো।

বাহিনীর উর্ধ্বতন সদর দফতর ‘মহানন্দপুরে’ অবস্থিত ছিল। বাহিনীর একজন প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন। একাত্তর সালের জুলাই মাস থেকে বাংলাদেশে সরকারের অনুমতিক্রমে কাদের বাহিনীর জনগনের দৈনন্দিন জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্যে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহন শুরু করেন।

কাদের বাহিনীর একটি সিকিউরিটি বা ইনটেলিজেন্স বিভাগ এবং সাথে সাথে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থা চালু ছিল। বাহিনীর লোকজন সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে রিপোর্ট করা ছিল এদের কাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি ছিল কাঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাদের বাহিনীর সিগন্যাল বা কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা ছিল অদ্ভুত। সর্বক্ষণ বিভিন্ন এলাকায় রুটিনমাফিক সিগন্যালম্যানের কাছে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে খবর পৌঁছে দিতো। সে পৌঁছে দিতো পরের পয়েন্টে। এমনি করে করা হতো খবর এবং তা সব সময়ই (বিশেষ করে যা জরুরী গোপন আশু নির্দেশ) থাকতো লিখিত। বিভিন্ন পয়েন্টের সিগন্যালম্যানের নাম তাতে স্বাক্ষরিত থাকতো। কাদের সিদ্দিকী জানান যে, এভাবে ১০ মাইল দূরবর্তী কোন স্থান খবর পাঠাতে তাদের সময় লাগতো বড়জোর ২৫ মিনিট। নভেম্বর মাস থেকে কাদের বাহিনীর শক্তিসম্পন্ন বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে।

\ যুদ্ধে কখনো হারিনী-কিন্তু নাগপুরের কোন যুদ্ধে আমি জিতিনিঃ কাদের সিদ্দিকী \

কাদের বাহিনীর মোট লড়াইয়ের সংখ্যা তিনশরও বেশী। প্রত্যেকটি যুদ্ধ হামলা কিংবা স্যাবোটাজ অপারেশনই ছিল কোন না কোন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এর মধ্যে কয়েকটি লড়াই-এর স্মৃতি মনে দাগ কেটে রয়েছে। সে কথাই বলছিলেন কাদের সিদ্দিকী। ১১ই আগষ্ট কমাণ্ডার হাবিবের নেতৃত্বে কাদের বাহিনী একটি দল ভূয়াপুরের কাছে মাটিকাটায় ধলেশ্বরীতে পাকবাহিনীর অস্ত্রবাহী জাহাজের ওপর হামলা চালাল। জাহাজটির নাম আর এস ইউ ইঞ্জিনিয়ার্স, এলসি-৩। ঢাকা থেকে রংপুরের সেনানিবাসে যাচ্ছিল ২১ কোটি টাকার অস্ত্র নিয়ে। সঙ্গে আরও কয়েকটি জাহাজ ছিল। কিন্তু কাদের বাহিনীর যোদ্ধারা সিরাজকান্দির উত্তরে মাটিকাটা চরে নদী তীরবর্তী দুটি বাড়ি থেকে স্টেনগান, এলএমজি আর মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছিল সঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর। ঘায়েল হলো জাহাজ, কুপোকাত হলো জাহাজের অধিনায়ক আমানুল্লাহ খান, খতম হলো শতাধিক খান সেনা । কাদের বাহিনী ছিনিয়ে নিল ২১ কোটি টাকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ যার মধ্যে ছিল ১২০ এম এম ২ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার, ৮৩ এম এম ক্যালেণ্ডার সাইজ ভারী কামান ও প্রচুর রাইফেল। এরপর পাক বাহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে পাল্টা হামলা চালিয়েছিল। দুটো এফ-৮৬ স্যাবর জেট তাদেরকে কভার দিকে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ২১ কোটি টাকার অস্ত্র কাদের বাহিনী তাদের সদর দফতর নিয়ে চলে গেল। এই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকীও মাটিকাটায় ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে যে সব যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে মনে দাগ কাটবার মতো কয়েকটি যুদ্ধের কথা কাদের সিদ্দিকী বললেন। একটি যুদ্ধ হল আগষ্টে ধলাপাড়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী আহত হন। ২০শে নভেম্বর আড়াই হাজার পাকসেনা অর্থ্যাৎ পুরো একটি বিগ্রেডকে ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড থেকে হাটিয়ে দিয়ে করটিয়া পর্যন্ত এলাকা কব্জায় রেখে ২৩ ঘণ্টায় ১৭টি সেতু ধ্বংস করে দেয় কাদের বাহিনী। পাক বাহিনী পাল্টা বিমান আক্রমণ চালায় কাদের সিদ্দিকী জানান, এত সামনাসামনি যুদ্ধ এর আগে আমি কোনদিন করিনি। ওরা একবার এগিয়ে আসছে, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ওরা পিছু হটছে। এভাবে পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর পাক সেনারা হেরে যায়। কাদের বাহিনী পাকসেনাদের কয়েক মাইল পিছু হটিয়ে দিয়ে আসে।

কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত অংশগ্রহন-সমৃদ্ধ যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে ধকল গেছে নাগপুরের যুদ্ধে। কাদের সিদ্দিকী আমাকে বললেন, আমার জন্য টাঙ্গাইল জেলায় একটি দুর্ভাগ্যজনক থানা ছিল নাগরপুর। আমি

জীবনে কোন যুদ্ধেই হারিনি। কিন্তু নাগরপুর থানায় কোন যুদ্ধেই জিতিনি। ১৭ই অক্টোবর আমি নাগরপুর অভিযান করেছিলাম। সেদিন আমার মারা যাওয়ার মতো অবস্থা। কোন রকমে বেঁচে যাই। তারপরও আমি অভিযান চালাই। সেখানেও আমি হেরে যাই। ৩০শে নভেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে ১২টায় নাগরপুর থানা দফতরের উপর হামলা করি। আমাদের মনে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। নাগরপুর থানায় ৬৫জন সৈন্য রয়েছে-তাও মিলিশিয়া। আর আমাদের হল ২৫০ জন যোদ্ধা। ভাবলাম, আজ হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে খানায় উঠবো। কিন্তু পারলাম না। ২টা তিন ইঞ্চি মর্টার, ২টা আড়াই ইঞ্চি মর্টার, ৭/৮টি ২ই ঞ্চি মর্টার, ৪টা গ্রেনেড নিক্ষেপকারী রাইফেল আমাদের সাথে। এ ছাড়া রয়েছে ১৯টি লাইট মেশিনগান। জীবনে এত এলএমজি আর কোথাও ব্যবহার করিনী। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছাড়া কোন সিংগলশট অস্ত্রও আমরা ব্যবহার করিনি। কিন্তু থানাটির অবস্থান ছিল ভারী বিদঘুটে। সম্মুখে ফাঁকা জায়গা। কবার নেয়ার মতো কোন স্থান নেই। ফলে এগোনো যায় না। আর শত্রুরা মরিচা থেকে ফায়ার করছে। আমি ১৫৮ রাউণ্ড ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলাবর্ষণ করি। কিন্তু একটি গোলাও থানার ওপরে ফেলতে পারলাম না । আমি এমন ব্যর্থ আর কোথাও হয়নি। একশ গজ দূর থেকে ৫৪ রাইণ্ড দুই ইঞ্চি মর্টারের ফায়ারও করেছি। কিন্তু একটাও লক্ষ্যস্থলে পড়েনি। ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত হামলা চালালাম। কিন্তু পাক সেনাদের মরিচা থেকে ডিবপার্জ করতে পারলাম না। এত প্রস্তুতির পরও সবচেয়ে বেশি ধকল আমার এখানে গেছে। আসল চাইনিজ ৮৩ ব্লেন্ডিগুিসাইড কিন্তু তার ফ্লাশ প্রোটেক্ট করার জন্য যে কভার থাকে তা নেই। রাউণ্ড ভরলাম ফায়ার করলাম। থানায় শত্রুদের একটা মরিচা ছিটকে উড়ে গেল। কিন্তু আমাকেও ধাক্কা মেরে হাত তিনেক পেছনে ফেলে দিল। আমার মাথার টুপি উড়িয়ে নিয়ে ফেলল প্রায় পনের হাত পেছনে।

৩রা ডিসেম্বর পাক বাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট কন্টিনজেন্ট এগিয়ে এলো ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল। কাদের সিদ্দিকী এগিয়ে গেলেন এলাসিন গুদারা ঘাটে পাক বাহিনীকে বাধা দিতে। কিন্তু সময়ের সামান্য হেরফের তিনি গুদারা ঘাটের ওপারে পাক বাহিনীকে বাধা দিতে পারলেন না। পাক বাহিনী এপারে চলে এলো। কাদের বাহিনী সুবিধামত পজিশন নিতে পারলেন না। কাদের সিদ্দিকী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। আবার সবকিছু ঐ এলাকায় সুসংগঠিত হয়ে গেল। ৩রা ডিসেম্বর মধ্য রাতে কাদের সিদ্দিকী ছিলেন কেদারপুরে। শেষ রাতে গোলা আর বোমাবর্ষণের শব্দ শুনতে পেলেন। খানিক পরই মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। সঙ্গীদের বললেন কাদের সিদ্দিকী, কাল থেকে নতুন সুখবর হবে। সঙ্গীরা এ কথার অর্থ জানতে চাইলেন। কাদের সিদ্দিকী বললেন, এই যে দেখলে না আমাদের বিমান শত্রুদের উপর আক্রমণ হেনে চলে গেলো। এরকম আঘাত হানলেই কাজ হবে। বাদবাকি আমরা পারব। পরের দিন কাদের সিদ্দিকী নবতর পরিস্থিতিতে সবাইকে সংগঠিত করলেন।

কাদের সিদ্দিকী নতুন পরিকল্পনা নিলেন ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে যে সেতুগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে তার নিচু দিয়ে যে রাস্তা হয়েছে তাতেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে এন্টি ট্যাংক মাইন বসানো হবে এবং এই মাইন প্রতিরক্ষার জন্য এর চারপাশে বসানো হবে একাধিক এন্টি পারসোনেল মাইন। প্রতি রাতে এই মাইন বসানোর নির্দেশ দেয়া হল। কাদের বাহিনীর যোদ্ধারা জালের মতো মাইন বিছিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে কাদের সিদ্দিকী আরেকটি পরিকল্পনা নিলেন, আগামী দুই দিনের মধ্যে টাঙ্গাইল-মযমনসিংহ সড়কের সেতুগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তারপর টাঙ্গাইল দখল করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০শে নভেম্বর টাঙ্গাইল দখলের পরিকল্পনা কাদের সিদ্দিকী ছিল। ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের সড়কের সেতুগুলো একযোগে ভেঙ্গে ফেলা হবে- মধুপুর থেকে শুরু করে ৯টা সেতু ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওপাশের দায়িত্ব যারা ছিলেন তারা আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দিতে পারেনি।

যাহোক, এবার কাদের সিদ্দিকী সেতু ভাঙ্গার জন্যে নতুন করে পরিকল্পনা নিলেন। তিনি ভাবলেন, ঢাকায় এখন শত্রুদের ওপর বিমান আঘাত হানা হবে; সীমান্ত ছেড়ে পাকবাহিনী আসবে না এবং এই সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেতু ভেঙ্গে পাকবাহিনী যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে টাঙ্গাইল তিনি দখল করবেন। ৪ঠা

ডিসেম্বর কাদের সিদ্দিকী মার্চ শুরু করলেন। তখন কামালপুরে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। কাদের সিদ্দিকী স্থির করলেন তিনি মধুপুর দখল করে পুংলী সেতু পর্যন্ত আসবেন।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, ৭ই ডিসেম্বর আমি নিকরাইল থেকে কোথায় কি করা হবে তার পরিকল্পনা করলাম। স্থির করলাম আমার ৫হাজার যোদ্ধাকে নিয়ে এবারকার পরবর্তী পর্যায়ের অপারেশন চালাবো। আর সব যোদ্ধা থাকবে ডিফেন্সে এবং এই ৫হাজার করবে এ্যাকশন। এর আগে ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃত দিয়েছে। ৭ই ডিসেম্বর আমি নিকরাইলে জনসভা করলাম। কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার লোক হল। সভায় জনগণকে বললাম, আপনাদের সাথে আর দেখা হবে কিনা জানি না। বাংলাদেশ আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। কাদের সিদ্দিকী বললেন, ৭ই ডিসেম্বর রাতে সম্মিলিত বাহিনীতে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সানত সিং আমাকে অয়ারলেসে যোগাযোগ করে জানালেন, আমরা জামালপুর পর্যন্ত এসে গেছি, ব্রহ্মপুত্র নদী আমরা পার হতে পারছি না। আপনি জামালপুরের দক্ষিণ দিক থেকে পাকবাহিনীর উপর হামলা করুন আর আমরা উত্তর দিকে থেকে হামলা করছি। আমি তাই জামালপুর রওয়ানা হলাম। কিন্তু ধনবাড়ী পর্যন্ত গিয়ে মত পরিবর্তন করলাম। আমি ঘুরে পথ পরিবর্তন করলাম। ৯ই ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার সানত সিংকে অয়ারলেসে জানালামঃ আমি আপনার প্রস্তাবে মানতে পারলাম না। কিন্তু ঢাকা থেকে পাকবাহিনী যেন ফোর্স পাঠাতে না পারে আমি সেই চেষ্টা করছি। আমি কথা দিলাম, পাক বাহিনীর একটি সৈন্যও যদি এই পথে এইদিকে আসতে পারে তবে আমি আইনত দণ্ড নেবো। আপনি আমাদের একটু উপকার করুন- গোপালপুরে আমাদের একটু এয়ার কভার দিন।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, তাঁরা আমাদের কথায় রাজী হলেন। ১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলা আমরা ঘাটাইল থানার হামলা করলাম। বিকেল সাড়ে চারটায় থানা ঘাঁটির উপর হামলা করলাম। সেদিনই ঘাটাইলের পতন হলো। এদিকে সকাল ১০টা-১১টায় গোপালপুরে এয়ার কভার দেওয়ার কথা, আমার বাহিনীর যোদ্ধারা সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিমানের দেখা নেই। আমাদের কোন কনর্ফামও করেনি। আমার ছেলেরা গোপালপুর ঘাঁটিতে আক্রমন চালিয়ে কব্জা করে নিতে পারে। কিন্তু তারা বিমান হামলার জন্য অপেক্ষা করছে। পরে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আমার ছেলেরা শত্রুরা ঘাঁটির উপর আক্রমন করলো। পতন হলো গোপালপুরের।

বলছিলেন কাদের সিদ্দিকীঃ এদিকে জামালপুরে আর আমাদের সাহায্যের দরকার হয়নি সম্মিলিত বাহিনীর। জামালপুরে শত্রু অবস্থানের উপর সম্মিলিত বাহিনীর বিমান এক হাজার পাউণ্ডের দুটি বোমাবর্ষণ করে। এতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে শত্রুদের প্রায় ৩৮টি মরিচা ধসে একেবারে পুকুরের মতো হয়ে যায়। এরপর পাকবাহিনী পালাতে শুরু করে। এদিকে রাস্তাটি এলাংগা পর্যন্ত আমাদের দখলে এসেছে। টাঙ্গাইলে পাকবাহিনীর রয়েছে। পলাতক পাকবাহিনীর কনভয়ের উপর সম্মিলিত বাহিনীর বিমান স্ট্রাফিং করে গেল। ১১ ডিসেম্বর ভোর বেলায় আমরা পরিকল্পনা নিলাম আজ টাঙ্গাইল দখল করতেই হবে। কমাণ্ডার হাবিবের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে পাঠানো হলো ময়মনসিংহ থেকে পাকবাহিনী আগমনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। আগের রাতেই খবর পেয়েছি পাকবাহিনীর কনভয় যেতে পারছেনা। টাঙ্গাইল-ঢাকা রোডে পাতা আমাদের মাইনের জালের ফাঁদে তারা আটকা পড়েছে। প্রত্যেকটি সেতুর নিচের ডাইভারসন রোডে রয়েছে মাইন। ভাতকুড়া ব্রীজের নীচে একটি মাইনের ঘায়েই পড়ে গেলো এগারোটি গাড়ি। রোড় ক্লিয়ার নেই। টাঙ্গাইল থেকে ভাতকুড়া হয়ে কালিহাতি পর্যন্ত লাইনআপ হয়ে রয়েছে শত্রুদের কনভয়ের গাড়ী। কালিহাতী থানা আমাদের ছেলেদের দখলে। আমরা এগিয়ে এলাম। আমি ১১ই ডিসেম্বর আবার সম্মিলিত বাহিনীর বিমানকে টাঙ্গাইল থেকে এলাঙ্গা পর্যন্ত বিমান হামলা ও এয়ার কভারের কথা বলেছি। তারা জানিয়েছেন, দিচ্ছেন। এদিকে কমাণ্ডার সবুরকে রেকি পার্টি নিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা এগিয়ে গেছে। ভয় হলো বিমান হামলা না আবার ভুলে তার উপর হয়। আল্লাহর রহমত, এলাঙ্গা থেকে অল্প একটু এ পাশে সবুর হল্ট হরেছে। হল্ট এ জন্য করেছে যে ওপাশে পাকবাহিনী রয়েছে এক ব্যাটালিয়ন। আটকা পড়েছে। সবুরকে নির্দেশ দিলাম একটু পিছিয়ে আসার জন্য। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিমান হামলা হলো। সে কি মার! পাকবাহিনীর সেখানে পালিয়েছে সেখানেই তার ওপর হামলা। শত্রুরা দিশেহারা

হয়ে পড়লো। অমরা ডবল মার্চ করে এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে পাকবাহিনীর সেকি দৌড়। পাকবাহিনী যে এমন দৌড়াতে পারে তা না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করলাম না। ধরাতো ওরা পড়বেই। আমদের বাহিনী সড়ক ধরে এগিয়ে চললো। আমাদের বাহিনীর তারপর পুংলী ব্রীজে পৌঁছলো। সে সময় ওখানে ভারতীয় বাহিনীর ছাত্রীসৈন্য নামল। অনেক এলাকা জুড়ে তারা নামলো। একটু পরে খবর আসলো ভারতীয় বাহিনী এসে পড়েছে। আমি ভাবতে পারিনি এত তারাতাড়ি তারা আসতে পারবে। আমকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন টাঙ্গাইলের খবর কি? আমি বললাম, টাঙ্গাইলের দায়িত্ব তো আমার। একটু সবুর করুন। খানিক পর খবর দিচ্ছি। পাকবাহিনীর ফেলে আসা বাসে উঠলাম। এসে দেখি গোলাগুলি চলছে শহরে। পাকবাহিনীর তিনশ সৈন্য রয়েছে শহরে। আমার বাহিনীর যোদ্ধাদের সঙ্গে পাল্পা গুলি বিনিময় হচ্ছে। কিন্তু আত্মসমর্পন করছে না। বলছে যে, হয় ভারতীয় বাহিনী, নায়তো কাদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। আমি গিয়ে আহববান জানালাম অত্মসমর্পণের জন্যে। পাকবাহিনীর কমাণ্ডার এসে আত্মসমর্পণ করে বললোম ‘যো আপ করে।’ ভারতীয় বাহিনীর কাছে খবর গেল, এবার আসতে পারেন। টাঙ্গাইল ক্লিয়ার। অবশ্য টাঙ্গাইল সকালেই ক্লিয়ার হয়েছিল। আমার শুধু অন্য সব দায়িত্ব আটক থাকায় আসতে দেরি হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনী টাঙ্গাইল এলো। গোড়াই পর্যন্ত আমি অপারেশন প্লান করে দিয়েছিলাম। খবর পেলাম গোড়াই পর্যন্ত সব ক্লিয়ার।

\ আমার পরিচয় পেয়ে নিয়াজী তড়াক করে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো \

১২ই ডিসেম্বর। গোরাই গিয়ে অবস্থান নিল ভারতীয় বাহিনী। কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনীকে ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। ১৪ ডিসেম্বর তিনি টাঙ্গাইলে জনসভা করলেন। সেই জনসভায় বললেন ভাইসব, এই বোধ হয় শেষ দেখা। আর দেখা নাও হতে পারে। এই যে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারলাম এটাই আমার শান্তি। কাদের সিদ্দিকী আমাকে এ প্রসঙ্গে বললেন, ঢাকা যে এত সকালে মুক্ত হবে তখনো তা ভাবিনি। আমি মনে করেছিলাম অন্তত আরো একমাস যুদ্ধ হবে। কাদের সিদ্দিকী ঢাকা অভিযানের জন্য নিজের বাহিনী থেকে আড়াই হাজার যোদ্ধা বাছাই করলেন। শুরু হলো ঢাকা অভিমুখে অভিযান। স্থির হলো দুটি পথে সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে যাবে-১। সাভার হয়ে এবং ২। টঙ্গী হয়ে।

১৫ই ডিসেম্বর সকালে পাকবাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রাভিযান রোধ করার জন্য কড্ডার সেতু ভেঙ্গে দেয়। এসব ঘটনার কথা বলছিলেন কাদের সিদ্দিকী, ‘সকালে ওরা ব্রিজ উড়িয়ে দিল। সম্মিলিত বাহিনীতে ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া সিদ্দিকী! কেয়া হো গোয়া! আমি বললাম, কি আর হবে। পাক বাহিনী ব্রিজ ভেঙ্গে দিল। পাকবাহিনীর কাণ্ড দেখে আমার তখন খুব হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিলাম, পাক মিলিটারি তোদের রোধ করার জন্য ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলি। মেজর জেনারেল নাগরাকে বললাম, আজ আভি অর নেহী যায়েগা। জেনারেল নাগরা বললেন, কিউ সিদ্দিকী কিউ? আমি বললাম, হাম প্লান বানায়েঙ্গে। রাতের বেলা পরিকল্পনা তৈরি করলাম। একদল ডানদিকে আর এক দল বাম দিকে রাতের আরছায়ার নদী পার হলো স্থানীয় লোকজনের সহায়তায়। আমাদের ১০০ জন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনীর একটি করে ব্যাটালিয়ান। পাক বাহিনী তখনো নিশ্চিন্তে রয়েছে। ভেবেছে, আমরা তো নদী পার হতে পারবোই না । আল্লাহর কি রহমত, সম্মিলিত বাহিনী নদী পার হয়েই শত্রুদের দুজনকে মেরে ফেললো। ব্রিজ ভেঙ্গে যারা খেতে বসেছিল তাদের পাকড়াও করলো।’

১৫ই ডিসেম্বর সকালে সম্মিলিত বাহিনীর আরেকটি দল এগিয়ে গিয়েছিল সাভারের পথে। এখন যেখানে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প সেখানে যুদ্ধ হয়। তারপর আর কোন যুদ্ধ হয়নি। এই বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর সকালে মিরপুর থেকে সাভার অভিমুখী সড়ক সেখানে প্রস্থে দ্বিগুণ হয়ে অর্থাৎ ডবল রোড হিসেবে শুরু হয়েছে সেখানে এসে অবস্থান নিল। আর এদিকে টঙ্গী অভিমুখী বাহিনী ১৬ ই ডিসেম্বর বোট বাজারে এসে পৌঁছলো।

১৬ই ডিসেম্বর সকালে মেজর জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী একটি হেলিকপ্টারে এসে সাভারগামী সড়কে মিরপুর ব্রিজের পরবর্তী ব্রিজের কাছে নামলেন। সঙ্গে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। বলছিলেন কাদের সিদ্দিকীঃ ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার টঙ্গী অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন। সাভারগামী বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন ব্রিগেডিয়ার সানত সিং। হেলিকপ্টার থেকে নেমে মেজর জেনারেল নাগরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি নিয়াজীকে লিখলেন, আমি অমুক জায়গায় রয়েছি। তুমি আত্মসমর্পণ করবে কিনা জানাও এবং উত্তর দাও। ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজরকে বাহক করে চিঠি পাঠানো হলো। তার সাথে রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর তিনজন জওয়ান ও পথ চেনাবার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা। দু'টি জীপ তাদের নিয়ে চলে গেলো। জীপের সম্মুখে সাদা পতাকা। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। নিয়াজী চিঠি পেয়ে জানাল যে, সে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তত। কিন্তু কোন লিখিত ভাষ্য সে দিল না। পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠিয়ে দিল। জামশেদ এসে মেজর জেনারেল নাগরাকে স্যালুট করলো। তখন নাগরা বললেন, 'শুনো সিদ্দিকী, হামকো স্যালুট করেগা তো হাম লেগা আউর তুম লেগা। হামলোগ দো এক সাথে আয়া হ্যায়।' জামশেদ এসে তার নিজের রিভলভার ও মাথার ফৌজি টুপি তুলে দিল সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে। রিভলভারটি গ্রহণ করলে মেজর জেনারেল নাগরা এবং টুপি তুলে দিল আমার হাতে। জেনারেল নাগরা তখন আমকে বললেন, আরে সিদ্দিকী. ক্যামেরাম্যান হ্যায়? ইয়েতো হিস্ট্রি বন যায়েগা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে সময়ে কোন ক্যামেরাম্যান সেখানে ছিল না। মেজর জেনারেল জামশেদ যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন সকাল দশটা।

কাদের সিদ্দিকী বললেন, 'আমরা ঠিক করলাম যে, জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। মিরপুর ব্রিজের এপারে এলাম জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ব্রিগ্রেডিয়ার সানত সিং ও আমি। এলাম পাক বাহিনীর গাড়ীতে চেপে। রাস্তায় প্রহররাত পাক বাহিনী আমদের স্যালুট ঠুকছে। আমাদের বাহিনী পড়ে রইলো পেছনে। এপারে এসে এক জায়গায় টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি কোন শব্দ নেই। টেলিফোন ডেড। লাইন কাট আপ। এলাম মোহাম্মদপুর। নিয়াজীকে টেলিফোন করা হলো কিন্তু সাড়া নেই রিং হচ্ছে না। তখন জেনারেল নাগরা বললেন, উন লোক চালাকি কিয়া। যেধার যাতাহু ওধারই লাইণ নেহী হ্যায়। তখন সকাল প্রায় সোয়া দশটা পেরিয়েছে। জেনারেল নাগরা তখন ভাবছেন যে আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাবো কি যাবো না। যাওয়াটা কি ঠিক হবে। আমি বললাম, যখন এসেই পরেছি তখন যাবোই। তারপর দশটা চল্লিশ মিনিটে আমরা ক্যান্টসমেন্ট নিয়াজীর দফতরে পৌঁছলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। নিয়াজী এসে স্যালুট করলো। নাগরা স্যালুটের জবাব দিলেন। নাগরা বসলেন। নিয়াজী বসলো। নাগরা তখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, ইয়ে হ্যা ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ইয়ে হ্যায় ব্রিগেডিয়ার সানত সিং, আউর ইয়ে হ্যায় বাংলাদেশ বাহিনীর কাদের সিদ্দিকী। নিয়াজী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো এবং করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল । আমি তখনো বসে রয়েছি। ইতস্তত করছি, আর ভাবছি নিয়াজীর সাথে হ্যাণ্ডসেক করবো কিনা । নিয়াজী তখনো হাত বাড়িয়ে রয়েছে। জেনারেল নাগরা বললেন, কেয়া হুয়া সিদ্দিকী, হাত মিলাও। তুমকে নিয়াজীকে সাথে নেহী-এক ইনসানকে সাথ হাত মিলাতা হ্যায়। মিলাও।

কাদের বাহিনী সম্পর্কিত আরো বিবরণ-৩*

১৪ই মে বহেরাতৈল গ্রামে মুক্তিবাহিনীর শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর কয়েজন প্রতিভাবান দেশভক্ত ছাত্র কাদের সিদ্দিকী সাথে এসে যোগ দিলেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে জীবন করার শপথ নিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আলম শহীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র নুরুন্নবী, টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি

* কাদের বাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে এ বিবরণ গৃতীত হয়েছে মোহাম্মদ মোদাবেবর ও শিরিন প্রেস, ঢাকা প্রকাশিত মুক্তি সংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী (১৬ ডিসেম্বর ৭৩) গ্রন্থ থেকে। কাদের বাহিনী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য গ্রন্থটি দ্রষ্টাব্য)।

এনায়েত করিম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম। রঞ্জু, মুসা ও ফজলু নামক তিনজন ছাত্রও এই সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। অছাত্রদের মধ্যে সামরিক বাহিনী থেকে দলত্যাগী ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান এবং লোকমান, গফুর, লাবিবুর বহমান, লাল্টু ও সরওয়ার মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করে। লাবিবুর রহমান পরে এক সম্মুখ সংঘর্ষে শাহাদাৎ বরণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে চারান সংঘর্ষ সাফল্যের পর দেশবাসির মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমাদের জয় যে সুনিশ্চিত, এ কথা দেশের তরুণদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি করলো। তাই দলে দলে তরুণ, যুবক ও ছাত্ররা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পাহাড় এলাকায় মুক্তিবাহিনী ঘাঁটির তল্লাসে বেরিয়ে পড়লো। যথারীতি পরীক্ষার পর তাদের মুক্তি বাহিনীতে ভর্তি করা হলো।.......

মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরসহ মুক্ত এলাকা ছিল উত্তরে মধুপুর ময়মনসিংহ সড়কের দক্ষিণ থেকে কালিয়াকৈর-এর উত্তর পর্যন্ত ৫০ মাইল জঙ্গল এলাকা, পূর্বে ভালুকা, গফরগাঁও ও শ্রীপুর। পশ্চিমে টাঙ্গাইল মধুপুর সড়ক ৩০ মাইল। অথ্যাৎ এই ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা কাদেরিয়া বাহিনীর করায়ত্ত নিরাপদ ছিল। এই অঞ্চল রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে, সে জন্য এই এলাকে এক শক্তিশালী বৃত্তাকারে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাব্যূহে দ্বারা পরিবেষ্টিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অধিনায়ক সিদ্দিকী বিচক্ষণ সেনানায়কের ন্যায় নিম্নলিখিতভাবে ঘাঁটি পত্তন করলেন এক একজন দক্ষ নায়কের অধীনেঃ-

১। বহেরা ৪নং কোম্পানী। অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, সহকারী গোলাম মোস্তফা ।
২। মরিচা- নং কোম্পানী। কমাণ্ডার নবী নেওয়াজ খান।
৩। দেওয়াপাড়া ১ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার লোকমান হোসেন।
৪। রাঙ্গামাটি ১ নং (কো) কোম্পানী। কমাণ্ডার আবদুল হাকিম।
৫। আসিম ১১ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার লালু, সহকারী সারোয়ার হোসেন।
৬। রাঙ্গামাটি ১২ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার। মুনির হোসেন।
৭। ভালুকা- শ্রীপুর ৬ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার আফসারউদ্দিন আহম্মদ।
৮। হতেয়া ১২ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার হাবিবুর রহমান, সহকারী ইউনুস আলী।
৯। পাথরঘাটা ৩ নং কোম্পানী। কমাণ্ডার মোকাদ্দেস আলী খান। সহকারী মতিউর রহমান।

সঙ্গে সঙ্গে আর আরেকটি মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম দিক থেকে যমুনার পার পর্যন্ত বিরাট চরভর এলাকা, উত্তরে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে দক্ষিণে নাগরপুর পর্যন্ত ধলেশ্বরী যমুনার চর । অঞ্চল মিলে গড়ে ওঠে এই মুক্ত এলাকা। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক সদর হল ভুয়াপুর থানায়।

এই নতুন মুক্তাঞ্চলের জন্য নিম্নরুপে তিন কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা স্থায়ীভাবে মোতায়েন করা হয়।
১ নং (খ) কোম্পানী-নায়ক- আবদুল গফুর।
১ নং (গ) কোম্পানী-নায়ক-খুরশিদ আলম।

বাঘা কোম্পানী নায়ক হাবিবুর রহমান। এই বাঘা কোম্পানীর উপর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় নদী পথ পাহারা দেওয়ার। ছোট ছোট টাপুরে নৌকা সব সময়ে প্রস্তত রাখা হত নদীতে টহল দেওয়া ও দুশমনের লঞ্চ ও গানবোট এ্যামবুশ করার জন্য।

এ সব কোম্পানী ছাড়া রেজাউল কোম্পানী, হুমায়ন কোম্পানী, বেনু কোম্পানী, আমানুল্লাহ কোম্পানী প্রভৃতি ছোট ছোট মুক্তিসেনা দল এই অঞ্চলে অভিযান চালাতো।

'৭১ সালের ৭ই জুলাইয়ের মধ্যে মুক্তাঞ্চলের চারিদিকে এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটি স্থাপন শেষ হলো। বাঘা সিদ্দিকী প্রতিদিন এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে ঘুরে ঘরে বীর সৈনিকদের নিয়ম শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠা পরীক্ষা করে ফিরতে লাগলেন। তার সঙ্গে রাখলেন ৩০/৩৫ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। এঁরা রণকৌশল অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। যখনই কোন অঞ্চলে যুদ্ধ লেগেছে, এই দল উল্কার মতো ছুটে গিয়েছে এবং যুদ্ধরত স্থানীয় সেনাদের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। সেজন্য বাঘা সিদ্দিকী এই দলটিকে বলা হতো ফাইটিং প্লাটুন বা লড়ুয়ে দল।

গ্রেনেড পার্টি বা সুসাইড স্কোয়াড : মুক্তিযুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে গ্রেনেড বা হাতবোমা নিক্ষেপকারীর দল। এরা হানাদার সেনাদের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কদেরিয়া বাহিনীতে এই রকম গ্রেনেড নিক্ষেপকারীদের শক্তিশালী দল গড়ে তোলা হয়। এদের বলা হত সুসাইড স্কোয়াড যাকে যুদ্ধের পরিভাষায় বলা হয় জানবাজ। জীবনকে বাজি রেখে এরা জীবনের সন্ধান দেয়। এই শাখায় যারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বাকু সালাহউদ্দিন (শহীদ), আবুল কালাম ও মিনুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সদর দফতর : মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার বা সদর দফতরের অবস্থান ও কার্যপ্রণালী বিবৃত করা প্রয়োজন। শালগজারী আবৃত গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই সদর দফতর স্থাপন করা হয়। এই দফতরটির পাঁচটি বিভাগ, যথা- (১) অস্ত্রাগার (২) বেসামরিক দফতর (৩) বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন (৪) হাসপাতাল ও (৫) জেলখানা। সদর দফতরের আবাসিক অধিনায়ক হলেন আনোয়ারুল আলম শহীদ। অস্ত্রাগার বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন দফতরটি কড়া প্রহরাধীনে রাখা হয়। এগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর। স্বয়ং অধিনায়ক সিদ্দিকীর অনুমোদন ব্যতীত অন্য কারো এই দফতরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক মাইল এলাকা জুড়ে এই সব দফতর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগই টেলিফোন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করা হয়।

সদর দফতরের অন্তর্ভূক্ত করা হয় ট্রেনিং ক্যাম্প বা শিক্ষা শিবির ও ট্রানজিট ক্যাম্প। ট্রেনিং ক্যাম্পটি খোলা হয় সখীপুর থেকে দুই মাইল উত্তরে আন্দি নামক স্থানে। এই স্থানটিও ছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। তিন একর পরিমাণ জমির উপর টিনের ছাপড়া ঘর তুলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। জঙ্গল গাছপালার ডালপাতা টিনের ছাদের উপর স্বাভাবিক আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছিল। ফলে পৃথক ছদ্মাবরণের প্রয়োজন হয়নি। দুশমনের বিমান কখনো এই অঞ্চলের সন্ধান পায়নি। শিবির এলাকায় কূপ খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বাধিক সিদ্দিকীর অনুপস্থিতিতে রিক্রুটিং অফিসার খোরশেদ আলম নতুন লোক ভর্তি করতেন। রেশন সরবরাহের দায়িত্ব তাঁর উপর দেওয়া হয়। সদর দফতরের পাঁচ বর্গামাইল এলাকা বাঘা সিদ্দিকীর নির্দেশে সংরক্ষিত এলাকা বলে গণ্য হতো।

বেসামরিক দফতর : এই দফতরের অধিনায়ক আনোয়ারুল আলম শহীদ তাঁর দফতর স্থাপন করেন মহানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। সংরক্ষিত এলাকার বাইরে এই দফতর স্থাপন করার কারণ হলো, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের রক্ষা করা। এটাই এদের অন্যতম কর্তব্য। সংরক্ষিত এলাকায় থেকে এটা সম্ভব নয়। শহীদ সাহেব তার দফতরের কাজ ভাগ করে কয়েকজনের উপর ন্যস্ত করেন। অর্থ ও হিসাব বিভাগের ভার পেলেন আনোয়ার হোসেন। ইনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের নন কমিশনড অফিসার ছিলেন। হিসেব সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী এই হোসেন সাহেব অতি দক্ষতার সঙ্গে অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রক্ষার দাযিত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য ও দালালদের জরিমানার মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যেত তার সবটাই প্রথমে সদর দফতরে পাঠানো হতো। বাঘা সিদ্দিকীর অনুমোদনক্রমে এই অর্থই পরে বিভিন্ন

কোম্পানীর জন্য বরাদ্দ করা হতো। শাসন বিভাগের অন্যান্য কাজের জন্যও এই অর্থ ররাদ্দ দেয়া হতো। দখল আমলের নয় মাসে যে অর্থ আয় হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয়েছে তার প্রতিটি কর্পদকের হিসেব নিখুঁতভাবে রক্ষা করায় মুজিবনগরে তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে। আনোয়ারুল আলম শহীদ মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারের নিকট যখন আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করেন তখন তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তোমাদের এই কাজে আমি মুগ্ধ হয়েছি। একদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, অপরদিকে পাই পয়সার হিসেব রাখা অসম্ভব ব্যাপার। তোমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছো।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীঃ সদর দফতরে এই বাহিনীর বিভাগীয় অধিকর্তা নিযুক্ত হন প্রাক্তন ছাত্রনেতা সোহরাব আলী খান আরজু। একে সহায়তা করেন দাউদ খান, আলী হোসেন, আবদুল লতিফ ও অধ্যাপক আতোয়ার কাজী।

খাদ্য দফতরঃ খাদ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয় পাহাড়িয়া অঞ্চলের ছেলে করটিয়া সাদত কলেজের ছাত্র ওসমান গনির উপর। সদর দফতরের সকলের খাদ্য সরবরাহ করতেন ইনি। মুক্তিবাহিনীর খাদ্যসামগ্রী পূর্বাঞ্চলীয় মুক্ত এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হতো এবং তা গনির ভাণ্ডারে জমা থাকত। গনির বড় ভাই আলী এই খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছেন।

ইনটেলিজেন্স বিভাগঃ এই বিভাগ এক কথায় গোয়েন্দা বিভাগ বলা যায়। নুরুন্নবী ও হামিদুল হকের উপর এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ দেওয়া হয়। এই বিভাগের কাজ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) দুশমনের সম্পর্কে তথ্য, পাকবাহিনীর গতিবিধি ও তাদের শক্তি, অবস্থান এবং বাঙ্গালী রাজাকার প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সংবাদ সংগ্রহ। (২) মুক্তিবাহিনীর কেউ কোন অন্যায় কাজ করে কিনা, দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করে কিনা, অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা, সে সবেরর বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা ।

নুরুন্নবী ও হামিদুল হক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই বিভাগে বাছাই করে লোক ভর্তি করেন। অচিরে এটি একটি শক্তিশালী বিভাগরূপে গড়ে ওঠে। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রত্যেক কোম্পানীতে একজন করে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। যেমন ৪ নং কোম্পানীতে গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে ঢুকে পড়লেন জনাব নজরুল ইসলাম। তিনি পূর্বে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

শত্রুকবলিত এলাকায় একটু বেশি বয়সের লোকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কারণ বেশী বয়সের লোকদের হানাদার বাহিনী একটু কম সন্দেহ করতো। প্রায় তিন গ্রামে একজন করে গোয়েন্দা মোতায়েন করা হয় এবং তারা নিয়মিতভাবে দুশমনের সব সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিতো। শুনলে অনেকে আশ্চর্য হবেন যে, শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দার কর্তব্য সম্পাদক করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভুয়াপুর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল বারী তালুকদার মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দার কাজ করেছেন। গোয়েন্দা বিভাগের আর একজন নামকরা অফিসার ছিলেন ছাত্রনেতা সোহরাওয়ার্দী। তিনি পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হন। মুক্তিবাহিনী থেকে তার উপর আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সব সংবাদ মুক্তিবাহিনীর কাছে পাচার করতে থাকেন।

বেতার ও টেলিফোন বিভাগ : এই বিভাগের দায়িত্ব নিযুক্ত হন আবদুল আজিজ বাঙ্গাল। ভুয়াপুর কলেজের ছাত্র ও একজন ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি সুপরিচিত। বেসামরিক দফতর থেকে এক মাইল দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইংরেজ নামক এক কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আজিজের টেলিফোন ও বেতার দফতর খোলা হয়। এখান থেকেই সদর দফতরের সকল বিভগে টেলিফোন যোগাযোগ সাধিত হয়। ফোনের রিসিভার, তার, বেতার ট্রান্সমিটার ও রিসিভার সেটগুলো বিভিন্ন থানা লুট করে সংগ্রহ করা হয়। এই দফতরের সঙ্গে আরো দুটি অঞ্চলের বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়- একটি পশ্চিমাঞ্চলে ভুয়াপুরের গ্রাম এলাকায় এবং অপরটি ধলাপাড়ায়। এই দফতরে

আজিজের সহকারী হিসাবে কাজ করেন আবদুল্লাহ, শামসু রশীদ. ইমাম, আবদুল ও হাকিম। কাঠুরিয়া ইংরেজ এই দফতরে বাবুর্চির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনেক দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার নায়ক ছিলেন এই দফতরের কর্মীরা। তারা পাক হানাদারদের বেতার যোগাযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে অদ্ভুত রকমে যোগাযোগ স্থাপন করে। টাঙ্গাইল অয়ারলেস কেন্দ্রের কয়েকজন অপারেটরকে এরা দলে ভিড়িয়ে ফেলে। এই অপারেটররা সুযোগ পেলেই দুশমনদের সব গোপন খবর মুক্তিবাহিনীর বেতার কেন্দ্রে জানিয়ে দিতো নিজেদের ট্রান্সমিটারের সাহায্য। বলাবহুল্য, এই সময় খান সেনাদের বেতার যোগাযোগ কেন্দ্র সর্বদা কড়া প্রহরাধীনে থাকতো। তার মধ্যেই কয়েকজন দেশপ্রেমিক অফিসার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ জানিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল বেতার কেন্দ্রের আবদুর রাজ্জাক অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রে মুক্তিবাহিনীর বেতার কেন্দ্রের আজি বাঙ্গালের সঙ্গে কথা বলতেন। এমনিভাবে মানিকগঞ্জের অপারেটর জিল্লুর রহমান, জামালপুরের মুজিবর রহমান, গোড়াই ক্যাডেট আবু বকর সিদ্দিক এবং সিরাজগঞ্জের একজন অপারেটর নিয়মিত ভাবে তাদের ট্রান্সমিটার যন্ত্রের সাহায্য মুক্তিবাহনীকে সকল সংবাদ পাচার করতেন।

সিগন্যাল বিভাগ : বেতার যোগাযোগ ও টেলিফোন ছাড়াও বার্তা বিনিময়ের জন্য সদর দফতরে সিগন্যাল বিভাগ খোলা হয়। প্রথমদিকে মুসা ও খালেকের উপর এই বিভাগের ভার দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে সদর দফতরে শহীদ সাহেব স্বয়ং এই বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। মুসা ও খালেককে অন্য বিভাগের বদলি করা হয়। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে এই বিভগে কর্মঠ লোক নিয়োগ করা হয়। এদের কাজ ছিল যে কোন উপায়ে হোক সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া এবং সংগ্রহ করা। এ জন্য এরা পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, ঘোড়ায় চড়ে, স্পিডবোটে বা নৌকায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতো। শত্রুকবলিত এলাকার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে হলে এরা সাধারণ পায়ে হেঁটে, সাইকেল অথবা নৌকার সাহায্য নিত।

সদর দফতর ছাড়াও প্রতি কোম্পানীতে দুইজন করে সংকেদদানকারী বা সিগন্যালম্যান থাকতো। সদর দফতরের সিগন্যালম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল (করটিয়া কলেজের ছাত্র) ও আবদুল গণি (কচুয়া হাই স্কুলের ছাত্র) ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ায় চড়ে এরা সংবাদ আদান-প্রদান করতো। এদের কাজ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় মুক্ত এলাকার চারিদিকে রক্ষা ঘাঁটির সাথে প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করা। অপর সিগন্যালম্যান কাসেম সপ্তাহে দুইবার ভুয়াপুর ও সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

জেলখানা : মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতবক রাজাকার, দালাল ও ধৃত খানসেনাদের রাখার জন্য জেলখানায় প্রয়োজন হয়। এ জন্য বেসামরিক সদর দফতর থেকে এক মাইল দূরে একটি জেলখানা খোলা হয়। এ জন্য একটি বেশ বড় ধরনের বাড়ি নেওয়া হয়। এক প্লাটুন মুক্তিসেনা নিয়োগ করা হল এই জেলখানা পাহারা দেওয়ার জন্য। এই প্লাটুনের কমাণ্ডার ছিল আনসার। আর জেলার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় মহু নামক এক দুর্ধর্ষ লোককে।

হাসপাতাল : সামরিক প্রয়োজনে ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য কর্তব্য। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাকে যেমন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকেও তেমনি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কাজের পরিকল্পনা দিলে তা কার্যকারী করতে মানুষের অভাব হয় না। মুক্তিযুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে। বাঘা সিদ্দিকী হাসপাতাল খোলার নির্দেশ দিলেন আর তা কার্যকারী করতে এগিয়ে এলে কাউলজানির একজন মেজিক্যাল ছাত্র শাহজাদা চৌধুরী। ইনি ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহবিদ্যালয়ের শেষ বর্ষ এমবিবিএস-এর ছাত্র। সিদ্দিকী এই তরুণের উপর হাসপাতাল খোলার গুরুদায়িত্ব দিলেন। সদর দফতরের শিক্ষা শিবিরের কাছে আন্দি নামক স্থানে বড় বড় তিনটি টিনের ছাপড়া ঘর তৈরি হল। রোগীদের জন্য বিছানাপত্র ও খাটিয়া এলো। ডাঃ শাহজাদার সঙ্গে যোগ দিলেন সখীপুর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার রতন । সব রকমের সক্রিয়

সাহায্য দিলেন স্কুল শিক্ষক আমজাদ হোসেন। গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ঢাকা থেকে হাসপাতালের জন্য ওষুধ ও অস্ত্রোপাচারের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হলো। রোগীদের আরামের জন্য হাসপাতাল বেডের উপর কেরোসিনচালিত দুইটি পাখা টাঙিয়ে দেওয়া হলো। এমনি করে ২০ বিছানার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল গড়ে উঠলো। আর রোগীদের সেবার সার্বিক দায়িত্ব নিলেন হামিদ সাহেব। হাসপাতাল ছাড়াও প্রত্যেকটি কোম্পানীতে একজন করে ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষা : সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হলো। নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক খলিলুর রহমানের অধিনায়কত্বে ১৩নং কোম্পানী ক শাখাকে এই দফতরের তদারকির ভার দেওয়া হয়। সদর দফতরের কাছেই ছিল অধিনায়ক খলিলের বাড়ী। সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে তার কর্তব্যপরায়ণতা ছিল পরীক্ষিত। তার কোম্পানীর আর একটি প্লাটুনকে সদর দফতরের বেসামরিক বিভাগের রক্ষণায় নিয়োগ করা হয়। এই প্লাটুনের কমাণ্ডে দেওয়া হয় কালিহাতী ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রাজ্জাককে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যে সব বেপরোয়া তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আরামকে হারাম করে ও রাতের ঘুম ত্যাগ করে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদর দফতরের নিরাপত্তা রক্ষা করেছিল তাদের মধ্যে ঢাকা কলেজের সানু, কালিহাতির মান্নান, শহীদ সালু, পাহাড়িয়া উপজাতীয় ছেলে লক্ষণ চন্দ্র বর্মণ ও কচুয়ার আবদুল্লাহর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আফসার ব্যাটালিয়ন

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার নিভৃত পল্লী মল্লিকবাড়ী গ্রামে একটি মাত্র রাইফেল নিয়ে মেজর আফসার উদ্দিন আহমেদ সাহেব পার্টি গঠন করেন। পাকবাহিনী ও দুস্কৃতকারীগণের সাথে লড়াই করে মেজর আফছার সাহেব শত্রুদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি তার পার্টি নিয়ে শত্রু পক্ষের নিকট থেকে আড়াই হাজরেরও অধিক রাইফেল, ব্রেটাগান, রকেট লান্সার, স্টেনগান, এমএমজি ইত্যাদি উদ্ধার করেন। তার দ্বারা পরিচালিত বাহিনীতে সর্বমোট প্রায় সাড়ে চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

মেজর আফছার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আফছার ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে সাপ্তাহিক জাগ্রত বাংলা পত্রিকা যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করে মুক্তিকামী মানব মনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আফছার ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে রোগাক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং বিপর্যস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৩ জন ডাক্তার ও ৩ জন নার্স সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল মেজর আফসার সাহেবের প্রচেষ্টায়। আফছার ব্যাটালিয়ন কর্তৃক মুক্ত এলাকার সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কয়েম করা হয়েছিল। এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আফছার ব্যাটালিয়ন তাদের দ্বারা মুক্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

মেজর আফছার সাবেব কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিবাহিনীকে সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী মোট ২৫টি কোম্পানী অর্থাৎ ৫টি ব্যাটালিয়নের ভাগ করা হয়। প্রত্যেক কোম্পানীতে ৩টি প্লাটুন, প্রত্যেক প্লাটুনে ৩টি সেকশন এবং প্রত্যেক সেকশনে ১৫ জন করে মুক্তিসেনা ছিল। প্রকাশ থাকে যে হাসপাতাল, পত্রিকা অফিস এবং বার্তা বিভাগের মুক্তিযোদ্ধারা কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) ও ঢাকা সদর (উত্তর) সেক্টরের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আফসার ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল। আফছার ব্যাটালিয়নের কৃতিত্বের কথা এ পুস্তক তুলে ধরা হয়েছে। আফছার ব্যাটালিয়নের প্রত্যক মুক্তিযোদ্ধাই এই কৃতিত্বের অংশীদার।

স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ষীবাহিনী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রক্ষীবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম, অকৃত্রিম সেবাযত্ন এবং অসীম ভালোবাসার উপর ভিত্তি করেই আফছার ব্যাটালিয়ন সফলতার চরম শিখরে

আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে বাটাজুর, কচিন, ডাকাতিয়া, পাঁচগাও, কাওলামারী, রাজৈ, ফুলবাড়িয়া, আমিরাবাড়ী, নারাঙ্গী, বড়ইদ, দক্ষিণ ফুলবাড়ীয়া ও কালিয়াকৈর এলাকার রক্ষীবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাতবে।

...পাকবাহিনী কর্তৃক হামলার প্রথমাবস্থায় মুক্তিকামী বাঙ্গালী নওজোয়ানগণ (প্রাক্তন ই,পি,আর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ বাহিনী, আনসার, মুজাহিদ ও অন্যান্যরা)। বীরবিক্রমে পাল্টা আক্রমন চালান, কিন্তু পাকবাহিনীর মত সুসংগঠিত বর্বর বাহিনীর সাথে টিকে ওঠা সম্ভব না হওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বন্ধু রাষ্ট্রে আশ্রয় নেন।

মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য জীবন-মরণ পণ করে অগনিত বাঙ্গালী নওজোয়ান অপর বাংলার সামরিক শিক্ষা গ্রহন শুরু করে। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেব অপর বাংলার পাড়ি না জমিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন, বর্বর বাহিনীর আক্রমন প্রতিহত করে এক বিরাট এলাকা মুক্ত করেন। একই সময়ে টাঙ্গাইল জেলার কাদের সিদ্দিকী সাহেবও দেশের অভ্যন্তরে পার্টি গঠন করেন এবং এক বিরাট এলাকা মুক্ত করার প্রয়াস পান।

.....ওপর বাংলা থেকে মুক্তিদ্ধোরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসার বেশ কিছুদিন আগেই পাকবাহিনীর নিকট থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে এনে মেজর আফছার উদ্দিন তাঁর পরিচালিত মুক্তিদলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলেন। তিনি ১৯৭১ সনের জুন মাসে ভালুকা থানার ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে একটানা ৪৮ ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অগণিত সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর অসীম কর্মদক্ষতার গুণে তিনি একটি রাইফেল থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও অধিক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সুষ্টভাবে পরিচালনা করেন।

তিনি শপথ করেছিলেন- ‘ দেশকে শত্রুমুক্ত না করা পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করবো না। আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে যেন মুক্ত এলাকেতেই হয়।’ বর্বর বাহিনী শত চেষ্টা করেও আফছার ব্যাটালিয়ন কর্তৃক মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। আফছার সাহেব শপথ করেছিলেন, ‘‘জীবিত থাকতে মুক্ত এলাকায় শত্রুদেরকে প্রবেশ করতে দেব না।’ তাঁর শপথ অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা সাপ্তাহিক ‘জাগ্রত বাংলা’য় তাঁর বাহিনী কর্তৃক মুক্ত এলাকার মানচিত্র অংকন করে সমস্ত বাংলাদেশ, ওপার বাংলা ও পাক বাহিনীর অনেক ঘাঁটিতেও বিতরণ করেছেন। তিনি ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আগরতলা যেয়ে লেঃ কর্নেল নুরুজ্জামান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। লেঃ কর্নেল নুরুজ্জামান সাহেব বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অস্ত্র ও অসীম উৎসাহ উদ্দিপনা দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেন।

ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) সেক্টরের মুক্তিবাহিনী অধিনায়ক মেজর আফছার উদ্দিন আহমেদের গঠিত ব্যাটালিয়নের স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যাবলীঃ

২৩-৪-৭১ ময়মনসিংহ জিলার ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মল্লিকবাড়ী ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য জনাব আফছার আহমেদ মাতৃভূমিকে পশ্চিমাদের কবল হতে শোষণমুক্ত করার উদ্দেশ্য ভালুকা থানার রাজৈর গ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী মোঃ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সাহেবের নিকট থেকে একটি রাইফেল ও ৩০ রাউণ্ড গুলি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। ২৪-৪-৭১- প্রাক্তন ই,পি, আর বাহিনীর ফেলে যাওয়া ৭টি রাইফেল এবং উপরোক্ত আবদুল হামিদ সাহেবের নিকট থেকে সংগ্রহ করা ১টি রাইফেল মোট ৮টি রাইফেল নিয়ে জনাব আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ি এলাকায় ১। মোঃ আমজাদ হোসেন ২। মোঃ আবদুল খালেক ৩। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল ৪। মোঃ আবদুল বারেক মিয়া ৫।

মোঃ আবদুল মান্নান ৬। শ্রী-অনীলচন্দ্র সাংমা ও ৭। ছমির উদ্দিন মিয়ার সহযোগিতায় সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। মোঃ আবদুল মান্নান ভাওয়ালিয়া বাজু যুদ্ধে এবং শ্রী অনীলচন্দ্র সাংমা ডুমনিঘাট যুদ্ধে নিহত হন।

মুক্তিবাহিনী গঠনে সক্রিয়ভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন মোঃ জবান আলী ফকির, ডাঃ হাফিজউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আবদুর রাজ্জাক, মোঃ আবদুল হামিদ, মোঃ মোসলেম মিয়া, বাবু প্রেম অধিকারী এবং মোঃ হাফিজুর রহমান। উক্ত পার্টি ভালুকা, গফরগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, কোতোয়ালী, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর বাশাইল, কালিহাতি, মির্জাপুর এবং মুক্তাগাছা ইত্যাদি এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিচালিত জনাব আফছারউদ্দিন আহমেদ সকল সদস্যসহ মাতৃভূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবার জন্য শপথগ্রহন করেন।

২৬-৪-৭১ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ঢাকাতে ও দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে অস্ত্র উদ্ধার কার্য শুরু করা হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মোট ২৫টি রাইফেল বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। ২-৫-৭১ অধিনায়ক আফছারউদ্দিন আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে ভালুকা থানা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করা হয় এবং সেখানে থেকে ১০টি রাইফেল এবং ১৫৫০ রাউণ্ড গুলি ও ৩০টি বেয়নেট উদ্ধার করা হয়। ১২-৫-৭১- টাঙ্গাইল জেলার বল্লা এলাকায় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে অধিনায়ক আফছার সাহেব একটি কোম্পানী নিয়ে বল্লা আক্রমণ করেন। উক্ত যুদ্ধে ৫১ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ২০-৫-৭১-ভালুকা থানার বাইন্দা গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত, লুণ্ঠনকারী ও পাক বাহিনীর দালাল ইছহাক খানকে হত্যা করা হয়। ২১-৫-৭১- এই দিনে ভালুকা থানা আক্রমণ করে ২টি ব্রেটাগান, ১০টি রাইফেল এবং এক বাক্সগুলি উদ্ধার করা হয়।

২২-৫-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে গফরগাঁও থানার কাওরাইদ রেল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থিত গ্রাম গয়েশপুর থেকে মুক্তিসেনা নুরুল ইসলামের সহায়তায় ২টি চাইনীজ রাইফেল এবং ৬ বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়।

২-৬-৭১ বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ডাকাত ও দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে মোট ১১টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ২৩-৬-৭১ ভালুকা থানার পোনাশাইল এলাকার একদল মুক্তিসেনা টহল দেওয়াকালীন সময়ে একখানা সন্দেহজনক নৌকা আটক করা হয়। উক্ত নৌকা তল্লাশী করে ৫টি রাইফেল ও ৪ বাক্স গুলিসহ ৫ জন পুলিশ ধরা হয়। উক্ত পুলিশের নিকট থেকে অনেক গোপন তথ্য জানা সম্ভব হয়। তারা মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

২৫-৬-৭১ পনের শতাধিক পাক সেনার একটি দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ভালুকা ঘাঁটি করার উদ্দেশ্যে গফরগাঁও থেকে ভালুকা রওয়ানা হয়। পাক সেনাদের এই সুসজ্জিত বাহিনী ভালুকা যাওয়ার সময় অধিনায়ক আফছার সাহেব ৪১ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সকাল ৮ ঘটিকায় ভাওয়ালিয়া বাজু বাজারের ঘাটে তাদের রাস্তা রোধ করেন এবং যুদ্ধ শুরু হয়। পাকসেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুক্তিসেনারা মাত্র ২ টি,এল,এম,জি (হালকা মেশিনগান) ও ৩৭ টি রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে শুরু করেন। অবিরাম ৩৫ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর পাকবাহিনী অগ্রসর হতে না পারায় মুক্তিসেনাদের পিছন দিকে পাক সেনাদের সাহায্যের জন্য হেলিকপ্টার দ্বারা কয়েকবারে ৩ শতাধিক পাকসেনা আবতরণ করানো হয়। এই যুদ্ধ মোট ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে ১৯৫ জন পাকসেনা নিহত ও বহুসখ্যক আহত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিসেনা আঃ মান্নান শহীদ হন এবং ৩জন মুক্তিসেনা আহত হন। ২৮-৬-৭১- অধিনায়ক আফছারউদ্দিন সাহেব নিজেই রাত্রি ৩ ঘটিকায় ভালুকা থানায় গ্রেনেড আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জন পাকসেনাকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন।

১৭-৭-৭১ মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নেতৃত্বে গফরগাঁও থানার দেউলপাড়া এলাকায় পাক সেনাদের একটি টহলদারী ট্রেনের উপর মুক্তিসেনারা আক্রমণ চালায়। ফলে ৭ জন পাক সেনা নিহত ও

কয়েকজন আহত হয়। ১৯-৭-৭১- ভালুকা থানার হরিরবাড়ী এলাকায় সিস্টোর বাজারে আফছার সাহেবের নেতৃত্বে রাত্রি ৩-২০ মিনিটে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। ফলে ২৩ জন পাকসেনা নিহত ও ৯ জন আহত হয়। রাত্রের আক্রমণে তারা ভীত হয়ে পরের দিন ত্যাগ করে পলায়ন করে।

২৫-৭-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজে একদল মুক্তিসেনা নিয়ে অতর্কিত মল্লিকবাড়ী ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে রাত্রি ৪-২০ মিনিটে পাকসেনাদের ১৬ জনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন। ২৬-৭-৭১ মল্লিকবাড়ী পাক বাহিনীর ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধারা রাত্রি ২ ঘটিকায় গেরিলা পদ্ধতিতে গ্রেনেড চার্জ করে পাক সেনাদের ৪ জনকে নিহত ও ৩ জনকে গুরুতরভাবে আহত করেন। একই দিন অন্য একদল মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা জেলার শ্রীপুর থানার মাওয়া গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত ও দালাল হাবিবুর রহমান (এম,ইউ,সি) এবং হামিদ ফকিরকে হত্যা করেন। ২৯-৭-৭১- আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়ার দলের হাতে পাকবাহিনীর ৩ জন গুপ্তচর পারুলদীয়া বাজারে ধরা পড়ে ও তাদেরকে হত্যা হরা হয়। অধিনায়ক আফছার সাহেব ১লা আগষ্ট তারিখে অন্য একদল মুক্তিসেনা নিয়ে ভালুকা থানার ভয়াবহ খেয়াঘাটে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯ জন পাকসেনাকে হত্যা করেন।

৩-৮-৭১-প্লাটুন কমান্ডার হাফিজুর রহমান, মোঃ আইয়ুব আলী এবং সেকশন কমান্ডার আবদুল করিমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিসেনা ত্রিশাল থানার কানিহারী গ্রামে একদল রাজাকারের উপর আক্রমণ চালিয়ে একটি রিভলবার ও কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন। ঐদিন রাত্রে প্লাটন কমান্ডার হাফিজুর রহমান একজন মুক্তিসেনা সাথে নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে কালীরবাজার স্কুলের ছাত্র ফোরকানউদ্দিন আহমেদ, কাঁঠাল গ্রামের মোঃ আবু তাহের. মহসীন, শামছুল হক, জালাল, টুকু ও সুন্দর আলীর সহায়তায় কালীরবাজার হাই স্কুল ল্যাবরেটরী থেকে কিছু হাত বোমা, এসিড, বারুদ ইত্যাদি উদ্ধার করেন। একই দিন প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী সাহেব অন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সাথে নিয়ে কাঁঠাল গ্রামে হানা দিয়ে ২ জন দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করেন।

৪-৮-৭১- পাকবাহিনী ভালুকা থানার ডাকাতিয়া বাজার এবং গ্রামের বাড়িঘর লুটপাট করে ফিরবার পথে অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে ২ দল মুক্তিসেনা পাকসেনাদের পিছন ও বাম দিক থেকে আক্রমণ চালায়। ফলে পাক বাহিনীর ৩০ জন সেনা নিহত ও আহত হয়। লুট করা সমস্ত মালপত্র মুক্তিসেনাদের হস্তাগত হয়। একটি ব্যারোমিটারও পাওয়া যায়। মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে গফরগাঁও থানার কুখ্যাত ডাকাত ও রাজাকার কমাণ্ডার গাওয়াকে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানী কমাণ্ডার চাঁন মিয়ার নেতৃত্বে তার নিজ বাড়িতে গ্রেপ্তার ও পরে হত্যা করা হয়।

৯-৮-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজেই কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন ও অল্প কায়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বিকাল ৫ ঘটিকায় মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন এবং ১৪ জন পাকসেনা, ৪ জন রাজাকারকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করেন। ১০-৮-৭১- সকাল ঘটিকায় পাকাহিনীর একটি দল মল্লিকবাড়ী বাজার থেকে ভালুকা যাওয়ার জন্যে খেয়াঘাটে এসে নৌকায় চড়লে অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদলকে আক্রমণ করেন। ফলে ১৪ জন পাকসেনা এবং ২ জন নৌকার মাঝি নিহত হয়। মল্লিবাড়ী বাজারে ২৪ জন খানসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

১২-৮-৭১-মল্লিকবাড়ী বাজারের ঘাট আক্রমণ চালিয়ে ১১জন পাকসেনা ও ২ জন রাজাকার হত্যা করা হয়। ১৩-৮-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ী বাজারে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ২৬ জন রাজাকার ও ২জন পাক সেনাকে হত্যা হরা হয়। ১-৮-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী ও সেকশন কমান্ডার আমজাত হোসেনের দল কর্তৃক ভরাডুবা গ্রামের হজরত আলী নামে একজন রাজাকার ধৃত ও নিহত হয়। অধিনায়ক আফছার সাহেবের নেতৃত্বে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। ফলে ৭ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং ৩টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় অধিনায়ক আফছার সাহেব হাকিম সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে ওপার বাংলায় রওয়ানা হন।

১৫-৮-৭১- একদল মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক ভায়াবহ ঘাটে পাকবাহিনী একটি দলের সাথে অবিরাম ৪ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের ফলে ১৯ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। উক্ত রাজাকারদের নিকট থেকে ৪ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

২৬-৮-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিসেনা ভালুকা থানার ভায়াবহ এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ফলে পাকসেনাদের ৮ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২৭-৮-৭১- ভালুকা থানার বাটাজুর এলাকায় পাকসেনাদের একজন গুপ্তচর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হাকিম সাহেবের দলভুক্ত প্লাটুন কমান্ডার নারায়ণচন্দ্র পালের হাতে ধরা পড়ে, তাকে পরে হত্যা হরা হয়। ২৮-৮-৭১- ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হাকিম সাহেবের নেতৃত্বে প্লাটন কমান্ডার ফজলুল হক বেগ, নুরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান তাদের দলের মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার শালদাহপাড়া এলাকায় হানা দেন। এই হামলায় পাকবাহিনীর কুখ্যাত দালাল ও রাজাকার সাহেব আলী গ্রেপ্তার হয় ও তাকে হত্যা হরা হয়। অনেক লুটের মাল উদ্ধার করা হয় এবং এই সমস্ত মালামাল তাদের প্রকৃত মালিক ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ২৯-৮-৭১-প্লাটন কমান্ডার কাছিমউদ্দিন তার দল নিয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটিতে গেরিলা অক্রমণ চালান, ফলে পাকসেনাদের ৪ জন নিহত ও ৩জন আহত হয়।

১-৯-৭১- প্লাটুন আইয়ুব আলী ও সেকশন কমান্ডার আমজাদ হোসেন মিলিতভাবে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন, ফলে ১২ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২-৯-৭১- প্লাটুন কমান্ডার কছিমউদ্দিন তার দল নিয়ে ভালুকা পাকসেনাদের ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমন চালান। ফলে ২জন সান্ত্রী নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ৩-৯-৭১- সেকশন কমান্ডার আমজাদ হোসেন ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভালুকা থানার ভরাডুবা গ্রামে একদল রাজাকারের উপর আক্রমণ করেন। ফলে ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। ৪-৯-৭১-এই তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় ভালুকা থেকে ভরাডুবা ও মেদুয়ালী এলাকায় ২ শতাধিক রাজাকার ও পাকবাহিনীর একটি দল বাজার ও বাড়ি ঘর লুট করে এবং বাংলাদেশ সরকারের সমর্থক ৭৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের মাথায় লুট করা মালের বোঝা চাপিয়ে ভালুকায় ফিরতে থাকে। এই খবর পেয়ে প্লাটুন কমান্ডার মোঃ হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, দিলদার আহমেদ, মোঃ আবদুল মোতালেব, মনিরউদ্দিন ও আব্দুল মান্নানসহ মোট ১৪ জন মুক্তিসেনা নিয়ে ৪ মাইল রাস্তা দৌড়ে যেয়ে ভান্ডার গ্রামের সীমান্তে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১২ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। গ্রেফতারকৃত সমস্ত লোক ও লুট করা জিনিসপত্র ফেলে পাকাসেনারা ভালুকা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের নিকট থেকে ১০টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

১০-৯-৭১-পাকবাহিনীর একটি দল ভালুকা ঘাঁটির পাকসেনাদের খাদ্য সম্ভার বড় বড় ৫টি নৌকা বোঝাই করে ভালুকা আসার পথে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে ঝালপাজা গ্রামে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ৪ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। নৌকাসহ ৫৭০ মণ আটা ও ২০ মণ চিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। উক্ত আটা ও চিনি রাজৈ ইউনিয়নের গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ১৩-৯-৭১- অধিনায়ক মেজর আফছার সাহেবের ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার আবুল কাশেম একটি কোম্পানী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার পথে রায়ের গ্রাম এলাকায় এক স্কুলে রাত্রি যাপন করেন। গ্রাম্য রাজাকার ও দালালরা খবর দেওয়ার ফলে ত্রিশাল ও গফরগাঁও ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনী ভোর রাত্রে তিন দিক থেকে আতর্কিত আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা যুদ্ধের পর কাশেম সাহেবের দল কর্তৃক ১৬ জন পাকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। এই যুদ্ধে ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

১৫-৯-৭১- প্লাটুন কমান্ডার আইয়ুব আলী, দিলদার আহমেদ, হাফিজুর রহমান, মোঃ আবুল কাশেম যথাক্রমে কুমারঘাট, মুচারঘাট, বান্দিয়া ও নিমুরী এলাকায় দীঘ ৪ ঘণ্টা যাবৎ পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ফলে ৫জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ১৮-৯-৭১- কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন খানের

নেতৃত্বে বান্দিয়া এলাকায় ৪ ঘণ্টা যাবৎ পাকবাহিনীর সাথে গুলি বিনিময় হয়। ফলে ১২ জন রাজকার নিহত হয়। ১৯-৯-৭১- ভালুকা থানার রাজৈ গ্রাম এলাকয় পাকবাহিনী লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তারদল নিয়ে আক্রমণ করেন। ফলে ৭জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। একই দিন ভালুকা থানার পোনাশাইল এলাকায় কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়ার একটি প্লাটুনের সহিত একদল রাজাকার ও পাকসেনাদের এক ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধে ২জন পাকসেনা নিহত হয়।

২১-৯-৭১- এই দিন সকাল ৯ ঘটিকায় ভালুকা ঘাঁটি থেকে প্রায় চার শতাধিক রাজাকার ও পাক বাহিনীর একটি দল ৪ ভাগ হয়ে বড়াইদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রড়াইদ গ্রামে আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী হেডকোয়ার্টার ছিল। পাকবাহিনীর আসার খবর পেয়ে কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন খান, প্লাটুন কমান্ডার সামছ উদ্দিন, মনির উদ্দিন, মোঃ মোতালিব মাস্টার ও হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর ৪টি রাস্তা প্রতিরোধ করেন। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। তারা অনেক লুটের মাল ফেলে যায়। উক্ত মাল প্রকৃত মালিকদেরকে ফেরত দেওয়া হয়। ২৪-৯-৭১- পাকসেনাদের একটি দল মল্লিকবাড়ী এলাকায় লুট করতে আসলে অধিনায়ক আফছার সাহেবের দলের প্লাটুন কমান্ডার নাজিমউদ্দিন ও হাবিলদার আবদুল মোতালেব পাকবাহিনীর উপর আতর্কিত আক্রমণ করেন। ফলে ২ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধায় অধিনায়ক আফছার উদ্দিন আহমেদ ওপার বাংলা থেকে মেজর পদে উন্নীত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ২৭ তারিখ সকাল ৮ ঘটিকায় তিনি নিজে কোম্পানীর কমান্ডার নাজিমউদ্দিন ও তাঁর দলসহ মল্লিকবাড়ী পাক ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ফলে ৫জন পাকসেনা ও ৪ জন রাজাকার নিহত হয়। ২৯-৯-৭১- রাত্রি ২ ঘটিকায় কোম্পানী কমান্ডার আবুল কাশেম এবং প্লাটুন মনিরুদ্দিন কয়েকজন মুক্তিসেনা নিয়ে ভালুকা ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ চালান। ফলে ৪ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

১লা আক্টোবর ভোর ৪ ঘটিকায় ভালুকা, কাশীগঞ্জ ও ত্রিশাল থেকে পাকবাহিনীর তিনটি দল একযোগে বাইন্দা ও বড়াইদ এলাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কোম্পানী কমান্ডার কাশেম সাহেবের নেতৃত্বে কমান্ডার কছিম উদ্দিন, মনির উদ্দিন ও হাফিজুর রহমান তাদের পথ রোধ করেন। ১৭ ঘণ্টাকাল স্থায়ী এই যুদ্ধে মোট ৭১ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ৩রা অক্টোবর মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর একটি দল ভালুকা থানার তালাব এলাকায় লুট করার সময় অধিনায়ক আফছার সাহেব ও কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজ উদ্দিন খান একদল মুক্তিসেনাসহ ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে ৪জন পাকসেনা ও ২২ জন রাজাকার নিহত এবং ৩জন আহত হয়। ৫-১০-৭১- ভালুকা ঘাঁটি হতে পাকবাহিনীর একটি দল বিরুনিয়া ও মেদিলা গ্রাম লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার মোমতাজউদ্দিন গ্রামের পরিচালনায় প্লাটুন কমান্ডার মজিবুর রহমান ও মোঃ নুরুল ইসলাম পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ৯ জন রাজাকার নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

৭ অক্টোবর মেজর আফছার সাহেব স্বয়ং একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ২ ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময়ের পর ১৯ জন পাকসেনা ও ১৪ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। পরদিন পাকবাহিনীর একটি দল পোনাশাইল এলাকার বাগেরপাড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মুক্তিসেনারা আতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে ৮ জন রাজাকার নিহত ও ৩জন রাজাকার আহত হয়। এই দিন কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে গফরগাঁও থানার এক রাজাকার ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৪টি রাইফেল এবং ১২ শত রাউন্ড গুলী উদ্ধার করেন এবং ৯ জন রাজাকার নিহত কয়েকজন আহত হয়। ৯-১০-৭১- কোম্পানী কমান্ডার হাকিম সাহেব তাঁর কোম্পানীর প্লাটুন কমান্ডার দিলদার আহমেদ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল ও তমিজউদ্দিন আহমেদ এবং ৯০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর ঘাঁটি আক্রমণ করেন।

পাকসেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাজাকারগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই মারা যায়। মোট ৩৪ জন রাজাকার ও ১২ জন পাকসেনা খতম হয়।

১০ অক্টোবর মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি থেকে ৫০ জন পাকসেনা ও ৩৫০ জনের একটি রাজাকার দল চানপুর গ্রামে লুটতরাজ আরম্ভ করে। এই খরব পেয়ে মেজর আফছার মাত্র ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দীর্ঘ ১০ ঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে ৫ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকবাহিনীর গুলিতে মুক্তিসেনা অনিলচন্দ্র সাংমা মৃত্যুররণ করেন। এছাড়া, একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক এবং একটি ছেলেকে পাকবাহিনী পালায়নের সময় গুলি করে হত্যা করে। ঐ দিন দিবাগত রাত্রে সেকশন কমান্ডার আবদুল হালিম তার দল নিয়ে ধলা-গফরগাঁও রেল লাইনের চারিপাড়া পুলে পাহারারত রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালান। ফলে ১৪ জন রাজাকার আহত ও ৪ জন নিহত হয়। রাজাকারগণ ৫ শত রাউন্ড গুলি ফেলে পালিয়ে গেলে তা মুক্তি সেনাদের হস্তগত হয়।

১৩-১০-৭১- ভালুকা থেকে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের একটি দল মেদুয়ারী গ্রামের সরকার বাড়িতে ক্যাম্প করে। একদল মুক্তিসেনা তাদের উপর আতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর পাকবাহিনীর ৮ জন নিহত হয় এবং অন্যন্যরা পালিয়ে যায়। ১৫-১০-৭১- আফছার ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার মোঃ চাঁন মিয়া তার দলসহ মশাখালী রেল স্টেশনের দক্ষিণে করচঙ্গীর পুলের ধারে পাকবাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর পুলের বাঙ্কারে পৌঁছতে সক্ষম হন। পর পর ৯টি গ্রেনেড চার্জ করে বাঙ্কারগুলি দখল করা হয়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক দ্বারা পুলটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পুল ধ্বংস করার পর মশাখালী স্টেশনে আক্রমণ চালানো হয়। ফলে একজন দারোগাসহ ১৫ জন রাজাকার ও পাকসেনা নিহত হয়। ১৩ টি রাইফেলসহ ১২ জন রাজাকার চাঁন মিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করে। একই দিন দিবাগত রাত্রে উক্ত কোম্পানী কমাণ্ডার তার দলসহ অন্য একটি অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ গজ রেলপথ নষ্ট করে দেন। মাইন বিস্ফোরণে মুক্তিসেনা আঃ মান্নান শহীদ হন।

১৬-১০-৭১- বিকল ৪-৩০মিনিটে কোম্পানী কমাণ্ডার মোঃ চাঁন মিয়া তার দলসহ গফরগাঁও থানার শীলা নদীর পুলে পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। ফলে পাকসেনাদের ৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। একই দিন দিবাগত রাত্রে করচঙ্গী পুলির দক্ষিণে পাচগড়িয়া পুলে পাহারারত রাজাকারদের উপর আক্রমণ করেন। রাজাকার দল পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পুলটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৭ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে।

২২-১০-৭১- মশাখালী রেল স্টেশনের পশ্চিমে শীলা নদীর পাড়ে পাকসেনাদের উপর মুক্তিসেনারা আতর্কিত আক্রমণ করেন। ৫ জন রাজাকার ও একজন পাকসেনা নিহত হয়। আত্মসমর্পণকারী ৪ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর পাকবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

২৪-১০-৭১- ভালুকা থানার বিরুনীয়া গ্রামে পাকসেনারা লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করলে অধিনায়ক আফছার সাহেব চাঁন মিয়া কোম্পানীর মুক্তিসেনাদের নিয়ে পাকবাহিনীকে আক্রমণ করেন। ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ৫জন পাকসেনা আহত হয়। ২৬ অক্টোবর- প্লাটুন কমান্ডার আবদুল হালিম কাশীগঞ্জে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। পাকসেনারা উপায় না দেখে অয়ারলেস মারফত তাদের অন্যান্য ঘাঁটিতে সাহয্য চায়। ভালুকা, আছিম, ত্রিশাল, এবং গফরগাঁও থেকে পাকসেনারা কাশীগঞ্জে আসতে থাকে। কোম্পানী কমান্ডার মনিরউদ্দিন মিলিতভাবে তাদের দলের জোয়ানদের নিয়ে স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কাশীগঞ্জের মাহু ভূঞাসহ মোট ৬৫ জন রাজাকার নিহত এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৭ জন গ্রেপ্তার করা হয়। ঘাঁটি সম্পূর্ণরুপে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং মোট ৫২ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

২৮-১০-৭১- মেজর আফছার সাহেবের নির্দেশে কোম্পানী হাকিম ঢাকা জেলায় কালিয়াকৈর থানার কচিঘাটা এলাকায় পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টা যুদ্ধে ৫২ জন পাকসেনা নিহত হয়। ৩০-১০-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব নিজেই একদল মুক্তিসেনাসহ ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার ফুলবাড়িয়া এলাকায় পাকসেনার ওপর হামলা করেন। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিসেনারা মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। ৩১-১০-৭১- অধিনায়ক আফছার সাহেব কোম্পানী কমাণ্ডার মোমতাজউদ্দিন খান, সিরাজুল হক, হালিমউদ্দিন এবং তাদের জোয়ানদের নিয়ে গফরগাঁও থানার রসুলপুরে (আমলীতলা) রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মোট ৬৮ জন রাজাকার নিহত হয়। ৬৫ টি রাইফেল, একটি স্টেনগান ও ৩ বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়। ঘাঁটিখানা মুক্তিসেনাদের দখলে আসে। এই যুদ্ধে অসীম সাহসী যোদ্ধা মোমতাজউদ্দিন খান শহীদ হন।

৯-১১-৭১- মেজর আফছার সাহেব নিজে কোম্পানী কমান্ডার সামছউদ্দিন আহমেদ, ফয়েজউদ্দিন ও মোতালেব হাবিলদার এবং মুক্তিসেনাদের নিয়ে মল্লিকবাড়ী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ৩৩ জন পাকসেনা ও ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকবাহিনী ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ঘাঁটিটি মুক্তিসেনাদের আয়ত্তে আসে। ১০-১১-৭১- কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া রাজৈ এলাকায় পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং একটি রাইফেল ও ৪৪ রাউন্ড গুলিসহ একজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করেন। ১১ নভেম্বর অধিনায়ক আফছার সাহেব কমান্ডার চাঁন মিয়া, সিরাজুল হক ও ডুলু একত্রিত হয়ে ভালুকায় পাকঘাঁটি আক্রমণ করেন। দীর্ঘ ৮ ঘন্টা যুদ্ধের ফলে ৯ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকার নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। পরদিন ভালুকা থানার চান্দের আটি গ্রামে একদল পাকসেনা লুট করতে গেলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া তার দল নিয়ে পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। ১১ ঘণ্টা এই যুদ্ধে ১১ জন পাকসেনা ও ৯ জন রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্লাটুন কমান্ডার সমশের আলীসহ ৫ জন মুক্তিসেনা শহীদ হন। ১৩-১১-৭১- কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব ও চাঁন মিয়ার পরিচালনায় ভালুকা থানার ও ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। ৩ জন পাকসেনা ও কয়েকজন রাজাকার আহত হয়।

১৫ নভেম্বর- পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী প্রায় ৪ শতাধিক সৈন্য ধানশুর গ্রামে ঢুকে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করতে থাকে। মেজর আফছার সাহেবের পরিচালনায় তিনদিক থেকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকার সমন্বয়ে ৩৪ জন নিহত হয়। মুক্তিসেনা জহিরউদ্দিন শহীদ হন। ২-১২-৭১- কোম্পানী কমান্ডার মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ, প্লাটুন কমান্ডার এমদাদুল হক ও নাজিম উদ্দিন খানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ধানশুর ও কাটালী গ্রামের বড় রাস্তায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা ও ১৩ জন রাজাকার নিহত হয়। একই দিন মশাখালী ও কাওরাইদ থেকে পাকবাহিনী রাজৈ গ্রামে লুট করতে আসলে কোম্পানী কমান্ডার চাঁন মিয়া প্লাটুন কমান্ডার মজিবর রহমান ও নজরুল ইসলাম মুক্তিবাহিনীর দল নিয়ে পাক সেনাদের ওপর গুলি চালান। এই যুদ্ধে একজন পাকসেনা নিহত হয়। ৩ ডিসেম্বর প্লাটুন কমান্ডার আবুল হাশিম ও কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে ভালুকা থানার ভাওয়ালিয়া বাজু এলাকায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হয়। ফলে ৩ জন পাকসেনা ও ২৭ জন রাজাকার নিহত হয়। একজন রাজকার তার নিজ দলের কমান্ডারকে ও একজন রাজাকারকে হত্যা করে ৩ টি রাইফেলসহ মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৪-১২-৭১- ভালূকা থানার চাপড়াবাড়ী এলাকায় রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৩ জন রাজাকার হত্যা করা হয়। একই দিন কোম্পানী কমান্ডার মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ ও প্লাটুন কমান্ডার গিয়াসউদ্দিন আহমেদ একদল মুক্তিসেনা নিয়ে কাঠালী ও বাশিল একালায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। ফলে ৭ জন পাকসেনা ও ১০ রাজাকার নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

৬-১২-৭১- বিকাল ৪ ঘটিকায় ঢাকা জেলার কালিয়কৈর হতে ৪টি ট্রাক ভর্তি হয়ে পাকসেনারা যাওয়ার সময় কোম্পানী কমান্ডার হাকিম সাহেব, প্লাটুন কমান্ডার দিলদার আহমেদ ও নারায়ণচন্দ্র পালের নেতৃত্বে

মুক্তিযোদ্ধারা আতর্কিত আক্রমণ করেন। এই হামলায় ২৭ হস পাকসেনা নিহত ও ৪ জন গুরুতররুপে আহত হয়, ৩ টি ট্রাক সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৭-১২-৭১- মেজর আফছার সাহেব ও কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব তিনটি কোম্পানীসহ পাকসৈন্যের ভালুকা ঘাঁটি আক্রমণ করেন। ২ জন পাকসেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। ৩০ ঘন্টাকাল যুদধ চলার পর পাকবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ভালুকা ঘাঁটি সম্পূর্ণরুপে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৮ ডিসেম্বর পলায়নরত পাকফৌজের পিছু ধাওয়া করে মেজর আফছার ও কোম্পনী কমাণ্ডার ফজলুল ওয়াহাব গফরগাঁও থানার ভারইল গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে পাক সেনাদেরকে ঘেরাও এবং আক্রমণ করেন। তিনজন পাকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়। পরের দিন মেজর আফছার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গফরগাঁও থানা হেডকোয়ার্টার দখল করেন এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন।

১০-১২-৭১- গফরগাঁও থানার নতুন অফিস ইন-চার্জ হাফিজুর রহমান, কোম্পানী কমান্ডার ফজলুল ওয়াহাব, কোম্পানী কমান্ডার নাজিমউদ্দিন খান ও প্লাটুন কমান্ডার আবদুল বারী মাস্টার সাহেবের নেতৃত্বে ত্রিশালে পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। পাকসেনারা রাজাকারদের সাথে ছলনা করে পালিয়ে যায়। রাজাকররা অন্য উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে ১০৬ টি রাইফেলসহ আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশাল ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। ১৪-১২-৭১- ময়মনসিংহ শহর থেকে পলায়নরত প্রায় ১০০ জন পাকসেনারা একটি দল ভালূকা থানার পাড়াগাঁও এলাকার এক গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মেজর আফছার সাহেবের তৃতীয় ছেলে সেকশন কমান্ডার নাজিমউদ্দিন কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা উক্ত পাকসেনাদেরকে আক্রমণ করে। ২ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর নাজিমউদ্দিন আহত হয়।

১৫ ডিসেম্বর- মেজর আফছার উদ্দিন তাঁর দলের কোম্পানী কমান্ডার কুদ্দুছ খান, গিয়াসউদ্দিন ও কোম্পানী কমান্ডার নাজিমউদ্দিনের সাঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করেন উক্ত পলায়নরত পাকবাহিনীকে। মেজর সাহেব পাকবাহিনীর ওপর তুমুল আক্রমণ চালিয়ে ৪০ জনকে হত্যা করেন এবং ১৮ জনকে অস্ত্রশস্ত্রসহ জীবন্ত ধরে ফেলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ১৭ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা পৌঁছেন। কুরমীটোলা ঘাঁটির নিকট পাকবাহিনীর ২ জন সৈন্য মারা যায়। বাকী মৃত সৈন্যদেরকে নিয়ে মেজর আফছার ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছতে সক্ষম হন।

আফছার ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকাঃ অধিনায়ক -মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ; সহকারী অধিনায়ক- মোমতাজউদ্দিন খান (শহীদ); নাজিমউদ্দিন (শহীদ); আবদুল হাকিম; আবুল কাশেম এবং হাফিজুর রহমান। এডজুট্যান্ট- এ, এম এম মোছলেহউদ্দিন আহমেদ বি,এ; সিকিউরিটি অফিসার- মোঃ আখতার হোসাইন মন্ডল; সহ-সিকিউরিটি অফিসার- মোঃ আঃ হামিদ (গফরগাঁও), কোয়াটার মাস্টার - ডাঃ হাফিজউদ্দিন আহমেদ ও এ, কে, এম আছাদুজ্জামান; মোঃ মোছলেহ উদ্দিন (ডাকাতিয়া) ও নুরুল আমিন, মোঃ ফজলুল হক বেগ ও এস,এস ওমর আলী, মোঃ আবদুল গফুর মাস্টার ও মোছলেহ উদ্দিন (রসুলপুর) এবং মোঃ আবদুল মোতালিব; সুবেদার মেজর - সুলতান আহমেদ; অফিস-ইন-চার্জ- মোঃ হাফিজুর রহমান; জে, সি, ও এডজুট্যান্ট- মোঃ আঃ মোতালেব হাবিলদার; একাউন্ট ক্লার্ক- মোঃ আবুল কাশেম; সহকারী ক্লার্ক-মোঃ নূরুল আমীন; ডিসপাচ ক্লার্ক- মোঃ আব্দুল খালেক; সহকারী ক্লর্ক- মোঃ শাহজাহান চৌধুরী; ষ্টেট ক্লার্ক- মোঃ জামালউদ্দিন; সহকারী ক্লার্ক- মোঃ আলী আকবর; রেকর্ড ক্লার্ক এফ, এম আবুল কাশেম; সহকারী ক্লার্ক - নুরুল হুদা চৌধুরী (দুলু); বি, এইচ, এম- মোঃ আবুল কাশেম (বখুরা) গফুরগাঁও; অডিটর মোঃ আঃ সবুর, বি, কম।

উপদেষ্টা পরিষদঃ ১। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক; ২। ডাঃ ওয়াইজউদ্দিন আহমেদ, মেডিক্যাল অফিসার; ৩। মোঃ হাফিজুর রহমান, অফিস-ইন-চার্জ; ৪। মোঃ আবদুল হাকিম, কোম্পানী কমান্ডার; ৫। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ; সাম্পাদক ‘জাগ্রত বাংলা’, ৬। আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার, ৭। মোঃ ফজলুল হক বেগ, কোম্পানী কমান্ডার; ৮। মোঃ আবদুল জলিল, কোয়াটার মাস্টার; ৯। মোঃ আনছারউদ্দিন মাস্টার, কোম্পনী কমান্ডার; ১০। এবং মোঃ ফজলুল ওয়াহাব।

বিচার বিভাগঃ ১। মেজর আফছারউদ্দিন আহমেদ, অধিনায়ক; ২। মোঃ সিরাজুল হক কোম্পানী কমান্ডার; ৩। আইয়ুব আলী, কোম্পানী কমান্ডার ৪। আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার; ৫। মোঃ হাফিজুর রহমান, অফিস-ইন-চার্জ; ৬। মোঃ চাঁন মিয়া, কোম্পানী কমান্ডার; ৭। আঃ হাকিম, কোম্পানী কমান্ডারঃ ৮। আবুল কাশেম, সহকারী অধিনায়ক; সামছউদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার; ১০। এ,এন,এম, মোছলেহউদ্দিন আহমেদ, এডজুট্যান্ট।

শাসন বিভাগঃ ১। মেজর আফছার উদ্দিন আহমেদ, ২। মোঃ আবদুল হাকিম, ৩। আনছারউদ্দিন মাস্টার, ৪। হাফিজুর রহমান, ৫। আবুল কাশেম, ৬। আব্দুল জলিল, ৭। ফজলুল হক বেগ, ৮। আখতার হোসাইন মন্ডল, ৯। চাঁন মিয়া, ১০। ফজলুল ওয়াহাব।

কোম্পানী কমান্ডার ও সহকারী কোম্পানী কমান্ডারবৃন্দ-

১ম ব্যাটালিয়ন

কোম্পানী কমান্ডার	সহকারী কোঃ কমান্ডার
‘এ’ কোম্পানী মোঃ চাঁন মিয়া	মোঃ কাজিমউদ্দিন
‘বি’ ” মোঃ আবদুল কুদ্দুছ খান	মোঃ মজিবুর রহমান
‘সি’ ” মোঃ আইয়ুব আলী	মোঃ আঃ বারী মাস্টার
‘ডি’ ” মোঃ আঃ হাকিম	মোঃ ছিদ্দিক হোসাইন
‘ই’ ” মোঃ আনছারউদ্দিন মাস্টার	মোঃ সিরাজুল হক

২য় ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পনী শামছউদ্দিন আহমেদ	মোঃ মুজিবর রহমান
‘বি’ ” মোঃ কাছিমউদ্দিন	মোঃ আঃ হালিম
‘সি’ ” মোঃ নাজিমউদ্দিন	মোঃ হাসমত আলী
‘ডি’ ” মোঃ ফয়েজউদ্দিন	মোঃ জবান আলী
‘ই’ ” মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ আবুল কাশেম (ফুলপর)

৩য় ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী বশিরউদ্দিন আহমেদ	তমিজউদ্দিন আহমেদ
‘বি’ ” মোঃ ফজলুল ওয়াহাব	মোঃ আইয়ুব আলী
‘সি’ ” মোঃ ওয়াহেদ আলী	মোঃ হাতেম আলী খান
‘ডি’ ” মোঃ নূরুল ইসলাম	মোঃ আঃ ছাত্তার
‘ই’ ” মোঃ ফজলুল হক বেগ	মোঃ সিরাজুল হক (কাঠালী)

৪র্থ ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী মোঃ শামসুর রহমান	মোঃ আঃ রশিদ
‘বি’ ’’ মোঃ সিরাজুল হক (গফরগাঁও)	মোঃ খোরশেদ আলম
‘সি’ ’’ এমদাদুল হক (দুলু)	মোঃ সিরাজুল হক (কাচিনা)
‘ডি’ ’’ মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ আনছারউদ্দিন মুন্সী (গফরগাঁও)
‘ই’ ’’ মোঃ খলিরুর রহমান	মোঃ নজরুল ইসলাম

৫ম ব্যাটালিয়ন

‘এ’ কোম্পানী মোঃ আলাউদ্দিন আহমেদ	মোঃ আঃ কাশেম (বোকাইনগর)
‘বি’ ’’ গিয়াসউদ্দিন আহমদ	মোঃ সিরাজুল হক (রায়মনী)
‘সি’ ’’ মোঃ আঃ করিম পাঠান	আঃ মান্নান (আমিরাবাড়ী)
‘ডি’ ’’ মোঃ এস,এম, শামসুল হক (খোকন)	মোঃ নূরুল আমীন খান
‘ই’ ’’ মোঃ আঃ ছামাদ	মোঃ আঃ মোতালেব খান।

হেমায়েত বাহিনী *

যে গোপালগঞ্জের এক মহান সন্তানের ভাবমূর্তি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্টভাবে নেতৃত্ব দান করেছে তারই আরেক সন্তান হেমায়েতউদ্দিন গোপালগঞ্জ এলাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে এ সম্পর্কেই আলোচনার প্রয়াস পাবো।

হেমায়েউদ্দিন ছিলেন দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের কালো রাত্রে হানাদার বাহিনী যখন ঢাকায় আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তিনি জয়দেবপুর ছাউনিতে ছিলেন। এখানে অবস্থানরত ২য় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট তখনও সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২৭ শে মার্চ সর্বপ্রথম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের (বর্তমানে মহামান্য রাষ্টপতি) কণ্ঠস্বর ঘোষিত হলো, ‘আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি’। এই ঘোষণা শ্রুত হবার কিছুক্ষণ আগে বা পরে মেজর কে, এম, শফিউল্লাহ মর্টার প্লাটুন ও একটি কোম্পানী নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মেজর মঈনুল হোসেনকে একটি গোপন নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাউনির মধ্যস্থ সমস্ত বাঙ্গালী পরিবারকে গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দেয়া শুরু হলো। হাবিলদার হেমায়েতউদ্দিন ও আব্দুল আজিজকে ৩৮ জন জোয়ান নিয়ে দক্ষিণের রথখোলার পেট্রোল ডিউটিতে পাঠানো হলো। তারা ডিউটিতে যাবার সময় অন্য কোন নির্দেশ পাননি। শুধু পরস্পর জানতে পেরেছিলেন যে, গভীর রাতে কয়েকটি গুলির আওয়াজ হলে সবাইকে পূর্বদিকের রানীর ঘাটে একত্রিত হতে হবে।

হঠাৎ রাত ১১ টায় গোলাগুলি শুরু হলো। অনর্গল গুলি হওয়ার ফলে অনেকে এটাকে বাইরের আক্রমণ বলে সন্দেহ করলো। হেমায়েত এবং আবদুল আজিজের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিল। ফলে এই দলও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। হেমায়েতউদ্দিন জোয়ান আইয়ুব ও আলমকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকে পড়লেন। তারা ভোর পাঁচটার

* ফরিদ থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘গণমন’ (ডিসেম্ব, ১৯৭৭)-এর হেমায়েতউদ্দিন বীর বিক্রম’ শীষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত। হেমায়েতউদ্দিন লিখিত যুদ্ধকালীন ডায়েরী এবং সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন এম, এ, সামাদ।

দিকে বুকে হেঁটে (ক্রলিং করে) শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। তারা লক্ষ্য করলেন যে, অভ্যন্তরে বঙ্গালী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বরং কয়েকজন পাঞ্জাবী জোয়ান বাইরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় তখনও পূর্বদিকের গেট পাহারা দিচ্ছে। সুযোগ বুঝে এরা তিনজন বালিকা বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে অগ্রসর হন এবং পাহারারত এই পাঁচজন পাঞ্জাবী সৈনিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের খতম করে দেন। অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করে তারা আরও ৮ জনকে হত্যা করেন এবং আহতদের বেয়নেট দিয়ে শেষ করেন। দক্ষিণ পাশে অফিস সংলগ্ন অয়ারলেস সেন্টারের অপারেটরদের মধ্যে জীবিত দুজনকে তারা এস এম-জির ব্রাশ করে খতম করে ফেলেন। এই নিধনযজ্ঞ সমাপ্ত করে তারা আবার ছাউনিতে ফিরে এসে চতুর্দিক থেকে বাইরের লোক আহববান করেন। বাঙ্গালী কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে চারদিক থেকে লোকজন এসে পড়লো। এদের মধ্যে ই,পি, আই, ডিসির শ্রমিক নেতা আবদুল মোতালেব ও প্রচুর ছাত্র ও শ্রমিক ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো হেমায়েতের নেতৃত্বে অস্ত্র অপসারণ।

এখান থেকে হেমায়েতউদ্দিন শতাধিক অস্ত্র, প্রচুর গোলাবারুদ, ৩টি গাড়ী এবং কয়েকজন জোয়ান নিয়ে পূর্ব দিকে মাত্র হাইস্কুলে চলে যান। অবশ্য দু'দিনের মধ্যেই ২০ জন ছাড়া বাকী সকলেই অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। অবস্থা দেখে ৩০শে মার্চ তিনি এই ২০ জন জোয়ানসহ কাপাসিয়া থানার দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন ২৭শে মার্চ রাত্রে জয়দেবপুর থেকে মেজর কে. এম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বেরিয়ে আসা বাহিনী এখান দিয়ে চলে গেছে। ইতিমধ্যেই পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ জোরদার হবার ফলে কাপাসিয়া অবস্থান নিরাপদ নয় দেখে হেমায়েতউদ্দিন তাঁর লোকজন নিয়ে একটা বিশেষ লঞ্চে বর্মী গমন করেন। যেখান থেকে পায়ে হেঁটে ঢাকা-ময়মনসিংহ সীমান্ত বরাবার 'কাওরাইদ' নামক স্থানে পৌঁছেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার আবুল বাশার ও নায়েব সুবেদার মীর মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে এখানে একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। হেমায়েত তাঁর ২০ জন সঙ্গীসহ এখানে তাদের সাথে যোগদান করেন। এই ক্যাম্প সেনাবাহিনীর লোকের চেয়ে আনসার ও মোজাহিদ বাহিনীর লোক বেশী থাকার ফলে তাদের কার্যকলাপে 'কাওরাইদ' ক্যাম্পে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং নিয়মিত বাহিনীর জোয়ানদের মন বিগড়ে যায়।

ফলে ৯ই এপ্রিল ফরিদপুর ও বরিশালের মাত্র ১১ জন সংগী নিয়ে হেমায়েত ফরিদপুর রওয়ানা হন। তার সাথে কাপাসিয়ার ইব্রাহিম নামক একটি যুবকও ছিল। এদের প্রত্যেকের সাথে ছিল ১টি করে চাইনিজ রাইফেল ও ৮০০ রাউন্ড গুলি। এ ছাড়া ২টি হালকা মেশিনগান, ৪টি চাইনিজ এস,এম,জি ও ৪০০০ গোলা-বারুদও তাদের সাথে ছিল। গ্রাম থেকে লোক ধরে এনে তাদের দিয়ে বোঝা টানিয়ে এবং পথ দেখিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছিলেন। গজারী বন পার হয়ে ঢাকা-মযমনসিংহ সড়কে পাকবাহিনীর একটি ইউনিটকে তারা আক্রমণ করেন। এই সংঘর্ষে হেমায়েতর ৪ জন সংগী শহীদ হয়ে যান। কিন্তু তারা পাক-বাহীনির ৫ খানা জীপসহ বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন।

এভাবে কয়েকটি অপারেশন চালিয়ে অবশেষে ১৭ ই এপ্রিল অপরাহ্ন ২টায় এক জেলে নৌকায় পদ্মা পাড়ি দিয়ে হেমায়েত ও তার সঙ্গীরা নারারটেক চরে অবতরণ করেন। তারা ফরিদপুর পৌঁছে খন্দকার ওবায়দুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সাথে জেলা বোর্ডের কমলাপুরস্থ ডাকবাংলায় দেখা করেন এবং জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে পুলিশ বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হাতে পাবার দাবী করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে ২১ শে এপ্রিল প্রত্যুষে পাকবাহিনী গোয়ালন্দে পৌঁছে যায় এবং ফরিদপুর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের প্রতিহত করার কাজে সংশিষ্ট কারো সহযোগিতা না পাওয়ায় সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ভাঙ্গা উপস্থিত হন। সেখানে কিছু প্রশিক্ষণহীন যুবক প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দলাদলি দেখে হেমায়েতউদ্দিন নৌকাযোগে টেকেরহাট হয়ে 'বাঘিয়ার বিল' অতিক্রম করে ২৬শে এপ্রিল 'ফান্দি' নিজ গ্রামে বাড়ীতে উপস্থিত হন। তার গ্রামের নিরীহ জনসাধারণ ও আত্মীয়স্বজন ইতিমধ্যেই পাক-বাহিনীর অত্যাচারের

কথা শুনে এবং দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। হেমায়েত বাড়িতে যেতেই নিরীহ গ্রামবাসীর তাকে এ বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে, আর দালাল দুর্বৃত্তরা ভয় দেখাতে থাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেমায়েতের স্ত্রী হাজেরা ৭ই মে এক দুর্ঘটনার মারা যায়। চান মিয়া নামক একজন মাতবর শ্রেণীর লোক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে দল পাকাতে শুরু করলে ৯ই মে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অতঃপর হেমায়েত বাড়ি থেকে লোকজনসহ পার্শ্ববর্তী 'পিঠা বাড়ী' গ্রামে চলে যান। অবশ্য তিনি তার সাথীদের আগেই বিদায় করে দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম এবং সোলায়মান ছাড়া আর কেউ তার সাথে ছিলো না।

৯ই মে চাঁন মিয়ার হত্যার দিনই কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ ও পাকবাহিনী এসে হেমায়েতের বাড়ি পুড়িয়ে তার শেষ আকর্ষণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরপর হেমায়েত বেপরোয়া হয়ে উঠেন এবং সত্যিকারভাবে নতুন করে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

কয়েকদিন পর ১৪ ই মে ভোরবেলা হেমায়েত তাঁর সঙ্গী ইব্রাহিম ও সোলায়মানকে নিয়ে কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ করে বসেন। তাদের আধুনিক অস্ত্রের মার এবং বেপরোয়া বীরত্বের কাছে মুহূর্তেই ৫৪ জন পুলিশ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অভ্যন্তরীণভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এ ধরনের সাফল্য গ্রাম বাংলায় এটাই প্রথম! এতে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুলভাবে উৎসাহিত হল। হেমায়েত থানা থেকে ৫ মণ চাউল ও অন্যান্য রসদ নিয়ে বাঘিয়ার বিলের কলাবাড়ী গ্রামের চিত্ত গয়ানের বড়িতে চলে যান। পরে পীরের বাড়ীর আওয়ালী লীগ কর্মী লক্ষ্মীকান্ত বলের অনুরোধে হেমায়েত তার গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এ সময় গৌরনদী অঞ্চলের ১২ জন সশস্ত্র জোয়ান ও কিছু ছাত্র হেমায়েতের সাথে যোগ দেয়।

পাকবাহিনীর লোকেরা নদীপথে খোঁজাখুঁজি করলেও বিলের অভ্যন্তরে মোটেও প্রবেশ করত না । তবে এখানে দল সংগঠনে তেমন সুবিধা না হওয়ায় হেমায়েত গৌরনদী চলে যান এবং ২৯শে মে বরিশাল গৌরনদী থানার 'বাটরা বাজারে' আনুষ্ঠানিকভবে হেমায়েত বাহিনী উদ্বোধন করেন। এর আগে ২৬শে মে তারিখে এক সফল আক্রমণের ফলে এই বাটরা বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এই বাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। স্থান সংকুলানে অসুবিধা হওয়ায় পশ্চিম দিকে পয়সার হাটের উত্তরে রাজাপুর নামক গ্রামে তিনি সদর দফতর স্থাপন করেন।

১লা জুন বরিশাল ও ফরিদপুরের এই অঞ্চলে স্বধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। দেশের এই অঞ্চলই সর্বপ্রথম মুক্ত অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্টা লাভ করে। মুজিবনগর বেতার কেন্দ্র থেকেও এ কথা প্রচার করা হয়।

৩রা জুন পাকবাহিনীর এক বিরাট দল কোটালীপাড়া থানায় উপস্থিত হয় এবং রাত্রে নৌকাযোগে কোটালীপাড়া ও পয়সার হাটের খাল বেয়ে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করতে এগিয়ে য়ায়। এই দলে ১২ খানা নৌকায় পুলিশ, লাঠিয়াল ও পাকবাহিনীর প্রায় ৩০০ লোক ছিল। রাত দু'টায় হেমায়েত তার বাহিনী নিয়ে অগ্রবর্তী 'হন্যহাটি' নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে খালের দু'পার থেকে এদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। পথে এই আক্রমণের জন্য পাকবাহিনীর প্রস্তুত ছিল না; তাই এই আতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তবে হেমায়েত বাহিনীর ইব্রাহিম শাহাদাৎ বরণ করেন। এই আক্রমণের ফলে ২৪ জন পুলিশ ও লাঠিয়াল ধরা পড়ে।

এই নাজেহাল অবস্থায় প্রতিশোধ নেবার জন্য ৭ই জুন পুনরায় ৩খানা 'স্টীল বডি' লঞ্চ নিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে পাকবাহিনী 'রাজাপুর' ঘাঁটি আক্রমণ করে। হেমায়েত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে লঞ্চগুলোকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন। অপর দিকে ঘাঁটির বাঙ্কার থেকে সামনের দিক গিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। উপায়ন্তর না দেখে লঞ্চগুলো পালাতে শুরু করে এবং শাতলা গ্রামের বাঁক ঘুরে কোন রকমে পালিয়ে রক্ষা পায়।

এই দৃশ্যে জনসাধারণ বিপুলভাবে আনন্দিত হয়। তারা হেমায়েত বাহিনীর এই দলটিকে কাঁধে তুলে ‘পয়সার হাঁটে’ নিয়ে আসে। সেখানে তড়িঘড়ি এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়ে য়ায় এবং হেমায়েতকে জনসাধারণ ‘মেজর’ খেতাবে ভূষিত করে। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় ২০ মাইল এলাকা মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। এই সময় শাতলা গ্রামে নদীর বাঁকে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিও স্থাপন করা হয়।

এরপর রাজাপুর থেকে সরে গিয়ে জহরের কান্দি হাইস্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করে সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। দলে দলে যুবক-ছাত্র জনতা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে লাগল। পক্ষান্তরে এ সময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারাও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দলে ভিড়তে লাগলো। অতঃপর, কালকিনি থানার চলবল গ্রামে অপারেশন ঘাঁটি সরিয়ে নেয়া হয়। ১১ই জুলাই টুঙ্গীপাড়া শেখ বাড়িতে দেড়শত পাঞ্জাবী সৈন্যের বিরুদ্ধে এক সফল আক্রমণ পরিচালনা করা হয়।

১৪ই জুলাই পাকবাহিনী মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও টেকেরহাট-এই তিন দিক থেকে আবার চলবলের ঘাঁটির উপর হামলা চালায় এবং ক্যাম্পের কাছে রামশীল নামক গ্রামে ঢুকে পড়ে। হেমায়েতের সাথে তখন মাত্র ১৩ জন সঙ্গী ছিলো। এদের নিয়েই তিনি অগ্রসর হন এবং এই হামলা প্রতিহত করার প্রয়াস পান।

রামশীল গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি খাল গৌরনদী থানার বাসাইল গ্রামের দিকে চলে গেছে। গৌরনদী থেকে ঐ খাল বেয়ে হানাদার বাহিনী আসতে পারে ভেবে পূর্ব দিকে মুখ করে ৩ জন, দক্ষিণ দিকে মুখ দিয়ে ৩ জন এবং সংকেত দেবার জন্য বাইরে একজন বসানো হলো । অতঃপর হেমায়েত বাকী ৬জন পশ্চিমমুখী হয়ে বসলেন। কোটালী পাড়া বান্দাবাড়ী খালের মধ্যে দিয়ে হানাদার বাহিনী অগ্রসর হতে পারে মনে করেই তিনি এ জায়গায় অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এদিক থেকেই হানাদারদের অগ্রগামী বাহিনী দেখা গেল। তারা কাছাকাছি আসতেই হেমায়েত মেশিনগানের গুলি চালালেন। তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা বুলেট তার সহকর্মী মকবুলের মাথায় খুলি ভেদ করে চলে গেলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। মকবুলের লাশ টানতে যেতেই একটা শেলের টুকরো হেমায়েতের গালের বাঁ পাশ দিয়ে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বেরহয়ে গেল। এতে জিহবার খানিকটা কেটে গেল এবং কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেল। তবুও তিনি কর্তব্যচ্যুত হলেন না। বরং অসীম সাহস আর প্রবল প্রতাপের সাথে পাল্টা আক্রমণ রচনা করে চললেন। এভাবে দীর্ঘ সময় তুমুল সংঘর্ষের পর হানাদার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলো। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর প্রচুর হতাহত হয়। যুদ্ধের পর হেমায়েত বুঝতে পারলেন যে আঘাত খুবই সাংঘাতিক, ফলে তাকে দীর্ঘদিন রাজ্যেশ্বর ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকতে হয়।

একস্থানে বেশী দিন ঘাঁটি রাখা যায় না। কারণ, পাকবাহিনীর খোঁজ পেলেই সেখানে আক্রমণের আশংকা দেখা দেয়। তাই রামশীলের যুদ্ধের পর আর চলবল ঘাঁটি রাখা মোটেই নিরাপথ নয়। তাছাড়া যে কোন সময় বিমান আক্রমণ ও অসম্ভব নয়। তাই ঘাঁটি সরিয়ে গোপালগঞ্জের পূর্ব সীমান্তে বিলের উত্তর প্রান্তে ‘রুথিয়ার পাড়ে’ একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ছাউনি ফেলা হলো। এ বড়ির প্রায় সকলেই ভারতে চলে গিয়েছিল। পাঁচখানা দোতলা ঘর নিয়ে বেশ বড় বাড়ি। এখানেই জুলাই মাসের শেষ দিকে ‘এসোসিয়েটেড প্রেসের’ একজন সাংবাদিক হেমায়েতের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকরের বিবরণ ‘দি সান’ নামক পত্রিকার ৪ঠা আগষ্ঠ সংখ্যায় হেমায়েতের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

ওদিকে কোটালীপাড়া থানায় পুনরায় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যশস্য মওজুদ করার খবর পাবার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর তারা আবার কোটালী পাড়া থানা আক্রমণ করেন। ১৪ ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর থানা দখলে আসে। প্রচুর খাদ্যশস্য ও গোলাবারুদ হস্তগত হলো। অতঃপর হেমায়েত বাহিনী ৩রা ডিসেম্বর শেষবারের মত কোটালী পাড়া থানা দখল করেন।

কোটালীপাড়ায় আরও তিন জায়গায় পাকবাহিনীর ঘাঁটি ছিল- ঘাগোর গুদাম ঘর, কুরপালামূ কম্যুনিটি সেন্টার এবং গোপালগঞ্জ মাদ্রাসায়। ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে এই সব ঘাঁটি নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়। ৩ রা ডিসেম্বর যুদ্ধের ফলে চুড়ান্তভাবে এই থানা মুক্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধে জেলা অধিনায়ক ক্যাপ্টেন নুর মোহাম্মদ বাবলুও তার সাথে ছিল।

হেমায়েত বাহিনীর কর্মক্ষেত্র ছিল বরিশালের উজির পুর ও গৌরনদী থানা, ফরিদপুরের কালকিনি, মাদারীপুর, রাজৈর, গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া। মকসুদপুর, কাশিয়ানী এবং খুলনার মোল্লারহাট থানার অংশ বিশেষ ও তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল এই হেমায়েত বাহিনী। তার দলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৫০৫৪ জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী লোক ছিল ৩৪০ জন। এদের সাহায্যে তিন কোটালীপাড়া থানার জহরের কান্দি হাইস্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন এবং তিন মাসে প্রায় চার হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এদের মধ্যে দেড় হাজার গরীব শ্রেনীর মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৯৫.০০ টাকা হিসেবে বেতনও দেয়া হতো। কোটালীপাড়া, নারকেলবাড়ীর চার্চমিশনে একটি সংক্ষিপ্ত নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও খোলা হয়েছিল। সেখানে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি হাসপাতালও পরিচালনা করা হত।

আগেই বলা হয়েছে হেমায়েত বাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে ওঠা একটা সংগঠন। এদের অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই ছিল পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া। তারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আঠারটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই বিরাট সাফল্য মূলতঃ হেমায়েতউদ্দিনের নিষ্ঠা এবং তার সঙ্গীদের দায়িত্ববোধ আন্তরিকতা ও আনুগত্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। দেশের স্বধীনতা যুদ্ধে এমন একক প্রচেষ্টায় অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের নজীর বিরল। বাংলাদেশের সরকার এই বীর যোদ্ধার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে ‘বীর বিক্রম’ খেতাবে ভূষিত করেন।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-১

সাক্ষাৎকার* : মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) বীর বিক্রম

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ মে মাসের শেষের দিকে আগরতলার এক ক্যাম্পে আমাদের ‘কমান্ডো’ আক্রমণের কলাকৌশল সম্পর্কে ক্লাশ নিচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার (পরবর্তীকালে কর্নেল) । ক্লাশ চলাকালে ক্যাম্প পরিদর্শনে এলেন ২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার)। সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে দৃঢ় করার জন্য সংক্ষিপ্ত এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। এরপর তিনি একটি ‘সুইসাইড স্কোয়াড’ গঠন করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই স্কোয়াড পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শহরে দখলদার সামরিক বাহিনীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, সেই সঙ্গে বিদেশী সাংবাদিক এবং বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা সংস্থার লোকজনের মধ্যে এই ধারণা দেয় যে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতেও মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

জুনের প্রথমে আমাদের ১৬ জনের দলটি ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয়। আমাদের এই ১৬ জনের কাছে জনপ্রতি ৪টি করে গ্রেনেড এবং ২০ পাউন্ড করে বিস্ফারক ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। ঢাকা আসার পথে

---

* ‘রোববার’ বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৮১-এ প্রকাশিত জিল্লুর রহিম-রচিত ‘ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সকল অভিযান’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

দলের ৪ জন সদস্য স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে যান। ৬ই জুন আমরা ঢাকা শহরে প্রবেশ করি। ঢাকায় এসে আমরা জানতে পারলাম যে ৯ই জুন হোটেল ইন্টারকণ্টিনেন্টালে সামরিক জান্তা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। প্রিন্স সদরুদ্দিনসহ অর্থনৈতিক সাহায্যদাতা সংস্থার বেশকিছু প্রতিনিধি এবং বিদেশী সাংবাদিক এসেছিলেন। তারা হোটেল ইন্টারকনে ছিলেন। সামরিক জান্তা তাদের ভেতর প্রচার করেছিল যে ঢাকা শহর সম্পূর্ণ শান্ত। দেশের কোথাও মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না, শুধু সীমান্ত এলাকায় সামান্য গোলমাল ছাড়া। আমরা সেই ধারণা পাল্টানোর জন্য প্রথমে ইন্টারকনে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অপারেশনের দিন ঠিক করা হয় ৯জুন। কারণ, ঐদিন রাত ৭-৩০ মিনিটে বিদেশী সাংবাদিক ও সাহায্যদাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্মানে সামরিক জান্তা নৈশভোজের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে প্রথমে আমরা ইন্টারকনে ‘রেকি’ করি। আমরা সব সময় ‘রেকির’ ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতাম। কারণ, অভিযানের সাফল্য শতকরা ৯০ ভাগ নির্ভর করে সঠিক ‘রেকি’র ওপর। রেকিতে আমার সঙ্গে ছিলো আলম ও জিয়া। রেকি করার দিন বিকেলবেলা একটি গাড়িতে করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই আমরা হোটেলের সামনে নেমে ভেতরে যাই। প্রথম আমাদের কাজ ছিলো অপারেশনটা কিভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে হোটেলের ভেতরের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়া। সিদ্ধান্ত মোতবেক রেষ্টুরেন্টে যাই এবং কিছু খাওয়া-দাওয়ার ছলে আমাদের প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে ভেতরের সকল অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হয়ে ফিরে আসি। শেলটারে ফিরে আমরা দলগতভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে পর্যালোচনা করার পর আক্রমণের কৌশল নির্ধারণ করি। আমরা শুধুমাত্র গ্রেনেড ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য ৬ জনের একটি দল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অপারেশনের জন্য একান্তভাবে গাড়ির প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের কোন গাড়ির ব্যবস্থা ছিলো না।

ইন্টারকনে যেদিন অপারেশন করেছিলাম সেইদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটের পর গুলশান থেকে একজন অবাঙ্গালীর একটি গাড়ি জোরপূর্বক সংগ্রহ করা হয়। ঐ গাড়িতেই ৬ জনের ‘অপারেশন গ্রুপ’ নিয়ে আমরা রওয়ানা হই। বাদল মামা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির সামনের সিটে ছিলেন চুলু ভাই ও স্বপন। পেছনে আমি জিয়া ও আলম। হোটেলের সামনের দিকে গাড়ি থামিয়ে আমরা তিনজন নেমে পড়লাম। তখন ইন্টারকনে সামনের দিকটায় উঁচু কয়েকটি গাছ ছিলো। গাড়ি থেকে নেমে সামনের দেয়াল টপকে আমরা ভেতরে প্রবেশের করে অবছা অন্ধকারে গাছের অড়ালে চলে যাই। ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের সময় অতিবাহিত হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা তীক্ষ্নতার সঙ্গে লক্ষ্য করে হোটেলের মূল প্রবেশ পথে পরপর তিনটি গ্রনেড ছুড়ে ফেলি। গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে থাকি। ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের শব্দে লোকজনের ছুটোছুটি, চিৎকার শুরু হয়েছে। আমরা দেয়াল টপকে তড়িৎ গতিতে গাড়িতে উঠে পড়ি।

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা চলে যাই রমনা থানার কাছে জনৈক জামাত নেতার বাড়িতে। সেখানে তখন হানাদার বাহিনীর তাবেদার শান্তি কমিটির লোকজনের এক সম্মেলন চলছিলো। আকস্মিকভাবে আমরা গাড়ি নিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ে পরপর তিনটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চোখের নিমেষে গাড়ি ঘুড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। সেদিন আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলো ইন্টারকনে অপারেশন সফল হলে ঢাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আক্রমণ করা। তাই রমনা থেকে সোজা চলে যাই ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (দৈনিক বাংলা) ও ‘মনিং নিউজ’ সংবাদ-পত্র অফিসের সামনে। চলন্ত অবস্থায় সেখানে ২ টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আমরা পুরানা পল্টনের গলিতে ঢুকে পড়ে সেখানে গাড়ি ফেলে নিরাপদে ফিরে যাই।

ঢাকা শহরের একই দিনে আমরা তিনটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। সেদিনের ঘটনা আজো আমার স্মৃতিতে ভাসে, কারণ, এই আক্রমণ ছিলো ঢাকা শহরের প্রথম সকল গেরিলা অভিযান।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-২

সাক্ষাৎকার* : এ, মাসুদ (চুলু)

‘‘আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ফার্মগেটে আমরা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পে এক সফল গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম। এই অপারেশনের দিনটি আমার কাছে এই জন্য স্মরণীয় যে সেদিনের ঘটনার সবকিছু আজো চোখের সামনে ভাসে। তখন গুলশানে আমাদের ‘শেলটার’ ছিলো। ফার্মগেটে সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প কিছু সিপাইসহ একজন ক্যাম্পেট র‍্যাংকের অফিসার থাকতো। ফার্মগেট দিয়ে চলাচলকারী সকল গাড়ী ও লোকজনকে তারা তল্লাশী করায় আমরা চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। তাই এই ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম রেকি করলাম আমি, মায়া, বদি ও কাজী। রেকির পর সিদ্ধান্ত হলো যে, ক্যাম্প আক্রমণ করতে আমরা সক্ষম হবো। ফার্মগেট আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেবার পর দ্বিতীয় দফা রেকির জন্য পাঠানো হলো উলফত ও ডুলালকে। প্রথম ও দ্বিতীয় রেকি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আক্রমণের কৌশল নির্ধারণ করি।

সামাদ ভাইয়ের তৎকালীন মগবাজরের বাড়িতে আমাদের অপারেশন গ্রুপের অবস্থান ছিলো। অপারেশনের আগে ফার্মগেট সামরিক ক্যাম্পের খুব কাছে একটি বাড়ি থেকে ডুলাল টেলিফোনে সামরিক ক্যাম্পের সর্বশেষ তৎপরতা এবং অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছিলো। অপারেশনে আমারা দুটো গাড়ি ব্যবহার করেছিলাম। অপারেশনের গাড়িটি ছিলো সামাদ ভাইয়ের, চালাচ্ছিলেন সামাদ ভাই নিজেই। তাঁর সঙ্গে ছিলো আলম, কাজী, পুলু, উলফত ও বদি। সামাদ ভাইয়ের গাড়ি চালনার ভেতর সেদিন যেন যাদুর স্পর্শ ছিলো। সে এক অকল্পনীয় কৌশল। আমি পেছনে কভার গাড়িতে ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলো গাজী দস্তগীর, জিয়া ও আনু। এখন যেখানে ফার্মগেট ওভারব্রীজ সেখানে রাস্তার দু’পাশে সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা ছিলো। অপারেশনের জন্য আমরা ত্বরিত কৌশল গ্রহণ করেছিলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এমন সময় অপারেশন স্থলে পৌঁছে লক্ষ্য করলাম সেনাবাহিনীর কয়েকজন লোক টুলের ওপর বসে গল্প করছে ও কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমদের উদ্দেশ্য ছিলো, আকস্কিক আক্রমণ পরিচালনা করা যাতে হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। প্রথমেই ২ টি এস-এমজি দিয়ে আলম ও পুলু দু’দিকে গার্ড দুজনকে বুলেটবিদ্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে ক্যাম্পের ভেতর ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। এই ত্বরিত আক্রমণে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে যায়। আতঙ্কে তাদের ছুটোছুটিতে এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নিতে তারা সক্ষম হয়নি। এরই ভেতর সামাদ ভাই গাড়িটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাস্তার সেই স্বল্প পরিসর জায়গায় মুহূর্তের ভেতর এমনভবে ঘুরিয়ে নিলেন যা আমার কাছে আজো বিস্ময়কর- অলৌকিক মনে হয়। গাড়িটাকে তিনি এমনভাবে ঘুরিয়েছিলেন ঠিক যেন ডিগবাজির মতো। এই অস্বাভাবিক গাড়ি ঘুরানোর সাথে সাথেই আলম ও পুলু গাড়িতে উঠে পড়ে এবং গাড়ি থেকে পাকবাহিনীল প্রধান ক্যাম্প লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। সফল আক্রমণ পরিচালনা করে চোখের পলকে সামাদ ভাইয়ের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। সামাদ ভাই নিরাপদে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিঝিলের নাভানা ওয়ার্কশপে পৌঁছে জামান ভাই ও আনোয়ার ভাইয়ের হেফাজতে আর্মসসহ গাড়ি রেখে ফিরে যান বাড়িতে। কভার গাড়ি নিয়ে আমরা গুলশানের শেলটারে পৌঁছাই। পরে জানতে পেরেছিলাম এই অপারেশনে ১ জন অফিসারসহ ১৭ জন পাকসেনা নিহত হয়েছিলো।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৩

সাক্ষাৎকার* : আবদুস সামাদ, বিপি

একাত্তরের মার্চে আমার বাসা ছিল ৪১৫ নিউ ইস্কাটন রোড়ে, এখন চীনা দূতাবাস অবস্থিত ঠিক তার পাশে। ঢাকা নিওন সাইন নামে একটি ছোট লাইটিং কারখানা ছিল আমার। ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,

---

* সূত্র পূর্বোক্ত।
* স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প কর্তৃক ৫-৬-৮৩ তারিখে গৃহীত।

ব্যাংক ইত্যাদিতে প্লাস্টিক সাইন সরবরাহ হতো আমার কারখানা থেকে। সে সময় যেহেতু ঢাকায় বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক প্রভৃতির কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী, সেহেতু তাদের সাথে আমার ব্যবসায়িক যোগাযোগের সুবাদে আমি পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষাটা ভালোই শিখেছিলাম। এটা ঢাকায় গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা কালে আমার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল। অনর্গল উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারার কারণে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাস্থানীয় কোনও অবাঙ্গালী আমাকে ঢাকায় গেরিলাযুদ্ধের একজন সংগঠক বা সহায়তাকারীরূপে সন্দেহ করতে পারেনি।

যা হোক, ২৫ মার্চ সন্ধ্যে থেকে যখন সমস্ত শহরের পরিস্থিতি ক্রমেই থমথমে হয়ে উঠছিল এবং পাকিস্তানী সামরিক কার্যক্রমের আসন্নতা যখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তখন আমার কারখানার কিছুসংখ্যক কর্মী এবং আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী আলী ডেকরেটরের আরও কিছু লোকজন মিলে নিউ ইস্কাটন রোডের কিছু জায়পায় গর্ত করা শুরু করে এবং দিলুরোডসহ আশেপাশের এলাকায় বহু ঠেলাগাড়ি জমা করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যেন পাকবাহিনী এই পথ দিয়ে অগ্রসর হতে না পারে। আমাদের আশংকা বাস্তবে রূপ নিতে বেশী দেরী হল না। রাতের মধ্যেই বাংলা মোটর (তৎকালীন পাকমোটর) হয়ে নিউ ইস্কাটন রোড ধরে পাকবাহিনীর সামরিক যানগুলি এগিয়ে এলো। মনে আছে, সামনের যে জীপগুলি ছিল, সেগুলির বাতি ছিল হলুদ রঙের। গাড়িগুলি আমাদের তৈরী ব্যারিকেডের সম্মুখীন হতেই প্রচন্ড ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। ফায়ারিংয়ের মুখে রাস্তাঘাট মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে গেল। আমরাও আত্মরক্ষার্থে বাসার ভেতরে আশ্রয় নিলাম। উন্মত্ত গাড়িগুলি ব্যারিকেড চুরমার করে মৌচাক হয়ে রাজারবাগের দিকে ছুটে যায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করতে পাকিস্তানী সামরিক যান এই নিউ ইস্কাটন রোডই ব্যবহার করেছিল।

ঢাকা শহর পাক কবলিত হওয়ার পর এপ্রিলের শেষের দিকে আমার বিশিষ্ট বন্ধু তৎকালীন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ খানের- যিনি পরে ১১নং সেক্টর অধিনায়ক কর্নেল তাহের আহত হওয়ার পর ঐ সেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সাথে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে একদিন দেখা হয়। তিনি তখন পাক বিমানবাহিনী থেকে ডিফেক্ট করার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু ঠিক উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমি তার পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলে তিনি আগরতলা চলে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। এ ব্যাপারে আমি যোগাযোগে সাহায্য করি।

এ সময় আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা ট্রেনিং চলার কথা শুনতে পাই, এবং কোনও গেরিলা দলের খোঁজ পাই কিনা তার জন্য অনুসন্ধান চালাতে থাকি। এই অবস্থার মধ্যে আমার বাড়ির নিকটের প্রতিবেশী পাকিস্তান রেডিও-এর একজন কর্মচারী হাফিজ ভাইয়ের বাসায় হঠাৎ একটি ছেলের মুখে মুজিবনগর এলাকায় জোর গেরিলা ট্রেনিং চলার কথা শুনতে পাই। আরও শুনতে পাই যে, অতি শীঘ্রই ভারত থেকে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দল পাঠানো হবে। খবর শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি এবং সত্যি সত্যি এরূপ গেরিলা দল এলে আমি তাদের সর্মতোভাবে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করি। ছেলেটি তার নিজের আইডেন্টিটি গোপন রেখে শীঘ্রই একজন গেরিলা যোদ্ধাকে আমার কাছে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর সপ্তাহ দু'য়েক পরেই হঠাৎ এক সকালে আমার বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে একটি ছেলে এসে হাজির। সে এসে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে আমার খোঁজ করতেই আমি তার কাছে আমার পরিচয় দিলাম এবং তাকে নিয়ে এসে আমার ড্রয়িংরুমে বসালাম। আমি গেরিলাদের যুদ্ধে সাহায্যদানে ইচ্ছুক কিনা সরাসরি জানতে চাইলে আমি তাকে আমার পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করি। নিশ্চিন্ত হয়ে সে তখন গাজী দস্তগীর বলে নিজের পরিচয় দেয় এবং খুব শীঘ্রই সে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবে বলে আমাকে জানায়। ঢাকায় গেরিলাদলের সাথে এ ভাবেই আমার প্রাথমিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে, এবং আমি তাদের কিভাবে সাহায্য-সহায়তা করতে পারি সেসর্ম্পকে চিন্তা করতে শুরু করি। আমার কিছু পূর্ব সামরিক জ্ঞান ছিল এবং বেশকিছু সামরিক অফিসারের সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। ভেতরে দেশপ্রেম কাজ করছিল, তারই প্রেরণায় আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত একটি হৃদয়হীন শক্তির মুখে সামরিক ছাউনি পরিবেষ্টিত ঢাকা শহরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিরোধের শিখা জ্বালাতে আমি আমার

সামান্য সীমিত শক্তি নিয়োগে সংকল্পবদ্ধ হই। এটা সুবিদিত যে, গেরিলারা জনবিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। গণসমর্থন তাদের কাজের অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত। সে জন্য আমি প্রথম যে কাজটি করেছিলাম সেটা ছিল ঢাকায় আগত প্রথম গেরিলাদের জন্য শেলটারের ব্যবস্থা করা।

গাজী দস্তগীরের সাথে আলাপের কয়েকদিন পরই সে কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসে। এরা ছিল ২ নং সেক্টরের মেলাঘর, নির্ভয়পুর প্রভৃতি স্থানে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে যাদের নাম এখনো আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল তারা হচ্ছেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (মায়া ক্র্যাক প্লাটুনের দায়িত্বপ্রাপ্ত), উলফত, জুয়েল এবং আরো দু'টি ছেলে যাদের নাম এখন আমার স্মরণে নেই। গাজী দস্তগীর এদের সবাইকে একে একে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানায় যে, তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করে এনেছে। তখন গেরিলাদের ঢাকা প্রবেশের রাস্তা ছিল দু'টি- একটি বিবিরবাজার-কুমিল্লা হয়ে, অপরটি মীরপুরের নদীপথে মালিবাগ পর্যন্ত। গেরিলারা আমাকে জানালো, যে অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছে সেগুলি তারা মালিবাগের একটি বাসায় রেখে এসেছে, রাস্তায় রাস্তায় পাকবাহিনীর জোর তল্লাশী চলায় সেগুলো তারা আমার বাসা পর্যন্ত আনতে সাহস পায়নি। অস্ত্রগুলি দু'টি বস্তায় ভর্তি। একটিতে ছিল কয়েকটি স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল, বুলেট ইত্যাদি। অপরটিতে ছিল, যাকে বলা হয় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, অনেকটা গোলানো ময়দার মতো দেখতে, প্লাস্টিকের থলিতে ভর্তি। এ ছাড়া ছিল বিস্ফোরণ ঘটানোর অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

গেরিলারা অস্ত্রগুলি নিরাপদে রাখার ব্যাপারে স্বতঃই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আমি তাদের এ ব্যাপারে আশ্বাস দিই, গাজী দস্তগীরের পরিচিত দু'টি ছেলেসহ আমার নিজের টয়োটা করোলা গাড়ি নিয়ে মালিবাগের সে বাসায় চলে যাই এবং বস্তাভর্তি অস্ত্রগুলি নিয়ে আসি এবং আমার অফিসের স্টীলের আলমারি খালি করে তাতে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি। দলে তখন আমরা ছিলাম মোট ৭ জন। আমাদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতেই হবে, এই ছিল প্রতিজ্ঞা।

এভাবেই প্রথমে প্রশিক্ষিত জনে ও অস্ত্রে গেরিলা অপারেশনোপযোগী তৎপরতার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হবার পরই ঢাকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঘটে। গেরিলাদের আনা অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আমার পূর্বধারণা বিশেষ কিছু ছিল না। তাই আমার বাসায় নিয়ে আসার পর আমরা সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমার কাছে সবচেয়ে মারাত্মক ঠেকেছিল এক্সপ্লোসিভগুলি, সেগুলি ছুঁয়ে দেখতে সাহসে কুলোচ্ছিল না, ছিল টাইম পেন্সিল বোম, ইগনেটিং অয়ার, ডেটোনেটর ইত্যাদি বিধ্বংসী ধরনের নানা ডিভাইস।

অস্ত্রগুলি আনার পরদিনও আমরা সেগুলি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি। তারপর উলফত, মায়া, জুয়েল আমরা সবাই মিলে কিভাবে কোথায় অপারেশন চালানো যাবে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি। মায়াকে ২ নং সেক্টর থেকে এই দলের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, এবং সেই জন্য তার দল পরিচিত ছিল মায়া ক্র্যাক প্লাটুন বলে। ঢাকা শহরে আমার বিশেষ অবস্থানগত কারণে- যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মায়া পরিকল্পিত অপারেশনগুলিতে স্থানীয়ভাবে আমার নেতৃত্ব ভূমিকা কামনা করে এবং আমি তার আগস্ট মাসে পাক সামরিক জান্তার হাতে ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত সানন্দে পালন করেছিলাম। গেরিলাদের ঢাকায় নিজ বাসগৃহে থাকার সমূহ অসুবিধা ছিল। গেরিলা যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যক গণভিত্তি হিসাবে আমি তাদের নিরাপদ শেলটারের ব্যবস্থা করেছিলাম, তাদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করেছিলাম- সমস্তই এককভাবে এবং তাদের অপারেশন সংগঠন ও পরিচালনায় সাহায্য করেছিলাম প্রত্যক্ষভাবে।

২ নং সেক্টরের অধিনায়ক তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং গেরিলা প্রশিক্ষক মেজর, এ, টি এম হায়দার প্রায়শঃই গোপনে কুরিয়ার মারফৎ আমাকে চিঠিপত্র পাঠাতেন ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা এবং গেরিলাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এক পর্যায়ে মুজিবনগর থেকে জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীরও নির্দেশ সম্বলিত চিঠি পেয়েছিলাম।

ঢাকায় পরিকল্পিত গেরিলা অপারেশন চলাকালীন সময়ে আমরা দ্বিতীয় দফা আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাই। এগুলো ছিল বিশেষ ধরনের এবং গেরিলাদের ভাষায় ছিল ঢাকা শহরকে কাঁপিয়ে তোলার মতো। অস্ত্রগুলি এসে পৌঁছেছিল স্বামীবাগের পুরনো একতলা একটি বাসায়, সেগুলি ছিল বয়স্কা এক মহিলার হেফাজতে। আমি দু'জন গেরিলা যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অস্ত্রগুলো আনতে যাই। গেরিলা দু'জন উক্ত মহিলার পরিচিত থাকায় তিনি সন্দেহমুক্ত হয়ে দ্রুত অস্ত্রগুলো আমার হাতে তুলে দেন। একটি সুটকেসে ও একটি বস্তায় সেগুলি ভর্তি ছিল। অস্ত্রগুলো বেশ ভারী থাকায় সুটকেসের তলা ফেটে গিয়েছিল, এ নিয়ে মহিলা বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অস্ত্রগুলি নিয়ে আমরা দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, এবং সেটি আমার অফিসেই। খোদ ঢাকা শহরই ছিল আমাদের এরিয়া অব গেরিলা অপারেশন, অস্ত্র প্রয়োগের কলাকৌশল রপ্ত করারও গোপন কেন্দ্র ছিল আমার প্লাস্টিক নিওন সাইন কারখানা ছোট্ট অফিসগৃহে- কারখানার ভারী ভারী হাতুড়ি, শাবল, কোদাল সমবায়ে লোহার কাজকর্মের দৈনন্দিন ধাতব শব্দরাজির আড়ালে। এসব নতুন পরীক্ষিত অস্ত্রগুলির মধ্যে ছিল বেশকিছু হ্যান্ড গ্রেনেড, ফসফরাস গ্রেনেড, এম-কে ১৪ মাইন, এম-কে ১৬ মাইন এবং ১৬ মাইনের ক্যাবলসহ একখানা রীল।

উল্লেখ্য, আমাদের গেরিলা তৎপরতার মান ক্রমশঃ যতই উন্নত হয়ে উঠছিল ততই আমরা সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ সমেত অনেক নতুন নতুন অস্ত্রও পাচ্ছিলাম। এ প্রসঙ্গে একজন অত্যন্ত সাহসী গেরিলা- আবু বকরের নাম মনে পড়ছে, গুলশান ২য় মার্কেটের পেছনে তার বাসা ছিল। সে মাঝে মাঝেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতো এবং তার মারফত আরও কয়েকজন তরুণ গেরিলার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, যাদের মধ্যে দু'জন স্বৈরাচারী আইয়ুব আমলের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনেম খানের সাড়াজাগানো হত্যাকান্ড সম্পন্ন করেছিল। এরা ছিল খুবই স্মার্ট এবং সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বিশেষ করে আবু বকরের পায়ের আড়ালে প্লাস্টিকে মোড়ানো ভাঁজ করা স্টেন বহনের কৌশল ছিল খুবই চমকপ্রদ। চেকিংয়ে দেহতল্লাশীর সময় তার হদিসই মিলত না। মাহবুব সালাম ও নীলুর গুলশানের বাসায়ও এক্সপ্লোসিভ রাখা হতো। নীলু ও শাহজাহান নামের একটি ছেলে দু'টো অপারেশন করেছিল, যদিও তা সফল হয়নি। এরা ছিল আমার রিক্রুট। এদের অপারেশনে আমি নিজেও জড়িত ছিলাম।

অপারেশনকালে আমাদের সাথে আরও কিছু ছেলে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আমজাদ আহমেদ চৌধুরীর ছোট ভাই আনোয়ার চৌধুরী ছিল অন্যতম। মিঃ জামানের নাভানা ওয়ার্কশপে গোপনে তাদের সাথে আমার যোগাযোগ ঘটে। আনোয়ার চৌধুরী অপারেশনে বিশেষ করে গাড়ির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, বিশ্ববাসীর কাছে দখলদার বাহিনীর এই দাবী চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম প্রচেষ্টা নিই ঢাকা শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টির। সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমান্ডারদেরও নির্দেশ ছিল এটা। এ ব্যাপারে যা কিছু প্লান প্রোগ্রাম তার সবই হতো আমার বাসার ড্রয়িং রুমে। সন্ধ্যার অন্ধকার ছিল আমাদের অপারেশনগুলি উপযুক্ত সময়। অপারেশনগুলি ছিল কমান্ডার খালেদ মোশাররফের ভাষায়ঃ 'সিটি টেররাইজিং অপারেশনস' ।

মুক্তিবাহিনীর সুদৃপ্ত অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য আমরা মোহাম্মদপুরের অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা থেকেই প্রথম যাত্রা শুরু করি। বিশ্বস্ত বাহন আমার টয়োটা করোলা, দলে হাফিজ ভাই, উলফত, গাজী বাপী এবং আমি। আগস্টের দিকে ঘটনা। আমরা যখন আইয়ুব (বর্তমানে আসাদ) গেটের কাছাকাছি, তখন মীরপুরের দিক থেকে একটি আর্মি কনভয় আসছিল। আমরা সেটা লক্ষ্য করি। আমাদের সাথে কিছু এম-কে মাইন-১৪ ছিল। পেট্রোল নেবার ছল করে কাছের পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামাই, এরই মধ্যে উলফত রাস্তায় খুব দ্রুত ক'টি মাইন পেতে দিল, কনভয় এগিয়ে আসার আগেই। কনভয়ের প্রথম দুটো গাড়ি নির্বিবাদেই পার হয়ে গেল, পরের গাড়ির বেলায় ঘটল পরম আকাঙ্খিত বিস্ফোরণটি। মাইনের আঘাতে গাড়ির চাকা প্রচন্ড শব্দে বার্স্ট হয়ে গেল, চারিদিক নড়ে উঠল। আমরা ততোক্ষণে হাওয়া।

আসাদ গেটে সন্ত্রাসের কান্ডটি ঘটিয়ে ঐদিনই শিকার খুঁজতে টয়োটা করোলা চলে আসে হাইকোর্ট-ময়মনসিংহ রোড ক্রসিং-এর ট্রাফিক রাউন্ডে- এখন যেখানে স্বাধীনতা উত্তর শিল্পকীতি জোড়া দোয়েল ডানা বিস্তার করে আছে। সেখানে বাপী আর উলফতের পাতা মাইনের শিকার হয় অবাঙ্গালী যাত্রীবাহী এক ডবল ডেকার বাস। এর পরদিন নর্থ-সাউথ রোডের ওপর চাংওয়াতে অপারেশনের প্ল্যান নেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করে আর্মি চলে আসাতে অপারেশন হলো না। তবে রাস্তার উল্টো পাশে রাখা আর্মি অফিসারের জীপের চাকার নিচে এম-কে ১৪ মাইন রেখে আমরা দ্রুত সরে পড়ি। গাড়িতে ছিলাম আমরা মোট ৪ জন। স্টীয়ারিংয়ে আমি, বাকী ৩ জন ছিল উলফত, হাফিজ ও বাপী। আমরা সরে পড়ার আধ ঘন্টার মধ্যে প্লাস্টিক মাইন দারুণ আওয়াজে ফেটে গিয়ে জীপ দু'টির চাকা বিধ্বস্ত হয়।

এভাবে আরো বেশ কিছু গেরিলা অপারেশন আমরা করি। এগুলি ছিল গ্যানিজ ও ভোগ ফ্যাশন বিপনিকেন্দ্র অপারেশন, গ্রীন রোডের মোড়ে পেট্রোল পাম্প অপারেশন- যাতে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর রাস্তায় হাফিজের (পরবর্তী কালে শহীদ) বসানো এম-কে ১৬ মাইনের তোড়ে খানসেনাসহ একটি মিলিটারী জীপ উড়ে গিয়েছিল, কমলাপুর স্টেশন অপারেশন, টয়েনবি সার্কুলার রোডস্থ গভর্নর হাউসের পার্শ্ববর্তী পি-এন-ও (পাকিস্তান ন্যাশনাল ওয়েল বা দাউদ পেট্রোলিয়াম লিঃ) পেট্রোল পাম্প অপারেশন ইত্যাদি। মায়া ক্র্যাক প্লাটুনের এসব অভিযানে অংশ নিয়েছিল (গ্যানিজ ও ভোগ-এর অপারেশনে) মায়া, মানু এবং গাজী দস্তগীর। এরা একটি ৯০ সিসি হোন্ডায় চেপে অপারেশনে যায়। সাথে ছিল একটি স্টেন, গোটা কয়েক গ্রেনেড-৩৬ ও ফসফরাস বোমা। কভারে ছিলাম টয়োটাতে চেপে আমি (সামাদ) উলফত ও জুয়েল (পরবর্তীকালে শহীদ)। পি-এনও পেট্রোল পাম্প অভিযানটি হয়েছিল একটু ভিন্ন কায়দায়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এখানে হানা দিয়েছিল কালো মুখোশ পরে, শুধু চোখ দুটো বের করে রেখে। মুখোশগুলো সেলাই করে দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী শাহীন বানু। পাম্পের অবাঙ্গালী কর্মচারীর 'ফ্যান্টোমাস আগেয়া' বলে আর্ত চীৎকার করে পালিয়ে যায়। গেরিলা দল ১০ পাউন্ড পিকে চার্জ লাগিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটায় অপারেশনের স্টেন হাতে ছিল গাজী দস্তগীর ও টুলু। পাম্প অফিস ঘরের পাহারায় ছিল নীলু। বিস্ফোরক চার্জ বসিয়েছিল মায়া। গাড়ির ড্রাইভিংয়ে ছিলাম আমি। এই ভক্স ওয়াগান গাড়িটি ছিল এয়ার ভাইস-মার্শাল (তৎকালীন উইং কমান্ডার), কে, এম, আমিনুল ইসলামের। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বে এই গাড়ি ও তার নিজের পিস্তলটি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই গাড়িটি পাওয়ার স্টেশনসহ ঢাকার বিভিন্ন অপারেশনে আমাদের প্রভূত কাজে এসেছিল।

কমলাপুর রেল স্টেশনের অপারেশনটি ছিল আমার, মায়া, দস্তগীর- সম্মিলিতভাবে এই তিনজনের একটি গ্রেনেড থ্রো-এর অপারেশন। গ্রেনেড দুটি ছিল আমার গাড়ির ডেস্ক বোর্ডে দুটি বৈদ্যুতিক বাল্বের মোড়কে ঢাকা, যাতে চেকিংয়ে পড়লে খানসেনাদের দৃষ্টিকে তা সহজেই প্রতারিত করতে পারে। প্রয়োজনীয় কভার দেওয়ার জন্য আমার গাড়ির পেছনের বনেটে বানানো, ঠিক সীটের মতো দেখতে, একটি চোরা পকেটে রাখতাম সর্ব সময়ের দুটো স্টেনগান।

আমাদের এই অপারেশনগুলির উদ্দেশ্য ছিল হানাদার বাহিনী অধিকৃত খোদ ঢাকা নগরীতেই যে স্বাভাবিক অবস্থা আদৌ বিরাজ করছে না তা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া। আমরা এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলাম এবং আমাদের এই দুর্ধর্ষ অভিযানসমূহের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে অপরাহ্নকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই ঢাকা শহর জনশূন্য হয়ে পড়া ছিল তখনকার দিনে প্রায় রোজকার অবস্থা। তবে আমাদের যা কিছু অপারেশন হয়েছিল, তা হয়েছিল নতুন ঢাকা এলাকাতেই, পুরনো ঢাকায় আমাদের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পারিনি।

অপারেশনের সমস্ত খবর আমি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে সেক্টরে পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের এই প্রাথমিক গেরিলা মিশনগুলি সাফল্যের পরবর্তী পর্যায়ে মেজর অপারেশন চালানোর নির্দেশ পেতে থাকি। এই সময় আমরা জেনারেল ওসমানীর একখানি চিঠি পাই। তাঁর চিঠিতে ছিল অপারেশনের জন্য রেকি করা, অবজেকটিভ বা টার্গেট স্থির করা, এসকেপ রুট ঠিক রাখা এবং বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে বের করা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ।

প্রাথমিক অভিযানগুলির সাফল্য আমাদের আরবান গেরিলা কার্যক্রমকে আরও বিকশিত করে তুলতে থাকে এবং উন্নত ফায়ার পাওয়ারসজ্জিত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থায় এনে দাঁড় করায়। আমাদের গেরিলা দলে ক্রমেই আরো নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেরা আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে বদি (বদিউল আলম), আলম, স্বপনের কথা মনে পড়ছে। জন সমর্থনের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ প্রসারিত হতে শুরু করে। উলফতের চাচা সাংবাদিক আতাউস সামাদ, ফ্লাইট লেঃ হামিদুল্লাহকে সীমান্ত অতিক্রমে সাহায্যকারী পরিবারের টিকাটুলী হাটখোলার শাহাদাত চৌধুরী (বর্তমানে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রার' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) তার ছোট ভাই ফতে আলী, এবং তাদের কনিষ্ঠ আরেক ডাক্তার ভ্রাতা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হাফিজ ভাইয়ের বাসায় আলতাফ মাহমুদের যাতায়াত ছিল, গেরিলা তৎপরতায় তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এক জায়গায় থাকলে সহসা তা জানাজানির পর যদি পুরো সম্ভারই শত্রুদের হাতে পড়ে যায় এই আশংকায় আলতাফ মাহমুদ সেগুলি বিভিন্ন স্থানে রাখার পরামর্শ দেন এবং তাঁর নিজের বাসায়ও তার কিছু নিয়ে রাখেন। গেরিলাদের সাথে তাঁর এই সংযোগ ও তাঁর বাসায় রক্ষিত এই অস্ত্র পাওয়ার জন্য পাকবাহিনী তাকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায় এবং অকথ্য নির্যাতন করে বাংলাদেশের এই প্রখ্যাত সুরকারকে হত্যা করে।

গেরিলা কর্মকান্ডের ক্রম বিস্তৃতিতের পরবর্তী ধাপে মায়া ক্র্যাক প্লাটুন যে অপারেশনগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশেষভাবে সেগুলি ছিল (১) ফার্মগেট অপারেশন (২) দুঃসাহসিক উলান পাওয়ার স্টেশন অপারেশন (৩) গুলবাগ পাওয়ার স্টেশন অপারেশন (৪) ওয়াপদা পাওয়ার হাউস রেইড (৫) কাঁটাবন মসজিদের উত্তর পার্শ্বস্থ বৈদ্যুতিক স্টেশনে হামলা (৬) হোটেল ইন্টারকনের বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

এ ছাড়া, এনারগা রকটে যোগে এমপি হোস্টেল আক্রমণও ছিল এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যাতে ব্রিগেডিয়ার বশরি, লেঃ কর্নেল হেজাজীর মতো পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররাও ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। এম-কে ১৬ মাইন সংস্থাপন করে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসও এই সময়ের ব্যাপর। এগুলি সবই ছিল জুলাই-আগষ্ট মাসের ঘটনা।

ফার্মগেট অপারেশন চালিয়েছিল মোট ৬ জন গেরিলা- আমি (ড্রাইভিংয়ে) জুয়েল, বদিউজ্জামান, আলম, পুলু ও স্বপন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল আলমের হাতে একটি চাইনীজ এস, এম জি, বাকী সবাইয়ের হাতে স্টেনগান। একটি ফসফরাস গ্রেনেড ও একটি গ্রেনেড-৩৬ জুয়েল ও পুলুর হাতে। অপারেশনটি মাত্র তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অবশ্য তার পূর্বে কয়েক দফা রেকি করে অভিযানের পরিকল্পনা স্থির করা হয়। এ অপারেশনে মারা গিয়েছিল হানাদার বাহিনীর ৫ জন মিলিটারী পুলিশ ও তাদের সহযোগী ৬ জন রাজাকার। ঢাকা সেনানিবাস, অপারেশন হেড কোয়ার্টার, এম পি এ হোস্টেল এবং তৎকালীন দ্বিতীয় রাজধানী (বর্তমানে শেরে-বাংলা নগর) এলাকার কাছাকাছি ফার্মগেটে খান সেনাদের একটি বড় ধরনের কড়া চেকপোষ্টের ওপর গেরিলাদের এই দুঃসাহসিক হামলা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। উলান অপারেশনেও এমনি ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি হয়েছিল। এটি ছিল জুলাইয়ের শেষ পক্ষের ঘটনা। অপারেশনটি সংঘটিত হয় গাজী দস্তগীরের নেতৃত্ব। দলে ছিল জিয়া, নীলু, হাফিজ এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন। এরা ক্ষিপ্রতার সাথে পাওয়ার স্টেশনে পাহারারত পুলিশদের অতি সহজেই পরাভূত করে ট্রান্সফর্মারটির মারাত্মক ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়েছিল। একই সময় রাত্রি নয়টার দিকে গুলবাগ পাওয়ার স্টেশনটিও উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্র্যাক প্লাটুনের পুলু, সাইদ, জুয়েল, হানিফ ও বাশার আরেকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই অপারেশন চালায়, নেতৃত্বে ছিল জুয়েল। গাড়ির ড্রাইভিংয়ে ছিলাম আমি। ওয়াপদা পাওয়ার হাউজ অপারেশন করি মায়া, আমি, উলফত এ কয়জনে মিলে। কাঁটাবনের উত্তর পার্শ্বস্থ কেন্দ্রের ওপর হামলাটি চালিয়েছিল আলম, জিয়া, বদি চুল্লুর গাড়িতে করে।

বিশেষভাবে ঢাকার পাওয়ার স্টেশনগুলি মায়া ক্র্যাক প্লাটুনের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এ উদ্দেশ্যে যে, এগুলিকে অকেজো করে দিতে পারলে শুধু ঢাকা নগরীই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে না, বন্ধ হয়ে যাবে দখলদার বাহিনীর রেডিও, টিভির সমস্ত প্রচার ও তাদের কর্মপ্রবাহ। এসব বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য জুগিয়েছিলেন দু'জন প্রকৌশলী। এদের একজন ছিলেন ওয়াপদার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী

জনাব নজরুল ইসলাম (পরবর্তীতে শহীদ)। তারা ট্রান্সফর্মারগুলি কিভাবে ধ্বংস করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ডায়াগ্রাম ইত্যাদি সরবরাহ করেছিলেন। একই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সেকশন অফিসার জনাব ডাবলু আহমেদর কথা। তিনি বাংলাদেশের সমস্ত ব্রিজ আর কালভার্ট-এর ব্লুপ্রিন্ট তাঁর অফিস থেকে গোপনে মুজিবনগর সরকারের কাছে আমার মাধ্যমে সরবরাহ করেছিলেন, পরে তিনি পাকবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়ে ক্যান্টনমেন্টে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। সেলিম নামের এক বোম্বাইয়া যুবকের কথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের দাবী রাখে। সে বার্মা থেকে এসে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। পাঞ্জাবীদের সাথে তার যোগাযোগ থাকায় তার মারফত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতাম। সেগুলি আমাদের অপারেশনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

হোটেল ইন্টারকনের ওপর ১১ ই আগস্টের ২য় দফায় হামলা ছিল ক্র্যাক প্লাটুনের একটি মাস্টার পিস বিশেষ। এ অপারেশনের মূল নায়ক ছিলাম আমি এবং বাকের (পরে শহীদ)। উলফত, মায়া ও গাজী ছিল সাথে। হোটেল ইন্টারকনের ওপর জুন মাসের হামলার পর খানসেনারা কড়া পাহারা বসিয়েছিল। সেখানে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। মিঃ জামান ও ওয়ারিস নামে জনৈক বিহারীর বদৌলতে হোটেলের প্রেমিসে অবস্থিত থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের নতুন অফিস কক্ষের জন্য গ্লো-সাইন তৈরীর অর্ডার সংগ্রহ করে সেই সুবাদে হোটেলে প্রবেশের সুযোগ করে নিই এবং কিভাবে অপারেশন করা যায় সে সম্বন্ধে রেকি করি। ব্যবসার নাম করে আমি সব সময় একটি ব্রীফকেস বহন করে নিয়ে যেতাম। গ্লো-সাইন তৈরীর কাজ শেষ হওয়ার পর দিনই ব্রীফকেসে ২৮ পাউন্ড পি-কে এবং ৫৫ মিনিট মেয়াদী 'টাইম পেন্সিল' ভরে বিকেলে গাড়ীতে চেপে রওয়ানা হলাম আমি, বাকের, মায়া ও গাজী। এদের মধ্যে শেষের দু'জন গাড়ীতে স্টেনগান নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এরপর হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ-রচিত 'বিচ্ছুদের নেপথ্য কাহিনী' শিরোনামে দৈনিক বাংলা, ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২-এ প্রকাশিত সিরিজে* অপারেশনের অবশিষ্ট বর্ণনা হচ্ছেঃ হোটেলের লাউঞ্জে প্রবেশের জন্যে মূল দরজা দিয়ে না ঢুকে 'সুইস এয়ার'- এর অফিসকক্ষের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সামাদ ও বাকের। এ ব্যাপারে সহায়তা করলো ঐ অফিসেরই এক বন্ধু মোঃ শফি। প্রথমে সামাদ টয়লেট রুমে ঢুকলেন। খানিক পরে বাকের। ব্রীফকেস নিয়ে একবারে কোনার ল্যাট্রিনে ঢুকলো বাকের। বাক্স খুলে 'টাইম পেন্সিল' প্রেস করলো। এর আগেই ল্যাট্রিনের দরজার 'লক' করা হয়েছে, সামাদ সাহেব রয়েছেন টয়লেটের মূল দরজায় দাঁড়িয়ে 'কভার' হিসেবে। বাকের ব্রীফকেসটি রাখলো কমোডের পেছনে। তারপর দরজা তেমনি বন্ধ রেখে ল্যাট্রিনের উপর দিক দিয়ে দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলো বাকের। তারপর প্রথমে সামাদ ও পরে বাকের হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ৫-৫৬ মিনিটে ঘটলো প্রচন্ড বিস্ফোরণ। হোটেল লাউঞ্জ, শপিং আর্কেড এবং আশেপাশের কক্ষের কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল, ছিটকে গেল কক্ষের দরজা, ভেঙ্গে পড়লো কক্ষের ভেতরকার এবং লাউঞ্জের লাগোয়া দেয়াল। আহত হলো বেশ কয়েকজন। বিশ্ব সংবাদপত্রসমূহে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার আরেকটি রোমাঞ্চকর সচিত্র সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত এরূপ একটি সংবাদের অংশবিশেষ এখনো আমার মনে আছে। এটা ছিল, " It shows that the guerillas can move at Dacca city at their will."

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৪
সাক্ষাৎকার : নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু

২৫ এপ্রিল আমি সীমান্ত অতিক্রম করি। কাঠালিয়া হয়ে আগরতলা এসে পৌঁছি। সেখানে মেজর হায়দারের সাথে আমার দেখা হয়। মেজর হায়দারের সাথে আলাপ হলো। মেজর হায়দার আমাকে ঢাকা থেকে ছেলে

---

* পরবর্তীতে 'ঢাকায় গেরিলা অপারেশন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ঢাকার গেরিলা অপারেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য বইটি দ্রষ্টব্য।

** মানিক বাহিনী গেরিলা ইউনিট প্রধান রেজাউল করিম মানিক হানাদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শাহাদাৎ বরণের পর তিনি উক্ত ইউনিটের অধিনায়কত্ব করেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১২-৭-৮৩ তারিখে গৃহীত।

সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে বললেন। এরপর আমি ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে আমি কিছু ছেলে জোগাড় করি এবং পুনরায় ২২ মে ঢাকা ত্যাগ করি এবং মতিনগরে উপস্থিত হই। আমাদের সেখানে ট্রেনিং নিতে দেয়া হয়নি। এই সময় কামাল লোহানীর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতারে নিয়ে যান। সেখানে আমি দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করি। স্বাধীন বাংলা বেতারে আমি কিছু কবিতাও পাঠ করি। সেখানে নওগাঁর জলিল সাহেবের (এম-পি) সাথে আমার দেখা হয়। আমি সরাসরি যুদ্ধ করতে চাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমাকে তিনি তাঁর দিনাজপুর ক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে বলেন। আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে যাই এবং ২৭ জন ছেলেসহ পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট ট্রেনিং নিতে শুরু করি। আমার ছেলেদের মধ্যে ছিল আসাদ, ওমর, পনির, মঞ্জু, ইফতেখার, তৌফিক প্রমুখ ছাত্র। সেখানে ৪৫ দিনে আমাদের ট্রেনিং আমাদের ট্রেনিং সমাপ্ত হয়।

এর মধ্যে ট্রেনিং চলাকালে আমি কলকাতায় আসি। কলকাতায় মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি তখন ২নং সেক্টরের অধিনায়ক। ঢাকা যেহেতু ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল, সেহেতু তিনি আমাদের ২৭ জনকেই দিনাজপুর থেকে আগরতলায় তাঁর অধীনে নিয়ে আসেন। এর প্রধান কারণ ছিল আমরা ছিলাম ঢাকার বাসিন্দা।

মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে পুনরায় আমাদের ১৫ দিনের একটি ব্রাশ-আপ ক্লাশ হয়। সেখানে তিনি আরো ২৫ জন ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে মোট ৫২ জনের একটি টিম তৈরী করেন এবং সবাইকে ঢাকা উত্তরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। আমরা প্রথমে তিতাসের ভেতর দিয়ে ঢুকতে শুরু করি। আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের একটি ব্রিজের নিচ দিয়ে আমরা গভীর রাত্রিতে ঢুকতাম। এর পাশের গ্রামটি ছিল মনিহন। সেই সাথে আমরা প্রথম ঢুকি সেপ্টেম্বর মাসে।

পাকবাহিনী ঐ ব্রিজের ওপর মোতায়েন ছিল। একদিন পাকসেনারা ব্রীজের ওপর থেকে আমাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সাথে ফরিদপুরের একটি দল সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এ আক্রমণে অগ্রগামী দলটির ১৪ জন ঘটনাস্থলে মারা যায়। ঐ ঘটনার দুই দিন পর আমরা সেখানে পেনিট্রেট করি এবং তিতাসে এসে পৌঁছি। সেখান থেকে আমরা ধামরাই থানার এক গ্রামে এসে উপস্থিত হই।

এই গ্রামে আসতে আমাদের সাত দিন সাত রাত লেগেছিল। সেই রাতগুলো ছিল ভীষণ ভয়াবহ। দু'দিন দু'রাত আমরা স্রেফ নদীর পানি খেয়ে কাটাই। কারণ, আমাদের রেশন ফুরিয়ে গিয়েছিল। নদীতে যে সমস্ত গয়নার নৌকা যাতায়াত করতো সে সমস্ত নৌকার মাঝিদের সহায়তায় পাটাতনে লুকিয়ে থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতাম। এ ব্যাপারে মাঝিদের ভূমিকা ছিল খুবই নির্ভীক। বলতে গেলে এঁরা আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি জড়িত ছিল।

এবার আমরা রোহার একটি ছোট্ট বাজারে এসে উঠি এবং সেখানে যখন আমরা রাত্রিযাপন করছিলাম, তখনই হঠাৎ পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। আমরা যে সেখানে এসেছি এই কথা দালালেরা ইতিমধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই আক্রমণ আমরা প্রতিহত করি। সেদিনের ঐ পাল্টা আক্রমণে আমাদের দলের আশরাফ নামে এক ছেলে (বি,ডি,আর সুবেদার) অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে আমরা ১৯ জন পাকসেনার প্রাণনাশ করি। পাকবাহিনী নিরুপায় হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে এবং ফিরে যাওয়ার পথে গ্রামের নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার চালায়, তাদের ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে।

এরপর রোহা ছেড়ে আমরা সিঙ্গাইর থানা এলাকার কাছাকাছি একটি গ্রামে ক্যাম্প করি। এখানে আমরা একটি অপারেশন করি। এই অপারেশনে ১৪ জন পাকসেনার একটি রেশনিং কোরকে আক্রমণ করি এবং সবকটা পাকসেনাকে খতম করি। এরপর আমরা সেই স্থান থেকে আমাদের ক্যাম্পকে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসি। এই নতুন স্থানটির নাম ছিল শিমুলিয়া। এখানে এসে আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। এভাবে আমাদের আক্রমণের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ২৩ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে মূল

ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করি। দলটি ঢাকা শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি অপারেশন করে। এই দলটির মধ্যে ছিল রইসুল ইসলাম আসাদ, মুনীরউদ্দিন, ফেরদৌস, মাহাবুব আলী, জাহেদ, শফিকুল ইসলাম স্বপন, জন, ফিরোজ, মোহাম্মদ আলী, ওমর, আরিফ, রমজান এবং আরো বেশ কয়েকজন নির্ভীক যোদ্ধা।

আমাদের দল ছাড়া আরও একটি দলকে শাহাবুদ্দীনের (চিত্রশিল্পী) নেতৃত্বে ঢাকা দক্ষিণের কিছু এলাকায় গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য পাঠানো হয়। এরা বুড়িগঙ্গা ও তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে শত্রুদের নাজেহাল করে। এই দলে ছিল কুতুব, ইমাম হোসেন, বজলু এবং আরো অনেকে।

গেরিলা কার্যক্রমের পাশাপাশি আমাদের দলকে আরো একটি দায়িত্ব দেয়া হয়। এটা ছিল ঢাকা শহরে গেরিলা তৎপরতার কথা প্রচার করা। এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশীদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারে অবহিত করা। এজন্য আমরা প্রথমে ঢাকার সেগুনবাগিচা হাই স্কুল থেকে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিনিয়ে এনে 'গেরিলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। পত্রিকাটির ভাষা ছিল ইংরেজী । পত্রিকার মূল দায়িত্বে ছিল ফেরদৌস, ফিরোজ, জন, মোহাম্মদ আলী, জাহেদ, আরিফ এবং আরো বেশ কিছু মুক্তিকামী কর্মী। প্রতিমাসে পত্রিকাটির দু'টি করে পরপর সাতটি সংখ্যা বের হয়। এতে মূলতঃ যুদ্ধের খবরাখবর থাকতো। পত্রিকাগুলো আমরা ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় পাঠিয়ে দিতাম।

ঢাকায় আমাদের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ঢাকার সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বিছিন্ন করা। পাকসেনারা যাতে রসদ সরবরাহ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা এবং হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য ঢাকা শহরে পাকসেনাদের যে সমস্ত ঘাঁটি ছিল সেগুলো ধ্বংস করা।

ঢাকায় আমাদের প্রথম অপারেশন হয় কাকরাইলের মোড়ে। কাকরাইলের মোড়ে যে পেট্রোল পাম্পটি ছিল সেটিকে আমরা প্রথমেই ধ্বংস করি। তারপর মাহবুব আলী এবং ফেরদৌসের নেতৃত্বে ঢাকা ডি,আই,টি, ভবনে অবস্থিত টেলিভিশন কেন্দ্রটি নষ্ট করে দেয়ার পরিকল্পনা করি। তখন মাহবুব আলী ডি,আই,টি, ভবনেই চাকুরী করতেন। সে অফিসে আসার সময় প্রতিদিন কিছু কিছু বিস্ফোরক শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে ডি,আই,টি, ভবনেই গোপনে জমাতে শুরু করলো। প্রথমে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ৮ পাউন্ড দিয়ে ডি,আই,টির চূড়া উড়িয়ে দেয়া। কিন্তু পাঁচ পাউন্ড সরানোর পর শত্রুবাহিনী সন্দেহ করতে শুরু করলো। তখন মাহবুব আলী তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে আসে। আমি তাকে ধরা পড়ার আগেই ওটা ফাটিয়ে দিতে বলি। মাহবুব আলী তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডি,আই,টি চূড়ার নীচে ওটা ফাটিয়ে দেয়। তবে বিস্ফোরকের পরিমাণ কম হওয়াতে চূড়াটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়নি। তবুও চূড়াটিতে চির ধরে যায়। ঢাকা শহরে আমাদের এই অপারেশনের ওপর বিদেশী পত্রিকায়ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

নভেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। তাই আমরা ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর ওপর সরাসরি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে আসাদকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এর দু'একদিন পরেই আরিফ, ফেরদৌস ও জন একটি গাড়ি হাইজ্যাক করে বায়তুল মোকাররমে নিয়ে আসে। সেখানে পাকবাহিনীর দু'টি লরীর মাঝখানে আমাদের গাড়িটি রেখে বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কিন্তু প্রায় ১০ মিনিট চলে যাওয়ার পরও বিস্ফোরণ হচ্ছে না দেখে আসাদ পুনরায় গাড়িটির ভেতর ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে। এই যাত্রায় আমরা সাফল্য লাভ করি। সেখানে ১৬ জন পাকসৈন্য মারা যায়। আমরা এই অপারেশন করি সাড়ে ১২টার দিকে এবং বিবিসি ৩টার সংবাদে এই ঘটনাটি প্রচার করা হয়।

অক্টোবরের দিকে আমরা মুসলিম কর্মাশিয়াল ব্যাংক অপারেশন করি। এই অপারেশনে নেতৃত্বে দিয়েছিল মুনির। ফিরোজ, আরিফ এবং আসাদও এর সাথে যুক্ত ছিল। মুনির অত্যন্ত সাহসের সাথে একটি মাত্র খেলনা পিস্তল দিয়ে এই ব্যাংক অপারেশন করেছিল। সেখান থেকে আমরা কিছু টাকা সংগ্রহ করি। এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল শিমুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য।

এছাড়া নভেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে আমরা আরো কয়েকটি অপারেশন করি। সেগুলি ছিল রেডিও বাংলাদেশ (শাহবাগ), মালিবাগ রেলক্রসিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এলাকায় অপারেশন। মালিবাগ রেলক্রসিং-এর কাছে রেললাইন উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভোর চারটা থেকে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এতে তাদের একটি সেকশন পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট হয়। একই মাসে আমরা বাংলাদেশ রেডিও (শাহবাগ) আক্রমণ করি এবং পাহারারত বহু পাকসেনাকে আঘাত হানি। এই অপারেশনে আমরা কিছু পাকসৈন্যকে খতম করে অন্যত্র সরে যাই।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের পরিকল্পনা করি অক্টোবরের দিকে। তখন দখলদার পাক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ চালু করার চেষ্টা করছিল। আমরা এই সংবাদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু এক্সপ্লোসিভ বসাই। প্রথমে সাইকোলজি বিভাগে একটি এবং তিনতলা, চারতলাতেও কিছু এক্সপ্লোসিভ বসাই। এই অপারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ চলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমাকে খোজাখুঁজি শুরু হয় এবং আমার বাড়ি তল্লাশী করে আমার পাঁচ ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা আরো একটি অপারেশন করি অক্টোবরের প্রথম দিকে, সাভারের রেডিও স্টেশনের সামনে। এই পথে আমরা তিনটি পাকিস্তানী লরী আক্রমণ করি এবং প্রায় ৩৭ জন পাকসৈন্য হত্যা করি। এরও আগে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শেষের দিকে সাভারে আমরা একটি অপারেশন করেছিলাম। এটি হয়েছিল সাভার রেডিও স্টেশন থেকে মানিকগঞ্জের বড়াল ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল এলাকা জুড়ে। এই হাইওয়ে অপারেশনে আমরা একদিনে প্রায় চার’শ ছেলেকে কাজে লাগাই এবং ৩০ মাইলের মধ্যে আমরা ৩১৯ জন রাজাকারকে আত্মসমপর্ণে বাধ্য করি এবং তাদের কাছ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিই।

১৪ নভেম্বরের ভায়াডুবি ব্রীজ অপারেশন ছিল আমাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গেরিলা অভিযান। এখানে আমরা প্রচন্ডে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। শত্রুসেনারা সংখ্যায় ছিল ২০ জন। আমাদের আক্রমণ ভাগে ছিল ৪৪ জন। পাঁচ জনের ওপর দায়িত্ব ছিল ব্রীজ দখলের। সে ৫ জন ছিল মেজবাহউদ্দিন সাবু, সুবেদার আশরাফ, সুবেদার ওয়াজেদ হাকিম এবং আমি। আমরা সব শত্রুসেনাকে খতম করে অবশেষে ব্রীজটা দখল করতে সমর্থ হই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি এল-এমজি, একটি ২" মর্টার এবং একটি স্টেনগান। এ দিয়ে আমরা ব্রীজটা দখল করি। তবে আমরা বেশী সময় ব্রীজটা দখলে রাখতে পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পুনরায় শত্রুর দখলে চলে যায়। তারা মানিকগঞ্জ থেকে তিন গাড়ি সৈন্যসহ (প্রায় ৭০০ জন) ব্রীজ অভিমুখে রওয়ানা হয়। রাত্রি তখন গভীর। তারা মানিকগঞ্জের দিক থেকে আমাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। আমরা এক ভীষণ সংঘর্ষে লিপ্ত হই। এই যুদ্ধে আমাদের প্লাটুনের অধিনায়ক মানিক শহীদ হয় এবং বেশ কয়েকজন যোদ্ধা আহত হয়। আমরা সেখান থেকে পিছু হটে যাই। এর চারদিন পর ১৮ নভেম্বর পুনরায় ব্রীজটা আমরা দখল করি এবং পরবর্তীতে উড়িয়ে দেই। এরই মধ্যে ধামরাই এলাকাও আমরা পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলি। ধামরাইতে ১৫০ জনের একটি কোম্পানী মোতায়েন রেলে মূল ক্যাম্প সাভারের জিরাবতে স্থানান্তরিত করি। এখান থেকেই আমার সাভারের মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিই এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাকে বিছিন্ন করে ফেলি। সাভারে তখন পাকিস্তানীদের বড় ধরনের ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পটি আমরা ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে দখল করে ফেলি। আক্রমণটি চালানো হয় নভেম্বরের শেষ দিকে। এর পরপরই আমরা সাভার থানা দখল করি, ফলে পুরো সাভার এলাকাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল থেকে ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মিত্র বাহিনীর চাপে পিছু হটে ঢাকার দিতে আসছিল। আমরা এই রেজিমেন্টকে সাভারের কাছে বাধা দিই এবং ফলে সেখানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে আমরা পুরো শক্তি কাজে লাগাই এবং ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে আত্মসমর্পণ করাই। এখানে শত্রুপক্ষের প্রায় শতাধিক সৈন্য নিহত হয় এবং একজন পাকিস্তানী সুবেদার মেজর আত্মসমর্পণ না করে আত্মহত্যা করে। আমাদের মুক্তির পূর্ব মুহূর্তের এ যুদ্ধই ছিল এ এলাকার সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা টিটোকে

হারাই। এরপর আমরা ১৬ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর সাথে প্রথম ঢাকায় প্রবেশ করি। আমাদের ছেলেদের মধ্যে মানিক, আফতাব, আমজাদ, নেহাল, টিটো এবং মানিকসহ মোট ছয়জন বিভিন্ন সংঘর্ষে শহীদ হয়।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৫
প্রতিবেদন* : শাহাদাত চৌধুরী

নভেম্বরের প্রথম দিকে বিবিসির খবরে বলা হয়েছিল ঢাকা শহর ঘিরে রেখেছে ৮ হাজার মুক্তিবাহিনী। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছে, কিন্তু যে কোন সময় এক সঙ্গে শহরে প্রবেশ করবে।

গেরিলা রণনীতিতে বেছে নিতে হয় শত্রুর দুর্বলতম অংশ। সেক্ষেত্রে শত্রুর সবচেয়ে বড় ঘাঁটি রাজধানী শেষ লক্ষ্যস্থল হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা শহরে যেসব আক্রমণ চালানো হয় তার উদ্দেশ্য সামরিক কৌশলগত আধিপত্য অর্জন ছিল না। উদ্দেশ্যটা ছিল মূলতঃ পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে, এবং সহজেই আঘাত হানছে শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যূহে।

এ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন অধিনায়ক। শহরে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। শত্রুকে শুধু জানিয়ে দাও তোমরা আছো। দুই নম্বর সেক্টর এবং ‘কে’ ফোর্সের অধিনায়ক কর্নেল খালেদ মোশাররফ সব সময় বলতেন গেরিলাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার কয়েকটি দুঃসাহসিক গেরিলা প্লাটুনকে প্রত্যাহার করা হয়। কারণ, এদের কিছু যোদ্ধা ধরা পড়েন শত্রুর হাতে। তখন কর্নেল খালেদ বলেছিলেন, কাউবয় এ্যাডভেঞ্চার গেরিলা যুদ্ধ নয়। গেরিলা যুদ্ধ বীরত্ব দেখাবার জন্য নয়।

বিবিসির ভাষ্যকারের তথ্য নির্ভুল বলা যেত যদি তিনি গেরিলাদের সংখ্যাকে দ্বিগুণ। শহরকে ঘিরে থাকা গেরিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যা-ই হোক, মাথা তুলবে না প্রয়োজন ছাড়া। ঢাকার পুরনো যে দলটাকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তারাও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ‘ক্র্যাক’ নাম নিয়ে ঢাকার পাশেই ত্রিমোহনী, গোরানবাহিরদা অঞ্চলে ঘাঁটি করে। কর্নেল খালেদ আশা করতেন, নভেম্বর মাসে মেজর হায়দারকে দিয়ে ঢাকা শহরে মিরাকল দেখাবেন। সে জন্যেই মেজর হায়দার তার প্রিয় দলটাকে অনেকদিন ক্যাম্পে আটকে রেখেছিলেন। অক্টোবরে কর্নেল খালেদ আহত হলে পুরো সেক্টরের দায়িত্ব মেজর হায়দারের ওপর এসে যায়। তাই মেজর হায়দার নভেম্বর হায়দার নভেম্বর ঢাকা আসতে পারেননি।

মে মাসে ঢাকা শহরে একটি গোপন কথা প্রবাদের মত লোকের মুখে মুখে ফিরত, ক্যাপ্টেন হায়দার আসছেন। কথাটা মেজর হায়দারকে জানানো হলে তার চোখে মুখে অদ্ভুত আনন্দ, প্রত্যয় দেখা যেত। বলতেন, আমি যাবো। কিন্তু তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না। কারণ, গেরিলা এ্যাকশনের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে উঠে ছেলেদের শিক্ষা দেয়া, ব্রিফ করা, গাড়ী করে বাংলাদেশের ভেতরে তাদের নামিয়ে দেয়া তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল। তিনটার আগে ঘুমাতে পারতেন না।

২নং সেক্টরের বৈশিষ্ট্য ছিল তার নিজস্ব ট্রেনিং ক্যাম্প। ভারতের সঙ্গে চুক্তি হবার আগেই মেজর হায়দার কাঠালিয়াতে কুমিল্লার কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন দালাল হত্যার জন্যে। ঘরের বিভীষণকে আগে শেষ করা প্রয়োজন। তারপর প্রথম ব্যাচের শিক্ষা দেয়া নবীনগরে, পরে মেলাঘরে। এদেরকে নিখুঁত গেরিলা হিসাবে তৈরীর জন্য নানাভাবে ট্রেনিং দেয়া হত। সুবিধে ছিল মেজর কমান্ডো বাহিনীর লোক।

নভেম্বর মাস থেকেই ঢাকাকে ঘিরে গেরিলারা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ‘মানিক গ্রুপ’ সাভার অঞ্চলে আর এদিকে ‘ক্র্যাক’। ‘ক্র্যাক’রা এসেই বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়েছিল স্থানীয় পাঠশালায় যেখানে তাঁরা

* ‘দৈনিক বাংলা’ ১ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ প্রকাশিত ‘মানুষের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করেছে গেরিলারা’ শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশ।

থাকতো। এই পতাকাকে কেন্দ্র করে পাক হানাদাররা আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। হেলিকপ্টারে করে কমান্ডো নামাতে চেষ্টা করেও পারেনি। পুরো রূপগঞ্জ থানা তখন গেরিলা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা পাড় ধরে মিলগুলোতে ছিল আর্মি বাংকার। তারা গেরিলা আক্রমণে আস্তে আস্তে কেটে পড়তে থাকে। ঢাকায় যখন ৩রা ডিসেম্বরে ভারতীয় বিমান এয়ার পোর্টে বম্বিং করে তখন ঢাকার লোক শহর ত্যাগ শুরু করে। এই শহরত্যাগীরা বাসাবো এবং পরে ভাঙ্গা ব্রীজটা পার হয়েই বাংলাদেশের পতাকা আর অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে অবাক হয়ে যায়।

বিমান আক্রমণের রাতে গেরিলার সব পজিশন নিয়েছিল। কারণ, রাতে বিমান আক্রমণে বিভিন্ন অংশ থেকে পাক আর্মি এবং রাজাকাররা রাইফেল ফায়ার শুরু করে প্লেনের উদ্দেশ্যে। গেরিলারা প্রথমভাবে চারিদিক থেকে পুরো অঞ্চলটা ঘেরাও করা হচ্ছে। কিন্তু পর মুহূর্তে আকাশে প্লেন দেখে বুঝে নেয় ব্যাপারটা কি।

এর ভেতর ঢাকা শহরের উপর 'ক্র্যাক' প্লাটুন বড় কিছু করেনি। কিন্তু যেদিন বেতারে সপ্তম নৌ-বহরের কথা বলো হলো তার পরদিন দু'জন গেরিলাকে পাঠিয়ে দেয়া হল আমেরিকান সেন্টারে উড়িয়ে দিতে। ঢাকা শহরে হানাদারদের নাকের ডগায় আমেরিকান সেন্টার উড়িয়ে দেয়া হয়।

এদিকে গুল টেক্সটাইল মিলের শত্রুবাংকার আক্রমণ করা হয়। বাইরে থেকে শত্রুর রি-ইনফোর্সমেন্ট ঘটে। পুরো এলাকা নিয়ে যুদ্ধ হয়। শত্রু২৭টি লাশ রেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা বৃহত্তর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করে। এ সময় ঢাকা থেকে দাঙ্গার সম্ভাবনার খবর আসে। কিছু গেরিলা শহরে চলে স্টেনগান নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্যে। এদিকে শহর থেকে বেরুবার প্রত্যেকটি পথে এ্যামবুশ পেতে রাখা হয়। প্রত্যেকটা মুক্তিবাহিনীর গ্রুপই এসব এ্যামবুশে অংশ নেয়। দু'একটা সিভিলিয়ান গাড়ী করে বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যায় শত্রু অফিসারদের। শহরে পালিয়ে আসছিলো তারা। তারাই ফাঁদে পড়ে। পাক হানাদারদের নিশ্চল হয়ে যেতে দেখেই গেরিলারা বুঝেছিল যুদ্ধ করার ক্ষমতা আর তাদের নেই। যুদ্ধ শেষ হল বলে।

এগারোই ডিসেম্বর খবর আসে ভারতীয় বাহিনী তারাবোর কাছাকাছি এসে গেছে। এর পরই এসে পড়েন ক্যাপ্টেন মালেক ২নং সেক্টরের সেক্টর ট্রুপ নিয়ে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন নারায়ণগঞ্জ রোডের পাশে স্লটার হাউজের শত্রুব্যূহ তিনি আক্রমণ করবেন। কিন্তু সকালে খবর এলো শীতলক্ষ্যার উপর সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছে। সমস্ত মর্টার-এর মুখ এদিকে, গেরিলারা মনে করে বোধ হয় শত্রুর আক্রমণ এদিক থেকেই ঘটবে। শহর আর শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সব গেরিলা হয় আরো সামনে আসে অথবা লক্ষ্যার ওপারেই চলে যায়। অবস্থা বুঝে সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট বালু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

১৩ ডিসেম্বর তারিখে মেজর হায়দারকে একা একা পৌঁছান, রূপগঞ্জ এলাকায় 'এস' ফোর্সের অধিনায়ক কর্নেল শফিউল্লাহর সঙ্গে দেখা হয় তার লক্ষ্যার তীরে।

কর্নেল শফিউল্লাহ মেজর হায়দারকে জিজ্ঞেস করেন, হায়দার তোমার ছেলেরা এখানে এভাবে ঘোরাফেরা করছে কেন?

মেজর হায়দার বলেন, স্যার এরা ন'মাস ধরে এখানেই আছে। এদের সব চেনা।

মানুষের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করেছে গেরিলারা। প্রত্যেকটা ঘরে ছিল তাদের ঠাঁই। লোকের বিশ্বাস তাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে শত্রুকে প্রতিহত করার। গ্রামবাসীরা তাদের ভেতর জাগিয়ে দিয়েছে দায়িত্ববোধ।

এক সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ গেরিলারা করতে পারেনি। মেজর হায়দারকে সঙ্গে পেয়েও নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা সময় পায়নি। দরকার হয়নি বলে।

১৬ই ডিসেম্বর দুপুরে দশটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছিল এক সঙ্গে। নিয়মতান্ত্রিক জৌলুসে, অহংকারে। গেরিলারা হঠাৎ বিহবল হয়ে পড়ল। তারপরই ফেটে পড়ল উল্লাসে। চারিদিক থেকে সবাই ঢুকে পড়ল শহরে, নিজের ইচ্ছায়, স্বাধীনতায়।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন-৬
প্রতিবেদন* : মোঃ জহিরুল হক

During the first week of July, 1971, our valiant Mukti Bahinis started their operations in different places of the country. The guerillas better known as Mukti Bahini started their operations even in and around Dacca city which was the mightiest stronghold of the occupation army.

The operations in the city were not carried out attaining supremacy over the enemy forces. Rather, these were performed to inform the world people that the guerillas had been gallantly fighting against a trained and strong forces of the world. The guerillas were divided in two different groups.

In the first week of September, 1971 some of the guerilla platoons were withdrawn from the city following the arrests of some commandos who were caught by the pakistani army during their operations. It was the command of their leader that nothing should be disclosed regarding the whereabouts and plans and programmes of the Mukti Bahini. The undaunted guerillas who were caught be the enemy forces embraced death with a smiling face but did not disclose anything about the guerilla operations.

Major Khaled Mosharraf transferred the platoon which was withdrawn from the city to Goran-Bahirda, an area in the vicnity of the Dacca city, where platoon carried out some successful operations on Rajakars. Since August 1971 the guerillas geared up their operations in and around the city which made the enemy forces at a loss what to do. They could not imagine how the guerillas came and hit them and ran away. The Crack platoon carried out some successful operations in the city. Their main job was to blow up the power stations and petrol pumps, to attack Police checkpoints and to cause explosions in important places. It was also one of the jobs of the Crack platoon to create platoon to create panic among the people of the city so that the normalcy could not be restored. The pakistani milttary administration was giving wide publicity in and outside the country that everything had been going normal in erstwhile East Pakistan.

Among the commendable operations the Crack platoon performed were the blow-up of Rampura power station, explosion in Hotel Purbani and the USIS library, attack on Thatari Bazar Rajakar camp and face-to-face fight with the Pakistani army at Jatrabari. At the intial stage when the Crack platoon arrived in Dacca it had only 17 guerillas, but gradually the figure reached upto 140. On June 30, nine of the guerillas of the Crack platoon were caught by the pakistani army and seven of them were killed. They were Hafiz, Jewel, Bodi, Azad, Bakey, Rumi and Altaf.

---

* দৈনিক 'মনিং নিউজ' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'Guerilla Operation in Dacca' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশ।

The Crack platoon blew up the Rampura power house and Gulbag power with a view to putting the city into darkness. This action led to close many industries which ultimately affected the economy.

On 16th July of 1971 six guerillas of the Crack platoon at about 9 p.m. started for blowing up the biggest power station of the city at Rampura. They took 20 lbs. of plastic explosive, detonator and fuse. Only these few number of commandos very successfully performed the operations. Reaching the gate of the power station they very tactfully overpowered the police and the guard at the gate and took away their riflles. By this time one of the commandos disconnected the telephone lines. They took away the key from guard and forced them at the point of sten gun to show rooms where the policemen and other guard were present. They also overpowered 17 policemen and made the operators oblige to take them to the transformer room. They successfully planted the explosive and blew up the transformer.

In the first week of November 1971 only two guerillas performed a heroic operation near Kalabagan on an army van. The guerillas in disguise of rickshawpuller while coming from Kalabagan area saw a military van coming towards their direction and they immediately got down from the rickshaw and took up their arms hidden in the rickshaw. When the van reached near them they opened fire and killed all of the army except the driver of the van.

When the guerilla operations were intensified in Dacca city the army virtually never came out of the barracks at night. The guerillas in broad day light performed an operation on Razakars at the Bakhsibazar medical college hostel gate and killed two rajakars. The guerilla also killed five rajakars who were on duty at Narayanganj Victoria hospital.

The guerillas caused explosion at the Hotel Intercontinental notwithstanding the strong security measurers taken by the authority. The explosion at Hotel Intercontinental was done with a view to make the foreigners at the hotel a ware of the false pakistani propaganda regarding the normalcy in the city. Explosions were also caused at the Arts Faculty Building of Dacca University, at Siddheswsri High School during the S.S.C. exammination, at Baitul Mukarram and Motijheel area and some other places. The explosions at Baitul Mukarram and Motijheel commercial area had a good effect because the people got panicky and they started leaving the city. The students also stopped going to the classes due to the explosions at the university and the schools. At Jatrabari the guerillas of the Crack platoon fought face-to-face with the pakistani army and killed many of them and they blew up the bridge at Jatrabari, disconnecting Dacca from Narayanganj.

When the day of the liberation was approaching the guerilla operations were being intensified. The guerillas geared up their operations since October. Meanwhile, Maink platoon was active at Savar and carried out some operations on the enemy forces. The platoon raised the Bangladesh flags on the top of school building in the locality in November. During November the entire Roopganj police station came in the hands of the guerillas and they made foothold there.

When Pakistan declared war with India on December 4 the Indian fighter planes began to strafe Dacca city, virtually surrounded by the guerillas from all directions. About 8000 guerillas were active in and around the city. The guerillas attacked the enemy bunker at Gul Textile mills and killed 27 soldiers as a result the army retreated from the area. On December 11, Captain Malek reached Tarabo with his troops and on December 13 Major Haider came to Roopganj and met Major Shafiullah at the bank of the river Shitalakhya. Major Shafiullah was the commander of the "S" force. Meanwhile the guerillas of Quadder Siddiqui also marched towards Dacca city after liberating Tangail from the enemy forces.

Dacca could not be liberated without the assistance of the guerillas, because their operations broke the morale of the Pak army anf they understood that their fall was imminent.

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে রংপুরের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত কোডসমূহঃ

পাকবাহিনী	R. F.
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট	P. R.
বেলুচ রেজিমেন্ট	B. R.
রাজাকার বাহিনী	R. F.
লাইট মেশিন গান	L. M. G
ভারী মেশিনগান	H. M. G
মর্টার	M. G.
জয়পুর হাট	৩য় বাড়ী
পাঁচবিবি	২য় বাড়ী
হিলি	১ম বাড়ী
ক্যাম্প	বাড়ী
ট্রেঞ্চ	কুঠরী
কর্নেল	বড়কর্তা
বিগ্রেডিয়ার	বড় ভাই
মেজর	মেজ ভাই
ক্যাপ্টেন	ছোট ভাই
বিহারী	N. B.
গোলাগুলি	রাগারাগি
D. I. B.	টিকটিকি
পশ্চিম পাকিস্তানী	লাল কুকুর
INDIA-PAK BORDER	বেড়া

(রংপুর জেলার পলাশবাড়ী হতে সংগৃহীত)

নির্ঘন্ট

অ
অধিকারী, প্রেম ৪৬৬, ৪৬৭-৪৬৯
অনিয়মিত বাহিনী (গণবাহিনী) ১০৬
'অমৃত বাজার' পত্রিকা ২৫২
অসহযোগ আন্দোলন ১, ৮৮-৮৯, ২৮৩-২৮৪
অয়ারলেস ১৬৫, ১৭২

আ
আইজুদ্দিন, ইপিআর সুবেদার ৬৭, ৬৮
আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ১০২, ১০৩-১০৫, ১০৯-১১০, ১১৫-১১৬, ১২৬, ১৩৩-৩৪, ১৩৬-১৪২, ১৪৮-১৫০
আওয়ান, আবদুর রহমান, পাক লেঃ-কর্নেল ১৩
আওয়ামী লীগ ১, ২, ৪-৬, ৭, ৮, ৯, ৪১-৪৩, ৪৬, ৪৯, ৭২, ৯০, ৯৬, ১৪৪,২১৭,২২১,২৩৫, ২৩৭, ২৫৩, ২৬৩, ২৭০-২৭১, ২৮১, ২৯০, ২৯১, ৩০১, ৩২২,৩৫১,৩৫৪,৩৫৭-৩৫৮,৩৬২ ৩৬৩, ৩৭৫-৩৭৬, ৩৮৭-৩৮৯, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৮-৩৯৯,৪০৪,৪১০,৪২১,৪২৩,৪৪০,৪৪৬, ৪৪৭
আকন্দ, আকবর হোসেন, ৩৪১
আকন্দ, মোশাররফ, এডভোকেট, ২১৭
আকন্দ, মোঃ আসমত আলী, ১৪-১৬
আকবর, আলী, হাবিলদার ৩৩০-৩৩২, ৩৪৪-৪৪৬, ৩৪৭
আকবর, মোঃ আলী (অফিসার বাহিনী) ৪৭৩
আকরাম(বেগ),মেজর(পাঞ্জাবী),৩২১,৩২৯-৩৩১
আকাশবাণী, ১৮৫, ২০৯, ২১৫, ২১৮, ২৪০, ৪৪৩
আক্কাস, আলী ৩৮০
আকতার, পাক মেজর, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪-২৮৫
আক্কেলপুরী, মুজিবর রহমান, এম-সি-এম ৩৩১
আখতার, ক্যাপ্টেন ১১৪-১১৫, ১৩১-৩২
আখতারুজ্জামান, ইপিআর সুবেদার, ৩০২
আজম, আলী, এম-এন-এ ১৩৯
আজাদ, আব্দুস সামাদ, ৩৪৭
আজাদ, রফিক (কাদের বাহিনী), ৪৫০
আজাহার (কাদের বাহিনী), ৪৫০
আজিজ, ক্যাপ্টেন, ৩৪
আজিজ, (ম্যানেজার, চা-বাগান), ২২৩
আজিজ, ২২৪
আজিজ, আবদুল, ইপিআর হাবিলদার,২৯৩
আজিজ, শেখ আবদুল (এম-সি-এ), ৩৫৯
আজিম, পাক হাবিলদার, ২০১-২০২
আতিয়ার (ছাত্র), ৩৮২
আদিলউদ্দিন, (এম-এন-এ), ৩৮৩, ৩৮৪
'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৭, ৩৯৯-৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪১০, ৪১১, ৪১৩, ৪১৬, ৪১৭-৪১৮, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬-৪২৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৬
'আনসার' ২২, ৮৬, ২২১, ২৩৭, ২৪৫, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৯-২৭০
আনসার এ্যাডজুট্যান্ট, ৩৬২
আনসারী, পাক মেজর জেনারেল ২
আনসারী, পাক বিগ্রেডিয়ার ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪১
আন্তঃসার্ভিসেস কুচকাওয়াজ ১১
আনু (গেরিলা), ৪৭৯
আনোয়ার, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৩৬
আনোয়ার নুরুল (বাদশা), ৩৪১
আনোয়ার, মহম্মদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৯৯
আফজাল, নাবিদ (পাক ক্যাপ্টেন), ৩২৯
আফতাব, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০
আফসার ব্যাটালিয়ন, ৪৬৪-৪৭৫
আবদুল্লাহ (কাদের বাহিনী), ৪৫০
আববাস, ড্রাইভার, ৯৪
আব্বাস, কমর, পাক ক্যাপ্টেন, ১৭০-১৭১, ২০১-২০৩, ২১২-২১৩, ২১৭-২১৮
আবুল (মিস্ত্রী), ৩৫১-৩৫২
আবেদীন, জয়নাল, সিপাই, ২০৩-২০৪
আবেদীন, জয়নাল, হাবিলদার, ২৮৭
আবেদীন, জয়নাল, ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ২৯৩-২৯৪
আমজাদ (সাইদ), ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৯৯, ১০০-১০১, ১৩১-১৩২, ১৩৩-১৩৪, ১৩৯
আমজাদ, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০-৪৯১
আমজাদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪৮-৩৪৯
আমানুল্লা কোম্পানী, ৪৬১
আম্বিয়া, সৈয়দ গোলাম, ইপিআর নায়েক সুবেদার,-১৩৮, ১৪৮-১৫০

আমিনুদ্দীন, এম-পি, ৩৪৮
আলী, আবদুল, হাবিলদার, (ইপিআর), ৩৩২
আমীনউল্লাহ (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৪৫-১৪৬
আমীন, নূরুল হাবিলদার, ১৪৬-১৪৭
আমীন, মোঃ নুরুল (অফিসার বাহিনী), ৪৭৩-৪৭৪
আমীন, রুহুল, সুবেদার-মেজর, ৩৭-৩৮
আমীন, রুহুল, (শহীদ), ১৪৩-১৪৪
আমু, মোঃ আমির হোসেন (এম-সি-এ), ৩৫৭
৩৬২-৩৬৩
আরজান, ৩৭১
আরজু, সোহরাব আলী খান, (ছাত্র নেতা), ৪৬২
আরবাব, জাহানজেব, পাক বিগ্রেড কমান্ডার (২য় বেঙ্গল), ১৬০-১৬৩, ১৬৬-১৬৭, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩
আরানী ব্রিজে প্রতিরোধ, ৩২৮-৩২৯
আরাফাত, ইয়াসির, ৪৭-৪৮
আরিফ, পাক ক্যাপ্টেন, ১২
আরিফ, ইপিআর হাবিলদার, ২১২
আরিফ, (গেরিলা), ৪৮৯-৪৯০
আল মাহমুদ, ডাঃ আবদুল্লাহ, ২১৭
আলতাফ, ২২৪
আলফা কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৪-১০৫, ১১৩-১১৪, ১১৬-১৭, ১২০-১২১, ১২২-১২৩, ১২৪, ১৯৬-১৯৭, ১৯৮-১৯৯
আলম, (শহীদ), ৩৭৫
আলম, (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮১, ৪৮৫-৪৮৬
আলম, কবিরুল (ছাত্র নেতা), ৩৮২-৩৮৩
আলম, কবিরুল (ইপিআর সৈনিক), ৩৮৪
আলম, খোরশেদ, (কাদের বাহিনী), ৪৫০, ৪৬১-৪৬২
আলম, বদরুল, ফ্লাইং অফিসার, ১১
আলম, দিদারুল, লেফটেন্যান্ট, ১০৩-১০৪
আলম, নাবিদ, পাক ক্যাপ্টেন, ২৯০, ২৯১-২৯২, ৩০৪-৩০৬
আলম, শামসুল, ইপিআর (শহীদ), ২২
আলম, শামসুল (প্রাক্তন নৌ অফিসার), ২৭০
আলাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ২৩০, ২৩১-২৩২
আলি, মনসুর, মেজর, ৩৯৯
আলি, মানওয়ার, (পাকসেনা), ৪২৪-৪২৫
আলী,আইয়ুব (অফিসার বাহিনী), ৪৬৭-৪৬৮
আলী, আকবর (চেয়ারম্যান), ৩০৫-৩০৬
আলী, আজম আমীর, ৩৮২-আমিনউদ্দিন, ৩৮২-৩৮৩
আলী, আবেদ, ৩৪৩-৩৪৪
আলী, আসমত (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক), ৩৬২-৩৬৩
আলী, আসাদ্দর, ইপিআর হাবিলদার, ১৪৮-১৪৯
আলী, আরব, ইপিআর সুবেদার, ২৮৭-২৮৮, ২৮৯, ৩০১-৩০২
আলী, আহমদ, ডাঃ, ১৭২
আলী, ইউনুস, এম-পি-এ, ২৩৯-২৪০
আলী, ইউনুস (কাদের বাহিনী), ৪৬১
আলী, ইউসুফ, ল্যান্স নায়েক (১ম বেঙ্গল), ২৬৮-২৬৯
আলী, মোঃ ওয়াহেদ (অফিসার বাহিনী), ৪৭৪-৪৭৫
আলী, করম, নায়েক, সুবেদার, ২৮১
আলী, খান জাহান, ৩৫৯-৩৬০
আলী, জমজম, হাবিলদার, ৩৩২-৩৩৩
আলী, ডক্টর, ২২৪
আলী তোফাজ্জল (প্রাক্তন মুসলিমলীগ মন্ত্রী), ৪১৬
আলী, নায়েব, নায়েক (শহীদ), ৯২-৯৩
আলী, নওশের, (চেয়ারম্যান, দালাল), ২৭৪-২৭৫
আলী, ফতে, ৪৮৫-৪৮৬
আলী, মকসেদ, ৩৬৩-৩৬৪
আলী, ক্যাপ্টেন মনসুর (অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার), ২৯৮, ৩৪৬-৩৪৭, ৪৪৩-৪৪৪, ৪৬২
আলী, মনোয়ার, ইপিআর সুবেদার, ৩৩০-৩৩১
আলী, মাহবুব, ৪৮৯-৪৯০
আলী, মীর শওকত, মেজর, ৩০-৩১, ৩৪-৩৫, ৪৪-৪৫, ৭২-৭৩, ৭৯, ৮৮-৯৫
আলী, মোবাশ্বের, ল্যান্স নায়েক, ১৪৮-১৪৯
আলী, মোবারক, সিপাই (শহীদ), ১৮২-১৮৩
আলী, মোহাম্মদ, নায়েক, (পুলিশ), ১৮
আলী, মোহাম্মদ, সিপাই (পুলিশ), ১৮-১৯
আলী, মোহাম্মদ, (রিকশা শ্রমিক), ২৯০-২৯১, ৩০৬
আলী, মোহাম্মদ আনসার, নায়েক সুবেদার, ২৯৯-৩০১
আলী, মোহাম্মদ নওশের, সিপাই, ২০৩-২০৪
আলী, রজব (দালাল), ৩৫৯-৩৬০, ৩৬০-৩৬১
আলী, শরীফ খান মোহাম্মদ (এস-আই-পুলিশ),১৬-১৭
আলী, সমশের, প্লাটুন কমান্ডার (শহীদ), ৪৭১-৪৭২
আলী, সাহেব (রাজাকার), ৪৬৮
আলী, সুন্দর, ৪৬৭-৪৬৮
আলী, সুরত, নায়েক (শহীদ), ১৮০-১৮১

আলী, সৈয়দ কেরামত (গোরা) (শহীদ), ৩৪১-৪২, ৩৪৩, ৩৪৫
আলী, হাজী মুরাদ, নায়েক সুবেদার, ২৯৩-২৯৪ ২৯৯-৩০০
আলী, হাতেম, (আর-আই, পুলিশ) ৩৩১-৩৩২
আলী, মোঃ হাসমত (অফিসার বাহিনী), ৪৭৪
আলেকজান্ডার (গ্রীক বীর), ১৬০-১৬১
আশরাফ, মেজর, ৩৮
আশরাফ, ক্যাপ্টেন (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯-২৮১, ২৯৪-২৯৫, ৩০৪-৩০৫, ৩০৫-৩০৬, ৩০৭, ৩৪৫
আশরাফ, মোঃ পাক হাওয়ালাদার, ৩
আশরাফ, সুবেদার, ৪৮৯, ৪৯০
আশুগঞ্জের যুদ্ধ, ২৭৯
আসকের দীঘি অপারেশন, ৪৩
আসমা (মেডিকেল ছাত্রী), ১১৫
আসলাম, মোঃ পাক লেঃ কর্নেল, ২৪৯
আসলাম, পাক মেজর, ৩২৪-৩২৫
আসাফউদ্দৌলাহ, (সরকারী অফিসার), ৬-৭
আসাদুজ্জামান, ৩৪৭
আসাদুজ্জামান, এ, কে, এম, (অফিসার বাহিনী), ৪৭৩-৪৭৪
আহমদ, অলি, ক্যাপ্টেন, ২৮-২৯, ৩০-৪১, ৩৪, ৪০-৪১, ৪২-৪৫, ৪৭-৪৮, ৯২-৯৩, ৯৫
আহমদ, আসাদ (বায়রন) ছাত্র-গেরিলা, ৩৩৩-৩৩৪, ৩৩৫
আহমদ, ইলিয়াসউদ্দিন. ৩৪১-৩৪২
আহমদ, খাজা, ৩৯-৪০
আহমদ, গিয়াসউদ্দীন, নায়েক, ১১২-১১৩, ১২৪-১২৫
আহমদ, গোলাম(অতিরিক্ত পুলিশ সুপার),৩৬২-৩৬৩
আহমদ, ডাঃ টি, ৩৪২-৩৪৩
আহমদ, ডাবলু (সেকশন অফিসার), ৪৮৬-৪৮৭
আহমদ, তোফায়েল, ৩৪৬-৩৪৭
আহমদ, নজির, ক্যাপ্টেন, ২৯০-২৯২, ৩০৪-৩০৬
আহমদ, ডঃ নফিজ, ৬-৭
আহমদ, নুরু, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩১-৩৩২, ৩৪৫-৩৪৬আহমদ, নেসার, পাক বিগ্রেডিয়ার, ১৩-১৪
আহমদ, ফকরুদ্দিন (পুলিশ সুপার), ৩৬২-৩৬৩
আহমদ, ডাঃ ফরিদ (আওয়ামী লীগ নেতা), ২৬৩-২৬
আহমদ, ফরিদউদ্দিন, ইপিআর সুবেদার, ২০১, ২০৩-২০৪, ২১২-২১৭, ২১৭-২১৮
আহমদ, ফয়েজ, হাবিলদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৮-২৬৯
আহমদ, মনজুর, ৩৫৫
আহমদ, মহীউদ্দিন (এম-পি), ৩৫৭, ৩৬২-৩৬৪, ৩৬৫-৩৬৬
আহমদ, মাহাবুবউদ্দিন (এস-ডি-পিও, ঝিনাইদহ), ২৪৩-২৪৪, ২৪৫-২৪৭, ২৪৯-২৫০, ২৫২-২৫৩ ২৫৬, ২৫৮-২৬১
আহমদ, সালাউদ্দিন (ছাত্র নেতা) ৩৮২-৩৮৩
আহমদ, সুলতান, নায়েক সুবেদার, ২০৫-২০৬ ২০৭-২১০, ২১৬
আহমদ, সৈয়দ, এডভোকেট, ২১৭
আহমদ, আলী, ইপিআর সুবেদার, ২৮৫
আহমদ, আফসারউদ্দিন, ৪৬১, ৪৬৫-৪৭৪
আহমদউল্লাহ, নায়েক সুবেদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৭-২৬৮
আহমেদ, ইমামউদ্দিন, ৩৮২-৩৮৩
আহমেদ, ডাঃ ওয়াইজউদ্দিন, ৪৬৬-৪৬৭
আহমেদ, তমিজ (অফিসার বাহিনী), ৪৭০-৪৭১
আহমেদ, তাজু, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
আহমেদ, তাজউদ্দিন (প্রধানমন্ত্রী), ৪, ৮০-৮১, ১০৩, ১১৫-১১৬, ২৪২, ২৪৪-২৪৭, ২৫২-২৫৩ ২৫৭-২৫৮, ২৫৯-২৬১, ২৯৯-৩০০, ৩০৬, ৩৪৬-৪৭, ৩৮৩, ৪১২
আহমেদ, দিলদার (অফিসার বাহিনী), ৪৬৮-৪৬৯, ৪৭০-৪৭১
আহমেদ, ফোরকানউদ্দিন (ছাত্র), ৪৬৭-৪৬৮
আহমেদ, মোজাফফর, ইপিআর সুবেদার, ২৩৫-২৩৬, ২৩৭-২৩৮, ২৪৫, ২৪৯-২৫০
আহমেদ, মোমিনউদ্দিন (এম-পি), ৩৮১-৩৮২
আহমেদ, মোঃ আলাউদ্দিন, ৪৭৪-৪৭৫
আহমেদ, শফিক, সিপাই, ২৩১-২৩৩
আহমেদ,সুলতান,
সুবেদার-মেজর (অফিসার বাহিনী), ৪৭৩-৪৭৪
আহসান, সেলিম, ছাত্র (শহীদ), ১৮১-১৮২, ১৮৩
আহসান, সৈয়দ (জেলা প্রশাসক, রংপুর), ৪০১-৪০২
আহমেদ, ডাঃ হাফিজউদ্দিন, ৩৯৪
আড়িয়ালবাজার অপারেশন, ৩৩১-৩৩২, ৩৪৫-৩৪৬

ই

ইউ-ও-টি-সি, ৩৯
ইউথ ক্যাম্প, ১০৭
ইউনুস, হাবিলদার (৪ বেঙ্গল), ১৩২
ইউনুস, আবু মোহাম্মদ (এম-পি), ৩৪৫
ইউসুফ, এ, এন, এম (ডি-সি, ফরিদপুর), ৩৮২-২৮৩, ৩৮৪-৮৫

ইউসুফ, এ্যাডভোকেট, ৩৬২-৩৬৩
ইকবাল, মেজর, ৬
ইকবাল, পাক মেজর, ৫৭-৫৯, ৬৩-৬৫
ইকবাল (বাচ্চু), গেরিলা যোদ্ধা, ১১৬
ইকবাল, ভূঁইয়া, (সাংবাদিক), ৩৮৫
ইকবাল, হল, ৬-৭, ১৮
ইতবার, পাক সুবেদার-মেজর, ৬৩, ৬৪-৬৫
'ইত্তেফাক' (পত্রিকা), ৭
ইদ্রিস, সিপাই, ২০১
'ইঞ্জিনিয়ার্স' (পাক অস্ত্রবাহী জাহাজ), ৪৫৫-৪৫৬
ইনসান, শেখ (হাজী), ৩৪৪-৩৪৫
ইপিআর, ১ নং উইং, ২৩১-২৩২
"২ নং" ২০১
"৩ নং" ২৩১-২৩২
"৪ নং" ২৩৪-২৩৫, ২৪৮-২৪৯, ২৬১
"৫ নং" ২৪৩, ২৫০-২৫১
"১২ নং" ২৩১-২৩২
ইপফাক, ১১৯-১২০
ইফতেখার (গেরিলা), ৪৮৮-৪৮৯
ই, বি, আর, সি-এর প্রতিরোধ, ৩২-৩৪, ৬৫-৬৬
ইব্রাহিম, লেঃ, ১৭২, ১৭৬, ১৮৪, ১৯৪-১৯৫
ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, হাবিলদার (১ম বেঙ্গল), ২৬৬-২৬৯
ইব্রাহিম, (শহীদ), ৩৭২-৩৭৩
ইব্রাহিম, হেমায়েতবাহিনী, (শহীদ), ৪৭৫-৪৭৭
ইমাম, (কাদের বাহিনী), ৪৬২-৪৬৩
ইমাম, জাফর, ক্যাপ্টেন, ৫১-৫২
ইমাম, মেহেদী আলী, মেজর, ৩৫৭-৩৬২
ইমামুজ্জামান, লেঃ, ১০৮, ১১২-১১৩, ১৪২-১৪৪
ইলিয়াস, ২২৪
ইসমাইল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ১৪৬-১৪৭
ইসলাম, আমিরুল, ব্যারিস্টার, ২৫৩-২৫৩, ২৫৭-২৫৯
ইসলাম, ওয়ালিউল (এস-ডি-ও, মাগুরা), ২৫১, ২৭০-২৭১
ইসলাম, কাজী আজিজুল, এ-ডি-সি, (শহীদ), ৩৬২-৩৬৩
ইসলাম, কে, এম, আমিনুল (উইং কমান্ডার), ৪৮৫
ইসলাম, নজরুল (প্রকৌশলী), ৪৮৬-৪৮৭
ইসলাম, নুরুল, মেজর, ২-৩, ১৬৫-১৬৬, ১৬১, ১৬৯-১৭০, ১৭০-১৭২, ১৭৫-১৭৬, ১৮৪, ১৯৬-১৯৮,২০১, ২০২-২০৩, ২১২-২১৫
ইসলাম, নুরুল, প্রফেসর, ৯০-৯১
ইসলাম, নুরুল (ছাত্র নেতা), ৩২৭
ইসলাম, নুরউল (পুলিশ অফিসার), ৩৪০-৩৪১, ৩৪২
ইসলাম, নুরুল, ৩৮২-৩৮৩
ইসলাম, নুরুল (মুক্তিসেনা), ৪৬৬-৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৭-৪৭০
ইসলাম, রফিক-উল, মেজর, ২৯-৩০, ৩৪-৩৫, ৪০-৪৩, ৪৪-৪৭, ৫৭-৫৯, ২৬১-২৬২
ইসলাম, রফিকুল (লাল), ৩৪২-৩৪৩
ইসলাম, শফিকুল (গেরিলা), ৪৮৯
ইসলাম, সিরাজুল, সুবেদার (শহীদ), ১৭৯
ইসলাম, সিরাজুল, লেঃ, ২৮৫
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সরকার), ৮০-৮১, ১০৩, ১১৫-১১৬, ১৩৯, ২১৭,২১৭-২১৯, ২৪৫-২৪৬, ২৫৯-২৬১
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল (ছাত্র), ৪৬০-৪৬১
ইসহাক, নায়েক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
ইসহাক, নায়েক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
ইসহাক, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩৩
'ইয়া আলী' (রণধ্বনি), ২২৪-২২৫, ২৯৫
ইয়াসিন, লেঃ কর্নেল, ১৯৬
ইয়াহিয়া, ফৌজ, ৩৯৩
ইয়াহিয়া, মোঃ সাইফউদ্দিন (কনভেনশন লীগ), ৩৫৪
ইংরেজ (কাঠুরিয়া), কাদের বাহিনী, ৪৬২-৪৬৩
উ
উদালিয়া চা বাগান, ৭৮-৭৯
উলফত (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮০, ৪৮২-৪৮৩, ৪৮৪-৪৮৫, ৪৮৬-৪৮৭
এ
'এজাজ ব্রিজ', ২৮২-২৮৩, ৪০৯-৪১০
এজাজ, পাক মেজর, ২৮২-২৮৩, ৪২২-৪২৩
এনাম, মেজর, ৭-৮
এনায়েত (অধ্যাপক), ৩৭৪-৩৭৫
৪ এপ্রিল (তেলিয়াপাড়া বৈঠক), ১৭৫
এফ-৮৬ (পাক জঙ্গী বিমান), ১৭৯, ১৯২
এরশাদ, হাবিলদার, ১৮০
ও
ওমর, পাক মেজর-জেনারেল, ২
ওমর, গেরিলা, ৪৮৮-৪৮৯
ওসমান, মিসেস, ২৩৯-২৪১, ২৪২-২৪৩, ২৪৫-২৪৬, ৪০২-০৩

ওসমানী, এম, এ, জি, কর্নেল (অবঃ) সি-ইন-সি, (বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী), ৮০-৮১, ৯৫, ১০৩, ১০৬, ১১৫-১১৬, ১৭৫, ১৭৭-১৭৮, ২২৬-২২৮, ২৫৯-২৬০, ২৮১,২৮৯, ২৯৯, ৩০৬, ৩২৭-৩২৮, ৩৬৩, ৪৮৩, ৪৮৫
ওহাব, ক্যাপ্টেন, ২৬০-২৬১
ওহাব, আবদুল সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১২৯
ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম, ১১৮-১১৯
ওয়ারিস, জামান (বিহারী), ৪৮৬-৪৮৭
ওয়ালীউল্লাহ, নায়েক সুবেদার, ১৪৫-১৪৭
ওয়াহাব, ফজলুল, ৪৭২-৪৭৩
ওয়াহিদুজ্জামান (মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৬-২৭৭
ক
কছিমউদ্দিন, ৪৬৮, ৪৬৯-৪৭০
কটিয়াদী খানা অপারেশন, ২০৪
কফিলউদ্দিন, সিপাহী (শহীদ), ১৭৯
কবির, সহকারী আনসার এ্যাডজুট্যান্ট, ২৯৩-২৯৪
কবির, হুমায়ুন, লেঃ, ১০০-১০১, ১০৮, ১১৫-১১৮, ১২১-১২৩, ১২৫-১২৯, ১৩১-১৩২, ১৩৪-১৩৬,১৪১-১৪২
কমরউদ্দিন, পীর, মেজর (পাঞ্জাবী), ৫-৬
কমলছড়ি চা বাগানস, ১১২
কমান্ডো পার্টি, ১০৫-১০৬, ১০৯
করিম, আবদুল (অফিসার বাহিনী), ৪৬৭-৪৬৮
করিম, এনায়েত (ছাত্রনেতা), ৪৬০-৪৬১
করিম, কার্পোরাল, ৯৪-৯৫
করিম, পাক মেজর, ২৩১-২৩২
করিম, ফজল, পাক লেঃ কর্নেল, ২৭৯, ২৮৩-২৮৪
করিম, ফজলুল, নায়েক সুবেদার, ৮, ৮-৯
করিম, ফজলুল, এম-সি-এ, ২৯২-২৯৩
করিম, সুবেদার, ১৮০
করিম, হাওলাদার (পুলিশ), ৩৪৫
করিমউদ্দিন, এম-সি-এ, ২৮৮-২৮৯
করিমউল্লাহ, বিগ্রেডিয়ার (গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী),১৬০-১৬১
কর্নেলবাজার অপারেশন, ১৪১-১৪২
কর্মকার, মিছির, ৩৮২-৮৩১
কলি, ২৪০-২৪১
কলিমুদ্দিন, পুলিশ (শহীদ), ৩৩৭-৩৩৮
কয়েদী, ২৭০
কাইয়ুম, জহুরুল, এম-সি-এ, ৪০
কাউসার, নায়েক সুবেদার, ৩০২-৩০৩
কাজিমউদ্দিন, ইপিআর সুবেদা মেজর, ২৯০-৩০০, ৩০৪-৩০৭
কাজী (গেরিলা), ৪৭৯-৪৮০
কাজী, আতোয়ার, অধ্যাপক, ৪৬২
কাদের, ফ্লাইট লেঃ, ১১
কাদের, আফতাব, ক্যাপ্টেন (আর্টিলারী), ৮৫-৮৭, ৯৩-৯৫
কাদের, আবদুল সিপাহী, ২৮৬-২৮৭
কাদের, এম, এ (স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক), ৩৫-৩৬, ৬৭-৬৮
কাদের, সরদার আবদুল, মেজর (অবাঙ্গালী), ২৩৫-২৩৬
কাদের বাহিনী, ২৩৭-৩৫২
কানু, ৩৬৩-৩৬৪
কানুপুরের যুদ্ধ, ৩৩৩-৩৩৪
কামরুজ্জামান, এ, এইচ, এম (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), ৩৪৬-৩৪৭
কামাল, বেগম সুফিয়া, ১১৫
কামাল, মোস্তফা, সিপাই, ১৪০-১৪১, ১৪১-১৪২
কামাল, মোস্তফা, হাবিলদার (ইপিআর),৩৩২-৩৩৩,
কামাল (ছাত্র), ৩৬৪-৩৬৫
কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, (ছাত্র), ৪৬৩-৪৬৪
কামাল, আহমেদ, অধ্যাপক, ৩৮৪-৩৮৫
কামাল, কাজেম (পাক সামরিক অফিসার), ১৬৯, ১৮৪-১৮৫, ১৯৪-১৯৫, ১৯৭
কামাল, শেখ, ৪-৫
‘কালান্তর’ (পত্রিকা), ২২, ৪৩৮,৪৪৪-৪৫
কালাম, আবুল, হাওলাদার, ১৮৩
কালাম, ক্যাপ্টেন (শহীদ), ২৬১
কালাম, ড্রাইভার, ৬০-৬২
কালাম, আবুল (কাদের বাহিনী),৪৬১-৬২
কালিয়া (বি-এস-এফ অফিসার), ৭৭
কালুরঘাটের যুদ্ধ, ৪৩-৪৪, ৯০-৯১
কাশেম, আবুল, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
কাশেম, আবুল, নায়েক সুবেদার (৩য় বেঙ্গল), ৩৩১-৩৩২
কাশেম, আবুল (অফিসার বাহিনী), ৪৬৮-৪৭০
কাসেম, সিগন্যালের (কাদের বাহিনী), ৪৬৩-৪৬৪
কায়সার (আতাউর রহমান) এম-পি-এ, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫, ৬৭, ৭২-৭৩, ৯০-৯১
কায়েস, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
কিবরিয়া, গোলাম, ৩৫১-৩৫২

কৃষক, ২২, ১৫২, ৩৪৮-৩৫১, ৩৬৯-৩৭০, ৩৭৪-৩৭৫,
কুইয়া, লোকাস(খৃস্টান), ২০১-২০২
কুতুব, গেরিলা, ৪৮৯
কুদ্দুস, এম, এ, মেজর, ২৩১-২৩২
কুদ্দুস, এম, এ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৯৯,
কুমিল্লার লড়াই, ৪৮-৫২, ৬৯
কুমিল্লা-নোয়াখালীর প্রতিরোধ, ১৩৩-১৫৯
কুষ্টিয়ার যুদ্ধ, ২৬১
কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার প্রতিরোধ, ২৩৪-২৫১
কুষ্টিয়া-যশোরের প্রতিরোধ, ২৫১-২৬১
কেরানী, হাজী মোঃ, পাক মেজর, ৮
ক্লেয়ার, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৪৫২-৪৫৩, ৪৫৯-৪৬০
কোর্ট মার্শাল, ৯-১০
কোরেশী, আরশাদ, পাক লেঃ কর্নেল, ২৮৩-২৮৪
কোরেশী, তারেক রসুল, পাক লেঃ কর্নেল, ২৮৪-২৮৫, ২৮৭-২৮৮, ৩০০-৩০১
২৯-ক্যাভালরি, ২৮৭

খ

খলিল (গেরিলা কমান্ডার), ১২৬-১২৭
খসরু পার্টি, ৩৭৪-৩৭৫
খান, আওয়াল, সুবেদার (পাঠান), ২৮৬-২৮৭
খান, আবদুল মালেক (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৬২-৩৬৩
খান, আবদুল মোনেম, ৪৮৩-৪৮৪
খান, আবদুল লতিফ, ৩৫৪
খান, আবদুল হামিদ, জেনারেল, চীফ অব স্টাফ, ১, ৪-৫, ১০, ২৮-৩০, ৩৩
খান, আমানুল্লাহ (পাক সামরিক অধিনায়ক), ৪৫৫-৪৫৬
খান, ইসহাক (দালাল), ৪৬৬-৪৬৭
খান, ইয়াহিয়া, জেনারেল, ২, ৪, ১০, ১৩, ২৮, ৪৯-৫০, ৫৯-৬০, ৭৪, ১২৬-১২৮, ১৩২, ১৮৪-১৮৫, ২১২, ২৭৯, ২৮১-২৮২, ৩২১-৩২২, ৩৩৬-৩৩৭, ৩৪৮-৩৪৯, ৩৯১-৩৯২, ৪৩০, ৪৩৮, ৪৫২-৪৫৩
খান, এতয়ার, (পাক ইপিআর কোম্পানী কমান্ডার), ২৮৭-২৮৮
খান, এস, আর, ৬-৭
খান, ওয়ালী, ৪
খান, কালা, সুবেদার (পাঞ্জাবী), ৩০৪
খান, খানে আলাম (ডি-সি, বগুড়া), ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৬-৩৪৭
খান, খিজির হায়াত, পাক লেঃ কর্নেল, ৯৬-৯৭, ৯৯-১০০, ১০০-১০১, ১৩০-১৩২, ১৩৩-১৩৪ ১৩৮-১৩৯
খান, খোদাদাদ, মেজর জেনারেল, ১৭৪-১৭৫
খান, গুলজার, পাক হাবিলদার মেজর, ৩৩২-৩৩৩
খান, টিক্কা, লেঃ জেনারেল, ১, ৪-৫, ৮-৯, ৪০, ১৬৪, ১৬৬-১৬৭, ১৮৪-১৮৫, ১৯৬-১৯৭, ২১২, ৪৩০
খান, দাউদ, ৪৬২
খান, দাদু, পাক সুবেদার-মেজর, ৩৩২-৩৩৩
খান, নবী নেওয়াজ, কোম্পানী কোমান্ডার, ৪৬১
খান, নুরুল কাদের (ডি-সি, পাবনা), ৩৪৮-৩৪৯ ৩৫৪-৩৫৫
খান, নুরুল মোমেন (পুলিশ সুপার), ৩৮২-৩৮৩
খান, পয়া, নায়েক (পাঠান), ৮-১০
খান, বোস্তান, পাক নায়েক সুবেদার, ২১৩-২১৪
খান, ভুট্টো, ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাবী, ২৮৭-২৮৮
খান, মাহমুদ হাসান (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪১-৩৪৩
খান, মিঠঠা, মেজর-জেনারেল, ২, ২৯-৩০, ৩১-৩২
৭৫, ৯২, ২৫৮
খান, মীর্জা, সুবেদার, পাঞ্জাবী, ৩০৪
খান, মুজিবর রহমান, ৩৮২-৩৮৩
খান, মোকাদ্দেস আলী (কাদের বাহিনী), ৪৬১
খান, মোহাম্মদ, পাঞ্জাবী ইপিআর, ১৩-১৪
খান, রশীদ, ৩৪২-৩৪৩
খান, রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল, ২
খান, রিয়াজ, পাক মেজর- জেনারেল, ৪২২-৪২৩
খান, শওকত, পাক মেজর, ২৩০
খান, শাহপুর, পাক কর্নেল, ৬৯
খান, সিকান্দার, ইপিআর স্টাফ কর্নেল, ২১৭
খান, সেকান্দার, পাক লেঃ কর্নেল, ২৩১-২৩২
খান, হজরত, পাক নায়েক সুবেদার, ২০১, ২১৩-২১৪
খান, মোঃ হাতেম আলী, ৪৭৪-৪৭৫
খান, হামিদুল্লাহ, ফ্লাইট লেঃ, ৪৮১-৪৮২, ৪৮৫-৪৮৬
খালিদ, হুমায়ুন, অধ্যক্ষ, ২১৭-২১৮
খালেক, সুবেদার, ৪১-৪২
খালেক, আবদুল, সিপাহী, ১৫-১৬
খালেক, আবদুল, সুবেদার (ইপিআর), ২৯৩-২৯৪ ২৯৭-২৯৯, ৩০৪
খালেক, মোঃ আবদুল, সুবেদার (৩য় বেঙ্গল), ২৮৩-২৮৭

খায়ের, সিপাহী (শহীদ), ১৮০
খুলনার প্রতিরোধ যুদ্ধ, ৩৭৫, ৩৮১-৩৮২
খোকন, (গেরিলা যোদ্ধা), ১০৮-১০৯
খোকা, গেরিলা (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৪৫১
খোন্দকার, আবদুল করিম, এয়ার ভাইস মার্শাল, ১১
গ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮০-৮১, ৮৪, ৮৬, ১০৩, ১০৭-১০৮, ২৫৮-২৬১
গণবাহিনী, ১০৭, ১৮১-১৮২
গণহত্যা, ৫-৬, ৬-৮, ৬৩, ৮৯, ৯৯-১০০
গনজালভেজ, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ১০৩
গণি, সুবেদার, ২১৫-২১৬
গণি, আবদুল (ছাত্র), ৪৬৩-৪৬৪
গণি, ওসমান, (ছাত্র), ৪৬২
গফুর, আবদুল (কাদের বাহিনী), ৪৬১
গয়ান, চিত্ত, ৪৭৬
গাওয়া (রাজাকার), ৪৬৭-৪৬৮
গান্ধী শান্তি সংস্থা, ৪৪০
গাফফার, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ৯৬-৯৭, ৯৯-১০০, ১০৫, ১১২, ১১৩-১১৫, ১২৯, ১৩৩-১৩৭, ১৩৮-১৩৯, ৪১৬
গিয়াস, ক্যাপ্টেন, ১২
গিয়াসউদ্দিন, ২২৪
গীল, পাক কর্নেল, ১১
গুপ্ত, শুভ্রাংশু (সাংবাদিক,আনন্দবাজার পত্রিকা), ৩৯৩
গুল, জিন্নত, সুবেদার মেজর (পাঠান), ২০১-২০৩, ২১৩-২১৪
গুলাব, ৩৪২-৩৪৩
‘গেরিলা’ (পত্রিকা), ৪৮১-৪৮২
গেরিলা বাহিনী, ১৮১-১৮২
গেরিলা যুদ্ধ, ৮১-৮২, ১৮০-১৮১
গ্যাদা, ২৪
গোয়ালন্দের প্রতিরোধ, ২৪৪-২৪৫
ঘ
ঘটনা প্রতিরোধ, ৩৫৩
ঘোষ, গৌর কিশোর (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা), ৪৩৬
ঘোষ, তারাপদ, ৩৮২-৩৮৩
ঘোষ, বি-এস-এফ লেঃ কর্নেল, ৭৮
চ
চক্রবর্তী, এইচ, আর, (বি-এস-এফ লেঃ কর্নেল), ২৪২-২৪৩, ২৪৫, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩-২৫৪, ২৫৯-২৬০
চক্রবর্তী, কুমারেশ (সাংবাদিক, যুগান্তর), ৪০৬-৪০৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫
চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, ৮-৯, ১১, ৩১-৩২, ৩৯, ৪৩, ৪৬-৪৭, ৯০
চট্টগ্রামে স্বাধীনতার লড়াই, ২৮
চট্টগ্রামের প্রতিরোধ, ৪০-৪৭, ৫১-৫২, ৫৭-৯৫
চট্টেশ্বরী রোড অপারেশন, ৪৩
চন্দন, ৩৪২-৩৪৩
চন্দর, কিযণ, ২৩
চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ, ১৫৫
চম্পা, ২৪০-২৪১
চাকমা উপজাতি, ৯৫-৪৪৫
চাটার্জ্জী, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৩৪৬-৩৪৭
চার্লি কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৫, ১১৩-১১৪,
চিত্ত বাবু, ৩৮২-৩৮৩
চিমা, পাক ক্যাপ্টেন, ৩০৩
চিলমারী কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-২৮৮
চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু ওসমান, মেজর, ২৩৪-২৫২, ২৫৩-২৫৪, ২৫৮, ২৬০-২৬১, ২৬৭-২৬৮, ৩৮৫, ৪০২-৪০৩, ৪১২, ৪১৭-৪১৮
চৌধুরী, আবু তাহের, এডভোকেট, ৫-৭
চৌধুরী, আমজাদ আহমেদ, মেজর-জেনারেল, (অবঃ) ৪৮৩-৪৮৪
চৌধুরী, আমিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ২-৩, ২৮-৩০, ৩৩-৩৫
চৌধুরী, আমিনুল হক, ৩৬২-৩৬৩
চৌধুরী, ই, এ (পুলিশ সুপার), ১৫, ১৮
চৌধুরী, এ, আর, আজম, ক্যাপ্টেন, ২৩৪-২৩৭, ২৪০-২৪১, ২৪৩-২৪৪, ২৪৮-২৫১, ২৫৩-২৫৫, ২৬১
চৌধুরী, এজাজ আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ৭৮-৭৯, ১৭২, ১৭৫-১৭৬, ১৮৪, ১৯৪-৯৫

চৌধুরী, এনামুল হক, ক্যাপ্টেন, ৩২-৪২, ৪৭-৪৮, ৬৫-৬৬, ১৪৪
চৌধুরী, এম, আর, লেঃ কর্নেল, ২৮-৩২, ৩৪-৩৬, ৪২-৪৩, ৬৫-৬৭
চৌধুরী, ওয়াজেদ, ৩৮২-৩৮৩
চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী (ইউ-সি চেয়ারম্যান),৪৪৭
চৌধুরী, কাদের, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন, ১৪২-৪৩
চৌধুরী, কায়েস (চা বাগান ম্যানেজার, জাফলং), ২৩০
চৌধুরী, খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন, ৩০-৩১, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫, ৬৭-৬৮, ৯২-৯৫
চৌধুরী, খুরশীদ আলম, ক্যাপ্টেন, ৩২১-২৮, ৩২৯-৩১, ৩৩৩-৩৪
চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩২১-২৮,৩২৯-৩১, ৩৩৩-৩৪
চৌধুরী, জাবেদ বরকত, (কমান্ডার, ইপিআর), ২৩২-২৩৩
চৌধুরী, তৌফিক-ই-এলাহী, (এস-ডি-ও, মেহেরপুর), ২৪৩-৪৪, ২৪৫-৪৭, ২৪৯-৫০, ২৫৯-২৬১
চৌধুরী, বজল আহমদ, (প্লাটুন কমান্ডার, ইপিআর), ২৯২-৯৩, ৩০৪
চৌধুরী, বি, আর (কোম্পানী কমান্ডার, ইপিআর), ২৩০-২৩২
চৌধুরী, ডাঃ মফিজ, ৩৪৬-৪৭
চৌধুরী, মানিক, ১৭৬-৭৭, ২২১-২২, ২২৬
চৌধুরী, মিজানুর রহমান (এমপি), ৩৫৭-৫৮, ৩৬২-৬৩
চৌধুরী, মোফাজ্জল হোসেন (মায়া), ৪৭৮-৭৯, ৪৮২-৮৭
চৌধুরী, শমসের মুবিন, ক্যাপ্টেন, ৩৯, ৪০-৪৮, ৭৯-৮০, ৯২-৯৩
চৌধুরী, শামসুল হুদা, ৮৮-৮৯
চৌধুরী, শাহাদাত, ৪৮৫-৮৬, ৪৯০-৯২
চৌধুরী, শাহজাদা, (মেডিকেল ছাত্র, কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫
চৌধুরী, সমসের আলম, ৪৬
চৌধুরী, সাবু, ১৭৬
চৌধুরী, হাফিজুল্লাহ, নায়েক (ইপিআর), ২৩০
চৌধুরী, হারুন আহমেদ, ক্যাপ্টেন, ৪০-৪১,৪৩-৪৭, ৬৯-৭০, ৭৮, ৭৯-৮০, ৯২-৯৩

ছ
ছাত্রলীগ, ৪-৫
ছাত্র, ৪-৭, ২২, ৩২-৩৩, ৩৯, ৮০, ৯০-৯১, ৯৬-৯৭, ২০১, ২০৫-০৬, ২১০, ২১৭, ২১৯-২০, ২৩৭, ২৩৯-৪০, ২৫৪-৫৫, ২৬৩-৬৫, ২৬৬-৬৭, ২৬৯-৭০, ২৭৩, ২৭৪-৭৫, ২৮১-৮৪, ২৮৮-৮৯, ২৯২-৯৩, ৩০১, ৩২২-২৪, ৩২৫-২৬, ৩৩১-৩২, ৩৩৬-৪০, ৩৪৮-৪৯, ৩৫৪, ৩৬২, ৩৬৯-৭০, ৩৭৫-৭৮, ৩৮৪-৮৫ ৩৮৮-৮৯

জ
জগন্নাথ হল, ৬-৭, ৭
জন, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
জবেদ, নায়েক সুবেদার, ১৪৬-৪৭
জব্বার, আবদুল (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
জব্বার, সুবেদার, ১৪৩-৪৫
জলিল, এম, এ, নায়েক সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১৩০-৩১, ১৩৩
জলিল, রেজাউল, লেঃ কর্নেল, (১ম বেঙ্গল),১৯৬ ২৩৭-৩৮, ২৫০-৫১, ২৬১, ২৬৫-৬৬, ২৬৬
জলিল, ইপিআর জওয়ান (শহীদ), ২৮১-৮২
জলিল, মোহাম্মদ আবদুল (ছাত্রনেতা),৩২২-৫৯, ৩৬০-৬৬, ৩৭৭-৭৯, ৩৮১-৮২, ৪১২
জলিল, আবদুল, ৩৮২-৮৩
জলিল, মিঃ (এম-পি), ৪৮৮-৮৯
জহির, সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১৩১-৩২
জহিরউদ্দিন, (শহীদ), ৪৭১-৭২
জয়দেবপুরের প্রতিরোধ, ১৬০
জয়দেবপুর-তেলিয়াপাড়া প্রতিরোধ, ১৯৬-৯৯
জয়নাল, সুবেদার, ৬৪-৬৫
‘জয়বাংলা’, ২২, ৪৯, ৬৯০-৭০, ৮৮-৮৯, ৯০-৯১, ১০০, ১০৫-০৬, ১৩২-৩৩, ১৬৮-৬৯,১৮৯ ১৯৭, ২০৯-১০, ২২১-২৬, ২৫২, ২৫৫-৫৬, ২৯১-৯২, ৩০৮-০৯, ৩৪০-৪১, ৩৬৮-৭০
‘জয়বাংলা’, (পত্রিকা), ৪৩০-৩১,৪৩৪-৩৫, ৪৪৮
‘জাগ্রত বাংলা’ (অফিসার বাহিনীর সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৪৬৬
জাফর, ডাঃ, ৫৯-৬০, ৬৭, ৬৮, ৭২-৭৩
জাফর, শাহ আবু (ছাত্র নেতা), ৩৮২-৮৩

জাফরী, আলী (প্রাক্তন সম্পাদক, 'ডন') ৪৪৪
জাফরুল্লাহ, ডাঃ, ১১৫-১৬
জাতীয় সঙ্গীত, ('আমার সোনার বাংলা'), ২৬০-৬১
জানজুয়া, আবদুর রশীদ, পাক কর্নেল, ৩০-৩১, ৪১-৪৩, ৬৭-৬৮, ৮৮-৮৯
'জানবাজ', ৪৬১-৬২
জামশেদ, পাক মেজর-জেনারেল, ২, ৪৬০
জামাতে ইসলাম, ৪৩০-৩১, ৪৩৮
জামান, মোহাম্মদ, পাক হাবিলদার, ২৯১-৯২
জামান, মিঃ, ৪৮০-৮১, ৪৮৩-৮৪
জামাল (গেরিলা যোদ্ধা), ১০৮-০৯
জামাল, ৩৮৪
জামালউদ্দীন, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
জামিল, পাক মেজর, ১২
জামিল, শাফায়াত, মেজর, ৯৭-৯৮, ৯৯-১০১, ১২৮-৩৫, ১৪১-৪২, ১৭৩-৭৪, ২৮১
জামিল, অবাঙ্গালী মেজর (কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট), ১৩৭-৩৮
জালাল, সর্দার, ৩৬২-৬৪
জালাল, হযরত শাহ (রঃ), ৪১১-১২
জালাল (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
'জাহাঙ্গীর' (পাক যুদ্ধ জাহাজ), ৪৭-৪৯
জাহেদ, গেরিলা, ৪৮৯
জায়দী, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ৪৪-৪৫, ৪৬
জিন্নাহ (ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী), ৩৪৫
জিয়া, লেফটেন্যান্ট, ৩৫৮-৫৯, ৩৬০-৬১
জিয়া, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৬-৮, ৪৮৫-৮৭
জুয়েল, গেরিলা (শহীদ), ৪৮২-৮৫, ৪৮৫-৮৭
জেনেভা কনভেনশন, ১৩৭-৩৮
জোয়ারদার, সুলতান আলী, ২৩৮-৩৯
জোয়ারদার, বিনোদবিহারী, ৩৫৪
ঝ
ঝন্টু, ৩৪২-৪৩০
ট
টগর, (গুন্ডা), ২৭৩-৭৫
টাটারু, ৩৪১-৪২
টি, আলীর বাড়ি, ১০৫
টিটু, ছাত্র (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪১-৪২
টিটো, গেরিলা (শহীদ), ৪৯০-৯১
টুকু, ৩৫৯
টুকু, (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
টুলু, ১১৫
টুলু, গেরিলা, ৪৮৫
টেলিফোন বিভাগ, ৯৯-১০০, ১১৮
ট্যাংকস স্কোয়াড্রন, ১৬৫
ঠ
ঠাকুর, কর্পুরী (মুখ্যমন্ত্রী, বিহার), ২৪২,২৯৬-৯৭
ঠাকুর, তাহেরউদ্দিন, ১০১, ১০৩
ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুরের প্রতিরোধ, ২৯০-৩০৩, ৩০৬, ৩০৮-১০
ডগলাসম্যান, মিঃ (বৃটিশ এম-পি), ২৪৬-৪৭, ২৬১
'ডন' (পত্রিকা), ৪৪৪
ডালিয়া, (মেডিকেল ছাত্রী), ১১৫
ডিউক ৩৪৩-৪৪
ডিনায়াল প্ল্যান, ১৭৫
ডেল্টা কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৪-০৬, ১১৬-১১৮, ১২১-২২, ১২৫-২৬
ঢ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬-৭
ঢাকা সেনানিবাস ও শহরের ঘটনা,১-১১,২১-২২
ঢাকায় গেরিলা অপারেশন, ৪৭৮-৯৪
ত
তমিজউদ্দিন, মুজাহিদ কমান্ডার (শহীদ), ২৮৮
তাপস (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
তারিক, আমীন, মেজর (পাঞ্জাবী), ৩০২, ৩০৯-৩১০
তারেক (শহীদ), ৩৪১, ৩৪৩-৪৪
তালুকদার, আবদুল গণি, ১৫-১৭
তালুকদার, আবদুর রহিম (আওয়ামী লীগ নেতা) ৩৪৬-৪৭
তালুকদার, ডাঃ কছিরউদ্দিন, মুসলিম লীগ নেতা (শহীদ), ৩৪৩-৪৪
তালুকদার, গুরুদাস (কৃষক নেতা), ৩০৮
তালুকদার, জাকারিয়া, ৩৪১-৪২
তালুকদার, সৈয়দ আলী, হাবিলদার, (ইপিআর), ৩৩২-৩৩
তালুকদার, হাতেম আলী, এম-পি, ২১৪-১৫,
তালেব, আবু, লেঃ, ৩৭-৩৮
তালেব, আবু, ইপিআর হাবিলদার, ২৯০-৯১, ৩০৪

তাহের, নায়েক, ৯২-৯৩, ৯৪-৯৫
তাহের, আবু সিপাহী, ২৯৩-৯৪
তাহের, মোঃ আবু (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮,
তাহের, মোঃ আবু, কর্নেল, ৪৮১-৮২
তেলিয়াপাড়া এ্যামবুশ, ১৬২-৬৩
তাহের, নায়েক, ৯২-৯৩, ৯৪-৯৫
ত্যাগী, বালজিৎ সিং, (বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন), ২১৮-১৯
তৌফিক, ছাত্র (গেরিলা), ৪৮৮-৮৯
ত্রিবেদী (বি-এস-এফ মেজর), ৩২৫-২৬
দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মেজর, ১৭৬-৭৮, ২২১-২৮, ২৩০-৩১, ২৩৩
দত্ত, নীল কমল (সংবাদদাতা, 'যুগান্তর') ৪১৪-১৫,
দস্তগীর, গাজী, গেরিলা, ৪৮২-৮৩, ৪৮৪-৮৫ ৪৮৬-৮৭
দরগা, ৩৫৯-৬০
দাঙ্গা, ৩২১-২২
দানেশ (মুক্তিযোদ্ধা), ২৩৭-৩৮, ২৬১
দারাস, (বি-এস-এফ, মেজর), ৩২৭
দাশগুপ্ত, সুখরঞ্জন (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা), ৩৯৯
দাস, লেঃ কর্নেল, (বি-এস-এফ), ১৩৯
দালাল, ১৫৬, ২৭৩-৭৪
দাক্ষী, ডাঃ অমলেন্দু (ভাসানী ন্যাপ নেতা),৩৪৮
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ২৩৭
দুররানী, পাক মেজর, ১১৩-১৪
দুররানী, সরদার আবদুর রহিম, পাক বিগ্রেডিয়ার ২৩৭-৩৮, ২৬৫-৬৬
দুলাল (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
দুলাল, গেরিলা (ক্র্যাক প্লাটুন), ৪৭৯-৮০
দেওয়ান (হাবিবুল্লাহ), অধ্যাপক, ২১৭
দেওয়ান, হাবিলদার, ২৯৯-৩০০
দেব, ডঃ গোবিন্দচন্দ্র, প্রফেসর, ৭
দেলওয়ার, সিপাই, ২১৩-১৪
'দৈনিক বাংলা', ২৮, ৩৫৫, ৩৭৩-৭৪
দৌলাহ, এম, এ, মেজর, ৬-৭
ধ
ধলু, ৩৪২-৪৪
ন
নওগাঁ-রাজশাহীর প্রতিরোধ, ৩২১
নওয়াজ, মোহাম্মদ শাহ, সিপাই, ২০৩-২০৪
নওয়াজেশ, পাক জেনারেল, ৩৩
নওয়াজেশউদ্দীন, ক্যাপ্টেন, ২৮১-৮৩, ২৮৭-৮৯, ২৯৯, ৩৯৭-৯৮
নওয়াবগঞ্জের প্রতিরোধ, ৩২৬-২৭
নকভী, পাক ক্যাপ্টেন, ১৮৪, ১৯১-৯২, ১৯৫-৯৬
নক্সালপন্থী, ৯৬, ৯৯, ১২৯-৩০
নজরুল, সুবেদার, ১৪৩-৪৪
নবীদ, পাক ক্যাপ্টেন, ৩২১
নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, ৩৬৯
নরসিংদীর প্রতিরোধ, ২৪-২৭, ২০৫-২০৬
নসরুল্লাহ, শাহেদ (ছাত্র), ৩-৫
নাগ বাবু, ১৪৪-৪৫
নাগরা, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ৪৫২-৫৩, ৪৫৯-৬০
নাজিবর (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
নাজিমউদ্দিন, প্লাটুন হাবিলদার, ৩০০-৩০১, ৩০২-৩০৩
নাজিমউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০
নাজির, নসির, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ২৩১-৩২
নাথের পেটুয়ার যুদ্ধ, ১৪৪-৪৫
নান্না, ৩৪১-৪২
নাদির (গুন্ডা), ২৩-২৫
নান্নু সিপাই (ইপিআর), ২০১-২০৪, ২১৫-১৬, ২১৭-১৮
নাপাম বোমা, ১৪৫, ২৪১-৪২
নাভানা ওয়ার্কশপ, ৪৮০-৮১, ৪৮৩-৮৪
'নারায়ে তকবীর' ২০২-২০৩
নারী বাহিনী, ২৭০
নালুয়া চা বাগান এ্যামবুশ, ১৮৩
নাসিম, এ, এস, এম, ক্যাপ্টেন, ১৩৪-৩৫,১৪০, ১৭২, ১৭৬, ১৮০, ১৮৪, ১৯৪-৯৫,১৯৮-২০০, ২০৪-২০৫, ২০৬, ২১৪-১৫
নাসিরুদ্দিন, শেখ, ৪০২-৪০৩
নাসের, প্লাটুন কমান্ডার (ইপিআর), ২০১-২০২
নাসের, লেঃ, ৩৬৩-৬৬
নিজামউদ্দিন, নায়েক (শহীদ), ১৮২-৮৩
নিজামউদ্দিন, (নিজামউদ্দিন আহমদ) মেজর (৩ য় বেঙ্গল), ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৫, ২৮৬-৮৭
নিজামউদ্দিন, ও-সি (পুলিশ), ৩৩৯-৪২
নিয়মিত বাহিনী, ১০৬, ১৮১-৮২

নিয়াজ, হাবিলদার, ২১৪-১৫
নিয়াজী, এ, কে, লেঃ জেনারেল, ১, ৪৫৮-৬০
নিয়ামতউল্লাহ, পাক নায়েক সুবেদার, ৩০৩
নীলু, গেরিলা, ৪৮৩-৮৭

নুরুজ্জামান, কাজী, মেজর (অবঃ), ১৭১, ১৭৫, ১৭৭-৭৮, ২২৬-২৭

নুরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন, ১৭৬, ২১৭-১৮
নুরুজ্জামান, মোঃ ইপিআর সৈনিক, ২৮৮-৮৯
নুরুন্নবী, ছাত্র (কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১,৪৬২ ৪৬২-৬৩
নুরুন্নবী, ৩২৮-৮৩
নেওয়াজ, আলী, সুবেদার, ২৮১
নেওয়াজ, (সাদেক), পাক মেজর, ১০০-১০১, ১২৯-৩২, ১৩৩-৩৪, ১৩৮-৩৯
নেহাল, গেরিলা, ৪৯০-৯১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ২৭০-৭১, ৩৭৫-৭৬
নোয়াপাড়া আমবাগান, ২৬৯-৭০
প
পন্ডিত,তুষার (সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা), ৪১৬
পনির, গেরিলা, ৪৮৮-৮৯
পরিমল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
প্রতিরোধ যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ, ১৪-১৯
প্রতিরোধ যুদ্ধে ২য় বেঙ্গল, ১৬০-১৮৪
প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর, ২৬৮-৬৯
প্রথম গেরিলা পার্টি, ২০৩-০৪
প্রধান, বি-এস-এফ-মেজর, ৮২-৮৩
পলাশীর আম্রকানন, ২৪৫-৪৬
পাইওনিয়ার পার্টি, (৪ বেঙ্গল), ১১৬
পাইকাড়, খোকন (শহীদ), ৩৪১, ৩৪৫
১৪-পাক ডিভিসন, ১৭২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ৩
পাঁচদোনা প্রতিরোধ, ২০৩-০৪
পাটগ্রাম কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
পাটোয়ারী, আলী আকবর, সুবেদার, ১০৮,১১৭-১৮, ১২৪-২৫
পাঠান, ৪৪৫
পান্ডে, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ১০৩-১০৪, ২২৬-২৭
১৩-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৮
১৮-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১৬৫, ১৯৩
২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২৪-২৫, ৩৩৩-৩৪
৩১-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৯৯, ১০০, ১২৯, ১৩৩ ১৩৪-১৩৫, ১৭৭-৭৮, ২৩১-৩৩, ৪১৫-১৬
৩২-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২-৩, ১৬৫, ১৮৩-৮৪,
২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩২৪-২৫, ৩৩৩-৩৪
১৯৪
৩৩-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৪৯০-৯১
প্রাক্তন সৈনিক,১৫৬-৫৭
পাল, নারায়নচন্দ্র (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭, ৪৬৮, ৪৭০-৭১
পুলিশ, ৬, ৭, ৮, ৩১-৩২, ৩৫-৩৬, ৩৯, ৪৭-৪৮, ৭৪, ৮৩, ৮৬, ৯২-৯৩, ১৩০-৩১, ১৭১, ১৭২-৭৩, ১৭৬, ২৩৭, ২৬১, ২৬৩-৬৪, ২৬৯-৭০, ২৮১-৮২, ৩২৩-২৫, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৬২, ৩৭৬-৭৭, ৩৮৪-৮৫
পুলু, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৮৫-৮৭
'দি পিপলস' (পত্রিকা), ৩, ৪-৫, ৬-৭
পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, ৮, ১১, ১২-১৩, ১৮
পীরজাদা, লেঃ জেনারেল, ২
পীযূষ (যশোর পুলিশ), ২৬৯
'প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট' ৪৭-৪৮
ফ
ফকির, জবান আলী(আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
ফকরুদ্দিন (ব্যাটম্যান), ৪৬
ফকরুদ্দিন, ইপিআর সুবেদার, ৮৭
ফজলু (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
ফজলু (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৪৫১, ৪৬০-৬১
১২-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ১০৫-১০৬, ১১১
১৩-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ১৬৫
২২-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ২৫৪-৫৬, ২৬৬
২৪-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ৪৮-৪৯, ৫১-৫২, ৬৮, ১৩৩
২৬-ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৬, ৩০০-৩০১
ফরাসী টেলিভিশন কর্পোরেশন, ২৪০-২৪১,২৫৬
ফরিদ, শাহ মোহাম্মদ (এস-ডি-ও, গোয়ালন্দ) ২৫১, ২৫৪-২৫৫, ২৫৬-৫৭
ফরিদপুরের প্রতিরোধ, ৩৮২, ৩৮৪
ফসিউদ্দিন, মোহাম্মদ, হাবিলদার (ইপিআর) ৩৩২-৩৪
ফহমউদ্দিন (তহশিলদার), ৩৮২
ফয়েজ, আহসান কাদির (সিগন্যাল অফিসার), ২৩১-৩২

ফয়েজউদ্দিন, ৪৭১-৭২
ফাতমী, পাক লেঃ কর্নেল, ২৯-৩০, ৩৩, ৩৭-৩৮, ৩৮
ফারুক, লেঃ, ৮৫, ৯৪-৯৫
ফারুক, ক্যাপ্টেন (পাঠান), ৪৪-৪৫, ৪৬
ফারুকী, পাক মেজর, ৫-৬
ফায়েকুজ্জামান, ২৭৬-৭৭
ফিরু, ক্যাপ্টেন, ৩৬৩
ফিরোজ, ৩৬৩-৬৪
ফিরোজ, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
৪৪ফ্রিডম ফাইটার, ১৮১-৮২
৬০৪-ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিট ৩
১-ফিল্ড এম্বলেন্স, ২৬১
৩১- ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৪, ৪-৫, ১৬৫
২৩- ফিল্ড রেজিমেন্ট, ২৭৯-৮০, ২৮৩-৮৪, ২৮৪-৮৫
কেনাকাট পুলের সংঘর্ষ, ১৪৯-১৫০
ফেনীর যুদ্ধ, ১৫৩
ফেরদৌস, গেরিলা, ৪৮৯-৪৯০
ব
বকর, আবু, গেরিলা, ৪৮৩-৪৮৪
বকুল (শহীদ), ৩৪১-৩৪২
বগাদিয়ায় যুদ্ধ, ১৪৫-৫৬
বগুড়ার ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ, ৩৩৬
বঙ্গবন্ধ, ২, ৪, ৪-৫, ৮-৯, ১১, ১৪-১৫, ২৮, ৩২-৩৩, ৮৮-৮৯, ৯০-৯১, ১০০, ১০৩, ২৯০, ৪৫০
'বঙ্গবাণী' (পত্রিকা), ৪৩৮
বঙ্গ শার্দুল, ১০০-১০১, ২৮৫-২৮৭, ২৯৫
বংশাল ফাঁড়ির প্রতিরোধ, ২২
বজলু, গেরিলা, ৪৮৯
বজলু, ৩৪৩-৪৪
বদি, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৫-৮৭
বদিউজ্জামান, ইপিআর নায়েক সুবেদার, ২৯৩-৯৪
বর্মন, লক্ষ্মণচন্দ্র (আদিবাসী), ৪৬৪-৪৬৫
বরুয়া, মিঃ ভাইস-প্রিন্সিপাল, সারদা পুলিশ একাডেমী, ৩২৮
বল, লক্ষ্মীকান্ত (আওয়ামী লীগ কর্মী), ৪৭৬
বশীর, পাক বিগ্রেডিয়ার, ৪৮৫-৮৬
বড় কামতার যুদ্ধ, ১৪৯-১৫০, ১৫৩
বড়ুয়া, নায়েক সুবেদার (২ বেঙ্গল), ২১২-১৪, ২১৭-১৮
বয়তুল্লাহ, এম-এন-এ, ৩২২-২৩
বাকাইয়ের বীর জনতা, ৩৭৫
বাকী,খোন্দকার আবদুল (কৃষক নেতা),২১০-১১
বাকুলিয়া গ্রাম অপারেশন, ৪৩
বাকের, গেরিলা (শহীদ), ৪৮৬-৮৭
বাঘা কোম্পানী, ৪৬১
বাঘাবাড়ি প্রতিরোধ, ৩৫১-৫২, ৩৫৪-৫৬
বাঙ্গাল, আবদুল আজিজ, ৪৬২-৬৪
'বাংলাদেশ' (পত্রিকা), ৪১২-১৩
বাংলাদেশ বাহিনী, ৮০-৮১, ৮৬
বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা, ৪১৭-১৮
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন(লন্ডন),১১৫
বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা, ১২-১৩, ৭৩-৭৪, ১০০-১০১, ১৬৯-৬৯, ২৪৬-৪৯, ২৬৮-৬৯
বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা, ৮-৯, ১৬৮-৬৯
বাঙ্গালী সৈন্যদের নিরস্ত্রকরণ, ৩, ১৩
বাচ্চু, নাসিরউদ্দিন, (মানিক বাহিনী), ৪৮৭-৯১,
বাদল, ৩৬৩-৬৪
বাদল, গেরিলা, ৪৭৯
বাদশাহ, নাজির, পাক হাবিলদার, ২০১-২০২, ২১৩-২১৪
বাপী, গেরিলা, ৪৮৪-৮৫
'বাবর' (পাক যুদ্ধ জাহাজ), ৩১-৩২
বারি, (ইপিআর ক্লার্ক), ২৪৯-৫০
বারিক, আর (পুলিশ সুপার, রংপুর), ৪০১-৪০২
বারী, সিপাহী, ৯৪-৯৫
বারেক, মোঃ আবদুল (এম-সি-এ), ৩৫৭
'ব্রাশ', ১৫১-৫২
বালজিত, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ১৭১
বালা, গৌরচন্দ্র, ৩৮২-৮৩
বাশার, এম, কে, উইং কমান্ডার, ৯-১০, ১১
বাশার, ক্যাপ্টেন, ৩৮
বাশার ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ১২, ১৩-১৪
বাশার, আবদুল, সুবেদার, ৪৭৫-৭৬
বাস্তিল, ২৫৭-৫৮
বাসারতউল্লাহ, ইপিআর হাবিলদার, ৩০২-৩০৩
বাহাদুর, খান, নায়েক সুবেদার (পাঠান), ২০১-২০২, ২১৩-১৪
বাহার, ইপিআর হাবিলদার, ১৩-১৪
বাহার, এম, এইচ, মেজর, ৬৮, ১৩৯

‘বি’ (ব্রাভো) কোম্পানী (৪ বেঙ্গল), ১০৩-০৪, ১০৮, ১১৬, ১২২-২৩
৯২-বি-এস-এফ ব্যাটালিয়ন, ৭৮
‘বিচিত্রা’ ১৫২, ১৮৩-৮৪, ১৯২-৯৩
বিবিসি, ১৮৫-৮৬, ২৪০-৪১, ৪৮৯-৯০, ৪৯০-৯১
‘বিরলা’ (জাহাজ), ২৬৪-৬৫
বিগ্রেড, ১০৬
৫৩ বিগ্রেড, ৩২-৩৩, ৬৯, ৭৩-৭৪
৫৭-বিগ্রেডর, ২-৩
১০৭-বিগ্রেড (যশোর), ২৬৫-৬৬
বিলু, ৩৪১-৪২
বিশ্বাস, টিপু, ৩৩২
বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল, ১১৫
ব্লিৎস, ভারতীয় কর্নেল, ৩৪৭
বুবলা, ৩৪১-৪২
বুলু, ৩৪১-৪২
‘বুলেটিন’, ৩৪২
বেগ, পাক মেজর, ৩৪-৩৫
বেগ, ফজলুল হক (গেরিলা), ৪৬৮
'বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’, ৪৭-৪৮
১-বেঙ্গল, ২-৩, ২৩৭-৩৮, ২৪৬-৪৭,২৫০-৫১, ২৫৮, ২৬০-৬১, ২৬৫-৬৯, ২৭২-৭৩
২-বেঙ্গল, ২-৩, ২১, ১০১-০২, ১৩৪-৩৬,১৬০, ১৬২, ১৬৫, ১৬৭-৬৮, ১৭০-৭১, ১৭৬, ১৭৭-৭৮, ১৯৪-৯৬, ১৯৭-২০০, ২০১, ২০২-২০৩, ২০৬-২০৯, ২১৩-১৪, ২১৭-১৮, ২২৬-২২৮, ৩২৩-২৪, ৪৯১
৩-বেঙ্গল, ২-৩, ২৯৭-৮২, ২৮৩-৮৫, ২৮৭, ২৯৪, ৩০২, ২৯৪-৯৫, ৩০৪-৩০৬, ৩২৭-২৮
৪-বেঙ্গল, ২-৩, ৯৬-৯৭, ৯৯-১০০, ১০২,১২৮, ১৩২-৩৮, ১৩৯, ১৪১-৪২, ১৪৮-৪৯, ১৯৮-২০০, ২০৭-২০৯
৮-বেঙ্গল, ২-৩, ৩১-৩২, ৩৪-৩৫, ৪২-৪৭, ৪৮-৪৯, ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮, ৬৯-৭০, ৮৮-৯০, ১০৩-১০৪, ১২৯
বেনাপোল পতাকা, ৪৩৬
বেনু (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১,
বেনু কোম্পানী, ৪৬১
বেলাল, রাজা, পাক নায়েক সুবেদার, ২০১
বেলাল, ৩৪১-৪২
বেলুচ, ৪৪৫
৮-বেলুচ, ১৯২, ২৯৬-৯৭
২০-বেলুচ,২৮-৩০, ৩২-৩৩, ৩৫-৩৬,৪৫-৪৬, ৬৬-৬৮, ৭০
২২-বেলুচ, ১১-১২, ১৬৫
২৫-বেলুচ, ২০৫-২০৬, ২৬৬
২৭-বেলুচ, ২৩৭, ২৬১-৬২
৩১-বেলুচ, ১১৩-১৪, ২১৬
৩৯-বেলুচ, ১০৫-০৬
বোরহানউদ্দিন, ইপিআর, সুবেদার, ২৮৭-৮৯
বোরহানুদ্দিন (মুক্তিফৌজ কমান্ডার), ৪১৩-১৪
ব্যানার্জ্জী, বি-এস-এফ কর্নেল, ২৯৪, ২৯৬-৯৭, ২৯৮
ব্যানার্জ্জী, হিমাংশু (যশোর পুলিশ), ২৬৯-৭০
ব্যারিকেড, ৪-৫, ১৪-১৫, ১৬-১৭,৩০-৩১,৩৪, ৪২-৪৩, ৪৯-৫০, ৬৭-৬৮, ৯৬-৯৭, ১০০, ১২৯-৩১, ১৩২-৩৩, ১৬০-১৬২, ১৬৯, ১৯৩, ১৯৭-৯৮, ২২১-২২, ২৫১-৫২, ২৬২,২৯০-৯১, ৩০১, ৩২৩-২৪, ৩২৬-২৭,৩৩৬-৩৮,৩৪০-৪১ ৩৫৮-৫৯, ৩৬১-৬২, ৩৬৮, ৩৬২-৬৩, ৩৮৪-৮৫, ৪৮১-৮২
ভ
ভট্টাচার্য, বি, এন (বি-এস-এফ মেজর),২৪২-৪৩
ভাতগাঁও কনফারেন্স, ২৯৫, ৩০৭
ভিমানী, এম, কে, (বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি), ২৪২
ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধা, ১৫৪
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, ৩
বুলু, হাবিলদার, ৩০০-৩০১, ৩০২-৩০৩
ভূঁইয়া, আবদুল হক, সুবেদার, ১১২, ১১৩-১৪, ১২২-২৩
ভূঁইয়া, আলী আজম, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
ভূঁইয়া, শহীদুল্লাহ, ইপিআর নায়েক সুবেদার (শহীদ), ২৮৫-৮৭
ভূঁইয়া, রফিকউদ্দিন (আওয়ামী লীগ নেতা), ২১৪-২১৫, ২১৭-২১৯
ভূঁইয়া, সুবেদ আলী, ক্যাপ্টেন, ৩৯, ৪৬-৫২, ১৮১-৮২, ২০৪-২০৬
ভূঞা, ওলিউল্লাহ, সিপাহী, ২৯৩-৯৪
ভূঞা, গুল মোহাম্মদ, সিপাহী (শহীদ), ২৯৭-৯৮

ভূঞা, মাহু, ৪৭১
ম
মইনুল, ইবিআর হাবিলদার (শহীদ), ১৩২
মইনুল (মেডিক্যাল ছাত্র), ৩৬৫-৬৬
মওলা, মেজর, ৬
মকবুল (আই বি অফিসার), ৩৩৯-৪১
মকবুল, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৪৪৭
মগ (উপজাতি), ৯৫
মজিদ, আবদুল, সুবেদার (ইপিআর), ২৯৪-৯৫,
মজিদ,কাজী আবদুল,পাক মেজর-জেনারেল,২-৩
মজুমদার, এম, আর, বিগ্রেডিয়ার, ২-৩, ২৮-৩০
৩২-৩৫, ৪১-৪২, ১৬৪, ১৮৩-৮৪, ১৯২, ১৯৬, ৩৮৯
মজুমদার, গোলক (বি-এস-এফ কর্মকর্তা), ২৫৩
মজুমদার, ধ্রুব (সাংবাদিক,আনন্দবাজার পত্রিকা) ৪১৫-১৬
মধুপুর গড়ের যুদ্ধ, ২১৮-২০
মতিন, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ১৭২-৭৩, ১৭৬, ১৮০, ১৮১-১৮৩, ১৯৯-২০০, ২০৬-১০
মতিন, আবদুল, হাবিলদার, ১৪৭
মতিন, এম, এ, ক্যাপ্টেন (৪ বেঙ্গল), ৯৬-৯৭, ১৩৫-৩৬, ১৯৯-২০০
মতিন, ক্যাপ্টেন (চট্টগ্রাম সেক্টর), ৭৮
মঞ্জু, গেরিলা, ৪৮৮-৮৯
মঞ্জু, ৩৪১-৪২
মঞ্জুর (জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী), ১৪৪
মঞ্জুর, নুরুল ইসলাম, এম-সি-এ, ৩৫৭-৫৯ ৩৬০-৬১, ৩৬২-৬৬
মন্ডল, অলি (ইউ-সি চেয়ারম্যান), ৪৪৫
মন্ডল, মহম্মদ (পাক গুপ্তচর), ৪২৪-২৫
মন্ডল, মেহের আলী (মুক্তিফৌজ কমান্ডার), ৪১৩-৪১৪
মন্ডল, মোশাররফ হোসেন, ৩৪৩-৪৪
মনতলার পতন, ২০৪
মনসুর, কম্পাউন্ডার, ২৯৯
মনি (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৭১
মনি, শেখ, ৩৪৬-৪৭
মনিরউদ্দিন (আফসার বাহিনী),৪৬৮-৬৯,৪৬২ ৪৬২-৬৩
মন্নান, আবদুল সিপাহী, ২৯৭-৯৮
মনোহরদী গেরিলা অপারেশন, ২০৪
মফিজ, সুবেদার, ৬৯-৭০
মফিজ, ডাঃ, ১৪৫
মফিজউদ্দীন, আর-আই, পুলিশ, ১৫-১৬, ১৮
মফিজউদ্দীন, মোহাম্মদ, সিপাই, ২০৩-০৪
মবিন, ডাঃ, ১১৫-১১৬
মমতাজ, সিপাই (অবাঙ্গালী), ২০১-০২
মমতাজ (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩৪১-৪২
‘মর্নিং নিউজ’, ৪৯২
মল্লিক, অমূল্য, ৩৬৯-৭০
মল্লিক, ডঃ এ, আর, ৪৭-৭৯
মলেটিভ ককটেল, ৩৫৮-৫৯
মহসীন, সিপাই, ১৯৯-২০০
মহসীন, ৪৬৭-৬৮
মহাপাত্র, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ২৪৯-৫০, ২৫৩-৫৪
মহাম্মদ, পীর, পাক মেজর, ৪৪-৪৬
মহিউদ্দিন, কাজী, ৩৬২-৬৩
মহিউদ্দিন, নায়েক, (ইবিআর), ৩৫৩
মহিউদ্দিন, মীর্জা, সিপাহী, ১৫-১৬
মহু, ৪৬৩-৬৪
ময়নুল, লেঃ, ৩৬৩-৬৪
মাঝি, ৪৮৮-৮৯
মাধবপুর এ্যামবুশ, ১৮২-৮৩
মান্নান, পুলিশ সুপার (অবঃ), ২১
মান্নান, ডাঃ, ৪০-৪১, ৪৪-৪৫
মান্নান, আবদুল, ৭২-৭৩
মান্নান, আবদুল (গেরিলা কমান্ডার), ১১৮
মান্নান, আবদুল, লেঃ, ১৭০-৭১, ২০২-০৩, ২১৩-১৪
মান্নান, সিপাহী, ১৮০
মান্নান, সুবেদার, ২০৫
মান্নান, সিপাই ক্লার্ক, ২১৫-১৬
মান্নান, আবদুল, এম-পি, ২১৮-১৯
মান্নান, আবদুল সিপাই (১মে বেঙ্গল), ২৬৮-৬৯
মান্নান, আবদুল ইপিআর সুবেদার, ২৮৭-৮৮
মান্নান, আবদুল, এম-পি, ৩৪৭
মান্নান, আবদুল, হাবিলদার (ইপিআর),৩৬১-৬২
মান্নান, মোঃ আবদুল (শহীদ), ৪৬৬-৬৭
মান্নান (কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫
মানিকছড়ির রাজা, ৯৫
মানিক বাহিনী, ৪৮৭, ৪৯১
মানিক, রেজাউল করিম (শহীদ), ৪৮৭, ৪৯০-৯১

মামুন, ৩৪৩-৪৪
মারগুব, ফ্লাইট লেঃ, ১১
মালিক,আবদুল্লাহ খান,(পাক বিগ্রেডিয়ার), ২৭৯-৮১

মালিক, পাক ক্যাপ্টেন, ২৮৫
মালেক, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২৪৩, ২৬৪
মালেক, আবদুল নায়েক সুবেদার, ২০৭-০৯
মালেক, আবদুল, ইপিআর নায়েক (শহীদ), ৩৩৩
মালেক, ডাঃ এস, এ, ৩৮২-৮৩
মালেক, ক্যাপ্টেন, ৪৯১
মাসুদ, জাফর, এয়ার কমোডর, ১০
মাসুদ (শহীদ), ৩৪২-৪৬
'মাসুদনগর', ৩৪৫-৪৬
মাসুদ (গেরিলা যোদ্ধা, কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
মাসুদ এ, (চুল্লু) গেরিলা, ক্র্যাক প্লাটুন, ৪৭৯-৮১
৪৭৩
মাহতাব, ৩৪১-৪২
মাহবুব, ২৪৩-৪৪
মাহবুব (মাহবুবুর রহমান) লেঃ, ৯৭-১০০, ১০১, ১০২, ১০৩-০৪, ১১৫-১৬, ১১৭-১৮, ১২২-২৪, ১২৬-২৭, ১২৮-৩০, ১৩৪-৩৫, ১৩৮-৩৯
মাহবুব, গেরিলা, ৪৮৩-৮৪
মাহমুদ, ৩৪২-৪৩
মাহমুদ, আলতাফ, ৪৮৫-৮৬
মায়া ক্র্যাক প্লাটুন, ৪৮২-৮৩, ৪৯১
মিজো (উপজাতি), ৮০, ৯২-৯৫, ৪৪৫
মিএগা, মোঃ আলকাস, ১৭৬
মিএগা, হামদু, হাওলাদার, ৯২-৯৩
মিন্টু, ৩৪৪-৪৫
মিনু (গেরিলা, কাদের বাহিনী), ৪৬১-৬২
মজিদ, ফ্লাইট লেঃ, ১১
মিলিশিয়া (পাক পুলিশ), ১১৯-২০
মিয়া, আবু সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
মিয়া, আবু, ৩৪৩-৪৪
মিয়া, আবুল ফজল (ইপিআর প্লাটুন কমান্ডার), ২৩০
মিয়া, আবদুল গফুর, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
মিয়া, আবদুস সালাম, ৩৮২-৮৩
মিয়া, আলকাস, মুজাহিদ (শহীদ), ১৮২-৮৩
মিয়া, আসলাম, ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ১৮২-৮৩
মিয়া, আহম্মদ, ইপিআর হাবিলদার, ২১২
মিয়া, কালা, ইপিআর সিপাই, ড্রাইভার (শহীদ), ২৬৭-৬৮
মিয়া, চাঁদ, সুবেদার, ১৮৯
মিয়া, চাঁন (কোম্পানী কমান্ডার, আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮, ৪৬৮-৬৯, ৪৭০-৭১
মিয়া চান (গ্রাম্য মাতবর), ৪৭৬
মিয়া, ছমিরউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
মিয়া, মোঃ আবদুল বারেক (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
মিয়া, মোহাম্মদ (ইপিআর), ১৪৮-৪৯
মিয়া, মোঃ মোসলেম (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭
মিয়া, রঙ্গু, সিপাই (শহীদ), ১৮২-৮৩
মিয়া, লাল (আওয়ামী লীগ নেতা), ২১৫-১৬
মিয়া, শহীদ, হাবিলদার (৪ বেঙ্গল), ১৩২
মিয়া, শামসু, ৩৭৫
মিয়া, সিরাজ, ২০৪
মিয়া, সোনা, ল্যান্স নায়েক, ২৩০-৩২
মিয়া, হারিস, সুবেদার-মেজর (৩য় বেঙ্গল), ২৮৪-৮৬
মীর্জা, পাক মেজর, ৫-৬
মীর্জা, কমর আলী, পাক মেজর- জেনারেল, ২
মীর্জা, লতিফ, ৩৫১-৫৩
মীরপুরের প্রতিরোধ, ১৯
মৃধা, মোসলেম আলী, ৩৮২-৮৩
'মুক্তিফৌজ', ৪৭-৪৮
মুক্তিবাহিনী, ২৬, ৩৯, ৮৬, ১৮১-৮২
মুক্তিযুদ্ধ, ৮-৯
মুকিদ, আবদুল (ইপিআর সুবেদার), ২৫০-৫১
মুকিত, ইপিআর সুবেদার, ২৫৩-৫৪
মুকুল, ৩৪২-৪৩
মুকুল, এম, আর, আখতার, ৩৪৭
মুখলেস, ক্যাপ্টেন, ৪৭-৪৮
মুখার্জী, মিঃ (জেলা প্রশাসক, নদীয়া), ২৫২
মুখার্জী, বি-এস-এফ কর্নেল, ২৮১, ৩৪৬-৪৭
মুখার্জী, মিঃ (ভারতীয় সামরিক অফিসার), ৩৬৩-৬৪
মুখ্যোপাধ্যায়, অজয় কুমার (মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ), ৩৮৭-৮৮
মুজাফফর, ইপিআর সুবেদার, ২৫৩-৫৪
মুজাহিদ, ২২, ৩৯, ৮৩, ৮৬, ২২১, ২৩৭, ২৪৪-৪৬, ২৫৪-৫৫, ২৫৯-৬০, ২৬৪, ২৬৪-৬৮, ২৬৯-৭০
মুজিবনগর, ৪৬-৪৭, ৮০-৮১, ৮৬, ৪১৬-১৭

মুত্তালিব, সুবেদার, ৯৩-৯৫
মুতালিব, আবদুল, ক্যাপ্টেন, ২২৬, ২৩১-৩২
মুন্সী, আফতাবউদ্দিন (গ্রাম চেয়ারম্যান), ৩৭১
মুন্সী, জহিরউদ্দিন, সুবেদার (শহীদ), ১৩
মুনির, হাবিলদার, ১০৭
মুনির, গেরিলা, ৪৮৯-৯০
মুস্তাফিজ (বাবু), ৩৪০-৪১
মুস্তাফিজ, ছুনু (শহীদ), ৩৪১-৪২
মুসলিমউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৫৯
মুসলিম লীগ, ২২৬-২৭, ৩৬৬, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩৮-৩৯, ৪৪৫
মুসা, সুবেদার, ৬৮
মুসা, টি, এম (পেস্তা), ৩৪১-৪২
মুসা, নাসিরউদ্দিন (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
মুসা (গেরিলা, কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১, ৪৬৩-৬৪
মেহের, কামাল, পাক-মেজর, ৩৪
'মেজর', ৪৭৬-৭৭
'ম্যানগ্রো' (পাক ডুবোজাহাজ), ৩৯৮-৯৯
মোখলেস, লেঃ (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯-৮১
মোগলহাট কোম্পানী (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
মোদাব্বের, মোহাম্মদ, ৪৬০-৬১
মোতালেব, আবদুল (শ্রমিক নেতা), ১৬১, ১৬৮-৬৯, ৪৭৫, ৭৬
মোতালেব, আবদুল, হাবিলদার, ৪৬৯-৭০
মোতালেব, মোঃ আবদুল (আফসার বাহিনী), ৪৬৮-৬৯
মোবিন, পাক সুবেদার, ৬৩-৬৫
মোমতাজউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৭১-৭৪
মোরশেদ, গোলাম, হেলাল, লেঃ ১০০-১০১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১-৮৪, ১৮৯, ১৯৬-৯৯, ২০৪-০৫
মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন (সাংবাদিক), ৪৫০-৫১, ৪৮৭
মোল্লা, আবদুল মজিদ ইপিআর সুবেদার, ২৬৩-৩৮, ৩৩১-৩২
মোল্লা, আবদুল লতিফ, সুবেদার মেজর (ইপিআর), ৩৩২
মোল্লা, আবদুল হামিদ (শহীদ), ৩৮২
মোল্লা,আফসারউদ্দিন(মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৫-৭৬
মোল্লা, জহরউদ্দীন, কৃষক (শহীদ), ৩৭৪-৭৫
মোল্লা, মোবারক (শহীদ), ৩৭৪-৭৫
মোল্লা, রহিসউদ্দিন, সিপাহি (শহীদ), ১৮০-৮১
মোল্লা, শামসুউদ্দিন, ৩৮২-৮৩
মোল্লা, শামসুউদ্দিন (এম-এন-এ), ৩৮৪
মোশাররফ, খালেদ মেজর, ২-৩, ১১, ৪০-৪১, ৯৬-১২৮, ১২৯-৩৩, ১৩৩-৩৯, ১৪০-৪১, ১৪২, ১৪৬-৪৭, ১৪৮, ১৭৩-৭৫, ১৮০, ১৯৮-২০০, ২২২-২৩, ৩৯৮-৪০১, ৪১২, ৪৭৮-৭৯, ৪৮৩-৮৪, ৪৮৮-৮৯, ৪৯১
মোশাররফ, মুক্তিযোদ্ধা (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
মোস্তফা, সিপাই, ২০১-০৪
মোস্তফা (ম্যানেজার, চা-বাগান), ২২১-২২৩
মোসলেম, ইপিআর সুবেদার, ৩০২-০৩
মোসলেহউদ্দিন, কাজী, হাওয়ালদার (শহীদ), ১৭৭-৭৮
মোহাম্মদ, তাজ, পাক কর্নেল, ২-৩, ৮
মোহাম্মদ, দোস্ত, হাবিলদার (৩১ পাঞ্জাব), ২৩১-৩২
মোহাম্মদ, নূর (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৪৬-৪৭
মোহাম্মদ, নূর, হাবিলদার, ১৪৫-৪৭
মোহাম্মদ, নূর, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২৮৭-৮৮
মোহাম্মদ, দীন, হাবিলদার (ইপিআর), ২৯৩-৯৪
মোহাম্মদ, নূর, হাবিলদার, ২৯৩-৯৪
মোহাম্মদ, নূর, ক্যাপ্টেন, ৪৭৭
মোহসীনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩২-৩৫, ৩৮, ৪০-৪১
মোহসীন, মোহাম্মদ, সিপাই (শহীদ), ১৭৮-৭৯, ১৮০-৮১
মোয়াজ্জেম, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ৩০৩

য

যশোর-গোপালগঞ্জ প্রতিরোধ যুদ্ধ, ২৬৩-৬৬
যশোর সেনানিবাসের ঘটনা, ২৬৫-৬৬
যাত্রাবাড়ি প্রতিরোধ, ২০৩-০৪
'যুগান্তর' (পত্রিকা), ২৫২, ৩৮৬-৮৭, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫-৯৬, ৩৯৮, ৪০৪, ৪১৫-১৭, ৪১৮-১৯, ৪২১-২৩, ৪২৪-২৫, ৪২৬, ৪২৮-২৯, ৪৩০-৩২, ৪৩৫-৩৬, ৪৪০-৪২, ৪৪৫, ৪৪৬-৪৭
যুদ্ধ পরিকল্পনা, ১০৬
যুবক, ১০৬, ৩৫৭-৫৯
যৌথ কমান্ড (দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও), ২৯৪-৯৫

র

রউফ, আবদুর, এম-সি-এ, ২৯৮
রকিব, এম, ৩৭৪-৭৫
রকিব (রকিবউদ্দিন আহমদ), মহকুমা প্রশাসক, ১০১, ১৩৮-৩৯
রকিব, কাজী, আবদুর, লেঃ কর্নেল, ২-৩, ১৫২, ১৬৪-১৭০, ১৮৩-৯৭
'রকেট' (স্টীমার), ২৬৪-৬৫, ২৭৭-৭৮, ৪৩১-৩২
রঞ্জু (ছাত্র), ৪৬০-৬১
'রণাঙ্গন' (কাদের বাহিনীর মুখপাত্র), ৪৫১-৫২
রফিব, ক্যাপ্টেন, ১২
রফিব, সেকেন্ড লেঃ (৩য় বেঙ্গল), ২৭৯, ২৮৫
রব, আবদুর, কর্নেল, ১০১, ১০৩, ১৭৫, ২২১-২৪, ২২৬
রব, আবদুর, ক্যাপ্টেন, ২২৭-২৯, ২৩৩
রব (আবদুর রউফ) নায়েক (১ম বেঙ্গল), ২৬৫-৬৬, ২৭২-৭৮
রব, আবদুর, সুবেদার-মেজর (ইপিআর), ২৯৫, ৩০৫-০৬, ৩০৯-৬২
রব, মুন্সী আবদুর, ল্যান্স নায়েক (৮ বেঙ্গল),৯৩-৯৪
রশিদ, মেজর(এ্যাডজুট্যান্ট,ক্যাডেট কলেজ, সারদা) ৩২৩-২৪, ৩২৪-২৫, ৩২৮-২৯
রশিদ, আবু আহমেদ আফজাল, ৩৯৩
রশীদ, আবদুর এম-সি, ৪০
রশীদ (কাদের বাহিনী), ৩৯০-৯১
রশীদ (গুন্ডা), ৩৪৩-৪৪
রশীদ, বাদল (ব্যারিস্টার), ২৩৯-৪০
রশীদ, হারুনর (হারুন), লেঃ ১০০-১০১, ১০৯-১১০, ১১০-১১, ১১২, ১২৯-৩০, ১৩১-৩২, ১৩৪-৩৫, ১৩৮-৩৯, ১৪১-৪২
রসুল, গোলাম, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩২
রসুল গোলাম, ৩৪২-৪৩
রহমতুল্লাহ, সুবেদার (৩য় বেঙ্গল), ২৮৯-৮১
রহমতুল্লাহ, সুবেদার (ইপিআর), ২৮৬-৮৭
রহমান, সুবেদার, ৩৭
রহমান, পুলিশ সুপার, ৩৯
রহমান, ক্যাপ্টেন, ৩৬৩-৬৪
রহমান, আজাদুর, ছাত্র (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪২
রহমান, আজিজুর, ক্যাপ্টেন (২ বেঙ্গল), ১৭১,১৭২, ১৭৬, ১৮০-৮১, ১৮৪, ১৮৬-৮৯, ২৮৯-৯২, ১৯৩, ১৯৪-৯৫, ১৯৭, ১৯৯-২০০, ২২৫-২৭
রহমান, আজিজুর (আওয়ামী লীগ নেতা), ৩২৮
রহমান, আতাউর, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
রহমান, আতাউর, (ঠাকুরগাঁও বিমান বন্দর কর্মকর্তা) ২৯৪
রহমান, আনিসুর (ছাত্র), ১৮২-৮৩
রহমান, আনিসুর, সিপাই, ২০৩-০৪, ২১৩-১৪
রহমান, আবদুর, ৩৪৩-৪৪
রহমান, আবদুর, এম-সি-এ, ৩৫৩-৫৫
রহমান, (আবদুর) এম-সি-এ, ৩৫৯-৬০
রহমান, আবদুর, সুবেদার, ১০৯
রহমান, আবদুর ডাঃ, ১৭২
রহমান, আবদুর, ল্যান্স নায়েক (শহীদ), ১৭৭-৭৮
রহমান, আবদুর, এম-সি-এ, ৩৩১-৩২
রহমান, কে, এম, ওবায়দুর, এম-এন-এ, ৩৮২-৮৩, ৩৮৪, ৪৭৫-৭৬
রহমান, খলিলুর, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
রহমান, খলিলুর (প্রাক্তন নৌ সেনা), ৪৬৪-৬৫
রহমান, কাজী খলিলুর, ৩৮২-৮৩
রহমান, জিল্লুর (অয়ারলেস কর্মী), ৪৬৩-৬৪
রহমান, ডাঃ জাহিদুর, এম-পি, ৪৭৪, ৩৩৯-৪০, ৩৪২, ৩৪২-৪৩, ৩৪৫-৪৭
রহমান, জিয়াউর, মেজর, ৮-৯, ১০, ১১, ২৮-৩৩, ৩৯, ৪০-৪৪, ৪৬-৪৭, ৬৫-৬৬, ৬৭-৬৮, ৬৯-৭০, ৭২-৭৩, ৭৯-৮০, ৮৮-৯১, ৯২-৯৩, ৯৫, ১০৩-০৪, ১৪৩-৪৪, ১৫৩-৫৪, ১৬৮-৬৯, ১৭২, ১৭৫, ১৯৮-২০০, ২৬৫-৬৭, ৩০৩, ৩২১-২২, ৩৪৩-৪৪, ৩৮৪-৮৫, ৩৯০-৯২, ৩৯৮-৯৯, ৪০০-০১, ৪১২, ৪১৪-১৫, ৪২১-২২, ৪২২-২৩, ৪৭৫
রহমান, নাজিবুর, সুবেদার (ইপিআর), ২৩০-৩১
রহমান, ফজলার, ৩৪২
রহমান, ফজলুর (ক্যাপ্টেন), ৪৬০-৬১
রহমান, ফিরোজার, ৩৮২-৮৩
রহমান, মজিবুর সুবেদার (ইপিআর), ২৩০
রহমান, মজিবুর, ইপিআর হাবিলদার (শহীদ), ২৩০ ২৫৩-৫৪, ২৬১
রহমান, মজিবর, হাবিলদার-মেজর (ইপিআর), ২১৪-১৫, ২৪৯
রহমান, রহমান, মজিবর, এম-পি, ৩৪৭

রহমান, মজিবর, ৩৪৩-৪৪
রহমান, মজিবুর (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০
রহমান, মতিউর, মেজর, ১৪০, ১৭২, ১৭৬, ১৮৩, ১৯৮-৯৯, ১৯৯-২০০, ২০৩-০৪, ২০৫-১০, ২১৪-১৬, ২১৬-১৭, ২১৮-১৯
রহমান, মতিউর, অধ্যক্ষ, ২১৭
রহমান, মতিউর, লেঃ (আগরতলা মামলার আসামী) এম-পি, ২৬৪
রহমান, মতিউর, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২৯০-৯১, ২৯২-৯৩, ২৯৮, ৩০৪
রহমান, খোন্দকার মতিউর, সুবেদার (ইপিআর), ৩২৯-৩২
রহমান, মতিউর, ক্যাপ্টেন, ৪২৯
রহমান, মতিউর (কাদের বাহিনী), ৪৬১
রহমান, মাহফুজুর, লেঃ, ৪১-৪২, ৪৪-৪৫, ৫১-৫৮, ৯২-৯৫
রহমান, মিজানুর (মিল ম্যানেজার), ১৭৬, ২১৫-১৬
রহমান, মুখলেসুর, সিপাহী, ১৫-১৬
রহমান, শেখ মুজিবর, ২, ৪, ৪-৫, ৮-৯, ১৩, ১৪-১৫, ২৮, ৩২-৩৩, ৪০-৪১, ৫৯, ৮০-৮১, ৮৮-৮৯, ২৫৩, ৩২৯-৩০, ৩৩৬-৩৭, ৩৪২, ৩৪৩-৪৪, ৩৪৬-৪৭, ৩৫৪, ৩৮২, ৩৮৬-৮৭, ৩৯০-৯২, ৩৯৩, ৪০২-০৩, ৪০৬-০৭, ৪১৩-১৪, ৪১৭-১৮, ৪২১-২২, ৪৩১-৩২, ৪৪৫,৪৪৬-৪৭,৪৫০-৫১,৪৫২-৫৩
রহমান, মুজিবর, কোয়াটার গার্ড কমান্ডার (ইপিআর) ৩২৯-৩০
রহমান, মুজিবর (অয়ারলেস কর্মী), ৪৬৩-৬৪
রহমান, মুজিবর,ল্যান্স নায়েক(১ম বেঙ্গল),৩৩৭-৩৮
রহমান, মুস্তাফিজুর, ফ্লাইট লেঃ, ৪-৭, ৮-১০
রহমান, মুস্তাফিজুর, ক্যাপ্টেন, ২৪৬-৪৭, ২৬০-৬১
রহমান, মুস্তাফিজুর, (পটল), ৩৪৪-৪৫
রহমান, মোখলেসুর (মোজাফফর ন্যাপ)৩৪২-৪৩
রহমান, মোখলেসুর, ৩৮২-৮৩
রহমান, রেজাউর, মেজর, ৩৮-৩৯
রহমান, রেজাউর(ডিঙ্গু)ছাত্র ইউনিয়ন নেতা,৩৪০-৪১
রহমান, লাবিবুর, ৪৬০-৬১
রহমান, লুৎফর, নায়েক সুবেদার, ৩৭-৩৮, ৪০, ১৪৩-৪৭, ১৫৫, ১৫৬-৫৮
রহমান, সাইদুর, সিপাই, ২০৩-০৪
রহমান, সিদ্দিকুর, হাবিলদার (ইপিআর), ৩৩২-৩৩
রহমান, সৈয়দুর, হাবিলদার-মেজর (পাঠান), ৩২৯-৩০
রহমান, হাফিজুর, আর-ও (পুলিশ), ১৮
রহমান, হাফিজ আবদুর, সিপাহী (শহীদ), ২৯৭-৯৮
রহমান, মোঃ হাফিজুর (আফসার বাহিনী),৪৬৯-৭০, ৪৭৩-৭৪, ৪৭৪
রহমান, হাবিবুর (এম-পি), ৩৪১
রহমান, ডাঃ হাবিবুর, ৩৪৩-৪৪
রহমান, হাবিবুর (ডি-সি, বরিশাল), ৩৬২-৬৩
রহমান, হাবিবুর (প্রাক্তন নৌ সেনা), ৩৮৪-৮৫
রহমান, হাবিবুর (কাদের বাহিনী), ৪৬১
রহমান, হাবিবুর (দালাল), ৪৬৭-৬৮
রহিম, জিল্লুর, ৪৭৮-৭৯
রংপুরের প্রতিরোধ, ২৮১-৮২, ২৮৭-৮৮
রংপুরের গেরিলা কোডসমূহ, ৪৯৪
রাও, ক্যাপ্টেন (বি-এস-এফ), ২৩০-৩১
রাজশাহীর যুদ্ধ, ৩২৫-২৭
রাজা, খাদেম হোসেন, পাক মেজর জেনারেল, ১, ২৯-৩০, ৩৩
রাজা, সালাউদ্দিন মোঃ কর্নেল, ১৬৮,১৭৫,১৭৮-৭৯
রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, ৭-৮, ১৪-১৫, ১৮
রাজ্জাক, আবদুর (অয়ারলেস কর্মী), ৩৯১-৯২
রাজ্জাক, আবদুর (ছাত্রলীগ), ৪৬৪-৬৫
রাজ্জাক, মোঃ আবদুর, (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭

রাজিউল্লা, ৩৪১-৪২
রাজ্যেশ্বর, ডাঃ, ৪৭৭
রানা, পাক মেজর, ৮-১০
রানার, ১৭৮-৭৯
রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল, ৩৭৬-৭৭
রায়, সিদ্ধার্থ শংকর, ২১৮-১৯
রায়, রাজা ত্রিদিব, ৯৩, ৯৫
রাংগাজান (বি-এস-এফ কর্নেল), ২১৮-১৯
রিজভী, পাক ক্যাপ্টেন, ৪২৪-২৫
রিয়াজ, মোহাম্মদ, পাক ক্যাপ্টেন, ১৮৪, ১৮৫-৮৭, ১৯১-৯২

রহমান, মজিবর, ৩৪৩-৪৪
রিয়াজউদ্দিন (আনসার কমান্ডার), ২৮৮-৮৯
'রেকি', ৪৭৮-৭৯
রেজা, ফ্লাইট লেঃ (অবঃ), ১১
রেজা, পাক ক্যাপ্টেন, ৩২৪-২৫
রেজা (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
রেডিও (ছাত্র), ৩৪২-৪৩
রেঞ্জার্স, ৩৯৬-৯৭
রেশমা (মেডিক্যাল ছাত্রী), ১১৫
রোকেয়া হল, ৭
ল
লতিফ, আসজাদ, পাক মেজর, ১৮৪-৮৫, ১৮৯-৯০
লতিফ, আবদুল (কম্যুনিষ্ট পার্টি), ৩৪২-৪৩
লতিফ, (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৬২
৪৩-লাইট এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট রেজিমেন্ট, ১৬৫
লাকসামের যুদ্ধ, ১৪৪
লালটু (কমান্ডার), ৪৬০-৬১
লিমাইয়া, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২২৬
লিয়াকত, ৩৪৩-৪৪
লুলু, ১১৫
লুৎফর, নায়েক সুবেদার, ৩৭
লোকমান, কাদের বাহিনী, ৪৬০-৬১
লোহানী, কামাল, ৪৮৮-৮৯
শ
শওকত, লেঃ, ৮৫, ৯৪-৯৫
শওকত, ক্যাপ্টেন (৩য় বেঙ্গল), ৩৩১-৩২
শওকত, লেঃ কর্নেল (বেলুচ), ৩২৬
শফি (ইপিআর গার্ড কমান্ডার), ২১৭
শফি (ইকবাল পাক বিগ্রেডিয়ার), ৬৯, ৭০, ৯৬-৯৭,১৩৩
শফিউদ্দিন, মোঃ, ১৭৬
শফিউল্লাহ, কে, এম, মেজর, ২-৩, ১০১-১০৪, ১০৬, ১৩৫-১৩৬, ১৪০, ১৬০-৮৪, ১৮৪-৮৯, ১৯০-৯১, ১৯২-৯৬, ১৯৭-২০০, ২০৩-০৪, ২১৪-১৫, ২১৭- ১৯, ২২৫-২৬, ৩২৪, ৩৯৮-৯৯, ৪০০-০১, ৪১২, ৪৭৫-৭৬, ৪৯২
শ্রমিক, ২-৩, ৪৯, ৯০-৯১, ১৬০-৬১, ৩৩৬, ৩৬২, ৩৭৪-৭৫, ৩৭৬, ৩৮০-৮২, ৪২১
শ্রমিক লীগ, ৩৫৪
শরাফত, ইপিআর হাবিলদার (শহীদ), ২৩০
রহমান, সাইদুর, সিপাই, ২০৩-০৪
শরিফ, পাক লেঃ কর্নেল, ৯-১০
শহীদ (শহিদুল ইসলাম), ক্যাপ্টেন, ১৩৮-৩৯
শহীদ, আনোয়ারুল আলম, ৪৬০-৬২, ৪৬৩-৬৪
শহীদুল্লাহ, এম-পি, ২১৭-১৮
শহীদুল্লাহ, নায়েক সুবেদার, ২৮১
শাকিল, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৭
শামস, কর্নেল, পাক সেক্টর কমান্ডার, ৩৭৭-৭৮
শামসু মিয়া (এম, শামসুল হক), এম-সি-এ, ৩৫৭
শামসু (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৬২-৬৩
শামসুদ্দীন (মেডিক্যাল ছাত্র), ১১৫
শাহ, আতাউল্লাহ, পাক লেঃ, ২৩৭, ২৩৮-৩৯, ২৪১-৪২, ২৪৯-৫০, ২৫৫-৫৬
শাহ, নজর হুসেন, পাক মেজর জেনারেল, ২
শাহজাহান, পুলিশ সুপার, ১৫-১৬
শাহজাহান, সিপাহী (শহীদ), ১৮০
শাহজাহান, সিপাহী, ১৪৫-৪৬
শাহজাহান, ডাঃ মোহাম্মদ, ৩৬৪-৬৬
শাহজাহান (কাদের বাহিনী), ৪৫০
শাহজাদপুরের প্রতিরোধ, ৩৫১-৫২
শিকদার, আবু তালেব, নায়েক সুবেদার, ৩০৬-০৭
শিগরী, হামিদ হোসেন, পাক কর্নেল, ২৯-৩০, ৩১-৩২, ৩৫-৩৭
শিক্ষক, ৬-৭
শুকুর, আবদুস, ইপিআর সুবেদার, ৩০০-০১, ৩০২-০৩
শুভপুর, সেতুর যুদ্ধ, ৮৭-৮৮
শেখ, আবদুল আজিজ, পাক লেঃ কর্নেল, ৬৩
শের, বাহাদুর, পাক মেজর-জেনারেল, ২
শোয়েব, পাক মেজর, ২১৬, ২৩৮-৩৯, ২৫৫-৫৬
য
ষোড়শ ডিভিশন, ৩২-৩৩
স
সদরউদ্দিন, প্রিন্স, ৪৭৮-৭৯
সপ্তম নৌবহর, ৪৯১
সফি, নায়েক, ১৪৫-৪৭
সফিউল্লাহ, অধ্যাপক (ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ), ২৪৩-৪৪, ২৫১, ২৬০-৬১
সবিতা (মেডিক্যাল ছাত্রী), ১১৫
সবুর (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১, ৪৫৮-৫৯
সরওয়ার, গোলাম, ডাঃ, ৩৩১-৩২

সরওয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬০-৬১
সরকার, আবদুর রহমান, সিপাহী (শহীদ), ১৭৯
সরকার, আহমদ হোসেন (আওয়ামী লীগ নেতা), ২৮১-৮২
সরকার, আলী মোঃ মকিবর রহমান, সুবেদার, ৩২৮-৩০
সরকার, দেবেন, ৩৬৯-৭০
সরকার, প্রফুল্ল, ৩৬৯-৭০
সরকার, সিদ্ধেশর (প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক), ৩৬৯
সরকার, আবদুল করিম, এম-পি, ৩৬৪-৬৫
সরকার, মোঃ আশরাফ আলী, ১৩-১৪
সরফরাজ, পাক মেজর, ৩৫৬

সরবত, আবদুল গফুর, ৩৫৪
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ৭
স্বপন, গেরিলা, ৪৭৯, ৪৮৫-৮৬
সশস্ত্র প্রতিরোধে বরিশাল, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৭৩-৭৪
সশস্ত্র প্রতিরোধে ৩য় বেঙ্গল, ২৭৯, ২৮৩-৮৪
সাইগল (জেলা প্রশাসক, আগরতলা), ১০৩
সাঈদ, আবু (ছাত্রনেতা), ৩৮২-৮৩
সাঈদ, ছাত্রনেতা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ৩৫৩
সাঈদ, গেরিলা, ৪৮৬-৮৭
সাইফউদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার), ২৩৯-৪০
‘সাউথ-ওয়েস্টান কমান্ড’, ২৩৪-৩৫, ২৪৯-৫০
সাঁওতাল, ৪৩৫
স্কাউট, ৩৯৬-৯৭
সাচ্চু, লুতফুল হাই, এম-সি-এ, ৯৬-৯৭, ১০১, ১০৩, ১৩৩-৩৪, ১৩৯, ১৭৬
সাটিয়াচড়ার যুদ্ধ, ২০৯-১০
সাত্তার, ৩৪৩-৪৪
সাত্তার, আবদুস, (সিপাহী), ২০৩-৪
সাত্তার, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
সাদুল্লাহ, পাক কর্নেল, ১৭২
সাদিক, মাহবুব, ৪৫০
সাদেক, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৪, ২৩৫-৩৭, ২৪১-৪২, ২৪৯, ২৫০-৫১
‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’, ৪৬-৪৭, ৩৯৯-৪০০,
সানু (ছাত্র), ৪৭-৪৮
সাবু, মেসবাহউদ্দিন, গেরিলা, ৪৯০
সামছউদ্দিন (আফসার বাহিনী), ৪৬৯-৭০
সামরিক আইন, ১৬৬-৬৭
সামসুদ্দিন, এস-ডি-ও, সিরাজগঞ্জ (শহীদ), ৩৩১-৩২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১-৫৩, ৩৫৪-৫৬
সামাদ, পাক ক্যাপ্টেন, ২৩৭
সামাদ, খোন্দকার আবদুস, ৩০৭
সামাদ (ছাত্রলীগ নেতা), ৩৪০-৪২, ৩৪৪-৪৫
সামাদ, আবদুস, গেরিলা, যুদ্ধ সংগঠক, ৪৭৯-৮০, ৪৮০-৮৭
সামাদ, আতাউস (সাংবাদিক), ৪৮৫-৮৬
সামাদ, এম, এ, ৪৭৫
সামিয়াল, খাজা, ৩৪১-৪২
সারদার প্রতিরোধ, ৩২৮
সালমান, পাক ক্যাপ্টেন,৩২৪-২৫
সালাম, ৩৪১, ৩৪৫
সালাম, আবদুস (মুজাহিদ), ২০৪
সালাম, মোঃ আবদুস লেঃ, ২৮১-৮৩
সালাম, মওলানা আবদুস (চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি) ৩৬৩-৬৪
সালাম, এম, এ, নায়েক সুবেদার, (৪ বেঙ্গল), ১৩৩
সালাম, লেঃ (২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট), ২৭৯-৮০
সালাম, হাবিলদার, ১২০-২৩
সালাম, গেরিলা, ৪৮৩-৮৪
সালাহউদ্দিন, আবু তাহের, লেঃ কর্নেল, ১-১০
সালাহউদ্দিন, বাকু (শহীদ), ৪৬১-৪২
সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ২৪৫-৪৭, ২৬০-৬১
সালেক (সালেক চৌধুরী), ক্যাপ্টেন, ১১২-১৫, ১২২-২৩
সাহা, ননীগোপাল, ৩৫৪
সায়গাল, ক্যাপ্টেন, ১৩৯, ২১৫-১৬
সাংমা, অনিলচন্দ্র, ৪৬৬-৬৭, ৪৭০-৭১
সিকদার, সিদ্দিক (মুসলিম লীগ নেতা), ২৭৫-৭৬,
১৯-সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, ৮
সিতারা বেগম, ক্যাপ্টেন, ১১৫
সিদ্দিক, সিপাই, ৩০৪-০৫
সিদ্দিক, আবু বকর, ৪৬৩-৬৪
সিদ্দিক, এ, বি, নায়েক সুবেদার (১ বেঙ্গল), ২৬৬-৬৭
সিদ্দিক, এ, বি, অধ্যাপক, সারদা ক্যাডেট কলেজ (শহীদ), ৩২৬-২৭
সিদ্দিক, পাক ক্যাপ্টেন, ৩৩২-৩৩

সিদ্দিকী, এম, আর, ৩৯, ৪৫-৪৬, ৫৯, ৭২-৭৩, ৯০-৯১
সিদ্দিকী, কাদের, ১৯৭-৯৮, ২১৭-১৮, ৪৫০-৬৭
সিদ্দিকী, কামাল (এস-ডি-ও, নড়াইল), ২৫১, ২৬৩-৬৪
সিদ্দিকী, লতিফ, এম-পি, ২১৭-১৮
সিনওয়ারী, পাক লেঃ কর্নেল, ৮
সিনিয়র টাইগার, ২৩৭, ২৪৩-৪৪, ২৪৬-৪৭
'সিপাহী বিদ্রোহ', ২৮-২৯
সিরাজ, নায়েক, ১৪৫-৪৭
সিরাজ, নায়েক সুবেদার, ২১৬
সিরাজ, হাবিলদার (ইপিআর), ১১২
সিরাজগঞ্জের প্রতিরোধ, ২৯৪-৯৫
সিলেটের প্রতিরোধ যুদ্ধ, ২২১-৩৩
সিনহা, ভারতীয় লেঃ কর্নেল, ১৭১
সিং মেঘ, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২৪৩
সিং, মেহের, বি-এস-এফ ক্যাপ্টেন, ৭৮
সিং শচীন (মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা), ৭৭-৭৮
সিং, সানত, ভারতীয় বিগ্রেডিয়ার, ৪৫২-৫৩, ৪৫৮-৬০

সিং, কে, বি, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ২৫০-৫১
সিংহ, বিশ্রাম (বি-এস-এফ), ৩৬৩-৬৪
সিংহ, কে, বি, (ভারতীয় নৌ কমান্ডার), ৩৬৩-৬৪
সুইসাইড স্কোয়াড, ৩৭৯
সুফিয়ান, আবু (শহীদ), ৩৪১-৪৩
সুরদন, নমশূদ্র, মুজাহিদ (শহীদ), ১৮০-৮১
সুলতান, নায়েক সুবেদার (২য় বেঙ্গল), ২১৭-১৮
সুলতান, সৈয়দ আবদুস, এম-এন-এ,১৭১,২১৪-১৭
স্টেশন মাস্টার, ১৭২-৭৩
সেন, লেঃ কর্নেল (বি-এস-এফ), ৩২৫-২৬
সেন, সত্যেন, ২২, ২৪, ১৪৯-৫০, ২০৯-১০
সেন্টু, ৩৭৪-৭৫
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ২৩৭
সেরনিয়াবাত (শহীদ), ৩৭৩-৭৪
সোনাইমুড়ির প্রতিরোধ, ১৫৭-৫৮
সোবহান, আবদুস, নায়েক (পুলিশ), ১৯
সোবহান, মোঃ আবদুস, আর-এস-আই, পুলিশ, ১৯-২১
সোবহান, আবদুস, হাবিলদার (ইপিআর), ৩০২-০৩
সোবহান, আ,ন,ম, আবদুস, ৩৮২-৮৩
সোলেমান, সিপাহী, ১৮০
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৮৮-৮৯
সোহরাওয়ার্দী (ছাত্রনেতা), ৩৯০-৯১
সোহরাব, সৈয়দ, ৩৪১-৪২
এম-ভি, 'সোয়াত', ২৯-৩০, ৩৪-৩৫, ৪১-৪২, ৬৭-৬৮
হ
হক, আজিজুল, সুবেদার (ইপিআর), ২১৩-১৪
হক, আতাউল, ইপিআর সুবেদার (শহীদ), ২৯০-৯২, ২৯২-৯৪, ৩০২-০৩, ৩০৪-০৬
হক, আবদুল, মুজাহিদ ক্যাপ্টেন, ১০৯
হক, মোহাম্মদ আবদুল (পুলিশ), ২০৪
হক, ডাঃ আসহাবুল (এম-পি), ২৩৫-৩৭, ২৩৯-৪০, ২৪২-৪৩, ২৪৫-৪৬, ২৪৬-৪৭, ২৮৭-৮৮, ৪০২-০৩
হক, একরামুল (স্বপন), ৩৪১-৪৩
হক, এনামুল (তপন), ৩৪১-৪২, ৩৪৩-৪৪
হক, এমদাদুল (তরুন), ৩৩৯-৪০
হক, গাজিউল, এ্যাডভোকেট, ৩৩১-৩২, ৩৩৯-৪৭
হক, মোঃ জহিরুল, ৪৯২-৯৪
হক, মোঃ জহিরুল, নায়েক (ইপিআর),১৩-১৪,

হক, নজমুল, সুবেদার মেজর, ৪৪-৪৫
হক, খোন্দকার নজমুল, ক্যাপ্টেন (অবঃ), ২৪৪-৪৫
হক, নজমুল, মেজর ২৪৪-৪৫, ২৮১, ৩২১-২৪, ৩২৯-৩২, ৩৪৪-৪৫, ৩৪৬-৪৭
হক, নজরুল, ক্যাপ্টেন, ২৯৫, ২৯৮-৩০০, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭
হক, নুরুল, এম-সি-এ, ৪০, ১৪৩-৪৫
হক, নুরুল, সুবেদার, ১৮৫-১৯০, ১৯২-৯৩
হক, নুরুল, এম-পি, ২৫০-৫১
হক, নুরুল, জওয়ান (ইপিআর), ২৮৮
হক, নুরুল, এম-এন-এ, ৪২২-২৩
হক, ফজলুল, সুবেদার, ২২৫-২৬
হক, ফজলুল, সার্জেন্ট (এম-পি), ৩৬২-৬৩
হক, ফজলুল (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১

হক, মুজিবল, নায়েক সুবেদার, ইপিআর (শহীদ), ২৪৭-৪৯, ২৬৮-৬৯
হক, মোজাম্মেল, সিপাহী, ১৫-১৬
হক, মোমিনুল, সুবেদার (কমান্ডার), ২৪৮-৪৯
হক, মোমিনুল, নায়েক সুবেদার, ৩০২-০৩
হক, এ, কে, এম রেজাউল (রাজু), ৩৪১-৪২
হক, শামসুল, ইপিআর নায়েক সুবেদার (শহীদ), ১৩-১৪
হক, শামসুল, সুবেদার, ১০৫, ১০৯-১০
হক, শামসুল, এম-পি-এ, ২১৭-১৮
হক, শামসুল, হাবিলদার (ইপিআর), ২৩৩
হক, শামসুল, (ডি-সি, কুষ্টিয়া), ২৩৪
হক, শামসুল, নায়েক সুবেদার, ২৪৪-৪৫
হক, শামসুল, ৩৮২-৮৩
হক, শামসুল (আফসার বাহিনী), ৪৬৭-৬৮
হক, শামসুল, সুবেদার (৪ বেঙ্গল), ১২৯
হক, সিরাজুল, সুবেদার, ১৪৩-৪৫
হক, হামিদুল (কাদের বাহিনী), ৪৫০, ৪৬২-৬৩
হাই, আবদুল, ল্যান্সনায়েক (শহীদ), ১৭৯, ১৮০-৮১
হাই, আবদুল, হাবিলদার, (১ বেঙ্গল), ২৬৮-৬৯
হাই, আবদুল, ৩৮২-৮৩
হাই, এস, এ, কর্নেল (১ম ফিল্ড এম্বুলেন্স) (শহীদ), ২৬১
হাকিম, আবদুল, হাবিলদার, (ইপিআর), ২০৩-০৪ ২১২, ২১৫-১৬
হাকিম, আঃ সুবেদার, (ইপিআর), ২১৩-১৪, ২১৬-১৮
হাকিম, আবদুল, নায়েক (ইপিআর), ২৯০-৯১
হাকিম, (কাদের বাহিনী), ৪৬২-৬৩
হাকিম, আবদুল (কাদের বাহিনী), ৪৬১
হাকিম, (আফসার বাহিনী), ৪৭০-৭১
হাকিম, ওয়াজেদ, সুবেদার, ৪৯০
হান্নান, আবদুল (অধ্যাপক), ২১৭
হানিফ, গেরিলা, ৪৮৬-৮৭
হাফিজ, সিপাহী (পুলিশ), ১৯
হাফিজ, সুবেদার, ২৮১
হাফিজ, সুবেদার (ইপিআর), ২৯০-৯৩, ২৯৪-৯৮, ২৯৯, ৩০৪-০৫, ৩০৬
হাফিজ, গেরিলা যোদ্ধা (শহীদ), ৪৮১-৮২, ৪৮৪-৮৫, ৪৮৫-৮৭
হাফিজউদ্দিন, লেঃ (১ বেঙ্গল) , ২৩৭-৩৮, ২৪৩-৪৪, ২৪৫-৪৭, ২৫৮-৫৯, ২৬০-৬১, ২৬৫-৭৯, ৪২৪
হাবিব, ৩৫৯
হাবিব (কাদের বাহিনী), ৪৫৫-৫৬, ৪৫৮
হাবীবুল্লাহ (আওয়ামী লীগ কর্মী), ১৬১
হামিদ, আবদুল (ছাত্রনেতা), ২১৭-১৮
হামিদ (কাদের বাহিনী), ৪৬৪-৬৫
হামিদ, মোঃ মোহাম্মদ আবদুল(আওয়ামী লীগ কর্মী) ৪৬৬-৬৭
হারিস, নায়েক সুবেদার (ইপিআর), ২১৬-১৭
হারিস, সুবেদার মেজর (৩ বেঙ্গল), ২৭৯
হারুন, সিপাহী, ২০১-০৪
হারুন, (ব্যাংক অফিসার), ৩৪৩-৪৪
হালিম, আবদুল, মেজর, ২৬৩-৬৬
হালিম, (কাদের বাহিনী), ৪৫০-৫১
হালিম, আবদুল (আফসার বাহিনী), ৪৭০-৭১
হাশমত, ক্যাপ্টেন, ২৪৩, ২৬৩-৬৪
হাশিম, আবুল (শহীদ), ৩৬৪-৬৫
হাশেম, আবুল (ছাত্রনেতা), ২১৭-১৯
হাশেম, আবুল সুবেদার (ইপিআর), ২৯৩-৯৪, ২৯৮-৯৯
হাশেম, আবুল, হাবিলদার, (১ বেঙ্গল), ২৬৬-৬৯
হাসমত, পাক সুবেদার, ৬১-৬২
হাসান, গুল (পাক মেজর জেনারেল), ২
হাসান, জাহেদ (পাক কর্নেল), ৪
হাসান (পাক বিগ্রেডিয়ার), ১২৩-২৪
হাসান, আনিসুল (ছাত্র), ২৮১-৮৩
হাসান, (মাহমুদুল হাসান খান), লেঃ কর্নেল, ২-৩, ১৬১-৬৪, ১৬৮, ১৮৩-৮৪, ১৯৩-৯৪, ১৯৬
হাসান, মাহমুদুল, ক্যাপ্টেন (পাঞ্জাবী), ১৩৭-৩৮
হাবিবুল্লাহ, হাবিলদার মেজর (ইপিআর), ২১৭-১৮
হাসেম, ইপিআর নায়েক (শহীদ), ১৩-১৪
হাসেম, আবুল, সুবেদার (পুলিশ), ১৮
হায়দর, এ,টি,এম, ক্যাপ্টেন, ১০৭, ১৩৯, ৪৭৮-৭৯, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৯১-৯২
হায়দার, গোলাম (পাক হাবিলদার), ২০১-০২, ৪ ২১৩-১৪
হায়াত (পাক ক্যাপ্টেন), ৬১-৬৪

হিটলু (শহীদ), ৩৪১-৪২
'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', ৪০৯-১০, ৪১১-১২, ৪২০, ৪৩৫-৩৬, ৪৩৬-৩৭, ৪৪০, ৪৪৩-৪৪, ৪৪৬, ৪৪৮,
হিরু (শহীদ), ৩৩৭, ৩৪২-৪৩
হুদা, নজমুল, ক্যাপ্টেন, ২৬০-৬১, ৩৫৪-৫৫
হুদা, নুরুল, ক্যাপ্টেন, ৩৫৭-৫৮, ৩৬২-৬৩, ৩৬৪-৬৫, ৩৬৫-৬৬
হুমায়ুন (এম-পি), ৩৬২-৬৩
হুমায়ুন কোম্পানী, ৪৬১
হুসেন, এম,পি (অবঃ) মেজর, ২৯৪-৯৮, ৩০৭
হেজাজ্বী, পাক লেঃ কর্নেল, ৪৮৫-৮৬
হেমায়েতউদ্দিন (এ্যাডভোকেট), ৩৬২-৬৩
হেমায়েতউদ্দিন, ৩৭১-৭৫, ৩৮৫, ৪৭৫-৭৮
হেমায়েত বাহিনী, ৪৭৫-৭৮
হ্যান্ড গ্রেনেড, ৩৫৮-৫৯
হোসেন, আওলাদ, ক্যাপ্টেন, ২৪৩, ২৬৩-৬৪
হোসেন, আকবর, (পাক মেজর জেনারেল), ২
হোসেন, আকবর, ক্যাপ্টেন, ১০৮
হোসেন, আকমল (যশোর পুলিশ), ২৬৯
হোসেন, আতাহার, ৩৮২-৮৩
হোসেন, আনোয়ার, লেঃ (অবঃ), ২ বেঙ্গল, ২১-২২,
হোসেন, আনোয়ার, লেঃ ১ম বেঙ্গল (শহীদ), ২৫৮, ২৬৬-৬৭
হোসেন, মোঃ আনোয়ার, ক্যাপ্টেন, ২৭৯-৮২, ২৮৫-৮৭, ৩০২, ৩২৭-২৮, ৩৩১-৩২, ৩৪৫, ৩৫২-৫৩
হোসেন, আনোয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬২
হোসেন, আফতাব, সিপাহী (ইপিআর), ২০১-০৪ ২১৫-১৬, ২১৭-১৮
হোসেন, আবুল, হাবিলদার (পুলিশ), ১৮
হোসেন, আবুল, (মুজাহিদ ক্যাপ্টেন), ৪০৬-০৭
হোসেন, আবুল, নায়েক, ১৪৭, ১৪৮
হোসেন, আবুল, (মুক্তিযোদ্ধা), ৩৬৩-৬৪
হোসেন, আবুল, (সিপাহী), ২৯৯-৩০০
হোসেন, আমজাদ (পৌরসভা কমিশনার), ৩৪৩-৪৪
হোসেন, আমজাদ (শিক্ষক), ৪৬৪-৬৫
হোসেন, মোঃ আমজাদ (আফসার বাহিনী), ৪৬৬-৬৭, ৪৬৮
হোসেন, আলী (কাদের বাহিনী), ৪৬২
হোসেন, আহম্মদ সুবেদার-ইপিআর, ৩০৩, ৩০৬
হোসেন, ইমাম, গেরিলা, ৪৮৯
হোসেন, তাসাদ্দুক (প্রিন্সিপাল), ৩৩১-৩২
হোসেন, তাহাজ্জুদ (অধ্যক্ষ), ৩৫৪
হোসেন, দেলওয়ার, মেজর, ১১-১৩
হোসেন, সৈয়দ নাসির, ৩৮৪
হোসেন, নূর, নায়েক (ইপিআর), ১৩
হোসেন, নূর ডাঃ, ৪৬
হোসেন, ফজল (ছাত্র), ১৮১-৮২
হোসেন, ফরহাদ ,নায়েক, ২১৬-১৭
হোসেন, ফুলে (প্রিন্সিপাল), ২৩৯-৪০
হোসেন, বখতিয়ার, বখতু (আর্ট কলেজ ছাত্র), ৩৪১-৪২,
হোসেন,বেলায়েত, (ইপিআর হাবিলদার) (শহীদ), ১৩
হোসেন, বেলায়েত, হাবিলদার, ৪ বেঙ্গল (শহীদ), ১৩২,
হোসেন, মঈনুল (চৌধুরী), মেজর, ১৬১-৬৩, ১৬৭-৬৮, ১৬৯-৭০, ১৭২, ১৭৫-৭৬, ১৮৪-৮৫, ১৮৬-৮৯, ১৮৯-৯০, ১৯০-৯১, ১৯৩, ১৯৪-৯৫, ২০৪-০৫, ৪৭৫
হোসেন, মনোয়ার (পাক মেজর), ৩-৬, ৯-১০
হোসেন, মুর্তজা, সার্জেন্ট, (পুলিশ), ১৮
হোসেন, মুনির (কাদের বাহিনী), ৪৬১
হোসেন, মোজাফফর, ৩৫০-৫১, ৩৫৩-৫৪
হোসেন, মোশাররফ, সিপাহী, ৪-৬
হোসেন, মোশাররফ, ৩৮২-৮৩
হোসেন, মোশাররফ, নায়েক সুবেদার (২ বেঙ্গল) ২১২-১৪
হোসেন, মীর মোশাররফ, নায়েক সুবেদার, ৪৭৫-৭৬
হোসেন, মোঃ সিপাহী (শহীদ), ৩০২
হোসেন, মোহাম্মদ, পাক মেজর, ২৯০, ২৯১, ৩০৪, ৩০৬
হোসেন, মোয়াজ্জেম (কমান্ডার), ৩৮৪-৮৫
হোসেন, লিয়াকত আলী, ৩৮২-৮৩
হোসেন, লোকমান (কাদের বাহিনী), ৪৬১
হোসেন, শরীফ আফজাল (ছাত্রনেতা), ৩৮২
হোসেন, শাফায়েত, পাক মেজর,২৮৯-৯০,২৮৬-৮৭
হোসেন, শাহাদৎ, সিপাহী (শহীদ), ১৮০-৮১
হোসেন, শাহাদৎ (এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, যশোর), ২৬৩-৬৪
হোসেন, সরোয়ার (কাদের বাহিনী), ৪৬১
হোসেন, সোহরাব, ৩৫১-৫২
হোসেন, সোহরাব (শান্তি কমিটি প্রধান), ৩৬৩-৬৪
হোসেন, হায়দার, এম-পি, ৩৮৪
হোসেন, সৈয়দ হায়দার, ৩৮২-৮৩
হোসেন, কাজী হেদায়েত, ৩৮২-৮৩

INDEX

A
Abbas, Civilian, 55-56
Abdulldh, Sub (3 Beng), 316-17, 317-18
Abedin, Jainal, L/NK, 315-16
Ahmed, Badsha, Sub (Behari), 312-14
Ahmed, Mr. Faizuddin, DC, Dinajpur, 311-12, 314-15
Ahmed, Farooqae, Lt. 56-57
Ahmed, Mahbubuddin, 243-44
Ahmed, Nazir, Capt., 310-11, 312-13, 313-14, 315-16
Akbar, Mohammad, Pak Sep, 53-54
Alam, Nabid,Capt.(Punjabi),315-16
Altab, Guerilla (Shaheed), 492-93
Ali, Amir, NK/Sub, 314, 316
Ali, Arab, Hav, 55-56
Ali, Meer Shawkat, Maj, 52, 54-55, 56-57, 57-58
Ali, Muslim, Hav, EPR, 310-311, 312-14
Ali, Nabi, L/Nk, (8 Beng,) Shaheed 54-55
Ali, Nesar, Ex-EPR (Shaheed), 318 -19
Ali, Shawkat, Lt. 56-57
Ali, Syed Hyder, MNA, 320
Ali, Prof. Yousuf, 311-12
Ansar, 52-53, 229, 313-14, 314-15, 316-17, 319-20
Anwar, Sub, (8 Beng) 57-58
Anwar (Anwar Hossain) Capt.3 Beng, 316-17, 319-20
Asaf, Mohammed, Civilian, 52-53
Asraf, Capt. (3 Beng.), 315-17
Awal, Sepoy, 313-14
Awami League, 52-53, 312
Azad, Guerilla (Shaheed), 492-93
Aziz (Azizur Rahman)Capt. 227-29
Aziz, A, L/Nk, 313-14
B
Baiitullah, Mr. MNA, 320
Bakey, Guerilla, (Shaheed), 492-93
20-Baluch, 51-52
'Banga Bandhu', 312
'Bara Khana', 311-12
Barricade, 51-52, 160-61, 162, 167-68
BBC Team, 316-17
Bedi, Maj, BSF, 319-20
Bhatgaon Conference, 316
Bodi, Guerilla (Shaheed), 492-93

C
Chakravarty, Barada, 312, 314-15
Chalmers, Mr. P.J.................
Chema, Pak Capt., 314
Chowdhury,Gyasuddin,Maj,327-28
Chowdhury, Harun Ahmed, Capt. 52-55
Chowdhury, Mr.Hannan,Dist Judge Dinajpur, 314-15
Chowdhury, M.H, Maj. 312-16
Chowdhury, Shamsher Mobin, L. 52-55
Chowdhury, Taufif Elahi, 243-44
Crack Platoon, 493-94

D
Danesh, Haji, 316
Datta, C.R, Maj, 229
Din, Ahmed, Pak Capt. 51-52
Doorani, Pak Maj,312, 314, 439-40

E
2 E Bengal, 167-68
3 E Bengal, 315-16, 319-20
8 E Bengal. 51-52,54-55,56-57, 172
EBRC, 52
EPR-3 Wing, 227-29
"-6 " 320, 327-28
"7 " 319-20, 327-28
"-8 " 309-10, 317-18
"-9 " 314-15, 317-18
"-17 " 52-53
Ex-Defence Personnel, 52-53
Evacuees, 448

F
Feroz, Javed, Capt (Punjabi)311-12
26-FF Regt. 310-12, 314
Flag meeting, 319-20

G
Gani, Osman, Sub/Maj (EPR), 328-30, 319-20
Gofran, Mohd, N/Sub(EPR) 316-18
H
Habib, 312-13
Hafiz, Sub 316
Hafiz, Guerilla, (Shaheed), 492-93
Haider, A.T.M. Maj, 494
Hakim, Nk. 316-18
Hamza Company, 53-54
Hasem, Mr. SP, Dinajpur, 314-15
Heard, Alam, BBC Correspondant, 316-17
Hoque, Dr. Ashabul, 408-09
Hoque, Ataul, Sub, EPR (Shaheed) 310-11, 312, 315-16
Hoque, Mominul,N/Sub. (EPR)314, 316-17
Hoque, Nazrul, Capt. 310-12, 313-14, 314-17, 318-19
Hoque, Md. Zahirul, 492-94
Hossain, Amjad, 320
Hossain, Miah, Hav, (Shaheed) 318 -19
Hossain, M. T. Maj (rtd.) 316
Hossain, Moazzem, N/Sub (EPR) 310-12, 314,316
Hossain, Mr. Shahadat (Engineer, Dinajpur), 314-15
Hossain, Zahid, N/Sub, 316
Humayune, Mohammad, 2/Lt. (Pak offr.) 52
I
Ibrahim, Mohd. N/Sub (non Benag lee), 310-11
Idrish, Lt. 320
Idrish, Hav, (EPR) 313-14, 314-15
Ishaque, Mr. (Chemical Engineer) 55-56
Ishaque, Hav. (EPR) 316-17
J
'Jahangir' PNS, 54-55
Jahangir, Mr. MNA, 320
Jalil, M.A. MNA, 320
Janjua, Abdur Rashid, Pak Lt. Col 51-52
K
Kalam, Lt. 314
Kalam, Hav (EPR), 313-14, 316-18
Karim, Ex-Corporal, 55-57
Kawser, N/ Sub, 316-17
Kazimuddin, Sub/Maj (EPR), 315-16, 317-18
Khairuaaaman, Sub, (EPR), 55-56
Khaleque, Sub , 316
Khalequzzaman, Chowdhury
Khan, Yehya, General, 448
Kibria, Hav. 316, 317-18
L
Lohia, Sohunlal, 312, 314-15, 316

M
Mahtabuddin, Shah, MCA,314, 316
Majid, A. Sub (EPR), 314, 316-17
Majid, Sub, 315-16
Majumder, M.R. (Brig), 55-56
Malek, Capt. 494
Manik Platoon, 493-94
Mannan, abdul L/Nk (EPR), 310-11
Mia, Loni, Sub (EPR), 56-58
Mia, Tuta (Shaheed), 319-20
Miah, Bhulu, Hav (EPR), 310-11, 313-14, 314-15
Miah, Harish,Sub/Maj (3 Beng)316
Mohammed, Noor Sep. EPR, 52-54
Mokaddes, Mir, N/Sub (EPR), 314 316-18
Mominullah, N/Sub(EPR), 314
Mondal, Kashem,Hav/Asstt.316-17
Mosharraf, Khaled, Maj, 492-93
Motahar,L/Nk(EPR),310-11,313-14
Mujaheed, 53-54, 229, 313-14, 314-15, 319-20
Murree, Mr. (football player), 55-56
Mutaleb, Abdul, Sub, 56-57

N
Nasir, Ahmed, N/Sub (3 Beng.) 316 317-18
Nazim, Hav (EPR), 310-11, 312-14, 316, 317-18
Nizam, Maj, 316, 319-20

O
Oli, Ahmed, Capt. 56-57
Osmani, M.A.G. Col, 56-57, 175
P
Pandey, B.C. Brig, (B.S.F)173-74,229
Peace Committee, 439-40
Police, 52-53, 313-15
31-Punjab, 54-55
Q
Quader, Abdul, Sub (8 Beng), 52
Quader, Aftab, Capt. (shaheed)55-57
Quader, Pak, Col. 314
R
Rab, A Capt. 158-61
Rab, A Sub/Maj (EPR), 309-20
Rab, Munshi Abdur, L/Nk (8 Beng) 56-57
Rahim, Abdur (Shaheed), Hav. EPR, 313-14
Rahman, Abdur MCA,314,316,317-18
Rahman, Azizur, MNA, 316
Rahman, K-52
Rahman, Lutfur, N/Sub (EPR), 310-11 312, 313-14, 314-15, 316, 317-18
Rahman, Mahfuzur. Lt, 51-52
Rahman, Matiur, N/Sub (EPR),316-18
Rahman, Motiur, N/Sub(EPR), 228-29
Rahman, Mustafizur, Sepoy, 310-11
Rahman, Mustafizur, L/Nk (Shaheed) 316-17
Rahman, Ziaur, Maj, 52-54, 55-56
Rauf, Mr. A, (Engineer), 314-15
Rawshan (Ali) N/Sub EPR (Shaheed) 316-18
Razzaque, Sepoy, 56-57 1
Rumi, Guerilla (Shaheed), 492-93
S
'S' Force, 494
Sajjaad, Pak Capt. , 53-54
Salauddin (Bihari), L/Nk, 54-55
Santals, 312
Sarkar, Sabed Ali, Sub, 53-56
Sattar, A.L./Nk (Shaheed), 317-18
Sayeed, Prof Abu. MNA, 320
Shafiullah, K.M. Maj, 494
Shafiqullah, Md. 243-44
'Shams' (Pak Ship), 52
Siddiqui, Quader, 494
Siddique, Raja, (Pak Maj), 312
Sobhan, A. Hav (EPR), 313-15
Students, 52-53, 311-12, 314-15, 319-20
Sukur, Sub (EPR), 314, 315-16
Syeed, Khandaker, Abu, Hav. (EPR) 310-14
T
Talukder, N/ Sub, 315-16
Talukder, Gurudas, 312, 314-16
Taly, Mark (BBC), 316-17
Tarique, Amin, Pak Maj, 309-10
Taymur, Mr. MPA, 327-28
Tomalin, Nikolas, (BBC), 316-17
V
Volunteer Freedom Fighter, 327-28

Y
Youth Camp, 320

Z
Zaman, Mr. 311-12
Zubairi, Pak Maj, 314

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : দশম খণ্ড

সশস্ত্র সংগ্রাম (২)

সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ী # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabad.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মো: আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-10

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabad.com
On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh
Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka-1216.
First Published: June, 1984
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN: 984-433-091-2(set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : দশম খণ্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র"। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "হাক্কানী পাবলিশার্স" কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২/এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয়ঃ "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খণ্ড)" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত / অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্ সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র'' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে । এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং দুস্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

স্বা:/-
(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে, এম, মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদন জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র রেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খণ্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খণ্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খণ্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খণ্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খণ্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খণ্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খণ্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খণ্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খণ্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খণ্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খণ্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকরণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি-সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্ত্বশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পালামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

পাঁচ

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যা দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খন্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খন্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খন্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খন্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খন্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খন্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরউদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লেখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকান্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকভাবে সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ড গুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পন করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খণ্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরূপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খণ্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (২)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র পর্যায়ের যাবতীয় কর্মকান্ডের দলিলসমূহ তিন খন্ডে বিভাজন করা হয়েছে। ভূমিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সশস্ত্র সংগ্রাম (২) প্রস্তুত করা হয়েছে মুজিবনগর সরকার গঠনোত্তর কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধ তৎপরতাকে কেন্দ্র করে। সাধারণভাবে জুন-জুলাই থেকে মধ্য ডিসেম্বরে হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ পর্যন্ত সেক্টরে সেক্টরে সংগঠিত যুদ্ধের ধারা প্রতিরোধমূলক ছিল না, তা ছিল কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীন, সংগঠিত ও আক্রমণমুখী। মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে (পৃঃ ১-৬, ২০২-০৪) গৃহীত কার্যক্রমের পর বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ব ক্রমশঃ এ রূপ গ্রহন করে। উল্লিখিত সময়ের যুদ্ধের বৈশিষ্টের জন্যেই সশস্ত্র সংগ্রাম (২)-এর এই পরিকল্পনা।

সশস্ত্র যুদ্ধেও বিবরণ সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যুদ্ধকালে সেক্টরসমূহের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হতে পারেনি। এ কারণে, যুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মুখ্যতঃ তাদের সাক্ষাৎকার, লিখিত প্রতিবেদন ও গ্রন্থ প্রভৃতিকে এখানে প্রাথমিক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণও কিছু এসেছে।

সাক্ষাৎকারগুলির বেশীরভাগ বাংলা একাডেমীর অংগীভূত জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস পরিষদ (জুলাই,৭২-ডিসেম্বর, ৭৩)-এর উদ্যোগে গৃহীত। ২ ও ৩ নং সেক্টর কমান্ডারদ্বয়-ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (পৃঃ ৭৩) ও মেজর জেনারেল কে, এম শফিউল্লাহ (পৃঃ ২০০)-এর সাক্ষাৎকারসহ কয়েকটি বাংলা একাডেমীর গবেষক জনাব সুকুমার বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এগুলি এখানে সেক্টর অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথমে সেক্টর কমান্ডারদের সাক্ষাৎকার বা তাঁদের রচিত বিবরণসমূহের মাধ্যমে সেক্টরের ঘটনাবলী উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে, পরে পৃথক শিরোনামে সাব-সেক্টর কমান্ডারবৃন্দ এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য সন্নিবেশ গোটা সেক্টরের ঘটনার ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগঠক, অনিয়মিত গণবাহিনীর সদস্য বা ফ্রিডম ফাইটারদের (গেরিলা যোদ্ধা) সাক্ষাৎকার ও তাদের সম্বন্ধে প্রদত্ত বিবরণ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিরণের সাহায্যেও রণাংগনের ঘটনাপ্রবাহকে যথাসম্ভব আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ৭নং সেক্টর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামানের সাক্ষাৎকার বা তাঁর নিজস্ব কোনো প্রতিবেদন দেওয়া সম্ভব হয়নি- সাক্ষাৎকার প্রাদানে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করছেন। যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে সাব-সেক্টর প্রধানদের প্রদত্ত বর্ণনায় (পৃঃ ৩৩৫-৩৬৭) জানা যাবে। অপরদিকে, বি-ডি-এফ-বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠিত তিন ব্রিগেড ফোর্স-এর অন্যতম 'জেড' ফোর্সে (পৃঃ ৪৭৬-৫০৯) এর মূল কমান্ডার জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি)- এর সাক্ষাৎকারও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তাঁর অকালমৃত্যুর কারণে। এই ফোর্স কোন নির্দিষ্ট সেক্টরের অন্তর্গত না থাকাতে এ বিষয় আলাদা শিরোনামে (পৃঃ ৪৭৬) বিবৃত হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে ঐ ব্রিগেডের সামরিক অফিসারদের প্রদত্ত বিবরণসমূহের ব্যাপক সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। অন্য দুটি ব্রিগেড ফোর্স- 'কে' ফোর্স (পৃঃ ৭৩) এবং 'এস' ফোর্স (পৃঃ ২০০)- এর যুদ্ধ তৎপরতা ও গঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি এসেছে এদের মূল কমান্ডারদ্বয়ের নিজস্ব বর্ণনায়।

বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল স্থলযুদ্ধেই সীমিত ছিল না, তা নৌ এবং বিমানযুদ্ধেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গঠন ও তার অপারেশনসমূহের বিবরণ মিলবে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যরাজিতে (পৃঃ ৫১০-৫২১) এবং মুক্তাঞ্চল থেকে প্রাকাশিত পত্রিকার খবরে (পৃঃ ৫২১-৫২২)। অনুরূপ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী (বি-ডি-এফ)- এর তৎকালীন

ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে, খন্দকার (পৃঃ ৫২৩) এবং ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার (পৃঃ ৫৬৮)- এর ভাষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মেডিক্যাল কোর ও সিগন্যাল কোরও গঠন করা হয়েছিল। সীমিত আকারে হলেও এরা পৃথক সত্তা নিয়ে কর্মতৎপর। এদের তৎপরতা সম্বন্ধেও কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যথাক্রমে ৫২৬ ও ৫২৮ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যেক সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত পর্বের লড়াই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে গোটা রণাংগনের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য (পৃঃ ৫২৯-৫৩৭) এবং এর পরই পাক-ভারত যুদ্ধের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলজুড়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতার বিবরণ (ভারতীয় সূত্র থেকে আহরিত) সংযোজিত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনী মিলে গড়ে উঠেছিল এই কমান্ড। এদের যৌথ কার্যক্রম, হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এদের দ্রুত যৌথ সামরিক অভিযানগুলি এবং সে সবের সাফল্যজনক চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এ বিবরণে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়ে বি-ডি-এফ-এর গঠন ছিল চূড়ান্ত নির্ধরক ঘটনা। সামগ্রিক যুদ্ধ স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন, রণক্ষেত্রকে বিভিন্ন সুবিধাজনক সেক্টরে বিভাজন, এবং এগুলিতে সৈনাধ্যক্ষ নিয়োগ, ব্রিগেড ফোর্স গঠন, নতুন সামরিক অফিসার ট্রেনিং ও তাদের নিয়োগ, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন, গণবাহিনী (ফ্রিডম ফাইটার) গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বি-ডি-এফ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সম্বন্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর একটি পূর্ণাংগ সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে এ খন্ডের পরিশিষ্টে (পৃঃ ৫৫৯)। স্বাধীনতার পরপরই গৃহীত ও তাঁরই সংশোধিত এ সাক্ষাৎকারটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষিত উন্মোচনে প্রভূত সাহায্য করবে।

গণবাহিনী বলে পরিচিত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার তরুণ ছাত্র-যুবক নিয়ে। সেক্টর-সাব-সেক্টরের আওতায় এরা প্রচন্ডভাবে সক্রিয় ছিল দেশের অভ্যন্তরে অবিরাম আঘাত হানার মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত করার কাজে। তথ্যের স্বল্পতার দরুন এদের অপূর্ব সাহসিকতাপূর্ণ বিচিত্র ও বিশাল কর্মকান্ডের সামান্য অংশই বর্তমান খন্ডে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা ও কালানুক্রমিকতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, সম্পাদনায় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা ও পুনারাবৃত্তি পরিহার করে শুধু ঘটনা পরিস্থিতিকে রাখা হয়েছে, এবং মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানোর যথাসাধ্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তবু অনিচ্ছাকৃত দু'একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১ নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামসুল ইসলাম-এর (পৃঃ ৬২) নাম অমুদ্রিত থেকে গেছে।

জাতীয় স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমনটি হয়ে থাকে, বলতে গেলে, বাংলাদেশের গোটা ভূখণ্ডই ছিল রণক্ষেত্রবিশেষ। বহু প্রথাগত সম্মুখ-যুদ্ধে ও সংঘর্ষে, বিস্তর অ্যামবুশে, গেরিলা, পদাতিক, নৌ কমান্ডো ও বৈমানিকদের বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযানে এবং তাদের বিপুল আত্মোৎসর্গে পরিপূর্ণ ছিল এ রণক্ষেত্র। এর প্রতিটি ঘটনার তথ্যোদ্ধার সুদীর্ঘকালীন প্রয়াসসাপেক্ষ। এখানে প্রকল্পের নির্দিষ্ট-কাল পরিসরে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তারই ভিত্তিতে গ্রন্থের সীমিত আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র পর্বের ঘটনাকে সেক্টরে সেক্টরে বিন্যস্ত করে একটি প্রতিনিধিত্বশীল চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Par II September 1, 1977, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting.

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5. Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca University.
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In Partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231. dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir — Chairman
   Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Prof. Salahuddin Ahmed — Member
   Chairman, Deptt. of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Anisuzzaman — Member
   Prof. Deptt. of Bengali, Chittagong University.
4. Dr. Safar Ali Akanda — Member
   Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
5. Dr. Enamul Huq — Member
   Director, Dacca Museum.
6. Dr. K. M. Mohsin — Member
   Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.
7. Dr. Shamsul Huda Harun — Member
   Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.
8. Dr. K. M. Karim — Member
   Director, National Library and Archives, Dacca.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman — Member-Secratary
   O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:
   To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
   To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১। ১নম্বর সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	’লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে’ - মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম বীর উত্তম, ঢাকা, ১৯৮১	.... ১৯৭১

বিলম্বিত কনফারেন্স

১০ই জুলাই আমি আগতলা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একখানি বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে গৌহাটিতে আধ ধন্টার জন্য থেমে রাত সাড়ে আটটার দিকে কলকাতার আকাশে পৌছে গেলাম। নীচে তখন মুষলধারায় বৃষ্টির সাথে বেগে বাতাস বইছিলো। এহেন দুর্যোগে কয়েকবার চেষ্টা করার পর আমাদের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করলো। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমার চার ঘন্টার কষ্টকর যাত্রা শেষ হলো। রাত তখন ৯টা।

অচেনা কলকাতায় আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক। বিমান বন্দরের ভবনে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। শিখ ড্রাইভারকে বললাম বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে। কিন্তু রাতে আর্মি হেডকোয়ার্টার খুঁজে পেলাম না। তখন ড্রাইভারকে মাঝারি ধরনের একটি হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম।

বহুদিনের পরিচর্যার অভাবে আমার চুল, দাড়ি সমানে বেড়ে উঠেছিলো। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো জোড়া ছেঁড়া ও ময়লা, গায়ে বেঢপ মাপের জামাটিও আকারে বেশ বড়, পরনে ট্রাউজার এং হাতে কিছু সরকারী কাগজপত্র ভর্তি একটি কাপড়ের থলে, এই ছিলো আমার সেদিনকার সর্বাঙ্গীণ চেহারা। শিখ ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমার সাথে রসিকতা করে থাকবে। সে আমাকে একটি ব্যয়বহুল হোটেলে পৌঁছে দিলো। হোটেলে ঢুকতেই অনুভব করলাম রিসেপশন রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমি যেন হঠাৎ করে দারুণ একটা আঘাত পেলাম। মনের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে আমার থলেটি স্পর্শ করলাম। সেখোনে উপস্থিত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত পুরুষ ও মহিলাদের বিস্মিত দৃষ্টির মুখে আমি বেশ অপ্রস্তত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাস করলাম, “একটা রুম পাওয়া যাবে কি?” ভদ্রলোক আড়চোখে আমার পা থেকে মাতা পর্যন্ত একটু জরিপ করে নিলেন।আমার জুতো, ট্রাইজার, শার্ট, থলে, দাড়ি কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ালো না। তারপর কিছুটা কৌতুহলের হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করলেন, “আপনি কি…?” “হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি”, সাথে সাথে জবাব দিলাম।

পরদিন সকালে হোটেল ত্যাগ করলাম। কিন্তু এক রাতের ভাড়া হিসাবে পকেটে যা ছিল অর্ধেকটা বেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার সারাটা পথে আমি শুধু সেই শিখ ড্রাইভারকে অভিসম্পাত করছিলাম।

১১ই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনের আলোচনা সকালে শুরু হয়ে শেষ হতো রাতে। সেখানে সকল সেক্টর কমান্ডারই উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আমরা নানা ধরনের সমস্যা এবং সমন্বিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত আমাদের চিন্তার কিংবা কাজের কোন সমন্বয় ছিলো না।

কলকাতা ৮ নম্বর থিয়টার রোডের ভবনটিতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এটা ছিলো বিএসএফ-এর অফিস। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারকে এটি ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিলো।

একাত্তরের মার্চে রফিক-উল-ইসলাম সাবেক ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার, চট্রগ্রামে ক্যাপ্টেন পদে সেক্টর এ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আমাদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীপ কর্নেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানী প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি।

১২ই জুলাই দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ছিলেনঃ
১। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।
২। কর্নেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানী।
৩। লেঃ কর্নেল এম, এ, রব।
৪। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার।
৫। মেজর (অবঃ) নূরুজ্জামান।
৬। মেজর সি, আর, দত্ত।
৭। মেজর জিয়াউর রহমান।
৮। মেজর কে, এম, সফিউল্লাহ।
৯। মেজর খালেদ মোশাররফ।
১০। মেজর মীর শওকত আলী।
১১। উইং কমান্ডার এম, কে, বাশার।
১২। মেজর ওসমান চৌধুরী।
১৩। মেজর রফিক-উল-ইসলাম।
১৪। মেজর নাজমুল হক।
১৫। মেজর এম, এ, জলিল।
১৬। মেজর এ, আর, চৌধুরী।

দশ দিনব্যাপী সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। এই বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম, এ, রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার ডেপুটি চীফ-অব-স্টাফ নিযুক্ত হন।

সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো তা হচ্ছেঃ

১। বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ।

২। নিম্নলিখিতভাবে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজনঃ

(ক) নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে পাঁচ অথবা দশজনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

(খ) গেরিলাদের শ্রেণীবিভক্তিঃ

অ্যাকশন গ্রুপঃ এই গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি গেরিলা হামলা পরিচালনা করবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনাঃ এই গ্রুপের গেরিলারা সাধারণতঃ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এরা শত্রুপক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ করবে। এদের সাধারণতঃ শতকরা ৩০ ভাগের বেশী অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাঁটিঃ প্রতিটি ঘাঁটিতে গেরিলাদের থাকা-খাওয়ার জন্য কয়েকটি নিরাপদ গৃহের ব্যবস্থা থাকবে যেখান থেকে যথাযথ খবরপ্রাপ্তির পরই পরবর্তী লক্ষ্যস্থলে তারা পৌঁছতে পারবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একটি করে মেডিক্যাল গ্রুপ থাকবে যারা প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসা করবে। প্রত্যেক ঘাঁটিতে একজন রাজনৈতিক নেতার দায়িত্ব থাকবে। এদের দায়িত্ব ছিলো বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সংগে বাঙ্গালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমন পরিচালনার উদ্দেশ্যে আরো বেশীসংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের স্থান সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিকে তৈরী রাখাও এদের দায়িত্ব ছিল।

৩। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস-এর ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে।

৪। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে রেইড এবং অ্যামবুশের মাধ্যমে আঘাত হানার জন্য বিপুলসংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করার মাধ্যমে এ কাজ করতে হবে।

(গ) পাকিস্তানীদেরকে কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতে দেয়া হবে না। এসব জিনিস যেসব গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনা-নেয়ার জন্য ব্যাবহারযোগ্য বাহন রেলপথ, নৌযান পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পরে তাদেও বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর ওপর গেরিলারা মরণপণ আঘাত হানবে।

বিভিন্ন সেক্টর এবং ফোর্স পুনর্গঠনের কাজে ইপিআর-এর ভূমিক ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ইপিআর বাহিনীর কাছ থেকেই বাংলাদেশ সরকার প্রায় সমুদয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাবস্থা করেছিলো। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। ইপিআর-এর অয়্যারলেস সেট এবং যানবাহন ব্যাপকভাবে কাজে লেগেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর-এর সিগন্যালরা এবং ড্রাইভাররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে।। সেই দুর্দিনে স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ ড্রাইভাররা শত্রুপক্ষের তুমুল গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্য ও রসদ বহন করে দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টন্ত স্থাপন করেছে।

আমাদের এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১ নম্বর সেক্টরঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে (মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা) এই সেক্টর গঠিত হয়। সমগ্র সেক্টরটি আবার পাঁচটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। আমি এই সেক্টরে কমান্ডার নিযুক্ত হই। এই সেক্টরের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২১শ’। এর মধ্যে ১৫শ’ ইপিআর, ২শ’ পুলিশ, ৩শ’ সাময়িক বাহিনী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিলো প্রায় একশ’। এখানে গেরিলাদের সংখ্যা ছিলো

প্রায় ২০ হাজার, যার মধ্যে ৮ হাজারকে অ্যাকশন গ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি দেয়া হয়েছিলো।

২ নম্বর সেক্টরঃ কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলা এবং নোয়াখালী ও ঢাকার অংশবিশেষ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টরটি ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো। সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলো প্রায় ৪ হাজার এবং গেরিলা ছিলো ৩০ হাজার।

৩ নম্বর সেক্টরঃ মেজর কে এম সফিউল্লাহর অধীনে মৌলবীবাজার মহকুমা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা, নারায়নগঞ্জ মহকুমা, এবং কেরানীগঞ্জের অংশবিশে নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। ১০টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত এই সেক্টরের গেরিলা সদস্যোর সংখ্যা ছিলো প্রায় ১০ হাজার। এস-ফোর্স গঠনের পর মেজর সফিউল্লাহকে তাঁর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মেজর নূরুজ্জামানকে ৩ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৪ নম্বর সেক্টরঃ উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিণে হবিগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। সেক্টরটি ৬ টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো। সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২ হাজার এবং গেরিলা ছিলো ৮ হাজার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো করিমগঞ্জে। পরে তা নাসিমপুরে স্থানান্তর করা হয়।

৫ নম্বর সেক্টরঃ সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত এই সেক্টরে কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মীর শওকত আলী। সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮শ এবং গেরিলা ছিলো ৭ হাজার। সেক্টরটি ৬ সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিলো।

৬ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে গঠিত। উইং কমাণ্ডার এম কে বাশার ছিলেন সেক্টর কমাণ্ডার। সাব সেক্টর সংখ্যা ছিলো ৫টি। সৈন্যসংখ্যা ছিলো প্রায় ১২শ’ এং গেরিলা ছিলো ৬ হাজার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো রংপুর জেলার পাটগ্রামের নিকট বুড়িমারীতে।

৭ নম্বর সেক্টরঃ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন মেজর নাজমুল হক। যুদ্ধকালে এক মটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেলে সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে মেজর কিউ এন জামন দায়িত্ব গ্রহন করেন। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ছিলো ৮টি। সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং গেরিলার সংখ্যা ছিলো ২ হাজার।

৮ নম্বর সেক্টরঃ ১৫ই জুলাই পর্যন্ত এ সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী। এ সময় মেজর এম এ মঞ্জুর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন এবং তাঁকে ৮ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। এর আওতায় ছিলো কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা। পরে বরিশাল ও পটুয়াখালীকে এই সেক্টর থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেক্টরে সৈন্যসংখ্যা ছিলো ২ হাজার। গেরিলা ৭ হাজার। সাব-সেক্টর ছিলো ৭টি। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো বেনাপোলে।ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৯ নম্বর সেক্টরঃ বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন মেজর এম এ জলিল। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ছিলো ৮টি। গেরিলা ছিলো প্রায় ১৫ হাজার। নিয়মিত সৈন্য ছিলো এক ব্যাটালিয়নের মত।

১০ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিলো না। শুধু নৌ-বাহিনীর কামাণ্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রুপক্ষের নৌ-যান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্নসংখ্যাক কমাণ্ডো নিয়ে এক-একটি গ্রুপ গঠিত হতো। যে সেক্টরের এলাকায় কমাণ্ডো অভিযান পরিচালিত হতো সেই এলাকার সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে থেকে কমাণ্ডোরা কাজ করতো। নৌ-অভিযান শেষ হওয়ার পর কমান্ডোরা আবার তাদের মূল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসতো।

১১ নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরটি ছিল মেজর তাহেরের কমাণ্ডে। ১৫ই নভেম্বর এক অভিযানে তিনি আহত হলে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহকে এই সেক্টরের কমান্ডার করা হয়। এখানে সাব-সেক্টর ছিলো ৮টি এবং গেরিলার সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০ হাজার।

এই সম্মেলনে সেক্টরসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পর সৈনিকদেরও নিম্নলিখিত গ্রুপে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

নিয়মিত আর্মি ব্যাটালিয়নঃ তখনকার স্বল্পসংখ্যক ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে প্রথম বাংলাদেশ বাহিনী গঠিত হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিলো খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর থেকে লোক সংগ্রহ করে এই শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। তারপর এগুলোকে ব্রিগেড গ্রুপে ভাগ করা হয়। কে-ফোর্স, এস-ফোর্স এবং জেড-ফোর্স নামে এগুলো পরিচিত হয়। এসব বাহিনীর অধিকাংশ লোকই ছিলো ইপিআর-এর।

সেক্টর ট্রুপসঃ উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর লোককে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি তাদেরকে যার যার সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট ও সাব-ইউনিটে ভাগ করা হয়। নিয়মিত ব্যাটালিয়নগুলোর চাইতে সেক্টর ট্রুপের অস্ত্রবল ছিলো কিছুটা কম। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ মুক্তিফৌজ, এম এফ, মুক্তিবাহিনী অথবা নিয়মিত সৈন্য হিসাবে পরিচিত। এদেরকে সেনাবাহিনীর বিধি-বিধান ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এদেরকে জীবনধারণের ভাতা হিসেবে একটা যুক্তিসংগত অংকের অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তারা কোন বেতন গ্রহন করেনি। সরকারীভাবে তাদের নাম রাখা হয় ''নিয়মিত বাহিনী''।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ) ঃঃ

গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যেসব লোককে ট্রেনিং দেয়া হতো তারা ছিলো ফ্রিডম ফাইটাস। এস সরকারী নাম ছিলো অনিয়মিত অথবা গণ-বাহিনী। এরা সেনাবাহিনীর নিয়ম-কানুন অনুসারে চলতে বাধ্য ছিলো না। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিলো এই গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, সুদীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তারা আপনা থেকেই সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। সাধারণতঃ এদেরই বলা হতো 'গেরিলা'। মুক্তিফৌজ এবং ফ্রিডম ফাইটারদেরও সাধারণভাবে এফ-এফ বা ফ্রিডম ফাইটার্স বলা হতো এবং এই নামে সকল যোদ্ধাই সুপরিচিত ছিলো।

অনিয়মিত বাহিনীর লোকরা কোন বেতন কিংবা জীবনধারণ ভাতা পেতো না। ট্রেনিংয়ের পর বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানোর সময় তাদেরকে রাহা খরচ হিসাবে কিছু অর্থ দেয়া হতে। একে বলা হতো 'ইনডাকশন মানি' বা নিযুক্তি-ভাতা।

আমাদের নিয়মিত (এম এফ) এবং অনিয়মিত (এফ এফ) বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্যসংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলাগুলি, অয়্যারলেস সেট এবং টেলিফোন সেট, কম্পাস, বাইনোকুলার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা তৈরী করে পুরো সেক্টরের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সাকুল্য তালিকা সরকারের কাছে পেশ করতে হতো। আমাদের সরকার আবার ভাসত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করতেন। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা আগেও বলেছি। নিঃসন্দেহে এই সমস্যার জন্য প্রথমদিকে আমরা মার খেয়েছিলাম। সেক্টরগুলোতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তেমন কোন সামঞ্জস্য ছিলো না। কিছু ছিলো চীনের তৈরী, কিছু বৃটিশ, আবার কিছু আমেরিকান। এগুলোর গোলাগুলি নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হতো। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু একধরনের (সম্ভবত ভারতীয়) অস্ত্র দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

যানবাহনের সমস্যার তো কোন অন্তই ছিলো না। খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায়ই গাড়ীগুলি অচল থাকতো। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেভাবে হোক যতদূর সম্ভব বেশী গাড়ী চালু রাখতে হবে। ভারত সরকারের

সাথে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ই-এম-ই (ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এ্যাণ্ড ইকুইপমেন্ট) বিভাগকে এই কাজের ভার দেয়া হয়।

চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিলো প্রকট। ভারতের হাসপাতালগুলো আহত শরণার্থীতে ভরে গিয়েছিল। এদের বেশীর ভাগই ছিলো বুলেট কিংবা বেয়োনেটের আঘাতে আহত। আমরা বাঙ্গালী সৈনিকদের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। পরে সবচাইতে বড় হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ২ নম্বর সেক্টরে। যুদ্ধের সময় খুব কমসংখ্যাক চিকিৎসকই চিকিৎসকই ভারতে গিয়েছিলেন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ৪র্থ বর্ষের মেডিক্যাল ছাত্রদের পর্যন্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা চিকিৎসা ক্যাম্প এবং সাব-সেক্টরের দায়িত্বও গ্রহণ করে। ভারতের সামরিক হাসপাতালগুলোতে আমাদের আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করানোর জন্যও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

এ রকম আরো অনেক সমস্যার কথা এবং সেগুলোর সমাধানের উপায় নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়। সেক্টরগুলোতে কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি একেবারেই ছিলো না। এ ব্যাপারে আমাদের চাহিদা ঠিক সময়ে পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পাইনি কিংবা ঠিক সময়েও পাইনি। হয়তো এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকতে পারে। বর্ষার সময়ে আমাদের অধিকাংশ সৈনিকের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আচ্ছাদন নির্মাণের কথা ছিলো, কিন্তু কোন সময়েই এ আচ্ছাদনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। তাঁবুর সাজসরঞ্জাম ও চাহিদা অনুযায়ী কখনো পাইনি। শীতে কম্বলের সংখ্যা ছিলো অল্প, গরম কাপড় তারও কম। আমাদের সৈনিকরা অধিকাংশ যুদ্ধই করেছে খালি পায়ে। জংগলে চলাচলের বুট ছিলো মাত্র কয়েক জোড়া। আমরা বিপুলসংখ্যক প্লাস্টিকের স্যাণ্ডেল পেয়েছিলাম। ওগুলো ছিলো বাথরুমের জন্য উপযুক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নয়।

প্রতিটি সেক্টরের সামরিক অভিযানের ক্ষমতা এবং কি পরিমাণ সৈন্য আমাদের আছে সেসব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। কমাণ্ডো ধরনের হামলার জন্য তখনো আমরা নিয়মিত সৈন্যদের পুরা পুনর্গঠন করতে কিংবা ট্রেনিং দিতে পারিনি। তাই বাংলাদেশের খুব ভেতরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা আমরা কিছুদিনের জন্য বাদ দিয়ে তখনকার মতো সমগ্র সীমান্ত এলাকা বরাবর শত্রুর ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি নেই। গেরিলা তৎপরতার ওপরেই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যক লোককে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হয়। স্থানীয়ভাবে আমরা স্বল্পসংখ্যক ফ্রিডম ফাইটারকে প্রধানতঃ বিএস এফ-এর সহযোগিতায় ট্রেনিং দেই। যুদ্ধে আমাদের লোকবলের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিমাসে কয়েক হাজার ফ্রিডম ফাইটারকে ট্রেনিং দেওয়ার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়। আমরা আশা করেছিলাম এর দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে আমরা পর্যাপ্তসংখ্যক গেরিলাকে গড়ে তুলতে পারবো এবং এদেরকে দিয়ে পাকবাহিনীকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে। ইত্যবসরে সরাসরি অভিযান পরিচালানার জন্যে নিয়মিত সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্গঠন কাজ পূর্ণোদ্যমে চলবে। ফ্রিডম ফাইটারদের ওপর যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংসের দায়িত্ব থাকবে। প্রয়োজনে তারা শত্রুদলকে অ্যামবুশ করবে এবং সশস্ত্র ঘাঁটি, জ্বালানি ও অস্ত্রপাতি মজুতের স্থান কিংবা অন্যান্য সরবরাহ কেন্দ্রের ওপর হামলা চালাবে। এরপর নিয়মিত বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযানে শত্রুপক্ষকে সহজেই কাবু করা যাবে।

এইভাবে আমরা চূড়ান্ত রণকৌশল নির্ধারণ করি। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, কে কখন সেই সর্বাত্মক অভিযান চালাবে।

তখনকার মতো যুদ্ধের জন্য সর্বাধিকসংখ্যাক লোককে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারেই আমরা বেশী আগ্রহী ছিলাম। ট্রেনিং কর্মসূচীর মেয়াদ ছিলো দুই থেকে তিন সপ্তাহের। এই সময়ের মধ্যে তারা রাইফেল, লাইট মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, বিস্ফোরক প্রভৃতি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতো। এছাড়া অ্যামবুশের কায়দা-কানুন এবং রণাঙ্গনের বিভিন্ন কৌশল কিছু শেখানো হতো। আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো গুণগত নয়, পরিমাণগত নয়, পরিমাণগত দিক

দিয়ে কি করে আরো বেশী লোক গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে পুরোপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হতো। এ ব্যাপারে আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাদের কয়েকজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের এইসব অফিসার ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের সামরিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতেন। তাদের নিযুক্তি ছিলো ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে। ভারতের একজন সেক্টর কমাণ্ডার বাংলাদেশের দুই অথবা তিনটি সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। প্রধানতঃ ভারতীয় সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমেই বআংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ইস্টার্ন কমাণ্ডের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। যুদ্ধের যাবতীয় নীতিমালা আমাদের হেডকোয়ার্টার এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ড যৌথভাবে প্রণয়ন করতেন। এই সকল নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হতো ভারতীয় এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমাণ্ডারদের হাতে। অনেক সময় পরস্পরবিরোধী একাধিক নির্দেশও আসতো। তখন আমরা পড়তাম বিপাকে, কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো।

১৫ই জুলাই আমরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এই বৈঠকে মিলিত হই। এ অনুষ্ঠানে অবশ্য কোন মত বিনিময় কিংবা বিভিন্ন সেক্টরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। সে রাতে সেটি ছিলো শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করি।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই জানতে পারলাম পাকিস্তান থেকে কয়েকজন বাঙালী সামরিক অফিসার পালিয়ে আসতে পেরেছেন। এইসব অফিসারের কাছেই জানা গেলো যে, অন্যান্য বাঙালী অফিসারও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে পালানোর চেস্টা করছেন। কিন্তু এই পালানো চেষ্টা, অর্থাৎ পাকিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসা এবং তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়া খুবই বিপজ্জনক ছিলো- বিশেষ করে পাকিস্তানে যারা পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন তাদের জন্যে তো বটেই। পাকিস্তান থেকে আমাদের অফিসাররা চলে আসছেন এ খবরে আমরা খুবই খুশী হয়েছিলাম। আবার অন্য কিছু ঘটনা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলো। আমাদের যুব শিবির থেকেও ও সময় কিছু লোক পালিয়ে যায়। হয়তো যুব শিবিরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কিংবা ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা এ কাজ করেছিলো। তবে এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। এই ঘটনা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যারও সৃষ্টি করেনি।

যুব শিবিরে কিছু লোকের মধ্যে হতাশ ছিলো এ কথা সত্য। জুলাইয়ের শেষ দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং আমি আগরতলার কাছে এই ধরনের একটি শিবির দেখতে যাই। সেখানে তিন হাজার যুবক দু'মাসেরও বেশী সময় ধরে ট্রেনিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাবস্থা ছিলো খুবই দুঃখজনক। খাদ্য ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই চললেই চলে। অন্যান্য যুব শিবিরেরও একই হাল। লক্ষ্যহীন সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর একটি লোকের পক্ষে হতাশ হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। যুব শিবিরের সংখ্যা পরের দিকে প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এতো বিপুলসংখ্যক যুবকের জন্য সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুরূহ হয়ে পড়েছিলো।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না- শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী খুব কম লোকের মধ্যেই ট্রেনিং গ্রহণের কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেতো। যুদ্ধকালে এক লাখেরও বেশী মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা এক ভাগও শরণার্থী শিবিরের লোক ছিলো না। এর কারণ সম্ভবতঃ যুব শিবিরগুলোতে যারা এসেছিলো তারা তাদের পরিবার-পরিজন বাংলাদেশে ফেলে এসেছিল, তাই ট্রেনিংয়ের পরই তারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ছিলো উদগ্রীব। তাদের স্বদেশ ত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিলো সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করা। অন্যদিকে বাড়িঘর থেকে পলিয়ে যুব শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো তারা পরিবার-পরিজন সহই সেখানে থাকতো। জীবন বাঁচানোর জন্য অন্ততঃ দু'বেলা দু'মুঠো আহার জুটবে এই নিশ্চয়তাও শিবিরে তাদের ছিলো। বাংলাদেশে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করার মতো খুব বেশী কেউ ছিলো না। শিবিরে তাদের জীবনের

ভয়ও কম ছিলো। এসব কারণেই অন্ততঃ সেই মুহূর্তে দেশে ফেরার তেমন আগ্রহ তাদের ছিলো না। তাদের নিরাপদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যাথা ছিলো না। মনে মনে তারা চাইতো কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরেসুস্থে ফিরতে পারলেই হলো। শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে এবং নিছক ভয়ে যারা দেশত্যাগ করেছিলো তাদের মধ্যে এই মনেবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন আবদার ছিল না, কিছু থাকলে তা ছিলো পরিসিস্থিতিসাপেক্ষ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। এদিকে শত ভয়-ভীতি এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী দেশেই থেকে গিয়েছিলো, স্বাধীনতার জন্য তাদেরকেই দিতে হয়েছে সবচাইতে বেশী মূল্য।

যুদ্ধের পরিবর্তিত গতি

জুন মাসের শেষদিকে বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই সময়ে প্রচলিত যুদ্ধ পদ্ধতি এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয়। বস্ততঃ জুনের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে পুর্নগঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিভিন্ন সেক্টরের তৎপরতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসে আমরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম। এই সম্মেলনের কথা আগেই বলেছি। ১৫ই মে পর্যন্ত আরা যা কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম তার ব্যাবস্থা করেছিলো ভারতীয় বিএসএফ। যাহোক, সময়ের বিবর্তনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি নতুন ডিভিশনকে বাংলাদেশে এনে মোতায়েন করারপর পুরো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে সবকিছুতে ভিন্নতর সমন্বয়, প্রতিরক্ষা প্রস্ততি এবং ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য বিএসএফ-এর ছিলো না। তাই ১৯৭১-এর ১৬ই মে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিএসএফ-এর কাছ থেকে বাংলাদেশের অস্বাভাবিক ঘটনাবলী মোকাবিলার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন পাকিস্তনী ডিভিশনের আক্রমণকারী দলগুলো ২৫শে মার্চ রাতে আকস্মিক সশস্ত্র আক্রমণের ৭২ ঘন্টার মধ্যেই বিভিন্নস্থানে অবস্থান গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে। চলাচলের কাজ বিমানযোগে সম্পন্ন করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব বিবেচনা করে (১২০০ মাইল ভারতীয় এলাকা) এবং ভারতের ওপর দিয়ে সকল প্রকার পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় পাকিস্তানের পুরো দুটি আর্মি ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তর করতে অন্ততঃ এক মাসের কম সময় লাগার কথা নয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এক মাস আগে অর্থাৎ ৭১-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যাত্রার প্রস্ততি শুরু না করলে দুই ডিভিশন পাকসেনা ২৮শে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশে আসতে পারতো না। বাংলাদেশে গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই এইসব আর্মি ডিভিশন এখানে এনে মোতায়ন করার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। সবকিছুর তোড়জোড় শুরু হয়েছিলো ২৮শে ফেব্রুয়ারীর আগেই। তা হলে দেখা যায়, ভুট্টো ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে হুমকি দিয়েছিলেন তার সাথে এই ষড়যন্ত্রের নিশ্চয়ই একটা যোগসাজশ ছিলো। ভুট্টো বলেছিলেনঃ ''কেউ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যেতে চাইলে তাকে নিজ দায়িত্বেই যেতে হবে, তা তিনি খাকী পোশাকে অথবা সাদা কালো যে পোশাকেই যান না কেন।'' রাওয়ালপিণ্ডির আর্মি হেডকোয়ার্টারে ২২শে ফেব্রুয়ারী যে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন হয়, সম্ভবত সেখানেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে।

৯ম ডিভিশনের ৩১৩ ব্রিগেডকে বিমানযোগে সিলেট পাঠানো হয়। ১১৭ ব্রিগেড যায় কুমিল্লায়। ১৪ ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লায় যে ৫৩ ব্রিগেড অবস্থান করছিলো ইতিমধ্যেই তাকে চট্রগ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ম ডিভিশনের বাংলাদেশে আসার পরই মেঘনার পূর্বদিকের সমগ্র এলাকা অর্থাৎ সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৫৩ ব্রিগেড চট্টগ্রাম, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায় এবং ৩১৩ ব্রিগেড সিলেটে অবস্থান গ্রহণ করে। আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন ১৪ ডিভিশনের ওপর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, প্রভৃতি জেলার দায়িত্ব ছিলো। ৫৩ ব্রিগেডকে ৯ম ডিভিশনের অধীনে এবং ৯ম ডিভিশনের ২৭ ব্রিগেডকে ১৪শ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত

করা হয়। ১৪শ ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেড ঢাকায় অবস্থান করছিলো। এই ডিভিশনের অপর ব্রিগেডটি ছিলো উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ১৬শ ডিভিশন চলে আসার পর উত্তর বঙ্গের দায়িত্ব এই ডিভিশন গ্রহন করে। জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হওয়া ছাড়াও এই সকল বাহিনীর সাবিক কমাণ্ডের দায়িত্বও গ্রহন করেছিলেন। ১১ই এপ্রিল লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী ইস্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর এই বাড়তি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর তিনি শুধু গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। পাকিস্তানীদের উল্লিখিত সেনাবাহিনী ছাড়াও পরে আরো দুটি ডিভিশন গড়ে তোলা হয়। এই দুটি পাক ডিভিশনের জন্য বাংলাদেশ বাহিনী এবং এমনকি ভারতীয় বাহিনীতেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ বাহিনীর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সেক্টরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানও অব্যাহত থাকে। আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং লড়াইয়ের উদ্যমকে সমুন্নত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

অপারেশন জ্যাকপট

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ই মে বিএসএফের নিকট থেকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা চালাবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক সপ্তাহ পরে ২৩শে মে তারিখে ভাগিরথী নদীর তীরে একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করা হয়। এই ক্যাম্পের অবস্থান ছিলো পলাশীর স্মৃতিসৌধের পাশে। এর সাংকেতিক নাম দেয়া হল ক্যাম্প 'সি ২পি'। ক্যাম্পের জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন যুব শিবির সফরে বেরিয়ে পড়েন। আমার ক্যাম্পে আগত নৌ-বাহিনীর অফিসার বললেন, 'আমি কয়েকজন নিপুণ সাঁতারু বাছাই করতে চাই, তাদেরকে তরুণ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।' জুন মাসের মধ্যে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের প্রথম দলটি বাছাই করে 'সি ২পি' ক্যাম্পে পাঠানো হয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এরা কঠোর এবং শ্রমসাধ্য ট্রেনিং সমাপ্ত করে। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দায়িত্বে।

বাংলাদেশে নৌ-পথে সৈন্য এবং অন্যান্য সমর সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা বানচাল করার উদ্দেশ্যে জাহাজ এবং নৌ-যানগুলো ধ্বংস করাই ছিলো এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অল্প খরচে দ্রুত এই লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্তসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক দরকার ছিলো- যাদেরকে সাঁতারের এবং 'লিমপেট' মাইনসহ বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। এ কাজের জন্য উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের নিয়ে একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহন করা হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণীত হয় নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে। পরিকল্পনা অনুসারে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলার সামুদ্রিক বন্দর, চাঁদপুর, দাউদকান্দি, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, নগরবাড়ী, খুলনা, বরিশাল, গোয়ালন্দ ফুলছড়িঘাট এবং আরিচা ঘাটের নদীবন্দরগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিযানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয় 'অপারেশন জ্যাকপট'। অপারেশন কার্যকরী করার চূড়ান্ত দায়িত্ব দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট সেক্টর কমাণ্ডারদের উপর।

২৮শে জুলাই আমি ডেলটা সেক্টরের কমাণ্ডিং অফিসার ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সাথে বসে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। চার ঘন্টারও বেশী সময় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও কর্ণফুলী নদীর ম্যাপ ও চার্ট পর্যালোচনা করি। চন্দ্রতিথি, আবহাওয়ার অবস্থা, জোয়ার-ভাটার সময় বাতাসের গতি-প্রকৃতি, স্রোতের গতি এবং আরো অসংখ্য তথ্য আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে। মে মাস থেকেই বন্দরের তৎপরতা সম্পর্কে খোজখবর নিচ্ছিলাম। আমরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বন্দর এলাকা সম্পর্কে একটা পরিস্কার চিত্রও পেয়ে যাই। অপারেশনে আমাদের নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় কি ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে তাও আমরা বিশদভাবে পর্যালোচনা করি। বন্দরের জন্য পাক-বাহিনী কি ধরনের রক্ষাব্যবস্থা গ্রহন করেছে এবং সন্ত্রাসীরা কোথায় কিভাবে পাহারার ব্যবস্থা করেছে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। সে সময়ে রাতের বেলায় নদীমুখে সকল প্রকার নৌ-চলাচল নিষিদ্ধ ছিলো। প্রধান কয়েকটি গানবোট নিয়মিত

টহল কার্যে নিযুক্ত ছিলো। আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখতে পারলে এসব বাধা তেমন কোন সমস্যাই নয়। ঠিক হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৪ই আগস্টের ৬০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণকে চট্রগ্রাম বন্দরে পাঠানো হবে। রাতে তারা সাঁতার কেটে কর্ণফুলী পাড়ি দিয়ে যত বেশীসংখ্যক জাহাজে গিয়ে লিমপেট মাইন লাগিয়ে দেবে। তারপর তারা ভাটার টানে দূরে সরে যাবে।

১০ই আগস্ট 'অপারেশন জ্যাকপট' শুরু হয়। চট্রগ্রাম বন্দরের জন্য বাছাইকৃত ৬০ জন তরুণকে তিন ভাগে ভাগ করি। ১ এবং ২ নম্বর গ্রুপ স্থলপথে মিরেশ্বরাই, সীতাকুণ্ড এবং চট্রগ্রাম শহর হয়ে কর্ণফুলীর পূর্বপাড় চরলাক্ষার সর্বশেষ ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছবে। ৩ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষায় উপনীত হবে নৌকাযোগে। তিনটি গ্রুপেরই সার্বিক কমাণ্ডে থাকবেন একজন কমাণ্ডর। তাদের সকলের কাছে থাকবে লিমপেট মাইন, এক জোড়া 'ফিন' (সাঁতারের সময় পায়ে লাগানোর জন্য) এবং শুকনো খাবার। প্রতি তিনজনের কাছে একটি করে স্টেনগান থাকবে। সার্বিক দায়িত্বে নিযুক্ত গ্রুপ কমান্ডারকে আরো দেয়া হয় হালকা ধরনের অথচ শক্তিশালী একটি ট্রানজিস্টার সেট। তার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের প্রতিটি সঙ্গীতানুষ্ঠান তাকে শুনতে হবে খুব মন দিয়ে। এতে ব্যর্থ হলেই সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

৯ই আগস্ট হরিণা ক্যাম্পে তাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দেই। পথপ্রদর্শক এবং কুলীসহ তাদের সকলকে বলে দেয়া হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কখন কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, পথে কোথায় কোথায় থামবে ইত্যাদি। প্রতিটি এলাকায় আমাদের বিশ্বস্ত গেরিলা বেস কমাণ্ডারের ঠিকানা দিয়ে দেয়া হয়, এরা তরুণদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবে এবং চরলাক্ষার পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ১৩ই আগস্ট ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপ চরলাক্ষার পূর্ববর্তী ঘাঁটিতে পৌছে যায়। জায়গাটি চট্টগ্রাম শহরের কাছেই। পথে অবশিষ্ট অংশটুকু এদের জন্য খুবই মারাত্মক, কারণ তাদেরকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে নৌকায় নদী পার হতে হবে। তারপরই তাদের শেষ ঘাঁটি চরলাক্ষা।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনত দিবসে দখলদার বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনী সাংঘাতিক আক্রমণ চালাবে। এ কারণে শত্রুরা ছিলো পুরো সতর্ক অবস্থায়। সারারাত ধরে কারফিউ চলতো। লোকজনকে তল্লাশীর জন্য পথের মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছিলো অসংখ্য চেকপোস্ট। মেশিনগান ফিট করা আর্মি জীপগুলো সারা শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো। নতুন করে আবার বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা ঘেরাও দিয়েও অভিযান চালানো হয়। পথচারী সবাইকে কঠিন তল্লাশী করা হয়। এতসব তল্লাশী ফাঁকি দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে পার হতে হবে ১ নম্বর এবং ২ নম্বর গ্রুপকে। তারপর আছে নদী পার হবার সময় আর এক তল্লাশীর ঝামেলা। সেটা পার হলো আশা আছে সময়মত এই দুই গ্রুপ চরলাক্ষায় পৌছে যাবে। কিন্তু কোন কারণে যদি দলের একজনও ধরা পড়ে তাহলে সমস্ত অভিযান বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা। তাই এই হামলাকারী দলের নেতা নিজেও আমাদের মতই চিন্তিত ছিলো।

আরো একটি কারণে এই দলের নেতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নৌকায় করে ৩ নম্বর গ্রুপটির ১৩ তারিখে ঘাঁটিতে পৌছার কথা ছিলো, তারা সে ঘাঁটিতে পোঁছেতে সক্ষম হয়নি। এদিকে ১৩ই আগস্ট কলকাতা রেডিওর সংগীতানুষ্ঠান শোনার জন্য ট্রানজিস্টার খুলতেই তার কানে ভেসে এলো পুরোনো দিনের বাংলা গান ''আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুর বাড়ি''। এই গানের ভেতর দিয়ে সে এবং তার দল প্রথম সংকেত লাভ করে। কমাণ্ডার জানে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আরেকটি গান সে শুনতে পাবে। ওটি শোনার পরই সে ট্রানজিস্টার ফেলে দিতে পারবে। 'অপারেশন ক্যাকপট' সফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের আর কোন গান শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রেডিও শুনতে হবে না।

নগরীতে মোতায়েন আমাদের লোকেরা চমৎকারভাবে দায়িত্ব পারল করেছিলো। তারা মিশনের নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে একেবারে চরলাক্ষায় পোঁছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। রাস্তায় একটি এ্যাম্বুলেন্স এবং বিদ্যুৎ বিভাগের একটি পিকআপ ভ্যান দেখতে পেলেও পাকিস্তানী সৈন্যদের মনে তেমন সন্দেহ জাগেনি। শুধু

তাই নয়, পাক-বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে গেঁয়ো পোশাক পরা একদল লোক ফলমূল, মাছ, চাউল এবং লবণের ঝুড়ি নিয়ে ফেরী নৌকায় উঠলো এবং চালক যখন নিশ্চিত মনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে কর্ণফুলীতে পারি জমালো তখনো পাকিস্তানীরা কিছু বুঝতে পারেনি। সবাই ভেবেছিলো বাজার সেরে বাড়ি ফিরছে। এই সব হাটুরে সওদার জন্য আগেই তাদেরকে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়েছিলো। প্রতিটি ঝুড়ির একেবারে তলায় চটের থলেতে ছিলো লিমপেট মাইন, 'ফিন' ইত্যাদি। আবার কোনটায় ছিলো স্টেনগান।

১৪ই আগস্ট রেডিওতে দ্বিতীয় বাংলা গানটি শোনা গেলঃ "আমি তোমায় যতো শুনিয়েছিলাম গান, তার বদলে চাইনি কোন দান"। আসলে এটা ছিলো সাংকেতিক নির্দেশ। যার ফলে সেই রাতেই নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানী জাহাজসমূহে আঘাত করার কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই দলের অভিযান একদিন পিছিয়ে গেলো। ৩ নম্বর গ্রুপ ছাড়া সকলেই রাতের মধ্যে চরলাক্ষায় পৌঁছে গিয়েছিলো। ৩ নম্বর গ্রুপের যোদ্ধারা প্রায় ৮০ মাইল হেঁটে আসার পর ১৪ই আগস্ট একটি দিন তাদের বিশ্রাম দরকার। দিনের আলোতে কিছুটা ' রেকি' করাও দরকার। লক্ষ্যবস্তুগুলো প্রতিটি সদস্যের দেখা উচিত। যেখান দিয়ে তারা পানিতে নামবে এবং কাজ শেষ করে যেখানে তাদের উঠতে হবে সেসব জায়গাও আগে থাকতে দেখে রাখতে হবে। তাই একেবারে তাড়াতাড়ি করলেও পরবর্তী রাতের আগে কিছু আর হচ্ছে না।

১৪ই আগস্ট এখানে কিছু না ঘটলেও শত্রুপক্ষের জন্য সময়টি খুব একটা স্বস্তির ছিলো না। সারা রাত্রি সমগ্র সীমান্ত এলাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যোদ্ধারা অসংখ্য আক্রমণ চালায়। আমাদের হতাশাগ্রস্ত জনগণও চাইছিলেন তাদের ছেলেরা ১৪ই আগস্ট কিছু একটা করুক। এমন একটা কিছু করুক যাতে পাকিস্তানীদের উচিত শিক্ষা হতে পারে।

১৫ই আগস্ট চরলাক্ষায় আমাদের ৪০ জন তরুণ-যাদের অধিকাংশেরই বয়স বিশের কোটা পার হয়নি- তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে স্বল্পক্ষণের একটু ঘুম দেয়।

রাত ১টা। বন্দরনগরী পুরো নিদ্রামগ্ন। শান্ত নদীতে শুধু স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি। নিঃশব্দে ওরা নদীর পাড়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। অপর পাড়ের জেটিগুলো তখন বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল। সার্চলাইট ফেলে নদীর ওপর লক্ষ্য রাখছে সান্ত্রীরা। ওরা ক্লান্ত। হয়তো ঘুমে ঢুলুঢুলু।

১৪ই আগস্ট এবং তার পূববর্তী কয়েকদিন পাকিস্তানীদের ওপর দিয়ে বেশ বড় রকমের ধকল গেছে। এ-রাতে তাদের সকলেই যেন একটু নিশ্চিন্ত। পাকা প্লাটফরম-এর ওপর লম্বা লম্বা ক্রেনের ছায়াগুলোকে কেমন ভৌতিক মনে হয়। তবে সান্ত্রীরা এ ছায়া চেনে। নদীর দিক থেকে তাদের কোন ভয়ের আশংকা নেই। কোন নৌকা কিংবা সাম্পান জাহাজের দিকে অগ্রসর হতে চাইলেই পরিস্কার দেখা যাবে। সে ক্ষেত্রে দূরপাল্লার অস্ত্রের কয়েকটি রাউন্ডই যথেষ্ট। কিন্তু তেমন কখনো ঘটেনি।

এমভি আল-আববাস এসেছে ৯ই আগস্ট। ১২ নম্বর জেটিতে নোঙ্গর করা এই জাহাজ ১০,৪১০ টন সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে।

একখানি বার্জে (ওরিয়েন্ট বার্জ নম্বর ৬) ২৭৬ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই করে মৎস্য বন্দরের জেটির সামনে রাখা হয়েছে। এটাকে ট্রেনে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হবে।

এমভি হরমুজ ১৪ই আগস্ট চট্টগ্রাম পৌছেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ৯,৯১০ টন সমর সম্ভার। ১৩ নম্বর জেটিতে জাহাজটি ভেড়ানো।

আরো কয়েকখানি জাহাজ ও বার্জ এদিক-ওদিক রয়েছে। নেভাল জেটিতে ছিলো দু'টি গানবোট এবং একখানি বার্জ। সন্ধ্যার পরই গানবোট দুটি অজ্ঞাত স্থানে অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। আমাদের ছেলেদের কপাল খারাপ। এমন সুন্দর দুটি শিকার হাতছাড়া হলো। রাত সোয়া আটটা। আল-আববাস এবং হরমুজের মাস্টার এবং ক্রুরা গভীর নিদ্রায় অচেতন। পাহারাদার এবং মিলিটারী সান্ত্রী আধো ঘুম আধো জাগরণে ঢুলছে। রাত দুটো বাজলেই তাদের ডিউটি শেষ। আর মাত্র ৪৫ মিনিট বাকী। তারপর অন্যরা আসবে।

মাথাটা পানির ওপরে রেখে ততক্ষণে আমাদের ছেলেরা যার যার লক্ষবস্তুর কাছে পৌঁছে গেছে। কালবিলম্ব না করে তারা জাহাজগুলোর গায়ে লিমপেট মাইন লাগিয়ে গিয়েই আবার তেমনি নিঃশব্দে নদীর ভাটিতে ভেসে যায়। আরো দক্ষিনে সরে গিয়ে তারা পূর্ব তীরে উঠে পড়ে। রাত পোহাতে তখনো অনেক বাকী। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর্যাপ্ত সময় তারা পেয়ে যায়। সকাল নাগাদ তারা পটিয়া এবং সেখানে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার হরিণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

রাত ১টা ৪০ মিনিট। হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম কেঁপে ওঠে। লোকজন শয্যা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। শিশুরা ভয়ে কান্না শুরু করে। কিন্তু কি ঘটছে কেউ তা বলতে পারে না।

১টা ৪৫ মিনিট। আরেকটি প্রচন্ড বিস্ফোরণ। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। একটির পর একটি বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম তখন থর থর করে কাঁপছে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সান্ত্রীরা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুলি ছুড়তে শুরু করে। ৬ নম্বর ওরিয়েন্ট বার্জ দেখতে না দেখতে তলিয়ে গেল। আল-আববাস এবং হরমুজও দ্রুত ডুবতে থাকে। জাহাজের খোলে প্রচন্ড বেগে তখন পানি ঢুকছে। আশেপাশের জাহাজ ও বার্জগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত। বিস্ফোরণে জাহাজের ক্রুদেরও অনেকে হতাহত হয়। কিন্তু ভয়ে কেউ সাহায্যের জন্য ওদিকে অগ্রসর হচ্ছে না, পাছে আবার বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যায়।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই সিনিয়র অফিসাররা দ্রুত বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। সমগ্র এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হলো। মুক্তিবাহিনীর খোঁজে হেলিকপ্টারগুলো তখন আকাশে উঠে গেছে। পাকিস্তানীরা তাদের জিঘাংসা মেটাতে নদীর পূর্ব পাড়ের জনপদগুলোর উপর নির্বিচারে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ গ্রামবাসী এবং জেলেদের ধরে এনে মুক্তিবাহিনীর খবর বের করার বহু চেষ্টা হয়। শেষে কিছু না পেয়ে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ নিরস্ত্র গ্রামবাসী আর জেলেদের রক্তাক্ত লাশগুলো স্রোতের টানে ভেসে চলে সমুদ্রের দিকে।

পটিয়াতে আমাদের যোদ্ধারা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তারা একটি অতি বিপজ্জনক ও জটিল 'মিশন' সফল করেছে। তাদের এ সফল অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ভোর তখন পাঁচটা। ঢাকাস্থ ইস্টার্ন কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে কর্তব্যরত স্টাফ অফিসার ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ না করেই সত্বর ঘটনা সম্পর্কে 'কোর' কমান্ডারকে অবিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। গেরিলাদের চাঁদপুর এবং মঙ্গলা বন্দরের হামলার খবরও কুমিল্লা এবং যশোর সেনানিবাস থেকে তড়িৎগতিতে হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। এই সকল আক্রমণে একদিকে যেমন শত্রুর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়, অপরদিকে পাকিস্তানীদের মিথ্যা দম্ভ আর অহমিক হয় ধূলিসাৎ। অপারেশন জ্যাকপট সফল হয় পুরোপুরিভাবে।

এদিনের ঘটনা সম্পর্কে ১৬ই আগস্ট পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তদন্ত রিপোর্ট লেখা হয়েছিলোঃ “পরিস্থিতি পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের ব্যাপারে জাহাজের কোন ব্যক্তিকেই দায়ী করা চলে না। কারণ পূর্ব থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি এবং গেরিলারা যে এমন ধরনের অভিযান চালাতে পারে বা চালাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য নদীর দিকটা ভাল করে দেখাশোনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দিন-

রাত্রির কোন সময়েই কোন নৌকা ইত্যাদিকে আর জাহাজগুলোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না।'' (পাক সেনাবাহিনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত)।

সামুদ্রিক ও নদীবন্দরগুলোর উপর এই চমকপ্রদ সফল হামলা পাকিস্তানীদের হকচকিত করে দিয়েছিলো। এমন একটা দুঃসাহসী অভিযান মুক্তিযোদ্ধারা চালাতে পারে এটা ছিলো পাকিস্তানীদের চিন্তারও বাইরে। এই হামলার আগ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে পাকিস্তনীরা মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। সারা দেশ জুড়ে এ সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অসংখ্য ছোট ছোট হামলা চালায়। কিন্তু জুন-জুলাই মাসের এইসব ছোট ছোট হামলাগুলি ছিলো কম তাৎপর্যপূর্ণ। হ্যাণ্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ, শত্রুর গাড়ি ধ্বংস, রাজাকার, দালাল, শান্তিবাহিনী বা আলবদর, আলশামস-এর লোকজন হত্যার মধ্যে এ সময়ের ঘটনাবলী সীমিত ছিলো। কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুর ওপর তখনও হামলা চালানো হয়নি। শত্রুপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ছিলো তখন পর্যন্ত অক্ষত। এমন কি নেতৃস্থানীয় বাঙালী দালালরা পর্যন্ত বেশ আয়েশের সাথে তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো। মাঝে- মধ্যে এদের ওপর পরিকল্পনাহীন কয়েকটি হামলা হলেও তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে গেরিলারা ধরা পড়ে পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

রণকৌশলের দিক থেকে শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন হেডকোয়ার্টার, অফিসার মেস, অস্ত্র ও রসদ গুদাম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী কেন্দ্র, বন্দর, রেলওয়ে-এসবের উপর আগস্ট পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত 'গেরিলা' হামলা চালানো হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশ প্রশ্ন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের মানুষের মনোবল কিছুটা যেন ভেঙ্গে পড়ে।

অন্যদিকে পাক-বাহিনীর অবস্থা তখন বেশ সুবিধাজনক। যুদ্ধের প্রথমদিকে আমাদের নিয়মিত বাহিনী তাদের বেশ কিছু ক্ষতি করেছিলো। শত্রুপক্ষে হতাহতের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে মোটামুটি জানা যায়, পাঁচ থেকে ছয় হাজার শত্রুসৈন্য নিহত এবং আট থেকে দশ হাজার তখন আহত হয়েছিলো। আহতদের মধ্যে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পুনরায় যুদ্ধ করার অনুপযুক্ত হয়েছিলো।

সামরিকভাবে গেরিলা তৎপরতা সন্তোষজক না হলেও ভবিষ্যতের জন্য আমরা অবশ্যই আশাবাদী ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ প্রচলিত পদ্ধতিতে দু'থেকে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং পেত এবং ট্রেনিং শেষ করেই বাংলাদেশের অভ্যান্তরে তাদেরকে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে হতো। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবারই বয়স কম, আবেগ বেশী। কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত উচ্চভিলাষী। এরা প্রত্যেকেই গ্রুপ লিডার কিংবা ঐ ধরনের কিছু একটা হতে চাইতো। এটা বুঝতে চাইতো না যে সবাই ''লিডার'' হলে অনুসারী কোথা থেকে আসবে। অবশ্য যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এর চাইতে বেশী কিছু আমাদের আশা করার ছিলো না।

এমনি যখন আমাদের অবস্থা যে সময়ে অপারেশন 'জ্যাকপট'-এর সাফল্য একথা প্রমাণ করেছিলো যে, যথাযথ শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দিতে পারলে আমাদের ছেলেরাও অবিশ্বস্য কাজ করতে পারে। তাদের মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলো না। তারা বুদ্ধিমান, কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে দ্রুত তা বুঝে নিতেও সক্ষম। তাদের মানসিক উৎকর্ষ ছিলো নিঃসন্দেহে নিরক্ষর পাকিস্তানী সৈন্যদের চাইতে উত্তম। শিক্ষিত এক বিরাট গেরিলা বাহিনী আমরা পেয়েছিলাম, এটা আমাদের সৌভাগ্য।...

সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে ২০ হাজার গেরিলাকে ট্রেনিং প্রদান করে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই হিসাবে '৭১- এর ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে গেরিলাদের সংখ্যা অনুমান করা হয় এক লাখের ওপরে। এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ যথাযথভাবে কাজ করলেও পাক বাহিনীর সময় পরিকল্পনায় একটা ভাঙ্গন ধরানো সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে গেরিলাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে পাকিস্তানী

সেনাবাহিনীকে। আর চূড়ান্ত আঘাত হানার সেটাই সুবর্ণ সুযোগ। একদিকে যেমন চলছিলো এসব পরিকল্পনা, অন্যদিকে সময়ের সাথে সাথে ভারত ও পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছিলো একটা অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের দিকে।

কোণঠাসা

সেপ্টেম্বর থেকেই ভারতে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। ডিভিশনাল এবং কোর হেডকোয়ার্টারগুলো অগ্রবর্তী স্থানসমূহে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থা ও রণপ্রস্তুতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্ভাব্য সংঘর্ষস্থল- অভিমুখী সড়ক নির্মাণ, সেতুগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে। কতগুলো ইউনিট সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহে অবস্থান নেয়। ভূ-প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য রণাঙ্গনের অবস্থা বিশ্লেষণসহ ব্যাপক পর্যবেক্ষণ তৎপরতা চলতে থাকে।

এদিকে আমরা প্রতিদিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাচ্ছিলাম না। সকল স্তরে নেতৃত্বদানের অভাবই ছিল আমাদের প্রধান অন্তরায়। কোন স্থানেই আমদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হচ্ছিলো না এবং গেরিলা তৎপরতা আশানুরূপ জোরদার করার ক্ষেত্রেও পেছনে পড়ে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে বাংলাদেশে নেতৃত্বেও শূণ্যতা পূরণের জন্য, বিশেষ করে গেরিলা ঘাঁটিগুলোর জন্য কিছুসংখ্যক এম-সি-এ (গণপরিষদ সদস্য) কে ট্রেনিং দেওয়ার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়। উপস্থিত এম-সি-এ দের যারা উৎসাহী এবং শারীরিক দিক থেকে সমর্থ- তাঁদেরকে গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানুন, বিশেষতঃ গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বদানের বিষয়ে ট্রেনিং প্রদানই এই প্রচেষ্টর লক্ষ্য। কথা ছিল ট্রেনিংয়ের পর তারা বাংলাদেশে যার যার এলাকায় গিয়ে গেরিলা তৎপরতা পরিবচালনা করবেন। আমার সেক্টরে এম-সি-এ জনাব মোশাররফ হোসেন এবং আরো কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহন করেন। গেরিলাদের নেতৃত্বদানের জন্য তাঁদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়েছিলো। অন্যান্য সেক্টরের কয়েকজন এম-সি-এ কে পাঠানো হয়। কিন্তু সারা দেশে এ কাজের জন্য প্রেরিত এম-সি-এ দের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অল্প কয়েকজন এস-সি-এ ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধ করতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তার চাইতেও কম। ফলে পরিকল্পনাটি তেমন কোন কাজে আসেনি।

সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে একদিকে যখন ব্যাপকতর যুদ্ধ আসন্ন হয়ে আসছিলো তখন অন্যদিকে সামরিক আরো জোরদার করার জন্য আমাদের অর্থাৎ সেক্টর কামন্ডারদের ওপরও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। বলা হচ্ছিল শত্রুকে আগে ছত্রভঙ্গ করে ও দুর্বল করে রাখতে হবে। তাহলে সহজেই চূড়ান্ত অভিযান চালিয়ে তাদের পরাভূত করা সম্ভব হবে এবং এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যথাসাধ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে, সম্ভব হলে নভেম্বরের মধ্যেই।

অথচ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দিক দিয়ে আমাদের যা সামর্থ তাতে করে এই সীমিত সময়ের মধ্যে আরব্ধ দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমার ১ নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিলো মহুরী নদীর সমগ্র পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। এখানে শত্রপক্ষের শক্তি ছিলো দুই ব্রিগেডের বেশী। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত আরো দু'টি আধা-সামরিক ব্যাটালিয়ন এই অঞ্চলে শত্রপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করছিলো। আমাদের পক্ষে ছিলো ইপিআর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে তিনটি ব্যাটালিয়ন। সমগ্র সেক্টরে অফিসার পেয়েছিলাম সেনাবাহিনীর চারজন এবং বিমান বাহিনীর দু'জন। পাক সোনাবাহিনীর পক্ষে এখানে অফিসারের সংখ্যা ছিলো অন্যূন ১৫০। ১ নম্বর সেক্টরে সাব-সেক্টর করেছিলাম পাঁচটি। এর প্রতিটির কমান্ডে ছিলো একজন অফিসার কিংবা একজন জেসিও। কমাণ্ড সংক্রান্ত জটিল সমস্যাবলীর ব্যাপারে এঁদের অভিজ্ঞতা ছিলো নিতান্তই সামান্য। আর আমার এলাকায় সক্রিয় যুদ্ধ চলছিলো অর্ধশতাধিক মাইলেরও অধিক সীমান্ত এলাকা জুড়ে।

সেক্টর হেডকোয়ার্টারেই সমস্যার চাপ ছিলো সবচাইতে বেশী। আমার একজন মাত্র স্টাফ অফিসারকে সকল প্রাশাসনিক এবং সরবরাহ ব্যাবস্থা দেখতে হতো। কাজের মেয়াদ ছিলো দিনরাত ২৪ঘন্টা এবং সপ্তাহে সাত দিন। কাজের অসহ্য চাপে আমার স্টাফ অফিসার শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর আবার তাকে কাজ শুরু করতে হয়। এই অবস্থার কোন বিকল্প খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমাদের সরবরাহ ঘাঁটি ছিলো আগরতলায়। তিন হাজার লোকের জন্য রেশন, জ্বালানী, তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, ঔষধপত্র সবকিছু সেখান থেকে নিয়ে আসতে হতো। সেই একই গাড়িতে করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পাড়ি দিয়ে এগুলো আবার বিভিন্ন সাব-সেক্টরে পৌঁছানো হতো। বৃষ্টি-বাদলের দিনে সরবরাহ ব্যাবস্থা চালু রাখতে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো। কোন কোন সময় গাড়ি রাস্তার বাইরে গড়িয়ে পড়লে কিংবা হাঁটু সমান কাঁদায় চাকা বসে গেলে সেই গাড়ি না তোলা পর্যন্ত কিংবা রসদপত্র মাথায় করে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানে একজন অফিসারকে অপেক্ষা করতে হতো।

গেরিলা বাহিনীর প্রাশাসনিক এবং অভিযান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিলো আরো কষ্টকর। বাংলাদেশের অভ্যান্তরে নিযুক্ত লাভের আশায় শত শত গেলিলা প্রতিদিন আমার হেডকোয়ার্টারে আসতো। তাদেরকে এলাকা ভিত্তিক গ্রুপে ভাগ করতে হতো, তারপর আসতো দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেও ব্রিফিং-এর পালা। প্রতিটি গ্রুপকে ব্রিপিং করতে কম করে হলেও এক ঘন্টা সময় লাগতো। বিশেষ কাজের জন্য ব্রিফিং-এ সময় লাগতো আরো বেশী। প্রত্যেক গ্রুপকেই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, এবং রাহা খরচ দিতে হতো। ছেলেদের নিরাপদে ভেতরে পাঠানোর জন্য শত্রু বাহিনীর তৎপরতা ও চলাচল সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করতে হতো। টহলদার শত্রুসেনারা এক জায়গায় থাকতো না বলে সর্বশেষ খবরেরও পরিবর্তন ঘটতো। এদের কাছে গাইড থাকতো। তারা নিরাপদ রাস্তা ধরে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে (সাধারনতঃ সীমান্তরেখা থেকে ৮-১০ মাইলের মধ্যে) গেরিলাদের পৌঁছে দিতো। নতুন আগন্তুকদের সম্পর্কে ঘাঁটিতে আগেই খবর দেয়া থাকতো। সেখানে তাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হতো। একই পদ্ধতিতে সেখান থেকে তাদের রওয়ানা হতে হতো পরবর্তী ঘাঁটিতে। তাদেরকে অতি সাবধানে আক্রমণ স্থলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যানবাহনের দরকার হতো। প্রত্যেক গ্রুপ সদস্যদের নাম-ঠিকানা, তাদের পরিকল্পিত পথ, ঘাঁটি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদের হিসাব, কাপড়-চোপড়, রেশন, পথ খরচের টাকা-পয়সা সব কিছুর বিস্তারিত রেকর্ড রাখতে হতো। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর প্রতিটি গ্রুপের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হতো। তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার ব্যাপারেও আমাদের তৎপর থাকতে হয়। গ্রুপগুলো নিরাপদে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের তারা সে খবর জানিয়ে দিতো। তারা কোন অভিযান চালালে কিংবা শত্রুপক্ষের কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেলে তাও আমাদের জানাতে হতো। আমাদের সেক্টরের ভিন্ন জায়গায় তিনটি গোপন অয়্যাসলেস সেট চালু ছিলো। এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আমরা নিয়মিত খবর সংগ্রহ করতাম। এছাড়া খবর সংগ্রহ করে এক বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলাম। বিভিন্ন দলের কাছ থেকে খবর নিয়ে এরা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিতো। ফেরার পথে আবার তারা বিভিন্ন দলের গাইড হিসেবে কাজ করতে। এইভাবে তাদের আবর্তনমূলক কাজ চলতো দিনের পর দিন। চর্তুদিকে সবকিছু সবসময় চালু রাখাই ছিলো আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এর কোন একটা থামলেই বিপদের সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর লোকেরই তখন সঙ্গীন অবস্থা। মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, আর্মি হেডকোয়ার্টারের নেতৃবৃন্দ, কিংবা ফ্রন্ট লাইনে সংগ্রামরত যোদ্ধ সকলেরই অবস্থা অভিন্ন। যুদ্ধরত সৈনিক ও গেরিলাদের ওপর নির্দেশ আসতে থাকে যুদ্ধ আরো জোরদার করার। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুকে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলো। তাদের হাতে বিপুলসংখ্যক শত্রু নিহত কিংবা আহতও হয়েছে। নিজেরাও হতাহত হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এর স্বীকৃতি কিংবা প্রশংসা তারা খুব বিশেষ পায়নি। এ কারণে স্বভাবতই তারা ছিলো ক্ষুব্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে ডেমাগিরিতে কয়েক শত ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন জ্বরে এবং রক্ত আমাশয়েও মারা গেছে। অন্যদেরকে দিনের পর দিন,

সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনাহারে কাটাতে হয়েছে। শত মাইল দুর্গম এবং পার্বত্য অঞ্চল ও নিবিড় বনানী পার হয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তারা এসেছিলো। কিন্তু কেউ তাদের সম্পর্কে সামান্যতম আগ্রহও প্রকাশ করেনি। তারা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়িঘর ছেড়েছিল তার স্বীকৃতিও কারো কাছ থেকে তারা পায়নি।

যুদ্ধে নিয়োজিত গেরিলাদের শতকরা পঞ্চাশ জনের জন্য ভারত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছিলো (পরে অবশ্য শতকরা ৯০ জনকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাবস্থা করা হয়)। বাকী ছেলেদের খালি হাতে যুদ্ধে পাঠানো কিংবা অপেক্ষা করতে বলা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর ছিলো না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো, অস্ত্র ছাড়া কাউকে যেন গেরিলা যুদ্ধে পাঠানো না হয়। আমাদের সবচাইতে সহজ উপায় ছিলো দুই গ্রুপের অস্ত্র দিয়ে তিনটি গ্রুপকে পাঠানো। ফলে প্রতিটি গ্রুপের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ছেলেকে সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য ক্যাম্পে বসিয়ে রাখতে হতো। এদের জন্য আবার রেশন পেতাম না, ফলে সমস্যা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতো। আমরা স্থানীয়ভাবে এর কিছুটা সমাধান বের করেছিলাম। সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য র‍্যাংকের সৈনিক মিলে একটা মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করেছিলাম। এর মাধ্যমে যা কিছু আয় হতো তা দিয়ে বাড়তি আহার যোগানোর চেষ্টা চলতো। এই ব্যবস্থা ছিলো অনিয়মিত এবং পরিস্থিতির চাপে পড়েই আমাদের এটা করতে হয়েছিলো। অথচ এর জন্যও আমাদের ভুল বোঝা হতো, আমরা হতাম সমালোচনার পাত্র। ঊর্ধ্বর্তন কর্মকর্তারা আমাদেও সম্পর্কে অনেক গোপন চিঠিতে লিখতেন, “বাংলাদেশের সেক্টও কমান্ডাররা পুরো নিয়ম মেনে চলছেন না”। এ বিষয়ে ভারতীয় অফিসারদেও এই মতামত সম্ভবত অনেকাংশে সঠিক ছিলো। তাদেও ওপর ভারতীয় আর্মি হেডকোয়ার্টারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতো, গেরিলাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সকলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যাবস্থা করতে হবে-তা সে সবাইকে অস্ত্র সরবরাহ করে কিংবা মাত্র কিছু অস্ত্র সরবরাহ করেই হোক। কিন্তু আমাদের উপর বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ ছিলো সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত না করে কোন গ্রুপকেই যেন বাংলাদেশের অভ্যান্তরে যুদ্ধে পাঠানো না হয়।

বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং ভারতীয় আর্মি হেডকোয়ার্টারের মধ্যে সমন্বয় তখনও পুরো গড়ে ওঠেনি বলেই হয়তো আমাদের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলো।

গেরিলা যোদ্ধা

আগস্ট মাস থেকেই আমাকে কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র তৈল শোধানাগারটি অচল করার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দুটি ধ্বংস হলে পাকিস্তানীদের চাইতে আমাদের ক্ষতি বেশী হবে বলে মনে করে আমি দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করি। বিদ্যুৎ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং জ্বালানীর অভাব দেখা দিলে শত্রুদের যানবাহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়বে এবং এতে করে তাদের তৎপরতাও হ্রাস পাবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো কেন্দ্র দুটি ধ্বংস না করেও অন্যভাবে আমাদের লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব।

আমরা ভাবনাকে সামনে রেখে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং-এর সঙ্গে কথা বলি। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ১,২ এবং ৩ নম্বর সেক্টরের কার্যক্রম ও চাহিদা সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়কারীর দায়িত্বে ছিলেন। আমার পরিকল্পনা ছিলোঃ

১। মদনঘাটে বিদ্যুৎ বিভাগের সাব-স্টেশন ধ্বংস করা।

২। কাপ্তাই এবং চট্টগ্রামের মধ্যে যতগুলি সম্ভব বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করতে হবে।

আমার বিশ্বাস ছিলো, দু’টি কাজ করতে পারলেই শত্রুপক্ষের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে এবং এতে ওদের বাণিজ্য ও অন্যান্য জাহাজ নোঙ্গরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

যথারীতি পরিল্পনাটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলে এ কাজের জন্য আমি আমার সাথে কার্যরত বিমান বাহিনীর নির্ভীক অফিসার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতানকে মনোনীত করলাম। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাকে আমি পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দিলাম এবং তার রেইডিং পার্টির সদস্যদেররক বেছে নিতে বললাম। এরপর সবাই মিলে আমরা কয়েকটি মহড়া দিলাম। 'রেইডিং' পার্টির সদস্যদেরকে কি কাজে কোথায় পাঠানো হচ্ছে সেকথা আগে বলা হতো না। একবারে সর্বশেষ ঘাঁটিতে পৌঁছার পর যখন তারা লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে যাবে তখনই তাদেরকে বলা হবে, তার আগে নয়। সুলতান তাঁর দলের লোক এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বেছে নিলো। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়াও সুলতানের ওপর ঐ এলাকায় গেরিলা তৎপরতা হ্রাস পাওয়ার কারণ নির্ণয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো।

১১ই সেপ্টেম্বর সুলতানের সঙ্গে কয়েকজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্যকে হরিণা থেকে এ অভিযানে পাঠানো হলো।

৩রা অক্টোবর তার পার্টি দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শহর থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরেই মদনাঘাটের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস করে দিলো। বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক পাইলনও উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে কাপ্তাই থেকে সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে সুরক্ষিত মদনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির চারদিকে ছিলো ইঁটের দেয়াল আর দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের বেড়া। এখানে মোতায়েন থাকতো ১০জন নিয়মিত সৈন্য এবং ২০ জন আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যের একটি প্লাটুন। তারা সব সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলো। তার মধ্যে থেকে সুলতান তাঁর দল নিয়ে শত্রুর উপর সফলতার সাথে এই আক্রমণ সম্পন্ন করে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে বন্দরের জাহাজ ধ্বংসের পর আবার দুঃসাহসী হামলায় শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারলো যে গেরিলারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

অভিযান শেষ করে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান ঐ এলাকার অধিকাংশ গেরিলা গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের অসুবিধা এবং সমস্যাবলী নিয়েও আলোচনা হয়। ১১ই অক্টোবর হরিণায় ফিরে এসে সুলতান বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে বেশ কার্যকর অবস্থান গড়ে তুলছিলো। বস্তুতঃ সারা দেশটাই তখন বিরাট এক গেরিলা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিলো। ফলে যখন তখন ছেলেরা যেকোন দিকে অভিযান চালাতে পারতো। রাতগুলো ছিলো একান্তভাবেই তাদের। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা রাতের বেলায় পারতপক্ষে বাইরে বের হতো না।

আমাদের পক্ষে জনগনের সমর্থন ছিলো ব্যাপক। গেরিলাদের সাহায্যে আসতে পারলে লোকজন সম্মানিত এবং গর্ব অনুভব করতো। গেরিলাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার অপরাধে পাকিস্তানীরা বহু লোককে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে, সহায়-সম্পত্তি লুট করে সেই লুটের মালের বখরা পুরস্কার হিসাবে রাজাকার ও দালালদের দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জনগণের হৃদয় আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, যখন দেখেছে অল্প বয়সী তরুণেরা ভারী অস্ত্র-গোলাবারুদের ভারে ন্যুব্জ হয়েও দৃঢ়প্রত্যয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে শত্রুহননে এগিয়ে চলেছে। বাংলার জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানানোর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে দিনের পর দিন। দেশের ভেতরে অবস্থানকারী লোকজন যদি সেদিন এই ত্যাগ স্বীকার না করতো তাহলে অঙ্কুরেই আমাদের স্বাধীনত আন্দোলনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতো।

যুদ্ধের মুখোমুখি

আমরা সিদ্ধান্ত নেই, রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং যেসব সীমান্ত ফাঁড়িতে শত্রুর প্রহরা একটু কম, সেগুলো দখলের মাধ্যমেই আমাদের অভিযান শুরু হবে। প্রতিটি অভিযান শুরুর পূর্বেই ভারতীয়

গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের সহযোগিতা করবে। সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সীমান্ত ফাঁড়ি দখল পরিকল্পনার পেছনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো, সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) এইসব সীমান্ত ফাঁড়ি বা সীমান্ত এলাকা দখলের যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর দক্ষতা ও দুর্বলতা আমরা নিরূপন করতে পারবে।

(খ) সকলকে বুঝিয়ে দেয়া যে, লক্ষ্য অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। এবং আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এতে করে শত্রুরা গেরিলাবিরোধী তৎপরতা কমিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় আরো বেশী শক্তি নিয়োগ করবে। শত্রুদের এভাবে সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখতে পারলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে শত্রুর সংখ্যা কমে যাবে, ফলে গেরিলাদের কাজ করা আরো সহজ হবে।

(গ) এ ধরনের সংঘর্ষের মাধ্যমেই শত্রুর প্রস্তুতি এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রাও আমরা পরিমাপ করতে পারবো।

সীমান্তরেখা বরাবর আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীরা ঠিকই অভ্যান্তর ভাগের শক্তি কমিয়ে সীমান্তে এনে সৈন্য জড়ো করতে থাকে। এতে বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতি গেরিলাদের অনুকূল হয়ে ওঠে। অবশ্য, এই সঙ্গে কিছুটা অসুবিধাও দেখা দেয়। সীমান্ত এলাকায় শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের সেই পথ দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে প্রবেশের প্রায় সকল পথই শত্রুসৈন্যরা বন্ধ করে দেয়।

২২শে সেপ্টেম্বর চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি এবং প্রধান সড়কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বল্লভপুর এলাকা দখল করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাই। আক্রমণের আগে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী লক্ষস্থলের ওপর গোলাবর্ষণের মাধ্যমে শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থানগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

কিন্তু দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। কামানের গোলায় শত্রুর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। পাকিস্তানীদের বাংকারগুলো ছিলো খুব মজবুত। প্রতিটি প্রতিরক্ষা বাংকারেই শত্রুরা ভূগর্ভে কয়েকদিন থাকার মতো রসদপত্র মজুত করে রেখেছিলো। ঘাঁটিগুলোর মধ্যে আবার গভীর ট্রেঞ্চপথে যোগাযোগ ছিলো। তাছাড়া আমরা যা অনুমান করেছিলাম তার চাইতেও বেশী ছিলো তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সম্ভার।

চম্পকনগর সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো ক্যাপ্টেন মাহফুজকে। ফাঁড়ির ডান পাশ দিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করে আমি ওদের অগ্রসর হবার নির্দেশ দেই। কিন্তু লক্ষ্যস্থলের চারপাশে কয়েকশ' গজ এলাকায় গা ঢাকা দেয়ার মত তেমন কোন ফসলের ক্ষেত, উঁচু ভূমি অথবা বন-জঙ্গল ছিলো না। পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড় থেকে আমি যুদ্ধ পরিচালানা করছিলাম। ফাঁড়িটি থেকে এর দূরুত্ব ছিলো আটশত গজের মত। সেখান থেকে আমি লক্ষ্যস্থলের অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। অয়্যারলেসে মাহফুজ আমার সাথে যোগাযোগ রাখছিলো। আমাদের বাহিনীর 'কভার' দেয়ার জন্য কামানসহ ভারতীয় গোলান্দাজ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষকও আমার সাথে ছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার আগে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হলে আমাদের বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় শত্রুরাও প্রচন্ড বেগে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফাঁড়ির হান এবং বাম উভয় পার্শ্ব থেকেই একটি করে মেশিনগান আমাদের 'কোম্পনীকে' যথেষ্ট বিপাকে ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মাহফুজের একমাত্র অয়্যারলেস সেটটিও তখন বিকল হয়ে পড়ে। একটির বেশী দেবার মত মজুত কোন সেট আমাদের ছিলো না। অয়্যারলেস সেট নষ্ট হতেই মাহফুজ তার প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং আমার ও মাহফুজের মধ্যকার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই শুভপুর সেতুর দিক থেকে পাকিস্তানীদের কামানের গোলা আমাদের ওপর এসে পড়তে থাকে। এদিকে করেরহাট এলাকা থেকে আরো শত্রুসৈন্য দ্রুত চম্পকনগর এসে পৌঁছায়।

কামানের গোলা, বিশেষ করে এয়ারবার্স্ট শেল বিস্ফোরণের ফলে আমাদের কোম্পানীর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পাকিস্তানী মেশিনগানগুলোর সঠিক অবস্থান জানার জন্য আমি মাহফুজের সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করি। অবস্থান জানতে পারলে ভারতীয় কামান থেকে মেশিনগানের ওপর গোলাবর্ষণ করা যেতো। আমাদের অবস্থান থেকে আমি কিংবা ভারতীয় গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক কেউই মেশিনগানগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় আমাদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীকে আরো এগিয়ে যেতে বলা আত্মহত্যারই সামিল ছিলো।

বল্লভপুর এলাকাতেও আমাদের কোম্পানী কমান্ডারকে শুরুতেই থমকে পড়তে হয়। তার দুটি প্লাটুন লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু প্লাটুন কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তার হাতে কোন অয়্যারলেস সেট ছিলো না। প্লাটুন দুটির সন্ধান লাভের জন্য সে তখন বার্তাবাহক পাঠায়। তাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো ফুটে উঠতেই পাকিস্তানীরা আমাদের দেখে ফেলে এবং তাদের কামানগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই দুটি আক্রমণেই একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমরা সফল হতে পারিনি। কোম্পানী কমান্ডারদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমার কাছে অয়্যারলেস সেট ছিলো অপ্রতুল আর প্লাটুন কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোম্পানী কমান্ডারদের কোন অয়্যারলেস সেট ছিল না। নিজের প্লাটুনগুলোর সাথে সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকলে কোন কোম্পনী কমান্ডারের পক্ষে রাত্রে এ ধরনের আক্রমণ চালানো বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

সাময়িকভাবে আমরা ব্যর্থ হলেও এ দুটো প্রচেষ্টায় আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সেনারা যুদ্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। যথাযথভাবে পরিকল্পনা নেয়া হলে এবং যোগাযোগের সাজসরঞ্জাম ও ভারী অস্ত্রের সাহায্যে পাওয়া গেল, আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হতে পারবো।

যুদ্ধের তখন ছয় মাস চলছে। এ সময়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এগুলো পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর নতুন প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনাগুলোর একটি হচ্ছে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর। চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশ কোন সংকট এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে অঙ্গিকার করে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ভারত আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের সরকার এবং জনগণ বুঝতে পারে, বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সে ব্যাপারে এখন আর তারা একা নয়। অচিরেই এই প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রভাব ভারতে এবং বাংলাদেশে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত এতদিন পর্যন্ত খুব সন্তর্পণে এবং সাবধানে এগিয়ে চলছিলো। চুক্তির পর আমাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্যের ব্যাপারে তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়।

এদিকে দুই পক্ষেই যুদ্ধ পরিকল্পনা আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। গেরিলাদের মধ্যে যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রতিদিনই সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ চলতে থাকে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতেও হামলা ও অ্যামবুশ শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় ও পাকিস্থানীদের উভয় পক্ষের কামানের গর্জনে সীমান্ত এলাকা হয়ে ওঠে চরম উত্তেজনাময়।

এদিকে ২৮শে সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশী পাইলটরা ট্রেনিং শুরু করে। গোড়াপত্তন হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। প্রায় একই সময় পাকিস্তান নৌ-বাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌ-সেনা নিয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীরও গোড়াপত্তন হয়। সেপ্টেম্বররে দুটি নৌ-যানও আমরা সংগ্রহ করি। এম-ভি পলাশ এবং এম-পি পদ্মা নামের জাহাজ দুটি ছিলো কলকাতা পোর্ট কমিশনারের। প্রায় ৩৮ লাখ টাকা খরচ করে এগুলোকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। প্রতিটি নৌযানে দুটি করে ৪০ মিলিমিটার কামান (এল-৬০) বসানো হয়।

অক্টোবরের মধ্যে দুটি জাহাজই অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্ত্তত হয়ে ওঠে। ‘‘অপাশেন হট প্যান্টস’’ সাংকেতিক নামে শুরু হয় অভিযান, যার লক্ষ্য ছিলো খুলনা ও মঙ্গলা এলাকায় শত্রুপক্ষের নৌযানের ওপর আঘাত হানা এবং পসুর নদীর মোহনায় মাইন স্থাপন করা।

হতবুদ্ধি ইয়াহিয়া

অক্টোবর থেকে আমরা গেরিলাদের তৎপরতা সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে থাকি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে পণ্যসামগ্রী বাইরে প্রেরণ এবং বাইরে থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। বাইরের যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আবার যথারীতি দেশের ভেতর বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাচ্ছিলো। নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের সাফল্যজনক তৎপরতা সত্ত্বেও নৌ-যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বেশ কতগুলো কারণে পাকিস্তান সরকার তার নৌ-যোগাযোগ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলো।

(ক) বিদেশী শিপিং কোম্পানীগুলোকে পাকিস্তান সরকার যেকোন সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব করেছিলো।

(খ) অভ্যান্তরীণ নদীপথগুলোতে মোটামুটি ব্যাপকভাবে সশস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ নৌ-যানগুলোর চলাচলের ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো।

(গ) উপকূল এলাকা এবং সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে গানবোটের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়।

(ঘ) শত্রুরা নৌ-কমান্ডারদের কার্যপদ্ধতি জেনে যাওয়ায় তারা পর্যাপ্ত রক্ষাব্যাবস্থা গ্রহণ করে।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমরা বেশি করে নৌ-কমান্ডো নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। আমরা আরো যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করি সেগুলো ছিলোঃ

(ক) আই, ডব্লিউ, টি, এ- এর জাহাজগুলোতে ক্রু হিসেবে গোপনে নৌ-কমান্ডো নিয়োগ করা।

(খ) নদীর তীর এবং সাগরের উপকূল থেকে সুবিধাজনক দূরপাল্লার হাতিয়ারের সাহায্যে নৌ-যানগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো। এবং

(গ) এতদঞ্চলের আবহাওয়াগত কারণে সকাল-সন্ধ্যায় সৃষ্ট মৌসুমী কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ’লিমপেট’ মাইন দ্বারা পাকিস্তানী জাহাজসমূহ ধ্বংস করা।

১২ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষায় ‘জাতীয় জীবনের এই ভয়াবহ মুহূর্তে’ আল্লাহ এবং ইসলামের নামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন। বিরস, গম্ভীর এবং মদালস কণ্ঠে তিনি বললেনঃ-

(ক) পাকিস্তানের সমগ্র সীমান্ত বরাবর ভারত ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছে।

(খ) ট্যাংক, গোলন্দাজ ইউনিট এবং বিমান বাহিনীকে পাক সীমান্তের কাছে এনে জড়ো করা হয়েছে (তাঁর জিজ্ঞাসা, ‘এসবের অর্থ কি?’)। এবং

(গ) চট্টগ্রাম এবং মঙ্গলা বন্দরে নৌ-বাহিনীর ডুবুরীদের হামলা হয়েছে। সড়ক, রেলপথ ও সেতু ধ্বংস করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।

ইয়াহিয়ার এই বক্তৃতার বিশেষ কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। সবকিছুর জন্য তিনি বরাবর ভারতকেই দোষারোপ করেছেন এবং সচেতনভাবে মুক্তিবাহিনীর কথা এড়িয়ে গেছেন।

এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তিনি যুদ্ধ করার একটা অজুহাত খুঁজছেন। এক বদ্ধ উন্মাদ, যে মুক্তিবাহিনীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ক্রোধোন্মত্ত- তাঁর কথায় সেটাই প্রমাণিত হলো। ততদিনে আমরা তাকে আরো নির্মম আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলিছি।

জুলাই মাস থেকেই চট্রগ্রাম বন্দর এলাকার তেল সংরক্ষণাগারে একটা আক্রমণ চালানোর জন্য আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। এ কাজের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করা কয়েকটি ছেলেকে আলাদাভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু উপরোক্ত হাতিয়ার না পাওয়ায় অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। পাকিস্তানের বিমানের জন্য উচ্চ দাহ্যশক্তিসম্পন্ন জ্বালানী ভর্তি ট্যাংকগুলো ছিলো সংরক্ষণাগারটির প্রধান আকর্ষণ। ১৬ই অক্টোবর ট্রেনিংপ্রাপ্ত গণ-পরিষদ সদস্য জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে বিশেষ দলকে উক্ত তেল সংরক্ষণাগারে আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠানো হয়। আক্রমণের আগের রাতে শত্রুরা কিভাবে যেন শহরে গেরিলা দলের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। চট্রগ্রামে তারা যেখানে উঠেছিলো পাকিস্তানিদেরর সে এলাকা ঘিরে ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে একটি ড্রেনের ভেতর দিয়ে আমাদের পুরো দলটি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাদের অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যায়। ফলে আক্রমণের পরিকল্পনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

ওদিকে ইয়াহিয়া খান ভারত আক্রমণের একটি যথাযথ অজুহাত খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটি মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সমস্যা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো যাবে। তাঁর সমর-অধিনায়করাও সে ধরনের একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সৈয়দপুরে এক জনসমাবেশ পাকিস্তানীদের হস্টার্ন কমাণ্ডের কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল নিয়াজী ঘোষনা করলেন, উভয় ফ্রন্টেই পরবর্তী যুদ্ধ ভারতের মাটিতেই হবে। নিয়াজীর মুখ থেকে কথাটা বোধ হয় বেফাঁস বেরিয়ে পড়েছিলো-কারণ ইয়াহিয়া খান তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে যুদ্ধের কথা বলেননি। কিন্তু না বললে কি হবে, ২০ এবং ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানীদেররা সীমান্ত থেকে ভারতের পাঁচ মাইল অভ্যন্তরে কমলপুর গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ করলো। যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী উস্কানিমূলক তৎপরতায় বহুসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আহত হলো। একদিন পর ২৩শে অক্টোবর পাক বাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টের সম্ভাব্য রণাঙ্গনগুলোতে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

অঘোষিত যুদ্ধ শুরু

নভেম্বর নাগাদ ভারতের তিনটি কোরের অধীনে সাতটি পদাতিক ডিভিশন যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহন করে। কুম্ভীগ্রামের ঘাঁটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লীটকে সক্রিয় করা হয়। যেকোন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাদের ব্যাপক পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত।

ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব ফ্রণ্টে পাকিস্তানের সকল দুস্কর্মের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো। এ সময়ই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বেলুনিয়া পুনর্দখল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে অন্যান্য সেক্টরেও অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বেলুনিয়া ৫ই নভেম্বর আক্রমণের (ডি-ডে) দিন নির্ধারিত হয়।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর এক মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার অন্যতম সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা সেদিন রাত সাড়ে ৮টায় মারা যান। বেলুনিয়া অভিযানে তিনটি কোম্পানীকে তাঁর নেতৃত্বে রাখার পরিকল্পনা ছিলো। অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসতো, প্রশংসা করতো। আমি নিজেও দেখেছি কি নির্ভীকভাবে রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এরূপ

একজন অফিসারকে দেখলাম তাঁর ক্যাম্পের মধ্যে পড়ে আছেন, প্রাণহীন নিস্পন্দ। জায়গায়টি রক্তে ভেসে গেছে, মাথার খুলী ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে চারদিকে ছড়ানো। কয়েক মিনিট আগেও তিনি তাঁর সৈন্যদের সাথে কথা বলেছেন, পরের দিনের অভিযান সম্পর্কে কয়েকটি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, বাড়ি থেকে তাঁর খুব খারাপ খবর এসেছিল। বিগত কয়েক মাস ধরে আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে যুদ্ধ করছিলাম। অনিশ্চয়তা ও হতাশায় মনোবল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কিছু লোকের পক্ষে। আমার সেক্টরে বাড়িঘর নিয়ে কিংবা পারিবারিক কোন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। খুবই নিষ্ঠুর আদেশ সন্দেহ নেই, কিন্তু সৈনিকগণের ওপর ক্ষতিকর আবেগ সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্যেই এটা করতে হয়েছিলো। আমাদের দুর্ভাগ্য, ৪ঠা নভেম্বর রাত সোয়া ৮টার দিকে ক্যাপ্টেন শামসুল হুদাকে তাঁর বিছানায় বসে কি যেন চিন্তা করতে দেখা যায়। সীমাহীন এক অবসাদ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। এক সময় আপনার অজান্তেই তিনি স্টেনগান হাতে তুলে নিয়ে নলটি নিজের চিবুকে ঠেকান। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো ট্রিগার চালান।

বেলুনিয়া অভিযান নিয়ে আমি তখন ভারতীয় ব্রিগেড কমাণ্ডারের সাথে আলোচনা করছিলাম। খবর পেয়ে প্রথম বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্তু কঠিন বাস্তবতাকে এক সময় স্বীকার করে নিতেই হলো। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামীকালই অভিযান শুরু হবে। পুরো একটা জাতির ঘোর দুর্দিনে ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডীগুলো আমরা শুধু মনে মনেই রাখতে পেরেছি, আর কিছু করতে পারিনি সেদিন।

নিয়মিত পদাতিক বাহিনী এবং মিলিশিয়া নিয়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানের শক্তি ছিলো দুই ব্যাটালিয়নের মতো। এক ব্যাটালিয়ন ছিলো উত্তরের অংশ এবং বাকী অংশ ছিলো দক্ষিণ ভাগে। শক্তিশালী বাংকার তৈরী করে এবং বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাইন পেতে তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। এ সমস্ত অবস্থান সম্পর্কে সন্ধান না নিয়ে আক্রমণ চালালে অহেতুক লোকক্ষয় হতে পারে। কোনভাবে উত্তরের অংশের শত্রুদলকে বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন অংশে সাহায্য সহযোগিতা প্রেরণ বন্ধ করতে পারলে পাকিস্তনীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আত্মসমর্পণ না করলেও কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নেই, উত্তরের এবং দক্ষিণের এই দুই অংশের মাঝামাঝি কোন স্থানে অতি সন্তর্পণে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে অবস্থান গ্রহণ করবো। ট্রেঞ্চ এবং বাংকার গড়ে তুলব রাতারাতি। এবং পরদিন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লেই পাকিস্তনীরা দেখতে পারবে তাদের উত্তরের অংশ দক্ষিণের বাহনী থেকে রাত্রির অন্ধকারে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে বসে আছে তাদের যমদূত মুক্তিসেনারা।

নভেম্বর ৪ তারিখ। অন্ধকার এবং শীতের রাত। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে। ক্যাম্প ছেড়ে বেলনিয়া অভিযানে এগিয়ে চলে মুক্তিসেনাদের দল। সৈন্যদের দীর্ঘসারি যাত্রা শুরু করতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টির সাথে বাতাসের বেগও বেড়ে যায়। হাড় কাঁপানো শীতে আমাদের ঠোঁট কাঁপছিল। আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কষ্ট হলেও বস্তুত আমাদের সুবিধেও ছিলো যথেষ্ট। আবহাওয়া খারাপ দেখে সে রাতে শত্রুদের টহলদাররা আর বাইরে বেরোয়নি। তারা ধারণাও করতে পারেনি যে এই রাতটিকেই আমরা বেছে নেবো। দমকা বাতাসের গর্জনে আমাদের চলাফেরা এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার আওয়াজ তলিয়ে যাচ্ছিলো। ভোর হতে না হতেই আমাদের সবগুলো কোম্পানী যার যার জায়গায় পৌছে প্রতিরক্ষামূলক ট্রেঞ্চে অবস্থান গ্রহণ করে। আমরা তখন শীতে প্রায় জমে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়ে পরিষ্কার সূর্যালোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দেরি না করে আমরা নিকটবর্তী শরণার্থী শিবির এবং গ্রাম থেকে লোক নিয়ে সাজসরঞ্জাম বহনের ব্যবস্থা করি। যানবাহন চলাচলের জন্য পাহাড় এবং ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে চার মাইল দীর্ঘ রাস্তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়। হাজার হাজার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিনরাত কাজ করে চলে। তিনদিনের মাথায় রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের সাহায্য করার জন্য বেসামরিক লোকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করি। ফলে আমাদের মনোবল বেড়ে যায় বহুগুণ।

একজন অধ্যাপক বাংকারের জন্য সি, আই, সিটের বোঝা মাথায় বহন করেছেন্ চার মাইল পথ অতিক্রম করে টিনগুলো যথাস্থানে নামিয়েই আবার তিনি পেছন দিকে দৌড়ে গেছেন আরেক বোঝা আনতে। ছয় বছরের একটি ছেলেকে দিয়ে কোন কাজ করানো হবে না বলাতে সে সেদিন কেঁদে ফেলেছিলো।

আমাদের এই অবস্থান গ্রহণ করায় শত্রুর মধ্যে তেমন কোন ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। তারা হয়তো ভেবেছিলো, এটাও মুক্তিফৌজের এ্যামবুশ ধরনের কিছু একটা হবে্ তারা মুক্তিবাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার জন্য একটি কোম্পানী পাঠায়। কিছুক্ষণের সংঘর্ষে ২৯ জন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং অন্যেরা উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যায়। এমন কি তারা লাশগুলোও নিতে পারেনি ৭ই নভেম্বর দুটি স্যাবর জেট সারাদিন আমাদের অবস্থানের ওপর স্ট্র্যাপিং করে। এতে আমাদের টিন বহনকারী একজন বেসামরিক লোক নিহত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, শত্রুরা তেমন ব্যাপক আকারে আমাদের আক্রমণ করতে আসছিলো না। তাছাড়া, উত্তর অংশে পাকিস্তনীদের আমরা যেভাবে ঘেরে ফেলেছিলাম- সেখান থেকে তাদের মুক্ত করারও তেমন কোন চেষ্টাও করছিলো না আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম. পাকিস্তানীরা এতদিনের আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এ সময়ে বেলুনিয়ায় পাকিস্তানীদের একটি অয়্যারলেস বার্তা আমরা ‘ইন্টারসেপ্ট’ করি। সেটা ছিলো-‘‘বেলুনিয়া থেকে নিজেরাই পালাবার ব্যবস্থা করো’’।

কয়েকজন শত্রুসেনা আমাদের ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টাও করেছিলো, কিন্তু তারা আমাদের গুলিতে নিহত হয়। ১১ই রভেম্বরের মধ্যে আমরা অবশিষ্ট শত্রুসেনাদের ধ্বংস করে ফেলি। বেশ কিছু পাকিস্তানী আমাদের হাতে বন্দী হয়।

যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুর্ভাগ্যের কথা আমরা জানতে পারি। সর্বত্রই শত্রুসৈন্যদের একটা সাধারণ অভিযোগ ছিলো যে, অফিসাররা তাদের সাথে ফ্রন্ট লাইনে থাকতো না। শুধু গোলাগুলি ছাড়া অন্য সবকিছুরই অভাব ছিলো। তাদের তিক্ত অভিযোগঃ ‘‘এমন কি খাদ্যের জন্যও আমাদেরই ব্যবস্থা করতে বলা হতো।’’ প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধবন্দীদের কাছে এবং মৃত সৈনিকদের পকেটে অনেক চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা। কিন্তু পাঠাতে পারেনি। এসব চিঠিতে তাদের করুন অবস্থা এবং প্রতিটি স্তরে শৃংখলার কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার এক করুণ চিত্র পাওয়া যায়। এই ছিলো তাদের সাফল্য- মাসের পর মাস দস্যুবৃত্তি, পাশবিক অত্যচার এবং যাবতীয় জঘন্য অপরাধের উপযুক্ত পুরস্কার। একজন সিপাই তার বাবাকে লিখেছেঃ ‘‘গত মাসে এগারোশত টাকা পাঠিয়েছি, বোধহয় পেয়েছেন। দুদিন যাবৎ অজ্ঞাতপরিচয় এক স্থান অভিমুখে আমরা চলেছি। গতকাল মুক্তিবাহিনীর হামলার মুখে পড়েছিলাম। এতে আমাদের প্লাটুনের দু’জন মারা গেছে। এর আগে খালের পানিতে পড়েও একজন মারা যায়। এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়। যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু বড় বড় নদী আর পুকুর।

লোকজন ভয়ে আমাদের কাছে ঘেঁষতে চান না। গ্রাম থেকে আমরা খাবার সংগ্রহ করি, কিন্তু এরজন্য কোন দাম দেই না। আমাদের অফিসাররাও কোন দাম দেয় না। আমরা এখন একটি গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছি। কাল সকালেই আবার রওয়ানা হতে হবে। রাতে চলাফেরা করতে পারি না। এখানে অনেক মুক্তিফৌজ। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।’’

পরদিন ভোরই মুক্তিবাহিনী এই প্লাটুনটি অ্যামবুশ করে। ফলে দলের আরো দশজন সৈন্য মারা যায়। নিহতদের একজনের পকেটেই চিঠিটি পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা বেলুনিয়া অভিযানের আয়োজন করেছিলাম ৪ঠা নভেম্বর। অর্থাৎ এই তারিখ থেকেই সীমিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে হলেও, ভারতীয়রা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। আর ৫ই নভেম্বর শুরু হয়ে যায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার অঘোষিত যুদ্ধ।

যুদ্ধ পরিকল্পনা

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বেলুনিয়া থেকে শত্রুসেনাদের পুরোপুরি বিতাড়িত করি। পাকিস্তান রেডিও অবশ্য তখনো বেলুনিয়া তাদরে দখলে আছে বলে সমানে প্রচার করে চলেছিলো। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একদিকে মিথ্যা প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলো অপরদিকে ঢাকা-চট্রগ্রাম রোডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র ফেনী থেকে ক্রমান্বয়ে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছিলো।

২১শে নভেম্বর ঢাকা থেকে এপি প্রতিনিধি একটি বার্তায় বলেন, পাকবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের মধ্যে মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তনীদের যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তাতে ভারতের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা যে কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। ঢাকা-চট্রগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে গেরিলাদের হামলায় পর্যুদস্ত পাকিস্তানিরা দিশেহারা। এ সময়ে মুক্তিফৌজ অন্তত সাতটি থানার ওপর আক্রমণ চালিয়ে থানাগুলোকে মুক্ত করেছে। দেশের অধিকাংশ স্থানে মুক্তিবাহিনী বিদ্যুৎ সরবরাহ চরমভাবে ব্যাহত করেছে। বন্দরে কাজকর্ম বন্ধ। শিল্প কারকানার শ্রমিকরা যে যার বাড়ির পথ ধরেছে। বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলে মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজাকার এবং দালালদের বিচার শুরু হয়ে গেছে। মুক্তিফৌজের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি এবং অভিযানের তীব্রতায় ইয়াহিয়া কান এবং নিয়াজী বেসামাল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাকিস্তানিরা বিতাড়িত হচ্ছিলো, প্রতি মুহূর্তে লোকক্ষয়ের সংখ্যা বাড়ছিলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পূর্ব পাকিস্তান শিগগিরই হাতছাড়া হয়ে যাবে এই আশংকায় তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর এই আশংকা সত্য হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্ট কয়েকটি ডিভিশন তাদের হারাতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান কয়েকবারই পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আকাশসীমা লংঘন করে। পূর্ব ফ্রন্টে নিয়াজী দুঃসাহসী একটা কিছু করে তার সৈন্যদরে মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটের নিকটবর্তী ভারতীয় বয়রা গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাংক, কামান ও জঙ্গী বিমান তাদের সহযোগিতা করেছিল। এতে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য নিহত। তবে বেশী মারা যায় বেসামরিক ব্যক্তিরাই বিপুল সংখ্যক লোক আহতও হয়। বরতের মাটিতেই যুদ্ধ হবে নিয়জী বোধ হয় তার এই দম্ভের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশের অনুমতিও তিনি নিশ্চয়ই ইয়াহিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এর খেসারতও তাকে হাতে হাতে পেতে হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণে তারা শুধু পেছনেই হটে আসে না, ১৩টি শেফি ট্যাংক এবং ৩টি স্যাবর জেটকে এই সীমিত যুদ্ধে হারিয়ে ফিরে আসতে হয় নিজ এলাকায়। দুজন পাকিস্তানী পাইলট বন্দী হয় ভারতের হাতে।

এসব উস্কানিতেও মিসেস গান্ধী ছিলেন স্থির। পাকিস্তানী কামানের গোলায় ভারতের বেসামরিক লোক হতাহত হচ্ছিল। বিষয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ছিল প্রচুর। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল তীব্র ক্ষোভ প্রাশ করতে থাকে। মিসেস গান্ধি অবশ্য আশা করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বৃহৎ শক্তির সুমতি হবে। তারা ইচ্ছা করলে ইয়াহিয়াকে দিয়ে বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করিয়ে সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করাতে পারবেন।

২১ নভেম্বর পাকিস্তান সমূহ বিপদ টের পেয়ে জাতিসংঘে এক নালিশ দায়ের করে বসে। তার বক্তব্য, ভারতীয় সেনাবাহিনী ১২টি ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের চারটি সেক্টরে আক্রমণ শুরু করেছে। একই দিন ইয়াহিয়া সারা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারি করেন। এর চারদিন পর অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তান সফররত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক চীনা প্রতিনিধিদলের ভোজসভায় ইয়াহিয় বক্তৃতাচ্ছলে জানিয়ে দেন যে, হয়তো দিনদশেকের মধ্যে আমাকে আর এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে কারণ আমাকে সম্ভবত যুদ্ধে যেতে হবে।

২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনী পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় শহর বালুরঘাটের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় এক ব্রিগেড পাকসেনা হিলিতে ভারতীয় অবস্থানের ওপর আক্রমণ

করে। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংক বহরও ছিল। প্রথম দফায় পাকিস্তানীদের ৮০ জন সৈন্য ও চারটি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। পরের দিন দ্বিতীয় দফা হামলার সময় তিনটি পাকিস্তানী ট্যাংক আটক করা হয় এবং তাদের বহুসংখ্যাক সৈন্য প্রাণ হারায়। ভারতীয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতিও ছিল ব্যাপক। এবার ভারতীয়রা প্রতিশোধ নিয়ে এগিয়ে আসে বিপুল শক্তিতে। তারা আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হয়ে বাংলাদেশের ভেতর কয়েক মাইল ঢুকে পড়ে। ভারত সরকার আগেই তার সৈন্যদের সীমান্ত এলাকায় সীমিত আকারে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশ ছিল, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি দেখা দিলে সৈন্যরা তা নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। ভারত তখন শুধু তার সীমান্ত রক্ষাই নয়, প্রয়োজন দেখা দিলে সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও পুরোপুরি প্রস্তুত।

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রস্তাব দেন যে, ভারত এবং পাকিস্তান দুই পক্ষকেই সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খান বাহ্যত প্রস্তাবে সম্মতি জানান। অপরপক্ষে ভারত এই শর্তে সম্মত হয় যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ এবং এদেরকে সরিয়ে নেয়া না হলে এই অঞ্চলে শান্তি আসবে না। এই সব প্রস্তাব যখন আদান-প্রদান হচ্ছিলো পাকিস্তান তখন পশ্চিম ফ্রন্টে রাতের অন্ধকারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে। এ ঘটনা ১লা ও ২রা ডিসেম্বর। ২রা ডিসেম্বরেই পাকিস্তান সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটানোর অসৎ উদ্দেশ্য মরিয়া হয়ে আগরতলার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গোলাবর্ষণ করে। এদিন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসে কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মিসেস গান্ধি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তথাকথিত বৃহৎ শক্তিবর্গ যেভাবে চাইবে সেভাবে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। ভারতের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেই দিকে, দৃষ্টি রেখে আজ আমাদের কাজ করতে হবে।

অক্টোবর মাসেই জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে পাকিস্তানীদের প্রথম যুদ্ধপ্রস্তুতি লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের সমরপ্রস্তুতি এবং তৎসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থার ক্রম অবনতি এবং কোটি কোটি বাঙালীর চরম দুর্দশার প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলোর উদাসীনতা লক্ষ্য করে ভারত সরকার তখনই তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সম্ভাব্য আপৎকালের জন্য পুরোপুরি হুঁশিয়ার থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এর আগে তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে সে কথা ইন্দিরা গান্ধী ভুলে যাননি।

ভারতের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধে পাকিস্তান পশ্চিম ফ্রন্টে প্রথম অভিযানেই রাজনৈতিক এবং রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যতোদূর সম্ভব বেশী এলাকা দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনায় ছিলো, একটি সাঁজোয়া হিভিশন এবং দুটি পদাতিক ডিভিশন এগিয়ে গিয়ে ভারতের ওপর হামলা চালাবে। দরকার হলে আক্রমণকারী ডিভিশনগুলোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরো পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্য পাঠানো হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্তিত পাক সেনাবাহিনীর বাকি অংশের দায়িত্ব ছিল সমস্ত বরাবর ভারতীয় বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো প্রলুব্ধকারী হামলার পরিকল্পকারী করা হয়। পাকিস্তানীরা আশা করেছিল এইসব প্রলব্ধকারী হামলায় বিভ্রান্ত হয়ে ভারত তার সেনাবাহিনীকে বিশেষ করে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী রিজার্ভ বাহিনীকে মূল রণাঙ্গন থেকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে ফেলবে। ফলে পাকিস্তানের মূল আক্রমণকারী বাহীনীর পক্ষে অতি সহজে এবং স্বল্প প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা এবং জয়লাভ করা সম্ভব হবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে পাকিস্তান তার১২ পদাতিক ডিভিশনের ওপর পুঞ্চ এলাকা দখল করার দায়িত্ব অর্পণ করে। পাকিস্তান আশা করেছিল, পুঞ্চ এলাকায় হামলা চালালে জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনী এ এলাকাতে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে ফলে তারা আর চেনাব নদীর দক্ষিণে যাবার সুযোগ পাবে না। সেই ফাঁকে পাকিস্তান চেনাব নদীর দক্ষিণে তার মূল হামলা চালিয়ে সফল হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের এই ডিভিশনটি কাশ্মীরেই অবস্থান করেছিলো এবং এর অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীরেরই লোক।

পাকিস্তানে আরো পরিকল্পনা করেছিলো যে রাভী নদী বরাবর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে তারা নওশের-রাজৌরি এলাকা দখল করে ফেলবে। এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো গুজরাটে অবস্থিত ২৩ পদাতিক ডিভিশনকে।

১নম্বর কোরের ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো সাকারগড় এলাকায় ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার। প্রলুব্ধকারী হামলা চালিয়ে ভরতীয় বাহিনীকে ঐ এলাকায় যুদ্ধে নামাবার পরিকল্পনা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল আসল আক্রমণ এলাকা সম্পর্কে যেন ভারত কিছুই বুঝে উঠতে না পারে।

লাহোর এবং কাসুর সোলেমানকি এলাকায় ৪ নম্বর কোরকে ইরাবতী এবং গ্রান্ড ট্র্যাংক রোডের মধ্যবর্তী চানগানওয়ালা নালা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্ব দেয় হয়। রহিম ইয়ার খান এবং করাচীসহ কচ্ছের রানের মধ্যবর্তী এলাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় ১৮ পদাতিক ডিভিশনের ওপর।

ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ভূখন্ড বিশেষ করে জম্মুকাশ্মীর সেক্টরের বেশ কিছু এলাকা প্রথমেই দখল করে ফেলতে। যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা খোয়া গেলে ভবিষ্যতে তা উদ্ধারের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের এই দখলকৃত জায়গার বিনিময়েও তিনি দর কষাকষি করতে পারবেন, এই ছিলো তার আশা।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে তাকে প্রথমেই আক্রমণাত্বক ভূমিকা নিতে হবে এবং পূর্বাঞ্চলে জেনারেল নিয়াজীকে রাখা হবে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার ইস্টার্ন কমান্ড অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য সীমিত সংখ্যক আক্রমণাত্মক অভিযানসহ প্রধানত আত্মরক্ষামূলক তৎপরতার ভিত্তিতে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। গুটিকয়েক আক্রমণাত্মক অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল শুধু যুদ্ধটাকে ভারতের মাটিতে গড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সীমান্তে রেখার যতো কাছে অবস্থান দেয় যায় ততদূর পর্যন্ত এলাকা নিয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার যতোগুলো পথ রয়েছে সেই সবগুলো পথেই এই ধরনের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং যোগাযোগ কেন্দ্র যেমন চট্রগ্রাম, ফেনী, লাকসাম, চাঁপুর, কুমিল্লা,আখাউড়া, দাউদকান্দি, ভৈরব, ঢাকা,খলনা, যশোর, ঝিনাইদহ এবং বগুড়ার চারপাশে চুড়ান্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যে কোনো মূল্যে ঢাকাকে রক্ষা করাই ছিল পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

এই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে পাল্টা আঘাত (কাউন্টার অ্যাটাক) হানার জন্যেও প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের এই বিস্তারিত রণপরিকল্পনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সফরকালে অনুমোদন করেছিলেন। পরিকল্পনা প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধারা যাতে কোনো শহর দখল করে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। কারণ এটা করতে পারলেই তারা বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করবে। পাকিস্তানিরা অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে তিন থেকে চার সপ্তাহ চলার মতো গোলাগুলি, রসদপত্র রাখার এবং পশ্চাৎবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ রাখার ব্যবস্থাও করে। অগ্রবর্তী ঘাঁটি রক্ষা দুস্কর হয়ে পড়লে সেখান থেকে যোগাযোগ কেন্দ্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পশ্চাদপসরণ করে সে সব স্থান রক্ষার জন্য লড়াই করে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

কয়েকমাস ধরে পাক সেনাবাহিনী এসব প্রতিরক্ষা ঘাঁটির সকল ব্যবস্থা নিয়ে বেশ তৎপর ছিল। তারা হাজার হাজার কংক্রিটের বাংকার এবং পিল বক্স নির্মাণ করে। ট্যাংক চলাচল ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য পথগুলোতে গভীর নালা কেটে রাখে।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের অর্থের কোনো অভাব ছিল না। শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর নাম করে ইয়াহিয়া খান মোটা অংকের অর্থ যোগাড় করেছিলেন। আসলে ভারত থেকে তখনো কোনো শরণার্থী ফিরে আসেনি। অল্প সংখ্যাক যারা এসেছিলো তারাও সেনাবহিনীর তথ্যকথিত অভ্যর্থনা কেন্দ্র দিয়ে ফিরে আসেনি। তারা যে পথে ভারত গিয়েছিলো সেই গোপন পথেই ফিরেছে। মাঝ থেকে শরণার্থীদের জন্য পাওয়া পুরো টাকাটাই প্রতিরক্ষা বাজেটের অংশ হিসেবে নিয়াজীর হাতে তুলে দেয় হয়। বেলুনিয়ার একটি মাত্র ট্যাংকবিরোধী নালা তৈরী করতে পাকিস্তানীরা প্রায় ২০ লাখ টাকা করচ করে।

অপরপক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা এবং পূর্ব ফ্রন্টে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশ মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অবশ্য পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় সেনাবাহিনী অনুকুল পরিস্থিতির সুযোগে কোন কোন সেক্টরে পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যতোদুর সম্ভব অগ্রসর হওয়ারও পরিকল্পনা করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরুপঃ

(1) যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে (সর্বাধিক তিন সপ্তাহের ভেতরে) মুক্তিফৌজের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্বাধীন করা।

(2) চীন দেশের দিক থেকে সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা।

(3) আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সংহতি রক্ষা এবং

(4) নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং মিজোরাম এলাকায় বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার দমন করা।

এই কাজগুলো মোটই সহজসাধ্য ছিলো না। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত। পুরো দেশ জুড়ে রয়েছে নদীনালা খাল বিল। এগুলোর জন্য যে কোনো বাহিনীর অভিযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য।

এই সব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক অবস্থানের মূল্যায়ন করে বাংলাদেশকে মোটামুটি চারটি পৃথক সেক্টরে ভাগ করা হয়। এই সব সেক্টরে ভারত এবং পাকিস্তানীদের অবস্থান ছিলো নিম্নরূপঃ

১। উত্তর পশ্চিম সেক্টর : যমুনার পশ্চিম এবং পদ্মার উত্তরের অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সেক্টরের আওতাধীন জেলাগুলো ছিলো রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের অধীনে পাকিস্তানের ১৬ ডিভিশন এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলো নাটোরে। এই সেক্টরে সর্বত্র এবং বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, হিলি ও রংপুরে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো।

পাকিস্তানী ১৬ ডিভিশনের মোকাবিলায় ভারত তার ৩৩ কোরের (লে. জেনারেল থাপা) অধীনে দুটি মাউন্টেন ডিভিশনকে নিয়োজিত করে। এই ডিভিশনগুলোর সহায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলো ডিবিশনাল গোলন্দাজ বাহিনী, একটি মাঝারি ট্যাংক রেজিমেন্ট এবং হালকা উভয়চর ট্যাংকের (পিটি-৭৬) আর একটি রেজিমেন্ট। ভারতীয় ডিভিশনগুলো ছিলো উত্তরে কুচবিহার জেলায় ৬ মাউন্টেন ডিভিশন, বালুরঘাট এলাকায় ২০ মাউন্টেন ডিভিশন এবং শিলিগুড়ি এলাকায় ৭১ ব্রিগেড। বাংলাদেশে অভিযানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও ৩৩ কোরকে সিকিম ও ভুটানের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য চীনা আগ্রাসন প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো।

২। পশ্চিম সেক্টর : পদ্মার দক্ষিণ এবং পশ্চিম এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালি। এই সেক্টরের মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের ৯ পদাতিক ডিভিশন মোতায়ন করা হয়। এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল যশোরে।

পাকিস্তানী ৯ পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলায় ভারতীয় পক্ষে ছিলো জেনারেল রায়না'র কমাণ্ডে নবগঠিত ২ কোর। এই কোরের আওতায় দুটি ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল দলবীর সিং-এর নেতৃত্বে ৯ পদাতিক ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল মহিন্দর সিং বারার-এর নেতৃত্ব ৪ মাউন্টেন ডিভিশন। জেনারেল রায়নার সহায়তায় আরো ছিল দুটি ট্যাংক রেজিমেন্ট এবং ডিভিশনের সহায়ক গোলন্দাজ বাহিনী।

৩। উত্তর সেক্টর : এই সেক্টর গঠিত হয়েছিলো ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে। পাকিস্তানীদের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্ব ছিল ব্রিগেডিয়ার এ কাদেরের নেতৃত্বে ৯৩ ব্রিগেড এবং এর আওতায় ৩১ বালুচ ও ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, আধা সামরিক বাহিনী (নবগঠিত ইপিসিএপি-এর দুটি উইং), কয়েকটি মুজাহিদ ইউনিট এবং একটি মর্টার ব্যাটারি। এই এলাকার উত্তরাংশ পাকিস্তানীদের প্রধান শক্তি ছিল লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট। এদেরকে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদই ছিলো সবচাইতে বেশী সংখ্যক বাঙালীকে হত্যার প্রধান হোতা। কমলপুর-খকশীগঞ্জ-জামালপুর এবং হাতিবান্ধা শেরপুর জামালপুর বরাবর যে এলাকা রয়েছে তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিলো এই রেজিমেন্টের ওপর। এছাড়া ডালু-হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ বরাবর এলাকার দায়িত্ব এরা পালন করতো।

এই সেক্টরের বিপরীতে ভারতীয় মেঘালয় এলাকায় ছিলো ১০১ কমুনিকেশন জোন। এই জোনের আওতাধীন ভারতীয় সৈন্যরা আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে দায়িত্ব পালনরত সৈন্যদের চলাচল ও রক্ষাণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতো। এই এলাকায় ভারতীয়দের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না থাকায় বিরাট বাহিনীর পক্ষে এখানে দীর্ঘস্থায়ী তৎপরতার চালানো সম্ভব ছিল না। তাই এই সেক্টরে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা ছিলো সীমিত। এলাকাটি প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং। তাঁর অধীনে ছিলো ব্রিগেডিরা হরদেব সিং ক্লেয়ার-এর নেতৃত্বে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ এবং ২৩ পদাতিক ডিভিশন থেকে আনীত একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। এখানে ভারতীয় বাহিনীকে সহযেগিতা করেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল এলাকার সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা।

৪। ইস্টার্ন সেক্টর : মেঘনায় পূর্ব পার্শ্বের এলাকা নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের জেলাগুলো হচ্ছে সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম। পাকিস্তান এই সেক্টরে তাদের ১৪ ডিভিশন এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন মোতায়েন করেছিলো। মেজর জেনারেল আবদুল মজিদের নেতৃত্বে ১৪ ডিভিশনের সৈন্যরা কুমিল্লা পর্যন্ত এলাকার দায়িত্বে ছিলো। ২০২ ব্রিগেড সিলেট, ২৭ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া, ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা, ৩১৩ ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়া উত্তরাঞ্চল ও মৌলভীবাজার এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। ৫৩ পদাতিক ব্রিগেড ছিলো লাকসাম ও ফেনীর দায়িত্বে।

চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার দায়িত্বে ছিল পাকিস্তানের ৩৯ পদাতিক ডিভিশন। কমাণ্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান।

ভারতের পক্ষে এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলো লে. জেনারেল সগত সিং-এর নেতৃত্বাধীন ৪র্থ কোর। তার অধীনে ছিলো মেজর জেনারেল কৃষ্ণরাও- এর অধীনে ৮ম মাউন্টেন ডিভিশন, মেজর জেনারেল গনজালভেস-এর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল আর, ডি হিরার অধীনে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন। বাংলাদেশের ৮টি ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের ১ থেকে ৫ নম্বর সেক্টরের সকল ট্রুপসকে সগত সিং-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। অভিযান সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়াও ৪র্থ কোরের ওপর আগরতলা শহর, বিমান ঘাঁটি এবং ঐ এলাকায় বিমান বাহিনীর সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষার ভার ছিলো।

প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের ১৪ ডিভিশনের কেবল ৪টি পদাতিক ডিভিশন ছিলো। ২৮শে মার্চের মধ্যে ৯ এবং ১৬ ডিভিশন দুটি এখানে চলে আসে। এরপর বাংলাদেশে তারা আরো দুটি ডিভিশন গড়ে

তোলে। এই দুটি ছিলো ৩৬ এবং ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশন। ১৯৭১-এর অক্টেবরের মধ্যে পাকিস্তান এখানকার সবগুলো ডিভিশনের পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে। ডিভিশনগুলোর সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ছিলো গোলন্দাজ ও ভারী মর্টার বহর এবং ট্যাংক বহর। আমেরিকান শেফি ট্যাংক চিলো ৬০টি। বিমান বাহিনীতে ছিলো ২০ খানি এফ-৮৬ স্যাবর জেট এবং নৌবাহিনীতে ছিলো অজ্ঞাত সংখ্যাক গানবোট এবং অন্যান্য উপকূলীয় নৌযান।

এর মোকবিলায় ভারত তার ৭টি পদাতিক ডিভিশনকে এই এলাকায় যুদ্ধ করার জন্য নিয়োজিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টে আক্রমণাত্নক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং চীন সীমান্তে সম্ভাব্য হামলা মোকবিলায় প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়োজিত করার পর বাংলাদেশে যুদ্ধ চালনার জন্য ভারতের হাতে এই ৭টি পদাতিক ডিভিশন ছাড়া আর কোনো নিয়মিত ফোর্স ছিলো না। এইগুলোর মধ্যে ৬টি ছিল পুর্ণাঙ্গ ডিভিশন এবং ২টি স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড। ডিভিশনগুলোকে যুদ্ধে পূর্ণ সহায়তা দেয়ার জন্য ছিলো হালকা এবং মাঝারি পাল্লার গোলন্দাজ বহর, পিটি-৭৬ ধরনের উভচর ট্যাংকের দুইটি রেজিমেন্ট এবং টি-৫৪ ধরনের একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট। এছাড়া ৩টি স্বতন্ত্র ট্যাংক স্কোয়াড্রন এবং দুটি দ্রুত চলাচলে সক্ষম (মেকানাইজড) ব্যাটালিয়নকে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৭টি জঙ্গী বোমারু বিমানের স্কোয়াড্রন এই এলাকার জন্যে নিয়োজিত করা হয়। এছাড়া ছিলো সৈন্য পরিবহনের জন্য কিছু সংখ্যক হেলিকপ্টার। বিমানবাহিনী জাহাজ আই.এন,এস ভীক্রান্ত সহ ইস্টার্ন ফ্লীট ছিলো এই অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। বাংলাদেশের উপকূলের অদূরবর্তী সমগ্র সাগর এলাকা অবরোধের দায়িত্বে ছিলো এই ইস্টার্ন ফ্লীটের উপর ন্যস্ত। যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে সৈন্য কিংবা সমসরঞ্জাম নিয়ে আসা নিয়াজীর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।

এটা সাধারণ মাপকাঠি হিসাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে কোনো আক্রমণ পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রতিটি আত্নরক্ষাকারী সৈনিকের বিরুদ্ধে তিনজন আক্রমণকারী নিয়োগ করতে হবে। পূর্বাঞ্চলে ভারত কিন্তু সেই অনুপাতে পাকিস্তানের চাইতে শক্তিশালী ছিল না। অনুপাত যেখানে ৩:১ হওয়া দরকার, সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনামূলক অনুপাত ছিলো ২:১। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরা যে ৭টি ডিভিশন পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশী সৈনিক পাওয়ার আর কোনো আশাই করতে পারতেন না এবং এই বাহিনী দিয়েই তাকে তার আরদ্ধ কাজ সমাধা করতে হবে। এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে জেনারেল অরোরার আস্থা ছিল জয়ী তিনি হবেনই। বাংলাদেশের সমগ্র বাহিনী তাঁর সহযোগিতায় প্রস্তুত ছিলো। এর মধ্যে নিয়মিত ব্রিগেডগুলো ছিলো কে ফোর্স, এস ফোর্স এবং জেড ফোর্স। ৯টি সেক্টরের ২০ হাজার বাঙালী সেক্টর ট্রপস অস্ত্র হাত প্রস্তুত। এক লাখ গেরিলা সর্বত্র শত্রুকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিলো। সর্বশেষ এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তৈরি হয়েছিলো। ইয়াহিয়া কিংবা নিয়াজীর জন্য তাদের অন্তরে করুণার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিলো না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই বাঙালীদের এই ঘৃণা পাকিস্তানের পরাজয় এক রূপ নিশ্চিত করে রেখেছিলো।

জনসাধারণের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত ভারতের বিজয় নিরূপণ করা হয়েছিলো। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ ততোদিনে রাইফেল, এলএমজি, স্টেনগান ইত্যাদি চালানো কিংবা গ্রেনেড নিক্ষেপের কায়দা কানুন শিখে ফেলেছিল। শত্রুপক্ষের খবরা খবর সংগ্রহ করা এবং প্রায় সকল ধরনের অস্ত্রের পরিচিতি সম্পর্কে তারা মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। কোন অস্ত্রটি কোন দেশের তৈরী তাও অনেকে বলতে পারতো। আমার ২ নাম্বার সাবসেক্টরে আট বছরের একটি ছেলে প্রায় প্রতিটি টহলদের পার্টির সাথেই স্কাউট হিসেবে কাজ করতো। দিনের বেলা সে একাই চলে যেতো শত্রুর সব কিছু দেখে আসার জন্য। ফিল্ড ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে সে

আমাদের বুঝাতো : এই হচ্ছে বল্লবপুর গ্রাম স্যার। আর এখানে আছে বড় একটা পুকুর। মেশিনগানটি বসানো আছে এখানে। এই এলাকায় মাইন লাগানো আছে। কিন্তু স্যার গরু বাছুর এখান দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি কিছুই হয়নি। তাই ওটা নিশ্চয়ই ভুয়া মাইন ক্ষেত্র। এই যে এখানে একটি স্কুল বিল্ডিং, অফিসাররা এখানে থাকে। এই ভাবে যুদ্ধের এলাকার সব কিছু ছেলেটি আমাদের বুঝিয়ে দিতো।

বিভিন্ন অঞ্চলের ভু-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে জেনারেল অরোরা তাঁর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। প্রধান লক্ষ্যে ছিলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকা মুক্ত করা। শত্রুর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো এড়িয়ে এবং যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন দখল করে দ্রুতগতিতে ঢাকা দখল করাই ছিল পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

ঢাকা একবার মুক্ত হয়ে গেলেই শত্রুর বিচ্ছিন্ন অবস্থানগুলো আপনা-আপনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাহলে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এই সব এড়িয়ে যাওয়া অবস্থানগুলোকে ধ্বংস করা যাবে।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ যুদ্ধের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। চূড়ান্ত বিজয় লাভ হলে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, ঢাকাকে আসল লক্ষ্যবস্তু হিসাবে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করতে হবে প্রাকৃতিক সেক্টর হিসাবে আলাদা ভাবে।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের বগুড়া ছিলো প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই সেক্টরের সকল জায়গার শত্রু সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করতে হবে তবে প্রধান অভিযান ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জ হয়ে বগুড়া মুক্ত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে।

পশ্চিম সেক্টরে যশোর ছিল প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। ঝিনাইদহ-মাগুরা-ফরিদপুর হয়ে ঢাকার সাথে এর সংযোগ। তাই ঝিনাইদহ এবং মাগুরা দখল করতে পারলে যশোরে পাকিস্তনীরা বিপাকে পড়বে এবং মিত্র বাহিনীর পক্ষে দ্রুত ঢাকা অভিমুখে যুদ্ধাভিযান চালানো সম্ভব হবে। তাই মূল হামলা ঝিনাইদহ-মাগুরা দখলের উদ্দেশ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্যে যশোরের দিকে একটা আক্রমণ চালাবারও সিদ্ধন্ত নেয়া হয়।

উত্তর সেক্টরে মিত্র বাহিনীর একটি ব্রিগেডকে জামালপুর-টাঙ্গাইল সড়ক হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব সেক্টরে লক্ষ্য রাখতে হবে, ঢাকা যেন চট্রগ্রাম কিংবা কুমিল্লা থেকে কোন সাহায্য না পেতে পারে। মেঘনা নদী বরাবর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ চাঁদপুর, দাউদকান্দি এবং আশুগঞ্জ দখল করতে পারলেই এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। প্রথম অবস্থায় কুমিল্লা, গ্যারিসন এড়িয়ে গেলেও চলবে।

ঢাকা মুক্ত করার লক্ষ্যে দাউদকান্দি থেকে ভৈরব পর্যন্ত মেঘনা নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং এরপর জামালপুর-টাঙ্গাইল অক্ষ বরাবর অগ্রসররত দলটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজধানী অভিমুখে যুদ্ধাভিযান পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়ে।

পশ্চিম সেক্টরের অগ্রসরমান কলামের জন্য গোয়ালনন্দঘাট দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিশাল এই নদীটি পার হওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখতে হবে।

চট্রগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় আমর সঙ্গে নিজস্ব এক ব্রিগেড সেক্টর ট্রুপস ছাড়াও ভারতীয় ২টি বাহিনীর ব্যাটালিয়ন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টর একটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। এই সব সেনা নিয়ে গঠিত হয় বিচিত্র এক বাহিনী যার নাম দেয়া হলো 'কিলো ফোর্স'। আমাদের পথ ছিলো সবচাইতে দীর্ঘতম অথচ যানবহনের সংখ্যা ছিলো সবচাইতে কম। ফিল্ড আর্টিলারী আমাদের সহায়তায় ছিলো বটে, তবে কোন ট্যাংক কিংবা অন্য কোনো প্রকার সাহায্যকারী ইউনিট ছিল না। এই সেক্টরে আমি ইতিমধ্যেই শত্রুর পশ্চাৎভাগে দুটি নিয়মিত

কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একটি কোম্পানী মীরেশ্বরাই এলাকা এবং ফটিকছড়ি এলাকায় নিরাপদে ঘাঁটি স্থাপন করে বসেছিলো। সমগ্র বেলুনিয় অঞ্চল বেশ কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে থেকেই শত্রুমুক্ত হয়েছিলো। ফেনী মুক্ত করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ১৯৭১-এর ২রা ডিসেম্বরের কথা বলছি। পরের দিন মিসেস গান্ধী কলকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম এই সভায় হয়তো তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করবেন।

স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই

বেলুনিয়ায় আমার অগ্রবর্তী কমান্ড পোস্টের দিকে জিপ চালিয়ে এগিয়ে যাই। ধুলায় আচ্ছন্ন পথ। দুই পাশে ফসলের সোনালী মাঠ। ধান কাটা মৌসুম এসে গেছে।

অন্যান্য দিনের মতোই সূর্য ডুবে গেল। তারপর সমস্ত এলাকা পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভরে ওঠে। পথের পাশে একটা টহলদার দলকে ব্রিফিং দেয়া হচ্ছিলো। অল্প দূরেই আমাদের মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যায়। ফাঁকে ফাঁকে পাকিস্তানীদের মেশিন গান,......কখনও বা আর্টিলারী শেলিং শুরু হয়। সব কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা.... বাংলাদেশের হয়তো সব ফ্রন্টেই তা ঘটেছিলো প্রতিদিন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলাকাতায় এক বিশাল জনসভায় ভাষন দিলেন। তাঁর নয়াদিল্লি ফিরে যাবার কোনো তাড়াহুড়োই ছিলো না।

জেনারেল অরোরার ইস্টার্ন কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারে আর একটা কর্মব্যস্ত দিনের অবসান ঘটলো। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর বাইরে তাই ইস্টার্ন কমান্ডে কেউ কোনো গুরুরত্বপূর্ণ নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার আশা করছিলো না। ওদিকে ইয়াহিয়া খান তখন ইসলামাবাদে। দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধ করার যে পূর্বাভাস তিনি দিয়েছিলেন তা শেষ হতে আরো দুই দিন বাকী।

ভারতের সমস্ত অগ্রবর্তী বিমান ঘাঁটিসমূহ যুদ্ধের প্রস্ত্ততি সম্পন্ন হয়েছিল। তবে বিমান ঘাঁটিগুলোতে যুদ্ধের সবগুলো বিমান তখন পর্যন্ত পৌছেনি। ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন ফ্লীট এবং ওয়েস্টার্ন ফ্লীট তখন পর্যন্ত শান্তি কালীন ঘাঁটিতেই অবস্থান করছিলো।

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত সাবমেরিন ৩১১ ফুট দীর্ঘ পি-এন-এস গাজী এগিয়ে চললো ভারতের নৌ ঘাঁটি বিশাখাপত্তমের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ 'ভিক্রান্ত' কে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া। ৩রা ডিসেম্বর। শুক্রবার। ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা ৪৭ মিনিটে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী অতর্কিতে ভারতের ৭টি বিমান ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালায়। রাত সাড়ে আটটায় জম্মু এবং কাশ্মীরে দক্ষিণ-পশ্চিম ছাম্ব এবং পুঞ্চ সেক্টরে ব্যাপক আক্রমণ অভিযান শুরু করে।

এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য ভারত পুরো প্রস্ত্তত ছিলো। মিসেস গান্ধী দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ঐ রাতেই ১২টা ৩০ মিনিট জাতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত বেতার ভাষণে সকলকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরী হওয়ার আহবান জানালেন। ততোক্ষণে জেনারেল অরোরাও আক্রমণের নির্দেশ পেয়ে যান। ভারতীয় নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই সফল অভিযান শুরু করে দিয়েছিলো। বিশাখাপত্তম উপকূলের মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার 'আইএনএস রাজপুত' পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজীর সন্ধান পেয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 'রাজপুতের ডেপথ' চার্জে পাকিস্তানের সাবমেরিন গাজী টুকরো টুকরো হয়ে সাগর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশ প্রবেশ করলো। ইস্টার্ন ফ্লীটও দ্রুত লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হলো। ভারতীয় বিমানবাহিনী কিছুক্ষণ আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো বিমান ঘাঁটি এবং রাডার কেন্দ্রের উপর আঘাত হেনে

চলেছিলো। রাত ৩টায় ভারতীয় বিমানগুলো ঢাকা এবং কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটির উপর প্রথম হামলা শুরু করে । ইতিহাসের আর একটি মহান স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা হলো।

যুদ্ধের প্রথম দিনে সকল রণাঙ্গনে পাকিস্তানীরা মরণপণ শক্তিতে আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো। বেলা ১০ টার মধ্যে ভীক্রান্ত তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌচে যায়। কিছুক্ষণের মধ্য ৬টি 'সী হক' বিমান চট্রগ্রাম এবং কক্সবাজারের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থলগুলোতে আঘাত হানার জন্য ডেক থেকে উড়ে গেলো।

পূর্ব সেক্টরে অর্থাৎ মেঘনার পূর্ব দিকের অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের ধ্বংস করার দায়িত্ব ভারতীয় ৪র্থ কোরের ওপর ন্যাস্ত ছিলো। এই সেক্টরে প্রধান সড়কপথে রণকৌশলগত প্রতিবন্ধকতা ছিলো দুটি স্থানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং লাকসামে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করতে পারলে পূর্ব সেক্টরের সকল পাকিস্তানী সৈন্য বিশেষ করে সিলেট ও মৌলভীবাজারের সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। একই সঙ্গে লাকসাম আমাদের দখলে এলে কুমিল্লা গ্যারিসন চট্রগ্রাম ও ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চাঁদপুর ও ফেনী দখলের দায়িত্ব ছিল ৪র্থ কোরের উপর। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ১০ দিনের মধ্যেই এই স্থান দখল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। একই সঙ্গে উত্তরে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলভীবাজার এবং সিলেটও মুক্ত করার দায়িত্ব এই কোরের ওপর ছিলো। ৪র্থ কোরের প্রাথমিক পরিকল্পনায় ঢাকা মুক্ত করার পরিকল্পনা ছিলো না। সে অনুসারে কোর কমান্ডার সগত সিং ৮ নং মাউন্টেন ডিভিশনকে শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি, মৌলভীবাজার এবং সিলেট শহর মুক্ত করার নির্দেশ দেন। করিমগঞ্জের নিকট সীমান্ত অতিক্রম করে ৮ম মাউন্টেন ডিভিশনের একটি কলাম সিলেটের দিকে এবং অন্য একটি মৌলভীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। শমসেরনগর বিমার ঘাঁটি মুক্ত হয় প্রথম দিনেই। পাকিস্তানীরা অবস্থা বেগতিক দেখে এই অঞ্চলের অধিকাংশ সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

এই কোরের ৫৭তম ডিভিশনকে আগরতলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর আখাউড়া মুক্ত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কুমিল্লা এবং ময়নামতি মুক্ত করার কাজে নিযুক্ত ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে সাহায্য করাও ৫৭ ডিভিশনের দায়িত্ব ছিলো। তারপর মেঘনা নদীর তীরে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র চাঁদপুর এবং দাউদকান্দি করার লক্ষে যুদ্ধভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও এই ডিভিশনকে দেওয়া হয়।

এই সেক্টরে দক্ষিণে ফেনী শহর থেকে পাকিস্তানীরা এক সময় সন্তপর্ণে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে আমার বাহিনী শহরটিতে প্রবেশ করে। ফেনী আমাদের হাতে চলে আসায় চট্রগ্রাম পাকিস্তানীদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময় কুমিল্লা ও লাকসাম এলাকায় প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

আমার সেক্টরে ফেনী এবং বেলুনিয়া এলাকা সম্পুর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে লাকসামের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এটাই হচ্ছে একমাত্র এলাকা (অর্থাৎ চট্রগ্রাম সেক্টর) যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন নিয়মিত পুরো ব্রিগেড যুদ্ধে নিয়োজিত হয়নি। এখানে অভিযান চলেছে প্রধানত আমার তিন ব্যাটালিয়ন সেক্টর ট্রপস (যার মধ্যে থেকে ২ কোম্পানী ইতিপূর্বেই চট্রগ্রামের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়েছিল) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের শক্তির ওপর নির্ভর করে।

বেলুনিয়া ও ফেনীতে আমাদের হাতে চরম মার খাওয়ার পর ৫৩ ব্রিগেডসহ পাকিস্তানের ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট ৬ই ডিসেম্বর লাকসামের দিকে পলায়ন করেছিলো। ৬ই ডিসেম্বর আমরা ফেনী মুক্ত করে চট্রগ্রামের পথে অগ্রসর হই। সামনে আমাদের ৬৫ মাইল পথ। শুভপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ধুমঘাট রেল সেতুটি দখল করা এবং রক্ষা করার জন্য আমি সাথে সাথেই দুটি প্লাটুনকে পাঠিয়ে দেই ধুমঘাটের পথে। চট্রগ্রামের পথে অগ্রসরমান আমাদের মূল বাহিনীতে ছিলো আমার সেক্টরের তিনটি নিয়মিত এবং বাংলাদেশের একটি কামান বহর নাম ছিল মুজিব ব্যাটারী। (শেখ মুজিবর রহমানের নাম অনুসারে)। ভারতীয় বাহিনীতে ছিলো ২য় রাজপুত ব্যাটালিয়ন, বিএসএফ-এর একটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট। এই সেক্টরে বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার

হিসাবে আমি এবং ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য করে চলছিলাম। আগেই বলা হয়েছে আমাদের এই যৌথ বাহিনীর নাম ছিলো 'কিলো ফোর্স'।

ফেনী থেকে রওনা হওয়ার পথে পাকিস্তানের ৩৯ অস্থায়ী ডিভিশনের সৈন্যদের মোকাবিলা হবে বলে আমরা জানতাম। পাকিস্তানী এই ডিভিশনের সঙ্গে কামান ও সাঁজোয়া বহরও ছিলো। আমার বা ভারতীয় বাহিনীর সাথে কোন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিলো না। এই কারণে ভারতীয় বাহিনী একটু সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমাদের মূল বাহিনী ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। একই সাথে একটি বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নকে চট্রগ্রাম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় হাটহাজারী এবং চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করার জন্যে। এই জায়গাটি বন্দর নগরী চট্রগ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে। আর আমরা মূল বাহিনী মহাসড়ক পথে চট্রগ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে চললাম।

চট্রগ্রামের অগ্রাভিযান আমরা ছাগলনাইয়া মুক্ত করার পর ৭ই নভেম্বর ফেনী নদীর সেই স্মরণীয় শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে পৌছি। চট্রগ্রামের পথে আমাদের সামনে এটিই হচ্ছে সর্বশেষ প্রধান বাধা। অবশ্য এরপরও কয়েকটি ছোটখাটো সেতু রয়েছে। শুভপুর সেতুর কাছে গিয়ে দেখি পাকিস্তানীরা সুদীর্ঘ সেতুটির দুটি স্প্যান সম্পুর্ণ ধ্বংস করে রেখে গেছে। আমরা আরো খবর পাই যে তারা ৮ মাইল দুরে মিরেশ্বরাইতে গিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলেছে।

তৎক্ষণাৎ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যদের ডাকা হয়। তারা যৌথবাহিনীর যানবাহন ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পার করার জন্য ফেনী নদীতে একটি প্লাটুন ব্রিজ তৈরী করার কাজে লেগে যায়। কিন্তু নতুন সেতুর জন্যে অপেক্ষা না করে আমার সৈন্য দলের একটি অংশকে নিয়ে আমি ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হই। স্বল্পতম সময়ে করেরহাটে আমার সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে আমরা জোরারগঞ্জ পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করি। ভারতের ব্রিগেড কমান্ডারও করেরহাট পৌছে যান। আমার এলাকায় যুদ্ধের জন্য রসদপত্র সংগ্রহই ছিল বড় সমস্যা। আমাদেরকে খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য পুরোপুরি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিলো। এগুলোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আবার তাদের পেছনের ঘাঁটির ওপর নির্ভর করতে হতো। এই ঘাঁটি ছিলো শুভপুর থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। এই পথটুকুর অধিকাংশ স্থানই ছিলো আবার ভীষণ খারাপ। তাই আমাদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা মারাত্বক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো। হয়তো এই কারণেই আমার সঙ্গের ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলো সাবধানে এগুতে চাইছিলো। ভারতীয় কমাণ্ডার যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রসদের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বেশি দূর সামনে অগ্রসর হতে চাইছিলো না। এদিকে শত্রুরা শুভপুর সেতু ধ্বংস করে আমাদের সকলকে আরো সংকটে ফেলে দিয়েছিলো। এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। জাতিসংঘে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং পাকিস্তানের অনুকূলে মার্কিন ৭ম নৌবহরের সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের চট্রগ্রাম পৌছতে হবে।

ইতিপূর্বেই আমি মিরেশ্বরাইয়ের নিকট গেরিলা তৎপরতায় লিপ্ত আমার নিয়মিত কোম্পানী এবং মিরেশ্বরাই ও সীতাকুন্ডু এলাকার সকল গেরিলা গ্রুপকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম য়ে, তারা যেন শত্রুর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে। ৯ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে প্রতিটি গেরিলা দল মহাসড়ক অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সড়কের দিকে আসছিলো এবং এতে করে ২০ মাইল দীর্ঘ এবং ১০ মইল প্রস্থ জুড়ে এলাকায় এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, মনে হচ্ছিলো মুক্তিবাহিনীর পুরো একটি কোরই বোধ হয় আক্রমণ চালিয়েছে। সেই রাতেই পাকিস্তনীরা পশ্চাদপসরণের আদেশের জন্য অপেক্ষা না করেই পেছনের দিকে পালিয়ে যায়।

এদিকে আমরা যখন একটি জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে টিকেয়ে রাখার জন্য লড়াই করছিলাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে তখন চলছিল আরেক খেলা, কিছু আমাদের সমর্থনে আবার কিছু ছিলো আমাদের

বিরূদ্ধে। ৫ই ডিসেম্বর নিরাত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভেটো দেয়। পাকিস্তান যখন হেরে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি মানা হলে ইসলামাবাদেরই তাতে সুবিধা হতো, আর আমরা যেটুকু অর্জন করেছিলাম তাও হারাতাম।

এরপরের দিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা করলে তা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং বাংলাদেশের জনগণের মনোবলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের বন্দীশালায় আটক শেখ মুজিবুর রহমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেদিন মিসেস গান্ধী বলেছিলেন, এই নবজাত রাষ্ট্রের যিনি জনক, বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিন্তা তাকেই কেন্দ্র করে।

৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সৈন্য প্রত্যাহারের একট প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়েছিলো। প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন সরকার। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তানকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর চন্য যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্য ৮টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে।

সাধারণ পরিষদে মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। এতে এমন কিছুই ঘটেনি যা আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। ভারত, পাকিস্তান কিংবা এই মহতী জাতি সংস্থার অন্যান্য সদস্য হয়তো এই প্রস্তাব মানতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তখনো জাতিসংঘের সদস্য নই। এবং তাই এ প্রস্তাব মানতে বাধ্যও নই। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম নির্যাতিত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্ত করতে। আমাদের এই লক্ষ্যে ছিলো অত্যন্ত পবিত্র আর সেই লক্ষ্যে অর্জনের প্রায় চুড়ান্ত পর্যায়ে আমরা পৌছে গিয়েছিলাম। এমনকি এ সময় যদি ৭ম নৌ-বহর পাকিস্তানের সহায়তা করার জন্য যে কোনোভাবে যুদ্ধজড়িয়ে পড়তো তবুও আমরা এই মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতাম। ৭ম নৌ-বহরের যুদ্ধে যোগদানের ফলে হয়তো বাংলার আরো অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাতো। কিন্তু মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ এ দুটোর কোনটিই তখন এ দেশের মানুষের অজানা কিছু নয়। পাকিস্তানের জন্যে এই যুদ্ধ ছিল নিছক জয় এবং পরাজয়ের। কিন্তু আমাদের জন্যে এই যুদ্ধ ছিলো জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম, অন্যথায় সম্পুর্ন নিশ্চিহ্ন হয় যাবার। এ যুদ্ধ আমাদের দেবে গৌরবময় জীবনের সন্ধান নতুবা মৃত্যু।

ভারতের চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এসএইচএফ মানেকশ যুদ্ধের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন ৮ই ডিসেম্বর থেকে। যৌথবাহিনীর সাফল্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তিনি এক সময়োচিত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (সাইকোলজিক্যাল ওয়ার) শুরু করেন। তার ভাষণ পর্যায়ক্রমে বেতারে প্রচারিত হতে থাকে। অন্যদিকে এই ভাষন প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিমানের সহায়তায় পাকিস্তানী অবস্থানসমূহের ওপর বিলি করা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সোনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের উদ্দেশ্য মানেকশ তার বার্তায় সরাসরি বলেন, অস্ত্র সংবরণ করো, নইলে মৃত্যু অবধারিত। যৌথবাহিনী তোমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিয়ে আর কোনো সাহায্য পাবে না। বন্দরগুলোও এখন অবরুদ্ধ, তাই বাইরে থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা। মুক্তিবাহিনী এবং জনগণ এখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেই সাথে তিনি তাদের এই আশ্বাসও দেন সময় থাকতে অস্ত্র সংবরণ করলে তোমাদের সৈনিকদের যোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে।

মুক্তিযোদ্ধারা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন একত্রে থেকে কাজ করে আসছিলো। ১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র কমান্ডারের অধীনে ভারত এবং বাংলাদেশ বাহিনীর এক যৌথ কমান্ড গড়ে তোলা হয়।

এই দিনই (১০ই ডিসেম্বর) ঢাকা রেডিওর ট্রান্সমিটারের ওপর সরাসরি এক বিমান হামলায় বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ভীক্রান্ত এর বিমান বহর তখন চট্রগ্রাম পোর্ট বিমানবন্দর ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কেন্দ্রের ওপর সমানে আক্রমণ যাচ্ছিলো।

মার্কিন ৭ম নৌ-বহরের টাস্কফোর্স ইতিমধ্যেই মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। মার্কিনী এই বহরে ছিল পারমাণবিক শক্তি চালিত বিশাল বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রইজ' এবং আরো ৬টি যুদ্ধ জাহাজ। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অজুহাত ছিলো বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার জন্যই ৭ম নৌ-বহরকে এই অঞ্চলে আনা হচ্ছে। এই যুক্তি মার্কিন জনসাধারণের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলো না, কারণ আমাদের যৌথ কমান্ড ১১ই ডিসেম্বর থেকে বিমান হামলা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ঢাকা বিমানবন্দর মেরামতের সুযোগ করে দেয়। যাতে আন্তর্জাতিক পথের বিমানগুলোতে বিদেশী নাগরিকরা ঢাকা ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এ সময়ে ঢাকা ত্যাগের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

ততক্ষণে যুদ্ধ সম্পর্কে সবাই স্পষ্ট ধারনা করতে পারছিলো। যৌথবাহিনী সাফল্যের সাথে মেঘনার ওপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পর সামরিক বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে ঢাকার পতন ঘটবে। নিয়াজী অবশ্য তখনো নিরাপদে ঢাকায় বসে হুংকার দিচ্ছিলেন, প্রতি ইঞ্চি জায়গার জন্য একটি প্রাণ বেচেঁ থাকা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাও ফরমান আলী কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন খেলা শেষ। বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা যে জঘন্য অপরাধ করেছিলো, অপারেশন জেনোসইডের অন্যতম স্তপতি ফরমান আলী সে বিষয়ে পুরো সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। পরাজয় তখন অবশ্যম্ভাবী। মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষ পাবার উদ্দেশে ১১ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ সদর দফতরে এক আবেদন জানান। ফরমান আলী এখনকার সকল পাকিস্তনীকে অপসরণের ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘকে জানিয়ে দেন যে, ফরমান আলীর প্রস্তাব অনুমোদিত। ইয়াহিয়ার তখনো আশা, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন তাকে উদ্বার করতে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। নিয়াজীকে তিনি আরেকটু অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন।

চীন বেধহয় একা অজুহাতের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। আর ৪ঠা ডিসেম্বর মার্কিন ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে।

চট্রগ্রাম সেক্টরে আমাদের সকল সৈন্য ৯ই ডিসেম্বর বিকালের মধ্যে শুভপুর সেতু বরাবর ফেনী নদী পার হয়ে যায়। সামনে শত্রুরা কোথায় কি অবস্থায় আছে পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা যথারীতি টহলদার দল আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাকিস্তানীরা মিরেশ্বরাই ছেড়ে যাচ্ছে বলে ১০ই ডিসেম্বর একজন গেরিলা বেস কমান্ডার আমাকে খবর দেয়। মিরশ্বরাই থেকে ১৫ মাইল দূরে গিয়ে সীতাকুন্ডুতে তারা নাকি নতুনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমি সাথে সাথে মিরেশ্বরাই দখল করার জন্য একটি ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে দেই। তখনো আমাদের কোনো যানবাহন ফেনী নদী পার হতে পারেনি। ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের তাই পায়ে হেঁটেই অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র নেওয়ার জন্য কয়েকটি রিকশা ও গরুর গাড়ি জোগাড় করা হয়।

বিকেলে আমি পরিষদ সদস্য মোশাররফ হোসেনকে নিয়ে একখানি রিকশায় মিরেশ্বরাইয়ের দিকে যাত্রা শুরু করি। আমাদের ব্যাটালিয়নও তখন একই দিকে মার্চ করে যাচ্ছিলো। পথে তাদের পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যাই। অবশ্য এই ভাবে একা সামনে এগিয়ে যাওয়া ছিলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পাকিস্তানীরা ঠিক কোথাও রয়েছে কিনা তখনো আমরা তা জানতাম না। তারা সকলেই মিরেশ্বরাই ত্যাগ করেছে কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। তবু আমি ঝুঁকিনিয়ে মিরেশ্বরাই পৌছে দেখি একটু আগে শত্রুসেনারা সে স্থান ছেড়ে চলে গেছে। স্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা মিরেশ্বাই হাইস্কুল ভবনে আমার সাথে একত্র হলেন। পাকিস্তানীরা আবার রাতে ফিরে আসতে পারে বলে তারা আশংকা করছিলেন। আমাদের তখন অত্যন্ত দ্রুত চট্রগ্রাম দখল করা দরকার। তাই মিরেশ্বরাইতে আমরা দ্রুত প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুললাম। এপ্রিল ও মে মাসে এই

অঞ্চলেই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, তাই পুরো এলাকাটি আমার এবং আমার অধিকাংশ সৈন্যেও কাছে ছিলো সুপরিচিত। মিরেশ্বরাইতে আমরা বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। করেরহাটে অবস্থানরত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরুপকে আমার নতুন অবস্থানের কথা জানিয়ে তাঁকে সত্বর এখানে চলে আসার অনুরোধ জানাই। চট্রগ্রামের পথে শত্রুসেনার সঠিক অবস্থান জানার জন্য একটি টহলদার দলকে পাঠিয়ে দেই মিরেশ্বারই থেকে সীতাকুন্ডের দিকে। ভোরেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই মিরেশ্বরাই হাই স্কুলে সে রাতটা কাটালাম।

পরের দিন স্বল্পকালীন সংঘের্ষের পারই সীতাকুন্ডে শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সীতাকুন্ড অতিক্রম করার পর ১৩ই ডিসেম্বর কুমিরায় পৌছে আমরা পাকিস্তানীদের শক্তিশালী ঘাঁটির সম্মুখীন হই। ভূমি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জায়গাটি শত্রুদের খুবই অনুকূলে ছিলো। পশ্চিমে সাগর এবং পূর্বে উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু এলাকা জুড়ে পাকিস্তানীদের সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে বসেছিলো। সড়কের এক স্থানে গভীর খালের ওপর সেতুটি ওরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। রাস্তার ওপর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উঁচু পাহাড়ে যক্ষ্মা হসপাতালের কাছে ছিলো তাদের মূল প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। পরবর্তী চবিবশ ঘন্টা উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয়। আমাদের কয়েকজন সংঘর্ষে হতাহত হলেও পরদিন সকালের মধ্য আমরা পূর্বদিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। বেসামরিক জনসাধারণ শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের খরাখবর দিচ্ছিলো। সংবাদ অনুযায়ী সঠিক লক্ষ্যস্থলের ওপর কামান দেগে ওদের ঘায়েল করছিলাম। ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাত ৩টায় আমরা কুমিরা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে ফেলি। চট্রগ্রাম এখন মাত্র ১২ মাইল দূরে। কুমিরা মুক্ত হওয়ার মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যানবাহন এবং কামানগুলো ভাঙা সেতু এড়িয়ে খাল পার হতে শুরু করে। কয়েক হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু ভাঙা সেতুর কাছে জমায়েত হয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলো। একদল খালের খাড়া পার কেটে ডাইবারসন রোডের ব্যবস্থা করছিলো। অন্য দল আবার গাছ, পাথর, মাটি যা কিছু পাচ্ছিলো তাইদিয়ে খাল ভরে ফেলার চেষ্টা করছিলো। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম। এই সময় এক বৃদ্ধা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বাবা, চিন্তা করো না। এ কাজ আমরাই পারবো। দ্যাকো তোমাদের মালপত্র আর গাড়ি-ঘোড়া কিভাবে পার করার বন্দোবস্ত করছি। দরকার হলে আমরা সবাইখালে শুয়ে পড়বো। আর তার ওপর দিয়ে তোমাদের গাড়ী পার করার ব্যবস্থা করবো। দেরি করো না বাবা। প্রত্যেক মুহূর্তে তারা আমাদের লোক মারছে। বৃদ্ধা একটু থামলেন। তার দুই চোখ পানিতে ভরে গেছে। বৃদ্ধা বলে চললেন, তোমরা জানো না, কিছুদিন আগে ঈদের সময় চাটগাঁওয়ে একটি লোকাল ট্রেন থামিয়ে তারা সকল বাঙালী যাত্রীকে খুন করেছে। প্রায় এক হাজার হবে। দা ছুরি এসব দিয়ে মেরেছে। আমার মেয়ে আর নাতি নাতনিও ছিলো আর বলতে পারবো না তোমরা এগিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। তিনি আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়েই আবার কাজে ফিরে গেলেন। আমিও পাকিস্তানীদের এই নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা শুনেছিলাম। তবে চট্রগ্রামের সর্বশেষ যে খবর আমি পেয়েছিলাম, তা ছিলো আরো ভয়াবহ। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এবং অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করেছিলো চট্রগ্রাম শহরের কয়েক হাজার বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করতে। এটা ছিলো তাদের শেষ মরণ কামড়।

ততোক্ষণে বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌ-বহরের অনুপ্রবেশে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছিলো। চট্রগ্রামের কোন সমুদ্র উপকূলে টাস্কফোর্স-এর মার্কিন বাহিনী অবতরণ করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছিলো। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চট্রগ্রাম মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেই। সেই উদ্দেশ্য ভারতের ২৩ ডিভিশনের ৮৩ ব্রিগেড লাকসাম থেকে দ্রুত যাত্রা শুরু করে এবং কুমিরার কাছে আমাদের সাথে যোগ দেয়। অন্যদিকে ভারতের বিমানবাহিনী ও ইস্টার্ন ফ্লিট পাকিস্তানী অবস্থানগুলোর ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করে চলেছিলো। এখানকার পাকবাহিনীকে ধ্বংস করা এবং পোর্ট অচল করে দেয়ার জন্যই এই আক্রমণ চলছিল। বোমার আঘাতে জ্বালানি তেলের ট্যাংকগুলো কয়েকদিন ধরে জ্বলছিল। ক্ষতিগ্রস্ত এবং নিমজ্জিত জাহাজের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ডুবন্ত চ্যানেল প্রায় পুরোপুরি বন্ধ। পোর্টের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো ব্যাপক। ৫০০ এবং ১০০ পাউন্ড বোমার গর্তগুলোর ভরাট এবং ধ্বংসস্তূপ পরিস্কার করতে পরে সময় লেগেছিলো এক বছরেরও বেশি।

মুক্তিযোদ্ধারা খবর নিয়ে এলো যে কিছু পাকস্তানী অফিসার ও সৈন্য কক্সবাজার হয়ে স্থলপথে পালাবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবার জাহাজে করে কেটে পড়বার চেষ্টা করছে। কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজকে বিদেশী জাহাজের মতো রং লাগিয়ে এবং বিদেশী পতাকা উড়িয়ে ছদ্মবেশে পালাবার জন্যে প্রস্ত্তত রাখা হয়েছে। এই খবর ভারতের ইস্টর্ন ফ্লিটকে পাঠালে ইস্টার্ন ফ্লিট সতর্ক হয়ে যায়। ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানী জাহাজ ভীক্রান্ত-এর গোলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বার্মা দিয়ে পাকিস্তানীদের পালাবার চেষ্টা বন্ধ করার জন্য এ সময়ে কক্সবাজারে একটি অভিযানের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে রোম ফোর্স নামে এক নতুন বাহিনী সৃষ্টি হয়। এই বাহিনীতে ছিলো ভারতের ১/২ গুর্খা রাইফেলস এবং ১১ বিহার রেজিমেন্টের দুটি কোম্পনী। মর্টার সজ্জিত এই বাহিনী ভারতের একখানি সওদাগরী জাহাজে ১৪ই ডিসেম্বর কক্সবাজারের উপকূলে গিয়ে পৌছে। সেখানে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় রোম ফোর্স তীরে অবতরণ করে। কিন্তু ঐ এলাকায় কোনো পাকিস্তনীকে অবশ্য তারা পায়নি।

১৫ই ডিসেম্বর গভীর রাতে পাকিস্তানের চীফ অব আর্মি স্টাফের কাছ থেকে নিয়াজী শেষ নির্দেশ লাভ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ আত্মসমর্পণের যে শর্ত দিয়েছেন যুদ্ধ বিরতির জন্য তা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে এত নিয়াজীকে পরামর্শ দেয়া হয়। এই রাতেই দুটার মধ্য বাংলাদেশের যে সব স্থানে পাকিস্তানী সোনাদল অবস্থান করেছিলো নিয়াজী তাদেরকে ওয়্যারলেস যোগে যুদ্ধ বিরতি পালন এবং যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করা নির্দেশ জারি করে দেন।

রাত শেষ হয়ে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর শেষ রাতের দিকে ভারতীয় ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের কমান্ডে নিয়োজিত ব্রিগেডিয়ার ক্রেয়ার নিয়াজীর হেড কোয়ার্টারের একটি অয়ারলেস মেসেজ ইন্টারসেপট করেন। এই বার্তায় ভোর ৫টা থেকে নিয়াজী তার সকল সেনাদলকে যুদ্ধ বিরতি পালন করতে বলেছিলেন। ক্লেয়ার সাথে সাথে এই অয়ারলেস বার্তার কথা জেরারেল নাগরাকে জানিয়ে দেন পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর ব্রিগেড কমান্ডার এবং ডিভিশনাল কমান্ডার মিরপুর ব্রিজের কাছে দ্বিতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়ন যেখানে অবস্থান করছিলো সেখানে পৌছান। সেখানে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় প্যারা ব্যাটালিয়ন থেকে তার জানতে পারলেন যে ভোর ৫টার পর ব্রিজের কাছে আর গেলাগুলি হয়নি। এরপর জেনারেল নাগরা তার একজন এডিসি এবং ভারতীয় ছত্রী ব্যাটালিয়নের একজন অফিসারকে শ্বেত পতাকাবাহী একটি জিপে করে ব্রিজের অপর পাড়ে পাঠিয়ে দেন। তখন বেলা ৯টা। জীপের আরোহীরা নিয়াজীর উদ্দেশে লেখা জেনারেল নাগরার একটি বার্তা বহন করছিলো। রণক্ষেত্রের করোতার পরিবর্তে বার্তাটিতে নাটকীয়তাই ছিলো একটু বেশী। জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এবং জেনরেল নাগরা দুজন ছিলেন ব্যাক্তিগত জীবনে পরিচিত সম্ভবত তাই বার্তাটিতে ছিলো নরম সুর। প্রিয় আবদুল্লাহ আমি এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরী আর খেলা শেষ। আমার কাছে এখন আত্মসমর্পণ করবে, এই আমার উপদেশ। পাকিস্তানের জন্য সত্যই তখন সকল খেলা শেষ। নিজ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বিরতি এবং আত্মসমর্পণ করার যে নির্দেশ নিয়াজি জারি করেছিলেন, ১৬ই ডিসেম্বর সকালেই তা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেয়ার জন্য তিনি ঢাকাস্থ মার্কিন সামরিক এ্যাটচিকে অনুরোদ করেন। তার অনুরোধ যথারীতি ভারতে মার্কিন দুতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারকে জানানো হয়।

চট্রগ্রাম এলাকায় আমরা তখন কুমিরার দক্ষিণে আরো কয়েকটি স্থান শত্রুমুক্ত করে ফেলেছি। আমাদের যাত্রা বিম্বিত করার উদ্দেশ্য এসব জায়গায় কিছুকিছু পাকিস্তানী সৈন্য অবস্থান করছিলো। পথের সকল বাধা পরাভূত করে ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ভাটিয়ারীর শক্তিশালী শত্রু ঘাঁটির সম্মুখীন হই। একান থেকে ফৌজদারহাট এলাকা পর্যন্ত পাকিস্তানীরা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলো। এখানে তাদের অধিকাংশ সৈন্য এবং সমরাস্ত্র এনেও মোতায়েন করেছিলো। আমাদের লক্ষ্য ছিলো কিভাবে এই কমপ্লেক্স আমরা ধ্বংস করতে পারি। যুদ্ধ করতে করতে ওরা যদি চট্রগ্রাম শহরে মধ্য দিয়ে গিয়ে অবস্থান করতে পারে তাহলে

আমরা পড়বো বিপদে। বাড়িঘর অধ্যুষিত এলাকায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রতিটি বাড়িই আত্মরক্ষাকারীর আড়াল হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। সেই পরিস্থিতিতে শহরের মধ্যে পা বাড়ানো আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়বে।

তাই ফৌজদারহাট এবং চট্রগ্রামের মাঝখানে শত্রুদের অবরোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেই। উদ্দেশ্য ছিলো ভাটিয়ারী এবং ফৌজদারহাটে অবস্থান গ্রহণকারী সৈন্যরা যেন পেছনে গিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রু বাহিনীর পেছনে আমাদের সৈন্যরা তাদের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে রাখবে এবং সামনে থেকে আমাদের অবশিষ্ট অংশ আক্রমণ চালাবে। অভিযানের এই পদ্ধতি কতটা "ঘাড়ে ধরে মুখে আঘাত করার মতো" বলা যেতে পারে। সেই অনুসারে ভারতের ৮৩ ব্রিগেডের দুটি ব্যাটালিয়ন ২ রাজপুত এবং ৩ ডোগরাকে পেছনের পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। ভারতের তৃতীয় আরেকটি ব্যাটালিয়ন সম্মুখে সমরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ব্যাটালিয়নের সাথে যোগ দেয়। পূর্বোক্ত ব্যাটালিয়ন দুটি রাতের আঁধারে সড়ক থেকে প্রায় ১৫ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে ফৌজদারহাটের কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে আবার সড়কে উঠবে এবং সেখানে রাস্ত বন্ধ করে অবস্থান গ্রহণ করবে এই ছিলো তাদের প্রতি নির্দেশ। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসরমান এই দলের মালামাল বহনের জন্য প্রায় ১২০০ বেসামরিক লোক জোগাড় করা হয়। প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এই বাহিনীর সাথে থাকবে যাতে তারা অন্তত ৪ দিন চলতে পারে। খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ, ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, মর্টার, মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম, রান্নার উনুন এবং অন্যান্য তৈজসপত্র এ পুরো দুটি ব্যাটালিয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই বহন করতে হবে। এছাড়া বেসামরিক লোকজন যারা যাবে তাদের খাদ্য এবং কিছু জ্বালানি কাঠও সঙ্গে থাকবে।

১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগেই ব্যাটালিয়ন দুটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করে। স্থনীয় কিছু লোক আগে আগে যেতে থাকে গাইড হিসেবে। এই অভিযানের সাফল্যের উপরই চট্রগ্রামে আমাদের চুড়ান্ত লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে আমার নির্দেশে মিরেশ্বরাই এবং সীতাকুন্ড এলাকার প্রায় ২০০০ গেরিলা একত্র হয়ে কয়েকটি নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। যথাসময়ে তাড়াও লড়াইয়ে যোগ দেবে। শহর এলাকা সম্পর্কে ভালো ভাবে জানে বলে রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তারা খুব কাজে লাগবে। তাই এদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখলাম।

ভাটিয়ারীতে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা পাকিস্তানীদের প্রথম রক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালাই। দুটি কোম্পানীর এই আক্রমণ ওরা প্রহিত করে দেয়, আমাদের পক্ষে হতাহত হয় ২জন। ১৬ই ডিসেম্বর অগ্রবর্তী দলটি শত্রুর পেছনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার পরই আমাদের আসল আক্রমণ শুরু হবে। তাই আমরা পরের দিন প্রধান হামলা চালাবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করি।

ঢাকার অদূরে ভারতীয় জেঃ নাগরা যে দুজন অফিসার জেঃ নিয়াজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন তার ২ ঘণ্টা পর ১১টার দিকে ফিরে আসেন। তাদের জীপের পেছনে পেছনে একখানি গাড়ীতে করে আসেন পাকিস্তানের ৩৬ ডিভিশনের কমান্ডার চেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ। জেনারেল নিয়াজীর সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এরপর নাগরা এবং আরো কয়েকজন অফিসারকে জামসেদের হেডকোয়ার্টারে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তারা নিয়াজীর অফিসে যাওয়ার প্রাক্কলে নাগরা কলকাতাস্থ ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার এবং ৪র্থ কোরের হেডকোয়ার্টারের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পাঠিয়ে দেন। এর আগে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে নিয়াজী অয়্যারলেস যোগে মানেকশকে আত্মসমর্পণের সর্বশেষ মেয়াদ আরও ৬ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আরো অনুরোধ করেন যে, আত্মসমর্পণের শর্তাবলী নির্ধারণ করার জন্য তিনি যেন একজন সিনিয়র ভরতীয় সামরিক অফিসারকে ঢাকা পাঠিয়ে দেন।

এতসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা ভাটিয়রীতে তখন যুদ্ধে লিপ্ত। আমাদের অগ্রবর্তী দল সাফল্যের সঙ্গে পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কথা ছিলো ১৬ই ডিসেম্বর কোন এক সময়ে তারা শত্রুর পেছনের দিকে রাস্তা বন্ধ করে অয়্যারলেসে সে খবর আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। আমরা সবাই তখন তাদের খবর শোনার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম।

নাগরার কাছ থেকে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে জেনারেল অরোরা তার চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকবলকে বিমানযোগে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। ততক্ষণ মিরপুর যৌথবাহিনী ব্রিজ পার হয়ে ঢাকয় প্রবেশ করতে শুরু করে। এ সময়ে নগরীর রাস্তাঘাট ছিলো জনমানবশূন্য।

মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈন্যদের রাজধানীতে প্রবেশের খবর দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লাসের জোয়ারে ঢাকার লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে রাস্তায়। জনমানবহীন নিঃশব্দ নগরী মুহূর্তে ভরে উঠে মানুষের বিজয় উল্লাসে। ওরা এসেছে এই বাণী উচ্চারিত হতে থাকে মানুয়ের মুখে মুখে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি ওঠে জয় বাংলা সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যৌথ বাহিনীর জন্যে মানুষ এগিয়ে আসে ফুলের ডালি নিয়ে হৃদয়ের গভীর আর ভালোবাসা নিয়ে।

ঢাকায় সেদিন একদিকে চলছিলো মানুষের বিজয় মিছিল। তারই পাশাপাশি ছিলো পরাজিত পাকিস্তানীদের পলায়নের হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু মানুষ যে কতো জিঘাংসাপরায়ণ হতে পারে পাকিস্তানীরা তার এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছিলো। পালিয়ে যাবার সেই মুহূর্তেও পাকিস্তানীরা বিভিন্ন নিরীহ মানুষের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ফলে বহু নিরীহ বাঙালী হতাহত হন।

আত্মসমর্পণের একটি খসড়া দলিল সহ মেজর জেনারেল জ্যাকব বেলা ১টায় জেনালে অরোরার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকা এসে অবতরণ করলেন। বেলা ২টা ৫০ মিনিটে জেনারেল অরোরা তাঁর সৈনিক জীবনের সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত বার্তাটি পেয়ে গেলেন। জীবনে খুব কমসংখ্যক সেনানায়কই এমন বার্তা পেয়েছেন। বার্তাটি ছিলো, নিয়াজী তার সেনাবাহিনীর সকলকে নিয়ে আত্মসমর্পণে রাজী হয়েছেন এবং আত্মসমর্পণের দলিলেও স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিম সেক্টরে পাকিস্তানী ৯ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আনসারীর আত্মসমর্পণ পর্বর ততোক্ষণে সাঙ্গ হয়েছে। বিকাল ৩টার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর শত শত তরুণ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড বিজয়ীর বেশে রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য জেলারেল অরোরা তার বিমান ও নৌবাহিনীর চীফ অব স্টাফকে নিয়ে একটু পরেই ঢাকায় অবতরণ করলেন।

আমার বিশ্বস্ত জেসিও সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা এতসব ঘটনার কিছুই অবহিত ছিল না। দুজনাই তখন ভাটিয়ারীতে অন্যান্যের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ। পাকিস্তানীদের একটি খালের অপর পারে হটিয়ে দিয়ে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনার জন্য তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। অল্প বয়স্ক ছেলেটি কাছেরই এক গ্রামের। তাদের গ্রাম এর আগেই শত্রুমুক্ত হয়েছে। মা-বাবার সাথে দেখার করার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর তাকে ১২ ঘণ্টার ছুটি দিয়েছিলাম। কিন্তু সে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো, না স্যার। চট্রগ্রাম মুক্ত করার পরই আমি বাড়ি ফিরবো। কয়েকদিন বা আর লাগবে। আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীর নির্দেশ তখনো তার সকল সেনাদলের কাছে পৌছেনি। আমরা জানতাম না যে, বেলা ৪টা ৩১ মিনিটে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হচ্ছে।

চট্রগ্রাম শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে মহাসড়কের ওপর ভাটিয়ারী দখলের জন্য আমরা তখন লড়াই করছি। আক্রমণ চালাচ্ছে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী। ঘড়িতে তখন বেলা ৪টা ৩০ মিনিট। ঢাকায় এবং অন্যান্য জায়গায় অস্ত্রের গর্জন থেমে গেছে। নিয়াজী এবং অরোরা হয়তো হাতে কলম নিয়ে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা ঢেকে ১৬০ মাইল দূরে পাকিস্তনীদের একটি কামানের গোলা আমার অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধা এই কোম্পানীর মাঝখানে এসে পড়লো।

সুবেদার আজিজ এবং ১৫ বছরের সেই ছেলেটি দুজনই গোলার আঘাতে আহত হলো। আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে গেল, সেই সাথে বাতাসে মিলিয়ে গেলো তাদের শেষ নিঃশ্বাস। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একজন পাকিস্তানী মেজর ভাটিয়রীর ভাঙা ব্রিজের মুখে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার শাদা পতাকা। তারা নিয়াজীর নির্দেশ পেয়ে গেছে, এখন আত্মসমর্পণ করতে চায়।

পরিশেষ

রণাঙ্গণে এবার নেমে আসে প্রশান্ত নীরবতা।

রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার, কামানের গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়। থেমে যায় আহতের কান্না, মুমূর্ষের করুণ আর্তনাদ। নতুন এই রাত্রির প্রহর আসে কোন এক হারানো অতীতের শান্তির স্বপ্ন নিয়ে। এমনি সুন্দরের স্বপ্নে আবহমানকাল ধরে মানুষের সংগ্রাম চলেছে।

ভাটিয়ারীতে মহাসড়কের ওপর সেতুটি পাকিস্তানীরা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আর স্বেচ্ছাসেবক ১৬ই ডিসেম্বর সারারাত কাজ করলো ভাটিয়ারীর খালের মধ্য দিয়ে একটা বিকল্প রাস্তা তৈরী করতে। রাতেই আমরা সমস্ত সৈন্য এবং গেরিলাদের চট্রগ্রাম শহরে এবং চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রামের অন্যান্য এলাকায় নিয়ন্ত্রনভার গ্রহণ করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেই। ফেনীর অংশবিশেষসহ শুভপুর পর্যন্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণভার আমরা আগেই নিয়েছিলাম। আমার সম্পূর্ণ বাহিনীকে পর দিন খুব সকাল বেলায়ই চট্রগ্রাম শহরে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। একটি ব্যাটালিয়নকে অবশ্য রাতেই খাল পার হয়ে শহর অভিমুখে যতোদূর সম্ভব এগিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দেই।

শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সার্কিট হাউসকে আমার হেডকোয়ার্টার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হলো পোর্ট এলাকায় নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার এবং চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণের জন্য জমায়েত হতে। পাকিস্তানী বন্দীদের দায়িত্ব ভারতীয় সেনাবহিনীর উপর ন্যস্ত হয়। চট্রগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবহিনীর ১৬১ জন অফিসার, ৩০৫ জন জেসিও এবং নৌ ও বিমান বাহিনী সমপর্যায়ের লোক এবং তিন বাহিনীর ৮,৬১৮ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

১৭ই ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত বিকল্প রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলো না। ফলে তখন পর্যন্ত সে স্থান দিয়ে গাড়ী পার করাও সম্ভব ছিল না। আমি পুলের এপাড়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে। তারপর একটা লাঠিতে ভর দিয়ে খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠলাম। দুদিন আগে কুমিরার যুদ্ধে আহত হওয়ায় আমাকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেশ খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিলো।

পাকিস্তানীদের আত্মসম্পর্ণের ব্যাপেরে লোকজন তখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও শহরের কিছু লোক আমাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য ভাটিয়ারীর ভাঙা সেতু পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলাম। আমি আমার এক বন্ধুর গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী ছুটে চললো সোজা সার্কিট হাউসের দিকে।

অগণিত নারী-পুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে তারা হাত তুলে যৌথ বাহিনীর সৈন্যদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। জয় বাংলা ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বোধ হয় তখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারেনি যে সত্যিই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বাড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে তারা সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছিল। পাকিস্তানীদের তখন অস্ত্র সংবরণের পালা। বাস ও ট্রাকে করে তারা দ্রুত ছুটে পালাচ্ছিলো নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

সার্কিট হাউস তখন বহু লোক জমা হয়ে গেছে। জনতার ভিড় ঠেলে আমি এগিয়ে যাই। যুদ্ধের এই কয় মাসে আবার দাড়ি বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় অনেক বন্ধু এবং পরিচিতজনই আমাকে চিনতে পারলো না।

এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্য সযত্নে এই প্যাকেটটি সাথে রেখেছি দীর্ঘ নয় মাস। এবার ওটাকে খুলে ফেললাম। সুন্দর করে ভাজ করা বাংলাদেশের পতাকাটি একটা কিশোর ছেলেরা হাতে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলাম সার্কিট হাউসের ছাদে। সেখানে তখনো পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিলো। ছেলেটি পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় নিচে। সেখানে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বেও প্রতীক জাতীয় পতাকা। সে সময় হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে আসছে সার্কিট হাউসের দিকে। সমস্ত এলাকা ভরে গেছে মানুষের ভিড়ে। পতাকা উত্তোলনের সময় মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয় উত্তাল জনসমুদ্র অবিস্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। তারপর বাতাসের দোলা লাগে, উড়তে থাকে নতুন পতাকা। নিস্তব্ধ নতা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেই জনসমুদ্রে ওঠে জয়ধ্বনি জয় বাংলা।

পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী ধ্বংসের পথযাত্রী একটা জাতি পেয়ে গেল স্বাধীনতা। দুঃস্বপ্নের রাতের শেষে সেই পতাকার রক্তিম সূর্য বাংলার মানুষের জন্য নিয়ে এলো নতুন আশার বাণী। সমস্ত পৃথিবীতে সেই বিজয়ের বার্তা পৌছে দিতে যেন মানুষ এক যোগে মুহূর্মুহু স্লোগান দিতে থাকে জয় বাংলা। শহরের প্রতিটি প্রান্ত থেকে তেমনি আবেগে লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনিত হতে লাগলো জয় বাংলা। খুলে গেল সমস্ত আবদ্ধ দুয়ার বাঁধভাঙা স্রোতের মত বেরিয়ে আসে সকল মানুষ। দীর্ঘ দিনের দুঃসহ যন্ত্রণার শেষে তারা উপভোগ করতে চাইলো উষ্ণ সূর্যালোক, মুক্ত বাতাস, সুন্দর সম্ভাবনাময় নতুন স্বাধীনতা। ভয়াবহ গণহত্যার মধ্য দিয়ে তারা বেঁচে থেকে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে পারছে এ কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তবুও সেই সব মানুষ বেঁচে আছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশের নিচে সোনালী সূর্যের আলোকে মানুষ বিস্ময়ে চেয়ে থেকে বাংলার নতুন পতাকার দিকে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্য, অবাক বিস্ময়ে। ভুলে গেলাম আমার চারপাশের উত্তাল জনসমুদ্রের কথা। তখন ৯টা ১৫ মিনিট, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১সাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি ঘরে বিভিন্ন আকারের নতুন জাতীয় পতাকা শোভা পেতে লাগলো। শুধু ঘরের ছাদই নয়, গাছপালা, লাইটপোস্ট, দোকানপাট যেখানেই সম্ভব সেখানেই মানুষ উড়ালো নতুন পতাকা। উৎসবের সাড়া পড়ে গেলো সমস্ত শহরে। যুদ্ধের নয় মাস এমনি একটা সুন্দর মুহূর্তের জন্যে প্রায় প্রতিটি বাঙালীর ঘরেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো বাংলাদেশের পতাকা। ধরা পড়ে অনেকে আবার পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচাইতে বেদনাময় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো হয়তো বা সাময়িকভাবে। এই নিষ্ঠুর ঘটনা ছিল অবিশ্বাস্য, আর তাই হয়তো এখানে কান্নায় ভাষারও হারিয়ে গিয়েছিলো। বিকৃত বিকারগ্রস্ত রক্তলিপ্সু পাকিস্তানীরা নিরীহ নারী-পুরুষ এবং শিশু হত্যার নৃশংসতায় হিটলারের নাজী বাহিনীকেও হার মানিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বনকারী দুটি সরকার ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবীর সরকার একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিলো হিটলারের গণহত্যার বিরুদ্ধে। অথচ বাংলাদেশের পাকিস্তনীরা যখন গণহত্যা চালালো তখন এইসব সরকারের কয়েকটি পাকিস্তনীদের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইয়াহিয়াকে গণহত্যায় সহায়তা করলো। একটা কঠিন সত্য পৃথিবীর মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অনেকেরই নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাদের মুখে মানবতার বুলি আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিজয়ের মধ্য দিয়ে নয় মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটলো। বাংলার মানুষ আবার তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করলো। পথে-প্রান্তরে পর্বতাঞ্চলে নদনদী খালে বিলে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বাঙালী আবার নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছায়ার মতো অনুসারী মৃত্যুর ভয়ে ভীতসম্ভ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না আর। রাতের অন্ধকারে প্রতিটি অচেনা শব্দ মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি হয়ে আসবে না। চারদিকে আনন্দ আর উল্লাসের ঢেউ। ২৫শে মার্চের সেই ভয়াভহ রাতের পর এই প্রথম মহিলারা নির্ভয়ে বেরুতে পারলো। ঘরের বাইরে ছোট

ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মেলাতে। মার্চ করে চলছে মুক্তিবাহিনী। পথের দুই পাশে উচ্ছ্বসিত জনতা তাদের জানাচ্ছে প্রাণঢালা অভিনন্দন। সুখী মানুষের আনন্দ কোলাহলের সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে কেউ। অনেকে গাইছে গান। নির্মল হাসিতে যেন সমস্ত মানুষের রূপ উদ্ভাসিত। কারো চোখে ছিল সুখের অশ্রুজল। একজন আনন্দের আতিশয্যে বাঁধ ভাঙা চোখের জল সামলাতে গিয়ে শাড়ির আঁচল কামড়ে রেখেছেন দৃঢ়ভাবে। কাছেই কোথাও মাইকে বাজছিল অতি প্রিয় সেই গান ‘‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’’। এমনি অনেক ফুলের মত জীবনকে হয়তো আমরা যুদ্ধ করে বাঁচাতে পেরেছি। আবার অনেকেই আমরা বাঁচাতে পারিনি। আমার মনে হলো সেই সব শহীদের কথা, যারা নিজ দেশে বন্দির মতো জীবন যাপন করছিলো। পাকিস্তানীরা এদেশকে পরিণত করেছিল বন্দীশালায়। যেখানে তার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে রেখেছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। সেই বন্দিশালায় পাকিস্তানীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত অসংখ্য মানুষের ত্যাগ আর গভীর জীবনবেদনা ছিল এতই মহান যে শ্রদ্ধায় নত হয়ে আমি অনুচ্চ স্বরে বললামঃ

‘‘ ... এবং শান্তি, আর যুদ্ধ নয়-
তোমাদের বিদেহী আত্মার জন্য
চাই শুধু শান্তি, যুদ্ধ নয়।
এই বন্দীশালা, এখানেই ছিল
তোমাদের তীর্থের জীবন।’’

ইতিহাসের এই মর্মান্তিক নাটকের যবনিকাপাত সে কি বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত নাকি শোকের বেদনায় আপ্লুত? অথবা সেখানে ঘটেছে বিজয় আর বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ? এই নির্মম ও অচিন্তনীয় গণহত্যাকে কি পৃথিবীর মানুষ ইতিহাসের পালাবদলের অমোঘ বিধান বলেই সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে ?

সার্কিট হাউসের সামনে সবুজলনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম সেই বিষাদময় সমস্ত ঘটনার কথা। যুদ্ধের নয় মাসের শহীদদের কথা আবার মনে পড়লো। পাকিস্তানীরা এদের হত্যা করেছিলো গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে শহরে-মসজিদে-মন্দিরে। অনেককেই ধরে নিয়েছিলো আরো নিষ্ঠুরভাবে অশেষ যন্ত্রনা দিয়ে হত্যা করার জন্য। বাংলার এই অসহায় মানুষগুলো আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না। কিন্তু পাকিস্তানীরা যখন এদেরকে বেঁধে নিয়ে যেতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই মুহূর্তে এই সব অসহায় মানুষ কি ভাবতো কে জানে? তাদের আপজনেরই বা কি গভীর মর্মবেদনায় ভেঙ্গে পড়তো চিরবিদায়ের সেই মুহূর্তে? এইসব মানুষকে যখন পাকিস্তানীরা লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতো, রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতো জীপের পেছনে বেঁধে, বেয়োনেট আর রাইফেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো তখন মৃত্যুপথযাত্রী সেই সব মানুষ কি ভাবতো আমরা কোনো দিন তা জানবো না। নিষ্পাপ শিশু, অবলা নারী, অসহায় বৃদ্ধ এদের কেউই সেদিন রক্ষা পায়নি। পাকিস্তানীদের হাত থেকে।

সেই সব প্রাণের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন। আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন আমার দিকে। যুদ্ধে তার ছেলে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। মুখে তাঁর হাসি নেই নেই অশ্রুজল। তিনি শান্ত, অতিশান্ত। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ।

মানব হৃদয়ের সেই অব্যক্ত বেদনা কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না।

১ নম্বর সেক্টরের কতিপয় গেরিলা অপারেশন

[মেজর (অবঃ) রফিক-উল-ইসলাম, বীর উত্তম-এর ২০ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে]

Of the numerous raids, ambushes and attacks in all the sectors, a number of actions have been enumerated in the following texts. These actions would depict a picture of the war and the gradual process of transformation of the inexperienced freedom fighters into an effective and cohesive fighting force through continuous actions against the Pakistanis all over the country.

No.1 Sector: A number of small guerilla groups comprising of 3 to 5 students, trained on the use of hand-grenades and small arms were being inducted into Bangladesh from as early as the first week of May. The attacks were primarily to kill leading collaborators as well as officers of the Pakistan Army. The first organized guerilla group with appropriate training on weapons and explosives was sent in No.1 Sector on June 4, through Baishnapur area in the afternoon. On June 10, one our fighting patrol laid an ambush near Hiaku on Ramgrh-karerhat road. In the subsequent encounter, 4 Pakistanis were killed. Our troops withdrew without suffering any casualty.

It may be mentioned here that this road of about 15 miles from karerhat to Ramgarh passes through mountain area covered with dense forests. There is negligible human habitation. The mountains and the jungles provide excellent hiding places for the guerillas. There have been innumerable actions on this road. Pakistani strong defences were at Karerhat, Hiaku and Ramgrah, controlling the major roads leading upto Chittagong, 50 miles away. These positions mutually support each other and there had been heavy movement of traffic between these 3 centres throughout the war. The movement was necessitated by the need to supply arms, ammunition, fuel, ration, reinforcement and evacuation of casualties. At a later stage the Pakistanis did build up some reserve of arms, ammunition and ration, But due to the fast changing nature of the battle and the increasing number of casualties the Pakistanis had to maintain heavy traffic all through the war.

From June onward action by our regular troops as well as the guerillas against the Pakistanis were becoming more organized and effective.

The total frontage of No.1 sector was approximately 400 miles of which 50 miles were the active front. The entire active front was divided into 5 sub-sectors for the purpose of carrying out regular guerilla operations. Throughout the war there has been regular actions along the active frontage against the Pakistanis in every sub-sector. Besides this the trained guerillas had kept the Pakistanis restless through raids and ambushes deep inside Bangladesh.

On June 21 a raid was conducted on the Pakistani defences at Sreenagar area by 10 guerillas who crept close to the defences under cover of darkness. Earlier, the defences had been reconnoitered to identify the positions of the automatic and semi-automatic weapons. The raiding party successfully neutralized these weapon positions by 75 mm rocket launchers. There after the raiders lobbed grenades inside a number of bunkers and

destroyed 2 parked vehicles. The Pakistanis opened up with their weapons blindly, firing in all directions, hoping to scare off the raiders. The raid lasted for more than one hour in which 2 vehicles were destroyed and 5 Pakistanis suffered casualties.

On June 23, another ambush was laid near Hiaku. A small convoy carrying ration to Ramgarh hit the ambush. The guerillas had take position in the dense jungle on the high ground by the road side. The convoy was attacked by rocket launchers and LMG. A microbus was destroyed, killing 1 officer and 3 other Pakistani soldiers, 2 others were injured. The Pakistanis were mentally prepared for ambush on this road and they took immediate cover in the dense jungle on the other side. Meanwhile from nearby camp at Hiaku reinforcement reached the scene of action. By that time our ambush party had dis-appeared into the jungle and returned to the base.

On July 1, I sent a platoon with Capt. Shamsul Huda to raid Debipur post. The raid was successful. Our troops leaped from one bunker to another, lobbing hand-grenades and blasting the occupants of the bunkers with sub-machinegun fire. Having completed the mission, the guerillas withdrew to the base. On our side Sepoy Fazlur Rahman, Habilder Abdul Hussain, Sepoy Toha Mia fought very bravely and died in action. 6 Pakistani soldiers were killed and 12 others were injured.

At midday on July 3, a micro-bus carrying a number of Pakistanis including one Captain was ambushed by our troops at Chikanchara on Ramgarh-Karerhat road. The Captain and 4 other Pakistanis were killed in the action. We carried out numerous actions on this road and killed a number of the Pakistanis. They rarely moved on this road at night, restricting their move to the day-light as far as possible.

On July 11, Hanaponi Bridge in Mirsharai was demolished by the guerillas. On 15 July, Subedar Raham Ali with a group of 20 others laid on ambush between Begam Bazar and Ramgarh. A convoy carrying ration and ammunition was caught in the ambush. As our troops opened fire, the Pakistanis, new and not acquainted to the terrain, were completely be-wildered and ran in panic for shelter. 6 Pakistanis were killed and many were injured in the action.

Most raids on the BOP's and enemy defences were almost identical. Our troops carried out reconnaissance, specially about LMG & MG positions of the Pakistanis. Thereafter, small groups of usually 10 to 15 people would stealthily creep upto their positions. Some of the guerillas would position themselves to prevent themselves to prevent the Pakistanis from receiving reinforcements, as well as to cover the withdrawal of our own forces after the actions were over. The rest of the guerillas would go for direct action against selected bunkers. Thereafter, if time and situation permitted, a few would go for more bunkers or other lucrative targets, spraying those with carbine fires or lobbing hand-grenades. The aim was to harass the Pakistanis and to inflict as much casualty as possible without suffering any loss. We did not want, at that stage, to destroy enemy in piece-meal nor did we have adequate resources to achieve such aim. We concentrated on continuous raids and ambushes which would demorlise the Pakistani soldiers, soldiers, sap their will power to fight and inculcate in them a fear of absolute uncertainty of absolute uncertainty of the war and the cause for which they were in Bangladesh.

A raid was conducted on Guthuma BOP on July 16. The Pakistanis suffered 3 casualties. The guerillas returned safely.

On July 19, we raided Pakistani position at Kariabazar. This raid was organized on an information that the Pakistanis under a Major from a Punjab regiment had imprisoned about 200 Bengalees who were trying to excape to India. These Bengalee prisoners, with many women in that group, were being tortured by the Pakistanis. The raid was aimed at freeing the prisoners. At about 1: 30 that night, the raiding group with 45 men, Carrying 2 inch mortars, rocket launchers, LMGs, and rifles raided the high school in Kariabazar where the Major with his Punjabi troops were staying. The prisoners were kept in nearby shops and houses. As the raid started, our soldiers kept the enemy pinned down in the school building by firing from LMGs so that the Pakistanis could not come out. Then the guerillas shouted at the prisoners to escape under cover of the fire. Taking advantage of the darkness of the night, 150 of the prisoners managed to escape. There after heavy firing from mortars and rocket launchers continued for over thirty minutes. 18 Pakistani soldiers were killed. On our side there was no casualty.

On July 23, the freedom fighters put mines on the railway track between Bortakia and Mirsharai. The mine exploded when a train was passing. One engine and a compartment was derailed and railway communication remain suspended for some time.

Another raid was conducted on the Pakistani location at Hiaku. The area was being used as a parking place for military vehicles. On July 27, we conducted a raid on this position at about 4 in the evening with mortars and rocket launchers. This raid in daylight caught the Pakistanis totally by surprise. During 15 minutes of the raid, the vehicle park was totally destroyed. 4 Pakistanis wet killed on the spot and unknown number of soldiers were reportedly injured. Many vehicles were set on fire and these were burning for a few hours in the night.

On August 3, Group Captain Khandakar and Col. Rab from HQ Bangladesh Forces visited No.1 sector to discuss and co-ordinate guerilla operations as well as other military actions against the Pakistan Army. This co-ordination was being done in line with the decisions arrived at the sector commanders conference at Calcutta from July 10.

In the co-ordination meeting it was decided to step up guerilla operations against the Pakistanis. As thousands of able bodied men were voluntarily joining the war of liberation, more and more training centers were opened all over the border regions and we were receiving hundreds of trained boys at regular intervals. The trained guerillas themselves demanded to be sent for offensive actions and we were only too obliged to accept their requests. Continuous reports of atrocities by the Pakistanis hardened the attitude of the population as well as the guerillas. The helped us in allocating aggressive and dangerous tasks to various guerilla groups. It was considered an honour if a group was allocated more difficult and risky operational tasks.

On August 9 our troops raided Pakistani position near Andar Manik BOP and overran the Pakistani defences in the encounter, lasting over 1 hour. Naik Haris Miah took the lead in physically assaulting the defences and displayed great courage during this raid.

Firing from his carbine and throwing grenades, he daringly leapt from one to the other bunker and single handedly claimed a number of Pakistani casualties. The Pakistanis, caught inside their dugouts, could not put up any meaningful fight. At the end of the encounter our troops withdrew safely-leaving behind many dead and injured Pakistanis.

In Patacourt near Zoralganj a company of Pakistani soldiers and Razakars were ambushed on August 10. A group of 20 guerillas under Mohiuddin engaged this company and in the brief encounter I Pakistani soldier was killed while 2 soldiers and 3 Razakars were injured. The guerillas disappeared into the countryside without suffering any casualty.

14 August was the independence day of Pakistan and we decided to carry out large scale raids and ambushes against the Pakistanis on the day. Pakistani high command apprehended such escalation and accordingly warned all its forces to remain on the maximum alert. We knew of the preparedness and planned all actions thoroughly. There were 10 planned raids on Pakistani positions in No.1 sector coinciding with the independence days. These operations were along the active battle front from Chagalnya to Ramgarh. Besides, there were many ambushes and other smaller actions throughout the sector.

On of the most important raids was conducted on Sreenagar near Shuvapur. Shreenagar defences were reconnoitred well in advance, pinpointing the locations of command post, LMG and MG post, ration and ammunition dumps. The raiding party stealthily moved close enough to the defence and neutralized the weapon posts with rocket launchers. Thereafter it was a conventional raid, lasting a brief period and the guerillas disappeared into the darkness of the night. This particular raid was conducted by a platoon and 2 Pakistanis were killed while 4 others were injured. Our forces did not suffer any casualty.

On August 25, a raid was conducted at Amlighat area near East Wali Nagar. The Pakistanis suffered 3 casualties. One of our soldiers was slightly injured in the action. However they all returned to base safely.

On August 28 railway track near Mirsharai was mined by FF group 15 led by Nizam. At 8-25 a.m. a train carrying Pakistani soldiers and Razakars was derailed by the mine explosion. It was learnt that the Pakistanis had suffered 35 casualties in the action.

On 5 September, raid was conducted on a Razakar camp near Chittagong. 6 Razakars were killed and many were wounded seriously.

On 12 September an ambush was laid in Samarkand area, close to the international borders, Elements of 19 Rajput Batallion (India) Provided covering fire during the operation. A Pakistani patrol party suffered 5 casualties and rest of them fled away without any fighting.

On September 14 a very important meeting was held with the Indian Army Commander Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora. It was decided to step up conventional military

Operations side by side, with the guerillas activities. Salient features of the planned military actions were:

1. Take over of lightly held Pakistanis positions.
2. Retaliatory action against the Pakistanis and inflicting heavy casualties on them.
3. Disruption of the Pakistanis lines of communication.
4. Stepping up of guerilla activities.

We realized that such decision, communicated by the Indian commander himself, was in fact coming from the government of India. This also indicated Indian Army's preparedness to face any adventurism by the Pakistan Army. This definitely was a welcome development for us and it was felt that the Indian Force's would, in the process, get deeply involved in our liberation struggle.

On 15 and 16 September we held elaborate planning discussion and meeting with Brigadier Shabeg Singh, local commander of the Indian force. The meeting wall attended by Khaled Mosharaf and Shafiullah also.

On 15 September an ambush against the Pakistanis at Amjadhat area in Pourshuram was laid by 10 of our soldiers. The Pakistani's counter attacked and the fighting continued for more than 2 hours. Naik Nadirussaman fought very galantly and helped in the safe withdrawal of the entire ambush party. The Pakistanis suffered 8 casualties. One of our man was injured.

On 18 September the first meeting Col. Sharma of 19 Raj RIF was held at Sreenagar area. The capture of lightly held Pakistani positions were to be carried out in coordination with the Indian forces, deployed along the border. Such coordination was necessary so that if the Pakistanis made any retaliatory attack and tried to cross the international borders, these could be repulsed. However, the actual attack on the Pakistani positions and the holding of the ground had to be done by the by the Bangladesh forces. The operational plan had to cover many aspects including those of limited fire support that the Indian army promised us in time of extreme crisis.

On the night our forces ambushed enemy patrol at Gourangapara. More than 15 Pakistanis were casualties in the action.

On 19 September complete operational reconnaissance of the Pakistani positions were held by Col. Sharma and me jointly. The Indian artillery unit Commander was also present to prepare artillery fire support plants. We recognized our troops by drawing surplus elements from main HQ & sub-sectors. While the operations were being planned guerilla activities continued other areas and deep inside Bangladesh.

On 20 September Subedar Raham Ali attacked the Pakistanis at Champaknagar BOP and after a brief battle withdrew to the base without suffering casualty. The Pakistanis suffered 3 casualties in the action.

Next day, on 21 September an ambush near Guthuma BOP left 3 Pakistanis injured while we suffered 1 casualty. Another ambush at Khajuria that day left one Pakistani soldier and 1 Razakar killed.

In the morning of 22nd September one platoon ambushed the Pakistanis in area Jochandpur. A company of Pakistan army was caught in the ambush. It was too big a target for our small ambush party. On our side soldier Ruhul Amin was injured and we lost 2 rifles, 1 mortar and a spare barrel of LMG. There was no casualty on the Pakistani side. That day, in the evening there was exchange of artillery, fire between the Pakistanis and Indians in Sreenagar area.

On 23 September, 10 Naval Commandos were sent by a small boat for attaching limpet mines against ships in outer anchorage off the port of Chittagong. Due to long distance involved and the rough sea they rough sea they could not reach the target and had to abandon the operation. While returning to shore one commando, Muhammad Hossain, was drowned in high sea. Another party of 3 Commandos were sent for action against the Pakistani Navy's coastal gun at Patenga, on Chittagong sea shore. The Pakistanis were fully on the alert and 2 of the commandos were captured by them.

On 23rd September at 3-30 in the morning one company attacked Pakistani position at Ballavpur. Another company under Captain Mahfuz attacked Pakistani position at Champaknagar. Prior to these attacks, artillery fired for ten minutes on both the targets. The Pakistanis had prepared very strong defences with well prepared bunkers. Artillery fire could not neutralize any of the enemy weapon positions. The Pakistanis quickly sent reinforcements and brought heavy artillery fire from Karerhat on our troop position. After repeated attempts to capture these two targets the attacks were called off. We lost 1 and 2 were injured. One Indian soldier was injured inside the Indian territory due to Pakistani counter-bombardment. The attacks failed.

That day in the evening an ambush in West Devpur area left 2 Pakistani soldiers killed.

On September 25 at 7 a.m. an ambush by 15 of our guerillas in area of Guthuma left 3 Pakistani casualties. A raid on Champaknagar BOP that night left 5 Pakistani casualties. The raid was carried out with rocket launchers and many bunker were destroyed.

On 26 September a raid was carried out on Pakistani position at Guthuma BOP. One of our soldiers, Naik Haris Miah crawled within a few yards of the bunkers and lobbed grenades inside. Others tried into various defence positions and withdrew quickly under cover of the darkness. 2 Pakistani soldiers were casualties in the action.

On the 26 September another ambush in Devpur area at 10-30 a.m. left 5 Pakistani casualties. One civilian was wounded due to stray firing.

On the Feni River, Andarmanik BOP was a strong position of the Pakistanis. Every evening the soldiers would fall-in for morning and evening roll-call. On getting this information one of our ambush party laid ambush around the BOP. As soon as the roll-

call was over the party opened fire with LMG's and rifles. The Pakistanis were taken completely by surprise in the open area of the BOP. By the time the Pakistan soldiers could jump into their their trenches and bunkers. 15 of them including one J. C. O. were casualties. In total 2 Pakistani platoons had assembled for the roll-call.

At 5-00 in the morning of 29 September, another ambush was laid in East Madhupur by a section of guerillas. 3 Pakistani vehicles, apparently bringing some reinforcements, were ambushed. 2 of the vehicles were damaged. However the Pakistanis did not suffer any casualty in this action.

That night at 11.30, raids were carried out on Ballavpur and Chagalnaya defence. Pakistani casualty in Ballavpur could not be ascertained. The raid on Chagalnaya was carried out under fire support provided by Indian artillery. In this action 5 Pakistani soldiers were killed and 7 were injured. One Pakistani artillery observer had taken position on a tree and was directing artillery fire against our forces. The raiding party located the observer and shot him down.

Next morning at 4 an important culvert at Champaknagar was blown up and the Pakistanis there were cut off from receiving ration or reinforcement.

On October 1, 16 guerillas under group leader Nizam raided a camp at Durgapur High School in Mirsharai. The camp was mainly for the Razakars and it had earned notoriety in that area for creation a reign of terror and oppressing the people. After very careful preparation for a number of days the guerilla group raided the camp at night and in the fierce battle for more than one hour killed 20 of the collaborators and captured 7 rifles. While a number of Razakars put up some resistance initially, others fled away in the darkness of the night. In that operation one freedom fighter Farid was killed but before dying he himself had claimed 10 enemy died.

Earlier that day at 10-30 hours a group of guerillas ambushed a section of the enemy patrolling near Guthuma. One soldier was killed and the rest of the patrol party managed to run away, leaving behind the dead. Such ambushes during broad-day-light and the resultant success were encouraging and we were confident that the guerillas had achieved certain standard where we could start relying on them for much more effective action against the Pakistanis.

Next day there was night raid on Pakistani position at Champaknagar BOP. In this raid 2 Pakistani soldiers were killed. One of our soldiers was hit by a bullet and was critically injured.

In the early morning of October 3, an ambush was laid in Amjadhat area in Belonia. A small enemy party was moving to the company headquarters, probably for food. The party was ambushed at 5-00 in the morning. 2 of them were seriously injured and carried away by rest of the party. It was learnt that the 2 injured and carried away by rest of the party. It was learnt that the 2 injured soldiers had died later.

Another ambush was laid near Karalia Tila in Karerhat on that night. 2 Pakistani soldiers and 3 Razakars were killed while they were on patrol duty and came into the ambush. Our forces returned to base safely.

As the raids and ambushes were going on in different areas at different times. We were preparing to launch small scale conventional attacks on lightly held Pakistani positions with a view to capture and hold the grounds for future military operations. In my sector, Pakistani position near Pourshuram was choosen as the first target and from the morning of 3rd October was started detailed reconnaissance. Since the beginning of October, as the raids and ambushes increased in intensity, frequency and ferocity, the Pakistanis became more jittery and nervous. Indian military officials and myself came under intense fire from Pakistani M. G's and mortars during the reconnaissance. A civilian in the area was injured by stray firing. This type of sporadic firing was common feature in the battlefront from October onward.

On 4 October further reconnaissance was carried out in other areas for suitable targets. At the same time we had to evaluate the battle worthiness of our fighting force.

The regular soldiers had remained in the battle front from the beginning of the fighting. They had no rest and were almost continuously engage in battle. Such continuous engagement in battle affected their fighting capability. They needed rest, regrouping, rearmament. But we could not afford to provide reasonable rest since the number of regular troops were limited. And we would be required to carry out the immediate military tasks with these very troops.

The guerillas themselves had come under tremendous pressure. They were moderately trained. The lack of adequate training was compensated to some extent by motivation and commitment to the cause of independence. We however observed that a certain amount of fear was impeding their fighting ability. The fear was not so much for their personal safety. It was of the savage reprisal by the Pakistan Army against innocent civilian population in the surrounding areas where guerilla actions took place. As a result, the guerillas were hesitant to go into action in areas with civilian population nearby.

This hesitation in the mind of the freedom fighters allowed free hand to the Razakars who created a reign of terror and intolerable nuisance for the people. Yet with all these difficulties we were continuing conventional attacks as well as guerilla actions.

At 10-00 a.m. on 4 October, 2 Pakistani soldiers were killed near Guthuma BOP. Next day on 5 October a senior Indian military officer visited out headquarter for coordination on the future military operations and at 11-00 a.m. that day an ambush near East Debpur BOP left 2 enemy killed. One of our soldier suffered minor injuries.

On 6 October reconnaissance with Brig Shabeg Singh and the commanders of various Indian army units deployed along the border area near Sreenagar was carried out, At 2-45 that afternoon a guerilla group blew up bridge between Chagalnaya and Muhuriganj. At the same time raid on Pakistani position in Karimganj Bazar High School left 3 Pakistani soldiers killed. 5 Razakars and 1 civilian were also killed in the encounter.

At 3 p.m. that day I visited number 2 Sector Headquarters at Melaghar for inter sector coordination meeting with Sector Commander Khaled Mosharraf. There we received information of heavy concentration of Pakistan Army in Chagalnaya area.

Immediately, Chagalnaya was engaged by artillery fire. Report collected later confirmed of considerable Pakistani casualties.

In the early hours of 7 October a patrol of 2 sections of the Pakistanis was ambushed in Belonia in day light. In the brief encounter the Pakistanis lost 2 soldiers and 3 Razakers.

Further to the east in Sabroom area the Pakistanis had concentrated larger forces and brought forward some of their mortars. This threatened a number of refugee camps and hospital which fell within the range or the mortars.

There were a number of raids and ambushes against the Pakistanis on October 6. Madunaghat on the Halda river, few miles away from Chittagong City had a electric sub-station. One of our raiding parties crossed 70 miles from main camp and destroyed 2 transfomers in a daring raid in the early hours of the day. Sepoy Mannan fired the critical shells that destroyed the transformers but in the process of firing was hit by a bullet. He succumbed to his injury later.

At 08-00 hours there was another action against the Pakistanis in Chagalnaya BOP. Our raiding party crept close to the enemy defence at night and lay in wait. A group of Pakistanis had started preparing their bunkers very carelessly. At that time the raiding party swung into action and killed 3 Pakistanis. We suffered one casualty.

At 6-00 p.m. that evening 2 guerillas crawled upto Dhaka-Chittagong Highway where 2 vehicles were parked and some soldiers were unloading ammunition. The guerillas threw hand-grenades and soon disappeared into the darkness of the night. One of the Pakistanis lay injured and the vehicles were badly damaged.

On October 7 a bridge on Chagalnaya-Belonia road was demolished by the guerillas. This was done to isolate the Pakistanis in the Belonia bulge. The bridge was covered with small arms, LMG and MG fire by the Pakistanis from nearby positions. But the guerillas managed to complete their task under heavy firing.

That day the guerillas attacked and destroyed a Tehsil office at Radhanagar and raided Pakistani defences at Mokamia. In the raid in Mokamia 2 Pakistanis were killed.

An ambush was laid at Purba Debpur area at 8-30 a.m. On October 8. A Pakistani patrol moved into the ambush and immediately came under attack. 3 Pakistanis were killed and 1 was injured. The guerillas returned to base without suffering any lose.

A raiding party lay in wait near Pakistani defences at Guthuma in the evening of 8 October. That was the usual time for the Pakistanis to fall-in for evening roll-call. As soon as the roll-can was over and the Pakistanis were about to disperse, the raiding party opened up with LMG and 2” mortar fire. 10 Pakistani soldiers were casualties. The guerillas disappeared in the darkness of the night and returned to base safely.

At 7-30 in the evening of October 9 there was a raid on Pakistani defences near Guthuma BOP. One Pakistani soldier was injured and a militiaman was killed.

That night I returned to my headquarters after reconnoitering of the forward areas. At the headquarters I met col. Sharma of 19 Raj RIF. We held discussions for future actions. The Indian army’s role, as on that day was to halt any Pakistani attempt to cross the international border on the pretext of pursuing the Freedom Fighters. At the same time, the Indian Army was in a position to provide limited support to us as the launching base for various raids and ambushes. Soon after we had finished discussions capt. Mahfuz entered the room to give us a good news. About 10 days earlier we had sent a special guerilla team to demolish the railway bridge between Dhumghat and Muhuriganj. It was a difficult task as the bridge was guarded. Purposefully we refrained from any activity in that area and as such the sentries on duty were not very alert. Many of our guerillas in nearby villages were advised to lie law and keep observing the Pakistanis and their habits and wait for the final raid. They were also required to provide safe base for the raiding party, guide them upto the target area and help them withdraw to safety after the raid was over.

The raiding party along with the demolition experts were launched inside in the last weak of September. They carried out rehearsals of the action on a small bridge near the sub-sector HQ. Explosives for the action were dispatched in a number of installments to avoid detection. These were stocked in 2-isolated farm houses-only about a mile away from the target. Thereafter the main guerilla group moved inside and reached the target area. There, the party carried out detail reconnaissance for a number of days and observed the duty pattern of the sentries, their state of alertness, timings of change of sentry etc. Finally the raid was carried out on the night of 6 October and the bridge could only be damaged partially. This however disrupted the railway communication between Chittagong and Dhaka.

During this time a rumour spread that a section of the politicians who were actually collaborators in disguise, were trying for a rapprochement with Pakistan. The rumour spread quickly. The soldiers as well as the guerillas and the people were greatly agitated. There were demands for sever punishment of the collaborators and we vowed to achieve military solution to the problem since the Pakistanis had blocked the path for a political dialogue. The fighting men were advised to hit the enemy harder for a decisive military victory.

On 10 October the guerillas raided Pakistani position in Barabazar in which Pakistanis suffered 6 casualties.

On October 12 there was a raid on Pakistani defences at Parshuram area. 2 sentries were killed and the guerillas withdrew immediately after the raid, lasting only fifteen minutes.

At 9-30 p.m. the guerillas ambushed Pakistani patrol near Radhanagar on Dhaka-Chittagong road. 2 soldiers were killed and I was injured.

That night Pakistani President Yahya Khan, speaking on the Pakistan Radio mentioned of heavy Indian build up all along Pakistani border and of commando activities in which roads, railway bridges and power supply lines had been destroyed. From the

Speech it was very evident that Yahya Khan was referring to the guerilla activities of the Freedom Fighters and that our actions had hit his ego and destroyed his dreams of subduing the Bengalees.

On 14 October the sector commanders in the eastern region went to Agartala to receive the Bangladesh Prime Minister and the Acting President. They arrived in a special aircraft of the Indian Air Force. We held brief discussion about our difficulties-specially due to the short supply of arms and ammunition. There was a reference during the discussion about the rumour of some politicians trying for a rapprochement with Pakistan. The Acting President and the Prime Minister confirmed the rumour but advised us not to give it any currency which could demoralize the fighters. We were also assured that nothing short of independence will be acceptable to them.

On 15 October our forces raided Pakistani positions at Ballavpur, Darogarhat and Chaygharia. In all these raids 6 Pakistanis and many Razakars and militiamen were killed and 8 were injured.

On 16 October the Acting President Syed Nazrul Islam and Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed visited forward defences in Sreenagar area-only about a mile away from the Pakistani defences and well within their mortar range. That day a special commando group under a political leader Mr. Mosharaf Hussain, M. C. A. was inducted inside Bangladesh. The task assigned to them was to destroy fuel dump near Chittagong Naval Base.

The guerillas ambushed a patrol party of the Pakistanis near village Jagannath Sonapur in the early hours of 17 October. In the ambush the guerillas used 2” mortars & LMG’s. 2 Pakistani soldiers and 3 militiamen were killed. Another ambush on that day at Devpur BOP area in Belonia left 3 Pakistani soldiers killed. On our side Sepoy Amjad Ali of BDR (11 wing) was seriously injured.

“On 17 October at 05-30 in the morning, our guerillas laid ambush in East Devpur area. Fighting continued for almost half an hour in which 3 Pakistani soldiers were killed. On that day I held discussion with Lt. Col. Bisra of 8 Bihar (Indian Army) and planned conventions operations against the Pakistani positions. More coordination was needed between Bangladesh and Indian forces in all respect including controlling and directing troop movements, deployment, ground actions and fire support. Due to lack of such coordination, Indian artillery had fired, by mistake, on our position near Chagalnaya injuring 4 of our soldiers.

In the early hours of 18 October we raided Guthuma BOP. Prior to the raid 50 rounds of 3” Mortar were fired. The Pakistanis called for artillery fire on our troops. The raid continued for half an hour during which 10 Pakistani soldiers were killed. We offered 2 casualties. Sepoy Latif was injured critically and evacuated to Belonia Hospital where he died later on.

Another raid on Pakistani defences at Matua village area that morning claimed 3 Pakistani casualties.

On 21 October, a Pakistani patrol was ambushed at Amjadnagar at 10-30 in the morning. One Pakistani soldier was killed and 3 militiamen were injured. One civilian in the nearby area was also injured by stray bullet. At 12-30 that day a group of Pakistani soldiers and militiamen were moving to Chandgazi in 5 rickshaws. They were attacked by the guerillas operating in that area at 12-30. 3 Pakistanis were killed. One of the rickshaw-pullers was also killed in the action.

In another ambush on that day in Baro Panua near Ramgarh, 5 Pakistanis were injured.

And in Mirdharbazar, 2 platoons lay in ambush for an expected Pakistani patrol party. One guerilla section was deployed as cut-off party in South Jodhpur. The Pakistani patrol reached the ambush and came under heavy fire. The fighting continued and reinforcement was sent by the Pakistanis from Chagalnaya through South Joshpur. This platoon of reinforcement hit the cut-off party and suffered heavy casualties. In both these ambushes our forces used 2” mortars, LMG,s and rifles. It was learnt later that 10 Pakistani soldiers were killed and 15 others were injured in both the ambushes in Mirdharbazar and South Joshput.

On 22 October there was another ambush in Barapanua. The Pakistanis suffered 3 casualties and the guerillas captured 1 LMG, few 303 rifles and some ammunition. It was on that day that some medium guns of the Indian army were moved forward closer to the international border. Indian Corps Headquarter also moved into the battle location and movement of heavy stores and equipment were noticeable all along the border.

On 27 October there was an ambush near Guthuma in which one Pakistani was injured. That night we sent one company under Lt. Raquib inside Bangladesh for guerilla operations in areas between Mirsharai to Chittagong. Dr. Mannan, an M. P. from the Chittagong area also went along with the group.

On 28 October an ambush party lay in wait near Debpur BOP. The Pakistanis received some supplies of ration and ammunition which they were unloading from bullockcarts at about 8 a.m. At that time the guerillas opened fire with LMG and killed 2 soldiers and 2 Razakars.

Last days of October were hectic for us as well as the Indian Army. We planned large number of attacks on Pakistani position. There were exchanges of small arms fire very frequently. Sporadic exchange of artillery fire claimed heavy casualties-specially of the civilian population. Pakistanis used to fire artillery shells on the civilian areas for reasons best known to them.

And all Indian Army nits Started moving to their battle locations.

On 1st November an important conference was held at 83 Brigade Headquarter at Shantir Bazar. For the first time Indian Army units were allowed to enter Bangladesh territory, occupy defences and relieve Bangladesh Forces for other tasks. 8 Bihar

Regiment and 2 Rajput Battalion of the Indian Army were to establish firm bases in Belonia. From these firm bases our forces were to operate and occupy vital positions in order to cut off the Pakistanis in Belonia and Pourshuram areas. The final date of operation was set for the night of 5/6 November. Till then, we decided to continue normal operations in the area in order not to arouse suspicion in the mind of the Pakistanis.

On 3rd November a group of guerillas were trying to demolish a bridge on Ranirhat-Rangmati raod. Suddenly a Pakistani patrol composed of militiamen and Razakars reached the spot. One guerilla, Parimal Sikder was captured and taken to the Pakistani camp nearby. The rest of the guerillas immediately raided the camp and recovered Parimal. About 4 Pakistanis were killed in the raid. One guerrilla was injured.

On November 5 our planned operation to cut off the Pakistanis in Belonia was launched at 20-30 hours. The operation has been described in greater detail elsewhere.

In the morning of 6 November guerillas raided Andarmanik BOP with the help of 2”mortar and 73 mm rocket. 3 Pakistani casualties were claimed in this raid.

On 6 November the guerillas were engaged in a frontal encounter with a Pakistani patrol in Durgapur in Mirsharai Police Station. Fighting continued for 15 minutes. One Pakistani was killed and 2 others were injured. On our side Mozammel Huq was injured when he was hit by a bullet. The group managed to evacuate him to safety and render medical treatment secretly.

On 7 November the Pakistanis attacked our position in Belonia with two platoons. The attack was repulsed by Habilder Ali Hossain and members of his section. They had taken defences on the high embankment of a big pond. The defence was well prepared and all areas in front and the flanks were covered by fire. The Pakistanis made successive counter attacks which were repulsed by the section.

Another counter attack on our position in Belonia bulge made some headway when 3 of our soldiers including the platoon commander were lost in the encounter and rest of the troops started withdrawing to the rear. At that time EPR subeder Gani was rushed forward. Gani launched a bold attack on the Pakistanis. The position was retaken and the situation saved.

On 8 November the guerillas ambushed a Pakistani patrol on Ramgrah-Karerhat road. Occupying high ground on the roadside, the ambush party opened fire with LMG's and carbines and threw hand-grenades. 4 Pakistanis were killed and 2 others were injured in the brief encounter.

On 12 November an ambush was laid by a platoon in Bishwanathala in Champaknagar area. At 10-00 in the morning, an enemy patrol of 2 sections was caught in the ambush. 7 Pakistanis were killed and one injured while rest of the troops ran away. One injured militiaman was captured. The prisoner died on way to our camp and was buried enroute.

On 16 November a raid was conducted on East Debpur BOP. The raid continued for one hour. The BOP at that time was being manned mainly by militiamen. 3 of the Pakistanis were killed in the action. 7 Razakars, on duty in the BOP, surrendered to our forces. Large quantity of arms and ammunition were captured.

On 17 November Group 19 under Moinuddin ambushed a Pakistani patrol party near Mirsharai. There were 3 enemy casualties. One of the guerllas suffered minor injury.

On 18 November an attack was launched on Pakistani camp at Karnafuli Tea Estate. There were 6 enemy casualties. Another attack that day on Pakistani position in Fatikchari left 2 Pakistani soldiers killed. Our forces captured 60 Rifles, one LMG, 2 Stenguns and huge quantity of ammunition. 11 policemen were also arrested in that operation.

On 20 November a conference was held at 181 Brigade Headquarter to decide on the reorganization of our forces to prepare for joint military action against the Pakistanis in our area of operation. By that time heavy movement of military personnel, vehicles, stores and equipments on both sides had reached a peak. It was apparent that the preparations were nearing completion for the final battle. After visiting some of the forward positions, I returned to my headquarters. The troops were offering their Eid prayers. Many of them knew nothing about their families for the last 8 months. As they bowed to Allah for prayers they were all crying like small children. I joined the prayers, tried to maintain a calm composure and later exchanged greetings with the troops with a faint smile in my face,But the smile probably betrayed the turmoil in my mind. Many of them embranced me and burst into tears.

By 21 November the northern half of Belonia was liberated and the battle for rest of Belonia was to start soon. The Pakistanis meanwhile concentrated lager forces in Feni area.

On 22 November there was a raid on a Pakistani camp at Tabalchari in which there were 2, Pakistani casualties. 13 Razakars along with their rifles, and ammunition, surrendered to our forces. That day 2 of our companies operating inside Belonia bulge along with 6 and 14 kumayun battalions captured 10 Pakistani soldiers. There were 22 others who were injured and taken prisoner. 2 of our guerillas were also injured and one JCO,s leg was blown in a mine explosion.

On 23rd November an ambush in Champaknagar BOP area claimed 2 Pakistani casualties. I held a meeting with the Zonal ‘Council (A committee of Bangladesh political leaders of the area to advise the military commanders on civil affairs) at Shanti Bazar and discussed matters regarding civil administration in the liberated areas in Bangladesh. Thereafter meeting was held with the Commander of ‘K’ Force composed of Indian and Bangladesh forces in No.1 Sector. The Indian Brigade commander obtained permission from higher authorities and it was decided that in extreme emergencies Indian officers could be loaned to command our troops. We did not have even 5% of the officers

required. However we did not need that help and managed to continue fighting with available officers and JCO's.

On November 24 we captured Fulgazi and Chandgazi and consolidated our position in the whole area. Next day I visited the liberated areas in Belonia and inspected the defences there. That day the guerillas attacked a Razakars camp in Mirsharai area. They killed 3 Razakars and recovered a number of rifles and ammunition.

On 26 November our forces liberated more areas in Belonia. As the news of our success in battle field started spreading all around, the Razakars started surrendering to our forces in larger number.

On 27 November about 30 Razakars surrendered at Chagalnaya alongwith their arms and ammunition. That day, we visited liberated areas beyond Munshirhat along Belonia-Feni Road. The people had already started coming back to their home in the liberated areas.

On 28 November the guerillas attacked an enemy patrol at Hadir Fakir Hat in Mirsharai. There were 4 Pakistani casualties. Soon afterwards the Pakistanis sent reinforcement in the bazar. They burnt down. They burnt down the entire bazar and started killing civilians. The guerillas who had withdrawn after the action were infuriated by the savagery of the Pakistanis and immediately launched a suicidal attack against the Pakistanis. Guerilla Shah Alam charged at the Pakistanis with his carbine and risking his life through heavy firing single handedly, eliminated 8 Pakistanis before he was captured. The Pakistanis brutally tortured and killed him on the spot and left his dead body in the burning bazar. The guerillas later recovered the dead body and buried it with due solemnity.

On 30 November the guerillas raided Pakistani position on Nalua Tea garden. There were 5 Pakistanis casualties. One LMG and 2 rifles were captured.

Towards the end of November it was clear to all that the war would start any time. It was also talked about that Yahya Khan was looking for some pretext to start an all-out war in the region, raise the issue in the United Nations, call for immediate cease fire and deploy UN observers along the international borders. The positioning of UN observers could be a source of great hindrance to the steady supply of arms and ammunition that we were receiving from India.

Indian Army meanwhile was in full preparedness. Our guerilla activities which had reached the peak in the last month, were now being coordinated to coincide with the military operations by the Indian and Bangladesh forces. All guerilla groups operating inside Bangladesh were instructed to carry out their activities behind enemy lines in order to disrupt Pakistani lines of communication and inflict heavier casualties on the Pakistanis. They were also instructed to disrupt all troop movements so that the Pakistanis could not send timely reinforcement to any places which was threatened by our joint military operations.

On 4 December the guerillas in Hathazari area received information that the Pakistanis had started arresting the people in Katirhat bazar area on suspicion of being members of the liberation forces. The Pakistani is burnt down a number of houses and arrested 30 Bengalees who were taken to the market to be shot. On this information the guerillas in the area raided Katirhat immediately. In the ensuing battle 6 Pakistanis were killed, while others fled to their nearby camp. The guerillas released the arrested persons and withdrew to their respective shelters.

When the war broke out on 3 December, the guerillas intensified their activities behind Pakistani lines and carried out larger number of raids and ambushes.

On 9 December the guerilla company operating in Nazirhat area attacked the Pakistanis there. This company under Lt. Shawkat killed 20 enemy soldiers and inflicted heavy casualties on them. The Pakistanis left their dead and fled toward Chittagong. We suffered 5 killed and 3 wounded.

Sd/-………
20 March, 1983.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। ১ নম্বর সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.... ১৯৭১

১। জুন মাসঃ

(ক) তহশীল অফিস-

(১) ফেনী শহর (২) খিতাবচর (৩) পটিয়া (৪) কানুনগোপাড়া (৫) মৌলভীবাজার (৬) আনোয়ার থানার ২টি তহশীল অফিস।

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) নিউমার্কেট ৩ জন (২) রেয়াজউদ্দিন বাজার ৫ জন (৩) রেয়াজউদ্দীন বাজার ৩ জন (৪) পাঁচলাইশ থানা ৩ জন (৫) মিউনিসিপ্যালিটি, আলী মোল্লা চৌঃ আহত হয়। (৬) রেয়াজউদ্দিন বাজার ৪ জন আহত।

২। জুলাই মাসঃ

(ক) তহশীল অফিস-

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) নিউমার্কেট ৫ জন (২) সদরঘাট ৭ জন নিহত ১১ জন আহত (৩) কক্সবাজার ২ জন (৪) আমিন মার্কেট ১ জন (৫) রেয়াজুদ্দিন বাজার ২ জন আহত (৬) রেয়াজুদ্দিন বাজার কেউ মারা যায়নি (৭) চুনার গুদামের মোড় ১ জন। (৮) জুবলী রোড ৩ জন (৯) খাতুনগঞ্জ ৩ জন।

(গ) দালাল অপারেশন-

(১) পোপাদিয়ায় চেয়ারম্যান কাসেম-(এই অপারেশনে বোয়ালখালীর আবুল হাসান সাহায্য করিয়াছে)

(২) রাউজানের ফয়েজ আহমদ ৮ জন ডাকাত মুহজুল্লাহ ও তৎপুত্র (৩) চেয়ারম্যান দেলওয়ার সওদাগরের বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, গাড়ীটিও, (৪) চরকানাই-এর নাজির আহমদ (৫) বোয়ালখালীতে দুইজন রাজাকার হত্যা।

৩। আগস্ট মাসঃ

(ক) গ্রেনেড চার্জ-

(১) রেয়াজুদ্দীন বাজার ২ জন (২) নিউমার্কেট ২ জন (৩) কোর্ট বিল্ডিং-বিস্ফোরণ হয় নাই (৪) কলেজিয়েট স্কুল ২ জন (৫) সিটি কলেজ ১ জন (৬) চাইনিজ ডেন্টিস্ট-কেউ মারা যায়নি।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) বুধপুরায় ৩ জন (২) মালিয়ারায় ৭ জন (৩) জিরিতে ৩ জন (৪) সারেন্ডার রাইফেলসহ ৪ জন (৫) বোয়ালখালীতে ১ জন (৬) রাউজানে ১ জন (৭) রাঙ্গুনিয়ায় ৩ জন।

(গ) রাজাকার অপারেশন-

(১) জিরি মাদ্রাসায় ২১ জন রাজাকার নিহত, ১৬ টি রাইফেল (২) বোয়ালখালীতে ১ জন রাজাকার (৩) রাইজানে ৮জন রাজাকার (৪) ....২ জন রাজাকার, ২ জন পুলিশ ও চেয়ারম্যান নিহত।

(ঘ) অন্যান্য-

(1) ১৩২০০০ ভোল্টের দুটো পাওয়ার পাইলন কলকারকানার মেইন ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইন ধ্বংস- ২৮ দিন সমস্ত কলকারখানা বন্ধ থাকে, (২) কৈয়াগ্রাম ১টি পুল বিনষ্ট, (৩) রেলের বিট উপড়ে ফেলায় ট্রেন লাইনচ্যুত (দোহাজারী লাইন)।

৪। সেপ্টেম্বর মাসঃ

(ক) রাজাকার অপারেশনঃ

(১) কালারপুল থানা-২ জন রাজাকার, ৬টি রাইফেল ও এমুনিশন (২) লাখাড়া-তিনজন রাজাকার দুইটি রাইফেল (৩) ধলঘাট ৭ জন মুজাহিদ (৪) বোয়ালখালী থানা- ২ জন পাঞ্জাবী, ২ জন পুলিশ, ৩৫ জন রাজাকার ও মুজাহিদ (৫) ধলঘাট-৭ জন মুজাহিদসহ মোট ২১ জন (৬) জৈষ্ঠাপুরা-১ জন রাজাকার (৭) মিলিটারী পুলে ১ জন পাঞ্জাবী।

(খ) গ্রেনেড চার্জ-

(১) রেয়াজুদ্দিন বাজার ২ জন (২) স্টেশন রোড-কেউ মারা যায়নি (৩) লালদীঘিরপাড়-জামাতের মিছিলে ৭/৮ জন নিহত।

(গ) দালাল অপারেশন-

(১) কোরাইল ডাঙ্গায় ১ জন (২) লারোয়াতলীতে ১ জন (৩) বোরলায় ১ জন (৪) ধলঘাটে ১ জন।

(ঘ) অন্যান্য-

(১) ১টি পুল ধ্বংস (২) লাখাড়ায় Signal wireless station সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় (৩) কোরাইল ডেঙ্গা পাহাড়ে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ করা হয় (৪) ফসফরাস দিয়ে পেট্রোল পাম্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৫। অক্টোবর মাসঃ

(ক) রাজাকার অপারেশন-

(১) কদুরখিল গ্রামের সকল রাজাকারদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। (২) পরদিন কদুরখিল গ্রামে ৫২ জন রাজাকার ও ..... বন্দী (৩) ধলঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন আক্রমণ- ২১ জন পুলিশ ও রাজাকার ধৃত (৪) পশ্চিম পটিয়ায় ২ জন রাজাকার ও ৬টি স্টেনগান উদ্ধার (৫) রাউজানে তিনজন রাজাকার (৬) শিলচলে সাতজন পাঞ্জাবী সাহয্যকারী (৭) বান্দরবন রাস্তায় চারজন পাঞ্জাবী (৮) দুইজন মুজাহিদ।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) পশ্চিম পটিয়ায় ১ জন (২) রাউজানে ৫ জন (৩) রাঙ্গুনিয়ায় ৩ জন।

(গ) অন্যান্য-

(১) একটি ট্রেন বিস্ফোরক দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া (২) তিনটি কাঠের চালি .... দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় (৩) কাঠ ব্যবসায় ও চালনায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়।

৬। নভেম্বর মাসঃ

(ক) রাজাকার-পাঞ্জাবী অপারেশন-

(১) টাউনে গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন রাজাকার হত্যা (২) পারুয়ায় গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন মিজো ও একজন পাঞ্জাবী (৩) মগদাইরে গ্রেনেড চার্জ করে একজন রাজাকার (৪) ফজলপুরে গ্রেনেড চার্জ করে তিনজন রাজাকার (৫) ধলঘাটে ট্রেন আক্রমণ করে ...... জন মুজাহিদ (৬) ধলঘাটে এম্বুশ- ৯ জন পাঞ্জাবী ও তিনজন মিলিশিয়া।

(খ) দালাল অপারেশন-

(১) রাউজান ১ জন (২) রাউজান ৪ জন

(গ) অন্যান্য-

(১) ট্রেন ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে দেওয়া হয় (২) ২টি পুল নষ্ট করে দেওয়া হয় (৩) ৪৪০০০ ভোল্টের ছোট ইলেকট্রিক লাইনটি নষ্ট করে দেওয়া হয় (৪) ১টি কাঠের চালি ডুবিয়ে দেওয়া হয় (৫) ১৩২০০০ ভোল্টের মেইন সাপ্লই লাইনটিও নষ্ট করে দেওয়া হয়-মিল কারখানা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৩ দিনের জন্য)।

৭। ডিসেম্বর মাসঃ

এই অপারেশনে সাহায্য করেন কমান্ডার অশোক কুমার চাকমা। এই মাসে মাত্র একটি অপারেশন করা হয়। উক্ত দল বন্যায় একটি পাঞ্জাবী আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৭ জন পাঞ্জাবী, বাদবাকি মিজো ও রাজাকারসহ মোট ২৭ জন শত্রূসৈন্য নিহত করেন। পহেলা ডিসেম্বর তারিখে এই অপারেশন করে রাউজান আসার পথে ২রা ডিসেম্বর তারিখে করিম সাহেবকে চিরিঙ্গা নামক স্থানে গ্রেফতার করা হয়।

তারপর থেকে যতদিনে করিম সাহেব মুক্তি না পান ততদিনে সকল প্রকার অপারেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই হিসাবে অনেকদিন আর কোন অপারেশন করা হয়নি। গ্রেফতারকারী নূরুল আলম ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আর একটি অপারেশন মগদাইরের রাজাকার-মিলিশিয়া ক্যাম্পটি দখল করা হয়। এর পরেও আরো তিনজন রাজাকার ও ই-পি-আর এর পুলিশকে ধরা হয়।

----

১ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা

[সাক্ষাৎকারঃ মেজর মাহফুজুর রহমান *, বীর বিক্রম, ২৫ আগস্ট,১৯৭৩]

On 3rd May 71, a new camp was sited and selected for us at place called harina 5 miles away from Sabrum. Maj (now Brig) Ziaur Rahman, Maj (now Col) Shawkat Ali, Maj (now retd) Rafique, Capt (now Major) Khaleque, Capt (now Major) Oli, Capt (now Major) Enamul Haque, myself, Mr. Ishaque (adm-Offr), Mr. Muree (MTO), many MCAs were there. Later on joined many other offrs-Sqn Ldr (now. Col) Shamsul Haque, Major (now Lt. Col) Khurshid, Flt Lt. (now Sqn Ldr) Sultan, Capt (now Maj) Matiur Rahman Capt Shams (late), Fit Lt. Abdur Rouf, Flng Offr Shawkat and many others. This place became the HQ No.1 Sector and was commanded by Major (now retd) Rafiqul Islam.

Took few days to orient with the area and the adjacent borders to locate the en's disposition. Some of the allied offrs came to our Sector HQ and showed us some mines, explosives etc. on 10th May, Major (now Brig) Ziaur Rahman took me to Alinagar B. S. F. post and got me introduced with Capt P. K. Ghosh (Ali), the Comd of the post, who had been taking part with our troops in many operations inside Bangladesh. I was brought here for a particular mission. Next morning, I went with him to Shubhapur Bridge to see our troops still holding it with their last efforts. I got the task, for which I was brought here, to blow up the Muhuric Rly bridge at any cost. At 12 O'clock night 11th -12th April took two pls under Sub Sabed Ali and Sub Jalal Ahmed and stared for the bridge. One of the brave Engr NCO Nk Zulfiquar Ali was my demolition 2IC. Some of own and allied forces already made few attempts before to blow this bridge up. But as it used to be guarded always by Pak troops during day and Razakars and collaborators at night, the attempts could not be successful. However, on my way also found many unarmed sentries like those whom I had to arrest and carry them along with us in the mission in carrying our explosive boxes. It was last quarter moonlit night, by the time we reached near bridge tactically through many difficulties it was 4 o'clock morning. Found some 10-15 civilians around it walking and gossiping. Observed for few minutes if there were any Pak troops. Straightway got into my job without loosing any more time. Within 10 minutes about 200-300 civilians got together on the other side of the bridge and started shouting for not to blowing up the bridge. Some of them started threatening us to bring the Pak troops. Through these shoutings howling and worries, some 20-25 minutes had to be taken to put those boxes of charges on both sides of the bridge and complete it. I told the platoons to fall back at a safer distance and shouted for the civilians to leave the places at once. With my repeated warning even, they did not pay any attention. I put the safety fuse fire and ran for 1.5 minutes. With an ear-breaking sound one part of the bridge was blown. I joined my PL and left for the camp. En attacked Shobhapur bridge this morning and captured it.

In June, Major (now Brig) Ziaur Rahman took skeleton of 8 E Bengal and many other mixed up forces from No.1 Sector and raised a new complete battalion at TURA. Capt Khaleque, Capt Sadeque, Capt Oli, Capt Ejaz were with it. I remained in No.1 Sector and was made No.3 Sub-Sector Comd at Subroom. No.1 Sub-Sector under Capt Shams (late)

* মেজর মাহফুজুর রহমান একাত্তরের মার্চে লেফটেন্যান্ট হিসাবে চট্টগ্রামে অবস্থানরত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন।

was at Belonia, No.2 Sub-Sector under Capt (now Major) Matiur Rahman was at Srinagar near Shobhapur. No.3 with me opposite to Ramgarh, No.4 Sub-Sector under Sub Khairuzzaman of EPR at a place named Tabalchari north of Kasalong RF in Bangladesh. Mojor (now Col) Shawkat also got posted and took over the command of NO.5 Sector at Sylhet. Capt (now Major) Enamul Haque was the Adjt. Flt Lt. (now Sqn Ldr) Sultan Ahmed was the Inducting Offr.

I had been operating from my Sub-Sector HQ inside Bangladesh from Ramgarh, Chikanchara, Hiaku, Narayanhat, Karerhat, Shobhapur, Zorarganj, Mastan nagar and maximum upto Miressarai 20 miles inside from the border. During last 2-3 months, my Sub-Sector troops in these areas of operations created a quite panic and fear in the enemy. An estimated en casualty during these last three months only in different operations exceeded three hundred. My Sector Comd Major Rafiq's and whole Sector people's blessings were with me, because of which I could dedicate myself along with my troops with best satisfaction. Brig Anand Sorup took over the Command of No.1 Sector and 1st visited my Sub-Sector on 28th August 71 and cheered us up.

I was asked to take over the command of No.2 Sub-Sector at Srinagar, one of the sensitive most place for infiltration etc, 15th September 71. Met my old brave fighter friend Capt P.K. Ghosh (Ali), Lt. Col Himmat Singh CO 4 Guards, Capt Bajwa the only Arty OP there. All were happy to find me there with them. Mr. Khairuddin MCA, one of the youth camp Comd and Afsaruddin Barrister, another Camp Comd (of 'Black Shirts') met me in my camp and needed my help and co-operation. Led an operation with a Coy of 4 Guards on that very night on en PI at Champaknagar BOP, in which Lt. Col Himmat Singh himself was there with me.

On 19th Sept 71, 4 Guards were replaced by 14 Raj Rif. Lt Col Om Prakash Sharma CO of the bn made a plan with me for an attack on en Coy at Ballavpur and Champaknagar. Rehearsed for days in my camp for that night attack. At dawn 0330 hrs on 21st September led that attack with two coys and a battery of fd support. One coy under acting Lt Abdul Hamid led for Ballavpur and a Coy under me for Champaknagar simultaneously. Own shelling were undoubtedly tremendous but they could neither soften the en up nor could neutralize them at H+ 1 (Rapid). Almost all shells fell around the tgt and the en out of fear of life opposed us with their last breath. We failed to capture the tgts. One of my Sep got wounded by en fire and two Sepoys of 19 Raj Rif were wounded by en shelling.

On 5th October, Mr. Samad acting defence Secretary of Bangladesh, General Sarkar and Brig Shah Beg visited my camp and asked about the complete situation of the ea. During past few days, many bridges, electric pylons were blown, many ambushes, raids and assaults were carried out on ens effectively; and due to more concentration of more allied forces in my Sub-Sector, the en started thinning out and getting back from the adjacent border belts of Ballavpur, Madhugram, Sri nagar and Chagalnaiya.

One of my pl under command Sub Rafiqul Islam of Police whom I sent few days ago inside Bangladesh at Mirersarai along with a coy of FFs, stayed there for two weeks and operated against Pakistanis many operations effectively and returned with a cut head of a Pakistani Major who died in one of the operation against that pl. One of the bravest

Student (FF) died in one operation, Nk Zulfiquar got burst on his left shoulder, Sepoy Nurul Alam of 8 E Bengal got burst on his abdomen and back thighs, but returned through many difficulties safely.

On 15th October, Mr. Tajuddin Ahmed Prime Minister, Mr. Syed Nazrul Islam Acting President of Bangladesh, younger brother of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, some more VIPs, General Narendar Singh, Major (now Lt Col) Nurul Islam and forty other Officers visited my camp and encouraged my troops for the excellent operations done by them.

Extended my defence more from Nalua BOP on the north under a brave JCO Sub Loni Mia of EPR who had been operating upto Chandgazi in Belonia bulge and upto Amlighat BOP on the south under another brave JCO N/Sub Rahmat ali of EPR who had been operating upto Karerhat-Shobhapur. Some more brave JCOs acting Sub Major Fakhruddin of EPR, Sub Sabed Ali of 8 E Bengal, Sub Abdul Ghani of EPR, who had been during past few months operation In many fronts against the en and created havoc.

On 21 October, 3 of my best Pls. one of Sub Sabed Ali under Lt Shawkat Alley, the 2nd one of NI Sub Rahman AU under Lt Farooque Ahmed and the 3rd one of Sub Rafiqul Islam under Lt Raqib were infiltrated permanently inside Bangladesh in three different places at Fatikchari, Nazirhat and Mirersarai respectively where they had been operating gallantly till the day of Independence.

A conference was held in my area on 24th October. Brig Sandhu Comd 83 Bde, Lt Col Bisla CO 8 Bihar, Lt Col Virk Comd Arty, Major Bajwa Comd Samarganj BOP and myself were there and after that all of us went out for a reccee on the bordering areas upto Belonia BOP. I was intimated to move three-fourth of my Sub-Sector troops towards somewhere near Belonia within few days. Attended the 2nd conference on behalf of Major Rafiq the Sector Comd at 83 Bde HQ at Shantirhat on 30th October. Issued warning order to my troops for next operation. Recceed the general area at Guthuma and Motai BOPs. Attended 3rd conference at 83 Bde HQ again on 1st November, this time with Lt Gen Sagat Singh and Maj Gen Heera, regarding the infiltration conventionally in side Belonia.

The task given to us by the 83 Bde was to make the rd-block at Parshuram 4 miles south of Belonia, to block and attack two en bns at Belonia and to stop and repulse en assault on us from south of our defence. The Belonia bulge was divided equally into two Sectors East and West having river Muhuri in the centre flowing straight from north to south. I was made Ops Comd from No.1 Sector for Eastern Sector and Capt (now Major) Zafar Imam from No. Sector made Comd of western Sector. Capt Zafar had his complete 10 E Bengal with an attached coy of 2 E Bengal under Capt Helal Mushed. I had four mixed Coys of mostly E P R boys, two Coys with Lt Mansurul Amin and two Coys with me. Lt Mansur’s 6 PI Comds were Sub Aziz of EPR, Hav (now N/Sub) Imam of E Bengal, Hav (now N/Sub) Ershad of Police and 6 PI Comds with me were Sub Loni Mia EPR, acting Sub Maj Fakhruddin of Epr, Sub Abdul Ghani of EPR, Ha V Shaheed of EPR, N/Sub Nuruzzaman of EPR, N/Sub Din Mohd of EPR. Three 3” Inch Mortars were

with Lt Mansur under N/Sub Manic of EPR and 3" inches Mortars were with me under N/Sub Syed Ahmed of E Bengal. 2 Rajput was attached with my Sector and 3rd Dogra with Cant Zafar's Sector.

On night 3rd. 4th November infiltrated inside Belonia for reccee sitting" Our rd-block positions with Six comds under me and "Six pl comds under Capt Shams. If was astonishing that we did not come across any en during our reccee from more than 5 miles areas inside from the border. Capt Shams No.1 Sector Sub-sector comd died this evening. Major Rafiq Sector Comd and Major Paradhan of Belonia came to see him. He was buried in Bangladesh graveyard at Belonia. Lt. Mansoor took over the command of No.1 Sub Sector.

At 1730 hrs on 5th November, we first infiltrated conventionally inside Bangladesh at Belonia bulge. The last end of our making rd-block was at a place named Salia Dighi, 2 miles south of Parshuram PS, 5 miles inside from the border by the side of the main road Belonia Chagalnaiya. One of the Pl of 2 Rajput and an Arty OP were with me. It was complete dark at night and was raining cats and dogs while we infiltrate, which helped us a lot from being detected by en. While walking troops were falling here and there in slippery tracks, loosing one another in the darkness, missing the track and started shivering terribly out of severe cold. By the time we reached our destination it was 12 0'clock midnight and it was storming heavily at that time. Started positioning troops and digging then and there. The FFs who were supposed to bring the def stores like CGI sheets and planks behind us, could not proceed because of the heavy wind storm. Made more or less strong alround def with the sources available there in the area.

Next early in the morning at 0530 hrs on 6th November an en reccee patrol was probably returning to their position at Gutuma BOP, bumped in front of Sub Loni Mia's PI and got hit and remained there for ever. En came to know about out def by about 1000 hrs and stared assaulting from alround. Whole day through storm they had been trying to dislodge us from the position but failed. At night, my left fwd PI under Hav Shaheed was attacked by an en PI, en was repulsed and suffered some cas; their dead bodies were lying in front of the PI scatteredly.

At 0445 hrs on 7th November, a coy of 11 Punjab attacked my left fwd PI under Hav Shaheed again, overran the position and reached upto the Coy Hq at Salia Dighi. I could not believe what had happened. I would see both my troops and the en were together running towards us. En could not reach upto our coy HQ at Salia Dighi and returned from there, but occupied Hav Shaheed's PI position on a pond about 100 yd in front of Coy HQ. Five Steps, two FFs and PI Comd Hav Shaheed were captured and killed by the en. Seven dead bodies had been lying there for two days, Hav Shaheed was taken away at Fenny jail where he was shot dead. One of his nephew was also with him in the same jail who was luckily safe till the day of Independence.

For two days we tried to recapture my posn from en, but could not do that. En launched many offensive operations since last two days on our positions. First and biggest achievement was done on 8th November in the evening. Parshuram and Belonia came under our Occupation. Now we were a little … from the rear, en was in front only towards south.

At dawn on 9th November, attacked with a PI of acting Sub Maj Fakhruddin and a PI of Lt Kumud of 2 Rajput on en position at village South Berabaria and recaptured my lost PI position of Hav Shaheed. The en neither did burry the dead bodies of their troops nor did burry those of ours. We found15 rotten dead bodies lying scatteredly all over; the files, insects and the ants were eating them. Not a single face could be identified as they were already eaten up by the insects. In the pocket of one of the en dead bodies was found the small holy Quran and a piece of paper in which written “2484547 Sep Mushtaque Ahmed”. En left many arms, ammos, stores and eqpts behind while running away; in one of the bucket was written 11 Punjab.

En Attacked with 3 Sabre Jets on our position and Parshuram at 1530 hrs on 9th November, straffed and bombed with napalm. One of my Sep got hit and wounded and a Sep of allied force (Maj Shahid’s coy) got hit and died on the spot and many civs died and houses were burnt. On 10th November, en had been launching attk with bns from Chitalia and Kaptan bazar, but could not move us from posn at all. 4 Sabre jets attacked again today at 1530 hrs and Inf on the ground. In the evening about a bn str attacked on our def from Chitalia on the right, Satkuchia in front and Guthuma on the left, but failed. The Almighty Allah was with us. En suffered hy cas and made a clean break of about 2-3 miles. Next morning one of the PAF CESNA appeared and started flying over our positions at a high altitude and started bringing precise arty fire on us. En left Guthuma BOP on 12 November which I occupied then and there. Lt. Col Dutt Co 2 Rajput and Maj Rafiq my Sector Comd paid a visit in the front line in our positions and gave us much cheer. I brought my Coys a mile ahead from Salia Dighi the previous position and deployed now in a better place.

All the Ops Comds were called for a conference in Bde HQ at Belonia. Capt (now Maj) Zafar Imam also there, we embraced each other because of the successful joint operation. Maj Gen Hira was pleased very much and cheered us for the same. We were orderd to adv infront on our present axis rd Belonia-Chagalnaya so far we could do easily. We advanced for about another 2 miles upto a gen line Motaikhal and got resisted by en strong positions at Ketranga on my right, Kaptan bazar in front and Baghmara on my left.

Attened another conference at Bde HQ on 19th November. Now we came under a new 181 Bde under Brig Anand Sourp. A new bn 6 Jat was attached with my coys whos CO was Lt Cot Hasabnis. We ordered make a 2nd rd- block south of Mohammadpur through Khejuria BOP, about 9 miles south of Belonia, with my coys and 6 Jat. En had been using fd Arty against us. We assaulted an en position at a village named Jagatpur, where 10 Razakars and 12 ORs of 15 Baluch surrendered. One of the Naik of 6 Jat died in that operation. Most of the ens from Chitalia, Kaptan bazar, Mohammadpur and Khejuria were encircled and made to surrender. Allied PT. 76 amphibious tks were used in our support on 24th November. En gave a strong opposition at Amjadhat and Chandgazi bazaar. We kept our momentum and reached upto Mridhyar bazar on 25th November. One of the very good civ helper and guide Mr. Abdul Quader Majumder of Chagalnaiya, who had been helping us throughout, joined me in front battle now. En started running away and concentration around Gangadhar bazar, Rezumia br and Fenny.

Attended another conference in 181 Bde HQ at Santir bazar on 28th November with Brig Anand Sorup, CO 6 jat, CO 14 Kumaon, CO 32 Mahar; and we were given the next task. This time I was given a risky and a longer area of responsibility. One of my PI under a Sub Loni Mia had to be positioned at a village named Matua about a mile away in front of the nose of the en from my Coy HQ and Dakhin Jashpur. Finding this PI isolated from others, en had been harassing it throughout the ni. A steam roller was brought by the en in front of that PI and started moving from one side to another.

We thought it to be a tk, but later on we got info by our civil sources that it a rd-roller. After repeated request, Brig Anand Sorup agreed and gave me some reinforcement-a Gurkha PI from Maj Gurung's Coy of 32 Mahar, which I immediately put with Sub Loni Mia's PI infront. Through en firing, shelling, mining and patrolling, I had to move to all of my PI posts from one end to the other. Now it became difficult to move because of en's by mining all around and it was not possible to breach all of them. One of the Nk of 32 Mahar while bringing a 57 RCL for one of my PI infront unfortunately stepped ion en's a/per mine and lost his right ankle upto the knee. I went with my RMO Dr Shafiqur Rhman Bhuiyan who was a final year medical student of chittagong Medical College, gave first aid and sent him to the ADS at Mridhyarbazar. Immediately after that one of the sep of Sub Maj Fakhruddin's PI stepped blindly in the same mine field. Not a single shell dressing or field dressing was aval with us at that moment. We had to tear a blanket and wrap the wound with that and send him to Mridhyarbazar.

On 3rd December, Lt Col Hargobind Singh CO 32 Mahar with his O gp came to meet me at my Coy HQ. who wanted to have a look on en's positions all over. At night, his Gurkha PI, which was under me with Sub Loni Mia's PI infront, was asked to fall back for another operation. While withdrawing, unluckily got hit by one of the en's spray bullet and died on the post. A very strong post at Chringa Dighi infront of my Coy was registered throughout the day by own and allied artys and attacked by Maj Gurung's Coy of 32 Mahar in the evening on 5th December En left the posn before the attk leaving countless mines behind. While clearing and advancing, few brave civilian guides of the areas were wounded.

Sub Maj Fakhurddin, one of my PI comd got hit by en fire on his right leg below his knee. He was evacuated to the ADS at Mridhyarbazar and his MG Comd N/Sub Shafiullah took over the Comd of his PI. I was ordered to adv and take up def now at panua (north) Kashipur and Nijpanua by the side of the River Muhuri near Rezu Mia bridge.

Here I was told that 4 E Bengal was on my right proceeding towards Chittagong from Fenny and 32 Mahar was on my left along the International border. We were advancing under 181 bde towards Chittagong. Now I came to my old areas of responsibilities and operations where I had been leading many operations. On 6th December I reached with my Coys at Karaiya bazar, where I found and met Lt Mumtaz of 4 E Bengal with his Coy heading for Dhumghat. I was happy to see the regular tps of E Bengal after long time here.

1st time the HQ of No.1 Sector was established in Parshuram inside Bangladesh. Met with Sector Comd and Maj Enamul Haq Chy thereafter long. Advancing with 32 Mahar

from Gangadhar bazar toward Chittagong trough the gen axis Dacca-trunk rd. While retreating en had blown off Shorbhapur and other important brs. Crossed the river Fenny by jurinda (boats) and reached Karerhat at midnight on 8th December.

On 9th December morning, I was asked with my coys to lead 32 Mahar with one of their coy of Maj Vasker on the main rd: Capt Ali an Allied Arty OP was with us. En had been shelling continuously on us while withdrawing. Reached Zoraganj and deployed my troops there. Maj Rafiq Sector Comd and Mr. Mosharraf Hossain MCA of Zoraganj area joined us here and cheered a lot. Now three Coys were advancing on three axes-I was with my coy on the rly axis towards Sitakund, Maj Gurunf with his coy on Dacca trunk rd axis and Maj Vasker on the right of the rd through cross country.

Reached BARAIYADHALA Rly Sta early in the morning at 0345 hrs after walking with my coy throughout the night. Here I found old coys of mine who infiltrated inside Bangladesh long ago in the month of October 71under Lt Raqib, Farooq and Shawkat. Lt Raqib had been operating around Mirersarai, Lt. Farooq around Sitakund and Lt Shawkat around Nazihat and Hathzari. I was very happy to meet all of my old Sub-Sector troops safe and sound, except some troops under Lt Shawkat died in Nazirhat operation.

En concentrated in larger str in and around Sitakund. A new task was given to 32 Mahar by Brig Anand Sorup this time. I was told to go in the rear of the en, behind Sitakund with my Coy and a Coy of 31 Jat under Maj Prakash to make a rd-block by 0400 so that the en cannot escape from there; and Lt Col Hargobind singh CO 32 Mahar himself with one of the coy and Maj gurung with another coy were attacking the en at Sitakund Rly Sta. the attk was launched at midnight and most of the en had already left the posn by then except some of the rear party who while tying to escape now came in front of our posn; some of them got killed and some surrendered. Here I got Lt Mansoor and Lt Farooq again with their Coys and started advancing in three axes-Lt Mansoor by the axis Rly line, myself by the Dacca-trunk rd and Lt Farooq on the right of the rd by the coastal areas.

On 15th December we reached Kumira with all Sector troops and deployed them there. En had been shelling heavily on our positions, unluckily one of the shell landed on Capt Ali, an allied Arty OP who had been with me since last few days from Karerhat, and died on the spot. My first allied Arty OP with my Coy was Capt Darkunde at Belonia and Capt Ali was our 2nd Arty OP who had been staying, sleeping, eating, operating with me and lasting died in our country soil.

On 16th December 71, Lt Col Bisla CO 8 Bihar, my old and close Sub Sector neighbour, requested me much to accompany him this time for next operation upto Chittagong City. His area of operation was Fayez Lake one of the thickest Bihari centre where hundreds of innocent Bengalis were slaughtered. CO 32 Mahar did not want to leave me and I became a shuttle cock there with my troops. I did not accompany anyone till I got permission from my Sector Comd. En had been still shelling blindly. Last victim was Sub Mafiz EPR of Lt Mansoor's Coy, who died on the spot when shell landed by his side. Gen NIazi with his troops surrendered. Bangladesh was liberated.

Sd/- (Mahfuzur Rahman)
8 E Bengal
25 August, 1973.

১ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা

[সাক্ষাৎকারঃ নায়েব সুবেদার মনিরুজ্জামান, ২৪ আগস্ট, ১৯৭৩]

৮ই মে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেই। হরিণাতে ২৪ ঘণ্টা অবস্থানের পর মেজর জিয়াউর রহমানের আদেশে শুভপুর অঞ্চলে বল্লভপুর এলাকায় আসি। শুভপুর-বল্লভপুরে পাকসেনাদের সাথে ২২ দিন যুদ্ধ চলে। এখানে মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন ঘোষ (BSF) যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

সংবাদদাতার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। যুদ্ধের শেষদিন রাতে তিনটা থেকে আমাদের মর্টার মেশিনগান দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফায়ার শুরু করতে বাধ্য হই। ভোর পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমাদের অন্যান্য ফোর্স শুভপুর হতে আমলীঘাট পর্যন্ত Defence Position ছাড়তে বাধ্য হয়। পাকিস্তানীদের Artiliery 105 mm-এর গোলা মধুগ্রাম-আমলীঘাটে বৃষ্টির মত পড়তে থাকে। আমাদের গোলাবারুদ শেষ করে আমরা সকাল নটায় ভারতের আমলীঘাট এলাকাতে একত্রিত হই। ভারতীয় সেনাবহিনীর একজন অফিসার ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডের অধীনে আমাদের এক Conference হয়। মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন অলি ও অন্যান্য EPR বেঙ্গল রেজিমেন্টের JCO ও NCO এই Conference-উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার পান্ডে বললেন যে, ‘‘আমার ৩০ বছরের চাকরি জীবনে অনেক বড় বড় যুদ্ধ দেখেছি, কিন্তু শুভপুরের যুদ্ধের মত কোথায়ও দেখিনি। মুক্তিফৌজদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এ হল যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এখনো বাকি আছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় আপনাদেরকে সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে আপনারা অন্যের সাহায্য পেতে পারেন। বাংলাদেশের হিরো বনেগা তো মুক্তিফৌজ বনেগা। আওর কেছিকা হক নেহি হায়। খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।’’

মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরকে ঘন জংগলের মধ্যে ক্যাম্প করা নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে যান। ক্যাপ্টেন অলি আমাদের সাথে থেকে যান। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্বতী চাঁদগাজি Sub-Sector গঠন করা হয়। এক Company সৈন্য এবং Mortar Platoon নিয়ে জুন মাসের প্রথম মাসের প্রথম সপ্তাহে ১/২ তারিখে আমরা চাঁদগাজিতে defence তৈরী করি। সেখান থেকে Commando Operation শুরু হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন অলি Sub-Sector Commander-Second in Command ক্যাপ্টেন শহীদ শামসুল হুদা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন-যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি অত্যান্ত দয়ালু ছিলেন। যে কোন Operation কে জয়যুক্ত করতে তিনি নিজের সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং আপ্রাণ পরিশ্রম করতেন।

চাঁদগাজি ডিফেন্সে থাকাকালীন পাকিস্তানী সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ান আমাদের উপর আক্রমণ করে (জুন মাসের ১৫ তারিখ)। সেই আক্রমণের দাঁতভাংগা জবাব দেয়া হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যায়। সেইদিন আমাদের একটা Artillery Battery ছিল। ১৬ই জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা আবার এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু পাকিস্তানীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। চাঁদগাজি দিঘীতে আমাদের Defence ছিল। দ্বিতীয় আক্রমণের দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং উপস্থিত থেকে Command করেছিলেন।

১৬/১৭ই জুন পাকিস্তানী সৈন্যরা সকাল ৮টা থেকে তৃতীয়বার আক্রমণ শুরু করে। তৃতীয়বার আক্রমণে আমাদের Defence এর অবস্থানগুলোতে তারা fire করে। পাঁচটার সময় হেলিকপ্টারযোগে তারা আমাদের Defence- এর উপর ‘‘রেকী’’ আরম্ভ করে। তাদের একটা Commando Battalion হেলিকপ্টারযোগে আমাদের defence- এর তাদের সুবিধাজনক জায়গায় অবতরণ করাতে শুরু করে। তারা

দালালদের মাধ্যমে Propaganda করেছিল যে তাদের এক ব্যাটালিয়ন Commando তারা অবতরণ করাচ্ছে মুক্তিফৌজকে ধ্বংস করার জন্য। রাত বারটার সময় ক্যাপ্টেন শামসুল হুদার নির্দেশ অনুযায়ী Special Messenger আমাকে একটা চিঠি দেন। তাতে লেখা ছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে position ছেড়ে কৃষ্ণনগর বাজারে report করতে- সমস্ত গোলাবারুদ শেষ করে কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য এই Message পেয়ে ম্যাসেঞ্জারকে আমি গ্রেফতার করি এবং বললাম যে আমি নিজে শামসুল হুদার কাছে যাব এবং message clarify না করা পর্যন্ত তুমি এই জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারবে না। আমি নিজে শামসুল হুদার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বললেন, ‘‘এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। Defence ছাড়ার কথা আমি বলি নাই। ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং বলেছেন।’’

আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা পাকিস্তানী কোন গুপ্তচরের কাজ। ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা টেলিফোনযোগে ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংকে বললেন যে আমাদের সৈন্যরা ডিফেন্স ছেড়ে যেতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় আমি কি করব? ব্রিগেডিয়ার বললেন, সবার কাছে আমার অনুরোধ জানিয়ে দেন, তারা যেন অতি সত্বর নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে যায়, আমি সকালে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করব। এই আদেশ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা কৃষ্ণনগরে পৌছে।

কৃষ্ণনগরে মেজর জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন JCO- কে জিজ্ঞেস করলেন, Mortar Platoon ? সে বলল, এখানে আসে নাই। ঐ লোকটাকে জিয়াউর রহমান অত্যন্ত দুঃখের সাথে জিজ্ঞেসা করলেন, Mortar Platoon-কে ছেড়ে তোমরা কেন এসেছ? পরে আমি সেখানে পৌছলাম। জিয়াউর রহমান আমাকে জিজ্ঞেস করলেনম মুনীর, defence ছারতে কে বলেছে? আমি বললাম, জানি না স্যার। ক্যাপ্টেন হুদা মেজর জিয়াউর রহমানকে বললেন, স্যার, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার আদেশে defence ছাড়তে হয়েছে। আপনি ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং-এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করুন।

১৮ই জুন ব্রিগেডিয়ারের একজন সহকর্মী অফিসার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং বলেন যে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বিকেলে আসবেন। আপনার কোন চিন্তা করবেন না, সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমরা পংবাড়ী চলে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং, মেজর জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন অলি, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন হামিদ পংবাড়ীতে আসেন। ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তিনি মর্টার কমাণ্ডোকে ডেকে পাঠান। ক্যাপ্টেন হামিদ আমাকে দেখিয়ে দেন। ব্রিগেডিয়ার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আব বহুত নারাজ হো গেয়া কেউ, লড়াই খতম নেহি হায়, বহুত লড়াই করনা হায়। হাম পাকিস্তানী কা হাত মে ঘেরা জোয়ান কো মারনে নেহি দেংগা। তিনি আমাদেরকে নানা উপদেশ দেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বাংগালী অফিসারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। সেখানে আমাদের সাধারণ চা ও জলখাবার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ও বিচক্ষণ, সাহসী, বুদ্ধিমান ও প্রকৃত কমাণ্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।

পংবাড়ীতে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। পংবাড়ী থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় অপারেশন চলতে থাকে। ছাগলনাইয়া থানা এলাকায় জুন মাসের শেষভাগে রিষ্টমুখ/রিকশামুখ ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এখানে অবস্থানকালীন গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৪ই আগস্ট ভোর বেলায় তিনটার সময় আমরা ক্যাপ্টেন হুদার আদেশে একটা কমান্ডো অপারেশন-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমার মর্টার প্লাটুন চাঁদগাজিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। ভোর ৭টা ৪০ মিনিটে আমার পায়ে একটা গুলি লাগে। তার ফলে আমার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে আমি চিকিংসা গ্রহণ করতে চলে যাই। সেইদিন পাক বাহিনীর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই যুদ্ধের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

২৬শে আগস্ট পাকিস্তানীরা ছাগলনাইয়া থানার আমজাদহাটে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করে। মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার প্লাটুনের সাহায্যে তাদের উপর গোলাবর্ষন করে। পাকিস্তানীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা মুহুরী নদী পার হয়ে

খাদ্যদ্রব্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পিছু হটতে থাকে। গুতুমা, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া অঞ্চলে এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। আমরা বিলেনিয়া এলাকাতে সোনাছড়ি ক্যাম্প স্থাপন করি। অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে ১ নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিক সাহেবের আদেশে আমাকে Artillery OP, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন রেজিমেন্টে রিপোর্ট করতে হয়। সেখানে তিনদিন তাদের কমাণ্ড প্রসিডিউর শিক্ষা নিতে হয়। ২৪শে অক্টোবর আমাকে অবজারভার ডিউটিতে পাঠানো হয়। সেটা হলো করেরহাটে পাক বাহিনীর সৈন্য অবস্থান, তার উপর আর্টিলারীর ফায়ার করানো-রাত দুইটার সময় নয়টিলা অঞ্চল এলাকা থেকে ভোর ছটা থেকে আর্টিলারীর ফায়ার করানো- রাত দুইটার সময় নয়টিলা অঞ্চল এলাকা থেকে ভোর ছটা থেকে আর্টিলারী ফায়ার শুরু করানো হয়। পাকিস্তানীদের অবস্থানগুলোর উপর প্রথম মিডিয়াম রেজিমেন্টের ফায়ার আরম্ভ হয়। তখন আর্টিলারী কমাণ্ডিং অফিসার বলেছেন, আজ পাকিস্তানী কো মন এয়াদ আগেয়া।

আমার দায়িত্ব শেষ করে ২৪ ঘণ্টা পরে আর্টিলারী কমাণ্ডারের কাছে পৌছি। কমাণ্ডিং অফিসার, ব্রিগেড কমাণ্ডার মেজর জেনারেল, সেক্টর কমাণ্ডার সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই কাজ সমাধা করতে আমার অসুবিধার কথা। পথে আমার অসুবিধার কথা তাদের কাছে বর্ণনা করলাম। সবকিছু বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়।

ব্যাটারী কমাণ্ডার মেজর ওয়াতর সিং, ক্যাপ্টেন বি, কে, ফালিয়া, মেজর চৌধুরী তাঁদের সাথে অবস্থান করতে থাকি। তাঁরা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধেও তাঁরা আমাদেরকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। ১০ই নভেম্বরে মুন্সিরহাট ও ফুলগাজী এই সমস্ত এলাকার যুদ্ধে পরশুরাম থানার অন্তর্গত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু পাক বাহিনী কোথা থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে তার সঠিক কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের অবস্থান সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করলে একমাত্র OP ছাড়া কোন উপায় নেই। কমাণ্ডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নিলেন পাক বাহিনীর অনুসন্ধান নিতে হবে। তিনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, মনির সাব, কেয়া হোগা। আমি বললাম, আপনি আমাকে একটা অর্য়ারলেস নিয়ে আবার আদেশ দেন, আমি যাব। তিনি বললেন, আপনার জীবনের ঝুঁকি কে নেবে? আমি নিজেই ঝুঁকি নিয়ে যাব বলে বললাম। তিনি আমাকে বলেন নিজের ঝুঁকির কথা কাগজে লিখে দেয়ার জন্য। তিনি আমাকে একা যেতে দিলেন না। তারপর আমরা Op group চলে গেলাম সিদ্ধিনগর। একটা বৃক্ষের উপর রাত বারটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত পাকিস্তানীদের অবস্থান জানার জন্য বসে থাকি। কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে চলে গেলাম খেদাবাড়ী-সৌভাগ্যবশত সেখান থেকে একটা উঁচু বৃক্ষ দেখতে পাই। তার উপর উঠলে মুন্সিরহাট পরিস্কার দেখা যায়।

১৬ নভেম্বর আমরা Artillery target record করছিলাম। দেখতে পেলাম ফেনী হতে একটা ট্রেন পরশুরামের দিকে যাচ্ছে। ট্রেনটা দেখে আমাদের অনেক সাহায্য হয়েছে। গাড়ী উত্তরদিকে যাচ্ছে। আমাদের কাজ অব্যাহত থকে। Gun ranging অবস্থায়। বোমা রেলওয়ে লাইনের উপর পড়ে। রেল লাইনের একটা fish plate নষ্ট হয়ে যায়। ট্রেনটা যখন ফেরত আসে তখন ওখানে এসে তিনটা বগি পড়ে যায়। ওটা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। পুরনো মুন্সিরহাটে পাকিস্তানীদের Artillery gun position-এ মিত্রবহিনীর গোলার আঘাতে gun position ও চালক উভয়েই ধ্বংস হয়।

১৭ই নভেম্বর ভোর থেকে পাকিস্তানীরা মুন্সিরহাট, ফুলগাজী,পরশুরাম অঞ্চল ছেড়ে ফেনীর দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৮ই নভেম্বর ফুলগাজী মুক্তিযোদ্ধাদের দকলে আসে। পাক বাহিনী ফেনী অঞ্চল থেকে long range কামানের সাহায্যে আত্মরক্ষা fire করে। এদিকে পরশুরাম অঞ্চলে পাক বাহিনীর ৬০/১০০ সৈন্য কয়েকজন অফিসারসহ মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানী সৈন্যগণ ফেনী থেকে আর্টিলারী আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে।

আমি ২৭শে নভেম্বর নিজের সেক্টরে ফেরত আসি। বর্তমানে নিজের মর্টার প্লাটুনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। মুন্সিরহাটের দক্ষিণে পাঠাননগরে অবস্থান করি। আমরা চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ৩১ নম্বর জাঠ রেজিমেন্ট করেরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

আমরা জোরারগঞ্জ, মিরশ্বরাই, সীতাকুণ্ড, বারবকন্ড, কুমিরা, ছোট কুমিরাতে ১৪ই ডিসেম্বর সাতে ১২ ঘণ্টা অবস্থান করি। ১৫ তারিখ ভোর ৩ টা থেকে অগ্রগতি শুরু হয়। সকল ৭টার সময় কুমিরা পৌছি। এখানে পাকিস্তানীদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। ৫৬টা আর্টিলারী গান-এর সাহায্যে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। বেলা ৮টার সময় কুমিরা টি বি হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছলে পাকবাহিনী আত্মরক্ষা ফায়ার আরম্ভ করে, যার ফলে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অনেকে হতাহত হয়।

১৫ই ডিসেম্ভর বারটার সময় পাক বাহিনী আমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণের প্রস্ত্ততি নেয়। রেকি গ্রুপ ধরা পড়ে। জাঠ রেজিমেন্টের মর্টারের ফায়ার। শেষবারের মত জোয়ানরা ইচ্ছামত ফায়ার করে জয়যুক্ত হন। পাক বাহিনীর ঘাঁটিগুলোর ক্ষতিসাধন হয়। মেজর এ্যাডজুট্যান্ট ৩১ জাঠ রেজিমেন্ট সংবাদ পাঠালেন- মুক্তিবাহিনীকে মোবারকবাদ জানালেন।

১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করে চট্রগ্রামম, কুমির, সীতাকুন্ডে। চট্রগ্রামে মুক্তিবাহিনী উল্লাসে ফেটে পড়ে।

স্বাক্ষর /- (এন, এম, মুনীরুজ্জামন)
২৪-৮-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। ২নম্বর সেক্টর ও 'কে ফোর্সের যুদ্ধের বিবরণ।	সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৪-১৯৭৫	.... ১৯৭১

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমি আমার যুদ্ধের এলাকাকে কয়েকটি সাব-সেক্টর-এ বিভক্ত করে নেই। আমার সাব-সেক্টরগুলি নিম্নলিখিত জায়গায় তাদের অবস্থান গড়ে তোলে।

(ক) গঙ্গাসাগর, আখাউড়া এবং কসবা সাব-সেক্টরঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন। তার সঙ্গে ছিল লেঃ ফারুক, ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং সেকেন্ড লেঃ হুমায়ুন কবির। এখানে ৪র্থ বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানী এবং ই, পি, আর-এর দুটি কোম্পানী ছিল। এদর সঙ্গে মর্টারের একটা দল ছিল। এই সাব-সেক্টর কসবা, আখাউড়া, সাইদাবাদ, মুরাদনগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাত।

(খ) দ্বিতীয় সাব-সেক্টর ছিল মন্দভাগেঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন গাফফার (বর্তমানে মেজর)। তার অধীনে চালি কোম্পানী এবং একটা মর্টারের দল। এ দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন হতে কুটি পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

(গ) তৃতীয় সাব-সেক্টরে ছিল শালদা নদীঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন মেজকর আবদুস সালেক চৌধুরী (মরহুম)। এর অধীনে এ কোম্পানী এবং ই, পি ,আর-এর একটা কোম্পানী ছিল। এ দলটি শালদা নদী, নয়নপুর এবং বুড়িচং এলাকা পর্যন্ত তাদের অপারেশন চালাতো।

(ঘ) চতুর্থ সাব-সেক্টরে ছিল মতিনগরেঃ কমান্ডে ছিল লেঃ দিদারুল আলম। হেডকোয়ার্টার কোম্পানীর কিছুসংখ্যক সৈন্য এবং ই, পি, আর-এর একটা কোম্পানী গেমতীর উত্তর বাঁধ থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এই সাব-সেক্টরে অপারেশন চালাতো।

(ঙ) সগেমতীর দক্ষিণে ছিল নির্ভয়পুর সাব-সেক্টরঃ এর উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর এবং লেঃ মাহবুব। এ দলটির অপারেশন কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর এবং লাকসাম পর্যন্ত ছিল।

(চ) রাজনগর সাব-সেক্টর ছিল সর্বদক্ষিণেঃ এ সাব-সেক্টরের উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ এবং লেঃ ইমামুজ্জামান। এই সাব-সেক্টর বেলুনিয়া, লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং নোয়াখালীতে অপারেশন চালোতো। এই সাব-সেক্টরে ৪র্থ বেঙ্গল-এর 'বি' কোম্পানী, ই, পি, আর-এর ১টি কোম্পানী ও গণবাহিনীর লোক নিয়ে তৈরী এক সদ্যগঠিত কোম্পানী। জুলাই মাসে পাকিস্তানী সেনারা কসবা এবং মন্দভাগের পুনঃদখলের প্রস্তুতি নেয় এবং কুটিতে ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সমাবেশ করে। ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের মোকাবেলার জন্য তৈরী ছিল। জুলাই মাসের ১৯ তারিখে শত্রুসেনার একটি কোম্পানী নিয়ে শালদা নদীতে নৌকাযোগে অগ্রসর হয়। সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে মন্দভাগ সাব-সেক্টরের একটা প্লাটুন মন্দভাগ বাজারের নিকট শত্রুদের এই অগ্রবর্তী দলটির উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। শালদা নদীর তীর থেকে সুবেদার ওহবের প্লাটুনটি শত্রুসেনার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অন্ততঃপক্ষে ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয় এবং অনেকেই নদীত ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়। এই আক্রমণে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল কাইয়ুম, ৫৩ তম গোলন্দাজ বাহিনীর কুখ্যাত অফিসার ক্যাপ্টেন বোখারী, আরো তিন-চারজন অফিসার এবং ৮/১০ জন জুনিয়ার

* খালেদ মোশাররফ একাত্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে মেজর পদে ছিলেন

অফিসার প্রাণ হারায়। ক্যাপ্টেন বোখারী ২৫শে মার্চের পর থেকে কুমিল্লা শহরে অনেক হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ছিল। তার মৃত্যুতে কুমিল্লাবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। শত্রুসেনারা শালদা নদীতে এই বিরাট পর্যুদস্তের পর তাদের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে কুটিতে নিয়ে যায়। এবং আমি আমার ঘাঁটি মন্দভাগ ও শালদা নদীতে আরো শক্ত করে তুলি।

পাকিস্তানের ঢাকা-চট্রগ্রাম রেলওয়ে লাইন সম্পর্কে জেনারেল টিক্কা খাঁ দম্ভ করে ঘোষণা করেছিল যে ওটা জুলাই মাসের মধ্যে খুলবে। তার সেই আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে এই রেললাইনে ট্রেন চলেনি। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে আমি খবর পাই যে, পাকবাহিনী বেলুনিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করছে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নির্দেশ দেই যেন তাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এসময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়াতে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পাকবাহিনী ছাগলনাইয়ার উপরে ফেনীর দিক থেকে চট্রগ্রাম সড়কের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তাদের ২০/২৫ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে যায়। কিন্তু তার কয়েকদিন পরে পাকসেনারা ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ থেকে ফেনী-চট্রগ্রাম পুরনো রাস্তায় অগ্রসর হয়। এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সৈনিকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক হতাহত হওয়ায় এবং শত্রুদের গোলার মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে পরবর্তী কর্মপন্থার নির্দেশ চেয়ে পাঠান। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বলি ছাগলনাইয়া থেকে তার সৈন্যদের সরিয়ে বেলুনিয়ার সাব-সেক্টর রাজনগরে আনার জন্য। আমাদের এই মুভে বেলুনিয়াতে অবস্থিত শত্রুসেনারা ঘিরে যাওয়ার আতঙ্কে বেলুনিয়া থেকে ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে এবং ফেনীতে তাদের প্রধান ধাঁটি গড়ে তোলে। বেলুনিয়া শত্রুমুক্ত হওয়ায় আমি বেলুনিয়াকে শত্রকরণ থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ়মনস্থ করি। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বান্দুয়াতে (ফেনী থেকে ২ মাইল উত্তরে) এবং ইমামুজ্জামানকে তাদের নিজ নিজ কোম্পানী নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করার জন্য নির্দেশ দেই। বান্দয়াতে সম্মুখবর্তী অবস্থান গড়ার পথ মুন্সিরহাটে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের অধীনে আমার সেনাদল বেশ মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। বেলুনিয়া একটি ১৭ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া বাঙ্ক। এই বেলুনিয়াতে আমরা যে প্রতিরক্ষা ঘাঁাটি গড়ে তুলি সে প্রতিরক্ষাব্যূহকে ধ্বংস করার জন্য পাকসেনারা এর পর থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে অনেক যুদ্ধে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং সৈন্য হতাহত হয়। বেলুনিয়া সেক্টর পাকসেনাদের জন্য ভয়ংকর বিভীষিকা রূপ ধারণ করে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের জনসাধরণও যথেষ্টে ক্ষয়ক্ষতি এবং কষ্ট স্বীকার করে। এখানকার জনসাধারণের কষ্টকে ভাষার বর্ণনা করা যায় না। পাকবাহিনীর গোলার আঘাতে প্রতিটি বাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও অনেক নিরীহ লোক মারা যায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ কোনদিনও তাদের মনোবল হারায়নি। যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিনই তারা মুক্তিবাহিনীর অসামরিক ব্যবস্থাপনায় হাসিমুখে সাহায্য করে। অনেকক্ষেত্রে তারা সেনাবাহিনীর সাথে সাথে রক্ষাব্যূহকে শক্তিশালী করার জন্য পরিখা খননে ও অন্যান্য কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যে করে। মে মাসে আমাদের মুন্সিরহাট ডিফেন্স এবং বান্দুয়ার অবস্থানটি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ জায়গাটি আমরা এজন্যে প্রতিরক্ষা ঘাঁটির জন্য মনোনীত করেছিলাম। জায়গাটার সামনে কতগুলো প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন ছিল যেগুলি শত্রুসেনার অগ্রসরের পথে বিরাট বাধার বিরাট বাধাস্বরূপ। এতে শত্রুসেনাদের নাজেহাল করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের অবস্থানটি ডুহরী নদীর পাশ ঘেঁষে পশ্চিমদিক থেকে ছিলোনিয়া নদীকে ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যূহটি কমপক্ষে ৪ মাইল চওড়া ছিল। আমরা এই অস্থানটি এইভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম যে, শত্রুসেনাদের বাধ্য হয়ে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করার সময় প্রতিরক্ষার শুধু সামনে ছাড়া আর কোন উপায়ে আসার রাস্তা ছিল না। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসেনাদের আসার মনোনীত জায়গাগুলোতে এলে সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করা যায়। পরবর্তীকালে আমাদের এই পরিকল্পনা ঠিকই কাজে লেগেছিল। যেসব জায়গা দিয়েই শত্রুরা আসার চেষ্টা করেছে যথেষ্ট হতাহত হয়েছে। এই সেক্টরে প্রথমে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দুঃকোম্পানী (৩০০ জনের মত) এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী। শত্রুসংখ্যা আমাদের চেয়ে সব সময় বেশী ছিল এবং এছাড়া শত্রুদের ছিল শক্তিশালী অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিমান বাহিনী ও ট্যাংক। আমাদের মুন্সিরহাটে প্রধান ঘাঁটি সম্বন্ধে শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বন্দুয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ছিলোনিয়া নদীর উপর একটি অগ্রবর্তী স্থাপনের নির্দেশ

দেই। এটা ছিল একটি ডিলেয়িং পজিশন। এ পজিশনের সামনে রাস্তা ও রেলের সেতুগুলি ধ্বংস করে দেয়া হয় যাতে শত্রুদের অগ্রসরে আরো বাধার সৃষ্টি হয়। শত্রুসেনার সম্ভবত অগ্রসরের রাস্তার পশ্চিম এবং পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার দিকে মুখ করে আমরা বেশ কতগুলো উঁচু জায়গায় এবং পুকুরের উঁচু বাঁধে শক্ত এবং মজবুত বাঙ্কার তৈরী করি এবং তাতে হালকা মেশিনগান এবং মেশিনগান লাগিয়ে দেই। এ ছিল একরকমের ফাঁদ যাতে একবার অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হলে দু'পাশের গুলিতে শত্রুসেনারা ফিরে যেতে না পারে। এসব বাঙ্কার এমনভাবে লুকোনো ছিল যে সম্মুখ থেকে বোঝার কোন উপায় ছিল না।

৭ই জুনের সকাল। আমরা জানতে পারলাম শত্রুসেনারা ফেনী থেকে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১০টার দিকে জন্দুয়ার আশেপাশে শত্রুসেনারা এসে জমা হতে লাগল এবং প্রথমবারের মত আমাদের পজিশনের উপর গোলাগুলি চালাতে লাগল। আমার নির্দেশ ছিল যে শত্রুদের এই গোলাগুলির কোন জবাব যেন না দেয়া হয়। শত্রুসেনারা বন্দুয়া সেতুর উপর একটা বাঁশের পুল নির্মাণ করে যেমনি পার হওয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের অগ্রবর্তী ডিলেয়িং পজিশনের বীর সৈনিকরা তাদের উপর গুলি চালায়। এতে প্রথম সারিতে যেসব শত্রুসেনা সেতু অতিক্রম করার চেষ্টা করে তারা সবাই গুলি খেয়ে পানিতে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে শত্রুসেনাদের অন্তত ৪০/৫০ জন লোক হতাহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা পিছে হটে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার প্রবল গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র আক্রমণ চালায়। আমাদের ডিলেয়িং পজিশনের সৈনিকরা শত্রুদের আরো বহুসংখ্যক লোক হতাহত করে বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে কিন্ত আক্রমণ যখন আরও তীব্ররূপ ধারণ করে ডিলেয়িং পজিশনকে তারা পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটি মুন্সিরহাটে পিছু হটে আসে। শত্রুরা কিছুটা সফলতা লাভ করায় আরো প্রবল বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছিলোনিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে এসে তারা নদী পার হওয়ার সকল প্রস্তুতি নেয়। আমাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে ৮০০ গজ সামনে আনন্দপুর নামক গ্রামে শত্রুসেনারা তাদের সমাবেশ ঘটাতে থাকে। নদী পার হয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য শত্রুরা সকল প্রস্তুতি নিতে থাকে। নদী পার হবার পূর্ব মুহূর্তে কামানের সাহায্যে আমাদের ঘাঁটির উপর তারাপ প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা বৃষ্টির মত গোলা আমাদের অবস্থানের উপর ছুড়ছিল। এ আকস্মিক আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য আমরা ভালভাবেই বুঝতে পারছিলাম। এই সুযোগে পাকসেনারা নদী পার হবার জন্য নৌকা এবং বাঁশের পুলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে থাকে। যদিও আমরা শত্রুদের কামানের গোলায় যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলাম তবুও মানসিক দিক দিয়ে আমাদের সৈন্যদের মনোবল ছিল বিপুল। ওদের বেশসংখ্যক সৈন্য নদী পার হয়ে আমাদের অবস্থানের ২০০/৩০০ গজ ভিতরে চলে আসে এবং কিছুসংখ্যক তখনও নদী পার হচ্ছিলো। ঠিক সেই সময়ে আমাদের মর্টার এবং মেশিনগান গর্জে ওঠে। আমাদের এ অকস্মাৎ পাল্টা উত্তরে শত্রসেনারা অনেক হতাহত হতে থাকে। তবুও তারা বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকে। আর আমাদের সৈনিকরাও তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। তবুও তারা নিঃসহায় অবস্থাতে ও দক্ষতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ হয়ত ওদের সহায় ছিলেন না। এ সময়ে তারা আমাদের সামনের মাইন ফিল্ডের মুখে এসে পড়ল। তাদের পায়ের চাপে একটার পর একটা মাইন ফাটতে আরম্ভ করল। আমাদের চোখের সামনে অনেক শত্রুসেনা তুলোর মত উড়ে যেতে লাগল। আমাদের গোপনে অবস্থিত পাশের মেশিনগানগুলির বৃষ্টির মত গুলি ও মাইনের আঘাত তাদের মধ্যে একটা ভয়াভহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। শুধু কয়েকজন শত্রু এসব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমাদের কয়েকটি অগ্রবর্তী বাঙ্কারেস সামনে পর্যন্ত পৌছায়, কিন্তু আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড হাতে তাদের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সেখানেই আমাদের গ্রেনেডের মুখে ধ্বংস হয়। এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শত্রুনারা আর সামনে এগোতে পায়নি। যারা পিছনে ছিল তারাও সংকটজনক অবস্থা এবং ভয়াবহতা বুঝতে পেরে পিছনে দিকে পলায়ন করতে শুরু করে। শত্রুসেনাদের পালাতে দেখে আমাদের সৈনিকরাও উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে এবং আরো প্রবল গতিতে তাদের গুলি করে মারতে থাকে। আমাদের মর্টারও পশ্চাদপসরণরত শত্রুদের ওপর অনবরত আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করতে থাকে। আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে ওদের খুব কম সৈন্য ছিলোনিয়া নদীর অপর পারে পিছু হটে যেতে সক্ষম হয়। এ সময়ে আমাদের উপর শত্রুসেনারা অনবরত কামানের গোলা চালিয়ে যাচ্ছিল

যাতে তাদের বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত যে সমস্ত অবশিষ্ট সৈনিক ছিল তারা নিরাপদে আরো পশ্চাৎঘাঁটি অনন্দপুর পর্যন্ত পৌছতে পারে। এর কিছু পরে দুটোর সময় তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নীরবতা নেমে আসে। আমরা কিছুক্ষণ আবার তাদের পুনঃআক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু পরে জানতে পাই যে তাদের অবস্থা সত্যি বিপর্যস্ত এবং তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। পুনঃআক্রমণের শক্তি আর তাদের নেই। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্ততঃপক্ষে ৩০০ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ছিলোনিয়া নদীতে কত ভেসে গেছে সেটারও হিসাব আমরা পাই না। পরে জানতে পারি যে পাকিস্তানীরা একটা ব্যাটালিয়নের চেয়েও বেশী সৈন্যদল নিয়ে এ আক্রমণ চালিয়েছিল এবং এ ব্যাটিলিয়নের ৬০ ভাগের মত লোক নিহত বা আহত হয়েছে। এদের অনেকের কবর এখনও ফেনীতে আছে।

এর পর থেকে শত্রুসেনারা আনন্দপুরে স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য বাঙ্কার খোড়ার কাজ করে দিল। আস্তে আস্তে ওদের সৈন্যসংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল। আমরা খবর পেলাম ওর প্রচুর অস্ত্র এবং নতুন সৈন্য চট্রগ্রাম এবং ঢাকা থেকে এনে সমাবেশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর কামান ও ট্যাঙ্ক তারা নিয়ে এসেছে। ৭ই জুনের বেলুনিয়া যুদ্ধের পর তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং হতাহতের সংখ্যা দেখে পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি এই জায়গাতে তাদের সঙ্গে আবার সম্মুখ সমরে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সেজন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে আমি ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরী ছিলাম। পাকসেনারা আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে সে ফাঁদে পা দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে কারণে ভবিষ্যতে তারা যাই করুক খুব সতর্কতার সাথে কাজ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিলুনিয়ার বিপর্যয় পাকিস্তানী সেনাদের সবাইকে বিচলিত করে তোলে। তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন উপায়ে বেলুনিয়াকে পুনর্দখল করতেই হবে। তাই তাদের সৈন্য সমাবেশ চলতে থাকে। জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, চীফ অফ স্টাফ স্বয়ং জুলাই মাসে ফেনীতে আসেন বেলুনিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার জন্য। আমি আমার প্রতিরক্ষার অবস্থান আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করি। মন্দভাগ থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর 'সি' কোম্পানী নিয়ে এবং আর কিছু মর্টার নিয়ে বেলুনিয়া সেক্টরে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ আরো শক্তিশালী করে তোলার নির্দেশ দেই। যেহেতু আমার কাছে আর কোন সৈন্য ছিল না, তাই আমি এ তিনটা কোম্পানী দিয়ে জাফর ইমামকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী থাকার নির্দেশ দেই। শত্রুরা আমাদের প্রতিরক্ষা থেকে মাত্র ৮০০ গজ দূরে গতিয়ানালার অপর পারে তাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। উভয়পক্ষে অনবরত গোলাগুলি বিনিময় হত, আর তাছাড়া শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ঘাঁটির উপর অবিরাম শেলিং চালিয়ে যেত। আমাদের সৈনিকদের বাঙ্কার ছেড়ে বাইরে চলাফেরার উপায় ছিল না। কিন্তু শত্রুর এই গোলাগুলির এবং আর্টিলারী ফায়ারিং-এর মধ্যেও আমাদের বীর বঙ্গশার্দুলরা তাদের মনোবল হারায়নি এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা এ গোলাগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও বাজনার মত মনে করত। মাঝে মাঝে আমাদের সৈনিকরা পরিত্যক্ত মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের অনেক হতাহতও করত এবং অনেক সময় ১০৬ মিলিমিটার ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের সাহায্যে তাদের বাঙ্কার উড়িয়ে দিয়ে আসত। এসব আকস্মিক আক্রমণাত্মক কার্যে শত্রুরা যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের যথেষ্ট হতাহত হত। তারপরই তারা শুরু করত গোলান্দাজ বাহিনীর সাহায্যে অবিরাম বৃষ্টির মত গোলাগুলি। এভাবে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত চলল। পাকিস্তানীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে ঐ এলাকার জনমনে যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রথমবারের আক্রমণে যদিও জনসাধারণের বেশী ক্ষতি হয়নি, সেহেতু সেবার শত্রুসেনারা ছিল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত। যুদ্ধের বিভীষিকা তারা প্রত্যক্ষভাবে সেবার দেখেছিল কিন্তু এবারের পাকবাহিনীর প্রস্তুতির খবরের সত্যি তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় ছিল ভরা বর্ষা। সব জায়গাতে ছিল পানি। পানি ভেঙ্গে ছেলেমেয়ে নিয়ে শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া অসম্ভব হতে পারে। এজন্য আমরা স্থানীয় লোকদের নির্দেশ দেই যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগেই দূরে সরে যায় বা সরে যেতে পারে। কেউবা স্বেচ্ছায় আর কেউবা নিরুপায় হয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্ব স্ব স্থানে রয়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা প্রতিরক্ষাব্যূহের উন্নতি চালিয়ে যেতে থাকে। যেসব জায়গা দিয়ে শত্রুদের আমাদের অবস্থানের ভিতরে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আমরা সেসব জায়গাতে মাইন লাগাতে থাকি। ১৭ই জুলাই রাত ৮টায় আমাদের উপর শত্রুরা অকস্মাৎ আক্রমণ

শুরু করে দেয়। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনটি হেলিকপ্টার আমাদের অবস্থানের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে চলে যায়। চারিদিক অন্ধকার ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। হেলিকপ্টারগুলো অবস্থানের পিছনে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সৈনিকরা বুঝতে পেরেছিল যে শত্রুসেনারা প্রতিরক্ষাব্যূহের পিছনে ছত্রীবাহিনী নামিয়েছে। আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো থেকেও খবর আসতে লাগল যে শত্রুরা মুহুরি ও ছিলোনিয়া নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদের সঙ্গে ট্যাঙ্কও আছে। অবস্থানের সামনে বিপুল সৈন্য নিয়ে শত্রুর আক্রমণের প্রতিরক্ষা আর পিছনে তাদের ছত্রীবাহিনী আমাদের সৈনিকদের পিছন থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও প্রস্তুত। এরকম একটা সংকটময় অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং ক্যাপ্টেন গাফফার এবং লেঃ ইমামুজ্জামান ও ক্যাপ্টেনশহীদের নেতৃত্বে সামান্য শক্তি নিয়েও যুদ্ধের জন্য আমাদের সৈনিকদের মনোবল ছিল অটুট। আমার সব অফিসার এ চরম মুহূর্তে তাদের সাহস এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছিল। রাত তখন সাড়ে ৯টা। বৃষ্টি বেশ একটু জোরালো হয়ে উঠেছে। শত্রুরা তাদের অগ্রসর অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থানের পিছন থেকে শত্রুরা হামলা চালায়। ক্যাপ্টেন গাফফার এবং তার সৈনিকরা বীরত্বের সাথে শত্রুসেনাদের হামলার মোকাবেলা করে। প্রায় ১ ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা বেশ কিছু হতাহত সৈনিক ফেলে ক্যাপ্টেন গাফফারের অবস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কোম্পানীর সামনেও শত্রুরা আক্রমণ চালায়। শত্রুদের ট্যাঙ্কগুলিও আস্তে আস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসছিল। শত্রদের কামানের গুলি সমস্ত অবস্থানের উপর এসে পড়ছিল। লেঃ ইমামুজাজামান,যাঁর কোম্পানী সবচেয়ে বামে ছিল, সেখানেও শত্রুরা আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমাকে এ পরিস্থিতির কথা জানায়। আমি বুঝতে পারলাম যে, শত্রুসেনারা ডানে, বামে এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে আমার প্রতিরক্ষাব্যূহের পিছনে পজিশন নিয়েছে এবং আস্তে আস্তে আমার সমস্ত ট্রুপসদের ঘিরে ফেলার মতলব এঁটেছে। শত্রুদের চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলছিল। উভয়পক্ষেরই ক্রমেই বেড়ে চললো। তাদের অনেকেই আমাদের মাইন ফিল্ডের ভিতর পড়ে গিয়ে প্রাণ গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল, কিন্তু তবুও তারা অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমার ৫ জন লোক নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। এই অন্ধকারে সমস্ত অবস্থান জুড়ে চলছিল সম্মুখসমরে হাতাহাতি যুদ্ধ। যদিও শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছিল, তবুও আমার পক্ষে ৩০/৪০ জন- হতাহতের পরিমাণ খুবই মারাত্মক ছিল। তাছাড়া আমার সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম আর অস্ত্রশস্ত্রেও ছিলাম আমি তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। আমি বুঝতে পারলাম সকাল পর্যন্ত তারা যদি আমাকে এভাবে ঘিরে রাখতে পারে, তাহলে তাদের বিপুল শক্তিতে দিনের আলোতে এবং ট্যাংক ও কামানের গোলায় আমার সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে।

রাতের অন্ধকারে তাদের ট্যাঙ্ক এবং কামানের গোলা আমাদের উপর কার্যকরী হয়নি। কিন্তু দিনের আলোতে এসব অবস্থানের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বর্তমান অবস্থান থেকে ডাইনে বা বামে সরে গিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে পিছনে এস চিতুলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করার নির্দেশ দেই। এ নির্দেশ অনুযায়ী রাত ১ টায় ক্যাপ্টেন জাফর, ক্যাপ্টেন, শহীদ এবং ক্যাপ্টেন গাফফার তাদের স্ব স্ব দল নিয়ে শত্রুদের এড়িয়ে চিতুলিয়াতে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থানে পৌছে। পৌছার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অবস্থানের জন্য তৈরী শুরু হয়ে যায়। তখন সকাল ৯ট কি ১০টা। আমি নিজেও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলাম লেঃ ইমামুজ্জামান এবং তার দলটির না পৌছানোর জন্য। যখন প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী চলছিল আমি তিন-চারজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে আগে অগ্রসর হয়ে যাই- শত্রুদের সম্বন্ধে জানবার জন্য। চেতুলিয়া থেকে বেশ কিছু দূর আগে মুন্সিরহাটের নিকট যেয়ে দেখতে পাই যে শত্রুরা সকাল পর্যন্ত মুন্সিরহাটে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে এবং এর আগে আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। তারা ভাবছিল যে আমাদের পিছনের পজিশনগুলো হয়ত এখনও আছে। আমরা যে রাত্রে এসব ঘাঁটি ত্যাগ করে চেতুলিয়াতে নতুন ব্যূহ রচনা করেছি এ সম্বন্ধে তারা সকাল ১০টা পর্যন্ত জানতে পারেনি এবং তারা খুব সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি প্রায় ১টা পর্যন্ত আমার রেকি বা অনুসন্ধান শেষ করে চেতুলিয়াতে ফেরত আসি, ঠিক এই মুহূর্তে শত্রুদের আরো তিন চারখানা হেলিকপ্টার আসে এবং আমাদের অবস্থানের ৭০০/৮০০ গজ ডাইনে রেলওয়ে লাইনের উঁচু বাঁধের

পিছনে অবতরণ করে। এছাড়া আরো দুটো হেলিকপ্টারের আসে যেগুলি আমাদের বামে আধা মাইল দূরে একটা পুকুরের বাঁধের পিছনে অবতরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে ভয়ংকর গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। আমি বুঝতে পারলাম শত্রুরা আমার ট্রুপসদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান তখনও কিছুই তৈরী হয়নি। এ সময় ছিল আমার পক্ষে চরম মুহূর্ত। বাম থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আরো প্রচন্ডতর হচ্ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেই এবং ক্যাপ্টেন জাফর ও ক্যাপ্টেন গাফফারকে নির্দেশ দেই এখনই এই মুহূর্তে তাদের নিজ নিজ কোম্পনী নিয়ে বর্তমান অবস্থান পরিত্যাগ করার জন্য। আমি এবং আমার সমস্ত সৈন্যকে অবস্থানটি পরিত্যাগ করার আধা ঘণ্টার মধ্যে শত্রুরা সেদিন আক্রমণ চালায়।

এবারও শত্রুসেনারা আমাকে এবং আমার সেনাদলকে সামান্য মুহূর্তের জন্য ধরার সুবর্ণ সুযোগ আবার হারিয়ে ফেলে। হয়তবা এ ছিল পরম করুণামতয় আল্লাহের আশীর্বাদ। আমি পরে জানতে পারি আমার অবস্থানের বাম থেকে যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম তা ছিল লেঃ ইমামুজ্জামানের সৈনিকদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ। পাকসেনারা যখন হেলিকপ্টার যোগে বামে অবতরণ করছিল সে সময় লেঃ ইমামুজ্জামানের সৈন্যদলের সামনে তারা পড়ে যায়। এতে তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। লেঃ ইমামুজ্জামান শত্রুদের প্রচন্ড আঘাত হেনে পরে বাম দিক দিয়ে পিছনে হটে আসে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হয়। যদিও আমাকে অবস্থান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এবং পাকবাহিনী আবার বেলুনিয়া পুনঃদখল করে নেয় তবুও শত্রুদের হতাহত হয় তা ছিল অপূরণীয়। আমাদের পশ্চাদপসরণ একটা রণকৌশল ছিল। সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সবকিছুই ছিল নগন্য। সে তুলনায় শত্রুদের শক্তি ছিল বিরাট। আমার তখনকার যুদ্ধের নীতি এবং কৌশলই ছিল শত্রুদেরকে অকস্মাৎ আঘাত হানা বা তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে আমার মনোনীত জায়গায় অগ্রসর হতে দেওয়া এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত এবং ধ্বংস করা- শত্রুদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত রেখে আস্তে আস্তে নিজের শক্তি আরো গড়ে তোলা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা। অংকুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সব সংঘর্ষেই আমি পাক সেনাবাহিনীকে আঘাত হানতাম অতর্কিতে। আবার যখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হত তখন অকস্মাৎভাবেই সংঘর্ষ এড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতাম। এতে শত্রুরা আরো মরিয়া হয়ে উঠতো এবং পাগলের মত আমার নতুন অবস্থানে এসে আঘাত হানত। বারবারই এ রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি হত। যে সময় বেলুনিয়ার সম্মুখসমর চলছিল, ঠিক সে সময় আমি শত্রুর পিছনের এলাকায় আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আমার হেডকোয়ার্টারস-এ অন্ততঃপক্ষে চার হাজার গেরিলা সে সময় প্রশিক্ষণরত ছিল। এদেরকে আমি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিশেষ ধরনের গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। একটি দলকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম ডিমোলিসন (বিস্ফোরক) ব্যবহার-যাদের প্রথম প্রথম উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে যত রাস্তা ও রেলওয়ে সেতু আছে সেগুলি ধ্বংস করে দেওয়া- যাতে শত্রুরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাক সেনাদল তাদের রেশন ঠিকমত পৌঁছাতে না পারে। এ ছাড়া এ দলটির আরো কাজ ছিল শিল্পক্ষেত্রে- কিছু মনোনীত শিল্পকে সাময়িকভাবে অকেজো করে দেওয়া। বিশেষ করে ঐ সব শিল্প, যাদের তৈরী মাল পাকবাহিনী বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসব শিল্প অকেজো করার সময় আমাকে অনেক সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, যেহেতু সব শিল্পই আমাদের দেশের সম্পদ এবং এগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর আমাদের নিজেদেরই আবার সংকটের সম্মুখীন হতে হবে, সে কারণে প্রতিটি টার্গেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিকল্পনাগুলিকে যথেষ্ট বিবেচনার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হত এবং তারপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। শিল্পগুলিকে ধ্বংস না করে এগুলিকে সাময়িক অকেজো করার এক অভিনব পদ্ধতি আমি খুঁজে পাই। আমার সেক্টর-এর বেশীরভাগ শিল্প ঢাকার চারপাশে- ঘোড়াশাল এবং নরসিংদীতে অবস্থিত ছিল। আমি জানতে পেরেছি যে, এসব শিল্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সাধারণত সাজিবাজার পাওয়ার হাউস ও কাপ্তাই থেকে পাওয়ার লাইনের মাধ্যমে আসে। আমি আমার গেরিলাদের প্রথম টার্গেট দেই ওই সব পাওয়ার লাইন উড়িয়ে দেয়ার জন্য। প্রতি সপ্তাহে ২০টি টিম বিভিন্ন এলাকায় পাওয়ার লাইনের পাইলন ধ্বংস করতে থাকে। এর ফলে প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প এলাকাগুলোতে বন্ধ হয়ে যায়। পাকবাহিনী নিরুপায় হয়ে প্রত্যেক পাইলনের নীচে এন্টি-পার্সোনাল মাইন পুঁতে রাখত যাতে আমার লোকজন

পাইলনের কাছে না যেতে পারে। তার সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করে। আমি যখন এ খবর জানতে পারি, তখন সিদ্ধিরগঞ্জের সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যাতে না যেতে পারে তার পরিকল্পনা করতে থাকি। আমার হেডকোয়ার্টার্স থেকে তিনটি দলকে ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আনার জন্য প্রেরণ করি। এক সপ্তাহের মধ্যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যায় এবং আমাকে সমস্ত খবর পৌঁছায়। তারা আরো জানায়, পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী দল ট্যাঙ্কসহ সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে তাদের আস্তানা গেড়েছে। চতুর্দিকে বাঙ্কার প্রস্ত্তত করে সে জায়গাটিকে পাহারা দিচ্ছে। সে কেন্দ্রটিকে অকেজো করতে হলে একটা বিরাট যুদ্ধের পর সেটিকে দখল করতে হবে। শত্রুঘাঁটি যেরূপ শক্তিশালি ছিল তাতে সফল হওয়া সম্ভব হতেও পারে, নাও হতে পারে। আর তাছাড়া আমিও প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি এসব ভেবে অন্য পন্থা অবলম্বন করার জন্য চিন্তা করতে থাকি। এ সময়ে ওয়াপদার একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার ক্যাম্পে আসেন। তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমার যে অনুসন্ধান দলটি খবরাখবর এনেছিল, তারা আসার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের একটা নীলনকশা ওয়াপদার প্রধান থেকে চুরি করে এনেছিল। আমি ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভূইয়াকে এ নীলনকশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি সম্পূর্ণ হুবহু মডেল আমার হেডকোয়ার্টার-এ তৈরীর নির্দেশ দিই। ইঞ্জিনিয়ার জনাব ভুইয়া আমার নির্দেশ অনুযায়ি ঢাকা, টঙ্গি, ঘোড়াশাল, নারায়ণগঞ্জের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের একটা পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরী করেন। সে মডেলের উপর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে আমি বুঝতে পারি যে, ঢাকাতে মোট ন'টি জায়গাতে (পোস্তগোলা, ডেমরা, হাটখোলা, জংসন, খিলগাঁও, মতিঝিল, ধানমন্ডি, শাহবাগ, কমলাপুর, উলন) গ্রীড সাবস্টেশন আছে এবং এ সাবস্টেশনগুলি যদি আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এও বুঝতে পারি যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মোটামুটি তিনটা লাইনে আসে এবং যদি সবগুলো সাবস্টেশন একসঙ্গে উড়িয়ে না দেয়া যায়, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অন্য পথ দিয়ে চলবে। ঢাকার এবং শিল্প এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ অকেজো করে দেয়ার জন্য আমি জুলাই মাস থেকে ১৬ টি টিম ট্রেইন করতে থাকি। এসব টিমে ৮ থেকে ১০ জন গেরিলাকে এভাবে ট্রেনিং দেই যাতে তারা সাবস্টেশন গুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি খুব কম সময়ের মধ্যে চিনে নিতে পারে এবং সেগুলো অনায়াসে ধ্বংস বা অকেজো করে দিতে পারে। ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যাতে তারা এ কাজে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করে। দু'মাস ট্রেনিং-এর পর এসব টিমগুলোকে আমার হেডকোয়ার্টারে মডেলের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালের বন্দোবস্ত করি যাতে প্রত্যেকটা টিমের প্রতিটি ব্যক্তির তার কার্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে। নিজ নিজ কার্য যাতে তৎপরতার সাথে করতে পারে সে জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। এ টিমগুলিকে আমি কসবার উত্তরে আমাদের যে গোপন প্রবেশপথ ছিল, সে পথে ঢাকাতে প্রেরণ করি। টিমগুলি নবীনগর এবং রূপগঞ্জ হয়ে নদীপথে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌছে এরা প্রথম তাদের রেকি (সন্ধানী) সম্পন্ন করে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে কতগুলো সাবস্টেশনে পাকিস্তানীরা ছোট ছোট আর্মি পাহারা দলের বন্দোবস্ত করেছে। আবার কোন কোনটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ কিম্বা রাজাকার দ্বারা পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। দলগুলি তাদের সমস্ত সরঞ্জাম এবং অস্ত্র ঢাকায় বিভিন্ন জায়গাতে লুকিয়ে রেখে বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে আমাকে খবর পাঠায় এবং নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। আমি বুঝতে পারলাম যদিও কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তবুও এগুলি ধ্বংস করার সুযোগ এখনই। এরপর হয়ত পাহারা আরও সুদৃঢ় হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে জন্য আর কালবিলম্ব না করে সবগুলো পাওয়ার সাবস্টেশন একযোগে অতিসত্বর ধ্বংস করার বা অকেজো করার নির্দেশ পাঠাই। আমার নির্দেশ পাওয়ার পর সব টিমই নিজ নিজ কমান্ডারদের নেতৃত্বে একযোগে জুন মাসের ২৭ তারিখের রাতে অকস্মাৎ তাদের আক্রমণ চালায়। তারা এসব আক্রমণে ধানমন্ডি, শাহবাগ, পোস্তগোলা, উলন, মতিঝিল, ডেমরা প্রভৃতি সাবস্টেশনগুলি ধ্বংস বা সাময়িক অকেজো করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আক্রমণের সময় আমার লোকদের সঙ্গে অনেক যায়গায় পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয়- বিশেষ করে ধানমন্ডি সাবস্টেশনে। এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল রুমি। সে একাই স্টেনগান হাতে পাকসেনাদের উপর হামলা চালায় এবং সকলকে গুলি করে মেরে ফেলে। তার অসীম সাহসিকতার ফলে অন্যান্য লোকরাও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পাকসেনাদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাবস্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। এরূপ সংঘর্ষ শাহবাগ ও ডেমরাতে ঘটে। বাকী জায়গাগুলোয় আমার লোকেরা এমন অকস্মাৎভাবে সাবষ্টেশনগুলির ভেতর ঢুকে পড়ে যে পাকসেনারা বা পাকিস্তানী পুলিশরা কিছু বোঝার আগেই তাদের হাতে বন্দী বা নিহত হয়। এ অপারেশন-এ অন্তত ৭৫ শতাংশ সফলতা লাভ করে। ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ২৪ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ সচল হয়ে যায়। যদিও পাকিস্তানীরা বিমানযোগে সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসে এবং কিছুটা সরবরাহ পুনরুদ্ধার করে-তবুও শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চিরতিরে কমে যায়। এতে পাটকলগুলি চালাবার প্রচেষ্টা অনেকাংশে কমে যায়।

এ সময়ে আমি আরো জানতে পারি যে প্রিন্স সদরুদ্দিন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঢাকায় আসছেন সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। জেনারেল টিক্কা খান সে সময় প্রস্তুতি নিচ্ছিল প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বাংলাদেশে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থা দেখাবার জন্য। আমি তার এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আরো পাঁচটি দল তৈরী করি। তাদের কাজ ছিল ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো এবং অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় সে সম্বন্ধে প্রিন্স সদরুদ্দিনকে বুঝিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী দলগুলি ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়-প্রিন্স সদরুদ্দিনের অবস্থানকালে। সবচেয়ে বড় সবিস্ফোরণ ঘটায় মতিঝিলে। আলম এবং সাদেক এ দুজন গেরিলা ১টা গাড়ীর ভিতরে ৬০ পাউণ্ড বিস্ফোরক রেখে মতিঝিলে হাবিব ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর সামনে বিলম্বিত ফিউজের মাধ্যমে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোরণের ফলে হাবিব ব্যাঙ্কের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় সমস্ত ঢাকা শহর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। সেদিন রাতেই প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্রাম করছিলেন, এ দলটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বারান্দায় আরেকটা বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ী বিস্ফোরণ ঘটায়। চতুর্দিকে এসব বিস্ফোরণে জাতিসংঘের মহামান্য পর্যবেক্ষক বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন যে টিক্কা খান যাকে স্বাভাবিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করছে, তা স্বাভাবিক নয়। ঢাকার অপারেশন যখন চলছিল তখন আমি আমার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের মিলিত দল বিভিন্ন থানায় পাঠাচ্ছিলাম থানাগুলি দখল করে নেয়ার জন্য। এই দিনগুলি ছিল বিশেষ অসুবিধার-কারণ আমার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেরাও সেনারা সবাই ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তত। কিন্তু ছিল না শুধু অস্ত্র আর গোলাবারুদ। অনেক চেষ্টা করেও গোলাবারুদ এবং অস্ত্রের কোন ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না।

আমাদের বন্ধুরা সব সময় আমাদের আশ্বাস দিত 'এই অস্ত্র এসে পড়ছে'। কোন সময় বলত ট্রেনে মালভর্তি হয়ে গেছে, বন্যার জন্য আসতে পারছে না, কেননা রেললাইন বন্ধ। আবার কোন সময় বলত ফ্যাক্টরিতে তৈরী হচ্ছে। এমনও সময় গেছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিকল্পনা তৈরীর পর আমাদেরকে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হতো অস্ত্রের অভাবে। নিজেদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল সেসবেরও গোলাবারুদ অত্যান্ত রেশনিং এর পরেও প্রায় শেষ হওয়ার পথে ছিল। এসময় সমস্ত মুক্তিবাহিনীতে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় বহু অনুরোধের পর হয়ত ৩০৩ রাইফেলের ৫ রাউন্ড করে গুলি সাহায্য পেতাম। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য ছিল অতি নগন্য। এসব অসুবিধা এবং সংকটের মধ্যেও আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। আমি আমার সেনাদলকে নির্দেশ দিই, যে উপায়ে হোক আর যেখানেই হোক পাক বাহিনীকে এ্যামবুশ করে বা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলতে হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সকলকে আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস আরো বাড়াতে হবে। আমার এ নির্দেশ বেশ কাজে লাগে। সকলেই আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।

জুলাই মাসে টিক্কা খান আবার মন্দভাগ এবং শালদা নদী পুনর্দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তানীরা বেলুচ নামক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করে। আমাকে এ খবর আমাদের লোকেরা পৌঁছায়। আমি ক্যাপ্টেন গাফফারকে মন্দভাগের অবস্থান আরো এগিয়ে বাজারের নিকট অবস্থান শক্তিশালী করার নির্দেশ দেই। শত্রুসেনারা সকালে বেলুচ রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানীকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়। সকাল সাড়ে দশটায় শত্রুসেনারা অবস্থানের অগ্রবর্তী স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং আমাদের মাইনফিল্ডের ভিতর আটকা পড়ে যায়।

তবুও তারা অগ্রসর হতে থাকে। তারা তখন আমাদের অবস্থান থেকে ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়ে, ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদল তাদের উপর অকস্মাৎ গুলিবর্ষন শুরু করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থান এত সামনে আছে তা জানত না। চতুর্দিকে গুলিতে তাদের দুটি কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শত্রুসেনারা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। এতে তাদের নিহতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ৩১ বেলুচ কিছুক্ষন পর তাদের আক্রমন পরিত্যাগ করে। কিন্তু এক ঘন্টা পরে পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিন তীরের সাথে আমাদের অবস্থানের ডান পাশ দিয়ে পিছনে আসার চেষ্টা করে । তারা যে এরুপ একটা কিছু করতে পারে ক্যাপ্টেন গাফফার তা পূর্বেই অনুমান করেছিল। এ জন্য ক্যাপ্টেন গাফফার তৈরীও ছিল। সুবেদার ওহাবের অধীন একটি কোম্পান কে সে আগে থেকেই শালদা নদীর তীরে এ্যামবুশ পজিশনে রেখেছিল। শত্রুরা অজ্ঞাতে এ এ্যামবুশ পজিশনটির ফাদে পড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা অবস্থানটির উপর প্রবল আক্রমণ স্থগিত রেখে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফারের সেনাদলও সুবেদার ওহাবের সেনাদল পশ্চাৎগামী শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে। এ সময় অনেক আহতও নিহত হয় । যুদ্ধের শেষে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে খুজে আমরা অন্তত ১২০টা মৃতদেহ খুজে পাই এবং আরো অনেক মৃতদেহ যেগুলি পানিতে ছিল, খুজে পাওয়া যায়না। এ যুদ্ধের ফলাফল আমার পক্ষে অনেক লাভজনক ছিল। আমরা ৮টা মেশিনগান, ১৮টা হালকা মেশিনগান প্রায় দেড়শ (১৫০) রাইফেল, ২টা রকেট লাঞ্চার, ২টা মর্টার অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি। আরো অনেক অস্ত্রশস্ত্র যেগুলি পানিতে ছিল, সেগুলি খুজে পাওয়া যায়নি। মৃতদেহগুলির মধ্যে ১ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন লেফটেন্যান্ট এবং আরো কয়েকজন জুনিয়র কমিশণ্ড সনাক্ত করা হয়। শত্রুরা এ সময় বৃষ্টি এবং বন্যার জন্য আমাদের হাতে বেশ নাজেহাল হচ্ছিল এবং তাদেরকে বাধ্য হয়ে গতিবিধি শুধু রাস্তায় সীমিত রাখতে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা শত্রুদের এ দুর্বলতা সম্পুর্নভাবে কাজে লাগাতে পারছিলাম না যেহেতু তখন আমরা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে দুর্বল ছিলাম-যদিও ইতিমধ্যে আমাদের বেশ সংখ্যক লোক ট্রেনিং পেয়ে প্রস্তুত ছিল। অস্ত্রের অভাবে এসব ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের আমরা ভেতরে পাঠাতে পারছিলামনা। শত্রুরা আমাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাদের গতিবিধি আরো বাড়াবার জন্য জলযানের যোগাড় করতে লাগল বাংলাদেশের যত লঞ্চ, স্টিমার, স্পীডবোট ছিল, সেগুলি দখল করে মেশিনগান ফিট করে এগুলিকে গানবোট হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল।

আমাদের কাছে খবর আসে যে, শত্রুরা ’পাক বে’ কোম্পানীতে তিনশত ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট তৈরীর নির্দেশ দিয়েছে। নারায়নগঞ্জের ’পাক বে’ ডাকইয়ার্ডে এসব স্পীডবোট তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই বে’ কোম্পানীর একজন অফিসারের ভাই আমার মুক্তিবাহিনীতে ছিল। সে এসে খবর দেয় যে এই স্পীডবোটে লাগাবার জন্য তিনশ ইঞ্জিন সদ্য আনা হয়েছে এবং সেগুলি ’পাক বে’র গুদামে মওজুত রাখা আছে আমি তৎক্ষনাৎ সেই ছেলেটিকে আরো দশজন গেরিলা মনোনয়ন করার নির্দেশ দিই এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট প্রস্তুত হয়ে গেলে শত্রুদের গতিবিধি অনেক গুনে বেড়ে যাবে, এই বর্ষার মওসুমে শত্র সেনারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছতে পারবে। তখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সুদূর গ্রামের গোপন অবস্থানগুলি অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে পড়বে। সে জন্য এই মেশিনগুলিকে এখনই ধ্বংস করে দিতে হবে। নির্দেশমত মনোনীত দলটিকে প্রশিক্ষনের পর নারায়নগঞ্জে পাঠিয়ে দিই। নারায়নগঞ্জে এসে তারা প্রথম ’পাক বে’র গুদামটি রেকি (অনুসন্ধান) করে এবং জানতে পারে যে, দুজন পুলিশ এবং দুজন চৌকিদার যে গুদামটিতে মেশিনগুলো রাখা আছে সেখানে পাহারা দিচ্ছে। সেদিন সন্ধায় আমার দলটি অতর্কিতে পুলিশদের নিরস্ত্র করে ফেলে এবং পুলিশ ও চৌকিদারদের একটি কামরায় বন্ধ করে গুদামের তালা ভেঙ্গে গুদামে প্রবেশ করে। গুদামের ভিতর ডিজেল এবং পেট্রোল ছিল। সেগুলি সব মেশিনের উপর ঢেলে দেয় এবং যেসব ফাইবার গ্লাস নৌকা প্রস্তুত ছিল তাতেও ঢেলে দেয়। এরপর অগ্নিসংযোগ করে বেরিয়ে আসে। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর সমস্ত মেশিনে এবং ফাইবার গ্লাস নৌকাগুলিতে আগুন লেগে যায় এবং বিস্ফোরন ঘটে। এই বিস্ফোরণে শত্রুদের সমস্ত মেশিন এবং ৩০০ নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়।

এ অপারেশনের ফলে পাক বাহিনী তাদের গতিবিধি অনেকাংশে সীমিত করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে এই অপারেশনের ফলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সূদুর গ্রামাঞ্চলে তাদের গোপন অবস্থান বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব হয় এবং তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাকসেনাদের আক্রমণ চালাতে থাকে।

২রা জুলাই সকাল সাড়ে ৫টার সময় একটা দল মোঃ হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে শত্রুদের লাটুমুড়া অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে মর্টারের সাহায্যও নেয়া হয়। আক্রমণের ফলে ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়।

কুমিল্লাতে আমাদের এ্যাকশন তীব্রতর হওয়ার জন্য পাকসেনারা কুমিল্লার উত্তরে গোমতী বাঁধের উপর তাদের অবস্থান তৈরী করে এবং এরপরে তারা তাদের কতৃত্ব আরও উত্তরে বাড়ানোর জন্য টহল দিতে শুরু করে। পাক সেনারা যাতে শহরের বাইরে তাদের কতৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে না পারে সেজন্য আমি 'বি' কোম্পানীর দুটো প্লাটুনসহ কোটেশ্বর নামক স্থানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে নির্দেশ দিই। পাকসেনারা ২/৩ দিন এই এলাকায় সম্মুখবর্তী জায়গায় তাদের টহল বজায় রাখে। এরপল ৪ ঠা জুলাই পাকসেনাদের একটি ভারী দল সকাল ৪ টার সময় আমাদের অবস্থানের আধামাইল পশ্চিমে কোটেশ্বর গ্রামের ভিতর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সকাল ৪টা ১৫ মিনিটে তারা আরো অগ্রসর হয়ে আমাদের ২০০/৩০০ গজের মধ্যে পৌঁছে। এ সময় আমাদের সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়। পাকসেনারা ২/৩ ঘন্টা প্রবল চাপ চালিয়ে যায় অগ্রসর হবার জন্য কিন্তু আমাদের গুলির মুখে বারবারই পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এরপর তারা ৫০০/৬০০ গজ পিছু হটে গিয়ে আমাদের বামে 'সারিপুরের' দিকে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। এবারও পাকসেনারা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে সম্পুর্ন পর্যদুস্ত হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এ সংঘর্ষে পাক সেনাদের কমপক্ষে ৩০ জন হতাহত হয়। আমাদের ১ জন প্রাণ হারায়।

হোমনা থানা পাকসেনাদের জন্য সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন স্থান ছিল। ঢাকাতে যেসব গেরিলাকে পাঠাতাম অপারেশনের জন্য, তারাও এই হোমনা দিয়ে যাতায়াত করত। সে জন্য পাকসেনারা লঞ্চে করে সব সময় দাউদকান্দি থেকে হোমনায় টহল দিতে আসত। আর হোমনার দালাল পুলিশেরা পাকসেনাদের মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবরাখবর দিত। এ পুলিশ ষ্টেশনটি আমার জন্য একটা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য এ থানাটিকে দখল করে নেয়ার জন্য আমি হাবিলদার গিয়াসকে নির্দেশ দিই। হাবিলদার গিয়াস তার সেনাদল ও স্থানীয় গেরিলাদের নিয়ে থানাটি আক্রমণ করার প্রস্তুত নেয়। তারা খবর নিয়ে জানতে পারে যে, থানাতে বাঙালী পুলিশ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশও যথেষ্ট আছে। থানা রক্ষার্থে পুলিশ থানার চতুর্দিকে বাঙ্কার তৈরী করেছে এবং কয়েকটা হালকা মেশিনগানও তাদের কাছে আছে। সম্পূর্ণ খবরাখবর নিয়ে হাবিলদার গিয়াস থানা আক্রমণের একটি পরিকল্পনা নেয়। ১লা জুলাই রাত ১১টার সময় হাবিলদার গিয়াস তার গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীকে নিয়ে থানাটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশেরা হালকা মেশিনগানের সাহায্যে বাধ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে আক্রমণের মুখে তারা সবাই নিহত হয়। হাবিলদার গিয়াস থানাটি দখল করে নেয়। এর ফলে থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তার হস্তগত হয় এবং আমাদের ঢাকা যাবার রাস্তাও শত্রুমুক্ত হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন মিয়াবাজার থেকে ফুলতলীতে টহল দিতে যায়। রাত ৩টার সময় তারা দেখতে পায় পাকসেনাদের ১টি জিপ এবং ২টি ট্রাক কুমিল্লা থেকে দক্ষিণের দিকে টহল দিতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি কুমিল্লা চট্রগ্রাম রাস্তার উপর এ্যামবুশ-এর জায়গায় তারা ১টি তারা ১টি মেশিনগান ও ৩টি হালকা মেশিনগান রাস্তার দুদিনক থেকে লাগিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করে । রাত সাড়ে ৪টায় পাকসেনাদের গাড়ীগুলি মিয়াবাজার অবস্থানে ফেরত আসে। আসার পথে গাড়ীগুলি আমাদের এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টি খুব নিকটবর্তি স্থান থেক মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের গুলি চালিয়ে গাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করে কিন্তু এতেও তাদের অনেক লোক মেশিনগানের গুলিতে

হতাহত হয়। পাকসেনারে কমপক্ষে ৩ জন অফিসার সহ ২১ জন আহত হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে নিহতদের মধ্যে ১ জন লেঃ কর্ণেলও ছিলেন। এ এ্যামবুশের সময় পাকসেনারা কুমিল্লা বিমানবন্দর হতে তাদের সাথীদের সাহায্যার্থে কামানের সাহায্যে আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলা ছুড়তে থাকে। গোলার মুখে বেশিক্ষন টিকতে না পেরে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি স্থানটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে আসে।

জুলাই মাসের ১লা তারিখে পাকসেনারা আবার তাদের শালদা নদী ও কসবা অবস্থানের ভিতরে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালায় । সকাল ১০টার সময় শালদা নদী থেকে পাকসেনাদের একটি দল কসবার দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর মন্দভাগের নিকট গাফফারের 'সি' কোম্পানীর সামনে উপস্থিত হয়। দুপুর ১২ টার সময় ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী, পাকসেনারা যখন তাদের অবস্থানের সামনে দিয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে পারেনা এবং ছত্রভঙ্গ তাদের মৃতদেহগুলি ফেলেই শালদা নদীর অবস্থানে পালিয়ে যায়। পালানোর পথে আমাদের মর্টারের গোলাও তাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের ৮ জন আহত ও ৩ জন নিহত হয়।

পাক সেনারা জুলাই মাসের ৩ তারিখে ফেনী থেকে দুটি কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। রাস্তায় তারা ''শালদার বাজার'' নামক স্থানে সাময়িক অবস্থান নেয়। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের ১টি প্লাটুন ৩ মর্টারসহ দুপুর দুটার সময় শত্রুদের এ দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। তাদের মনোবল বেলুনিয়ার আগে থেকেই যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। এ ছাড়া সে সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে সাময়িকভাবে বানানো ট্রেঞ্চগুলোতে থাকাও বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রামণের ফলে মেশিনগান এবং মর্টারের গোলাগুলিতে তাদের অসংখ্য লোক হতাহত হয়। পরে জানা যায় যে, তাদের অন্তত পক্ষে ৩০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছে। পাকসেনারা এরপর শালদা বাজারের পার্শ্ববর্তী সাহেবনগর ও অন্যান্য গ্রামগুলি থেকে স্থানীয় লোকদের অন্য স্থানে চলে যেতে বলে। মতলববাজার এলাকাতে মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে লেঃ মাহবুব পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি মতলব বাজার এলাকায় গিয়ে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখানে তারা জানতে পারে মতলব থানাতে পাকিস্তানী পুলিশ এবং রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে এসব পুলিশের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানী পুলিশেরা স্থানীয় দালালদের সহায়তায় শাসনকার্য আয়ত্তাধীনে আসার চেষ্টা করছে। আমাদের দলটি মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই থানাকে আক্রমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা থানা সম্বন্ধে সকল খবর যোগাড় করে। জুলাই মাসের ২ তারিখের রাতে গেরিলা দলটি থানার উপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানী পুলিশ এবং রেঞ্জাররা এই আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে ৫ জন পুলিশ নিহত এবং ৭ জন রেঞ্জার আহত হয়। ঠিক এ সময়ে গেরিলাদের নিকট যে হালকা মেশিনগানটি ছিল সেটা খারাপ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে গেরিলারা আক্রমণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গেরিলাদের ১ জন নিহত হয়। কিন্তু আক্রমণের পর থেকে পাকিস্তানী পুলিশেরা আর থানার বাইরে আসার সাহস পায়নি এবং মতলব থানা এলাকা মুক্তিবাহিনীর আয়ত্বাধীনে এসে যায়।

শালদা নদীতে আমাপদের কার্যকলাপ সব সময় চালানো হচ্ছিল। মেজর সালেকের এক পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে রেলওয়ে সড়কের পূর্ব দিক দিয়ে একটি ছোট রাস্তা পাকসেনারা তাদের শালদা নদী এবং নয়নপুর অবস্থানের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করে। মেজর সালেক ৫জনের একটি ডিমোলিশন পার্টি পাঠিয়ে সেই রাস্তার উপর মাইন পুঁতে দেয়। ৯ই জুলাই সাড়ে ৫ টার সময় পাকিস্তানীদের একটি প্লাটুন শালদা নদী থেকে নয়নপুর যাবার পথে এসব এন্টি-পার্সোনাল মাইনের উপর পড়ে যায়। মাইন বিস্ফোরণে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে শালদা নদীতে ফিরে আসে।

৬ই জুলাই পাকসেনারা প্রায় ১টি ব্যাটালিয়ান নিয়ে মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখান থেকে তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের ‘এ’ আমাদের ‘এ’ কোম্পানী এবং ‘সি’ কোম্পানী মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে পাকসেনাদের শালদা নদী এনক্লেভ-এর ভিতর অগ্রসর হতে প্রচন্ড বাধা দেয়। পাকসেনারা তাদের ফিল্ড আর্টিলারি মন্দভাগ বাজার পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলোতে তীব্র গোলাবর্ষন করতে থাকে। এই গোলাবর্ষনে আমাদের ১১ জন আহত হয় এবং অন্তত ৩২ জন বেসামরিক ব্যাক্তি হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শালদা নদী এনক্লেভ দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের মুক্তিসেনারাও তাদের এ আক্রমণে তীব্র বাধা দিতে থাকে। যদিও আমাদের মর্টারের গোলা তাদের কামানের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তবুও মর্টারের গোলা এবং মেশিনগুলিতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। তারা পিছু হটে মন্দভাগ বাজারে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। মেজর সালেক পাকসেনাদের শালদা নদীর অবস্থানের বিরুদ্ধে তাঁর কর্যকলাপ আরও তীব্রতর করার জন্য ৯ই জুলাই পাক অবস্থানের উপর ঘোরাফিরা করছিল, ঠিক সে সময় আমাদের কামানগুলি এবং মর্টার পাকসেনাদের অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষন করতে থাকে। এই গোলাবর্ষন প্রায় আধঘন্টা ধরে চলে। এই অকস্মাৎ প্রচন্ড মর্টার এবং কামানের গোলাবর্ষনে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এতে তাদের অনেক হতাহত হয়। পরে জানতে পারা যায় যে এই গোলাগুলিতে ১৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ১১জন আহত হয়। একটি মেশিনগান বাঙ্কারসহ তিনটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। কামানের গোলার আঘাতে তাপদের একটি এ্যামুনিশন ডাম্প বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরদিন একটি স্পীডবোট পাকসেনাদের নিয়ে শালদা নদী হয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি, যেটি আগে থেকেই শালদা নদীর পিছনে অবস্থান নিয়েলি, তারা পাক-বাহিনীর স্পীডবোট এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশ-এর সময় আমাদের গুলির আঘাতে স্পীডবোট ডুবে যায়। ১২ জন পাকসেনা হয় গুলিতে না হয় পানিতে ডুবে মারা যায়। মৃতদের মধ্যে ১ জন মেজর ও ১ জন ক্যাপ্টেন ছিল এবং তাদের পদমর্যাদার ব্যাজ এ্যামবুশ পার্টি নিয়ে আসে । এ্যামবুশ পার্টি পানি থেকে ১ টি মেশিনগান, একটি অয়ারলেস সেট এবং ১ টি ম্যাপ (যাতে শত্রু অবস্থানগুলি চিহ্নিত ছিল) উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এরপরই পাকসেনাদের কামানের গোলা আমাদের দলের উপর পড়তে থাকে। আমাদের দল তখন বাধ্য হয়ে এ্যামবুশ স্থান পরিত্যাগ করে।

১০ই জুলাই পাকসেনারা একটি কোম্পানী নিয়ে বিকেল ৪ টার সময় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকসেনারা শালদা নদীর উঁচু স্থান সাগরতলা স্থানটি দখল করার জন্য অগ্রসর হয়। তাদের সঙ্গে তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সাহায্য করে। কিন্তু সাগরতলা উঁচু অবস্থানের উপর আমাদের যে প্লাটুনটি ছিল সেটি এব রেললাইনের পশ্চিমে আমাদের আর ১টা প্লাটুন তাদেরকে প্রচন্ডভাবে বাধা দেয়। আমাদের ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের আক্রমণ পর্যদুস্ত হয়। তাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে শালদা নদীতে তাদের নিজ অবস্থানে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানীদের একটি দল নবীনগরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকসেনাদের নবীনগরে অবস্থানের পর আমাদের নরসিংদী, ভৈরববাজার এবং কালিগঞ্জে যাতায়াতের রাস্তায় বাধার সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা কয়েকজন স্থানীয় দালালের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর জন্য সমস্ত এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন এ এলাকাকে পুনরায় বিপদমুক্ত করার জন্য ১৬ জনের ১টি দলকে হাবিলদার আওয়ালের নেতৃত্বে নবীনগর পাঠায়। হাবিলদার আওয়াল কসবার উত্তর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে নবীনগরের ৩ মাইল পশ্চিমে তার গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্পুর্ণ খাবর যোগাড় করে। এরপর ৮ই জুলাই সকাল ৬টায় পাকসেনাদের নবীনগরের অবস্থানটির উপর অতর্কিত আক্রমণ

করে। এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসেনারা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। তারা হকচকিয়ে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি পাকসেনাদের ৭জন ও ৫জন দালালকে নিহত করতে সক্ষম হয়। সংঘর্ষে আমাদের ১জন আহত হয়। আমি এ সময়ে ঢাকাতে আরো কয়েকটি গেরিলা পার্টি পাঠাই। এই দলগুলিও আগের প্রেরিত দলগুলিও আগের প্রেরিত দলগুলির সাথে যোগ দেয় এবং ঢাকা-নারায়নগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। একটি দল জুলাই মাসের প্রথমেই পাকসেনাদের ছোট ১টি Ammunition Point আক্রমন করে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে পাকবাহিনী সমস্ত ঢাকাতে সান্ধ্য আইন জারি করে এবং ঢাকা শহরে প্রহারের ব্যবস্থা করে। ঐ দিনই দু'জন গেরিলা নিউমার্কেটের নিকট পাকসেনাদের ১টি জিপের ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ১জন অফিসার ও ৩জন পাকসেনা নিহত হয়। ৫ই জুলাই নারায়নগঞ্জে দু'জন আর একটি দল গুলশান সিনেমা হলের পর্দার ভিতর ১টি গ্রোনেড নিক্ষেপ করে। ফলে পর্দাটি সম্পুর্ন পুড়ে যায় এবং নিকটবর্তী ৫জন দালালও আহত হয়। সমস্ত নারায়নঞ্জে এবং ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ৪ঠা জুলাই দুপুর ১২টার সময় ৫জন গেরিলার ১টি দল পাগলাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইলন উড়িয়ে দেয়। ১০ জনের গেরিলার ১টি দল নিউমার্কেটের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং পাকসেনাদের ১টি মিলিত দলের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ৮জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও ৪জন পাকসেনা নিহত হয়।

এদিকে ১১ই জুলাই সকাল ৮টা থেকে অকস্মাৎ পাকসেনারা ভারী কামান এবং মর্টারের সাহায্যে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এই গোলাগুলির ফলে আমাদের শালদা নদী অবস্থানে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনাদের গোলাগুলি সমস্ত দিন ধরে চলতে থাকে। মর্টার Splinter-এর আঘাতে ৪র্থ বেঙ্গলের হাবি''লদার তাজুল মিয়া এবং সিপাই আব্দুর রাজ্জাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। এছাড়াও দু'জন বেসামরিক লোক নিহত ও ৮জন বেসামরিক লোক আহত হয়। কিন্তু বিকেলের দিকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রমণও হয়নি।

৯ই জুলাই পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের উপর সকাল ৬টায় আবার তাদের আক্রমণ শুরু করে। আমাদের কোটেশ্বর অবস্থানের সৈন্যরা মর্টার এবং কামানের সহায়তায় পাকসেনাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। পাকসোরা প্রথমে দু'টি কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ চালায়। পরে আরও দু'টি কোম্পানীকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়ে আসে। ৩/৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের কামানের গোলায় এবং মেশিনগানের গুলিতে পাকিস্তানীদের আক্রমণ ব্যাহত হয়। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের অন্তত ২৪/২৫ জন নিহত হয়। তারা আক্রমণ বন্ধ করে পিছু হটে যায়।

আমাদের petrol পার্টি ৯ই জুলাই পাকসেনাদের কোম্পানী হেডকোয়ার্টার রেকি করে এবং অবস্থান সমন্ধে জানতে পারে। আমাদের কামানগুলি এই কোম্পানী হেডকোয়ার্টারের উপর প্রচন্ড গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং ছ'জন আহত হয়। এর মধ্যে একজন অফিসার ও তাঁর signaller ও ছিল। স্থানীয় লোকেরা অফিসারটির কাঁধে ব্যাজ দেখে সনাক্ত করতে পেরেছিল। শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল ।

১০ই জুলাই রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী থেকে দু'টি সেকশন শালদা নদীর পশ্চিমে কামালপুর এবং মাইঝখাইরের ভিতর এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর এসে পড়ে ঠিক সে সময় পাকসেনাদলের সম্মুখবর্তী অংশের উপর আমাদের সৈন্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে যায় এবং কিছু বোঝার আগেই তাদের অনেক লোক হতাহত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পেছনের দিকে পালাতে শুরু করে। এ অবস্থাতেও তাদের অনেক হতাহত হয়। সংঘর্ষে পাকসেনাদের একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন ও ৮জন সিপাই নিহত হয়। আমাদের Ambush পার্টি ১টি MGIA মেশিনগান এবং Am-PRC-10 Wireless Set হস্তগত হয়।

হোমনাতে হাবিলদার গিয়াসের অধীনে যে মুক্তিবাহিনীর দলটি হোমনা থানায় আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়, সেই দলটি এ এলাকাতেই তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলে। এ দলটির কার্যকলাপে পাকবাহিনী নিকটবর্তী সমস্ত থানাগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। পাকসেনারা রাস্তার প্রত্যেকটি সেতুর উপর তাদের কড়া পাহাড়ার বন্দোবস্ত করে। প্রতিটি হাট বাজার এলাকাতেও তারা ক্যাম্প তৈরী করে। এছঅড়া নিকটবর্তী সমস্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে 'শান্তি কমিটি' গড়ার কড়া নির্দেশ দেয়। প্রতিটি এলাকার চেয়ারম্যানকে স্থানীয় লোক নিয়োগ করে পাকসেনাদের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষ নিহেত বাধ্য করে এবং তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। কোন স্থানীয় লোক যদি তাদের নির্দেশমত কাজ করতে অস্বীকার করত, তাদের পাকসেনারা তাদের পিতামাতা বাড়িঘরের ক্ষতি করে বা ভয় দেখিয়ে তাদের নির্দেশমত কাজ করাতে বাধ্য করত। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় হাবিলদার গিয়াসের দলটির সঠিক সন্ধান পায় এবং তাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাকবাহিনীর মন্তব্য আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পাই। তাদের ধারণা ছিল যে হোমনা এবং দাউদকান্দি এলাকাতে কমপক্ষে আমাদের ৬ হাজারেরও বোশি লোক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে পাকসেনারা কখনও রাতে তাদের ক্যাম্পগুলির বাইরে আসতে সাহস করতো না। এছাড়া কোন সময়েই দলে ভারী না হলে ক্যাম্পের বাইরে টহলে বের হতনা। পাকসেনাদের ভীতসন্ত্রস্ত মানসিক অবস্থার জন্য আমাদের দলটির নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে সুবিধা হয়। সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন লঞ্চের সাহায্যে পাকসেনাদের এসব ক্যাম্পে রসদ যোগান হত। এ সংবাদ আমাদের দলটি জানতে পারে। ৬ই জুলাই দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত মাসিমপুর বাজারের অর্ধমাইল পশ্চিমে জয়পুর গ্রামে শাখানদীর পাড়ে হাবিলদার গিয়াস তার দলটি নিয়ে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পাতে। সকাল ১০টার সময় পাকসেনাদের দুটি লঞ্চ দাউদকান্দির দিক থেকে গোমতী হয়ে এই শাখানদীতে আসে। লঞ্চগুলি এ্যামবুশেন সামনে এসে পড়তেই আমাদের দলটি অতর্কিতে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। পাকসেনারা নদীর ভিতর থেকে এ্যামবুশ দলটির উপর হামলা না করতে পারায় এবং তীরে অবস্থিত এ্যামবুশ পার্টির তীব্র গোলাগুলিতে লঞ্চগুলির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে লঞ্চগুলি পিছু হটে যায় এবং দাউদকান্দির দিকে পালিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি যে অন্তত ২০/২৫ জন পাকসেনা আহত বা নিহত হয়েছে। লঞ্চগুলি এ্যামবুশের ভিতর পড়ে যাওয়া সত্বেও সম্পুর্নরুপে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়নি, কারন এ্যামবুশ পার্টির নিকট রাইফেল এবং হালকা মেশিনগান ছাড়া বড় অস্ত্র, যেমন রকেট কিম্বা কামান ছিলনা, তবুও এ এ্যামবুশের ফলাফল ছিল আমাদের বিশাল সাফল্য। ফলে পাকসেনারা এ এলাকায় চলাফেরাও কমিয়ে দেয়। এতে আমাদের কর্তৃত্ব ও স্থানীয় লোকের মনোবল আরো বেড়ে যায়। এরপর হোমনা ও দাউদকান্দি থানার জনসাধারণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানীর একটি প্লাটুন চৌদ্দগ্রাম এলাকায় পাকসেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আমন্ত্রণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনারা কুমিল্লা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক খোলার জন্য তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন বাড়িয়ে যাচ্ছিল। যেসব সড়ক সেতু আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম সেগুলি পুনঃনির্মাণ করার চেষ্টা চলছিল। ৯ই জুলাই সকাল ৮টায় আমাদের প্লাটুনটি চৌদ্দগ্রামের উত্তরে সড়কের উপর বালুজুরি ভাঙ্গালপুলের নিকট এ্যামবুশ পাতে। ১১ টার সময় পাকসেনারা একটি সি আর বি ট্রাকে করে এবং দু'টি জিপে রাস্তা দিয়ে আসে এবং ভাঙ্গালপুলের নিকট থামে। পুলটি মেরামত করার কাজের প্রস্ত্তত চলতে থাকে। ঠিক সে সময় আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। এর ফলে পাকসেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। পাকসেনারা পুলের নিকট থেকে পিছু হটে অবস্থান নেয় এবং পরে চৌদ্দগ্রাম থেকে আরও পাকসেনা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর আক্রমণের প্রস্ত্ততি নেয়। আমাদের দলটিও একটু পিছু হটে উচুঁ জায়গায় আরো শক্ত অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা ৩টার সময় মর্টার,কামান, মেশিনগানের সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ করে। আমাদের দলটি সাহসিকতার সাথে এ আক্রমণের মোকাবিলা করে। আমাদের গুলিতে পাকসেনারা পর্যদুস্ত হয়ে ৩/৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর বিকেল ৫টায় আক্রমণ

পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের ৩০ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে মৃতদেহগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রেখে তারা পালিয়ে যায় । পাকসেনারা পিছু হটার পর আমাদের দলটি অনেক অস্ত্রসস্ত্র দখল করে নেয় এবং শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকটিও নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় কিন্তু ট্রাকটির এত বেশী ক্ষতি হয়েছিল যে এটা আনা সম্ভব হয়নি এবং ট্রাকটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাকসেনাদের যে দুজন দালাল যুদ্ধের সময় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তারাও গুলিবিদ্ধ হয়। পাকসেনারা পিছু হটে যাবার পথ আমাদের দলটি তাদের ২/৩টি পেট্রোল ও পর্যবেক্ষন ঘাঁটিতে অবস্থিত পাকসেনাদের তাড়িয়ে দেয়। বিকেল সাড়ে চারটার সময় পাকসেনাদের ১টি জঙ্গি বিমান যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষন করে এবং আমাদের দলটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দলটি সেখান থেকে একটু দুরে সরে যাওয়াতে জঙ্গি বিমানটি কিছুক্ষন ঘোরাফিরা করে চলে যায়। এ সংঘর্ষেরুপর ১০জুলাই সন্ধ্যায় ১টি এ্যামবুশ পার্টি উক্ত অবস্থানের ১ মাইল দক্ষিণে লেঃ ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে আবার এ্যামবুশ পাতে। আমাদের ধারণা ছিল যে, পাকসেনারা আবার উক্ত সেতুর নিকট আসবে। ১০ই জুলাই সারাদিন পাকসেনাদের জন্য তারা অপেক্ষা করে থাকে কিন্তু আমাদের ধারণামত সেদিন না এসে ১১ই জুলাই ১১টার সময় পাকসেনাদের ১টা কোম্পানী দু'টি গাড়ীসহ আস্তে আস্তে ভাঙ্গা সেতুর দিকে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনারা যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতর পৌঁছে ঠিক সে সময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর প্রচন্ড গোলাগুলি চালাতে থাকে। এতে শত্রুদের বেশ হতাহত হয়। তারা পিছু হটে গিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের ১০/১৫ জন আহত হয়। বিকেল ৩টায় পাকসেনারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আবার পিছু হটে যায়। আমাদের দলটি রাত ২ টা পর্যন্ত পুনরায় আক্রমনের অপেক্ষায় থাকে। এরপর বালুজুরির ভগ্নাবশেষ সেতুটি সম্পুর্নরুপে বিধ্বস্ত হলে লেঃ ইমামুজ্জামান তাঁর দলটি নিয়ে ঘাঁটিতে চলে আসে। আসার পথে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম রোডের উপর বাংগোডার পশ্চিমে এবং চৌদ্দগ্রামের উত্তরে আর একটি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট এন্টি-ট্যাঙ্ক এবং এন্টি পার্সোনাল মাইন পেতে রাখে। মাইন পাতার সময় আমাদের কমাণ্ডো প্লাটুনের দু'জন লোক দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়।

এ সময় পাকিস্তানীরা চাঁদপুর থেকে ফেনী দিয়ে চট্রগ্রাম রেললাইন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। আমার রাজনগর সাব-সেক্টর থেকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম একটি প্লাটুন ও Engineer এর একটি দলকে Explosive সহ মিয়াবাজারের দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয় এবং গোমতীর নিকট স্বরিসদি রেলওয়ে ব্রীজটি আক্রমণ করার জন্য বেছে নেয়। কিছুসংখ্যক স্থানীয় দালাল পাকবাহিনীর অস্ত্র দিয়ে এই ব্রীজটি পাহারা দিত। ১৩ই জুলাই রাত ১১টার সময় দলটি স্বরিসদি ব্রীজটি আক্রমণ করে। পাহারারত সশস্ত্র দালালদের কিছু নিহত এবং বাকীদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা Demolition লাগিয়ে ব্রীজটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানীরা শুধু ফেনী এবং গুনবতীর মধ্যে ট্রেন মাঝে মাঝে চলাচল চালু রাখত। অবশ্য এর আগে ট্রেন চলাচল করতে পারতো না। এ দলটি পাকিস্তানীদের নয়াপুর বি ও পি অবস্থানের উপর ৩ মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এর ফলে দু'জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

১৩ই জুলাই রাত ১০টায় পাকসেনাদের দত্তসার দীঘি এবং আমতলা অবস্থানগুলির উপর ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে দুটি দল আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ১৫ জন আহত ও কিছু নিহত হয়। শালদা নদীতে পাকসেনারা আবার নতুন করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ১১ই জুলাই পাকসেনারা আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে মারমুখী পেট্রোলিং চালাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরাও মেজর সালেকের নেতৃত্বে তাদের অবস্থানের সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের উপর লক্ষ রাখে। ১২ই জুলাই রাত ৮টায় পাকসেনারা প্রচন্ডভাবে আমাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী মেজর সালেকের নেতৃত্বে এ আক্রমণ মোকাবিলা করে। আমাদের সৈন্যদের গুলির আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর হতাহত হয়। তারা পর্যুদস্ত হয়ে আক্রমণ পরিত্যাগ করে রাত ১১টায় পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। সমস্ত রাত উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ভোর ৫টায় পাকসেনারা ১টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আবার শালদা নদীর দক্ষিণে

গোরঙ্গলা অবস্থানের উপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা আমাদের আশাবাড়ি অবস্থানেও হামলা চালায়। এই দুই আক্রমণ ও আমাদের মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলার সামনে তারা পর্যদুস্ত হয়। পাকসেনাদের অসংখ্য হতাহত হয়। দিনের আলোতে আমাদের সৈন্যরা বাঙ্কার থেকে অগ্রসরমান শত্রুদেরকে হতাহত করে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ ভঙ্গ করে দিতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটে যায়। আমাদের সৈন্যরা পলায়নপুর শত্রুদেরকে তাড়া করে। যুদ্ধের সময় আমাদের মর্টারের গোলাতে পাকসেনাদের 'চাপাইতে' অবস্থিত একটি এ্যামুনিশন এবং রেশন স্টোর এ বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে ২১ জন আহত ও কিছু সংখ্যক নিহত হয়। ঐ দিনই লেঃ হুমায়ুন কবিরের একটি দল পাকসেনাদের লাটুমুড়াতে যে অবস্থান ছিল তার পিছনে আক্রমণ চালায় এবং বেশ কয়েকজন আহত এবং নিহত করে। পাকসেনাদের গোসাইস্থল' বি-ও-পি'র একটি টহলদার ক্যাপ্টেন গাফফারের ১টি দল সন্ধ্যা ৬টায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু অবস্থানের উপর এবং নাক্তেরবাজার শত্রু অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকসেনাদের ১২জন নিহত হয় এবং বেশ কয়েকটি বাঙ্কারও ধ্বংস হয়। পাকিস্তানীরা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানের উপর কামানের সাহায্যে পাল্টা আক্রামণ চালায়। এতে আমাদের ১ জন নায়েক এবং ৩ জন সিপাই আহত হয়।

আমাদের স্পেশাল কমাণ্ডোরা জুলাই মাসে ৯,১০,১১তারিখে ঢাকা শহরে তাদের কার্যকলাপ আরো তীব্র করে। গেরিলা কমাণ্ডার হাবিবুল আলম এবং কাজীর নেতৃত্বে ১টি ইমপ্রুভাইসড টাইম বোমা ফার্মগেটের নিকট পাঞ্জাবীদের 'মাহরুফ রেষ্টুরেন্ট' স্থাপন করা হয়। এই রেষ্টুরেন্টে পাকসেনারা এবং দালালেরা সব সময় আসত। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং এতে ১৬ জন পাকসেনা কয়েকজন দালালসহ হতাহত হয়। এর মধ্যে ৮ জন মারা যায় এবং ১২ জন আহত হয়। হলিক্রস কলেজ ভবনেও কিছু ক্ষতি হয়।

৪ জনের আর একটি গেরিলা দল ডি-আই-টি ভবনের নিকট ২ জন প্রহরারত পাকসেনাকে নিহত করে। এই পার্টি এরপর সিদ্দিকবাজারের নিকট ১টি টহলদার পাকসেনাদলকে এ্যামবুশ করে এবং ২/৩ জন পাকসেনা এতে নিহত হয়। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক,স্টেট ব্যাঙ্ক, নাজ সিনেমা হল, ওয়াপদা ভবন ইত্যাদি স্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সব ঘটনার ফলে সমস্ত ঢাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা ব্যাতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থাও সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং এলাকাবাসীদের মনোবল আরো বেড়ে যায়।

জুন মাসে আমি যখন পাকসেনাবাহিনীর সঙ্গে সব ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সে সময় আমি বুঝতে পারলাম যদিও আমাদের যোদ্ধাদের আঘাতে পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল এবং যতই আমাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল তবুও আমাদের চেয়ে তাদের শক্তি অনেকাংশে বেশি ছিল। বিশেষ করে যেখানে পাকসেনারা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে বাঙ্কারে অবস্থান নেয় সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা আমাদের পক্ষে বিশেষ করে সবসময় সম্ভব হতোনা। আমি সবময়ে সংগঠিত গোলন্দাজ বাহিনীর অভাব অনুভব করতাম। বাংলাদেশে অবস্থিত পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ছিল। এসব রেজিমেন্টে যেসব বাঙালী নিযুক্ত ছিল, ২৫শে মার্চের পর অনেককে পাকিস্তানীরা হত্যা ও বন্দী করে। আবার অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং পরে সেসব গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের সেক্টরে যোগ দেয়। তাদের আমি বিভিন্ন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োগ করি। যুদ্ধে এসব সৈন্যরা যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছে। এসব সৈন্যদের নিয়ে আমি একটা গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোলন্দাজ বাহিনীর সব সৈন্যকে কোনাবনে একত্রিত করা হয়। একটি নতুন রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখিন হতে হয় এবং সেই কষ্ট নতুন রেজিমেন্টটিকেও বহন করতে হয়। এদের কোন থাকার জায়গা ছিলনা, খাওয়া এবং রান্নার কোন ব্যবস্থাও ছিলনা। রেজিমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকৌশলী লোকের দরকার হয়, কিন্তু সব রকমের সৈন্য আমাদের ছিলনা। তাছাড়া সবচেয়ে বড় জিনিস কামান এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি, যা একটি গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মিলিটারী অধিনায়কদের সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানাই। অনেক ছোটাছুটির পর তারা কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি ছোট

কামান আমাদের দেয়। এই কামানগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ছিল এবং সম্ভবতঃ সেকেল হিসেবে পরিত্যক্ত ছিল কিন্তু তবুও এগুলি পাবার পর আমার গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের মধ্যে একটি নতুন সাড়া জাগে। তারা তৎক্ষণাৎ এই কামানগুলি প্রশিক্ষন নিতে শুরু করে দেয়। প্রকৌশলী লোকের অভাব থাকায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গণবহিনী থেকে লোক ভর্তি করে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এ সময় ক্যাপ্টেন পান্না পাকিস্তান থেকে কোন রকমে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর লোক ছিলেন। ক্যাপ্টেন পান্না রাতদিন খেটে আমাদের এই গোলন্দাজ বাহিনীরকে ট্রেনিং করিয়ে শত বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মোটামুটি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর জন্ম হয়। জন্মের পর থেকে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জুলাই মাস থেকে আমরা কয়েকটি সাব-সেক্টরে কমাণ্ডার অপারেশনকে ফলপ্রসু করে তোলে। বিশেস করে শালদা নদী, কোনাবনে প্রথম এই ফিল্ড রেজিমেন্ট এর সহায়তার জন্যই পাক বাহিনীর বার বার আক্রমণ ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক প্রহিতহ এবং পর্যদুস্ত করতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন পাশার নেতৃত্বে আমাদের সদদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোলন্দাজ ব হিনীর সৈন্যরা অনেক সময় এমনভাবে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে যে গোলন্দাজ বাহিনীর ইতিহাসে তার বিরল। পাকসেনাদের নিকট ছিল অত্যাধুনিক কামান, আর সেসব কামানের গোলা নিক্ষেপের ক্ষমতা ছিল বেশি। সব সময় পাকসেনাদের চেষ্টা ছিল তাদের কামানের গোলাতে আমাদের এই ছোট পুরাতন কামানগুলিকে বিনষ্ট করে দেয়া। সেজন্য দিনরাত আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট কোন জায়গাতেই বেশীক্ষন এক স্থানে থাকতে পারতনা। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীদের গোলা তাদের উপর পড়ে। তাছাড়া আমাদের পুরাতন কামানগুলির গোলা ক্ষেপণের দুরত্ব ছিল পাকিস্তানীরদের অর্ধেকের কম। সে কারণে অধিকাংশ সময় আমাদের প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর লোকেরা তাদের কামানগুলি মাথায় করে নিকটে বা পশ্চাতে দুর্গম রাস্তায় নিয়ে যেত এবং শত্রুদের উপর আক্রমণ করত। এসব আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে পড়তো। ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর কৌশল কতকটা কমাণ্ডো ধরনের। পরবর্তী পর্যায়ে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট আমাদের মুক্তিবাহিনী যখন ডিসেম্বর মাসে ফেনী, নোয়াখালি এবং চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন 'কে' ফোর্সের ৪র্থ বেঙ্গল, ১০ম বেঙ্গল এবং ৯ম বেঙ্গলকে পাক বাহিনীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য হবে এটা গৌরবের দৃষ্টান্ত।

জুলাই মাসের ১২ তারিখে লেঃ হুমায়ুন কবির সি এন্ড বি রাস্তার উপর একটি প্লাটুনের পেট্রোল পাঠায়। এই পেট্রোলটি শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার জন্য কুটি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দুপুর দু'টার সময় এই পেট্রোল পার্টি যখন কুটির নিকট দিয়ে টহল দিচ্ছিল তখন তারা দেখতে পায় অনেক গাড়ীতে কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানীরা সৈন্য সমাবেশ করছে। কুটিতে গাড়ী থেকে নেমে ওদের একটি ব্যাটালিয়ানের মত দধল মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের পেট্রোলটি বুঝতে পারে যে, এই পাকসেনারা নয়নপুর, মন্দভাগ বাজার এবং লাটুমুড়া টি, আলীর বাড়ির নিকট নিজট অবস্থান গলি শক্তিশালী করার জন্য যাচ্ছে। মন্দভাগ বাজারের দলটি বাজারের দিকে এসে অবস্থান নেয় এবং দোকানের ভিতর বাঙ্কার তৈরী করতে থাকে। এ ছাড়া তাদের অবস্থানের চতুর্দিকে পাট এবং ধান কেটে পরিস্কার করে ফেলে যাতে তাদের গুলি সামনে আমাদের অবস্থানে এসে পড়ে। এসব সংবাদ পেট্রোল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে। সংবাদ পাবার পর আমি পাকসেনাদের ঘাঁটিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই তাদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেই। ক্যাপ্টেন গাফফারকে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী দিয়ে ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানগুলি মন্দভাগ বাজারের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সন্ধা হবার আগেই ছোট ছোট কয়েকটি দল পাঠিয়ে বাজারটি এবং শত্রু অবস্থানটি সম্পুর্ণ খবরাখবর নেয়। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন গাফফার তার কোম্পানী এবং ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর সহায়তায় মন্দভাগ বাজারের শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আমাদের কামানগুলি গোপনপথে নৌকাযোগে বাজারের পাশ্ববর্তী গ্রামে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন

গাফফারের আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কামানগুলি থেকে অতি নিকটবর্তী শত্রু অবস্থানের বাঙ্কারগুলি এবং বাজারের ঘরগুলিকে প্রচন্ড গোলাবর্ষন করতে থাকে, ফলে অনেক বাঙ্কার এবং ঘর ধ্বংস হয়ে যায় এবং বাজারে অবস্থিত পাকসেনারা আহত ও নিহত হয়। এত নিকট থেকে অতর্কিত কামানের গোলার আক্রমণ পাকসেনারা আশা করতে পারেনি। কিছুক্ষনের মধ্যেই পাকসেনাদের অন্তত ৬০/৭০ জন লোক হতাহত হয়। পাকসেনাদের আর্তনাদ এবং চিৎকার আমাদের লোকেরাও শুনতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের প্রতিরোধশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং তারা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। দু'ঘন্টা যুদ্ধের পর মন্দভাগ বাজার এবং অনেক অস্ত্রসস্ত্র ক্যাপ্টেন গাফফারের দখলে আসে। এরপর মন্দভাগ দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকে। এর পরদিন আমাদের একটি পার্টি শালদা নদীতে এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের একটি স্পীডবোট দুপুর ১টায় এ্যামবুশে পড়ে যায়। এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে স্পীডবোটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২০জন পাকসেনা হতাহত হয়। কেউ কেউ নদীতে পড়ে ভেসে যায়। এ্যামবুশ পার্টিটি পরে নিরাপদে মন্দভাগ অবস্থানে আসে। আমাদের হেডকোয়ার্টারে খবর পাই যে, দাউদকান্দিতে পাকসেনারা ফেরীঘাটের নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এখানে প্রায় দু' কোম্পানীর মত পাকসেনা বাঙ্কার নির্মাণ করে ঘাঁটিটি বেশ শক্তিশালী করে তোলে। এখানে পাকসেনারা ঢাকা-কুমিল্লাগামী প্রতিটি গাড়ী দাঁড় করিয়ে অনুসন্ধান চালায়। তাছাড়া নিকটবর্তী এলাকা স্পীড বোট এ টহল দেয়। আমরা একটি প্লাটুন দাউকান্দিতে পাঠিয়ে দেই। এদের সঙ্গে আর একটি দল পাঠান হয় সৈয়দনগর অয়ারলেস স্টেশন এবং ইলিয়টগঞ্জ রাস্তার সেতু ধ্বংস করার জন্য। আমাদের দলগুলি দাউদকান্দিতে যেয়ে গৌরীপুর নামক স্থানে তাদের ঘাটি তৈরী করে। এরপর শত্রুদের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর নেয় । ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা ৮টার সময় প্লাটুনটি দাউদকান্দির উত্তরে গোমতী নদীতে পাকসেনাদের একটি টহলদারী স্পীডবোটকে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অফিসারটির ব্যাঙ্কের ব্যাজ এবং অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে আসা হয়। এরপর এই দলটি পরদিন রাতে সৈয়দনগর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। দলে অপর অংশ ইলিয়টগঞ্জ নতুন সেতুটি ডেমোলিশন লাগিয়ে দুটি স্প্যান উড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে দলগুলি নিরাপদে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসে।

কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় হাজিগঞ্জের নিকট রামচন্দ্রপুরের ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার পর পাকসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ অসুবিধা হয়। পাকসেনারা ঐ জায়গাতে ফেরীর বন্দোবস্ত করে। এই ফেরী যোগাযোগ বিনষ্ট করার জন্য লেঃ মাহবুব একটি কোম্পানী রামচন্দ্রপুরে পাঠায়। ৬ই জুলাই ভোরে এই দলটি রামচন্দ্রপুরফেরীঘাটের নিকট এসে এ্যামবুশ পাতে। এই দলের অন্য অংশ ফেরী ঘাট থেকে আরও দক্ষিণে আর একটি এ্যামবুশ পাতে। ঐ দিনই সকাল ৭টার সময় পাকসেনাদের ১টি দল রামচন্দ্রপুর ফেরীঘাটে আসে। তাদের জিনিসপত্র তখন ফেরীঘাটে উঠচ্ছিল ঠিক সেইসময় এ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। এতে পাকসেনাদের ৪জন নিহত হয়। উভয়পক্ষে প্রায় ঘন্টাখানেক গোলাগুলি চলে। গোলাগুলির সংবাদ পেয়ে চাঁদপুর থেকে পাকসেনাদের প্রায় দু' কোম্পানী সৈন্য সাহায্যের জন্য আসে। পাকসেনারা ফেরীঘাটের কিছু দূরে এসে গাড়ী থেকে নামে এবং এ্যামবুশ অবস্থানে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্ত্তত হয়। ছিক সেই সময়ে আমাদের অন্য এ্যামবুশ পার্টিটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকসেনারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের ৩১জন নিহত এবং ৫৪ জন আহত হয়। আমাদের এনসিও এবং একজন সিপাই গুরুতরভাবে আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি এ্যামবুশ অবস্থান পরিত্যাগ করে। আসার পথে ৮ই জুলাই মুদ্দাফরগঞ্জ সড়কসেতুটি উড়িয়ে দিয়ে আসে। এরপর পাকসেনারা সেতুটির নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামেমর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি করে। সে সময়ে পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক স্থানীয় দালাল শান্তি কমিটি সভার আয়োজক এবং মিছিল করে পাকসেনাদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে তাদের হত্যা করে।

আমাদের চাঁদপুর কোম্পানী যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি করে। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় হাজীগঞ্জ এবং লাকসাম, চাঁদপুর ও কুমিল্লার সি-এন্ড-বি রাস্তা ও রেলও য় সড়কের

গজ কেটে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ সময়ে পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং শ্রমিক এনে রাস্তা মেরামত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের গেরিলারা এইসব পাকিস্তানী রেলওয়ে কর্মচারীদের মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে ২৬শে জুলাই পাক বাহিনী একটি কোম্পানীকে চাঁদপুর থেকে এই এলাকায় পাঠায়। পাকসেনাদের এই কোম্পানীটি রেলওয়ে লাইনের সঙ্গে সঙ্গে লাকসামের দিকে অগ্রসর হয়। ঠাকুরবাজারের নিকট আমাদের একটি এ্যামবুশ পার্টি আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিল। দুপুর ২টার সময় পাকসেনাদের এই কোম্পানীটি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে আসে তখন আমাদের দলটি তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের একজন জে-সি-ওসহ ২২ জন পাকসেনা আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চাঁদপুর পলায়ন করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা ‘মধু রেলওয়ে স্টেশনের নিকট রেলওয়ে এবং সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয় এবং যে পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনের জন্য আসে, তাকেও আহত করে।

আমাদের ঢাকার গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। বৃটিশ সরকারের একটি পার্লামেন্টারী দল বাংলাদেশের সে সময়ের পরিস্থিতি সরেজমিনে জানার জন্য ঢাকায় আসে। এই দলটি ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থান করছিল। ২৪শে জুন সকাল সাড়ে সাতটায় হোটেলের ভিতরে লবীতে বসে বিমান বন্দরে যাবার অপেক্ষা করছিল। ঠিক সে সময় আমাদের ৩জন গেরিলা হোটেলের সামনে বারান্দায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পরিষদীয় দলটিকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করায়। এর ক’দিন পর আমাদের গেরিলারা জানতে পারে যে নারিন্দার ‘গৌরিমা মন্দিরে’ পাকিস্তানীদের অনেক দালাল সমবেত হয়ে আলোচনার আয়োজন করছে। দালালেরা যখন আলোচনায় ব্যাস্ত, ঠিক সেইসময় আমাদের গেরিলারা আলোচনা সভায় একটি বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন পাক দালাল হতাহত হয়। ঢাকার গেরিলা দল টিএন্ডটি বিভাগের একজন পাকিস্তানী উর্ধ্বতন কর্মচারীর গাড়ীত এম-১৪ মাইন দিয়ে বুবিট্র্যাপ লাগিয়ে রাখে। ফলে পাকিস্তানী অফিসারটি গাড়ীসুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানী অফিসাররা মাঝে মাঝে ধানমন্ডির ‘সাংহাই’ চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে সন্ধ্যাভোজে আসত। এ সংবাদ পাবার পর আমাদের ১টি গেরিলা দল ৮ই জুলাই রাত ৯টায় পাকিস্তানী অফিসাররা সেখানে আসলে তাদের উপর গ্রেনেড ছোড়ে। ফলে২/৩ জন পাকিস্তানী অফিসার নিহত হয়। পাকিস্তানী পুলিশরা এ সময়ে রাতে ট্যাক্সিতে কিংবা জীপে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় পেট্রোলিং করত। এসব টহলদার পাকিস্তানী পুলিশদের এ্যামবুশ করার জন্য ঢাকার গেরিলদল একটি পরিকল্পনা নেয়। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্পুর্ণ খবরাখবর নেয়া হয়। ১০ই জুলাই ১টি পাকিস্তানী টহলদার পুলিশ পার্টি ধানমন্ডি রাস্তা নং ২-এর দিক যাচ্ছিল। গেরিলাদের একটি পার্টি তাদের পিছু নেয়। পুলিশদের পেট্রোলটি ২ নং রাস্তার মোড়ে যখন তাদের গতি কমিয়ে দেয়, ঠিক সে সময় গেরিলারা পুলিশের গাড়ীতে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এতে একজন অফিসারসহ ৫ জন পাকিস্তানী পুলিশ নিহত হয়। আমাদের গেরিলা দলটি নিরাপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে। এর কদিন পর আমাদের আর একটি গেরিলা দল নিউ বেইলী রোডে পাক বাহিনীর একটি জীপের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৩/৪ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং জীপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলা দলটি পোস্ট অফিসের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মণ্ডলপাড়া ও চৌধুরীবাড়ী ইলেক্ট্রিক সাবস্টেশনটি ১২ই জুলাই রাত সাড়ে ১০ টার সময় ধ্বংস হয়। এ ছাড়া সিদ্ধিরনগর ও আশুগঞ্জের সাথে একটি বৈদ্যুতিক পাইলন উড়িয়ে দেয়। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং নরসিংদীর মাঝে দুটি বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে কাঞ্চন এবং কালীগঞ্জের বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে পাগলা রেলওয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে নারায়নগঞ্জ এবং ঢাকার মাঝে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে আমার হেডকোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাক সরকার পাকবাহিনীর তত্ত্বাবধানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরীক্ষাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য আমরাও একটা পরিকল্পনা নিই।এই পরিকল্পনানুযায়ী আমার হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার গেরিলা

দলগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার দিন সিদ্ধেশ্বরী স্কুল এবং আরো অন্যান্য স্কুলে পরীক্ষার ঠিক পুর্ব মুহূর্তে গ্রেনেড বিস্ফোরণ করানো হয়। ফলে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য পরীক্ষা হলে আসে। ১৫ই জুলাই রাতে একটি গেরিলা দল বকশীবাজারে অবস্থিত বোর্ড অফিস আক্রমণ করে। ডিমোলিশন দিয়ে বোর্ড ভবনের বেশ কিছু অংশ দেয়া হয়। তার ফলে বোর্ড বেশকিছু দলিল এবং কাগজপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয় এবং অনেক ছাত্রছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবেই পরীক্ষা বর্জন করে।

হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে আমাদের মুরাদনগরের দলটি ১৬ই জুলাই রাত ১টার সময় ইলিয়টগঞ্জের দেড় মাইল পশ্চিমে পুটিয়া গ্রামের সামনে কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের উপর কয়েকটি এন্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখে। পরদিন সকালে পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীনে একটি ওয়াপদা ট্রাক মাইনের উপর বিস্ফোরিত হয়। ফলে ট্রাকটি ধ্বংস হয়ে যায়। ট্রাকে অবস্থানরত একজন পাকসেনা, দুজন রাজাকার ও ড্রাইভারসহ সবাই নিহত হয়। ফলে ৫ জন পাকসেনা,১ জন পাক মেজর ও ৬জন রাজাকার নিহত হয়। এই সংবাদ পেয়ে কুমিল্লা থেকে পাকসেনারা ৩০টি গাড়ীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পাকসেনাদের গাড়ীগুলি ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে এসে দাঁড়ায়।

সামনের গাড়ী থেকে বেশ কিছুসংখ্যক পাকসেনা নেমে আস্তে আস্তে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। তারা রাস্তার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রসর হবার সময় আমাদের পুঁতে রাখা এন্টি-পার্সোনাল মপাইনের বিস্ফোরণে তাদের ৬/৭ জন নিহত হয় এবং আরও অনেক আহত হয়। এরপর পাকসেনারা আর সম্মুখে অগ্রসর হয়নি। সমস্ত দিন পাকসেনারা মাইন ডিটেকটররের সাহায্যে ঘটনাস্থলের চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালায়। সমস্ত বেসামরিক যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মুক্তিবাহিনীর সন্ধানে যথেষ্ট তল্লাসী শুরু করে। হাবিলদার গিয়াসের দলের একজন নায়েক মোস্তফা কাপমাল স্থানীয় লোকদের সাথে মিশে পাকসেনাদের দুরবস্থা দেখে। দাউদকান্দি থেকে পশ্চিমে নারায়নগঞ্জে এবং দাউদকান্দি সড়কের উপর বাউসিয়ায় একটি গুরুত্বপুর্ণ সেতু ছিল। এই সেতুটি সম্পুর্ণ কংক্রিটের তৈরী এবং বেশ মজবুত। এই সেতুটি ধ্বংস করার জন্য জুলাই মাসের প্রথমে আমি মোঃ রফিক নামে একজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাকে মনোণিত করি। তার সঙ্গে আরেকটি গেরিলাকে দিয়ে এই সেতুররেকি করার জন্য পাঠাই। মোঃ রফিক সেতুটি পুঙ্খানুপুঙ্করুপে রেকি করে এবং একটি নকশা বানিয়ে নিয়ে আসে। এরপর অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর ছেলে ভাষণের নেতৃত্বে ১০জনের একটি ডিমোলিশন পার্টিকে রফিককে সঙ্গে দিয়ে বাউসিয়া সেতুটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দেই। এই দলটি প্রথম মুরাদনগরে গিয়ে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি করে। এর পরপর তারা গোমতী নদী পার হয়ে বাউসিয়াতে পৌঁছে। সেখানে একদিন থাকার পর স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্যে নিয়ে ১২ই জুলাই রাতে বাউসিয়া সেতুতে ডেমোলিশন লাগায় কিন্তু ডেমোলিশন বিস্ফোরণের সময় 'ইগনিশ' ঠিকমত কাজ করে না। ইত্যবসরে স্থানীয় দালাল চেয়ারম্যান এবং রাজাকার পাক বাহিনীদের খবর। পাকবাহিনী এবং রাজাকার অকস্মাৎ ভাষণের ডিমোলিশন পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ভাষণের দলের ৩জন গেরিলা গুরুতর ভাবে আহত হয়। এই ৩ জনের মধ্যে ১জন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক কোরাইশীও ছিল। গেরিলা দলটি ইগনিশনকাজ না করার দরুন সেতু উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাক বাহিনীর আক্রমণের চাপে অবস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যদিও আহত গেরিলাদের সঙ্গে আনতে সক্ষম হয় কিন্তু যেসব বিস্ফোরক সেতুটি লাগানো হয়েছিল সেগুলি উঠিয়ে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না এবং তারা ২৬০ পাউণ্ড আই-এন-টি সেখানেই ফেলে রেখে হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসে। এত বিরাট পরিমাণ আই এনটির শত্রুর হাতে পড়া ও নষ্ট হয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা বিরাট ক্ষতির কারণ। ঐ সময়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আমাদের খুব কম ছিল। অনেক চেষ্টার পর হয়ত কিছু কিছু আমা যোগাড় করতে সক্ষম হতাম। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা বন্ধ করে দেয়া আমার লক্ষ ছিল। সেই লক্ষে এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় আমি যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং পরপরই আবার বিস্ফোক যোগাড়ের চেষ্টায় থাকি। ২/৩ সপ্তাহ পরে অনেক

কষ্টে আবার কিছু পরিমাণ আই-এন-টি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। আই-এন-টি যোগাড়ের পর আমি মোঃ রফিককে ডেকে পাঠাই। শেষ পর্যন্ত আমরা বাউসিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। লাটুমুড়াতে লেঃ হুমায়নের নেতৃত্বে যে কোম্পানী অবস্থান নিয়েছিল, সেই অবস্থানের উপর পাক বাহিনী তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। লাটুমুড়ার অবস্থান থেকে আমাদেরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। লেঃ হুমায়নের কোম্পানীটি পাক বাহিনীর প্রচন্ড চাপের মুখেও তাদের অবস্থানটি সাহসের সঙ্গে ধরে রাখে। মুক্তিযোদ্ধারা এই অবস্থান থেকে প্রায়ই পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৭ই জুলাই বিকেল ৪টায় আমাদের ও-পি দেখতে পায় যে, লাটুমুড়া থেকে একটি শত্রুদল চন্দ্রপুর শত্রুঅবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। লেঃ হুমায়ুন কবির তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন চন্দ্রপুরের রাস্তায় পাকসেনাদের এ্যামবুশ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি চন্দ্রপুর থেকে একটি দূরে অবস্থান নিয়ে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা যখনই সেই অবস্থানে পৌঁছে, ঠিক তখনই তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়। ফলে৪জন পাকসেনা নিহত এবং আহত হয়। পাকসেনারা এ্যামবুশ থেকে বাঁচার জন্য লাটুমুড়ায় পলায়ন করে।

২০শে জুলাই সকাল ৯টার সময় ১টি প্লাটুন পাকসেনাদের ইয়াকুবপুর, চন্দ্রপুর এবং বাগানবাড়ী অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি গোপন পথে গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে যেতে সমর্থ হয়। রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে, পাকসেনাদের কিছু লোক বিভিন্ন বাঙ্কারের উপর বসে চা পান করছে, এবং তাদের প্রহরার ব্যবস্থা বেশ শিথিল। এছাড়াও আরও ৩/৪টি দল বাঙ্কারের উপর দাড়িয়ে ছিল। তাদের একজন ও-পি গাছের উপর বসা ছিল। আমাদের প্লাটুনটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের বাঙ্কারগুলির উপর আক্রমণ চালায়। গোলাগুলিতে যেসব পাকসেনা বাঙ্কারের উপর বসে চা পানে ব্যস্ত ছিল এবং দাড়িয়েছিল. তারা সঙ্গে সঙ্গে আহত ও নিহত হল। নিকটবর্তী একটি ঘর থেকে কিছু পাকসেনা বেরিয়ে আসে এবং বাঙ্কারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে তারাও আহত ও নিহত হয়। এরপর পাকসেনাদের প্রতি আক্রমণ করারা আগেই আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান ত্যাগ করে নিজেদের এলাকায় নিরাপদে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়।

শালদা নদীতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানী এবং‘সি’ কোম্পানী তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকসেনারা শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে নয়ানপুরের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ১৭ ই জুলাই তাদের একটি দল রেলওয়ে স্টেশনের প্রায় এক হাজার গজ দক্ষিনে মনোরা রেলওয়ে ব্রীজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ব্রীজের কাছে এসে পাকসেনাদের দলটি ব্রীজের চতুর্দিকে বাঙ্কার তৈরীর প্রস্তুতি নেয়। বেলা সাড়ে ১২ টার সময় ‘এ’ কোম্পানীর একটা প্লাটুন মর্টারসহ পাকসেনাদের এই দলটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের বেশকিছু লোক আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা উপায়ন্তর না দেখে আবার শালদা নদীতে পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল ৯টার সময় শালদা নদী থেকে পাকসেনারা আবার মনোরা ব্রীজের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ৯টায় আমাদের সৈনিকরা আবার তাদের বাধা দেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে পাকসেনাদের ৪ জন লোক নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। পাকসেনারা আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে মনোরা ব্রীজের উত্তরে অবস্থান নেয়। ১৯শে জুলাই পাকসেনারা ব্রীজের দক্ষিণে আবার অবস্থান নেয় বাঙ্কার খোঁড়ার চেষ্টা করে। এবারও পাকিস্তানীরা আমাদের মর্টার, কামান এবং মেশিনগানের গোলাগুলিতে অনেক হতাহত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায় যে, পাকসেনারা আহত ও নিহত সঙ্গীদের নৌকায় করে পিছনে নিয়ে যায়। এদের সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে তাৎক্ষনিকভাবে সংবাদ জানা না গেলেও পরে জানা যায় ৮ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়। ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানীল একটা প্লাটুন শালদা

নদীর অবস্থানের ভিতর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমনের ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়। দেড় ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি শত্রুঅবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এই আক্রমনের সাথে আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু পাকসেনাকে হতাহত করে। জুলাই মাসে কুমিল্লায় পাকসেনারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। এ সময় কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকসেনারা তাদের ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। এসব ক্যাম্প থেকে তারা ঘন ঘন টহল চালাত। কুমিল্লায় পাকসেনাদের এই তৎপরতা খর্ব করার জন্য আমাদের গেরিলাদের ২০ জনের একটি দল একটি ৩ ইঞ্চি মর্টারসহ কুমিল্লার উত্তরে অনুপ্রবেশ করে। ২০শে জুলাই সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গেরিলাদের এই দলটি কুমিল্লা শহরে পাকসেনাদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করে। একটি গোলা আজাদ স্কুলে, একটি গোলা সাধনা ঔষধালয়ের নিকটে, একটি গোলা গোয়ালপট্রিতে, একটি গোলা কালিবাড়ির নিকটে এং একটি গোলা এস-ডি-ওর অফিসের নিকটে বিস্ফোরিত হয়। গোলাগুলি বিস্ফোরণের ফলে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনেক পাকসেনা স্থানীয় লোকদের সেনানিবাসের রাস্তা জানতে চায়। আবার অনেকে ভয়ে ব্রীজের তলায় লুকিয়ে পড়ে। আবার কুমিল্লাতে যখন গেরিলারা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে গেরিলাদের আর একটি দল চাঁদপুরেও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৭ই জুলাই রাত ১০টায় বাবুরহাটের পুর্বে কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় আশিকাটি গ্রামের নিকট পাকসেনাদের একটি কনভয় যখন যাচ্ছিল তখন আমাদে গেরিলারা গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করল। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত ও আরও অনেক আহত হয়। ১০শে জুলাই দুপুর ১টার সময় বাবুরহাটে পাকসেনাদের একটি গাড়ির উপর গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে ৫ জন পাকসেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

১১ই জুলাই বিকেল সাড়ে ৬টায় ২ জন গেরিলা চাঁদপুর পাওয়ার স্টেশনের সামনে পাহারারত ২ জন পাকসেনা ও ২ জন পাকিস্তানি পুলিশের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করে।

চাঁদপুরে শান্তি কমিটির দালালদের একটি আলোচনা সভায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পর ৭ জন দালাল আহত হয়। এ ছাড়াও ইলিয়টগঞ্জে পাকসেনাদের স্থানীয় এক দালালের লঞ্চে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ সমস্ত কার্যকলাপের ফলে স্থানীয় লোকদের মনোবল আরো বেড়ে যায়। তাদের মুক্তিবাহিনীর উপর আস্থা আবার ফিরে আসে।

কসবার উত্তরে কাসিমনগর রেলওয়ে সেতুর নিকট পাকিস্তানীদের দুটি প্লাটুন অবস্থান নিয়ে সেতুটি প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সেতুটিকে ধ্বংস করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দেই। নির্দেশ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন সেতুটি রেকি করার জন্য ডিমোলিশন এক্সপার্টসহ একটি রেকি পাঠায়। এই রেকি পার্টি শত্রুঅবস্থান সম্বন্ধে এবং সেতুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিয়ে আসে। এরপর ১৮ই জুলাই রাত ২টায় একটি রেইডিং প্লাটুন ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে কাশিমপুর সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ৮টার সময় সেতুটির নিকটবর্তী পাক অবস্থানের উপর প্লাটুনটিআক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৭ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং যারা বেঁচেছিল তারা অবস্থানটি পরিত্যাগ করে খাইরাতুল্লাতে পালিয়ে যায়। আমাদের রেইডিং পার্টি সেতুটিকে বিস্ফোরন লাগিয়ে ধ্বং করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্র উদ্ধার করে। আমি যখন কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম, সে সময় শত্রুদের খবরাখবর নেবার জন্য একটি ৬ ইন্টেলিজেন্স নেট স্থাপন করি। এদের দায়িত্ব ছিল শত্রুদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমাদের নিকট প্রেরণ করা। বিশেষ করে এইসব ইন্টেলিজেন্স এ এমন কতগুলো লোক কাজ করত যাদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলার দরকার। যেমন লাতু মিয়া। সে কুমিল্লা সেনানিবাস হাসপাতালে মালীর কাজ করত। সে আমাদের খবর পাঠায় সেনানিবাসে পাকসেনাদের দুটি ব্রিগড আছে এবং সেখানে একটি ডীপ হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা

হয়েছে। এ ছাড়াও ৫০০-৬০০ রাজাকার এবং ৫০০ রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে। সে আরও খবর পাঠায় কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা খুবই উত্তম এবং মজবুত করা হয়েছে এবং এই প্রতিরক্ষাব্যুহ বাইরে উত্তরে গোরা কবরস্থান পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে।

কুমিল্লা বিমানবন্দরেও একটি ব্যাটালিয়ান শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরী করা হয়েছে।

কুমিল্লা এবং নোয়াখালী এলাকায় পাকসেনাদের শক্তি এক ডিভিশনেরও বেশি। কিন্তু পাকসেনাদের এত শক্তি থাকা সত্তেও তাদের মনোবল বেশ কমে গেছে। সাধারন সিপাইরা এই যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য করত। তাদেরকে জোর করে যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সে জন্য তারা যথেষ্ট অসন্তোস প্রকাশ করত। তাদে মধ্যে পলায়নপর মনোভাব খুবই প্রবল। তারা যুদ্ধ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে খুবই ইচ্ছুক। আমাদেরকে আরও খবর পাঠায় যে, পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই বেশী। শুধু সেনানিবাস হাসপাতালেই প্রায় ৫০০-৬০০ জন আহত সৈনিক চিকিৎসাধীন আছে। হাসপাতালে স্থানের অভাবে তাঁবুর ভিতরে অনেক আহত সৈনিককে রাখা হয়েছে এবং গুরুতর আহত সৈনিকদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আহতের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার জন্য সাধারন মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। কুমিল্লা শহরে আমাদের এবং পাকিস্তানীদের তৎপরতার ফলে লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক শহরবাসী পরিচয়পত্র ছাড়া শহরে বের হতে পারছেনা। কুমিল্লার উত্তরে পাকসেনারা আমাদের কোটেশ্বর অবস্থান পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ২৪শে জুলাই পাকসেনাদের একটি কোম্পানীগোঞ্জ পার হয়ে কোটেশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সকাল ১০টায় পাকসেনাদের কোম্পানীটি যখন আমাদের অগ্রসর অবস্থানের সামনে পোঁছে যায়, তখন আমাদের মুক্তিবাহিনী সৈনিকরা তাদের উপর মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্য তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনারা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও পাকসেনারা তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও সাহসের সাথে তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ২ ঘন্টা পরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের ১৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা সমস্ত দিন আমাদের অবস্থানের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে।

ঐ দিনই কোটেশ্বর এং কসবা অবস্থান থেকে দুই দল গেরিলা বুড়িচং থানার নিকট একটি সড়কসেতু, তিনটি বিদ্যুৎ পাইলন এবং কসবা এবং কসবার নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। বেলুনিয়াতে আমাদের সৈন্যরা যখন পাকিস্তানীদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত এবং পাকিস্তানীরা ফেনীর দিক থেকে বেলুনিয়া ব্রীজে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল ঠিক সেই সময় পাকসেনারাও আমাদের পেছনে ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায়। তারা কিছু সংখ্যক দালালকে এই কাজে নিয়োগ করে। এইসব দালালকে মাইনসহ আমদের অবস্থানের পিছনে পাঠায়। দালালরা আমাদের লাইনের পিছনে রাস্তায় ৬টা এন্টিপার্সোনাল এবং ৯টা এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন লাগায়। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারনের সতর্কতার জন্যই এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইনগুলিতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। মাইন পোঁতার খবরটি একজন স্থানীয় লোক আমাদের বেলুনিয়া হেডকোয়ার্টারে পাঠায়। খবর পাওয়ামাত্র হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের ডিমোলিশন বিশেষজ্ঞ দল গাইডের সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তৎক্ষনাৎ মাইনগুলি নিস্ক্রিয় করে দেয়। আমরা স্থানীয় লোকদের পাকিস্তানী ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে বলি। এরপর যখনই পাকিস্তানী দালালরা এরকম ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য আমাদের অবস্থানের পিছনে আসার চেষ্টা করেছে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। জুলাই মাসের শেষের দিকে লেৎ মাহবুব মিয়াবাজার, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ ইত্যাদি এলাকাতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা জোরদার করে। পাকসেনারা মিয়াবাজারে যে ক্যাম্প করেছিল সেখান থেকে চট্রগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা আবার খোলার চেষ্টা করে। লেঃ মাহবুব মিয়াবাজার শত্রুক্যাম্পটি ‘রেইড’ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩শে জুলাই লেঃ মাহবুব ১৫ জনের একটি কমাণ্ডো প্লাটুনকে মিয়াবাজারে পাকসেনাদের ক্যাম্প ‘রেইড’ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি সন্ধ্যায় মিয়াবাজারের নিকট পোঁছে যায়। সেখান থেকে তাদের একটি ছোট রেকি দল পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর

সংগ্রহ করে। রাত ১২ টায় কমাণ্ডো দলটি গোপন পথে অগ্রসর হয়ে শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই অতর্কিত হামলার জন্য পাকিস্তানীরা মোটেই প্রস্তত ছিলনা। তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। আমাদের কমাণ্ডো দলটি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকসেনাদের বেশ কয়েকটি বাঙ্কার গ্রেনেড ছুড়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা আক্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং আমাদের সৈনিকদের গুলিতে প্রায় ২০ জ নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। এক ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর আমাদের কমাণ্ডো দলটি পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। শত্রুসেনাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে চলে আসে। চাঁদপুরে পাকিস্তানীরা তাদের ঘাঁটি আরও শক্তিশালী করে তোলে। চাঁদপুরের এই ঘাঁটি থেকে তারা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ীতে পেট্রোলিং করত। এইসব পেট্রোলিংয়ের জন ২-৩টি এবং ২-৩টি ৩ টনের ট্রাক কনভয়-এর আকারে ব্যবহার করত। এইসব পেট্রোলিং ভোরে. দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং রাত ১২ টার পর পাকসেনারা চালাত। এবং প্রত্যেক গাড়ীর ব্যবধান ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে। এই সংবাদ স্থানীয় গেরিলারা লেঃ মাহবুবের কাছে পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে লেঃ মাহবুব দুটি প্লাটুন ২০শে জুলাই চাঁদপুরের পূর্বে পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুন দুটি চাঁদপুর থানার আশিকাটির নিকট এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর ৫টায় চাঁদপুর থেকে একটি পেট্রোলকনভয় আশিকাটির দিকে অগ্রসর হয়। কনভয়টি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের মাঝে পোঁছে যায় ঠিক তখনই আমাদের এ্যামবুশ পার্টি মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালায়। এর ফলে কনভয়-এর প্রথম তিনটি জিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায় এবং অবশিষ্ট গাড়িগুলিরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। পাকসেনারা গাড়ি থেকে নেমে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে তাদের অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা গুলির মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। ঐ দিন আশিকাটির ৩ মাইল পশ্চিমে সন্ধ্যায় আমাদের আর একটি এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের আর একটি কনভয়কে এ্যামবুশ করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত এবং ৫ জন আহত ও একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের এ্যামবুশ পার্টির হস্তগত হয়। এছাড়া একটি মটর সাইকেলও দখলে নেয়। এ্যামবুশের খবর পেয়ে পাকসেনারা তাদের হাজীগঞ্জ ক্যাম্প থেকে একটি শক্তিশালী কোম্পানী আমাদর এ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানীটি ১ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষনে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সংঘর্ষ শেষে মোটামুটি প্রস্তত হয়েই অপেক্ষা করছিল। পাকসেনারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আবার তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এর ফলে পাকসেনাদের ১২ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল হাজীগঞ্জের নিকট নরসিংপুরে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনারা ঐ এলাকার চতুর্দিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য লেফটেন্যান্ট মাহবুব নিয়মিত ও গণবাহিনীর একটি সম্মিলিত কোম্পানী পাঠিয়ে দেয়। এই কোম্পানীটি ১৭ ই জুলাই তারিখে হাজীগঞ্জের দক্ষিণে তাদের অস্থায়ী গোপন অবস্থান তৈরী করে। এরপর পেট্রোল পাঠিয়ে পাকসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করে। ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানীটি অতর্কিত পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের ১৩ জন নিহত ও অনেক আহত হয়। এরপর আমাদের কোম্পানীটি নিরাপদে নিজ অবস্থান ফিরে আসে।

ফরিদপুরে আমাদের গেরিলা দল তাদের কার্যকলাপ জুন মাস থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বেসামরিক শাসন ব্যবস্থ কে সম্পুর্ণ অচল করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ই জুন গেরিলারা চিকা নদী তহশীল এবং মুন্সেফ অফিস ধ্বংস করে সমস্ত অফিসিয়াল কাগজপত্র জ্বালিয়ে দেয়। ১৮ই জুলাই একটি দল গোসাইরহাট থার দামুদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়ি ধ্বংস করে দেয়। ফাঁড়ি থেকে ৫টি রাইফেল, প্রচুর গুলি এবং একটি অয়্যারলেস সেট দখল করে নেয়। গেরিলা দল দামুদিয়া তহশিল অফিস ও সার্কেল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনার দুদিন পর আরও একটি গেরিলা দল ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে দুজন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে আহত করে এবং একটি অয়্যারলেস সেট

হস্তগত করে। সঙ্গে সঙ্গে তহশীল অফিস ও পালং থানার আঙ্গালিয়া বাজারে জুট গোজাউনে আগুনে লাগিয়ে ২৫হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়া হয়।গেরিলারা আঙ্গালিয়া তহশীল অফিসও জ্বালিয়ে দেয়।এসব কার্যকলাপের ফলে মাদারীপুরের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

শালদা নদীতে এবং মন্দভাগে ক্যাপ্টেন গাফফার এবং মেজর সালেক পাকবাহিনীকে বার বার আঘাত করতে থাকে। আমাদের রেকি পার্টি খবর নিয়ে আসে যে, ২৪শে জুলাই বিকেল ৩টার সময় পাকসেনারা নওগাঁও স্কুলে স্থানীয় দালালদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি প্লাটুন মর্টারসহ নওগাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়।বিকেল ৫টায় পাকসেনাদের ৫০-৬০জন লোক ও স্থানীয় দালালরা স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তাদের আলোচনা সভা শুরু করে। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমাদের প্লাটুনটি মর্টারের সাহয্যে পাকসেনাদের এই সমাবেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়।ফলে আলোচনা সভা ভেঙ্গে যায় এবং পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।পাকসেনাদের ৩০জন লোক ৭জন দালালসহ নিহত হয়।আমাদের প্লাটুনটি নিরাপদে ফিরে আসে। পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিণে মনোরা ভাঙ্গা রেলওয়ে সেতুটি মেরামত করার জন্যে আবার চেষ্টা চালায়।২৬শে জুলাই সকাল ১০টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল তাদের শালদা নদী অবস্থান থেকে মনোরা সেতুর নিকট সমবেত হয়।এরপর সেতুর চতুর্দিকে তারা বাঙ্কার তৈরীর প্রস্তুতি নেয়।সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক মর্টারসহ একটি প্লাটুন পাকসেনাদের মনোরা সেতু থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়।বিকেল ৪টায় আমাদের দলটি আগরতলার নিকট অবস্থান নেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলাগুলিতে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেক হতাহত হয়। মনোরা সেতু থেকে তারা পালিয়ে যায়। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পারলাম যে, পাকসেনাদের কমপক্ষে ৪ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়েছে।

২৬শে জুলাই ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটা এ্যামবুশ পার্টি নওগাঁ এবং আকসিনার মাঝামাঝি রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের একটি দল নওগাঁর পথে সেই এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ৭ জন পাকসেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আমাদের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্লাটুনটি ফেরার পথে কল্যাণসাগরে আবার একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি কোম্পানী সাইদাবাদ থেকে কসবার পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে যায়। ফলে ২১ জন পাকসেনা ও ১ জন দালাল নিহত হয় এবং ৯ জন আহত হয়। পাক পেট্রোল পার্টির একটি ট্রাকও ধ্বংস হয়। ঐ দিন ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিনের একটি কমান্ডো দল বগাবাড়িতে একটি রেলওয়ে ব্রীজ ও ২-৩টি টেলিফোন পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমরা যেসব গেরিলাদের ঢাকা এবং কুমিল্লার পশ্চিম ও ভৈরববাজারে এলাকায় পাঠাতাম, তারা কসবার উত্তর দিক দিয়ে ছাতুরা ও নবীনগর হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কার্যকলাপ সম্বন্ধে খবরাখবর নেয়ার জন্য পাকসেনারা দালালদের নিযুক্ত করে এবং আমাদের অনুপ্রবেশের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য রাজাকারদের রাস্তায় এবং নদীপথে পাহারায় মোতায়েন করে। এই সব দালাল এবং রাজাকাররা আমার অপরেশনের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে। দালালদের ধরার জন্য এবং রাজাকারদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিন ও লেঃ হারুনকে আমি নির্দেশ দিই। নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আউনউদ্দিন এবং লেঃ হারুন বিভিন্ন স্থানে তাদের লোকজনকে দালালদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয় এবং এ্যামবুশ পেতে রাখে। ২৫শে জুলাই সন্ধ্যায় নরসিংহের নিকট লেঃ হারুনের লোক পাকসেনাদের ৬ জন দালালকে এ্যামবুশ করে বন্দি করে। এদের নিকট ১৪ পাউন্ড বিস্ফোরক, তিনটি গ্রেনেড পাওয়া যায়। এর পরদিন আরও ৭ জন দালাল আমাদের এ্যামবশে ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১টি অয়্যারলেসে সেট এবং ১২০ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। এর পর থেকে দালালরা আমাদের এলাকাতে আর আসার সাহস পায়নি। বন্দি দালালদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদেরকে পাকিস্তানী অফিসাররা প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং সঙ্গে করে এনে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের নিকট ছেড়ে দেয়। তাদের উপর নির্দেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, অন্যথায় তাদের পরিবারবর্গের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপর রাজাকারদের শায়েস্তা করার জন্য ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন একটি

কোম্পানী পাঠিয়ে দেয়। এই কমাণ্ডো কোম্পানীটি ছাতুরার নিকট রাজাকার ক্যাম্পের উপর ২৫শে জুলাই অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলার ফলে ১৬ জন রাজাকার নিহত এবং ৬ জন আহত হয়। ঐ এলাকার রাজাকাররা ভীত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তারা পরদিন তাদের নেতাকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে সহায়তা করার অঙ্গীকার করে। এ ছাড়া অনেক রাজাকার মুক্তিবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই এলাকার রাজাকারদের সক্রিয় সহায়তা মুক্তিবাহিনী সব সময় পেয়েছে। অনেক সময় রাজাকাররাই আমাদের গেরিলাদেরকে নিরাপদ রাস্তায় তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়েছে। সি-এন্ড-বি রাস্তায় যে সেতুর নিচ দিয়ে আমাদের গেরিলারা নৌকায় যাতায়াত করত রাজাকাররা সেই সেতুর উপর পাকবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে সংকেত দিত। কোন সময় যদি পাকসেনারা ঐ জায়গায় টহলে আসত তবে আগে থেকে হারিকেনের লাল আলো বা টর্চের সাহায্যে সংকেত দিয়ে আমাদের জানাতো। এর ফলে এই রাস্তাটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

মেজর সালেক একচি ডিমোলিশন পার্টি ও একটি কমান্ডো প্লাটুনকে ২৮শে জুলাই রাত ২টার সময় হরিমঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। এই দলটি হরিমঙ্গলের নিকটে রেলওয়ে সেতুটির রেকি করে এবং সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ডিমোলিশন বানিয়ে সেতুটিকে উড়িয়ে দেয়। বিস্ফোরণের ফলে সেতুটির মাঝখানে ৪০ ফুটের একটি গ্যাপ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সেতুটি দক্ষিণ পাশে ২৭০ ফুট রেলওয়ে লাইন বারুদ লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়। এর পরদিন এই ডিমোলিশন পার্টি বিজনা রেলওয়ে সেতুটি বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ২৮শে জুলাই সকাল ৮টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বিজনা ব্রীজের নিকটে পরিদর্শনে আসে। ঠিক সেই সময় আমাদের কামান তাদের উপর গোলাগুলি করে। ফলে পাকসেনাদের ৩ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে কায়েক গ্রামের দিকে পলায়ন করে। এরপর ১লা আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী কোম্পানী হরিমঙ্গল সেতুর নিকট অগ্রসর হয় এবং সেখানে তাদের ঘাঁটি করার চেষ্টা করে। এবারও আমাদের সৈন্যরা তাদের অগ্রসরে বাধা দেয়। আমাদের সৈন্যদের গোলাগুলিতে পাকসেনাদের ৩০ জন হতাহত হয়। ফলে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কসবার টি, আলীর বাড়ীতে পাকসেনাদের যে অবস্থান ছিল, সে অবস্থান থেকে পাকসেনারা চাল পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করত। এই সংবাদ লাটুমুড়ার নিকট লেঃ হুমায়ুন কবির সংগ্রহ করে। সে আরও জানতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় পাকসেনাদের কমপক্ষে একটি কোম্পানী যাতায়াত করে। পাকসেনাদের এই দলকে আক্রমণ করার জন্য লেঃ কবির একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি কল্যাণসাগরের নিকট ২৩শে জুলাই ভোর সোয়া ৪টায় এ্যামবুশ পড়ে যায়। আমাদের যোদ্ধাদের অতর্কিত গুলির আঘাতে পাকসেনাদের ২০ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়। ১ জন স্থানীয় দালাল, যে পাকসেনাদের পথনির্দেশক ছিল, সেও মারা যায়। ২-৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আমাদের লোকেরা অবস্থান তুলে নিজ ঘাঁটিতে ফেরত আসে।

কসবার উত্তরে পাকসেনাদের গোসাই স্থানে একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে অন্তত ৪০-৫০ জন পাকসেনা অবস্থান করছিলো। আমাদের যেসব গেরিলা ঢাকার পথে যাতায়াত করতো, এই অবস্থান থাকাতে তাদের যাতায়াতের গোপন পথ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিয়ে যাতায়াতের গোপন পথ নিরাপদ করার জন্য আইনউদ্দিন ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানীকে পাঠায়। 'ডি' কোম্পানী ৩১শে জুলাই রাত ১০টার সময় দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে গোসাই স্থান অবস্থানের নিকটে পৌঁছে। এই অবস্থানটিচ রেকি পূর্বেই করা ছিল। পাক সেনাদের অবস্থানটির দক্ষিণ হতে 'ডি' কোম্পানী অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আক্রমণ ২-৩ ঘণ্টা চলে। 'ডি' কোম্পানীর সৈন্যরা বেশ কয়েকটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয় এবং অন্তত ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। আক্রমণের প্রবল চাপে টিকতে না পেরে পাকসেনারা গোসাই স্থান পরিত্যাগ করে পিছনে পলায়ন করে।

শালদা নদীতে আমাদের সঙ্গে পাকসেনাদের সংঘর্ষ পুরা জুলাই মাস চলতে থাকে। ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদীর শত্রু অবস্থানটির উত্তর দিকে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী মোটামুটি ঘিরে ফেলেছিল। এদিকে দক্ষিণ দিকে আগরতলা ও কাটামোড়ায় মেজর সালেক ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী দিয়ে পাকসেনাদের শালদা নদী অবস্থানের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের পিছন থেকে সরবরাহের রাস্তা একমাত্র নদী ছাড়া সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল। নদীপথেই লুকিয়ে মাঝে মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানে রসদপত্র সরবরাহ করা হতো। এই সরবরাহ পথে পাকসেনাদের এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। রাত ১টার সময় ৭-৮টি নৌকায় প্রায় ১৫০ জন সৈন্য ও অন্যান্য সরবরাহসহ পাকসেনারা তাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। নৌকাগুলি যখন এ্যামবুশ অবস্থানের ভিতরে আসে আমাদের প্লাটুনটি মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি নৌকা ডুবে যায়। পাকসেনারাও পিছন হতে পাল্টা গোলাগুলি শুরু করে। সংঘর্ষ প্রায় অর্ধ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। এরপর পাকসেনাদের পিছনের নৌকাগুলি ফেরত চলে যায়। এই সংঘর্ষে পাকসেনাদের প্রায় ৬০-৭০ জন হতাহত হয়, ৪-৫টি নৌকা ডুবে যায় এবং অনেক রসদ নষ্ট হয়। নৌকার আরোহী পাকসেনারা ডুবে যায়। পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের ৪ জন নিহত ও একজন আহত হয়।

কুমিল্লার উত্তরে কালামছড়ি চা বাগানের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখানে মাসধিককাল ধরে পাকসেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে আসছিল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে পাকসেনারা কালামছড়ি চা বাগান অবস্থানে বাঙ্কার তৈরী করে। ২রা আগস্ট রাত ১২টার সময় লেঃ হারুনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল শত্রুঅবস্থানের উপর হামলা চালায়। পাকসেনাদের এক কোম্পানী সৈন্য কামান এবং মর্টারের সহায়তায় শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছিল। ২রা আগস্ট মুক্তিবাহিনীর অমর সাহসী ক্ষুদ্র দলটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৩০৩ রাইফেলের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। গ্রেনেড বিস্ফেরেণ ঘটিয়ে শত্রুদের ১০টি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ৫০ জন নিহত সঙ্গীকে ফেলে পিছনে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও গ্রামের লোক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক পাকসেনা নিহত হয়। দুজন পাকসেনা আমাদের হাতের বন্দি হয়। এমজিআইএ ও মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং ২০-২৫ হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া অনেক খাদ্যসামগ্রী ও কাপড় আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের পক্ষে দুজন মুক্তিসেনা নিহত হয়। জুলাই মাসে নোয়াখালীতে অপারেশনের জন্য ১৪ জন গণবাহিনীর গেরিলা গোপনপথে চৌদ্দগ্রামের আলকরা বাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। রাত ১টার সময় বাজারের নিকটে শত্রুদের একটি দল অতর্কিতে গেরিলাদের উপর আক্রিমণ চালায়। আমাদের গেরিলারা সাহসের সঙ্গে আক্রমণের মোকাবিলা করে; কিন্তু শত্রুদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে টিছু হটতে বাধ্য হয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন গেরিলা নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে তারা পালিয়ে আসে। হাবিলদার গিয়াসের নেতৃত্বে যে দলটি হোমনা থানায় অবস্থান করছিল, সেই দলটি ২৮শে জুলাই রাতে হোমনা থানার সাঘুটিয়া (হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রামচন্দ্রপুরের সঙ্গমস্থল) লঞ্চঘাটে পাকবাহিনীর টহলদার একটি লঞ্চের উপর এ্যামবুশ ফাঁদে আটকা পড়ে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার গিয়াসের দল আকস্মিকভাবে শত্রুদের উপর হামলা চালায়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত পাকসেনারা কোন জবাব দেয় না। দুর্ভাগ্যবশত রকেট লাঞ্চার কাজ না করায় সুবেদার গিয়াসের দল লঞ্চটাকে ডুবাতে সক্ষম হয়নি। ১ ঘণ্টা ধরে উভয়পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলে। পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। সুবেদার গিয়াসের দলের এত কোন ক্ষতি হয়নি। ১ ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনাদের লঞ্চটি পালিয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছে ধাওয়া করে। পাকসেনাদের হতাহতরে সংবাদ সম্পর্কে সঠিক তথ্যজানা না গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, ক্ষতবিক্ষত লঞ্চটি দেড় ঘন্টা হোমনা থানার ঘাটে নোঙর করে থাকে। সেখানে বেশকিছু আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং অবশেষে অনেক মৃতদেহসহ লঞ্চটি ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে। জুলাই মাসে পাকসেনারা চট্টগ্রাম-কুমিল্লা

রোড খুলতে চেষ্টা করে। এই সময় মাঝে মাঝে পাকসেনাদের শক্তিশালী দল এই রাস্তায় টহল দেয়ার জন্যে আসত। চৌদ্দগ্রামের উত্তরে ও দক্ষিণে ইমামুজ্জামান এইসব পাকসেনাদের টহলদারী দলগুলোকে তাড়িয়ে দিত।

৩০শে জুলাই সকাল ৭টায় ইমামুজ্জামানের একটা প্লাটুন চৌদ্দগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে নানকারা নামক স্থানে এ্যামবুশ পাতে। এ্যামবুশ পার্টি সারা দিন অপেক্ষা করার পর জানতে পারে যে, জগন্নাথদিঘীর নিকট একটি জীপ টহলে বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। এই জীপকে এ্যামবুশ করার জন্য এ্যামবুশ পার্টি তখনই তৈরী হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় পাকবাহিনীর এই জীপটি চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশ অবস্থানে পৌঁছে। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এ্যামবুশ পার্টি জীপটির উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। গুলিতে ড্রাইভার আহত হয়। ৬ জন পাকসেনা জীপ থেকে লাফিয়ে নিচে নামে; কিন্তু তারাও আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে নিহত হয়। পরে এ্যামবুশ পার্টি একটি মৃত পাকসেনার পকেটে একটি চিঠি পায়। তা থেকে জানা যায় যে এই পাকসেনারা ২৯তম বেলুচ রেজিমেন্টের ‘সি’ কোম্পানীর লোক। নিহত পাকসেনাদের নিকট হতে রাইফেল এবং যথেষ্ট গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। একজন আহত পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দি হয়। এই এ্যামবুশের পর পাকসেনারা কুমিল্লা থেকে আরও সৈন্য চৌদ্দগ্রামে নিয়ে আসে এবং সারা রাত ধরে আমাদের অবস্থানের উপর মর্টার এবং কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের লোকেরাও শত্রুঅবস্থানের উপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। পরদিন ৩১শে জুলাই সকালে পাকিস্তানীদের একটি কোম্পানী চৌদ্দগ্রাম থেকে ও আর একটি কোম্পানী জগন্নাথদিঘী থেকে ট্রাঙ্ক রোড হয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনারা যখন আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখনই আমাদের এ্যামবুশ অবস্থান থেকে তাদের উপর অতর্কিত গুলি চালান হয়। গুলির আঘাতে ২০ জন পাকসেনা রাস্তার উত্তরে এবং ৬ জন দক্ষিণে আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা কামানের গোলার সহায়তায় পিছনে সরে যেতে থাকে। এই সময়েও আমাদের গুলির আঘাতে আরও কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে হরিশ্বরদার হাটের নিকট নতুন অবস্থান নেয়। এর দুদিন পর ২রা আগস্ট সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি ব্যাটালিয়ন উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম হতে হরিশ্বরদার হাটের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে আমদের অবস্থানে লেঃ ইমামুজ্জামান আরও দুটি প্লাটুন পাঠিয়ে অবস্থানটি শক্তিশালী করে। পাকসেনারা হরিদশ্বর হাটের নিকট অবস্থিত তিনটি ভাঙ্গা সে পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে পিছন থেকে গোলাগুলি চালায়। আমাদের কোম্পানীটিও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধ পাকসেনাদের ২৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা ২রা আগস্ট রাতে প্রধান সড়কের উপর তাদের প্রতিরক্ষাব্রু তৈরী করে। এর পরদিন ৩রা আগস্ট সমস্ত দিন ধরে পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষ চলে। ঐ দিনসন্ধ্যায় আমাদের কোম্পানীটি অবস্থান পরিত্যাগ করে তাদের ঘাটিতে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালি দল নয়ানপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় সুদৃঢ় ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এই অবস্থানের সঙ্গে অতীতে আমাদের যথেষ্ট সংঘর্ষ হয়। পাকসেনারা এই ঘাঁটিতে আরও বাড়িয়ে শালদা নদীর অবস্থান পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছিল। মেজর সালেক পাকসেনাদের নয়ানপুর ঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানীর চেয়ে বেশি সৈন্য ছিল। পাকসেনারা স্টেশন ও নিকটবর্তী রেলওয়ে গুদাম এলাকায় তাদের সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে। মেজর সালেক পাকসেনাদের এই অবস্থানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানী এবং কিছুসংখ্যক গণবাহিনী নিয়ে রাত সাড়ে ১২টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের নিকট জমায়েত হতে থাকে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রাত আড়াইটার সময় স্টেশনের ২০০ গজ উত্তরে রেললাইন পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে পাকসেনাদের গোলাগুলি ভীষণ তীব্র হতে শুরু করে এবং আমাদের সেনাদের আক্রমণ

কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মেজর সালেক অন্য প্লাটুন অর্থাৎ যারা স্টেশনের দিকে ছিল তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করার নির্দেশ দেয়। এই প্লাটুনটি পাকসেনাদের প্রবল গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেললাইনের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকে। এই প্লাটুনের লোকেরা রেল স্টেশনের ২৫ গজের মধ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং পাকসেনাদের প্রায় ৬-৭টি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। এই সময় স্টেশনের নিকটস্থ গুদাম এলাকা তেকে আমাদের লোকদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। অতর্কিত এই আক্রমণে আমাদের অনেক লোক হতাহত হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মেজর সালেকের পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় না। নিরুপায় হয়ে মেজর সালেক তাঁর আহত ও নিহত সৈনিকদের নিয়ে পশ্চাতে হটে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। 'এ' কোম্পানির ৭ জন নিহত ও ৯ জন গুরুতর আহত হয়। এ ছাড়াও সৈনিকদের মনোবল কিছুটা দমে যায়। পাকসেনারা তাদের অবস্থান অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। আমার সেক্টরে এটাই ছিল প্রথম এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়- যাতে এতজন এক সাথে নিহত ও আহত হলো।

ঢাকা এবং ঢাকার চারপাশে গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৫শে জুলাই সকাল ৬টা পূবাইলের নিকট কালসজা স্থানে রেলওয়ে লাইনের উপর বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়া হয়। ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগি লাইনচ্যুত হয় এবং ইঞ্জিনে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। ট্রেনের আরোহী ৩০-৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ সেই সাথে নিহত হয়। বগিগুলি লাইনচ্যুত হয়ে পানিতে পড়ে যায়। গেরিলাদের আর একটি দল ৪ঠা আগস্ট আড়াইহাজার থানার নিকট পাঞ্চকাপি সড়কসেতু এবং দরগাঁও সড়কসেতু উড়িয়ে দেয়। এর ফলে নরসিংদী-ডেমরার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে ২৭শে জুলাই ৪ জনের একটি গেরিলা দল মতিঝিলের (পীরজঙ্গী মাজার) নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনের উপর আক্রমণ চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এই সাবস্টেশনটিকে পাহারা দিচ্ছিলো। গেরিলারা দুজন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে নিহত এবং বাকিদের নিরস্ত্র করে। তারা তালা ভেঙ্গে সাবস্টেশনে প্রবেশ করে ও সাবস্টেশনটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মতিঝিল, কমলাপুর স্টেশন, শাহজাহানপুর, গোপিবাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গেরিলা দলটি এরপর ফেরার পথে শাহজাহানপুরে রাজাকারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৮-১০ জন রাজারকারকে নিহত করে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসে। জুলাই মাসে শেষ সপ্তাহে আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও ও কমলাপুরের মাঝে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের পাইলন উড়িয়ে দেয়। ফলে টঙ্গী, কালীগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ই জুলাই পাগলা এলাকার গেরিলা দল ফতুল্লা এবং ঢাকার মাঝে একটি রেলওয়ে সেতু এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফার্মগেটের নিকট পাকিস্তানীদের একটি চেকপোস্ট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক দিন গাড়িতে রেকি করার পর তারা দেখতে পায় যে, পাহারারত মিলিটারী পুলিশ সবসময় মোটেই সতর্ক থাকে না। একদিন সন্ধ্যায় আলম, কাজী, গাজী এবং স্বপন নামে চারজন ঢাকার গেরিলা একটি গাড়িতে ফার্মগেটে আসে। মিলিটারী চেকপোস্টের নিকটে পৌঁছার সময় তাদেরকে পাকসেনারা আসতে নির্দেশ দেয়। তারা তাদের গাড়িটি নির্দেশ অনুযায়ী দ্বিতীয় রাজধানীর দিকে মুখ করে রাস্তার পাশে দাঁড় করায়। চারজন পাকসেনা গাড়ির দিকে তল্লাশির জন্য অগ্রসর হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে গেরিলারা তিনটি চায়নিজ স্টেনগান থেকে গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনাদের অন্যান্য লোকও গাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। গেরিলা দল তাদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে এবং তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে। এ সংঘর্ষের ফলে পাকসেনাদের পাঁচজন মিলিটারী পুলিশ আহত ও ৪ জন নিহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফার্মগেট এবং কাওরান বাজার এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ২রা আগস্ট ঢাকার গেরিলাদের আর একটি দল 'গ্যানিস' এবং 'ভোগ' নামক দুটি বড় দোকানে গ্রেনেড ছুড়ে দোকান দুটির ক্ষতি সাধন করে।

লেঃ ইমামুজ্জামানের 'রেকি' পার্টি সংবাদ নিয়ে আসে যে, পাকসেনাদের দুটি জীপকে রেশন এবং গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য বালিয়াজুরি ভাঙ্গা ব্রীজের নিকট শত্রু অবস্থানের দিকে যেতে দেখা গেছে। লেঃ ইমামুজ্জামান তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন জীপ দুটিকে এ্যামবুশ করার জন্য হরিসর্দার বালিয়াজুরি ব্রীজের নিকট পাঠিয়ে দেয়। লেঃ ইমামুজ্জামান প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে জীপের উপর রাইফেলের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের দুজন নিহত হয়। একটি জীপ মৃত সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঘুরে পালিয়ে যায়। অন্য জীপটির উপর প্লাটুনটি গুলি চালাতে থাকে। পাকসেনাদের রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান নিয়ে আমাদের প্লাটুনটির উপর গুলি চালাতে থাকে। তাদের গুলি ফুরিয়ে এলে তারা গাড়ি থেকে গুলি নেবার চেষ্টা করে -কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ আক্রমণে তাদের ৬ জন মারা যায়। পরে পাকসেনারা আমাদের এ্যামবুশ অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলা ছুড়তে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাদের প্লাটুনটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। শত্রুদের গাড়িটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দর দুপুর দেড়টার সময় আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি যখন আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পৌঁছে, তখন আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়।

মেজর সালেক ১০ই আগস্ট একটি প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীর পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া -কুমিল্লা সি-এন্ড-বি রাস্তার নিকট শিলদাই গ্রামে তাঁর গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে। পরদিন স্থানীয় লোকের নিকট খবর পায় যে, সি-এন্ড-বি রাস্তার উপর দিয়ে প্রতিদিন কুমিল্লা থেকে উজানিরশার পাক অবস্থানে ৩-৪টি জীপ যাতায়াত করে। এই সংবাদ পেয়ে মেজর সালেক পাকসেনাদের জন্য সি-এন্ড-বি রাস্তায় একটা এ্যামবুশ পাতে। সমস্ত দিন ও রাত অপেক্ষা করার পরেও পাকসেনারা সেদিন আর আসেনি। বোঝা গেল যে, হয়তো বা তাদের কোন দালাল বা রাজাকার আগে থেকেই এ্যামবুশ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। অনেক অপেক্ষা করার পর রাস্তার মাইন লাগিয়ে মেজর সালেকের দলটি তার ঘাঁটিতে রওয়ানা হয়। পথে রসুল গ্রামের নিকট একটি রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় ক্যাম্প ভবনের ভিতর বেশ কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এই আক্রমনের ফলে ২০ জন রাজাকার নিহত ও ৩০ জন বন্দি হয়। এরপর দলটি নিজেদের অবস্থান নিরাপদে ফিরে আসে।

শালদা নদী, মন্দভাগ এবং এর চতুর্দিকে আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানীদের ওপর প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে দুটি সঠিক বিবরণ গ্রামবাসী মারফত জানতে পাই। শালদা নদীর শত্রু অবস্থানের উপর আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় গোলার আক্রমণ চালানোর ফলে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুপক্ষের অন্তত ৬০ জন নিহত হয়।বাধ্য হয়ে শত্রুরা স্টেশন ছেড়ে নয়ানপুর গ্রাম, শালদা নদী গোডাউন ইত্যাদি এলাকায় অবস্থান তৈরী করে। মন্দভাগেও শত্রু অবস্থানের ওপর আমাদের গোলার আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের প্রায় ১৫০ জন হতাহত হয়। পাকসেনাদের একটি ১২০ এমএম মর্টারের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করা হয়। সন্ত্রস্ত পাকসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের কামানের অবস্থানের পিছু হটিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া নিয়ে যায়। আমাদের এ্যামবুশের ফলে শালদা নদীর রাস্তা পরিত্যাগ করা নাগাইশ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থেকে একটি নতুন রাস্তা খোলার চেষ্টা করে। ১১ই আগস্ট পাকসেনাদের একটি কোম্পানী এই নতুন রাস্তায় আসে। আসার পথে নাগাইশ গ্রাম থেকে একজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে। এই লোকটি পরে আমাদের জানায় যে, পাকসেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। নৌকাতে আসার সময় অনেক সৈন্যই সামনে অগ্রসরে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের কমাণ্ডাররা অনেকভাবে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়াও তাদের অনেককে চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তারা তাদের পুরনো দাম্ভিক স্বভাব অনেকটা পরিত্যাগ করেছে। পাকসেনারা গ্রামবাসীদের সাথে মিশবার চেষ্টাও করছিল। শত্রুদের এই নতুন রাস্তার খবর পেয়ে মেজর সালেক একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। প্লাটুনটি নাগাইশ গ্রামে পাকসেনাদের দুটি রসদ বোঝাই নৌকা ব্রাহ্মণপাড়া থেকে নয়ানপুরের দিকে যাচ্ছিল।

আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে এবং ১১ জন পাকসেনাকে নিহত করে নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে পাকসেনাদের আরও তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়া দিকে যাচ্ছিল। এই নৌকাগুলিকেও আমাদের এ্যামবুশ পার্টি শশিদল গ্রামের নিকট এ্যামবুশ করে এবং এতে ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের দুটি শক্তিশালী প্লাটুন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দমনে নাগাইশের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের প্লাটুনটি সংবাদ পেয়ে সুবেদার নজরুল ও নায়েব সুবেদার মুনিরের নেতৃত্বে পাকসেনাদের এই দলটিকে নাগাইশ পৌঁছার আগেই অতর্কিত আক্রমণ করে ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ১৭ই আগস্ট ব্রাহ্মণপাড়া এই নদীপথ খোলার জন্য পাকসেনাদের একটি বিরাট দল নদীর পাড় দিয়ে অগ্রসর হয়। এবং সঙ্গে সৈন্য বোঝাই তিনটি নৌকাও অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটিকে আমাদের সৈন্যরা আবার এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশের ফলে নৌকার আরোহী ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনাদের যে দলটি পাড় দিয়ে আসছিল, তাদের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে আসে। পাকসেনারা দুই-তিনবার এ্যামবুশে পড়ার পরও শালদা নদীর নাগাইশ-ব্রাহ্মণপাড়া যোগাযোগপথ খোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এই খাল ছাড়া পিছন থেকে শালদা নদীতে সরবরাহের আর কোন রাস্তা ছিল না।

১৯শে আগস্ট দুপুর ১২টার সময় পাকসেনাদের তিনটি নৌকা শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মণপাড়া দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই নৌকাগুলি যখন ছোট নাগাইশের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের সৈন্যরা নৌকাগুলির উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করা চেষ্টা করে; কিন্তু আমাদের সৈন্যদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাদের দুটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন নিহত হয়। পিছনের নৌকাটি দ্রুত পিছনে ফিরে পাড়ে পৌঁছায়। পাকসেনারা নৌকা থেকে নেমেই আমাদের সৈন্যদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। প্রায় চার ঘণ্টা উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলার পর পাকসেনারা পিছু হটে যায়। ঐদিনই বেলা ১টার সময় আমাদের কামানের গোলায় শালদা নদী গুদামে অবস্থিত পাকসেনাদের একটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। ফলে আটজন পাকসেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

মন্দভাগেও ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাদের চারটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১১ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়। লেঃ ইমামুজ্জামান পাকবাহিনীর হরিসর্দার হাটের অবস্থানের উপর তাঁর চাপ রেখে যাচ্ছিল। এই চাপের ফলে পাকসেনাদের মনোনল দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। এই অবস্থানটিতে বারবার অতর্কিত আক্রমণ এবং এ্যামবুশ চালানোর ফলে পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে সবসময় সজাগ থাকত।

শত্রুদের এই অবস্থানটি মুক্ত করার জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভীতসন্ত্রস্ত পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অবস্থানটির নিকটবর্তী এলাকায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, পাকসেনাদের এই অবস্থানটির ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণ করার জন্য অতিসত্বর হরিসর্দার হাটের দিকে উত্তর থেকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুরাষ্ট্রের দেয়া অনেক কামানও আছে। এ ছাড়াও অনেক মুক্তিযোদ্ধা এ আক্রমণের জন্য একত্রিত হচ্ছে। এই ধরনের গুজব প্রায়ই পাকসেনাদের আমানগোণ্ডা অবস্থানের এলাকায় প্রচার করা হচ্ছিল। এর ফলে পাকসেনাদের মনেবলে আরও ভাঙ্গন ধরে। ১৪ই আগস্ট আরও গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসেই এই আক্রমণ চালানো হবে। ১৪ই আগস্ট রাত ১০টার সময় লেঃ ইমামুজ্জামান কয়েকজন সিপাই আমানগোন্ডার নিকটে গিয়ে লাইন পিস্তল এবং ২ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে ইল্যুমিনেটিং প্যারাচ্যুট বোমা ছোড়া হয় এবং কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এর পরদিন আমানগোণ্ডা অবস্থানের নিকট পৌঁছে দেখা গেল যে, পাকসেনারা সমস্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে রাতে ভয়ে পালিয়ে গেছে এবং এলাকাবাসী পাকসেনাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে।

এ ছাড়াও পরে আমরা আরো অনেক সূত্রে জানতে পারি যে, মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে পাকিস্তানীরা এত বেশী সন্দিহান এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, ১৩ই আগস্ট ঢাকা থেকে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং চারটি লাইট ট্যাঙ্ক কুমিল্লাতে আনা হয়। এই ব্যাটালিয়নটি বানাসিয়া থেকে গাজীপুর পর্যন্ত রেললাইনের পাশে প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরী করে, দুটি ট্যাঙ্ক কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট মোতায়েন করে এবং বাকিগুলি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়। কুমিল্লার সামরিক প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার মাসুদ ঘোষণা করেন যে, যদি কোন বাঙালী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে যে, মুক্তিবাহিনী তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে তবে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এইভাবে পাকবাহিনী তাদের দোষ মুক্তিবাহিনীর ওপর চাপাবার প্রচেষ্টা চালায় এবং এইসব অভিযোগকে তাদের প্রচার কাজের ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

পাকসেনারা হোমনা থানায় একবার আক্রান্ত হবার পর এই থানাটিতে আবার পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং কিছুসংখ্যক পাকসেনা মোতায়েন করে শক্তিশালী করে তোলে। থানাটিতে পাকসেনাদের অবস্থান শক্তিশালী হবার পর হোমনা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়াতে বাধার সৃষ্টি হয়। এই এলাকা আবার মুক্ত করার জন্য হাবিলদার গিয়াস থানাটিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে থানাটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করে। স্থানীয় গেরিলাদেরকেও তার প্লাটুনের সঙ্গে একত্রিত করে। ১৫ই আগস্ট রাত ১২টার সময় আমাদের সম্মিলিত দলটি হোমনা থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। কিন্তু ২ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে তাদের ১০ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দি হয়।

আমাদের দলটির দুজন আহত হয়। থানাতে ২৪টি রাইফেল, দুটি বন্দুক, ১৬টি বেয়োনেট, একটি অয়্যারলেস সেট, দুটি টেলিফোন সেট, ১০টি গ্রেনেড ও দেড় হাজার গুলি আমাদের হস্তগত হয়। বন্দিদের থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হোমনা থানার বিস্তৃত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এর দুদিন পর হোমনা পতনের খবর পেয়ে পাকসেনাদের ৩টি দল মুরাদনগর থেকে হোমনার দিকে নৌকয় অগ্রসর হয়। মুরাদনগরে অবস্থিত আমাদের গেরিলারা এই সংবাদ পেয়ে যায়। স্থানীয় গেরিলা কমাণ্ডার মুসলেউদ্দিনের নেতৃত্বে দুপুর ২টার সময় নদীর পাড়ে অগ্রসরমান পাকসেনাদের জন্য এ্যামবুশ পাতে।

মুরাদনগর থেকে ৮ মাইল দূরে সন্ধ্যা ৬টার সময় পাকসেনাদের নৌকাগুলি এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের গেরিলাদের গুলিতে দুটি নৌকা ডুবে যায়। গোলাগুলিতে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২৯ জন পাকসেনা এবং পাঁচজন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের গেরিলারা ৩টি এমজি-৪২ এবং দুটি বেল্ট বক্স (৫০০ গুলিসহ), ৫০০ চাইনিজ রাইফেলের গুলি এবং ১টি ৩০৩-রাইফেল হস্তগত করে। অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কুমিল্লা থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে কংসতলাতে পাকসেনারা আগস্ট মাসে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটিতে পাকসেনাদের অন্তত এক কোম্পানী শক্তি ছিল। পাকসেনাদের এই ঘাঁটির সংবাদ ক্যাপ্টেন মাহবুবের নিকট পৌঁছে। তিনি একটি পেট্রোল পার্টি পাঠিয়ে এই ঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করেন। ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন শত্রুঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। রাত ২টার ক্যাপ্টেন মাহবুবের দলটি পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা পাক-ঘাঁটির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে পাকসেনাদের হকচকিত করে দেয়। তুমুল সংঘর্ষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলটি পলায়মান পাকসেনাদের খায়েশ বাজার এবং লক্ষ্মীপুর ঘাঁটি থেকেও হটে বাধ্য করে। সমস্ত রাতের সংঘর্ষে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ৩০ জন হতাহত হয়। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে তাদের কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এর তিনদিন পর কুমিল্লার ১ মাইল উত্তরে আমাদের আরও একটি দল পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ২০শে আগস্ট রাত ৮টায় পাকসেনাদের একটি টহলদার প্লাটুন এই এ্যামবুশের আওতায়

পড়ে যায়। পাকসেনাদের প্লাটুনটি যখন পুরোপুরি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির সম্মুখে এসে যায় তখন আমাদের দলটি হালকা মেশিনগান এবং অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। পাকসেনারা অতর্কিত এই আক্রমণে হকচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এই এ্যামবুশে ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়। আমাদের দলটি পাকসেনাদের একটি এমজিআইএ মেশিনগান ও কয়েকটি জি-৩ রাইফেল দখল করে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল জগন্নাথ দিঘীতে ঘাঁটি করেছিল। এই দলটি মাঝে মাঝে নিকটবর্তী চিয়ারা গ্রামে রাত্রিতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতো। এই খবর আমরা পেয়ে যাই। ২৩শে আগস্ট মেজর জাফর ইমাম এই দলটিকে আক্রমণ করার জন্য দুটি প্লাটুন নিয়ে চিয়ারা গ্রামের নিকট পাকসেনাদের অপেক্ষায় অবস্থান করে। রাত সাড়ে ১২টায় জগন্নাথ দিঘী পাক অবস্থানের উপর মুক্তিযোদ্ধা একটি দল আক্রমণ চালায়। একই সঙ্গে চিয়ারা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনাদের উপর মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে চিয়ারা গ্রামে অবস্থিত পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ২৪ জন পাকসেনা আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। কিছু শত্রুসেনা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। জগন্নাথ দিঘীতেও চারটি বাঙ্কার আমাদের মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। নয়ানপুর রেল স্টেশনে পাকসেনাদের উপর ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী তাদের চাপ আরো জোরদার করে। ২৩শে আগস্ট সকাল ১১টায় উক্ত কোম্পানী দুটি মিলিতভাবে স্টেশনের উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে মর্টার ও ১০৬-রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে পাক অবস্থানের উপ সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। ১০৬-রিকয়েললেস রাইফেলের আঘাতে পাকিস্তানীদের বেশ কটি শক্ত বাঙ্কার বিধ্বস্ত হয়। স্টেশনের কিছু দূরে একটি গুদাম ছিল। তার ভিতরেও পাকসেনারা বাঙ্কার বানিয়েছিল। গুদামটিতেও রকেট মারা হয়। ফলে গুদামে আগুন ধরে যায়। রকেটিং-এর পর মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে শত্রু অবস্থানের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। এই আক্রমণ এত সফল হয়েছিল যে, শত্রু অবস্থান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত আর্তনাদ এবং চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানীরা আমাদের আক্রমণের জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। শত্রুদের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা সে সময়ে জানা যায়নি। পরে আমরা গ্রামবানী সূত্রে খবর পেয়েছি যে, আক্রমণে পাকসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হয়েছে।

নোয়াখালী এবং বেলুনিয়াতে আমাদের সৈনিকরা এবং গেরিলা দল পাকসেনাদের নাজেহাল করে তুলেছিল। ২২শে আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল সোনাগাজীর দিকে ট্রাকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের একটি দল রাস্তায় এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পেতে ভোর ৫টায় পাকসেনাদে দলটিকে এ্যামবুশ করে। মাইনের আঘাতে পাকসেনাদের তিনটি প্রাক ধ্বংস হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ২০ জন সৈন্য নিহত হয়। এ ছাড়াও এ্যামবুশ পার্টির গুলিতে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা এবং রাজাকার হতাহত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। এই ঘটনার দুদিন পর চৌদ্দগ্রাম এবং লাকসাম সড়কের উপর আমাদের গেরিলারা মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। গাড়িতে অবস্থানরত একজন অফিসার এবং একজন পাকসেনা নিহত হয়। একই সময় ফেনী থেক একটি ট্রাক পাকসেনাসহ চৌদ্দগ্রামের দিকে আসছিল। আমাদের একজন গেরিলা ট্রাকের ভিতর একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের গুলিতে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার শাহজাহান শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনার হাতে ধরা পড়ে। গেরিলারা ফেনীর কাছে গুমদন্ডী রেলওয়ে লাইন ডিমোলিশন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ফেনী এবং এবং কুমিল্লার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ সামরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২১শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৭টায় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি পাকসেনাদের একটি দলকে কুমিল্লার উত্তরে গাজীপুর রেলওয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হতে দেখে। আমাদের পেট্রোল পার্টিটি পুলের নিকট এ্যামবুশ পেতে পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা এ্যামবুশ অবস্থানটির মধ্যে এসে যায় এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে একজন লেফটেন্যান্ট সহ ছ'জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অবশিষ্ট পাকসেনারা পালিয়ে বাঁচে। বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং ম্যাপ আমাদের দখলে আসে।

৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানী আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার উত্তরে মন্দভাগ এবং সি-এন্ড-বি সড়কের উপর তাদের কার্যকলাপ জোরদার করে তোলে। ২৩শে আগস্ট রাত ১টায় ক্যাপ্টে গাফফারের নেতৃত্বে দুটি প্লাটুন মন্দভাগ বাজরের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা গ্রেনেড চার্জ করে পাকসেনাদের চারটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে পাকসেনাদের অন্তত ২৫ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে দু’জন মারাত্মকভাবে আহত এবং একজন শহীদ হন। ১ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের যোদ্ধার শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে ফিরে আসে। ২৫শে আগস্ট আমাদের একটি ডিমোলিশন পার্টি সি-এন্ড-বি সড়কের কালামোড়া সেতুতে প্রহরারহ পাকসেনাদের আক্রমণ করে। সেতুটিকে আমাদের দলটি উড়িয়ে দেয়। ঐদিন ভোর ৫টায় পাকসেনাদের একটি জীপ দ্রুতগতিতে বিধ্বস্ত হয় এবং ঐ জীপের আরোহী তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের আরেকটি দল সি-এন্ড-বি রাস্তার উপর একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে।

২৫শে আগস্ট সকাল ৮টার সময় পাকসেনাদের একটি ডজ গাড়ি এ্যামবুশের আওতায় এলে গাড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং ডজের আরোহী চারজন পাকসেনাকে (একজন হাবিলদার ও নিজন সিপাই) বন্দি করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ যান থেকে ছ’টি রাইফেল, ২২৫ রাউন্ড গুলি, দুটি পিস্তল ও তিনটি গ্রেনেড হস্তগত করে। কুমিল্লার উত্তরে কামবাড়ি ও আম্রতলী এলাকায় পাকসেনারা প্রায়ই টহল দিতে আসত। পাকসেনাদের এই দলটিকে এ্যামবুশ করার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়। ২৫শে আগস্ট তারিখে আমাদের একটি প্লাটুন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলমের নেতৃত্বে বিকেল চারটায় মর্টারসহ পাকসেনাদের টহল দেয়া রাস্তার পাশে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাকসেনাদের একটি কোম্পানী গোমতী পার হয়ে জামবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের নিকট পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর প্রবলভাবে মর্টারের গুলিবর্ষণ করা হয়। পাকসেনারা এই আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পলায়নপর শত্রুসেনাদের উপর মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে তাদের প্রতি আক্রমণ চালায়। এই এ্যামবুশ ৩০ জন পাকসেনা নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

পাকসেনারা শালদা নদী এবং নয়নপুরে তাদের সরবরাহ নদীপথে পাঠাতো। তাদের এই নদীপথে বন্ধ করার জন্য প্রায়ই পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি পাঠানো হতো। ২৩শে আগস্ট আমাদের এ্যামবুশ পার্টি সেনেরবাজারে অবস্থান নিয়েছিল। সকাল এগারটায় পাকসেনাদের একটা নৌকা সেনেরবাজারের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে আসতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্রুত শত্রুর নৌকার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্যরা নৌকাটিকে তাড়াতাড়ি পশ্চিম তীরে ভিড়িয়ে নৌকা থেমে নেমে গ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার তিন দিন পর আমাদের আরেকটি চহলদার দল ব্রাক্ষ্মণপাড়া গ্রামের নিকট পাকসেনাদের ছ’টি নৌকা নয়ানপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। প্রত্যেকটি নৌকায় ছয় থেকে আটজন করে পাকসেনা ছিল। টহলদার দলটি হাবিলদার সৈয়দ আলী আকবরের নেতৃত্বে সেনেরবাজারের নিকট নদীর পশ্চিম তীরে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। নৌকাগুলি যখন এ্যামুবশের আওতায় আসে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাগুলোর উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রথম নৌকাটি গুলির আঘাতে উল্টে যায় এবং তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট তিনজন আরোহী পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আমাদের আরেকটি দল সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পলায়নপর পাকসেনাদেরকে নাগাইশ গ্রামের কাছে আক্রমণ করে এবং তাদের তিনটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে আঠারজন পাকসেনা পানিতে ডুবে মারা যায়। শুধু দুটি নৌকা থেকে পাকসেনারা রক্ষা পায় এবং নয়ানপুরের দিকে পলায়ন করে। এই সংঘর্ষে আমাদের ছাত্র গেরিলা আবদুল মতিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে শাহাদৎ বরণ করেন।

২৭শে আগস্ট সকালে পাকসেনারা নয়ানপুরের পশ্চিম পাশে শশীদল গ্রামের নিকট তাদের সৈন্য সমাবেশ করে সেনের বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটি মর্টারের গোলার সাহায্যে সেনের বাজারের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের সেনারা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। পাকসেনারা অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়। পরে জানা যায় যে, এই সংঘর্ষে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৮শে আগস্ট পাক-বাহিনী ব্রাক্ষণপাড়া থেকে পাঁচটি নৌকায় শালদা নদীর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে আবার আমাদের এ্যামবুশ পার্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই এ্যামবুশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের পাঁচটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এখানে একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এর ফলে পাকসেনাদের জন্য নদীপথে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে সরবরাহ পুরোপুরিভাবেই বন্ধ হয়ে যায়।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ‘এ; কোম্পানীর একটি টহলদার দল মাধবপুর এলাকার নিকট ২৭শে আগস্ট তাদের গোপন বেইস গড়ে তোলে। এখান থেকে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য সি-এন্ড-বি সড়কে তাদের লোক পাঠায়। ২৮ তারিখে সকাল সাতটায় খবর আসে যে, পাকসেনারা একটি জীপ ও ট্রাকে সি-এন্ড-বি সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তায় মাধবপুরের দিকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের টহলদার দলটি এই সংবাদ পেয়ে মাধবপুর গ্রামের বাইরে কাঁচা রাস্তায় যে পথে পাকসেনারা অগ্রসর হচ্ছিলো সেখানে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। এগারটার সময় পাকসেনাদের জীপ এবং ট্রাকটি এ্যামবুশের আওতায় আসে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টি আক্রমণ চালিয়ে গাড়ি দুটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এই এ্যামবুশে ৯ জন পাকসেনা নিহত এবং ৬জন আহত হয়। কিছুসংখ্যক পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে কুমিল্লার দক্ষিণে আমাদের গেরিলারা তাদের কার্যকলাপ আরো জোরদার করে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি গেরিলা দল বরুরাতে তাদের বেইস-এ যাওয়ার পথে পাকসেনা এবং রাজাকার দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। এই সময় ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, দাউদকান্দি, চাগোরা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে ২০টি রাইফেল এবং প্রচুর গোলাবরুদ আমাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসে ২৯ তারিখে আমাদের মিয়ার বাজার সাব-সেক্টরে খবর আসে যে, পাকসেনারা লাকসাম থানার বুটচি গ্রামে সন্ধ্যা সাতটায় শান্তি কমিটির একটি সভা করার প্রস্ততি নিয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন ইমামুজ্জামান সভাটি পন্ড করার জন্য এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দেয়। পাকসেনা এবং রাজাকাররা সভা শুরু করলে আমাদের প্লাটুনটি তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে ৮ জন পাকসেনা, ৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ এবং ২০ জন রাজাকার হতাহত হয়। শান্তি কমিটির সভাটি আর অনুষ্টিত হতে পারেনি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে।

২৫শে আগস্ট সকাল ৯টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে ব্রাক্ষণপাড়া থেকে ধানদইল গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। আমাদের একটা পেট্রোল পার্টি দূর থেকে পাকসেনাদের অগ্রসর হতে দেখে ধানদাইল গ্রামে এ্যামবুশ পাতে।পাকসেনারা এ্যামবুশের ভিতর এসে গেলে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এতে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অবশিষ্ট সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন আমাদের এই টহলদার দলটি উত্তর নাগাইশ এবং ছোট নাগাইশ গ্রামের মাঝে মালদা নদীর পাড়ে এ্যামবুশ পাতে। সকাল পাঁচটায় আমাদের এ্যামবুশ দল পাকসেনাদের একটি টহলদার দলকে শালদা নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে অগ্রসর হতে দেখে। পাকসেনাদের এই দলটি তাদের কয়েকটা সরবরাহকারী নৌকাকে নয়ানপুর থেকে মন্দভাগের দিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। এই দলটি আমাদের এ্যামবুশ পার্টির আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি নৌকা ধ্বংস এবং ১৪ জন লোক নিহত হয়। পাকসেনাদের অপর পাহারা দল আমাদের এ্যামবুশ পার্টির প্রতি পাল্টা গুলি চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা উভয় পক্ষের মধ্যে গোলা বিনিময় চলতে

থাকে। নয়ানপুর থেকে আরো দুটি নৌকায় পাকসেনারা তাদের দলটিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হয়। প্রথম নৌকাটি আমাদের গুলিতে ডুবে যায় এবং ৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। অন্য উপায় না দেখে দ্বিতীয় নৌকার সৈন্যরা তীরে নেমে পালিয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা সমস্ত দিন এবং রাত হরিমঙ্গল, শশীদল এবং সেনের বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের সেনের বাজার এবং গৌরাঙ্গল অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। পরের দিন সকাল ৯টায় ৩০ জন পাকসেনা দুটি নৌকায় সেনের বাজার অবস্থানের দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে দুটি নৌকাই ডুবে যায় এবং সকল পাকসেনাই নদীতে ডুবে মারা যায়।

আগস্ট মাসের শেষে ঢাকাতে আমাদের গেরিলাদের শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তারা পাকসেনাদের ঢাকায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাকসেনারা প্রায়ই রাতে ঢাকা শহরে ট্রাকে করে টহল দিতে বেরুতো। টহল দেয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে শহরবাসীদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালাতো।পাকসেনাদের রাতের এই তৎপরতা সীমিত করার জন্য আমাদের গেরিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেসব রাস্তায় সাধারণত পাকসেনারা টহল দিতে গেরিলারা সেসব রাস্তার ওপর বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য রাখে। কোন রাস্তায় কতটার সময় কতগুলো গাড়ি কত গতিতে চলে, কত ব্যবধান দুই গাড়ির ভিতর বিরাজ করে প্রভৃতি তারা সংবাদ সংগ্রহ করে। ২৭শে আগস্ট রাত সাড়ে ১১টায় গ্রীন রোডের (স্টাফ কোয়ার্টারের বিপরীত দিকে) কতগুলো নির্মাণাধীন দোকানের ছাদে আমাদের গেরিলাদল এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। গেরিলারা রাস্তার উপর গাড়িবিধ্বংসী মাইন পেতে রাখে। এরপর এ্যামবুশ পার্টি পাকসেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় পাকসেনাদের ৪/৫টি বেডফোর্ড গাড়ী এবং জীপ তেজগাঁর দিক থেকে গ্রীন রোড হয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম গাড়ীটি যখন এ্যামবুশ সাইট-এর শেষপ্রান্তে পৌঁছে তখন একটি মাইন-এর আঘাতে গাড়ীটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় গাড়ীটির চালক এই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে পাশ কাটতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দালানের সঙ্গে ধাক্কা মারে, ফলে এই গাড়ীটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পেছনে পেছনে পাকসেনাদের আরেকটি জীপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মাইনের আঘাতে সেটিও উল্টে যায়। যেসব পাকসেনা ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীগুলোতে অক্ষত অবস্থায় ছিল তারা গাড়ী থেকে বেরুবার চেষ্টা করে এবং গুলীবষর্ণ করতে থাকে। আমাদের এ্যামবুশ পার্টির গেরিলারা ছাদ থেকে তাদের উপর গ্রেনেড আক্রমণ চালায় এবং গুলি ছুড়তে থাকে। এর ফলে অধিকাংশ পাকসেনা হতাহত হয়। পেছন থেকে আরো একটি গাড়িতে পাকসেনারা ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। এবং গাড়ী থেকে নেমে আমাদের গেরিলাদের উপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন কোন উপায় না দেখে তারা ক্যান্টমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। গোলাগুলির শব্দে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তারা ২৪ জন পাকসেনার মৃতদেহ ও ৪১ জনকে আহত অবস্থায় এবং দুটি বিধ্বস্ত ট্রাক এবং একটি জীপ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। আমাদের পক্ষে দুজন সামান্য আহত হয়। আমাদের গেরিলারা কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রীন রোডের পিছনে দিকের নিচু জায়গা দিয়ে নিরাপদে চলে আসতে সক্ষম হয়। পরের দিন এউ খন্ডযুদ্ধ এবং পাকিস্তানীদের দুরবস্থার কাহিনী হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে জানতে পারে। এই সংবাদ সমস্ত ঢাকায় মুহূতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঢাকা শহরের মুক্তিকামী জনগণের মনে আশার সঞ্চার হয়। দুদিন পরে ঢাকার গেরিলারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে এবং আরো কয়েকটি কলেজে আক্রমণ চালায়। তারা পরীক্ষার খাতাপত্র জ্বালিয়ে দয়ে। টঙ্গী এবং জয়দেবপুরের মাঝে দুটি বিদ্যুতের পাইলনও তারা উড়িয়ে দেয়। ২রা সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানীদের একটি জীপ যখন গ্রীন রোড দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমাদের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জীপটির ভিতর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে চারজন পাকসেনাকে নিহত করে। গ্রেনেড নিক্ষেপে জীপটির আংশিক ক্ষতি হয়।

এছাড়া ঢাকার গেরিলা দল পশ্চিম পাকিস্তানী একটি পুলিশের দলকে কলাবাগানের কাছে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দশজনকে নিহত করে। কালিগঞ্জ-ডেমরা এবং কালিগঞ্জ-টঙ্গীর মধ্যস্থিত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের চারটি পাইলন উড়িয়ে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল রূপগঞ্জের নিকট নদীর পাড়ে পাকসেনাদের যাতায়াতের

রাস্তায় একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। ১লা সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় কালিগঞ্জ থানার দারোগা, ৭০ জন পাকসেনা এবং ৭০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ মুক্তিবাহিনীর সম্পর্কে তদন্তের জন্য ঢাকা থেকে কোন দূরবর্তী গ্রামে নৌকাযোগে যাচ্ছিলো। নৌকাটি যখন এ্যামবুশের আওতায় পৌঁছে তখন গেরিলারা নৌকার উপর হালকা মেশিনগান দ্বারা গুলি চালায়। গুলিতে নৌকার আরোহী পাকসেনা, পশ্চিম পাকিস্তানী এবং দারোগা নিহত হয় এবং নৌকাটি ডুবে যায়। ঢাকার আজিমপুরে গেরিলারা অতর্কিতে একটি রাজাকার দলের উপর আক্রমণ চালিয়ে চারজন রাজাকারকে নিহত এবং চারটি রাইফেল ও ৬০ রাউন্ড গুলি দখল করে। টঙ্গীতেও একটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে গেরিলারা কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে চারটি রাইফেল দখল করে নেয়। ডেমরার নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল ১৩ই আগস্ট বিকাল তিনটার সময় পাক বিমান বাহিনীর একটি জীপ এ্যামবুশ করে ধ্বংস করে দেয়। এ্যামবুশে ৪ জন বিমান বাহিনীর এবং সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সৈনিক নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে অনেক কাগজপত্র, পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি রিভলবার দখল করা হয়। দখলীকৃত কাগজপত্র আমাদের হেডকোয়ার্টার-এ গেরিলারা পাঠিয়ে দেয়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকসেনাদের কোন গুপ্তচর আমাদের ঢাকার গেরিলাদের ধোলাই খাল ঘাঁটি পাকসেনাদের অবহিত করে। সংবাদ পেয়ে পাকসেনারা ২০/২৫টি ট্রাকে ধোলাই খালে আমাদের ঘাঁটিটি আক্রমণের জন্য আসে। পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে আমাদের গেরিলারা কোন উপায় না দেখে তাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষ পাকসেনাদের প্রায় ৪০-৪৫ জন হতাহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। অপরদিকে আমাদের দু'জন গেরিলা মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রবল চাপের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের গেরিলারা সাঁতরিয়ে ধোলাইখাল পার হয়ে ধোলাইখাল অবস্থাটি পরিত্যাগ করে। পিছু হটার সময় একটি ২" মর্টার, ৩টি ম্যাগাজিন খালে ফেলে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পরদিন পাকসেনারা সেগুলি উদ্ধার করে এবং তাদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। এর পরদিন আমাদের গেরিলারা সূত্রাপুর থানার আক্রমণ চালিয়ে দুজন পাকসেনাকে নিহত করে। সূত্রাপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং ওসি গুরুতরভাবে আহত হয়।

আগস্টের শেষের দিকে আমাদের ২/৩ জন গেরিলা এবজন মেজর ও দুইজন ক্যাপ্টেনকে(পাক গোলন্দাজ বাহিনীর) একটি জীপে করে আজিমপুরের নিকট এসে জীপ থেকেনেমে দূরে কোন এক বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে আমাদের গেরিলারাও সেই বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা বুঝতে পারে যে অফিসাররা ঐ বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ গেরিলারা অফিসারদেক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। গেরিলারা পাক অফিসারদের মৃতদেহ দূরে অপেক্ষমাণ পাক জীপের মধ্যে রেখে দেয় এবং নিরাপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে। পাক-পুলিশের একটি টহলদার দলকে আমাদের ধানমন্ডির গেরিলারা প্রতিদিন ধানমন্ডি সাত-মসজিদ রোড ও নিকটবর্তী রাস্তায় টহল দিতে দেখে। আমাদের গেরিলারা ২৫শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১৮ নং রোডের মোড়ে একটি চলন্ত গাড়ি থেকে স্টেনগানের গুলি দ্বারা ৯ জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে। গুলির সংবাদ পেয়ে নিকটবর্তী টহলদারী পাকসেনারা জীপ নিয়ে গেরিলাদের পিছু ধাওয়া করে। গেরিলারা গাড়ী থেকে গুলি ছুড়ে জীপের ড্রাইভারকে নিহত করে। এ সময় দ্রুত গতিসম্পন্ন চলন্ত জীপটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং পার্শ্ববর্তী দেয়ালে প্রচণ্ডভারে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। এর ফলে গাড়ির আরোহী দুজন পাকসেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়। এই গেরিলাদের নেতৃত্ব দেয় রুমী (শহীদ, বীরবিক্রম)। পাকসেনারা পরে রুমীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আগস্টের ২৯ তারিখে ছ'জনের একটি গেরিলা দল ঢাকার সৈয়দাবাদ সেতুটি এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ঐ সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় গেরিলারা একটি বাসে দুশো মণ পাটসহ লতিফ বাওয়ানী জুটমিলে যাওয়ার পথে বাসটিকে ধ্বংস করে দেয়। বরাইদের নিকট আরো তিন শ' মণ পাট ফসফরাস বোমা ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গেরিলারা নারায়ণগঞ্জের জিএমসি ঘাটে পাঁচ হাজার বেল বহনকারী কামচাম ফ্ল্যাটটি ডুবিয়ে দেয়। এর-সি-এম জুটমিলের শ্রমিক (আমাদের একজন গেরিলা) ফসফরাস ৮০ গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আর-সি-এম মিলের গুদামস্থিত প্রায় ১ লাখ মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরে জানা যায় যে,

দমকল বাহিনীর সাতটি গাড়ি ৩/৪ ঘণ্টা চেষ্টা করেও সেই জ্বলন্ত পাটের অগ্নিনির্বাপণে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্তপাট পুড়ে যায়।

৩০শে আগস্ট আমাদের গেলিারা আড়াই হাজার থানা অতর্কিত আক্রমণ করে থানার দারোগাকে নিহত করে। গেরিলারা থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। এর পরদিন গেরিলারা একজন পাক দালালের দু'লাখ টাকা মূল্যের সুতাবাহী নৌকা ডুবিয়ে দেয়। তারা থানা থেকে ৮টি রাইফেল, ৫টি শর্টগান এবং ৪০ রাউন্ড গুলি দখল করে। এই খবর পেয়ে নরসিংদী থেকে পাকসেনাদের একটি কোম্পানী ঘটনাস্থলে দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলারা আগে থেকেই এর জন্য প্রস্ত্তত ছিল। পুটিয়রের নিকট আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদেরকে আক্রমনের জন্য এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা এ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে গেরিলারা গুলি চালায়। চার ঘণ্টা সংঘর্ষের পর ৩৩টি মৃতদেহ ফেলে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নরসিংদীর দিকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে পাকসেনাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সেলিমও নিহত হয়। মদৃদেহ থেকে পরিচয়পত্র অন্যান্য কাগজপত্র উদ্ধার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা হস্তগত করে। গেরিলারা নরসিংদীর বিভিন্ন মিলে গ্রেনেড এবং মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে মিলের ভিতর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে পাকসেনারা একে একে সব মিলগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদিতে (ঘোড়াশালের নিকট) তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে দুপুর আড়াইটায় আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের এই ক্যাম্পটি অতর্কিতে আক্রমণ করে। সাতজন পাকসেনা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গেরিলারা ঝিনারদি রেল স্টেশনটিকে ধ্বংস করে দেয়। স্টেশনের টেলিফোন যোগাযোগের সেটটিও তারা ধ্বংস করে দেয়। টিকিট ও অন্যান্য কাগজপত্রও তারা জ্বালিয়ে দেয়। ক্যাম্প থেকে আমাদের গেরিলারা একটি হালকা মেশিনগান, ১১টি রাইফেল, হালকা মেশিনগানের ৪,৫০০ গুলি, ১টি স্টেনগান, ১০০ রাইন্ড স্টেনগানের গুলি, ১৪টি বেল্ট, ২৬ জোড়া বুট, ১৭ ব্যাগ আটা, ১১ পেটি দুধের টিন এবং আরো অন্যান্য জিনিসপত্র দখল করে এবং কয়েকদিন পর পাকসেনারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা ইউনিট হেডকোয়ার্টারে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। আমাদের গেরিলা দুর্জয় সাহসের সঙ্গে তাদের সে আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং আক্রমণ প্রতিহত করে। দু ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। ১৪ই আগস্ট পাকসেনাদের একটি দল ঝিনারদি স্টেশনের কাছে একটি গ্রামে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে আসে। এই খবর পেয়ে আমাদের একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের উপর আকমণ চালায়। পাকসেনারা তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর দুটি মৃতদেহ ও কয়েকটি আহত সেনাকে ফেলে নরসিংদী-তারাবো সড়কে পাঁচদোনার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে প্রহরারত পাকসেনাদের একটি দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টা চলে। আমাদের আক্রমণ প্রবল হওয়ায় আহত পাকসেনাদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শোনা যায়। এমন সময় চার ট্রাক পাকসেনা তাদের সাহায্যে সেখানে উপস্থিত হয়। পাকসেনারা ভারী অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ভারী অস্ত্রের মোকাবিলা করতে না পেরে আমাদের গেরিলারা বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসে। পাকসেনাদেরকে পাঁচটি মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাকসেনারা নরসিংদীর নিকটস্থ আমাদের গেরিলা অবস্থানের খবর পেয়ে আগস্টের ২১ তারিখে প্রায় এক কোম্পানী শক্তি নিয়ে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর পাকসেনারা তাদের গোলাগুলি পর পাকসেনারা তাদের গোলাগুলি বন্ধ করে আমাদের অবস্থানের ২/৩ মাইল দূরে থাকতেই আর অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে যায়।

আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু পাকসেনারাও খুব দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মেরামত করে ফেলে। এর ফলে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো

সীমিত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ পায়। পাকসেনাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে আরো বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য নতুন করে আরেকটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের নকশা যোগাড় করি এবং পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, গ্যাসের পাইপ কেটে দিলে সিদ্ধিরগঞ্জ এবং ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। হানাদার কর্তৃপক্ষ এইসব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র চালাবার ব্যবস্থা করলে তাদের তেলের সংকট দেখা দেবে। পাইপলাইন উড়িয়ে দেবার জন্য নরসিংদী এবং রূপগঞ্জের গেরিলাদের নির্দেশ দেই। আমার নির্দেশ অনুযায়ী ২০শে আগস্ট রাত ১টায় নরসিংদী গেরিলা ইউনিটের ডিমোলিষর পার্টি তিতাস গ্যাস লাইন বারুদ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। এই অপারেশন পুরাপুরি সফল হয়। বিস্ফোসণের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা প্রায় ১০ মাইল দূর থেকে দেখা যায় এবং ৬/৭ মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘোড়াশালের উত্তরে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নরসিংদী, ঘোড়াশাল এবং পাঁচদোনাতে অবস্থানরত পাকসেনারা এই বিস্ফোরণের বিকট শ্বদ ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনিসপত্র ফেলে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায় যে, পাকসেনারা ধারণা করছিল ভারতীয় বিমান বোমা ফেলেছে। এর পরদিন আশুগঞ্জের নিকট কয়েক জায়গাতে পাইপ লাইন উড়িয়ে দেয়া হয়। এই গ্যাসের পাইপলাইন মেরামত করতে বেশ ক'দিন সময় লাগে। ততদিন শিল্প-কারখানাগুলো বন্ধ থাকে।

রূপগঞ্জের একটি গেরিলা দল ২২শে আগস্ট রাতে নরসিংদী এবং ঝিনারদি রেলস্টেশনের মাঝে রেল লাইনের নীচে মাইন পুঁতে রাখে। রাতে একটি ট্রেন দুটি বগীসহ সেখানে দিয়ে চলে যায়। ট্রেন এবং বগী দুটি চলে যাবার সাথে সাথেই মাইনটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রেনটির ক্ষতি না হলেও রেল লাইনের অনেকখানি ধ্বংস হয়। আমাদের বৈদ্যেরবাজার থানার গেরিল-দল সোনারগাঁও এবং সি-এন্ড-বি রোডের অনেক জায়গায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ই আগস্ট রাতে পাকসেনাদের একটি ট্রাক মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং সাথে সাথে ১১ জন পাকসেনা ও তিনজন রাজাকার নিহত হয়। ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তার বাতেরচরের নিকটস্থ সড়কসেতুতে অবস্থারত পাকিস্তানীদের ওপর আমাদের গেরিলারা ৩১শে আগস্ট অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষে কয়েকজন পাকসেনা এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলারা সেতুটির ৬০ ফুট লম্বা স্প্যান উড়িয়ে দেয়। তার পরদিন রাতে ঢাকা-দাউদকান্দি সড়কে বারুনিয়া এবং ভবেরচর সেতু দুটিও বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা-কুমিল্লা রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পাকসেনারা ভবেরচর সেতুর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য ফেরীর বন্দোবস্ত করে। সেপ্টেম্বরের দু'তারিখে আমাদের গেরিলারা ফেরীঘাট আক্রমণ করে এবং ফেরীটি ধ্বংস করে দেয়। এই আক্রমণে ফেরী থেকে চারটি ব্যাটারী মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়।

নারায়নগঞ্জ-দাউদকান্দী সড়কে গজারিয়াতে পাকসেনাদের একটি পোস্ট-চৌকী ছিল। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ রাত ৮টায় আমাদের গেরিলাদের একটি দল সেই চৌকি আক্রমণ করে। এক ঘন্টা যুদ্ধে তিনজন ইপিকাফ নিহত ও একজন বন্দী হয়। এখান থেকে ২০০ রাউন্ড গুলিসহ ১১ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ঢাকার মুন্সীগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ মহকুমার গেরিলারাও তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের একটি দল হরিরামপুর থানার নিকট পাকসেনাদের একটি লঞ্চ আক্রমণ করে। লঞ্চে পাকসেনারা হরিরামপুর অবস্থান থেকে তাদের সৈনিকদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছিলো। এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাসেনারা আর অগ্রসর হতে না লঞ্চ নিয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এর পরদিন হরিরামপুর থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন পাকিস্তানী পুলিশ আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশদের নিহত করে আমাদের গেরিলারা তিনটি রাইফেল দখল করে নেয়। ঘিওর থানাতেও পাকসেনারা একটি টহলদারী দলের উপর আমাদের গেরিলারা আক্রমণ চালিয়ে ৮ জন নিহত করে

এবং ৮টি রাইফেল দখল করে। সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে নওয়াবগঞ্জ থানা আমাদের গেরিলারা আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সেখানকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের গেরিলারা লৌহজং, শিবালয়, সিরাজদীখান এবং শ্রীনগর থানাগুলিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক পুলিশ হত্যা করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহে শিবালয় থানার গেরিলা দল পাকসেনাদের একটি প্লাটুনকে টহল দেয়ার সময় এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়। পাকসেনারা ঢাকা থেকে আরো সৈন্য এনে শিবালয়ে আমাদের গেরিলা দলটির ঘাঁটিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে ১০ জন পাকসেনা এবং ১১ জন রাজাকার নিহত হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের গেরিলারা মালোচিন বাজারে অবস্থানরত পাক পুলিশের একটি দলকে আক্রমণ করে ১৯ জন পাক পুলিশকে নিহত এবং তিনজনকে আহত করে। ঘোড়াশালের গেরিলা দল ৯ই আগস্ট রাতে আড়াইহাজার থানার নিকটে পুরিন্দা বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনে আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার দুই দিন পর সিদ্ধেশ্বরী-ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ক্ষতিসাধন করে। গেরিলা দল মাশরেকী জুট মিলস লিমিটেডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সাবস্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। ফলে ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকারখানাগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা রূপগঞ্জের নিকট যে গ্যাসলাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকসেনারা পশ্চিম পাকিস্তানী প্রকৌশলীদের দ্বারা তা মেরামত করে নেয়। এই সংবাদ আমার হেডকোয়ার্টারে যথাসময়ে পৌঁছে। এই গ্যাসলাইনকে পুনরায় ধ্বংস করার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড়াশালের গেরিলাদেরকে গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাঝে ক্ষতি করার জন্য নির্দেশ দেই। ঘোড়াশালের নিকট গ্যাসলাইনটি মেঘনা নদীর মাছ দিয়ে গেছে। নির্দেশ অনুযায়ী গেরিলারা লাইনটির পথ গোপনে অনুসন্ধান করে। ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে নৌকার সাহায্যে নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যায় এবং প্রায় ১৫/২০ ফুট পানির নীচে অবস্থিত গ্যাস পাইপে ডিমোলিশন দ্বারা 'ডিলে সুইচ' (বিলম্বে কার্যকরী সুইচ)-এর সাহায্যে পাইপটি উড়িয়ে দেয়। ফলে গ্যাস পাইপের ভিতর পানি ঢুকে যায়। এতে গ্যাস সরবরাহ অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইহাজার থানার গেরিলারা জানতে পারে যে, পাকসেনারা কামানদি চরে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় লোকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারে যে, পাকসেনারা নিকটস্থ গ্রাম থেকে মেয়েদের তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ২৯ জন গেরিলার একটি দল ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাঁচজন পাকসেনা এবং ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। গেরিলারা ক্যাম্প থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করে তাদের স্ব স্ব বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়।

পাকসেনারা সিরাজদীখান থানার আবদুস সালাম নামক আমাদের আকজন গেরিলাকে গ্রেফতার করে তালতলা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন গেরিলার একটি দল পরদিন রাত সাড়ে আটটায় এই ক্যাম্পটির উপর আক্রমণ চালায়। তারা প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর একজন পাকিস্তানী সুবেদার-মেজরসহ কিছুসংখ্যক পাকসেনা, পাক পুলিশ ও রাজাকারকে হতাহত করে আবদুস সালামকে উদ্ধার করে আনে। এই ঘটনার এক দিন পর নওয়াবগঞ্জ থানার গেরিলারা একটি লঞ্চকে (এম এল পয়েন্টার) পাকসেনা বহন করে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছ'টার সময় লঞ্চটি যখন গালিমপুরের নিকট পৌঁছে তখন আমাদের গেরিলারা লঞ্চটির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে প্রথমেই পাকসেনাদের কিছু লোক হতাহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটিকে পিছু হটিয়ে পাড়ে অবতরণের চেষ্টা করে। আমাদের গেরিলারা আবার তাদের উপর আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ ২৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের গেলিলারা পাকসেনাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে পিএসএস ৯১৩৩ ক্যাপ্টেন জাফর আলী খান, সুবেদার আবদুল্লা, ৪৪ জন পাকসেনা এবং একজন বাঙ্গালী পথপ্রদর্শক পুলিশ নিহত হয়। লঞ্চটিকে পরে ডুবিয়ে দেয়া হয়। আমাদের দু'জন গেরিলা আবদুর রহিম এবং মুহম্মদ আলী শহীদ হন। এই

খবর পেয়ে পাকসেনারা আরেকটি লঞ্চে করে বড় খাল দিয়ে নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের গেরিলাদের ৪০ জনের আরেকটি দল পাকসেনাদের লঞ্চটিকে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০ টার সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ৩ জন পাক সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা লঞ্চটির দিক পরিবর্তন করে দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যায়। ২৭ শে সেপ্টেম্বর দুপুর ১টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল নওয়াবগঞ্জের দিকে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। এই সংবাদ নওয়াবগঞ্জের গেরিলা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ৫০ জনের একটি শক্তিশালী দল গালিমপুরের নিকট পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাকসেনারা গালিমপুরে এ্যামবুশের আওতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলারা তাদের উপর আক্রমন চালায়। আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে তাদের কিছু আহত লোককে নিয়ে পালিয়ে যায়।আমাদের গেরিলারা একটি এলএমজি, ৩টি ষ্টেনগান, প্রচুর গুলি ও বেশকিছু রাইফেল দখল করে। এর দু'দিন পর পাকসেনারা আরো শক্তিশালী হয়ে বড় খাল এবং আড়িয়াল বিল দিয়ে আবার অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে আমাদের গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ করে। গেরিলারা তাদের এই চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়। প্রায় তিনদিন ধরে পাকসেনারা অগ্রসরের চেষ্টা চালিয়ে যায়। তিনদিনের যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। অপর পক্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং কিছুসংখ্যক গেরিলা আহত হয়। অক্টোবরের প্রথম তারিখ পর্যন্ত নওয়াবগঞ্জের সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। দোহার থানার পাকসেনারাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৭ শে সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি দল মাগুলা বাজার থেকে তাদের রসদ নিয়ে দোহার থানার ক্যাম্পে যাবার পথে আমাদের গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণে ১৪ জন পাক সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনাদের সমস্ত রসদ মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এরপর দোহার থানার পাকসেনাদের ক্যাম্পের সৈনিকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্যাম্পের বাইরে আসা বন্ধ করে দেয়।

২৪ শে সেপ্টেম্বর লৌহজং থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ১৮ হাজার মণ পাটবাহী একটি জাহাজ পদ্মা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাকিস্তানীরা আবার ঢাকাতে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং ঢাকা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করে তোলে। পাক সামরিক জান্তা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। এ সময় আমরা ভবিষ্যতে ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ফলে ঢাকা শহরে আমাদের গেরিলাদের কার্যকলাপও কিছুটা শিথিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হানাদার বাহিনীর স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টার খবর পেয়ে আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে একটি গেরিলা দলকে একটি বিশেষ মিশনে প্রেরণ করি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলাদল একটি গাড়ীর পেছনে ২৫ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ নিয়ে গাড়ীটিকে তদানীন্তন ইপিআইডিসি এবং হাবিব ব্যাংকের সামনে পার্ক করে রাখে।

সে সময় এই ব্যাঙ্কে যথেষ্ট পরিমাণ পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর আনাগোনা ছিল। এছাড়াও এই ব্যাঙ্কটি পাকিস্তানীদের বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে অর্থ পাচারে সাহায্য করছিল। গেরিলারা দুপুর সাড়ে এগারটার দিকে গাড়িতে ভর্তি বিস্ফোরণের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে এই গাড়ীর পার্শ্ববর্তী পার্ক করা ১০/২০ টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং হাবিব ব্যাঙ্কের বেশ ক্ষতি হয়। বিস্ফোরণে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আহত হয়। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এবং ধ্বংস দেখে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সমস্ত জনতা ছুটে পালায় এবং সকল ব্যবসা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা এলাকা জনশূণ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা স্বীকার করা হয়। হেডকোয়ার্টার থেকে দুটি ৮১ এম-এম মর্টরসহ একটি ডিটাচমেন্ট ঢাকাতে পাঠানো হয়। এই ডিটাচমেন্টকে ঢাকা বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পাকসেনাদের ওপর এবং পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর ঘাঁটির উপর রকেট নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়। আমাদের এই দলটি হেডকোয়ার্টার থেকে ঢাকার পূর্বে এসে

তাদের বেইস স্থাপন করে। এর পর একটি ছোট রেকি (অনুসন্ধানী) দল বিমান বন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে ৩/৪ দিন অনুসন্ধান চালায়। এই সময় পাকসেনারা বিমান বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাঙ্কার তৈরী করে এবং টহল দিয়ে আমাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। যেহেতু মর্টারের রকেট চার হাজার গজ দূরত্বের বেশী নিক্ষেপ করা যায় না এবং মর্টার ফায়ার করার সময় ফ্লাশ দেখে এবং মর্টার পজিশন থেকে শব্দ শুনে পাকিস্তানী টহলদারী সৈনিকরা এর অবস্থান খুঁজে বের করতে পারে সেহেতু অনুসন্ধান চালাবার পর আমাদের দলটি বাড্ডার নিকট থেকে ৯ই অক্টোবর রাত ১টা ৪০মিনিটের সময় মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুর করে। ৬টি গোলা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি লাইনের মধ্যে পড়ে। এতে ১৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। কয়েকটি গোলা বিমান বন্দরে নিকটে পড়ে কিন্তু কোন এয়ারক্রাফট-এর ক্ষতি সাধিত হয়নি। আরো কয়েকটি গোলা পাক টোব্যাকো কোম্পানীর ফ্যাক্টোরীতে পড়ে।এতে ফ্যাক্টরীর বেশ ক্ষতি হয়।কয়েকটি গোলা মহাখালী হাসপাতালের নিকটে রাস্তায় পড়ে। এই অতর্কিত মর্টার আক্রমণের ফলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে আমাদের কাছে খবর পোঁছে যে, পাকিস্তানীরা ভেবে ছিল মুক্তিবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেণ্ট আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত পাকসেনারা চর্তুদিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে- স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ট্যাংসহ গুলশান এবং ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় সমস্ত রাত পাগলের মত ছুটাছুটি করতে থাকে এবং সারারাত গোলাগুলি চালায়। আমাদের দলটি আরো কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করে পাকসেনাদেরকে আরো ব্যতিব্যস্ত করে সেখান থেকে সরে পড়ে।

১১ই অক্টোবর দুপুর ১২টায় আমাদের গেরিলারা তিতাস গ্যাস পাইপ লাইন আবার বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে ঢাকার গ্যাস সরবরাহ পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পিলখানাতে অবস্থান করছিল। পিলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে পাকসেনাদের অনেক গাড়ি যাতায়াত করতো। আমাদের আজিমপুরের গেরিলা দল সেই রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। ১৬ই অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টায় পাকসেনাদের একটা জীপ এই রাস্তায় টহল দেবার সময় মাইনের আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪ পাকসেনা নিহত এবং দুজন গুরুতররুপে আহত হয়। এর একদিন পর দুজন পাক পুলিশ মিরপুর রোডে টহল দেবার সময় ধানমন্ডির নিকট আমাদের গেরিলাদের হাতে নিহত হয়।

ঢাকার শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং পাকসেনাদের নাজুক অবস্থা বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলি থেকেও ব্যাপক প্রচার করা হয়। এছাড়া এসব খবর ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়। ফলে হানাদার অধিকৃত এলাকার জনগনের মনেও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে নতুন আশার সৃষ্টি হয়।

৩০শে আগস্ট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল শালদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে সমবেত হয় এবং বিধ্বস্ত রেলওয়ে সেতুর উপর বাঙ্কার তৈরী করার প্রস্তুতি নেয়। আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি তাদের উপর গুলি চালিয়ে বেশকিছু পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা পিছু হটে যায়। পরদিন সকাল আটটায় পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে আবার বাঙ্কার তৈরী করার চেষ্টা করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ৬ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো অনেক হতাহত হয়। এরপর পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামানগুলি এরপর ৪র্থ বেঙ্গলের ‘এ’ কোম্পানীর অবস্থানের উপর ব্যাপকভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এতে আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ২/৩জন আহত হয়। পাকসেনাদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কোনাবন থেকে ক্যাপ্টেন গাফফার ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানীকে চাঁদলাতে পাঠান। এই কোম্পানীটিও ৩০শে আগস্ট বিকাল ৪টায় পাকসেনাদের একটি দলের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৯জন পাকসেনা ও ২৪ জন রাজাকারকে নিহত করে। সংর্ঘষে অনেক পাকসেনা আহত হয়। পরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে একটি হালকা মেশিনগান, ৩টি রাইফেলসহ অনেক গোলাবারুদ আমাদের সৈনিকরা

দখল করে। এর পর দিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের একটি দলকে মন্দভাগ বাজারের পূর্ব পাশে শালদা নদীতে আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নৌকাযোগে মন্দভাগ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আক্রমণে একটি নৌকা ডুবে যায় এবং ২০জন পাকসেনা নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা মন্দভাগ, সেনেরহাট, চাঁদলা প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত আমাদের অবস্থানের ওপর তাদের চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকে। ৩০শে আগস্ট বিকাল ৪টার সময় পাকসেনারা চারটি নৌকা বোঝাই করে এসে ছোট চাঁদলার নিকট অগ্রসর হবার চেষ্টা করে।আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। এরপর সেনারা আমাদের অবস্থানের ওপর ব্রাহ্মণপাড়া এবং শাকুটিতে অবস্থিত মর্টার এবং কামানের সহায়তায় চড়াও হবার চেষ্টা করে। আমাদের সৈনিকরাও সাহসের সঙ্গে পাকসেনাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে। উল্লেখ্য যে, পাকসেনারা প্রায় তিন কোম্পানী সৈন্যশক্তি নিয়ে এই আক্রমণ পরিচালনা করে। সারা রাত ধরে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ ৩০জন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কিছু আহত হয়। পাকসেনারা পরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের দু'জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর ভাবে এবং ৬ জন সামান্য আহত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাকসেনারা আমাদের চালনা ও শীতলা অবস্থানের ওপর দু'দিক থেকে আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। পাকসেনাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয়-তবে সঠিক ক্ষতির পরিমান জানা সম্ভব হয়নি। পরাজয়ের গ্লানিতে পশ্চাদপসরণকারী পাকসেনারা মনের আক্রোশে ব্রাহ্মণপাড়া, ছোট চাঁদলা এবং পার্শ্ববতী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় ও নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। দুই-তিন দিন বিরতির পর পাকসেনারা আবার আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সেনেরহাট অবস্থানটি দখল করে নেবার জন্য পাকসেনারা সেনেরহাট পশ্চিমে এবং শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। তারা দু'দিকে থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। পাকসেনাদের সমাবেশের কৌশল দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, পাকসেনারা মন্দভাগের পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলকৃত সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে তাদের পক্ষে কসবা এবং মন্দভাগ পুনর্দখল করা সহজ হবে। পাকসেনাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমরা সেনেরহাট অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করে তুলি। ৮ই সেপ্টেম্বর সকালে পাকসেনারা তাদের নয়ঘরে অবস্থিত ১২০ এম এম মর্টার, ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কামান এবং শশীদলে অবস্থিত ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে আমাদের সেনেরহাট অবস্থানের ওপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে-সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা সেনেরহাট অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।পাকসেনাদের কামানের গোলায় আমাদের বেশকিছু লোক শহীদ ও আহত হয়। পাকসেনাদের রকেট লাঞ্চারের গোলায় আমাদের ৪টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের দেড়শ গজ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমাদের সৈনিকরা এতটুকু মনোবল না হারিয়ে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। আমাদের সৈনিকদের গুলিতে অগ্রসরমান অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। আমাদের মুজিব ব্যাটারী গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের উপর গোলাবর্ষণ করে অনেক পাকসৈন্যকে হতাহত করে। পাকসেনারা সমস্ত দিন তাদের আক্রমন চালিয়ে আমাদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে এবং তাদের অনেক হতাহত হওয়াতে সন্ধ্যায় তাদের আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর পরদিন পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ এবং মইনপুর অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমনও একইভাবে প্রতিহত করা হয়। যাবার পথে পরাজয়ের আক্রোশে সকাল সাতটার সময় পাকসেনাদের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য প্রবল কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের মইনপুরের অবস্থানেরর ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের্প্রায় ৪০ জন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের সৈন্যরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেই আক্রমণকেও প্রতিহত করে। আমাদের পক্ষে আমাদের অবস্থানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের সৈনিকরা সে অবস্থান পরিত্যাগ করে ৬০০ গজ পিছে বায়েকের নিকট জেলা বোর্ডের রাস্তায় নতুন অবস্থান গড়ে তোলে। পাকসেনারা এই অবস্থানের ওপরও আক্রমণ চালায়। তাদের সেই আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে

প্রতিহত করে। পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা মনরা, বাগরা, নাগাইশ, ডুশিয়া, আরাডুয়শিরা, ধান্দুহল, সিদলাই প্রভৃতি প্রায় একুশটিচ গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি ৩'' মর্টার ও ৬৫ এমএম আর আরসহ পাকসেনাদের অবস্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন। এই দলটি শালদা নদীর উত্তর তীর দিয়ে লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং দু'দিন রেকি করার পর ১১ই সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এতে শত্রুদের দুটি বাঙ্কার রকেটের গোলায় ধ্বংস হয়। গোলার আঘাতে ১১ জন শত্রুসৈন্য নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। পাকসেনারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামের মধ্যে কামানের গোলাবর্ষণ করে। এরপর আমাদের রেইডিং পার্টি ১৪ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় কায়েকপুরে পাকসেনাদের আরো দু'টি বাঙ্কার রকেটের সাহায্যে ধ্বংস করে। এতে ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার সময় আমাদের আরেকটি রেইডিং পার্টি লক্ষ্মীপুরের নিকট পাকসেনরাদের দুটি বাঙ্কার অতর্কিত আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। এতে ৩ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ন আহত হয়।১৯শে সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় লক্ষ্মীপুরস্থ পাকসেনাদের আরো দু'টি বাঙ্কার রকেটের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে দু'জন পাকসেনা নিহত এবং একজন আহত হয়।

ফরিদপুরে আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৩রা আগষ্ট বিকাল ৪টার সময় আমাদের গেরিলারা মাদারীপুরের ভাঙ্গা এবং মুহাফিজ সেতুগুলোতে পাহারারত শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে তারা সেতুগুলো ধ্বংস করে দেয় ও ৭টি রাইফেল দখল করে। ১০ তারিখে মিঠাপুরের ডাকঘর এবং ইউসুফপুরের তহসীল অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ তারিখ সকাল ৬টায় আমগ্রামের সমাদ্দার সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ঐ দিনই গেরিলাদের আরেকটি দল পাকসেনাদের একটি গাড়ী মাদারীপুর-টেকেরহাট রাস্তায় গাটমাকির নিকট এ্যামবুশ করে। গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ৯ জন পাকসেনা আহত হয়।

২৭শে আগষ্ট আমাদের একটি টহলদার দল পরাশুরাম থানার নিকট পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৭ জন পাকসেনাকে নিহত করে। দুই ঘণ্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনারা মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আরেকটি দল ফেনী-বেলুনিয়া সড়কের ওপর হাসানপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। শালদা নদীর নিকটে আমাদের একটি টহলদার দল দু'জন পাকসেনাকে রাতে টহল দিতে দেখে এ্যামবুশ করে। এই এ্যামবুশে দু'জন পাকসেনাই নিহত হয়। নিহত পাকসেনাদের পকেট থেকে পাওয়া কাজগপত্রে তাদের নাম পাওয়া যায়। এদের একজনের নাম হাবিলদার আবদুল আজিজ এবং অপরজনের নাম ছিল হাবিলদার রহমান গুল। ২০শে সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় পাকসেনাদের একটি দল আমাদের শালদা নদী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের প্রচন্ড গোলাবর্ষণের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফার একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি নিয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর কায়েমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন ভোরে রেকি করার পর সকাল ১০টায় পাকসেনাদের পেছন দিকের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে পাকসেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। আমাদের রেইডিং পার্টির গুলিতে ৩২ জন পাকসেনা নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। এরপর আমাদের দলটি আক্রমণ প্রত্যাহার করে শত্রু অবস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসে। পাকসেনাদের একটি দল কায়েমপুরে তাদের অবস্থানের দিকে নৌকাযোগে অগ্রসর হবার পথে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপরও অতর্কিত আক্রমণ চালায়। দুটি নৌকা আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়।

আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের ওপর তাদের হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। পাকসেনাদের চাপও আমাদের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কমে যায়। পাকসেনারা তাদের বিপর্যস্ত অবস্থানগুলো বাঁচানোর জন্য ভারী তোপের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ কোনাবন এবং শালদা নদীর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। এতে আমাদের ২ জন নন-কমিশণ্ড অফিসার ও ১ জন গোলন্দাজ বাহিনীর ও-পি শহীদ হয়। পাক সেনাদের একটি জঙ্গী বিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর তাদের সেনাদের সাহায্যের জন্য দুপুর দুটো থেকে তিনটা পর্যন্ত আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর ক্রমাগত আক্রমন চালায়। পাকসেনাদের অবস্থানগুলো আমাদের আক্রমণে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে এই এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য ২৭ তারিখে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ তারিখ সাড়ে ১০টার সময় ৪র্থ বেঙ্গলের একটা শক্তিশালী দল উত্তর দিক থেকে কায়েমপুরের শত্রুঅবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ১৫ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। আমাদের কিছুসংখ্যক যোদ্ধাও শহীদ এবং আহত হয়। আমাদের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা তাদের কায়েমপুর ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈন্যরা তাদের পরিত্যক্ত অবস্থান থেকে মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দখল করে নেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে আমাদের সৈন্যরা এইসব অবস্থানগুলো থেকে শত্রুর প্রবল চাপের মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। ফলে শত্রুরা এইসব জায়গা দখল করে নেয়। এর এক সপ্তাহ পরেই আমরা পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাই। এই পাল্টা আক্রমণের ফলে প্রায় ২০১ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮৩ জন আহত হয়, ৭০টি বাঙ্কার ধ্বংস করা হয় এবং অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি সে তুলনায় ছিল অতি অল্প-১০ জন শহীদ এবং ৬ জন আহত হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের দখলকৃত কায়েমপুরা, শ্রীপুর, মইনপুর, কামালপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জায়গা পুনরুদ্ধার করে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত দাউসসহ মন্দভাগের পশ্চিমের বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়। এর ফলে পাকসেনাদের মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং তার পশ্চিমে আশাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের দখলে থাকা এলাকা পুনরুদ্ধারের সমস্ত আশা ও পরিকল্পনা সম্পূণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

কসবার পশ্চিমে টি. আলীর বাড়ির নিকট অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর ওপর আমাদের সৈনিকরা ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছিলো। ২৮শে আগস্ট ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী থেকে একটা প্লাটুন পাক অবস্থানের পিছনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের কাছে খবর ছিল পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে নৌকার সাহায্যে সরবরাহ কাজ চালাচ্ছে। এই প্লাটুনটিকে পাকসেনাদের সরবরাহকারী নৌকাগুলো এ্যামবুশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। প্লাটুনটি ২৯ তারিখ সকালে পাকসেনাদের পেছনে জলপথের ওপরে এ্যামবুশ লাগিয়ে বসে থাকে। বেলা ২-৪০ মিঃ পাকসেনাদের দুটি নৌকা সেদিকে অগ্রসর হয়। এ্যামবুশের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈনিকরা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর তাদের দু'টি নৌকাই ডুবিয়ে দেয়া হয় এবং সেই সঙ্গে ৩০ জন পাকসেনাই নিহত হয়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ হয়। ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানীর আরও দুটি প্লাটুন সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত লাটুমুড়া, তাজিশ্বর, ফতেহপুর, চারনল বগাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণ করে ৩৬ জন খানসেনা ও ১৭ রাজাকারকে নিহত ও আহত করে। পাকসেনারা এই এলাকায় আমাদের সৈনিকদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে একটি শক্তিশালী দল তাজিশ্বর ও বগাবাড়ির দিকে ১১ই সেপ্টেম্বর অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই দলটির অগ্রসরের খবর আমাদের কাছে আগেই পৌঁছে যায়। 'ডি' কোম্পানীর দুটি প্লাটুন বাগাবাড়ির নিকট পাকসেনাদের পথে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১১ তারিখ সকাল ৬টার সময় অগ্রগামী পাকসেনা দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতায় পড়ে যায়। আমাদের সৈনিকরা তাদের অতর্কিত আক্রমণ করে। প্রবল আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে আবার পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন আহত হয়। পাকসেনাদের এই এলাকায় বিপর্যস্ত অবস্থায় তাদের সাহায্যের জন্য ১৩ তারিখে পাকসেনাদের পাঁচটি জঙ্গী বিমান বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের

অবস্থানগুলোর ওপর এক ঘন্টাব্যাপী প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করে। পাকসেনাদের বিমান হামলা আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। তারা তাদের অবস্থান শত্রুর চাপের মুখেও অটল থাকে। পাকসেনাদের সংঘর্ষ উপরোল্লিখিত এলাকায় এর পরেও অব্যাহত থাকে।

পাকসেনারা এই সেক্টরে আরও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। তাদের অবস্থানগুলোর দিকে পাকসেনাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা দেওয়ার জন্য ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী ১৬ই সেপ্টম্বর শত্রু অবস্থানের পেছন ভাগে মেহারী গ্রামে একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। ১৭ তারিখ সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আমাদের আক্রমণের জন্য মেহারীতে আমাদের এ্যামবুশ-এর নিকট সম্মিলিত হয়। পাকসেনারা সমবেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ্যামবুশ পার্টি তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। নিজেদের অবস্থানের এত কাছে তারা আক্রান্ত হবে তা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিকবিদিক হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।পাক গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলাতে তাদেরকে পালাতে সহায়তা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। এই অ্যামবুশে পাক সেনাদের ২১ জন নিহত এবং ৪৩ জন আহত হয়। আমাদের সৈনিকরা নিরাপদে পিছু হটে আসতে সক্ষম হয়। ঐ দিন রাত্রে আমাদের এই দলটি সায়েদাবাদের নিকট পাকসেনাদের একটা ঘাটিঁতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে দুটো জীপ ও ১ টি ৩ টন গাড়ী ধ্বংস করে দেয়। এর পরদিন আমাদের রেইডিং পার্টি চারগাছা বাজারের নিকট পাকসেনাদের একটা টহলদার দলকে এ্যামবুশ করে ২০ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। পাকসেনারা এই সংবাদ পেয়ে তাদের টহলদার দলের সাহায্যার্থে একটি শক্তিশালী দল তিন নৌকা বোঝাই করে চারগাছের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু পৌছার আগেই আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে শিমরাইলের নিকটে এ্যামবুশ করে দুটি নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দু' নৌকা ভর্তি পাকসেনাদের সবাই নিহত হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের ১ জন সৈনিক শহীদ হন। আমাদের সৈনিকদের জন্য এই এলাকার পাকসেনাদের এহেন বিপর্যয়ের ফলে তারা পুনরায় আরো ব্যাপক ভাবে এই এলাকায় সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। এতে আমরা আরেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। ঢাকাতে এবং ফরিদপুরে যেসব গেরিলাদের পাঠানো হতো তারা এই এলাকার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতো। পাকসেনাদের তৎপরতার জন্য সমস্ত অনুপ্রবেশ পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ২২শে সেপ্টম্বর আমাদের ৬০ জন গেরিলার একটি দল চারটি নৌকায় অনুপ্রবেশের পথে পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে দু' টি নৌকা ডুবে যায়। চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। তিনটি ষ্টেনগান, চারটি রাইফেল এবং কিছু টাকা ও ১০০০ গুলি পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। গেরিলারা আহত ও শহীদদের নিয়ে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আমি মেজর আইনুদ্দিনকে যে কোন উপায়ে এই এলাকাকে পুনঃমুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিই। তাকে আরেকটি অতিরিক্ত দল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে কসবা থেকে নবীনগর পর্যন্ত আমাদের তঃপরতা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিই। পাকসেনাদের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর বার বার আক্রমণ করে তাদেরকে এই এলাকা থেকে বিতারিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়। শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মেজর আইনুদ্দীন তার তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১০/১২টির মক্তিশালী রেইডিং পার্টি কসবা, সাইদাবাদ, চরগাছা প্রভৃত এলাকাতে পাঠিয়ে দেয়। এই রেইডিং পার্টিগুলো বিভিন্ন স্থানে পাকসেনাদের উপ অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০ জনকে আহত করে ও ১টি গাড়ী ধ্বংস করে। আমাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সমস্ত এলাকাতে আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ২৪শ সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল ১৭টি নৌকায় আমতাদের একটা রেইডিং পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য নবীনগরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের নৌকাগুলো যখন বিদাকোর্ট গ্রামের নিকট পৌছায় তখন আমাদের সৈনিকরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে পাঁচটি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্তত ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং পঁয়ত্রিশজন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই সকল আক্রমণে সে এলাকার সমস্ত জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং বিপুল আনন্দে

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দিত করে। এর কয়েকদিন পর ৩রা অক্টোবর পাকসেনাদের একটি লঞ্চ, গোলাবারুদ ও রসদ নিয়ে সাইদাবাদ যাবার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মলূগ্রামে আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে লঞ্চটির গোলাবারুদ আগুন লেগে ডুবে যায়। সেই সঙ্গে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও আহত হয়। আমাদের চারজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং দু'জন আহত হয়। এই খবর পেয়ে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আরেকটি লঞ্চযোগে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে পরগাছার নিকট আক্রমণ করে। প্রায় ২-৩ ঘন্ট যুদ্ধের পর অনেক পাকসেনা লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং ডুবে যায়। পাকসেনাদের ৭০/৮০ জন নিহত ও আরো অনেক আহত হয়। লঞ্চটিরও বেশ ক্ষতি হয় এবং বহু কষ্টে বাকী সৈন্যদের নিয়ে লঞ্চটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ঐদিনই বিকেল ৫টার সময় পাকসেনাদের ২০টি নৌকা ও ৩টি স্পীডবোট আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা কসবার নিকট আক্রান্ত হয়। ফলে ৩য় পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জামান ও একজন ক্যাপ্টেন সহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং তিনটি স্পীড বোট ও কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ এই এলাকায় চোট এ্যামবুশ এবং ছোট ছোট আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবরে চারগাছা, মলুগ্রাম, কসবা প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনারদের অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ সৈনিক নিহত হয়। একটি লঞ্চ, তিনটি স্পীডবোট, ১০টি নৌকা ডুবে যায় এবং অন্য আরেকটি লঞ্চ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় লক্ষাধিক পরিমাণের গোলাবারুদ পানিতে ডুবে যায় কিংবা আমাদের দখলে আসে। একজন লেঃ কর্ণেলসহ বেশ ক'জন অফিসার নিহত হয়। এর ফলে এই এলাকায় পাকসেনাদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা অনেক পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে এবং নোয়াখালী এলাকাতেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে তোলে। ৩০শে আগষ্ট সকাল ১০টায় লাকসাম থেকে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল চৌদ্দগামের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি আমাদের অবস্থানের ২০০ গজের মধ্যে পৌঁছালে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমস্ত দিন ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। পাকসেনারা আক্রোশে রাস্তার চতুর্দিকের সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। প্রচন্ড আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের সৈনিকরা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকে। সমস্ত দিনের যুদ্ধে তাদের প্রায় ২০ জন সৈন্য নিহত এবং অনেক আহত হয়। তারা অগ্রসর হতে সক্ষম না হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পরদিন ল্যান্স নায়েক লোকমান আলী ও ল্যান্স নায়েক আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে একটি ডিমোলিশন পার্টিকে চৌদ্দগ্রাম-বাংগোড়া-লাকসাম রাস্তা দিয়ে শত্রুসৈন্যদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে ডিমোলিশন দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। দলটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর তাদের ডিমোলিশন কাজ শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় শান্তি কমিটি ও তাদের লোকেরা পাকসেনা কর্তৃক প্রতিশোধের ভয়ে রাস্তায় ডিমোলিশন লাগাতে বাধা দেয়। ল্যান্স নায়েক স্থানীয় লোকদেরকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বুঝিয়ে বলেন। বোঝানোর পর শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। তারা নিজেরাই রাস্তা খুঁড়ে তিন জায়গাতে ৫০ পাউণ্ডে জিলেটিন এক্সপ্লোসিভ-এর ব্যাগ লাগায় এবং ৮০ ফুট রাস্তা উড়িয়ে দেয়। এতে পার্শ্ববর্তী রাস্তার দু'পাশের পানি রাস্তার খাদে প্রবেশ করে। ফলে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐদিন রাতে আমাদের আরেকটি টহলদার দল কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি দল লাঙ্গলকোট ও লাকসামের মাঝামাঝি রেললাইনের উপর মাইন পুঁতে একটি ইঞ্জিনসহ তিনটি রেলওয়ে বগী ধ্বংস করে দেয়। কাজলপুরের নিকট আরেকটি মালবাহী ট্রেন আমাদের পোঁতা মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়। ফেনী ও লাকসামের মাঝে নাওতি স্টেশনের নিকট ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের ১৪ ফুট রাস্তা ধ্বংস করে দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা-ফেনী রেললাইনের পাশে টেলিফোনের তার কয়েক জায়গায় কেটে দেয়। ৩রা সেপ্টেম্বর আমাদের আর একটি ডিমোলিশন পার্টি লালমাই ও জাঙ্গালিয়া স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে রাস্তার উপর ডিমোলিশন লাগিয়ে রেললাইনের খানিকটা উড়িয়ে দেয় এবং জমুয়া ও বেতুরার রেভিনিউ অফিস পুড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেলুনিয়াতে পাকসেনারা তাদের তৎতপরতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাক সামরিক জান্তা নয়ানপুরের নিকট বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। ঐ দিন রাত প্রায় ৩টার সময় পাকসেনাদের দুটি প্লাটুন সেলোনিয়া নদী অতিক্রম করে। আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনাদের দলটি নৌকাযোগে যখন নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে তখন আমাদের অগ্রবর্তী দল তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়।অবশিষ্ট সৈন্যরা মর্টারের গোলার সহায়তায় পশ্চাদপসরণ করে। পরদিন বিকেল ৪টায় পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল আরো পশ্চিমে মহুরীনদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এখানেও আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। গোলাগুলিতে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ১৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ডভাবে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা টিকতে না পেরে অগ্রবর্তী অবস্থান পরিত্যাগ করে স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসে। পাকবাহিনী তাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখে। সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। আমাদের বীর সৈনিকরা তাদের অবস্থান থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের আক্রমণকে দেড় ঘন্টার যুদ্ধে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয় ও পরে আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে ছাত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পাকসেনারা পরশুরামের নিকট সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পরশুরামে মোতায়েন করে। ৯ই সেপ্টেম্বর আমাদের খবর সংগ্রহকারী লোকেরা জানতে পারে যে পাকসেনারা বেশ কয়েকটি ১০৫ এর এমএম কামানসহ সালিয়ার নিকট অবস্থান নিচ্ছে। পাকসেনাদের তৎপরতা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মুহুরী নদীর পূর্ব পাড়ে তাদের অবস্থান পাকা করে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া বিশৃস্ত সূত্রে আমরা আরো জানতে পারি, যে কোন উপায়ে বেলুনিয়া এলাকা নিজেদের দখলে আনার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে পাকসেনারা মহুরী নদী পার হয়ে প্রচণ্ড কামানের গোলার সহায়তায় আমাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের যোদ্ধারা প্রতিহত করে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আবার পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। আমাদের সেনারা যখন পাকসেনাদের ওপর সম্মুখসমরে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল সে সময়ে গেরিলাদের বেশ কয়েকটি দল পাকবাহিনীর পিছনে আঘাত হেনে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মতিগঞ্জে গেরিলারা পাকসেনাদের একটি ক্যাম্পে অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন অফিসারসহ ১১ জন পাকসেনাকে নিহত এবং ২০ জনকে আহত করে। পাকসেনাদের ক্যাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দুটি মোটরসাইকেল, তিনটি রেডিও এবং তিনটি বাক্স ঔষধ দখল করে নেয়। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা এই সংঘর্ষে শহীদ হয়। আরেকটি দল ১০ই সেপ্টেম্বর রাত ১০টায় নয়াপাড়ার শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। এখানেও আমাদের গেরিলার বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।অপর আরেকটি গেরিলা দল ফেনীর নিকট ফতেপুর রেলসেতু ডিমোলিশন লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। ফলে পঞ্চাশ ফুটের একটি খাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে লাকসাম-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ফেনী শহরে ও আমাদের গেরিলারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। গেরিলারা ফেনী থেকে ফুলগাজী পর্যন্ত পাকসেনাদের টেলিফোন লাইন কেটে তাদের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে ফেনী থেকে ট্রলির সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। তাদের এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চিতলিয়ার নিকট ঘানিমোড় রেলসেতুটি উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের পাইওনীয়ার প্লাটুন পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাতে পাকসেনাদের অবস্থানের পিছনে অনুপ্রবেশ করে। পরদিন সকালে তারা সেতুটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে পাকসেনারা সেতুটিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছে। অতিকষ্টে তারা মহুরী নদী সাঁতরিয়ে রাতের অন্ধকারে সেতুটির নীচে ডিমোলিশন লাগিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি উড়িয়ে দেয়। এর ফলে ফেনী এবং বেলুনিয়াতে পাকসেনাদের ট্রলির সাহায্যে সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

শত্রুদের উপর আমাদের আক্রমণের চাপ অব্যাহত রাখা হচ্ছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী দল কামানের সহায়তায় সন্ধ্যা সাতটায় পরশুরামের নিকট পাকঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করে সাতজন পাকসেনাকে নিহত এবং পনেরজনকে আহ্ত করে। এ পরদিন আমাদের দুটি শক্তিশালী দল সালদার এবং জগন্নাথ দীঘির শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে চারজন পাকসেনাকে নিহত এবং অনেককে আহ্ত করে। আমাদের এই পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফেনীর দক্ষিণে তাদের কামানের অবস্থান গড়ে তোলে। সেখান থেকে আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড কামানের আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে আমাদের অবস্থান বেশ কিছুটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। পাকসেনারা তাদের কামানের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তাদের এই কামানের ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সকালে আমাদের একটি কোম্পানীকে তিনটি মর্টারসহ পাকসেনাদের অবস্থানের পেছনে পাঠানো হয়। গোপন পথে অনুপ্রবেশ করে এই দলটি ফেনী বিমান বন্দরের পশ্চিমে বিকেলে পৌঁছে এবং পাকসেনাদের ব্রিঞ্চিতে অবস্থিত কামানঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগহ করে রাত ১-৩০টায় পাক অবস্থানের উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণের চাপে উপায়ান্তর না দেখে তারা ফেনীতে অবস্থিত তাদের অন্য গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যের আহবান জানায়। ফেনী থেকে পাকসেনাদের কামানগুলি আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের দুর্ধর্ষ গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের ফেনী অবস্থানের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দু ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের দশজনকে নিহত, ১৬ জনকে আহ্ত এবং তাদের আরো বহু ক্ষতিসাধন করে নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। আমাদের কামানের আক্রমণ পাকসেনাদের ঘাঁটি যতেষ্ট ক্ষতিসাধন করে এবং তারা তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের এই আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের গোলন্দাজ ঘাঁটিতে ১১ জন পাকসেনা নিহত এবং ২৩ জন আহ্ত হয়। ব্রিঞ্চিতে তিনটি জীপ ধ্বংস হয়ে যায়। একটি কামানেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফেনীতে পাকসেনাদের মনোবল অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষ করে পাকসেনাদের সহকারী শান্তি কমিটির সদস্য দালালরা ভয়ে ফেনী শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। অপরদিকে এই আক্রমনের ফলে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের মনোবল অরো বৃদ্ধি পায়। এর পরদিন আমাদের একটি কোম্পানী সালদার শত্রুঘাঁটি রেইডিং করার জন্য পাঠানো হয়। সমস্তদিন রেকি করার পর রাত ৮-৩০-মিনিটে আমাদের কোম্পানীটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং ৪ মর্টারের সহায়তায় পাকসেনাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং প্রায় এক ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো দখল করে নেয়। পাকসেনারাও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের অগ্রসর পথে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সঙ্গে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর তাদের হামলা অব্যাহত রাখে। পাকসেনাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমনের ফলে আমাদের অগ্রসর পথে কিছুটা বাধা আসে। কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা ডানদিক থেকে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। সকাল পর্যন্ত সংঘর্ষে পাকসেনারা তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সৈনিকরা এই অবস্থানের পেছনে অবস্থিত একটি পেট্রোল ডাম্পও ধ্ববংস করে দিতে সক্ষম হয়। এতে প্রায় ২০/২৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। শালদার অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার পর আমারা পরশুরামের নিকট অনন্তপুর গ্রামে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর চাপ বাড়িয়ে তুলি। প্রথমদিন এই অবস্থানে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং আরো বিশকিছু আহ্ত হয়। এর একদিন পর আবার অনন্তপুর গ্রামের অবস্থানের ওপর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ চালায়। ফলে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহ্ত হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় ৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানী পাকসেনাদের নয়ানপুর অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীও সহায়তা করে। যুদ্ধ প্রায় ৩০ তারিখ রাত দুটো পর্যন্ত চলতে থাকে। ছয় ঘন্টার যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ১০ জন পাকসেনা নিহত, ১৫ জন আহ্ত ও ৬ জনকে বন্দী করে। তাছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করে নেয়। পাকসেনারা মাসীরহাট থেকে আরো সৈন্য এনে

শক্তি বৃদ্ধি করে আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসিকতার সাথে পরে আক্রমণের মোকাবিলা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বাহিনী গোলাবারুদ ফুরিয়ে এলে অবস্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদে মূল অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে একজন শহীদ ও ১১ জন আহত হয়। আমাদের যুদ্ধচলাকালীন সময়ে পাকসেনাদের একটি সরবরাহবাহী ট্রলী মুন্সীরহাট থেকে বেলুনিয়ার দিকে যাওয়ার পথে আমাদের নৈসিকদের পুঁতে রাখা মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়। এতে তিনজন পাকসেনা নিহত ও ৬ জন আহত হয়। ট্রলিতে বোঝাই গোলাবারুদ এবং রেশনও ধ্বংস হয়ে যায়।

এই ঘটনার দু'দিন পর ১লা অক্টোবর রাত ১১টার সময় আমাদের একটি শক্তিশালী দল পাকসেনাদের মুন্সীরহাট অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুন্সীরহাট পাকসেনাদের জন্য বেলুনিয়া সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। কারণ এই ঘাঁটির মাধ্যমে বেলুনিয়ার পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থানগুলোতে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। বস্তুত সেই জন্যই আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২রা অক্টোবর পরশুরাম শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণের চাপ বাড়াতে শুরু করে। পাকসেনারা বিপুলসংখ্যক সমাবেশ করে তাদের এই অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের উপরও পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের পরশুরামের দিক থেকে এই পাল্টা আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহতকরে। এতে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য অবস্থান থেকে প্রায় ২/৩ কোম্পানী সৈন্য একত্রিত করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকসেনাদের উপর পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালাবার জন্য নির্দেশ দেই । আমাদের সৈন্যরা পাকসেনাদেরও উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয় এবং মহুরী নদী অতিক্রম করে পরশুরামের পাকসেনাদের অনেকগুলো অবস্থান দখল করে নেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানের উপর অক্রমণ হওয়াতে নিজেদের গোলন্দাজ বাহিনীরক সাহয্যের জন্য অনুরোধ জানায়। আমজাদ নগরে অবস্থিত পাক গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরামের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমাদের আক্রমণের চাপ শত্রুঘাঁটির অতি নিকটবর্তী থাকা সে গোলাগুলি বেশীরভাগই তাদের নিজেদের অবস্থানের উপর আঘাত হানতে থাকে। আমাদের আক্রমণের চাপ ও তাদের নিজেদের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অবস্থানটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। প্রায় ৩০/৪০ জন পাকসেনা নিহত ও প্রচুরসংখ্যক সৈন্য আহত হয়। তারা উপায়ান্তর না দেখে তাদের পরশুরামের অবস্থানটি পরিত্যাগ করে আসেন পেছনে নতুন করে অবস্থান নেয় । কয়েকদিনের যুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার কের বেলুনিয়া ও পরমুরামের পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। পাকসেনাদের এহেন মোচনীয় অবস্থা দেখে আমরা তাদের উপর আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের একটি দল পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯জন পাকসেনা নিহত করে এবং তাদের অকেনক রসদ বিনষ্ট করি দেয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্য ২রা ও ৩রা অক্টোরের মধ্যবর্তী রাতে ফেনী থেকে মুন্সীরহাট ও চিতলিয়াতে আরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সমাবেশ করে। ৩ তারিখ সকাল ছয় টার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের অনন্তপুর ও ধানীকুন্ডার অগ্রবর্তী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। ভারী কামান ও মর্টাররের সাহয্যে তারা আমাদের অবস্থানগুরোতে প্রচন্ড গোলাবর্ণণ করে এবং সেই সঙ্গে তাদের পদাতিক বাহিনীও আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা যখন অবস্থানের ৪০/৫০ গজের মধ্যে পৌঁছে, তখন আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর প্রচণ্ড গুলি চালিয়ে প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা হামলা চালিয়ে আমাদের অনন্তপুরের অবস্থানের দক্ষিণাংশের ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নেয়। দক্ষিণাংশে একটি হালকা মেশিনগান বাংকারের উপর কামানের গুলি লেগে ধ্বংস হয়। এই আঘাতে আমাদের কয়েকজন সৈনিক শহীদ হয়। পাকসেনাদের এই প্রবল চাপ ও প্রচন্ড কামানের গুলির মুখে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্রের অভাবে টিকতে না পেরে আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির সৈনিকরা পিছু হটে মুখ্য অবস্থানে আসে। পাকসেনারা তাদের আক্রমণ আমাদের মুখ্য অবস্থানের উপরও চালাতে থাকে। এই সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এবং মর্টারের গোলাতে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়ে যায়। মুখ্য অবস্থানের সামনে টিকতে

না পেরে তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে চেষ্টা করে। আমাদের মুখ্য অবস্থান থেকে একটি শক্তিশালী দল তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে টিকতে না পেরে পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণকারী দলটি আরো অগ্রসর হয়ে অনন্তপুর এবং ধানীকুন্ডা পুনর্দখল করে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০/৫০ জন অতাহত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। পাকসেনারা মজুমদারহাট ও চিতলিয়াতে তাদের অবস্থানগুলোতে আরো সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরাও আমাদের চাপ অব্যাহত রাখি। ৪ঠা অক্টোবর তারিখ রাতে আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে সকাল ছ'টা পর্যন্ত চিতলিয়ার নিকট পৌঁছে। সকাল ছ'টায় ৩'' মর্টারের সহায়তায় চিতলিয়ায় পাকসেনাদের অবস্থানের দক্ষিণে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আধঘন্টা পর্যন্ত আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত করে এবং একটি আর আর ধ্বংস করে দেয়। এরপর পাক অবস্থান থেকে সরে পড়ে নিরাপদে ফিরে আসে। ৬ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পরশুরাম, মজুমদারহাট, চিতলিয়া এবং নোয়াপড়ার উপর বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১০ জন পাকসেনা হতাহত করে। ১১ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় ফাকসেনারা পরশুরাম ও মজুমদারহাটের দিকে থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তিসহ গোলানস্দাজ বাহিনী ও ৩'' মর্টারের সহায়ংতায় আমাদের অননতপুর অবস্থানের উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের অতি নিকটে পৌঁছাতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সৈনিকরা বীরবিক্রমে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সমস্ত রাত আক্রমণ চালাবার পর পাকসেনাদের প্রায় ৩৫জন সৈনিক নিহত হয়। শক্তি প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে বোরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। এই সাফল্যের ফলে আমাদের সৈনিকদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের সামনের এলাকায় তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে চলে। ১৪ই অক্টোবর সালদরের নিকট পাকসেনাদের দু'টি প্লাটুন আমাদের প্রতিরক্ষা মাইনের শিকার হয়। ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৩ তারিখ সকাল ১০টার সময় আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে একটি মেশিনগানসহ পাঁচজন পাকসেনাকে ধ্বংস করে দেয়। পাকসেনারা ২/৩ দিন নীরব থাকার পর আবার তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। ১৬ই অক্টোবর আমাদের দু'টি পলাটুন বিকেল ৩-৩০ টায় পাকসেনাদের শালদার অবস্থানের উপর আবর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ২০ মিনিটের এই আক্রমণে মুক্তযোদ্ধারা পাঁচজন পাকসেনাকে নিহত ও ১০ জনকে আহত করে নিরাপদে ফিরে আসে। ওই দিনই সাড়ে চারটায় সময় আমারে গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের পরশুরাম অবস্থানে হামলা চালিয়ে ১০ জনকে আহত করে এবং একটি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা ১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের সাহেবনগর, চন্দনা এবং জঙ্গলখোলা অবস্থানগুলো উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী এই অবস্থান গুলোর সাহায্যার্থে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় তিন ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকসেনারা পিছু হটে যায়। তাদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি।

কুমিল্লা দক্ষিণে জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা শত শত গেরিলাকে ট্রেনিং দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিই। এইসব গেরিলা কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, হাজীগঞ্জ, বতরা, চাঁদপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ জায়গায় বেইস তৈরী করে তোলে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরিদগঞ্জে অবস্থিত আমাদের গেরিলাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের একটি টহলদারী দলকে বোয়াল নামক স্থানে এ্যামবুশ করে। এক ঘন্টা যুদ্ধের পর ১২ জন পাকসেনা নিহত ও ১৫ জন আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের গেরিলারা দখল করে নেয়। লাকসাম থানার সাহাপুর গ্রামে পাকসসেনাদের একটি ছোট ঘাঁটি ছিল। লাকসামের গেরিলারা ৫ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার সময় এ ই ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১০ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দলের ডুটি প্লাটুন মিয়াবাজারের নিকট পাকসেনাদের একটি ঘাঁটির বিস্তারিত সংবাদ পায়। তিনটি পাল্টুন- এর এই দলটি ৭ তারিখ রাত পৌনে তিনটার সময় সেই ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় আধঘন্টা যুদ্ধের ফলে ২৮ জন পাকসেনা নিহত এবং একজন অফিসরা ও জেসিওসহ ১২ জন আহত হয়। বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে এবং কুমিল্লার দক্ষিণে কৃষ্ণনগর, কলাতলা, আমজাদহাট প্রভৃতি জায়গায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের উপর বিভিন্ন সময়ে আঘাত হেনে প্রায় ২০ জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। এসব সংঘর্ষে আমাদের ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৩ জন আহত হয়। সেপেটম্বরের ২০ তারিখে আমাদের একটি গেরিলা দল চট্টগ্রাম-কুমিল্লার রাস্তায় জগন্নাথ দীঘির নিকট বাজানকারা সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে সেতু থেকে কিছু উত্তরে ১০ জন গেরিলা ও একটি নিয়মিত বাহিনীর পাকসেনাদের অপেক্ষায় এ্যামবুশ পেতে বসে। সেতুটি ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে ফেনী থেকে পাকবাহিনীর একটি শক্তিশালী দল সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। সেতুতে পৌঁছার আগেই পাকসেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে একজন অফিসারসহ ২৫ জন পাকসেনাকে নিহত করে। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফেনীর দিকে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা লাকসামের নিকট হাসনাবাদ নামক এক জায়গায় তাদের একটি ঘাঁটি তৈরী করে। তাদের সঙ্গে বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকারও ছিল। এই ক্যাম্প থেকে তারা চাঁদপুর-লাকসাম-কুমিল্লা রাস্তায় অনবরত টহল দিয়ে বেড়াতো। ফলে চাঁদপুরে এবং দক্ষিণ ঢাকা ও ফরিদপুরে অনুপ্রবেশকারী আমাদের গেরিলাদের জন্য মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টি হয়। এই ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মহবুবকে নির্দেশ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন মাহবুব এই ঘাঁটিটি সম্পর্কে পুরোপুরি সংবাদ সংগ্রহ করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানী ও গেরিলা সমন্বিত একটি শক্তিশালী দল লাকসাম এলাকায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরদিন পাকসেনদের হাসনাবাদ ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকসেনা ও ৩০ জন রাজাকার নিহত হয়। পাকসেনারা ক্যাম্প ছেড়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। হাসনাবাদ অবস্থান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে। এই সংঘর্ষের একদিন পর আমাদের দলটি হাজীগঞ্জে অবস্থিত রাজাকারদের একটি বিরাট ট্রেনিং ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ৩০ জন রাজকারকে নিহত করে। এর ফলে আমাদের গুরুত্বপূর্ন অনুপ্রবেশ পথটি আবার বিপদমুক্ত হয়। পাকসেনারা এ ই অঞ্চলে আমাদের ধ্বংস করার জন্য আরো সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তাদের একটি ব্যাটালিয়ন চৌদ্দগ্রামে মোতায়েন হয়। পাকসেনাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার একটি মাদ্রাসা বিল্ডিং-এ স্থাপন করে । এইসব সংবাদ আমাদের কাছে স্থানীয় গেরিলাদের মারফতে পৌছে। পাকসেনাদের এই নতুন ব্যাটালিয়নটিকে আসার সাথে সাথেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য লেঃ ইমামুজ্জামান সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমাদের মর্টার পল টুন ও একটি গেরিলা দলকে চৌদ্দগ্রামে পাঠায়। আমাদের দলটি বিকেল পাঁচটায় চৌদ্ধগ্রামের নিকট উপস্থিত হয়ে পাকসেনাদের হেডকোয়ার্টাররের উপর মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করে। বেশ ক'টি গোলা মাদ্রাসা ঘরের মধ্যে পড়ে। এর ফলে পাকসেনাদের প্রায় ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। আমাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গেরিলা আহত দের লাকসামের দিকে নিয়ে যেতে দেখে। পাকসেনারা কামানের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের উপর গোলাগুলি চালায়। এতে কিছু বেসামনিক লোক নিহত হয়। এর দু'দিন পর পাকসেনাদের একটি দল হরিসর্দার বাজারের নিকট স্থানীয় দালাল, শান্তি কমিটির লোকদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা পন্ড করে দেয়ার জন্য আমাদের একটি টহলদার দল পাকসেনাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ফলে একজন জে-সি-ওসহ তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা সেপ্টেম্বর মাসেই চৌদ্দগ্রামের উত্তরে হরিসর্দার বাজারের নিকট পুনরায় নতুন করে তাদের ঘাঁটি তৈরী করার চেষ্টা চালায়। এই সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামান পাকনেসাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর সংগ্রহ করার জন্য রেকি দল পাঠায়। রেকি দলটি রাত ৯টার সময় খবর সংগ্রহ করে ফেরত আসে। তারা দেখতে পায়, পাকসেনাদের প্রায় এক কোম্পানী শক্তি হরিসর্দার বাজারের উত্তরে ঘাঁটি তৈরী করার জন্য ট্রেঞ্চ খোঁড়ায় ব্যস্ত। সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামানের ৪র্থ বেঙ্গলের ''বি' কোম্পানী এবং দু'টি গেরিলা কোম্পানী নেয়ে মর্টারের সহায়তায় রাত সাড়ে ৪টার সময় পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে পাকসেনাদের দুটি হালকা মেশিনগান পোস্ট ছাড়া সম্পূর্ণ অবস্থানগুলি পর্যুদস্ত হয়ে যায়। পাকসেনারা তাদের বাঙ্কার থেকে আক্রমণেরে চাপে পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সৈনিকরা তাদের নিহত করে। প্রায় ২৫ জন পাকসেনা রেঞ্জারসহ নিহত হয় ও অনেকে আহত হয়। দু'ঘন্টা আক্রমণ চালাবার পর

আমাদের সৈনিকরা নিরাপদে তাদের অবস্থানে ফিরে আসে। পরে পাকসেনারা তাদের আহত সৈনিক ও নিহতদের নিয়ে জীপে করে লাকসামের দিকে পালিয়ে যায়। প্রায় ৮টার সময় পাঁচটি হেলিকপ্টারে করে পাকসেনাদের আরেকটি দল সেই অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আসে। শক্তি বৃদ্ধির পর পাকসেনারা প্রায় ১০টার দিকে আমাদের অবস্থানের আক্রমণের জন্য আগ্রসর হয়। আমাদের অবস্থানটি পাকসেনাদের এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। লেঃ ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে পাকসেনাদের আক্রমণকে আমাদের সৈনিকরা প্রতিহত করতে থাকে। আমাদের প্রচন্ড গোলাগুলির মধ্যেও পাকসেনারা আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। এ সময় আমাদের ৬'' মর্টার ও ২'' মর্টার তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানলে পাকসেনাদের আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি পাকসেনা দল আমাদের ডানদিক দিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু লেঃ ইমামুজ্জামান সময়মত পাল্টা আক্রমণের ফলে তারাও নিহত হয়্ ৫/৬ ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের বীর সৈনিকরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয। এই যুদ্ধে একজন মেজরসহ ৩৮ জন পাকসেনা নিহত হয। মর্টারের গোলার আঘাতে পাকসেনাদের অফিসার নিহত হবার পর পাকসেনারা মনোবল হারিয়ে পশ্চিমদিকে পিছু হটে যায়। এর দু'দিন পর ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় আমাদের একটি গেরিলা দল ফতেপুরের নিকট একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। এত ৫০ ফুট গ্যাপ সৃষ্টি হয়। ফলে লাকসমা-ফেনীর মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িসা এবং গোবিন্দমানিক্যর দীঘিতে পাকসেনাদের দু'টি ঘাঁটি ছিল। লেঃ ইমামুজ্জামান ১৯শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এ ই দু'টি পাক অবস্থানের উপর একযোগে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৮১ এম এম মর্টার, ১৫ এম আর আর এবং মেশিনগান ব্যবহার করা হয়। মানিক্যর দীঘিতে অবস্থিত পাকসেনারা আমাদের আক্রমাণের পূর্বাবাস পেয়ে সতর্ক হয়ে ছিল। ফলে সাতসা অবস্থানের শুধু দুটি বাঙ্কার ধ্বংস ও ৬ জন পাকসেনা আমাদের আক্রমণে নিহত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক আহত হয়। বাড়িসা ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ সফল হয। আরআর- এর গুলির আঘাতে প্রায় ছ'টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়। পাকসেনাদের ২০- জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। আমাদের আক্রমণকারী দলটি দু'ঘন্টা পর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই সংঘর্ষের চারদিন পর ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটার সময় একটি প্লাটুন ও ১৬ জন গেরিলা লেঃ ইমামুজাজামানের নেতৃত্বে মর্টার এবং আরআর -এর সাহায্যে আবার গোবিন্দমানিক্য দীঘিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের সময় আমাদের সৈনিকরা শত্রুর বেশকিছু বাঙ্কার আরআর-এর সাহায্যে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এক ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের সৈনিকরা তাদের অবস্থানে নিরাপদে ফিরে আসে।

পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল কুমিল্লার দক্ষিণে পায়েলগাছা থেকে নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং নারায়ণপুরের অনেকগুলো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ধর্ষণ করে। ২/৩ ঘন্টা যাবৎ তাদের অত্যাচার চলে। নারায়নপুরের নিকট অবস্থিত আমাদের মাত্র ১৩ সদস্যের ছোট একটি গেরিলা দল পাকসেনাদের পাকসেনাদের নারায়ণপুরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে। পরে এই দল পায়েলগাছায় রাস্তায় এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনারা নারায়ণপুরে অত্যাচার চালাবার পর ফেরার পথে তাদের এ্যামবুমের আওতায় পড়লে গেরিলারা আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ১৪ জন পাকসেনা ও ২৮ জন রাজাকার নিহত এবং ১৩ জন পাকসেনা ও ১৬ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদের বীর যোদ্ধারা তাদের গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপণে আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই এ্যামবুশে শেষ পর্যন্ত পাঁচজন গেরিলা শহীদ হয় এবং বাকী ৮ জন ফিরে আসতে সমর্থ হয়। শক্তিশালী পাকবাহিনীর দলের সঙ্গে ক্ষুদ্র এই গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং আত্মত্যাগ কোনদিন ভুলে যাবার নয়।

চাঁদপুরের নিকট আকন্দহাট বাজারের নিকট আমাদের একটি কোম্পানী তাদের বেইস স্থাপন করে। স্থানীয় দালাল এবং রাজাকাররা পাকসেনাদেরকে এই বেইস সম্বন্ধে খবর দেয়। এই বাজারটির তিনদিকে পানি থাকায় আমার সৈনিকরা বেইসটিকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করতো। ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার সময় পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় আমাদের এই বেইসটি আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের জন্য আসে। আক্রমণের

সময় তারা নৌকার সাহয্যে খাল পার হয়ে বেইস-এ দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। পাকসেনারা নিকটে পৌঁছলে আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। দু'ঘন্টার যুদ্ধে ১জন মেজরসহ ৩৭ জন পাকসেনা নিহত হয। খাল পার হতে না পেরে এবং অনেক হতাহতের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের কোম্পানীটা পরে সেখান থেকে নিরাপদে অন্য বেইস-এ চলে আসে।

কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের কংসতলা ঘাঁটিটি আমাদের গেরিলা বাহিনীর যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। এই ঘাঁটি থেকে পাকসেনাদের টহলদার দল আমাদের যাতায়াত পথে বিশেষ তৎপরতা চালাতো। এই ঘাঁটিটিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মাহবুবকে নির্দেশ দেয়া হয়। বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করে ৫০ জনের একটি দল ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে ৩০ শে সেপ্টেম্বর রাত একটায় এই ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। তিন ঘন্টা যুদ্ধের পর সুবেদার শাহজামান সহ ১৬ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। পাকসেনারা এই আক্রমণের ফলে এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সেখান থেকে তারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয। এর দু'দিন পর আমাদের ডিমোলিশন পার্টি পেপুলিয়া বাজারের নিকট লালমাই-সোনাজাজী সড়কের একটি সেতু বিস্ফোরক গিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা এই রাস্তাটিকে ট্যাঙ্ক এবং বারী গাড়ী চলাচলের জন্য পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করছিল। সেতুটি ধ্বংস করে দেবার পর তারা রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ করে দেয়। আমাদের আরেকটি গেরিলা দল চান্দিনার নিকটে দোতুলাতে রাস্তায় মাইন পুঁতে পাকসেনাদের একটি গাড়ী ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও কুমিল্লার দক্ষিণে ও উত্তরে ১লা অক্টোবর থেকে ৩রা অক্টোবর আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রাণছড়া, কোটেশ্বর, আজনাপুর, বিবিরবাজার, আম্রতলী প্রভৃতি জায়গায় ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়।

আমাদের ৪১ জনের একটি গেরিলা দল ১লা অক্টোবর তাদের ট্রেনিং শেষ করে রাত ৮টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কসবার দক্ষিণ দিক দিয়ে এই দুটি নৌকায় উজানের শাহ সেতুর নিকট পৌছে। পাকসেনাদের একটি টহলদারী দল রাত ১১টায় আমাদের দ্বিতীয় নৌকাটিকে দেখতে পায় এবং আক্রমণ চালায়। আক্রমণের ফলে আমাদের পাঁচজন গেরিলা শহীদ ও তিনজন আহত হয়। ১৫টি রাইফেল ও ৫টি স্টেসগান পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়। বাকী গেরিলারা অতিকষ্টে শত্রুদের নাগালের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার তিনদিন পর লেঃ ইমামুজ্জামনের ৪ঠা অক্টোবর সকাল পাঁচটায় চৌদ্দগ্রামের ৫ মাইল উত্তরে হরিসর্দার বাজারে পাক অবস্থানের উপর ১০৬ এম এম আর আর ও ৮১ এম এম মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ৭টি বাঙ্কার ধ্বংস করে ২৫ জন পাকসেনা ও ৭ জন রাজাকারকে হতাহত করে। মুক্তিযোদ্ধারা চৌদ্দগ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে একটি সেতুও ধ্বংস করে দেয়। ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর কুমিল্লার উত্তরে আজনাপুর ও জামবাড়ি এলাকায় আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের বেশ কটি টহলদারী দলকে আক্রমণ করে ১৫ জনকে নিহত ও ২০ জনকে আহত করে। আমাদের ১ জন শহীদ ও ১ জন আহত হয় কুমিল্লাতে গোমতী বাঁধে মাইন পুঁতে পাকসেনাদের ১টি জীপ ধ্বংস করে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে একজন অফিসারসহ তিনজন পাকসেনা নিহত হয়। এছাড়া রামচন্দ্রপুর এবং বাংগুরা ডাকঘর জ্বলিয়ে দেয়া হয়। হোমনা থাকায় অবস্থিত পাকসেনাদের একটি দলে সঙ্গে তিন তারিখ রাত সাড়ে তিনটার সময় আমাদের একটি গেরিলা দলের সংঘর্ষ হয়। ৬ ঘন্টার যুদ্ধে পাকসেনারা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গেরিলারা পাকসেনাদের দ্বারা বন্দী ১৯ জন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয় এবং ৯টি রাইফেল দখল করে। এরপর হোমনা এলাকা সম্পূর্ণরুপে আমাদের কর্তৃত্বে আসে। ৬ই অক্টোবর রাত ৩টার সময় পাকসেনাদের একটি দল দুর্লভপুরের নিকট আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। এই এ্যামবুশে একজন ইঞ্জিনিয়ার কোর-এর অফিসারসহ ১২ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা গোমতীর উত্তরে আবার তাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। পাকসেনাদের এই তৎপরতাকে বাধা দেবার জন্য ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম দু'টি প্লাটুন পানছাড়ার এবং মোহনপুরে পাঠায়। এই প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের চলাচলের রাস্তায় এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। ৮ তারিখ রাতে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল গোমতী পার হয়ে পানছাড়ার দিকে অগ্রসর হয়। সকাল ছ'টার সময় এই দলটি আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে।

ফলে ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ১০ জন আহত হয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি ছোট দল মনোহরপুরে আমাদের এ্যামবুশের আওতায় আসে এবং এ্যামবুশে ৬জন পাকসেনা নিহত হয়। ঐদিনই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের আরেকটি দলকে বুড়ীচং-এর নিকট সাদেকপুরে জেরুইনে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ১জন মেজর ও ১জন ক্যাপ্টেনসহ ২০ জন পাকসেনা নহত ও ৭ জন ইপিসিএএফ নিহত হয়। নিহত একজন ক্যাপ্টেনের নাম সৈয়দ জাভেদ শাহ বলে পরে আমরা জানতে পারি। একজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দীও হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন শহীদ এবং তিনজন তিনজন আহত হয়। ৭টি রাইফেল আমরা দখল করে নেই। এর দু'দিন পর ১১ই অক্টোবর সকল সাড়ে ১১টার সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লার সার্কিট হাউস এবং গোমতীর চাঁদপুর ফেরীতে মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকসেনাদের মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টার ছিল। এর গোলাবর্ষণের ফলে প্রায় ৩৯ জন পাকসেনা ও রাজাকার হতাহত হয়। শহরের ভিতরে বসে মর্টারের গোলাবর্ষণ করাতে পাকসেনাদের মধ্যে আতঙ্কের সুষ্টি হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, শহরে অবস্থিত অনেক টহলদার পাকসেনা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা আরো জানতে পারি যে, সার্কিট হাউসে গোলাবর্ষণের সময় সেখানে পাকিস্তানী ৯ম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং উপস্থিত ছিলেন। অল্পের জন্য তিনি আমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান । পাকসেনারা কুমিল্লা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা এই আক্রমণের খবর পাকিস্তানী রেডিও থেকেও প্রচার কররে। তারা পাঁচজন সৈনিক নিহত ও ৩৯ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে। আমাদের গেরিলারা কালিরবাজার গ্রামে পাকসেনাদের একটি হেডকোয়ার্টারের সন্ধান পায়। এই সংবাদ পেয়ে লেঃ ইমামুজ্জামান একটি ৭৫-এম এম আর আর, মেশিনগান ও হালকা মেশিনগানসহ একটি প্লাটুন পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি পথ প্রদর্শকের সহায়তায় পাকসেনাদের হেডকোয়াটারের নিকটে রাতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ১২ ই অক্টোবর ভোর পাঁচটায় আমাদের এই দলটি রকেট এবং মেশিনগানের সাহায্যে পাকসেনাদের এই হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ করে একটি বিল্ডিং -এ অবস্থিত দু'টি বাঙ্কার সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়। ঐ অবস্থানের আরো পাকসেনারা রকেট হামলায় ইতস্তত পালাবার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ করে তাদের ১২ জনকে নিহত ও ৪ জনকে আহত করে। এরপর আমাদের দলটি নিরাপদে আমাদের অবস্থানে ফিরে আসে। এই ঘটনার একদিন পর বগাবাড়ী ও জাজিশ্বরে আরেকটা আক্রমণে ৭ জন পকসেনা ও ৫ জন রাজাকার নিহত হয়।

বুড়ীচং থানার রামনগর গ্রামে আমাদের গেরিলাদের একটি অবস্থান ছিল। পাকসেনারা স্থানীয় দালালদের নিকট সংবাদ পেয়ে ৮ই অক্টোবর দুপুরে একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেই অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে সেই আক্রমণের মোকাবেলা করে। দুপুর একটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে । যুদ্ধে পাকসেনাদের প্রায় ১৬ জন সৈনিক ও ১৪ জন রাজারকার নিহত হয। পাক আক্রমণের চাপ বাড়তে থাকলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে জাগলপুরে নতুন করে অবস্থান নেয়। পরদিন পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল সেই অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালায়। প্রায় ৪ ঘন্টা যুদ্ধ করে আমাদের যোদ্ধারা ৩৫ তদজন পাকসেনাকে হতাহত করে। এরপর সেই অবস্থান পরিত্যাগ করে প্রধান ঘাঁটিতে আসে। আসার পথে পাঁচজন পাকসেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। আমাদের একজন শহীদ, দু'জন আহত এবং ১ জন বন্দী হয়।

আমাদের একটি প্লাটুন ১৫ তারিখ সকাল ৮টায় কুমিল্লার দক্ষিণে পাকসেনাদের একটি অবস্থানের আধমাইল দূরে বারচর গ্রামে এ্যামবুশ পাতে। এক ঘন্টা অবস্থানের পর পাকসেনাদের একটি দল তাদের ঘাঁটিতে ফেরার পথে এই এ্যামবুশের আওয়ায় পড়ে। এ্যামবুশে ১২ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ঐ দিনই বিকেলে মনোহরের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি দলের উপর আমাদের সৈনিকরা আক্রমণ করে। পাকসেনাদের এই দলটি নিকবর্তী একটি গ্রাম জ্বালিয়ে তাদের ঘাঁটিতে ফেরত যাচ্ছিলো। দুদিন পর ১৮ ই অক্টোবর রমজানপুরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটি এ্যামবুশ পাতে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় একটি টহলদারী দল এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। উভয় পক্ষে প্রায় আধঘন্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। এতে ১০ জন পাকসেনা ও ১৮ জন

রাজাকার হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পাকসেনারা অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিয়াবাজারের নিকট তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন কের। আগস্ট মাসে এই অবস্থান থেকে আমরা পাকসেনাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। পুনরায় এই ঘাঁটি স্থাপন করায় আমরা বুঝতে পারি যে পাকসেনারা আবার চট্টগ্রাম-কুমিল্লা রাস্তা খুঁড়বার প্রস্ত্তি নিচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য প্রথম অবস্থাতেই মিয়াবাজারের শত্রুঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেবার জন্য ক্যাপ্টেন মাহবুব একটি কোম্পানী পাকসেনাদের ঘাঁটি রেইড করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেরদের বেইস থেকে রওনা হয়। রাত প্রায় ১১টার সময় শত্রুঘাটির নিকট পৌঁছে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘন্টা যুদ্ধের পর দু'জন পাকসেনা নিহত ও পাঁচজনকে আহত করে আমাদের দলটি অবস্থান পরিত্যাগ করে। এর তিন দিন পর ২০ শে অক্টোবর ভোর চারটার সময় মিয়াবাজারের আরেকটি শত্রুঘাঁটির উপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। এই অকস্মাৎ আক্রমণে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দু'ঘন্টা যুদ্ধের ফলে প্রায় ২১ জন পাকসেনা নিহত এবং আহত হয়। পাকসেনাদের নিহত ও আহত সৈনিকদে কে পরের দিন গাড়ীতে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আমাদের দলটি যে রাস্তায় ফিরে আসে পাকসেনাদের ঘাঁটির কিছু দূরে সেই রাস্তার উপর মাইনের সাহয্যে এফ বুবি ট্র্যাপ লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সেই রাস্তায় খবরাখবর নেয়ার জন্য অগ্রসর হবার পথে বুবীট্র্যাপ -এর কাছে পড়ে যায় এবং মাইন বিস্ফোরণের ফলে ১৬ জন পাকসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়।

আমাদের আরেকটি দল ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে ২২শে অক্টোবর ভোর চারটার সময় মর্টার এবং ১০৬ আরআরএর সহায়তায় হরিসর্দার রাজাপুরের পর পাকসেনাদের আরে কটি নতুন ঘাঁটির উপর আক্রমন চালায়। প্রায় ১২ ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের মর্টার, মেশিনগান এবং আর আর-এর রকেট পাকসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। আর আর-এর সাহায্যে বেশ ক'টি বাঙ্কার আমাদের সৈন্যরা উড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। তাদের প্রায় ৩৫ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা কুমিল বিমান বন্দরে অবস্থিত কামানের সাহায্যে আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। প্রচণ্ড কামানের আক্রমণের ফলে সন্ধা ছয়টার সময় আমাদের সৈনিকরা গোলার অভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। আসার সময় পাকসেনারদের অবস্থানের নিকট রাস্তায় মাইন লাগিয়ে আসে। পরদিন সকালে মাইন বিস্ফোরণের ফল ৭/৮ জন পাকসেনা আহত হয়। এর একদিন পর আমাদের আরেকটি দল সকাল সাতটার সময় চৌদ্দগ্রামের এক মাইল উত্তরে পাকসেনাদের কালিরবাজার ঘাঁটির উপর মর্টার এবং আরাল-এর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে প্রায় ১২ জন পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনাদের একটি টললদারী দল চৌদ্দগ্রাম থেকে সাড়ে চার মাইল। দক্ষিণে আমাদের বাজারের নিকট আমাদের সৈন্যদের এ্যামবুমে পড়ে যায়। ফলে ৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৮ ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৫-৩০ এর সময় আমাদের একটি শক্তিলালী দল মর্টার এবং আর আর -এরস সহায়তায় পাকসেনাদের বডিসা ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড় ঘন্টার এই যুদ্ধে ২০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। বাডিসা ঘাটের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনাদের রাজাসার দীঘির অবস্থানের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণের ফলে প্রায় ৬ জন নিহত এবং বেশ কা'টি বাঙ্কার আমাদের সৈন্যরা ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। আমাদের একটি ছোট দল আরিউরার নিকটি রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখে। পাকসেনারা বাডিসা এবং রাজাসার দীঘি আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ৪/৫ গাড়ী ভর্তি সৈন্য নিয়ে সাহায্যের জন্য সেদিকে অগ্রসর হয়। পথে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি ট্রাক ও একটি জীপ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ১৮ জন পাকসেনা নিহত এবং ২ জন অফিসার সহ ৫ জন আহত হয়। এই এলাকাতে সর্বত্র আমাদের আক্রমণের তীব্রতার দরুন পাকসেনারা নাজেহাল হয়ে যায়। ফলে এই লোকায় পুনঃ প্রাধান্য ফিরে পাবার আশায় ২০ শে অক্টোবর বিকেল চারটার সময় তাদের একটি শক্তিশালী দল হরিসর্দার ঘাঁটি থেকে

আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলটি কামানের প্রায় দুই ঘন্টা ধরে অমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ৩ মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের সাহায্যে পাকসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমনে প্রতিহত করে।আমাদের গোলাগুলিতে অনেক পাকসেনা হতাহত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই এলাকা থেকে আমাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশে সেই সাথে বিফল হয়ে য়ায়।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নোয়াখালী এলাকায় আমাদের গেরিলাদেও শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেক গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ এলাকাতে পাঠানো হয়। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রনের জন্য নোয়াখালী জেলাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন সুবেদারকে এইসব এলাকায় গেরিলা এবং নিয়মিত বাহীনির সৈনিকদের তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয়। সোনাইমুড়ি, ফরিদগঞ্জ এলাকার ভার সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী, নোয়াখালী সদরের ভার সুবেদার লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ফেনীর ভার সুবেদার জববার এবং লক্ষ্মীপুর ও রামগতির ভার অন্য আরেকজন সুবেদার প্রতি আরোপিত হয়। এলাকা বিভক্তে ও পর স্থানীয় কমাণ্ডাররা পর সম্মিলিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগীতায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ফরিদগঞ্জ থানার রাওয়াল নামক গ্রামে পাকসেনাদের একটি দলকে অতর্কিত আক্রমন করে ১২জন পাকসেনাকে নিহত এবং ১০ জনকে আহত করে। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের আরেকটি গেরিলা দল গুনবতী ও সরিষাদী রেলস্টেশনে আক্রমন চালিয়ে প্রায় ৩২জন পাকসেনা ও রাজাকারকে হতাহত করে। সোনাইমুড়ির উত্তরে কাদের বাজারের নিকট পাকসেনাদের ১০টি দলকে এ্যামবুশ করে ৩ জনকে নিহত ও ১০জনকে আহত করে নেয়। পাকিস্তানী রেঞ্জার ও রাজাকাররা রায়পুরের নিকট এলএম হাইস্কুলে একটি শিবির স্থাপন করে। ৬ই আগস্ট সন্ধ্যার সময় আমাদের একটি গেরিলা দল শত্রুদের এই ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমন করে। ফলে ৯জন রেঞ্জার হতাহত হয়। আমাদের এক জন আহত হয়। এর দুদিন পর আমাদের আরেকটি গেরিলা দল পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দলকে লক্ষ্মীপুর থানার দালাল বাজারে এ্যামবুশ করে ১৫ জন শত্রুসেনাকে হতাহত করে। ১৪ই আগস্ট কোম্পানীগঞ্জ থানায় বসুরহাটের নিকট পাক মিলিশিয়াদের এ্যামবুশ করে প্রায় ৩০জনকে হতাহত করে। তারা একটি টয়োটা জীপও ধ্বংস করে দেয়। সংঘর্ষে আমাদের একজন সিপাই নুরুন্নবী মারাত্নকভাবে আহত হয়। পাকসেনারা ৩০টি অটোমেটিক এমজি এর সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। ১৮ই আগস্ট রামগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এবং কয়েকজন দালালকে পাকসেনাদের ক্যাম্পে যাবার পথে নিহত করে।

পাক পুলিশ এবং রাজাকাররা লক্ষ্মীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ প্রতাপ হাইস্কুলে একটি ঘাঁটি তৈরি করে। ১৫ তারিখ রাত ১১টার সময় আমাদের সৈনিকরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে প্রায় ৪০জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এবং সেখান হতে তাদের তাড়িয়ে দেয়। ১৬ই আগস্ট সোনাইমুড়ি রেলস্টেশনে নিকট বগাদিয়া রেলসেতু গেরিলারা উড়িয়ে দেয়। আমাদের গেরিলাদের এইসব তৎপরতায় পাকসেনারা আরো ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল বেগমগঞ্জ থানার সোনাপুর ও গোপালপুরের নিকট দালালদের কাছে আমাদের ঘাটির খবর জেনে ৩০শে আগস্ট সকালে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। পাকসেনাদের এই আক্রমণকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে। প্রায় ৩/4 ঘন্টা যুদ্ধের পর পাকসেনাদের ৪০ জন নিহত হয়। আমাদের সেনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমনের মুখে টিকতে না পেরে তারা তাদের মৃতদেহগুলো ফেলেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা ২০টি অস্ত্র দখল করে। আমাদের একজন সিপাহী শহীদ হয়। এই ঘটনার দু দিন পর আমাদের সৈনিকরা মাইন পুঁতে সোনাইমুড়ির নিকট বানোয়াইতে পাকসেনাদের একটি গাড়ী ধ্বংস করে। ফলে ১ জন পাকসেনা নিহত ও ৮ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জে নিকট তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বাধীনে ২০শে সেপ্সেম্বর আমাদের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এই ঘাঁটির উপর আক্রমন চালায়। প্রায় দু ঘন্টা যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। এর ৩ দিন পর ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জ বাজারের দিকে

অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০ সদস্যের একটি দল এই খবর পেয়ে রাজগঞ্জ বাজারের পূর্ব দিকে পাকসেনাদের জন্য একটি এ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকসেনারা অগ্রসর হবার পথে এই এ্যামবুশে পড়ে যায়। ফলে ২০জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। আহত পাকসেনা ও রাজাকারদের মাইজদী বেসামরিক হাসপাতালে ভর্তি করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর আরো দুজন আহত পাকসেনা হাসপাতালে মারা যায়।

আমাদের অপর একটি গেরিলা দল লৌহজং থানার নিকট পদ্মানদীতে ১৮ হাজার মণ পাটসহ কয়েকটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই পাটগুলো নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন পাট কলে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফেনীর নিকট বারদিন সেতুটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে ফেনী ও কুমিল্লার মাঝে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রাজাকারসহ পাকসেনাদের একটি দল রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় ১০টি গাড়ীতে ১৯শে সেপ্টেম্বর অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংবাদ পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর নেতৃত্বে মীরগঞ্জ এবং ফজলচাঁদ হাটের নিকট পাকসেনাদের কনভয়টিকে অর্তকিত আক্রমন চালায়। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে পাকসেনারা মারাত্নকভাবে ভীতসন্তস্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনারাও গাড়ী থেকে নীচে নেমে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এবং স্থানীয় জনসাধারনের মনোবল আরো সুদৃঢ় হয়। অপর পক্ষে পাকসেনাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আমাদের ৬০ সদস্যর একটি গেরিলা দল ১লা অক্টোবর রায়পুরে অবস্থিত রাজাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০জন রাজাকারকে নিহত করে। ১০ই অক্টোবর পাকিস্তানীদের একটি রেঞ্জার দলের লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জ যাবার পথে আমাদের গেরিলারা অর্তকিত আক্রমণ চালিয়ে রেঞ্জারদের একটি গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এতে একজন রেঞ্জার নিহত হয়। এর একদিন পর পাকিস্তানীদের একটি দল সোনাইমুড়িতে তাদের গাড়ীতে আরোহণ করার সময় সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের একটি গেরিলা দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় দেড়ঘন্টা গোলাগুলির পর ৬ জন পাক সেনা নিহত হয় ও ৩ জন আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা সোনাইমুড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ১২ই অক্টোম্বর আমাদের গেরিলারা ফেনী থানার অন্তর্গত লেমুয়ার একজন কুখ্যাত দালালকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে পরদিন সকালে পাকিস্তানীদের একটি শক্তিশালী দল ওই এলাকায় আসে। এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। আমাদের ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য প্রায় ৫০জন একত্রিত হয়ে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। চারঘন্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পলায়ন করে আত্নরক্ষা করে। প্রায় ৭জন পাকসেনা ঐ যুদ্ধে গুরুতররুপে আহত হয়। বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে আসে।

জুলাই এবং আগস্ট মাসে আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকশ গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে অপারেশনের জন্য তৈরী হয়। এইসব গেরিলাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফরিদপুর সদর এবং মাদারীপুর মহকুমার বিভিন্ন থানায় অপারেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এইসব দল গুলোকে নবীনগর, দাউদকান্দি হয়ে নদী পথে তাদের নিজস্ব জায়গাতে পাঠানো হয়। ৩/৪ হাজার গেরিলা ছোটছোট দলে গ্রাম্যপথে এবং নদী পথে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহে অনুপ্রবেশ করে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছাতে সক্ষম হয়। শুধু একটি দল যাওয়ার পথে হোমনার নিকট পাকসেনাদের দ্বারা আক্তান্ত হয়। পাকসেনাদের গুলিতে একটি নৌকা ডুবে যায়। ফলে ৪ জন গেরিলা শহীদ হয় এবং ৪জন আহত হয়। ৩টি স্টেনগান ও ৫টি রাইফেল পানিতে পড়ে ডুবে যায়। নিজ নিজ জায়গায় পৌছে গেরিলা দলগুলো তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। এই সময় পাকসেনারা ফরিদপুর হয়ে বরিশালের রাস্তায় যাতায়াত করতো। সেপ্টেম্বরে মাদারীপুরের একটি গেরিলা দল ভুরঘাটার নিকট একটি সড়ক সেতুতে আক্রমণ চালিয়ে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। ফলে পাকসেনাদের বরিশাল যাতায়াতের রাস্তায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এরপর গেরিলাদের আরেকটি দল নড়িয়া থানা আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে ডাকঘর ও রেজিস্ট্রি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। ১,৫০০মণ পাটও তারা পুড়িয়ে দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গেরিলারা ভেদরগঞ্জ থানা

আক্রমণ করে সকল পশ্চিম পাক পুলিশকে নিহত করে। সেখানকার রেজিস্ট্রি অফিস, পোষ্ট অফিস, কালেক্টরেট অফিস ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়। এর পর কিছুদিনের মধ্যেই গেরিলারা পালং থানার রাজগঞ্জ এবং কোটালীপাড়ায় আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত সরকারী অফিস ধ্বংস করে দেয় এবং সংগে সংগে প্রায় ৪ হাজার মণ পাট জ্বালিয়ে দেয়। পরের সপ্তাহে গেরিলাদের একটি শক্তিশালী দল জাজিরা থানার রাজস্ব অফিস এবং রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ করে দেয় মাদারীপুরের অন্যান্য থানা আক্রমণ হওয়ার ফলে পাকসেনারা নড়িয়া থানাতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই থানার পাকসেনা ও পুলিশরা নিকটস্থ গ্রামে তাদের অকথ্য অত্যাচার চালায়। স্থানীয় গেরিলারা এই থানাটির শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহ করে। ৬ই নসেপ্টেম্বর ৫০জনের একটি গেরিলা দল রাত ৮টার সময় এই থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকসেনা ও পুলিশরা সব শক্তি দিয়ে থানাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রায় তিন ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের গেরিলারা থানাটি দখল করে নিতে সমর্থ হয়। প্রায় ১৭ জন পাকসেনা ও পুলিশ নিহত হয় এবং বাকীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। থানার দারোগাও এতে নিহত হয়। থানা থেকে ৩০টি রাইফেল এবং একটি বেতারযন্ত গেরিলাদের হস্তগত হয়। গেরিলারা থানাটিকে ধ্বংস করে দেয়। গেরিলাদের আরেকটি দল ঝিকরকাঠির নিকট বরিশাল- ফরিদপুর টেলিফোন লাইনের ৬শ' গজ তার নষ্ট করে দেয়। টেলিগ্রাফ বিভাগের টেকনিশিয়ানরা পাকসেনাদের পাহাড়ায় টেলিফোন লাইনটি মেরামত করতে আসার পথে গেরিলাদের বসানো মাইন বিস্ফোরনে তাদের জীপটি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকসেনাদের আরেকটি টহলদার দল মাদারীপুরের হাওলাদার জুট মিলের নিকট গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার চারজন পাকসেনা নিহত হয়। গেরিলারা মাদারীপুরের নিকট ঘাটমাঝিতে প্রায় ৩০/৪০ গজ রাস্তা কেঠে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মাদারীপুরের চরমুগরিয়ায় সরকারী পাটগুদামে আগুন লাগিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মণ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মাদারীপুর-ফরিদপুর রাস্তায় সমাদ্দার ফেরীঘাটে একটি ফেরী অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একটি মটর লঞ্চও ধ্বংস করা হয়। এই মটর লঞ্চটি পাকসেনারা টহল দেয়ার কাজে ব্যবহার করতো। আমাদের গেরিলাদের এইসব ব্যাপক তৎপরতায় পাকসেনারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল লঞ্চে মাদারীপুরের দিকে তৎপরতা আরো জোরদার করার জন্য অগ্রসর হয়। এই খবর আমাদের গেরিলারা আগেই পেয়ে যায়। ২০জনের একটি নগেরিরা দল পলং থানার রাজগঞ্জে নিকট নদীর তীরে পাকসেনাদের জন্য এম্যাবুশ পেতে বসে থাকে। সকাল ১০টার সময় লঞ্চটি আমাদের গেরিলা দলের এ্যামবুশর আওতায় এলে তৎক্ষণাৎ গেরিলারা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে১০/১২ জন পাকসেনা নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে পাক সেনাদের লঞ্চটি শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর পাকসেনারা আরো অধিক সৈন্য ফরিদপুর থেকে পালং থানায় মোতায়েন করে। ঐ এলাকার গেরিলারা পাকসেনাদের পালং থানার ঘাঁটির পুনদর্খলের পরিকল্পনা নেয়। গেরিলারা সঠিক সংবাদ নেয়ার পর জানতে পায় যে, থানাতে প্রায় এক প্লাটুন পাকসেনা ও ৫০/৬০ জন পাকপুলিশ এবং রাজাকার রয়েছে। প্রায় ২/৩ শ' গেরিলা একত্রিত হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২১শে সেপ্টেম্বর রাত ১১টায় পলিং থানার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। প্রায় চারঘন্টা সম্মুখযুদ্ধের পর ওই ঘাঁটি থেকে অনেকসংখ্যক পাকসেনা উপায়ন্তর না দেখে পালিয়ে যায়। গেরিলারা যুদ্ধে ৫০ জন পাকসেনা, রাজাকার ও পাকপুলিশকে নিহত করে। এর পর সম্পূর্ণ এরাকাটি আমাদের গেরিলদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কুমিল্লার উত্তরে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে এবং 'এ' কোম্পানী মেজর সালেক ও মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মন্দভাগ ও শালদানদী এলাকার পাকসেনাদের উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখে। ফলে পাকসেনারা মন্দভাগ বাজার, লক্ষ্মীপুর ও সাইতসালা প্রভৃতি জায়গা সম্পূন রুপে পরিত্যগ করে চান্দলা, পানছড়া ও সেনেরহাট ইত্যাদি জায়গায় তাদের ঘাঁটি পিছিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা পুনরায় তাদের পূর্বোক্ত অবস্থানগুলি দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈনিকদের সুদূর প্রতিরক্ষার সামনে তাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাদের সঙ্গে যখন আমাদের সৈনিকদের সম্মুখযুদ্ধ তীব্রভাবে চলছিল সেই সময় আমাদের গেরিলারাও পাকসেনাদের পশ্চাদে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার নিকট বিদ্যাকোটে আমাদের গেরিলাদের একটি দল পাকসেনাদের একটি টহলদার কোম্পানীকে এ্যামবুশ করে একজন

অফিসারসহ ৫০ জন পাকসেনাকে নিহত করে। তাদের চারটি নৌকাও ডুবিয়ে দেয়। গোসাইরহাট রেলস্টেশনের নিকট একটি রেলইঞ্জিন মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এসব সংঘর্ষে আমাদের গেরিলারা অনেক অস্ত্রশসন্ত্র দখল করে। অক্টোবর মাসেন প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা কসবার পশ্চিমে প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য সমাবেশ করে। পাক সমাবেশ আমরা বুঝতে পারি যে, কসবাকে পুর্ণদখল করার জন্য তারা পরিকল্পনা নিয়েছে।আমরা তাদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমি আমাদের কসবা অবস্থানের সাহায্যর্থে আমাদের প্রথম গোলন্দাজ ব্যটারীকে অনুরুপভাবে মোতায়েন করি।

১৩ ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৫-৩০ টায় পাকসেনারা গোলমদাজ বাহিনীর সহায়তায় আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী বিপুল সাহস ও দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে।প্রায় একঘন্টা যুদ্ধের পর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় তীব্র পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪৫ জন পাকসেনা হতাহত হয়। ১৫টি জি ও রাইফেল, একটি ৩'' মর্টার এবং ৩৫০০টি ৭.৬২ গুলি ও ৮টি ৩'' মর্টারের গোলা আমাদের হস্তগত হয়। এছাড়াও ন'টি বাঙ্কার ধ্বংস করা হয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমাদের দু'জন শহীদ হয় এবং একজন আহত হয়। পরে জানা যায় যে, পাকসেনারা এই আক্রমণে পঞ্চম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়োগ করেছিল। পরদিন পাকসেনারা যখন কসবার পশ্চিম দিক থেকে আরো পিছু হটে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় আমাদের একটি প্লাটুন তাদের একটি দলকে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে প্রায় ১৫ জন পাকসেনা এবং ১৫জন রাজাকার নিহত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ এবং একজন আহত হয়। আমাদের একটি হালকা মেশিনগান বিনষ্ট হয়।

এই সময় পাকসেনারা তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটগুলিতে লঞ্চ ও নৌকার সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতো। নদীপথে জলযান বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমি একটি গেরিলা দলকে বাঞ্জারাম থানার উজানচরের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পাইলনগুলো কেটে নদীতে ফেলে নদীপথে বাধা সৃষ্টি করার নির্দেশমত আমাদের গেরিলা দল বৈদ্যুতিক পাইলনগুলি কেটে নদীতে ফেলে দিয়ে একটু দুরে এ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পাইলন কাটার সংবাদ পেয়ে ৩/৪টি লঞ্চভর্তি পাকসেনা, মুজাহিদ ও রাজাকার নদীপথের এই বাধাগুলো পরিস্কার করার জন্য আসে। পাকসেনারা যখন কজে লেগে যায় ঠিক এমন অদুরেই এ্যামবুশ পেতে অবস্থানরত আমাদের গেরিলারা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে প্রায় ৭০/৮০ জন পাকসেনা, মুজাহিদ এবং রাজাকার নিহত হয়। গেরিলাদের প্রচণ্ড গোলার মুখে অবশিষ্ট পাকসেনা লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে আত্যরক্ষা করে।এই বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর পাকসেনারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ৫/৬ টি লঞ্চে বিপুলসংখ্যক সৈন্য বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উজানচরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা শুধু হালকা মেশিনগান, রাইফেল ও এস এল আর নিয়ে পাকসেনাদের এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিমান হামলার বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে অবশেষে অবস্থানটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর তিনদিন পর ১১ই অক্টোবর বিকাল চারটায় আমাদের এই দলটি জানতে পারে যে, পাকসেনাদের একটি প্লাটুন লঞ্চযোগে বাঞ্চারাম থানার আসাদনগর এলাকা লুট করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এই খবর পেয়ে আমাদের গেরিলা দলটি পাকসেনাদের লঞ্চটিকে আসাদনগরে এ্যামবুশ করে। এ্যামবুশে ৮জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অন্যরা পলায়ন করে প্রাণ বাচায়। আমাদের আরেকটি দল হোমনায় তাদের ওবেইস তৈরী করে। এই সময় হোমনা থানাতে পাকসেনারা পশ্চিম পাক পুলিশ মোতায়েন করে। আমাদের গেরিলা দলটি হোমনা থানাতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়ে ৭জন পাকপুলিশকে নিহত করে এবং রাইফেল ও কয়েকশ রাউন্ড গুলি দখল করে নেয়।

পাকসেনারা কসবাতে বিপর্যস্ত হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে চান্দলার নিকট সৈন্য সমাবেশ করে। পাকসেনাদের এই সমাবেশের মুল কারণ ছিল মন্দভাগকে পুনর্দখল করা। ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী এই সময় মন্দভাগের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ১৮ তারিখ রাত সাড়ে তিনটায় পাকসেনারা প্রায় এক কোম্পানী

শক্তি নিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। প্রায় তিনঘন্টা যুদ্ধের পর সকাল সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত আমাদের সৈনিকরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা প্রতিহত হয়ে আমাদের রক্ষাব্যুহের সামনে থেকে গোলাগুলি চালাতে থাকে। বেলা দশটার সময় পাকসেনারা আরো দু কোম্পানী সৈন্য নিয়ে দু'বার আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের এই শক্তিশালী দলগুলো গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় প্রবল বাধার মাঝেও সামনে অগ্রসর হতে থাকে। অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের সৈনিকদের গুলিতে তাদের অনেক হতাহত হয়। অবশেষে পাকসেনারা আমাদের প্রতিরক্ষব্যুহ ভেদ করতে সক্ষম হয়। প্রায় দু'ঘন্টা যাবৎ হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের দুর্ধর্ষ সৈনিকরা আমাদের প্রতিরক্ষাব্যুহে প্রবেশকারী পাকসেনাদেরকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পুর্ণরুপে পর্যদস্ত করতে সক্ষম হয়। পাকসেনারা তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেই পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যুহের চতুর্দিকস্থ কর্দমাক্ত নিম্ন জলাভূমি দিয়ে পালাবার পথে তারা আরো অধিকভাবে বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। আমাদের সৈন্যরা এই যুদ্ধে ৩৩ তম বেলুচ রেজিমেন্টের সেকেন্ড লেঃ পারভেজ খানসহ ৮জন পাকসেনাকে বন্দী করে। এছাড়া একজন অফিসারসহ ৫০জন পাকসেনা নিহত হয়। ৬টি এমজিআইএ -৩, কুড়িটি ৭৩৬২ চায়না রাইফেল, চারটি জি-৩ রাইফেল, একটি মর্টার, একটি হালকা পিস্তল, পাঁচটি সাবমিশিনগান, ১৫ বাক্স মেশিনগানের গুলি, ৩১টি ৯৪-এলাগা গ্রেনেড, ২০টি ৩৬-এইচই গ্রেনেড, ১০টি এমএম বোমা, অনেকগুলো বেয়োনেট, বেশকিছু জি-৩ রাইফেল ম্যাগজিন, ১৫টি বিভিন্ন দলিলপত্রসহ বেশকিছু ফাইল আমাদের সৈন্যরা দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন সৈনিক গুরুতরভাবে আহত হয়, কেউ শহীদ হয়নি। তাদের এই বিপুল বিপর্যয়ের ফলে পর্যুদস্ত দিশেহারা পাকবাহিনী এফ -৮৬ জঙ্গীবিমান দিয়ে আমাদের অবস্থানে প্রায় ৪৫ মিনিটকাল ধরে মারাত্বকভাবে হামলা চালায়। পাকসেনার গোলন্দাজ ইউনিটর ভারী কামানের সাহায্যে শত শত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের এই অবস্থানটি দখল করতে না পেরে পাকসেনারা কিছু পিছনে গিয়ে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২০শে অক্টোবর পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল সকাল থেকে কামালপুরের নিকট আমাদের আরেকটি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণেও তারা আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যুহে ভেদ করতে না পেরে বিফল হয়। পাকিস্তানীদের একজন অফিসারসহ ৩০জন সৈনিক নিহত হয়। বার বার ব্যর্থ হওয়ায় পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাকসেনারা ৩/৪দিন ধরে আমাদের অবস্থান গুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে অনসন্ধান চালায়। ২৫ তারিখ অপরাহ্ন ৩-৫মিনিট থেকে মন্দভাগ, মঙ্গলপুর ও শ্রীপুরস্থ আমাদের অবস্থানগুলোর উপর বিকাল ৪-১০ পর্যন্ত চারটি এফ -৮৬ জঙ্গীবিমান প্রবলভাবে হামলা চালায় এবং একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসৈনিকরাও এইসব অবস্থানগুলোর উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্যন্ত চলতে থাকে।আমাদের সৈনিকরাও মনোবল না হারিয়ে পাকসেনাদের এই সম্মিলিত আক্রমণকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে। সংঘর্ষে পাকসেনাদেরও প্রায় ৫৮জন সৈনিক হতাহত হয়। ফলে তাদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পিছু হটে যায়। যুদ্ধে আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ এবং ৯জন আহত হয়।

আমরা যখন মন্দভাগে পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং পাকসেনাদের প্রতিহত করার জন্য কসবার অবস্থান থেকে কিছুসংখ্যক সৈন্য মন্দভাগ নিয়ে মন্দভাগ অবস্থানকে শক্তিশালী করছিলাম ঠিক তখনই আমাদের কসবার অবস্থানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাকসেনারা অগ্রসর হয়ে কসবার পুরোনো বাজার পর্যন্ত পুনর্দখল করে নেয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমার সেক্টরের সৈনিকদের পুনর্গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ আসে কে-ফোর্স, গঠনের, আমি আগে থেকেই মনস্থ করেছিলাম যে, পাকসেনাদের উপর পুনঃ আক্রমণের পুর্বে আমার অধীনস্থ সৈনিকদের পুনর্গনের দরকার। গত ৪/৫ মাস ধরে অবিরাম যদ্ধে এবং জীবনধারনের নিতম প্রয়োজন আহারুনিদ্রা থেকে বঞ্চিত ও যুদ্ধে সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি প্রবল প্রতিকুলতার দরুন তারা স্বাভাবিক কারনেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পরবর্তী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া নতুন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সৈনিকদের

নিয়ে এবং ৪র্থ বেঙ্গলের পুরোনো ও অভিজ্ঞ সৈনিকদের নিয়ে আরো কয়েকটি ব্যটালিয়ন গঠন করার ইচ্ছা ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের নিয়ে হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে একটি কনফারেন্স করি। সে কনফারেন্স নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়ঃ-

(ক) ৪র্থ বেঙ্গল থেকে পুরোনো ও অভিজ্ঞ সৈনিক নিয়ে আরো দু'টি ব্যাটালিয়ন করা হবে।

(খ) ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী ও হেডকোয়ার্টারের কিছু সৈনিক ৪র্থ বেঙ্গলেই থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলকে পুনর্গঠন করা হবে। এই ব্যাটালিয়নটি পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারকে নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়নটি পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের জন্য কোনাবন বেইস এ একত্রিত করা হবে।

(গ) ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানীর কিছু সৈন্য নিয়ে নতুন করে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর আইনউদ্দিনকে এই ব্যাটিলিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। এই ব্যাটালিয়ানটিকে কসবা বেইসু-এ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(ঘ) ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী এবং বি কোম্পানীর অবশিষ্ট সৈনিকদের নিয়ে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হবে। মেজর সালেককে এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। মেজর সালেক এবং ৪র্থ বেঙ্গলের এ কোম্পানী শালদা নদীতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাঁকে তাঁর সৈন্যসহ বেলুনিয়াতে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। ১০ম বেঙ্গল রেজমিন্টকে বেলুনিয়া-রাজনগর বেইসু-এ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(ঙ) ২নং সেক্টর অধিনস্ত সব যোদ্ধাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। নবগঠিত ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম রেজিমেন্ট কে নিয়ে কে ফোর্স নামে ব্রিগেড গঠন করা হলো।

(চ) নবগঠিত কে ব্রিগেডির আলাদা হেডকোর্য়াটার স্থাপন করে সেখানে স্টাফ অফিসার হিসেবে মেজর মতিন এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আলমকে নিযুক্ত করা হল।

(ছ) গেরিলা হেডকোয়ার্টার মেলঘরেই রাখা হবে। মেজর হায়দার আমার অধীনে গেরিলা স্টাফ অফিসার নিযুক্ত হল।

(জ) ১৮টি সেক্টর কোম্পানী কোম্পানী হিসেবেই থাকবে এবং তারা কে ফোর্স হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মেনে চলবে।তাদেরকে সাধারণত কমাণ্ডো হিসেবে শত্রুপক্ষের পশ্চাৎভাগে (গভীরাভ্যন্তরে) ধ্বংসাত্তক তৎপরতা চালাবার কাজে নিয়োগ করা হবে।

(ঝ) গেরিলারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় পাকসেনাদের নির্মুল করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। পাকসেনাদের ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন করে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে অনুরোধ করে আত্ন সমর্পণ করাতে বাধ্য করবে।

(ঞ) কে ফোর্স ব্রিগেডকে পাকসেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিকে দখল করার কাজে নিয়োগ করা হবে এবং উদ্ধারকৃত মুক্ত এলাকার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

(ট) অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখের মধ্যেই কে ফোর্স পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হবে।

(ঠ) 'কে-ফোর্স পুনর্গঠনকালে পাকসেনারা যাতে তাদের হৃত মনোবল পুরুদ্ধার না করতে পারে এবং প্রাধান্য বিস্তার সক্ষম না হয় সেজন্য কোম্পানীগুলো এবং কমাণ্ডো প্লাটুনগুলো গেরিলাদের

সহায়তায় ৪র্থ বেঙ্গলের অপারেশন এলাকায় নিয়োজিত থেকে শূন্যতা পূরণ করবে এবং তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখবে।

(ড) অস্ত্র; গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম যা কিছু আছে তা পুনরায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হবে।

(ত) গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট ‘কে-ফোর্স-এর অধীনে নিযুক্ত করা হলো।

(ণ) ‘কে-ফোর্স’ এবং ২নং সেক্টরের অধিনায়কত্ব যৌথভাবে আমার অধীনে থাকবে। আমার অবর্তমানে এই দুটি বাহিনী বিভক্ত হবে। কে-ফোর্স-এর অধিনায়কত্ব করবেন মেজর সালেক ও ২নং সেক্টরের অধিনাকত্ব দায়িত্ব পালন করবেন।

কনফারেন্সের বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২নং সেক্টরের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর ‘কোর্স-ফোর্স’ ব্রিগেড গঠন করার কাজে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেহেতু যুদ্ধসামগ্রীর যথেষ্ট অভাব ছিল বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ ও পোশাকের; তবুও সংগঠনের কাজ মোটামুটি এগিয়ে চলে। সেপ্টম্বরের শেষের দিকে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট কসবাতে; ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট শালদা নদীতে এবং ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেলুনিয়াতে সংগঠিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। যুদ্ধে পুনঃনিয়োগের আগে এইসব ইউনিটগুলোকে তিন সপ্তাহের জন্য ব্যাপকভাবে সমন্বিত প্রশিক্ষন দেয়া হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে ৯ম বেঙ্গল ইউনিটকে পরীক্ষামূলকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই। এই সময়ে আমাদের সেক্টর ট্রুপস কসবা; মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকায় পাকসেনাদের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হেনে চলছিল। ফলে পাকসেনারা এই এলাকায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদেরকে সম্পূর্নভাবে এই এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেই। কসবার পূর্বাংশ ইতিমধ্যেই আমাদের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। পাকসেনারা সেখান থেকে পিছু হটে পূর্বেই পশ্চিমাংশে পুরানা বাজারের নিকট তাদের ঘাটি স্থাপন করেছিল। পাকসেনাদের এই ঘাটিটিও ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আক্রমণের নির্দেশ দেই। নির্দেশ অনুযায়ী মেজর আইনউদ্দিন তাঁর ব্যাটালিয়নকে লাটুমুড়ার পিছনে সমবেত করে এবং ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত শত্রু অবস্থানের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে। শত্রু অবস্থানের তথ্য জানার পর বোঝা যায় যে; পাকসেনারা তাদের অবস্থানটি পূর্ব এবং দক্ষিনমুখী করে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। আমি মেজর আইনউদ্দিনকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানী দিয়ে উত্তর দিক থেকে পাক অবস্থানের উপর আক্রমন করার নির্দেশ দেই। শত্রুসেনারা মনোযোগ অন্যদিকে পরিবর্তন করার জন্য একটি কোম্পানী দিয়ে কসবার দিক থেকে অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করার নির্দেশ দেই। আরেকটি কোম্পানী রিজার্ভে থাকার আদেশ করি। ১ম ফিল্ড ব্যাটারীকে এই আক্রমণে সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের অধীনে দেই।

২২শে অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ম রেজিমেন্ট পাকসেনাদের উপর আক্রমন চালায়। প্রায় ১০ মিনিট তীব্র কামানের গোলার আক্রমণের পর উত্তর দিক থেকে দুটি কোম্পানী লেঃ আজিজ ও সুবেদার মেজর শামসুল হকের নেতৃত্বে পাকসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাকসোরা প্রস্ত্তত ছিল না। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থানগুলো ভেঙ্গে পড়ে। তারা দিশেহারা হয়ে অবস্থান পরিত্যাগ করে পেছনের ককে পালিয়ে যায়। তিনঘণ্টা যুদ্ধের পর ৯ম রেজিমেন্ট পাকসেনাদের অবস্থানটি দখল করে নেয়। যুদ্ধে ২৬জন পাকসেনা নিহত ও ১৮জন আহত হয়। ১১টি এল-এম-জি ১টি পিস্তল সিগনাল; ৪০টি এইচই-৩৬ গ্রেনেড; ৩টি ৯৪-এনার্গা; ৪৪টি প্লাষ্টিক মাইন; ১টি ম্যাপ; ২টি র‍্যাঙ্কের‘ব্যাজ’ আমাদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের লেঃ আজিজ ও ৩ জন সৈনিক শহীদ হয় এবং ‘১৫জন আহত হয়। পাকনোদের একটি ছোট দল পিছনে হটে গিয়ে ছোট একটি নালার পশ্চিম তীরে পুনরায় দ্রুত অবস্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরদিন ভোর ৪টায় সুবেদার মেজর শামসুল হকের কোম্পানী পাকসেনাদের এই অবস্থানের

উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। প্রচন্ড আক্রমণের ফলে প্রায় ২০ জন পাকসেনা নিহত ও ২২জন আহত হয়। বিপর্যস্ত হয়ে পাকসেনারা সম্পূর্নরুপে পশ্চাতে হটে যায়। এই আক্রমণের ফলে সম্পূর্ন কসবা আমাদের দখল আসে। পাকসেনারা পিছু হটে গিয়ে মইনপুর; কাশেপুর; কামালপুর; গুরগুইট প্রভৃতি জায়গায় তাদের নতুন অবস্থান তৈরি করে।

কসবা শত্রম্মুক্ত করার পর ৯ম রেজিমেন্ট কৃশানপুর; বগাবাড়ি; ইয়াকুবপুর এলাকা জুড়ে তাদের নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে। এই অবস্থানগুলো থেকে পেট্রোল পার্টি ও শক্তিশালী রেইডিং পাটি পাক অবস্থানগুলোর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষে ২২জন পাকসেনা নিহত ও ৩০ জন আহম হয়।

৪র্থ রেজিমেন্ট কোনাবনে তাদের বেইস-এ পুনর্গঠিত হওয়ার পর অক্টোবর মাসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। আমি এই ব্যাটালিয়নকে শালদা নদী থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দেই। শালদা এলাকার কমপ্লেক্স ট্যাকটিক্যাল একটি খারাপ এলাকা বলে তাদেরকে পুরো ব্যাটালিয়ন হিসাবে আক্রমন করার নির্দেশ প্রদানকরি। কোম্পানী এবং প্লাটুন-এ ভাগ হয়ে প্রথম তৎপরতা চালিয়ে এলাকার উপর পুরা আধিপত্য অর্জন করার নির্দেশ দেই। এই নির্দেশের পর ক্যাপ্টেন গাফফার তার মন্দভাগ অবস্থান থেকে শালদা নদীর পশ্চিমে ও উত্তরে ৪র্থ রেজিমেন্টের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ৪র্থ রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন কায়েমপুরের নিকট এ্যামবুশ পাতে। পাকসেনাদের প্রায় ৪০জন সৈনিক এই এ্যামবুশে আক্রান্ত হয়। ফলে ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেক আহত হয়। এর ৩/৪ দিন পর ৪র্থ বেঙ্গলের আরেকটি রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের চত্তরা অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে রকেট লাঞ্চার দ্বারা একটি বাঙ্কার উড়িয়ে দিয় এবং ১৫ জন পাকসেনাকে হতাহত করে। এর কিছুদিন পর নায়েব সুবেদার সিকদার আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানী পাকসেনাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে চাপিতলায় এ্যামবুশ পাতে। পরদিন ভোর চারটার সময় পাকসেনাদের দু'টি কোম্পানী তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো শক্তিশালী করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকসেনাদের এই দলটি ভোর পাঁচটায় আমাদের এ্যামবুশে এসে যায়। প্রায় চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে ৫০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এই আক্রমণের পরপরই পাকসেনারা আমাদের অবস্থানের উপর জঙ্গী বিমান দিয়ে ৯-৪৫মিঃ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ করে। আমাদের পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকসেনাদের কামালপুর; মইনপুর; লক্ষ্মীপুর অবস্থানগুলোর উপর তাদের চাপ আরো জোরদার করে তোলে। ১১ই নভেম্বর আমাদের একটি শক্তিশালী রেইডিং পার্টি পাকসেনাদের কামালপুরের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সাড়ে ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই আক্রমণে পাকসেনদাদের ১৬ জন নিহত এবং ২২জন আহত হয়। এর পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় ৪র্থ বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানী লক্ষ্মীপুর এবং শালদা নদী ফেরী এলাকা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। যুদ্ধে প্রায় ১০০জন পাকসেনা হতাহত হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ ও সাতজন আহত হয়। শত্রুদের কাছ থেকে ১৫টি রাইফেল; ৩টি এল-এম-জি; ১২টি এল-এম-জি বাক্র দু'টি পিস্তল; একটি ৪০ এম-এম রকেট লাঞ্চার; ৭২টি ৬০টি এম-এম বোমা; ৩টি টেলিফোন সেট ৫টি অয়্যারলেস সেট ব্যাটারী; ১টি মেশিনগানের ব্যারেল এবং ৪টি ম্যাপসহ অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম দখল করে নেয়। শালদা নদী ফেরী এবং লক্ষ্মীপুর এলাকা আমাদের দখলে আসার পর ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে শালদা নদী কমপ্লেক্স দখল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

শালদা নদীর যুদ্ধ

শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ঘাঁটির উত্তর দিয়ে শালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় শত্রুদের উত্তর দিকে সম্পূর্নরুপে নিরাপদ ছিল। পূর্ব দিকে রেলওয়ে স্টেশন উঁচু রেললাইন সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুদের নিরাপত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। পশ্চিমের গুদামঘরের উঁচু ভুমি তাদের শক্তিশালী ঘাঁটির

নিরাপত্তায় বেশ সহায়ক ছিল। এই অবস্থানটিকে নিয়মিত প্রতায় আক্রমণ করে সফল হওয়া দুস্কর ছিল। শত্রুঘাঁটির এই সকল বৈশিষ্ট্য তাদের পক্ষে সহায়ক হওয়ায় আমরা এই ঘাঁটিটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমণ না করে অনিয়মিত পদ্ধতিতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। শত্রুদের ঘাঁটিটি পর্যবেক্ষণের পর আমরা আরো জানতে পারি যে; শালদা নদীর তীর বরাবর আমাদের ঠিক সামনে তারা চজারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদীর গুদামঘরের পাশ দিয়েও তারা একই রকম পরিখা খানন করেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাঁটিটিকে তিনদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন গাফফার ও নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্ব একটি প্লাটুন শালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রমে করে আবস্থান নেয়। সুবেদার বেলায়েতের নেতৃত্বে আরেটি প্লাটুন শালদা নদীতে শত্রুঘাটির বিপরীত দিকে অবস্থান নেয়। পাকসোরা যাতে আক্রমণের সময় আমাদের পেছনে থেকে আঘাত না হানতে পারে সেজন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী মঙ্গল মিয়ার অবস্থানের পেছনে নিরাপত্তামূলক অবস্থান গ্রহন করে। এছাড়া পাকনোদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার জন্য চারটি ছোট রেইডিং পার্টিকে বড় ধুশিয়া; চান্দলা; গোবিন্দপুর; কায়েমপুর প্রভৃতি শত্রুঘাঁটির দিকে পাঠানো হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এইসব রেইডিং পাটিগুলো ১৫ই নভেম্বর রাতে পাকসেনাদের মনোযোগ আকর্ষন করার জন্য শত্রুঘাঁটির উপর হালকা আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা শালদী নদী থেকে রেইডিং পার্টির উপর কামান এবং মর্টারের সাহয্যে গোলাবর্ষন করে। এই গোলাবর্ষন সমস্ত রাত ধরে চলে এবং ভোরের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আক্রমণ শেষ হয়ে গেছে ভেবে পাকসেনারা পরদিন সকালে কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের সুযোগ নেয়। এই সময় তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলো রাজাকার এবং ইপকাফ-এর প্রহরাধীন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে; শত্রুরা সাধারণত রাতের বেলায় আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য যতটা সতর্ক থাকতো; দিনের বেলায় ততোটা প্রস্তুত থাকতো না।

এমতাবস্থায় আমরা তাদের এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সকাল ৮টার দিকে তাদের উপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই।

সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি পশ্চিম দিক থেকে শালদা নদী গুদামঘরের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর এবং নায়েব সুবেদার রিয়াজ পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকার অবস্থান থেকে শালদা নদী রেলস্টেশন-এর পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপার আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে নায়েব সুবেদার মুহাম্মদ হোসেন সুবেদার বেলায়েতের অবস্থান থেকে নদীর অপর তীরের পরিখাগুলোতে আর-আর-এর সাহায্যে শত্রুদের চারটি পরিখা ধ্বংস করে দেয়। এতে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয় এবং পাকসেনারা সম্মুখবর্তী পরিখা ছেড়ে পিছু হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার বেলায়েত তাঁর সৈন্যদের নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরিয়ে অপর তীরে শত্রুদের সম্মুখবর্তী পরিত্যক্ত পরিখাগুলো তখল করে নেয় এবং কিছু সৈনিক সেইসব পরিখাতে রেখে সামনের দিকে আরো অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার পথে সুবেদার বেলায়েত শত্রুসেনা কর্তৃক অতর্কিত আক্রান্ত হয়। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সুবেদার বেলায়েত বীরবিক্রমে সম্মুখভাগের শত্রুপরিখার উপর গ্রেনেড চার্জকরে আরো কয়েকটি শত্রু বাঙ্কার ধ্বংস করে এবং শত্রুসৈন্য নিহত করে। সুবেদার বেলায়েত ও তাঁর দলের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদী তীরবর্তী এলাকা সম্পূর্নরুপে শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ফলে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে শালদা নদী গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনাদের যোগাযোগ সম্পূর্নরুপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পাকসেনারা আমাদের উপর কামান কিংবা মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছিলো না । কেননা আমাদের সৈনিক তাদের দু'দলের মধ্যবর্তি স্থানে পৌছে যাওয়ায় তাদের গোলাবর্ষণে নিজেদেরই ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গুদামঘরে অবস্থানরত পাকসেনারা বুঝতে পারে যে তারা দু'দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণের শিকার হয়ে মূল ঘাঁটি থেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের পক্ষে এই আক্রমণের মুখে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই সময় পাকসেনাদের একটি অয়্যারলেস ম্যাসেজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এতে তারা কর্তৃপক্ষকে জানায় যে 'মুক্তি বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন তাদের উপর প্রচণ্ড

আক্রমন চালাচ্ছে। তাদের পক্ষে এই ঘাঁটিতে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এই ম্যাসেজ পাওয়ার পর পাকসেনাদের দুর্বলতা সম্পূর্নভাবে বুঝতে পারি। তাদের মনোবল যে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে তাবেশ বোঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে তার আক্রমণ আরো জোরদার করার নির্দেশদেই। এই প্রচন্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে গুদামঘরে অবস্থানরত পাকনোরা নয়ানপুর রেলস্টেশনের দিকে পালাতে থাকে। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি গুদামঘর এলাকা দখল করে নেয়।আরো কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সুবেদার বেলায়েত এবং নায়েবসুবেদার সিরাজের প্রচণ্ড আক্রমণে শালদা নদীরেলস্টেশনে অবস্থানকারী পাকসেনারাও রেললাইন ধরে নয়ানপুরে দিকে পালাতে থাকে। আমাদের সৈনিকরা পলায়নপর পাকসেনাদের পাকসেনাদের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হতাহত করে। দুপুর নাগাদ সমস্ত শালদা নদী এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং আমাদের সম্পূর্ন নিয়ান্ত্রণাধীনে আসে। পাকসেনারা যাতে এই এলাকাটি আবার দখল করে নিতে না পারে সেজন্য আমাদের অবস্থানটিকে শক্তিশালী করে তোলা হয়। পাকসেনারা নয়াপুর রেলস্টেশনের ঘাঁটি থেকে বেশ কয়েকবার এই অবস্থানের উপর মর্টার ও কামানের আক্রমণ চালায় এবং এই অবস্থানটি পুর্নদখলের জন্য শালদী নদী গুদামঘরের দক্ষিনে কিছুসংখ্যাক সৈন্য সমাবেশ করে। এই খবর পেয়ে সুবেদার বেলায়েত একটি দল নিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য গুদামঘর এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাকসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু একজন পাকসেনা আড়াল থেকে সুবেদার বেলায়েতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। সুবেদার বেলায়েতের মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ২নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হাসপাতালে পাঠনো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে হাসপাতালে পৌছায় আগেই পথে সে শাহাদৎবরণ করে। তার মত বীর সৈনিকের শহীদ হওয়াতে আমরা সবাই মর্মাহত হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হরালো। সুবেদার বেলায়েতের কীর্তি এবং বিক্রমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শালদা নদী এলাকা দখল করা একটি দুঃসাহসী পকিল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত অপ্রচলিত কৌশলের একটি বিরাট সাফল্য। এর ফলে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ন এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন গাফফার এবং শহীদ বেলায়েতকে কৃতিত্বপূর্ন লড়াইয়ের জন্য বীরউত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এগুলোর মধ্যে ২১টা রাইফেল, ৫টা এল-এম-জি, ৩টা এম-জি-এই-৩ মেশিনগান, ৩১টা হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন, ৪টা রকেট লাঞ্চার (৮০টি গোলাসহ) ১টা এস-এম-জি, ১টা অয়্যারলেস সেট, ২০২৫০টি গুলি, ২০০টি ২'' মর্টার বোমা, ৩টা টেলিফোন সেট ১টা জেনারেল, ২টা এম-জি ব্যারেল, অনেক রেশন কাপর -চোপর ম্যাপ ও বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র আমাদের দখলে আসে। এইসব দলিলপত্র থেকে জানা যায় ৩০তম পাঞ্জাব জজিমেন্টের 'বি' কোম্পানী ও 'ডি' কোম্পানী পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষব্যূহ নিয়োজিত ছিল। এই সংঘর্ষে প্রায় ৮০/৯০ জন পাকসেনা হতাহত হয় এবং ১২জন পাকসেনা আমাদের হাতে জীবন্ত ধরা পড়ে। ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১৬ঘন্টা যুদ্ধে আমাদের ২জন শহীদ এবং ৮ জন আহত হন।

শালদা নদী কমপ্লেক্স আমাদের হস্তগত হওয়ার পর পাকসেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই এলাকা পুর্নদখলের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকসেনারা চান্দলার নিকটে অন্যান্য এলাকা থেকে প্রচুর সৈন্য এনে সমাবেশ ঘটায়। ১৬ই নভেম্বর রাত ২-১৫ মিঃ এ পাকসেনারা প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যশক্তি নিয়ে আমাদের শালদা নদী, মন্দভাগ, কামালপুর, মঙ্গল প্রভৃতি অবস্থানের উপর গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে পাকসেনাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে। সকাল পর্যন্ত যুদ্ধে পাকসেনাদের বিপুলসংখ্যক সেনা হতাহত হয় এবং উপায়ান্তর না দেখে পাকসেনারা আক্রমণ পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। এর একদিন পর আমাদের একটি ছোট দল মঙ্গলপুরের নিকট পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে ১৭ জন পাকসেনাকে নিহত ও অনেককে আহত করে। আরেকটি রেইডিং পার্ট কাইউমপুরে পাকসেনাদের অবস্থানের

দু'টি বাঙ্কার আর-আর দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ১৪জন পাসেনাকে নিহত করে। ২০শে এবং ২১শে নভেম্বর ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানী মঙ্গলপুর এবং কায়েমপুরের উপর তাদের চাপ বাড়িয়ে তোলে। ২১তারিখ সকাল ৯টার সময় এই দুই কোম্পানী পাক অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ্ই আক্রমণে ১৬জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৯জন আহত করে। ১০৬আর-আর এর সাহায্যে পাকসেনাদের বেশ কটি বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়া হয়। আমাদের সৈনিকরা অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল করে নেয়। ২৩শে নভেম্বর পাকসেনারা আমাদের মন্দভাগ অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য আবার তাদের সৈন্য একত্রিত করতে থাকে। দুপুর দুটোর সময় আমাদের একটি কোম্পানী পাকসেনাদের সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে পাকসেনাদের শালদা নদীর নিকটে মনোরা রেলসেতুর নিকটবর্তী আমাদের অবস্থানগুলোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মেশিনগান, ১০৬ আর-এর ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা পাকসেনারা অবস্থানের একটি বাঙ্কার ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং তাদের বহু সৈনিক হতাহত হয়। আমাদের একজন সৈনিক শহীদ এবং ৪জন আহত হয়। একটি মেশিনগান গোলন্দাজ বাহিনীর গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। ২৩শে নভেম্বর থেকে পাকসেনাদের সঙ্গে বেশ কটি খন্ডযুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা শত্রুদেরকে বিতাড়িত করে সমর্থ হয়। এই এলাকায় শত্রুরা পর্যুদস্ত হয়ে বুড়ীচং এবং কুমিল্লার দিকে সরে যায়।

কয়েকদিন পর ৪র্থ বেঙ্গলকে শালদা নদী থেকে ফেনীর দিকে আক্রমণ চালানোর জন্য 'কে' ফোর্স-এর অধীনে বেলুনিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামালের অধীনে কয়েকটি সেক্টর কোম্পানী শালদা নদীতে রেখে ক্যাপ্টেন ঘাফফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গল বেলুনিয়াতে কে-ফোর্স -এ যোগাযোগ করে। ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট রাজনগরে তাদের পুনর্গঠিন ও পুনর্বিন্যারে পর তাদেরকে দু' সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক প্রশিক্ষণের পর বেলুনিয়াতে পুনরায় তাদেরকে পুরানো প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোতে পাঠানো হয়। এবং এই সেক্টরে তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এই সময়ে ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মেজর জাফর ইমাম নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পুনরায় রণক্ষেত্রে পৌছানোর পর ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ১৫ই অক্টোবর ১০ম বেঙ্গলের অনন্তপুর প্রতিরক্ষাব্যূহের সমনে পুরশুরাম চিতলিয়া প্রভৃতি জায়গায় পাকসেনাদের ঘাটিঁগুলির উপর ছোট ছোট আক্রমণ চালিয়ে ২৪জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৩০ জন কে আহত করে। পাকসেনাদের তিনটি বাঙ্কারও তারা ধ্বংস করে দেয় ১৮ই অক্টোবর সকাল ৬টার সময় পাকসেনাদের একটি প্লাটুন আমাদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হবার পথে বেলুনিয়া নদীর পূর্ব তীরে আমাদের সৈনিকদের এ্যামবুশ-এ পড়ে। ফলে ১২জন পাকসেনা নিহত। এবং ১৪ জন আহত হয়। ফুলগাজীর নিকট ১০ম বেঙ্গলের পাইওনিয়ার প্লাটুন ঐদিনই রাস্তায় মাইন পুঁতে সকাল ১০টার সময় পাকসেনাদের একটি ট্রাক ধ্বংস করে দেয়। ৭জন পাকসেনা এতে নিহত এবং ৩জন আহত হয়। ২০শে অক্টোবর আমাদের মর্টার ডিটারমেন্ট সন্ধ্যা ৬টায় পাকসেনাদাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে চিতলিয়া অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১২জন পাকসেনাকে নিহত এবং ৭ জনকে আহত করে। ২৫শে অক্টোবর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পাকসেনাদের চিতলিয়া ঘাটির উপর আবার আক্রমণ চালায়। ফলে দু'টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৬শে অক্টোবর ভোর ৫টার সময় ফুলগাজীর নিকট আমাদের একটি প্লাটুন পাকসেনাদের টহলদারী দলকে এ্যামবুশ করে ৯জন পাকসেনা নিহত এবং ৬ জন আহত করে। এই যুদ্ধে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা কুটি মিয়া শহীদ হয়। ঐদিনই পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী দল আমাদের ঘাঁটির সামনে এসে মাইন পোঁতার চেষ্টা করে। কিন্তু পাকসেনাদের এই দলটির সঙ্গে আমাদের একটি দলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১২জন পাকসেনা নিহত এবং ৩০জনকে আহত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনারা আহত এবং নিহতদের ফেলে ও অস্ত্রশস্ত্র রেখেই পালিয়ে যায়। ১০ম বেঙ্গলের তৎপরতার কারণে এই এলাকায় পাকসেনাদের বিপুল সমাবেশ ঘটানো হয়। তারা ১০ম বেঙ্গলকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্ত্তিতি নেয়। ২৭শে অক্টবর চিতলিয়ার নিকট এক ব্যাটালিয়নের অধিক শক্তির সমাবেশ ঘটায়। সন্ধ্যা ৬টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় পাকসেনাদের দুটো কোম্পনী অগ্রসর হয়ে আমাদের

অগ্রবর্তী ঘাঁটি নিলক্ষ্মীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা সাহসে সঙ্গে পাকসেনাদের আক্রমণে বাধা দেয়। কিন্ত প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মূল ঘাটির ফিরে আসে। পাকসেনারা নিলক্ষ্মী অগ্রবর্তী ঘাটিটি দখল করে নেয়। পরদিন সকালে ১০ম বেঙ্গলের তিন কোম্পানী আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নিলক্ষ্মীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত তিনঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে নিলক্ষ্মী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে পিছু হটে যায়। আমাদের সৈনিকরা নিলক্ষ্মী পুর্দখলের পর পুতিরক্ষাব্যূহ মালিবিলদ ও গাবতলী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় আমাদের একটি প্লাটুন ডুবলা চাঙ্গের নিকট একটি এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। পাকসেনাদের একটি দল বেলুনিয়া যাবার পথে সেই এ্যামবুশ-এ পড়ে। আমাদের প্লাটুনটি পাকসেনাদের আক্রমণে চালিয়ে ১৩জন পাকসেনাকে নিহত করে এবং ২জন পাকসেনাকে জীবিত বন্দী করে। এছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। নিলক্ষ্মীতে পাকসেনারা পর্যুদস্ত হওয়ার পার পুনঃআক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ২৯শে অক্টোবর ভোর ৪টার সময় পাকসেনারা শালদার নয়াপুর এবং ফুলগাজী থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর কামানের সাহায্যে প্রচন্ড গোলাবর্ষন শুরু করে। আমাদের কামানগুলিও পাকসেনাদের গোলার প্রত্যুত্তর দেয়। সকালে পাকসেনারা তিন দিক থেকে আমাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় ৫ঘন্টা যুদ্ধের পর আমাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পাকসেনাদের আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাড়ে বারোটার সময় পাকসেনাদের আক্রমণ সম্পূর্নভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড বাধার সামনে টিকতে না পেড়ে পাকসেনারা পিছন দিকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে ৪০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ হয়।

এই সময় পাকসেনাদের প্রতিরকক্ষা ঘাটি চিতলিয়া; পরশুরাম ও বেলুনিয়া থানার নিকট ছিল। এসব ঘাটিগুলোতে রেলওয়ে ট্রলির সাহয্যে পাকসেনারা ফেনী থেকে রসদ যোগাতো। ৫ই নভেম্বর রাতে আমাদের একটি রেইডিং পার্টি চিতলিয়ার দক্ষিনে রেলওয়ে লাইনের উপর এ্যামবুশ পাতে। ৬ই নভেম্বর সকাল ৭টায় পাকসেনাদের একটি ট্রলি আমাদের হেঁডিং পার্টির এ্যামবুশ এর আওতায় এসে যায়। ট্রলিটিকে সম্পূর্নরুপে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ চারজন সৈনিক নিহত হয়। আমাদের রেইডিং পার্টি একটি হালকা মেশিনগান, ১টি রাইফেল, ১টি স্টেনগান, ১টি ব্লেনডিসাইড, ২০০০ রাউন্ড গুলি ও ১০টি ব্লেনডিসাইড গোলা হস্তগোত করেক। ১০ম বেঙ্গল পাকসোদের আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর বেলুনিয়া থেকে পাকসেনাদের সম্পূর্ণরুপে বিতাড়িত করার জন্য পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়।পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পরশুরাম ও চিতলিয়ার মাঝে পাকসেনাদের সরবরাহ লাইনের সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নেয়। ৬ই নভেম্বর ১০ম বেঙ্গলের একটি কোম্পানী গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় চিতলিয়ার উত্তরাংশে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রায় ৪ ঘন্ট যুদ্ধের পর ১০ম বেঙ্গলের কোম্পানীটি চিতলিয়ার উত্তরাংশ দখলকরে নিয়ে সালিয়া এবং ধানীকুন্ডার মাঝখানে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে বেলুনিয়ার উত্তরাংশের পাকসৈনিকরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন অফিসারসহ ১২জন পাকসেনা যুদ্ধে নিহত এবং পাঁচজন বন্দী হয়। অফিসারের পকেট থেকে প্রাপ্ত এম-ও ফর্ম থেকে জানা যায় যে সে ১৫তম লুচে জজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এবং বেলুনিয়াতে সে সময় ১৫তম বেলুচ রেজিমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সংঘর্ষে আমাদের মর্টার প্লাটুন কমাণ্ডার হাবিলদার ইয়ারআহমদ শহীদ হয় এবং আরো ৫ জন আহত হয়। পাকসেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গে পড়ে। পাকসেনারা চিতলিয়ার দক্ষিনে পশ্চাদপসরণ করে। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের চিতলিয়ার অবস্থানটি পুনর্দখলের জন্য পাকসেনারা পরদিন ভোর ৫টায় দু' কোম্পানী শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের কোম্পানীটি গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় অসীম সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। আপ্রাণ চেষ্টাসত্ত্বেও আমাদের সৈনিকদের গুলির সামনে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার মখে পাকসেনাদের এই আক্রমণটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৩৫জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অনেক আহত হয়। কয়েকটি হালকা মেশিগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়।

১০ম বেঙ্গল উত্তর চিতলিয়া দখলের পর তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৯ই নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি পাঁচজন পাকসেনাকে বন্দী করে এবং একটি মেশিনগান ও ৪টি চায়না রাইফেল দখল করে দেয়। ১০ম বেঙ্গলের দু'টি কোম্পানী ৯ই নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টার সময় পরশুরাম এবং বেলুনিয়া শত্রুঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রমণে অনেক পাকসৈন্য নিহত হয় এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। চারঘন্টা যুদ্ধের পর এই দুই ঘাঁটি আমাদের সৈনিকরা দখল করে নেয়। পাকসেনারা পরদিন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর জঙ্গী বিমানের আক্রমণ চালায়। আমাদের সৈনিকরা ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বিমান আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয়। শত্রুদের একটি জঙ্গী বিমান আমাদের মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শালিয়ার নিকট ভুপাতিত হয়। বিমান আক্রমণের আমাদের দু'জন সৈনিক শহীদ ও ৫ জন আহত হয়। এর পরদিন ১০ম বেঙ্গল আরো দুটি কোম্পানী সকাল ১০টায় দক্ষিন চিতলিয়ার উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালায়। ৩ ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা এবং মর্টারের গুলিতে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং চিতলিয়া রেল স্টেশন ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে পাকসেনাদের অনেক হতাহত হয়। আমাদের পাঁচজন শহীদ এবং ১৩ জন আহত হয়। শেষ পর্যন্ত চিতলিয়া আমাদের দখলে আসে। আমাদের সৈনিকরা শত শত অস্ত্রশস্ত্র, অয়্যারলেস সেট, পোশাক, রেশন প্রভৃতি দখল করে নেয়। ৪দিনের যুদ্ধে ৫৭ জন পাকসেনা ও ১৫জন ইপিসিএএফ আমাদের হাতে বন্দী হয় এবং আরো অনেক হতাহত হয়। পাকসেনারা চিতলিয়া থেকে পালিয়ে মুন্সীরহাটের দক্ষিনে এবং পাঠাননগরে কাছে তাদের রক্ষাব্যূহ পুরায় স্থাপন করে। তাদের মূল ঘাটি ফেনীতে পিছিয়ে নেয়। এই সময় 'ক-ফোর্স' হেডকোয়ার্টার থেকে পুনঃআক্রমণের নির্দেশ আসে। এই নির্দেশ অনুযায়ী 'কে-ফোর্স' হেডকোয়ার্টার কোনাবন অবস্থান থেকে দক্ষিন বেলুনিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং বেলুনিয়া সেক্টরে ৪র্থ বেঙ্গলকেও এই যুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী 'কে-ফোর্স' অতিস্তর ফেনী মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গল ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। ৪র্থ বেঙ্গল উত্তর দিক থেকে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। ১০ম বেঙ্গল লক্ষ্মীপুর হয়ে ছাগলনাইয়ার দিকে অগ্রসর হয়। 'কে-ফোর্স'-এর দুই ব্যাটালিয়নের প্রচণ্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি পাঠাননগর ও দক্ষিন মুন্সীরহাট ছেড়ে পেছনে দিকে পালিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে কে- ফোর্স ছাগলনাইয়া ও ফেনীর উপকণ্ঠে পাকসেনাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্পূর্নভাবে ঘিরে ফেলে এবং পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপায় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এই প্রচণ্ড চাপে পাকসেনরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের আক্রমণের চাপ আরেরা বাড়িয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে ৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু হয়ে চট্রগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর দুপুরে কে-ফোর্স ফেনীকে শত্রুমুক্ত করে। ফেনীতে পাকসেনাদের অজস্র গোলাবারুদ আমাদের হস্ত গত হয়। শত্রুরা পালাবার সময় ভুভপুর সড়ক ও রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। যার ফলে পাকসেনাদের পিছু ধাওয়া করা কে -ফোর্স-এর পক্ষে অসুবিধা হয়ে পড়ে এবং তাদের অগ্রাভিযান বাধা প্রাপ্ত হয়। শুভপুর সেতু মেরামতের জন্য দু'দিন সময় লেগে যায়। মিত্র বাহিনীর প্রকৌশলীরা একটি সেতু পুনঃনির্মান করে এবং এরপর সেতু ও নৌকার সাহায্যে চট্রগ্রামের দিকে কে-ফোর্স-এর অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। এই সময় আমি আহত হওয়ার ফলে কে-ফোর্স-এর নেতৃত্বে মেজর সালেকের উপর ন্যাস্ত ছিল। কে-ফোর্স ফেনী থেকে করেরহাট পর্যন্ত পাকসোনাদের ছোটখাট রক্ষাব্যূহ দখল করে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে এবং করেরহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শুরু করে। করেরহাট থেকে চট্রগ্রাম অগ্রসর হওয়ার জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৪র্থ ও ''মুজিব'' ব্যাটারীকে (বাংলাদেশ ১ম গোলন্দাজ বাহিনী) নিয়ে হিয়াকু ফটিকছড়ি নাজিরহাট হয়ে চট্রগ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শত্রুবাহিদনীর থেকে শত্রুবাহীনীর উপর আক্রমণ চালাবে এবং ১০ম বেঙ্গল ফেনী-চট্রগ্রামের প্রধান সড়কে সীতকুণ্ড হয়ে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে। এই দ্বিমুখী অগ্রাভিযান চট্রগ্রামের উপকণ্ঠে হয়ে চট্রগ্রামের উপকেণ্ঠে পৌছে চট্রগ্রাম শহরের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালাবে। পরিকল্পনা মত ৪র্থ বেঙ্গল ''মুজিব'' ব্যাটারীসহ হিয়াকুরদিকে ৭ই ডিসেম্বর রাত ১২টায় অগ্রসর হয়। পরদিন সকাল ৬টায় হিয়াকু বাজারের নিকট পৌছার পর পাকসেনাদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পাকসেনাদের এই ঘাঁটিতে

প্রায় ৪০/৫০জন সৈনিক ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয় কিন্তু আমারে সৈনিক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে টিকতে দনা পেরে পাকসেনারা ফটিকছড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ফলে হিয়াকু বাজার আমরা অতি সহজেই শত্রুমুক্ত করে নিজেদের দখলে আনি। হিয়াকু থেকে চট্রগ্রামের দিকে একটি কাঁচা রাস্তা রাস্তা গেছে। রাস্তাটি খুবই খরাপ। সেই রাস্তা হয়ে পায়ে হেঁটে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। অগ্রসরের পথে নারায়ণহাটের নিকট পাকসেনাদের আরেকটি অবস্থানের সঙ্গে ৪র্থ বেঙ্গলের সংঘর্ষ হয়। পাকসেনাদের এ অবস্থানটিও আমাদের আক্রমণের চাপে টিকতে না পেরে ফটিকছড়ির দিকে পিছু হটে যায়। যাওয়ার সময় এটি কাঠের সেতু ধ্বংস করে দেয়। ৪র্থ বেঙ্গল ওই দিন রাতে নারায়ণহাটে বিশ্রাম নেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি মেরামত করার পর আমাদের অগ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। পথে কাজীরহাটে পাকসেনারা আমাদের অগ্রাভিযানে বাধা বোর জন্য পথে অনেক মাইন পুঁতে রাখে। এই মাইনগুলোতে সরিয়ে রাস্তা পরিস্কার করে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। ১০ই ডিসেম্বর ফটিকছড়ির উপকণ্ঠে ৪র্থ বেঙ্গলের অগ্রাভিযানকে পাকিস্তানের ২৪ তম ফ্রান্টিয়ার রেজিমেন্ট বাধা দেয়। ফটিকছড়িতে পাকিস্তানীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। সেজন্য ৪র্থ বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন গাফফার পাকসেনাদের ঘাঁটিটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর ৪র্থ বেঙ্গলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকে রাস্তায় অগ্রসর হয় এবং প্রধান দলটি কাজীরহাট-ফটিকছড়ি রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। ১১ই ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০টায় এই দুটি দল সম্মিলিতভাবে দুদিক থেকে পাক অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব ব্যাটারী গোলন্দাজ বাহিনীও ফটিকছড়ির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ টিকতে না পেরে রাত ১২টার পর পাকসেনারা সমস্ত অস্তশস্ত্র, গোলাবারুদ, বিছানাপত্র ফেলে পিছনেব দিকে পালিয়ে যায়, ফলে ফটিকছড়ি শত্রুমুক্ত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের দু'জন শহীদ হয়, অপরদিকে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ৩০/৪০ জন হতাহত হয়। এই সময়ে খবর আসে যে পাকসেনাদের একাটি শক্তিশালী দল তাদের রামগড় অবস্থান পরিত্যাগ করে মানিকছড়ির পথে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে ৪র্থ বেঙ্গল থেকে দ'টি প্লাটুন এবং মর্টার প্লাটুন এই দলটিকে বাধা দেবার জন্য মানিকছড়ির রাস্তায় পাঠানো হয়। আমাদের প্লাটুনগুলো পাকসেনাদের মানিকছড়ির রাস্তায় সাফল্যের সঙ্গে এ্যামবুশ করতে সমর্থ হয়। পাকসেনারা অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়। ১২ই ডিসেম্বর ভোরে ফটিকছড়ি থেকে ৪র্থ বেঙ্গল চট্রগ্রামের দককে অগ্রসর হয়। ২/৩ ঘণ্টা পর প্রায় ৯/১০ টার সময় নাজিহাট নদীর পাড় থেকে পাকসেনারা আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেয়। ক্যাপ্টেন গাফফার নদীর নিকটস্থ একটি দোতলা বাড়ি থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের তথ্য সংগ্রহ করে। খবরাখবর নিয়ে বোঝা যায় যে, পাকসেনাদের ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাদের প্রায় তিনটি কোম্পানী ও বেশ কিছুসংখ্যক ইপিসি-এএফসহ নাজিরহাট নদীর তীর বরাবর একটি শক্তিশালী অবস্থানের নিয়ে আছে। ১৩ই ডিসেম্বর পাকসেনাদের সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তার পরই পাক অবস্থানের উপর গোলাবর্ষন করা হয়। কিন্তু শত্রুদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালানোর পরও পাকসেনারা আমাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সুতরাং এভাবে আক্রমণ চালিয়ে কোন লাভ নেই মনে করে অন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত সেয়া হয়। এবং সেজন্য আমাদের সৈন্যদেরকে কিছুটা পিছিয়ে নেয়া হয়। এই সময় একজন পাকসেনা আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়ে। মৃত সেই পাকসেনার কাছ থেকে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ সম্বন্ধে আরো সঠিক খবর জানা যায়। সেখানে জানা যায় ২৪তম ফ্রন্টিয়ার-এর মেজর আশেকএই প্রতিরক্ষাব্যূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রতিরক্ষ্যব্যূহের শক্তি প্রায় এক ব্যাটালিয়নের মত। নদী বরাবর ব্যাটালিয়নটি অসংখ্যা বাঙ্কার তৈরী করে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু এদের নজর ফটিকছড়ির দিকে বেশী থাকাতে পশ্চিম ভাগ বেশী শক্তিশালী নয়। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে পশ্চিমের চা বাগানের দিকে রক্ষাবূ্যহ রচনা করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ন তথ্য পেয়ে পশ্চিমের চা-বাগানের দিক থেকে পাকসেনাদের উপর আক্রমনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী লেঃ শওকতের নেতৃত্বে গণবাহিনীর একটি কোম্পানী চারঘণ্টা আগে নাজিরহাট এবং চট্রগ্রামের রেলপথের মাঝে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে তারা এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে, আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং শত্রুরা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পায় আমরা তাদেরকে

পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছি। উপায়ন্তর না দেখে সবকিছু ফেলে তারা চট্রগ্রামের দিকে পালাতে থাকে। পালাবার পথে আমাদের মর্টারের এবং মেশিনগানের গুলিতে অনেক পাকসৈন্য হতাহত হয়। প্রায় ৪০ জন হতাহত পাকসেনাকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাই। ৮জন পাকসেনা বন্দী হয়, ৪৯জন ইপিসিএএফ অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর গোলাবারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমাদের হস্তগত হয়। রেশন বোঝাই কয়েকটি ট্রাকও আমাদের দখলে আসে। পালাবার সময় পূর্ব থেকে লেঃ শওকতের গণ-বাহিনীর কোম্পানীও পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং অনেককে হতাহত করে। পাকসেনারা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চট্রগ্রামে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাট সম্পূর্ণরুপে শত্রম্মুক্ত হয়। আমাদের একজন শহীদ ও ১জন সৈনিক আহত হয়। পাকসেনারা নাজিরহাট সড়কসেতু আগে থেকেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। সেজন্য নাজিরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে অগ্রযাত্রা একদিন দেরি হয়ে যায়। নাজিরহাটের স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সেই সেতুটির আংশিক পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং ১৫ই ডিসেম্বর নাজিরহাট থেকে চট্রগ্রামের দিকে আমাদের অগ্রাভিযান পুনরায় শুরু হয়। সকালে হাটহাজারী পৌছার পর ১০ম বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ১০ম বেঙ্গল মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড হয়ে চট্রগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। হাটহাজারীতে যোগাযোগের পর 'কে-ফোর্স'-এর ১০ম বেঙ্গল ও ৪র্থ বেঙ্গল সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শত্রম্মুক্ত করে। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিতবাহিনী চট্রগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অগ্রসর হয়ে চট্রগ্রাম শহর আক্রমণের প্রস্ত্তিতি নেয়। এই সময় বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার আক্রমণে স্থগিত রাখার নির্দেশ পাঠায়। আরো খবর আসে যে, পাকসেনারা ওইদিন আত্মসমর্পণ করবে। ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০ মিনিটে পাকসেনাদের এক ডিভিশন সৈন্য 'কে-ফোর্স-এর কিট অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পন করে। পাকনোদেরকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম সেনানিবাস, নৌঘাঁটি ট্রানজিট ক্যাম্প প্রভৃতি জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়। সমস্ত চট্রগ্রাম 'কে-ফোর্স'-এর নিয়ন্ত্রন আসে। স্বতঃস্ফুর্ত জনগণ বিজয়মাল্যে ভুষিত করে আমাদের বিজয়ী বীর সৈনিকদের নিয়ে বিজয় উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করে।

১১ই এবং ১২ই নভেম্বর ৯ম বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী এবং 'বি' কোম্পানী কৃঞ্চপুর ও বগাবাড়ি অবস্থান থেকে পাকসেনাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে কুমিল্লার দিকে আরো পিছু হটিয়ে দেয়। দু'দিনের যুদ্ধে পাকসেনাদের ১৪জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে ২ জন শহীদ এবং একজন আহত হয়। এই সময় ৪র্থ বেঙ্গল শালদা নদীর দিক থেকে পাকসেনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দুই ব্যাটালিয়নের আক্রমণে পাকসেনারা পরাস্ত হয়ে শালদা নদী কসরা; মন্দভাগ প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্নরুপে পরিত্যাগ করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লাতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে কুমিল্লার উত্তর এলাকা সম্পূর্নরুপে শত্রু মুক্ত হওয়ার পর চারটি সেক্টর কোম্পানীকে এই এলাকা মোতায়েন রেখে ৯ম বেঙ্গলকে কুমিল্লার দক্ষিণ পূর্বে মিয়ারবাজার এলাকায় সমাবেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে ৯ম বেঙ্গল মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মিয়াবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। মিয়াবাজারে ক্যাপ্টেন মাহবুবের ছয়'টি সেক্টর কোম্পানীও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ৩রা ডিসেম্বর সকালে এই সম্মিলিত বাহিনী মিত্র বাহিনীর কামানের সহায়তায় মিয়াবাজারে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লার দিকে পিছু হটে যায়।মিয়াবাজারে শত্রম্মুক্ত করার পর ৯ম বেঙ্গলের একটি দলকে লাকসামের দিকে অগ্রসর নির্দেশ দিয়ে মেজর আইনউদ্দিন কুমিল্লা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। যাত্রাপথে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ধ্বংস করে অগ্রাভিযানের গতি অব্যাহত রেখে ৪ঠা ডিসেম্বরের ভোরে মেজর আইনউদ্দিনের দল কুমিল্লার বিমানবন্দর এলাকা পর্যন্ত পৌছতে সমর্থ হয়। কুমিল্লা বিমানবন্দরের নিকট পাকসেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ৯ম বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় এই ঘাঁটিটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা এই আক্রমণ পতিহত করতে না পেরে কুমিল্লা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। দুপুর পর্যন্ত সমস্ত কুমিল্লা বন্দর এলাকা শত্রম্মুক্ত হয় এবং ৯ম বেঙ্গলের দুটি কোম্পানী কুমিল্লার দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক (রাজগঞ্জ বাজার) থেকে কুমিল্লা শহরের অভ্যান্তরে প্রবেশ

করে। ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকসেনাদের আরো বিতাড়িত করে ময়নামতির পথে রেলওয়ে ক্রসিং এলাকা পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম বঙ্গলের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কুমিল্লা শহরে অবস্থানরত পাকসেনা ময়নামতি সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই সময়ে হাজার হাজার জনতা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকসেনাদের পেছনে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে; পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এই জেলা শহরটি সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী কর্তৃক শত্রুমুক্ত হয়। ১০ই ডিসেম্বর ৯ম বেঙ্গল কুমিল্লা শহরের রেলওয়ে ক্রসিং থেকে ময়নামতি ছাউনীর দিকে অগ্রসরহতে থাকে। এই অগ্রাভিযানের সময় মিত্র বাহিনীর তিনটি ট্যাংক ৯ম বেঙ্গলের সহায়তার জন্য মেজর আইনউদ্দিনের কমাণ্ডের অধীনে দেয়া হয়। রেলওয়ে ক্রসিং থেকে দেড় মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার পর ৯ম বেঙ্গলের অগ্রবর্তী দলগুলি টেক্সটাইল মিল এলাকার সামনে পাকসেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। ৯ম বেঙ্গলের আরেকটি কোম্পানী কোর্টবাড়ির পথে ময়নামতির দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এই দলটি মিল এলাকায় পাকসেনাদের গোলাগুলির সম্মুখীন হলেও অগ্রবর্তী দলগলো পাকসেনাদের অবস্থানগুলো দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু একঘণ্টা 'রেকি' করার পর বোঝা যায়, পাকসেনারে অবস্থানগুলো খুবই শক্তিশালী। অবস্থানগুলোতে মেশিনগান এবং ১০৬ আর-আর বাঙ্কারের ভিতর রেখে কুমিল্লা-ময়নামতির রাস্তাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই সংবাদ আমাদের অগ্রবর্তী দলগুলো মেজর আইনউদ্দিনকে অবগত করে। মেজর আইনউদ্দিন পাকসেনাদের অবস্থানগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজে আরো সম্মুখবর্তী অবস্থানে এস পাকসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করে। সংবাদ সংগ্রহের পর সম্পূর্ন ব্যাটালিয়ান দিয়ে মিত্র বাহিনীর ট্যাঙ্কের সহায়তায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরে মিত্র বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলোকে সড়কের বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ৯ম বেঙ্গলকে উত্তর দিক থেকে আক্রমনের পরামর্শ দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্র বাহিনী ট্যাঙ্কগুলো রাস্তার দাক্ষণ দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পাকসেনারা ট্যাঙ্কগুলোর উপর ১০৬-আর-আর এর সাহয্যে প্রচন্ড গোলাবর্ষন করে। মিত্রবাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক পাকবাহিনীর গোলায় বিনষ্ট হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ট্যাঙ্কগুলির অগ্রসর হওয়া উচিত নয় ভেবে মেজর আইনউদ্দিন ট্যাঙ্কগুলোকে নিজ নিজ অবস্থানে লুক্কায়িত অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বাঙ্কারগুলির উপর আক্রমন চালাবার নির্দেশ দেয়। অপরদিকে ৯ম বেঙ্গল তাদের আক্রমণ আরো জোরদার করে। এ সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৫ই ডিসেম্বর সকালে পাকসেনাদের সর্ব বামদিকে সাদা পতাকা উড়ে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর সেই জায়গা থেকে গোলাগুলিও বন্ধ হয়। মেজর আইনউদ্দিন সাদা পতাকা দেখে আক্রমণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় এবং শত্রুসেনাদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়।প্রায় আধঘণ্টাপর গোলগুলির স্তিমিত হয়ে এলে উত্তর দিকের পুকুর পাড়ের উঁচু বাঁধের উপর প্রায় ২৫/৩০ জন পাকসেনাকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সাদা পতাকা হাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়।মেজর আইনউদ্দিন তৎক্ষণাৎ সেইসব পাকসেনাদের আরো সামনে আসতে নির্দেশ দেয়। পাকসেনারা নির্দেশমত মজের আইনউদ্দিনের কাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পনকরে। এই সময় হাজার হাজার স্থানীয় জনসাধারণ পাকসেনাদের ঘেরাও করে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। বাকি পাকসেনারা যারা তখনো বাঁধ থেকে সামনের দিকে আসছিল তারা ভয়ে সামনের দিকে না এসে পেছনের দিকে পালাতে থাকে। মেজর আইনউদ্দিন তাদেরকে পুনরায় আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকসেরারা নিজেদের বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়।আত্মসমর্পণের আদেশ না মানায় মেজর আইনউদ্দিন ৯ম বেঙ্গলকে পুনরায় আক্রমণের নির্দেশ দেয়। প্রায় ৪০ঘণ্টা আক্রমণের পর শত্রুঅবস্থানটি ৯ম বেঙ্গলের হস্তগত হয়। প্রায় ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পন করে।অবশিষ্ট পাকসেনা ময়নামতি ছাউনিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। পাকবাহিনীর ৩৯তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এই অবস্থান প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। অবস্থানটি শত্রুমুক্তকরার পর ৯ম বেঙ্গল ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়-ময়নামতি সেনানিবাসের উপকেণ্ঠ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে। ৯ম বেঙ্গল পাকসেনাদের শক্তিশালী প্রতরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হয়। পাকসেনারা ময়নামতি সেনানিবাসের উচু ভুমির সহায়তায় এই ঘাঁটিটিকে একটি দর্গে পরিণত করেছিল। চতুর্দিকে পরিখা খনন এবং বাঙ্কার তৈরী করে প্রতিরক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল।

৯ম বেঙ্গল উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে ময়নামতি এলাকা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। কুমিল্লার হাজার হাজার গেরিলা ৯ম বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়ে ময়নামতিকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ১৫ তারিখ বিকেলে অবরোধ সম্পন্ন হয়। এ সময় পাকসেনাদেরকে আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া হয়। পাকসেনারা সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদের প্রতিরক্ষার কাজে অটল থাকে। ময়নামতি ছাউনীতে চূড়ান্ত আক্রমনের জন্য ৯ম বেঙ্গল গেরিলা এবং মিত্র বাহিনী প্রস্তুতি নেয়। ১৬ই ডিসেম্বর ময়নামতি গ্যারিসন কমান্ডার আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ পাঠায়। সেই দিনই বিকেল চারটায় ময়নামতি গ্যারিসনে অবস্থানরত পাকসেনারা অন্যান্য জায়গার মত আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ম বেঙ্গল এবং মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর সমস্ত পাকসেনাকে বিভিন্ন জায়গাতে ৯ম বেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঙ্গল লাইনে একত্রে জমা করে। ৯ম বেঙ্গল আবার জয়ী হয়ে তাদের পুরানা বেঙ্গল লাইনে ফিরে এসে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন’’মাসের পূর্বে এখান থেকে যে ৪র্থ বেঙ্গলের সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশমাতৃকার প্রতি পাণের টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ৪র্থ বেঙ্গলেরই অধিকাংশ সৈনিক ও নতুন রিক্রুট করা সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত সময়ে ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠেছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। ২নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	---------- ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন*
\ গোপিনাথপুর এ্যামবুশ (কসবা, কুমিল্লা) \

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম যে, কুমিল্লা থেকে দুটি কোম্পানী পাকসেনা কসবা হয়ে সকাল ১০টার দিকে গঙ্গাসাগর আসবে। খবর পেয়ে মনতালি থেকে ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ২টি মেশিনগানসহ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু ছেলে নিয়ে রাতের বেলায়ই কোথায় কোথায় এ্যামবুশ করতে হবে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেই। স্থান হিসাবে গোপিনাথপুর গ্রামের কাছে রেললাইনের ব্রীজের উত্তর ও দক্ষিণে এ্যামবুশ করার কথা বলি। পাকবাহিনী এ্যামবুশ-এর আওতায় আসার পরপরই মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আঘাত হানে। পাকসেনাদের দুটি কোম্পানীর মাত্র ১০/১২ জন বেঁচে যায়। এ এ্যামবুশের জন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিল হাবিলদার আবুবকর। এ্যামবুশকালে সেই পাকসেনাদের কাছ থেকে ১২টি এল এম জিসহ প্রায় দেড়শ’ অস্ত্র উদ্ধার করে। কিছু অস্ত্র পানিতে ডুবে যাওয়ায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই এ্যামবুশে পাকবাহিনীর একজন মেজর নিহত ও একজন ক্যাপ্টেন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে একজন আহত হয়। এই অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায়।

৷৷ চারগাছ অপারেশন (কসবা, কুমিল্লা) ৷৷

আমি মনতলা (আগরতলা) থেকে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাকে কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর এই তিনটি থানা অপারেশন করার জন্য অস্ত্র দিয়ে পাঠালাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কোম্পানীতে ১৪৫ জন সৈন্য ছিল। কোম্পানী দেড় মাস ধরে উল্লিখিত থানাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করে। একদিন পাকবাহিনীর একটি দল লঞ্চযোগে চারগাছ এলাকায় আসে এবং দু’দিন সেখানে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎ পেতে থাকে। পাকসেনাদের ঐ লঞ্চটি যখন চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন মুক্তিযোদ্ধারা লঞ্চের পিছন দিক থেকে গুলি করতে আরম্ভ করে। পাকাবাহিনী লঞ্চ দুটির গতি ঠিক করতে না পেরে এক যায়গায় আটকিয়ে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে পাসনোদের অধিকাংশই খতম হয়। কিছু পাকসেনা সাঁতরিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ৪/৫ জন সৈন্য এসাইল বোটে করে লঞ্চ থেকে নেমে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু মক্তিযোদ্ধারা ঐ বোটটিকে গুলি করে ঘায়েল করে। পাকসেনারা প্রায় সবাই খতম হলেও একজন পাকসেনা বোটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য একজন মুক্তিফৌজ সাঁতরিয়ে এসাইল বেটের কাছে যেতেই পাকসেনাটি উঠে মুক্তিযোদ্ধাটিকে হত্যা করে। পরে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাটিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। দুটি লঞ্চের ভিতর যে সমস্ত পাকসেনা জীবিত ছিল তারা অয়ারলেসে সংবাদ পাঠায় তাদের উদ্ধার করার জন্যে। পরে পাঁচটি লঞ্চভর্তি পাকসেনা আসে তাদের উদ্ধার করার জন্য।

(অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা)

* ১৯৭১ সালে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। একাত্তরের মার্চে আইনউদ্দিন ক্যাপ্টেন হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত আছে।

\ কালাছড়া চা বাগান অপারেশন (ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা) \

লেঃ হারুন রশীদ কালাছড়া চা বাগান অপেরশন পরিচালনা করেন। এই চা বাগানটি এরপর সবসময় মুক্ত ছিল। এই মুক্তাঞ্চলটি বাংলাদেশের সেনাদের কাছে অতি প্রিয় ছিল, কারণ পরবর্তীকালে এই চা বাগানটি পাকসেনারা আর কখনই তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।

পাকসেনাদের একটি দল চা বাগানে অবস্থান করছে, লেঃ হারুনর রশীদ এ খবর পেয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। পাক বাহিনীর দুটি কোম্পানী ঐ বাগানে অবস্থান করছিল। লেঃ হারুনর রশীদের অধীনে দুটি কোম্পানী সৈন্য ছিল। নিয়মমাফিক পাক বাহিনীকে আক্রমণ করতে হলে দুটি ব্যাটালিয়ন দরকার। কিন্তু লেঃ হারুন সাহস করে প্রস্ততি নিলেন। দুটি কোম্পানীর একটির কমাণ্ডার ছিলেন শহীদ হাবিলদার হালিম এবং অপর কোম্পানীর দায়িত্বে লেঃ হারুন নিজে ছিলেন। হারুন রশীদই বলতে গেলে দুটি কোম্পানীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় অন্য কোন অফিসার না থাকায় হাবিলদার শহীদ হালিমকে একটি কোম্পানী পরিচালনার ভার দেয়া হয়।

একদিন রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কোম্পানী দুটি দলে ভাগ হয়ে পাক অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা পাক অবস্থানে আঘাত হানলো। হাবিলদার হালিম যে কোম্পানী পরিচালনা করছিল ঐ কোম্পানীর একজন যোদ্ধা প্রথমেই শহীদ হওয়াতে তারা আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু লেঃ হারুনর রশীদ তাঁর কোম্পানী নিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। এ আক্রমণে পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়। শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনীর কিছু সৈন্য বাঙ্কারে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা বাঙ্কারে গ্রেনেড চার্জ করে অনেক পাকসেনাকে হত্যা করে। হাবিলদার হালিম তাঁর দলের একজন সেনা শহীদ হওয়ায় আর সামনে অগ্রসর হতে না পারায় লেঃ হারুনর রশীদ নিজের জায়গা দখল করে শহীদ হালিমের লক্ষ্যস্থলে অবস্থানরত পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং তাদের পর্যদস্ত করে স্থানটি দখল করে নেয়। ঐ সংঘর্ষে পাকবাহিনীর কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা এল-এম-জিসহ একশ অস্ত্র উদ্ধার করে। এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের ৭ জন আহত ও দুইজন শহীদ হয়। পাকিস্তানীরা ২৭ জন সেনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। যুদ্ধের পরদিন সকালে ঐ স্থানের সাধারণ নাগরিকরা ঐ সমস্ত পাকবাহিনীর মৃতদেহ বহন করে আনে। পরে তাদেরকে আমার তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।

(অক্টোবর মাসের শেষের দিকের ঘটনা)

॥ চন্দ্রপুর অপারেশন (কসরা স্টেশন থেকে তিন মাইল উত্তরে) ॥

১৮ই নভেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ‘তুলে’ আমাকে ডেকে বলেন যে, তারা যৌথ উদ্যোগে চন্দ্রপুর ও লাটুমুড়া হিল আক্রমণ করবে। সেখানে পাকিস্তানী সেনারা অবস্থান করছিল। আমাকে পরিকল্পনা করতে বলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকেই পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানালাম। তিনি পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু ব্রিগ্রেডিয়ার সাহেবের পরিকল্পনা আমার মনঃপূত হলো না। কারণ চন্দ্রপুর গ্রামের সাথেই ছিল লাটুমুড়া হিল (পাহাড়)। আর চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে লাটুমুড়া হিল থেকে পাকসেনারা আমাদের অতি সহজেই ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু তিনি আমার কোন কথা না মেনে বলেন, আমাদের আক্রমণে পাকবাহিনী পালিয়ে যাবে। তিনি ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে রাত্রিতে টহল দিতেন যাতে পাকসেনারা বুঝতে পারে এলাইড ফোর্স এর প্রচুর ট্যাঙ্ক আছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দ্র পুর আক্রমণ করা হলো। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার দলের যে ক’জন সেন্য যাবে আপনাদেরও ততজন সৈন্য যেতে হবে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। ভারতীয় একটি কোম্পানীর নেতৃত্বে ছিলেন একজন মেজর। বাংলাদেশ বাহিনীর কোম্পানী পরিচালনা করেন লেঃ খন্দকার আবদুল আজিজ। পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে এবং ভারতীয় বাহিনী ভারত সীমান্তের ভিতর দিয়ে ২২ শে নভেম্বর চন্দ্রপুর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যরাই শহীদ হয় বেশী। ভারতীয় বাহিনীর কোম্পানী কমান্ডার শিখ মেজর

এবং তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ সর্বমোট ৪৫ জন সেনা ঐ যুদ্ধে শহীদ হয় এবং মুক্তিবাহিনীর শহীদ হয় ২২ জন। আহত হয় ৩৪ জন সৈন্য। আমাদের অফিসার লেঃ খন্দকার আবদুল আজিজ এই যুদ্ধে শহীদ হন। ২২ তারিখ রাত্রিতে চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে পাকবাহিনীর সাথে সারাত যুদ্ধ হয় এবং পাকবাহিনী শেষ পর্যায়ে পিছনের দিকে চলে যায়। পাকসেনা ও আমাদের যৌথ বাহিনী উভয়ই আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের যৌথ বাহিনী যুদ্ধ করে চন্দ্রপুর দখল করে নেয় কিমত্মু পুনরায় পাকবাহিনী চন্দ্রপুর দখল করে নেয়। ২৩ তারিখ বিকালে আমি চন্দ্রপুরে আহত ও নিহত সেনাদের আনবার জন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠাই। কিন্তু তাদের কয়েকজন পাকবহিনীর হাতে শহীদ হয়। মাত্র ৮ চনের মৃতদেহ নিজ এলাকায় ফিরিয়ে আনতে মুক্তিবাহিনী সক্ষম হয়।

যুদ্ধশেষে পাকবাহিনীর সেনারা মুক্তিবাহিনীর মৃতদেহগুলি আখাউড়া নিয়ে গিয়ে জনতাকে দেখান যে তারা মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করেছে। তারা গৌরব অনুভব করে। ভারতীয় গান পজিশনে ৬ জন সৈন্য শহীদ হয়। এতে বোঝা যায় পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণ ছিল খুব মাপের এবং দক্ষ সৈন্য দ্বারা পরিচালিত।

এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশ বাহিনীর সোনদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। কারণ এমনভাবে শহীদ আর কোন রণাঙ্গানে হয় নাই। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

(২২ শে নভেম্বরের ঘটনা)

‘DATURMAURA’ THEATRE

1. **Daturmura: -** It is about a mile from Bangladesh and Agartala Border. It is the name of small village under Quasba Police Station. In the local language any high ground surrounded by a low ground or water is called Mura. This mura I am talking of is a mura which has a village by the name Daturmura. Throughout nine months this village and its surrounding area was free from Pakistan Army as well as Mukti Bahini. Militarily this ground was not at all important. No line of communication passes through this area. A lot of families from Gopinathpur, Maniand, Nemtabad and other village migrated to this village and surrounding villages out of fear of Pakistan Army’s atrocities. During liberation war this area was just like heaven for Bengalees.

2. Sector Commander Lieutenant Colonel Khaled Musharraf was requested by a group of war reporter from London led by Mrs. Marry to arrange a theatre of shooting inside Bangladesh to project the activities of Mukti Bahini, like wise Sector Commander No. 2 sector briefed Sub-Sector Commander Major Muhammad Ainuddin to make a base of Mukti Bahini at a place where there is no enemy threat and the place is safe for the foreign war reporters. The reporters from UK who came all the way from London to record action were enthusiastic to photograph our actions but used to be discouraged by us for obvious reasons. We did not like that some civilian reporter who are national asset, should take a risk of life for the sake of their professional efficiency. As for us we had a cause to fight. This cause was at national level. Unless we, Bengali could liberate our mother land we could not get a free, homeland to stay and not survive as Bengali nation with the dignity of free citizen. In some cases individual cause was also there other than national cause. To be very frank I could get back my wife and two daughter who were detained by Pakistan army at Ispahani School in Comilla Cantonment who were everything in my life. I had to fight to drive away occupation army from the country to

rescue my family. But as for the war reporters it was their profession or hobby through which they would earn a lot of money. We, freedom fighter, could play with our life but for them it was not proper as per our opinion in those days. But the lady, Mrs. Marry and her camera man and recorder seemed to be quite determined to go on with their mission ignoring the danger of life. The more I used to discourage them about life risk, more they used to be encouraged to carry out the shooting.

3. Briefing-Sector Commander told me to make a base which should give a look of a temporary Guerilla base. The following arrangement had to be there :

a. There should be some cooking utensils so that people understand that guerillas cooked food themselves.

b. Some ammunition boxes in the base with Pakistan Ordnance Factory mark on the boxes to tell people that Mukti Bahini captured arms and ammunition from Pakistan army and caught them.

c. Some small improvised beds on which some freedom fighter sleeping who were out on some prey earlier.

d. Some trenches around the base to cater for local protection.

e. One/two men on tree top who would work as watch man. For this preparation I was given one day and one night. During the day I with escort party carried out the reconnasances and selected Daturmura as the theatre.

4. Arrangement-I deployed a company (about 150 personnel) in that village supported by two 3-inch mortar. One platoon (three platoons and company headquarter make a company) and company headquarter formed the base and base 2nd in Command was Subeder (now Subeder Major) Taher Uddin Sheikh. With mortar I put Subeder (now Subeder Major) Shamsul Haque. One platoon was deployed at (small) Rampur to the west of Daturmura to lay an ambush. Another platoon was put on the north of Daturmura. I sent another ambush party at Jagannatpur also. All the arrangements were tighten up at night. After making all arrangement I was supposed to receive Sector Commander and the reporters in my Camp in between 9 to 10 AM. I did that.

5. It was the month of September. I do not remember the date. But it was the later part of September. I was waiting for them at a ghat near Madhabpur. I saw a group approaching the ghat but I could not see any lady in that group. As they came near my boat I could see a lady but not in a European lady dress. She surprised me by her dress. She dressed with a half shirt, a Khaki trouser and with a jungle boat. The very dress gave me the impression that a female like her can work like a soldier. She shook hand with me as I was introduced by my Sector Commander and said with a smile on her face "Hallow Captain, how do you do?" "Fine, thank you" I said. Then I shook hands with other two members of her group. They were carrying a movie camera with a stand, a still Camera and a tape recorder. The movie camera itself was quite heavy. I saw them carrying these heavy load themselves. We wanted to help them in lifting these instruments, but every time they were refusing with the word "Thank you."

6. Enroute from ghat to the base she was busy in talking to Sector Commander. It was almost an interview. At times she turned round me and ask me some questions. To tell you frankly I was afraid of her, not for any other reason but her question. Before we could reach the base, one freedom fighter came hurriedly through chest deep water to inform us about probable enemy encounter. He was sent by Sub (now Subedar Major) Taher Uddin Sheikh that enemy seen at village Jagannathpur in about a company strength coming towards east. I was no more a shooting theatre. It turned as battle theatre. We were about 100 yards from the base; we beard the sound of own 3 inch mortar firing. Commander gave a smile at me and said "Shamsu in action" Commander asked Mrs. Marry "Encounter started. Do you still insist me to take you ahead?" "Oh! sure Colonel" said Mrs. Marry. Hardly she could finish that sentence; two/three artillery shells landed plus of us. I saw tape recorder in action in recording. I said "Madam, do you know who is firing?" "I understand Definitely Pakistan Artillery. You don't have any Artillery" said Mrs. Marry.

7. Enemy started firing from field guns at normal rate. We hurriedly reached the base and took cover of a house which had mud wall. By the way that was my living room where I had a bed consisting of a blanket, a bed sheet and a rubber pillow. This was originally a Hindu's hose. In one side of the house there was a statue of Kartik. There was another statue of a goose. Artillery shelling continued. While I was thinking of evacuating them (the reporters), one Sepoy came and reported me that enemy one company was trapped by us. I asked him what all he saw and knew. The Sepoy started narrating the story that enemy were in country-boats crossing a canal at a distance of half a mile from our position and out of small arms range of our platoon. Mortal observer did not want to miss the opportunity of dealing with the enemy and called mortal fire. As enemy were in boats on water; mortar firing was not that effecting. But out of chaos one of the nine boats sank and we were apprehending that all the boatmen might have died there.

8. Mrs. Marry straightway got out of the house and requested the Sepoy to accompany her in the scene. Mind you firing was still on we all accompanied her at the forward position. By this time enemy reached a mura near Daturmura at a distance of about 600 to 800 yards. I briefed Mrs Marry and her companies to take cover of jackfruit tree. Bending my head I started moving from one soldier to another soldier to boost up their morale and know about enemy. I saw Mrs. Marry all the time following me and she was followed by her companies (photographer and recorder). The moment enemy detected us enemy started bringing Artillery fire. At times from the mura MG fire started coming at us. Whenever our men saw enemy; they used to fire from Rifles and LMG though it was out of range. I asked them not to fire as it was out of range. But they got so glittery that whenever enemy fired one brust from MG our men returned the fire by Rifle. After a lot of persuation I could control our fire.

9. Whenever I asked any of my troops what he could do with enemy they replied with an exaggerated enemy casualty figure. If I would total up the figures it would be approximate double the strength actually came there. Assessment was based on the fall of enemy after fire. This can be at times like that enemy took position at firing sound.

However, it was an appropriate scene for reporter to take snap and record battle noise of Mukti Bahini and Pakistani troops. All the time Commander and I was worried about an odd shell splinter hitting these dedicated professionalist. Almighty saves them. Though initially they showed that they were battle innoculated but their movement told me that they were civilians.

10. Even after about two hours of this game I did not hear anything about the withdrawal of my troops from Jagannathpur. I was worried about them. That platoon thought that they were in trap by enemy. So they made a long detour via Gopinathpur and north Minarkot to avoid enemy ambush. Subedar (now Subedar Major) Shamsul Haque fired about 30 bombs from 3-inch mortar and literarily plastured that mura where enemy landed after crossing the canel. Casualty on enemy side could not be ascertained. It was about 3.30 PM. I heard from my intelligent personnel that enemy were sending a sizeable body of troops to extricate their troops from Daturmura. By this time the reporters got enough time to do their job and they were mighty happy then to go back. I asked my company to withdraw.

11. These area were thickly populated by locals and migrators. The moment there was exchange of fire from artillery and 3-inch mortar and small arms the civilian started running towards Agartala. I was a horrifying scene. I felt very bad but could not help it. I thought for a durable peace, the temporary inconvenience was accepted. I saw the movie cameraman taking snap of the refugee who were fleeing to India with food, cooking utencils and essentials. Even the animals like cows and dogs also took refuge at India. It was seen that the women were also carrying heavy load on their head and walked through chest deep water and ran for life.

12. For this battle shooting we took much trouble; to the extend of danger of death. But the reporter were not still satisfied. They wanted to carry out some more shooting of Mukti Bahini going on patrolling or going on to lay an ambush. Including Commander we all were demonstrating these. The lady worked as Director and at times correcting the movement of Lieutenant Colonel (now Colonel) Khaled Musharraf (Sector Commander) while leading a patrol. At about 4-30 in the evening she left us by begging leave. Actually it was not for her to beg leave after all these; I was about to beg leave from her ignoring my Commander even. Thanked Commander for having such patience. Mrs Marry with a professional smile on her leaps shook hand with me and said "Thank you Captain. Wish you best of luck. Wish you get back your family soon." She left me at Madhabpur ghat and went away with my Commander.

॥ ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কুমিল্লা শহর দখল ॥

মনতলি (আগরতলা) ক্যাম্প থেকে দু'কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আমি সোনামুড়া (ভারত) গেলাম। ২৩শে নভেম্বর সোনামুড়াতে যে ভারতীয় সৈন্য ডিফেন্স নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে আমি দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হই। বাংলাদেশের ভেতরে আরও দুটি কোম্পানী পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল। আমাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নির্ভয়পুর (ভারতে) যেতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুমিল্লা দখল করার জন্য বলা হলো। আমি ১লা ডিসেম্বর নির্ভয়পুর গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার টম পান্ডে

কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম রাস্তার মাঝে ডিফেন্স নিতে বল্লেন। আমাকে ভারী অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হলো। আমি ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ মত ৩ তারিখ রাতে চিওড়া গেলাম। আমরা পৌঁছালে চিওড়া বাজারে ভারতীয় যে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ডিফেন্স নিয়েছিল (পূর্ব থেকেই) তারা তখন অন্যত্র চলে গেল। পাক সৈন্যবাহিনী চিওড়া বাজারের উত্তর দিকে একটি বাজারে ডিফেন্স নিয়েছিল। চিওড়া পৌঁছানোর পর পরই পাকবাহিনী কোন রকম প্রতিরোধ না করেই পিছনের দিকে চলে গেল। ৫ই ডিসেম্বর সকালে বালুতুফা (কুমিল্লা শহরের পূর্ব পাশে) গিয়ে আমি আমার বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আমি যখন বালুতুফা পৌঁছাই তখন সেখানে যে পাকসেনারা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়েছিল তার দূরত্ব ছিল মাত্র আট মাইল। আমি ভাবলাম যে, পাকসেনারা যে পাকা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়েছিল তার দূরত্ব ছিল মাত্র আট মাইল। আমি ভাবলাম যে, পাকসেনারা যে পাকা বাঙ্কারে ডিফেন্স নিয়ে আছে তাদের সরাসরি যুদ্ধ করা অল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে সম্ভবপর নয়। তাই পাকসেনাদের পিছনের দিক দিয়ে কমিল্লা শহরে ৬ই ডিসেম্বর প্রবেশ করি। এর ফলে বালুতুফার পাকসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারপরই আমি আমার বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করি। কুমিল্লা শহরের পূর্ব দিক থেকে ঢুকে আমার কনভয় নিয়ে কুমিল্লা শহরের পশ্চিম দিকে ৭ই ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে পৌঁছলাম। দুপুর বারোটার দিকে আমার সঙ্গে ভারতীয় শিখ জাট-এর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার টমসনের সঙ্গে ব্রীজের কাছে দেখা দেয়। শিখ জাট ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাজ ছিল কুমিল্লা বিমানবন্দর আক্রমণ করা। শিখ জাট ব্যাটালিয়ন কামণ্ডার বিমানবন্দর আক্রমন করেছিলেন ৬ই ডিসেম্বর রাতে। এই আক্রমণে শিখ জাট সেনাদের কয়েকজন আহত ও নিহত হয়। পাকসেনারা বিমানবন্দর ছেড়ে চলে যায়। আমার কনভয় যখন কুমিল্লা শহরের পশ্চিমদিকে এগুচ্ছিল তখন শহরের হাজার হাজার জনতা আমাদেরকে স্বাগত জানাতে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমি ভাবলাম এ সময় যদি পাকবাহিনী হঠাৎ করে আক্রমণ করে তবে আমার বাহিনীর পক্ষে ভিড়ের ভিতর সুষ্ঠুভাবে কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এই কথা চিন্তা করে আমি কনভয়ের সামনে এসে জনতাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে এবং সামনে না আসতে অনুরোধ করলাম। আমি আরও বললাম যে, আমরা প্রথমে শহর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করি। কিন্তু জনতা একথা প্রথমে শুনতে নারাজ হওয়াতে বাধ্য হয়েই আমাকে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে হলো। জনতা শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল। তবে জনতা আমাদের উপর একটু মনঃক্ষুন্ন হলো।

৭ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটায় জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টাযোগে কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। ঐ সময় কুমিল্লা শহরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল স্তরের পুরুষ ও মহিলা ফুলের মালা হাতে করে রাস্তায় নেমে গেছে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাদের মালা দেয়ার জন্য।

আমি এ সময় সাধারণ পোশাকে পরে বিমানবন্দরের গেটে এ দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় জেনারেল অরোরা আমাকে ডেকে পাঠান। জেনারেল অরোরা আমাকে কুমিল্লা শহরের সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা আয়ত্তে আনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি হেলিকপ্টারে পুনরায় চলে গেলেন। এরপরই জনতা আমাকে চিনতে পারল। জনতা আমার গলায় মেলা দেয়ার জন্য ভিড় জমালো। আমি ভিড় ঠেলে বের হয়ে আসলাম। ঐদিনই ৭ই ডিসেম্বর আমি শহরে এসেই সমস্ত সোনার দোকান সীল করে দিলাম। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশ সরকার থেকে কোন রকম আদেশ না আসে ততদিন পর্যন্ত পাক আমলের এস-পি, ডি-সিকে কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম।

এ সময় কুমিল্লায় তেমন কোন পুলিশ ছিল না। এম-পিকে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ সেনারা সব সময় এগিয়ে আসত। তখনও পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে নাই। পাকসেনারা যেকোন সময় আক্রমণ করতে পারে, সেজন্য সতর্ক থাকার জন্য নাগরিকদেরকে আমি মাইকযোগে জানিয়ে দিলাম। বিমান আক্রমণ বা অনুরূপ ধরনের আক্রমণ হলে সবার বাড়িতে পরিখা খনন করার জন্য নির্দেশ দিলাম।

৭ তারিখ থেকে আমি আমার বাহিনী নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য ডিফেন্স নিয়েছিলাম এবং আক্রমণের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বর ভারতীয় হাইকমান্ড থেকে জানোনো হলো যে, কুমিল্লা সেনানিবাসে আক্রমণ করতে হবে না। জেনারেল অরোরা প্রচারপত্র বিলি করছেন এবং রেডিওতে ঘোষণা করছেন যাতে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এই নির্দেশের পর আমি পাকসেনানিবাস

আক্রমণ করার পরিকল্পনা বন্ধ করি। ১৬ তারিখে যখন পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে তখন আমি কুমিল্লা সেনানিবাসে উপস্থিত ছিলাম।

স্বাক্ষরঃ মেজর আইনউদ্দিন
২৬-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার*

জুন মাসের শেষে শালদা এক রকম আমার নিয়ন্ত্রণেই ছিল্ আমি আমার নিজ সাবসেক্টর রেকি করে জানতে পারি, শালদা নদী গোডাউনে ৩০০০ মণের মত গম এবং চাল মজুদ আছে। খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন আমাদের অতিরিক্ত ছিল। কেননা এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় লোকের খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করেই আমরা জীবনধারণ করছিলাম। তারা যা খেতে দিত তাই আমরা খেতাম। জনসাধারণের এ সহযোগিতা না পেলে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতাম না। কিন্তু জনসাধারণের খাদ্য সাহায্য পর্যাপ্ত ছিল না। অনেক সময় আমাদের ফলমূল ও পানি খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়েছিল।

শালদা নদী গোডাউনে খাদ্যসামগ্রীর কথা আমার সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফকে জানাই। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন ৩০০০ মণ গম ও চালক যেন তাড়াতাড়ি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি শালদা নদী গিয়ে ৩০টা নৌকা যোগাড় করে স্থানীয় এবং আমার সৈনিকদের সাহায্যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী নৌকাতে বোঝাই করি। কিন্তু স্থানীয় দালালরা আমাদের এ খাদ্রসামগ্রী সরানোর খবর কুটিতে অবস্থিত শত্রুসেনাদের জানায়। শত্রুরা কুটি থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে কামান থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ গোলাগুলির মধ্যে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের কাজ সম্পন্ন করি।

আমি কসবাতে দুটি কোম্পানী গঠন করি। একটি কোম্পানী ৪র্থ বেঙ্গল-এর ‘সি’ কোম্পানী নিয়ে গঠিত ছিল-অপর কোম্পানী ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে। আমি তাদের একমাস ধরে ট্রেনিং দেই এবং কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্ত করি। তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন অপারেশনে পাঠাতে শুরু করি। ঐ সমস্ত গ্রামের লোকেরা শত্রুদের গতিবিধির খবর দিয়ে, খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আমি কসবার উপর আমার নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে থাকি। শত্রুরা যখনই প্রবেশের চেষ্টা করেছে তখনই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করেছে। আমি ঐ এলাকার রেললাইন তুলে ফেলে, রেললাইনের সেতু ও রাস্তার সেতু ভেঙ্গে দিয়ে শত্রুদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেই। ইলেকট্রিক পাইলন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের থামও উড়িয়ে দেই। এ সমস্ত করার ফলে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

আমার কোন টেলিফোন সেট ছিল না। কিন্তু একমাসের মধ্যে শত্রুদের উপর হামলা চালিয়ে অনেক ক্যাবল ও টেলিফোন সেট দখল করি এবং তার পরই আমি বিভিন্ন কোম্পানীর মেধ্য যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন লাইন স্থাপন করি। এর ফলে আমার বাহিনীকে নেতৃত্ব ও নির্দেশ দেওয়া আমার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) আমাদের উপর নির্দেশ দেন, শত্রুদের সাথে সামনাসামনি লড়াই না করে তাদের উপর আচমকা আক্রমণ চালাবার। তিনি এ্যামবুশ, রেইড ও সেতু ধ্বংস, যাতায়াতের ক্ষতিসাধন ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর ফলে শত্রুদের ক্ষতি হবে ব্যাপক এবং সে অনুপাতে আমাদের ক্ষতি হবে সামান্য। এ কৌশল খুবই

* ১৯৭৩ সালে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। জনাব গাফফার একাত্তরের মার্চে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে এ্যাডজুটেন্ট হিসাবে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন।

উপযোগী হয়েছিল। এতে আমাদের সৈনিকদের মনোবল বেড়ে যায়। প্রতিদিন প্রতিরাতে শত্রুদের ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেকেই নিহত বা আহত করছিলাম। শত্রুরা এক স্থান থেকে আরেক স্থান

গেলে আমরা এ্যামবুশ পেতে বসে থাকতাম এবং শত্রুরা এ্যামবুশের ফাঁদে পড়লে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধ্বংস করতাম। আমি তাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাতাম প্রায় রাতেই। ফলে শত্রুরা রাত্রিবেলা বাঙ্কার থেকে বাইরে আসতো না। এমন কি দিনের বেলা এক প্লাটুন শক্তি ছাড়া তারা বের হতে চাইত না।

একদিন পাকসেনারা আমার ডানপাশের সাবসেক্টর মনতলির সাবসেক্টর কমাণ্ডার আইনউদ্দিনের বাহিনী দ্বারা এ্যামবুশ ফাঁদে আটকা পড়ে আক্রান্ত হয়। শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। তারা আহত এবং নিহত সৈন্যদের ১টা রেলওয়ে ট্রলিতে ভর্তি করে রেললাইনের ধার দিয়ে পালাতে থাকে। আমি তালতলা আড়াইবাড়ীতে এ্যামবুশ পেতে তাদের উপর আক্রমণ চালাই। আবার আক্রান্ত হবার ফলে তারা তাদের আহত ও মৃত সাথীদের ফেলে পলায়ন করে। পরবর্তী সময়ে পাকসেনারা তাদের মৃত সাথীদের কবর দেয়ার জন্যে গঙ্গাসাগরের এক কবরস্থানে জড় হয়েছে। আমার কয়েকজন গুপ্তচর এসে আমাকে এ খবর জানায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান নিয়ে দেখতে পাই সত্যিই শত্রুরা কবরস্থানে জড় হয়েছে তাদের সাথীদের কবর দেবার জন্য। আমি ৩" মর্টার এবং ভারী মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুদের উপর আকস্মাৎ গোলাগুলি ছুড়তে থাকি। ফলে পাকসেনারা তাদের পুরাতন মৃত সাথীদের সঙ্গে আরো কয়েকজন নতুন সাথীকে কবর দেয়।

পাকসেনারা তাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে কুটি সড়কের উপরে এবং মূল ঘাঁটি স্থাপন করে আড়াইবাড়িতে টি, আলীর বাড়িতে। সে সময়ে সমগ্র শালদা নদী এলাকা নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণে চিল। তারা শালদা নদী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে এবং সেজন্য এক কোম্পানী সৈন্যকে আড়াইবাড়ি থেকে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে শালদা নদীর দিকে এগোতে থাকে। মনোলোবাগ রেলওয়ে স্টেশনের নিকট একটা প্লাটুন আগে থেকেই রেখেছিলাম। যখন শত্রুরা মনোলোবাগ রেলওয়ে স্টেশনের পাশের গ্রামে পৌঁছায়, তখন তারা আমাদের এ্যামবুশে পড়ে যায়। আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একটি জীপ এম ৩৮ এআই, একটি ৩/৪ টনের ডজ ধ্বংস করে দেই। একজন অফিসারসহ ১৭জন নিহত হয় এবং ২০ জনের মত আহত হয়। আমরা গাড়ি নিয়ে আসতে পারিনি, কেননা শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করছিল। ফলে গাড়িগুলি পুড়িয়ে দেয়া হয়। পরে আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, টেলিফোন ক্যাবল, শত্রুদের শুকনা রেশন, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করি। শত্রুদের বিছানাপত্র উড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা একটা স্যুটকেস পাই গাড়ির ভিতর থেকে। স্যুটকেসটি টাকা ভর্তি ছিল কিন্তু টাকাগুলি গোলাগুলির ফলে পুড়ে গিয়েছিল। আমি সমস্ত কিছু আমার সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের হাতে তুলে দেই। ঐ টাকা ভর্তি সুটকেসটি দেখে আমাদের ধারণা হয় ঐ পাকিস্তানী অফিসারটি এসব টাকা ব্যাংক থেকে লুট করেছিল। পরে তারা বারবার চেষ্টা করেছিল শালদা নদীর অবস্থান দখল করার কিন্তু তারা বারবারই পর্যূদস্ত হয়ে ফিরে যায়।

সমগ্র কসবা ও শালদা নদী এলাকা জুলাই মাস পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণের ছিল। লাটুমুড়া পাহাড়ী জায়গাটি আমার নিয়ন্ত্রণে রাখি। শত্রুরা যদি লাটুমুড়া দখল করে নেয়, তবে ক্ষতি হবে। সেজন্য আমি একটি কোম্পানী তৈরী করে দুটি প্লাটুন সেখানে রাখি প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্তিশালী করার জন্য। ফেনী মুন্সিরহাটে যাবার আগে কসবা সাব-সেক্টরের ভার ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের হাতে দিয়ে যাই।

ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের (বর্তমানে মেজর) অধিনায়কত্বে মুন্সিরহাট ফেনী সাবসেক্টর একটা গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাকর স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ফেনী থেকে তিন মাইল দূরে ছাগলনাইয়া, মুন্সিরহাট ও লক্ষ্মীপুরে ১৭ মাইল লম্বা এবং ৮ মাইল প্রস্থ এই বিরাট অবস্থান জুড়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ও তাঁর বাহিনী। পাকসেনারা এ অবস্থানের উপর বিরাট শক্তি নিয়ে চাপ দিতে থাকে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তার দু'জন অফিসার ও তিনটি কোম্পানি নিয়ে শত্রুদের কামান ও ট্যাঙ্কের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে ফেনী মুন্সিরহাট অবস্থান রক্ষা করা এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ মূহুর্তে এখানে

আরো শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাত দু'টার সময় মেজর খালেদ আমার ক্যাম্পে আসেন। আমি তখন ক্যাম্পে ছিলাম না, অপারেশনের জন্য বাইরে ছিলাম। যখন এ্যাকশন করে ফিরে আসি তখন দেখি তিনি ফেনীর একটা ম্যাপ খুলে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। তাঁকে খুব চিন্তিত এবং বিষন্ন দেখাচ্ছিল।

তিনি ধীরে এবং দ্রুত ফেনী অবস্থানের পরিস্থিতির কথা বলে গেলেন এবং কি করা যায় তার একটা পরামর্শ চাইলেন। একটা কোম্পানী ফেনীতে দ্রুত পাঠিয়ে দিতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। মেজর খালেদ আমাকে একটা কোম্পানীসহ সেখানে যাবার জন্য বললেন। আমি এটা আগেই বুঝেছিলাম কিন্তু কসবার ভার কার হাতে দেয়া যায় এ নিয়ে একটু দ্বিধা ছিল। কেননা কোন নতুন অফিসারের পক্ষে কসবা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভবপর ছিল না। যা হোক ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের হাতে (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আমার ১নং কোম্পানী ও কসবা সাবসেক্টরের ভার দিয়ে আমি সকালে একটি কোম্পানী নিয়ে ফেনীর দিকে রওনা হই। যাবার সময় আমার ২নং কোম্পানীকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি। আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকেও সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলি এবং লাটুমুড়া অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বলি। এ জায়গাটা ছিল পাহাড়ের উপর। এখান থেকে সমগ্র স্থান নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ ছিল। পাকসেনারা এ স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাবে। কেননা এর আগে তারা অনেক বার চেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারেনি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আমার কসবা ছেড়ে যাবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে শত্রুরা লাটুমুড়া দখল করে নেয় এবং ১নং কোম্পানীর কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা এতে মারা যায়। নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাকসেনারা লাটুমুড়ার উপর কর্তৃত্ব রেখেছিল। ভারত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে নভেম্বর মাসে শত্রুদের সরিয়ে দিতে পারা যায়। শত্রুদের সরাতে ৩ জন অফিসারসহ ৪০জন সৈন্য মারা যায় এবং ৬০ জনের বেশি আহত হয়। লাটুমুড়া অবস্থানের গুরুত্ব এ হতাহতের থেকেই বুঝা যায়। শত্রুদের কতজন মারা গিয়েছিল তা আমার জানা নাই।

যাই হোক, পরের দিন সকালে ২নং কোম্পানীকে সাথে নিয়ে ফেনীর পথে রওনা দিই। ৬ই জুন সন্ধ্যা ৫টার সময় বেলুনিয়া পৌঁছি। তারপর ১৪ মাইল কাদামাটির রাস্তা ভেঙ্গে আমি এবং আমার সৈন্যরা রাত ৮টার সময় মুন্সিরহাট নুতন বাজার পৌঁছি, যা জাফর ইমামের অবস্থান থেকে ৮০০ গজ দূরে ছিল। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কোন বিশ্রাম নেইনি এবং পেটেও কিছু পড়েনি। আমার কোম্পানীকে আমি এখানে বিশ্রাম নিতে বলি। তারপর আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। তাঁর সাথে দেখা করে অবস্থানটি দেখি। প্রতিরক্ষাব্যূহ দেখে আশ্চর্যবোধ করি। প্রতিরক্ষাব্যূহ খুব শক্তিশালী ছিল না। মূল অবস্থানের ডানদিক একেবারে ফাঁকা এবং খোলা অবস্থায় ছিল। বাঁয়ে অবস্থানরত লেঃ ইমামুজ্জামানের বাহিনীর সাথে জাফর ইমামের বাহিনীর দূরত্ব অনেক ছিল। এত দুর্বল অবস্থানের জন্য আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে দোষ দিতে পারি না কেননা সৈনসংখ্যা ছিল সীমিত। যাহোক প্রতিরক্ষাব্যূহকে সুদৃঢ় করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নিতে বলি।

(ক) আমার কোম্পানী থাকবে অবস্থানের ডানদিকে। দুটি প্লাটুন উপরে এবং ১টি প্লাটুন ভিতরে।

(খ) ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের বাহিনী তাঁর অবস্থানেই থাকবে কিন্তু সৈন্যদের আরো সংগঠিত করতে হবে। ডিফেন্স ভিতরেই নিতে হবে।

(গ) লেঃ ইমামুজ্জামান বায়ে থাকবে কিন্তু দুরত্বটা কমিয়ে আনতে হবে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের বাহিনীর সাথে সংযোগ রাখতে হবে।

(ঘ) মুন্সিরহাটের নিকটে মূল অবস্থানের সাথে সংযোগ রেখে ক্যাপ্টেন শহীদের বাহিনী অবস্থান নেবে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার পরিকল্পনা মেনে নেয় না। আমি এরপর মেজর আমিনের কাছে যাই এ ব্যাপারে পরামর্শ নেবার জন্য। মেজর আমিন তখন ঐ অঞ্চলের কমান্ডার ছিলেন। মেজর আমিন ও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম বুঝতে সক্ষম না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। মেজর খালেদ তখন সেখানে ছিলেন না।

সময় খুব সঙ্কটজনক থাকায় দেরি না করে আমি আমার একটা প্লাটুনকে ডানদিকে একিনপুরে অবস্থান নিতে বলি। ১টা প্লাটুনকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ও লেঃ ইমামের ফাঁকা স্থানে অবস্থান নিতে বলি এবং আরেকটা প্লাটুন মুন্সিরহাটে অবস্থান নেয়। পাকসেনারা যেকোন মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এই নতুন অবস্থানের পর মোটামুটি আশ্বস্ত হই কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তার উপর আমাদের কোন ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কেবলমাত্র ৩ইঞ্চি ৮১ এম-এম মর্টার ছাড়া। শত্রুরা প্রতিদিন আমাদের উপর ছোট ছোট আক্রমণ চালাতে থাকে এবং আমরাও এ্যামবুশ এবং আচমকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে থাকি। শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে কামান দিয়ে আমাদের উপর গোলা ছুড়তে থাকে এবং প্রতিদিন আমাদের কিছু কিছু লোক আহত হতে থাকে। শত্রুদেরও হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ সময়ে মেজর খালেদ আমাদের অবস্থান দেখতে আসেন এবং আমি সমস্ত পরিস্থিতি তাঁকে খুলে বলি। আমি আমার পরিকল্পনার কথা তাঁকে বলি এবং তিনি আমার পরিকল্পনা মেনে নেন। কিন্তু এবারও ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম পরিকল্পনা মেনে নিতে রাজী হয় না। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম স্থানীয় লোক হওয়ায় মেজর খালেদ তাকে আর চাপ দেয় না। যাই হোক, আমাকে আমার পুরাতন অবস্থানই রাখতে হলো। আমরা মেজর আমিনকে খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রাখতে বললাম। এ অবস্থানে আমরা কয়েকদিন অর্ভুক্তও ছিলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল। রাস্তাঘাট কাদায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র ১৪ মাইল দূরে বেলুনিয়া থেকে কাঁদা ভেঙ্গে আনতে হত। এ অসুবিধা সত্ত্বেও মেজর আমিন যতখানি পেরেছেন আমার জন্য করেছেন। তিনি কাঁদার রাস্তা ভেঙ্গে যত দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার পৌঁছানো যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতীয় বাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার চেষ্টা আমরা করেছিলাম কিন্ত তা সফল হয়নি। গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য না পেলেও মিত্র বাহিনীর সেনারা মর্টারের সাহায্যে তাদের উপর গোলা ছুড়েছিল। এটা আমাদের মনোবল বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আমার সৈনিকরা এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা বাঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসে বলতে থাকে, “স্যার ভারতীয় বাহিনী যদি আমাদের সাহায্য করে, তবে আমরা আজই ফেনী দখল করে নিতে পারব।” কিন্তু এটা যে সম্ভব নয় তা আমার সৈন্যদের বুঝানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরানো আমলের এবং অতি সামান্য। সে তুলনায় শত্রুদের শক্তি ছিল একটা ব্রিগেড, এক রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও ট্যাঙ্ক বাহিনী। এ ছাড়া ছ’টি হেলিকপ্টার ছিল শত্রুসেনাদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাবার জন্য। মর্টার ছাড়াও কিছু মেশিনগান ও হালকা মেশিনগান আমাদের সঙ্গে ছিল।

যাহোক, আমরা আচমকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত রাখছিলাম। আমরা প্রতিদিন তাদের অনেককেই হতাহত করছিলাম। তাদের শক্তি অত্যধিক হওয়ায় তারা হতাহতের স্থান পূরণ করতে পারছিল। আমাদের হতাহতের সংখ্যা সামান্য হলেও তা পূরণ করতে আমরা সমর্থ ছিলাম না। আমরা চিন্তা করছিলাম শত্রুরা যে কোন মুহূর্তে প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ’৭১-এর ১৭ই জুন সকালে শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের সাহায্য নিয়ে আমাদের উপর নতুন আক্রমণ শুরু করেছিল। কামান ছাড়াও শত্রুদের আর-আর, মর্টার, মেশিনগান, চাইনিজ রাইফেল তো ছিলই। আমাদের অবস্থানের অবস্থা থেকে সহজেই বুঝা যায় এ এক অসম যুদ্ধ। পাকিস্তানী সৈন্যরা সাত ঘণ্টা ধরে স্রোতের মত এগোতে থাকে। সাত ঘণ্টা পর আমাদের হাতে চরম মার খেয়ে তার পিছু হটে যায়। এমনকি তারা তাদের অনেক মৃতদেহ ইলোনিয়া নদী ও অন্যান্য স্থানে ফেলে রেখে পালায়। মৃতদেহগুলি পরে শকুন এবং কুকুরে খায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান তখন ঢাকাতে ছিলেন। ফেনীর খবর শুনে তিনি নিজে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য ফেনীতে আসেন। তিনি ফেনীতে এসে ধারণা করেন মুজিবনগর আশেপাশেই আছে। সেহেতু মুন্সিরহাট দখল করার জন্য তিনি নিজে এবং দু’জন ব্রিগেডিয়ারকে নিয়ে আমাদের তিনজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফটেন্যান্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে বুঝিয়ে দেন যে বঙ্গশার্দুলরা তাদের থেকেও কম নয়। এ যুদ্ধ আমাদের জন্য এক বিরাট গৌরব। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের এক ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেন ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মেজর আশিফ, যার সাথে আমরা একসঙ্গে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম।

এ সময়ে আমাদের সেক্টর-২ এর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ খবর পাঠানে যে, ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল অরোরা হেলিকপারে করে আমাদের অবস্থান দেখতে আসতে পারেন। তারই হেলিকপারে গুলি না চালানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু আমার মনে হয় পাকসেনারা এ খবর পেয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি আর আসতে পারেননি।

তখন ছিল বর্ষাকাল। ২০শে জুন সারাদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হচিছল। ২১ শে জুনের আকাশ ছিল মেঘলা এবং ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি সকাল থেকে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে বিরাজ করছিল অস্বস্তি। আমি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কাছে যাই সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। বিকেল ৫টা সময় আমি আমার অবস্থানে ফিরে আসি। আমি আমার সমস্ত কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠাই। রাত্রে আমরা আমাদের অবস্থানে আলো জ্বালাতাম না, কেননা আলো জ্বালালেই শত্রুদের দৃষ্টিগোচর হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই খাওয়া-দাওয়া আলো শেষ হবার আগেই সেরে ফেলতে হতো। আমার বাঙ্গারে যখন ২টা রুটি ডাল সহযোগে খেতে বসেছি তখন হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাই। আমার আরদালী দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দেয় দুটি হেলিকপ্টার আমার হেডকোয়ার্টারের পিছনে উড়ছে-যা পশ্চিম দিক অর্থাৎ ভারতে দিক থেকে আসছে। আমি ভাবলাম ২৪ ঘণ্টা অতিরিক্ত বৃষ্টি হবার জন্য হয়ত জেনারেল অরোরা কাল আসতে পারেননি, আজ আস্তে আস্তে বৃষ্টি হচ্ছে তাই এসেছেন। এ চিন্তা করে কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবো ভেবে হেলিকপ্টারের দিকে দৃষ্টি রাখি। হেলিকপ্টার দুটি অতি নিচু দিয়ে ১৮০ ডিগ্রি যাবার পর দুটি দুদিকে যায়। ১টি হেলিকপ্টার বাঁ অবস্থানে পূর্বদিকে এবং এন্যাটি আমার হেডকোয়ার্টারের উপর দিয়ে উত্তর দিকে ১০০০ গজ পর্যন্ত যায়। সন্দেহ জাগে দুটি হেলিকপ্টার দু'জায়গায় নামছে কেন? হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ জাগে এবং আমার বিশেষ প্লাটুনের কমাণ্ডার নায়েক সুবেদার শহীদকে ডেকে পাঠাই। ১৫ মিনিট অতিক্রান্ত হবার পর দেখি দুটি হেলিকপ্টারই ভারতীয় সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ বাঁ দিক ও পিছন দিক থেকে গুলি আসতে থাকে। তখন ছিল অন্ধকার। শত্রুরা গ্রেনেড, এম-জি ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে আমাদের উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। আমি সহজেই বুঝতে পারি এটা পাকিস্তানী কমাণ্ডোদের কাজ। আমি বুঝতে পারি এটা জেনারেল অরোরার হেলিকপ্টার নয়, শত্রুরা হেলিকপ্টারের সাহায্যে পেছনে অবস্থান নিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে নায়েক সুবেদার শহীদ এবং ই-পি-আর এর সুবেদার ফরিদ আহমেদকে নির্দেশ দেই সমস্ত সৈন্যদের অতিসত্বর আমার নিকটে হাজির করার জন্য। তারা সমস্ত পরিস্থিতি বুঝতে পারে এবং ১০ মিনিটের মধ্যে এসে খবর দেয়। আমি দ্রুততার সঙ্গে নতুনভাবে আমার বাহিনীকে সজ্জিত করি। প্রধান রাস্তা এবং রেললাইনের উপর তাদের অবস্থান নিতে বলি এবং আরও বলি আমি গুলি চালালে তোমা গুলি চালাবে। এ রাত ছিল খুবই অন্ধকার এবং কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমি আমার বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান (সেকেন্ড-ইন কমান্ড) সুবেদার খুরশিদ আলমকে উত্তর এবং পশ্চিম দিকের প্রতি নজর রাখতে বলি এবং আমি পূর্ভ এবং দক্ষিণ দিকে নজর রাখি। পাক কমাণ্ডোদের হামলার অপেক্ষা করতে লাগলাম। এ আমার জীবনে এক চরম পরীক্ষা ছিল। একটু ভুল করলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সে রাতের কথা মনে পড়লে আজও আমার শিরণ জাগে। এ সময়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে খবর পাঠান যে তিনি এফডিএল-এর (ফরোয়ার্ড ডিফেন্ডেড লোকালিটি) পথ দিয়ে এগোচ্ছেন। পাক গোলন্দাজ বাহিনী কামান, মর্টার, আর-আর-এর সাহায্যে আমাদের উপর অবিরাম বৃষ্টির মত গোলা ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। বৃষ্টির মত গোলাগুলি ২ ঘণ্টা ধরে চলে। কিন্তু আমরা তাদের সামনে অগ্রসরের চেষ্টা রুদ্ধ করে দেই। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বারের মত হেলিকপ্টারের সাহায্যে পাকবাহিনী পিছনে আবার তাদের কমাণ্ডোদের নামিয়েছে। রাত ৯টার সময় লেঃ ইমামুজ্জামানের কাছ থেকে খবর পাই তারা পাকসেনা কর্তৃক আকান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে মর্টার সেকসনের কমাণ্ডার সুবেদার জববার খবর পাঠায় যে, মর্টার সহযোগিতা করা আর সম্ভব নয়, কেননা ইতিমধ্যে সমস্ত মর্টার শেষ হয়ে গেছে। সাহায্য পাবার আশা না থাকায় আমি একিনপুর থেকে অবস্থান সরিয়ে নেই। লেঃ ইমাম আমাকে ফোনে খবর পাঠায় পাক কমান্ডোরা সামনে থেকে তাদের আক্রমণ চালিয়েছে এবং পাঠাননগরের দিকে এগোচ্ছে। তার কাছে আর গোলাবারুদ নেই। আমাকে সে অনুরোধ জানায় কিছু গোলাবারুদ যেন অতি সত্বর ইমামুজ্জামানের কাছে পাঠায়। লেঃ ইমাম আমাকে আরো জানায় ছাগলনাইয়া

থেকে মুহুরী নদীতে যে প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিল তা সন্ধ্যায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যোগাযোগের অভাব হেতু সে এ খবর আগে পাঠাতে পারেনি। প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙ্গে যাওয়ায় সে ফুলগাজির দিকে চলে যাচ্ছে। আমি আমার ডানপাশের বাহিনীকে অবস্থান তুলে নিয়ে মুহুরী নদী হয়ে ফুলগাজিতে অবস্থান নিতে বলি।

রাত ৯টার দিকে আমার হেডকোয়ার্টার কামাণ্ডোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাঠাননগর হয়ে অগ্রসরমান শত্রুসেনারা বাঁ দিক এবং সামনের দিক দিয়ে আক্রমণ চালায়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমার কাছে খবর পাঠায় ২নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ আমাদের অবস্থান তুলে নিয়ে ফুলগাজির পিছনে চিতলিয়ায় অবস্থান নিতে বলেছেন। ঠিক সময়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অন্যথায় আমরা সবাই শত্রুদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

পাক কমাণ্ডো এবং অন্যান্য সৈন্যরা আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। আমি দেখতে পেলাম শত্রুরা দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক গ্রুপে ২০/৩৫ জন শত্রুসেনা ছিল। বাঁ দিকের গ্রুপটি ২০/৩৫ গজ দূরে এবং অন্যটি ৩০/৪০ গজ দূরে। আমি এবং আমার সৈন্যরা সবাই একসাথে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারাও আমাদের উপর গুলি চালাতে লাগল। গোলাগুলি বিনিময় আটঘন্টা ধরে চলল এবং শত্রুরা ৮টা মৃতদেহ ফেলে রেখে পিছনে সরে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দু'জন গুরুতরভাবে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি ফুলগাজীতে পৌঁছানোর কোন দ্রুত ব্যবস্থা ছিল না। আমি তাদেরকে আরও ১২ জন আহত মুক্তিযোদ্ধার সাথে পাকে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে রেখে দেই। এরিয়া কমাণ্ডার মেজর আমিন ফুলগাজী থেকে আমার হেডকোয়ার্টারে আসেন। আমি তাঁকে আমার অবস্থানের দ্রুত অবনতির কথা জানাই। তিনি দ্রুত আহত সৈনিকদের পশ্চাৎবর্তী ঘাঁটি ফুলগাজী-চিতলিয়াতে পৌঁচানোর ব্যবস্থা করেন। আহত সৈনিকদের উপর যাতে হামলা না হয় তার জন্য তাদের সাথে একটা প্রহরা (এসকট) পার্টিও দেই।

তখন রাত সাড়ে দশটা। যুদ্ধ কিছু সময় হল থেমে আছে। যতদূর সম্ভব শত্রুরা সে সময় শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল। এ সময় ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তাঁর ও তাঁর বাহিনীর অবস্থান তুলে নিয়ে আমার কাছে আসেন। আমরা তাড়াতাড়ি দ্রুত পরিস্থিতি অবনতির কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিই আমি আমার অবস্থানে থাকব এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম সৈন্যদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি ফুলগাজীতে সরে যাবেন। সেই অনুযায়ী তিনি ফুলগাজীর দিকে রওনা দিলাম। ভোর ৪ টার মধ্যে সমস্ত সৈন্য ফুলগাজীতে চলে যায় এবং আমি ভোর সাড়ে ৫টার সময় আমার অবস্থান পরিত্যাগ করে ফুলগাজীর দিকে রওনা দেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী ঘাঁটিতে যাওয়াটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছিল। সকালে ফুলগাজীতে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে দেখা হয। তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। ফুলগাজী অত্যধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় এখান থেকে শত্রুদের মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল, ফলে আমরা চিতলিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নেই। যাবার আগে ফুলগাজীর ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে একটা ডিলেইং পার্টি এবং চিতলিয়া আসি এবং নতুন অবস্থান তৈরী করি। আমি আমার বাহিনী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলাবোর্ড সড়ক এবং রেললাইনের উপর অবস্থান নেই। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তাঁর বাহিনী নিয়ে পরশুরাম এলাকায় অবস্থান নেন। বাঁ দিকে একটা প্লাটুনকে মোতায়েন রাখি এবং আমার বাঁ দিকে মুহুরি নদী বরাবর লেঃ ইমামুজ্জামান তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলেন। এভাবে আমরা দ্রুত চিতোলিয়াতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে পাকসেনারা ফুলগাজী ব্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমি ফুলগাজী ব্রীজ শত্রুদের এগোতে বাধা দেয়ার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এ ব্রীজে এসে শত্রুরা বাধা পায় এবং ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় পর্যন্ত তারা আর এগোতে পারেনি। ৪৮ ঘণ্টা যাবৎ শত্রুদের এগোতে বাধা দিতে থাকি, ফলে শত্রুরা অ্যধিক গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তাতেও ব্যর্থ হয়ে তারা হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ব্রীজের এপারে আসে। চিতলিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শত্রুরা হেলিকপ্টারের সাহায্যে মুহুরী নদী পার হয়ে আসে এবং

লেঃ ইমামুজ্জামানের বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। সে তাড়াতাড়ি তার বাহিনী পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায়। যাবার আগে সে আমাকে জানাতে পারেনি। ডানদিকে আমার যে প্লাটুনটি ছিল, শত্রুদের গোলাগুলির মুখে তারা তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে না। তারা অবস্থান ত্যাগ করে যায় এবং শত্রুরা সে অবস্থান দখল করে নেয়। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে জানানো হয় অন্যান্য প্রতিরক্ষাব্যূহতে আমাদের সৈন্যরা ঠিকমতই অবস্থান নিয়ে আছে।

শত্রুরা ডান এবং বাম দিক ও সম্মুখ থেকে আমার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। শত্রুর অবস্থান জানাবার জন্য নায়েক সুবেদার বেলায়েত হোসেনকে ডান দিকে পাঠাই এবং আমি নায়েক সুবেদার শহীদকে নিয়ে বাঁ দিকে যাই। আমি গিয়ে দেখতে পাই শত্রুরা মাত্র ৫০০ গজ দূরে এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি এবং দেখতে পাই নায়েক সুবেদার বেলায়েত হোসেন আমার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানায় আমাদের আগের অবস্থান থেকে শত্রুরা আক্রমণ চালাচ্ছে। বিকেল ৫টার দিকে শত্রুরা তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে দেয়। আমরা আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকি। শত্রুরা আমাদের সমস্ত যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু শত্রুসেনা ছাগলনাইয়া হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং আমাদের একমাত্র যোগাযোগের পথ পরশুরামের রেলওয়ে ব্রীজ ও সড়কসেতু ঘিরে রাখে।

৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আমার বাহিনীর কারো মুখে খাদ্য জোটেনি। আমরা অভুক্ত ছিলাম এবং গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে আসছিল। আমি সেক্টর-২ এর হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাই সত্বর খাবার এবং গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য, কিন্তু হেডকোয়ার্টার খবর পাঠায় যে ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি দেবার যে কথা ছিল তা এখনও এসে পৌঁছেনি-সেহেতু আমি আমার অবস্থান তুলে নিয়ে যেন পরশুরাম চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে যাই।

অবস্থান তুলে নেবার নির্দেশ পেলেও শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার ফলে আমি আমার বাহিনী তুলে নিতে পারছিলাম না। শত্রুরা ধীরে ধীরে আমাদের নিকটে চলে আসছিল। এ মুহূর্তে আমার বাহিনীকে জোগাড় করা মুস্কিল ছিল, কেননা শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর কামান বৃষ্টির মত আমাদের উপর গোলা ছুড়ছিল। আমার সে সময়ে গোলাবারুদ একরকম নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। প্রতিটি রাইফেলের জন্য ১০ রাইন্ড এবং হালকা মেশিনগানের জন্য ৫০ রাউন্ডের বেশী গুলি ছিল না। আমি সব প্লাটুন কমাণ্ডারদের ডেকে পাঠাই এবং তাদেরকে রেললাইনের পূর্বদিকে সরে যাবার নির্দেশ দেই। যা হোক কোনক্রমে আমার বাহিনীকে আমি নিরাপদে পরশুরামে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন জাফর ইমামও তাঁর বাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য প্রস্ত্তত হচেছন।

পরশুরাম থেকে অবস্থান তুলে নেবার কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। কিন্তু শত্রুরা আমাদের অবস্থান পরিত্যাগের কথা জানতে পারে এবং আমাদের পিছু ধাওয়া করে। শত্রুরা বৃষ্টির মত আমাদের উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। আমরা পিছু হটতে হটতে পরশুরাম খালের নিকট পৌঁছি। শত্রুরা ব্রীজের উপর থেকে গুলি চালাতে থাকে। আমরা দ্রুত খালে নেমে যাই এবং সাঁতরিয়ে ওপারে যাই এবং ভাগ্যক্রমে ইটের খোলা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর গোলাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাই। সকাল ৬টার মধ্যে আমরা নোয়াখালী হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি।

নিদ্রাহীন এবং অভুক্ত থাকার জন্য আমার বাহিনীর অর্ধেকের মত সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। ২৬শে জুনে সেক্টর-২-এর কমাণ্ডার মেজর খালেদ নোয়াখালী হেডকোয়ার্টারে আসেন। তিনি এখানে সব কমাণ্ডারদের নিয়ে এক সভা করেন। তিনি আমাকে আমার বাহিনী নিয়ে ১২ ঘণ্টার মধ্যে শালদা নদীর কোনাবন এলাকায় যাবার নির্দেশ দেন। সে সময়ে পাকসেনারা এ এলাকায় খুব চাপ দিচ্ছিল। মেজর খালেদ আমার এবং আমার বাহিনীর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেন।

২৭ শে জুন আমি আমার কসবা সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি। কসবাতে পৌঁছে আমি আমার বাহিনী যেটা কসবায় রেখে গিয়েছিলাম, তাদের যোগাড় করতে থাকি। কসবায় এসে দেখি পাকসেনারা গুরুত্বপূর্ণ

লাটুমুড়া পাহাড়ী এলাকাটিসহ সমগ্র কসবা এলাকা দখল করে নিয়েছে। যাহোক, আমি আমার কোম্পানী যোগাড় করে শালদা নদী-কোনাবনের দিকে অগ্রসর হই। ক্যাপ্টেন সালেক ছিলেন শালদা নদী সাবসেক্টরের কমাণ্ডার। মন্দভাগ-কোনাবনে আমাদের সৈন্যই ছিল না। শত্রুরা শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন, 'বায়েক', মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন দখল করে রেখেছিল। যাহোক আমি আমার হেডকোয়ার্টার কোনাবনে স্থাপন করি। সে থেকে আমার সাবসেক্টর কোনাবন সাবসেক্টর বলে পরিচিত ছিল। আমার সাবসেক্টর উত্তরে কসবা-জাদেশ্বর এবং দক্ষিণে 'বায়েক' নিয়ে বিস্তৃত ছিল। পূর্ব পশ্চিমে ছিল সি-এন্ড-বি সড়ক বরাবর কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত। আমি আমার সমস্ত সাবসেক্টর জুড়ে রেকি করি এবং কোম্পানী কমান্ডারদের নিয়ে কোম্পানীগুলিকে পুনর্গঠিত করে ফেলি। আমার প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল আমার বাহিনীকে নিয়ে একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমি অন্যান্য সাব-সেক্টর কমান্ডারদের মত হেডকোয়ার্টার ভারতে স্থাপন করা মনঃপূত মনে করিনি। তাই আমার হেডকোয়ার্টার কোনাবনে স্থাপন করি।

৩০শে জুন সকালে শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করি। ৫ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলার পর বেলা সাড়ে ১২টার সময় শত্রুরা মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন দখল করার পর ঐ দিনই আরও ৪/৫টা গ্রাম মুক্ত করে নেই। এভাবে আমি প্রতিরক্ষাব্যূহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বরাবর গড়ে তুলি। সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'বার শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর শত্রুরা অনেকবার চেষ্টা করেছিল এ এলাকা দখল করার জন্য কিন্তু পরম করুণাময় আল্লার রহমতে তাদের প্রচেষ্টা দেশ মুক্তি হবার আগে পর্যন্ত সফল হয়নি। প্রায় ৪ লক্ষের মত লোক পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নেয়। তাদের আত্মত্যাগের কথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা দরকার। তারা আমাদের মনোবল অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা অনেক কাজে আমাদের সাহায্যও করত। পাকসেনারা মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতাড়িত হবার পর মন্দভাগে আশ্রয় নেয়। মন্দভাগ বাজার, আড়াইবাড়ি ও নয়নপুরে তারা সাঁজেয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আসে। আমরা কোন অপারেশন করলেই শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের এলাকায় কামানের গোলা ফেলত।

এরপর আমি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে 'বায়েক' গ্রাম দখল করার পরিকল্পনা নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা যখন বাঙ্কার থেকে উঠে আসতাম, তখন এ গ্রামে অবস্থানরত শত্রুসেনারা আমাদের উপর গুলি ও ৮২-এম-এম চাইনিজ মর্টারের সাহায্যে গোলা চালাত। ঐ গ্রাম আমি দখল করে নেই এবং শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

এই দুই আক্রমণে আমার বাহিনীর বেশ হতাহত হবার ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী নির্দেশ পাঠান সামনাসামনি যুদ্ধ না করার। শত্রুদের ক্ষতিসাধন করার জন্য তিনি এ্যামবুশ এবং হঠাৎ করে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।

কর্ণেল ওসমানীর নির্দেশ পাবার পর আমি আচমকা আক্রমণের পথকেই বেছে নেই এবং এতে প্রভূত সাফল্য লাভ করি। আমি এ পরিকল্পনার জন্য 'সি' কোম্পানীর ১টা প্লাটুনকে নিয়োগ করি এবং ১টা কোম্পানী ও অন্যান্য সৈন্যদের মুক্ত এলাকায় রাখি শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। ই-পি-আর' এর সুবেদার গোলাম আম্বিয়ার নেতৃত্বে ১টা কোম্পানী ২নং সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ আমার নিকট পাঠান। সুবেদার গোলাম আম্বিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পরে আমাকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল-এর নেতৃত্ব দেয়া হয়। তখন আমি ১৫ই আগস্টে 'ডি' কোম্পানী গঠন করি সুবেদার আম্বিয়ার কোম্পানীকে নিয়ে। এই দুই কোম্পানী স্বাধীনতার যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এই দুই কোম্পানী কসবার দক্ষিণ থেকে বায়েক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল এবং ক্যাপ্টেন খালেকের সৈন্যরা কাটামোড়া থেকে গৌরাঙ্গতলা ও নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গেরিলা তৎপরতার জন্য আমি ১ টা প্লাটুনকে নিয়োজিত রেখেছিলাম। বাছাই করা লোকদের এ কাজে নিয়োগ করি। এ কাজে আমি একজন অতি সাহসী জুনিয়র কমিশন অফিসারকে পাই। সে হচ্ছে সুবেদার ওহাব। তার নাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পথপ্রদর্শক হিসেবে লিখিত থাকা উচিত। সে নিজের জীবনের মায়া, সুখ ত্যাগ করে সত্যি প্রকৃত বাঘের মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে কোনদিন কোন অভিযোগ আমার কাছে করে নাই। এমনকি অনেকদিন অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। তাকে যে কাজের ভার দেয়া হয়, তা সাফল্যের সাথে করে। কোন অপারেশনে সে কোনদিন বিফল হয়নি। এ প্রসঙ্গে আমি আরেক জনের নাম করব। সে হচ্ছে মর্টার সেকশনের শামসুল হক। তার নিখুঁত সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল পাকসেনাদের বিপর্যস্ত করা। তার কাজের জন্যই সাবসেক্টর শত্রুদের জন্য কবরস্থানে' পরিণত হয়েছিল। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাস মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে ও তার আশেপাশের এলাকা শত্রুমুক্ত রেখেছিলাম।

আমি মুক্ত এলাকাগুলি নিয়ে একটা মুক্ত সাব-ডিভিশন গঠন করি। সেখানে বাজার, স্কুল, থানা, বেসামরিক প্রশাসন চালু রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করি। মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা গৌরবের সাথে উড়তে থাকে। এ মুক্ত এলাকা দেখার জন্য দেশ-বিদেশের নাম করা সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও গণ্যমাণ্যরা দেখতে আসতে থকে। আমাদের পক্ষে অসুবিধা হয়ে পরেছিল ঐ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সমস্ত কিছু দেখাতে এবং বুঝাতে। এ প্রসঙ্গে আমি মুক্ত এলাকার লোকের কথা স্বরন না করে পারি না এদের অনেক শত্রুদের গোলার আঘাতে মারা গেছে বা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তবুও তাদেও মনোবল একটুও ভাঙ্গেনি। তারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্যে করে যেতে থাকে। তারা বাঙ্কারে গোলাবারুদ পৌছিয়ে দিত, মৃত শহীদের কবরের ব্যবস্থা করতো, আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সাহায্য করতো। তাদেও অনেকে নৌকায় করে বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়ে দিত। অনেকে শত্রুদের খবরাখবর এনে দিত। এ খবরাখবর না পেলে শত্রুদের উপর ঠিকমক হামলা করতে পারতাম না। এদের সাহায্য নিয়েই আমি শত্রুসেনাদের উপর আক্রমন চালিয়ে তাদের অনেক অফিসার ও সৈনিকদের শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমি শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের যাওয়া-আসা এবং রসদ সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট মন্দভাগ বাজারে ঘাটি গেরেছিল। কোম্পানীগঞ্জ থেকে স্পীডবোটের মাধ্যমে শালদা নদী হয়ে মন্দভাগ বাজার ও শালদা নদী স্টেশনে অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটিতে তাদের রসদ আসতো। সেদিনটি ছিল আমাদের জন্য খুব ভাল দিন। রাত ডুটার সময় আমি সুবেদার ওহাব ও তার প্লাটুন নিয়ে বারদুরিয়াতে অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি আক্রমন করতে গিয়েছিলাম। এ্যাকশেন শেষ করে পরের দিন সকাল ৮দিকে গুপ্তপথে আমাদেও অবস্থানে ফিরে আসছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম। সেজন্য একটি ঝোঁপের মধ্যে বিশ্রাম নিচিছলাম। হঠাৎ করে ৩টা স্পীডবোটের আওয়াজ শুনতে পাই যা কোম্পানীগঞ্জ থেকে আসছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম এই স্পীডবোটগুলি আহত সৈনিকদের নিয়ে আবার কোম্পানীগঞ্জ ফিরে যাবে। আমি এ ব্যাপারে সাহসী যোদ্ধা সুবেদার ওহাবের সাথে আলোচনা করি এবং দ্রুত শালদা নদীর একটা নির্বাচিত এলাকার ঝোঁপে গিয়ে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। নদীর অপর পর্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ওহাবের অধীনে একটা সেকশন পাঠিয়ে দেই এ্যাম্বুস পাতার জন্য এবং আমি নিজে দুটো সেকশন নিয়ে নদীর পূর্বপাড়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে এ্যামবুশ পাতি। আধঘন্টার মধ্যেই মন্দভাগ থেকে স্পীডবোট আসার আওয়াজ শুনতে পাই। দুটো স্পীডবোট আমাদের ফাঁদে পা দেবার জন্য এগিয়ে আসছিল। আমি আমার সৈনিকদের নির্দশ দেই আমি গুলি না ছোড়া পর্যন্ত তারা যেন কেউ গুলি না চালায়। দুটো স্পীডবোট ১৫০ গজের ব্যবধানে এগিয়ে আসতে থাকে। স্পীডবোটগুলি ছিল খোলা এবং প্রথম স্পীডবোটে দেখি ২/৩টি ছতার নিচে লোক বসে আছে এবং পিছনেরটিতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সৈন্য বোঝাই হয়ে আসছে। আমি নিশ্চিত হলাম প্রথম স্পীডবোটে ছাতার নিচে পাকসামরিক অফিসাররা বসে আছেন। নদী ছিল ৩০/৪০ গজ প্রশস্ত। দুটি স্পীডবোটেই যখন আমার ফাঁদে

পড়ে যায় তখন আমি শত্রুদের দিকে গুলি চালাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহিনীর লোকেরা শত্রুদের উপর এক সঙ্গে গুলির্বষণ করতে থাকে। এই গোলার্বষণ চলে ৫ মিনিট ধরে এবং শত্রুরা এ আক্রমণের কোন জবাব দেয়ার সময় পায়নি। শত্রুরা সবাই স্পীডবোট ছেড়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়। ১৪ জন শত্রুসেনার সবাই মারা যায়। আমি দেখি একজন শত্রুসেনা পানি থেকে আবার স্পীডবোটে ওঠার চেষ্টা করছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এটা এক সাফল্যজনক অপারেশন ছিল। আমরা দুটি এম-জি-আর-এ-৩, ১টা চাইনিজ রাইফেল, ২টা চাইনজ স্টেনগান ১টা সমগ্র এলাকার আর্টিলারি ম্যাপ, ২টা পি-আর-সি, ১০টা অয়্যারলেস সেট এবং কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা দেখি একটা স্পীডবোটে একজন মৃত পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন পড়ে আছে। আমরা তার ব্যাজটি ছিড়ে নেই আমরা দ্রুত অবসহান তুলে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে দুপুর তিনটার সময় নিরাপদে পৌঁছি। পরে এক অফিসারের কাছ থেকে জানতে পারি (তিনি অয়্যারলেসের সাহায্যে পাকিস্তানের এ ঘটনার ম্যাসেজ ধরেন) স্পীডবোটগুলিতে ৩৩ বালুচর ৫ জন অফিসার এবং অন্যান্য র‍্যাঙ্কের ৯ জন ছিল। এদের মধ্যে ১জন লেঃ কর্নেল, ১ জন মেজর, ১জন ক্যাপ্টেন ডাক্তার, ১ জন আর্টিলারি ক্যাপ্টেন, একজন লেফটেন্যান্ট ছিলেন। এরা সবাই কুমিল্লা টাউনে বাঙালিদের উপরে আত্যাচার চালিয়েছিল, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিল এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। পরে স্থানীয় রাজাকার ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে মৃতদেহগুলি নিয়ে শত্রুরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টর সৈন্যদের কবরস্থানে কবর দিয়েছিল। এদের মধ্যে কুখ্যাত ক্যাপ্টেন বোখারিও ছিল।

মুক্ত এলাকায় আমার যে অবস্থানগুলি ছিল সে গুলি হচ্ছে বায়েক গ্রাম, মন্দভাগ বাজার, কামালপুর, মঈনপুর, গোবিন্দপুর এবং জাদিশ্বর। শত্রুদের ঘাঁটি ছিল আমার এলাকার বিপরীতে কসবা, চাঁদলা, বড়ধুসিয়া, শালদা নদী রেলওয়ে স্টিশন ও নয়নপুর বাজারে। এসব এরাকা থেকে শত্রুরা আমাদের অবস্থানের উপর প্রায়ই গোলাগুলি চালাত। ছোট ছোট আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ,এ্যামবুশ ও রেইড দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এতে শত্রুদের যথেষ্ট হতাহত হয়। আমাদেরও বেশ হতাহত হয়।

শত্রুসেনারা রাজাকারদের কোম্পানীগঞ্জ-কুটি প্রধান রাস্তায় পাহারায় মোতায়েন রাখে। রাজাকারের একটি দল আমার সাথে গোপনে যোগাযোগ করে। তারা জানায় তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হলে তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং অনুমতি দিলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে। কোম্পানীগঞ্জ-কুটি সড়কের মধ্যে কালামোরায় ১০৩ ফুট লম্বা ১টা ব্রীজ ছিল। রাজাকাররা সে ব্রীজ পাহারা দিত। আমি আমার এক দূতের মাধ্যমে জানাই তাদেরকে হত্যা করা হবে না এবং প্রয়োজন হলে মুক্তিবাহিনীতে নেয়া হবে। তাদের আরো জানাই কালামোরা ব্রীজ উড়ানোতে তাদের সাহায্যেও প্রয়োজন হবে।

আগস্ট মাসের এক রাতে ব্রীজ ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ব্যস্ত রাখার জন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে ৫ টি এ্যাম্বুশ দল পাঁচ জায়গায় প্রেরণ করি। রাত ১২টা থেকে ভোর পর্যন্ত তারা শত্রুদের অবস্থানগুলি যথা সাহেবপারা, শালদা নদী গোডাউন, চাঁদলা প্রভৃতি জায়গায় শত্রুদের হঠাৎ করে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখে। আর এদিকে পরিকল্পনা মত ই-পি-আর-এর সুবেদার আম্বিয়ার নেতৃত্বে একটি প্লাটুন কালামোরা ব্রীজে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রাত দু'টার সময় ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়। এ কাজে রাজাকাররা আমাদের সাহায্য করে। ৭ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তারা আমার সাথেই ছিল।

শত্রুরা রসদ সরবরাহ করার জন্য এ রাস্তা দিয়ে যাবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। সে জন্য এ কালামোরা ব্রীজ থেকে ১০০ গজ দূরে কোম্পানীগঞ্জের দিকে এ্যামবুশ পেতে বসে থাকি। ভোরের দিকে শত্রুদের রসদ সরবরাহকারী দুটো সৈন্যবোঝাই জীপ, দুটো ডজ, ৩টা বেসরকারী গাড়ি, একটা বাস ও দুটা তিন টনের গাড়ি এ রাস্তা দিয়ে আসছিল। ব্রীজের কাছে এসে তা ভাঙ্গা দেখে তারা আবার ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আমরা আকস্মাৎ রকেট লাঞ্চার, রাইফেল ও হালকা মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুদের উপর

আক্রমণ শুরু করি। রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে শত্রুদের পাঁচটা গাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়। ১৫ জন পাকসেনা নিহত এবং কতজন আহত হয়েছিল আমার জানা নাই। ৩ জন জীবিত শত্রুসেনাকে আমরা ধরে ফেলি। এদের একজন হচ্ছে নায়েক সুবেদার বশির (সিন্ধি)। আমরা কিছু গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র এবং জরুরী কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করি। শত্রুরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে গোলাবর্ষণ শুরু করলে আমরা অবস্থান পরিত্যাগ করি। জীবিত শত্রুসেনাদের আমি মেলা ঘরে পাঠিয়ে দেই। এরা ধৃত হবার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেরে যায়।

বাচ্চু নামে (ক্লাশ নাইনে পড়ত তখন) অসীমসাহসী যুবক একটা হালকা মেশিনগান নিয়ে শালদা নদীর এক স্থানে এ্যামবুশ পেতে শত্রুদের একটা নৌকা উড়িয়ে দিয়। নৌকাতে অবস্থানরত ১২ জন পাকসেনা এতে মারা যায়।

শালদা নদীর পূর্বপারে মন্দভাগ গ্রাম আমাদের দখলে ছিল। নদীর অপর পার আমাদের দখলে না থাকলেও শত্রুদের নিয়ন্ত্রনে ছিল না। নদীর ওপারে চাঁদলা গ্রামে শত্রুরা অবস্থান নিয়েছিল। শত্রুরা বারবার চাপ দিচ্ছিল মন্দভাগ দখল করে নেবার জন্য । আমরা ছোট ছোট অয়্যারলেসের মধ্য দিয়ে ধরতে পারি শত্রুরা যে কোন মুহুর্তে মন্দভাগ আক্রমন করতে পারে। ২১শে সেপ্টেম্বর শত্রুরা চাঁদলা থেকে চারটা নৌকায় করে মন্দভাগ আসছিল। মেজর দূররানির নেতৃত্বে ৩৩-বেলুচের নেতৃত্বে ‘বি’ এবং ‘ডি’ কোম্পানী এ নৌকাগুলিতে ছিল। শত্রুরা আক্রমন করতে পারে ভেবে আমি বাছাই করা একটা প্লাটুনকে সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে মন্দভাগ শালদা নদীর উপরে অবস্থান নিতে বলি। আর একটা সেকশনকে গ্রামের একপাশে আমার ডানদিকে এবং আরেকটা সেকশনকে বাম পাশে অবস্থান নিতে বলি। আমি অবস্থান নেই মধ্যখানে। আমি আমার বাহিনীকে নির্দেশ দেই আমি গুলি না ছোড়া পর্যন্ত যেন কেউ গুলি না চালায়। রাত্রি একটার সময় শত্রুরা মেজর দুরবানির নেতৃত্বে আমার অবস্থানের দিকে খাল দিয়ে নৌকাযোগে এগুতে থাকে। আমি তখন মন্দভাগ গ্রামে অবস্থানরত ডানপাশের বাহিনীকে নির্দেশ দেই শত্রুদের প্রতি গুলি ছোঁড়ার জন্য। শত্রুরা তখন নৌকা থেকে নেমে দুই ভাগে ব্রোকেন লাইন হয়ে এগুতে থাকে। তারপর যখন তারা আমার প্রতিরক্ষাব্যূহের ২০/২৫ গজের মধ্যে এসে গেছে, তখন আমরা সবাই তাদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকি। এ গুলিবর্ষণের ফলে প্রথম সারির সবাই আহত-নিহত পড়ে যায় এবং পিছনের ব্রোকেন লাইনেরও অনেকে হতাহত হয়। শত্রুরা অবস্থা বেগতিক দেখে তাদের আহত সৈনিকদের ও গোলাগুলি ফেলে পালিয়ে যায়। পশ্চাঁদপসরনরত সৈনিদের লক্ষ্য করে মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করা হয়। ফলে শত্রুদের কিছু আহত হয়। এ যুদ্ধে শত্রুদের ৬ জন আহত সৈনিককে ধরে ফেলি। ২৬ জন মৃত শত্রুসেনাকে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। এদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট ছিল। আমরা ৬টা এমজিআই-এ-৩ ৩৭/৩৮টা জি-৩ রাইফেল, ৫টা পিস্তল, চাইনিজ স্টেনগান ৮টা, ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লাআর ২টা, ১টা ক্যামেরা, ১টা বাইনোকুলার, ২টা ক্যাম্পাস, ম্যাপ ও ৫/৬ হাজার গোলাগুলি দখল করে নেই। এ যুদ্ধে আমাদের ৪ জন আহত হয়। পাক গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ যুদ্ধে পৌনে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত চলে। আমরা ধৃত ও নিহত সৈন্যদের সেক্টর-২-এর হেডকোয়ার্টার মেলাঘরে পাঠিয়ে দেই। শত্রুরা বিপর্যস্ত হবার পরপরই তাদের বিমান বাহিনীর পাঁচটা স্যাবর জেট এসে ৪৭ মিনিট ধরে আমার মুক্ত এলাকায় স্ট্র্যাপিং করতে থাকে। এতে একজন সামান্য আহত হয়।

জাদিশ্বরে আমি আমার একটা মর্টার সেকশন রাখি নায়েক সুবেদার মঈনের অধীনে। তখন ছিল রমজান মাস। আমি সুবেদার মঈনকে নির্দেশ দেই জাদিশ্বর থেকে কোন এক স্থান বেছে নিয়ে সাহেববাড়িতে অবস্থিত শত্রুসেনাদের অবস্থানে খাওয়ার সময় যেন আচমকা মর্টারের সাহায্যে হামলা চালায়। তাকে যেদিন এ কজি করতে বলা হয়, সেদিন সে ব্যর্থ হয়। পরের দিন ভোররাতে সেহরী খাওয়ার সময় জাদিশ্বর থেকে খাল পার হয়ে নায়েক সুবেদার মঈন তার ৮জন সঙ্গীকে নিয়ে যায় মর্টার হামলা করার জন্য। কিন্তু শত্রুসেনারা কোন গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে আগে থেকেই এ্যাম্বুশ পেতে বসে ছিল। তারা নায়েক সুবেদার মঈন ও তাঁর বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এরা সুবেদার মঈন ও তার দুজন সঙ্গীকে ধরে ফেলে। দুজন গুলি করে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলে রেখে যায়। সুবেদার মঈনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। সুবেদার আম্বিয়া টেলিফোন যোগে এ

বিপর্যয়ের কথা জানায়। আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের ধাওয়ার জন্য। সে আমার কথামত তাঁর প্লাটুন নিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করে। ফলে শত্রুরা সেখানে নায়েব সুবেদার মঈনকে হাত পা বাধা অবস্থায় মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। আমরা তাকে মুক্ত এলাকায় এনে সামরিক কায়দায় সম্মান জানিয়ে সমাহিত করি।

নায়েব সুবেদার মঈন একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাকে যে কাজ দেয়া হত, সে কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতো। কোন নির্দেশ পাওয়ার পর, সে সেটা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত শান্তি পেতনা। অসমসাহসী এ যোদ্ধার কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস স্বর্ণক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তার জন্য বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে। মন্দভাগ গ্রাম ও রেলওয়ে স্টেশন আমাদের নিয়ন্ত্রনে অনেক আগে থেকেই ছিল। মন্দভগের পর শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখান থেকেই কুমিল্লা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-সিলেট ও কুমিল্লা-ঢাকা রেলপথে যেতে হয়। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন ও বাজার ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বুরিচং, কসরা এলাকায় শালদা নদী গ্রামের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। ফলে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন ও গ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেক্টর-২ এর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমাকে শালদা নদী সাবসেক্টরের কমাণ্ডার মেজর সালেক চৌধুরী ক্যাপ্টেন পাশা ও ক্যাপ্টেন আশরাকে নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে আমার হেডকোয়ার্টারে এক আলোচনা সভা ডাকেন। তিনি আমাদের বলেন, আমরা মন্দভাগ মুক্ত করেছি। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন মুক্ত করতে পারলে আমাদের মুক্ত করতে পারলে আমাদের মুক্ত এলাকা বেড়ে যাবে এবং সামরিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি মুক্ত করতে পারলে শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। সে মতে তিনি আমাদের শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন মুক্ত করার জন্য শত্রুদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে হামলা চালাবার নির্দের্শ দেন এবং তিনি নিজে এ আক্রমণ পরিচালনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি আমার একটা কোম্পানী নিয়ে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকে বায়েক গ্রামে অবস্থান নেই। ক্যাপ্টেন আশারাফ একটা কোম্পানী নিয়ে মন্দভাগ গ্রাম থেকে এগিয়ে শত্রুদের নয়নপুর ঘাঁটির কিছু দূরে অবস্থান নেন। মেজর সালেক খাল পার হয়ে শালদা নদী পার হয়ে একটা কোম্পানী নিয়ে শালদা নদী স্টেশনের পশ্চিমে শালদা নদী গোডাউনে অবস্থান নেন। ক্যাপ্টেন পাশা বাংলাদেশের প্রথম আর্টিলারী বাহিনী নিয়ে আমার অবস্থানের পিছনে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান নেন। আআদের সাহায্য করার জন্য সুবেদার জববার তার মর্টার সেকশন নিয়ে আমার অবস্থানের পিছনে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৬টার সময় গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন পাশা প্রথম পাক অবস্থানের উপর গোলা ছুড়তে থাকে। মেজর সালেক, আশরাফ এবং আমি নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে শত্রুদের অবস্থানের উপর নির্দিষ্ট সময়ে হামলা চালাই। শত্রুরা তাদের গোলন্দাজ ঘাঁটি বুড়িচং, কসবা, কুটি, চাঁদলা থেকে আমাদের উপর অবিরাম গোলাবষর্ণ করতে থাকে। ক্যাপ্টেন আশরাফের আক্রমনে নয়নপুর গ্রামে অবস্থানরত পাকসেনারা নয়নপুর গ্রাম ছেড়ে শালদা নদীদক্ষিণ পাড়ে চলে যায়। নয়নপুর গ্রাম আমাদের দখলে চলে আসে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে নয়নপুর গ্রামের রেলব্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে যাই। মেজর সালেক শালদা নদী বাজার এবং গোডাউন দখল করে নেয়। শালদা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের বিলে শত্রুদের দৃঢ় অবস্থানের জন্য মেজর সালেক শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত এগুতে পারেননি। এ যুদ্ধ চলে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। শত্রুরা তাদের তিনটি গোলন্দাজ ঘাঁটি থেকে আমাদের অবস্থান ও মুক্ত এলাকাতে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদেও গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাবার ফলে মেজর সালেক তার অগ্রবর্তী অবস্থান তুলে নিয়ে মন্দভাগে চজলে আসেন। ক্যাপ্টেন আশরাফ এবং আমার দখলকৃত জায়গা আমার দখলে রাখি। মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন আশরাফ তাদের বাহিনী আমার অধীনে রেখে ২নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে চলে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের নামকরা সাতারু হাবিলদার সিরাজসহ ৬জন সৈন্য পাকিস্তানী গোলাগুলির ফলে নিহত এবং আহত হয়। শত্রুদের হতাহতের সঠিক কোন খবর না পাওয়া গেলেও লোকমুখে আমরা জানতে পেরেছি নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন হয়ে ট্রলিযোগে অনেক আহত এবং নিহত

সৈনিকদের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এটাই ছিল প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর পর আমরা শত্রুদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার পথ বেছে নেই। সৈন্য এবং গণবাহিনীর ছেলেদেও মনোবল এ যুদ্ধের পর বেড়ে যায়। গণবাহিনীর ছেলেরা যদিও এই সামনাসামনি যুদ্ধে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে তারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। এ যুদ্ধের পরেই মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন আশরাফের কাছ থেকে শালদা নদী সাব-সেক্টরের ভার নিয়ে নেই। শেষ অবধি দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত দুই সাবসেক্টর আমার অধীনেই ছিল। মেজর সালেক ছিলেন এক অসমসাহসী যোদ্ধা।

মন্দভাগ ও শালদা নদী সাব-সেক্টরের মধ্যে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। আমি শালদা নদী সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন আশরাফ সেক্টর-২এর কমাণ্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফের নির্দেশে যৌথভাবে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের ঘাঁটির উপর পূর্বেই একবার হামলা চালিয়েছিলাম। কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও শত্রুদের শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতারিত করা সম্ভব হয়নি।

এরপর মেজর সালেক শালদা নদী সাব-সেক্টরের ভার আমার হাতে ছেরে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। আমি চিন্তা করতে থাকি শত্রুদের কি করে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিতারিত করা যায়। সে উদ্দেশ্যে আমার মূল ঘাঁটি মন্দভাগ থেকে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটির অবস্থান পর্যবেক্ষন করার জন্য কালো শার্ট ও লুঙ্গি পড়ে কৃষকের বেশে শালদা নদীর রেলওয়ে স্টেশনের নদীর বিপরীত দিকে এক বিরাট নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শত্রুদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। সময় ছিল ঠিক সন্ধার আগে। শত্রুরা আমাকে দেখতে পায় এবং আমার উপর গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। নিম গাছের সামনে আমাদের একটা পরিক্ষা ছিল।কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলাম যে গাছ ছেড়ে পরিখায় নামতে পারিনি। গাছকে আরাল করে বসে থাকি। তাদের আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকে। সন্ধার পর গোলাগুলি বন্ধ হলে আমি আমার ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

শত্রুদের প্রতিরক্ষা অবস্থান পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারি শত্রুদের অবস্থান খুবই শক্তিশালী। নদীর তীর বরাবর আমাদের অবস্থানের সামনে তারা চারটি বড় পরিখা খনন করেছে। শালদা নদী গোডাউনের পাশ দিয়েও তারা এরকম শক্তিশালী পরীখা খনন করেছে। এ অবস্থানে আমি শত্রুদের কাবু করার জন্য তিন দিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমনের পরিকল্পনা নেই এবং নায়েক সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী জায়গায় একটা প্লাটুন পাঠাই। সুবেদার মঙ্গল মিয়াকে আর একটা প্লাটুন নিয়ে শালদা নদী গোডাউনের নিকটে গিয়ে অবস্থান নিতে বলি। সুবেদার বেলায়েতকে নিয়ে আর একটা প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীতে শত্রুদের ঘাঁটির নদীর বিপরীতে অবস্থান নিতে বলি। আমাদের যাতে শত্রুরা পিছন থেকে আক্রমন করতে না পারে তার জন্য সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানীকে সুবেদার মঙ্গল মিয়ার পিছনে অবস্থান নিতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে চারটা রেইডিং পার্টিকে শত্রুদের অন্যান্য অবস্থান যথা বড়ধূসিয়া, চাঁদলা, সাহেববাড়ি, গোবিন্দপুর ও কায়েমপুরের আগের ঘাঁটিতে রাতে হঠাৎ রেইড করার নির্দেশ দেই। হঠাৎ করে চারটা ঘাঁটিতে আক্রমনের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এ জন্য যে, এর ফলে শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে। অবস্থানরত শত্রুদের দৃষ্টি অন্যদিকে পড়বে। হঠাৎ করে চারটি ঘাঁটিতে আক্রমণ করলে তাদের ঐ চারটা অবস্থানকে রক্ষার জন্য তারা মর্টার ও কামানের গোলা আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে। এভাবে তাদের মর্টার ও কামানের গোলা অনেক শেষ হয়ে যাবে। পরিকল্পনা মত ৭/৮ই অক্টোবর রাতে ৪টি রেইডিং পার্টি ক্রমান্বয়ে বড়ধূসিয়া, চাঁদলা, কায়েমপুর ও সাহেববাড়ি গোবিন্দপুরে হামলা চালায়। এটা চলে সারারাত ধরে। শালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে শত্রুরা আমাদের এ্যামবুশ পার্টিগুলির উপর মর্টার ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ভোরের দিকে এ আক্রমন বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুরা রাতে আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত, কিন্তু দিনের বেলা তারা এতখানি প্রস্তুত থাকত না। সাধারনত দিনের বেলা ই-পি-সি-এ-এফ ও রাজাকারদের পাহারায় মোতায়েন করে তারা ঘুমাত, না হয় বিশ্রাম নিত।

৭/৮ই অক্টোবরের সকাল ৮টার সময় আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপরি ঝাঁপিয়ে পড়ি। সুবেদার মঙ্গল মিয়া শালদা নদী গোডাউনের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকে। সুবেদার বেলায়েত নদীর পার থেকে ওপারে শত্রুদের পরিখার উপর ভীষণভাবে গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। নায়েক সুবেদার সিরাজ পাহাড়ী অবস্থান থেকে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। উভয়পক্ষের মধ্যেই প্রচণ্ড বিনিময় হতে থাকে। আমি আগেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম নদীর ওপারে পরিখাগুলি নষ্ট করে দিতে পারলে শত্রুরা আর টিকতে পারবে না। সে মতে নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ হোসেন আর-আর- এর গোলা পরিখার উপর ফেলতে থাকে এবং এতে কাজ হয়। আর-আর-এর দুটি গোলার আঘাতে নদীর পারে অবস্থিত চারটি পরিখার মধ্যে ২টি নষ্ট হয়ে যায় এবং শত্রুরা ঐ নষ্ট দুটি পরিখা ত্যাগ করে অন্য দুটিতে চলে যায়। সুবেদার বেলায়েত সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীর কিছু লোক নিয়ে নদী সাঁতরিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা পরিখায় অবস্থান নেয় এর ফলে শত্রুরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থানরত শত্রুসেনাদের সাথে গোডাউনে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের কোন সংযোগ থাকে না। শত্রুরা আমাদের উপর মর্টার ও কামানের গোলা ফেলতে পারছিল না। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হত, কেননা আমাদের সেন্যরা তাদের দুদলের মাঝে ঢুকে গেছে। শালদা নদী গোডাউনে অবস্থানরত বুঝতে পারে তাদের পক্ষে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। অন্য দিক থেকে সাহায্য না পাবার ফলে তারা গোডাউনের পার দিয়ে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাদেও অবস্থানে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল মিয়া শালদা নদী গোডাউনটি দখল করে নেয়। দুপুর ১১টার সময় শত্রুদের একটি অয়ারলেস থেকে ম্যাসেজ আমি ধরি। তাতে তারা কতৃপক্ষকে জানায় মুক্তিবাহিনীর ১টা ব্যাটালিয়ান তাদের আক্রমণ করেছে। এ মুহূর্তে তাদেও পক্ষে আর এ ঘাঁটিতে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ম্যাসেজ ধরার পরে আমার মনোবল বেড়ে যায়। আমি আমার শত্রুদের আরও তীব্রভাবে তাদের উপর আক্রমন করার নির্দেশ দেই। আমি বুঝতে পারছিলাম তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। শত্রুরা এ ঘাঁটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে যদি আমরা আক্রমণ চালিয়ে যাই। কিছুক্ষণ লড়াই চলবার পর শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থানরত শত্রুসেনারা ধীরে ধীরে রেললাইন বরাবর পরিখা দিয়ে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাদের ঘাঁটিতে পালিয়ে যেতে থাকে। আমি এবং আমার বাহিনী পরিখাতে অবস্থান নিয়ে পলায়নপর শত্রুদের উপর গুলি চালাতে থাকি। একজন পাকসেনার কথা আমার মনে পড়ে। সে ধীরমন্থর গতীতে একটি পরিখা থেকে অন্য পরিখাতে যাচ্ছিল। আমি তার উপর গুলি চালাই। দেখি আবার কিছুক্ষণ পর উঠে ধীরমন্থর গতিতে আবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার গুলি চালাই। এভাবে ২/৩টি পরিখা পার হবার পর সে আর যেতে পারেনি। আমার মনে হয় আমাদের আক্রমণের সময়ই সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল যার জন্য সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারেনি।

এরপর আমরা সমগ্র শালদা নদী এলাকা দখল করে নিয়ে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে থাকি যেন শত্রুরা আক্রমণ করে শালদা পুনর্দখল করে নিতে না পারে।

এরপর শত্রুরা নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশন ঘাঁটি থেকে মর্টার ও কামানের গোলা বৃষ্টির মত আমাদের অবস্থানে ফেলতে থাকে। ইতিমধ্যে ভারতীয় বাহিনীর লেঃ জেনারেল সগৎ সিং আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য মন্দভাগে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

এর মধ্যে শত্রুরা আমাদেরকে আক্রমনের জন্য শালদা নদী গোডাউনের কাছে সমাবেশ হচ্ছে খবর পেয়ে সুবেদার বেলায়েত সে স্থানে যান। রেকি করার সময় একজন প্যারা-ট্রুপস এর শত্রুসেনা একটি গাছের আরাল থেকে তাকে গুলি করে গুরুতরভাবে আহত করে। জেনারেল সগৎ সিং-এর সাথে দেখা করে ফেলার পর আমি এ খবর পাই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসা করার জন্য সেক্টর-২-এর হাসপাতালে পাঠানো হয় কিন্তু পথিমধ্যে সে মারা যায়। তার মত বীর সৈনিকের মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হয়ে পড়ি। তার মত বীরের মৃত্যুতে আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ একজন মহান বীরকে হারায়।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন দখল একটা সাহসী পরিকল্পনা ছিল। আমি অবশ্য আশান্বিত ছিলাম যদি তাদের ঠিকমত আঘাত করা যায় এবং মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যায়,তবে নিশ্চয়ই জিতব। এটা অত্যন্ত শক্ত এবং দুঃসাহসী কাজ ছিল।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন দখল করার পর আমরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সেখানে পাই। ২১টা ৩০৩ রাইফেল, ৫টা হালকা মেশিনগান, এম-জি-আই-এ-৩ ৩ টা ম্যাগাজিন বক্স ২টা, হালকা মেশিনগান ম্যাগাজিন ৩১টা, বেটাগান ২টা, রকেট লাঞ্চার ৪০-এম এম ১টা, অয়্যারলেস সেট পি-আর-সি-৬২ একটা, হারিকেন ৪টা, গোলাবারুদ ২০,২৫০টা, ২ ইঞ্চি মর্টার বোমা ২০০টা, ৬০-এম-এম মর্টার বোমা ৭২টা, ৩০৩ বল ১০ হাজার, ২ ইঞ্চি মর্টার বোমা ধোঁয়া ৪টা, টেলিফোন সেট ৩টা, জেনারেটর ১টা, পি-আর-সি-১০ অয়্যারলেস সেট ব্যাটারিসহ ৫টা, ট্রানজিস্টর ৩ ব্যান্ড ১টা এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য রসদ ও অসংখ্য কাপর-চোপর। এছারাও ব্যারেল হোল্ডার ২টা, এম-জি স্পেয়ার ব্যারেল ২টা, ম্যাপ এবং বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র। এসব দলিলপত্র থেকে জানতে পারি যে ৩০ পাঞ্জাবের 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানী আখানে মোতায়েন ছিল। এ লড়াই ভোর পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলে। প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষে তুমুল লরাই চলে। এ যুদ্ধে আমার বাহিনীর ২ জন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। শত্রুদের প্রায় ১০০ জন নিহত এবং ধৃত হয়। এর মধ্যে ১২ জনকে আমরা জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলি। শত্রুদের কতজন আহত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও এটা নিশ্চিত যে তাদের অনেকেই আহত হয়েছিল।

শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশনে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করে শত্রুদের বিতারিত করার জন্য তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীর তরফ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে আমাকে বীরত্বসূচক হাই অর্ডার (গ্যালানট্রি এওয়ার্ড) সম্মানে সম্মানিত করে। স্বাধীন হবার পর এর নাম দেয়া হয় বীরউত্তম। এ ছিল আমার সাবসেক্টরে কৃতিত্বপূর্ণ লড়ায়ের একটি পুরস্কার।

মন্দভাগ শালদা নদী সাবসেক্টরে যেসব সেনা শত্রুদের সাথে লড়ায়ে শহীদ হন, তাদের আমি কুলাপাতড়া নামক স্থানে সমাহিত করার ব্যাবস্থা করি। এদের স্মৃতিচিহ্ন এখনও কুলাপাতড়ায় বিরাজ করছে।

শালদা নদী থেকে শত্রুরা পরাস্ত এবং বিতাড়িত হবার পর তারা বুড়িচং এবং কুমিল্লার দিকে সরে যায়। শালদা নদী মুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর একটা কোম্পানী ফ্লাইং অফিসার কামালের অধীনে রাখা হয়। এরপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম, এ, জি, ওসমানী (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) আমাকে 'কে' ফোর্সের ৪র্থ বেঙ্গলকে নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। সেই মত আমি আমার বাহিনী নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হই। ফেনীতে অবস্থানরত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য আমি আমার বাহিনীকে ছাগলনাইয়া থেকে শুভপুর ব্রীজ পর্যন্ত শত্রুদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ঘিরে অবস্থান নেবার নির্দেশ দেই। সেই মত তারা অবস্থান নেয়। ' ফোর্সের ১০ম বেঙ্গলের অধীনায়ক ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছাগলনাইয়া থেকে লক্ষীপুর পর্যন্ত অবস্থান নেয়। ভারতীয় বাহিনীর দুটো ব্যাটালিয়ান আমাদের সাহায্য করার জন্য বিলোনিয়াতে অবস্থান নেয়। আমরা ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে অবস্থান শক্তিশালী শত্রুদের উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে গোলা চালাতে থাকি। শত্রুরা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শত্রুদের মনোবল তখন একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। শত্রুরা আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে ভীত হয়ে ৬ই ডিসেম্বর ফেনীতে তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর ব্রীজ হয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর ফেনী শত্রুমুক্ত হয়। ফেনীতে আমরা অজস্র গোলাবারুদ হস্তগত করি। শত্রুরা শুভপুর হয়ে চট্টগ্রামে পালাবার সময় রেলব্রীজ ও শুভপুর সড়কসেতু দুটোই ধ্বংস করে দিয়ে যায়। আমরা ফেনী দখল করার পর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করি। কিন্তু শুভপুরের পারাপারে দুবার দুটো ব্রীজই ধ্বংস হবার ফলে আমাদের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা শুভপুরে ব্রীজ মেরামতের জন্য দু'দিন অবস্থান করি।ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা দু'দিনের ব্রীজ পুনঃনির্মাণ করে। তারপর আমরা নৌকা করে এবং ব্রীজের সাহায্যে শুভপুর পার হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হই। কররেরহাটে রাত ৮টার সময় ''কে'' ফোর্সের

কমাণ্ডার বিগ্রেডিয়ার আনন্দস্বরূপের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৪র্থ বেঙ্গল এবং মুজিব ব্যাটারীকে (বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী) নিয়ে আমি হিয়াকু, ফটিকছড়ি, নাজিরহাট হয়ে চট্টগ্রামের দিকে যাবে এবং ১০ম বেঙ্গল ও আরও দুটো ভারতীয় ব্যাটালিয়নকে নিয়ে বিগ্রেডিয়ার আনন্দস্বরূপ সীতাকুণ্ড হয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হবেন। পরিকল্পনা নেয়া হয় চট্টগ্রমে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা একসঙ্গে চট্টগ্রামে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। পরিকল্পনা মত আমরা রাত ১২টার সময় রওনা দিলাম এবং সকাল সারে ৬টায় হিয়াকু বাজারে পৌছালাম। হিয়াকু বাজারে শত্রুদের একটা ডিলেয়িং প্লাটুন ছিল। তারা আমাদের বাধা দেয় কিন্তু আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলির জন্য তারা অবস্থান তুলে নিয়ে ফটিকছড়িতে পালিয়ে যায়। আমরা হিয়াকু সহজেই শত্রুমুক্ত করি। এরপরে রাস্তা ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। কোন কোন সময় আমাদের গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। অগ্রসর হবার পথে বিবিরহাটের এবং হিয়াকুর মধ্যে চৌরাস্তার সামনে এক পাঞ্জাবী সেনা হাত তুলে আমাদের আসতে বলে। আমি আমার গাড়ি এ শত্রুসেনাটির উপর দিয়ে চালিয়ে দিই। এতে সে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং চিকিৎসা করার জন্য পাঠাবার সময় পথিমধ্যে সে মারা যায়। শত্রুসেনাটি পথ হাড়িয়ে ছিল বলে আমার মনে হয়। নারায়ণহাটে শত্রুদের একটা ডিলেয়িং পার্টি ছিল। তারা আমাদের আক্রমণে পিছু হটে ফটিকছড়িতে চলে যায়। নারায়ণহাটে এক রাত থাকি এবং বাহিনীকে আরো সংগঠিত করে পরের দিন সকালে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হই। পথে কাজিরহাটে দেখি একটা কাঠের ব্রীজ শত্রুরা ভেঙ্গে দিয়েছে। ব্রীজ মেরামতের জন্য আমাদের ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কাজিরহাটে শত্রুরা আমাদের অগ্রসরে বাধা দেবার জন্য পথে অনেক মাইন বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। এসময়ের মধ্যে আমরা মাইনও সরিয়ে ফেলি এবং আমরা ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করি।

ফটিকছড়িতে শত্রুদের এক কোম্পানী ই-পি-সি-এ-পি ও ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কিছু সৈন্য মোতায়েন ছিল। কাজিরহাট থেকে কিছুদূর এগিয়ে আমি আমার বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করে শত্রুদের অবস্থানে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। একদল ফটিকছড়ির সন্নিকটে পাহাড়ের দিকের রাস্তায় অবস্থান নেয়। আর একদল মানিকছড়ি-রামগড় রাস্তার এক জায়গায় অবস্থান নেয়। প্রধান দলটি ফটিকছড়ি কাজিরহাট রাস্তার শত্রুদের অবস্থানের নিকট অবস্থান নেয়। প্রধান দলটি ফটিকছড়ি-কাজিরহাট রাস্তার শত্রুদের অবস্থানের নিকট অবস্থান নেয়। ১১ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের সময় আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। শত্রুরা আমাদের গোলাগুলির সামনে টিকতে না পেরে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বিছানাপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। ফটিকছড়ি রক্ষার জন্য শক্তিশালী অবস্থান নিতে বলি। সেই প্রধান চারটি সড়কের সামনে আমরা অবস্থান নেই। ফটিকছড়ির যুদ্ধে আমাদের দুইজন আহত হয়। পাকসেনাদের কতজন মারা গিয়েছিল তা জানা না গেলেও তাদের রক্ত মাখা জামা-কাপড় অনেক ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি মনে করি তাদের বেশ কিছু হতাহত হয়েছিল। এরপর শত্রুরা পিছু হটে নাজিরহাট থেকে আমাদের উপর মর্টারের সাহায্যে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এর মধ্যে একজনের মারফত খবর পাই শত্রুরা রামগড়ে তাদের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে মানিকছাড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি আরো দুটো প্লাটুনকে মানিকছড়ি রাস্তায় আমাদের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পাঠিয়ে দেই এবং মর্টারের সাহায্যে রামগড়ে শত্রুদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকি। এতে তারা মানিকছড়ির দিকে না এগিয়ে অন্য পথে নাজিরহাটের দিকে পালিয়ে যায়।

এরপর আমি নাজিরহাটে শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্য নাজিরহাটের দিকে যাই। নদীরপারে এক দোতলা বাড়ি থেকে শত্রুদের অবস্থান রেকি করি এবং দেখি শত্রুরা নদীর ধার বরাবর শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে বসে আছে। মেজর আসিফের নেতৃত্বে ৩৪তম এফ-এফ-রেজিমেন্টের ২টা কোম্পানী ও বেশ কিছুসংখ্যক ই-পি-সি-এ-পি নাজিরহাটে অবস্থান নিয়েছিল। ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় থেকে আমরা নদীর পার থেকে নাজিরহাটে শত্রুদের অবস্থানের উপর গোলাগুলি চালাতে থাকি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এ আক্রমণে শত্রুরা যদি কিছুটা দুর্বল হয়ে পরে তাহলে আমরা সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু তাদের অবস্থান এত শক্তিশালী ছিল যে আমরা চারঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালাবার পরও তারা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে।

তখন বুঝতে পারি এভাবে আক্রমণ করে কোন লাভ হবে না। চারঘণ্টা আক্রমণ চালাবার পর আমি আমার বাহিনীকে উঠিয়ে নেই। এই সংঘর্ষ চলবার সময় আমরা একজন রাজাকারকে জীবিত অবস্থায় ধরে ফেলি। সে আমাকে জানায় উদালিয়া চা-বাগান থেকে শত্রুদের আক্রমণ করলে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। সেই মত আমি উদালিয়া হয়ে শত্রুদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেই। আমি লেঃ শওকতকে গণবাহিনীর ১টা কোম্পানী নিয়ে নাজিরহাট ও চট্টগ্রমের মধ্যকার একস্থানে অবস্থান নিতে বলি। সে আমার কথামত অবস্থান নেয়। আর একটা কোম্পানীকে নাজিরহাট-চট্টগ্রাম রেললাইনের মাঝে একস্থানে। অবস্থান নিতে বলি। তারাও আমার নির্দেশ মত অবস্থান নেয়। বার ঘণ্টা যুদ্ধ চালাবার পর অবস্থান তুলে নিয়ে আমি আমার লোকদের খাইয়ে নিয়ে উদালিয়ার দিকে অগ্রসর হই। রাতের মধ্যে অবস্থান ঠিক করে নিয়ে ১৪ই ডিসেম্বর ভোরে নাজিরহাটে শত্রু অবস্থানের উপর আক্রমণ করি। তারা এত হকচকিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা আমাদের আক্রমণে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি। তারা ভেবে ছিল অবস্থান তুলে নেবার পর পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আমাদের কম পক্ষে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। আমরা ভোরে যখন আক্রমণ চালাই তখন অনেকেই ঘুমাচ্ছিল। শত্রুরা ঘুম থেকে উঠে যখন তাড়াতাড়ি অবস্থান তুলে নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পলায়নপুর পাকসেনাদের উপর মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালান হয়। এতে তাদের অনেক হতাহত হয়। ২৭ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। ৮ জন আহত সৈনিককে ধরা হয়। ৪৯ জন ই-পি-সি-এ-পি আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রচুর গোলাবারুদ, জিনিসপত্র, ১টা বেডফোর্ড ট্রাক (রেশন বোঝাই) আমাদের হস্তগত হয়। পাকসেনারা যখন পালাচ্ছিল, তখন পথে পূর্ব থেকেই অবস্থানরত লেঃ শওকতের গণবাহিনীর কোম্পানী ও রেলসড়কের কোম্পানী শত্রুদের পলায়নে বাধা দেয়। কন্তু পাকসেনারা রেললাইন ও সড়কের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাট মুক্ত হয়। এতে আমাদের একজন শহীদ ও চারজন আহত হয়। নাজিরহাটের ব্রীজটি মেরামত না করা পর্যন্ত আমি মর্টার, ভারী কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি পার করতে পারছিলাম না। নাজিরহাটের বেসামরিক লোকের সাহায্যে ব্রীজটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে মর্টার, গাড়ি পার করিয়ে নেই।

নাজিরহাট মুক্ত করার পর আমি আমার বাহিনী পুনর্গঠিত করে হাটহাজারীর দিকে অগ্রসর হই। ১৫ই ডিসেম্বরের সকালে হাটহাজারী পৌঁছে ওখানে মেজর জাফর ইমামের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি সিতাকুণ্ড হয়ে ব্যাটালিয়ন নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তারপর সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে রেকি করে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হই। এমন সময় ‘কে’ ফোর্সের ব্রিগেডিয়ার আনন্দস্বরূপ ওয়ারলেসের মাধ্যমে নির্দেশ দেন পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আক্রমণ বন্ধ রাখতে। বিকেল ৪-৩০মিনিটের সময় পাকসেনারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা তাদের সমস্ত ব্যাজ, অস্ত্রশস্ত্র ব্রিগেডিয়ার আনন্দস্বরূপের নেতৃত্বে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাকসেনাদের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট, নেভাল বেইস ও ট্রানজিট ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়। চট্টগ্রাম আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। জনগণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে এবং জয়োল্লাসে শহর ভ্রমণ করতে থাকে।

সর্বশেষে বলতে চাই তাদের কথা-যারা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। মন্দভাগ ও শালদা নদী সাবসেক্টরে আমাকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন, কর্নেল খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন মতিন, ক্যাপ্টেন মহসীনউদ্দিন আহমেদ, লেঃ এ কে ফজলুল কবির, ক্যাপ্টেন ডাঃ আক্তার হোসেন, লেঃ মোস্তফা কামাল, সুবেদার আঃ ওহাব, নায়েব সুবেদার বেলায়েত (শহীদ), সুবেদার শহীদ, সুবেদার আম্বিয়া (বিডিয়ার), নায়েব সুবেদার আসাদ্দর আলী (বিডিয়ার) সুবেদার আবদুর রহমান, নায়েব সুবেদার মনির হোসেন, সুবেদার মেজর আঃ জববার, সুবেদার মেজর মোঃ হোলাল উদ্দিন, নায়েব সুবেদার মোঃ হোসেন, নায়েব সুবেদার মঈনুল হোসেন, (শহীদ) নায়েব সুবেদার সিরাজ, সুবেদার ফরিদউদ্দিন (বিডিয়ার), পুলিশ

ইন্সপেক্টর আবদুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা কাদের, মোজাম্মেল, ফিরোজ, মিজানুর, মোশাররফ, রবিউল ও আরো অনেকে। কর্নেল খালেদ মোশাররফ ছিলেন সেক্টর-২-এর অধিনায়ক। তিনি অনেক সময় আমাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সুবেদার বেলায়েত, সুবেদার মঈন বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। তাদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। এ সমস্ত ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না মন্দভাগ ও শালদা নদীতে শত্রুদের পর্যুদস্ত ও পরাজিত করতে। মনে পরে আরেকজন স্থানীয় ডাক্তার জনাব জহুরুল হকের কথা- যিনি সব সময় আমার আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে ছিলেন। আরো মনে পরে শালদা নদী, মন্দভাগের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সহযোগিতার কথা। তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, অনেক সময় খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, শত্রুদের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন এবং গোলার মুখে পড়েও তারা কোনদিন ভীত হননি। আমি এদের সবাইকে আমার কৃতিত্বপূর্ণ সংগ্রামের সাথী হিসেবে মনে করি। এদের সকলের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শত্রুদের বিতাড়িত ও পর্যুদস্ত করা। আমি তাদের সবাইকে স্মরন করি এবং কৃতিত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য সালাম জানাই।

স্বাক্ষরঃ মেজর আবদুর গফফার
২১-৮-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান*

জুন মাসের ৭ তারিখে পাকিস্তানীরা প্রথমবারের মত ফেনী থেকে পরশুরামের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়। তাদের প্রায় ৩০০ জনের মত নিহত হয়। লাশগুলো এ্যামবুলেন্সে করে নিয়ে যাবার সময় আমরা দেখতে পাই।

জুন মাসের ২১ তারিখের মধ্যে ওরা ১৭ বার আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রতিবারই ওদের আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়। ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। জুন মাসের ২১ তারিখে ৭টা হেলিকপ্টার (সৈন্য বোঝাই) আমাদের পিছনে নামানো হয়। ভোর তিনটা/চারটার দিকে পেছনের এক ব্যাটালিয়ন কমান্ডো সৈন্যএবং সামনে থেকে আক ব্রিগেডেরও অধিক সৈন্য ট্যাংক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।আমাদের বহু লোক হতাহত হয়। উপায়ান্তর না দেখে মুহুরী নদীর পার ঘেঁষে ঘেঁষে ওদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে বের হয়ে আসলাম, আমাদের অনেকে হতাহত হয়েছিল। বেলুনিয়া পর্যন্ত ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করে। আমরা বেলুনিয়া চলে যেতে বাধ্য হই।

চৌদ্দগ্রামের সীমান্তে ক্যাম্প খুললাম। সেখান থেকে গেরিলা অপারেশন শুরু করা হয়। লাকসাম থেকে ফেনী রেলওয়ে লাইন এবং লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাস্তার উপর মাইন পুঁতে রাখি। এসময় ডিনামাইট দিয়ে অনেক গাড়ি উড়িয়ে দেয়া হয়। সৈন্য বোঝাই অনেক ট্রেনের ক্ষতি সাধন করা হয়। জগন্নাথদিঘী, চিওড়া, চৌদ্দগ্রম হরিসর্দার বাজারে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটিগুলোতে রেইড করা হয়।

অক্টোবর মাসে আমার কোম্পানী এবং মেজর জাফর ইমামের কোম্পানী নিয়ে দ্বাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। নভেম্বর মাসের ২ তারিখে দ্বাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পেছন থেকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় পরশুরামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। সকালের মধ্যেই ৪ বর্গমাইল এলাকা আমরা মুক্ত করতে সক্ষম হই। ৪৪জন সৈন্য একজন ক্যাপ্টেনসহ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

*লেঃ কর্নেল ইমামুজ্জামান ১৯৭১ সালের মার্চে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসে ছিলেন। ইমামুজ্জামানের এ সাক্ষাৎকারটি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

পরশুরামে আমরা ঘাঁটি স্থাপন করি। নভেম্বরের ১৯ ভারতীয় বাহিনীর সংগে মুন্সিরহাট-পাঠানগর অঞ্চলে আক্রমণ চালানো হয় এবং মুক্ত করা হয়। অনেক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত। অধিকাংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ভারতীয় বাহিনী ঐ এলাকায় ৪টা ট্যাংক নিয়ে ঢুকেছিল।

ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখে ফেনির উপরে আক্রমণ চালানো হয়। সকালের মধ্যে সমস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফেনী ছেড়ে চলে যায়। ফেনী থেকে আমরা চৌমুহনীর দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে অনেক পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকার ছিল। দু'দিন তুমুল যুদ্ধ চলে। পরে চৌমুহনী মুক্ত হয়। প্রায় একহাজার রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। অনেক পাকিস্তানী সৈন্যও আত্মসমর্পণ করে।

৭ই ডিসেম্বর আমরা মাইজদীতে গেলাম। সেখানেও পাকিস্তানীরা বাধা দেয়। অনেক রাজাকার এবং পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এই সমস্ত এলাকার দায়িত্ব মুক্তিবাহিনীর কাছে অর্পণ করে আমরা চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম।

ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পৌঁছাই। ১৪ই ডিসেম্বর হাটহাজারী থানা দখল করা হয়। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে খবর পাওয়া গেলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমাণ্ডোর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা চট্টগ্রামেও আত্মসমর্পণ করলো। মুক্তিবাহিনীতে অধিকাংশ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছিলো।

স্বাক্ষরঃ মেজর ইমামুজ্জামান
১০-১-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তফা কামাল*

প্রশ্ন : আপনি ভারতে গিয়েছিলেন কবে?

উত্তর : আমি মে মাসের ১৫ তারিখে ভারত গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে লেঃ মালেক গিয়েছিলেন। আমাদের দু'জনকে নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে গাইড ছিল।

প্রশ্ন : আপনারা বরিশাল থেকে ঢাকা এলেন এবং কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া যায় সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আপনারা ঢাকা থেকে আগরতলা গেলেন মে মাসে। সেখান থেকে আপনারা কোথায় গেলেন?

উত্তর : আগরতলা একটা বড় জায়গা। আগরতলার একটা জায়গার নাম সোনামুড়া। সোনামুড়া বর্ডার এলাকায়। সেখানে ২নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল। আমরা প্রথমে সেখানে যাই এবং গিয়ে রিপোর্ট করি। আমার পরিচয় দেয়ার পর ফর্মালিটি যা করার সেগুলো হলো। খালেদ মোশাররফ ২নং সেক্টরের পুরো চার্জে ছিলেন। তাকে মাঝে মাঝে নানা জায়গায় নানা সাবসেক্টরে যেতে হতো। সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন, ফলে তার সাথে তখন দেখা হয়নি; কিছুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার সাহেব- পরে লেঃ কর্নেল হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার বলা চলে সেকেন্ড-ইন- কমান্ড সেক্টর তিনি ছিলেন ট্রেনিং সেন্টারের ইনচার্জ। ২নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ট্রেনিং দেয়া হতো ছাত্রদের এবং যারা আর্মি পারসন না তাদের। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া হতো এবং তাদের অস্ত্র দিয়ে ভেতরে পাঠানো হতো।এই ট্রেনিং সেন্টারটা প্রথমে সোনামুড়ায় ছিল, পরে নানা দিক বিবেচনা করে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সোনামুড়া থেকে মেলাঘরে স্থানান্তরিত করা হলো।

---

* প্রকল্প কর্তৃক ৮-১০-৭৯ তারিখে কুমিল্লা সেনানিবাসে গৃহীত সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনি তো মেলাঘরে ট্রেনিংটা সেন্টারে গিয়েছিলেন, কোন বিশেষ অস্ত্রে উপর দেয়া হতো নাকি সাধারনভাবে নানা অস্ত্রের উপর দেয়া হতো?

উত্তর : প্রথমে সময় কম থাকায় তাড়াতাড়ি ১৫/১৬ দিনের মধ্যে একটা রাইফেল ট্রেনিং দেয়া হতো। তারপর কিভাবে গ্রেনেড ছুড়তে হয়, কিভাবে প্রিকশন নিতে হয়, এবং যারা ব্রীজ ধ্বংস করবে অর্থাৎ কিভাবে ব্রীজ ডিমোলিশন করতে হবে- এসব ট্রেনিং দেয়া হতো। প্রথম দিকে খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং ভিতরে পাঠানো হতো।

প্রশ্ন : আপনি এখানে কয় মাস ছিলেন?

উত্তর : আমি ২/৩ মাস ছিলাম। এরপর আমাকে সেক্টর থেকে আগরতলায় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন : হেডকোয়ার্টারের কাজ কি ছিল?

উত্তর : যেহেতু বাংলাদেশ ফোর্সের হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতায় সেহেতু ইন সাইডে অর্থাৎ ইস্টার্ন সাইডে আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সাব হেডকোয়ার্টার হিসেবে কাজ করেছে- কলকাতাকে জেনারের হেডকোয়ার্টার ধরলে। এদিকের অর্থাৎ ইস্টার্ন সাইডের কো-অর্ডিনেশন করার জন্য যে সাব হেডকোয়ার্টার ছিল সেটার অবস্থান ছিল আগরতলায়। সেখানে ছিল অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল রব সাহেব। তিনি তখন সিলেটের এমপি ছিলেন। তিনি ছিলেন, মেজর আফতাব চৌধুরী ছিলেন, স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল হক ছিলেন যিনি এখন ডাইরেক্টর জেনারেল, মিলিটারি সার্ভিস। তারপর একজন সিভিলিয়ান ডাক্তার ডাঃ আলী। ২নং সেক্টর থেকে আমাকে বলা হলো সেখানে যেতে হবে, তাই যেতে হয়েছিল। সেখানে জুলাই-এর শেষের দিকে কিংবা আগস্টের প্রথম দিকে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ওখানে আপনার দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর : যেহেতু বিডিএফ (বাংলাদেশ ফোর্সেস)-এর প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতাতে এবং ইস্টার্ন সাব-হেডকোয়ার্টার ছিল আগরতলায় এই দুটোর মধ্যে কো-অর্ডিনেশনের জন্য। যেমন কোন অপারেশন প্ল্যান পাঠানো হলো সেটা কার্যকরী করা, বিভিন্ন সাব সেক্টরে প্ল্যান মেসেস ফরমে পৌঁছে দেয়া, যে অপারেশন তারা করেছে, পরবর্তীতে কি অপারেশন করবে সেগুলোর প্ল্যান তৈরি এবং সেটার প্রসেসিং ইত্যাদি করা হতো আমাদের ইস্টার্ন সাব-হেডকোয়ার্টারে।সাব-হেডকোয়ার্টার আবার পরবর্তীতে এ সমস্ত মেসেস, প্ল্যান প্রোগ্রাম পৌঁছে দিতো বাংলাদেশ ফোর্সের প্রধান কার্যালয় কলকাতাতে।

প্রশ্ন : আপনারা কি ধরনের যুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর : প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধ, পরের দিকে অর্থাৎ একদম শেষের দিকে নিয়মিত যুদ্ধ- যাকে বলে সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি ওখানে কতদিন ছিলেন?

উত্তর : ওখানে বেশ কিছুদিন ছিলাম। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি আবার মেলাঘরে চলে আসি।

প্রশ্ন : মেলাঘরে কিসের জন্য পাঠানো হয় আপনাকে?

উত্তর : তখন অলরেডী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ট্রেনিং-এর কাজ প্রায় শেষ! হয়তো তখন হেডকোয়ার্টার থেকে সেক্টরে বেশি প্রয়োজন ছিল সেজন্য সেক্টরে পাঠানো হয় আমাকে যুদ্ধের প্রস্ত্ততির জন্য। কেননা, তখন পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছি, যাকে বলে কনভেশনাল ওয়ার।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? যেমন- কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান আর্মিরা প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছিল, যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আর্মিদের মধ্যে মতান্তর ঘটেছে। আপনাদের সাথে এমন কিছু কি হয়েছিল?

উত্তর : দেখুন, কনভেশনাল ওয়ারের আগে সবটাই বাংলাদেশ আর্মি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেছিল। বাংলাদেশ ফোর্সের যে হেড অফিস ছিল সেখানকার নিদেশাবলী চূড়ান্ত। তবে ইন্ডিয়ান আর্মি নানান দিক থেকে সার্পোট দিয়ে, যেমন আর্মস অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন : আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন রাখি। আপনি মে মাসে এত তাড়াতাড়ি ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েছিলেন কেন? কেননা, আমরা জানি তখন পুরো বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। তখনও খোলাখুলি কোথাও বাংলাদেশ ফল করেনি, আপনি আগেই যেতে চেয়েছিলেন কেন?

উত্তর : তখন খন্ড খন্ড গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল। অলরেডি তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তখন আমরা ভাবলাম একটা কিছু করতে হলে নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে দেশের ভেতর থেকে করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পক্ষের সাহায্য দরকার। সেই দ্বিতীয় পক্ষ যে ইন্ডিয়া তা আমরা ধরে নিয়েছিলাম এবং বেতার ও অন্যান্য লোকের মারফত জানতে পেরেছিলাম। সে জন্যই ইন্ডিয়ায় যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করি।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর শহীদুল ইসলাম*

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভারতের একিনপুর (বিএসএফ ক্যাম্প) যাই। সেখানে অনেক এমসিএ, সাধারণ লোক, ইপিআর, পুলিশ সবাইকে দেখলাম। ফেনীর উত্তর অঞ্চল এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ভারতে চলে আসে। পাকবাহিনী এসব এলাকার লোকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে ৭০/৮০ জন লোক নিয়ে ছোটখাট কোম্পানী গঠন করি। আমার সাথে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রউফ ছিলেন। ওখানে আমরা গেরিলা কার্যকলাপ শুরু করে দেই মে মাস পর্যন্ত। আমরা পাকবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করতাম, আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতাম। এখানে-ওখানে পাকবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম। ভারতীয় কর্নেল (৯১বিএসএফ) গুপ্ত, ক্যাপ্টেন মুখার্জী, মেজর প্রধান আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। মেলাঘর-২ সেক্টরে অধীনে একিনপুর সাবসেক্টরে কাজ করতে থাকি। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (বর্তমান মেজর) কিছু সেনা নিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। ফেনীর মধ্যে সরিষাদি, বন্দুরা, মুন্সীরহাট, ফুলগাজি, ফেনী জুন মাস পর্যন্ত এসব এলাকাতে ব্যাপকভাবে গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। জুন মাসে আমরা সাবেক বিভিন্ন ইপিআর বিওপিতে অবস্থানরত পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পাকসেনাকে হত্যা করেছি।আমরা হঠাৎ করে আক্রমণ করতাম- লোক ক্ষয় করে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে আসতাম। আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতাম, মাঝখানে থাকতো মর্টার। নির্দিষ্ট সময়ে মর্টার শেলিং শুরু হলে পাকবাহিনীরা পালাতে শুরু করলে আমরা গুলি শুরু করতাম। এভাবে বহু পাকসেনা মাঝে মাঝে মারা যেত। আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারতো না। এত আকস্মিক আক্রমণ আমরা করতাম যে ওরা বুঝতেই বা ভাবতেই পারতো না। ২নং সেক্টরের প্রধান ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি আমাদের হুকুম দেন ছাগলনাইয়াতে যাবার জন্য। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা সমরগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে যাই। তারা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলো। সমরগঞ্জ থেকে ছাগলনাইয়া ৪ মাইল বাংলাদেশের ভিতরে। আমরা থানা ছাগলনাইয়ার বাঁশপারাতে (ফেনী) ঘাঁটি গাড়ি। বাঁশপাড়াতে আমরা প্রায় ১২০ জনের মতো ছিলাম। জুন মাসের শেষের দিকে আমরা ফেনীর দিকে মুখ করে শক্ত ঘাঁটি পড়লাম। প্রথম দিন যাবার দিনই পাঞ্জাবী সৈন্যের গুলি শুনতে পেলাম। পাঞ্জাবীরা ঐ পথেই এগিয়ে আসছিল গুলি করতে করতে। আমরা ভারী অস্ত্রের সাহায্যে গুলি শুরু করলে পাঞ্জাবীরা পালিয়ে যায়। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসি।

* ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মেজর শহীদুল ইসলাম একাত্তর সালে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন।

বেসামরিক লোকেরা আমাদের সার্বিকভাবে সাহায্য করে। চাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে আমাদের জন্য নিয়ে আসতো। তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতও ছিল। জুন মাসের শেষের দিকে পাকবাহিনী ১৫/১৬টি গাড়ি করে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের প্রায় দেড়শত সৈন্য দু'টি ভাগে ভাগ করে নেই- ডেপথ-এ মেজর জাফর ইমাম এবং আমি সামনে। আমি ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করি। পাকবাহিনী ৫০০ গজের মধ্যে চলে আসে। আমি সামনে থেকে ওদেরকে বেশ দেখতে পাচ্ছি। সারাদিন যুদ্ধ হবার পর পাকবাহিনী ফিরে যায়। ওদের পক্ষে ৬০/৭০ জন মরতে দেখি। অদেখা আরও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তবে সামরিক সূত্রে অনেক লোক মারা গেছে শুনলাম। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। জুলাই মাসের প্রথমেই পাকবাহিনী প্রচণ্ড আর্টিলারী এবং বহু সেনা নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে থাকি। আমি আগে, তার পাশে একটি এবং আমার পিছনে একটি রাখি আমার সাহায্যের জন্য। আমরা যখন ফায়ারিং শুরু করি তখন পাকবাহিনী আমাদেরকে সামনে ব্যস্ত রেখে দুদিকে দুটো কোম্পানী ঘিরে ফেলতে থাকে। আমরা কিছুই জানতাম না। প্রায় পাশাপাশি যখন এসেছে তখন ওরা ফায়ারিং শুরু করে। আমরা আমাদের বিপদ বুঝতে পারি। সামনে দুএকজন সৈন্য সামান্য অস্ত্র রেখে বাকি সবাইকে আস্তে আস্তে পিছনে হাটতে বলি। আমরা যে পিছনে হটছি তা ওরা বুঝতে পারেনি। কারণ দু'একজন অনবরত গুলি করেই যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে পিছনের দলটি আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। আমি তাকে বাধা দিয়ে পিছনে সরে যেতে বলি। আমরা পিছনে একটি ভাল জায়গা দেখে পুনরায় ঘাঁটি গাড়ি। পাকবাহিনী এগিয়ে আসে পুল অতিক্রম করে। পাকসেনারা বাঁশপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম ছাগলনাইয়া, বেলুনিয়া, ছাগলনাইয়া, বাজার, কুমা সমস্ত গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। বহু মানুষকে গুলি করে হত্যা করে,মারধর করে। বহুকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা পিছনে গিয়ে সবাই একত্র হয়ে ওদের উপর আক্রমণ করি তখন ওরা আর অগ্রসর হয়নি। জুলাই মাসেই আবার পাকবাহিনী আক্রমণ করে। দু'দিন ধরে যুদ্ধ হয় সবসময়। আমরা যেতে পারিনি, এমনকি পানি খাবারও অবসর ছিল না।সবসময় ব্যাপকভাবে ফায়ারিং চলছিল। আমরা টিকতে না পেরে পিছু হটি এবং ছাগলনাইয়ার বিত্তপিতে দীঘির ধারে ঘাঁটি গাড়ি। দু'তিন দিন পর আবার সংঘর্ষ হয়। এখানেও আমরা টিকতে পারিনি, তারপর সমরগঞ্জের দ'তিন মাইল দক্ষিনে আমাদের সামরিক ছাউনি ছিল- ওখানে চলে যাই। ওখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেই। কারণ এক মাস যাবৎ গোসল ছিল না, খাওয়া দাওয়া পায় তেমনি আছে। জুলাই/আগস্ট মাসে আমরা আবার মধুগ্রামে পজিশন নেই। শুভপুর এবং ছাগলনাইয়ার মাঝামাঝি স্থান ছিল মধুগ্রাম। ১৫/১৬ দিন ওখানে ছিলাম। একদিন পাকবাহিনীর একটি টহলদার পার্টিকে যারা ট্রাকে করে এসেছিল আক্রমণ করে সম্পূর্ণ শেষ করে দেই।

ওখানে দু''তিন দিন থাকি। তারপর আর একদিন আমরা পাকবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলাম। সামনে মেজর (বর্তমান কর্নেল) জিয়ার বাহিনী, পেছনে আমার। পাকবাহিনীর সামনের দলকে সম্পূর্ন ঘিরে ফেলে এবং এই সংঘর্ষে আমাদের বহু সৈন্য শহীদ হয়। আমরা যখন খবর পাই তখন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি- আমরা পিছু হটে সামরিক ছাউনিতে ফিরে আসি।

আমরা আবার মধুগ্রামে অবস্থান নেই। তারপর সেখান থেকে মুন্সিরহাট। সমগ্র এলাকাটিকে কেন্দ্র করে আমরা পজিশন নেই। কুতুবপুর জাম্পপুরা বেলুনিয়া রেলওয়ে পর্যন্ত আমার দায়িত্ব ছিল। মাসটি বোধহয় আগস্ট হবে। ৩/৪ দিন বাঙ্কার করতে চলে যায়। সামনে একটি সেকশন রাখি। বন্দুরা পুলের ওখানে একটি ছোট টিম রাখি। একদিন সকালে পাকসেনারা পুল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে ১০/১২ জন পাকসেনাকে হত্যা করি। পাকসেনারা ফিরে গিয়ে অধিক শক্তি নিয়ে পুনরায় আসে। আমরা পুরো রাস্তা মাইন পুতে রেখে ছিলাম- যাতে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত আসতে না পারে। কিন্তু তবুও পাকবাহিনী আক্রমণ চালালো। ১০টার দিকে আক্রমণ করে। পাকবাহিনী ইয়া আলী বলে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা সামনা সামনি ওদের দেখছিলাম। বহু পাকবাহিনী মারা যায় তবুও সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা ছাড়েনি। আমাদের ৫/৬ জন শহীদ হলো। কিছু আহত হয়। ওদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই। আমার সাথে লোকমান বলে এক সিপাই ছিল

সাথে এলএমজি ছিল। বাঙ্কারের ছিদ্র দিয়ে ব্রাস্ট এসে তারা মাথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে। আমি বেঁচে যাই।

সেদিন পাকবাহিনী কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। বেলা ২টার দিকে ওরা ওখানেই পাকা বাঙ্কার করতে শুরু করে। বাঙ্কার করতে গেলেই আমরা গুলি শুরু করতাম। ওরা বাঙ্কার বন্ধ রাখতো। এ সময় প্রায়ই মুষল ধারে বৃষ্টি হতো। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই যুদ্ধ করে যেতাম। একই জামা ভিজতো আবার শুকাতো। ৫০০ গজের মধ্যে পাকবাহিনী এবং আমরা সামনাসামনি ১৫/২০ দিন যুদ্ধ করি। ছোট খাট দুটো দেশের সামনাসামনি যুদ্ধ বলা যেতে পারে। পাকবাহিনী পাকা বাঙ্কার করে আমাদের উপর দিনে রাতে অন্যান্য দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালায় কিন্তু সমস্ত জায়গায় আমাদের সেনাবাহিনী ছিল। সবরকমের চেষ্টা করেও আমাদের ডিফেন্স ওরা ভাঙতে পারেনি।

পাকসেনা এবং আমরা সামনাসামনি থাকি। তখন পুরো বর্ষা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুই দেখা যায় না। পাকসেনারা এ অবস্থার সুযোগ নেয়। তারা দুটি নদী দিয়ে ৬/৭টি গানবোটে সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। পর পর চারটি হেলিকপ্টারযোগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭ থেকে ৮টার সময় আমাদের পিছনে সৈন্য নামিয়ে দেয়। সামনে তো পাকসেনা ছিলোই। আমরা বিপদে পড়লাম। কারণ আমাদের গানপয়েন্ট ফেনীর দিকে। সামনে, পিছনে, পাশে এবং গানবোট সব ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা মেসেজ পেলাম পিছু হটবার জন্য। কারণ এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। আমি আমার বাহিনী নিয়ে চলে আসি। আর যারা ছিল তারাও চলে আসে। আমার সংবাদ যারা সবশেষে পায় তারা আসার পথে পাকিস্তানীদের গুলিতে আমার বাহিনীর ৪/৫ জন আহত হয়, তবে কেউ মারা যায়নি। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে পুনরায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করি। ঠিক এ সময়ই আমাদের উপর হুকুম হয় সিগনালস টিম গঠন করার জন্য। কারণ, আসলে আমি সিগনালের মানুষ। আমি চলে আসি আগরতলাতে। ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে আমি সিগনাল কোর গঠন করতে থাকি। সিগনালের অভাবেই অধিকাংশ যুদ্ধ ময়দানে আমরা মার খাচ্ছিলাম। পরদিন যুদ্ধ করবার জন্য পুরো ব্রিগেডের জন্য সিগনাল টিম গঠন করি। 'কে' ফোর্স, 'এস' ফোর্স এবং 'জেড' ফোর্স' নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। 'কে ফোর্স এবং 'এস ফোর্সের জন্য, সেই সঙ্গে 'জেড' ফোর্সের জন্যও লোকজন সংগ্রহ করা হয়। ফ্লাইং অফিসার রউফ থাকেন এস ফোর্সের সাথে। আমি থাকি 'কে' ফোর্সের সাথে। আক্রমণ চালাই একযোগে।ফেনী মুক্ত করে ফেলি। পরবর্তীকালে ১০ম বেঙ্গলে আবার অস্ত্র ধরি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে। ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকি। তারপর একের পর এক দখল করে চলি। চট্টগ্রমের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পুরো ব্রিগেড নিয়ে চলিলাম। আমাদের সাথে ভারতীয় অনেক কোম্পানী ছিল। আমরা ফৌজদারহাট পর্যন্ত যাই- তখন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।আমরা ওখানেই থেকে যাই। টিবি হাসপাতালের ২০ মাইলের মধ্যে চট্টগ্রাম। ওখানে পাকবাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী তার ব্যাপক বাহিনী হারায়।

আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। পাকবাহিনী গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে, লুট করেছে, নারী ধ্বংস করেছে। গ্রামগুলোতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো।

স্বাক্ষরঃ শহীদুল ইসলাম
২৩-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হুমায়ন কবির*

১৭ই মে আমাকে প্রথম অপারেশনে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন গফফার সাহেবই আর নেতৃত্ব দেন। কসবা, কুটিবাড়ি, আড়াইবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় পাকসেনাদের ঘাঁটি ছিল। আমরা লোক দিয়ে সমস্ত অবস্থান জেনে নিয়ে

* বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে ১৯৭৩ সালে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করি। তখন ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়। আমাদের নির্দেশ ছিল হঠাৎ করে আক্রমণ করো এবং সরে এসো। আমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে একদলকে রক্ষণভাবে রাখি। দ্বিতীয় দল মর্টারের সাহায্যে পাকসেনাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমি ছিলাম ক্যাপ্টেন গফফারের সাথে মর্টারের শেলিং-এ। শেলিং করে আমরা চলে আসি। চলে আসার সময় পাকসেনারা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালায়। আমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে আসি। পরে খবর পেয়েছিলাম ওদের ১৫ জনের মত মারা গিয়েছিল এবং প্রচুর গোলাবারুদের ক্ষতি হয়েছিল। এটাই ছিল আমার প্রথম অপারেশন। ক্যাম্পে সমস্ত সৈনিকদের দেখি শত্রু খতম বা আক্রমণের এক নেশার মধ্যে আছে। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম বা কাপড়-চোপড়ের অভাব তাদের ছিল, কিন্তু এদিকে কারও খেয়াল ছিল না। শত্রুর খোঁজ পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার আনন্দে মেতে উঠত। তাদের দেশপ্রেম এত প্রবল হয়ে উঠছিল যে, মৃত্যুভয়ও তাদের টলাতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও এই নেশায় পেয়ে বসল। এরপর যখন কোন খবর পেতাম শত্রুকে আক্রমণ করার, তখন আমি আমার অধীনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে গিয়ে পেট্রোলিং এ্যামবুশ এবং শত্রুর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চলাতাম। এরপর ক্যাপ্টেন গফফার আমার অধিনায়কত্বে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দিলেন।

কসবা হচ্ছে এমন একটি স্থান যার ভৌগলিক গুরুত্ব অপরিসীম। কসবা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভারতীয় সীমান্ত দেখা যায়। সীমান্তের পাশ দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ে বেশ গাছপালাও আছে। মে মাসের ২২/২৩ তারিখের দিকে খবর পেলাম পাকসেনারা দুটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র মন্দভাগ রেলওয়ে (কসবার নিকট) স্টেশন থেকে শালদা নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে ট্রলির দুই পাশ দিয়ে আক প্লাটুন পাকিস্তানী সেনা টহল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে দু সেকশন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি খালি গায়ে এবং লুঙ্গি পরা অবস্থায় পাহাড়ের ধার দিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। খালি গায়ে ছিলাম এই জন্য যে, গেঞ্জি বা কোন কিছু পরে থাকলে তাদের নজর পড়ে যেতে পারে। আমরা সকাল ৯টায় এসে মন্দভাগ গ্রামে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এ্যামবুশ পেতে বসে থাকলাম। আধঘণ্টা পরেই দেখলাম সেনাবাহিনীর লোকেরা ট্রলির দু'পাশ দিয়ে হেঁটে পাহারা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলি দু'টি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আমরা হঠাৎ করে এলএমজি, এসএমজি'র সাহায্যে শত্রুদের উপর অতর্কিত গুলি ছুড়তে লাগলাম। কয়েকজন পাকসেনা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাকসেনারা ট্রলির ওপাশে গিয়ে পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর গোলাগুলি ছুড়তে লাগল। আমরা রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ট্রলির উপর আঘাত হানলাম। এক্সপ্লোসিভ থাকায় লাঞ্চারের আঘাতে ট্রলির অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে দেয়া হয়। তারপর পাকসেনা আর্টিলারীর সাহায্যে আমাদের উপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করে তাদের আহত জোয়ানদের নিয়ে পালিয়ে যায়। পাকসেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর আমি আমার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। দেখি ভাঙ্গাচোরা অনেক অস্ত্র পড়ে আছে। এরমধ্যে কিছু ভাল অস্ত্র ছিল। আমরা ঐ সমস্ত অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এ এক দুঃসাহসিক অভিযান ছিল, যা আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। উল্লেখযোগ্য যে, আমার বাহিনীর কেউ এ অপারেশনে মারা যায়নি। কসবা থেকে মন্দভাগ রেলওয়ের দূরত্ব মাত্র দু'মাইল।

এরপর অনেক ছোট খাটো অপারেশন করেছি যা আজ আর মনে নাই। তবে প্রায়ই অপারেশন করতাম।

জুন মাসের ৮ তারিখে ক্যাপ্টেন গফফার এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বেলুনিয়া ক্যাম্পে চলে গেলেন। কসবা সাব-সেক্টরের ভার আমার উপরে পড়ল। আমার অধীনে এক কোম্পানীর বেশী মুক্তিযোদ্ধা রইল।

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ঘোষনা করলেন- ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন পুনরায় চালু করা হবে। ট্রেন মোটামুটি ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনের অন্য জায়গায় চললেও আখাউড়া থেকে শালদা নদী পর্যন্ত কোন ট্রেন চলতো না। ঐ জায়গার গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। টিক্কা খানের এ ঘোষণা শুনে সেক্টর-২-এর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ একদিন মেলাঘরে (সেক্টর-২-এর হেডকোয়ার্টার) সাব-সেক্টর

কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠালাম। তিনি আমাদের বললেন, টিক্কা খান যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনুরুদ্ধার করতে চাচ্ছে। এটা যেন হতে না দেওয়া হয়। আমি তাকে এ সম্পর্কে আশ্বাস দিলাম। আমি বললাম আমাদের জীবন থাকতে এটা হবে না। যদি তারা ফিরিয়ে আনতে পারে তবে আমি অস্ত্র জমা দিয়ে দেব। এ প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম। টিক্কা খানের এ ইচ্ছা কোন দিন পূরণ হয়নি।

এরপর আমার বাহিনীর সাহায্যে শালদা নদী থেকে কসবা পর্যন্ত যত ছোট ছোট রেলওয়ে কালভার্ট, ব্রীজ ছিল, তা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ পাইলনও অনেক উড়িয়ে দেওয়া হয়, যার জন্য পাকসেনারা অনেক সময় যোগাযোগ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের উপর ছোটখাট অনেক কালভার্টও গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। খানসেনারা যখন দেশের মধ্যে সাধারণভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিল- তখন এ দেশের কিছুসংখ্যক দালাল, রাজাকার, শান্তিবাহিনী লোকেরা যে কীর্তিকলাপ চালিয়েছে তার তুলনা নেই। পাকসেনারা অনেক আগেই এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যেত-যদি না এইসব কুলাঙ্গাররা এদের সাহায্য করতো। এই লোকেরা পাকেসেনাদের মনোবল যোগাতো। পাকসেনারা এত ভীত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সামান্য কুকুর দেখলে পর্যন্ত ভয় পেত। তাদের ধারণা ছিল বাঙ্গালীরা যাদুবিদ্যা জানত। সেই হেতু তারা মুক্তিবাহিনীর কীর্তিকলাপকে যাদুবিদ্যার সাথে তুলনা করতো। তারা এত ভীত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের উপর একটি গুলি ছুঁড়লে তারা অবিরাম গুলিবর্ষণ করতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ভাবত মুক্তিবাহিনী চলে গেছে। এই ঘৃণ্য দালালেরা পাকসেনাদের কাছে মেয়ে পাঠাতো তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য। এই সমস্ত পশুদের অপরাধ পাকিস্তানী সেনাদের চেয়ে কমতো নয়ই, বরং বেশী। এদের কিছু কীর্তিকলাপ তুলে ধরছি। একবার এক বুড়ো পাকিস্তানীমনা লোক তার ১৬ বছরের নাতনীকে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। আমরা এ খবর পেয়ে হঠাৎ করে তার বাড়ি ঘেরাও করে মেয়েটিকে উদ্ধার এবং বুড়োকে শাস্তি প্রদান করি।

একবার দু’’জন রাজাকার এক বিবাহিতা যুবতীর (সে পাকসেনাদের হাত থেকে পালিয়ে আসবার জন্য ভারতে চলে আসছিল) উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার জন্য তাকে ধরে ফেলে এবং তার ছ’মাসের বাচ্চা ছেলেকে পাটক্ষেতে ফেলে দেয় এবং তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। আমরা এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য পরে তাদের ধরে এনে শাস্তি প্রদান করি। এদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে বাচ্চা ছেলেটি মারা যায়। এক গ্রামের দরজির তিনটি বউ ছিল। সে পাকসেনাদের আমন্ত্রণ জানাত নিজ বাড়িতে এবং বউদের অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। সে মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর পাকসেনাদের নিকট জানাত। আমি এ খবর জানতে পেরে তাকে ধরে এনে শাস্তি দেই।

অনেক নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক ভারতে চলে যেতো পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কিন্তু এই দস্যুরা এই নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাত। তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিত। এই রকম চার দস্যুকে আমরা ধরে শাস্তি দেই এবং তাদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কিছু পাকিস্তানী দালাল শরনার্থীর বেশে ভারতে আসত এবং আমাদের খবর নিয়ে যেত। আমরা এ খবর জানার পর সতর্ক হয়ে কিছু সন্দেহভাজন লোকের উপর তল্লাশি চালাই। তাতে দেখা যায়, অনেক দালাল চালের মধ্যে গ্রেনেড, বস্তার মধ্যে গ্রেনেড এবং অন্যান্য উপায়ে নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক জিনিস নিয়ে আসত আমদের ক্ষতি করবার জন্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এক মহিলার উপর তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায় যে, সে লাউয়ের ভিতরে গ্রেনেড নিয়ে এসেছে।

এইসব ঘৃণ্য দালালদের কীর্তিকলাপ যে কত জঘন্য ছেল তা বলবার নয়। তারা পাকসেনাদের মনোবল বাড়াবার জন্য যা করেছে, তা পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও ঘৃণ্য। অনেক রাজাকার গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করত। আমি আমার বাহিনীর লোকেরা যাতে নিরীহ জনসাধারণের কোন ক্ষতি না করে তা লক্ষ্য রাখতাম। কেউ কোন

অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হতো। একবার এক মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করেছে। এ খবর শোনার পর তা পরীক্ষা করে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তাকে শাস্তি প্রদান করি। এ ব্যাপারে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হত না।

সংগ্রামের এক প্রান্তরঃ মেজর জাফর ইমাম

[বিচিত্রা : ৮ ফেব্রুয়ারী ও ৩০ মার্চ ১৯৭৩]

৬ই নভেম্বর হেডকোয়ার্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন বেলুনিয়া পকেটটি পুরোপুরি পাকবাহিনীর দখলে ছিল।

আমাকে ডেকে বলা হলো, বেলুনিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে ফেনী পর্যন্ত এই পকেটটি মুক্ত করার ভার তোমার উপর দেওয়া হলো। পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, বেলুনিয়া ও ফেনী এই বিশেষ স্থানগুলো তখন ছিল পাকবাহিনীর মজবুত ঘাঁটি। আমি এ জায়গাগুলো থেকে শত্রুদের পুরোপুরি বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিলাম। এই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার কাজ হতে নিলাম ৮ই নভেম্বর। এই দিনটি ছিল আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ১০ম বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের একটি কোম্পানীর সাথে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল নিয়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্ততি নিতে লাগলাম। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলটি ছিল ক্যাপ্টেন মোরশেদের অধীনে।

পরশুরাম ও বেলুনিয়ার পকেট থেকে শত্রুদের হটানোর ব্যাপারে মিত্র বাহিনীর জেনারেল হীরা আমায় চ্যালেঞ্জ করলো। আমি দৃঢ়ভাবে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং অতি সুনিপুণভাবে এ অভিযানকে সফল করে তুলবোই। তাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামরিক কৌশলের অন্যতম কৌশল হিসাবে গোপন অনুপ্রবেশ দ্বারা শত্রুদের গোপনে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আমরা যে বাহিনী দ্বারা এ অভিযান শুরু করেছিলাম তারা পুরোপুরি সব দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এই অভিযানে ১০ বেঙ্গল ও ২য় বেঙ্গলের শতকরা ৮০ জন সৈন্য ছিল পুরনো বেঙ্গল রেজিমেন্টের এবং বাকী শতকরা ২০ জন সদস্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাছাড়া মিত্র বাহিনী আমাদের এ অভিযানে অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। রাতের অন্ধকারেই আমরা গোপন অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করবো বলে সাব্যস্ত করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাতের মধ্যেই অনুপ্রবেশের কাজ শেষ করে ভোর হবার আগেই ওদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব প্রস্ততি নেওয়া।

নভেম্বর অন্ধকার শীতের রাত। টিপ টিপ করে হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। হিমেল হাওয়ায় গাছের পাতায় যেন একটি অশরীরি শব্দ সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত রাতটা যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে। রাত আনুমানিক ১০-৩০ মিনিট। আমাদের অনুপ্রবেশের কাজ শুরু করলাম। আমরা এমন একটা এলাকা ঘেরাও করার অভিযানে নেমেছি যার তিনটা দিকই ছিল ভারত সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। আমরা এই ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম চিতলিয়ার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এই অবরোধ যদি সফল হয় তবে শত্রুরা সহজেই ফাঁদে আটকা পড়বে।

অবরোধের কাজ শুরু হলো। অন্ধকার রাতে মুহুরী নদী ও চিলনিয়া নদীর কোথাও বুক পানি, কোথাও কোমর পানি, কোথাও বা পিচ্ছিল রাস্তার বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি সবাই। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্ধকার রাত। সামান্য কাছের লোককেও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কমাণ্ডার হিসেবে সবাইকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সত্যই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও সব বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে চললাম এবং সাথে সাথে আমি আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললাম। নিঃশব্দ হয়ে সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছি। কারো মুখে কোন কথা নাই। শত্রুরা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে পারলো না যে ওদের জালে আটকাবার জন্য আমরা এগিয়ে আসছি। শত্রুরা

যদি আমাদের এ অনুপ্রবেশ টের পায় তবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্র গোপন অনুপ্রবেশ যদি অপর পক্ষ টের পায় তবে পরিকল্পিত অভিযান সফল করা সম্ভব হয় না। আমরা আরো অনেক পথ এগিয়ে এলাম। আমাদের এ কাজে বেশ সময় লাগছিল। কারণ অন্ধকার রাতে নির্ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। এছাড়া আরো একটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল। শত্রুদের লোকেরা রাতে বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিং-এ ছিল। তাদের খপ্পরে পড়াও বিচিত্র ছিল না। সে ভয় আমাদের অমূলক ছিল না। আমরা যখন রেলওয়ে ও কাঁচা রাস্তার কাছাকাছি এগিয়ে এলাম তক্ষুণি দেখলাম শত্রুপক্ষের ডিউটিরত একটি দল রেললাইন ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা টুপ করে লুকিয়ে গেলাম- কেউ বা রাস্তার আড়ালে, কেউ বা জমিনের আড়ালে। ওরা কিছুই টের পেল না। নিশ্চিত মনে গল্প করতে করতে চলে গেল। বিপদ কেটে গেল। এদিকে রাত বাড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার কোম্পানীর কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ করলাম। ওরা জানালো সব ঠিক আছে। ওরা নিরাপদেই অবরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার বের্শ বাকী নেই। আমরা আমাদের নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম এবং এর ফলে শত্রুদের পরশুরাম ও চিতলিয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মাঝে আটকা পড়লো।

আমরা শত্রুদের চিতলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে যাতে কোন প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। ভোর হয়ে আসছিল। আমরা প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা শেষ করতে লাগলাম। বাঙ্কার খোঁড়ার কাজ শুরু হলো। এবং অন্যান্য সব ব্যবস্থাও করতে লাগলাম। পথশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় সবাই ক্লান্ত। তবুও বিশ্রামের সময় নেই। ভোরের আলো ফুটবার আগেই প্রতিরোধের কাজ শেষ করতে হবে, তাই প্রাণপণে সবাই কাজ করতে লাগলাম। ভোর হলো। আমরাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুরা আমাদের অবরোধের মাঝে। এ সফলতার খবরটা জেনারেল হীরাকে জানাতে ইচ্ছে হলো। ওয়ারলেসে হীরাকে জানালাম যে শত্রুদের আমরা পুরোপুরি জালে আটকিয়েছি। খবরটা শুনে জেনারেল হীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ধন্যবাদ দেবার সময় খুশিতে তার বার বার কথা আটকে যাচ্ছিল। আমি আমার চ্যালেঞ্জে জিতেছি বলে জেঃ হীরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালো। এদিকে ভোরের আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠছিল। ভোরের আলোয় চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তারপর বুঝতে চেষ্টা করলাম যে শত্রুরা আমাদের অনুপ্রবেশ টের পেয়েছে কিনা। কিন্তু না। তা বোঝার কোন উপায় নেই। চারিদিক নীরব। কোথাও মানুষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বেলুনিয়া থেকে রেললাইনের সাথে সমান্তরালভাবে কাঁচা রাস্তাও চলে এসেছে ফেনী পর্যন্ত। এই রাস্তার পাশেও আমাদের বেশকিছু বাঙ্কার গড়ে উঠেছে। বাঙ্কারে বসে সবাই সামনের দিকে চেয়ে আছি। বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা ট্রলির আওয়াজ অস্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা চিতলিয়ার দিক থেকে থেকেই আসছে বলে মনে হলো। রেললাইন ও রোডের কাছের বাঙ্কারে যারা ডিউটিতে ছিল তাদের মধ্যে নায়েব সুবেদার এয়ার আহমদ ছিল খুবই সাহসী। যুদ্ধের প্রথম থেকেই সে আমার সাথে থেকে নির্ভীকতার সঙ্গে লড়াই করে আসছিল।

ট্রলিটা এগিয়ে আসছে। সবাই প্রতীক্ষায় বসে রইল। আস্তে আস্তে ট্রলির শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম কয়েকজন সৈন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চিত মনে আসছে। ওরা বুঝতেও পারেনি ওদের শত্রুএত কাছে রয়েছে।

এক, দুই, তিন...মিনিটের কাঁটা ঘুরতে লাগল। ট্রলিটা একেবারে কাছে এসে গেলো। এয়ার আহমদ ও তার সঙ্গীদের হাতের অস্ত্রগুলো একসঙ্গে গর্জে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। অনবরত ফায়ারিং-এর শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। শত্রুরা অনেকেই পালাতে চাইলো কিন্তু তা সম্ভব হতে আমরা দিলাম না। একজন শত্রুও প্রাণে বাঁচতে পারলো না। আনন্দে এয়ার আহমেদ ও তার সঙ্গীরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো। উত্তেজনায় আনন্দে ওদের সারা শরীর কাঁপছিল।

ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে চিতলিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির শত্রুরা মনে করলো তাদের ট্রলিটা হয়তো বা কোন মুক্তিবাহিনীর গেরিলার দলের হাতে পড়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা তারা কিন্তু তখনও বুঝতে পারেনি। তখন দু'দিক থেকেই শত্রুরা আক্রমণ শুরু করলো।

এদিকে এয়ার আহমদ আনন্দে বাঙ্কার ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেল অদূরে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃত অফিসারটির কাছে। গোলাগুলির কথা সে যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল। অফিসারের পকেট থেকে সে পিস্তলটি উঠিয়ে নিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে আসতে লাগলো নিজ বাঙ্কারের দিকে। ঠিক তক্ষুণি শত্রুদের চিতলিয়া ঘাঁটির দিক থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধলো এয়ার আহমেদের মাথায়। চোখের সামনেই দেখতে পেলাম ওর শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। ঢলে পড়লো বাঙ্কারের মুখে। রক্তে ঢেকে গেল ওর জয়ের আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা মুখটা। নিজের জান দিয়ে এয়ার আহমদ শত্রুদের ঘায়েল করেছে। কিন্তু এর শেষ দেখে যাওয়া তার কপালে সইলো না।

৯ই নভেম্বর। সেদিন ওকে হারিয়ে বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। একজন বীরকে হারিয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই তবুও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এয়ার আহমেদের রক্তের বদলা নেবার জন্য শত্রুদের হামলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে চললাম, শত্রুর আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে চললাম। শত্রুরা সারাদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন পজিশনের উপর তুমুলভাবে আক্রমণ চালালো।

সারাদিন কেটে গেল। বৃষ্টির মত আর্টিলারী আর শেলিং-এর শব্দে আশেপাশের নীরব এলাকা কেঁপে উঠতে লাগলো। ক্রমে রাত হয়ে এলো। অন্ধকার রাত। শত্রুরা এবার পরশুরাম ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। আমাদের জোয়ানরা তার পাল্টা জবাব দিয়ে চললো। পরশুরাম থেকে এ আক্রমণের আকার ছিল অতি ভয়ংকর। ওরা এমনভাবে আমাদের জালে আটকা পড়েছে যে, বের হবার কোন পথই নেই। ওরা বুঝতে পারলো এটা ওদের জীবন-মরণ সমস্যা। তাই তারা প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু ওদেরকে আমাদের জাল ছেড়ে বের হতে দিলাম না। আমরা তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিতে লাগলাম।

শত্রুদের বেলুনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটিতে যারা ছিল তারা শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যে করেই হোক ওরা চিতলিয়া থেকে সাহায্য ও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলো- কিন্তু আমরা তা ব্যর্থ করে দিলাম। ওদের এই প্রাণপণ লড়াইয়ের জবাব দিয়ে আমরা শত্রুদের পরশুরাম আক্রমণ প্রতিহত করি।

তারপর ভোর হলো। ওরা আমাদের উপর অনবরত শেলিং ও ফায়ারিং করতে লাগলো। আমরা উচিত জবাব দিয়ে চললাম।

সেদিন বেলা ৪ টার সময় হঠাৎ শত্রুরা আমাদের উপর বিমান হামলা শুরু করলো। কিন্তু ওরা এতে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারলো না। এবার আমরা আরো সতর্কতা অবলম্বন করলাম।

সেদিন গেল। তার পরের দিনও আগের দিনের মতই ফায়ারিং ও শেলিং চললো। দুপক্ষ থেকেই সমানে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চললো। ওদের শুধু একটিই উদ্দেশ্য, হয় চিতালিয়ার সাথে যোগাযোগ না হয় পালানো। কিন্তু সে মুহূর্তে পালানো ছাড়া তাদের আর কোন পথ আসলেই ছিল না। শুধু ফায়ারিং ও শেলিং-এর শব্দে মাঝে মাঝে সে এলাকার প্রকৃতি আর গাছপালা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল, অনেক সময় এক মিনিটও বিরাম ছিল না। শব্দের জন্য অতি কাছের লোকেরা কথাও শোনা যেত না।

সেদিন বেলা ৩-৫০ মিনিট। হঠাৎ দেখলাম তিনটা শত্রু বিমান আমাদের এলাকায় উড়ে আসছে। এসেই ওরা সে এলাকার উপর বোম্বিং করতে শুরু করলো। অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে যেতে লাগলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে। ওরা বেশ নিচু হয়েই বোম্বিং করছিল। যদিও আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বহু ছিল কিন্তু বিমান বিধ্বংসী কামান আমাদের ছিল না। আমরা তাই শেষরক্ষা হিসেবে এমএমজিকে এ কাজে ব্যবহার

করতে লাগলাম। যেহেতু ওরা জানতো আমাদের কোন বিমান বিধ্বংসী কামান নেই, তাই নিশ্চিত হয়ে নিচু দিয়ে বিমান চালাচ্ছিল।

সবাই অপেক্ষায় আছি। কখন আমাদের এমএমজি'র আওতায় বিমানগুলো আসে। আর দেরী হলো না। এমএমজি'র আওতায় এসে গেল বিমানগুলো। মুহূর্তে গর্জে উঠলো এমএমজি। দুটি বিমান উড়ে চলে গেল ওদের সীমানায়। আর একটি ফিরে যেতে পারলো না। শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটিতে। জোয়ানরা চেঁচিয়ে উঠলো উল্লাসে। সেদিন ছিল নিঃসন্দেহে ১০ম ও ২য় বেঙ্গলের সংগ্রামী দিনগুলোর একটি স্মরণীয় দিন। কোন যুদ্ধের ইতিহাসে হয়তো বা এর আগে এমএমজি দিয়ে কোন বিমানকে ভূপাতিত করা হয়নি-আমরা তাই করতে পেরেছি। গর্বে সবার বুক ভরে উঠলো। এই কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাটা সে এলাকার জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিল বেশী। তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো এ কথা। আমাদের জন্য ওরাও যেন গর্বিত।

সেদিনই মিত্রবাহিনীর জেনারেল হীরা অয়ারলেসে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সেদিন রাতে আমরা মিত্রবাহিনীর সক্রিয় ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুদের বেলুনিয়া ও পরশুরাম ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের হামলার মুখে বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওরা। শত্রুদের শতকরা ৮০ ভাগ সৈন্যই আমাদের আক্রমণে প্রাণ দিল। রাতের মধ্যেই আমরা পরশুরাম ও বেলুনিয়া দখল করতে সক্ষম হলাম।

অভাবণীয় ও অবর্ণনীয় এক দৃশ্য দেখলাম ওদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানক্ষেতে, বাঙ্কারে, বাঙ্কারের অদূরে খালের পানিতে কোথাও ফাঁক নেই। যারা আহত হয়েও পালাতে চেয়েছিল তারা শরীরের অসমর্থতার জন্য পারেনি। অসহায়ভাবে কাতরাচ্ছিল বাঁচার আশায়। আহত এসব সৈন্যদের চিকিৎসা করা আমাদের কর্তব্য- তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করতে বললাম, কিন্তু ওদের মাঝে বেশীর ভাগ সৈন্য মারা গেল। মাত্র ৩/৪ জন বাচঁতে পারলো। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪৯ জনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাদের সাথে এদেরও বন্দী করা হলো।

পরশুরাম ও বেলুনিয়া ঘাঁটির এ মর্মান্তিক পরিণতিতে শত্রুরা ভেঙ্গে পড়লো। চিতলিয়া ঘাঁটির শত্রুরা মনে হলো এতে ভয়ানক নিরাশ হয়ে পড়লো। ওরা পালিয়ে গেল মুন্সীরহাটে।

আমরা আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে আসতে লাগলাম এবং ওদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে আরো কিছু কায়দা বের করতে চাইলাম। এবারে আমরা অবস্থা বুঝে পুরনো কায়দা হিসেবে গোপন অনুপ্রবেশ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমরা নীলক্ষেতে ঘাঁটি করে ওদর ফুলগাজী ঘাঁটির উপর চাপ সৃষ্টি করবো- যাতে ওরা দুর্বল হয়ে পালাতে বাধ্য হবে হয়তো। নীলক্ষেতে আমরা মজবুত ঘাঁটি করে বসলাম। ওরা আমাদের পরিকল্পনাটা টের পেল মনে হয়। তাই তারা চিতলিয়ার ঘাঁটি ছেড়ে সবাই ফুলগাজীতে এসে মিললো। আমরা তখন সরাসরি ফুলগাজীর উপর চাপ সৃষ্টি করলাম। ওরা অবস্থা বুঝতে পারলো। ব্যাপার সুবিধের নয় ওদের জন্য। ওরা একেবারে সব ঘাঁটি ছেড়ে বান্দুরা রেল স্টেশনের কাছে এসে ঘাঁটি স্থাপন করলো।

আমরা আরো এগিয়ে আসলাম। কালিহাট ও পাঠাননগর থেকে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলাম। আমাদের দক্ষিণ দিকে ছিল সোনাগাজী। সেখানে আমরা আগেই গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলাম। ওরা এখন আমাদের দ্বারা তিনদিক দিয়েই চাপের ভিতর পড়েছে। তখন বাধ্য হয়ে সোনাগাজী দিয়ে পালাতে চাইবে, সেহেতু আমরা সে পথ ওদের জন্য ইচ্ছা করে মুক্ত রেখেছি আর গেরিলা বাহিনী রেখেছি গোপনে, যাতে তারা পালাতে গেলেই ওদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। ওরা আমাদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ হয়ে লাকসামে চলে গেল এবং এতে ও ওদের অধিক সংখ্যক সেনাই পালাতে সক্ষম হলো।

৬ই ডিসেম্বরে আমরা ফেনী মুক্ত করলাম। ফেনীর এতদিনকার গুমোট ও ধোঁয়াটে আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়লো। অগণিত জনতার শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। দীর্ঘ ৯টি মাস পরে মুক্ত বাতাসে সবাই দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ফুলের মালা আর জনতার বরণডালার আতিশয্যে আমরা সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। দু'চোখ শুধু বারে বারে পানিতে ভরে উঠছিল। মাথায় বাংলা মায়ের অশ্রুভেজা আর্শীবাদ নিয়ে বাংলাদেশের সবুজ সূর্য আঁকা পতাকা ছুঁয়ে শহীদ এয়ার আহমেদের মত লাখো লাখো বীর শহীদদের আমরা অবনতচিত্তে স্মরণ করলাম। কিন্তু আমাদের আরো অনেক কাজ বাকী; অভিভূত হয়ে বসে থাকার কথা নয়।

আর দেরী করলাম না। সবাই আমরা মার্চ করে নোয়াখালীর দিকে রওনা দিলাম। নোয়াখালীর সদর মুক্ত করতে যেয়ে আমরা সেদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তা যদি পাক সৈন্যদের দ্বারা হতো তবে বোধহয় সান্ত্বনা পেতাম। তারা ছিল বর্বর আর ঘৃণ্য রাজাকার আর আলবদরের দল। ওরা নানাভাবে আমাদের বাধা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের অগ্রগতি তারা রুদ্ধ করতে পারেনি। আমরা তাদের সব বাধা ডিঙ্গিয়ে ওদের সমূলে ধ্বংস করে নোয়াখালীর সদর মুক্ত করলাম।

আমরা ক্ষমা করিনি সেই ঘৃণ্য আলবদর আল রাজাতারদের। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সাথে, নিজের মায়ের সাথে। অস্বীকার করেছে নিজের রক্তকে। তাই ওদের হত্যা করতে কারো এতটুকু বুক কাঁপেনি। কারণ ওরা ক্ষমার যোগ্য নয়। নিজের মায়ের বুকফাটা কান্নায় হৃদয় টলেনি যাদের, নিজের বোনের নির্যাতনের মানবতার সামান্য উদাহরণ দেখাতে পারেনি যারা, নিজের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাপেনি এতটুকু ওদের। ওদের ক্ষমা করা যায় না। দেশের সাথে, নিজের অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তবুও বিবেকের দংশনে জ্বলেপুড়ে মরেনি ওরা। ওরা কি মানুষ? পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

৯ই ডিসেম্বর আমরা নোয়াখালী মুক্ত করলাম। নোয়াখালীর মুক্ত নীল আকাশে সূর্য আঁকা পতাকায় আমরা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সালাম জানালাম। সে সময়কার আনন্দ আর অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সফলতার আনন্দে আর দেশ মুক্তির আনন্দে সবাই শুধু কেঁদেছিল। দলে দলে জনতা মালা হাতে ভিড় জমালো শুধু একনজর আমাদের দেখার আশায়। সেদিন আমরা সবাই শুধু বাঙ্গালী এই পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই আমার দেশবাসী। এরা কত ভালবাসে আমাদের। তাইতো ওদের জন্য আমাদের জন্য দেশমুক্ত করার জন্য সংগ্রামে নেমেছি আমরা। এরা আমার ভাই আমার বাবা আমার মা-বোন, এদের আনন্দে আমরাও মিশে গেলাম তাই একান্ত হয়ে। সেদিন শুধু আমি এই জেনেছি আমার একটি পরিচয়। আমি বাঙ্গালী, এই বাংলাদেশ আমার, এরা সবাই আমার আপন। একই স্নেহ ভালবাসা একই সংস্কৃতি কৃষ্টি ও সভ্যতার বাঁধনে আমরা বন্দী। কাউকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না। ওদের মত আমিও দেশের মাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ভালবাসি দেশের এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে।

৬ই ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হলো, তারপর নোয়াখালীর সদর এলাকা। শত্রুমুক্ত করলাম ৯ই ডিসেম্বর, কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ হলো না। ইতিমধ্যে আদেশ এলো চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত করতেই হবে। আমার কাছে যখন এ আদেশ এলো তখন আমি ফেনীতে। চিটাগাং ফেনী থেকে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে। তখন চিটাগাং এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রায় সমস্ত এলাকাই শত্রুদের কবলে ছিল। এসব স্থানে তারা বেশ মজবুত ঘাঁটি করে বসেছিল। সংখ্যায় শক্তিতে তারা বেশ শক্তিশালী হয়েই আছে।

সেদিনই চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দেবার সমস্ত কাজ শুরু করলাম। দেরী করার আর সময় ছিল না। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আমরা সেদিন দুপুর নাগাদ রওনা দিলাম চট্টগ্রাম অভিমুখে। পিচঢালা

একটানা পথ চলে গেছে সম্মুখ বরাবর। আমাদের এ অভিযানে ১০ বেঙ্গলের জোয়ানেরা ছাড়া মিত্রবাহিনী জোয়ানদের পূর্ণ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। যদিও সমস্ত কিছু পরিচালনা ও পরিকল্পনা করার দায়িত্ব আমরাই নিয়েছিলাম। অবশ্য এর কারণ ছিল যে, বাংলাদেশের সমস্ত পথঘাট ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছু আমাদেরই জানা।

বেলা বাড়ছে। আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিন্তে চলার অবকাশ ছিল না। পথে দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অভিযানে বিলম্ব হচ্ছিল। আমরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। সব বাধা প্রতিরোধ ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম গন্তব্যস্থল অভিমুখে। থেমে থাকলে চলবে না। অভিযান সফল করতেই হবে।

১৩ই ডিসেম্বর। আমরা তখনো গন্তব্যস্থলের অনেক দূরে। আর ৪ মাইল দূরেই কুমীরা। এখানেও শত্রুরা বেশ শক্তিশালী ঘাঁটি করে আছে। আমরা বেলা প্রায় ১২টায় কুমলার অদূরে এসে পৌঁছলাম। এরপর আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হলো না। কুমীরায় অবস্থিত শত্রুদের ঘাঁটি থেকে আমাদের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু হলো। আমরাও প্রবলভাবে ওদের এ আক্রমণের জবাব দিয়ে চললাম। কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলাম না। তখন মিত্রবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার আনানস্বরূপের তরফ থেকে আমার কাছে আর একটি বিকল্প আদেশ এলো। আনানস্বরূপ আমাকে বললো, ‘তুমি ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনীর দলকে রেখে কুমীরা পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে যাও।’

আমি সেই অনুযায়ী ১০ম বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানী লেঃ দিদারের অধীনে রেখে এবং মিত্রবাহিনীর কোন সহযোগিতা ছাড়া আমার ১০ম বেঙ্গল নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারেই কাজ শুরু করতে মনস্থ করলাম।

আমরা যখন ফেনী থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম সে সময়েই চতুর্থ বেঙ্গলের একটি দল ক্যাপ্টেন গফফারের অধীনে পরিচালিত হয়ে চিটাগাং-রাঙ্গামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা কুমীরা পাহাড় পার হয়ে গোপনে হাটহাজারী আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা সব ঠিক করে রওনা দিলাম। ডিসেম্বরের শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে শীতের মাত্রাও যেন বাড়ছিল। কিন্তু সেসব ভাববার অবকাশ ছিল না। এ রাতের অন্ধকারেই, শীতের সাথে মিতালী পাতিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পাড়ি দিতে হবে অচেনা অজানা পথ। এ পথে আমরা একেবারেই নতুন। পাহাড়ী বন্ধুর পথ। কোথাও ঢালু, কোথাও উঁচু-নীচু। কোথাও বা ছোট ছোট খাল। চারিদিকে গাছগাছালির ভিড়। অন্ধকার যেন তাই আরো নিবিড় লাগছিল। সাথে আমাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। নিজেদের চলতেই কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর এসব ভারী বোঝা নিয়ে চলা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও অতিক্রম করতেই হবে আমাদের।

আমরা তাই পথ চলছি। অতি কষ্টে নিঃশব্দে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক। মাঝে মাঝে পথ ভুলে যাচ্ছিলাম। আবার পিছিয়ে এসে চলছিল সঠিক পথে। এ পাহাড়ী পথে কোথাও তেমন মানুষজনের সাড়া পেলাম না। শুধু মাঝে মাঝে দু’একটা পাহাড়ী কুটিরে কিছু লোকের দেখা পেলাম। তাদের কাছ থেকে পথ নিচে নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। ক্রমশঃ রাত বাড়ছে। ঠিক কত জানি না। ক্ষুধায়, পথশ্রমে সবাই ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু অন্ধকারে অচেনা, অজানা স্থানে কোথায় নেব বিশ্রাম। তাছাড়া এখন সময় নেই বিশ্রামের।

রাত শেষ হলো। চারিদিকে ভোরের আলো ফুটছে। গাছগাছালির পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সূর্যের আলো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরের পাখীদের কলতানে বনাঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠছিল। দিনের আলোয় সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পথঘাট চলতে আর চিনতে কিছুটা সুবিধা হবে হয়তো এবার। তাই মিনিট দশেক সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম।

তারপর....। আবার যাত্রা শুরু হলো। আগের পথ চলার অভিজ্ঞতাগুলো আবার ডিঙ্গিয়ে চলাম। বেলা বাড়ছে। মাথার উপর সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা প্রায় পাহাড়ের শেষপ্রান্তে। আর একটু এগুলোই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিট। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুরা তখন হাটহাজারী পুলিশ স্টেশনে ছিল। আমরা এখানে পৌঁছেই শত্রুদের প্রকৃত অবস্থা জানতে তৎপর হলাম। ওরা কি পরিমাণে, কোথায় কোথায় কি ধরনের শক্তি নিয়ে আছে, সর্বাগ্রে তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু তক্ষণাৎ সেটা জানতে চেষ্টা করা ঠিক হবে না। তাই চুপচাপ নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে লাগলাম। আমরা সেখানে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে বসতে শুরু করলাম। ইতিপূর্বে চতুর্থ বেঙ্গলের যে দল চিটাগাং-রাঙ্গামাটি রোড ধরে হাটহাজারী অভিমুখে রওনা হয়েছিল তারা কোথায়, কদ্দূর অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য আমি তিনজন লোকের একটা দলকে গোপনে সে রাস্তা ধরে পাঠালাম। বেশীক্ষণ লাগলো না। ওরা খবর নিয়ে এলো। ওরাও হাটহাজারীর প্রায় ৩/৪ মাইল দূরে ঘাঁটি ফেলেছে। আমি তখন ওদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করলাম। ক্রমে রাত হয়ে আসছিল। আমরা চুপচাপ রাতটা কাটানো মনস্থ করলাম। বুঝতে পারলাম ওরা আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি। চুপচাপ ১৪ ডিসেম্বরের রাত কেটে গেল। আমরা সকাল হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদের প্রতিউত্তর আসলো। বোঝা গেল ওরা বেশ মজবুত ভাবেই হাটহাজারীতে ঘাঁটি করেছে। আমরাও তাই দুপুর নাগাদ ওদের উপর আক্রমণ চালালাম। ওরা আমাদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো। ২৪-এফএফএর 'বি' কোম্পানীর মেজর হাদীসহ সবাই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা তখন হাটহাজারী ছাড়িয়ে গিয়ে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন গফফারের অধীনে পরিচালিত চতুর্থ বেঙ্গলের দলটিও আমাদের সাথে এসে মিলিত হলো। ওদিকে মিত্রবাহিনী ও লেঃ দিদারের অধীনে ১০ম বেঙ্গলের যে চার্লি কোম্পানী ছিল তারা ১৫ই ডিসেম্বর কুমীরার উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কুমীরার শত্রুরা এ আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। তারা পালিয়ে তাদের পরবর্তী ঘাঁটি ফৌজদারহাটে গিয়ে মিলিত হলো। আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনী আরো এগিয়ে গেল। আমাদের মত তারাও ফৌজদারহাটের শত্রুদের উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। তখন সময়টা ছিল ১৫ই ডিসেম্বরের রাত। আমরা যেভাবে নয়াপাড়া ক্যান্টনমেন্টের উপর চাপ দিতে লাগলাম তেমনি কুমীরা থেকেও আমাদের চার্লি কোম্পানী ও মিত্রবাহিনী ফৌজদারহাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। বার বার তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য ঘোষণা করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো না। কিন্তু আমরা জানতাম আত্মসমর্পণ ওদের করতেই হবে। এছাড়া ওদের কোন পথই নেই।

১৬ই ডিসেম্বর সকাল। নিয়াজীকে নির্দিষ্ট সময় দেয় হলো আত্মসমর্পণের। আমরাও বার বার শত্রুদের নির্দেশ দিয়ে চললাম আত্মসমর্পণের জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলো। বাংলাদেশের প্রত্যেক রণাঙ্গনেই মিত্র ও আমাদের মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কদের হাতে পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলো।

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান*

৩রা জুন : বজরার কুখ্যাত দালাল পাক সামরিক বাহিনীর অন্যতম সাহায্যকারী, নিরীহ গ্রামবাসীর ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী দানব সেরাজুল ইসলাম (ছেরু মিয়া-বজরা) এর অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তারই প্রভাবে এতদঞ্চলে বহু নিরীহ জনগণ রাজাকারে পরিণত হয়। তাই মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ সাহেবের নির্দেশক্রমে ৩রা জুন রাতে বজরা স্কুলের পূর্ব দিকে তার গোপন আড্ডাখানায় অতর্কিত আক্রমণ করি।

---

* ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়।

কিন্তু সুচতুর দালার ছেরু মিয়া টের পেয়ে পূর্বেই আত্মগোপন করে । তার ৪ জন সহকারী আমাদের হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এদের মৃত্যুর পর এতদঞ্চলে আর তেমন কোন অত্যাচার হয়নি এবং ছেরু মিয়ারও তেমন কোন সন্ধান করতে পারিনি। অবশ্য দেশ মুক্ত হবার পর এই কুখ্যাত দালাল মীরজাফর মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়া এবং প্রকাশ্যে জনসাধারণের রায়ে তাকে হত্যা করা হয়।

৬ই জুন : বহু নিরীহ গরীব লোককে প্রলোভন দিয়ে মাইজদীতে রাজাকারে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হতো। সিপাই শাহজাহানকে পাঠালাম মাইজদীতে রাজাকার ট্রেনিং ক্যাম্পে হাতবোমা নিক্ষেপ করার জন্য।

শাহজাহান অতি গোপনে ও কৌশলে রাজাকার ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে হাতবোমা নিক্ষেপ করে। এতে রাজাকার কমাণ্ডার ও আরও দুইজন রাজাকার নিহত হয়। সিপাই শাহজাহান তাদেরকে হত্যা করে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে বীরত্বের সাথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

১১ই জুন : চন্দ্রগঞ্জ রাস্তায় পাকবাহিনীর চলাফেরা অনেকাংশে বেড়ে যাওয়ায় চন্দ্রগঞ্জের পুলটি উড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেই। পুলের উভয় পাশে পাক বাহিনীর মেশিনগান মোতায়ের থাকা সত্ত্বেও পুলটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম যে আমাকে ধরার জন্য নোয়াখালীর পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। গোপালপুর চৌধুরী বাড়ির নসা মিয়া যদিও পাক বাহিনীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে যোগাযোগ রক্ষা করতেন কিন্তু মূলত তিনি আমাদেরকে গোপনে গোপনে পাক হানাদার বাহিনীর সমস্ত গোপনীয় তথ্য জানাতেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থেই তিনি পাঞ্জাবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমাদেরকে সাহায্য করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার চতুরতা ধরে ফেলে পাক হানাদাররা। তারা গোপালপুর আক্রমণ করে তাকে জঘন্যভাবে হত্যা করে।

এই নসা মিয়ার নিকটই আমি জানতে পারি যে আমাকে ধরার জন্য পাক বাহিনী মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে এবং অল্পদিনের মধ্যে তারা আমাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করবে। আমি নসা মিয়ার নিকট এ খবর পাওয়ার পর আমিশাপাড়া ক্যাম্প তুলে নেই এবং অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও সমস্ত সৈন্য তুলে নিয়ে সেনবাগের প্রতাপপুর নামক গ্রামে আত্মগোপন করি। অবশেষে ১৮ই জুন পাকসেনারা ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাকে ও আমার দলবলকে ধরার জন্য আমিশপাড়া-বজরা সড়ক, সোনাইমুড়ি-চাটখিল রোড, চন্দ্রগ্রাম-খিলপাড়া সড়ক দিয়ে একই সময় অগ্রসর হন। অবশেষে তারা আমাদের পাত্তা না পেয়ে চলে যায়।

২১শে জুন : হাবিলদার মতিন অতর্কিতে দালালবাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে একজন মিলিশিয়া সহ ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে তাদের ক্যাম্প তছনছ করে দেয়।

২৩শে জুন : আপানিয়া পুলের নিকট কয়েকজন দালালসহ দু'জন পাকসেনা ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকে। সম্ভবত সতী মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে নায়েক সুবেদার শামসুল ও হাবিলদার মন্তাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে পাকসেনা দু'জনকে খতম করে। অবশ্য দালালরা পালিয়ে যায়। এখানে শামসুল হক ও মন্তাজ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিলে স্বাধীনতকামী যোদ্ধাদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

২৪শে জুন (বগাদিয়ায় পুনরায় বিস্ফোরণ ও যুদ্ধ) : নায়েক শহীদ বগাদিয়ার নিকটে রাস্তার উপর মাইন বসিয়ে কিছুদূরে সরে থাকে। কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনী এক প্লাটুন সৈন্য একটা ট্রাকে চলতে থাকলে মাইন বিস্ফোরণে গাড়িখানা সামান্য নষ্ট হয়। পর মুহূর্তে কয়েক ঘন্টা যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কোন ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি।

২৫শে জুন : রাতে হাবিলদার মতিন লক্ষ্মীপুরের বাগবাড়ি ক্যাম্প মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ করে ও কয়েকজনকে আহত করে। ২৬শে জুন সুবেদার ওয়ালীউল্লা কাফলাতলী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে

কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে ক্যাম্পটি তছনছ করে দেয়। ইতিমধ্যে শত্রুর কয়েকজন গুপ্তচর হাতেনাতে ধরা পড়ে। অপরদিকে সুবেদার শামসুল হকের হাতে একজন রাজাকা কমাণ্ডার ধরা পড়ে।

২৭শে জুন : আমি ভারত হতে পুনরায় বিস্ফোরক দ্রব্য এবং গোলাগুলি নিয়ে আসি।

৩০শে জুন : হাবিলদার মতিনের নেতৃত্বে এবক প্লাটুন মুক্তিসেনা লক্ষ্মীপুরে থেকে কালীরবাজার অগ্রগামী খানসেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণ করলে কয়েকজন হতাহত হয়। পাকসেনারা কালীরবাজারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

১৭ই জুলাই : রামগঞ্জের উত্তরে নরিমপুর হতে এক কোম্পানী পাক রেঞ্জার্স ও রাজাকার দল অগ্রসর হতে থাকলে হাবিলদার জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তি সেনা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুরা রাজাকারের দুটি মৃতদেহ ফেলে দৌড়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে হাবিলদার জাকির হোসেন মৃত রাজাকারদ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করে।

১৯শে জুলাই : কয়েকজন রাজাকারসহ হানাদার বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্য মান্দারীবাজারে ক্যাম্প করেছিল। আমি উক্ত ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে আদেশ করি। ওয়ালীউল্লা, হাবিলদার মতিন ও শাহাবউদ্দিন মান্দারীতে শত্রু ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দু'জন জোয়ান শহীদ হন।

২৩শে জুলাই (পুনরায় সাহেবজাদা পুল চূর্ণ-বিচূর্ণ) : পাকবাহিনী সাহেবজাদা পুল মেরামত করে পুনরায় নোয়াখালীর সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করে। আমি নায়েক আবুল হোসেন ও সুবেদার শামসুল হককে নিয়ে পুলটি নষ্ট করতে যাই। সেখানে কিছু রাজাকার ও মিলিশিয়া পাহারারত ছিল। তাদেরকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা গোলাগুলি আরম্ভ করি। অপরদিকে নায়েক আবুল হোসেন পুলের নীচে গিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য লাগিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই বিরাট আওয়াজে পুলটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং নোয়াখালীর সাথে রেল যোগাযোগ পুনরায় বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

২৬শে জুলাই : এদিন সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে নরিমপুর পাঠাই রেকি করার জন্য। ওয়ালীউল্ল নরিমপুর পৌঁছলে কয়েকজন পাক দালাল (অস্ত্রহীন) সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে অতি কৌশলে ঘিরে ফেলে ও বন্দী করে। তৎক্ষণাৎ সুবেদার ওয়ালীউল্লা পিস্তল দিয়ে একজন দালালকে গুলি করে জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পালাতে সক্ষম হয়।

১৪ই আগস্ট (বসুরহাট যুদ্ধ) : নোয়াখালী জেলার পশ্চিমাংশ থেকে পূর্বাংশে পাকবাহিনীর সৈন্যদের আনাগোণা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ সময় চারদিক থেকে মুক্তিসংগ্রাম অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়।

আমি বাছাই করা যোদ্ধাদের এক প্লাটুন মুক্তিসেনাকে নায়েক সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে পাঠাই বসুরহাটে খান সেনাদের নির্মূল করার জন্য। অদম্য সাহসী বীরযোদ্ধা শামসুল হক এখানে খান সেনাদের উপর চরম আক্রমণ করে শত্রুর একখানা জীপ নষ্ট করে দেয় এবং কয়েকজনকে হতাহত করে। এ যুদ্ধে আমার দু'জন বীরযোদ্ধা শহীদ হন এবং দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়। সিপাহী নূরনবীর বৃদ্ধাঙ্গুল গুলির আঘাতে উড়ে যায়।

১৬ ই আগস্ট (পুনরায় আপানিয়া পুল ধ্বংস) : পাকবাহিনীর দ্বারা নতুন মেরামত করা আপানিয়া পুলটি নায়েক শহীদ ধ্বংস করে দেয় ও লাকসাম-নোয়াখালী যোগাযোগ বিছিন্ন করে দেয়।

২৬শে আগস্ট : মিলিশিয়া ও রাজাকার বাহিনীর একটি বিরাট দল আমিনবাজার থেকে আমিশাবাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এ খবর পাবার পর আমরা তাদের চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করার পরিকল্পনা করি। সুবেদার

ওয়ালীউল্লাকে ত্রিমুখী আক্রমণ করার নির্দেশ দিলাম। নির্দেশক্রমে সুবেদার ওয়ালীউল্লা ত্রিমুখী আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আমি নিজে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। শত্রুরা আমিনবাজারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সুবেদার ওয়ালীউল্লা ত্রিমুখী শুরু করে। ফলে শত্রুরা পিছনে হটতে থাকলে আমি পিছন থেকে আক্রমণ করি। আক্রমণ চারিদিক থেকে চলতে থাকে। কাজেই শত্রুরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে জনসাধারণও ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। ফলে আমাদের পক্ষে গুলি করা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ সুযোগে শত্রুরা হাতের অস্ত্র ফেলে জনসাধারণের মধ্যে মিশে যায় এবং অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ছয়জন রাজাকার নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। আমরা উক্ত ছয়জন রাজাকারের লাশ কাচিহাটিতে দাফন করি। রাজাকার মওলানা মিজানুর রহমান অক্ষত অবস্থায় অস্ত্রসহ আমাদের হাতে ধরা পড়ে। তার নিকট থেকে পাক বাহিনীর অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করি। পরে তাকে হত্যা করে তারও দাফনের ব্যবস্থা করি। এখানে কয়েকটি চীনা রাইফেলও আমাদের হস্তগত হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর : রাজাকার ও পাকবাহিনী গোপালপুর সড়কে মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এবং সময়মত খবর দেবার জন্য ছোট একটি ছেলেকে নিয়োজিত করে। ছেলেটিকে তারা কিছু টাকা-পয়সাও দিয়েছিল। কিন্তু গোপালপুর সড়কে সন্দেহভাজনভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকলে গোপালপুরের ডাঃ আনিস তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করানোর জন্য বাধ্য করে।

ইতিমধ্যে আমি বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে চলে যাই সমরাস্ত্রসংগ্রহ করতে। জনাব মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ আমাকে এ্যামুনিশন ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত করেন।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় রাজাকার আর আলবদরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। সেজন্য নোয়াখালীর পরিষদ সদস্যগণ আমাকে পরামর্শ দিলেন নোয়াখালীকে কয়েক ভাগে ভাগ করে অন্যান্যের হাতেও দায়িত্ব অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আমি নতুন সমরাস্ত্র নিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরলাম। বহু ছাত্র-শ্রমিক ট্রেনিং দেশে ফেরে। আমি সদর মহকুমাকে চার ভাগে ভাগ করি-

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে।

(খ) পূর্ব-দক্ষিণের দায়িত্ব দিলাম ওয়ালীউল্লাকে।

(গ) পূর্ব-উত্তরের দায়িত্ব দিলাম নায়েক সুবেদার শামসুল হককে।

(ঘ) পশ্চিম-উত্তরের দায়িত্ব দিলাম নায়েক সুবেদার ইসহাককে।

২রা অক্টোবর : ছাত্র কমাণ্ডার একরাম-এর নেতৃত্বধীন একটি গ্রুপ রামগঞ্জে রাজাকারদের আক্রমণ করে, অপরদিকে সুবেদার ইসহাক পানিয়ালা বাজার আক্রমণ করে ৪জন রাজাকার খতম করে। ৩রা অক্টোবরে কুখ্যাত রাজাকার কমাণ্ডার আবুল বাশার বিপুলাশহর থেকে বগাদিয়া যাবার সময় সুবেদার শামসুল হকের হাতে বন্দী হয়। সুবেদার শামসুল হক তার কাছ থেকে পাকবাহিনী গোপন তথ্য সংগ্রহ তাকে মেরে ফেলে।

১৮ই অক্টোবর : নায়েক সুবেদার ইসহাক শামসুন্নাহার হাই স্কুলে অবস্থানরত রাজাকার ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ করে কয়েকজন রাজাকারকে হতাহত করে ও ৫টি রাইফেল উদ্ধার করে। অপরদিকে নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করতে গেলে দেখতে পায় যে রাজাকারকে লুণ্ঠিত কাপড় বণ্টনে ব্যস্ত। সেই অবস্থাতেই তিনি তাদেরকে চরম আঘাত হেনে কয়েকজনকে হতাহত করেন। অবশিষ্ট রাজকাররা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে লুণ্ঠিত কাপড় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এখানেও ৫টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

মীরগঞ্জে রাজাকারের আত্মসমর্পণ : মীরগঞ্জের রাজাকাররা আত্মসমর্পণের জন্য আমার নিকট দু'খানা পত্র পাঠায়। প্রথম পত্র আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনি। দ্বিতীয় পত্রখানা পাবার পর এ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান সাহেবকে পাঠালাম আত্মসমপর্ণের শর্ত নির্ধারণ ও মধ্যরস্থা করার জন্য। সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে পাঠালাম সতর্কতার সহিত আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। পূর্বশর্ত অনুযায়ী রাজাকাররা লাইন ধরে অস্ত্র রেখে দু'হাত উপরে তুলে নায়েক ওয়ালীউল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। সংখ্যায় ছিল মোট ৩৭ জন রাজাকার ও ২৭ জন পুলিশ। কয়েকদিন তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর ৫/৭ জনকে ভাগ ভাগ করে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুনে দেয়া হয়। এদের মধ্যে দু'জন পুলিশ পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করে। অবশ্য তারা পুনরায় মাইজদিতে ধরা পড়লে সেখানেই গুলি করে শেষ করে দেয় নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা।

২৩শে অক্টোবর (প্রধান দালাল ননী চেয়ারম্যান ধৃত) : লক্ষ্মীপুরের প্রধান দালাল ননী চেয়ারম্যানের অত্যাচারে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কর। লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, গণহত্যা, বাড়ি পোড়ানো, হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর সন্ধান দেয়াই ছিল তার পেশা। অবশেষে বীর সাহসী যোদ্ধা নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা জালালের প্লাটুন নিয়ে এই কুখ্যাত দালাল বাহিনীর উপর আক্রমণ করে জীবন্ত অবস্থায় বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতক দালাল ননী চেয়ারম্যানকে বন্দী করে। তার বন্দী হবার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে কয়েক হাজার লোক সেখানে উপস্থিত হয়। সমস্ত মানুষের উপস্থিতিতে তার নিজ বন্দুক দিয়ে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্রুদ্ধ জনতা তার লাশ নিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মনের রাগ মিটায়।

২৯শে অক্টোবর (সোনাইমুড়ি-চাটখীল যুদ্ধ) : পাক বাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্ট লাকসান থেকে কামান ও রকেটের সাহায্যে ফায়ার করতে করতে সোনাইমুড়ি থেকে চাটখীল সড়কের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমন সময় ছাত্রদলসহ আমরা বাধা দিলে তুমুল লড়াই শুরু হয়। প্রায় ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধ চলে। শত্রুপক্ষের কয়েকজন হতাহত হয়। শত্রুরা শেলিং করে হতাহত সৈন্যদের পার করে। হানাদার বাহিনীর শেলিং-এ একই বাড়ির ৫ জন নিরীহ লোক মারা যায়।

১০ই নভেম্বর : চন্দ্রগঞ্জের নিকটবর্তী রাস্তায় মাইন বসানো হয়। পাকবাহিনীর এক ট্রাক আটা লক্ষ্মীপুরে যাবার সময় ট্রাকটি মাইনের আঘাতে নষ্ট হয় এবং ড্রাইভার নিহত হয়।

১৩ই নভেম্বর : আমার নিজ প্লাটুন নিয়ে লক্ষ্মীপুর রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করি। এ আকস্মিক আক্রমণে বহু রাজাকার হতাহত হয়। এখানে জনসাধারণ বিশেষভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেন।

১৭ই নভেম্বর : সুবেদার ওয়ালীউল্লা মধ্যরাতে রামগঞ্জে অতর্কিত আক্রমণ করে রামগঞ্জের রাজাকার ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে দেন।

২৯শে নভেম্বর : পশুবাহিনী একখানা ভ্যানে দু'জন স্ত্রীলোককে নিয়ে যাবার সময় বগাদিয়ার নিকট হাবিলদার আউয়াল গাড়িটি আক্রমণ করে। এ সময় পিছনের দিকে শত্রুবাহিনীর আরও কিছু সৈন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আমিও আমার প্লাটুন নিয়ে আক্রমণ করি। ২/৩ ঘন্টা যুদ্ধের পর তারা স্ত্রীলোক দুজনকে রেখেই পলায়ন করে। পরে উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয়কে তাঁদের আত্মীয়দের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

৩০শে নভেম্বর : সাহেবজাদা পুল মেরামত করার সময় পাকবাহিনীর লোকজন হাবিলদার নূর মোহাম্মদ-এর হাতে মার খেয়ে পুল মেরামত করা বাদ দিয়ে পালিয়ে যায়।

১লা ডিসেম্বর : চন্দ্রগঞ্জ বাজারের সামান্য উত্তরে হাবিলদার রুহুল, আমি ও ছাত্র কমাণ্ডার সফি আলোচনা করছি। এমন সময় আহত ছোট একটি ছেলে এসে খবর দিলো যে পাঞ্জাবী সৈন্যরা চন্দ্রগঞ্জে আসছে। হাবিলদার রুহুল আমিনকে প্রস্ত্ততি নিতে বললাম। ইতিমধ্যে পাক-সৈন্য পৌঁছে গেছে। হাবিলদার রুহুল আমিন শত্রুদের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় আমার হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। শুধু আমার বাহিনীকে কমাণ্ড করতে লাগলাম। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। ছাত্রদলের একমাত্র কমাণ্ডার সফি ও অন্যান্য কয়েকজন ব্যতীত সবাই সরে পড়লো। এ সময় আমি, ছাত্রদলের সফি এবং আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী আব্দুর রব চন্দ্রগঞ্জ বাজারের উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখছিলাম! হঠাৎ শত্রুবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ে। আমরা পিছনে সরি। তখন এল-এম-জি টার্গেট আমাদের দিকে। ছাত্রনেতা সফির হাত থেকে এল-এম-জি'টা নিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ একটা ব্রাশ মারলাম। ব্যাপারটা ঘটে গেল খুবই দ্রুত। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠলো পাকবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটতে লাগল পাকবাহিনীর বুলেট। এ সময় আমার হাতের এল-এম-জি ম্যাগাজিনশূন্য। মৃত্যু অবধারিত ভাবলাম। কিন্তু এমন সময় আমাদের জোয়ানরা শত্রুদের উপর পিছন থেকে আক্রমণ করে, ফলে শত্রুরা ইতস্তত-বিক্ষিপ্তভাবে গুলি ছুড়তে থাকে। এমন সময়ে আমরা ক্রলিং করে পলায়ন করি। এভাবে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাই।

৪ঠা ডিসেম্বর : ইঞ্জিনিয়ার নায়েক আবুল হোসেন-এর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুলগুলি ধ্বংস করে দেয়। তাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক জায়গায় এ্যামবুশ পার্টি পাঠানো হলো। রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পুলগুলি ধ্বংস করা হলে পাকবাহিনী খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কুমিল্লার দিকে পালাতে থাকে। পলায়ন পর পাকসেনাদের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় এ্যামবুশরত মুক্তিবাহিনীর খন্ড খন্ড যুদ্ধ হয়।

৫ই ডিসেম্বর : হাবিলদার আব্দুল লতিফকে এক প্লাটুন মুক্তিফৌজ দিয়ে লাকসাম-নোয়াখালী সড়কে শত্রুদের পলায়ন রোধ করার জন্য পাঠাই। কিন্তু তিনি ফিরে এসে জানালেন যে, আক্রমণের ভয়ে পাকবাহিনী রাস্তা ছেড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে পলায়ন করেছে।

৬ই ডিসেম্বর : হাবিলদার আব্দুল মতিন খবর পাঠালেন যে লক্ষ্মীপুর ও রায়পুরে তুমুল যুদ্ধের পর ১০৮ জন রাজাকারকে নিহত করে লক্ষ্মীপুর সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হয়েছে এবং রায়পুরও মুক্তিবাহিনীর আয়ত্তাধীন। এ খবর পাবার পর আমার জোয়ানদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়।

৭ই ডিসেম্বর : এইদিন নোয়াখালীর রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা। সকলের মুখে শ্লোগান আর শ্লোগান। হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা। নতুন সূর্যের উদয় হলো নোয়াখালীতে।

৩রা ডিসেম্বরের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভোর ছ'টায় আমরা আক্রমণ করলাম সোনাইমুড়ি। রাজাকারদের সাথে গুলি বিনিময় হচ্ছে। এদিকে হাজার হাজার জনতা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে। অবশেষে ৬৩ জন রাজাকারকে নিহত করে সোনাইমুড়ি দখল করা হলো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বীর যোদ্ধা হাবিলদার নূর মোহাম্মদ এবং ছাত্রনেতা সালেহ আহমদ এ যুদ্ধে শহীদ হন। সোনাইমুড়ি মুক্ত হবার পর আমরা বজরা আক্রমণ করি এবং বজরা মুক্ত করে চৌমুহনী অভিমুখে রওনা হই। এখানেও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। চৌমুহনী আক্রমণের কয়েক ঘন্টা পর বহু রাজাকার নিহত হয় এবং অবশিষ্ট রাজাকার আমাদের হাতে বন্দী হয়। চৌমুহনীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে থাকে।এসময় নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লা ও শামসুল হক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং চৌমুহনী আক্রমণে সাহায্য করেন। এ সময় মেজর জাফর ইমাম চৌমুহনীতে তাঁর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং পরে যৌথ শক্তিতে মাইজদী আক্রমণ করে তা মুক্ত করা হয়।

এ যুদ্ধে আহত হয়ে আজও নায়েক সুবেদার ইসহাক ও হাবিলদার জালাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়। আমাদের এ যুদ্ধে জনসাধারণ যথেষ্ট সাহায্য করেন, বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে

ত্বরান্বিত করেন। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এটাই প্রমাণ করেছে যে তারা কাপুরুষ নয়। তারা সম্মুখসমরে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী।

স্বাক্ষরঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান
১৮-৯-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আবদুল ওয়াহাব বীর বিক্রম*

আমি এপ্রিল মাসেই ভারতের সোনামুড়াতে চলিয়া যাই এবং সেখান হইতে ক্যাপ্টেন গফফারের নেতৃত্বে দেবীপুর আসি। তখন 'সি' কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গফফার। আমি তখন 'সি' কোম্পানীর ৭নং প্লাটুনের প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম। এইখানে পুরা কোম্পানী লইয়া আমরা কয়েকটা অপারেশন করি। আমি আমার নিজস্ব প্লাটুন লইয়াও ছোটখাট কয়েকটা অপারেশন করি।

১২-৪-৭১ তারিখে খবর পাইলাম যে ৭ জন পাকসৈন্য রেললাইন ধরিয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হই। গিয়াই দেখিতে পাই তাহারা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ রেল স্টেশনের উত্তর দিকে দীঘিরপাড় নামক স্থানে এ্যামবুশ বসাই। তাহারা যখন পুনরায় ঐ রাস্তা হইয়া ফিরিতেছিল তখন আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমার আক্রমণে সেখানে ১৮ জন নিহত হয়, ৯ জন আহত হয়। বাকী লোক পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, পরে আমরা দেবীপুর চলিয়া যাই।

২৫-৪-৭১ তারিখে ২২ জন জোয়ান লইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করি। চালনা নামক গ্রামে আসার পর আমাদের রাত্রি হইয়া যায়। তাই সেখানকার জনগণের সহযোগিতায় সেখানেই রাত্রি যাপন করি। পরের দিন ভোর ৪টার সময় সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া শিতলাই নামক গ্রামে যাই। সেখান হইতে আমি নিজে গিয়া সি-এন্ড-বি রোড রেকি করিয়া আসি। রাত্রিতে শালঘর নামক স্থানে সি-এন্ড-বি রাস্তায় এ্যামবুশ লাগাই। রাত্র ১১টার সময় কুমিল্লা হইতে ২৭ খানা গাড়ি লইয়া পাকসৈন্য সিলেটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর হামলা চালাই। আমার এই আক্রমণে তাহাদের ১০টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৮টি গাড়ি আংশিক ক্ষতি হয়। তাহাতে বহু পাকসৈন্য হতাহত হয়। বাকীগুলি চলিয়া যায়। পরের দিন সকাল ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় আমি দেবীপুর চলিয়া আসি।

১৩-৫-৭১ তারিখে খবর পাই যে প্রায় ২০০ জন পাকসৈন্য রেল লাইন হইয়া গাড়িতে করিয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ রেল স্টেশনে গিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে প্রায় ২৫ জন মারা যায়, বাকীগুলি তখন পজিশন নেয়। এমতাবস্থায় তাহাদের মালপত্রের গাড়িতে আগুণ লাগিয়া যায়। তখন তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করে। এই আগুন তিনদিন পর্যন্ত জ্বলিতেছিল।

১৭-৫-৭১ তারিখে আমি আমার প্লাটুন লইয়া পৃথক হয়ে পড়ি। তখন আমার কমাণ্ডে ৫০ জন লোক ছিল। তাহাদেরকে লইয়া মন্দভাগ (কোনাবন) রেল স্টেশন এরিয়ায় ডিফেন্স করি।

২১-৫-৭১ তারিখে পাকসৈন্যরা ২টা গাড়ি লইয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি তাহাদের উপর আক্রমণ করি। তাহাতে তাহাদের ২টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় ও ৯ জন সৈন্য মারা যায়।

১৮-৬-৭১ তারিখে ৪০ জন সৈনিকের একটি পেট্রোল পার্টি তাহাদের বিজলী তার মেরামতের জন্য শালদা নদী হইতে কসবার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি আমার জোয়ান লইয়া তাহাদের উপর অতর্কিতভাবে

---

* বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

আক্রমণ চালাই। আমার এই অতর্কিত আক্রমণে ৯ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। বাকী সৈন্যগণ আমাদের তীব্র আক্রমণে টিকিতে না পারিয়া পিছন হটে।

২০-৬-৭১ তারিখে আমরা আমাদের মন্দভাগ ডিফেন্স ছাড়িয়া পূর্বোল্লোখিত ডিফেন্স দেবীপুর চলিয়া যাই। তখন বর্তমান মেজর গফফার সাহেব সেখান হইতে ডিফেন্স লইয়া বেলুনিয়ার দিকে চলিয়া যান। দেবীপুর যাওয়ার পর আমার জোয়ানের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০০ জন।

২৭-৬-৭১ তারিখে ১৮ জন পাকসৈন্য কসবা হইতে ইমামবাড়ির দিকে যাইতেছিল। তখন আমি আমার ১২ জন জোয়ান লইয়া কসবা রেল স্টেশনের নিকট তাহাদের উপর আক্রমণ করি। আমার এই আক্রমণে তাহাদের ১৭ জন সৈনিক নিহত হয়। মাত্র ১ জন সৈনিক বাঁচিয়া যায়। আমরা তখন তাহাদের লাশ আনিবার জন্য অগ্রসর হইলে কসবা হইতে পাকসৈন্যর আর একটি পার্টি ফায়ার করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমরা পিছন হটি। পরে এখান হইতে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করি।

৮-৭-৭১ তারিখে বর্তমান মেজর গফফার সাহেব বেলুনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোনাবনে পুনরায় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে।

৯-৭-৭১ তারিখে গফফার সাহেব দেবীপুর হইতে আমার প্লাটুনকে কোনাবন লইয়া আসেন। ঐ তারিখ রাত্রিতেই আমি গফফার সাহেবকে বলি যে পাঞ্জাবীরা রেশন লইয়া প্রতি সপ্তাহে শালদা ও মন্দভাগের দিকে যায়। আমি সেখানে গিয়া তাহাদেরকে আক্রমণ করিব।

১০-৭-৭১ তারিখেই আমি ১৮ জন লোক লইয়া শালদা নদীর দিকে অগ্রসর হই। মঙ্গনপুর নামক জায়গায় গিয়া দেখিতে পাই কয়েকখানা নৌকা ও স্পীডবোট লইয়া তাহারা মন্দভাগের দিকে অগ্রসররত। তখন আমি তাহাদের হইতে ১৩শত গজ দূরে। তাই ঐ সময় তাহাদেরকে আক্রমণ করিতে পারি নাই। পরে আমি নিজে গিয়া এ্যামবুশ লাগাইবার জায়গা রেকি করিয়া আসি। পরে আমার জোয়ানদেরকে লইয়া সেখানে এ্যামবুশ বসাই। বিকাল আড়াইটার সময় তাহারা ফিরিতেছিল। তখন আমি তাহাদের ঋপর আক্রমণ চালাই। ঐ সময় তাহারা আমার নিকট হইতে ২৫ গজ দূরে ছিল। তাহাদের স্পীডবোটে ২ জন লেঃ কর্নেল, ২ জন মেজর, ২ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন নায়েব সুবেদার, ৩ জন সিপাই ও ১ জন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী। আমার তীব্র আক্রমণে তাহাদের স্পীডবোট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে সবাই নিহত হয়। এখান হইতে ১টা অতি প্রয়োজনীয় ম্যাপ, ১টা ওয়ারলেস সেট, তিনটা MG.I.A-3 সহ আরো কয়েকটি অস্ত্র উদ্ধার করি। আমরা চালিযা যাওয়ার পর পাকসৈন্য আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে তাহারা জানিতে পারে যে ক্যাপ্টেন বোখারীসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদিগকে আমি হত্যা করিয়াছি- তখন তাহারা ঐ এলাকায় প্রকাশ করে যে, যে লোক সুবেদার ওয়াহাব সাহেবের মৃত লাশ লইয়া আসিবে তাহাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৮-৭-৭১ তারিখে নওগাঁ নামক জায়গায় পাক ডিফেন্সের ও-পি পোস্টে আক্রমণ করি। প্রকাশ থাকে যে, ঐদিন ২ জন অফিসার, ১ জন জেসিও ও তিনজন সান্ত্রী তাহাদের ওপি পোস্টে আসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিতেছিল। ঐ সময়ই আমি তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমার তীব্র আক্রমণে ২ জন অফিসার, ১ জন জেসিও ও ২ জন সিপাই নিহত হয়। বাকী একজন সিপাই আহত হইয়া ওপি পোস্ট-এর উপর হইতে নিচে পড়িয়া যায়।

৭-৮-৭১ তারিখে আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ গ্রাম এলাকায় পাকবাহিনীর শক্ত ডিফেন্সের উপর আক্রমণ চালাই। আমার তীব্র আক্রমণে পাক বাহিনী তাহাদের প্রায় ১০০টি বাঙ্কার ছাড়িয়া পিছু হটে। যাওয়ার পথে তাহারা বহু এ্যামুনিশন ফেলিয়া যায়। আমার এই আক্রমণের সময় মেজর আজিজ পাশা তাহার মুজিব ব্যাটারী ও বর্তমান সুবেদার মেজর শামসুল হক তাহার ৩" মর্টারের সাহায্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২৪-৮-৭১ তারিখে আমি কয়েকজন জোয়ান লইয়া সিএন্ডবি রোডের কালামুড়া ব্রীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলি। এখানে যত রাজাকার ছিল তাহারা আমাদের সহিত একত্রিত হয়। তাহাদেরকে কোনাবন পাঠাইয়া দিয়া আমরা কালুমুড়া ব্রীজের ২ মাইল দক্ষিণে মাধবপুর ও মীরপুরের মাঝখানে এ্যামবুশ করি। তারপর দেখা যায় পাকসৈন্য ভর্তি ২টা স্টেট বাস, তিনটা জীপ ও ২টা ডজ অগ্রসর হইতেছে। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাই। আমার এই তীব্র আক্রমণে ৭টা গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহাদের বহু সৈনিক মারা যায়। ৪ জন পাকসৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রসজ জ্যান্ত ধরিয়া ফেলি। পরে রাজাকারটাকে রাখিয়া বাকী তিনজন পাকসৈন্যকে ভারতে পাঠাইয়া দেই।

২৮-৮-৭১ তারিখে কোম্পানীগঞ্জ হইতে প্রায় ১৫০ জনের মত রাজাকার ও পাকসৈন্য মহেশপুর লুটপাট করার জন্য আসে। আমি তখন তাড়াতাড়ি আমার পার্টি লইয়া গ্রামটির চারিদিকে এ্যামবুশ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের এই আক্রমণ বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। শেষে আমাদের আক্রমণের ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। বাকী সবাই লুটের মাল ফেলিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। বিকাল ৫ ঘটিকার সময় আমরা কোনাবনের দিকে অগ্রসর হই। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখিতে পাই মীরপুর ও মাধবপুর এলাকা পাকবাহিনী জ্বালাইয়া দিতেছে। অনেক দূর হইতে শুধু আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া দেখা যাইতেছিল। তখন আমরা সেইদিকে রওয়ানা হই। মাধবপুর উপস্থিত হইয়া অতি তাড়াতাড়ি এ্যামবুশ পাতিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের আক্রমণে তাহারা পিছু হটে-কিছুসংখ্যক লোক সেখানে হতাহতহ হয়। রাত্রি ১০টার দিকে আমরা চালনা নামক গ্রামের এক বাড়িতে গিয়া উঠি তখন তাহারা তাড়াতাড়ি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্র ৩ ঘটিকার সময় আমাদের ডিফেন্স মন্দভাগে ফিরিয়া আসে।

৩০-৮-৭১ তারিখে খবর পাইলাম যে, চালনা গ্রামে পাক-বাহিনী প্রবেশ করিয়া ডিফেন্স করিয়াছে। এই খবর পাইয়া ঐ দিনগত রাত্রিতেই আমি আমার ৫০ জন জোয়ান লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হই। সুবেদার শামসুল হক সাহেবও তখন ২টা মর্টারসহ ১টি সেকশন লইয়া আমাকে সাহায্য করার জন্য আসেন। ভোরের দিকে আমি তাহাদের উপর গুলি শুরু করি। আমার চারিদিকের আক্রমণে ১৩ জন রাজাকার সাঁতরাইয়া পালাইয়া যায়। সারাদিন যুদ্ধ চলার পর রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন পাকসৈন্য পালাইয়া যায়। বাকি ১ জন ক্যাপ্টেন, ১৫ জন সিপাই, ২৯ জন রাজাকার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এখানে আমরা ৭টি বড় নৌকা মালসহ দখল করিয়া ফেলি। ৬টা এলএমজি, ম্যাগাজিন বাক্স ৬টা, এলএমজি ম্যাগাজিন ৭২টা, রাইফেল ১২টা, ৮১০টা বুলেট উদ্ধার করি। সাঁতরাইয়া যাওয়া রাজাকারদের ভিতর শিতলাই গ্রামের জনগণ ৬ জনকে খতম করিয়া ফেলে। বাকী রাজাকারদেরকে আবদুল হক কোনাবন পৌঁছাইয়া দেয়। শেষে আমরা চালনাতেই ডিফেন্স করি।

২-৯-৭১ তারিখে পাকসৈন্যরা নৌকাযোগে চারিদিকে জ্বালাইতে আমাদের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা জয়ধ্বনি দিতে দিতে আগাইয়া আসিতেছিল। তাহারা যখন আমাদের এ্যামবুশের ভিতর আসিয়া পড়ে-তখন আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই. আমাদের তীব্র আক্রমণে তাহাদের তিনখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। বহু পাকসৈন্য নিহত হয়। শেষে তাহারা আর্টিলারীর সাহায্যে আমাদের উপর ভীষণ ফায়ার চালায়। এই আক্রমণে আমাদের পক্ষে আজাহার আলী শহীদ ও সিপাই আবদুস সাত্তার আহত হন। সেখানে সারাদিন রাত্রি থাকার পর ৩-৯-৭১ তারিখে আমরা আমাদের ডিফেন্স তুলিয়া কোনাবন চলিয়া যাই।

১৫-১০-৭১ তারিখে আমাদের প্রায় ১ ব্যাটালিয়নের মত মুক্তিযোদ্ধা শালদা নদী পাক ডিফেন্স তোলার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। তাহাদের পিছনে তখন মুজিব ব্যাটারী ছিল। শেষে তাহারা অকৃতকার্য হইয়া পিছনের দিকে চলিয়া যায়। ঐ সময় আমার অসুখ থাকায় আমি তাহাদের সহিত যোগদান করিতে পারি নাই।

১৮-১০-৭১ তারিখে বিকালে আমি আমার প্লাটুন লইয়া মন্দভাগ বাজারের পশ্চিম দিকে দেউশ নামক জায়গায় ডিফেন্স লই। ১৮-১০-৭১ তারিখে ১ কোম্পানী পাকসৈন্য অন্যদিকে যাওয়ার পথে আমাদের ডিফেন্সের

মাঝে আটকাইয়া যায়। তখন আমি আমার প্লাটুন লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাই। আমাদের আক্রমণে ১ জন মেজর, ১ জন লেঃ সহ প্রায় ১০০ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। চারজন আহতকে চিকিৎসার জন্য কোনাবন পাঠাইয়া দেই। ঐ দিন আমরা পাকবাহিনীর বহু মৃত লাশ উদ্ধার করি। পাক বাহিনীর মৃত লাশ ১ দিন পর ভাসিতেও দেখা গিয়াছে। পাক-বাহিনীর মৃত লাশ হইতে আমরা বহু টাকা-পয়সা, ঘড়ি-কলম উদ্ধার করি। এগুলি আমার জোয়ানদেরকে দিয়া দেই। সেখানে আমরা ৬টি এমজিআই-এ-৩, ৭টি এলএমজি, ৭০টা জি-৩ রাইফেল, ১টা ৬০ এমএম মোটর, ৩টা ৮৩ এম-এম-বি-সি, ১টা অয়ারলেস সেট, ৩টা টেলিফোন, ৩টা ২" মর্টার, একজন হাবিলাদারের পকেট থেকে ৩শত ডলার, কয়েকটা ট্রানজিস্টার উদ্ধার করি। পরদিন সকালে পাকবাহিনী আমাদের উপর বিমান হামলা করে। তাহাতে আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। এ সময়ও তাহারা আমাকে ধরিয়া দিবা জন্য ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা দেয়। প্রকাশ থাকে যে, ১৯ তারিখেই আমাকে ৪র্থ বেঙ্গলের ‘সি’ কোম্পানীর কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২৩-১১-৭১ তারিখে আমি আমার পুরা কোম্পানী লইয়া শালদা নদীতে তিন দিক হইতে আক্রমণ করি। আমি নিজে ৮নং প্লাটুন লইয়া তাহাদের পাকা ডিফেন্সের উপর হামলা চালাই। আমি তখন একটা এলএমজি ও অয়ারলেস সেট বহন করিয়া চলিতাম। ৬০ এমএম ও ২" মর্টার বহন করার জন্য অন্য লোক ছিল। আমি নিজে আমার এই অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ৫টি পাকা বাঙ্কার উড়াইয়া দেই। আমাদের এই আক্রমণের মাঝেই আমি বর্তমান মেজর গফফার সাহেবের সহিত অয়ারলেসে আলাপ করিতেছিলাম। ঐ সময় আমার অয়ারলেসে পাকসেনাদের কথা ধরিতে পারি। তখনই আমি অয়ারলেসের মাধ্যমে পাকসেনাদের গালি দিতে থাকি এবং বলি যে, তোরা আমাদেরকে জানিস না, আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক-তখন পাকসেনারা ভয় পাইয়া পিছনে হটিতে থাকে। এই সুযোগে আমরা তাহাদের উপর আরো প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালাই। তখন তাহারা আরো তাড়াতাড়ি পিছন হটে। আমাদের এই আক্রমণে ৫০জন পাকসৈন্য নিহত হয়। ১ জন রাজাকারসহ চারজন পাকসেনাকে বন্দী করিয়া ফেলি। পাক-বাহিনী হটিয়া যাবার পর আমরা এখান হইতে বহু অস্ত্র শস্ত্র ও মালামাল উদ্ধার করি।

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া

৭ই জুন এক এ্যামবুশে ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১২ই জুন সিংগারবিল এলাকায় এ্যামবুশে ১৩ জন পাকসেনা নিহত ও ২ জন আহত হয়। ১৬ই জুন এক এ্যামবুশে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২০শে জুন আর এক এ্যামবুশে ২ জন নিহত হয়। ২৩শে জুন রাজাপুর ব্রীজ মেরামতকারী দলের উপর আমরা এ্যামবুশ করি। এতে ২/৩ জন সাধারণ নাগরিকসহ ২৭ জন মারা যায়। কয়েকজন আহত হয়। ২৪শে জুন কাশিমপুর এলাকায় এ্যামবুশে ১৭ জন নিহত হয়। ঐ তারিখে রুপা এলাকায় এ্যামবুশে২৮ জন নিহত হয়। ২৫শে জুন কালাছড়া চা বাগান এলাকায় আমরা আক্রমণ করি। এই আক্রমণে তাদের ৪৪ জন নিহত হয়। ২৬শে জুন রেইডে ঐ এলাকায় তিনজন নিহত হয়। ২৭শে জুন আর এক এ্যামবুশে ওদের ১৬ জন নিহত হয়।

২রা জুলাই রুপা গ্রাম এলাকায় এ্যামবুশে ১৯ জন নিহত হয়। ৪ঠা জুলাই সিংগারবিল ব্রীজ মেরামত করতে সাধারণ নাগরিকসহ ৩০ জন নিহত হয়। কালাছড়া চা-বাগান এলাকায় এক রেইডে ৪ জন নিহত হয়। ১২ জুলাই মেজর খালেদ মোশররফ আমাকে দুটো প্লাটুন নিয়ে কুলাপাথর যাবার নির্দেশ দেন।

শালদা নদী এলাকায় ক্যাপ্টেন গফফারের নেতৃত্বে দুটো কোম্পানী ছিল। তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাকে কুলাপাথরে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম-আখাউড়া রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যাহত করার জন্য আমি এক প্লাটুন নিয়ে কোনাবনে আসি। চাটুয়াখোলা প্লাটুন হেডকোয়ার্টার ছিল। ক্যাপ্টেন গাফফার আমাকে পেয়ে খুব খুশী হন।

১৬ই জুলাই চাটুয়াখোলা থেকে এক এ্যামবুশে একজন ক্যাপ্টেনসহ ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। আমাদের হাবিলদার তৈয়ব আলী গুলির আঘাতে শহীদ হন।

৯ই আগস্ট পানিয়ারুপে এ্যামবুশে ১৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১২ই আগস্ট লক্ষ্মীপুর গ্রাম এলাকায় এ্যামবুশে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়।

২৪শে আগস্ট কালামুড়া ব্রীজ ধ্বংস করা হয়। ৭ জন রাজাকারকে রাইফেলসহ ধরা হয়। ২৭শে আগস্ট পাক দালাল তবদীল হোসেনকে ধরা হয় এবং বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়। সে আশেপাশে ২৯ জন যুবতীকে পাক অফিসারদের সরবরাহ করেছিল। তাকে মেরে তার ছেলেমেয়েকে খবর দেয়া হয়েছিল। তার মেয়ে এসে আমাকে বলে যে সে আমার পিতা নয়। ২৮শে আগস্ট মাইজবার গ্রামে এক রেইডে ৩৬ জন পাকসেনাকে খতম করা হয়। ২৯শে আগস্ট একটি রাজাকারকে রাইফেলসহ ধরা হয়।

২২শে আগস্ট শ্রীপুর এলাকায় এ্যামবুশে ২ জন পাকসেনা খতম হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুরে ২ জন খতম করা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১ জনকে খতম করা হয়। ৯ই অক্টোবর রেইডে লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৪ জন পাকসেনা খতম করা হয়। ১৫০০ এ্যামুনিশন, ১২টা গ্রেনেড, ৬টা চীনা রাইফেল, একটা স্টেনগান উদ্ধার করা হয়। ১০ই অক্টোবর পানিয়ারুপে, ৮ জনকে হত্যা করা হয়, রেইডে চালানো হয়। একজন সিপাহী মমতাজ শাহাদত বরণ করেন। ১৯শে অক্টোবর কামালপুর রেইডে ৪ জন নিহত হয়। ২১শে অক্টোবর কামারপুর এলাকায় একজন পাক অফিসার, একজন অপারেটরকে হত্যা করা হয়। রেইডে ২৪শে অক্টোবর কামালপুর এ্যামবুশে ৩ জনকে হত্যা করা হয়। ২৬শে অক্টোবর কামালপুর এলাকায় ৪ জনকে হত্যা করা হয়। ৩১শে অক্টোবর লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৪ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়।

২রা নভেম্বর মঈনপুরে ৫ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়। ১১ই নভেম্বর মঈনপুর ও কামালপুরে দুটো অপারেশনে মর্টারের সাহায্যে ১৬ জন পাকসেনা নিহত ও ১২ জন আহত হয়। ২০শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুর ও মঈনপুর রেইডে ৬ জন পাকসেনা ও ২ জন রাজাকার নিহত হয়। ২১শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুরে মর্টারের সাহায্যে রেইডে ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১১০০ এ্যামুনিশন ও একটি চীনা রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ঐদিনই আমাদের আর্টিলারী ফায়ারে ওদের ১১ জন নিহত হয় মঈনপুর এলাকাতে। ২২শে নভেম্বর তাদের আর্টিলারী ফায়ারে তারু মিয়া আমাদের একজন ইপিআর শাহাদত বরণ করে। ২৪শে নভেম্বর পানিয়ারুপে এ্যামবুশে ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৫শে নভেম্বর লক্ষ্মীপুর এ্যামবুশে ৩ জন নিহত হয়।

১৩ই ডিসেম্বর ধবম নামক (নাজিরহাট) জায়গায় ডিফেন্স করি। ১৪ই ডিসেম্বর নাজিরহাটে রেইড করা হয়। ১৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর নাজিরহাট দখল করি এবং পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া
২০-৭-৭৬

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দিদার আতাউর হোসেন*

অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার পর আমাকে ‘কে’ ফোর্সের অন্তর্ভূক্ত করে যুদ্ধ এলাকায় পাঠানো হলো। নভেম্বরের ১/২ তারিখের রাতে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ৩টা কোম্পানী এবং ২য় বেঙ্গলের আরও ১টা কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়া পকেটে যেতে হয়। পরশুরাম ও ফুলগাজীর মাঝামাঝি পাকিস্তানীদের দুটি ক্যাম্পের মধ্যে প্রায় ১২শ গজের ‘গ্যাপ’ ছিল। এই গ্যাপের মধ্য দিয়ে রাতারাতি বাঙ্কার খুঁড়ে আমরা অবস্থান নিয়ে ফেলি। ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা পেট্রোল পার্টি এই পথে আসে। এই পেট্রোল পার্টি আসছিল ফেনী ও বেলুনিয়া রেল লাইন দিয়ে একটি ট্রলিতে করে। ট্রলি যখন ঠিক আমাদের পজিশন-এর ১০০ গজ দূরে এসে পড়ে তখনই তাদের উপর আমরা হামলা চালাই। ট্রলিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট ছিল। তার সাথে আরও দশজন ছিল। তাদের সবাইকে ওখানে আমরা ঘায়েল করি। পাকিস্তান

* প্রকল্প কর্তৃক ২০-৭-৮০ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

সেনাবাহিনীর পজিশন ছিল উত্তর দিকে বেলুনিয়া, দক্ষিণ দিকে ফুলগাজী এলাকা। তারা ধরে নিয়েছিল এটা বোধ হয় একটা মুক্তিবাহিনীর এ্যামবুশ। গোলাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুলগাজী থেকে পাকিস্তানীদের রিইনফোর্সমেন্ট চলে আসে। প্রায় ৪০/৫০ জন পাকসৈন্য আমাদের দিকে এগুতে থাকে হামলা চালানোর জন্য। ওরা যখন আমাদের রেঞ্জ-এর মধ্যে চলে আসে তখন আমাদের সম্পূর্ণ ডিফেন্স-রেল লাইনের পূর্ব-পশ্চিম দিক এবং বেলুনিয়া ফেনী সড়ক যেটা রেল লাইনের সমান্তরাল-এই দুই পজিশন থেকে একই সঙ্গে আমরা আক্রমণ চালাই। আক্রমণে পাকিস্তানীদের ৪০ জনেরও বেশী হতাহত হয় এবং ৬/৭ জন বোধ হয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই সকল এ্যামবুশে আমাদের পিছনে যে পাকিস্তানী পজিশন ছিল তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এবং তারা আমাদের মধ্য দিয়ে ‘ব্রেক থ্রো’ করার চেষ্টা করে। তারা সেইদিন রাতেই পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানীদের বেশীর ভাগই আমাদের হাতে ধরা পড়ে এবং সেদিন রাতেই ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী পাকিস্তানী পজিশন-এর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। পরের দিন বেলুনিয়া থেকে পরশুরাম পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকাটি হানাদার বাহিনীমুক্ত হয়। এটা ছিল নভেম্বরের ঘটনা।

প্রশ্নঃ পরবর্তীতে সব সময়ই কি এটা আপনাদের দখলে ছিল?

উত্তরঃ বস্তুতপক্ষে এর আগেও এই এলাকা আমাদের দখলে ছিল। বেলুনিয়ায় মুহুরী নদীর পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে শালদা নামে একটা স্থান পর্যন্ত বলা যায় সব সময়ই আমদের দখলে ছিল। আর বর্তমান এলাকা দখলের পর আমাদের এলাকা প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এই এলাকাতে আমরা যখন তিনদিন পর্যন্ত একটানা পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি তখন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান আমাদের উপর হামলা চালায়। সেই বিমান হামলায় আমাদের দশ/বার জনের মত সৈন্য শহীদ হয় এবং ১৫/১৬ জনের মত আহত হয়।

এখানে আমাদের ডিফেন্স খুব স্ট্রং ছিল এবং মনোবলও খুব দৃঢ় ছিল। সেই অটুট মনোবলের জন্যই সময়মত এবং যথাযথ খাওয়া-দাওয়া না পেলেও সৈন্যরা সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছে। পরবর্তী সময়ে ইন্ডিয়ান কোর-কমান্ডার স্বগত সিং ব্যক্তিগতভাবে আমদের এলাকা পরিদর্শনে আসেন এবং কমাণ্ডিং অফিসারদের অভিনন্দন জানান।

প্রশ্নঃ খাদ্যের ব্যাপারে আপনাদের কি রকম অসুবিধা ছিল? খাবার কি ঠিকমত সরবরাহ হতো না?

উত্তরঃ আমরা খাবার পেতাম। আমদের ব্যাটালিয়নের খাবার দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ইন্ডিয়ানদের তরফ থেকে। তবে আমাদের ব্যাটালিয়নের যত সৈন্য ‘অথরাইজড্’ ছিল তার দ্বিগুণ লোক আমাদের ব্যাটালিয়নে ছিল। এর কারণ ছিল। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আমরা লোকজন সংগ্রহ করতাম এবং তাদেরকে আমাদের সঙ্গে রাখতাম। ফলে আমাদের সবাইকে মাসিক যে ভাতা দেওয়া হতো সেটা এবং যে খাবার নির্দিষ্ট ছিল তা থেকে শেয়ার করতে হতো।

বেলুনিয়ায় নোয়াখালীর এমপি খাজা আহাম্মদ (আওয়ামী লীগের) এবং তাঁর লোকজনের সঙ্গে আমাদের খুব একটা সৌদার্য ছিল না। ফলে বেলুনিয়ার আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা পাইনি। তবে বেলুনিয়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে সব সময় খুবই সহযোগিতা পেতাম। এ সময়ের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। আমাদের সৈন্যরা গিয়ে একটা এ্যামবুশ করে পাকিস্তানী পজিশনের পেছনে, সেটা ছিল অক্টোবরের শেষের দিকে। নিলকি নামে একটা গ্রাম ছিল, সেখানে পাকিস্তানীদের বিশ ক্ষতি হয়। সেই গ্রামে আমি ছিলাম, সংঘর্ষের পর আমি যখন চলে আসি, সেইদিনই অর্থাৎ পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেই গ্রামটা জ্বালিয়ে দেয় এবং ৪০/৫০ জন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার মধ্যে ১৪ বৎসরের ছেলে ও আশি বৎসরের বৃদ্ধ ছিল। এই খবরটা পাওয়ার আমি মানসিকভাবে খুব দুঃখ পাই এবং রাতের বেলা আবার ফেরত যাই সেই

গ্রামে। গ্রামবাসীরা আমাদের দেখে শোকে ভরাক্রান্ত না হয়ে তারা আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করতে থাকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে।

সেই রাতে একজন বৃদ্ধা তিনি তার গরুর দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দিলেন। অথচ তাঁরই নাতিকে সকালে পাকিস্তানী সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। তিনি বলছিলেন যে, আমার নাতি গেছে তো কি হয়েছে। দেশ যদি একদিন স্বাধীন হয় তবে আমি সবাইকে ফিরে পাব। তোমাদের মাঝেই আমার নাতিকে পাব। গ্রামবাসীদের এই মনোবল আমাদেরকে শত্রুহননে আরও উৎসাহিত করে।

প্রশ্নঃ আমরা এমনও শুনেছি যে, মুক্তিবাহিনী গ্রাম থেকে আক্রমণ চালালে পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানী সৈন্য সেই গ্রামে হামলা চালাতো, সেই কারণে গ্রামবাসীরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতো। কিন্তু পরে যখন মুক্তিবাহিনীর বিজয় হওয়া শুরু হলো তখন গ্রামবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে সাড়া দিতে লাগলো। আপনাদের এই বিজয়গুলি গ্রামবাসীদের মনে কি রকম সাড়া জাগিয়েছিল?

উত্তরঃ এই প্রশ্নে আমি শুধু বলবো, বেলুনিয়ার পর থেকে ফেনী এবং পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম-এর দিকে যখন আমরা অগ্রসর হই তখন কোন ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার আমাদের লোকদের পুরোপুরিভাবে খনন করতে হয়নি, গ্রামবাসীরা কোদাল নিয়ে এসে আমাদের সহযোগিতা করতো, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গোলার আঘাতে গ্রামবাসীরাও হতাহত হতো কিন্তু তবু তারা এগিয়ে আসতো। তাদের মনোবল ছিল অটুট। গ্রামবাসীর মনোবল কত অটুট ছিল সে সম্পর্কে আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করবো। ডিসেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহে ইন্ডিয়ান একটা পেট্রোল পার্টি পাকিস্তানী পজিশন-এর পিছনে চলে যায়। পাকিস্তানীরা দেখতে পেয়ে তাদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে। এক সময় ইন্ডিয়ান পেট্রোল পার্টির গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় তারা খবর পাঠায় গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য। আমাদের গ্রামের লোকজন সেই গোলাবারুদ বহন করে নিয়ে যায় প্রায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করে। পরে ভারতীয় পেট্রোল-এ যে অফিসার ছিল তার সঙ্গে পরে আমার দেখা হয়। তিনি তখন বলেছিলেন যে, যে দেশের লোকজনের মনোবল এত শক্ত তারা স্বাধীন না হয়ে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর যে নিয়মিত সাপ্লাই কোর আছে তারাও বোধ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি গোলাবারুদ সরবরাহ করতে পারতো না, যতটা তাড়াতাড়ি করেছে তোমাদের গ্রামবাসীরা।

প্রশ্নঃ এই যুদ্ধের আর কোন উল্লেখযোগ্য দিক আছে কি?

উত্তরঃ উল্লেখ করার আছে। এই যুদ্ধের পরে যখন আমরা পাকিস্তানী ট্রেঞ্চ এবং বাঙ্কারে তল্লাশী চালাই তখন আমরা একটি ধর্ষিত মহিলার লাশ পাই। বাঙ্কারের পাশে মহিলার সঙ্গে একটি মৃত বাচ্চা ছিল। পাকিস্তানীরা যে কি চরম বর্বরতা দেখিয়ে গেছে সেগুলি আজ আমরা ভুলে গেছি, যার জন্য আজকাল আমরা মুক্তিযুদ্ধকে মনে করি একটি দুর্ঘটনা।

প্রশ্নঃ এছাড়া পাকিস্তানী বর্বরতার আর কোন ঘটনা মনে পড়ে কি?

উত্তরঃ আমি ঢাকায় দেখেছি ২৫শে মার্চের পরে বাঙ্গালীর মৃতদেহ কিভাবে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে ছিল। এবং আমাদের এনকাউন্টার-এ আমরাও পাকিস্তানী লাশ এভাবে রাস্তায় ফেলে রেখে যেতাম-এটা আমাদের একটা প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এই সংঘর্ষের পরে পাকিস্তানীরা পুরো বেলুনিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ফেনীতে গেয়ে পজিশন নেয়।

ফেনীতে আমরা সামনাসামনি ডিফেন্সে প্রায় দু'সপ্তাহের কিছু বেশী থাকি। এখানে প্রায়ই পেট্রোলিং হতো, গোলাগুলি হতো, মাঝে মাঝে ওরা আমাদের ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করতো এবং পাকিস্তানীদের প্রতিটি আক্রমণই এখানে প্রতিহত করা হয়েছিল এবং ফেনী পুরোপুরি ফল্ করে

ডিসেম্বরের ৪/৫ তারিখে। সে সময় পাকিস্তানীরা ফেনী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ পাকিস্তানীদের পিছনের সঙ্গে সকল যোগাযোগ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গেরিলারা সে সময় পাকিস্তানীদের খুব নাজেহাল করছিল। ৫ই ডিসেম্বরের ভোরে তারা রাতারাতি চলে যায় লাকসামের দিকে। ভোরবেলা আমরা দেখলাম পাকিস্তানী ডিফেন্স শূন্য। এর আগে আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি গিয়েছিল। তারা ফেরার পথে পরিখায় অবস্থানরত রাজাকারদের পাকড়াও করে। তারা এখনও জানতো না যে পাকিস্তানী আর্মি ভেগে গেছে। ফেনীর মূলত সেদিনই পতন ঘটে। সেদিন সত্যিই আমাদের আনন্দের দিন ছিল। আমার মনে সব সময় একটা ইচ্ছা ছিল যে, মৃত্যুর আগে যেন অন্তত বাংলাদেশের একটি শহর মুক্ত-স্বাধীন দেখে যেতে পারি।

এরপর আমাদের নোয়াখালীর আনাচে-কানাচে যেতে হয় পাকিস্তানী সেনার কিছু অবস্থানকে মুক্ত করতে। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, চৌমুহনী ও মাইজদী কোর্টে রাজাকারদের রেজিসটেন্স। রাজাকারদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ নাকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চাইতেও ভাল ছিল। রাজাকারদের বড় বড় নেতারা এবং কিছু হাফ ফোর্স চৌমুহনী ও মাইজদী কোর্টের দালান-কোঠায় উঠে পজিশন নিয়ে আমাদের বেশ ক্ষতি সাধন করে। তারা সহজে সারেন্ডার করেনি। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে সারেন্ডার করাতে হয়। এরপর আমাদের ব্যাটালিয়ান 'মুভ' করে চিটাগাং এর দিকে। চিটাগাং-এর দিকে আমরা এ্যাডভান্স করি ৯ই ডিসেম্বর থেকে।

চিটাগাং-এর দিকে যখন আমরা এ্যাডভান্স করি তখন সীতাকুণ্ডে পকিস্তানীরা আমাদের প্রতিরোধ করে।

১০ তারিখে আমরা সীতাকুণ্ডে পৌঁছাই। এরপর যখন আমরা কুমীরার কাছাকাছি আসলাম তখন আমাদের ব্যাটালিয়নকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটা অংশ আমাদের সিওর নেতৃত্বে তিন কোম্পানীসহ পাহাড়ের উপর দিয়ে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির দিকে যায়। সেখানে বহু পাকিস্তানী সেনা আত্মসমর্পণ করে। আমাকে রাখা হলো ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে ঢাকা-চিটাগাং ট্রাংক রোড-এ। ভারতীয় দুটো ব্যাটালিয়ন-এর সঙ্গে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়। একটা হলো কুমীরায়। সেখানে দু'দিন পাকিস্তানী আর্মি আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। তৃতীয় দিন আমরা রাতে ডান ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ঢুকে পড়ি। এই গ্রুপে শুধু মুক্তিবাহিনী ছিল, অর্থাৎ আমার কোম্পানীই ছিল। আর ছিল ১নং সেক্টরের একটি কোম্পানী। আমরা পাকিস্তানী ডান ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে যখন চলে আসি, তখন তাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর গোলাগুলি হয়। এতে আমাদের বেশ হতাহত হয়। সে সময় পাকিস্তানীরা কুমীরা ছেড়ে পিছু হটতে শুরু করে এবং আমরা পাকব্যূহে ঢুকে পড়ি। এই সময় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী ভুলবশত আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। আমাদের ব্যাটালিয়ন তখন খাকি ড্রেস পরতো। ভারতীয়রা মনে করেছিল পাকিস্তানী সৈন্য, আর তাই তারা গোলাবর্ষণ করেছিল। যাই হোক তারা তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়। কারণ একজন ইন্ডিয়ান ওপি ছিলেন যাকে আমি চিনতাম। তিনি আমাকে এবং আমার লোককে চিনতে পেরেছিলেন। ফলে তেমন কোন ক্ষতি আমাদের হয়নি। দু-একটা গোলা পড়েছিল কিন্তু কোন হতাহত হয়নি। তবে হতাহত হতে পারতো যদি সেই ভারতীয় অফিসার আমাদের না চিনতেন। কুমীরার পরের রেজিস্টেন্সটা হয় এখন যেখানে তার এক মাইল উত্তরের। সেখানে ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে যখন সারেন্ডার আরম্ভ হয়েছে- পাকিস্তান আর্মির দুইজন অফিসার সর্বপ্রথম আমার ডিফেন্সে-এ এসে সারেন্ডার করে। তখন আমি ইন্ডিয়ান আর্মিকে খবর দেই। কমাণ্ডিং অফিসার এবং একজন বিগ্রেডিয়ার আসেন। আত্মসমর্পণকারী দু'জন পাকিস্তানী অফিসারের একজন হচ্ছেন গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ইফতেখার আর একজন লেঃ ছিলেন তার নামটা আমি ভুলে গেছি। উনি বোধ হয় ৪৬ ই-এমএর। ১৭ই ডিসেম্বর যখন ইন্ডিয়ান আর্মি 'মুভ' করলো চিটাগাং শহরে, তখন ইন্ডিয়ান আর্মি সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না; আমরা পরে ঢুকবো। ইন্ডিয়ান ৩২ মাহারের সি-ও ছিলেন লেঃ কর্নেল হরদেব সিং। যেহেতু আমি তার সঙ্গে ছিলাম, তিনি বিগ্রেড

কমাণ্ডার-এর আদেশ অমান্য করে বলেন যে, আমি তার সঙ্গে যাব। এবং আমার কোম্পানী নিয়ে ১৭ তারিখেই চিটাগাং শহরে মুভ করি।

প্রশ্নঃ সেদিনই কি পাকিস্তান আর্মি সারেণ্ডার করে?

উত্তরঃ জ্বী।

প্রশ্নঃ এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সারেণ্ডার করানো হয়নি। পাকিস্তানী সেনার যে ২৪ এফ-এফ ব্যাটালিয়ন এখানে তাদেরকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে আনা হয় এবং তারা সেখানে সারেণ্ডার করে। আমি এই কলেজে পড়াশুনা করেছি, আর সেই কলেজেই পাকিস্তান আর্মি সারেণ্ডার করছে- এটা আমার কাছে খুব আনন্দের বিষয় ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার সি-ও যিনি ছিলেন লেঃ কর্নেল জাফর ইমাম উনি ২৪ এফ-এফ'এ ছিলেন। তারই ব্যাটালিয়ন এখানে সারেণ্ডার করলো আমাদের কাছে, এটা বেশ আনন্দের ব্যাপার ছিল। তাকে যখন তার ব্যাটালিয়ন-এর লোকজনকে দেখতে হলো তখন অনেকেই কান্নাকাটি করলো। লেঃ কর্নেল জাফর ইমামের ব্যাটসম্যান নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

প্রশ্নঃ আপনাদের ফরমেশন-এ যেসব গেরিলা বা এফ-এফ ছিল তাদের সঙ্গে কিভাবে সম্বনয় সাধন করতেন?

উত্তরঃ আমার ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার প্রথমে সাবসেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি সাবসেক্টর চালাতেন। তারপর তিনি যখন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হলেন তখন সাবসেক্টর কমাণ্ডার হলেন একজন সিভিলিয়ান-ক্যাপ্টেন মজিবুল হক। যিনি পরে এবং এখনও বোধ হয় ট্রেনিং কলেজ-এর প্রিন্সিপাল। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। আমরা একসঙ্গে কাজে করতাম, লোকাল যারা গেরিলা ছিল তারা আমাদের অর্ডার নিয়ে কাজ করতো। কারণ মজিবুল হক আমাদের সাথে আগে কাজ করেছিল, তাই আমাদের কোন অসুবিধা হতো না। আমরা তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারতাম।

প্রশ্নঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা হতো ? সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরঃ এমনিতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালই ছিল। তবে আমাদের সেনাবাহিনী চায় নাই যে, ৩রা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক। সেদিন আমাদের অনেক লোকই কেঁদেছিল।

প্রশ্নঃ ইতিমধ্যে, আপনার কথায় দেখতে পাচ্ছি যে, অনেকখানি জায়গা পুনঃদখল করে ভিতরে পৌছে গেছেন?

উত্তরঃ জ্বী, আমদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আরও হয়তো দু'বছর লাগবে কিন্তু বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। ৩নং সেক্টরের ও 'এস' ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণ	সাক্ষাৎকারঃ মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ	----১৯৭১

তেলিয়াপাড়া পতনের পর সিলেটের মনতলা হতে সিংগারবিল পর্যন্ত এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ এলাকা থেকে আমরা গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিভাবে ক্ষতি করতে হবে সেভাবে টাস্ক দিয়ে পাঠাতাম।

যখন আমরা এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানী সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টা সেক্টরে বিভক্ত করে এক নির্দেশ পাঠান। সেই নির্দেশ মোতাবেক আমার সেক্টরে নামকরণ করা হয় 'তিন নং সেক্টর'। যে এলাকার যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল, সে এলাকাগুলো ছিল সীমান্ত এলাকা-উত্তরের সিলেটের চূড়ামনকাঠি (শ্রীমংগলের কাছে) এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিংগারবিল। অভ্যন্তরীণ যে সকল এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছিল সেগুলো হলো, সিলেটের মৌলভীবাজার সাবডিবিশন-এর কিয়দংশ, সম্পূর্ণ হবিগঞ্জ মহকুমা নবিনগর থানার কিছু অংশ বাদে সমস্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার আড়াইহাজার এবং বৈদ্যরবাজার থানা ছাড়া সমস্তটা, ঢাকা শহর ছাড়া ঢাকা নর্থের সমস্তটা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং গফরগাঁও এবং ভালুকা থানা। এইগুলি ছিল আমার অভ্যন্তরীণ সেক্টরের এলাকা। এ এলাকা ছাড়াও ঢাকা শহর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গেরিলা তৎপরতায় আমি আমার গেরিলা যোদ্ধাদের পাঠিয়েছিলাম। এভাবে এলাকা ভাগ করে দেয়ার পর আমরা বাংলাদেশের ভেতর স্থানে স্থানে গেরিলা বেইস তৈরী করি। সেখানে কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর লোক পাঠাই যেন তারা গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত পরিচালনা করতে পারে। আমার এলাকার যে সমস্ত জায়গাতে গেরিলা বেইস তৈরী করেছিলাম, তা ছিল সিলেটের চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ ও বানিয়াচংগে। একটাই ছিল সিলেটে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নাসিরনগর, সরাইল, মুকুন্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নবীনগরে একটি করে বেইস। কিশোরগঞ্জে যেসব বেইস তৈরী করি সেগুলো হল কুলিয়ার চর, বাজিতপুর, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর এবং কিশোরগঞ্জে-প্রত্যেকটি জায়গায় একটি করে বেইস তৈরী করি। ঢাকা জেলাতে যেসব বেইস তৈরী করি তা-রায়পুরা, শীতপুর, নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদি, কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর এবং কালীগঞ্জ। ময়মনসিংহের গফরগাঁও এবং ভালুকাতে একটি করে গেরিলা বেইস তৈরি করি।

এসব বেইস-এ ট্রেনিং দিয়ে ছেলেদের পাঠাবার জন্য আমরা শরনার্থী ক্যাম্প থেকে ছেলেদেরকে রিক্রুট করতাম। ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং কুমিল্লা জেলার অভ্যন্তরে যেসব বেইস তৈরী করেছিলাম যেসব বেইস-এ গেরিলা তৎপরতা চালাতে বিপুলসংখ্যক ছেলে ট্রেনিং-এর জন্য আসত। এসব জেলা থেকে যেসব তরুণ ছেলেরা ট্রেনিং নেয়ার জন্য আসত তাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তাদের সবাইকে ট্রেনিং দেয়া আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই তখন রিক্রুটমেন্ট-এ যেতাম। এতে বেশ কিছুসংখ্যক ছেলে সিলেক্ট না হতে পেয়ে নিরাশ হয়ে যেত। কিন্তু সিলেট জেলায় আমাকে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন এসব বেইসগুলোতে হাজার হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা পৌঁছে গিয়েছিল, তখনও আমি সিলেট জেলার বেইসগুলোতে গেরিলা পাঠাবার জন্য কোন ছেলেকে রিক্রুট করতে পারিনি। দু''চারজন যারা রিক্রুট হয়েছিল তারাও জেলার অভ্যন্তরে তৎপরতা চালাবার সাহস পায়নি। অবশেষে আমরা বেইস তৈরী করার জন্য অস্ত্রের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। গেরিলা যুদ্ধে সমস্ত নীতির মধ্যে অন্যতম নীতি হল যে, গেরিলা যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনগণের সাহায্যে একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সিলেটে এ সমর্থনের বিশেষ অভাব ছিল। তাই প্রথম পর্যায়ে আমাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলার হয়তবা পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয়েছে অথবা জনগণ দ্বারা ধৃত হয়েছে। যারা ধরা পড়েছিল তারা

* ১৯৭১-এর মার্চে ২য় রেজিমেন্টে মেজর পদে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

কখনো ফিরে আসেনি। যেহেতু সিলেটে প্রথম দিকে গেরিলা তৎপরতা কম ছিল, সেহেতু পাকিস্তানী সৈন্যরা সিলেটে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারতো।

একেবারেই যে সাহায্য পায়নি সেটা বললেও ভুল হবে। কিছুসংখ্যক লোক আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং যারা সাহায্য করেছে তারা মনেপ্রাণে সাহায্য করেছে, তাই জুলাই মাসের পর থেকে সিলেট জেলার ভেতরে গেরিলা বেইস তৈরী করার জন্য আমরা সাহায্য নেই। তারপর থেকে গেরিলা তৎপরতা কিছুটা প্রকাশ পায়।

আমাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুব অল্প। বন্ধুরাষ্ট্র থেকেও কখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই যেসব যুবককেই আমরা ভিতরের বেইস-এ কাজ করার জন্য পাঠাতাম তাদেরকে ১০ জনের একটা ব্যাচ করে তাদের হাতে দুটো কি তিনটা হাতিয়ার, একটা করে গ্রেনেড এবং কিছু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে পাঠাতাম। এইসব অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার আমার নির্দেশ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গণবাহিনী এবং নিয়মিত বাহিনীর সম্বন্বয়ে, যৌথ পরিকল্পনা ও পরামর্শে, নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডারের নেতৃত্বে ব্যবহৃত হত।

আগস্ট মাস হতে বন্ধুরাষ্ট্র ভারত থেকে আমরা বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র পাই। তখন আমরা দশজনের দলের মধ্যে আটজনকে অস্ত্র দিতে পেরেছিলাম। তারপর থেকেই গেরিলা তৎপরতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভীষণভাবে জোরদার হয়ে ওঠে। তখন থেকেই পাকিস্তানীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরার নিরাপত্তা যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত হয়।

অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত আমরা যেভাবে গেরিলাদের ভেতরে ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছি, তাতে এমন কোন বাড়ি বাদ ছিল না যেখানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা ছিল না।

আমি যে এলাকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছি সে এলাকাতে প্রায় ২৫/৩০ হাজার গেরিলা নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত কাজ করছিল। যে অস্ত্র তাদের দিয়েছিলাম সে অস্ত্র ছাড়াও পাকবাহিনী রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পুলিশ স্টেশন থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যায় এবং ছেলেদের মনোবলও সাথে সাথে বেড়ে যায়।

এমন কতগুলো জায়গা ছিল, সেগুলো পাকবাহিনী কখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি, যেমন- রায়পুরা, শিবপুরের উত্তরাংশ, মনোহরদী, কাপাসিয়া, বাজিতপুর, কুলিয়াচর, ভালুকা, গফরগাঁও এই সমস্ত এলাকায় আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাও ছিল।

যেহেতু আমরা যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভেতরে পাঠাচ্ছিলাম এবং আমাদের কনভেনশনাল যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু মনতলা থেকে সিংগারবিল পর্যন্ত এলাকায় কনভেনশনাল পদ্ধতিতে প্রতিরক্ষা ব্যূহে তৈরী করি-কিন্তু নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের দ্বারা গেরিলা অপারেশন-এর জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট মহাসড়ক পাকবাহিনীর জন্য এক মরণফাঁদ ছিল।

তাই পাক-বাহিনী আমাদেরকে এ জায়গা থেকে সরাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমরাও আমাদের ঘাঁটিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করি। কারণ এটাই ছিল আমাদের সর্বশেষ আশ্রয়ের স্থল। এ জায়গা যদি আমরা হারাই তাহলে আমাদের ভারতে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। যদিও তখন আমাদের সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্প এবং হেডকোয়ার্টারের কিয়দংশ ছিল ভারতে।

এই ক্ষুদ্র জায়গাটুকু রক্ষা করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু পাকবাহিনীও আমাদের পিছু হটাবার জন্য বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। কারণ আমাদের হটিয়ে দিতে না পারলে সিলেট হাইওয়ে তাদের জন্য নিরাপদ

ছিল না এবং আখাউড়া-সিলেট ট্রেন লাইন চালু করতে পারছিল না। বলা বাহুল্য, পাকবাহিনী ২৫শে মার্চের পর এই লাইনে আর কখনো গাড়ি চালাতে পারেনি।

আমাদের এই ঘাঁটির উপর পাকবাহিনী বার বার আক্রমণ করে এবং এসব আক্রমণে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিদিনই তাদের ২০ থেকে ৩০ জন সৈনিক হারাতে হোত। অবশেষে জুন মাসের ২১ তারিখে পাকবাহিনী আমাদের এই অবস্থানের উপর মারাত্মকভাবে হামলা চালায়। আমার সৈনিক সংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোম্পানী। কিন্তু পাকবাহিনী উপর্যুপরি প্রায় চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালায়। এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ইটাখোলা, তেলিয়াপাড়ার দক্ষিণ দিকে মনতলার দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন মাধবপুর থেকে মনতলার দিকে অগ্রসর হয়। এক ব্যাটালিয়ন চানহরা থেকে হরশপুরের দিকে অগ্রসর হয়। আর এক ব্যাটালিয়ন মুকুন্দপুর থেকে হরশপুর-এর দিকে অগ্রসর হয়।

একই সময়ে চারিদিক থেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং এ আক্রমণে তারা দূরপাল্লার ভারী অস্ত্র বেপরোয়াভাবে, ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যখন তিন দিক থেকে তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন হেলিকপ্টারযোগে তারা পিছনে কিছু সংখ্যক কমাণ্ডো অবতরণ করায়। আমি শেষ পর্যন্ত আমার সৈনিকদের পিছনে হটে যেতে আদেশ দেই। হরশপুরের নিকট আমার যে কোম্পানী ছিল তারা পাকসৈন্যদের প্রায় ঘেরাওয়ের ভিতরে পড়ে যায়। এই কোম্পানীকে ঘেরাও থেকে উদ্ধার করতে আমার বেগ পেতে হয়েছিল। যদিও আমরা আমাদের অবস্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম তবুও শেষ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বর্গমাইল এলাকা আমাদের আওত্তাধীন রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই এলাকা স্বাধীনতা লাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মুক্ত ছিল।

ঐদিনই ২১শে জুন আমি আমার লোকজনকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতের ভিতর চলে যেতে বাধ্য হই। ভারতে চলে যাবার পর আমরা পূর্ণোদ্যমে নবাগত তরুণদের ট্রেনিং দিতে শুরু করি, যাতে করে গণবাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীও গড়ে ওঠে। ভারতে চলে যাবার আগে থেকেই আমরা গণবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং দেয়া শুরু করি। এবং ভারতে যাবার পর ট্রেনিং আরও জোরদার করি। জুন মাস পর্যন্ত আমরা বেশ কিছু সংখ্যক যুবকদের ট্রেনিং দিয়েছিলাম।

যে সমস্ত টাস্ক দিয়ে গেরিলাদের ভিতরে পাঠাতাম, সে সমস্ত টাস্ক যাতে সুসংহত ও সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য জুলাই মাসের ৭/৮ তারিখে সমস্ত সেক্টর কমান্ডারদের মুজিব নগরে এক কনফারেন্স হয়। এই কনফারেন্স-এ প্রথম সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে যে ভাষণ দেন তার মর্ম ছিল যে-পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমাদের উপর যে অত্যাচার অবিচার করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা এখানে। আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছি, তা স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যেন চালিয়ে যেতে পারি। এতে আমাদের সবাইকে একই লক্ষ্য সামনে রেখে কার্য পরিচালনা করা উচিত। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিভিন্ন মহলের প্ররোচনায় আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই। বাংলাদেশ সরকার যথাসাধ্য সর্বপ্রকার সাহায্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অস্ত্রশস্ত্র সমরসম্ভার বন্ধুরাষ্ট্র ভারত যতটুকু দেয় তা আমরা গ্রহণ করব। তাছাড়াও যদি সম্ভব হয় অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও আনার চেষ্টা করব। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

কিভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এ ব্যাপারে পরে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কনফারেন্স প্রায় দশদিন পর্যন্ত চলে। এই কনফারেন্স বাংলাদেশের ভিতরে গেরিলা পদ্ধতিতে কিভাবে লড়াই চালাতে হবে সে পরিকল্পনা নেয়া হয়, যাতে করে সমস্ত সেক্টর একই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে। যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ গুলো হলো-

১। সেক্টরের সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

২। গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য ভেতরে গেরিলা ঘাঁটি তৈরী করতে হবে।

৩। গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে শুধু গেরিলাই থাকবে না। কিছু সংখ্যক নিয়মিত বাহিনী লোকদেরও ঐ সমস্ত ঘাঁটিতে পাঠানো হবে যাতে গেরিলাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে।

৪। খবরাখবর আনা-নেয়ার চন্য এক ইনটেলিজেন্স চেইন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। প্রত্যেক গেরিলা বেইস-এ একজন করে রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকবে। যার উপদেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিত হবে।

৬। প্রত্যেক গেরিলা ঘাঁটিতে একটি করে মেডিকেল টিম থাকবে। যারা গেরিলাদের চিকিৎসায় দায়িত্বভার এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সাথে সাথে সাইকোলোজিক্যাল ওয়ারফেয়ারও চালিয়ে যেতে হবে যাতে করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের জনসাধারণের মন অটুট থাকে।

৮। আমাদের সামরিক পরিকল্পনা (প্যাকটিক্যাল প্লান) এ রকম হওয়া উচিত যাতে করে পাক সেনাবাহিনী আইসোলেটেড হয়ে পড়ে।

৯। তাদের (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে) প্রথম আইসোলেটেড করতে হবে। এবং পরে তাদের এনিহিলেট (নিশ্চিহ্ন) করতে হবে।

১০। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি যাতে চলাফেরা করতে না পারে সেজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন করে দিতে হবে।

১১। পাকিস্তান যেন বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল বা ফিনিশড প্রডাক্ট রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারে সেজন্য এ দ্রব্য সামগ্রী সরকারী গুদাম ধ্বংস করতে হবে।

১২। কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্য বিদ্যুৎ এবং পেট্রোল ইত্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে হবে।

১৩। গাড়ি-ঘোড়া, রেলগাড়ী, বিমান, জলযান যেন ঠিকভাবে চলাচল করতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। যে সকল লোক পাক-সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং চরম ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫। ‘‘বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে’’- পাকিস্তানী শাসকদের এই প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। কনফারেন্স শেষে আমরা যার যার সেক্টরে চলে যাই। এবং সকল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের নিজ নিজ সেক্টরে পরিচালনা পরিকল্পনা নেই।

আমি আমার ৩নং সেক্টরকে নিম্নলিখিত দশটি সাবসেক্টরে ভাগ করি। প্রত্যেকটি সাবসেক্টর যেসব সাবসেক্টর কমান্ডারদের অধীনে ছিল তাদের নামও দেয়া হলঃ

১। আশ্রম বাড়ি, ২। বাঘাই বাড়ি (এ দুটি সাবসেক্টরের কমাণ্ডার ছিল প্রথমে ক্যাপ্টেন আজিজ তারপর ক্যাপ্টেন এজাজ), ৩। হাতকাটা-ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, ৪। সীমানা-ক্যাপ্টেন মতিন, ৫। পঞ্চবটি-ক্যাপ্টেন নাসিম, ৬। মনতলা, ৭। বিজয়নগর (এই দুই সাবসেক্টর-এর কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন

সুবেদ আলী ভুঁইয়া), ৮। কালাছড়া-লেঃ মজুমদার, ৯। কলকলিয়া, ১০। বামুটিয়া (এ দুটি সাবসেক্টরে কমান্ডার ছিলেন লেঃ মোরশেদ এবং লেঃ সাঈদ)

এই সেক্টরগুলিতে কনভেনশনাল যুদ্ধ ছাড়া তারা গেরিলা যুদ্ধও চালাত। যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বেইস-এ গেরিলাদের পাঠাবার দায়িত্বও এই সমস্ত সাবসেক্টর কমাণ্ডারদের উপর ন্যস্ত ছিল। সাবসেক্টর কমাণ্ডাররা সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে পাঠিয়ে দিত। গেরিলাদের পাঠাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও সাবসেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব ছিল। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কখনো তাদেরকে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হতে হয়েছিল।

আমাদের প্রধান সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমরা আমাদের কর্মতৎপরতা জোরদার করি। প্রধান সেনাপতির নির্দেশের পূর্ব থেকেই আমরা বাংলাদেশের ভেতরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বেইস নির্মাণ শুরু করছিলাম। কিন্তু তার এই নির্দেশ মোতাবেক এ বেইসগুলোকে আরও সুসংহত করি। যাতে এক সেক্টরের গেরিলার সাথে অন্য সেক্টরের গেরিলাদের সংঘর্ষ না ঘটে সেজন্য আমাদের বেইসগুলোকে এমনভাবে তৈরী করি যেন বর্ডারিং বেইসগুলো একে অন্যের সাথে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হতে পারে।

সেপ্টেম্বরের (১৯৭১) প্রথম দিক থেকে ডিসেম্বরের (১৯৭১) মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের গেরিলা তৎপরতা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বাংলাদেশের ভিতরে ছিল না বললেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভিতরে নিম্নলিখিত গেরিলা অপারেশনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

রায়পুরার নিকটবর্তী বেলাবো অপারেশন-১৪ই জুলাইঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখনো রায়পুরা, নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদী, কুলিয়াচর, কটিয়াদী এলাকায় ১৪ই জুলাই পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেনি। কারণ আমাদের নিয়মিত বাহিনী দ্বারা গঠিত এই ক্যাম্পগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাদের এসব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য পাকবাহিনী লঞ্চের সাহায্যে বেলাবো অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেলাবোতে আমার যে দল ছিল তার নেতৃত্ব করছিল সুবেদার বাশার। সে বেলাবোর নিকটবর্তী এলাকা টোকের কাছে তার লোকজন দ্বারা এক এ্যামবুশ তৈরী করে। দুর্ভাগ্যবশত সুবেদার বাশারের এ এ্যামবুশের খবর পাকবাহিনী নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাসঘাতকের সহযোগিতায় জানতে পারি। তাই পাকিস্তানী সৈনিকরা যে মটর লঞ্চে করে আসছিল তার মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক পাকসৈনিক সর্বাগ্রে নৌকা করে আসে এবং নৌকার বেশ কিছু পেছনেই আসছিল একখানা খালি লঞ্চ। যেহেতু সুবেদার বাশার এবং তার সাথীরা বসেছিল লঞ্চের অপেক্ষায়, নৌকা করে যেসব পাকসেনা সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিল তা তারা টের পায়নি। এবং যেইমাত্র খালি লঞ্চ তাদের সামনে আসে তারা সে লঞ্চের উপর গোলাগুলি করে। তাদের এ গোলাগুলির সাথে সাথে পাক-বাহিনীর অগ্রগামী এবং পেছন থেকে অগ্রসরমান সৈনিকরা এ দলটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমাদের সাহসী সৈনিকগণ শত্রুর হাতে অস্ত্র সমর্পণ না করে বীরবিক্রমে লড়তে থাকে। এ লড়াই কয়েক ঘন্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে কিছুসংখ্যক সৈনিক পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। যারা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তারা হলেন- ১। সুবেদার আবুল বাশার, ২। সিপাহী আবদুল বারী, ৩। সিপাহী নুরুল ওহাব, ৪। সিপাহী সোহরাব হোসেন, ৫। সিপাহী মমতাজ উদ্দীন, ৬। সিপাহী আবদুল হক, ৭। সিপাহী আবদুস সালাম।

সুবেদার বাশারের মৃতদেহ হলদী ক্ষেতের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়, দেখা যায় তাঁর পেটের ক্ষতস্থানটি তাঁর নিজের শার্ট দিয়ে বাঁধা। এলএমজি মৃতদেটের পাশেই ছিল। মূল্যবান কাগজপত্র মৃত্যুর আগে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তিনি পাশে ফেলে রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সুবেদার বাশার এবং তাঁর সঙ্গীদের অবদান ভুলবার নয়। বেলাবোর জনগণ এখনো তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

কটিয়াদী এ্যামবুশ, ৭ই আগস্ট, ১৬ আগস্টঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেলাবোতে জয়লাভের পর এক প্রকার বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তারা এমনি আত্মতৃপ্তি নিয়ে চলাফেরা করত যে, তারা মনে করেছিল যে তাদের চলাফেরায় বাধা দেবার আর কেউ নেই। আমাদের সৈরিকরাও চুপ করে ছিল না। তারও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ৭ই আগস্ট থেকে আমাদের সৈনিকরা পাকসেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। অবশেষে ১৬ই আগস্ট সে সুযোগ আসে। ঐদিন পাকিস্তানী সৈনিকরা কয়েকখানা মটর লঞ্চে করে কটিয়াদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের সৈনিকরাও নদীর পাড়ে তাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সমস্ত মটর লঞ্চ যখন ঐ ফাঁদের ভিতরে চলে আসে তখন চারিদিক থেকে তাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। এই গোলাগুলিতে বেশ কয়েকখানি লঞ্চ ডুবে যায় এবং বহু শত্রুসেনা হতাহত হয়। কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী সৈনিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং মনোহরদী রিইফোর্সমেন্ট এসে আহতদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এই উদ্ধারকার্যের জন্য পাক সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। পরে জানা যায় যে, ১৪৩ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়েছিল। এ এ্যামবুশে নেতৃত্ব দিয়েছিল হাবিলদার আকমল আলী। আমাদের সৈনিকরা এ যুদ্ধে বিশেষ সাহসের পরিচয় দেয় এবং বেলাবোতে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

মুকুন্দপুর এ্যামবুশ-১৩ই সেপ্টেম্বরঃ

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেলপথে যাতায়তে বাধা সৃষ্টি করার জন্য আমরা রেলওয়ে লাইনে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখতাম। এ ব্যাপারে পাকিস্তানীরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। তারা রেলগাড়ির ইঞ্জিনের আগে দুটো কি তিনটে ওয়াগণ জুড়ে দিত। এতে ঐ ওয়াগনগুলোই প্রথম বিধ্বস্ত হত এবং ট্রেনের বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি হত না।

তাদের এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্য কৌশল অবলম্বন করি, মাইন এমনভাবে ফাটে পাতে করে ট্রেনের বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ট্যাংক বিধ্বংসী মাইনকে ফাটাবার জন্য আমরা বিদ্যুতের সাহায্য (ইলেকট্রিক ডেটোনেটিং সিস্টেম) আমাদের ইচ্ছামত মাইন ফাটাবার ব্যবস্থা নেই। পাকবাহিনী যখন আখাউড়া-সিলেট রেলগাড়ি চালু করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, তখন আমরা কিছুদিন তাদের গতিবিধি এবং ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করি। এই পদ্ধতিতে ট্রেন ধ্বংস করার জন্য মুকুন্দপুর এলাকাতে এক এ্যমবুশ তৈরী করি। এ্যামবুশ লাগানো হয়েছিল দু’খানা এন্টি ট্যাংক মাইন দিয়ে। তার সাথে বৈদ্যুতিক তার যোগ করে প্রায় ৩০০ গজ দূরে রিমোট কন্ট্রোল স্থাপন করা হয়-যেখান থেকে সুইচ টিপলে যেন মাইন ফেটে যায়। এই সুযোগ এসেছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর। ঐ দিন পাক-বাহিনীর প্রায় এক কোম্পানী সৈন্যের ট্রেনে আখাউড়া থেকে মুকুন্দপুর হয়ে হরশপুর পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের ফাঁদ ছিল মুকুন্দপুর এবং হরশপুরের মাঝামাঝি জায়গায়, মুকুন্দপুরের নিকট ঐ ট্রেনে দু’জন পাকিস্তানী অফিসার ছিল।

ট্রেনের সম্মুখভাবে দু’খানা বালি বোঝাই ওয়াগণ লাগানো ছিল। রাত তখন প্রায় চারটা। যখন ট্রেন মুকুন্দপুর থেকে হরশপুরের দিকে যাত্রা করে তখনই আমদের এ্যামবুশ পার্টি তৎপর হয়ে ওঠে। ট্রেন আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিল। বালি বোঝাই ওয়াগন ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পার হবার পর যখন ইঞ্জিন এবং সৈন্য বেঝাই ওয়াগন মাইনের ইপরে আসে তখনই সুইচ টিপে মাইনকে ফাটানো হয়। এতে ইঞ্জিনখানা সৈন্য বোঝাই ওয়াগনসহ ধ্বংস হয়। এই অপারেশনে দু’জন অফিসারসহ ২৭ জন পাকসেনা নিহত হয় বলে জনান যায়। তাছাড়া অনেক আহত হয়েছিল। এই এ্যামবুশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেঃ মোরশেদ। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় (সিস্টেম) ট্রেন ধ্বংস করার পদ্ধতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম।

কালেঙ্গা জঙ্গলে এ্যামবুশ-২৪শে সেপ্টেম্বরঃ

সিলেটের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গেরিলা পাঠাতাম, তাদেরকে এই কালেঙ্গা জঙ্গলের মধ্য দিয়েই পাঠাতাম। পাক সেনাবাহিনী এ খবর পেয়ে কালেঙ্গা জঙ্গলে তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। তারা যাতে নিরাপদে চলাফেরা না করতে পারে সেজন্য কালেঙ্গা রেস্ট হাউসের পাশে কিছুসংখ্যক এন্টি-পারসোনাল মাইন পুঁতে রাখা হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য লোক নিয়োগ করি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কিছু সৈনিক সেপ্টেম্বর মাসের ২০/২১ তারিখে কালেঙ্গা জঙ্গলে আসে এবং কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর তারা রেস্ট হাউসের দিকে ফিরে যায়। রেস্ট হাউসের দিকে ফিরে যাবার সময় তাদের পায়ের চাপে দু'খানা মাইন ফেটে যায় এবং তাতে একজন মারা যায় ও দু'তিনজন আহত হয়। পাকসেনারা সেখান থেকে সিন্দুরখানের দিকে চলে যায়। পরদিন বেশ কিছুসংখ্যক লোক আসে সে মাইন পরিষ্কার করা এবং সেখানে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করার জন্য। ঐ নি যদিও আমাদের লোক সেখানে ছিল, সেদিন তাদের কোন বাধা দেয়া হয়নি। আমাদের সৈনিকরা তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২৪শে সেপ্টেম্বর আমাদের সৈনিকরা সিন্দুরখান-কালেঙ্গা রাস্তার উপর ছোট ছোট পাহাড়ের উপর এ্যামবুশ লাগিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। ঐদিন পাকসেনারা বেশকিছু লোকসহ কালেঙ্গার দিকে আসছিল। তাদের দলের সবচেয়ে আগে ছিল প্রায় ২০/২৫ জন বাঙ্গালী রাজাকার। তাদের পেছনেই ছিল পাকিস্তানী সৈন্য। দু'দিন আগে যখন তারা এখানে ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করার জন্য এসেছিল তখন কোন বাধা পায়নি। তাই ২৪ তারিখে যখন তারা কালেঙ্গার দিকে আসছিল সেদিন বেপরোয়াভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের সৈনিকরাও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বসেছিল। রাজাকারের দল যখন আমাদের ফাঁদের ভিতর চলে আসে তখন তাদের কিছু বলা হয়নি। আমাদের সৈনিকরা শুধু পাকসেনারা অপেক্ষায় ছিল। সে জায়গাতে আমাদের এ্যামবুশ ছিল সেখান থেকে পাকসেনাদের অগ্রসরমান সব সৈনিককেই দেখা যাচ্ছিল, তাই রাজাকারদের দল আমাদের ফাঁদের ভিতরে থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন তাদের কিছু করা হয়নি। যখন পাকিস্তানী সেনারা আমাদের ফাঁদের ভিতরে ঢুকে পড়ে তখনি আমাদের সৈন্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং চারদিক থেকে তাদের উপর গোলাগুলি শুরু করে। তাদের দলটি বিস্তীর্ণ এলাকার উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এতে সকল সৈনিক আমাদের ফাঁদের ভিতর পৌঁছতে পারেনি। যারা ভিতরে প্রবেশ করেছিল, তারা প্রায় সবাই নিহত হয়। পেছনের যে সমস্ত পাকসেনা আমাদের ঘেরাওয়ের বাইরে ছিল, তারা তাদের বিপদগ্রস্থ সঙ্গীদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমাদের সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। আমরা যেহেতু পরিখা খনন করে বসেছিলাম তাই শত্রুদের গোলাগুলি আমাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারেনি। এমন সময় হঠাৎ নায়েক আবদুল মান্নান পরিখা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং ''জয়বাংলা'' বলে চীৎকার করে ওঠে এবং এই বলে সামনে অগ্রসর হয় যে জীবিত পাকসেনাকে ধরে ক্যাপ্টেন সাহেবের (ক্যাপ্টেন আজিজ) সামনে হাজির করব এবং দেখব ক্যাপ্টেন সাব আমায় গলায় মারা পরান কিনা। তার দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল হয়ত তাই সে এরূপ বেপরোয়াভাবে পরিখা থেকে বেরিয়ে আসছিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই পাকসেনার মেশিনগানের গুলি তার বক্ষ এবং মস্তক ভেদ করে এবং সে সেখানেই কলেমা পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এ যুদ্ধে পাকসেনাদের একজন অফিসারসহ ৬১ জন সৈনিক নিহত হয়। এছাড়া কিছুসংখ্যক আহত হয়েছিল। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মনোহরদী অবরোধ-২১শে অক্টোবরঃ

অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ছোটখাটো দলকে (ডিটাচমেন্ট) থানা হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। প্রত্যেক থানা হেডকোয়ার্টারের সৈন্যসংখ্যা এক কোম্পানীর কম রাখতে সাহস পেত না। এক কোম্পানী করে সৈন্য প্রত্যেক থানাতে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। কারণ, কোন কোন স্থানে সৈন্যসংখ্যা এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী রাখতে হত।

২৫শে মার্চ রাতে পাক সেনাবাহিনী পিলখানাস্থ ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে প্রায় ৭০০ থেকে এক হাজার ইপিআর-এর বাঙ্গালী সৈন্যকে জেলখানাতে আটকে রাখে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাদের উপর নানারকম নির্যাতন চালায় এবং তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয় যে তারা কখনো পাক সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং তাদের সুযোগ দেয়া হবে আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য। এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছুসংখ্যক ইপিআর সৈনিকদের পাকিস্তানী সেনাদের নেতৃত্বাধীনে তাদের থানায় থানায় মোতায়েন করা হয়। আমাদের এলাকায় যে সমস্ত জায়গায় তাদের মোতায়েন করা হয়েছিল সেসব জায়গা হল রায়পুরা, নরসিংদী, শিবপুর, মনোহরদী, কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ ইত্যাদি। এসব জায়গাতে ইপিআর এবং পাক বাহিনীর লোকদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। আমরা যেসব গেরিলা বেইস তৈরী করেছিলাম তারা প্রায় সবাই ইপিআর-এর বাঙালী সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ করে ই-পি-আর এর সৈনিকদের আমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে বললে তারা বলে যে তারা সংখ্যায় খুব কম। বেশীরভাগ এখনো জেলে আছে। তারা যদি পাকবাহিনীর কাছে আনুগত্য প্রমাণ করতে পারে তাহলে বাকী সৈনিকদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন যদি তারা গেরিলাদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে যে সমস্ত ইপিআর-এর লোক জেলে আছে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে। এমতাবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছেড়ে আসার সময় এখনো হয়নি। তবে সময় আসলে তারা মুক্তিবাহিনীর সাথে থাকবে বলে নিশ্চয়তা দেয়।

মনোহরদীতেও ছিল অনুরূপ এক ক্যাম্প। সেখানে পাকসেনাদের সংখ্যা ছিল ৩৬ জন এবং প্রাক্তন ই-পিআর-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০জন। ২১শে অক্টোবরের আগে থেকেই আমাদের গেরিলা বেইস যেটা মনোহরদীতে ছিল তাদের সাথে যোগসূত্র কায়েম হয় এবং এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হয় যে যখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ করবে তখন তারা আমাদের সাথে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়বে। ২১শে অক্টোবর হাবিলদার আকমল প্রায় এক কোম্পানী গেরিলা নিয়ে মনোহরদীতে পাকিস্তানী বেইস অবরোধ করে। এই অবরোধের সময় ইপিআর-এর যেসব লোক পাকিস্তানীদের সাথে ছিল তারা হাবিলদার আকমলের পক্ষে চলে আসে এবং যুদ্ধ শুরু হয়।

এ যুদ্ধ প্রায় কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। অবশেষে পাকবাহিনীর প্রায় ২৫ জনের মত সৈনিক মারা যায়। বাকী ১১ জন আমাদের সৈনিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমপর্ণকারী পাকিস্তানী সৈনিদের বেঁধে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং মাত্র ৪ জনকে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ যুদ্ধে হাবিলাদার আকমলের কার্যাবলী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ যুদ্ধে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, বাঙালীরা যে যেখানেই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো।

এ সমস্ত উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন আমার সৈনিকরা সাফল্যজনকভাবে সমাধা করেছে। তার সংখ্যা এত বেশী যেসব অপারেশনের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জুলাই মাসের ৭/৮ তারিখে মুজিব নগরে সেক্টর কমাণ্ডারদের যে কনফারেন্স হয়েছিল সে কনফারেন্স-এ তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর প্রধান যেসব নির্দেশাবলী আমাদের দিয়েছিলেন সেগুলো আমরা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হই। তা নিদর্শন নিম্নে দেয়া হলঃ

গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটি তৈরী করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিয়ন্ত্রাণাধীন এলাকার মধ্যে যে গেরিলা ঘাঁটি ছিল, সেগুলো হলোঃ ১। সিলেটের চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ এবং বানিয়াচংগ, ২। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমাতে নাসিরবগর, সরাইল, মুকুন্দপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩। কুমিল্লাতে নবীনগর থানা, ৪। ঢাকা জেলায় রায়পুরা, শিবপুর, নরসিংদী, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর, মনোহরদী, জয়দেবপুর এবং কালীগঞ্জ, ৫। ময়মনসিংহে গফরগাঁও এবং ভালুকা, ৬। কিশোরগঞ্জ মহকুমাতে কিশোরগঞ্জ, কুলিয়ার চর, বাজিতপুর, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া এবং হোসেনপুর।

এই ঘাঁটিগুলোর প্রায় সবগুলোতেই কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর লোক ছিল এবং বাকি সব ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা ছিল। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলোর সাথে হেডকোয়ার্টারের নিয়মিত যোগযোগ রক্ষা করার জন্য লোক (রানার) নিয়োগ করা হয়েছিল। এ সমস্ত ''রানার'' ছাড়াও রায়পুরা এবং মনোহরদীতে অবস্থিত দুটো অয়ারলেস সেট-এর মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে খবরাখবর দেওয়া হত।

প্রত্যেকটি গেরিলা বেইস-এ দু'জন করে রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিল, যারা গেরিলাদের রাজনৈতিক নির্দেশাবলী দিত। এই রাজনৈতিক উপদেষ্টারা প্রত্যেক মাসেই আমার হেডকোয়ার্টারে এসে যোগাযোগ করত।

ভিতরে অবস্থিত ঘাঁটিগুলোর গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীর বেতন-ভাতা রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং ঘাঁটির কমাণ্ডারদের মাধ্যমে পাঠানো হত। তারা প্রতি মাসে এসে বিল দিয়ে যেত এবং পরের মাসে টাকা নিয়ে যেত।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের গেরিলা তৎপরতা এত তীব্র এবং ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চলাফেরা করতে সাহস পেত না। যে সকল স্থানে তাদের ঘাঁটি ছিল সে সমস্ত ঘাঁটির চারিদিকে বাঙালী রাজাকার দিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় বেষ্টনী তৈরী করে রাখতো যাতে ঘাঁটি আক্রান্ত হলে প্রথমেই বাঙালীদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। এতে বোঝা যায় যে, পাক সেনাবাহিনী মনোবল বেশ ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা এমন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, ওসব ঘাঁটির নিকটবর্তী এলাকায় কোন প্রকার আওয়াজ বা শব্দ শুনলেই তারা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে চিৎকার করে বলে উঠত 'মুক্তি আগেয়া'।

গাড়ি, ট্রেন, স্টীমার এবং লঞ্চ চলাচল এক রকম বন্ধই ছিল। হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ স্বাভাবিক আকারে কখনো আসতে পারেনি। এমনকি বড় বড় শহরে, যেখানে পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখানেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল না বললেই চলে। অপরপক্ষে যেসব এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে মুজিব নগর হেডকোয়ার্টার থেকে আমার কাছে এক নির্দেশ এসেছিল যে গেরিলা বাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য যেন প্রস্তুত হই। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম তারিখে আমি আমার সেক্টরকে (৩নং সেক্টরকে) তিন ভাগে ভাগ করি এবং আমার বাহিনীকে পুনর্গঠিত করি। ৩নং সেক্টরে যেসব লোক ছিল তাদের দ্বারাই এটা করা হয়। ৩নং সেক্টরে, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই দুই বাহিনীতে পরিণত করা হয়। একটি হল ৩নং সেক্টর বাহিনী যা দশটি কোম্পানী দ্বারা গঠিত। সেক্টর হেডকোয়ার্টার থাকে হেজামারাতে, আর একটি 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ফটিকছড়াতে। এই 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টারের অধীনে ২ এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল।

এসব হেডকোয়ার্টার এবং ব্যাটালিয়নে নিম্নলিখিত অফিসাররা ছিলঃ

১। 'এস' ফোর্স হেডকোয়ার্টারঃ ক) কমাণ্ডার- লেঃ কর্নেল সফিউল্লাহ। খ) বি, এম, (বিগ্রেড মেজর)- ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান। গ) ডি, কিউ- ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন। ঘ) সিগন্যাল অফিসার- ফ্লাইট লেঃ রউফ।

২। ২ ইস্ট বেঙ্গলঃ ক) কমান্ডিং অফিসার- মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। খ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণ হলেনঃ এ কোম্পানী- মেজর মতিউর রহমান এবং লেঃ আনিসুল হাসান, বি কোম্পানী- লেঃ বদিউজ্জামান এবং লেঃ সেলিম মোঃ কামরুল হাসান, সি কোম্পানী- লেঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ডি কোম্পানী- লেঃ গোলাম হেলাল মোরশেদ। গ) এডজুট্যান্ট- লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ সাঈদ। ঘ) মেডিক্যাল অফিসার- লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন।

৩। ১১ ইস্ট বেঙ্গলঃ ক) কমাণ্ডিং অফিসার- মেজর মোহাম্মদ নাসিম। খ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণঃ বি কোম্পানী- মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া এবং লেঃ আবুল হোসেন, ডি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট নাসের, সি

কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট নজরুল ইসলাম, এ কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট শামসুল হুদা বাচ্চু। গ) এডজুট্যান্ট- লেফটেন্যান্ট কবির। ঘ) মেডিক্যাল অফিসার- মইনুল হোসেন।

৪। ৩নং সেক্টরঃ ক) কমাণ্ডার- মেজর নুরুজ্জামান খ) সিভিলিয়ান স্টাফ অফিসার- নুরুউদ্দীন মাহমুদ ও এম. এ. মহী। গ) কোম্পানী কমাণ্ডারগণ হলেনঃ মেজর মতিন, ক্যাপ্টেন এজাজা আহমদ চৌধুরী, লেঃ সাদেক, লেঃ মজুমদার, লেঃ জাহাঙ্গীর (এরা প্রত্যেকে দুটো করে কোম্পানী পরিচালনা করত)। এ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিলিয়ান অফিসার- আলকাস মিঞা ও আশেক হোসেন।

৩নং সেক্টরকে আমি 'এস' ফোর্স থেকে পৃথক করে দেই যাতে তারা সীমান্ত এলাকায় বহাল রাখতে পারে। 'এস' ফোর্স-কে পৃথক জায়গায় নিয়ে যাই যাতে তারা কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার-এর জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও যেহেতু ব্যাটালিয়নে লোকসংখ্যা কম ছিল সেহেতু তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন করে লোক নিয়োগ করা দরকার ছিল। এ ব্যাটালিয়নগুলোর শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমি ১২০০ নতুন লোক ভর্তি করি। এ ভর্তি শেষ হয় সেপ্টম্বরের শেষের দিকে। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাদের ''নিয়মিত'' যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এই ট্রেনিং-এর সময় আমাকে ২ ইস্ট বেঙ্গল থেকে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল বেলুনিয়ার যুদ্ধে ১০ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য। নভেম্বর মাসের ২১/২২ তারিখের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বেলুনিয়া সেক্টর আমাদের হস্তগত হবার পর নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে আমি তাদেরকে আমার এলাকায় ফিরিয়ে আনি এবং আখাউড়া আক্রমণের পরিকল্পনা নেই।

''আখাউড়া যুদ্ধের'' জন্য আমি দুই ব্যাটালিয়ন সৈনিক নিয়োগ করেছিলাম। এক ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ ১১ ইস্ট বেঙ্গলকে (এই ব্যাটালিয়ন-এর সৈনিকদের ১৫৭ জন ব্যতীত সবই নতুন ছিল) এ ভার দেওয়া হয় যে, তারা যেন পাকিস্তানী কোন সৈনিককে সিলেটের দিক থেকে অগ্রসর হতে না দেয়। আর ২ ইস্ট বেঙ্গলকে এ কাজ দেয়া হয় তারা যেন সিংগারবিল থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করে। এ দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছাড়াও আমি ৩নং সেক্টর থেকে দু কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করি যাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা আগরতলা বিমানবন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয় ৩০শে নভেম্বর/১লা ডিসেম্বর রাতে। ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত আমার সৈন্যগণ এভাবে মোতায়েন করা হয়ঃ

১১ ইস্ট বেঙ্গল, মুকুন্দপুর, হরশপুর এলাকাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রাধীনে আনে। এ ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেন মেজর নাসিম (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)।

তিন নং সেক্টরে যে দুটো কোম্পানী নিয়োগ করা হয়েছিল তারা আগরতলা বিমানবন্দরের উত্তর পশ্চিমাংশে খনন করে তাদের অবস্থা শক্তিশালী করে। এ কোম্পানী দুটোর নেতৃত্ব দেন মেজর মতিন।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রমণের জন্য তাদের স্টার্ট লাইনে তৈরী। এ ব্যাটালিয়নে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী এবং কোম্পানী কমাণ্ডারের মধ্যে ছিলেন- এ কোম্পানী- মেজর মতিয়র রহমান, বি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, সি কোম্পানী- লেফটেন্যান্ট ইব্রাহীম, ডি কোম্পানী লেফটেন্যান্ট মোরশেদ।

আক্রমণের সময় ছিল রাত ১টা। ১লা ডিসেম্বরের সকাল ৬টা পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন যুদ্ধ করে আজমপুর রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরাংশ পর্যন্ত দখল করে। বেলা প্রায় তিনটা পর্যন্ত আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন এবং তার দক্ষিণাংশ আমাদের হস্তগত হয়। ১লা/২রা ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আজমপুরে অবস্থানরত

আমাদের সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালায় এবং এতে আমাদের সৈনিকদের পিছু আসতে বাধ্য হয়। ২রা ডিসেম্বর পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে রেলওয়ে স্টেশন আমরা পুনর্দখল করি। কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনের সম্মুখভাবে পাকিস্তানীদের বাঙ্কার এতো মজবুত ছিল যে সম্পূর্ণ এলাকা স্বল্পসংখ্যক সৈন্য এবং স্বল্প পরিমাণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দখল খুবই কষ্টকর ছিল। ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত এভাবে আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন আমাদের আয়ত্তাধীন থাকে এবং এখানেই দুই পক্ষের যুদ্ধ চলে। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়ার যুদ্ধে আমাদের সাথে মিলিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আখাউড়াতে দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশ দিয়ে আখাউড়াকে অবরোধ করে। অবশেষে পাক বাহিনী ৫ই ডিসেম্বর আখাউড়াতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এ যুদ্ধে আমাদের যে সব সৈনিক শহীদ হয়েছেন তাঁরা হলেন। ১। নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান। ২। সিপাহী আমীর হোসেন। ৩। লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান। ৪। সিপাহী রুহুল আমীন। ৫। সিপাহী শাহাব উদ্দিন। ৬। সিপাহী মুস্তাফিজুর রহমান। আখাউড়া পতনের পর কিছুসংখ্যক সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পলায়নের সময় বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য আমদের হাতে নিহত হয় এবং ধরা পড়ে।

এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে অতি সত্বর আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ আক্রমণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই দিক থেকে পরিচালিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একদিক হল ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দক্ষিণ দিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এবং অপর দিক হলো উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর পর্যন্ত । ভারতীয় সেনাবাহিনী আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন এবং উজানিস্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবে এবং আমার এস ফোর্স সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক দিয়ে অগ্রসর হবে। ৫ই ডিসেম্বর আমি আমার ফোর্সকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেইঃ

৫ই ডিসেম্বর রাতে আমাদের যাত্রা শুরু হবে এবং বাহিনীর সামনে থাকবে ১১ ইস্ট বেঙ্গল। আর ২য় ইস্ট বেঙ্গল তাদের অনুসরণ করবে। তিন নং সেক্টরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে সে যেন তার সেক্টর কোম্পানী নিয়ে তেলিপাড়া ও মনতলা দখল করে নেয়। তাদের (১১ ইস্ট বেঙ্গলকে) যে কাজ দেয়া হয়েছিল তা হল চান্দুরার উত্তরাংশে একটি রোড ব্লক তৈরী করা যাতে সিলেট থেকে পশ্চাদপসারণকারীরা এ রাস্তায় না আসতে পারে। দ্বিতীয় কাজ হলো চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করা। এ নির্দেশ পালনের জন্য ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেনঃ

তিনি এক কোম্পানী সৈন্য মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়ার নেতৃত্বে চান্দুরার উত্তরাংশে রোড ব্লাক তৈরি করার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং বাকী ব্যাটালিয়নকে চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে অগ্রসর হবার আদেশ দেন। এ ব্যাটালিয়ন হরশপুর দিয়ে চান্দুরার দিকে অগ্রসর হয়। মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়ার যে কোম্পানীকে চান্দুরার উত্তরাংশে রোড ব্লক তৈরী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে কোম্পনী রোড ব্লক তৈরী করে খবর পাঠায়। তখন ব্যাটালিয়নের বাকী সব লোক চান্দুরার নিকটবর্তী এলাকা পাইকপাড়াতে ছিল। রোড ব্লক তৈরীর খবর পাবার পর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার মেজর নাসিম ব্যাটালিয়-এর বাকী সবাইকে চান্দুরা হয়ে শাহবাজপুর সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হবার জন্য আদেশ দেন। বেলা তখন প্রায় ১২টা। অপারেশনের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমিও তখন পাইকপাড়াতে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছি। আমার সাথে ছিল আমার রানার। এই প্রায় এক হাজার গজ পেছনে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার এ কোম্পানীকে অনুসরণ করছিল। আমিও ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের সাথে সাথে অগ্রসর হই। চান্দুরাতে যে পুর্যন্ত পাকিস্তানী সৈন্য ছিল তারা পশ্চাদপসরণ করে শাহবাজপুরে আস্তানা তৈরী করে। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আমি নির্দেশ দেই যে যত শীঘ্র সম্ভব শাহাবাজপুরে তিতাস নদীর উপরস্থ পুল দখল করতে, যাতে শত্রু সৈন্যরা সেটা ভেঙে দিয়ে আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে না পারে। তাই অগ্রসরমান কোম্পানী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে আমিও আমার রানারসহ ৮ জন লোক ছিলাম।

এই হেডকোয়ার্টার যখন ইসলামপুরের নিকট পৌঁছে তখন পেছন থেকে একখানা ট্রাক আসতে দেখা যায়। ট্রাকখানা যে রঙ্গের ছিল সে রকম একখানা গাড়ী ১১ইস্ট বেঙ্গলেরও ছিল। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার গাড়ীখানা দূর থেকে দেখে আমাকে বলে ''স্যার তেলিয়াপাড়া নিশ্চয়ই আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং আমার গাড়ীও চলে আসছে।'' এখানে বলে রাখা দরকার যে, গাড়ী একমাত্র তেলিয়াপাড়া হয়ে আসতে পারত। আমাদের গাড়ী ছাড়া অন্য কোন গাড়ী আসতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। কেননা চান্দুরা এবং মাধবপুরের মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের রোড ব্লক ছিল, যার কমাণ্ডার ছিল মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া। গাড়ী আমাদের কাছে আসতেই ড্রাইভারকে ইশারা দিয়ে আসতে বলা হয় এবং গাড়ী থেমে যায়। আশ্চর্যের বিষয় যে গাড়ীটা আমাদের ছিল না। সে গাড়ীতে পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই ছিল। তারা তেলিয়াপাড়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে আসছিল। গাড়িতে পাকিস্তানী সৈন্য দেখে তাদেরকে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দেই। দু' চারজন অস্ত্র রেখে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার মধ্যে থেকে দুই একজন বোধ হয় আমাদের সংখ্যা কম দেখে গোলাগুলি শুরু করে এবং গাড়ির চারিদিকে লাফিয়ে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে বসা ছিল একজন সুবেদার। সেও গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। বাকী সৈন্যরা গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার অপর পাশে চলে যায়। এসব সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল পাঠান এবং মিলিশিয়া পোশাক পরিহিত ।

আমরা ইসলামপুরের যে স্থানে ছিলাম সেখানে থেকে এক হাজার গজ দূরে শাহাবাজপুরের দিকে ছিল এক কোম্পানী সৈন্য। এবং আমাদের প্রায় মাইলখানেক পিছনে পাইকপাড়া থেকে ক্রস কানট্রি হয়ে চান্দুরার দিকে অগ্রসরমান বাকী সৈন্য । গাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং পেছনে আমাদের লোক অস্ত্র উঠিয়ে ছিল। গাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা গ্রামের দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে গোলাগুলি ছোড়ে। সুবেদার সামনের সিটে দক্ষিণ পার্শ্বে বসা ছিল। সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেলে। সুবেদারের কাছে ছিল পিস্তল। আমার কাছেও ছিল পিস্তল। দুইজনেরই পিস্তল ছিল 'পাউচ'-এর মধ্যে। আমার এসএমজিটা আমার রানারের কাছে। রানার ছিল আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। সুবেদার এবং আমার মাঝে ধস্তাধস্তি প্রচণ্ড। কেউ কারোর পিস্তল বের করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ইতিমধ্যে আমার রানার কয়েকবার সুবেদারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে চেয়েছিল। হঠাৎ আমার রানারের পায়ে গুলি লাগে এবং সে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে গুলি করার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর নাসিমও গুলিবদ্ধ হয় এবং আহত হয়ে পড়ে যায়। আমি অবশেষে জুডো কায়দায় তার বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাই এবং আমি জোরের সাথে তার মুখের চোয়ালে এক ঘুষি মারি। তাতে সে পড়ে যায় এবং গিয়ে আমার রানারকে ধরে ফেলে এবং স্টেন দিয়েই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তার ও আমার মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র খুব বেশি হলে এক গজ। গুলি যে বেরিয়ে গেছে সেটা আমি দেখেছি কিন্তু কোথায় লেগেছে তা লক্ষ্য করিনি।

সে সময় আমাদের ''একজন সৈন্য সেখানে রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি তার কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে সে সুবেদারের মাথায় বাড়ি দেই। সুবেদার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমি রাইফেল দিয়ে তার মাথায় কয়েকবার আঘাত করছিলাম। সে সময় আমাদের কোন সৈন্যই অবস্থানে ছিল না। তাদের সবার অবর্তমানে । ঐ সুবেদারকে মেরেছিলাম। আমরা যখন ধস্তাধস্তি, গোলাগুলিতে বাস্ত ছিলাম তখন আমাদের সম্মুখে যে কোম্পানী অগ্রসর হচ্ছিল তারা পেছনের দিকে আসে এবং যারা পেছন থেকে আসে তারাও সম্মুখে অগ্রসর হয়। ঠিক এ সময় আমি দেখি যে আর একখান গাড়ী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা একটা বাস ছিল। সে বাস থেকে অবতরণ করছিল পাকিস্তানী সৈন্য। আমি তা দেখে রাইফেল উঁচিয়ে তাদের উপর গুলি করতে প্রস্তুতি নেই। কিন্তু দেখলাম যে রাইফেলটা ভেঙ্গে গেছে। রাইফেলটা ছুড়ে ফেলে আমি চিৎকার করে বলি আমার স্টেন কোথায়? এবং সাথে সাথে পিস্তল বের করি। পিস্তল বের করে দেখি সেটাও বিকল হয়ে গেছে। তখন বুঝতে পারলাম সুবেদার যখন আমাকে এসএমজি দিয়ে গুলি করেছিল তা পিস্তলে লেগেছিল। পিস্তলে দুটো গুলির আঘাত বিদ্যমান ছিল। পিস্তলটাকে আমি আবার পাউচ-এর ভিতর রেখে কোন উপায় না দেখে এক

ডোবার ভিতর লাফিয়ে পড়ি। আমার পরনে ছিল অলিভ গ্রীন পোশাক। ডোবায় ছিল কাদা। অলিভ গ্রীন আর কাদা মিলে দেখতে প্রায় মিলিশিয়া পোশাকের মতোই হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন দেখছিলাম যে গাড়ী থেকে প্রায় ২০/২৫ জন লোক নেমে ঐ গ্রামের চারদিকে অবস্থান নিচ্ছে। আমি যে ডাবার মাঝে ছিলাম তা তারা দেখেছিল। বুঝতে পারলাম যে কোন মুহূর্তে তারা আমাকে গুলি করবে। ভাবছিলাম কাদাপূর্ণ ডোবার ভিতর মরার চেয়ে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। তাই আমি ডোবার মধ্য থেকে উঠেই তাদের মধ্য দিয়েই চলে যাই। এবং এক বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ঐ বাড়িতে একটা খোলা ঘরের ভিতরে ঢুকে সেখানে বসে পড়ি এবং মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি। কারণ সে বাড়ির চারিদিকেই পাকিস্তনী সৈন্য মোতায়েন ছিল। আমি যখন ঘরের ভিতর বসেছিলাম তখন আমাদের সৈন্যরা পাকিস্তানী বাহিনীর দুই দিক থেকে আক্রমণ করে। বেলা তখন প্রায় ৪টা।

এ আক্রমণে পাকিস্তানী সৈন্যদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পিছনে হটতে থাকে। পশ্চাদপসরণকালে সবাই ধরা পড়ে। এ খণ্ডযুদ্ধে পাকিস্তানীদের ২৫ জন মারা যায় এবং ঐ দিন ১১ জনকে জীবিত অবস্থায় ধরা হয়। পরের দিন আরো তিনজনকে ধরা হয়। আমাদের দুইজন শহীদ হয় এবং ১১জন আহত হয়। এই খণ্ডযুদ্ধে যারা সাহসের পরিচয় দিয়েছিল তারা হলঃ ১। লেফটেন্যান্ট নজরুল ইসলাম। ২। নায়েক মুস্তফা আলী। ৩। হাবিলদার আবুল কালাম। ৪। হাবিলদার রফিক (শহীদ)।

এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হাবিলদার রফিক এবং সিপাহী মুজিবর রহমান। আমাদের ডাক্তার লেফটেন্যান্ট মইনুল ইসলাম আহত হন। তাই আহতদের চিকিৎসা সেখানে করতে না পারায় আমি আহতদের পাসিস্তানীদের ট্রাকে (আমাদের দ্বারা দখলকৃত) করে চান্দুরার দিকে নিয়ে যাই। সাথে কোন ড্রাইভার না থাকায় আমি নিজে গাড়ী চালিয়ে চান্দুরার দিকে নিয়ে যাই। এ ঘটনা এতো অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছিল যে, পেছনে থেকে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তারা ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারেনি। আমি যখন গাড়ী চালিয়ে চান্দুরার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের লোক মনে করছিল যে শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা আমাদের উপর মেশিন গান দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। আল্লাহ্‌ অপার করুণায় তাদের মধ্যে কেউ হয়ত অমাকে চিনতে পারে এবং গুলিবর্ষণ বন্ধ করে। আমি কোম্পানী লোকদের ভিতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যখন চান্দুরার দিকে যাচ্ছিলাম তখন পেছনের সর্বশেষ যে কোম্পানী (আমাদের) ছিল তারা ভেবেছিল যে শত্রুএই কোম্পানীর হাত থেকেই রক্ষা পেতে সক্ষম হয়েছে। তাই তারাও আমার উপর বেপরোয়াভোবে গুলিবর্ষণ করে। এতে গাড়ীর উইণ্ড স্ক্রীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এবার খোদার অসীম কৃপায় ঠিক পূর্বের মত বেঁচে যাই। তারপর চান্দুরায় পৌঁছে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করি। যেহেতু সবাই গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল, তাই খুব দ্রুত তাদের হাসপাতালে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। সবাই স্ট্রেচারে করে আগরতলা পাঠিয়ে দেই।

ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নাসিম এ খণ্ডযুদ্ধে আহত হন। তাঁর পরবর্তী সিনিয়র সুবেদ আলী ভুঁইয়ার উপর থেকে আমার আস্থা চলে গিয়েছিল এজন্য যে, সে রোড ব্লক করা সত্বেও কিভাবে শত্রুরা আমাদের পেছনে চলে আসলো? আমার রিয়ার হেড কোয়ার্টার এর সাথে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। কারণ এ যুদ্ধে অয়ারলেসটাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি অন্য কোন অফিসার এনে এ ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার পদে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এ ব্যাটালিয়নে শতকরা ৮০জন সৈনিক ছিল নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং এটাই ছিল খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের প্রথম অপারেশন। যুদ্ধে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার আহত হওয়াতে সৈনিকদের মনোবল একটু দমে যায়। আমি আবার পাইকপাড়ার দিকে ফিরে আসার সময় লে. নাসিমকে ব্যাটালিয়ন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্দেশ দিয়ে আসি এবং তাকে এও বালে আসি যে আমি অফিসার নিয়ে আসছি। পাইকপাড়ায় পৌঁছে আমি এ সিদ্ধান্ত নেই যে যত শীঘ্র হোক আমাকে পেছনে যেতে হবে এবং সেখান খেকে অফিসার আনতে হবে। আমি পেছনে না গেলে হয়তো অন্য কোন অফিসারকে আনা সম্ভব নয়। কারণ তারা কোন না কোন কমাণ্ড-এ আছে। এই অসুবিধার জন্য আমি সেদিন রাতেই রিয়ার হেডকোয়ার্টারে চলে যাই এবং সেক্টর কোম্পানী কমাণ্ডার মেজর

মতিনকে এবং আমার বিএম ক্যাপ্টেন আজিজকে এই ব্যাটালিয়নে যোগ দিতে নির্দেশ দেই। মেজর মতিনকে ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার হিসেবে নিয়োগ করি।

৭ই ডিসেম্বর সকালে এ দুইজন অফিসার নিয়ে আমি পাইকপাড়া ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্য যাত্রা করি এবং বেলা প্রায় দুটোর দিকে ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছি।

মেজর মতিনকে নতুন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার নিয়োগ করে তাকে ব্যাটালিয়নের ভার গ্রহন করতে বলি এবং আমাদের অগ্রগতি যেন রোধ না হয় সে জন্য সামনে অগ্রসর হবার জন্য নির্দেশ দেই। বলা বহুল্য, ৬ই ডিসেম্বর আমরা ইসলামপুরের খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে শাহবাজপুরে তিতাস নদীর উপর সময় মত দখল করতে না পারায় পাকবাহিনী সে পুলটি ভেঙ্গে দেয়।

পুলটি ভেঙ্গে যাওয়াতে নদীর ওপারে পাকিস্তানী সৈন্যসংখ্যা কি পরিমাণ ছিল তা না জেনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে আমি শিগগির পাক বাহিনীর আস্তানা সম্বন্ধে খবর নেওয়ার নির্দেশ দেই। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ব্যাটালিয়নে একেবারে নতুন এবং পৌঁছেছিল প্রায় বিকেলের দিকে। তাই তাকেও খরবাখবর নেওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হয়েছিল। ৭ই ডিসেম্বর রাতে এক কোম্পানী সৈন্য শাহবাজপুরের দিকে পাঠানো হয় এবং রাতের মধ্যেই যখন খবর পাওয়া গেল যে সেখানে সৈন্যসংখ্যা কম তখন সে কোম্পানী নদীর অপর পার দখল করে নেয়। এ সংবাদ পাওয়া গেল ৮ই ডিসেম্বর সকালে। খবর পাবার সাথে সাথে ব্যাটালিয়নের বাকী কোম্পানী শাহবাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়।

যে কোম্পানী ৭/৮ই ডিসেম্বর রাতে শাহবাজপুর দখল করেছিল তার অধিনায়ক ছিল মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া। আমি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারকে নির্দেশ দেই, মেজর সুবেদ আলী ভূঁইয়া যেন তার কোম্পানী নিয়ে সরাইলের দিকে অগ্রসর হয়। কোম্পানী সরাইল পর্যন্ত পাকিস্তানীদের কোন বাধা পায়নি। আমার এস ফোর্সের অগ্রভাগ যখন সরাইলে পৌঁছে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শত্রু না থাকাতে কোন যুদ্ধ হয়নি। পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সরাইল ত্যাগ করে আশুগঞ্জ এবং ভৈরববজারে একত্রিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমি সময় নষ্ট না করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে আমার ফোর্সকে নির্দেশ দেই আশুগঞ্জের দিকে রওনা হবার জন্য। ৮ই ডিসেম্বর বিকাল পর্যন্ত আমার ফোর্সকে আজমপুর এবং দুর্গাপুর পৌঁছে। আমার ফোর্স-এর অগ্রভাগে তখন পর্যন্ত ছিল ১১ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঐ দিন ছিল শাহবাজপুরে।

আমার হেডকোয়ার্টার আমি তৈরী করে সরাইলে, যেখানে ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২কোম্পানী সৈন্য ছিল। ১১ ইস্ট বেঙ্গলের বাকী দুই কোম্পানী সৈন্য আজমপুর এবং দুর্গাপুরে ছিল। শাহবাজপুরে কোম্পানী নেতৃত্ব দিয়েছিল মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া এবং দুর্গাপুরে লে. নাসের। আমার ফোর্স যখন আজমপুর এবং দুর্গাপুরে অবস্থান করছিল তখন ভরতীয় ৩১১ মাউন্টেন ডিভিশনের তিনটি ব্যাটালিয়ন নিম্নলিখিত স্থানে মোতায়েন ছিল ১০, বিহার রেজিমেন্ট দুর্গাপুরের দক্ষিণে, ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট তালশহর এবং দুর্গাপুরের মাঝামাঝি জায়গায়, ৪ গার্ড তালশহরে এবং ৭৩ মাউন্টেন ব্রিগেড ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে।

আশুগঞ্জের সন্নিকটবর্তী হবার পর আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। কারণ পাক বাহিনী ভৈরব বাজার থেকে আমাদের উপর দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ করছিল অবিশ্রান্তভাবে। কিন্তু ভারতীয় দূর পাল্লার কামান তখন পর্যন্ত আগরতলা এবং সিঙ্গারবিলের আশপাশে ছিল। আগরতলা এবং সিংগারবিল থেকে তাদের গোলা ভৈরব পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না। তাই আমাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। ৮ই ডিসেম্বর এভাবে অতিবাহিত হয়। ৯ই ডিসেম্বর আমার সৈনিকরা আজমপুর এবং দুর্গাপুর থেকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ভারতীয় ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেডও অনুরুপভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর

আশুগঞ্জ এবং ভৈরবের ঘাঁটি খুবই শক্তিশালী ছিল। কারণ আখাউড়া, তেলিয়াপাড়া এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসব স্থানে তাদের ১৪, ডিভিশন ছিল। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করে। সমস্ত ফোর্স ভৈরব এবং আশুগঞ্জে একত্রিত করে। যদিও তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি ছিল তবুও তাদের মনোবল ছিল না বললেই চলে। ৯ই ডিসেম্বর এভাবে দূরপাল্লার কামানের গোলাগুলি চলে। ১০ই ডিসেম্বর ভোরের দিকে ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট আশূগঞ্জের পাকিস্তানীদের প্রতিরক্ষাব্যূহের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং এক প্রকার পাকিস্তানী ফাঁদের ভিতর পড়ে যায়। তাই ১০ বিহার রেজিমেন্টর এবং আমার ফোর্স ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর দুটো কোম্পানী তাদের সে ফাঁদ থেকে মুক্ত করার জন্য দুর্গাপুরের দিক থেকে আশুগঞ্জে আক্রমণ চালায়। যখন এ আক্রমণ চলছিল তখন আমি দুর্গাপুরে। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় পাকিস্তানী সৈনিকরা ভৈরব পুলের আশুগঞ্জের সংলগ্ন অংশ ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দেয়। ভারতীয় এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকও দুর্গাপুরের দিক থেকে এ আক্রমণে অংশ নেয়। যেহেতু ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ফাঁদের ভিতরে ছিল, তাদের সে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করার জন্য বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালাতে হয়। ভারতীয় ট্যাংকগুলিও পাকিস্তানী ট্যাংকবিধ্বংসী ফাঁদের ভিতরে পড়ে যায়। ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু উভয় দলেরই ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে পদাতিক ছাড়াও ভারতীয় ৪টি ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়। ১০ তারিখের এই যুদ্ধের পর আমরা আবার পিছনে ফিরে আসি এবং আশুগঞ্জ ও ভৈরব আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা নেই। ১০/১১ ডিসেম্বর রাতে যে সব পাকিস্তানী সৈন্য আশুগঞ্জে ছিল, তারা ভৈরব চলে যায়। ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ১৯ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানী হেলিকপ্টারযোগে নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ দিনই বেলা প্রায় সারে এগারোটায় ভৈরব পুলের ভৈরব সংলগ্ন অংশ ডিনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এবং তার সাথে আশুগঞ্জ আমাদের হস্তগত হয়। ভৈরব তখন অবরোধ অবস্থায় থাকে।

সম্মিলিত কমাণ্ডের হেডকোয়ার্টারে তখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ভৈরব অবরোধ অবস্থাতে থাকবে। এ অবরোধ আমার এক ব্যাটালিয়ন এবং ভারতীয় ৭৩ মাউন্টেন বিগ্রেড থাকবে। আর বাকী ভরতীয় ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং আমার বাকী সৈন্য ভৈরবকে পাশ কাটিয়ে নরসিংদী অভিমুখে যাত্রা করবে, যাতে খুব শিগগিরই ঢাকা দখল করা যায়। নরসিংদী দখল করার জন্য ৪ গার্ড রেজিমেন্টকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তাদেরকে হেলিকপ্টারযোগে নরসিংদীতে অবতরণ করানো হলো। ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেডের বাকী ব্যাটালিয়নকে (১০, বিহার এবং ১৮ রাজপুত) পদব্রজে নরসিংদীতে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ভৈরব এবং আশুগঞ্জে অবরোধের নির্দেশ দিয়ে তাদের মোতায়েন করি। ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং সেক্টর ট্রুপসদের নির্দেশ দেই যে তারা যেন পদব্রজে নরসিংদীর দিকে রওয়ানা হয়।

১২ই ডিসেম্বর ২য় ইস্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লালপুর হয়ে মেঘনা নদী অতিক্রম করে রায়পুরাতে পৌঁছে। আমি আমার হেডকোয়ার্টার ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সাথে রাখি। ১২ ই ডিসেম্বর রাত আমরা রায়পুরাতে কাটাই। ১৩ই ডিসেম্বর সকালে আমরা নরসিংদী অভিমুখে রওনা হই। সেদিনই বিকেলে আমরা নরসিংদীতে পৌঁছি। নরসিংদী পৌঁছে আমরা শুনতে পেলাম যে ৪ গার্ড রেজিমেন্ট নরসিংদী দখল করেছে। তারা এখানে হেলিকপ্টারযোগে এসেছিল। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা নরসিংদীতে অবস্থান করি। যেহেতু ৪, গার্ড রেজিমেন্ট নরসিংদীতে সর্ব প্রথম পৌঁছেছিল, তাই নরসিংদীর সমস্ত গাড়ী, যানবাহন তাদের হস্তগত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর যখন আমরা ঢাকা অভিমুখে রওনা হই তখন আমাদের কাছে কোন যানবাহন ছিল না। তাই আবার আমরা পদব্রজে ঢাকা অভিমুখে রওনা হই। এ অভিযানে ৪, গার্ড রেজিমেন্ট সম্মুখভাগে ছিল। তারা নরসিংদী ডেমরা সড়ক দিয়ে বড় পা পর্যন্ত পৌঁছে। আমি তাদের অনুসরণ না করে ২য় ইস্ট বেঙ্গলকে নির্দেশ দিলাম যে তারা যেন তারাবোর দিকে না গিয়ে ভুলতা থেকে মুরাপাড়া রুপগঞ্জ হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। ১৪ ই ডিসেম্বর আমার সমস্ত ফোর্স মুড়াপাড়া পৌঁছে যায়। এবং শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে বালু নদীর পাড়ে পৌঁছে যায়। ১০ বিহার রেজিমেন্ট ঐ দিন রুপসী পৌঁছেছিল। ১৪ ডিসেম্বর আমাদের অবস্থান নিম্নরুপ ছিলঃ গার্ড এবং ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট ডেমরার পূর্ব পাড় তারাবোতে, ১০ বিহার রেজিমেন্ট শীতলক্ষার পূর্ব পাড়ে রুপসীতে। আমার ফোর্স-এর ২য়

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পাড় গাঁও এবং বালু নদীর পশ্চিম পাড়ে ডেমরার পেছনে ছিল। সেক্টর ট্রুপস বাসাবোর আশপাশে। ১৪,১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধ হয়। ১৬ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ১০টা থেকে ডেমরা ঢাকা রোড আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ডেমরাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় অবরোধ অবস্থায় ছিল। ১৬ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই কথা হচ্ছিল যে পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বেলা সাড়ে বারোটায় পাকিস্তানীরা ডেমরা-ঢাকা সড়কের উপর অস্ত্র সংবরণ করে। ডেমরা-ঢাকার যুদ্ধে পাকিস্তনীরা যদিও ফ্রেশ ট্রুপস (সীমান্ত এলাকায় সৈনিকরা ঢাকা আসার আগেই অবরোধ অবস্থায় ছিল এবং ঢাকাতে অবস্থানরত সৈনিকরা ঐ দিন পর্যন্ত কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই, তাই যুদ্ধক্লান্ত ছিল না) । ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তবুও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি এ জন্য যে, তাদের নিকট দূরপাল্লায় কামান ছিল না। সে গুলোর প্রায় সবগুলোই সীমান্ত এলাকায় ছিল। কিন্তু অপরদিকে ভারতীয় ট্যাংক এবং দূরপাল্লার কামান ঢাকার আশপাশে আনতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে আমরা বরপার কাছে ফিল্ড গানগুলোর সাহায্যে ঢাকা শহর এবং ডেমরাতে গোলাবর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে বলে রাখা দরকার যে, আগরতলা থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত আমাদের অভিযানে বিশেষ করে আমার এস ফোর্স কোন যানবাহন পায়নি। তাই সমস্ত রাস্তাটুকু তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল। পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে ঠিকই তবুও তারা ক্লান্তি অনুভব করছিল না। করণ তারা সবাই জানতো যে পাকিস্তানীদের পতন হচ্ছে এবং ঢাকার পতন অত্যাসন্ন। আমরা আগরতলা থেকে যখন অগ্রসর হই, তখন অস্ত্র শস্ত্র গোলাবারুদ ছাড়া আর কিছুই আমাদের সাথে আনিনি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সবগুলোই জনসাধারণ ঢাকা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছিল। শুধু আমাদেরই নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও এভাবে করে আনা হয়।

৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দশ দিন আমরা কোন প্রকার রসদ সাথে বহন করিনী। কিন্তু এক বেলাও না খেয়ে থাকিনি। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা জনসাধারণ করেছিল। আমাদের খাবারের ব্যবস্থার কথা কাউকে বলতেও হয়নি। কোন কোন জায়গায় এমনও হয়েছে যে, খাবারের প্রস্তুতির দেরী দেখে আমরা সামনে অগ্রসর হয়েছি এবং জনসাধারণ পরে পেছনে থেকে মাথায় করে চার পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত খাবার বহন করে নিয়ে এসেছে আমাদের খাওয়ানোর জন্য।

১৬ই ডিসেম্বর বেলা প্রায় ডুটায় ডেমরাতে পাকবাহিনী আমাদের বাংলাদেশে-ভারত যৌথ কমাণ্ডের কাছে অস্ত্র সংবরণ করে। ঐ সময় আমাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, বেলা সাড়ে তিনটায় আমি যেন ঢাকা বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকি। কারণ সে সময় লেঃ জেনারেল অরোরা আসছেন এবং লেঃ জেনারেল নিয়াজীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমি যেন উপস্থিত থাকি। যদিও ডেমরাতে পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছিল তবুও ডেমরা ও ঢাকার মধ্যবর্তী এলাকা মাতুয়াইলে তখনো পাকসেনারা তাদের অবস্থান রক্ষা করছিল। বেলা তখন প্রায় ২টা। আমাকে সাড়ে তিনটায় বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমাণ্ডার মেজর মইনকে ব্যাটালিয়ন নিয়ে ঢাকা চলে আসার নির্দেশ দেই। পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার কর্নেল খিলজীকে বলি যে, আমাকে ঢাকা বিমানবন্দরে যেতে হবে। এবং তোমার সৈনিকরা যারা মাতুয়াইলে আছে তাদেরকে তুমি গোলাগুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দাও। আমরা একই জীপে ডেমরা থেকে মাতুয়াইলের দিকে যাই এবং কর্নেল খিলজীকে আগে পাঠিয়ে দেই সে যেন তার সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। সৈনিককে নিয়ন্ত্রণে আনতে খিলজীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অবশেষে সে তার সৈনিকদের আত্মসমর্পণ করাতে সক্ষম হয়।

মাতুয়াইলে আত্মসমর্পণের পর আমি এবং ডেল্টা সেক্টর কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ঢাকা বিমানবন্দর অভিমুখে রওয়ানা হই এবং সাড়ে তিনটার মধ্যে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখতে পাই যে, সেখানে জেনারেল নিয়াজী এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ডের জেনারেল জেকব, জেনারেল স্বাগত সিং, জেনারেল নাগ্রা ও আরো অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। আমি বিমান বন্দরে পৌঁছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলি

এবং জেনারেল নিয়াজীকে জিজ্ঞাসা করি, ‘‘স্যার ডু ইউ রিমেম্বার মি? আই এ্যাম এক্স-মেজর শফিউল্লাহ অব টু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ্যাণ্ড নাউ কর্নেল শফিউল্লাহ অব বাংলাদেশ আর্মি।’’

জেনারেল নিয়াজীকে খুবই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তিনি আমার কোন কথার জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন যে তিনি আমাকে চিনেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারযোগে জেনারেল আরোরা তাঁর দলবলসহ বিমান বন্দরে পৌঁছেন। এরপর বিমানবন্দর থেকে আমরা তদানীন্তন রমনা রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পৌঁছি। সেখানে সেদিন বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। জেনারেল আরোরার সাথে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমোডোর) খোন্দকারও এসেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকার জন্য।

বেলা প্রায় পাঁচটার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমাণ্ডের (বাংলাদেশ ভরত) নিকট আত্মসমর্পণ দলিল স্বক্ষর করেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমোডোর) খোন্দকার এবং আমি উপস্থিত ছিলাম । ১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ ময়মনসিংহ বসে ঢাকা দখলের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ঢাকা দখলের যে গৌরব তা আমার ফোর্সের প্রথম ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমার ফোর্স ঢাকা স্টেডিয়ামে শিবির স্থাপন করে। ১৬ই ডিসেম্বর আমার হেডকোয়ার্টার ঢাকাতে পৌঁছে যায়। প্রথম সেটা স্থাপিত হয় স্টেডিয়ামের পাবনা এম্পোরিয়ামের তেতলার এবং ১৭ই ডিসেম্বর সেটা আমি ৩৫, মিন্টু রোড-এ স্থানান্তর করি। ঢাকা সেনানিবাসে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করার পূর্ব পর্যন্ত আমার হেডকোয়ার্টার ৩৫, মিন্টু রোডে থেকে যায়। ২য় ইস্ট বেঙ্গল তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থান করে। ভৈরবে আত্মসমর্পণের পর ১১ইস্ট বেঙ্গল ভৈরব থেকে ঢাকা চলে আসে এবং ভিকারুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়ে তারা প্রথম কয়েকদিন আবস্থান করে। সেক্টর ট্রুপসদের জায়গা দেওয়া হয় বিভিন্ন স্থানে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ, আজিমপুর ইত্যাদি স্থানে। এই সেক্টর ট্রুপস পরে ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে পরিচিত।

এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমার সেক্টর যে সব যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপ হতো সেগুলো আমি কখনো পাবলিসিটি করতে দেইনি। করণ ৩০শে মার্চ ১৯৭১-এ আমি যখন ভৈরব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছি তখন কিছু সংখ্যক বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা হয়। তারা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল এবং সে প্রশ্নের জবাব তার কিছুদিন পর ভারতীয় সাংবাদপত্রে দেখতে পাই। যেমন আমার ব্যাটালিয়ন কোন দিক থেকে, কোথা থেকে এসেছে? সৈন্য সংখ্যা কত ও কতজন অফিসার এবং কি করতে যাচ্ছি ? এ সমস্ত গোপন তথ্য আমি পত্রিকাতে দেখতে পেয়ে সাংবাদিকদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি। এবং পরবর্তীতে নয় মাসের যুদ্ধে কোন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেইনি। এতে যদিও গোপন তথ্য গোপন রাখতে পেরেছি কিন্তু আমার মনে হয় আমার সেক্টরের ছেলেরা যেভাবে কাজ করেছে তা বাংলাদেশের কেউ জানে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস সত্য কখনো গোপন থাকে না। আমার ছেলেরা যে উত্তম কাজ করেছে তা যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তারাই লোকদের যতোটুকু বলেছে, সেটাই আমি অনেক বেশি মনে করি। এ সেক্টরের কার্যকলাপ আমি লোকমুখে যতোটুকু শুনতে পাই তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।

ভারতে থাকাকালীন ভারতীয় হাসপাতালের সাহায্য ছাড়াও আমি দুখানা হাসপাতাল তৈরী করেছিলাম। এর একটা ছিল আমার হেড কোয়ার্টার হেজামারাতে; সেটা ছিল ৩০ বেডের । অপরটি ছিল আশ্রম বাড়ীতে। সেটা ছিল ১০ বেডের। আমাদের সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর চিকিৎসা ছাড়াও নিকটবর্তী গ্রামবাসীরাও এ হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করতো। এ নয় মাসের সংগ্রামে আমাদের প্রতিবেশী ভারত সরকার আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছিল তা হয়তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা ছিল তারা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না । সমস্ত সীমান্ত এলাকাতে লাখ লাখ শরণার্থীদের থাকার, খাবার পরার ব্যবস্থা যে সুশৃঙ্খলভাবে করা হয়েছিল

তা কোন শরণার্থী ভুলতে পারবে না। শুধু শরণার্থী নয়, আমরা যারা সামরিক বাহিনীর লোক ছিলাম আমাদের সবাইকে টাকা-কড়ি, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র ইত্যাদি আমাদের প্রয়োজনুপাতে তারা দিতে চেষ্টা করেছিল। তারা যতোটুকু দিয়েছে এটা না দিলে আমাদের হয়তো খুবই অসুবিধা হতো।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় মাসের মধ্যেই শেষ হয়েছে। তাও শুধু তাদেরই অংশগ্রহণের জন্য। যদি তারা এ সংগ্রামে শেষের দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হত, তাহলে আমাদের আরও কিছুদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হতো। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে দেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের জনগণও দেশ স্বাধীন করার পক্ষে ছিল।

ভারতীয় সোনাবাহিনীর যুদ্ধে অংশগ্রহণে আমাদের স্বাধীনতা লাভ একটু ত্বরান্বিত হয়েছে মাত্র। যদি তা না হতো তা হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হত, হয়ত কিছুদিন সময় লাগতো।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। ৩ নং সেক্টরেরর যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্যের বিবনণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	........১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার এম, এ, মতিন *

আমাদের হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে তুলে ভারতীয় সীমান্ত সীমানাতে স্থানান্তরিত করা হয়। মে মাসের প্রথমে আমার কোম্পানী নিয়ে তেলিয়াপাড়াতে ঘাঁটি, সংখ্যায় ছিলাম ৮০/৮৫ জন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া চট্রগ্রাম থেকে এসে আমার সাথে যোগ দেন। এরপর আমরা দুজন পরামর্শ করে ডিফেন্স নেই।

মে মাসের প্রথম থেকে পাকবাহিনী ৮/১০ বার হামলা চালিয়েও আমাদের সরাতে পারেনি। ওখানে মাঝে মাঝে যুদ্ধে আমরা পাকবাহিনীর গাড়ী ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছি। প্রত্যহ হামলা করতো পাকবাহিনী। বেসামরিক লোক, ইপিআর, মুজাহিদ এরা এতো সাহসিকতার সাথে পাকবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করে যে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। ইপিআরদের কথা ভোলা যায় না। এত সাহস আমি জীবনে দেখিনি। হেডকোয়ার্টার থেকে খাবার আসতো। এমনও দিন গেছে যে, ২/৩ দিন খাবার পায়নি। বৃষ্টিতে ভিজে অনাহরে যুদ্ধ করতে হয়েছে। মুজাহিদ দুলামিয়ার একটি ঘটনা বলা দরকার। মুকুন্দপুর হরশপুর (সিলেট) ওখানে পাকবাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে দুলামিয়ার বেশ কিছু পাক বাহিনীকে খতম করে। পাক বাহিনীর চাপে অন্যান্যরা চলে যায়, দুলামিয়ার পেটে গুলি লেগে মারা যাবার মত তবুও গামছা দিয়ে পেট বেঁধে এলএমজি ফায়ার করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রায় জ্ঞান হারায় এমন অবস্থা। কর্ণেল শফিউল্লাহ পিছন থেকে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে দুলামিয়াকে উদ্ধার করে। দুলামিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলেও তার ট্রিগারে হাত ছিল। শফিউল্লাহ তাকে উদ্ধার করে উঠে আসার সাথে সাথে বলে আমার এলএমজি কোথায়। আর বলতো, স্যার আমি মরে গেলে ‘জয় বাংলা’ বলবেন।

ইপিআর নায়েক সুবেদার মালেক, নায়েক আবদুল ওহিদ, ল্যান্স নায়েক মফিজ, নায়েক সালাম, সেপাই হায়দার আলী, গোলাম মওলা, মুজাহিদ তাজুল ইসলাম, ল্যান্স নায়েক নূরুল ইসলাম এবং সিপাই কবীর- এদের নাম ভোলা যায় না। ছাত্রদের মধ্যে সেলিম এবং আনিসের দুই ভাই এবং শাহজামান মজুমদারের কথা অতুলনীয়। সেলিম মীরপুর অপারেশনে শহীদ হয় বিহারী কলোনীতে। মরার সময় সে বলেছিল যে, ‘স্যার পাকবাহিনীর হাতে মারা গেলাম না, কুত্তা বিহারীদের হাতে মারা গেলাম।’

যাহোক, ১৯শে মে পাকবাহিনীর আর্টিলারী এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রের সাহায্য ব্যাপক আকক্রমণ চালালে আমরা তেলিয়াপাড়া ছাড়তে বাধ্য হই। যুদ্ধে আমাদের ৮/৯ জন মারা যায়। পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধ চলে সারা দিন ধরে।

২০শে মে ভোরে আমি পাল্টা আক্রমণ করি তেলিয়াপাড়াতে। সকালে আমরা ৪/৫ টা আস্কার দখল করে নেই কিন্তু পাকবাহিনীর আরও সৈন্য আসায় আমরা প্রায় ১১টার দিকে পিছু হটে আসি। আমাদের ১০ জন মারা যায়। পাকবাহিনীর ২০/২৫ জন মারা যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধনীতি পরিবর্তন হয়। আমার বাহিনীকে গেরিলা শিক্ষা দিই।

১৭ই মে ক্যাপ্টন মুর্শেদ কিছুদিনের জন্য তেলিয়াপাড়াতে আসে। ক্যাপ্টেন মুর্শেদ তার দল নিয়ে তেলিয়াপাড়া সিলেট রাস্তায় মাইন বসিয়ে প্রস্তত হয়ে থাকে। পাক বাহিনীর ১২টা গাড়ী ওখান দিয়ে যাচ্ছিল।

---

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে ছিলেন। ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় মার্চ মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন।

পাকবাহিনীর গাড়ী ধ্বংস হয় এবং ৭০ জন মারা যায়। ২টি ট্রাক এবং একটি বাস, চিঠিপত্র এবং অনেক গোপন তথ্য আমাদের হস্তগত হয়।

সম্মুখযুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আমরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করি। এতে করে আমরা কৃতকার্য হতে লাগলাম। দুইবার একেবারে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি। বুলেট লুঙ্গি ও হাফহাতা জামার হাতা ভেদ করে গেছে কিন্তু আমার শরীর স্পর্শ করেনি।

ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী পুর্নগঠিত করতে থাকি। বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে এসে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু নিতে থাকি এবং সার্বিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। সেপ্টেম্বর মাস থেকে সম্মুখ সমরে আসতে হয়। আমাদের উপর নির্দেশ আসে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করে, ধ্বংস কর, অস্ত্র কাড়ো, এগিয়ে যাও। আমরা তখন দলে বেশ ভারী হয়ে চলেছি, অস্ত্রশস্ত্রও বেশ আছে। আমরা কাজ আরম্ভ করে দেই। সেপ্টেম্বর মাসেই একাদশ বেঙ্গল তৈরী হয়। পুরাতন আর্মি, মুজাহিদ, আনসার এবং ছাত্র মিলে ব্যাটালিয়ন পুরা করা হয়। কোন সময়ে আমি একা, কোন সময়ে দুই কোম্পানী মিলে, কোন সময়ে তিন কোম্পানী মিলে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাঝামাঝি পর্যন্ত। হরশপুর, মুকুন্দপুর, তেলিয়াপাড়া, মনতলা, সিলেট, সাজিবাজার, শাহপুর ইত্যাদি স্থানে পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে আমরা জয়লাভ করি। শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী আমাদের মাঝে মাঝে সাহায্য করতো।

৩০শে নভেম্বর আমার উপর নির্দেশ আসে আখাউড়া দখলের জন্য। ১লা ডিসেম্বর আমি, মিত্রবাহিনী, ২য় বেঙ্গলের বাহিনী সম্মিলিতভাবে আমরা আখাউড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ঘিরে ফেলি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ চালাই। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়- ১লা ডিসেম্বর তারিখে শুরু হয়, ৬ই ডিসেম্বর সকালে আখাউড়া আমাদের দখলে আসে। কর্নেল শফিউল্লাহ আমাকে মাধবপুরে রওনা হয়ে যেতে বলেন। কর্নেল নিজে ১১ বেঙ্গল এবং ২য় বেঙ্গল নিয়ে ব্রক্ষণবাড়িয়ার দিকে রওনা হলেন বললেন রাস্তায় দেখা হবে। ঐ দিন ২টার দিকে আখাউড়া থেকে রওনা দেই, পুরাতন ক্যাম্প মনতলাতে রাত ১০/১১ টার দিকে পৌঁছাই। সকালে মাধবপুরের দিকে অগ্রসর হবার মনস্থ করি। ৭ই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় মেজর নূরুজ্জামান আমার ক্যাম্পে এসে একটি দুর্ঘটনার খবর দেন এবং আমার কোম্পানীকে রেখে আমাকে একাদশ বেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে বলেন। মেজর বলছিলেন কর্নেল শফিউল্লাহ যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করে সিলেটের রামপুরে পাকবাহিনীর ৪০/৫০ জনের একটি দল আক্রমণ চালায়। ওখানে পাঞ্জাবী সুবেদারের সাথে কর্ণেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি হয় কিন্তু শফিউল্লাহ বুদ্ধি বলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে সুবেদারকে আঘাত করে ধরাশায়ী করেন। ২ জন মুক্তিবাহানী মারা যায়। ১০/১২ জন আহত হয়। মেজর নাসিম গুরুতর রুপে আহত হয়। কর্নেলের পিস্তল যেখানে গুলি লেগে পিস্তলটি অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু কর্নেল বেচেঁ যান। ১৫/১৬ জন পাঞ্জাবী মারা যায়, বাকি সব আত্মসমর্পণ করে একাদশ বেঙ্গলের কাছে।

কর্নেল সাহেবের সাথে দেখা করে একাদশে বেঙ্গলের দায়িত্ব নেই এবং তিনি ঐ রাতেই মাধবপুর, শাজবাজপুর সরাইল হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার নির্দেশ দেন। ৭ই ডিসেম্বর রাতে পুরা ব্যাটালিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হই। ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হস্তগত করি। পথিমধ্যে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলেও আমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় আশুগঞ্জ দখলের জন্য নির্দেশ দেন কর্নেল শফিউল্লাহ ১১ই ডিসেম্বর। ১১ই ডিসেম্বর আশুগঞ্জ দখল করি। ভৈরব সেতু ধ্বংস করে ভৈরব শহরে পাকবাহিনী আস্তানা গাড়ে। মিত্রবাহিনী এবং কর্নেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় বেঙ্গল নিয়ে নরসিংদী হয়ে ঢাকার পথে রওনা হন আমাকে আশুগঞ্জে রেখে। আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান আমি আমার বাহিনী নিয়ে পাক বাহিনীকে ব্যস্ত রাখি, যাতে তারা ঢাকার পথে পিছন দিক থেকে গিয়ে কর্নেল শফিউল্লাহ বা মিত্রবাহিনীর কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমরা দুই দিক থেকে পাকবাহিনীকে ব্যস্ত রাখলাম। মাঝে মধ্যে আক্রমণ করে আমরা

পাকবাহিনীর বিপুল ক্ষতি করি। ভৈরবের অপর পাড়ে যে পাক ঘাঁটি ছিল ১৭ই ডিসেম্বর তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ২৫তারিখে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অস্ত্র ধরি। অসহযোগ আন্দোলণে পুরো সমর্থন আমাকে এগিয়ে দেয়।

স্বাক্ষরঃ মেজর, এম, এ মতিন
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল হেলাল মুর্শেদ*

৪ঠা মে আমি আমার প্লাটুনসহ শাহবাজপুর পৌঁছি। ৫ই মে সকালে আমি রেকি করি এবং রাত্রে রেইড করি। ৬ই মে সকালে জনসাধারণের মুখে শুনতে পাই ৯জন পাকিস্তনী সৈন্য মারা যায়। তার ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা জনসাধারণের বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার প্লাটুনের মাত্র ১জন আহত হয়। রেকি করে ৭ই মে আমি আহত সৈন্যসহ প্লাটুন নিয়ে বিকেলে মাধবপুর পৌঁছি। মাধবপুরে তখনো আমাদের ডিফেন্স ছিল। আমরা মাধবপুর পৌঁছার পর এবং মেজর শফিউল্লাহ তেলিয়াপাড়া থেকে মাধবপুর পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যরা শাহবাজপুর থেকে মাধবপুর পৌঁছে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং গোলাগুলি করে। ঐ মূহূর্তে আমরা যদিও অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম তথাপি মেজর শফিউল্লাহ আমাকে শত্রুর বাদিক দিয়ে আক্রমণ করার আদেশ করেন। আমি প্লাটুন নিয়ে শত্রুর বাদিকে অগ্রসর হই। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা। ঐ সময় আমি শত্রুর উপর আক্রমণ করতে পারলাম না এ জন্য যে আমাদের চতুর্দিক দিয়ে শরণার্থী যাচ্ছিল। বিকেলে ছয়টা পর্যন্ত পাকিস্তানীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানীদের চরম আক্রমণে আমাদের আলফা কোম্পানী সৈন্য তুলে নিয়ে মনতলায় নতুন করে ডিফেন্স তৈরী করে।

মনতলায় আমি তাদের সঙ্গে যোগদান করি। মনতলায় আমাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরী করি এবং সেখান থেকে ছোট ছোট রেইড এবং এ্যামবুশ করার সিদ্ধান্ত নেই।

এসময় পাকিস্তানী সৈন্য মাধবপুর দখল করে তেলিয়াপাড়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। তেলিয়াপাড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা রাস্তা তৈরী করে সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। মাধবপুর এবং তেলিয়াপাড়া হয়ে যে রড় রাস্তা সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত সেই রাস্তায় পাকিস্তানী সৈন্যদের রেইড এবং এ্যামবুশ করাই শ্রেয় মনে করি এবং সেভাবে রেইড ও এ্যামবুশ করতে থাকি। কেননা ঐ রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানী গাড়ী যাতায়াত করতো।

মনতলা থেকে আমি কয়েকবার এ্যামবুশ করি। আমি প্রথম এ্যামবুশ করি ইসলামপুর গ্রামের রাস্তায়। ঐ রাস্তায় মাইন বসিয়ে গাড়ি উড়ানোর চেষ্টা করি এবং তাদের যোগাযোগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেই। মাইন বসানোর ফলে আমার প্রথম এ্যামবুশে একটা জীপ, একটা ট্রাকসহ মোট ৩০জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। আমাদের গুলিতেও প্রায় ২০ জন নিহত হয়। সর্বমোট প্রায় ৫০ জন পাকিস্তনী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। মনতলায় এটাই আমার সাফল্যজনক এ্যামবুশ। পরেও কয়েকবার এ্যামবুশ করি কিন্তু তত সুবিধা করতে পারিনি।

এরপর মনতলা থেকে তেলিয়াপাড়া যাবার নির্দেশ পাই। আমি মেজর নাসিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তেলিয়াপাড়া চলে যাই। তেলিয়াপাড়া যে কোম্পানীটি ডিফেন্সে ছিল। তার ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) মতিনের পরিবর্তে আমাকে দেওয়া হয়। আমাকে আমার প্লাটুনসহ উক্ত কোম্পানীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করে। তেলিয়াপাড়া অবস্থানকালে আমার কোম্পানী নিয়ে আরও একটি এ্যামবুশ করি।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি : ১৯৭৩ গৃহিত

১৬ই মে তেলিয়াপাড়া রাস্তার ৮১ মাইল পোস্টের নিকট উক্ত এ্যামবুশ করি। ঐ এ্যামবুশ দুটি পাকিস্তানী ট্রাক ধ্বংস করতে সক্ষম হই। একটা ট্রাক দখল করি এবং প্রায় ৫০জন সৈন্য হতাহত হয়।

মে মাসের ১৫ তারিখে পাকিস্তানী সৈন্য তেলিয়াপাড়া আক্রমণ করে। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রায় ৪০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। আমাদের শহীদের সংখ্যা ছিল ৫জন। পাকিস্তানী সৈন্যদের আর্টিলারী ও মর্টার আক্রমণ আমরা তেলিয়াপাড়া থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে সিমনা চলে যাই এবং সেখানে হেডকোয়ার্টারে স্থাপন করি। তেলিয়াপাড়া থেকে সৈন্য তুলে নেওয়া সত্বেও তেলিয়াপাড়া সিলেট বড় রাস্তায় আকস্মিক আক্রমণ আমরা অব্যাহত রাখি।

সিমনা থেকে ডেলটা কোম্পানী আমার অধীনে দেয়া হয় এবং এই ডেলটা কোম্পানী নিয়ে আমি শাহবাজপুর মাধপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করি এবং জুলাই মাস নাগাদ আমি ঐ সমস্ত জায়গায় যুদ্ধ করি।

১৮ই জুলাই পাকিস্তানী সৈন্যরা আমার কোম্পানী এবং ক্যাপ্টেন নাসিমের কোম্পানীর উপর আক্রমণ করে রাত প্রায় ৪টার সময়। এক ব্রিগেড পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের দুটি কোম্পানীর উপর আক্রমণ করে। ১৯শে জুলাই বিকাল ৩টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। এখানে আমরা একটা পাকিস্তানী লঞ্চ ডুবিয়ে দিকে সক্ষম হই। আমার কোম্পানীর ১ জন শহীদ ও একজন আহত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যও কয়েকজন নিহত হয়।

২৯শে জুলাই মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনে আমি আমার কোম্পানী নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করি। তখন আমার ঘাঁটি ছিল লক্ষীপুর গ্রামসহ আর ৪টি গ্রাম নিয়ে। মাঝে মাঝেই আমরা মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনের চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করি। কেননা তখন পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থান ছিল মুকুন্দপুর হরশপুর রেল স্টেশনের মাঝে।

লক্ষীপুর ছিল আমার কোম্পনীর মূল ঘাঁটি। এখান থেকে আমার এক প্লাটুন সৈন্য পাঠিয়ে আমিরগঞ্জ ব্রিজ ভেঙ্গে দেই। আমিরগঞ্জ ব্রিজে পাকিস্তানী মুজহিদ বাহিনীর মুজহিদকে আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যায়। এবং আমার প্লাটুন, উক্ত ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।

১৩ই সেপ্টেম্বর সিঙ্গারবিল এবং মুকুন্দপুর-এর মাঝখানে এক খানা ট্রেন নষ্ট করে দেই। ট্রেনে ৪টা বগী ছিল। ইঞ্জিনটা মাটিতে পড়ে যায়। ৪টা বগীর প্রায় ৭০জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। উক্ত ট্রেন ধ্বংস করে দেওয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মুকুন্দপুর থেকে তাদের ঘাঁটি তুলে নেয়।

সেপ্টম্বর পর্যন্ত উক্ত এলাকা আমাদের দখলে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানী সৈন্য পুনরায় মুকুন্দপুর দখলের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তারা মুকুন্দপুর রেললাইন মেরামত করে পুনরায় দখল করে নেয়।

২৪শে সেপ্টম্বর ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) ভুঁইয়া তাঁর কোম্পানী নিয়ে ধর্মঘর নামক জায়গায় পাকিস্তানীদের উপর চরম আক্রমণ করেন। ক্যাপ্টেন ভুঁইয়াকে সাহায্য করার জন্য আমার কোম্পানী ছিল বাঁ দিকে ফ্ল্যাস্ক প্রোটেকশনে। ক্যাপ্টন নাসিমের কোম্পানী ছিল ডান দিকের ফ্ল্যাস্ক প্রোটেকশনে। উক্ত যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের একজন জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসারসহ দশজন নিহত হয়। আমদের পক্ষে কোন হতাহত হয়নি।

২রা নভেম্বর ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইণ্ডিয়ান আর্মির সহায়তায় বেলুনিয়াতে একটি বড় যুদ্ধের পরিকল্পনা করে এবং ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে অনুরোধ করে ১টি কোম্পনী সেখানে পাঠানোর জন্য। অনুরোধ অনুযায়ী আমাকে বেলুনিয়া পাঠান হয়। আমি আমার ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে বেলুনিয়ায় রওনা হই এবং বিকেলে পৌঁছি। বেলুনিয়ায় আমি দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগদান করি।

১০নভেম্বর বেলুনিয়া বালুজ-এ অবস্থানরত পাকসেনাদের ছত্রভঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রথমে আমার কোম্পানী নিয়ে আমি শত্রুপক্ষের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে দুই ভাগ করে দেই যে তাদের যোগাযোগ বা একত্রিত হওয়া সম্ভব না হয়। আমার কোম্পানীসহ দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানী এখানে চারদিন অবস্থান করি এবং যুদ্ধ করি। তারা ১ জন নায়েক শহীদ হন এবং ১জন নায়েক সুবেদার আহত হয়। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে এবং তৃতীয় দিনে আমাদের উপর পাক বিমান বাহিনী আক্রমণ করে। এতে দুজন মুক্তিসেনা শহীদ হন এবং ১ জন মুক্তিসেনা গুরুতরভাবে আহত হন।

১৫ই নভেম্বর এভাবে অনবরত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১ ব্যাটালিয়ন ইণ্ডিয়ান আর্মি ঢুকে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলে। ফলে প্রায় ২৫ জন পাকসেনা নিহত এবং ৫০জন ইণ্ডিয়ান আর্মির হাতে বন্দী হয়। বেলুনিয়া মুক্ত হয়। বেলুনিয়া মুক্ত হবার পর দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানীসহ আমার কোম্পানীকে ফেনী পৌঁছে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিতে আদেশ করা হয়।

প্রথমে আমি আমার কোম্পানী নিয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হই এবং পরপর দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪ কোম্পানীও পৌঁছে। ২৩শে নভেম্বর এ দিন ফেনী এয়ারপোর্টের প্রায় কছাকাছি পৌঁছে আমরা ডিফেন্স বসাই। ফলে এয়ারপোর্ট থেকে পাক বাহিনী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

২৬শে নভেম্বর আমার কোম্পনী তুলে নিয়ে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোগদান করার নির্দেশ পাই। ২৮শে নভেম্বর আমি আমার কোম্পানী তুলে নিয়ে আখাউড়া রওনা হই। এবং ২৯শে নভেম্বর আখাউড়া পৌঁছি। আখাউড়া পৌঁছে দেখতে পাই আমার ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট আখাউড়া অপারেশন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১লা ডিসেম্বর পুরা ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে রাজাপুর এবং আজমপুর গ্রামে অবস্থানকারী পাকসেনাদের উপর চরম আঘাত হানি। ১লা ডিসেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রচণ্ড মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। এখানে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়। ২৫ জন খানসেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়। এখানে আমদের লেঃ বদিউজ্জামান ও একজন নায়েক সুবেদারসহ কয়েকজন শহীদ হন। রাজাপুর এবং আজমপুর আমরা দখল করতে সক্ষম হই।

৬ই ডিসেম্বর আমরা ডেমরার অভিমুখে রওনা হই এবং ১২ই ডিসেম্বর ডেমরা পৌঁছি। ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা শুরু করি।

১৬ই ডিসেম্বর ডেমরা থেকে রওনা হয়ে যখন বালুনদী অতিক্রম করি তখন বিকেল সাড়ে চারটা। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পেলাম পশু শক্তি বর্বর পাকহানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা। আত্মসমর্পণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। হাজার হাজার জনতা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ে রাস্তায় রাস্তায় ‘‘জয় বাংলা’’ আর ‘‘জয় মুজিব’’ স্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত করে ফেলে। আমরা সোজা ঢাকার অভিমুখে রওনা দেই। রাস্তায় একইভাবে জনসাধরণ আমাদের স্বাগত জানাতে থাকে এবং বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে। রাত ১২টা সময় আমরা ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌঁছি এবং সেখানে অবস্থান করি।

ঐতিজহাসিক ঢাকা নগরীও তখন লোকে লোকারণ্যে। সারা রাত ধরে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা আনন্দে আকাশে অসংখ্য ফাঁকা গুলি ছুড়তে থাকে। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যে সমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপি আর, পুলিশ, মুক্তিবাহিনীর সদস্য ও জনসাধারণ অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন তাদের নাম বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে, এই কামনাই করি। নয় মাসের যুদ্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাকিস্তান পদাতিক বাহিনীর চরম পরাজয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালী সৈনিক, যুবক, তথা জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষেই সৎ সাহসী, বীর সৈনিক ও রণকৌশল। এ দেশের আপামর জনসাধারণ একযোগে একবাক্যে সম্মিলিত হয়ে

শত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও মাতৃভূমিকে হানাদার বর্বর পাক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এ স্বাধীনতা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

স্বাক্ষরঃ ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মুর্শেদ খান

সাক্ষাৎকারঃ সিপাই আফতাব হোসেন*

১৯৭১ সালের মে মাসেই আমরা ময়মনসিংহের বাজিতপুর থানা আক্রমণ করি। পাক দালালদের অনেক ঘরবাড়ি ও দালান খতম করি। বাঙ্গালী পুলিশরা পাকসেনাদের সহযোগিতা করতো। মুসা নামে এক কুখ্যাত দালাল পাকসোনাদের মেয়ে সরবরাহ করত এবং কারফিউ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়িতে থানার বাঙ্গালী পুলিশদের নিয়ে লুটতরাজ চালাত। রাত ১১টায় আমরা থানাতে হামলা চালাই। পুলিশরা পালিয়ে যায়। মুসাসহ অনেক দালালকে হত্যা করা হয়। এখান থেকে ১৯টা রাইফেল উদ্ধার করি। ৭টি সিভিল গানসহ প্রচুর এম্যুনিশন উদ্ধার করি। আমাদের গেরিলা দলে লোক বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছত্রভঙ্গ অনেক ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও ছাত্র আমাদের সাথে যোগ দিতে থাকে।

১৯৭১ সালের মে মাসে ভৈরব থানা এলাকা থেকে আমরা একটা ৩ ইঞ্চি মর্টার, ২টা চীনা হালকা মেশিনগান এম্যুনিশনসহ হালকা মেশিনগানের এম্যুনিশন ভরা ৪৮টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করি। এক ডাকাত সর্দারের বাড়ি থেকে ঢাকার বেলাবো (রায়পুরা থানার) আবদুল হাজি সাহেব আমাকে খবর দেন যে, ঐ ডাকাতের বাড়িতে উপরোল্লিখ অস্ত্রশস্ত্র আছে।

জুন মাসে আমরা কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার এক দালালের বাড়িতে হামলা চালাই। উক্ত কুখ্যাত দালাল (চেয়ারম্যন পেরা মিয়া) পাকসেনাদের মেয়ে সরবরাহ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের পাকসেনাদের কাছে ধরিয়ে দিত। সে ঢাকার চরসিন্দুরের এক মুক্তিযোদ্ধাকে (ছাত্র) পাকসেনাদের কাছে ধরিয়ে দেয়। এবং পাকসেনারা ঐ ছাত্রকে হত্যা করে। কুখ্যাত দালাল পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে বাড়িতে পাহারারত সবাইকে হত্যা করা হয়। (পেরা মিয়া বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় মুক্তি পায়)।

জুলাই মাসে আমরা ঢাকা জেলার মনোহরদী থানা এলাকার রামপুর গ্রামে পাক বাহিনীর লঞ্চ ও গানবোটের উপর হামলা চালাই। এই আক্রমণে খান সেনা নিহত হয়। পাকিস্তানীরা এখানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে লাশ নিয়ে যায়। এরপর থেকে পাকসেনারা আর কোনো দিন লঞ্চ গানবোট নিয়ে আসে নাই।

উক্ত জুলাই মাসে আমার ঢাকা জেলার কাপাসিয়া থানার নদীর মধ্যে পাক দালালদের লঞ্চ ও বালির নৌকার উপর আক্রমণ চালাই। দালালরা হাজার হাজার মণ বালি নিয়ে পাক সেনাদের দোতলা তিনতলা বাঙ্কার পাকা করে দিত বালি সিমেন্টের সাহায্যে। আক্রমণে নৌকা লঞ্চগুলো নদীতে ডুবে যায়। দালালদের খতম করা হয়।

এদিকে মেজর শফিউল্লাহ (৩ নং সেক্টর কমাণ্ডার) ও ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান শত শত ছাত্রকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের অধীনে পাঠাতে থাকেন। তখন আমরা ময়মনসিংহের দক্ষিণাঞ্চলে। ঢাকা-ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকা মিলিয়ে গঠিত ৩ নং সেক্টরের অধীনে একটি সাবসেক্টর গঠন করি এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেই।

* ২৪-৭-১৯৭৪ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকারটি বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার*

আমাকে আলফা কোম্পানীতে পোস্টিং করা হলো। কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন মেজর নাসিম, যিনি এখন ব্রিগেড কমাণ্ডার। এখনো তিনিই আমার ব্রিগেড কমাণ্ডার তাঁর সাথে আমি গেলাম। আমি তাঁর কোম্পানীতে কোম্পনী অফিসার হিসাবে কাজ করতাম। একটা বড় রকমের অপারেশনের জন্য কোম্পানীগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আমি গিয়ে উপস্থিত হই। ব্রিগেডিয়ার নাসিম আমাকে নিয়ে কয়েক জায়গায় ঘরোঘুরি করেছেন। আমার সাথে তেমন কোন আলোচনা করেন নাই। তবে কয়েকটা মহড়া দেখেছি তার মধ্যে একটা আমার মনে পড়ে খুব ইনটেলিজেন্স মহড়া, যেটা ইণ্ডিয়ায় হয়েছিল। মানুষ কিভাবে চট করে ফক্স হোল তৈরী করে নিজেকে লুকিয়ে রেখে শত্রুপক্ষের সাথে লড়তে, এটা তারই মহড়া। তিনি বললেন, এটা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি তাড়াতাড়ি নিজেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা মাটিতে ট্রেঞ্চ করতে সাধারণত বেশ সময় লাগে কিন্তু ফক্স হোল পদ্ধিতি চট করে করা যায়। তাঁরা কয়েকটা সেকশন মিলে একটা প্লাটুন তৈরী করেছিলেন আমি সেটা বুঝতেই পারিনী। এটাতে নিজেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আবার শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। এসব দেখে আমি এতে যোগদান করি। আমাদের একটা টার্গেট ছিল, ঠিক সেই টার্গেটই আমরা আক্রমণ চালাই। টার্গেট ছিল আগরতলা উত্তর দিকে ধর্মঘর বলে একটা জায়গা ছিল, তারপর বামুটিয়া। এরপর ঠিক জায়গাগুলোর নাম মনে নেই, তবে বামুটিয়া ঐ সব এলাকার কাছাকাছি।

প্রশ্নঃ ওখানে পাকিস্তানী স্ট্রেনথ কত ছিল?

উত্তরঃ ওখানে শুধু নিয়মিত আর্মি ছিল না, মিক্সড ছিল- রাজাকার মিলে ছিল। সংখ্যা এক কোম্পানী। মাসটা ছিল অক্টোবরের দিকে। আমাদের প্ল্যানে ছিল যে সেখানে কিছু আর্টিলারী বোমবার্ডমেন্ট পাব। সেকেণ্ড বেঙ্গলের আলফা কোম্পানী এবং ডেলটা কোম্পানী এই আপারেশনে অংশ নেয়। আলফা কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন মেজর নাসিম এবং ডেলটা কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হেলাল মুর্শেদ।

আমরা এদিক থেকে এক কোম্পানী যাই এবং আরেক দিক থেকে ক্যাপ্টেন কোম্পানী নিয়ে এলে এক সাথে মিলিত হই। মাঝখানে থেকে ইনডিয়ান আর্মি ঢুকে এডভান্স করে। ইতিপূর্বে আর্টিলারী ফায়ার হয়। আমরা পিছেছে থাকি। আমরা টার্গেট থেকে ১৫০০ গজ দূরে ছিলাম। মেজর নাসিমের পরামর্শে সেখানে যে টেলিফোন লাইন ছিল সেটা কেটে দেওয়া হয়। নিশ্চয় সেটা ঠিক করবার জন্য পাকিস্তানীরা আসবে। ঠিক তাই কয়েকজন পাকসেনা (এক সেকশন মত) রাইফেল নিয়ে এদিকে আসছিল কিন্তু হঠাৎ করেই আমাদের থেকে একজন আনকন্ট্রোল হয়ে ফায়ার করে ফেলে। এটা প্রিম্যাচিউর টার্গেট হয়ে গিয়েছিল। আমরা ৬/৭ জন মারতে পেরেছিলাম আর কিছু আহত হয়েছিল, কেউ কেউ সরে পড়েছিল। সাথে সাথে বোমবার্ডমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। আমরা মারতে চাইনি জীবিত ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা বোমবার্ডমেন্ট লিফট আপ হবার পরে আস্তে আস্তে ফর্সা হতে লাগলো। ফর্সা হবার পরে আমরা অর্ডার পেলাম আমাদের পুল আউট করতে হবে।

প্রশ্নঃ আপনারা আর চার্জ করেননি?

উত্তরঃ আমরা আর চার্জ করিনি। এ্যাটাক করিনি। আমার মনে হয় এ্যাটাকিংটা এবানডেন্ট করে ফেললো। কেননা সাধারণ কেউ তো বলে না কোন কিছুতে হেরে গেলে। যেহেতু আমরা ছিলাম বাঙ্গালী ফোর্স আর তারা ছিলেন ইনডিয়ান ফোর্স, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার। আমরা দেখেছি আমাদের পাশ দিয়ে তারা চলে এসেছে। তাতে বোঝা যায় তারা অবজেকেটিভ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আমরা বুঝতে পারলাম, এই অপারেশনে তারা কৃতকার্য হয়নি। তারা যখন চলে যাচ্ছিল আমাদের পাশ দিয়ে তখন বলছিল ভাই এটা তোমাদেরই দেশ। যত রকম ঝুঁকি নেয়ার তোমরা নাও, আমরা পারবো না- এই বলে চলে যাচ্ছিল। তারা যাবার পর আমরা পুল

* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে। সাক্ষাৎকারটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প ৮-১০-১৯৭৯ তারিখে গৃহীত।

আউটের অর্ডার পেয়ে আমাদের পুরনো ছাউনি, যেখানে আমরা থাকতাম সেই পঞ্চবটিতে চলে গেলাম। এরপর আর কোন অপারেশনে আমি যাইনি। ব্যাটালিয়ন রেইজ করলো। আমি রিক্রুটমেন্টে ব্রিগেডিয়ার নাসিমকে সাহায্য করতাম। ১১ বেঙ্গল রেইজ করলো অর্থাৎ এস ফোর্সকে কমপ্লিট করার জন্য। রেগুলার ব্রিগেড তৈরী হলো।

প্রশ্নঃ আপনি কতোদিন রিক্রুটিং- এ কাজ করেছেন সেখানে?

উত্তরঃ ঠিক দিন মনে পড়বে না, তাবে মূর্তিতে যোগদান করার আগ পর্যন্ত কাজ করেছি। সেখানে সেকেণ্ড ব্যাচ ট্রেনিং শুরু হয়।

সাক্ষাকারঃ মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু*

১৫ই-১৬ই অক্টোবর আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হয় 'সি' সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে। সে সময় সেখানে দুজন অফিসারকে পাই। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন বজলুল রশীদ। তিনি পিএমএ-তে ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন। আগরতলা আসার পর আমাকে সি সেক্টরের কাছেই একটা কোম্পানী ছিল সেখানে পাঠানো হলো। সেখান থেকে বর্ডার মাইল দু'য়েক দূরে ছিল। এই কোম্পানীতে পুলিশ, বিডিআর সবাই ছিল। তাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বর্ডারে যেতাম। সামনেই এটকা ডিফেন্স ছিল। সেখানে থাকা অবস্থায়ই একবার মার্চ করে মাইল পাঁচেক ভিতরে ঢুকেছিলাম কিন্তু বেশী সুবিধা করতে পারিনী। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রেইড করা কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রস্তুতি তেমন ছিল এবং ট্রেনিং পাকা হয়নি। তখন সেই সময় ব্রিগেডিয়ার নাসিম ১১তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন এবং আমাকে তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে আসেন। এই বেঙ্গলে ট্রেণ্ড লোক অনেক ছিল। মেজর নুরুদ্দিন, মেজর আবুল হোসেন এই বেঙ্গলে ছিলেন। নভেম্বরের শেষের দিকে ১১তম বেঙ্গল যখন পুরোপুরি গড়ে ওঠে তখন আমরা সেখান থেকে মার্চ করে বাংলাদেশের ভিতর প্রবেশ করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা। পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ হেঁটে যখন আমরা ভৈরব পার হই তখন পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। সেখানে আহত হন মেজর নাসিম, চারজন ভারতীয় লোক মেজর শাফায়েত জামিল ও ভারতীয় একজন ক্যাপ্টেন । শত্রুদের সাথে জেনারেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছিল। এ সময়টা হচ্ছে ডিসেম্বরের ৬ কি ৭ তারিখে। সেখানে যে মেজর নাসিম আহত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল আমাদের একজন অফিসারের ভূল পরিকল্পনা। এরপর আমদের ব্যাটালিয়নকে টেক ওভার করেন মেজর মতিন। টেক-ওভার করার পর যখন আমরা আশুগঞ্জ যাই তখন পাকিস্তানীদের সাথে সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তান আর্মিরা সকালবেলা আশুগঞ্জে যে ব্রীজটা ছিল সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল। তাই ইণ্ডিয়ান আর্মি মনে করেছিল যে পাকিস্তানী আর আশুগঞ্জে নেই, নদীর ওপারে ভৈরবে চলে গেছে। তখন সেখানে ১০ম বিহার ব্যাটালিয়ন ছিল। তারা দেখতে একদম কালো ছিল। তাদের সাথে ছিল ২০তম রাজপুত। আশুগঞ্জে জায়গাটা এমন যে সেখানে ৩টা কি ৪টা তিনতলা দালান ছিল এবং সামনে এক মাইলের মত জায়গা ছিল একদম ফাঁকা। ভারতীয় আর্মির ধারণা ছিল যে, সেখানে পাকিস্তনী আর্মি নেই কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল হয়তো পাকিস্তানী আর্মি আছে। কথা ছিল ভারতীয়দের সাথে ১১তম বেঙ্গলের একটা কোম্পানী থাকবে কিন্তু পরে এসে বললো থাক তোমাদের যেতে হবে না। তবুও আমাকে আমার কোম্পানী নিয়ে শহর থেকে আধ মাইল পরে দূরে একটু উঁচু গ্রাম ছিল, সেখানে বসে থাকার জন্য আমার এডজুটেন্ট লেঃ নাসির বললেন। তখন সেখানে আমার সাথে ছিল ১০ম বিহারের মেজর গাঙ্গুলী (কোম্পানী কমাণ্ডার)। আমার কোম্পানী নিয়ে আমি সেখানে বসে আছি, তখন দেখি ভারতীয় সৈন্যের দুটি ব্যাটালিয়ন মার্চ করে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে ছিল ছোট চারটা

---

* ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক ১০-১০-১৯৭৯ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

ট্যাংক। ভারতীয়রা যখন সেই দালানগুলির মাঝমাঝি চলে এসেছিল তখন আমরা ৪/৫ মিনিট গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। আমরা বুঝতেই পারছিলাম না যে এই গোলাগুলির আওয়াজ কোথা থেকে হচ্ছে। তারপর দেখলাম যে ভারতীয় সৈন্যরা কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়াচ্ছে, কাউকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, কারো শরীর দিয়ে রক্ত রেয়ে পড়ছে। ৫/১০ জন করে পিছনের দিকে আমরা যেখানে আছি সেই লাইনের দিকে সরে আসছে। সেখানে চারটা ছোট ট্যাংকের মধ্যে দুটো জ্বলে গিয়েছিল এবং দুটো ট্যাংক নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ভারতীয়রা। তখন আমাকে ওয়ারলেসে বলা হলো যে তোমার কোম্পানী নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি পিছনে চলে এসো। আমরা যেখানে ছিলাম তার থেকে ২০০গজ পিছনে আরেকটা উঁচু জায়গা ছিল এবং তারপর আধ মাইলের মতো পরিস্কার জায়গা এবং তারপরই গ্রাম শুরু হয়ে গেছে। এই সময় দেখি যে পাকিস্তানী আর্মি সামনের ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তখন পাকিস্তানী আর্মি আমাদের রেঞ্জের ভিতরে। তখন আমরা উইড্রো করে সামনের আসলাম। এর মধ্যে দৌড়াদৌড়া শুরু হয়ে গেছে। পিছনে ভারতীয় আর্মির যারা বেঁচে ছিল বা যারা চলতে পারে তারা সামনে চলে এসেছে। তখন এসে আমি জেনারেল শফিউল্লাহকে পেলাম। তিনি একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় আর্মি এতো বড় একটা ভুল করে ফেললো যা কল্পনা করা যায় না। আমরা দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে ভারতীয় সৈন্যরাও আছে। এর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে এবং আশপাশ অনেক লোক পড়েও গেছে। তখন আমি শফিউল্লাহকে বললাম যে স্যার দৌড় দেন। আমি আর শফিউল্লাহ দৌড়ে ঐ দূরুত্বটা পার হই এবং যখন দেখলাম যে গোলাগুলি খুব বেশী শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা শুয়ে পড়লাম। ২/১ মিনিট শুয়ে থাকার পর আবার উঠে দৌড়ে যেখানে থেকে গ্রাম শুরু হয়েছে সেখানে একটা পুল ছিল সেটা পার হয়ে গ্রামের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলাম। পরে আমরা শুনলাম আমরা প্রথমে যে জায়গায় ছিলাম পাকিস্তান আর্মিরা সেই পর্যন্ত এসছিল আর এগিয়ে যায়নি। তার পরদিন সকাল বেলা অর্ডার এলো তোমরা যাও। কারণ আশুগঞ্জে থেকে পাকিস্তানী আর্মিরা চলে গেছে। তারপর আমরা আশুগঞ্জ গেলাম। গিয়ে দেখি ওরা চলে গেছে এবং জিনিসপত্র সব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানী আর্মিরা সন্ধ্যার পরপরই নদী পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। যে সব ভারতীয় সৈন্য মারা গিয়েছিল তাদের লাশ পাকিস্তানীরা আগেই সরিয়ে ফেলেছিল। তবে সেখানে গিয়ে আমি মেজর মুখার্জীর লাশটা দেখেছিলাম। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। এর মধ্যে ভৈরবের দিক থেকে শেলিং শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরও কিছু আর্টলারী চলে এসেছে। ইতিমধ্যে মুজিব ব্যাটারীও এসেছে, তারাও অপারেশন করছে। ভারতীয় বাহিনীও এসে গেছে। লেঃ কর্ণেল আজিজও তখন এখানে আমাদের সাথে ছিলেন, আরও অনেক অফিসার ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর যেদিন পাকিস্তানী আর্মি সারেণ্ডার করে সেদিন সরাদিন প্রচুর ফাঁকা গুলি ও ফুর্তি হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আর্মির যারা ভৈরবে, ছিল তারা ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সারেণ্ডার করেনি। ১৯শে কি ২০ শে ডিসেম্বর ভারতীয় জেনারেল গেলেন ভৈরব, তারপর তারা সারেণ্ডার করে। তারপর দুই দিন সময় লাগে পাকিস্তানীদের সরিয়ে জায়গা খালি করতে।

মেজর এস, এ ভুঁইয়া প্রতিবেদন*

\ একটি এ্যামবুশ ও সুবেদার চান মিয়ার বীরত্ব \

প্রায় সাড় তিন মাসের মত আমি বি-কোম্পানীর সাথে মনতলায় ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা অনেক ছোট বড় অপারেশন করছি। সবগুলোর বিবরণ লেখা সম্ভব নয় বলে আমি মাত্র কয়েকটির কথা নীচে লিখলাম।

২৭শে জুন রাত্রে আমি বি-কোম্পানীকে নিয়ে বাংলাদেশের ভিতর যাই। দিনের বেলায় গিয়ে শত্রুসৈন্যরা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কেমন ভাবে অবস্থান করছে তাই দেখবার জন্য ভিতরে যাই। দেখতে পাই সিপাই থানার সামনে শত্রুর দুটো ছোট ঘাঁটি আছে এবং তারা সেখানে বিনা দ্বিধায় চলাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। প্রতিবেদনগুলি তাঁর রচিত 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

৬০/৭০জন। সিদাই থানার পুলিশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী থেকে আমরা তাদের অবাধ চলেফেরা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। সেদিন রাত্রে সেনাদলকে দুটি ভাগে ভাগ করলাম। সুবেদার চান মিয়াকে আমি আমার একটি গ্রুপের ভার দিলাম এবং তার সহকারী হিসেবে দিলাম সুবেদার তৈয়বকে। আমি নিজে অন্য দলটা সঙ্গে নিলাম। আমার সাথে ছিলেন সুবেদার সফিউল্লাহ। রাত ৩টায় আমরা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকলাম। দুশমনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি দূরে ছিল না। সুবেদার চান মিঞা গেলেন বাম দিকের অবস্থানে, আমি গেলাম ডান দিকের অবস্থানে। ভোর ৪টার দিকে শত্রুর খুব কাছে গিয়ে আমরা লুকিয়ে ওঁৎ পেতে রইলাম। যে রাস্তা দিয়ে শত্রুসৈন্য দল বেঁধে টহল দিচ্ছিল সেই রাস্তার পাশেই আমরা ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চান মিয়ার দল বাড়ির আনাচে কানাচে এবং পাট ক্ষেতের ভিতরে পজিশন নিলেন। এলাকাটা ছিল সমতল এবং তার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল ধান ক্ষেত। আর সে ধান ক্ষেতের উচ্চতা ছিল এক ফুটের মতো। অতএব লক্ষ্যবস্তু একেবারে সুপষ্টভাবে আমদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল।

আমরা যার যার স্থানে তো অস্ত্রশস্ত্রসহ পজিশন নিয়ে ছিলামই, উপরন্তু সিদাই থানার বাম দিক থেকে শত্রুর প্রতি তাক করে রেখেছিলাম একটি রিকয়েললেস রাইফেল। রাতের অন্ধকারেই আমরা এই কাজ শেষ করি।

সকাল ৭টার দিকে শত্রুর প্রায় ৩০/৪০ জন সৈন্য নিয়ে আগের মতো সুবেদার চান মিয়ার অবস্থানের দিকে টহল দিতে বেরুল। আমরা আরও দেখতে পেলাম শত্রুবাহিনীর আর একটি দল শান্তি বাহিনীর কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা কাছাকাছি পৌঁছামাত্র চান মিয়ার পুরো দলটাই তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। তাঁর দলের হাতে ছিল ২ ইঞ্চি মর্টার আর ১৮টি বোমা। সবগুলোই তারা কাজে লাগাল। প্রায় ৩০মিনিট ধরে সংঘর্ষ হলো এবং চান মিয়াদের তীব্র গুলিবর্ষণে ভয়ার্ত হয়ে অনেকগুলো মৃত সৈনিককে পিছনে ফেলে পাক সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। শত্রু পক্ষের অন্য দলটি প্রতিশোধের স্পৃহায় সুবেদার চান মিয়ার দলকে আক্রমণ করতে চাইলো। তারা কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। শত্রুর ইচ্ছা ছিল উত্তর দিক থেকে এসে লেফট (বাম) ফ্ল্যাস্ক করে চান মিয়ার দলকে পিছন থেকে আক্রমণ করা। শত্রুর অগ্রগমনের পথে আমি আমার দল নিয়ে বিপুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। যেই মাত্র তারা আমাদের কাছে এলো অমনি আমরা হালাকা মেশিন গান ও রাইফেলের সাহায্য তাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গেও একটা ২ ইঞ্চি মর্টার ছিল। সেটারও আমরা পুরোদস্তর সদ্ব্যবহার করলাম। ঐ দিক রিকয়েললেস রাইফেলের অবস্থান থেকে ৪টি রিকয়েললেস রাইফেলের গোলা বর্ষিত হলো শত্রুর বাঙ্কারের উপর । শত্রুর দুটি বাঙ্কার সেই গোলার আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। এবারও শত্রুরা আমাদের ওঁৎ পেতে আক্রমণ করার ফাঁদে পড়ল। দিশেহারা হয়ে তারা আমাদের অবস্থানের উপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করল। এখানেও তাদেরকে নিহত সঙ্গীদের লাশ ফেলে পিছনে হটতে বাধ্য করা হলো। আমরা শত্রু সৈন্যের কামানের গোলাবর্ষণকে অত্যন্ত ভয় করতাম। করণ তাদের নিশানা ছিল অদ্ভুত রকমের নির্ভুল। এখানেও সেই নির্ভুল নিশানার পরিচয় পেয়ে আমাদের ঐ অবস্থানে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। সুতরাং মর্টার থেকে শত্রুদের দিকে গোলাবর্ষণ করতে করতে তারই আড়ালে আমরা পিছনে সরে এলাম। কামানের গোলা তখন এমন অবিশ্যাম ধারায় এসে পড়ছিল যে, পিছনে হটে আসা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। ঐ সময় আমাদের কোন পরিখা ছিল না। আমার কোম্পানীতে এই প্রথমবারের মতো সেদিন রিকয়েললেস রাইফেল ব্যবহার করি। তাতে চমৎকার ফল হয়। আমরা দুটো বাঙ্কার সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই।

ঐ দিন আমার দলের একটি মাত্র ছেলের শরীরে গোলার টুকরো এসে আঘাত করে। অন্যান্যরা খোদার একান্ত রহমতে সক্ষম অবস্থায় ফিরে আসে। আমার রানার ও আমি এক স্থানেই ছিলাম। কামানের গোলাগুলো যখন ভীষণ শব্দ করে আমাদের আশপাশে পড়ছিল তখন মনে হচ্ছিল মৃত্যু বুঝি আমাদের ঘাড়ের উপর খঞ্জর ধরে বসে আছে । আমার কাছ থেকে মাত্র ২০ গজ দূরে একটি কামানের গোলা সশব্দে ফেটে পড়লো। লক্ষ্য করে দেখলাম আমাদের করো মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। আমরা তখন মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। আর মুখে উচ্চারণ করতে থাকলামঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানারা ইন্নি কুনতু মিনাজজোয়লেমিন।

পাকিস্তানী রেডিও সেদিন প্রচার করা হয়েছিল যে, আমাদের মৃত্যের সংখ্যা ২০ জন। কিন্তু প্রকৃত খবর পাই ঘটনার ৫দিন পরে। শত্রুপক্ষে নিহত হয় ১৭ জন আর আহত হয় ১৯ জন। গোপন অবস্থান থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করলে দিশেহারা শত্রু সৈন্যদের আত্মরক্ষার প্রায় উপায় থাকে না এবং তখন তাদের এমনি সীমাহীন ক্ষতি মেনে নিতে হয়। এর সাধারণ কারণ এক পক্ষের সতর্কতামূলক পূর্বপ্রস্তুতি, অন্য পক্ষের অজানা বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অপ্রস্তুতি। আর শত্রুপক্ষ সমরশক্তিতে যতই উন্নত পর্যায়ের হোক না কেন আকস্মিকভাবে এমনি ওঁৎ পাতা ফাঁদে পড়লে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় এবং সাধারণ মনোবল হারিয়ে ফেলে। সে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সেই মুহূর্তে অংশ নিতে আর সাহস পায় না। ফলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।

যাহোক, অপূর্ব সাহস দেখিয়েছিলেন সেদিন সুবেদার চান মিয়া। ঐ দিনের যুদ্ধের পর চান মিয়ার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল। পরে কর্তৃপক্ষ কোন এক কারণে আমার দল থেকে তাকে বদলী করতে চাইলেও আমি তাতে রাজি হইনি।

\ আর একটি রেইড \

আর একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। দিনটি ছিল ৮ই জুলাই। ২৭শে জুন যে স্থানটিতে আমরা এ্যামবুশ করেছিলাম, পাক সৈন্যরা সেখানে নতুন করে কতকগুলো বাঙ্কার করেছিল। নতুন করে তারা আরও অনেক সৈন্য এনে তাদের অবস্থানকে মজুবত করে তুলেছিল। আমরা প্ল্যান করলাম রেইড করে শত্রুর নবনির্মিত বাঙ্কারগুলি উড়িয়ে দেবো। ২৭ শে জুন তারিখে আমাদের হাতে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্ত এলাকার দিকে আর আসতো না অথবা অবস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও নড়াচড়া করা তারা অর্থহীন বলে মনে করতে। ২৭শে জুন এবং ৮ জুলাই তারিখে মধ্যে আমরা বার কয়েক শত্রুঘাঁটির কাছে ওঁৎ পেতে ছিলাম কিন্তু পাকসেনারা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে না বেরুনোর জন্য আমরা বিশেষ সুবিধা করতে পারিনী। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের উপর আমরা কয়েকবার ৩ইঞ্চি মর্টার দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছিলাম।

৮ই জুলাই তারিখে আমরা সমস্ত কোম্পানী নিয়ে দুই দিক থেকে শত্রুর এলাকায় ঢুকলাম। ভোর চারটার দিকে অগ্রসর হলাম আমরা। শত্রুর অবস্থান ভারত সীমান্ত থেকে বেশি দূর ছিল না। সিদাই থানা থেকে তাদের অবস্থানগুলো আমাদের নজরে পড়তো। আমরা শত্রুকে মাঝখানে রেখে দুই পাশ থেকে ঢুকলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা রিকয়েললেস রাইফেল ও মর্টার শত্রুর দিকে তাক করে রেখেছিলাম। আগে থেকেই সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম যাতে একই সময়ে রিকয়েললেস রাইফেল, মর্টার রাইফেল সব কিছুর সাহায্যে আমাদের সৈন্যরা একযোগে শত্রুদের উপর আঘাত হানতে পারে। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় শত্রুর অবস্থানের উপর আমরা আতর্কিতে গুলিবর্ষণ শুরু করলাম। রিকয়েললেস রাইফেলের গোলার আঘাতে শত্রুদের দুটো বাঙ্কার উড়িয়ে দেয়া হলো। সবচেয়ে ভালো কাজ করলো মর্টারগুলো। আমরা পনেরো মিনিট গোলাগুলি বর্ষণ করার পর পাক সেনারা আমাদের উপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। ঐ এলাকার শত্রুর প্রতি সম্ভাব্য আক্রমণের স্থানগুলো তাদের কামানের লক্ষ্য কেন্দ্র হিসেবে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। জ্যামিতিক নিয়মমাফিক তাদের কয়েকটা গোলা আমাদের অবস্থানের উপর এসে পড়ে। বিপদ বুঝে ঐখান থেকে আমরা আমাদের বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ আক্রমণে পাকবাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রায় এক সপ্তাহ পরে বেসামরিক লোক মরফত আমরা সে খরব পাই। পাক সেনাদের ৬ জন সৈন্য মৃত্যের তালিকা পূর্ণ করেছিল।

\ ধর্মঘরে সুবেদার তৈয়বের কৃতিত্ব \

আমার সাবসেক্টরের মধ্যে ধর্মঘরে এসে অধিক পরিমাণ পাকিস্তানী সৈন্য জমায়েত হয়। ধর্মঘর ছিল সাবেক ইস্ট পাকিস্তানী রাইফেল বাহিনীর বিওপি অর্থাৎ বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট। পাকিস্তানী সৈন্যরা সেখানে আসার পর থেকে আমি সেখানে কোন দিন অপারেশন করিনি। তারপর ঐ শত্রুঘাঁটির উপর মনোযোগ দিলাম। আমি

নিজে প্রায় ৫০জন সৈন্য নিয়ে দু’ দু’ বার ঐ এলাকায় গোপনে আতর্কিত আক্রমণ করার জন্য ফাঁদ পেতেছিলাম, কিন্তু শত্রুরা একবারও তার কাছে ভেড়েনি। তাই দূর থেকে কিছু করা যায় কিনা তারই ফন্দীফিকির আঁটলাম।

ঐ এলাকায় কয়েকবার মর্টারের সাহায্য আমরা গোলাবর্ষণ করি। আমাদের সঙ্গে ছিল সুবেদার তৈয়ব। মর্টারের গোলাবর্ষণে সুবেদার তৈয়ব একজন দক্ষ ওস্তাদ। যতবারই তিনি শত্রু ঘাঁটিতে মর্টারের সাহায্য গোলাবর্ষণ করেছেন ততবারই শত্রুর কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে। একবার আমাদের কয়েকটি মর্টারের গোলা ধর্মঘর দীঘিতে পড়ায় দীঘির বহু মাছ মরে গিয়েছিল। সারা ধর্মঘরের লোক কয়েকদিন ধরে সেই মাছ খেয়েছিলেন।

অন্য আর একদিন আমরা দুই দিক থেকে ৪টি মর্টার দিয়ে শত্রু সৈন্যের ধর্মঘর পজিশনের উপর গোলাবর্ষণ করি। সেদিন মেজর মতিনের কোম্পানী থেকে ২টি মর্টার ধার করে এনেছিলাম। আমরা প্রায় ৬০টি মর্টারের গোলা ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের গোলাবর্ষণ ছিল অত্যন্ত নির্ভুল। কয়েকদিন পরে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের গোলা সঠিক জায়গায় পড়ায় পাঞ্জাবীরা ঐ জায়গা ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

মতিন সাহেবের কোম্পানীতে নায়েক আজিজ নামে একজন যুবক ছিল। মর্টারের গোলাবর্ষণে যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল। তার মর্টার ফায়ার সম্বন্ধে কোম্পানীতে বেশ সুনাম ছিল।

এই এলাকাতেও রাজাকারের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। ঐ রাজাকারদের চোখে ধুলো দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তারা কেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতো না তা বুঝতে পারিনী। সম্ভবত ঐ এলাকার মত রাজাকার বাংলাদেশের কোথাও ছিল না। তারা পাঞ্জাবী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে ভারতের সীমানার কাছে এসে আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাঞ্জবীদের সহযোগিতা করতে শুরু করলো। তাদের এই ক্রিয়াকলাপে আমরা গভীর ভাবে ব্যথিত হতাম।

যাহোক, বিজয়নগর এলাকাতেও আমরা কয়েকটি গোপন আতর্কিত হামলা চালাই। কিন্তু তাতেও আমরা খুব একটা সুবিধা করতে পারিনী। মাত্র একদিন এ্যামবুশ করে কয়েকজন পাঞ্জাবীকে যমদ্বারে পাঠিয়ে দিই।

\ বীর মুজাহিদ ডুলা \

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন মুজহিদের নাম করা যায় যাদের আমি তেলিয়াপাড়াতে দেখেছি। এদের মধ্যে মনে রাখার মতো দুটি নাম ডুলা এবং আহাদ। ডুলার বয়স ছিল ২৬ বছর। তার বাড়ি কুমিল্লা জেলার শালদা নদীর কছে। সে মুক্তিবাহিনীর প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের কোম্পানীতে মেজর মতিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সমগ্র মুক্তিবাহিনীতে ডুলার মতো সাহসী যুবক আর কজন ছিল আমার জানা নেই। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে সে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার তুলনা হয় না। বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণের মধ্যেও এই অকুতোভয় যুবক লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেনি কিংবা রণক্ষেত্র ছেড়ে দূরে সরে যায়নি, আপন লোকদেরকেও সে গোলাবারুদ বিতরণ করেছিল।

২১শে জুন আমি যখন শত্রুর ত্রিমুখী প্রচণ্ড আক্রমণের দারুন মনতলা থেকে সরে আসতে বাধ্য হই সেদিন ডুলা কলকলিয়ার লড়াইয়ে যে বীরত্ব দেখিয়েছিল তার কিছুটা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

কলকলিয়া ছিল ক্যাপ্টেন মোর্শেদের অধীনে এবং ডুলা সেই ফ্রন্টেই লড়ছিল। ২১শে জুন রাতে শত্রু বাহিনী যখন আমাদের অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় সেই একই সময়ে কলকলিয়াতেও তারা আক্রমণ চালায়। মোর্শেদের সৈন্যরা শত্রুদের সাথে সারারাত প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা বহুগুণ বেশী থাকায় মোর্শেদের দল সেখান থেকে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সে সময় ডুলা মিয়ার হাতে ছিল একটা হালকা মেশিন গান

সে তার হালকা মেশিন গান অনবরত গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল এবং শত্রুর অগ্রগতিকে সারারাত ব্যাহত করে রেখেছিল। নিঃশঙ্কচিত্তে অপারবিক্রমে সে এক ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে যখন তার সংগীরা আত্মরক্ষা করতে পিছু হটছিল তখন দুলা সেই পশ্চাদপসরণে অংশগ্রহণ না করে নির্ভয়ে তার হালকা মেশিন গান থেকে অবিরাম গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল। তারই অসীম সাহসিকতা ও গুলি ছোড়ার ফলে দলের অন্যান্যরা পিছু হটার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু দুলার বড়ই দুর্ভাগ্য, সে অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে এক মহা বিপদে আটকে পড়ে। শত্রুপক্ষের মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি এসে দুলাকে বিদ্ধ করে। দুলার পক্ষে একমাত্র দুলার মেশিনগানই সক্রিয় ছিল এবং শত্রুদের আক্রমণের তীব্রতাকে তারই মেশিনগানটি কিছুটা বাধা দিচ্ছিল। ফলে শত্রুর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল দুলা। অবশেষে শত্রুরা দুলাকে আহত করতে সক্ষম হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু নিদারুণ আহত অবস্থায় দুলা সংজ্ঞা হারায়নি এবং শেষ কর্তব্য স্থির করে সে তার হালকা মেশিনগান থেকে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে যাবে বলে স্থির করল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে জান দেবে কিন্তু জীবিত অবস্থায় তার শরীরকে শত্রুহস্তে কলুষিত হতে দেবে না।

আমি যখন মনতলা থেকে সরে এসে ভারতের সিদাই থানায় (আগরতলার উত্তরে) তখন লে. কর্নেল শফিউল্লাহ আমার এখানে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি আমাকে মোর্শেদের অবস্থানের কথা জানালেন এবং তারাতাড়ি কলকলিয়া চলে যেতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন, "মোর্শেদের সৈন্যরা দারুণ বিপদে আছে। তারা সবাই শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের বিপদমুক্ত করতে সাহায্য কর।"

এই কথা বলে তিনি কলকলিয়া চলে গেলেন এবং তাঁর পিছু পিছু আমিও কলকলিয়া পৌঁছুলাম। আমরা যাওয়ার পর দেখতে পেলাম আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্যাপ্টেন মোর্শেদসহ তার কোম্পানীর সবাই নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে। তাদের সবাইকে দেখে আমরা আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

সবাই এল কিন্তু তখনো পর্যন্ত দুলা এলো না। তখন বেলা ১১টা খবর এলো দুলার পেটে এবং ডান পায়ে কয়েকটি গুলি লেগেছে। সে কাদা পানির মধ্যে অসহায় পড়ে আছে। ছোট্র একটা সৈন্যবাহিনী গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে না পেরে ফিরে এসেছে। শত্রু তখন মেশিনগান বসিয়ে পজিশন নিয়ে আছে এবং কাউকে নড়তে দেখলেই গুলি ছুড়ছে। শত্রুমেশিনগান বাসিয়েছিল ছোট্র একটি টিলার উপর।

আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছ থেকে দূরবীন নিয়ে দেখলাম শত্রুর কিছু সৈন্য পজিশন নিয়ে আছে এবং অন্যান্যরা পরিখা খনন করছে। আমরা সবাই চিন্তা করছি দুলাকে কিভাবে শত্রুদের ঐ বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করব। কোন একটা ফন্দি উদ্ভাবনে আমরা যখন চিন্তিত তখনই একটি ছেলে দৌড়ে এসে খবর দিল যে দুলাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আহত দুলা গুলি ছুড়তে ছুড়তে সম্পূর্ণ নিস্তেজ এবং নিশ্চুপ হয়ে গেলে শত্রুরা তাকে মৃত মনে করেছিল এবং তার দিকে আর গুলি ছোঁড়া প্রয়োজন নেই মনে করে তারাও গুলি ছোড়া বন্ধ করেছিল। এই রকম একটা সুযোগ পেয়ে আমাদের দুই সাহসী ছেলে সন্তর্পণে নালার ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে দুলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

দুলাকে যখন আমাদের সামনে আনা হলো তখনকার দৃশ্য এত করুণ এবং বেদনাদায়ক যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। মুহূর্ষ দুলা বাম হাত দিয়ে তার গুলিবিদ্ধ পেট চেপে ধরে আছে। কেননা ক্ষতস্থান থেকে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসার উপক্রম করছিল। ডান পায়ে গুলি লেগে ছিন্নভিন্ন মাংসগুলি কোনক্রমে পায়ের হাড়ের সংগে লেগেছিল। আর তার সমস্ত শরীর রক্তরঞ্জিত।

একটা গুলিবিদ্ধ বাঘের মত ছটফট করছিল। তখনও সে বাকশক্তি হারায়নি। আমাদের চোখের দিকে চোখ রেখে সে বলল, স্যার, আমি আর বাঁচব না, এক্ষুনি মারা যাব। আমার আফসোস রয়ে গেল স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমি মরতে পারলাম না। স্বাধীন বাংলা দেখা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। স্যার আমাকে কথা দিন

যেভাবেই হোক স্বাধীন বাংলার মাটিতে আমাকে করব দেবেন। আজ হোক কাল হোক বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তাই আমার লাশ বাংলাদেশের মাটিতে করব দেবেন।

সে আরো বললো, স্যার গুলির আঘাতে আমার পেটের নাড়িভূড়ি বের হয়ে গেছে। আমার বাঁচার কোনই সুযোগ নেই।

মুমুর্ষ দুলার করুণ কণ্ঠ শুনে সেদিন আমরা সাবই গভীর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত হৃদয় আমাদের বিষাদে ভরে গিয়েছিল। আমরা আবেগ সংযত কণ্ঠে তাকে যতই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্ঠা করি সে তাতে শান্ত হয় না, সে তার অন্তিম মুহূর্তের আভাস পেয়ে শেষ মনের কথাটি আমাদের জানিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে বলতে থাকে, স্যার পাঞ্জাবী দস্যুরা যখন আমাদের বাঙ্গালীদের নির্মমভাবে, নির্বিচারে হত্যা শুরু করে তখন আমার ৮ বছরের মেয়েটি আমাকে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, আব্বা তুমিও মুক্তি ফৌজে যোগ দাও, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, দেশকে স্বাধীন কর। আব্বা তুমি বাড়ি থেকে কি করবে? যদি দেশ স্বাধীন না হয় আমাদের অবস্থা কি হবে? তারা ত যাকেই সামনে পাচ্ছে তাকেই গুলি করে মারছে।

আমার হাত ধরে দুলা বলল, ‘‘স্যার আপনার বাড়ি কুমিল্লা, আপনি নিশ্চয় শালদা নদী চেনেন। সেখানে আমার বাড়ি। আমার এলাকার সবাই আমাকে চেনে। দয়া করে আমার মেয়েকে এবং সেই এলাকার কাউকে আমার মৃত্যুর খবরটা দেবেন না। আমার মৃত্যুর খবর পেলে আমার মেয়েটি বাঁচবে না। সে আমার জান। দয়া করে তার কাছে, স্যার আমার মৃত্যুর খবরটা গোপন রাখবেন। তবে আমার একটা দাবী, আমার হতভাগী মেয়েটিকে আপনি দেখবেন। স্যার আমার এই একটি কথা ভুলে যাবেন না।’’ কথা বলার মাঝে মাঝে একটা কথা সে ঘুরেফিরে বারবার বলছিল, ‘‘ জয় বাংলা দেখে যেতে পারলাম না।’’

দুলার এই মুমূর্ষ অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্স আসতে কিছুটা দেরী হবে মনে করে লে. কর্নেল শফিউল্লাহ তাকে নিজের জীপে করে আগরতলা পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমাদের মুক্তিফৌজের ডাক্তার আবুল হোসেনও দুলার সাথে হাসপাতালে গেলেন যাতে দুলা তার মনের ভরসা না হারায়। হাসপাতালে যাওয়ার পর দুলার অপারেশন করা হয় এবং যখন ডাক্তার জানালেন যে দুলার সঙ্কটাবস্থা কেটে গেছে তখন লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

সেদিন দুলার সাথে আরো কয়েকজন আহত হয়েছিল। তাদেরকেও পাঠানো হলো।

দুলার অবস্থা দেখে সেদিন আমার মত অনেকেই ধারণা করেছিল দুলা আর বাঁচবে না। কিন্তু আল্লার অসীম ক্ষমতা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে নিরুপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁরই অশেষ কৃপায় এবং অত্যন্ত করুণায় দুলা দেড় মাস পর আরোগ্য লাভ করল এবং পুনরায় ক্যাপ্টেন মোর্শেদের কোম্পানীতে যোগদান করল। পরবর্তীকালে অসীম বীরত্বের সংগে দুলা অনেক রণক্ষেত্রে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বাঙালীর বীর্যবত্তার ইতিহাস সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

এবার বলছি আহাদের কথা। আহাদের বয়স মাত্র ১৫বছর। অতুলনীয় সাহসী ছিল এই বীর মুজাহিদ কিশোর । মুজাহিদ হিসেবে তেলিয়াপাড়া যুদ্ধে তার বীরত্ব প্রদর্শণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল ঘটনা। দুলা ও আহাদের বীরত্বের সম্মানস্বরুপ লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ তাদেরকে ২৫০০ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করেন।

এর পড়ে আসে পুলিশ প্রসঙ্গ। আমার সঙ্গে যে ৫জন পুলিশ ছিলেন তারা হলেন মিজান, সুরুয মিয়া, খোরশেদ মিয়া, তাহের এবং কানু মিয়া। আমার কোম্পানীকে এরা মর্টার ছুড়তেন। মাত্র সামান্য কয়েকদিনের শিক্ষায় এরা মর্টার চালনায় প্রায় পেশাদার সৈনিকের মত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ৫জন পুলিশ সৈনিকের দান সামান্য নয়। অসীম বীরত্বের সঙ্গে এঁরা শত্রুসৈনিকের সাথে বারবার লড়াই করেছেন।

মেজর মতিনের কোম্পানীটি ছিল পুরোপুরি প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের বাহিনী দ্বারা সংগঠিত। আমি এবং মেজর মতিন যখন তেলিয়াড়ায় লড়াই করেছি তখন কি রকম নিস্কম্প হৃদয়ে ঐ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের জোয়ানরা লড়াই করেছে। মেজর মতিনের ই-পি-আর কোম্পানী পরবর্তীকালেও বিভিন্ন ফ্রন্টে খুব সাহসের সঙ্গে লড়েছিল। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রশংসা না করে আমি পারি না।

\ চূড়ান্ত লড়াই ও আখাউড়ার যুদ্ধ \

নভেম্বরের ২০ তারিখের পরে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল। যশোরের কাছে পাকিস্তানের স্যাবর জেটগুলো ভারতীয় সীমানা অতিক্রম করায় আকাশযুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান আক্রমণে ৩টি পাকিস্তানী স্যাবর জেট ভূপাতিত হয়। এতে যুদ্ধের তীব্রতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে এ সময় যশোরের চৌগাছা পতন হয়। এবং তারা যশোর ক্যান্টনমেণ্ট দখল করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্যের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

নভেম্বরের এই সময়টাতে আমরা আখাউড়ার শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবর্তীণ হই। শত্রুর বিরুদ্ধে এবার আমরা পুরোপুরি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করি। আমাদের আক্রমণও একই রকম তীব্র এবং প্রচণ্ড। এ সময় 'এস' ফোর্সের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহর অধীনে ছিল পুরো দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক সৈন্য। এই দুই ব্যাটালিয়নই ছিল যাবতীয় সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত। এ-ছাড়াও ছিল কয়েকটা কোম্পানী যাকে আমরা সেক্টর ট্রুপস বলতাম।

কর্নেল শফিউল্লাহ 'এস' ফোর্সের ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর মঈন এবং ১১নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর নাসিমকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে মেজর মঈনের ব্যাটালিয়ন আখাউড়ার দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাবে এবং তাদের সাথে থাকবে সেক্টর ট্রুপস, আর মেজর নাসিমের ব্যাটালিয়ন (১১ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট) আগরতলা উত্তর দিকে ধর্মঘরের ওখানে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেবে যাতে করে সিলেট থেকে মনতলা হয়ে পাকবাহিনী পেছন থেকে আমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে না পারে। লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ধর্মঘরের সামনে রেখে মোহনপুর-আগরতলা রোডে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এ সময় আমি একটি কোম্পানীর নেতৃত্বের ভার নেই। শত্রু যাতে মোহনপুর-আগরতলা রোড ধরে অগ্রসর হতে না পারে সে উদ্দেশ্যই আমরা আখাউড়া যুদ্ধের আগেই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময় আমি যে কাম্পানীর পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়েছিলাম সেটি বি-কোম্পানী।

ওদিক তখন আখাউড়ায় কি ঘটেছিল তার কিছুটা বিবরণ, আমি যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, দেওয়া যাক। ২৭শে নভেম্বর কর্নেল শফিউল্লাহ মেজর মঈনকে মেরাসানী, নিরানসানী, সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে, সিঙ্গারবিল ঘাঁটি, রাজাপুর, আজমপুর ইত্যাদি এলাকা দখল করার নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই সব এলাকা আখাউড়া রেলওয়ে জংশনের কাছাকাছি। কর্ণেল শফিউল্লাহ মেজর মঈনকে ৩০শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর তারিখ রাতে এই সব এলাকায় আক্রমণ চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন।

মেজর মঈন দ্বি-ধারা আক্রমণ চালালেন। প্রথম আঘাত হানলেন নভেম্বর-ডিসেম্বর ৩০/১ তারিখ রাত ১টার সময়। প্রথম পর্যায়েই দখল করলেন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশন ও সিঙ্গারবিল ঘাঁটি। শুনেছি, সে রাতে লড়াই চলেছিল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

এই অভিযান আমাদের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিল মুক্তিফৌজের প্রায় এক ব্যাটালিয়ন। শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক ব্যাটালিয়নেরও বেশী। এই যুদ্ধে শত্রুসেনারা আর্টিলারী, মর্টার, মেশিনগান ইত্যাদি ছোটবড় সব অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করে। আমাদের পক্ষেও সেদিনকার লড়াইয়ে আর্টিলারী এবং মর্টারের সাপোর্ট ছিল। সেক্টর ট্রুপসের কাছেও ছিল মেশিনগান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লড়াইয়ের সে রাতগুলো ছিল খুবই অন্ধকার এবং ডিসেম্বর শীত-রাত্রির কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই অন্ধকার ও কুয়াশার বাধা আমাদের জওয়ানদের পারেনি বিন্দুমাত্র হতোদ্যম করতে। একটার পর একটা স্থান দখলে আসাতে তারা ক্রমেই মানসিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং নব উন্মাদনায় দ্বিগুন শক্তিতে শত্রুদের আগাত হেনে পর্যুদস্ত করছিল। আখাউড়ার এক যুদ্ধে হতোদ্যম পাকিস্তানী সেনারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় এবং তাদের প্রচুর লোকসান স্বীকার করতে হয়। একজন শত্রুসেনা জীবিত অবস্থায় বন্দী হয় এবং ২০ জন হয় নিহত। এছাড়া মুক্তিফৌজের হস্তগত হয় হানাদার প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, রেশন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ডিফেন্স স্টোর (প্রতিরক্ষা সামান্য)। আমাদের পক্ষ থেকে পাকবাহিনীর হাতে এই যুদ্ধে ইয়াসিন খাঁ নামে মুক্তিফৌজের একজন সিপাহী শহীদ হয়। তাকে সমাহিত করা হয় সিঙ্গারবিলে। তাছাড়া এই লড়াইয়ে মুক্তিফৌজের সিপাহী আবু জাফর, সিপাহী হুমায়ন, সিপাহী আবদুল লতিফ, হাবিলদার আকতার হোসেন, হাবিলদার মুফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, হাবিলদার নবীউল্লা এবং অপর একজন আহত হয়। পর্যুদস্ত শত্রুবাহিনী সাময়িকভাবে পিছু হটলেও ২রা ডিসেম্বরের সকালে আমাদের বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং সারাদিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে আমাদের বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আর্টিলারীর সহায়তায় মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে এই এলাকা শত্রুবাহিনী পুনর্দখল করে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর আমাদের বাহিনী সিঙ্গারবিলে গিয়ে জমায়েত হয়। এই যুদ্ধে শত্রুবাহিনীরও অসম্ভব ক্ষতি সাধিত হয়। মুক্তিফৌজের নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী শত্রুর হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। অন্যান্য যারা আহত হন তারা হলেন সিপাহী আবদুল আউয়াল, হাবিলদার মাজু মিয়া, নায়েক নাসিরুজ্জামান, নায়েক আবদুস সালাম, সিপাহী মিজানুর রহমান।

৩রা ডিসেম্বর আমাদের বাহিনী নিজেদেরকে পুর্নগঠিত করে পাক বাহিনীর উপর পুনরায় আক্রমন চালায় এবং আজমপুর স্টেশন ও তার এক হাজার গজ অগ্রবর্তী স্থান দখল করে। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষের এগারজন সৈন্য নিহত হয়। আমদের পক্ষে দু'জন সিপাহী ও একজন নায়েক সুবেদার শহীদ হন। আমাদের বাহিনীর যখন যুদ্ধে লিপ্ত এমনি সময়ে আমরা খবর পেলাম পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে। এবার আর যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশ বাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ভারত-বাংলাদেশ বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ডিসেম্বরের ৩/৪ তারিখ রাতে আমাদের বাহিনী পুনর্দখলকৃত এলাকাকে সুরক্ষিত করল। বলা বহুল্য, মুক্তিফৌজের অবিরাম আঘাতের পর আঘাত, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা মুক্তিবাহিনীর চাতুর্যপূর্ণ আতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন বেসামাল হয়ে পড়েছিল। এবার তারা সমস্ত দোষ ভারতের উপর চাপিয়ে ভরত আক্রমণ করে বসল।

৩রা ডিসেম্বর যেদিন পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে সেদিন অপরাহ্নে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ঐ দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনিও ভারতের জওয়ানদের পাকিস্তানী হামলা প্রতিহত করার জন্য হুকুম দেন।

অতএব মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হল ভারতীয় সোনাবাহিনীর হাত। সম্মিলিত বাহিনী ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করল অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে । বাংলাদেশের সীমানার চতুর্দিক দিয়ে যৌথ কমাণ্ডের অধীনস্থ সৈন্যদল ঢুকে পড়ল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

এদিকে সামরিক সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সৈন্য মিত্রবাহিনীর নাম নিয়ে আখাউড়া যুদ্ধে নেমে পড়ে। আক্রমণ চালানো হয়েছিল অতি প্রত্যুষে। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় আমাদের বাহিনীর পক্ষে খুব বেশি আর্টিলারী সাপোর্ট (কমানের সহায়তা) দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল মর্টারের প্রচুর সহায়তা। এই আক্রমণ শুরু করার আগে মেজর মতিনের নেতৃত্বে সেক্টর ট্রুপসের দুই কোম্পানী দিয়ে পাশ থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মেজর মতিনের ই-পি-আর কোম্পানী মারাত্মক

প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও নিজের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র নড়েনি। আমাদের সেক্টরে ৪ঠা ডিসেম্বর যুদ্ধে মুক্তিফৌজের যে বীর সৈন্যরা শাহাদত বরণ করেন তাঁরা হচ্ছেন- লেঃ বদিউজ্জামান, সিপাহী রুহুল আমিন, সিপাহী সিদ্দিকুর রহমান। যাঁরা আহত হন তাঁরা হচ্ছেন-সুবেদার চান মিয়া, হাবিলদার কামরুজ্জামান, কোম্পানী হাবিলদার মেজর নূরুজ্জামান এবং আরো ১৫ জন। এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিফৌজ ১৩ জন শত্রুসেনাকে হত্যা করে এবং ৪ জন শত্রুসেনা তাদের হাতে বন্দী হয়। মুক্তিফৌজ ছোটবড় হাতিয়ারসহ শত্রুবাহিনীর ৩২ টি রাইফেল কবজা করে।

ডিসেম্বরের ৫ তারিখে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু আমাদের তীব্র-প্রতি-আক্রমণের মুখে তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। আখাউড়ায় তুমুল লড়াই। এই লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনী ও সংযুক্ত মিত্রবাহিনী অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবশেষে ৫ই ডিসেম্বর মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনী আখাউড়া দখল করে। ৪/৫ ডিসেম্বরের যুদ্ধে এই এলাকায় শত্রুবাহিনীর প্রায় ১৬০ জন সৈন্য মারা যায়।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন শত্রুর অবস্থান ছিল খুবই সুদৃঢ়। ফলে এখানকার যুদ্ধ হয় ব্যাপক এবং মারাত্মক। বাংলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আখাউড়ার লড়াইয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানকার যুদ্ধে উভয় পক্ষই সর্বাধিকসংখ্যক আর্টিলারী ব্যবহার করে। কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্লাটা অক্রমণের মুখে পাঞ্জাবী সৈন্যরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় মিত্রবাহিনী আমাদের বাহিনীর সাথে যোগ দেবার পর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে তারা আর দাঁড়াতে পারেনি। বলাবহুল্য, আখাউড়ার পতনের পর শত্রুবাহিনী আর কোথাও ভালোভাবে অবস্থান নিতে পারেনি।

আখাউড়ার যুদ্ধে কোম্পানী কমাণ্ডার হিসাবে যেসব অফিসার অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেনঃ মেজর মতিউর রহমান, ক্যাপ্টেন মোরশেদ, লেফটেন্যাণ্ট ইব্রাহিম, লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান ও লেফটেন্যাণ্ট সলিম (কোম্পানী অফিসার)।

এখানে আমি ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করতে চাই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যতম পুরনো ব্যাটালিয়ন। হানাদার পাক বাহিনী বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর এই ব্যাটালিয়ন তখনকার সেকেন্ড-ইন-কমাণ্ড মেজর শফিউল্লাহর (বর্তমানে কর্নেল এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান) অধীনে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুক্তি সংগ্রামে এই ব্যাটালিয়নের অবদান অতুলনীয়।

এখানে আখাউড়ার যুদ্ধে শাহাদাৎপ্রাপ্ত বীর সৈনিক লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করে তাঁর শহীদী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।

লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান রংপুর মিলিটারী কাস্টোডি থেকে পালিয়ে এসে ১৬ ই আগস্ট মনতলায় আমার সাথে যোগ দেন। আমি ১১ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টএ যোগদানের আগ পর্যন্ত তিনি আমার অন্যতম প্লাটুন কমাণ্ডার হিসাবে আমার সাথেই ছিলেন। তিনি আমার সাথে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

লেফটেন্যাণ্ট বদিউজ্জামান ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহসী সৈনিক। সদা হাসিমুখে এই অসম সাহসী যোদ্ধা যদিও মূলত ছিলেন একজন ক্যাভালরী অফিসার, তবু একজন ইনফ্যানট্রি অফিসারের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলেন না। যুদ্ধ চলাকালে শত্রুবাহিনীর একটি শেল তাঁকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে তিনি শহীদ হন। তাঁর মরদেহ আজমপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি মাজারের কাছে সমাহিত করা হয়। সিপাহী রুহুল আমিনের মরদেহও এরই কাছে সমাহিত করা হয়।

২১ বছরের যুবক লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। সদা প্রফুল্লচিত্ত নিরহংকারী বীর সৈনিক মাতৃভুমির স্বধীনতা সংগ্রামে হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করেন। তাই দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন তাঁর কথা স্মরণ করবে। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।

\ আশুগঞ্জের লড়াই এবং ঢাকার পথে 'এস' ফোর্স \

এদিকে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ তাঁর 'এস' ফোর্স নিয়ে কোন পথে অগ্রসর হচ্ছেন তার বিবরণ সংক্ষেপে দিচ্ছি। ৬ই ডিসেম্বর বিকালে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ ইসলামপুর ব্রীজের কাছে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন এবং নিশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তারপর এখান থেকে 'এস'-ফোর্স ৭ই ডিসেম্বর ঢাকার পথে রওনা হয়। এবং এইদিন শাহবাজপুরে তাদের সাথে আর একটি খণ্ডযুদ্ধ হয় ও পরে শত্রুরা ভেগে যায়। তারপর 'এস' ফোর্স ও মিত্রবাহিনী সরাইল পৌঁছে। আশুগঞ্জে আমরা আবার শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হলাম ৮ই ডিসেম্বর। আশুগঞ্জে শত্রুবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গড়েছিল। সেটা ছিল যুদ্ধকৌশল সমৃদ্ধ এবং তার ঘাঁটিগুলি ছিল অত্যন্ত মজবুত। আমাদের 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনী প্রথম আক্রমণ চালায় ৯ই ডিসেম্বর বেলা ৩টার সময়। এই আক্রমণে আমাদের পক্ষে ছিল, তবুও তার সেই ভয়াবহ রুপ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। সম্মিলিতভবে 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শত্রুবাহিনীও ভীষণভাবে মারমুখী হয়ে ওঠে। একদিকে যখন আমাদের পদাতিক বাহিনী বিনা বাধায় শত্রুর উপর বোমা নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শত্রুপক্ষ তাদের ভারী মেশিনগান ও বিমানবিধ্বংসী কামান দিয়ে অবিরামভাবে গুলি ছুড়ে যাচ্ছে। তাদের আর-আর (রিকয়েললেস রাইফেল) গুলোও তখন নিরস্ত ছিল না। তারাও তখন আমাদের পক্ষের ট্যাঙ্কগুলোকে লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। আমাদের পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীর মিডিয়াম গানগুলো শত্রুপক্ষের উপর অবিশ্রান্তভাবে গোলা নিক্ষেপ করছিল, ঠিক তার পাল্টা জবাবে শত্রুপক্ষও তখন সমভাবে আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ করছিল। তুমুল লড়াইয়ের পর শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে 'এস'-ফোর্স ও মিত্রবাহিনীকে সাময়িকভাবে সেদিন পিছু হটতে হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের থেকে অনেক বেশী ছিল। ঐ দিনকার যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর চারখানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় এবং প্রায় ৪০/৫০ জন বীর যোদ্ধা মারা যান। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের প্রায় দেড় শতাধিক লোক নিহত হয়।

দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর অবশেষে শত্রুসৈন্য ১০ই ডিসেম্বর আশুগঞ্জ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ভৈরববাজারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শত্রুপক্ষ আশুগঞ্জ থেকে ভৈরববাজারে যাবার পূর্বে ভৈরব ব্রীজের তিনটি স্প্যান ধ্বংস করে দিয়ে যায়। যুদ্ধের গতিবেগ রক্ষা করার জন্য কোন সময় নষ্ট না করে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ একাদশ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ভৈরববাজার ঘিরে থাকার জন্য নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল সেক্টর ট্রুপস নিয়ে পদব্রজ নরসিংদীর দিকে রওনা হন।

তিনি নরসিংদী পৌঁছানোর পূর্বেই মিত্রবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন হেলিকপ্টারযোগে সেখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু শত্রুপক্ষ সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। ১২ই ডিসেম্বর তিনি শীতলক্ষ্যা পার হন। ইতিমধ্যে তিনি দুটি ছোটখাটো সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এছাড়া তিনি দুটি দলকে ঢাকার দিকে পাঠিয়ে দেন। তার একটি ছিল বাসাবো এলাকার জন্য ও অপরটি ছিল ঢাকা সেনানিবাসের জন্য। ১৬ই ডিসেম্বর শত্রুপক্ষের ৩০০ জনের একটি দল ডেমরাতে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৩ই হইতে ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা পর্যন্ত 'এস'- ফোর্স ডেমরা ও শহরের বিভিন্ন উপকণ্ঠে লড়াই করে। এরপর তারা ডেমরার পরবর্তী এলাকা মাতুয়াইলে একবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরে লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ জোনারেল অরোরার সাথে ডিসেম্বর বেলা ৪টা ৩১ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্ট ও সেক্টর ট্রুপস ঢাকা স্টেডিয়াম পৌঁছে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। ৪নং সেক্টর সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর’ ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত*

মে, ১৯৭১ সন। ভারতীয় বিভিন্ন এলাকায় খোলা হল নানা ট্রেনিং ক্যাম্প। পুরো সিলেট সেক্টরের ভার আমার উপর দেয়া হল। মোট দুটি সাব-সেক্টর খোলা হল। আমার সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গল না। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা কাজ করতে আরম্ভ করল। সিলেটের সব থানা থেকে লোক ভর্তি করা শুরু হল এবং প্রশিক্ষণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলে। বি-ডি-আর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশকে নিয়ে গড়ে উঠল ‘সেক্টর ট্রুপস’, আর স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠল ‘গণবাহিনী’। সিলেট মোট ৬টি সাব-সেক্টর ছিল।

১। জামালপুর সাব-সেক্টরঃ গণবাহিনীর মাহমুদূর রব সাদী এই সাব-সেক্টর কমাণ্ড করত। অল্পবয়স্ক সুন্দর ছেলেটি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য যে স্পৃহা নিয়ে কাজ করত, তা দেখলে সত্যি আশ্চর্য লাগত। যেখানেই তাকে পাঠানো হয়েছিল, প্রত্যেকটি অপারেশনে সে কৃতকার্য হয়েছে। এই সাব-সেক্টর থেকে অপারেশন চালানো হয়েছে-আটগ্রাম, জাকীগঞ্জ, লুবাছড়া ও কানাইঘাটি এলাকায়। নভেম্বরের শেষের দিকে সাদীকে সিলেটের ভেতরে নবীগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৫০জন বিশ্বস্ত গণবাহিনী ছেলে দিয়ে নবীগঞ্জ এলাকা মুক্ত হরতে পাঠানো হয়েছিল।

২। বারাপুঞ্জী সাব-সেক্টরঃ এটা কমাণ্ড করত ক্যাপ্টেন রব। সাপ্লাই কোর-এর অফিসার হয়ে পদাতিক সৈন্য পরিচালনায় সে অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং সাব-সেক্টর লাটু, বিয়ানীবাজার, শারোপার, বরোগ্রাম, জাকীগঞ্জ, আটগ্রাম, কানাইঘাট, চিকনাগুল এলাকায় অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

৩। আমলসিদ সাব-সেক্টরঃ বাংলাদেশ সোনাবাহিনীর লেঃ জহীর এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিল। এই তরুণ অফিসারটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুবই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। কানাইঘাট অপারেশনে তার দক্ষতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহে এই সাব-সেক্টরটি ‘জেড’- ফোর্সের প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে।

৪। কুকিতল সাব-সেক্টরঃ এটার কমাণ্ডার ছিল ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট কাদের। বিমান বাহিনীর অফিসার হয়ে এত সুষ্ঠভাবে পদাতিক বাহিনী পরিচালনা করায় তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। মাঝে মাঝে সে প্রায়ই বলত, স্যার আমাকে একটা জঙ্গী বিমান এনে দেয়, আমি পাকিস্তানীদের খতম করব। আপনাদের যুদ্ধ খুব মন্থর গতিতে চলছে। আমি চাই তাড়াতাড়ি পাকিস্তানীদের শেষ করে বাংলাদেশ মুক্ত করতে।’ আমি তাকে সান্তনা দিতাম ‘স্লো এ্যাণ্ড স্টীডি ইউনস দি রেস’। এই সাব-সেক্টর দিলখুশ চা বাগান, কুলাউড়া, জুরী চা বাগান এলাকায় অপারেশন চালিয়ে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করেছে। পরে এই সাব-সেক্টর ক্যাপ্টেন শরিফুল হক যোগ দিয়েছিল। এই নির্ভীক যুবক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন হরে। এর কৃতিত্বের কথা পরে আসবে।

৫। কৈলাশশহর সাব-সেক্টরঃ লেঃ ওয়াকিউজ্জামান এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিল। নয় মৌজায় বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত বড় এলাকাকে মুক্ত রাখার জন্য এই তরুণ

* ১৯৭১ সালে মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে মেজর -জেনারেল। সাক্ষাৎকারটি ২৪-৩-১৯৭৪ তারিখে গৃহীত হয়।

অফিসারকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই সাব-সেক্টর ডিসেম্বরের দিকে ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত করে সিলেটের দিকে গিয়েছিল। এবং ভারত যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন এই সাব-সেক্টর ভারতের ৫৯ ভারতীয় ব্রিগেডের সাঙ্গে সিলেটের প্রবেশ করেছিল।

৭। কমলাপুর সাব-সেক্টরঃ এটার কমাণ্ডার ছিল ক্যাপ্টেন এনাম। এই তরুণ অফিসার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং এই সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হয়ে অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ধলাই চা বাগান এবং পার্শ্ববর্তী চা বাগানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই সাব-সেক্টরকে কৃতিত্ব দেয়া যায়। ভারত যুদ্ধ ঘোষণার পর এই সাব-সেক্টর ৮১ ভারতীয় ব্রিগেডের সঙ্গে মিলিত হয়ে মৌলভীবাজারে প্রবেশ করেছিল।

লোহারবন্দ নামে এক জায়গায় সমস্ত ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। রিলিফ ক্যাম্প, শরণার্থী শিবির এবং নানা জায়গা থেকে স্কুল-কলেজের ছেলেদের এবং বাংলাদেশের কর্মক্ষম নাগরিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রশিক্ষণ দেবার পর ছেলেদের পাঠিয়ে দেয়া হত বিভিন্ন সাব-সেক্টর। এই কাজের জন্য সিলেটের ফরিদ গাজী, নূরুল ইসলাম, আজিজ, তোয়াবুর রহীম, ডক্টর আলী, হাবীব রহমান, ডক্টর মালেক, লতিফ প্রমুখ লোকের নাম না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। রাত-দিন কাজ করে নানা জায়গা থেকে লোক সংগ্রহ করে তাঁরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতেন, আমার সৈন্যদের সাব-সেক্টর খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতেন, তার জন্য আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সেক্টর ট্রুপস -এর কাজ শত্রুদের ধ্বংস করা, এ্যামবুশ করা, এবং গণবাহিনীর কাজ ছিল পুল ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ সরবারাহ বিপর্যস্ত করা, মাইন পোঁতা ও ছোটখাটো শত্রঘাটি ধ্বংস করা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে আমাকে দেয়া হয়েছিল যত চা-বাগান আমার এলাকায় আছে তাদের অকেজো করে দেওয়া। কাজ পুরোদমে চলতে লাগল। এদিকে একদিন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বিধু দাশগুপ্ত আমার কাছে এসে বলল যে, শিলং দিয়ে সুনামগঞ্জ এলাকায় অপারেশন করা উচিত। আমি তাদেরকে সব সাহায্য দিলাম। পরে এই দুই নির্ভীক যুবক তাদের নিজ নিজ এলাকার ভিতর ঢুকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দিরাই অপারেশন এবং বিধু দাশগুপ্তের মাঘালকান্দী এবং আজমিরীগঞ্জ আপারেশন এলাকার সকলেরই সুবিদিত। এরা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

মে-জুন সেক্টর ট্রুপস এবং গণবাহিনী তাদের নিজ নিজ কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে থাকে। শেওলা-সাদা খাল, বারইগ্রাম এবং কাংলী ফেরীর উপর এরা আক্রমন চালিয়ে পাকিস্তানীদের বিপর্যস্ত করতে লাগল। অনেক দালালকে মেরে ফেলা হলো। ছোট ছোট দলে সেক্টর ট্রুপস ও বাহিনীকে পাঠানো হত ফেরীগুলোকে নষ্ট করতে। এক একটা নৌকাকে নষ্ট করতে বেশ সময় এবং পরিশ্রমের দরকার। এখনও মনে পড়ে নায়েব কুতুবের কথা। আজ সে আমাদের মাঝে নেই। সাদা খাল ফেরী নষ্ট করতে হবে। সংগে আরো দুজন সিপাহী ও দুজন ছত্র। সাদাখাল তখন পানিতে ভর্তি। বেশ স্রোত। কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল এখানে-ওখানে, খেয়া ছিল নদীর ওপারে, যেদিকে শত্রুছিল। সবাই ওরা নদীতে নেমেছে খেয়াগুলিকে নষ্ট করতে। নদীর মধ্যখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মত গুলি আসতে শুরু করল। নায়েক কুতুব ডুব দিয়ে প্রায় নৌকার কাছে চলে এসেছিল। সামনে ছিল কচুরিপানা। ওগুলো মাথায় দিয়ে স্রোতের দিকে ভেসে গেল। দু দিন পর এসে আমার পায়ে প্রণাম করে বলল, বড় বেচেঁ গেছি স্যার। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ল, কেবল বললাম, বেঁচে থাক-জয় বাংলা’ চারজন ফিরে এসে যখন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিল তখন ভেবেছিলাম ওকে বোধ হয় আর ফিরে পাব না। যাই হোক ওকে আমার কাছে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পুরো জুন-জুলাই আমাদের কাজ অব্যহত থাকে। হিট এণ্ড রান কায়দায় শত্রুদের বিপর্যস্ত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শত্রুদের ঘাঁটি লাটু, বড়লেখা, ফুলতলা, আটগ্রামের উপর হানা দিলাম। চা-বাগানগুলো অকেজো করতে আরম্ভ করলাম। রাজকী, ফুলতলা, শেওলা, পৃথিমপাশা, সমনভাগ, সোনারুপা,

হাসনাবাদ, চূড়ামনি, গাহেরা, সাগরনাল চা-বাগানগুলো অকেজো করা হল। বিস্ফোরক দ্রব্য বেশী ছিল না। তবুও তাই দিয়ে চা-বাগানের বড় বড় মেশিনের যন্ত্রপাতি অকেজো করা হল।

জুনের প্রথম সপ্তাহে লাঠিটিলা চা-বাগানের উপর মস্তবড় হামলা চালানো হল। জানতে পারলাম লাঠিটিলাতে শত্রুদের এক প্লাটুন সৈন্য পরিখা খনন করে আছে। এই আক্রমণে আমাকে ভারতীয় গোলন্দাজ এবং মেশিনগানের সাহায্য নিতে হয়েছিল। শত্রুদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। আমাদের কাছে যে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র চিল তা দিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না বলে আমাকে ভারতীয়দের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই আক্রমণ ক্যাপ্টেন রবের নেতৃত্বে হয়েছিল। খুব ভোরে চারটা থেকে ভরতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলাগুলি শুরু করল এবং মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। বেলা প্রায় ১১টার সময় শত্রুরা আমাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। আমার সৈন্যরা তার উপর হামলা করে অনেক গোলাবারুদ এবং অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। দুটো পাকিস্তানী সৈনিক আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। একদিন পর আরেকজন পাঞ্জাবী ল্যান্স নায়েককে পাতনী চা বাগানে পাওয়া গিয়েছিল।

এই যুদ্ধে নায়েক শফিকউদ্দিন আহমদেকে বীরপ্রতিক উপাধিতে ভূষিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। নায়েক শফিকই হাতাহাতি যুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রেনেড ছুড়ে আহত সিপাহীটিকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছিল। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'হিট এণ্ড রান' কৌশল অব্যাহত থাকে। বেশীরভাগ চা-বাগানগুলো অকেজো করে দেয়া হলো। এবং স্থির হলো যে গণবাহিনীর ছেলেদের সিলেটের ভেতরে ঢুকানো হবে। এদেরকে বলা হল, সিলেটের ভেতরে গিয়ে ডাকঘর, পুলিশ ষ্টেশন, বাণিজ্য কেন্দ্রে ইত্যাদিতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করতে হবে। এদিকে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক জুলাই মাসের মাঝামাঝি দিলখুশ ও জুবীতে অনেক অপারেশন করল এবং খরব পাওয়া গেল দিলখুশ চা বাগানে পাকিস্তানীরা পরিখা খনন করেছে এবং আমাদের জুবী যাবার রাস্তা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেন শরিফুল হককে বলা হল দিলখুশে পাকিস্তানী ঘাঁটি ধ্বংস করতে। এই ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য আমাকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হক একজন আর্টিলারী অফিসার। টার্গেট নির্দেশ করার প্রশিক্ষণ তার ছিল। দিলখুশ আক্রমণের জন্য কি কি কাজ করতে হবে তা সৈন্যদেরকে বুঝিয়ে দেয় হল। দিলখুশ থেকে প্রায় এক মাইল দূরের একটা উঁচু লম্বা গাছ থেকে পুরো দিলখুশ এলাকাটা দেখা যায়। আক্রমণ শুরু হল। ক্যাপ্টন হক গাছে চড়ে অয়ারলেস- এর সাহায্য টার্গেট সঠিকভাবে নির্দেশ করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের গোলাগুলি পাকিস্তানীদের উপরে পড়তে লাগল। তারা দৌড়াদৌড়া আরম্ভ করল, বুঝা গেল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। যুদ্ধ যখন শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছল তখন শত্রুদের একটা ৩" মর্টরের গুলি এসে হক যে গাছে ছিল তার নিচে এসে পড়ল এবং হক আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাদের পক্ষের গোলাগুলি এর পর থেকে ঠিক লক্ষ্যস্থানে পড়েছিল না-এমনি আমাদের উপরেই পড়তে আরম্ভ করল। আমাদের সৈন্যরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হল। হককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হল। যদিও এ আক্রমণ সফল হয়নি, তবুও পাকিস্তানীদের মনোবল অনেক ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং বেশকিছু হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই এ্যাকশনের পর পাকিস্তানীরা দিলখুশে আর তাদের ঘাঁটি বানায়নি। এই যুদ্ধের জন্য ক্যাপ্টেন হককে বীর উত্তম উপাধির সুপারিশ করা হয়েছিল। আগস্ট মাসে লুবাছড়া, কাড়াবালা, মোকাটিলা, আমলসিদ, ন' মৌজা আমাদের মুক্ত এলাকা বলে ঘোষিত হল। পাকিস্তানীরা এই মুক্ত এলাকা দখল করার জন্য বার বার আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু সফল হতে পারেনি।

খবর পাওয়া গেল লাটুতে শত্রুসৈন্য (প্রায় এক কোম্পানী) পরিখা খনন করেছে এবং বড়লেখা পর্যন্ত তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। লাটু এমন একটা জায়গা যেটা দখল করা আমাদের পক্ষে খুবই দরকার ছিল। কারণ লাটু দখল করলে শত্রুদের কুলাউড়া-শ্রীহট্ট রাস্তায় চলাচলে অনেক অসুবিধা হবে। মেজর রবের অধীনে প্রায় ৩০০ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে লাটু দখলের পরিকল্পনা নিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল লাটু রেলওয়ে ষ্টেশনে

কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে আক্রমণ চালানো আর বাকি সৈন্য দ্বারা লাটুর বাঁয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে লাটুর উপর পুরোপুরি আক্রমণ চালিয়ে দখল করা। লাটু- বড়লেখা রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যাতে পাকসেনারা বড়লেখা হতে অগ্রসর হতে না পারে এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের কাছে কোন অয়ারলেস সাজসরঞ্জাম ছিল না। তাই একদলের সাথে অন্যদের যোগাযোগ ছিল না। আগস্টের শেষের দিকে ভোর চারটায় আক্রমণ শুরু হল। বেলা সাড়ে এগারটায় লাটু-বড়লেখা রাস্তায় মাইন পোঁতার জন্য যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তারা সাড়ে এগারটায় ফিরে আসে। দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল মাইন পোঁতার সময়। তাদের সবাইকে মেজর রবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। বেলা প্রায় দুটোর সময় দেখা গেল যে পাক সেনারা বাঙ্কার ছেড়ে পেছনে চলে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আরম্ভ হল শত্রুসৈন্যর লাটুর উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ। বোঝা গেল বড়লেখা থেকে শত্রুসৈন্য লাটুতে এসে যোগ দিয়েছে। শত্রুদের কাছ থেকে ৩ ইঞ্চি এমজি'র গোলাগুলি আসতে লাগল। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে পিছনে চলে আসতে শুরু করে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার আক্রমণ চালানো হল। সারোপার এবং লাটু এ দুটো জায়গা আবার দখল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তুমুল যুদ্ধের পর সারোপার আমাদের হস্তগত হয়। সারোপার দখলে একটা সুবিধা হল যে শত্রুসৈন্যর এখন কুলাউড়া থেকে সিলেটে সরাসরি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পুরো সেপ্টেম্বর মাসটা লাটু, বড়লেখা এমনি ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার সাদী তার সৈন্যদের নিয়ে চা-বাগানে আক্রমণ চালায় এবং দুদিন তুমুল যুদ্ধের পর পুরো লুবাছড়া-কাড়াবালা আমাদের হস্তগত হয়। লুবাছড়া মুক্ত হবার পর পাকিস্তানীরা বার বার চেষ্টা চালিয়েছে লুবাছড়া দখল করার জন্য, কিন্তু লুবাছড়া পুনরায় দখল করতে তারা সমর্থ হয়নি। লুবাছড়া স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত মুক্ত ছিল। আমাদের আক্রমণের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী লুবাছড়া থেকে নির্ধারিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা খাজা নিজাম উদ্দীনসহ নিম্নলিখিত মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়েছিল এবং তাদের বীরত্বের জন্য লুবাছড়া আমাদের হস্তগত হয়েছিল। তাদেরকে এ ওয়ার্ড দেয়ার জন্য আমি সি-ইন-সি'র কাছে অনুরোধ করেছিলাম।

নিহতারা হলোঃ ১। খাজা নিজামুদ্দীন বীর শ্রেষ্ঠ। ২। রফিক উদ্দীন বীরোত্তম। ৩। মোহাম্মদ বশির আহম্মদ বীরপ্রতীক। ৪। মোহাম্মদ মইজুল ইসলাম বীর প্রতীক। ৫। মোহাম্মদ শাহাবউদ্দীন বীরশ্রেষ্ট। ৬। মোহাম্মদ হোসেন। ৭। আতিকুল ইসলাম বীরপ্রতিক। ৮। আশরাফুল হক বীরোত্তম। ৯। মাহমুদূর রব বীরোত্তম।

নয়টা গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি মৌজা-নাম ন' মৌজা। এটি ভারতের কৈলাশশহের বিপরীতে অবস্থিত ছিল। লেঃ ওয়াকিউজ্জামানের নেতৃত্বে ন' মৌজায় পাকিস্তানী ঘাঁটির উপর আঘাত হানা হল এবং ন' মৌজাকে শত্রুমুক্ত হরা হল। এমনিভাবে লুবাছড়া, কাড়াবালা, মোকামটিলা, আমলসিদ, ন' মৌজা আমাদের দখলে আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানীদের উপর আঘাত করা হল এই সমস্ত ঘাঁটি হতে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি মেজর জিয়া (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ১ম এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট নিয়ে আমার সেক্টরে যোগ দেন। তাতে আমার শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট মেজর আমিনের নেতৃত্বে (বর্তমানে দুজনই লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল) সিলেটের চা বাগানগুলোর উপরে আক্রমণ চালানো হয়। পরিকল্পনা ছিল চা বাগানগুলো শত্রুমুক্ত করে আমরা সবাই মিলে সিলেটের দিকে অগ্রসর হব। ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট প্রথমে আঘাত হানল কেজুরীছড়া চা বাগানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আঘাত হানল ফুলতলা- সাগরনাথ চা বাগানের উপর। এমনিভাবে সেক্টর ট্রুপস এবং 'জেড' ফোর্স পুরো সিলেটে জেলার উপর একটার পর একটা আঘাত হানতে শুরু করল এবং পাকিস্তানীদের পর্যুদস্ত করতে শুরু করল। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট দক্ষিণগুলো চা বাগানের উপর আক্রমণ চালালো। শত্রুদের ২২

বেলুচ রেজিমেন্ট ওখানে ছিল। পাকিস্তানীরা আনেকবার দক্ষিণগুলের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিণগুল হাতছাড়া করেনি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দক্ষিণগুলে ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারী দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরীভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। দক্ষিণগুল জয়ের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে ১০৫ আর্টিলারীর সাফল্যজনক ব্যবহার অনেকাংশ সাহায্য করেছিল। ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারী ব্যবহারের প্রশিক্ষণ সিলেট সেক্টর আমারই তত্ত্বাবধানে ক্যাপ্টেন রশীদের পরিচালনায় সর্বপ্রথম হয়েছিল। আমার যতদূর মনে হয়, ১০৫ মিলিমিটার আর্টিলারীকে পরবর্তীকালে মুজিব ব্যাটারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আট-গ্রাম-জাকীগঞ্জ দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। কারণ জাকীগঞ্জ সিলেটের এক কোণে অবস্থিত। ভারতের করিমগঞ্জ শহরটি ঘেঁষে জাকীগঞ্জের অবস্থিতি। মাছখানে ছোট্র একটি নদীর ব্যবধান। জাকীগঞ্জ থেকে পাকিস্তানীরা শিলচর-করিমগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের উপর রাতের অন্ধকারে মাইন পুঁতে রাখত। তার ফলে দু'দুবার মালবাহী ট্রেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। এতে আমরা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতাম, কারণ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীরা এসে বন্ধুরাষ্ট্রের ক্ষাতিসাধন করছে। তাই জাকীগঞ্জ দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। সেক্টর ট্রুপস এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিয়ে হামলা চালানো হল। জাকীগঞ্জের এই যুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা কোনদিন ভুলবার নয়। তাদের সাহায্য না পেলে হয়ত জাকীগঞ্জ আটগ্রাম শত্রুমুক্ত করা সহজ বা সম্ভব হত না। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাকীগঞ্জ আটগ্রাম আমাদের দখলে আসে। দখলের পর ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আটগ্রামে অবস্থান করছিল। ভরতের ৯৯তম মাউণ্টেন রেজিমেণ্টকে জানাই আমার সালাম।

খবর আসতে লাগল শত্রুসৈন্য সমস্ত সিলেট জেলায় আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করেছে। তারা রাতে ভয়ে কোথাও বের হত না, পাকিস্তানীদের একা একা কোথাও দেখা যেত না। গেরিলা অপারেশন অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। পাকিস্তান সোনাবাহিনী গেরিলা অপারেশনের সফলতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের ঘাঁটি থেকে বের হতে সাহস করত না। তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

সিলেট জয় করতে হলে কানাইঘাট দখল করা সবর্প্রথম প্রয়োজন। আমি সেক্টর ট্রুপস নিয়ে কানাইঘাট জয়ের জন্য লুবাছড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে ওদিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা নিলাম। আমার সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের রাইফেলের ছেলেরা, আনসার, মোজাহিদ. পুলিশ ও স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন। লুবাছড়া পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে আসল। চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে কানাইঘাট দখল করা যায়। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যেভাবে হোক কানাইঘাট দখল করতে হবে।

সিলেট সেক্টর ট্রুপস কানাইঘাটের যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর সেক্টর ট্রুপস অগ্রসর হল। সৈন্যসংখ্যা চারশোজনকে নিয়ে চারটি কোম্পানী গঠন করা হল। একটা কোম্পানীকে লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের নেতৃত্বে দরবস্ত -কানাইঘাট রাস্তার মধ্যে 'কাট অফ কোম্পানী' হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হল। ওর কাজ ছিল শত্রুসৈন্য দরবস্ত হতে কানাইঘাট যুদ্ধে যেন কোন সাহায্য করতে না পারে। লেফটেন্যাণ্ট জহীরকে আর একটি কোম্পানীর দায়িত্ব হতে কানাইঘাট-চোরঘাই রাস্তায় 'কাট অফ কোম্পানী' হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হল। ওকে এই দায়িত্ব দেয়ার কারণ হল চোরঘাই থেকে যেন শত্রুসৈন্য কানাইঘাটে সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে এবং কানাইঘাট থেকে শত্রুসৈন্য পালিয়ে চোরঘাইর দিকে না যেতে পারে। আর দুটো কোম্পানী মেজর রব (বর্তমানে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল)-এর অধিনায়কত্বে নদীর পাড় ও মধ্য দিয়ে শত্রুর উপর হামলা চালিয়ে কানাইঘাট দখলের দায়িত্ব দেয়া হল। রাতের অন্ধকারে কানাইঘাট যুদ্ধ জয়ের অভিযান শুরু হল। রাত দেড়টায় গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের সঙ্গে শত্রুসৈন্যর গুলি বিনিময় হচ্ছে। লেফটেন্যাণ্ট গিয়াসের কোম্পানী জায়গায় পৌঁছতে পারছে না। ইতিমধ্যে তার

একজন সৈন্য আহত হয়। আমি তাকে বললাম যেভাবে হোক তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে। লেফটেন্যান্ট জহীরের কাছ থেকে খবর আসল সে বিনা বাধায় কানাইঘাট-দরবস্ত রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত যত বাড়তে লাগল ততই গোলাগুলির আওয়াজ বাড়তে লাগল। রাত প্রায় দুটোর সময় লেফটেন্যান্ট গিয়াসের কাছ থেকে খবর পেলাম ওরা শত্রুসৈন্যকে ঘিরে ফেলেছে, তবে তার একটি ছেলে শহীদ হয়েছে এবং সে শত্রুদের উপর শেষ হামলা চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম তার গন্তব্যস্থল প্রায় ৭০০/৮০০ গজ দূরে, তার উপর ভীষণভাবে মর্টারের গোলাবর্ষণ হচ্ছে এবং সে এগুতে পারছে না। মেজর রবের কাছ থেকে খবর পেলাম তার দুটো কোম্পানী ধীরগতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সে এখনও মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়নি। লেফটেন্যন্ট গিয়াসের কাছ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর রাত তিনটার সময় খবর আসল শত্রুদের একটি পুলের চার কোনায় চারটি বাংকার। এবং তার ভেতর থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি আসছে। লেফটেন্যান্ট গিয়াসের সৈন্যরা বাংকারের উপর গ্রেনেডের সাহায্যে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেতর থেকে বাংলায় চীৎকার করে বলল, ‘‘আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মারবে না। দুটো পশ্চিম পাকিস্তানী রাস্তার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আপনাদের সাহায্য করব।’’ রাত প্রায় সাড়ে তিনটে-চারটে হবে। লেফট্যানেণ্ট গিয়াসের কাছ থেকে খবর পেলাম ওরা ওদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। বাংকারের ভেতরে ওরা যেতে পারেনি। কারণ বাংকারে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। এবং ৭ জন রাজাকার বাইরে চলে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। নয়জন পশ্চিম পাকিস্তানী গ্রেনেড ছোড়ার ফলে মারা যায়। দু’জন পশ্চিম পাকিস্তানী পালাবার সময় মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলে। ৭ জন বাঙালী রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। লেফটেন্যান্ট গিয়াসকে পুরো এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলো যাতে দরবস্ত থেকে শত্রুরা কানাইঘাটের দিকে আসতে না পারে। রাত বাড়তে লাগল, লেফটেন্যান্ট জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম সে এগুতে পারছে না। এদিকে মেজর রব শত্রুসৈন্যর মুখোমুখি প্রায় এসে পড়েছে। তার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছে। বেলা বাড়তে লাগল-মেজর রব শত্রুসৈন্যকে নদীর তীর দিয়ে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। সে ওদের কাছ থেকে দুশো গজ দূরে আছে। তার দুটো ছেলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তার গোলাবারুদ দরকার বলে সে জানাল। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ৬টায় জহীরের কাছ থেকে খবর পেলাম এম-জি এবং মর্টারের গোলাগুলিতে সে এগুতে পারছে না। তিনজন গুরুত্বরভাবে আহত হয়েছে। আরো সৈন্য এবং গোলাবারুদ চেয়ে সে অনুরোধ জানাল। আমি বললাম, সৈন্য আর পাঠাতে পারব না, তবে গোলাবারুদ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সকাল ৭টায় মেজর রবেব কাছ থেকে খবর পেলাম নদীর ওপার থেকে ওদের উপর গোলাগুলি আসছে। আমি জানতাম আটগ্রামে ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট আছে এবং এটাও জানতাম নদীর ওপারে শত্রুসৈন্য আছে। ১ম বেঙ্গলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নদীর ওপার থেকে শত্রুসৈন্যদের সরিয়ে দিতে। আমার সঙ্গে ১ম বেঙ্গল রেজিমেণ্ট এবং ‘জেড’-ফোর্স- এর বেতার যোগাযোগ ছিল না। মেজর রবের উপর নদীর ওপার থেকে গোলাগুলি আসতে লাগল। মেজর রবকে বললাম, ভারতের সাথে বেতার যোগযোগ করে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য আমি নিচ্ছি। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাও। ভারতের সাথে যোগাযোগ করি এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য পাবো বলে তারা আশ্বাস দেয়। এদিকে, যেহেতু মেজর রবের আরো সৈন্যর দারকার ছিল সেইহেতু জহীরকে মেজর ববের সাহায্য পাঠানো হল। লেফটেন্যান্ট গিয়াসের কাজ থেকে খবর পেলাম দরবস্ত থেকে পাকিস্তানীদের কানাইঘাটের দিকে আসার কোন পরিকল্পনা আছে বলে তার মনে হচ্ছে না। গিয়াসকে লেফটেন্যান্ট জহীরকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হল। মেজর রব এবং লেফটেন্যান্ট জহীরের দলের উপর শত্রুর ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছিল। আস্তে আস্তে ওরা এগুতে লাগল। বেলা প্রায় দশটায় খবর পেলাম নদীর ওপার থেকে পাকিস্তানীরা পেছনে পালাচ্ছে। এদিকে কানাইঘাট থেকেও পাকিস্তানীরা বাংকার থেকে উঠে পড়েছে। কানাইঘাটে শত্রুদের উপর মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় মেজর রব, লেফটেন্যান্ট গিয়াস ও লেফটেন্যান্ট জহীরের সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে কানাইঘাটে শত্রুসৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তানীরা রাস্তা না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে আরম্ভ করল এবং নিজেদের পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে নিজেরাই মরতে আরম্ভ করল। যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল ওরাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। অনেকে পানিতে

ডুবেও মারা যায়। ভীষণ শব্দে মাইনগুলো ফাটছিল। যারা চুরবাইর দিকে পালাতে চেষ্টা করেছিল তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। বেলা প্রায় এগারটায় কানাইঘাট আমাদের দখলে আসল। কানাইঘাটে শত্রুসৈন্যেও অনেক লাশ ছিল। লাশগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চারধারে 'জয় বাংলা ধ্বনি, ছেলেদের মুখে হাসি। মনটা গর্বে ভরে উঠল। কানাইঘাট জয়ের কথা জানানো হল। নানা জায়গা থেকে আমাদেরকে অভিনন্দন জানানো হল। জেনারেল ওসমানীর কাছ থেকেও অভিনন্দন বার্তা পেলাম। কানাইধাট যুদ্ধে পাকিস্তানীদের মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ জন, আহত ছিল ২০ জন। বাঙ্গালী রাজাকার ছিল বিশজন। তারা পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াতে ওদেরকে মুটে-মজুরের কাজ দেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে শহীদ হয়েছে এগারজন। এবং আহত হয়েছিল ১৫ জন। আমার ডাক্তার ছিল সিলেট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নজরুল। যেভাবে সে আহতদের চিকিৎসা করেছে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম কখনো ব্লেড গরম করে, কখনো বেয়নেট গরম করে কাটাছেঁড়া করছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সে।

এত বড় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে যারা ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করার জন্য সর্বাধিনায়কের কাছে নাম পাছিয়েছিলাম। তারা হলঃ ১। মেজর রব বীরোত্তম। ২। লেফটেন্যান্ট জহিরুল হক বীরপ্রতীক। ৩। সুবেদার মতিন বীরোত্তম। ৪। সুবেদার বাছর আলী বীরোত্তম। ৫। নায়েক সুবেদার শামসুল হক বীরোত্তম। ৬। হাবিলদার মোহাম্মদ শাহ আলম (শহীদ) বীরশ্রেষ্ঠ। ৭। হাবিলদার আবদুল জব্বার বীর প্রতীক। ৮। সিপাহী কামাল উদ্দীন বীর প্রতীক। ৯। নায়েক আলি আকবর বীর প্রতীক। ১০। এফ, এফ, নূরউদ্দীন আহমদ বীরোত্তম। ১১। এফ, এফ, নীলমণি সরকার।

কানাইঘাট জয়ের পর খবর আসল আমাকে দরবস্ত হয়ে সিলেট যেতে হবে। দরবস্ত জায়গাটা হল তামাবিল এবং সিলেটের মধ্যে। খবর পেলাম দরবস্তে এক কোম্পানী পাকিস্তানী সৈন্য আছে। যদি দরবস্ত শত্রুমুক্ত করা না যায় তাহলে সিলেটে আমাদের পাওয়া যাবে না এবং তামাবিল ও গোয়াইনঘাট হতে আমদের যে সৈন্য আসছে ওরাও সিলেটে যেতে পারবে না। তাই যেভাবে হোক দরবস্ত শত্রুমুক্ত করতে হবে। আমার এই অভিযান শুরু করার কিছুক্ষণ আগে সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে খবর পেলাম জেড-ফোর্সকে আমার এক কোম্পানী দিতে হবে, কারণ ওর সৈন্যসংখ্যা কম। লেফটেন্যান্ট জহীরকে জেড-ফোর্সের ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাহায্য করার জন্য দিলাম। যতটুকু আমি জানি মেজর জিয়া ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে এবং সেক্টর ট্রুপসের একটা কোম্পানী নিয়ে শালুটিকর বিমান ঘাঁটির দিকে যাবেন। ওদিকে ভারতের একটা ব্যাটালিয়ন সিলেটের দক্ষিণ দিকে হেলিকপ্টারে ছত্রীসেনা নামিয়ে দেবে। ভারতের ছত্রীসৈন্যের সংগে মিলিত হয়ে মেজর জিয়া তার সৈন্য নিয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। আমার সৈন্য দরবস্ত জয় করে খাদিমনগর হয়ে সিলেটের উপর আক্রমণ করবে। ভারতের আর একটি গুর্খা ব্যাটালিয়ন মুক্তাপুরের ৫নং সেক্টরে একটা কোম্পানী নিয়ে খাদিমনগর হয়ে সিলেটের উপর আক্রমন করবে। মেজর শওকত (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)-এর সৈন্যদল ও ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট গোয়াইনঘাট-ছাতক হয়ে সিলেটের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। আর একটা বাহিনী ভারতের সাহায্যে মেজর এনামের দায়িত্বে মৌলভীবাজার হয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। আর একটা বাহিনী ভারতের সাহায্যে লেফটেন্যান্ট ওয়াকিউজ্জামান এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদেরর সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সিলেট আক্রমণ করবে। এই ছিল সিলেট যুদ্ধের পরিকল্পনা, যতটুকু আমি জানতে পেরেছিলাম।

শুরু হল দরবস্তের পথে যাত্রা। প্রায় ১৫ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। এফ-এফ রবকে দিয়ে একটা কোম্পানী তৈরী করলাম এবং অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিলাম। এফ এফ শুকুরের কোম্পানী রইল তার পিছনে। আমার পেছনে রইল মেজর রব ও সুবেদার ফজলুল হকের কোম্পানী। পেছনে ধরা পড়া রাজাকাররা আনল গোলাবারুদ ও খাদ্য সরঞ্জাম।

৬ই ডিসেম্বর বিকেল প্রায় পাঁচটা। সবাইকে এক জায়গায় জড় করলাম। বললাম, যেভাবে হোক দরবস্ত দখলে আনতে হবে। দরবস্তে পাকিস্তানীদের একটা কোম্পানী আছে। দরবস্ত দখল না করলে সিলেট জয় করা

খুবই মশকিল হবে। কারণ ভারত থেকে ইতিমধ্যে গুর্খা ব্যাটালিয়ন এবং এফ-এফ-দের একটা কোম্পানী নিয়ে তামাবিল দখল করে দরবস্তে আমাদের সংগে মিলে সিলেটে একসঙ্গে যাব। যদি দরবস্ত দখল করতে না পারি তাহলে তাদের পক্ষে সিলেট থাকা মুশকিল হবে। তাই আজ রাতের মধ্যেই দরবস্ত দখল করতে হবে। শুরু হল আমাদের অভিযান। গ্রামের নামটা মনে নেই, প্রায় দেড় মাইল দূরে এসেছি। বাঁয়ে সদ্য ফেলা মাটির একটা উঁচু টিলা। মনটা ভাল লাগল না। পাশেই বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল। একজন বুড়ো ভদ্রলোককে ডাকলাম। সে আমাকে দেখে কেঁদে উঠল। কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। ৭/৮টা পাকিস্তানী এসেছিল ওদের গ্রামে, সঙ্গে ছিল বাঙ্গালী রাজাকার। সমস্ত গ্রামটা তছনছ করে দিয়েছিল। ওদেরকে খাবার দিতে হবে। যা অল্পবিস্তর খাবার ছিল দেয়া হয়। হালের গরুটাকেও ওরা ছাড়েনি। ওদেরই বাড়িতে রান্নাবান্না হল। খাওয়া শেষ হল। রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল। চারিদিক অন্ধকার। ঘরের ভেতরে মেয়েছেলেরা ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। হঠাৎ ২/৩টা সৈন্য ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। ওরা সবাই নিষেধ করল। শুরু হল অমানুষিক মারধর। এমনিভাবে চার-পাঁচটা বাড়িতে হামলা করলো। মেয়েদের উপর অকথ্য নির্যাতন করলো। চারপাশের বেশ কয়েকজন জোয়ান ছেলেকে উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল। ওদেরকে দিয়ে মাটি কাটানো হল। তারপর শোনা গেল বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ এবং সাথে সাথে আর্তনাদ। সবশেষে ডাকা হল বাকি যারা ছিল ওদেরকে-মাটি দিয়ে গর্ত ভরতে। যারা বুড়ো ছিল চোখের পানিতে নিজের ছেলের কবর দিতে লাগল। এই হল রাস্তার পাশে ছোটটিলার ইতিহাস। চোখ ভরে পানি এল। প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা মনে এল। প্রতিশোধ নিতেই হবে।

দরবস্ত এখনো অনেক দূরে। দূরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম না এই গোলাগুলির আওয়াজ কিসের। আন্দাজ করলাম ভারতীয় সৈন্যদের সাথে পাকিস্তানীদের কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ চলছে। দেরী করলে চলবে না, আজকে রাতের মধ্যেই আমাকে দরবস্ত দখল করতে হবে। রাত প্রায় বারটা হবে। এফ-এফ রবের কাছ থেকে খরব পেলাম ওদের উপর গোলাগুলি আসছে। রবের সৈন্যদের দরবস্তকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে এবং এফ-এফ শুকুরকে দরবস্তের বাঁ দিকে ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হল। মেজর রবের কোম্পানী রাস্তার ঠিক বাঁয়ে এবং সুবেদার ফজলুল হকের কোম্পানী রাস্তার ডানদিক দিয়ে সোজা দরবস্তের উপর আক্রমণ করবে। দরবস্ত তখন প্রায় তিন মাইল দূরে। বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। রব এবং শুকুরের সঙ্গে আমার বেতার যোগাযোগ ছিল না। মেজর রব এবং ফজলুল হকের কাছ থেকে খবর পেলাম যে রব এবং শুকুরের সাথে তাদের কোন যোগযোগ নেই, তবে তারা দরবস্তের কাছে পৌঁছে গেছে।

৭ই ডিসেম্বর সকাল চারটা। মেজর রব এবং ফজলুল হক খবর দিল যে দরবস্ত দখল হয়ে গেছে। মেজর রব এবং সুবেদার ফজলুল হকের সৈন্যদের বিশ্রাম নিতে বললাম। যখন একটু বেলা হয়ে যাবে তখন যেন ওরা এক-একটা করে প্লাটুন পাঠিয়ে দেয় রব এবং শুকুরের সৈন্যদের খুঁজে বের করতে। সকাল প্রায় ৭টা। দেখছি, দু’ধার থেকে এফ-এফ রব এবং এফ-এফ শুকুরের সৈন্যরা এসে আমদের সাথে একত্রিত হচ্ছে। এফ-এফ রবের কাছ থেকে জানলাম ওরা যখন পাকিস্তানীদের পেছনে ধাওয়া করছিল তখন ওরা দিক হারিয়ে অনেক ডানে চলে গিয়েছিল, এবং পরে একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল তবে কোন পাকিস্তানীকে পায়নি। এফ-এফ শুকুরের খবরে জানলাম পাকিস্তানীরা রাতের অন্ধকারে হরিপুরের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল। ওদেরকে পিছু ধাওয়া করতেই ওরা অন্য পথে চলে গিয়েছিল। তারাও একটা গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল। ওখানেও গ্রামের বাড়িতে একটা পাকিস্তানী সৈন্য লুকিয়েছিল, তাকেও শেষ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতের গুর্খা সৈন্যরা ৫নং সেক্টরের একটি কোম্পানী নিয়ে দরবস্ত পৌঁছেছে।

৮ই ডিসেম্বর, বেলা প্রায় দশটা হবে। একদিনের জন্য দরবস্তে আমার আস্তানা গেড়েছি। ব্রিগেডিয়ার ওয়াদকে এবং ব্রিগেডিয়ার বার্নে এসে দরবস্তে পৌঁছলেন। ঠিক হল গুর্খা রেজিমেন্ট রাস্তার ডান পাশ হয়ে দরবস্ত-সিলেট যাবে এবং আমার সৈন্যরা রাস্তার বাঁদিক দিয়ে খাদেমনগর হয়ে সিলেট যাবে।

১০ই ডিসেম্বর পৌঁছলাম লামা নামক একটা গ্রামে। ব্রিগেডিয়ার ওয়াদকের সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, হিমু চা বাগানের কাছে পাকিস্তানীরা শক্ত ব্যূহ রচনা করছে। একটা পুল আছে হিমুর কাছে। তার নিচে দিয়ে

একটি নদী চলে গেছে। এবং হিমুর আগে বেশকিছু উচু জায়গা আছে। আমাদের পক্ষে এগোনো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া হিমু যাবার পুলটা পাকিস্তানীরা উড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে বলা হল হিমুর পেছন দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করতে এবং যেভাবে হোক হিমু শত্রুমুক্ত করে হরিপুরের উপর আক্রমণ চালাতে।

খাওয়া-দাওয়া করে গ্রাম থেকে দ'জন গাইড নিয়ে চললাম হিমুর উদ্দেশ্যে। সারারাত নদী-খাল-বিল পার হয়ে পৌঁছলাম আটগ্রাম বলে একটি গ্রামে। সেখান থেকে হিমুর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। আটগ্রাম পৌঁছলাম ভোর চারটায়। গ্রামের পাশে নদী পার হতে হবে অনেক কষ্টে। দুটো নৌকা যোগাড় করা গেল। ওপারে সবাই পৌঁছলাম। ওপারে প্রায় ৭০০/৮০০ গজ দূরে খোলা মাঠ, তার উপরে অনেকগুলো উঁচু টিলা, যা পুরো আটগ্রাম গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। সকাল হতে চলেছে। দেখলাম হিমু পর্যন্ত পুরো খোলা মাঠ। চিন্তা করলাম দিনের বেলা এই খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না। তাই সবাইকে বললাম আজকের দিনটা আটগ্রামে কাটিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় হিমুর পথে যাত্রা করা যাবে। ভারতীয় গুর্খা সৈন্যদের সংগে বেতার যোগাযোগ করতে পারলাম না। যাই হোক আবার সবাই মিলে নদী পার হয়ে আটগ্রামে ফিরে আসলাম। আমার সৈন্যদের কে কোথায় জায়গা নেবে পুরো হুকুম দেবার সময় পেলাম না। বেলা প্রায় আটটা হবে। পাকিস্তানীদের দিক থেকে শুরু হল আমাদে উপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলাবর্ষণ। সঙ্গে আরম্ভ হল আমাদের উপর মেশিনগান এবং এল-এম-জি'র গোলাবর্ষণ। সৈন্যরা নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান নিল। কিছুই করার নেই একবারে শত্রুর মুখে পড়ে গেছে। কিন্তু বুঝলাম একেবারে আচানক শত্রুর গোলাগুলিতে আমার সৈন্যরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

আটগ্রাম ছোট গ্রাম। বৃষ্টির মত গোলাগুলি হচ্ছিল। আমাদের এমন কিছুই করবার নেই। চিন্তা করলাম যদি আটগ্রাম থাকি তাহলে আমরা সবাই মারা যাব। কারণ পাকিস্তানীরা আমাদের জায়গা জেনে ফেলেছে। তাই সবাইকে বললাম যে বেভাবে পারে পেছনে দু'তিন মাইল দূরে অন্য আর এক গ্রামে চলে যেতে। যাবার সময় আহতদের নিয়ে যাবার জন্য বলা হল। ডাক্তার নজরুলকে বললাম যারা শহীদ হয়েছে তাদের কবরের ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা সবাই চললাম গ্রামের দিকে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ দয়া ছিল। যখন আমরা আটগ্রাম ছেড়ে পেছনের গ্রামে যাচ্ছিলাম তখন আমাদের কেউ শহীদ বা আহত হয়নি। যদিও আমাদের উপর গোলাগুলি হচ্ছিল। একটি গুলিও আমাদের উপর লাগেনি। যখন সবাই এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম আমার ১১ জন ছেলে শহীদ হয়েছে এবং পাঁচজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সবার সাথে আলাপ করে বুঝলাম সবাই ঘাবড়ে গেছে। ভাবলাম একটা দিন পুরো বিশ্রাম নেয়া উচিত। গ্রামের লোকেরা আমাদের যথেষ্ট খাতির করেছে।

১২ই ডিসেম্বরে বিকেল বেলা হিমু থেকে খবর পেলাম পাকিস্তানীরা চলে গেছে চিকনাগুল চা বাগানের দিকে। সোজা চিকনাগুল চা বাগানের দিকে যাবার পরিকল্পনা নেয়া হল। চারধার থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে লাগল। বিনা বাধায় চিকনাগুলে পোঁছলাম। ভারতের গুর্খা ব্যাটালিয়নের সঙ্গে তখন পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরের দিন রাস্তায় দেখা হল গুর্খা ব্যাটালিয়নের সি-ও'র এর সঙ্গে, ঠিক হল রাস্তার ডানদিক দিয়ে খাদেমনগরের উপর আক্রমণ চালাবে গুর্খা ব্যাটালিয়ন। বাঁয়ে আক্রমণ করবে আমাদের সৈন্যরা। খাদেমনগর পাকিস্তানীদের বিরাট এবং শেষ ঘাঁটি।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সন। চারধারে পাকিস্তানীরা মজবুত ব্যূহ রচনা করেছে। যতবড় ব্যূহই রচনা করুক বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সিলেট আর বেশী দূর নয়। তারা এগিয়ে যাবেই। পেছনে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের গুর্খা ব্যাটালিয়ন রাস্তার ডানে এবং আমাদের সৈন্যরা রাস্তার বাঁয়ে এগিয়ে চলেছে খাদেমনগর দখলের চেষ্টা। কিছুদূর এগিয়েছি। সামনে ইদগা এবং উঁচু টিলা থেকে মর্টার ও মেশিনগানের গোলাগুলি আসতে লাগল। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার শুরু হয় গোলাগুলির আওয়াজ। বেলা বাড়তে লাগল। রাস্তার ডানে এবং বাঁয়ে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার এক কোম্পানী ঈদগার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। একেবারে খোলা জায়গা। তবে দু-একটা টিলা ছিল। বেলা প্রায় পাঁচটা।

হাবিলদার গোলাম রসুল ছেলেটি ছিল বেশ নির্ভীক। ঈদগার উপর একা আক্রমণ করতে গিয়ে শহীদ হল। বৃষ্টির মত গোলাগুলি চলছিল। তবু সে এগিয়ে গিয়েছিল। রাত হয় হয়। ঈদগা আমাদের দখলে আসল। ই পি আর-এর এই নির্ভীক ছেলেটি ঈদগার দখল দেখে যেতে পারল না। তারই বীরত্বে ঈদগা দখল সম্ভব হয়েছিল। তাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়ার জন্য আমাদের সর্বাধিনায়কের কাছে নাম পাঠিয়েছি। সেদিন রাতে চিকনাগুলের কাছে তাকে কবর দেয়া হয়। এই যুদ্ধে একজন শহীদ ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল।

পরদিন খাদেমনগরের কাছে এসে পৌঁছলাম এবং খাদেমনগর আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিলাম। আমাদের উপর ভীষণভাবে গোলাগুলি আসছিল। আমাদের পক্ষ থেকেও ভীষণ গোলাগুলি খাদেমনগরের উপর পড়ছিল। গ্রামের লোকেরা খুব সাহায্য করেছে। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সন। সবাইর মনে আনন্দ। যারা আনন্দের দিনে আমাদের সঙ্গে নেই, যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পেলাম-পরমেশ্বরের কাছে হাতজোড় করে জানালাম অজস্র প্রণাম। তাদের আত্মার সদগতি হোক। জয় বাংলা।

সিলেটের স্বাধীনতা এসেছিল ১৭ই ডিসেম্বর।

স্বাক্ষরঃ চিত্তরঞ্জন দত্ত,
ব্রিগেডিয়ার
২৪-৩-৭৪

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। ৪নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবদূর রব*১৭-১২-৭৯	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

Things were quite different in 4 Sector Bangladesh Force (BDF). I will, however, endeavour to pen dawn in brief a real picture of the 4 Sector Bangladesh Force. Specially all the strategic battles we fought during the war of liberation. These are all my recollections and from the war diary I maintained during war.

Major Chitta Ranjan Datta (now Colonel) was the Commander of 4 Sector from the beginning to the end. So far I remember Sectors were formed sometimes in the month of May '71. The whole Bangladesh was divided into a number of Sectors for operational purposes. Sectors were again further divided into Sub-Sectors and so on. Beside the Sectors there were so many organized Bahinies like Hemayet Bahini, Kaderia Bahini etc. Although these were not very organized but aim remained the same-to eliminate oppressors from the soil of Bangladesh.

Subject matter of my writing will however remain confined to 4 Sector Bangladesh Force which was covering a big area of approximate 100 miles border of Sylhet District (East and South East). From the border of Habigunj Subdivision in the South it was extended upto Kanaighat Police Station in the north. That border belt of Sylhet was mostly hilly ground which includes Patteria hills, Shatgaon hills etc. About 100 tea gardens were there within our area of operations. From military point of view that was an wonderful area for guerrilla warfare.

Before I enter into writing of all major battles we fought in that Sector, I think it is necessary to touch upon the very early period of war in fact March and April were probably the months of chaos and confusions everywhere. Though people resisted with whatever they had it was purely in disorganized way. Our Bengal Regiments who revolted in a more or less compact shape were slightly better off than those who revolted without parent units of their own.

The whole Mukti Bahini was divided mainly into two groups, viz Niomito Bahini and Gono Bahini. Niomito Bahini comprised or regular armed forces personnels, Ex EPR, Police, Ansars and Mujahids. Besides the regulars of Army and EPR, others had very little knowledge of basic infantry weapons and their uses. They had to be given quick training in basic requirement of guerrilla as well as conventional war. The nonregulars, or course, picked up very quickly and later on produced very good result. Specially EPR persons fought very well. Their single contribution toward this Liberation war counted much. Upto the last day they never betrayed.

So far as the Gono Bahini is concerned they were the Most dedicated and the symbol of courage and the heroism. This force mostly composed of students, peasants and the

* ১৯৭১-এর মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

youths. 100% of them undergone training in guerrilla warfare through various training establishments of India. It was indeed a war of whole Nation. So we found people in Gono Bahini from all walks of life.

4 Sector was mostly composed of Sector troops. It has mostly Ex-EPR personnels, and regular Army personnels from all arms and services, Ansars, Mujahid and a very few number of Police personnel. The Sector had 6 Sub-Sectors. To start with Major Chitta Ranjan Datta (now Colonel) and myself (the Capt. A. Rab) were only two Officers in the Sector. Later on in the month of June, Capt. Haque (now Major), FLt/Lt Qader and Capt. Anam (now Major) joined us.

Pak army started butchering in Sylhet since 26 March ’71. There was only one battalion of Punjab Regiment (31 Punjab in Sylhet. The battalion was scattered in whole of district during the time of crack down but immediately after it they closed up to Sylhet town itself. In the first week of April we surrounded the Sylhet town from east, south and west. One company of Bengal Regiment under the command of Capt Aziz was there covering the Surma bridge in the south. About a company strength of EPR entered the town from the east. First week of April was a most critical time far Pak troops in Sylhet. If we had strength at that time then Sylhet town could have been captured very easily on 5th or 6th April '71. Enemy re-enforcement started pouring in by C-130 plane from 6th April onward.

By 8th April enemy brought about one battalion troops form Dacca and started advancing towards the outside of the town. EPR who were in the town could not stand on their way. Bengal Regiment Company resisted there on the Surma bridge for sometime and fought very bravely. During the last week of April we gave a very hard fight in Sherpur on Sylhet, -Moulvi Bazar Road. In the east one Border Security Force battalion along with our Mukti Bahini took a very strong defensive position in area Golapgonj on Sylhet Sutarkandi Road. This defence we lost to the enemy in the second half of April '71.

The flow of refugee started pouring in across the border with the increase of inhuman torture inside. The brutal Pak Forces played havoc in those areas from where Mukti Bahini gave them resistance. The reign of terror was prevailing everywhere in Sylhet. Everyday thousands of people began to cross over India from all possible vantage points. Host country India was out with all their resources to face that great influx of Refugees everyday. Over-night they constructed camps and established Refugee Reception centres. By the end of July '71 they accommodated only in Kachar District more than two lakh refugees with newly constructed huts. But still the miseries of refugees everywhere knew no bounds.

Soon after the resistance battles inside troops got so scattered that it took quite sometime to collect them. After the fall of Golapganj defence our troops fell back and finally took defence in Baragram BOP and Sutarkandi Check Post. Our strength was at that time hardly a company, consisting of Army persons, EPR and others. Luckily every body had a rifle with them plus few Light Machine Guns, 2" Mortars and one Medium Machine Gun Chinese.

This was the overall situation in the Sector till end of April '71. Hundreds of trained and untrained people wanted to join us but as we had no means to provide them arms and other facilities, we sent them to training camps. Hundreds of young people came across the border to join Mukti Bahini but the management of our leaders was so poor that most of them returned back to their homes frustrated. At that critical time our political leaders on the Sector were rather busy more in their own affairs except of course very few who really trained and succeeded in establishing some Youth Training Camps for the training of the new intakes. I may mention here the name of Mr. Dewan Farid Gazi, MCA, a sincere worker who worked day and night till the last day.

BATTLE OF SUTARKANDI
(24 May, 1971)

As I said in the preceding paragraphs that after withdrawal from Golapganj defence we took up the alternative defence in area Baragram BOP. Our main aim was to check the advancing Pak Army to cross the river Kushiara from Sheola Ghat. At that time we had been keeping the whole area of Beani Bazar and Zakiganj thanas liberated.

In the first week of May '71 one company of 31 Punjab came upto Sheola Ghat on the other side of the river. By the second week they further increased their strength. I could easily foresee that they will soon try to cross the river and launch an attack on us. My total strength at that time was about a company. In the meantime we have been harassing them and foiled their all attempts to cross the river. For quite sometime I had been asking the Sector Commander Major Datta to get some arms and ammunitions from friends but he could not succeed.

On 20 May enemy managed to cross the river Kushiara from a detour. They took up defence along the river Kushiara. Enemy was now within our sight.

It was 23 May '71 a moonlit night. There was a pindrop silence all round. I became full confident that we may have to greet them by dawn. At about 11 o’clock at night two civilians came running to me and informed that they have seen large number of enemy advancing towards us.

To our bad luck on that very evening I had sent a platoon to Shabazpur (Latu) Railway Station to raid the enemy position. I however, instructed them to return to the base by the first light at any cost which they of course did. I knew it was difficult to resist the enemy with that little force of ours but I was confident at least we will be able to bag a large of enemy. Morale of our troops was very high.

It was fine morning of 24 May ’71. At about 0600 hour's enemy reached within our rifle range. Enemy could not achieve any surprise because we had been expecting them. They launched a frontal attack with two companies strength supported by artillery fire. One company attacked Sutarkandi and another company attacked Baragram BOP via village Lapsal.

It was an expected move of enemy, so they found us ready early in the morning. It was a broad day light attack and that also through open ground. We had in fact a very big area to hold with that little force.

To my utter surprise the first enemy attack was repulsed. The rate of killing enemy on the open ground was fantastic. Within half an hour time our score was about 25 lying right on the open ground. Our single Medium Machine Gun helped a lot, no enemy could dare come forward alongside the main road.

Indian BOP on the other side of the border was guarded by only 15 men on that day. Two companies of Border Security Force was kept in reserve about 3 miles away for emergency. But unfortunately that emergency for them never came thought their own BOP was completely overrun by the Pak army about 1200 hours on that day. Couple of their sepoys died and a number of their weapons were taken away by the Pak troops.

Second thrust came at about 0730 hours from front as well as from the right. Up to 1000 hours enemy could not remove us a single inch from our position. We had been running short of ammunition very rapidly. There was no source of replenishment. On request Border Security Force gave us few hundred rounds but later on they expressed their inability to give us more. By 1130 hours we completely had gone out of ammunition. Finding no other alternative I ordered my troops to pull back. Two of my men got caught in the enemy hand. Enemy continued their advance and crossed the International Boundary. Enemy's left flank had almost reached the right flank of Indian BOP. Border Security Force did not fire a single round till they were almost at the pint of charge by the enemy. They thought that Pak army will never dare cross the border. By 1200 hours Pak army overran the Indian BOP.

Though we were uprooted from our defence, we have achieved our aim in that battle. Enemy suffered 39 deaths casually. We lost only two and had few more minor injuries. We captured two Punjabis alive. Besides all these the confidence we got in that battle helped as a lot in all future confrontations.

On 1 June ’71 Commander in Chief of Bangladesh Force Col (now Gen) M A G Osmani visited our area and assured us all possible help. Our strength kept on increasing day by day. On 10 June we established our Camp of Barapunji. The Sector Headquarter also shifted along. In the meantime India had started giving us arms and ammunition and rations. Our counterpart was India Echo Sector, responsible to look after us.

We organized training and it was going on in full swing. Newly trained Gono Bahini also started coming in. by mid June the strength of my Sub-Sector rose upto 6 hundred and all of them were provided with arms. Demolition of bridges and Railway lines were our routine task. In our entire area threw was not a single bridge left untouched. On the other hand Pak army atrocities in the border belt rose to its pick. Every night almost two third of us used to remain out on raid, ambush and harassing operations. Almost every day we used to come back with Punjabis or Razakars or collaborators alive to camp. I agree, sometime I was very ruthless with them. Now I wonder how all that was possible. I think it was probably the circumstances which changes a person.

Enemy brutality crossed all its limit. One day in July two of my guerrillas got caught in their hands. They slaughtered them in open ground like goats. I remember both of them were students of Intermediate Class. In another occasion they caught three of our

men. They hanged them all up side down till they died after crying and crying for long one week. One day they caught one of my men and took out both the eyes. The boy died right on the spot. After seeing all these brutalities I think a normal man could not but take revenge on that.

LATI TILA OPERATION
(19 June ’71)

In war discipline gets top priority. There can be no compromise with discipline. Problem was not much with the Niomito Bahini but it was a great task to make the young Gono Bahini boys disciplined.

On 18 June '71 I was out on certain jobs. On the way back at about 1400 hours I was-told that there is a flash message waiting for me in the Headquarter. On arrival I was told that a company of mine would move to Kukital BOP (India) for launching a dawn attack on Pak BOP Latitilla I was simply told that all other necessary information's would be available there. I would get artillery support for the task.

However, with a company I reached Kukital at night. On arrival I was briefed by the Lt Col Deveson, Commanding Officer of 7 Raj Rif that there was a platoon strength of Pak Army defending the Latitila BOP. We shall have to assault the BOP after neutralization by the artillery fire. He also told me that two companies of his own battalion would also follow us. If required, they would give us physical support. Truly speaking, I was not at all happy to learn this. I, therefore, told him that I did not believe in follow up business. My point was either I should be given the task alone or they should do their own. He replied that he could not change the plan of his own. Then I asked him to give me some time to reccee the area but that also he disagreed. In fact, none of my troops liked that sort of hasty operation.

It was about mid night I took leave of him and wanted to take some rest somewhere. I came near the foot of a hill where I found Capt Kumar (Indian) of HQ Echo Sector lying there. He asked me about the planning of the operation. I found he was also not satisfied with that planning. So we started smoking cigarettes one after another. Then suddenly rain started to fall. In that way the night ended. At 0400 hours I gave order to my company and started moving towards the objective.

The distance was not much from the border. So by 0545 hours we surrounded the BOP from all sides and cut their telephone link with the rear. The BOP was situated on a small hill top and very strongly defended. All bunkers were shell proof. They were so beautifully camouflaged that nothing could be seen even from a distance of 100 years. From outside it appeared as if nobody was staying in the BOP.

To find out the inside position I sent four Jowans with hand grenades to go as close to the bunkers as possible. The plan was like that after confirmation of the enemy strength and position we will pass on the message to the rear. On receipt of the message artillery guns will open fire and neutralize the enemy position and then only we will charge the BOP.

All fur of my Sepoys came back and reported that there was none present in the BOP. But to be more sure this time I sent one Havildar and two more Sepoys to go right near the bunker and throw grenades inside and come back. Accordingly, they went near the bunkers and one sepoy hardly could throw a grenade enemy woke up and opened fire with all sorts of arms. All the three of my soldiers got bullet injuries but they managed to come back alive. However, within 20 minutes time approx 500 shells hit the BOP. As soon as the artillery fire stopped we charged the BOP. We made such a big sound of 'Joy Bangla' that enemy completely got confused and before we could reach them they started fleeing towards the nearby jungles. In their running position most of them got killed. Surprisingly enough we found a women also running out of the camp half-clothed. The poor girl could not escape from the rifle bullet. We smashed the BOP completely and secured lot of arms and ammunitions. We caught one sepoy and one Havildar of 22 Baluch alive. Our casualty was only four wounded. Indeed Pak army never went that side again during the whole liberation war.

Month of June, July and August were the pick season for us. We had our maximum score during these period. In that period a good number of Freedom Fighters were sent inside with small missions. Cooperation we received from inside Sylhet was not very encouraging, to speak the truth. Many of my inductees were caught with arms. Inductees could not do well due to the sheer lack of co-operations. Some corrupt ulemas were active inside. There were people who helped us and at least tried to help us. During the last part of war when we were deep inside, we got tremendous help from locals. They came out with their everything.

Strength of my Sub-Sector at that period exceeded thousand of Niomito Bahini excluding few hundred guerrillas who were working deep inside. The period of hit and fun operations were over at that time. It was the second phase to attack the enemy and inflict maximum casualty on them.

SHABAZPUR (LATU) RAILWAY STATION BATTLE
(10 August 1971)

For quite sometime I was thinking seriously to launch a full-fledged attack on Shahbazpur Railway Station. In the first week of August, I put up the master plan to Sector Commander Lt. Col. Chitta Ranjan Datta for approval. Brigadier Wodkey, Commander Echo Sector agreed to give me all possible help. He also promised me to give necessary artillery support.

The terrain of Shahbazpur Railway Station was hilly. The area was well defended by a company of 31 Punjab plus a platoon of scouts and armed Razakers. There was no convenient approach to the enemy defence. Achieving surprise was out of question. Still, we remained determined to launch an offensive. I, however, fixed 10 August '71 the 'D' day (the day of attack). I had about 5 companies to put on the attack. After thorough reccee I found no alternative but to launch a frontal attack but in an unconventional way. I did like this plan. The company which was given the task of cutting enemy withdrawal

and re-inforcement from Beani Bazar will send a platoon from the enemy rear and open fire first. They will stop fire just after ten minutes. Then they will withdraw and simultaneously one Battery Medium guns will open up to neutralize the enemy position. Shelling will continue for 5 minutes, then 3 companies will assault the enemy from front. Another one company will cut Shahbazpur-Baralekha road and stop enemy reinforcement. Initially indeed, everything went according to plan.

A 0500 hours all of my companies reached their respective location. We had no means of inter communication in between the companies. Since I was with the assault companies, I had no contact with the other companies. The task of those other two companies was so vital that if they fail to stop the enemy re-inforcement there will be all but complete failure.

Enemy position was so dug-in that shelling with the Medium guns just proved futile. Anyway, we launched the attack with full force. In 15 minutes time enemy stated withdrawing. We almost cleared a bigger portion of the Railway Station Shahbazpur at 0700 hours. We charged the BOP where we faced maximum resistance. Pakistani flag was still hoisted there. We removed it and replaced with our Bangladesh flag.

In this very critical time troops were completely scattered. With all my efforts I was trying to reorganize them but in vain. At that time one man came running to me and told that enemy had penetrated through our left flank. The company which was supposed to stop the enemy reinforcement from Baralekha had failed. In the meantime enemy started shelling heavily our location. I passed back the information to Lt. Col Datta who ordered me to take action whatever situation permits. I found just impossible to resist the fresh enemy counter attack. So we retreated finally.

In that great battle of Shahbazpur we achieved our mission. We captured the enemy BOP, we almost captured the whole Railway Station. We found 8 enemy dead bodies. Huge number of arms and ammunition was captured, but we could not carryall due to lack of transport. Enemy carried away a large number of their casualties. It was also confirmed later that total enemy casualty was 50. Our own casualty was 5 wounded and 6 shaheed. I lost some of my very good soldiers. Ex EPR Havildar Kutub who was one of the best eleven of EPR football team and Naik Mannan who was a best athlete of Ex EPR lost their lives in that battle. Mujahid Havildar Mohd Faiz of Fenchuganj, who became famous for inventing a medicine of cuts etc. also died in that operation.

Including four tea gardens we had a total of 20 sq miles area liberated and under our possession. Enemy tried their best from various points to dislodge us but all in vain. Maximum number of our guerillas went inside during that period and did well in some places inside Sylhet. But as I said before guerillas could do much better sabotage activities if they could get local support.

I was really proud to have some real brave Gono Bahini leaders under my command. All of them just did wonder. It will not be out of the way to mention the name of some like A Matin Chowdhury, Samim, Babul, Muktadir and so many others whose name I do not remember.

On 14 Sep '71, approximate two enemy battalions launched an attack on our defended areas in Beani Bazar, Baralekah and Zakiganj Thana. Enemy lost a huge number of lives in that battle. We had total seven death casualties.

My wife joined me across the border on 13 Sept '71. It was an adventurous story. It was only possible for a brave girl like her who could bluff the enemy all the way to India.

It was probably 20 Oct ’71 I received an order to close up my troops and move to Jalalpur Sub-Sector, a place opposite to Zakiganj Police Station on the right. Troops from Dharmanagar Sub-Sector, Amalshid Sub-Sector and Kukital Sub-Sector were also brought in there. All the troops were given under my command. There we spent about two weeks in giving them training in conventional attack and coordination in the battle field etc. In these days we got small range wireless sets for inter company communication. We had to give some practice on that also.

SEIZING OPERATION AT ATGRAM
(9 Nov, 1971)

Strength of Niomita Bahini and trained Gono Bahini stood at more than one thousand. We were all armed with semi-automatic rifles, light machine guns, few medium machine gun and few more heavy weapons. In a word, we prepared ourselves 100% fit for giving a hard punch to the enemy which they would not be able to return.

In Atgram Seizing Operation all together I put 4 companies. Under overall command of Lt Col Datta, we planned the operation. Two companies were under the command of Capt Anam who of course at the eleventh hour was called back and was sent to Kamalpur. Later, Second Lt Zahir was given the command of those companies whose task was to cross the river Surma and by passing the enemy at Atgram will go to enemy rear. His companies were supposed to take up defence on both sides of the road near village Chargrame-Darpanagar and the aim of these companies was to stop mainly enemy reinforcement from Sylhet side and enemy withdrawal from Atgram. One company was given under the command of Lt Ghias whose task was to clear the Atgram-Zakiganj road first and then clearing way for the rest of the company and finally take up defensive position there.

Task of the last and fourth company was to make through the cross country and reach village Gotagram and take up defence there. It may be mentioned here that during the month of April and May enemy constructed a new short cut road from Atgram to Zakiganj. Main movement of enemy was on this road. In fact if this road were blocked then enemy at Zakiganj would be completely cut off. The task of this company was much difficult. So I decided to accompany that company.

Crossing of river Surma became a problem for us. No country boats were available. Somehow we managed only two boats and that took about 4 hours for the whole troops to cross.

As per plan main objective of that operation was to seize Atgram, a very strong point of enemy from all sides and compel them to surrender ultimately. It was entirely a

planning of the higher echelon. In my opinion, it was very much a over ambitious plan. From the very beginning I was not very much confident of its success, so I argued with the planners. Any way it was an order, so I had to do it and did it. We were clearly instructed not to attack the enemy, rather allow them to attack us and kill them from our defence.

Just after sun-set on 9 Nov, we started to move completely with a new spirit. First company which was supposed to clear the road near village Kamalpur encountered enemy at 2300 hours. It took them long 30 minutes to clear that obstacle. Rest of the companies crossed through them safely. It was a very hazardous route through the paddies and lakes. We reached Gotagram village at 0500 hours. In that village there was a Razakar's camp. One of my platoon surrounded the camp and found all of them sleeping tight. They were in total 12. We caught all of them except one who managed to escape somehow and informed the Pak Bahini at Atgram. In Atgram the enemy strength was on company plus about a company strength of Razakars and the Khaiber Scouts. We could hardly dig our trenches at 0630 hours on 10 Nov ’71 when the first wave of enemy attack came on us. Our enemy thought us probably a induction party of small strength. They could not think that such a large number of force can penetrate so deep in such a condition. They started advancing towards us very confidently. They were shouting and saying, “MUJIB KA BACHAY HATIAR CHHOR DAO, AGAR NATO KUE ZINDA WAPES ZAHI ZAOGAYE.” They were advancing from both sides of the road. They were about a platoon strength. When they came within hundred yard, I ordered to open four light machine guns, two from each side of the road. They got a shock of their lives. Within two minutes 18 of them fell on the ground and the rest of them took shelter of a nullah and fled away. In the mean time, one three-ton truck which was coming from Zakiganj was blown off by the anti tank mine. Small attack came on other companies also but they repulsed successfully. Until evening enemy remained silent in all fronts. In the meantime they brought reinforcement from Sylhet plus a battery of 105 mm Howitzer.

Still I remember that evening of 10 Nov ’71. It was about 1700 hours I could see from the Atgram side that a huge crowd of public approaching towards us. As they came closer, the whole crowd started shouting and more funny part was that we saw everybody was holding a spear sort of thing in their hands. They were in fact covering the advance of the Punjabies. As soon they came within our killing zone I ordered to open fire. Still I do not know the exact number but I am sure about 50 people died there on the spot. However civilians vanished in no times and real show started immediately.

Enemy attacked us from three sides with full artillery support. Enemy charged twice but could not remove us a single inch. Enemy pressure continued to grow stronger and stronger with the nightfall. By 2000 hours I found that we were running short of ammunitions. Replenishment at that place from the rear was out of question. I could foresee that it will be very difficult position when our ammunitions will be totally exhausted. I contacted Lt Col Datta on wireless and asked his advice. Since replenishment was not possible he ordered me to retreat to a safer place.

After two days of fighting we killed 39 Pak Army troops and secured arms and ammunitions from them. We captured 11 Razakars. We lost two with 5 other wounded.

20 Nov ’71 was the Eid day. Since my wife had been Having alone at Karimganj, I had to go on that day for a while. As per planning of the joint command 20/21 night was selected as ‘D’ day for the last and the final decisive blow on the enemy. From that night in fact the actual war with the active support of the allied forces started. Since it was Eid day occupational army all over Banglade3sh was just in a relax mood. On asking from a POW later on it revealed that they least expected such a blow on that day.

The planning of the ‘D’ day in that area of Sylhet was like this. One battalion of the guards with tank and artillery support was given the task of attacking Zakiganj town. One battalion GR (Gurkha Regiment) and 1st East Bengal was given the task of clearing Atgram, a very strong point of enemy defence. On the other side of the river Surma and just opposite to Atgram enemy defence, there were two enemy posts on Salam Tilla and Raja Tilla. The task of attacking and clearing those two enemy positions was given to us. Commander of ‘Z’ Force Lt Col Zia (now Col) was with the 1st East Bengal. He also accompanied that battalion from Atgram to Sylhet.

By 1000 hours on 21 Nov '71, Zakiganj town was liberated. Atgram was no cleared until evening 22 Nov '71. I alongwith my troops of about a battalion strength reached the assembly area very late at night on 20/21 Nov '71. Since the area was not at all recceed by us earlier I decided not to launch the dawn attack on that day. I was given two objectives, so I divided my troops into two groups. I sent two companies under command of Lt Zahir to attack Raja Tilla and with companies under my command decided to attack Salam Tilla. We however surrounded the enemy by first light on 21 Nov '71.

After a hasty reccee of both the objectives we decided to attack simultaneously at 1500 hours on broad day light. We launched a heroic attack as per decision and charged the enemy frontally to their utter surprise. Enemy mined the area very heavily. As a result, during attack four of my soldiers lost their legs. After two hours of fierce battle enemy started retreating. Most of the enemy managed to retreat through thick jungles leaving all their arms and ammunitions behind. We captured Raja Tilla and Salam Tilla. We captured large number of arms and ammunitions including two POW.

On 23 Nov '71 I received a message from the Echo Sector HQ to report to Col Zia at some place in Atgram. At about 1200 hours I reached him and found him in a quite happy mood. He alongwith a Brigadier of allied force was sitting in a bunker. He welcomed me and offered a cigarette. He asked all about our welfare first and then gave me order to advance towards Kanaighat from the other side of the river Surma and block Kanaighat-Durbast road at any cost. With that order I came back to my area and ordered my troops to move to Luba Cherra tea garden about 10 miles away from the present position. We took up defensive posit iron in area Luba Cherra tea garden on 25/26 Nov '71.

Within this short period of 4/5 days our Mukti Bahini with the help of Indian troops liberated the whole Thana of Zakiganj and more half of Thana Kanaighat. Joys of the people in that area knew no bound. After a long captive period of mine months they felt a sigh of relief. Pak army was playing hell in that entire area. They spoiled the virginity of hundreds of girls in that area. In one of the bunker of Zakiganj town, a Pak soldier was found dead with a girl. From their bunkers we discovered lot of torn sarees and other

garments of women, Locals told us that they used to bring women by force to their bunkers and used to do inhuman torture on them. Militia troops (Scouts) were very much fond of shaking hands with the women folk.

Things were also very encouraging in all other theatres of war. Thought resisting with full energy enemy still failed miserably everywhere. Their morale went dawn to bottom. They felt totally unsecured Nature as it seemed went against them.

On 26 Nov '71 we started advancing towards our next objective. The task given to me was to cut the Kanaighat-Durbast road. Kanaighat was a very strong point of enemy. Initially it was probably the next objective of 1st East Bengal to capture it. On the night of 26/27 Nov '71 I reached a village named Barachatal which was on both the side of that pucca road. We took up defensive position in that village blocking the complete withdrawal and reinforcement of the enemy at Kanaighat. The task was indeed a very difficult one. Enemy in no way could tolerate it. They gave a quick response. They started shelling our position from two sides with 105 mm artillery guns. Shells were falling on us like rainfall.

On blocking that road what I presumed was that some attack will be launched definitely of Kanaighat from our side. Otherwise it was just meaningless to keep that road block for long. However, I kept the enemy movement completely stopped on that road till 30 Nov '71.

It was one of the largest combined successful battles of our troops in Sylhet. Fall of Kanaighat was just disastrous to the enemy. After that defeat enemy had to withdraw straightway to Chorkai on the left and Haripur on the right. That victory of ours in fact brought the fall of whole Sylhet within our sight.

On 1 Dec '71 at 1700 hours while we were still holding that road block, Lt Col Chitta Ranjan Datta came to me. After few chitchat he called me in one corner and told that we were supposed to attack Kanaighat just on the following dawn. I, of course, tried to convince him that it was absurd for us today for the following reasons: Firstly we were extremely tired. Secondly, we did not go to sleep for last three days. Third, we require replenishment of ammunitions etc. He did not however agree to my request because he said it was the order of the high Command. He also told me that some other big operations were just held up only because of Kanaighat.

With great difficulty we started advancing towards Kanaighat a about 2000 hours. The distance we had to cover was about 12 miles cross-country. We however managed to reach our assembly area at 0200 hours of 2 Dec ’71.

Kanaighat is a thana headquarter reasonably a flourished town on the bank of river Surma. Enemy strength was approx, a company plus a large number of armed Razakars. Enemy constructed all round defence of the town. Some of their bunkers were cemented. They have also mined the area very heavily. There was no approach whatsoever to their bunkers from any angle. We have no other alternative but to face them frontally. A complete battery of 120 mm mortars were in direct support of the enemy. On the other

hand we had only two 3" mortars. Troops were completely exhausted. The task ahead was very tough.

We moved out for the objective from the assembly area at 0300 hours. After clearing few enemy resistance on the way we took complete 1½ hours to reach within 500 yards from objective. It was almost dawn, by the time all my troops reached there. We found that we will have to pay very dearly if we attack such a strong enemy position in broad day light. I also saw the enemy defence from a close distance and found it absolutely difficult to attain success in that situation. I contacted Lt. Col. Datta on wireless in the rear and explained him the situation. Initially he insisted me to go for an assult but later on he realized the graveness of the situation and ordered me to pull back. I thanked to the Almighty, otherwise it would have been a complete massacre for us that day.

We took little bit of rest on that day. Continuous strain on own troops caused about 150 men unfit for battle by the evening of 2 Dec' 71. I was left with only solid three companies to launch the attack of Kanaighat.

Brigadier Watkey who was our overall Command in the Sector came to my area on that evening. We got all the latest information from him about other war fronts. We were just delighted to know about the success of Mukti Bahini every where. For last 10/15 days we did not even find any opportunity to switch on the transistor.

The name of my company commanders in that operations were (Sub) A Matin Chowdhury, Lt Zahir and Lt Ghias. All of them were brave and capable soldiers.

We were feeling slightly fresh in the evening and were completely determined to crush the enemy at Kanaighat. In the meantime I procured all possible information about enemy at Kanaighat. From the information it appeared that enemy was also very much expecting us by dawn 3 Dec' 71.

At 0400 hours on 3 Dec we reached (FUP) within three hundred yards from the enemy without giving us out to the enemy. We opened fire on the enemy just at 0530 hours. Enemy respond was very quick. They also opened up with complete battery of artillery guns. We kept on giving pressure on the enemy by encircling them from three sides. Within an hour time we met about 15 casualties. At 0700 hours enemy started retreating. At 0715 hours we charged the enemy at their bunkers. We started killing the brutal Panjabies with bayonets and grenades. Most of them left the arms and jumped in the river Surma and got killed. By the Grace of Almighty we completely liberated Kanaighat at 0830 hours and gave ok to higher commander at the rear.

Enemy met a colossal defeat at Kanaighat. Enemy left about dozen of dead bodies behind. Locals reported on the following day that they saw quite a number of dead bodies floating on the river. We also captured a huge number of arms and ammunitions left behind by the enemy.

People were once again full of joys after a long captive period of nine months. They gathered around us and started narrating their woeful stories of enemy torture.

Our loss was also quite heavy in Kanaighat but the bravery shown by our men was just unparallel. It was indeed a great single victory for us. We had 6 shaheeds and had 20 wounded. With the fall of Kanaighat enemy found themselves completely nowhere.

I hoisted the flat of Bangladesh in from of Kanaighat Duk-Banglow amongst the thunderous cheers of our men and thousands of public at 0900 hours on 3 Dec 71.

On 6 December 71 we received order to advance towards Sylhet. 1st East Bengal along with Colonel Zia, Commander 'Z' Force mad a cross country to Sylhet via Kanaighat. I also sent a company of ours under command of Lieutenant Zahir with the 1st East Bengal. On 7 Dec 71, Darbost, another stronghold of enemy on Sylhet-Shillong road fell to our own and allied troops. The enemy concentrated in Haripur around PPL (the then Pak Pet Ltd). One GR battalion with own troops made repeated attack but made very little success in Haripur.

On 10 December we made a detour from the enemy left flank and tried to reach Haripur from the rear. It was indeed a long detour and we had to carry two big country boat for a distance of about 15 miles on shoulder to cross the river. On 11 December in morning at 0500 hours we crossed the river but all on a sudden enemy encircled us. We suffered quite a heavy number of casually on that day. Five of my soldiers were just torn into pieces due to an enemy artillery shell which fell right on them. We, however, could not do anything on that day. On 12 December night we again crossed the river and attacked the enemy at Haripur from rear. Haripur fell to us actually on 13 December evening. On that road enemy gave another small resistance at Chiknagul TE. In that fight on 14 December we lost three of our very valiant fighters. Another four got severe injuries. Finally enemy withdrew to Khadem Nagar. On 15 December we along with allied forces encircled Khadem Nagar, an outskirt of Sylhet town which was their last defence on 15 December 71.

16 Dec, 71 heralded a new era in our history. The news of enemy surrender to allied forces was not at all surprising to me. We knew it was imminent. They had to do it to-day or tomorrow. Bangladesh got independence. People were shouting and shouting with enormous joy everywhere but I could not share them at all. I started recollecting those past nine months moment by moment. I then started weeping remembering those innocent faces whom I could not bring them along. Io felt as if all those immortal souls have gathered around me. We started the journey together but at the place of destination I was almost alone. Almost all of them who started the journey from the beginning are missing today I thought myself the only wretched fellow who could not accompany them. But what could I do? It is just a mere accident that I am alive till today. Death did come very near to me a number of times but went away every time saying only hallo. We are free now. Let us at least forget them not and pray for their immortal souls to be in peace in eternity.

যুদ্ধের ডায়েরীঃ লেঃ কঃ মোঃ আবদুর রব

24 May 71	Latu	Our tps raided en posn at Latu at about 0400 hrs which resulted en cas of 7 killed and 3 injured reportedly
01 Jun 71	Fakir Bazar	C-in-C visited camp at Fakir Bazar and met all ranks.
06 Jun 71	Fakir Bazar	Raided Zakigonj area at about 0200 hrs, killed 3 anti-Bengali and arrested one SI of Police of Zakigonj PS who co-operated with Pak Army against Bangladesh, damaged tele exchange of Zakigonj.
09 Jun 71	Baragram	Raided en posn st Sadnapur, Baragram and Kangli Ghat and killed 3 en soldiers.
10 Jun 71	Baragram	Our tps shifted to Barapunjee.
12 Jun 71	Baragram	40 new recruits reported, 26 students arrived in our camp. 7 men pushed into Bangladesh area on spl duty.
13 Jun 71	Baragram	20 students out of 26 left for Bangladesh on spl task. 5 more students left for Bangladesh spl task at about 1930 hrs. 8 OR left for Bangladesh with spl mission at 1700 hrs.
13 Jun 71	Kumarsail	Sub Abdul Aziz with 6 OR raided the house of Haji RAkib Ali, Kumarsail and arrested him as anti-Bangladesh and handred over to police.
14 Jun 71	Kumarsail	N/sub Motiur Rahman 11 OR, 2 cooks left for Kukital Camp. One officer arrived at 2000 hrs and left for spl task at 2330 hrs. he led a group of 5 students escorted by 15 armed OR who proceeded to Bangladesh on spl mission.
15 Jun 71	Shabazpur	A group of students escorted by OR went to Shabazpur area, demolished Dalawari Bridge with explosive on rd Latu/Juri about 1½ miles from Shabazpur Railway Station. They brought two pers who were guarding the bridge as detailed by the member of peace committee, Mr. Hazi Mokbul Ali of that area.
15 Jun 71	Shalia TE	A gp of student and 4 OR raided Shelia TE, demolished Factory with explosive at 0600 hrs, destroyed one jeep with A/TK mines and killed Manger and two others including one ex-army man.
16 Jun 71 0400 hrs	Shabazpur	N/Sub Abdul Dayan with 13 OR raided Pak army posn at Shabazpur Fly stand and killed/wounded 18 en soldiers. A batch of FF consisting 30 OR arrived from Karimgonj Transit Camp.

17 Jun 71 0200 hrs	Shabazpur	A gp of students escorted by A Quyoum alongwith 12 OR went Shabazpur area, demolished Kabira Bridge on the rds of Barigram/Juri, 2 miles west of Shabazpur Rly Sta with high explosive.
-do	-do-	A batch students returned from Sylhet Town after demolition of electric points sub sta and tel distr points at Nayar Pool with explosive at 02300 hrs.
18 Jun 71 0300 hrs	-do-	A gp of 6 students led by Mr. Tahid escorted by NK Abdul Jabbar with 10 OR went to Shabazpur area, demolished Rly Deochari Bridge near village Sujaul SQ-4552 Sheet 83 D/I, 2½ miles west of Shabazpur Rly Sta with explosive at 0300 hrs.
21 Jun 71	Karardi	A gp of students led by Ashrafuzzaman escorted by Hav Aziruddin with 70 OR went to Karardi Changar Pool on Sheola Bariagram rd 3 miles south west of Sheola Ghat at about 0300 hrs with explosive.
24 Jun 71	Pallathal	On Pak army Sep named Kajal has been brought from Pallathal TE and killed. Raided Pallatha TE and recovered 20 bags of tea and weighing scale. Raided the house of Abdur Rahman, Pak army supporter, who has been caught and brought to camp.
25 Jun 71	-do-	After interrogation the above mentioned Abdur Rahman has been handed over to BSF Mohisasan for onward handing over to police for further nec action.
26 June 71 2200 hrs	Kangli Ghat	A batch of 6 students led by Ashrafuzzaman escorted by Hav Abdul Kayum with 17 OR demolished Kangli Ghat bridge on the rd Baraigram/Juri 1½ miles west of Kangli Ghat at 0245 hrs with explosive.
29 Jun 71	Beani Bazar	Sub Abdul Aziz with 6 OR raided the House of Asaddar Ali of Beani Bazar, arrested his 2 sons, Safiquddin and Shamsuddin suspected as Pak army supported. After interrogation it was proved that they were not guilty. On their accords they were sent to transit camp, Karimgonj for onward dispatch to Trg Camp to undergo MF trg.
30 Jun 71 0300 hrs	Baragram	Own tps of str 30 raided baragram area at 0300 hrs and killed 4 Pak soldiers.
01 Jul 71	Sheola Ghat	Hav Arish with 15 OR detailed to destroy Sheola Ferry on the way near village Kakardi. They faced Pak army ambush when both sides opened firing resulting death

		of Lnk Fazal Hossain on the spot mission one LMG with 100 rds. ¾ en reported to the killed.
01 Jul 71 1900 hrs	Shabazpur	A gp of students led by Ashrafuzzaman guided by Sep Aziruddin and 2 OR went Baralekha area at 2330 hrs to lay mines on the Rly line in between Shabazpur-Baralekha Rly stn but could not complete the mission as en already covered the area with A/P mines.
02 Jul 71 2000 hrs	Jaldup	A gp of students escorted by Hav Kutubuddin along with 15 Or left for Jaldup area to lay mines on the rd Baraigram Latu but could not come out successful due to non-availability of country boat to cross the river.
02 Jul 71	Jaldup	One Abdul Miah, Pak Sepoy was arrested and handed over to BSG Mohisason.
03 Jul 71 1930 hrs	Jaldup	Demolition Party escorted by Sub Abdul Aziz with 15 OR left again for Jaldup area and laid 3 mines on the road Baraigram/Latu near Jaldup Thana Bazar. Next morning en removed the mines as reported.
04 Jul 71	Amalshid	A gp of students led by Ashrafuzzaman escorted by own tps str of 40 JCO/OR headed by Capt M A Rab went to Amalshid BOP area and demolished Rahimpur Bridge with explosive and captured two 303 rifles from the Bridge guard (Razakar) at 0300 hrs.
06 Jul 71 0500 hrs		Sub Abdul Aziz and Sep Habib Ali (both police pers) deserted from the camp.
06 Jul 71	Beani Bazaar	A batch of students escorted by 4 OR left for Beani Bazar area to lay mines on the road but could not do so due to hy en firing.
07 Jul 71 2200 hrs	Shabazpur	Demolition party guided by Hav Abdul Kayum and 4 OR went to Shabazpur area at 2200 hrs to destroy bridge but could not come out successful due to presence of Pak army.
07 Jul 71	Baragram	A gp of snipers took posn in the village Baragram, 300 yds from en posn at Baragram School at 1530 hrs. They fired and killed 3 en soldiers. No cas from our sides.
08 Jul 71 0500 hrs	Shabazpur	6 OR took posn Bailatilla about 500 yds north of en posn at Shabazpur Rly Station at 0500 hrs. They located a section str of en and opened fire. En also fired with 2” MOR/MG. Seven en killed/injure No cas on our side.

09 Jul 71 0400	Baragram	Own tps str 24 headed by Capt M A Rab raided Baragram area and killed two en soldiers at 0400 hrs.
11 Jul 71 0130 hrs	Baralekha	Demolition party escorted by own tps completely destroyed Pabnia Bridge GR 475554 of 83 D/I on Latu/Baralekha road at 0130 hrs.
11 Jul 71	Baragram	Another three party sent to Baralekha, Latu and Baragram. They fired on en with 2" MOR and SA. At Latu en replied with 3" MOR and MG and at Baragram reply came only with MG and SA. En cas is not known. No cas from our side.
10 Jul 71	Shabazpur	Demolition party escorted by 12 OR headed by Hav Moina Miah went Shabazpur to demolish Nandua bridge, ½ mile south of Shabazpur Rly station but could not come out successful due to strong protection. Own tps returned safely.
11 Jul 71	Shabazpur	A gp of students under protection of a pl str led by Capt M A Rab went to Shabazpur-Baralekha rd side. There were no en present in that loc on that day. They party returned after laying 3 mines on that road. The result was yet to come.
12 Jul 71 2300 Hrs	Baragram	A Jitter party went to Baragram area at 2300 hrs and fired 2” MOR on en posn. En replied with MMG/LMG. En cas not known.
12 Jul 71 0030	Shabazpur	Another party headed by Hav Moina Miah with a section str fired 2” MOR/upon en posn at Shabazpur Rly station gate at 0030 hrs and killed 2 Pak soldiers.
13 Jul 71 0020 hrs	Shabazpur	Demolition party led by Ashrafuzzaman was sent to Shabazpur area to lay mines on the re near village Nandua but could not do so due to adverse situation. It was reported that one en soldier died when crossing the Pabnia Bridge demolished on 11 Jul by own tps.
13 Jul 71	Shabazpur	A Party went to Shabazpur area and cut tel lines between Latu-Baralekha re and brought the cable approx length 2000 yds.
14 Jul 71 0030 hrs	Shabazpur	One Jitter party str 25 headed by Hav Arish Ali sent to Shabazpur Railway station at 0300 hrs. they fired with 2” MOR and LMG on en bunkers. Immediate reply came with 2” MOR/MMG. The also fired 5 rds 3” MOR after 5 minutes. Sta ghar was partly damaged by the fire.

15 Jul 71 0500	Shabazpur	An ambush party of one Section str headed by NK Mohd Ilias was sent to Shabazpur. At 0500 hrs in the4 morning of 15 Jul 71 they saw one pt of en coming towards their front. They were doing PT withour arms.
15 Jul 71 0500 hrs.	Shabazpur	When they reached within 200 yds opened up with LMG/Rifle. En inflicted unexpected cas (approx 20), 9 dead bodies remained lying on the spot upto sunset. Beside a number of en got various injuries seen running away with the help of others.
15 Jul 71	Shabazpur	Our 3" MOR Section went to the right flank of Kumarsail TE and opened fire on main en posn at Shabazpur Railway godown at 0830 hrs with 14 bombs. Seen hit the Rly station and smoke coming out. Damage was yet to come. En replied with 7 rds of 3" Mor bombs. Our cas nil.
16 Jul 71 0400	Baragram	One Jitter Party sent to Baragram area fired 18 rds 2" MOR and opened up with LMG at 0400 hrs. Seen en cas 3. En replied with MMG/LMG. Further result was yet to come.
16 Jul 71	Shabazpur	One Jitter Party went to Shabazpur rly station and opened fire on en posn with 2” MOR/LMG. Reply come with MMG/Rifles. En cas not known. Own cas nil.
16 Jul 71	Pallathal	An ambush party sent to Pallathal TE area. En patrol did not come on the reported place.
16 Jul 71	Pallapunjee	Demolition party went to destroy railway line between Latu-Baralekha. At 0500 hrs en located our party in area Pallapunjee and opened up with LMG/Rigles before they reach their destination. Party returned fire. Two en got injuries as reported by locals.
17 Jul 71 2300 hrs	Chanaru Ghat	Again one demolishing party went to destroy railway line with strong protection under hy en fire. Our party reached the area hear village Chargram (SQ 4655). They successfully blown up rly line in the different places and put ten plastic mines on the main Latu Baralekha road. Party returned with no cas.
17 Jul 71	Shabazpur	At about 0400 hrs two Jitter parties with 2" MOR and SMG went to Shabazpur, hit Latu BOP (Pak) successfully, fired 12 rds of 2" MOR on the BOP, Cas was yet to know.

18 Jul 71 0430 hrs	Baragram	A Jitter party went to Baragram area and opened up with 2" MOR on en posn at Baragram School/Road/Junction at 0430 hrs. Reply coming immediately with MMG/LMG. Own tps replied with LMG/Rifles, resulting of this en cas 3 seriously injured.
19 Jul 71 0930 hrs	Shabazpur	Our 3" MOR section went to Kumarsail TE and fired 24 hrs en posn at Shabazpur Railway Station at 0930 hrs. En replied with four rds of 3" MOR. In that firing 4 en killed and 2 received injury. Two small houses burnt in railway station area. Our tps returned with no cas.
20 Jul 71 0420	Baragram	A pl with 2" MOR went to raid Baragram BOP area, headed by Hav Shamsul Haque, Opened fire on en. Reply come immediately with MMG/LMG from area road junction school and dem behind BOP. The en also fired a number of rds with 120 mm Mor on our tps. En cas not known. Our cas nil.
20 Jul 71	Baragram	It was cfm through locals that 3 en tps got serious injury due to plastic mines blasted laid on 17 Jul 71.
25 Jul 71 1200	Shabazpur	On 25 Jul 71 at 1200 hrs we put an attack with five pls at Shabazpur Railway Station. Two cup up parties which were sent on Baralekha and Kangli road laid A/Tk mines and stopped the en reinforcement as well as withdrawal. We charged their BOP at 1300 hrs and brought the Pak flag. En cas approx 20. Own cas four and injured others returned safely.
27 Jul 71 1200	Shabazpur	Two Jitter Parties sent to Latu Railway Station. Our party kept on firing with intervals for whole night. Two Razakars killed while doing sentry duty in the bunkers. Party returned safely.
28 Jul 71 2130	Pallathal	An ambush party sent to Pallathal TE area. The party did not return. Our 90 men performing trg with Trainees pl sent the next fortnight.
31 Jul 71 0400 hrs	Keramat Nagar	One party of 15 FF raided Keramat Nagar TG. One building of TG was destroyed. 7 en killed. Own cas nil.
01 Aug 71	Shabazpur	A Jitter Party was sent to Shabazpur Railway Station. The party opened up with 2" MOR. En reply was very quick and intensive. They opened up with 3" MOR/MMG. Our party also replied with LMG/Rifles. En cas not known. Own cas nil.

01 Aug 71	Shabazpur	At 0900 hrs 3" MOR sec successfully fired 6 rds on Pak tps and Razakar when they were constructing bunkers in area Shabazpur BOP. They ran away lime anything and have not returned. The process was continued.
01 Aug 71	-do-	The fol parties have been sent inside: I. A party of 4 FF with explosive sent to Gota Tiker a place 2½ miles east side from Sylhet town to destroy main gas pipline leading to Fenchugonj Fertilizer Factory. 2.2 FF with gren sent to Sylhet town to throw gren on movement of Pak party at night. 3. 2 FF with gren sent to Carkai to destroy Post and Tel office. 4. 2 FF with gren sent to Golapgonj to destroy Tel exchange and post office. 5. 4 FF with Pek-1 (explosive) sent to Mongla Bazar to destroy Pillars.
02 Aug 71 0200	Pabnia Bridge	One pl with FF and MF protection was sent to destroy Pabnia Bridge (GR476554) on Baralekha and Shabazpur rd. the party destroyed the bridge completely and returned successfully. They did the job under en fire. The same bridge was destroyed once before but the Pak tps repaired it.
02 Aug 71 1000 hrs	Shabazpur	We fired 12 rds 3" MOR on Shabazpur Rly Sta. Cfm through source that one Razakar has been killed and to Pak tps and two Razakars seriously wounded.
03 Aug 71 0145 hrs	Kangli	One P1 MF went to destroy Kangali Ferry and raid Razakar guarding the ferry. At 0145 hrs we raided the place and captured one 303 Rifle. The new ferry was demolished with the help of explosive and sank. Our cas nil.
03 Aug 71 0145	Shabazpur	A Jitter party went to Shabazpur Rly sta and fired 24 rds of 2" MOR on area Godown, and sta running room. En cas not known. Own cas nil.
03 Aug 71	Beanibazar	A Jitter party sent to Beanibazar. Razakars opened fired on them before they could reach the target. The party replied and chased the Razakars.
03 Aug 71 2200	Baralekha	A party was sent to lay mines AP on Baralekha rd. they laid 16 mines and come back. Our Baralekha party raided the house of Pak supporters and arrested 5 (five). They also captured one civ gun from the house of one Pak supporter.

04 Aug 71	Pallathal	One ambush party was sent to Pallathal TE Garden road. They opened fire on in coming Pak patrol. En ran away leaving behind 3 LMG mag and 250 rd of 303 ball ammo.
05 Aug 71	Chatalekha	A Jitter party went to Chatalekha from Baralekha base. They fired on Pak tps with 2" MOR. Reply come with MMG/LMG.
07 Aug 71 0300	Shabazpur	Our 3" MOR sec fired 12 rds n Shabazpur Rly Sta. three Pak tps killed in bunkers and other two bunkers destroyed.
07 Aug 71	Pallathal	One ambush party opened fire on a batch of in-coming Pak patrol in area Pallathal TE Garden. In that firing one en got killed on the spot and injured taken by them. The en left behind four LMG mag with 80 rds 303 balls.
07 Aug 71	Pallathal	One ambush party was surrendered by Pak tps. Our reinforcement party rushed to the scene and our men got out. We gave covering firing with 3" MOR and LMG. En reply come with 3" MOR, MMG and LMG. In cas not known. Own cas two wounded.
08 Aug 71	Golapgonj	2 FF was sent to Golapgonj with grn to destroy post and tel office of Golapgonj. They destroyed the Post and Tel office. One FF got Captured by Razakar while running away from the scene.
13 Aug 71	Sutarkandi	A Jitter Party sent to Sutarkandi with str of 30 MF. Own party fired with 3” MOR. En replied with MMG/LMG. En cas not know. Own cas nil.
13 Aug 71 0001 hrs	Sutarkandi	Our 3" MOR sec sent to Baragram to shell on posn at Sujnapur/Baragram. Our 3" MOR shell on Sujnapur resulted 3 en killed, 5 injured, 4 civ wounded. Our cash nil.
13 Aug 71 2000 hrs	Kangli Ghat	A party consisting of 30 MF and 20 FF sent to Kangli Ghat to destroy ferry. Opur party reached the tgt but ferry not found on the spot instead they found two big boats being used for the purpose destroyed and come back safely.
13 Aug 71 0001 hrs	Konagaon	A party of 30 MF sent to raid the Chairman office of Konagaon. En fled away before our party reach the tgt.
14 Aug 71 2200	Rly Bridge Baralekha and Latu	A party of 30 MF and 25 sent to destroy the Rly Bridge between Baralekha and Latu. Through en fire our party reached near the tgt and charged the Razakar

		guarding the bridge. One Razakar killed. Own cas one wounded. Due to the intensive fire from all direction the demolition party could not reach the tgt.
14 Aug 71 0001 hrs	Beanibazar	A party of 30 MF sent to raid Beanibazar. One Razakar party come on the way. Our party fired upon them and killed two Razakars. Own cas nil.
14 Aug 71	Shabazpur	12 Ff sent to Shabazpur to lay A/P mines. They laid 20 M-14 mines on observing en footpath.
14 Aug 71 7100	Baralekha	7 FF sent to Baralekha with two gren each and 4 AP mines to create panic.
14 Aug 71 1700	Near Sylhet	4 FF sent to Gotatiker (near Sylhet) with 8 lbs Pck-1 explosive and gren each to blow gas pipe line.
14 Aug 71	Sylhet	3 FF sent to Sylhet to blow up electric power pylone. Party earned 8 lbs Pck and one gren each.
14 Aug 71 1800	Charkhai	2 FF sent to Charkhai to destroy post and Tel office. Party earned two gren each.
14 Aug 71	Sylhet	Another 2 FF sent to Sylhet town with 2 gren each to create panic.
17 Aug 71	Latu	A party of 120 MF/40 FF sent to demolish Chargram Rly Bridge but due to heavy en resistance party returned unsuccessfully.
18 Aug 71 2200 hrs	Chargram Rly Bridge	A party of 150 MF and 60 FF went to demolish Chargram Rly Bridge. In spite of hy en resistance our tps successfully demolished the bridge completely. No cas.
18 Aug 71 0001	Sutarkandi	A Jitter sent Sutarkandi. Our party opened fire with 2” MOR and LMG. En replied with 6 rds of 3” MOR and MMG/LMG. En cas not known. Own cas nil.
16 Aug 71 0430 hrs	Bogha	11 FF with A/P mines sent to Bogha and laid the mine by the side of a small river where the en use to come to take three sugarcane. It was cfm that the mine blasted due to which one Pak tps seriously injured.
16 Aug 71	Chatalekha TG	30 MR/FF Bail Bari made an ambush near Chatalekha TE. They opened up with LMG/Rifles on the incoming Pak tps and Razakars. Due to own fire 2 Razakars and 1 Pak tps injured. 2 Pak informer caught and killed after interrogation. En field away with injured pers.

18 Aug 71 2000 hrs	Sylhet Town	2 FF was sent to Sylhet Town to kill Pak tps at Sylhet Town. At about 2000 hrs it was found that one mil jeep was coming near Kadamtila Jalopara. They thrown 2 gren on the jeep due to which one Pak offr/2 OR and 2 collaborators killed on the spot. Our party returned safely.
19 Aug 71 0230 hrs	Chatalekha	A Jitter party with 50 MF/FF sent to Chatalekha TG. Party opened up with 2" MOR/LMG from two sides of Chatalekha TG at 0230 hrs. En got into complete panic and started firing at random on all direction. It was learn that few people got injury from their own firing.
19 Aug 71	Latu and Baralekha Rd	20 MF sent in between Latu and Baralekha to lay an ambush. En did not appear on the day.
19 Aug 71 0430 hrs	Shabazpur	A Jitter Party sent to Shabazpur Rly sta with 30 MR. Own tps fired. En replied with MMG/2" MOR.
19 Aug 71 0130	Sutarkandi	A party of 34 FF raided at village Goilapur (Sutar Kandi). Own tps raided on the right flank of en posn but en fled away before we could catch. Any how 2 Pak collaborators caught in the house and kille. One Pak tps injured. One I band transistor captured.
20 Aug 71	Latu and Baralekha Rd	A party made an ambush in between Latu and baralekha Road and opened fire on a batch of Razakars. Cas not known.
20 Aug 71	Bangladesh	48 Ff sent Bangladesh with gren and A/P mines. One party among them will try to establish a hide-out near Dacca Dakhin.
20 Aug 71 0130	Talu Khal	70 MF/FF sent to Talu Khal to cut off the Dam. Party blown off the Dam with the help of explosive. Destruction of the Dam created a havoc. At least 20-40 miles area affected due to this.
21 Aug 71 0430 hrs	Bhanja	2 pl str sent to Amalshid to help FF party at Jalalpur who reported to be given pressure by en.
22 Aug 71	Sarapar	150 MF/FF took def posn at Sarapar in the bank of river Sonai about 2 miles inside Bangladesh. One pl deployed at Bogha inside Bangladesh opposite to Mahishashan and sec kept at Atua as a cut off party to Sarapar.
23 Aug 71	Gabindapur	Another 150 MF/FF deployed to Gabin dapur and Baruda. They took def posn there. In this about 10 SQ miles have been captured by lib army. Demolition

		party detailed to lay A/P mines around the def posn. Accordingly number of A/P mines laid around the all def posn.
24 Aug 71	Sarapar	A tel installation between Sarapar and Indian Latu adv camp estb on 240900 hrs.
24 Aug 71	Sarapar	A civ at Sarapar lost his leg by blasting of A/P mine laid by us.
25 Aug 71 0230	Lakshmibar Area	A party of 22 FF/MF sent to cut off Dam near Lakshmi Bazar. Own party successfully demolished the dam with the help of explosive. No. cas.
26 Aug 71	Kanglighat	A party of 40 FF with explosive sent to Kanglighat to destroy the Ferry. Due to hy en resistance own party returned unsuccessfully.
27 Aug 71 0045	Kakardi near Sheola	A party of 20 FF sent to destroy a bridge at Kakardi near Sheola Ghat. When our party reached the bridge en (Razakars) guarding the bridge fired on our tps. Our party also fired in reply resulting 2 Razakars killed and one civ (guard) arrested with 1 Rifle and 2 rds ammo. Our party destroyed the bridge with the help of explosive. Our cas nil.
27 Aug 71	Kanglighat Ferry	Another party of 23 went to destroy Kanglighat Ferry. Dut to the hy en resistance they returned safely.
28 Aug 71	Tazpur Def	240 MF/Ff were in def posn at Tazpur. En tried to adv from Shabazpur Rly Sta via Tazpur village where own tps at adv posn engaged them and killed 4 Razakars. I Pak tps and few civ got wounded.
29 Aug 71	Tazpur Barudha	En tried to adv from Beanibazar and Shabazpur side as well but own tps repulsed their attempt.
29 Aug 71	Kumarshail	50 MF/FF sent to Kumarshail on receipt of an info that en tps had come to Kumarshail tg which is right on the border and about 500 yes away from our camp. Our tps surrounded them from behind. En str was about hundred. They returned. 5 en wounded. Own one FF seriously injured and 5 minor injured.
30 Aug 71	Defend the Liberated Land	En attacked from Bogha village and Kharampur with 2 coys str but withdrew unsuccessfully, 3 en killed due to mine blast. No cas from own side.
30 Aug 71	Kumarshail	En approached against kumarshail tg and started firing on pers engaged in digging trenches. Our MF attacked them from two flank and made them withdraw after two hrs of exchange of fire. Now the garden came

		under own posn and a pl defended it. 7 en killed. Own cas nil.
31 Aug 71	Takai Kona Sarapar	On 31 Aug 71 at 0200 hrs en put first attack from Takai Kona, Bogha and Kharampur with two coys Pak tps/Razakars. But due to hy resistance en returned unsuccessfully at 0430 hrs. 6 en killed due to mine blast. En put another attack at 1300 hrs from the same three flanks. This time en pressure was very hy but due to effective shelling with 3" MOR en had to withdraw by 1600 hrs. 7 en killed and 5 wounded due to shelling. Own 2 bullet injury and 2 shelling injury.
02 Sep 71	Konagram	45 MF/FF raided Konagram and Beanibazar but no Pak tps were there in that places. 3 Razakars and one Pak supporter killed.
02 Sep 71	Shabazpur Baralekha	Two party of 10 each sent to destroy rly bridge from two different places but returned unsuccessfully.
02 Sep 71	Kangli Ferry	En patrol came near Kangli Ferry but fled away when our patrol party opened fire on them.
03 Sep 71	Kumarsail	En put strong attack on our def at Kumarsail TG. After two hrs exchange of fire en returned. En used MMG, 2" MOR and other arms. En cas not known.
03 Sep 71	Shabazpur Baralekha	6 FF sent with A/TK mine to put on the fly line. They put charge in two places but could desrtroy line in one place. Train could not come to Shabazpur on 03 Sep 71.
04 Sep 71	Amalshid	2 pl MF defending liberated land at Amalshid. At 2000 hrs en opened up with various kinds of wpns from all flanks. En fighting continued till morning. Own 2 MF defending the bunker expired due to the en shelling and one seriously injured. En cas not known (Expired; 1 MF Abdul Khalek. S/O Abdul Karim 2. MF Akmal Aloi, S/O Nuruj Ali)
05 Sep 71	Tajpur	300 MF/FF defended the liberated land. En made two attempts to break through our defences. They came with great str but failed. In that one Pak tp and 6 Razakars killed. No cas from our side.
06 Sep 71	Bogha Kharampur	En made a full attack on our def at village: Bhoga and Kharampur with MOR support. En fired 50 rds 3" MOR on our posn. They also used parachute Bomb and other authomatic wpns. They removed dead bodies

		with great trouble. 3 Pak tps and 4 Razakars killed. Own cas nil.
06 Sep 71	Source Report	Source Report indicates "En has come with a great on of tps at Shabazpur TG, approx 2 coys regular plus Razakars. About one coy at Shabazpur TG, one pl at Rahamania TG, 2 pl at Chatalekha TG and about 2 coys at Baralekha. A full Bn (21 Panjab Regt) en str was deployed between Baralekha to beanibazar. Arty support from our def is most essential now. Kindly take nec steps."
08 Sep 71	Defending Liberated land	En made repeated attempts to break through our left flank from Bogha village. En used all types of arms incl 3” MOR. They suffered 6 cas.
09 Sep 71	Shabazpur Beanibazar	Our tps made an ambush on Pak tps (Patrol Party) on Beanibazar road. Own party opened fire while the en was quite away from them. Train was coming from last two or three days.
09 Sep 71	Shabazpur Rly Sta	One en helicopter M-1-8 flown over our def. en might have reached the area for an air attack.
11 Sep 71 0200 hrs	Shabazpur	One en plane flew over our def area at 0200 hrs. from Shabazpur towards Sutarkandi. En also fired from Shabazpur.
12 Sep 71 0230 hrs	Shabazpur TG	50 MF/FF raided the Shabazpur TG at about 0230 hrs with LMG rifles and 2" MOR. En replied after 10 minutes. 15 Pak tps and Razakars killed. Own cas nil.
13 Sep 71	Abongi	En fired to break through our def but failed against strong resistance. II Pak tps/Razakars reported killed. Own FF Mohd Younus Shaheed and two others who came from Kukital wounded.
14 Sep 71 0430 hrs	Kumarsail	En attacked Kumarsail at 0430 hrs with huge str. Own tps fought till 0930 hrs and compelled to withdraw. 2 Pak tps killed.
14 Sep 71 0400	Bhuga	Attack come at 0400 hrs with a coy str. Heavy exchange of the continued till 0900 hrs. 16 Pak tps/Razakars killed. Own cas nil.
14 Sep 71 0600	Kharampur	Attack come at 0600 hrs with approx 2 coys str but failed to penetrate. Again en attacked at 0730 hrs. Own tps fought till 1000 hrs but later compelled to withdraw. En suffered by cas approx 100 killed.
14 Sep 71 0300	Sarapar Gobindapur	En attacked the whole def posn with a Bn str at about 0300 hrs. They approached all rounds with all types of

	Barudha Astha Ghari Abhongi Tajpur	wpns. Arty shelling started from 0200 hrs on all posn. En cut our def from Sarapar they only route of our comm. And supply. Own tps fought upto last rds of ammo. Later compelled to withdraw but having no way to come out from the surrounding area own tps crossed the Sonai river by swimming resulting that they could not bring their personal wpns with them. Total 6 own tps missing. En cas as under :- Astaghari 5, Sarupa -4, Patharia para-4, Pirar Chak-6, Noagram -3, Tajpur-15, Abhongi -10, Own 5 wounded and 6 missing.
15 Sep 71	do	En started shelling with arty at 0800 hrs. total 13 bombs fired by the en out of which 9 bombs had fallen within our barapunji MF camp area. No cas.
18 Sep 71	Shabazpur TG	It was reported from sources that 4 Pak tps and 7 Razakars killed during the action by our tps on 13 Sep 71.
18 Sep 71	Shabazpur TG	A party of 60 MF/FF sent to raid Shabazpur TG (Jhingala). Own tps raided en tps with 2" MOR, LMG and Rifles, 7 Pak tps and Razakars reported killed.
18 Sep 71	Sarapar Area	A party of 10 MF/FF sent to collect the wpns from en depended area. Party recovered 2 SLR and 4 330 Rifles.
18 Sep 71	-do-	A collecting party consisting of 8 MF/FF sent to en depended ar5ea to collect wpns. Party collected one 2" MOR from Sonai river.
18 Sep 71	Sutar Kandi	A Jitter Party consisting of 60 MF/FF sent of Goilapar (opposite Sylheti para) and opened up with LMG, Rifles and 2" MOR, Immediately reply came from en. They fired with 3" MOR, MMG and LMG, 2 en killed. Own cas nil.
18 Sep 71	-do-	One en helicopter seen over our area near border boundary line. Presumably en receed the camp. En started shelling with 105 MM shells at 0100 hrs. they fired 25 rds. All of them fell on and around our camp area. Our cas nil.
18 Sep 71	Kumarsail Deotali	70 MF/FF have made an ambush at Kumarsail and Deotali. En came on that area and opened up with LMG at about 0200 hrs. Our party did not reply as en was out of area/range.
19 Sep 71	-do-	En patrol came to Kumarsail TG and heavily fired towards our camp. No cas.

20 Sep 71	Kumarsail	One Pak tps expired by blasting of a A/P mine laid by our tps.
20 Sep 71	Bogha	One Pak tps killed by blasting of mines laid by own tps.
21 Sep 71	Gobindapur	15 MF sent to Gobindapur village to put an ambush. 3 Pak tps and Razakar came by boat to Gobindapur village. Razaker came to make reccee the village where our ambush party was on ambush. Our MF cought the razakaer after firing few rounds at him. The rest fled away. One 303 Rifle also captured with the Razaker.
21 Sep 71	Pallathal TE	120 MF/FF sent to make en ambush at Pallathal TE but en did not come on that road.
22 Sep 71	Kumarsail	Info received from locals that 7 Pak tps have been killed by A/P mine blusting on 21 Sep 71 and 4 others 22 Sep 71.
23 Sep 71	Kumarsail	A pl str of MF was on ambush at Deotail, found Pak tps coming towards border side. When the en reached near Kumarsail mosque own tps opened up with LMG on them resulting 8 en tps killed and 10 other injured. Own cas nil.
23 Sep 71	Kumarsail	About one pl str en came from Kumarsail TG road. Our ambush party opened up when they reached within killing range. Own tps killed two Scouts in front. Others tried to ran away but fell on the mine field and 7 en lost their legs. Own cas nil.
24 Sep 71 1500 hrs	Kharampur	60 MF/FF were on ambush at Kharampur. About 40 en tps while coming to border, own party opened fire. en replied with MG, LMG and few rounds of 3" MOR. En inflicted 5 killed and 10 other injure. En could not carry the dead bodies till last night (24 hrs). Own cas nil.
25 Sep 71 0600 hrs	Deotoli	An ambush party consisting o 100 MF sent to Deotoli. Our party opened fire on a returning en ambush party from the borer. Hy fire came from en side. One MF wounded with 2" MOR bomb splinter. En cas not known.
26 Sep 71 1715 hrs	Kumarsail	60 MF/FF raided the en tps at Kumarsail TG. Hy exchange of fire continued for about 2½ hrs. en used 2"/3"MOR and arty. 9 en tps killed and several injured.

27 Sep 71	-do-	En stred shelling with arty on our camp area for about one hour. It caused damage to our tnts. No cas.
27 Sep 71	Borail	25 MF made an ambush at Borail. Our tps opened fire on en tps when they were c arrying food for the froward post at Borail. 2 Pak tps killed.
28 Sep 71	Induction	32 FF went to deep induction in the general area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
01 Oct 71	Kumarsail	30 MF put an ambush at kumarsail Village, Own tps opened fire when en patrol started approaching towards the dorder. Five en seen lying on the scene. Own cas nil.
01 Oct 71	Kumarsail	Another party of 45 MF made an ambush at kumarsail TG. Own tps did notfire as the en come to Kumarsail in different routes.
01 Oct 71	Kumarsail	30 FF inducted into Bangladesh with arms and ammo to the gen area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
04 Oct 71	Kumarsail	40MF sent to Kumarsail to make an ambush, En approached at 1700 hrs Won tps fired on them killing 3 Pak tps.
04 Oct 71	Borail	30 MF sent to make ambush at Borail on en tps. En seen patrollng in that village. Our tps fired on them but cas not known.
04 Oct 71	Induction	51 FF inducted inside Banglasesh in the area Dhaka Dakhin and Hakalaki Haor.
05 Oct 71	kumarsail	20 MF made an ambush at Kumarsail village. About a pl str of Pak tps came at Kumarsail TG. Our ambush party opened fire on them killing 5 en tps. En used 3" MOR to collct dead bddy till evening.
05 Oct 71	Atua	30 MF sent to Atua village to make ambush but en not found.
06 Oct 71 1430 hrs	Kumarsail	25 MF laid am ambush at Kumarsail village, When en partol Party came to that villae own tps fired on them killing 4 en tps. One MF Got enjury with splinter of bomb.
07 Oct 71	Atua	22 MF sent to lay ambush on en tps but on en found.
08 Oct 71	Kumarsail	20 MF laid en ambush at Krmarsail village. En fired with MMG from BHairage Tilla. No cas.
10 Oct 71	Kalachara camp	60 MF raided at kalachara camp in the night of 10 Oct 71 at 0400 hrs, before en opened fire assaulted the

		Camp killing 5 en and captured two Razakars with on 303 rifle. Own cas nil.
12 Oct 71	Kumarsail	30 MF sent to Kumarsail village to make an ambush. The made ambush for the day but en not found in that posn.
13 Oct 71	Pallathal TG	About 50 A/P mines laid in different routes of Pallathal TG.
14 Oct 71 1600 hrs	Kalikapur TG	A party of 60 MF made an ambush at Kalikapur TG. About a co str of en tps came to that area and opened fire on own tps. Our tps replied with LMG/2" Mor and rifles killing one Razakar and two other Panjabis injured. Own cas nil.
16 Oct 71	Kumarsail	A Jitter party of MF sent to Kumarsail. Own party fired with LMG and rifles on en ambush (Bunker). En started shelling with 3" MOR from Shabazpur and used MMG from Bairagi Tilla. Own tps retreated after exchange of hy fire. Cas not known.
18 Oct 71	Deep Ibduction in BD	67 MF/FF in three parties inducted inside Bangladesh in Baralekha, Fenchugonj and Beanibazar.
19 Oct 71	-do-	A party of 23 MF/FF inducted in Golapgonj area.
19 Oct 71	Pallathal	Report received that two en tps got injured due to mine blast laid by own tps at Pallathal TG.
20 Oct 71	Induction	Another 44 MF/FF in different groups inducted into Bangladesh. Total no of induction out from the camp for Bangladesh area are 144. About 100 have already entered into Bangladesh.
21 Oct 71	Shabazpur	A Jitter party of 50 MF sent to Shabazpur. En str about 90 tried to approach towards the border but our ambush party attacked from two side. En ran away but hy firing came form their def Bogha and Shabazpur.
20 Oct 71	Bogha	Own 3" Mor shelled on en posn at Bogha destroying two en bunkers. En replied with 2"/3" MOR and shelled 23 rounds. Own cas nil. En cas not known.
23 Oct 71	Rly Track Shabazpur Baralekha	One rly trolly was blown off due to mine blast laid by inductees between Baralekha and Shabazpur. As a result 4 Razakars were killed.
24 Oct 71	Killing Pak Supporter	Mr. Abdul Aziz renowned Pak Collaborator and Chairman of Teradorong PS, Baralekha seriously injured by our inductees.

25 Oct 71	Attack on en posn	An attack on en posn at shabazpur killing 3 Razakars and 4 other injured. Own cas nil.
28 Oct 71		Info received that there was a clash between en tps and our inductees at Amura near Beanibazar. On 25 Oct. 71 at 1500 hrs. 8 Razakars and two Panjabis killed.
29 Oct 71	Kumarsail	A Jitter Party sent to kumarsail village. They fired on en posn and immediately reply came from en with LMG. Cas not known.
01 Nov 71	Latu Baralekha	Rly track between Baralekha and Latu blown off with explosive by own tps.
03 Nov 71		One en helper killed by blast of mine laid by our tps at Kumarsail village.
08 Nov 71		166 FF joined from Trg Centre.
10 Nov 71	Atgram	En attacked our liberated area at Balla and Gotagram where won MF defending with str of a coy at 6900 hrs but own tps bravely repulsed the en. Again en launched an attack at 0430 hrs with a str of 300 Pak tps but were compelled to retreat with by cas. About 300/400 locals with deadly wpns approached by Pak tps. Own tps were compelled to fire on them resulting by cas on en/publec side. Own tps returned for tactical reason. One MF died (Amalshid coy and two other injured) En injured 100 casualty.
10 Nov 71	Sadinapur	En increased their str to 150 regular Tps at Sadinapur.
12 Nov 71	Gajukata	Own Induction have killed two Razakars and captured one 303 Rifle at Gajukata area on 10 Nov. 71.
20 Nov 71	Atgram	Inspite of hy resistance by en own tps captured Salam Tilla and Monipur Tilla. 2 ps MF deployed at Salam Tilla nd I pl at Monipur Tilla. En was inflicted hy cas and field away leaving behind their arms /ammo. Allied tps eith own MF occupied Zakigonj killing many en tps and captured 3 Panjabies and 23 Razakars. One Baluch arrested in injured condition and evacuated to Karimgonj thsp. Own Have syed Emdadul Haque and Jonab ali lost one leg by A/P mine blasting. About 100 public died by the en fire.
22 Nov 71	Raja tilla	Own tps str about a coy Liberate the Raza Tilla inlfiction by cas on en side. En fled away in the dark of noght. Own cas nil.
23 Nov 71		Own tps advanced towards Dowkargal to raid en posn at kanai Ghat and liberated Dowkargal and Lobachara

		on 25 Nov 71. En reported to be reinforced at Kangli Ghat.
28 Nov 71	Barachatal Darbost	Own tps str of a coy rieged the barachatal and Darbast road the only route of Kanaighat. En tried to repulse us but failed. En shelled with arty but on cas on our side. 2 Razakars so far captured. About a coy Pak regular tps which were brought to counterattack our Bengal Regt but were compelled to retreat sustaining hy cas. About 300 Razakars gathered at Kanaighat. 2 own al placed at area uttar Lakshmi Prasad to stop en movement on the road alongwith the river side.
30 Nov 71	Barachatal	En tps attacked own posn covering the arty shelling Own tps changed posn to Naya Gram about 3 miles from kanaighat. En reinforced one coy of regular forces and Razakars.
05 Dec 71	Birdol	There was an encounter with en at birdol near Kanaighat while a pl str of MF were on patrol duty there. Cas nil.
05 Dec 71	Kanaighat	Own tps strengtened the def all rounds.
07 Dec 71	kanaighat	Own tps with allied tps are in advance towards Darbost liberating kanaighat on 04 Dec. 71.
08 Dec 71	Darbost	Own tps with allied tps attacked the en posn at Darbost. Inspite of hy en resistance by the arty and other by gun, own tps easily occupied Darbost inflictiong hy cas on en side. Col Dutta and Major Rab orgainsed the attack. One allied offr (Capt) killed in the attack and three MF received serious injury. About 20 Razakars surrendered to the liberation armyh. En took alternative posn at Haripur ppl. en used 3 arty guns.
09 Dec 71	Haripur	Own tps with allied tps adv towards Haripur and took posn near ppl. En destroyed ne bridge at Hemu. En being surrendered by the liberation army in all respect.
10 Dec 71	Hemu	Due to the hy pressure from all flanks to the en at Hemu exchange of fire from bothe sides continued till mornig. 2 en bombs fell on our posn resulting 9 MF killed on the spot. Dead body could not be collected. One local pious man was given Rs. 200/00 to burry the shaheed. En have been driven our from the pl.
11 Dec 71 2000 hrs	Chiknagul	Lt Col Dutta left towards Chiknagul with 500 MF/FF and took def posn there.

12 Dec 71 1600 hrs	Darbast	Comd 8 Mtn Div visited the Darbast at 1600 hrs. Brig watke accompanied him.
13 Dec 71 1400 hrs	Haripur	Own tps with allied tps captured haripur ppl. at 1400 hrs. En fled away towards MC College, 2 Pak tps arrested and many other sustained cas, En left behind huge qty of ammo with 2 Chinese MG. Own 5 tps got minor injury.
13 Dec 71 1600	Chiknagul	Own tps advancing towards MC College where en reported to have been concentrated.
14 Dec 71 2300	Chiknagul	Hy exchange of fire continued with en throughout the night of 13/14 Dec. 71 near Chiknagul TE and in the morning of 14 Dec 71 when own tps were advancing toward en posn one of our MF died buy arty shelling. Two other MF also killed by MMG bullet and four other received injuries. En retreated to Khadem nagar. many Razakars surrendered with their arms to liberation army.
15 Dec 71 0730 Hrs	khademnagar	En took strong def posn at Khademagar (their Hq) from where en shelled with hy arty guns. Our tps with allied tps continued to adv towards Khademnagar. Extensive fighting continued for the whole day. Own tps with allied tps cordoned the en allround. Our Bengal Regt entered into Sylhet town. An appeal by the allied comd to the en sent to surrender before liberation army.
16 Dec 71	Khademnagar	En accepted the proposal of combined tps comd and surrendered before Indian Army.
17 Dec 71 1200	MC College	En Concentrated their tps at MC College with arms and ammo and handed over to the allied comd at 1400 hrs on 17 Dec 71.

সাক্ষাৎকারঃ মেজর ওয়াকিউজ্জামান*

আমার পিতা ছিলেন এক্স-আর্মি ম্যান। ২৪ তারিখের দিকে পাকিস্তান আর্মি আমাদের বাড়িতে আসে। সিলেটের বাসায় আমরা ছিলাম না, অন্য বাসায় ছিলাম। তারা বাসা তছনছ করে চলে গেল। তাদের উদ্দেশ্য হলো আমার পিতাকে হত্যা করা এবং অমাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া। এরপর আমার এমন ঘৃণা জন্মে যে, আমি তাড়াতাড়ি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দেই এবং তারপর ইণ্ডিয়া চলে যাই।

প্রশ্নঃ ইণ্ডিয়া আপনি কবে গেলেন?

উত্তরঃ ইণ্ডিয়া আমি ক্রস করেছি ৩০ শে মার্চের দিকে।

প্রশ্নঃ ৩০ শে মার্চে আপনি ইণ্ডিয়া গেলেন। ইণ্ডিয়ার আপনি কোথায় গেলেন?

উত্তরঃ প্রথমে করিমগঞ্জে।

প্রশ্নঃ করিমগঞ্জে তো ফোর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল।

উত্তরঃ প্রথমে ছিল। যেখানে আমাদের রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছিল ওটা ছিল সেটেলমেন্ট অফিস। ওর কাছে একটি স্কুল ছিল, সেখান থেকে আমরা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। প্রথমে আমাদের যখন সিলেকশান করা হলো সেটেলমেন্টে, ওখান থেকে আমাদের কলকলিঘাট নামক একটি জায়গা আছে সেখানে কিছুদিন ট্রেনিং চলে। যে ট্রেনিংটা হয়েছিল ওটা আমাদের বি-এস-এফ দিয়েছিল। আমাদের ভালো ট্রেনিং-এর জন্য পরে ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে পাঠানো হয়েছিল, সেটা ইন্দ্রনগরে ছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কতদিনের ট্রেনিং ছিল?

উত্তরঃ ওখানে আমি এক মাস ছিলাম। কিন্তু আমি তিন সপ্তাহ ট্রেনিং করারপর আমাকে সিলেক শান করে নিয়ে আসলো ইন্টেলিজেন্সীর জন্য । আমাকে এক সপ্তাহ ট্রেনিং দেওয়া হয় ইন্টেলিজেন্সীর উপর এবং তারপর আমাকে সিলেটে পাঠানো হয় বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

প্রশ্নঃআপনি এ রকম কটা টাস্ক করেছেন?

উত্তরঃ প্রথমবার একটাই অপারেশন, এ রকম একটা টাস্ক করতে এসেছি সিলেটে। আমার কাজটা ছিল কোন জায়গায় কি ধরনের ফোর্সেস আছে সে সম্বন্ধে জানানো। সে ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দেই এবং দেয়ার পর উনারা আমাকে একটা টাস্ক দেন। আমার সাথে কুমিল্লার দু'জন ছেলে ছিল, সিলেট টাউনের ভেতরে একটা এক্সপ্লোশন করার জন্য। কারণ সিলেট টাউনটা আমি যখন দেখেছি তখন সিলেট টাউনটা একেবারে নরমাল ছিল। দেখলে মনে হতো না যে বাংলাদেশের লোক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে বা সংগ্রহ করছে। এ রকম কোন পরিস্থিতি সিলেট টাউনে ছিল না।

প্রশ্নঃ ওটা কোন মাসে?

উত্তরঃ ওটা ছিল মে-এর দিকে। আমি গিয়ে যখন এ কথাটা বললাম, পরে আমাকে ইণ্ডিয়ান ইকো সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে, তিনি আমাকে একটা মিশনের জন্য সিলেট পাঠালেন- তুমি গিয়ে একটা এক্সপ্লোশন কর তখন লোকে বুঝবে যে সংগ্রাম হচ্ছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবে যাতে আরো লোক আমাদের দিকে আসে এবং পাকিস্তান আর্মি এতো ফ্রিলি যাতে মুভ করতে না পারে। যেদিন উনি বললেন তার পরের দিন আমরা রওনা হলাম।

---

* ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে আংলাধেম সেনাবহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৯৭৯ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে গৃহীত।

প্রশ্নঃ আপনার ক'জন রওনা হলেন?

উত্তরঃ আমরা চারজন ছিলাম। তিনজন কুমিল্লার ছেলে ছিল আর আমি একা সিলেটের ছেলে ছিলাম। আমরা সিলেট টাউনে আসলাম তিনদিন হাঁটার পর।

প্রশ্নঃ আপনার সঙ্গে কে কে ছিল?

উত্তরঃ আমার সঙ্গে কুমিল্লার একজন ছেলে ছিল রেবতী নাম, আর একটা ছেলে ছিল? ওর নাম হলো সিদ্দিক, আর একজন ছিলেন উনি মারা ঘেছেন, উনার নাম ছিল হাফিজ।

প্রশ্নঃ আপনাদের সাথে আর্মস কি ছিল?

উত্তরঃ আমাদের সাথে শুধু গ্রোনড ও এক্সপ্লোসিভ ছিল। সিলেট টাউনে আমি তিন দিন হাঁটার পর। সিলেটে একদিন ছিলাম। সিলেট টাউনে আমাদের বাড়িটা খালি ছিল। ওটাতেই এক রাত্রি আমরা কাটালাম।

প্রশ্নঃ কোন লোক জানতে পারেনি?

উত্তরঃ না, জানতে পারেনি। সিলেটের কয়েকজন লোক আমাকে দেখেছে, কিন্তু দেখে সন্দেহ করেনি। কারণ আমি কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা কোন স্টুডেন্ট অরগানাইজেশনের মেম্বার ছিলাম না। এই জন্য ওরা আমাকে সন্দেহ করেনি। যেদিন পৌছলাম সেদিন রাত্রে আমরা সিলেট টাউনটা রেকি করলাম। এর পরের দিন রাত্রি আনুমানিক একটার সময় সিলেট টাউনের সেন্টারে- সিলেট টাউনে নাইয়ার পুল নামক একটা জায়গায় আছে রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে একটি ট্রান্সফরমার ছিল এবং টেলিফোনের একটি জংশন বক্স ছিল। ওই দুটা আমি সিলেক্ট করি। আমি দেখলাম টাউনের বাইরে করলে খুব একটা এ্যাফেক্ট হবে না, এটা টাউনের হার্ট, এখানে করা উচিত - তখন আমরা ওইখানে-

প্রশ্নঃ আচ্ছা, ওখানে কোন গার্ড ছিল না?

উত্তরঃ ওখানে যখন আমরা প্রথম গেলাম তখন রাস্তায় আমাদের সাথে পুলিশের দেখা হলো। পুলিশ টর্চলাইট মেরে আমাদেরকে দেখে যখন পিছে সরে চলে গেল তখন ওই রাস্তাটা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় আসলাম। একটি পুকুর ছিল, পুকুরটার সাইডে কচুরিপানার ভিতর দিয়ে আসলাম এবং ওখানে গার্ড ছিল। গার্ডও ওখান থেকে ৫০/৬০ গজ দূরে একটি দোকানের আড়ালে ছিল। ওরা খেয়াল করেনি। তখন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যে আমরা আমাদের এক্সপ্লোসিভ বাঁধলাম। আমরা চারজন ছিলাম। দু'জন টেলিফোনে বাঁধলাম আর দু'জন ট্রান্সফরমারে বাঁধলাম। টেলিফোনেরটা আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম, ট্রান্সফরমারটায় করেছিলাম একটু তাড়াহুড়ার ভিতরে, ওটার এয়ার-টাইট হতে পারেনি, এদিকে গাড়ির পেট্রোল আসছিল, সেহেতু ওটা তাড়াতাড়ি আমাদের এক্সপ্লোশান করতে হলো ট্রান্সফরমার যেটা ছিল ওটা এক্সপ্লোশান হয়নি। টেলিফোনটা এক্সপ্লোশান হয়েছিল। আমার টোটাল সময় ছিলাম ৩৬/৩৭ মিনিট। ওটা এক্সপ্লোশান হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা উইথড্র করে বেরিয়ে আসি এবং সিলেট টাউনের কুশিয়ারা নদীর পার হয়ে আসি। ওরা আমাদের পারসু করেছিল কিন্তু ধরতে পারেনি। ঐদিন আমরা পুরা দিন হাঁটি। সন্ধ্যার দিক আমরা বর্ডারের কাছে এসে পৌঁছি। সন্ধ্যার দিকে বর্ডারে ফিরে একটি গ্রামে আমরা রাত্রে থাকি। পরের দিন সকালে আমরা রওনা দিই। রওনা দেয়ার সময় আমাদেরকে কিছু লোক ধরে ফেলেছিল। ওখানে কিছু লোক সন্দেহ করে এবং আমাদেরকে একটি ঘরে বন্ধ করা হয়েছিল। বন্ধ করে পাকিস্তান আর্মিকে খবর দেয়া হয়েছিল। আমরা চারজন ছিলাম। আমি ওদেরকে বলালাম যে এখন পাকিস্তান আর্মি আসলেও আমরা মারা যাবো আর এভাবেও আমরা মারা যাবো। কিন্তু এখান থেকে বর্ডার মাত্র পাচঁ মাইল, আমরা শেষ চেষ্টা করি। তখন

আমরা একটু হৈ চৈ করলাম। ওদের একটা লোক আসলো। তখন আমি বললাম, দেখ আমাদের কাছে এখন ২৪টা গ্রেনেড আছে। আমরা যদি দু'টা গ্রেনেড মারি তখন তোমাদের এখানে কিছু থাকবে না, বেশী ঝামেলা করো না। এই কথা বলে আমি একটি গ্রেনেড বাইরে থ্রো করলাম, থ্রো করতেই লোকজন সরে গেল। ওই সুযোগেই আমরা বলতে গেলে পাঁচ মাইল দৌড়ে চলে এসেছি।

প্রশ্নঃ ওটাই কি সিলেট শহরে ফার্স্ট এক্সপ্লোশান ?

উত্তরঃ ওটাই সিলেটের ফার্স্ট এক্সপ্লোশান, বলতে গেলে ওটাই লাস্ট এক্সপ্লোশান। এরপর কোন এক্সপ্লোশান সিলেট শহরে হয়নি। তিনদিনের মত লেগেছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতে। তার আগে সিলেট টাউন থেকে লোক পালায়, বর্ডার ক্রস করে। যখন আমরা বর্ডারে পৌছাই করিমগঞ্জে, তখন আমরা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সিভিলিয়ানরা যারা ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বা মুক্তিযোদ্ধারা, ওরা আমাদেরকে বলছিল তোমাদের একসঙ্গে অনেক লোক আসছে, আমরা জানি তোমরা অমুক জায়গায় অপারেশন করছো।। যে জায়গায় আমরা পৌছেছি সে জায়গাটার নামটা বলছিল। তখন 'বাংলাদেশ' নামে একটা পেপার বের হতো। পেপারে দেখলাম খবরটা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। হেডকোয়ার্টারে পৌছানোর পর আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং পরে জেনারেল দলও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন- কেমনে কি করলাম, কোথায় থাকা হলো।

প্রশ্নঃনেক্সট টাস্ক আপনাকে কবে দেয়া হলো?

উত্তরঃ এরপর আমি টাস্ক করতে পারিনি। কারণ যেদিন পৌছলাম তার একদিন পর কমিশনের ইন্টারভিউর জন্য ডাকলো।

প্রশ্নঃআচ্ছা, তারপর আপনি চলে গেলেন ট্রেনিং-এ -মূর্তিতে। ওখানে কতদিন ট্রেনিং নেন?

উত্তরঃ ওখানে তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মতো ট্রেনিং দেয়া হয়।

প্রশ্নঃকমিশন পাওয়ার পর কোথায় আসলেন?

উত্তরঃ আমি আবার ফোর সেক্টরে চলে আসি। এখানে আসার পর আমাদের আবার এক সপ্তাহের ট্রেনিং-এ ইন্দ্রনগরে পাঠানো হলো, যেখানে আমরা এফ-এফ হিসাবে ট্রেনিং করেছিলাম। ওই জায়গায় আমাদের পাঠানো হলো এবং ওই জায়গায় আমাদের টাস্ক দেওয়া হলো, মহড়া হিসেবে। আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার কতটুকু ট্রেনিং নিচ্ছে এবং কার কতটুকু ক্যাপাবিলিটি আছে সেটা জানার জন্য উনি কিছু টাস্ক নেন। ওই টাস্কটা নেওয়ার পর আমরা আবার শিলচর চলে আসলাম। শিলচরে চলে আসার পর আমরা বিভিন্ন যে অফিসার চার-পাঁচজন ছিলাম, আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হলো। আমাকে দেয়া হলো কৈলাশ শহর সাব-সেক্টরে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে। কারণ আমার আগে যিনি ছিলেন উনি একজন ইণ্ডিয়ান অফিসার ছিলেন। উনার নাম ছিল ক্যাপ্টেন হামিদ।

প্রশ্নঃ ওই সাব-সেক্টরে জয়েন করার পর আপনার প্রথম টাস্ক কি ছিল?

উত্তরঃ এই সাব-সেক্টরে জয়েন করার পর, ওখানে কিছু এলাকা ছিল আমাদের ছেলেরা দখল করে মানে ডিফেন্স লাগায়। আমাকে টাস্ক দেওয়া ওই ডিফেন্সে প্রায়ই এ্যাটাক আসতো পাকিস্তান আর্মির। কারণ আমাদের জায়গাটা ছিল একটা খালের পাড়ে।

প্রশ্নঃ ওটা কি বাংলাদেশের মধ্যেই ?

উত্তরঃ বাংলাদেশের মধ্যেই।

প্রশ্নঃ কৈলাশ শহর জায়গায়টা কি বাংলাদেশের মধ্যেই?

উত্তরঃ না, কৈলাশ শহরটি একটি ইণ্ডিয়ান টাউন। টাউনটার ঠিক বর্ডারটা হলো বাংলাদেশের সাথে। এটা ঠিক শমশেরনগরের অপোজিটে। আর আমাদের ঠিক অপোজিটে পাহাড়ের উপরে ছিল চাতলাপুর বিওপি।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, আপনি যখন সাব-সেক্টরে আসলেন তখন সাব সেক্টরের স্ট্রেনথ কত ছিল?

উত্তরঃ তখন আমার কছে ৬টা কোম্পানী ছিল। আমাকে প্রথম টাস্ক দেওয়া হলো ডিফেন্সটা অরগানাইজ করতে। কারণ বার বার ওর উপরে পাকিস্তান আর্মির এ্যাটাক আসছে। একবার ওর আবার নিয়েও গিয়েছিল। তারপর আবার রিক্যাপচার করা হয়েছিল। আমি ডিফেন্সটা রিঅরগানাইজ করলাম। কারণ এটাই আমাদের বলতে গেলে বাংলাদেশের একমাত্র জায়গা ছিল, তখনকার দিনে সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশের আর কোন জায়গা ছিল না। আমার সেক্টর কমাণ্ডার পার্সোনেলি আমাকে বলতেন তুমি এই জায়গাটা কোনক্রমেই ছাড়বে না। ওটা আমার দায়িত্ব ছিল। এছাড়া বিভিন্ন অপারেশন করার জন্য মৌলভীবাজারের দিকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমি প্রথম অপারেশন করি ওখান থেকে একটু আগে একটি জায়গা আছে তার নাম হলো মনু ব্রীজ, তার কাছে একটি স্কুল আছে, ঐ স্কুলের ওখানে আমরা পেট্রোলিং বসালাম।

প্রশ্নঃ ওটা কোন মাসে ?

উত্তরঃ ওটা হলো অক্টোবরের লাস্টের দিকে। পেট্রোলিং-এ গেলাম। ট্রেনিং থেকে আসার সময় আমি কিছু এক্সপ্লোসিভ নিয়েছিলাম। আমি আসার সময় ঐ এক্সপ্লোসিভ ও একটা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ নিয়ে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাগ উপরে লাগালাম, নীচে বাঁশের ভিতরে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বাঁশের নীচে রিলিজ সুইচ দিয়ে ওখানে লাগিয়ে আসছিলাম। ভাবলাম সকালে যদি ওরা আসে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ দেখলেই ওরা উঠাতে আসবে। উঠাতে আসলে আমার রিলিজ সুইচটা যদি রিলিজ হয়ে যায় ওখানে একটা এক্সপ্লোশান হবে এবং হয়েছিলও। পরের দিন যখন ওদের পেট্রোল এসে ফ্ল্যাগটা নামাতে গেছে তখন এক্সপ্লোশান হয়। এটা ছিল আমার ফার্স্ট অপারেশন।

এর পরে আমাকে দেয়া হলো একটি জিটারিং অপারেশন। এটা হবে অক্টোবরের ৩০ তারিখ। আমাদের সামনে ওদের যে ডিফেন্সটা ছিল ওদের এই ডিফেন্স থেকে খুব বেশী ফায়ারিং আসতো।

প্রশ্নঃডিফেন্সটা কোথায়?

উত্তরঃ চাতলাপুর বি-ও-পি। ওখান থেকে খুব বেশী ফায়ারিং আসতো, আমাদের কোন মুভমেন্ট হলে ফায়ারিং হতো। ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আমাকে জিটারিং অপারেশনে পাঠানো হলো। আমার স্ট্রেনথ ছিল প্রায় এক প্লাটুন। এবং আর্টিলারী সাপোর্ট নিয়ে ওটা আমি রেইড করেছিলাম। ওদের দুই নম্বর এবং তিন নম্বর প্লাটুন থেকে যে ফায়ার আসছিল ঐ ফায়ারের জন্য আমরা বেশীক্ষণ টিকতে পারিনি। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের ভিতর ঐ জায়গাটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এরপরে আমরা বিভিন্ন পেট্রোলিং ও ছোটখাটো এ্যামবুশ করেছি রাজাকারদের উপরে। শমশেরনগর থেকে মনুর দিকে কুলাউড়ার দিকে যেতে যে রেললাইনটা পড়ে ওর ভিতরে একটা দুইটা এ্যমবুশ করেছি। লাষ্টে আমাকে টাস্ক দেওয়া হয় নভেম্বরের ২৯ তারিখে। শমশেরনগরে এ্যাটাক হবে, সেই এ্যাটাকের জন্য শমশেরনগর এবং মৌলভীবাজরের ভিতরে রাস্তাটা ব্লক করতে হবে। শমশেরনগর স্টেশন থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল আগে একটা দীঘি আছে রাস্তার উপরে, ওই দীঘির উপরে আমাকে পজিশন নিতে বলা হলো। আমার সাথে ছিল ইণ্ডিয়ান আর্মির একটা কোম্পানী। আমরা ২টা পর্যন্ত ওখানে পজিশন নিলাম। এবং পুরো দিন রোডটা কাট অফ করে রাখলাম। সকালের দিকে আমাদের অপারেশন ভালোই ছিল। সন্ধার দিকে

আমাদের ওপর এতো বেশী আর্টিলারী ফায়ারিং আসছিল যে, আমার লেফটে যে ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ছিল সে কোম্পানীটা উইথড্র করে চলে গেল। এবং সে আর্টিলারী শেলিং-এ পড়ে খুব বেশী ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কোন জায়গায় এ্যাটাক করেছিলেন?

উত্তরঃ ওটা এ্যাটাক না, আমাদেরকে ডিফেন্স নিতে বলা হয়েচিল যাতে রোডটা কাট অফ করে দেওয়া হয়, রোডটা যাতে ওরা ইউস না করতে পারে। মৌলভীবাজার থেকে যাতে কোন রিফোর্সমেন্ট শমশেরনগরের দিকে যেতে না পারে। আমরা ওখানে ছিলাম, সকালের দিকে আমরা অপারেশন করেছিলাম। ওদের একটি গাড়ী রিফোর্সমেন্ট আসছিল। আমাদের শেলিং-এ ঐ গাড়ীটি নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রায় ৩০ জনের মতো লোক মারা যায়। এরপরে শমশেরনগর থেকে যে সমস্ত লোক আমাদের দিকে আসতে চেষ্টা করেছিল তাদের উপর ফায়ার ওপেন করলে প্রায় ৬/৭ জন মারা যায়। এরপরও ওরা ঐদিনের মতো স্টপ করে এবং বিকেলের দিকে ওরা আমাদের উপর এতো বেশী আর্টিলারী ফায়ারিং এবং মর্টার ফায়ারিং, হেভি মর্টার ফায়ারিং শুরু করেছিল যে আমার বামদিকে ইণ্ডিয়ান যে কোম্পানীটা ছিল তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তারা সেখান থেকে উইথড্র করে। কারণ তাদের সেখানে খুব বেশী ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল। ঐদিন প্রায় ৩০/৪০ জনের মতো ক্যাজুয়েলটি হয়েছিল। এর মধ্যে দু'জন অফিসারও ছিল।

কৈলাশ শহরে আসার পর পরের দিন ২০ তারিখ সন্ধ্যার দিকে আমাকে পাঠানো হলো মনুতে যাওয়ার জন্য। মনুতে পাকিস্তানী আর্মির একটা ঘাঁটি ছিল। মনু একটি রেলস্টেশন। মনু রিভারের উপর দুটো ব্রীজ আছে। একটা রেলওয়ে ব্রীজ আর একটা রবোর্ডে ব্রীজ। যেটার সাথে শমশেরনগরের লিংক আছে কুলাগড়ের, আর কুলাগড়ের লিংক আছে মৌলভীবাজারের সাথে।

প্রথম দিন গেলাম রাতে, আমরা পৌঁছুলাম ১২টার দিকে। তিনটার দিকে ওদের পজিশন দেখতে গেলাম। পজিশন ঠিক বোঝা যাচ্ছিলা না। দুই পাড়েই পজিশন ছিল।

প্রশ্নঃ ওটা কত তারিখে ?

উত্তরঃ ওটা ডিসেম্বরের প্রথম তারিখে। ডিসেম্বরের ১ তারিখ রাতে আমরা এ্যাটাক করি, আমরা মনু ক্যাপচার করি। আমাকে তারপর বলা হলো, মনু রিভার ফলো করে মৌলভীবাজারের দিকে যেতে এবং যাওয়ার সময় যাতে রাজনগর থানা এলাকা দেখে যাই। আমি ওখান থেকে মনু রিভার ফলো করে করে রাজনগর থানা এলাকায় গেলাম।

প্রশ্নঃ আপনি সমস্ত ট্রুপস নিয়ে চলে গেলেন?

উত্তরঃ সমস্ত ট্রুপস নিয়ে রাজনগর এলাকায় গেলাম। রাজনগর এলাকা আমরা মার্চ করলাম। দেখি ওদিকে কোন ফোর্স নাই। তারপর আমরা ওদিকে মৌলভীবাজার আসলাম, মৌলভীবাজার থেকে আমি ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত আসছিলাম। এর ভিতরে আমার সাথে আর কোন ফোর্সের দেখা হয়নি। ইন দি মিন টাইম সারেণ্ডার হয়ে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। ৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ	একাত্তুরের রণাঙ্গন’-শামসুল হুদা চৌধুরী	.১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী *

প্রশ্নঃ একজন সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে আপনি কখন কিভাবে কাজ শুরু করলেন?

উত্তরঃ প্রথমে আমি জেনারেল জিয়া (তৎকালীন মেজর)-এর সাথে এক নম্বর সেক্টরে সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড অর্থাৎ দুই নম্বর হিসেবে কাজ শুরু করি। ৩০শে মার্চ , ’৭১-এর পর জেনারেল জিয়া আমার সাথে আর ছিলেন না। তিনি রামগড় হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। কাজেই ৩০শে মার্চের পর থেকে উল্লিখিত সেক্টরের পুরো বাহিনীর কমাণ্ড আমার হাতে এসে পড়ে। আমি, বিডিআর, ছাত্র-জনতা এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে ২রা মে, ’৭১ বিকেলে আমরা সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, ’সিলেট এলাকায় আমাদের কোনও সেক্টর খোলা হয়নি এবং সিলেটের সুনামগঞ্জ, ছাতক এবং সালুটিকর- এইসব এলাকায় অনেক বিডিআর এবং সৈন্য বিশৃংখল অবস্থায় আছেন। কাজেই তিনি আমাকে অবিলম্বে শিলং চলে যেতে বললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন ওখান থেকে আমি ছাতক এবং সুনামগঞ্জ এলাকায় গিয়ে যেন যুদ্ধ সংগঠন করি।

প্রশ্নঃ আপনার আনুষ্ঠানিক নিয়ুক্তি এবং সেক্টর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করুণ।

উত্তরঃ সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে পাঁচ নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হলো। এলাকা দেয়া হলো ডাউকী থেকে সুনামগঞ্জের বাঁ দিকে বড়ছড়া নামক স্থান পর্যন্ত। এক কথায় বলা যায় ডাউক থেকে ময়মনসিংহের সীমান্ত পর্যন্ত ছিল আমার সেক্টর সীমানা। সিলেট গিয়ে আমি দেখলাম আমাদের লোকজন খুব বিশৃংখল অবস্থায় আছেন। তাদের জন্য ওখানে না ছিল কোনও রসদপত্র, না ছিল কোনও যুদ্ধ সংগঠন।

আমি আমার এলাকটিকে পাঁচটি সাব-সেক্টরে ভাগ করে দিয়েছিলাম। এই সাব-সেক্টরগুলি ছিল ডাউকী, ভোলাগঞ্জ, শেলা, বালাত এবং বড়ছড়া, আমি বুঝলাম যে বিদেশের মাটিতে বসে দেশে যুদ্ধ করা যায় না। কাজেই সবদিকে আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জায়গা করে নেয়াই আমি আমার প্রধান কর্তব্য মনে করলাম। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্তের দশ মাইল অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করলাম এবং আমরা সফল হলাম। এক পর্যায়ে আমরা সুরমা নদীর উত্তর ভাগে পুরা অংশ আমাদের দখলে নিয়ে এলাম। আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলাম বাঁশতলায় (ছাতকের উত্তরে বাংলাদেশেরই একটি এলাকা)। সিলেট থেকে নদীপথে যেসব ছোট ছোট বার্জ এবং ছোট ছোট জাহাজ রসদপত্র নিয়ে ঢাকার দিকে যেতো সেগুলিকে আমরা পথে ধরতাম এবং রসদপত্রাদি কেড়ে নিয়ে কিছু আমাদের কাজে লাগাতাম এবং কিছু বাংলাদেশ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতাম। সেখান থেকে এসব রসদপত্র অন্য সব সেক্টরে চলে যেতো।

প্রশ্নঃ আপনার এই সংগঠন পর্যায় কোন মাস থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তরঃ হুবহু দিন-তারিখ আমার মনে নেই, তবে যে-জুন কিংবা অনুরূপ সময় হতে পারে।

---

* ১৯৭১ সালের মার্চে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

প্রশ্নঃ শুরুতে আপনার সৈন্যসংখ্যা কতজন ছিল? তখন নতুনদের প্রশিক্ষণের কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

উত্তরঃ প্রথমে ইস্ট বেমঙ্গল রেজিমেন্ট, বিডিআর, পুলিশ এবং মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহী কিছু ছাত্র-জনতাসহ প্রায় চারশত লোক পেলাম। বর্ডারের ওপারে এবং বাঁশতলায় আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প করলাম। ভারত থেকে দু'একজন জেনারেল এসেছিলেন, তারাও কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠন করলেন। দেশের অভ্যন্তর থেকে যারা ওখানে গিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে শক্ত সমর্থদের বেছে নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হলো। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে এই সংখ্যা প্রায় বার হাজারে গিয়ে দাঁড়ালা।

প্রশ্নঃ সরকার গঠিত হওয়ার পরের কথা বলুন।

উত্তরঃ সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাকে সিলেট পাঠানো হলো ৫নং সেক্টরের কমাণ্ডার হিসেবে। এলাকাটি ছিল দুর্গম। গাড়ী চলাচল করতে সুবিধা হতো। সবটাই ছিল হাওর এবং বিল এলাকা। সুনামগঞ্জ-ছাতক এলাকায় হয় নৌকায় নতুবা পায়ে হেঁটে, সাঁতার কেটে এদিক ওদিক চলাচল করতে হতো। এসব জায়গায় সাংবাদিকও তেমন আসতেন না। সরকারের পক্ষ থেকে ও লোকজন তেমন আসতেন না। একবার একজন কর্মকর্তা এসেছিলেন। তিনি হলেন নূরুল কাদের খান, যুদ্ধকালীন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন সচিব। তিনি শিলং পর্যন্ত এসেছিলেন এবং ওখানেই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী সাহেব দু'বার এসেছিলেন এবং আমার সাথে রনাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে আমার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনসমুহ পরিদর্শন করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবও একবার এসে আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। তিনিও পায়ে হেঁটে আমার সেক্টরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন।

প্রঃ সেক্টর বলতে কোন পর্যন্ত বুজাচ্ছেন?

উঃ বাংলাদেশর ভিতর বাঁশতলা বলে একটি জায়গা আছে। তাজউদ্দীন সাহেব ওখানে এসেছিলেন।

প্রঃ মুক্তিযোদ্ধাদের আপনি কোথায় এবং কিভাবে পশিক্ষণ দিয়েছিলেন?

উঃ বাংলাদেশের ভিতরে আমাদের অনেকগুলি ক্যাম্প ছিল। সেসব ক্যাম্পে আমাদের সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। আবার ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তের কাছাকছি এলাকায়ও কিছু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। সেসব ক্যাম্পে ভারতীয় সৈন্যরা প্রশিক্ষণ দিতেন।

কাজেই মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের দু'টি উৎস ছিল। একটি ছিল সেটা আমি নিজে সংগঠন করে বাংলাদেশ থেকে এনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতাম। আর একটি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সরকার সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৃথক পৃথকভাবে আমাদের কাছে পাঠাতেন।

প্রঃ জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিবেবে ঘোষণা করার পর আপনি কিভাবে তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন?

উঃ আগেই বলেছি জেনারেল ওসমানী সাহেবের সাথে সর্বপ্রথম আমার দেখা হয়েছিল রামগড়ে। তবে এর আগেও অয়ারলেসে দু'একবার তাঁর নির্দেশ আমি পেয়েছি মহলছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। তখন আমি বড় রকমের একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। সে সময় তিনি আমাকে রামগড়ে চলে আসতে বলেছিলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছিলামঃ পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা আমার দখলে আছে। কাজেই আপনারা কেন পার্বত্য এলাকায় চলে আসছেন না? তিনি পরামর্শ দিলেনঃ এটা ঠিক হবে না। আমরা সবাই মিলে আবার নতুনভাবে সংগঠন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। জেনারেল ওসমানী সাহেবের নির্দেশনুযায়ী মহালছড়ির যুদ্ধের পর আমি রামগড়ে চলে

গেলাম। জেনারেল ওসমানী ওপার থেকে রামগড়ে এলেন। সেখানেই বাংলাদেশের মাটিতে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। জেঃ ওসমানী আমাকে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেনঃ আরো দু'দিন রামগড় আটকে রাখতে হবে।' তারিখটি ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১। আগেই বলেছি, ২রা মে বিকেলে আমরা ভারতীয় এলাকায় চলে গিয়েছিলাম। রামগড়কে আরো দু'দিন আটকিয়ে রাখতে বলার কারণ ছিল আমাদের মুক্তিবাহিনী যেসব রসদপত্র নিয়ে ছিলেন সেগুলি পার করার জন্য এবং সীমান্তে আটকে পড়া নিরীহ জনগণকে নিরাপদে ভারতে পার করে যাওয়ার জন্য দু'দিন সময়ের প্রয়োজন ছিল।

প্রঃ মুক্তিযুদ্ধে যে আপনারা জয়ী হচ্ছিলেন, এটা কখন বুঝতে পেরেছিলেন?

উঃ অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে। একটা সময় খুব খারাপ এসেছিল জুন-জুলাই মাসে। তখন অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি আমাদের এমএনএগণ পর্যন্ত বলতে শুরু করেছিলেনঃ 'ভাই আর কি দেশে ফিরে যাওয়া যাবে?' কিন্তু আমরা হতাশায় ছিলাম না। আমরা সব সময় আশাবাদী ছিলাম। কারণ, এতে জড়িত ছিল বাঁচামরার প্রশ্ন। হয় দেশ উদ্ধার করতে হবে, নইলে দেশ-জাতি সবই গেল। তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা জয়ের দিকে যাচ্ছি এবং আমরা জিতবই- দু'মাস লাগতে পারে, ছয়মাস লাগতে পারে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে জিতব। এজন্য ভারতীয় সৈন্যের প্রয়োজন হবে না।

প্রঃ পাকিস্তানী বাহিনীর তুলনায় আপনাদের সৈন্যবল তো খুব কম ছিল, অস্ত্রও ছিল খুবই সীমিত। আপনাদের প্রধান রণকৌশল সর্ম্পকে কিছু বলুন।

উঃ রণকৌশল যা সাধারণ হওয়া উচিত, তাই ছিল। শুরুর দিকে যেহেতু আমরা ছোট ছোট দলে গিয়েছিলাম, তাই তখন গেরিলা রণকৌশলকে আমরা প্রধান অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ যুদ্ধের নিয়মই হলো যখন কোন বড় শত্রুর সাথে আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান, তখন আপনি যদি চিরাচরিত যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে হবে, অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে আমরা শত্রুদের বড় বড় বাহিনীর ওপর আচমকিতে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যেতাম। তাতে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী হতো, অপরপক্ষে আমাদের কিছু হতো না। আমাদের মূল রণকৌশলই ছিল, এই গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তান বাহিনীকে রোজ একটু একটু আঘাত করে ওদের শক্তি কমিয়ে দেয়া এবং ওদের অসংগঠিত করে দেয়া, ওদের রসদপত্র নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদি। আমরা জানতাম যে একটা সময় আসবে যখন আমরা নিয়মিত বাহিনী গঠন করে ওদের আক্রমণ করে আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার করতে পারব।

প্রঃ শত্রুবাহিনী থেকে আপনারা কি পরিমান অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?

উঃ প্রচুর। শুরুর দিকে আমাদের যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাই দিয়ে যুদ্ধ করতাম। পরের দিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। যখন আমরা আকস্মিক আক্রমণ চালাতাম কখন তারা পালিয়ে যেতো। তারা পালিয়ে যাওয়ার পর যা অস্ত্রশস্ত্র পড়ে থাকতো সব আমরা নিয়ে নিতাম।

প্রঃ ৩রা ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের সাথে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণার পর আপনার রণকৌশলের কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কি?

উঃ হ্যাঁ। তখন আমরা চিরাচরিত যুদ্ধে (কনভেনশনাল ওয়ার) লিপ্ত হয়ে গেলাম। ৩রা ডিসেম্বরের পর প্রথম আমরা দখল করলাম টেংরা টিলা। তারপর দখল করলাম ছাতক, তারপর সুনামগঞ্জ। তারপর আমরা

সমস্ত বাহিনী সুরমা নদীর এপারে পার করে সোজা সিলেটের দিকে ধাবিত হলাম। আমরা লামাকাজি পর্যন্ত দখল করলাম। তখনই পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হয়ে গেল।

প্রঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে ইস্টার্ন কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করার পর মুক্তিবাহিনীর প্রদান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকা কি হয়েছিল?

উঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে কমাণ্ডে দেয়ার পর জেনারেল ওসমানীই আমাদের জানালেন যে এখন জেনারেল আরোরার নেতৃত্বে যৌথ কমাণ্ড হচ্ছে। কাজেই আমাদের এলাকায় নিযুক্ত ভারতীয় জেনারেলগণের সাথে ঐ সময় থেকে সংযোগ রক্ষা করে যুদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন।

প্রঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব আর কমাণ্ড করতেন না?

উঃ করতেন। তবে সরাসরিভাবে আমাদের এমন কোনও বেতারযন্ত্র ছিল না সব সময় যোগযোগ রক্ষা করে চলার জন্য।

প্রঃ সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনী মিলে ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা কিভাবে যুদ্ধ করলেন এবং কিভাবে ঢাকা প্রবেশ করলেন?

উঃ যুদ্ধনীতির কথা তো ইতিমধ্যেই বল্লাম। ঢাকার এলাকায় প্রবেশকালে কোন কোন এলাকায় মুক্তিবাহিনী ছিলেন। আবার অনেকগুলো জায়গায় ছিল যেখানে ভারতীয় বাহিনী ছিলেন না, শুধু মুক্তিবাহিনীই ছিলেন। আমার সেক্টরের একমাত্র ডাউকি সাব- সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন গিয়েছিলেন। এছাড়া মূল সিলেট এলাকায় ভারতীয় বাহিনী তাদের ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সুনামগঞ্জ, টেংরাটিলা, ছাতক এসব এলাকাতে একমাত্র মুক্তিবাহিনীই এককভাবে প্রবেশ নিয়েছিলেন।

প্রঃ ঢাকার দিকে কারা এগিয়েছিলেন ?

উঃ ঢাকার দিকে মেজর হায়দার ছিলেন। যেহেতু আমি সিলেট সেক্টরে ছিলাম কাজেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা নেই।

প্রঃ আপনার বিহিনীতে মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত ছিল?

উঃ শেষের দিকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বিশ-পঁচিশ হাজার হয়েছিল।

প্রঃ তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা কতজন ছিল বলে অপনার ধারণা?

উঃ দশ-বার হাজার, বাকী দশ-বারো হাজার ছিল তালিকার বাইরে।

প্রঃ ভারতের মাটিতে আপনি জেনারেল (তৎকালীন মেজর) জিয়াসহ এক সাথে কতদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন?

উঃ প্রায় মাসাধিক কাল। ২রা মে থেকে জুনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

প্রঃ মেজর জিয়া কোথায় গেলেন?

উঃ জেনারেল ওসমানী সাহেব তাকে ‘জেড’ ফোর্স সংগঠনের ভার দিলেন। জিয়া সাহেব ময়মনসিংহের উত্তরে তুরা নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন তার জেড ফোর্স-এর প্রধান কেন্দ্রস্থল।

প্রঃ এবার রণাঙ্গনের দু’একটি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই। আপনারা ঘুমাতেন কি করে?

উঃ মাটিতে। কখনো গাছতলায়, কখনো বাঁশের খাঁচায়, এমনি মাচাং বানিয়ে ওপরে খড় দিয়ে ঢেকে দিতাম। সাধারণত রাতে ঘুমানো সম্ভব হতো না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দু'টি অপারেশন-এর ফাঁকে দিনের বেলায় কিছু সময় ঘুমিয়ে নিতাম। সাধরণতঃ সৈনিকের পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়তাম। সৈনিকের পোশাক বলতে একটি খাঁকি হাফপ্যান্ট এবং একজোড়া বুটই আমার পরনে থাকত। এ প্রসঙ্গে আপনাকে একটি ঘটনা বলি। আমি রামগড় থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার পর (২রা মে, '৭১ থেকে জুন, ৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে) জেনারেল ওসমানী সাহেব ওখানে গিয়েছিলেন আমাদের দেখতে। আমি তখন অপারেশনে ব্যস্ত। আমার পরনে শুধু একটি খাঁকি হাফপ্যান্ট এবং পায়ে একজোড়া বুট ছিল। গায়ে কোন গেঞ্জি পর্যন্ত ছিল না। মাথা থেকে সমস্ত শরীর ছিল ধুলাময়। খবর পেয়ে ঐ অবস্থায়ই জেনারেল সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই অনুমান করতে পারেন কি অবস্থায় আমরা যুদ্ধ করেছি।

প্রঃ রণাঙ্গনে একনাগাড়ে কত সময় পর্যন্ত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন?

উঃ তিনদিন তিনরাত।

প্রঃ কোথায় ?

উঃ রামগড়ের উল্টা দিকে সাবরুম নামক স্থানে। মে,'৭১ থেকে জুন '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে।

প্রঃ সবচাইতে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

উঃ সবগুলিই ভয়াবহ, সবগুলিই লোমহর্ষক।

প্রঃ আপনি অত্যন্ত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছেন, এমন দু'একটি ঘটনা জানতে চাই।

উঃ এটা একবার হয়নি। বহুবার হয়েছে। এটা বলে শেষ করা যাবে না। বহুবার পাকিস্তানী সৈন্যরা আমার নাকের ডগা দিয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে, ধানক্ষেতে আমি শুয়ে রয়েছি, হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে ভর দিয়ে আমাকে বের হয়ে আসতে হয়েছে। বহুবার ঘেরাওর ভিতর পড়ে গিয়েছিলাম, আবার বের হয়ে গিয়েছি। এই যুদ্ধে একটা বিরাট প্রমাণ, বিরাট বিশ্বাস আল্লাহর ওপর আমার বেড়ে গিয়েছে; আমি দেখলাম যে যার মৃত্যু নেই, সে মরতে পারে না- সে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন বেঁচে আসবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সম্মুখের লোক মারা যায়নি, অথচ পেছনের লোক বেশী মারা গিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। ৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	....	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি*

১৯৭১-এর ৯ই অক্টোবরে আমি কমিশন পেলাম। ৯ই অক্টোবরে কমিশন পাওয়ার পরে সেখান থেকে আমাদেরকে পোস্টিং করা হলো বিভিন্ন সেক্টর, সাব-সেক্টর এবং ব্যাটালিয়নে এবং সে অনুসারে আমাকেও পোস্টিং করা হলো ৫ নম্বর সেক্টরে। আমার সাথে ছিলেন মেজর খালেদ, তখন ছিলেন লেফটেন্যান্ট আমরা দু'জন ৫ নম্বর সেক্টরে আসার জন্য আমাদেরকে মুভমেন্ট অর্ডার দেওয়া হলো। আর বলা হলো আমাদের ১১ তারিখ চলে যেতে।

৫নং সেক্টর বলতে ছিল একটি রেস্ট হাউস। ওটার সামনে আমদেরকে নামিয়ে দিয়ে বলা হলো যে, এটা আপনাদের ৫নং সেক্টর। আমরা সেখানে গেলাম। একটা দরজায় নক করলাম। এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। তার সাথে পরিচয় হলো। তিনি বাংলাদেশের একজন এমপি- নামটা ভুলে গেছি। তিনি সিলেট এলাকার একজন এমপি। ঐ রুমের মধ্যে আরো তিনজন এমপি ছিলেন। তাদের সাথে পরিচয় হলো। আমাদের পরিচয় দেওয়ার পরে তারা আঙ্গুল দিয়ে পাশের রুম দেখিয়ে দিলেন। পাশের রুমে দরজায় নক করার পরে এক ভদ্রমহিলা বের হলো এবং পরিচয় দিলেন যে, উনি মীসেস শওকত। আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। ৫নং সেক্টর কমাণ্ডার তখন অবশ্য ছিলেন না। ছাতকে একটি অপারেশনে গিয়েছেন। মিসেস শওকত আমাদেরকে রিসিভ করলেন। এবং সেখানে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। প্রায় ৫ দিন থাকার পরে আমরা রাতের বেলা দেখলাম জেনারেল (তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) শওকত আসছেন। তার পরনে একটি হাফপ্যান্ট আর জীনসের কালো একটা হাফশার্ট। মুখে বেশ লম্বা দাড়ি হয়ে গেছে। যাই হোক, তার সাথে মিসেস শওকত আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে তিনি একটা গাড়ীতে করে আমাদের দু'জনকে একটা সাবসেক্টরে নিয়ে গেলেন। ঐ সাব-সেক্টরের নাম ছিল শেলা সাব-সেক্টর। শেলা সাব-সেক্টর পর্যন্ত গাড়ী যেতো। সেখানে থেকে আমাদেরকে পদব্রজে তিনি নিয়ে আসলেন ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে। আসার পর বললেন, এটা তোমাদের সাব-সেক্টর। এখানে তোমরা দু'জন থাকবে। এই সাব-সেক্টরে দেখলাম প্রায় দেড় হাজারছেলে। এবং এই দেড় হাজার ছেলের তখন কোন কাজ নাই। একটা কোম্পানী ছিল প্রায় ১০০ জন লোকের। আর বাকী সব ছিল এফ-এফ, একজন সিভিল অফিসারের অধীনে, নাম আলমগীর। তিনি সিএণ্ডবি'র একজন ইঞ্জিনিয়ার। তার কাছ থেকে আমাকে চার্জ বুঝে নেয়ার জন্য বলা হলো। নাম্বারে আমি সিনিয়র ছিলাম মেজর খালেদের (তখন লেফটেন্যান্ট) চেয়ে। তাই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে চার্জ দেওয়া হয়। আমি আমগীরের কাছ থেকে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে চার্জ নিলাম। চার্জ নিয়ে অরগানাইজ করলাম। অরগানাইজ করার পর জেনারেল শওকত আমাদের এই সাব-সেক্টরে তিন দিন ছিলেন। এখানে হলো পাঁচটি কোম্পানী আলফা কোম্পানী, গ্রেকো কোম্পানী, চার্লি কোম্পানী, ডেলটা কোম্পানী, ইকো কোম্পানী। আর একটা কোম্পানী ছিল এল এফ কোম্পানী মোট ছয়টি কোম্পানীর চার্জ নিলাম আমি। অপারেশন এরিয়া সম্বন্ধে জেনারেল শওকত আমাকে ব্রিফ করে দিলেন। অপারেশন এরিয়াটা ছিল বিরাট, যার জন্য উনি একটা সাব জোন ভাগ করলেন। সাব জোন এর মধ্যে তিনি তিনটা কোম্পানী দিয়ে মেজর খালেদকে ইনচার্জ করে তার দায়িত্ব দিলেন। আর বাকী কোম্পানীগুলোর দায়িত্ব আমাকে দিলেন। রেশন, সাপ্লাই ইত্যাদি কাজের জন্য রইলেন আলমগীর আগে যিনি সাব সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে কাজ করতেন। এরপর জেনারেল শওকত চলে

* ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি ১০-১-৮০ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

আসলেন এবং আমরা সপ্তাহখানেক পর্যন্ত ট্রেনিং পরিচালনা করলাম। আর পুরো এলাকাটা যতটুকু সম্ভব ‘রেকি’ করলাম। আমাদের ক্যাম্পটি ছিল ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে। এটা বাংলাদেশের ভেতরেই ছিল ইণ্ডিয়ার বর্ডার থেকে প্রায় ৭ মাইল ভিতরে। ঐ এলাকাটাতে পাকিস্তান আর্মি তখনো আসে নাই।

গৌরী নগর গ্রামে অবস্থান নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮ই অক্টোবর রাতে দুই কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ২৫টি দেশী নৌকাযোগে গৌরীনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আগের দিনই ঐ গ্রাম রেকি করে এসেছিলাম। কিন্তু রেকি করে আসার পরই পাকসেনারা যে ঐ গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল, সে খবর জানা ছিল না।

১৮ই অক্টোবর নৌকাযোগে গৌরীনগরের কাছাকাছি হতেই পাকসেনারা বেপরোয়াভাবে গৌরীনগর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। অকস্মাৎ এই আক্রমণের জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। ২৫টি নৌকাভর্তি আমাদের বাহিনী নদীপথে রাতের দিক হারিয়ে ফেললো। এ অবস্থায় অনেক চেষ্টার পর আমি আমার বাহিনী নিয়ে সরে এসে বর্নি নামক স্থানে অবস্থান নিলাম। গৌরী নগর গ্রামে পাকিস্তানীদের প্রচণ্ড গোলার মুখে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৬ জন গুরুতররূপে আহত হয়।

বর্নিতে সুবেদার মোশাররফ এবং এফ-এফ মাহবুবের কমাণ্ডে কোম্পানী দু’টি রেখে আমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। বর্নিতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণের মুখে সুবেদার মোশাররফ এবং এফ-এফ মাহবুব তার বাহিনী নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী পিছূ সরে ডাকাতের বাড়ি এবং দলিরগাঁও-এ পুনরায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বর্নির সংঘর্ষে পাকসেনাদের হাতে বন্দী এবং বেশকিছুসংখ্যক যোদ্ধা আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর এই বিপর্যয়ে ২২/২৩শে অক্টোবর আমি সেক্টর কমাণ্ডার শওকতের নির্দেশে ২০০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভোর পাঁচটায় বর্নিতে পাক অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালাই। বাঁদিক থেকে আমার বাহিনী এবং ডানদিক থেকে সুবেদার মোশাররফের বাহিনী তীব্রভাবে আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনী বর্নিতে ঢুকে পড়ে। পাকসেনারা ফ্রন্ট লাইন ছেড়ে পিছনে সরে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানীরা বিপর্যয় অবস্থা কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে আমাদের বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। এই সময় আমি সেক্টর কমাণ্ডারের কাছে অয়ারলেসযোগে বার বার সাহায্য প্রার্থনা করি। এই বার্তা পেয়ে সেক্টর কমাণ্ডার শওকত মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুনকে অস্ত্র, গোলাবারুদ দিয়ে পাঠালেন। এই প্লাটুনটি পৌছানোর ফলে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায় এবং পাকিস্তানীদের উপর তীব্রভবে আক্রমণ চালাতে থাকি। বেলা ৪টা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত পাকসেনারা চরম ক্ষতি স্বীকার করে বর্নি ছেড়ে গৌরীনগরে পালিয়ে যায়। আমাদের বাহিনী বর্নিতে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এরপর মুক্তিবাহিনী বর্নি থেকে আমার কমাণ্ডে অগ্রসর হয়ে ৩০শে অক্টেবর পাক ঘাঁটি গৌরীনগর আক্রমণ করে। এফ-এফ মাহবুবও তার বাহিনী নিয়ে এলেন। সংঘর্ষে ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নিলো। সেক্টর কমাণ্ডার মীর শওকত স্বয়ং ১২০ মিলিমিটার মর্টার দ্বারা সাহায্য করলেন। আমাদের বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকবাহিনীর প্লাটুনটি এবং রাজাকার বাহিনীর একটি কোম্পানী পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী গৌরীনগর পৌছে যায়। গোলাগুলির শব্দে সালুটিকার থেকে পাকিস্তানীদের একটি সাহায্যকারী শক্তিশালী দল চলে আসে এবং আমাদের উপর প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণে আমাদের গৌরীনগর ছেড়ে দিতে হয়। এই ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২ জন আহত হয়। অপরদিকে পাকসেনাদের ১১ জন হতাহত হয় বলে জানা যায়।

নভেম্বরের শেষের দিকে লামনিগাঁও-এর সংঘর্ষে লেঃ হোসেন ৩য় বেঙ্গলের একটি প্লাটুন নিয়ে বেশ বিপদে পড়ে যান। পাকিস্তানীরা লামনিগাঁও-এ লেঃ হোসেনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছিল। এই সংবাদ পৌছলে আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাহিনী নিয়ে লামনিগাঁও-এর দিকে অগ্রসর হই। পথে পাকিস্তানীরা এ্যামবুশ করে। কিছুক্ষণের সংঘর্ষে পাকিস্তানীদের পক্ষে ২ রাজাকার বন্দী এবং কয়েকজন হতাহত হয় এবং বাকী

সৈন্যরা পালিয়ে যায়। আমি দ্রুত লামনিগাঁও পৌছে পাকিস্তানীদের উপর আক্রমণ করি। এই আক্রমণে পাকিস্তানীরা লামনিগাঁও ছাড়তে বাধ্য হয়। লেঃ হোসেন এবং এলাকায় আমাদের কতৃত্ব বজায় রেখেছিলাম।

এরপর আমার বাহিনী নিয়ে গোরীনগর দখল করে বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করি। শেলা সাব-সেক্টর ট্রুপসও ছাতকের উপর আক্রমণ শুরু করে। বালাঠ সাব-সেক্টর বাহিনী সুনামগঞ্জ শহরের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলে। বড়ছড়া সাব-সেক্টর বাহিনীও ইতিমধ্যে সাচনা থেকে ধীরাই পর্যন্ত মুক্ত করে ফেলে।

৪ঠা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর এক ডিভিশন সৈন্য সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে করিমগঞ্জ থেকে মৌলভীবাজার হয়ে পূর্বদিক থেকে সিলেটের পথে অগ্রসর হতে থাকে। অপরদিকে উত্তর এবং পশ্চিম দিক থেকে ৫নং সেক্টর ট্রুপস সিলেটের পথে অগ্রসর হতে থাকে। বালাট সাব-সেক্টর ট্রুপস ৬ই ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। ঐ দিন মুক্তিবাহিনী ছাতকের উপরও তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়। সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত ৩য় বেঙ্গলের ২টি কোম্পানী এবং শেলা সাব-সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ছাতক আক্রমণ করেন। ৭ই ডিসেম্বর ৮টায় ছাতক শহর মুক্ত হয়। পাকসেনারা পালিয়ে গোবিন্দগঞ্জে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে মেজর সাফায়াত জামিল ৩য় বেঙ্গলের ২টি কোম্পানী নিয়ে ডাউকি সাব-সেক্টর ট্রুপস সহ রাধানগর নিয়ন্ত্রণে এনে গোয়াইনঘাট হয়ে সা লুটিকর বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

৯ই ডিসেম্বর সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণ করলেন। পাকসেনারা গোবিন্দগঞ্জ ছেড়ে নদী পেরিয়ে লামাকাজীতে প্রতিরক্ষাবূহ্য গড়ে তোলে। কর্নেল শওকত মিত্রবাহিনীর জেনারেল গিলের কাছে বিমান সাহায্য চান। ১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় ৪টি মিগ বিমান লামাকাজীতে পাক অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করে। এর কয়েকদিন পরই সিলেটে পাকসেনারা যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এস এম খালেদ

১০ই অক্টোবর তারিখ থেকে বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের ডেসপ্যাচ করা শুরু হয়। আমাকে দেয়া হলো সেক্টর নং পাঁচ-এ। কমাণ্ডার ছিলেন তৎকারীন কর্নেল মীর শওকত আলী- এখন মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী বীরোত্তম পিএসসি। অক্টোবরের চৌদ্দ কি পনেরো তারিখ আমি পাঁচ নং সেক্টরে হাজির হলাম। ছাতক আগেই দখল করা হয়েছিল, তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে দুটো ফ্রিডম ফাইটার ও রেগুলার ফাইটার কোম্পানী নিয়ে সম্ভবত। পাকিস্তানী সৈন্য এক ব্রিগেড গিয়ে ঘেরাও করে ফেলায় ছাতক থেকে উইথড্র করতে হয়েছে। ঠিক সেই সময়টায় আমি সাব-সেক্টরে জয়েন করি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন অফিসার ছিলেন- লেঃ রউফ ও লেঃ মাহবুব। আমরা এই তিনজন একত্রেই সম্ভবত শিলংয়ে গিয়েছিলাম। শিলং থেকে জেনারেল শওকত আমাদের রিসিভ করে নিয়ে গেলেন পাথরঘাটা। সেখানে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল কোম্পানী তখন একটা অপারেশন করছিল। এরপর আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় সাব-সেক্টর ভোলাগঞ্জে সেখানে তখন ছিলেন অনারারি লেফটেন্যান্ট এম এ এম আলমগীর। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। সাব-সেক্টরের এডমিনিস্ট্রেশন দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। আমি আলমগীর সাহেবের কাছ থেকে অপারেশন কমাণ্ড নিয়ে নিলাম। পরবর্তী পর্যায়ে ৩১ তারিখে তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি এলেন। সাব-সেক্টরকে তখন দু'ভাগে ভাগ করা হয়-ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন। বাউণ্ডারী রাখা হয়েছিল গৌরীনগর রোডটাকে-সেটার পূর্বদিক আমার নেতৃত্বে ও পশ্চিমদিক তাহেরউদ্দিন আখঞ্জির। তখন পূর্বদিকটায় ডিসকিবাড়ি বলে জায়গায় একটা প্লাটুন ছিল, সেখানে জয়েন করে প্লাটুনটাকে আরো পূর্বে ভেদেরগাঁও-এ নিয়ে গেলাম। ওখানে বসে ছোট ছোট অপারেশনের কাজ করতাম, যেমন রাজাকারদের আক্রমণ করা ও পাকসেনাদের যাতায়াত পথে এ্যামবুশ করা। স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্যে আমার অপারেশন ছিল সীমাবদ্ধ।

---

* ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি ১৪-১-৮০ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

নভেম্বরের দিকে আমার স্ট্রেনথ আরো বেড়ে গেলো। চার্লি ও ডেল্টা নামক দুটো কোম্পানী এসে মিলিত হওয়ায় তখন আমি শওকত সাহেবের নির্দেশে চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানী নিয়ে আদারপাড়ে চলে গেলাম। ওদের নেতৃত্বের অভাব ছিল। এলাকায় আমি যাওয়ার আগে কোন প্রতিরোধব্যূহ ছিল না। আমি গিয়ে পাটনিগাঙ পর্যন্ত প্রতিরোধব্যূহ রচনা করলাম। সে সময় আমার সামনে ছিল ২৫ বালুচের একটি কোম্পানী, একটি স্কাউট ও আজাদ কাশ্মীর ট্রুপস।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ্যামবুশ, রেইড করেছি-পাকিস্তান রাজাকারদের বিভিন্নাবস্থানের উপর, বিভিন্ন পেট্রোল পার্টির উপর। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত অপারেশনে ৩৪ জন নিয়মিত পাকসেনা, প্রায় এক কোম্পানী রাজাকার নিহত এবং আহত হয়। আমার পক্ষের দু'জন শহীদ এবং ৮ জন আহত হয়।

খাইরাই স্কুলে শত্রুর হেডকোয়ার্টার ছিল। ৫ই ডিসেম্বর নোয়া পাড়ায় সর্বপ্রথম এনেমি ডিলেইন ফেইস করি। সেখানে শত্রুরা এল-এমজি ফায়ার করে। এল-এমজি ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলেরা বসে গেল। রেগুলার ট্রেইণ্ড ছেলে ছিল না কেউ, কাজেই এদের বোঝাতে আমার বহু সময় লাগলো যে এটা পাকিস্তান আর্মির ডেলিইন পজিশন। ওরা ভেবেছিল পাকিস্তান আর্মি এসে গেছে। তারপর যখন আমি ডেলিইন পজিশনের ওপর বিশজন ছেলে নিয়ে চার্জ করি, তখন পকিস্তান সেনাবাহিনী উইথড্র করে চলে গেছে। তারপর আমার কথা ওদের কাছে সত্য মনে হলো এবং মনোবল ফিরে এলো। যখন দেখলো আমি চার্জ করে উঠে দাড়িয়েছি এবং কোন কিছু হচ্ছে না তখন তারা বুঝতে পারলো যে পাকিস্তান আর্মি ডিফেন্সে নেই। তারা ব্যাক করছে, পালাচ্ছে।

তারপর ওখানে রিঅরগানাইজ করে এগুতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত খাইরাই পৌছে গেলাম। শত্রুর হেডকোয়ার্টারের পাঁচশ গজ দূরে একটা এলাকায় পৌছলাম। এবং ডিগিং শুরু করে সামনের দিকে যখন রেকি করতে শুরু করলাম তখন পাকসেনা সন্ধ্যায় আবছা আঁধারে আমাদের ওপর মর্টার দিয়ে ফায়ার করলো-কিন্তু আমাদের পজিশন ঠিক বুঝতে না পারায় আমাদের ঠিক লাগছিল না। আমার ছেলেরা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল বলে তখন আক্রমণ করে খাইরাই দখল করা সম্ভব ছিলনা। তাই ডিশকিবাড়ি ভেদেরগাঁও এলাকায় আমার একটা কোম্পানী ছিল, রাতে তাদের মুভ করিয়ে দিলাম, ওরা রাতারাতি খাইরাইর পেছনে এসে গেল। তখন রাত সাড়ে চারটা (৬ তারিখ)- খাইরাইর ওপর ফায়ার করলো। এটা ঠিক আক্রমণ নয়, এটা হচ্ছে পলায়নপর সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার এক কৌশল।

পাকসেনারা তখন সালুটিকর থেকে আর্টিলারী সাপোর্ট চাইলো, প্রায় পাঁচটার দিকে আর্টিলারী শেল এসে পড়তে শুরু করলো, খাইরাইর আগে এবং চারদিক সার্কেল করে। এই সেলের কভারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী উইথড্র করতে শুরু করলো। আমাদের সামনের ও পেছনের গোলাগুলিতে ওদের সর্বমোট পঁচিশজন মারা গিয়েছিল। আমরা কয়েকটা লাশ পেয়েছিলাম। ভোর ছ'টায় আমি খাইরাইর পাকসেনাদের ডিফেন্সে উঠে যাই। আমার আটটা ক্যাজুয়েলিটি হয়-দু'জন সিভিলিয়ানও মারা যায়। পাকসেনাদের ডিফেন্সে প্রায় ছ'হাজার এম্যুনিশন, ছ'টা রাইফেল, ফিল্ড টেলিফোন এবং প্রচুর পরিমাণ মেশিন ও আর কিছু মর্টারের রাউণ্ড পেলাম।

সকাল আটটায় রওনা হলাম। তোয়াকিবাজারে কোম্পানী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে এডভান্স করলাম পাইকরাজ, জাঙ্গাইলের দিকে। পাইকরাজ ও জাঙ্গাইলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শত্রুরা আমাদের ওপর গুলি চালালো। আমরা তৎক্ষণাৎ ওখানে হল্ট করে গেলাম- শত্রুকে সামনাসামনি রেখে জমির নালায় পজিশন নিয়ে গুলি বিনিময় শুরু করলাম বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ত। সাড়ে চারটার দিকে আমরা চার্জ করে শত্রুর বাঙ্কারে উঠে গেলাম। সেখানে রাজাকারও ছিল। যারা বেঁচে ছিল তাদের ধরা হল এবং ওরা মারা যাবার আগে ওদের খবর পেলাম ওদের তেরোজন ও রাজাকার দশজন মারা গেছে।

সামনে এগোনো শুরু হলো আবার। দশই ডিসেম্বরের মধ্যে পুনাছাগাঁও, বীরকুলি এবং নোয়াগাঁওয়ের শত্রুর অবস্থান মুক্ত করে আঙ্গারজোরে আমার হেডকোয়ার্টার করলাম। বি-এস-এফের মেজর রাও এলেন আমার

সহযোগিতার জন্য। ১১ তারিখ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত আঙ্গারগাঁও থেকে সালুটিকর বাজার মুক্ত করলাম। ১৫ তারিখ মেসেজ পেলাম যে, কোন অবস্থাতেই যেন শত্রুর ওপরে যেন ফায়ার না করি, যদি তারা ফায়ার না করে। এটা সম্ভবত সারেণ্ডারের ব্যাপারে করা হয়েছিল। এই মেসেজ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তানের অবস্থা তখন শেষ ধাপে। আমাদের সম্মিলিত বাহিনী তখন ঢাকার কাছে বিভিন্ন জায়গায় পৌছে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন নির্জীব, তবুও আমাদের ওপর ফায়ার করছে এবং করলে পাল্টা আমরাও করছি।

সতেরো কি আঠারো ডিসেম্বর। সালুটিকর নদীর অপর পারে পাকসেনা ছিল, তারা খবর দিলো তারা সারেণ্ডার করবে, তাদের ওপর যেন ফায়ার না করা হয়।

সে সময় আমি চলে গিয়েছিলাম পশ্চিম দিকে, যেখানে তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত পৌছে গেছে সিলেট শহরে ঢোকার চেষ্টা চালাতে। সেখান থেকে আমি ওয়াকিটকিতে মেসেজটা পাই এবং গিয়ে হাজির হই। আমাদের সালুটিকর নদীর ও পারে যেতে দেয়া হয়নি সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গের ছেলেরা গণ্ডগোল করতে পারে এই আশংকায়। আমিই শুধু গিয়েছিলাম।

আমি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে নির্দেশ পেলাম আমার ছেলেরা ভেতরে যাতে ঢুকতে না পারে। কারণ তখন সম্ভবনা ছিল আত্মসমর্পিত পাকসেনাকে পেলে ছেলেরা হয়তো মেরেই ফেলবে। আমি তখন আমার তিনটা কোম্পানীকে আঙ্গারজোরে ক্লোজডোর করে রাখলাম।

তার সাতদিন পর গোটা ট্রুপস নিয়ে আমি সিলেট শহরে ঢুকি।

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রফিকুল আলম

২রা সেপ্টেম্বর শিলং থেকে আমাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়। শিলং থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরে খাসিয়া জয়ন্তিকা হিলে পৌছার পর। এরপর আমরা ই-২ সেক্টরের ফরম পূরণ করি। তার পরই শুরু হয় ট্রেনিং। ৯ই সেপ্টেম্বর ট্রেনিং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তামাবিল চেকপোষ্টে (সিলেট জেলায়) আমার পোস্টিং হয়। ঐ দিনই আমি তামাবিল পৌছি এবং একটি প্লাটুনের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

আমি ছিলাম জুনিয়র কমিশন অফিসার- সেনাবাহিনীর সুবেদার র‍্যাঙ্ক-এর সমতুল্য। তামাবিলে অবস্থানকালেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকার আমাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন। কিন্তু সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তামাবিল সাব-সেক্টর থেকে আমাকে রিলিজ সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি। ফলে ঐ সময় আমি স্টাফ ইন্টেলিজেন্স পোস্টে যোগদান করতে পারিনি।

১১ই সেপ্টেম্বর রাতে একদল মুক্তিফৌজ নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের উপর আমরা আক্রমণ চালাই। এই আক্রমণে গুলি বিনিময়ের সময় সাবেক সেনাবাহিনীর সিপাহী অফিসার বুলেটবিদ্ধ হন। পাকিস্তানী সৈন্যদের চারজন নিহত ও ছয়জন রাজাকার আহত হয়। সংঘর্ষের পর স্টেনগান, একটি ৩০৩ রাইফেল ও ঝুড়িভর্তি মাছ উদ্ধার করা হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর জৈন্তাপুর পাকসৈন্যদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালানো হয়। ক্যাপ্টেন ফারুক ও সুবেদার খোরশেদ আলম এই অভিযানে আমাদের সাথে ছিলেন। তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে একটি অয়ারলেস সেট ফেলেই আমরা চলে আসি।

---

* সাক্ষাৎকারটি ২২-৭-৭৮ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত

১৯শে সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন ফারুকের নেতৃত্বে রাধানগরে পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালানো হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর পাকসেনাদের উক্ত অবস্থানে এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমরা পুনরায় আক্রমণ চালাই।

২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা নয়াবস্তি নামক স্থানে ডিফেন্স দেই। ২৫শে সেপ্টেম্বর আমাকে তামাবিল সাব-সেক্টরে ডেকে পাঠানো হয় এবং ব্রেভো কোম্পানীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর আমি কোম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করি।

১লা অক্টোবর ২০/২২ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুবাবস্তি নামক স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যদের বাঙ্কার আক্রমণ করি। এই আক্রমণে বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। আমাদের পক্ষে আহত হয়েছিল দু'জন। আমাদের অয়ারলেস সেটটি খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা দ্রুত সরে আসি।

২রা অক্টোবর ভারতীয় মেজর মিত্র সস্ত্রীক আমাদের ক্যাম্পে আসেন (বাউরভাগ ক্যাম্প)। উক্ত ক্যাম্পে অবস্থানকালে আমরা পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যার ফলে রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারতাম না। মুক্তারপুর ক্যাম্প থেকে আরও ৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ঐদিনই ভারতীয় বার্মাশেল ও ই-এস এস-ওর কিছু অফিসার এবং পাংতুং থেকে মিস লিঞা নামে একজন লেডী ডাক্তার আমাদের ক্যাম্পে এসে খোঁজখবর নিয়ে যান।

৭ই অক্টোবর ইয়োথ ক্যাম্প থেকে জনৈক মিঃ ঘোষ ক্যাপ্টেন বি, এস রাওয়ের সাথে আমাদের ক্যাম্পে আসেন।

৮ই অক্টোবর পাকিস্তানী সৈন্যরা ৪নং ব্রীজের পাশ থেকে আমাদের উপর প্রবল গুলিবর্ষণ শুরু করে। সারারাত আমরা জেগে থাকি।

১১ই অক্টোবর মাত্র পনেরজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি কাপুরা নামক স্থানে পাকসৈন্যদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাই। এই সংঘর্ষের পর বিএসএফ-এর একজন লেঃ কর্নেল এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

১৮ই অক্টোবর আমি লামহাদার পাড়ায় যাই। টুনু মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন তার বাড়িতে পঁয়ত্রিশজন থেকে চল্লিশজন রাজাকারসহ ৫ জন পাঞ্জাবী অয়ারলেস সেট ও মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে পাহারা দিচ্ছিল। যাই হোক পরে টুনু মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি অপারেশন করা হয়নি।

২০শে অক্টোবর খবর পাই ১০/১২ জন পাঞ্জাবী সৈন্য গোরকচি গ্রামে এসে জনসভা করার পর বেশ কিছুসংখ্যক গ্রামবাসীকে বাঙ্কার খননের জন্য রাধানগর নিয়ে গেছে। ঐদিন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার সন্দেহে ৪ ব্যক্তিকে ধরে নিয় এসে, তাদেরকে স্থানীয় লিবারেশন কমিটির চেয়ারম্যান বশির সাহেবের নিকট সোপর্দ করা হয়।

২৫শে অক্টোবর সারিগোয়াইন রাস্তার উপর নির্মিত সেতু (১নং ব্রীজ নামে অভিহিত) উড়িয়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাই। এই কাজের জন্য আমাকে এক প্লাটুন গেরিলা যোদ্ধা দেয়া হয়। ইতিপূর্বে সেতুটি উড়িয়ে দেবার জন্য গেরিলা যোদ্ধারা তিনবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ২জন পুলিশ, ২১ জন রাজাকার ও অপর ১৬ জন বেসামরিক ব্যক্তি সেতুটির পাহারায় নিয়োজিত ছিল। পুরা প্লাটুন আমরা তাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাই। ৫ জন রাজাকার সংঘর্ষ স্থানেই নিহত হয়। অন্যান্য রক্ষীরা ১টি ৩০৩ রাইফেল, ইউনিফরম, ব্যাজ, বেল্ট ও তাদের কাপড়-চোপড় রেখেই পালিয়ে যায়। আমরা সাফল্যের সাথে সেতুটি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

১লা নভেম্বর আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থান কাপুরা আক্রমণ করি।

২রা নভেম্বর ঐ একই অবস্থানে আমরা আক্রমণ চালাই। ঐদিন পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানে আক্রমণকালে সুবেদার সালাম ও তার পার্টি, এ এস আই হাবিবুর রহমান, ইণ্ডিয়ান বিএসএফ-এর খড়ক বাহাদুর থাপা (হাবিলদার) ও ক্যাপ্টেন ফারুক আমাদের সাথে ছিলেন।

৩রা নভেম্বর বারোপনে নামক গ্রাম অপারেশন করি। সে স্থানে পাক সৈন্যদের সাথে গোলাগুলি বিনিময় হয়। ইণ্ডিয়ান মেজর সৎপতি আমাদের দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যান।

২০শে নভেম্বর বড়হাট নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর, ২৪শে নভেম্বর আটলু নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর এবং ২৬শে নভেম্বর মুকাম নামক স্থানে সারিগোয়াইন রাস্তার উপর মাইন বসাই। ঐ রাস্তাটি তখন পাকসেনাদের দখলে ছিল। রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও রাজাকার পাহারা থাকত। বড়হাট নামক স্থানে বসানো মাইনের বিস্ফোরণে শত্রুসৈন্যের একটি জীপ বিধ্বস্ত হয়। ফলে ২জন নিয়মিত পাকসৈন্য নিহত হয়। মুকাম নামক স্থানে বসানো মাইনের বিস্ফোরণে শত্রুসমর্থিত একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়। পর পর এই ঘটনার পর শত্রুসৈন্যরা রাস্তাটির ব্যবহার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

২৮শে নভেম্বর দুই প্লাটুন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় বি এস এফ-এর একটি সেকশনসহ আমি সারিগোয়াইন রাস্তার নিকটবর্তী গুয়াখারা নামক স্থানে শত্রুসৈন্যদের প্রত্যাশায় এ্যামবুশ করি। ২৯শে নভেম্বর ১-৪৫ ঘটিকায় সারিগোয়াইন রাস্তার উপর টুকেরবাজার ব্রীজটি আমরা উড়িয়ে দিই। এই স্থানে প্রহরারত রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে একটি ৩০৩ রাইফেলসহ চারজন রাজাকার আটক করি। কিন্তু ফেরার পথে আমাদের দলটি পাকিস্তানী সৈন্যদের এ্যামবুশ-এর আওতায় পড়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্স ছিল। এরা আমাদের দলটির উপর এইচ-এম-জি ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। শত্রুসৈন্যরা চারদিকে ঘিরে ফেলেছিল। এই অবরুদ্ধ এবং পচণ্ড গোলাগুলির মাঝেও অসীম সাহস, উন্নত কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রুবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই। আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্সের মোট ১১ জন আমাদের হাতে নিহত এবং ৪ জন রাজাকার আহত হয়। আমাদেরও খুব ক্ষতি হয়। ইণ্ডিয়ান বিএসএফ-এর একজন সুবেদারসহ তিনজন, একজন পুলিশের এএসআই ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান।

১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণার প্রাক্কালে আমরা সালুটিকর বিমান বন্দর (সিলেট) পর্যন্ত পৌছি। ঐদিন দুইজন রাজাকার আমাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। তারা হলো: (১) মোঃ আলী- খাস মৌজা বারহলি, ৩০৩ রাইফেল মার্ক নং ৩, নং ৪৯৬২। (২) মনোহর আলী- ফুডপুর, কুপনাখাই, রাইফেল নং পি এফ ১৬১২৮৫ নং ৪,মার্ক-১।

সাক্ষর : মোঃ রফিকুল আলম
২২-৭-৭৮

\ একটি অপারেশন-এর রিপোর্ট \

To
The sub-Sector Commander,
Tamabil M. F. (Dawki)

Sub : **Report on the occurance of 28th Nov. `71 night.**

Sir,

I beg to report that on 25.11.71 at about 15.00 hrs (3.00 p.m) I met with Major B. S Rao and I was ordered to (a) deny Sari-Goain road completely to enemy (b) lay mines (c)

lay ambushes and (d) dig down near the road and not to leave until or unless we were attacked by pak army. Prior to this, I was given a B.S.F section and I was ordered that wherever I will go for task the BSF boys will accompany me. I talked with him regarding my plan for destroying a bridge on Sari-Goain road. Earlier the lace has been receed and it was ascertained that there is no enemy nearby. The nearest enemy position was at Sarighat ($2\frac{1}{4}$ miles on the east from the P. O) Lapnaout ($1\frac{1}{4}$ mile on the west from P.O.) However, on returning tom my base HQ. the place has been recceed again. There worked with us for the last 7/8 month and as such I had confidence on them. Before going to the task I call my commanders including the BSF, SI, and discussed all points and left for the place of occurrence about 1915 hrs(7-15p.m) on 28.11.71.On reaching village 'Guakhoa' we laid and ambush by the side of Sari-Goain road' about 250 yds away on the north. We waited there up to 01:30 hrs dated 29.11.71 but during that period nothing came to our notice. Then I along with all my forces left for destroying one bridge known as Tukoir Bazar Bridge I briefed the commanders properly and the setting of platoons were as follows. B/3 platoon under the command of A. SI. Habibur Rahman was given the task to clear the bridge, D/I platoon under the command of Have. Soab Ali was given the task to the 'Sari-Goain road' facing west (towards Goainghat) and tackle the enemies if any one dared to approach through that side. BSF section was given the task to search the bridge after it was cleared completely. I along with Hav. KB Thapa and Nk. Sharma of BSF went with B/3 platoon. We charged and cleared t he bridge in about 15 minute's time and got one enemy Rifle. Then the bridge was blown up very nicely. It was broken into pieces. It was a pucca bridge measuring 60 X 12 feet approximately.

After that I ordered all of my men to follow me and we headed for collecting D/I platoon. There I found that Hav. Soab Ali arrested 4 Rajakars. They were properly tied and ordered my men including BSF boys to leave hurriedly to reach the R. V. at village Rajbari Kandi. We were then guided by Tunu Mia. We were marching on single file. The guide led us on different route and assured us that the route is safe and shorter. There was no reason to disbelieve him. So we marched on. But when we have crossed about ¾ furlongs from P.O. then we heard some enemy firing from behind. Soon after that we heard shots from front. There was no way out to go back. So we decided to charge the enemy's position. There was exchanges of fire. The BSF boys gave nice performance, but very soon we were gheraoed by the enemies. They were all in ambush. Nk. Sukur Ali of D/I platoon fought courageously and he doing so he caught hold of the barrel of one of the LMG of enemies and faced a brush and lost at least 2 fingers. By this time guide Tunu Mia fled away and then after much difficulty we managed to come out from the enemies ambush position.

Then I came back to my R. V. at village Rajbari Kandi. I counted my men and BSF boys, and found 4 BSF boys and 10 of my boys including 2 guides are missing. I personally went out with a search party and ultimately found one injured BSF boy and two of the MF boys. These two boys were caught by the enemies but some how manage to escape. I learnt from them that the lost men are being killed. I made all possible

attempts to take back the dead bodies. But found it impossible to the reach the P. O. The dead bodies have been removed earlier and the enemies by then made a pucca defence there.

I reported all these facts to Major BS. Rao on 29.11.71 at about 15.00 hrs (3.p.m) the total loss of men was 3 boys of BSF including one S.I of BSF and 6 M.F. boys including one A. S.I. and 2 guides. All of them were supposed to be killed by the enemies.

At least 10/11 regulars were killed and 4 Rajakars and 6 public (enemies) from our shots.

This is for favour of your kind information and necessary action.

Y.O.S
(Md. Rafiqul Alam)
Lieutenant
30.11.71

সাক্ষাৎকারঃ নাজমুল আহসান মহিউদ্দিন আলমগীর*

ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়ায় তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ হয়। সি-কিউ-বি অস্ত্র পাতি এবং স্মল আর্মস-এর ব্যবহার ও বিস্ফোরোকের ব্যবহার, বিভিন্ন ক্যালিবারের মর্টার ও রকেট লাঞ্চারের ব্যাবহার, বিভিন্ন ফর্মেশান, ম্যাপ রিডিং ও সেনাবাহিনী ফিল্ড সেটআপ ও ম্যানেজমেন্টের উপর প্রমিক্ষণ হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর ৫নং সেক্টরে তৎকালীন কমাণ্ডার মীর শওকত আলীর নিকট তিনটি এফ এফ কোম্পানীসহ ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরের সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং ৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের আগেই সিঙ্গার খালের উত্তর উপকূল পর্যন্ত মুক্ত করি।

ঘটনাবলীর বিবরণঃ-

(1) বাংলাদেশের মাটিতে ভোলাগঞ্জ রেলওয়ে টারমিনালে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর। কোনরুপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি, ধল্লা নদীর এই চরটিতে তখন কোন লোকজন ছিল না। তবে টারমিনালটি অত্যন্ত বিধ্বস্তাবস্থায় ছিল। যন্ত্রপাতি, ঘরের দরজা-জানালা এমনকি জায়গায় জায়গায় টিনের চালও ছিল না।

(2) পাড়ুয়ায় বর্ডার আউটপোস্ট দখল, সামান্য প্রতিরোধ ছিল। পাকিস্তানী বাহিনীর লোকজন ৫টি ৩০৩ রাইফেল ফেলে রেখে চলে যায়।

(3) টোকের বাজারে এডভান্স পোস্ট বসাতে কোন প্রতিরোধ পাইনি।

(4) কোম্পানীগঞ্জে এডভান্স পোস্ট বসাতে গিয়ে মাঝারি ধরণের প্রতিরোধ সম্মুখীন হই। প্রথম দিন আমাদের একটি ছেলে শহীদ হয় এবং আমাদের একটি ২ মর্টার ছেড়ে আসতে হয়। পরদিন আমরা চৌকি দখল করতে সক্ষম হই। বিপক্ষের ফেলে যাওয়া অস্ত্রপাতির সঙ্গে আমাদের হারানো ২ মর্টারটি ফেরত পাই। শত্রুপক্ষ দুটি মৃতদেহ ছেড়ে যায়।

---

* গণপূর্ত বিভাগে নির্বাহী প্রকৌশলী থাকাকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। সাক্ষাৎকারটি ১৪-৩-৮৩ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত।

(৫) পরপর তিনদিন ক্রমাগত আক্রমণ করে তেলিখাল চৌকি দখল করি। কাটাখাল এলাকায় আমাদের কাট-অফ ছিল। তেলিখাল চৌকিতে বিপক্ষের ফেলে যাওয়া দুটি ৩০৩ রাইফেল ও ১টি ২’’ মর্টার হাতে আসে। এই পর্যায়ে পূর্ব কুরাখোলা, কান্দিগাঁও এবং গোরকি আর পশ্চিমে পারকুল ও শিবপুর বেইস স্থাপন করি। পিয়াইন গাংয়ের উত্তর পাড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমাদের দখলে আসে এবং সদস্য জনাব নুরুল হক টোকের বাজারে জনসভা করেন।

(৬) অপারেশন জ্যাকপটঃ পর পর তিনদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করে বিলাজুর ও বার্নি দখল করি। এতে আমার সঙ্গে তিনটি এফএফ কোম্পানী অংশ নেয় ও আমাদের ৩ জন ছেলে শহীদ হয়।

(৭) অপারেশন স্লেজ হ্যামারঃ সেক্টর কমাণ্ডার মীর শওকত আলী শেলা সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন হেলালকে নিয়ে ছাতক আক্রমণ করেন। আমার আর ক্যাপ্টেন নূরনবির উপর ছাতক গোবিন্দগঞ্জ সড়কে রিইনফোর্সিং কলাম কাট-অফ করার দায়িত্ব ছিল। আমরা সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখি এবং আমাদের হাতে বিপক্ষের একজন মেজর নিহত হয়।

(৮) অপারেশন লোনরেঞ্জারঃ নভেম্বরের প্রথম ভাগে সেক্টর কমাণ্ডার নিজে গৌরীনগর চৌকি আক্রমণ করেন। পশ্চিমের ফ্ল্যাঙ্কে একটি এফ এফ কোম্পানীসহ বার্নিতে ছিলাম আমি, পূর্বের ফ্ল্যাঙ্কে তিনটি এফ-এফ কোম্পানীসহ ছিলেন লেফটেন্যান্ট সাইফুদ্দিন খালেদ ও লেফটেন্যান্ট তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি। দুইটি কোম্পানীসহ কোম্পানী কমাণ্ডার কাজী আবদুল কাদের ও কোম্পানী কমাণ্ডার ফকরুদ্দিন চৌধুরী কাগাইল ও গৌরীনগরের মাঝামাঝি জায়গায় কাট-অফ লে করেন। সকাল ৪ টায় আক্রমণ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আমার সঙ্গের ৫ জন ছেলে শহীদ হয়। আমরা একটি ৮১ মিঃ মিঃ মর্টার ও কিছু গোলাবারুদ ও অস্ত্রপাতি দখল করি।

(৯) এই পর্যায়ে সামান্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আমরা ১০ই ডিসেম্বর নাগাদ সিংগারখালের উত্তর পার বরাবর কুরিরগাঁও, বাদাঘাট, মিতিমহল, নোয়াগাঁও, চালতাবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল মুক্ত করি। (৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর কর্নেল রাজ সিং এই সাব -সেক্টরের মধ্য দিয়ে সিঙ্গারখাল পার হয়ে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন) বিভিন্ন সময়ের বেইস স্থাপন ও চৌকি দখলকালে মোট ৬১ জন রাজাকার আমাদের হাতে বন্দী হয়, যারা পরবর্তী পর্যায়ে সিলেট জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পিত হয়।

(১০) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা দশটি এফ-এফ কোম্পানী ও ৩টি এম-এফ কোম্পানীসহ সিলেট মাদ্রাসায় ক্যাম্প স্থাপন করি।

আমাদের সঙ্গের ১৭ জন শহীদ সহযোদ্ধাকে টোকেরবাজারে কবর দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আমাদের গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের অত্যন্ত অভাব ছিল।

পরে প্রতিপক্ষের চৌকিগুলো দখলের ফলে আমাদের গোলাবারুদের অভাব কিছুটা পূর্ণ হয়। আমাদের সমস্ত রেশন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আসত শেলা হয়ে আসত ভারতের ১০১ কমাণ্ড এরিয়া থেকে। সব সময়ই খাদ্যদ্রব্য, শীতবস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদির প্রচণ্ড অভাব ছিল। আমরা যে সমস্ত অস্ত্রপাতি ব্যাবহার করতাম তা হলোঃ ৩০৩ রাইফেল, ৩০৩ এল-এমজি, ৭.৬২ সি সি এস এল আর, ৯ মিঃ মিঃ এস এম সি। পরবর্তীতে পাকিস্তানীদের হাত থেকে চীনা রাইফেল, চীনা স্টেন, ৭২ মিঃ মিঃ মর্টার ও তিনটি ৩০৩ মেশিনগান ও বেশকিছু জি-২ রাইফেল আমাদের হস্তগত হয়।

স্বাক্ষরঃ ন, আ, ম আলমগীর
ই-এস-এস,৪০৭৫
১৪-৩-৮৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথা	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	জুন-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার*
১৫-৫-১৯৭৩

১৪ই মে আমরা কুমিল্লা হয়ে সোনামুড়ার নিকটবর্তী শিবেরবাজারে রাত্রিযাপন করি। স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করে এবং তারাই পরের দিন আমাদেরকে সোনামুড়ায় পৌছায়। সোনামুড়া বি-এস-এফ ক্যাম্পে আমরা নিজেদেরকে ব্যাসায়ী বলে পরিচয় দেই। সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করছিলেন। আমরা তার কাছে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দেই। আমার সাথে ছিলেন তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকার, স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন, ফ্লাইট লেঃ বদরুল আলম, ফ্লাইট লেঃ কাদের, এক্স ফ্লাইট লেঃ রেজা। এখান থেকে আমাদেরকে মুজিবনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জেনারেল ওসমানী আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। আমরা ওনাকে বিমান বাহিনী হঠন করার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু সে সময় এটা সম্ভব ছিল না। তারপর আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সংকল্প জানালাম। সেখানে আমাকে ৬নং সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

৬নং সেক্টরে রংপুরে একটা মুক্তিবাহিনী মেজর নওয়াজেশের অধীনে ভূরুঙ্গামারীর কাছে সংঙ্গবদ্ধ হয়েছিল এবং আর একটা বাহিনী দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও হয়ে মেজর নজমুলের অধীনে ভজনপুরে নদীর উপরে একটা পুল উড়িয়ে নদীর উত্তর পারে প্রতিরক্ষাবুহ্য তৈরী করে। দুটো জায়গাই বাংলাদেশের ভিতরে ছিল এবং এখান থেকে কখনো আমরা পিছু হটিনি, বরং এগিয়ে গিয়েছিলাম। মেজর নওয়াজেশের একটা দল সুবেদার বোরহান উদ্দীনের (ই-পি-আর) নেতৃত্বে রংপুরের রুহুমারী এলাকায় প্রতিরক্ষা বুহ্য তৈরি করে এবং এ জায়গা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মুক্ত ছিল। এলাকা পরবর্তীকালে ১১নং সেক্টরকে দিয়ে দেয়া হয়।

রংপুরে পাটগ্রাম থানাও মুক্ত এলাকা ছিল। এখানেও মেজর নওয়াজেশের একটা দল প্রতিরক্ষা বুহ্য তৈরি করেছিল। মেজর নওয়াজেশের এবং মেজর নজমুলের দুটো বাহিনী (ই-পি-আর আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ, ছাত্র, শ্রমিক, ড্রাইভার) মিলিয়ে ৭০০ জন ছিল। অস্ত্র বলতে ছিল শুধুমাত্র রাইফেল সামান্য ক'টা, এল-এম জি, মর্টার এবং একটা মেশিনগান। গোলাবারুদও খুব কম ছিল।

আমার দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমত আমি বাহিনীর অফিসার-ঐ এলাকায় সৈনিক, অফিসার এবং জনগণ আমাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করবে কিনা সে প্রশ্ন, এবং দ্বিতীয়তঃ সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করা এবং সংগঠিত করা। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদও কম ছিল। কিভাবে আরও বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে সেটাও একটা প্রধান সমস্যা ছিল। ভারত থেকে কিভাবে অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে সেটাও একটা সমস্যা। রিক্রুটমেন্ট এবং ট্রেনিং সমস্যা ছিল। তাছাড়া হাসপাতালও ছিল না, ঔষধপত্র ও ডাক্তারের অভাব ছিল। রেশন আমরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থেকে পেতাম কিন্তু খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত ছিল না। যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাদের পরিবার নিয়ে এসেছিল তাদেরকে রেশন সরবরাহ করা কষ্টকর ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন পোশাক ছিল না। লুঙ্গী এবং গেঞ্জী পরেই তারা যুদ্ধ করছিল। তাদের কোন বিছানাপত্র ছিল না। তাদেরকে খোলা মাঠে থাকতে হত। টাকা-পয়সারও যথেষ্ট অভাব ছিল।

---

* ১৯৭১ সালে উইং কমাণ্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, যে সমস্ত টাকা-পয়সা কুড়িগ্রাম এবং ঠাকুরগাঁও ব্যাঙ্ক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে এসেছিল সে সমস্ত টাকা সীলমোহর করা বাক্সে মুজিবনগরে বাংলাদেশের সরকারের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। সে টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তা বলতে পারছি না। তখন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীতে শরনার্থী শিবির থেকে নিয়োগ করত এবং ট্রেনিং দিচ্ছিল। শরনার্থী শিবিরগুলোতে অধিকাংশ হিন্দু ছিল। তারা তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠাত। এ ব্যাপারে আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমি এ ব্যাপারে ওদের সাথে আলাপ-আলোচ না করি এবং তাদেরকে বলি যে রিক্রুটমেন্ট আমরা করব। আপনারা আমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র এবং ট্রেনিং এর ব্যাবস্থা করবেন। অপারেশনে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের থাকবে। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মত করানো হয়। সৌভাগ্যবশত ভারতে আমাদের যে ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল (মূর্তি টি এস্টেট) সেখানকার কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল সেনগুপ্ত ছিলেন একজন বাঙ্গালী হিন্দু। তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ব্রিগেডিয়ার জোসীও আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

সেনগুপ্ত ট্রেনিং-এর চার্জে ছিলেন। সীমান্ত এলাকায়, যারা বাংলাদেশের ভেতর থেকে ট্রেনিং-এর জন্য আসত তাদেরকে প্রথমে হোল্ডিং ক্যাম্পে রাখা হত, তারপর কেন্দ্রীয় একটা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ৩ সপ্তাহের গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। পরে এদেরকে আমার কাছে পাঠানো হত বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানোর জন্য। এবং আমার মনে হয় সমস্ত সেক্টরে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল।

তিন সপ্তাহের ট্রেনিং যথেষ্ট ছিল না। তাই ঠিক করা হল গেরিলাদের নিয়মিত বাহিনীর সাথে আরো ১৫ দিন রাখার এবং যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়ার। এ সময়ের মধ্যে আমরা কাকে কোন দলের নেতৃত্ব দেয়া যায় তা ঠিক করতে পারতাম। তারপর বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় ছেলেদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়া হত শত্রুর অবস্তানের কাছে গিয়ে রেকি করার জন্য। তারপর তাদেরকে অপারেশন চালানোর নির্দেশ দেয়া হত।

শত্রুর অবস্থানের আশেপাশে আমাদের গেরিলা বেইসগুলো ছিল। আমার সেক্টরে প্রায় ১২০টার মতো গেরিলা বেইস ছিল। প্রত্যেকটি গেরিলা বেইস থেকে কুরিয়াররা প্রতি সপ্তাহে এসে আমাদের কাছে অপারেশন-এর খবর এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন খবরাখবর দিয়ে যেত। কোন কোন সময় নিয়মিত বাহিনী নিয়েও শত্রুর অবস্থানগুলোতে আক্রমণ চালাতে হত। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিতাম।

মেজর নওয়াজেশ সাব-সেক্টর কমাণ্ডার (রংপুর) ছিলেন-ভূরুঙ্গামারী থেকে পাটগ্রাম পর্যন্ত। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার ছিলেন মোগলহাটে। ক্যাপ্টেন মতিউর ছিলেন বাউরাতে। চিলাহাটিতে ছিলেন ফ্লাইট লেঃ ইকবাল। ক্যাপ্টেন নজরুল ছিলেন হলদীবাড়িতে। সুবেদার মেজর ওসমান গনি (ই-পি-আর), স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন-ইনডাকশন ট্রেনিং শেষ হবার পর বিভিন্ন অপারেশনে পাঠানো এদের দায়িত্ব ছিল।

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার অমরখান নামক জায়গায় আমাদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। রংপুর জেলার বড়খাতায় আমাদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। ভূরুঙ্গামারীর নিকটে আমাদের আর একটা প্রতিরক্ষা বুহ্য ছিল। এখানে মেজর নওয়াজেশ ছিলেন। বড়খাতায় ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। অমরখানে ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার। আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের কাছে বুড়িমারী নামক জায়গায় (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)। আমাদের নিয়মিত বাহিনী নিতান্ত নগণ্য ছিল, সুতরাং আমাদেরকে হ্যারাসিং ফায়ার, রেইড, এ্যামবুশ, মাইন পুঁতে রাখা এগুলোর উপর জোর দিতে হয়েছিল।

প্রধান আক্রমণ যে সমস্ত জায়গায় চালানো হয়েছিল সেগুলো হলঃ ভূরুঙ্গামারী (রংপুর), মোগলহাট (রংপুর), অমরখান (দিনাজপুর), বড়খাতা (তেঁতুলিয়া), এবং পাটগ্রাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের থাকার জন্য দুটো ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের পুরো সেক্টরের জন্য দুজন এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন। তেঁতুলিয়াতে ৫০ বেডের একটা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। ডাক্তার আতিয়ার রহমান (পঁচাগড় চিনিকলের ডাক্তার) তেঁতুলিয়া হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন। বুড়িমারীতে ২৫ বেডের একটা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হোসেন এখানে ছিলেন। দুজন ছাত্র ফ্রন্টে ছিল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম এদের কাছে পাঠানো হত। এরা ছোটখাট অস্ত্রোপচার করত এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হত। রংপুর কলেজের কয়েকজন ছাত্রী হাসপাতালে নার্সিং ডিউটি করার জন্য তাদের ভলান্টিয়ার করে। মারাত্মকভাবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাগডোগরা কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে এবং জলপাইগুড়ি বেসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হত। ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি ভারতীয় সামরিক বাহিনী থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সূত্রে যোগাড় করেছিলেন। স্থানীয় ভারতীয়রাও সাহায্য করেছিলেন। জুলাই-আগষ্ট থেকে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ আগের থেকে নিয়মিত ছিল। যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, তবুও মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকল। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকেও ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা নিয়মিতভাবে আসতে থাকল। এই সময় বিভিন্ন সেক্টরে অফিসারদের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার মূর্তিতে অফিসারদের ট্রেনিংয়ের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করেন। এখানে প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬৪ জন অফিসার ট্রেনিংপ্রাপ্ত হন। এখানে পাসিং আউট প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ওসমানী, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। এই পাসিং আউট প্যারেড-এর খবর পাকিস্তানে গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে চলে গিয়েছিল।

এই সময় বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ আমার সেক্টরে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, এবং চারদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদের বিভিন্ন অবস্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি তেঁতুলিয়া, ভজনপুর, পাটগ্রামে জনসভায়ও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জনাব কামরুজ্জামান যখন আমাদের সেক্টর পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি তার মন্ত্রণালয় পাটগ্রামে স্থানান্তরিত করার সিধান্ত নিয়েছিলেন। সমস্ত সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর লোকেরা ৭৫ টাকা করে মাসিক পকেট খরচ এবং খাদ্য, কাপড়-চোপড় পেতো। অফিসাররা ২০০ টাকা করে পেতো এবং গেরিলারা পেত ৫০ টাকা করে পকেট খরচ এবং ফ্রি রেশন এবং অথবা দু'টাকা করে প্রত্যহ রেশন মানি।

অমরখানাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল- তাদের ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়া বাহিনী মিলে প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য ছিল। জুলাই মাসে টাস্ক ফোর্স দুই কোম্পানী এবং এক কোম্পানী ফ্রিডম ফাইটার নিয়ে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শত্রুবাহিনীর পেছনে গেরিলাদের অনুপ্রবেশ করানো হয় ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের নেতৃত্বে । দুই কোম্পানী ই-পি-আর সৈনিকদের সাহায্যে প্রধান আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীরও সাহায্য নেয়া হয়েছিল। যদিও শত্রুঘাঁটি আমরা দখল করতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদেরকে ঐ স্থান ত্যাগ করতে হয়।

এই ব্যর্থতা থেকে আমরা কতগুলো শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। আক্রমণের পূর্বে শত্রুবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। রেডিও বা অয়ারলেসে যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সৈনিকদেরকেও ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর যদি পূর্বাহ্নেই পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থান জানতে পারতাম তাহলে ঐ অবস্থানের উপর শেলিং করা যেত।

ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ই-পি-আর এবং আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র নিয়ে বড়খাতায় (রংপুর) জুলাই মাসে অপারেশন চালানো হয়। এখানে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল। অবশ্য এই আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়। আমাদের সৈন্যদের ভাল প্রশিক্ষণ ছিল না। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের সৈন্যদের সুশিক্ষত এবং সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন অপারেশনে আমাদের ব্যর্থতা আমাদেরকে অনেক শিক্ষা দিয়েছিল। আমাদের নিজেদের দোষত্রুটি শোধরাতে পেরেছিলাম। যার ফলে বিভিন্ন আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

অক্টোবর মাস থেকেই আমাদের বিজয় শুরু হয়। অক্টোবর মাসে বড়খাতা, ভুরুঙ্গামারী অমরখানা দখল করতে সমর্থ হই।

মেজর নওয়াজেশের নেতৃত্বে তিন কোম্পানীর সৈন্য ভূরুঙ্গামারীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয় (জুলাই-আগষ্ট মাসে)। এর আগে ভূরুঙ্গামারীতে রেইড, এ্যামবুশ ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই আক্রমণে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি।

এই তিনটি বৃহৎ আক্রমণের ফলে শত্রুবাহিনী বুঝতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা যে কোন বড় আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা আরও সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আনতে শুরু করে। এ্যামবুশ রেইড এতে আরো বেড়ে যায়। এইসব আক্রমণের ফলে আমরা বুঝতে পারি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হবে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি ভূরুঙ্গামারীর উপর আবার আক্রমণ চালানো হয় মেজর নওয়াজেশের নেতৃত্বে। তিন কোম্পানী সৈন্য দিয়ে এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল। ১৮ ঘন্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভূরুঙ্গামারী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আক্রমণে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে অনেকেই হতাহত হয়। শত্রুবাহিনীকে আমরা পিছু ধাওয়া করি। শত্রুবাহিনীর সাথে আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট সামাদসহ অনেকেই শহীদ হন। লেফটেন্যান্ট সামাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জয়মনিরহাটে মসজিদের সামনে তাকে সমাহিত করা হয়। জয়মনিরহাটকে সামাদনগর নামকরণ করা হয়। সামাদের মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দু'ভাই মৃত্যুবরণ করেন। এদেরকেও সামাদের সাথে সমাহিত করা হয়।

ভূরুঙ্গামারীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোম্পানী-হেডকোয়ার্টার ছিল। ঐ বিল্ডিংয়ের এক কক্ষে ১৫ জন যুবতীকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া যায়। কাছাকাছি এক স্কুলের বিল্ডিংয়ে নারী, পুরুষ এবং ছেলেমেয়ে প্রায় ২০০ জনকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের জোর করে খাটিয়ে নিত। অনেককে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেকের মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভূরুঙ্গামারীর আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। চাষাবাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। জনমানবের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই। চারিদিকে শুধু ধ্বংসের চিহ্ন। সমস্ত এলাকাকে একটা ভুতুরে বাড়ির মত মনে হচ্ছিল। ভূরুঙ্গামারীতে বাঙ্কারের মধ্যে অনেক যুবতীর লাশ পাওয়া যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙ্কারের মধ্যে এসব মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল।

এর পরপরই অমরখানা এবং বড়খাতাতে আক্রমণ চালানো হয়। দুই জায়গা থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বড়খাতার পতনের পর পাক সেনাবাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে যায়। তাদের বিভিন্ন ঘাঁটির দ্রুত পতন ঘটতে থাকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙ্গে গিয়েছিল। অমরখানা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পঁচাগড়, বোদা দখল করে ঠাকুরগাঁর দিকে অগ্রসর হয়। এ দলটার নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ও স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীন। দলটি হাতিবান্ধা আক্রমণ করছিল। হাতিবান্ধা পতনের পর তারা ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের নেতৃত্বে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হয়।

ভূরুঙ্গামারী পতনের পর মেজর নওয়াজেশের এই বাহিনীটি নাগেশ্বরী দখল করে এবং ধরলা নদীর উত্তর পাশে পৌঁছায়।

এ ছাড়াও আরও দুটি গেরিলা বাহিনীর দুটো কলাম ফ্লাইট লেঃ ইকবালের নেতৃত্ব চিলাহাটি দিয়ে ডোমার, ডিমলা এগুলো দখল করে নিলফামারীর দিকে অগ্রসর হয়। মোগলহাট থেকে আর একটি কলাম ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের নেতৃত্বে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হয়।

রংপুর, সৈয়দপুর সেনানিবাস ছাড়াও ৬নং সেক্টরের সমস্ত এলাকা ১৬ই ডিসেম্বরের আগে মুক্ত হয়।

স্বাঃ খাদেমুল বাশার
১৫-৫-১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ ও তথ্যাদি	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	..... ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন*
১৬-১০-১৯৭৪

২২মে আগষ্ট আমাকে ৬নং সেক্টরে (রংপুর-দিনাজপুর), ক্যাপ্টেন আজিজ পাশাকে ২নং সেক্টরে এবং ক্যাপ্টেন শাহজাহানকে ৯নং সেক্টরে পোস্টিং দেয়া হয়। ২৩শে আগষ্ট রাতে আমি শিলিগুড়ি পৌঁছি এবং প্রথমে ৬নং সেক্টরে কর্তব্যরত ক্যাপ্টেন নজমুল হকের (বর্তমান মেজর) সাথে দেখা করি।

বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় এসে নিজেকে গৌরবান্বিত করি। আমার এত আনন্দ হয়েছিল যা আজ আমি আর প্রকাশ করতে পারব না। শীঘ্রই আমি ৬নং সেক্টরে কর্তব্যরত স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দীনের সাথে দেখা করি। এরপর আমি আমাদের সাহায্যে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম-কবে আমি অর্গবর্তী ঘাঁটিতে যাব এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাব। যদিও আমার রংপুর ও দিনাজপুর এলাকা সম্বন্ধে ধারণা খুব কম ছিল, তবুও দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এই সময় আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথম অপারেশন শুরু করি। আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তাদের ৫ জনকে নিহত ও ১২ জনকে আহত করি । আমার সাথে যারা ছিল তারা সবাই নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের ১ জন সামান্য আহত হয়। আমরা হালকা মেশিনগান, এসএমজি, ৩০৩ রাইফেল ও ২ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। আমাদের ডিফেন্স পজিশন থেকে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্য দেয়া হয়।

অমরখানা সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। তার মত সাহসী যোদ্ধার কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিল। পাকসেনাদের কাছ থেকে সে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে একটানা কয়েকদিন ও রাত না ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি। ৬নং সেক্টরের অন্যান্য অফিসারদের তার মত এত কৃতিত্বের দাবীদার আর কেউ নয়। আমি ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারকে কোন সময়ে বিমর্ষ দেখিনি। দেশপ্রেমিক ও প্রকৃত যোদ্ধার মত তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন।

৬নং সেক্টরের উইং কমাণ্ডার মিঃ বাশারের (বর্তমান গ্রুপ ক্যাপ্টেন) সাথে আমার তখনও পরিচয় হয়নি। একদিন তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বলে পাঠালেন। আমি তাঁর নির্দেশ মত দেখা করি। একজন এয়ার ফোর্সের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ৬নং সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তা যে কোন দক্ষ পদাতিক অফিসারের সাথে তুলনা করা চলে। তিনি নিপুণতার সাথে ৬নং সেক্টর পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ৯ মাস তিনি সুদক্ষভাবে ৬নং সেক্টরে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন। ৬নং সেক্টর রংপুর-দিনাজপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। অনেক সময় তিনি আমাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অপারেশনে বহু সাহায্য করেছেন।

আমাদের সেক্টর ৬-এর সদর দফতর বুড়িমারীতে স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরগুলির তুলনায় একমাত্র আমাদের সেক্টরেই বহু মুক্ত এলাকা ছিল। আমাদের সেক্টর সদর দপ্তর ও সাব সেক্টর দপ্তর

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের (বর্তমান মেজর) উপর ন্যস্ত ছিল সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর। তাঁর নিয়ন্ত্রণে কিছু নিয়মিত ও ই পি আর বাহিনীর সৈন্য ছিল। সাহেবগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ অনেক আগেই শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাটগ্রাম সাব-সেক্টর পরিচালনার ভার ছিল ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের উপর। তিনি অনেক স্থান শত্রুমুক্ত করে রেখেছিলেন। দিনাজপুরের তেঁতুলিয়া সাব-সেক্টর পরিচালনার ভার ছিল স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দীনের (বর্তমান উইং কমাণ্ডার) উপর। এখানেও অনেক এলাকা মুক্ত ছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সেক্টর ৬-এর বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ি, কোটগাছ, হিমকুমারী শীতলকুচি, গিতলদহ, সোনাহাট প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল। সেই সময়ে সামরিক অফিসারের অভাবে ঠাকুরবাড়ি এবং কোটগাছ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাচ্ছিল না। সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমাকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঠাকুরবাড়ি এবং কোডগাছ ক্যাম্প পরিচালনার ভার দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশমত ঠাকুরবাড়ি ও কোটগাছ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতে থাকি। শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষত যুবককে সামরিক ট্রেনিং দিতে থাকি। এরা প্রায় সকলেই সামরিক ট্রেনিং-এ অনভিজ্ঞ ছিল। সহযেই বুঝতে পারা যায় যে অনভিজ্ঞ যুবকদের কত কষ্টে সামরিক শিক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু আমার অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক ট্রেনিং ও জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তারা কোনদিন কোন অসুবিধার কথা আমাকে জানায়নি। তাদের যাকে যা কাজ দেওয়া হত তারা তা ভালভাবেই সম্পন্ন বা কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করত। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হত। সেই জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে ভাগ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে পাঠাবার পূর্বে সেই স্থান ভালভাবে রেকী করা হত এবং আমি নিজেই অনেক স্থান রেকী করে তাদের পাঠিয়েছি।

প্রথমে আমি যেসব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করাই সে এলাকাগুলো হল দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি, রুহিয়া, লেহেরী এবং আটাওয়ারী। এসব এলাকায় আমিই রেকী পরিচালনা করেছিলাম। রেকী করা কালে অনেক সময় ইপিকাফ, রাজাকার এবং পাকিস্তানী রেঞ্জারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। এই রকম একটি ঘটনা ঘটে ৫ই সেপ্টেম্বরে। রেকী করার জন্য যাই। আমার সাথে ১২/১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল, আর সঙ্গে ২টা এল এম জি, একটি ২ ইঞ্চি মর্টার, স্টেনগান ও ৩০৩ রাইফেল ছিল। একটি স্কুলে পাকসেনাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। সেখানে পাকসেনাদের ২টা প্লাটুন ছাড়াও ইপিকাফ ও বিহারী রাজাকারও ছিল। আমাদের রেকী করার খবর কিছু দালাল পাকসেনাদের জানায়। আমি সাধারণত গেরিলা যুদ্ধ চালাতাম। শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণ করে দ্রুত সরে পড়াই আমাদের লক্ষ্য ছিল। শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। তিন ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলার পর আমি আমার দল নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই। এ যুদ্ধে আমার ২ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এই ঘটনার পর আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভিতরে অনুপ্রবেশ করানোর জন্য সীমান্তের নিকটবর্তী কয়েক স্থানে বেইস স্থাপন করি। পরে এই স্থানগুলি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করানো হয়। ৫০০ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত বেইস দিয়ে ঠাকুরগাঁও, রানীসংকৈল, বোদা, পঁচাগড় ইত্যাদি স্থানে পাঠানো হয়। এইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতরে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার বাশার আমাকে রংপুরের গীতলদহ ও শীতলকুচিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিচালনার ভার নিতে নির্দেশ দেন। তখন পর্যন্ত এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। গীতলদহ ক্যাম্পে ২ হাজার এবং শীতলকুচি ক্যাম্পে ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) ট্রেনিং থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রহণ করা।

(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করা। তাদের এ্যামবুশ, রেইড, আক্রমণ, রেল ও সড়ক সেতু (যেগুলি শত্রুদের যাতায়াতে সাহায্য করত) উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান।

(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ এলাকার রাস্তাঘাট ও অন্যান্য বিষয়ে জানানো।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের ঐ এলাকার জনগণের সাথে মিশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে জানানোর ব্যবস্থা করা,

(ঙ) সর্বোপরি পাকসেনাদের অধিকৃত এলাকার ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করা।

আমি এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিচালনার ভার নিয়ে প্রথমে তাদের পরীক্ষা করে দেখি। তাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কিছু জানা নাই এবং সামরিক কৌশল সম্বন্ধে ধারণা নাই। সামরিক অফিসারের অভাব থাকার জন্যই তাদের পক্ষে সামরিক কৌশল জানা সম্ভব হয়নি। সেই জন্য ক্যাম্প দুটির মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিকমত পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। আমি তাদের সুস্পষ্টভাবে সামরিক কৌশল শিখিয়ে অপারেশনে পাঠানোর জন্য তৈরী করি। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে বিভক্ত করি। তাদের সংগঠিত করে পাকসেনাদের উপর দিনে কমপক্ষে পাঁচবার হামলা করতে থাকি। এর ফলে তারা এত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে পাকসেনারা দিনেও বাংকার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস করত না। আমি অনেক অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যেতাম এবং এইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলি। আমার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিযোদ্ধারা আমার নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা চালায়। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের পাকসেনাদের এ্যামবুশ ও রেইড করা এবং রেল ও সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেই। তাদেরকে অধিকৃত অঞ্চলে বেইস গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেই। অনেককে ভেতরে পাঠিয়ে দেই পাকসেনাদের এ্যামবুশ ও রেইড করে পর্যুদস্ত করার জন্য।

যেসব মুক্তিযোদ্ধা নতুন ট্রেনিং নিয়ে আসত, তাদেরকে প্রথমে শত্রুদের বিরুদ্ধে এ্যামবুশ ও রেইড করার নির্দেশ দিতাম। রেল ও সড়কসেতু ধ্বংস করে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করার জন্য পাঠাতাম। ছোটখাটো অপারেশনের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী করে তোলা হত।

একটি অপারেশনের কথা আমার মনে পড়ছে। লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটে অবস্থানরত পাকসেনাদের জন্য প্রতিদিন সকালে ট্রেনে করে রসদ ও সৈন্য আসত। এই সাব সেক্টরের দায়িত্ব ছিল অসমসাহসী যোদ্ধা ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের উপর। তিনি আমাকে এই অপারেশন পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি পিছনে অবস্থানরত প্লাটুনের সাহায্যে শত্রুট্রেনের উপর মর্টার চালাবার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল যতদূর সম্ভব ৬ই সেপ্টেম্বর। ভোর ৫টার সময় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মোগলহাট রেললাইনের নিকট অবস্থান নেই। রেললাইনের উপর এ্যান্টি ট্যাংক মাইন বসানো হয়। গ্যালাটিন ও পি-ই-কে ঠিকমত বসিয়ে দূরে সুইচ লাগিয়ে শত্রুট্রেন আসার অপেক্ষায় অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ঠিক সময়মত ট্রেনটি সামনের কয়েকটি বগীতে বালি এবং অন্যান্য জিনিস ভর্তি করে পিছনের বগীগুলিতে আসে। আমাদের এ্যান্টি-ট্রাঙ্ক মাইনের আঘাতে ইঞ্জিনসহ সামনের কয়েকটি বগী বিধ্বস্ত হয়। পাক-সেনারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের গোলাগুলির জবাব দিতে শুরু করে। তারা ট্রেন থেকে নেমে তিনদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের আমি পেছনে সরে যেতে নির্দেশ দেই। আমার কাছে ১টা হালকা মেশিনগান ছিল। সেই মারণাস্ত্র দিয়ে আমি শত্রুসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাই এবং এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে পিছনে সরে যেতে সক্ষম হয়। এই অপারেশনে ২ জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। আমিও বাঁ হাতে সামান্য আঘাত পাই। শত্রুদের ৫ জন নিহত ও অনেক আহত হয়। এই অপারেশন পরিচালনার জন্য পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার আমাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। এই অপারেশনের খবরটি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এ ছাড়া আমি যেসব অপারেশনে অংশগ্রহণ করি সেগুলো হলঃ মোগলহাট পাক অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ, নাগেশ্বরী পাক-কোম্পানী হেডকোয়ার্টার আক্রমণ, কম্বলপুর ব্রীজ অপারেশন, কুলাঘাট শত্রু অবস্থানের উপর হামলা, দোরাকুটি পাক অবস্থানের উপর হামলা, নুমেরী পাক

অবস্থানে আক্রমণ, পাটেশ্বরী শত্রু গোলন্দাজ অবস্থানের উপর হামলা, ভাতমারী শত্রু কোম্পানী অবস্থানের উপর হামলা, কালীগঞ্জ পাক-অবস্তান আক্রমণ, তুষভাণ্ডা শত্রু প্লাটুনের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ, হাতিবান্ধা শত্রুকোম্পানীর উপর আক্রমণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সীমান্তবর্তী থানাগুলিতে আক্রমণ চালানোর জন্য আমি কয়েকটা বেইস গড়ে তুলি। ফুলবাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করা হয় । লালমনিরহাট থানার ইমানগঞ্জ হাট ও কর্নারহাট এলাকায় আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। কালীগঞ্জ থানায় দাইখোয়া ও চালতায় বেইস গড়ে তোলা হয়। এসব স্থান তেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বিভিন্ন পাক অবস্তানের উাপর এ্যামবুশ ও রেইড করত। তারা রেল ও সড়কসেতু উড়িয়ে দিয়ে পাকসেনাদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করত।

এসব সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করার পর রংপুর জেলার ভিতরে মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে অনুপ্রবেশ করানো যায়, সে চিন্তা করতে থাকি। সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ক্ষতিসাধন করতে থাকে। পাকসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, এমনকি দিনের বেলাতেও পাকসেনারা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস করত না। পাক-সেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। আমাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে পাকসেনারা গ্রামে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এর পূর্বে পাকসেনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া এবং গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাত। আমাদের কার্যকলাপের ফলে গ্রামবাসীরা অনেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারা আমাদের শত্রুপক্ষের অনেক গোপন তথ্য জানিয়ে সাহায্য করত। আমার পক্ষে সব বেইস এলাকায় থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মাঝে-মধ্যে প্রায় সব ক'টি বেইস এলাকায় গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক অপারেশনে অংশগ্রহন করতাম। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। আমি ভিতরে অনেক লোককে নিয়োগ করি শত্রুপক্ষের গোপন তথ্যাদি ও গতিবিধি সম্বন্ধে খবর দেবার জন্য। তারা আমাকে ঠিকমত খবরাখবর দিয়ে অপারেশনে সাহায্য করত।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রতি রাতেই তাদের অবস্থান বদল করত। এক স্থানে অবস্থান নিয়ে বসে থাকত না। আমি নিম্নলিখিত এলাকায় বেইস তৈরী করি। এগুলো হলঃ লালমনিরহাট থানার কস্তুরীহাট, কাউনিয়া থানার তেপাহাটা, গংগাচরা থানার গংগাচরা, লালমনিরহাট থানার শিবরাম ও পাঁচ গ্রাম কাউনিয়া থানার সারাই ও নাজিরদহ, পীরগাছা থানার জিগাবড়ি ও বাজে মশকুর, কাউনিয়া থানার তেপামধুপুর, মিঠাপুকুর থানার রাজপুকুর, জলঢাকা থানার খৈলমারী ইত্যাদি।

এসব এলাকায় বেইস তৈরী করার পর আমি প্রতি এলাকর জন্য ১০ থেকে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধার পার্টি নিয়োগ করি শত্রুদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর জন্য। তিনদিন অন্তর তাদের প্রত্যেক পার্টিকে ভাগাভাগি করে অপারেশনের দায়িত্ব দিতাম। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রায় সব কটি বেইস এলাকায় তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। অক্টোবর মাসের শেষদিকে প্রায় প্রতি বেইসে ১৫০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়োগ করতে সক্ষম হই। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৭০ মাইল ভিতরেও বেইস তৈরী করতে সক্ষম হই। এক বেইস এলাকার সাথে অন্য বেইস এলাকার যোগাযোগ রাখা হত। এইভাবে তারা এক অন্যের সাহায্য করে এবং আমার সাথে চেইন হিসেবে যোগাযোগ রাখে। প্রতি বেইস এলাকা থেকেই তারা সিচুয়েশন রিপোর্ট পাঠাত। আমি কোম্পানী কমাণ্ডারদের কাছে নির্দেশ পাঠাতাম এবং সপ্তাহ অন্তর কোম্পানী কমাণ্ডাররা তাদের রিপোর্ট পাঠাত। দূরবর্তী কোম্পানী কমাণ্ডারদের এক সপ্তাহের কাজ দিতাম। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল শত্রুদের সামনে থেকে আক্রমণ না করে এ্যামবুশ ও রেইড করে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য এবং যোগাযোগ ও যাতায়াত বন্ধ করে দেয়ার জন্য, সড়ক ও রেলসেতু ধ্বংস ও উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আরও নির্দেশ ছিল গ্রামবাসী ও এলাকাবাসীদের সাথে মিশে তাদের সাহায্য নিয়ে অপারেশন করার জন্য। কিন্তু আবার এই সময় রাজকার, আলবদর, আল-শামস, মুসলীম লীগ ও জামায়াতে

ইসলামীর দালালরা ও বিহারীরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করত। কিন্তু আবার অনেক রাজাকার এমনকি শান্তি কমিটির অনেক সদস্য গোপনে শত্রুদের অনেক খবর আমাদেরকে দিত। লালমনিরহাট থানার বাবোবাড়ি ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেমের বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাওয়ায় পাকসেনারা নির্মমভাবে আবুল কাসেমকে হত্যা করে। আবুল কাসেমের স্বাধীনতা সংগামে অবদান কম নয়।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। প্রতি রাতেই তাদের উপর হামলা চালান হত। রংপুরের সিনেমা হলে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১০ জনের মুক্তিবাহিনীর একটা পার্টিকে এ কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। লালমনিরহাট, কালীগঞ্জ, ভোতমারী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, তিস্তাঘাট, কাউনিয়া, পীরগাছা , গঙ্গাচরা, মিঠাপুকুর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পাক অবস্থানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এমনকি রংপুর শহরেও আমাদের কার্যকলাপ শুরু হয় যায়। এর মধ্যে আমাদের কার্যকলাপ গ্রাম ছাড়িয়ে শহর ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শুরু হয়। পাকসেনারা এরপর আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তারা প্রায়ই সবসময় বাঙ্কার আর ছাউনি ছেড়ে বাইরে যেত না। কোন অপারেশনে গেলে তারা রাজাকারদের সামনে এগিয়ে দিত এবং নিজেরা ডিফেন্স পজিশনে থাকত।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমরা অনেক এলাকা পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্ত করে ফেলি। পীরগাছা, মিঠাপুকুর, গঙ্গাচরা ও কাউনিয় থানা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ২রা ডিসেম্বরে সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমাকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ১টা ব্যাটালিয়ন তৈরী করে লালমনিরহাট ও তিস্তাঘাট হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশসহ আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে লালমনিরহাটের দিকে অগ্রসর হই। পাটগ্রাম সাব সেক্টরের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান বারখাতা, হাতিবান্ধা কালিগঞ্জ হয়ে লালমনিরহাটের দিকে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী, কুড়িগ্রাম হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হন। নীলফামারী মুক্ত করে আমরা তিস্তা ঘাটে একত্রিত হয়ে রংপুর শহরের দিকে অগ্রসর হই। ১৫ই ডিসেম্বর অনেক বাধাবিপত্তির পর রংপুর শহরে পৌছাতে সক্ষম হই। আমরা তাদের উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে শহর থেকে সরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যেতে বাধ্য করি। ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা মিত্রবাহনী ও আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে অভ্যন্তরে চলে যায়। এসব মুক্তিযোদ্ধারা অসমসাহসী ছিল। তারা পাকসেনাদের বারবার আচমকা আক্রমণ চালিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। আগস্টের শেয়ে প্রাক্তন এমসি-এ কে, বি, এম, আবু হেনা এদেরকে নিয়ে সিরাজগঞ্জে চলে যান। জনাব হেনা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তার মত সাহসী এম সি এ ও মুক্তিযোদ্ধা আমি খুব কমই দেখেছি। দেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। সিরাজগঞ্জের ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে আবু হেনাকে কোম্পানী কমাণ্ডার, মিঃ সাইদুর রহমানকে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, মিঃ আমির হোসেন, বেলায়েত হোসেন ও বজলুর রহমানকে প্লাটুন কমাণ্ডার করে আবু হেনার নেতৃত্বাধীনে সিরাজগঞ্জ এলাকায় পাঠিয়ে দেই।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃংখলা বজায় রাখার জন্য তাদের মধ্য থেকে কোম্পানী কমাণ্ডার, প্লাটুন কমাণ্ডার ও সেকশন কমাণ্ডার নিয়োগ করি। মুক্তিবাহিনীকে কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশনে ভাগ করি শত্রুদের উপর সুষ্ঠুভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্য। আমার কয়েকজন সাহসী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধার নাম নিম্নে প্রদান করছিঃ

১। বদরুজ্জামান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ২। সিরাজুল ইসলাম, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড; ৩। মজাহার আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৪। একরামুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড; ৫। নূরুল আলম

খোকন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬। শহীদুর রহমান প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭। ওয়াদুর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৮। আব্দুল করিম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৯। মোঃ তাজিব উদ্দিন, কোম্পানী কমাণ্ডার; ১০। গোলজার হোসেন, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১১। ইমান-আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১২। রবিউল আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ১৩। শফিকুল ইসলাম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১৪। আব্দুস সালাম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৫। মোজাফফর হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ১৬। খোরশেদ আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৭। মাহতাব আলী সরকার, কোম্পানী কমাণ্ডার; ১৮। নুরুল আজিজ, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ১৯। শামসুল আলম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২০। আবুদর রশিদ, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২১। আশরাফ আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২২। জমির আলী আহমেদ, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৩। ওয়ারেশ আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২৪। আতিয়ার রহমান, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৫। আবদুর রউফ, কোম্পানী কমাণ্ডার; ২৬। মোঃ ইলিয়াস, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৭। জয়দেব রায়, প্লাটুন কমাণ্ডার; ২৮। দীনেশ রায়, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ২৯। নুরুদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩০। যোগেশ সরকার, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩১। মজিবর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩২। মোঃ আজাদ, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৩। সিরাজুল হক, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৩৪। লুৎফর রহমান, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৫। কলিমমুদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার, ৩৬। ওসমান গনি, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৭। মোস্তাফিজুর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৩৮। খাইরুজ্জামান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৩৯। ফরিদ হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪০। জুলহাস হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪১। মোখলেসুর রহমান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৪২। কফিলউদ্দীন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৩। আবুল হোসেন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪৪। মোহাম্মদ আলী, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৫। আবদুস সামাদ, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৪৬। আবদুস সামাদ (২), প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৪৭। এ, কে, এম, আবদুর রশিদ, প্লাটুন কমাণ্ডার, ৪৮। বেলাল হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, ৪৯। মফিজুল হক, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৫০। সাবের আল, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫১। আয়ুব আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫২। মোঃ আবু সিদ্দিক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৩। মজিবর রহমান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫৪। আজিজুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৫। জহুরুল হক প্রধান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৫৬। আবুদর রাজ্জাক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৭। আজহারুল ইসলাম, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৫৮। বেলায়েত হোসেন, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৫৯। মোঃ শাজাহান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬০। আনিসুর রহমান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬১। মুসলিম উদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬২। ওয়াজেদ আলী, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৩। সিরাজুল ইসলাম, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬৪। দেলোয়ার হোসেন, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৫। খাইরুজ্জামান, কোম্পানী কমাণ্ডার; ৬৬। মোঃ শামসুল- আলম, কোম্পানী সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৭। এম আর প্রধান, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৬৮। রফিউল আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৬৯। আকবর আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৭০। খুরশিদ আলম, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭১। মেসবাহউদ্দিন, প্লাটুন কমাণ্ডার; ৭২। আতিয়ার রহমান, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; ৭৩। শমসের আলী, প্লাটুন কমাণ্ডার এবং ৭৪। শামসুল হক, প্লাটুন সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

এ ছাড়া আমি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করি। নীচে সেসব অপারেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলঃ

প্রথম অপারেশনঃ লালমনিরহাট এবং মোগলহাটের মধ্যবর্তী রেললাইন ও ইঞ্জিনসহ উড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, মোগলহাটে পাকবহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় পাকসেনারা একদলকে রেখে ডিউটিরত দলকে অন্যত্র নিয়ে যেতো। ১৫ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে দুরাকুটি নামক জায়গাতে মাইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ সহযোগে পাক-সেনাবাহিনীর রেলগাড়ী উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অপারেশনে অন্ততপক্ষে ২৭ জন পাকসেনার মৃত্যু ঘটে এবং ১০/১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এই অপারেশনের খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচার করা হয়। এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করে। এই অপারেশনে আমি নিজে আহত হই এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা একজন শহীদ হন এবং ৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

দ্বিতীয় অপারেশনঃ রংপুরের ভূরুঙ্গামারী জয়মনিরহাট রায়গঞ্জ অপারেশন। যুদ্ধকালীন সময়ে যাতে করে পাকবহিনী কুড়িগ্রাম থেকে ধবলানদী অতিক্রম করে রসদ, গোলাবরুদ এবং সৈন্য পাটেশ্বরী, নাগেশ্বরী এবং ভুরুঙ্গামারীর দিকে সরবরাহ না করতে পারে সে জন্য এই অপারেশন চালানো হয়। এই অপারেশনে ভুরুঙ্গামারীতে মেজর নওয়াজেশ তার দল নিয়ে আক্রমণ করেন আর আমার দলের দুটো গ্রুপের একটা ছিল পাটেশ্বরী এবং অপরটি ছিল নাগেশ্বরীতে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঈদের রাতে এই অপারেশন চলে। এই অপারেশনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ১০/১২ জন সদস্য শহীদ হন, অপরদিকে পাকসেনাদের কমপক্ষে সোয়শ' সেনা নিহত হয়। এই অপারেশনেও আমরা সাফল্য অর্জন করি। এই অপারেশনে ১ জন অফিসারসহ ১০ থেকে ১৫ জন পাকসেনা ধরা পড়ে এবং ২ জন অফিসার নিহত হয়।

৩য় অপারেশনঃ লালমনিরহাট এবং তিস্তাঘাটের মধ্যবর্তী বড়বাড়ি ইউনিয়নে পাকবাহিনীর আরেকটি ঘাঁটি ছিল। নভেম্বরের ১০ তারিখের সন্ধ্যায় এই ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। আমার বাহিনীর মাত্র ৬০ জন সদস্য নিয়ে আমি নিজে এই ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমাদের তীব্র আক্রমণের ফলে ৫ জন পাকসেনা নিহত এবং বাকীরা পালিয়ে যায়। আমরা ওদের রান্নার কাজে সহযোগিতাসহ আমাদের খবর সরবরাহকারী তাদের পাচক এবং সেই ক্যাম্পে যে মহিলাকে নিয়ে পাকসেনারা রাত কাটাতো তাকেও ধরে নিয়ে আসি। এই অপারেশনে আমাদের ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মক ভাবে আহত হয়। পূর্বোল্লিখিত আমার বাহিনীর ২-এম দল তিস্তাঘাট এবং তার আশেপাশে ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই পাক-সেনাদের অবস্থানগুলোয় আক্রমন চালায় এবং তাদের সফল আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনী টিকতে না পেরে তারা রংপুর হেডকোয়ার্টারে কেন্দ্রীভূত হয়। এছাড়া ২-এম দলও পীরগাছা থানা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকবাহিনীর অবস্থানগুলোর উর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালায়। তাদের সে আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী কুলাতে না পেরে পীরগাছা ছেড়ে রংপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এইসব আক্রমণে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হই। এসব আক্রমণে বিপুলসংখ্যক রাজাকারও নিহত হয়। প্রসঙ্গতক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, এরা ছিল পাকবাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ এলাকার আক্রমণকারী।

সীমান্ত এলাকা থেকে দীর্ঘ ৬৫ মাইল ভিতরে আমার বাহিনীর ১-পি দল মিঠাপুকুর থানার রানীপুকুরে শত্রুবাহিনীর উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। তারাও ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই শত্রুবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। তাদের হাতেও অনেক রাজাকার নিহত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। এরপরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহামন পাটগ্রাম থেকে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং নওয়াজেশ ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হন এবং আমি আমার বাহিনী নিয়ে লালমনিরহাট হয়ে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ডিসেম্বরের ১১/১২ তারিখের দিকে আমরা তিনজন নিজ নিজ দলসহ লালমনিরহাটে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে রংপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি এবং ১৪ই ডিসেম্বরে রংপুর শহরে পৌঁছে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকি। বিকেলে মিত্রবহিনীও রংপুর পৌঁছে এবং তারা আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। তাঁরা ইতিমধ্যে মেসেজ পেয়েছিলেন যে রংপুরস্থ পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে এবং সেজন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে আমরা তাদেরকে আক্রমণ থেকে বিরত হই। আমাদের রংপুর পৌঁছার খবর পেয়ে সেখানকার জনগণ ও আশেপাশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আগত সাধারণ মানুষ আমাদেরকে এবং মিত্রবাহিনীকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেন। তাদের বিজয়োল্লাস এবং আমাদের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ও প্রাণবন্ত সংবর্ধনায় আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি।

স্বাক্ষরঃ এম, দেলোয়ার হোসেন
১৬-১০-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ

আমাকে দেওয়া হয় ৬নং সেক্টরের ১নং সাব-সেক্টর কমাণ্ডারের দায়িত্ব। ১৩ই জুলাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে ৬নং সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে দিনাজপুর জেলার তেতুলিয়া নামক স্থানে ১৭ই জুলাই দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

প্রথম সপ্তাহে আমার সাব-সেক্টরের মুক্ত এলাকা রেকি করা হয় ও পরিচয় হই। সেই সময় উক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছিল। জুলাই মাসের ২৯ তারিখে তেঁতুলিয়া থানা উন্নয়ন কেন্দ্রে সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একত্রিত করার চেষ্টা করি। সেখানে তৎকালীন ই-পি-আর, আনসার মুজাহিদ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা একত্রিত হই। তার মধ্যে তৎকালীন ৯নং ই-পি-আর উইং-এর জোনের সংখ্যাই বেশী ছিল। এখানে তিনটি কোম্পানী গঠন করা হয়-।

‘এ’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার আহমেদ হোসেন, প্রাক্তন ই-পি-আর,

‘বি’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার খালেক, প্রাক্তন ই-পি, আর;

‘সি’ কোম্পানী কমাণ্ডার সুবেদার আবুল হোসেন, প্রাক্তন ই-পি-আর।

আগষ্ট মাসের ২ তারিখে ভজনপুরে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। ৪ঠা আগষ্ট ভজনপুর থেকে কোম্পানী দেবনগরে ডিফেন্স নেয়। সেখানে অবস্থানকালে ময়নাগুড়ি, কামারপাড়া, বিলখাঁজুদ, ফকিরপাড়া, নয়াপাড়া গ্রামসহ সাত-আট মাইল জায়গা দখল করে নেয়া হয়। সেখানে পাকবাহিনীর পোস্ট হিসাবে ছিল। এইসব এলাকা আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতরেই আমাদের দখলে চলে আসে। আগস্ট মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্মুখের দিকে ১ মাইল জায়গা আমরা দখল করে নেই। প্রশস্ত ছিল ৭ মাইল। সেখানে জাবরী দেয়ার, গোয়ালঝার, বানিয়াপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, বামনগাঁও, কামাদা ও ভেলুকা পাড়া গ্রাম দখল করে নেই। সেখানে পাক বাহিনীর প্রতিরক্ষা বূহ্য ছিল। এই সময় পাকবাহিনী আমাদের উপর ভেলূকাপাড়া, গোয়ালঝাড় ও জারীদোয়ার গ্রামে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে প্রথমে আমাদের কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেই সময় আমার অনুরোধে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট পাকবাহিনীর উপর শেলিং করে। এই সুযোগে আমরাও তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাই, ফলে পাকবাহনী উক্ত গ্রামগুলি ছেড়ে পিছনে চলে যায়। এই যুদ্ধে আমাদের ২৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদৎবরণ করে ও কয়েকজন আহত হয়। আগস্ট মাসের শেষের দিকে আর এক কোম্পানী গঠন করা হয় ছাত্র, যুবক ও কিছু সামরিক জোয়ান দিয়ে। এই কোম্পানী কমাণ্ডার নিযুক্ত হয় সুবেদার আবুল হোসেন। সে সময় আমাদের মোট শক্তি চার কোম্পানীর মত। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চুই নদীর পশ্চিম পাড়ে চকরমারী গ্রাম, ফকিরপাড়া, খইপাড়, ডাঙ্গাপাড়া, পাথিলগাঁও, জুতরারপাড়া, খাসপাড়া, বালিয়াপাড়া ও প্রধানপাড়া আমরা দখল করে নেই। এই এলাকা দখলে আনতে আমাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর সঙ্গে কয়েকবার সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সমস্ত চুই নদীর পশ্চিম পারে পাক-বাহিনীর মুখোমুখি ডিফেন্স নেওয়া হয়। সেই সময় ভারতীয় বি-এস-এফ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় সাহায্য করে। চুই নদীর পশিম পারে চার কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা ডিফেন্স লাগিয়েছিল। সে সময় আমাদের অপর কোম্পানী ও আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে পাকবাহিনীর পাক্কা ঘাঁটি অমরখানা তিন কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ করি। অমরখাণায় পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় কিন্তু পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পুনরায় চুই নদীর পশ্চিম পারে আমাদের ডিফেন্সে চলে আসি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের

দিকে জগদলহাটে পাকবাহিনীর ঘাঁটির উপরে আক্রমণ চালাই। জগদলহাটেও পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হয় কিন্তু তাদের তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে চুইনদীর পশ্চিম পারে চলে আসি।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে অমরখানা ও জগদলহাটে পুনরায় আক্রমণ করা হয়। কিন্তু পাক-বাহিনীকে প্রতিহত করা যায় নাই। অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত ২য় লেঃ এ, মতিন চৌধুরী ও ২য় লেঃ মাসুদুর রহমান আমার সাব-সেক্টরে যোগদান করে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ভিতরে পচাগড়, পুটিমারী, বোদা, ঠাকুরগাঁও ও বীরগঞ্জে এবং দিনাজপরের এফ এফ বাহিনীকে হালকা অস্ত্র ও গ্রেনেড দিয়ে পাঠান হয়। সেই সময় পাকবাহিনী-রাজাকারদের ডিফেন্সের উপর আমাদের কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাগণ সেকশন ভিত্তিতে ভাগ হয়ে পাকবাহিনীর গতিপথে রেইড ও এ্যামবুশ করে। আমাদের এ্যামবুশে পাকবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। এইভাবে নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত পাকবাহিনীর উপর হামলা, রেইড ও এ্যামবুশ চলতে থাকে।

২২শে নভেম্বর রাতে আমার তিন কোম্পানী নিয়ে পুনরায় অমরখানা আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে ভারতীয় আর্টিলারী পাকবাহিনীর ঘাঁটির উপরে খুব শেলিং করে। তীব্র আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী হটে যায়। আমরা অমরখানা দখল করি। এই যুদ্ধে বি-এস-এফ বাহিনী আমাদেরকে কভারিং ফায়ার দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। সেই দিনই ভারতীয় ১২-রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্ট অমরখানার সম্মুখে অবস্থান নেয়। নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে চুই নদীর পশ্চিম পারে আমদের ডিফেন্সের পিছনে ভারতীয় ৭নং মারাঠা রেজিমেন্ট অবস্থান নেয়। মুক্তিযুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়।

২৩শে নভেম্বর রাতে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় আমরা জগদলহাট আক্রমণ করি। উভয়পক্ষে ভীষণ গুলি বিনিময় ও আর্টিলারী শেলিং হয় কিন্তু সেদিন জগদলহাটে আমাদের সাফল্য লাভ হলো না। আমাদের পক্ষে সেই যুদ্ধে ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয় । ২৪শে নভেম্বর পুনরায় জগদলহাট আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাক বাহিনী জগদলহাট ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে পচাগড় অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করে। জগদলহাট আক্রমণে ভারতীয় ১২-রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টের 'এ' কোম্পানী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে। জগদলহাট দখলে আমাদের ২ জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎবরণ করে। তার মধ্যে হাওলাদার সকিমউদ্দিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাৎবরণ করে। কয়েকজন আহত হয়।

এই সময়ে চুই নদীর পশ্চিম পারে অমরখানা ও জগদলহাটে বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যগণ পজিশন নেয়। ২৪শে নভেম্বর সম্মিলিত বাহিনী জগদলহাট থেকে পচাগড় অভিমুখে রওনা হয় । পথে পচাগড় থেকে ১ মাইল দূরে থাকতে পাকবাহিনী আমাদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে শেলিং ও গুলি করতে থাকে। ফলে সেখানে ডিফেন্স নিতে হয়। উক্ত জায়গায় আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাৎবরণ করে ও সাতজন আহত হয়। তার মধ্যে ২য় লেঃ এম, মতিন চৌধুরীও গুরুতরভাবে আহত হয়।

পঁচাগড়ে পাকবাহিনীর খুব মজবুত ঘাঁটি ছিল। এখানে পাকবাহিনীর প্রায় তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োজিত ছিল। পাকবাহিনীর পচাগড়ের চতুর্দিকে পাক্কা বাংকার ও মজবুত ট্রেঞ্চ ছিল।

২৬ শে নভেম্বর রাতে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ১ ব্যাটালিয়ন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২ ব্যাটালিয়ন যৌথভাবে পাক-বাহিনীর পাকা ঘাঁটি পচাগড় আক্রমণ করে। সারারাত যুদ্ধ চলে কিন্তু পাকবাহিনী পচাগড় ডিফেন্সে থাকতে সমর্থ হয়। এই রাতে ভারতীয় বাহিনীর ১০০ জনের মতো জোয়ান ও ২২ জন মুক্তিবহিনী হতাহত হয়। ২৭ তারিখ সারা দিনরাত যুদ্ধ চলে। সেদিন ভারতীয় বিমান বাহিনী পঁচাগড়ে পাকবাহিনীর উপর বিমান হামলা চালায় এবং ২৮ তারিখ দিনেও আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ২৮ তারিখ রাতে পুনরায় ভারতীয় বাহিনীর তিন ব্যাটালিয়ন ও মুক্তিযোদ্ধা ১ ব্যাটালিয়ন ও ৩ শত এফএফ তাদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই রাতে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট ৬০টি গান থেকে একসাথে শেলিং করে। উক্ত রাতে ৬ হাজার গোলা পাক

ডিফেন্সের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। পাক-বাহিনী ২৮ তারিখ রাতে পঁচাগড় ছেড়ে ময়দান দিঘীতে ডিফেন্স নেয়। ঐ রাতের যুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ২৫০ জনের মত হতাহত হয়। এখানে পাক বাহিনীর ২শত জনের মত হতাহত হয়। ২৭ জন পাক-সেনাকে জীবন্ত ধরে ফেলা হয়। প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ৮টি গাড়ী উদ্ধার করা হয়। পঁচাগড় যুদ্ধ মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবহিনীর বাংলাদেশের ভিতরে বৃহৎ যুদ্ধগুলির মধ্যে অন্যতম।

৩০ তারিখ দিনের বেলায় বোদা থানার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বেলা তিনটার সময় পুটিমারী নামক স্থানে দুশমন আমাদের অগ্রগতি প্রতিহত করে। ফলে আমরা সেখানে ডিফেন্স নিতে বাধ্য হই।

৩১ তারিখ ১২টায় আমরা পাকবাহিনীর উপর আক্রমন চালাই। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর ৫ জন ও ভারতীয় বাহিনীর ৫৫ জন হতাহত হয়। পরে আমরা ময়দানদীঘি দখল করে ফেলি। বিকালে আমরা বোদার উদ্দেশ্যে রওনা হই। পাকবাহিনী বোদাতে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমরা বাধ্য হয়ে বোদা থানার ১ মাইল দূরে ডিফেন্স নেই। বিকালে বোদা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করি। এখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এখানে ভারতীয় আর্টিলারীর ক্যাপ্টেন সুধীর নিহত হয়। সন্ধ্যায় বোদা থানা আমাদের দখলে আসে। পাকবাহিনীর ৬০/৭০ জন হতাহত হয়। ভারতীয় বাহিনী বোদাতে এসে বিশাম নেয় কিন্তু মুক্তিবাহিনী বোদা থেকে তিন মাইল সম্মুখে ঠাকুরগাঁয়ের পথে ডিফেন্স নেয়। সেদিন রাতে ভুলে মিস ফায়ার হয়। তাতে ভারতীয় ২০/২৫ জন জোয়ান হতাহত হয় এবং আমাদের খাদ্য ও রান্না বহনকারী পার্টির ৪/৫ জন নিহত হয়। এ রাতেই ভারতীয় কোম্পানীর সহিত মুক্তিবাহিনীর ৪০ জন জোয়ানকে পাঠাই। তারা ভুলিরপুলের নিকটে গেলে পাকবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তখন ভারতীয় বাহিনীও তাদের পাল্টা জবাব দেয়। পাক সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে তাহারা ভুলির ব্রীজ নষ্ট করে পিছনে হটে। ১লা ডিসেম্বর আমরা ব্রীজ থেকে ২ মাইল দূরে অগ্রসর হয়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকি। ভারতীয় বাহিনী তখন ব্রীজ মেরামত করে।

৩রা ডিসেম্বর আমরা সম্মিলিত বাহিনী ঠাকুরগাঁও দিকে অগ্রসর হই। এই সময় পাকবাহিনী ঠাকুরগাঁ ত্যাগ করে। ঠাকুরগাঁতে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের কোন সংঘর্ষ হয় নাই। ঐ দিনই আমরা ঠাকুরগাঁও দখল করে ঠাকুরগাঁও থেকে আরো তিন মাইল সম্মুখে অগ্রসর হই। ৪ তারিখে আমরা বটতলী নামক স্থানে ডিফেন্স করি। ৫ তারিখ সারাদিন পাকবাহিনীর পুতে রাখা মাইন উঠাই। ৬ তারিখে আমরা বীরগঞ্জ আক্রমণ করি। পাকবাহিনীর সহিত আমাদের বহু সময় যুদ্ধ চলে। শেষে পাকবাহিনী বীরগঞ্জ ছেড়ে পিছনে হটে। এখানে ভারতীয় বাহিনীর ১০/১২ জন জোয়ান নিহত হয়। ৭ তারিখে আমরা সম্মিলিত বাহিনী ভাতগাঁও ব্রীজের দিকে রওনা হই। পাকবাহিনী তখন ভাতগাঁও ব্রীজ নষ্ট করে রাস্তার দু পাশে মাইন পুঁতে রেখে পিছনের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা তখন ভাতগাঁও ব্রীজের চারপাশ থেকে মাইন তুলতে শুরু করি।

৯ তারিখে আমাদের দুটি কোম্পানী ও ভারতীয় দুটি ব্যাটালিয়ন দিনাজপুর আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। দিনাজপুরের নিকটে গিয়ে কাঞ্চন নদী পাড় হয়ে আমরাও দিনাজপুর আক্রমণ করি। এখানে পাকবাহিনীর সহিত আমাদের অনেকক্ষন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ৩০/৩৫ জন নিহত ও ১০/১২ জন নিখোঁজ হয়। পরে আমরা সেখান থেকে পিছনে হটি। ফেরার পথে দশ মাঙ্গল নামক স্থানে পাকবাহিনীর আর একটি ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করি। এখানে আমরা ২৩ জন পাকসৈন্যকে জীবন্ত ধরে ফেলি এবং প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। কারণ পাকবাহিনীর কয়েকটি ট্যাংক পিছন থেকে আসছিল।

১০ তারিখে ভারতীয় দুটি ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে, কিন্তু এখানে পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমণে তারা আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। এই যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর প্রায় ১৫০ জন জোয়ান মারা যায়। পরে পাকবাহিনী পিছনে হটে। তখনও আমাদের হেডকোয়ার্টার বীরগঞ্জেই ছিল। ইতিমধ্যেই হিলি থেকে আমাদের বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী হিলি দখল করে দিনাজপুরের নিকট এসে পড়ে।

১২ই ডিসেম্বর আমরা দিনের বেলায় খানসামা আক্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীও ছিল। এই আক্রমণে ভারতীয় বাহিনীর ১৫ জনের মত ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবং আমাদের ৭ জন মারা যায় । এখানে আমরা মেজর খুরশিদসহ ১৯ জনকে জীবন্ত ধরে ফেলি। ঐ দিনই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হই এবং নীলফামারী দখল করে ফেলি।

১৩ তারিখে আমরা সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হই। সৈয়দপুর থেকে ৫ মাইল দূরে পাক ট্যাঙ্কের সহিত আমাদের ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ হয়। তাতে ভারতীয় বাহিনীর দুটি ট্যাঙ্ক ও পাকবাহিনীর তিনটি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ১৩ তারিখ বিকালে ৪৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিনায়ক ও একজন অফিসারসহ প্রায় ১০৭ জন পাকসৈন্য আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৫ই ডিসেম্বর রাতে পাক ব্রিগেড কমাণ্ডার সাইফুল্লাহ যুদ্ধ স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করেন। কিছুক্ষন পর তিনি কয়েজন গার্ডসহ আমাদের সম্মিলিত ক্যাম্পে আসেন। তার সঙ্গে আমাদের অনেক সময় ধরে আলাপ-আলোচনা হয়। পরে পাক ব্রিগেড কমাণ্ডার চলে যান।

১৭ তারিখ সকালে সেখানে অবস্থানরত সকল পাকসৈন্য মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ
কুমিল্লা সেনানিবাস
১৪-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সৈয়দ মনসুর আলী

১৯৭১-এর ২রা নভেম্বর ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব আমাকে মুক্তিবাহনীর দুটি এলাকার (বুড়াবুড়ি এবং যাত্রাপুর) কোম্পানী কমাণ্ডার করে পাঠান। প্রথমে নগেশ্বরী থানার মাদারগঞ্জে করা হয় ক্যাম্প এবং সেখান থেকে যাত্রাপুর অপারেশন করা হয়। একদিন যাত্রাপুর বাজারে তিনজন পাকসেনা এবং ৯ জন রাজাকার আসলে তাদের আক্রমণ করি এবং ৩ জন পাকসেনা এবং ৯ জন রাজাকার সংঘর্ষে নিহত হয়। জনগণের সহায়তায় ১৫০ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করা হয় (৯ই নভেম্বর, ১৯৭১)। ৯ই নভেম্বর স্বাধীন বাংলায় প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সংঘর্ষের খবর পেয়ে কুড়িগ্রাম থানায় ঘোগাদেহ ইউনিয়নের ৩০০ রাজাকার স্বেচ্ছায় তাদের হাতিয়ারসহ যাত্রাপুরে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের খবর বিভিন্ন স্থানের রাজাকরাদের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা কুড়িগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন নুনখাওয়া বুড়াবুড়ি, মোগলবাছা ইত্যাদি ইউনিয়ন থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। কুড়িগ্রাম শহরের পাকসৈন্যের ঘাঁটি থেকে বহু রাজাকার তাদের হাতিয়ারসহ পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কুড়িগ্রাম শহরের নিকটবর্তী মোগলবাছা ইউনিয়নে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ছিল আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনবার পাক ঘাঁটি আক্রমণ করি। তৃতীয়বারের সংঘর্ষে উনিপুরগামী ট্রেনের দুটি বগী বিচ্ছিন্ন করি ডিনামাইট দিয়ে। এত প্রায় ৩৫ জন পাকসৈন্য হতাহত হয়। মোগলবাছা ইউনিয়নের অর্জুনমালায় রেলসেতুর লাইনের নীচে ডিনামাইট রাখা হয়েছিল। পাকবাহিনীর ট্রেন অতিক্রমের সময় ডিনামাইটটি বিস্ফোরিত হয়। কার্যরত সময়ে বিস্ফোরণে মীর নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার যোশীর নির্দেশে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্র বহিনী যৌথভাবে কুড়িগ্রাম শহরে বর্বর পাক বাহিনীর অবস্থানে ভারী ও দূরপাল্লার কামান দিয়ে আক্রমণ করে। পাক বাহিনী তেমন মোকাবিলা না করেই কুড়িগ্রাম থেকে সরে পড়ে।

মিত্র ও মুক্তিবাহিনী ১০ই ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। মুক্তিযোদ্ধারা কুড়িগ্রাম নতুন শহরে উঁচু পানির ট্যাংকে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। পাকবাহিনীর অবস্থান ঘাঁটিসমূহ ছিলঃ (১) রিভারভিই হাইস্কুল (ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এবং গোলন্দাজ গ্রুপ) (২) কুড়িগ্রাম ধরলা নদীর ঘাট; (৩)কুড়িগ্রাম সি-এণ্ড-বি অফিস গোডাউন; (৪) নূতন টাউন কোর্ট বিল্ডিং; (৫) শান্তি কমিটি ও রাজাকার ট্রেনিং কেন্দ্র (সঞ্জীব করঞ্জাইয়ের গোডাউন ও কুড়িগ্রাম কলেজ)।

স্বাক্ষরঃ সৈয়দ মনসুর আলী টিংকু
২৭-৭-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর মোঃ কাজিমউদ্দীন

জুন মাসের শেষের দিকে উইং কমাণ্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার আমাদের সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন এবং তেঁতুলিয়ায় তাঁহার দপ্তর স্থাপন করিলেন। তিনি পাক বিমান বাহিনীর অফিসার। সদ্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁহার সীমাবদ্ধ বৈকি! তবু তাহাকে পাইয়া আমরা আরও উৎসাহিত হই এবং আমাদের মনোবল বাড়িয়া যায়। তিনিও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া আমাদেরকে চমৎকৃত করিলেন। রংপুর ও ঠাকুরগাঁও এলাকা নিয়া সেক্টর গঠিত ছিল। তেতুলিয়ায় থাকিয়া কিছুদিন পর্যন্ত কাজ করার পর স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দিন সাহেব আসিলেন। ৬নং সেক্টরকে ২টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হইল। ঠকুরগাঁ এলাকা নিয়া সাব সেক্টর ৬-এ এবং রংপুর এলাকা নিয়া সাব সেক্টর ৬-বি। সদরউদ্দিন সাহেব ৬-এ সাব সেক্টর কমাণ্ডার এবং ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব সাব সেক্টর ৬-বি এর কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন। তখন ক্যাপ্টেন নজরুল হক সহ-সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকে নজরুল হক সাহেব অসুস্থ হওয়ায় আমাকেই পুনরায় কমাণ্ড নিতে হইল, কেনন সদরউদ্দিন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের কাজ চলিতে থাকে। প্রারম্ভ হইতে এই সময় পর্যন্ত আমরা স্বাধীন এলাকার জনসাধারণের সাহায্য-সহানুভূতি পাইয়াছি প্রচুর। সমর্থন ও ভালবাসা পাইয়াঠি অফুরন্ত। এই দুর্দিনে এদের মধ্যে এককভাবে যিনি আগাগোড়া আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসিতেন, এমনকি অনেক সময় সামরিক অফিসারের ভূমিকা নিয়া কাজ করিতেন তিনি হইলেন পঞ্চগড় ময়দানদীঘির স্বনামধন্য এডভোকেট জনাব সিরাজুল ইসলাম এম-সি-এ।

যাই হউক, ইতিমধ্যে আমরা নূতন সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশ ও প্রেরণায় এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পাইতেছি। দুশমনকে অনেকটা ঘেরাও করিয়া তাহার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টায় আছি। ভজনপুর ডিফেন্স হইতে কোম্পানীগুলিকে উঠাইয়া এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে ৩-৬ মাইল আগে বাড়াইয়া অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে লাগানো হইল। কাজেই দুশমনের সঙ্গে ছোটখাটো সংঘর্ষ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্যে আমরাও দুশমনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। দিনে দিনে নূতন মুক্তিসেনার দল ট্রেনিং শেষে বাহিনীতে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল, আর পরিকল্পনা অনুসারে আমরা তাহাদিগকে দখলকৃত এলাকায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় আমরা ফিল্ড হেডকোয়ার্টার ভজনপুর হইতে ৫ মাইল সামনে দেবনগর নামক স্থানে স্থাপন করিলাম এবং সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার তেঁতুলিয়া হইতে ভজনপুর নিয়ে আসা হইল। তখন কোম্পানীগুলোর পজিশন ছিল-সুবেদার হাফিজের 'এ' কোম্পানী পঞ্চগড়ের পিছনে কাগপাড়া-ওমরখানা, নায়েক সুবেদার আবদুল খালেকের 'বি' কোম্পানী সাহেবজুত-বেরাজুত এবং নায়েক সুবেদার মুরাদ আলীর 'সি' কোম্পানী নছুয়াপাড়া এলাকা। সন্দেহ নাই, পূর্বের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটাইয়া আমরা তখন অনেকটা সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত। তবু যেন একটা বিরাট শূন্যতা সব সময় আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এমনি সময় জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আঞ্চলিক অধিনায়ক উইং কমাণ্ডার বাশার একজন নূতন অফিসার নিয় দেবনগর আসিলেন কনফারেন্স করিতে। তথায় উপস্থিতদের মধ্যে সুবেদার মেজর

কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ, নায়েক সুবেদার হাজী মুরাদ আলী এবং নয়িক সুবেদার আব্দুল খালেকের নাম উল্লেখযোগ্য। সি-ও সাহেব বলিলেন, "আমাদের মুক্তিবাহিনী পুরোপুরি সংগঠিত হইতে যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে আমাদেরে যুদ্ধের অসুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই লাঘব হইবে।" তারপর তিনি সঙ্গে আসা সেই নতুন অফিসারকে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আমাদের সাব-সেক্টরের ফিল্ড অফিসার হিসাবে নিযুক্ত দিলেন। অন্যান্য অফিসারের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে তিনি সাব-সেক্টর কমাণ্ডার পদেও অধিষ্ঠিত হইলেন। আমি আবার সহকারী হিসেবে কাজ করিতে লাগিলাম।

নূতন ফিল্ড অফিসার পাইয়া আমরা ভারী খুশী। তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। খুব হাসিখুশী, চটপটে আর ছোট্ট গড়নের মানুষটি তিনি, কিন্তু তেজোদিপ্ত চেহারা। পাক পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন তিনি। নাম সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান। কুমিল্লার অধিবাসী। বর্তমান বসতি চাটগাঁ। '৬৮তে কমিশন পাইয়াছেন- শুরুতে ১১-বালুচ ও পরে ৩১-এফ-এফ রেজিমেন্টে চাকুরী করিয়াছেন। সেখান হইতে ন্যাশনাল সার্ভিস ক্যাডেট কোরে চলিয়া যান এবং পলায়ন পূর্বপর্যন্ত লাহোর রৈস্যাবারে পি-টি-এস-ও এবং প্রশিক্ষণদাতার পদে বহাল ছিলেন। কার্য উপলক্ষে আজাদ কাশ্মীর, ঝিলাম, মংলা, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। '৭১ সালের ৩রা জুলাই কোন এক সুযোগে (পশ্চিম) পাকিস্তান হইতে পালাইয়া আসেন তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিতে। শুধু নিজেই আসেন নাই সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন আরও তিনজন অফিসার। যাই হউক, অতঃপর কনফারেন্স শেষে অফিসাররা চলিয়া গেলেন সেদিনকার মত।

১৮ই জুলাই ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার আমাদের অধিনায়ক পদে যোগদান করিলেন দেবনগরে। দেখিলাম আমাদের প্রথম দর্শনের অনুমান মিথ্যা নয়। তাহার উপস্থিতিতে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম অভূতপূর্ব এক নিহত মোড় নিল। তাহার যাদুস্পর্শে যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল সুপ্ত সাব-সেক্টর, অকুতোভয় অপারাজেয় মনোবলের অধিকারী আর নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি বাংলা মায়ের সন্তান তিনি। নিমেষে খাপ খাওয়াইয়া নিলেন নিজেকে বাংলার কাদামাটির সঙ্গে। নিখুঁত বীর, মর্দে মোজাহিদ তিনি। মুক্ত এলাকার জনসাধারণ এবং আমরা তাহার কাজে মুগ্ধ হইয়া আদর করিয়া তাহাকে বাংলার বিচ্ছু বলিয়া ডাকিতাম। অনেকের মত নাক সিটকাইয়া ভ্রু কুচকাইয়া ভড়ং দেখান না। তিনি আসিয়াই সমস্ত ডিফেন্স এরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দান করিলেন। সৈনিকেরা তাঁহার পরশে আবার যেন নতুন করিয়া আশার আলো দেখিতে পাইল। তাহাদের এতদিনের শূন্যতা ঘুচিয়া একটা মুখ্য অভাব পূরণ হইল। কারণ ক্যাপ্টেন ছিলেন পদাতিক বাহিনীর লোক। তাই নবম শাখার অভাব-অসুবিধা সম্বন্ধে অবগত হইতে এবং খুটিনাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্য মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল রেশন ও গোলাবারুদ সরবরাহ ও সংগ্রহ নিয়া। এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করিয়া আন্তরিক সম্পর্কের মাধ্যম সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করিয়া আনিলেন তিনি। তারপর ডিফেনসিভ পজিশন ও যুদ্ধের অন্যান্য জরুরী ব্যাপারগুলির খুটিনাটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া কিছুটা ঠিক করিলেন। যে সমস্ত সৈন্য নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়াছিল তাহাদিগকে খবর পাঠানো হইল। কোন কোন স্থানে লোকও পাঠানো হইল যাহাতে তাহারা নিজেদের ইউনিটে যোগদান করে। ক্রমে সৈন্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং তাহারা মাসিক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাইতে শুরু করিল। সৈন্যদের মনোবল ক্রমাগত দৃঢ় হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে বুঝিতে পারিল এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর শক্তি ও রণনৈপুণ্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই তাহারাও তাহাদের শক্তি ও সংখ্যা বাড়াইতে লাগিল। এইদিকে নবম শাখার কিছু লোক, পুলিশ ও আনসার তেঁতুলিয়া, বাংলাবান্ধা ও অন্যান্য স্থানে বিশ্রামে রত ছিল। ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার সেই দিকেও খেয়াল করিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পুরাতন তিনটি কোম্পানী পঞ্চগড়ের দিকে আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়া পজিশন নিল। পাকিস্তানীদের শক্তি এবং সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাই তেঁতুলিয়া ও অন্যান্য স্থানের বিশ্রামরত লোকদেরকে ক্যাপ্টেন নিজে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে নিয়া নতুন কোম্পানী খাড়া

করিলেন । কোম্পানীর নাম দেওয়া হইল 'ডি' এবং সুবেদার আবুল হাশেমকে সেই কোম্পানীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল। নূতন কোম্পানীর কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, তাই কয়েকদিন তাহারা ডিফেন্সের পিছনে থাকিয়া তা সমাপ্ত করিল। ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর কর্মতৎপরতা বাড়িয়া উঠিল। তাহাদের সাথে আমাদের ছোটখাটে সংঘর্ষ হইল। এরপর প্রধানপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া ও নুনিয়াপাড়া নামক গ্রামে তাহারা হঠাৎ আমাদের উপর বড় রকমের আক্রমণ চালায়। ইহাতে আমাদের কিছু লোক আহত ও শহীদ হইলেন। 'এ' কোম্পানী যেটা উক্ত এলাকায় ছিল প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সুযোগ্য অধিনায়ক সুবেদার হাফিজ একদিনের মধ্যেই সমস্ত কোম্পানীকে একত্র করতঃ আরও শক্ত করিয়া ডিফেন্স নিলেন। তারিখটি ছিল ২৮শে জুলাই। দিন কয়েক পর পাকিস্তানীদের কয়েকটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি- যাহা চাওই নদীর তীরে ছিল- তাহাতে আমরা প্রচণ্ড আঘাত হানি। তাহাদের অনেক হতাহত হয়। আমরা কিছু হাতিয়ার ও গোলাবারুদ কব্জা করি। এরপর ঘন ঘন ছোটখাটো আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ বেশ কয়েক দফা হইয়া গেল। আমাদের নিয়মিত ফাইটিং পেট্রল পাকসেনাদের উপর আক্রমণ চালাইয়া বহু হতাহত করিতে লাগিল। এমন একটি দিন ও রাত বাকী থাকিত না যে, পাকিস্তানীরা আহত ও মৃত সৈন্য নিবার জন্য পাল্টা আক্রমণ ও কভারিং ফায়ার না করিত। এইদিকে আমাদের নবগঠিত 'ডি' কোম্পানীও পজিশনে আসিল এবং সবাই মিলে আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া পজিশন নিল। পাকিস্তানীদের বিতৃষ্ণার সীমা রহিল না কিন্তু সংখ্যা তাহাদের পূরণ হইতে থাকিত পিছনে হইতে নিয়মিত সৈন্য আমদানী করিয়া। এই পর্যায়ে একদিন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দ্বিতীয়বারের মত আমাদের সাব সেক্টরে যান এবং ফিল্ড হেডকোয়ার্টার দেবনগরে শুভাগমন করতঃ বিভিন্ন অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিদর্শন করিয়া আমাদের জোয়ানদেরকে উৎসাহিত করেন।

আমাদের কর্মতৎপরতা দেখিয়া কর্তারা খুশী হইলেন এবং গোলাবরুদ ও গোলন্দাজ সাহায্য নিয়মিতভাবে দিতে লাগিলেন। এইদিকে আমাদের মর্টার প্লাটুনও গোলাবারুদ পাইয়া গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী অবস্থানসমূহের উপর সুযোগমত বার বার গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। আমাদের সাব-সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা বাড়িল, হাতিয়ার বাড়িল, গোলাবরুদ বাড়িল, শক্তি এবং মনোবল আরও দৃঢ় হইল, কর্মতৎপরতা এবং রণনৈপুণ্যে পাকিস্তানীরা পরাজিত হইতে লাগিল, কিন্তু পূর্ণতার জন্য আরো কিছু প্রয়োজন ছিল, আরও প্রশিক্ষণ ও কলাকৌশল দরকার ছিল। তাই ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার একখানা ছোট বই ছাপাইয়া তাহার কপি সবাইকে দিলেন। তাহাতে সব নূতন-পুরাতন হাতিয়ারের যাবতীয় বিবরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি সুন্দরভাবে লিখা ছিল। তাহাতে আরও ছিল বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর ও উৎসাহের কথা, যাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে জানা নেহায়েত দরকার। এইভাবে কাজের ও যুদ্ধের ফাঁকে অসুবিধা সত্ত্বেও চারিদিকে প্রশিক্ষণ চলিতে লাগিল। আমাদের ক্যাপ্টেন শ-খানেক উৎসাহী গ্রাম্য ছেলে ভর্তি করিলেন, যারা ছিল অত্র এলাকার বাসিন্দা। তাহাদের একমাস প্রশিক্ষণ দিবার পর চারটি কোম্পানীতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে রাজাকার ও অন্যান্য দালাল ধরিয়া দিতে অসুবিধা না হয়। অধিকিন্তু এলাকা ও দুশমন সম্বন্ধে যেন সঠিক খবর পাওয়া যায়। এইসব নতুন লোক ভর্তি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের বদৌলতে ইতিমধ্যে সাব-সেক্টরে একটি সুসংগঠিত পদাতিক ব্যাটালিয়নে পরিণত হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ একবার জগদলহাট অধিকার করা হইল কিন্তু পাকসেনাদের গোলন্দাজ ও জীপে বসানো মেশিনগানের গোলাগুলিতে টিকিয়া থাকা মুশকিল হইল। তাহারা পাল্টা আক্রমণ করে। আমাদের বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। ঐ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে পাকিস্তানীরা রীতিমত ভড়কাইয়া গেল, কারণ, তখন হইতে হাতেকলমে সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সদ্য ও স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২/৩ শত করিয়া আমাদের কাছে আসিতে লাগিল। তাহারা সপ্তাহ দুই-একের জন্য আসিত এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পর নিজ নিজ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য চলিয়া যাইত। ইহাতে আমাদের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার অনেক অসুবিধা হইত বটে কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে সুবিধও ছিল অনেক। আমাদের ক্লান্ত সৈন্যরা মাঝে মাঝে স্বস্তিতে বিশ্রাম করিতে পারিত।

জগদলহাটের আক্রমণটা কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত যুদ্ধের মহড়া ছিল। এ ধরনের মহড়া আমরা প্রায়ই করিতাম। ভীত ও নিরাশ পাকিস্তানীরা বহু হতাহতের দরুন হাঁপাইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া আমরা আরও দুই মাইল অগ্রসর হইলাম এবং চাওই নদী আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়া আসিলাম। তাহাতে অবশ্য আমাদেরও কিছু হতাহত হইল। এ পর্যায়ে ৯ই অক্টোবর স্বাধীন বাংলার কমিশন প্রাপ্ত প্রথম ক্যাডেট দলের সদ্য পাশ করা তরুণ সেঃ লেফটেন্যান্ট আব্দল মতিন চৌধুরী ও সেঃ লেফটেন্যান্ট মাসুদুর রহমান আমাদের সাব-সেক্টরে যোগদান করিলেন। অফিসারের নিতান্তই অভাব ছিল, তাই নতুন হইলেও এতে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইলাম।

এরপর পাকিস্তানীদের চলাচল একেবারে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল, কারণ আমরা অগ্রসর হওয়াতে অমরখানা-পঞ্চগড় রাস্তা আমাদের পেট্রল ও প্রতিরক্ষা হাতিয়ারের আঘাত ক্ষমতার আওতায় আসিয়া গেল। আমরা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকর রক্ষাব্যূহ রচনা শুরু করিলাম। গড়ে বিভিন্ন অপারেশনে প্রতিদিন পাকিস্তানীদের পাঁচ/ছয়জন করিয়া হতাহত হইতে লাগিল। ২০/২৫ দিন এমনতর চলিল। পাকিস্তানীরা সৈন্য পরিবর্তন ও পরিপূরণ করিতে লাগিল।

তারপর আমরা দুশমনদের সুদূরবিস্তৃত ঘাঁটিগুলি এমনভাবে ঘেরাও করিয়া বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্যে আক্রমণ চালাইতে লাগিলাম যাহাতে তাহারা অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি ছাড়িয়া পিছে হটিতে শুরু করিল। এই সূত্র ধরিয়া ২১শে নভেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকায় আমাদের প্রথম অগ্রভিযান শুরু হয় তেঁতুলিয়া-ঠাকুরগাঁ-সৈয়দপুর পাকা রাস্তাকে অক্ষরেখা ধরিয়া। দুশমন পালাইতেছে আর আমরা পিছনে ধাওয়া করিয়া চলিয়াছি। ২২ তারিখ অমরখানা দখল করিয়া জগদলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লাল স্কুলের কিছু আগে দুশমনের আভাস পাওয়া গেল। রাত তখন ১১টা। পিছনে বহু কিছু বাকী ভাবিয়া ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার অগ্রগমন বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিতে বলিলেন। অগ্রাভিযানের অক্ষে ছিল 'বি' ও 'সি' কোম্পানী। 'বি' কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন সুবেদার আব্দুল খালেক আর 'সি' কোম্পানীতে ছিলেন লেফটেন্যান্ট আব্দুল মতিন এবং সুবেদার হাজী মুরাদ আলী। আবার তাহাদের ডাইনে-বামে ছিল যথাক্রমে সুবেদার আহমদ হোসেনের 'এ' কোম্পানী ও সুবেদার আবু হাশেমের 'ডি' কোম্পানী। তাহারা সকলে নিজ নিজ কোম্পানীর জিম্মাদারী এলাকা বুঝিয়া নিলেন ক্যাপ্টেনের কাছ হইতে।

পরদিন সকাল হইতে শুরু হইল আমাদের অগ্রাভিযান। আমরা এখন দলে ভারী। আমাদের চার কোম্পানী ছাড়াও ৫/৭ শত মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। গোলাবারুদ সাজসরঞ্জামেরও কমতি নাই। কাজেই দুশমনের উপর দিলাম ভীষণ চাপ। দুশমনদের পা এখন শূন্যে। তাহারা বহুদিনের পুরাতন রক্ষাব্যূহসমূহ ছাড়িয়া দিয়া আর পা মাটিতে লাগাইতে পারিতেছে না। তাহাদের ভাব এখন পালাই পালাই, প্রাণ বাঁচাই। আমাদের ভাব মার-মার। তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত সদাচকিত পলায়নপর। আর আমরা মহাপ্রাপ্তির বিজয়ের নেশায় আরও শতগুণে উৎসাহিত ও মাতোয়ারা দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে অগ্রসরমান। এ যেন অনেকটা নেকড়ে আর মেষের মোকাবিলা। তবু জগদলের নিকট বেশ কয়েকজন আহত ছাড়াও আমার সাব-সেক্টরের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ নায়েক শকিলউদ্দিন শহীদ হন। আমাদের আগে বাড়ার পালা চলিতে লাগিল। কোথাও তুমুল সংঘর্ষ, কোথাও মামুলি, আবার কোথাও একবারে না।

২৭শে নভেম্বর। পঞ্চগড় শহর মুক্ত হইল। আগাইয়া চলিলাম। বোদা পৌঁছিলাম। যুদ্ধের সাধারণ বাধাবিপত্তি কাটাইয়া (কোথাও দুশমন কর্তৃক পুল উড়াইয়া দেওয়া, কোথাও বা মাইন পুঁতিয়া রাখা) অগ্রাভিযান জারি থাকিল। ৩রা ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁ শহর কব্জা হইল। ৪ঠা ডিসেম্বর সমাগত। এক্ষণে মিত্রবাহিনী সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ ইউনিটসহ আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। কেননা পকিস্তান ততক্ষণে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং মহান ভারতও তাহার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করিয়া প্রত্যক্ষ সমরে নামিয়াছে। বাস। আমাদের পায়াভারী। আরও নির্ভয় ও বেপরোয়া হইয়া উঠিলাম- আগে বাড়িয়া চলিলাম। বিরাম নাই। আগে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে বীরগঞ্জ-ভাতগাঁও ব্রীজ। এ অগ্রভিযানে ইতিমধ্যে বোদা, বীরগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে বহু দুশমন হইয়াছে আহত

আর বন্দী। প্রচুর হাতিয়ার ও গোলাবারুদ, রেশন ও অন্যান্য সরঞ্জাম হইয়াছে আমাদের হস্তগত। রাজাকার এবং দালালের তো কথাই নাই। কুড়ি-কুড়ি শ-শ প্রতিদিন আত্মসমর্পণ করিতেছে আর অজস্র হাতিয়ার-গোলাবারুদ দিয়া যাইতেছে জমা।

৯ অথবা ১০ই ডিসেম্বর। স্থান ভাতগাঁও ব্রীজ আর তার আশপাশ এলাকা। দুশমনদের নিকট হইতে আসিল ভীষণ বাধা। দুইটি ট্যাঙ্ক ধ্বংসসহ বহু মিত্র সৈন্য হতাহত হইল, যাহা এই এলাকায় এর আগে হয় নাই কখনো। অগত্যা একনাগাড়ে কয়েকদিন ওখানে থাকিতে হইল, মিত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। সম্মুখের দিকে একেবারে চুপ থাকিয়া বাম হাতে খানসামা হইয়া হঠাৎ প্রবল আক্রমণ চালান হইল- যাহাতে অংশ নিল মিত্রবাহিনীর ছয়টি মাঝারিসহ ৬০টি কামান, একখানা হেলিকপ্টার, দুইটি ফাইটার ও একটি ট্যাঙ্ক বহর। মূহূর্তে বহু দুশমন সেনা হতাহত হইল, ধ্বংস হইল ৬ খানা ট্যাঙ্ক, বাকী দুশমন সৈন্য ঘাঁটি ছাড়িয়া লেজ গুটাইয়া নীলফামারীর দিকে দিল ছুট। ফলে প্রধান অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবরুদ্ধ হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কায় দুশমনরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা ভাতগাঁওয়ের বিখাত ও গুরুত্বপূর্ণ মজবুত পুলটিকে একবারে ধ্বংস করিয়া আমাদের জন্য একটি বিরাট বাধা সৃষ্টি করতঃ সে এলাকায় হইতেও পাততাড়ি গুটাইল একেবারে সৈয়দপুরে। আমাদের তরফ হইতেও দুইমুখী পশ্চাদ্ধাবন চলিতে লাগিল নাছোড়বান্দা হইয়া। সৈয়দপুর প্রায় ঘেরাও। হঠাৎ দেখা গেল পাকবাহিনীর হাতে সাদা নিশান-শান্তির প্রতীক-আত্মসমর্পণের চিহ্ন। জেনেভা কনভেশন- নমস্য। তাই আমাদের অস্ত্র সংবরণ করিতে হইল- লড়াইয়ে দিতে হইল ইতি। দিনটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বর।

স্বাক্ষরঃ মোঃ কাজিমউদ্দিন
ডি-এ-ডি
১২-৬-১৯৭৪

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নূরুজ্জামান*

২৭শে মে ভোরবেলা সেক্টর কমান্ডিং প্রধান ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ সাহেব, সুবেদার গোলাম মোস্তফা এবং আমি থানা হেডকোয়ার্টারে বসে ছিলাম। এমন সময় উলিপুর (থানা) নিবাসী বলে পরিচয়দানকারী দু'জন মৌলভী সাহেব পাকিস্তানী সৈন্যরা ধরলা নদী অতিক্রম করে নাই বলে জানায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পুনরায় পাটেশ্বরী ডিফেন্সে পাঠাতে অনুরোধ করে। হানাদার সৈন্যরা ধরলা নদী অতিক্রম করে নাই এই মর্মে তারা শপথ করে। উক্ত শপথের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রাক, একটি পিকআপ গাড়ী ও একটি জীপগাড়ী বোঝাই প্রায় ১০০জন গেরিলাকে ঐ দিনই পুনরায় পাটেশ্বরী ডিফেন্সে পাঠানো হয়। গেরিলদের বহনকারী গাড়ী তিনটি পাটেশ্বরী ডিফেন্সের কাছাকাছি পৌছাতেই এ্যামবুশরত পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। ফলে গেরিলারা দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে হানাদার সৈন্যদের সাথে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেরিলারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা হানাদার সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন। গেরিলা যোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান কমাণ্ডার মোজাহিদ ক্যাপ্টেন শত্রুসৈন্যদের অজস্র গুলির মুখেও সংঘর্ষস্থল পরিত্যাগ করে নাই। বেশ কিছুসংখ্যক হানাদার সৈন্যকে খতম করে তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সংঘর্ষে নিহত মুক্তিযোদ্ধারা হলেনঃ ১। সিপাহী আবুল কালাম, সাবেক ই-পি-আর নং ১৯৩৭৭; ২। সিপাহী আবুল কাশেম, সাবেক ই-পি-আর নং- ৫৫৩৪; ৩। সিপাহী সেকেন্দার আলী, সাবেক ই-পি-আর নং- ১৪২৮০; ৪। এম এপ, দেলওয়ার হোসেন; ৫। এম, এফ ড্রাইভার আফজাল হোসেন; ৬। এম, এফ ড্রাইভার গোলাম রব্বানী; ৭। আতিকুর রহমান (কুক); ৮। সিপাহী আবুদল আলী, সাবেক ই-পি-আর; ৯। মোজাম্মেল হক (কুক); ১০। এম, এফ রবীজউদ্দিন ভুইয়া (ছাত্র); ১১। এম, এফ, আবুল কাশেম (ছাত্র); ১২।এম, এফ, আসাদুল্লা (ছাত্র); ১৩। এফ, এম, আব্দুল ওহাব (ছাত্র)।

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৫-৭-৭৮ তারিখে গৃহীত।

এই ঘটনার পর পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা নাগেশ্বরী থানা বাজারে ঢুকে সমগ্র বাজারে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাজারে অবস্থানরত একজন পাগলকে দেখামাত্র সৈন্যরা তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। হানাদার সৈন্যরা নাগেশ্বরী বাজারে প্রবেশের পরপরই রায়গঞ্জ সেতুর নিকট ডিফেন্সরত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরিয়ে নেয়া হয়। ভূরুঙ্গামারী থানার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী রায়গঞ্জ বাজার সংলগ্ন বৃহৎ সেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

নাগেশ্বরী থানায় অবস্থান পাকাপোক্ত করার পর হানাদার সৈন্যরা ভূরুঙ্গামারী থানার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে অবস্থিত গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয় এবং গেরিলা দফতর সীমান্তের ওপারে পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ বাজারে সরিয়ে নেয়া হয়। সেখানেই দ্রুত কয়েকটি অস্থায়ী গেরিলা ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। পরে গেরিলা যোদ্ধারা এই অস্থায়ী ঘাঁটিগুলো থেকে ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থানরত হানাদার সৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে।

সুবেদার বোরহান তাঁর অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভূরুঙ্গামারী থানার অন্তর্গত সাবেক রেলওয়ে স্টেশন সোনাহাটে চলে যান। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভূরুঙ্গামারী থেকে সাবেক পাটেশ্বরী রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী দুধকুমার নদীর উপর অবস্থিত পাটেশ্বরী রেলওয়ে ব্রীজ অতিক্রম করে সোনাহাটে যাতে পৌছতে না পারে সেজন্য পাটেশ্বরী ব্রীজের পূর্বতীরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মোতায়েন করা হয়।

১৫ই জুন সাহেবগঞ্জ অস্থায়ী ঘাঁটির গেরিলারা ভূরুঙ্গামারীর অদূরে বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ই-পি-আর ফাঁড়িতে অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে বেশ কয়েকজন পাকসৈন্য নিহত হয়। গেরিলাদের পক্ষে মোট তিনজন নিহত হন। নিহত গেরিলারা হলেনঃ (১) সিপাহী আব্দুস সোবহান, ই-পি-আর নং-১৬০৭৪; (২) সিপাহী মনসুর আহমদ, ই-পি-আর নং-৫৮০৪; (৩) কুক আবু কালাম (ই-পি-আর)।

২৯শে জুন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল মোগলহাটে অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর হঠাৎ হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হতাহত করে। এখানে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারী নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের বেশ কিছু অস্ত্র দখল করতে সক্ষম হন।

১৪ই জুলাই বড়খাতায় অবস্থানরত পাকসৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী মুহাম্মদ আলী (ই-পি-আর নং ৭২৯৬) হানাদার সৈন্যদের গুলিতে নিহত হন। বড়খাতায় হানাদার সৈন্যদের অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর আর একটি দল আক্রমণ চালায় ২৩শে জুলাই। সিপাহী আনোয়ার হোসেন, ই-পি-আর এই সংঘর্ষে নিহত হন।

ভূরুঙ্গামারী থানা সদরে প্রবেশের পর পাকসৈন্যরা বাজার সংলগ্ন ভূরুঙ্গামারী কলেজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিরাট দল ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ২রা আগস্ট হানাদার সৈন্যদের উক্ত অবস্থানের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষই মেশিনগান ও কামান ব্যবহার করে। মুহুর্মুহু প্রচণ্ড কামানের শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হতে থাকে। হানাদার সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে সরে না গেলেও বহু হতাহত হয়। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আনসার আলী নিহত এবং বেশকিছুসংখ্যক আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর চাপ অব্যাহত রাখেন। ১৩ই আগস্ট পুনরায় বুরুঙ্গামারী বাজারের সন্নিকট থেকে হানাদার সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এই আক্রমণ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচণ্ড সংঘর্ষের রূপ নেয়। সৈন্যরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী কবির আহমদ, ই-পি-আর নিহত হন। এর পর থেকে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভারত থেকে আমরা পর্যাপ্ত গোলাবারুদ পাচ্ছিলাম। ভারী অস্ত্র চালনায় গেরিলা যোদ্ধারা বেশ দক্ষ হয়ে উঠছিল।

২৫শে আগস্ট কুড়িগ্রাম শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রেরিত গেরিলা লীডার সিপাহী মকবুল হোসেনকে (ইপকাপ নং ২৯১২৭) কুড়িগ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে প্রতাপ গ্রামে ছদ্মবেশে তৎপর থাকাকালীন আমাদের গেরিলারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রেরিত গেরিলা লীডার মকবুল নারীর ছদ্মবেশে উক্ত গ্রামে খবর সংগ্রহের জন্য ঘোরাফেরা করছিল।

৬ই নভেম্বর প্রত্যুষে প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধা এম-এফ/এফ-এফ ৪ থেকে ৫ ব্যাটেলিয়ান ভারতীয় সৈন্যদের সহযোগিতায় ভূরুঙ্গামারী থানার জয়মনিরহাটে (মহাযুদ্ধকালীন বৃটিশরাজ নির্মিত রেলওয়ে স্টেশন) পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী অবস্থান ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে দখল করে নেয়। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়। পাকিস্তানীদের বিপুলসংখ্যক আধুনিক মারণাস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনী হস্তগত করে। ভারতীয় বাহিনীর কিছুসংখ্যক জোয়ান সংঘর্ষকালীন নিহত হয়। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের এম-এফ/এফ-এফ'দের মধ্যে মাত্র কয়েকজন নিহত হন।

১৩ই নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী থানার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এইদিন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সহায়ক সৈন্যদের সম্মিলিত বিরাট বাহিনীর বীরযোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের দখল থেকে ভূরুঙ্গামারী মুক্তি করেন। এই অভিযানে ভারতীয় সহায়ক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার যোশী এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করেন সাবেক বিমান বাহিনীর উইং কমাণ্ডার ও যুদ্ধকালীন সেক্টর কমাণ্ডার কে, এম, বাশার ও সাব-সেক্টর কমাণ্ডার মেজর নওয়াজেশ। ১৩ই নভেম্বরের এই সম্মিলিত আক্রমণে ৩ জন পাঞ্জাবী সৈন্যকে জীবন্ত ধরা হয়। কোন পথেই পাকিস্তানীরা পালাতে না পেরে বহু মারা পড়ে। সৈন্যদের পরিত্যক্ত বিপুল সমরসম্ভার সম্মিলিত বাহিনীর হস্তগত হয়। ভূরুঙ্গামারী দখলের পরপরই বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী শিক্ষিতা মহিলাকে স্থানীয় সার্কেল অফিসার উন্নয়ন অফিসে বন্দী অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মহিলাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। বর্বর সৈন্যরা এদেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ করে এখানে এনে রেখেছিল।

২২শে নভেম্বর রংপুর জেলার অন্তর্গত বড়খাতায় হানাদার বাহিনীদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে কোম্পানী কমাণ্ডার মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান (নং ০৫৯৩) শহীদ হন। এছাড়া আরো দুজন মুক্তিযোদ্ধা সংঘর্ষকালে শহীদ হন। সংঘর্ষে পাকিস্তানীরা গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা হলেনঃ হাবিলদার রঙ্গু মিয়া (নং ৭০২১২৪৭) ও এম-এফ নাসির আহমেদ। (এম-এফ নাসির আহমদ ঐ সময় মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন)।

২০শে নভেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র লেঃ সামাদ কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত রায়গঞ্জ সি এণ্ড বি পুলের দুই পার্শ্বে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান। তাঁকে ভারতীয় সহায়ক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার যোশী। প্রচণ্ড সংঘর্ষে এক পর্যায়ে যখন হানাদার সৈন্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতাহাতি সংঘর্ষ শুরু হয় তখন দুঃসাহসী সামাদ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিচালনা করছিলেন বীরবিক্রমে। হঠাৎ হানাদার বাহিনীর গুলির আঘাতে তিনি আহত হয়ে সংঘর্ষে ক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহত অপর মুক্তিযোদ্ধা হলেন ই-পি-আর সিপাহী কবীর আহমদ (৫০১৬৫) এবং আবদুল আজিজ। তীব্র মুখোমুখি যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রুদের রায়গঞ্জ ও আন্ধারীঝাড় অবস্থান দখল করেন। বহুসংখ্যক পাকিস্থানী সৈন্য হতাহত হয় এবং বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র সম্মিলিত বাহিনীর হাতে আসে।

২৪শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নাগেশ্বরী থানাও পাটেশ্বরীতে অবস্থানরত সৈন্যদের ঘেরাও করে। ঐ দিনের সংঘর্ষে সাইদুর রহমান এফ-এফ ৯০/৩৫, সেরাজুল হক এফ-এফ ১১৮/২০ এবং সোহরাব আলী এফ-এফ ১১৮/৩৬ নিহত হন।

২৮শে নভেম্বর সম্মিলিত বাহিনী নাগেশ্বরী ও বেপারীহাট মুক্ত করে। বেপারীহাট সংঘর্ষে সিপাহী এম-এফ আলী আকবর (৫০৭১২) এবং সিপাহী এম-এফ আবুল হোসেন (৫০৮৫৩) নিহত হন। এর পর পরই ধরলা নদীর উত্তর তীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত হয়।

মোঃ নূরুজ্জামান
বাংলাদেশ রাইফেলস
১০ম শাখা, রংপুর
১৫-৭-৭৮

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান*

আমরা দিল্লী থেকে কলকাতাতে ফ্লাই করি মে মাসে। তারপর আমরা বাংলাদেশের ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে আসি। সেখানে নুরকে নিযুক্ত করা হলো এ-ডি-সি টু সি-ইন-সি। আমি এবং ডালিম- দু'জনকেই সি-ইন-সি'র গেরিলা এডভাইজার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। আমি ছিলাম ৬নং সেক্টরের জন্য ডালিম ছিল যশোর এরিয়ার অর্থাৎ ৮নং সেক্টরের জন্য। আমরা জেনারেল ওসমানীর সাথে দিল্লী থেকে কলকাতা এলাম। যদিও আমি আমার ইউনিটে অর্থাৎ ৩য় ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু জেনারেল ওসমানী তাতে মত দিলেন না। তিনি আমাকে নিয়ে এলেন ৬নং সেক্টর এলাকায়। তখনও ৬নং সেক্টর হয়নি। ওখানে তখন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ ছিলেন। তাঁর কাছে আমাকে রেখে দেন। আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয় আমি যেন বাংলাদেশের ভেতরে না ঢুকি। কেন আমাকে এই ইনস্ট্রাকশন দেয়া হলো আমি বুঝতে পারিনি। ইন্ডিয়ানদেরকেও বলে দেয়া হয় আমাকে যেন বাংলাদেশের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া না হয়। আমি কর্নেল নওয়াজেশের সাথে থাকতে থাকতে বোর ফিল করি। কোন কাজ নেই একমাত্র এ্যাসেসমেন্ট ছাড়া। আমি আস্তে আস্তে বি-ডি-আর ট্রুপস নিয়ে ছোটখাটো রেইড, এ্যামবুশ করতে থাকি। কর্নেল নওয়াজেশ ভুরুঙ্গামারী এলাকায় থাকতেন।

একবার মনে আছে, ইন্ডিয়ানরা খবর দেয় যে ভূরুঙ্গামারীতে ৩০/৩৫ জন পাকসেনা আছে। ৩৫ জন লোক খুব কমই। তখন আমি একটা প্লাটুন এবং কর্নেল নওয়াজেশ একটা প্লাটুন নিয়ে ভূরুঙ্গামারী রেইড করতে যাই। ম্যাপ অনুযায়ী আমাকে শুধু একটা নদী পার হতে হবে। আমার কাছে পাকিস্তানী সৈন্যের বুলেটকে যত না ভয় ছিল তার থেকে পানি পার হওয়া বেশী ভয়ের ব্যাপার ছিল। যাই হোক, তারা আমাকে দুটো কলাগাছ একসাথে করে ভেলা বনিয়ে তার উপর শুইয়ে টেনেটেনে পার করায়। এই নদীই রাতে আমাকে চারবার পার হতে হয়েছে। আমাকে ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা একবার এপারে আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওপারে এভাবে চারবার পার করিয়েছে। যে সময়ের মধ্যে আমাদের ভূরুঙ্গামারী যাবার কথা সেই সময় পার হয়ে যায়। ম্যাপ অনুযায়ী আমি বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাচ্ছি, কেননা পানিতে আমি পুরোপুরি অন্য লোকের উপর নির্ভর করতাম। যখন ভোর হয়ে আসে তখন আমি ওদের চালাকি বুঝতে পারি। আমরা ফেরত আসি। তখন ইন্ডিয়ান যে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন তিনি খুব তচ্ছিল্যের সাথে আমাকে বলেছিলেন যে আমার জন্যই রেইডটা সফল হয়নি, আমার সাহস নেই এইসব। এতে আমার খুব রাগ ধরে। ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে দেখাবার জন্যে, সম্ভবতঃ জুলাই মাস হবে, পরের রাতে আমিও আমার ব্যাটম্যান এবং আরেকটা লোক আমরা তিনজনে ভূরুঙ্গামারী যাই। সেখানে আসলে একটা কোম্পানী ছিল। এই কোম্পানীর ৪ মাইল দূরে আরেকটা প্লাটুন ছিল। কোম্পানী কমাণ্ডার সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বলতে গেলে রোজই, ঐ প্লাটুন থেকে মূল কোম্পানীতে চলে যেতো। আমরা প্ল্যান করি পথের মধ্যে ঐ কোম্পানী কমাণ্ডারকে এ্যামবুশ করবো। আমরা দুপুরে খাওয়ার পরে রওনা হলাম। আমরা বর্ডার ক্রস করে ভিতরে ঢুকি। জায়গায় পৌছে রাস্তা থেকে ৩০০/৪০০ গজ দূরে থাকতে কোম্পানী কমাণ্ডারের জীপ আমাদেরকে

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১৮-১-১৯৮০ তারিখে গৃহীত।

ক্রস করে চলে যায়। ফলে তাকে এ্যামবুশ করা সেদিনের মত হয়নি। কিন্তু তাকে ধরবার জন্য খোলা মাঠের উপর দিয়ে আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে যাই, হঠাৎ দেখি সামনে সাদা বিল্ডিং। আমি শুনেছিলাম যে, ভূরুঙ্গামারী কলেজে পাকিস্তান আর্মি থাকে। ভূরুঙ্গামারীর একমাত্র সাদা বিল্ডিং হচ্ছে ঐ ভুরুঙ্গামারী কলেজ। আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে ঐ সাদা বিল্ডিং-এর প্রায় ৩০ গজ দূরে চলে গিয়েছিলাম। যখন বাঁশঝাড় থেকে বের হই তখনই দেখি সাদা বিল্ডিং এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা থেমে যাই। আবার বাঁশ ঝাড়ের ভিতর চলে যাই। কেননা, এখানেই পাকিস্তান আর্মি থাকে। আমরা তখন ওদের কথাবার্তা শুনছি। বাঁশঝাড় থেকে কলেজ খুব বেশী হলে ৫০ গজ। সামনে ছোট ছোট পাটগাছ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চাঁদ ছিল, তাই পরিষ্কার সবকিছু দেখা যায়। কলেজের পাশ দিয়ে পাকিস্তানী সেন্ট্রীগুলো হাঁটছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ইন্ডিয়ান ব্রিগেডিয়ার যে কমেন্ট করেছিলো সেটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আমার মাথায় চিন্তা ছিল কিছু একটা করতে হবে। সেজন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকি। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন বৃষ্টি আসে। অন্ততঃ মেঘ আসুক যাতে চাঁদ না থাকে, অন্ধকার হয়ে যায়। এ রকম অপেক্ষা করতে করতে রাত যখন দেড়টা-দুইটা তখন ঠিকই মেঘ আসলো এবং ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। রাত সাড়ে দশটার দিকে পাকিস্তানী আর্মি দিনের ডিউটি শেষ করে ঘুমাতে যায়, সেনট্রী বাদে। আমরা সেনট্রীদের দেখতে পাচ্ছিলাম। হাঁটাচলা করছে। আমি এবং আমার ব্যাটম্যানের হাতে দুটা করে গ্রেনেড। আমাদের সাথে যে আরেকটি লোক ছিল ও হাতে এল-এম-জি ছিল। তাকে আমরা পাশে রেখেছিলাম। তাকে অর্ডার দিয়েছিলাম যে, গ্রেনেডের চারটা এক্সপ্লোশন হওয়ার পরে সে ফায়ার করতে থাকবে যেন আমরা উইথড্র করতে পারি। বৃষ্টির ভিতর আমরা পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্রস করতে করতে বিল্ডিং-এর কাছে পৌছাই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিল্ডিং-এর বারান্দায় চৌকীর উপরে পাকিস্তানী আর্মিরা শুয়ে আছে। পাকিস্তানী সেনট্রীটা যখন হেঁটে আমাদের ক্রস করে চলে যায় তখন আমরা দুজন দৌড়ে আমাদের গ্রেনেড ফেলে দিয়ে ফেরত চলে আসি। তখনও আমরা জানতাম না পাকিস্তানীদের কি ক্ষয়ক্ষতি হলো। আমরা দৌড়ে ফেরত আসছি, ততক্ষণে পাকিস্তানীরা গুলি করতে শুরু করেছে। হঠাৎ আমি আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। মনে হলো আমার পায়ে কিছু একটা লেগেছে। পরে দেখি আমার ডান পাটা অবশ হয়ে গেছে, আমি আর উঠতে পারছি না। আমার ব্যাটম্যান এবং আমার সাথের লোকটি দু'জনে ধরে আমাকে উঠায়। তখন দেখি যে আমার পায়ে একটা গুলি লেগেছে। গুলিটা বেশী ভেদ করে যেতে পারেনি, কেননা আমরা বেশ দূরে ছিলাম ওরা তাড়াতাড়ি ঘাড়ে করে আমাকে নিয়ে আসে। এবং আমরা আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত আসি। সেখানে আমাদের ডাক্তার ছিল, সে গুলি বের করে ব্যান্ডেজ করে দেয়। আমি সতিদিন পরেই ঠিক হয়ে যাই। পরে আমরা জানতে পারি যে, সেদিনের গ্রেনেড বিস্ফোরণের ফলে ৭ জন পাক আর্মি নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে।

কয়েকদিন পর ভূরুঙ্গামারীতে দুই কোম্পানী নিয়ে আক্রমণ করার প্ল্যান করা হয়। খুব সম্ভব জুলাই/আগস্টের দিকে। সেখানে পাকিস্তানীদের এক কোম্পানী ছিল। ঐ জায়গাটা দখল করার জন্য আক্রমণের প্ল্যান করা হয়। ইন্ডিয়ানরা আমাদের আর্টিলারী সাপোর্ট দেবে। আমরা দুই কোম্পানী সারারাত হাঁটার পরে ভোরবেলা ঐ কলেজের কাছে পৌছাই। ভোর হচ্ছে হচ্ছে এমন সময় জয়বাংলা বলে আক্রমণ করি। মোট দুটি কোম্পানী ছিল। দুটিরই ফিল্ড কমাণ্ডার আমি ছিলাম। কর্নেল নওয়াজেশ অবশ্য কোম্পানী কমাণ্ডারের কাজ করেননি, তিনি ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের কাজ করেছেন। তিনি যুদ্ধকে ডাইরেকক্ট করছিলেন পিছন থেকে। এছাড়াও আরো ৮০জন গিয়েছিল, সেটা লেঃ ফারুকের অধীনে ছিল। তাদের কাজ ছিল নাগেশ্বরী থেকে যে রোড এসেছে ভূরুঙ্গামারীতে সেই রোডের উপর এ্যামবুশ করা, যাতে পাকিস্তানীরা রিইনফোর্সমেন্ট না আনতে পারে। এজন্য সে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে জয়মনিরহাট রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এ্যামবুশ পাতে এবং আমরা ৫০ গজ দূর থেকে জয়বাংলা বলে আক্রমণ শুরু করি। পাকিস্তানীরা প্রথমেই গুলি করে। তাদের সম্মুখে যে বাঙ্কারগুলো ছিল সেগুলো থেকে উইথড্র করে তারা পিছনে সরে যায়। আমাদের লোকেরা সবাই পাকিস্তানীদের গুলি আসার সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের মাটি থেকে উঠাতে পারিনি। তবে আমি কিছু লোক নিয়ে কলেজ বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে যাই। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ানরা যে আমাদের আর্টিলারী সাপোর্ট দিচ্ছিলো সেটা ভুল হওয়াতে আমাদের গোলাই আমাদের উপর এসে পড়তে শুরু করে, যার ফলে আমাদের ৪/৫ জন মারা

যায়। আমরা দেখছিলাম যে পাকিস্তানীরা পালিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা তাদের উপর গুলি করছিলাম। এবং কলেজ বিল্ডিং-এ তাদের যা কিছু ছিল তাতে আমরা আগেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এভাবে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যায়। ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে লেঃ ফারুক যে রোডের উপর এ্যামবুশ করেছিল শত্রুরা সেই এ্যামবুশের উপর দিয়ে তাদেরকে ক্রস করে আমাদের পিছনের দিকে চলে আসে। সুতরাং আমাদের সামনেও পাকিস্তানীরা ছিল, পিছন দিকেও পাকিস্তানীরা ছিল। যদিও কর্নেল নওয়াজেশ আমাকে আক্রমণ চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া মানে আমার দলের অনেক লোক হতাহত হওয়া। কারণ আমার দলের লোকদের ভাল ট্রেনিং নেই। পাকিস্তানীরা মর্টার ছোড়া শুরু করেছিল। ওখানে থাকা মানে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া। এই জন্য আমি ওখান থেকে আমার লোকজন নিয়ে উইথড্র করে আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত চলে আসি। এই ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল নওয়াজেশের সাথে আমার বেশ গণ্ডগোল হয়, যার ফলে তখন আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন এম, কে, বাশার। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমাকে একটা আলাদা সাব-সেক্টর দেয়া হবে। সেটা হচ্ছে পাটগ্রাম। পাকিস্তান আর্মি তখনও পাটগ্রামে আসেনি।

পাটগ্রাম এমন একটা জায়গা যেটা লম্বায় প্রায় ২২ মাইল, চওড়ায় দু'পাশে ইন্ডিয়া, অনেকটা লাউয়ের মত। লাউয়ের গলাটা আড়াই মাইল। আড়াই মাইল জমি বাংলাদেশের, দু'পাশে ইন্ডিয়া। মধ্যখান দিয়ে একটা রেলওয়ে লাইন চলে গেছে। এজন্যই হয়তো সেই এলাকায় পাকিস্তান আর্মি আসেনি বা আসতে সাহস করেনি। আমাকে বি-ডি-আর মুক্তিফৌজের একটা কোম্পানী দিয়ে বলা হলো যে পাটগ্রাম এলাকাকে যে কোভাবে মুক্ত রাখতে হবে। আমি ঐ এক কোম্পানী নিয়ে সোজা চলে যাই পাটগ্রাম এলাকাতে। এবং লাউয়ের গলার মাঝখানটা অর্থাৎ যেখানটায় সবচেয়ে কম জায়গা সেখানে একটা ডেফেন্স নেই এবং এক কোম্পানী দিয়ে পাটগ্রামের ডিফেন্সের আয়োজন করি। এটা খব সম্ভব আগস্টের শেষের দিকে হবে। পরে অবশ্য আমাকে পাটগ্রাম ডিফেন্সের জন্য ৫টা কোম্পানী দেয়া হয় ৫টা মুক্তিফৌজ কোম্পানী। বাওরা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমরা ডিফেন্স নেই। ইতিমধ্যে, খুব মজার ব্যাপার, পাকিস্তানীরা হাতীবান্ধায় চলে এসেছে। হাতীবান্ধা ও বাওরার মধ্যে পার্ধক্য তিন থেকে সাড়ে তিন মাইল। পাকিস্তানীরা হাতীবান্ধায় এসে ডিফেন্স নিয়েছে আর আমি বাওরায় একটা ডিফেন্স খুলেছি। তখন বর্ষাকাল ছিল বলে রেললাইনের উপর ছাড়া কোন যানবাহন চলতে পারতো না। আমি চিন্তা করলাম রেলাইনটা যদি কাট করা যায় তাহলে পাকিস্থানীরা আর আসতে পারবে না। আমার সাথে ৯০ জন লোক, হাতে কোন মেশিনগান ছিল না। কিন্তু আমি তখনকার ইপিআরদের দেখে বুঝতে পারছিলাম যে তাদের পক্ষে পাকিস্তানীদের আক্রমণের মুখে সবসময় একজায়গা ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি রেলওয়ে লাইনের আশে-পাশে যে সকল গ্রাম ছিল প্রত্যেক গ্রামে ডিফেন্স করে রেখেছিলাম। আমি ভাবছিলাম যদি পাকিস্তানীরা একটা গ্রামে আক্রমণ চালায় তাহলে তারা যেন সেই জায়গা ছেড়ে পরবর্তী গ্রামে গিয়ে বসতে পারে। পাকস্তানীরা সাধারণতঃ এক এক রাতে এক এক গ্রামে আক্রমণ চালাতো। আমাদের লোকেরা পরবর্তী গ্রামে গিয়ে ডিফেন্স নিতো। ডিফেন্স খোলা ছিল। পাকিস্তানীরা আমাদের জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থাকার পরে ভোর হওয়ার আগেই তাদের মেইন ডিফেন্স হাতীবান্ধায় চলে যেতো। আমরা আবার সকালবেলায় আমাদের পুরনো জায়গায় গিয়ে বসতাম। এ রকম খেলা চলতে লাগলো প্রায় এক মাসের মত। পাকিস্তানীদের এক কোম্পানী ছিল হাতীবান্ধায়। এভাবে আগস্ট মাস পার হয়ে যায়। এর মধ্যে আমি আরেকটা কোম্পানী পাই। তখন রেললাইনের দু'পাশে দুটো কোম্পানী লাগিয়ে একটা পার্মানেন্ট ডিফেন্স নিযুক্ত করি। পাকিস্তানীদেরও তখন শক্তি বেড়েছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার ৫টা কোম্পানী গড়ে ওঠে। আমাদের উপর বার বার আক্রমণ হওয়ার ফলে আমাদের বেশ ক্যাজুয়েলটি হতো। ফলে আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার মনে করলেন যে জায়গাটা ধরে রাখতে হবে, জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তিনি আমাকে আরো ৫টা কোম্পানী পরে দেন। আমার পিছনে বি-এস-এফ-এর এটা ব্যাটালিয়ন ছিল, তার পরে ইন্ডিয়ান আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ছিল। আমাদের সাপোর্টে তিনটা ট্যাঙ্ক ছিল এবং ইন্ডিয়ান আর্টিলারীর ব্যাটারী ছিল। আমাদের ডিফেন্স খুব শক্তিসম্পন্ন হয়ে গেছে। পাকিস্তানীদেরও আর্টিলারী ব্যাটারী ছিল। মোট কথা, ডিফেন্সিভ যুদ্ধ দুই পাশ থেকেই চলতে থাকে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা ক্রমাগত আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। কেননা আমাদের সামনের

গ্রামে যদি আর্মিরা না থাকতো তখন আমরা ঐ গ্রামে গিয়ে বসে থাকতাম। এভাবে এগোতে এগোতে আমরা সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানীদের থেকে ৪০০ গজ দূরে এসে ডিফেন্স নিলাম। মধ্যখানে ধানক্ষেত। এপাশে আমরা, ওপাশে ওরা। সে সময় আমাদের মরাল খুবই ডাউন ছিল। কেননা এ পর্যন্ত আমরা কোন কিছুতেই তেমন সফলকাম হতে পারিনি। পাকিস্তানী ডিফেন্সের বিপরীতেও আমরা আক্রমণ চালাই কিন্তু তাদের ডিফেন্স এত শক্ত ছিল যে, আমার লোকজনের তেমন ভাল ট্রেনিং না থাকায় অনেক সময় আমরা তাদের বাঙ্কারের উপর উঠে বসে থাকতাম। তারা বাঙ্কারের ভিতরে কিন্তু আমরা তাদেরকে মারতে পারতাম না। ফলে আমরা হতাহত হয়ে পিছনে হটতাম। এবং তারা যে মাইন বসাতো তাতে আমাদের অনেক লোক হতাহত হতো। সুতরাং আমি দেখলাম যে এভাবে আমাদের কোন সাকসেস হবে না, অন্যভাবে হয়তো হবে। আমার ডানপাশে ছিল তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর ওপাশে পাকিস্তানীদের অবাধ গতি। রৌমারী থানার অন্তর্গত সুঠিবাড়ী এলাকা বলে একটা জায়গা ছিল। আমরা খবর পেতাম সেখানে পাকিস্তানীদের একটা প্লাটুন আছে এবং সাথে ইপিকাফের আরো একটি প্লাটুন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী নিয়ে ঐ জায়গাটি রেইড করবো। আমার বিশ্বাস ছিল সাফল্য আমাদের আসবে। এবং এ সাফল্যে আমার ট্রুপসের মনোবল বেড়ে যাবে।

আমি এক কোম্পানী নিয়ে বাওরা থোকে দুটি নৌকাযোগে তিস্তা নদী পার হই। সে রাতে প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীর মাঝখানে পৌছে মনে হয়েছিল আমারে নৌকা বুঝি ডুবে যাবে এবং আমরা সবাই ডুবে মারা যাব কারণ নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। নদী পার হয়ে গাইডের সাহায্যে আমরা সুঠিবাড়ী- যেখানে একটা বিল্ডিং ছিল, সম্ভবতঃ কৃষি দফতরের ভবন- প্রায় পৌছে যাই। বিল্ডিং-এর সামনে প্রায় ৫০ গজ চওড়া একটা ছোট ক্যানেল ছিল। আমাদের আক্রমণ করতে হলে ক্যানেলটি পার হতে হবে। তখন প্রায় ভোর হয় হয়। আমি আমার কোম্পানীকে দু'ভাগে ভাগ করলাম। একটি দল ইতিমধ্যে ক্যানেল ক্রস করে রৌমারীর দিকের যে রাস্তা সেই রাস্তায় এ্যামবুশ করে বসেছে। প্ল্যান ছিল আমি আক্রমণ চালালে পাক ফৌজ পালিয়ে যেন রৌমারীর পথে যেতে না পারে। অপরদিকে রৌমারী থেকেও যেন পাকসেনারা সাহায্যে এখানে আসতে না পারে। আমি ক্যানেলটির পার থেকে পাকসেনাদের মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি নিজে ক্যানেল ক্রস করতে পারছিলাম না। দ্রুত সময় পার হচ্ছিলো। ক্রমশঃ আমার মনে দ্বিধা জন্মাচ্ছিলো আক্রমণ করবো কিনা। সিদ্ধান্ত নিলাম আক্রমণ করবোই। আমি আমার মর্টার দিয়ে প্রথম ফায়ার ওপেন করলাম। পাকসেনারা কিছুক্ষণ বিচলিত হয়ে পরক্ষণেই পাল্টা আক্রমণ চালায়। আমি একসময় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকতো। আমার ঝাঁপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাটম্যানও নদীতে ঝাঁপ দেয়। দড়ির বাকি অংশ তার হাতেই ছিল। ব্যাটম্যান টেনে আমাকে ক্যানেলের অপর পাড়ে নিয়ে যায়। আমার সঙ্গের সবাই ক্যানেল পার হয়ে বিল্ডিং-এর উপর চড়াও হয়। পাকিস্তানীরা তখন পালাবার চেষ্টা করতে থাকে। এই আক্রমণে ১৫ জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়। ১৫ জনের ৭ জন ছিল পাক সেনাবাহিনীর এবং ৮ জন ছিল ইপিকাফ। আহত হয় প্রচুর। ঐ সংঘর্ষ আগস্টের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটে। ঠিক তারিখ আজ আর মনে নেই। ভারতীয়রা বলতো প্রমাণ স্বরূপ যুদ্ধে নিহত পাকসেনাদের মাথা কেটে নিয়ে আসতে হবে। আমরা ১৫টি মাথা কেটে এবং তাদের ইউনিফর্ম নিয়ে আমাদের গন্তব্যে রওয়ানা হই। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং তিনজন গুরুতররূপে আহত হন। এই আক্রমণের জন্যেই পরবর্তীতে আমাকে বীরবিক্রম উপাধি দেয়া হয়। সংঘর্ষে আমার ছেলেদের মনোবল সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। পাকসেনারা যখন অস্ত্র ফেলে পালাচ্ছিলো, তখন আমার ছেলেরা পিছু ধাওয়া করে তাদের হত্যা করছিলো। আমার ছেলেদের সাহসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম আমি সেদিন। এই অপারেশনে আমার সাব-সেক্টরে ভীষণ মরাল ইফেক্ট হয়েছিল- যার ফলে আমার রেইডিং পার্টি পরবর্তীতে সৈয়দপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রেইড করতো। এবং প্রতিটি রেইডই সাকসেসফুল হয়েছে।

বয়রাতে আমাদের ডিফেন্স ছিল। আমরা লম্বালম্বি নিয়েছিলাম। আমাদের সামনে ৪০০/৫০০ গজ দূরে পাকসেনারা ডিফেন্সে ছিল। পাকিস্তানীরা প্রায়ই আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ডিফেন্স দখল করার

চেষ্টা করতো কিন্তু আমাদের ডিফেন্স এত মজবুত ছিল যে তারা বারবারই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আমরাও চেষ্টা করতাম তাদেরকে পিছু হটাতে।

একটি অপারেশনের কথা আমার মনে আছে। পাকিস্তানীদের ডিফেন্সের সামনে মাইনফিল্ড ছিল। আমাদের এ্যাটাকিং ফোর্স লেঃ ফারুকের কমান্ডে মাইন ফিল্ড অতিক্রম করে পাকসেনাদের বাঙ্কারের উপর চলে গিয়েছিল-কিন্তু আমাদের ছেলেরা যুদ্ধের সকল বিষয় ওয়াকিবহাল না হওয়ায় যথাযথ আক্রমণে ব্যর্থ হয় এবং মাইনে আমাদের বেশ হতাহত হয়।

পাটগ্রাম থানা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশেই চলতো আমাদের প্রশাসন ছিল এবং আমরা পুরো থানা নিয়ন্ত্রণ করতাম। পাটগ্রামের পিছনে বুড়িগ্রামে আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। হেডকোয়ার্টারে আমাদের সেক্টর কমাণ্ডার এম, কে, বাশার থাকতেন। তিনি দিনাজপুর থেকে রংপুর পর্যন্ত কমাণ্ড করতেন। তাঁর সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে হয়। যদিও তিনি বিমান বাহিনীর অফিসার ছিলেন তথাপি তিনি অতি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় ৩০০ মাইল সেক্টর এরিয়া দেখতেন। তাঁকে কোন সময় রাতে বিছানায় শুতে দেখিনি। জীপে জীপেই একটু-আদটু ঘুমাতেন। কারণ সারারাতই তাঁকে এক সাব-সেক্টর থেকে অন্য সাব-সেক্টরে ঘুরতে হতো। তাঁর প্রেরণা ছিল অফুরন্ত- আমাদের পাথেয়।

আমাদের হাতীবান্ধা অপারেশন ছিল ভয়াবহ। হাতীবান্ধাতে পাকিস্তানীদের একটি কোম্পানী ছিল। আমি ইতিপূর্বে কয়েকবার চেষ্টা করেছি- হাতীবান্ধা দাখল করতে ব্যর্থ হয়েছি। নভেম্বর ২০/২১ হবে। ঈদের দিন ছিল। আমরা ঈদের সুযোগ নিয়ে ঠিক সকাল ৮টায় হাতীবান্ধা আক্রমণ করি যদিও দিনের আলোতে ঐ সময় আক্রমণের উপযোগী ছিল না। আমরা অবশ্য ভেবেছিলাম ঈদের দিন পাকসেনারা হয়তো একটু রিলাক্স করবে এবং ঐ সময় অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। আমরা চারটি কোম্পানী নিয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করি। আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলতে হবে। কারণ পাকসেনাদের একটি কোম্পানী বদলী হচ্ছিলো এবং নতুন দল সে স্থান দখল করছিল, কিছু সৈন্য রওয়ানা হয়েছে, কিছু হচ্ছে- কিছু নতুন সৈন্য পজিশনে গেছে, ঠিক এমনি সময়ে আমরা আক্রমণ করে বসি। আমাদের প্রথম আক্রমণেই পাক অফিসার কোম্পানী কমাণ্ডার নিহত হয়। কমাণ্ডার নিহত হওয়ায় পাকসেনারা পিছু পালাতে থাকে। তারা প্রায় ১০০০ গজের মত পিছু হটে একটি গ্রামে পৌছে ডিফেন্স নেয়। সেখানে তাদের আর্টিলারী পজিশন ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ডিফেন্স নেই। এই আক্রমণে ভারতীয় আর্টিলারী অবশ্য খুব সাহায্য করে। পরবর্তীতে সকল আক্রমণেই ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারী প্রভূত সাহায্য করে। আমরা ক্রমশঃ আঘাত হেনে পাকিস্তানীদের পিছু হটিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। আমার সাব-সেক্টর ট্রুপস নিয়ে ১০ই ডিসেম্বর লাঙ্গলেরহাটে পৌঁছাই। ইতিপূর্বে হাতীবান্ধা ছাড়া এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ আর হয়নি। পাকসেনারা লাঙ্গলহাটি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে তিস্তার অপর পারে চলে যায়। আমরা ১৩ই ডিসেম্বর হারাগাছা এলাকা দিয়ে তিস্তা নদী অতিক্রম করি। সেখানে কোন পাকসেনা ছিল না। হারাগাছার এই স্থান থেকে রংপুরের দূরত্ব ৮ মাইল হওয়া সত্ত্বেও রংপুর পৌছাতে আমাদের সময় লাগে তিনদিন। কারণ পথে অনেক জায়গায়ই পাকসেনা ছিল। রংপুর এলাকাতে পৌছাই ১৫ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করলেও রংপুরে পাকসেনারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। হিলির দিক থেকে আগত ভারতীয় সেনাবহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে কর্নেল নওয়াজেশের সাব-সেক্টর ট্রুপসও চলে আসে। আমাদের দুই সাব-সেক্টর ট্রুপস এক হয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদের ট্রুপস নিয়ে রংপুরে থাকি। ভারতীয় বাহিনী রংপুর সেনানিবাসে অবস্থান নেয়।

প্রশ্নঃ সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে আপনার এমন একজন সহকর্মীর কথা বলুন যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখিয়েছেন।

উত্তরঃ আমি ফারুকের কথা বলবো। ফারুককে লেফটেন্যান্ট বলা হলেও যে কারণেই হোক পাকিস্তানে সে কমিশন পায়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে সে আমার সাব-সেক্টরে যোগদার করে। সে সময়

আমার সাব-সেক্টরে আমিই একমাত্র অফিসার ছিলাম। আর একজন অফিসারের অভাব আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করছিলাম। ফারুককে পেয়ে আমি ভীষণভাবে খুশী হই। বস্তুতঃ তাঁর মত সাহসী ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। হাতীবান্ধা আক্রমণের পর আমি একটি বি-ও-পি থেকে অয়ারলেসযোগে পাকিস্তানীদের উপর আঘাত হানার জন্যে আর্টিলারী ডাইরেক্ট করছিলাম। সেক্টর কমাণ্ডার বাশার আমার প্রায় ৬০০ গজ পিছনে ছিলেন। আমি আর ফারুক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আর্টিলারীর গোলা ছুড়ছিলো। গোলা যখন পড়ে তখন লক্ষ্যবস্তুর আশেপাশে পড়ার পরই লক্ষ্যবস্তুর উপর ফেলা হয়। আমাদের আশেপাশে গোলা পড়ছিলো এবং বুঝতে পারছিলাম এখনই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে পড়বে। ফারুককে বললাম কভার নিতে কিন্তু সে কভার না নিয়ে আমার কাছে সরে আসে। পাকিস্তানী কামানের গোলা তখন ১৫/১৬ গজ দূরে এস পড়ে। সৌভাগ্যই বলতে হবে, ডিপ্রেসন থাকায় গোলা তেমন কাজে আসে না। আমি গ্রাউন্ডে গেলাম। আমি উঠেই তার খোঁজ করলাম, দেখি সে হাসছে। আমি বললাম চলো কভারে যাই। সে বললো, স্যার এখানে আর শেল পড়বে না। আমরা দু'জন যেখানে গোলা পড়েছিল সেই গর্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। তেমনি ছোট ছোট অনেক ঘটনার মধ্যদিয়েই লেঃ ফারুকের সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছি।

আমি সেক্টর কমাণ্ডারের কথা বলবো। তাঁর সকল অপারেশনে যাওয়ার কথা নয়- কিন্তু তিনি মেজর অপারেশনের প্রতিটিতেই স্বয়ং থাকতেন, তদারক করতেন। এতে ট্রুপস- এর মনোবল বৃদ্ধি পেত।

আর একজন বি-ডি-আর হাবিলদার রাঙ্গু মিয়ার কথা বলবে। তার চেহারা দেখতে মনে হতো যেন সে একটা ডাকাত। হাতীবান্ধা অপারেশনে রাঙ্গু মিয়া (শহীদ) বীরবিক্রম এবং নায়েব সুবেদার সম্ভবতঃ লুৎফর (শহীদ) বীরবিক্রমের কথা না বললেই নয়। তখন বেলা সাড়ে আটটা। পাকিস্তানীদের ডানদিকের পজিশন ফল করছে। কিন্তু বামদিকের অবস্থান চিল একটি বি-ও-পিতে। বেশ উঁচুতে। আমাদের উচিত ছিল আগে বামদিকের পজিশন দখল করা। পরে ডানদিকের পজিশনে আঘাত হানা। আমার প্ল্যানিং-এ ভুল হওয়ায় আমি প্রথমে ডান ও পরে বামদিকে আক্রমণ চালাই। কিন্তু ডানদিকে আক্রমণ চালিয়েই আমি আমার ভুল বুঝতে পারি এবং বামদিকে দখল না করতে পারলে যে আমরা এখানে থাকতে পারবো না তাও বুঝতে পারলাম। দুটি কোম্পানীর একটির কমাণ্ডার ছিলেন বি-ডি-আর নায়েক সুবেদার লুৎফর আর তাঁরাই সঙ্গে ছিল হাবিলদার রাঙ্গু মিয়া। আমরা এ্যাটাকিং পজিশন থেকে ৩০০/৪০০ গজ দূরে একটা বাঁশছাড় থেকে এগুচ্ছি বামদিকে। সময় তখন বেলা সাড়ে দশটা। আমরা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে পাক আর্টিলারী গোলা (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়তে লাগলো। এই গোলা শূন্যেই ফাটে এবং এত ক্ষয়ক্ষতি হয় বেশী। এরই মধ্য দিয়ে এই দু'জন বিডিআর সৈনিক নির্ভয়ে পাকিস্তানীদের বাঙ্কার চার্জ করে এবং দখল করে। এদের সাহস ও আত্মত্যাগ তুলনাহীন। জাতির দুর্ভাগ্য, দু'জনই সংঘর্ষে পাকিস্তানী বাঙ্কার চার্জ করতে গিয়ে শহীদ হন।

প্রায় বাইশ মাইল লম্বা এবং চওড়া ন্যূনতম ৩ মাইল, কোথাও ১৮ মাইল আমার সাব-সেক্টর মুক্ত ছিল। বলতে গেলে পুরো পাটগ্রাম থানাটাই আমরা মুক্ত রেখেছিলাম আমার সাব-সেক্টরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একবার আসেন। স্থানীয় এম-পি মতিউর রহমান মাঝে মাঝে আসতেন অন্য আর কেউ তেমন আসতেন না। সি-ইন-সি কোনদিন আসেননি। বিদেশী সাংবাদিক আসেননি, তবে ভারতীয় সাংবাদিকরা আসতেন।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোঃ আবদুস সালাম*

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ফুলবাড়িতে যে ক্যাম্প দেখে এসেছিলাম সেখানে যোগদান করি। শুরু থেকে আমার গেরিলা জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানেই ছিলাম, অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এখান থেকেই

---

* সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ২২-১-১৯৮৯০ তারিখে গৃহীত।

ছোটখাটো অনেক অপারেশনে গিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোয়ালিয়া ব্রীজ অপারেশন। আমরা বড় পুল বলতাম। এখানে রাজাকাররা পাহারায় ছিল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এই ব্রীজে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। আমরা এ পরিকল্পনায় বেরিয়েছিলাম। ঔদিনই সম্ভবতঃ কুড়িগ্রাম থেকে একটা দল ট্রেনে করে তিস্তার দিকে যাচ্ছিলো। এই ব্রীজের আরেকটু দূরে আরেকটা দল বি-ডি-আর এর নায়েক সুবেদার ওহাবের নেতৃত্বে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে। পরে আমরাও যোগ দেই সেই আক্রমণে, এবং আশেপাশের অনেক লোক, আনসারদের মধ্যে যারা ছিল তারা সবাই যোগ দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে হানাদারদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আমরা সেখানে গিয়ে অনেক রক্তের দাগ দেখতে পাই এবং পরে জেনেছিলাম তাদের অনেক হতাহত হয়েছে। তারপর রেললাইনের নীচু দিয়ে অপর পাশের কভার দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটা একটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

প্রঃ কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল?

উত্তরঃ এটা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা তৎপরতার একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খবর ছিল এটা।

দ্বিতীয় ঘটনাটা তবে সম্ভবতঃ জুলাইয়ের শেষের দিকে বা আগস্টের প্রথম দিকে। আমি এই ঘটনায় প্রথমে ছিলাম না, পরে জড়িয়ে পড়ি। ঘটনাটা আমাদেরই এলাকায়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন সদস্য মেয়েলোকের পোশকে ঐ এলাকায় আসে। মকবুল খান তার নাম ছিল। মহিলা সেজে অন্য মেয়েলোক ধরতে অসুবিধা হবে না এই রকম একটা মোটিভ নিয়ে সে এসেছিল। আমরা গ্রামের মধ্যে 'আর্লি ওয়ানিং' সিস্টেম রেখেছিলাম। গ্রামের কোণে কোণে আমাদের যুবকরা পাহারা দিত। গ্রামের মধ্যে কেউ ঢুকলে ওরা তাড়াতাড়ি খবর দিত। একজন এসে বললো যে একটা মেয়েলোক গ্রামের দিকে আসছে, সে দেখতে অস্বাভাবিক। আমাদের দেশের মেয়েলোক সাধারণতঃ এই রকম দীর্ঘকায় মোটাসোটা হয়না। তাই সবার মনেই একটা সন্দেহ হলো। সে গ্রামে ঢুকেছে, মেয়েলোকদের ধরার চেষ্টা করেছে, পারেনি এবং এক জায়গায় একটা মেয়েকে ধরেছিল, সে চীৎকার করে পালিয়ে গেছে। এই খবরটা কিছুদূর পর্যন্ত পৌছে যায়। এক পর্যায়ে যুবক দলের মধ্যে আবদুর রহমান নামে একটি সাহসী ছেলে লোকটিকে ধরে ফেলে। লোকটির কাছে বোধহয় একটা হুইসেল ছিল অথবা তার ঠোঁট দিয়ে সে খুব জোরে একটা হুইসেল দেয়। হুইসেল দেয়ার ফলে সেই বোয়ালিয় ব্রীজ থেকে গুলি শুরু হয়। সেখানে পোস্ট ছিল। সেখানকার লোক এসে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। ছেলেদের সেই দল মকবুল খানকে ধরে নিয়ে ধরলা নদী পার হয়ে ফুলবাড়িতে চলে আসে। সেদিনই আমরা যাচ্ছিলাম একটা অপারেশনে। ধরলার পারে ওদের দেখা পেলাম। মকবুল খানকে ফুলবাড়ি ক্যাম্পে নিয়ে আসি। পরে তাকে সাহেবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাদের সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে। তার কাছ থেকে অনেক কথা জানা যায় । সে ছিল পাঞ্জাবী। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ একটাই- গ্রামে এসে মেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া। এটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা বলতে হবে।

তারপর ডাইরেক্ট কোন সংঘর্ষ আর হয়নি। তবে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা ফুলবাড়ি ডিফেন্সে ছিলাম। লালমনিরহাট থেকে ফুলবাড়ির দিকে একটা রাস্তা গেছে। লালমনিরহাট এবং ফুলবাড়ি মধ্যে ধরলা নদী। ফেরীর ওপারে অর্থাৎ ফুলবাড়ির দিকে আমাদের এফ-এফ কোম্পানী ডিফেন্স ছিল এবং ডানদিকে এম-এফ কোম্পানীর ডিফেন্স ছিল। এম-এফ কোম্পানী ছিল মোবাইল। তারা ঐ এলাকায় যেতো, পেট্রোলিং করে আবার ফিরে আসতো। কিন্তু এফ-এফ কোম্পানী পার্মানেন্টলি ওখানে থাকতো। একবার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। সারারাত ওখানে পেট্রোলিং করেছি। আমার জীবনে এই প্রথম সেদিন গুলি ছুড়ি। আমাকে সেখানে শিক্ষা দেয়া হয় কিভাবে গুলি ছড়তে হয়। সারারাত খাওয়া হয়নি। দুপুরবেলা খাবার কিছু পাইনি। স্থানীয় এক বাড়িতে বসে আমরা জাউ খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের উপর মেশিনগানের ফায়ার। নাদীর এপার ওপার। মাঝখানে নদীর দূরত্ব ৫০০/৬০০ গজ। আমরা যে বাড়িতে খাচ্ছিলাম সে বাড়ির কলাগাছে এবং টিনের চালে খুব গুলি পড়ছে। আমরা তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গিয়ে পজিশন নিলাম। প্রশিক্ষণ তখনও কিছু নেই। তবে একটা

রাইফেল হাতে কেবল নিয়েছি, দৌড়ে কিভাবে গুলি করতে হয় সেটা শিখেছিলাম। ওরা সবাই দৌড়ে গিয়ে রাইফেল হাতে তাড়াতাড়ি পজিশন নিয়েছে। আমিও নিয়েছি, তবে তত তাড়াতাড়ি না পারায় ১০/১৫ হাত পিছনে পজিশন নিয়েছি। ওরা সেখান থেকে ফায়ার করছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে। আমিও অনুমান ১০/১৫ হাত পিছনে একপাশ থেকে পাল্টা জবাব দিচ্ছি। আনসারের একজন লোক ছিল, সে আমাকে যেভাবে গালি দিচ্ছিলো, সে গালির কথা আমি কখনও ভুলবোনা। খুব মজার গালি- 'সামনে, সামনে এসে ফায়ার কর, নইলে তোকে মেরে ফেলবে।' ও শেখাচ্ছিলো যেন আমি আমার নিজের জীবন বাঁচাতে পারি। এবং একই সময় আমি আমার বন্ধুর জীবনকেও যেন রক্ষা করতে পারি। তারপর সামনে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফায়ার করলাম। ২" মর্টার ছিল আমাদের কাছে। এক সময় ফায়ার বন্ধ করি। পরে জানতে পেরেছিলাম ওদের উদ্দেশ্য ছিল নদী পার হয়ে আসা। কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরী করেছিল তারা। পাকসেনারা লং- রেঞ্জে ফায়ার করে দেখতে চেয়েছিল আমরা এপারে কেউ আছি কিনা। পরে আমাদের পাল্টা জবাব পেয়ে তারা আর নদী পার হবার সাহস পায়নি। এটা আগস্টের ঘটনা হবে। তারপর সেখান থেকে আমরা চলে যাই বাগভাণ্ডার বি-ও-পি তে। বাগভাণ্ডারে বি-ডি-আর' এর সুবেদার মেজর আরব আলী ছিল। তার একটি কোম্পানী ছিল এবং আমি সেই কোম্পানীর একজন সাধারণ সৈনিক ছিলাম। সুবেদার আরব আলীই সেই কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন। সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর অধীন বাগভাণ্ডার ডিফেন্সই আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম ওখানে থাকাকালীন আমাদের কটা উল্লেখযোগ্য অপারেশন হয়েছিল অক্টোবরের শেষের দিকে। লেঃ সামাদ, যিনি শহীদ হয়েছেন জয়মনিরহাটে এবং লেঃ আবদুল্লাহ এরা কেবল কমিশন পেয়ে এসেছেন আর আমরা সেকেণ্ড ব্যাচের জন্য সিলেক্ট হয়েছি যাবো। এরা যখন প্রথম আসলো তখন এদেরকে নিয়ে একটা অপারেশন করা হলো, জয়মনিরহাটে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা কোম্পানী সেখানে ছিল। আমরা তা জানতে পেরেছিলাম। এই রেইডের পরিকল্পনা করেন ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ, আমি সেদিন তাঁর সাথেই ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁর সিগনাল অপারেটর, অয়ারলেস সেট নিয়ে একটা তেঁতুল গাছের উপরে মাচা তৈরী করে উনি ছিলেন আর আমি তেঁতুল গাছের নীচে অয়ারলেস সেট নিয়ে ছিলাম। সেখান থেকে তিনি পাক ক্যাম্পের উপর ডাইরেক্ট করছিলেন আক্রমণ। আমার কোম্পানী, অর্থাৎ যেটা সুবেদার আরব আলীর কোম্পানী এবং ডানদিকে একটা এফ-এফ কোম্পানী ছিল সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে- এই দুটো কোম্পানীর একটি দেওয়া হল লেঃ সামাদের নেতৃত্বে এবং অপরটা লেঃ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে। এই দুটো কোম্পানী নিয়ে ভূরুঙ্গামারী আক্রমণ করি, সন্ধ্যের পর। পরিকল্পনা মোতাবেক দুটি কোম্পানী প্রায় ভূরুঙ্গামারীর কাছে পৌছে যায়। বাঁ দিকে সোনারহাটে যে কোম্পানী ছিল তাদেরকে রাস্তার উপর ব্লক করতে বলা হলো যাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঐ দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। তাদের একটাই পথ খোলা রাখা হয়েছিল, সেটা হলো নাগেশ্বরীর দিকে। কিন্তু ঐ কোম্পানী ঠিকমত এ্যাকশন নিতে পারেনি, ফলে পাকস্তানীরা ভুরুঙ্গামারী ছেড়ে সোনাহাটা দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং উল্টা দিক দিয়ে আমাদের দিকে ফায়ার করতে শুরু করে। আমরা জানতে পাই যে ওটা আমাদের এফ-এফ কোম্পানীর দল না। ওটা পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হয়ে উল্টা দিক দিয়ে ভিতরে এসে আমাদের ওপর আঘাত হানছে, এজন্যে সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয়নি। সব কিছু তছনছ করে, বাঙ্কার ভেঙ্গে দিয়ে আমরা রাতের অন্ধকারেই ওখান থেকে ফিরে আসি। রেইড হিসাবে এটিকে আমরা সফল রেইড বলতে পারি, তবে আক্রমণ হিসাবে এটা সফল ছিল না। কেননা, পরবর্তীতে পাকিস্তানীরা আবার সেখানে ডিফেন্স গড়ে তুলেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*

\ রায়গঞ্জ দখলের লড়াই \

লেঃ সামাদ আর লেঃ আবদুল্লাহ ২৫ মাইল রেঞ্জের অয়ারলেস হাতে দুই গ্রুপ কমান্ডো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ১৯শে নভেম্বর পাকিস্তানীদের শক্ত ঘাঁটি রায়গঞ্জ দখলের জন্যে। সবার হাতে একটা করে স্টেন আর

* দৈনিক 'সংবাদ'- এর ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

কিছু গ্রেনেড। প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা বেরুলো রায়গঞ্জ দখলের। লেঃ সামাদের গ্রুপে ছিলো কমান্ডো মাহবুব, কাসেম ও অন্যরা এবং লেঃ আবদুল্লাহর গ্রুপে ছিল ১৫জন শক্তিশালী কমান্ডো। দুই গ্রুপ রায়গঞ্জে অবস্থিত ২৫- পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে লক্ষ্য করে দুই দিক থেকে যাত্রা শুরু করে। ঠিক হয় ৫০০ গজের মধ্যে গিয়ে অয়ারলেসে সামাদ ও আবদুল্লাহ দু'জনের পজিশন জানিয়ে দেবে। জাঙ্গল-শু পরে, চাদর গায়ে জড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাত ন'টায় নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে ৬নং সাবসেক্টর ভুরুঙ্গামারী থেকে ঈদের আগের রাতে। সোয়া ঘন্টা যাত্রার পর রায়গঞ্জ ব্রীজের সন্নিকটে পৌছে লেঃ সামাদ সহসা দেখলেন তার গ্রুপের সবাই ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ট্র্যাপে পড়ে গেছেন। তিনি বুঝলেন ভুল রেকি হয়েছে। রায়গঞ্জ ব্রীজের নিচে ২৫ পাঞ্জাবের এল-এম-জিসহ বাঙ্কার রয়েছে এ খবর তিনি পাননি। ছোট শিস-এর সংকেতে তিনি সবাইকে শুয়ে পড়তে বললেন। অয়ারলেস সেট ওপেন করে 'হ্যালো আবদুল্লাহ' বলতেই শুরু হয়ে গেল ক্রস ফায়ারিং- সেই সাথে পাকিস্তানীরা তাদের ওপর আর্টিলারী গান ও ৩" ইঞ্চি মর্টার চালাতে লাগলো। বীর সামাদ বললেনঃ "কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না, মরলে সবাই মরবো, বাঁচলে একসাথেই বাঁচবো।" শুরু হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমৃত্যু পাঞ্জা লড়াই। অনেক শক্তিশালী ও দক্ষ এবং অনেকগুণ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ২৫-পাঞ্জাব বাহিনীর ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে বাংলার তরুন বীরেরা সেদিন ফুলের মত ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু কেউ সামাদের আদেশ অমান্য করেনি। নিশ্চিত মৃত্যুমুখে থেকে, মুহুর্মুহু মর্টার শেল ও বুলেটের মুখে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ এতটুকু দমেনি। নিজের শেষ বুলেটটি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করেছে, তারপর নিজে শহীদ হয়েছে। আমাদের ১৫/২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেদিন এক ব্যাটালিয়ন ২৫-পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে যে অসম সাহস ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করেছে পৃথিবীর যে কোন বীরত্বব্যঞ্জক লড়াই-এ সাথে তার তুলনা হতে পারে।

অপরদিকে লেঃ আবদুল্লাহ হেডকোয়ার্টারকে ডেভলপমেন্ট জানিয়ে দিল। ৬নং সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার বাশারের নেতৃত্বে মূল বাহিনী এগিয়ে এলো। ১৯ তারিখ ভোর থেকে ২০ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত কামান ও আর্টিলারী দিয়ে তিনি আঘাত হানলেন ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের উপর। গ্রাম থেকে লোক এসে বললো খান সেনারা ভেগে যাচ্ছে। ২১শে নভেম্বর সকালে সেই শক্তিশালী ট্রেইণ্ড ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বিধ্বস্ত হয়ে রিট্রিট করলো ৫ মাইল দূরে নাগেশ্বরীতে।

এই যুদ্ধে ২৫-পাঞ্জাবের কমপক্ষে সাড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ জন নিহত অথবা আহত হয়েছে। রণাঙ্গনেই পড়ে ছিল ৩০/৩৫ জনের মৃতদেহ। লেঃ সামাদের গ্রুপে মাহবুব ও কাশেম (অন্য রণাঙ্গনে তিনি পরে শহীদ হন) ফিরে আসতে পেরেছিল। এই যুদ্ধ ছিল আমাদের একটা বড় বিজয় এবং পাকিস্তানী ফোর্সের জন্য একটি আঘাত। কেননা ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ছিল তাদের গর্ব। কিন্তু এই যুদ্ধে যেসব মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছিলাম তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বীর। এবং সেই যুদ্ধে প্রত্যেকেই বীরের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমরা তাদের সবাইকে সালাম জানাই। সালাম জানাই সেই নির্ভীক যোদ্ধা লেঃ সামাদকে। ২১ তারিখ ভোরে রায়গঞ্জ ব্রীজের কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, প্যান্টের ভিতর হাফশার্ট ঢোকানো, মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় লেঃ সামাদকে সবাই দেখলো- জীবনে যেমন সে বীরবিক্রমে লড়াই করেছে, মরণেও তেমনি বীরবিক্রমে মাতৃভূমিকে আলিঙ্গন করে শুয়ে রয়েছে। উইং কমাণ্ডার বাশার সামরিক কায়দায় ডান হাত কপালে তুলে সেল্যুট করলেন তাকে। সেল্যুট করলো সবাই। জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে তাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু জানাজা পড়ার জন্য মৌলভী পাওয়া গেল না। সীমান্তের ওপার থেকে এক মসজিদের ইমামকে আনা হলো জানাজার জন্য । ৪১ বার গান সেল্যুটের সাথে সাথে রণাঙ্গনে বেজে উঠল লাস্ট পোস্ট। সব শহীদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করে সবাই চললো ফ্রন্টের দিকে, হাতে ইস্পাতের চকচকে অস্ত্র, চোখে পানি। উইং কমাণ্ডার বাশার অন্যদের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজে কাঁদছিলেন। ফ্রন্টে ফ্রন্টে বিজয় হয়েছে, সেই সাথে বেদনার সুর বেজেছে। অশ্রুজলে সবাই সিক্ত হয়েছে।

॥ বড়খাতা ব্রীজঃ ব্রীজ অন রিভার তিস্তা ॥

রাজধানী ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে বসে যারা 'ব্রীজ অন রিবার কাউয়াই' দেখে আতংকে ভয়ে শিউরে ওঠেন, তাদের কেউ জানলেন না কোনদিন যে, একাত্তরে সারা বাংলার বুক জুড়ে 'ব্রীজ কাউয়াই' এর চেয়ে লোমহর্ষক বহু অপারেশন করেছিল আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

'বড়খাতা ব্রীজ' অপারেশন তার একটি । এই ব্রীজটি উড়ানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্ল্যান করে মে মাসে। এই ব্রীজটি পাক হানাদারদের জন্য ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কেনন, এই ব্রীজের ওপর দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। যার সাথে রংপুরের সমগ্র এলাকা যুক্ত রেখে পাকবাহিনী ভারী রসদ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ অটুট রেখেছে। এই ব্রীজ খতম করতে পারলে সরাসরি রংপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে হাতীবান্দা, বড়খাতাসহ ২২ মাইল এলাকা।

৬নং সেক্টর কমাণ্ডার উইং কমাণ্ডার খাদেমুল বাদশার সিদ্ধান্ত নিলেন হানাদারদের রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে ওদের কাবু করতে হবে এবং এই বড়খাতা ব্রীজ উড়িয়ে দিতে হবে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে একটা কমান্ডো গ্রুপ পাঠালেন তিনি। বড়খাতা ব্রীজের ওপর পাক-পাঞ্জাবীর বাহিনী ছিল প্রস্তুত। কোন সুযোগই ছিল না মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো গ্রুপটাকে কাছে ভিড়বার। ফিরে এলো তারা।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আরেক কমান্ডো গ্রুপকে পাঠালেন। দুর্ভেদ্য সে অঞ্চল। পিঁপড়ের মত ছেয়ে আছে পাকফৌজ ব্রীজের ওপরে। নীচে। ডাইনে ও বামে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো তারা।

আগস্ট মাসের ৪ তারিখ। তৃতীয়বারের মত একটা গ্রুপ গেল সাথে প্রাক্তন ই-টি-আর বাহিনী বাঙ্গালী জোয়ান। ব্রীজের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছেছিল তারা। কিন্তু না। হানাদার বাহিনী শকুনের চোখ মেলে প্রস্তুত ছিল। ফায়ার ওপেন করে দিল আমাদের কমান্ডো গ্রুপটার ওপর। ক্যাজুয়েলটিসহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো তারা।

বসলেন কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার। হেডেকোয়ার্টারে ডাকলেন ঐ এলাকার সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানকে (বীরবিক্রম), ডাকলেন কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকারকে (বীরপ্রতীক)। চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়ে গেল হাতীবান্দার ম্যাপ নিয়ে। পথঘাট এঁকে দিয়ে দিলেন তিনি ক্যাপ্টেন মতিউর ও হারেসউদ্দিনের কাছে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ১ কোম্পানী ফোর্স ছিল এই ব্রীজ রক্ষায়। এতেই অনুমান কারা যায় এই ব্রীজের গুরুত্ব তাদের জন্য কত অপরিসীম ছিল। পাকিস্তানীদের পজিশন ছিল বড়খাতা ২ নং ব্রীজের ওপর ও দুই সাইড। রেলওয়ে ষ্টেশন ও গড্ডিমারির সংযোগ এই ব্রীজটি ছিল তিস্তা নদীর ওপর।

তিন-তিনবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর এই গুরুত্বপূর্ণ 'এ্যাসাইনমেন্ট' ঘাড়ে তুলে নিলেন বাংলার দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর ও হারেস। তৃতীয় ব্যর্থতার ৮ দিন পর ১২ই আগস্ট, রাত ৮ টা। এক কোম্পানী শক্তিশালী পাঞ্জাবী আর্মির সামনে কতজন বাঙ্গালী বীর গেলেন? ১২ জন। হ্যাঁ, মাত্র ১২ জন বাঙ্গালী বুকে দেশপ্রেমের মন্ত্র নিয়ে, মুখে কলেমা শাহাদাত 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে পড়তে বাউরা রেলস্টেশন থেকে যাত্রা করলো ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বীরবিক্রম), কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকার (বীরপ্রতীক), মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন (পরে যিনি পাটগ্রামে হানাদারদের হাতে শহীদ হন), নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, শওকত আলী প্রমুখ। হাতে তাদের এক্সপ্লোসিভস, ডেটনেট, এল-এম-জি, স্টেনগান ও ৩ ইঞ্চি মর্টার। তাদের পেছনে প্রয়োজনমত কভারিং দেয়ার জন্য লেঃ মেজবাহউদ্দিনের (বীরবিক্রম) ও সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে ২টা এফ-এফ কোম্পানী থাকলো। মুক্তিযোদ্ধারা যখন বাউড়া থেকে জীপে যাত্রা শুরু করে তখন পাক-পজিশন ছিল ৫ মাইল দূরে 'বড়খাতা ব্রীজ'। পাকবাহিনীর পজিশনে দুই মাইল দূরে গিয়ে জীপ যখন থামলো রাত তখন পৌনে বারোটা। জীপ থেকে সবাই নামলো। এবার হাঁটার পালা। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ও যেন না পড়ে এমন

সতর্কতায় পা ফেলে চলেছে ১২ জন বঙ্গ-জননীর বীর সন্তান। সামনে লক্ষ্য শুধু ব্রীজ বড়খাতা। তিন-তিনবার ফিরে গেছে মুক্তিবাহিনী। এবার তারা জীবন দেবে, তবু ব্রীজ অক্ষত রেখে যাবে না। কদম কদম পা ফেলে যখন তারা এগুচ্ছে, এলো আল্লাহর আর্শীবাদ, মূষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিকে সাথী করে গায়ের জামা খুলে 'এক্সপ্লোসিভ' গুলোকে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চললো ব্রীজ 'বড়খাতার' দিকে। আকাশ ঘনিয়ে এলা অন্ধকারে। বৃষ্টির গতি গেল বেড়ে। ব্রীজ বড়খাতার ওপর চোখ পড়লো মুক্তিবাহিনীর। বৃষ্টিতে মুখ বুজে আছে পাকিস্তানীদের বাঙ্কারগুলো। ব্রীজের দুই মুখে পৌছে গেল হারেসউদ্দিন, মতিউর রহমান ও অন্য সাথীরা। রাত তখন দেড়টা হবে। পাঞ্জাবীরা বৃষ্টির মুখে বাঙ্কারে ঢুকে বসে আছে। তলায় ততক্ষণে ত্রস্ত হাতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে মুক্তিবাহিনী অপারেশন। ব্রীজের তিন জায়গায় এক্সপ্লোসিভ বাঁধা হলো। মূল প্লানে ছিল দুই জায়গায়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য পাক-হানাদাররা যখন "ওয়াচ" করতে পারছে না কিছুই তখন মতিউর রহমান সেই সুযোগটা কাজে লাগালেন। মাত্র ২৫ মিনিটে 'এক্সপ্লোসিভস' লাগানোর কাজ শেষ হয়, যেটার জন্য সময় দেয়া ছিল ৩০ মিনিট। এটা সম্ভব হলো কেননা মুক্তিবাহিনীর যেসব ছেলেদের তিস্তার পাড়ে গার্ড থাকার কথা ছিল তারা বরং ব্রীজের তলায় কাজ করে। বৃষ্টির সুবিধাটার জন্য সিদ্ধান্তটা অন দি স্পট চেঞ্জ করা হয়। এক কোম্পানী পাঞ্জাবী হানাদার ব্রীজের ওপর, ডানে-বামে দুর্ভেদ্য বাঙ্কারে বসে বসে যখন বৃষ্টির শব্দ শুনেছে, ততক্ষণে তাদের মৃত্যুঘন্টা বেজে গেছে তিস্তা নদীর স্রোতের ওপর।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন মতিউর তিস্তার ওপর থেকে তুলে আনলেন তাঁর বারজন সাথীকে। গুনে গুনে নিলেন তিনি। হ্যাঁ, এবার পেছনে চলো সবাই। ৬০০ গজ দূরে এসে থামলেন তারা। সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে রাত পৌনে দুটার দিকে ডেটনেটে আগুন ধরালেন তারা। প্রচণ্ড শব্দে, সেই বৃষ্টিপাতের মধ্যে মনে হলো আকাশ ভেঙ্গে রাশি রাশি বজ্রপাত হচ্ছে "ব্রীজ বড়খাতার" ওপর। তিস্তার বুকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে হানাদারদের বাঙ্কার, ভেঙ্গে পড়ছে হানাদারদের শরীর। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে এল-এম-জি'র ফায়ার ওপেন করে দিল মতিউর হারেসরা। পেছন থেকে কভারিং ফায়ার এলো লেঃ মেজবাহউদ্দীনের কাছ থেকে। ছুটছে হানাদাররা, ব্রীজের চারপাশের বাঙ্কার ছেড়ে ভাগছে প্রাণভয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে পেছন পানে। আক্রমণের আকস্মিকতায় ভীতসন্ত্রস্ত হানাদারদের ওপর বৃষ্টির ধারার মত গুলিবর্ষণ করে চলেছে বীর মতিউর, বীর হারেসরা। বাংলার দুশমনরা পেছনে ১৫টি ডেডবডি ফেলে রিট্রিট করলো। ব্রীজ বড়খাতার ওপারে উড়লো মুক্তির পতাকা। তিস্তার ওপাশ মুক্ত হয়ে গেল চিরতরে। যে ব্রীজের জন্য পাঞ্জাবীরা গর্ব করে বেড়াত, তাদের দালালরা যে ''বড়খাতা ব্রীজের'' কথা বলে মুক্তিবাহিনীর পরাজয়ের প্রমাণ খাড়া করতো সেই বড়খাতা ব্রীজের বিজয় যখন সম্পন্ন হলো আনন্দে আবেগে কাঁদলো ক্যাপ্টেন মতিউর, কাঁদলো হারেসরা। এক অপরকে জড়িয়ে ধরলো বুকে।

যুদ্ধের ইতিহাসে "ব্রীজ রিভার অন কাউয়াই" এর নাম যদি থাকে, থাকবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের গাঁথা নিয়ে ''ব্রীজ রিভার অন তিস্তা''র নাম।

॥ চার রাত্রির কাহিনী ॥

ক'জন জানেন যে, আমাদের ৩১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৪ দিন আটকা পড়ে শুধু বিস্কিট আর পানি খেয়ে বেঁচে ছিল? ৬নং এইচ-কিউ-তে বসে সেক্টর কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার সাহেব পর্যন্ত প্রায় ধরে নিয়েছিলেন তারা মারা গেছে।

সেই 'দুঃখের চার রাত' ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের রাত। এই রাতের শুরু হয়েছিল আরো আগে তিস্তার গা বেয়ে শঠিবাড়ি বন্দরের বুকে।

মুক্তিবাহিনীর পজিশন ছিল শঠিবাড়ির উত্তর ও পূর্ব দিকে। তাদের এক মাইল পেছনে তিস্তা নদী বয়ে চলেছে। তিস্তা নদীর অপর পাড়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এফ-এফ কোম্পানী নং ৭-এর কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন

সরকার ৩৫০ জন এফ-এফ নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন। হানাদার পাকিস্তানীদের ডিফেন্স হচ্ছে শঠিবাড়ি বন্দরের দক্ষিণ এবং পশ্চিম সাইডে। এক কোম্পানী ফোর্স নিয়ে সিমেন্টের মজবুত বাঙ্কারে মেজর হায়াত শক্তিশালী ডিফেন্স নিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস বসে আছে। তাদের সাথে আছে ই-পি-কাফ (ই-পি-আর-এর ধরনে সে সময় পাক ফোর্সদের গঠিত একটি বাহিনী) এর ১ কোম্পানী, রাজাকার ছিল শ'তিনেক। তার ওপর পেছনে ছিল আর্টিলারী। হেভি মেশিনগান, ছয় ইঞ্চি মর্টার, এল-এম-জি, ১টা তিন ইঞ্চি মর্টার, কিছু ষ্টেনগান আর বাকী সব থ্রি-নট-থ্রি।

সেক্টর কমাণ্ডার খাদেমুল বাশার সাহেবের নিকট থেকে ৭নং কোম্পানী কমাণ্ডার নির্দেশ পান শঠিবাড়ির হানাদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য । প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা ''হিট এণ্ড রান'' পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরা আগষ্ট মাস। সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত তাদেরকে ব্যস্ত রাখে। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তোলে পাকা বাঙ্কার। শঠিবাড়ি বন্দরের পূর্ব ও উত্তর দিকে পাক হানাদারদের এক হাজার গজ দূরে এই সব বাঙ্কার তৈরী করে মুক্তিযোদ্ধারা মনোবল বাড়িয়ে তোলে। এবং এই সময় মুক্তিযোদ্ধা ও পাক হানাদারা যার যার পজিশন থেকে গোলাগুলি বিনিময় করতো।

সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদারদের ৬০০ গজ দূরত্বের মধ্যে চলে আসে। ২রা সেপ্টেম্বর রাত ৩টায় কমাণ্ডার নিজে এস-এল-আর নিয়ে হানাদার পজিশনে ফায়ার ওপেন করে দেন। শুরু হয় মরণযুদ্ধ। হারেসের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করে শঠিবাড়ি বন্দর দখল না করে তারা পিছু ফিরবে না।

শঠিবাড়ি হাইস্কুলের ভেতরে নির্মিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটি থেকে শেল বর্ষণ করে খান সেনারা। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। খান সৈন্যদের মুহুর্মুহু শেল ও রকেটের আঘাত এস পড়ছে মুক্তিবাহিনীর ওপর। ভাঙ্গছে বাঙ্কার, আহত হচ্ছে মুক্তিসেনা। ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে পিছনে। সামনে এগুচ্ছে আরেকজন মুক্তিসেনানী, করছে আঘাত শত্রুর বাঙ্কারে, পজিশনে গোলা-গুলি আর আর্তনাদে ভরে উঠলো ডিমলা থানার শঠিবাড়ি বন্দর। সমান গতিতে যুদ্ধ চলছে। ঘন্টার পর ঘন্টা। কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটছে না। সমানে সমানে যুজে যাচ্ছে একে অপরকে একদিকে কমাণ্ড করছেন হানাদার বাহিনীর দুর্ধর্ষ মেজর হায়াত, অন্যদিকে শ্যামল বাংলার এক তরুণ বীর হারেসউদ্দিন সরকার। এক বাহিনী ছুড়ছে কামানের গোলা, রকেট ও শেল। অন্য বাহিনী দুয়েকটি এল-এম-জি আর থ্রি-নট-থ্রি দিয়ে তার জবাব দিচ্ছে।

ঘন্টার পর ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। ৪ তারিখ সকাল থেকে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল। হারেস উদ্দিন সরকার কয়েকজন সাহসী সাথীকে নিয়ে পর পর কয়েকটি সম্মুখের বাঙ্কার পার হায়ে এ্যাডভান্স করে গেল সম্মুখপানে। হানলো এ-এম-জি'র নিখুঁত আঘাত হানাদার বাহিনীর মেইন পজিশন শাঠিবাড়ি স্কুলের ভেতরের বাঙ্কারে। দুপুর বারোটার দিকে চাঞ্চল্য দেখা গেল হানাদারদের বাঙ্কারে ও ডিফেন্স পজিশনে। দ্বিগুণ শক্তিতে হারেসের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে যেতে লাগলো সম্মুখপানে। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শঠিবাড়ি বন্দর আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের করায়ত্ত হবে। প্রতিটি বাঙ্কারের মুক্তিযোদ্ধারা বৃষ্টির ঝাঁকের মত গুলি ছুড়ছে। হানাদার বাহিনী তাদের ডিফেন্স লাইন ছেড়ে পিছনে হটে যাচ্ছে বীর হারেস, বীর তার বাহিনী, বুকে থ্রি-নট-থ্রি চেপে ধরে সম্মুখপানে গড়িয়ে গড়িয়ে দখল করছে সামনের ভুমি। মরিয়া হয়ে টিপে যাচ্ছে থ্রি-নট-থ্রি ট্রিগার। জয় তারা ছিনিয়ে আনবেই। হানাদারকে পালাতে হবে শঠিবাড়ি থেকে। ট্রেণ্ড পাকিস্তানী বাহিনী তাজ্জব বনে গেল। এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডে এগিয়ে আসছে থ্রি-নট-থ্রি হাতে বাঙালী তরুণ বালক। অব্যর্থ গুলি ছুড়ছে তাদের বাঙ্কারে। ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাদের ডিফেন্স পজিশন।

কোম্পানী কমাণ্ডার হারেসউদ্দিন ঘোষণা কর দিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর সূর্য ডোবার আগেই শঠিবাড়ি বন্দর মুক্ত হয়ে যাবে। তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা দম ধরে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে হানাদারদের প্রত্যেকটা বাঙ্কারে। শঠিবাড়ি বন্দরের জয় অত্যাসন্ন। আক্রমণের মুখে আর দাঁড়াতে পারছে না হানাদাররা। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পতন হয়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধারা পতাকা তুলে ধরে 'জয় বাংলা' বলে চীৎকার করছে। এমন সময় হানাদার এলো আকাশ

পথে। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের শঠিবাড়ি বন্দরে যখন মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলনের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে, পশ্চিম গগনে সূর্য যখন ঢলে পড়েছে, ঠিক তেমন সময় গর্জন করতে করতে এলো দুটি হেলিকপ্টার। হারেসউদ্দিন ও তার বাহিনীর বাঙ্কারের পজিশনে বৃষ্টির মত বোমা ফেলল তারা। আক্রোশে ক্ষোভে মুক্তিযোদ্ধারা এল-এম-জি'র ফায়ার করলো। হেলিকপ্টার দুটো চলে গেল প্রায় বিশ মিনিট ধরে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন পজিশনে বোমা বর্ষণ করে। ডান পায়ে, ডান হাতে এবং কপালে বোমার আঘাতে আহত হলেন সেই বীর তরুণ, যিনি ছিলেন সেই তিনশ' মুক্তিযোদ্ধার বীর নায়ক। আহত হলো আরো অনেকে। এক নিমিষেই নিভে গেল সেই মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ের আশা। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত আহতদের ব্যান্ডেজ ও ফার্স্ট এইড শুরু হলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ৬নং এইচ-কিউ'এর সাথে সকল যোগাযোগ। খাবার ও অন্যান্য সামগ্রীর উপর বোমা পড়ায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল যদিও অস্ত্র ও গোলাবারুদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কার এবং ডিফেন্স থেকে গুলি বন্ধ হওয়ায় হানাদার বাহিনী শুরু করলো নতুন উদ্যমে গুলি-গোলা বর্ষণ।

সেই অসহায় অবস্থায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে অনেক মুক্তিযোদ্ধা যখন হতাশ হয়ে পড়েছিল তখন রক্তাপ্লুত কোম্পানী কমাণ্ডার চীৎকার করে বললেনঃ "যুদ্ধ চলবে, মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না। কাউকে যদি পিছনে তাকাতে দেখি, এই আহত অবস্থায় তার উপরে আমি গুলি চালাব। জন্মভূমির বুকে বীরের মত লড়ে প্রাণ দাও সবাই। হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা তিনশ' জন বিচ্ছিন্ন, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ধরে নাও আমরা সবাই মরে গেছি।" তিনি সবাইকে অনুরোধ করে বললেন, "মৃত্যুর আগে একবার শেষ লড়াই লড়ে যাও।"

মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ ফিরে পেল। আবার ফিরে গেল বাঙ্কারে। হাতে তুলে নিল থ্রি-নট-থ্রি। এমনভাবে পার হয়ে গেল ৪ তারিখ রাত। পাঁচ তারিখ সারাদিন যুদ্ধ চললো-সন্ধ্যায় দু'পক্ষেই ফায়ার বন্ধ হলো। সারারাত আহতদের সেবা শুশ্রূষা হলো। ছয় তারিখ ভোরে হানাদার বাহিনী ছয় ইঞ্চি মর্টার ও রকেট লাঞ্চার দিয়ে তুমুল আক্রমণ শুরু করলো।

একদিকে খাবার নেই। আড়াই দিন পার হয়ে যাচ্ছে। বিস্কুট এবং পানি খেয়ে বেঁচে আছে তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা। শুধু ব্যান্ডেজ বেঁধে আহতরা পড়ে আছে বাঙ্কারে। সামনের দিক থেকে ছুটে আসছে পাকিস্তানী কামানের গোলা, মেশিনগানের গুলি। সবকিছু অনিশ্চিত। সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন। তবু মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই চালিয়ে গেল। সবকিছু অনিশ্চিত জেনেও দাঁতে দাঁতে কামড়ে জীবন বাজি ধরে লড়ে গেল শঠিবাড়ি বন্দরে। ছয় তারিখ রাত আটটায় শঠিবাড়ির ডানদিকে মুক্তিযোদ্ধারা আকস্মিকভাবে তিনশ' গজ ছুটে গিয়ে হানাদারদের কয়েকটি ডিফেন্স পজিশন দখল করে নেয়। এটা ছিল একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। সেই ডিফেন্স লাইনে ছিল প্রায় দেড়শ' রাজাকার। তারা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। আহত কোম্পানী কমাণ্ডারের নির্দেশ মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রন্ট লাইনে বসিয়ে হানাদারদের বিরুদ্ধে গুলি চালাবার আদেশ দেয়া হয়। ধৃত রাজাকাররা সে আদেশ পালন করে। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় । চাঙ্গা হয়ে ওঠে তারা। ৬ই সেপ্টেম্বর সারারাত গুলি আর পাল্টা গুলি চলতে থাকে। ৭ই সেপ্টেম্বর ভোর বেলা পাকবাহিনী অবস্থান ত্যাগ করে নীলফামারীর দিকে পালিয়ে যায়। ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা ২০ মিনিটে শঠিবাড়ি বন্দরের বুকে উড়লো মুক্তির পতাকা।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
১৩। ৭নং সেক্টরে সংগটিত যুদ্ধের বিবরণ	....	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জীঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী*

৩০-১০-১৯৭৯

Date	Events	Casualties
1. 04-05-71	Own FF consists of 4 pers launched at Rajshahi for a special mission.	One peace committee chairman injured.
2. 10-5-71	N/Sub Mubsharul Islalm along with party raided Charghat PS.	10 Militia/Pak Army killed & 7 injured.
3. 13-5-71	Hav Kh a Matin along with one section raided PTC Sardah.	6 Pak Army killed
4. 14-5-71	Own party raided Mirgonj BOP.	7 Pak Army killed & 7 injured.
5. 14-5-71	L/Nk Shariqur Rahman along-with party raided Mukhtarpur.	3 Pak agent killed.
6. 14-5-71	Own FF launched at Rajshahi.	6 Pak agent killed.
7. 14-5-71	Own FF raided the house of Nakimuddin, member of the Peace committee of Mirgonj.	1 Peace Committee member killed.
8. 15-5-71	Hav Kawsaruddin alongwith party raided the house of Chairman, Muslim League of Alatali.	Chairman ML Killed.
9. 15-5-71	Hav Amiruzzaman alongwith 10 OR launched at Sardah PTC.	Electric Pylon of Bheramara blown off.
10. 16-5-71	N/Sub Mohd Ismail along with one section raided Godagari en posn.	3 non-Bengali guard killed.
11. 16-5-71	Hav Amiruzzaman alongwith 5 OR raided the house of Peace Committee of Alaipur.	1 Peace Committee member killed.
12. 16-5-71	Own Mor sec shelled at Rajshahi Police line.	17 Pak Army killed and 25 wounded.

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন। বিবরণটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

13. 16-5-71	Have Majibur Rahman alongwith 12 OR sent to blow off the Bidipur Rd bridge.	Bidipur Rd bridge blown off.
14. 17-5-71	Mjd Minurul Islam alongwith party raided the house of one Pak agent at Bagdani.	One Pak agent killed.
15. 18-5-71	Nk Ekrm Ali with 5 OR raided the house of Pak agent Abdus Sattar of Kharchakka.	One Pak agent killed.
16. 24-5-71	Hav Azizur Rahman along with 15 OR raided the village Basudebpur.	25 Pak agent killed. Our one MF killed.
17. 04-6-71	En attacked our liberation area Poladanga.	Our tps fought with en and en fled away leaving several dead bodies. 17 Pak army killed, 25 injured & 25 Pak agent killed. Our Hav Matin and one const. injured.
18. 19-6-71	Hav/CIK M Humayun Kabir alongwith 10 OR raided the house of Pak agent Malek Sarnakar of Premtali.	Malek Sarnakar killed and Tel line between Godagari Nawabgonj disrupted.
19. 21-6-71	Own party raided the house of Chairman Peace Committee.	Chairman killed.
20. 24-6-71	Own MF raided the house of Meser Biswas a Pak agent of Godagari.	Meser Biswas killed.
21. 24-6-71	Hav Kawasaruddin with 5 OR raided the house of Peace Committee of Basudebpur.	Peace Committee member killed.
22. 25-6-71	A group of FF raided the Rajshahi Tele exchange.	One militia guard killed.
23. 25-6-71	Own MF raided the Natore Rajshahi Rd rly crossing.	One rly guard killed & one injured.
24. 25-6-71	Own FF raided the house of Peace Committee of Beneswar under PS Charghat.	One Peace Committee member killed.
25. 26-6-71	Own demolition party went to demolish rd bridge of Katakhali. 4x3- in Mor Bomb were shelled on the en gun/mor posn near Rajshahi University.	Katakhali rd bridge blown off. 2 civ guard killed. Electric pylon near Sardah also blown off.

26. 27-6-71	Elec station and 4 Transformer were damaged by LIRAT at Katakhali.	3 Militia killed.
27. 27-6-71	Own MF raided the house of member of Peace Committee at Talaimari.	House of the member of Peace Committee damaged.
28. 30-6-71	Own demolition party went to blow off rly bridge near PTC Sardah.	7 Pak army killed.
29. 30-6-71	Own MF raided the house of the Peace Committee Bahar of Panikamri, Charghat.	Peace Committee member killed.
30. 30-6-71	Own MF raided the house of the Peace Committee member Pak Agent at Nawhata, Rajshahi.	2 Peace Committee members killed.
31. 03-7-71	A gp of FF launched at Rajshahi for operation.	One student killed by en while crossing the river after operation and another injured and evacuated to Barrakpur hospital.
32. 01-7-71	Own MF raided Kuthipara en posn.	2 Pak army killed.
33. 30-7-71	Own FF ambushed to en jeep.	Grenade thrown to jeep.
34. 30-7-71	Own FF raided Rajshahi power house.	Two militia guard killed and several injured.
35. 01-7-71	Own FF raided Shaheb bazar, Rajshahi.	4 Pak agen killed.
36. 01-7-71	2 FF gps was trying to capture by some civilian at Jhaikra PS Charghat.	One civilian killed.
37. 01-7-71	Own FF raided the house of Peace Committee member at Sujapur undedr P.S Paba.	Peace Committee member killed.
38. 01-7-71	Own FF raided the house of Peace Commitee member at Khandakatar PS Paba.	2 Pak agent killed.
39. 01-7-71	Own FF raided house of Peace Committee member and Pak army agent at Betkuri PS Paba.	1 Pak agent killed.
40. 01-7-71	Own FF raided house of Jamat-e-Islami at Palpur.	1 Pak agent killed.
41. 01-7-71	Own FF raided Nouhata Airport.	6 Pak agent killed.
42. 01-7-71	Own FF/FF M raided the Rajshahi town.	5 non-Bangalees killed.

43.	01-07-71	Own FF/FM raided Pak army posn at Kuthipara. PS Charghat Rajshahi	2 Pak Army & 1 agent killed.
44.	02-07-71	Own MF raided the house of one Pak agent at Damkura, Rajshahi	1 Pak agent killed
45.	02-07-71	Own MF/FF raided the Telephone Exchange, Rajshahi	1 Pak agent killed & one injured
46.	02-07-71	Own FF/FM raided the house of Peace Committee member at Durgapur, Rajshahi.	1 Pak agent & one Peace Committee member killed.
47.	02-07-71	Own FF raided the Durgapur Tahsil Office	Tahsil office burnt into ashes and tel line between Durgapur Sardah cut off.
48.	03-07-71	Own FF raided the house of Alauddin, Behari coloney, Rajshahi.	He and his wife along with baby killed.
49.	03-07-71	Own FF raided the house of Peace Committee member.	Peace Committee member killed.
50.	06-07-71	Own FF launched at Ishurdi.	Disrupted the tell link between Paksey Bheramara.
51.	07-07-71	Own FF raided the house of Peace Committee at Rustampur.	One Peace Committee member killed.
52.	07-07-71	Own party raided Arani Rly Sta	Dislocated all tel comm from Arani. all other stas.
53.	14-07-71	Own FF raided Rajshahi town	3 non--Bengali killed and 3 injured.
54.	14-07-71	Own FF raided Nouhata army pons.	4 military, 2 Pak agent killed and 2 injured
55.	14-07-71	Own FF raided Harian sugar mill and grenade thrown to mill compound	
56.	16-07-71	Own FF launched at area Gopalpur and Lalpur	One Pak agent killed and one injured.
57.	16-07-71	Own FF raided the guard of Atrai Bridge	One Rajakar killed and 2 militia injured.
58.	16-07-71	Own FF raided Rajshahi Ari port	One Pak agent killed.
59.	17-07-71	Own party raided the house of peace Committee of Charghat PS	Injured two Peace Committee members through grenade.

60.	19-07-71	PTC Pilot School was raided by party.	Sentry of pilot school killed.
61.	19-07-71	Own party raided the house of Pak agent Azimuddin of Rajshahi	He was stabbed and killed
62.	19-07-71	Own party raided the house of Peace Committee of Binodpur	He was killed through grenade charge
63.	20-07-71	One en patrol party was ambushed at Fudkipara, Rajshahi town.	4 Militia killed
64.	20-07-71	Own party raided Lalpur PS	7 Non-Bengali Police killed
65.	22-07-71	N/sub Mobasharul alongwith 2 sec raided Mirganj Razaker post.	5 Rajaker killed and tel link between Charghat Mirganj cut off
66.	24-07-71	Own party blown off 3 elec pylon of Bheramara Rajshahi line near Bagha.	
67.	24-07-71	Own party raided Lalpur PS by 2" Mor.	One Pak army jeep destroyed.
68.	31-07-71	2 Telephone pillars between Nawabgonj and Rajshahi destroyed.	
69.	03-08-71	Own party consists of 7 pers ambushed en patrol in 15 area Tahirpur.	15 en drowned in Tahirpur river
70.	04-08-71	Own party consists of 6 pers raided Tahirpur school	8 militia killed and 2 injured
71.	04-08-71	Own party ambushed mil jeep	2 Pak army killed
72.	04-08-71	Own party consists of 2 pers raided Katakhali sentry post	One en killed and 3 wounded
73.	05-08-71	Own demolition party launched Sitlai	Sitlai Rly bridge blown off.
74.	05-08-71	Own Mor sec shelled and raided one of the Razakar posn and Militia coy posn at Godagori PS High School.	3 Rajakar/Militia killed and 4 injured.
75.	10-08-71	Own party ambushed Pak mil van and planted A/P mine at PTI trg ground.	8 Rajakar killed and one injured.
76.	15-08-71	Own party headed by sub-sector comd raided Rajakar posn at Haripur bridge and also mortared at Nawabgonj EPCAF line, Police line and court areas from 200 yds.	9 Rajakar captured and Haripur bridge completely blown off.

77.	15-08-71	Own party consists of 8 pers entered Atrai PS under Natore Sub-Division.	8 Rajakar killed
78.	20-08-71	Own party consists of one section raided Durgapur PS area Dist Rajshahi	11 Rajakar killed and 12 injured. 1 Peace Committee member killed
79.	20-08-71	One section MF launched at Durgapur PS	9 Rajakar killed, 12 injured, 2 captured
80.	23-08-71	Own party consists of 45 pers mixed with FF and MF led by sub-sector comd went to raid and demolish AVOYA br.	
81.	23-08-71	Rajshahi-Nawabgonj rd about 20 miles from Rajshahi town	Fire exchanged, 2 en boats were seen sinking with occupants. 1 own killed & 2 injured.
82.	25-08-71	Own MF raided Afipara PS Paba en posn	6 Rajakar & 1 Pak army killed.
83.	03-09-71	Own party raided en posn at Bajubaka	34 Rajakar killed & 24 injured.
84.	06-09-71	Own party consists of 2 section raided army posn at Premtoli.	2 Pak army & 2 Rajakar killed & 7 insured
85.	13-09-71	Own MF consists of 1 P1 raided Ramchandrapur hat Pak army posn.	20 Pak army & 12 Rajakar killed & 13 Pak army injured. 1 Own MF killed, 2 MF injured.
86.	16-09-71	Own Mor section shelled at PTC Sardah	30 Rajakar / Army killed and 50 injured.
87.	20-09-71	Own MF raided the house of Peace Committee secretary of Charghat	Peace Committee secretary killed.
88.	22-09-71	Own raided the UC of Islampur while Jamate Islami were in meeting	2 Peace Committee member were arrested.
89.	22-09-71	Own MF of a sec str raided Katakhali power house. 24 bombs of 3" mor shelled on Katakhali power station.	2 Pak army killed & 10 injured.
90.	22-09-71	Hav Shafiqul Islam with 15 Or raided Rajakars posn at Rustompur hat.	2 Rajakar killed
91.	24-09-71	Own party raided the house of Pak agent.	1 Pak agent killed
92.	26-09-71	Hav Mojibur Rahman alongwith 2 sec raided Muktarpur behind Ayub Cadet College	2 Elec pylon of Muktarpur blown off.

93.	27-09-71	Own MF Mor sec shelled at Ramchandrapur hat under Nawabgonj PS on the en posn.	7 Pak army killed
94.	03-10-71	Hav Shafiqul Islam alongwith P1 str raided Dakra Bazar Rajakars posn.	1 Pak army & 20 Rajakars & 1 pak agent killed & 1 Rajakar injured.
95.	03-10-71	Own FF raided Belbaria Rajakar/ Mujahid posn.	15 Rajakar killed & 4 injured.
96.	10-10-71	Own MF and FF launched at Rajakars & Nawabgonj and planted mines to rly lines	1 Pak army train blown off & 25 Pak army killed.
97.	10-10-71	En attacked own posn Islampur	20 Pak army killed during the encounter. 1 own MF injured.
98.	11-10-71	2 sec own MF led by sub-Sector Comd fired 46X3" Mor bombs to the en posn at Godagari & Sultanpur	
99.	12-10-71	En advancing stopped by own troops with the help of 3" Mor.	50 En killed and 30 injured. I own MF injured.
100	10-10-71	Own MF/FF blew off with mine another special train carrying reinforcement to en tps Amnura from Rajshahi	30 Pak army killed / injured.
101	27-10-71	Own MF raided Rajakar / Militia base at Bagdani, Rajshahi.	5 Militia / Rajakars killed. Rajakars / Militia camp Completely damaged.
102	01-10-71	Own mixed gp of MF/FF attacked one patrol party of Rajakars.	3 Rajakar killed, 4 Rajakars arrested.
103	09-10-71	En fired 30 rds of shells in the liberated area Badkantapur and Sundarpur	
104	13-10-71	En fired approx 50 rds of 3" Mor bombs at own posn at Joyandipur.	
105	14-10-71	en shelled at our own base at Bakerrali and own tps also replied with 3" Mor.	
106	15-10-71	One pl Rajakars with the help of a local police attacked own FF boys in area Lalpur. Fire exchanged between Rajakar and own FF.	20 Rajakar killed. 1 FF boy killed

107.	21-10-71	Special mission of gps of MF & Ff of 15 each launched to Farhadpur bridge. En had 4 hunkers around both the bridge and well-protected by Rajakars guard.	Farhadpur bridge completely blown off.
108.	25-10-71	Own MF 1 X 25 at Lalpur PS	8 Rajakars of Bulmaria under PS Lalpur surrendered.
109.	30-10-71	Own MF raided army posn at Sundarpur	En fled away.
110.	30-10-71	Jamat-E-Islam attacked liberated area and own MF opened fire.	2 Jamat-E-Islam killed
111.	30-10-71	Own party of MF and FF launched to demolish Kumarpur bridge saw one en convoy approaching towards the bridge site. Own party laid a hasty ambush.	Damage two Jeeps
112.	06-11-71	Own one fighting party of a Plstr raided one of the army posn at Pebinagar, after exchange of fire en ran away.	2 Pak army killed.
113.	07-11-71	Two gps of own MF/FF consists of 2 PL raided Islampur, Joyandipur en posns.	
114.	08-11-71	Punjabi came down to vill Zahurpur to burn / loot houses of Pro-Bangladesh people. Own MF rushed to the spot and laid and ambush.	5 militia killed and one dead body brought back to base.
115.	07-11-71	Own MF raided Shahpur BOP, Rajshahi.	3 Rajakar killed
116.	11-11-71	En fired 2rds of 3" Mor and one fighting patrol opened up with aut wpn on won def at Narendrapur. Own pers replied with automatics.	
117.	12-11-71	Own tps of I pL raided Joyandipur and dislodged them out of bunkers and strong pts. PL IC of own injured one sec plus raided Bararahia.	Arrested 5 Rajakars & Peace Committee member. 2 Rajakar killed.
118.	13-11-71	En burnt 12 Rashia and Bagdanga.	

119.	12-11-71	Own MF 2 coys supported by section Mor of BSF attacked en posns. at Rajarampur.	1 Offr, 9 Pak army, 60 Rajakar/CAF killed and 12 Rajakars arrested. 4 own MF and 3 FF killed.
120.	24-11-71	En concentrated tps in area Islampur Chataidubi and Program.	
121.	25-11-71	Own FF/MF launched at Doari and Bagdani.	Doari bridge blown off. 6 Pak army killed. 2 FF killed.
122.	17-11-71	Own Mor shelled on en posn at Mirarpara	12 Pak army killed
123.	28-11-71	Own MF raided the house of one Pak agent at Charghat.	2 Pak agent and one Rajakar killed. House burnt into ashes.
124.	28-11-71	Rajakars attempted to drive away cattle from the liberated area near Narendrapur with the support of 3" Mor shelling. Own patrol party opened fire towards Rajakar while they were taking away cattle. Rajakars fled away leaving the cattle.	
125.	16-12-71	En holding Nawabgonj with 2 regular coys and 1 CAF supported by bty x 120 mm Mor and p1 82 mm Mor. Own tps of 3 coy attacked Nawabganj at 0600 hrs.	

স্বাঃ গিয়াসউদ্দীন চৌধুরী
৩০-১০-৭০

RE-ORGANISATION OF TROOPS AT RAJSHAHI

(From the diary of Brig. Gyas Uddin Chowdhury, BB, Psc (Retd.) then Maj. Gyas the Comd of Rajshahi Sub-sector)

I received a message on 22 April saying that Col. Osmain (later General) asked me to see him at a place opposite Patitola at Rajshahi. On 25 April 1971 I had to travel via India in a BSF jeep provided by a BSF battalion upto that place. There Col. Osmani came at a rest house and I met him there at about 0900 hrs. There I also met Capt. Anwar (now Brig.) who was commanding some elements of 3 East Bengal who got disorganised from Sayedpur Cantt. and followed him through.

I although carried a map with me and briefed him about my last operation. He had no knowledge about the surplus weapon I carried with me after withdrawal, i.e. 3000 rifles, 98 Bretta Guns, 6 medium morters, 3 lacs 303 ammunitions, 1400 mortar shells etc. He was very excited and requested me to wait for his order for the disposal of these weapons. He made me in-charge of a Sector covering Rajshahi district and part of Kushtia and Dinajpur district and also to organize the freedom fighters who will be withdrawing in the district of Maldaha and Murhsidabad in India.

In the month of May and June there was total frustration in the minds of freedom. I organized 3 camps initially. One came at a liberated area at Faridpur BOP and char area between river Padma and Mahananda mostly of trained armed personnel of BDR, Army and Ansrs / Mujahids. Another camp of trained armed personnel placed under command Maj. Rashid at a char area, within Bangladesh opposite Sardah police Academy. Third camp was organized at famous historical place at Lalgola area. This camp was organized to get the volunteers for joining the liberation war. With a short time this camp really started swelling with dedicated young boys mostly students community. These boys were picking up the guerilla training so fast that I was totally amazed. With 2 to 3 weeks training we started reinforcing our operational camps with these boys at Faridpur and Charghat / Sardah defence battle camp area.

We had enough arms-ammunitions and also food to sustain initial problems.

During the middle of June Ltd. Gen. Aurora GOC in C Eastern Command came to pay a visit to 19-Maratha Regiment at Baharampur, the district Head Quarter of Murshidabad. This battalion was earlier moved up there for election duty. Hearing about our success at Rajshahi he sent one of the officer of 19-Maratha Regt. to me and requested me to meet him. I was driving an open jeep of CJ-5 where Major Rashid (Later Col.) was sitting next to me. From Lalgola to Murshidabad the distance was over 30 miles and we were in a hurry. While trying to save a running cow my jeep skidded off from the road I met with a serious accident and broke my mandible. I had to remain in hospital for 10 weeks and during my absence Maj. Rashid was temporary holding the charge of my sector.

After I came out from hospital I went to meet Col. Osmani at Mujibnagar. He told me to take at least 2 months rest as advised by the doctor as I had still paralysis in my face and to take over a new sector as he has already nominated Maj. Zaman (Later Lt. Col) as sector comd. of my sector as 7 sector. I told him that I would prefer to go to my own Head Quarter first at Faridpur BOP and look after the operational aspect of Rajshahi sector. Moreover I will not like to have any rest / convalescence and prefer to carry on with the operation. He reluctantly agreed as Mr. Quamruzzaman the then Minister from Rajshahi also wanted me to be in that area. I was given charge of an independent sub-sector known as 4 sub-sector. I was supposed to get administrative support from Lt. Col. Manzur and co-ordinate operation with 7 sector under Lt. Col. Zaman. I started reconsolidation our training activities, organization and operational plans etc, Maj. Rashid was there with me and few young officers were placed under my command.

I had following types of Freedom fighters under my command.

(a) Regular Forces :

(a) A battalion at Faridpur BOP area facing Nawabgonj Town. of Niamita bahini

(b) Less than a battalion under command Maj. Rashid opposite Sardah Police Station.

(b) Guerilla Forces :

(a) Approx, 6000 of them. They used to be located opposite Lalgola/ Bhagabangola area. They had group leaders thana leaders and special task force leaders. They used to go deep inside and carry out sabotage activities mainly and after 15 days / month or so exfiltrate through main defence to their camp in liberated areas. After rest / refit and taking ammunition etc. They used to go back to their own areas of operation Particularly in the areas where they came from.

(c) Informers / Motivators :

We trained large number of young boys to act as our informer. Their job was to collect information from inside and pass it on to us about enemy's disposition, defence layout, movement, state of morale etc. They used to contact the guerillas inside the country side and help them also to carry ammunition etc. for them, by acting as guide. They also used to motivate the local people not to cooperate with occupation army.

I organized my unconventional operation with the help of regular forces by changing the technique. We used to concentrate at a particular sector of my area of operation. After engaging the enemy frontally we used to go for sabotage activities behind the line particularly by disrupting the communication, like blowing the bridges, electric lines, electrical sub-stations, telephone poles, and some other key point installations.

After some time to divert attention we went all over the place for organized ambush. In some places we came out successful. Once or twice in a week we used to get engaged in a pitch battle with them face to face and again pull back to play on their morale and nerve. All through we carried out so many small scale operations which is very difficult to enumerate here. However, I will like to give the run down of two very successful operation during my command of the sector. Although here also I could not give the name of the place as was given in the map.

OPERATION 'KABZAKARA'

On 10 November I was requested by Lt. Col. Q. N. Zaman to plan an attach at Sonamasjid area on road Maldah-Nawabganj. Occupation army was putting up a very

strong defence with more than a battalion with the help of regular CAF and Rajakars. There was a deep canal approx. 75 ft. wide running north and south parallel to the International Boundary approximately 7/8 miles inside Bangladesh territory. In a number of occasion attacks were launched by forces commanded by Capt. Jahangir under wham there were 3 more companies, commanded by Lt. Qayum, Ltd. Rashid and Lt. Kaisar. Every time they went for frontal confrontation they had a very heavy casualty.

Due to heavy losses of own forces in the hands of the enemy in the same place the morale of the forces were very low as they could never had a success Inspite of losing their comrades. The takes given to me is to clear up a tactically important ground around that defence which was dominating all the movements towards Nawabganj. After getting initial briefing from Lt. Col. Zaman and about the task I straight away went out for reconnaissance of the area. What I observed that the enemy had communication trenches all along the canal, approximately of a length of more than one mile. They had beautifully built bunkers prepared with the help of local people where they used local resources like bamboos, local timber/trees etc.

Every likely crossing point was covered by LMGs or MGs. They also had observation posts located either on the top of tree or on the, top of tall building. Morters were deployed to shell all the likely approaches.

It took good 2 days to carry out detail reconnaissance of the area. It was a challenge to me to make my mission a success. Every enemy platoon/coy position was identified including their automatic weapons. The enlarged sketch gave a clear pictures of the area to a person at the very glimpse. Four companies were selected by me for the purpose. We had 3x81mm morters (medium range) with us. We also had the support of 75/24 field artillery guns with us in direct support. I prepared an order for all the coy comds and gave a detail operation order on 13 Nov. at 0900 hrs. On the cloth model. All the doubts were clarified to each and every commander and leader.

All the troops were briefed about the layout of the land only where we were going for operation. Each and everyone was very much excited and was so happy to see and know in a picturesque model of an operation which very few of them have seen or heard. I could see the sign of confidence and a very high state of morale in each and everyone down to ladder. We decided to go for night attack which was a very difficult task to carry out with semi-trained forces. But I had no other choice other than this as they enemy had better weapons and properly dug in trenches/ bunkers and was in a formidable defence. The H-hour was selected 0400 hrs. On 14 Nov, 1971. Lt. Col. Zaman was also present, when I was giving the operational order. Lt. Col. Zaman who used to be an ace gunner officer in Pakistan army volunteered to act as MFC (Mobile Fire Controller) during operation. In the same evening myself and Lt. Col. Zaman drove to some distance and walked down to a vantage point for registration of target. Just before dusk we carried out the registration. There was a 2-storied building down there, from where we could see the whole enemy area. I was very much impressed by the gunnery knowledge of Lt. Col. Zaman. With 4/5 artillery shots he could bring the artillery rounds into the target. After registration of targets we moved back to our near assembly area. 4 cays and task force HQ with support weapons like 81 mm morters etc. were asked to assemble approximately

2500 yds away from the target in a forward assembly area at 0100 hrs. Our troops were supposed to start crossing of the canal at 0200 hrs and to be in FUP (Forming up Place) which was on the flank of enemy main position. I had to guide all these coys upto canal bank and come back upto a vantage point where I was conducting the operation. To deceive the enemy and make him imagine that attack is coming from front I made a diversionary attach from the front with the help of a platoon. The platoon went very close to enemy position to the left side and opened up intermittently with their automatic weapons and other platoon weapons. Artillery shells of 75/24 also continued to shell their position at a slow rate of fire from 0300 hrs. This gave an impression to enemy that the attack is coming from the left while our crossing was going on from the right flank. Our troops were supposed to be a FUP at 0400 hrs. and attach to be carried out accordingly. For this 2 crossing points were selected. 4 small country boats for each crossing area was selected, for carrying out the crossing. In each side 2 cays to cross on the other side. Crossing site was selected at a flank where enemy neither had any troops, nor they could expect a crossing. Pre-H hour bombardment was very well planned to keep enemy's hand down and to deceive him. Wireless silence was supposed to be maintained till they come close to enemy's small arms firing range i.e. expected to be broken at 0415 hrs. I guided them upto canal site and after splitting the 2 groups each of 2 coys I moved with my Head Quarter to a central location at a vantage point from where I could control the battle. Lt. Col. Zaman was left behind near the canal site opposite central position of enemy's defence from where we registered the target with the artillery guns. He called the artillery fire. Our medium morters (81mm) were brought as close to canal as possible so that they could fire at enemy effectively.

The night was unexpectedly foggy on that day and one could not see a person even 5 yds away properly. This lack of visibility really retarded the movement of our troops. We expected our troops to reach the objective in time and open up with their weapon when they reach within small arms range of enemy and that was 0415 hrs. It was already 0430 hrs and even became 0500 hrs. One of the task force i.e. A & B coys was Capt. Jahangir who was supposed to come from behind by enveloping the enemy. Other two coys C & B as a task force was supposed to be commanded by Lt. Qayum. As I was not hearing anything from them till 0400 hrs which was first to be broken by task force comd. I broke the wireless silence at 0430 hrs and started calling them by code name. There was no response at all. At 0510 hrs. I got Lt. Qayum in the wireless from whom what I gathered was that they were just moving from FUP to objective behind schedule by one hour and 10 minutes. The delay was due to sinking of 2 boats who could not take the freedom fighters across due to poor quality and the lack of knowledge on the part of troops about assault canal crossing. When I asked about the other task force in code word he could not give my any due about them. However, I had some sigh of relief when I could get one group in the wireless set. He moved quite fast as the twilight was there, but the visibility remained very very poor. Firing opened up at enemy at about 0530 hrs from the right flank. Enemy got quite perplexed as they were expecting an attach from the left at night. They came to forward position of the enemy at 0545 hrs and fought through. The enemy was so much surprised that they literally left the trenches and bunkers without giving

much of fight. I could bear the battle cry of 'Ya Ali and the troops were charging through one after another position. By 0700 hrs. Lt. Qayum's task force captured the objective.

At about 0600 hrs I got Capt. Jahangir in the radio set. His radio set got soaked in canal water as the boat in which his wireless operator was there capsized during crossing. He had to clean the set and again put it into operation. I could not hear anything clearly as the voice was fading. But I could make out that it was his voice. He launched the attack at 0630 hrs. on to the enemy position. Enemy gave a stiff resistance as the Head Quarter the main defence was located in that area. It was launched rather on their withdrawal route. After about an hour's battle enemy left their position leaving behind huge quantity of arms and ammunition. All the positions were totally cleared by 0800 hrs. Own troops reorganized. Enemy lost 11 of their soldiers including one Captain and we captured 5 of their injured. We had no dead except 7 injured. What surprised me was that Inspite of having very well dug trenches and bunkers all along the canal and communication trenches of 6 ft height, where one could comfortably walk heads up without being observed by our troops they left the position without giving much of resistance. My feeling was that their state of morale was very low and they had no will to fight.

Instead, the morale of our troops were sky high and they were bolstering about their achievement. Although all these boys had to undergo terrible hard time during move upto FUP there, again during attack which took more than expected time yet I could not see any sign of fatigue and tiredness. In their joy and excitement they were moving from bunker to bunker and were collecting ammunition and arms.

In that operation one thing that become very clear to me was that blessings of Almightily God should be there for any success. If the day was not foggy upto 0900 hrs next day we could have a very heavy casualty and may not have been successful in that operation. The fog acted as a smoke screen to our assaulting troops during crossing of canal and also during attack. Lastly, I must say 'God help those who help themselves'.

* * * *

সাক্ষাৎকারঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম*

লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান ছিলেন সাত নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার। এই সেক্টরটিকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়ঃ

একঃ লালগোলা সাব-সেক্টর-
ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এই সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন।

---

* ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত

দুইঃ মেহেদীপুর সাব-সেক্টর-

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছিলেন সাব-সেক্টর কমাণ্ডার।

তিনঃ হামজাপুর সাব-সেক্টর

ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

চারঃ শেখপাড়া সাব-সেক্টর-

ক্যাপ্টেন রশিদ সাব-সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন।

পাঁচঃ ভোলাহাট সাব-সেক্টর-

লেঃ রফিকুল ইসলাম এই সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

ছয়ঃ মালন সাব-সেক্টর-

প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দন জাহাঙ্গীর সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। পরে একজন সুবেদার এই সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার করেছেন।

সাতঃ তপন সাব-সেক্টর-

মেজর নজমুল হক প্রথম দিকে কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে একজন সুবেদার সাব-সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন।

আটঃ ঠোকরাবাড়ী সাব-সেক্টর-

সুবেদার মোয়াজ্জেম সাব-সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন।

নয়ঃ আংগিনাবাদ সাব-সেক্টর-

গণবাহিনীর জনৈক সদস্য মিত্রবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কমাণ্ড করেছেন।

সেক্টরের প্রতিটি সাব-সেক্টর এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। অতর্কিত আক্রমণ অ্যামবুশ ও সেতু ধ্বংস করে মুক্তিবাহিনী এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। মে মাসে খঞ্জনপুর, পত্নীতলা, ধামহাট, গোদাগাড়ী, চারঘাট, সারদা পুলিশ একাডেমী, পুটিয়া দুর্গাপুর ও কাঁটাখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বার বার আক্রমণ করা হয়। পাকবাহিনীর মনোবল দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

দিনাজপুরের ঠনঠনিয়াপাড়ায় একটি বড় রকমের যুদ্ধ হয় ১৮ই জুন। মেজর নজমুল হক নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ঠনঠনিয়াপাড়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে এবং ১৪জন পাকসেনা নিহত হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ও ২ জন আহত হন।

জুলাই মাসের ৪ তারিখে মেজর নজমুল হক কাঞ্চন সেতুর উপরে পাক ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ যদিও সফল হয়নি তবু পাকসেনাদের কলাবাড়ি ছেড়ে কানসাটে পলায়ন করে।

ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ও সুবেদার মেজর মজিদ ২৩শে আগস্ট কানসাট আক্রমন করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধ চার ঘন্টা স্থায়ী হয়। প্রচুর পাকসেনা হতাহত হয়। চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ থেকে অনেক পাকসেনা সাহায্যে এগিয়ে আসে।

কানসাটে ২৬শে আগস্ট শুরু হয় আবার যুদ্ধ। নদী পার হয়ে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ও সুবেদার মেজর মজিদের দল কানসাট আক্রমণ করে। পাকসেনারা কানসাট ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু অল্প সময় পরেই পাকসেনারা পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনী এই আক্রমণের মুখে পিছনে সরে আসে।

৩রা আগস্ট তাহেরপুর পাকঘাঁটি আক্রমণ করেন ক্যাপ্টেন রশিদ। সীমান্ত থেকে ২৫ মাইল ভেতরে পুঠিয়া থানার ঝলমলিয়া ব্রিজে হাবিলদার শফিকুর রহমানের দলের সাথে সংঘর্ষ বাধে। অক্ষত অবস্থায় মুক্তিবাহিনী ফিরে আসে।

৪ঠা আগস্ট পাকিস্তানী দল নদীপথে তাহেরপুরের দিকে আসছিলো। হাবিলদার শফিক পাকসেনাদের এ্যামবুশ করেন। এতে ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়।

দুর্গাপুরে ২৬শে আগস্ট হাবিলদার শফিক অতর্কিতভাবে পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হন। মুক্তিযোদ্ধা ২" মর্টার ও হালকা মেশিনগানের গোলা নিক্ষেপ করে নিরাপদে ফিরে আসে।

সারদা পুলিশ একাডেমীতে অবস্থানরত পাকিস্তানী কোম্পানীর উপরে অতর্কিত আক্রমণ করা হয় ১৭ই আগস্ট। এই দুঃসাহসিক অভিযানে ১ জন ছাড়া সকলেই শহীদ হন।

মীরগঞ্জে ২২শ আগস্ট সুবেদার মেবোসসারুল ইসলাম চারঘাট থানার মীরগঞ্জ বি-ও-পি আক্রমণ করেন। নিদ্রামগ্ন পাকসেনারা সকলেই নিহত হয়।

১৪ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনী শেখপাড়া সাব-সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশে দুর্গাপুর থানার গলহরি যান। পাকসেনারা জানতে পেরে আক্রমণ করে। বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে যখন পাকসেনা আসা শুরু করে তখন মুক্তিবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। এখানে ৭৩ জন পাকসেনা ও ২ জন অফিসার নিহত হয়।

লালগোলা সাব-সেক্টরে মেজর গিয়াসের নৃেতত্বে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চলে। রাধাকান্তপুরের যুদ্ধ ও ইসলামপুরে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকসেনারা নবাবগঞ্জে পশ্চাপসরণ করতে বাধ্য হয়।

হামজাপুর সাব-সেক্টরে ১৩/১৪ই নভেম্বর ঘনেপুর বি-ও-পি আক্রমণ করে ৩০ জন পাকসেনাকে হত্যা করে। সাতাশে নভেম্বর মেজর গিয়াস পাঁচ কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে পোড়াগ্রাম আক্রমণ করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে ৩০ জন পাকসেনা ও ৫০ জন রাজাকার নিহত হয়।

ভোলাহাট সাব-সেক্টর মকরমপুর আলীনগরস্থ পাকঘাঁটিতে লেঃ রফিকের নেতৃত্বে অতর্কিত হামলা করা হয় ৭ই নভেম্বর। পাঁচজন পাকসেনা নিহত হয এবং মহানন্দা নদী পার হয়ে পাকসেনারা পালিয়ে যায়। ভোলাহাট থেকে রহনপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ১০০ বর্গমাইল এলাকা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিলো দলদলিতে। মহানন্দা নদীর দু'পাশে আলীনগর থেকে শাহপুর গড় পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ মাইল মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স ছিলো। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আলমপুর আম্রকাননে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ করা হয়েছিল ১৮ই নভেম্বর। এই যুদ্ধে লেঃ রফিক ও লেঃ কাইউম ২ কোম্পানী সৈন্যা নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অবতীণ হয়েছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আলমপুর দখল হয়েছিল কিন্তু আকস্মিকভাবে পিছন দিক থেকে শত্রুর গুলি আসতে থাকে। পেছনের বাঙ্কারে শত্রুজীবিত অবস্থায় লুকিয়ে ছিল, অগ্রসরমান মুক্তিযোদ্ধারা কেউই তা খেয়াল করেনি। মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পাকসেনারা আলমপুর পুনর্দখল করে।

নভেম্বরের শেষের দিকে সংঘটিত হয় শাহপুর গড়ের যুদ্ধ। পাকসেনার একটি ব্যাটালিয়ন শাহপুর গড় আক্রমণ করে। সারাদিন যুদ্ধ চলে। রাত দেড়টার সময় মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। এই আক্রমণে রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন স্বয়ং সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল নূরুজ্জামান।

বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর কলাবাড়ি, ছোবরা, কানসাট ও বারঘরিয়ার যুদ্ধে বীর নায়ক হয়ে আছেন। একটি মানুষ যে কত সাহসী ও তেজস্বী হতে পারে জাহাঙ্গীর ছিলেন তার দৃষ্টান্ত। প্রতিটি যুদ্ধে সবার আগে থেকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন।

এ ছাড়া ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের বীরত্ব ও সাহসের বর্ণনা করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্য গর্ব ও অহংকারের ব্যাপার। বিরলের যুদ্ধ এখন ঐ অঞ্চলের মানুষের মুখে শোনা যায়। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আহত হন। তিনদিন পর লেঃ সাইফুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন। লেঃ কায়সার ও আমিন এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন।

সাক্ষরঃ রফিকুল ইসলাম
২৪-০৮-৮৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। ৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	....	.........১৯৭১

একটি অপারেশন*: ডাঃ মাহবুবুল আলম, এমবিবিএস, বিপি

৩০-১০-১৯৭৯

১৪ই আগস্ট, ১৯৭১ সন। রাজশাহীর দক্ষিণাঞ্চল বন্যাকবলিত। পদ্মা নদীর দুই কূল ভেসে গেছে। যেদিকে চোখ যায় মনে হয় যেন একটা সাগর, তারই মাঝে চোখে পড়ে দু-একটি গ্রাম। বহু গৃহপালিত পশু ভেসে যাচ্ছে আর নদীর দু'পাশের লোকজন প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে ঠাঁই পেতে চেষ্টা করছে তারই ঘরের চালে বসে অনাহারে-উপবাসে। সেই দিনটিতেই পাকবাহিনী ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করতে চাইছে ১৪ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। আর তার সাথে যোগ দিয়েছে তাদেরই পদলেহনকারী কিছু সংখ্যক আলবদর বাহিনীর লোক। চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ শহরের লোকজনকে জড়ো করা হয়েছে পাকসেনাদের মহত্ত্বের প্রশংসা করতে, বিকেলে টাউন হলে সম্বর্ধনা সভা ডেকে। আর্মি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক প্রধান অতিথি। জাঁকজমক পরিবেশে সবকিছুর পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এদিকে ফরিদপুর বি-ও-পি তে সকাল ৭টায় সেদিন প্রায় এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত করেছেন মেজর গিয়াস (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)। পদ্মা ও মহানন্দা নদীর মাঝামাঝি এ বি-ও-পিসহ আরও চারটি বি-ও-পি জুড়ে প্রায় দুইশত বর্গমাইল এলাকা ২৬শে মার্চের পর থেকেই মুক্ত ছিল। পাকবাহিনী বহু চেষ্টার পরও এর কোনটি অধিকার করতে পারেনি স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। ৮৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে মনোনীত করা হল অপারেশনের জন্য। বি-ও-পি'র ভিতরে পাকা মেঝেতে সুন্দর একটা নকশা পূর্ব থেকে বানান ছিল-যার আশেপাশে সকলকে বসানো হল। সেদিন প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার চোখেমুখে ছিল জিঘাংসা আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন।

নকশনার উপর শত্রুর ঘাঁটি আর অবস্থান সম্বন্ধে একে একে বুঝিয়ে দিলেন মেজর গিয়াস। শত্রুর অবস্থান ছিল তখন নিম্নরূপঃ

ক) একটি ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নওয়াবগঞ্জ ও তার সাথে একটি কোম্পানী, যারা নওয়াবগঞ্জ শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে সি-এ-এফ'র সাথে নিয়োজিত ছিল।

খ) হরিপুর পুলের উপর দুই সেকশনের কিছু বেশী লোক পাহারা দিচ্ছিল। ২২০ ফুট লম্বা এ ব্রিজটি নওয়াবগঞ্জ থেকে দুই হাজার গজের কিছু বেশী দূরে রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ রাজপথের উপর অবস্থিত।

গ) আমনুরা রেলওয়ে স্টেশনে ছিল সেনাবাহিনীর একটা প্লাটুন, আর এক প্ল্যাটুন ছিল নওয়াবগঞ্জ স্টেশনে। এই প্লাটুনদ্বয়ের কাছে একটা ইঞ্জিন ও দুটি করে বগি থাকত এবং বিশেষ করে রাত্রে তারা আমনুরা ও নওয়াবগঞ্জের সাথে পেট্রোলিং করে বেড়াত।

এছাড়া এক প্লাটুন আর্মি ও সি-এ-এফ'এর গার্ডও ছিল, যারা নওয়াবগঞ্জের অদূরে নওয়াবগঞ্জ-আমনুরা রেললাইনের উপর দুটি পুল বিদিলপুর নামক জায়গায় পাহারা দিচ্ছিল।

এই ৮৬জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করলেন মেজর গিয়াস নিজে। তিনি তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করলেন।ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে সেই অপারেশন পরিচালনা করবেন। কিংবদন্তীর নায়ক মেজর গিয়াসের নাম

* প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

রাজশাহীর লোকের মুখে মুখে। তিনি নিজে অপারেশন পরিচালনা করেছেন শুনে সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

ক) এক নম্বর গ্রুপে বিশজন লোক দেওয়া হলো-যার কমাণ্ডার সুবেদার ইসমাইলকে করা হয়। তার কাছে দেওয়া হল তিনটি মাঝারি মর্টার আর ৯০টি বোমা। কাজ দেওয়া হল নওয়াবগঞ্জ শহরে ১৪ই আগস্ট রাত দশটা হতে এগারটা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করা।

খ) দুই নম্বর গ্রপে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে দেওয়া হল। কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন সুবেদার আমিরুজ্জামান। মেজর স্বয়ং এই গ্রুপের সাথে রইলেন-তিন গ্রুপের পরিচালনা করবেন অয়ারলেসের সাহায্যে। কাজ দেওয়া হল হরিপুর পুলের উপর হামলা করা এবং প্রহরারত হানাদার বাহিনীর লোকদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করে পুলটিকে উড়িয়ে দেওয়া, যাতে করে নওয়াবগঞ্জ আর রাজশাহীর মধ্যেকার একমাত্র সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গ) তৃতীয় গ্রুপের কমাণ্ডার ছিলেন নায়েক সুবেদার আমানউল্লাহ, যাকে দেওয়া হয়েছিল ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা। কাজ দেওয়া হয়েছিল বিদিলপুর রেলওয়ে পুলটি উড়িয়ে দেওয়ার।

ছয়খানা নৌকা যোগাড় করা হয়েছিল আগে থেকে। আমাদের নৌকার কাণ্ডারী ৫৯ বছর বয়স্ক হুরমত আলী। সাদা ধবধবে লম্বা দাড়ি-চুলের অধিকারী এই বৃদ্ধের মাথায় ছিল গোল একখানি টুপি। কপালে দেখা যাচ্ছিল সুস্পষ্ট কাল দাগ, এবাদতের চিহ্ন। ছয়টি নৌকায় সকলে গিয়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমরা সাগর পাড়ি দিচ্ছি অথৈ জলের মাঝে। হুরমত আলী রওনা হওয়ার আগে কি যেন বিড় বিড় করে পড়ল, তারপর মোনাজাত করল। সকাল নটার সময় আমরা গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। হুরমত আলীর নৌকা সকলের আগে ছিল, তাতে ছিলেন মেজর গিয়াস নিজে। সব মিলে ১৭ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে হবে। নৌকার পাল উঠাতেই নৌকার গতিবেগ চার থেকে পাঁচ মাইলে পৌছাল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই টারগেটের দু'মাইলের মধ্যে পৌছান গেল। কিন্তু সবচেয়ে বন্ধুর আর ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই মাইল রাস্তা। যেতে হচ্ছে মহানন্দার ছোট্ট উপনদী-শাখানদী ধরে। আগে থেকে জানা ছিল মীরজাফরের বংশধরদের বেশকিছু লোক এ অঞ্চলে এসেছে, যারা আলবদর আর রাজাকারের মুখোশ পরে এতদঞ্চলে অবস্থান করছে। বহু কষ্টে আরও এক মাইল পথ অতিক্রম করতে আরও দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এক মাইল রাস্তা আরও যেতে হবে। রাত তখন সাড়ে সাতটা। সাড়ে দশ ঘণ্টা কেটে গেছে নৌকায়। হঠাৎ হুরমত আলী ইশারা দিল সকলকে থাতমে। আমার কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল যে, সে রাস্তাটা যেন হারিয়ে ফেলেছে। সব কটা নৌকায় হঠাৎ ফিসফিস শব্দ বেড়ে উঠল আর নীরব গুঞ্জন ভেসে এল। পাশের একটা গ্রামে কিছু হারিকেনের আলো চোখে পড়ল। মেজর গিয়াস হুরমত আলীকে নিয়ে সেই গ্রামে উঠলেন এবং সেখান থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে পুনরায় গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে রওনা হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রাম থেকে উঠানো ছেলেটি নৌকায় উঠে সেদিন এতগুলি মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে কেঁদে ফেলেছিল। ভেবেছিল বুঝিবা তার জীবনের অবসান ঘটাবার জন্য তাকে নেওয়া হচ্ছিল।

হরিপুরের পুল থেকে ছয়শত গজ পেছনে রাত ৯টায় রাজশাহী-নওয়াবগঞ্জ সড়কের উপর এক নম্বর ও দুই নম্বর গ্রুপকে অবতরণ করতে আদেশ দিলেন মেজর গিয়াস। তিন নম্বর গ্রুপকে পাঠান হল বিদিলপুর রেলওয়ে পুলের উদ্দেশ্যে দুটো নৌকা করে। বন্যায় ডুবন্ত রাস্তার উপর দিয়েই নৌকা দুটি অতিক্রম করে গেল। এক নম্বর গ্রুপকে অবতরণ ক্ষেত্রে ডিফেন্স লাগাতে বলে দুই নম্বর গ্রুপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পুলের দিকে অগ্রসর হল সড়কের ডান ও বাঁয়ের কিনারা ধরে। আকাশে চাঁদ ছিল না তবে তারকারাশির মিটিমিটি আলো বন্যার পানিতে পড়ে পরিবেশকে বেশ আলোকিত করে তুলেছিল। প্রায় একশত গজের মধ্যে পৌঁছাতেই আধো আলো আর ছায়ার মাঝে মনে হল কারা যেন তড়িৎ গতিতে পুলের পাশে পজিশন নিচ্ছে। আর একটু অগ্রসর হতেই

শত্রুপক্ষের একজন চেঁচিয়ে উঠল 'হল্ট' 'হ্যাণ্ডস আপ'। নায়েক মিহনাজউদ্দিন, সম্মুখবর্তী সেকশন-এর কমাণ্ডার, তারাই জবাবে আমগাছের আড়াল থেকে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ''তেরা বাপ আয়া, শালা সারেণ্ডার কর'। একথা শেষ হতে না হতেই শত্রুপক্ষ পুলের উপর থেকে একটা এল-এম-জি ও তিন-চারটা রাইফেল থেকে গুলি চালালো আমাদের প্লাটুনের উপর কালবিলম্ব না করে। আমাদের প্লাটুন ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনদের উপর। পেছন থেকে আমাদের মেশিনগান সহায়তা করে চলল। পুল দখলে এসে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে, দুশমন অনুধাবন করার আগেই দু'জন শত্রুসেনা মারা গেল। দু'জন ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে পালিয়ে গেল। একজন আহত হল এবং বাকী ১১ জনকে বন্দী করা হল। আমাদের পক্ষে একজন নিহত ও একজন আহত হয়।

পুল কব্জা করার সাথে এক নম্বর প্লাটুনটি পুলের উপর দিয়ে নওয়াবগঞ্জের দিকে দ্রুত ধাবিত হল। নওয়াবগঞ্জ শহর থেকে মাত্র এক হাজার গজ দূরে রাস্তার পাশেই তারা মর্টারের জন্য স্থান বেছে নিল আর শহরের উপর শুরু হল গোলাবর্ষণ। শত্রুপক্ষ কোনদিন এত নিকটে আমাদেরকে আশা করেনি। হানাদার বাহিনীর জন্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নাকি সে সময় বেশ জমে উঠেছিল টাউন হলে আলবদর বাহিনীর বদৌলতে। প্রথম গোলা টাউন হলের নিকটে পড়ার সাথে সাথে প্রধান অতিথিসহ তাদের চেলা-চামুণ্ডা হলঘর ছেড়ে দে ছুট- এই বুঝি শহর মুক্তিবাহিনীর কবলে গেল। যখন এদিক থেকে গোলাবর্ষণ চলছিল তখন সব কয়েকটি দুশমনের অবস্থান থেকে গোলাগুলি আসছিল। তৃতীয় গ্রুপটি তাদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দুশমন তাদের মেশিনগান আর রহিফেল থেকে গুলি ছোড়া শুরু করল। তৃতীয় গ্রুপটি পুল দখল করতে পারেনি। এদিকে দু'নম্বর গ্রুপটি পুল উড়াবার কাজ করেই চলছে। 'ডিপ মাইন' ও প্রেশার চার্জ দিতে হবে। পুলের গোড়ার অংশ ৫ ফুট পরিমাণ খুঁড়তে হল 'ডিপ মাইন' চার্জ বসাবার জন্য। আমাদের প্রয়োজন ছিল সাড়ে চারশত পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভের। আমাদের কাছে ছিল যে সময় তিনশত পাউণ্ড জিলাটিন এক্সপ্লোসিভ যেগুলো সাধারণত খনিজ পদার্থের মাইন। ফিল্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছয়টি পুরাতন ধরনের ব্রিটিশ এ্যান্টি ট্যাংক মাইন সাথে আনতে বলেছিলেন মেজর সাহেব। সেগুলো জুড়ে দিয়ে পুলের এবেটমেন্ট উড়াবার জন্য চার্জ তৈরী করতে বললেন মোট ২৪০ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে। উপরে অনুমান একশত দশ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে প্রেশার চার্জ লাগান হল। মাটি ভরে দিয়ে ডিপ মাইন চার্জ আর পুলের উপর প্রেশার চার্জ লাগিয়ে রিং মেন সার্কিট বানান হল কর্ডেক্স-এর সাহায্যে। এদিকে মর্টার প্লাটুনের কয়েকজন ফেরৎ এসে পড়েছে। পুলের উপর উঠে পুলটা শেষবারের মত দেখে নিলেন আমাদের অধিনায়ক মেজর গিয়াস। বন্যার পানি পুলের উপর ছুঁই ছুঁই করছে, আর স্রোতের গতিবেগ জোরে বয়ে যাচ্ছিল। নওয়াবগঞ্জের দিক থেকে কিছু মর্টার আর মেশিনগানের গুলি পুলের দিকে আসছিল। এক সময় আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যখন দু'তিনটি গাড়ীর বগী রাজশাহীর দিকে থেকে আসতে দেখতে পেলাম রাজপথ ধরে, কিন্তু কিছু দূর আসতেই যেন গাড়ীর বাতিগুলি থেমে গেল। তারপর বুঝতে পেলাম যে রাস্তা এক মাইল পেছনে জলমগ্ন হয়ে আছে যার ফলে গাড়ী আর বেশীদূর এগুতে পারেনি। ওরা রাস্তার পেট্রোলিং-এ বেরিয়েছিল সম্ভবত।

রাত ঠিক বারটা বেজে পাঁচ মিনিট। সকলকে প্রায় ছয় শত গজ দূরে নৌকায় বসতে হল কানে হাত চেপে। ফিউজে আগুন লাগাতে বললেন অধিনায়ক। পেছনে দৌড়িয়ে এসে ৫০০ গজ দূরে রাস্তার পাশে বসে পড়লাম, মেজর গিয়াস ও সুবেদার আমিরুজ্জামান। গগনবিদারী আওয়াজে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সেই আওয়াজের সাথে সাথে বেশ কয়েকটি গ্রামের লোক ঘুম থেকে চীৎকার করে উঠল, ভাবল হয়ত কেয়ামত এল বুঝি। বেশ কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল আকাশে উত্থিত ইট, কংকর, পাথর নেমে আসতে। আনন্দে উচ্ছ্বাসে সকলে দৌড়িয়ে গেল পুলের অবস্থা দেখতে। পুল আর দেখা যাচ্ছে না-দেখা যাচ্ছিল অপর অংশের অর্ধেকটা দূরে কাত হয়ে পড়া অবস্থায়। স্রোতের টানে ইত্যবসরে ছোট নদীটার এপারের অংশ পুলের ভিত্তিপ্রস্তর থেকে আরও ১০/১৫ ফুট বেড়ে গেছে। আমরা নৌকায় উঠে আরও একটু পেছনে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে

রেলওয়ে পুল উড়াবার তৃতীয় গ্রুপও আমাদের সাথে যোগ দিল। তারা কৃতকার্য হতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শত্রুর যে ক্ষতি করতে পেরেছে তা আরেক মজার কাহিনী।

শত্রুর যে দুটি প্লাটুন একটা আমনুরা ও অপরটি নওয়াবগঞ্জে ছিল, সে দুটি প্লাটুনই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রেলের ইঞ্জিন আর বগি নিয়ে রওয়ানা দিল, তাদের পেট্রোল করার রাস্তায়। পুলের কাছে আমনুরা হতে আগত পেট্রোলটি পৌঁছাতেই কিছু গুলির আওয়াজ পেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইঞ্জিনও এসে পৌঁছাল। শত্রুপক্ষ মনে করছিল হয়ত বা নওয়াবগঞ্জ মুক্তিবাহিনী দখল করে নিয়েছে আর তাদেরই লোকজন সম্ভবতঃ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি বেশ কিছুক্ষণ চললো। সুযোগ বুঝে সেই ফাঁকে কেটে পড়ল আমাদের তৃতীয় গ্রুপটি। নিজেদের গুলিতে সেইদিন দুশমনের ৬ জন নিহত হয় আর ৭ জন আহত হয় সেই স্থানেই।

সেই অপারেশনে আমরা আমাদের একজন প্রিয় সিপাইকে হারাই ও দুজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতররূপে আহত হয়। যুদও অতি সাধারণ কিন্তু দুর্গম শত্রুর এলাকার ভিতর অপারেশন করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এটাও সম্ভব হত না যদি না জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা আর জাগ্রত মনুষ্যত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস আর অপরাজয়কে জয় করে প্রমাণ করার অভিলাষ থাকতো।

সাক্ষাৎকার*: নায়েক মোঃ আমিনউল্লাহ
১২-৬-১৯৭৩

৩০শে মে আমি ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়া মহিসকুন্তি (কুষ্টিয়া জেলা) হামলা করিতে রওয়ানা হই। শত্রুর সংখ্যা খুব বেশী জানিতে পারিয়া মাঝ পথে আমার কিছু মুক্তিযোদ্ধা পিছনে পালাইয়া যায়। আমি মাত্র ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়া পাক বাহিনীর এক কোম্পানী সৈন্যের উপর বেলা ৩টার সময় অতর্কিত আক্রমণ চালাই। ফলে পাক সৈন্য ৩২ জনের মৃত্য হয় এবং ৩৫ জন আহত হয়, যাহা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচার করা হইয়াছিল।

১৫ই জুন আমাকে বেতার যোগাযোগের জন্য আবার লালগোলা ডাকা হয়। আমি পুরা সাব-সেক্টর ৪ নং এর বেতার পরিচালনা করি এবং কোয়ার্টার মাস্টারের কাজও পরিচালনা করিয়া থাকি।

২০শে সেপ্টেম্বর মেজর সাহেব আমাকে নিয়া স্পেশাল অপারেশনের জন্য সাব-সেক্টর ৩ ও ৭ নং সেক্টর মেহেদীপুর যান এবং এখানে আমাদের নেতৃত্বে সোনা মসজিদ (রাজশাহী) এলাকায় দুটি বড় অপারেশন সমাধা হয়। এতে মিত্রবাহিনী আমাদিগকে আর্টিলার দ্বারা সাহায্য করে যার ফলে আমরা ধোবড়া পর্যন্ত দখল করি। এই সময় বহু পাকসৈন্য হতাহত হয় এবং বাদবাকী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর আমার কাজে মুগ্ধ হইয়া মেজর সাহেব আমাকে হাবিলদার হইতে নায়েক সুবেদারে পদোন্নতি দেন।

১লা অক্টোবর আমাকে সম্মুখযুদ্ধের জন্য এক প্লাটুনের পরিচালনভার দেওয়া হয় এবং আমি হাকিমপুর ঘাট হইতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে থাকি। এতে বহু বড় বড় অপারেশন করিয়াছি এবং শত্রুকে পিছনে হটিতে বাধ্য করিয়াছে।

১০ই অক্টোবর আমাকে ৪ নং সাব-সেক্টরে 'বি' কোম্পানী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

---

* বাংলা একাডেমির দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

১২ই নভেম্বর আমি ইসলামপুর পাক ঘাঁটিতে হামলা করি। এতে বহু রাজাকার ও পাক সৈন্য হতাহত হয় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সহকর্মী হাবিলদার জামান সাহেব শত্রুর গুলিতে বাগডাঙ্গায় আহত হন। আমি আমার বেতারে খবর পাইয়া দৌড়াইয়া গিয়া তিন মাইল দূর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সক্ষম হই। প্রকাশ থাকে যে, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে বন্ধুর মত সাহায্য করিয়াছেন।

১২ই ডিসেম্বর যুদ্ধ পুরাদমে শুরু হয়ে যায়। আমি আমার ঘাঁটি (হাকিমপুর) হইতে নবাবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। পথে পোড়াগ্রামে শত্রুর ঘাঁটির সম্মুখীন হই এবং তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। শত্রুরা বহু মৃতদেহ ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়া বাহারমপুর গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে।

১৩ই ডিসেম্বর আমি ও আমার দল শত্রুর এলাকায় গিয়া এ্যামবুশ পাতি। দুইখানা সৈন্যবাহী গাড়ীসহ অগ্রসররত বহু শত্রুকে সমূলে ধবংশ করি। শহীদ সিপাহী নজীরউদ্দিনের কবর ঐ স্থানেই বিরাজমান।

১৪ই ডিসেম্বর আমরা নবাবগঞ্জ দখলের উদ্দেশ্যে নবাবগঞ্জ পাকঘাঁটির উপর হামলা চালাই। সারাদিন যুদ্ধ চলে এবং এতে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের ৬ জন মুক্তযোদ্ধা এখানে শহীদ হন। আমরা নবাবগঞ্জ শহরে উঠিয়া পড়ি। বিকাল বেলা রাজশাহী হইতে ৫০/৬০ গাড়ী পাক সৈন্য নবাবগঞ্জ ঢুকিয়া পড়ে যাহার জন্য আমাকে একটু পিছু হটিয়া যাইতে হয়। রাত্রি ১২টার সময় তাহারা তাহাদের ১৪০ জন মৃতদেহসহ পাকা রাস্তার ওভারপুল উড়াইয়া রাজশাহীর দিকে পলায়ন করে।

১৫ই ডিসেম্বর আমরা নবাবগঞ্জ দখল করিয়া দেখিতে পাই বহু পাঞ্জাবীর মৃত দেহ ই-পি-আর লাইনের বাগানে পড়িয়া আছে। এবং অনেকেই মরিচার ভিতরে দাফন করিয়া রাখিয়াছে। তারপর আমরা রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি কিন্তু অভয়া পুল ভাঙ্গা থাকায় পার হইতে দেরি হয়।

১৬ই ডিসেম্বর আমি গোদাগাড়ীতে ১৪০ জন রাজাকারকে অস্ত্রশস্ত্রশহ আত্মসমর্পণ করাইতে সক্ষম হই এবং শত্রুর পিছন পিছন ধাওয়া করি।

ঐদিন সন্ধ্যা ৭ টার সময় রাজশাহী দখল করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় শত্রুদের আর পাওয়া যায়না। তারা নাটোর গিয়া আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া খবর পাঠায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐদিনই আমাদের বিজয় দিবস-১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

সাক্ষাৎকার*: হাবিলদার মোঃ ফসিউদ্দিন আহমদ
২-৫-১৯৭৪

ভারতের সহযোগিতায় আমাদের পুনর্গঠন শুরু হয়। গেরিলা যুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে চলতে থাকে।

ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে পোলাডাঙ্গা এবং সাহেবনগর চরে মুক্তিযোদ্ধারা এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ডিফেন্স নেয়। চর এলাকাকে নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্য মে মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানীরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। পাকিস্তানীদেরও ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় চর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মা নদী পার হয়ে ফরিদপুরে ডিফেন্স তৈরি করে। ডিফেন্স মজবুত করা হয়। সেখান থেকে প্রায়ই গেরিলা অপারেশন চালানো হতো। জুলাই মাস পর্যন্ত আমরা পোড়াগাঁও, হাকিমপুর, বাঘের আলী এলাকা আমাদের দখলে আনি। পোড়াগাঁওতে আমাদের

* বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র থেকে সংকলিত।

উপর পাকিস্তানীরা আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর আমরা পোড়াগাঁও এলাকা ছাড়তে বাধ্য হই। ভারতের লালগোলা এবং বাংলাদেশের ভেতরে ফরিদপুর থেকে বিভিন্ন গেরিলা দলকে রাজশাহী শহর, নওয়াবগঞ্জ, পাবনা এবং বগুড়াতে গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্য পাঠাতে হত।

অক্টোবর মাসে আমরা আবার পোড়াগাঁও পর্যন্ত দখল করে নেই। ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। ডিসেম্বরে আমরা নওয়াবগঞ্জ দখল করে নেই। নওয়াবগঞ্জের দিকে অগ্রসর হবার সময় আমাদের ও পাকিস্তানীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর নওয়াবগঞ্জ দখলের সময় শহীদ হন। নওয়াবগঞ্জ দখলের পূর্বদিন আমাদের সাথে ভারতীয়ি এক রেজিমেন্ট বি-এস-এফ দেয়া হয়। দুই-তিন মিনিট যুদ্ধের পর তাদের বহু আহত হয়। এবং মর্টার, মেশিনগান এবং গোলাবারুদ ফেলে তারা পলায়ন করে। নওয়াবগঞ্জ দখলের সময় কোন ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে নাই।

১২ই ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নওয়াবগঞ্জ থেকে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা রাজশাহী ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে নাটোরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

স্বাক্ষরঃ মোঃ ফসিউদ্দিন
২-৫-১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*

\ সে পথ দিয়ে পাকসেনারা ফিরলো না আর \

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আকস্মিকভাবে একটি সিক্রেট ইনফরমেশন পেয়ে গেলেন। ধেয়ে চললেন তিনি তার মুক্তিবাহিনী নিয়ে। হাতে তাদের থ্রি-নট-থ্রি, গ্রেনেড আর দুটি এল-এম-জি। হানাদার পাক বাহিনী সেদিন দিনাজপুর শহর থেকে স্কুলপাড়া হয়ে বর্ডার সাইডে আসছিল যে রুটে সেই রুটে পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, খানসেনারা পৌঁছানোর আগেই । বিকেল তিনটা। খানদের ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। দিনাজপুরের স্কুলপাড়ার রাস্তার পাশে, ঝোঁপঝাঁড়ে, গাছের ফাঁকে, আমগাছের ওপর, বাঁশঝাড়ের ফাঁকে প্রস্তুত লেঃ সাইদুল্লাহ, লেঃ আমিন, লেঃ কায়সার, সুবেদার এস এ রহমান, সুবেদার ইয়াসিন, হাবিলদার হাসান, হাবিলদার আজিজ, প্লাটুন কমাণ্ডার দেলওয়ার হোসেন, এফ-এফ- বাবলু, আবদুল লতিফ, আদুর রাজ্জাক, নূর মোহাম্মদসহ দেড়শ' মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানী। এগিয়ে আসছে হানাদার ট্রাক দুটো স্কুলবাড়ির সন্নিকটে। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস পর পর দুটো শিস দিলেন। ফায়ারিং-এর সংকেত আসবে শুধু একটা শিস। সবাই প্রস্তুত। থ্রি-নট-থ্রি'র ট্রিগারে আঙ্গুল নিশপিশ করছে। দম ধরে মুক্তিযোদ্ধারা গুণে যাচ্ছে প্রতিটি সেকেণ্ড। মুক্তিবাহিনীর এ্যামবুশের ভেতরে ঢুকেছে হানাদারদের প্রথম ট্রাক। ট্রাকের ওপর ২০/৩০ জন জোয়ান, হাতে তাদের অটোমেটিক চায়নিজ অস্ত্র । ট্রাকের ওপর এল-এম-জি ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাগড়া দুজন, সামনের ট্রাক এ্যামবুশ পার হয়ে যাচ্ছে প্রায়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস সংকেত দিচ্ছেন না। সবাই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের লক্ষ্য তখন পেছনে। আরও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢুকছে আরেক ট্রাক পেছনে, সেটাকে এ্যামবুশের মধ্যে এনে না ফেলে তিনি পারেন না। সামনের ট্রাকে ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দিলেন।

---

* দৈনিক 'সংবাদ' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

সৌভাগ্য খানদের। পেছনের ট্রাক প্রায় ১৫০ গজ ব্যবধানে এলো এবং এ্যামবুশের এলাকায় এক ইঞ্চি ঢোকা মাত্র ক্যাপ্টেনের শিস সাথে ফায়ার। বজ্র কড় কড় আওয়াজের মত ভেংগে পড়লো মুক্তিবাহিনী হানাদারদের ওপর। এমন হাতের মুঠোয় বহুদিন পায়নি খানদের। সম্পূর্ণ নিরাপদে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা। পেছনের ট্রাক, সামনের ট্রাক-দুই ট্রাকের ওপরেই চলছে বৃষ্টির মত থ্রি-নট-থ্রি আর এল-এম-জি'র ফায়ার। সম্বিত ফিরে পাবার আগেই পেছনের ট্রাক শেষ, এ্যামবুশের যেখানে ঢুকেছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে। খুনী ৩২ জন হানাদারদের ছিন্নভিন্ন দেহ সেখানেই লুটিয়ে। কোনটা ট্রাকের ওপর। বাকীগুলি পাশে, রাস্তায়, নীচের খানায়। কিন্তু না, সামনের ট্রাককে ততখানি কাবু করা গেল না। মাত্র দুটো ডেডবডি পেছনে ফেলে ট্রাকটি গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের কব্জা থেকে- যদিও ট্রাকটি পালাবার আগেই গাছের ওপর থেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ফায়ার করে কয়েকজনকে আহত ও নিহত করে। পাওয়া যায় বহু গোলাবারুদ, এক ইঞ্চি মর্টার, কয়েকটি এল-এম-জি, দুই ইঞ্চি মর্টার এবং চায়নিজ অটোমেটিক রাইফেল কিছু। ৩রা অক্টোবর সেই সাফল্যের পর এ্যামবুশে হানাদারকে খতম করার পরিকল্পনা ক্যাপ্টেন ইদ্রিস বাড়িয়ে দেন এবং বহু এভাবে খানসেনারা ঐ সেক্টরে হতাহত হতে থাকে এবং গেরিলা যুদ্ধের এই কৌশলের ও সাফল্যের প্রোগ্রাম সকল সেক্টরে জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সব স্থানে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হতে থাকে। ৪ঠা অক্টোবর সেই আম-জাম-বাঁশঝাড়ে ঢাকা স্কুলপাড়া দেখতে যায় হামজাপুরের সকল মুক্তিযোদ্ধা। খানদের চরমভাবে পরাজিত ও খতম করে দেয়ার সেই পবিত্র ভূমিতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্কুলপাড়ার মাটি কপালে ছুঁইয়ে যাত্রা করে ফ্রন্টের দিকে। ১৪ই ডিসেম্বর যুদ্ধে লেঃ সাইদুল্লাহ'র একটা হাতের সমস্ত মাংস কাঁধের নীচ থেকে উড়ে যায়। শত্রুর ব্রাশ ফায়ারে। কিন্তু হাড় ভাঙ্গেনি। দিনাজপুরের রণাঙ্গনে যে বীর বহুবার পাঞ্জা লড়েছে হানাদারদের সাথে বিজয়ের দু'দিন আগে তিনি আহত হন। দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন ইদ্রিসও আহত হন অন্য যুদ্ধে এবং তার কোমরের নীচ দিয়ে ব্রাশ ফায়ার লেগে হিপের মাংস ধসে যায়।

৭নং সেক্টর আওতাধীন বগুড়া জেলায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা*

পশ্চিমবঙ্গ হইতে সামরিক ট্রেনিং লইয়া সাইফুল ইসলাম বগুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলে ফিরিয়া আসে। সাইফুলের নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা দল জুলাই মাসে ধুনট থানা আক্রমণ করে। থানাতে বেশ কিছুসংখ্যক পাঞ্জাবী পুলিশ ছিল। এই অতর্কিত হামলায় ৭ জন পাঞ্জাবী পুলিশ নিহত হয় এবং গেরিলা দল পূর্ব বগুড়ার কয়েকটি সামরিক কনভয় এবং হানাদার সৈন্য বোঝাই ট্রেনের উপর আক্রমণ চালায়।

জুলাই মাসে গেরিলা বাহিনীর কমাণ্ডার হারুনুর রশিদের দল ভেলুরপাড়া রেল স্টেশনে সিচারপাড়ার উত্তর ধারে মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একটি মিলিটারী স্পেশাল ট্রেন বিধ্বস্ত করার ফলে চারজন অফিসারসহ সাতাশ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

৭ই আগস্ট সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ৭ নম্বর সেক্টরের গেরিলা প্রধান আহসান হাবিব (ওয়ালেস)-এর নেতৃত্বে তাহার দল সাবগ্রামে একটি মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একটি মিলিটারী লরী সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্ত করে। ঘটনাস্থলেই তিনজন পাকসৈন্য নিহত ও একজন আহত হয়। পুনরায় ৯ই আগস্ট তারিখে বেলা ১১ টার সময় পাকসৈন্যরা বিধ্বস্ত লরীটি উদ্ধার করিতে যায়। ঐ দিনই মাইন বিস্ফোরণের ফলে ৫ জন পাকসৈন্য নিহত ও ৬ জন আহত হয়।

বগুড়া শহরের ওয়াপদা পাওয়ার হাউস সাব-সেকশন উড়ইয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে সাইফুল ইসলাম মত্র দুইজন সঙ্গী লইয়া ১১ই আগস্ট হাটসেরপুর হইতে বগুড়া শহরের দিকে রওনা দেয়। তাহারা ৯ ঘটিকায়

---

* এ, জে এম শামসুদ্দিন তরফদার-রচিত 'দুই শতাব্দির বুকে' বগুড়া, ১৯৭৬ থেকে সংকলিত।

মাদলার ঘাটে আসিয়া পৌঁছে। তখন কোন নৌকা না থাকায় কলাগাছের ভেলা তৈয়ারী করিয়া ৩ জন সূর্যসৈনিক করতোয়া নদী পার হয়। পরিকল্পিত পথে মালগ্রামের ভিতর রাতের অন্ধকারে অগ্রসর হইতে থাকে। হানাদার বাহিনী প্রহরীরা তাহাদিকে চিনিয়া ফেলে। আত্মরক্ষার কোন পথ নাই জানিয়া সাইফুলেরা হানাদার বাহিনীর দিকে গ্রেনেড ছুড়িয়া মারে। হানাদারদের রাইফেল তখন গর্জিয়া ওঠে। তিনজনই অন্ধকারের মধ্যে তিনদিকে দৌড় দেয়। খানসেনাদের এলোপাতাড়ি গুলি আসিয়া সাইফুলের মাথায় লাগে। সাইফুল তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। অর্ধমৃত অবস্থায় হানাদার বাহিনী সাইফুলকে ধরিয়া ফেলে।

আগস্ট মাসের মধ্যভাগে একদিন রাত্রি তিন ঘটিকার সময় গেরিলা বাহিনী কর্তৃক বগুড়া- সারিয়াকান্দি রাস্তায় লাঠিমাররঘোন গ্রামের নিকটবর্তী ব্রীজটি ডিনামাইট দ্বারা উড়াইয়া দেয় এবং ব্রীজের দুই ধারে ৫০/৬০ গজ দূরে মাইন মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া যায়। পরের দিন সকালে ব্রীজের দুই ধারে পশ্চিম দিকের মাইনটি পাকসেনারা সন্ধান পাইয়া তুলিয়া নিয়ে যায় কিন্তু পূর্ব দিকের মাইনটির সন্ধান পায় নাই। তার পরের দিন ভোরে কয়েকটি গরুর গাড়ী পাট লইয়া গাবতলী বন্দরে যাইতেছিল। একটি গরুর গাড়ীর চাপ মাইনের উপর পড়িলে মাইনটি বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে গাড়ীটি ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যায়। একজন গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যবরণ করে। আর একজন গুরুতররুপে আহত হয়। এর পরের দিন সারিয়াকান্দি ক্যাম্প হইতে পাকসেনারা আসিয়া ব্রীজের অবস্থাদৃষ্টে লাঠিমাররঘোন গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের লোদিগকে অমানুষিকভাবে মারপিট করে এবং কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলে। তৎপর তাহারা কালূডাঙ্গা, শাহবাজপুর এবং সাতটিকরি গ্রামে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বাড়ি আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করে। এই ব্রিজ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া বর্বর পাক বাহিনী লাঠিমারঘোন গ্রামে পর পর তিনবার প্রবেশ করিয়া বাড়িঘর লুটপাট করে।

১৬ই আগস্ট সৈয়দ ফজলুর আহসান দিপুর দল সারিয়াকান্দি থানার নিকটবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে পাক বাহিনীর সহিত এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রচুর গোলাগুলির পর ময়নুল হক নামে সারিয়াকান্দি থানার এক দারোগা, ৫ জন পাকসৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার নিহত হয়।

আগস্ট মাসের মধ্যভাগে কমাণ্ডার আবুল হোসেন (বালুরঘাট), মোস্তফা রেজানুর (দিনাজপুর), এস, এম, ফারুক (বগুড়া), প্রভৃতির দ্বারা হিলিতে ট্রেন অপারেশন হয়। ইহার ফলে বহুসংখ্যক এবং কিছুসংখ্যক অবাঙ্গালী নিহত হয়। লাইন অপারেশনের সময় আবুল হোসেন নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে গেরিলা দল বগুড়া-সারিয়াকান্দি রাস্তার একটি ব্রীজে এক্সপ্লোসিভ লাগাইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এবং ব্রীজের এক মাইল দূরে রাস্তায় মাইন পুঁতিয়া রাখে। পরে মাইন বিস্ফোরণে একটি মিলিটারী জীপগাড়ী ধ্বংস হওয়ার ফলে একজন অফিসারসহ ৬ জন পাকসৈন্য নিহত হয়।

২০শে আগস্ট মাসুদ হোসেন আলমগীর নবেলের দল সারিয়াকান্দি থানার আওলাকান্দী গ্রামের পূর্বে যমুনা নদীতে একটি মিলিটারী লঞ্চ রকেট দ্বারা বিধ্বস্ত করে।

২রা সেপ্টেম্বর বর্বর পাকবাহিনী গাবতলী থানার জাত হলিদা গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ করে। তখন সৈয়দ আহসান হাবিব দিপুর দল পাল্টা গুলিবর্ষণ করার ফলে একজন পাকসৈন্য নিহত হয়। পাকসৈন্যরা নিরীহ ৫ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। পরে সমস্ত গ্রামটাই আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ৬ জন পাক পুলিশ খাদ্য লইয়া বগুড়া হইতে সারিয়াকান্দি যাইতেছিল। পথে পাক পুলিশেরা যখন ফুলবাড়ি ঘাটে খেয়া নৌকায় উঠে তখন মুজিববাহিনীর মোফাজ্জল হোসেন (লাঠিমারঘোন), গোলাম জাকেরিয়া রেজা (ধাওয়া), সাইদুল ইসলাম, (বাইগুলি), মন্টু (হুমাকুয়া) এবং গেরিলাবাহিনীর সৈয়দ আহসান

হাবিব দিপুর নেতৃত্বে নৌকা মাঝনদীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রাইফেল, মেশিনগান দ্বারা গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে দুইজন পুলিশ নিহত হয়। আর ৪ জন জীবন্ত অবস্থায় দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইবার কালে ধরা পড়ে। জনগণ তাহাদিগকে লাঠিসোটার দ্বারা পিটাইয়া হত্যা করে। পাক পুলিশদের রাইফেল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

গেরিলা বাহিনী কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ নৌকা পথে আনিবার কালে বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকট সশস্ত্র সংঘর্ষে শত্রুদের একটি টহলদার গানবোট সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর ই-পি-আর কমাণ্ডার সালেক (বগুড়া), বেঙ্গল রেজিমেন্টের মান্নান, ঢাকা পুলিশের হাবিলদার রজব আলী এবং ছাত্র রঞ্জিত কুমার মহন্ত, প্রদীপ কুমার কর (গোবিন্দগঞ্জ) প্রভৃতির নেতৃত্বে হিলির পাশ্ববর্তী স্থানে পাকবাহিনীর সহিত ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে পাকবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। ঘোড়াঘাটের ফিলিপস-এর (সাঁওতালী) নেতৃত্বে মাইন বিস্ফোরণে পাকসেনাদের একটি বেডফোর্ড মটর কার ভীষণভবে ধ্বংস হয়।

গেরিলা বাহিনীর কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে ১৯শে সেপ্টেম্বর সারিয়াকান্দি থানার তাজুরপাড়া গ্রামে অনুপ্রবেশকারী একদল পাকবাহিনীকে ঘেরাও করা হয়। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর ঘটনাস্থলে শত্রুপক্ষের কতক সেনা নিহত ও বাকী সেনা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর আহসান হাবিব ওয়ালেসের নেতৃত্বে বেলা দুপুর সাড়ে বারোটার সময় হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করিলে সুখানপুকুর রেলস্টেশন গৃহে আগুন ধরিয়া যায় এবং তাহাতে টেলিফোন লাইন নষ্ট হয়। একটি রাইফেল ও কিছু গুলি, সাত জোড়া পাকসেনার পোশাক উদ্ধার করা হয়। কিছু সৈন্য ও রাজাকার পালাইতে সক্ষম হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর কমাণ্ডার মোত্তালিব এবং কমাণ্ডার এস, এম ফারুকের নেতৃত্বে হিলিতে পাকবাহিনীর সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আড়াই ঘন্টা যাবৎ যুদ্ধ চলিতে থাকে। কমাণ্ডার মোত্তালির মর্টারের গুলিতে আহত হয় এবং ৪ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। ঐ সময় বগুড়ার একটি ১৪ বৎসরের অসমসাহসী ছেলে সাইদুর রহমান (চুটকু) হিলি স্টেশনে রেললাইনের মাইন বিস্ফোরণ ধ্বংস করিয়া দেয়। সেইদিন রেল চলাচল সম্পূর্নরুপে বন্ধ হইয়া যায়। এই ঘটনায় একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আসাম রেজিমেন্ট ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মুক্তিবাহিনী নশরতপুর রেলস্টেশনের পশ্চিম ধারে একটি এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পুঁতিয়া রাখে। তাহার বিস্ফোরণে একটি মিলিটারী ট্রেন আক্রান্ত হয়। ফলে হানাদার পাকবাহিনী ক্ষিপ্ত হইয়া লাইনের ধারের লক্ষীপুর, পূর্ব ডালম্বা, কোটকুরী ও শিতলাই গ্রামে আক্রমণ চালায় এবং কফিরউদ্দিন মিস্ত্রী, আবেদ আকন্দ, আজিজ প্রাং (লক্ষীপুর), মহীরউদ্দিন প্রাং (পূর্ব ডালম্বা) ভোলা প্রাং, কোরবান আলী (কোচকুরী) শরিফউদ্দিন সরকার (শিতলাই) প্রভৃতি লোকদিগকে লাইন করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে।

অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে গাবতলী থানার শিহিপুর গ্রামে সরকার-বাড়িতে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি ছিল। মুক্তিবাহিনী রাত্রি নয় ঘটিকায় সরকার বাড়ির পিছনে রেললাইনে একটি মাইন পুঁতিয়া রাখে। কারণ মুক্তিবাহিনী জানিতে পারে যে সৈয়দপুর হইতে বোনারপাড়া জংশন হইয়া একটি সৈন্যবাহী ট্রেন আসিতেছে। সেই ট্রেনটি ধ্বংসই তাহাদের লক্ষ্য ছিল কিন্তু ১৫ মিনিট পূর্বেই মাইনটির বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সৈন্যবাহী ট্রেনটি ঐদিন আর আসে না।

পরের দিন রাত্রি ১১টার সময় সৈন্যবাহী ট্রেনটি সুখানপুকুর ষ্টেশন অতিক্রম করিবে জানিতে পারিয়া মুক্তিবাহিনী সরকার-বাড়ির অর্ধ মাইল দক্ষিণে মাইন পুঁতিয়া রাখে। মাইন বিস্ফোরণে সৈন্যবাহী ট্রেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ৪ জন পাক ইঞ্জিনিয়ারসহ ১৪৬ জন পাকসেনা নিহত হয়।

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে ওয়াপদার নিকট কৈচোর রেললাইনের ব্রীজের দুই পাশে মাসুদ হোসেন আলমগীর (নবেল) মাত্র ৬ জন সঙ্গী লইয়া পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। বহু গুলি বিনিময়ের পর ৬ জন খানসেনা ও ১০ জন রাজাকার নিহত হয় এবং কতকগুলি পাকসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া কাহালুর দিকে পালাইতে বাধ্য হয়।

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে মুক্তিবাহিনীর দল গাবতলী থানার জয়ভোগা গ্রামের নিকটস্থ সারিয়াকান্দি রোডের উপর মাইন পুঁতিয়া রাখিয়া যায়। পরে তাহা বিস্ফোরণ ঘটিয়া ৫ জন পাকসৈন্যের মধ্যে ৩ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়।

১৮ই অক্টোবর বগুড়া শহরের পশু ডাক্তার থানার নিকটস্থ ট্রান্সমিটারটি গ্রেনেড দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্য গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। ফলে ট্রান্সমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্শবর্তী দোকানদার মুন্সী নজরুল ইসলামকে বর্বর হানাদারবাহিনী ধরিয়া ক্যাম্পে লইয়া যায়। ৪ দিন অমানুষিক নির্যাতন করার পর মুক্তি দেয়।

২০শে অক্টোবর নারচী ও পার্শববর্তী গণকপাড়া গ্রামে পাকসৈন্যদের সহিত গেরিলা বাহিনীর চারটি দলের এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সকাল ৭টা হইতে পরের দিন সকাল ৭ পর্যন্ত চলে। এইসব দলের মধ্যে তোফাজ্জল হোসেন মকবুল (চরহরিন), সৈয়দ ফজলুল আহসান দিপু, শোকরানা (রানা), আবদুস সালাম (বুলবুল), রেজাউল বাকী, গোলাম মোস্তফা (গাবতলী), কামাল পাশা (বৃন্দাবনপাড়া), রিজাউল হক মঞ্জু (ধাওয়া), স্বপন এবং হুয়াকুয়ার রেজাউল করিম মন্টু, আখতার হোসেন বুলু, আতোয়ার হোসেন গামা, আবদুর রাজ্জাক হানজু, আবদুল বারী ও আরও অন্যান্য গেরিলাদের সহিত পাকবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলি বিনিময় হয়। সেই সময় গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবনের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে থাকে, তখন এলোপাতাড়ি গুলি চলিতে থাকে। পাকসেনার দল দিপুর দলকে ঘিরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া দিপুর দল গ্রেনেড নিক্ষেপ করিয়া ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। তৎপর গণকপাড়া ঈদগাহ মাঠে গেরিলাবাহিনী পজিশন লইয়া তুমুল গোলাগুলি বর্ষণ করিতে থাকে। পাকসৈন্যরা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা প্রবল আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে গেরিলা বাহিনী টিকতে না পারিয়া অবস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় বহু বাড়ি জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দেয়। এদিকে শোকরানা রানার দল ও অন্যান্য দলের ৫০/৬০ জন গেরিলা যোদ্ধা টিউরপাড়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া পজিশন নেয়। হানাদারবাহিনীর সহিত গেরিলাবাহিনীর পাল্টা গোলাগুলি চলিতে থাকে। ঐ সময় হানাদারবাহিনীর টিউরপাড়া গ্রামের ১২ জন গ্রামবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করে। গেরিলাবাহিনীর গোলাগুলিতে পাকবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ৯ জন নিহত হয়। তৎপর সারা রাত্রি পাকবাহিনীর সহিত গেরিলাবাহিনী বাঁশগাড়ি ও নারচীতে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলার পর ভোরবেলা পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। এই ঘটনার দুই দিন পরে তিন দিক হইতে পাকসেনা নারচী গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের বহু বাড়িঘর পুড়িয়া ভস্মীভূত করে।

১০ই নভেম্বর নারচীর আবদুল হাসিম বাবলুর দল বগুড়া সারিয়াকান্দি রোডের বাইগুনী গ্রামে মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া কর্নেলসহ ৫ জন পাকসৈন্য নিহত করে। ঐ দিন গেরিলাবাহিনীর কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সূফীর নেতৃত্বে বগুড়া শহরের নিশিন্দারায় ১১ হাজার কিলোওয়াট ভোল্টের ট্রান্সমিটার ধ্বংস করা হয়।

১২ই নভেম্বর ইন্ডিয়ান মারহাট্টা রেজিমেন্ট, আসাম রেজিমেন্ট ও মুক্তিযোদ্ধারা হিলি সীমান্তে পাকবাহিনীর সহিত মোকাবিলা করার জন্য উপস্থিত হয়। হিলিতে পাকবাহিনী তখন ঘোড়াঘাট হইতে ফ্রন্টিয়ার র্ফোস আনিয়া।

পাল্টা আক্রমণ করিবার প্রস্তুতি নেয়। তখন ৬নং আসাম রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রায়সিং ডোগরা ও মুক্তিযোদ্ধাদের এস, এম ফারুক (বগুড়া), আবুল কাশেম (জয়পুরহাট), মোজাহার (গাবতলী), মোস্তফা রেজানুর (দিনাজপুর) দলের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর সহিত প্রবল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে বহু পাকসৈন্য ও কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। পাকসৈন্যদের সঙ্গে মেশিনগান, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবিধ্বংসী কামান ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে স্টেনগান টমিগান, রাইফেল প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধ চলে। ঐ দিন বিমান হইতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হয়।

১৩ই নভেম্বর মহিমাগঞ্জের দুলুর নেতৃত্বে ও সিহিপুরের বাবলু, খালেক, হামিদ, খলিল, নূরুল, শুকু ফিনু, জগলু, হাল্লু, লিন্টু ও আরও অনেকের সহযোগিতায় সুখানপুকুর রেল স্টেশনের ধারে শিহিপুরের নিকট একটি পাকসৈন্যবাহী স্পেশাল ট্রেন ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেয়। ফলে প্রায় দেড়শত পাকসৈন্য মৃত্যুবরণ করে।

১৫ই নভেম্বর গেরিলা বাহিনী কমাণ্ডার মীর মঞ্জুরুল হক সুফীর নেতৃত্বে সুখানপুকুর রেলস্টেশনে শত্রুদের খাদ্যবাহী একটি ট্রেন মাইন বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ধ্বংস করে।

২৫শে নভেম্বর গাবতলীর নিকটস্থ জয়ভোগ গ্রামের রেলওয়ে ব্রীজ পাকবাহিনীর নিকট হইতে দখল করিবার জন্য একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া গুলি বিনিময় করিতে থাকে। ফলে পাকসৈন্যরা গাবতলী থানাস্থ ক্যাম্পের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দুই ঘন্টা পর পাকসৈন্য বোঝাই একটি ট্রেন গাবতলী স্টেশনে থামিলে পাকসৈন্যরা ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ভোগা ও বইগুনী গ্রামের দিকে গুলীবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। ফলে বাইগুনী গ্রামের আবুল হোসেনসহ কয়েকজন গ্রামবাসী গুলির আঘাতে নিহত হয়। পরে নেপালতলী গ্রামের দিক হইতে গেরিলাবাহিনীর একটি দল আসিয়া পাল্টা আক্রমণ করিবার ফলে পাকসৈন্যরা গাবতলী ক্যাম্পে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

২৮শে নভেম্বর সারিকান্দি থানা আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় নারচীর আবদুল হাসিম বাবলু, আবদুর রশিদ, চরহরিণার তোফাজ্জেল হোসেন মকবুল, হুয়াকুয়ার আবদুর রাজ্জাক, রামচন্দ্রপুরের মহসিন। মৌরের চরের সরুজ্জামান। ৭নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা দল ও গেরিলাবাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণ করে। পাকবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার ফলে দুইজন পাকসৈন্য নিহত হয়। গেরিলাবাহিনী অদম্য সাহসে মাতৃভূমির পবিত্র মাটি থেকে বর্বর পাকবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার দৃপ্ত পণ লইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। বেলা ১১টার সময় ব্রাশফায়ারে কয়েকজন পাকসৈন্য মাটিতে পড়িয়া যায়।

পরের দিন সকাল ৮টায় গেরিলা বাহিনী সারিয়াকান্দী থানা পুনঃ আক্রমণ করিয়া ৪৪ জন রাজাকারকে নিহত করে। থানার অফিসার ইনচার্জসহ ১৮জন পাকসৈন্য নিহত হয়। এই প্রচণ্ড গোলাগুলির ফলে গেরিলা বাহিনীর ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। সমস্ত দিবারাত্রি প্রচণ্ড গোলাগুলি চলিতে থাকে।

গেরিলা বাহিনীর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহে কোন অসুবিধা হয় নাই। পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণ স্বতঃর্ফূত হইয়া খাদ্যদি সরবরাহ করিতে থাকে। পরিশেষে রাজাকার ও পুলিশেরা আত্মসমর্পন করে। কিছুসংখ্যক পুলিশ অন্ধকারে গ্রামের দিকে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। গেরিলা বাহিনীর যে ৩ জন শহীদ হয় তাহারা হইতেছেন বালিয়ার তাইরের মমতাজ উদ্দীন, সাত বেকীর মোজাম্মেল হক ও আর একজন। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে সারিয়াকান্দি থানা দখল হয়। গেরিলা বাহিনী কর্তৃক ৫৩ জন রাজাকার ও ১৯ জন পুলিশ বন্দী হয়। ১৯জন রাজাকারকে গুলী করিয়া হত্যা করে। গেরিলা বাহিনী ১১৮ টি রাইফেল, ৪২টি এলএমজি, ১টি রিভলবার, ১টি গ্রেনেড ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করে। ঐদিন বিমান আক্রমণ হয়, তাহার ফলে কয়েকজন জনসাধারণ নিহত হয়। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দীনের দল এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

নভেম্বর মাসের শেষভাগে পাকসৈন্যরা ভেরুরপাড়া রেলস্টেশনে যাইবার কালে পথিমধ্যে ট্রেন থামাইয়া জোড়গাছা গ্রামের কতকগুলি বাড়ীতে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে মুক্তিযোদ্ধা দল আসিয়া হানাদার বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া গোলাগুলিবর্ষণ করিতে থাকে। পাক সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ভেলুরপাড়া স্টেশনে বাঙ্কার আশ্রয় লয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ সেখানেও তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে ৪ জন পাক সৈন্য নিহত হয়।

পরের দিন মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার হুয়াকুয়ার রেজাউল করিম মন্টুর নেতৃত্বে আব্দুস সালাম, আতোয়ার হোসেন প্রভৃতি এবং স্থানীয় গেরিলা বাহিনী ও জনসাধারণ রেল স্টেশনটি পোড়াইয়া দেয়। পরে চকচকে ব্রীজে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করিয়া ফেলে। তৎপর রেলওয়ে স্লিপার উঠাইয়া রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে রংপুর পলাশ বাড়ী হইতে পলাতক একদল শত্রূসৈন্য গাবতলী থানার রামেশ্বরপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার শুরু করে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম জাগুলির প্রাক্তন সৈনিক গোলাম ছারওয়ার খানের নেতৃত্বে তাহার দল প্রতিরোধ আক্রমণ চালায়। ইহাতে প্রচুর গোলাগুলির বিনিময় হয়। ফলে ২ জন শত্রূসৈন্য নিহত, ২ জন শত্রূসৈন্য আহত ও ১২ জন পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পূর্ব দিন সকাল বেলা পীরগাছা মিলিটারী ক্যাম্প হইতে একটি সৈনিক প্রাণের ভয়ে পালাইয়া আসিলে লস্করী পাড়ার নিকটস্থ জেলা বোর্ডের রাস্তার ব্রীজের নিকট শফিউল আলম স্টেনগানের গুলীতে তাহাকে নিহত করে। ঐদিন মহাস্থান হইতে ৫ জন হানাদার সৈন্য পালাইয়া আসিবার কালে গাবতলী থানার কদমতলী গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় ৭ জন গ্রামবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ঐ সময় চরহরিণার তোফাজ্জল হোসেন মকবুল ও তাহার দল ৫ জন পাক সৈন্যকে ধরিয়া ঘটনাস্থলেই গুলি করিয়া হত্যা করে।

৪ঠা ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার জাহেদুর রহমান (বাদল) ও আরও অনেকে রংপুর জেলার ভরতখালি বাঁধের পার্শ্বে পাকসৈন্যদের সহিত এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে রাজাকারসহ ৭ জন পাকসেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জাহেদুর রহমানসহ ৫ জন শহীদ হয়। এই ৫ জনের লাশ ভরতখালী স্কুল প্রাঙ্গণে কবরস্থ করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর কামণ্ডার আবুল হোসেন (কলসা)-এর নেতৃত্বে তাহার দল পাকহানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। তুমুল লড়াইয়ের পর পাক সৈন্যরা নঁওগা অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করে। কিছুসংখ্যক পাকসৈন্য হতাহত হয়।

১০ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী সম্মিলিত বিমান আক্রমণে সান্তাহার রেলওয়ে জংশন পাওয়ার হাউস মেকানিক্যাল ওয়ার্কস ও রেলওয়ে জংশন লোকোশেডের উপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে কিছু পাকসৈন্য হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর আনসার আলী নামে একজন বিমান কর্মচারী আহত হন।

১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী রংপুরের পলাশবাড়ী অতিক্রম করার পর পাকসৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তাহারা বগুড়া শহরের এতিমখানা হইতে অনবরত শেলবর্ষণ করিতে থাকে। তাহার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বহু লোক হতাহত হয়। উপর হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনী ঘন ঘন বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন পাক সৈন্যরা বাঙ্কারে লুকাইয়া পড়ে। কিছু পাকসৈন্য পালাইয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হয়। গ্রামবাসী তাহাদিগকে ধরিয়া যে যেখানে পারে হত্যা করে।

১৩ই ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক সৈন্য জয়পুরহাট হইতে পালাইয়া আসিয়া সদর থানার সরলপুর গ্রামের পাঁচ পীরের দরগায় আশ্রয় নেয়। মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আবদুস সোবহান খান বাবুল ও তাহার দল জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলে। মুক্তিফৌজের সহিত প্রচণ্ড গোলাগুলিতে দুইজন মুক্তিসেনা ঘটনাস্থলে শহীদ হন। তন্মধ্যে ছিলেন মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আবদুস সোবহান খান বাবুল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন দা, কুড়াল খন্তা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া আসিয়া পাক বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে হত্যা করে।

ঐদিন গাবতলী থানার কদমতলী গ্রামে পীরগাছা মিলিটারী ক্যাম্প হইতে কয়েকজন পাকসৈন্য পালাইয়া আসিবার সময় কদমতলী গ্রামের রহিমউদ্দিন প্রামানিক নামে একজন লোক ভিটার মধ্যে মিলিটারীর ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন একজন মিলিটারী তাহার পিঠে গুলি করে। তাহার পাশেই গোবর্ধন রবিদাস নামে একজন মুচিকে গুলি করিয়া হত্যা করে। নিকটস্থ গেরিলা বাহিনী আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে।

প্রচণ্ড গোলাগুলি হওয়ার পর পাকসৈন্যদের একজন নিহত হয়। বাকী পাক সৈন্যরা একটি গর্তের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে। পরে তাহারা সন্ধ্যার পর পালাইয়া যায়। ঘটনাস্থলে সারিয়াকান্দি থানার বোহালী গ্রামের রফিক নামে একজন মুক্তিসেনা শহীদ হন। এই প্রচণ্ড লড়াইয়ে হাট ফুলবাড়ী, জাতহলিদা, বাইগুলি ও নারচী গ্রামের গেরিলা বাহিনী অংশ নেয়। পাক সেনারা মৃতদেহটি পরে নারচীর গেরিলা দল মহিষের গাড়ী করিয়া লইয়া যাইয়া নারচীর সমুখস্থ বাঙ্গালী নদীতে ফেলিয়া দেয়। দীঘলকান্দির চান্দ কশাই ও চরকাধিকার একজন গ্রামবাসী পাক বাহিনীর গুলিতে মৃত্যবরণ করে।

১৩ই ডিসেম্বর বর্বর পাক বাহিনীর সহিত মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর সহিত হিলি সীমান্তে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ছিল মেশিনগান, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক এবং বিমানবিধ্বংসী কামান ও বোমা। আমাদের বাংলাদেশের কতকগুলি দামাল ছেলের সঙ্গে ছিল, সামান্য স্টেনগান এসএলআর রাইফেল, এলএমজি আর পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ছিল কতকগুলি মানব হত্যার মারণাস্ত্র।

এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল আলম বাহিনী, সেলিম বাহিনী এবং এবাদ বাহিনী। প্রথম মিত্রবাহিনী পাকসৈন্যদের উপর বিমান থেকে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তারপর শুরু হয় এক ঐতিহাসিক তুমুল যুদ্ধ। পৃথিবী থাকিবে, বাংলাদেশ থাকিবে, তাহার সহিত এই হিলির যুদ্ধ চিরদিন বাংলার ইতিহাসের পাতায় লিখা থাকিবে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর সাতশত সৈন্য নিহত এবং কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, মেশিনগানসহ আড়াইশত পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর অল্পসংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হয়। হিলি দখল করার পর বিবরঘাঁটি থেকে তিনশত নির্যাতিত নারীকে উদ্ধার করা হয়।

ঐদিন বগুড়ার পুলিশ লাইন হইতে অহরহ শেলবর্ষণ হইতে থাকে। শহরের এবং কলোনীর বিহারীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া যেখানে পারে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকসৈন্যরা পরাজিত মনে করিয়া তাহারা করতোয়া রেলওয়ে ব্রীজ ও ফতেআলী ব্রীজ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ডিনামাইট পুঁতিয়া রাখে। ঐদিন মিত্র বাহিনীর একশত সাতাশটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক ত্রিমুখী সাঁড়াশী আক্রমণ করিবার জন্য গাবতলী হইয়া মাদলার পথে এবং মহাস্থান ও দুপচাচিয়া হইয়া বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছে। তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ও বোমা বিস্ফোরণে সমস্ত শহর প্রকম্পিত হয় এবং আগুনের লেলিহান শিখা দৃষ্ট হইতে থাকে। দুই একটি বোমার আঘাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক হত ও বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর বগুড়া শহর হইতে পলাতক দুইজন পাকসৈন্য সদর থানার সাবরুল ইস্কুলের মাঠ দিয়া পালাইয়া যাইতেছিল। ঐ সময় গেরিলা বাহিনীর আনোয়ার হোসেন, রফিক ও আরও অনেকে এবং গ্রামবাসী লাঠিসোটা এবং বর্শা প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদিগকে ধরিয়া মারপিট করিয়া হত্যা করে।

১৫ই ডিসেম্বর পলাতক পাকবাহিনী ও কিছু অবাঙ্গালী বগুড়া শহর হইতে পালাইয়া যাইবার সময় গোলাগুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তাহারা শহর হইতে একটি লরী লইয়া যাইতেছিল। লরীটি বিকল হইয়া গেলে তাহারা মার্চ করিতে পদব্রজে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে মুক্তিবাহিনীর দল আসিয়া পাল্টা গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে মুক্তিবাহিনীর একজন শহীদ ও দুইজন আহত হয়। জানা যায়। ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে পাকসৈন্যরা ডেমাজানী আসিয়া আকস্মিক গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। ফলে কমলরাজভর নামে একজন নিহত

হয়। পরে পাকসেনারা ফিরিয়া যাইবার পথে আড়িয়ার বাজারে ডঃ ফনিন্দ্রনাথ দেব, সুরেশচন্দ্র পাল, শিরিষচন্দ্র পাল, খোকা বৈরাগী, তপেন্দ্রনাথ পাল ও আরও কয়েকজনকে গুলি করে।

ঐদিন বৈকালে আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় ডিনামাইট বিস্ফোরণে করতোয়া রেলওয়ে ব্রীজ ও ফতেআলী ব্রীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ঐদিন মিত্রবাহিনীর সহিত পাকসৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ চলিতে থাকে। ফলে বহুসংখ্যাক পাকসেনা হতাহত হয়। ঐ সময় ভারতীয় বিমান হইতে কয়েকটি ভারী বোমাবর্ষণ হলে এতিমখানার নিকটস্থ স্থানের ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দুটি বৃহদাকার গর্তের সৃষ্টি হয়। পরের দিন ১৬ই ডিসেম্বর আনুমানিক তিন হাজার পাকসেনাসহ উচ্চপদস্থ অফিসারেরা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

OPERATION AVOYA BRIDGE: MR. BADIUZZAMAN*

The successful operation at Rajshahi-Nawabgonj road in the night of 14/15 August has really put up the morale of freedom fighters so high that they have been too much excited to go for another operation around that area. Under the leadership of Maj. Gyas everyone at the camp was very keen to go for another operation. On the night of 14/15 August one of the most strategic bridge named as Haripur Bridge of 120 ft. length over capturing 12 mixed guards of Rajakars and Pak army personnel. This had already snapped the communication link between Rajshahi- Nawabgonj highways. In the same night another group of crack morter detachment went within shell range of Nawabgonj town with 3" morter and for good one hour shelled the town thus disrupting and sheltering the celebration of Independence Day and that of morale of Pak army and local collaborators.

After returning from the above mentioned operation Maj. Gays took one day to overcome the fatigue of that operation and started preparing for another another operation. I was his Staff Officer working very closely with him. He only told me to prepare 6 persons out of informer group to go inside the enemy defence and bring back some information. We had some freedom fighters trained for this purpose. He briefed each and everyone separately and after their return by 20 August collected enough information. What I found out from him on 20 August that he was preparing for an operation at `Avoya bridge' one of the most strategic bridge on road leading from Sonamasjid-Nawabgonj-Rajshahi. The reason he told me that after demolition of Haripur Bridge they could not yet build that bridge. If we can demolish Avoya bridge the 2 battalion worth of regular and para-military forces who are located around Nawabgonj town will be isolated. An area of approx. 50 miles from Rajshahi town will remain under command of FF. Incidentally already an area of approx. 200 squire miles around river Mahananda and Padilla was under command domuration of freedom fighters commanded by Maj. Gyas

He selected 45 persons from amongst the freedom fighters and regular forces and in his own technique and style on 22 August made them sit around a big model of cloth, after making sketch of whole area. Amongst the group I was one of the fortunate one to

* বিবরণটি প্রকল্প সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে সংকলিত। ১৯৭১ সালে মেজর গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার)-এর অধীনে স্টাফ অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

be selected. Dr. Alam, a final year student of Rajshahi Medical College was also amongst those. We were given a thorough briefing by Maj. Gyas about his plan of operation. Those were the days of heavy flood around Rajshahi-Nawabgonj area. The strategic bridge was located 19 miles away from Rajshahi Town. We set out in 3 large carrier boats (meant for carrying paddy) for out target by 11.00 a.m. in 3 groups. Major weapon we carried were one 2"x Vicar machine guns, 2x2" morters, 8 LMGs, 8 stens, 20 rifles, one grenade with each one of us also with us we also with us we had 450 kg of explosive. As we had paucity of explosives our leaders carried 250 kg of Gelatine explosives and 20 numbers of anti-tank mines of 10 1bs of explosives each one of them having Haripur bridge was demolished a week before with similar type of combination in explosives.

The R V from where we started was Faridpur BOP of Ex BDR which remained throughout in possession of regular forces of Bangladesh Niamita Bahini under Maj. Gyas. We also had 6 more BOPs under our command throughout the war of liberation all along river Padma and Mahananda. We expected to reach the destination although in rowing sail boats in 12 hours time. We carried with us haversack lunch. When we reached near our target we lost our direction as the area was totally submerged with flood water and dark. However we managed to get the direction with the help of a local person and reached to our assembly area of the target at 0010 hrs approx 2 hours later than schedule time. We got ourselves unboarded approx. 1000 yards away from boat. We started making in diamond head information. When we moved about 200 yds we found that the road was submerged which was leading towards Avoya bridge. We continued to move very slowly in a keen -deep water. We came slowly upto 100 yds, and we could see the high bridge in the twilight of the sky, and it was already 0100 hrs almost 50 minutes after we got down from the boat. We kept on moving, and the morale of out boys were very high. When we came within 40-50 yds from the bridge suddenly 5/6 LMGs opened fire on us. A big shower of bullets flew over our head. We all were perplexed and never expected such a surprise. Suddenly I heard Maj. Gyas shouting at the top of his voice `get dispersed and take position.' Most of our people tried to get off the main road but they could not go much further from the knee-deep water. Most of the freedom fighters got into neck-deep water and around some submerged houses. For about 4/5 minutes there was complete confusion as the machine gun fire was showering over our head. I found Major Gyas standing in the middle of the road and I was next to him and during that period of first 2 minutes immediately after shouting for position, he opened up with his favorite Chinese sub-machine gun which he always carried during the operations. He exhausted 2 more magazines. Meanwhile the Vicar machine guns which were mounted up at the enemy position.

Now the exchange of fire from both the sides continued. I saw our leader moving towards the ambush site and whole lot of freedom fighters started following him blindly shouting. In knee to neck-deep water we continued fighting and tried to capture the bridge. Enemy also continued with their resistance to retain the bridge and gave a stiff resistance. After about 3 hrs of fighting we saw enemy getting out of the bridge by 3 boats tied on the side of the bridge. Later we realised that the road on the other side of the

bridge was submerged and no vehicle could come there and they had to resort to boat for their withdrawal.

Finding them escaping we continued to fire with automatic weapons at those people on the boats. The firing from the bridge site was almost diminishing except one LMG which kept on firing. When our LMGs and MGs were at the boat we could hear the shouting of some people saying 'Bachao' 'Bachao' with the reflection of starlight we could see one of the boats going down onto water due to impact of firing. When we captured the bridge it was 4-30 a.m. We ran short of ammunition and whole lot of freedom fighters were totally exhausted although their morale was sky high. Now the question of demolition of bridge camp up. But should we take a risk at this stage as in the morning we expected some re-inforcement from enemy. We decided to pull block to our camp. As the preparation of deep mine charges which could be used for placing there on the embankment after digging hole, at least would need 2 hours time. Moreover our chordite, tonators meant for making ring man circuit were spoiled during fighting. More, we lost one of our valiant fighter L/Nk Mohar Ali who had a bullet in his chest and 2 of the FFs got seriously injured, who needed immediate surgery to save their lives.

I must say the mission was partially successful. Although we could not demolish the bridge but we killed 2 Pak army soldier and 6 Rajakars. Their dead bodies were recovered from the river water 2 days later. We confirmed later that more than a dozen of Pak army and Rajakars were seriously injured in that operation. This action has really put the morale of Pak army down to their knee.

Two successful operation during the month of August did ensure the movement of troops confined only during the day time in minimum of 2 vehicles with adequate strength. More regular troops were deployed for guarding the bridges and culverts thus depleting the finishing strength. A large body of trained personal i.e. regular army was used for patrolling in the main line of communication i.e. road Rajshahi-Nawabgonj which could have been done entirely by paramilitia. This particular operation really opened my eyes about the need of leadership during any army operation as to how a body of armed personnel could be led successfully even against the odds.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। ৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম এ ওসমান চৌধুরী*
৩১-১-৭৪

খুলনা ও যশোরের ছিন্নমূল ও বিক্ষিপ্ত অনেক ইপিআর এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য এবং পুলিশ আমার সাথে যোগদান করে। আমি আমার সমস্ত বাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করে ৭টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে ৭ জায়গায় ৭ জন কোম্পানী কমাণ্ডারের অধীনে ৭ টি বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োগ করিঃ (১) প্রথম কোম্পানী উত্তরে মহেশকুণ্ড বিওপি এলাকায় লেফ্টন্যান্ট জাহাঙ্গীরের (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) অধীনে। (২) দ্বিতীয় কোম্পানী তার দক্ষিণে জীবননগর বিওপি এলাকায় ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমানের অধীনে। (৪) ৪র্থ কোম্পানী কাশিপুর/মুকুন্দপুর বিওপি এলাকায় ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদার (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) অধীনে। (৫) ৫ম কোম্পানী বেনাপোল কাস্টম চেকপোষ্ট এলাকায় ক্যাপ্টেন আবদুল হালিমের অধীনে। (অবশ্য এই কোম্পানীর কমাণ্ডার কয়েকবার পরিবর্তিত হয়। ক্যাপ্টেন তৌফিকও কিছুকাল এই কোম্পানীর কমাণ্ডার ছিলেন।) (৬) ৬ষ্ঠ কোম্পানী আরও দক্ষিণে বাকশা/কাকডাঙ্গা বেনাপোল থানাধীন এলাকায় ক্যাপ্টেন শফিউল্লার অধীনে (৭) ৭ম কোম্পানী ভোমরা এলাকায় ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) সালাউদ্দিনের অধীনে। মে মাসের শেষদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন হেডকোয়ার্টার 'মুজিবনগরে' বদলি হলে ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দিনকে এই কোম্পানীর ভার দেয়া হয়।

আমার বাহিনীর পুনঃসংগঠিত হওয়ার পর আমি সম্মুখসমর পরিহার করে যথাসম্ভব গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য নির্দেশ দেই। মে মাসের প্রথমার্ধে মুজিবনগরে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার সংগঠিত হয়। ঐ মাসেরই শেষার্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত নেয়া এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম সহকারে সমস্ত সেক্টরে নির্দেশ প্রচার করা হয়। আমার সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি বেনাপোলের সীমান্তবর্তী এলাকায়। ওখান থেকে সময়ে সময়ে যেসব বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ লোকজন অথবা সাংবাদিক ও টেলিভিশন রিপোর্টাররা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রিপোর্ট নিতে আসতেন, তাঁদেরকে বাংলাদেশের ভিতরে নিয়ে যেতাম। মে মাসের শেষার্ধে খবর আসল যে, ইংল্যান্ড থেকে মাননীয় জন স্টোনহাউস এমপি ও মিঃ চেসওয়ার্থ মুক্তিবাহিনীর দ্বারা মুক্ত এলাকা সত্যি বাংলাদেশের এলাকা কিনা, সেই তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে আসবেন। আমার নির্দেশমত ব্যবস্থা হল ভারতের বয়রা এলাকা দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে ঢুকবেন। সব ব্যবস্থা করে আমি সীমান্তের একটা সীমান্ত খুঁটির কাছে মহামান্য অতিথিদের অপেক্ষায় রইলাম। অতিথিদের আগমনের সাথে সাথেই আমি তাঁদেরকে সীমান্ত খুঁটি দেখিয়ে বললাম-`This is the border survey-post and the moment you have crossed this post, you are on the Bangladesh soil. Sir let us have a photograph here as a mark of identification between the two lands." ওখানে ফটো তোলার জন্য তাঁদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলাম। গাছের উপর, বাড়ির ছাদে তাঁরা বাংলাদেশের পতাকা জন্য দেখতে পেলেন। পরিদর্শন করলেন আমার সেখানকার কোম্পানী হেডকোয়ার্টার। দেখতে পেলেন মুক্তিবাহিনীর আনাগোনা, কর্তব্য পালন, পাহারা ও ডিউটি পরিবর্তন ইত্যাদি। খুশী হলেন, আমাদের সাথে মোরগের মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়া খেলেন। আমাদের অধিকৃত চীনা হাতিয়ার হাতে নিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে পিছনে রেখে ছবি তুললেন। মুক্ত এলাকা পরিদর্শন

* ১৯৭১ সালে মেজর পদে কর্মরত ছিলেন।

করলেন। সবশেষে বিদায় নেবার পূর্বে মাননীয় স্টোনহাউসের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আমি আমার স্বাক্ষর ও সেক্টর হেডকোয়ার্টার মোহর দিয়ে লিখে দিলাম- ‘‘Admitted into Bangladesh and allowed to visit liberal area."

১৫ই মে থেকে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক কোম্পানীকে সাপ্তাহিক অপারেশনাল ট্যাস্ক দিতে থাকলাম এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন সিচুয়েশন রিপোর্ট নিয়মিতভাবে বিডিএফ হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে থাকলাম। সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে আমি প্রতিনিয়তই কোম্পানী থেকে কোম্পানী এলাকা ভ্রমণ, পরিদর্শন ও অপারেশনাল কাজকর্মগুলো সমন্বয় করতে থাকলাম।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দিন চৌধুরী এমপি-এ ও ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব এবং লেফটেন্যান্ট ইনামুল হক (বর্তমান ক্যাপ্টেন ও প্রেসিডেন্ট এডিসি) আমার হেডকোয়ার্টারে যোগদান করেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালুদ্দিন চৌধূরীকে আমার সেক্টর সদর দপ্তরে স্টাফ ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ করি। সমস্ত অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার ভার ছিল তার উপর, যা তিনি অতি সুষ্ঠু সমর পরিচালকের মত সম্পন্ন করেন।

প্রায় প্রত্যেক অপারেশন টাস্ক সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কিছু না কিছু পাকসেনা হতাহত এবং অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা হত। মাঝে মাঝে শত্রুসেনা বন্দীও করা হত। রাজাকার আত্মসমর্পণ, দালাল নিধন ইত্যাদি ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় ৭ম কোম্পানী এলাকায় ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের অধীনে। সেদিন ছিল ২৭শে মে, ১৯৭১ সাল। আমাদের অবস্থান ছিল সীমান্তবর্তী একটা বাঁধের উপরে ও তার পিছনটায়। আমাদেরই এই উঁচু পজিশনের জন্য পাকিস্তানীরা কাছে ঘেঁষতে পারত না। দূর থেকেই তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এই পজিশনটাকে ভাইটাল মনে করে পাকিস্তানীরা ২৭শে মে ভোর ৪টার দিকে ২ কোম্পানী সৈন্য দিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে। তীব্র যুদ্ধের পর তাদের ঐ আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। ২ ঘন্টা পর আবার তারা ২ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে আমাদের অবস্থানকে আক্রমণ করে। এবারও তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়। এভাবে পর পর ৬ বার তারা ২ কোম্পানী এবং ১ ব্যাটালিয়ান দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু প্রত্যেকবারেই ক্ষয়ক্ষতির পর তারা পিছপা হতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধ ১৪ ঘন্টাকাল স্থায়ী হয় এবং তাদের আনুমানিক ৩০০ সৈন্য হতাহত হয়। এর মধ্যে তাদের ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার আহত হয় এবং ব্যাটালিয়নের ২য় কমাণ্ডার ও ১ জন ক্যাপ্টেন মারা যায়। উৎসাহভরে এই ক্যাপ্টেনের লাশ নিজ এলাকায় দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ঐ ক্যাপ্টেনের লাশ আনতে সক্ষম হয়। ঐ চেষ্টায় প্রথমত ১ জন জওয়ান মারা যায়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ঐ ক্যাপ্টেনের লাশ আনতে সক্ষম হয়। এছাড়া আরও ৫ টি পাকসেনার লাশ উদ্ধার করে অপর বাংলায় জনসাধারণকে দেখানোর জন্য পাঠান হয়। ভারতীয় জনসাধারণ বাঙ্গালীদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে। এভাবে চলতে থাকে আমাদের দৈনন্দিন মুক্তিযুদ্ধ এবং শত্রুহনন অভিযান। হিসাব করে দেখা গেছে এই সেক্টরে গড়ে প্রতিমাসে ৭০০ শত্রুসেনা নিধন হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭১ সনের জুন অথবা জুলাই মাসে বাংলাদেশের সেনাপতি ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশের সেক্টরগুলিতে কিছুসংখ্যক ভারী ও হালকা হাতিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র ভারত আমাদেরকে দেবে। সেই অনুযায়ী আমি বারবার ভারতীয় কমাণ্ডারদের কাছ থেকে চেয়েও ঐ হাতিয়ার গুলি পাইনি। সময়মত ঐ অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়ায় আমাদের যুদ্ধ চালাতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

১৯৭১ সনের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার মুজিবনগরে সেক্টর কমাণ্ডারদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের উদ্বোধনী দিনে সাধারণভাবে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল ওসমানীরই ভাষণ দেবার কথা, কিন্তু উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাননীয় তাজউদ্দীন আহমদ। ব্যবস্থানুযায়ী তা যদিওবা হ’ল তবুও কর্নেল ওসমানীর উপস্থিতি সেখানে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তিনি নেই দেখেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হল। যাই হোক লম্বা-চওড়া উদ্বোধনী বত্তৃতার পর প্রধানমন্ত্রী

সাহেব যা বললেন তার অর্থ হল- এই যে সেক্টর কমাণ্ডারদের অনাস্থাবশতঃ কর্নেল ওসমানী পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তিনি অনুরোধ করলেন যে, ঐ সঙ্কট মুহূর্তে সেনাপতির পরিবর্তন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অগভীরতা ও অনৈক্যেরই পরিচালক হবে। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলদ্ধি করে আমরা সমস্ত সেক্টর কমাণ্ডারই কর্নেল ওসমানীর সেনাপতিত্বে আস্থা প্রকাশ করি।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলতে চাই যে, কর্নেল ওসমানীর আদেশক্রমে আমার সেক্টর-এর ইপিআর বাহিনী থেকে ভাল ভাল যুবক সৈনিকদের একএক করে ছিন্নমূল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনঃসংগঠিত করি এবং আমরাই পাকসেনাদের কাছ থেকে দখলকৃত ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ দিয়ে ওদেরকে সম্পূর্ণরুপে সজ্জিত করি। মে মাসের শেষদিকে এই পুনঃসংগঠিত ব্যাটালিয়নকে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেনাপতির কাছে নিবেদন করেছিলাম যে, আমার বাহিনীর ‘ক্রিম অব সোলজারস’ নিয়ে গেলে আমার সেক্টর- এর সমর ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যাবে। তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে নতুন নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য দেওয়া হবে। নতুন নতুন প্রশিক্ষিত সৈন্য আমি ঠিকই পেয়েছিলাম কিন্তু তারা ছিল গেরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য-যাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ ও সামান্য টাকা-পয়সা দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। আমার সেক্টর নিয়মিত বাহিনীর যে ‘ত্রিম অব সোলজারস’ চলে গেল, তার আর কোনদিন রিপ্লেসমেন্ট হয়নি। সময়ে সময়ে পাকিস্তান থেকে যেসব নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যরা এসেছিল, তাদেরকেও উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এই সেক্টরের সাফল্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্য কোন সেক্টর-এর তুলনায় যে কম ছিল না, আন্তর্জাতিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা এবং টেলিভিশন ও রেডিও রীলগুলি স্টাডি করলেই বোঝা যাবে।

সপ্তাহকাল কোম্পানী এলাকাগুলো পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের পর ১৫ই আগস্ট বিকেল ৬টায় আমার সেক্টর সদর দপ্তরে পৌঁছে দেখতে পেলাম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর এম এ মঞ্জুর (বর্তমানে কর্নেল) আমার অফিসে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তিনি ‘প্রপার মুভমেন্ট’ অর্ডার নিয়ে আমার থেকে সেক্টর-এর কর্মভার গ্রহণ করার জন্য এসেছেন। শুনে অবশ্য আশ্চার্যবোধ করলাম যে, আমাকে না জানিয়ে এটা কেমন করে সম্ভব! টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর মুজিবনগরে এসিস্ট্যান্ট চীফ অব স্টাফ (লজিস্টিকস) এই দপ্তরের সংগঠন ও দায়িত্ব পরিচালনার জন্য আমার ওখানে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সংবাদে সেক্টর-এর নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে। আমিও কমাণ্ড পরিবর্তনকে আমার উপর ইনসালট বলে মনে করি। এতদত্ত্বেও সেনাপতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ১৮ই আগস্ট বিকেলে সেক্টর- এর কর্মভার হস্তান্তর করে আমি মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে হাজির হই।

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম এ মঞ্জুর *
২৯-৩-১৯৭৩

মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে। পালাবার পথ খুঁজেছিলাম। অবশেষে সে সুযোগ হয় ২৬শে জুলাই। ইতিপূর্বে আলাপ-আলোচনা, পরিকল্পনা করেই রেখেছিলাম। মেজর জিয়াউদ্দিন, মেজর তাহের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, আমার পরিবার এবং আরদালীসহ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। আরও আগে বেরোবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ হয়নি, তাছাড়া আমার শিশুসন্তান তখন মাত্র কয়েকদিন ছিল।

অনেক পথ পেরিয়ে ৭ই আগস্ট আমি কলকাতা আসি। তারপর ১১ই আগস্ট আমাকে ৮নং সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৯ নং সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। তবুও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সেক্টরের দায়িত্বও আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

* মেজর হিসাবে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। পরবর্তীতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

আসার পর পরই আমি পেট্রাপোলে আমার এলাকা পরিদর্শনের জন্যে যাই। সেখানে শুনলাম ছয়জন রাজাকারকে গণবাহিনীরা ধরে নিয়ে এসেছে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদেরকে মুক্তি দেই এবং গ্রামে ফিরে গিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে বলি। পরে শুনেছিলাম দুইজন অনুশোচনায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে, অপর চারজন বাংলাদেশের জন্য মরণপণ লড়াই করেছে। ফিরে এসে এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি এবং কতকগুলি অবস্থা লক্ষ্য করলাম।

গণবাহিনী নিয়মিত বাহিনী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তারা অন্য কমান্ডের আওতায় কাজে-চিন্তায় নিয়মিত বাহিনী থেকে আলাদা। বস্তুতঃ পক্ষে গণবাহিনী এবং নিয়মিত বাহিনী পৃথক রাজ্যে বাস করতো।

গণবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে গেলেও পাকবাহিনী আসছে শুনলে সে গ্রাম বা গৃহ থেকে পালিয়ে যেত। এতে কোন মুক্তিবাহিনীর প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃ হারাতে থাকে। অপরদিকে নিয়মিত বাহিনী ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি বিভিন্ন 'পকেটে' থাকতো। তারা বিস্তৃত পরিসবে ঘুরতো না। বস্তুতঃ তাদের কাজ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আরও দেখলাম, গণবাহিনীর প্রধানতঃ কাজ ছিল রাজাকারদের বিরুদ্ধে। গণবাহিনী কোন কোন সময় জোর করেও কোন কোন বাড়িতে থেকেছে, এতেও বিরুপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। 'আঘাত কর এবং পালাও' এই নীতির ফলে পরে পাকবাহিনী এসে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত, হত্যা করতো লুণ্ঠন সন্ত্রাসও বাদ যেত না। অপরদিকে যেসব রাজাকারদের ধরে সবদিক বিচার না করে হত্যা করতো সেইসব পরিবারের গোটা লোককে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করতে দেখলাম। এমনিভাবে তারা বাংলার মানুষের সহযোগিতা হারাতে বসেছিল। এছাড়া গণবাহিনী মাঝেঁ মাঝে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। অপরদিকে একজন নিয়মিত সৈনিক হিসাবে তাদের কাছে যা পাওয়া উচিত তার প্রায় কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি বুঝলাম গণবাহিনীকে যদি আমার অধীনে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। শুধু কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেই। (১) সেক্টরটিকে পুরাপুরি পুনঃগঠিত করি। এবং পুনরায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। (২) গণবাহিনীকে সম্পূর্ণ আমার আওতায় নিয়ে আসি। (৩) আমার এলাকাকে বিভিন্নস্থানে বিশেষ বিশেষ এলাকায় ভাগ করি এবং সেখানকার জন্য একজন কমাণ্ডার নিযুক্ত করি। সবাই দেশের অভ্যন্তরে থাকবে, যাবতীয় সরবরাহ আমরা করবো-এ সিদ্ধান্তও নিই। (৪) গণবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে রাজনৈতিক উপদেষ্টা পাঠাই। (৫) রাজাকারদের প্রশ্নেও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলাম।

আমি আসার পর গণবাহিনীতে ভর্তি বাড়িয়ে দেই। ট্রেনিং-এর সময় কমিয়ে তিন সপ্তাহ করি। প্রতিমাসে তিন হাজর করে গণবাহিনী তৈরী করে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। ভিতরে পাঠাবার সময় প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বাবদ রাহাখরচ ৮০টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এর আরেকটি দিক ছিল তা হলো দেশের ভিতরে এইভাবে সবাই টাকা ব্যয় করলে অন্যেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হলে আমাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হবে।

গণবাহিনী ভিতরে পাঠাবার পর প্রত্যেক গ্রুপের মাত্র একজন সীমান্ত নিকটবর্তী অথবা তার যে কোন নিকটবর্তী আমাদের স্থায়ী 'পকেটে' এসে সবার জন্য টাকা, অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুনর্গঠনের কাজ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত বাহিনীও ভিতরে এগিয়ে যায়। মোটামুটিভাবে নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনীকে একটি বিশেষ 'চেইনে' নিয়ে আসি। এতে করে ভাল ফল হতে লাগলো। এই বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করলে আমি এদেরকে 'ট্রাঙ্ক' দেই-যেমন রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া, সেতু ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ইত্যাদি। এসব শুরু হলে পাকবাহিনী ভীষণ বিপদের মুখে পড়ে যায়। আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাই। শুধু তাই নয়,

আওতাভুক্ত এলাকাতে যাতে প্রশাসনযন্ত্র চালু হয় এবং সুষ্ঠুভাবে চলে তার নির্দেশ দেই। এতে করে ভাল ফল পাওয়া গেল। ত্বরিত যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন স্থানে অয়ারলেস সেট পাঠাই এবং এ বিষয়ে একটি দলকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করি। দেশের ভিতরে গিয়ে বুদ্ধিমান এবং সাহসী ছেলে বেছে এনে 'ইনটেলিজেন্স' বিভাগ খুলি। এর ফলে যাবতীয় খবরাখবর আমরা অতি সহজে পেতে লাগলাম। আমাদের অগ্রগতি এগিয়ে চলে।

অপরদিকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে শুধুমাত্র পাকবাহিনীকে হত্যা বা তাড়ানোর ব্যবস্থা করলেই চলবে না, তাতে করে পুরা প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ কাজের প্রাথমিক দিক হিসাবে আমি প্রথমে পুলিশ থানাগুলি দখল করতে বলি। অপরদিকে চালনা এবং মঙ্গলা পোর্ট যাতে অকেজো হয়ে যায় তার নির্দেশ দেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়-নৌবাহিনীর একটি দল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

এইভাবে কাজ করে যেতে আমরা একের পর এক জয়ের পথে এগিয়ে গেলাম। গণবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে লাগলো। মুক্তিযুদ্ধের সবচাইতে যেটি প্রয়োজন, জনসাধারণের সমর্থন, তা পেতে লাগলাম। আমরা সাফল্যের পথে এগিয়ে গেলাম।

এরপর নভেম্বরের ২০ তারিখে থেকে মিত্রবাহিনী আমাদের সাথে আসে। এবং মিত্রবাহিনী ও আমাদের বাহিনী মিলিতভাবে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক এলাকা জয় করে চললো। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ মুক্ত হয়।

আলবদর বা আলশামসদের ক্ষেত্রে অন্য কথা হলেও রাজাকার প্রশ্নে বলা যায় যে, তারা সবাই সমান ছিল না। এদের অনেকেই আমাদের পক্ষে কাজ করেছে, যদিও মানুষ এদের ঘৃণা করতো।

সত্যিকার অর্থে যশোর সেনানিবাসটাকেই গণকবরস্থান বলা যেতে পারে। কারণ বিভিন্ন স্থানে ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে যা পাওয়া গেছে, শোনা গেছে, দেখা গেছে, তা অবর্ণনীয়। যাবার পথে পাকবাহিনী সেনানিবাসের বহু ব্যারাক ও স্টোরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সেনানিবাসের ভিতরে মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয়, দাউদ বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থান ছিল চাপ চাপ রক্তে ভরা। অনেক মানুষকে রশি দিয়ে গাছে টাঙ্গিয়ে হত্যা করা হতো। আরও শুনলাম কিভাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে নৃশংসভাবে, তার পরিচয় পাওয়া গেল।

ডিসেম্বর পুরামাত্রায় যুদ্ধ বেধে গেলে বাংলার মানুষ আনন্দিত হয়ে উঠে। তারা উন্মুখ হয়ে থাকে মিত্র আর মুক্তিবাহিনীর অপেক্ষায়।

মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীকে বাংলার মানুষ প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, নারী, সবাই যে যা পেয়েছে তাই দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। স্বাধীনতার পর জনমনে সাড়া পড়ে যায়। বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে।

স্বাক্ষরঃ মঞ্জুর
২৯-৩-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। ৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমির দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর ১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান*
৬-১০-১৯৭৩

বেতাই, বানপুর, বয়রা, বনগাঁ, গোজাডাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প করা হয়ঃ ১। বেতাই ক্যাম্পের কোম্পানী কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী। ২। বানপুরে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৩। বয়রায় ছিলেন ক্রাপ্টেন কে, এন, হুদা ৪। বনগাঁয় ছিলেন ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। ৫। গোজাডাঙ্গায় ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন।

আমাকে বানপুর ক্যাম্পে রাখার উদ্দেশ্য ছিল, আমি ছিলাম প্রকৌশলী অফিসার। যশোর, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়াতে যে সমস্ত রেল চলাচল করত কৌশলে যাতে ঐ সমস্ত রেল চলাচল ব্যাহত করতে পারা যায় তার জন্য বিশেষভাবে আমাকে ক্যাম্পে নিয়োগ করা হয়।

মে মাসঃ মে মাসের ১২/১৩ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার জীবননগর বিওপিতে এ্যামবুশ করে পাক আর্মিদের কাছ থেকে একটি জীপ দখল করা হয়। পাক আর্মি মাঝে মাঝে বিওপিতে আসত। তারা মুক্তিবাহিনীর হামলায় জীপটি রেখে চলে যায়। মুক্তিবাহিনী সর্বপ্রথম ঐ জীপটি পাকবাহিনী থেকে উদ্ধার করে। ঐ জীপের ভিতর থেকে পাক আর্মির চারখানা ব্যাক্তিগত চিঠি উদ্ধার করা হয়। চিঠিগুলির মধ্যে একটিতে উর্দুতে এক সৈন্য তার বাবার কাছে লিখছে যে, ‘‘তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে পশ্চিম পাকিস্তানে বসে শুনছেন, তার চেয়ে বহুগুণ সব ঘটছে।’’ ২য় পত্রে জনৈক সৈনিক তার বন্ধুর কাছে লিখছেঃ ‘একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের চট্টগ্রাম যুদ্ধে আমরা ৪/৫ জন ছাড়া আর সবাই মারা গেছে। আমাদের অন্য ব্যাটালিয়নের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

এভাবে যুদ্ধ করতে করতে মে মাস কেটে গেল। মে মাসের ২১/২২ তারিখে দর্শনা ও জীবননগরের রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে শিয়ালমারী নামে একটি জায়গা আছে। ঐ রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধারা ৪ খানা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন লাগায়। সেখানে ব্রীজ না থাকার জন্য একটি ডাইভারশন সড়ক ছিল। এই মাইন লাগানোর ফলে পাকবাহিনীর একটি ট্রাক উল্টে যায়। এর ফলে ৮/১০ জন পাকসেনা মারা যায় এবং কিছু আহত হয়। মাইন বিস্ফোরণের সময় পাকবাহিনী বুঝতে পারেনি যে মাইন ফেটেছে। তারা মনে করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেছে। ঐ রাস্তা দিয়ে একই সঙ্গে দুটি ট্রাক ও একটি জীপ যাচ্ছিল। প্রথমে জীপটি রাস্তা পার হয়ে চলে যায়। পরে ট্রাকটি ধ্বংস হয় এবং সবার পিছনের ট্রাকটি রক্ষা পায়। পাকবাহিনী ওখানে ২/৪ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে ও এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে।

মে মাসের ১৫ তারিখের দিকে নায়েক বাশার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের (অনার্স) একজন ছাত্র বাবলু ও অপর তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে দর্শনা থেকে ২ মাইল উত্তরে দুতপাতিলা নামক স্থানে রেলব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য পাঠান হয়। তাদের কাজ ছিল, ঐ দিন রাত্রিতে যে ট্রেনটি আসবে এবং তা যখন ব্রীজের উপর দিয়ে যাবে তখন তাকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। দুঃখের বিষয়, ঐ দিন সারারাত আর কোন ট্রেন আসেনি। মুক্তিযোদ্ধারা এক্সপ্লোসিভ তার নিয়ে পাশের আখক্ষেতে অপেক্ষা করছিল। ভোরবেলায় একজন

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

কৃষক জমি চাষ করার জন্য ঐ পথ দিয়ে আসছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র মনে করেছিল যদি কৃষকের লাঙ্গলে এক্সপ্লোসিভের তার লাগে তবে তারটি উপরের দিকে উঠে যাবে। তাই ভেবে, কৃষকটি তারের কাছে আসার পূর্বেই, সে এক্সপ্লোসিভ ফাটিয়ে দেয়, এর ফলে প্রচণ্ড আওয়াজ করে ব্রীজটি ধ্বংস হয়। এ আওয়াজ পেয়ে গ্রামবাসীরা যার যার ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ঐ মুক্তিযোদ্ধারা আখক্ষেতে থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বাবুল ও নায়েক বাশার গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু গ্রামের মুসলিম লীগ দালালের খপ্পরে পড়ার ফলে মুসলিম লীগের দালালরা তাদেরকে দর্শনা পাকফৌজ ক্যাম্পে চালান করে দেয়। এরপর তাদের দুজনকে যশোর ও পরে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বেতার থেকে তাদের বিবরণী প্রচার করা হয়েছিল। তাদের প্রহার করে কিছু কিছু গোপন সংবাদও তাদের মুখ থেকে বের করা হয়েছিল।

জুন মাসে তেমন কোন অপারেশন হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় মাইন পোঁতা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারাও কোন অপারেশন করতে পারে নাই।

জুলাই ১৯৭১: ১৩ই জুলাই দর্শনা পাকবাহিনীর ক্যাম্পে ভারতীয় বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যৌথ উদ্যোগে রেইড করার ফলে ১২/১৪ জন পাকসেনা মারা যায়।

দর্শনা-ঝিনাইদহ রাস্তার ডিঙ্গাসহ ও জালসুক ব্রীজ দুটি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফলে পাকবাহিনীর চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে মুক্তিযোদ্ধারা দর্শনা, জীবননগর, হাঁসদহ, খালিশপুর, কোটচাঁদপুর, কাপাশডাঙ্গা, দত্তনগর, কালিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে সড়ক ও রেলব্রীজের উপর এত বেশী মাইন পাতে যে, শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে বালির গাড়ী লাগিয়ে চলাচল করত, যাতে মাইনের আঘাতে ইঞ্জিন নষ্ট না হয়। এমনকি তারা গ্রামের লোকদের হাতে লণ্ঠন দিয়ে রাত্রে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে, যাতে মুক্তিযোদ্ধারা মাইন লাগাতে না পারে। কিন্তু এত বাধাবিপত্তির ভিতরও মুক্তিযোদ্ধারা মাইন লাগাত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসগুলিতে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ভারতে ট্রেনিং নিয়ে আমার ক্যাম্পে আসত, তাদেরকে ভিতরে বেইস গড়ার জন্য পাঠাতে থাকি। এ বেইসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্যাপ্টেন ওহাব সাহেবের নেতৃত্বে যশোর জেলার মাগুরাতে এবং কুষ্টিয়া জেলার হরিণাকুন্ডুতে আবদুর রহমান নামে একজন প্রাক্তণ সৈনিকের নেতৃত্বে ক্যাম্প খোলা হয়। ক্যাপ্টেন ওহাবের সাথে ছিলেন সহকারী লেঃ মোস্তফা এবং ৭০ জন নিয়মিত বাহিনীর লোক। ক্যাপ্টেন ওহাব মাত্র ৭০ জন সৈনিক নিয়ে মাগুরাতে যান। এ সংবাদ পাকসেনারা জানতে পায়। কিন্তু গুজব রটে যে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৭/৮ হাজার মুক্তিযোদ্ধা মাগুরাতে অপারেশন করতে আসছে। এ সংবাদ জেনে পাকবাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পাক বাহিনী ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের সময় মাগুরা থেকে ফরিদপুর চলে যায়। ক্যাপ্টেন ওহাব একটি গোপন সংবাদ যৌথ সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছায় যে, মাগুরাতে পাকসেনাদের পেট্রোল ডিপো আছে। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে পেট্রোল ডিপোটি ধ্বংস হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে হরিণাকুন্ডু ক্যাম্পের আবদুর রহমানের দল হরিণাকুন্ডু থানা আক্রমণ করে। এর ফলে একজন পাকিস্তানী ডিএসপি মারা যায় এবং ডিএসপি'র পোশাক হেড অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ থানা আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ মারা যায়।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভারতীয় সৈন্যরা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। দর্শনা সীমান্তের বাঁ দিকে মদনাতে ভারতীয় বাহিনীর ৪১ পার্বত্য ব্রিগেডের কিছু অংশ ঐ সমস্ত স্থানে মুক্তিবাহিনীকে সঙ্গে করে ডিফেন্স নিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় বাহিনীর উপর একটি ব্রিগেড দর্শনার ডানদিকে (ভারত থেকে ডান দিকে) জীবননগর, দত্তনগর কৃষিখামার, ধোপাখালি এলাকায় রেকি করতে থাকে। ১২ই নভেম্বর রাত্রিতে একটি ভারতীয় প্লাটুন মুক্তিবাহিনীর সাথে মেজর ভার্মার নেতৃত্বে এবং ২ জন ভারতীয় ক্যাপ্টেনের সাথে আমি ধোপাখালী বিওপি রেইড করতে যাই। এই রেইড করার ফলে পাকসেনাদের ১৫/২০ জন

সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে আমার পেটে গুলি লাগে। অয়ারলেস অপারেটর নায়েক মোহাববতের সহায়তায় ক্যাম্পে ফিরে যেতে সক্ষম হই। ঐ গুলি লাগে ২টার সময় এবং মেজর ভার্মা পায়ে ও হাতে আঘাত পান। আমাকে চিকিৎসার কোর ফিল্ড হাসপাতালে পাঠান হয়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা বিগত কয়েক মাস যাবৎ যুদ্ধে কোনদিন আর্টিলারী ব্যবহার করেনি। কিন্তু ঐ দিনের অপারেশনে পাকিস্তানীরা তাদের সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু এ সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার না করার ফলে মুক্তিযোদ্ধারা ও ভারতীয় বাহিনী জানতো না যে পাকিস্তানীদের কি কি অস্ত্র এবং কোন কোন স্থানে আছে। পাকবাহিনী তা ব্যবহারের পরে সমস্ত কিছু জানা গেল। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ধোপাখালী (কুষ্টিয়া) বিওপি ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে যার ফলে পাকবাহিনী আর্টিলার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর কোন ক্ষতি হয়নি।

সাক্ষাৎকারঃ তৌফিক-ই -এলাহী চৌধুরী*

শেষবারের মত এপ্রিলের শেষে যশোরের বেনাপোল থেকে ভারতে পশ্চাদপসরণ করার সময় আমাদের দুঃখ-কষ্ট সীমাহীন ছিল। বর্ষার আগমনে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমাদের সঙ্গীদের শোয়া দূরে থাক, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও ছিল না। অবিরাম বৃষ্টি, অর্ধাহার, অনাহার, তার উপর আপাতদৃষ্টিতে পরাজয়ের গ্লানি, সব মিলিয়ে আমরা অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এই রকম অবস্থায় বাংলার মাটিকে ছেড়ে বিদেশে বিতাড়িত হওয়া যে কি মানসিক যন্ত্রণা-সেটা যারা কোনদিন এ রকম অবস্থায় পড়েনি তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের মানসপটে ভেসে উঠেছিল তাদের ফেলে আসা গ্রাম, ঘরবাড়ি, বাবা মা-স্ত্রী-পুত্র পরিজন। তাদের কাছ থেকে কতদিনের বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল তারা জানত না। এই বেদনাবিধূর বিদায়লগ্ন আমাদের কেউ কোন দিন ভুলাতে পারবে না।

এই সময়ে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুরু হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে কিছুদিন বিএসএফ এবং তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের রেশন, গোলাবারুদ এবং সরবরাহের দায়িত্ব নেন। খুব সম্ভবতঃ ১৮ বিএসএফ-এর ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেঙ্গ সিং-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৬৫ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ‘বীরচক্র’ পাওয়া এই সামরিক অফিসারটি আমাদের এই চরম দুর্দিনে বাণী শুনিয়েছিলেন। এই সময় আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুনভাবে সংগঠন শুরু করি এবং সময়সূচি গ্রহণ করি। আমাদের সমস্ত ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের এবং প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের কয়েকটি কোম্পানীতে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রায় ৩৫০ মাইল সীমান্তে (কুষ্টিয়ার উত্তর থেকে খুলনার দক্ষিণাংশে পর্যন্ত) আমাদের স্ট্রাটেজিক দায়িত্ব ছিল কয়েকটিঃ

১। শত্রুর প্রতিরক্ষা বূহ্যগুলিতে শত্রুকে হয়রানি করা। ২। শত্রুর উপর অতর্কিত রেইড চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর মাথা থেকে দক্ষিণে খুলনার সাতক্ষীরা-কলারোয়া রাস্তা অবধি কতগুলো বিশেষ সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মোতায়েন করা। এফ কোম্পানী কুষ্টিয়ার প্রাগপুর বিওপি’র বিপরীতে কমাণ্ডার প্রথমে ছিলেন লেফটেনেন্ট জাহাঙ্গীর এবং আমি। ৩। শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা, ব্যাহত করা এবং সম্ভব হলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া ৪। শত্রুদের ছোট ছোট দলগুলোর পেট্রল পার্টির উপর এ্যামবুশ করা ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলোতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সরে পড়াই আমাদের দায়িত্ব ছিল। যেসব জায়গায় সম্ভব হচ্ছিল আমরা বাংলাদেশের কিছু ভিতরে সামরিক প্রতিরক্ষা বূহ্যও গড়ে তুলছিলাম।

সি কোম্পানীঃ মেহেরপুর শহরের বিপরীতে কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

---

* কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে এসডিও থাকাকালীন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

বি কোম্পানীঃ দর্শনার বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন তদানীন্তন ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান।

ডি কোম্পানীঃ চৌগাছার বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা।

এ কোম্পানী ছিল খুলনার ভোমরা বিওপি'র বিপরীতে, কমাণ্ডার ছিলেন প্রথমে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দিন আহমদ।

এইচ কোম্পানী ছিল বেনাপোলের বিপরীতে, প্রথমে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে আর কমাণ্ডার ছিলাম আমি নিজে। সর্বদক্ষিণে জি কোম্পানী। সাতক্ষীরা-কলারোয়া রাস্তার বিপরীতে এই কোম্পানী মোতায়েন ছিল। কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন শফিউল্লাহ। এই সময় আমাদের হেডকোয়ার্টারে মুন্সিগঞ্জের এসিএ ফ্লাইট লেঃ জামাল যোগ দেন।

এইরকম একটা সামরিক প্রতিরক্ষা বূহ্য, যেটা এ কোম্পানী ভোমরা বিওপি'র আশেপাশে গড়ে তুলেছিল, তার উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল ৩০শে মে তারিখে। প্রায় ১৭ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহার করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই দৃষ্টান্তমূলক সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দেয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন মাহবুব এই যুদ্ধ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। প্রায় তিন শতাধিক শত্রুসৈন্য একজন অফিসারসহ এই যুদ্ধে হতাহত হয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শত্রুর কয়েকটি মৃতদেহ আমাদের কৃষ্ণনগর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। সেদিন কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ এই লাশ দেখার জন্য হেডকোয়ার্টারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা মৃতদেহ দেখতে এসেছিল।

এই সময় আমাদের মূল সাংগঠনিক কাজ চলতে থাকে। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান করে তোলার। সমস্ত মুক্তিবাহিনীকে ২টা ক্যাটিগরিতে ভাগ করা হয়। ১। নিয়মিত বাহিনী (ক) সেক্টর ট্রুপস (খ) রেগুলার ট্রুপস ২। অনিয়মিত বাহিনী-গণবাহিনী।

\ বেনাপোল পতাকা \

পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের সংগ্রাম এবং গৌরবের প্রতীক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস পর্যন্ত বেনাপোল চেকপোস্টে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। এই পতাকার পেছনে ছোট ইতিহাস আছে।

এপ্রিলের শেষের দিকে যখন আমাদের জনশক্তি সীমান্তের অপর চলে যায় তখনো বেনাপোল সীমান্ত উড্ডীয়মান পতাকাকে আমরা অসহায়ভাবে ফেলে যাইনি। মে মাসের প্রথমার্ধে যখন মুক্তিবাহিনীর সংগঠন এবং পুনর্বিন্যাস চলছিল তখন এই পতাকার সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন ১৮-বিএসএফ-এর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল মেঈ সিং (বীরচক্র)। বাংলাদেশের পতাকার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা এবং সম্মান ও অনুরাগ আমি আর কোন ভারতীয়দের মধ্যে দেখিনি। এই রাজপুত অফিসারটি আমাদের পতাকাকে সম্মান দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি বার বার এই কথাই বলতেন। ১৮-বিএসএফ তাদের মেশিনগান দিয়ে এই পতাকাকে কভার করে রেখেছিল। মনে হয় একটা কাকপক্ষীও তার পাশে ভিড়তে পারেনি। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা গভীর রাতে মেশিনগান গর্জে উঠত, যদি তার আশেপাশে সামান্যতম গতিবিধি পরিলক্ষিত হত। মেশিনগানের আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝতে পারতাম মেঈ সিং-এর লোকজন তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের এই পতাকার আশপাশ দিয়ে না জানি কত হাজার হাজার গোলাবর্ষণ হয়েছে। পতাকাকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানীদের এই অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কতজন যে হতাহত হয়েছে তা সঠিক বলা মুশকিল। এই পতাকা নিয়ে সীমান্ত সব সময় সরগরম থাকত। এ ছিল আমাদের অনাগত দিনের বিজয়ের প্রতীক। প্রসংগত উল্লেযোগ্য যে যশোর সেনানিবাসে যখন প্রথমে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আক্রান্ত হয় (আনুমানিক এপ্রিলের প্রথমার্ধে) মেঈ সিং তার ১৮-বিএসএফ ব্যাটালিয়নকে নিয়ে

বাংলাদেশের ভিতরে স্বীয় অনুপ্রেরণায় ঢুকে পড়েন এবং ঝিকরগাছার কাছে তার বাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বিএসএফ-এর কিছুসংখ্যক হতাহত হয় এবং কিছুসংখ্যক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। মেঈ সিং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢোকার এই সিদ্ধান্ত নিজে নিয়েছিলেন বিধায় ভারত সরকারের হাতে তাকে নাজেহাল হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময় তিনি একবার গোপনীয়ভাবে ক্যাপ্টেন হাফিজের সাথে আমাদের চুয়াডাঙ্গা সদর দফতরও দেখতে আসেন। মেঈ সিং-এর এই একগুঁয়েমি বেনাপোল চেকপোস্টে পরে মোতায়েনরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৭-পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন সহ্য করতে পারত না। তারা কয়েকবার প্রস্তাবও করেছিল যে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে গোলাগুলি বিনিময় বন্ধ করা হোক। কিন্তু মেঈ সিং এই প্রস্তাব কোনদিন মেনে নেননি। পরে তাঁর ব্যাটালিয়নকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। কর্নেল মেঈ-এর পরে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই পতাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন।

জুন-জুলাই মাসে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বেনাপোল সীমান্ত থেকে ‘জেড’ ফোর্সে যোগদান করার জন্য বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে চলে যায়। এই সময় বাংলাদেশের পতাকাটি বেনাপোলে সীমান্তে একটা স্বীকৃত সত্য হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমার কোম্পানী মিলে এইচ কোম্পানী যৌথভাবে এই পতাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেই। এবং বেনাপোল সীমান্ত থেকে প্রায় ৭০০/৮০০ গজ জায়গা ‘নো-মানস্ ল্যাণ্ড’-এ পরিণত হয়। আমার মনে আছে ‘ওমেগা’ রিলিফ দল যেদিন এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন আমিও ২/৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বড় গাছগুলোর আড়াল নিয়ে ক্রল করে এগুচ্ছিলাম। চার/পাঁচ গজ দূরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন এদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাস্তার পাশ থেকে এদেরকে আমাদের পতাকা দেখাই এবং বলি যে আমরা এই এলাকা দখল করে আছি। ‘ওমেগা’ দল ভয়ে ডান, বাঁয়ে তাকাতে সাহস পায়নি। এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস আমরা বেনাপোলের পতাকাকে রক্ষা করেছিলাম এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিন এই পতাকা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। পতাকা যেখানে উড্ডীয়মান ছিল তার আশেপাশে পেট্রল পার্টি পাঠানো হত এবং তাদের সাথে পাক-বাহিনীর প্রতিদিন গোলাগুলি বিনিময় হত। মে মাসে এই পতাকাকে সামনে রেখে বিবিসি’র প্রতিনিধিরা ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং মেজর ওসমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

স্বাক্ষরঃ তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী
১৪-১০-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আব্দুল হালিম
২২-১১-১৯৭৩

মুক্তিযুদ্ধকে অব্যাহত রাখার জন্য মে মাসের শেষদিকে ভারতীয় সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করা হয়। আমাকে ৩রা জুন ১৯৭১ সালে দক্ষিণ পশ্চিম সেক্টরের কমাণ্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেন। শিকারপুর সাবসেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর আমাকে ১ কোম্পানী ইপিআর ও মুজাহিদ দেওয়া হয়। আমার সহ-অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন ইপিআর বাহিনীর সুবেদার মজিদ।

(১) শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে প্রথম অপারেশন করা হয় বাংলাদেশের ভিতরে সাহেবনগর নামক স্থানে। সেখানে পাক-বাহিনী ও রাজাকাররা স্থানীয় মানুষের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও পাশবিক অত্যাচার করছিল। এই সংবাদ পেয়ে গভীর রাতে ২ প্লাটুন নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাক বাহিনীর রাজাকারসহ ২৬ জন নিহত হয়। সেখান থেকে কিছু গোলাবারুদ নিয়ে রাত্রেই সীমান্ত অতিক্রম করে শিকারপুর চলে যাই।

(২) কাজীপুরে পাকবাহিনী কর্তৃক আমাদের ডিফেন্স আক্রমণঃ কাজীপুরে সুবেদার মজিদের নেতৃত্বে আমাদের যে এক প্লাটুন ইপিআর ছিল পাকবাহিনী তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এই সংবাদ পেয়ে আমরা আরও ২ প্লাটুন নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যাই। সেখানে আমাদের পরবর্তী ২ প্লাটুন পাকবাহিনীর অবস্থানের উল্টা দিক থেকে তাদের উপর তীব্র আক্রমণ করে। পাক-বাহিনীর সাথে এই যুদ্ধে রাজাকার বাহিনীও অংশগ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণের মুখেও রাজাকার বাহিনী ও পাকবাহিনী মর্টার থেকে অনবরত গোলা নিক্ষেপ করে। আমাদের সাথে পাকবাহিনীর সারারাত যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী কাজীপুর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বহু খানসেনা নিহত হয়। বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা দখল করি। তাছাড়া বাংলাদেশের ভিতরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথে সেতু ও কাঠের পুল নষ্ট করে দেই ও রাজাকারদের পেট্রোলিং পার্টির উপর রেইড করি।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে আমাকে শিকারপুর সাবসেক্টর থেকে বনগাঁও সাবসেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। শিকারপুরের কমাণ্ডার নিযুক্ত হন লেঃ জাহাঙ্গীর সাহেব।

বনগাঁও সাব-সেক্টরে আমার থাকাকালীন সময়ে প্রথম অপারেশন হয় রঘুনাথপুরে। পাকবাহিনীর পেট্রোলিং পার্টির উপর এ্যামবুশ করে ২৫ জন খানসেনাকে হত্যা করা হয় ও তাদের হাতিয়ার নিয়ে আসা হয়। সেই সময়ে এই সংবাদ বাংলাদেশ রেডিও হতে প্রচার করা হয়।

১২শে আগস্ট ধোপাখালী বিওপি'তে পাক বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। উক্ত আক্রমণে পাকবাহিনী বিওপি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমরা সেখানে ডিফেন্স স্থাপন করি এবং শেষ পর্যন্ত পোটখালী বিওপি আমাদের দখলে থাকে।

৩১শে আগস্ট ধোপাখালী বিওপি থেকে কয়েক মাইল ভিতরে বাঘছড়া থানা হেড কোয়ার্টারে রাজাকার বাহিনীর ডিফেন্স আক্রমণ করি। কিন্তু রাজাকাররা আমাদের সংবাদ পূর্বেই পেয়ে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের মালপত্র ও রেশনে অগ্নিসংযোগ করি। তাছাড়া ৪টি সরকারি পাটগুদামেও অগ্নিসংযোগ করি। পথে একজন শান্তি কমিটির সদস্যের বাড়ি থেকে ৪ টি বন্দুকসহ চারজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসি।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলীক কুমার গুপ্ত*

কর্নেল মঞ্জুর সাহেব ১১ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশের ম্যাপ দেখালেন এবং কোথায় কোথায় অপারেশন করতে হবে তা নির্দেশ দিলেন। ১৪ই অক্টোবর কর্নেল মঞ্জুর সাহেব অপারেশনের জন্য ৩৮৫ জন গণবাহিনীর যুবককে তাঁদের সেক্টরে পৌঁছে দেয়ার ভার দিলেন আমার উপরে। এদের নিয়ে বয়রা সাবসেক্টরে এসে মেজর নজমুল হুদার নিকট রিপোর্ট করি। ১৫ই অক্টোবর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ও পাক বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করি এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, ভারতের মধ্যে না থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকাই শ্রেয়। আমি কাশীপুরে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি এবং আমার এলাকা ছিল দক্ষিণ বেনাপোল রোড, বামে মহেশপুর থানা, জীবননগর থানা। ঝিকরগাছা থেকে বামে রাধানগরে আমার মেইন বেইস ছিল। ভারতীয় সীমান্ত থেকে চার মাইল দীর্ঘ পথ গণবাহিনীর সাহায্যে মুক্ত করি এবং সেখানে জার্মান রাষ্ট্রদূত আসেন এবং বাংলাদেশের মন্ত্রী মহোদয়গণও এসে দেখে যেতেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মধুখালী গ্রামের নিকট এই দলটি পাক বাহিনীর এ্যামবুশে পড়ে যায়। সেখানে ৩ জন আহত হয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনে চলে গিয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করি। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাক বাহিনীর ডিফেন্স দোষদিনাতে সন্ধ্যার দিকে আক্রমণ করি। এই যুদ্ধে গণবাহিনীর ১৫ জন গেরিলা অংশগ্রহণ করেন। এই আক্রমণে ৫টা চাইনিজ রাইফেল ও কিছু হেলমেট এবং খাদ্য দখলে আসে। জনসাধারণের মুখে পরে জানা যায় যে, প্রায় ১০

* ১৯৭১-এর অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত।

জন খানসেনা নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ১ জন গেরিলা আহত হন। এই যুদ্ধে সেকেণ্ড কমাণ্ডার ছিলেন আবদুল জলিল (সাবেক ইপিআর)।

অক্টোবরের শেষে ঝিকরগাছার ২ মাইল দূরে শিমুলিয়া সাহেববাড়িতে পাক বাহিনীসহ ২০ জন রাজাকার ঘাঁটি করে অবস্থান করছিল। সেই ঘাঁটি থেকে পেট্রোল ডিউটিতে আসে ১০ জন পাকসেনাসহ রাজাকার। এই দলের উপর আমরা আক্রমণ চালাই এবং ৩ জন খানসেনা, ১ জন বিহারী রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকার আহত ও তিনজন জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে। পরে উক্ত তিনজন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর সাথে কাজ করে। এই আক্রমণের ফলে পাকসেনারা ঐ মিশন ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে নভেম্বর মাসের দিকে পাকসেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র পুনরায় ঐ গ্রামে আক্রমণ করে এবং তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে ও বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাক সেনারা সাবেক ইপিআর আবদুল জলিল ভ্রমে উক্ত তিনজনেক হত্যা করেছিল। তার পূর্বে উক্ত এলাকা থেকে আমাদের দল চলে যায়।

৩রা নভেম্বর ১২ জন গণবাহিনী ও সাবেকে ইপিআর ৩০ জনকে নিয়ে ভোরের দিকে চৌগাছার বিওপির সামনে এ্যামবুশ পেতে রাখি। সেই সময় উক্ত বিওপি পাকসেনাদের দখলে ছিল। পাকসেনাদের একটা পেট্রোল পার্টির সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে। যখন পেট্রোল পার্টি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তাদের সাহায্যের জন্য উক্ত বি-ওপি ক্যাম্প থেকে বহু পাকসেনা এসে আমাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তখন আমি ও আমার দলবল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। এই সংবাদ পেয়ে সাবেক মেজর নজমুল হুদা মুক্তিফৌজ ক্যাম্প থেকে যুবকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। ভারতীয় সৈন্যরা দূর থেকে ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে মুক্তিফৌজকে সাহায্য করে। যদিও এ্যামবুশ করে আমাদের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু তা সম্ভব না হওয়াতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে পাকসেনারা উক্ত বিওপি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে প্রায় ১৮/১৯ জন মৃত পাকসেনার লাশ নিয়ে যেতে সক্ষম হই। পরে জনসাধারণের আরো প্রায় ২০ জন পাকসেনারা লাশ বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে। স্টেনগান, চায়নিজ রাইফেল, এলএমজি ও একটা ছোট অয়ারলেসও উদ্ধার করি। এই যুদ্ধে একজন সাবেক ইপিআর ল্যান্স নায়েক আহত হন। পরে হাত কেটে ফেলে তাকে বাঁচানো হয়।

১২ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় চৌহগাছা চোরামনকাটির মাঝামাঝি রোডে একটি গাড়ীসহ রোডের ব্রীজ উড়িয়ে দিই আমি ও আমার তিনসঙ্গী।

গুলবাগপুর গোয়ালহাট নামক স্থানে পাকসেনারা আমার দলের উপর ঈদের দিন আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন এবং ৩ জন গণবাহিনীসহ ৩ জন সাধারণ মানুষও শহীদ হন। জনসাধারণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। জনসাধারণ সেই সময় এই এলাকাতে সব সময় কাজ করেন মুক্তিবাহিনীর পক্ষে। সেই দিন কর্নেল মঞ্জুর ৬/৭ ঘন্টার মধ্যে উক্ত হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করার হুকুম দেন। আমার আক্রমণকালে পাক বিমান আক্রমণ করে। পরে ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যে উক্ত এলাকা পুনরায় দখল করি। এরপর আমি মিত্রবাহিনীর সাথে কাজ করতে থাকি। ভারতীয় বাহিনীর আগে এবং পাক বাহিনীর সামনে থেকে মিত্র বাহিনীকে সাহায্য করি।

২৪শে নভেম্বর গরীবপুর গ্রামে মিত্রবাহিনীর সাথে ট্যাংকযুদ্ধ হয়। সেই সময় পাকিস্তানী ১৪টি ট্যাংক ছিল। এই যুদ্ধে ৫টি ভারতীয় ট্যাংক নষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানী সমস্ত ট্যাংক নষ্ট হয়ে যায়। ১৪টি ট্যাংকের মধ্যে ৮টিকে ভারতে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হয়। ২৬শে নভেম্বর চৌগাছা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

৩রা ডিসেম্বর আমি কামাল ও তৌফিক সাহেব মিলে নাভারন ও ঝিকরগাছা রোডের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জীপগাড়ী উড়িয়ে দিই। ২ জন খানসেনা নিহত হয়।

৭ই ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। ৩ ইঞ্চি মর্টার বাহিনী নিয়ে আমি নড়াইল যাই। সেখানে ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে।

স্বাক্ষরঃ অলীক কুমার গুপ্ত
যশোর সেনানিবাস
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর তবারক উল্লাহ
২৮-৬-১৯৭৪

সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখ রাত বারটার সময় আমি এবং ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বোয়ালিয়া বাজারের কাছে বেলেডাঙ্গার পশ্চিম দিকে পাকবাহিনীর একটি প্রতিরক্ষাব্যূহে আক্রমণ চালাই। চারদিন পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলে। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সিপাহী মতিয়ুর রহমান, ল্যান্স নায়েক আবুল হাশেম, ল্যান্স নায়েক শফিকউদ্দিন চৌধুরী, শাহাদাতবরণ করেন। কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিও শাহাদাতবরণ করেন। পাকিস্তানীদের পক্ষেও অনেকে হতাহত হয়। আমাদের একটি কোম্পানীর উপর শত্রুদের ৪টি কোম্পানী আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন শফিকউল্লাহ এই যুদ্ধে আহত হন।

সাক্ষাৎকারঃ নায়েক সুবেদার আবদুল মতিন পাটোয়ারী

মুজিবনগর গার্ড অব অনার দেওয়ার পর আমার ক্যাম্পে ফিরে যাই এবং সেখান থেকে আবার যুদ্ধে অংশ নেই। ২০শে মে তারিখে আমি আমার পেট্রোল নিয়ে মুজিবনগরে ছিলাম। খবর পেলাম পাকসেনাদের একটি প্লাটুন বল্লভপুর মিশনারী চার্চে এসেছে লুটতরাজ করতে। আমি আমার প্লাটুনকে ২টি ভাগে ভাগ করে একটিকে নিয়ে আমি নিজে বাগুয়ানে এ্যামবুশ করে থাকি, অপর দলটিকে বল্লভপুর রোড জংশনে বসিয়ে রাখি। বেলা দেড়টার সময় পাকসেনারা ফিরছিল। আমি আক্রমণ করে বসি। প্রায় একঘন্টা যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনীর ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয় এবং ১টি গাড়িসহ বহু অস্ত্র উদ্ধার করি।

আমি মুজিবনগরে পাক্কা ঘাঁটি করে থাকতাম। ৩রা জুন তারিখে পাকবাহিনীর ৫০০/৬০০ সৈন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে বেলা ৪টার সময়। আমাদের মোট সৈন্য সংখ্য ছিল মাত্র ৪০ জন। একটি দল ছিল আমার নেতৃত্বে। অপরটি ছিল নায়েক সুবেদার তফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে। পাকসেনারা সারিবদ্ধভাবে বাগুয়ানে কিছু প্রস্তুতি রেখে আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকসেনাদের আক্রমণে আমরা টিকতে ব্যর্থ হই। পিছু হটতে থাকি। এক সময় পাকসেনারা আমাদের ঘাঁটি দখল করে নেয়। আমাদের ঘাঁটি দখলের পর পাকসেনারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের ঘরদুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেয় আমরা তা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি পুনরায় কিছু জওয়ান নিয়ে পিছন দিক থেকে আখক্ষেতে বসে সামরিক কায়দায় বড় রকমের আক্রমণের কমাণ্ড দেই। উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে আমরা বহু সৈন্য আছি। সাথে সাথে এলএমজি ব্রাশ চালাতে থাকি। এতে বহু পাকসেনা খতম হয়। বাকিরা সব পালাতে থাকে। পাকসেনারা পজিশন নেবার সুযোগ পায় না। আমরা আবার ঘাঁটি দখল করে নেই। পাকসেনা খতম হয় ২৮ জন, ২০ জন আহত হয়। আমার পক্ষের কেউ হতাহত হয়নি। তারপর ১৪ই জুন, ২০শে জুন ও ২১শে জুন তারিখে পাকবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। একদিনের যুদ্ধে আমাদের কোন হতাহত হয়নি। পাকবাহিনী বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

১৭ই জুলাই তারিখের ঘটনা। আমাদের ইনফরমার ছিল ভাদু মণ্ডল। গোপাল নগরে সে পাকসেনাদের সাথে থাকতো। তারা যখন যা চাইতো সব দিতে হতো। ভাদুমণ্ডল লোক মারফত খবর পাঠায় যে, ২৭শে জুলাই

তারিখে ১০/১৫ জন পাকসেনা তার গরুরগাড়ী করে রেশন নিয়ে মানিকনগরে যাবে নাটোদা থেকে। ভাদুমণ্ডল বলে পাঠায় তার গাড়োয়ান যেন না মরে। আমি ১৫ জন নিয়ে একজন সিভিল গাইডের সহায়তায় অগ্রসর হয়ে বাগুয়ান এবং রতনপুর ঘাটের নিকটে এ্যামবুশ করে বসে থাকি। গাইডও আমাদের সাথে ছিল। ভোর ৬টায় আমরা রেশন নিয়ে যাওয়া পার্টির উপর আক্রমণ করি। যুদ্ধ ১ ঘন্টা স্থায়ী হয়। মানিকনগরে ও নাটোদা হাইস্কুলে পাকবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। গোলাগুলির শব্দে দুইদিক থেকে পাকবাহিনীর দুটি পার্টি এসে আমাকে ঘিরে ফেলে। মানিকনগরে অবস্থিত পাকবাহিনীর উপর অপর দল আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীকে ব্যস্ত রাখে। আমাদেরকে হ্যাণ্ডস-আপ করতে বলে। আমি বলি, ক্ষমতা থাকে তো এসে ধর। সামনাসামনি গোলাগালি চলছে, ফায়ার করছি আর পিছু হাটছি। আমাদের গাইড পিছনে পড়ে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। ঐ দিন বিকেলে ঐ অঞ্চলের সব লোকজন ডেকে নাটোদা স্কুলে দুহাত বেঁধে সবার সামনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকবাহিনীরা ঘোষণা করে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করলে এমনিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা সবাই মূল ঘাঁটিতে আসতে সমর্থ হই।

২০শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত আমি দল নিয়ে মানিকনগরে পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করি। রাতে এই অপারেশনগুলোতে বেসামরিক লোক যারা ছিল তাদের সাহসিকতায় আমি ও আমার অফিসাররা চমকিত হয়েছিলাম। দিনের বেলায় মেহেরপুরে ঢুকে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর সার্থক অপারেশন চালিয়ে তারা ভরানদী সাঁতরে ফিরে এসেছে, পাক আর্মির বাঙ্কারে ঢুকে বিভিন্ন গ্রেনেড ছুঁড়ছে। এদের ত্যাগ-সাহসিকতা মনে রাখার মতো। লোকগুলো ছিলঃ (১) মোঃ সারি (২) রবীমণ্ডল, (৩) মফিজ উদ্দিন (৪) রওশন আলী (৫) বরকত আলী (৬) জামান আলী (৭) নায়েক আলী। আরও অনেকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। একেক রাতে ৩/4 বার করে অপারেশন করেছি। এই কয়েকদিনের অপারেশনে ৭০ পাকসেনা খতম হয়।

৩রা আগস্ট তারিখে পাকসেনারা মানিকগঞ্জ ঘাঁটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাকসেনারা মোনাখালী ঘাটে এসে আবার ঘাঁটি গাড়ে। আমরা মানিকগঞ্জ ঘাঁটি দখল করি। বহু মাইন ও অন্যান্য গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

১৩রা আগস্ট তারিখে পাকবাহিনীর একটি দল তাদের প্রতিরক্ষা মজবুত করা এবং গ্রেনেডের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঁটাতার নিয়ে যাচ্ছিল। আমি আমার পার্টি নিয়ে আক্রমণ করে বেশ কিছু হতাহত করি।

২৪শে আগস্ট তারিখে পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী নাটোদা থেকে মুজিবনগরের পথে অগ্রসর হয়। আমি একটি পার্টি নিয়ে বাগুয়ানে এবং অপরটি মানিকনগরে। সকাল দশটার সময় ওরা আমাদের আওতায় চলে আসে। আমরা ফায়ার ওপেন করি। যুদ্ধ প্রায় আড়াই ঘন্টা হয় পাকসেনারা ৯ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়ে পিছু হটে। আমাদের একজন এলএমজি ম্যান আহত হয়। যুদ্ধ চলা অবস্থায় ওখানকার ছোট ছোট ছেলেরা গোলাবারুদ মাথায় করে আমাদের সাপ্লাই দিত। অঞ্জলি নামে একজন খৃষ্টান নার্স সব সময় আমাদের সেবা শুশ্রুষা করতো। সে আগে গ্রাম রেকি করে আমাদের খবর দিত। সব সময় প্রথম সারিতে থাকতো।

এরপর ৯নং সেক্টরকে সাহায্য করার জন্য ক্যাপ্টেন এ আর আযম চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কোম্পানী নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে খুলনা যাই। ওখানে ৮/১০ দিন বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেই। সেপ্টেম্বর মাসেই আমি মুজিব নগরে ফিরে আসি। তারপর ৩রা নভেম্বর মানিকনগর, ৬ই নভেম্বর রশিপুর ঘাট, ১২ নভেম্বর মোনাখালী ঘাট, ১৮ই নভেম্বর রশিপুর ঘাটে, ১৯শে নভেম্বর মানিকনগর ঘাটে, ২৬শে নভেম্বর রশিপুর ঘাট, ৩০ নভেম্বর রাজাপুর ঘাট, ১লা ডিসেম্বর রাজাপুর, ৩রা ডিসেম্বর রাজাপুর প্রভৃতি স্থানে আমার নিজের কমান্ডে যুদ্ধ করেছি। তারপর যৌথ অপারেশনে অংশ নেই।

স্বাক্ষারঃ আবঃ মতিন পাটোয়ারী

২১-১০-৭৪

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল গনি*
৮-১০-৭৯

একটি রেইডঃ ৪ঠা ডিসেম্বর হরিণাকুণ্ড থানার উপর তারা যখন রেইড করে তখন তাদের সাথে আমি ছিলাম। রেইড করার পর তারা যখন সেখানে বসে যায় তখন আমাকে তারা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

প্রশ্নঃ সেখানে কি নিয়মিত বাহিনী ছিল, না রাজাকার ছিল? কি জন্য রেইড করেছিল?

উত্তরঃ সেখানে কোন নিয়মিত বাহিনী ছিল না। সেখানে ২০/৩০ জন রাজাকার এবং কিছু পুলিশ ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন রাজাকার ধরা পড়েছিল। পুলিশদের ধরা যায়নি, তারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং যে কজন রাজাকার ধরা পড়েছে তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

প্রশ্নঃ কতক্ষণ গুলি বিনিময় হয়?

উত্তরঃ সেদিন হাটবার ছিল। সন্ধ্যার পর যখন ভেঙ্গে গেছে তখন সাধারণ লোকের মাঝে মিশে গিয়ে পুরো থানাকে ঘিরে ফেলি। কমাণ্ডার প্রাক্তন হাবিলদার আবদুর রহমানের নির্দেশ ছিল তিনি প্রথমে গুলি করলে তারপর চারদিক থেকে গুলি করা শুরু হবে। রাত ৯টার সময় সাধারণ লোকজনও বাইরে ছিল না। তখন আমরা পজিশন নিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা সেখানে ৭০ জন ছিলাম। রাত ৯টার সময় কমাণ্ডার প্রথম ফায়ার করেন, তারপর আমরা চারদিক থেকে ফায়ার শুরু করি। প্রায় আধা ঘন্টা এই ফায়ার চলতে থাকে। তারপর আমাদের পক্ষ থেকে যখন অটোমেটিক গান চালানো শুরু হয় তখন তারা আর না পেরে ফায়ার বন্ধ করে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। কিন্তু চারজন রাজাকার আর পালাতে না পেরে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

প্রশ্নঃ অটোমেটিক আর্মসের মধ্যে কি কি ছিল আপনাদের কাছে?

উত্তরঃ অটোমেটিক আর্মসের মধ্যে একটা লাইট মেশিনগান এবং কয়েকটা ইন্ডিয়ান এলএমজি ছিল, সেমি অটোমেটিক ছিল, এসএলআর ছিল। রাজাকারদের কাছে শুধু রাইফেল ছিল, অটোমেটিক কিছু পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্নঃ থানা কি ক্যাপচার করে ফেলেন?

উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, পুরো থানাটা ক্যাপচার করে ফেলি। ওদের অস্ত্রাগারে যাই। ভেঙ্গে সব আর্মস এম্যুনিশন আমাদের ওখানে নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্নঃ গ্রামের লোকজন আপনাদেরকে খুব সহযোগিতা করেছে?

উত্তরঃ আমাদেরকে পুরো থানার লোকজন খুব সহযোগিতা করেছে। তারা নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে- যেমন আর্মিরা কোথায় আছে, রাজাকাররা আর্মিদের সাথে কোথায় যাচ্ছে এই খবর সংগ্রহ করে আমাদের কমাণ্ডার আবদুর রহমানের কাছে গিয়ে জানাতো। কমাণ্ডার সেই মত কাজ করতেন- কবে, কিভাবে, কোথায় রেইড করতে হবে।

---

* প্রকল্প-গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে সংকলিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। ৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	মেজর (অবঃ) এম এ জলিল রচিত ‘সীমাহীন সমর’ (১৯৭৪)	১৯৭১

বরিশালের রণাঙ্গন

১০ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর ও খুলনা এই চারটি জেলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে সেক্টর কমাণ্ডার ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্নেল এম এ জি ওসমানীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশকে ৬ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। মিঃ তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট করে চার সদস্যের একটি অস্থায়ী সরকার ‘মুজিব নগরে’ গঠন করার কথাও স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন, এই ঘোষণার ফলে বাংলার জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য অন্ততঃ একটা ভিত খুঁজে পেল। শুরু হলো পাকিস্তানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ। ইতিমধ্যে ১৭ই এপ্রিল একজন পাকিস্তানী গোয়েন্দা বরিশালে গ্রেফতার হয়। আমাদের অবস্থানগুলো ও প্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য পাক-সামরিক বাহিনীর লেঃ কর্নেল শামস উক্ত গোয়েন্দাকে খুলনা থেকে বরিশালে পাঠায়। উক্ত গোয়েন্দাকে যে পুরস্কার দিতে পেরেছিলাম সেটা হলো কঠিন মৃত্যু। বরিশাল স্টেডিয়ামে জনতার সামনে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। তার অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য।

বোধ হয় ১৭ই এপ্রিলের ঘটনার ফলশ্রুতিস্বরুপ পাক-বিমান বাহিনীর দু’খানা স্যাবর-জেট ফাইটারকে বরিশালের আকাশ দেখা গেল। এই প্রথমবারের মতো হিংস্র সামরিক জান্তা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর আঘাত হানার সাহস পেল। ওই জঙ্গী বিমানগুলোকে ঠেকাবার মতো আমাদের হাতে কিছু ছিল না। তবুও আমাদের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা সামান্য রাইফেল দিয়ে গুলি করার অনেক চেষ্টা করলো। শহরের বিভিন্ন বেসামরিক অবস্থানের ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করলো। বেলস পার্কের উত্তর দিকে ইংরেজ আমলের একটি উঁচু কাঠের ঘরে হেডকোয়ার্টার। এই ঘর ও বেলস পার্কের উপর প্রচণ্ড গোলা এসে পড়তে লাগলো। এই পার্কের মধ্যেই ছেলেরা ট্রেনিং নিত। ছেলেরা ট্রেঞ্চের ভিতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করলো। দু’একটি ছোটখাট আঘাত ছাড়া আমাদের তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। জঙ্গী বিমান দুটো যখন ঘুরপাক খেয়ে গুলিবর্ষণ করার জন্য নিচে নেমে আসে তখন বেসামরিক লোকজন বাইরে লাফিয়ে এসে মজা দেখতে থাকে। এই সরল মানুষগুলো এর আগে কখনও ভাবতে পারেনি যে, ওই সুন্দর সুন্দর বিমানগুলো এমন নির্মমভাবে দংশন করতে পারে। অজ্ঞতা ও সরলতার জন্য ওরা অনেক ভুগছে। বেসামরিক ডাক্তাররা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। মুহূর্তের ভেতরে গ্রামের দিকে ছুটে চললো মানুষের কাফেলা। ভয়ে সব ফেলে শহর খালি করে উন্মাদের মত দৌড়াতে লাগলো শহরতলীর দিকে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

১৮ই এপ্রিল রাত্রে বিষাদের কালোছায়া শহরের সারা আকাশটা গুমোট করে ফেললো। শহরের রাস্তাগুলো জনমানবশূন্য। ভীষণ নীরব। কোথাও জীবনের স্পন্দন নেই। যেন ঘুমন্ত প্রেতপুরী। রাতে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা বেশ বড় বাহিনী তৈরী করলাম। কিন্তু সামান্য কিছু রাইফেল ছাড়া আমার কোন ভারী অস্ত্রপাতি ছিল না। প্রথমাবস্থায় বরিশালের পুলিশ অস্ত্রাগার ভেঙ্গে কিছু রাইফেল জোগাড় করেছিলাম। এসব হালকা অস্ত্র দিয়ে শুধু আত্মরক্ষা করা চলে। যা হোক, এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে মিঃ মঞ্জু সুন্দরবনের গোপন পথ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারত হতে কিছু অস্ত্রপাতি নিয়ে এলেন। তিনি জানালেন যে, আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাকে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে

আসতে হবে। সংবাদটা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এই সুযোগে সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই দুর্যোগময় মুহূর্তেও আমার ছোট্ট মনটি অপার উৎসাহে চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসবো। লেফটেন্যান্ট মেহেদী, লেঃ জিয়া এবং লেঃ নাসেরকে যথাক্রমে পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে নিয়ে ভারত রওনা হলাম।

গুপ্ত পথে যাত্রা

সুন্দরবন বাংলাদেশের বিখ্যাত অরণ্যানি। এই সুন্দরবনের গোপন পথ ধরেই আমার ভারত যাত্রা শুরু হলো। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হরিণ ও অজগরে সুন্দরবন ভরপুর। জানা-অজানা অনেক শংকা ও বিপদের ঝুঁকি দিয়ে ছোট একটি লঞ্চ, পথের জন্য সপ্তাহের কিছু রেশন ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সবাই মিলে লঞ্চে আমরা বিশজন নাবিক ছিলাম। এদের মধ্যে দু'জন প্রকৃত যুদ্ধ করার মত। পনের থেকে বিশের মধ্যে এদের বয়স। আগে সেনাবাহিনীতে ছিল। নাম সিদ্দিক ও জববার। আমাদের বলা হয়েছিল সুন্দরবনের চারপাশে পাকিস্তানী হানাদাররা 'গানবোট' নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আর বাংলাদেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর বর্বরের মতো নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে ভয়ানক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সন্ধ্যার দিকে অনেক দূরে 'পশুর' ও শিপ্সা' নদীর মোহনায় হঠাৎ করে একটা গানবোট চোখে পড়লো। এই বিরাট নদী দুটো অতিক্রম করে আমাদের নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। 'পশুর ও 'শিপ্সা' এই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বিশাল জলরাশির দৃশ্য ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ। একটা প্রেতপুরীর মতো। দলের অধিনায়ক হিসেবে আসন্ন বিপদের ভয়কে চেপে গিয়ে আত্মবিশ্বাসকে ঘা দিয়ে চাংগা করে তুললাম। আমাদের লঞ্চের প্রধান পাইলট কিছুদিন আগেও একজন কুখ্যাত চোরাচালানী ছিল। জংগলের সব গোপন রাস্তা তার নখদর্পণে। তাকে বললাম যদি কোন বিকল্প পথ থেকে থাকে তাহলে লঞ্চের গতি সেই দিকেই ঘোরাতে। সে আমার আদেশ মানলো। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। পরদিন ভারতের সীমান্তবর্তী চৌকি 'পারগোমতী' এসে পৌঁছলাম। ভারতের সীমান্তরক্ষীরা আগেই আমাদের আসার খবর পেয়েছিল। তারা আমাদের আসার বৈধতা পরীক্ষা করে সামনে এগুবার অনুমতি দিল।

২৪শে এপ্রিল ভোরে 'পারগোমতি'র একটা জায়গায় ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ইন্সপেক্টর মিঃ পি কে ঘোষ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যোগাযোগের পর ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্ক পাহারায় ক্যাপ্টেন হুদা ও আমাকে সামনে এগুবার অনুমতি দিলেন। এই সময় আমরা 'হিংগুলগঞ্জ' নামক অপর একটি ভারতীয় সীমান্ত চৌকির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সিদ্দিকসহ লঞ্চের অন্যান্য সাথীদের লঞ্চসহ এখানেই ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রেখে গেলাম।

নিরাপদ স্থানে পৌঁছার জন্য ভারতের সীমান্ত ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। কারণ, নদীর ওপারেই পাকিস্তানী হানাদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। ওপারের দূরত্ব এক হাজার গজের বেশী নয়। বর্বর পাকিস্তানী হানাদারদের মেশিনগানগুলো যে কোন সময় গর্জে উঠতে পারে। এই ভয়ে আমরা সতর্ক ও সচেতন ছিলাম। দেখতে পেলাম ওপারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্রিগারে হাত দিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীর ঢেউগুলো স্পীডবোটের কাঠের দেহটাকে হাপরের মতে পিটাচ্ছিল। ভয় হলো ওর দেহটা না টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ঢেউয়ের বুক চিরে ক্ষুদে দৈত্যের মতো স্পীডবোটটা আমাদের নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো গন্তব্যস্থানের দিকে। মুখ ঘুরাতেই সামনে দেখতে পেলাম নদীর তীর বরাবর ভারতীয় সীমান্তে বেশ বড় বড় কতকগুলো বাড়ি। উপর দিকটা লাল, এমন কতকগুলো সেনানিবাস এই বাড়িগুলো চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বহু আকাংক্ষিত স্থানে নিরাপদে পৌঁছাতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। নতুন করে ইস্পাত কঠিন সংকল্প ও শক্তি সঞ্চয়

করলাম। ওই দিনই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে পাকিস্তানী পশুগুলোর উপর বর্বরতার সমুচিত জবাব দেবার জন্য মনটা আমার কঠিন হয়ে উঠলো। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যাতে করে সাড়ে সাত কোটি অগ্নিদগ্ধ আত্মার শান্তির জন্য হিংস্র জানোয়ারদের উপর চরম আঘাত হানা যায়।

আমরা হিংগুলগঞ্জে নামলাম এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন পান্ডের অফিসে হেঁটে গেলাম। তিনি তাঁর অফিসে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ক্যাপ্টেন পান্ডে সুঠামদেহী, সুন্দর ও বেশ লম্বা। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতে বেশী।

এক কাপ গরম কফির পর আমাকে আবার এখনই ছুটতে হবে প্রথমে হাসনাবাদ, পরে ব্যারাকপুর। প্রথম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মিঃ মুখার্জী সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের দেশ ভাগের সময় ক্যাপ্টেন পান্ডে শরণার্থী হয়ে ভারত চলে আসেন। আমাকে স্বাগত জানাতে পেরে তিনি খুব আনন্দবোধ করলেন। তার চোখের কোণে আশা ও প্রত্যয়ের ছাপ দেখলাম।

আমাদের অনেক রাস্তা যেতে হবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে ওদের সেনাবাহিনীর পাহারায় আমরা তিনচাকার একটা গাড়ীতে চেপে পড়লাম। এই গাড়ীটির বন্দোবস্ত করেছিলেন মিঃ পান্ডে। তিনি হাসনাবাদে আমাদের আগমন বার্তা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সহকারী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

হিংগুলগঞ্জ থেকে হাসনাবাদের দূরত্ব ১২ মাইল। কিন্তু মাঝপথে আমাদের দুটো খেয়া পার হতে হবে। এই তিনচাকা গাড়ীটা দেখতে বেশ অদ্ভুত লাগে। এটার নাম টেম্পো।

বেশ কষ্টকর ভ্রমণের পর আমরা হাসনাবাদ পৌঁছে গেলাম। গণপরিষদ সদস্য মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছ থেকে ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং আমার সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই শুনেছেন। মিঃ মঞ্জুর সাথে আগে থেকেই এদের জানাশুনা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিং কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সুন্দর ব্যক্তিত্বসপন্ন মানুষ। আমাদের সবার কাছেই খুব প্রাণখোলা মনে হলো। সামনে এসে মিসেস সিংও আমাদের খোশ আমদেদ জানালেন। এই ভদ্রমহিলা আর এক মধুর ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘাংগী, সুন্দরী। তারা আমাদের সাথে অতি পরিচিত বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন। বেশ কয়েক রকম সুস্বাদু খাবার খাওয়ার পর আমরা ব্যারাকপুর যাত্রা করলাম। এখান থেকে ব্যরারাকপুর প্রায় সত্তর মাইল সামনে। এবার স্বয়ং ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন বিশ্রাম সিং-এর পাহারায় রওনা হলাম। হঠাৎ করে ঝড় ও অবিরাম বর্ষণ শুরু হলো। কিন্তু সামরিক গাড়ীগুলোর আশ্রয় পেয়ে কতটা নিরাপদ হলাম। দীর্ঘ দু'ঘন্টা ভ্রমণের পর গাড়ীটা একটা দালানের কাছে থামলো। ওর গায়ে লেখা ছিল 'অফিসার মেস', ৭২নং বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে)। এটাই আমাদের সামরিক গন্তব্য স্থান। বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে তারাগুলো উঁকি মারলো। বাইরে কিছুক্ষণ কাটানোর পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ওদের অফিসার মেসে। আমাদের ৭২ নং বিএসএফ অফিসার মেসে। পথের ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা করলাম। সুতরাং শিগগিরই পানীয় এলো। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের ধ্বনি ছড়িয়ে এক ঝলক হাসি মুখে নিয়ে উপস্থিত হলেন একজন নতুন যুবক। ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সরকার। ভাই ও বন্ধুর চেয়েও বেশী অমায়িক ব্যবহার পেয়েছিলাম এই ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে। পরে আমরা আত্মীয়র চাইতে বেশী আপন হয়েছিলাম। এই ৭২ বিএসএফ বাহিনীর এডজুট্যান্ট ছিলেন তিনি। মিত্রবাহিনীর বন্ধুদের উল্লাসের ধ্বনিতে আমি স্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বাস্তবিক পক্ষে আমরা খুব সুখে ছিলাম। এই সময় অধিনায়ক মিঃ মুখার্জী এসে পৌঁছালেন। অধিনায়কের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। বয়সী লোক। ধূসর চুল, মুখাবয়বে অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা খুব আস্তে আস্তে কথা বললাম।

ভেতরটা তার বড্ড নরম, বড্ড কোমল। পরবর্তি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যে সফলতা এসেছে সেটা সম্ভব হয়েছিল তার সুষ্ঠ নির্দেশনা ও ব্যক্তিত্বের জন্য। তাকে ভুলব না।

সুন্দরবনে প্রেতাত্মা

কোন কোন লোকের কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমি দেখেছি যখনই তারা তাদের ইপ্সিত কোন কিছু সমাধা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই বশ্যতা স্বীকার বা মাথা নোয়াবার পরিবর্তে ওই কাজটাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য দ্বিগুন উৎসাহে বার বার চেষ্টা করেছে। নিরাশ হয়নি বা আশা ছেড়ে দেয়নি। এইসব লোকদের আমি ঈর্ষা করতাম, তাদের পদাংক অনুসরণ করার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হতাম। একবার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হলে পরাজয়ের গ্লানিটুকু অকিঞ্চিতকর মনে হয়। বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে যখন আমি ভারতে আসি, তখন মুক্তিসংগ্রাম চলাকালে এ রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। শেষবারের মতো আমি ৭২নং ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অধিনায়ক মিঃ মুখার্জীর বাসভবনে থামলাম। অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। শৈভোজের পর তিনি আমাদের গাড়ীতে করে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিরাপত্তা বাহিনীর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ মজুমদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে জানালেন যে, অধিনায়ক হিসেবে মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমার কি কি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন মিঃ মজুমদারকে জানালাম। তিনি বেশ ধৈর্যের সাথে কথাগুলো শুনে আমাকে আশ্বাস দিয়ে ভদ্রভাবে বললেন যে, তার সামর্থ্যমত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। মিঃ মজুমদারের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। বেশী আশ্চর্য হলাম তার সুন্দর ভদ্রতাবোধ দেখে এবং আশ্বাস বাণী শুনে।

ওই দিনই সন্ধ্যায় কোলকাতার আসাম হাউজে নিরাপত্তা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মিঃ রুস্তমজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলো। মিঃ মুখার্জীকে নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। আমার প্রতি যে আন্তরিকতা ও ভদ্রতা দেখিয়ে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহন করেছিলেন তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বেশ আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী সিনিয়র অফিসার। তার সাথে কথাবার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, বেশ অল্পদিনের ভেতরেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাব। অস্ত্র যোগাড় করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য। আমার চলাফেরার সময় মিঃ মুখার্জী ও তার অফিসের কর্মচারীরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুসুলভ।

১৯৭১ সালের ২৪শে এপ্রিল মিঃ মুখার্জির গাড়ীতে করে আমাকে মেজর উসমানের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি মুক্তিসংগ্রামের আর একজন অধিনায়ক। পাক দখলদার বাহিনীর সাথে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে পর পর কয়েকটা যুদ্ধ করে উত্তর বাংলার পট্রাপোলে তিনি ঘাঁটি গেড়েছেন। মেজর উসমান পাক আমলে ইপিআর-এ চাকরি করতেন। তিনি অনেক হালকা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে রেখেছিলেন তার ঘাঁটিতে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জমা দেখে আমার লোভ হলো। কারণ, পৃথিবীর যে কোন জিনিসের চাইতে এই প্রয়োজনের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের কাছে একটি মাত্র রাইফেল সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। কেননা, অস্ত্র ছাড়া একজন সৈনিকের গর্ব ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। যাহোক অনেক কষ্টে অনেক বলা-কওয়ার পর মেজর উসমানকে বুঝতে সক্ষম হলাম যে আমিও তাঁর মত দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেজর উসমান রাজী হলেন। অন্ধকারের ভিতর আশার আলো দেখতে পেলাম। সমস্ত কৃতিত্বই অধিনায়ক মিঃ মুখার্জীর। তিনি নিজে মেজর উসমানকে ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলেন। সুতরাং এক ট্রাক বোঝাই হালকা অস্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে আমি হাসনাবাদ ফিরে এলাম। এখানে এগুলো লঞ্চে বোঝাই করার বন্দোবস্ত করতে হবে। মেজর উসমানের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় আমার সহকারী ক্যাপ্টেন হুদা বেশ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেল। তার উপরে প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মিঃ মুখার্জীর সাথে ফোর্ট উইলিয়াম ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

প্রথমে ইস্টার্ন কমান্ডের ইনটেলিজেন্স অফিসার কর্নেল খেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেনঃ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে থাকাকালীন আমি কোথায় কোথায় ছিলাম। কি কি করেছি ইত্যাদি। তিনি যা প্রশ্ন করলেন সবগুলোরই উত্তর দিতে হলো আমাকে। একটা লোক তাঁর কানে কানে কি বলতেই আমাকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁর স্মিত হাসি ও আন্তরিক ভদ্রতা আমাদের ভেতর 'পদের' বাধা মুছে ফেললো। আমার মনে ভরসা এলো। তাই কোন সংশয় না করে বা কোন কথা গোপন না করে তার কাছে মনের কথা সব কিছু খুলে বললাম। এর ফলে আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হলো। একটা মানচিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশের কোথায় আমার গেরিলা ঘাঁটি আছে তাঁকে দেখালাম। দেখে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, খুব ভাল। সাথে কর্নেল খেরাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করতে। এখানে কর্নেল খেরার সাথে আমাকে পুরো তিনটা দিন থাকতে হয়। সামরিক বাহিনীতে অন্যান্য গোয়েন্দা অফিসারের মত তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনটা আমার সম্বন্ধে খুব উৎসুক হয়ে উঠলো। বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসেবে খুব সতর্কতার সাথে কথা বললেন, নানা রকম প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, আমি সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা কিনা। আমার পরিকল্পিত কাজের বিলম্ব হওয়াতে এই কয়টা দিন আমি ভয়ানক অস্থিরতার ভেতর কটিয়েছিলাম। যাহোক, আমর বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁর ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দেশের জন্য নিরাপত্তা বোধের আন্তরিক প্রশংসা না করে পারছি না। এখানেই তার কাছে প্রথম শুনলাম, ২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানী দস্যুদের হাতে বরিশাল-ফরিদপুরের পতন হয়েছে। হতাশায় মনটা ভেঙ্গে পড়লো। এই জিলাগুলিকে রক্ষা করার পূর্ব পরিকল্পনা আমার সাময়িকভাবে ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও কঠিন সংকল্প নিলাম যে, যেভাবেই হোক এইসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই হবে। অস্ত্র তুলে দিতে হবে মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে। আমার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা। আমার বিলম্ব হবার আরও একটা কারণ হলোঃ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে, কর্নেল এম এ জি ওসমানী যেভাবেই হোক আমার সাথে কোলকাতায় সাক্ষাৎ করতে চান।

৫ই মে পর্যন্ত আমি তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার কোন লক্ষণই দেখলাম না। কেউ বলতে পারলো না কখন তিনি ফিরে আসবেন। তিনি তখন সীমান্তবর্তী অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করছিলেন। এই বিলম্বে ভয়ানক চিন্তান্বিত হয়ে স্থির করলাম আরদ্ধ কাজ সমাধা করার জন্য আমাকে এখনই রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। ঠিক এই সময় মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জু, লেঃ নাসের ও ক্যাপ্টেন হুদা পরিবার-পরিজন নিয়ে হাসনাবাদে পৌছলো। বরিশালের পতন হওয়াতে তারা চলে এসেছে।

ক্যাপ্টেন হুদাকে নির্দেশ দিলাম যে, যখন আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকবো, তখন যেন বাহকেরমাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরিস্থিতি অনুকূল মনে হলে সরবরাহ ব্যবস্থা যেন অব্যাহত রাখে। আমাদের ক্যাম্পের দিকেও লক্ষ্য রাখতে বললাম। এই ক্যাম্পে মিঃ মঞ্জু, লেঃ নাসের ও ক্যাপ্টেন হুদার পরিবার-পরিজনও থাকতো।

সবাই মিলে মোট চল্লিশজন লোক দুটো লঞ্চে করে যাত্রা করলাম। আমাদের ভেতর চারজন নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোক ছিল। বাকী সব ছাত্র। আমাদের গন্তব্যস্থানের রাস্তাঘাট আমার নিজেরও জানা ছিল না। লঞ্চে এরকম একটা দুঃসাহসিক যাত্রায় মোটেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। যে কোন সময় বিপর্যয় আসতে পারে। যেহেতু যাওয়ার পথে শত্রুরা চারদিকে ওঁৎ পেতে বসেছিল, আমরা সবাই লঞ্চের পাইলটের উপর নির্ভর করলাম। পাইলটরা তাদের অনেক বছরে অভিজ্ঞতার বড়াই করে আশ্বাস দিল যে, তারা আমাদের নিরাপদে পৌছে দেবে। ওদের দুঃসাহসিক কথাবার্তা ও আত্মবিশ্বাসের জোর দেখে স্বভাবতই আমি আদেশ করা থেকে বিরত রইলাম, যেহেতু যাওয়ার প্রকৃত রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাস্তা সম্পর্কে আমার ম্যাপ দেখা অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। তৎসত্ত্বেও একটা সংক্ষিপ্ত 'অপারেশন প্ল্যান' তৈরী' করলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে

বুঝিয়ে বললাম কিভাবে দুটো লঞ্চে অস্ত্রশস্ত্র ভাগাভাগি করে নিতে হবে এবং শত্রুর সাক্ষাৎ পেলে নাগরিকরা কি করবে।

যাত্র শুরু করার হুকুম দিলাম। একটা লঞ্চে মিঃ মঞ্জু, লেঃ নাসের এবং আরও কয়েকজন লোক আগে আগে চললো। আমার লঞ্চটা আগেরটার পিছু পিছু রওয়ানা হলো। কারণ, আমার লঞ্চে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ছিল। সামনের লঞ্চটায় মিঃ মঞ্জু ও লেঃ নাসেরকে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার ভারদিলাম। পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁরা দু'জনেই বেশ আশ্বস্ত ছিলেন। কারণ মাত্র দু'দিন আগেই তাঁরা এই পথে হাসনাবাদ এসেছেন। ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পেট্রোল বোট 'চিত্রাঙ্গদা' আমাদেরকে শামশেরনগর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। এখান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করবো। শামশেরনগর ভারতের শেষ সীমান্ত ঘাঁটি। রাত ৯টা। শুরু হলো যাত্রা। আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় সারা দেহ-মনে চাপা উত্তেজনা। যাত্রার লগ্নে দূরে বহু দূরে দেখতে পেলাম গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছাড়াও রাত্রের গুমোট অন্ধকার। গত কয়েক দিনের ক্লান্তিতে আমার চোখ দুটো জড়িয়ে এলো। ঘুম পেল আমার। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মাঝেও আমি গভীর ঘুমে গা এলিয়েদিলাম। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে দেখি কে যেন চাপা গলায় ডাকছেঃ 'গানবোট, গানবোট স্যার'।

হ্যাঁ, সত্যিই তো গানবেট। ভূত দেখার মত উপরতলার ক্যাবিন থেকে ঝড়ের বেগে চীনা 'কার্বাইন'টা' হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ইঞ্জিন কক্ষে ঢোকা মাত্রই দু'দিক থেকে প্রচণ্ড সার্চলাইটের আলো আর মেশিনগানের গুলি আসতে লাগলো। ভেতরটা আমার অসম্ভব রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানী গানবোট ওঁৎ পেতে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। রাতটা ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। ঝড়ের দাপাদাপি। তার উপর চারদিক সূচীভেদ্য অন্ধকার আর মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণ। সার্চলাইট দিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে হানাদাররা তন্নতন্ন করে আমাদেরকে খোঁজ করতে লাগলো। একটা গুলি এসে লঞ্চের পিছন দিকটায় আঘাত করলো। শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমার সাথের চার জন্য সৈনিক সিদ্দিক, হাবিলদার জববার মোখছেদ ও ইউসুফকে প্রথমে রাইফেলের গুলি করতে বললাম। যেন শত্রুপক্ষ মনে করে আমাদের শক্তি খুব কম। আশ্চর্যজনকভাবে আমার এই পরিকল্পনাটা কাজে এলো। দেখতে পেলাম আমাদের বাঁ দিকের গানবোটটা পুরো সার্চলাইট জ্বালিয়ে বৃষ্টি ও বিক্ষিপ্ত ঢেউগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের লঞ্চটার পিছন দিকটায় আরও কয়েকটি গুলি এসে লাগলো। বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে গুলির আওয়াজ অস্পষ্টভাবে আসছিল। সার্চলাইটের আলোকিত পথটুকুই শুধু চোখে পড়লো। পৃথিবীর আর সব কিছুই দৃষ্টির বাইরে। কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটা এলোমেলো হওয়া সত্ত্বেও অল্প সময়ের ভেতর পাল্টা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিলাম। ইতিমধ্যে যে গানবোট আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। সেটা প্রায় লঞ্চের কাছাকাছি এসে গেল। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, আমাদের লঞ্চটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এটা নদীর তীরে, না মাঝখানে অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

দু'জনকে মেশিনগান, দু'জনকে 'এনারগা গ্রেনেড' সজ্জিত রাইফেল দিয়ে বাম দিকে বসিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটা মেশিনগান ডানদিকের গানবোটটাকে লক্ষ্য করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই চারজনে ওই গানবোটটাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করলো। এই সময় গানবোটটা আমাদের বেশ আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিল। এই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুরা ভয়ানক ঘাবড়ে গেল এবং ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। ওদের হৈ চৈ শুরু হলে এব গানবোট থেকে বিরাট একটা আগুনের গোলা ছিটকে পড়লে বুঝতে পারলাম, আমাদের নিক্ষিপ্ত রকেট ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। বামদিকের গানবোটটাকে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দিয়ে ডানদিকের গানবোটটাকে আক্রমণের উদ্দেশ্য ঘুরে বসলাম। কিন্তু ওটা বিপদের আশংকা করে মেশিনগানের আওতার বাইরে পালিয়ে গেল। যাহোক, শত্রুপক্ষকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্য গুলিবর্ষণ অব্যাহত রইলো। এই সুযোগ অন্য দু'জন লোককে আমাদের আগের লঞ্চটার খোঁজ নিতে বললাম। কিন্তু মনটা

ভীষনভাবে দমে গেল যখন দেখলাম আগের লঞ্চটা ঠিক আমাদের বামদিকে চড়ার উপর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ওর ভেতরের লোকজন আগেই পালিয়ে গিয়েছে।

সাথের বেশীর ভাগ লোকজন পালিয়ে গিয়েছে দেখে মনটা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়লো। এমন সময় পালিয়ে গেল যখন তাদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। অযথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করে আমাদের সাথের চারজনের প্রত্যেককে এক-একটা ডাল, আমরা তীরের কাছাকাছি ছিলাম। অনিশ্চয়তা, নিরাশা ও ভয়ের আশংকা। আমরা তাড়াতাড়ি লঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পায়ের নিচে আঠালো কাদা। কোমর পরিমাণ জলের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে নদীর তীরে পৌছালাম। তীরটা আমার কাছে উঁচু বাঁধের মত লাগলো। নদী থেকে অনেক উঁচুতে বাঁধের উপর তাড়াতাড়ী ঘাঁটি গেড়ে বসলাম। সামনে থেকে যত আক্রমণই করা হোক না কেন আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অচেনা, অজানা পথ। জীবনে কোনদিন এখানে আসিনি। এসব চিন্তা করে নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। শত্রুর উপস্থিতি, ঝড়ের বিলাপ, কুচকুচে কালো আঁধার-সব মিলে রাতটাকে একটা প্রেতাত্মার ছায়ার মত মনে হলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাঁধের পিছন দিকে মানুষের একটা অস্পষ্ট ছায়া মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শংকিত পদে ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম একটা লোক পালাবার জন্য প্রানপণ চেষ্টা করছে। এত ভীত যে মনে হলো পৃথিবীটা খুঁড়ে তার ভেতরে গিয়ে লুকাবে। মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ করতেই এমন জোরে চিৎকার করতেই জোরে চিৎকার শুরু করলো যে, ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। তাকে সান্ত্বনা দেয়া সত্ত্বেও সে এমন বিলাপ করে চিৎকার আরম্ভ করলো যে, উপর দিকে একবার চাইবারও সাহস পেল না। গরীব বেচারা। প্রায় বিকারগ্রস্ত। অনেক চেষ্টার পর সে শান্ত হলো। এই লোকটা হচ্ছে সেইসব পাইলটদের একজন যারা লম্বা লম্বা গালভরা কথা বলেছিল। অবশ্য তার কোন দোষ নেই। কারণ সে কোনদিন গুলির শব্দ শোনেনি। যাহোক এই লোকটা আমার অনেক উপকার এ্যলো। আমি কোন জায়গায় আছি এটা সে নির্ভুলভাবে বলে দিল। এসব ব্যাপার এই ক্ষুদে 'সাহসী' লোকটির স্মৃতিশক্তির বেশ জোর আছে। এই জায়গাটার নাম 'গাবুরা'। জায়গাটার পরিবেশ ও অবস্থানের কথা চিন্তা করে সংশয় জাগলো যে, ভোর হওয়া পর্যন্ত যদি আমরা এখানে থাকি তাহলে শত্রুপক্ষ হয়তো বা আমাদের মত লোভনীয় বস্তুগুলোর উপর হাওয়াই হামলা চালিয়ে ওদের করেই বসে তাহলে কিছুতেই রুখতে পারবো না। এই অত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোন রকমে 'ক্রলিং' করে গ্রামের অভ্যন্তরে চলে যাওয়া।

আমাদের পিছন দিকে এই গ্রামগুলো প্রায় এক মাইল দূরে। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের গানবোটটা অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়ে বাঁধের উপর আমাদের অবস্থান ও নদীর তীরে পরিত্যক্ত লঞ্চ দুটোকে লক্ষ্য করে ভীষণভাবে মেশিনগান ও রকেটের গোলাবর্ষণ শুরু করলো। ওদের অবিরাম গোলাবর্ষণে আমাদের দুটো লঞ্চেই আগুন ধরে গেল। বর্তমান অবস্থানে থাকাটা অযৌক্তিক ভেবে আমরা ক্রলিং করে কোন রকমে বাঁধের নিচের দিকে চলে গেলাম আর খোদাকে স্মরণ করতে লাগলাম। কারণ এ দুঃসময়ে এক খোদা ছাড়া আর কেউ শত্রুর হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। কারণ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল না। ঠিক এই সময় আমার সঙ্গের চারজন সৈনিক এদিক-ওদিক সরে পড়লো। সম্ভবত তারা গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। পাইলট ছাড়া আর কাউকে আমার চারপাশে দেখলাম না। মেশিনগানের গর্জন আর রকেটের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে পাইলট আধমরার মতো আমার কাছে পড়ে রইল। গোলার ভয়ংকর আগুন আমাদের লঞ্চ দুটোকে নির্দয়ভাবে গ্রাস করলো। পরাজিত মন ও ক্লান্ত দেহটা বাঁধের পিছন দিকে এলিয়ে দিয়ে হতাশার গ্লানি নিয়ে চেয়ে রইলাম লেলিহান বহ্নিশিখার দিকে। গোলার প্রচণ্ড শব্দ, রকেট বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। উৎকট গন্ধে ভরপুর সমস্ত আকাশটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন- পরাজয়ের কালিমায় কিছুটা মলিন। পূর্ব দিকটা সামান্য হালকা হতেই পাইলটকে টেনে নিয়ে কোন রকমে গ্রামের ভেতরে ঢুকে সাহস করে সেখানে এক হাজী সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমাদের প্রতি সহৃদয় হবার জন্য ইঙ্গিতে তাকে অনুরোধ জানালাম। যখন তাকে খোদার চাইতেও জেনারেল ইয়াহিয়ার উপর বেশী অনুগত দেখলাম তখন যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে মনটা বিচলিত হলো। গ্রামের অধিকাংশ লোককেই

দেখলাম বর্বর ইয়াহিয়ার প্রতি অনুগত ও ভক্ত। আমাদের প্রতি ভয়ানক বিরূপ মনোভাবাপন্ন মনে হলো। প্রকৃতপক্ষে এখানকার স্থানীয় লোকজনই আমাদের সাথের লেঃ নাসের, গণপরিষদ সদস্য মিঃ মহিউদ্দিন ও আরো ছাবিবশজন লোককে ধরে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। আমিও এই রকম একটা গন্ধ পেলাম যে হাজী সাহেব আমাদেরকে পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে তুলে দেবার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের চারদিকে অনেক লোকের ভীর। তারা আমাদেরকে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। আমরা দু'টি যেন অদ্ভুত জীব। আমাদের এরকম দুরবস্থা দেখে ওদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখও প্রকাশ করলো। এ অবস্থা দেখে হাজী সাহেবেরও বোধ হয় দয়া হলো। তিনি আমাদের কিছু ভাত ও মধু দিলেন। এটা সুন্দর বনাঞ্চলের লোকদের একটা বিশেষ খাদ্য। খাবার দেখা মাত্র আমার চোখ দুটো বড় হতে লাগলো। কেননা আমি ও আমার সঙ্গের পাইলট উভয়েই ভয়ানক ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত ছিলাম। গত রাতের ভয়ংকর পরিবেশ আমি ওর সাথে বড্ড একাত্ম ও আপন হয়ে গিয়েছিলাম। যখনই এই অনির্ধারিত খাবার শেষ করে ফেলেছি, ঠিক সেই সময় হাজী সাহেব হাতে করে রাইফেলের 'ছেরেফ' একটা 'বোল্ট' নিয়ে হাজির হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি? কেননা তার ধারণা ছিলো এটা কোন কাজে আসে না। তার চোখের কোণে ভীতির চিহ্ন।

এই দালাল শিরোমণিকে নিয়ে কিছু মজা করবো স্থির করলাম। তার হাতে বোল্টটা দেখেই ভীতিজড়িত কন্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং হাজী সাহেবকে বললাম যে, তাঁর হাতের জিনিসটা খুব মারাত্মক ডিনামইট। মাটিতে যেন কোনরকমে না পড়ে তাহলে সবাই মারা যাবে। শুনে হাজী সাহেব ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। এইবার হাজী সাহেবকে হাতের মুঠোয় পেলাম। আমার কথায় তার কাঁপন শুরু হলো। তার চক্ষু স্থির, রক্তহীনের মত বিবর্ণ। আপাদমস্তক ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আমার হুঁশিয়ারী স্মরণ করে তিনি বোল্টটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত সৎ সাহসও দেখাতে পারছিলেন না। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি বললাম যে, ডিনামাইডটের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ওটাকে পানির মধ্যে ফেলে দেয়া। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমার কথা খুব আস্তে আস্তে আঙ্গুল টিপে টিপে বোল্টটার দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে হাজী সাহেব পুকুরের দিকে রওনা হলেন। এই দুরবস্থার মধ্যেও আমার ভয়ানক হাসি পেল। যখনই এই মজার ব্যাপারটা ঘটছিল তখন হঠাৎ গানবোট থেকে হাজী সাহেবের বাড়ির দিকে আবার গোলাবর্ষন শুরু হলো। হাজী সাহেবের বাড়ীটা বড় একটা দালান। বহু দূর থেকে দেখা যায়। এই আকস্মিক ঘটনায় গ্রামের লোকজন যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়লো। এটা আমাদের পালানোর জন্য আশীর্বাদস্বরুপ দেখা দিল। আমার সাথের পাইলটটি মাত্র নদীর পথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। সে সাহচর্য ছাড়া আর কোন প্রয়োজন আসলো না। যাহোক, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দিনটা কোন রকমে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে আরম্ভ হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের প্রতি খুব সদয় ছিল। হাজী সাহেবের ব্যবহারে আশ্বাস ও স্বস্তির রেশটুকু খুঁজে না পেলেও আমাদের প্রতি তার ছেলের মমত্ববোধ দেখে এই দুঃসময়েও বাঁচার ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধলাম। হাজী সাহেবের ছেলে আমাদের খুঁজে বের করলো। তাকে দেখে ভরসা পেলাম। সে আমাদের আশ্বাস দিল যে, খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবে। তার সহানুভুতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে যেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম- আবার সেখানে ফিরেগিয়ে সযত্নে প্রহরায় নির্বিঘ্নে রাত কাটিয়ে দিলাম। প্রতিশ্রুতিমত হাজী সাহেবের ছেলে রাস্তার সব খবরাখবর আমাদেরকে খুলে বললো এবং খুব ভোরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দিয়ে গেল। খেয়া পার হবার জন্য সে আমাদের কিছু টাকা-পয়সাও দিল। কেননা রাস্তায় অনেক নদী ও খাল পার হতে হবে। পথটা অত্যন্ত বিপদসংকুল। তাছারা সমস্ত অঞ্চলটা পাক দালালে ভর্তি। প্রাণটা হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে আমরা প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। কখনো হেঁটে, কখনো নৌকায় এইভাবে ভারতে সীমান্তবর্তী ঘাঁটি হিংগলগঞ্জ এসে পৌছালাম। হিংগলগঞ্জের ঠিক উল্টোদিকে পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটি বসন্তপুর। পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের ফেরার খবর আগে থেকেই পেয়ে ওঁৎ পেতে আমাদের ধরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেলাম। ২৬ জন ছাড়া সঙ্গের অন্যান্য সবাইও পৌঁছে গেল।

আমরা যে বেঁচে গিয়েছিলাম এটা ভাগ্য নয়। এটা একটা চরম পরাজয়। আর এজন্য আমি দায়ী। কেননা অধিনায়ক হিসেবে রাস্তাঘাটের সাথে পরিচিত ছিলাম না। তারপর অধীনস্থ লোকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের বিবেককে করেছিলাম খর্ব, তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম নির্দেশ দেয়ার শক্তি। কিন্তু এক অর্থে এই পরাজয়ের গ্লানি একটা বিরাট বিজয়। কেননা, এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ মাত্র। ভবিষ্যত যাতে চরমভাবে আঘাত হানতে পারি তার জন্য নতুন করে শপথ নিলাম।

সর্বাধিনায়কের দরবার

জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে আমাদের সর্বাধিনায়ক সব আঞ্চলিক অধিনায়কদের নিয়ে প্রথমবারের মত একট বৈঠক বসেন এবং উপরোক্ত ৬টি অঞ্চলকে নয়টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছিল নিষ্প্রভ। এটা অবশ্য ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু বেতারযন্ত্রের অভাবে নদীবহুল বাংলাদেশের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এক-একটা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কমপক্ষে দু' থেকে তিনটি জেলা। অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করব না। তারা হয়তো তাদের অধীনস্থ নিয়মিত সেনাবাহিনী নিয়ে ভিন্ন রকম অবস্থার মোকাবেলা করেছিলেন। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার শক্তির প্রধান উৎস মুক্তিযোদ্ধা এবং নগণ্য সংখ্যক সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর লোক। যাহোক এই সময় আমার অবস্থা ছিল খুব নাজুক ও অস্বস্তিকর। কেনা সৈন্যবাহিনী বা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আমি অধিনায়ক হয়েছিলাম। সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব পরিস্কারভাবে জবাব দিলেন যে, আমাকে কোন অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে না। এমন কি যে অস্ত্রশস্ত্রগুলো পাক হানাদারদের সাথে মোকাবেলার সময় সুন্দরবনে খোয়া গিয়েছিল সেগুলো উদ্ধার করার জন্য আমাকে চেষ্টা করার উপদেশ দিলেন। আমি তার কথাগুলো সন্তুষ্ট চিত্তে হজম করিনি এবং এটাকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলাম। মেজর ওসমানীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু হালকা অস্ত্রপাতি দেয়ার জন্য তাকে রাজী করালাম। এইভাবে কাছ থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং অধিনায়ক মুখার্জীর বদান্যতায় আরও কিছু অস্ত্রপাতি যোগাড় করে পাকবাহিনীর ঘাঁটি বসন্তপুরের ঠিক অপর দিকে হিংগলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে একটা আক্রমণ পরিচালনার ঘাঁটি স্থাপন করবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যাপ্টেন মেহদী ও লেঃ জিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সহ-অধিনায়কের সাথে আমার কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় আমার অধীনস্ত অঞ্চল থেকে অস্পষ্ট ও অতিরঞ্জিত খবর আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগলো। যাহোক নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেলাম যে, বরিশালে হাবিলদার হেমায়েত, পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহদী এবং সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয় হানাদার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির অপ্রতুলতা একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সময় ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরাই মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছিলেন। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাবার জন্য আমি অধিনায়ক মুখার্জীর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ নম্র ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করলেন এবং সর্বরকমের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। একবার যদি বাংলদেশের অভ্যন্তরে কমাণ্ডারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা যায়, তাহলে আমার অধীনস্থ সেক্টরের ভবিষ্যৎ কি হবে আমে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। সমস্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে সাথে করে বিভিন্ন ঘাঁটি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের আশায় দিনরাত অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটতে লাগলাম। করণ প্রথম ব্যর্থতার বেঝাটা আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমাকে ধাওয়া করতো। যতক্ষণ না বর্বর পশুগুলোর উপর একটার পর একটার পর একটা প্রতিহিংসা নিতে পারলাম ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যর্থতার গ্লানিকর ছায়াটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন হয়ে আমার কাঁধ চেপে রইল। সর্বক্ষণ আমি চলার উপর ছিলাম। জুন মাসের আগ পর্যন্ত আমার কোন সদর দপ্তর ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা

যদিও কোন করুন দৃশ্য আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়তাম এবং আমার উপরে এর প্রভাব ছিল ভয়ানক প্রবল, তবুও নৃশংস পাক-হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আমার মনে জমা হতে লাগলো চরম প্রতিহিংসা ও জিয়াংসার আগুন। বর্বর পশুগুলো হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালীকে গরু-ছাগলের মত ঘরছাড়া করে নিক্ষেপ করেছে দুঃখের অথৈ সাগরে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের যা কিছু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তাই নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদাকে হিংগলগঞ্জে একটা আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিলাম।

হিংগলগঞ্জ হাসনাবাদ থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। পথের মাঝখানে দুটো নদী। ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন হুদা ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ২০টি রাইফেল নিয়ে হিংগলগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হাসনাবাদ ও হিংগলগঞ্জ মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল তিন চাকা বিশিষ্ট টেম্পো নামে এক প্রকার গাড়ী আর নৌকা। ইছামতী নদী নৌকায় করে পার হতে হতো। কিন্তু এই নদীটা পার হওয়া খুব একটা নিরাপদ ছিল না। কারণ ওপারে নদীর তীর বরাবর পাকবাহিনী অসংখ্য বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ খনন করে ওদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। এই ঘাঁটিগুলো ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে একজন পথিকেরও চোখে পড়তো। হিংগলগঞ্জে ভারতের ৭২নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একটা স্থায়ী ফাঁড়ি আছে। ক্যাপ্টেন পান্ডে এর অধিনায়ক। তিনি তার ফাঁড়ির এক মাইল দক্ষিণে একটি ঘাঁটি বানাতে ক্যাপ্টেন হুদাকে সবরকম সাহায্য করলেন। এ ঘাঁটিটা ইছামতী নদীর তীর থেকে আধ মাইল ভিতরে। এর ঠিক উল্টো পারে পাক-হানাদারের সুদৃঢ় পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। এখানে ঘাঁটি স্থাপন করা কত কষ্টসাধ্য ক্যাপ্টেন হুদার তা ভালভাবেই জানা ছিল। আমারও ভাবনার অন্ত ছিল না। কেননা, অধিনায়ক হিসাবে তার চাহিদা মত তাঁবু, খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, টাকা-পয়সা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলামঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কারণ তাদের জন্য গভীর সহানুভূতি ছাড়া আমার কাছে তহবিল ছিল না। এর জন্য দুয়ারে দুয়ারে আমি পাগলের মত ঘুরেছি। শীগগীরই আমরা জীবনকে কঠিনভাবে উপলব্ধি করতে শিখলাম এবং গভীর পারস্পরি সমঝোতার মাধ্যমে সব বিপদ, সব প্রতিকূল অবস্থাকে রুখে দাঁড়াবার নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলাম।

বসন্তপুর ইছামতী নদীর পূর্ব তীরে। কেউ শুনে বা বইয়ে পড়ে দুঃখের কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ভারতের সীমান্তে হিংগলগঞ্জে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যাবে ওপারে বসন্তপুর। মাঝখানে ছোট্ট ইছামতী। দুর্নিবার ইচ্ছা, ভাবাসা ও আসক্তি সত্ত্বেও ওই রূপসী বাংলার কোলে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টসাধ্য। কেননা, ওপারে মারণাস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল মানবতার জঘন্যতম শত্রু। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওই অসভ্য বর্বরদের হাত থেকে আমার মা-বোনদের বাঁচিয়ে আনার উদগ্র বাসনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু কি দিয়ে আমি তাদের বাঁচাবো? মাত্র ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা আর ২০টা রাইফেল নিয়ে? হ্যাঁ, এই অসম্ভব কাজেও আমরা জীবনকে বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং সফল হয়েছিলাম।

১৯৭১ সালের জুন মাসের ১২ তারিখ। সকাল থেকে ভয়ানক ঝড়। ভিতরে আমার ভয়ানক অস্বস্তি। কারণ, আমি জানতাম যে, ক্যাপ্টেন হুদার সাথের ছেলেরা এই ঝড়ের মধ্যে ছেঁড়া তাঁবুতে বসে বৃষ্টির জলে অসহায়ের মত ভিজছে। তা ছাড়াও আমি ভাবলাম শত্রুর উপর অতর্কিত আঘাত আনার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ভাবনাটা মাথায় আসতেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বলিষ্ঠ যুবক ডাক্তার শাহজাহানকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আমার সাথে আসতে বললাম। প্রাণ-প্রাচুর্যের জীবন্ত এই ডাক্তার সাহেব। সকাল ৮টায় আমরা দু'জনে দুটো ওভারকোট নিয়ে হাসনাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ইছামতী পার হতে পুরো এক ঘণ্টা সময় লাগলো। হিংলগঞ্জে যাওয়ার পথে এটাই প্রথম নদী। বাত্যাবিক্ষুব্ধ ছোট্ট ইছামতী আজ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এছাড়া খেয়ার মাঝি এই দুর্যোগময় মুহূর্তে খেয়া ছাড়তেও অস্বিকার করলো। টাকায় সবকিছু সম্ভব। তাই সেই হাড্ডিসার রোগা খেয়াঘাটের মাঝি টাকার লোভ সংবরণ করে আমাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলো না। খুব

কষ্টে নদী পার হলাম। কিন্তু বড় বিপদে পড়লাম। কেননা, কোনো টেম্পো গাড়ীওয়ালা এই দুর্যোগ ঝড়ের মধ্যে গাড়ী ছারতে সাহস পেল না। এই দুঃসাহসিক কাজে ওদের রাজী করাবার জন্য বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনগুণ ভাড়ায় পৌছে দিতে ওরা সম্মত হলো। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা বরুনহাট নামক একটা জায়গায় নদীর পাড়ে পৌছলাম। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সাথে দুটো প্রধান স্থলপথে বসন্তপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা- একটা পারুলিয়া হতে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ হয়ে, অন্যটা সাতক্ষীরা- শ্যামনগর রোড। পারুলিয়া থেকে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেটা বেশ প্রশস্ত। সিএণ্ডবি'র রাস্তা। ভারী সামরিক যানবাহন এর উপর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু পরেরটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তবুও পাকিস্তানী শত্রুবাহিনী প্রায়ই এই রাস্তায় চলাফেরা করতো। তাই সৈন্য চলাচল ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য সামরিক দিক দিয়ে বসন্তপুর ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তপুর অধিকার করে উপরোক্ত রাস্তা দুটোর উপর প্রভাব বিস্তার করার অর্থ একশ' বর্গমাইল মুক্ত এলাকা হাতের মধ্যে আসা এবং এই সংকটময় দিগুলোতে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

ইছামতী নদীর চাইতে বরুনহাটের এই নদীটি পাশে ছোট। কিন্তু দেখতে ভয়ংকর দৈত্যের মতো। এই অবস্থায় খেয়া পার হওয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক। অযথা সময় নষ্ট না করে সুযোগসন্ধানী এক নৌকার মাঝিকে বেশী টাকা দিয়ে নদী পার হলাম। কোন যানবাহন ছিল না। দীর্ঘ পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে হিংগলগঞ্জে ক্যাপ্টেন হুদার আস্তানায় পৌছতে হবে। ভয়ানক শীত। তার উপরে বৃষ্টিতে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। হাঁটু পরিমাণ কাদা ভেঙ্গে ক্যাপ্টেন হুদার ঘাঁটিতে পৌছালাম। সামান্য একটু উচু জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা আস্তানা গেড়েছিল। তাঁবু ভেদ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে। ক্যাপ্টেন হুদাকে বড় বিষন্ন মনে হলো। উঁচু জায়গাটার চারদিকে বৃষ্টির পানি জমে সমুদ্রের মত মনে হলো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমাকে আসতে দেখে হুদা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। মুখে তার দৃঢ়প্রত্যয়ের হাসি। কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। 'জয় বাংলা' বলতেই সবাই বৃষ্টি মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 'জয় বাংলা' ও 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে আমাদের স্বাগত জানালো। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব। ইত প্রাণচাঞ্চল্য আমি আর আগে কখনও দেখিনি। ওদের সেই প্রাণচাঞ্চল্যে খুঁজে পেলাম আগামী দিনের বিজয়োৎসবের গোপন সংকেত। ওদের মনেভাবের উত্তপ্ততা লক্ষ্য করে আমি চিৎকার করে প্রশ্ন করলামঃ 'আজ রাতেই তোমরা কি সবাই যুদ্ধ করতে রাজী আছো?' ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৩৫শত লোকের মত চিৎকার দিয়ে উত্তর দিলঃ 'হ্যা স্যার, আমরা সবাই প্রস্তুত।'' ওদের উচু মানসিক শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি খুব ভরসা পেলাম। আগ্রহী কণ্ঠ বললাম, ওকে। এই বলে ওদের বিদায় দিয়ে হুদার তাঁবুতে ফিরে গেলাম এবং আমরা ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ে কোথায় আক্রমণ চালাতে হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। এ ব্যাপেরে সোবহান নামে একজন হাবিলদার অনেক সাহায্য করেছিল। পাকিস্তানী আক্রমণের আগে সোবহান বসন্তপুর গোয়েন্দার কাজ করেছে। কাজেই সেখানকার সব খবরই তার জানা ছিল। ক্যাপ্টেন হুদার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপেরে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল।

রাত একটায় শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে ঝটিকা আক্রমণের পরিকল্পনা। উদ্দেশ্যে, ওদের বাঙ্কারে নিক্ষেপ করে কাবু করা এবং পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসা। পরিকল্পনাটার শুনতে মধুর ও উত্তেজনাকর লাগলেও- এই ঝড়ের রাতে এই দুঃসাহসিক কাজটা সমাধান করা ছেলেখেলা নয় তবু তারা, বা প্রথম অভিযানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হুদা, মোটেই দমলো না। খুব জেরে ঝড় বইছিল। একবার ভালাম ঝড়ের রাতে এই বিক্ষুব্দ নদীটা পার হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মন থেকে এই নৈরাশ্যকে দূরীভূত করলাম। করলাম কেননা আমাদের বিজয় সম্বন্ধে আমি খুবই আশাবাদী ছিলাম। জানতাম সবাইকে বিস্মিত করে অভিযান সফল হবেই। ব্যাস্তসমস্ত হয়ে সবাই সামান্য খাবার খেয়ে নিলাম। শৌখিন পাচকেরা এসব পাক করেছিল। তারাও অভিযানে শরিক হলো। যখন আমি হুদার কাছে আমার উদ্দেশ্যের কারণ ব্যাখ্যা করছিলাম, তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা ধারণা এলো যে, একই সঙ্গে টাউন শ্রীপুরে পাক হানাদারদের অপর একটি ঘাঁটি আক্রমন করব। ভারতের সীমান্তবর্তী শহর 'টাকি'র অপর দিকেই টাউন শ্রীপুর। সেখানে শাজাহান নামে একটা স্কুল শিক্ষকের অধীনে

অনেক ট্রেণ্ড মোজাহিদ আছে। মিঃ শাজাহান বুদ্ধিমান, হাসিখুশী এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে হালকা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটি মোজাহিদ বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। তারা টাউন শ্রীপুরের বাসিন্দা হওয়ায় ওখানকার পাকিস্তানী ঘাঁটির সঠিক অবস্থান, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য খুটিনাটি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকেবহাল ছিল। সুতরাং দুর্যোগময় রাতটার তাৎপর্য আমার কাছে দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

ক্যাপ্টেন হুদাকে বিদায় জানিয়ে আমি ও ডাক্তার শাহজাহান দু'মাইল রাস্তা হেঁটে 'টাকি' এলাম এবং মিঃ শাজাহানের সাথে আলাপ-আলেচোনা করলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার অধীনে কাজ করতে রাজী হলেন। মিঃ শাজাহানের অধীনে লেঃ মুখার্জী নামে একজন অসম সাহসী যুবক কাজ করতো। সে পূর্বে যশোরের অধিবাসী ছিল এবং দাবী করতো যে, সে ভারতীয় সামরীক বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব অফিসার। বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। বেশ শক্তিশালী। অন্য দু'দজন মোজাহি সেকশন লিডার মিঃ মণ্ডল ও সোবহানের সাথে লেঃ মুখার্জী একত্রে ট্রেনিং নিয়েছ। টাউন শ্রীপুরে পাক-হানাদারদের ঘাঁটি আক্রমণ করবো শুনে মুখার্জী উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বসন্তপুর অভিযানের মতো এখানেও এদের ইছামতী পার হয়ে যেতে হবে। ইছামতী আরও উত্তরে গোজাডাঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলোর ঠিক অপর দিকে পাকিস্তানী পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। আমার সেক্টরে ইছামতী নদীর তীর বরাবর দু'তিন মাইল অন্তর পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর অবস্থান। সর্ব উত্তরে 'শংকরা'। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে টাউন শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী, বসন্তপুর, উখসা ও সর্বশেষ কৈখালি। এসমস্ত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর শক্তি বিভিন্ন রকমের। ভাবলাম, আমার প্রথম কাজ হলো, রাতের অন্ধকারে এবং গোপনে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে এই বিক্ষিপ্ত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলো আবিস্কার করা। এতে করে গেরিলাদের জন্য কতকগুলো গোপন অবস্থানের পরিকল্পনা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। যার ফলে একটা মুক্তাঞ্চলে গড়ে তোলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে প্রথম অবস্থায় আমার পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সীমান্তে টাকি, হিংগলগঞ্জ ও শমসেরনগর এই তিন জায়গায় আক্রমণ ঘাঁটি করে এর ঠিক বিপরিত দিকে পাকিস্তানী ঘাঁটি টাউন শ্রীপুর, বসন্ত পুর ও কৈখালি অধিকার করা। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অপ্রতুলতা হেতু আমার আশা সফল হয়নি। তবুও আমার কল্পনার উদ্দাম গতি থামেনি। যারা নিজেদের ভাগ্য গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ কথার সত্যতা প্রমাণীত হলো ১৩ই জুন-যখন ক্যাপ্টেন হুদা বাহকের মারফত খবর পাঠালো যে, সেই দুর্যোগময় রাত্রে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী ঘাঁটি আক্রমণ করে ২০ জন হানাদারকে খতম এবং ৫০টি রাইফেল, দু'টি এল-এম-জি, অনেক অসশস্ত্র, গোলাবরুদ, গ্রেনেড ও বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমন্ত শত্রুদের ঘুমন্ত শত্রুদের উপর হামলা চালিয়েছিল। শত্রুপক্ষের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমাদের একজন যুবক সামান্য আহত হয় মাত্র। শত দুঃখের মাঝেও বিজয়গর্বে বুক ফুলে উঠলো। লেঃ মুখার্জি, মিঃ মণ্ডল, সোবহান ও মিঃ শাজাহান আমার সদর দপ্তরে এসে খবর দিল যে, তাদের আক্রমণও সফল হয়েছে। ওদের সবার মুখেই বিজয়ের হাসি। বিজয়োল্লাসে মিঃ শাজাহান আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমিও আন্তরিকভাবে ওদেরকে স্বাগত জানালাম। আমার সুন্দরবনের ব্যর্থতার গ্লানি আজ যেন কিছুটা লাঘব হলো। পরক্ষণেই প্রতিহিংসার দাবানল আমার ভেতর আবার দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠলো। মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা ৩৫টি রাইফেল ও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করেছিল। এই বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসায় আমার আক্রমণ পরিচালনা ঘাঁটির পরিধি আরও প্রসারিত করতে মনস্থ করলাম। ওই দিনই মিঃ শাজাহানের সহায়তায় টাকিতে আমার অন্তর্বর্তীকালীন ঘাঁটি স্থাপিত হলো। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী দক্ষ সৈন্যর উপর দুর্যোগের মধ্যে হামলা চালিয়ে এই বিরাট সফলতা অর্জন করার জন্য আমি ক্যাপ্টেন হুদা, মিঃ শাজাহান, লেঃ মুখার্জী ও মিঃ মণ্ডলকে অভিনন্দন জানালাম। একই সঙ্গে খুব অল্প সময়ের ভেতর সীমান্তবর্তী সমস্ত পাকিস্তনী ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করার ইচ্ছা ওদের কাছে প্রকাশ করলাম। এ ছাড়াও আর একটা জিনিসের উপর জোর দিলাম যে, সীমান্তের ওপারের ছেলেদের জোগাড় করে এই মুহূর্তেই ওদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য টাকি থেকে দুই মাইল দুরে 'টকিপুরে' একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিলাম। সীমান্তের ওপার থেকে ছেলে জোগাড় করার দায়িত্ব মিঃ শাজাহানকে দিলাম। বসন্তপুর ও টাউন শ্রীপুরে আমাদের সফলতার খবর

সর্বাধিনায়কের কানে শিগগিরই পৌঁছে গেল। ভবিষ্যতে আরও এরকম সফলতা আশা করে তিনি স্বাগত জানালেন।

ইতিমধ্যে সামরিক বাহিনীর অনেক লোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে এলো। ছাত্রদের টাকিপুর যুবকেন্দ্রে ট্রেনিং-এর জন্য এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের হুদার ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের সাথে বরিশাল থেকে এম, এ, বেগ নামে একজন লোক এসে পৌঁছলো। যুবক, শিক্ষিত ও চটপটে। গায়ের রং কালো, সারা মুখমণ্ডলে প্রতিভা ও চাঞ্চল্যের স্বক্ষর। সে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে একজন দক্ষ প্যারাসুট সৈনিক ও একজন ফ্রগম্যান হিসেবে অনেক দুঃসাহসিক কাজে নিযুক্ত ছিল। এই কাজে ওর সমতুল্য বড় একটা কেউ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তনের চেরাটে' দীর্ঘ আট বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পাকিস্তানের নৌবাহিনীতে 'মিডশীপম্যান' হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়। ওখান থেকে১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এ রোমঞ্চকর জীবন ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিলঃ 'বাংলাদেশ'।

আরোও দুটো সাহসী ছেলেকে সাথে নিয়ে বেগ জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হাসনাবাদ পৌঁছলো। বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানার কুড়িগ্রাম নামক একটা গ্রামে পাক হানাদারদের সাথে সংঘর্ষের এক চমকপ্রদ কাহিনী শুনালো সে। জায়গাটা স্বরূপকাঠি থানার অনেক ভেতরে। এখানে সারি সারি অনেক পেয়ারা বাগান আছে। দুটো সারির মাঝখানটা নালার মত। সেখানে যে কেউ অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। বেগ প্রায় একশ' ঝানু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে দিনের বেলায় এই নালার মধ্যে লুকিয়ে থাকতো এবং রাতের অন্ধকারে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হানাদারদের উপর আঘাত হানতো। সবার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। কারো কারো কাছে মান্ধাতার আমলের তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদী থাকতো। বেগ-এর বাহিনীর অবিরাম আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত পাক-হানাদারর একদিন, এক দালালের কাছে খবর পেয়ে দিনের বেলায়ই ওদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য অগ্রসর হলো। বেগও ঠিক সময়মত বাহকের মারফত হানাদারদের অগ্রসর হবার সংবাদ জেনে গেল এবং হাতের কাছে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও পুরনো আমলের তীর-ধুনক পাওয়া গেল-তাই নিয়েই ওর লোকজনদের প্রধান প্রধান জায়গায় বসিয়ে দিল। একদিকে নগণ্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বাংলার দুর্জয় মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পৃথিবীর অন্যতম দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী সৈন্য। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রাচিন রোম নগরী বা অন্য কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের মত এখানে বেজে উঠলো না কোন রণদামামা। উত্তেজনা চরমে উঠলো যখন দালালরা প্রায় ৫০ জন হানাদারকে সাথে নিয়ে এস পেয়ারা বাগানের ভেতর তল্লাশী চালাতে বললো। হানাদাররা বাগানে ঢুকে খুব সতর্কতার সাথে বাগানের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। দক্ষ শিকারীর মত বেগ তার দুঃসাহসিক মুক্তিবাহিনী নিয়ে অসম্ভব রকমের চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা অপেক্ষায় ছিল কতক্ষণে শত্রুপক্ষ বন্দুকের নলের আওতায় আসবে। পাক হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের 'মুক্তি' বলে ডাকতো। অনেক তল্লাশী চালিয়ে কোন 'মুক্তির' খোজ না পেয়ে হানাদাররা পাকা পেয়ারায় ভর্তি একটা গাছের উপর বিশ্রাম নিতে লাগলো। আর কি! চতুর্দিক থেকে আচমকা ছুটে আসতে লাগলো বন্দুকে গুলি, তীর, বর্শা ইত্যাদি। হতভম্ব হয়ে হানাদাররা চিৎকার করতে করতে এদিক-ওদিক ছুট দিল। ঘটনাস্থলেই ২০ জন হানাদার খতম হলো। বাদবাকিগুলো জীবনের মায়ায় পেয়ারা গাছের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। ওদের পলায়নের পালাটাও খুব আরামে কাটলো না। বাগানের বোলতা ও মৌমাছি ভয়ানকভাবে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতেমুখে হুল ফুটাতে লাগলো।

পরে শুনেছি, পেয়ারা বাগানের এই পরাজয় হানাদারদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। এই বোকগুলো শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকজন দ্বারা সম্পূর্ণ পেয়ারা বাগান কেটে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে করে ভবিষ্যতে ওরা নিরাপদ হতে পারে। এই ঘটনার পর বেগ তার গোপন আড্ডা দিয়ে অন্য আর একটি জায়গায় গিয়ে 'যাদু' দেখাবার আয়োজন করছিল। ঠিক এই সময় গোলাগুলির অভাব দেখা দিল। তাই ওকে বাধ্য হয়ে সুন্দরবনের গোপন পথ ধরে হাসনাবাদ আসতে হয়েছে। এই সময় বেগের মত একজন দক্ষ লোকের সাহায্য ও

সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা, সে নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। তার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে শত্রুদের উপর আঘাত হানবে। কিন্তু ওকে আমি যেতে দিলাম না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ওকে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে পাঠালাম। বেগকে পেয়ে ক্যাপ্টেন হুদা ওর কাঁদেও কিছুটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিল।

বসন্তপুর ঘাঁটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করার দায়িত্ব ওদের একলার উপর ছেড়ে দিয়ে আমার দৃষ্টি আরও দক্ষিণে শমসেরনগরে দিকে নিবদ্ধ করলাম। হাসনাবাদ থেকে শমসেরনগরের দূরত্ব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল। আক্রমণ পরিচালনার জন্য কৌশলগত কতকগুলো মূল অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ জায়গাটা আমাদের আওতা থেকে অনেক দূরে। যাতায়াত ব্যবস্থা একমাত্র নদীপথ। দ্বিতীয়তঃ যদিও ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়িতে একটা বেতার ব্যবস্থা ছিল, তবুও আমাদের নিজস্ব কোন বেতারযন্ত্র না থাকায় এতদূর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাছাড়াও নতুন আক্রমণ ঘাঁটি স্থাপন করার আগে জনশক্তিও প্রয়োজন উপকরণ সামগ্রীর স্বল্পতার কথা চিন্তা করতে হবে। এই সমস্ত সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নতুন করে কোন কিছু করতে যাব কিনা এ বিষয়ে নিজে নিজে ভাবছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন ভোরে ২০০ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বিহার প্রদেশের ‘চাকুলিয়া’ থেকে এসে হাজির হলো। এইসব যুবক মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ‘ক্রাশ প্রোগ্রামে’ ট্রেনিং লাভ করে। প্রয়োজনের সময় ওদের পেয়ে খুব স্বস্তি অনুভব করলাম। সংবাদ বাহকে মাধ্যমে আমাদের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে আরও খুশি হলাম। তাতে লেখা ছিলঃ ‘‘ব্যারাকপুরে চার্লি সেক্টর থেকে এই দু‘শো’ মুক্তিযোদ্ধারা জন্য শীগগীরই অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাবেন।’’ সংবাদটা দ্বিগুণ জোরে আমার কানে বাজতে লাগলো দু‘শো’ রাইফেল।

সংবাদটা পাওয়ার পরেই মোজাহিদ ক্যাপ্টেন মিঃ শাজাহানকে ডেকে টাকির কাছাকাছি কোথাও একটা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্যে স্থান নির্বাচন করতে বললাম। নিরাপত্তার খাতিরে আমি চাইনে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অদক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে টাকিপুর যুদ্ধক্ষেত্রে এক হয়ে মিশে থাক। আমার দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মিঃ খুরশীদকে নিয়ে জীপে চাপলাম। খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামীও ছিলো। সে সাধারণতঃ লেঃ খুরশীদ নামেই পরিচিত। জীবনের মূল্যবান অংশটা সে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কাটিয়েছে। একথা সে আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিত। মিঃ খুরশীদ খুব সরল, সৎ ও দেশপ্রেমিক। মুখে সবসময় হাসি। এই ভদ্রলোকটি বন্ধুবান্ধবের জন্য যে কোন সময় নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারতো। একমুখ দাড়ি-প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী। খুরশীদকে একজন পাক্কা গোয়েন্দার মত লাগতো। জন্ম থেকেই সে আশাবাদী। ভয়ানক দুঃসময়ে ওকে আমি হাসতে দেখেছি। তার সাহচর্য পেয়ে খুব আশ্বস্ত হলাম এবং তাকে নিয়ে আমাদের সর্বাধিনায়কের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর সদর দপ্তরে রওনা হলাম। কি আর বলবো- তিনি এমন একটা জায়গায় সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন, যার নাম নিরাপত্তার (!) খাতিরে প্রকাশ করা যায় না। যা হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করলাম। কারণ, তিনি স্বল্পভাষী। বেশী কথাবার্তা বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করলাম। কারণ, তিনি স্বল্পভাষী। বেশী কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। কোলকাতাতেই মিঃ খুরশীদ, সুলতান আহমেদ নামে চটপটে এক ভদ্রলোককে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। আলাপ পরিচয়ে বুঝতে পারলাম মিঃ সুলতান আহমেদ বেগের একজন প্রশিক্ষণ-গুরু। এই সংবাদে শুধু সাহসই পেলাম না, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কেনা, এতে করে আমার নতুন আখড়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেদের আরও উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ এস গেল। আর এ জন্য মিঃ সুলতানের তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য বেগকে নির্দেশও দিলাম।

সুলতান ও খুরশীদকে সংগে করে কর্মচঞ্চল কোলকাতার রাস্তা দিয়ে ব্যারাকপুরের দিকে ছুটলাম। চার্লি সেক্টর খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগে গেল। কেননা, এটা একটা নতুন সংস্থা। আমার ও মেজর ওসমানের সেক্টর থেকে আক্রমণ পরিচালনায় সমন্বয় সাধনের জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এই সংস্থা স্থাপন করেছে। সংক্ষেপে চার্লি সেক্টরের পরিচয় হলো- এর অধিনায়ক একজন ব্রিগেডিয়ার, তাঁর অধীনে দু’জন মেজর, দুজন

ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন কেরানী। ব্রিগেডিয়ার জানালেন যে, ভবিষ্যৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের জন্য তিনিই দায়ী। সব সময় তাঁর ও স্টাফেল সক্রিয় সহযোগিতা পাব বলে আশ্বাস দিলেন। দুর্যোগময় চারটি মাসের ব্যথা-বেদনা, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মাঝে এই প্রথমবারের মত সক্রিয় আশ্বাসের বাণী শুনলাম। এই প্রতিশ্রুতি আমাকে ভরসা দিল, সাহস যোগালো। আমর ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে আবার আশা- আনন্দের নতুন উদ্দীপনায় সজীব করে আরও কঠিনভাবে শত্রুপক্ষের উপর আঘাত হানার জন্য ফিরে এলাম আমার সদর দপ্তরে হাসানাবাদে।

এক এক দলে ছ'জন করে মোট ষাটজন মুক্তিযোদ্ধাকে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলনা পাঠিয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য, শহরের ভেতরে ও চতুর্দিকে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের বলে দিলাম, প্রাথমিক কাজ সমাধা করার পর যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তাদেরকে আমার ঘাঁটিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে- যাতে করে ওরা চেনা গোপন পথ ধরে পরপর গেরিলা দলকে বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যেতে পারে। এই গিরিলা পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো বিকল্প গোপন পথ খুঁজে বের করা। দ্বিতীয়তঃ নির্ভরযোগ্য স্থানীয় লোকদের সহায়তায় শহরের ভেতরে ও তার চতুর্দিকে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করা। তৃতীয়তঃ পথপ্রদর্শকদের ফেরত পাঠিয়ে খবরাখবর আদান-প্রদান কর। তখনকার দিনে এই কাজগুলো সমাধা করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা, পাকিস্তানী পশুগুলোর হিংস থাবা গ্রামবাংলার সব জায়গায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ওদের ভেতর কোন রকম অনিচ্ছা বা বিষাদের ভাব খুঁজে পেলাম না। এমন কি ওদের তীব্র চোখেমুখে দেখতে পেলাম চরম উত্তেজনা ও প্রতিহিংসার দুর্বার আগুন। ওদের এই আত্মবিশ্বাসের দুটো কারন হতে পারে। প্রথমতঃ খুলনার অধিবাসী দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানী হানাদাররা নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠলেও ভেতরের জনসাধারণের আওয়ামী লীগের উপর আস্থা ছিল। গেরিলাদের কাছে ছিল স্টেনগান গ্রেনেড ও চাকু। ওদের নিরাপত্তা ও পথে যদি ওরা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা শত্রুর সামনে পড়ে তাহলে ওদের মোকাবেলা করার জন্য কিছু হালকা ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্যও সাথে দিয়ে দিলাম। প্রাণঢালা আশীর্বাদ করে আগের নির্দেশানুযায়ী ওদের বিভিন্ন রাস্তায় পাঠিয়ে দিলাম।

সময়টা ছিল ১৪ই জুলাইয়ের রাত্রি। শত্রুপক্ষের সামরিক যন্ত্রটাকে স্তব্ধ করার জন্য শিল্প এলাকায় আমার দ্বিতীয় পর্বের আক্রমণ শুরু হলো। শিল্প এলাকাগুলোর কার্যক্ষমতা অচল করে দিরতে পারলে সামরিক যন্ত্রটাকে বাঁচিয়ে রাখার মত হানাদারদের অর্থের অনটন ঘটবে। এই কাজটা খুবই মর্মান্তিক। কেউই চায় না তার নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিসাধন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কেননা, আমাদের সামগ্রিক সাফল্য অর্জনের জন্য এ কাজটা ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করবে এবং সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের আক্রমণধারাও পংগু করে দেবে। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন হুদাও তার ঘাঁটি থেকে আক্রমণের গতি বেশ সন্তোষজনকভাবে বাড়িয়ে দিল। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ৩৫ জনের ছোট্ট বাহিনীটি বাড়তে বাড়তে ৩৩০ জনে এসে দাঁড়ালো। শত্রুপক্ষের উপর রীতিমত আক্রমণ চালিয়ে তারা বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করলো। বেগের অক্লান্ত সহযোগিতায় হুদা পাকবাহিনীর তিনটি সীমান্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। এর ভেতর ছিল দক্ষিণে উকসা, বসন্তপুরের উত্তরে দেবহাটা ও খানজী সীমান্ত ফাঁড়ি। মাইন, ডিনামাইট ও গ্রেনেড বিস্ফোরণে ওই ফাঁড়িগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উকসা অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যরা পাহারায় বেরুলে মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে ওদের কাবু করেছিল, সে সম্বন্ধে হুদা আমাকে একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনালো। ওঁৎ পেতে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর আঘাত হানার জন্য জুলাই মাসের ২৮ তারিখ ক্যাপ্টেন হুদা ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ইছামতি পার হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা উকসা ঘাঁটিতে খুব ভোরে পাহারায় বেরুতো। হুদা ও তার সাথের লোকের একটা খুঁটির সাথে 'জয় বাংলা' পতাকা লটকিয়ে তার চারিদিকে 'এন্টিপার সনাল' মাইন পুঁতে রেখে নিকটবর্তী একটা ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে ওরা ফিস ফিস শব্দে শুনতে পেল। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখনও গাছের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু আবছা অন্ধকার। হুদা ও তার সাথের লোকজন জলভর্তি ধানক্ষেতের মধ্যে চুপচাপ প্রস্তুত হয়ে রইলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হানাদাররা

এদিকে আসলো না। উড়ন্ত 'জয় বাংলা' পতাকাটা চোখে পড়তেই মাথাভারী কুত্তার দল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং ওটাকে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ছুটে আসলো। আর যায় কোথায়? সমস্ত পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হাতির মত পাকিস্তানী দৈত্যগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো এবং হুদা তার লোকজন ও শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এলো।

আমার মনে পড়ে, 'ভট্টাচার্য' নামক দশ বছরের একটি ছেলে বেগের বিশেষ 'বাহিনীতে' যোগ দেয়। এই বিশেষ বাহিনীটির নাম 'হার্ড কোর অব সার্জেন্টস'। এর বিশেষত্ব ছিল বারো বছরের উর্দ্ধে কোন বালককে এই বাহিনীতে নেয়া হতো না। নতুন এসেও, ভট্রাচার্য কঠিন পরিশ্রমের বলে সার্জেন্ট মেজরের পদে উন্নতী হলো। সে নিজে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। উপরন্তু, চারদিকে শত্রু থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থান, শক্তি, সাতক্ষীরা- কালিগঞ্জ রাস্তায় পারুলিয়া ব্রীজের খুঁটিনাটি-সব মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের জন্য তার ক্ষুদে বাহিনীকে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করেছি। পারুলিয়া ব্রীজটা লম্বায় প্রায় ১৫০ ফুট। এই ব্রীজের উপর দিয়েই হানাদাররা তাদের রসদসম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র কালিগঞ্জ ও বসন্তপুরের নিয়ে যেত। ব্রীজটার উপর হামলা চালানোর দিন ভট্রাচার্য রাতের অন্ধকারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ব্রীজের এক প্রান্তে পাহারারত সান্ত্রীদের কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। আর এদিকে বেগ ব্রীজের নিচে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দিল। সংকেত দিতেই এই দশ বছরের সার্জেন্ট মেজরটি ঝোপের আড়াল থেকে শত্রুর দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারলে কোনদিক থেকে গ্রেনেড ছুঁড়েছে টের পাবার আগে সান্ত্রীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সার্জেন্ট মেজরটি তার ছোট্ট কনুইয়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে বেগের সাথে এসে মিলিত হলো এবং নীরব অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বিস্ফোরণের ভয়ানক গর্জনটা কানে ভেসে আসবে। দীর্ঘমেয়াদী বিস্ফোরক দ্রব্য বুকে নিয়ে ব্রীজটা অসম্ভব সকমের নীরব ও শান্ত। মগজহীন হানাদার সান্ত্রীরা ভারী বুট পায়ে ব্রীজের অপর প্রান্তে পায়চারি করছিলো। বেগ হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। সময় আসন্ন। উহ কি ভয়ানক উত্তেজনা। প্রচণ্ড শব্দ করে ব্রীজের বেশীর ভাগ অংশ উড়ে গেল। আর পোশাক পর পাকিস্তানী পশুগুলো চিরদিনের জন্য ভেসে গেল স্রোতের জলে।

আমাদের উপর্যুপরি সাফল্যে একদিন যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল উন্নত হলো, অন্যদিকে অনেকগুলো অসুবিধাও দেখা দিল। কেননা, মুক্তিযোদ্ধারা ঘন ঘন আক্রমণ করায় পাক হানাদাররা ক্ষেপে গিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনের উপর চরম অত্যাচার আরম্ভ করলো। ওদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে স্থানীয় লোকজন আমাদের উপর কিছুটা বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। এর ফলে আমাদের গেরিলা কৌশল অনেকটা ব্যাহত হলো। বেসামরিক জনসাধারণ আমাদেরকে শত্রু মনে করতো না। কোন অঞ্চল মুক্ত হলে সেখানে আমরা অবস্থান করি, এটা তারা মনে মনে সব সময় কামনা করতো। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য আমরা মুক্তাঞ্চলে থাকতাম না। প্রথমতঃ প্রকৃতপক্ষে কোন জায়গা দখলে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ছেলেরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। তৃতীয়তঃ লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে ওরা আমাদের চাইতে অনেক উন্নত। খণ্ডযুদ্ধ চালাবার মত শক্তি আমাদের ছিল না। সুতরাং একমাত্র কৌশল আমাদের সামনে যা খোলা ছিল, সেটা হলো সেই পুরানো কায়দা-'আক্রমণ করো এবং পালিয়ে এসো।' এই কৌশল আবলম্বন করায় যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকের নিরীহ লোকদের জীবনে নেমে আসলো অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু আমাদের কোন বিকল্প পন্থাও ছিল না।

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কিছু লোক হিংগলগঞ্জ রেখে ক্যাপ্টেন হুদা ইতিমধ্যেই তার দপ্তর উকসা নিয়ে এসেছে। উকসায় তাঁকে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা, নদীর তীর বরাবর উঁচু বাধ ছাড়া আর কোন জায়গা ছিল না, যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে। বাঁধের নীচে যতদূর চোখ যায় শুধু কর্দমাক্ত ধানক্ষেত। অন্য কোন উপায় না থাকায় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজতে হতো। তাড়াতাড়িতে খোঁড়া এই ব্যূহগুলো প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা সহ্য করতে পারতো না। এই মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজতো। বেশীর ভাগ সময়আধপেটাখেয়েদিন কাটাতো। কেননা, রান্নাবান্না করার অনেক অসুবিধাও ছিল। যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে হুদা ওদের মনোবল বাঁচিয়ে

রেখেছিল। ভাবতে অবাক লাগে, মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার চাইতে যুদ্ধের দিকে আসক্তি ছিল বেশী। শত্রুর উপর হামলা করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদা ও সহ-অধিনায়ক বেগ দুশো মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একদিন রাতে শ্যামনগরের দিকে অগ্রসর হলো। সময়টা এমনভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল যে রাত্রে রওনা হয়ে ভোর হওয়ার কিছু আগেই শ্যমনগর পৌছে যায়-যাতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে ধানক্ষেতের মধ্য এই দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়া খুব আরামদায়ক ছিল না। নিচে পায়ে কাঁটার আঘাত, উপরে ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওরা অন্ধকারের ভেতর এগিয়ে চললো শ্যামনগরের দিকে। পথের সাময়িক বাধাকে ওরা ভ্রুক্ষেপই করলো না। কেননা ওদের অন্তরে ছিল বাংলার সোনালী ভবিষ্যৎ আর শত্রুর প্রতি হিংসার চরম আগুন। সারাদিন তীব্র সংঘর্ষের পর সন্ধ্যা নামতেই শত্রুপক্ষের কামান, মর্টার, মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেল এবং হানাদাররা চরম পরাজয় বরণ করলো। যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু পেছনে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশজনের একটা দল বেতারযন্ত্র ও ভারি অস্ত্রপাতি নিয়ে আবস্থান করছিল। ওদের মর্টার ও কামানের গুলি শ্যামল-শস্যক্ষেত পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। কিন্তু আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারলো না। শত্রুপক্ষের লোকজন পালিয়ে যাবার সময় পথে গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকা আমাদের ছেলেরা অতর্কিত ওদের উপর হামলা চালিয়ে খতম করে দেয়।

শ্যামনগর থেকে পালাবার দুটো মাত্র পথ খোলা ছিল। একটা ভেটখালির দিকে, অন্যটা বসন্তপুরের দিকে। এই দুটো রাস্তাতেই হাবিলদার সোবহান ও মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকতের অধীনে আমাদের ছেলেরা ওঁৎ পেতে বসে ছিল। লিয়াকত দুর্দান্ত সাহসী। নবেম্বর মাসের কোন সময়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার পদের প্রশিক্ষণের জন্য চলে যায়। শ্যামনগরের উপরে এই আক্রমণ আমার সেক্টরে একটা বিরাট বিজয়। এই বিজয়ে জনসাধারণেরও মনোবল অনেকাংশে বেড়ে গেল। শত্রুপক্ষের ক্ষতির তুলনায় আমাদের তেমন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ওদের অনেক লোকজন মারা যায়। আমাদের চারটি ছেলের মধ্যে মারাত্মকভাবে দু'জন জখম হয়। আর দু'জন সামান্য আঘাত পায়।

শ্যামনগর মুক্ত হওয়ায় জনগণের চক্ষু খুলে গেল। ওরা এই প্রথমবারে মত মুক্তিবাহিনীর শক্তির পরিচয় পেল। হুদার কাছে খবর পাঠালাম, যেভাবেই হোক একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শ্যামনগর আমাদের দখলে রাখতেই হবে। কেননা, আমার ইচ্ছা দখলক্রত রাস্তা ধরে খুলনা, মংলা ও চালনা পোর্টে মুক্তিবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানবো। আমার নির্দেশমত হুদা ও বেগের উপর শ্যামনগরের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কালিগঞ্জ-বসন্তপুর অঞ্চলে শত্রুপক্ষের উপর হামলা জোরদার করার জন্য সে নিজেই হিংগলগঞ্জে ছুটে এলো।

পদাতিক বাহিনীর দ্বারা সাহায্যপুষ্ট শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য এই অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ওরা নদীপথে ইছমতী দিয়ে যাতায়াত করতে পারতো না। কিন্তু ওদের গানবোটগুলো কালিগঞ্জ বরাবর যমুনা নদী দিয়ে দক্ষিণে পাইকগাছা পর্যন্ত পাহারা দিত। যাতায়াত ও সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার এটাই প্রধান রাস্তা। শত্রুদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য উত্তর-পূর্বদিকে যমুনার তীর বরাবর গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে একটা পরিকল্পনা তৈরী করে দিলাম। যখন খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্তানী গানবোটগুলো যমুনায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন ভারতীয় সেসাবাহিনীর একটা দল 'রিকয়েললেস' রাইফেল নিয়ে হিংলগঞ্জ এসে ঘাঁটি গাড়লো। এই দূরপাল্লার রাইফেল দিয়ে গানবোটগুলোকে সহজেই আঘাত করা যায়। সেন বর্মা নামে একজন অল্পবয়স্ক লেফটেন্যান্ট এই বাহিনীর অধিনায়ক। ভারতের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার মিঃ সে বার্মার পুত্র। পূর্বে বরিশাল জেলার অধিবাসি ছিলেন। এ সময় ভারতীয় সৈন্যরা সরাসরী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। প্রয়োজনবোধে মুক্তিযোদ্ধারা কোন সাহায্য চাইলে ভারতীয় সৈন্যরা পিছন থেকে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করতো। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত যুবক এই সেন বর্মাকে বাধা দেবে? সে ক্যাপ্টেন হুদার ইছামতী

পার হয়ে হানাদারদের উপর ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়ে আবার এপারে ফিরে আসতো। ক্যাপ্টেন হুদা লেঃ সেন বর্মাকে সহযোগী হিসাবে পেয়ে খুবই খুশী হলো।

আক্রমণ পরিচালনায় হুদার যোগ্যতার উপর সম্পুর্ণ আস্থা রেখে আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে নিয়ে শমসেরনগরে যুদ্ধ পরিচালনা ঘাঁটি স্থাপন করার পাকাপোক্ত সিদ্যান্ত নিলাম। সলিমুল্লাহ শক্তিশালী ও সাহসী। তখনকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাকেই উপযুক্ত মনে করলাম। হাসনাবাদে আমার যে লঞ্চটি ছিল তাকে করে ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে সলিমুল্লাহর অধীনে শমসেনগর পাঠিয়ে দিলাম। শমসেরনগর অনেক দূরে রায়মংগল নদীর তীরে অবস্থিত। এই জায়গাটার অনেক রকমের অসুবিধা ছিল। কিন্তু আমার সার্বিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্থানটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রথমতঃ আমি চাচ্ছিলাম সমগ্র সুন্দর বনাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য একটা নিরাপদ রাস্তা। দ্বিতীয়তঃ আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশের অভ্যান্তরে একটা আক্রমলকারী দল পাঠিয়ে বরিশাল, পটুয়াখালী ও গোপালগঞ্জে যেসব বিক্ষিপ্ত মুক্তিবাহিনী শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের সাথে একটা সুষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তাঁবু, রেশন ও পোশাক না থাকা সত্ত্বেও সলিমুল্লাহ হৃষ্টচিত্তে শুধুমাত্র সাহসের উপর ভর করে আগস্ট মাসের শেষদিকে শমসেরনগরে ঘাঁটি স্থাপন করতে উঠে পড়ে লেগে গেলো। বর্ষা ঋতুতেই সে ঘাঁটি বানাবার মনস্থ করলো। শমসেরনগরে ভারতীয় সীমান্তবর্তী ফাঁড়ির আধ মাইল দক্ষিণে নদীর তীরে বাঁশ দিয়ে একটা ঘাঁটির মত তৈরী করা হলো। এর চতুর্দিকে কাদাপানি। ওকে যে কাজের ঘাঁটিটার চারদিক জলকাদা। আসলে সলিমুল্লাহ সাহেব একজন কেতাদুরস্ত লোক। বর্ষা ও কাদামাটির ভেতর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তো, তখন ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহকে খুবই খুশী মনে করত। বিশেষভাবে তাগিদ দেয়ায় তার ছেলেদের জন্য বর্ষাতি পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহ শেষে প্রয়োজনীয় রেশনপত্র পাঠিয়ে দিতাম। সলিমুল্লাহর তেমন আর কোন অভিযোগ ছিল না। শুধু প্রধান লঞ্চচালক মোশাররফ মিয়া মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় তালিকা নিয়ে হাজির হতো।

শমসেরনগর যাবার কিছুদিন পরেই কৈখালিতে পাক বাহিনীর উপর উপর্যুপরি কয়েকবার হামলা চালিয়ে সীমান্তবর্তী ঘাঁটিটা অধিকার করি এবং সরাসরি এপারে সলিমুল্লাহ আর একটা ঘাঁটি স্থাপন করে। ইতমধ্যে সুন্দরবনের 'রাজা' নওয়াবদীর সাথে তার পরিচয় হয়। সুন্দরবন এলাকায় এই নওয়াবদী রূপকথার সেই কালো দৈত্যটার মত। বেশ বড় মুখমণ্ডল। সারামুখ ভর্তি দাড়ি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। দেহগঠন অত্যান্ত সুদৃঢ়। সারা সুন্দরবন এলাকায় সে একটা ভয়ানক ত্রাস। তার একমাত্র ব্যবসা চোরাচালানি। পূর্বের কুকীর্তি সত্ত্বেও, যখন আমি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তার সাথে দেখা করলাম তখন আমার কাছে সে অত্যান্ত লাজুক, ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ বলে মনে হলো। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, তারিখটা ৩রা সেপ্টেম্বর।

আমার সেক্টরের একটা লঞ্চে করে যাচ্ছিলাম। আমার অধীনস্থ লঞ্চগুলো শীগগীরই 'বাংলাদেশ নেভি' নামে পরিচিত হলো। সেপ্টেম্বরের শেষদিক আমার নৌ-বাহিনীতে ৬ টা মটর লঞ্চ যোগাড় করা হয়। এগুলো শত্রুবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত রাখার চাইতে আমি ভাবলাম, এগুলোকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে গানবোটের কায়দায় ব্যবহার করা ভাল। সর্বধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে আমি আমার পরিকল্পনার কথা জানাতেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তারপর অধিনায়ক মুখার্জীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় বাহিনীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার ছ'টি লঞ্চের জন্য ৫০টি ব্রাউনিং বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান নিয়ে এলাম। হালকা মেশিনগান ও ছোট ধরনের অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য এক একটি লঞ্চে দশজন করে নাবিক মোতায়েন করলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি সব নৌ-বাহিনীর লোকজন পেয়ে গিয়েছিলাম। আগে তারা পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে চাকরিরত ছিল। বদরে আলম নামে একজন বেশ অভিজ্ঞ লোকের অধীনে নৌ-বাহিনীর এইসব লোকজনকে একত্র করলাম। যুদ্ধের সময় বদরে আলমকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে ভূষিত করা হয়। লেঃ খুরশীদ এই নৌ-বাহিনী গড়তে আমাকে সাহায্য করেছে। এইসব

লোকদের যোগাড় করার জন্য সে একসেক্টর থেকে আর এক সেক্টরে অক্লান্তভাবে ঘুরে বেরিয়েছে। ছেলেরা মানের মত কাজ পাওয়ায় ওর উপর খুব কৃতজ্ঞ হলো। আমার এই সংস্থাটি পরে 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী' নামে পরিচিত হয়ে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই বাহিনীর উপর প্রথম কাজ দেয়া হলো, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রীতিমত সরবরাহ করা। দ্বিতীয়তঃ নদীতে আক্রমণাত্মক পাহারা দেয়া। তৃতীয়তঃ নৌ-সংক্রান্ত কাজকর্ম সুসমাধা করা। নৌ-সংক্রান্ত কাজকর্ম বলতে বুঝায়-মুক্তিযোদ্ধাদের একটি নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে নামিয়ে দেয়া। তারপর কাজ সমাধা হলে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ রাত্রে যার সাথে দেখা হয়েছিল, সুন্দরবনের 'রাজা' সেই নওয়াবদী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হাসনাবাদ থেকে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা লঞ্চে থাকার পর শমসেরনগর পৌছলাম। তখন রাত গাঢ় অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এত অন্ধকার যে দু'গজ সামনে পর্যন্ত দেখা যায় না। চালকের পক্ষে লঞ্চ চালনা করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠলো। সার্চলইটের আলোতে বেশীদুর দেখা যায় না। প্রমত্তা রায়মঙ্গল এর উপর ভেসে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ তীর থেকে আমাদের উপর টর্চলাইটের আলো এসে পড়লো। অনুসন্ধানে জানতে পারলাম যে, ওটা ভারতের সীমান্ত ফাঁড়ির আলো। ওই ফাঁড়ির লোকেরা সলিমুল্লাহর আস্তানায় পৌছতে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করলো। এই সময় বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেয়ে সলিমুল্লাহ আনন্দে আত্মহারা। ওখানকার সব ছেলের সাথে আমি দেখা করলাম। বৃষ্টির ঝাপটা এসে বাঁশের ঘরের মধ্যে ঢুকছিল। এই বর্ষার রাত্রেই সুন্দরবনের 'রাজা' নওয়াবদীর সাথে আমার দেখা হয়। পাক-বর্বরদের নৃশংস অত্যাচারে টিকতে না পেরে সুন্দরবনের হরিনগর গ্রামের তার পৈতৃক ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করে ঝড়ের মধ্যেই পরিবারের সবাইকে তিনটি নৌকায় নিয়ে নওয়াবদী বেরিয়ে পড়ে। সুন্দরবনের রাজার চোখে জল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার জীবনে এমন দুঃখের দিন কখনো আসবে এবং পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। হারিকেনের আবছা আলোতে দেখতে পেলাম তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। চপলমতি ছোট্ট বালকের মত হঠাৎ সেই শক্ত মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে আমাকে জানালো যে, মাত্র চারটা রাইফেল পেলে আজ রাত্রেই তার পরিবারের লোকজন নিয়ে সে গ্রামে ফিরে যাবে। তক্ষুনি তাকে চারটা রাইফেল দিয়ে দিলাম। নিকষ কালো লোকটা প্রচণ্ড উল্লাসে সাদা দাঁতগুলো বের করে দুরন্ত বাতাসের সাথে দৈত্যের মত অন্তর্হিত হলো। এর ফলে শীগগীরই সে সুন্দরবনের গভীরে আমাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রসারিত করতে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করেছিল।

বেগের একটি 'যুদ্ধবাহিনী' ছিল। তারা সবাই স্বেচ্ছাসেবী। বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যে কোন ঝুঁকি নিতে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকেতো। সংখ্যায় সব মিলিয়ে দুশো হবে। সবাই যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত। যা কল্পনা করেছিলাম- সেই প্রস্তুতি, সেই উৎকর্ষতা ওদের মাঝে দেখতে পেয়ে আমি সুন্দরবনের গভীরে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। সুন্দরবনটা দেখতে প্রায় ভিয়েতনামের হো চি মিন সড়কের মতো। কোন কারণে যুদ্ধ বিলম্বিত হলে, প্রাকৃতিক গুপ্তস্থানে ভরপুর এই সুন্দর বনাঞ্চল ছাড়া বাংলার আর কোন জায়গা এতটা সুবিধাজনক নয়। ব্যূহ রচনার কৌশলাদি ঠিকমত নিরূপণ করে এই অঞ্চলে যদি ঘাঁটি স্থাপন করা যায় তাহলে মুক্তিযুদ্ধ যে কোনভাবে যে কোন সময়সীমা পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা মনে রেখে কৈখালিতে সলিমুল্লাহর জায়গায় বেগকে বসিয়ে দেয়ায় আমি তাকে শ্যামনগর থেকে নিয়ে এলাম। কাজ শুরু করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বেগকে বুড়ি গোয়ালিনী, হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপন করার দায়িত্ব দিলাম। ফ্লাইট সার্জেন্ট সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে রাতের বেলায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে দু'জন পাকিস্তানী সৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার খতম করে এক সপ্তাহ আগে এই 'বুড়ি গোয়ালিনী' অধিকার করা হয়। বুড়ি গোয়ালিনীতে বন বিভাগের অফিস ও একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার ছিলো।

দুঃসাহসিক কাজের জন্য সলিমুল্লাহকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়। এই বুড়ি গোয়ালিনী অধিকার করা আমাদের পক্ষে একটা বিরাট সফলতা। কেননা, এখান থেকেই পাক সৈন্যরা সুন্দরবনের ভেতরে ও অগ্রভাগে আমাদের চলাচলের উপর নজর রাখতো এবং খবর সংগ্রহ করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

এই ট্রান্সমিটারটাই আমার যাত্রার উদ্দেশ্যটা ব্যর্থতার পর্যবসিত করেছিল। সলিমুল্লার কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর বেগ ও তার বাহিনী শত্রুপক্ষের হামলা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। গানবোটগুলির উপর আঘাত করার জন্য বেগ সবসময় ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হয়ে থাকতো। বুড়ি গোয়ালিনি পতনের পর পাক হানাদাররা মাঝে মাঝে আমাদের ঘাঁটির নিম্নাঞ্চল গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরুতো। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও উপর্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ চালিয়ে হরিনগর ও মুন্সিগঞ্জ থেকে হানাদার বাহিনী বিতাড়িত করে বেগ সেখানে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করলো। এইসব ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হবার পর পাক হানাদাররা সহসা পাল্টা আক্রমণ করতো না। কোন কারণে তারা যেন নরম হয়ে গেল। আমরা কখনও আক্রমণ করলে হানাদাররা খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বোধ হয় ওদের ভয় ধরেছিল যে, আমরা ওদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। কেননা একদিকে সুন্দরবনের উপরিভাগ থেকে বেগ ও তার দুঃসাহসী যোদ্ধারা শত্রুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, আর অন্যদিকে দক্ষিণ শরণখোলা থেকে কঠিন আঘাত হানছিল ক্যাপ্টেন জিয়া।

মাত্র সীমান্ত পরিধির ভেতর সীমাবদ্ধ এই যুদ্ধে আমি খুশী ছিলাম না। কেননা, সীমান্ত এলাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে আমাদের মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বিক বিজয় অর্জন করতে আমাদের বহু বছর লাগতে পারে। কারন ওরা বৃত্তাকারে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করছে এবং যতই সময় যাচ্ছে, ওরা নিজেদের অবস্থার খুবই মজবুত করে নিচ্ছে। যদিও পাকিস্তানী হানাদাররা বৃত্তাকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তবুও তারা মানসিক দিক দিয়ে একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। তৎসত্ত্বেও ওদের উপর বড় রকমের আঘাত হানার মত অবস্থান আমাদের ছিল না। তাছাড়া, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধেও খুব বেশী পারদর্শী নয়। তাড়াতাড়িতে যেটুকু প্রশিক্ষণ পেয়েছিল, তাতে কোন কোন খন্ডযুদ্ধে সবাইকে একত্রে জড় হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে দেখা গেছে। এটা আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী স্বরুপ। যখনই আমাদের বড় রকমের একটা বিপর্যয় এসেছে, তখনই দেখা গেছে যে, এটা ওদের একত্রে জড় হবার চিরাচরিত অভ্যাসের পরিণত। যা হোক, সময়ে যুদ্ধ করে সফলতা আমরা অর্জন করেছি, তা থেকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, যুদ্ধকৌশল নয়-আক্রমণের গতিধারা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সফলতা আসবেই।

এই রুপরেখাটা মনে রেখে বিশদভাবে পরিকল্পনা তৈরী করলাম যে, দেশের প্রতি আনাচে-কানাচে মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়িয়ে দিতে হবে ও আক্রমণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে প্রতি থানায়। থানা থেকে গ্রামে। গ্রাম থেকে ঘরে ঘরে- যেন শত্রুরা পিছনে দেখতে 'আজরাইল' ওদের সামনে। যে হারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমার নতুন ক্যাম্প 'বাকুনদিয়া' এসে জড় হচ্ছিল, তাতে ওদের জন্য যদি প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা যায়, তাহলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ মোটেই কষ্টকর নয়। বাকুদিয়া বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যস্ততম ও বৃহত্তম পাদপীঠ- যেখানে মুক্তিগামী মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা প্রবল প্রাণোদ্দামে ভরপুর হয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে উল্কার মতো ছুটে গিয়েছিল ঐ মানুষখেকো বাঘ ও হিংস্র জন্তুর অবাধ লীলাক্ষেত্র সুন্দরবনের গভীর অভ্যন্তরে এবং বাংলার মাঠে-ঘাটে, প্রতিটি গ্রামে ও গঞ্জে।

গেরিলা অভিযান

৯ নং সেক্টর আমার অধীনে সর্বসাকুল্যে তিনখানা জীপ, একটি বাস ও একটি ট্রাক ছিল। এর ভেতরে মেজর ওসমানের কাছ থেকে নেয়া টয়োটা জীপটাও আছে। আমি ভাগ্যবান যে, গেরিলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় এই যানবাহনগুলো পেয়েছিলাম। গাড়ী ও ট্রাকগুলো বৃষ্টির মধ্যে অনেক সময় চলতে পারতো না। এই গাড়িগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কোননা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে এই গাড়ীগুলো বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে এর কোন রক্ষণাবেক্ষণই হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে ব্যারাকপুরের চার্লি সেক্টর পশ্চিম রণাঙ্গনের 'জয়বাংলা' গাড়ীগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

এ কাহিনীর একটা দিক মাত্র। নৌকায় খালবিল দিয়ে গেরিলা পাঠানোর চেয়ে স্থলপথে পাঠানোর অনেকটা কম সমস্যা- সংকুল। স্থলপথে যারা যাবে তাদের শুধু রেশনের টাকা দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু যারা জলপথে যাবে, তাদের জন্য চাই পথঘাট ভাল চেনে এইরকম উপযুক্ত মাঝি। এইমসয় ওই রকম মাঝি যোগাড় কারা খুবই দুষ্কর ছিল। ভাগ্য ভাল, এ ব্যাপারে আদম সন্তান পাচার করে এই রকম একজন চোরাচালানীর সাক্ষাত পেয়ে গেলাম। সারাজীবন সুন্দর বনের খাল বিল দিয়ে সে চোরাকারবার করেছে। সুতরাং মানচিত্রের চাইতেও সুন্দরবনের গোপন পথঘাটের খবর তার কাছে সঠিকভাবে পাওয়া যেত। সে প্রাণ দিয়ে কাজ করছে এবং কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে পথ দেখিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালীতে নিরাপদে পোঁছে দিয়েছে। তার নাম রইজুদ্দিন। এক সময়ের কোটিপতি। আজ তার সর্বস্ব পাকহানাদাররা কেড়ে নিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি, পতলা, কালো। এই রইজুদ্দিন ভয়ানক ধূর্ত ও চটপটে একদিন সে গর্ব করে বললো, ‘‘স্যার, হানাদারদের বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরে। কোননা, এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ‘কাম’ করে আসছি। কিন্তু খোদাকে বিশ্বাস করি। তিনি নারাজ হলে যে কোন মুহূর্তে আমি ধরা পড়তে পারি।

জুলাই মাসে ৬০ জন লোকের একদল মুক্তিযোদ্ধা খুলনার উদ্দেশ্য যাত্রা করেছিল। আরও দল, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার পথপ্রদর্শকদের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ফেরত পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু ওরা মাত্র চারজন ফিরে এসে খবর দিল যে, রাজাকারদের জন্য খুলনায় থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের পান্ডরা বাঙ্গালীদের দিয়ে এই রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে। জুন মাস থেকেই রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তি বেড়ে যায়। কেননা, ওই সময়ে বেশীভাগ জোয়ান ছেলেরা প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসে। তখন থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটা থমথমে ভাব। এই সময়ে রাজাকারদের ঘৃণ্য সহযোগিতায় পাক-বর্বররা নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মাত্রা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। এর উপর এই সময়ে বিহারী মুসলমানদের নিয়ে গঠিত আর একটা বাহিনী দেশব্যাপী লুন্ঠন, ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠলো। এমনকি, ওদের প্রভুদের পশুপ্রবৃত্তিকে খুশি করার জন্য এই পা-চাটা কুকুরের দল নারী হরণ পর্যন্ত করতে এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা করলো না। এইসব হৃদয়বিদারক খবর শুনে আমরা যে কিরূপ মর্মাহত হয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। সারা জুলাই মাস ধরে পুরো বর্ষা। দপ্তরে দপ্তরে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, অধিনায়ক এখনই এই মুহূতে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই যুদ্ধংদেহী চিৎকারে ফেটে পড়লো। বর্ষাকালেই শত্রুর বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলে বাংলার পবিত্র মাটিতে যুদ্ধ করার চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হবে। মোট কথা জুলাই, আগস্ট- এই দু'মাস মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ উভয়ের কাছেই ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো- বৃত্তাকার যুদ্ধে, শক্তি কেন্দ্রীভূত না করে বেশী সংখ্যায় দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে রাজাকার ও অন্যান্য গজিয়ে ওঠা সহায্যকারী সংগঠনগুলোর প্রসার এখনই স্তব্ধ করে দেয়া। আমাদের সর্বাধিনায়ক যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, তাতেও এই গেরিলা বাহিনী প্রবর্তনের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছিল। তাই আমিও গেরিলা বাহিনী প্রবর্তনের জন্য একটা বিশদ পরিকল্পনা তৈরী করলাম। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী এই চারটি জেলাকে ১৯ টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। আগের কার্যক্রম অনুযায়ী এক একটি অঞ্চলে দু' একটি থেকে তিনটি থানা থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগে হতেই যেসব গেরিলা ঘাঁটি ছিল-তা সর্বমোট ৮৩টি। প্রতিটি জেলা, প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি থানার দায়িত্ব যথাক্রমে একজন সামরিক অফিসার, একজন জুনিয়ার কমিশন অফিসার, অথবা অভিজ্ঞ নন-কমিশন অফিসার এবং বাছাই করা একজন ছাত্রের উপর ন্যস্ত থাকবে। সকল পর্যায়ে এদের সাথে থাকবে একজন করে সহ- অধিনায়ক।

আরও স্থির করলাম যে, উপরের সংখ্যানুযায়ী একই অনুপাতে রাজনৈতিক নেতারাও তাদের সহকারীদের নিয়ে এ ঘাঁটিতে থাকবেন-যেন গেরিলারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় কার্যকরীভাবে আক্রমণের

তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা, আমি জানি যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। রাজনৈতিক শক্তি এসে যোগ না দিলে যে কোন রকম সামরিক সফলতা, ঐক্যবদ্ধ, সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাবে চরম লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না। যা হোক, আমাদের সর্বাধিনায়ক এবং চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন. এ. সালিক আমার পরিকল্পনাটা অনুমোদন করলেন এবং তাড়াতাড়ি এর বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশও দিলেন।

বিভিন্ন কেন্দ্রে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। আমি চারটি কেন্দ্রের খবর জানতাম। সেগুলো হলো, চাকুলিয়া ও মূর্তি বিহার প্রদেশে, একটি মেঘালয়ে ও অপরটি বীরভূম জেলায়। বিভিন্ন কেন্দ্রের ছেলেদের নিকটবর্তী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বাংলাদেশের সাহায্য ও পুর্নবাসন মন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান ভারতীয় সাহায্য ও পুর্নবাসন মন্ত্রীর সহযোগীতায় এই যুব এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করতেন। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করে সাধারন নীতিমালা গ্রহন করেন যে, পঞ্চাশ হাজার লোককে গেরিলা ও বিশ হাজার লোককে নিয়মিত সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে। জুলাই মাসে সব সেক্টর কমান্ডারের যে আলোচনা সভা ডাকা হয়, তাতে মিঃ তাজউদ্দীন আহমদ (তখনকার প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) একথা প্রকাশ করেন। আমাদের কেউ কেউ গেরিলা ও সৈন্য সংখ্যা এই নির্দিষ্ট অংকে সীমাবদ্ধ রাখার কারন জিজ্ঞেস করলেন। কেননা আমরা মনে করতাম যে, নূন্যতম সংখ্যার হয়তো সীমারেখা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উর্ধ্বতম সংখ্যার কোন সীমারেখা থাকা উচিত নয়। মনে হল এর কারন তিনি নিজেও জানতেন না। কাজেই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এর কারন ব্যাখ্যা করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। ভাবতে এখনও আশ্চর্য লাগে যে, মাত্র এই দুটো বাহিনীর উপর নির্ভর করে এত তাড়াতাড়ি তিনি বিজয়ের আশা করেছিলেন কোন আশ্বাসের উপর ভর করে?

যাহোক, এ সমস্যাটা গেরিলা যুদ্ধের অগ্রগতিকে কোনক্রমেই ব্যহত করতে পারলো না। একজন বা দ’জন ছাড়া আমার সাথে কোন অভিজ্ঞ গেরিলা নেতা ছিলনা। যে দু’একজন ছিল তারা কাজকর্ম ভালই জানতো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা, যারা সময় সময় আমার ক্যাম্পে আসতো-তাদের ভিতর দিয়ে দলের নেতা হবার যোগ্যতা যাদের আছে- তাদেরকেই বেছে নিতে হলো। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য চারটি জেলায় চারজন সামরিক অফিসার পাঠানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আগে থেকেই মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দেবার জন্য খুলনা-বরিশালে ক্যাপ্টেন জিয়া এবং পটুয়াখালীতে লেঃ মেহদী ছিল। কিন্তু ফরিদপুরে কেউ না থাকায় মিঃ নুর মোহাম্মাদ নামে একজন অভিজ্ঞ নৌবাহিনীর গেরিলা শিক্ষককে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। চারটি জেলার জন্য চারজন সামরিক অফিসার পাওয়া যাওয়ায় তাদের নির্দেশ দিলাম সৎ লোকদের ভেতর দিয়ে কমান্ডার নির্বাচন করে প্রতিটি অঞ্চল ও থানায় পাঠিয়ে দিতে। পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতার পর থেকেই যারা নিজেদের উৎসাহে ও উদ্যোগে বাংলাদেশের ভিতরে শত্রুহননের কাজে নিয়জিত আছে-তাদের সাথে যাতে করে কোন মতবিরোধ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ওদের আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম।

জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাত্মক গেরিলা আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণ পরিচলনার জন্য আমি তিনটি জায়গা ঠিক করেছিলাম, পশ্চিম বঙ্গের উত্তর দিকের বনগাঁর নিকট বাগদাতে একটা হাসনাবাদের দক্ষিনে শমসের নগরে একটা এবং আর একটা টাকিতে। এই তিনটি ঘাঁটির ভিতর বাগদাই সবচেয়ে ব্যস্ততম। এর কারন মুক্তিযোদ্ধারা এই পথেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসতো এবং এই দিকের পথ-ঘাট ওদের ভাল জানা ছিল। শমসেরনগর ঘাঁটি থেকে বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলায় গেরিলাদের পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়া হতো। খুলনা জেলার গেরিলারা নদীপথে টাকির সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করত। শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে আক্রমনের গতিপদ্ধতিও পরিবর্তিত হত। পাঁচ মাসে, অর্থ্যাৎ জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারী হিসাবমতে আট হাজার গেরিলা আমার সেক্টর থেকে হাল্কা অস্ত্রপাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলাম। শতকরা পঞ্চাশজন গেরিলাকে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাকী সবাই

কেউ গোলাবারুদ, কেউ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেত। সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থার পরিবর্তন হল। তখন থেকেই সবাই হাতে অস্ত্র পেল। তাছাড়াও রাজাকার, পুলিশ ও পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্রপাতি দিয়ে বেশী সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম। এমন একটা সময় এলো যখন আমার সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাড়ালো প্রায় বিশ হাজার। মুক্তাঞ্চলে স্থানীয় অধিনায়কেরা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা আরো বাড়তে লাগলো। আমার মতে, এতে ছেলেদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হতো। কেননা, বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতে আসার কষ্ট থেকে ওরা বেঁচে যেত। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও সফলতার পরিমাণ আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সময়ে সময়ে বাহকের মারফৎ যেসব খবর পেতাম, তা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে উঠলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানতঃ রাজাকার ও পুলিশদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সফলতা অর্জন করছে-পাক সৈন্যর বিরুদ্ধে খুব কমসংখ্যক আক্রমণই পরিচালিত হতো। এর কারন, গেরিলারা যে পাক-হানাদারদের ভয় করত তা নয়। অল্প সময়ের প্রশিক্ষণে ওরা শুধু আক্রমণ করে শত্রুকে কিভাবে খতম করতে হয়, তাই শিখেছিল। আক্রমণ করে কিভাবে পলায়ন করতে হয়, সে কৌশল ওদের ভাল করে জানা ছিল না। যদিও গেরিলা যুদ্ধের নীতি- 'আঘাত করো ও পালিয়ে যাও' এ সম্বন্ধে তাদের একটা মোটামুটি ধারনাও ছিল, তবুও আমার কাছে মনে হল, ওরা যেন কম আঘাত করে বেশী করে পালিয়ে আসতো। আমার এ ধারনা অনেকাংশে সত্যি। তা না হলে যদি গেরিলারা নির্দেশ মোতাবেক তাদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করতো, তাহলে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সেক্টর থেকে যে পরিমাণ গেরিলা ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাতে পাক সামরিক যন্ত্রটাকে মাত্র দ'মাসের ভেতরেই বিকল করে দেওয়া সম্ভব হতো।

খুলনা জেলার তেরখাদা, মোল্লারহাট, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট, সুন্দরবন, পাইকগাছা এবং ভোলা, পটুয়াখালী ও বরিশাল শত্রুপক্ষের সাথে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে উত্তেজনায় সর্বদা উত্তপ্ত থাকতো। বস্তুতপক্ষে গতিশীল নেতৃত্বের জন্যই উপরোক্ত জায়গা গুলি মুক্তিসংগ্রামে ভাল অবদান রাখতে পেরেছিল। দেশের ভিতরের এতসব ঘটনার কথা আমাদের কাছে পৌঁছাতো না। কারন বাহকের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনেক বাহক আমাদের সদর দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। পথেই কঠিন মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়তো। যখন দেশের আনাচে-কানাচে হানাদারেরা জাল পেতে বসে আছে, তখন বাহকের কাজটা খুব আরামদায়ক নয়। বর্ষাকালে রাত্রের অন্ধকারে বুক পরিমাণ জলের ভিতর দিয়ে হেঁটে সংবাদ নিয়ে আসাটা কতটা কষ্টসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। মনে পড়ছে পনের বছর বয়স্ক পাতলা গড়ন প্রবেশিকা পরিক্ষার্থী আলমের কাছ থেকে শোনা একটা লোমহর্ষক কাহিনীর কথা। বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের ছেলে আলম। শত শত গেরিলাকে পথ দেখিয়ে সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরিশাল থেকে সুদূর পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। একজন পথপ্রদর্শক ও সংবাদ বাহক হিসাবে আলম নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমানিত করেছিল। দেখতে খুবই বেমানান এই ছেলেটি, জলন্ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শত শত গেরিলাকে শুধু পথ দেখিয়েই ভিতরে নিয়ে যায়নি, ভিতর থেকে শত শত অদক্ষ যুবককে ভারতে প্রশিক্ষনের জন্য নিয়ে এসেছে। এই ছেলেটি চতুর ও বুদ্ধিদীপ্ত। অনেকবার সে পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছে। তার চেহারার ভিতর একটা সরল মাধুর্য আছে। সে এত ভাল উর্দু বলতে পারতো যে, মাথাভারী দেহসর্বস্ব পাকিস্তানী সৈন্যরা তাকে বিহারী মুসলমান বলে ভূল করে ছেড়ে দিয়েছে। জুলাই মাসে সীমান্তবর্তী বাগদা থেকে আলমই সর্বপ্রথম গেরিলাদের বরিশাল ও ফরিদপুর নিয়ে আসে।

জুলাই ও আগষ্ট মাসের সেই বর্ষণমুখর রাতগুলোর কথা আজো আমার মনে পড়ছে। প্রতি রাত্রে বর্ষা মাথায় করে বাংলার অতন্দ্র প্রহরী এই গেরিলারা বাগদার সীমান্ত অতিক্রম করে ভিতরে চলে যেত। প্রমত্তা ইছামতি ছুটে চলেছে। দ'কুল তার বহু দুর পর্যন্ত প্লাবিত। এরই ভিতর কত রাত দেখেছি বাংলার এই অগ্নিসন্তান গেরিলারা ভয়কে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোন রকম ওজর আপত্তি না করে অন্ধকারে অস্ত্র হাতে নিয়ে পানি কাদার মধ্যে শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। রাইফেলটায় যাতে পানির স্পর্শ না লাগে, সে জন্য ওটাকে উপর দিকে তুলে ধরতো। কি অভূতপুর্ব দেশপ্রেম।

নিজেকে অভিশাপ দিতাম, কেন ওদের সাথী না হয়ে অধিনায়ক হলাম। কেন ওদের পাশে থেকে যুদ্ধ করে ওদের মুখের হাসিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। ওদের রক্তের সাগরে দাড়িয়ে মুক্তির আনন্দকে আজ বড্ড বিস্বাদ লাগলো।

কিছুক্ষণের 'জয় বাংলা' তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব-শেখ মুজিব' এই ধ্বনিই তো ওদের অনুপ্রানিত করেছিল অনিশ্চয়তার আধার ও চরম বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কোন পুরস্কার বা প্রতিশ্রুতির লোভে ওরা এ কাজ করেনি। দেশ ও নেতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ওদের যাদুমন্ত্রে ওদের উদ্দীপ্ত করেছিল- এই মৃত্যু ভয় কে জয় করতে। আত্নোৎসর্গের কঠিন ব্রতে দীক্ষা নিয়ে বাংলার এই গেরিলারা স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলছে। বর্ষার ঔদ্ধত্যকে সংকল্পের দৃঢ়তায় ছিন্নভিন্ন করে ওরা এগিয়ে চললো। অন্ধকারের মাঝে ওদের এগিয়ে যাওয়া আমি নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, যুদ্ধ না করেই বজ্রকঠিন শপথের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হানাদারদের কব্জা থেকে মুক্তির আলো একদিন এই সুর্যসন্তানেরা ছিনিয়ে আনবেই। ঘটেছিলও তাই। পাক-হানাদাররা ক্রমাগত থানা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগলো। গ্রামে যেখানেই গেরিলাদের সাথে ওদের মোকাবেলা হয়েছে, সেখানেই ওরা পুনর্বার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর হানাদাররা থানা ছেড়ে জমা হতে থাকে সামরিক ছাউনিতে এবং রাজাকারদের ওরা পুরো সুযোগ দিতে লাগলো গ্রামের উপর প্রভুত্ব চালাতে। দুর্জয় গেরিলাদের হাতে চরম মার খেয়ে রাজাকাররা তাদের রাজত্ব চালাতে চরম অসুবিধায় পড়েছিল। ওদের জঘন্য কার্যকলাপের জন্য গেরিলারা নির্মমভাবে রাজাকারদের নিশ্চিহ্ন করে দিত। আমার কাছে খবর আসলো যে, গেরিলারা পুরোদমে আক্রমণ চলিয়ে শত শত রাজাকার খতম করছে। এতে সুফল হলো-যারা একদিন রাজাকারদের বর্বরতার শিকার হয়েছিল, সেই নিঃস্ব গ্রামবাসী আবার মনোবল ফিরে পেল। বাঙালী রাজাকারদের হত্যা করাটা আমি যেন পছন্দ করতে পারলাম না-কারন, আমি জানতাম যে এই হত্যার দ্বারা শুধু অনাথ ও বিধবার সংখ্যাই বেড়ে গিয়ে দেশের সমস্যা আরো জটিল করে তুলবে। একবার আমি নির্দেশও পাঠিয়েছিলাম যে, রাজাকারদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এনে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করতে হবে। এই মর্মে কিছু প্রচারপত্র বিলি করা হলো। দেখা গেছে, এর ফলে অনেক রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করেছে। গেরিলা পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে দুটো সুফল পাওয়া গেল। প্রথমতঃ গ্রামবাসী রাজাকার ও পাক-বর্বরদের অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পেল। দ্বিতীয়তঃ হানাদাররা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য গোপন আস্তানায় ঢুকে আত্মসমর্পন করতে লাগলো। তাছাড়াও রাজাকারদের ভিতর অর্ন্তদ্বন্ধ , অসন্তোস ও বিভেদ সৃষ্টি করতে সফল হলাম। এর ফলে হানাদারদের পরিকল্পনায় সহজেই ফাটল ধরলো।

আর কোন পথ খোলা না দেখে পাক-বর্বররা গানবোটের সাহয্যে আক্রমনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। রাজাকার ও পাকিস্তানী সৈন্যরা গানবোটে চেপে নদীর পথ ধরে চলতে থাকলো, আর মেশিনগান ও রকেট দিয়ে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে লাগলো। পাকিস্তানী গান-বোট গুলোর এরুপ আকস্মিক হামলায় ক্ষেতখামারে কর্মরত শত-শত কৃষক, জেলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করলো। বাংলাদেশের নদীপথ দিয়ে গান-বোট গুলো চালিয়ে নেওয়ার সময় হানাদারেরা যাদেরই সামনে পেত- তাদের উপরই পৈশাচিক উল্লাসে মেশিন গানের গুলি ছুড়তে থাকতো। মনের অবস্থা যখন ভাল থাকতো না তখন হানাদাররা নদীর তীরে কোন গ্রামের কাছে গান-বোট ভিড়িয়ে অসভ্য তাতারের মত গ্রাম থেকে সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে আনতো। যারা আপত্তি করতো, তাদের খতম করে দিত।

যদিও আমাদের গেরিলারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে এই গানবোট গুলো কাবু করার জন্য, কিন্তু ওদের কাছে নিম্নমানের অস্ত্রপাতি থাকায় গানবোটগুলোর মোকাবেলায় পেরে উঠতো না। এভাবে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে গানবোটগুলো গ্রামের লোকদের ভিতরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। গানবোট কাবু করার জন্য ভারী অস্ত্রপাতি চেয়ে গেরিলারা আমার কাছে খবর পাঠালো। আমরা যদি জনগণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে যত রকমের সফলতাই আমরা অর্জন করিনা কেন, জনগন অচিরেই তা ভূলে

গিয়ে আমাদের প্রতি সহযোগীতার হাত বন্ধ করে দিবে। বিশেষ করে আমার ৯ নং সেক্টর নদীনালায় ভর্তি। পাকবাহিনী গোপালগঞ্জ , বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার হাজার হাজার গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগলো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসলে যে কি ঘটছে-আমি জানতাম। গানবোট ধ্বংস করার উপায়ও আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে বারবার তাগিদ যাওয়া সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সেসব নতুন অস্ত্র শস্ত্র যোগাবার জন্য কোন আন্তরীক প্রচেষ্টাই করেনি। গানবোট কাবু করতে সামনে কয়েকটা রকেট লাঞ্চারই যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেগুলোও পাইনি। বস্ততপক্ষেঃ , গানবাট কাবু করতে যায় এ সম্বন্ধে আমি একটা রিপোর্ট তদানীন্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ তাজউদ্দীন আহমদকে দেখিয়েছিলাম। তখন তাঁরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের আশ্বাস সত্ত্বেও এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার অর্ধমীমাংসিতই রয়ে গেল । তাদের এই নির্লিপ্ততায় আমি খুব ব্যথা পেলাম; পাগলের মত ছুটে গেলাম চার্লি সেক্টরের অধিনায়কের কাছে । তিনি তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় আমাকে গোটা দুয়েক রকেট লাঞ্চার যুগিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ও গুলো খুবই অপর্যাপ্ত। যাহোক, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চার্লি সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার এন, এ সালিক মংলা পোর্টের কাছাকাছি একটা গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করতে ও কিছু পথপ্রদর্শক প্রস্তুত রাখতে বললেন। তার কথামত পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধাসহ আফজাল নামক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদারকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। এ ছাড়াও আগে থেকেই মিঃ খিজিরের অধীনে সেখানে একশ’ গেরিলা ছিল। মিঃ খিজির খুলনার একজন মেকানিক। হাবিলদার আফজালের যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মিঃ খিজির উদ্দীপনা পেল এবং ‘বানীশান্ত’ নামক একটি জায়গায় আর একটি ঘাঁটি স্থাপন করলো। এখান থেকেই মংলা বন্দরে হানাদারদের গতিবিধি, সামরিক, শক্তি, জাহাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য ওর কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছে ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কাছে খবরাখবর এসে পৌঁছতে লাগলো।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ‘ফ্রগম্যান’ পাঠানো । আগষ্টের শেষ সপ্তাহে লেঃ জিয়া ছ’খানা নৌকা নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ সংগ্রহের আশায় ভারতে এসে পৌঁছালো। সুন্দরবনের একটা বৃহত্তম গেরিলা ঘাঁটির অধিনায়ক লেঃ জিয়া। তার কাছে যেসব অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ ছিল, তা খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের খবরাখবর সে সবিস্তারে আমার কাছে খুলে বললো। কথার মাঝখানে বারবার সে গানবোট ধবংসকারী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে লাগলো। সে জানালো যে পাক হানাদারদের মনোবল একদম ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন একমাত্র গানবোটের সাহায্যেই আক্রমণ অব্যাহত রাখছে। আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপ্টেন শাহাজাহানকে বরিশাল জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার উপর বিশ্বাস রেখে জিয়া জানালো যে, শাজাহান ভাল কাজই করছে। ক্যাপ্টেন ওমর-এই ছদ্মনামে শাহজাহনকে ডাকতাম। ক্যাপ্টেন শাজাহান পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সিগনাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। সে দুঃসাহস করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পার হয়ে একশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আসে। সে আমার সেক্টরে যোগ দেয়ার আগে সে গেরিলা বাহিনীতে দীর্ঘ ছ’মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ভালই হলো। একটা গেরিলা বাহিনী তার অধীনে পাঠিয়ে দিলাম। জিয়ার কাছে থেকে এসব খবর পেয়ে আংশিকভাবে খুশী হলাম। পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তাকে আমাদের সর্বাধিনায়কের সদর দফতরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিনায়ক সাহেব কোন ঔৎসুক্যই দেখালেন না। যা হোক, কোনরকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সর্বাধিনায়ক সাহেবকে জিয়ার সাথে একটিবার দেখা করার জন্য কতকটা বাধ্য করলাম।

ভয়ানকভাবে সমস্যা- পীড়িত সর্বাধিনায়ক সাহেব শেষ পর্যন্ত অনেক নিয়ম-কানুন পালনের পর জিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অসংখ্য ধন্যবাদ- কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ সাক্ষাৎ পর্ব শেষ হলো। এরপর ব্রিগেডিয়ার এন, এ, সালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য জিয়াকে নিয়ে আমি ব্যারাকপুর গেলাম। এটা সেপ্টম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ব্রিগেডিয়ার সাকিল খুব ধৈর্য সহকারে লেঃ জিয়ার কথাবার্তা শুনলেন এবং তাকে আশ্বাস দিলেন যে,

ভারতীয় ৯ নং ডিভিশনের অধিনায়কের আলাপ-আলোচনা করে তিনি শিগগিরই যতটা সম্ভব রকেট লাঞ্চার ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রপাতি সরবরাহ করবার চেষ্টা করবেন।

'ফ্রগম্যানদের সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখছি। এই ফ্রগম্যানদের দেশের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়নি। তারা দেশেরই সরল নিরীহ যুব সম্প্রদায়। বেশীর ভাগই ছাত্র। জুনের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ওদের যোগাড় করা হয় এবং নবাব সিরাজুদৌল্লার ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের পলাশী নগরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এইসব ছেলেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মার্টিস ও লেঃ দাসির সহযোগিতায় প্রশংসনীয়ভাবে মাত্র দু'মাসের ভেতর এ সমস্ত কচি গ্রাম্য ছেলেরা দক্ষ ফ্রগম্যানশীপ ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে আসে। যে কোন মূল্যায়নে মিঃ মার্টিন ও মিঃ দাসের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

আর একদল লোক পলাশীতে এই ফ্রগম্যানশীপ প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। তারা পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবমেরিনে কাজ করতো। ফ্রান্সে যখন একটি বিশেষ কাজে ওদের পাঠানো হয়, তখন সেখান থেকে মুক্তিসংগ্রামের প্রাক্কালে ওর পালিয়ে লন্ডনে আসে। সেখান থেকে ভারতীয় হাইকমিশনের সহয়তায় দিল্লী পৌঁছে। সংখ্যায় তারা আটজন। খুলনা জেলার অধিবাসী মিঃ রহমতউল্লাহ ওদের অধিনায়ক হয়ে নিয়ে আসে। সত্যিকারভাবে রহমতউল্লহ একজন দেশপ্রেমিক। ফ্রগম্যানশীপের কলাকৌশল সম্বন্ধে সে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে।

৯ই সেপ্টেম্বর। পারিকল্পনা মাফিক বাংলার ফ্রগম্যানরা সবাই যখন, তখন নৌকাগুলো কি আর পিছনে পড়ে থাকতে পারে। ত্রিকোনা আক্রমণ করার জন্য লেঃ জিয়ার আটজন ফ্রগম্যানসহ আগেই যাত্রা করার কথা। তাকে দুটো রকেট লাঞ্চার, কিন্তু এলএমজি এবং অভ্যন্তরের মুক্তিবাহনীর জন্য প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হরো। নির্ধারিত তারিখমত লেঃ জিয়া কোলকাতার উত্তর-পশ্চিম দিকে বাসন্তী নামক একটা বন্দরনগরী থেকে রওনা হলো।

বর্ষার মাতামাতি। আবহাওয়া ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। নধীগুলো যেন এক-একটা দৈত্যের মত রাগে ফুলছে। বুকে তার পচন্ড আক্রোশে ফেটে-পড়া বিদ্রোহী তরংগমালা। ফ্রগম্যানদের গোপন ঘাঁটি থেকে নৌকায় করে শমসেরনগর পৌঁছতে হবে। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা মিঃ আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে তিনটি নৌকায় ত্রিশজন ফ্রগম্যান 'লিম্পেট মাইন' নিয়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর মংলা এবং চালনা বন্দরের পাকিস্তানী বাণিজ্যিক ও নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ওদের বিদায় দেবার জন্য ১০ই সেপ্টম্বর লেঃ কমান্ডার মার্টিস, মেজর রায় চৌধুরী এবং আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটা লঞ্চে করে শমসেরনগর পৌঁছে একটা বাঁকের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখানে হয়েই জিয়ার নৌকাগুলো যাওয়ার কথা।

সকাল বেলা- ভয়ানক ঝড়, উথাল পাতাল ঢেউয়ের বুক চিরে নৌকা চালানো খুবই কষ্টকর। বেলা তিনটা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ওদের আসার কোন হদিস পেলাম না। দেরী হবার অবশ্য অনিবার্য কারণ ছিল, কিন্তু ওদের পৌঁছতে বিলম্ব দেখে আমরা খুবই চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে উঠলাম। বিকাল প্রায় সাড়ে চারটার সময় প্রথম নৌকা এসে বাঁকের কাছে পৌঁছলো। কেউ তাদের শিক্ষিত বা মুক্তিবাহিনীর লোক বলে চিনতে পারলো না। কেননা, ওরা বুদ্ধিমত্তার সাথে সাধারণ মাঝি ও জেলের বেশ ধরে আত্মগোপন করে ছিল। পরনে ছিল লুংগী ও ছেঁড়া শার্ট। বৃষ্টির জলে ওদের জামাকাপড় সব ভিজে গিয়েছিল। কেউ কেউ চা বা অন্যকিছু গরম করার জন্য আগুন জ্বালাতে খুব চেষ্টা করতে লাগলো। যা হোক আমাদের অপেক্ষা করতে দেখে ওরা খুবই উল্লসিত হলো। ইতিমধ্যে দেখা গেল, আরো দুটো নৌকা বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। নৌকাগুলো সব এক জায়গায় হলে,মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে আমাদের লঞ্চে এনে গরম চায়ে আপ্যায়িত করলাম।ছেলেদের মনোবল খুবই উঁচু বলে মনে হলো।

একজন লিডার নিয়ে চারজনসহ এক একটা দল। লিডারদের আমরা ক্যাবিনের ভিতর ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কিছু টাকা পয়সা দিলাম- যেন পথে ওরা খাদ্যের জন্য কষ্ট না পায়। সবই প্রস্তুত। কিন্তু ঝড়ের দাপট প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই ঝড়ের মধ্যে ওদের কে পাঠানো আমি সমীচীন মনে করলাম না। কাজেই কাজটা রাত্রের মত স্থগিত রইল এবং ১১ তারিখ খুব ভোরে ওদের যাত্রা করতে দিলাম। এই মোশাররফ পথ দেখিয়ে আমাকে ভারতে পৌঁছে দেয়। সে সুন্দরবন এলাকার মুন্সিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা। সবার মুখেই হাসি। সবাই খুশী। শেষ বারের মত সবাইকে উপদেশ দিয়ে এবং ওদের মংগল কামনা করে ওই রাত্রেই আমরা হাসনাবাদ রওনা হলাম। আল্লাহ্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ, ঠিক তিনদিন পরেই অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোরে ওরা নিরাপদে ঠিকমত জায়গায় পৌঁছে গেল।

১৫ই সেপ্টেম্বর সামনে। শত্রুর উপর চরম আঘাত হানার মাহেন্দ্রক্ষণ। যে জায়গা থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে তার সাথে সংযোগ সাধন, আক্রমণের পর যেখানে গিয়ে সবাই জমা হতে হবে সেখানে গেরিলাদের ঠিকমত জায়গায় রাখা, উদ্দেশ্য সমাধা করার পর সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখা, উদ্দেশ্যে সমাধা করার পর সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে পড়া- ইত্যাদি প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য হাতে খুব কম সময়ই আছে। ১৪ তারিখ ভোর থেকে ১৫ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের প্রস্তুতি নিতে কেটে গেল। হাবিলদার আফজাল ও খিজিরের স্থল- গেরিলারা ওদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা লোভাতুর চোখে চেয়ে দেখলো আটটি বানিজ্যিক জাহাজ চালনা বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। পশুর নদীর মাঝখানে সবগুলো নোংগর করা। ঠিক হলো 'জোড়া পদ্ধতিতে' আক্রমণ চালাতে হবে- অথাৎ দু'জন ফ্রগম্যান এক-একটি জাহাজকে আঘাত করার জন্য এক-একজন ফ্রগম্যানের কাছে চারটি করে, দু'জনার কাছে মোট আটটি লিম্পেট মাইন' থাকবে। লিম্পেট মাইন পানিতে ভাসে। সুতরাং ওদের পক্ষে এতগুলো মাইন এক সংগে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হলো। ঘাঁটি থেকে প্রায় পনেরশ' গজ দূরে জাহাজগুলো এলোমেলো অবস্থায় নোংগর করা। ১৫ই সেপ্টেম্বরের সারাটা দিন কেটে গেল ওদের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে। এক-একটা জাহাজ আক্রমণ করার ভার এক একটা দলের উপর ন্যস্ত করা হলো।

ষোলজন ফ্রগম্যান নিয়ে আটটি দল। ওরা আক্রমণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলে বাকী চৌদ্দজনকে পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রিজার্ভ রাখা হলো। আঘাত করার সময় নির্ধারিত হলো রাত সাড়ে চারটা। সাধারণতঃ এই সময়েই পাক হানাদাররা বিরক্তি ও ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। আর যারা ঘুমিয়ে থাকে, একই সঙ্গে তারা আরও বেঘোরে ঘুমাতে থাকে। স্থির হলো একই সংগে আটটি জাহাজের উপর হামলা চালাতে হবে।

রাত আড়াইটা। খুব আন্ধকার। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি। দমকা বাতাসের চাবুক খেয়ে পিছন দিকের অরণ্যটা আর্তনাদ করে উঠলো। অধিনায়ক মিঃ আসাদুল্লাহ ছেলেদের কানে কানে বললো, আঘাত করার এইতো উপযুক্ত সময়। সতর্কতার সাথে শেষবারের মত আবার সে সবাইকে পরীক্ষা করে নিলো। এখন থেকে মাত্র দু'ঘন্টা পরে সমস্ত নদীর বুক জুড়ে তরংগায়িত হবে বলে টকটকে উত্তপ্ত রক্তস্রোত। নদীর অপর পাড়ে শত্রুপক্ষ নিশ্চিন্ত। কেননা ওরা ভাবতেই পারেনি অলস বাঙ্গালীরা ওদের পায়ের তলায় কোনদিন আঘাত হানতে পারবে। নদীতে হিংস্র জীবজন্তু আছে জেনেও দুর্যোগময় এই ঝড়ের মাঝরাতে প্রমত্তা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। মৃত্যুভয়কে দূরে ঠেলে দেশপ্রেমের জলন্ত বহ্নিশিখা বুকে নিয়ে ওরা ষোলজন সবাই একসংগে দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুখে লেশমাত্র ভীতির চিহ্ন নেই। আত্মপ্রত্যয়ের মহান আদর্শে উদ্ভাসিত। বেয়াড়া প্রকৃতির রক্তচক্ষুকে ভয় না করে মুক্তিযোদ্ধারা নদীর বুক চিরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো লক্ষ্যবস্তুর দিকে। ওদের কোমল ডানাগুলো ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়লো। কিন্তু জলের উপর ভেসে ভেসে ঢেউয়ের কোলে মাথা রেখে ওরা লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে পৌঁছলো। সাড়ে চারটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি।

অর্ধ- আবৃত তারপলিনের নীচে আবছা আলোতে ওরা সন্ত্রাসীদের দেখতে পেলো। হঠাৎ আকাশটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ভয়ানক বৃষ্টি। আঘাত করার সময় এসে গেল। ঠিক চারটা ত্রিশ মিনিট। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ওরা লিম্পেট মাইনগুলো জাহাজের তলায় লাগিয়ে দিল। এই মাইনগুলোর উপরের দিকে চুম্বক লাগানো। লোহার সংস্পর্শে এলে গায়ে লেগে থাকে। তারপর ওরা সাঁতরিয়ে ঘাঁটির দিকে ফিরে চললো। এই সময় ওরা খুব তাড়াতড়ি সাঁতরাতে লাগলো। ওরা জানতো যে, মাইন লাগানোর এক ঘন্টা পরে, এই সুন্দর জাহাজগুলো বিকট শব্দে বিদীর্ণ হয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার বহ্ন্যুৎসবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। মাইনগুলো বিস্ফোরণের জন্য ‘ফিউজে’ একঘন্টা সময় বেধেঁ দেয়া হয়েছিল- যেন ওরা নিরাপদ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারে। আবেগ ও উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা ষোলজন সবাই তীরে ফিরলো। যারা তীরে সাগ্রহে প্রতিক্ষায় ছিল, তারা সবাই ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চুমু খেতে লাগলো। শুয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা অধীর আগ্রহে জাহাজগুলোর দিকে চেয়ে রইল- কখন সাড়ে পাঁচটা বাজবে। হ্যাঁ, চরম লগ্নটি এলো। সমস্ত পৃথিবীটাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলো। আটটি জাহাজের মধ্যে সাতটি ডুবে গেল। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হলো। এই ঘটনার পর বন্দরের শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল। বেশ কিছুদিনের জন্য চালনা ও মংলা বন্দর জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল।

শমসেরনগরে ফিরে আসার সময় মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিসেনারা একটা ফরেস্ট অফিসে হামলা চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য মুল্যবান জিনিসপত্র অধিকার করে। এর মধ্যে ‘বনবালা’ ও ‘বনমৃগী’ এই দুটো লঞ্চও ছিল। এই লঞ্চে চেপে বিজয়ের উত্তেজনায় আত্মহারা মুক্তিযোদ্ধারা শমসেরনগরে ফিরে এলো। পাকিস্তানী ঘাঁটির অবস্থানের অনিশ্চয়তার জন্য লেঃ জিয়ার ত্রিকোণা অভিযান স্থগিত রাখা হলো। তাছাড়া আবহাওয়াও খুব অনুকুলে ছিল না। সব রকমের সতর্কতামুলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গেরিলাদের ভেতর আসা বন্ধ করতে না পারায় পাক- হানাদাররা ভয়ানকভাবে ক্ষেপে গিয়েছিল। সুতরাং ওরা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে চালনা পোতাশ্রয়ের বিপরীত দিকে সুন্দরবনে আগুন ধরিয়ে দিল এবং গানবোট নিয়ে পাহারায় বেরিয়ে সন্দরবনের সমস্ত পথঘাট একদম বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে হানাদাররা শ্যামনগর ঘাঁটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো। আমাদের হাতেই কিছুদিন আগে এই ঘাঁটির পতন ঘটে। এবার শ্যামনগর ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করার জন্য হানাদাররা গানবোট ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ভীষণভাবে আমদেরকে আক্রমণ করলো। তিনদিন তীব্র যুদ্ধ চালাবার পর, হানাদারদের চরম ক্ষতি করে, সমর-কৌশলের দিক দিয়ে খুঁব গুরুত্বপূর্ন এরকম অন্য একটা অন্য একটা জায়গায় আমরা সরে গেলাম। এই যুদ্ধে আমরা পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধকে হারিয়েছিলাম। এর মধ্যে সুবেদার মোহাম্মদ ইলিয়াস মেশিনগানের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর চারজন নতুন- ভর্তি মুক্তিযোদ্ধাকে হানাদাররা বন্দী করে। শ্যামনগর পুনরুদ্ধার করে ও হানাদাররা গেরিলাদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ করতে পারলো না।

এক মাস পরে ঠিক একই উপায়ে ফ্রগম্যানরা আবার মংলা ও চালনা বন্দর আক্রমণ করলো। ১৬ই অক্টোবর আলম নামে পাক-নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা একজন সৈন্যের অধীনে দ্বিতীয় দলটি শ্যামনগরের অনেক দক্ষিণ দিক দিয়ে হেঁটে ভেতরে গেল। এবারেও আমরা সফল হলাম। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষে চারটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একটির নাম ‘লাইটনিং’ এবং অপরটার নাম ‘আল-মুরতজা’। অন্যগুলো চীনা জাহাজ বলে শনাক্ত করা হয়। আমাদের এই দ্বিতীয়বারের আক্রমণ চালনা ও মংলা বন্দরকে সম্পুর্ণ অকেজো করে দিল। এর উপরও নভেম্বর মাসে রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে খুলনায় আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য অর্জন করা হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র-বাহিনীর অন্যান্য সেক্টরের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুরেও শত্রু জাহাজের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

এই আক্রমণের মোটামুটি ফল হলো- এইসব জায়গায় শ্রমিকরা সবাই পালিয়ে জান বাঁচলো। ডিসেম্বরে দেশ মুক্ত হবার আগ পর্যন্ত ওরা আর ফিরে এলোনা । এই ঘটনার পর,এমনকি কোন বিদেশী জাহাজও বন্দরে নোংগর করতে রাজী হতো না। আমরা এটাই চেয়েছিলাম ।

বিজয় অভিযান

বিজয় অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা শুধুমাত্র নীরব দর্শকই ছিল না। তাদের একটা নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। এই তৎপরতা নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর টাকি থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে কৃষ্ণনগরে চার্লি সেক্টরে একটা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য আমাকে ডাকা হয়। চার্লি সেক্টর এই সময় ব্যারাকপুর থেকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার এন, এ,সাকিলও ওই সম্মেলনে উস্থিত ছিলেন। ভারত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে কিভাবে আমাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনার কথা গোপন রেখে সাতক্ষীরা- দৌলতপুর রোডে এবং আরও দক্ষিণে আমার লোকজন নিয়ে যে -কোন সময় আগ্রসর হবার জন্য তিনি আমাকে প্রস্ত্তত ও সতর্ক থাকতে বললেন। পরিকল্পনার কথা আমাকে না জানালেও আমি অনুমান করলাম যে, সাতক্ষীরার বাঁ দিক থেকে একটা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর বরাবর শত্রুঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য যশোরের উত্তর দিক থেকে প্রধান আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া, আমারা মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর গোলাবর্ষণের মাঝখানে পড়ে যাতে বিপর্যস্ত না হয়, সেই জন্য মিত্রবাহিনীর আগে আমার সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বারন করা হলো। আমাকে জানানো হলো যে, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য হবে এইরূপঃ প্রথমত, সময়মত মিত্রবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন দেয়া। দ্বিতীয়ত,বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর মিত্রবাহিনী কোন প্রশাসনিক অসুবিধার সম্মুখীন হলে তা দূর করার জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তৃতীয়ত, ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রবাহিনীকে অনুসরণ করা এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা। আমাকে বলা হলো যে, যেহেতু ‘বাংলা অঞ্চল’(বেঙ্গল এরিয়া-ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঘাঁটি) আমার নিকটবর্তী, সেই জন্য আমার সেক্টর এখন থেকে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক আওতাধীনে নিয়ে যাওযা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ সুন্দরবন এলাকার সম্পূর্ণ জলপথ বাংলা অঞ্চলের অধীনে এনে,এর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় জেনারেল পি, কে,রায় চৌধুরীর উপর।

সেক্টরে ফিরে আমি আমার নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করলাম। আবার দুই হাজার গেরিলা সৈন্য ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খুবই অপ্রতুল। তবুও আমি মনে করলাম যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের উপস্থিতিই অনেকটা প্রভাব কিস্তার করবে। কেননা, বিজয় অভিযানের সময় সম্ভাব্য রাহাজানি, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেদিকে আমার লোকজন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে। কাজেই, পরপর দুরাত্রিতে আঠারোশো গেরিলা সৈন্যকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বাদবাকী গেরিলাদের বিজয় অভিযানের সময় অগ্রসর হওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে রাখা হলো। সদর দপ্তরে ও আমার সেক্টরের অন্যান্য জায়গায় আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে যেসব সৈন্য মোতায়েন ছিল, তাদের সদা সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। আমার সেক্টর সদর দপ্তরের বিস্তৃতি অনেক দূর পর্যন্ত । অল্প সময়ের নোটিশে এটা গুটিয়ে আনা সম্ভব নয়। আমি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে বুঝিয়ে বললাম যে , যে সমস্ত আর্মিরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হাজির হতে পারবে না, তারা যেন দেশ মুক্ত হওয়ার পরই খুলনায় আমার সাথে মিলিত হয়। হিসাবপত্র ঠিক রাখা এবং মুক্তিদ্ধোদের প্রতি যত্ন নেয়ার জন্যও সার্জেন্ট ফজলুল হককে নির্দেশ দিলাম। কেননা, আমরা চলে গেলে যেসব মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্যান্য যুবক এখানে এসে হাজির হবে তারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়বে।

সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারের মত লেঃ জিয়া এসে গেল। সুন্দরবন এলাকায় সে পাকিস্তানী গানবোটের সামনে শত্রপক্ষের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ করে তার অঞ্চলকে সম্পুর্ণরূপে মুক্ত করেছে হানাদাররা নদী বরাবর তাদের

ঘাঁটিগুলো ছেড়ে দিয়ে খুলনার দিকে হেঁটে গিয়ে জড়ো হয়েছে। আমি স্থির করলাম যেসব গেরিলা খুলনার সীমান্ত বরাবর শত্রুহননে লিপ্ত, তাদেরকে খুলনা শহরের চারিদিকে সমাবেশ করে হানাদারদের পিছু হটার রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেব। মিত্র-বাহিনীর সার্বিক পরিকল্পনা মনে রেখে মাসের ১৫ তারিখে সাব-এরিয়া কমান্ডারদের নিয়ে আমাদের দপ্তরে একটা সম্মেলনে মিলিত হয়ে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। খুলনা শহরের নিকট রূপসা নদীর পশ্চিম তীরে। আক্রমণব্যূহ তৈরী করার জন্য লেঃ জিয়াকে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিলাম। বাগেরহাটে সুবেদার তাজুল ইসলামের অধীনে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তাদেরও লেঃ জিয়ার নিয়ন্ত্রণে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলাম। শত্রুপক্ষ যাতে নৌ- পথে ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য জৈনক মিঃ নোমানউল্লাহকে তেরখাদা ও মোল্লাহাটে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তাঁদের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে খুলনার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সতর্ক থাকতে বললাম। আরও যেন পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত থাকে। খুলনার দক্ষিণে পাইকগাছা, তালা ও আশাশুনি অঞ্চলে সেকেন্ড লেঃ আরেফিন গেরিলাদের হিসাবে কর্মরত ছিল। তাকে বললাম, সে যেন গেরিলাদের সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে খুলনা শহরের কাছাকাছি কোথাও প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ক্যাপ্টেন হুদার অধীনে দুই ব্যাটালিয়নের বেশী যোদ্ধা ছিল। তাকেও সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলাম। বসন্তপুরে শত্রুপক্ষের অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। বসন্তপুর আমাদের খুবই নিকটে। একান থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করে গুরুত্বপূর্ণ সাতক্ষীরা-দৌলতপর সড়কে শত্রুমুক্ত করে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে দায়িত্ব দিলাম। খুলনা শহরের চারিদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জড়ো করে রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দকরদার আমলে বিহারীরা বাঙালী মুসলমানদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল তারই প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ব্যাপক হারে বিহারী নিধন আরম্ভ হবে এবং সারাদেশ জুড়ে নেমে আসবে বিশৃংখলা। এই আশংকা করেই উপরোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। উল্লিখিত পরিকল্পনা ছাড়াও আমি দুটো দলকে প্রস্তুত করে বেগের নেতৃত্বাদননে বরিশালের দিকে নৌকায় পাঠিয়ে নিলাম। প্রথম দলটি ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে বরিশালের উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে আর দ্বিতীয় দলটিকে সেকেন্ড লেঃ মুয়িনের নেতৃত্বে পটুয়াখালী পৌঁছানো হলো । কথা প্রসংগে বলতে হয় সেকেন্ড লেঃ মুয়িন মিত্র বাহিনীর অধননে বিহার প্রবেশের ‘মুর্তিহতে বাংলাদেশের ক্রাম ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করে আরও চারজন তরুণ অফিসারসহ প্রথম দলে অক্টোবর মাসে আমার কাছে আসে। তারা তিনমাসের ক্রাশ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। এই তিনজন অফিসার হলো- সেকেন্ড লেঃ মোহাম্মদ অলি, আহসানউল্লাহ এবং শচীন্দ্র। তাদের সবাইকে ক্যাপ্টেন হুদার বাহিনীতে কাজ করার জন্য দেয়া হলো। বয়সে সবাই নবীন, কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। যাহোক, নির্দেশ মোতাবেক লেঃ জিয়া, নোমান ও আরেফিন স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেল। বসন্তপুরের উপর যে কোন সময় আঘাত হানার জন্য ক্যাপ্টেন হুদা প্রস্তুত হয়ে রইল।এই সময়ে লেঃ জিয়াকে একটা বেতারযন্ত্র যোগাড় করে দিলাম। ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে মনের গভীরে একটা প্রশ্ন উকি দিলে নিজেই বিস্মিত হলাম- এইবার কি সত্যিই আমরা খুলনা যাচ্ছি?

ওদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছিলাম তা আমরা কানে অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। স্বপ্নাবিষ্টের মত মনে হলো, ওগুলো যেন আমাকেই উল্টে পরিহাস করছে। কেননা, দালালও হানাদার পরিবেষ্টিত খুলনার মত বিপজ্জনক শহরে এত শীগগীর প্রবেশ করতে পারবো- একথা কল্পনাও করতে পারিনি। যদিও স্থানীয় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও কমপক্ষে পাঁচ হাজার গেরিলা খুলনা শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল, তবুও হানাদারদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে আমরা ছিলাম সন্দিহান।

সমস্ত শংকা, সমস্ত ভয় উবে গেল। চরম লগ্নটি সমাগত। পবিত্র ঈদের দিন সকালবেলা, ১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর-ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনে কয়েকবার শব্দ হতেই রিসিভারটা কানের কাছে নিলামঃ অত্যন্ত সুখবর। প্রসংশনীয় তৎপরতা। অবস্থান মজবুত করে টিকিয়ে রাখো । কুত্তাগুলোকে পিছু পিছু ধাওয়া করো।’

আনন্দ-উত্তেজনায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম। ক্যাপ্টেন হুদা মুক্তিযোদ্ধদের নিয়ে বসন্তপুর, কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জে শত্রুর অবস্থানের উপর চরম আঘাত হেনে এই ঘঁটিগুলো আমাদের কব্জায় এনেছে। কি ভয়ংকর উত্তেজনা। ক্যাপ্টেন হুদা কথা বলতে পারছিল না। তার বাক রুদ্ধ হয়ে এলো। উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের অফুরন্ত আনন্দে আমরা সবই বিস্ময়াভিভূত, হতবাক। হুদা ও তার সাথের মুক্তিসেনাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানালাম। বললাম যে, শত্রুর উপর আঘাতের ক্ষিপ্রতা ও তার গতিবেগ যেন পুরোপুরি রক্ষা করা হয়। আনন্দ ও উত্তেজনায় এতটা আত্মহারা যে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই পবিত্র দিনটিতে বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অভিযান শুরু হলো। স্কুল শিক্ষক মিঃ শাহজাহানকে পারুলিয়া রোডের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম। কেননা বসন্তপুর ও কালিগঞ্জ ঘাঁটি থেকে শত্রুবাহিনীকে এই পথ দিয়েই পালাতে হবে এবং এটাই একমাত্র পাকা রাস্তা। একই সংগে মিঃ চৌধুরীর নেতৃত্বে ষাটজন মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে পারুলিয়া ব্রীজটা অক্ষত অবস্থায় অধিকার করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। মিঃ চৌধুরী পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন অভিজ্ঞ নাবিক। বেশ হাসিখুশী। কঠোর প্রকৃতির এই মানুষটি আমার পরিকল্পনায় খুশী হয়ে যাত্রার জন্য প্রস্ততি নিলো।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার পর আমি মোস্তফাকে নিয়ে স্থানটা স্বচক্ষে দেখার জন্য বসন্তপুরের দিকে রওনা হলাম। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ ইছামতির ওপার থেকে বসন্তপুর আমাদের কতবার ইশারায় আহবান জানিয়েছে। এক ঘন্টা পরে হিংগলগঞ্জে পৌঁছে দু'জন স্পীডবোট নদী পার হয়ে তীরে নামলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আজ কোন মেশিনগান গর্জে উঠলো না। আগে অবশ্যই কোন অতিথির পদার্পণ মাত্র মেশিনগানগুলো মুহূর্তে এক ঝলক আগুন ছুড়ে গর্জে উঠতো।

রক্তলাল সূর্যটাকে বুকে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা যখন পত্ পত্ করে উড্ডীন দেখলাম, তখন কি যে উত্তেজনা! ওই সূর্যটাকে স্বাগত জানাতে কত না রক্ত ঢালতে হয়েছে এই ইছামতির তীরে। সমুন্নত পতাকার নিচে দু'থেকে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা নীরবে দন্ডায়মান। শত্রুর কোন চিহ্ন নেই। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রেশন এবং চারিদিকে কুৎসিৎ ধবংসাবশেষ রেখে হানাদাররা পালিয়েছে।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবার জন্য আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল অনেক মুক্তিপাগল তরুণকে। ওদের মহান আত্মত্যাগের জন্যই আজ স্বাধীন বাংলার পতাকা সমুন্নত শিরে উড্ডীন রয়েছে। পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র দেখে আজ আর আমি উত্তেজিত হই না। আগে মাত্র একটা রাইফেল দেখে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। এখন এটা আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগলো।

বসন্তপুর অধিকার করে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবর্তে মন আমার বেদনাভরাক্রান্ত হয়ে উঠলো। নভেম্বরের শীতল বাতাসে উচুঁ বাঁধটার উপর দাঁড়িয়ে মানুষের এই বীভৎস কংকাল গুলোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কি মর্মান্তিক! ওরা রক্ত দিয়েছে, আমরা ও রক্ত দিয়েছি। সাক্ষী রয়েছে ওদের কংকালগুলো। স্বাধীনতা-পাগল আমার মুক্তিযোদ্ধাদের কংকালও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে-ওখানে।

এই মিশ্র অনুভূতি সম্বল করে কালিগঞ্জ ও নাজিমগঞ্জ পরিদর্শন করলাম। এই জায়গাগুলো কিছু ভাল বলে মনে হলো। কিছুটা প্রাণের স্পন্দন এখনও যেন বেঁচে আছে।

এখানে কিছু লোকজন দেখলাম। অনেক বাড়িঘর ধবংস্তুপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আবার অনেকগুলো নারকীয় অগ্ন্যুৎসবের বিকলাংগ চেহারা নিয়ে বীভৎসতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত দুঃখের মাঝেও যে ক'জন লোক আমরা এখানে পেয়েছিলাম, তারা আমাদের স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করলো না। স্থানীয় লোকজন বললো, গত রাত থেকেই হানাদাররা সাততাড়াতাড়িতে পালাতে শুরু করেছিল পলায়নপর হানাদারদের স্থানীয় লোকজন যখন জিজ্ঞেস করেছে' আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন ওরা কম্পিত স্বরে জবাব দিয়েছিল, মুক্তিরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, ওপরওয়ালাদের হুকুমমত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি।'

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হানাদাররা যে ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন হাসিতে ফেটে পড়লো। অনেক দামী ও লোভনীয় জিনিস রেখে যাওয়া ছাড়াও হানাদাররা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নদীতে ফেলে দেয়।

ক্যাপ্টেন হুদা রাতে বসন্তপুরের উপর আক্রমণ চালায়। জবাবে সারা রাত ধরে হানাদাররাও প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে। আর এই গোলাবর্ষণের আড়ালে রাতের আধাঁরে গা-ঢাকা দিয়ে শত্রুরা পালিয়ে যায়। ভোরে অবস্থা অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করায় হুদা, মুক্তিযোদ্বার একটি ছোট দলকে গ্রামের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে, যারা আমদের গোপনে সংবাদ সরবরাহ করতো, তাদের কাছ থেকে প্রথমে জানতে পারলো যে, হানাদাররা পালিয়ে গেছে।

সংবাদ পেয়ে হুদা এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে কালিগঞ্জ-সাতক্ষীরা রাস্তা ধরে একরকম দৌঁড়ে বসন্ত পুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। একটা ভাঙ্গা জীপ ছাড়া তার সাথে আর কোন যানবাহন ছিল না। জীপটা কিছুদিন আগে হানাদারদের কাছ থেকে অধিকার করা হয়। হানাদাররা তখনও পালাচ্ছিল। প্রশংসনীয় উদ্যম ও মনোবল নিয়ে ক্যাপ্টন হুদা দীর্ঘ বারো মাইল পথ হেঁটে তার বাহিনীসহ মিঃ শাজাহানের লোকদের কাছে পৌঁছে হানাদারদের সম্মুখ থেকে আঘাত হানলো, তখন ওরা দিশেহারা হয়ে পারুলিয়ার দিকে পালাতে শুরু করে। ওদিকে মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বে টাকি থেকে যে সৈন্যদলটি এসেছিল, তারা পলায়নপর হানাদার বাহিনীর একটি দলকে মাঝপথে অবরোধ করে ফেললো। এদিকে হুদা জানতে পারলো যে, হানাদাররা পারুলিয়া সেতু উড়িয়ে দিয়ে ওপারে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। সেতুর চার মাইল দুরে অবস্থান নিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা দ্রুত মিঃ চৌধুরী ও শাজাহানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীকে তার লোক জনদের একত্র করে পুনর্বিন্যাস করলো।

সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে আটটি কোম্পানীতে বিভক্ত করে লেঃ মোহাম্মদ আলী, লে আহসানউল্লাহ, লেঃ শচীন্দ্র ও মিঃ চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়ে রাতের অন্ধকারে ব্রীজের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। হানাদাররা পালাবার আগেই ব্রীজের ওপারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিল তাছাড়াও ব্রীজের চার মাইল পিছনে আলিপুর নামক একটি জায়গায় তাদের একটি শক্তিশালী আর্টিলারী রেজিমেন্ট ছিল।

ওই রাতেই আমি অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন করলাম। তখন পাক-হানাদার ও আমাদের মধ্যে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হচ্ছিল। আমাদের বাঁ- দিকে মিঃ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন ৮নং সেক্টরের সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। মিঃমাহবুব একজন পি-এস-পি অফিসার। কর্মদক্ষতার জন্য তাকে মেজর পদে উন্নীত করা হয়। তিনি সাহসী ও বুদ্ধিমান। আঘাততের পর আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে আমরা কোন সাহায্যকারী সৈন্য পাইনি।

৭২নং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের অধিকৃত জায়গাগুলো, যেমন বসন্তপুর ও কালিগঞ্জের উপরে তাদারকী করতো। আর তাদের সাহায্য করতো পিছনে আবস্থানরত আমাদের মুক্তিবাহিনী। সুবেদার মেজর এ. জলিল ও লস্করের অধীনে মুক্তিবাহিনী এখানে কাজ করেছে। আমাদের সাথে মর্টার সজ্জিত মুক্তিবাহিনীর একটি দল ছিল। তারা শুধু হানাদারদের গোলাবর্ষণের জবাবে পাল্টা গুলি ছুড়তো। সুবেদার গফুর নামে একজন আভিজ্ঞ মর্টার শিক্ষক পাক-হানাদারদের গুলির জবাবে দক্ষতার সাথে পাল্টা গোলাবর্ষণ করে প্রত্যেকবারই শত্রুদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করতো। ভয়ানকভাবে কোণঠাসা হয়ে হানাদারদের মেশিনগানগুলো সব সময় গর্জন করতে লাগলো। যেহেতু আমাদের অবস্থানের চতুর্দিক হানাদারদের দৃষ্টির আওতায় সেজন্য রাত্রে বা দিনে পাহারায় বেরুনোর খুবই কষ্টকর ছিল। কিছুক্ষণর জন্য যুদ্ধ দানবটা দম নিয়ে পুর্নবার আক্রমণ করার জন্য। প্রস্তুতি নিতো।

২৩শে নভেম্বর পারুলিয়া থেকে চার মাইল দূরে আর একটা ব্রীজের পেছনে হানাদাররা সরে গেল। সরে যাবার আগে ওরাই এবার নৃশংসতার স্বাক্ষর রেখে গেল। এদিকে আমাদের সৈন্যরা সামনের দিকে আগ্রসর হতে

লাগলো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে হানাদাররা প্রথমে সাতক্ষীরায় ও পরে খুলনার দিকে পালাবার জন্য যুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার কৌশল অবলম্বন করেছে। এই ব্রীজের কাছ এসে উভয় পক্ষই মাঝে-মধ্যে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার করে গুলি বিনিময় করতো। এখানে মূর্তজা নামে একজন মুক্তিযোদ্ধ কে হারাতে হয়। সে অত্যন্ত সাহসী এবং অনেক যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। মাথায় বুলেটের আঘাত লাগার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ওকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কেননা, বুলেটের আঘাতে ওর মগজ বের হয়ে গিয়েচিল। যাহোক, আমরা সব সময় আত্মরক্ষামুলক আবস্থান থেকে শত্রুর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

হানাদাররা যে সমস্ত জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তার খবরটা কোলকাতার জনগণের কাছ খুব দ্রুত পৌঁছে গেল। মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করার জন্য সাংবাদিক,টিভি ক্যামরাম্যান এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আসতে লাগলেন।ইছামতীর পশ্চিম তীর লোকে লোকারণ্য, মনে হলো কোন জনাকীর্ণ মেলা। পরিদর্শনকারী দু'একটি দলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন? উত্তর এলো, মুক্তির আনন্দ, মেজর সাহেব- মুক্তির আনন্দ'।

মুক্তির আনন্দই যেন বৈধ পাসপোর্ট। শিগগিরই মুক্ত-অঞ্চল লোকের আগমনে সরগরম হয়ে উঠলো। কোলকাতা থেকে শরণার্থীরা দলে দলে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ফিরে আসতে লাগলো। আবার নতুন করে ঘর বাঁধার প্রবল ইচ্ছা।

এবার সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেব মুক্তাঞ্চল সফর করতে এলেন। তাঁকে আমি রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় নিয়ে গেলাম। কতকগুলো অসুবিধার জন্য সাতক্ষীরা থেকে আট মাইল দূরে আমাদের থামতে হয়েছিল।কি করে এই অসুবিধাগুলো দূর করা যায়, তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, সাতক্ষীরার পিছনে দু'দিক থেকে সৈন্য পঠিয়ে হানাদারদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়া এবং যাতে নতুন সৈন্য আমদানী করে শক্তি বৃদ্ধিকরতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দু'টো প্রধান রাস্তা দিয়ে সাতক্ষীরার সাথে চলাচল ব্যবস্থার সংযোগ সাধন করা হতো। একটা হলো, যশোর থেকে কদমতলা হয়ে- অপরটা হলো কালিগঞ্জ থেকে যে পথ ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম, সেই পথ। এ রাস্তাটা সাতক্ষীরার ভেতর দিয়ে দৌলতপুর-খুলনা পৌঁছেছে। স্থির করলাম, প্রত্যেকটি রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করবো।

২৯শে নভেম্বর, হাবিলদার আফজালের নেতৃত্বে দু'শো মুক্তিযোদ্ধার একটি দল সাতক্ষীরার পথে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু যেভাবে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সেইমত কাজ করতে ব্যর্থ হলো। তারপর লেঃ আহসানউল্লাহর সেতৃত্বে দু'শো মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকে ওই একই পথে পাঠানো হলো। আহসানইল্লাহ অত্যন্ত সাহসী যুবক। তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এগিয়ে যাবার প্রচন্ড শক্তি তার মধ্যে। ডানদিক থেকে একশো মুক্তিযোদ্ধার আর একটি দলকে মিঃ শাজাহানের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রাস্তায় ওঁৎ পেতে শত্রুকে আঘাত করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাপ্টেন হুদাকে বললাম যে, রাতের বেলায় আক্রমণাত্মক পাহারা দিয়ে শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাতক্ষীরা অধিকার এবং সৈন্যদের দ্রুত পুনর্গঠিত করে পলায়নের পর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৃহদাংশ নদীর ওপার থেকে দেবহাটায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখানে ভূতপূর্ব সি-এস-পি অফিসার মিঃ আতাউর রহমানের তত্বাবধানে পাঁচশো তরুণ যুবক নিয়ে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দিলাম। মিঃ আতাউর রহমান যুবক, কর্তব্যপরায়ণ। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সর্বান্তকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তার দান অপরিসীম। শীগগীরই ক্যাম্পের কার্যাকলাপ সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সব মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প পরিদর্শনে আসতে লাগলেন। অনেক গণ্যমান্য লোকজন সাথে নিয়ে ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মেঃ কামরুজ্জামান এই ক্যাম্প পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুশী হলেন। ছেলেরা' জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে মন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানালে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই সৌজন্যমুলক

পরিদর্শনে আমি খুশী হতে পারিনি। কেননা, সামনে এখনও অনেক দুস্তর পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত লেঃ আহসানইল্লাহর কাছ থেকে কোন ফলপ্রসূ খবর পাইনি। রাস্তায় ট্যাংকবিধবংসী মাইন পুঁতে শত্রুদের একটিমাত্র জীপ সে উড়িয়ে দিয়েছিল। রাস্তার ধার দিয়ে একটা সুদৃঢ় বাংকার তৈরী করে শত্রুপক্ষ অবস্থান নেয়ায় আহসানউল্লাহ ওদের কাছ ঘেঁষতে পারেনি। শত্রুদের অবস্থান থেকে দু'দিকে প্রায় দু'শো গজ পর্যন্ত উন্মুক্ত ধানক্ষেতও জলাশয়। সবকিছুই ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। ডানদিকে মিঃ শাজাহনের বেলায় সঠিক একই অসুবিধা। তাছাড়াও, রাজাকারদের কাছ থেকে তাকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। শত্রুদের পরিকল্পনা ছিল রাজাকার দ্বারা প্রতিরোধ তৈরী করে রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে সরে পড়া । সাতক্ষীরা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় শতকরা পঁচাশি জন লোক সামরিক চক্রের দালাল হিসাবে হানাদারদের সক্রিয় মদত যুগিয়েছে। তার ফলে সবকিছুই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ও চিরন্তন গতিকে কে রুখতে পারে? পুর্ব রণাঙ্গনেই শুধু পাকিস্তানী জেনরেলরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হলো না, পশ্চিম রণাঙ্গনেও রীতিমত হিমশিম খেয়ে উঠলো। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল যে রকম ব্লীসৎক্রীগ' কায়দায় আরবদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক একই কয়দায় পাক- সামরিক জান্তা তাদের বিমান বাহিনীর মিরেজ ও মিগ নিয়ে ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ রাত্রে ভারতের উপর হামলা চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধীও খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি ওই রাত্রেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পাক হামলার সমীচীন জবাব দিলেন। সুরায় বিভোর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল রাজনীতি সচেতন বাঙালীকে চিরদিনের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারবে এবং এই হীন উদ্দেশ্যেই সে ভারত আক্রমণ করে সমস্যাটার উপর আন্তর্জাতিক রং চাপিয়ে ভারতের সাথে একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চরমভাবে ব্যর্থ হলো।

৬ই ডিসেম্বর। বেলা ১১টার সময় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' মারফত ঘোষণা করা হলো যে, ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী অধীর আগ্রহে দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সংবাদটা শুনে মন থেকে চিন্তা ও উত্তেজনা দূরীভূত হলো। হঠাৎ স্বীকৃতির এই ঘোষণা শুনে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এই বিধস্ত অন্তর গর্বে ফুলে উঠলো। স্বীকৃতি শুধু ফাইলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রইল না বা বাতাসে মিলিয়ে গেল না। মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে প্রথম তিনদিনেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট অধিকার করে নিলো। সুদৃঢ় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পাক হানাদাররা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলো। প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, পাক বাহিনী যশোরে আমাদের প্রচন্ড বাধা দেবে। কেননা, যশোর ক্যান্টনমেন্ট দুর্ভেদ্য বলে মনে করা হতো । কিন্তু হানাদাররা তেমন কোন বাধা দিতে না পারায় মিত্রবাহিনী ও আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। অথচ মিত্রবাহিনীর কমান্ডাররা প্রথমে, মনে করেছিল যে, পাকিস্তানীদের উৎখাত করতে কমপক্ষে ১৫দিন সময় লাগবে।

অপর দিকে আমদের মুক্তিবাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে সাতক্ষীরা অধিকার করে সাতক্ষীরা দৌলতপুর রোড ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। সাতক্ষীরা অধিকার করে যে পরিমান অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানী তেল, রেশন ও অন্যান্য মুল্যবান জিনিসপত্র আমাদের হাতে এসেছিল, তা দিয়ে পুরো এক বছর যুদ্ধ করা যেতো। কিন্তু এই সময় অধিকৃত জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের কোন মোহ ছিল না। আমাদের একমাত্র মোহ, একমাত্র উত্তেজনা শুধু সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। ফেছনে মুক্তিবাহিনীর উপর ওইসব পরিত্যক্ত জিনিসের হেফাজতের ভার দিয়ে ক্যাপ্টেন হুদা তার বাহিনীর লোকজন নিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলো।

হানাদাররা পালাবার সময় প্রধান সেতুগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এর ফলে আমরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। দু'একটা জীপ ছাড়া আমাদের কাছে কোন যানবাহন ছিল না। এই জীপগুলো নানা উপায়ে পার

করা হতো। মিঃ ফজলুল হক ও সুলতানউদ্দীন আহমেদ যথাক্রমে সদর দপ্তর ও গেরিলা ক্যাম্পের সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। তাদের শেষ নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি ফিরে গেলাম।

চার্লি সেক্টর থেকে সর্বশেষ যে নির্দেশ পেলাম, তা হলো-অস্ত্রপাতি ছাড়া মুক্তিযোদ্ধদের বিদায় দিতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বিভিন্ন যুবকেন্দ্রের ম্যানেজাররা এম সি এ'রা স্বাধীনতার উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছেলেদের ফেলে রেখে যে যার মত আগেই চলে যায়। আর ছেলেরা পড়ে মহাসংকটে। বাংলাদেশে ফিরে যাবার মত কোন সম্বলই ছিল না তাদের। তারা আমার হেডকোয়ার্টরের চারিদিকে এসে ভীড় করলো এবং অনুরোধ জানালো যে তাদের জন্য যেন কোন বন্দোবস্ত করে দেই। আমার এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে ছেলেদের যাবার বন্দোবস্ত করার জন্য সুলতান ও হককে বলে দিলাম।

দিনটা ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। সবকিছুই এলোমেলো। কারুর দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। কাজকর্ম ফেলে রেখে সবই বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতে চায়। আমি তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু পিছনের কাজকর্ম গুছিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে অন্ততঃ এখানে থাকতে হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক বেগকে তার দলবলসহ গণ-পরিষদ সদস্য মিঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সাথে বরিশালে পাঠিয়ে দিলাম।

টাকি ও হাসনাবাদের দিকে চেয়ে মনটা কেঁদে উঠলো। মনে হলো, ওরা আজ বড্ড শূন্য, বড্ড নিঃসংগ। দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ অসংখ্য মুক্তিযেদ্ধা ও শরণার্থীর ভীড়ে কর্মচঞ্চল হাসনাবাদ ও টাকি আজ নীরব। যেন ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আমি ভয়ানক অন্তজ্বালা অনুভব করলাম। শেষবারের মত ইছামতী ও আমার হেডকোয়ার্টারের দিকে অশ্রুসজল চোখ দুটো বুলিয়ে মোস্তফাকে আমার জীপে উঠতে বললাম। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলাম, হক ও অন্যান্য সাথীদের দিকে। পরে খুলনায় এসে আমার সাথে যোগ দেয়ার জন্য ওদের নির্দেশ দিলাম এবং আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমি এগিয়ে চললাম। পিছনে পড়ে রইল স্মৃতিবিজড়িত হামসাবাদ, টাকি-চেনা-অচেনা মুখ ও হাসিকান্নার অনেক গল্প।

বিজয়ের আনন্দে আমার গাড়ী চাকাগুলো অসম্ভব দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো। আমি দৌলতপুর থেকে ১০ মাইল দূরে একটি স্কুলের কাছে আমার লোকজনদের সংগে মিলিত হলাম। এই জায়গাটার নাম শাহপুর। এখান থেকে একটি রাস্তা বের হয়ে যশোরর- খুলনার বড় রাস্তার সাথে ফুলতলার কাছে এসে মিশেছে।

ডিসেম্বরের ৯ তারিখের রাত। স্কুল থেকে অগবর্তী এলাকায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মাত্র এক মাইল দূরে। শত্রুপক্ষের অবস্থানের হাজার গজের মধ্যে মিলে এক কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। ৯ তারিখ রাত্রেই আমি ওদের কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু ওদের কাছে, পৌছানো দুঃসাধ্য ছিল। কেননা, ওরা তখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং স্থির করলাম, ১০ তারিখে ভোরে ওদের সাথে মিলিত হবো। রাতটা ভয়ানক রকমের অশান্ত। সারারাত ধরে দ'পক্ষের কামানগুলো অবিশ্রান্ত গর্জন করছিল। স্কুলের ছাদে উঠে আমি, মোস্তফা, ডাঃ শাজাহান ও হুদা দেখতে পেলাম সারা আকাশটা লালে লাল। কামানের গর্জনে স্কুলের ছাদটা থরথর করে কাঁপছে। খুবই উত্তেজক সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় করুণ, বড় নির্মম। কেননা, শত্রু মিত্র অনেক মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে হিংস্র কামানের গোলায়। সমস্ত রাত শুধু কামানের গর্জন আর গর্জন।

১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টা অতিবাহিত হলো অহেতুক উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও এক রকম বিশ্রামের মধ্য দিয়ে। মুক্তিসংগ্রামের শেষ পর্ব। দুঃখ ও আনন্দে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত। স্থানীয় লোকজন বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা। নানাভাবে আতিথ্য দেখিয়ে জনগণ আমাদের মুগ্ধ করলো। যেন আমরা সবাই একই সংসারের লোক, একই সুখ দুঃখের ভাগী। রাস্তার পার্শ্বে সেই স্কুলটায় যে সপ্তাহটা কাটিয়েছিলাম, তার পূর্ণাংগ চিত্র তুলে ধরার জন্য রণাংগনের ডাইরীর কিয়দংশ তুলে ধরছিঃ

১০ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ গত রাতে ঘুমাতে পারিনি। কামানগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। গুহায় আহত সিংহের মত কামানগুলো তবুও মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগলো। ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক মগ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে অগ্রবর্তী ঘাটিতে যুদ্ধরত সৈন্যদের কাছে গেলাম। এটা আমাদের দ্বিতীয় অবস্থান। সাতক্ষীরা দৌলতপুর রাস্তায় প্রায় একহাজার গজ সামনে মেজর ঠাকুরের নেতৃত্ব ১৩নং 'ডোগরা' পদাতিক বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল। অগ্রবর্তীদলের মর্টার সজ্জিত সৈন্য দলটিও এখানে অবস্থান নেয়। রাস্তার দু'দিকে খোলা জলাশয়, সব কিছুই চোখে পড়ে। রাস্তায় কোন রকম চলাচল করলেই শত্রুপক্ষের মেশিনগানগুলি গর্জে ওঠে। রাস্তাটা খুব উঁচু। খুলনায় অয়ারলেস স্টেশনের টাওয়ার ও দৌলতপুর পানির ট্যাংক ভালভাবে দেখা যায়। এত কাছে তবু সোজাসুজি যেতে পারছি না। খুলনাকে দেখে আমি খুবই তৃষ্ণার্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যেহেতু পিছন দিক থেকে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়, সেজন্য আমাদের সৈন্যরা দু'দিক থেকে অগ্রসর হতে লাগলো। তাছাড়া মিত্রবাহিনীর আগে আমাদের যাবার কথা নয়। কাজেই আমাদের পিছনে থেকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বললাম। ওদের অধিকাংশই খুলনার লোক। দেখলাম, ওদের মনোবল খুবই উঁচু। ওদের ঘরদোরের করুন দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো। স্কুলে ফিরে এসে আমাদের যা কিছু আছে সব একত্র করার জন্য হুদাকে বললাম।সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ট্রেঞ্চ খনন করে তার ভেতরে আমরা আশ্রয় নিলাম। কেননা, এই জায়গায় শত্রুপক্ষের কামানোর আওতায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সতর্ক হয়ে প্রস্তুত রইলাম। আকাঙ্ক্ষিত চরম লক্ষ্যবস্তুর কত কাছে আমরা-তবু কত দূরে।

১১ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ যে দৃশ্য দেখেছি, তা জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। দেখলাম, সাতক্ষীরা-দৌলতপুর রোড লোকে লোকারণ্য। বিভিন্ন যুবকেন্দ্র থেকে ওরা দলে দলে ফিরে আসছে। যতদূর চোখ যায় শুধু লোক আর লোক। কাঁধে ছোট ছোট বোঝা। রিক্ত, নিঃস্ব, সম্বলহীন। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে মানুষের কাফেলা। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, আমরা ওই রাস্তার উপরই ছিলাম, নইলে ওই রিক্ত মানুষগুলো হিংস্র শত্রুদের খপ্পরে পড়ে যেতো। সামনে অগ্রসর হতে বারণ ওদের থামিয়ে দিলাম।

একটা দোতলা দালান থাকার জন্য ঠিক করা হলো। ওদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওরা প্রত্যেকেই এসে অভিযোগের সুরে বললো, 'স্যার, আমাদের সাথে কোন টাকা-পয়সা নেই। এম-এন-এ, এম-পি-এ'রা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।' মুখগুলো শুষ্ক, কুঞ্চিত। কেননা, পঞ্চাশ মাইল পথ ওদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। মনটা আমার কেঁদে উঠলো। ওদের সান্ত্বনা দিয়ে একটা বড় লংগরখানা খোলার জন্য চৌধুরীকে বললাম। খুলনা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এখানেই থাকতে নির্দেশ দিলাম। চৌধুরীকে লংগরখানা দেখাশুনার ভার দিয়ে আমি হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম এবং ফুলতলা পৌঁছে ৯নং পদাতিক ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলাম। মেজর জেনারেল দলবীর সিং এই ডিভিশনের কমান্ডার।

ফুলতলা থেকে কিছু সামনে খুলনার দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে তার ডানপাশে একটি কৃষি কলেজের মধ্যে হেডকোয়ার্টারের অফিসাদি। মেজর জেনারেল সিং-এর দেখা না পেয়ে তাঁর স্টাফ অফিসারের সংগে দেখা করলাম। এই ডিভিশনের একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে তিন মাইল সামনে অবস্থান নিয়েছিল।

পাক হানাদাররা এখানে তীব্র প্রতিরোধ দিয়ে খুলনা-যশোর উপর মিত্রবাহিনী অগ্রগতি বন্ধ করে দিল। অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে লাগলো। মনে হলো, খুলনার শত্রুপক্ষ সুদৃঢ় ঘাঁটি গেড়েছে। সীমান্ত ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা জড়ো হয়েছে খুলনায়। কেননা, মুক্তিবাহিনী চতুর্দিক থেকে ওদের ঘিরে রেখেছে। হানাদাররা মিত্রবাহিনীর চাইতে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশী ভয় করতো ।

১৩ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ আমাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের সামনে শত্রুঘাঁটির উপর বিমান হামলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি, ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার মেজর ভট্টাচার্য, ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট দত্ত আমাদের দ্বিতীয় অবস্থানে বসে সারা দিন অপেক্ষা করলাম। মিঃ দত্তের নির্দেশে এই বিমান

হামলা পরিচালিত হচ্ছিল। বায়ুস্তর ভেদ করে বিমানগুলো উড়ে আসতেই মিঃ দত্ত বেতার যন্ত্র মারফত পাইলটদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং সঠিক লক্ষ্যস্থলের বর্ণনা দিয়ে আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। পাইলটদের ঠিকমত নির্ভূলভাবে লক্ষ্যবস্তু চিনে বারবার বিমান নিয়ে 'ড্রাইভ' দিতে লাগলো। হানাদারদের কোন বিমান বা বিমানধ্বংসী কামান না থাকায় তারা এই বিমান আক্রমণের কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। অসহায়ের মত শুধু মার খেতে লাগলো।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ মেজর জেনারেল দলবীর সিং-সাথে তাঁর হেডকোয়ার্টারে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম গাড়ীর ভেতর তিনি একটি ম্যাপ দেখছেন এবং খুবই ব্যস্ত। তাঁকে ভয়ানক বিরক্ত ও রাগান্বিত মনে হলো। কেননা, প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করার পরও তিনি এগুতে পারছিলেন না। তার অগ্রগতি থেমে গিয়েছেল।

ভারতের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ' অল ইন্ডিয়া রেডিও মারফত ঘোষণা করলেন যে, আত্মসমর্পনকারী সৈন্যদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। তৎসত্ত্বেও শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

জেনারেল দলবীর সিং তাঁর একটি বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কাছে আমার কাছে কয়েকজন দক্ষ লোক চাইলেন। উদ্দেশ্য, শত্রুদের বাঁদিক থেকে আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করে ফেলা। তাড়াতাড়ি হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে খুলনার পথ-ঘাট যাদের ভাল জানা আছে এ-রকম পাঁচজন আমি নির্বাচিত করলাম।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ গতরাতে মুষলধারে বৃষ্টি থাকার মিত্র-বাহিনী সামনে এগুতে পারলো না। আজকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। এদিকে লেঃ দত্তের তত্ত্বাবধানে দৌলতপুর ও খুলনার কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিমান হামলা চালানো হলো। বারবার বিমান হামলায় খুলনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে মনে ব্যথা অনুভব করলাম এবং পাক হানাদাররা এখনও আত্মসমর্পণ না করায় মনে মনে ওদের অভিশাপ দিতে লাগলাম। আজকে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায়। ক্যাম্পর আর একজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি ভেবে ট্রিগারে টিপ দেয়, যার ফলে এই মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারনা হয়। মুক্তিযোদ্ধাটি একজন এস-এস-সি পরীক্ষার্থী। মুকড়া স্কুল প্রাঙ্গণে ওকে সমাহিত করা হয়েছিল। স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম, তারা যেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার নামে স্কুলটির নামকরণ করে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালঃ দিনটা মেঘাচ্ছন্ন। কিছুটা ক্লান্তিও বিষণ্ন বোধ করতে লাগলাম। গতরাত্রের পরিকল্পনামাফিক মিত্র বাহিনীর এক'স্কোয়াড্রন ট্যাংক' খুলানার দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফলাফলের কোন খবর পেলাম না।

সকাল দশটা। শাহপুর স্কুলে কতকগুলো ছেলের দাঁড়িয়ে সাথে ছিলাম। ক্যাপ্টেন হুদার জীপ এসে থামতেই সে একটা দুষ্ট ছেলের মত লাফিয়ে পড়ে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।এ-রকম করতে আগে তাকে কখনও দেখিনি। তার এই ব্যবহার দেখে খবই বিস্মিত হলাম। সে এক রকম কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'অত্যন্ত সুখবর স্যার, পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল জ্যাকপ ইতিমধ্যে ঢাকায় অবতরণ করেছেন।'

সংবাদটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। কেননা, কল্পনাও করতে পারিনি যে, ওই হিংস্র পশুগুলো এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করবে। তবুও এ সংবাদটা শুনে আমার সারা দেহে তপ্ত রক্তস্রোত বইতে লাগলো। চিৎকার করে ছেলেদের উদ্দেশ্য বললাম, 'আমরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি।'

আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। ছেলেরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ডিগবাজি খেয়ে ঘাসের উপর গড়াগড়ি করতে লাগলো। সবাই এক সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তোমার নেতা, আমার নেতা-শেখ মুজিব।'

আমি এবং হুদা মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের সদর দপ্তরে গিয়ে মেজর জেনারেল দলবীর সিংহকে তাঁর বাহিনীর অপর দু'জন অধিনায়কসহ খোশ মেজাজে বসা দেখলাম। আমাদের দেখে তাঁরা সবাই উল্লসিত হলেন এবং আমাদের স্বাগত জানালেন।

সময় বেলা ১২টা। কামানগুলো নীরব। আমরা একটা ট্রানজিস্টারের কাছে বসে ঢাকার খবরাখবর শুনতে লাগলাম। শুনলাম পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজী তাঁর অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে সকাল সাতটায় মিত্র-বাহিনীর লেঃ জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন।একদিকে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের আনন্দ, অপরদিকে ওদের অপমানজনক পরাজয়ের তীব্র গ্লানি।

যাহোক, এদিকে খুলনাকে নিয়ে বড্ড দুর্ভাবনায় পড়লাম। তখন পর্যন্ত এখানকার শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণ করার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। উত্তেজনায় জেনারেল দলবীর সিং টেবিল ধাপড়ে বললেন, 'যদি ওই শয়তানগুলো এখন আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আমার নিকট যে গোলন্দাজ বাহিনী আছে, তা পাঠিয়ে দিয়ে ওদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেব।'

সময়ের চাকাটা ঠিকমতই চলতে লাগলো। কিন্তু আমাদের সামনে যে শত্রু রয়েছে, তারা যেন স্থবির। সবাই আমরা বসে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এইবার বুঝি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করবে। সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু আত্মসমর্পণের কোন আভাস পাওয়া গেল না। আজ ঢাকার শত্রুপক্ষ আত্মসর্পণ করলো। কিন্তু খুলনায় আত্মসমর্পণ করতে ওরা অস্বীকৃতি জানালো। মনে হলো, খুলনায় শত্রুপক্ষের কমান্ডার অত্যন্ত শক্ত লোক। আমি আমার হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম।

রাতটা ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটলো। আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না। মিত্রবাহিনীর কামানগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে প্রত্যুত্তরে শত্রুপক্ষের কাছ থেকেও জবাব আসছিল। ওদের গোলাবারুদ হয়তো শেষ হয়ে আসছে। আমি আশাবাদী ছিলাম যে, আগামীকালই আমরা বিজয়ীর বেশে খুলনায় প্রবেশ করতে পারবো। বিগত ন'মাসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

১৭ই ডিসেম্বর,১৯৭১ সালঃ গত রাতে ক্যাপ্টেন হুদার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশ লোককে লেঃ মোহাম্মদ আলির তত্তাবধানে দৌলতপুর রোড দিয়ে খুলনায় পাঠিয়ে দিতে হবে। ওদের ভেতর ষাটজন মুক্তিযোদ্ধাকে গাড়িতে চাপিয়ে প্রস্তুত করে রাখলাম, যেন ওরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমাদের সাথে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। সকাল বেলা সবাই প্রস্তুত। চরম বিজয়ের অভিযানের উত্তেজনায় সবাই কাপঁছে। ক্যাপ্টেন হুদা, ডাঃ শাজাহান ও মোস্তাফাকে সাথে নিয়ে সকাল সাতটার মিত্রবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছালাম। গাড়ীতে যেসব মুক্তিযোদ্ধা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল তারা আমাদের পিছে পিছে রওনা হলো। রাস্তায় শত শত গাড়ীর ভীড়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন মিত্রবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে গাড়ী ছাড়ার সংকেত সবুজ বাতি জ্বলে উঠবে এবং খুলনার দিকে অগ্রসর হবে। মিলিটারী পুলিশ স্ট্যান্ডের নিকট সবার আগে আমাদের গাড়ী দাঁড় করালাম। ৯নং মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে আমাকে স্বীকৃতি দেয়ায় মিত্র বাহিনী আমাকে গাড়ী পার্ক করার অনুমতি দিল। অন্যথায় কোন বেসামরিক লোককে মিলিটারী পোস্টের একশো গজের মধ্যে গাড়ী পার্ক করার অনুমতি দেয়া হতো না। পিছন দিকে চেয়ে দেখলাম অসংখ্য দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার গাড়ীর চারদিকে ভিড় করে আছে। আমি হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।কারও উপর কারো নিয়ন্ত্রন ছিল না। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত। বিজয়ের লগ্নটা আজ কত না প্রাণবন্ত। প্রতিটি মুহূর্ত

উত্তেজনাময়-ঐতিহাসিক।প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস বিজয়ের আনন্দে মুখর। বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের ফলশ্রুতি। সবাইকে খুশী মনে হলো।কিন্তু অন্তর খুলে কেউ হাসতে পারলো না। মনের অস্থিরতায় সবাই আড়ষ্ট হয়ে এলো।

জেনারেল দলবীর সিং-এর সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অধীর আগ্রগে অপেক্ষা করছেন। কেননা, প্রধান স্টাফ অফিসার, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডার নিয়ে ইতিমধ্যেই রওনা হয়েছেন। এখনও এসে পৌঁছাননি। সময় অতি মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি ঘণ্টা। মিত্রবাহিনীর ৯নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার কর্নেল দেশ পান্ডে জেনারেল দলবীর সিংকে বললেন, 'ব্রিগ্রেডিয়ার হায়াত খান ও তাঁর সাথের সাতজন লেঃ কর্নেল এসে পৌঁছে গেছেন।'

উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। জেনারেল দলবীর সিং গভীর স্বরে হুকুম দিলেন, 'ওদের এখানে নিয়ে আসুন।' আমরা হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর তলায় বসা ছিলাম। নিচের দিকে চাইতেই দেখলাম সাংঘাতিক অবস্থা।সামরিক বাহিনী ফটোগ্রাফাররা আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডারদের ফটো নেয়ার জন্য, ওরা গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে ঘিরে ধরলো। এত ভীড় যে, নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উৎসাহী সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা এতদিন ধরে পাগলের মত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

যাহোক, পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে আসা হলো। আমি চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম ওদের ভেতর আমার চেনা কেউ আছে কিনা। হ্যাঁ, ওদের ভেতর আমার চেনা দু'জন ছিল। একজনের নাম লেঃ কর্নেল ইমতিয়াজ ভয়ায়েচ। পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীতে যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম তখন ওখানে তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরজন লেঃ কর্নেল শামস্। তার সাথে আম জানা শোনা ছিল। ব্রিগেডিয়ার হায়াতকেও একবার কি দু'বার পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছি। তখন তাঁদের মনে হতো খুব ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁরাই অভদ্র, অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। বসতে তাঁদের চেয়ারে দেয়া হলো। জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন তাদের সাথে। বিজয়ী ও বিজিতের কোন সামঞ্জস্য রাখলেন না। তিনি ওদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। জেনারেল দলবীর সিং-এর মার্জিত রুচিবোধ ও ব্যবহার দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ব্রিগেডিয়ার হায়াতের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই যে ইনি হচ্ছেন মুক্তি-কমান্ডার। আগে আপনাদেরই একজন ছিলেন।'

আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় সমাপ্ত হলো। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার ব্রিগেড মেজরকে ডেকে বললেন, মেজর ফিরোজ, তুমি এখনই চলে যাও এবং সৈন্যদের হুকুম শুনিয়ে দাও, যে যেখানে আছে সেখানেই অস্ত্র সম্বরণ করতে। ওদের বলে দিও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।'

শেষের কথাগুলো যখন তিনি উচ্চারণ করলেন, তখন তাঁর সারা মুখমন্ডলে বেদনা ও গ্লানির উৎকট রেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠলো। বেলা এগারটার সময় মেজর ফিরোজ তার সাথের অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে জীপে করে খুলনার দিকে রওনা হলেন। ঠিক তাঁর পিছনেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান। তাঁর পিছনে ৯নং ডিভিশনের একটা জীপে আমি ও লেঃ কর্নেল দত্ত পাশাপাশি বসা। মিঃ দত্তকে বেসামরিক গণসংযোগ অফিসারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের জীপের পিছনে ক্যাপ্টেন হুদা, মোস্তাফা ও ডাঃ শাজাহান।

আত্মসমর্পণকারী পাক-সৈন্যরা রাস্তার দু'ধারে অবস্থান গেড়ে বসেছিল। এই রক্তপিপাসু নরখাদকরা আজ বন্দী। অবনত মস্তকে মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছে।দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী ইতালীয় সৈন্যের মত হানাদাররা দীর্ঘ লাইন দিয়ে চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমরা খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের ভেতর ঢুকলাম। এখানে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের হেডকোয়ার্টার। চারিদিক শান্ত,নীবর। মিত্রবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ারের তত্তাবধানে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে এলো। চেয়ারে বসে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্ব পাকিস্তানে বসে শেষবারের মত এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া দেবার মত আমার কিছুই নেই।'

'মৃত পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ বলবেন কি? আমি একথা বলতেই ব্রিগেডিয়ার হায়াত অসহায়ের মত আমার দিকে চেয়ে রইলেন। উপায়ন্তর না দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করে নিলেন। চা খেয়ে আমরা সবাই সার্কিট হাউসে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দকর। আমরা খুলনা শহরের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার দু'পাশের লোকজন গগনবিদায়ী চিৎকারে আমাদের স্বাগত জানালো। 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। আজ মনে হলো 'জয় বাংলা' বাস্তব সত্য। প্রত্যেক বাড়ির চূড়ায়, দোকানে বাংলাদেশের পতাকা। প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। হাত নেড়ে উল্লসিত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিলাম। সবার মুখেই হাসি। শিগগিরই আমরা সার্কিট হাউজে পোঁছালাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এদিকে আসতে লাগলো। সার্কিট হাউসের উপরে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুকটা গর্বে ফুলে উঠলো। সমুন্নত পতাকার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। হাজার হাজার উৎসুক মানুষ সার্কিট হাউস ঘিড়ে রয়েছে এবং সবাই সামনে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা নিরীহ বাঙালীদের উপর এতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের একনজর দেখার জন্য জনতা বাঁধভাঙা স্রোতের মত ছুটে আসতে চাইলো। জনতার অসম্ভব ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করা হয়েছে।কিন্তু জনতার চাপ এত বেশী যে, মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই ওদের সামলাতে পারছে না। সার্কিট হাউজের দরজায় নামতেই এত ভীড়ের মধ্যেও পিষ্ট হতে হতে জনতা আমাদের দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কেউ আনন্দে হাততালি দেয়, কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, কেউবা পাগলের মত ছুটে এসে চুমু খায়। কি অপূর্ব দৃশ্য! মানবতার কি মহান বহিঃপ্রকাশ। সব হারাবার দুর্বিষহ জ্বালা ভুলে গিয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্যকে কত আপন করে কাছে নিতে চায়। মহামানবের তীর্থসলিলে অবগাহন করে অবহেলিত জনতা আজ যেন নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা আজ মুক্ত, ওরা আজ স্বাধীন। প্রতিটি জিনিস আজ নিজস্ব। ইতিমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার জেনারেল দলবীর সিংকে নিয়ে সার্কিট হাউজে অবতরণ করলো। লম্বা, উন্নত চেহারার অধিকারী জেনারেল দলবীর সিং সার্কিট হাউজ পর্যন্ত হেঁটে আসলেন এবং আত্মসমর্পণের পর্বের খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। সবুজ ঘাসের উপর লাল কার্পেট বিছানো। তার উপর একটি টেবিল ও একটা চেয়ার।

ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সমাগত। সুশিক্ষিত আট হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ। যে দাম্ভিক পাকিস্তানী সৈন্যরা হিংস্র কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতো, তারা আজ নিরীহ মেষশাবকের মত আত্মসমর্পণ করলো। জেনারেল দলবীর সিং চেয়ারে উপবিষ্ট। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান তার সাথের আটজন কর্নেল নিয়ে মার্চ করে তাঁর সামনে এসে থামলেন। পাকিস্তানী কমান্ডাররা যখন সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে মার্চ করে আসছিল, তখন বাইরে আপেক্ষমাণ হাজার লোক আনন্দে ফেটে পড়লো। কেউ হাততালি দেয়। কেউবা শিস দেয়। কি গ্লানিকর পরাজয়! কত বড় শাস্তিমূলক অনুষ্ঠান। জেনারেল দলবীর সিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাকিস্তানী অপরাধীগুলো এটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধা। জেনারেল দলবীর সিং আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ করলেন এবং পা-বাহিনীর পরাজিত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান মাথা নুইয়ে কম্পিত হাতে দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। সোজা হয়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান ও তাঁর সাথের অন্যান্য অফিসাররা কোমরের বেল্ট খুলে মিত্রবাহিনীর কাছে অর্পণ করলেন। এই সময় সমস্ত ফটোগ্রাফার ফটো নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। দেখে মনে হলো যেন একটা বিয়ের পর্ব। উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পক্ষে এই রকম গ্লানিকর আত্মসমর্পণ আমি আর কখনও দেখিনি। অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। ৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমী দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম*
১৫-১০-১৯৭৪

নয় নম্বর সেক্টর গঠন করা হয় খুলনায় কিছু অংশ, ফরিদপুরের কিছু অংশ এবং পুরো বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম,এ,জলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে মে মাসের শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকায় আমি, লেঃ নাসির, ক্যাপ্টেন হুদা, লেঃ জিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। মে থেকে জুলাই পর্যন্ত বরিশাল ও পটুয়াখালী আর্মি খুলনার সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয়া এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্যাপ্টেন হুদা ছিলেন। জুলাইয়ের পর থেকে নয় নম্বর সেক্টর পুনরায় সংগঠিত করা হয় এবং বরিশাল জেলার দায়িত্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন শাহজাহানকে (ওমর), পটুয়াখালী আমাকে, সুন্দরবন ও খুলনার কিছু অংশ লেঃ জিয়াকে দেয়া হয়। পিরোজপুর ও বাগেরহাট এলাকা সুবেদার তাজুল ইসলামকে এবং ক্যাপ্টেন হুদাকে খুলনার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেক্টর হেডকোয়ার্টার টাকীতে ছিলেন মেজর জলিল। এর এডজুট্যান্ট ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মফিজ। এদের সাথে ছিল ক্যাপ্টেন আরেফিন। নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান ছিলেন সুবেদার গোলাম আজম। নয় নম্বর সেক্টরের নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম, ইউ, আলম। সুন্দরবনে লেঃ জিয়ার অধীনে ছিলেন ফুল মিয়া ও মধু।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি পটুয়াখালী জেলার ১০টা থানা এলাকার লোকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। কিন্তু আমাদের অস্ত্রের খুবই অভাব ছিল। তাই স্থির হল স্থানীয় এলাকার লোকদের যাদের বন্দুক আছে তা যোগাড় করতে হবে। বন্দুক বেশীর ভাগ মুসলিম লীগারদের হাতে ছিল, তাই বাধ্য হয়ে রাতে আক্রমণ চালিয়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিতে থাকি। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আমাদের খাদ্যেরও অভাব ছিল। তাই বড় বড় মহহাজনদের বাধ্য করি খাদ্যশস্য দিতে। মুক্তিযুদ্ধের জন্য লোক ভর্তি করা হতে থাকে। প্রথমে আমাদের কার্যকলাপ তিনটি থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। থানা তিনটি ছিল মঠবাড়িয়া, বেতাগী ও বামনা।এসময় আমার বাহিনীর হাতে ১৫/২০টা রাইফেল ও ৩০/৪০টা বন্দুক ছিল। কিন্তু গোলাবারুদের খুবই অভাব ছিল। আমরা এ সময় মাঝে মাঝে থানা আক্রমণ করে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে থাকি।

ইতিমধ্যে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নাম করে গ্রামে গ্রামে ডাকাতি শুরু করে দেয়। ফলে জনমনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। জনগণ সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম শুনলে ভয় পেয়ে যেত। আমি বুঝতে পারলাম জনগণকে দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের সংগ্রাম ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনসমর্থন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চালানো সম্বব নয়।

পটুয়াখালী জেলার ১০টি থানার প্রতি দুটি থানা মিলিয়ে একটি করে জোন গঠন করি। পটুয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। এক থানা থেকে আর এক থানার বেশ দূরত্ব ছিল।তাই এই সময় পটুয়াখালী জেলার মোট ৫টা জোন ছিল ও শুধু মঠবাড়িয়া থানার একটা জোন করা হয়। এক-একটা জোনে ১০/১৫টা বন্দুক ও ৪/৫টা রাইফেল দিয়ে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দিই। তাদের কাজ ছিল কোন এলাকায় ডাকাতি আরম্ভ হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ডাকাতদের দমন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা কোন এলাকায় ডাকাতি হবে শুনলে

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনেক নৌকা নিয়ে সেখানে চলে যেত। ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করা হত। এভাবে জনগনের মনোবল ফিরিয়ে আনা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যে এলাকা দিয়ে যেত, সেখানে ‘জয়বাংলা’ বঙ্গবন্ধু ‘জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি শ্লোগান দিত। এসব শ্লোগান এবং অনেক নৌকা দেখে জনগনের মনে ধারনা হত এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা এসে গেছে। এভাবে জনগনের মনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জাগানো হয়। ইতিমধ্যে থানাতে থানাতে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জনগণের নিয়ে থানা সংগ্রাম পরিষদ পুনরায় গঠন করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমি খবর পাই মেজর জলিল প্রাণে বেঁচে আবার পশ্চিম বাংলার গেছেন এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন। খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরের কিয়দংশ এবং পটুয়াখালীকে নিয়ে একটা সেক্টর গঠন করা হয়েছে। এই সেক্টর ৯ নম্বর সেক্টর হিসাবে পরিচিত। এবং কমান্ডার হয়েছেন মেজর জলিল। আমি মেজর জলিলের কাছে লোক পাঠাই কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়ার জন্য। কেননা, এ সময়ে আমার হাতে সামান্য কিছু রাইফেল ও বন্দুক ছিল কিছু কিন্তু গোলাবারুদ একেবারেই ছিল না। আমাদের অনেক সময় ৫০০ টাকা দিয়ে অনেক লোকের কাছ থেকে রাইফেল ও বেশকিছু টাকা দিয়ে গোলাবারুদ যোগাড় করতে হয়। তিনি আমাকে খবর পাঠান এ ব্যাপারে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি আরও নির্দেশ দিয়ে পাঠান মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

আমি কোন সময়ে ব্যক্তিগতভাবে পটুয়াখালী ও বরিশাল ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, এলাকার জনগনের সাথে ঠিকমত কাজ করলে এখানে থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পাবর। জনগনই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তি। তাদেরকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে আমরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হব। বার বার শত্রুকে আঘাত করে দুর্বল করে দিতে পারলেই আমাদের লক্ষ্যে আমরা সহজেই পৌঁছতে পারব। ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি এলাকার জনগণকে ছেড়ে ভারতে যাইনি। তাদের মধ্যে থেকেই শত্রুদের আঘাত করে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

মেজর জলিলের নির্দেশ পাবার পর আমি সমগ্র পটুয়াখালী জেলাকে ৫টি এলাকায় ভাগ করি এবং ৫ জনকে এর নেতৃত্ব দিই। বামনা-পাথরঘাটা থানার দায়িত্ব দিই আলমগীরের হাতে। বেতাগী ও বরগুনা থানার দায়িত্ব থাকে হাবিলদার জলফু মিয়ার কাছে। আমতলী খেপুপাড়ার দায়িত্ব দিই নায়েব সুবেদার হাতেমের হাতে। গলাচিপা ও পটুয়াখালী ভার দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হুদার হাতে। মির্জাগঞ্জ ও বাউফলের দায়িত্ব দিই আলতাফ হায়দার ও হাবিলদার বাকেরের কাছে। এদের আমি নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে সমগ্র এলাকায় রেকি করে ঘাঁটি গড়ে তোলার নির্দেশ দেই। কেননা নিজেদের ঘাঁটি না গড়ে তুলতে পারলে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, এটা বুঝেছিলাম। আমার নির্দেশমত তারা নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। তাদের আমি বলি অস্ত্রশস্ত্র পেলেই তাদের পৌঁছে দিব। মঠবাড়িয়ার ও বামনা থানার কিছু অংশ নিয়ে বুকাবুনিয়াতে সদর দপ্তর স্থাপন করি, যেখানে আমার অধীনে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মজিদ ছিল। এছাড়াও বুকাবুনিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প গঠন করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো নয় মাসই এখানে পটুয়াখালী জেলার উৎসাহী যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত এবং ক্যাম্পকে একটা স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন এই ক্যাম্প চারবার পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বুকাবুনিয়া ক্যাম্পের প্রশিক্ষণের দায়িত্বভার দিই সুবেদার আনসার আলীর হাতে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এখানে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাকসেনারা বুকাবুনিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করার সাহস পায়নি। এছাড়াও পরবর্তীকালে মঠবাড়িয়া থানার রাজার হাট, বেতাগী থানার করুনায় মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। এই দুটি ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে নায়েক আজিজ ও হাবিলদার গোলাম মাওলার কাছে। পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে আমার মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় প্রতিদিনই গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে রাজাকার, পুলিশ ও পাকসেনাদের কাছ থেকে কিছু অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে শুরু করে।

ইতিমধ্যেই আমি খবর পাই লেঃ জিয়া সুন্দরবনে আছেন এবং মেজর জলিল তার কাছে আমার জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের জন্য রুহুল আমিনকে নিয়ে আমি লেঃ জিয়ার কাছে সুন্দরবনে যাই। সুন্দরবনের বগীতে ফুল মিয়া একটা ঘাঁটি গেড়েছেন। সেখানে রুহুল আমিন নিয়ে আমি ফুল মিয়ার সাথে দেখা করি। জানতে পারি লেঃ জিয়া সুন্দরবনের অন্য ক্যাম্প মধুর ওখানে গেছেন।দুইদিন পর লেঃ জিয়া বগীতে ফিরে এলে তাঁকে আমার প্রয়োজনীয় কথা জানাই। লেঃ জিয়া আমাকে ৭টা এস-এল-আর, ২০টা ৩০৩ রাইফেল, ২টা এনারগা গ্রেনেড ও গোলাবারুদ দেন। এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুকাবুনিতে ফিরে আসি। ৬টি এলাকার দায়িত্ব যাদের দিয়েছিলাম, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় রেকি করে বুকাবুনিয়ায় এসেছিল। তাদের প্রত্যেককে আমি ১টা করে এস-এল-আর ও ৬টা করে রাইফেল, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ভাগ করে দিই। তাদের আমি পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি আক্রমণ যেতে নিষেধ করি। কেননা, সে সময়ে আমাদের শক্তি খুবই কম ছিল। পাকবাহিনীর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে ব্যস্ত রাখতে বলি। আমি তাদের আরও নির্দেশ দিই রাজাকার-আলবদরদের উপর হামলা করার জন্য। রাজাকার-আলবদররা আমাদের কার্যকলাপে বেশ বাধার সৃষ্টি করছিল এবং জনগনের উপর অত্যাচার করত। জনগনের সমর্থন পাবার জন্য আমাদের এসব কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল। আমি তাদের থানা আক্রমণ করার নির্দেশ দিই শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আমি প্রথম গুরুত্বপর্ণ অপারেশন চালাই। বুকাবুনিয়ার ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পটুয়াখালী ও বরিশাল সীমান্তের মধ্যে পটুয়াখালীর বামনা ও বরিশালের মঠবাড়িয়া ও কাঁঠালিয়া থানার সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত। বিশখালী নদী হয়ে কাঠাঁলিয়া ও বামনা হয়ে বুকাবুনিয়া আসা যায়। বুকাবুনিয়া থেকে ১ মাইল দূরে রাজারহাট অবস্থিত। রাজারহাটে দালালদের প্রতিপত্তি ছিল খুব। আমি বুঝতে পারলাম। এদের উপর হামলা না করলে আমরা নিশ্চিন্তে কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারব না। এইসব দালাল অনেক নিরীহ হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করেছিল। তাই একদিন আমরা অকস্মাৎ রাতে তাদের ঘাঁটিতে হামলা চালাই। আমাদের আক্রমণে তাদের ২ জন মারা যায় এবং ১৫ জনকে বন্দী করা হয়। এর ২/৩ দিন পর মঠবাড়িয়া থানা থেকে পুলিশ আসে। তারা কিছুদিন থেকে রাজারহাট ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ আক্রমণের পর রাজারহাট আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। দালালদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের বুকাবুনিয়া ক্যাম্পও নিরাপদ হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রতিরোধের ফলে বুকাবুনিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় এবং জনগণের মনোবলও বেড়ে যায়। আগে যে একটা গুজব ছিল যে বুকাবুনিয়াতে প্রায় ৪০০/৫০০ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আছে সেটা এখন সত্য বলে প্রমানিত হয়। আশপাশের থানার পুলিশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বুকাবুনিয়ার মুক্তিবাহিনী সদর দফতরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

বামনা থানা থেকে পুলিশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন ও রাজাকাররা এক সাথে বামনা বাজারে যেত। তারা নিরীহ জনগনের উপর অত্যাচার চালাত। দোকানে মিষ্টি ও চা খেয়ে পয়সা দিত না। এ খবর পাবার পর আমি তাদের শাস্তি দিবার জন্য বামনা থানা ও বাজারের মধ্যে আগষ্টের প্রথম দিকের কোন একদিনে এ্যামবুশ পড়ে যায়। আমাদের আক্রমণে ওদের ৭/৮ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ৫টা রাইফেল আমাদের হস্তগত হয়। এতে বামনা বাজারের লোকদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়।

কাঁঠালিয়া থেকে ৩ মাইল দূর আমুয়াবাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। হাটের দিন পাকসেনারা কয়েকজন রাজাকারকে নিয়ে বাজরের লোকদের মাইকে বলে যে মুক্তিযোদ্ধাদের যেন সহযোগিতা করা না হয়। তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য কাঁঠালিয়া-আমুয়াবাজারের মধ্যে এক সেতুর নিকটে এ্যামবুশ পাতা হয়। এ ঘটনাটি ঘটে জুলাই মাসের শেষে। সেদিন ৫ জন পাকসেনা ১০জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে সেতুর উপর উঠলে আমাদের এ্যামবুশ পড়ে যায়। এর ফলে ২ জন পাকসেনাসহ ৪জন নিহত হয়। আমরা ৪টা রাইফেল দখল করি। এই

আক্রমণের পর কাঁঠালিয়া থানার রাজাকার এবং শান্তি কমিটির লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চয় হয়। শান্তি কমিটির লোকেরা কাঁঠালিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায়। ৪০ জন রাজাকার কাঁঠালিয়া ছেড়ে যায়। ৫ জন রাজাকার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পটুয়াখালী থেকে পাকসেনারা পায়রা নদী দিয়ে বামনা-বরগুনা না গিয়ে অনেক ঘুর-পথে মির্জাগঞ্জের পাশ দিয়ে খালের মধ্যে দিয়ে লঞ্চে যেত। আগষ্টের প্রথম আমরা তাদের গতিবিধিতে বাধা দেবার জন্য মির্জাগঞ্জের নিকটে খালের দু'ধারে এ্যামবুশ পাতি। ১টি লঞ্চ করে যখন পাকসেনারা যাচ্ছিল তখন মির্জাগঞ্জের নিকটে আমাদের এ্যামবুশ পড়ে যায়। লঞ্চটি আমাদের হামলায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও পরে লোকমুখে জানা যায় যে, পাকসেনাদের ১০ জন নিহত হয়েছে।

বিশখালী নদীতে পাকসেনারা গানবোটে করে পাহারা দিত। রাতে তারা পাহারা দিত বলে আমাদের গতিবিধির জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দিনের বেলার তারা থানার থানার নামত এবং এলাকার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত। নদী খুব বড় থাকায় তারা আমাদের রাইফেলের আওতায় বাইরে থাকতো, গুলিতে কিছু হত না। সেজন্য আগষ্টের শেষে পরিকল্পনা নিই দিনের বেলা যখন গানবোট থানার নিকট যাবে তখন আমরা নিকটে থেকে হামলা চালাব। সেইমত আমরা আগে থেকেই বামনা থানার নিকটে অবস্থান নিয়ে তৈরী থাকি। বিকেল ৫টার সময় যখন গানবোট তীরে আসে তখন আমরা শত্রুর গানবোটের উপর আচমকা গুলি চালাতে থাকি। এই গুলির জন্য তারা প্রস্ত্তত ছিল না। গানবোটের সারেং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে গানবোটাট নদীর পাড়ে ধাক্কা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বামনায় না থেমে কাঁঠালিয়ার দিকে যায়। সেখানেও তারা এই ঘটনার সম্মুখীন হয়। এরপর শত্রুরা বন্দরে বা থানার নামা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু দিনেও রাতে নদীর মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে থাকি।

আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সমগ্র পটুয়াখালী এলাকায় আমরা আমাদের তৎপরতা বাড়িয়ে তুলি এবং পাকসেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। আগষ্টের শেষে মেজর জলিল ৫০ জন ট্রেইন্ড যুববকে আমার এলাকায় পাঠিয়ে দেন। তারা তাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসে। তারা ২টা এল-এম-জিও নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আমার অস্ত্রের সংখ্যা ২০০-তে দাঁড়ায় ও গোলাবারুদ অভাব কিছুটা পূরণ হয়। এই সময় আমি পটুয়াখালী জেলার দুই শহরে পটুয়াখালী ও বরগুনাতে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ করাই এবং তারা শহরে তাদের কার্যকলাপ শুরু করে। বরগুনা শহরের আশপাশের খাল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারপযোগী গানবোট চলাচল করত। আমরা তার উপর হামলা চালাতাম এবং প্রয়োজন হলে বরগুনায় ঢুকে আক্রমণ চালাতাম। পাকসেনাদের আমরা সমানাসামনি আক্রমণ না চালিয়ে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালাতাম।

আগষ্টের শেষের দিকে পাকসেনারা আমাদের মহিষপুর ক্যাম্পে আকস্মিকভাবে হামলা চালায়। মহিষপুর ছিল তালতলী বন্দরের নিকটে অবস্থিত। এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আমতলী ও কুয়াকাটা থানায় হামলা চালাত। এ মহিষপুর থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব ছিল খুবই কম। মহিষপুরের পিছনে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। পাকসেনারা দালালদের কাছ থেকে আমাদের মহিষপুর অবস্থানের খবর পেয়ে পটুয়াখালী থেকে লঞ্চে ও গানবোটে করে মহিষপুরে আসে। পাকসেনারা ১টি দল মহিষপুর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে নেমে হেঁটে আমাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অন্যান্য সৈন্যরা গানবোটে করে নদী হয়ে মহিষপুরের সামনে এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। সকাল টার সময় পাকসেনারা তিনদিক থেকে আক্রমণ চালায়। আমরা এ আক্রমণের জন্য প্রস্ত্তত ছিলাম না। নদীর ধার থেকে আক্রমণ হতে পারে এ আশংকা আমাদের ছিল কিন্তু স্থলপথে আক্রমণ হবে এ আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাদের আমাদের আক্রমণে হতবুদ্ধি হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করি। বরিশাল ও পটুয়াখালী এলাকা সম্বন্ধে পাকসেনাদের জ্ঞান ছিল খুবই কম এবং এ জন্যে তারা এখানে খুব ভীতি ছিল। হামলা মোকাবিলার করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমাদের সমর্থনে জনগণ চিৎকার শুরু করে দেয়। এতে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মহিষপুর এলাকা পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে ১১ জন পাকসেনা ও ১১ জন রাজাকার নিহত ও অনেক আহত হয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ ফেলে পালিয়ে যায়।

আমাদের দুজন শহীদ হন। যে দুজন শহীদ হয়েছিলেন তারা কৃষক। আকস্মিক আক্রমণে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যান। মহিষপুর থেকে অবস্থান তুলে নিয়ে আমরা অন্যত্র চলে যাই। পাকসেনারা পরে এসে মহিষপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়।

আগষ্টের শেষে ১৬ বছরের এক মুক্তিযোদ্ধা পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনাদের লক্ষ্য করে ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে তাদের কেউ মারা না গেলেও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

সেপ্টম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকসেনারা পটুয়াখালীর নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করে ৫/৭ জন যুবক-বৃদ্ধকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের মেরে ফেলবার জন্য নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা এ খবর পেয়ে দ্রুত সে অবস্থানে গিয়ে পাকসেনাদের উপর গুলি চালায়। পাকসেনারা এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বন্দীদের ছেড়ে পালিয়ে যায়। যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন নিহত হয়। এর ফলে জনগণের মনে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আস্থা বেড়ে যায়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় এবং তাদের গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কারা কত ভাল অপারেশন করছে তাই নিয়ে। দালালরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। পাকসেনাদের গতিবিধি অনেক কমে যায়। পাকসেনাদের গ্রামে দেখলেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর হামলা চালাত। পটুয়াখালী, বরগুনা ও ৮টি থানা সদর এলাকা ছাড়া সমগ্র পটুয়াখালী এলাকা ছাড়া সমগ্র পটুয়াখালী এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

বস্তুতঃপক্ষে এই সময় পটুয়াখালী জেলার সমস্ত থানা দপ্তর ছাড়া বাকি সমগ্র এলাকা মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সারা সেপ্টেম্বর মাসই দুর্জয় মুক্তিফৌজ ক্রমাগত শত্রুর উপর ছোটখাটো হামলা চালায়। বস্তুতঃপক্ষে শহর ছাড়া সমস্ত এলাকায় শত্রুর গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এই সময় সমস্ত মুক্তিফৌজের মধ্যে একটা চর্মরোগ দেখা দেয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অবরুদ্ধ শত্রুর ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে পারেনি। তথাপি এই মাসে মুক্তিফৌজ প্রায় শ'খানেক অস্ত্র শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষার্ধ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ আবার জোরদার করতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে, অস্ত্র নেই-পাকসেনারা এটা মনে করে আবার গ্রামের দিকে ঢুকতে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। এই সময় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জনগনের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে যে, 'তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা' প্রকৃতপক্ষে ভারতের সৈন্য এবং হিন্দু। এরা মুসলমান ধর্ম, কৃষ্টি সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই প্রচারণায় জনগণ মোটেই বিভ্রান্ত হয়নি। কারন, মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরই পরিচিত লোক।

মুক্তিযোদ্ধারা সর্বদা ভাবতো জয় তাদের সুনিশ্চিত। কারন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে গেছে। তাই এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা আগের মত অতটা সতর্ক থাকত না। এর পরিণতিতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বরগুনার দক্ষিণে কুয়াকাটা কাছাকাছি একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বরগুনার দিকে আসছিল। চারটা নৌকায় করে অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাদের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। আক্রান্ত হয়ে বাধ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। পাকবাহিনীর প্রায় আড়াই দিন ধরে গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেই গোলাগুলির সময় আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র নদীতে ডুবে যায়। সেখানে থাকাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার-দাবারের ভীষণ অসুবিধা হয়।

সেখান থেকে আমরা বরগুনা শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। বরগুনা থেকে আড়াই মাইল দূরে পাকিস্তানী চেকপোস্টের উপর মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালায়। চেকপোস্টের ১২ জন পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা ঐ চেকপোস্টের ঘিড়ে ফেলে। রাত বারটার দিকে তাদের উপর আচমকা হামলা চালানো হয়। মাত্র দেড় ঘণ্টার যুদ্ধে ঐ চেকপোস্ট মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে ফেলে। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা ২৮ জনকে

বন্দী করতে সক্ষম হয়-যার মধ্যে ৬ জন পাকসেনা ছিল, বাকি ছিল রাজাকার। এখানে একটা এল-এম-জি, ৭টা চাইনিজ ও ৩০৩ রাইফেল, প্রচুর গুলি ও হ্যান্ড গ্রেনেড আমরা দখল করতে সক্ষম হই। বরগুনার শহরের নিকটে এত বড় একটা ক্যাম্প পতনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ত্রাহি ভাব সৃষ্টি হয়। পাকসেনারা খুব ভীতসন্ত্রস্ত হেয় পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, পটুয়াখালী থেকে একজন সুবেদার পালিয়ে ঢাকা যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পথে সে ধরা পড়ে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মেজর জলিল আমাকে ভারত যেতে বললেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য তিনি বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভারতে যাবার পক্ষপাতি ছিলাম না। আমি মনে করতাম যে আমাদের সত্যিকার আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় তৎপরতা চালিয়ে পাকসেনাবাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখাটাই বেশী প্রয়োজন। যাই হোক, হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে নভেম্বরের প্রথম দিকে আমি ভারত যেতে মনস্থির করে ফেললাম। যদিও আমার মুক্তিযোদ্ধারা মানসিক দিক হতাশ হয়ে পড়ছিল। তথাপি সমস্ত বেইস কমান্ডাদেরকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী লিখিতভাবে সবাইকে দিয়ে দিই এবং নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমি দুবার আবহাওয়া দরুন যাওয়া স্থগিত রাখি। আমার ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমি ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রায় দুহাজার নৌকাযোগে ভারতে পাঠিয়ে দিই। ৫/৭ দিন পর বাকি ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রায় ৮০০ শরণার্থী নিয়ে আমি ঈদুল ফিতরের দিনে ভারতে রওনা হই। নভেম্বরের শেষ নাগাদ। এই দুর্গম পথের মাঝে মাঝে ছিল পাকসেনাবাহিনীর গানবোটের পাহারা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে চলতে চলতে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ ভারতের হাসনাবাদ গিয়ে পৌঁছি।

স্বাক্ষরঃ মেহেদী আলী ইমাম

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ শামসুল আরেফিন*
২৮-৩-১৯৭৩

মুজিবনগরে বাংলাদেশ সেনানিবাসে হাজির হই ১১ ই মে। সেখানে থেকে ফিল্ড কমিশন নিয়ে ৯ নং সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়। খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ৯ নম্বরের অধীনে ছিল। প্রথম হিঙ্গলগঞ্জ অপারেশন ক্যাম্পে আসি। এখানে দেড় মাস থাকি।

১৩ ই মে থেকে ৬ ই জুলাই পর্যন্ত আমি ক্যাপ্টন হুদার নেতৃত্বে ৪টি অপারেশন যান-খাঞ্জিয়া বি-ও-পি, বসন্তপুর বি-ও-পি, কালিগঞ্জ থানা হেডকোয়ার্টার এবং উকশা বি-ও-পি (খুলনা)।

৭ই জুলাই খুলনা জেলার প্রধান হিসাবে আসি এবং খুলনা জেলার আশাশুনি থানার বড়দল এলাকায় (বাংলাদেশ) আমার ঘাঁটি স্থাপন করি। আমার সঙ্গে ১০০ জন এফ-এফ এবং ১৫ জন নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল। ১১ই জুলাই পাইকগাছা থানার কপিলমুনির রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। সারারাত যুদ্ধ করে আমরা ফিরে আসি। বড়দলে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলি এবং লোক ভর্তি করতে থাকি।

জুলাই মাসের শেষের দিকে আমার উপর নির্দেশ আসে মঙ্গলা পোর্ট আক্রমণ করবার জন্যে। ইতিমধ্যে ১০ জন ন্যাভাল কমান্ডোসহ একজন লিডিং সীম্যান (ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসেছিল), এম,বি, আলকে অস্ত্রসহ আমার কাছে পাঠানো হয়। ন্যাভাল ১১ জন সহ আমরা ২১ জন মিলে মঙ্গলা পোর্টে রওনা হই। আমি কমান্ডিং অফিসার ছিলাম। সুন্দরবনের ভিতর লাওতাড়াতে ঘাঁটিতে আসি, যেখানে পূবেই আমার কিছু বাহিনী ছিল। ৯ই

* পাকিস্তানী মিলিটারী একাডেমীতে জেন্টেলম্যান ক্যাডেটরূপে প্রশিক্ষণ গ্রহনকালে সেখানে থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

আগষ্ট রাত ১২/১ টার সাঁতা দিয়ে বাহিনী চলে আসে মঙ্গলা পোর্টে দিকে। সাঁতার গিয়ে চুম্বক মাইন লাগিয়ে চলে আসে তিনটি জাহাজে। আধঘন্টা পরে মাইন বিস্ফোরিত হয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করি। আমরা সবাই নিরাপদে আসি। জাহাজ তিনটি ডুবে যায়। ১১ ই আগষ্ট তারা পুনরায় যায়। সেদিন দুটি জাহাজ আমরা ধ্বংস করি। ঐ দিন গফুর নামে একজন ন্যাভালকে হারাই। তবে দু'দিন পরে সে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসে।

১২ ই আগষ্ট ভোরে পাক নেভী দু'দিক থেকে আমাদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। আমরা ওখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হই। আমরা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি। মূল ঘাঁটিতে এসে প্রত্যেক থানাতে একটি করে ঘাঁটি তৈরীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাজনৈতিক কর্মীসহ মুক্তিবাহিনী গঠন করে খুলনার দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমাকে সহায়তা করতেন এম-সি-এ গফুর।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে খুলনা জেলার আশাশুনি থানাতে রাজাকার ও পাকিস্তানী ডেককোয়ার্টার আক্রমণ করি। একদিন অবরোধ করার পর দ্বিতীয় দিনে সাতক্ষীরা থেকে পাকবাহিনীর এবং খুলনা থেকে নেভী এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। ১২/১৪ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয় ওদের সঙ্গে। পাকবাহিনী ২ জনকে ধরে ফেলে এবং মনোরঞ্জন হালদার নামে একজন মুক্তিসেনা মারা যায়। আমরা ৩ জন মিলিশিয়াসহ ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে ২৬ টি অস্ত্র উদ্ধার করি। পাকসেনারা পিছু হটে চলে যায়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাইকগাছা থানার বাকাঘাঁটি পাকবাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে। ওখানে আমাদের দলের দুজনকে ধরে নিয়ে যায়। একজন মারা যায় এবং ১ জন আহত হয়। আমরা বাকাঘাঁটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। ৭ দিন পর বাকাঘাঁটি পুনরায় দখল করি। এসময়ে প্রধান উপদেষ্টা এবং সহকারী ছিলেন জনাব বার্বর আলী (বর্তমানে জাতীয় পরিষদ সদস্য)।

এরপর ক্রমশ ঘাঁটির সংখ্যা বাড়াতে থাকি। হেডকোয়ার্টার বড়দল থেকে বদলী করে পাইকগাছা থানার হাতিয়ারডাঙ্গাতে নিয়ে আসি এবং ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলি। মুক্তিবাহিনী এবং নেভী দুটোরই ট্রেনিং হতো। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পাইকগাছা গরুইখালী গ্রামে থেকে অস্ত্রসহ ২২ জন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসে ঐ মাসেই পাইকগাছা থানা আক্রমণ করি এবং থানা স্টাফসহ ৬/৭ রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসি।

অক্টোবর মাসের প্রথমে দুটো দল দু'দিকে পাঠাই-একটি দাকোপ থানায়, অন্যটি তালা থানাতে। দাকোপ থানার খাটালি গ্রাম থেকে ১৭ জন রাজাকারকে অস্ত্রসহ ধরে নিয়ে আমার বাহিনী তালা থানার দল ১৮ মাইল রাস্তার মোড়ে পাকবাহিনীর মুখোমুখি হয়। যশোর-পাটকেলঘাটা রাস্তা নষ্ট করে দেয়। যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে নির্দেশ আসে সুন্দরবনের ভিতর নিউজপ্রিন্ট মিল আক্রমণ করার জন্যে। ঐ ঘাঁটিতে বোট এবং শিপ ছিল 'লালশেরা'। আমরা ঐগুলি ডুবিয়ে দিই মাইন দিয়ে। এখানে আমার ভাই আয়ুবআলী গাজী প্রধান সহকারী ছিল। ভাই পরবর্তীকালে মারা যায়।

অক্টোবরের শেষের দিকে আবার মঙ্গলা পাট আক্রমণ করি। এবার তিনটি শিপ ডুবিয়ে দিই। এসময় বাজুয়াতে আমাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। পাক পক্ষ বাজুয়া ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়। বাজুয়াতে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করে খুলনাতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিই আমাদের লোকের কাছে।

১৯ শে নভেম্বর পাকবাহিনীর ক্যাম্প কালিগঞ্জ থানা আমরা আক্রমণ করি। দিনটি ছিল ঈদের দিন। পাকবাহিনী বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা।

২৫শে নভেম্বর কপিলমুনি পাইকগাছা থানা আমরা আক্রমণ করি। এখানে আমার প্রধান সহকারী ছিলেন মিঃ রহমতুল্লাহ (নেভী), কামরুজ্জামান (টুকু) এবং বাবর আলী। তিনদিন যুদ্ধের পর ৩৫০টি রাইফেল উদ্ধারসহ ১০৭ জনকে গ্রেফতার করি। আমার ২ জন শহীদ হন ল্যান্সনায়েক গাজী ও আনোয়ার। ২ জন আহত হন। এই

সময় আমার আর একটি দল আশাসুনি থানা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে। থানা স্টাফসহ দেড়শ’ রাইফেল, ২ জন পাঞ্জাবী পুলিশ, ৫৭ জন রাজাকার ধরে নিয়ে আসে। আশাসুনি থানার ব্যাঙদোহাতে আমার একটি দল আক্রমণ চালিয়ে ৩ জন পাঞ্জাবী পুলিশ ২ জন মিলিশিয়া এবং দেড়শ’ রাইফেলসহ ১০০ রাজাকার গ্রেফতার করা হয়।

২০ শে নভেম্বর আমার হেডকোয়ার্টার বৈঠাঘাটাতে স্থানারিত করি। এসময় চালনা বাজারের সব রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। ২৮শে ডুমুরিয়া থানার বার আড়িয়া বাজার আক্রমণ করি। আজিজ সহ আমাদের ৩ জন মারা যায়। বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৬ জন রাজাকার আমরা ধরে নিয়ে আসি।

৮ই ডিসেম্বর মেজর জয়নাল আবেদীন ইঞ্জিনিয়ার আমার সাথে যোগ দেন। ১০ই ডিসেম্বর খুলনা বেতার ভবন আক্রমণ করি। সারারাত যুদ্ধ করি, কিন্তু জোয়ারের পানি আসার জন্যে আমরা ফিরে আসি। আমাদের ২ জন আহত হয়। এ সময় অয়ারলেস মারফত কর্নেল মঞ্জুর সাহেবের সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং তিনি খুলনা আক্রমণের পরিকল্পনা দেন। ১৫ই ডিসেম্বর ভোরবেলা খুলনা আক্রমণ করি। দু’ভাবে আক্রমণ করি-একটি জলপথে, অপরটি স্থলপথে। নদীপথে কমান্ডার ছিলাম আমি এবং স্থলপথে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন, বাবর আলী নেভী রহমতুল্লাহ। সকাল ৬টার দিকে খুলনা জেলা জয় করি এবং বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিই ১৬ ই ডিসেম্বর। আমার বাহিনীর কিছু সেনা (৫ জন) মারা যায়।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঞ্জাবী শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে অস্ত্র ধরি।

স্বাক্ষরঃ এম, আরেফিন
২৮-৩-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুল হুদা
১৮-৯-১৯৭৩

২৬শে এপ্রিল পাকবাহিনী পটুয়াখালী দখল করে ও নানা স্থানে তারা ব্যাপক আক্রমণ ও অত্যাচার আরম্ভ করে। নগন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখানে অবস্থান করা আর সম্ভব হলো না। তাই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য ভারতচলে গেলাম। পটুয়াখালী থেকে সুন্দরবন হয়ে ভারত যেতে আমাকে ও অপর দুজন সঙ্গী আতাহার ও ইউসুফকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এক বিপদসঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ। ভারত গিয়ে আমরা প্রথমে দেখা করলাম মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন হুদার সঙ্গে। তাঁরা তখন হাসনাবাদে। মে মাসের শেষের দিকে আমাদের ভর্তি করে দেয়া হলো ৯ নং সেক্টরের তকীপুর ক্যাম্পে। তখন তকীপুর ক্যাম্প ছিল ৯ নং সেক্টরের একমাত্র ক্যাম্প। ঐ অভ্যর্থনা ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০ জনে। কিছুদিন ওখানে থাকার পরে জুনের শেষের দিকে আমাদের পাঠানো হলো বিহারের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ওখানে আমাদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। ৬ সপ্তাহের গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষ করে ফিরে এলাম ৯ নং সেক্টরে।

আগষ্ট মাসের এক রাত্রে আমরা বরিশাল সাব- সেক্টরের জন্য নিযুক্ত কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমরের (শাজাহান) নেতৃত্বে বাগদা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। আমরা বরিশালের বানারিপাড়া থানার বাড়াকুঠা স্কুলে শিবির স্থাপন করলাম। আসার পথে যশোরের একস্থানে আমরা পাকবাহিনীর বাধার সম্মুখীন হই। সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে আমরা অন্য পথে অগ্রসর হই। আমরা যখন ফরিদপুরের হুলারহাটের কাছাকাছি, তখন আমরা একটি বিমান ও একটি গানবোট দ্বারা অনুসৃত হই। কিন্তু ক্যাপ্টেন ওমরের বিচক্ষণতার জন্য আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই। যেহেতু আমাদের সমস্ত তৎপরতা প্রধানতঃ বরিশাল জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে জন্য আমরা পথিমধ্যের সমস্ত সংঘর্ষ এড়িয়ে যাই।

আমরা জেলায় প্রবেশ করার পরের দিনই পাতারহাটের অনতিদূরে ক্যাপ্টেন ওমরের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর একটি গানবোট ও দুটো লঞ্চ আক্রমণ করি এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হই। এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন পাকসৈন হতাহত হয়। ক্রমে ক্রমে আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরিশালের মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট দলগুলো একে একে ক্যাপ্টেন ওমরের একক নেতৃত্বে আমাদের সাথে যোগ দিল। আমাদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। একে একে জয়শ্রী , উজিরপুর, বানারিপাড়া প্রভৃতি স্থানে সাফল্যজনক অপারেশর চালানো হয়।

প্রথম দু'টি স্থানে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। গেরিলা কমান্ডো জামালের নেতৃত্বে আমি, নুরু, ওদুদ, হাকিম, ইসমাইল, সাখাওয়াত, আলতাফসহ ৮০ জনের একটি দল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বানারিপাড়ায় অপারেশন চালাই। ৪ ঘণ্টা যুদ্ধের পরে আমি, সাখাওয়াত, আলতাফ উইথড্রয়াল সংকেত পাওয়ার পর থানার ঘাট থেকে থানার একটি লঞ্চ নিয়ে শিবিরে চলে আসি। এখানে বিপক্ষ দলের কয়েকজন হতাহত হয়। ওখানে কিছুদিন থাকার পর ক্যাপ্টেন ওমরের কতগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। এখানে একজন লোকের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তার সাহায্য না পেলে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল অরণ্য সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচল ও তৎপরতা চালানো হয়ত অসম্ভব না হলেও অতটা সহজসাধ্য হোত না। এই লোকটির নাম রয়জদ্দিন-শিক্ষক আলোক থেকে বঞ্চিত। এই লোকের কাছে আসি উজ্জ্বল দেশপ্রেমের নিদর্শন পেয়েছি। সুন্দরবন এলাকায় পাকবাহিনীর অবস্থান ও সম্ভাব্য আনাগোনা ছিল তার নখদর্পণে। সুন্দরবনের দুর্গম ও অজ্ঞাত পথ দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে মুক্তিবাহিনীর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতো। সুন্দরবন দিয়ে আসা-যাওয়ার শতাধিক পথ তার জানা ছিল। আমি এবং আমার তিনজন সঙ্গী কবীর, খালেক ও নওশের এই রয়জদ্দিন মাঝির সাহায্যে ভারত এস পৌঁছাই। ভারতে এসে মেজর জলিল সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন থাকতেন টাকি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলি পেয়ে উনি খুশি হলেন। ঐদিনই উনি আমাকে একটা দল নিয়ে পটুয়াখালী জেলার আসার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

আমি ৬০ জনের একটি দল সংগঠন করলাম। সেপ্টেম্বর মাসের একরাতে আরও অন্যান্য দলসহ প্রায় ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা রয়জদ্দিন মাঝির সাহায্যে সুন্দরবন দিয়ে সুন্দরবনের একটি ঘাঁটি বগীর দিকে অগ্রসর হই। বগী পোঁছাতে প্রায় ৮/১০ দিন লেগে যায়। আমাদের অভ্যর্থনা জানায় সুন্দরবন এলাকার কমান্ডার ক্যাপ্টেন জিয়া। বগী থেকে যার যার নিদের্শিত এলাকায় যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকি। পাকবাহিনীটের পায় আমাদের অবস্থান। গানবোট আক্রমণ চালায় আমাদের ক্যাম্পে। মর্টার সেলিং চালাতে থাকে অনবরত। কিন্তু আমাদের কাছে লং-রেইঞ্জ ফায়ারিং অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় এল-এম-জি-আর,৩০৩ রাইফেল নিয়ে নদীর কূলে পজিশন নিয়ে থাকি। ওরা প্রায় ২ মাইল দূর থেকে শেলিং করে। কাছে আসতে সাহস না পেয়ে ছ'ঘণ্টা অনবরত শেলিং করার পর গানবোট নিয়ে চলে যায়। রাতে আমরা আমাদের অবস্থান সুন্দরবনের আরো একটু ভেতরের দিকে সরিয়ে নিই। পরের দিন সকালে আবার গানবোট আক্রমণ চালায় এবং সকাল ১১ টার দিকে ওরা চলে যায়। সাত মাইল প্রশস্ত বগী নদীতে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পাড়ি শুরু করে রাত ১০ টার ওপারে চলে আসি। যার যার দল নিয়ে এবং পথপ্রদর্শক নিয়ে আমরা আমাদের নির্দেশিত এলাকার দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দিই।

সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলো কাগজপত্র দিয়ে মেজর জলিল আমাকে পটুয়াখালী জেলার সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মেহেদীর সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম তখন ধামুরাহাটের কাছাকাছি বুকাবুনিয়ায় থাকতেন। তার ছদ্মনাম ছিল ক্যাপ্টেন কুমার। আমার তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমি আমার দল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। আমাদের পেয়ে তিনি খুশী হলেন। সাথে সাথে তিনি সকল এলাকা থেকে ছোট ছোট দলগুলোকে তার হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত জেলার ১০টা থানাকে তিনি মোট পাঁচটা ভাগে ভাগ করলেন। প্রতিটি জোনের জন্য একজন করে জোনাল কমান্ডার ঠিক করে দিলেন।

পটুয়াখালী ও গলাচিপা থানা নিয়ে জোন গঠন করা হয় তার দেয়া হয়েছিল আমার উপর। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরে আমি আমার দল নিয়ে আমার নিদের্শিত জায়গায় চলে আসি। আমার সাথে যারা ছিল তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই। তবে যাদের নাম মনে আছে তাদের নাম এখানে উল্লেখ করছিঃ মোঃ নুরুল হুদা (কমান্ডার), হাবিবুর রহমান (শওকত) (সেকেন্ড-ইন-কমান্ড), খলীফা, মস্তফা, রবীন, ইউসুফ, সুলতান, হাবিব, শাজাহান, কুন্ড, গোমেস, ভূদেব, মান্নান, শরীফ, আবুল, জাহাঙ্গীর, ফোরকান, সুনীল, কাওসার; মন্মথন, লতিফ, আলম এবং আরো অনেকে। মস্তফা এবং কাওসার বুকাবুনিয়া থেকে আমাদের পথপ্রদর্শন করছিল।

ভারত থেকে আবদুল বারেক এম-সি-এ (পটুয়াখালী) আমাদের মুক্তিবাহিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকের নাম দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে একদিন পানপট্টির মিঃ রবদের বাড়ি এসে উঠলাম আমি এবং মস্তফা। রব সাহেব বিপুল উৎসাহ আমাদের সাথে সহযোগিতা করলেন। পানপট্টির একটি সাইকেনান শেলটারে আমরা শিবির স্থাপন করলাম। ওখানে বসে পাক বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করতে থাকলাম। পটুয়াখালী জেলার পাক জান্তা প্রধান তখন মেজর ইয়ামীন। আমাদের অবস্থান তার কানে গেল। আমরা গলাচিলা থানা আক্রমণ করার সমস্ত পরিকল্পনা এবং মানচিত্র ঠিক করে ফেলেছি। ৪০ জনের একটি দল নিয়ে আমি গলাচিপা থানা আক্রমণে রওনা হলাম। কিন্তু বাস্তব এবং প্রতিকূল অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে সে রাতে গলাচিপা থানা আক্রমণ করা হল না। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা আমদের অপারেশনগুলো বেশীর ভাগই রাতের দিকে করতাম।

পানপট্টির যুদ্ধঃ তাঁবুতে ফিরে এসেছি রাত তিনটায় ৫/৬ জন সেনট্রি রেখে, বাকী সকালে ঘুমিয়ে নিচ্ছি। ঐ দিন রাত ৪টায় (১৮-১১-৭১) গলাচিপা বন্দরের ৫ বৎসরের বাবলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার বাসার সম্মুখ থেকে অনেকগুলো বুটের শব্দ তার কানে এলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বাবলু। সাবধানে জানালাটা খুলে দেখল পাকদস্যুর এক বাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটু পরেই কয়েকটা রাজাকারের চাপা আলোচনা থেকে সে বুঝতে পারল পাকদস্যুরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে পানপট্টি যাচ্ছে। বাবলু ছিল গলাচিপা বন্দরে আমাদের একজন গুপ্তচর। আর তো বাবলুর বসে থাকা চলে না। পিছনের দরজা দিয়ে বাবলু দৌড় আরম্ভ করল। এক নাগাড়ে ছয় মাইল দৌড়ে আমাদের শিবিরের উত্তর পাশের নদীটির পারে ছুটে চলে এলো। দুর্ভাগ্য! ঘাটে খেয়া নেই। কিন্তু তাতে কি। বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ল নভেম্বরের ঠান্ডা নদীতে। সাঁতরিয়ে চলে এলো এপার। আর একটা দৌড়। তারপরই আমাদের শিবির। আমাকে যখন বাবলু খবরটা দিল তখন সকাল ৬-৩০মিঃ । অন্য সকলে ঘুমে। শওকত ও উঠে গেল। ফল-ইন এর বাঁশি বাজিয়ে দিল শওকত। সবাই ছুটে এল ফল-ইন-এ। সংক্ষেপে বুঝানো হল ব্যাপারটা। শওকতকে পাঠালাম সাইক্লোন শেলটারের ছাদে। সেটা ছিল আমাদের ও-পি। বাইনোকুলার লাগিয়ে শওকত পাকবাহিনীর গতিবিধি সব বলে দিতে লাগল। আমি সে অনুসারে ঢেলে সাজালাম আমার দলের সবাইকে। আগে থেকেই আমাদের বাঙ্কার করা ছিল। আবুল ছিল প্রথম এল-এম-জি ম্যান। ভূদেব, সুনীল ও শরীফ ছিল ওর গার্ড এবং সহকারী। সাইক্লোন শেলটারটা ছিল দোতলা দালান। দক্ষিণ দিক থেকে একটা কাঁচা রাস্তা শেলটারের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সোজা উত্তর দিকে গলাচিপার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে কিছুদূর আসলে পানপট্টির সেই ছোট নদীটা সমনে পড়বে। নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে চলে গেলে একেবারে গলাচিপা পৌঁছা যায়। শেল্টারটার সামনে একটা টিনের স্কুল, তারপর একটা খালের কূলে কূলে কয়েকটা বাড়ি এবং ঠিক পশ্চিম পার্শ্বের বাড়িগুলো লতাপাতায় ঘেরা-যা আমাদেরকে আড়াল করে রেখেছিল। উত্তর দিকের সেই রাস্তাটার দু'পাশে একটু দূরে দু'একটা বাড়ি। পূর্ব দিকটার অনেকখানি জুড়ে ধানের মাঠ। দক্ষিণ- পশ্চিম কোণে কাছাকাছি কোন বাড়ি নেই।

ও-পি থেকে শওকতের অবজারভেশন অনুযায়ী পশ্চিম দিকের শক্তি বাড়িয়ে দিলাম। রবিন, কুন্ড, মস্তফা, কাওসার, গোমেস ওদেরকে রাখলাম পশ্চিম দিকের একটা বাড়ির পশ্চিম পাশে ৫০ গজ ব্যবধানে কভার করে। শওকতের তথ্য অনুযায়ী পাকসেনারা পশ্চিম দিক দিয়ে আমাদের সেন্টারের দিকে মার্চ করতে পারে। রবিনদের

একটু দূরেই একটা বাঁধ। আমাদের ক্যাম্পের দিকে পশ্চিম থেকে যদি খানসেনাদের আসতে হয় তবে ঐ বাঁধ পেরিয়ে আসতে হবে। শওকত দেখল খানসেনাদের একটা দল উত্তর দিকের রাস্তার পাশে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে। বাকী তিনটা দলের একটা আমাদের সেন্টারের পশ্চিম পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর বাকী দুটো দল পশ্চিম দিক থেকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে আসছে। এই দুটোর একটা দল পশ্চিম দিকের একটা বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে রইল। বাকীটা ২৫/৩০ জনে বিভক্ত হয়ে আগে-পাছে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের এই চতুর্থ দলে সর্বমোট প্রায় ৭০/৮০ জন খানসেনা ও দালাল সেনা।

শওকতের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সকল পজিশনে আমাদের প্লানটা জানিয়ে দিলাম। এস-এল-আর, ৩০৩ রাইফেল, ৩৬-এইচ-ই গ্রেনেড নিয়ে সবাই মাটির সাথে লতাপাতার সাথে এক হয়ে গেছি আর এক দুই করে আসল সময়ের অপেক্ষা করছি। শওকতের কথাই ঠিক হলো, রবিনদের সামনের সেই বাঁধটার দিকে পাকসেনারা অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম ব্যাচে ২৫/৩০ জন। ১৫/২০ জন পশ্চিমা খান আর বাকীগুলো রাজাকার, পুলিশ। রবিনরা তাক করে শুয়ে আছে। অতি সতর্কতার সাথে খানদের দল বাঁধের উপর উঠে এসেছে। ৩/৪ জন বাঁধ পার হয়ে গেছে। অমনি রতনদের দল ট্রিগার টিপল। গুড্ডুম গুড্ডুম কয়েকটা শব্দ এবং সাথে সাথে গোমেজ ছুড়ে মারল গ্রেনেড। ২টা পুলিশ ও ৬টা খানসেনা লুটিয়ে পড়ল। ছিটকিয়ে গেল খানদের দল। পুলিশ রাজাকারদের সামলাতে তাদের বন্দুক উঁচিয়ে রাখতে হল। খানদের দল পিছিয়ে গেল খানিকটা। এটা ঘটল সকাল ৮ টার দিকে। আমরা চুপচাপ। শওকত আবার চলে গেল ওপিতে-দেখল ওদের গতিবিধি। পাকা তিন ঘণ্টা ধরে ওরা ওদের ছিটকিয়ে পড়া সাথীদের পশ্চিমে একটা বাড়ির আড়ালে একত্রিত করল। এর মধ্যেই খবর এল ৩৭৫ জনের এই দলটি পরিচালনা করছেন পটুয়াখালী জেলার পাক জান্তা প্রধান মেজর ইয়ামিন নিজে। আমরা দলে ছিলাম ৬০ জন মাত্র। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটা এল-এম-জি, এস-এল, আর, ৬টা স্টেনগান, ৩৫টা ৩০৩ রাইফেল। ওদের কাছে ২টা ২" মর্টার, ৭/৮ টা এল-এম-জি, চাইনিজ স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ বহু আধুনিক হালকা অস্ত্রশস্ত্র। আমাকে খবরটা দিয়েছিল ওদেরই দলের একটা পুলিশ। প্রথমবারের গোলাগুলির সুযোগে পালিয়ে এসে আমাকে খবরটা দিয়ে সে আবার চলে গেল। একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু মনের দুর্বলতা কাউকে টের পেতে দিলাম না। সকলকে সাহস দিয়ে চাঙ্গা রাখলাম। প্রথম দফায় খানদের হটিয়ে দিয়ে এবং ৮ জনকে খতম করে প্রত্যেকের মনেই আনন্দ লেগেছে।

আনুমানিক বেলা ১ টার দিকে ওরা আবার আমাদেরকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। দক্ষিণ দিকটা খোলা রেখে পশ্চিম-উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে ওরা আক্রমণ চালাল। পূর্বদিক দিয়ে ওরা আমাদের ক্যাম্পে আসতে পারবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ ঐ দিকটার ছিল অনেকখানি ধানের মাঠ। বহু দূরে থেকেই ওদেরকে দেখা যাবে। ভয় হল উত্তর এবং পশ্চিম দিকটা নিয়ে। এই দুটো দিক শক্তিশালী করলাম। সব ধরনের ঝংকার তুলে বেপরোয়া হয়ে খানদের দল এগিয়ে আসতে লাগল। আমরাও মরীয়া হয়ে পাল্টা জবাব দিলাম। সুবিধা ছিল ধান খেতের মধ্যে পালিয়ে পালিয়ে আসলেও আমরা ওদের গতিবিধি দেখতে পাই। কিন্তু ওরা আমাদের টিকিটিরও সন্ধান পায় না। ওদের দল থেকে আর্তনাদের শব্দ আমরা যতই শুনছি সাহস আমাদের ততই বাড়ছে। তবুও ওরা থামে না। কয়েকটা ২" মর্টারের শেল আমাদের ট্রেঞ্চের আশেপাশে পড়ল। মাটি নরম থাকায় বাস্ট করল না সেগুলো।

ঠিক এমনি সংকটের সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল আমাদের এল-এম-জি গ্রুপ। এল-এম-জি'টা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আবুল। চোরা গলিপথ দিয়ে বিভিন্ন কোণে আরম্ভ করল ফায়ার। একবার পশ্চিম দিকের বাড়িগুলো উপর, আবার একটা দৌড়ে সেখান থেকে সরে এসে উত্তর দিকে ওদের পজিশন বরাবর, আবার তার পর মুহূর্তে পূর্ব দিকে ওদের পজিশনের দিকে মুখ রেখে। ওদেকে এস-এল-আর, স্টেনের স্বয়ংক্রিয় ফায়ারিং তো চলছেই। রাইফেল বসে নাই। গ্রেনেডও ফুটছে দুটো একটা। সে এক গগনবিদারী শব্দতান্ডব। খানদের পজিশন থেকে চেঁচামেচি-কান্নাকাটি আরও বাড়ল। পুলিশ-রাজাকারদের রাইফেল পয়েন্ট রাখাও আর সম্ভব হল না। রাইফেল ফেলে যে যেদিকে পারলো পালালো। অল্প কয়েকজন পা-চাটা বাঙ্গালী দালাল, তখনও মেজর

ইয়ামিনের চারদিকে ঘুরছে। আমি ছিলাম পশ্চিম পার্শ্বে আমাদের পজিশনের সবচেয়ে সামনের লাইনে। সিভিল ড্রেসে চীনা রাইফেল হাতে লম্বা একটা লোক নজরে পড়ল। তার সাথে কয়েকটি খানসেনা। প্রায় এক হাজার গজ দূরে ছিল ওরা। তাক করে টিপলাম এস-এল-আরের ট্রিগার। শুয়ে পড়ল সিভিল ড্রেসধারী। ভাবলাম শেষ। কিন্তু শেষ হয় নাই। শুনেছি তিনিই ছিলেন মেজর ইয়ামিন। ঐ যে শুলেন আর উঠলেন গিয়ে ১ মাইল দূরে একটা নদীর পাড়ে, যেখানে তার জন্য স্পীডবোট তৈরী ছিল- অর্থাৎ প্রায় ১ মাইল পথ তিনি কখনও রোলিং কখনও ক্রলিং করে কোন রকমে কাদামাখা হয়ে স্পীডবোটে উঠে এক চম্পটে পটুয়াখালী।

ওদের আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা প্রধম দিকে ওদের কয়েকজনকে খতম করি এবং তার পরে পূর্বে পরিকল্পনা অনুসারে তিনদিকে সমানে গুলি ছোড়া আরম্ভ করি, তার উপরে ছিল আবুলের এল-এম-জি চালানোর কৌশল। এতে করে ওরা আমাদের বিরাট বাহিনী ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মোটামুটি বিকেল ৪ টার দিকে অপর পক্ষের আর কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। যে যেখান দিয়ে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে। ৩০/৩৫ টা লাশ রেখে ‘‘মুক্তি বহুত হারামী হায়’’ বলে মামা আপন প্রাণ বাঁচা সার বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

আমাদের দলের রবিনের ডানহাতে একটা গুলি লেগেছিল। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে সে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। আমার দলের অর্ধেকের বয়েস ছিল বিশের নীচে এবং কারো বয়সই ২৮-এর উপরে ছিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, ২০-এর নীচের কচি ছেলেগুলো সবচেয়ে নয়, আমি যে ক’টা যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম তার প্রায় সব যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা যায়।

পল্লীর পর্ণকুটিরের আধা-শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষদের দেশপ্রেমের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। ওরা বন্দুক চালাতে পারে না। আধুনিক অস্ত্রের সামনে তারা তাই নিরূপায়। কিন্তু প্রাণের যে আবেগের পরিচয় তারা বিশেষ করে ঐ পানপট্টির যুদ্ধের দিনে দেখিয়েছিল তার মর্যাদা দেবার মত যোগ্যতা আমার নেই। গ্রামবাসীরা জানত, আমরা সকালে কিছূ মুখে দিতে পারি নাই। পাক হানাদারদের রেইঞ্জের দূরের গ্রামে আমাদের জন্য মুড়ি, চিড়ে, গুড়, শতে শতে ডাব কেটে বালতি ভরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লোকেরা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ছোট ছোট জঙ্গলের বাঁকে বাঁকে তারা আটার রুটি ,গুড় এসব যে যেখান থেকে পেরেছে পাঠিয়ে দিয়েছিল- নিয়ে এসেছিল। বিকেল ৫ টার সময় আসা আরম্ভ করল ভাত, তরকারি, ডাল ইত্যাদি। এসকল খাদ্যসামগ্রী এত বেশী হারে এসে জমা হল যে আমরা ১৫ দিন বসে খেয়েও শেষ করতে পারতাম না।

গলাচিপা আক্রমণঃ ৩/৪ দিন পরে ঠিক করলাম ওদের ঘাটি আক্রমণ করতে হবে। শওকতকে প্রধান করে জাহাঙ্গীর, মোস্তফা, হাবিবসহ ৩৫ জনের একটা দল পাঠালাম গলাচিপা আক্রমণ করতে। ওরা ঠিক পরিকল্পনা মত আক্রমণ করল। মারা গেল বিপক্ষের কয়েকজন। দিন শেষ হয়ে গেল। ওরা ফিরে এল শিবিরে। আবার পরিকল্পনা করল সেই রাতেই আক্রমণ করার। কিন্তু রাত আর আসতে পারল না। দুপুরের দিকে সদলবলে থানা ছেড়ে পটুয়াখালীর দিকে চম্পট। খবরটা পেলাম রাতে। শওকত লাফিয়ে পড়ল। তখনই ১০ জনের একটা দল নিয়ে সে চলে গেল গলাচিপায়। পরের দিন বাকী সকলকে নিয়ে আমিও গিয়ে পৌঁছলাম। পটুয়াখালী থেকে জাতিসংঘের একটা ছোট জাহাজে কয়েকজন পুলিশ দিয়ে মেজর ইয়ামিন একটা দল পাঠালেন পর্যবেক্ষণ করতে, অর্থাৎ গলাচিপার খবরাখবর সংগ্রহ করতে।

শব্দ শুনে রেডি হলাম। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল জাতিসংঘের জাহাজটা গলাচিপা বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ওঁৎ পেতে থাকলাম। আওতার মধ্যে আসার সাথে সাথে আক্রমণ চালালাম। প্রায় ১ মাইল এলাকা নিয়ে আমরা পজিশন নিয়েছিলাম। বাঙালি পুলিশগুলো তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র সব নদীতে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত কূলে ভিড়লো জাহাজটি। চেষ্টা করেছিল কাটিয়ে যেতে, কিন্তু পারল না। দখল করলাম জাহাজটি। ওটার নাম ছিল ‘ বাট্টি-মে-বি’। মালয়েশিয়ার লোক ছিল ক্রু। তাদের কাছ থেকে আমাদের এয়ার ফোর্স-এর

শাজাহান, মজিদ, মিজান শিখে নিল জাহাজটি চালাবার পদ্ধতি। মালয়েশিয়ানদের সসম্মানে জাহাজ থেকে উঠিয়ে যত্ন সহকারে তাদেরকে রাখলাম গলাচিপার একটি হোটেলে। জাহাজটাকে আমরা আমাদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করলাম।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ। হাতেম আলী, আলমগীর, আজাদ, বারেক, ওদের সকলের নিকট ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালাম পটুয়াখালী আক্রমণ করার প্ল্যান দিয়ে।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। রাত ১০ টার সময় বারেক তার দল নিয়ে পটুয়াখালীর উত্তর পার দিয়ে, আমি লোহালয়া অর্থাৎ পটুয়াখালীর পূর্ব দিক দিয়ে, হাতেম আলী ও আলমগীর দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং আজাদ পটুয়াখালীর পশ্চিম পার দিয়ে আক্রমণ চালাবে। পাঁচ কমান্ডারের একটা বৈঠক আহবান করলাম বগাবন্দরে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বগাবন্দর বাউফল থানার অন্তর্গত এবং পঞ্চম আলীর দল বাউফল থানা দখল করে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত গলাচিপা, বাউফল, বামনা ও বেগাতী থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে।

খেপুপাড়া আক্রমণঃ ৬ই ডিসেম্বর আমরা খেপুপাড়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলাম। জাহাজ এবং আরও একটা লঞ্চ নিয়ে রওয়ানা হলাম। খেপুপাড়ার ২ মাইল দূরে তিনটা দলে বিভক্ত হলাম। শাজাহান (এয়ার ফোর্স-এর) যাবে জাহাজে। লঞ্চটা ওখানেই থাকবে। শাজাহানের সাথে থাকবে এল-এম-জিসহ ১৫ জন রাইফেলধারী। সে খেপুপাড়ার থানার ঘাটে জাহাজ ভিড়াবে স্বাভাবিক ভাবে। অন্যরা পজিশন নিয়ে থাকবে। থানার শত্রুপক্ষ ভাববে তাদেরই গানবোট। জাহাজটা অনেকটা গানবোটের মতই দেখতে। বিশেষ করে রাত্রে। পরিষ্কার উর্দুতে শাজাহান থানার দারোগাকে ডাকবে এবং সকলকে জাহাজে উঠে আসার নির্দেশ দেবে। শাজানের দেহাকৃতি পাঞ্জাবীদের মতই ছিল। শাজাহান পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেনের অভিনয় করবে। জাহাজের সামনে ওরা এসে শাজাহের নির্দেশ মতো ফল-ইন করবে। সাথে সাথে জাহাজ থেকে এলমে-জি এবং রাইফেলের গুলিতে শেষ করা হবে সবগুলোকে। আমরা এর আগেই দুটো দল নিয়ে থানা ঘিরে ফেলব এবং থানার দিকে এলোপাতাড়ি গুলি করে থানায় ঢুকে পড়ব। পরিকল্পনাটা ছিল এমনি সুন্দর। শওকতকে একটা ছোট খালের পুল পার হয়ে থানার উত্তর দিক দিয়ে পজিশন নিতে পাঠালাম। আমি একটা দল নিয়ে থানার পূর্ব দিক দিক দিয়ে একটা ছোট খালের পুল পার হয়ে থানার ৫০ গজের মধ্যে প্রস্তুত থাকব। শওকতের সাথে ইউসুফ, দেলোয়ার সহ ২৫ জনের একটা দল এবং আমার সাথে বাবুদা, হাবীব, রবীনসহ ২৫ জনের একটা দল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সরদার জাহাঙ্গীর একটা দল নিয়ে গলাচিপা এসেছিল। তার দলের সদ্য ছিল ৯ জন। তারা আমার দলে যোগ দিয়ে দলকে শক্তিশালী করল। ক্যাপ্টেন মেহেদীর নির্দেশক্রমে গলাচিপা ও পটুয়াখালী থানার মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য ছোট দলগুলিও আমার একক নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কাজ করা শুরু করেছিল।

হাবীব খেপুপাড়ার ছেলে। সে সকলের সামনে, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে বাবুদা। খেপুপাড়ায় কোনদিন যাইনি। হাবীব ছিল একমাত্র পথ-ঘাট চেনা ছেলে। পুলের উপর উঠতে যাব, অমনি শত্রুর পক্ষের পেট্রোল পার্টির সামনে পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের উপর গুলি করল। কিন্তু আমাদের কারও গায়ে গুলি লঅগাতে পারে নাই। তার পরই আরম্ভ হল থানা থেকে গুলি করা। আমরা আর পুল পার হতে পারলাম না। ওদিকে আমাদের জাহাজ থেকে পরিকল্পনা কার্যকরী হবার আগে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে ওরাও থানার দিখে গুলি ছুড়লো । আমরা সারারাত থানা ঘিরে রাখলাম। সকালে আমি চলে এলাম। শওকতের উপর সমস্ত ভার দিয়ে সমস্ত দল ওখান থেকে সরিয়ে আনলাম। চলে এলাম বগাবন্দর। আমার সাথে আনলাম বাবুদা, মাস্টার সাহেব,লতিফ, বাবুল, ফোরকান, দেলোয়ার এদের কয়েকজনকে।

বগাবন্দর থেকে পাক জলযানের উপর আক্রমণঃ বগা এসে পৌছালাম ৮তারিখ রাত আটটার সময়। পটুয়াখালী থেকে বগাতে টেলিফোন এলো যে পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে। বগা তখন মুক্ত এলাকা। ওখানে পঞ্চম আলীর দলের ১৫/১৬ জনের ঘাঁটি ছিল। আমাকে পেয়ে ওরা খুশী হল। বগা পোস্ট অফিসে গিয়ে

পটুয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করলাম। রাত নয়টার সময় দুটো লঞ্চে পাক জান্তার দল ও দালালদের দল পালিয়ে আসল পটুয়াখালী থেকে। কিন্তু তাদের যেতে হবে বগাবন্দরের নদী দিয়ে। বাউফলে ফোনে জানালাম সবকিছু। ফোন পেয়ে বাউফল থেকে একটা দল রওনা হল বগার দিকে। দুরত্ব ৮ মাইল। পটুয়াখালী থেকে যথারীতি আমরা খবর পেতে থাকলাম। পটুয়াখালীর তখনকার ডি-সি আব্দুল আউয়ালের সাথে যোগাযোগ করলাম এবয় খবরের সত্যতা প্রমাণ করলাম।

আমরা ২০ জনের মত লোক রাইফেল হাতে বগা নদীর কূলে পজিশন নিলাম। রাত দশটার সময় লঞ্চ দুটো আমাদের রেইঞ্জের মধ্যে এসে গেল। গুলি ছুড়লাম। ওরাও ছুড়ল ৩/৪ টা এল-এম-জির ব্রাশ। লঞ্চ দুটো রাখতে পারলাম না। ফুল স্পীড-এ চালিয়ে রেইঞ্জের বাইরে চলে গেল।

৯ তারিখ সকাল ৮ টার সময় ভারতীয় বিমান বোম্বিং করল পটুয়াখালীতে। আমরা পটুয়াখালী চলে গেলাম। খবর পেয়ে অন্যান্য দলের কিছু কিছু মুক্তিবাহিনী চলে এসেছিল। থানা, পুলিশ ক্যাম্প সব দখলে নিয়ে নিলাম এবং প্রত্যেক পজিশন পয়েন্টে পড়া গার্ড মোতায়েন করলাম। ওদিকে শওকত পরের বারে খেপুপাড়া আক্রমণ করে এবং থানার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ খেপুপাড়া থানা দখল করে নেয়। ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা পটুয়াখালীর সমস্ত থানা সহ পটুয়াখালী কে মুক্ত ঘোষণা করলাম। তখন আমার কমান্ডে প্রায় ১৫০০ মুক্তিবাহিনী।

সাক্ষাৎকারঃ শামসুল আলম তালুকদার

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে শরণখোলা থানা আক্রমণ করলে পুলিশবাহিনী সাথে সাথে অস্ত্র দিয়ে দেয়-৩২ টি রাইফেল এবং আরও অনেক গোলাগুলি পাওয়া গিয়েছিল। ওখান থেকে ক্যাপ্টেন জিয়া কিছু অস্ত্র আমাকে দেন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার আজিজকে (ফুলমিয়া) দেন।

আমি আমার কিছু লোক ,খাবার এবং অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনের ভোলা নদীর পশ্চিম পাড়ে শরণখোলা এবং চানপায়ে রেঞ্জ অফিসের মধ্যবর্তী স্থান ধানসাগর নামক অফিসের বিতরে প্রথম ঘাঁটি গাড়ি। পরিকল্পনা নিই গ্রাম আক্রান্ত হলে সবাইকে এই ঘাঁটিতে নিয়ে এসে পরবর্তীতে পাক বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালাবো।

শরণখোলা থানা এবং মোড়লগঞ্জ থানার অঞ্চল অধিকাংশ হিন্দুগ্রাম। মওলানা ইউসুফের নেতৃত্বে জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য পাকিস্তান পন্থীরা ঐ এলাকায় লুটপাট শুরু করে। আমার দলের লোকজন দিয়ে প্রায় ১০টি গ্রুপ করে কিছু অস্ত্র দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করি । মাওলানা ইউসুফের দল শুধু লুট নয় নারীধর্ষণও শুরু করে। আমরা প্রতিরোধ দিলে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শরণখোলা থানাতে রাজাকার বাহিনী তৈরী হয় পাক রাজস্ব মন্ত্রী মনসুরের নেতৃত্বে। মে মাসের মাঝামাঝি নায়েক সুবেদার মধু তার নিজস্ব দল নিয়ে মোড়লগঞ্জ থানায় যায়। মধু থানাতে পৌঁছুলে আমি এবং মধু যৌথভাবে কাজ শুরু করি। ৪০ জন রাজাকার ইতিমধ্যে মোড়লগঞ্জ থানাতে আসে।

২ রা জুন আমরা যৌথভাবে মোড়লগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। ওখানে ভাসানী ন্যাপের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বকর শহীদ হলেন। রাজাকার ৩ জন খতম হয়। ভোর হয়েগেলে আমরা পিছু হটি। তারপর রাজাকাররা বাগেরহাট পালিয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্নজন অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে মোড়লগঞ্জ থানার সোনাখালী, ফুলহাতা, হ্যামড়া, পাঁচগাঁও, ঢুলিগাতি, গজারিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ডাকাতি শুরু হয় ব্যাপকভাবে। হিন্দুবাড়ি লুটপাট, নারীধর্ষণ করে তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। ক্যাপ্টেন জিয়া জুন মাসের মাঝামাঝি আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি তখন দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক হন। আমি,

হাবিলদার মধু এবং ক্যাপ্টেন জিয়া মিলে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ঐসব গ্রামে গিয়ে ৮ জন ডাকাত খতম করি এবং অস্ত্র উদ্ধার করি।

জুন মাসের ২০/২২ তারিখ হবে। পাঁচখানা গানবোট ও ২টি জাহাজে করে প্রায় ৫০০ পাকসেনা এবং ৪০০ রাজাকার মোড়লগঞ্জে উপস্থিত হয়।মোড়লগঞ্জে আমাদের যে ঘাঁটি ছিল সেখান থেকে যাতীয় অস্ত্র এবং সব বাহিনী নিয়ে আমি সুন্দরবনের পুরানো ঘাঁটিতে নিরাপদে চলে যাই। পাকসেনা এবং রাজাকাররা ওখানে গিয়ে আমাদের ক্যাম্প সহ বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং অসংখ্য লোককে হত্যা করে। পরে রাজাকারদের রেখে পাকসেনারা চলে যায়। এরপরে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করা শুরু করি। ক্যাপ্টেন জিয়া এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেন। শরণখোলা দক্ষিণ অঞ্চল সুন্দরবনের ববিতে সুবেদার আনোয়ার এবং হাবিলদার আজিজ (ফুলমিয়া) ২০০-এর উপরে মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন এবং জুন মাসের শেষের দিকে রায়েন্দা থানা আক্রমণ করেন সুবেদার আজিজের নেতৃত্বে। ওখানে আনোয়ার সহ আরও ক'জন শহীদ হন। ঐ মাসেই ক্যাপ্টেন জিয়া ভারতে চলে যান অস্ত্রের জন্য।

শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ থানাতে রাজাকাররা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে। হিন্দুসহ ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাড়িঘর ভোগদখল এবং নারীদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। লোকজন ধরে হত্যা শুরু করে। এই অবস্থায় আমাদের বাহিনী নিয়ে গেরিলা কায়দায় মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাতে থাকি এবং বিক্ষিপ্তভাবে রাজাকারদের খতম করতে থাকি। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি মান-ইজ্জত হারিয়ে সুন্দরবনে আশ্রয় নিতে থাকে ভারত যাবার জন্য।

ক্যাপ্টেন জিয়া ১৩ ই আগস্টে ভারত থেকে প্রচুর অস্ত্র নিয়ে আমাদের এখানে আসেন। সেই সাথে ৫০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা এবং ন্যাভাল কমান্ডো নিয়ে আসেন। ১৪ ই আগস্ট সুন্দরবন এলাকাতে তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধার কনফারেন্স ডাকেন। ওখানে তিনি বাংলাদেশে সরকারের নিয়োগপত্র দেখান। সেখানে ৪ টি জেলার গেরিলা কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ ছিল। সভায় ১০০০-এর মত মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিল। তিনি এই সভাতে সম্পূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে কতকগুলি বিভাগ এবং উপবিভাগ খোলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শৃংখলায় নিয়ে আসেন। বিভাগগুলি ছিলঃ (১) অপারেশন বিভাগ (২) খাদ্যের বিভাগ (৩) অর্থ সংগ্রহ বিভাগ (৪) যোগাযোগ বিভাগ (৫) বেতন বিভাগ (৬) হাসপাতাল বা চিকিৎসা বিভাগ (৭) ভারতের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (৮)শরণার্থী দেখাশোনা এবং পাঠানোর জন্য বিভাগ (৯) ট্রেনিং বিভাগ (১০) রিক্রুটিং বিভাগ। খুলনা জেলায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক সাব- কমিটিও গঠন করা হয়। নিম্নলিখিত লোক নিয়ে কমিটি গঠিত হয় (১) ক্যাপ্টেন জিয়া- কমান্ডিং অফিসার (২) সেকেন্ড- ইন- কমান্ড- শামসুল আলম তালুকদার (৩) আবুল কালাম মহিউদ্দিন- সিকিউরিটি অফিসার (৪) আবুল আসাদ- অপারেশন অফিসার (৫) শহীদুল আলম বাদল- অস্ত্রাগারের দায়িত্ব (৬) নূর মোহাম্মদ হাওলাদার- কনস্ট্রাকশন বিভাগ (৭) মোস্তফা হেলাল- খাদ্যের ভারপ্রাপ্ত। বাগেরহাট মহকুমার জন্যঃ (১) নায়েক সুবেদার মধু-কমান্ডিং অফিসার (২) সাতকক্ষীরার আফজাল (৩) মোড়লগঞ্জ থানার জন্য আলী, (৪) শরণখোলা থানার জন্য হাবিলদার আজিজ (ফুলু)। এছাড়া বাগেরহাটের উত্তর অঞ্চলে এবং খুলনার উত্তর অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। বরিশালে ক্যাপ্টেন শাজাহান (ওমর) পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহেদীর সাথে যোগাযোগের জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ক্যাপ্টেন জিয়া হাবিলদার মধূ এবং আজিজকে অস্ত্র ভাগ করে দেন এবং বাকি অস্ত্র নিজের কাছে রাখেন।

সুন্দরবনের ঘাঁটিকে খুলনা বিভাগের সামরিক হেডকোয়ার্টার ঘোষণা করা হয়। ঐ সভাতেই ১৩ ই আগস্টে মোড়লগঞ্জ থানা আক্রমণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৫ ই আগস্ট সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন জিয়া নিজেই ১০০-এর মত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মোড়লগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হন, মোড়লঞ্জের পশ্চিমে টাউন হাইস্কুল নামক স্থানে রাত ৩ টায় এসে পৌঁছান। ১০০ লোককে পাঁচটি দলে বিভক্ত করা হয়। কুটিবাড়ি রাজাকার ঘাঁটি দখল করার

জন্য এডজুট্যান্ট খোকনের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। কবিরাজ বিল্ডিং রাজাকার ঘাঁটি দখল করার জন্য নায়েক সুবেদার মধুর উপর ভার দেয়া হয়। সুকুমার বাবুর দালানে রাজাকার ঘাঁটি দখলের জন্য সুবেদার আজিজকে ভার দেওয়া হয় এবং অম্বিকা চরণ হাইস্কুলে রাজাকার ঘাঁটি দখল করার জন্য মোতাহারকে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি ২০ জন নিয়ে রিজার্ভে থাকি। ভোর ৪ টা একই সাথে আক্রমণ চালানো হয়। সকাল ৯ টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে, কিন্তু কোন ঘাঁটি দখল করা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে রায়েন্দা থানা থেকে এক লঞ্চ রাজাকার আসে মোড়লগঞ্জে। ক্যাপ্টেন জিয়া প্রতিরোধ করেন, রাজাকাররা পিছু হটে। ৯ টার পর ক্যাপ্টেন জিয়া নিজেই আমাকে সহ অম্বিকা হাইস্কুলে আক্রমণ চালান।ওখানে গ্রেনেড ছুড়তে গেলে মুকুল (স্পেশাল গেরিলা কমান্ডো) এবং মোহরাবের হাত-পা ভেঙ্গে যায় রাজাকারদের গুলিতে। ক্যাপ্টেন জিয়া নিজে কাধেঁ করে তাদেরকে মোড়লগঞ্জ কলেজে রেখে যান। আমি নিজে পশ্চিম দিকে এবং ক্যাপ্টেন জিয়া উত্তর দিক থেকে এল-এম-জি ব্রাশ চালিয়ে জানালা ভেঙ্গে ফেলি। আসাদ এবং হেলালকে বিল্ডিংয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়। ভেনটিলেটরের ভিতর দিয়ে ২ জন গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। গ্রেনেড ব্রাস্ট হলে বহু রাজাকার মরতে থাকে, তবু তারা আত্নসমর্পণ করেনি। পরবর্তীকালে ক্রমাগত ১০ টি গ্রেনেড ফেলা হয়। রাজাকাররা চিৎকার শুরু করে। ক্যাপ্টেন জিয়া উত্তর দিকের জনালা দিয়ে লাফিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। ৫ জনের সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে। ২২ জনকে হ্যান্ডস আপ করিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। বাইরে আরও ২ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। স্কুলে তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হচ্ছিলো। ৮০০ ছেলেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। যাবতীয় কাগজপত্র পানিতে ফেলে দেয়া হয়। আমি এবং ক্যাপ্টেন জিয়া ছেলেদের সামনে ভাষণ দেই এবং বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য উপদেশ দেই । ছেলেরা সবাই ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান দিয়ে বাড়িতে চলে যায়। ওখানে জিয়া ৪ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পথে আমি এবং ক্যাপ্টেন জিয়া এক স্থানে বিশ্রাম নেবার অবসরে ব্যক্তিগত শত্রুতা তাকায় নায়েক সুবেদার মধুর নির্দেশে ৪ জন শিক্ষক সহ ২২জন রাজাকারকে মধুর সহকারী অধিনায়ক আমজাদ মল্লিক গলা কেটে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন জিয়া মধুকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেন। এই নিয়ে মধুর সাথে আমাদের বেশ কথাকাটাকাটি হয়। ফেরার পথে কুটিবাড়ি থেকে ২জন রাজাকার উলঙ্গ অবস্থায় পালাচ্ছিল, কিন্তু মাঠে কৃষকরা ধরে গরুর জোয়াল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেয়। বেলা ১২ টার দিকে আমরা সবাই সুন্দরবনে যাত্রা করি। যাবার পথে প্রতিটি গ্রামের মানুষ আমাদের শুভেচ্ছা জানায় এবং চাল, ডাল, মুরগী, খাসি, দিয়ে আমাদের নৌকা ভর্তি করে দেয়। পথের মাঝে শুনলাম পাকসেনারা এসে গোলাগুলি চালাচ্ছে মোড়লগঞ্জে। একটি ক্যাম্প আমরা দখল করি এবং ৪৪ টি রাইফেল উদ্ধার করি।

১৭ ই আগস্ট আমরা শুনলাম আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ আব্দুল মজিদ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মারুফ হোসেন, ভাসানী ন্যাপের থানা সহ-সভাপতি সাহের আলীকে পাকসেনারা ধরে এনে হত্যা করেছে। এছাড়া গ্রামের নিরীহ আরও বহুজনকে হত্যা করেছে ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঐ ক্যাম্পে জিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কনফারেন্স ডাকেন এবং বরিশাল জেলার কয়েকটি থানা আক্রমণ করার জন্য কয়েকটি দল গঠন করেন। সুবেদার আজিজ এবং লতিফের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল ভান্ডারিয়া থানার জন্য, কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল কাউখালী থানার জন্য, সুবেদার রুস্তমের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি দল রাজাপুর থানার জন্য পাঠান হয়। এছাড়া ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল মঠবাড়িয়া থানা দখলের জন্য শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে রওনা হয়। ভোরবেলায় পৌঁছাতেই গানবোটের শব্দ পাওয়া যায়। শরণখোলা রেঞ্জ অফিসে সুবেদার ফুলুর নেতৃত্বে ১০০জনের মত মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

১৮ ই আগস্ট ভোরে ভোলা নদীর দু’পাড়ে মাত্র ১০ জন করে ২০ জন রেখে জিয়া সবাইকে সুন্দরবনের ভিতরে যাবার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ৭টি গানবোট ফরেস্ট অফিসের উত্তর দিকে এসে পড়ে। মোড়লগঞ্জে পাকসেনা এবং রাজাকাররা চরমভাবে মার খেলে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য গানবোটগুলি পাঠানো হয়েছিল। ৪ খানা গানবোট শরণখোলা রেঞ্জ অফিস অতিক্রম করে উত্তর দিকে যাবার পরে পরবর্তীতে ৩ খানা গানবোটের উপর ভোলা নদীর দুই পার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ করে। সুবেদার গফফার রকেট লাঞ্চার

থেকে গোলা নিক্ষেপ করে একটা গানবোট বিধ্বস্ত করে। গানবোটটি গুলি খেয়ে দক্ষিণ দিকে ৩ মাইল পর্যন্ত গিয়ে ডুবে যায়। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবীদের ৪ টি মরা লাশ নদীতে ভাসতে দেখা যায়। বাদবাকি ৬ টি গানবোট থেকে খানসেনারা মর্টার, আর-আর, হেভী মেশিনগান, লাইট মেশিনগান থেকে আমাদের উপর প্রবলভাবে গোলাবর্ষণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধারা তার পাল্টা জবাব দিতে থাকে। এমনি করে ভোর থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভীষণভাবে গোলাগুলি করেও পাড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়ে তারা যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে চলে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ত্যারাব্যাকা হাট নামক স্থানে একত্রিত হয় এবং কাজার থেকে চিড়া মুড়ি কিনে খাওয়া-দাওয়া করে। ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি শরণখোলা রেঞ্জ অফিস এবং বগি ফরেস্ট অফিস ও শরণখোলা থানার দক্ষিণ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ৫০জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে সশস্ত্রভাবে রেখে আমাদেরকে গন্তব্যস্থান ধানসাগরে চলে যাই। এই সময় তারা যেন কোন আক্রমণ না করে। পরবর্তীকালে বরিশাল জেলার বিভিন্ন থানাতে অপারেশন করার জন্য তাদের পাঠান হয়েছিল। তারা বীরত্বের সাথে সেসব জায়গায় অপারেশন করে এবং বহু রাজাকার ও খানসেনাকে হত্যা করে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

ক্যাপ্টেন জিয়া পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা কনফারেন্স ডাকেন এবং সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয় যে খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশালের কলেজ এবং স্কুলে যেসব যুবক ছেলে আছে তাদেরকে সুন্দরবনে নিয়ে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দিতে হবে। সেই অনুযায়ী ওখান থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে হেলা নদী থেকে তাম্বল নদীতে ঢুকে তেতুলবাড়িয়া খাল দিয়ে উত্তর দিকে ঢুকে ছোট্ট খালের দুই পাশে সুন্দরী কাঠদিয়ে গোলপাতার ঘর করি। প্রতম অবস্থায় খুলনা জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোর্য়াটার এখানেই করা হয়।

পরবর্তীকালে শরণখোলা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় সুবেদার আজিজের পরিবর্তে সুবেদার গফফারকে। কারণ আজিজ (ফুলুমিয়া) ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। বিনা অন্যায়ে নিজের ইচ্ছামত অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর অনেক অন্যায়-অত্যাচার করেছে। ক্যাপ্টেন জিয়া সুবেদার আজিজকে বন্দী করে ভারত পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন জিয়া তাম্বুলবুনিয়া নদীর দুই পার্শ্বে ছোট খালগুলির মধ্যে অনেক ঘর তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। এক এক গ্রুপের জন্য এক এক জায়গায় ব্যবস্থা করলেন। তাম্বুলবুনিয়া খালের পূর্বদিকে একটি খালে তিনি ছাত্রদের জন্য একটি ক্যাম্প তৈরী করেন। সেখানে অনেক জায়গা নিয়ে ট্রেনিং দেবার জন্য সুন্দরীগাছ কেটে একটি খোলা মাঠ তৈরী করলেন। সেই মাঠে বাংলাদেশী জাতীয় পতাকা তোলা হতো এবং যুবকদের রীতিমত সামরিক কায়দায় ট্রেনিং দেয়া হত। উক্ত ছাত্রদের ক্যাম্পের দায়িত্ব হয়েছিল পরিতোষ কুমার ও লিয়াকত আলী খানের উপরে। একদিকে শারীরিক পরিশ্রম করে ট্রেনিং দেয়া হত, অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে ক্লাস নেয়া হতো। সময় সময় সামরিক কায়দায় শারীরিক পানিশমেন্ট দেয়া হতো। উক্ত ছাত্রদের ক্যাম্পের সুন্দরী গাছ কেটে অনেক জায়গা নিয়ে পুকুর কাটা হয়েছে। টিনের দোচালা ঘর করা হয়েছিল। আসামীদের রাখার জন্য জেলখানা রাখা হয়েছে। খাদ্য রাখার জন্য গোডাউন ঘর করা হয়েছিল। আসামীদের দেখাশুনার জন্য জেলের কর্মকর্তা এবং স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ছাত্রদের ক্যাম্পে বিশ খানার মত বড় এবং ছোট নৌকা রাখা হয়েছিল। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন জিয়া এবং আমি অতর্কিতে দেখাশুনার জন্য ক্যাম্প ভিজিট করতাম। তাম্বুলবুনিয়া নদীর পার্শ্বে তেতুলবাড়িয়া হতে হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসা হয়। সেখানে নানা প্রকার ঘর করা হলোঃ

(ক) খুলনা জেলা কমান্ডিং অফিসের জন্য অফিস ঘর তৈরী করা হলো। সেখানে সামরিক কায়দায় সব প্রস্তুতি নেয়া হল।

(খ) সহকারী অধিনায়কের জন্য অফিস করা হলে এবং টাইপিস্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হলো।

(গ) প্যারেড মাঠ তৈরী করা হলো। সেখানে যোদ্ধাদের একত্রিত করা এবং অপারেশন যাবার পূর্বে সব ফল-ইন- করিয়ে চারদিকে পাঠান হতো।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ার জন্য আলাদা ক্যাম্প করা হয়েছিল। রান্না করার জন্য আলাদা লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। আলাদা আলাদা গ্রুপ করে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রান্না পরিদর্শনের জন্য আলাদা লোক ছিল।

(ঙ) হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার খাওয়ার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল, যারা মাছ ধরে খাওয়াবে এবং অন্য আর এক দল ছিল, যারা হরিণ শিকার করে আনবে।

(চ) মুক্তিযোদ্ধাদের রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত আঘাত নিরাময়ের জন্য ৪ জন বিজ্ঞ ডাক্তার ছিল এবং হাসপাতালও খোলা হয়েছিল। হাসপাতালে নানা ধরণের ঔষধ ছিল।

(ছ) সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নানাবিধ সুবিধা দেয়ার জন্য গুদাম ছিল। গুদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ওখান থেকে দেয়া হতো।

(জ) বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধরণের জিনিসপত্র রাখার জন্য আলাদা একটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল। তার মান ছিল ইমার্জেন্সী স্টোর। ওখানে নানা ধরণের জিনিস জমা রাখা হয়েছিল। উক্ত মালপত্র দেয়ার জন্য ৫ জনকে নিয়ে একটি ইমার্জেন্সী কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং একজন ইমার্জেন্সী অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

(ঝ) মহিলাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প ছিল। সেখানে মহিলারা ট্রেনিং নিত। মহিলাদের কমান্ডার ছিল খুরশিদ জানে আলম তালুকদার। মহিলারা প্রতিদিন প্রায় এক হাজারের মত রুটি তৈরী করত। তারা কাপড়ও সেলাই করত। তাদেরকে ৩০৩ রাইফেল, এস-এল-আর, এস-এম-জি, এল-এম-জি চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হোত। নিজেরা নৌকা চালাতো।

(ঞ) ভারত হতে যে সমস্ত নেভাল কমান্ডো আসত তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প ছিল। তাদের প্রতি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হতো।

(ট) হেডকোয়ার্টার সমস্ত অস্ত্র ক্যাম্পে ক্যাম্পে যদিও ভাগ করে দিয়েছিল তবুও বিরাট অস্ত্রাগার ছিল। অস্ত্র দেখাশুনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট ছিল।

গেরিলা ক্যাম্পঃ সুন্দরবনে দুই প্রকার ট্রেনিং দেয়া হতো। একদল ডাইরেক্ট ফাইট করবে। আর এক দল গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করবে। তাই গেরিলাদের জন্য একটি আলাদা ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছিল। তার কমান্ডার ছিল শহীদ আলী। সেখানে কমান্ডিং অফিসারের জন্য অফিস ছিল। প্যারেড গ্রাউন্ড ছিল। কোত ছিল। গুদাম ছিল। খোনে প্রায় ৫ শত গেরিলা যোদ্ধা ছিল। অপারেশনে যাবার পূর্বে তারা হেডকোয়ার্টারে আসত এবং সেখান থেকে যাত্রা করত।

প্রত্যক্ষ সৈন্যদের ক্যাম্পঃ তাম্বুলবুনিয়া নদীর পূর্ব পার্শ্বে একটি খালের মধ্যে রীতিমত সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প করা হলো। তার দায়িত্ব দেওয়া হলো বাংলাদেশের সি-এন-সি কর্নেল ওসমানীর স্পেশালিষ্ট আলতাফকে। তার অধীনে এক হাজারের মত সৈন্য ছিল। তারা অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা ছিল।

রেকি পার্টিঃ রেকি পার্টির কমান্ডার পরিতোষ কুমার পালকে করা হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণে তাম্বুলকুনিয়ার পূর্ব পাশে পাঙ্গাশিয়া নামক খালের মধ্যে তাদের ক্যাম্প করা হলো। সেখান হতে গানবোট, লঞ্চ বা জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করে প্রতিদিন হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠানো হতো। মূলতঃ তার উপর দায়িত্ব ছিল খুলনা এবং বরিশালের শত্রুদের যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করা। হেডকোয়ার্টারে তৈরী করার পর এক মাসের মত সময় লেগেছিল সব ঠিক করে নিতে। তারপর যুদ্ধের পালা শুরু হলো।

বগিঃ বরিশাল-খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলেশ্বর নদী। এই নদী ৬ মাইলের মত প্রশস্ত। বগি শরণখোলা থানার দক্ষিণ অঞ্চলে জনবহুল এলাকা সংলগ সুন্দরবন ফরেস্ট অফিস। বলেশ্বর নদীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই বগিতে আমাদের যোগাযোগের প্রধান ঘাঁটি করা। বগিতে আমাদের মজবুত সৈন্য বাহিনী ছিল। গানবোটের সাথে প্রতিদিন যুদ্ধ চলত। শত চেষ্টা করেও গানবোট হতে পাক সেনারা তীরে উঠতে পারেনি।

বগির যুদ্ধঃ আগস্ট মাসের দিকে বরিশাল-পটুয়াখালী-ফরিদপুর থেকে প্রায় এক লক্ষ শরণার্থী খানসেনা ও রাজাকারদের অত্যাচারে বগিতে আশ্রয় নিল। এমনি এক সময়ে হঠাৎ ৫ খানা গানবোট বগিতে আমাদের ক্যাম্পের উপর গুলি চালায়। তারা বলেশ্বর নদী হতে সব স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করে। মর্টার ও আর-আরের গুলিতে মাটি কেপেঁ উঠেছিল। তখন আমাদের মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা ৫ খানা গানবোটের মোকাবেলা করে। যখন গানবোট তীরের দিকে আসতে থাকে তখন মুক্তিযোদ্ধারা চুপচাপ। গানবোট যখন নদীর কিনারে আসে এবং খানসেনারা তীরে উঠবার জন্য গানবোটের উপরে ওঠে, ঠিক এমনি সময়ে মুক্তিবাহিনী এল-এম-জির ব্রাশ ফায়ার করে- অনেক খানসেনারা মারা যায়। দুইদিন যাবৎ যুদ্ধ চলে, কিন্তু তারা তীরে উঠতে পারেনি।

এদিকে গানবোটের ভয়ে শরণার্থীরা গ্রাম ছেড়ে বগি নদী পার হয়ে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করে। ৪জন শরণার্থী মারা যায় মর্টারের গুলিতে। অনেক ছোট ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন জিয়া ও আমি ২৫ জন লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করি এবং তাদের ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

ভারত থেকে ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল ১৫/২০ দিন অন্তর শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে বগিতে পাঠাতেন এবং অস্ত্র পাঠাতেন। আমরা তাদের বরিশাল জেলায় কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন শাজাহান ও পটুয়াখালী জেলায় কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন মেহেদীর নিকট কাঠকাটা নৌকায় অতি সাবধানে পাঠাতাম। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ চলত।

শরণখোলা রেঞ্জ অফিসঃ এটাও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটি ছিল। এটাকে বলা হতো পশ্চাৎভূমি। হেডকোয়ার্টার হতে এসে প্রথম এখানে স্থান নেয়া হতো, তারপর নির্দেশ অনুসারে যাত্রা করা হতো। এখানে স্থানীয় জনসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য পাঠাতো। শরণখোলা রেঞ্জ অফিস হতে উত্তর দিকে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার ধরে আনতো এবং বিচার-আচার করা হতো।

পাকিস্তান হাটের যুদ্ধঃ একদিন শোনা গেল ‘পাকিস্তান’ নামক একটি হাট রয়েছে শরণখোলা থানায়। সেখানে রাজাকাররা জনসাধারণের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখন শহীদ আসাদ মাত্র ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করে। দেড়শত রাজাকার রয়েছে ওখানে। দুইঘন্টা যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের হটিয়ে দিয়ে ৩ জনকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং দুটি রাইফেল পায়।

তাফালবাড়িতে যুদ্ধঃ তাফালবাড়িতে আমাদের একটি ক্যাম্প ছিল। রাজাকার এবং পাঞ্জাবী পুলিশরা হঠাৎ ক্যাম্পে আক্রমণ করে এবং ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে ফেলে। দীর্ঘ তিন ঘন্টা যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে বগি ক্যাম্প হতে ২০ জন নিয়ে যখন পিছন হতে আক্রমণ চালানো হয়, তখনি পাকসেনারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ৪জন রাজাকার মারা যায়। ১০ টি রাইফেল উদ্ধার করাহয়।

বরিশালের মাপলাজাড়ঃ বরিশাল জেলায় মাঠবাড়িয়া থানায় মাপলাজাড় নামক স্থানে ব্যাপক অত্যাচার করে এবং সেখানকার জনসাধারণ খুব অসুবিধা ভোগ করে। বগি ক্যাম্প হতে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা রাত্রে গোপনে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বেলা ১০ টার সময় পাঞ্জাবী পুলিশ এবং রাজাকার ৫০ জন গ্রামে এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে থাকে। মাত্র ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে। সেখানে ১০ জন শত্রু

প্রাণ হারায় এবং বাকীরা পালিয়ে যায়। ৫ জনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং ১২ টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়।

সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান

মেজর জলিলকে ৯ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং হাসনাবাদ ৯ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। তারপর হাসনাবাদ থেকে টাকীতে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা হয় এবং স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে হেডকোয়ার্টার ছিল।

টাকীর নিকটবর্তী তাকিপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। শাহ জাহান মাস্টার টাউন শ্রীপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তিনি তার এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। সে এলাকার ছেলে এবং যারা আমাদের সাথে ছিল সবাইকে নিয়ে প্রথম তাকিপুরে ট্রেনিং শুরু হয়।

প্রথম দিকে আমাদের খাবার সমস্যা প্রকট ছিল। সেখানে প্রায় ১৮২ জন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিচ্ছিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রথম অবস্থায় আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। ৭২ ব্যাটালিয়ন বি-এস-এফ'র কমান্ডার মুখার্জীর সহযোগিতার কথা অবিস্মরণীয়।

খারাপ খাদ্য, পানীয় এবং খারাপ অবস্থায় থাকার জন্য অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধার জ্বর এবং নানারকম পেটের অসুখ শুরু হয়। এদের চিকিৎসার জন্য বি-এস-এফ থেকে (৭২ ব্যাটালিয়ন) ঔষধ সাহায্য দেয়া হয়। আমি নিজে সে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলাম।

দিন দিন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে লাগল। জুন মাসে প্রথম ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং শুরু হয় বিহারে। আমরা প্রথম বেইস বিহারে পাঠাই তাকিপুর থেকে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলারা বিহার থেকে ফিরে আসলে আমাদের তৃতীয় ক্যাম্প বাকুন্দিয়াতে খোলা হয়। এখানে কেবল ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের রাখা হত।

আমাদরে দ্বিতীয় ক্যাম্প ছিল হিংগলগঞ্জে। এটা খোলা হয় জুন মাসে। এখান থেকেই ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম খুলনার কালীগঞ্জ থানা আক্রমণ করে (জুন) এবং সফলতা অর্জন করে। তারপর মাঝে মাঝে এখান থেকে ভিতরে গিয়ে ছোটখাট অপারেশন চালাত।

আমার সাথে কয়েকজন মেডিক্যালের ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জাহিদ, মুজিবর এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সরল এবং মৃণাল এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমদিকে প্রত্যেকটা ক্যাম্পের সাথে একটি করে আউটডোর ছিল। কয়েকটা স্পেশাল বেড রাখা হতো কেবলমাত্র গুরুতরভাবে আহত রোগীদের জন্য। এখান থেকে পরে আমরা ভারতীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম। তারা এ ব্যাপারে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। উল্লিখিত চারজন ছেলে চারটি ক্যাম্পের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করছিল। আমি প্রত্যেকটি ক্যাম্প মাঝে মাঝে গিয়ে সুপারভাইজ করে আসতাম। অধিকাংশ গেরিলা অপারেশন হিংগলগঞ্জ ক্যাম্প থেকেই পরিচালনা করা হত। তাই প্রায়ই আমাকে সেখানে যেতে হতো।

সেপ্টেম্বর মাসে টাকীতে সর্বপ্রথম ১৫ বেডের হাসপাতাল খোলা হয়। এখানে অস্ত্রোপচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে একটা ট্রানজিট হসপিটাল এর কাজ করত- আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। এখানে রাখা হত ফার্স্ট এইড দেয়ার জন্য এবং পরে ভারতীয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হত। ২২ শে নভেম্বর কালীগঞ্জ থানা

মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে। একই সাথে শ্যামনগরও দখল করা হয়। হিংগলগঞ্জ থেকে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা শ্যামনগর ও কালীগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপন করে।

২৩/২৪ সেপ্টেম্বর বাকুন্দিয়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সাতক্ষীরার দিকে অগ্রসর হয়। সাতক্ষীরার প্রায় ১১ মাইল দূরে কুলিয়াতে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে।

২৪শে নভেম্বর কালীঞ্জ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কুলিয়ার যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ছয়জন আহত হন। ৬ই ডিসেম্বর মেজর জয়নাল আবেদীন আমাদের সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে এবং খুলনার দিকে চলে যায়।

৩ রা ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করতে থাকে।

৬ ই ডিসেম্বর একটি লঞ্চ এবং একটা গানবোট নিয়ে জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা সমভিব্যহারে বরিশালের দিকে রওনা হয়ে যান। ১০/১১ই ডিসেম্বর তারা বরিশাল পৌঁছেন। ইতিমধ্যে বরিশালের সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ওমর বরিশাল দখল করে নিয়েছিলেন।

খুলনা শত্রুমুক্ত হয় ১৭ই ডিসেম্বর। খুলনাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান। তিনি ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্নসমর্পণ করেন।

সাক্ষাৎকারঃ রাজিনা আনসারী

নভেম্বর মাসে আমি বুকাবুনিয়া পৌঁছি। জনাব আলমগীর বুকাবুনিয়ায় এক হিন্দুবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ট্রেনিং শেষ হবার পর আমি আলমগীর সাহেবের সাথে কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। তাঁর নেতৃত্বাধীনে আমি পটুয়াখালী, আমতলী, পাথরঘাটা ইত্যাদি স্থানে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হই।

আমতলী থানা অপারেশনঃ আমতলী থানা অপারেশনের কথা আমার আজও মনে আছে। ৫০ জনের একটি দল নৌকায় করে আলমগীরের নেতৃত্বে বুকাবুনিয়া থেকে আমতলী থানা আক্রমণ করার জন্য ভারতের দিকে রওনা দেয়।আমিও ঐ দলের সদস্য ছিলাম। পরদিন রাত ৮ টায় বুকাবুনিয়া থেকে ২৪/২৫ মাইল দুরে আমতলীতে পৌঁছি। আমতলী এলাকার আরও ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। আমরা ১০০ জন মিলে রাত ১ টার সময় আমতলী থানা আক্রমণ করি। আমাদের সাথে ছিল ২ টা হালকা মেশিনগান ও রাইফেল। আমতলী থানায় পাকসেনা, রাজাকার ও পুলিশ মিলে ছিল ১৫০ জনের মত। ওরা আমাদের প্রচন্ডভাবে বাধা দেয়। আড়াই ঘন্টা ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি চলে। আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের যুদ্ধের সময় মনোবল বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করি। এ যুদ্ধে পাকসেনাদের ২০ জন নিহত এবং অনেক আহত হয়। এরপর আমরা নিরাপদে আমতলী অবস্থান পরিত্যাগ করে বুকাবুনিয়া চলে আসি। আমাদের কেউ এ যুদ্ধে নিহত হননি।

এছাড়া আমি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করি। ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাযত্ন ছাড়াও তাদের থাকা- খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। স্বাধীন হবার পর ক্যাপ্টেন মেহেদী আমাকে আমার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দেন।

স্বাক্ষরঃ রাজিনা আনসারী

সাক্ষাৎকারঃ স, ম, বাবর আলী
২৪-৬-১৯৭৩

১৫ই মে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরা বর্ডারে কাস্টমস হাউসে আমরা বাঙালী ই-পি-আর ও পুলিশদের নিয়ে একটি শিবির খুলি।

মে মাসের প্রথম দিকে পাক-মিলিটারী অতর্কিতে বেলা ১০টার দিকে এই শিবির আক্রমণ করে। কিন্তু পাক-মিলিটারী ১ ঘন্টা যুদ্ধ চলার পর পিছু হটতে বাধ্য হয়।

তার পরের দিন পাক-মিলিটারী পুনরায় উক্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় আমরা উক্ত শিবির পরিত্যাগ করে ভারতে ইটিন্ডিয়া নামক স্থানে এসে উঠি এবং একটা শিবির স্থাপন করি। এই যুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিছুদিন পরে পাক-মিলিটারী ভোমরা ক্যাম্প পরিত্যাগ করায় আমরা পুনরায় ভোমরা ক্যাম্পে আসি।

১৯৭১-এর ১৮ ই মে পাক-সেনারা বিপুল বিক্রমে আমাদের ভোমরা শিবির দখল করার জন্য আসে। গভীর রাত্রে তারা আমাদের শিবির আক্রমণ করে। বৈকাল ৫ টার সময় মিলিটারীরা হটে যাওয়ার পর এই যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে পাক-মিলিটারীর বহু অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়। আমরা পাকসেনার ২ জন ক্যাপ্টেন ও একজন সৈনিকের লাশ আনতে সক্ষম হই। আমাদের পক্ষেও ২ জন শহীদ হন।

১৯৭১-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ১১জনের একটা দল নিয়ে মাত্র ৪ টি রাইফেল, ১১টা গ্রেনেড ও কয়েকটি বেয়োনেট নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকি। জুনের ১০ তারিখে টাকী ক্যাম্পে ফিরে যাই।

১৯৭১-এর ১২ই জুন গভীর রাতে ইছামতী নদী পার হয়ে দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর গ্রামের মিলিটারী ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি ঐ ঘাঁটিতে কোন মিলিটারী নেই। রাত্রে আমরা ঐ গ্রামেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু শান্তি কমিটির লোকেরা খবর পেয়ে ভোর না হতেই আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। মৃত্যু ছাড়া কোন গতি না দেখে মিলিটারীর সাথে গুলি বিনিময় শুরু করি। প্রায় ৫ ঘন্টাকাল যুদ্ধ চলার পর ১৯ জন মিলিটারীর লাশ ফেলে রেখে মিলিটারীরা পিছু হটে যায়। আমাদের পক্ষে কাজল, নাজমুল ও নারায়ণসহ ৭ জন নিহত ও ১০/১৫ জন আহত হয়। ইছামতী নদী সাঁতরিয়ে আমরা টাকীতে ফিরে আসি। এ যুদ্ধ হয় ১৩ ই জুন।

এর কয়েকদিন পর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকি এবং আশাশুনি থানার বড়দল নামক স্থানে শহীদ কাজলের নামানুসারে কাজলনগর শিবির খুলি।

বড়দলের এই শিবির পাকসেনারা সন্ধান পেয়ে আক্রমণ করে। পাকসেনারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকায় এবং আমাদের কাছে আক্রমণ প্রতিহত করার মত অস্ত্র না থাকায় পালিয়ে যাই।

জুলাই মাসে গড়ুইখালীতে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং প্রচুর ৩০৩ রাইফেল ও গুলি উদ্ধার করি। এই মাসের শেষের দিকে পাইকগাছা থানা আক্রমণ করি। পুলিশ বিনাশর্তে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আমরা তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র দখল করি।

আশাশুনি থানার কেয়ারগাতি নামক স্থানে আমরা আর একটা নতুন শিবির স্থাপন করি। শিবির স্থাপনের কয়েকদিন পরেই গানবোটসহ পাকসেনারা শিবির দখল করার চেষ্টা করলে সেখানে বিপুল সংঘর্ষ হয়। অবশেষে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। পাকসেনারা ও রাজাকাররা কেয়ারগাতি, জামালনগর, গোয়ালডাঙ্গা, ফকরাবাদ এই কয়টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেয়। ইতিমধ্যে বিশ্বকবি শিবির, বঙ্গবন্ধু শিবির, শহীদ নারায়ণ শিবির, কবি নজরুল শিবির, শেরেবাংলা শিবির, সোহরাওয়ার্দী শিবির, শহীদ নাজমুল শিবির প্রভৃতি শিবির স্থাপন করি এবং

এ সকল শিবিরে ছেলেদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে থাকি। এই সময় মুজিব বাহিনীর হাই কমান্ডের নির্দেশে ভারতের দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তারপর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি।

১৯৭১-এর আগস্ট মাস থেকে আমরা চালনা ও মংলা বন্দরে বিদেশী শিপ, গানবোট ও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের লালশিরা জাহাজসহ কয়েকটা বার্জ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হই।

১৫ই সেপ্টেম্বর পাইকগাছা থানার রাড়ুলী ইউনিয়নের বাঁকা গ্রামে পাকসেনা ও রাজাকাররা মিলিতভাবে কয়েকটি গানবোটসহ আমাদের শিবির আক্রমণ করে। তারা অতি সন্তর্পণে এই আক্রমণ চালায়। দুই ঘন্টা গুলিবিনিময়ের পর আমরা পিছু হটি। এই যুদ্ধে কামরুল(খোকন), মালেক, এনায়েত, আইনুদ্দীন, শঙ্কর শহীদ হয়। অপর পক্ষে পাকসেনা ও রাজাকারদের বহু সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর আশাশুনি থানার গোয়ালডাঙ্গা নামক স্থানে রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর সাথে এক সম্মুখসমর হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ৪০/৫০ জন রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়া নিহত হয় এবং আমরা ৭০/৭৫টি রাইফেল উদ্ধার করি। আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধে মনোরঞ্জন শহীদ হয়।

খুলনা জেলার আশাশুনি থানার চাপড়ায় রাজাকারদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে ১/২ বার আমরা এই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাতাম ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতাম।

১৯৭১-এর অক্টোবরের মাঝামাঝিতে খুলনা জেলার তালা থানার মাগুরাতে একটা শিবির স্থাপন করি। ঐ মাসের শেষদিকে সূর্যাস্তের একটু আগে কয়েক গাড়ী মিলিটারী অতি সন্তর্পণে এসে আমাদের শিবির ঘেরাও করে। আমরা মিলিটারীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলে তা ব্যাহত হয়। ফলে আমরা পিছু হটি। এই যুদ্ধে সুশীল, আকবর, বক্কার শহীদ হয়। পাকসেনারা চলে গেলে মাগুরায় এক কবরে ৩টি লাশ সমহিত করা হয়।

খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কপিলমুনিতে রাজাকার ও প্যারামিলিশিয়াদের একটা মজবুত ঘাঁটি ছিল। ইতিপূর্বে আমরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে ব্যর্থ হই। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঐ ঘাঁটি আক্রমণ করি। ৭২ ঘন্টা দিবারাত্রি সমানে যুদ্ধ চলার পর উক্ত ঘাঁটির পতন হয়। এই যুদ্ধে মোট ১৫২ জন প্যারামিলিশিয়া, রাজাকার ও খানসেনা নিহত হয়। আমাদের পক্ষে গাজী, আনোয়ার (আনু) শহীদ হয় এবং খালেক, তোরাবসহ কয়েকজন আহত হয়।

ডিসেম্বরের ১২ তারিখে আমরা খুলনা শহরের ১০ মাইলের ভিতরে পৌঁছাই এবং ২/১ জন করে শহরের ভিতরে খোঁজখবরের জন্য ঢুকিয়ে দেই। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনা বেতারের মিলিটারী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাই। ইতিমধ্যে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন হয় এবং সেখানকার যাবতীয় মিলিটারী খুলনায় এসে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার খুলনা ঢুকতে গিয়ে ব্যর্থ হই।

১৬ই ডিসেম্বর সারারাত যুদ্ধ করার পর ১৭ই ডিসেম্বর সকাল নয়টায় আমরা খুলনা শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হই এবং খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে আনুষ্ঠানিকভাবে আমি প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে মুক্তিবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করি।

স্বাক্ষরঃ স, ম, বাবর আলী
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য
২৪-৬-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হুদা

মেজর জলিলকে ৯ নং সেক্টরের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে পাক ঘাঁটি শ্রীপুর,বসন্তপুর এবং কৈখালী দখলের জন্য তার বিপরীতে টাকী, হিঙ্গলগঞ্জ এবং শমসের নগরে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা

নিলেন। তিনি প্রথমে টাকীতে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে পরে হিঙ্গলগঞ্জে আমার নেতৃত্বাধীন প্রথম বেইস ক্যাম্প স্থাপন করেন। পাকসেনাদের শক্ত ঘাঁটি ছিলো শংকরা শ্রীপুর, দেবহাটা, খানজী, উকসা এবং কৈখালী। আমি বসন্তপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিই। একই সময়ে টাকী বেইস থেকে শ্রীপুর পাক ঘাঁটি আক্রমনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হাবিলদার সোবহান ইছামতী পেরিয়ে 'রেকী' করে সকল তথ্য সংগ্রহ করলেন।

১২/১৩ ই জুন রাতে আমি মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুন নিয়ে পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হই। অপরদিকে ইছামতী পেরিয়ে হাবিলদার সোবহান এবং শাজাহানের নেতৃত্বে একটি করে প্লাটুন শ্রীপুর পাক ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের এই দুটো দলই রাত ১২ টার পর অকস্মাৎ পাক ঘাঁটি আক্রমণ করে বসে। পাকসেনারা এই আক্রমণের জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা ভাবতেও পারেনি, এই দুর্যোগের রাতে প্রমত্তা ইছামতী নদী পেরিয়ে আমরা তাদেরকে আক্রমণ করতে পারি। আমার তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানীরা চরমভাবে মার খায়। সংঘর্ষে ২০ জন পাকসেনা নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। আমরা ৫০টি রাইফেল, দুটি এল-এ-জি এবং বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। অপরদিকে জনাব শাজাহানের নেতৃত্বে শ্রীপুরেও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ সফল হয়। পাকসেনাদের হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও মুক্তিবাহিনী ৩৫ টি রাইফেল এবং বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করে। দু'টি অপারেশনের কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই আমরা ভোর বেলা মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি মুক্তিবাহিনীর ১৬০জন লোক নিয়ে পাক ঘাঁটি খাঞ্জি বি-ও-পি, আক্রমণ করি। রাত ১০টায় আমি আমার বাহিনী নিয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই। আমার বাহিনীকে তিনটি কলামে বিভক্ত করি। ডান দিকে এটি কলাম নিয়ে আমি নিজে রইলাম। বামদিকের কলামটিতে লেঃ বেগ এবং হাবিলদার সোবহান রইলেন। অপর কলামটি 'কাটআফ' পার্টি হিসেবে থাকলো। বি-ও-পিতে পাকসেনাদের শক্তি ছিলো দুই প্লাটুন। আমাদের তিনটি কলামই যথাযথ স্থানে পৌঁছে গেলো। প্রথমে নায়েব সুবেদার গুফর ৩" মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করেন। উভয় পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ ৩০মিনিট স্থায়ী হয়। আমাদের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকসেনারা পালিয়ে সাতক্ষীরা এবং দেবহাটার মধ্যস্থলে পারুলিয়া নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। আহত অবস্থায় ৪ জন পাকসেনা বন্দী হয়। নিহতের সংখ্যা সঠিক জানা যায়নি। আমরা পাকসেনাদের কাছ থেকে ২" মর্টার,এস-এম-জি,৭৬২ চায়নিজ রাইফেল এবং বেশকিছু গোলাবারুদ ও রেশন-সামগ্রী উদ্ধার করি। এই বিজয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মনোবল বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

আমি হিঙ্গলগঞ্জে ঘাঁটি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই উকসা পর্যন্ত আমার ঘাঁটি বিস্তৃত করি। আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকসেনারা উকসা ঘাঁটি আক্রমণ করে। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। ফলে শেষ পর্যন্ত পাকসেনারা দারুণ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই অপারেশন সম্পর্কে বাংলার মুক্ত এলাকা থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকায় 'উকসা-গোবিন্দপুরে নয় ঘন্টা যুদ্ধ-গোবিন্দপুর মুক্ত' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

২০ শে আগস্ট তারিখে আমি ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে শ্যামনগরে আক্রমনের জন্যে অগ্রসর হই। লেঃ বেগ, সুবেদার ইলিয়াস, নায়েব সুবেদার গফুর, হাবিলদার সোবহান, হাবিলদার আবদুল হক প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাগণও আমার সাথে ছিলেন। উকসা হেডকোয়ার্টার থেকে রওয়ানা হয়ে রাত দু'টায় আমরা শ্যামনগর শত্রুব্যূহের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। শ্যামনগর ওয়াপদা কলোনীতে অবস্থানরত পাকসেনাদের একটি প্লাটুন ছিলো। পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ়। আমি আমার বাহিনীকে তিনটি কলামে ভাগ করি এবং একটি কলামে আমি নিজে থাকি। সড়কের অপর পাশে একটি কলামের সঙ্গে রইলেন লেঃ বেগ। নায়েব সুবেদার আবদুল গফুর ও হাবিলদার সোবহান রইলেন অপর কলামে। আমাদের অস্ত্র ছিলো ৮টি এল-এম-জি এস, এম-জি ১২টি , ২" মর্টার ৩টি এবং অবশিষ্ট এস-এল-আর ও রাইফেল।

রাত দুটোর পরই নায়েব সুবেদার গফুর ২" মর্টার নিয়ে প্রথম পাক অবস্থানের উপর আঘাত হানতে শুরু করেন। এদিকে পাকসেনাদের প্রচন্ড বাধা অতিক্রম করে আমি ও লেঃ বেগ কিছুতেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। রাত ৪টার দিকে কালিগঞ্জ থেকে পাকসেনাদের আর একটি প্লাটুন নির্বিবাদে শ্যামনগর চলে আসে। উভয়পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে। দু'পক্ষেরই মারাত্নক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে পাকসেনারা চরমভাবে মার খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সকাল ৯ টায় শ্যামনগর আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সংঘর্ষে ৪ জন পাকসেনা নিহত এবং ৪ জন আহত অবস্থায় আমাদের হাতে বন্দী হয়। এই সংঘর্ষের পর শ্যামনগর থানা আমাদের নিয়ন্ত্রণে এলেও সুবেদার ইলিয়াসসহ ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে শহীদ হন এবং ৬ জ কে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। ঐ দিন সকালে ২৫ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। আমরা শ্যামনগর থানায় স্বাধীন বায়লার পতাকা উত্তোলন করি। স্বাধীন বাংলা থেকে প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকার ২১ আগস্ট ১৯৭১-এর সংখ্যায় এ সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল।

ফ্রগম্যানের তৎপরতাঃ ৯ নং সেক্টরের ফ্রগম্যানরা নদীপথে তৎপরতা চালিয়ে বেশ সাফল্য অর্জন করতে থাকে। এইসব দক্ষ ফ্রগম্যানরা ভারতীয় তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ফ্রগম্যানদের ৩০ জনের একটি দলকে আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে শমসেরনগর পাঠানো হয়। উক্ত দলটি মঙ্গলা ও চালনা বন্দরে পাকিস্তানী বাণিজ্যিক নৌকাহিনীর উপর হামলা চালানোর জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে। অপর দল ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে ত্রিকোণ দ্বীপে যেখানে পাকিস্তানীদের গোপন ঘাঁটি আছে বলে মনে করা হচ্ছিলো সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অন্যান্য বাস্তব অসুবিধার জন্যে 'ত্রিকোণ' দ্বীপে হামলা চালানো সম্ভব না হলেও, প্রথম দল চালনা এবং মঙ্গলাতে পরিকল্পনা অনুসারে সাফল্যের সথে আক্রমণ চালায়। এরপর সিদ্ধান্ত হলো, ১৬ই সেপ্টেম্বর হামলা চালানো হবে। চালনা বন্দরে তখন ৮ টি জাহাজ এলোমেলোভাবে নোঙ্গর করা ছিলো। এটি জাহাজের জন্যে দু'জন করে ফ্রগম্যান নির্দিষ্ট করা হলো এবং চারটি করে মোট আটটি 'লিম্পেট মাইন' প্রতি দলে দেয়া হলো।

সেপ্টেম্বরের ১৫/১৭ তারিখ ২টা ৩০ মিনিটে ১৬ জন ফ্রগম্যান পশুর নদীতে নেমে পড়ে। ১৪ জন ফ্রগম্যানকে রিজার্ভে রাখা হলো।রাত তখন ৪টা বেজে ৩০ মিনিট। দ্রুতগতিতে ১৬ জন ফ্রগম্যান ৮টি জাহাজে 'লিম্পেট মাইন' লাগিয়ে চলে আসে। ভোর ৫টা বেজে ৩০ মিনিট চালনা বন্দর থেকে গগনবিদারী আওয়াজ শোনা যায় অত্যন্ত সফল ঐ অভিযানে ৮টি জাহাজের মধ্যে সেদিন ৭টি জাহাজই ধ্বংস হয়েছিলো।

১৬ই অক্টোবর নৌবাহিনীর আলমের নেতৃত্বে চালনা বন্দরে আর এক বড় রকমের অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ফ্রগম্যানরা চারটি জাহাজ ধ্বংস করেছিলো। জাহাজ চারটির মধ্যে বিশেষ করে 'লাইটনিং' এবং 'আল-মুরতজা'র ধ্বংসের কথা উল্লেখযোগ্য। এই অপারেশনে ফ্রগম্যান আনোয়ারের সাহসিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

নৌবাহিনীর রহমতুল্লাহর নেতৃত্বে ফ্রগম্যানের অপর দল নভেম্বর মাসেও অত্যন্ত সফল অভিযান চালায়। রহমতুল্লাহ নৌবাহিনীর একজন দক্ষণ অফিসার।তাঁর আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, নিরলস নিষ্ঠা এ দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

অক্টোবর মাসে ৯ নং সেক্টরের বেশ কয়েকটি তরুণ অফিসার যোগদান করেন। লেঃ মোহাম্মদ আলী, লেঃ আহসান উল্লাহ এবং লেঃ শচীদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। অফিসার তিনজন আমার নেতৃত্বে কালিগঞ্জ, পারুলিয়া প্রভৃতি স্থানের অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কালিগঞ্জ অপারেশনঃ নভেম্বরের ২০ তারিখে কালিগঞ্জে পাকবাহিনীর সাথে একটি সংঘর্ষ হয়। কালিগঞ্জ ওয়াপদা কলোনীতে পাকসেনাদের একটি কোম্পানী অবস্থান করছিলো। এছাড়া ছিলো পশ্চিমা রেঞ্জার এবং বেশ

কিছু রাজাকার। আমি আমার বাহিনী নিয়ে হেডকোয়ার্টার উকসা থেকে রওনা হয়ে লক্ষ্যস্থলের নিকট এসে পৌঁছি। এই সময়ে একটি কলাম নিয়ে লেঃ আহসান উল্লাহ এবং নায়েব সুবেদার সোবহান শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি এসে পড়েন। সাথে ছিলো মাত্র দু'টি প্লাটুন। ২০/২১ শে নভেম্বর ভোর ৫ টায় আমরা পাকসেনাদের উপর হামলা চালাই। মিত্রবাহিনীর ৩য় রাজপুত হিঙ্গলগঞ্জ থেকে আমাদেরকে আর্টিলারী সাপোর্ট দেয়। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। এই দু'ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষে কোন পক্ষেরই কোন হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় ৪০ জন পাকসেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। লেঃ আহসানউল্লাহ নিজেই ২২ জন পাকসেনাকে বন্দী করেন। নায়েব সুবেদার গফুর ও ৬জন খানসেনাকে বন্দী করেন। কালিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। ১১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	..........১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ লেঃকর্নেল(অবঃ) আবু তাহের
১০-৬-১৯৭৫

জুলাই মাসের ২৫ তারিখে বাংলাদেশের পথে ভারতে রওনা হই। আমার সঙ্গে মেজর জিয়াউদ্দিন. ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, মেজর মঞ্জুর ও তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে এবং ব্যাটম্যান রওনা হন। পথে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আমরা ২৭শে জুলাই দিল্লী এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মুজিবনগর পৌঁছাই।

আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এম, এম,জি, ওসমানী মেঘালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সরেজমিন যুদ্ধের অবস্থা অবলোকনের জন্য পাঠালেন।

পাকিস্তান থেকে আমরা যাঁরা পালিয়ে এলাম তাঁদের মধ্যে মেজর জিয়াউদ্দিনকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মেজর মঞ্জুরকে ৮নং সেক্টরের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী এবং আমাকে ১১নং সেক্টরের পরিচালনা ভার দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশে আমি আগস্টের ১২তারিখে মেঘালয় এসে পৌঁছাই। এই এলাকার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডে ইতিপূর্বেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। কামালপুর ছিল পাকিস্তানী সেনাদের মস্ত ঘাঁটি।সিদ্ধান্ত নিলাম কামালপুর আক্রমনের।

১৫ই আগস্ট আমি নিজে মাত্র ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে কামালপুর পাক ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমাদের অস্ত্র বলতে ছিল এল-এম-জি, রাইফেল এবং কিছু স্টেনগান। আমাদের আক্রমণ দু'ঘন্টা স্থায়ী হয়।আমাদের আক্রমণে ১৫/১৬ জন পাকিস্তানী নিহত হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা আহত হলো ১৫ জন।

আমার আক্রমণের পূর্বে এই এলাকা কোন সেক্টরের আওতায় ছিল না। আমি সেনাবাহিনীর সদর দফতরে এই এলাকাকে একটি সেক্টরে পরিণত করার আবেদন করলে আবেদন মঞ্জুর হয়। আমার সেক্টরের নাম হলো ১১নং সেক্টর। কমাণ্ড আমাকেই দেয়া হলো।

ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে আমার সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরের দায়িত্ব নেবার পর সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি সাবসেক্টরে বিভক্ত করি। সাবসেক্টরগুলো হলোঃ (১) মানকার চর (২) মহেন্দ্রগঞ্জ (৩) পুরাকাশিয়া (৪) ডালু (৫) বাগমারা (৬) শিববাড়ি (৭) রংড়া এবং (৮) মহেশখালী।

সমগ্র এলাকাতে অফিসারের তীব্র অভাব অনুভব করলাম। সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে দু'জন অফিসার দেয়া হলো- (১) স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ এবং (২) লেঃ মান্নান। এই সময় মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ব্রিগেড নিয়ে সিলেট এলাকাতে চলে যান। অফিসার দু'জনকে আমি দু'টি সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দিলাম। মানকার চর সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দায়িত্ব দিলাম স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে এবং মহেশগঞ্জ সাব-সেক্টরের দায়িত্ব দিলাম লেঃ মান্নানকে।

---

* পাকিস্তান স্পেশাল সার্ভিসেস-এ মেজর পদে কর্মরত থাকাকালে সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

সেক্টরের দয়িত্ব নেবার পর পরই প্রাথমিক পর্যায়ে মানকারচর থেকে ডালু পর্যন্ত সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসি। অবশিষ্ট এলাকা ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের কমান্ডে থাকে। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের হেডকোয়ার্টার ছিল তুরাতে। ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রধান ও ছিলেন তিনি। সেক্টরে এসে লক্ষ করলাম মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন পাক পয়েন্টে বি-এস-এফ বাহিনীর নির্দেশে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করছে। তৃতীয়তঃ বাহিনী বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত। মুক্তিবাহিনীকে পুরোপুরি বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে শুরু করলাম। সম্মুখসমর বাদ দিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রণ চালাবার নির্দেশ দিলাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হত্যা না করে বন্দী করে নিয়ে আসা এবং মুক্তিবাহিনীর বি- এস- এফ ক্যাম্পে দমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম এবং যুদ্ধনীতির সাথে সাথে ছেলেদেরকে রাজনীতি- সচেতন ও করে তুলতে শুরু করলাম।

সেপ্টেম্বর মাসে পর্যন্ত আমার সে রে প্রায় বিশ হাজারের মত মুক্তিযোদ্ধা কাজ করছিল। সর্বমোট বাহিনীর মধ্যে তিন হাজার নিয়মিত এবং ১৭ হাজারের মত গণবাহিনী ছিল।

মুক্তক্ষেত্রে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীকে একত্রে অপারেশনে পাঠিয়েছি। অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি নিয়মিত ও গণবাহিনীকে একত্রে অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি নিয়মিত আবং গণবাহিনীকে পৃথক করে ফিল্ড অপারেশনে পাঠানো ঠিক নয়। যারা অল্প দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল তাদেরকে পৃথকভাবে ফিল্ডে পাঠালে নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে থাকলে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করতো সে অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিলো- আমি ঐ সব কারণে একটি মাত্র ফোর্স করলাম। আমি আরও সিদ্ধান্ত নিলাম নিয়মিত বাহিনী পুরোপুরি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতিতেই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার।

সামরিক দিক থেকে ময়মনসিংহের চাইতে টাংগাইল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ময়মনসিংহ রেখে টাংঙ্গাইল- জামালপুর হয়ে ঢাকা পৌঁছানো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করলাম। রংপুর এবং বগুড়া ৭নং সেক্টরের অধিনে থাকলেও যোগাযোগের সুবিধার জন্য ঐ সেক্টরের অনেক অপরেশন আমার মাধ্যমেই হয়েছে। আগষ্ট মাসেই টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার মাধ্যমেই হয়েছে। আগস্ট মাসেই টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার সেক্টরের অধীনে আমার কমান্ডে থাকেন। ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকাতে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মেজর অফিসারের দেশপ্রেম, সাহস ও কর্মনিষ্ঠা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেপ্টেম্বর মাসেই ভারতীয় বাহিনীর ৯২ মাউন্টের ব্রিগেড আমার সাহায্যে আসে। ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। এই ব্রিগেডে তিনটি ইসফ্যান্টি এবং ২টি আর্টিলারী রেজিমেন্ট ছিল। এই বাহিনীতে কর্নেল শোডি একটি ব্যাটালিয়ন কমাণ্ড করতেন। এই ব্রিগেডটি আসায় আমার এবং আমার বাহিনীর সাহস, উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ভারতীয় অফিসারবৃন্দের সাহস, কর্মতৎপরতা এবং অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে।

আমার আওতায় রৌমারী থানা বরাবরের জন্য মুক্ত ছিল। এখানে একটি মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি এবং ট্রেনিং দেওয়ার শুরু করি। নভেম্বর মাস পর্যন্ত সকলের হাতে অস্ত্র দেওয়া না গেলেও দশ হাজারের মত মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই থানাতে প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাদা ছোড়াছুড়ির ফলে পূর্ণ প্রশাসন ব্যাবস্হা চালু করা সম্ভব হয়নি।

মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ব্রিগেড নিয়ে চলে গেলে রৌমারী থানাকে মুক্ত রাখা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছিল। কারল পাক ঘাঁটি চিলমারী থেকে পাকিস্তানীরা যে কোন সময় এসে রৌমারীর উপর হামলা চালাতে পারে। আর তাই চিলমারী শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহন করলাম।

চিলমারী যুদ্ধঃ সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি সেকশন সঙ্গে নিয়ে অতর্কিত চিলমারী আক্রমণ করলাম। এখানে পাকিস্তানীদের দুটি কোম্পানী

ছিল-একটি বেলুচ রেজিমেন্টের, অপরটি মিলিশিয়া বাহিনীর। ব্যাপকভাবে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনীর ৪ জন নিহত এবং বেশকিছু আহত হয়। পাকিস্তানীদের ১০০ জন নিহত হয়।

অক্টোবর মাসের প্রাথমদিকে আরও পাঁচজন অফিসার পেলাম । তারা হলেন ৯১০ লেঃ কামাল (২) লেঃ আলিম (৩) লেঃ তাহের (৪) লেঃ মিজান এবং (৫) লেঃ হাশেম । লেঃ কামাল এবং লেঃ তাহেরকে ডালু সাবসেক্টরে, লেঃ হাশেমকে পুরাকাশিয়াতে এবং লেঃ মিজানকে মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে কাজ করতে বলা হলো।

আমার হেডকোয়র্টারে কেবলমাত্র গরীব কৃষকদের নিয়ে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলি। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫০ জন কৃষক নিয়ে কাজ শুরু করি। এইসব কৃষক পরবর্তীতে যুদ্ধের ময়দানে ব্যাপকভাবে যে কোন সামরিক ট্রেইণ্ড সৈনিকের চাইতে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। তার কারণ বোধ হয় কৃষকের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানীদের দ্বারা অত্যাচারিত। আর তাই তাদের বুকে জ্বলছিল প্রতিহিংসার আগুন।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ডালুর বিপরীতে হালুয়াঘাটের দক্ষিণে পাকসেনাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ভারতীয় আর্টিলারীর সাহায্যে আক্রমণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর তিনটি কোম্পানী যথাক্রমে লেঃ হাশেম, লেঃ কামাল এবং লেঃ তাহের, অপরদিকে ভারতীয় দুটি কোম্পানীর (রাজপুত বাহিনী) সহযোগিতায় আক্রমণে করা হলো। পাকিস্তানীরা একটি কোম্পানী নিয়ে পূর্ণ সামরিক সম্ভারে প্রস্ততত ছিল। আমাদের বাহিনী পাক ঘাঁটি দখল করলেও বেশীক্ষণ অধিকার করে থাকতে পারেনি। পিছন দিক থেকে পাকিস্তানীদের একটি ব্যাটালিয়ান তীব্রভবে আক্রমণ চালালে মুক্তি বাহিনী ‘পকেট’ ছড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চল আমাদের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। আমি চিন্তা করলাম যদি মূল হিসাবে কামালপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং ঢাকাকে টারগেট করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ময়মনসিংহের পতন হতে বাধ্য। তাই ঐ টারগেটকে সামনে রেখে আমার সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রাখলাম।

অক্টোবর মাসের শেষের মাঝামাঝি থেকে কামালপুর, জামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট, বক্সীগঞ্জ এবং চিলমারীতে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিই। পাকসেনারাও বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য নিয়ে এসে ঐসব ঘাঁটিতে মোতায়েন করে প্রতিরক্ষা জোরদার করতে থাকে।

নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আমি বেশ আশাবাদী হলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পর্যায়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ভাবনা অনুযায়ী নিয়মিত বাহিনীর একটি ব্রিগেড গঠনের অনুমতি চেয়ে সেনা দফতরে একটি আবেদন পাঠালাম। সেনাবাহিনী প্রধান আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ এই সময় গেরিলা বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীতে রূপান্তরিত করার উপযুক্ত সময় এসেছিল।

১৩/১৪ নভেম্বর ৫টি কোম্পানী নিয়ে ভোর ৩টা কামালপুর আক্রমণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর লেঃ মিজান, ক্যাপ্টেন মান্নান এবং মুক্তিযোদ্ধা সাঈদের তিনটি কোম্পানী এবং ভারতীয় বাহিনীর দুটি কোম্পানী মিলে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ভারতীয় আর্টিলারী আমাদের সাহায্যে করে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কামালপুর আক্রমণ করে পাকিস্তানীদের হত্যা করা- কামালপুর নয়। আমাদের তীব্র আক্রমণে পাকসেনাদের ২টি কোম্পানী একজন মেজরসহ নিশ্চিহ্ন হয়। আমরা জয়ের আনন্দে অধীর। তখন সময় সকাল ৯টা। গুলির। আঘাতে আমি গুরুতররূপে আহত হই। আমার একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আমার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা- সাহায্য- সহানুভূতি কোনদিন ভূলবার নয়। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনা হাসপাতালে আমাকে দেখে নানা কুশল জিজ্ঞাসা করেন। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমি সেক্টরে ফিরে যেতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতিতে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ সেক্টরের দায়িত্ব হাতে নেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের আমার এলাকায় সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ভালুকা এলাকাতে মেজর আফসার, রৌমারী এলাকাতে সুবেদার আলতাফ এবং টাঙ্গাইল এলাকায় কাদের সিদ্দিকী প্রচুর নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালান।

বাংলাদেশের সামগ্রিক যুদ্ধকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানঃ যেখানে বাঙ্গালী ট্রুপস যোগ দিয়েছিল- মার্চ, এপ্রিল। (২) দ্বিতীয় স্তরঃ গেরিলা যুদ্ধ শুরুর প্রস্ততি- মে. জুন, জুলাই (৩) তৃতীয় স্তর: গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আমাদের গেরিলা ফোর্সকে নিয়মিত বাহিনীতে নিয়ে যাবার যে পর্যায় এসেছিল তা কাজে লাগানো হয়নি।

কয়েকটি অপারেশনের বর্ণনা

\ চিলমারীঃ যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিস্ময় \

বিশাল ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে অবস্থিত চিলমারীর দুর্ভেদ্য শত্রুব্যুহে এক প্রচন্ড হানা দিয়ে আমরা শত্রুর বিপুল ক্ষতিসাধন করি। এই আক্রমণের মুক্তিবাহিনীর মূল আক্রমণ ভেবে সে এলাকায় বৃহৎ আকারের শত্রু সমাবেশ ঘটে। এধরনের আক্রমণ কে শুধুমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মিত্রবাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। এক্ষেত্রে সুশিক্ষিত কয়েক ডিভিশন ছাত্রীসেনা এবং স্পেশাল ফোর্স অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে কয়েক ডজন জেনারেল অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধের ইতিহাসে চিলমারী বন্দর আক্রমণ একটি উজ্জল ঘটনা। এই যুদ্ধ বাংলার সোনার ছেলেদের নিয়ে গঠিত আমার সেক্টরের প্রাইভেট আর্মি দ্বারা সংঘটিত হয়।

রৌমারীর মুক্তাঞ্চলে মাত্র ১৫ দিনের অনুশীলনপ্রাপ্ত এ সমস্ত ছেলের নিয়মিত খাবারের সরবরাহ ছিল না, হাতখরচ ব্যবস্থা ছিল না এবং শুধুমাত্র দখলীকৃত অস্ত্রের উপরই তাদের নির্ভর করতে হতো। কোন অনুমোদিত ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুশীলনপ্রাপ্ত না হওয়ায় এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর কমান্ডারের প্রাইভেট আর্মি হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের চিলমারী আক্রমণ পরিকল্পনায় দক্ষতা এবং সাহস ও নৈপুণ্যের সাথে তার বাস্তবায়নের বিষয় যুদ্ধবিদ্যার ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

১১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যখন আমি দায়িত্ব গ্রহন করি তখন বেশ অনেকগুলো চরের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল রৌমারী এলাকা মুক্ত ছিল। এর প্রতিরক্ষা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছিলো, কারণ মুজিব নগর থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আমরা সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। মেজর জিয়ার (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ব্রিগেডের দুটো বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। শুধুমাত্র কোদালকাঠী চর ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপারের সকল এলাকা মুক্ত ছিল। কোদালকাঠিতে শত্রুসৈন্যের অবস্থান স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। এ সকল শত্রুসৈন্য প্রায়ই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাতো।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার জন্য সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বে দুই কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের এক রাতে গোপনে কোদালকাঠিতে অনুপ্রবেশ করে এবং শত্রুব্যূহের মাত্র কয়েকশত গজ দূরবর্তী ঝাউবনে ট্রেঞ্চ খনন করে তাতে অবস্থান করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিখাগুলোর সামনেই শত্রুনিধনের উপযোগী বিস্তৃত খোলা জায়গা ছিল। আমাদের কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই মক্তিযোদ্ধদের পরিখাগুলোতে উপস্থিতি টের পেয়ে যখন শত্রুসৈন্য তাদেরকে উৎখাত করার জন্য আক্রমণ চালাবে, তখন আক্রমণোদ্যত শত্রুসেনাদেরকে খোলা জায়গায় পেয়ে আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করবো।

পরের দিন ভোরে আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী শত্রুর প্রচন্ড আক্রমণ ঘটে এবং তা ত্বরিতগতিতে প্রতিহত করা হয়। শীঘ্রই সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় আক্রমণ ঘটে- সেগুলোও সাহসের সংগে মোকাবেলা করা হয়। নিধন এলাকা শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ ভরে ওঠে। যে কজন শত্রুসৈন্য পরিখা পর্যন্ত এগুতে পেরেছিলো তাদের বয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। আমাদের অবস্থানের দুপ্রান্তে স্থাপিত মেশিনগান দুটি সেদিন আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মেশিনগান দুটি আড়াআড়ি গুলিবর্ষণে বেশির ভাগ শত্রুসৈন্য মারা পড়েছিল তৃতীয় আক্রমণে প্রতিহত করার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরিখা থেকে বেরিয়ে আসে এবং শত্রুদের উপর মরণ আঘাত হানার জন্য এগিয়ে যায়। খুব অল্পসংখ্যক শত্রুসৈন্য অপেক্ষমাণ গানবোট পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কোদালকাঠী আমাদের হস্তগত হলো। গ্রামবাসীদের মধ্যে দারুণ উল্লাসের সৃষ্টি হয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও দক্ষতার উপর তাদের আস্থা বহুলাংশে বেড়ে যায়। যদিও তাদের সামর্থ্য ছিল সামান্য, তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তারা রান্না করা খাবার এবং মিষ্টান্ন নিয়ে আসেন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মেজর জিয়া তার ব্রিগেড নিয়ে সিলেটের পথে ১১ নং সেক্টর ত্যাগ করেন। সেদিন আমরা সবাই বিষন্ন বোধ করছিলাম। সে সময় আমরা জামালপুর এবং টাংগাইল হয়ে ঢাকার পথে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। শুধু যে আমাদের রণনীতি পাল্টাতে হলো তা নয়, রৌমারীর বিরাট মুক্তাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব আমাকে বিচলিত করে তুললো। আমার সেক্টরে কোন নিয়মিত বাহিনী রইলনা। আমাকে রৌমারীতে ১৫ দিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের উপর নির্ভর করতে হলো। এদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ জন অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো। রৌমারীর প্রতিরক্ষার কাজে ভারতীয় বাহিনী পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন ভারতীয় কমান্ডার। তার সে প্রস্তাব আমি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করি। বাংলার মাটি রক্ষা করবে বাংলার বীর ছেলেরাই- রৌমারীর প্রতিরক্ষাব্যূহ আবার ঢেলে সাজাতে হবে। নেতৃত্বের পুরো ভার পড়ল সুবেদার আফতাবের উপর। চওড়া কাঁধ আর লম্বা কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী এই নির্ভীক জে-সি-ও সব সময়ই বীরত্ব এবং দৃঢ়তার প্রতীক ছিলো। আমি যখন পুরো পারিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে বললাম সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্যালুট করলো এবং বললো, স্যার, পাকিস্তানীরা শুধুমাত্র সুবেদার আফতাবের মৃতদেহের উপর দিয়েই রৌমারীতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখবেন সুবেদার আফতাব মরবে না। এই বিপ্লবী নেতার মনোবল যে কত উপরে ছিল তা এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। তখন থেকেই পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে দক্ষ সৈনিক, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অভাব পূরণের জন্য আমাকে যুদ্ধে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানীরা চিলমারী বন্দর থেকে গানবোটের সাহায্যে রৌমারীর মুক্ত অঞ্চলে প্রায়ই থাবা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু শত্রুরা কোন সময়ই সদাজাগ্রত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়নি। রৌমারীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রে সজ্জিত করাটা আমাদের আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো এবং আমি সব সময় চাইতাম তারা শত্রুঅস্ত্রে সজ্জিত হোক এবং অস্ত্র দখলের জন্য আমার চিলমারী বন্দরকে বেছে নিলাম।

চিলমারী আক্রমণের পেছনে আরো কারণ ছিল নেতা আবুল কাশেম এবং তার সহযোগীদের নেতৃত্বে সেখানে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। চিলমারীতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর আঘাত হানাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো, তা যতই বিপদজ্জনক হোক না কেন। এবাবেই চিলমারী আক্রমণের পরিকল্পনা রূপ পেলো।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত চিলমারী একটি নদীবন্দর। চিলমারীর কয়েক মাইল দক্ষিণে তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। নদীপথ ছাড়াও চিলমারী রেল ও সড়ক দ্বারা যুক্ত। চিলমারিতে পাকবাহিনীর যাতাযাতের জন্য রেল এবং নদীপথ উন্মুক্ত ছিল। আমার অক্লান্ত গোয়েন্দা অফিসার ওয়ারেন্ট অফিসার শফিউল্লা শত্রু সম্পর্কীয় খবরাখবর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি শত্রুসৈন্যের সঠিক অবস্থানসহ চিলমারীর বিস্তারিত এবং হুবহু মাটির নকশা তৈরী করে ফেললেন। চিলমারীতে তখন পাকবাহিনীর

দুই কোম্পানী নিয়মিত সৈন্য এবং দুই কোম্পানী মিলিশিয়া অবস্থান করছিলো। তারা চিলমারীর ওয়াপদা ভবন, জোরগাছ, রাজভিটা, থানাহাট পুলিশ স্টেশন, বলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন এবং পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ব্রীজে মোতায়েন ছিল। তাদের সাথে ছিল কুখ্যাত ওয়ালী মাহমুদ ও পাচু মিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বড় আকারের এক রাজাকার বাহিনী।

শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাতে হানার জন্য আমাদের দরকার ছিল একই সময়ে বিভিন্ন শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করা এবং স্ব অবস্থানে তাদের আটক রাখা যাতে করে তার একে অপরের সাহায্যে বিশেষ করে চিলমারীতে সাহায্যকারী শত্রুসেনা এগিয়ে আসতে না পারে। সেজন্য চিলমারীর বেশ পেছনে রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য একটি দল পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। এ অভিযানের সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত ছিল শত্রুর অজ্ঞাতে অতর্কিত আক্রমণের উপর। এক বিরাট বাহিনীর পক্ষে সকলের অগোচরে প্রায় ৩২ মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এছাড়া মূল আক্রমণকে সমর্থন দেয়ার জন্য যে চারটি দূরপাল্লার কামান আমাদের কাছে ছিল সেগুলো নিকটবর্তী এক চরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শত্রু সম্পর্কে বিভিন্ন খবর সংগৃহীত হলো। প্রস্ত্ততি পর্ব সম্পন্ন হলো। বিভিন্ন অবস্থানের শত্রুদের উপর একই সাথে আঘাত হানার জন্য বিভিন্ন সময়সূচী আমরা পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। এই অভিযান বিফল হয়ে যাওয়ার একটিমাত্র সম্ভাবনা ছিল, সেটি হচ্ছে যদি কোন অতিউৎসাহী মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণ মুহূর্তের পূর্বেই উত্তেজনাবশতঃ কিছু করে বসে।

অক্টোবরের ৯ তারিখে সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলটি প্রত্যেকের নিদিষ্ট কাজের নির্দেশ নিয়ে সন্ধার পর রওনা হলো। গোপন ও অতি সন্তর্পণে এই দলটিকে উলিপুর এবং চিলমারীর মাঝামাঝি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে মূল আক্রমণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে হবে। ১১ই অক্টোবর মূল বাহিনী চিলমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। অনেকগুলো বেশী নৌকা তাদের বহন করে এগিয়ে চললো। একসাথে এতগুলো দেশী নৌকার ব্যবস্থা করা ও তাদের বিভিন্ন অবস্থান থেকে গোপনে একই সময়ে শত্রুঘাঁটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সে সময়ে বড় কঠিন ব্যাপার ছিলো। কমান্ডার আবুল কাসেম চাঁদ, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এ ব্যাপারে এগিয়ে এলো আর সমস্ত ব্যাবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলো। রাতের অন্ধকারে দূরপাল্লার কামানগুলো চালিয়াপাড়ায় স্থাপন করা হলো। এই ভারী অস্ত্রগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে বালুচরের উপরদিয়ে টেনে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা হলো। এই ভারী অস্ত্রগুলোকে নৌকা থেকে নামিয়ে বালুচরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা যে কি বিপজ্জনক এবং কঠিন ছিল তা লিখে বুঝানো যাবে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক অসমসাহসী সৈনিক নায়েব সুবেদার মান্নান। তার উপর ন্যস্ত ছিলো ওয়াপদা ভবন ধবংস করার দায়িত্ব। ওখানে পাকিস্তানী অফিসাররা প্রমোদ বিলাসে মত্ত থাকতো। আমরা মাত্র দুটি রকেট লাঞ্চার তার দলকে দিতে পেরেছিলাম। কমান্ডার চাঁদের নেতৃত্বে বিভিন্ন দল গোরগাছা, রাজভিটা, তানাহাট পুলিশ স্টেশন এবং ব্রীজ অবস্থান আক্রমণের জন্য নিদিষ্ট হলো। এদের অর্ধেকের সাথে ছিলো ৩০৩ রাইফেল, কিছু পুরোনো স্টেনগান আর বাকিদের কাছে শুধুমাত্র গ্রেনেড। মূল বাহিনীর এই ছোট ছোট দলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো খালেদ দুল, সুলায়মান, নূর আহম্মেদ আলো আর নজরুল। বলবাড়ি পুলিশ স্টেশনের জন্য কোন দল পাঠানো হয়নি, কারণ আমাদের জানা ছিল শত্রুসেনারা রাতে সে অবস্থান ছেড়ে চলে আসতো। আক্রমণ পরিচালনার জন্য চালিয়াপাড়ায় আমি আমার হেডোকায়র্টার স্থাপন করলাম। চিলমারীর দুই মাইল দক্ষিণে গাজীর চরকে আক্রমণকারী বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব মুহুর্তের ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়া হলো।

গভীর রাত। ১টা সময় খবর এলো আমাদের সম্পূর্ণ বাহিনী আক্রমণস্থলের নিকটবর্তী ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে এবং যার যার নিদিষ্ট আক্রমণস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং সাড়ে তিনটায় আমাকে জানানো হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাহিনী শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নানা ভাবনা সেই স্বল্প সময়টুকুতে আমার মনে ভীড় জমালো। হাতিয়ারের অভাব, অল্পবয়সী ছেলেরা-এরা কি পারবে এই বিরাট আক্রমণে সাফল্য লাভ করতে? কি হবে ওখানকার জনসাধারণের, যখন

আমরা চিলমারী ছেড়ে চলে আসবো? রাত খুব কাছে থেকে রকেট লাঞ্চার দিয়ে ওয়াপদা ভবনের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হলো। সমস্ত শত্রুঘাটিতে ধবংশযজ্ঞ নেমে এলো। দরপাল্লার কামান গুলো শত্রুসেনাদের গানবোটগুলোর সম্ভাব্য অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। কামানের গোলা, গ্রেনেড, মেশিনগান আর ছোট অস্ত্রের আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যেতে লাগলো। সকাল ৬টার মধ্যেই গোরগাছা. রাজভিটা, পুলিশ স্টেশন ও ব্রীজের অবস্থানগুলো আমাদের আয়ত্তে আসলো, কিন্তু ওয়াপদা ভবনের আশেপাশের চলাচল আমাদের নজরে পড়লো। আমাদের একমাত্র নির্ভর রকেট লাঞ্চার দুটি শত্রু বাংকারগুলিকে নিমূল করতে পারলো না বটে, তবে ওয়াপদা ভবনে অবস্থানরত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করতে সক্ষম হলো। শুধুমাত্র এ দুটি অস্ত্রের উপর নির্ভর করায় আমরা শত্রুর এই অবস্থানটি দখল করতে সক্ষম হলাম না। যেহেতু সম্পুর্ণভাবে শত্রুকে আকড়ে থাকতে হলো। কারন একমাত্র রাতের অন্ধকারেই সফল পশ্চাদপসারণ সম্ভব। সকাল ৮ টা। আমার কাছে কবর এলে চাঁদ আরে সাহায্য চাচ্ছে। মনে হলো আবস্থা সংকটজনক। সে লক্ষ করছে বলবাড়ি রেল স্টেশন থেকে শত্রুসেনারা নতুন আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।আমার ছোট্ট স্পীডবোটটি নিয়ে নদী পার হয়ে চালিয়াপাড়া থেকে গাজীর চরে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ বন্দীদের কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করছেন। তার ব্যবস্থাপনা মন্দ ছিল না। যাওয়ার সাথে সাথে এক মগ গরম চা পেলাম। আরও জানলাম চাঁদকে সাহায্য করার মত কোন বাড়তি দল রাখা হয়নি। তৎক্ষনাথ আমি আমার ছোট্ট রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে থানা অভিমুখে এগিয়ে গেলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের একটি এল- এম-জি ছিল। এই অস্ত্রটি সেদিন আমাদের ভীষণ উপকারে আসে। নানাদিক থেকে মাঝে- মধ্যেই গোলাগুলি চলছিলো। গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারছিলো দৌড়াচ্ছিল। কেউ কেউ জয় বাংলা জয় বাংলা বলে চিকৎকার করছিলো। থানার এক মাইলের মধ্যে চলে এসেছি, এমন সময় একটি ফেলে যাওয়া গরুর গাড়ী রাস্তার, মাঝখানে পেলাম। গাড়ীতে শুয়ে ছিল একজন মেয়েলোক। একটি হাত ভাংগা, বুকের স্তন নেই। পাকিস্তানী মর্টার শেলের শিকার। তার বাচ্চা ছেলেটি মায়ের রক্তে মাখা, বসে বসে কাঁদছে। এই নিস্পাপ শিশুটি তার মাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। একজন গ্রামবাসীকে ডেকে জানলাম মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছিলো। থানার পাশই হাসপাতাল। তার মাকে ছেড়ে যেতে পারেনি। আর ঐ দিক থেকেই গুলি আসছে। মাই মাকে ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। আমি ঐ লোকটিকে গাড়ী চালিয়ে আমার সাথে আসতে বললাম। আমার সাথে থাকায় সে সাহস ফিরে পেলো। হাসপাতালে যখন পৌছলাম গুলি বর্ষণ তখন আরো তীব্রতর হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি হাসপাতালের দেয়ালে আঘাত হানছে। ভাগ্যক্রমে হাসপাতালের ভেতর ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ডাক্তারকে পেলাম। আমি সেই হতভাগ্য মেয়েলোকটির ভার ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিলাম,- জানি না আজ সে বেঁচে আছে কিনা। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই দেখি চাঁদ দৌড়ে আসছে আমার দিকে। সে কাঁদছিলো। আমাকে জানালো, তার দলের ছেলেরা ৭৬ টি দখল করা অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ ফেলে থানার অবস্থান ছেড়ে চলে এসেছে। তাকে উৎসাহ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম পূর্ব অবস্থান পূর্ণদখলের জন্য। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি আমাদের উপর দিয়ে চলে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম পাকিস্থানী সৈন্যরা প্রায় ১০০ গজ দুরে রেললাইনের উপর অবস্থান নিয়েছে। বাঁশঝাড়ের আড়ালে আড়ালে আমরা এগিয়ে এবং শত্রুবাহিনীর একপাশে আমার রক্ষাকারী বাহিনীর এল-এম-জি টি স্থাপন করলাম। একনাগাড়ে গুলি করার পর কিছু পাকিস্থানী সেনা পড়ে গেল। বাকীরা তাদের অবস্থান ছেড়ে রেললাইনের উপরে চলে গেল। ত্বরিতগতিতে আমরা রেললাইন দখল করলাম। গুলি চালিয়ে আরো কিছু পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য খতম করা হলো। কিছুক্ষন পরই বলবাড়ি স্টেশনের অবস্থান থেকে শত্রুসৈন্যরা আমাদের উপর গুলি চালালো। আমরা পিছু হটে পুলিশ স্টেশনে অবস্থান নিলাম। সেখানে পাকিস্থানীদের তৈরী পরিখার অভাব ছিল না। দখল করা অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গাজীরচরে পাঠানো হলো। একটি ঘরে আমি দশ বস্তা চাল ও দুই বস্তা গম পেলাম। চেয়েছিলাম এগুলো গ্রামবাসীরা নিয়ে যাক, কিন্তু নেয়ার মত কেউ সেখানে ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি একজন বুড়ো লোককে পেলাম। আমি তাকে দরকার থাকলে কিছু চাল নিতে বললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে লোকজন আসতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো তারা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হচ্ছে। হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়েলোক সবাই কাড়াকাড়ি করছে যা পাচ্ছে তুলে নেয়ার জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা ও থানার পাশের পুলিশের বাসাগুলো খালি হয়ে গেলা সে দৃশ্য ভোলার নয়।

রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে আমি কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রেখে প্রধান দলটি নিয়ে গাজীরচরে চলে এলাম। কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রেখে আসার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে পাকিস্তানীরা আমাদের পিছু নিতে না পারে। যদিও আমরা ওয়াপদা ভবনের বাংকারগুলো এবং বলবাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের অবস্থান সম্পুর্ণ ধবংস করতে পারিনি, তবুও পকিস্তানী সেনাবাহিনী দারুন ভাবেক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতি নিকট থেকে সম্পুর্ণভবে ঘেরাও হয়েও শত্রুসৈন্যরা আত্মসমর্পন করেনি। সত্যিই তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলো। আমরা জানতাম আমাদের চলে আসার পর ঐ এলাকার জনসাধারণের উপর পাকিস্তানীরা কি ভয়াবহ অত্যাচার চালাবে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। পেছনে ব্রহ্মপুত্র নদীর বিরাট বাধা নিয়ে আমাদের পক্ষে দখল করা অবস্থান আঁকড়ে থাকা সম্ভব ছিলো না। এই আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিলো শত্রুকে অকস্মাৎ আঘাত হানা, যত বেশী সম্ভব শত্রুসেনা খতম করা, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া, অস্ত্র ও গোরাবারুদ দখল করা। আমরা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলাম।

আমরা চলে আসার দু'দিন পর পাকিস্তানীরা ঐ এলাকার নিরীহ, নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। নিরস্ত্র জাতি এমনভাবে অত্যাচার সহ্য করেই বাংলার স্বাধীনতা এনেছে।

ওয়ারেন্ট অফিসার সফিউল্লার নেতৃত্বে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী দলটি অভূতপুর্ব সাফল্যের সাথে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। তারা শুধু সড়ক এবং রেলপথের ব্রীজগুলো ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, জায়গায় জায়গায় রেলওয়ে লাইন এবং রাস্তা কেটে তারা সমান করে দেয়। বেশ কিছুদিনের জন্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকিস্থানীরা ব্যবহার করতে পারেনি।

১৩ই অক্টোবর। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্ধী এবং প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে আমরা রৌমারী ফিরে এলাম। জনগনের আদালতে ওয়ালী মাহমুদ ও পাচু মিয়ার বিচার হলো। দেশপ্রেমিক হত্যা, রাজাকার বাহিনী সংগঠন এবং লুণ্ঠনের অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলো। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী রাজাকার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। ওয়ারেন্ট অফিসার সফিকউল্লাহ, নায়ের সুবেদার মান্নান, চাঁদ, ডুলু, আলো সুলেমান, নজরুল এবং আরো অনেকের বীরত্ব এবং ত্যাগের কথা কোনদিনই ভোলা যাবেনা। এরাই বাংলার সোনার ছেলে।

\ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও কামালপুর অভিযান \

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে একটা জিনিস দেখে বার বার অবাক হয়েছি। দেখেছি প্রত্যয় আর দৃঢ়তায় সকালের সূর্যের মত হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য নির্বাচিত না হতে পেরে অতৃপ্তির ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছে। তারপর যুব শিবিরে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, কখন জীবন দেবার ডাক আসে। মহেন্দ্রগঞ্জ,মাইকারচর, ডালুও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। সবারই এক প্রশ্ন, আর কতদিন অপেক্ষা করবো? একজন সৈনিক হিসেবে আমি বুঝতে পারি কখন মানুষ ভয়াবহ যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেয়ার দৃষ্টান্ত আর নেই। গণচীন থেকে শুরুকরে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা যুদ্ধ, কোনটাই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধদের মত এ দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। চীন ভিয়েৎনাম, কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতির সংগে। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ছাড়া বাংলার তরুণরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয়

দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাসে নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে অন্য কেউ নয়। যদি কোন দল বা গোষ্ঠী এককভাবে মুক্তিযোদ্ধ তথা জনগনের এই বিজয়কে নিজের বলে মনে করে তা হবে অবৈধ, মিথ্যা। পাকিস্তানী উপনিবেশিক শক্তির শোষণ এত তীব্র ছিল যে বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তাবোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কারন হবার প্রখরতা অর্জন করেছিল। জাতীয় শোষণ থেকে মুক্তি পাবার তীব্র আকাঙ্খা আদেশের জনগন তথা তরুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার শক্তি যুগিয়েছে। এ কৃতিত্ব জনগণের আর জনগণের যোদ্ধা তরুন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ।

আগষ্ট মাসে ১১ নং সেক্টরের কার্যভার গ্রহণ করার পর পাকিস্থানীদের ঘাঁটির উপর আমি কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করি। এই আক্রমণগুলো চালাবার ফলে পাকিস্তানী রণনীতি সম্বন্ধে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারনা জন্মে এবং সংগে সংগে মুক্তিযোদ্ধাদের দোষ গুণগুলোও প্রকাশ পায়। পাকিস্তানীরা সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য প্রবেশপথগুলো বন্ধ করার জন্য সীমান্তে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই ঘাঁটিগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে কাঁটাতারের বেড়া ও মাইন ব্যবহার করে। ঘাঁটিগুলোর ভিতর মজবুত বাংকার তৈরী করা হয়, যা তাদেরকে কামানের গোলা থেকেও বাঁচাতে পারে। ঘাঁটিগুলোতে নিয়মিত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকার ও আলবদর রাখা হয়। সীমান্তবর্তী এই সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলো ছাড়াও সড়ক ও যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ঘাঁটিগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত।

কামালপুর ছিল উত্তর সীমান্তে পাকিস্তানীদের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এই ঘাঁটির উপর আমরা দু'বার প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাই। দু'বারই মুক্তিযোদ্ধরা ঘাঁটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তথাপি তারা ঘাঁটিটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখনই ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে সে সময়ই তাদের উপর পাকিস্তানীদের ব্যাপক ১২০ মিলিমিটার মর্টারের গোলা বর্ষিত হয়েছে। বকশীগঞ্জের পাকিস্তানী অবস্থান থেকে এই মর্টারের গোলা ছোঁড়া হতো। শত্রুসেনারা মজবুত বাংকারের ভেতর থাকত বলে এই আক্রমণে তাদের কোন ক্ষতি হত না এবং অবস্থা বেগতিক দেখলেই তারা নিজ অবস্থানের উপর নিজ মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করাতো । ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানীরা এই রণনীতির কথা চিন্তা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। কামালপুর ঘাঁটির উপর দু'টি আক্রমণ চালিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দোষগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বলতম দিক ছিল- রাজনৈতিক ও সামারিক নেতৃত্বের অভাব। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল লক্ষ্য অন্তরঙ্গ সাহচর্যের মাধ্যমে শিক্ষাদেয় তা কোন সময়ই ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিভাবে গণসংযোগ করতে হয় তা কোন সময়ই ছিলনা। এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণে তারা জনসমর্থন হারিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। কয়েক সপ্তাহের ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হতো নেতা। প্রায় ক্ষেত্রেই সামরিক জ্ঞানের অভাবে সংকট মুহূর্তে সে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হতো। অবশ্য এই অল্প সময়ে সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভবপরও ছিলো না। এই দুটি প্রধান দুর্বলতা ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধারা সে সময়ে সরবরাহ ও অস্ত্রের দিক থেকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের আমি নির্দেশ দিই শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকো। শত্রুকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তার শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে নির্ধারিত স্থানে বের করে আনো এবং হত্যা করো।'

৭ এবং ১০ই সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলো সুরক্ষিত কামালপুর ঘাঁটি থেকে শত্রুসৈন্যদের কৌশলে প্রলুব্ধ করে নির্ধারিত স্থানে বের করে এনে হত্যা করার সুন্দর উদাহরণ। এই অভিযানগুলো ১১ নং সেক্টরের

মুক্তিযোদ্ধদের বহুদিন মনে থাকবে। গেরিলা যুদ্ধের ছাত্রদের জন্যেও এগুলো মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে।

কামারপুরে শত্রুঘাঁটি থেকে ৫০০ গজ পশ্চিমে ধানুয়া কামালপুর গ্রাম, দক্ষিণ- পশ্চিম ও দক্ষিণে ঘাসীর গ্রাম ও উঠানের পাড়া। ধানুয়া কামারপুর, ঘাসীরগ্রাম, আর উঠানের পাড়া এই গ্রামের সারি এবং কামালপুরের মাঝে বিস্তীর্ন জলোমাঠ। শত্রুকে এই জলোমাঠে বের করে আনতে হবে। এই জলোমাঠই হবে তাদের মরণফাঁদ। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আমি ধানুয়া কামালপুর এবং ঘাষীরগ্রামে একটি নকল রক্ষাবূহ্য রচনা করি। মুক্তিযোদ্ধ মাহফুজকে এই রক্ষাবূহ্য গড়ে তোলার ভার দেয়া হয়। (বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজ পরবর্তীকারে একটি অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে শহীদ হন)। মাহফুজ রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীদের সহায়তায় বাংকার ও ট্রেঞ্চ তৈরী করে ধানুয়াকামালপুর ও ঘাসীরগ্রামে আশ্রয় নেয়।

কামালপুর থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, বকশিগঞ্জ-জামালপুরুটাংগাইল সড়ক। ঢাকা দখলের জন্য সর্বাত্মক আক্রমণে এই সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তানীরা এই সড়কের গুরুত্ব উপলদ্ধি করতো এবং সেজন্য তারা সড়কটির পাশে বিভিন্ন স্থানে মজবুত ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো। এই সড়ক ধরেই ১৬ই ডিসেম্বর ১১ নং সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধার সর্বপ্রথম ঢাকা প্রবেশ করে।

কামালপুরের শত্রুঘাঁটিকে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। নকল রক্ষাব্যূহ থেকে কামালপুর ও বকশিগঞ্জের মাঝের সড়কাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক এন্টি- ট্যাংক মাইন স্থাপন করে। এই মাইন বিস্ফোরণে পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আগস্ট মাসের শেষের দিকেই পাকিস্তানীদের নয়টি সরবরাহ ও সৈন্য বোঝাই ট্রাক এতে ধবংস হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর বিকাল বেলা ধানুয়াকামালপুর রক্ষাব্যূহ গিয়ে মুক্তিবাহিনীরকেটি দলকে উঠানেরপাড়ার কাছে কামালপুর বকশিগঞ্জ সড়কের উপর এ্যামবুশ নেবার নিদৃেশ দিই। সড়কের খুব কাছে গিয়ে কেমন করে অবস্থান নিতে হবে বার বার তার মহড়া দেয়া হয়। মাঝরাতে এ দলট তাদের নিদিষ্ট স্থানে গিয়ে এ্যামবুশ পাতে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত এ্যামবুশ স্থলে শত্রু প্রবেশ না করে সে সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। রক্ষাব্যূহ থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে এসে আমি আর একটি কোম্পানীকে অস্ত্র নিয়ে রৌী থাকার নির্দেশ দিই। বামুনের পাড়া থেকে বনজংগলে পূর্ণ পথ দিয়ে কামালপুর ঘঁটিতে পৌছান যায়। ভোর সাড়ে চারটার সময় এই পথ দিয়ে এগিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। আমরা জানতাম কামালপুর ঘাঁটি আক্রান্ত হলে ভোর হওয়ার সংগে সংগে পাকিস্তানী একটি সাহায্যকারী দল বকশিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠনের পাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কামালপুর ঘাঁটিতে পৌছান যায়। ভোর সাড়ে চারটার সময় এই পথ দিয়ে এগিয়ে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে। আমরা জানতাম কামালপুরের দিকে রওনা হবে। উঠানের পাড়ার কাছে মুক্তিবাহিনীর দলটি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের অন্ধকারে আমাদের চারটি তিন ইঞ্চি মর্টার বান রোডের উত্তর পাশে স্থাপন করি। ভোর চারটা। বাম রোডের উপর বসে আছি। আক্রমণকারী দলটি কামালপুরের দিকে এগিয়ে গেছে। সারারাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনায় আমরা সমস্ত অবসাদ ভুলে গেছি। ভোর হয়ে আসছে। আক্রমণকারী দলটি কামালপুর ঘাঁটিতে পৌছে গেছে। হঠাৎ তাদের তীব্রাক্রিমণ ভোরের নিস্তব্ধতা ভেংগে দিল। আমাদের মর্টারগুলো কামালপুর পশ্চিম অংশে গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সকালের আলোতে দেখা গের বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘাঁটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ঘাঁটির পূর্ব অংশ তাদের দখলে। ঘাঁটির পশ্চিম অংশের বাংকার থেকে ক্রমাগত মেশিনগানের গুলি আসতে থাকে এবং সংগে সংগে মর্টারের গোলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এতে দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারায় ও ১৭ জন আহত হয়। সকাল সাতটায় এ্যামবুশ স্থলে পাকিস্তানী সাহায্যকারী দলটির প্রথম ট্রাকটি এ্যামবুশকারী দলের স্থাপিত তাইন বিস্ফোরণে সম্পুর্ণরূপে ধবংস হয়। এতে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আহত হয়। ধবংসপ্রাপ্ত ট্রাকটির পেছনেই ছিলকেটি জীপ ও অপর একটি ট্রাক। এই গাড়ী দুটো থেকে শত্রুসেন্যরা তৃরিত নেমে রাস্তার পাশে অবস্থান নেয় ও এ্যামবুশকারী দলটির সাথে গুলি বিনিময় শুরু হয়। এতে আরো পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর আইয়ুব জীপ থেকে নেমে আসার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের

গুলিতে নিহত হয়। যখন এই গুলি বিনিময় চলছিল তখন একদল পাকিস্তানী সৈন্য কামালপুর ঘাঁটি থেকে পালিয়ে বকশিগঞ্জ যাচ্ছিল। এই পলাতক দলটি সে সময় এ্যামবুশকারী দলটি পেছনে এসে অবস্থান নেয় ও তাদের উপর গুলি চালায়। এতে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ও ৪ জন পাকিস্থানীদের হাতে ধরা পড়েন। এই আকস্মিক বিপর্যয়ে অ্যামবুশকারী দলটি তাদের অ্যামবুশস্থল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই বিপর্যয় না ঘটলে সেদিন একটি পাকিস্তনী ও এ্যমবুশস্থল থেকে ফিরে যেতে পারত না। সমগ্রিকভাবে এই অভিযোগটি ছিল একটি সফল অভিযান। অভিযান শেষে আনুমানিক ৩৩ জন পাকিস্তান সৈন্য নিহত হয়েছে বলে আমি মুজিব নগরে খবর পাঠাই। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে সেদিনের রাতের খবরে বলা হয় যে শেষরাতে দুই ব্যাটিলিয়ান ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তান সীমান্ত ঘাঁটি কামালপুর আক্রমণ করে। স্বল্প সংখ্যক পাকিস্তানী সেন্য এই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের পেছনে হটিয়ে দেয়। এতে ৩০০ ভারতীয় সেন্য নিহত হয় ও ৬৭ জন পাকিস্তানী সৈন্য শহীদ হয়। এখবর শোনার পর আমরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠি। নিঃসন্দেহে এই অভিযানে আমরা শত্রুকে প্রলুব্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১০ই সেপ্টেম্বরের অভিযানটি ও শত্রুকে কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের করে আনার একটি সুন্দর কাহিনী। আমি লক্ষ্য করেছি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানী সৈন্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠতো। বাংলাদেশের ভেতর মুক্তিবাহিনী তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে এই ধারণা তারা স্থানীয় জনসাধারণকে দিতে চাইতো না। তারা সবসময় এ কথা প্রমান চাইত যে, তারা অসীম শক্তির অধিকারী এবং পাকিস্তানকে তারা টিকিয়ে রাখবেই। তাদের এই মানসিকতার জন্য আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এবার তারা আমাদের ধানুয়া কামালপুর ও ঘাসীরগ্রাম অবস্থানগুলোয় আক্রমণ করবে। ৭ তারিখ দুপুর থেকে আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের কামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কটি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দিই। এসময় তারা কামালপুরে অবস্থানরত ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যদের সরিয়ে নতুন সৈন্য নিয়ে আসে। আমিও তাই চেয়েছিরাম। ৮ তারিখ বিকাল বেলা মেজর জিয়াউর রহমানের ব্রিগেডিয়ার প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়ে আসি। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। ৯ তারিখ ভোর বেলা মেজর জিয়াউদ্দিনকে আমি ধানুয়া কামালপুর ও ঘাসীরগ্রামের অবস্থানে যাই। কামালপুর ঘাটি থেকে বের হয়ে এসে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘাসীর গ্রামের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাবে বলে আমি ধারণা করি। এই অবস্থানকে মজবুত করার জন্যই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটিকে সেখানে রক্ষাব্যুহ তৈরী করার নির্দেশ দিই। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী (বর্তমানে মেজর ও প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক)। ৯ ও ১০ তারিখ রাতে কোম্পানীটি নিজ অবস্থান নেয়। সে রাতেই মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর- বকশীগঞ্জ সড়কে এন্টি ট্যাংক ও এন্টি-পারসোনাল মাইন স্থাপন করে। সে সময় থেকে তারা ছোট ছোট দলে সড়কটির পাশে পেট্রোলিংও শুরু করে দেয়। কামালপুরের পূর্ব পাশেও একটি মুক্তিবাহিনী কোম্পনী নিয়োজিত করা হয়। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় বকশীগঞ্জ থেকে কোন সাহায্যকারী দল আসলে তাদের বাধা দেয়া এবং কামালপুর থেকে যদি কোন সৈন্য বের হয়ে যায় তাদের হত্যা করা।

১০ তারিখ ভোর বেলা থেকেই আমরা কামালপুর ঘাঁটিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে ফেলি। সরবরাহ বন্ধ, সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, শত্রুর জন্য কেবল দুটো পথ খোলা রয়েছে- হয় রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে পলায়ন করা অথবা একত্রিতভাবে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করা। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই ঘটবে বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। এই আক্রমণ আসবে ১০ ও ১১ ই সেপ্টেম্বর রাতে। ১০ তারিখ ভোর বেলা আমি ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী রক্ষাব্যূহ করি। রাতারাতি বেশ কতকগুলো বাংকার তৈরী করে তাদের অবস্থানকে মজবুত করে তুলেছে। তাদের অবস্থানের সামনে থেকেই জলোমাঠটির শুরু। পানির গভীরতা এক ফুট থেকে তিনফুট। শত্রু একশত গজের মধ্যে আসলে গুলিবর্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম যে এবার আমরা বেশ কিছুসংখক সৈন্য নিধন করতে সক্ষম হবো। এর সাথে সাথে কামালপুর ঘাঁটিও আমাদের দখলে আসতে পারে। শত্রুসৈন্যরা কামালপুর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে যখন আক্রমণ চালাবে, তখন সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরিত্যক্ত কামালপুর ঘাঁটিটি দখলের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন হবে।

এজন্য আমি এক কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধাকে মহেন্দ্রগঞ্জে ক্যাম্পে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিই। নিরাপত্তার খাতিরে এই কোম্পানীকে কি কাজ করতে হবে তা জানতে দিইনি। সে সময় সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। নিরাপত্তা বজায় রাখা তখন একটি দুরুহ ব্যাপার।

সন্ধার পূর্বে কোন আক্রমণ পরিচালিত হবে না বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। আরও বেশ কয়েক ঘন্টা সময় হাতে রয়েছে। তাই দুপুর বেলা মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে মাইনকারচর সাবসেক্টরের দিকে রওনা হয়ে যাই- অপর একটি মুক্তিবাহিনী দলকে তাদের অভিযান সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ার জন্য। মাইনকারচরে পৌঁছার সংগে সংগে আমি খবর পাই যে, ধানুয়া ও ঘাসীগ্রামে আমদের অবস্থানগুলো পাকিস্তানীরা আক্রমণ করছে। এ খবর পেয়েই আমি মহেন্দ্রগঞ্জে ফিরে আসি। বেলা তখন সাড়ে চারটা। ক্যাম্পে পৌঁছে যে কোম্পনীটিকে তৈরী থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম তাদের খোঁজ করি। আমার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানী আক্রমণের খবর পেয়ে এই কোম্পানীটিকে আমাদের অবস্থানগুলোর সুদৃঢ় করার জন্য প্রেরণ করা হয়। কোম্পানীটিকে এভাবে পাঠাবার ফলে আমার পরিকল্পনা আংশিকভাবে বানচাল হয়ে যায়। সেই সময় কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর ঘাঁটিটি আক্রমণ করলে তা সহজেই দখল করা যেতো।

কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের কোন উপায় না দেখে আমি ধানুয়া কামালপুরের দিকে রওনা হয়ে যাই। পথে দেখি ছোট ছোট দলে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসছে। তাদেরকে পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমি ঘাসীরগ্রামে পৌঁছি। তখন প্রায় সন্ধা। পৌঁছে দেখি বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটি বিশৃংখলভাবে তাদের অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী একজন সঙ্গীসহ তখনও সেখানে রয়ে গেছেন। জলোমাঠটির মাঝামাঝি জায়গা থেকে তখনও পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের নিহত এবং আহত সৈন্যদেরকে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। ধানুয়া- কামালপুরের অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধরা তখনও অটুট রয়েছে।

সেদিন বেলা আড়াইটার সময় আমার মহেন্দ্রঞ্জ ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার পর পরই কামালপুর থেকে আনুমানিক দুই কোম্পানী সেন্য আক্রমণ ধারা রচনা করে ঘাসীরগ্রামের দিকে এগোতে থাকে। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানীটি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নিদির্ষ্ট স্থানে শত্রু আসার পূর্বেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানী সৈন্যরা এই গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে নানা যুদ্ধাস্ত্র সহকারে বেপরোয়াভাবে এগোতে থাকে। তাদের পাল্টা গুলিতে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন নায়েক সুবেদার ও অপর একজন জোয়ান নিহত হন। সে সময় পেছন দিকে কেউ চিৎকার করে বলে যে, বকশিগঞ্জ থেকেও সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করতে আসছে। এতে কোম্পানীটিতে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং তারা নিজ স্থান ছেড়ে পলায়ন করে। এসময় ধানুয়া কামালপুরের দক্ষিণ দিকে ছিল আমাদের একটি এল- এম-জি। এই এল-এম-জি'র কোনাকুনি গোলাবর্ষণে বহুসংখ্যক আক্রমণরত পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং শেষ পর্যায়ে তারা হটতে বাধ্য হয়। যে মুক্তিযোদ্ধা এল-এম-জি চালাচ্ছিল, উত্তেজনা বশত সে এল- এম-জি'র ব্যারেলটি বাম হাতে চেপে ধরে রাখে। এতে তার হাতের তালু সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়। বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেয়ার কৃতিত্ব তারই। সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে আমি নির্দেশ দিই তার কোম্পানীটিকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রাত ন'টার সময় বোঝা গেল কোম্পানীটির মনোবল ভেঙ্গে গেছে। তাই তাদের ঘাসিরগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের জায়গায় পাঠানো হল আর একটি মুক্তিবাহিনী কোম্পানী। এই অভিযানটিতে যদিও আমাদের অনেক ভূল-ক্রুটি হয়েছে তথাপি পরিকল্পনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। এই অভিযানকে একটি সুপরিকল্পিত এ্যামবুশও বলা চলে। শত্রুকে প্রলুব্ধ করে জলোমাঠিটিতে এনে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম। এই অভিযানটির পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বহুগুণ বেড়ে যায়। হত্যা কথাটি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। অবশ্য নিয়মিত যুদ্ধে এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার নেই। শত্রুকে পরাজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। গেরিলা যুদ্ধে চিহ্নিত শত্রুমানবিক প্রশ্নে বড় অপরাধী। হত্যাই তার যোগ্য শাস্তি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। ১১ নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আব্দুল আজিজ*
৭-৬-১৯৭৩

১১নং সেক্টরের যুদ্ধ বিবরণঃ ১১ নং সেক্টর ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তম সেক্টর।ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল জেলা এবং রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। ভারতীয় সীমান্ত এলাকার ভারতীয় সিকিউরিটি পোস্ট মাইনকারচর থেকে মহেশখোলা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত ছিল। ময়মনসিংহ জেলার প্রায় সম্পূর্ণএলাকা ২৪ শে এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদি তৎকালীন সামরিক নেতৃবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে এই এলাকা মুক্তিযুদ্ধে আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতো। কিন্তু এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মুক্তিসেনারা তাড়াতাড়ি এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং পাকসেনারা স্থান দখল করে। নেতৃত্বহীন মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের পথে পা বাড়ায় এবং বেশীর ভাগ লোক ভারতের ডালু এবং মহেন্দ্রগঞ্জে সমবেত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে উল্লেখযোগ্যভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পড়ে তোলে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী, ময়মনসিংহের ভালুকার আফসারউদ্দীন এবং সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সেক্টরে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কামালপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল-ঢাকা রোড। ঢাকা সড়ক ঢাকা আক্রমণের জন্যে অত্যন্ত জরুরী পথ। এই সেক্টরের সামরিক গুরুত্ব প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয় বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক নেতৃবৃন্দ কেউই উপলব্ধি করেননি। যার ফলে এই সেক্টর সর্বদা ৭১ সনের জুন মাস পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত এই সেক্টর একজন ভারতীয় অফিসার ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহের পরিচালনাধীন ছিল এবং কোন বাঙ্গালী অফিসারকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়নি। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংহ সেক্টরকে নিম্নলিখিত সাবসেক্টরে বিভক্ত করেন (ক) মাইনকারচর (খ) মহেন্দ্রগঞ্জ (গ) পুরাখাশিয়া (ঘ) ঢালু (ঙ) বাগমারা (চ) শিববাড়ি ও (ছ) মহেশখোলা।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিনায়করাই সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। এই সমগ্র সাবসেক্টরের অধীনে দেশের অভ্যন্তরে কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়নি। যুদ্ধ সাধারনতঃ সীমান্ত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে সাবসেক্টর কমান্ডারদের উস্কানিতে ডাকাতি, রাহাজানি ও লুটতরাজ করছে বলে একটি সাংঘাতিক বদনাম রটে যায়। গেরিলা যুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থনে প্রয়োজনীয়তা ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অন্যপক্ষে পাকিস্থান দখলদার বাহিনী নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সমস্ত প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্য সীমান্তের সর্বত্র্য তারা সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করে। তারা এই সুযোগে রাজাকার ও আলবদর নামে প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়। এই অসুবিধা থাকা সত্বেও রংপুর জেলা সম্পূর্ণ রৌমারী থানা এবং জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা সবসময়ে মুক্তিবাহিনীর অধীন ছিল। এই এলাকা ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম মুক্ত এলাকা। এই সেক্টরের অধীনে ভারতীয় বাহিনী মুক্তিবাহিনীর জন্যে একটি ট্রেনিং স্কুল খোলে। ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিং এই সেক্টর ছাড়া ও ট্রেনিং এর দেখাশোনা করতেন। সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যুব শিবিরও স্থাপন করা হয়। এই শিবিরগুলি ট্রেনিং স্কুলের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সরবরাহ করতো। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটালিয়ান নিয়ে ১১ নং সেক্টরে আসেন এবং তাঁকে প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন।

গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্রিগেড গঠন করেন, যা পরে জেড ফোর্স নামে পরিচিত হয়। ঐ সময়ে মুক্ত এলাকা রৌমারী পাকিস্তানী বাহিনীর হুমকির সম্মুখীন হয় এবং তিনি তাঁর দু'টি ব্যাটালিয়ানকে রৌমারী রক্ষায় নিযুক্ত করেন । 'জেড' ফোর্স গঠিত হবার অল্প সময় পরে মেজর জিয়াউর রহমান কতিপয় দুঃসাহসিক অভিযান চালান যা স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অংশের দাবী করতে পারে।

আগস্ট মাসের শুরুতে মেজর আবু তাহের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়কল্পে সফরে বের হয়ে এই সেক্টরে আগমন করেন। এই এলাকায় অভিযানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি এই সেক্টরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে তাঁকে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হয়ে তিনি কামালপুর. জামালপুর, টাংগাইল এবং ঢাকা সড়কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর উপর ভিত্তি করে কামালপুরের বিপরীতে ভারতে মহেন্দ্রগঞ্জে এই সেক্টরের সদর দফতরে স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি কতিপয় বিখ্যাত আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন যা বিস্তারিত উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে চিলমারীর যুদ্ধ, কামালপুরের যুদ্ধ, তেরীখারীন যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ যুদ্ধ, দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলের জাহাজ মারার যুদ্ধ, সরিষাবাড়ি যুদ্ধ, রংপুর অভিযান এবং নেভাল কমান্ডো অভিযান উল্লেখযোগ্য।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই সেক্টরের সমস্ত সেক্টর ট্রুপস, মুক্তিযোদ্ধা এবং 'জেড' ফোর্স নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে দেশের অভ্যন্তরে গণযুদ্ধের রূপ দেওয়া যায়। তারপর স্বাভাবিকভাবে ঢাকা অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এজন্য অন্যান্য সেক্টরেও ভারতীয় এলাকা ত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করেন, যা লেঃ জেনারেল অরোরা ও অন্যান্য ভারতীয় সামরিক উচ্চ অফিসারবৃন্দ কর্তৃক খুব প্রশংসিত হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মুজিব নগরে সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, যার ফলে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে সকলকে বিস্মিত করে কর্ণেল জিয়াকে তার 'জেড' ফোর্সসহ এই সেক্টর থেকে সিলেট পাঠিয়ে দেয়া হয়। 'জেড' ফোর্সের এই স্থানান্তর ১১ নং সেক্টরের জন্য ছিল সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত। মুক্ত এলাকা প্রতিরক্ষা ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধ দ্রুতগতিতে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করতে পারেনা। 'জেড' ফোর্স চলে যাবার পর এই সেক্টরে মাত্র ২ জন নিয়মিত অফিসার অবস্থান করেন- স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ ও লেঃ মান্নান। নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই সেক্টর উল্লেখযোগ্য অপারেশনে অংশগ্রহণ করে।

১৫ ই নভেম্বর আমি ১১নং সেক্টরে পৌঁছি এবং মেজর তাহেরের অবর্তমানে অস্থায়ীভাবে সেক্টরের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে আমি সেক্টরের গুমোট, নির্জীব অনিশ্চয়তার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দেখতে পাই। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাদের নেতাকে হারিয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। আমি এসে হেডকোয়ার্টার সাবসেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। বিস্তারিত যুদ্ধের অবস্থা অবলোকনের পর আমি কর্মপদ্ধতি স্থির করি এবং আক্রমণাত্মক অভিযান পরিত্যাগ করে অবরোধমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ পাঠাই। সমগ্র সীমান্ত এলাকাতে অভিযান শুরু করে ।

কামালপুরের অবরোধঃ ১৩ নভেম্বরের ২৩ তারিখ দিবাগত রাতে কামালপুরে অবরোধ করা হয় এবং পাকিস্তানের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি কামালপুরকে তাদের মূল বাহিনী থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং রসদ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই অবস্থায় ১১ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৪ঠা ডিসেম্বর বিকাল ৩টার সময় কামালপুর মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। নিয়মিত বাহিনীর ২২০ লোক এবং বিপুল অস্ত্র শস্ত্রসহ পাকসেনারা বন্দী হয়। এই অবরোধ চলাকালে তারা ১১ দিনের মধ্যে ৭ দিন বাইরে আসার চেষ্টা করলে বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়ে

অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তিনদিন কামালপুর থেকে মুক্তিবাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে পাকবাহিনী বের হয়ে যাবার চেষ্টা করলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ৪ঠা ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কামালপুরের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী ময়মনসিংহের মেঘালয় সীমান্তের সব এলাকাতে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং দ্রুত পশ্চাদপসারণ করে জামালপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় মুক্তিবাহিনীর অভিযোগ করার জন্য সমবেত হয়।

১১ নং সেক্টরের যুদ্ধের পরিকল্পনাঃ নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখ ভারতীয় ৯৫ তম মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ভারতীয় এবজা সেক্টরের ব্রিগেডিয়ার সাম সিং এবং ভরতীয় পুর্বাঞ্চলীয় কম্যুনিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল ভগৎ সিং এবং ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসাবে আমার সমন্বয়ে জামালপুর, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা প্রভৃতির সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লার নেতৃত্বে রংপুর জেলার গাইবান্ধা দখল করার পরিকল্পনা করা হয়। সাবসেক্টর মহেন্দ্রগঞ্জ এবং পুরাখাশিয়ায় ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেডের সহায়তায় জামালপুর দখল করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেওয়ানগঞ্জ থানার হাতিবান্ধায় নিয়োজিত প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ শামসুল আলমের নেতৃত্বে দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর হয়ে জামালপুরের পশ্চিমে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ থেকে জামালপুর জগন্নাথগঞ্জ রেল ট্র্যাকে পর্যন্ত অবরোধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। পুরাখাশিয়া সাবসেক্টরের প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ভায়াডাঙ্গা, নালিতাবাড়ি, নখলা, নুরুান্দ হয়ে জামালপুরের দক্ষিণে জামালপুর- জগন্নাথগঞ্জ রেলসড়ক থেকে জামালপুর টাঙ্গাইল সড়ক পর্যন্ত অবরোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের অন্য হাজারের একটি দলকে লে: মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতীয় ৯৫ তম ব্রিগেডের অগ্রভাগে কামালপুর, বক্সিগঞ্জ ও ঝগড়ারচর হয়ে ব্রক্ষ্মপুত্র নদের উত্তর থেকে জামালপুর শহর অবরোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমার নেতৃত্বে সেক্টরের মূল বাহিনীকে কামালপুর, বক্সিগঞ্জ, শ্রীবর্দি, শেরপর প্রভৃতি এলাকার শত্রু অবরোধ প্রতিহত করে নান্দিনা হয়ে জামালপুরের পূর্ব দিকে অবরোধ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জামালপুর থেকে ১২মাইল পূর্বে লাহিড়ীকান্দা এবং কানিল নামক স্থানে ঢাকা, ময়মনসিংহ থেকে রেলপথে এবং সড়কপথে শত্রু রিইনফোর্সমেন্ট প্রতিহত করার জন্য সার্জেন্ট ভূইয়ার নেতৃত্বে রেল ও সড়ক পথে জামালপুরের সাথে ঢাকা ও ময়মনসিংহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা পাঠান হয়। এবং বাকী ১৫০০ মুক্তিযোদ্ধা জামালপুরের দক্ষিন-পূর্বে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ থেকে টাঙ্গাইল সড়ক পর্যন্ত আমার নেতৃত্বে জামালপুর অবরোধ করেন।

জামালপুর অবরোধ সমাপ্ত হয় ৬ই ডিসেম্বর। ৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর ৩১ বেলুচ রেজিমেন্ট বহুবার মুক্তিবাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। ১১ ই ডিসেম্বর সকাল ৫৮টার সময় পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এই যুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১০ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টার সময় পাকিস্তানী বাহিনীর ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ককে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানিয়ে একটি পত্র মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সীকে দিয়ে একটি সাদা পতাকা হাত নিয়ে পাকিস্তানীদের সদর দপ্তরে পাঠান হয়। উত্তর পাকিস্তানী অধিনায়ক ৭.৬২ চাইনিজ সাবমেশিনগানের একটি বুলেটে একটি কাগজ মুড়ে পাঠিয়ে দেয়। তার অর্থ এই যে যুদ্ধই চুড়ান্ত ফয়সালা করবে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মুক্তিবাহিনী চারদিক থেকে জামালপুর শহরে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর বোমাবর্ষণ করে পাকিস্তানী বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান বাহিনী বীর বিক্রমে ১০ই এবং ১১ ই ডিসেম্বর সারা রাতব্যাপী যুদ্ধ চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসেম্বর সকাল ৫ টায় মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমমর্পণ করে। জামালপুর যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর ২১২ জন মৃত্যুবরণ করে, প্রায় ২০০ জন আহত হয় এবং ৫২২ জন আত্মসমর্পণ করে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র

এবং গোলাবারুদের পরিমাণ এত ছিল যে, বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই জামালপুর সীমান্ত এলাকাতে তারা আরও তিন মাস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো।

অন্যদিকে ডালু সাবসেক্টরেও প্রায় ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ আবু তাহেরের নেতৃত্বে ডালু, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ রোডে অগ্রসর হয়ে বাঘমারা সেক্টরের আরো প্রায় ২০০০ মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কামালের নেতৃত্বে হালুয়াঘাটের পশ্চিমে লেঃ তাহেরের সাথে মিলিত হয়ে ভারতীয় 'এবজা' সেক্টরের সহয়তায় উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ময়মনসিংহ অবরোধ এবং আক্রমণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে জামালপুর পতনের পর ঐ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের ময়মনসিংহের পশ্চিম এবং দক্ষিন দিক থেকে ময়মনসিংহে অবরোধ করে একই সময়ে ময়মনসিংহ অক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ডালু এবং বাঘমার সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা লেঃ তাহের এবং লেঃ কামালের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ শহরের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে শিবপুর এবং মহেশখোলা সাবসেক্টরের প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধাদের মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে নেত্রকোনা দখল করার পর কিশোরগঞ্জ হয়ে ঢাকার জয়দেবপুরে ১১ নং সেক্টরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর ময়মনসিংহ ও জামালপুরের পতনের পর এই বিরাট মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে টাঙ্গাইল দখল করে বিপুল বিক্রমে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়ে টঙ্গি পর্যন্ত অবরোধ করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ১১ নং সেক্টরের হাতে জামালপুর পতনের পর ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল থেকে পাকিস্তানী বাহিনী পলায়ন করে। মুক্তিবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ভারতীয় প্যারাস্যুট বাহিনী টাঙ্গাইলের নিকটবর্তী পিগনা নামক স্থানে এক ব্যাটালিয়ন ছত্রীসেনা নামায়। একদিকে ছত্রীসেনা ও অন্যদিকে ধাবমান মুক্তিবাহিনীর সাম্মিলিত চাপে অসংখ্য গাড়ীসহ প্রায় ৩০০ পাক সৈন্য নিহত হয়। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গইল থেকে পলায়নরত পাকস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কাদেরসহ সমস্ত ব্রিগেড স্টাফ ঢাকার কালিয়াকৈরের নিকট ধরা পড়ে। এরপর ঢাকা পৌঁছা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী আর উল্লেখযোগ্য কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি।

১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টার সময় ১১ নং সেক্টর বাহিনী বীরবিক্রমে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে প্রবেশ করে।

স্বাক্ষরঃ আব্দুল আজিজ
৭-৬-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর জিয়াউল হক
২৭-৬-৭৪

আমরা ই-পি-আর' এর তিন কোম্পানী এবং আনসার- মুজাহিদের আনুমানিক ৬/৭ কোম্পানী নিয়ে ফুলপুর-হালুয়াঘাট হয়ে ভারতের ডালুতে আশ্রয় নিই। এবং বাংলাদেশের কমলাকান্দা থানার বিপরীতে ভারতের রংরায় সুবেদার আজিজ এক কোম্পানী, ডালুতে আমরা এক কোম্পানী এবং পুরাখাশিয়া-মহেন্দ্রগঞ্জে সুবেদার হাকিমের এক কোম্পানী- যেখানে আনসার, মুজাহিদ এবং পুলিশ ছিল। ডালু, বারেংগাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা এবং হাকিমের এক কোম্পানী- যেখানে আনসার, মুজাহিদ এবং পুলিশ ছিল। ডালু, বারেংগাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। জেলা সদর দফতর তুরা এখন থেকে নিকটবর্তী ছিল। পুরো এপ্রিল মাস মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্গঠন এবং প্রশিক্ষন দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকার লোকজন পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মে মাস থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'আঘাত কর এবং পালাও' এ কৌশলে গেরিলা অপারেশন শুরু করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে হাতেম আলী তালুকদার এম-সি- এ এবং আবুল মনসুর আহমদ এম-সি-এ ভারতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত গেরিলা অপারেশনে আমাদের সংগে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

গেরিলা অপারেশনঃ ২রা মে তারিখে সিপাহী এ, কে, এম ফজলুল হক ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে হালুয়াঘাটের ফুলপুর থানার রামভদ্রপুরে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে রাজাকার বাহিনীর দু'জ কে হত্যা করে এবং ৬ টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। ২৫-৬-৭১ তারিখে নায়েক ফরহাদ ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নরুন্দী রেলওয়ে স্টেশনে এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে অপারেশন করে এবং ৮-৭-৭১ তারিখে রেললাইনের নীচে এন্টি-ট্যাংক মাইন বসিয়ে পাক-বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য- অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই তিনঠি বগি ইঞ্জিনসহ ধবংস করে দেয়। ২৫-৬-৭১ তারিখে হাবিলদার হাফিজকে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ পাঠানো হয়। ৬/৭ জুলাই তারিখে তারা মুক্তাগাছা আক্রমণ করে এবং ১৫টা রাইফেল, একটি এস-এম-জি, ২৮ টি এল- এম-জি ম্যাজিন এবং থানার টেলিফোন সেট সমেত সমস্ত গোলাবারুদ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ৪ জন বাঙ্গালী পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করা হয়। থানার ওসি পালিয়ে যায়।

মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম। আরো নয়জন মক্তিযোদ্ধা নিয়ে করইতলি বি-ও-পি'তে (মহেশলাঠি গ্রাম) রাজাকারদের ক্যাম্পে হামলা চালায়। ক্যাম্পের সেন্ট্রিকে তারা ধরে নিয়ে আসে। ৯ ই জুন তারিখে আমি আমার সাহসী ল্যান্স নায়েক মেজজবাহউদ্দীন, আমার কুক আব্দুস সোবহান মোল্লাসহ নালিতাবাড়ি থানার অধীনে বারমারী বি-ও-পি এবং খৃষ্টানদের মিশনের মধ্যবর্তী জায়গায় মাইন পুঁতে রাখি। ঐ পথ দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর সব সময় যাতায়াত করত। ৯ই জুন সকালে ঐ সকালে মজের, মিশনের সিস্টার, একজন সুবেদার, দুই সিপাহী ঐ পথে যাবার সময় মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়।

ই-পি-আর'এর ল্যান্স নায়েক আব্দুল্ল মান্নান এবং মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক আফসারউদ্দীন আহম্মদ ভালুকা থানার ভাউলিয়া বাজার এলাকাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সাত থেকে সাড়ে সাতশ মুক্তিযোদ্ধ এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। পাক বাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাক বাহিনীর পক্ষে বেশ হতাহত হয়। পাক বাহিনী চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাওয়ায় ডাক থেকে হেলিকপ্টার গিয়ে তাদেরকে ৫ই জুলাই উদ্ধার করে। পাকিস্তানীদের পক্ষে প্রায় ৬০ জন নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ৭১ টি রাইফেল, ১২টি চীনা রাইফেল, ৩টি এল-এম-জি, ২টি ২'' মর্টার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

১৩ই জুলাই ল্যান্স নায়েক মান্নান ১৩জন মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় ২০০ জন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ফুলবাড়িয়া থানার লক্ষীপুর গ্রামে একটি পাক আর্মি পেট্রলকে। এ্যামবুশ করে এবং ৪৩ টি রাইফেল, ৩টি-এল-এম-জি, ১টি চীনা এল-এম-জি, ২টি চীনা রাইফেল, ২টি এস- এম-জি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

৯ই জুলাই মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফকে ফকির বেশে ফুলপুর থানায় পাঠানো হয়। সে ভিক্ষা চাওয়ার ভাণ করে থানা সেন্ট্রির নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয় এবং তাকে হত্যা করে থানা থেকে একটি রাইফেল এবং স্টেনগান নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হালুয়াঘাট এবং শম্ভুগঞ্জের মধ্যবর্তী নাগাল পুল অবস্থিত। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক চৌধুরীকে ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধসহ উক্ত পুল ধবংসের ভার দেওয়া হয়। সে ১৬ই জুলাই রাত একটার সময় ঐ পুলে পাহারারত রাজাকারদেরকে হত্যা করে তাদের নিকট থেকে ৫টি স্টেনগান উদ্ধার এবং পুলটি ধবংস করে দেয়।

নালিতাবাড়ি থানায় বেগুনবাড়ি ব্রীজ ধবংস করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা নাজমুল হকের নেতৃত্বে তার কোম্পানীকে পাঠানো হয়। সে উক্ত পুল ধবংস করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে সে আশ্রয় নেয়। পার্শ্ববতী গ্রামে সে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে পাকবাহিনী ওখানে এসে পড়ে এবং তাদেরকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কোম্পানী কমান্ডার নাজমুল হক শাহাদাৎবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, নাজমুল হক ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নালিতাবাড়ীতে তার নামে একটি কলেজের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯শে জুলাই পাক সেনাবাহিনীর তিনটি

কোম্পানী ভোর পাচঁটার সময় হালুয়াঘাট ক্যাম্প থেকে রওনা হয়। এক কোম্পানী রামচন্দ্রকোরা বি-ও-পি হয়ে আমাদের হাইড-আউট ডালুর পূর্ব দিকে অবস্থান নেয়। আর এক কোম্পানী হাতি পাগার বি-ও-পি হয়ে আমাদের হাইড-আউটে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আর এক কোম্পানী সোজা ডালু চেকপোস্ট অভিমুখে অগ্রসর হয়। আমার তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাই। তখন ক্যাপ্টেন ত্যাগীও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা খুব অসুবিধায় পড়ে যাই এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করি। আমাদের পক্ষে দু'জন শহীদ হন। এই আক্রমণে ভারতীয় বি-এস-এফ'এর ১১ জন সিপাহী নিহত হন এবং তাদের একজন জমাদার নায়েক সুবেদারকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়।

২৭শে জুলাই ল্যান্স নায়েক মেজবাহউদ্দিন ও তার দলের সংগে নালিতাবাড়ি থানার অর্ন্তগত তন্তর এবং মায়াঘাসিতে পাকিস্তানী সৈন্যের এক পেট্রোল পার্টির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ১৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। মেজবাহউদ্দিন ও মারাত্মক ভাবে আহত হন।

৬ই আগস্ট বান্দরকাটা বি-ও-পি ২ কোম্পানী এফ-এফ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মাসুদ, ছাত্রনেতা হাশেম এবং আমাদের নেতৃত্বে আক্রমণ চালানো হয়। বান্দরকোটা বি-ও-পি'তে পাকিস্তানীদের যথেষ্ট হতাহত হয়। শত্রুপক্ষের ৩০ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। আমাদের পক্ষে পাচঁজন শাহাদাৎ বরণ করেন।

স্বাক্ষরঃ মোহাম্মদ জিয়াউল হক/২৭-৬-৭৪
সুবেদার মেজর

সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোসলেহউদ্দীন আহমদ
২৬-৬-৭৩

আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসের কড়া পাহারার মধ্যে দিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে পাহারাদারের কাছ থেকে রাইফেল হস্তগত করে পালাতে সক্ষম হই। অতঃপর সেনানিবাসের কিছু দুরে এক জঙ্গলে রাত্রি অতিবাহিত করি। পরের দিন সকালে রাইফেলটি একটি গর্তে পুঁতে ছদ্মবেশে ময়মনসিংহের পথে রওনা হই। ১০ দিন চলার পর নেত্রকোনা মহকুমার উত্তর অংশের সীমান্ত মহেশখোলা দিয়ে ভারত প্রবেশ করি। ঐদিন ছিল মে মাসের ৯ তারিখ। সেখানে ডাক্তার আখলাক হোসেন এম-পি-এ'র কাছে হাজির হই। তার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তুরা চলে যাই। সেখানে আমাদের ১১ নং সেক্টরের হেডকোর্য়াটার ছিল। তখন ঐ সেক্টরের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কর্নেল আবু তাহের। তিনি কামালপুরের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ নেতৃত্ব দেন। সেই সময় সাবসেক্টরের (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা) নেতৃত্ব দিতেন ভারতীয় আর্মির একজন ক্যাপ্টেন। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন হামিদ (বর্তমানে মেজর মতিয়ার রহমান) ঐ কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা অর্থাৎ ১১নং সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন হামিদের নেতৃত্বে আর্মি মেডিক্যাল অফিসার মনোনীত হয়ে কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধাসহ মহেশখোলা দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করি। সেখান থেকে নৌকাতে হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধপত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ধরমপাশা থানার দিকে রওনা হই। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পথেই আমাদেরকে যোগাযোগ এবং নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দের সহায়তায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প তৈরী করে আসি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আমাদের প্রধান এবং প্রথম কাজ ছিল ধরমপাশা থানা মুক্ত করা। কারণ সেখানে তিন মাইল চর্তুদিকে খানদস্যুরা অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, হত্যা, লুন্ঠন ও ব্যভিচার করে উক্ত স্থানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। উক্ত থানা হেডকোর্য়াটারে প্রায় ২৫০ জন পাকসেনা, রাজাকার, আলবদর,

মুজাহিদ নিয়ে গঠিত এক ঘাঁটি ছিল। সেই দুর্ভেদ্য ঘাঁটিকে প্রথমে আমরা টার্গেট করলাম। কিন্তু কয়েকবারই আমরা ব্যর্থ হই। এর পরপরই মরণ পণ করে তিনটি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে তিনদিক থেকে আক্রমণ করি। প্রথম প্লাটুনের নেতৃত্ব দেন বর্তমান মেজর মতিয়র রহমান, ২নং প্লাটুনের নেতৃত দিই আমি নিজে এবং ৩নং প্লাটুনের নেতৃত্ব দেন নায়েক আব্দুর রহমান (বাংলাদেশ রাইফেল)। আমার ২নং প্লাটুন সামনের দিকে ছিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। অয়ারলেস সেটের সাহায্যে আমরা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। এই যুদ্ধে আমাকে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পাক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন শহীদ হন। প্রচন্ড আক্রমণের ভিতর দিয়ে শহীদ বীরের মৃতদেহ আমি নিজে বহন করে নিয়ে আসি। বাকী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উৎসাহের সহিত সামনের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিই এবং আমি নিজে তাদের সংগে যুদ্ধ করি, যার ফলে তারা সাহস হারায়নি। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মনোবল অটুট থাকে। তিনদিকের প্রচন্ড আক্রমণে খানসেনারা দিশেহারা হয়ে ১৫ জনের মত খতম হয়। বাকিরা সন্ধ্যার অন্ধাকারে পালিয়ে মোহনগঞ্জ থানার দিকে চলে যায়। উক্ত স্থানে মুক্ত করে একটি প্লাটুনকে এখানে ডিফেন্সের জন্য রেখে বাকি দুই প্লাটুন ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাসহ পরের দিন মোহনগঞ্জ আক্রমণ করি। উক্ত ধরমপাশা থানা মুক্ত হবার পর আমার সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর মতিয়র রহমান আমার বীরত্বের পরিচয়সূচক বীর প্রতীক উপাধিতে আমাকে ভূষিত করেন- যা বাংলাদেশ সরকার শেষে মঞ্জুর করেছেন।

মোহনগঞ্জ আক্রমণ করে প্রায় ২৫জন খানসেনাকে হত্যা করি এবং উক্ত থানা মুক্ত করি। এরপর আমাদের কাজ পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ পাই। ভৈরব বাজার থেকে কেন্দুয়া পর্যন্ত যে রেল যোগাযোগ আছে তা বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ পাই। এরপর ক্রমান্বয়ে কেন্দুয়া, আঠারোবাড়ি, নীলগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মদন প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ করি ও অসংখ্য খানপশুদের হত্যা করে উল্লেখিত স্থানগুলি মুক্ত করি। তখন ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুট্যান্ট, এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার ও অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালন করি। দেশ মুক্ত হবার পর সেক্টরের যাবতীয় কাগজপত্র সেক্টর হেডকোর্য়াটার ময়মনসিংহে জমা দিয়ে আমার পুরানো চাকরিতে যোগদান করি।

স্বাক্ষরঃ মোসলেহউদ্দীন আহমদ

সাক্ষাৎকারঃ মিজানুর রহমান খান
১১-১২-১৯৭৫

মহেন্দ্রগঞ্জ ছিল ১১ নং সেক্টরের হেডকোর্য়াটার। ২১শে জুলাই আমি মহেন্দ্রগঞ্জ সেক্টরে যোগ দিই। আগস্ট মাসের শেষের দিকে মেজর তাহের মহেন্দ্রগঞ্জ ১১ নং সেক্টরে যোগ দেন। মেজর তাহের আসার পর তিনি আমাদের ৪৮ জন নিয়ে একটি স্পেশাল পার্টি তৈরী করেন। আমরা তুরাতে ট্রেনিং নেওয়া সত্ত্বেও মেজর তাহের আমাদের বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দেন। আমাদের কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন হেলাল (সৈয়দ সদরুজ্জামান)। আমাদের পার্টি হেলাল পার্টি হিসাবে পরিচিত ছিল। আমরা ৪৮জন কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। মেজর তাহের আমাদেরকে সব সময় সম্মুখযুদ্ধের জন্য রিজার্ভে রাখতেন। প্রতিটি প্রথাগত যুদ্ধে বা সম্মুখযুদ্ধে আমরা অংশ নিয়েছি। ক্যাপ্টেন মান্নান ছিলেন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। লেঃ মিজান, লেঃ আলম সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সেক্টরে যোগ দেন। ১৫/১৬ই আগস্ট আমাদের ১৩৫ জনকে পাঠানো হয় কামালপুর আক্রমণের জন্য। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন সেনাবাহিনীর সুবেদার মনসুর। অন্যদিকে লেঃ মাহফুজ তার কোম্পানী নিয়ে ছিলেন। লেঃ মাহফুজ মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীতে লেঃ মাহফুজ ডালু সাবসেক্টরে নভেম্বর মাসে এক অপারেশনে নিহত হন।

ভোর রাতে আমরা কামালপুর আক্রমণ করি। দিনের আলোতে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সংঘর্ষ আধঘন্টা স্থায়ী হয়। এই সংঘর্ষে ৭ জন নিহত হয়। পাকিস্তানীদের ৮/৯ জন নিহত হয় বলে জানা যায়।

মুক্তিবাহিনীর নিহতদের মধ্যে আমানুল্লাহ কবিরের নাম বিশেষভাবে বলা যায়। আব্দুল মালেকসহ আরও কয়েকজন আহত হন।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মেজর তাহেরের নেতৃত্বে ৮টি কোম্পানীকে নিয়ে ভারতীয় সৈন্যসহ কামালপুর আক্রমণ করা হয়। রাত ১২টার দিকে ডিফেন্স পজিশনে চলে যাই। ভোর ৪টা ৩০মিনিটে আমরা কামালপুর আক্রমণ করি। আমরা ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা মেজর তাহেরের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল কামালপুর দখলের পরপরই অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়ে আসতে হবে। ভোর ছ'টার দিকে মেজর তাহের সহ আমরা নয়াপাড়ার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছাই। আমাদের অস্ত্র ছিল ২টি স্টেন, ৮টি এস-এল-আর এবং আমার সঙ্গে একটি অয়্যারলেস সেট ছিল। মেজর তাহেরের সঙ্গে একটি অয়্যারলেস সেট ছিল এবং তার সঙ্গে সর্ব মুহূর্তের জন্য একটি ছড়ি থাকতো।

রাস্তার পাশে আমরা পজিশন নিলাম। উভয়পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। সকাল প্রায় ৮টার দিকে একটি শেল মেজর তাহেরের বাঁ পায়ে এসে পড়ে। মেজর তাহের চিৎকার করে ওঠেন। আমি তার ছড়ি এবং অয়্যারলেস সেটটি নিয়ে নিই। আমি এবং সফি মেজর তাহেরকে ধরে পেছনে নিয়ে আসি। লেঃ মিজান তাড়াতাড়ি এসে ধরলেন। আমরা কাঁদছিলাম। মেজর তাহের চুপ করতে বলে সবাইকে অগ্রসর হতে বললেন। সেদিন কামালপুর দখলের পূর্ব মুহূর্তে এই দুর্ঘটনার পর কামালপুর আর দখল করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় বাহিনী মেজর তাহেরকে নিয়ে যায়।

৩০শে নভেম্বর আমরা প্রায় ৫০০ জন মুক্তিযোদ্ধা কামালপুর ঘিরে রাখি। কামালপুর পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রাখি।

৩০শে নভেম্বর ভারতীয় বাহিনীর একটি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। ৪ঠা ডিসেম্বর পাকসেনারা কামালপুরে আত্মসর্মপণ করে। বিকাল ৪টায় ভারতীয় অফিসার আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন কে চিঠি এবং পতাকা নিয়ে কামালপুর যেতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধা বশীরকে নির্বাচন করি। আমার জাম্পারটি সবুজ রংয়ের ফুলহাতা ছিল। বশীরকে তা দিয়ে দিই ভারতীয় অফিসারের কথা মত। বশীর জাম্পারটি পরে আমার স্টেনটি নিয়ে রওনা হয়ে যায়। অপরদিক থেকে সঞ্জু নামক মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হয়েছিল। সন্ধ্যা ৬টায় বশীর এবং সঞ্জু ফিরে আসে। পাকসেনারা ছিল ১৬১ জন এবং দু'জন অবাঙ্গালী অপারেটর ছিল। দু'জনের মধ্যে ১জন মেয়েও ছিল। পাক সেনারা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসর্মপণ করে। কামালপুর মুক্ত হয়। পরে ১১ই ডিসেম্বর জামালপুর মুক্ত হয়। মেজর তাহেরকে উদ্ধার করার জন্য সরকার আমাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

মিজানুর রহমান খান
১১-১২-১৯৭৫

সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, মান্নান*
১১-১২-৭৯

আমি (৩০-৩১ জুলাই 'জেড' ফোর্সের কামালপুর সংঘর্ষে) আহত হওয়ার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় পুনা। সেখানে একদিন চিকিৎসার পর হেলিকপ্টার যোগে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ১৫১ বেইস হাসপাতাল গৌহাটিতে। সেই হাসপাতালে আমি এক মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন ছিলাম। আগষ্ট মাসের শেষের দিকে জেঃ জিয়া আমাকে দেখতে সেখানে যান। ক্রমে আমি কিছুটা আরোগ্য লাভ করি। আমি খবর পাই যে, আমার

---
* ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন। বিবরণটি প্রকল্প কর্তৃক ১১-১২-৭৯ তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে সংকলিত।

পেরেন্টস কলকাতার দিকে গেছেন। তখন আমি জেঃ জিয়ার কাছে ক'দিনের ছুটি প্রার্থনা করি। তিনি আমার ছুটি মঞ্জুর করেন। আমি কলকাতা চলে যাই। সেখানে ৪/৫ দিন থাকার পর জেনারেল ইসলামের কাছে খবর পাই যে, সমস্ত সেক্টর কমান্ডার ৮ থিয়েটার রোডে কনফারেন্স ডাকা হয়েছে এবং জেনারেল জিয়াও কনফারেন্সে আসবেন। ঐ কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের রুপরেখা ও নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর আমি আমার ১নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটে ফিরে আসি। তারপর শুনতে পাই যে ১১ নং সেক্টর নামে একটি নতুন সেক্টর গঠিত হয়েছে যার হেড কোর্য়াটার মহেন্দ্রগঞ্জে।কর্নেল তাহের সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। আমি যেহেতু অসুস্থ ছিলাম তাই আমাকে দুই নং সাবসেক্টরে দেওয়া হয়। সেক্টর এক্সিকিউটিভ হিসাবে আমি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করি।

এই সেক্টরে আমার যোগদান করা থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ছোট বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোই আমি বলবো।

কামালপুরে পাকিস্তান আর্মির যে ঘাঁটি ছিল তা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। ঐ ঘাঁটির সমস্ত বাংকারগুলো ছিল সিমেন্টের আর-সি-সি বাংকার। কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ দিয়ে সেগুলো কানেক্টেড ছিল। কামালপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। তাই তারা এটাকে খুব শক্ত করেছিল, কারণ কামালপুরে যোগাযোগ বিস্তৃত ছিল বক্সিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, মধুপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। তাই এই সেক্টর পাকিস্তানীদের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি আমাদের দিক থেকেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পাকিস্তানীরা জানতো এই সেক্টরে তাদের পতন হলে ঢাকা পৌঁছা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। আমি আমার সহকর্মীদের বলেছিলাম, কামালপুরের পতন হলে সাতদিনের ভিতর ঢাকার ও পতন ঘটবে। মূলতঃ কামালপুরের পতন হলো ৪ তারিখ বিকেলে এবং এর কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকার ও পতন হলো। এই বাহিনীর ঢাকা পৌঁছাতে সময় লাগলো ৭/৮ দিনের মত। উল্লেখ্য, কামালপুরে যে ট্রুপস ঢুকেছিল তারাই প্রথম ঢাকা পৌঁছেছিল। কামালপুরে যুদ্ধে পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অবশ্য তারা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল। তাদের প্রচারাণার এক-দশমাংশ সম্ভবত সত্য।

আমি এই সেক্টরে যোগদানের পর আরও অনেক ঘটনা বা যুদ্ধ হয়, যেমন ধানুয়া-কামালপুরের যুদ্ধ। ধানুয়াকামালপুর কামালপুরের পরেই একটি গ্রাম। এই গ্রামটির কন্টিনিউয়েশান ভারত সীমান্তের ওপারের গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমিত হাতিয়ার নিয়ে যেহেতু আমার পাকিস্তানীদের সুগঠিত ক্যাম্প থেকে উৎখাত করতে পারছিলাম না তাই বিকল্প পন্থায় ধানুয়াকামালপুর থেকে এ্যামবুশ করার চেষ্টা করছিলাম একটা ডিফেন্স নিয়ে। এই ধানুয়াকামালপুর একটা কন্টিনিউয়েশান ছিল ফিরোজপুর হয়ে বক্সিগঞ্জের দিকে। এই পথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমি ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ৬/৭ খানা পাকিস্তানী আর্মির গাড়ি মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দুরুত্ব ৭ মাইল। পরবর্তী পর্যায়ে তারা কোনো গাড়ী নিয়ে কখনো মাইনের ভয়ে এই দূরুত্ব অতিক্রম করতে পারেনি। অতিক্রম করতে চাইলেও গরু কিংবা মহিষের গাড়ী দিয়ে আগে পথ পরীক্ষা করে নিতো। তারপরও পরীক্ষিত পথে তারা বির্পযয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। আমার মনে আছে, একদিন আমরা ছোট একটি দল নিয়ে কামালপুর এবং বক্সিগঞ্জের মাঝখানে এ্যামবুশ লাগিয়ে পাকিস্তানীদের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কামালপুরের পাকিস্তানীদের জন্যে খাবার-দাবার সরবরাহ হতো বক্সিগঞ্জ থেকে। এ পথে সন্দেহজনক এক লোক যাওয়ার সময় আমরা তাকে ধরি এবং এক অফিসারের জন্যে প্রেরিত খাবার-দাবার এবং পাকিস্তানীদের কিছ চিঠিপত্র হস্তগত করি। উর্দু- ইংরেজীতে লেখা ঐসব চিঠির পাঠ উদ্ধার করে আমরা জানতে পারি দিন আর বেশী নয়, তারা হ্যান্ডসআপ করবে।

আরও একটি ঘটনা- তারিখ ঠিক মনে পড়ছে না। সেদিন আমরা ৬০/৭০ জনকে নিয়ে আখক্ষেতের ভিতর ডিফেন্স নিয়েছি। পাকিস্তানীরা বেরিয়ে আসে।তাদের সাথে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। এতে পাকিস্তানীদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার দুই জনের একটা ছোট্ট দল ছিল। তাদের নাম মনে পড়ছে না। ১১ নং সেক্টরের ১১৩ জনের যে লিস্ট আছে তাদের কেউ হবেন। তারা ট্রেঞ্চের পিছনে বসা ছিল। সেখান থেকে তারা

পাকিস্তানীদেরকে আক্রমণে ব্যস্ত ও মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে বুলেট শেষ হয়ে গেলে এরা পাকিস্তানীদের হাতে মারা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীদের মত লাস্ট বুলেট এরা লড়াই করেছিল। এদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি। এদের স্মৃতিফলক বর্তমান।

ধানুয়াকামালপুরে আমরা যে ডিফেন্স নিয়েছিলাম তার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসের কোন সময়ে ঘটেছিল। সেটা পরিচালনা করেছিলেন প্রথম বেঙ্গলের একটি কোম্পানী। অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। তার সাথে অফিসার ছিল বর্তমান কর্নেল পাটোয়ারী। তারা ধানুয়াকামালপুরে ডিফেন্স নিলেন। পাকিস্তানীরা এসে আক্রমণ করে, ফলে প্রচন্ড সংঘর্ষ বাধে। পাকিস্তানীদের প্রায় ৩০/৪০ জন মারা যায়, আমাদের পক্ষে মাত্র একজন আহত হয়। পাকিস্তানীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই অপারেশনে আমরা পাঞ্জাবীদের একটা মৃতদেহ নিয়ে আসতে সক্ষম হই। মৃতদেহের কপালে গুলি লাগে। এই মৃতদেহ আমাদের সকল সৈন্যকে দেখানো হয়। ফলে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। অবশ্য পরে মুসলমান হিসেবে কবর দেওয়া হয়। পরে আমরা যখন ফিরে যাই তখন শুনতাম পাকিস্তানীরা কার নাম ধরে ডাকছে। সম্ভবতঃ মৃত লোকটিরই।

এ ছাড়াও কামালপুরে এমন কোন দিন ছিল না যে পাকিস্তানীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারতো। কামালপুর-বক্সিগঞ্জে পাকিস্তানীদের যে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল তা আমরা কেটে দিতাম। এক পর্যায়ে ১০/১২ জনের একটা ছোট দলকে এ ধরনের অপারেশনে পাঠাই। তারা প্রথমে টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। পরে যখন পাকিস্তানীদের তার ঠিক করার পার্টি আসে তখন তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। গোলাগুলি করে। পাকিস্তানীদের ক্ষতিসাধন করে ফিরে আসে। আমাদের কোন ক্ষতিই হয়নি।

আরও একটি ঘটনা। অক্টোবর মাসের কোন এক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে পাকিস্তানীদের উপর আক্রমন চালানো হল। সেই আক্রমণে ইন্ডিয়ার একটি কোম্পানী কামালপুরের একটু পিছনে এ্যামবুশ করে। যখন তাদের উপর আক্রমণ চলছিল তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দু'টি কোম্পানীও তাদের সাথে ছিল। কামালপুরের ফোর্সকে সহায়তা করার জন্য বক্সিগঞ্জ থেকে মর্টার নিয়ে তিনটি পাকিস্তানী গাড়ী আসছিল। তখন রাস্তায় এ্যামবুশ করে গাড়ী সমেত পাকিস্তানীদের খতম করা হয়।

তারপর সম্ভবতঃ নভেম্বর মাস হবে। ইন্ডিয়ান আর্মির মাউন্টেন বিগ্রেডের একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে কামালপুর আক্রমণ করানো হয় এবং একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে কামালপুর- বক্সিগঞ্জের মাঝে এ্যামবুশ লাগানো হয়। আমাদের দু'টি কোম্পানী। একটির কমান্ডার আমি নিজে, সেটা নিয়ে আমি একটা ব্লকিং পজিশন তৈরী করি। সেটা কামালপুর মেইন পজিশন থেকে প্রায় ১৫০ গজ দুরে। আমার বিপরীতে ছিলেন বর্তমান মেজর মিজান। তার কোম্পানী সমেত তাঁকে নিয়ে একটি ব্লকিং পজিশন তৈরী করা হয়। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল আমরা আখ ক্ষেতের ভিতর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকবো, যেন পাকিস্তানীরা এই দিক থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। যখন আমরা এই পজিশনে পৌঁছালাম তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। আমাদের সাপোর্টে ছিল ইন্ডিয়ান একটি আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি মর্টার বাহিনী। তারা কামালপুরের উপর শেলিং করছিল। সকালের দিকে যোগাযোগের জন্য আমাদের কাছে ছোটছোট অয়্যারলেস সেট দেয়া হয়। কর্নেল তাহের থাকলেন ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে যিনি ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। ওখানে তিনি তাদের সাথে এই অপারেশনটা কো-অর্ডিনেশন করছিলেন। আমি যখন আমার পজিশনে পৌঁছে গেলাম তখন ছিল সকাল সাড়ে চারটা। তখন ইন্ডিয়ান আর্টিলারী ফায়ার করছিল। বেশ কতগুলো আর্টিলারী শেল আমাদের পজিশনের উপর এসে পড়লো। আরা এই কোম্পানীতে মোট ১০৯ জন ছেলে ছিল। তার মধ্যে ৯ জন আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। এরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এলোপাতারি দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে লাগলো। মাত্র ক'জন ছেলে নিয়ে আমি সেই পজিশনে পৌঁছালাম। তারপর অয়্যারলেস সেটে কর্নেল তাহেরের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমাদের পজিশনের উপর শেলিংয়ের বিস্তারিত ব্যাপার তাকে জানাই এবং ফায়ারিং বন্ধ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না ফায়ারিং কোন পক্ষের, কারণ এই পজিশনের ওপর ফায়ার

করার কোন কথা ছিল না। তিনি ফায়ার বন্ধ করলেন। সম্ভবতঃ রেঞ্জিংয়ে কোন ডিফিকাল্টি ছিল, যার জন্য এটা হয়েছিল। পরে তাঁকে আমি ফায়ারিং কারেকশন জানাই। তখন সকাল হয়ে আসছে। কর্নেল তাহের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন লেঃ মিজানের সাথে আমার কোন যোগাযোগ আছে কিনা। আমি বললাম এখন নেই। তিনি বললেন তাকে কল দাও, আমিও তার খোঁজ নিচ্ছি। তিনি ৫/৬ জনকে নিয়ে মিজানের পজিশনের দিকে গেলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট থেকে ঘন্টাখানেক পর আমি সেটে কান্নার আওয়াজ শুনতে পারলাম। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বেলাল বলতে লাগলো শেলিং-এ তাহের ভাইয়ের পা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মিজানের পজিশনের কাছে পাকিস্তানীরা তাকে দেখতে পেয়ে ৬০ এম-এম মর্টার থেকে শেলিং করে। তার একটি পা নষ্ট হয়ে যায়। ৩০/৪৫ মিনিট পর একটি হেলিকপ্টার এস কর্নেল তাহেরকে নিয়ে যায়। ১০-১১টা পর্যন্ত সেই পজিশনে থাকলাম। পরে আমার কাছে এক মেসেঞ্জার একটা কাগজ নিয়ে আসেন, কর্নেল তাহেরের লেখা। তাতে লেখা ছিল আমাকে এই সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। লেখাটুকু পুরোপুরি স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ এ ধরনের "Clear the road from here to Dacca. Look after my bodys. I leave everything to you and God bless you." আরও অনেক কিছু ছিল। আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। কারণ আজ এই সেক্টরের দায়িত্ব আমার উপর দেয়া হয়েছে। আমি জানি না এই দায়িত্ব আমি সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারবো কিনা। আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশটা আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। যা হোক, সেই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমরা বিকেল পর্যন্ত সেখানে থাকলাম। স্কোয়াড্রন লীডার হামিদউল্লাহকে এই দায়িত্ব না দিয়ে আমার উপর তিনি এই দায়িত্ব দেন। অবশ্য পরে হামিদউল্লাহ আসার পর তিনি নামে মাত্র কমান্ডার রইলেন। অপারেশনের দায়িত্ব আমার উপর দেন, কারণ তিনি বিমানবাহিনীর লোক। অপারেশনের এইসব ব্যাপারে তিনি ততো অভিজ্ঞ নন। কর্নেল তাহের আহত হওয়ার আমরা সবাই মর্মামত হই। একটা বিরাট শূন্যতারও সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকটা গোটা পরিবার আকস্মিক পিতৃহীন হয়ে পড়ার মত। যাহোক অনেক কষ্টে আমি এই পরিস্থিতি সামলে নিয়ে ছিলাম। কর্নেল তাহের গৌহাটিতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে আমি সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা করে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ করি এবং সেক্টরে ফিরে আসি।

ডিসেম্বরের তিন তারিখ ভারত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১ তারিখ থেকে আমরা কামালপুর অবরুদ্ধ করে রাখি। আমাদের সাথে ছিল এক ইন্ডিয়ান রেগুলার ব্যাটালিয়ান, মুক্তিযোদ্ধা তিন কোম্পানী। আর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের দুইটি ব্যাটালিয়ন কামালপুর বাইপাস করে কামালপুর পতনের আগেই বক্সিগঞ্জের দিকে চলে যায়। তখন পাকবাহিনী বক্সিগঞ্জ থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। ৪ তারিখ সকালে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের দুটি বিমান কামালপুরের উপর স্ট্রাফিং শুরু করে। দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় ১২টা কি ২টায়- তৃতীয়বারের আক্রমণের কথা ছিল বিকাল চারটায়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী যথেষ্ট হেস্তনেস্ত হয়েছে। আমরা অয়্যারলেস সেটে ইন্ডিয়ানদের কনগ্র্যাচুলেশন শুনছিলাম। এক পর্যায়ে কামালপুরে তাদের যে ফোর্স ছিল তারা কন্টাক্ট করে ব্যাটালিয়ন হেডকোর্য়াটারের সাথে এবং সাহায্য চেয়ে পাঠায় ফোর্সের জন্য। তারা জানালো তাদের কিছু করণীয় নাই। এটা বুঝে তখন জেনারেল হিরা, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও আমি তিনজনে বসে বুঝাপড়া করে একটা সারেন্ডার নোট তৈয়ার করি। একজন ফ্রিডম ফাইটারকে একটি সাদা ফ্ল্যাগ হাতে দিয়ে তা কামালপুর ঘাঁটি ভিতর পাঠাই। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে সে যখন ফেরে নাই, তখন আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার আর একটি ছেলেকে অয়ারলেস সেট সাথে দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ রেখে কামালপুর ঘাঁটিতে পাঠাই। সে ওখানে যাওয়ার পর পাকসেনার দ্বিতীয় ছেলেটিকে রেখে প্রথম ছেলেটিকে পাঠিয়ে দেয়। তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে জানালো, আমাকে তারা উপরে শেলিং হচ্ছে বলে নীচে বাংকারে নিয়ে যায়। রুটিটুটি খেতে দেয়। তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। যা হোক দ্বিতীয় ছেলেটির সাথে কয়েকবার সেটে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সে তখন তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া তারা তাকে সেটে কথা বলতে দিতে এলাউ করেনি। কিছুক্ষন পর সে যখন সেটে আসলো তখন যোগাযোগ হলো। ছেলেটি জানালো তারা সারেন্ডার করতে প্রস্ত্তত আছে। তখন আমি তাকে বললাম যে, আমি আর একজনকে পাঠাচ্ছি, তাদের জে-সি-ও বা অফিসার লেবেলের কাউকে তার সাথে আসতে বলো। সে গেল। যাওয়ার পর পাকিস্তান

আর্মির একজন জে-সি-ও, মিলিশিয়া কাপড় পরা, সম্ভবতঃ মিলিশিয়াই হবে-ছেলেটির সাথে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং সারেন্ডার- এর কথা ব্যক্ত করে। তখন আমরা তাদেরকে সারেন্ডার-এর পদ্ধতি বলে দিই। সে ফিরে যায় এবং হাতিয়ার মাটিতে রেখে সবাইকে সারেন্ডার করায়। আমরা তাদের সব হাতিয়ার এবং সকলকে আমাদের পজিশনে নিয়ে আসি। এদের মধ্যে একজন অফিসার, ইনি সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন হাসান কোরেশী, একজন জে-সি-ও, এবং ১০০ জনের মত সিপাই, ৩০ জনের মত রেঞ্জার এবং কিছুসংখ্যক রাজাকার ও ছিল। এদেরকে আনা হলো। সমস্ত হাতিয়ার আনা হলো। আমরা যে হাতিয়ার পেলাম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো এম-জি ৩৬টি এবং আরও ছোটখাট হাতিয়ার। যারা সারেন্ডার করে তাদেরকে রাখার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমি অবরুদ্ধ ২৪ ঘন্টা ব্যস্ত ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া ছিল না। তাই বিশ্রামে চলে যাই। Next day morning about 8-O'clock I came back to the same place and there I found one Indian Capt. and one Indian Major. They were talking to Capt. Quoreishi etc.

যুদ্ধবন্দী আচরণ সংক্রান্ত কথাবার্তা হলো। তারপর দিন আমরা বক্সিগঞ্জ পৌছালাম। ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার সেখানে একটি রেস্ট হাউজে ছিলেন। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন এবং কনগ্র্যাচুলেশন জানালেন। বললেন Mannan, our country recognize your country as a sovereign state. Now your morale should be high. We are going to fight a real battle to the pakistanis.

বক্সিগঞ্জে তখন কোন পাকিস্তানী ছিল না। তারা জামালপুরের দিকে চলে গেল। আমি আমার মুক্তিবাহিনী নিয়ে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি আগেই বলেছিলাম তাদের দুটি ফোর্স কামালপুর বাইপাস করে চলে গিয়েছিল। এই ফোর্সগুলো যখন টাঙ্গাইলের দিকে যাচ্ছিল তখন ইন্ডিয়ান ফোর্স তাদেরকে বাধা দেয়, যেন তারা টাঙ্গাইল যেতে না পারে। তারা যখন বাধা পেল তখন এক ব্যাটালিয়ন নান্দাইল হয়ে ময়মনসিংহের দিকে যে রাস্তা ছিল সেদিকে যেতে চেষ্টা করে। তারাও বাধাপ্রাপ্ত হলো। আমি আমার ফ্রিডম ফাইটারদের নিয়ে শেরপুর হয়ে জামালপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তখন আমি প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি নদী পার হতে পারি নি, কারণ নদীতে কোন ফেরীর বন্দোবস্ত ছিল না। আর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম দুটি ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফ্ট জামালপুরের উপর ভীষণভাবে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। আমি তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক সংঘর্ষের পর সব শান্ত হলো। ইন দি মিন টাইম আমি ব্রহ্মপুত্র নদ ক্রস করে জামালপুর সাইডে পৌঁছে গেলাম এবং অগ্রসর হতে লাগলাম। খবর পেলাম, পাকসেনাদের পুরো কনভয় ডেস্ট্রয় করা হয়েছে এবং প্রায় ৬ জন অফিসার সহ ৩৬০ জন পাকসেনাকে সেখানে বন্দী করা হয়েছে। তাদেরকে ইন্ডিয়ান আর্মি ঘেরাও করে জামালপুর পি.টি.আই-তে রাখে। তখন আমি সেখানে যেয়ে তাদের সাথে দেখা করি। বন্দী ছয় জন অফিসারের মধ্যে একজন মেডিক্যাল কোরের সদস্য ছিলেন। আর একজন সিনিয়র মেজর ছিলেন, যিনি এই ব্যাটালিয়নের ও-সি ছিলেন। তার নাম মনে নেই, তিনি পাঠান এবং কর্নেল তাহেরের কোর্স মেট। তার সাথে কর্নেল তাহের সর্ম্পকে আলোচনা হচ্ছিল। আলাপ-আলোচনার মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান গার্ড রেজিমেন্টের সি-ও এসে যোগ দেন। পাক সিনিয়র মেজর আমাকে প্রশ্ন করেন, Mannan, we are fighting among us. আমি জবাব দেই, স্যার আপনারা পহেলা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ যে হত্যাকান্ড করেছেন তার রিঅ্যাকশন স্বরুপ এ ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় ছিল না। তারপর আমি তাঁকে আরও ঘটনার কথা বললাম। তিনি বললেন Happy news that you are independent but I wish you are not like Bhutan. আমি প্রত্যুত্তরে বলি, Sir, if we can get rid of you, we can get rid of any one. We will never replace one master by another.

যাহোক, জামালপুর থেকে আমরা ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম আর ইন্ডিয়ান আর্মির যে দু'টি ব্যাটালিয়ন ছিল তারা টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হলো। আমি সেই দিকে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জেনারেল নাগরা, যিনি এই ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন, তিনি আমাকে সেদিকে যেতে বারণ করেন। তিনি বললেন,

তোমার সেদিকে যাওয়া প্রয়োজন হবে না। তুমি বরং এখানে লোকাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সবকিছু তদারক কর। যা হোক আমি আমি লোকাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সবকিছু যা যা অর্গানাইজ করার দরকার ছিল সবকিছু অর্গানাইজ করার চেষ্টা করলাম। আমি আমাদের ছেলেদের জামালপুর হাই স্কুলে ক্যাম্প করে তাদেরকে সেখানে থাকতে দিলাম। ইতিমধ্যে আমি সংবাদ পেলাম যে, জামালপুর থেকে মাইল দেড়েক দুরে পাক রাজাকার থেকে উদ্ধারকৃত ৩০০টির মত হাতিয়ার জড়ো করেছে এবং কোথায়ও সেগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি সেখানে গেলাম এবং তাদের সাথে কথা বললাম। তারা জানালো এই সমস্ত হাতিয়ার পাবনা যাবে। পরে আমি সেগুলো সীজ করলাম। হাতিয়ার গুলো নিয়ে তারপরের দিন ময়মনসিংহে আসি। এসে দেখি ময়মনসিংহ ও মুক্ত। এটা আনুমানিক ১০ই ডিসেম্বর। আমার হেড কোর্য়াটার টাউন হলে খুলি এবং আমার ফৌজ অর্গানাইজ করি। তারপর সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর জন্য আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিই।

১১নং সেক্টরের আরও যুদ্ধ বিবরণ*

মেজর তাহের আগস্ট মাসে ১১ নং সেক্টরে আসেন। কিন্তু এর আগে বিখ্যাত পাকবাহিনীর কামালপুর বাংকারে সদাসর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ আঘাত হানতে থাকে অল্প সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ গভীর মনোবলের ভিত্তিতে গঠিত বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। এখানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জুনিয়র অফিসাররাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। এসময়ে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর শক্র শিবিরে ছোটখাট গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে কিছু কিছু করে পাক- সৈন্য হত্যা করে দস্যুদের সদা ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রাসের মধ্যে রাখতো। এই সময় বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে আর একটি অমর নাম শহীদ সালাউদ্দিন কামালপুর রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া অন্যান্যের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেঃ মান্নান এবং মুক্তিফৌজ কমান্ডারদের মধ্যে যারা নির্দিষ্ট ভুমিকা রাখেন, তারা হচেছন কমান্ডার মুক্তা, কমান্ডার হেলাল, কমান্ডার পান্না, কমান্ডার ফয়েজুর। এর মধ্যে হেলাল কোম্পানীর একটি দিক রয়েছে। সেটা হল পাক-বাহিনীর কামালপুর বাংকারে এই শক্তিশালী পাক-ঘাটিটিকে ১১ নং সেক্টর থেকে মোট ১৮ বার ছোট-বড় আক্রমণ করা হয়েছে। তার মধ্যে হেলাল কোম্পানী মোট ১৪টি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর কামালপুর মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই কোম্পানী এখানে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল।

একদিন, সম্ভবতঃ ২৪শে জুলাই তারিখে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'জন জুনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন শহীদ সালাউদ্দিন ও লেঃ মান্নান কামালপুরে শত্রুশিবিরে বাংকারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দু'জন খানসেনাকে হত্যা করে একটা চাইনিজ ও একটা জি-থ্রি রাইফেল নিয়ে আসে।

কামালপুরে রণাঙ্গনের একটি স্মরণীয় দিন ৩১শে জুলাই তারিখ। শেষ রাত্রের দিকে কামালপুর বাংকারে এক বিরাট ধরনের দুর্ধর্ষ আক্রমণ করা হলো। এই দুর্ধর্ষ আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্মুখভাগে ক্যাপ্টেন শহীদ সালাউদ্দিন, লেঃ মান্নান ও ক্যাপ্টেন হাফিজ। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তুমুলভাবে লড়ে যাচ্ছেন এবং পিছন থেকে ব্যাক্তিগতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করছেন মেজন মঈনুদ্দীন। কর্নেল জিয়াও তাঁর সদর দপ্তর নিয়ে এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মোট কথা এই দুর্ধর্ষ আক্রমণটি সেদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি না হলে হয়তো সেই দিনই কামালপুর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসতো- ভুল বুঝাবুঝি উৎরে যেয়ে তবুও হয়তো বা কামালপুর দখল করা সম্ভব হতো যদি সেদিন বাংলার বীর সন্তান ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শহীদ না হতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন হাফেজ একটি কোম্পানীকে কমান্ড করছিলেন। আর একটা একটি কোম্পানীকে কমান্ড করছেন স্বয়ং শহীদ সালাউদ্দিন। নির্দিষ্ট সময়ে শহীদ সালাউদ্দিন নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছলেন কিন্তু হাফিজ

---

* জুলাই ১৯৭২-এর সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত ''লেঃ কর্ণেল আবু তাহের- স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক'' শীর্ষক খালেদুর রহমান-রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

একশ গজ পিছিয়ে ছিলেন। এর মধ্যেই আরটিলারী ফায়ার শুরু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন কামালপুর ক্যাম্পের ভিতরে চলে যান এবং আরটিলারী ফায়ার বন্ধ করতে পারেন। ওদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ আরটিলারীকে একশগজ আগের ফায়ার দিতে বলেন এবং আরটিলারী অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজ সাহেবের সিগনাল ও গোলা বর্ষণ করেন। ফলে সালাউদ্দীন কোম্পানীর বেশ কিছু ছেলে হতাহত হন এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন স্বয়ং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তবুও তিনি দমেননি। শত্রুদের অনেকেই মারা পড়ছিল এবং কেউ কেউ পালাতে চেষ্টা করছিল ও একজন পালিয়েও ছিল। ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের মেশিনগান ফায়ার পশ্চিম দিক থেকে অর্থাৎ কামালপুর পোস্ট অফিস ও গোডাউনের মাঝামাঝি থেকে সালাউদ্দীন কোম্পানীর দিকে আসতে থাকে। দুর্ধর্ষ সৈনিক সালাউদ্দীন ভেবেছিলেন ঐ এম-জিটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারলেই বিখ্যাত কামালপুর দখলে আসবে এবং এই ভেবে তিনি একাই গিয়েছিলেন সেই এম-জিটাকে মারতে। তিনি যখন গোডাউনের কাছ থেকে ফায়ার করবেন, ঠিক সেই সময়েই পোস্ট অফিসের দিক থেকে একটি এল-এম-জি হঠাৎ গর্জে উঠলো এবং বাংলার বীর সন্তান ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন বীরের মত শহীদ হলেন। তাঁর মৃতদেহ আনা সম্ভব হয়নি এবং তার মৃতদেহ আনতে গিয়ে ১৭জন বেঙ্গল রেজিমেণ্ট সৈন্য আহত হয়েছিলেন। পরে শোনা গেছে শহীদ সালাউদ্দীনের লাশ পাক সেনারা সামরিক কায়দায় সমাধিস্থ করেছে।

সেদিন এই র্মমন্তদ যুদ্ধে শুধু ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন শহীদ হননি, আরও দু'জন জুনিয়র অফিসার, ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেঃ মান্নান গুরুতরভাবে আহত হন এবং আরও তিনজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার আহত হন। সেদিনের আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে বেঙ্গল রেজিমেণ্টসহ মোট ৬১জন সৈন্য বীরের মত শহীদ হন। অপরদিকে পাকবাহিনী হারায় একজন অফিসারসহ মোট ৭০ জন সৈন্য। সেদিন কামালপুর দখল করা সম্ভব হয়নি।

তারপর অমিতবিক্রমে কামালপুর আক্রমণ করা হয়েছিল। সেদিন ছিল ৯ই আগস্ট। এই আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ভুমিকাই বেশী। তাছাড়া বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কিছু সৈন্যও ছিল। ৯ই আগস্ট রাত ৮-৩০ মিনিটে হেলাল কোম্পানীর ৩৭জন ছেলে বক্সিগঞ্জ-কামালপুর সড়কে এ্যামবুশ নিয়ে থাকে এবং তারা টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে পাক বাহিনীর তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেলাল। সেই রাত্রিটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

এই এ্যামবুশে থাকাকালীন বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুর গমনরত দু'জন রাজাকারকে এইদল গ্রেফতার করে দুটি রাইফেল ও ১০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এদের কে মহেন্দ্রগঞ্জে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে এই দল এখানেই এ্যামবুশে থাকে। কিছুক্ষণ এখানে এ্যামবুশে থাকার পর এই দলের টু-আই-সি বিচক্ষন লতা দেখতে পেল তাদের পজিশন থেকে দশ হাত দুরে দুজন রাজাকারসহ পাকবাহিনীর বিরাট বাহিনী পজিশন নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লতা দিক নির্দেশ করে ফায়ার- এর আদেশ দিল। ফলে পাক দস্যুরা আর পজিশন নিতে পারেনি। ৭টা এস-এল-আর ও একটি এল-এম-জি দিয়ে বৃষ্টির মত গুলি ছুড়লো হেলাল-লতার দল। গুলির আঘাতে পাকবাহিনী দলের কমান্ডার আহত হয়ে গেল, তারপর অকথ্য মুক্তিবাহিনীর দলকে গালাগালি করতে লাগলো। ওরা সার্চ শুরু করলো। ততক্ষণে হেলাল কোম্পানীর দল ওখান থেকে উইথড্র করে চলে এসেছে। কিন্তু সবাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। সবাইকে পাওয়া গেল কিন্তু লতা ও আর একটি ছেলেকে হেলাল খুঁজে পেল না। পরে ওরা রাত ১২টার সময় নির্দিষ্ট স্থানে এলো এবং খবর দিল একজন কর্নেল আহত ও ৪৭ জন পাক সৈন্য খতম হয়েছে। এই দুর্ধর্ষ আক্রমণে হেলালের কৃতিত্বের জন্য ওর কোম্পানীর নাম সেদিন টাইগার দেওয়া হয়েছিল। তারপর মেজর তাহের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে মহেন্দ্রগঞ্জে ১১ নং সেক্টর পরিদর্শনে আসেন।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেলাল লেঃ কর্নেল তাহেরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কামালপুর রণাঙ্গনে অভুতপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ২৬শে অক্টোবর এক সময়ে তিনি তার দল সহকারে কর্নেল তাহেরের নির্দেশে কামালপুরের পেছনে গেদ্দা ও উঠানুরপাড়ায় পর পর তিনদিন এ্যামবুশে থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজ করেন।

তার মাইন বিস্ফোরণে এই এলাকার পাক-বাহিনী খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সময় এক মাইন বিস্ফোরণে ৪৫জন খান সেনা আহত হয়।

লেঃ কর্নেল তাহের এই হেলাল কোম্পানীর বিশেষ কৃতিত্ব দেখে নভেম্বর মাসে বক্সীগঞ্জ আক্রমণ করার জন্য পাঠান। এর মধ্যে কর্নঝোরাতে তিনি পাক বাহিনীর সঙ্গে এক তুমুল সংঘর্ষে ৪জন খানসেনাকে খতম করেন। বাকী খানসেনা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। ঐ সময় হলাল লেঃ কর্নেল তাহেরের নির্দেশে এই কোম্পানী ফিরে আসে এবং পরে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা সহকারে মেলান্দাহানার পাটের গুদাম ধ্বংস করার আদেশ পায়। হেলাল কোম্পানী এই নির্দেশ মেলান্দাহর দিকে যাত্রা করে। এর মধ্যে কোন এক নদীতে পাকবাহিনী দালালদের ১২০০ মণী নৌকা ধ্বংস করে এবং পাক বাহিনীর সঙ্গে এখানে এক সংর্ঘষ বাধে। তারা তিনদিক থেকে এই হেলাল কোম্পানীকে আক্রমণ করে। তরুন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার অতি বিচক্ষণাতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে ১৩জন শত্রুসেনাকে খতম করেন। পরে তার বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে মেলান্দহ যাত্রার পথি ডুরমুরির পুল ধ্বংস করেন। পুল ধ্বংসের সময় পুলরক্ষী বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে এক সংঘর্ষে তিনি ১৭ জন রাজাকারকে খতম করে ৬টি রাইফেল উদ্ধার করে তাহেরের কাছে জমা দেন।

তারপর ১৪ই নভেম্বর। এই ঘটনাটির কথা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পের কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাসহ এই এলাকার বাসিন্দা ইন্ডিয়ার জনসাধারণ চিরদিন মনে রাখবে।

১৩ই নভেম্বর দিবাগত রাত্রি ৩-২০ মিনিট লেঃ কর্নেল তাহের মুক্তিফৌজ কোম্পানী কমান্ডার হেলাল, সাঈদ (লেঃ কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই), পান্না, লেঃ মান্নান, গোয়েন্দা অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান, আবেদীন, ভুইয়া- এদের সবাইকে ডাকলেন এবং বল্লেন, আজকে কামালপুরে শক্তিশালী আক্রমণ করা হবে। তিনি কিভাবে কোথা থেকে আক্রমণ করা হবে তা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি কোম্পানী কমান্ডারদের মোট ৮৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুরের আশেপাশের কোন এক গ্রামে এ্যামবুশ নিয়ে থাকতে বল্লেন কোনরকম সাড়াশব্দ ব্যতিরেকে। তিনি আরও বলে দিলেন, তার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন কোন রকম গুলি বর্ষণ করা না হয়-আর যদি পাক-বাহিনী পালাতে চেষ্টা করে, তবে যেন তাদেরকে ধরা হয়।

যথাসময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ পরিচালনা করছেন লেঃ কর্নেল তাহের স্বয়ং। তিনি অয়ারলেসের মাধ্যমে মুক্তিফৌজের রণাঙ্গনের খবর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। সকাল ৯-৩০ মিঃ হঠাৎ তুমুল সংঘর্ষ থেমে গেল। পাকবাহিনীর ওদিক থেকে কোন রকম গুরি আসছে না। সবাই মনে করলো ওরা সবাই খতম। মুক্তিফৌজের মনে দারুণ উৎফুলভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো সে সময়।এই মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনে কর্নেল তাহের একটি অয়ারলেস সেট নিয়ে দৌড়ে গেলেন, কি ব্যাপার। তখন তার সঙ্গে ছিল তার দুই ভাই বেলাল ও বাহার- তারা উভয়েই আসন্ন জয়ের জন্য খুবই আনন্দিত। লেঃ কর্নেল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, ঠিক এই সময় লেঃ মিজান এস খবর দিল কামালপুর ক্যাম্প এখনই চার্জ করতে হবে। কর্নেল তাহের ভাবছেন কোন দিক থেকে কামালপুর চার্জ করা হবে। ঠিক এমন সময় একটি গোলা এসে তাঁর পায়ে লাগলো। আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সব মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসে। এসে দেখতে পায় এক অসহণীয় করুণ দৃশ্য-তাহের রণনেতা কর্নেল তাহের চিরদিনের মত তার একটি পা হারিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিফৌজদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল যারা নাকি কিছুক্ষণ দুর্ধর্ষ পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে- তারা সবাই শিশুর মত কাঁদছে। কিন্তু লেঃ কর্নেল তাহের, সেই অসীম সাহসী রণনেতা, এত বড়ো কঠিন আঘাত পেয়েও একটুও বিচলিত হননি। তখন তার মাত্র চারটি কথা ছিল, (১) যুদ্ধ চালিয়ে যাও-(২) ঐ জায়গা দখল কর (যে জায়গায় তিনি আহত হয়েছেন), (৩) কামালপুর দখল করতে হবে, (৪) আমি আসছি এবং এসে যেন দেখতে পাই কামালপুর থেকে ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার।- তারপর আহত লেঃ কর্নেলকে কাঁধে করে নিয়ে আসে অশ্রুসিক্ত চোখে মুক্তিযোদ্ধা মিঠু (এই মুক্তিযোদ্ধা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে কামালপুর রণাঙ্গনে), সুজা, লেঃ মিজান. ভূইয়া ও আবেদীন। তারা গারোডোবা পর্যন্ত নিয়ে আসে তাঁকে। ওখান থেকে হেলিকপ্টারে লেঃ

কর্নেল তাহেরকে ভারতের পুনার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারগণ কর্নেল তাহেরকে দেখে বলেছেন- তিনি যদি জ্ঞান হারাতেন তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সেদিনের সেই কামালপুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে পাকবাহিনী ১৩৫ জন সৈন্য হারায়। ধ্বংস হয়েছিল ৬টি ট্রাক. ১টি জীপ এবং বহুসংখ্যক হাতিয়ার।

তারপর লেঃ কর্নেল তাহেরের অনুপস্থিতে এই সেক্টরটি সংযুক্তভাবে নেতৃত্ব দেন মেজর আজিজ, লেঃ মান্নান ও এয়ারফোর্সের অফিসার জনাব আবু তাহের সাহেবের বড় ভাই জনাব আবু ইউসুফ। এই সময়ে কর্নেল আহত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিনিয়তই কামালপুর আক্রমণ করতে থাকে।

১৬ই নভেম্বর তারিখের এক আক্রমণে খানসেনাদের মেজর রিয়াজ আহত হয় ও ১২ জন খান সেনা নিহত হয়।

২০শে নভেম্বর তারিখের আর এক আক্রমণে এই দিনের আগের রাত্রে পাকবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট করার সময় ৮০ জন পাকসেনা মারা পড়ে। এই সময় প্রতিটি আক্রমণের সময়ে কামালপুরকে ঘেরাও অবস্থায় রেখে আক্রমণ করা হয়।

১লা ডিসেম্বর আর এক আক্রমণের সময় সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় পাকবাহিনীকে। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, কোম্পানী কমান্ডার হেলালসহ মেজর তাহেরের সহোদর বড় ভাই জনাব আবু ইউসুফ, ছোট ভাই কমান্ডার সাইদ (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট), বেলাল বাহার (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট) ও আনোয়ার হোসেন (এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট)- এই পাঁচ ভাই প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর কয়েকজন অফিসারসহ বেলুচ, পাঠান এবং পাঞ্জাবী সৈন্য-মোট ১৬২ জন পাক সৈন্য মুক্তিফৌজ ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাক বাহিনীর শিবিরে গিয়ে অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সঞ্জু বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। পাকবাহিনীর অফিসারকে দিয়ে সারেন্ডারপত্র সই করিয়ে সঞ্জুই প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উড়ায়। তারপর ৬ তারিখে বক্সীগঞ্জ ও মোরাপুর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ৭ তারিখে দখল হয় দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাট। এই বাহাদুরাবাদ ঘাট দখল কারী কমান্ডার ফয়েজুর রহমান জামালপুরের দিকে অগ্রসর হন। তারপর তুমুল সংঘর্ষে ৪০ জনের মতে পাকসেনা নিহত এবং ৬০০ জনের উপর শত্রুসেনা বন্দী হলে ১১ই ডিসেম্বর সকাল বেলা তিনিই জামালপুরের বুকে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উঠান। তারপর মেজর আজিজ লেঃ কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা অনুযায়ী টাঙ্গাইলের পথে রওনা হন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। ‘জেড’ ফোর্স গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা।	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	.....১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলি আহমেদ*

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম ব্রিগেড ‘জেড’ ফোর্স গঠিত হয় ৭ই জুলাই। মেজর জিয়াউর রহমানের নামানুসারে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় ‘জেড’ র্ফোস (জিয়া র্ফোস)। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে ‘জেড’ র্ফোস এক বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ফোর্সে তিনটি নিয়মিত পদাতিক বাহিনী ছিলো- যথাক্রমে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল, ৩য় ইষ্ট বেঙ্গল এবং ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন। ব্রিগেড কমান্ড করেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমান মেজর জেনারেল)। আমি নিজে ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করি।

১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যেসব অফিসার কর্তব্য পালন করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী। আগস্ট মাস থেকে মেজর জিয়াউদ্দিন এই ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব নেন। মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বাংলার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

সেকেন্ড-ইন-কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী এ্যাডজুট্যান্ট এবং কোর্য়াটার মাষ্টারের দায়িত্ব পালন করেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান।

ব্যাটালিয়নে ৪টি কোম্পানী যাঁরা কমান্ড করেছেন তাঁরা হলেনঃ

‘এ’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুব।

‘বি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দীন।

‘সি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী।

‘ডি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী।

লেঃ আনিসুর রহমান এবং লেঃ এম, ওয়াকার হাসানও এই ব্যাটালিয়নে কাজ করেছেন।

৩য় বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর শাফায়েত জামিল।

সেকেন্ড ইন- কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন মহসীন।

‘এ’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন।

‘বি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন।

‘সি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মহসীন।

‘ডি’ কোম্পানী কমান্ডারঃ লেঃ নুরুন্নবী চৌধুরী।

---

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসেবে ৮ বেঙ্গলে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া লেঃ মঞ্জুর, লেঃ ফজলে হোসেন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল আলম প্রমুখ অফিসার এই ব্যাটালিয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই ব্যাটালিয়নে নায়েক সুবেদার আজিজের নেতৃত্বে একটি সার্পোর্ট প্লাটুনও ছিল।

৮ম বেঙ্গলে যেসব অফিসার কমান্ড করেছেন তাঁরা হলেনঃ

কমান্ডিং অফিসারঃ মেজর এ, টি, এম আমিনুল হক।

সেকেন্ড ইন- কমান্ডঃ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

'এ' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

'বি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন।

'সি' কোম্পানী কমান্ডারঃ ক্যাপ্টেন মোদাসসের হোসেন।

'ডি' কোম্পানী কমান্ডারঃ লেঃ মাহবুবুর রহমান।

এছাড়া লেঃ এমদাদুল হক, লেঃ কাজী মনিবুর রহমান, লেঃ ওয়ালি-উল ইসলাম, লেঃ বাকের প্রমুখ তরুণ অফিসাররা এই ব্যাটালিয়নে কাজ করেন।

'জেড' ফোর্স কামালপুর, বাহদুরাবাদ ঘাট, দেওয়ানগঞ্জ থানা, চিলমারী, হাজীপাড়া, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটোলা,গোবিন্দগঞ্জ, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলাই চা-বাগান, ধামাই চা-বাগান, জাকিগঞ্জ, আলি ময়দান, এম সি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইয়ের ঘাট, বয়মপুর, ফুলতলা চা-বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা-বাগান ইত্যাদি স্থানে পাকসেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী*

'জেড' ফোর্সের অপারেশনসমূহঃ ১ম ইষ্ট বেঙ্গলের কামালপুর যুদ্ধ

মুক্তি সংগ্রামে শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়াই শুরু করি আগস্ট'৭১-এর পর থেকে। এর আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে, আর শত্রুরা আমাদের উপর আক্রমণ করতো। বিলোনিয়া যুদ্ধের পর থেকে শত্রুরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করে, আর আমরা আক্রমণকারীর। আমাদের ব্রিগেডের ('জেড' ফোর্স) প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মইনুল ইসলাম চৌধুরী। (১ম ইষ্ট বেঙ্গল) ডেলটা কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ ও ব্রেভো কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ এ আক্রমণের ব্যুহ রচনা করেন। আর ক্যাপ্টেন মাহবুব (পরে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন) কাট-অফ পার্টি নিয়ে ওঁৎ পেতে বসেন শত্রুর ডিফেন্সের পেছনে। আক্রমণ করাকালীন একটি বস্তুর প্রয়োজন হয় বেশী, তা হলো সিংহহৃদয়। ইংরেজীতে যাকে বলে লায়নর্হাট। ডিফেন্সে যারা থাকে তারা বাংকারে থাকে, ফলে স্বভাবতই ছোট ছোট হাতিয়ার এমন কি ডাইরেক্ট আর্টিলারী শেল থেকে রক্ষা পায়। সে জন্যই সাধারনতঃ দেখা যায় যে, একটি ডিফেন্সকে আর্টিলারী থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান হামলা করে সেই ডিফেন্সকে তছনছ করে ফেলার পরেও মাত্র দু-একজন সাহসী যোদ্ধা অকুতোভয় মনোবলে বলীয়ান হয়ে বাংকার থেকে সেই প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে মাথা নিচু করে মুখ থুবরে পড়ে না থেকে আক্রমণকারীর আক্রমণ সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ করে দেয়। সকল প্রকার সুষ্ঠ আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। আর সুষ্ঠ পরিকল্পনা নেওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন কমান্ডার নিজে চুপি চুপি শত্রুশিবির দেখে আসে। মিলিটারী ভাষায় এই চুপি চুপি দেখে আসার নাম হচ্ছে রেকি পেট্রোলিং। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ছিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, অনন্যসাধারণ সৈনিক- পাকিস্তানের

* ১৯৭১ সালের মার্চে ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত ছিলেন।

কোয়েটা থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন- যোগ দেওয়ার পর থেকে শত্রুর উপর প্রচন্ড আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন।

ময়মনসিংহের কামালপুর বি-ও-পি ছিল শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি, কারণ জল ও স্থল উভয় পথেই কামালপুর- ময়মনসিংহ- ঢাকা সড়কের প্রবেশদ্বার ছিল এ কামালপুর। তাই শত্রুরা এখানে বাংকারগুলো অত্যন্ত মজবুত করে তৈরী করে। বাংকারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল, তারপর ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বীম। এই একই প্রকার ব্যবধানে পাকা সিমেন্টের আস্তর। বাংকারের ওভারহেড কাভারের বেলায়ও একই প্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হতো- প্রত্যেকটি বাংকারই প্রায় ঘরের মত উঁচু, অন্যদিকে সমস্ত ডিফেন্স টানেলের মারফত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। এদিকে মাইন, বুবিট্র্যাপ ও বাঁশের কঞ্চি সমস্ত ডিফেন্সটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত করে রেখেছিল। পরপর দুদিন রেকি করার পরেও সালাউদ্দীন স্বচক্ষে শত্রুশিবির দেখার জন্য লেঃ মান্নানকে সাথে করে তৃতীয়বারের মত রেকি পেট্রোলিং নিয়ে নিজে শত্রুশিবিরের দিকে গেলেন। বি-ও-পি'র কাছে পৌঁছে জমির আলীর উপর লেঃ মান্নান, সুবেদার হাসিম, নায়েক শফি, ও দলের অন্যান্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে করে শত্রুর বাংকারগুলো রেকি করতে গেলেন। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানীরা রাত্রিতে সব সময় সেকেন্ড ডিফেন্সে চলে যেত। কামালপুর রণাঙ্গনে শত্রুরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় অনেক এলাকা জুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকত, কিন্তু রাত্রিবেলায় দূরের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেত। খালি বাংকারগুলি দেখে সালাউদ্দীন ও হাই আরও ভিতরে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দুজন শত্রুসেন সম্ভবতঃ পেট্রোলিং করে ফিরে আসার সময় এদের দুজনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। একশত পাঁচ পাউন্ড ওজন আর ৫'-৫'' উচ্চতা বিশিষ্ট ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল লম্বা খানসেনার উপর, যার হাতে ৩০৩ রাইফেল। অন্ধকারে খানসেনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ''আমি খালেদ'' বলে নিজেকে সঙ্গীর কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। আসলে তারা মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খানসেনা সালাউদ্দীনের হালকা দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা টিপতে শুরু করল। সালাউদ্দীন 'মান্নান' বলে চিৎকার করে উঠলেন। মান্নান ছুটে এসে স্টেন ধরে জিজ্ঞেস করলো ''উপরে কে?'' সালাউদ্দীন গোংড়ানীর স্বরে বললো ''উপরো তো ঐ শালা''। লেঃ মান্নান গাব গাছের নিচে তাড়াতাড়ি পজিশন নিলেন। এদিকে সুবেদার হাইকে 'হ্যান্ডস আপ' বলার সাথে সাথে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে খানসেনার জি-থ্রি রাইফেল কেড়ে নিলেন। কিন্তু খানসেনা মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বাংকারে ঢুকে পড়লো। আর নায়েক শফি, যে এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিল গুলি করবে কি করবে না (কেননা ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার গায়ে গুলি লাগে বলা মুশকিল), মুহূর্তের মধ্যে ধাবমান শত্রুর দিকে গুলি ছুড়ল। অবশ্য ওই গুলি হাই ও খানসেনার মাঝখান দিয়ে চলে যায়। এদিকে শত্রুর বাংকার থেকে গুলি ছুড়ল। সম্ভবতঃ অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বলে বাঁ পাশের দালানে গিয়ে লাগে। সংগে সংগে হাই বাংকার লক্ষ্য করে স্টেনের এক ম্যাগাজিন গুলি ছুড়ল। গুলি ছুড়ে জি-থ্রি রাইফেলসহ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের দিকে এগিয়ে এলো। গাবগাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় মান্নান আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো- কে? ত্বরিত বেগে 'আমি হাই' বলে সালাউদ্দীনের উপরে অবস্থানরত খান সেনাকে স্টেনের ব্যালে দিয়ে গুঁতো দিল। উপরের লোকটি সালাউদ্দীনকে ফেলে দৌড়াতে শুরু করল। সুবেদার হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। অতঃপর রাইফেল দুটি নিয়ে ওরা ত্বরিত বেগে শত্রুশিবির ত্যাগ করে।

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সালাউদ্দীনের সাহস গেল আরও বেড়ে । এ রেকী পেট্রোলিং থেকে দুটি জিনিস বিশেষভাবে পরিলক্ষিতহয়। তাহলো, সুবেদার হাই ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের অদম্য সাহস ও অদ্ভুদ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। কিন্তু এতে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আসন্ন, ফলে রাতারাতি শত্রুরা তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললো, তাতে করে কামালপুরে পাকবাহিনীর ৩১- বেলুচ ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দুই কোম্পানীতে (রাজাকার ছাড়া)। দুদিন পর ৩০-৩১শে জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল (সিনিয়র টাইগার) রাতের আঁধারে রওনা হলো। প্রথমে সালাউদ্দীনের ডেল্টা কোম্পানী, ফলো আপ কোম্পানী হলো ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রাভো, যার পিছে হলো ব্যাটালিয়ন 'আর' গ্রুপ এবং এই 'আর' গ্রুপে ছিলেন

মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মঈন এবং তার সাথে ছিলেন কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) জিয়াউর রহমান। সম্ভবতঃ ব্রিগেডের প্রথম এ্যাটাক সরেজমিনে তদারক করার জন্য কর্নেল জিয়া নিজেও এ্যাটাকিং ট্রুপসের সাথে রওনা হন। আক্রমণের এইচ-আওয়ার ছিল ৩০/৩১শে জুলাই-এর রাত ৩-৩০ মিনিট। কিন্তু গাইডের অভাবে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল এফ-ইউ-পি' তে সময়মত পৌঁছাতে পারেনি। ফলে ৩-৩০ মিনিটের সময় টাইমপ্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার যখন শুরু হয় (ফায়ারের সংকেতধ্বনি ছিল হিস করে অয়ারলেসের উপর শব্দ করা) তখনও আমাদের ছেলেরা এফ-ইউ-পি' তে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। কাদামাটিতে এতগুলো লোকের এই দৌড়াদৌড়ির ফলে যথেষ্ট শব্দ হয়, তাতে করে দুশমনের পক্ষে আক্রমণের ডাইরেকশন নির্ধারণ করা একেবারে সহজ হয় এবং নিমেষের মধ্যে তাদের আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে থাকে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ (টু-আপ) হওয়ার ফলে লোক আগে-পিছে হয়ে যায়। ফলে কমান্ড কন্ট্রোল কায়েম করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এসেম্বলি এরিয়া থেকে পূর্ব নির্ধারিত এফ-ইউ-পি' তে আসার মাঝপথে আমাদের নিজস্ব আর্টিলারী ফায়ার শুরু হওয়াতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই কোনক্রমে ফর্ম-আপ হতে থাকে। ফলে সে কি চিৎকার আর হট্টগোল। আবার ডাইরেকশনের অভাবে এডভান্স করাকালীন একে অন্যের উপর চড়ে বসে। আর অপেক্ষাকৃত নীচু কর্দমাক্ত জমির উপর আসার সাথে সাথে পাকিস্তানী ও আমাদের যুগ্ম আর্টিলারী ক্রস-ফায়ারিং-এর নীচে আসার ফলে আমাদের বেশকিছু ছেলে হতাহত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অয়ারলেস সেট জ্যাম হওয়াতে সংযোগ সম্পূর্ণরুপে বিচ্ছিন্ন হয়। তাতে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল হাটবাজার বসেছে আর নীলকর আদায়কারী সাহেবদের দেখে কে কোথায় পালাবে পথ পাচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। বরং সৈন্যদের পক্ষে পালিয়ে আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ ।এ্যাটাকিং ট্রপস যদি ঠিকমত ফর্ম-আপ না হতে পারে তবে তাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠেনা। ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে বার্কি সেকটর বিআরবি'র ওপারে ভারতের এক ডিভিশন সৈন্য যখন ফর্ম-আপ হচ্ছিল তদানীন্তন পাকিস্তান তিনটি মাত্রা ট্যাংক আচম্বিতে সে সৈন্যদলের উপর হামলা চালায়। ফলে, ভারতীয় পালিয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে এ ঘটনা অহরহ ঘটেছে এবং ঘটবে। এদিকে কর্নেল জিয়াউর রহমান বাঘের মত গর্জে উঠলেন,'কাম অন, এ্যাট এনি কস্ট উই উইল লাঞ্চ দি এ্যাটাক'। মেজর মঈন (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) অয়ারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ও হাফিজ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল প্রসিডিউরের চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলছে, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মেগাফোনে বাংলা-ইংরেজী-উর্দুতে মিশিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল তার সৈন্যদলকে। কারুর বা কলার ধরে লাইন সোজা কারে আগের দিকে (টারগেটমুখী) মুখ করে দিচ্ছে, আর কাউকে বা হাফিজ স্টেনের বাঁট দিয়ে মারছে। মোগল-রাজপুতের প্রথম যুদ্ধে আশিটি যুদ্ধে বিজয়ী রানা সংগ্রাম সিংহের বিপুল রণাভিঙ্গ সৈন্যবাহিনীকে দেখে আকারে ছোট মোগল বাহিনী ভড়কে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রারম্ভেই। কিন্তু ভেলকিবাজির মত বাবর সে সৈন্যবাহিনীকে বাগে এনে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। তাই সামরিক নেতা হিসাবে ইতিহাসে বাবরের স্থান অতি উঁচুতে । ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ও হাফিজের কৃতিত্ব বুঝি সেখানেই। মাঝে বিশৃংখলার মাঝে শুধুমাত্র মনের জোর ও অদম্য সাহসে বলীয়ান হয়ে সালাউদ্দিন ও হাফিজ প্রতিবন্ধকার ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানীকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফলাফলটা সকল সবকিছুর সবকিছুর পরিমাপক নয়, বরং ঘটনাটি কিভাবে সংঘটিত হলো সেটাই সবচেয়ে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় মহাসমরে মন্টগোমারীর কাছে রোমেল চরমভাবে মার খেলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, মাইলের পর মাইল পশ্চাদপসরণ অভিয়ান অব্যাহত রাখতে হয়েছে রোমেলকে সাহারার দুস্তর মরুর পথে পথে। অথচ মন্টগোমারীর বিজয়াভেযানের চেয়ে রোমেলের সেই পশ্চাদভিযানই সকলের মনে অণুপ্রেরণা যোগায়। তাই বুঝি রোমেল শুধুমাত্র রোমেলই।

এফ- ইউ- পি’র চরম বিশৃংখলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে প্রথম বেঙ্গল সবেমাত্র অগ্রসর হয়েছে অমনি পাকিস্তানী আর্টিলারীর সেলভো ফায়ার এসে পড়লে, সংগে সংগে আমাদের হতোদ্যম সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল- শেষ মুহূর্ত বুঝি আর আক্রমণ করা সম্বব হলো না দেখে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদিকে সমগ্র বাংগালী জাতির মান-ইজ্জতের প্রশ্ন অন্যদিকে দুশো ছেলের জীবন। সালাউদ্দীল তার “ক্ষ্যাপা, দুর্বাসা ছিন্নমস্তা চন্ডী-রনদা সর্বনাশী, জাহান্নামের আগুরে বসে হাসছে পুষ্পের হাসি”- মারছে লাথির পর লাথি। কারো বা কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল- ‘বেশরম’ বেগায়রত, শালা নিমকহারামির দল- আগে বাড়ো’। আবার সৈন্যদলের মন চাংগা করার জন্য নিজের অবস্থান জাহির হয়ে যাবে জেনেও পাকবাহিনীকে লক্ষ্যে করে মেগাফে নে উর্দুতে বলেছিল, ’আভিতক ওয়াকত হায়, শালালোকে সারেন্ডার করো। নেহীতো জিন্দা নেহি ছোড়েংগা। ‘‘তার পরের ইতিহাস প্রতিটি বাংগালীর প্রতিটি বাংগালীর গৌগালীর গৌরবের ইতিহাস। এ যেন শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, মুক্তিকামী মানুষের প্রালবন্যার ইতিহাস। বাংগালী সৈন্যরা তখন ছুটছে ঝড়ের মতো করতালি দিয়ে স্বর্গমর্ত্য করতলে। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মত প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল মূহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল পাক বাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারির বাংকারগুলো। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত গুরুগর্জন করে সিনিয়র টাইগার ‘জয় বাংলা’ আর ‘আকবর’ ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুললো যুদ্ধের ময়দানকে। বাংকার অতিক্রম করে বিশ-পঁটিশটা ছেলে কমিউনিটি সেন্টার ঢুকে পড়লো। তাদের মাত্র দু- একজন আহত অবস্থায় ফেরত আসতে পেরেছিল আর বাকি সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ। প্রচন্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। বাঘের থাবাকে যত্রতত্র ভূপাতিত পাকসৈন্যরা। পিছনে কখন আমাদের পক্ষের লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল জিয়া তখন কলছেন, আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাজুয়েলটি বাট... দেম আউট মঈন’। আহত ক্ষতবিক্ষত জোয়ানরা বলেছে, ‘স্যার-নিয়ে এলেন কেন? আর সামান্য বাকী- কি হত আমি না হয় মরে যেতাম।’ গর্বে বুক ফুলে উঠছিল। পিছনের উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরাও বুঝতে পারছিলেন বাঙ্গালীরা শুধু বসে বসে (এমনকি না খেয়ে) কবিতা লিখে কিংবা গাল-গল্প করে আর শ্লোগান দিয়ে ভাবালুতার মাঝে দিন কাটায় না। যুদ্ধও করতে জানে বৈকি। আজকে শুধু আফসোস হচ্ছে যে, আজকের পেপার-টাইগার যদি সেদিন যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন তবে সম্ভবত আজ আর তারা আমাদেরকে ‘খোদার খাসী’ রলার দুঃসাহস প্রকাশ করতেন না। ক্যাপ্টন সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও সেই রিলিফের সাদা শার্টটা ছিল। মহানগরীর নিউ মার্কেটে গিয়ে মার্কেটিং করার অবসর তার ছিল না, না ছিল সংগতি কিংবা তেমন নীচু মনোবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, বন্য পশুদের মত আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। তাই বুঝি লুঙ্গি মালকোচা বেঁধে সিভিল অফিসার তৌফিক এলাহি যশোর রণাঙ্গনকে কাঁপিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এদিকে মাইন-ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাই-এর প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন বুঝতে পারলেন যে, শত্রুরা মাইন-ফিল্ডের পেছনের বাংকারগুলো ছেড়ে দিয়ে পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার এ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মেগাফোনে হাইকে প্লাটুনের নিয়ে ডানে যেতে বললেন। প্রথম আক্রমণ শুরুকালে সুবেদার হাই-এর লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ হতে ২০ জনে। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়েক শফির হাত উড়ে গেল আর ধারমান শত্রুদের পিছু নেওয়াকালে জোয়ানরা বারবার সালাউদ্দীনকে অনুরোধ করলো,’স্যার, পজিশনে যান’ (মাটিতে শুয়ে পড়া)। সালাউদ্দীন ধমকে উঠলো ‘বেটা-স্যার করে চিৎকার করিস না, মক্ররা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। চিন্তা করিস না তুই বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া, গুলি লাগবে না, ইয়াহিয়া খান আজও আমার জন্য গুলি বানাতে পারেনি। দু’দিকে বৃষ্টির মত গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে একাথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাই বুঝি আজও ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাইদ্দিনকে। দ্বিতীয় বার মেগাফোনে ’হাই’ বলার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের সামনে ২/৩টি বোমা এসে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সালাউদ্দিন ধরাশায়ী হলেন । তার দেহটা প্রথম বামে, পরে আধা ডানে ও শেষ দড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে গেল। আশপাশের জোয়ানরা ছুটে আসে, ‘স্যার, কলেমা পড়েন’ কিন্তু বাংলার একান্ত গৌরব সালাউদ্দীন উত্তর দিল, ‘আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কসম, যে পেছনে হটবি তাকে গুলি করবো।’ তারপর বিড় বিড়

করে আবার বলে উঠলো, 'মরতে হয় এদেরকে মেরে মর-বাংলাদেশের মাটিতে মর।' এমন মরণ দুনিয়ার ইতিহাসে যে বিরল তা হয় তবে এ মৃত্যুতে আছে আনন্দ, আছে গর্ব। উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাউদ্দীনের লাশটা ২/৩ জন জোয়ান শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সকলেই মৃতুবরণ করে। পরিশেষে একটি বিহারী ছেলে ৮টি গুলি খেয়েও শেষবারের মত চেষ্টা করে নিজে গুরতরভাবে আহত হয় এবং লাশটি আনতে ব্যর্থ হয়। সালাউদ্দীনের গায়ে তখনও সেই সাদা শার্টটা ছিল যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল, কারণ, সাদা শার্ট রাত্রিবেলায় বেশী দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের ঘড়ি, স্টেন ও অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসা হয়।

ওদিক ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিভাবে। হাতের স্টেন তোপের মুখে উড়ে গেলেও সামান্য আহত হয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বেঁচে গেলেন, কিন্তু ৬০০ গজ পিছনে এফ-ইউ-পি তত্ত্বাবধানে কর্মরত লেঃ মান্নান উরুতে গুলি খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন, যদিও বা একই জায়গায় একই ভাবে ফ্লাইং অফিসার লিয়াকতও শুয়ে ছিলেন। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধারকল্পে ল্যান্স নায়েক রবিউল ছুটলো শত্রু অভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দুই হাতেই গুলি এসে লাগল, তথাপি তার প্রাণপ্রিয় তথা বাংলাদেশের অমূল্য রত্ন ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধার করার সংকল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারেনি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা অয়ারলেস ও রকেট লাঞ্চার উঠাবার সময় রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পাশের জোয়ান সাহায্যের ভয়ে পাশ কেটে চলে গেল। রাগে-দুঃখে রবিউল গ্রেনেডটা হাতে নিয়ে (উদ্দেশ্য, বন্দী হবে না) জীবনের আশা ত্যাগ করে নিকটবর্তী আখক্ষেতের দিকে দিল ভোঁ দৌড়। বৃষ্টির মত শত্রুর গুলি আসছিল। কিন্তু আশ্চর্য, রবিউলের গায়ে লাগল না। কোনমতে টেনে-হেঁচড়ে আখক্ষেতে গিয়ে পৌঁছতেই রবিউলের প্রতীতি জন্মালো সে সহজে মরছে না, আর অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সে বাঁচতে পারবে। বাঁ হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে। নাকে মুখে রক্তের ছোপ। এ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। নিজের সাথী যখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন সে আর কারো সাহায্য প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূদের হাত ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু পরের ইতিহাস আজও তার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে। তার বিশ্বাস দুই রমণীর কাঁধে ভর দিয়ে সে এফ-ইউ-পি এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। এদিকে সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর আমাদের সৈন্যদল ছত্রভংগ হয়ে গেলেও সেই অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর বাংকারগুলোর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। বেলা তখন ৭টা বাজে। অযথা লোকক্ষয় না করে উইথড্র করা শ্রেয় জেনেও মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) মঈন তার সৈন্যদলকে কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করাতে পারছিলেন না। আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভরে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বেলা সাড়ে কিংবা নিখোঁজ আর দুইজন অফিসারসহ ৬৬ জন আহত হয়। শত্রুদের লাশ তিনটা ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে গ্রামের লোকেরা দেখেছে। পরদিন হেলিকপ্টারে পাক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা, সম্ভবতঃ জি-ও-সি আসেন কামালপুর পরিদর্শন করতে। বলাবাহুল্য, ঐ দিনই পাক বেচতারে কামালপুর যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, প্রায় ৪০০ দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে। এক অপারেশনে এত বড়সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর নিহত হওয়ার সংবাদ ইয়াহিয়ার বেতারে আর কখনো প্রচার করা হয়নি।

ফলাফলঃ বাংকারে বসে থাকা খানসেনাদের মনে ভীতি সঞ্চার করাই এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো বাঙ্গালীরা দূর থেকেই আর পালিয়ে যাবে না বরং বাংকার থেকে খানসেনা তাড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। তাই বুঝি এই আক্রমণের পর থেকে খানসেনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা কামালপুরের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত। তখনকার দিনে পাক শিবিরে বন্দী মেজর আজিজের ভাষায় বলতে হয় পাকিস্তানীদের নিজেদের মতে কামালপুর হলো পাকসৈন্যদের মরণঘাঁটি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আজিজকে জিজ্ঞাসা করা হতো, ''হয়ার ইজ ধানিয়া কামালপুর কিংবা হয়ার ইজ উত্তর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট''। কথা প্রসংগে সেই জুলাই-আগস্ট (১৯৭১)

মাসে পাক অফিসাররা কখনও বা হঠাৎ বলে ফেলতো ‘‘ইওর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইজ ফাইটিং লাইক রিয়াল টাইগার্স’’। আক্রমণটি ব্যর্থ হলেও এর চরম সাফল্য এ উক্তির মাঝেই নিহিত আছে। তাই বুঝি পরবর্তীকালে বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে মেজর আজিজ শত দুঃখ কষ্টকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে যুগ সৃষ্টিকারী কামালপুর রণাঙ্গনে যোগ দেন।

\ বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ \

‘জেড’ ফোর্সের দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনা করেন লেঃ কর্নেল শাফায়াত জামিল (৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ৩১শে জুলাই তারিখে। প্রায় ৩৫০ জন লোক নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রওনা হয়। ঐ অঞ্চলের একটি আই-এ পাস ছেলের বলরামপুর গ্রামের নাসের ছিল এই আক্রমণের পথপ্রদর্শক, যার দূরদর্শিতার ফলে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩টি বড় বড় নদী ক্ষীপ্র গতিতে সকলের অগোচরে ১১টি নৌকাসহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং গানবোটে পাহারারত পাকসৈন্যদের শূন্যদৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কেটে ১৫/২০ মাইল পথ নিরাপদে অতিক্রম করে রাত নিটার সময় পূর্ব নিদিষ্ট এফ-ইউ-পিহতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অধীনে আলফা কোম্পানী নৌকাঘাটে (হাইড আউট) পাহারারত থাকে আর ১২ নম্বর প্লাটুন ই-পি-আর’এর নায়েক সুবেদার আলী আকবরের অধীনে কাট অফ পার্টির কাজ করে।

‘ডি’ কোম্পানী লেঃ নূরুন্নবীর অধীনে বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। নায়েক সুবেদার বুলু মিয়া ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের দিকে। আর সুবেদার ১০ নম্বর প্লাটুন নিয়ে যায় রেলওয়ে জেটির দিকে। তখন ভোর হয় প্রায়। রেল লাইনের ওপাশে তখন দুশমনরা ‘স্ট্যান্ড-টু’র জন্য প্রস্ত্তত হচ্ছিল। এদিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন তখন রেললাইনের উপর শানটিং করছিল। গাড়ী শানটিং করে পিছে যাওয়া সাথে সাথে সুবেদার করম আলী প্লাটুনের রকেট লাঞ্চটির নিজে কাঁধে করে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে মালগাড়ীতে অবস্থানরত জেনারেটর এবং পর মুহূর্তে অগ্রসরমান শানটিং গাড়ীর ইঞ্জিনকে ফায়ার করে অকেজো করে দেন। আর সাথে সাথে ডানে অবস্থানরত সুবেদার ভুলু মিয়ার প্লাটুন ফায়ার শুরু করে এবং গ্রেনেড পার্টি রেলের প্রত্যেকে কামরায় গ্রেনেড ছুড়তে শুরু করে। প্রায় প্রত্যেক কামরাতেই ৩/৪ জন করে খাকি পোশাক পরিহিত লোক শুয়েছিল। এদিকে এ্যাকশন পার্টি (২টি প্লাটুন) ইউথড্রয়ালের সাথে সাথে ৩" মর্টার গর্জে ওঠে। ফলে স্থায়ীভাবে যে দুটি শ্রেণীর কামরা আর্মি গার্ডের জন্য রাখা হয়েছিল তা ধসে পড়ে। এছাড়া রেলওয়ে স্টেশন, বহু রেলওয়ে বগী এবং ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ীর বহনকারী স্টীমার এবং জেটির ছাদের উপর দুশমনের মেশিনগানের বাংকার ভীষনভাবে বিধ্বস্ত হয়। স্টেশন এরিয়া থেকে উইথড্র করাকালে দুশমনের একটি গুলি নায়েক সুবেদার ভুলু মিয়ার বাম বাহুতে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই আক্রমণকালে নায়েক সুবেদার ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কেউ হতাহত হয়নি। পর দিন সুবেদার করম আলী গেলেন পার্শ্ববর্তী ব্রীজ উড়াতে। ব্রীজ উড়ানোর আওয়াজ শুনে দেওয়ানগঞ্জে অবস্থানরত পাকসৈন্যরা বাহাদুরাবাদ ঘাটের দিকে ধাবমান হল-সঙ্গে সঙ্গে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানী ক্ষিপ্র গতিতে দেওয়ানগঞ্জ বাজার, সুগার মিল ও রাজাকার হেডকোয়ার্টার পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করে সেই এলাকা সম্পূর্ণরুপে তছনছ করে দেয়।

তিনদিন বিজয়ের বেশে অবস্থান করার পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজ ক্যাম্পে ফেরত আসে। এই আক্রমণটিকে একটি পরিপূর্ণ সার্থক আক্রমণ বলা চলে। এই সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে চৌকস গাইড ধীরস্থির ও সিংহ-হৃদয়ের অধিকারী কর্নেল শাফায়াত জামিলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিচালনা এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের ই-পি-আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক অধিক সংখ্যায় থাকার জন্য ব্যাটল প্রসিডিউর মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন বলেই। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণকে (৩০/৩১শে জুলাই) পূণাঙ্গ সার্থক আক্রমণ বলা চলে না কারণ এলাকা দখল করে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখার

প্রয়াস আমরা করিনি এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর পরই শত্রুরা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে, ফলে আমাদের হতোদ্যম, ক্ষতবিক্ষত সৈন্যরা আরো ভড়কে যায়, যার ফলে সালাউদ্দীনের লাশটাও ফেরত আনা সম্ভাব হয়নি- এমন প্রচন্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুদের এই পাল্টা আক্রমণ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। এ ধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাবকে মিলিটারী ভাষায় 'এ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স' বলা হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আক্রমণ যেহেতু ডেলিবারেট ছিল সেহেতু আর্টিলারী ফায়ারে টাইম প্রোগ্রাম মোতাবেক কিন্তু আক্রমণকালে এ জিনিসটা প্রকট হয়ে উঠেছিল যে ইংগিতে বা 'অনকল' রাখাই যেন ভাল ছিল, তাতে করে মনে হয় মাঝপথে আর্টিলারীর ক্রস-ফায়ারে যে হতাহত হয়েছিল তা এড়ানো যেত। এতদসত্ত্বেও, কামালপুর আক্রমণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রেইড ও এ্যামবুশ করা ছাড়া বাংকারে বসে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে মুখোমুখি লড়াইতে আমরা অবর্তীণ হইনি। কিন্তু এই আক্রমণেই প্রমাণিত হল, বাঙ্গালীরা ব্রীজ উড়াতে কিংবা রাতের আঁধারে রেইড ও এ্যামবুশ করতে যেমন পারদর্শী, তেমনি হাতাহাতি যুদ্ধেও সমপারদর্শী। ঐ সময়ে এমন একটি এ্যাকশনের সবিশেষ দরকার ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত খন্ড খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হটতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। কারণ তখন পর্যন্ত খন্ড খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হটতে হটতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। ফলে স্বভাবতঃই মনোবল কিছুটা ভেংগে পড়ে। তাই মনোবল চাংগা করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের মনে সাহস বাড়ানোর জন্য এবং এ বিশ্বাস জন্মাবার জন্য যে খান সেনাদেরকে বাংকার থেকে তাড়ানো তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, যদি কেউ গুলিতে ভয় না করে। সালাউদ্দীন মেজর প্রাণ দিয়ে আমাদের মনে এ প্রতীতি জন্মিয়েছিলেন। নির্যাতিত, অবহেলিত ও পদদলিত মানবতার প্রতীক স্পার্টাকাস হয়তো বা নিজে মরে যায় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নেয় নিষ্পেষিত মানবাত্মার লেলিহান বহ্নিশিখায় ইতিহাসের অমর বীরেরা। তাই বুঝি সালাউদ্দীনের মৃত্যু বাংলাদেশের অগ্রগামীতার অভিযানে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়-আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

\ নকশী বি-ও-পি আক্রমণ \

৩রা আগস্ট আমি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রেভো ও ডেল্টা এই দুই কোম্পানী যোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করলাম নকশী বি-ও-পি। এর আগে আমি তিনদিন পুরা বি-ও-পি রেকি করেছি। নকশী বি-ও-পি'র পূর্বতন সুবেদার হাকিম ও তার সাথীরা আমাকে এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। তার কারণ, এই বি-ও-পি তাদের নখদর্পণে ছিল।

প্রথম দিন আমি নিজে সুবেদার হাকিমসহ নকশী বি-ও-পি'র আশেপাশে রেকি একটি উঁচু টিলা থেকে। বাইনোকুলারে সুবেদার হাকিম আমাকে বলছিল কোথায় শত্রুদের বাংকার, বারবড আয়ার, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, মসজিদ ও বি-ও-পি'র প্রবেশ পথ, কোথায় কত সান্ত্রী থাকতে পারে ইত্যাদি। তারপর গারো পাড়ায় গিয়ে চুপি চুপি দেখা করলাম শত্রুশিবিরে আমাদের প্রেরিত বাবুর্চির সংগে। বাবুর্চি বললো, সে ৪৫ জন আর্মির খাওয়া পাকিয়েছে এবং আরো ৬৫ জন আর্মির লোক আসছে এবং ৫০/৬০ জন রাজাকারও বিভিন্ন ডিউটিতে আছে। দ্বিতীয় দিন প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আমি আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালা পথ রেকি করে কোথায় কোন হাতিয়ার হবে এবং কোথায় এফ-ইউ-পি'র (ফর্ম আপ প্লেস) হবে সকলকে পই পই করে দেখিয়ে দিলাম। পহেলা আগস্ট আমি পুরো সেকশন কমান্ডারদের নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা আবার দেখিয়ে দিলাম যাতে করে রাতের আধাঁরে ভুল না করে। এদিকে সাপোর্টিং হাতিয়ার মেশিনগান, ১০৬ মিঃ মিঃ ও ৭৫ মিঃ মিঃ আর-আর-এর জন্য বাংকার বানাবার জন্য ২৫টি আড়াইমণী চটের বস্তা নিয়ে এলাম। এত প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। অবশ্য পাকিস্তানীরা উত্তর দিকে বি-ও-পি'র চতুর্পাশ্বে প্রায় ৬০০ গজ এলাকায় সমস্ত গাছপালা, জংগল পরিষ্কার করে ফিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে সাফ রেখেছিল। তৃতীয় দিনে রেকি করার কালে হালছটি গ্রামের নালার পাশে আমরা তখন একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ (টাইপার) মনে করে থমকে দাঁড়ালাম। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এক গাল হাসি হাসতে যাব এমন

সময় ঝুপ করে একটি শব্দ হলো, মনে হলো একটি লোক নালার ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। আমার সেকশন কমান্ডাররা জড়সড় হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পজিশনে গেল। দেখে জ্বলে গেলো। আসলে তাদের আরো ছড়িয়ে পড়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ খরে (ডায়মন্ড ফর্মেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেওয়া উচিত ছিল। বুঝলাম আরো অনেক ট্রেনিং-এর দরকার। ভাগ্যিস ঝুপ করে আওয়াজ হয়েছিল নালাতে পাড় ভেঙ্গে ধসে পড়া মাটি থেকে। তা না হলে গোল হয়ে বসে থাকা আমার দলটিকে নিমেষের মধ্যে শেষ করে দেয়া একজন শত্রুসৈন্যর পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফেরত আসার সময় একটি গারো মেয়ে আমাকে দেখে চুপ করে পাহাড়ের গাছের সাথে মিশে রইল। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে অমন ফাঁকা জায়গায় কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

২রা আগস্ট বিকালে কর্নেল জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে আমার প্ল্যান মোতাবেক হাতিয়ারের অবস্থানগুলো দেখলেন। রাতে রাস্তা থেকে গাড়ী পড়ে যাওয়াতে তখন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তখন ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারে ১ম ইস্ট বেঙ্গল ক্যাপ্টেন মাহবুব (যিনি পরে ৮ই ডিসেম্বরে সিলেটে রণাঙ্গণে শহীদ হন) আমাকে বললেন, ''স্যার মনে কনফিউশন থাকলে এ্যাটাক করতে যাবেন না।'' আমি হেসে বললাম, ''বেওকুফের মত মরতে আমি রাজী নই।'' ৩রা আগস্ট রাত ১২টার দিকে এসেম্বলী এরিয়া থেকে রওনা হবো-দেখি বাহাদুরাবাদ ঘাটে বিজয়ী বীর কর্নেল শাফায়াত জীপ নিয়ে হাজির-''আমিন, রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইওরসেলফ-অল দি বেস্ট।

এসেম্বলি এরিয়া থেকে আমার সৈন্যরা অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এফ-ইউ-পি'তে পৌঁছায়। এমনকি মাঝপথে নালা ক্রস করার সময়ও কোন শব্দ করেনি, কারণ পূর্ববর্তী দু'রাত বিনা শব্দে পানির উপার চলার প্র্যাকটিস করেছিলাম। অন্যদিকে একই সময়ে দুই প্লাটুন রাংগাটিয়াতে যায় কাট-আপ পার্টি হিসাবে। যদিও ই-পি-আর'ও গার্ড ছিল তথাপি মনে হয় এফ-ইউ-পি মাকিং করলে যে সামান্য বিশৃংখলাটুকু হয়েছিল তাও হত না। সৈন্যরা যখন এফ-ইউ-পি'তে যাচ্ছে আমি তখন ৮/১০ জ এফ-এফ ছাত্র নিয়ে এম-জি ও আর-আর'এর এম্যুনিশন বাংকারে পৌঁছিয়ে দিই। উদ্দেশ্য, ওদের মনে সাহস যোগানো। কারণ যুদ্ধের ফলাফল এদের উপর অনেকখানি নির্ভর করছিল। বাংকারের পিছে অবস্থানরত সুবেদার হাকিম তখন রীতিমহত ক্ষেপে গেছেন, কারণ ইন নিজে তো খাবার পাননি, নিজের ছেলেরা যারা সারারাত ঐ আড়াইমণী বস্তায় বালি ভরে বাংকার বানিয়েছে ওরাও পায়নি। দেমাক ঠান্ডা রেখে বললাম ''সব ভুলি নাই, তবে আপনাদের রুটি পিছনে এসেম্বলী এরিয়াতে রয়ে গেছে, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে আসুন।'' এফ-ইউ-পি'তে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন আমাকে একাকী শত্রুঅভিমুখে ঠেলে না দিয়ে আমার সাথে নিজেও যেতে চাইলেন। আমি সেই দুঃসাহসিক বীর যোদ্ধাকে ইকনমির কতাটা বুঝাতে চাইলাম। নিছক ভাবাবেগে কাজ হবে না- এক সংগে দুজন অফসার হারানো মুক্তিবাহিনীর নিছক বোকামি। রাত ৩-৩৫ মিনিটে এফ-ইউ-পি'তে পজিশন নিলাম। আমার ডানে ১২ নং প্লাটুন আমার এক ভাগ্নে আই-এ ক্লাশের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরফে সানু সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমার পাশেই ছিল। আশ্চর্য, আজ আত্মীয়তার প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দিচ্ছে (যেহেতু স্বজনপ্রীতি আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে) সেদিন কিন্তু এ প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দেয়নি। সেদিন প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝংকৃত হয়েছিল- 'ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার''। তাই বুঝি ঘূণাক্ষরেও যুদ্ধের ময়দানে আমার ভাগ্নের উপস্থিতি আমি টের পাইনি।

এফ-ইউ-পি'তে পজিশন নিয়ে ৩-৪৫ মিনিটে অয়ারলেসে বললাম -'জোরে মার।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারী গর্জে উঠলো। বুঝতে পারলাম আর্টিলার আওয়াজের ধমকে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা এফ-ইউ-পি'তে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা আরো প্রকট হয়ে উঠলো যখন নিজেদের এই প্রি-এইচ আওয়ার আর্টিলারী গোলাবর্ষণ কালে দু'তিনটি রাউন্ড ভুলবশত ঠিক আমাদের এফ-ইউ-পি'তে এসে পড়ে-যদিও বা টারগেট থেকে এফ-ইউ-পি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। মনে হয়, এফ-ইউ-পি, শত্রুশিবির ও আমাদের আর্টিলারী পজিশন এক লাইনে ছিল বলে সহজে আর্টিলারীর গোলা এসে এফ-ইউ-পি'তে

পড়ছিল। অবশ্য পূর্বাহ্নে আর্টিলারীর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে কিংবা এত নিম্নমানের হতে পারে এ ধারণা থাকলে আমি হয়ত ডাইনে হালছটি গ্রামের শালবনকে এফ-ইউ-পি বানাতাম। হালটি গ্রামের শালবনটি শত্রুশিবির থেকে মাত্র তিনশ'গজ দূরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে ঐ শালবনকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে এফ-এফ কোম্পানী বি-ও-পি'র উপর আক্রমণ করেছিল, তাই আমি ঐ শালবনটিকে এফ-ইউ-পি বানাইনি। অন্যদিকে পূর্বদিন আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের নালাকে এফ-ইউ-পি বানিয়ে আর্টিলারীর 'ফায়ার অন কল' রেখে (দরকার মহত ব্যবহার করা) আক্রমণ করা। তাতে করে রাতের আধারে শত্রুর অজান্তে আমরা শত্রুশিবিরের ২/৩ শ' গজ ভিতরে পৌঁছে যেতাম আর নিজস্ব আর-আর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে আচম্বিতে ঘায়েল করে শত্রুর ব্যূহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস ছিল। আর বিশেষ দরকার মত আর্টিলারী সাপোর্ট তো ছিলই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্ব পরিকল্পনা বদল করে প্রি-এইচ আওয়ার (আক্রমণের পূর্বাহ্নে) গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফ-ইউ-পি'তে নিজেদের আর্টিলারীর এই দু-তিনটি রাউন্ড এসে পড়াতে আমার ছয়টি ছেলে ঘচনাস্থলে গুরুতর রুপে আহত হয়। ফলে পুরা প্লাটুন আহতদের শুশ্রুষার নামে এফ-ইউ-পি'তেই থেকে যায়। এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অপরদিকে প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে আমাদের আর্টিলারী গর্জে ওঠার মিনিট খানেকে ভিতর পাকিস্তানী আর্টিলারী গর্জে ওঠে। একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি-বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানীর জন্য। কারণ আমার দুই কোম্পানীতে (৮তম ইস্ট বেঙ্গল) দুশো জনের মধ্যে তখন মাত্র ১০ জন সামরিক বাহিনীর লোক, গোটা আটেক ই-পি-আর এবং দু তিনজন পুলিশের লোক ছাড়া বাকী সবাই সাতদিনের ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রামবাংলার একান্ত সাধারণ মানুষ। প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সাথে সাথে আমার ডানে অবস্থিত মেশিনগান ও আর -আর প্রচন্ডভাবে গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে ই-পি-আর'এর প্লাটুনটি ভাঁওতা দেয়ার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে শত্রুদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দিল। এই কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে হতে থাকে। ই-পি-আর'এর আক্রমণ চলাকালীনই আমরা চুপি চুপি এক্সটেনডেড লাইন ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগুতে থাকি। এ অবস্থায় সুবেদার জালাল যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেও পরবর্তীকালে তার আর সাক্ষাৎ পাইনি। এফ-ইউ-পি ছাড়ার সাথে সাথে একটি ছেলে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলো, ''স্যার বাঁ দিক থেকে গুলি আসছে যে'' -ভাবখানা এই গুলি তার পিছু ধাওয়া করছে। হাসি পেলেও চিৎকার করে উঠলাম- ''বেটা গুলি আসবে না তো বৃষ্টিধারা আসবে?'' ৫০০ গজ আগে নালার কাছে পৌঁছে শুধু ২" মর্টারওয়ালাদেরকে নালার পাড়কে আড়াল রেখে ৩০০ গজ আগে শত্রুশিবিরের উপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভাল হতো, কারণ আমার এই নির্দেশের সুযোগ আমার স্বল্প-ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা নালাতে আড়াল নিয়ে নেয়, তাতে কমান্ডার কন্ট্রোল একেবারে শিথিল হয়ে পড়ে। নায়েক সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে ৫ও ৬ নং প্লাটুন বি-ও-পি'র গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার কথা ছিল, কিন্তু তারাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করে। সম্ভবতঃ এই জন্যই এফ-ইউ-পি ত্যাগ করার পর ফায়ার এন্ড মুভ পদ্ধতিতে আক্রমণ করা মিলিটারী একাডেমীতে (পাকিস্তান) বিতর্কের বস্তু ছিল এবং প্রায়ই বলা হতো এফ-ইউ-পি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দি গ্রাউন্ড এগেইন। নালাতে আমার সৈন্যদের এমন কান্ড দেখে শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি, এমন কি কাউকে কাউকে পর্যন্ত লাথিও মেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে করার চেপে ধরে আমি জোর করে আগে পাঠাতে চেষ্টা করি। আমার বামে হাবিলদার নাসির অত্যন্ত সাহসের সাথে ক্ষিপ্তগতিতে এগুতে থাকে এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সাথে করে ডানে বাংকারের দিকে এগুতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে তখন পলায়নরত। ইতিমধ্যে আমরা এসল্ট লাইন ফর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে 'চার্জ' বলে হুংকার দিই এবং পর মুহূর্তে 'ইয়া আলী' বলে আমার সৈন্যরা সংগীন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমত দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনাকে বাড়াবার জন্য নায়েক সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি করলে সৈন্যরা ঘন ঘন 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করে সমস্ত যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে আমার সিগনালম্যান অয়ারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরলে আমি ধমকে

উঠলাম 'তুমি নিজেই যা পার বলে পাঠাও'। পিছু পিছু সে অয়ারলেসে জোরের সংগে বলে বেড়াচ্ছিল, ''হয়ে গেছে, আর একটু বাকি..বাংকারে বাংকারে যুদ্ধ জয় হচ্ছে''....ইত্যাদি। ঠিক এমন সময় শত্রুদের আর্টিলারীর শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়লো আমাদের উপর। সংগে সংগে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়ল, যার ভেতর সম্ভবতঃ হাবিলদার নাসিরও ছিল। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগল, আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সাথে এগিয়ে গেলাম আরো পঞ্চাশ গজ। শত্রুবাংকার মাত্র পাঁচগজ বাকি। আমাদের গুটিকতক ছেলে তখন পলায়নরত শত্রুদেরকে মারছে। কেউ কেউ মাইন-ফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে শত্রুর মাইনে উড়ে যাচ্ছে। কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অনার্সের ছাত্র শামসুল আলম মাইন কিংবা শত্রুর তোপের মুখে উড়ে গেল। ঐ বিশ-পঁচিশটা ছেলের মন চাংগা রাখার জন্য জোরে জোরে চিৎকার করে উঠলাম- ''বি-ও-পি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। আগে অগ্রসর হও'' -যদিওবা বি-ও-পি'র মাটির দেওয়াল আগের মতই ঠিক খাড়া ছিল। এমন সময় আমার বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিঁধলো, আমি পড়ে গেলাম। সম্ভবতঃ পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত এক খানসেনা এলো সংগীন নিয়ে। বাচ্চা ছেলে লালাম (অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) আগেই খতম করে দিল খানসেনাকে। এদিকে যারা মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করছিল তাদের ফায়ারে আমাদের দুটি ছেলে জখম হল'। করার কিছুই নেই তখন। এর আগে এফ-ইউ-পি থেকে এডভান্স করাকালীন নালাতে অবস্থান করা কালে অমন মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করার জন্য আমি একটি ছেলের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দিই। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দুটি ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডানদিকে বাংকারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারী ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম। অবশ্য হানিফ তখন ভীষণভাবে অনুরোধ করছিল। ''স্যার, আব পিছে চলে যাইয়ে, ম্যায় কভারিং দে রাহাহু''। বলা বাহুল্য, বিহারী ছেলে হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাংগালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল হানিফ। বেশ কয়েকটা অপারেশন করার পরেও সন্দিহান হয়ে মুক্তিবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। বন্দীশিবিরে স্পষ্ট বাংলায় সে আমাকে বলল, ''স্যার, আমি বেঈমান না, একটা চান্স দিন, জান দিয়ে প্রমাণ করবো।'' পিঠ চাপড়িয়ে আমি বললাম- ''হানিফ আজ থেকে তুমি আমার পারসোনাল গার্ড। পারবে?'' ''স্যার, আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না'' -প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল হানিফ।

সত্যি সে জীবিত থাকাকালীন আমার পায়ে গুলি লাগেনি (যদিও শেল লেগেছে)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেবার আগেই হিস শব্দ হল, হানিফ ঢলে পড়ল, মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছিল। তার মাথায় স্টীল হেলমেট ছিল না। ক্রল করে ওর হ্যাবারসেকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে উঠলাম 'হানিফ'- কোন সাড়া আসল না। প্রাণটা কেঁদে উঠল। সাথে সাথে শত্রুর গুলিতে পাশের মাটি উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম শত্রু আমাকে দেখে ফেলেছে। সাইড রোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করাকালীন বামদিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডানহাতের কনুইতে লাগল। ঝাঁ করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল, হাতের ষ্টেনটা ছিটকে পড়ল। বাঁ হাতে তা কুড়িয়ে নিলাম। কব্জিটা বেঁকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড-ড্রেসিংটা বের করব-একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর পাঁচগজের ভিতর আর থাকা সম্ভব নয়। আমার দু'ধারে শুধু লাশ আর লাশ। কারণ, এর আগের মুহূর্তে এস-ও-এস (সেইভ আওয়ার সোল) এয়ার ব্রাস্ট, আর্টিলারী ফায়ারে আমাদের যে ৮/১০ জন লোক শত্রুর বাংকারে ঢুকে পড়েছিলো তার ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের ল্যান্স নায়েক সুজা মিয়াও ছিল। পাশে তাকিয়ে দেখি একটি কচি ছেলের লাশ। ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শত্রুর ডান বাংকার এড়িয়ে কোনাকুনি আরো ডানে অধিকতর নিরাপদ স্থানে হালছটি গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করছিল।

শত্রুশিবিরে পাঁচ গজের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড-ড্রেসিং আর বের না করে সাইড রোল শুরু করলাম। উদ্দেশ্য, ডানের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ রাস্তাতে পশ্চাদপসরণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডানে না গিয়ে আমি কোনাকুনি শত্রু শিবিরের দিকে যাচ্ছি। মাথাটা ঠান্ডা

রাখতে হবে, তাই একটু দম নিয়ে পিছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। শরীর থাকতে থাকতেই আমাকে হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌঁছতে হবে। ক্রলিং শুরু করব, এমন সময় দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম, যে পঞ্চাশ গজ ক্রস করে পিছনে হটে গিয়েছিল, হঠাৎ করে আবার দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটা এল-এম-জি নিয়ে ‘জয় বাংলা’ বলে হুংকার দিয়ে শত্রুবেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভংগ হয়ে যাওয়া শত্রু তখন পুনরায় কাউন্টার এ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পিছে জমায়েত হচ্ছিল এবং ঘন ঘন ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি করছিল। ‘ওরে তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দেব?’ বিড় বড় করে পাগলের মত সালাম শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। অতি কষ্টে একবার ডাক দিলাম-‘সালাম চলে এস।’ কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল সেই সালামকে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি। অথচ বাচ্চা বলে এবং তার সংসারে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি আমি তাকে যুদ্ধে সামিল করিনি। কিন্তু সে পালিয়ে এসে এসেম্বলী এরিয়াতে আমাদের সাথে চুপি চুপি যোগ দেয়। বাংলার শ্যামল গালিচার দুর্বাদলের মাঝে এমনি করে লুকিয়ে আছে হাজারো সালাম।

সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান, মৃতদেহ ছাড়া আর কোন জ্যান্ত মানুষ নেই-বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হচ্ছে দু’দিক থেকে। শালবনে অবস্থানরত আমার মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠেছে। তাই আমি নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডাইনে অপেক্ষকৃত নিচু ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করি। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠলো-‘এরে আঁই বাঁচতে চাই, তোরা কেউকি আঁর কথা শুনতাছ না। এরে আঁরে লই যা।’ প্রাণটা কেঁদে উঠলো, যদিও করার কিছুই ছিল না। তবুও দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, ‘‘বেটা চিৎকার করিস না।’’ তবে তার কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগেই ঐ এলাকা বরাবর একটি আর্টিলারী শেল এসে পড়লো। মাথাটা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাকালে আঁচ করলাম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমার পাশের মাটি উড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ হাত ঠেলে ঠেলে নিজের আহত শরীরটাকে নালার দিকে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে আর কোন চিৎকার শুনিনি। নালার কাছে পৌঁছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে চলতে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম আজ বলতে পারব না। মনে হচ্ছে বাঁচতে হবে এই জোরেই বুঝি নালাটা পার হয়েছিলাম। আর পাড়ে ওঠার সাথে সাথেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তবুও স্বস্তিবোধ করলাম এই মনে করে যে, শত্রু থেকে অনেক দূরে গেছি এবং অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়। সেখানে এসেছি তাতে শত্রুর স্থল আর্ম ফায়ার থেকে প্রায় বেঁচে গেলাম। শরীরটা ক্রমশই ঠান্ডা হয়ে আসছিল, তাই বুঝি সমস্ত জোর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই টের ফেলাম ১০/১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পিছনে নালার ওপারে আমার এক হতভাগ্য আহত জোয়নকে পেয়ে এক গাল হাসি হেসে ওরা গুলি করল। তারপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তারপর হঠাৎ করে শত্রুর দল থেকে এক বাংগালী আরেক বাংগালীকে বলছে, ‘মকবুল এদিকে আয়, পাওয়া গেছে।’ বোধ হয় ঠেলে ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালাবার পথ। সাথে হাতের ও ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এর পরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। ঐদিকে কর্দমাক্ত মাটিতে কোমর পর্যন্ত পানিতে থাকার ফলে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভীষণ শীত করছিল। ভাবলাম আর বোধ হয় বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের তরফ থেকে কোন জনপ্রাণীরই চিহ্ন নাই। যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচন্ড বেগে ফায়ার করছিল সেও চুপ হয়ে গেছে। এফ-ইউ-পি তত্ত্বাবধানে যারা ছিল তারাও চলে গেছে। আমার নিজস্ব কোন ঘড়ি ছিল না। আক্রমণের আগে আমার রকেট লাঞ্চারওয়ালা তার নিজের ঘড়িটা আমাকে দিয়েছিল। ঘড়িটার দিকে একবার তাকালাম। বেলা তখন ৮টা ১০ মিনিট। রোদটা পিঠে লাগছিল। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। কেবলই মনে হচ্ছিল আমার একটা জওয়ান যদি একটা কাভারিং ফায়ার দেয় তবেই আমি রক্ষা পাই। শত্রু তখন পঞ্চাশ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই আমি তলিয়ে

যাচ্ছি। শেষবারের মত টেনে-হেঁচড়ে বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারী শেলে সৃষ্ট একটি কালো মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায়-গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাঁ হাতের কর্দমাক্ত কালো মাটি দিয়ে লেপে দিয়ে স্টীল হেলমেট মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে রইলাম। অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে, স্টেনটা বাঁ হাতে ধরা। বন্দী হবো না কোন ক্রমেই, বরং মেরে মরব। তবুও মনেপ্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারছিলাম না। কেন জানি মনে হচ্ছিল এত অল্প বয়সে মরে যাব। চোখ দুটোকে আর খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঠিক সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো শালবন থেকে-"আমিন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা কর।" আহত হওয়ার তিনঘন্টা পর এই প্রথমবারের মত সক্রিয় সাহায্য পেলাম। বস্তুত, আমার নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে কর্নেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিন তখন কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। আমার কাছে ক্রল করে আসতে ইতস্তত করছিল দেখে মেজর আমিন নিজেই খালি হাতে ক্রল শুরু করলেন। সাথে সাথে হাবিলদার তাহের মেজর আমিনের পিছু নিল। আমার কাছে এসে উভয়ে পর্যায়ক্রমে আমার পা ধরে মৃতদেহের মত টানতে শুরু করলো। পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে, বিক্ষত ডান পায়ের ব্যাথার ডুকরে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। সম্ভবতঃ আনন্দের আতিশয্যে ব্যথা ভুলেও গেলাম, লেফটেন্যান্ট মোদাসসের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে-'তাড়াতাড়ি করেন স্যার।' তার দুই এল-এম-জি-ওয়ালাকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। আমাদের দুই এল-এম-জি,ওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে-"আপনাদের ধরে ফেললো যে স্যার।" দাঁত খিঁচিয়ে আমরা বললাম-"বেটা ফায়ার কর।" আমাদের উপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই জোয়ানরা ইতস্তত করছিল। শত্রু তখন আমাদের উপর চার্জ করে আর কি! সংগে সংগে এল-এম-জি গর্জে উঠলো। ৬/৭টি খান সেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়লো। মকবুল আর তার সাথী দালালকে আমরা হাতেনাথে ধরে ফেললাম। দুটি খানসেনা পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু সংগে সংগে শত্রুর আর্টিলারী ফায়ার এসে পড়তে লাগলো। বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মাঝে মেজর আমিন আমাকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরিশ্রান্ত মেজর আমিন নিজেই আমাকে নিয়ে নালায় পড়ে গেলেন। "স্যার প্লীজ আপনি চলে যান, তাহের আমাকে নিয়ে আসবে" আমি বলে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত জোর করে আমি তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম। "স্যার প্লীজ আপনি চলে যান", আবার বললাম। আর বৃষ্টির মত আর্টিলারী ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে দিল এক ভোঁ দৌড়। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তাহের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, "স্যার চিন্তা করবেন না, মরলে দু'জন একসাথেই মরব।"

নকশী বি-ও-পি আক্রমণকালে যারা শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ ১। হাবিলদার নাসিরউদ্দিন ২। সিপাই মোহাম্মদ আলী ৩। সিপাই সিরাজুল হক ৪। ল্যাঃ নাঃ আবুল কালাম ৫। ল্যাঃ নাঃ মোঃ ইউসুফ মিয়া ৬। সিপাই হুমায়ন কবীর ৭। সিপাই মোঃ সুজা মিয়া ৮। সিপাই শামসুজ্জামান ৯। সিপাই আবদুস সাত্তার ১০। সিপাই ফয়েজ আহমদ ১১। সিপাই আবদুস সালাম ১২। সিপাই মোঃ হানিফ, এক্স ই-পি-আর ১৩। সিপাই আবদুস সালাম ১৪। সিপাই সদর উদ্দিন ১৫। সিপাই ফজলুল হক ১৬। সিপাই আবদুস সামাদ ১৭। সিপাই জামাল হোসেন ১৮। সিপাই আবু ইসমাইল ১৯। নায়েক আবদুস সালাম ২০। নায়েক সৈয়দ ফুল মিয়া ২১। নায়েক সতর উদ্দিন ২২। নায়েক হায়েত আলী ২৩। নায়েক আবদুল কুদ্দুস ২৪। রবিউল আলম ২৫। সিপাই শাহজাহান আলী ২৬। সিপাই মনসুর আলী।

৩১শে জুলাই ৭১ কামালপুর যুদ্ধে নিহত কিংবা নিখোঁজদের তালিকাঃ ১। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ২। সিপাই মোহাম্মদ আলী ৩। ল্যান্স নায়েক গোলাম মোস্তফা ৪। সিপাই মতিউর রহমান ৫। সিপাই রহিতুল্লাহ ৬। সিপাই আমিনুল ইসলাম ৭। সিপাই আবদুল লতিফ ৮। সিপাই রবিউল ইসলাম ৯। সিপাই রফিকুল ইসলাম ১০। সিপাই আবদুল ওয়াহাব ১১। সিপাই সদরউদ্দিন ১২। ল্যাঃ নায়েক সিরাজুল ইসলাম ১৩। সিপাই মোস্তফা কামাল ১৪। আনোয়ার হোসেন ১৫। আবদুস সোবহান।

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুবর রহমান
৫-৯-৭৩

During the 4th week of June 71 Col Osmani, C-in, Bangladesh Army posted Major Shafaat Jamil from 4 E Bengal Regt as the new Commanding Officer of 3 E Bengal Regt. Capt Motiur Rahman disembarked from the aircraft with our new CO. We were extremely glad to see him, but he was not to be with us as he was posted elsewhere. Along with him arrived a surprise for us. In the 1st week of July it was informed through a secret source that 3 E Bengal Regt will move to some other part of Bangladesh to carryout operation. And suddenly in short notice the battalion started off for its new destination. After 5/6 days journey the battalion re3ached at a place called Tel Dhala in the state of Meghalaya. There the first brigade of Bangladesh Army was formed. This brigade was put under the command of Major Zia-ur-Rahman which was later on named ‘Z’ force after the name of ifs first commander.

In Tel Dhala the strength of the battalion was made full by recruiting new boys from EPR, Police, Ansar, Mujahid and Students and training them.

After going through proper training the comd 'Z' force distributed “area of operation” to the individual battalion. The battalions were to carry out certain operation in their area of responsibilities during the course of their training. During this time our battalion carried out different operations in Bahadurabad Ghat. Dewangonj, Jamalpur and earned good fame. In Rangpur this battalion had been holding certain areas of Roumari, Ulipur, Chilmari which the Pak Army after repeated attacks could never occupy.

In Kodal Kati, Hazir Char, Roumari Pak Army lost many motor launches, steamers , arms and ammunitions, lost may lives to this battalion. It is notable that during this period Bangladesh Army was unable to hold any land inside Bangladesh other than 3 E Bengal Regt. Many well-known personalities like photographer and a journalist sent by Edward Kennedy in order to witness the liberated areas of Mukti Bahini came to Roumari which was occupied by 3 E Bengal Regt and was free since then. It was shown to them how 3 E Bengal fought with the enemy and got victory with its brave Mukti Bahini. It was also shown how this battalion occupied enemy territory, got arms and ammunition, motor launch from the enemy. An interview with Major Ziauddin Commanding Officer of 1 E Bengal Regt also shown. In that, Major Ziauddin tells how he crossed over from Rawalpindi.

In the second week of September the area of operation for 3 E Bengal was changed by Col Osmani with the consultation of Commander of friendly forces and once again the battalion started for an unknown destination. After few days of journey it came to Shillong. It was decided there that this battalion would attack Chhatak and Sunamgonj and occupy them. From there they would launch another attack on Sylhet town and occupy it. The battalion left Shillong and concentrated at a place called Pathorghata. In Pathorghata after going through some discussions and thorough planning the battalion commander issued certain orders to his company commanders. Capt Mohammad Anwar Hossain, Officer Commanding “A” Company and Major Akbar Hossain, Officer

Commanding ‘B’ Company were told to attack Chhatak. Company Commander ‘D’ Company Lt Nurunnabi Khan was told to advance via Telab towards East of Chhatak. Company Commander 'C' Company Major Mohsin Uddin Ahmed was told to attack Bangla Bazar and advance towards Tengra Tila.

Sylhet: According to the plan, in the second week of October, 'A' Company, B Company and Battalion HQ marched off for Chhatak. The battalion HQ was left behind at a place called Vijai Nagar and 'A' and 'B' company continued marching on till they were very close to the wall of Chhatak Cement Factory. B Company took up defence on the slope of a hillock the Eastern side of the factory.

With the help of 106 MM and 75 MM Recoilless Rifle they blew off S to 6 bunkers of the Pak defence. The troops inside the bunkers started running out of them. To them brust of LMG was fired. In it many Pak Army personnel were killed. In this clash one water transport full of ammunition was sunk in the river. On the other side of the river the means of communication was good and the Pak Army got reinforcement from Sylhet. They also brought artillery and started shelling on our side. After 6 days of fierce fighting both the companies were brought back to Baliura.

Tengra Tila: Company Commander C Coy Major Mohsin Uddin Ahmed attacked Tengra Tila and captured it . After this, he wanted to attack Doara Bazar and with this end in view he told his company to cross a river. The local collaborators on the other side of the river gave the information about our location to the Pak Army. Therefore, when our troops were still in the river trying to cross it the Pak Army surprised us by firing on us from all sides, Due to this surprising attack on us in the middle of the river the shock, havoc and confusion was so great that all our troops had to be pulled out of the river, and we all returned to Bangla Bazar.

On the direction given by Gen MAG Osmani, C-in C of Bangladesh Army, 'A' and 'C' company was asked to attack Kala Bazar and Tengra Tila respectively and advance towards Doara Bazar, A company commander Capt Mohammad Anwar4 Hossain, his 2IC 2 Lt Manzoor Ahmed and 'D' company commander Lt Nurunnabi his 2IC Sub Ali Newaz were asked to march toward Sylhet via Goain Ghat . These two companies were overall being commanded by Major Shafaat Jamil. On the 3rd week of October in one dark night Major Shafaat Jamil after crossing a long distance on foot reached with his two companies at Goain Ghat. He distributed his people to different places like: the Police station, Circle Office, Agriculture Office, etc. As there was a river by the side of Goain Ghat it took some time for us to cross it. And in that short time local collaborators gave information about our location to the Pak Army. As a result, there was a clash with the Pak Army which continued for three days. The Pak Army in the clash lost many lives. On our side there were 4 to 5 casualties and 7 to 8 wounded.

In the second week of November again an order was issued to capture Radha Nagar Tea Estate and then Goain Ghat. Major Shafaat jamil sent Cap, Mohammad Anwar Hossain Company Commander A Company to Nayapara. 'D' Company and battalion HQ put a defence at Luni and Pratappur . On 7 Dec Major Shafaat Jamil launched an attack on Choto Khel and Doari Khel. Choto Khel fell to us and the Pak Army had to give many

lives in this attack. We captured huge amount of arms and ammunition, ration , maps etc. From our side L/Naik Mosharaf Hossain was martyred in this battle and Major Shafaat Janmil got wounded. He was later on evacuated to the hospital at Shillong. In the absence Of Major Shafaat Jamil Capt Mohammad Anwar Hossain took over the command and captured Chota Khel. Doari Khel and Radha Nagar.

On 8 Dec Goain Ghat fell to us and there too we captured many leftover things by Pak Army. On the direction of Bharat Govt. Capt Mohammad Anwar Hossain Handed over Goain Ghat to the BSF of India and started marching toward Salita Bari with his two companies in order to capture Shalutikar airport of Sylhet. In Salita Bari there were already two companies of freedom fighters and one battalion of Indian Infantry which was commanded by a colonel. According to the direction of the Indian colonel these two companies attacked the airport on 10 Dec. In this attack 15 to 20 Pak army personnel died and two were captured. Three LMGs and few rifles were also captured in this attack. There were no casualties from our side.

On 12 Dec A and D company with another company of Indian BSF attacked Companygonj and captured Chhatak it. `B' and `C' companies after occupying tengra Tila and Doara Bazar captured Chhatak. On 13 Dec A and D company joined rest of the two companies i. e., C and B companies at Chhatak.

On 15 Dec Major Shafaat Jamil with four companies and his battalion HQ attacked Gobindagonj. Many Pak soldiers died in this attack and the remaining fled away to Sylhet.

Again on 16 Dec at Lamagazi another battle took place between this battalion and the Pak Army. In that clash we capture 6 mortars, 2 machine guns, and a huge amount of ammunition.

On 17 Dec. we kept on driving the Pak Army towards Shalutikar airport where they surrendered to the Allied Force.

সাক্ষরঃ মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন
৩য় ইস্ট বেঙ্গল

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী

৩০-১১-১৯৭৩

সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নির্দেশে কোনাবনে প্রথম প্রতিষ্ঠ করি বাংলাদেশ গোলন্দাজ বাহিনী। ৫৯ মাউন্টেন রেজিমেন্টের একটি ব্যাটারী দিয়ে এর যাত্রা। এই ব্যাটারীর সাথে প্রায় দেড় মাস থাকার পর আমি প্রয়োজনের তাগিদে পাকিস্তান থেকে আগত ক্যাপ্টেন পাশার কাছে আমার দায়িত্ব হস্তান্তর করে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী কমান্ডার হিসানে যোগদান করি।

প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে তখনি কমান্ডিং অফিসার ছিলেন তদানীন্তন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মাঈনুল হোসেন চৌধুরী। এই রেজিমেন্টটি তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে সিনিয়র টাইগার হিসাবে পরিচিত ছিল। সিনিয়র টাইগার তখন কামালপুর অপারেশনে ব্যস্ত ছিল। এই ব্যস্ততার মধ্যে আমি আমার দায়িত্ব ভার গ্রহন করি। যেহেতু প্রথম বঙ্গেল রেজিমেন্টের এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব ছিল ময়মনসিংহ থেকে রংপুর পর্যন্ত সেহেতু আমাকে রংপুরের কোদালকাটি নামক স্থানে শত্রুর উপর হামলা চালাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার সাথে সাথে মেজর জিয়াউদ্দীন ব্যাটালিয়ানের নতুন কমান্ডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। তার নির্দেশ আমি কোদাল মাটিতে সাময়িকভাবে ডিফেন্স স্থাপন করি। পরদিন পুরা এলাকা দেখার পর রাত্রি প্রায় ২ টার সময় শত্রুঘাঁটি পুরোপুরি ঘেরাও করে ফেলি। শত্রুরা চারদিক অবরুদ্ধ হবার পুর আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ সময় এক প্লাটুনের উপর সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ চলে এবং তারা প্রায় আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে আমি শত্রুর উপর প্রতি-আক্রমণ চালাই। আক্রমণের ফাঁকে প্রায় হাতাহাতি চলতে থাকে। আক্রমণের ফলে উভয় পক্ষে যথেষ্ট হতাহতের পর শত্রুপিছু হটতে বাধ্য হয়। শত্রু উপায়ন্তর না দেখে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে।

ধলাই অপারেশন(২৮শে অক্টোবর, ১৯৭১): ধালাই সিলেট জেলার একটি অংশ। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ধালাই রণাঙ্গন প্রখ্যাত ছিল। এই অপারেশনটা চালাবার জন্য প্রথম রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও এটি ছিল পাক-বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তথাপি প্রথম বেঙ্গল রেচিমেন্টের এ-কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব (শহীদ) তার কোম্পনী নিয়ে একবার শত্রুর উপর আঘাত হানেন। কিন্তু স্বপক্ষের বেশ কিছু আহত সৈনিক নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়। এদের মধ্যে যারা মারাত্মকভাবে আহত হন তাদের মধ্যে প্রথম দুইজন হচ্ছেন সুবেদার ইব্রাহীম এবং অন্যজন হচ্ছেন রকেট লাঞ্চার-এর নাম্বার ওয়ান হাওয়ালদার সোবহান। এদের দু'জনকেই ঘটনাস্থল থেকে হেলিকপ্টারে মুক্তিবাহিনী বেইস হসপিটালে পাঠানো হয়। এরপর আমি সফলতার সঙ্গে খেজুরীচর টারগেটকে দখল করার পর তদানীন্তর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ধালাই দখল করার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। যদিও আমি জানতাম এই রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল তথাপি দৃঢ়তার সঙ্গে আমাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একদিন ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) হাফিজউদ্দিন ঠাট্রা করে বলেছিলেনঃ তোমার নতুন যে প্যান্টটা তৈরী করেছ তা অন্ততঃ একবার পরে যাও। নতুবা মরে গেলেও হয়ত দুঃখ থেকে যাবে।

১৯৭১ সালের ২৭শে অক্টোবর রণাঙ্গনের দামামা বেজে ওঠে। যেহেতু পুরা ব্যাটালিয়ন এতে অংশগ্রহণ করেছিল সেহেতু পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এ'এবং 'ডি' কোম্পানী ২৭শে অক্টোবর রণাঙ্গনের দিকে যাত্রা করে। তাদের দায়িত্ব ছিল পেছন থেকে যাতে শত্রুযোগাযোগ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং শত্রুযাতে সৈন্য এবং রসদ-সরঞ্জামাদি পরিবহন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ধালাই এলাকায় বেশ এক অংশ জুড়ে পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এমনকি প্রত্যেকটা বাংকার কংক্রিটে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাংকারগুলো এমন ধরনের ছিল যে এর ভেতর থেকে বের হবার প্রয়োজন খুব একটা হতো না। কারণ রসদ সরঞ্জামাদি প্রচুর পরিমাণে মওজুত থাকত। রণকৌশলের দিক থেকে সন্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়াছিল আমার পরিকল্পনা। সেদিক থেকে বিচার করে ২৭শে অক্টোবর সকাল ৪টার সময় আমি কোম্পানী নিয়ে অগ্রসর হই। বলাবাহুল্য, ক্যাপ্টেন নুর প্রথমবারের মত সেদিন আমার সাথে যোগ দেন। তিনি আমার এক নম্বর প্লাটুন নিয়ে বাম দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং আমি দুই নম্বর ও তিন নম্বর প্লাটুন নিয়ে ডান দিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। টারগেট থেকে যখন আমি প্রায় ৫০ গজ দুরে ছিলাম তখন কিছু গোলগুলির আওয়াজ শুনি। অয়ারলেসে জানতে পারলাম যে ক্যাপ্টেন নুর প্রায় শত্রুঘাঁটির ভিতরে ঢুকে গেছে। এই সময় আমি সুযোগ বুঝে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাই। এখন শুধু বুলেটের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। শত্রুপ্রত্যক্ষভাবে আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশেয়ে শুত্রুর অধিকাংশ আমার উপর নিয়োজিত হয়। সুতরাং এ সময়ে ক্যাপ্টেন বেশ হতাহত হয়। তিনি একটু পিছে এসে ডিফেন্স নেন এবং আহতদেরকে পেছনে

পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। আমিও আর অগ্রসর হতে পারছিলাম না। তাই ডান দিকের বেশ একটা অংশ দখল করে শত্রুর নাকের ডগার উপরে বসে যাই। আমার সাথের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান। এই যুদ্ধে আরও দু'জন জোয়ান তাদের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন-তাদের একজন হলের হাওলাদর মকবুল হোসেন ও অপরজন সিপাই আব্দুর রহমান, যিনি দুলে পুলিশবাহিনী থেকে আমাদের সাথে যোগ দেন। তুমুল যুদ্ধের পর ব্রিগেড কমান্ডার জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে যেখানে ছিলাম সেখানে থাকতে নির্দেশ দেন।

পাত্রখোলা চা-বাগানের যুদ্ধঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'এ' 'বি' এবং 'ডি' কোম্পানী যারা পাত্রখোলা চা বাগানের মধ্যে তাদের আধিপত্য করেছিলেন তাদের উপর বেশ কয়েকটা আক্রমণ চলে। কিন্তু আক্রমণের ফলে যথেষ্ট হতাহতের পর শত্রুপিছু হটতে বাধ্য হয়। যেহেতু এই স্থানটা দখল করা ছিল একন্ত প্রয়োজন সেহেতু বড় ধরনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ২৯শে অক্টোবর সকাল ৫টার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়ন আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সেখানেও আমরা বেশ একটা সুবিধা করতে পারিনি। পর্যায়ক্রমে এক ব্রিগেড ভারতীয় সৈন্য এক ডিভিশন আর্টিলারী নিয়ে আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করে। এভাবে একটানা পাঁচদিন যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ আত্বসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধে ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডার এবং দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার আহত হন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

ধালাই যুদ্ধের ফলাফলঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনবরত পাঁচদিন যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে অবশ্য প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাকী সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ধরা পড়ে এবং অনেকে পালিয়ে যায়। পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল শত্রুর লাইন অব কমিউনিকেশন চতুর্দিক থেকে কেটে দেওয়া হয়। তাই সম্মুখসমরে তারা সুবিধা করতে পারেনি। এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা পুরোপুরি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবুও আনুমানিক বলা চরে আমাদের নিহতের চেয়ে আহতই বেশী হয়েছে। অন্যদিকে, শত্রুর নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ধালাই যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিলেটে শুত্রু বাহিনীর ছোটাছুটি অনেক পরিলক্ষিত হয়। কারণ যে ক'টি বিখ্যাত ঘাঁটি ছিল তার মধ্যে ধালাই ছিল অন্যতম। এখান থেকেই প্রায় ৫০ মাইল এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

সিলেটে যুদ্ধ পরিকল্পনাঃ ১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট সিলেটে সমস্ত শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি দখল করার জন্যে সিলেটের ভিতর দিয়ে 'এডভান্স টু কন্ট্যাকট' চালাবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ২০শে নভেম্বর ঈদের নামাজের পর ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বালা গ্রামের কিছু পিছন অবস্থান করি। সমস্ত এলাকা দেখার পরে রাত প্রায় আটটার সময় পুরা ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমরা কয়েকটি টারগেটের দিকে অগ্রসর হই। উল্লেখযোগ্য যে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি টারগেট এখানে ছিল। এদের মধ্যে যেগুলোতে সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল সেগুলোর মধ্যে আটগ্রাম, চারগ্রাম ও বালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কতকগুলো শত্রু ছাউনি থাকতে সন্মুখে অগ্রসর হওয়া বেশ দুস্কর ছিল। কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পরেই চারদিক থেকে ছোট ছোট অস্ত্রের গোলাগুলি আসতে থাকে, ফলে আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান নিতে হত। পুরা ট্রুপসকে পিছনে রেখে কোম্পানী কমান্ডারকে তার দল নিয়ে রেকি করতে হত, তারপর আবার পথ চলতে হতো। এভাবে রাত প্রায় ২টার সময় আমি 'সি' কোম্পানীকে নিয়ে বালায় অবস্থিত টারগেট থেকে প্রায় ১০০ গজ দুরে ডিফেন্স নিই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৪৫ গুর্খা বাহিনী ও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ৪৫গুর্খা বাহিনীর সাথে ছিল আমাদের 'ডি' কোম্পানী। তাদের দায়িত্ব ছিল আটগ্রামের শত্রু ঘাঁটি দখল করা। সব কোম্পানী নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য সুবিধামত টারগেটের নিকটবর্তী কোন জায়গায় হাইড-আউট করেছিল। শত্রু বাঙ্কারগুলো ইতস্তত বিক্ষিত থাকাতে আমাদের নড়াচড়া একটু সাবধানেই করতে হতো। আমাদের এইচ-আওয়ার ছিল সকাল ৬টা। সুতরাং এইচ-আওয়ারের পাঁচ মিনিট আগে গোলন্দাজ বাহিনীকে ডাকা হয়-যাকে বলা হয় প্রি-আওয়ার গোলাবর্ষণ। ৫

মিনিট নর্মাল ফায়ার এর পর গোলন্দাজ চুপ হয়ে যায়। তার সাথে বালা, চারগ্রাম ও আটগ্রামের উপর বঙ্গশার্দুল ও গুর্খারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্ধ ঘন্টার ও বেশী সময় তুমুল গোলগুলির পর তিনটি শত্রু ঘাঁটিই আমাদের করায়ত্ত হয়। এদের মধ্যে শত্রুর সরচেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয় আটগ্রামে। এটা শত্রুর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার এবং দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। এখানে বেশকিছু এ্যামুনিশন ডাম্প ও ছিল। অবশ্য শত্রু সহজেই আত্মসমর্পণ করেনি। যথেষ্ট হতাহতের পর কিছু আত্মসমর্পণ করে এবং কিছু এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। আটগ্রামের শত্রুর হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০জন, এদের মধ্যে ৪জন অফিসার ছিলেন। যথেষ্ট গোলবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। এখানে শত্রু বেশকিছু গোলাবারুদ ফেলে যায় এবং হতাহতের সংখ্যা ছিল শত্রু পক্ষে ১০-১৫জন এবং অস্ত্রসংবরণ করে ৭জন। চারগ্রামে অবশ্য শত্রু যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের আক্রমণের আশংকা বুঝতে পেরে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং কোনরকম বাধা ছাড়াই আমরা চারগ্রাম দখর করি। এখানে অবশ্য হতাহতের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বালা দখল করার পর আমরা করিমগঞ্জের দিকে রওনা হই। করিমগঞ্জ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট দখল করতে সমর্থ হয়। অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) এ. জে. এম আমিনুল হক।

এরপর করিমগঞ্জ থেকে আমরা বৈয়ামপুর রওনা হই এবং বৈয়ামপুর আমাদের দখল নেয়ার পরিকল্পনা কির। কিন্তু বৈয়ামপুর যাবার পথে পাকসেনা আমাদের উপর এ্যামবুশ করে। ফলে আমাদের দু'জন যোদ্ধা শহীদ হন, দু'জন নিখোঁজ হন এবং ৬জন গুরুতরভাবে আহত হন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত গুরুতররুপে আহত হন। তিনি আহত হবার পর আমি সি কোম্পানী ক্যাপ্টেন নূরকে হস্তান্তর করে 'এ' কোম্পানী দায়িত্ব গ্রহণ করি। বৈয়ামপুর ছিল করিমগঞ্জ থেকে প্রায় ৩৫/৪০ মাইল দুরে। এ যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মাহবুব আর্টিলারী শেলিং করেন। পাকসেনারাও আর্টিলারী শেলিং করা থেকে বিরত ছিল না। আর্টিলারী শেলিং বিনিময়ের এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন মাহবুব হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন। শেলিং এর টুকরা তার শরীরে আঘাত করে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মাহবুবকে সরিয়ে নেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শহীদ হন। তাঁর সিগনালারও শহীদ হন এবং রানার আহত হন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই তিনজন মুক্তিসেনার নাম অবিস্বরণীয় থাকবে যুগ যুগ ধরে, এই আশাই আমি রাখি। পরদিন সকালে ৩১তম রেজিমেন্ট আমাদেরকে আক্রমণ করে। কিন্তু এ আক্রমণে তারা ব্যর্থ হয় এবং তিনজন অফিসার ও তিনজন সুবেদার নিহত হয়। ১২ জন পাঞ্জাবী আমাদের হাতে বন্দী হয়।

এর পরদিন সকালে আমরা বৈয়ামপুর থেকে শহীদপুরের দিকে যাত্রা করি এবং এখানেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের নয়জন হতাহত হন। তারপর আমরা কচুয়া পর্যন্ত অগ্রসর হই এবং ডিফেন্স নিই। ই-পি-আর বাহিনী ইতিপুর্বেই কানাইঘাট দখল করেছিল। আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

রণকৌশলের দিক থেকে বিচার করলে কোন দূরদর্শী সেনাবাহিনীই তার শত্রুকে পেছনে ফেলে রাখতে চায় না, কারণ পিছনের আক্রমণকে প্রতিহত করা অনেক সময় বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সে জন্যে আমরা শত্রু ঘাঁটির মধ্য দিয়ে এডভান্স টু কন্টাকট শুরু করি। কানাইঘাট থেকে বিকেল ৫টার সময় আমরা সিলেট এম. সি. কলেজ অভিমুখে যাত্রা করি। কারণ আমরা জানতাম এম. সি. কলেজকে পাকিস্তানী বাহিনী বিরাট একটা দুর্গে পরিণত করেছিল। সেই দুর্গকে অররোধ করে দখল করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পরদিন বিকেল ৫টার সময় আমরা কেওয়াচরা চা বাগানে ডিফেন্স স্থাপন করি। রাত্রিবেলা পেট্রোল পার্টি পাঠানো হয়েছিল শত্রুর গতিবিধির খোঁজখবর নেয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পেট্রোল পার্টি শত্রুর এ্যামবুশে পড়ে এবং একজন নিখোঁজ হয়। শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়ার পর সকালবেলা আমি আমার কোম্পানীকে নিয়ে সন্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু শত্রুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কতক্ষণ ডিফেন্স থাকি। এই দুই ঘন্টার মধ্যেই অন্যান্য

কোম্পানীও আমার বামদিকে গিয়ে অবস্থান নেয়। আমার কোম্পানীকে ফর্ম-আপ করে শত্রুর উপরে চার্জ করি। ফলে আমার একজন শহীদ এবং কয়েকজন আহত হন। শত্রু পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাদের পক্ষেও যথেষ্ট হতাহত হয়। সেদিন সেখানেই অবস্থান করার পর সন্ধ্যার সময় আমরা এম, সি, কলেজ অভিমুখে যাত্রা করি। পরদিন সকাল চারটার সময এম, সি, কলেজের টিলার উপরে এসে আমরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। শত্রু কিন্তু আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে একটুও সজাগ ছিল না। সুতরাং ডিফেন্সের ভিতর দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আমরা এক ফাঁক দিয়ে পজিশন নেয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম কিন্তু যথেষ্ট পাঞ্জাবী সেনা একসঙ্গে দেখাতে নিজেকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছিলাম না। তাই পজিশন না নিয়েই ছয়টা মেশিনগান দ্বারা তিন দিক থেকে ফায়ার শুরু করলাম। শত্রুর মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পড়ল। তারা পাগলের মত এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। এর ভিতরেই বেশকিছু পাঞ্জাবী সৈন্য নিহত হয়। কিছু সৈন্য হাত তুলে স্যালেন্ডার করে। আর্টিলারী রেজিমেন্ট তাদের অস্ত্র নিয়ে তাড়াহুড়া করে স্মল আর্মস রেঞ্জের বাইরে চলে যায়। শত্রুপক্ষে বেশকিছু হতাহতের পর তারা আমাদের অবস্থান থেকে আরও একটু উঁচু টিলা দখল করে। তাদের সমস্ত শক্তি তারা টিলার উপর নিয়োগ করে। এরপর আমাদের ‘ডি’ এবং ‘বি’ কোম্পানীর উপরে কয়েকটা মেশিনগান দিয়ে ফায়ার শুরু করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারী ফায়ারও চলতে থাকে। পরে ‘বি’ এবং ‘ডি’ কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। তাদের একজন প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার ফয়েজসহ বেশকিছু লোক নিহত হয়। যারা আহত হয়েছিল তাদেরকে আমরা পিছনে নিয়ে যাই। এভাবে আরও কতক্ষণ যুদ্ধ চলার পর ‘বি’ এবং ‘ডি’ কোম্পানী একটু আড়ালে গিয়ে অবস্থান করে। তারপর আমার উপর ‘ডি’ এবং ‘বি’ কোম্পানীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমি শত্রুকে আর এক পা-ও সম্মুখে এগুতে দিইনি। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আমার দুইজন লোক আহত হয়।

১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর এগারটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আর্টিলার সমর্থনে আমরা কিছুদূর এগুতে সমর্থ হই। তারপরেই আসে আত্মসমর্পণের পালা। পাকবাহিনী তাদের সমস্ত হাতিয়ার আমাদের নিকট সমর্পণ করে।

পরিশেষে বলতে হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি যুদ্ধ পরিচালনা করা বাঙ্গালী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেখানে ছিল না বল, জন, অস্ত্রশস্ত্র সেখানে গড়ে ওঠে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। এদের নেতৃত্বে পুরো জাতিই মুক্তিবাহিনীর রুপ ধারণ করে। বাঙ্গালী যে যেখানেই ছিল কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া বাকী সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে আমি স্মরণ করি তাদেরকে, যারা মাতৃভূমির জন্যে নিজের শেষ রক্তটুকু বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি স্মরণ করি তাদেরকে, যারা এই মুক্তিযুদ্ধের চরম দুঃসময়ে আমার সাথে ছিলেন এবং আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

স্বাক্ষরঃ ক্যাপ্টেন এম, এ, কাইয়ুম চৌধুরী
৩০-১১-১৯৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর বজলুল গনি পাটোয়ারী*
....১৯৭৩

পাকিস্তানের ঝিলাম থেকে ১৯৭১-এর ২৫-২৬শে জুলাই শিয়ালকোট দিয়ে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব হয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আমি পালিয়ে আসি। ভারতে পৌঁছানোর পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আমাকে ও আমার সঙ্গী আমার সঙ্গীদের নয়াদিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১০ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ৭ই আগস্ট মুজিব নগরে পৌঁছাই। ৮ তারিখে পোস্টিং হয়ে মেঘলয় সেক্টর ১১-এর প্রথম বেঙ্গলের সহ-অধিনায়ক ও কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে কাজে যোগ দিই। আমি ঐ বাহিনীর ‘ডি’ কোম্পানীর কমান্ডার ছিলাম-যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আমার প্রথম অপারেশন হয় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কামালপুর (ময়মনসিংহ) বি-ও-পি'তে। ঐ যুদ্ধে পাক বাহিনীর আনুমানিক ৩০ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়। এ সংবাদ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষের ২ জন শহীদ ও তিনজন আহত হন। ঐ যুদ্ধে পাক বাহিনী থেকে একখানি রাইফেল ও প্রচুর এ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয় এবং একজন শত্রুর লাশও উদ্ধার করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ব্যাটালিয়নকে মুভ করান হয় ৪ নং সেক্টরে (সিলেটের দিকে)। অক্টোবর মাসে ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন স্থানে রেইড ও এ্যামবুশ করে, যেমন-চাবাগান, শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশন, পাথরখোলা, রাজঘাট, খেজুরীচরা ইত্যাদি স্থানে। পাথরখোলাতে যুদ্ধ করার পর কিছু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে আসা হয় ও কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে সিলেটের জাকিগঞ্জ ও আটগ্রাম রাস্তার দিকে আমার বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে সিলেটের কানাইঘাটের কাছে গৌরীপুরে এসে আমরা অপেক্ষা করি। কানাইঘাট ছিল পাক বাহিনীর ডিফেন্স। সেখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ১২৫ জন পাকসেনা নিহত ও ৬ জন বন্দী হয়। ৪টি মেশিনগান, ১৫টি এল-এম-জি ও ৩৬/৩৭টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। ঐ যুদ্ধে পাকবাহিনীর মেজর সারওয়ারও (৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন) নিহত হয়।

আমার বাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৯/১০ তারিখে সিলেট এম, সি, কলেজে উপস্থিত হয়। ঐ এলাকায় ৫ দিন যুদ্ধ হয়। আমাদের ১২/১৩ জন নিহত ও ৩৬ জন সৈন্য আহত হন এবং পাকবাহিনীর ২০০-এর মত নিহত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর সিলেট জেলায় পাক বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন*

১০ই জুন ‘জেড’ ফোর্সে যোগদানের জন্য ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের এডভান্স পার্টি হিসাবে ৪ জন জে-সি-ও ও ১১৯ জন জোয়ান নিয়ে হিলি থেকে তেলঢালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ১৪ই জুন তেলঢালায় পৌঁছে। তেলঢালায় ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩য় বেঙ্গল ও ৮ম বেঙ্গলের অফিসার ও জোয়ানদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য পুনর্গঠন করা হয়। ছাত্র-যুবকদেরকেও সৈনিক হিসাবে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২৮শে জুলাই পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে প্রশিক্ষণ চলে। ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন তৎকালীন মেজর (বর্তমান কর্নেল) শাফায়াত জামিল সাহেব। আরও ছিলাম ‘জেড’ ফোর্সের ‘এ’ কোম্পানী কমান্ডার আমি ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, ‘বি’ কোম্পানী মেজর আকবর, ‘সি’ কোম্পানী কমান্ডার মেজর মহসীন, ‘ডি’ কোম্পানী কমান্ডার লেঃ নূরুননবী।

‘জেড’ ফোর্সের প্রথম অপারেশন হিসাবে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট, দেওয়ানগঞ্জ বাজার ও দেওয়ানগঞ্জ চিনির কলের পাক-বাহিনীর ঘাঁটির উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৯শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অধিনায়ক শাফায়াত জামিল এবং আমরা ‘এ’ ও ‘ডি’ কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হই। সারা রাত ৩০ মাইল পায়ে হেটে বাহাদুরাবাদ ঘাটের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পাড়ে চরে পৌঁছি। সারাদিন জোয়ানগণ বিশ্রাম নেয়। বিকালে অধিনায়ক ও আমরা ২ কোম্পানী কমান্ডার এলাকা রেকি করি।

৩১শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ২ কোম্পানী বাহাদুরাবাদ ঘাটের উদ্দেশে রওনা হয়। রাত্রি সাড়ে এগারটায় ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটে পৌঁছি। রাত্রি ১২টার সময় আমরা ২ কোম্পানী অতর্কিতভাবে পাক ডিফেন্সের উপর আক্রমণ করি। পাকবাহিনীর সহিত ১ ঘন্টা গুলি বিনিময় হয়। পরে পাকবাহিনীদের গোলাবারুদ বোঝাই একটি বার্জ ডুবে যায় এবং পাকবাহিনীর ১০০ সৈন্যের মত হতাহত হয়। সেখানে আমরা

* ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

৩"" মর্টার, রকেট লাঞ্চার ও মেশিনগান ব্যবহার করি। রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই পুনরায় ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে ২ মাইল ভিতরে অপর এক চরে আমরা সকলে আত্মগোপন করি।

১লা আগস্ট পাকবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার সারাদিন আমাদের খুঁজে বেড়ায় কিন্তু আমরা খুব সতর্ক থাকায় আমাদের সন্ধান পায়নি। তারপর আমরা দেওয়ানগঞ্জ অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হই।

২রা আগস্ট সন্ধ্যার সময় ৬টা নৌকাযোগে দেওয়ানগঞ্জে বাজার ও চিনি কলের দিকে রওনা হই। পথে বাহাদুরবাদ ঘাট ও দেওয়ানগঞ্জের মাঝখানে একটি রেলওয়ে ব্রীজ লেঃ নুরুন্নবী উড়িয়ে দেন, যাতে পাকবাহিনী বাহাদুরবাদ সহজে আসতে না পারে। গভীর রাতে দেওয়ানগঞ্জের অনতিদুরে গিয়ে আমরা 'এ' কোম্পানী নিয়ে দেওয়ানগঞ্জের সুগার মিলে পাক ডিফেন্সের দিকে অগ্রসর হই। লেঃ নুরুন্নবী দেওয়ানগঞ্জ বাজারের দিকে চলে যান। রাত্রি পৌনে চারটায় একই সময়ে নিজ নিজ টারগেটের উপর আক্রমণ চালাই। ৪৫ মিনিট এই হামলা চলে। আমাদের আক্রমণে দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বহু পাকসেনা হতাহত হয়। দেওয়ানগঞ্জ বাজারে রাজাকার প্রশিক্ষন ক্যাম্প ও রেলওয়ে স্টেশনের বহু ক্ষতি সাধিত হয়। সেই সময় সেখান থেকে নৌকাযোগে আমরা অপর চরে আত্মগোপন করি। আমাদের এই দুটি আক্রমণে ঐ এলাকার স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় এফ-এফ কমান্ডার আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।

২রা আগস্ট আমরা তেলঢালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ৫ই আগস্ট আমরা তেলঢালায় এসে পৌঁছি।

৮ই আগস্ট আমার 'এ' কোম্পানী নিয়ে রৌমারী থানাকে আমাদের দখলে রাখার উদ্দেশ্যে কীর্তিমারী চরে ডিফেন্স নিই, পরে কোদালকাটির চর, পীরের চর ও চর সাজাইতে আমার বিভিন্ন প্লাটুনকে ডিফেন্সে লাগাই। উক্ত চরে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিফেন্সে থাকি। এই পাঁচ সপ্তাহে পাকবাহিনী কয়েকবার নদীপথে হামলা চালায়, কিন্তু প্রতিবারই আমাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে পিছনে হটে যায়। এখানে পাক বাহিনীর অনেক সৈন্য আহত হয়। আমাদের পক্ষে পনের জন জোয়ান আহত হয়। এই পাঁচ সপ্তাহে আমরা চীলমারী থানার কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করি।

১৬ই সেপ্টেম্বর প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ কাইয়ুম তার কোম্পানী নিয়ে আমাদের নিকট থেকে দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। আমি আমার কোম্পানী নিয়ে তেলঢালায় ফিরে আসি। ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত তেলঢালার আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছোট অপারেশন করি।

৬ই অক্টোবর 'জেড' ফোর্স তেলঢালা ছেড়ে দিয়ে তৎকালীন ৪ ও ৫ সেক্টরের দিকে সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মীর শওকত আলী ছাতক আক্রমণের জন্য আমাদের কোম্পানী কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। ১০ তারিখ সকালে উক্ত এলাকা রেকি করা হয়। ১১ তারিখ রাত্রে ছাতকের সন্নিকটে মহড়াটিলা নামক জায়গা দখল করে ফেলি। আমার বাম পার্শ্বে মেজর আকবর তার কোম্পানী নিয়ে জয়নগর টিলাতে ডিফেন্স নেন। ১২ তারিখ সকালে পাক বাহিনী আমাদের গতিবিধি দেখতে পায় এবং সেখানে পাক বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। আমরা সেখানে সর্বাধুনিক হাতিয়ার ব্যবহার করি। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ২ জন অফিসার নিহত হয় ও একজন কর্নেল আহত হয়। তাছাড়া বহু পাকসেনা হতাহত হয়। ঐ দিন রাত্রিতে আমরা সেখানেই থেকে যাই।

১৩ তারিখ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সুরমা নদীর পাড়ে নড়াই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানার উপর আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। আমরা নড়াই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানা দখল করে ফেলি এবং রাত্রেই সেখানে ডিফেন্স করি।

১৪ তারিখ সকালে পাক বাহিনীর একটি লঞ্চ ছাতক আসার পথে রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে সেটিকে ডুবিয়ে দিই। সেখানে ৯ জন খান সেনা নিহত হয় এবং রাজাকার ইসাহাকসহ ৯ জন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এখানে ১৪ টি রাইফেল উদ্ধার করি। সারা দিন তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। আমাদের ৩ জন আহত হয়।

১৫ তারিখ আমরা ছাতক ঘিরে ফেলি। সেই দিন পাকবাহিনীর একটি গানবোট নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ডুবিয়ে দিই। সেখানে ত জন খান সেনা নিহত হয়।

১৬ই অক্টোবর দুপুরের দিকে আমাদের ডিফেন্স পাক বাহিনী ভীষণ শেলিং করে এবং সন্ধ্যার দিকে ‘বি’ কোম্পানীর পজিশনে হামলা করে ও তাদের জয়নগর টিলা দখল করে নেয়। এই দিন বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমার জন্য সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিজনক সময় ছিল। কারন অয়্যারলেস সেট নষ্ট ছিল। সন্ধ্যায় প্রথমে শুনতে পাই ‘পাক ফৌজ জিন্দাবাদ’ ও পরে শুনতে পাই ‘মুক্তি ফৌজ জিন্দাবাদ’। এ নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাই। তখন সঠিক সংবাদের জন্য ২ জনকে পাঠাই কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। শেষে রাত্রি সাড়ে ন’টার সময় মেজর আকবর আমার সিমেন্ট কারখানায় এসে সঠিক খবর দেন। জয়নগর টিলা পাকবাহিনী দখল করে নেবার পর বাধ্য হয়ে রাত্রি ১০ টায় আমার কোম্পানী ও ‘বি’ কোম্পানী নিয়ে সমস্ত রাত্রি বিলের মাঝ দিয়ে পানিতে হেঁটে টিলাগাও আসি। সেই সময় পাক বাহিনীর উপর হামলার প্রস্ততি নেই। কিন্তু সেই সময় সেখানে পাকবাহিনী ছিলনা। পরে বলুয়া হয়ে বাঁশতলা ক্যাম্পে পৌছি। এই ৫ দিনের যুদ্ধে আমাদের ব্যাটালিয়নের হাতে পাক বাহিনীর প্রায় ৪০০ মত হতাহত হয়। আমাদের ৭ জন শহীদ ও বেশকিছুসংখ্যক আহত হয়।

ছাতক অপারেশনের পর ৩ নং ব্যাটালিয়ন নিয়ে সিলেটের বিমান বন্দর আক্রমণ করার জন্য তামাবিল সীমান্তে ডিফেন্স নেই। সেখানে বেশ কয়েকটি অপারেশনের পর আমার কোম্পানী গোয়াইনঘাট থানা মুক্ত করে। ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে আমার কোম্পানী নিয়ে সালুকটির বিমান বন্দরের অনতিদূরে পৌঁছে যাই। তখন আমাদের সাথে ভারতীয় আসাম রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী ছিল। সালুকটির নদী এলাকা পর্যন্ত মুক্ত হওয়ার পর ১০ই ডিসেম্বর আমাকে ও আসাম রেজিমেন্টের উক্ত কোম্পানীকে মীর শওকত ছাতক ডেকে পাঠান আমাদের ব্যাটালিয়নরে ‘বি’ ও ‘সি’ কোম্পানীকে সাহায্য করার জন্য। ১১ তারিখে সুনামগঞ্জ-ছাতক রোড জংশনে আমাদের উক্ত দুই কোম্পানীর সাথে একত্রিত হই এবং সম্মিলিতভাবে পাকবাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ চালাই। পাকবাহিনী আমাদের হাতে মার খেয়ে সিলেটে অভিমুখে রওনা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর আমরা মালাগাছ ফেরির পশ্চিম পাড়ে ডিফেন্স লাগাই। সেদিন পাকবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পন করে। আমরা আমাদের ব্যাটালিয়নসহ সিলেটে পাক্কা ডিফেন্স করি।

স্বাক্ষরঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন
মেজর
কুমিল্লা সেনানিবাস

সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ
২৮-৯-১৯৭৩

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্নেল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, জাতীয় সংসদ সদস্য. বিমান ও নৌবাহিনীর মন্ত্রী) এম. এ. জি. ওসমানী বেনাপোল পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বেনাপোল পৌঁছে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমার ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠিত করার কথা বলেন এবং ৬০০ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করে নিতে বলেন। তাঁর নির্দেশমত আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন যুব শিবির থেকে প্রায় ৬০০ জন তরুন মুক্তিযোদ্ধা ও ই-পি-আর বাছাই করে আমার ব্যাটালিয়নে নিয়ে নিই। উক্ত ই-পি-আর এবং তরুণদের বাছাই করার পর কর্ণেল ওসমানী আমাকে মেঘালয় প্রদেশের তেলঢালা নামক জায়গায় যেতে বলেন। আমি পুরা ব্যাটালিয়ান নিয়ে তেলঢালা চলে যাই। তেলঢালায় ১ম, ৩য় এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের একত্রিত করা হয় এবং একটা ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডের নাম ছিল ‘জেড ফোর্স’। উক্ত ব্রিগেড ফোর্সের কমান্ডার হন মেজর জিয়াউর রহমান। এখানে ব্যাটালিয়নের নতুন রিক্রুট করা সৈন্যদেরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়।

১৩ই জুলাই মেজর(বর্তমানে লেঃ কঃ) মঈনুল হোসেন চৌধুরী আমার ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন এবং আমার নিকট থেকে ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তাছাড়া আরও কয়েকজন অফিসারকে ব্যাটালিয়ন অফিসার নিযুক্ত করেন- তারা হলেন যথাক্রমে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আব্দুল মান্নান, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এবং আমাদের ব্যাটালিয়ন এ যোগদান করেন।

কামালপুর যুদ্ধঃ মোটামুটি ট্রেনিং এর পর প্রথম অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার কামালপুরে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিকে আঘাত করার পরিকল্পনা আমরা প্রথম নিই। কামালপুর এলাকার চতুর্দিক দিয়ে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম 'রেকি' করি।

২৮শে জুলাই গভীর রাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মোমতাজ, লেফটেন্যান্ট মান্নান, নায়েক সুবেদার আবদুলহাইসহ আরও দু'জন সৈন্য 'রেকী' করতে করতে কামালপুর শত্রুঘাঁটির ভিতর ঢুকে একটা বাঙ্কার এর মধ্যে উঁকি মারে। এমন সময় পাকিস্তানী দু'জন সৈন্য অন্যদিক থেকে বাঙ্কারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন তাদের দেখে ফেলেন এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে ''হ্যান্ডস আপ'' করতে বলেন। দু'জনের একজন ''হ্যান্ডস আপ'' করে। অপরজন না করাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন লাফ দিয়ে উক্ত পাকিস্তানী সৈন্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। কিছুক্ষন ধস্তাধস্তির পর যখন তারা বুঝতে পারে যে, তারা মুক্তিযোদ্ধার দ্বারা ঘেরাও তখন তারা পালানোর চেষ্টা করলে সুবেদার হাই তাদের উদ্দেশ করে গুলি ছোড়েন এবং হত্যা করে রাইফেল দুটি নিয়ে নেন। পরে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনসহ সবাই ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এ ঘটনায় আমাদের সৈন্যদের মনোবল অত্যন্ত বেড়ে যায়। নায়েক সুবেদার আবদুল হাইকে এজন্য বাংলাদেশ সরকার ''বীর প্রতীক'' উপাধীতে ভূষিত করেন।

৩১শে জুলাই ভোর সাড়ে তিনটার সময় দুই কোম্পানী সৈন্য ('বি' কোম্পানী, যার কমান্ডার ছিলাম আমি নিজে এবং 'ড' কোম্পানীল যার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মোমতাজ) নিয়ে কামালপুর বর্ডার আউট পোস্ট আক্রমণ করি। আমরা একটা ফিল্ড ব্যাটারীর সাহায্য নিই। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে 'এ' কোম্পানীকে পাঠানো হয় উঠানীপাড়াতে (কামাল পুর থেকে ২ মাইল দক্ষিণে)। 'এ' কোম্পানীকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তারা 'কাট অফ' পার্টিতে যেন যোগ দিতে পারে। এফ-ইউ-পি' তে যোগ দিতে পারে। এফ -ইউপি তে পৌঁছার পরই আর্টিলারী ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এফ-ইউ-পি তে পৌঁছার পুর্বেই আমাদের পক্ষ থেকে আর্টিলারী গোলাগুলি শুরু হওয়ায় আমাদের সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ সময় শত্রু পক্ষও আর্টিলারী ও ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি শুরু করে। তা সত্বেও আমি এবং সালাহউদ্দিন আমাদের কোম্পানীদ্বয়কে একত্রিত করে শত্রুদের আক্রমন করি এবং সম্মুখ দিকে অগ্রসর হই। দু'দিকেই আর্টিলারী ব্যবহার হওয়া সত্বেও আমরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হই। আমরা কাঁটাতার এবং মাইনফিল্ড অতিক্রম করে অগ্রসর হই এবং গোলাগুলি চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রুপক্ষের অর্ধেক জায়গা দখল করে নেই। ফলে শত্রুরা পিছনের দিকে হটে যায় এবং তাদের পূর্ব স্থানে আর্টিলারী ও মর্টারের গোলাবর্ষন করতে থাকে। এ সময় ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন যিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে 'ডি' কোম্পানীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, শত্রুর গুলিতে শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সৈনিকদের উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন এবং বার বার শত্রুপক্ষকে নির্মূল করার আকুল আহবান জানান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন সৎসাহসী বীর ও আত্মত্যাগী যোদ্ধার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যে কোন দেশের যে কোন জাতির গর্ববোধ করতে পারে তাঁর মত বীর যোদ্ধার বীরত্বের জন্য। একটু পরেই আমি নিজেও শত্রুর মর্টারের গুলির আঘাতে আহত হই এবং আমাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার শরীরের পাঁচ জায়গায় মর্টারের গুলির টুকরো বিদ্ধ হয়। উভয় কোম্পানীতে কোন অফিসার ও অফিসার কমান্ডিং না থাকায় এবং ইতিমধ্যে যথেষ্ট সৈন্য হতাহত হওয়ায় আমাদের সৈন্যদের মনোবল

সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে তারা পিছিয়ে আসে। এই আক্রমণ এবং যুদ্ধে আমাদের পক্ষে একজন অফিসারসহ ৩১ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং দুইজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৬৫ জন আহত হন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, শত্রুপক্ষের প্রায় ৫০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। এই আক্রমণ যদিও পুরোপুরি সফলকাম হয়নি তবুও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় আক্রমণ ছিল। এই যুদ্ধে এটা প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালী সৈন্যরা সম্মুখসমরে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী এবং সাহসী। এ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা কাঁটাতারের ঘেরা এবং মাইন বসানোকে উপেক্ষা করে আমাদের যোদ্ধারা যেভাবে অসীম সাহসিকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বল্পকালীন সাময়িক ট্রেনিং নেওয়া যুবকরাও অসীম বীরত্বের অধিকারী। এ যুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করায় নিম্নলিখিত কয়েকজনকে বাংলাদেশ সরকার বীরত্বের পুরস্কার দেনঃ (১) শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ (বীর উত্তম), (২) ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম), (৩) লেফটেন্যান্ট আব্দুল মান্নান (বীর বিক্রম), (৪) সিপাই আবদুল আজিজ (বীর বিক্রম), (৫) সিপাই গোলাম মোস্তফা কামাল (বীর বিক্রম), (৬) নায়েক সুবেদার আঃ হাই(বীর প্রতিক), (৭) নায়েক শফিকুর রহমান (বীর প্রতীক), (৮) শহীদ ল্যান্সনায়েক সিরাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (৯) ল্যান্স নায়েক রবিউল্লাহ (বীর প্রতীক), (১০) ল্যান্স নায়েক তাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), (১১) সিপাই তারিকুল ইসলাম (বীর প্রতিক), (১২) সিপাই শফিউদ্দিন (বীর প্রতীক), (১৩) সিপাই সাইদুর রহমান (বীর প্রতীক)।

কিছুদিন পরই মেজর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কঃ) মোঃ জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) বজলুল গনি পাটওয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন। মেজর জিয়াউদ্দিনকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর 'ডি' কোম্পানী ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে কামালপুরের ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঘাসিপুর গ্রামে প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা গড়ে তোলে।

১০ই সেপ্টেম্বর শত্রুপক্ষকে দুই কোম্পানী সৈন্য মর্টার নিয়ে ঘাষিপুর আক্রমণ করে। 'ডি' কোম্পানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে ও তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। শত্রুপক্ষের প্রায় ৪০ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে তিনজন শহীদ এবং আটজন আহত হন। নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক এবং ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী পূর্বেও কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। বাংলাদেশ সরকার তার বীরত্বের জন্য "বীর প্রতীক" উপাধি প্রদান করেন। এর দুইদিন পর আরও দুইজন অফিসার আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন, তারা হলেন ফ্লাইং অফিসার আলী খান এবং ডাঃ (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট) মজিবর রহমান ফকির। লিয়াকত আলী খানকে ব্যাটালিয়নের এ্যাডজুটেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

কোদালকাটির যুদ্ধঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর 'সি' কোম্পানীর একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে রৌমারীর চর কোদালকাটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়। ২১শে সেপ্টেম্বর শত্রুর দুই কোম্পানী সৈন্য মর্টারের সাহায্যে চরকোদাল আক্রমণ করে। আমাদের সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সহিত তাদের আক্রমনকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৩৫ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৫ জন নিহত হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা শত্রুপক্ষ পুনরায় ১ ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে কোদালটি আক্রমণ করে। এবারে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং আমাদের সৈন্যরা এবারেও তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৭০ জন নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ১৫ জন আহত হয়। কোদালকাটির এ যুদ্ধে নায়েক সুবেদার আবুল হাশেম, হাওলাদার মকবুল হোসেন, ল্যান্স নায়েক আতাউর রহমান, ল্যান্স নায়েক আবদুল হক প্রমুখ সৈন্যগণ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে নিম্নলিখিত সৈন্যগণ সাহসিকতার পদকপ্রাপ্ত হনঃ (১) ল্যান্সনায়েক আবদুল হক (বীর বিক্রম) এবং (২) হাবিলদার মকবুল হোসেন (বীর প্রতীক)।

কোদালকাটির যুদ্ধে পাকিস্তানী ৭০ জন সৈন্য নিহত হওয়ায় এবং আমাদের নিকট পরাজিত হওয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মনোবল অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। ফলে কোদালকাটি ও রৌমারী এলাকা সর্বসময় মুক্ত থাকে এবং সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে।

সিলেটের চা বাগানসমূহ ও অন্যান এলাকায় যুদ্ধঃ অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ব্যাটালিয়নকে সিলেট সীমান্তে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হয়। আমরা উক্ত আদেশ পাবার পর কোদালকাটি এবং রৌমারী ত্যাগ করে সিলেট সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় চলে যাই। সিলেটে বিভিন্ন চা বাগানে পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে থাকত। পাকিস্তান সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য আমাদেরকে সিলেটের চা ফ্যাক্টরীগুলো সাময়িকভাবে নষ্ট করার আদেশ করা হয়। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের 'এ' এবং'সি' কোম্পানী শত্রুর ঘাঁটির মাঝখান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ধালাই এবং খাজুরী চা ফ্যাক্টরীর উপর 'রেইড' করে এবং ফ্যাক্টরীগুলোকে সাময়িকভাবে অচল করে দেয়।

১৯শে অক্টোবর আমি 'বি' কোম্পানী নিয়ে চম্পারায় চা ফ্যাক্টরীর উপর 'রেইড' করি এবং সেটা নষ্ট করে দিই। এ রকম রেইডের সাফল্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে এবং বাঙ্গালী জনসাধারনের মনে অনেক আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এ সমস্ত রেইডের সময় ডাঃ মজিবর রহমান অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাদের আহত সৈন্যিদের চিকিৎসা করেন এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এ সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসান নতুন কমিশনপ্রাপ্তির পর আমাদের ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন।

২৮শে অক্টোবর সকালে আমি 'বি' কোম্পানীকে নিয়ে পাত্রখোলা চা ফ্যাক্টরীর পাকিস্তানী ঘাঁটিতে আর্টিলারীর সাহায্য নিয়ে আক্রমণ করি এবং ঘাঁটিটি দখর করতে সক্ষম হই। একই দিন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুমের নেতৃত্বে 'সি' কোম্পানী ধালাই শত্রুঘাটির উপর রেইড করে এবং শত্রুপক্ষের বহু সৈন্যকে হতাহত করে। সিপাই হামিদুর রহমান এ রেইডে অভূতপুর্ব সাহসের পরিচয় দেন এবং নিজে গুরুতর ভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তার এল এম জির সাহায্যে একাই প্রায় ২০ জন সৈন্যকে নিহত করে এ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হন। বাংলাদেশ সরকার তার এ অসীম সাহসিকতার পুরস্কারস্বরুপ সর্বোচ্চ পুরস্কার ''বীরশ্রেষ্ঠ'' খেতাব দিয়ে তা শহীদী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর নাম ইতহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমরা আশা রাখি।

ধালাই থেকে শত্রুরা পাত্রখোলার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন মাহবুব মাত্র চারজন সৈন্য সাথে নিয়ে ধালাই এবং পাত্রখোলার বড় সড়কের মাঝামাঝি স্থানে এ্যামবুশ করেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁর ফাঁদে পা দিলে তিনি শত্রুপক্ষের প্রায় ২০ জন সৈন্যকে নিহত করেন এবং দুইজনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করেন। ঐ দিনই ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে 'ডি' কোম্পানী পাত্রখোলা ফ্যাক্টরীর দুই মাইল দক্ষিণে কাট-অফ পার্টি হিসাবে অবস্থান নেয়। শত্রুর দুই কোম্পানী পাত্রখোলার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে 'ডি' কোম্পানী তাদেরকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। শত্রু তখন 'ডি' কোম্পানীর অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু 'ডি' কোম্পানী তাদের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়। শত্রুপক্ষের একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ৬ জন সৈন্য শহীদ হন।

১লা নভেম্বরঃ এই দিন মিত্র বাহিনীর দুই ব্যাটালিয়নসহ আমাদের ব্যাটালিয়ন মিলে ধালাই বি. ও. পি. এবং ফ্যাক্টরী এলাকা যা শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল তার উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। দুইদিন ধরে অনবরত প্রচন্ড যুদ্ধের পর শত্রুদের ঘাঁটি দখল করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর ৩০তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের প্রায় দুই কোম্পানী সৈন্য (প্রায় ২০০ সৈন্য) নিহত ও আরও বহু আহত হয়।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিলেটের চারগ্রাম ও আটগ্রাম এলাকার শত্রুঘাঁটির উপরে কড়া রকমের একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করি। এজন্য আমরা সব কমান্ডিং এবং কোম্পানী কমান্ডারগণ এ এলাকা

ভালভাবে রেকি করি। ২২শে নভেম্বর সকালে আমি 'বি' কোম্পানী নিয়ে আর্টিলারীর সাহায্যে চারগ্রাম শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করি। সারাদিন প্রচন্ড যুদ্ধের পর আমরা উক্ত ঘাঁটি দখল করে নেই। শত্রুপক্ষের প্রায় ৩০ জন হতাহত হত এবং কয়েকজনকে আমরা জীবিত অবস্থায় বন্দী করি। এ ঘাঁটি থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দখল করি। এ আক্রমণে সাফল্য লাভ করাতে আমাদের সৈন্যদের মনোবল অনেক গুনে বেড়ে যায়। এ যুদ্ধে 'বি' কোম্পানী অত্যন্ত সাহস এবং রণকৌশল প্রদর্শন করে। একই দিনে 'সি' কোম্পানী ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে আটগ্রাম ব্রীজ আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এ স্থানেও আমরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি দখল করতে সক্ষম হই। এভাবে আমরা চারগ্রাম এবং আটগ্রাম এলাকাকে সম্পুর্ণ রুপে শত্রুমুক্ত করি। এ যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয়স্বরুপ নিম্নলিখিত সৈন্যগণকে সাহসিকতার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। যথাক্রমে তাঁরা হলেনঃ (১) ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী (বীর বিক্রম), (২) নায়েক সুবেদার আবুল হাশেম (বীরবিক্রম), (৩) নায়েক সুবেদার মোঃ ইব্রাহিম (বীরবিক্রম)। পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সিলেটের দিকে পশ্চাৎপদসরন করে। আমরা মেজর জিয়াউদ্দিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তানী সৈন্যদের অনুসরন করি। শত্রুরা পলায়নের সময় বেশ কয়েকটি পুল উড়িয়ে দেয় এবং রাস্তাঘাটে বহু মাইন পুঁতে রাখে। মাইন পোঁতা রাস্তা পরিস্কার করতে করতে তাদের পশ্চাৎ যেতে থাকি এবং গৌরিপুর এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই।

২৮শে নভেম্বরঃ এদিন ভোরে পাকিস্তানী ৩১ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আমাদের 'এ' কোম্পানীর পজিশনের উপর আক্রমণ করে। 'এ' কোম্পানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ১০০ জন সৈন্য নিহত হয়। একজন মেজর (মেজর সরোয়ার) এবং একজন ক্যাপ্টেনও নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ১০/১১ জন শহীদ হয় এবং প্রায় ২০ জন যোদ্ধা আহত হয়। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুপক্ষের মরা লাশে ভরে যায়। 'এ' কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এই যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে মরণোত্তর "বীর উত্তম" খেতাব দিয়ে ভুষিত করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ক্যাপ্টেন মাহবুব শহীদ হবার পর তদস্থলে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী যুদ্ধকালীন সময়েই 'এ' কোম্পানীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। তিনি সাবেক পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিলেন। তবে এ ধরনের পদাতিক যুদ্ধে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলনা। একটু পরে তিনি শত্রুর বুলেটে মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু তবু তিনি আহত অবস্থায়ই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং শত্রুর আক্রমনকে ব্যহত করে দেন। এ যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁকে বীর উত্তম এবং লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভুষিত করা হয়। এ যুদ্ধে আমরা ৩১-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ২৫ জন সৈন্যকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করি। যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দীতে জানতে পারি যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যে এত বীরত্বের সাথে এবং সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে পারে তা কখনও ভাবতে পারেনি।

এ যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং সিলেটের দিকে পলায়ন করে। এ সময় মিত্রবাহিনীও পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ৪/৫ গুর্খা রেজিমেন্টকে ছয়টি আর্টিলারী গানসহ সিলেট শহর থেকে প্রায় দূরে হেলিকপ্টারযোগে নামিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান স্থির করেন যে সিলেট সহরে অন্যান্য সকল বাহিনীর পুর্বেই আমাদের বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করতে হবে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পাকবাহিনীর শত্রু ঘাঁটির গুলি ভেদ করে অনুপ্রবেশ করব। মিত্রবাহিনী আমাদেরকে হেলিকপ্টারযোগে খাদ্য, রসদ ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আমরা জলাভূমি, খাল, বিল ইত্যাদি অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ শুরু করি। এ সময় অত্যন্ত শীত ছিল। আমাদের যোদ্ধাদের নিকট কোন শীতবস্ত্র মোটেই ছিলনা। তবু আমাদের সৈন্যদের মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অতি নিকটে। পর পর তিন রাত খাল, বিল এবং জলাভুমির মধ্য দিয়ে চলাচল করে শত্রুঘাঁটি দরবশত ও খাদেমনগর অতিক্রম করে আমরা গভীর চা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করি। এ সময় আমাদের সঙ্গে কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না

এবং একটানা হাঁটার ফলে আমাদের সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবুও বিপুল উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা চা বাগানের ভিতর প্রবেশ করি। 'চিকনাগুল' চা বাগানে আমরা মোজাহিদ কোম্পানীকে লেফটেন্যান্ট মুদাসসির-এর নেতৃত্বে রেখে হেলিকপ্টারযোগে খাদ্যদ্রব্য এবং রসদ সংগ্রহ করার জন্য। অয়ারলেসের মাধ্যমে মেসেজ দেওয়া সত্ত্বেও আমরা কোন সাহায্য পেলাম না। শত্রুপক্ষ কালগুল চা বাগানে আমাদেরকে বাধা প্রদান করে এবং আমাদের অল্প কয়েকজন যোদ্ধা হতাহত হন। তখন আমরা এ শত্রু ঘাঁটি এড়িয়ে যাই এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভোরে সিলেট শহরে ঢুকে এম,সি, কলেজ এলাকায় প্রবেশ করি। এম,সি, কলেজে শত্রুর অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি ছিল। আমরা শত্রুপক্ষ থেকে পাঁচশত গজ দূরে এম, সি, কলেজের উত্তর দিকে টিলাগুলোর উপর ডিফেন্স নিই। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে ছিল 'বি' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী- যথাক্রমে আমার এবং ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে। পিছনে 'বি' কোম্পানী এবং 'সি' কোম্পানী যথাক্রমে ক্যাপ্টেন নূর এবং লেফটেন্যান্ট কাইয়ুমের নেতৃত্বে ছিল। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারসহ মেজর জিয়াউর রহমান এ চার কোম্পানীল মাঝামাঝি একটি টিলার উপর অবস্থান করছিলেন। আমাদের সাথে মিত্রবাহিনী আর্টিলারীর একজন ব্যাটারী কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু অয়ারলেস সেটের মাধ্যমে তিনি তাঁর গান পজিশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে ব্যর্থ হন। এ সময় আমাদের ৩" মর্টারের মাত্র ১৪টি গোলা অবশিষ্ট ছিল। প্রায় তিনদিন আমাদের সৈন্যরা বলতে গেলে অনাহারে ছিল, তথাপি শত্রুর নাকের ডগায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিতে থাকে। শত্রুপক্ষ আমাদের অতি নিকটে ছিল এবং নির্বিকারে কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। তারা চিন্তাও করতে পারেনি যে আমরা মুক্তিবাহিনীর দল। কারন আমাদের পোশাক, স্টীল হেলমেট। অস্ত্রশস্ত্র তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এ সময় যুদ্ধ চলছিল আমাদের পিছনে এবং বাঁ দিকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে খাদেমনগরে। আমরা শত্রুর পজিশনের ভেতর দিয়ে এত তাড়াতাড়ি সিলেট শহরে প্রবেশ করব তা ভাবতেও পারিনি। এটু পরে চিৎকার করে তারা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমরা তাদের চিৎকারের জবাব না দিয়ে চুপচাপ ট্রেঞ্চ খুঁড়তে থাকি। এ সময় 'ডি' কোম্পানীর পজিশনের সামনের রাস্তায় একটি আর্টিলারী গান ও দুটি জীপের কনভয় থামে। তখন 'ডি' কোম্পানীর কমান্ডার মর্টারের সাহায্যে উক্ত কনভয়ের উপর গোলাবর্ষণ করেন, যার ফলে একটি জীপে আগুন ধরে যায়। শত্রু তখন আমাদের উপর সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-সেদিক চলাফেরা করতে থাকে। এ সুযোগে আমরা মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগান দিয়ে তাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকি। ফলে পাকবাহিনীর ২৫ জন সৈন্য রাস্তার উপরেই হতাহত হয়। শত্রুপক্ষ তখন মর্টারের সাহায্যে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে মৃতদেহ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন আমাদের নিখুত গুলিবর্ষণের ফলে শত্রুপক্ষের আরও বেশকিছু সৈন্য হতাহত হয়। দুপুরের সময় শত্রুরা বাধ্য হয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এবং মর্টারের প্রবল গোলাবর্ষণের সাহায্যে আমাদের কোম্পানীর ('বি' কোম্পানী') উপর প্রচন্ড আক্রমন চালায়। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের মর্টারের গোলা শেষ হয়ে যায়। তবু আমরা মেশিনগান, হালকা মেশিনগান, এবং রাইফেলের সাহায্যে দৃঢ়তার সাথে শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করি। এ আক্রমণের ফলে পাকবাহিনীর প্রায় ৮০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আমাদের 'বি' কোম্পান এবং 'ডি' কোম্পানীর মোট ২০ জন সৈন্য শহীদ হন এবং প্রায় ২০ জন গুরুতরভাবে আহত হন। আমার কোম্পানীর সবচেয়ে সুযোগ্য সুবেদার ফয়েজ আহমদ অসীম সাহস এবং রণকৌশল প্রদর্শন করে শহীদ হন। তাঁকে ''বীর উত্তম'' খেতাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ যুদ্ধে সিপাই বাচ্চু মিয়া, নায়েক নুরুন্নবদী, সিপাই ফজর আলী, সিপাই মহিউদ্দিন ও নায়েক আফসার আলী অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে শহীদ হন।

এ যুদ্ধে নিম্নলিখিত যোদ্ধাগণ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁদেরকে খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁরা হলেনঃ ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী (বীর প্রতিক), নায়েক সুবেদার হোসেন আলী তালুকদার (বীর প্রতিক), হাবিলদার নুরুল হক (বীর বিক্রম), শহীদ সুবেদার ফয়েজ আহম্মদ (বীর উত্তম), হাবিলদার সাইফুদ্দীন (বীর প্রতীক), হাবিলদার রুহুল আমীন (বীর প্রতীক), হাবিদলদার আবদুল গফুর (বীর প্রতীক) সুবেদার খাইরুল বাশার (বীর প্রতীক), নায়েক

সুবেদার আবদুল লফিত (বীর প্রতীক), ল্যান্স নায়েক আবুল বাশার (বীর প্রতীক) ও হাবিলদার আবদুল লতিফ (বীর প্রতীক)।

১৫ই ডিসেম্বরঃ সিলেট শহরের উপর পাকবাহিনীর এই চরম পরাজয়ে তাঁদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে যায়। যার ফলে পরদিনই পাকিস্তানী কমান্ডারগণ আমাদের এবং মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। আমরা বিজয়ীর বেশে সিলেট শহরে প্রবেশ করি এবং শহরের জনগণের মনে বিপুল আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার জনতা আমাদেরকে স্বাগাত জানাতে থাকে।

১৬ই ডিসেম্বরঃ পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রানা ব্রিগেড নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের এবং মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পনের করে। এভাবে আমাদের নয় মাস যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং স্বাধীনতা অর্জন করি। আমাদের সৈন্যরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও অসীম সাহসিকতার ও ত্যাগের পরিচয় দেয়। আমাদের তরুণ অফিসারগণ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শণ করেন এবং ত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শণ স্থানপ করেন। তার প্রমাণস্বরুপ বলা যেতে পারে যে, এ ব্যাটালিয়নের তিনজন অফিসার সম্মুখসরে শহীদ হন এবং আরও তিনজন অফিসার গুরুতররুপে আহত হন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে খুব কম ব্যাটালিয়নই এ ধরনের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধে এই ব্যাটালিয়ন অসাধারণ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শণ করে বহু শত্রুসৈন্যকে হতাহত এবং জীবিত অবস্থায় বন্দী করে। বাঙ্গালী সৈন্যরা গতানুগতিক সম্মুখযুদ্ধেও যে যথেষ্ট দক্ষ, তা এই ব্যাটালিয়নদের সৈন্যরা স্বীয় শৌর্যবীর্য এবং ত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

স্বাক্ষরঃ হাফিজউদ্দীন আহমদ,
ক্যাপ্টেন
২৮-০৯-১৯৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম
২২-১১-১৯৭৩
‘জেড’ ফোর্সের সিগনাল তৎপরতা

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন কমান্ডার-ইন-চীফ, কর্ণেল এম,এ,জি ওসমানী সাহেবের আদেশ মোতাবেক ‘জেড’ ফোর্সে সিগনাল কোম্পানীর কমান্ডার হিসাবে যোগদান করি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এটাই প্রথম সিগনাল কোম্পানী। ‘জেড’ ফোর্সের অধীনে ৩টি পুরা ব্যাটালিয়ন আছে। অধিনায়ক ছিলেন বর্তমান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

প্রথমে সিগনাল কোম্পানীকে গঠন করিতে খুব কষ্ট করিতে হইয়াছে, কেননা যন্ত্রপাতির ছিল খুব অভাব। তাছাড়া সিগনালের জোয়ানের সংখ্যা ছিল কম। যুদ্ধক্ষেত্রে এক রণক্ষেত্র হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পৌঁছাইতে ছিল গাড়ির অভাব। তবুও আপ্রাণ চেষ্টার পর সুষ্ঠুভাবে সিগনাল কোম্পানী গঠন করিতে সক্ষম হই। অক্টোবর মাস হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টর ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাই। আমার সিগনাল কোম্পানীতে সিগনাল কোরের সৈনিক খুব কম থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা অসুবিধা হলেও পরের দিকে সুষ্ঠুভাবে সংবাদ পরিবেশন করি।

অক্টোবর মাসের শেষের দিক হইতে সিগনাল কোম্পানী ‘জেড’ ফোর্স এর অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহিত তাহাদের প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে সংকেত পরিবেশের দায়িত্ব পালন করে। ইহার মধ্যে সিলেট জেলার বড়লেখা, ফুলতলা, আদমটিলা, বিয়ানীবাজার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

স্বাক্ষরঃ আবদুল হালিম
মেজর
২২-১১-৭৩

সাক্ষাৎকারঃ মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান

প্রশ্নঃ অক্টোবরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করার পর আপনাকে কোথায় পাঠানো হলো?

উত্তরঃ সেখানে একটা ইকো কোম্পানী ছিল। সেটা তৈরী হয়েছিল বেশীর ভাগ ময়মনসিংহের ছাত্রদের নিয়ে। আমাকে তারা সেখানকার কোম্পানী কমান্ডার করে পাঠান। আমি কোম্পানী কমান্ডার হিসাবে প্রথমে তাদেরকে কিছু ট্রেনিং করাই কদমতলায়, তারপর আমরা কিছু অপারেশন করি। আমাদের প্রথম অপারেশন হয় নভেম্বরের ২/৩ তারিখ। লাঠিটিলা বিওপি'র মধ্যে আমরা একটা এ্যামবুশ করি। তারপর আমি লাঠিটিলায় বিওপি'র উপর একটি রেইড কন্ডাক্ট করি।

প্রশ্নঃ কিভাবে কন্ডাক্ট করেন একটু খুলে বলবেন?

উত্তরঃ আমরা খবর পাই এক সেকশন পাকিস্তানী ভোরবেলায় লাঠিটিলার ভিতর দিয়ে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার করার জন্য 'মুভ' করে এবং ব্রীজে ছিল রাজাকার পাহারায়। আমরা কিছু বেশী লোক নিয়ে এ্যামবুশ করি। তারা মাইনের বিরুদ্ধে প্রটেকশন নেয়ার জন্য প্রথমে একটা ট্রাকটর চালিয়ে যায়। তারপর তারা প্রুফ পেট্রোল হিসাবে একটা সেকশন মুভ করায়। এরা সব পাকিস্তানী সোলজার ছিল। আমরা রাতে এ্যামবুশ লাগাই। ভোরে খবর আসে লোক চলে আসে। আমাদের কাছে মাইন ছিল কিন্তু আমরা মাইন লাগাতে পারিনি। ট্রাক্টরটা চলে যাবার পর আমরা ফায়ার করি। ফায়ার করে আমরা এ্যামবুশ করি। এ্যামবুশ করার সময় দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমাদের একটা ছেলে হারিয়ে যায় এবং আমরা উইথড্র করে চলে আসি। আমাদের প্লাটুনের বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমার সিগনালার যে ছিল সে হারিয়ে যায়।

প্রশ্নঃ এ্যামবুশের ফলাফল কি ছিল?

উত্তরঃ এ্যামবুশের ফলাফল ছিল ১০ জন আর্মির মধ্যে ৫ জন মারা যায় এবং ১ জন আহত হয়েছিল। আমরা পরে অন্যান্যের কাছে খবর পাই। নিজেরা কোন ডেডবডি রিকভার করিনি ঐ এ্যামবুশে।

প্রশ্নঃ এই এ্যামবুশে আপনাদের কোন ক্ষতি হয়নি?

উত্তরঃ না, আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি শুধুমাত্র আমার সিগনালার হারিয়ে যাওয়া ছাড়া। অবশ্য তাকে স্বাধীন হবার পর ফিরে পাই।

প্রশ্নঃ পরবর্তীতে আপনার অপারেশন কি?

উত্তরঃ পরের অপারেশনে লাঠিটিলা বিওপি'র উপর আমি রেইড করি। রেইড করার সময় আমাকে এ্যাসিস্ট করেছিলেন মর্টার দিয়ে কর্নেল সাদেক। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি আমাদের ইউনিটে কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন।

প্রশ্নঃ এটা কোন মাসে হয়েছিল?

উত্তরঃ এটা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ পাকিস্তানীদের কি পরিমান শক্তি ছিল সেখানে?

উত্তরঃ পাকিস্তানীদের শক্তি বলতে প্রায় দেড় প্লাটুনের মত রাজাকার ছিল এবং এক প্লাটুনের মত পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিশিয়া ছিল। আর্মিরা তখন বর্ডারে ছিলনা, অন্যদিকে ছড়িয়ে ছিল। আমরা রেইড করেছিলাম

* ১৯৭১-এর অক্টোবরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত। সাক্ষাৎকারটি প্রকল্প কর্তৃক ১২-১০-৮০ তারিখে গ্রহীত।

এজন্য যে, তাদের বুঝিয়েছিলাম আমাদের অপারেশন এখনও চলছে এবং আমরা অপারেশন করার মত সামর্থ্য রাখি। আমরা ফিজিক্যালী রেইড করিনি। আমরা ফায়ারের মাধ্যমে রেইড করেছিলাম। মর্টার ফায়ার দিয়ে 'রেইড' করার কথা ছিল। আমরা একটা হিলটপে ছিলাম। বিওপি'টা অন্য হিলটপে ছিল। মাঝখানে দু-তিনশ গজের পার্থক্য।

প্রশ্নঃ আপনারা কতজন ছিলেন?

উত্তরঃ এই রেইডে আমি এক কোম্পানী নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ব্যাটালিয়নে ৩" মর্টার ছিল। মর্টার দিয়েই ফায়ার করা হয়েছিল। এটাতে কোন ক্যাজুয়ালটি হয়নি। এটা একটা মোরাল বুস্টিং-এর মত অপারেশন ছিল। এরপর আমি ইউনিটে ফিরে আসি। এ সময় আমাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের বাংলাদেশের ভিতর জায়গা ক্লিয়ার করে ডিফেন্স নিতে হবে'।

২২শে নভেম্বর আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। সিলেট বড়লেখা বলে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গাতে আমরা ডিফেন্স নেই। এই ডিফেন্স নেয়ার সময় আমাদের উপর ২/৩ বার আক্রমণ চালায় পাকিস্তান আর্মি। কিন্তু আমরা প্রতিবারই এই আক্রমণ সাফল্যের সাথে দমন করি। মুজিব ব্যাটারী-২ যেটাতে মেজর রাশেদ এবং মেজর সাজ্জাদ ছিলেন- সেই ব্যাটারী প্রথমবারের মত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফায়ারিং সাপোর্ট দেয় এবং ফায়ার সাপোর্টের প্রথম গোলাই টার্গেটের উপর পড়ে। ২৯শে নভেম্বর আমরা কৈলাশ শহরে কনসেনট্রেট করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে প্রবেশের জন্য। ২৯ তারিখ রাতে বাংলাদেশে ঢোকার জন্য মার্ট করে যাই পুরো ব্যাটালিয়ন। এই সময় ইন্ডিয়ান বিগ্রেডের একটা কাজের জন্য আমাদেরকে বলা হয়। ব্রিগেডের প্ল্যান ছিল শমসেরনগরের উপর আক্রমণের। আমাদেরকে বলা হয় শমসেরনগর থেকে শ্রীমঙ্গলে যে এক্সসেস আছে সেটাকে গার্ড করতে হবে। ভানুগাছে কিছু এ্যানিমি ট্রুপস আছে সেখানে আমাদেরকে কাট-অফ করে একটা ডিফেন্স লাগাতে হবে। আমাদের কাছে তথ্য ছিল যে ভানুগাছে এক আর্মি প্লাটুন আছে। আমরা সেভাবে ডিফেন্স নেই। কিন্তু আমরা যখন ১লা ডিসেম্বর ভানুগাছে পৌঁছি তখন দেখি সেখানে এক প্লাটুনের বেশী আর্মি আছে এবং কিছু ১২০ মিঃ মিঃ মর্টারও ছিল সেখানে। তারপর ২/৩ তারিখ ডিসেম্বরে আমাদেরকে ওদের উপর আক্রমণ চালাতে বলা হয়। প্রথমে আমাদের দুই কোম্পানী আক্রমণ চালায়। দুই কোম্পানী আক্রমণ চালালে আমাদের বেশ কিছু-প্রায় ১৭ জন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়।

প্রশ্নঃ দুই কোম্পানী কে কে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তরঃ একটা মেজর মাহবুব ও আর একটা মেজর ওয়ালিউল ইসলাম। একটা ছিল ব্রেভো কোম্পানী আর একটা ছিল আলফা কোম্পানী। পরে চার্লি কোম্পানীকে পাঠানো হয় এবং আমরা ইন্ডিয়ান আর্টিলারীর সাপোর্ট নিয়ে সেই আক্রমণকে সাকসেসফুল করি এবং পরের দিন সকালবেলায় আমরা ভানুগাছ দখল করি।

প্রশ্নঃ সেটা কত তারিখে হবে?

উত্তরঃ সেটা ডিসেম্বর ৩/৪ তারিখে হবে। আমার মনে আছে ভানুগাছে থাকতেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা ভানুগাছেই শুনেছিলাম। এটা করার পর আমাদেরকে বলা হয় মঙ্গলাবাজার হয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ আসতে হবে। আমরা ভানুগাছ থেকে মঙ্গলাবাজার রওনা হই। মঙ্গলাবাজারে আমাদের বেশকিছু ক্যাজুয়ালটি হয়। মাইন ক্যাজুয়ালটি ছিল। একটা ট্রাক এবং একটা বাস এন্টিট্যাঙ্ক মাইনে উড়ে যায়, ফলে বেশকিছু ক্যাজুয়ালটি হয়।

প্রশ্নঃ এটা কবে হয়?

উত্তরঃ এটা ৭/৮ ডিসেম্বরে। ভানুগাছ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে ফেঞ্চুগঞ্জের দিকে। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে আসার সময় আমাদের ক্যাজুয়ালটি হয়। ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে সিলেটের কাছে গোলাপগঞ্জ বলে একটা

জায়গা আছে সেখানে এসে একটা স্কারমিশের মত হয়। সেখানে কিছু ‘থলস’ স্কাউট ছিল। তাদেরকে আমাদের ব্যাটালিয়ন ঘেরাও করে ফেলে। এক সেকশন ‘থলস’ স্কাউটকে আমরা বন্দী করে ফেলি।

প্রশ্নঃ এটা কত তারিখ ছিল?

উত্তরঃ এটা ৯/১০ তারিখ ছিল। ইতিমধ্যে আমরা দেখছিলাম যে, সিলেট রেডিও স্টেশনের ওপর ভারতীয় ৫৫ গুর্খা রাইফেলস হেলিকপ্টারযোগে নামিয়ে দেয়- তাদের সঙ্গে পাকিস্তান আর্মির বেশ যুদ্ধ চলছিল। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদেরকে আমরা নদী ক্রস করে ওপারে পাঠিয়ে দিই খবর নেয়ার জন্য। ১৩/১৪ তারিখে আমরা খবর পাই আমাদের আর ওদিকে যাবার দরকার নেই। কেননা পাকিস্তান আর্মিরা পালিয়ে গেছে এবং সালুকটিকরের দিকে ‘‘কনসেনট্রেটেড’’ হয়েছে। ১৬ তারিখ আমরা সিলেট প্রবেশ করি। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের সিলেট শহরে যেতে দেয়া হয়নি। আমাদের স্টেশনে থাকতে বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ কেন যেতে দেয়া হয় নাই?

উত্তরঃ আমাদেরকে বলা হয়েছিল, আমরা যদি পাকিস্তান আর্মিদের সাথে ঝগড়া করি কিংবা তাদের মেরে ফেলি। তাছাড়া আরো হয়ত কারণ ছিল। আমরা স্টেশনে থাকাকালীন সময়ই খবর পাই যে সমস্ত দখল করা ম্যাটেরিয়ালস, আর্মস সেগুলো ট্রেনে করে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিলেট স্টেশন থাকাকালীন সময়ই ফাস্ট বেঙ্গল আমাদের সাথে যোগদান করে। ঐ সময় জেনারেল ওসমানী আসেন, জেনারেল জিয়া আসেন। জেনারেল ওসমানী সিলেট স্টেশনে ফার্স্ট বেঙ্গল এবং ৮ম বেঙ্গলের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ইন্ডিয়ান ডিভিশনাল কমান্ডার যিনি ছিলেন জেনারেল রাও বা অন্য কেউ, আমার নামটা ঠিক মনে নেই- তিনিও আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি একটা কথা বলেছিলেন, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন,‘‘ তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছো খুব ভল তোমাদের যুদ্ধ এখন শেষ। এখন তোমরা যার যার জায়গায় চলে যাবে। এবং তোমাদের এখন কাজ হবে দেশের গঠনকাজে আত্মনিয়োগ করা’’। হয়ত তিনি আমরা যেন আর্মি থেকে সরে যাই সেই উদ্দেশ্যে বলেছিলেন।

যাই হোক, আমরা ‘জেড’ ফোর্সের আন্ডারে ছিলাম। এর মধ্যে খবর পাই ‘জেড’ ফোর্সের আরেক ব্যাটালিয়ন, ৩য় বেঙ্গল যেটা ছিল ওটা ছাতক এসে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্নঃ সিলেট পাকিস্তান সেনাবহিনী ফাইনালি কবে সারেণ্ডার করে?

উত্তরঃ ঢাকায় যেমন ১৬ই ডিসেম্বর করেছিল তখনও সম্পূর্ণ সারেণ্ডার করেনি। ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ডিসেম্বর এক জায়গায় এক এক সময় করেছে। তবে ঢাকায় যেদিন হয়েছে সেদিন সিলেটের কিছু কিছু জায়গা বাকী ছিল। ১৬ তারিখে যখন আমরা রেলওয়ে স্টেশনে আসি তখন আমরা শুনতে পাই যে পাকিস্তান আর্মিরা সালুটিকর এবং এখন যেটা সিলেট কলেজ সেখানে ‘কনসেনট্রেট’ করেছে। আমি নিজে ১৮তারিখ সেই ক্যাম্পে যাই এবং দেখি তারা অলরেডি সারেন্ডার করে ফেলেছে। এক এক জায়গায় এক এক সময় যেমন ৯/১০ তারিখে শ্রীমঙ্গল আমাদের দেখে পিছু হটে গেছে। মৌলভীবাজারে আরো আগে হয়েছে। আমরা মৌলভীবাজার হয়ে এসেছিলাম। তখন সেখানে ব্রিগেড কমাণ্ড বা আর কোন কমান্ডার ছিল তাদের শেষের দিকে কোন কমান্ড ছিলনা। ছাতকে কিছু আগে সারেন্ডার করেছে। ১৬ তারিখের দিকে সিলেট ক্যাডেট কলেজে সিলেটের পুরো আর্মি সেখানে জড়ো হয়। সেখানে পাকিস্তান আর্মির তিনজন ব্রিগেডিয়ার ছিল এবং বেশকিছু অফিসার ছিল।

প্রশ্নঃ আপনাদের মধ্যে কে কে ছিলেন সারেন্ডারের সময়?

উত্তরঃ সারেন্ডারের সময় আমরা কেউ ছিলাম না। ইন্ডিয়ান আর্মি সারেন্ডার কন্ডাক্ট করে। আমাদের বাংলাদেশের ফোর্সকে সিলেটে ঢুকতে দেয়া হয়নি। সুরমা ব্রীজ তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, ইন্ডিয়ান আর্মি তা

মেরামত করছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, বাংলাদেশের কোন গাড়ী এদিক-ওদিক করবেনা এবং আমাদেরকে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ পরে আপনারা পুরো ব্যাটালিয়ন মুভ করেন কিভাবে?

উত্তরঃ পরে আমরা শ্রীমঙ্গল যাই। সেখানে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ছিলাম। পরে ২১শে ফেব্রুয়ারী চিটাগাং এ পৌঁছাই কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে।

ইস্ট বেঙ্গলের গর্বঃ চিলমারী যুদ্ধ

১৫ই আগস্ট ১৯৭১। আর্টিলারীসহ এক ব্যাটালিয়ন পাক হানাদার ও তিন শতাধিক রাজাকার চিলমারীতে বীর ইস্ট বেঙ্গলের মুখোমুখি হয়।

ইস্ট বেঙ্গল ছিল কম্বাইণ্ড ফোর্স। এখানে ছিলেন সি-ও মেজর জামিল (থার্ড বেঙ্গল), সি-ও মেজর জিয়াউদ্দীন (ফার্স্ট বেঙ্গল) ও সি-ও মেজর আমিনুল হক (৮ম বেঙ্গল), আর ছিল মুক্তিবাহিনীর দুটি কলাম। মূল কমান্ডে ছিলেন 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়া।

১৫ই ও ১৬ই আগস্ট হানাদার পাকবাহিনী নেক-টু নেক ফাইট করেছে তাদের মোস্ট লেটেস্ট ও মোস্ট সফিস্টিকেটেড আর্মস নিয়ে। কখনো বা মনে হয়েছে পাক হানাদাররা ইস্ট বেঙ্গলে ডিফেন্সে ফাটল ধরাতে সমর্থ হবে। কিন্তু না, বাংলার বীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দাঁতে দাঁতে কামড়ে পজিশন আগলে রেখে দু'দিন ধরে তাদের আক্রমণ রেসিস্ট করে গেছে। দুদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধারা জঙ্গল ও বনের ফাঁক দিয়ে সংগ্রহ করে হানাদার বাহনীর ডিফেন্সের ফাঁক-ফোকর। ১৭ই আগস্ট চিলমারীর পূর্বদিক দিয়ে এগিয়ে গেল ৮ম বেঙ্গল। নাশ হয়ে গেল দু'টি হানাদার পজিশন। নিহত হল ৪ জন পাক হানাদার বাহিনী। জায়গা বদল করে এগুচ্ছে ফার্স্ট বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গল। রক্তক্ষয়ী চিলমারীর বুকে অসীম বীরবিক্রমে তিনদিন তিনরাত ধরে চলে যাচ্ছে বীরের বাহিনী ইস্ট বেঙ্গল শত্রুর লেটেস্ট আর্টিলারী ও সফিস্টিকেটেড আর্মস-এর সামনে ক'টা এস-এল-আর আর থ্রি-নটথ্রি নিয়ে। অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছু হটাচ্ছে চিলমারীর বুক থেকে, আর গ্রামের কৃষক-জনতা সবাই তাদের পিছনে ভলান্টিয়ারের কাজ করছে। জনগনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ইস্ট বেঙ্গলের জোয়ানরা পাক বাহিনীর মরণ আঘাত উপেক্ষা করে প্রতি প্রহরে সামনে এগিয়েছে, নিখুত নিশানায় হানাদার বাঙ্কারে গুলি ছুড়েছে।

এলো ১৯শে আগস্ট। সারাদিনের পর সন্ধ্যায় হঠাৎ যেন দুলে উঠলো হানাদার পজিশন, বাঙ্কার। ইস্ট বেঙ্গল ও মুক্তিবাহিনী আক্রমণ শানিয়ে তুললো। বীরদর্পে অসীম দুঃসাহসে সন্ধ্যার আঁধার নামার সাথে সাথে থার্ড বেঙ্গল মেজর জামিলের সাথে আরও কয়েক গজ এগিয়ে সামনের একটা হানাদার বাঙ্কার দখল করে নিল। বাঙ্কারেই হত্যা করল ৪ জন হানাদারকে।

রাতের আঁধারে যুদ্ধ আরও রক্তক্ষয়ী ও হিংস্র হয়ে উঠলো। পাকিস্তানী স্ট্রং আর্টিলারীর কভারিং থাকা সত্বেও চিলমারীর বুক থেকে পালাতে চায় ১ ব্যাটালিয়ন হানাদার। 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক জিয়ার অর্ডারঃ 'ওদেরকে রিট্রিট করতে দেয়া হবেনা। চিলমারীর বুকে ওদের কবর হবে'। মুক্তিযোদ্ধারা সন্তর্পণে ক্ষিপ্ত গতিতে গিয়ে পজিশন নেয় হানাদারদের পেছনে। ভোর রাতে জোর কদমে ইস্ট বেঙ্গল ঢুকে পড়ে পাকিস্তানী বাঙ্কারে, পজিশনে, ডিফেন্স লাইনে।

---

* দৈনিক 'ইত্তেফাক' ১৯৮২ বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত মুসা সাদিক রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

ইস্ট বেঙ্গলের নির্ভীক যোদ্ধাদের নিশ্চিত আঘাতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো ওদের বাঙ্কার, গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল পাকিস্তানী ডিফেন্স। প্রাণভয়ে চিলমারী ডিফেন্স ছেড়ে পালাচ্ছে ৭০০ পাকসেনার হেড-বডি ও আহতদের নিয়ে ৭/৮ মাইল দূরে, চিলমারী রেলওয়ের দিকে। পালাবার পথে প্রাণ দিচ্ছে ওঁৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির ঘায়ে।

২০শে আগস্ট মুক্ত হয়ে গেল চিলমারী। রক্তক্ষয়ী পাঁচদিন পাঁচরাত যুদ্ধের পর শত প্রাণশক্তিতে ভরপুর ইস্ট বেঙ্গলের বীর জোয়ানরা এগিয়ে চললো পলাতক পাক হানাদারদের পরবর্তী ডিফেন্স লাইন চিলমারী রেলওয়েতে আঘাত হানার জন্য। পশ্চাতে পড়ে থাকলো রক্তস্নাত চিলমারী। আনন্দে উদ্বেলিত জনগণ চিলমারীর রণক্ষেত্রে এসে দেখতে পেলো বাঙ্কারে বাঙ্কারে পড়ে আছে শতাধিক হানাদার ও রাজাকারের লাশ। পাক হানাদারদের ডিফেন্স লাইন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা নিহত হানাদারদের চিলমারীতে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে। পাকিস্তানীদের দুইটি লঞ্চ ধরা পড়ে ও ২টি স্পীডবোট ধ্বংস হয়। ধ্বংস হয় কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী। ইস্ট বেঙ্গলের ৩ জন সামান্য আহত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। নৌ বাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	বাংলা একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রহমত উল্লাহ

We reached Bombay airport on the 10th April 1971 and we3re warmly received and welcomed by the Major and Commissioner. Next day we reached New Delhi and were received by Lt. Cdr. Sarma, I.N staff of the Indian foreign office and Intelligence Branch. During the 1st 10 days of our stay in New Delhi we were interviewed by the Indian army officers Submarine and Surface officers of the navy and by the Intelligence Branch. Thereafter I was asked by the Captain Roy Choudhury and one Colonel of Inter Service Intelligence Branch about our aims and objects of coming to India. I suggested them to become naval commando and we wanted commando training. On completion of our training we will form a naval commando team from the students of Bangladesh under our supervision with the help of the Indian Government. The suggested plan was approved by the Indian authority.

Admiral Nanda and Intelligence Captain Roy Choudhury were very much pleased to arrange all sorts of help for Bangladesh Naval Commando and a training centre was established Plessey, Murshidabad,. On 22nd of April, 1971 late Lt, Sumir Das and petty officer Gupta were detailed to impart naval commando training to us in the river Jamuna (New Delhi).

Following trainings were imparted to us: (a)_ Swimming for 6\7 hours for under water demolition and sabotage operation; (b) mines; (c) land mines;(d) demolition of bridges; (e) unarmed combat. During our training we met col. (now General) M.A.G Osmani, C-in-C. Bangladesh Armed Forces in New Delhi. We discussed our plans and future programmes with them. He assured us that on going back to Calcutta all arrangements for naval commando training and recruitment from student group will be done to give fulfillment of our plan and programme.

Recruitment: We arrived Calcutta by air on 10th of May 1971. I alongwith col. (now General) M.A.G Osmani, the then C-in-C of Bangladesh Armed Forces, visited Takipur and Bhomra Youth camps on 21st of May 71 and recruited 120 boys Bangladesh for naval commando training. These camps were under Major M.A. Jalil and Lt. Col. Abu Osman. They were dispatched to Plassey camp (West Bengal) for training. The second batch of 200 boys were recruited from differently youth camps. based in Agartala. I was the in- charge of whole trainees for their training welfare, fooding and lodging and all other organization of further planning and operation.

---

* পাকিস্তান নৌ বাহিনীর অধীনে ফ্রান্সের তুঁলো নৌ ঘাঁটিতে পি-এন-এস ‘ম্যাংরো’তে ১৯৭১ সালের মার্চে প্রশিক্ষণ শেষে মোঃ রহমত উল্লাহ, সি-পিও, তাঁর অপর ৭ জন সহযোগী সাবমেরিন নৌ সেনাসহ পালিয়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। অন্যান্য সহযোগীরা হলেনঃ মোঃ মোমারফ হোসেন, পি-ও, শেখ আমান, পি-ও, মোঃ আহসান উল্লাহ এমই-১, আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী, আর-ও-১, আঃ রজিব ইএন-১ এবং মোঃ আবেদুর রহমান, স্টুয়ার্ড-১।

The training started in full swing on the concurrence of the Indian authority. The training manual include the following programme: (a) minimum 9 to 10 hours swimming, such as surface swimming, under water swimming, swimming with weight of limpet mine, swimming with fins and without fins, soundless swimming at night, operation, tactics; (b) demolition practice; (c) grenade throwing practice; (d) use of small arms; (f) unarmed combat practice; and final 18 hour practice in the river Bhagirathi near Plassey where we lost our independence in 1757 A.D. This historical place inspired boys to undergo so much hard and tedious training to get back the independence of our beloved motherland. The training life was so miserable that the boys even could not be supplied with salt to have their food, nor the Government of Bangladesh could take interest for us. the training of 1st batch of naval commandos was completed on the 10th July, 71 and the 2nd batch completed their training on 31st July 1971.

Planning: A plan was now set with the concurrence of the Indian authority to sink the foreign and Pakistani ships stationed at the main ports of Bangladesh and block the river routes completely. Great emphasis was given for destruction works and for operations in the following ports of Bangladesh: (a) Chittagong port,(b) Mongla port, (c) Chandpur inland port, (d) Narayangonj inland port, (e) Daudkandi inland port etc. Accordingly 178 trained commandos were divided in four groups and were dispatched as under: (i) Ist group of 61 commandos were sent to Chittagong on 1st August, 71 under the command of A.W Choudhury, one of the deserters from France; (ii) 2nd group consisting of 28 commandos was sent to Chandpur on 2.8 1971 under the command of M.B Alam one of the deserters from France; (iii) 3rd group of 28 commandos was sent to Narayangonj on 2.8. 71 under the command of M.A Rahman one of the deserters from France; and (iv) 4th group consisting of 61 commandos was sent to Mongla on 4.8 71 under the command of M.A Ullah one of the desert from France. All the 4 group were instructed and advised to attack their respective ports at 0000 hours on the night of 16th August, 1971.

The freedom loving and the independent people of Bangladesh would really appreciate to hear that the group detailed for Chittagong. Narayangonj and Chandpur reached their destinations of operation on foot. For days together they did not have even a morsel of rice and were to cross through the paths where Punjab's the Rajakars local collaborators were vigilant of catching Mukti Fouj.

The Mongla group reached their destination by rowing country boat from India. Fresh water was not available in their journey path. They crossed through the deep jungle of Sundarban. All the four groups attacked on the night of 6th August 71 and the people of Bangladesh heard following precious news from the Radio of Bangladesh BBc, London: "The naval commandos of Bangladesh have sabotaged 6 ships and barges at Chittagong port, 5 ships and barges at Mongla port, 3 coasters and barges at Narayangonj, 1 ship and one pantban at Chandpur. Bridge of Daudkandi has completely been destroyed. The reverine routes of the Pakistani gunboats as well as the only path from Chittagong to Dacca have completely been cut off by naval commando of Bangladesh." Will the brethren of freedom fighters admit that not a single operation was done in so innermost place of Bangla Desh before this one? This is just to console the soul of the commandos

who actively participated in this operation. On completion of their task they returned to Plassey Camp. It pains me to express that one Mr. Aftabuddin NO. 0056, the greatest and beloved son of Bengal was caught by the Rajakars of Bhudhata of Khulna. He was mercilessly killed by the Rajakars.

More 60 boys joined our camps from Agartala Youth camps for commando training. Again 120 boys from youth camps of West Bengal also joined or camp for training. On or after 26th of August 71 small group consisting of 4 to 20 commandos in each group were sent to the following places for sabotage and destruction operation: Chittagong port, Barisal, Mongla, Sylhet, Aricha, Nagarbari, Madaripur, Narayangonj, Chandpur, Magura, Daudkandi, Fulchcarighat, Khulna Rajshahi, Bhola, Narsingdhi, Nabinagar, Rajbari, Austagram and other important reverine ports of Bangladesh. They used to complete their specific tasks and return to Plassey camp time to time. Attempts were made to sabotage the Hardinge bridge of Pakssey. In one operation 4 commandos were caught by the Rajakars and they were tortured severely by them. Even under inhuman torture the newly trained commandos did not disclose their identifications. In the longrun they were set free. In the operation of Faridpur Shaheed Kabizzaman No. 0067 was killed by the Punjabis. In one operation in Chittagong one of our commandos was missing when he went to outer anchorage operation. They could sink two days near patena. In an operation at Fulchharighat 3 commandos including late A.R Mian were killed when putting their mines to a moving gunboat.

The commander-in-chief of Bangladesh forces advised Brigadier Salek to send me for operation in Khulna with 11 boys. 1 let Plassey Camp on 26th September, 71 for 9 Sector HQ at Taki. I was provided with following arms and ammunitions; (a) 26 mines, (b)20ibs explosive, (c) 2 SLR, (d) 4 SMG and(e) taka 600/00.Lt. Arefin with 40 F.F. naval commandos, M.B Alam with 20 naval commandoes and group incharge Khiger Ali with 40 F.F. joined me in Taki on 30th September 71. Coming to khulna i did following operations and managed to open 19 camps including 3 training centers in Khulna and Sundarban areas. Eight thousand freedom fighters were trained in this training centres and they actively participated in the liberation war. From October to 16th December, 71 the operations done by me were(a) 6th October 71 In Assasuni operation 25 Rajakars were killed and wounded. (b) 9th October 71 In Chapra operation 6 Rajakars were killed and wounded. (c) 15th October and 28th October in Sundarban 6 dacoits were caught. (d) 26th October IN Koyra operation one ship one flat and two barges were sunk. (e) 2;nd November two ships were sunk in Mongla airport.(f) 8th November in Laksmikhola operation 6 Rajakars were killed and wounded; (g) 12th November one ship Was sunk in Mongla port; (i) 25th November in Chalna operation 10 Rajakars were killed and Dakope operation. (j) 5th December In Kapilmuni operation one hundred Rajakars were killed (I) 6th December In Assasuni operation 2 rajakars were killed and the other surrendered. (m) 7th December-In Debhata operation one killed and other Rajakars surrendered;, (n) 8th December In Mongla port operation captured guns and all Pak forces (Rajakars

surrendered): (0) 10th December-In Baitaghata Operation 2 Rajakars were killed and the other surrendered: (p) 14th December- In Gollamari operation retreated due to heavy shelling from Pak army: and (q) 16th and 17th December-8000 FF all Mujib Bahini of Khulna District was under my command, attacked Khulna town from all sides, 2barges fitted with captured 4 no. 40/60 mm guns had been shelling on Pak army position, and I entered into Khulna own on 17th December at 06/30 hours after heavy fighting with Pak army and Rajakars. 4 Pak military were killed.

The day I started operation and organization of the above training centre's the following commanders came under my command till the date of the liberation of the country: 1. Capt. Shafiqulla: 2. Lt. A. S. M. Arefin: 3. Mr. Kamruzzaman (Tuku), Mujib Bahini Chief, Khulna district : 4. Mr. Tawfiq (Mujib Bahini) : 5. Mr. Bahar Ali (Mujib Bahini): 6. Mr. Quayum (Mujib Bahini) : 7. Mr. A. Salam (Mujib Bahini): 8. Mr. Yunus Mujib Baini: 9. Mr. Khijir Ali, F.P.

It is to be noted that Khulna and Mongla rivers are full of shark and our commandos went into water with a simple limpet mine and fins in their legs. During operation not a single casualty fro shark. Though there was chilling winter still the commandos had to remain in water for days together. Heavy rains, heavy colds no rations no clothes no shelters even in Sundarban the tigers are there. The Commandos have done so many sea and operation which cannot be expressed. Zahurul Hoq. Abdul Khaleq, Shamser Ali were seriously injured while operating on Mongla. In commando operations about 76 sea-going ships small ship's cargo coasters launchers gunboats converted gunboats barges flats were sunk or partially damaged and few jetties and bridges were destroyed.

It may be mentioned here that two more camps Hasnabad and Haldia were organized to assemble the old defected ex sailors of P.N. Khurshid. In cooperation with major Jail, the Commander of 9 sectors a fleet was raised named Bangabandhu Fleet. This fleet was composed of small vessels fitted with small guns. They used to come to the locality of Sundarban of area and did small operations. They finally entered in Bangladesh after liberation.

Two more gunboats Padma and Plash clewed with the ex-sailors of erstwhile Pakistan Navy came for operation at Khulna area. Both the gunboats were sunk. After the sinking of the two gunboats, the position o the CPOS/sailors was as under: (a) Shahid: Mohd. Ruhul Amin-C. ERA, Mohd. Mumtajuddin Me-1 Mohidullah – A. B. M. D. H. Mullah A.B. M.M. Rahman A.B. M. Haque A. B. Rafiqul Islam naval commando, and Fariduddin Ahmed REN-1; (b) Injured: M. A. Taher- ME-1, A.R. Bhuyan-EN-1 M. Fazal LME A. Haque A. B. M.A. Mutalib A. B. M.A. Mazumder ME-1 Bashir Ahmed naval commando and M. Jalaluddin L/S (c) Caught by Rajakars and taken to Khulna jail after merciless torture M. A. Rauf L/S, M.S. Haque L/wrt., M. A. Sarkar- PO/RS, M. A. Hussain S/td, A.R. Khan To-2, Rafiqulla A. B. Jaker L/S, Taher ME/I.

A group of 8 Sailors also actively participated in the liberation war with the regular army in sector-3, at Hazamara. They are: Mr. Islam ER. IV M. M. Uddin L/wrt, Z.U. Ahmed-CK-I, K. N. Islam PM-1, Saleh Mohammad A D D

Amin-REN-I, and Sirajuddin A. B. These 8 sailors and a rigorous lift at the frontal fight with the Punjabis at Dharmanagar area (Sylhet) and were in B company under Col. Safiullah. They actively attacked the position of the Pakistanis in three attacks Moreover they used to go for operation inside Sylhet daily under Shaheed Lt. Badiuzzaman. They were engaged in operation inside Bangladesh as well as in border areas of Sylhet the other sailors who revolted also worked under army in different sectors and they also fought gallantly for their country.

The 17th of December 71 was a red letter day in my life as well as for the people of Bangladesh. At 06-45 hours on the 17th December I captured Khulna town and hoisted the independence flag of Bangladesh on the circuit house building. The people of the town greeted us with the cheers of Joy Bangla and heaved a sigh of relief seeing there own brethren Mukti Fouj amongst then. Major Jalil and the Indian military came to Khulna town at about 11-00 hours on the same day. They became astonished to see me and my group.

-Joy Bangla-

(Mohammad Rahmatullah)
Sub/Lieutenant, Bangladesh Navy
19-11-74

সাক্ষাৎকার*ঃ মোঃ বদিউল আলম
১১-৬-৭৯

প্রথম আক্রমনঃ আমাদের নৌ-পথে বাংলাদেশে প্রথম কর্মতৎপরতা শুরু হয় আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রথম দিকে। আমি কিছুসংখ্যক ছেলেসহ কলিকাতা হয়ে আগরতলায় আসি হিন্দুস্তান বোমরু বিমানে চড়ে। আগরতলা থেকে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদসহ আমার সংগে বিশজন ছেলে নিয়ে আমি কুমিল্লা অভিমুখে রওনা দিই। আমার টারগেট ছিল কুমিল্লা-চাঁদপুর ফেরীঘাটসহ জাহাজ বিধ্বস্ত করা।

বিশজনের একটি গেরিলা দল নিয়ে আমি বকশনগর বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। পথটি ছিল পাহাড়ী ও বন্ধুর। দুই পাশে পাকসেনার প্রহরাশিবিরের মধ্য দিয়ে গভীর রাতে আমরা পাড়ি জমাই। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সীমানা পার হয়ে আমি প্রথমে আমাদের বাংলাদেশে পদার্পন করি এবং পূর্ণ উদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আবার ডোবা নালা বিল। অতি সংগোপনে আমরা সি-এন্ড বি বড় রাস্তা পার হয়ে নৌকা নিয়ে চলতে থাকি। এইভাবে কিছুদুর যাওয়ার পর আমরা পায়ে হেটে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। এমন সময় সকাল হয়ে গেল। আমরা এক মাস্টার সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। মাস্টার সাহেব আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রারম্ভে আবার আমরা যাত্রা শুরু করি এবং চাঁদপুরের নিকট সফরমানী গ্রামে ইব্রাহিম মাস্টার (বি-টি) সাহেবের বাড়িতে এসে উঠি। মাস্টার সাহেবের দুই ছেলে সাজু ও তুলু আমার সঙ্গে ছিল। এর পরদিন আমরা ওখান থেকে গিয়ে উঠি এমসি মিজানুর রহমানের বাড়ীতে। ওখানে নিরাপত্তাবোধ না হওয়ায় আমরা আবার এসে উঠি এক বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতার বাড়িতে। সেখানে জোরপূর্বক তার বড় ছেলেকে জিম্মা হিসাবে আটক রেখে এই হুশিয়ারী দিই যে, আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলে আমরা তার ছেলেকে হত্যা করবো। এতে বেশ কাজ

---
* প্রকল্প কর্তৃক সংগ্রহীত।

হয়। আমরা মাঝির ছদ্মবেশে রাতে চাঁদপুরের নিকট দিয়ে নদী পাড়ি দিই। এমন সময় আমরা ঝড়ের মুখে পতিত হই। এর ফলে আমাদেরকে চরের মধ্যে বেশ কিছু সময় নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাত্র ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলার কথা ছিল। আমরা ঠিক সময় আমাদের অভিযন আরম্ব করি কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। অবশ্য আমাদের অভিযানের সংকেতধ্বনি বাজানো হয়েছিল তখনকার বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের সংকেত ছিল পঙ্কজ মলিকের লেখা একটা গানের কলি- বধূ আসবে পালকি চড়ে ইত্যাদি। আমাদের অভিযান মুরু হওয়ার কথা ছিল ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত্রে কিন্তু ঐ দিনটি মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগপূর্ণ থাকায় আর তাছাড়া আমাদের পৌঁছানোর নিরাপত্তা না থাকায় অভিযান দুইদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৭ই আগস্ট রাত ১১টায় আমি আমার প্রথম অভিযান চালাই। এর আগে আমি দিনের বেলায় চাঁদপুর শহর ও নদীপথ ভালভাবে পরিদর্শক করে আসি, যাকে 'রেকী' বলা হয়। আমি ছেলেদের ছয়টি দলে ভাগ করে প্রত্যেককে একটি করে লিমপেট মাইন পেটে বেথে উল্টাভাবে সাতার দিয়ে টারগেটের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিই। সংগে আমিও পিছনে রওনা দেই দুইটি মাইনসহ। দুজন ছাড়া সবাই তাদের টার্গেটে মাইন লাগাতে সমর্থ হয়। আমার লক্ষ ছিল সবচাইতে বড় একটি গমের জাহাজ। এজন্য আমি দুটি মাইন নিয়ে অন্য দুজন ছেলেসহ প্রথমে গমের জাহাজের নিচে ডুব দিয়ে নিজ হাতে মাইন লাগাই এবং সংগে আমার সঙ্গী দুজনও মাইন লাগায়। এরপর সাতরিয়ে পদ্মার মুখে এসে পড়ি। এমন সময় সৈন্যবাহী জাহাজ গাজী আমাদেরকে সম্মুখে বাধা দেয়। তখন এদিকে জাহাজে লাগানো মাইন ধুম ধুম শব্দে ফুটতে শুরু করেছে। জাহাজের ভিতরে তখন হৈ হুল্লোড় চিৎকার শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই ধার থেকে তখন প্রহরা বাহিনী নদীর মধ্যে অজস্র গুলি ছুড়তে আরম্ভ করেছে। আমার দল তখন গুলির মুখে টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার দিকে সম্ভব আত্নরক্ষার জন্য দ্রুত সরে পড়ে। অন্য দুই দলসহ আমরা ছয়জন তখন পদ্মা নদীরমুখে গাজী জাহাজের সামনে বাধা প্রাপ্ত হই। তখন আমি একটা বার্জ এর গা ধরে কিছু সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখি। প্রায় ভোর হয়ে আসছিল। এদিকে জাহাজও আর সরে না, আমরাও আমাদের পথ চলতে পারি না। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আমার দলের শেষে লাগানো একটি মাইন জেটির কাছে বিস্ফোরিত হয় এবং গাজী তাড়াতাড়ি নদীর মুখে থেকে নদীর ভিতরে চলে যায়। তখন আমরা ঐ সুযোগে তাড়াতাড়ি পদ্মার মুখ পার হয়ে এক পাটক্ষেতের পাশে ঢুকে পড়ি। এমন সময় সকাল হয়ে গেছে। আমরা তখন ৬জন মাত্র একত্রে আছি বাকী যে যার মত পেরেছে নিজেকে বাচানোর জন্য ছুটে গেছে। পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক যেখানে আমাদেরকে নৌকায় উঠারে কথা ছিল সেই পূর্বনির্ধারিত স্থানে নৌকা না পাওয়ায় আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমাদের তখন শূন্য হাত, কোন অস্ত্র নেই। আছে শুধু সাতার কাটার জন্য পায়ে ফিন। এ অবস্থায় আমি দলবসলসহ এক পাশের বাড়িতে গিয়ে উঠি এবং জোরপূর্বক এক নৌকায় উঠে বসি। নৌকার মালিক আমাদের দেখে জোরে চিৎকার দেয়। আমরা নৌকা নিয়ে অল্প কিছুদূর এসেছি মাত্র এমন সময় চারদিক থেকে আমাদেরকে প্রায় ১০০ নৌকা ঘিরে ফেলে। নৌকাগুলো ঐ সময় নদীতে ইলিশ মাছ ধরছিল। মাঝিরা আমাদেরকে ঘেরাও করে আমাদের দিকে আসতে থাকে। নিকটে আসার পর আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে আমাদেরকে ডুবুরী বলে চিৎকার দেয় এবং আমাদের হিন্দুস্তানী বলে চিহ্নিত করে। আমরা নৌকা প্রায় ধরা পড়ার উপক্রম। সামনে পিছনে সবদিকে পথ বন্ধ। সব নৌকার মাঝিরা চেচামেচি শুরু করে দিয়েছে। তখন বেলা উঠেছে, আমাদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আমাদের মাথায় উপস্থিত বুদ্ধি খেলে যায়। আমি আমাদের ছেলেদেরকে সবগুলি ফিন উপরের দিকে উচিয়ে ধরতে বলি। যে বলা সেই কাজ। আমি তখন চিৎকার করে বলি, আমাদের পথ ছাড়, নতুবা আমরা তোমাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলবো। আমার হাতে টর্চ লাইট থাকায় সেটা তাদের দিকে উচিয়ে ধরি এবং পথ ছাড়তে বলি। ওদিকে অনবরত চাঁদপুর বন্দরে আমাদের লাগানো মাইন ফাটা আরম্ভ হয়েছে। আমি তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলি ঐ যে শব্দ শুনতে পারছ, আর এই যে আমাদের কাছে বোমা দেখছো, এটা তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। যেমন বলা, আর যায় কোথায়, সবাই তখন নৌকা নিয়ে যার দিকে পালাতে শুরু করলো। এর

ফলে আমরা নৌকা বদল করে নান্নু নামক এক ছেলের অন্য এক নৌকায় উঠি। পরে শুনতে পাই, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ছেলেটিকে পাকবাহিনী গুলি করে মেরে ফেলে।

এরপর আমি সোজা পশ্চিম দিকে নৌকা চালিয়ে কলমচোরা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই। ওখানকার চেয়ারম্যন দেওয়ান সাহেব তার বাড়িতে দুপুর বারোটার সময় আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। ক্ষুধায় আমাদের তখন জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রমন হয়েছিল। আমাদের পরনে তখন মাত্র একটা জাংগিয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। অবশ্য তিনি আমাদের প্রত্যেককে একখানা করে লুঙ্গি দিয়েছিলেন আর কাউকে বা গেঞ্জি আর কাউকে বা শার্ট। আমাকে আগেই নান্নু ছেলেটা তার একটা গামছা ও গায়ের শার্ট খুলে গিয়েছিল। আমরা খাওয়ার সময় সংবাদ পাই যে, আমাদের ধরার জন্য পাকসেনা ও বেশকিছু রাজাকার আমাদের দিকে আসছে। এমতবস্থায় আমরা তাড়াতাড়ি অল্প কিছু নাকে মুখে দিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ি। সন্ধ্যার সময় স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের বাড়িতে গিয়ে উঠি এবং রাত্রি যাপন করি অন্য এক বাড়িতে। সারারাত কোন রকম অনিদ্রায় কাটিয়ে দিই। সকাল হওয়ার সংগে সংগে আমি ছেলেদের খোজে বের হই। অনেক খোজাখুজির পর দুজনের দেখা পাই এবং তাদেরকে সংগে করে আমি চলে আসি সফরমানী গ্রামে ইব্রাহীম (হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক) সাহেবের বাড়িতে। এসে শুনতে পাই গতকাল্য চাঁদপুর বন্দরে যে অভিযান চালানো হয় তার জন্য মাস্টার সাহেবকে পাকবাহিনী দায়ী করে এবং পরের দিন তাকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়িতে যা কিছু মালামাল ছিল সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। নারী নির্যাতন করতেও ছাড়ে নাই। ঘটনা শুনে মনে ভীষন ব্যাথা পাই এবং প্রতিজ্ঞা করি যে, এর প্রতিশোধ নেবই নেব খোদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন। মাস্টার সাহেবের দুই ছেলে সাজু ও নিলুসহ আমি আমাদের শিবির আগরতলায় যাওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকি। এমন সময় আরও দুজন বিমান বাহিনীর লোক আমার সংগে যোগ দেয়।

শিবিরে এসে শুনতে পাই আমি পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়েছি এবং আমি তাদের নিকট আত্নসমর্পন করেছি। এই খবর পাকিস্তান রেডিও থেকে জোরে ফলাও করে প্রচার হয়েছিল। অবশ্য প্রথম অভিযানের দীর্ঘ ১১ দিন আমার কোনরূপ খোজখবর ছিল না। এতে আমার শিবিরের সকলের মনে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার আগমনে সবাই একসংগে হর্ষধ্বনি দিয়ে আমাকে ঘাড়ে উঠিয়ে আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করলো। দুদিন যেতে না যেতে আমার ডাক পড়ে কলিকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য। আমাকে বোমারু বিমান করে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। কলিকাতায় এসে সুনতে পেলাম অন্যান্য নৌ-অভিযানের মধ্যে সবচাইতে বেশি জাহাজ চাঁদপুর ডুবেছিল। এবং চাঁদপুরের সংবাদ বি বি সি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত পরিবেশন করেছিল।

দ্বিতীয় আক্রমন: কলিকাতা থেকে আবার পলাশী শিবিরে চলে আসে। ইতিমধ্যে আমার জন্য নতুন করে অভিযান চার্ট তৈরী করে রাখা হয়েছে। আমাকে খুলনার মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন করতে হবে। এর আগে যে দলকে আমরা মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন করতে দিয়েছিলাম তারা বেশী একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। প্রথম মঙ্গলা দলের অধিনায়ক ছিলেন আমার বন্ধু আহসানুল্লাহ।

আমি এবার ৩০জন ছেলে সংগে করে মঙ্গলা অপারেশননের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। আগস্ট মাসের শেষদিন আমি ৩০ জন ছেলেসহ কলিকাতার ব্যারাকপুর চলে আসি। ওখানে আমাদের জন্য বিশ্রাম শিবির তৈয়ার করা ছিল। ব্যারাকপুর থেকে আমরা প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সহ ৯নং সেক্টর মেজর জলিল সাহেবের সংগে যোগ দিই। আমাকে সাহায্য করার জন্য মেজর জলিল আমাকে লেঃ শামসুল আরেফিন সাহেবকে সংগে দেন। আরও দেন ২০০ জন স্থল গেরিলা বাহিনী। স্থল গেরিলা বাহিনী আমাদেরকে সাহায্য করবে আর প্রয়োজনবোধে পাকবাহিনীর সংগে যুদ্ধ চালাবে। বাকুন্দিয়া শিবির থেকে আমরা আবার হিঙ্গলগঞ্জ শিবিরে চলে আসি। এখানে দুদিন অপেক্ষা করার পর লেঃ শামসুল আরেফিন সহ আমি দলবল নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

আমরা সাধারনত রাত্রিবেলায় চলাফেরা করতাম। দিনের বেলায় কোন জংগলে অথবা গ্রামের নির্জন বাড়িতে শিবির করতাম। এবং সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতাম যাতে পাকবাহিনী আমাদেরকে আক্রমন করলে আমরা তার মোকাবেলা করতে পারি। এভাবে দুদিনে ৮০ মাইল পথ পেরিয়ে প্রায় ৩০০ লোকের একটা গেরিলা দল নিয়ে আমরা মঙ্গলা পোর্টের কাছে কৈলাশখালী গ্রামে আমাদের শিবির স্থাপন করি।

কৈলাশখালী গ্রামে লোকজন বেশী ছিল না। অধিকাংশ বাড়ছিল পরিত্যাক্ত। আমরা সুন্দরবনের ধারে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিই। আর অন্যান্য স্থলবাহিনী ছেলেদেরকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করে পরিত্যাক্ত বাড়িতে রাখি, যাতে আমাদের উপর হঠাৎ পাকসেনা আক্রমন করলে সুবিধা করে উঠতে না পারে।

কৈলাশখালী গ্রামে একদিন বিশ্রামের পর আমি ও আমার বন্ধু শামসুল আরেফিনসহ আমরা মঙ্গলা পোর্টে 'রেকী' করার জন্য যাই ছোট এক নৌকাযোগে। ঐ সময় খিজির নামে এক মুক্তিযোদ্ধার সংগে আমাদের পরিচয় হয়। মঙ্গলা পোর্ট-এর নিকট সে আগে থেকেই গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছিল। আমাদের পেয়ে সে আরও সাহস অর্জন করলো। খিজির ওখানকার বাসিন্দা হওয়ায় আমাদের রাস্তাঘাট চলাচলে সুবিধা হয়েছিল। আরেফিন আমি খিজির ও নৌকা চালানোর জন্য আরও কয়েকজন ছেলেসহ আমরা ঠিক সন্ধ্যার আগে মঙ্গলা পোর্ট 'রেকী' করে আসি। পরদিন আমরা সন্ধ্যার সময় বড় বড় ছ'খানা নৌকায় মঙ্গলা পোর্টের কাছে এসে উঠি। স্থলবাহিনীকে আমরা তিন জায়গায় পজিশন মত বসিয়ে রাখি। যদি কোনরূপ আক্রমন হয় তারা পাল্টা জবাব দেবে। অবশ্য আরেফিন সাহেব এসব বন্দোবস্ত করেন। আমি আমার নৌ কমাণ্ডো ছেলেদেরকে বুকে বাধা মাইনসহ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিজে এক দলসহ নদীতে সাতার দেই। আমাদের সংগে থাকতো শুধু ছোট একটি ছুরি, একজোড়া ফিন আর একটা লিমপেট মাইন। আর গ্রুপ লিডারের কাছে থাকতো একটি অথবা দুটি করে হাতবোমা। কোন জাহাজে চারজন, কোন জাহাজে ছজন এইভাবে ভাগ করা ছিল। আমার সংগে ছিল চারজন। আমার যে জাহাজটাতে মাইন লাগানোর কথা তা নদীর অপর প্রান্তে বাধা ছিল। যাদের টার্গেট নিকটবর্তী ছিল তারা সেখানে তা লাগিয়ে যে যার মত নিজেকে নিয়ে কেটে পড়ে। আমার জাহাজে যখন পৌঁছি তখন আমার একজন ছেলে তীব্র স্রোতের মধ্যে আমাদের দল ছাড়া হয়ে যায়। আমি ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে যখন মাইন লাগাচ্ছিলাম, তখন অন্য দল দ্বারা পূর্বে লাগানো মাইন বাস্ট হয়ে নদীর মধ্যে জাহাজ ডুবতে শুরু করেছে। আমি দ্রুত আমার কাজ শেষ করে অন্য ছেলে দুটিসহ ফিরে আসার চেষ্টা করি। এমন সময় জাহাজ থেকে খুব জোরে হুইসেল বাজানো আরম্ভ হয়। অনবরত এস ও এস (সেভ আওয়ার সোল) সংকেত ধ্বনি হতে থাকে। সংগে সংগে বন্দররক্ষী বাহিণী আমাদের লক্ষ্য করে নদীর মধ্যে গুলি ছুড়তে শুরু করে। নদীর মধ্যে বৃষ্টির গুলি চলছে। আমাদের মোতায়েন স্থলবাহিনীও পাল্টা জবাব দিচ্ছে। উভয়পক্ষে ভীষন রকম গোলাগুলি। নদীর উপরে আকাশ লালে লাল। সমস্ত বন্দরের আলো নেভানো। আমি আমার দলসহ নদীর কিনারায় আসতেই আমার উপর উঠে পড়ে একটি ছোট উদ্ধারকারী লঞ্চ। লঞ্চটির আলো বন্ধ ছিল। আর আমি উল্টাভাবে সাতার দিচ্ছিলাম। আমার মাথায় লঞ্চটি জোরে আঘাত করে। জোরে আঘাত পাওয়ায় আমার জ্ঞান হারানোর অবস্থা হয়। আমি তখন জোরে ডুব দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শ্রোতের অণুকুলে পানির নিচে চলতে আরম্ভ করি। জাহাজের নিচ থেকে নিজেকে রক্ষা করার পর পানির উপর ভেসে উঠে আমার কোন সংগী পেলাম না। তখন একা একা স্রোতের প্রতিকুলে গা ভাসিয়ে সাতার কাটতে থাকি। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমার পায়ের নিচে মাটি লাগে তখন আমি সাতার ছেড়ে বুকে ভর দিয়ে নদীর কিনারায় উঠে বসি। এমন সময় আমার কানের পাশ দিয়ে শো শো শব্দে গুলি চলে যায়। আবার মাটিতে শুয়ে পড়ি। লক্ষ্য করে দেখি আমার থেকে মাত্র বিশ ত্রিশ গজ দুরে পাকসেনাদের বাংকার। ওর মধ্য থেকে অনবরত আমার দিকে গুলি আসছে। কোন উপায় না দেখে আমার কোমর থেকে শেষ গ্রেনেডটি বার করলাম। গ্রেনেডের চাবি দাত দিয়ে খুলে ফেললাম এবং জোরে বাংকারের মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলাম এবং নিচের দিকে গড়িয়ে পড়লাম। আমার গ্রেনেড শব্দ করে ওঠার সংগে সংগে বাংকার থেকে গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে আমাদের নৌকা যেদিকে ছিল

সেদিকে দৌড় দিই। কিছুদুর যাওয়ার পর আমার সংগে একজন ছেলের দেখা হয়, ওকে সংগে করে আমি আবার পথ চলতে শুরু করি। এদিকে নদীর উভয় পাশ থেকে ভীষণ গোলাগুলি চলছে। আমরা মাথা নিচু করে নৌকার দিকে আসতে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমি এত দূরে চলে গিয়েছিলাম যে নির্দিষ্ট স্থানে আসতে প্রায় দুঘন্টা লাগে। আমার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। নদীতে ছটার মধ্যে পাচটা জাহাজ ডুবে গেছে আর একটি জাহাজ কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাকে পাওয়ার সংগে শামসুল আরেফিন ও খিজির সংগে সংগে গোলাগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদের বাহিনীকে নির্দেশ দেন। গেরিলা বাহিনী একত্র করার পর লোক গণনাকালে আমার দুইজন নৌকমাণ্ডো কম দেখতে পাই। তাদের জন্য আরও প্রায় আধ ঘন্টা অপেক্ষা করা হলো। এদিকে পূর্ব আকাশ একেবারে ফর্সা হয়ে আসছে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় দেখে আমি নৌকা ছাড়ার জন্য নির্দেশ দেই। পাকসেনার আওতার বাইরে এসে এক নারিকেল বাগানে এসে কিছু ডাব ও নারিকেল পেড়ে খেয়ে সকালের নাস্তা সেরে দুপুরে শিবিরে ফিরে দেখি আমার ছেড়ে আসা ছেলে দুটি আমার আগেই শিবিরে পৌঁছেছে। ঐদিন বিকাল বেলা পোস্ট মাস্টার সাহেব আমাদেরকে জানান যে, পাকসেনাদের মনোবল খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। আরও জানা গেল, গোলাবারুদ ভর্তি দুটি জাহাজ চিটাগাং বন্দরে পাঠানোর জন্য একেবারে নদীর ধারে রাখ হয়েছে। এ ছাড়া আশে পাশে কয়েকখানা খাদ্য জাহাজও আছে।

আমি বিকালবেলা আমার অন্য সহকর্মী দ্বিতীয় কমাণ্ডার মালেকের সংগে অল্প কয়েকজন বাছা বাছা নৌ কমাণ্ডো ছেলে এবং আরেফিন ও খিজিরের একটি গ্রুপসহ মাত্র বারটা লিমপেট মাইন নিয়ে দুইটি নৌকা করে আবার নদীর ধারে চলে আসি। আগের দিন আমাদের আক্রমণ উল্টা দিক থেকে চালানো হয়েছিল। এবারে বনের পাশ ঘেষে সন্ধ্যার আগেই সি-এন্ড বি রাস্তায় এসে পড়ি। রাস্তা থেকে জাহাজের সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে পাই। তাতে মনে হলো,আমাদের কাজ খুব সহজ হবে। তিনটি জাহাজের উপর মাত্র কয়েকজন লোক দেখলাম।

আমার দ্বিতীয় কমাণ্ডার মালেক জাহাজ তিনটির অপারেশনে নিজে সংগে থাকার অনুমতি চাইল। কাল বিলম্ব না করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে সে অন্য দুইদলসহ চারটি করে মাইন নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। দূরত্ব বেশী না থাকায় ১৫ মিনিটের মধ্যে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে নিকট ফিরে আসে। তাদেরকে নৌকায় যেতে নির্দেশ দিয়ে আমরা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে মাইন ফাটার অপেক্ষায় থাকলাম। এত তাড়াতাড়ি যে আমরা তিনটি জাহাজে মাইন লাগাতে পারবো তা ধারণা করতে পানিনি। বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। ১৫মিনিটের মধ্যেই গোলবারুদ ভর্তি জাহাজে প্রথম মাইন বিস্ফোরিত হয়। সংগে সংগে বিকট আওয়াজ করে তিনটি জাহাজ প্রায় আধঘন্টার মধ্যে ডুবতে আরম্ভ করে। যখন বন্দররক্ষীদের নিকট থেকে গুলি ছোড়া আরম্ভ হয় তখন আমরা আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য পাল্টা গুলি ছুড়তে আমার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিষেধ করি। ওখানে আর কাল বিলম্ব না করে দলবলসহ শিবিরে ফিরে আসি। পরদিন দুপুরে কোন রকমে চারটা পেটে দিয়ে আমরা ওখান থেকে নৌকাযোগে সরে পড়ি এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করার জণ্য পুনরায় বাকুন্দিয়া শিবিরে মেজর জলিল সাহেবের নিকট ফিরে আসি। মেজর জলিল আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দেন। তিনি পরদিন আমাকে বারাকপুরে যেতে নির্দেশ দেন।

মঙ্গলা পোর্টে পর পর দুইটি অপারেশনে নয়টা জাহাজ ডুবেছিল। এ সংবাদ বড় বড় অক্ষরে আনন্দ বাজার পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার কর হয়। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সংবাদ সংস্তা যেমন বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও নাকি প্রচার করা হয়েছিল। তখন হিন্দুস্থান নেভী নাকি এস ও এর সংকেত ডায়মণ্ড হারবার থেকে শুনতে পেয়েছিল।

আমরা চালনা বন্দরেও ছোট ছোট দলে ভাল হয়ে অপারেশন চালাতাম। ছোট নৌকা আমাদের কাছে যথেষ্ট ছিল। ছোট নৌকায় যেমন দ্রুত চলাচল করা যেত তেমনি নিরাপত্তা ও ছিল। আমরা যে জায়গায় থাকতাম, সেখানথেকে অনেকদুরে গিয়ে অপারেশন করে আসতাম। ফলে আমাদের অবস্থান পাকসেনাদের দৃষ্টিগোচর হতো না। একদিন দিনের বেলা মাঝি সেজে এক জাহাজে মাইন লাগিয়ে চলে আসি। এক ঘন্টা পর জাহাজখানা ডুবে যায়। একদিন সংবাদ পেলাম যে দুইখানা আমেরিকান জাহাজ পোর্টের মধ্যে নোংগর করেছে, তার মধ্যে একখানা বোমা ও একখানা অস্ত্র গোলাবারুদ রয়েছে। এ কথা শোনার পর ভীষন আলোড়নের সৃষ্টি হলো। যেমন করে হোক জাহাজ দুইটি ডুবাইতেই হবে। ঐ রাত্রে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রবল বেগে বাতাস বাইতেছিল। নদীতে খুব বড় বড় ঢেউ উঠছিল। এই সময় আমাদের লক্ষ্যর চন্য উপযুক্ত মনে করে সন্ধ্যার পরপরই ২৪ জন ছেলেসহ আমি নিজে তৈরী হলাম। রহমত উল্লা, আরেফিনও নদীর ধারে পজিশন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বনের মধ্য থেকে বের হয়ে আমাদের ছোট নৌকা বিলের মধ্য দিয়ে পোর্টের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। লক্ষ্যের নিকটবর্তী হয়ে আমরা কিছু সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। এর মধ্যে স্থল বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী থাকতে বললাম। এদিকে পোর্ট থেকে সার্চলাইট চারদিকে নজর রাখা হচ্ছে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর এক সুযোগ নেমে পড়ি চার ভাগে ভাগ হয়ে ৪টা জাহাজ ডুবানোর জন্য। আমার জাহাজটা ছিল একটু দুরে। ঐ জাহাজটাতে ছিল অনেক গোলাবারুদ তাতে কড়া পাহারা ছিল। কোন ছেলে ঐ জাহাজটাতে যেতে সাহস পেল না। আমি ৬জন সাহসী ছেলে সহ নিজে রওয়ানা দিলাম। এদিকে বাকী তিনটি জাহাজে ছেলেরা প্রায় পৌঁছে গেছে। আমি জাহাজের নিকট পৌঁছা মাত্রই আমার উপর সার্চ লাইট এসে পড়ে। পাহারারত সান্ত্রী আমাকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে গুলি চালায়। গুলিটি আমার বাম হাতের কুনুইয়ে লেগে যায়। তখন আমি আমার কোমর থেকে একটা গ্রেনেড বের করে দাত দিয়ে পিনটা খুলে ফেলি। গুলি করার সংগে সংগে আমি পানিতে ডুব দিয়েছিলাম। ফলে বাকী গুলি আমার আর লাগেনি। তখন উপর থেকে আমাদের উপর ডেপথ চার্জ করা হয়। এবং পাহারাদার চিৎকার করে বলতে থাকে 'ক্যাপ্টেন সাহাব, ক্যাপ্টেন সাহাব, মুক্তি আ' রাহা হাঁয়'। আমি আমার গ্রেনেড জাহাজের উপর ছুড়ে মারি। সংগে সংগে জাহাজে আগুন ধরে যায়। এদিকে সার্চ লাইট লক্ষ্য করে আমার দল গুলি চালায়, ফলে সার্চলাইট বন্ধ হয়ে যায় আমার দুটি ছেলে ডেপথ চার্জের ফলে ভীষণভাবে আহত হয়। আমি তখন বাকী ৪জনসহ ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে দিই। তখন আমার মৃত্যুভয় চলে গেছে। মরার আগে আমি জাহাজকে ডুবিয়ে মরবো। গ্রেনেড মারার ফলে জাহাজে আগুন ধরে যাওয়ায় আমাদের উপর আর আক্রমন হয়নি। তদুপরি আমাদের স্থলবাহিনী ওপর থেকে পাল্টা আক্রমন চালাচ্ছিল। ভীষণ গোলাগুলি চলতে থাকে। পোর্টে ব্ল্যাক আউট ঘোষনা করে আমাদেরকে ধরার জন্য স্পীডবোট নিয়ে নদীর মধ্যে খোজাখুজি শুরু করে দেয় পাকসেনারা। আমি তখনও জাহাজের গা ধরে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে জাহাজের নিচে অপেক্ষা করছিলাম। বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে পারলাম না। কেননা, আমার নির্দিষ্ট সময় পার হয়েগেলে মাইন ফেটে যাবে। আমার মাইন এর সময় ছিল ৪৫মিনিট। এসময়ের মধ্যে ৫০০ গজ দূরে না যেতে পারলে মাইন এর শব্দে বুক ফেটে মারা যাবো। আর দেরী করা নিরাপদ নয় দেখে বাধ্য হয়ে ওখান থেকে আহত ছেলে দুটোকে সংগে করে রওয়ানা দিতে গিয়ে দেখি তারা তখনও মাইন লাগাতে পারেনি। ফিরে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গী বাকি ৪জন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আহত ছেলে দুটির অবস্থা এতবেশি খারাপ হয়ে গেছিল যে ডুব দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইন লাগানোর মত ক্ষমতা ছিল না। তাড়াতাড়ি মাইন দুটি নিয়ে জাহাজের গায়ে লাগিয়ে দিই। এবং দুইজনকে আমার সংগে আমার বাহুতে এক হাত রেখে সাতার দিতে বলি। তারা এত দুর্বল ছিল যে, সাতারের ক্ষমতা তাদের রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমারও বাম বাহু থেকে রক্ত বার হচ্ছিল। কিছুদূর সাতার কাটার পর আমিও ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় আমার দিকে একখানা স্পীডবোট আসতে দেখে ৩ জন মিলে ডুব দিই। স্রোত এত বেশী ছিল যে, ডুব দেওয়ার পর আমরা দলছাড়া হয়ে পড়ি। তখন ছেলে দুটি যে কোন দিকে চলে গেল দেখতে পেলাম না। স্পীডবোট উপর দিয়ে চলে গেলে আমি পানির উপর উঠে আর ওদের সাথী

হতে পারলাম না। তখন একই কূলে গিয়ে উঠি। তখনও উভয় পক্ষে ভীষন গোলাগুলি চলছে। খুব বেশী রক্ত ঝরাতে আমিও প্রায় অবশ হয়ে পড়ি। ছেলে দুটোকে রক্ষা করতে না পেরে মনের অজান্তে চোখ দিয়া অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর কোমরের গামছা ছিড়ে হাতে বাধন দিই, তাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে দুটোকে রক্ষা করতে না পেরে ভারাক্রান্ত মনে ওয়াপদা বাধ পার হয়ে আমার নির্দিষ্ট জায়াগার দিকে এগোতে থাকি। এমন সময় নদীর মধ্যে মাইন ফাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। এস ও এস শব্দে সারা পোর্ট ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

শিবিরে ফেরার পর আমরা বেশ কয়েক দিনের জণ্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তখন বনের পার্শ্ববর্তী নদীমুখ গানবোট দিয়ে পাকবাহিনী পাহারা দিতে আরম্ভ করেছিল। বেশ কয়েকটি গানের আমাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের ঐ সময় গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসে। এ সময় পাকিস্তানীরা ঘোষনা করে যে, মংলা বন্দরে কোন জাহাজ ৭২ মাইলের মধ্যে আসতে পারবে না। যে জাহাজগুলি ঐ সময় ছিল সেগুলিকেও সমুদ্রের মধ্যে চলে যেতে নির্দেশ দেয় পাক সরকার। তখন বন্দর খালি হয়ে যায়। ঐ সময় গানবোট ও প্রয়োজনীয় জাহাজ ছাড়া আর কোন জাহাজ বন্দরে ছিল না।

আমাদের তৎপরতায় মংলা বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমরাও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। তাছাড়া আমাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়াতে অপারেশন একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায়ও আমি পাক জাহাজ অর্থাৎ গানবোটের উপর আক্রমন চালানোর চেষ্টা করি, কিন্তু গোলাবারুদ কম থাকায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা কলাগাছে মাইন বেধে জোয়ারের সংগে ছেড়ে দিতাম। কিছু সময় পর জোয়ারের স্রোতের সংগে ভেসে গিয়ে মাইন নদীর মধ্যে ফেটে যেতো। এতে পাকসেনারা ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। আমরা কচুরিপানা একত্র করে তাতে ডিলো পেন্সিল সেট করে জোয়ারের সংগে ভাসিয়ে দিতাম। কিছু সময় পর নদীর মধ্যে বন্দরের কাছে গিয়ে তাতে আগুন ধরে যেতো, এতে সারা নদীতেই আগুন ধরে যেত। এইভাবে আমরা পাকসেনাদের মনে প্যানিক সৃষ্টি করি।

আমাদের তৎপরতায় পাকসেনারা অতিষ্ট হয়ে আমাদের জোর অনুসন্ধান চালাতে আরম্ভ করে। হেলিকপ্টারযোগে বনের উপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে আমাদের সন্ধান করতে থাকে। পরে আমাদের গোপন শিবির জানতে পেয়ে আমাদের উপর একদিন হঠাৎ বিমান আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের বেশ কয়েকটি ছেলে আহত হয়। আমরা শিবির পরিবর্তন করে আরও গভীর বনের মধ্যে চলে যাই এবং নতুন শিবির স্থাপন করি। গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসায় আমি এসময় রহমতউল্লাহ সাহেবকে শিবিরে রেখে আবার মেজর জলিলের নিকট চলে যাই গোলাবারুদ সংগ্রহ করার জন্য। আমাকে তখন কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি কলিকাতা চলে আসি। ৮নংথিয়েটার রোডে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দেওয়া হয়। তখন ওসমানী সাহেব আমাকে আমাদের চৌধুরী সাহেব ও নজুরুলের সংগে মিলিয়ে দেন এবং আমাদেরকে শিবিরে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর কল্যানী শিবিরে চলে আসি। ওখান থেকে আবার আমাদের পলাশী শিবিরে প্রেরন করা হয়। পলাশীতে এসে দেখতে পেলাম শিবিরে আমার জন্য ২০০ ছেলে অপেক্ষা করছে ফুলছড়িঘাট অপারেশন করার জন্য। আরও শুনতে পেলাম ফুলছড়িঘাটে আমার বন্ধু রকিব অপারেশন করতে গিয়ে মারা পড়েছেন। শুনতে পেলাম চলিত জাহাজে মাইন লাগাতে গিয়ে জাহাজের নিচে পড়ে তিনি মারা যান। রকিব আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুতে আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগলো। বেশ কয়েকদিন পর আবার আমি তৈরী হতে থাকি। এমন সময় এক সন্ধ্যায় শুনতে পেলাম পাক সরকার হিন্দুস্থানের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে দিয়েছে।

স্বাঃ বদিউল আলম
১১-৬-৭৯

ON THE WATER FRONTS
SPECTACULAR ACHIEVEMENT

The recent successful guerilla action in the Bangladesh waters is being viewed by the observers as a new dimension to the gradually intensifying activities of the freedom fighters. Their most significant achievement has been the sinking of nine ocean-going ships in the waters of Bangladesh

On the night of August 16, the Liberation Forces sank six cargo ships consisting of two American, two Chinese, one Japanese and one Pak flags at Mongla port (Khulna) all of them were of medium size. These ships were carrying arms and ammunitions and other supplies for the Pakistan army.

On August 16, brave commandos carried out a daring operation inside the Chittagong port and blew up the Shipas Al Abbas and Formosa with the capacities of 15,000 tons and 12500 tons respectively. The ship Al Abbas was launched by Ayub Khan in 1968 A barge loaded with jute products was sunk by the guerillas the same day.

A report from the Liberation Forces Headquarters says that special groups of guerillas in a week of wide spread operations captured 23 steamers launchers and barges and sank or damaged eight River crafts in Sylhet Dacca, Chandpur and Chittagong.

On August 23, 1971 a gunboat was sunk in the satkhira area. On August 21, the Liberation Forces captured one launch carrying food stuff and other goods from Dacca to Sylhet in the Chandpur area. In Chandpur the Commandos carried out another successful operation and destroyed two steamers and one big barge with Cargoborder.

On August 15, the guerillas captured one cargo launch, four barges and 16 launches from the Sachna area of Sunamgonj.

Guerilla activities have completely blocked the approach of the Chittagong port at present. It is reported that Lt. General Tikka Khan came to Chittagong personally next day to assess the damage. Some senior naval officers in charge of the Chittagong port and all the sentries on duty at the port had been arrested following the success of guerilla fighters.

MARINE COMMANDOS VITAL BLOW

The Marine Commandos of Bangladesh have again struck a vital blow at the sagging morale of the occupation army. Following the sinking of a number of sips by the Bangladesh Navy men in August and September, the Pakistan army took extreme precautionary measures to keep the port areas immune from guerilla onslaughts. Unhindered by this, marine commandos have successfully crippled the Greek oil tanker 'Burmah Jade'. An A. P. report from Dacca (quoting official sources) says chat a series of

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর প্রকাশিত ‘Bangladesh’ পত্রিকা ২৫ আগষ্ট ৭১-সংখ্যার রিপোর্ট।
* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর প্রকাশিত ‘Bangladesh’ পত্রিকার ১০ আগষ্ট ৭১-সংখ্যার রিপোর্ট।

Explosions in a Chittagong port jetty has caused a Pakistan oil tanker "Mahtab Javed" to capsize and sink on November 3. The report further says that the port officials charged the Bangladesh guerillas with being responsible for explosions. We accept this charged the Bangladesh guerillas with being responsible for explosions. We accept this charge gladly.

Some berths of the Chittagong port are now completely out of commission. These naval actions have produced a far reaching effect in so far as these to the enhancement of insurance rates in the London Insurance Market for cargoes sailing to and from Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খোন্দকার*
১৮-১০-১৯৭৩

১৫ই মে সকালে আমার আগরতলাতে পৌঁছি। ১৬ই মে সকালে আমি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হই। কর্নেল ওসমানির সাথে আমার দেখা হয়। ১৯/২০শে মে দিল্লিতে যাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিমান সংগ্রহ করে একটি বিমানবাহিনী গঠন করা এব্যাপারে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের জন্য আমার সাথে যারা ছিল তারাও ইতিমধ্যে দিল্লী পৌঁছে যায়। সেখানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, রাজনৈতিক এবং নানাবিধ কারণে তারা এখন আমাদেরকে বিমান দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। তবে সময় আসলে তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে। তারা পাকিস্তান বিমান বাহিনী সম্বন্ধে অনেক গুরত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য জেনে নেয়।

মে মাসের শেষের দিকে আমরা কলকাতায় চলে আসলে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহন করব। এই সময় আমাকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফের দায়িত্ব দেয়া হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অপারেশনঃ বিমান বাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। মুক্তিবহিনীর জন্য রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং এবং তাদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো এসব দায়িত্ব আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার দায়িত্বও আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় কারার দায়িত্বও আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সেক্টরের প্রয়োজনানুসারে দেয়া হত। বিদেশী কোন রাষ্ট্র থেকে আমরা সরাসরিভাবে কোন সাহায্য পেতাম না। ভারত সরকার থেকে আমরা অস্ত্রশস্ত্র পেতাম। কিছু অয়ারলেস সেট আমেরিকা থেকে বাঙ্গালীরা পাঠিয়েছিল।

প্রথমে প্রত্যেক মাসে ২/৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়া হত। কিন্তু পরে প্রত্যেক মাসে ১০/১২ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ১ হাজার গেরিলাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। প্রথমে প্রত্যেক গেরিলাকে এক মাসের ট্রেনিং দিয়ে ভিতরে পাঠানো হত। কিন্তু পরে ট্রেনিং-এর সময় কমিয়ে দু''সপ্তাহ করা হয় যাতে করে বেশী লোককে ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে। যখন দেখা গেল দু''সপ্তাহের ট্রেনিং-এ গেরিলারা ভাল কাজ করতে পারছে না তখন এটা বাড়িয়ে তিন সপ্তাহ করা হল।

গেরিলা ট্রেনিং শেষ হবার পর গেরিলাদের প্রথমে ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করতে হত। পরে ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আলাপ করে ঠিক করা হল যে গেরিলারা বাংলাদেশের সেক্টর কমাণ্ডারদের কাছে রিপোর্ট করবে।

ট্রেনিং শেষ হবার পর গেরিলাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত অস্ত্র দিত না বা দিতে পারত না। অনেক সময় মাত্র একটা গ্রেনেড দিয়ে তাদেরকে অপারেশনের জন্য পাঠানো হত। এতে অনেক সময়ের অপচয় হয়েছে এবং অনেক গেরিলাকেও আমরা হারিয়েছি। পরে এ ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের বিতর্ক হয়। অবশ্য পরে গেরিলাদেরকে অস্ত্র দেয়া হত।

---

* ১৯৭১-এর মার্চে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

গেরিলা বাহিনীতে স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং যুবকরা বেশির ভাগ যোগ দিয়েছিল। ট্রেনিং শেষ করার পর প্রত্যেক সেক্টরে কতজন গেরিলা পাঠানো হবে তা হেডকোয়ার্টার থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমানও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলারা সুশৃংখলভাবে কাজ করছিল না। অবশ্য তার কারণও অনেক ছিল, যেমন- তারা অস্ত্রশস্ত্র পেত না, নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিল না। পরে আমরা ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনসহ বসে ঠিক করে দিতাম কোথায় গেরিলা অপারেশন চালাতে হবে কখন চালাতে হবে এবং অপারেশনের পর আমাদেরকে তার বিশদ বিবরণ জানাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই গেরিলা যুদ্ধ কার্যকরী হয়েছিল।

গেরিলা যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রাম এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচল মারাত্নক বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কোথায় যে মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাও তারা বলতে পারত না। সব সময় একটা ভয় তাদের মধ্যে ছিল। মুক্তিবাহিণীর এই সাফল্য পাকিস্তান সেনাবহিনীর বাংলাদেশে পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রথম দিকে বিমান বাহিনীর সমস্ত পাইলট টেকনিশিয়ান স্থল যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল। পরে স্থির করা হল একটা এয়ার ফোর্স ইউনিট গঠন করতে হবে। ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদেরকে একটা অটার, একটা অলওয়েট হেলিকপ্টার এবং একটা ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়েছিল।

পাইলটের মধ্যে ছিল স্কোয়াড্রন সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মরহুম মালেক, ক্যাপ্টেন মরহুম শরফুদ্দিন, ক্যাপ্টেন সাত্তার, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন শাহাব, ক্যাপ্টেন আকরাম, এবং এয়ার ফোর্সের প্রায় ৭০ জন টেকনিশিয়ান। যেহেতু আমাদের কমসংখ্যক পাইলট এবং বিমান ছিল সেহেতু আমরা পরিকল্পনা নিলাম যে আমরা এমনভাবে অপারেশন চালাব যাতে করে আমাদের পাইলট বা বিমান না হারায় বা ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্ত বিমান বোমা, রকেট এবং মেশিনগান দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর ন্যাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বিমানবন্দরে এদেরকে একত্রিত করা হল। আমরা রাতে আক্রমন চালাব ঠিক করলাম। প্লেনগুলোকে মাটির ওপর ৩০০ ফুটের নিচে দিয়ে ফ্লাই করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কেননা ৩০০ ফুটের নিচে উড়লে রাডার স্ক্রিনে তা ধরা পরে না।

কোন নেভিগেশন সাহায্য ছাড়াই আমরা রাতে ট্রেনিং শুরু করি। বনজঙ্গলের মধ্যে গাছের ঠিক উপর দিয়েই আমরা উড়তাম। নিকটবর্তী এক পাহাড়ের চুড়ায় সাদা প্যারাসুট ফেলে সেটাকে টারগেট করে মেশিনগান, রকেট, বোমা ছোড়া হত বা নিক্ষেপ করা হত। আমি নিজে বিমানে উঠে ট্রেনিংয়ে সাহায্য করতাম। সারারাত ধরে ট্রেনিং এর কাজ চলত। অল্পদিন পরেই বুঝতে পারলাম যে নিচু লেভেলে উড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে আমরা কার্যকরভাবে অপারেশন চালাতে পারব।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে। এই যুদ্ধ ঘোষনার আগে ভারতের মাটি থেকে আমরা যদি বিমান হামলা চালাতাম তাতে অনেক অসুবিধা ছিল। তাই ভারতের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল কখন আমরা আক্রমন চালাব। সবশেষে সেই সুযোগ আসল।

৩রা ডিসেম্বর রাত দুটোর সময় একই সময়ে আমাদের বিমান চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী অয়েল ডাম্প এবং নারায়নগঞ্জের কাছে গোদানাইলে বিমান হামলা চালায় এবং এ হামলা খুব কার্যকরী হয়েছিল। এর পর থেকে আমরা বিমানে দিনের বেলাতেও আক্রমন চালাতাম। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে আমরা এয়ার সাপোর্ট দিয়েছি। এমন অনেক জায়গা ছিল যেগুলো ভারতীয় পাইলটরা চিনত না বা জনত না, সেখানে আমাদের পাইলটরা গিয়ে আক্রমন চালিয়েছে। যুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে বিশাল এলাকা মুক্ত হতে লাগল। প্রথমত মুক্তি এলাকাগুলোর প্রশানস সেক্টর কমাণ্ডারদের উপর ন্যস্ত করা হয়। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে যুদ্ধ খুব সুন্দরভাবে চলছে। ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা বুঝলাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্নসমর্পণ করবে।

১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে তৎকালীন প্রসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব মনসুর আলী, খন্দকার মুশতাক সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে যাবার জন্য বলা হয়। আমি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করি। আমাকে দমদম বিমানবন্দরে যেতে বলা হয়। আমি কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে গেলাম। সেখানে জেনারেল আরোরা, জেনারেল জেকব এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল। আমরা বাংলাদেশের পথে প্রথমে আগরতলাতে আসলাম। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হলাম।

ঢাকা বিমানবন্দরে রানওয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাস্তাঘাটে খুব বেশি লোকজন ছিল না। এ অবস্থা আমরা বিমানে বসে লক্ষ করছিলাম। বিমানবন্দরে খুব একটা ভিড় ছিল না। আমরা বিমান থেকে অবতরন করলাম। জেনারেল নিয়াজী আমাদেরকে সংবর্ধণা জানালেন।

আমরা বিমানবন্দর থেকে সোজা রেসকোর্সের মাঠে গেলাম। সেখানেও আস্তে আস্তে লোকের ভিড় হচ্ছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে ভাষন দিয়েছিলেন সেখানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জনগন আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তারা জেনারেল আরোরাকে কাঁধের উপর উঠিয়ে নেয় এবং বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে। জেনারেল নিয়াজীকে খুব বিমর্ষ দেখা হচ্ছিল।

ভারতীয় সরকার এবং জনগন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অভূতপূর্ব সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। ভারতকে সবসময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে হয়েছে। বিশ্ব জনমতের প্রতিক্রিয়া কি, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। তাদেরকে অনেক অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করতে হয়েছে।

আমি বলতে চাই তারা আবেগের বশবর্তী হয়ে কেনা কিছু করেনি। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষন করেছে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। রাজনৈতিক কুটনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সবকিছু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্নদেশ সফর করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে উপমহাদেশের ঘটনাবলী অবহিত করেছিলেন। আমার মনে হয় ভারত যুদ্ধের জণ্য প্রথমে প্রস্ত্তত ছিলনা। কিন্তু বিভিন্ন দেশ সফর করার পর হয়ত ভারত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ভারত প্রথমে আমাদেরকে স্বীকৃতিও দেয়নি। কারণ, যদি ভারত আমাদের প্রথমে স্বীকৃতি দিত তাহলে হয়ত বিশ্বজনমত যুদ্ধের জন্য ভারতকে দোষারোপ করত। অবশ্য ভারতীয় সেনাবহিনীর কিছু কিছু অফিসারের কার্যকলাপ জনসাধারনের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধে ভারতের জয়ের তিনটি প্রধান কারণ ছিলঃ ১। মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর চলাচলে কোন নিরাপত্তা ছিল না। তাদেরকে সব জায়গায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ২। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্য যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। বিমান বহিনীর আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব জায়গা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমস্ত গোপনীয় তথ্য জেনে নেয়।

স্বাক্ষরঃ আবদুল করিম খন্দকার
১৮-১০-১৯৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ কর্নেল মোহাম্মাদ শামসুল হক
১৭-৯-১৯৭৩

৩রা মে আমি ঢাকা ত্যাগ করি এবং দেশের বাড়িতে যাই (মতলব থানা কুমিল্লা জেলা)। ওখানে আমরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত রাইফেল ট্রেনিংয়ের ব্যাবস্থা করি। ওখান থেকে আমি লোক পাঠালাম আগরতলায়। মেসেঞ্জার এসে খবর দিল যে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের খুবই প্রয়োজন।

আমি আমার পরিবারকে গ্রামে রেখে মে মাসের দ্বিতীয় আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আগরতলায় পৌঁছে বাংলাদেশের অফিস কৃষ্ণনগরে আমার উপস্থিতি জানাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার দেখা হয়। ঐ দিন রাত জিয়াউর রহমানের সাথে ১নং সেক্টরের হরিনাতে যাই এবং ১ নং সেক্টরের মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১নং সেক্টরের বিভিন্ন সাব সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করি। কিছু ছেলেদের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং দিই। তারপর আমাকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। এবং ইস্টার্ন সেক্টরের মেডিকেল সার্ভিসেস এর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাকে মুজিবনগরে ডাইরেক্টর জেনারেল, মেডিকেল সার্ভিসেস, বাংলাদেশ ফোর্স এর দায়িত্ব দেয়া হয়। আমার দায়িত্ব ছিল ১০টি সেক্টরে এবং তিনটি ব্রিগেড মেডিকেল অফিসার নার্সিং ও ঔষধপত্র প্রভৃতি পাঠানো। ভারতের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ঔষধপত্র পেতাম।

আমাদের বিশ্রামগঞ্জে একটি বাংলাদেশ হাসপাতাল ছিল। এখানে প্রায় ২৮০টি বেড ছিল। বাকি সমস্ত সেক্টরে এবং সাব সেক্টরে অগ্রবর্তী ড্রেসিং স্টেশন প্রতিষ্টা করা হয়। এ সকল প্রতিষ্টানের কাজ ছিল আহত এবং অসুস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা করে তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল অথবা বেসামরিক হাসাপাতালে পাঠিয়ে দেয়া। এ ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল এবং বেসামরিক হাসপাতালগুলো আমাদের পুরোপুরি সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ ফোর্সের হাসপাতাল যেটা বিশ্রামগঞ্জে ছিল সেই হসপিটাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লন্ডনের বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি টাকা পয়সা এবং ডাক্তার দিয়েও সাহায্য করেছেন। ডাক্তার জাফর উল্লাহ চৌধুরী, ডাক্তার মোমেনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, কিছু দিনের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে যেতে হবে। তাই প্রত্যেক সেক্টরে নির্দেশ দিয়ে দিলাম মেডিকেল অফিসার এবং স্টাফদের তারা যেন ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি সবকিছু নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরের নিকটবর্তী সি-এম-এইচ এ রিপোর্ট করে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্নসমর্পনের পূর্বে বাংলাদেশের সমস্ত সি-এম এইচগুলোর (ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোর) তোষক, কম্বল প্রভৃতি সব পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

বাংলাদেশে আসার পর বিভিন্ন এলাকার পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আমরা সংগ্রহ করি।

বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর মোট দশজন ডাক্তার ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের যে সমস্ত ছাত্র ভারতে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন সেক্টরে এবং সাবসেক্টরে মেডিকেল এ্যাসিট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেকটা সেক্টরে অন্ততপক্ষে যদি একজন করে সামরিক বাহিনীর ডাক্তার থাকত তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা আরো সুষ্ঠুভাবে হত।

স্বাক্ষরঃ মোহাম্মদ শামসুল হক
কর্নেল
১৭-৯-৭৩

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা যোগাযোগের তৎপরতা	বাংলাদেশ একাডেমীর দলিলপত্র	১৯৭১

সাক্ষাৎকারঃ মেজর এম, এইচ, বাহার
২০-০১-৭৪

আগরতলা থেকে আমি রামগড়ে চলে আসি। সেখানে তখন মেজর জিয়ার নেতৃত্বে শুভপুর পুলের কাছে যুদ্ধ চলছিল। আমি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের অভাবে সেটা সম্ভবপর হয়নি। আমি আবার আগরতলাতে চলে আসি। সেখানে আমাদের সিগনালের কিছু লোক একত্রিত হয়েছিল। সেখানে তাদের জন্য একটা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারে বি-এস-এফ-এর কর্নেল বানার্জী আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। সেখানে আমি সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, ইপি আর এবং পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সাহায্য আগরতলা থেকে চারটি সেক্টরের সাথে রামগড়, মেলাঘর, তেলিয়াপাড়া এবং করিমগঞ্জে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করি। সেক্টর থেকে সাবসেক্টর পর্যন্ত বেতার ও লাইন যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হয়।

আগরতলা থেকে আমি জুলাই মাসে কলিকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগরে চলে যাই পশ্চিম দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। কর্নেল ওসমানী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন বিদেশ থেকে আমেরিকা, বৃটেন, দুবাই এই সমস্ত দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙ্গালীরা উন্নত মানের যোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে মুজিবনগরে পাঠাতে শুরু করেন। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি আমাদের অনেক কাজে এসেছিল।

মুজিবনগরে স্থানাভাব হেতু আমি আমার লোকজন, যন্ত্রপাতি নিয়ে ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার কল্যাণী (নদীয়া জেলা) চলে গেলাম। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঐখান থেকে আমি কাজ চালিয়েছি।

স্বাক্ষরঃ এম,এইচ, বাহার
মেজর
২০-১-৭৪

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। চূড়ান্ত পযায়ে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	…………	১৯৭১

চূড়ান্ত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রতিটি সেক্টর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস, ক্ষিপ্রতা ও অবশ্যম্ভাবী বিজয় দেখে পাকিস্তানী বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। সীমান্ত অঞ্চলে বিরাট এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। সারাদেশে গেরিলা তৎপরতা এতো বৃদ্ধি পায় যে পাকসেনারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।

পরিস্থিতি ক্রমশঃ পাকিস্তানী ও ভারতের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য ভারতের অর্থনীতিতে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। ভারত বৃহৎ শক্তিবর্গকে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বারবার অনুরোধ জানানোর জন্য কোনো ফলপ্রসূ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিবিসির সাথে ২ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন,''পূর্ব পাকিস্তানী ও ভারতের সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।'' আমেরিকান টেলিভিশন সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১১ আগস্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, ''দুটো দেশই এখন যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো।''

ইয়াহিয়া খান প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'লা ফিগারো' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১ সেপ্টেম্বর বলেন, 'আমি এই মর্মে সমগ্র বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে তারা যদি মনে করে বিনা যুদ্ধে তারা এক বিন্দু জমি দখল করতে পারবে তবে তারা মারাত্মক ভুল করছে। এর অর্থই হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ।' পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী ৭ই অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস-এ প্রকাশিত এক ঘোষণার বলেন, 'যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চায়, তাহলে সে যুদ্ধ হবে ভারতের ঘাঁটিতে।'

পাকিস্তানী সমরনায়কদের এসব বল্গাহীন বক্তব্যে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো যে ভারত ও পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এমন একটি সর্বাত্মক পাকিস্তান চীন ও আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপ আশা করেছিলো। অবশেষে ইয়াহিয়া ২৫ নভেম্বর আমেরিকান সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন 'আগামী দশদিন পরে আমাকে এই রাওয়ালপিন্ডিতে বসে থাকতে দেখবেন না। আমি তখন সীমান্তে যুদ্ধ করবো।' ইয়াহিয়া খান তার কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ৩ ডিসেম্বর বিকেল পৌনে ছ'টার সময় অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর ও আগ্রার বিমানবন্দরগুলোতে অঘোষিত বোমার্ষণ করে সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা করলো।

স্মরণাতীতকালের ইতিহাসে এই প্রথম একটি আক্রমণকারী দল অতিসহজেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। এর কারণ, সমগ্র দেশবাসী আক্রমণকারীদলকে শুধু অভ্যর্থনাই জানায়নি অত্যাচারী হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের জন্য তারা আক্রমণকারীদলকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ অসংখ্য নদী-নালার দেশ। আক্রমণকারীকে বিলম্বিত ও প্রতিহত করার জন্য নদী-নালা অত্যন্ত অসুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি নদী খুবই বিশাল। পাকা রাস্তা দিয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল যেতে হলে অসংখ্য নদী অতিক্রম করতে হবে। এই বিশাল নদীগুলো সমগ্র দেশকে কয়েকটি ভৌগোলিক

'রোববার'-স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৮৩-তে প্রকাশিত মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, পিএসসি-রচিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

এলাকায় বিভক্ত করেছে। রাস্তার উপরে ব্রীজগুলো ভেঙ্গে দিলে আক্রমণকারীকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া বিরাট এলাকা ক্রমাগতভাবে নিচু ও জলাধারে পূর্ণ। এই সমস্ত এলাকায় ভারি অস্ত্রসহ অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যুদ্ধ-কৌশল অনুযায়ী পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সব চাইতে বেশি, কারণ সমস্ত পাকা রাস্তা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকেছে এবং বড় বড় নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তাছাড়া পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধের সম্ভার ও যোগাগোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছিলো।

মেঘালয় সীমান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটির জন্য সৈন্য চলাচল সম্ভব ছিলো। কিন্তু গৌহাটি থেকে শিলং পর্যন্ত একটি মাত্র পাকা রাস্তা এবং তারপরই পাহাড়ী এলাকা দিয়ে সীমান্ত আসার পথ। এই এলাকায় বড় ধরনের সামরিক অভিযান সম্ভব ছিলো না বলেই সৈন্য সমাবেশ ছিলো সীমিত।

ত্রিপুরা ও শিলচর এলাকায় গোলাবারুদ ও রসদসম্ভার পর্যাপ্ত মজুত করা হয়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত। তারপর একটি মাত্র রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে আগরতলা পর্যন্ত আসা যায়। পরিষ্কারভাবে অনুমান করা যায় যে এখানে বড় ধরনের অভিযান সম্ভব ছিলো না। অক্টোবরের শেষের দিকে অবশ্য পাকিস্তানীদের ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পারে।

যেভাবেই হোক ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটানোই ছিলো নিয়াজীর পরিকল্পনা। সীমান্তে সব ক'টি পাকা রাস্তার উপরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে অগ্রসরমান সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় শক্ত-ঘাঁটি, প্রচুর গালাবারুদ এবং রসদপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে নিয়াজী অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মিলিত বাহিনীকে বিলম্বিত করতে চাইলেন।

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী এইসব শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম লক্ষ্য ছিলো ক্ষিপ্রতা ও গতি। বিদ্যুৎ গতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তের সবদিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে পাকসেনাদের ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়তঃ ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনী যেন একত্রিত হয়ে পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি এলাকায় সৈন্য সমাবেশ না করতে পারে তা নিশ্চিত করা। চতুর্থতঃ পাকা রাস্তা বাদ দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া। পঞ্চমতঃ মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে হবে-যাতে তারা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানী সমরনায়করা সম্ভবত ভেবেছিলেন ভারত সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি জেলা বা মহকুমা শহর দখল করেই ক্ষান্ত হবে। সম্ভবত এই কারণেই তারা সীমান্ত এলাকায় শক্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করেন। পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের গতি ও পরিণত সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। ফলে, ঢাকা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পাকবাহিনী। বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পলায়নপর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানীদের সৈন্য সমাবেশ ছিল নিম্নরূপঃ

যশোর এলাকাঃ নবম ডিভিশন জেনারেল আনসারীর নেতৃত্বে যশোর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১০৭ ব্রিগেড যশোরে এবং ৫৭ ব্রিগেড ঝিনাইদহে অবস্থিত ছিলো। এছাড়া ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও একটি রেকি এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন ছিলো।

উত্তর বাংলাঃ মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৬ ডিভিশনের সদর দফতরে নাটোরে অবস্থিত ছিলো। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে এবং ২০৫ ব্রিগেড বগুড়া

এলাকায় মোতায়েন করা হয়। একটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটালিয়ন, একটি রেকি ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন এবং একটি আমার্ড রেজিমেণ্ট ছিলো।

পূর্ব এলাকাঃ মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বে চতুর্দশ ডিভিশনকে পূর্বাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মেজর জেনারেল জামসেদের নেতৃত্বে ৩৬ ডিভিশন ঢাকায় ও মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বে ৩৯ ডিভিশন চাঁদপুরে গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এই দু'টি ডিভিশন কোনক্রমেই পাকশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেনি, কারণ বিভিন্ন ইউনিট পুনর্বিন্যাস করেই এই ডিভিশন দু'টি গড়ে তোলা হয়। ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায়, ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহ ও ২১২ ব্রিগেড সিলেটে মোতায়েন করা হয়। সিলেটে একটি ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারী ও দুইটি মর্টার ব্যাটারী ও মাত্র চারটি ট্যাংক ছিলো।

চট্টগ্রাম এলাকাঃ চট্টগ্রামে ৯৩ ইণ্ডিপেডেণ্ড ব্রিগেড অবস্থিত ছিলো যার অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লা।

অপর দিকে ভারতীয় ইস্টার্ন কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ছিলো তিনটি নিয়মিত কোর, একটি কমিউনিকেশন জোন ও প্রায় এক লাখ মুক্তিযোদ্ধা সমন্বিত ১১টি সেক্টর।

দ্বিতীয় কোরঃ কৃষ্ণনগরে ছিলো দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর। লেঃ জেনারেল টি, এন, রায়না ছিলেন কোর কমাণ্ডার। এতে ছিলো নবম ও চতুর্থ পাবর্ত্য ডিভিশন। এছাড়া ছিলো টি-৫৫ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে গঠিত একটি মাঝারি আমার্ড রেজিমেণ্ট, একটি পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংকসজ্জিত একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেণ্ট, ১৩০ মিলিমিটার (রাশিয়ান) একটি মাঝারি গোলন্দাজ ইউনিট ও ব্রিজিং ইউনিট।

তেত্রিশ কোরঃ তেত্রিশ কোরের সদর দপ্তর ছিলো শিলিগুড়িতে। লেঃ জেনারেল এম, এল, থাপান ছিলেন এই কোরের কমাণ্ডার। ৬ পার্বত্য ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এছাড়া পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সমন্বয়ে একটি হালকা আমার্ড রেজিমেন্ট, একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট (বৃটিশ৫.৫") ও একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিং ইউনিট ছিলো।

চতুর্থ কোরঃ চতুর্থ কোরের সদর দপ্তর ছিলো আগরতলায়। লেঃ জেনারেল সাগত সিং এই কোরের কমাণ্ডার ছিলেন। অষ্টম, সাতান্ন ও তেইশ পার্বত্য ডিভিশন নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এছাড়া দুই স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ট্যাংক ও একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট (বৃটিশ ৫.৫") ছিলো।

১০১ কমিউনিকেশন জোনঃ ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সদর দপ্তর ছিলো গৌহাটিতে। মেজর জেনারেল জি, এস, গিল ছিলেন এর কমাণ্ডার। যুদ্ধে জেনারেল গিল আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। একটি পদাতিক ব্রিগেডের সমান ছিলো এর আকার ও শক্তি। এছাড়া সমস্ত সীমান্ত এলাকা জুড়ে ছিলো মুক্তিবাহিনীর ১১টি সেক্টর।

দ্বিতীয় কোর ফ্রন্টে জেনারেল রায়নার কমাণ্ডে দুই ডিভিশন সৈন্য মধুমতি নদীর দিকে ধাবিত হয়। পদ্মা থেকে শাখা নদী মধুমতি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবন এলাকায় পতিত হয়েছে। এই ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিলো পদ্মার পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত এলাকা মুক্ত করা। দ্বিতীয় কোর কমাণ্ডার পাকিস্তানী শক্ত প্রতিরক্ষার উপরে আক্রমণ অব্যাহত রেখে দ্রুতগতিতে একাধিক দলে মধুমতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে, অন্য একটি মাগুরা হয়ে যশোর বরাবর এবং অপর একটি দল খুলনা ও বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আট নম্বর সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল মনজুরের নেতৃত্বে আগেই মুক্তিবাহিনী চৌগাছা দখল করে। ২৪ নভেম্বর সংঘটিত চৌগাছা যুদ্ধে পাকসেনারা ৪টি শাফি ট্যাংক হারায়। একটি ভারতীয় ব্রিগেড ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু

করে। একইভাবে কুষ্টিয়ার পথে দর্শনা আক্রমণ করা হয়। আট নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের তিন তারিখে সিংহঝুলিতে পৌঁছায়। ঝিকরগাছার পতন হয় ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে। তারপর তিনদলে বিভক্ত হয়ে যশোর আক্রমণ করা হয়। উত্তরে দিকের দলটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক ধরে আক্রমণ অব্যাহত রাকে। মধ্যবর্তী দলটি ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চিতের বিল এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ দিকে বেনাপোল-যশোর সড়কে অগ্রসর হয় অপর একটি দল।

ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে কোটচাঁদপুরে যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে জংশন দখল করে রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অগ্রসরমান এই দলটি উত্তর দিকে ধাবিত হয় এবং ৭ ডিসেম্বর আরও ৩০ মাইল অগ্রসর হয়ে ঝিনাইদহ দখল করে। ঝিনাইদহ যুদ্ধে মেজর মুস্তাফিজ আহত হন।

লেঃ জেনারেল নিয়াজী ৫ ডিসেম্বর রাত পাকবাহিনীকে পেছনে সরে আসতে নির্দেশ দেন। সম্ভবত ঢাকার পথে পেছনে এসে মেঘনার তীরে সৈন্য সমাবেশ করে ঢাকা রক্ষা করার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু তা আর সম্ভব ছিলো না, কারণ যশোর-ঢাকা সড়ক মিত্রবাহিনীর দখলে চলে গেছে। মধুমতি অতিক্রম করে মিত্রবাহিনীর একটি দল খুলনার দিকে এবং অপর একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে অভিযান অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানী নবম ডিভিশন যশোর সেনানিবাস ছেড়ে মাগুরার দিকে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। পরবর্তীকালে মেহেরপুর দখলের পর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার দিকে যাত্রা অব্যাহত থাকে।

ডিসেম্বর ১২ তারিখে ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়ার মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয়। লেঃ সিদ্দিক ও ক্যাপ্টেন হুদা এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। লেঃ সিদ্দিকী ১৪ ডিসেম্বর এই যুদ্ধে একটি চোখ হারান। মুক্তিবাহিনী আক্রমণ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে।

মেজর জলিলের নেতৃত্বে নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলো। ৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী খুলনা দখল করে। ৭ ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত হয় এবং পাকসেনারা ক্যাপ্টেন বেগ ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হায়াত তার সৈন্যসামন্তসহ আত্মসমর্পণ করে।

৩৩ কোর ফ্রন্টে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দল পাকিস্তানী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোকে আক্রমণ করে এবং মূল আক্রমণ পরিচালিত হয় হিলিতে।

একটি ব্রিগেড জলপাইগুড়ি সীমান্তে এবং অন্য একটি ব্রিগেড কুচবিহার সীমান্তে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ করে। এক ডিভিশন সৈন্য হিলি আক্রমণ করে। হিলিতে পাকসেনারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে।

ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে পীরগঞ্জ ও খানপুর দখল হয়। ৭ ডিসেম্বর লালমনিরহাট শত্রুমুক্ত হয়। দুর্গাপুর ৮ ডিসেম্বর দখল হয় এবং ৯ ডিসেম্বর রংপুর ও দিনাজপুর পাকঘাঁটি আক্রমণ করা হয়।

মিত্রবাহিনীর একটি দল হিলিকে এড়িয়ে পলাশবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

উইং কমান্ডার এম, কে, বাশারের নেতৃত্বে ছয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ৫ ডিসেম্বর ধরলা নদী অতিক্রম করে কুড়িগ্রাম দখল করে। পাকসেনারা কুড়িগ্রাম থেকে পালিয়ে লালমনিরহাটে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর তিস্তা নদীর তীরে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নেয়। ৩ ডিসেম্বর তারিখে ভজনপুর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ঠাকুরগাঁও বীরগঞ্জ দখল করে। ১২ ডিসেম্বর রংপুর ও সৈয়দপুর সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। পাকসেনারা ১৭/১৮ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

সাত নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা নবাবগঞ্জের দিকে অভিযান শুরু করে। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয়। অপর একটি দল লেঃ রফিকের নেতৃত্বে মহানন্দ নদী অতিক্রম করে রোহনপুর-

নাচোল-আমনুরা বরাবর অগ্রসর হয়ে নবাবগঞ্জ আক্রমণ করে। অপর একটি দল লেঃ রশিদের নেতৃত্বে গোমস্তাপুর হয়ে নবাবগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ ডিসেম্বর বারঘরিয়ার নদী অতিক্রম করে প্রতিটি বাংকার চার্জ করার সময় এই নির্ভীক যোদ্ধা শহীদ হন। এই সেক্টরের তপন ও হামজা সাবসেক্টরে সৈন্যরা হিলি থেকে বগুড়া হয়ে দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে লালগোলা সাবসেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মা নদী পার হয়ে রাজশাহী আক্রমণ করে এবং শেখপাড়া সাব-সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রশিদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল পাবনা অভিমুখে যাত্রা করে। পাকসেনারা রাজশাহী ছেড়ে নাটোরে আশ্রয় নেয়। ১৭ ডিসেম্বর সমবেত পাকসেনারা নাটোরে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে যশোর দখলের পর লেঃ আকতার কালিগঞ্জের দিকে এবং লেঃ অলীক কুমার গুপ্ত ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হয়। মিত্রবাহিনী খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। রূপদিয়া ও নোয়াপাড়া দখলের পর শিরমনিতে যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে পাকিস্তানী ১৫ এফ এফ রেজিমেন্ট সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। পশ্চিমে জলাধার আর পূর্বদিকে নদী। পাকসেনারা এখানে প্রবলভাবে বাধা দিতে সক্ষম হয়। পাঁচ দিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শিরমনির পতন হয় ১৬ ডিসেম্বর সকালে। মেজর জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রূপসা নদীর তীরে এসে পৌঁছায় এবং খুলনা আক্রমণ করে। ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার পতন হয়। নবম সেক্টর সৈন্যরা লেঃ হুদার নেতৃত্বে এবং অষ্টম সেক্টর সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা দখল করে।

ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহি, ফ্লাইং অফিসার কালাম ও লেঃ নূরুন্নবী কুষ্টিয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মেজর আযম চৌধুরী দুই কোম্পানী নিয়ে ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর দখল করেন ও পরদিন চুয়াডাঙ্গা শত্রুমুক্ত করেন।

ফরিদপুরের দিকে অগ্রসরমান যৌথ বাহিনী কামারখালি ঘাটে ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানীদের সাথে সংঘর্ষ আসে। মধুমতি নদীর সকল সম্ভাব্য অতিক্রম স্থানে পাকসেনারা প্রহরারত ছিলো। লেঃ মোস্তফা স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে নৌকা সংগ্রহ করে। ১৪ এপ্রিল মধুমতি নদী অতিক্রম করে মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দেয়। মিত্রবাহিনী এয়ারব্রিজ অপারেশন করে মধুমতি অতিক্রম করে।

চার নম্বর সেক্টর এলাকায় ৭ ডিসেম্বর পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে দরবশত ছেড়ে হরিপুরে পলায়ন করে। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী নদী পার হয়ে মুক্তিবাহিনী ওপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে মুক্তিবাহিনী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর হরিপুর আক্রমণ করে এবং ১৩ ডিসেম্বর হরিপুর শত্রুমুক্ত হয়। ডিসেম্বর ১৫ তারিখে পাকিস্তানী ঘাঁটি খাদিমনগরের ডান দিক থেকে মিত্রবাহিনী ও বাম দিক থেকে সেক্টরবাহিনী আক্রমণ করে। সিলেট মুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

পাঁচ নম্বর সেক্টরে ৩ ডিসেম্বর গোয়াইনঘাটে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। ৩ ডিসেম্বরেই গোয়াইনঘাট মুক্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ থেকে মৌলবীবাজার হয়ে সিলেটের পথে যাত্রা শুরু করে মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ মুক্ত হয়। সেক্টর কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শওকত ছাতক আক্রমণ করেন ৭ ডিসেম্বর এবং ঐ দিনই রাত আটটায় ছাতক দখল হয়। মেজর শাফায়াত জামিল সালুটিকর বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৯ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। ১৫ ডিসেম্বর এই বাহিনী বিশ্বনাথ দখল করে। প্রায় তিনশ' মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ক্যাপ্টেন নবী রাধানগর গোয়াইনঘাট আর্টিলারী সাপোর্ট ছাড়াই আক্রমণ করে দখল করেন। এর আগে ভারতীয় গুর্খা রেজিমেন্ট দুইবার আক্রমণ করে বিফল হয়।

চতুর্থ কোর ফ্রন্টে তিন ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী উত্তরে মেঘালয় সীমান্ত থেকে ত্রিপুরার দক্ষিণে ফেনী পর্যন্ত ২৪০ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ধাবিত হয়। এই কোরের দায়িত্ব ছিলো সুরমা নদী থেকে মেঘনার

পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করা। চট্টগ্রাম যাওয়ার রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মেঘনা পার হয়ে ঢাকার পথে অভিযান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

পরিকল্পনা মোতাবেক জেনারেল সগত সিং এক ডিভিশন সৈন্য শিলচর-করিমগঞ্জ হয়ে সিলেটের দিকে পাঠান। অন্য একটি ডিভিশন আখাউড়া-আশুগঞ্জ বরাবর পাঠানো হয়। পরিকল্পনা মতো অপর ডিভিশনটি তিন দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম দলটি কুমিল্লা আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং অন্য দল দুটির একটি লাকসাম-চাঁদপুর এলাকায় এবং অপরটি ফেনী থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে।

মুক্তিবাহিনী করিমগঞ্জ জয় করে মুন্সীনগরের দিকে এগিয়ে চলে। মুন্সীনগরের পতন হয় ৫ ডিসেম্বর। এরপর একটি দল মৌলবীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। ডিসেম্বর ৮ তারিখে মৌলবীবাজার দখল হয়। অন্য একটি দল সিলেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

সিলেট আক্রমণ সহজসাধ্য ছিলো না। নদী অতিক্রম অপারেশনের জন্য যথেষ্ট ব্রীজ তৈরির যন্ত্রাদি ছিলো না। রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারের সাহায্যে এয়ার ব্রিজিং অপারেশন শুরু হয়। পরদিন সাকলে এই দলটি সিলেটের উপকণ্ঠে আসতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ কোরের যে ডিভিশনটি আখাউড়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে-জেনারেল সগত সিং মেঘনা অক্রিম করে ঢাকার দিকে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিবাহিনীর তিন নম্বর সেক্টর ও 'এস' ফোর্স তখন আখাউড়ায় পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত।

আখাউড়া থেকে রেলওয়ে লাইন আশুগঞ্জের দিকে চলে গেছে। চলাচলের কোনো রাস্তা ছিলো না। শায়েস্তাগঞ্জ থেকে ভৈরববাজার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ নদী একটি বিরাট বাধা হিসেবে দেখা দেয়।

অগ্রবর্তী ব্রিগেড আখাউড়া ঘিরে ফেলে এবং গঙ্গাসাগরের দিকে এগিয়ে চলে। এইসময়ে পাকিস্তানী স্যাবরজেট বিমানগুলো হামলা চালায়। ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাল্টা আক্রমণ চালালে পাকিস্তানী বিমানগুলো পালিয়ে যায়। ৫ ডিসেম্বর আখাউড়ার পতন হয়।

ভারতীয় ৩১১ পার্বত্য ব্রিগেড, ৭৩ পার্বত্য ব্রিগেড তখন নরসিংদীতে অবস্থান করছিলো। মিত্রবাহিনী ১২ ডিসেম্বর ডেমরা দখল করে। 'এস' ফোর্স পদব্রজে বোলতাপুল হয়ে রূপগঞ্জ দিয়ে বালু নামক স্থানে নদী অতিক্রম করে ডেমরা পৌঁছায় ১৩ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। 'কে' ফোর্স দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল চট্টগ্রামের দিকে এবং অপর দল চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হয়। দশম ইস্ট বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর ৮৩ ব্রিগেডের সাথে যৌথভাবে ফেনী শহর দখল করে। এই বাহিনীকে নোয়াখালী সদরে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী বাধা দেয় কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐদিনই তারা চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। ফেনী থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ছিলো মাত্র ৬৫ মাইল। যৌথ বাহিনী ১৩ ডিসেম্বর কুমিরা পৌঁছায় দুপুর বারোটায়। ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের নেতৃত্বে নবম বেঙ্গল এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গল প্রবল পরাক্রমে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আখাউড়ার প্রতিরক্ষার নিয়োজিত রেখে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এস' ফোর্স মাধবপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইল পৌঁছায় ডিসেম্বর ৮ তারিখে। আখাউড়ার যুদ্ধে লেঃ বদিউজ্জামান শহীদ হন। পরিকল্পনা হয় ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে একটি দল শহরে ঢুকবে, অপর দল উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাবে- আর মিত্রবাহিনী আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন এবং উজানী সর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক হয়ে অগ্রসর হবে। 'এস' ফোর্সের ১১ বেঙ্গলকে চান্দুরার উত্তরে রোড ব্লক করে চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। ১১ বেঙ্গল পাইকপাড়ায় এলে মেজর নাসিম

শাহবাজপুর, সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানীদের একটি গাড়ী তেলিয়াপাড়া থেকে মেজর ভূঁইয়াকে অতিক্রম করে চলে আসে। 'এস' ফোর্স কমাণ্ডার নিজেদের গাড়ী মনে করে গাড়ী থামান। গাড়ী থামলে দেখা গেল গাড়ীতে পাকসেনা। পাকিস্তানী সুবেদারের সাথে কর্নেল শফিউল্লাহর হাতাহাতি শুরু হয়। পাকসেনার গুলীবর্ষণে কর্নেল শফিউল্লার কোমরের পিস্তলটি বিধ্বস্ত হলো কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। মেজর নাসিমসহ ১১ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর মতিন ১১ বেঙ্গলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ৭ ডিসেম্বর শাহবাজপুর আক্রমণ করে শত্রুমুক্ত করেন। ৮ ডিসেম্বর মেজর ভূঁইয়া ও 'এস' ফোর্সের দলটি সরাইল হয়ে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়।

পাকবাহিনীর ১৪ ডিভিশন সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলো। ১০ ডিসেম্বর ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট পাকিস্তানী ব্যূহ ভেদ করে আশুগঞ্জে ঢুকে পড়ে। 'এস' ফোর্স ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০/১১ ডিসেম্বর পাকসেনারা আশুগঞ্জ ছেড়ে ভৈরব চলে যায় এবং ভৈরব ব্রিজটি ধ্বংস করে। ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ১৯ পাঞ্জাবকে হেলিকপ্টার যোগে নদীর অপর পাড়ে নামানো হয়। দ্বিতীয় বেঙ্গল ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা পায়ে হেঁটে নরসিংদী অগ্রসর হয়। ১১ বেঙ্গল ভৈরব অবরোধ করে রাখে।

কুমিরাতে পাক ঘাঁটি ছিলো খুবই শক্তিশালী। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দশম বেঙ্গলের এক কোম্পানী কুমিরায় রেখে পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী যাত্রা করেন। ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী হাটহাজারী পৌঁছে যায়। চতুর্থ বেঙ্গল চট্টগ্রাম-রাংগামাটি সড়ক দিয়ে হাটহাজারীর সন্নিকটে এসে পড়ে। নবম বেঙ্গলও এখানে এসে পৌঁছায়। ১৫ ডিসেম্বর হাটহাজারীতে সন্নিকটে এসে পড়ে। নবম বেঙ্গলও এখানে পৌঁছায়। ১৫ ডিসেম্বর হাটহাজারীতে অবস্থানরত পাকসেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী অফিসার মেজর হাদী এক কোম্পানী পাকসেনাসহ আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে পকসেনারা কুমিল্লা ছেড়ে ফৌজদারহাটে এসে অবস্থান নেয়। সম্মিলিত বাহিনী ফৌজদারহাট আক্রমণ করে। ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অবস্থানরত পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেন।

এক নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে ছাগলনাইয়া দখল করে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ 'কে' ফোর্সের সাথে যোগ দিয়ে ফেনী-চট্টগ্রাম সড়ক ধরে একটি দল মুহুরী নদী ধরে এবং অপর দলটি চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ক্যাপ্টেন মাহফুজ সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ৯ ডিসেম্বর জোরারগঞ্জ এসে পৌঁছায়। জোরারগঞ্জ যুদ্ধে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে পিছু হটতে থাকে। শুভপুর ব্রিজটি পলায়নপুর পাকবাহিনী ধ্বংস করে দেয়।

সীতাকুণ্ড দখলের জন্য ক্যাপ্টেন মাহফুজ ডান দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং মিত্রবাহিনী সম্মুখভাগে এগিয়ে চলে। যৌথবাহিনী চন্দ্রকান্তের মন্দিরে এসে পৌঁছলে পাকসেনারা আর্টিলারীর সাহায্যে প্রবলভাবে বাধা দেয়। ১১ ডিসেম্বর সীতাকুণ্ডের পতন হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই বাহিনী কুমিরায় অবস্থানরত দশম বেঙ্গলের সাথে যোগদান করে।

চতুর্থ কোর ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে দ্রুতগতিতে ঢাকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অপর একটি দল চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় কোর ও মুক্তিবাহিনী মধুমতি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। একটি দল মাগুরার দিক ও অন্য দলটি যশোর দখলের পর খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী ফরিদপুর দখল করে। দৌলতপুরের পতন হয় একই দিনে। পাকসেনাদের কুষ্টিয়া যশোরের দিকে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর-পশ্চিম দিকে লালমনিরহাটের পতন হয়। এর আগে জয়মনিরহাট যুদ্ধে লেঃ সামাদ শহীদ হন। ১২ ডিসেম্বর ঘোড়াঘাট দখল হয় এবং মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গোবিন্দপুর পরদিন শত্রুমুক্ত হয়। ১৪ ডিসেম্বর বগুড়ার পতন হয়।

১০১ কমিউনিকশন জোন এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী তুরা থেকে জামালপুরের দিকে ধাবিত হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড এই এলাকায় মোতায়েন ছিলো। ব্রিগেড সদর দপ্তর ও দুইটি ব্যাটালিয়ন ময়মনসিংহে এবং একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়।

ডিসেম্বর ৯ তারিখে সম্মিলিত বাহিনী জামালপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে যায়। একটি দল ব্রাক্ষ্মপুত্র অতিক্রম করে জামালপুরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকবাহিনী ময়মনসিংহ থেকে একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে স্থানন্তরিত করে।

১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ি হয়ে ময়মনসিংহের দিকে ধাবিত হয়। ৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শত্রুমুক্ত হয়। জামালপুরের মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী পরাজিত হয়। মেজর জেনারেল গিল গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা অধিনায়ক নিযুক্ত হন। পাকসেনাদের একটি দল টাঙ্গাইল চলে যায়। সম্মিলিত বাহিনী টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হয়।

১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে ছত্রী সেনার একটি ব্যাটালিয়ন অবহরণ করে। জামালপুর যুদ্ধে পরাজিত পাকসেনারা টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকিস্তানীদের পালাবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সৈন্যরা টাঙ্গাইলে পৌঁছে যায়। ১৩ ডিসেম্বর পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে আত্মসমর্পণ করে। পলায়নপর বিপুলসংখ্যক পাক সেনা গ্রামবাসীর হাতে নিহত হয়। সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার পথে মির্জাপুরের দিকে যাত্রা করে। ১৪ই ডিসেম্বর যৌথ দল টঙ্গীর কাছাকাছি এসে পড়ে। এই বাহিনী কালিয়াকৈর হয়ে সাভার এসে পৌছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে পড়ে। ১১ই নভেম্বর নাগরা তার এডিসি'র মারফত নিয়াজীকে আত্মসমর্পনের উপদেশ দিয়ে পত্র পাঠালেন।

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী ১৪ই ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে ভারতীয় জেনারেল গান্ধর্ব নাগরার কাছে আত্মসমর্পন করে। মুক্তিবাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়গান ও উল্লাসের মধ্যে ঢাকা দখল করে।

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পুর্বাঞ্চলে মাত্র এক স্কোয়াড্রন ১৮ স্যাবর জেট বিমান ছিলো। সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানীরা বিমান শক্তি সম্পুর্ণভাবে হারায়। ভারতীয় বিমানবাহিনী একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।

ভারতীয় নৌবাহিনী ফ্লিট এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার 'ভিক্রান্ত' বঙ্গোপসাগরে ঢুকে সমুদ্র পথের গতিরোধ করে। 'ভিক্রান্ত' থেকে যুদ্ধ বিমানগুদেলা চট্রগ্রাম বন্দর, বিমান বিমান বন্দর ও চালনা বন্দর আক্রমন করে। এই যুদ্ধ জাহাজের প্রধান কর্তব্য ছিলো সমুদ্র পথে পাকসেনা পালিয়ে যেতে না দেয়া এবং সমুদ্র পথে কোন সাহায্য যাতে নাসতে পারে তা নিশ্চিত করা।

পাকিস্তান পূর্বাঞ্চালীয় নৌবাহিনীর কয়েকটি মাত্র গানবোট সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১২ অক্টোবর 'পদ্মা ও পলাশ' নামে দু'টি গানবোট সমন্বদেয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সংযোজিত করা হদয়। ৬ ডিসেম্বর যশোরের পতনের পর 'পদ্মা ও পলাশ' এবং ভারতীয় গানবোট 'পানভেল' হিরণপয়েন্ট মঙ্গলা বমদর এবং খুলনার খালিশপুরে পাক নৌ ঘাঁটি পি,এন, এস 'তিতুমীর' দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ৯ই ডিসেম্বর কোনো বাধা ছাড়াই এই গানবোটগুলো হিরণপয়েন্ট পৌঁছায়। পরদিন ১০ ডিসেম্বর অভিযান শুরু হয়।

বেলা ১২টার সময় খুলনা শিপইয়ার্ডের সন্নিকটে আকাশে তিনটি জংগী বিমান দেখা যায়। ভারতীয় নাবিক বলেন যে, বিমানগুলো ভারতীয়। আকস্মিকভাবে জংগী বিমানগুলো বোমাবর্ষণ শুরু করে। ভারতীয় নাবিক

সবাইকে জাহাজ ত্যাগ করতে বলেন। ইঞ্জিন আর্টিফিসার মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন উপরে এসে চিৎকার করে জানতে চান 'জাহাজ থামতে কেন বলা হয়েছে। আমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই-এগিয়ে যাবোই।'' বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন 'পলাশ'-এর উপরে পাকিস্তানী বোমাবর্ষণের ফলে শহীদ হন।

৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রস্তাব পাস করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ইয়াহিয়া খান প্রত্যাশিত আমেরিকান ও চীনের সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বঞ্চিত হন। পাকিস্তানী এক লক্ষ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিবাহিনীর পরম বিজয় সূচিত হলো-পৃথিবীর মানচিত্রে সংযোজিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭। মিত্রবাহিনীর তৎপরতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য	'বাংলা নামে দেশ'-অভীক সরকার সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৯৮-১৩৯	১৯৭১

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। মধ্যরাত্রি থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেল ভারত পাক যুদ্ধ। এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উরপ আক্রমণ শুরু করল ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী। আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।

সব যুদ্ধই কোনও একটা মুহূর্তে শুরু হয়। কিন্তু তা বলে কোনও যুদ্ধই ঠিক আকস্মিক শুরু হয় না। প্রত্যেকটা যুদ্ধের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। থাকে বিস্তারিত পরিকল্পনা। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই শুরু হয় সেই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। দুপক্ষেরই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। যেমন এ যুদ্ধেরও ছিল। এবারের ভারত পাক যুদ্ধের। এবং তারই মূল অংশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়েরও।

এপ্রিল-মে থেকেই ভারতীয় এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। সাধারণত লক্ষ্যটা স্থির করে দেন রাষ্ট্রনায়করা। সমরনায়করা সেই অনুসারে তাদের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং প্রস্তুতি গড়েন।

এপ্রিল মাসের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটা দিক তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেনঃ (এক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাবে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করবে। (দুই) মুক্তি বাহিনীকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে বলে পাক বাহিনী যদি ভারতের উপর হামলা করে তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেই আক্রমণের জবাব দিতে হবে। (তিন) বাংলাদেশের সমস্যার যদি কোনও রাজনৈতিক সমাধান না হয় তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ের নামতে হতে পারে। (চার) যদি চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামতে হয়ই তাহলে তার লক্ষ্য হবে রাজধানী ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশকে দখলদার পাক বাহিনীর কবলমুক্ত করা। (পাঁচ) মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে তাহলে রাজধানীসহ গোটা বাংলাদেশকে খুব দ্রুতগতিতে মুক্ত করতে হবে। (ছয়) বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অংশ নেওয়া মানেই হবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। সুতরাং লড়াই শুধু পূর্বে হবে না, হবে পশ্চিমেও। এবং (সাত) পাক-ভারত লড়াই হলে উত্তর সীমান্তে চীনের কথাও মনে রাখতে হবে।

এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দুভাবে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করল এবং প্রস্তুতি গড়ে তুলল। (এক) মুক্তি বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করা। (দুই) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা এবং তার প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রথমেই কতকগুলি অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশে অসংখ্য নদীনালা। কতকগুলি নদী বিশাল। আর, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র জলাভূমি এবং এইসব জলাভূমিতেও শীতকালেও কিছু কিছু জল জমে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদীনালাগুলি অধিকাংশই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। তাই পশ্চিম থেকে পূর্বে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনও বড় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে হলে নানা কারণে পশ্চিম দিক থেকে পাঠানোই সুবিধা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাস্তাঘাট অত্যন্ত কম। সামান্য কয়েকটি মাত্র পাকা রাস্তা আছে। সেগুলিও অসংখ্য নদীনালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায়

সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ-বোট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীতে মোট সৈন্য এবং আধা সৈন্য প্রায় চার ডিভিশন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত ঘাঁটি থেকে কোনও সেনাবাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে আক্রমণকারীর অন্তত তিনগুণ শক্তি চাই। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য অন্তত বারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য প্রয়োজন। অথচ তা পাওয়া যাবে না। কারণ, পশ্চিম খন্ডেও বহু সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ রাখা প্রয়োজন। আর, উত্তরের জন্যও কিছু সৈন্য এবং বিমান মজুত রাখতে হবে। পঞ্চমত, এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব দ্রুত ঢাকাসহ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে-কিন্তু বাংলাদেশে এমন সতর্কভাবে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি না হয়, দেশের কোনও সম্পদ ধ্বংস না হয় এবং লড়াইটা চলে শুধু পাক বাহিনীর সঙ্গে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করতে হবে, কিন্তু আর পাঁচটা লড়াইয়ের মত সর্বাত্মক লড়াই করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করল।

সেই পরিকল্পনা পাঁচটা লক্ষ্য। প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, ক্ষিপ্রতা। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী স্থির করল যদি যুদ্ধে নামতেই হয় তাহলে দু’ সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। একমাত্রসেই দিকেই এগোতে হবে। অন্যান্য শহর বা ঘাঁটি দখলের জন্য সময় বা শক্তি নষ্ট করা হবে না। সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে তার চেয়ে অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করছে। আর তাকে দেখাতে হবে যে ভারতীয় বাহিনী সবদিক থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে যাতে শত্রুপক্ষ তার সৈন্যবাহিনী কোনও একটা এলাকায় জড় না করতে পারে এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় লক্ষ্য, সেই ছড়িয়ে পড়া পাকবহিনীকে আবার একত্রিত হতে না দেওয়া-যাতে পাক বহিনী রিগ্রুপড হয়ে কোনও দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে না নামতে পারে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তারা ঢাকা রক্ষার জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে।

চতুর্থ লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনী যাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে কোনও কোনও বড় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং যেন ভারতীয় বাহিনীর ক্ষতি যথাসম্ভব কম হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিচালকরা এটাও জানতেন যে কোথাও কোন বড় দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হলে তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে এবং জাতীয় সম্পদও ধ্বংস হতে বাধ্য। এই জন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথম থেকেই টিক করল বাংলাদেশে ঢুকতে হলে বড় সড়কগুলি এড়িয়ে যাবে। এবং এগোবে কাঁচা পথ দিয়ে-যেখানে পাকবাহিনী তাকে আশা করবে না, যেখানে পাক-বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ বা মাইন থাকবে না, যেখানে শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না এবং যেখানে জনবসতি খুবই কম থাকবে।

পঞ্চম লক্ষ্য, গোড়া থেকেই এমনভাবে আক্রমণটা চালানো এবং পরিচালনা করা যাতে বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর মনোবল লড়াইয়ের প্রায় শুরুতেই ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং যাতে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই পাঁচটা লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশের প্রায় চতুর্দিকে এইভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালোঃ

২ নং কোর। সদর দফতর-কৃষ্ণনগর। প্রধান- লেঃ জেঃ টি, এন, রায়না। দুটো পার্বত্য ডিভিশন ৯ম ও ৪র্থ। তৎসহ টি-৫৫ এস রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পিটি-৭৬ সাঁতারু রুশ ট্যাঙ্ক সজ্জিত আর এক হাল্কা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, একটা মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট-১৩০ মিলিমিটার দূরপাল্লার রুশ কামানসহ ব্রিজ তৈরী করতে পারে এমন একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ৯ম ডিভিশন তার প্রধান ঘাঁটি করল ২৪ পরগনার বয়রার কাছাকাছি। ৪র্থ ডিভিশনের মূল ঘাঁটি হল কৃষ্ণনগর গেদের মাঝামাঝি।

৩৩নং কোর। সদর দফতর-শিলিগুড়ি। প্রধান- লেঃ জেঃ এম, এল, থাপান। ৬ এবং ২০নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ রুশ পিটি-৭৬ এস ট্যাঙ্কেসজ্জিত একটা হাল্কা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটি মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরি করার একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ২০নং পার্বত্য ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি করল বালুরঘাটের কাছে। ৬নং ডিভিশন কোচবিহার জেলায়।

এই ৩৩নং কোরের আর একটা অংশের ঘাঁটি হল গোহাটিতে। পরিচিতিঃ ১০১নং কমিউনিকেশন জোন। প্রধানঃ মেঃ জেঃ জি এস, গিল। শক্তিঃ দুই ব্রিগেড পদাতিক সৈন্য। জামালপুরের কাছে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ে জেনারেল গিল আহত হওয়ার পর এই বাহিনীর প্রধান হলেন মেঃ জেঃ জি, নাগরা।

৪ নং কোর। সদর দফতর-আগরতলা। প্রধান- লেঃ জেঃ সগত সিং। ৮, ৫৭ এবং ২৩নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ দু' স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ এস রুশ সাঁতারু ট্যাঙ্ক, বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটা মাঝারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ঐ তিনটি পার্বত্য ডিভিশনকে ভাগ ভাগ করে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

এটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাব। এর সঙ্গে ছিল কর্নেল ওসমানির অধীনস্থ প্রায় ৬০,০০০ মুক্তিসেনা। এরা মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত ছিলঃ মুক্তিফৌজ এবং মুজিববাহিনী বা মুক্তিবাহিনী (এফ-এফ)। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা নবপর্যায়ে জুন মাস থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে লড়াই চালাতে শুরু করেছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মেঃ জেঃ বি, এন, সরকার। যুদ্ধ যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেল এবং যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ে অংশ নিলেন তখন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত হল একটি কমাণ্ড। এই কমান্ডের প্রধান হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা।

এখানে দুটো জিনিস বোধ হয় আগাম ব্যাখ্যা করে রাখা ভাল। ওপরের তালিকা থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের চতুর্দিকে যে সৈন্য সাজালো তারা অধিকাংশই পার্বত্য ডিভিশনের। পার্বত্য ডিভিশন গঠনে যে কোনও অন্য ডিভিশনের মতই, কিন্তু যেহেতু প্রধানত পাহাড়ে লড়াই করার জন্য পার্বত্য ডিভিশন গঠিত হয় সেই জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় একটু হাল্কা ধরনের। ট্যাঙ্ক বা ভারী কামান পার্বত্য ডিভিশনে থাকে না। এই জন্যই বাংলাদেশে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বাড়তি ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি রেজিমেন্ট যোগ করে। এর মধ্যে বেশকিছু রাশিয়ান সাঁতারু ট্যাঙ্কও ছিল। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে সাধারণত বড় ব্রিজ তৈরী করার মত ইউনিট থাকে না। কারণ, পাহাড়ের উপরে নদী চওড়া হয় না। অথচ বাংলাদেশ চওড়া নদীতে ভরা। কতকগুলি নদী বিশাল। এই জন্য বাংলাদেশে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বড় বড় ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিটও দেওয়া হল।

স্বাধীনত সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের জন্য তিন পর্যায়ে তিন কিস্তি সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করে। প্রথম পর্যায়, ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের পাকিস্তানী সামরিক পরিকল্পনা ছিলঃ সমস্ত শহরগুলিতে ঝটিতি বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়, যাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় তাকেই শেষ করে দাও। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন ট্রেনিংসহ পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় আক্রমণ শুরু করল তখন পাক বাহিনীও বাংলাদেশে তার সামরিক পরিকল্পনা পাল্টালো। এই পর্যায়ে তারা শুধু সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করল না। গড়ে তুলল দুটো স্থানীয় বাহিনীও। এর একটা হল রাজাকার বাহিনী- সামান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত অত্যাচারীর দল। আর একটা আলবদর বাহিনী-প্রধানত ধর্মান্ধ যুবক এবং গুন্ডাশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত সামরিক বহিনী। গেরিলা এবং পাক বিরোধীদের খতম করার জন্য পাক সামরিক বাহিনী এই দুই দালাল বাহিনীর সাহায্য নিল। রাজাকার বাহিনীর হাতে অস্ত্রও দেওয়া হল-প্রধানত রাইফেল। নানা রকমের দায়িত্ব পেল তারা। যেমন, গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সহকারী এবং

আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো ও তাদের নাম-ধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা, ব্রিজ-রেললাইন ইত্যাদি পাহারা দেওয়া। আলবদর বাহিনীকেও মোটামুটি একই রকমের দায়িত্ব দেওয়া হল-এক পাহারা দেওয়া ছাড়া। তাদের সক্রিয় করে তোলা হল প্রধানত শহর অঞ্চলে। শহরে এবং শহরের আশেপাশে যারা যারা পাকিস্তানবিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর। সেনাবাহিনী এই বাহিনীর কাজকর্ম নিয়মিত তদারক করত। এই দুই বাহিনীকেই সেনাবাহিনী ঢালাও সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল।

মুক্তিবাহিনীকে গেরিলা আক্রমণ যত বাড়তে আরম্ভ করল পাক কর্তৃপক্ষও ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ বাঙালীর উপর সেনাবাহিনী ও তার দুই দালাল গোষ্ঠীর অত্যাচারও ততই বেড়ে চলল। একদিকে যখন সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার বাড়ল অন্যদিকে তখনই পাক সেনাবাহিনী সীমান্তেই মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করল। বর্ষাকালে এই কাজে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু বর্ষা একটু কমতেই তারা রাজাকারদের নিয়ে সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করল। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। ২৭৪টা সীমান্ত চৌকির মধ্যে ওরা প্রায় ২১০টায় পোঁছে গেল। ২৫ মার্চের পর পাক ফৌজ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে প্রায় সব সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই রকম সময়ে পাক রাষ্ট্রনায়করা ঢাকার কর্তৃপক্ষের জন্য আবার তাদের নতুন নির্দেশাবলী প্রথম ভাগটা ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাক কর্তৃপক্ষ বললঃ আমরা মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করবে এবং ভারত সরকার সেই দখল করা এলাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার নামক বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর সেই তথাকথিত স্বাধীন বাংলা সরকার দেখিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে হয় না ভারত সরকার গোটা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। সে সাহস তারা পাবে না। তারা চাইবে সীমান্তের কাছাকাছি কয়েকটা বড় শহরকে নিয়ে একটা তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠন করতে।

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ ঢাকাকে নির্দেশ দিলঃ সুতরাং, এমনভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে যাতে ওরা পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বড় এলাকা না দখল করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তেই সুদৃঢ় করতে হবে। এবং দেখতে হবে যেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বনামে বা বেনামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলে ঢুকে তা না দখল করতে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে এক আধ মাইল ওরা ঢুকে পড়লে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বেশী দূর কিছুতেই এগোতে দেওয়া হবে না।

এই নির্দেশ পেয়েই বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজি বোঝার চেষ্টা করল ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন দিকটায় ঢোকায় চেষ্ট করতে পারে। নানাভাবে খবর নিল। পাত্রমিত্রদের নিয়ে বারবার পরামর্শ করল। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী কোন দিক দিয়ে এগিয়ে কোন এলাকা মুক্ত করতে চাইতে পারে। ততদিন সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজি সব দিকের খবর নিল। এবং দেখল চতুর্দিকে প্রস্তুতি। যে কোনও দিক দিয়ে আক্রমণ হতে পারে। এই অবস্থায় নিয়াজি একটা ‘‘মাষ্টার প্ল্যান’’ তৈরী করল। তাঁর পরিকল্পনাটা হল এই রকমঃ সীমান্তের সবগুলি পাকা রাস্তার উপর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা হবে। ভারতীয় বাহিনী যেখানে যেখানে জড় হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে তাতে ভারী কামানসহ পাকসেনাদের বসিয়ে দেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়েই ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক সেই রাস্তায়ই তাকে বাধা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে পাক সেনাবাহিনী। আর অন্যান্য আধা সৈনিকরা লড়বে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে।

পরিকল্পনা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়াজি তার গোটা সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে দশ-পনেরো মাইল, কোথাও কোথাও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করল এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটির মুখোমুখি ভারী কামান ও ট্যাঙ্কসহ পাক সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দিল।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাই দেখে ভীষণ খুশি হলেন। তারা বুঝলেন পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। নিয়াজি তার সেনাবাহিনীকে দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, গোটা সীমান্তটা রক্ষা করতে চাইছে এবং বুঝতেই পারছে না যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিলে ভারতীয় সেনাবহিনী ঠিক কোন দিক দিয়ে এগোবে। বাংলাদেশে নিয়াজির হাতে তখন পাক সেনাবাহিনীর প্রায় ৪২টা নিয়মিত ব্যাটালিয়ন। ৩৫ ব্যাটালিয়ন পাকসেনা এবং ৭ ব্যাটালিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানী রেনজার। আর আধা সামরিকদের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আরমড ফোরসেসের ১৭টা উইংগ এবং ৫ উইংগ মোজাহেদ। অর্থাৎ মোট নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৪০,০০০। এবং আধা সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৪,২০০ লোক। এছাড়াও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে বাংলাদেশে আরও প্রায় ২৪,০০০ ইনডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ছিল। মোট সৈন্য ছিল মাত্র ৪২ ব্যাটালিয়ন; কিন্তু নামে ডিভিশন ছিল চারটা। ১৪, ৩৯, ৯ ও ১৬। এছাড়াও ৩৬নং ডিভিশন নামে আর একটা ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল জামসেদের অধীনে। প্রধানত আধা-সৈনিকর এই ডিভিশনের আওতায় ছিল।

সীমান্তের চতুর্দিকে এই বাহিনীকে সাজিয়ে দিয়ে নিয়াজি বেশ একটু পরিতৃপ্ত হলেন। তার হাতে তখন গুলিগোলা প্রচুর। নিয়াজি যত সৈন্য চেয়েছিল পাক কর্তৃপক্ষ কখনো তা তাকে দেয়নি, তার চাহিদা মত ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামানও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেনি। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা নিয়াজিকে গোলাবারুদ দিতে কোন কার্পণ্য করেনি। যা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশী দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠান প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে। নিয়াজির নবম ডিভিশন তখন যশোরের ঘাঁটিতে। নবম ডিভিশনের সৈন্যরা সাতক্ষীরা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দাঁড়াল। ষোড়শ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল নাটোরে। সরিয়ে সেটাকে নিয়ে আসা হল বগুড়ায়। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমগ্র সীমান্তে ষোড়শ পাক ডিভিশনের সৈন্যরা বাঙ্কার করে বসল। ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের ভাগে পড়ল পূর্ব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব। উত্তর সীমান্তের জামালপুর থেকে দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের সৈন্যরা ছড়িয়ে।

বাংলাদেশের পাকবাহিনীর হাতে ছিল ৮৪টি মার্কিন স্যাফি ট্যাঙ্ক। আর ছিল শ' আড়াই মাঝারি বা ভারী কামান। নিয়াজি তাও সব সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে এল। এবং দৃশ্যমান প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এর প্রায় সব কিছু নিয়ে জড় করল পাঁচটা কেন্দ্রে--চৌগাছা, হিলি, জামালপুর, সিলেট এবং আখাউড়ায়। দু'পক্ষই বুঝেছিল যা হওয়ার শীতকালেই হবে। তাই দুপক্ষই অক্টোম্বর-নভেম্বর মধ্যেই সীমান্তে সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে বসল। ওদিকে তখন খোদ পাক সৈন্যবাহিনীও গেরিলাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। গোটা সীমান্ত বরাবর এলাকায় রাত্রে পাক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে চলাফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নিয়াজি বুঝল এবার একটা বড় দরের কিছু না করতে পারলেই নয়। তখন সীমান্তেও তার ন্যৈবাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নিয়াজির বুকে তাই বেশ বল। হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিয়ে গোটা সীমাস্ত জুড়ে হাজার হাজার বাঙ্কারও তৈরী হয়ে গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর লোকজনেরা সেই সব বাঙ্কারে পজিশনও নিয়ে নিয়েছে। নিয়াজি তাই নতুন হুকুম দিলঃ প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এস।

নভেম্বরেই শুরু হয়ে গেল পাক সেনাবাহিনীর ভারতীয় সীমা অতিক্রম। সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। চবিবশ পরগণায়, নদীয়ায়, দিনাজপুরে, কোচবিহারে, আসামের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ত্রিপুরার নানা অঞ্চলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বি, এস, এফ'ও সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। শুরু হয়ে গেল সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলাগুলি বিনিময়। এবং প্রায় প্রতিদিনই এই জিনিস বেড়ে চলল।

নভেম্বরের গোড়ায় পাকিস্তানীরা ত্রিপুরায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। তারা গোলাগুলি চালাল প্রধানত আখাউড়া অঞ্চল থেকে। এই গোলাবষর্ণে কমলপুর শহর এবং আশেপাশের কতকগুলি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীও নিয়মিত এর জবাব দিল। ওদিকে তখন মুক্তিবাহিনীও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন ও সড়ক পথ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আখাউড়ার কাছে পাকিস্তানীরা একটা বড় ঘাঁটি করেছিল। এর কারণও ছিল। বাংলাদেশের ট্রেন-সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আখাউড়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ রেলপথে আখাউড়া প্রধান জংশন। রেলপথ চট্টগ্রাম থেকে এসে আখাউড়ায় দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর-পূর্বে চলে গিয়েছে শ্রীহট্টের দিকে। আর একটা মেঘনা নদী ডিঙ্গিয়ে উত্তরে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। দক্ষিণে লাইনটা গিয়েছে ঢাকায়। আখাউড়া তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ভারতের একেবারে লাগোয়া। পাক সমর নায়করা জানত, সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনী আখাউড়া দখল করে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাদ বাকি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও জানত, লড়াই হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়া দখলের চেষ্টা করবে। তাই তারা আখাউড়ায় বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এবং এই শক্ত ঘাঁটি থেকেই ত্রিপুরান নানা এলাকায় অবিরাম গোলাবর্ষণ করছিল। কিছুটা দক্ষিণে ফেনীর কাছাকাছি তারা আর একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। একই উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট যোগাযোগ বিছিন্ন চেষ্টায় বাধাদান।

এই ফেনীর ঘাঁটি থেকেও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালানো শুরু করল। পাঁচ-ছয়দিন এইভাবে চলার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দেখল এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে না এলে এই গোলাবর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। কারণ, পাকিস্তানীরা কংক্রিটের বাঙ্কার তৈরী করে তার ভেতরে বসে গোলা চালাচ্ছে। দূর থেকে গোলা ছুড়ে কংক্রিটের ঘায়েল করা যাচ্ছে না। তাই পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটি ধ্বংস করার অনুমতি চাইল দিল্লীতে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লীও সেই অনুমতি দিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অ্যাকশন। ৮ নভেম্বর জাতীয় ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাক ঘাঁটিগুলিতে জোর আঘাত হানল। পাকিস্তানীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি ছেড়ে তাদের পালাতে হল।

এই অ্যাকশনের দুটো প্রত্যক্ষ ফল হল। প্রথমত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার উপর কামানের গোলা বর্ষণ ততটা ক্ষমতা আর পাকিস্তানীদের থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীও আরও জোরে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেল। কারণ, পাকবাহিনী তখন শক্ত ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

গোলাগুলি বিনিময় যেমন বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চলছিল তেমনি চলছিল পশ্চিম প্রান্তেও। পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে বেশি চলছিল তিনটি এলাকা-বালুরঘাটে, গেদেতে এবং বয়রায়। অক্টোবরের শেষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই পাকবাহিনী এই অঞ্চলে হানা দিচ্ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় গ্রামের লোক পাক গোলাবর্ষণের ফলে মারাও যাচ্ছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীরা এই তিনটি ঘাঁটির উপর বড় বড় কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীরা তার জবাবও দিচ্ছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল। পাকিস্তানীরা বাঙ্কারের মধ্যে বসে দূরপাল্লার কামান চালাচ্ছে। কখনও কখনও সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে এসে ভারতীয় গ্রামগুলির উপরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে এখানেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হল।

বয়রা অঞ্চলে সীমান্ত হল কপোতাক্ষ নদ। বয়রা থেকে একেবারে সোজা মাইল বারো-তেরোর মধ্যেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনী কপোতাক্ষের পশ্চিম পাড়ে জড় হতেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক সেনাবহিনীও এগিয়ে এসেছিল। কংক্রিটের প্রতিরক্ষা বাহিনী তখন দিল্লীর নতুন নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশের মর্মকথা,

প্রয়োজন হলে সর্বত্র এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। যেন ওই সব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওরা না এপারের মানুষ মারতে পারে। ভারতীয় বাহিনী তাই কপোতাক্ষ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল।

সেদিন ২১ নভেম্বর। ওদিক থেকে এগিয়ে এল পাকবাহিনীও। সঙ্গে নিয়ে এল ১৪টা চীনা স্যাফি ট্যাঙ্ক। ভারী ভারী কামান। এবং প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য।

শুরু হল তুমুল লড়াই। ভারতীয় বাহিনীও বাধ্য হয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিল। ট্যাঙ্কে, কামানে, মেশিনগানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়ার পর দেখা গেল প্রথম রাত্রির লড়াইয়ের শেষে পাকিস্তানের ছয়'ঘন্টা স্যাফি ট্যাঙ্কই ঘায়েল। গোটা আটেক পিছু হটে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী কিন্তু সেখানেই পাকবাহিনীকে ছাড়ল না। আরও এগিয়ে গেল। জগন্নাথপুর এবং গরীবপুর ছাড়িয়ে। পাক সেনাবাহিনী ওখানেও বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় দিন আরও বড় লড়াই হল। এবং সেখানে আরও সাতটা পাকিস্তানী স্যাফি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল। দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে পাকিস্তান তার বিমান বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে আসরে নামাল। প্রথম দিনের লড়াইয়েই পাক বিমান বাহিনী যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন পাক বিমান বাহিনীর বিমান আকাশে ওড়া মাত্র ভারতীয় বিমানেও আকাশে উড়ল। শুরু হল বিমানযুদ্ধ। দুপুর বেলা। তিনখানা পাক স্যাবর জেট ধ্বংস হল সেই লড়াইয়ে।

তেরটা ট্যাঙ্ক, তিনখানা বিমান এবং বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত হারিয়ে পাক সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর এগোলা না। কারণ, তখনও দিল্লী থেকে তেমন নির্দেশ আসেনি। তবে, জগন্নাথপুর আর গরীবপুর ছেড়েও তারা চলে এল না। ওইখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল। এখানেও একই ফল হল। ভারতীয় গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। মুক্তিবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল।

এই পর্যায়ে তৃতীয় বড় লড়াই হয় বালুরঘাটে। পূর্বে যেমন আখাউড়া, পশ্চিমে তেমনি হিলি। বালুরঘাট অঞ্চলটা কুঁজের মত এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। এই কুঁজেরই শীর্ষবিন্দু হল হিলি। হিলি শহরটা পশ্চিম বাংলার ভেতরে, কিন্তু হিলি রেল স্টেশন বাংলাদেশের মধ্যে। এই হিলি স্টেশন হয়েই চলে গিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রেলপথ- যে রেলপথ বাংলাদেশের উত্তর খন্ডের সঙ্গে বাদ বাকি অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করছে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বুঝল মুক্তিসেনারা এই রেলপথটা বিছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই শুরু থেকেই তারা হিলি স্টেশনে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করল। মুক্তিসেনারা কিন্তু তৎসত্ত্বেও শুরু থেকেই হিলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। অক্টোবরের শেষাশেষি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীও বালুরঘাট অঞ্চলে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করল। পাকিস্তানীরাও ততদিনে হিলির ঘাঁটি আরও শক্ত করেছে। খুব বড় বড় এবং বেজায় মজবুত অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করেছে হিলির চতুর্দিকে। এমনকি রেল ওয়াগন দিয়েও ওরা কয়েকটা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করেছিল।

সমগ্র সীমান্তে যখন উত্তেজনা এবং গোলাগুলি চলছে সেই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বালুরঘাটের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা শুধু গোলাবর্ষণে সীমাবদ্ধ রইল। তারপর তারা এগোবার চেষ্টা করল তাদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে ঐ কুঁজটা কেটে দেওয়া এবং ওইভাবে বালুরঘাটে ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিটাকে মূল ভূখন্ড থেকে বিছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তারা বাংলাদেশের ধামরাহাট এবং সাপাথের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান নিয়ে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করল। ওদিকে ভারতীয় বাহিনীও তখন চুপচাপ বসে নেই। কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখেই তারা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়েছিল এবং সেইমত প্রস্তুত হচ্ছিল।

নভেম্বর শেষাশেষি এই অঞ্চলে একটা পুরোদমের লড়াই- ই শুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধু ঘাঁটিতে বসেই পাকিস্তানী গোলার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল ভারতীয় বাহিনী ও তখন ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর গোটা অঞ্চল জুড়ে বড় ট্যাঙ্কের লড়াই হয়ে গেল। এবং শেষদিনের লড়াইয়ে পাক সেনারা এত মার খেল যে ধামরাহাটের দিক থেকে পালাতে বাধ্য হল। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মোট পাঁচটা ট্যাঙ্ক হারলো। কিন্তু ট্যাঙ্ক হারিয়ে বা লড়াইয়ে বড় মার খেয়ে ও পাকবাহিনী হিলি স্টেশনের ঘাঁটি ছাড়তে চাইল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য হিলি স্টেশন দখল করার জন্য তেমনভাবে অগ্রসর ও হল না।

এইভাবে গোটা সীমান্তে অঘোষিত লড়াই চলতে চলতেই শুরু হয়ে গেল পুরোপুরি যুদ্ধ - ঘোষিত হল পাক - ভারত লড়াই। এবং লড়াই ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের চতুর্দিক দিয়ে এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নিয়াজি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখল। এবং এই সর্ষে ফুলেই বাংলাদেশের পাক সেনা নায়ক ইসলামাবাদ থেকে পূর্ণ যুদ্ধের খবর পেয়েও তারা রণকৌশল পাল্টালো না। তখনও তার সেনাবাহিনী এবং কামান-বন্দুক গোটা দেশের সীমান্তেই ছড়ানো রইল। এবং তখনও নিয়াজি সীমান্তের ভারতীয় সেনাবাগহনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যগ্র। এর মধ্যেও কিছুটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিল পাক নবম ডিভিশনের প্রধান জেনারেল আনসারি। তার সদর ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আর ও বেশ কিছুটা ভেতরে-মাগুরায়। শোনা যায় সেটাও প্রধানত কামানের গোলা খাওয়ার ভয়ে। গরীবপুরের লড়াইয়ের পর খোদা যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় কামানের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। নবম পাক ডিবিশনের হেডকোয়াটার যশোর থেকে সরলো; কিন্তু সৈন্যসামন্ত যেমন সীমান্তে ছিল তেমনি রইল। তখনও পাক সেনানায়কদের সংকল্প, বাঙ্কারে বসে গোরা চালিয়েই পাক-সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবে।

যে কোনও মুহুর্তে পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এ খবর নভেম্বরের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পেয়েছিল। তাই যে কোন মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার জন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রস্ত্তত ছিল। ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিমান যখন অতর্কিত ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তার জবাব পেতেও মোটেই দেরি হল না। দুই সীমান্তেই জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বেও । পশ্চিমেও।

৩ ডিসেম্বর: ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ তারিখ রাত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে বাংলাদেশের ঢুকে পড়ল। নবম ডিভিশন এগালো গরীবপুর, জগন্নাথপুর দিয়ে যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দিকে। চতুর্থ ডিভিশন মেহেরপুরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালিগঞ্জ-ঝিনাইদহের দিকে। বিংশতিতম ডিভিশন তার দায়িত্ব দুভাগে বিভক্ত করে নিল-একটা অংশ রইল হিলির পাক ঘাঁটির মোকাবিলা করার জন্য। আর একটা অংশ হিলিকে উত্তরে রেখে এগিয়ে চলল পুবে। ষষ্ঠ ডিভিশনও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল-একটা তেতুলিয়া থেকে ঠাকুরগাঁর দিকে, আর একটা পাটগ্রাম থেকে কালীগঞ্জের মুখে এবং তৃতীয়টা কোচবিহার থেকে নাগেশ্বরী-কড়িগ্রামের দিকে। উত্তরে মেঘালয়ের দিকে যে দুটো ব্রিগেড তৈরী হয়েছিল তারাও ওই রাত্রিতেই এগিয়ে গেল। একটা ঢালু থেকে নেমে এগিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর একটা, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হালুয়াঘাটের মুখোমুখি।

পূর্ব দিক থেকেও একই সঙ্গে ৮, ৫৭ এবং ২৩ নং ডিভিশন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকল। একটা বাহিনী এল সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটের দিকে। ছোট ছোট তিনটা বাহিনী এগিয়ে চলল হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের পথে। আখাউড় কে সোজাসুজি আঘাত করে একটা গোটা ব্রিগেডই এগিয়ে চলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।

ওদিকে কুমিল্লায় ময়নামতি ক্যান্টমেন্টে পাকিস্তানীদের বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল। কমিল্লা সেক্টরের দায়িত্ব ছিল আমাদের ২৩ নং ডিবিশনের উপর। যুদ্ধ শরু হতেই ডিভিশন কুমিল্লা শহরকে পাশ কাটিয়ে।

এগিয় চলল দাউদকান্দির দিকে। ময়নামতি ক্যান্টমেন্টের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেল মাত্র কয়েক কোম্পানি সৈন্যকে। এই ২৩নং ডিভিশনেরই আর একটা ব্রিগেড চৌদ্দগ্রাম থেকে অগ্রসর হল লাকসামের দিকে। লক্ষ্য চাঁদপুর। পাকবাহিনীও এই আক্রমণ আঁচ করে লাকসাম একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। এখানেও ভারতীয় বাহিনী সেই একই কৌশল নিল। লাকসামের পাক ঘাঁটিকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা ছোট্র বাহিনীকে রেখে কলামটা এগিয়ে চলল চাঁদপুরের দিকে। পুরে এর একটা বড় বাহিনী এগালো বিলোনিয়া দিয়ে ফেনীর দিকে। লক্ষ্য চট্রগ্রাম যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই বাহিনীরও সেই একই কৌশল। ফেনীতে পাকিস্তানীরা বেশ শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। শুরুতেই সেই ধখল করার জন্য ভারতীয় বাহিনী কোনও চেষ্টা করল না। একটা ছোট্ট বাহিনী রেখে যাওয়া হল ফেনীর পাক সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার জন্য। আর মূল বাহিনীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ পশ্চিম। পশ্চিম প্রান্তে বিমান হামলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান এবং নৌবাহিনী ও আসরে নেমে পড়ল। বাংলাদেশের ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর অ্যাকশন শুরু হল ৩রা মধ্যরাত্রি থেকে। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাল। প্রধান লক্ষ্য ছিল অবশ্য ঢাকা ছিল পাক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতে ছিল তাদের জঙ্গী বিমানগুলি। প্রথমে বাংলাদেশে পাক বিমান বাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন মার্কিনী স্যাবর জেট। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন ইয়াহিয়া খাঁর নিদেশে মিগ-১৯ বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলাদেশে থাকল শুধু স্যাবরগুলি। তারও কয়েকটা ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল বয়রার লড়াইয়ে।

বাংলাদেশের কাজে নেমেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হল পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলিকে শেষ দেওয়া-যাতে অন্তরীক্ষে শত্রপক্ষ কিছুই না করতে পারে, যাতে লড়াইয়ের শুরুতেই আকাশটা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩রা মধ্যরাত্রে ভারতীয় বিমান বাহিনী একেবারে তেজগাঁও আক্রমণ করল। ঐ বিমানবন্দরেই পাকিস্তানের সব জেট মজুত ছিল। কারণ গোটা বাংলাদেশের তখন ওই একটি মাত্র বিমানবন্দর যেখান থেকে বিমান উড়তে পারে। ভারতীয় মিগ সেই ঘাঁটিতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী স্যাবার জেট গুলিও বাধা দিতে এগিয়ে এল। প্রায় সারারাত ধরে চলল ঢাকার বিমানযুদ্ধ। পথম রাত্রির আক্রমণেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। বিমানবন্দর এবং কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন যে শুধু ঢাকা আক্রমণ করেছিল তাই নয়। আক্রমণ করেছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়লগঞ্জ, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের অভিযান চালিয়েছিল প্রধানত নৌবাহিনীর বিমানগুলি। চট্রগ্রাম নৌবন্দরের প্রায় অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল। বন্দরের তেলের ডিপোগুলিও জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

এর মধ্যে পাক বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি একবার কলকতা শহরেও হানা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরে যেতে হল। আমাদের বিমান বাহিনীর বিমানগুলি সেদিন প্রায় রাত ধরে কলকাতা শহরকে পাহারা দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বর সকালে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধানরা আলোচনায় বসে দেখলেন ভারতীয় বাহিনী পূর্বখন্ডে ঠিক ঠিকই এগিয়েছে। প্রথমত, তারা কোথাও শহর দখলের জন্য অগ্রসর হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কোথাও শক্ত পাক ঘাঁটির সঙ্গে বড় লড়াইয়ে আটকে পড়েনি।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানী সমরনায়করা তখনও বুঝতে পারেনি ভারতীয় বাহিনী ঠিক কোনদিন দিয়ে ঢাকা পৌছতে চাইছে। বরং তখনও তারা মনে করছে ভারতীয়বাহিনী সবদিক দিয়েই রাজধানী দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তখনও ভাবছে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের মূল পাক ঘাঁটিগুলির উপরই আক্রমন চালাবে।

চতুর্থত, ব্যাপক বিমান এবং স্থল আক্রমণে শত্রুপক্ষকে একেবারে বিহবল করে দেওয়া গিয়েছে।

পঞ্চমত, পাক বিমান বাহিনীকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা হয়েছে। তাদের বিমান ঘাটিগুলিও বিধ্বস্ত।

ষষ্ঠত, পাকিস্তানের প্রধান নৌবন্দর গুলি অর্থাৎ চট্রাগ্রাম, কক্সবাজার, চালানা,চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বা স্টীমার ভেড়াবার ব্যাবস্থাও অনেকটা বিপর্যস্ত। এবং

সপ্তমত, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং বাড়িঘরও মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও পূর্ব লক্ষ্য মতই এগিয়ে চলল।

পশ্চিম দিকে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের সব ক'টা কলামপুরে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথাও তারা সোজাসুজি পাক ঘাঁটিগলির দিক এগালো না। মূল বাহিনী সর্বদাই ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। এবং ঘাঁটিতে অপেক্ষমাণ পাকবাহিনী যাতে মনে করে যে ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেই জন্য প্রত্যেক পাক ঘাঁটির সামনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু কিছু লোক রেখে যাওয়া হল।

ওদিকে মূল ভারতীয় বাহিনী যে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানীরা সে খবরও পেল না। কারণ, প্রথমত, তাদের সমর্থনে দেশের লোক ছিল না, যার খবরাখবর দিত পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের বিমান বাহিনীও তখন বিধ্বস্ত। সর্বএ উড়ে পাক বিমান ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবরাখবর পাক সেনাবাহিনীকে জানতে পারল না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বেতার খবরাখবর পাঠাবার ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। সুতারাং, নিজস্ব ব্যবস্থায়ও তারা খবরাখবর পেল না।

তাই ভারতীয় বাহিনী যখন সোজাসুজি যশোর, হিলি, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ফেনী প্রভৃতি শক্ত পাক ঘাঁটির দিকে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তখন পাক বাহিনীর অধিনায়করা তা মোটেই বুঝতে পারল না। বরং ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের বহর দেখে তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সোজাসুজিই এগোবার চেষ্টা করছে। সেইজন্য তখনও তারা মূল সড়কগুলি আগলে বসে রাইল। সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলিতে তখনও পাকবাহিনীতে অধিষ্ঠিত একমাত্র কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা ছাড়া। দর্শনা যে মুহুর্তে আমাদের ৪নং পাবত্য ডিভিশনের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পাকিস্তানীরা অমনি শহর ছেড়ে আরও পশ্চিমে পালাল।

এদিকে তখন ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি বার বার ঢাকা, চট্রগ্রাম, চালনা প্রভিতি এলাকায় সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাল। ঢাকায় সেদিনও জোর বিমান যুদ্ধ হল। কিন্তু সেইদিনই প্রায় শেষ বিমান যুদ্ধ। অধিকাংশ পাক বিমানই ঘায়েল হল। বিমান বন্দরগুলিও প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে- প্রধান সড়ক এবং পাক ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে। তখনও পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য, বাংলাদেশের চতুদি কে কে ছড়ানো পাকবাহিনীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছন্ন করে দেওয়া এবং আবার যাতে একত্র হয়ে ঢাকা রক্ষার জন্য কোন বড় লড়াইয়ে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

৫ডিসেম্বর: লড়াইয়ের তৃতীয় দিনেই স্বাধীন বাংলার আকাশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর প্রায় সব বিমান এবং বিমানবন্দরই তখন বিধ্বস্ত। গোটা দিন ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি অবাধে আকাশে উড়ে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। ভারতীয় বিমান বাহিনীর হিসাব মত বারো ঘণ্টায় দু''শ

ত্রিশবার। তেজগাঁও এবং কুরমিটোলা বিমান ঘাঁটিতে পঞ্চাশ টনের মত বোমা ফেলল। কুরমিটোলা রানওয়েতে গোটা কয়েক হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলায় ছোটখাটো কয়েকটা পুকুরই সৃষ্টি হয়ে গেল। পাক বিমান বাহিনীর শেষ স্যাবর জেট তিনটা ঐখানে আটকে ছিল। রানওয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় ছাউনিতেই সেগুলিকে আটকে থাকতে হয়। ভারতীয় বিমানের আক্রমণে সেদিন বড় রাস্তা দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পাকবাহিনীর প্রত্যেকটা কনভয়ের উপর ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি আক্রমণ চালাল। ওদের নববুইটা গাড়ি ধ্বংস হল। ধ্বংস হল পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই বেশ কয়েকটা লঞ্চ এবং স্টীমারও।

জামালপুর আর ঝিনাইদহের পাক সামরিক ঘাঁটিও ভারতীয় বিমানের আক্রমণ বিধ্বস্ত হল।তেজগাঁও এবং কুর্মিটোলের বিমানবন্দর ধ্বংস ভারতীয় জঙ্গী বিমানগলি সারাদিন ধরে গোটা বাংলাদেশের সবক'টা বিমানবন্দরে হানা দিল। উদ্দেশ্য, আর কোথাও পাক বিমান আছে কিনা খুঁজে দেখা। কিন্তু কোথাও আর একটা ও পাক বিমান খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে নিজেদেরই অর্থাৎ মিত্রপক্ষেরই কাজে লাগবে এই ভেবে ভারতীয় বিমান বাহিনী অধিকাংশ বিমান বন্দরকেই অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিল।

পূর্ব খন্ডে ভারতীয় নৌবাহিনী ও সেদিন বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্গোপসাগরে পাক সাবমেরিন 'গাজী' সেদিন ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণ শেষ হল। সাবমেরিন 'গাজী' ছিল পাক নৌবহরের গর্বের বস্ত।

ওইদিন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রত্যেকটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজকে হুশিয়ার করে দিল। প্রধান হুশিয়ারীটা চট্রগ্রাম বন্দর সম্পর্কে বলা হলঃ আপনারা সবাই চট্রগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে আসুন। আপনাদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্রগ্রাম উপর তেমন প্রচণ্ড ভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্রগ্রাম উপর তেমন প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাল সোমবার আমরা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালাব। সুতরাং কাল থেকে আপনাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না।

এই 'ওয়ানিং' এ দু'টো কাজ হল। (এক) বিশ্বের সব দেশ বুঝল বাংলাদেশের বন্দরগুলি রক্ষা করার কোনও ক্ষমতা আরপাক বাহিনীর নেই। এবং (দুই) ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিমানগুলি বাংলাদেশের সব বন্দরকে ঘায়েল করার অবাধ সুযোগ পেল।

এদিকে তখন স্থলে মিত্রবাহিনী ও এগিয়ে চলেছে। পাক স্থলবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। প্রধান সড়কগুলি দিয়ে না এগিয়ে ও ভারতীয় বাহিনী বিভিন্ন সেক্টরে প্রধান প্রধান সড়কের কতকগুলি এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করল। ফলে, ঢাকার সঙ্গে কুমিল্লা, চট্রগ্রাম ও সিলেটের, নাটোরের সঙ্গে ঢাকা ও রংপুরের এবং যশোরের সঙ্গে নাটোর ও রাজশাহীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । শুধু ঢাকার সঙ্গে যশোর এবং খুলনার যোগাযোগ তখনও অব্যহত। কতকগুলি ঘাঁটি সেদিন কিছুটা লড়াইও হল। একটা বড় লড়াই হল লাকসামে। আর একটাহল ঝিনাইদহের কাছে কোট চাঁদপুরে। দু'টো লড়াইয়েই পাক সৈন্যরা বেজায় মার খেল এবং ঘাটি দু'টো ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

এই দু'টো ঘাঁটি দখলের চেয়েও কিন্তু মিত্রবাহিনীর বড় লাভ হল পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিত পারায়। এটাই ছিল প্রথম পর্যায়ে তাদের বড় লক্ষ্য, যাতে পাক সেনাবাহিনী কিছু হটে গিয়ে আবার না রিগ্রুপড হতে পারে-ঢাকা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝখানে কোন ও নতুন শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে। বিভিন্ন বড় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে মিত্রবাহিনী সীমান্তের ঘাঁটিগুলি থেকে পাকবাহিনীর ঢাকার দিকে ফেরার পথ প্রায় বন্ধ করে দিল। এ ব্যাপারে তাদের আরও সুবিধা হল আকাশে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একাদিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। গোটা বাংলাদেশের সব বড় সড়ক ও নদীর উপর তখন ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাহারা দিচ্ছে। এবং পাক সেনাবাহিনীর কনভয় চোখে পড়লেই তাকে আক্রমণ করছে।

এই রকম যখন অবস্থা তখন নিয়াজিও সবটা বুঝতে পারল। চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পৌঁছল ঢাকায়। আর পৌঁছল পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদ। নিয়াজি আরও জানতে পারল যে মিত্রবাহিনীর

সবক'টা কলাম মূল পাক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত পথগুলি এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। পাক সমরনায়কদের তখন বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মিত্রবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন পাক ঘাঁটির যোগাযোগ কেটে দেওয়া। এবং পেছন থেকে পাক ঘাঁটিগুলির উপর অতর্কিত আক্রমণ করা। নিয়াজি এবং ঢাকার পাক সমরনায়করা ততক্ষণে আরও বুঝে গিয়েছে যে,মিত্রবাহিনী শধু বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ দখল করতে চায় না- তারা চায় গোটা বাংলাদেশের পাক বাহিনীকে পরাজিত করতে। তারা বুঝল মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে এগোবেই।কিন্তু তখনওতারা এটা ঠিক বুঝতে পারেনি যে, মিত্রবাহিনীর কোন কোন কলাম ঢাকার দিকে এগিয়ে আসবে। নিয়াজি তাই অন্যান্য পাক সমরনায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইদিনই সর্বএ হুকুম পাঠিয়ে দিল-পুল ব্যাক। পুল ব্যাক করে তাদের ঢাকার কাছাকাছি অর্থাৎ পদ্মা- মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে ফিরে আসতে বলা হল।

৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যে বেলায়ই সেই হুকুম সবগুলি পাক সামরিক ঘাঁটিতে চলে গেল।

৬ ডিসেম্বর : ৬ ডিসেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কতকগুলি সীমান্ত ঘাটি থেকে পাকবাহিনীর পিছু হটা শুরু হল। কোনও কোনও ঘাঁটির পাক অধিনায়করা আবার অ্যাডভান্স পার্টি পাঠিয়ে পেছেনের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করল। এবং অনেকেই দেখল পেছনের অবস্থাও ভাল নয়। একে তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তার উপর আবার বহু এলাকায় পেছনে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে বসে গিয়েছে। নিয়াজির 'পুল ব্যাক নিদের্শের পর তাই গোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনীতে ইকটা সত্যিকারের অবাজক অবস্থা সৃষ্টি হল।

অধিকাংশ পাক সীমান্ত ঘাঁটির সামনেই থখন এক সমস্যা- সীমান্তে ঘাঁটিতে বসে থাকার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য, আবার পিছাতে গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটা সীমান্তে ঘাঁটি থেকে তাই নিয়োজিকে জানান হল, পুল ব্যাক করার চেয়ে শক্ত বাঙ্কারে ঘেরা বসে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

কুরমিটোলার নির্দেশ তাই সর্বত্র সমানভাবে পালিত হল না। কোথাও পূর্ণ পুল ব্যাক হল। কোথাও হল আধা - পুল ব্যাক। কোথাও আবার যেমন ছিল তেমনই রইলা। যেসব ঘাঁটিতে ওরা থেকে গেল সেগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ময়নামতি, চট্রগ্রাম, জামালপুর এবং হিলি। যেসব ঘাঁটি থেকে পালাল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় শ্রীহট্র এবং যশোরের।

শ্রীহট্র এবং যশোরের চতুর্দিকে পাকবাহিনী যতগুলি ঘাঁটি করেছিল সবগুলিই ছেড়ে পালাল। পাক নবম ডিভিশনের ইপর পদ্মার দক্ষিণের গোটা অঞ্চলটা রক্ষার দায়িত্ব ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই পাক নবম ডিভিশনের সদর দফতর যশোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে সরিয়ে মাগুরার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নবম ডিভিশনের সৈন্যসামন্ত ঠিকই সীমান্তে ছিল। চৌগাছায় পরাজয়ের পর তারা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিল। ঝিনাইদাহ-মেহেরপুর অঞ্চলে একটা অংশ, ঝিকরগাছার উত্তর-পশ্চিমে আর একটা অংশ এবং সাতক্ষিরা থেকে খুলনা পর্যন্ত আর একটা অংশ।

৫ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিশন আঘাত হানল ঝিনাইদাহের উত্তর-পশ্চিমের পাকবাহিনীর উপর। প্রায় একসঙ্গে ভারতীয় নবম ডিবিশন ঘা দিল ঝকরগাছ থেকে ঝিনাইদহের পশ্চিমে ছড়ানো অংশটার উপর। এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই পাকবাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এবং দুদিক থেকে মিত্রবাহিনীর দুটো কলাম যশোর-ঢাকা হাইওয়ের ওপর এস দাঁড়াল। ততক্ষণে নিয়াজির পুল ব্যাক অর্ডার ও এসে গিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ভোর থেকেই তাই গোটা পাক নবম ডিবিশনের পলায়ন পর্ব শরু হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল গোটা বাহিনীটাই ঢাকার দিকে পালাবে। কিন্তু তা পারল না।কারণ ততক্ষণে ভারতীয় চতুর্থ এবং নবম ডিবিশন যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দুটো অঞ্চলে ঘাঁটি করে বসেছে। বাধ্য হয়ে তাই পাক নবম ডিবিশনের একটা অংশ পালাল মাগুরা হয়ে মধুমতী ডিঙ্গিয়ে ঢাকার পথে। আর একটা অংশে পালাল খুলনার দিকে। কুষ্টিয়ার দিক দিয়ে ও পালাল একটা ছোট্র অংশ। সাতক্ষিরা অঞ্চলে যে পাকবাহিনীটা ছিল এতদিন তাদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা এবং বি-এস-এফের সেপাইরা। পুল ব্যাক অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও

পালাল খুলনার দিকে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবক'টা বাহিনীই রাস্তায় ওপারের সব ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। শ্রীহট্টেরও তখন প্রায় একই অবস্থা। দুপা'শ দিয়ে এগিয়ে মিত্রবাহিনীর শ্রীহট্টের পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিক থেকে একটা গোলান্দাজ বাহিনীও শ্রীহট্টের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীহট্টের পাক সমরনায়ক পুল ব্যাক অর্ডার পাওয়া মাত্র পিছিয়ে যাওয়া চেষ্টা করল। ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে যাবে। কিন্তু পারল না। কিছুটা পিছিয়েই দেখল,সম্ভাব নয়-মিত্রবাহিনী তার আগেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকল শ্রীহট্টে। আর একটা পেছনের দিকে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকলে শ্রীহট্টে। আর একটা পেছনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দু' দলই লড়াইয়ে হেরে গেল। শ্রীহট্টের বাহিনীটা বাঙ্কারে বসে ভালই লড়ল। ওই বাহিনীকে ঘায়েল করতে ভারতীয় বিমান বাহিনীকে ও বেশ কয়েক টন বোমাবর্ষণ করতে হল। সমগ্র বাংলাদেশেই মিত্রবাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তখন ও এই লক্ষ্য-যাতে পিছু হটে গিয়ে পাকবাহিনী কোথাও না জড় হতে পারে, যাতে সীমান্তের কোনও পাকসৈন্য না ঢাকায় পৌঁছতে পারে।

৭ ডিসেম্বর: কার্যত যশোরের পতন হয়েছিল আগের দিনই। ৬ তারিখ সন্ধ্যা হত না হতেই পাকবাহিনীর সবাই যশোর ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তখনই সে খবরটা পায়নি। ৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিবিশনের প্রথম কলামটা উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে এসে পৌছল। তখনও তারা জানে না যশোর ক্যান্টমেন্টর শূন্য। তখনও তাদের কাছে খবর, পাকবাহিনী যশোর রক্ষার জন্য বিরাট লড়াই লড়বে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর কলামটা যতই এগিয়ে এল ততই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোন ও প্রতিরোধ নেই! সামনে থেকে একটাও গোলগুলি আসছে না!প্রায় বিহ্বল অবস্থায় যখন কলামটা একেবারে ক্যান্টেনমেন্টর সামনে এসে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জন্য দশ-পনেরো লোক ‘‘জয়বাংলা’’ ধ্বনি দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। আর জানাল যে, আগের দিন সব পাকসেনা যশোর ছেড়ে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝল। দেখতে দেখতে বেশ লোক এসে সেখানে জড় হল। তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরটা চিনিয়ে দিল ভারতীয় বাহিনীকে। পাক সেনারা যে ট্যাঙ্ক,কামান এবং ট্রাক-জিপ নিয়ে খুলনা পালিয়েছে যশোরের নাগরিকরা তাও ভারতীয় বাহিনীকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী ছুটল খুলনার পথে।

ওদিকে তখন নবম ডিবিশনের সদর ঘাঁটিতেও সব খবর পৌছে গিয়েছে। ডিভিশনের প্রধান মেঃ জেনারেল দলবীর সিং বয়রা-ঝিকরগাছের পথ ধরে গোটা নবম ডিভিশনের নিয়ে এগিয়ে এলেন যশোর শহরে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাক নবম ডিভিশনরে মত আমাদের নবম ডিবিশনের সদর দফতর হল।

শ্রীহট্টের ও পতন হল ওই দিনই দুপুরে। প্রথমে ভারতীয় ছত্রীসেনারা নামল শ্রীহট্টের নিকটবর্তী বিমানবন্দর শালুটিকরে। খুব ভোরে। তারপর চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী শ্রীহট্টের পাক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাল। দুপুর বেলায়ই শ্রীহট্টের পাক সেনানায়ক আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল।

৮ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার সকালে মিত্রপক্ষের সামরিক নেতার পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য সফল হয়েছে। বাংলাদেশের নানা খন্ডে পাক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ। ঢাকার দিকে পালাবার কোন পথ নেই। দক্ষিণে একটা পাকবাহিনী আটকে পড়েছে খুলনার কাছে। ওরের গোটা পাকবাহিনী ও ব্রক্ষপুএ এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তিন-চারটা অঞ্চলে অবুরুদ্ধ। একটি বড় বাহিনী, প্রায় একটা ব্রিগেড, হিলির কাছে অবরুদ্ধ। আর একটা ব্রিগেড আটকে রয়েছে জামালপুরে। ময়মনসিংহ থেকে যে বাহিনীটা সরিয়ে শ্রীহট্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিটা কার্যত ফিনিসড। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবরূদ্ধ আর একটা ব্রিগেড। আর একটা বড় পাকবাহিনী অবরুদ্ধ চট্রগ্রামে। একের সঙ্গে আর একের যোগ দেওয়ার কোন ও সুযোগ নেই। ঢাকার দিকে পিছু হটাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মিত্রবাহিনীর কর্তারা তখন তিনটা ব্যবস্থা নিলেন। প্রথম ব্যবস্থায়, গোটা পাক সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পন করতে বলা হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, জেনারেল সগৎ সিংকে বলা হল তাঁর অন্তত তিনটা কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে নিত। তৃতীয় ব্যাবস্থায়, একটা ব্রিগেডকে যথাশীঘ্র সম্ভব হালুয়াঘাটের দিকে থেকে ময়মনসিংহের দিকে নিয়ে আসা হল।

যুদ্ধের শুরুতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উদ্দেশে আত্মসমর্পনের আহবান জানিয়েছিলেন। ৮ডিসেম্বর আবার তার সেই আবেদন নানা ভাষায় বার বার আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল। তিনি পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনেভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে। জেনারেল মানেকশ বললেন: আমি জানি আপনারা পালাবার জন্য বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গার জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি, এখান থেকে আপনার উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশাতেই আপনারা ওসব জায়গার নিয়ে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এজন্য নৌবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন ওযদি আপনার আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে থেকে জেনারেল সগৎ সিং এর প্রায় সবক'টা ডিভিশনই তখন প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছিল। একটা এগোচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে আশুগঞ্জের দিকে। আশুগঞ্জে মেঘনার একটা বাহিনী। ওদিকে সেদিন কুমিল্লার ও পতন ঘটেছে। ওই সেক্টরের সব পাকসৈন্য গিয়ে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিল। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল অরোরা সেদিন হেলিকপ্টারে কুমিল্লা ঘরে এলেন। ময়নামতিকে পাশ কাটিয়ে আর একটা বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হল চাঁদপুরের মুখে। সবক'টা বাহিনীরই লক্ষ্য ঢাকা। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যাতে এই বাহিনীর নদী পথেই নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই বাহিনীর আর বাহিনীর একটা লক্ষ্য ছিল চাঁদপুর বন্দর থেকে মেঘনা ও পদ্মার নদীপথের ওপর নজর রাখা।

বাংলাদেশের লড়াইয়ে নামতে হতে পারে এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকার ওপর প্রধান আক্রমণটা করা হবে উত্তর দিক দিয়ে। ময়মনসিংহ টাঙ্গালের পথে একটা বড় বাহিনীকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকায়। ওপথে নদীনালা খুব কম। সেই উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই তাঁরা গারো পাহাড়ে দু'ব্রিগেড সৈন্য মজুত করেছিলেন। বেশী সৈন্য ওই পথে জড় করেননি, কারণ ভয় ছিল যে, তাহলে পাকিস্তানীরা খবরটা আগাম পেয়ে যাবে এবং আগে থেকেই পথে জড় প্রতিরক্ষাবূহ রচনা করে রাখবে। সেই জন্য ওপথে কম সৈন্য জড় করা হল। এবং ঠিক করে রাখা হল যে পদাতিক সৈন্য টাঙ্গালের কাছাকাছি পৌছবার পর ওখানে একটা ছত্রীবাহিনীও নামানো হবে।

পাক-সমরনায়করাও ধরে রেখেছিল যে ভারত উত্তর দিক দিয়ে একটা বড় সেনাবাহিনী নামাবার চেষ্টা করবেই। সেই জন্য তারা জামালপুরের কাছে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছিল। আর একটা ছোট ঘাঁটি করে রেখেছিল হালুঘাটের কাছে। লড়াই শরু হতেই ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড এগালো জামালপুরের দিকে।আর একটা গেল হালুয়াঘাটের কাছে। হালুয়াঘাটের সীমান্তবর্তী ভারতীয় বাহিনী প্রথমে অগ্রসর হল না। দু'চারদিন ওখানেই অপেক্ষা করল। জামালপুরে বড় লড়াই শুরু হতে পাক সামরিক নেতারা তাদের হালুয়াঘাটের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর ময়মনসিংহ থেকে একটা ব্রিগেড নিয়ে শ্রীহট্র -ভৈরববাজার সেক্টরে। তারা তখন ভাবতেও পারেনি যে একটা ভারতীয় ব্রিগেড হালুয়াঘাটের মুখে অপেক্ষা করছে। হালুয়াঘাট থেকে ভারতীয় বাহিনীটা খুব দ্রত এগিয়ে এল ময়মনসিংহের দিকে। পথে বড়

কোন বাধাই পেল না। কারণ একটা পাকবাহিনী লড়াই করেছে জামালপুরে আর একটা গিয়েছে ভৈরববাজার-সিলেট সেক্টর। একই বিমান আক্রমণ ও বাড়ানো হল। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি সারাদিনে অসংখ্যবার বিভিন্ন পাক সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাল। বিমান আক্রমনের ভয়ে দিনের বেলা পাক সামরিক বাহিনীর চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পরিকল্পনা মতই বিমান আক্রমণ বৃদ্ধি করা হল। লক্ষ্যটা একই। প্রথমত,পাক সেনাবাহিনীকে আবার কোথাও রিগ্রুপড হতে না দেওয়া। এবং দ্বিতীয়ত, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া ওরা অত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৯ ডিসেম্বর: ৯তারিখ চতুর্দিক মিত্রবাহিনী ঢাকায় দিকে অগ্রসর হল। তখন তাদের চোখের সামনে শুধু ঢাকা। এর আগেই তাদের প্রথম লক্ষ্যাটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীকে বেশ ভালোমত বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাদের ঢাকা ফেরার বা পালাবার প্রায় সব পথ বন্ধ। এবার দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল ভারতীয় বাহিনী।

দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হল খুব দ্রুত ঢাকার পাকবাহিনী মনোবল সম্পুর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নিয়োজিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

সব দিক থেকেই মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হল। পূর্বে পৌছে গেল আশুগঞ্জে, দাউদকান্দিতে এবং চাঁদপুরে। পশ্চিমে বাহিনী পৌছল মধুমতি নদীর তীরে। আর একটা বাহিনী কুষ্টিয়া মুক্ত করে চলল গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। হালুয়াঘাট থেকে এগিয়ে আসা বাহিনীও পৌঁছে গেল ময়মনসিংহের কাছাকাছি। নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও ততক্ষণে নানা দিক থেকে এগোচ্ছে ঢাকার দিকে। এবং বিমান বাহিনীর আক্রমণও পুরোদমেই চলছে। সেদিন বিকালে মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বললেন: আমরা এখন ঢাকার লড়াইয়ের জন্য প্রস্ত্তত। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন: পাকিস্তানীরা যদি মাটি কামড়ে ঢাকার লড়াই চালাতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন? জেনারেল অরোরা জবাব দিলেন: ওরা কী করবে জানি না। তবে আমরা বড়দের লড়াইয়ের জন্যই প্রস্ত্তত। জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন: ঢাককে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী? আরোরা বললেন: নদী। তারপর আবার বললেন: নদী যদিও বড় বাধা সে বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদের পদাতিক সৈন্য এবং রসদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পি,টি ৬৭ ট্যাঙ্কগুলি নিজ থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে।

১০ ডিসেম্বর পরদিনই ৫৭ নং ডিভিশন গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল মিত্রবাহিনী কিভাবে রাজধানী ঢাকার মুক্তিযুদ্ধে নদীর বাধা অতিক্রম করবে। ভোররাত্রি থেকে ভৈরববাজারের তিন চার মাইল দক্ষিণে হেলিকাপ্টারে করে নামানো শুরু হল ৫৭ নং ডিভিশনের সৈন্য। সারাদিন ধরে মেঘনা অতিক্রমের সেই অভিযান চলল। প্রথম বাহিনীটা ওপারে নেমেই ঘাঁটি গেড়ে বসল। কিছুটা উওরে ভৈরববাজারের কাছেই পাক সৈন্যদের একটা বড় বাহিনী মজুত। ব্রিজেটার একটা অংশ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর পশ্চিম পারে ওত পেতে বসে আছে। আকাশে সূর্য ইঠতেই তারা দেখতে পেল হেলিকপ্টার। নদী পার হচ্ছে। কিন্তু দেখেও তারা ঘাঁটি ছাড়তে সাহস পেল না। ভাবল, ওটা বোধহয় ভারতীয় বাহিনীর একটা ধাপ্পা। ওদিকে ছুটে গেলেই আশুগঞ্জ থেকে মূল ভারতীয় বাহিনীটা ভৈরববাজারের ওখানে এসে উঠবে। তারপর ভৈরববাজার-ঢাকা রাস্তা ধরবে। সত্যিই কিন্তু পাকবাহিনীকে ভূল বোঝাবার জন্য এসে মিত্রবাহিনীর একটা বড় কলাম তখন ভাবসাব দেখাচ্ছিল যে তারা আশুগঞ্জ দিয়েই মেঘনা পার হবে।

পাকবাহিনী এইভাবে ভুল বোঝায় মিত্রবাহিনীর সুবিধা হল। একরকম বিনা বাধায় মেঘনা পার হওয়া গেল। হেলিকপ্টারে নদী পার হল কিছু সৈন্য। অনেকে আবার নদী পার হল স্টীমারে এবং লঞ্চে করে। কিছু পার হল স্রেফ দেশী নৌকাতেই। ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে সম্যাও দূর হল এক

অভাবনীয় উপায়ে। রাশিয়ান ট্যাঙ্ক সাঁতরাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একনাগাড়ে আধঘন্টার বেশী সাঁতরালেই ট্যাঙ্ক ভীষন গরম হয়ে যায়। অথচ মেঘনা পার হতে আধঘন্টার অনেক বেশী সময় লাগবে। তখন ঠিক হল, ট্যঙ্কগুলি যতটা সম্ভব নিজেই সাঁতরে এগোবে। তারপর নৌকাতে দড়ি বেধে ট্যাঙ্কগুলিকে টেনে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব সাহায্য ছাড়া এই বিরাট অভিযান কিছুতেই সার্থক হত না। ওখানের মানুষ যে যেভাবে পারল মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করল। শত শত নৌকা নিয়ে এল তারা। সেইসব নৌকা বার বার মেঘনা পারাপার করল। যেখানে থেকে মিত্রবাহিনী নদী পেরিয়েছিল সেখানে কোনও রাস্তাঘাট ছিল না। সেটা ছিল জলা জমি এই জলা জমি দিয়ে কামান বন্দুক ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার শত শত শত বাঙ্গালী। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে তারপর তারা পৌঁছেছিল ভৈরববাজার-ঢাকা মূল সড়কে। এবং পরদিনই তারা রায়পুর দখল করে নিল।

ওদিকে তখন উত্তরের বাহিনীটা ও দ্রুত এগিয়ে আসছে। ময়মনসিংহের কাছে পৌছে তার দাঁড়াল। খবর ছিল যে ময়মনসিংহের পাকবাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু সে ব্রিগেড়টাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু সে ব্রিগেডটাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনী তা জানত না। তাই মিত্রবাহিনী ময়মনসিংহে বড় লড়াই করার জন্য সেদিনটা ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর ওপারে শম্ভগঞ্জে অপেক্ষা করল। অন্যদিকে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও সেদিন পাক সেনাবাহিনীকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঢাকা বেতার কেন্দ্রটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে এল। কুরমিটোলার উপর বার বার রকেট আর বোমা ছুড়ল।

নৌবাহিনীর বিমান আক্রমনে চট্রগ্রাম এবং চালনার অবস্থা ও তখন অত্যন্ত কাহিল। কয়েকটা ভর্তি হয়ে পাকবাহিনী বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালাতে গিয়েছিল। একটা জাহাজে নিরগেক্ষ দেশের পতাকা উড়িয়েও কিছু পাকসৈন্য সিঙ্গাপুরের দিকে পালাচ্ছিল। সব ধরা পড়ল। কয়েকটা পাক বাণিজ্য জাহাজ ও মাঝ দরিয়ায় ঘায়েল হল।

১ডিসেম্বর : ১১তারিখ চতুর্দিকে পাক সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। বহু পাকঘাঁটির পতন হল সেদিন মুক্ত হল জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি, গাইবান্ধা, ফুলছড়ি, বাহাদুরাবাদ, পিসপাড়া, দুর্গাদীঘি, বিগ্রাম এবং চন্ডীপুর। বিভিন্ন এলাকায় শত শত পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করল। এক জামালপুরেই আত্মসমর্পণ করল ৫৮১ জন। চাঁদপুরের উওরে মতলববাজারও বহু পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করল। কিছু আবার পেছনের দিকে পাল তে গিয়ে মার খেল। যেমন জামালপুরের বাহিনীর একটা অংশ। জামালপুরের পাকবাহিনী বেশকিছুদিন ধরে ভাল লড়াই ই চালিয়েছিল। মাটি কামড়ে তারা লড়াই চালাচ্ছিল। এই লড়াইয়ে ভারতীয় জেনারেল গিল মারাত্মক আহত হলেন। কিন্তু ১১ তারিখ আর পারল না। একটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। আর একটা টাঙ্গইলের দিকে পালাল।

উত্তরে ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড তখন ময়মনসিংহ দখল করে নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে সোজা তারা ঢাকা এগাতে পারল না। কারণ রাস্তাটাই সোজা যায়নি। গিয়েছে টাঙ্গাইল ঘুরে। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার রেললাইনটা ছিল সোজাসুজি। কিন্তু পালাবার আগে পাকবাহিনী ব্রাক্ষ্মপুত্রের ওপরের রেল সেতুটা ভেঙ্গে দিয়েছিল ওই পথের আরও কয়েকটা রেলপুল। তাই ভারতীয় বাহিনীকে টাঙ্গাইলের পথেই এগোতে হল। সেইটাই অবশ্য ছিল তাদের পরিকল্পনা।

ওদিকে ভৈরববাজারের দিক থেকেও তখন এগিয়ে ৫৭ নং ভারতীয় ডিভিশন। কিছুটা এগিয়ে তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা গেল নরসিংদীর দিকে। বিমান বাহিনীও তখন পুরোদমে আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তানীরা মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী হাত থেকে পালায় তো বিমান বাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে। বিমান বাহিনী সেদিন একমাত্র ঢাকাকে রেহাই দিল। কারণ ভারত সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, ওইদিন ঢাকাও করাচির উপর কোনও আক্রমণ করা হবে না। বিদেশীদের ঢাকা থেকে বের করে আনার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান

তেজগাঁওয়ে নামতে দেওয়া হবে। এবং সেজন্য তেজগাঁও বিমানবন্দর সারাতেও দেওয়া হবে। নৌবাহিনী কিন্তু সেদিনও ভীষন সক্রিয়। চট্রগ্রাম, কক্সবাজার এবং চালানার উপর নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিনও প্রচন্ড আক্রমণ চালাল।

১২ ডিসেম্বর: পরদিন ও ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার উপর কোনও অক্রমণ করল না। সেদিন বিদেশীদের নিয়ে ঢাকা থেকে তিনখানা আন্তর্জাতিক বিমান এল কলকাতায়। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে মুক্ত মানুষেরা এল কলকাতায়। বিমানবাহিনী সেদিন অন্যত্র ভীষন ব্যস্ত। ভোররাতেই ছত্রীসেন দের নামানো হল টাঙ্গাইলে। ময়মনসিংহ দিক থেকে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডটাও তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে টাঙ্গাইলে। ভোররাত্রে ছত্রীসেনাদের নামানো হল নদীর দক্ষিণে। মীর্জাপুর আর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি।

ভুয়া ছত্রীদের নামানো হয়েছিল প্রথম রাত্রে। কিছু পাকসেনা সেই ভুয়া ছত্রীসেনা খুঁজতে ছুটল।তারপর ভোররাতে নদীর উওরে নামাতে হল আসল ছত্রীসেনা। এক ব্যাটালিয়ন-অর্থাৎ প্রায় এক হাজার। মাটিতে নামতে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পেল। স্থানীয় সবাই সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল। বিমান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরা ছোটাছুটি করে তা সব সংগ্রহ করে দিল ছত্রীসেনাদের।

উত্তর দিক তখন জামালপুরের পাকবাহিনীর একটা অংশ পিছু হটে আসছিল। এদের আগমনের খবর জানা ছিল না ভারতীয় বাহিনীর। কারণ, এরা প্রধানত রাতের অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসছিল। আচমকা এই পাকবাহিনীটা এসে পড়ল ছত্রীসেনাদের সামনে। ওরাও আবার জানত না যে ভারতীয় ছত্রীসেনারা ওখানে নেমেছে। ভারতীয় ছত্রীসেনারাই প্রথমে দেখতে পেল পাকবাহিনীকে। দেখতে পেয়েই দমাদম গুলি চালাল। এবং সেই আচমকা আক্রমণে পাকবাহিনী একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল।প্রথমেই তারা ছিটকে পড়ল। তারপর রিগ্রুপড হয়ে আবার দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ছত্রীসেনারা পুরোপুরি তৈরী। লড়াই হল। পাকসেনারা কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পরই পিছু হটার চেষ্টা হরল। কিন্তু তাও পারল না। কারণ ততক্ষণে ময়মনসিংহের দিক থেকে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে গিয়েছে পেছনে। বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল।

টাঙ্গাইলের ছত্রীসেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্র বিমানবন্দরটা দখল করে নিল। তারপর থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখানে ক্যারিবু বিমানের অবতরণ শুরু হল। এল আরও সৈন্য। এল বহু অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধের নানা সাজসরঞ্জাম। কয়েক ঘণ্টায় পর ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। এবং দুই বাহিনী একত্রে এগিয়ে চলল ঢাকার পথে মির্জাপুরের দিকে।

ওদিকে তখন ৫৭ নং ডিভিশনও পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিক। সেই দিন তারা নরসিংদী অতিক্রম করে বেশ কিছুটা এগিয়েছে। সেদিনই প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কামানের গর্জন শোনা গেল। এবং সেই গর্জন শুনে নিয়োজিসহ ঢাকার পাকবাহিনী অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

এদিকে কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকবও আর কাণ্ড করে বসে আছেন। সকালে সাংবাদিক বৈঠক। জেনারেল জ্যাকব সেখানে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন। সাংবাদিকরা তাঁকে এই ছত্রীসেনা নামাবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করল। জেনারেল জ্যাকব বললেন, হ্যাঁ ছত্রীসেনা নেমেছে। তবে কোথায় নেমেছে, কত নেমেছে আমাকে জিজ্ঞেসা করো না। বিদেশী সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে যত প্রশ্ন করেন, জেনারেল জ্যাকব ততই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারই মধ্যে তিনি ইঙ্গিতে এমন একটা ধারণা দিলেন যে এক ব্রিগেডের বেশি ছত্রীসেনা নামানো হয়েছে এবং ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকায় তারা নেমেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই খবর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে দিল। খবরটা ঢাকায়ও গিয়ে পৌঁছল। এবং

পাক সমরনায়করা সেই খবর পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল হয়ত ঢাকার চতুর্দিকেই মিত্রবাহিনী প্রচুর ছত্রীসেনা নামিয়েছে। এবং হয়ত সব খবর তারা তখনও পায়নি। ঢাকার সবাই বুঝল, এবার আর রক্ষা নেই জেনারেল মানেকশর আবেদনও তখন বার বার প্রচারিত হচ্ছে: বাচাঁতে চান তো আত্মসমর্পণ করুন। পালাবার কোন পথ নেই। লড়াই করা বৃথা। আত্মসমর্পণ করলে সব পাকসেনা জেনেভা কনভেনশন অনুসারে ব্যবহার পাবেন।

১৩ ডিসেম্বর: মিত্র সেনাবাহিনী যতই ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং ঢাকার উপর বিমান হানা যতই বাড়ছিল ঢাকার পাক সামরিক নেতাদের অবস্থাও ততই কাহিল হয়ে উঠেছিল। সাধারণত বিপদে পড়লে জেনারেলরা যা করে প্রথম প্রথম এরাও তাই করল- ইসলামবাদের কাছে বার বার আরও সাহয্য পাঠাবার আবেদন জানাল। বলল: ভারত অন্তত ন’’ডিভিশন সৈন্য এবং দশ স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। সুতারাং আমাদেরও অভিলম্বে আরও কয়েক ডিভিশন সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়ড্রন বিমান চাই। ইসলামাবাদ প্রথমে ঢাকার কর্তাদের বলেছিল : তোমরা মাত্র কয়েকটা দিন লড়াইটা চালিয়ে যাও। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই পশ্চিমখন্ডে ভারতীয় বাহিনীকে এমন মার দেব যে তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে। এবং তখন যুদ্ধেই থেমে যাবে। সুতারাং তোমাদেরও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই ঢাকার পাক কর্তারা বুঝতে পারল, ওদিকেও বেশি সুবিধা হচ্ছে না। ভারতীয় নতজানু হওয়ারও কোনওই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বরং ভারতীয় বাহিনী প্রচন্ড বেগে ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। তখন তারা অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেল প্রধানত দুটো কারণে। প্রথমে কারণ, পালাবার পথ নেই। কোথাও যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে তার উপায় নেই। বিমানবন্দরে পালাবার মত কোনও পথ নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে যেদিকেই যাওয়া যাবে, ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনী বা স্থানীয় মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ কতটা ক্ষেপে আছে সেটা তাদের জানতে তখন বাকি নেই। তাই মিত্রবাহিনী পদ্মা এবং মেঘনার কূলে এসে দাঁড়ানো মাত্রই ঢাকার পাক কর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা অসহায় বোধ করতে শুরু করেছিল। এর উপর যখন তারা দেখল যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো পাকবাহিনীও আর ঢাকার দিকে ফিরতে পারছে না তখন তারা অনেকে একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিল।

ওদিকে তখন পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় প্রায় পনেরো মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। ৫৭ নং ডিভিশনের দুটো ব্রিগেড এগিয়েছে পূর্ব দিক থেকে। উত্তর দিক থেকে এসেছে গন্ধর্ব নাগরার ব্রিগেড এবং টাঙ্গাইলে নামা ছত্রী সেনারা। পশ্চিমে সেদিন ৪নং ডিভিশণও মধুমতী পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছে পদ্মার তীরে। উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামানের গোলা ও পড়া শুরু হয়েছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে। এবং বিমান বাহীনীর জঙ্গী বিমানগুলিও বার বার হানা দিচ্ছে ঢাকার সব ক’টা সামরিক ঘাঁটির উপর। পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বতোভাবে সচেষ্টা। একদিকে চলছে কামানে-বিমানে তীব্র আক্রমণ, আর একদিকে বেতার প্রচারিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের আবেদন। জেনারেল মানেকশ: বাণী সেদিন প্রচারিত হল রাও ফরমান আলীর উদ্দেশে। জেনারেল মানেকশ বললেন: আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেদিন শত শত পাকসেনা আত্মসমর্পণ করল। এক ময়নামতিতেই আত্মসমর্পণ করল ১১৩৪ জন। কিন্তু তখনও নিয়াজি অবিচল। তখনও সেলড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং তখনও তার সঙ্গে একমত হয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে খুলনা, বগুড়া এবং চট্রগ্রামের পাক অধিনায়করা।

১৪ ডিসেম্বর : নিয়াজি তখনও গোঁ ধারে বসে আছে, কিন্তু আর প্রায় সকলেরই হৃদকম্প উঠে গিয়েছে। ১৩ তারিখ রাত থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামান অবিরাম গোলা মেরে চলল। গোলাগুলি পড়ল গিয়ে প্রধানত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু সে গোলার আওয়াজে সারারাত ধরে গোটা ঢাকা কাঁপল। ঢাকার সবাই সেদিন ভীষন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বুঝল, আর রক্ষা নেই। গভর্নর মালিক সেদিন সকালেই 'সমগ্র পরিস্থিতি' বিবেচনার জন্য গভর্নর হাউসে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক ডাকল। এই বৈঠক বসবার ব্যাপারেও আলী এবং চীফ সেকরেটারি মুজাফফর হোসেনের হাত ছিল। তারা তখনও মনে করেছে, আত্মসমর্পন ছাড়া উপায় নেই, রক্ষা নেই।

মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল এগারোটা নাগাদ। এবং একটা পাকিস্তানী ওয়ারলেস মেসেজ ধরে মিত্রবাহিনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেল সেই বৈঠকের খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ চলে গেল ভারতীয় বিমান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টারে। এবং কয়েক মিনেঠের মধ্যেই এক ঝাঁক ভারতীয় জঙ্গী বিমান উড়ে এল ঢাকা গভর্নর হাউসের উপর। একেবারে নিদিষ্ট লক্ষ্যে তারা ছুড়ল রকেট। গোটা পাঁচেক গিয়ে পড়ল একেবারে গভর্নর হাউসের ছাদের উপর। মিটিং তখনও চলছিল। মালিক এবং তার মন্ত্রীরা ভয়ে প্রায় কেঁদে উঠল।। চীফ সেকরেটারি,আইজি,পুলিশ প্রভৃতি বড় বড় অফিসাররাও মিটিং- এ উপস্থিত ছিল। তারাও ভয়ে যে পারল পালাল। বিমান হানা শেষ হওয়ার পর মালিক সাহেব তার পাত্র মিত্রদের সঙ্গে আবার বসলেন। এবং তারপর আর পাঁচ মিনিটও লাগল না তাদের সিদ্ধান্তে পৌছতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন: আমরা সবাই পদত্যাগ করলাম। সেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি প্রতিনিধি রেনড সাহেকে জানাল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাইল। রেনড সাহেব তখন ইন্টারকনটিনেন্টাল হোটেলকে রেডক্রসের অধীনে ''নিরপেক্ষ এলাকা'' করে নিয়েছেন। এই ''নিরপেক্ষ এলাকা'' তখন ঢাকার একটি অদ্ভুত জিনিস। গোটা ঢাকা তখনও পাকিস্তানীদের দখলে, শুধু এই হোটেলটা ছাড়া। হোটেলটার উপর রেডক্রসের বিরাট বিরাট পতাকা উড়ছিল। বহু বিদেশী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আশ্রয় নিয়েছিল ওই হোটেল। ১৪ তারিখ সেখানে সদলবলে গিয়ে আশ্রয় নিল মালিক সাহেব। তখন ঢাকায় সবাই মনে করছে ওটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়- ভারতীয় বৈমানিকরা কিছুতেই রেডক্রসের বড় বড় পতাকা ওড়া বাড়িতে আক্রমণ করবে না। রেনড সাহেব তার এলাকায় ওদের আশ্রয় দিয়ে খবর পাঠালেন জেনিভায়। সেই বার্তায়: পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা পদত্যাগ করেছেন এবং রেডক্রস আন্তর্জাতিক অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন। জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে যেন অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। খবরটা যেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে জানানো হয়।

মালিক এবং তার গোটা ''পূর্ব পাকিস্তান সরকারের'' এই সিদ্ধান্তের অবস্থা আরও কাহিল হল। ঢাকার উপর তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। আক্রমণ চলছে কামানের। আক্রমণ চলছে বিমানের। প্রধান লক্ষ্য কুরমিটোলা ক্যান্টনমেন্ট। নাগরার বাহিনী তখন টঙ্গির কাছে পৌছে গিয়েছে। এবং পাক শীতলক্ষা নদীর একটা শাখার উপরের ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে ওপর থেকে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মূল পাকবাহিনীটা কিন্তু কামান এবং বিমান আক্রমণে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে কুরমিটোলা ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে আশ্রয় নিয়েছে। পূর্ব দিকের বাহিনীটা ও প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ডেমরায়। তবু নিয়াজি তখনও বলছে: আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। নিয়াজি অবশ্য এ কথাটা বলছিল প্রধাণত মারকিনীদের ভরসায়। মারকিনী সপ্তম নৌবহর যে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে এ খবর চার- পাঁচ দিন আগে থেকেই জানা গিয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় তখন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আগমনে নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। মারকিন সরকার যদিও ঘোষণা করলেন যে কিছু আমেরিকান নাগরিককে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। সকলেরই মনে তখন বেজায় সন্দেহ। সকলেরই মনে তখন প্রশ্ন, প্রেসিডেন্ট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে মারকিন নৌবহরকে আসরে নামাবেন। ঠিক কি মনে প্রশ্ন, প্রেসিডেন্ট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে নৌবহরকে আসরে নামাবেন? ঠিক কি উদ্দেশ্যে মারকিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছিল এবং কেনই বা তারা কিছু না করে (বা করতে না পেরে)

ফিরে গেল সে রহস্যের এখনও সম্পূর্ণ কিনারা হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই ঢাকায় একটুকু গিয়েছে যে, ইসলামাদের খবর মত ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজি আশা করেছিল যে সপ্তম নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি তার সাহায্যে আসবে নামবে। ইয়াহিয়া নিজে নাকি নিয়াজিকে সে খবর জানিয়েছিল। সেই ভরসায়ই ১৪ তারিখেও নিয়াজি বলে চলেছে: একেবারে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব।

ওদিকে মিত্রবাহিনী তখন প্রচণ্ডভাবে ঢাকায় সামরিক লক্ষ্যবস্তগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তখনও তারা ঠিক জানে না যে ঢাকার ভেতরের অবস্থাটা কী। অর্থাৎ পাকবাহিনী কিভাবে ঢাকার লড়াই লড়তে চায় এবং ঢাকায় তাদের শক্তিই বা কতই। সে খবর মিত্রবাহিনী জানে না। নানাভাবে এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা হল। কিন্তু আসল খবরটা কিছুতেই পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল সব ভুল। সেই ভুল খবরগুলির একটা: পাকিস্তানীরা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে পরিখা খনন করে হাউস-টু-হাউস লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা খবর: ঢাকায় পাকবাহিনীর অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। এবং রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। এই দুটো খবরই ভুল ছিল। কিন্তু তখনকার মত এই খবর দুটোই ঠিক মনে হয়েছিল। মিত্রবাহিনী এই অবস্থায় মনে করল যে ঢাকার ভেতরে লড়াই করার জন্য যদি সৈন্যদের এগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বিমান আক্রমণ চালানো হয় তাহলে লড়াইয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও মরবে। মিত্রবাহিনী এইটা কিছুতেই করতে চাইছিল না। তাই ওইদিনই তারা একদিক যেমন আবার পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল এবং তেমনি আর একদিকে ঢাকার সাধারণ নাগরিকদের অনুরোধ জানাল, আপনারা শহর ছেড়ে চলে যান।যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা শহর ত্যাগ করুন। উত্তর এবং পূর্ব-রাজধানী দুদিকেই তখন আরও বহু মিত্রসেনা এসে উপস্থিত হয়েছে। চাঁদপুরেও আর একটা বাহিনী তৈরী হচ্ছে নদীপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

১৫ডিসেম্বর: আগেই বলা হয়েছে, নিয়েজি মারকিন সপ্তন নৌবহরের সাহায্য আশা করছিল। এবং সেই ভরসায়ই দিন গুনছিল। কিন্তু ১৩বা ১৪ তারিখ কোনও একটা সময়ে নিয়াজি বুঝল না, মারকিন সপ্তম নৌবহর তাকে সাহায্য করতে আসরে নামবে না। এই জিনিসটা ঠিক কখন এবং কিভাবে নিয়াজি জানল সেটা বলা মুশকিল। একনও সে তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ভবিষ্যতে হয়ত কোনও দিন জানা যাবে এবং তখন বোঝা যাবে আসল ব্যাপারটা। তবে ইতিমধ্যেই যতটা জানা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই নিয়াজি সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওইদিনই সে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল বিশেষত, মারকিনীদের সঙ্গে। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা সেই প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীর মারকিন দূতাবাসে। তারা আবার খবরটা পাঠালেন ওয়াশিংটনে। তখন ওয়াশিংটন ইসলামাবদের মারকেন দূতাবাস বহু চেষ্টা করেও সেদিন ইয়াহিয়াকে ধরতেই পারল না। ১৫ তারিখ দিল্লীর মারকিন দূতাবাস মারফৎ খবরটা পৌঁছল ভারত সরকারের কাছে- নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে চায়, তবে কতগুলি শর্তসহ। প্রধান শর্ত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সবাইকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে গ্রেফতার করা চলবে না। ভারত সরকার এ প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন। বললেন: শর্তটর্ত নয়; বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পাকবাহিনীকে অবশ্য এ আশ্বাস দিতে রাজি যে যুদ্ধবন্দীরা জেনিভা চুক্তিমত ব্যবহার পাবে। নিয়াজি যে পুরো ভেঙ্গে পড়েছে, ঢাকার যুদ্ধ চালাবার মত মনোবল যে তার বা তার বাহিনীর মোটেই নেই এটা কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখনও জানেন না। ঢাকার ভেতরে খবরাখবর ভারতীয় বাহিনী খুব কমই পাচ্ছিল। নিয়াজির শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় বাহিনী মনে করল, এটা নিয়াজির একটা কৌশল। আসলে সে কিছুটা সময় চাইছে যাতে সপ্তম নৌবহরের সাহায্যে সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্র নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। নিয়াজি যে প্রস্তাব দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার একমাত্র মানে দাঁড়াল যুদ্ধবিরতি-আত্মসমর্পণ নয়। কিন্তু মিত্রবাহিনী তখন বিনাশর্তে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়। দিল্লীর মারতিন দূতাবাস মারফৎ সেই কথা জানিয়ে দেয়া হল: আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল ন'টা সময় দেয়া হল।

ভারতীয় বিমান বাহিনী ওই পর্যন্ত কোনও আক্রমণ করবে না। কিন্তু মিত্রপক্ষের স্থল ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে। যদি সকাল ৯ টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে শুরু হবে। ঢাকার ভেতর পাকবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।

জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিনডিকে বলেছিলেন: সকাল ন'টার মধ্যে বেতার জানতে হবে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা। একটা বেতার ফ্রিকোয়েনসিও বলে দিয়েছিলেন।

শোনা যায়, নিয়াজি সেদিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেরও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনও ফলই হল না।

ইয়াহিয়া খাঁকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ। বাড়ছে এবং পাকবাহিনীতে এাসও বাড়ছে। ঢাকার অসামরিক পাকিস্তানীরাও আত্মসমর্পণের পক্ষে চাপ বাড়াচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটা বিদেশী দূতাবাসও।

১৬ ডিসেম্বর: সকালে নিয়োজি আবার কয়েকজন বিদেশী দূতের সঙ্গে কথা বলল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে মানেকশর প্রস্তবই মেনে নেবে। তখন শুরু হল ওই ফ্রিকোয়েনসিতে গেয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বেদেশীর বসে নিয়াজি বারবার সেই চেষ্টা করতে থাকল। সকাল প্রায় সোয়া আটটা থেকে। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারল না। ন'টা যখন বাজে বাজে তখন গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন খুলে কান পেতে বসে রয়েছে। তারাও ভীষণ ভীত। তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন, ঢাকার লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাদেরও অনেকের প্রাণ যাবে। তারাও তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজি মানেকশর প্রস্তাবে রাজী হয় কিনা। কিন্তু হায়, ন'টার সংবাদে তারা আকাশবাণীর বাংলা খবরে জানতে পারলেন, নিয়াজি কোনও জবাবই দেয়নি! বিসান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে! ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়েও দিয়েছে যে তারা বাহিনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে। তখনই ঠিক হল, বেলা বারোটা নাগাদ মিত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে। ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পোঁছে গেছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড়ের ওপর নাগরায় বাহিনীর আটকে পড়েছিল। টঙ্গির কাছাকাছি। নদীর ওপরের ব্রিজটা পাকিস্তানীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

১৬ তারিখ ভোর নাগরার বাহিনী নয়ারহাট ফরেস্ট রোড় দিয়ে সাভারের কাছাকছি এসে ঢাকা-আরিচাঘাট রোড়ের উপর পড়ল। পাকবাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে আশাই করেনি। তাই ওদিকে কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্তাই রাখেনি। এমনকি ব্রীজগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গেনি। আরিচাঘাট রোড়ে পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগালো। মাত্র কয়েক মাইল। প্রথমেই মীরপুর। পাকবাহিনীর জেনারেল জামসেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করল। নাগরার বাহিনী ঢাকা কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকাপ্টারে ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হল। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হল। বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪-২১ মিনিটে ঢাকার রেস কোর্সে জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনী কাছে ততক্ষণে আত্মসমর্পণের নির্দেশ চলে গিয়েছে। সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্রগ্রাম এবং খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওইদিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল। মধুমতী নদীর পূর্ব তীরে। চট্রগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে পড়েছে। আর খুলনার পাকবাহিনীর একটা অংশ তখন খালিশপুরের অবাঙ্গালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

পরিশিষ্ট

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অনুসৃত রণনীত ও রণকৌশল	দৈনিক বাংলা ৪-৯ ডিসেম্বর, ১৯৭২	১৯৭১

জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার
হেয়াদেত হোসাইন মোরশেদ

প্রশ্ন : - মুক্তিবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ২৬ শে মার্চের পর থেকে ৩রা ডিসেম্বর তারা কিন ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল আবলম্বন করেছিলেন?

জেনারেল ওসমানী: আপনাদের মনে আছে ২৬ শে মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং বাঙ্গালীকে দমনে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙ্গালী সৈনিক, প্রাক্তন ই-পি-আর -এর বীর বাঙ্গালীরা এবং আনসার, মোজাহেদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জওয়ানেরা। সঙ্গে সঙ্গে এদরে সাথে এসে যোগ দিয়েছিলেন যুবক ও ছাত্ররা।

সর্বপ্রথমে যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগ কেন্দ্রসমূহ তাকে কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এ জন্যে পদ্ধতি ছিল- যত বেশী বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে; যেসব ন্যাচারাল অবস্টাকল বা প্রতিবন্ধক রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে এর সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানা হবে। মূলত: এই পদ্ধতি ছিলো নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতি। আর সংখ্যায় কম হওয়াসত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই পদ্বতিতে যুদ্ধকরে। এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ রয়েছে। যথা:- ভৈরব-আশুগঞ্জের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টার শত্রুবাহিনীকে চারদিন আটকে রাখা হয়।

তবে একটা বিষয় আমি আলোকপাত করতে চাই। নিয়মিত বাহিনীর যেটা স্বাভঅবিক কৌশল তা আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা ছোট ছোট অংশে অর্থাৎ ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুবাহিনীর তুলনামূলক অধিকসংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখি এবং সাথে সাথে শত্রুর ওপর আঘাতও হানতে থাকি। এভাবে চট্রাগ্রাম ও অন্যান্য সর্বপ্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময় আমার ও আমার অধিনায়কদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমার কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে চলতে পারব না। কারণ আমাদের সংখ্যা তখন সর্বমোট মাত্র ৫টি ব্যাটালিয়ন। এছাড়া আমাদের সাথে প্রাক্তন ই-পি-আর- এর বাঙ্গলী জওয়ানেরা, আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ ও যুবকরাও ছিলেন। যুবকদের অস্ত্র দেয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা ভেতর থেকে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মোটামুটি প্রশিক্ষণ নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শত্রু বাহিনীর ছিলো তিন-চারটি ডিভিশন। এই তিনটি ডিভিশনকেই নিতম সংখ্যা হিসাবে ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে এদেরকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয়, সম্ভব নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ এটি আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি বিরাট গণবাহিনী এ রকম হতে হবে যেমন মানুষের পেটের অস্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী জীবানু অস্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে ভেতরে থেকে শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী

শত্রুর অস্ত্রগলো বিনষ্ট করে দেবে। শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের সংখ্যা বেশী তাদের অস্ত্র বেশী, তাদের বিমান রয়েছে, আর আমাদের কাছে বিমান ছিলোনা। এছাড়া সম্বল তাদের অনেক বেশী।

কিন্তু এই সাথে সাথে পরিষ্কার ছিলো যে বাইরে লেখা কলাসিক্যাল ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বিশেষ কিছু উদ্ধার করার থাকবেনা। সেজন্য এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সময় কমাবার জন্যে। সেই পদ্ধতিতে বড় একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করতে হবে- সে যেন কনসেনট্রেটিড না থেকে ডিসপার্জড হয়।এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ছোট ছোট সংযোগের রাস্তা, তার রি-ইনফোস মেন্টের রাস্তা ধ্বংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেট বা বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

এজন্য আমার অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিলো। এই প্রয়োজনের কথা আমি মে মাসের শুরুতে সরকারকে লিখিতভাবে জানাই। এবং এর ভিত্তিতে মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যও চাই। তাতে আমরা উদ্দেশ্য ছিলো- (ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা বাহিনী ও (খ) ২৫ হাজারের মতো নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্বর গড়ে তুলতে হবে।কারণ, একদিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তি বণ্টন করার বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতি আমরা কার্যে পরিণত করি। ক্রমশ: গড়ে উঠলো একটি বিরাট গণবাহিনী- গেরিলা বাহিনী। জুন মাসের শেষের দিক থেকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি বানানো হয়।এবং জুন মাসের শেষের দিক থেকে আমাদের গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী এ্যাকশনে নামে। তবে, জুলাই-আগষ্ট মাসের আগ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী তাদের ওপর গেরিলা বাহিনীর প্রবল চাপ বুঝতে পারেনি। যদিও শুরু থেকে আমরা কিছুসংখ্যাক যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিলাম। তার চট্রগ্রাম বন্দরেও গিয়েছিলো, ঢাকায়ও এসেছিলো। তবে গেরিলাদের শত্রুরা জুলাই মাস থেকে অনুভব শুরু করে।

এর সাথে সাথে আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমাদের নৌবাহিনী ছিলো না। আমার কাছে নিয়মিত নৌবাহিনীর বহু অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও নাবিক আসেন। ফ্রান্সের মতো জায়গা থেকে কয়েকজন পাকিস্তানের ডুবোজাহাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আমি তাদেরকে ভিত্তি করে এবং আমাদের বড় শক্তি যুবশক্তিকে ব্যবহার করে নৌকম্যাণ্ডো গঠন করি। এই নৌকম্যাণ্ডো জলপথে শত্রুর চলাচল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ ই আগস্ট থেকে আমাদের এই নৌকম্যাণ্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে বীরত্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই। তারা মঙ্গলায় বহু জাহাজ ডুবায়। তারা শত্রুর জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র-সামান নিয়ে যেসব জাহাজ আসছিল চট্রগ্রামে সেগুলো ধ্বংস করে। এজন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজনে ছিলো। তারা শত্রুর দটো বন্দর করে দেয় এবং নদীপথেও তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়।

আমদের কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে পমাণিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষনাগাদ শত্রুরক্তহীন হয় ওঠে। তার ২৫ হাজারের মতো সৈন্য বিনষ্ট হয়। বহু যানবাহনের লোকসান হয়।৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুর এ অবস্থা দাঁড়ায় যে একজন বক্সার রিং- এর দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্লান্ত হয়ে ঘুরছে এবং একটা কড়া ঘুষি খেলে পড়ে যাবে- তার যোগাযোগ অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যেভাবে আমার উদ্দেশ্য ছিলো সেভাবে বিভিন্ন

জায়গায় তারা ছোট ছোট পকেট বানিয়েছিলো। তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে রি-ইনফোর্স কংক্রিটের বাংকার বানিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে ছিলো। রাতের বেলাতো বেরুতো না-ই, দিনের বেলায়ও বেশীসংখ্যক লোক ছাড়া বেরুতো না। শত্রুর তখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই শত্রু যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। যাতে তাদের জান বাঁচে, জাতিসংঘের হস্তপেক্ষেপের পর একটা যুদ্ধবিরতি হয়, অবজারভার এসে যায় এবং জাতিসংঘের কাছে সমস্যাটি দিয়ে তাদের জান রাক্ষা হয়-শত্রুপক্ষের এই ছলো প্রচেষ্টা। কারণ, তখন তারা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো যে তাদের পরাজয় একেবারে অনিবার্য। জাতিসংঘ যখন হস্তক্ষেপ করলো না তখন তারা একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালালো যাতে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তারা আমাদের ঘাঁটি, পজিশন ও বেসগুলোর ওপর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা করে। সাথে সাথে তারা পশ্চিমাবঙ্গ ও ত্রিপুরাঞ্চলেও গোলাগুলি শুরু করে।

আরেকটি ব্যাপার আমি বলতে চাই। আমার কাছে বিমান ছিলো না। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বিমান নিয়ে আমি ছোটখাটো একটি বিমানবাহিনী গঠন করেছিলাম। আমি যে বিমান পেয়েছিলাম তা ছিলো দু'টো হেলিকপ্টর, একটি অটার এবং আমার যানবাহনস্বরুপ একটি ডাকোটা। সেই অটার ও হেলিক্টারগুলোতে মেশিনগান লাগিয়ে যথেষ্ট সজ্জিত করা হলো। আমাদের যেসব বৈমানিক স্থলযুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে একটি ছোট বিমান বাহিনী গঠন করা হলো। এই বাহিনীর কৌশল ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটিতে হামলা করা এবং ইন্টারডিকসন অর্থাৎ শত্রুর যোগাযোগের পথকে বন্ধ করে দেবার জন্যে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানা।

আপনারা জানেন কিনা জানি না, শত্রুর ওপর প্রথম যে বিমান হামলা হয়েছে তা বাংলাদেশের বীর বৈমানিকেরা করেছে। ২৬ শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে যদিও আমাদের কাছে বিমান ছিলো না কিন্তু আমরা বিমান ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হেনেছি। শেষের দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট বিমান ঘাঁটিতে একটি সি-১৩০ বিমানের ওপর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মেশিনগান চালায়। মেশিনগানের গুলিতে যদিও সি-১৩০ বিমানটি পড়ে যায়নি, তবে কোন রকমে ঢুলু ঢুলু করে চলে গিয়ে শমসেরনগরে নেমেছিলো এবং পরে অনেকদিন মেরামতে ছিল।

প্রশ্নঃ ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর রণনীতি রণকৌশল কি ছিলো?

জেনারেল ওসমানী: প্রথমেই এ কথা নিচ্ছি, শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের আগে শেষ পর্যায়ে শত্রুবাহিনী ভারতের উপর যথেষ্ট পরিমাণ হামলা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে ভারতীয়দের যুদ্ধে নামতে হবে-যদিও উপর থেকে তারা তখনো নির্দেশ পাননি। এমন কি শেষের দিকে যখন যশোর সীমান্তে ভারতের উপর হামলা হয়েছে তখনো উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স আসোনি।

একদিনের কথা আমার মনে পড়েছে। সেই অঞ্চলে যুদ্ধরত আমার মুক্তিবাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ হচ্ছে। আমাদের কাছে ট্যাঙ্ক ছিলো না। পাকিস্তানী ট্যাঙ্কগুলো ভারতীয় অঞ্চলের উপরও গোলাবর্ষণ করছে। আমি তখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এর জবাব দিচ্ছেন না কেন? তারা বললেন, 'পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স নেই। তখন আমার নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর যোদ্ধারা অতি বীরত্ব ও কৃতিত্বের সহিত মোকাবেলা করেছে।

ভারতীয় বাহিনী ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধে নামে। এবং শত্রু আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ১৩ দিন যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর আগে তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর যখন যুদ্ধে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখো দিল তখন আমরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করে একটি রণনীতি অবলম্বন করি। সেই নীতি ছিলো যেহেতু ভারতীয়দের কাছে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান রয়েছে সেজন্য যেখানে অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধ রয়েছে এবং বড়

অস্ত্রশক্তি প্রয়োজন সেখানে তারা প্রথম লক্ষ্য দেবেন এবং আমাদের বাহিনী শত্রুকে 'আউটফ্লাঙ্ক' অর্থাৎ শত্রুকে দু'পাশ দিয়ে অতিক্রম করে- 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে ব্যূহের পার্শ্বভাগে আক্রমণ করবে অর্থবা ভারতীয়রা সামনের দিকে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং আমাদের বাহিনী 'আউটফ্লঙ্ক' করে পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে। যেহেতেু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনীর অভিজ্ঞতা ছিলো, আমার বাহিনী হাল্কা ছিলো ও ক্ষিপ্রতার সাথে রণাঙ্গনে চলাচলে সক্ষম এবং যেহেতু অঞ্চলাগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ ছিলো। সে জন্যে এই কাজগুলো করার দায়িত্ব ছিলো আমাদের উপর। যেখানে অধিকসংখ্যক গোলাবারুদ, বিমান বা ট্যাঙ্কের আক্রমণ করতে হবে সেখানে ভারতীয় বাহিনী শক্তি নিয়োগ করবে।

যেসব অঞ্চল কেবলমাত্র বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্ত করেছিলো সেখানে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেন। আমাদের বাহিনী যেসব অঞ্চল এভাবে মুক্ত করে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চল, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও ডুতিক অঞ্চল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল, চট্টগ্রামের করেহাট, হায়াকু, হাটহাজারী অঞ্চলের 'এক্সেস অব এডভান্স,' কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল, যশোরের মনিররামপুর ও অভয়নগর অঞ্চল, খুলনার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালিগঞ্জ অঞ্চল, ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং ঢাকা পৌঁছার শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী, ঢাকা-এই 'এক্সেস অব এডভান্স' রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মিত্ররাও এই পদ্ধতিটি বেশী কার্যকর বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি ছিলো- শত্রুর সেখানে পাকা বাঙ্কার বা রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের শক্তিশালী ব্যূহ বা স্ট্রং পয়েন্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে সরাসরি ঢুঁ মারা বুরবকের কাজ। এ ক্ষেত্রে যা করতে হবে তা ১৯৪২ সালে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনীকে (যাতে আমিও ছিলাম) শিখিয়েছিলো। এক্ষত্রে সামনে দিয়ে শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তাকে 'আউটফ্লঙ্ক' করে ওর পেছনে গিয়ে স্ট্রং পয়েন্ট বানিয়ে বসুন। সে যাবে কোথায় এবং ওর রি-ইনফোর্সমেন্ট ও গেলাবারুদ, রসদ ইত্যাদি আসবে কেত্থেকে? এইভাবে তাকে বিছিন্ন করে তার ব্যূহের পেছনে ও পার্শ্বভাগে আঘাত করুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাববেন তাকে বিছিন্ন করে তার ব্যূহকে পেছনে ও পার্শ্বভাগে আঘাত করেুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাবতেন আমরা কি ভীতু নাকি! তারপর একটি অভিজ্ঞাতা হওয়ার পর বুঝলেন যে আমাদের পদ্ধতিই একমাত্র কার্যকর রণপদ্ধতি। এইভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেবল একটি ব্যাটালিয়ন শত্রুর ১৪নং ডিভিশনকে আশুগঞ্জের যুদ্ধের পর ঘেরাও কের অকেজো করে দেয়।

তাই যেসব অঞ্চলে আমরা একা যুদ্ধ করেছি সেখানে আমাদের পদ্ধতি ছিলো, শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিছিন্ন করে তাকে সম্মুখভাগে ব্যস্ত রেখে তাকে 'আউটফ্লাঙ্ক' করে পেছনে গিয়ে বসা এবং তারপর পার্শ্বভাগ ও পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করা। অভ্যন্তর ভাগের গেরিলাদের (গণবাহিনীর) ও আমাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের সামঞ্জস্য বিধন করা। নির্দেশ থাকতো, গেরিলারা যখন অমুক জায়গায় আক্রমণ করবে তখন দৃষ্টিকে অন্যদিকে ধাবিত করতে হবে এবং শত্রুর যাতে গোলাগুলি ও রি-ইনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। গেরিলারা অমুক জায়গায় অমুক পুলটি উড়াবেন। তবে আমরা বড় বড় পুলগুলোতে হাত দিইনি। সেই পুলগুলো শত্রুরাই আত্মসমর্পণের আগে ভেঙ্গেছিলো।

যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি সেখানে কৌশল ছিলো যেখানে অধিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দবে, 'এক্সেস অব এডভান্স'-এ ভার শত্রুর স্ট্রং পয়েন্টের উপর চাপ প্রয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বাহিনী 'আউটফ্লাঙ্ক' করে গিয়ে পার্শ্বভাগে বা পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট নীতি ছিলো যে, স্ট্রং পয়েন্টগুরো 'ক্লিয়ার' করার পরবর্তী পর্যায় শত্রুর অন্য পজিশনগুলো আয়ত্ত্ব করতে হবে, সেখানে মুক্তিবাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এগোবে। তাঁদের অগ্রাভিযানে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী যতোটুকু সাপোর্ট দেয়ার ঠিক ততোটুকু দেবে।

প্রঃ মক্তিবাননী ও ভারতীয় বাহিনী যখন একসাথে এগোতে তখন অগ্রবর্তী দল হিসেবে মুক্তিবাহিনী যেতো এবং সাপোর্ট আসতো ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে-তাই কি?

জেনারেল ওসমানী : দু'রকমের ছিল। সেটা হয়েছে প্রথমে 'স্ট্রং পয়েন্টটি ক্লিয়ার কারার পরে। মনে করুন, শত্রুর খুব শক্তিশালী একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাটির উপর ভারতীয় বাহিনী ট্যাঙ্ক কামান দিয়ে হামলা করতো। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনী 'ক্রস কাণ্ট্রি' দিয়ে গিয়ে 'আউটফ্লাঙ্ক' করতো। ক্রস কাণ্ট্রি এগিয়ে যাওয়ার বিশেষ দক্ষতা মুক্তিবাহিনীর ছিল। এর দুটো কারণ ছিল- প্রথমতঃ আমরা ন''মাস নিজের অঞ্চলে যুদ্ধ করে আসছি এবং আমাদের বাহিনী তুলনায় হাল্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সংযোগ ছিল স্থানীয় লোকের সাথে, আমাদের প্রতি তাদের ছিলো পুরো সমর্থন। সেজন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে আউটফ্লাঙ্ক করে শত্রুপার্শ্বভাগ ও পেছন থেকে আক্রমণ করতাম যাতে সে আর টিকতে না পারে। তৎপর যখন অগ্রবর্তী অন্যান্য শত্রুপজিশন আক্রমণ করতে হতো বা এগিয়ে যেতে হতো তখন আমাদের বাহিনী অগ্রসর হতো ও আক্রমণ করতো কারণ অঞ্চলের পথঘাটগুলো আমাদের জানা ছিল, শত্রুর পজিশন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের খবর আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত আমাদের সেলগুলোর থাকতো এবং গেরিলাদের সাথে আমাদের সমন্বয় ও সংযোগ ছিল। আবার এখানেও প্রয়োজন হলে ভারতীয় বাহিনী আমাদেরকে আর্টিলারী বা ভারী কামানের দ্বারা সাপোর্ট দিত।

প্রঃ ক'টি সেক্টর ছিল? হেডকোয়ার্টার কোথায় ছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ বাংলাদেশকে আমি ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলাম। ১১টি সেক্টর একেকজন অধিনায়কের অধীনে ছিল। এবং প্রত্যেক অধিনায়কের একটি সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। এবং এই সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলি বাংলাদশের ভেতরেই ছিল। এই সেক্টরগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি যুদ্ধটি লড়েছি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা 'থিয়েটার' অর্থাৎ দেশব্যাপী রণক্ষেত্রে-যার ১১টি সেক্টরের মধ্যে রয়েছ অসংখ্য নদীনালা ও ব্যাপক দূরত্ব-কেন্দ্রীভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত পরিমাণ অফিসার ও স্টাফ, যোগাযোগ ব্যাবস্থা ও সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ছিল মাত্র ১০ জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত বাহিনীর রণ পরিচালনার হেডকোয়ার্টার। এছাড়া, এতবড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে পরিচালনা আমাদের তখনকার পরিস্থিতিতে শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও ছিল। তাই আমি আমার চীফ অব স্টাফ ও অন্যান্য কমাণ্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং আমাদের ও শত্রুর কাছে কার্যক্রমের কেন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরি। আমাদের সামরিক লক্ষ্য ও সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত আমাদের নির্দেশের (অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশন ও অপারেশনাল ডাইরেকটিভ) মাধ্যমে সাধারণভাবে আমাদের বাহিনীর করণীয়, প্রত্যেক সেক্টরে তাদের বিশেষ করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে জানতাম। আমার এইসব নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আমি লিয়াজোঁ অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এছাড়া আমার কমাণ্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সমন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে যেতাম অন্য সেক্টরে। সে অবস্থায় আমি যখন যে সেক্টরে থাকতাম, সে সেক্টরের হেডকোয়ার্টারই হতো আমার হেডকোয়ার্টার। এভাবে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতাম ও সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতাম। এছাড়া যুদ্ধকালীণ মন্ত্রিসভাকেও আমি যুদ্ধের অগ্রগতি ও সামরিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে অবহিত রাখতাম।

যখন বাংলাদেশ সরকার আমাকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন তখন আমি তাদের অনুমোদন লেঃ কর্নেল (বর্তমানে মেজর জেনারেল) এম, এ, রবকে চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করি। তিনি আমার পরে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য।

বিভিন্ন সেক্টরের কমাণ্ডার নিয়োগ করিঃ (১) এক নম্বর সেক্টরে প্রথম মেজর (বর্তমানে কর্নেল) জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিক। (২) দুই নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর (বর্তমানে কর্নেল) খালেদ মোশাররফ, পরে তিনি যখন 'কে' ফোর্স-এর কমাণ্ডার হয়ে যান তখন বেশ কিছুদিন তিনি দুটাই কমাণ্ড করছিলেন, তিনি আহত হওয়ার পরে মেজর আবু সালেক চৌধুরী কমান্ড করেন 'ক' ফোর্স এবং ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দার। (৩) তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর (বর্তমানে কর্নেল) শফিউল্লাহ, পরে যখন তিনি 'এস' ফোর্সের কমান্ডার হয়ে যান তখন মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্নেল) শফিউল্লাহ, নূরুজ্জামান-বর্তমানে যিনি জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডাইরেক্টর-তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। (৪) চার নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) চিত্তরঞ্জন দত্ত, যিনি সকল নিয়মিত অফিসার যারা চাকুরীতে রয়েছেন তাদের সকলের মধ্যে সিনিয়র। আইয়ুব আমলে তাকে সুপারসিড করা হয়েছিল। (৫) পাঁচ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্নেল) মীর শওকত আলী, যিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্ট্রগ্রামে যুদ্ধ করেন। (৬) ছয় নম্বর সেক্টরে ছিলেন উইং কমাণ্ডার (বর্তমানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) বাশার, তিনি বৈমানিক কিন্তু স্থলে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। (৭) সাত নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্ণেল) কাজী নূরুজ্জামান। তিনি পেনশনে ছিলেন ও আমার মতো যুদ্ধাবস্থায় এ্যাকটিভ লিস্টে কাজে যোগদান করেছিলেন। আবার পেনশনে চলে গেছেন। (৮) আট নম্বর সেক্টরের শুরুতে কমান্ডার ছিলেন মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) ওসমান চৌধুরী এবং আগস্ট মাস থেকে মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মনজুর। (৯) নয় নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত মেজর এম. এ. জলিল। তিনি এখন চাকুরীতে নেই। তারপরে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন। (১০) দশ নম্বর সেক্টর (নৌকমাণ্ডো-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও আভ্যন্তরীণ নৌপথ)। এতে নৌকমান্ডোর বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে সংশ্লিষ্ট কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করতেন। (১১) এগারো নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্ণেল) আবু তাহের, ইনি জখমের জন্যে বোর্ড আউট হয়েছেন। এছাড়া, তিনটি ব্রিগেড ফোর্স-জেড ফোস ও এস ফোস কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ। হেডকোয়ার্টারে ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে এয়ার কমাণ্ডার) এ, কে, খোন্দকার। চীফ অব স্টাফ রব সাহেব পূর্বাঞ্চলে থাকতেন। ওখানে আমার হেডকোয়ার্টারের একটি অংশ ছিল। ওখানে যতগুলো সমস্যা-প্রশাসন ও রণপরিচালনা সম্পর্কিত-তিনি সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যেটা নীতি গ্রহণ সম্পর্কিত হত সে বিষয়ে আমার নির্দেশ চাওয়া হত।

প্রশ্নঃ নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কত ছিল এবং কি ধরনের অস্ত্রে তারা সজ্জিত ছিল? গণবাহিনীর মোট সংখ্যা কত দাঁড়িয়েছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে বেগ পেতে হয়েছিল। অস্ত্র নিয়ে বেগ পেতে হতো। বেশীর ভাগ সময় সকলের সদিচ্ছা থাকলেও অনেক জিনিস আমরা পেতাম না। আমার চেষ্টা ও চিন্তা এই ছিল যে, আমি বিভিন্ন অস্ত্র কত তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে পারি। কারণ ভারতীয়রা যদি তরা ডিসেম্বর যুদ্ধে না নামতো তাহলে তখন যে পরিস্থিতি ছিল তাতে আমাকে আরো ছয় মাস যুদ্ধ করতে হতো। এতে দেশের আরো অনেক ক্ষতি হত। এজন্য শত্রুকে আরও সত্বর ধ্বংস করার জন্য অনেকগুলো অস্ত্রের আমাদের প্রয়োজন ছিল। সর্বশেষ একটি দেশের সাথে আমার সংযোগ হয়েছিল। সেই দেশটি তখনই অস্ত্র দিতে প্রস্ত্তত ছিল যদি আমার নিজের বিমান ঘাঁটি থাকতো। সে জন্যে আমি জেড ফোর্সকে (বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ব্রিগেড) সিলেট পাঠিয়েছিলাম। অনেকেই জানতেন না হঠাৎ কেন জেড ফোর্সকে সিলেটের উপর চাপালাম। তারা কেবলমাত্র স্ট্র্যাটেজিক কারণই জানতেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো, বিমানঘাঁটি যত তাড়াতাড়ি পাই তত তাড়াতাড়ি আমি হয়তো অনেক জিনিস সরাসরি আনতে সক্ষম হবো। এছাড়া শত্রুর শক্তিকে অন্যদিকে আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

যাহোক, যুদ্ধের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব মনে হত না। কিন্তু আমার মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের, নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়কদের চেষ্টায় আমি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ হাজার সৈন্য সম্বলিত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তারা সাধারণ ইনফ্যানট্রি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

দুটো গোলন্দাজ ব্যাটারী আমরা গড়ে তুলেছিলাম। ভারতীয়দের প্রাচীন কিছু, কামান ছিল। ওগুলো দিয়ে প্রথম ব্যাটারীটি গড়ে উঠেছিল। ওর নাম দিয়েছিলাম 'নম্বর ওয়ান মুজিব ব্যাটারী।' এই ব্যাটারী যুদ্ধেও ছিল। এর পরে আমরা দ্বিতীয় ব্যাটারী গঠন করি। আগেরটির চেয়ে একটু ভাল কামান দিয়ে এটি সজ্জিত ছিল। এ ব্যাটারীও যুদ্ধ করে।

আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি প্রায় ৫টি ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলোর সংখ্যা পূরণ করতে হয়েছে। যেমন, ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন-একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পল্টন। মাত্র ১৮৮ জনকে আমি পেয়েছিলাম। বাকীরা নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন যশোরের যুদ্ধে। তাদের সংখ্যা পূরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ৫টি ব্যাটালিয়ন থেকে ৮টি ব্যাটালিয়নে উন্নীত করি। এগুলো ছিল ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক, দুই, তিন, চার, আট, নয়, দশ, এগারো নং ব্যাটালিয়ণ। নয়, দশ, এগারো নং ছিল নতুন।

এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তুলি। সেক্টর ট্রুপস-এর সংখ্যা শেষ পযন্ত ছিল দশ হাজার। যারা প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোন সেক্টরে চারটি কোম্পানি, কোন সেক্টরে পাঁচটি কোম্পানি, কোন সেক্টরে ছ'টি কোম্পানী-এমনি বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। তারা সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে যুদ্ধ করতেন।

নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিগেড। ব্রিগেডগুলোকে আমি ফোর্স নাম দিয়েছিলাম- জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স। ব্রিগেডগুলোর কমান্ডারদের নামে এই নামকরণ হয়েছিল। জেড ফোর্স কমাণ্ড করতেন জিয়াউর রহমান, কে ফোর্স খালেদ মোশাররফ এবং এস ফোর্স শফিউল্লাহ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের আগে যে অর্গানাইজেশন ছিল আমরা তার পরিবর্তন পরিবর্তন করিনি। এই অর্গানাইজেশন অনেক চিন্তা করে বিগত দশ বিগত দশ বছরে শান্তি ও যুদ্ধে পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়া হয়েছিল, এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, সেটা ভারতীয় অর্গানাইজেশনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। আমি মনে করি আমাদেরটা সুষ্ঠু। সেই অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ব্যাটালিয়নগুলোর সাধারণ অস্ত্রসজ্জা ছিল। অন্যান্য দেশের ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের যা সাধারণ অস্ত্র থাকে এখানেও তাই ছিল, তবে ফায়ার পাওয়ারটা এই অর্গানাইজেশনের কিছুটা বেশী। যেমন, সাধারণতঃ একটি সেকশনে একটি লাইট মেশিনগান থাকে আমাদের ছিলো দুটো মেশিনগান। আর অস্ত্র ছিল যা স্বাভাবিক ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নে থাকে-গ্রেনেড, রাইফেল, লাইট মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, দুই ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চি বা ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং ট্যাংস্কবিধ্বংসী কামান।

সেক্টর ট্রুপস-এর অস্ত্রও প্রায় এ ধরনের ছিল। তবে ওদের স্কেল ছিল আলাদা। ওদের কাজ ঠিক নিয়মিত বাহিনীর মত ছিল না। তাদের ভূমিকা ছিল-প্রথম তারা ঘাঁটি করবেন। সেই ঘাঁটি থেকে গেরিলা ভেতরে পাঠানো হবে এবং গেরিলাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রূর উপর বিভিন্ন হামলা ও অন্যান্য কাজ করবেন। তাই তাদের অস্ত্রের পরিমাণ বা স্কেল এ্যাকটিভ ব্যাটালিয়নের চেয়ে কিছুটা পৃথক ছিল, কিছু কিছু কম ছিল।

এবার গণবাহিনীর কথায় আসছি। সর্বমোট প্রায় ৮০ হাজারের মতো ছিল গণবাহিনীর সদস্য। আমি ৬০ থেকে ৭০ হাজার গণবাহিনী কাজে নিয়োগ করেছিলাম। এছাড়া কয়েক হাজার প্রশিক্ষণরত ছিল। এদের অস্ত্র যা দিতে চেয়েছিলাম, যে স্কেল আমরা তৈরী করেছিলাম ঠিক সেই পরিমাণ অস্ত্র সবসময় আমরা দিতে পারিনি। অস্ত্রের অভাবই ছিল এর কারণ। যা হোক, গণবাহিনীর বীর গেরিলাদের অস্ত্র ছিল প্রত্যেকের কাছে গ্রেনেড, কয়েকজনের কাছে স্টেনগান। এছাড়া ছিল রাইফেল, যদিও গেরিলাদের জন্যে রাইফেল সন্তোষজনক অস্ত্র নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের কাছে সম্বল ছিল না তাই যা পেতাম তাই ব্যবহার করতে হতো। এছাড়া ছিল অল্প কয়েকটি পিস্তল ও এসএলআর। খালি হাতেও তারা যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধরনের অপারেশনের

জন্যে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। নৌ কমাণ্ডদের আত্মরক্ষার জন্যে হাল্কা অস্ত্র থাকতো, বেশীর ভাগ সময়ই গ্রেনেড। আর থাকতো অপারেশনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন-লিম্পেট মাইন।

যুদ্ধ শেষ হওয়া আমার তাই সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০-২৫ হাজার নিয়মিত বাহিনী এবং ৭০/৮০ হাজার গণবাহিনী।

প্রশ্নঃ গণবাহিনীর কোন আলাদা সেক্টর ছিল কিনা? সি-ইন-সি স্পেশাল সংগঠনটিও বা কি ছিল?

জেনারেল ওসমানীঃ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী। এর ভেতর স্থল, জল, বিমান তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে মুক্তিবাহিনী শব্দে ভুল করেন। তারা মনে করেন শুধু গেরিলাদের বুঝি মুক্তিবাহিনী বলা হতো। আসলে তা নয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পুরোটা মিলিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনী। এর দুটো অংশ ছিল-(১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) গণবাহিনী ও গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা এই শেষোক্ত অংশকে বলতেন এফ-এফ অর্থাৎ 'ফ্রীডম ফাইটার'। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তো সবাই। আর গণবাহিনীর ও নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর একই ছিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকারকারী সকলেই এই ১১টি সেক্টরের কোন না কোন একটি সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

সি-ইন-সি স্পেশাল সম্পর্কে এবার বলছি। শুরুতেই গেরিলাদের দু'সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হতো। কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। পরে মেয়াদ খানিকটা বাড়ানো হলো। তখন তিন সপ্তাহের মতো সাধারণ গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। এছাড়া আমি কিছুসংখ্যক গেরিলার জন্যে একটি বিশেষ কোর্সের বন্দোবস্ত করেছিলাম। একে বলা হতো স্পেশাল কোর্স। ওটা ছয় সপ্তাহের ছিল। এই কোর্সে গেরিলা লীডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এবং আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ শহরাঞ্চলে আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতিও তাদের শেখানো হতো। এদের ভূমিকা ছিল গেরিলাদের নায়কত্ব করা এবং সাধারণ গেরিলাদের দিয়ে সম্ভব নয় এমন সব কাজ সম্পন্ন করা। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল খুব কম। চাকুলিয়া নামে এক জায়গায় তাদের ট্রেনিং দেয়া হতো। এসব গেরিলারা বিশেষভাবে সিলেট হয়ে যেতো এবং এদের সিলেকশনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি লোক নিয়োগ করেছিলাম। তাই এদের নাম কেই বলতো সি-ইন-সি স্পেশাল। আসলে এ নামে স্বতন্ত্র বাহিনী ছিল না।

প্রঃ যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ অর্থাৎ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন বা ডাইরেকটিভস সম্পর্কে কিছু বলুন।

জেঃ ওসমানী : সরকার গঠনের আগে আমি সর্বপ্রথমে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি মুখে বলে, যোগাযোগ করে। তারপর আমি কমান্ডারদের আমাদের লক্ষ্য বা অবজেকটিভ এবং প্রত্যেক সেক্টরে কি ফলাফল অর্জন করতে হবে তা জানিয়েছি।

এ জন্যে আমি সাধারণতঃ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন দিতাম। তাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিনায়কের উপর দায়িত্ব যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হতো। সাধারণ লক্ষ এবং সেই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা এই হুকুমনামা বা ইন্সট্রাকশনে লেখা থাকতো। এছাড়া আমি একটি জিনিস ব্যবহার করেছিলাম যা নতুন ছিল এবং আমার জানা মতে এর আগে কোন সামরিক বাহিনীতে তা ব্যবহার করা হয়নি। সেটা ছিল অপারেশনাল ডাইরেকটিভস নির্দেশ এবং উপদেশ। পরিস্থিতি যাচাই ও বিবেচনা করে কি পরিমাণ এই ডাইরেকটিভস একজন অধিনায়ক অনুসরণ করবেন তা তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তা না হলে আমরা যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারতাম না। তবে মৌলিক কয়েকটি বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি।

সব সময়ই মন্ত্রীসভাকে- মাসে অন্তত একবার- রণাঙ্গনের মূল্যায়ন অবহিত করতাম।

এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভিত্তিক যে নির্দেশ মন্ত্রীসভা আমাকে দিতেন তা আমার অধিনায়কদের কাছে পৌঁছে দিতাম।

প্রঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়?

জেনারেল ওসমানী : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু থেকেই আমরা ঘাঁটিগুলি গড়ে তুলেছিলাম। গণবাহিনী কাজ শুরু করার পর এই ঘাঁটিগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়। ঢাকা নগরীতেও কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ঘাঁটি প্রায়ই পরিবর্তন করা হতো। কয়েকটি ঘাঁটি শত্রুর হতে ধরাও পড়েছিল। ঘাঁটিগুলোতে যে কেবল মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা নয়, এতে আমাদের 'কনট্যাক্ট' এবং কোরিয়াররাও ছিলেন। একটা কোরিয়ার সার্ভিস পরিচালিত হতো। ছিল অয়ারলেস যোগাযোগ। কোরিয়ার-এর আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা হতো। কোরিয়ার এর মাধ্যমে ভেতরের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। ঘাঁটি সাধারণত তিন রকমের ছিল- (১) যেখানে অস্ত্র জমা থাকতো, (২) যেখানে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হতো ও যেখান থেকে পাঠানো হতো এবং (৩) যেখান থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হতো।

এছাড়া ভেতরে অনেকে ছিলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে বাইরে না গিয়ে ভেতরে থেকে সহযোগিতা করেছেন।

প্রঃ অধিকৃত এলাকার জনগণের কাছ থেকে কি ধরনের সাড়া পেয়েছিলেন?

জে: ওসমানী : বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পেয়েছি- কেবলমাত্র গুটি কয়েক লোক ছাড়া। বাংলাদেশের লোক ২৬শে মার্চ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। অনেকসময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এটা অবশ্য সত্য- যারা দালালী করেছেন- রাজাকার আর-বদরের যুদ্ধে অনেক জায়গায় পেয়েছি। তারা বেশীর ভাগ সাহস সেখানে যুদ্ধ করতে দেখিয়েছে যেখানে তাদের মালিক পাঞ্জাবীরা ছিল, আর তা না হলে তারা মুক্তিবাহিনী দেখামাত্র পালিয়ে যেতো। তবে অনেক জায়গায় শত্রুর একটা প্লাটুন থাকতো আর একশো-দুশোজন রাজাকার, আল-বদর হতো। জনগণের সাথে শুরু থেকেই যোগাযোগ ছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমার, আমার অধিনায়ক ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সব সময় এমন মনে হতো যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে শ্বাস নিচ্ছে।

প্রঃ অধিকৃত সময়ে আপনি কি কখনো ঢাকা এসেছিলেন?

জে: ওসমানী : ঢাকায় আসিনি। আমি জানি, অনেকে বলেছেন, আমি ঢাকায় এসেছিলাম। সেটা ঠিক নয়। আমি অন্যান্য অঞ্চলে এসেছি ও ঘুরেছি। কিন্তু ঢাকায় আসিনি এবং ঢাকায় আসা ঠিক সম্ভবপর ছিল না। আরেকটি কথা জনগণের সমর্থনের প্রসঙ্গে আমি বলেছি। যোগাযোগ আমাদের সব জায়গায় ছিল সশরীরে- সব জায়গায়, সব শহরে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, অমুক তারিখে হাজির হতে হবে বলে টিক্কা খান আমাকে যখন সময় দিলেন তখন তার জওয়াব আমি দিয়েছিলাম। সেই জওয়াব টিক্কা খানকে পৌঁছানো হয়। আমার হতের লেখা জওয়াব। টিক্কা খানের বাড়ীর দেয়ালে একটি বালক গিয়ে সেই জওয়াবের কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন সেই জাগজটি নাকি কেউ টিক্কা খানকে দেখাবার পর সে বলেছিল-হ্যাঁ, এটি ঐ...এর হাতের লেখা।

জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মেডিক্যাল সমিতির চিকিৎসা সাহায্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় জনগণের ও সরকারের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, তাদের অবদানের কথা ভুলবার নয়। ভারতীয় বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তিনি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তৎপরতার আরও বিবরণ	'দৈনিক বাংলা' ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭২	………… ১৯৭১

ছোট ছোট বিমান দিয়েও প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছিল বাংলাদেশের বৈমানিকরা

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার

মে মাসের মাঝামাঝি আমি আগরতলায় মিলিত হই মরহুম ক্যাপ্টেন খালেক, বর্তমান বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন ও ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিনের সাথে। ক্যাপ্টেন খালেক ছিলেন পিআইএ'র ট্রাইডেন্ট বিমানের একজন কমান্ডার। পিআইএতে বাঙ্গালীদের অভাবঅভিযোগের একজন প্রবক্তা হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মধ্যে আগরতলায় আমাদের দলে যোগ দিলেন ক্যাপ্টেন মুকিত। ক্যাপ্টেন মুকিত আদিতে ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাইলট। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে তিনি বিমান বাহিনী ছেড়ে পিআইএতে যোগদান করেন। মুকিতের যোগদানের ফলে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তখন থেকে আমাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণা ও প্রচেষ্টা ছিল কেমন করে একটা ছোট বিমান বাহিনী গড়ে তোলা যায়।

জুলাই মাসের দিকে পাকিস্তান বৃক্ষ বিভাগের পাইলট আকরাম আহমেদ ও ঢাকা ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য আহমেদুল আমিন আমাদের সাথে মিলিত হন। আকরাম আহমেদ ও আহমেদুল আমিনের আগরতলা গমনের ২/৩ দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন ও আমাকে ভারতীয় বৈদেশিক দফতর দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। দিল্লীতে আমদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর ও বৈদেশিক দফতরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনুধাবন করানো যে ছোট ছোট দিয়েও কার্যকরী একটা বিমান বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। বিমান বাহিনী প্রসঙ্গে আমাদের আরও পরিকল্পনা ছিল- ছোট ছোট বিমানে ফ্লোটিংর ডিভাইস সংযোজন করে শত্রুসৈন্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও তাদের শক্ত ঘাঁটির উপর অতর্কিতে আঘাত হানা। আমাদের শক্তির সমর্থন আমরা বায়াফ্রার যুদ্ধে সুইডিশ বৈমানিক কাউন্ট ভনরজেন কর্তৃক রকেট সজ্জিত ছোট বিমানে ভূমিতেই অবস্থানরত ১১ খানা নাইজেরীয় মিগ-১৯ বিমান ধ্বংস করার ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করলাম। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে দিল্লীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা আমাদের সাথে একমত হলেন এবং তারা মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর আবদুল করিম খোন্দকারের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এয়ার কমোডর খোন্দকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে জন্মলাভ করল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে আমরা বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের জন্মদিবস পালন করি।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে তখন এর প্রতিষ্ঠাতা এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার ছাড়া আরও কয়েকজন বৈমানিক ছিলেন- মরহুম ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন সাত্তার (লেখক), ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন আকরাম ও ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ছেড়ে যারা এসেছিলেন তারা হলেন স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম। আরও ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগকারী ৬৭ জন এয়ারম্যান। আমাদের বিমান ছিল ডাকোটা অটার ও এলুভেট হেলিকপ্টার।

ডাকোটা বিমানকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড বোমা বহন করার উপযোগী করা হলো এবং পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন মুকিত ও আমাকে। অটার বিমানকে সজ্জিত করা হলো সর্বধুনিক রকেট, মেশিনগান ও বোমাবর্ষণের উপযোগী করে।

পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো ফ্লাঃ লেঃ শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আকরাম ও মরহুম সরফুদ্দিন। হেলিকপ্টারকে সজ্জিত করা হলো রকেট ও ভারী মেশিনগান দ্বারা। পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হলো স্কোঃ লিঃ সুলতান মাহমুদ, ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম এবং ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনকে।

অতঃপর অক্টোবর মাসের প্রথম তারিখ থেকে এয়ার কমোডর খোন্দকার সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়া শুরু হলো। নাগাল্যান্ড, মনিপুর, অরুনাচল, ত্রিপুরা ও আসামের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী এলাকার কোন প্রকার পথ নির্ধারক ব্যতিরেকে শুধু কম্পাসের উপর নির্ভর করে রাত্রির পর রাত্রি আমরা অত্যন্ত নীচু দিয়ে উড্ডয়নের কৌশল আয়ত্ত করার অনুশীলন করতাম। শত্রুর রাডারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় অত্যন্ত নিচু দিয়ে বিমান চালনা করা এবং সত্যিকারের অভিযানকালে যাতে শত্রুর দৃষ্টিগোচর না হতে হয় সেজন্য প্রয়োজন ছিল রাত্রিতে সঠিক পথে বিমান চালনার অভ্যাস করা। রাত্রিবেলায় নীচু দিয়ে বিমান চালনা এবং প্রদীপবিহীন রানওয়েতে বিমান অবতরণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার চেষ্টা ছাড়াও বিমান আক্রমণের অন্যান্য পদ্ধতিরও আমরা নিয়মিত অভ্যাস করতাম। এয়ার কমোডর খন্দকার সাহেবের তত্ত্বাবধানে আমাদের অনুশীলন যে কত নিখুঁত ভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিমান আক্রমণে আমাদের দারুণ সফলতার মধ্য দিয়ে। পরিকল্পনা মাফিক ঠিকমত আক্রমণ পরিচালনা করতে পারলে ছোট ছোট বিমানও যে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমানের সমকক্ষ হতে পারে তা আমাদের বৈমানিকগণ দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বৈমানিকদের দক্ষতা দেখে ভারতীয় বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

আমাদের দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তঃ ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানী বিমান জ্বালানী ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফ্লাঃ লেঃ শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন আকরাম আহমদ ঐ একই সময়ে চট্টগ্রামে এক ব্যাপক বিমান আক্রমণ পরিচালনা করেন। চট্টগ্রামের অভিযানের পরে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আকরাম মরহুম সরফুদ্দিনকে নিয়ে ১২ বারেরও বেশী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক দুশমনদের শক্ত ঘাঁটি ও কনভয়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। আমার মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকলে ডাকোটা, অটার ও হেলিকপ্টার এই তিন গ্রুপের মধ্যে শুধু একটি বিষয়েই প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল, তাহলো কোন্ গ্রুপ কত বেশী বিপজ্জনক অভিযানের দায়িত্ব লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। ডাকোটা বিমান নিয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমাবর্ষণের জন্য একটি দিন স্থির করা হয়। অভিযানটি ছিল ভয়ানক বিপদসংকুল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের মাত্র একদিন পূর্বে যখন বিশেষ কারণে এই অভিযান পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল তখন ক্যাপ্টেন খালেক ও ক্যাপ্টেন মুকিত অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে যান।

বিমান আক্রমণ পরিচালনাকালে আমাদের বৈমানিকগণকে অনেকবার মারত্মক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ৭ই ডিসেম্বর পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট শহর শত্রুমুক্ত হয়েছে কিনা জানার জন্য ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন হেলিকপ্টারযোগে সিলেট বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যান। সিলেট শহর তখনও শত্রুমুক্ত হয়নি। তাই অবতরণকালে হেলিকপ্টারটি আক্রান্ত হয়। মেশিনগানের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি হেলিকপ্টারটিকে বিদ্ধ করে কিন্তু ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন সফলতার সাথে কৈলাশহর বিমান ঘাঁটিতে ফিরে যান। আবার ১০ই ডিসেম্বর সিলেটের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনকালে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনের হেলিকপ্টারের টেইল রোটার ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ভারসাম্য যদিও ব্যহত হচ্ছিল তবু এবারেও ক্যাপ্টেন শাহবুদ্দিন আশ্চর্য পারদর্শিতার সাথে ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে নিরাপদে অবতরণ করেন।

আর একদিনের ঘটনা ফ্লাঃ লেঃ বদরুল আলম ও ক্যাপ্টেন শাহবুদ্দিন কুমিল্লা এলাকায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে এয়ার সাপোর্ট দিতে থাকাকালে তাদের হেলিকপ্টারের জ্বালানী ফুরিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা কুমিল্লা বিমান বন্দরে জরুরী অবতরণ করেন। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট তখনও শত্রুকবলিত। সেখান থেকে শত্রু হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে মর্টার ও ভারী কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এত বিপদের মাঝেও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বদরুল আলম এবং শাহাবুদ্দিন বিমানের জ্বালানী সংগ্রহ করে নিরাপদে ফিরে আসেন। এমনি আরো বহুতর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের এই ছোট্ট এয়ার ফোর্সের প্রত্যেকটি বৈমানিককে কিন্তু তাই বলে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই সকল বৈমানিকের কেউই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি।

নির্ঘণ্ট

অপারেশন জ্যাকট ১০-১১, ১৩, ২৯৮
অপারেশন লোন রেঞ্জার' ২৯৮
অপারেশন শ্লেজ হ্যামার, ২৯৮
অপারেশন হট প্যান্টস ২০
অবরোধমূরক অভিযান ৪৬১-৬২
অরোরা, জগজিৎ সিং, লেঃ জেনারেল ২৯-৩১, ৩৯, ১৫৩, ১৫৭-৫৮, ২১৬, ২৩৫, ২৮৭-৮৮, ৩৮৫-৮৬, ৪১৮-১৯, ৪৬১-৬২, ৫২৪-২৫, ৫৩১-৩২, ৫৩৯-৪০, ৫৫২-৫৩, ৫৫৮
অল-ইন্ডিয়া রেডিও ৪১৫, ৪১৮
অষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৬২, ১৩৫, ২৩৯, ৪৭৭, ৪৯৪-৯৫, ৪৯৬-৯৭, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-৫০৬, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
অ্যাকশন ৩
অ্যামবুশ ৬, ১৯

আ
আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৭৩, ৮৪, ৯৫, ৯৭-৯৮, ১১৭-১৮, ১৩২, ১৩৫, ১৪৪-১৪৫, ১৪৬-৫৩, ১৫৪, ৫৩৪-৩৫,
আইয়ুব, পাক মেজর ৪৫৭-৫৮
আউট ফ্লাঙ্ক ৫৬২-৬৩
আউয়াল, আবদুল সিপাহী ২৩২-৩৩
আউয়াল, আবদুল, ডি-সি ৪৩৪-৩৫
আওয়ামী লীগ ৪২২-২৩, ৪৬৫-৬৬
আওয়াল, হাবিলদার, ৮৪, ১৮৯
আকতার, লেফটেন্যান্ট ৫৩২-৩৩
আকবর, আলী, সিপাহী ৩২১
আকবর, আলী, ইপিআর নায়েব সুবেদার ৪৮২-৮৩
আকবর, সৈয়দ আলী, হাবিলদার ১০৬
আকবর (আকবর হোসেন), ক্যাপ্টেন ৭৩
আকরাম, ক্যাপ্টেন, (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৫৭০
আখঞ্জি, তাহের উদ্দিন, লেঃ ২৮৯-৯২, ২৯৩, ২৯৮
আখাউড়ার যুদ্ধ, ২৩১-৩২
আজম, গোলাম, সুবেদার ৪২২
আজাদ কাশ্মীর ট্রুপস ২৯১-২৯২, ২৯৫-৯৬
আজাদ, ৪৩৪
আজিজ, জেসিও সুবেদার ৩৯. ৩৯
আজিজ (খন্দকার আবদুল), লেঃ ১৩৫-১৩৬, ১৪০
আজিজ, (আজিজুর রহমান), ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৬, ২০৮, ২১৩, ২২৬
আজিজ, নায়েক (৩নং সেক্টর) ২২৯
আজিজ, নায়েক (৯নং সেক্টর) ২২৩-২২৪
আজিজ, (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-২৩৭
আজিজ, হাবিলদার, ৩৫৭-৫৮
আজি, নায়েক সুবেদার, ৪৭৭
আজিজ (ফুলমিয়া), হাবিলদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩৪-৩৫, ৪৩৪, ৪৩৮-৩৯
আজিজ, আবদুল, মেজর ৪৬০-৪৬৩, ৪৭৫, ৪৮১-৮২
আজিজ, সুবেদার, (১১ সেক্টর) ৪৬৩
আজিজ, আবদুল সিপাই, ৪৯৯-৫০০
'আত্ম-সমর্পণ' ৫৩৭, ৫৫৮
আতাউল্লাহ, পাক ব্রিগেডিয়ার, ৫৩১-৩২
আতাহার, ৪২৯-৩০
আন্তর্জাতিক কুটনীতি ৩৩
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি, ৫৫৬-৫৭
'আনন্দ বাজার' (পত্রিকা) ৩২৮-২৯, ৩৩১-৩২
আনসার, ৫৫৯
আনসারী, এইচএম পাক মেজর জেনারেল ২৭, ৩৯, ৫৩১, ৫৪৫
আনসারী, রাজিনা, ৪৪১-৪২
আনোয়ার, সুবেদার ৪৩৫-৩৬
আনোয়ার, জহিরুল (সানু), ছাত্র ৪৮৪-৮৫
আফজাল, হাবিলদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৪০৬-৪০৭, ৪০৮, ৪১৪-১৫
আফতাব, সুবেদার, ৪৫১-৫২
আবদুল্লাহ, লেফটেন্যান্ট, ৩২৯-৩১
আবুল, ৪৩২
আবেদীন, জয়নাল, মেজর ৪২৮-২৯, ৫৩৩, ৫৬৪-৬৫

আবেদীন, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
আম্বিয়া, গোলাম, এপিআর সুবেদার, ১৬২, ১৬৫,
আমিন (এ জে এম আমিনুল হক)
মেজর, ১৫৬, ১৫৮, ২৩৯, ৪৭৭, ৪৮৪-৮৫,
৪৮৯, ৪৯৪-৯৫, ৫০৮-৫০৯
আমিন (আমিনুল ইসলাম) লেফটেন্যান্ট, ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৮
আমিন, আহমেদুল ৫৬৮
আমিন, রুহুল, সিপাহী ২১০, ২৩৩-৩৫
আমিন, রুহুল ৪২৩-২৪, ৫৩৭
আমিন, রুহুল, হাবিলদার ৫০৪-০৫
আমিরুজ্জামান, সুবেদার ৩৫২-৫৫, ৩৫৫-৫৬
আমানউল্লহ, নায়েক সুবেদার, ৩৫২-৫৩, ৩৫৪-৫৫
আমানউল্লাহ, শেখ (নেভী) ৫১০
আমেরিকান টেলিভিশন সংস্থা ৫২৯
আরেফিন, শামসুল, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪২২
আল আববাস ১২
আলতাফ, সুবেদার ৪৫০-৫১
আল বদর ৩০৮, ৩৫৩-৫৪, ৪২৪, ৪৬০-৬১,
৪৯৬-৯৭
আল মুরতজা ৪০৯-১০, ৪৪৬-৪৭
আল শামস ৩০৮, ৩৫৪
আলম, গেরিলা যোদ্ধা, ৭৯
আলম, ছাত্র ৪০৪-৪০৫
আলম, আনোয়ারুল, ক্যাপ্টেন ১৩৪
আলম, আশরাফুল, ফ্লাইট লেঃ ৪৭৭
আলম, খুরশিদ, সুবেদার ১৫৮
আলম, দিদারুল, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ১০৬, ১৮৪-৮৫
আলম, বদরুল, ফ্লাইট লেঃ ২৯৯, ৫২৩-২৪,
৫৬৮-৬৯-৫৭০
আলম, বদরে, লেঃ ৪০০
আলম বাহিনী, ৩৬৩-৬৪
আলম, ডাঃ মাহবুবুল, ৩৫২-৩৫৪-৫৫
আলম, এম ইউ ৪২২
আলম, মোঃ বদিউল (নেভী) ৪২৭-২৮, ৪৪৬-
৪৭, ৫১০, ৫১৪, ৫২১
আলম, মোঃ রফিকুল ২৯৩-২৯৫-৯৬
আলম, মোহাম্মদ শাহ, হাবিলদার ৪৪২-৪৩
আলম, শামসুল (ছাত্র) ৪৮৬
আলম, মামসুল, লেঃ ৪৬২, ৪৬২-৬৩
আলম, শামসুল, ফ্লাইট লেঃ ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৬৯-৫৭০
আলমগীর ৪২৩-২৪, ৪৩৪, ৪৪১-৪২
আলমগীর, ন,আ,ম ২৮৯-৯০, ২৯১-৯২, ২৯৭-২৯৮
'আল্লাহু আকবর' ৪৮০-৮১, ৪৮৬, ৪৮৮
আলিম, লেপটেন্যান্ট ৪৪-৫০
আলী, আকমল, হাবিলদার ২০৭
আলী, আনসার, এফ এফ ৩২০-২১
আলী, আনসার, সুবেদার ৪২৩-২৪
আলী, আফসার, সিপাহী ৫০৪-৫০৫
আলী, আরব, সুবেদার মেজর ৩২৯-৩০, ৩৩০
আলী, আশরাফ, নায়েক সুবেদার ২৩২-৩৩
আলী, আসাদ্দর, নায়েব সুবেদও ১৭০
আলী, ইউসুফ, ল্যান্স নায়েক ৫০০-৫০১
আলী, ডৎ (মুক্তিযুদ্ধ সঙগঠক), ২৩৬-২৩৭
আলী, তৈয়ব, হাবিরদার, ১৯৫
আলী, পঞ্চম, সিপাহী ৪৩৪-৩৫
আলী, ফজর, সিপাহী ৫০৪-৫০৫
আলী, বাছর, সুবেদার ২৪২-৪৩
আলী, মনসুর ৫২৪-২৫
আলী, মনোহর (রাজাকার) ২৯৫-৯৬
আলী, মীর শওকত, মেজর ২, ৪, ২৪২-৪৩,
২৮৪, ২৮৯-২৯১-৯২, ২৯৭-২৯৮, ৪৯৭-৯৮,
৪৯৮-৯৯, ৪৯৯-৫০০, ৫৬৪-৬৫
আলী, মুস্তফা, নায়েক ২১২
আলী, মুরাদ, নায়েক সুবেদার ৩১৫-১৬, ৩১৫, ৩১৮
আলী, মুহম্মদ ১১২
আলী, মুহাম্মদ, সিপাহী ৩২০
আলী, মোঃ (রাজাকার) ২৯৫-৯৬
আলী, মোহাম্মদ, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪১২-১৩, ৪১৪-১৫, ৪১৯-২০, ৪৪৬-৪৭
আলী, রাও ফরমান, ৩৫, ৫৫৬
আলী, লোকমান, ল্যান্স নায়েক, ১১৮
আলী, শহীদ ৪৩৯-৪০
আলী, স, ম, বাবর, এম-এন-এ ৪২৮-২৯, ৪৪২-৪৪৪-৪৪৫
আলী, সাহেব ৪৩৬-৩৭
আলী, সেকেন্দার, সিপাহী ৩১৯-২০

আলী, সোহরাব, এফ-এফ ৩২১
আলী, হুরমত ৩৫২-৫৩, ৩৫৩-৫৪
আলো, নূর আহমেদ, এফএফ ৪৫৩-৫৪, ৪৫৬
আশরাফ (আশরাফ হোসেন) ক্যাপ্টেন ১৬৫-১৬৬
আশগুঞ্জের লড়াই ২৩৪-৩৫
আশেক, মেজর, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ১৪৩-১৫৭
আসা, আবুল ৪৩৬
আসাদুজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ৪৬২
আসাদুল্লাহ (নেভী) ৪০৭, ৪০৮-৪০৯, ৪৪৫-৪৬
আসাম রেজিমেন্ট ৪৯৮-৯৯
আহমদ, অলি মেজর ৬৯, ৭০, ৪৭৬-৭৭
আহমদ, আফসারউদ্দীন, মেজর ৪৪৯-৫০, ৪৫০-৫১, ৪৬০, ৪৬৩-৬৪
আহমদ, আবুল মনসুর, এমসিএ, ৪৬৩
আহমদ, ইয়ার, হাবিলদার ১৪১, ১৮০
আহমদ, খোন্দকার মোশতাক, ৫২৪-২৫
আমদ, তাজউদ্দিন ২, ৭, ২০২, ২৮৪-৮৫, ২৮৫-৮৬, ৩০১, ৩২৭, ৩৬৯-৭০, ৩৮২, ৪০৩-৪০৪, ৪০৬, ৫২৪-২৫
আহমদ, নাসির এম-এফ ৩২০-২১
আহমদ, নূরউদ্দীন, এফ-এফ ২৪৯
আহমদ, ফরিদ, এপিআর সুবেদার ১৫৮, ১৭০
আহমদ, মোঃ ফসিউদ্দিন, হাবিলদার ৩৬৫-৫৭
আহমদ, ফয়েজ, সুবেদার ৫০৪-৫০৫
আহমদ, মনজুর, লেঃ ৪৭৭
আহমদ, মনসুর, সিপাহী ৩১৬-১৭
আহমদ, মোসলেমউদ্দিন, সুবেদার ৪৬৫-৬৬
আহমদ, মোহাম্মদ বশির ২৩৯
আহমদ, শফিকউদ্দিন, নায়েক ২৩৮
আহমদ, সুলতান ৩৯৬, ৪১৫-১৬
আহমদ, সালেহ (ছাত্র নেতা) ১৯০
আহসান জামিলউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট ১৭০
আহসানউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক ১১৮
আহসানউল্লাহ, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪১২-১৩
৪১৪-১৫, ৪৪৬-৪৭
আহসানউল্লাহ (নেভী) ৫১০, ৫১৬-১৭

ই

ইউসুফ ৪২৯-৩০
ইউসুফ, আবু, ৪৭৫
ইউসুফ, মওলানা ৩৩৫-৩৬
ইংলিশ চ্যানেল ৪৫০-৫১
ইকবাল, ফ্লাইট লেঃ ৩০০-৩০১, ৩০২-৩০৩
ইকো কোম্পানী ৫০৫-৫০৬
ইগনিশন ৯২
ইদ্রিস, ক্যাপ্টেন ৩৪৯-৩৪৯-৫০, ৩৫০-৫১, ৩৫৬-৫৭, ৩৫৭-৫৮, ৩৫৮-৫৯
ইনডাকশেন মানি ৫
ইনটেলিজেন্স নেট ৯৫
ইপকাপ ২৭, ১২৭, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৬৬, ১৬৯-১৬৯, ৫৪২
ইপিআর ৪, ৫, ১৪, ৭৩, ১৭৪, ২০৬, ২১৮, ২২৩, ৫৫৯
ইফতেখার, পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ১৯৮
ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, লেঃ ২০৮, ২০৯, ২৩৪-৩৫
ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, নায়েক সুবেদার ৫০২-৫০৩
ইব্রাহিম (শিক্ষক) ৫১৪, ৫১৫-১৬
ইমতিয়াজ, ভয়ায়েচ, পাক লেঃ কর্নেল ৪২০
ইমাম, জাফর, ক্যাপ্টেন, ৭৩, ৭৪, ৭৬-৭৭, ৮৩, ৮৭, ১০৫, ১৪০, ১৪৪, ১৫৫-১৬০, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৯, ১৯০, ১৯৯, ৫৩৫
ইমা, মেহেদী আলী, মেজর ৩৮২-৮৩, ৩৯০-৯১, ৪০৩-৪০৪, ৪২২-৪২৭-২৮, ৪৩০-৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪২
ইমামুজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ৭৪, ৭৭-৭৭, ৮৭, ১০০-১০০, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১২৫-২৬, ১২৭-১২৭, ১২৮, ১৫০, ১৫৮-৫৯, ১৭১-৭১
ইলিয়াস, মোহাম্মদ, সুবেদার ৪০৯, ৪৪৫-৪৪৫-৪৬
ইলেকট্রিক ডেটনেটিং সিস্টেম, ২০৫
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৫৫৯
ইস্টার্ন কমাণ্ড ৬, ১২, ৩১, ৩৮
ইস্টার্ণ ফ্লীট ২১, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৭
ইসমাইল, সুবেদার ৩৫২-৫৩
ইসমাইল ৪৩০
ইসলাম, মেজর জেনারেল (মেজর নূরুল ইসলাম)
৪৬৭-৬৮
ইসলাম, আতিকুল ২৩৯
ইসলাম, ওয়ালিউল, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৫০৭
ইসলাম, তাজুল, সুবেদার ৪১০, ৪২২
ইসলাম, তাজুল ল্যান্স নায়েক ৪৯৯-৫০০

ইসলাম, তারিকুল, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
ইসলাম, নজরুল, লেঃ ২০৮, ২১১, ২১২
ইসলাম নূরুল (মুক্তিযুদ্ধ সংগটক) ২৩৬-৩৭
ইসলাম নূরুল, এফএফ ৪৬৩-৬৪
ইসলাম, মোবাসসারুল, সুবেদার ৩৫০
ইসলাম, মোহাম্মদ মইজুল, ২৩৯
ইসলাম, রফিক-উল, মেজর (১নং সেক্টর) ১-৫৮, ৭০, ৭১, ৫৬৪-৬৫
ইসলাম, রফিকুল, লেঃ (৭নং সেক্টর) ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৫২৯, ৫৩২-৩৩
ইসলাম, শামসুল ৫৯-৬২
ইসলাম, সিরাজুল, এমসিএ, ৩১৫-১৬
ইসলাম, সেরাজুল (ছেরু মিয়া) ১৮৫
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ৭, ৩০১, ৩৮২, ৪০৬, ৫২৪-২৫
ইসলামপুরের খন্ড যুদ্ধ ২১১-২১২
ইসহাক, নায়েক সুবেদার ১৮৮, ১৯১
ইসহাক (রাজাকার) ৪৯৮
ইয়ামিন, পাক মেজর ৪৩০-৩১, ৪৩১-৩২-৪৩৩-৩৪
ইয়াসিন, সুবেদার ৩৫৭-৫৮

উ
ঊনিশ পাঞ্জাব (ভারতীয় বাহিনী) ২১৪, ৫৩৪-৩৫

এ
একত্রিশ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ৪৯৫, ৫০২-৫০৩
একরাম, ছাত্র কমান্ডার ১৮৮
একাদশ বেঙ্গল ২০৮, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২১৯, ২২৫, ২২৫, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ২৩৫, ৫১০, ৫৩৪-৩৫, ৫৬৬
এজাজ, (এজাজ আহমেদ চৌধুরী), ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮
'এন্টারপ্রাইজ' (মার্কিন বিমানবাহিনী জাহাজ) ৩৫
এনাম, ক্যাপ্টেন ২৩৬-৩৭, ২৪২-৪৩
এবজা সেক্টর ৪৬২, ৪৬৩
এবাদ বাহিনী ৩৬৩-৬৪
এমসিএ ১৪, ১৭৪, ৪১৫-১৬
'এল-৬০' ২০
এলুভেট হেলিকাপ্টার ৫৬৮-৬৯
এস ফোর্স ৫, ২৯, ১৭৬, ২০০, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৫, ২২৫, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ৫৩৩-৩৪, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
এ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্স' ৪৮৩

ও
ওদুদ ৪৩০
'ওমেগা' রিলিফ দল ৩৭৫-৭৬
ওরিয়েন্ট-বার্জ, ১২
ওসমানী, এম, এ জি কর্নেল (অব.) ২, ১৫৪, ১৬২, ১৬৮, ২০০, ২০২, ২৩৭, ২৪১-৪২, ২৮৪-২৮৫-২৮৬, ২৮৭-৮৮, ২৮৮, ২৯৯, ৩০১, ৩২১-২২, ৩৬৯-৭০, ৩৭০, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৯০-৯১, ৩৯৬, ৪০০, ৪০২-৪০৩, ৪০৩-৪০৪, ৪১৩-১৪, ৪৩৯-৪০, ৪৮৪, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-৫০৬, ৫০৮, ৫২১, ৫২৩, ৫২৮, ৫৩৯-৪০, ৫৫৯-৫৬৭
ওহাব, সুবেদার (২নং সেক্টর) ৭৩, ৮১, ১৩৮, ১৬২-১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৭০, ১৯১, ১৯২
ওহবা, আবদুল, এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
ওহাব, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৬৮-৬৯, ৩৭৩
ওহাব, নূরুল, সিপাহী ২০৪
ওহাব, সুবেদার (৬নং সেক্টর) ৩২৮, ২৯
ওয়াকিউজ্জামান, লেঃ ২৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৪৯, ২৭৮-৭৯
ওয়াটকে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার, ২৪৪, ২৭৯, ২৮২
ওয়ালীউল্লাহ, সুবেদার ১৮৭-১৯০
ওয়েস্টার্ন ফ্লীট ৩১

ক
কটিয়াদী অ্যামবুশ ২০৪
কবির, লেফটেন্যান্ট (৩নং সেক্টর) ২০৮
কবির, আমানুল্লাহ, এফ এফ ৪৮১
কবির, এ কে ফজলুল, লেফটেন্যান্ট ১৭০
কবির, হুমায়ুন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ৭৩, ৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৮, ১৫৫-১৫৬, ১৭৬
'ক্রস কান্ট্রি' ৫৬২-৬৩
কাইয়ুম, কর্নেল, পাক সামরিক অফিসার ৭৩
কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট (৭নং সেক্টর) ৩৫০
কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মেজর ৩১৪-১৫, ৩১৯-২০
কাজী, গেরিলা যোদ্ধা ৮৭, ১০২
কাদের, এ পাক ব্রিগেডিয়ার ২৭, ৪৬৩
কাদের, কাজী আবদুল, কোম্পানী কমান্ডার ২৯৮
কাদের, এফ এফ (২নং সেক্টর) ১৭০

কাদের, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (৪নং সেক্টর) ২৩৬-৩৭, ২৪২-৪৩, ২৯৯
কানাইঘাটের যুদ্ধ ২৪০
কামরুজ্জামান, এ এইচ, এম ৩০১, ৪১৪-১৫, ৪০৪
কামরুজ্জামান, হাবিলদার ২৩৩-৩৪
কামরুজ্জামান (টুকু) ৪২৮-২৯
কামাল, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ১৪০, ১৬৮
কামাল, লেফটেন্যান্ট (১১নং সেক্টর) ৪৪৯-৫০, ৪৫০, ৪৫৭
কামাল উদ্দিন, সিপাহী ২৪২-৪৩
কামাল, গোলাম মোস্তফা, সিপাই ৪৯৯-৫০০
কামাল, মোস্তফা, লেফটেন্যান্ট ১৭০, ১৭২
কামালপুর অপারেশন ৪৫০-৫১, ৪৫৬-৪৫৯, ৪৬১-৬২, ৪৬৭-৬৯, ৪৭১-৭৩, ৪৭৭-৮২, ৪৯৮-৯৯
কাশেম, আবুল ৩০৮
কাশেম, আবুল এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
কাশেম, আবুল, সিপাহী ৩১৯-২০
কাশেম, আবুল ৪৫১-৪৫২
কালাম, আবুল, সিপাহী ৩১৯-২০
কালাছড়া চা বাগান অপারেশন ১৪৭
কালাম, ফ্লাইং অফিসার ৫৩৩
কালাম, আবুল, হাবিলদার, ২১২
কালাম, আবুল (কুক) ৩২০
কালিগঞ্জ অপারেশন ৪৪৬-৪৭
কালেঙ্গা এ্যামবুশ ২০৬
ক্রাশ ট্রেনিং কোর্স ৪১০-১১
স্কাউট ৩০, ২৯১-৯২
কায়সার, লেফটেন্যান্ট (৭নং সেক্টর) ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৮
কিলো ফোর্স ৩০, ৩২
কুটিমিয়া, মুক্তিযোদ্ধা ১৪১
কুতুব, নায়েব (৪নং সেক্টর) ২৩৭
কৃষক ৪২৬, ৪৩৬-৩৭, ৪৫০
কৃষ্ণরাও, মেজর জেনারেল ২৮
'কে' ফোর্স ৫, ২৯, ৭৩, ৮৯, ২৩৩-৩৫, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৬৮, ১৭০, ১৭৬, ১৯৫, ৫৩৩-৩৫, ৫৬৪-৬৬
ক্লেয়ার, হরদেব সিং, ব্রিগেডিয়ার ২৮, ৩৭, ৪৪৯-৫০, ৪৬২, ৪৬৮-৬৯, ৪৬৯-৭০
কোদালকাটির যুদ্ধ ৫০০-৫০১
কোরাইশী, আবদুর রাজ্জাক, ৯২
কারেশী, হাসান, ক্যাপ্টেন, পাক সামরিক অফিসার ৪৬৯-৭০

খ

খন্দকার, এ কে গ্রুপ ক্যাপ্টেন ২, ২১৬, ২৯৯, ৫২৩-২৫, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৮-৬৯
খান, আশরাফ আলী, নায়েক সুবেদার ২১০
খান আবদুল হামিদ, জেনারেল (চীফ অব স্টাফ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী) ৭৬, ১৫৭
খান, ইয়াসিন, সিপাহী ২৩২-৩৩
খান, ইয়াহিয়া, জেনারেল ২০-২১, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৫, ৪১, ৩৮৮-৮৯, ৪১৫, ৪৮০-৮১, ৪৮১-৮২, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৫৬-৫৮
খান, জাফর আলী, পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ১১২
খান, টিক্কা, জেনারেল ৯, ৭৩, ৭৯, ৮০, ১৭৭-৭৮, ৫৬৭
খান, নূরুল কাদেও ২৮৪-৮৫
খান, পারভেজ, সেকেন্ড লেঃ ৩৩ বেলুচ রেজিমেন্ট ১৩৩
খান, মকবুল (পাঞ্জাবী সৈন্য) ৩২৮-২৯
খান, মিজানুর রহমান (ছাত্র) ৪৬৬-৬৭
খান, রহিম, পাক মেজর জেনারেল ২৮, ৫৩১
খান, লিয়াকত আলী, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, ৪৭৬, ৪৮১, ৪৯৪-৯৫, ৫০০-০১, ৫০৩
খান, লিয়াকত আলী ৫৩৮-৩৯
খান, হায়াত, পাক ব্রিগেডিয়ার ৪১৯-২১, ৪৪১-৪২, ৫৩২
খালেক, ইপিআর সুবেদার, ২৯৬, ৩১৫-১৬, ৩১৮
খালেক, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫৬৮-৭০
খালেদ, এস এম মেজর ২৮৯-৯০, ২৯১, ২৯৮
খিজির, এফ এফ (৯নং সেক্টর) ৪০৭, ৪০৮, ৫১৭-১৯
খিলজী, পাক কর্নেল ২১৬
খুরশিদ, পাক মেজর ৩১৪
খুরশীদ, লেফটেন্যান্ট ৩৯৫-৯৬, ৪০০
খেপুপাড়া আক্রমণ ৪৩৪
খেরা, ভারতীয় কর্নেল ৩৮৫-৮৬
গেরিলা প্রশিক্ষণ ৪০০, ৫২৩-২৪, ৪৬৬

খোকন, এ্যাডজুট্যান্ট ৪৩৬-৩৭

গ
গণবাহিনী ৭৩, ৮২, ১৬৬, ১৭০, ২৩৬-৩৭, ৩৭০-৭১, ৩৭৫, ৫৫৯-৬৩, ৫৬৬
গণজালভেস, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৮
গনি, ওসমান, সুবেদার মেজর ৩০০-০১
গনি, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৮০-৮১
গফফার, সুবেদার, ৪৩৭-৩৯
গফুর, আবদূল হাবিলদার ৫০৪-০৫
গফুর নায়েব সুবেদার ৪৪৫-৪৭
গফুর, সুবেদার ৪১২-১৩
গফুর, নৌকমাণ্ডো ৪২৭-২৮
গফুর, এমসিএ ৪২৮
গলাচিপা আক্রমণ ৪৩৩-৩৪
গাঙ্গুলী, মেজর, ভারতীয় সামরিক অফিসার ২২৫
গাজী, আয়ুব আলী ৪২৮
গাজী, দেওয়ান ফরিদ, জাতীয় সংসদ সদস্য ২৩৬-৩৭
গাজী পাক সাবমেরিন ৪১, ৫১৪-১৫, ৫৪৮-৪৯
গানবোট ৪০৬
গান্ধী, মিসেস ইন্দিরা ২৪, ২৫, ৩০, ৩১, ৩৪, ২৩৩-৩৪, ৪১৫, ৪৫০-৫১, ৫০৭-০৮, ৫২৫
গাফফার, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯-৯০, ৯৬-৯৭, ৯৮, ১০৫, ১১৪-১৬, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯-৪০, ১৪২-৪৩, ১৫৪, ১৭১, ১৭৬-৭৭, ১৮৪-৮৫, ১৯১-৯২, ১৯৪, ৫৩৪-৩৫
গিল, জি এস ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৯১, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৩৯-৪০, ৬৫৪
গিয়াস, হাবিলদার ৮২, ৯১-১০০, ১০৪
গিয়াস, লেফটেন্যান্ট (৪নং সেক্টর) ২৪০-৪২
গুপ্ত, অলীক কুমার, মেজর ৩৭৭-৭৯, ৫৩২-৩৩
গুপ্ত, ভারতীয় কর্নেল ১৭৪
গুর্খা রেজিমেন্ট ২৪৩-৪৫, ৪৯৪-৯৫, ৫০৩, ৫০৭-০৮, ৫৩৩
গেরিলা ৫, ১৩, ১৫, ৭৮, ৪০৪-০৬, ৫৫৯-৬০, ৫৬০-৬১
গেরিলা ঘাঁটি ৩, ২০৭, ৪০২-০৩
গেরিলা অপারেশন (ঢাকা শহর) ৮৫, ৯০, ৮৮, ৯১, ১০১, ১০৭-০৯
গোয়েন্দা সেনা ৩
গোপিনাথপুর এ্যামবুশ ১৪৬

ঘ
ঘাঁটি ৫৬৭
ঘোষ, বিএসএফ ক্যাপ্টেন ৬৯

চ
চতুর্থ গার্ড রেজিমেন্ট ২১৩-১৫
চতুর্থ বেঙ্গল ৭৩, ৮৫, ৮৬, ৯৪, ১০৭, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১২৪-২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫-৩৭, ১৪০, ১৪২-৪৪, ১৫৪, ৫৩৪-৩৫, ৫৬৬
চন্দ্রপুর অপারেশন ১৪৮
চবিবশ ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট ১৪২, ১৪৪, ১৯৯
চাকমা, অশোক কুমার ৬২
চাঁদ, আবুল কাশেম (ছাত্র, কমাণ্ডার) ৪৫২-৫৫
চাঁদপুর পোর্ট অপারেশন ৫১৪-১৫
চান মিয়া, সুবেদার ২২৬-২৭, ২৩৩-৩৪
চাপাইনওয়াবগঞ্জ অপারেশন ৩৫২-৩৫৫
চারগাছ অপারেশন ১৪৬
চালনা পোর্ট অপারেশন ৫১৯-২০
চার্লি সেক্টও ৩৯৬, ৪০১-০২, ৪০৩-০৪, ৪০৬, ৪০৯-১০, ৩৪৮
'চিত্রাঙ্গদা', ভারতীয় পেট্রল বোট ৩৮৬-৮৭
চিলমারী রেইড ৪৫০-৫১, ৪৫৫-৫৬, ৫০৮-০৯
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড ৩৬৮
চৌধুরী, ভারতীয় মেজর ৭১
চৌধুরী, আমিন আহমদ, মেজর ৪৭৭-৯০
চৌধুরী, এ ওসমান মেজর ২৪, ৩৬৮, ৩৭৫-৭৬, ৩৮৫-৮৬, ৩৯০-৯১, ৩৯৬, ৪০১-৪২, ৫৬৪-৬৫
চৌধুরী, আবদুল ওয়াহিদ (নেভী) ৫১০
চৌধুরী, এ আর মেজর ২
চৌধুরী, আজম, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫, ৩৮০, ৫৩৩
চৌধুরী, আবতাব, মেজর ১৭৩
চৌধুরী, আবদুল কাইয়ুম, ক্যাপ্টেন ৪৭৬, ৪৯২-৯৬, ৪৯৭-৯৯, ৫০০-০৪
চৌধুরী, এ মতিন, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ৩১১-১৩, ৩১৮

চৌধুরী, আবদুস সালেক, মেজর ৭৩, ৮৪, ৮৭ ৮৯, ৯৬, ৯৭-৯৯, ১০০-০৩, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪২, ১৬১, ৫৬৪-৬৫
চৌধুরী, খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন ৪৭৭
চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৩৫৫, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২-৫৭, ৩৬৪-৬৫, ৬৩২-৩৩
চৌধুরী, জামালউদ্দিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ৩৬৮-৬৯, ৩৭৪-৭৫
চৌধুরী, তৌফিক-ই-এলাহী (ক্যাপ্টেন) ৩৬৮, ৩৭২-৭৭, ৩৭৯, ৪৮০-৮১, ৫৩৩
চৌধুরী, নূরন্নবী, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৪৮২-৮৩, ৪৯৬-৯৮, ৫০২-০৪
চৌধুরী, নূরুল কায়েস ২৯৭
চৌধুরী, পিকে রায়, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৪১০
চৌধুরী, ফকরুদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার ২৯৮
চৌধুরী, মঈনুল হোসেন, মেজর ২০৮-০৯, ২১৬, ২৩২, ৪৭১-৭২, ৪৭৬-৮২, ৪৯২, ৪৯৮-৯৯
চৌধুরী, মুনীর, অধ্যাপক ৯২
চৌধুরী, মুফাজ্জল হোসেন, হাবিলদার ২৩২-৩৩
চৌধুরী, শামসুল হুদা ২৮৪
ছ
ছত্রীসেনা ৪৬৩, ৫৩৬, ৫৫০, ৫৫৪-৫৫
ছাত্র ১৭১-৭২, ১৮৮-৮৯, ২১৮, ২২৩, ২৩৭, ৫২৩-২৪, ৫৫৯
জ
জববার, সুবেদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২৯, ১১৮, ১৬৫, ১৭০
জববার , আবদুল, হাবিলদার ২৪২-৪৩
জালফুমিয়া, হাবিলদার ৪২৩-১৩
জলিল, এ সুবেদার মেজর ৪১২-১৩
জলিল, আবদুল, ইপিআর কমান্ডার ৩৭৭-৭৯
জলিল, এম এ মেজর ২, ৪, ৩৭০-৭১, ৩৮২, ৪২২-২৩, ৪২৬-২৭, ৪২৯-৩১, ৪৪০-৪১, ৪৪৪-৪৫, ৫১৬-১৭, ৫১৮-১৯, ৫২১, ৫৩২, ৫৬৪-৬৫
জহীর (সাজ্জাদ আলী জহীর) লেফটেন্যান্ট ২৩৬, ২৪০-৪৩, ৫০৭
জয় বাংলা ৩৯-৪১, ৬৯, ২০৬, ২১৬, ২১৮, ২২২-২৩, ২৩১, ২৩৭, ২৪১-৪২, ২৪৫, ৩২৩, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৭১, ৩৯২, ৩৯৬-৯৭, ৪০৫-০৬, ৪২০-২১, ৪২২-২৩, ৪৩৬-৩৭, ৪৫৪-৫৫, ৪৮৮, ৪৯৯-৫০০, ৫৫০, ৫৫৮
জয় বঙ্গবন্ধু ২২৩
জয় মুজিব ২২২
জাতিসংঘ ৩৩, ৫৬১-৬২
জাতীয় পতাকা ৪১
জাফর, আবু, সিপাহী ২৩২-৩৩
জাফরউল্লাহ, ডাঃ ৫২৬
জামশেদ, পাক মেজর জেনারেল ৩৮, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৪২, ৫৫৮
জামাতে ইসলাম ৪৩৫-৩৬
জামাল, গেরিলা কমাণ্ডো ৪৩০
জামালপুরের যুদ্ধ ৪৬২-৬৩
জামিল, শাফায়াত, মেজর ২২৫, ২৯১, ৪৭৭, ৪৮১-৮৩, ৪৮৪-৮৫, ৪৯৬-৯৭, ৫০৮-০৯,৫৩৩
জার্মান রাষ্টদূত ৩৭৭-৭৮
জালার, হাবিলদার ১৯১
জাহাঙ্গীল, এফ এফ ৮৩
জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট (৩নং সেক্টর) ২০৮
জাহাঙ্গীর, মহীউদ্দিন, ক্যাপ্টেন (বীর শ্রেষ্ঠ) ২৩৯, ৩৫০-৫১, ৩৫৬, ৫৩২-৩৩
জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট, (৮নং সেক্টর) ৩৬৮, ৩৭৪-৭৫, ৩৭৬-৭৭
জাহাঙ্গীর, সরদার ৪৩৪
জাহিদ (ছাত্র) ৪৪০-৪১
জিয়া, লেফটেন্যান্ট (৯নং সেক্টর) ৩৮২-৮৩, ৩৯০-৯১, ৪০১, ৪০৩-০৪, ৪০৭, ৪০৯, ৪১০-১১, ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩০, ৪৩৪-৩৯, ৪৪০
জিয়াউদ্দিন, মেজর ২৩৯, ৩৭০-৭১, ৪৪৮, ৪৫৮, ৪৬৮, ৪৭৬, ৪৯২, ৪৯৯-৫০-০১, ৫০২-০৩, ৫০৮-০৯
'জেড' ফোর্স ৫, ২৯, ১৭৬, ২৩৬, ২৩৯-৪৩, ২৮৮, ৩৭৫-৭৬, ৪৬০-৬২, ৪৬৭-৬৮, ৪৭৬-৭৮, ৪৯৬-৯৮, ৪৯৮-৯৯, ৫০৫-০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫৬৪-৬৬
'জেড' ফোর্সের অপারেশনসমূহ ৪৭৭-৯০
'জোড়া' পদ্ধতি ৪০৮-০৯
জ্যাকব, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৩৯, ২১৬, ৪১৮-১৯, ৫২৪-২৫, ৫৫৪-৫৬, ৫৫৮

ট
টমসন, কমান্ডার, শিখ জাঠ ব্যাটালিয়ন ১৫২
'টাইগার' ৪৭৩-৭৪
টার্গেট ৭৮
টিংকু, সৈয়দ মনসুর আলী ৩১৪-১৫

ঠ
ঠাকুর, ভারতীয় মেজর ৪১৬-১৭

ড
'ডি-ডে' ২১
'ডিলে সুইচ' ১১২
ডিলেয়িং পরিজশন ৭৪-৭৫
ডেপথ চার্জ ৩১
ডেমোলিশন ৭৮
'ডোগরা' পদাতিক বাহিনী ৪১৭-১৮

ত
তরারকউল্লাহ, সুবেদার মেজর ৩৭৯
তরফদার, এ জে এম শামসুদ্দিন ৩৫৮-৫৯
তলফদার, শামসুল আলম ৪৩৪-৪০
তাজুল, হাবিলদার, ৪ বেঙ্গল ৮৫
তাম্বুবুনিয়া, ইপি আর জওয়ান ১৯৫
তালুকদার, খুরশিদ জানে আলম ৪৩৯
তালুকদার, হাতেম আলী, এমসিএ ৪৬৩
তালুকদার, হোসেন আলী নায়েক সুবেদার ৫০৪-০৫
তাহের, আবু মেজর ৫, ৩৭০-৭১, ৪৪৮-৫৯, ৪৬০-৬২, ৪৬৮-৬৯, ৪৭০-৭১, ৪৭৩-৭৫, ৫৬৪-৬৫
তাহের, লেফটেন্যান্ট, ৪৫০, ৪৬২-৬৩
তাহের, হাবিলদার ৪৮৯
তিতুমীর, পাক সাবমেরিন ৫৩৭
তুলে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ১৪৮
তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৪২-৪৩, ২৯১-৯২, ৩২১-২২, ৪৭৬, ৪৯৬-৯৭, ৪৯৮-৯৯, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
তেত্রিশ বেলুচ রেজিমেন্ট ১৬৩
তৈয়ব, সুবেদার ২২৬-২৯
ত্যাগী, ক্যাপ্টেন, ভরতীয় সামরিক অফিসার ৪৬৪-৬৫

থ
'থলস' স্কাউট ৫০৭-০৮
থাপা, খরগ বাহাদুর, ভারতীয় হাবিলদার, ২৯৪-৯৫
থাপান, এম এল ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৭, ৫৩১-৩২, ৫৩২

দ
দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মেজর ২, ৪, ২৩৬-৪৫, ২৮২, ৫৬৪-৬৫
দত্ত, ফ্লাইট লেঃ , ভারতীয় বৈমানিক ৪৮৭-৮৮, ৪২০
দরবস্ত অভিযান ২৪৩-৪৪
দশম বেঙ্গল ১৩৪-৩৫, ১৪০-৪২, ১৪৪, ১৭৯, ২০৮, ২২২, ৫৩৩-৩৪, ৫৩৫, ৫৬৬
দ্বাদশ বেঙ্গল, ১৭১
দালাল ১৮৫, ৩৮৮-৯০, ৪২৪
দাশগুপ্ত, বিধু ২৩৭
দাস, লেঃ ভারতীয় নৌ অফিসার ৪০৭
দ্বিতীয় বেঙ্গল ১৭৯, ১৯৫, ২০০, ২০৮-১০, ২১৩-১৬, ২১৯, ২২২, ২৩২, ২৩৪-৩৫, ৫৬৬,
দ্বিতীয় জাঠ ব্যাটালিয়ন ৪৯৩-৯৪
দুরবানী, মেজর, পাক সামরিক অফিসার ১৬৪-৬৫
দুলু, খালেদ এফএফ ৫৫৩-৫৪, ৪৫৬
দুলামিয়া, মুজাহিদ ২১৮, ২২৯-৩২
দেওয়ানগঞ্জ অপারেশন ৪৯৬-৯৭
দেওয়ান সাহেব ৫১৫-১৬
দেশপাণ্ডে, ভারতীয় কর্নেল ৪১৯-২০

ধ
ধরমপাশা থানা অপারেশন ৪৬৫-৬৬
ধালাই অপারেশন ৪৯২, ৬০১-০৩
ধোপাখালী বিওবিপ রেইড ৩৭৩-৭৪

ন
নওয়াজেশ উদ্দিন মেজর ২৯৯-৩০৬, ৩০৮-১০, ৩১৪-৩১৬, ৩১৯-৩২৪, ৩২৬-৩৩০
নওয়াবদী ৩৯৯-৪০১
নকশী বিওপি আক্রমণ ৪৮৩
নজরুল, ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩১৫-৩১৬
নজরুল, সুবেদার ১০৩, ১০৬
নজরুল, ছাত্র ২৪২-৪৩, ২৪৫
নজরুল (এফ-এফ) ৫৫৩-৫৪

নজরুল ৫২১
নজীবউদ্দিন, সিপাহী ৩৫৫-৫৬
নবম বেঙ্গল ১৩৪-৩৫, ১৪৪-৪৫, ১৫২-৫৩, ৫৬৬
নমব পাক ডিভিশন ৫৪৫-৪৬, ৫৪৯-৫০
নবীউল্লা, হাবিলদার ২৩২-৩৩
নাগরা, গান্ধর্ব, ভারতীয় মেজর জেনারেল ৩৭-৩৯, ২১৬, ৪৭০-৭১, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৩৯-৪০, ৫৫৬-৫৭, ৫৫৮
নান্নু ৫১৫-১৬
'নারায়ে তকবির' ৪৮৬
নাসিম, (এএসএম নাসিম) ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮-১০, ২১১, ২১২, ২১৯-২২, ২২৪-২৫, ২৩২, ৫৩৪-৩৫
নাসির, হাবিলদার ৪৮৬
নাসিরুজ্জামান, নায়েক ২৩২-৩৩
নাসের, লেফটেন্যান্ট ২০৮, ২১৩, ২২৫
নাসের, লেঃ (৯নং সেক্টর) ৩৮২-৮৩, ৩৮৬-৮৯, ৪২২
নাসের, ছাত্র (গাইড) ৪৮২-৮৩
নিক্সন, রিচার্ড ২৪, ৫৫৬-৫৭
নিজামউদ্দিন, খাজা ২৩৯
নিরপেক্ষ এলাকা ৫৫৬-৫৭
নিরানববুই মাউন্টেন রেজিমেন্ট ২৪০
নিরাপত্তা পরিষদ ৩৩
নিয়মিত বাহিনী ৫, ৩৭০-৭১, ৩৭৫, ৫৫-৬০, ৫৬২-৬৩, ৫৬৬
নিয়মিত আর্মি ব্যাটালিয়ন ৫
নিয়াজী, এ এ কে লেঃ জেনারেল ৯, ২১, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৫, ৩৭-৩৯, ১৮৫, ২১৬, ৪১৮-১৯, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩১-৩২, ৫৩৬, ৫৪১-৪৩, ৫৪৫, ৫৪৯-৫০, ৫৫৪-৫৫, ৫৬৫-৫৮
নূরু ৪৩০
নূরুজ্জামান, মেজর ২, ৪, ২০৮, ২১৯, ২২৪, ৫৬৪-৬৫
নূরুজ্জামান, কাজী, মেজর ৪, ৩৪৯, ৩৫০-৫১, ৫৬৪-৬৫
নূরুজ্জামান, হাবিলদার মেজর ২৩৩-৩৪
নূরুজ্জামান, মোঃ ৩১৯-২১
নূরুন্নবী, নায়েক ৫০৪-০৫
নূরুন্নবী, ক্যাপ্টেন ২৯৮, ৫৩৩
নূরুন্নবী, সিপাহী ১২৯, ১৮৮
নোমানউল্লাহ ৪১০-১১
নৌ-কমান্ডো ৪, ৪৫০-৬১, ৫৬৪-৬৫, ৪৬৬

প
পচাগড় যুদ্ধ ৩১২-১৩
পনটুন ব্রিজ ৩৩
পদ্মা (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ) ২০, ৫৩৭
প্রথম বেঙ্গল ২৩৬, ২৩৯, ২৪০-৪৩, ৪৭৬, ৪৯৬-৯৯, ৫০৮-০৯, ৫৬৬
প্রধান, মেজর, ভরতীয় সামরিক অফিসার, ১৭৮
'পলাশ' (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ) ২০, ৫৩৭
পলাশী ৪০৭, ৫১৬-১৭, ৫২১
'পাক বে' ৮১, ৮২
পাক যুদ্ধ পরিকল্পনা ২৫, ২৬
পাক সেনাবাহিনীর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ১৩
পাকিস্তানী ডিভিশন ৮
পাচুমিয়া ৪৫২-৫৩, ৪৫৬
পাটোয়ারী, আবদুল মতিন, সুবেদার মেজর ৩৭৯, ৩৮০-৮১
পাটোয়ারী, বজলুল গনি, ক্যাপ্টেন ৩৭০-৭১, ৪৪৮, ৪৫৮-৫৯, ৪৬৮-৬৯, ৪৭৬, ৪৯৬, ৪৯৯-৫০২, ৫০৩-০৫
পাটোয়ারী, আলী আকবর, সুবেদার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২০-৩০
পাত্রখোলা চা বাগানের যুদ্ধ ৪৯৩-৯৪, ৫০১-০২
পান্ডে, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৬৯, ১৫২
পান্ডে, বিএসএফ ক্যাপ্টেন ৩৮৩-৮৪, ৩৯১
পান্না, এফ-এফ, কোম্পানী কমান্ডার ৪৭১-৭২, ৪৭৩-৭৪
পান পট্রির যুদ্ধ ৪৩০-৩৪
পানভেল (ভারতীয় গানবোট) ৫৩৭
পার্বত্য ডিভিসন ৫৩৯-৪০
পাল, পরিতোষ কুমার ৪৩৮-৪০
পাশা, আবদুল আজিজ, ক্যাপ্টেন ৮৯, ১৬৫, ১৭০, ১৯৯, ৩০৪, ৪৯২
পাসিং আউট প্যারেড ৩০১
'পুল ব্যাক' ৫৪৯-৫০

পুলিশ ৬৮, ২৩১-৩২, ৪০১-০২, ৫৫৯
'পূর্ব পাকিস্তান সরকার', ৫৫৬-৫৭
পেয়ারাবাগানের যুদ্ধ ৫৩৩-৩৪

ফ
ফক্সহোল ২২৪
ফকির, মজিবুর রহমান, ডাঃ ৫০০-০২
ফয়েজুর এফ-এফ কোম্পানী কমান্ডার ৪৭১-৭২, ৪৭৫
ফাইবার গ্লাস স্পীডবোট অপারেশন ৮২
ফারুক, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ২৯৩-৯৫, ৩২৪-২৫, ৩২৬-২৭
ফালিয়া, বি কে ভারতীয় ক্যাপ্টেন ৭১
ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট ৮৯-৯০, ৯৪, ১৬৫, ৪৯২
'ফিন' ১০
ফিরোজ, এ-এফ ১৭০
ফিরোজ, মেজর, পাক সামরিক অফিসার ৪২০
ফোর্ট ইউলিয়ম ৫৪৫-৪৬
ফ্রগম্যান ৪০৭, ৪১১, ৪৪৫-৪৬
ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ৫০২-০৩
ফ্রিডম ফাইটারর্স ৫, ৫৩৯-৪০, ৪৬৬

ব
বঙ্গবন্ধু ৫২৫
'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ' ৪২২-২৩
বঙ্গ শার্দুল ৪৯৪-৯৫
বকর, আবু, হাবিলদার ১৪৬
বকর, আবু ৪৩৫-৩৬
বর্গির যুদ্ধে ৪৩৯-৪০
বদিউজ্জামান, লেফটেন্যান্ট ২০৮-১০, ২২৯, ২৩৩-৩৫, ৫৩৪-৩৫
'বনবালা' (নৌযান) ৪০৯
'বন মৃগী' (নৌযান) ৪০৯
বশির (সিন্ধ), পাক নায়েক সুবেদার ১৬৪
বশীর, এফ-এফ ৪৬৭
বসন্তপুর অপারেশন ৩৯১-৯৪, ৪১১
বড়খাতা ব্রীজ অপারেশন ৩৩১
বাইশ বেলুচ রেজিমেন্ট ২৩৯
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ১৯, ৫২৩, ৫৬১-৬২, ৫৬৮-৬৯
বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০, ৪০০
বাংলাদেশ সরকার ২০২, ৪০৩-০৪, ৪৯৯-৫০২
'বাংলাদেশ' (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ২৮২
বাংলাদেশ বেতার ৫১৪-১৫
বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (লন্ডন) ৫২৬
'বাকুন্দিয়া ক্যাম্প' ৪০১-০২
বাকের,হাবিলদার ৪২৬-২৪
বাকের, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
বাচ্চু, এফ-এফ ১৬৪
বাচ্চু, শামসুল হুদা, লেফটেন্যান্ট ২০৮, ২২৫-২৬
বাচ্চু মিয়া, সিপাই ৫০৪-০৫
'বট্টি মেবি (জাতিসংঘ নৌযান) ৪৩৩-৩৪
বাদল, শহীদুল আলম ৪৩৬
বানার্জী, বি এসএফ কর্নেল ৫২৮
বাবলু (সংবাদ বাহক) ৪৩০-৩১
বাবর (মোগল সম্রাট) ৪৮০
বারী, আবদুল, সিপাহী ২০৪
বারী, আবদুল, এফএফ ৩২০
বার্নেল, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ২৪৪
বারেক, আবদুল, এমসিএ ৪৩০-৩১
বাশার, এম কে উইং কমান্ডার
বাশার, আবুল (রাজাকর কমান্ডার) ২, ৪, ২৯৯, ২৩২-৩৩, ৩০৪-০৬, ৩০৮, ৩১৪-১৬, ৩২০-২১, ২২৩-২৪, ৩২৬-২৭, ৩৩২-৩৩, ৫৩২-৩৩, ৫৬৪-৬৫
বাশার, আবুল (রাজাকর কমান্ডার) ১৮৮
বাশার, আবুল সুবেদার ২০৪
বাশার, নায়েক ৩৭২-৭৩
বাশার, আবুল ল্যান্স নায়েক ৫০৪-০৫
বাশার, খাইরুল, সুবেদর, ৫০৪-০৫
বাহাদুরাবাদ ঘাট অভিযান ৪৮১-৮২
বাহার, এফ এফ ৪৭৪-৭৫
বাহার এম এইচ মেজর ৫২৮
বিডিএফ (বাংলাদেশ ফোর্সেস) ১৭১, ৩৬৮, ৩৮৯-৭০
'বিপ্লবী বাংলাদেশ' (মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ৫৪৫

বিবিসি ১১৪, ৩৭৫-৭৬, ৫৪৬-৪৭, ৫১৮-১৯, ৫২৯
বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল ৫২৬
বিহার রেজিমেন্ট ২১৩, ২১৫, ২২৬
ব্লিৎসক্রীগ ৪১৫
বকুকাবুনিয়া ট্রেনিং ক্যাম্প ৪২৩-২৪
বুবি ট্র্যাপ ৯১, ১২৮
বুড়ি গোয়ালিনী দখল ৪০০-০১
বৃটিশ পার্লামেন্টরী দল ৯১
ব্রিগেড ৫৬৬
বেগ, এম এ (ফ্রগমান) ৪০-৪৯, ৪০০-০১, ৪১০-১১, ৪৮৫-৮৬
বেগ লেফটেন্যান্ট ৪৪৫-৪৬, ৫৩২
বেনাপোল পতাকা ৩৭৫-৭৬
বেলাবো অপারেশন ২০৪
বেলাল, এফ এফ ৪৩৮-৬৯, ৪৭৪-৭৫
বেলায়েত, সুবেদার ১৩৮-৩৯, ১৫৯, ১৬৬-৬৭, ১৭০-৭১
বেলুনিয়ার যুদ্ধ ৭৪-৭৬, ১৭৯-৮২
বোখারী, ক্যাপ্টেন, পাক সামরিক অফিসার ৭৩, ১৬৩, ১৯২
বোরহানউদ্দিন, সুবেদার ২৯৯, ৩২০
বোয়ালিয়া ব্রীজ অপারেশন ২১৭-২৯
বৃহৎ শক্তি বর্গ ৩৪

ভ
ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন, লেফটেন্যান্ট ২৩৬
ভট্টাচার্য ৩৯৭
ভট্টাচার্য, মেজর ভরতীয় স্টাফ অফিসার, ৪১৭-১৮
ভনরজেন, কাউন্ট, সুইডিশ বৈমানিক ৫৬৮
ভয়েস অব আমেরিকা ১১৪, ৫১৮-১৯
ভাদু মন্ডল ২৭৯-৮০
ভারত সরকার ৬, ২৪, ২৫, ৪০৩-৪০৪, ৫২৫, ৫৩৮
ভারত সোভিয়েত যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি ১৯
ভারতীয় বিমান বাহিনী ৫৩৬
ভার্মা, ভরতীয় মেজর ৩৭৩
ভাষণ, গেরিলা যোদ্ধা ৯২
‘ভীক্রান্ত’ (ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ) ২৯, ৩১, ৩২, ৩৫-৩৬, ৫৩৬
ভুট্টো ৯
ভুরুঙ্গামারী রেইড ৩২১-২২, ৩৩০
ভুঁইয়া, ইঞ্জিনিয়ার ৭৯
ভুঁইয়া, রবীজউদ্দিন, এম এফ (ছাত্র) ৩১৯-২০
ভুঁইয়া, সুবেদার আলী, ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮, ২১০-১১, ২১২-১৩, ২১৮, ২২২, ২২৬, ৫৩৪-৩৫
ভুঁইয়া সার্জেন্ট ৪৬২, ৪৭৪-৭৫
ভোমরা বিওপির যুদ্ধ ৩৭৪-৭৫

ম
মঈন, নায়েক সুবেদার ১৬৫, ১৭০-৭১
মাওলা.গোলাম, হাবিলদার ৪২৩-২৪
মঙ্গল মিয়া, সুবেদার ১৩৮, ১৬-৬৭
মঙ্গলা পোর্ট অপারেশন ৫১৬-১৭
মজিদ, আবদুল পাক মেজর জেনারেল ২৮, ৫১৩
মজিদ,সুবেদার মেজর ৩৪৯-৫০, ৩৭৬-৭৭
মজিদ প্রক্তন সৈনিক ৪২৩-২৪
মজিদ, আবদুল ডাঃ ৪৩৭-৩৮
মজুমদার, লেফটেন্যান্ট ২০৪-২০৮
মজুমদার, শাহজামান ২১৮
মজুমদার, বি এসএফ অফিসার ৩৮৫
মতিন, আবদুল (ছাত্র গেরিলা) ১০৬
মতিন এম এ মেজর ১৩৪, ১৭০, ২০৯, ২১৩, ২৩১-৩২, ২৩৩-৩৪, ৫০৪-৩৫
মতিন, আবদুল হবিলদার ১৮৬-৮৭, ১৯০
মতিন, এ ক্যাপ্টেন ২০৪, ২০৮, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২৯-৩০
মতিন, সুবেদার ২৪২-৪৩
মধু নায়েক সুবেদার ৪২২, ৪২৩-২৪, ৪৩৫-৩৮
মন্টগোমারী ৪৮০
মঞ্জুর, এম এ মেজর ৪, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭-৭৯, ৪২৮-২৯, ৪৪৮, ৫৩২, ৫৬৫
মঞ্জুমিয়া, হাবিলদার ২৩২-৩৩
মঞ্জু, নূরুল ইসলাম ৩৮২-৮৩, ৩৮৩-৮৪, ৩৮৬-৮৭, ৪১৫-১৬, ৪৪১-৪২, ৫৩২
মন্তাজ, হাবিলদার ১৮৭
মনসুর, সুবেদার ৪৬৬-৬৭
মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ৩৪, ২০৩
মনিরুজ্জামান, নায়েব সুবেদার ৬৯, ৭২, ১০৩
মনিরুজ্জামান, মোঃ সৈয়দ ৪৭৪-৭৫

মনোহরদী অবরোধ ২০৬
মফিজ ৪২২
মমতাজ, সিপাহী ১৯৫
মমতাজউদ্দিন, সিপাহী ২০৪
মমতাজ, সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ৪৭১-৭৩, ৪৭৭-৮২, ৪৮৩, ৪৯৮-৫০০
মল্লিক, আমজাদ ৪৩৬-৩৭
মল্লিক, পংকজ ৪১৪-১৫
মহীসন (মহসীনউদ্দিন আহমেদ), ক্যাপ্টেন ১৭০, ৪৭৭, ৪৯৬
মহিউদ্দিন, এমসিএ ৩৮৮-৮৯
মহিউদ্দিন, সিপাহী ৫০৪-০৫
মহী, এম এ ২০৮
মহীউদ্দিন, আবুল কালাম ৪৩৬
মান্নান, আবদুল নায়েক ২০৬
মান্নান, আবদুল, লেফটেন্যান্ট ৪৪৮-৪৯, ৪৫০, ৪৬১-৬২, ৪৬৬-৭৪, ৪৭৫, ৪৭৭-৭৯, ৪৮১, ৪৯৮-৫০০
মান্নান, সুবেদার ৪৫৩-৫৪
মান্নান, আবদুল ল্যান্স নায়েক ৪৬৩-৬৪
মানেকেশ, এসএইচ এফ জেনারেল ৩৪, ৩৮, ৫১৮, ৫৫০-৫১, ৫৫৫-৫৬, ৫৫৮
মার্কিন দূতাবাস ৫৫৮
মাট্রিস, লেঃ ভারতীয় নৌ কমান্ডার ৪০৭
মালেক, নৌ কমান্ডার ৫১৮-১৯
মালেক, আবদু সুবেদার ৩৩১-৩২
মালেক, ডঃ (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন) ২৩৬-৩৭
মালেক, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৩১৬
মালেক, আবদুল, গভর্নও ৫৫৬-৫৭
'মাস্টারপ্লান' (নিয়াজীর যুদ্ধ পরিকল্পনা) ৫৪১
মাসুদ, পাক ব্রিগেডিয়ার ১০৩
মাহফুজ, এফ-এফ ৪৫৭
মাহবুব, ক্যাপ্টেন ৭৩, ১০৪, ১২৪, ১২৬, ১৪৪
মাহবুব, লেফটেন্যান্ট ৭৩, ৮৩, ৯০, ৯৬
মাহবুব, এফ এফ ২৮৯-৯০
মাহবুবউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ২৬৮, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫, ৪১২-১৩, ৫৩৩
মাহবুব, (মাহবুবুর রহমান), ক্যাপ্টেন 'জেড' ফোর্স ৪৭৬, ৪৭৭-৭৮, ৪৮০-৮৪, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৮-৯৯, ৫০১-০২, ৫০৩
মাহমুদ, আবদুল্লাহ (ছাত্র) ৪৬৪-৬৫
মাহমুদ, ওয়ালী ৪৫২-৫৩, ৪৫৬
মাহমুদ, নূরুদ্দীন ২০৮
মাহমুদ, সুলতান, লেঃ কর্নেল, পাক সামরিক অফিসার ২৭
মাহমুদ, সুলতান, স্কোয়াড্রন লীডার ৫২৩, ৫৬৮-৭০
মিজানুর, এফ-এফ ১৭০
মিঞা, আলকাস ২০৮
মিঠু, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
মিনহাজউদ্দিন, নায়েক ৩৫৩-৫৪
মিত্র বাহিনী ৩০, ৪২, ১৪৫, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৫, ২১৯, ২৩৩-৩৫, ৪০৯-১০, ৫০৩, ৪৩৩, ৫৩৪-৩৫, ৫৩৮, ৫৫২-৫৫
মিত্র, ভারতীয় মেজর ২৯৩-৯৮
'মিশন' ১২
মীর্জা, লতিফ ৩২১-২২
মুক্তা, এফ-এফ (কোম্পানী কমান্ডার) ৩৩৩-৩৪
মুক্তি ফৌজ ৫৩৯-৪০
মুক্তি বাহিনী ৫৬৬
মুকিত, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৭০
মুকুন্দপুর, এ্যামবুশ ২০৫
মুকুল (গেরিলা কমাণ্ডো) ৪৩৬-৩৭
মুখার্জি, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ১৭৪
মুখার্জি, বিএসএফ কমান্ডার ৩৮৩-৮৬, ৩৯০-৯১, ৪০০, ৪৪০-৪১
মুজাহিদ ২১৮, ৫৫৯
'মুজিবনগর' ২০২, ২৯৯, ২৬৮, ৩৮২, ৪৫০, ৪৬১-৬২, ৫০০-০১, ৫২৬, ৫২৮
মুজিব বাহিনী ৫৩৯-৪০
'মুজিব ব্যাটারী' (বাংলাদেশের প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী) ৩২, ১১৪, ১৬৮, ১৯২, ১৯৩, ২২৬, ২৩৯, ৫০৭, ৫৬৫
মুজিবর (ছাত্র) ৪৪০-৪১
মুন্সী, জহরুল হক, এফ এফ ৪৬২-৬৩
মুর্তুজা ৪১৩-১৪
মুসলিম লীগ ৪০২-০৩, ৪৩৫-৩৬, ৪৪৮-৪৯
মুসলেহউদ্দিন, গেরিলা কমান্ডার ১০৪
মুয়িন, সেকেণ্ড লেঃ ৪১০-১১

মৃণাল (ছাত্র) ৪৪০-৪১
মেঘালয় সেক্টর, ৪৯৬
মেজবাহউদ্দিন, লেফটেন্যান্ট ৩৩১-৩২
মেজবাহউদ্দিন, ল্যান্স নায়েক ৪৬৩-৬৫
মেডিক্যাল টিম ২০৩
মেলাঘর কনফারেন্স ১৩৩
মোগলহাট ট্রেন অপারেশন ৩০৬-০৭
মোজাহিদ, গেরিলা কমান্ডার ৩১৯-২০
মোমেন, ডাঃ ৫২৬
মোরশেদ, গোলাম হেলার, ক্যাপ্টেন ১৭৯, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১৮, ২২০, ২২৩-২৪, ২২৯-৩২, ২৩৪-৩৫
মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন ৫৫৯
মোল্লা, আবদুস সোবহান (কুক) ৪৬৩-৬৪
মোশাররফ, খালাদে, মেজর ২, ৪, ৭, ১৩, ১৪৫, ১৫৬-৫৭, ১৫৮-৬২, ১৬৫-৬৬, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৫, ১৯৪, ১৯২, ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
মোশাররফ, মুক্তিযোদ্ধা ১৭০
মোশাররফ, সুবেদার ২৮৯-৯০
মোশাররফ, গাউড ৪০৮
মোস্তফা, গোলাম, সুবেদার ৩১৯-২০
মোস্তফা, লেফটেন্যান্ট ৩৭৩, ৫৩৩
মোহাব্বত, নায়েক ৩৭৩
মোহাম্মদ, নূর হাবিলদার ১৯০
মোহাম্মদ, নূর (গেরিলা প্রশিক্ষক) ৪০৩-০৪
মোড়লগঞ্জ, থানা আক্রমণ ৪৩৬-৩৭
মোয়াজ্জেম, সুবেদার ৩৪৯-৫০

য
যুদ্ধবাহিনী ৪০০-৪০১
যুবক, ৫৫-৬০, ৫৬০-৬১
যুব শিবির ৭, ৪৬০-৬১
যোশী, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৩১৪-১৫, ৩২০-২১
যৌথ কমান্ড ৩৫, ২১০, ২১৫-১৬, ২৩৩-৩৪, ২৮৭-৮৮, ৪৪১-৪২, ৫০৪-০৫, ৫১৭
যৌথ বাহিনী ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৫৩৩, ৫৩৪-৩৬

র
রউফ, ফ্লাইট লেঃ ১৭৪, ২০৮
রঙ্গুনিয়া, হাবিলদার ৩২১, ৩২৬-২৭
রকবী, আবদুর (নেভী) ৫১০, ৫২১
রণকৌশল ৬ , ৭৮, ২৮৬-৮৭, ৩৭৪-৭৫, ৩৯৭-৯৮, ৪৫১-৫২, ৫৫৯
রফিক, হালিদার ২১২
রফিকউদ্দিন, ২৩৯
রফিক, মোহাম্মদ, গেরিলা যোদ্ধা ৯২
রব, এম এ লেঃ কর্নেল ২, ১৭৩, ৫৬৪-৬৫
রব মোঃ আবদুর, ক্যাপ্টেন ২৩৬, ২৩৮, ২৪০-৪৪, ২৬৪, ২৫৯
রব, আবদুর ১৮৯
রব, সুবেদার মেজর ৩৫৯-৫০
রববানী, গোলাম, এম এফ ৩১৯-২০
রবিউল, মুক্তিযোদ্ধা ১৭০
রবিউল (রবিউল্লাহ) লান্স নায়েক ৪৮১, ৪৯৯-৫০০
রবিন, ৪৩২-৩৩
রশিদ, ক্যাপ্টেন ৩৪৯-৫০, ৫৩২-৩৩
রশিদ, লেফটেন্যান্ট ৫৩২-৩৩
রশীদ, বজলূর সামরিক অফিসার ২২৫
রশীদ (এ এম রশীদ চৌধুরী) ক্যাপ্টেন ২৩৯
রসুর, গোলাম, হাবিলদার ২৪৫
রহমতউল্লাহ (নেভী) ৪০৭, ৪০৯-১০, ৪২৮-২৯, ৪৪৬-৪৭, ৫১০-১৪, ৫১৯-২০, ৫২১
রহমান, আতাউর, সিএস পি অফিসার ৪১৪-১৫
রহমান, আতাউর, ল্যান্স নায়েক ৫০০-০১
রহমান, আতিকুর (কুক) ৩১৯-২০
রহমান, আতিয়ার, ডাক্তার ৩০০-০১
রহমান, আনিসুর লেঃ ৪৭৬, ৫০১-০২
রহমান, আবদুর সুবেদার ১৭০
রহমান, আবদুর (প্রাক্তন সৈনিক) ৩৭৩, ৩৮০-৮১
রহমান, আবদুর, নায়েক ৪৬৫-৬৬
রহমান, আবদুর, সিপাই ৪৯৩
রহমান, আবেদুর (নেভী) ৫১০
রহমান জিয়াউল, মেজর ২, ৬৯-৯৯, ১৭৫, ২৩৯, ২৪২-৪৩, ২৮৪, ২৮৭-৮৮, ৪৪৮-৫০, ৪৫১-৫২, ৪৫৮, ৪৬০-৬২, ৪৬৭-৬৮, ৪৭১-৭২, ৪৭৬, ৪৭৯-৮৪, ৪৮৯, ৪৯৩, ৪৯৮-৯৯, ৫০৩-০৬ম ৫০৮-০৯ম ৫২৬ম ৫৬৪-৬৫, ৫৬৬
রহমান, ফজলুর, লেফটেন্যান্ট ১৬৯
রহমান, ফজলর, কোম্পানী কমান্ডার ৩২১

রহমান, মতিউর, ক্যাপ্টেন (৩নং সেক্টর) রহমান, ২০৪, ২০৮-০৯, ২৩৪-৩৫
মতিউর, ক্যাপ্টেন (৬নং সেক্টর) ৩০০-০৩, ৩০৪-০৫, ৩০৮, ৩১০, ৩২১-২৭, ৩৩১-৩২
রহমান, মতিউর, এমপি ৩২৭
রহমান, মতিউর (হামিদ), মেজর (১১নং সেক্টর) ৪৬২-৬৩, ৪৬৫-৬৭
রহমান, মাহফুজ, ক্যাপ্টেন ১৮, ৬২, ৫৩৫
রহমান, মাসুদুর, সেকেন্ড লেঃ ৩১১-১২, ৩১৮
রহমান, মাহবুবুর লেঃ ৪৭৭, ৪৮৯-৯২, ৫০৭
রহমান, মিজানুর, সিপাহী ২৩২-৩৩
রহমান, মিজানুর লেঃ ৪৪৯-৫০, ৪৬২, ৪৬৬-৬৯, ৪৭৪-৭৫
রহমান, মিজানুর, এমসিএ ৫১৪
রহমান, মুজিবুর, সিপাহী ২১২
রহমান, মুজিবুর, স্টুয়ার্ড ৫১৫-১৬
রহমান, মুস্তাফিজুর, সিপাহী ২১০
রহমান, মুস্তাফিজুর, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭২-৭৫, ৫৩২
রহমান, লুৎপর, সুবেদার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১২৯, ১৮৫, ১৯১
রহমান, শফিকুর হাবিলদার, ৩৪৯-৫০, ৩৫৭-৫৮
রহমান, শেখ মুজিবর ৩২, ৩৪
রহমান, সাইদুর, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
রহমান, সিদ্দিকুর, সিপাহী ২৩৩-৩৪
রহমান, সৈয়দ মুনিবুর, লেঃ ৪৭৭, ৫০৫-০৬, ৫০৮-০৯
রহমান, হাবীব (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-৩৭
রহমান, হাবীবুর, এ এস আই ২৯৪-৯৫
রহমান, হাবীবুর (শওকত) ৪৩০-৩২, ৪৩৩-৩৫
রহমান, আবদুর)গেরিলা) ১১২
রহীম, তোয়াবুর (মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক) ২৩৬-৩৭
রয়জউদ্দিন (মাঝি) ৪০১-০২, ৪৩০
রাও, ভারতীয় মেজর ২৯৩-৯৪
রাজাকার ৭৯, ৯৫, ৩০৮, ৩৭১, ৪০৫-০৬, ৪৬০-৬১
রাজ্জাক, আবদুর সিপাই ৮৫
রাজ্জাক, আবদুর, পুলিশ ইন্সপেক্টও ১৭০
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ২০৩
‘রাজপুত’ (ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার) ৩১
রাজপুত বাহিনী, ৩২, ২১৩, ২১৫, ২২৫, ৪৫০, ৫৩৪-৩৫
রানা, পাক ব্রিগেডিয়ার ৫০৪-০৫
রাশেদ, মেজর ৫০৭
রায়গঞ্জের লড়াই ৩৩০-৩১
রায়চৌধুরী, ভারতীয় মেজর ৪০৭
রায়না, টি এন ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৭, ৩৩১-৩২, ৫৩২
রিযাজ, পাক মেজর ৪৭৫
রুমি,গেরিলা কমান্ডার ৭৯, ১১০
রুস্তমজী, বিএসএফ প্রধান ৩৮৫-৮৬
রেকী পেট্রলিং ৪৭৭-৭৮, ৫১৪-১৫
রেজা, এক্স ফ্লাইট লেঃ ২৯৯
রেডিও পাকিস্তান ঢাকা ১১৩, ৪৫৭-৫৮
রেঞ্জার, পাক পুলিশ ৮৩, ৯৫, ১২৯-৩০
রেনড, মিঃ (আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কর্মকর্তা) ৫৫৬-৫৭
‘রোম ফোর্স’ ৩৭
রোমেল ৪৮০

ল

লতা, এফ এফ ৪৭২-৭৩
লতিফ, আবদুল হাবিলদার ১৯০
লতিফ, আবদুল সিপাহী ২৩২-৩৩
লতিফ, (মুক্তিযুদ্ধসংগঠক) ২৩৬-৩৭
লতিফ, আবদুল নায়েক সুবেদার ৫০৪-৫০৫
লতিফ, আবদুল হাবিলদার ৫০৪-০৫
লস্কর সুবেদার ৪১২-১৩
‘লাইটনিং’ ৪০৯, ৪৪৬-৪৭
‘লা ফিগারে’ ৫২৯
‘লাল শেরা’ ৪২৮, ৪৪৩-৪৪
‘লিমপেট’ ১০, ৪০৭-০৯, ৫৬৬
লিয়াকত, ৩৯৮-৯৯
লুৎফর, নায়েক সুবেদার ৩২৭

শ

শওকদ (শওকত আলী) লেফটেন্যান্ট ১৪৩, ১৬৯-৭০

শওকত, মিসেস ২৮৯
শচীন্দ্র, কর্মকার, সেকেন্ড লেঃ ৪১০-১১, ৪৪৬-৪৭
শফি, (শফিকুর রহমান), নায়েক ৪৭৭-৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৯৯-৫০০
শফিউদ্দিন, সিপাহী ৪৯৯-৫০০
শফিকুল্লাহ, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৩৭৪-৭৫, ৪১৯-২০
শফিকউল্লা, ওয়ারেন্ট অফিসার ৪৫২-৫৩, ৪৫৫-৫৬
শরণার্থী সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি ২৭
শহীদ (মেজর শহীদুল ইসলাম), ক্যাপ্টেন ৭৩, ৭৭, ১৫৬, ১৭৪-৭৬
শহীদ, নায়েক সুবেদার ১৫৮-৫৯, ১৭০, ১৮৭
‘শান্তি কমিটি’ ৮৬, ৯০, ৯৫, ১০৭, ১১৮, ১২১, ১২৫, ১৭৫, ৪২৪-২৫
শামস, লেঃ কর্নেল , পাক সামরিক অফিসার ৩৮২, ৪২০
শালদা নদীর যুদ্ধ ১৩৭
শাহ, নজর হোসেন, পাক মেজর জেনারেল ২৭, ৫৩১
শাহ, সৈয়দ জাভেদ, পাক ক্যাপ্টেন ১২৭
শাহজাহান (মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার) ১০৫
শাহজাহান, (ওমর), ক্যাপ্টেন ৩০৪, ৪০৭, ৪১০-১১, ৪২২, ৪২৯-৩০, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪১-৪২
শাহজাহান, মোহাম্মদ, ডাক্তার ৩৯১-৯২, ৪১৬-১৭, ৪১৯-২০, ৪৪০-৪২
শাহজাহান (স্কুলশিক্ষক) ৩৯৩-৯৪, ৩৯৫-৯৬, ৪১১, ৪১২-১৩, ৪১৪-১৫, ৪৪০-৪১, ৪৪৪-৪৪৫
শাহজাহান (এয়ার ফোর্স) ৪৩৪
শাহাব, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৭০
শাহাবউদ্দিন, সিপাহী ২১০
শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ ২৩৯
শাহরিয়ার (মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান), ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩০২-০৫, ৩১০-১৪, ৩১৬-১৮
শুকুর, এফ-এফ ৩৪
শোডি, কর্নের, ভরতীয় সামরিক অফিসার ৪৪৯-৫০
শ্যামনগর অপারেশন ৩৭৯-৯৯
শ্রমিক ১১০

ষ

ষোড়শ পাকিস্তানী ২৭

স

সকিম উদ্দিন, ল্যান্স নায়েক ৩১২-১৩, ৩১৮-১৯
সদরুদ্দিন, প্রিন্স ৭৯, ৮০
সদরুদ্দিন, স্কোয়াড্রন লীডার ২৯৯, ৩০০-০৫, ৩১৫-১৬
সনজু, এফ-এফ ৪৬৭, ৪৭৫
সপ্তম নৌবহর ৩৩, ৩৪-৩৬, ৫৫৬-৫৮
সফি, ছাত্র কমান্ডার ১৮৯
সফিউল্লাহ, কে এম মেজর ২, ৪, ২০০-১৭, ২১৮-২০, ২২৪-২৫, ২২৯-৩০, ২৩১-৩২
সফিউল্লাহ, সুবেদার ২২৭
সরকার, অভীক ৫৩৮
সরকার, নীলমনি, এফ-এফ ২৪২-৪৩
সরকার, বি এন ভারতীয় মেজর জেনারেল ৫৩৯-৪০
সরকার, হারেস উদ্দিন ৩৩১-৩৩
সরফুদ্দিন, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫৩২, ৫৬৮-৭০
সরল, ছাত্র ৪৪০-৪১
সলিমুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ৩৯২-৪০১
সভাপতি, ভারতীয় মেজর ২৯৪-৯৫
স্বপন,গেরিলা যোদ্ধা ১০২
স্বরূপ, আনন্দ, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৩২, ৩৫, ১৬৮-৬৯, ১৭০, ১৮৪
সাইফুউদ্দিন, হাবিলদার ৫০৪-০৫
সাইফুল্লাহ, পাকিস্তানী ব্রিগেড কমান্ডার ৩১৪
সাইফুল্লাহ, লেফটেন্যান্ট ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৯
সাইদ, এফ-এফ ৪৫০, ৪৭৩-৪৭৫
সাইদ, লেঃ ২০৮, ২০৮
সাখাওয়াত ৪৩০
সাত্তার, ক্যাপ্টেন (বাংলাদেশ বিমান বাহিনী) ৫২৩-২৪, ৫৬৮-৬৯
সাতান্ন পার্বত্য ডিভিশন ২১৩
সাদিক, মুসা ৩৩০, ৩৫৫-৫৬
সাদী, মাহবুবুর রব, এফ-এফ কমান্ডার ২৩৬, ২৩৮-৩৯, ২৪৩-৪৪
সাদেক, (সৈয়দ আবু সাদেক) লেফটেন্যান্ট ২০৮

সাদেক, গেরিলা যোদ্ধা, ৭৯
সাধারণ পরিষদ ৩৪, ৫৩৭
সামাদ, লেফটেন্যান্ট ৩০২, ৩২১, ৩২৯-৩১, ৫৩৫
সারওয়ার, পাক মেজর ৪৯৬, ৫০৩
সালাম, আবদুস, (গেরিলা যোদ্ধা) ১১২
সালাম, আবদুস, সিপাহী ২০৪
সালাম, আবদুস, নয়েক ২৩২-৩৩
সালাম, সুবেদার ২৯৪-৯৫
সালাম, আবদুস মেজর ৩২৭-৩০
সালাম, ছাত্র, ৪৮৭-৮৮
সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন, ৩৬৮-৬৯, ৩৭২, ৩৭৪-৭৫
সালিক, এন এ ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪০৩-০৪, ৪৭৪-৭৫, ৪০৯-১০
সাঁড়াশী আক্রমণ ১০৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৫, ১৬৬, ৩৬৪-৬৫
স্পার্টাকাস ৪৮৩
সিইনসি স্পেশাল ৫৬৬
সিং ওয়াতর, ভারতীয় মেজর ৭১
সিং, গুরবক্স, ভারতীয় মেজর জেনারেল, ২৮
সিং, দলবীর, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৭, ৪১৭-১৯, ৪২০-২১, ৫৫০
সিং বিশ্রাম, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ৩৮৩-৮৪
সিং ভগৎ ভারতীয় জেনারেল ৪৬১-৬২
সিং, মহিন্দর, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৭
সিং, মেঙ্গ, লেঃ কর্নেল (বিএসএফ কমান্ডার) ৩৭৩-৭৪, ৩৭৫-৭৬
সিং রাজ, ভারতীয় কর্নেল ২৯৮
সিংহ, রানা সংগ্রাম, ৪৮৯-৮০
সিং, সগত, ভারতীয় লেঃ জেনারেল ২৮, ৩২, ১৬৭, ১৯৬, ২১৬, ৫৩১-৩৪, ৫৩৯-৪০, ৫৫০-৫১
সিংহ, সান্ত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪৪৮-৪৯, ৪৬০-৬১
সিংহ, সাম, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ৪৬২
সিং, সাবেগ, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ১০, ১৬, ৬৯, ৭০, ২১৬
সিং, হরদেব, ভারতীয় লেঃ কর্নেল ১৬৮
সিকদার, দোস্ত মোহাম্মদ, মেজর ২২৪-২৫
সিগন্যাল কোম্পানী ৫০৫-০৬
সিদ্দিকী, লেফটেন্যান্ট ৫৩২
সিদ্দিকী, কাদের ৩৫, ৪৪৯-৫১, ৪৬০, ৪৬২-৬৩
‘সি-২পি’ ক্যাম্প ১০
সিনিয়র টাইগার ৪৭৮-৭৯, ৪৮০-৮১, ৪৯২
সিরাজ, নায়েক সুবেদার ১৩৮, ১৬৬-৬৭, ১৭০
সিরাজ, হাবিলদার ১৬৬
সিরাজ, নায়েক ৪৮৬, ৪৯৯-৫০০
সিরাজুদ্দৌলাহ ৪০৭
সিলেট যুদ্ধ পরিকল্পনা ৪৪-৯৫, ৫০২-০৩
‘সী হক’ (ভারতীয় বিমান) ৩২
সুজা, এফ-এফ ৪৭৪-৭৫
সুঠিবাড়ি রেইড ৩২৪-২৫, ৩৩২-৩৪
সুধীর, ভারতীয় আর্টিলারী ক্যাপ্টেন ৩১৩
সুন্দরবন মুক্তিযোদ্ধা কনফারেন্স ৪৩৬
সুলতান, ফ্লাইট লেঃ ১৬, ২৯৮
সুলায়মান, এফ-এফ ৪৫৩-৫৪, ৪৫৬
সেক্টর ৪
সেক্টর কমান্ডার কনফারেন্স ২, ২০২-০৪, ২০৭, ৩৬৯-৭০, ৩৯০-৯১, ৪৬১-৬২, ৪৬৭-৬৮
সেক্টর ট্রুপস ৫, ২৯, ৩২, ২১৪, ২৩২, ২৩৫-৩৭, ২৪০, ৩৭৫, ৫৬৬
সেক্টর বিভাজন ৪-৫
সেনগুপ্ত, সুরঞ্জিত ২৩৭
সেনগুপ্ত, ভারতীয় লেঃ কর্নেল ২৯৯-৩০০
সেনবর্মা, ভারতীয় লেফটেন্যান্ট ২৯৮-৩০০
সেলিম, ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ১১০
সেলিম, ছাত্র ২১৮
সেলিম, লেঃ ২০৮, ২৩৪-৩৫
সেলিম বাহিনী ৩৬৩-৬৪
সোবহান, আবদুস, সিপাহী ৩২০
সোবহান, হাবিলদার ৩৯২, ৩৯৮-৯৯, ৪৪৫-৪৭
সোভিয়েত ভেটো ৩৩, ৩৮
সোহরাব ৪৩৭-৩৮
স্টোনহাউস, জন, বৃটিশ এমপি ৩৬৭-৬৯
স্যাবর জেট ৫৩৬

হ

হক, আবদুল, সিপাহী ২০৪
হক, আবদুল, হাবিলদার ৪৪৫

হক, আবদুল লান্স নায়েক, ৫০০-০১
হক, আশরাফুল ২৪২-৪৩
হক, ইনামুল, লেফটেন্যান্স ৩৭৩-৭৪
হক, এ কে এম ফজলুল, সিপাহী ৪৬৩-৬৪
হক, এমদাদুল, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
হক, জহুরুল, ডাক্তার ১৭১
হক, জিয়াউল, সুবেদার মেজর ৪৬৩-৬৫
হক, ফজলুল, সুবেদার ২৪৩-৪৪
হক, ফজলুল, ফ্লাইট সার্জেন্ট ৪১০, ৪১৫-১৬, ৪২২
হক, নাজমুল, মেজর, ২, ৪, ২৯৯, ৩০৪, ৩৪৯-৫০
হক, নাজমুল (ছাত্র, কোম্পানী কমান্ডার) ৪৬৪-৬৫
হক, নূরুল, হাবিলদার, ৫০৪-০৫
হক, মজিবুল, ক্যাপ্টেন ১৯৯
হক, মোজাম্মেল, (কুক) ৩১৯-২০
হক, মোহাম্মদ, নায়েক সুবেদার ৫০০-০১
হক, মোহাম্মদ শামসুল, কর্নেল ৫২৬-২৭
হক, শরিফুল (ডালিম), ক্যাপ্টেন ২৩৬-৩৭, ২৩৮, ৩২১-২২
হক, শামসুল, সুবেদার, মেজর ১৩৫-৩৬, ১৬২, ১৮৬-৮৮, ১৯০, ১৯২
হক,শামসুল নায়েক সুবেদার ২৪২-৪৩
হক, শামসুল, স্কোয়াড্রন লিডার ১৭৩
হক, সিরাজুল, এফ-এফ ৩২১
হরমুজ' ১২, ১২
হাই, সুবেদার ৪৭৭-৮৯, ৪৮০-৮১, ৪৯৯-৫০০
হাওলাদার, নূর মোহাম্মদ ৪৩৬
হাকিম, ৪৩০
হাকিম, আবদুল সুবেদার ৪৬৩, ৪৮৩-৮৫
হাতীবান্ধা অপারেশন ৩২৬
হাতেম, নায়েক সুবেদার ৪২৩-২৪, ৪৩৪
হাদী, পাক মেজর ১৮৫, ৫৩৫
হানিফ ৪৮৭-৮৮
হাফিজ, (হাফিজউদ্দিন আহমদ) ক্যাপ্টেন ৩৭৪-৭৬, ৪৭১-৭৩, ৪৭৬, ৪৭৭-৮১, ৪৯৩,৪৯৮-৫০৫
হাফিজ, মোঃ আবদুল, সুবেদর ৩১৫-১৬
হাফিজ, হাবিলদার ৪৬৩-৬৪
হাবিব ব্যাংক ১১৩
হাবীব, ৪৩৪
হামিদ, ক্যাপ্টেন ৭০-৭৭
হামিদ, ভারতীয় ক্যাপ্টেন ২৮২
হমিদুল্লাহ, স্কোয়াড্রন লিডার ৫, ৪৪৮-৪৯, ৪৫০-৫১, ৪৫৪-৫৫, ৪৬১-৬২, ৪৬৫-৬৬
হার্ড কোর অব সার্জেন্টস' ৩৯৭
হালদার, মনোরঞ্জন ৪২৮
হালিম, হাবিলদার ১৪৭-১৪৮
হালিম, আবদুল, ক্যাপ্টেন ৩৬৮, ৭৭৫-৭৮, ৫০৫-০৬
হাশেম, আবুল, সুবেদার ৩১৬-১৭, ৩১৮
হাশেম, লেফটেন্যান্ট ৪৪৯-৫০
হাশেম, ছাত্র ৪৬৪-৬৫
হাশেম, আবুল নায়েক সুবেদার ৫০০-০৩
হাসান, আনিসুল, লেফটেন্যান্ট ২০৮
হাসান, সেলিম মোহাম্মদ কামরুল, লেফটেন্যান্ট ২০৮
হাসান, হবিলদার ৩৫৭-৫৮
হাসান, এম ওয়াকার, লেফটেন্যান্ট ৪৭৬, ৫০১-০২, ৫০৩
হায়াত পাকিস্তানী মেজর ৩৩২-৩৩
হায়দার, এটিএম মেজর ১৩৪-৩৫, ১৭২
হায়দার, আলতাফ ৪২৩-২৪, ৪৩০
হিটলার ৪১
হিন্দুস্থান নেভী ৫১৮-১৯
হিরা, আরডি, ভারতীয় মেজর জেনারেল ২৮, ১৭৯-৮০, ১৮২, ৪৬৯-৭০
হিলি সীমান্তের যুদ্ধ, ৩৬৩-৬৪
হুদা, নূরুল, ক্যাপ্টেন ৩৮২-৮৩, ৩৮৫-৮৭, ৩৯০-৯৪, ৩৯৫-৪০০, ১০০-১৩, ৪১৪-১৫, ৪১৬-১৭, ৪১৮-২০, ৪২২, ৪২৭-৩০, ৪৪৪-৪৭, ৫৩২, ৫৩৩
হুদা, নূরুল (ছাত্র-কমান্ডার) ৪২৩-২৪, ৪২৯-৩৫
হুদা, শামসুল, ক্যাপ্টেন ২১, ২২, ৬৯-৭৭
হুমায়ন, সিপাহী ২৩২-৩৩
হেনা, আবু, এমসিএ ৩০৮
হেমায়েত, হাবিলদার ৩৯০-৯১
হেলাল, মোস্তফা ৪৩৬

হেলাল (এ এম হেলালুদ্দিন), ক্যাপ্টেন ২৯৮
হেলাল, সৈয়দ সদরুজ্জামান, (ছাত্র-কোম্পানী কমান্ডার) ৪৬৬-৬৭,-৪৭১-৭৪
হেলাল পার্টি ৪৬৬-৬৭, ৪৭১-৭৪
হোচি মিন সড়ক ৪০০-০১
হোসেন, ডাঃ আক্তার, ক্যাপ্টেন ১৭০
হোসেন, আকতার, হবিলদার ২৩২-৩৩
হোসেন, আকবর, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৪৯৬-৯৮
হোসেন, ডাঃ আখলাক, এমপিএ ৪৬৫-৬৬
হোসেন, আফজাল, এম-এফ ৩১৯-২০
হোসেন, আনোয়ার, সিপাহী ৩২০
হোসেন, আনোয়ার, এফ-এফ ৪৭৫
হোসেন, আনোয়ার, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৪৮২-৮৩, ৪৯৬-৯৯
হোসেন, আবতার, সিপাই ২২৩
হোসেন, আবুল, লেঃ (মেডিক্যাল অফিসার) ২০৮, ২৩১
হোসেন, আবুল, নায়েক ১৮৭, ১৯০
হোসেন, আবুল, ক্যাপ্টেন ২০৮, ২২৫
হোসেন, আবুল, ইপিআর সুবেদার ৩১০-১১
হোসেন, আমির , সিপাহী ২১০
হোসেন, আশেখ ২০৮
হোসেন, আহমেদ, ইপিআর সুবেদার ৩১০-১১, ৩১৮
হোসেন জাকির, হাবিলদার ১৮৭
হোসেন, দিদার আতাউর, মেজর ১৯৫-৯৯
হোসেন, দেলোয়ার, ক্যাপ্টেন ৩০০-০১, ৩০২-১০
হোসেন, দেলওয়ার, এম-এফ ৩১৯-২০
হোসেন , ফজলে, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭
হোসেন, মইনুল (মেডিক্যাল অফিসার) ২০৮,২১২
হোসেন, মকবুল, পাকিস্তানী সিপাহী ৩২০-২১
হোসেন, মকবুল হাওলাদার ৪৯৩, ৫০০-০১
হোসেন, মনির, নায়েক সুনেবদার ১৭০
হোসেন, মুজাফফর, চীফ সেক্রেটারী, পূর্ব পাকিস্তান সরকার ৫৫৬
হোসেন, মারুফ ৪৩৭-৩৮
হোসেন, মোদাসসের, লেফটেন্যান্ট ৪৭৭, ৪৮৯, ৫০৩
হোসেন, মোশাররফ, এমসিএ ২১, ৩৫
হোসেন, মুহম্মদ, নায়েক সুবেদার ১৩৮, ১৬৭, ১৭০
হোসেন, মোঃ মোশাররফ (নেভী) ৫১০
হোসেন, মোহাম্মদ ২৩৯
হোসেন, মোয়াজ্জেম, এফ-এফ ৪৬৫-৬৬
হোসেন, সাদেক, ক্যাপ্টেন ৪৭৭, ৫০৬-০৭
হোসেন, সিকদার আফজাল, নায়েক সুবেদার ১৩৬
হোসেন, সোহ্‌রাব, সিপাহী - ২০৪

INDEX

Aftabuddin (Nabval commando) 511-12
Agartala Youth Camp 511-12
Ahmed, Bashir (Naval commando) 513-14
Ahmed, Rafirduddin (Sailor) 513-14
Ahmed, Farooque, Lt 63-68
Ahmed Jalal, Subeder 62
Ahmed, Mohsinuddin, Major 490-91
Ahmed, Manzoor, 2 Lt, 491
Ahmed, Sayed, A/Sub (E. Bengal) 64
Ahmed, Tajuddin 53-63
Ahmed, Z.U (Sailor) 513-14
Ahsanullah, Md. (Navy) 511-12
Ainuding Major 148
Al-Abbas 521-22
Alam, Dr. 365
Alam, M.B (Navy) 511-12, 512-13
Alam, Md. Rafiqul, lt, 297
Alam, Narul, Sepoy 65
Alam, Shah, FF 57
Ali, Capt, Indian Army 68
Ali, Amjad, Sepoy 53
Ali, Arish, Havilder 260, 661
Ali, Babar, 513
Ali, Ekram, Naik 335-36
Alki, Hossain, Havilder 55
Ali, Jonnab, 276
Ali, Mohor, L/NK, 366-67
Ali, Raham, Subeder 44, 47, 63
Ali, Rahmat. N/Sub 63
Ali, Sabed, Subeder 62, 63
Ali, Shamser, (Naval Commando) 513
Ali, Shawakat, Major 62, 63
Ali Soab, Havilder 295-96
Ali, Sukur, Naik 296

Ali, Zulfiquar, NCO? Nk 62, 63
Amin, Mansurul, Lt 64, 65, 68, 69
Amin, P. (Sailor) 513-14
Amin, Ruhul 48
Amin Rahul (Sailor) 513-14
Fmiruzzaman, Hav. 335-36
Anam, Capt.246, 253-54
Ansar, 246
Anwar, (Anwar Hossain) Capt. 344, 490-492
Arefin, Shamsul, Lt. 512-13
Ashrafuddin, Barrister 63
Ashrfuzzaman, (FF Student) 259-60, 260-261
Agtgram Operagtion 253-54
Aurora, Jagjit Shingh, Lt. General, GOC, Eestern Command 46,344-45
Aziruddin, Hav. 259-60
Aziz, EPR, Subeder 64
Aziz, Capt. 246
Aziz, Abdul, Subeder 259-60

B

Babul, FF 252-53
Badiuzzaman, Mr. 346-65
Badiuzzaman, Lt, 513-14
Bajwa, Capt. Indian army 63,64
Bangabandhu Fleet' 513-14
Bangladesh Naval Commando Training 510-511
Bari, Mofizul, EPR Subeder 64-69
Battle of sutarkandi 248
BBC 511-12
Bengal Regiments 246, 278-79
Bhomra Youth Camp 510-11
Bhuiyan EPR Havilder 64
Bhuiyan, Dr. Safiqur Rahman 67
Bhuiyan, A. R. (Sailor) 513-14
Bisla, Lt, Col Indian Army 53,64,69
Biswas, Meser, Pak agent 335-36
Black shirt 63
Burmah Jade 521-22

C

Chowdhury, A. Matin, F.F 252-53, 257
Chowdhury, A. W. (Navy) 511-12
Chowdhury, A. Gyasuddin ,Brig. 344-48

D

Darkunde, Indian Capt 68
Das, Sumir, Indian Ltd. 510
Datta, Lt, Col, Indian army 66
Datta,Chitta Ranjan, Maj 246, 248, 250-51,252-54,255-56,257,277-78
Daturmura Theatre 148
Dayan, Abdul, N/Sub 259-60
Deveson, Lt. Indian Army 250

E

E Bengal (1) 254-56, 258, 490-91
E bengal (3) 344, 489-90, 490-91
E bengal (4) 489-90
Echo Sector 250, 256-57
Ejaz, Capt. 63
EPR 246
Ershad, N/Sub, Police 64

F

Faiz, Mohd. Mujahid Havilder 252-53
Fakhruddin, ER Sub Maj 63, 64, 66, 67
Farid, FF 49
Fazal, M, (Sailor) 513-14
Formosa 521-22

G

Gazi, Dewan Farid, MCA 247-48
Ghani, EPR Subeder 55, 63-64
Ghias, Lt. 257
Ghose, P.k. BSF Capt. 62, 63
Gono Bahini 246
GR (Gurkha Regimkent) 246
Gupta, Indian Officer 510
Guerilla Forces 345-56
Gurilla Operation Co-ordination Metting 45
Guerilla operations (Sector-1) 42-58
Gurung, Indian, Major 66-68

H

Haldia Camp 513
Hamid, Abdul, Lt 63
Hhque, A (Sailor) 513-14
Haque, Enamul, Capt 62, 63, 67
Haque, M (Sailor) 513-14
Haque, M.S (Sailor) 513-14
Hasnabad Camp 513
Hasnabis, Lt. Gi, Indian army 66
Heera, Maj-Gen, Indian army 66
Hemayet Bahini 246
Haq. Mozammel Ff, 55
Houque, Shamsul, Sqn-Ldr. 62
Hoque, Shamsul, Subeder 149-151
Hoque, Syed Emdadul, Havilder 276
Hossain, Akbar, Maj. 490-91
Hossain, Fazal, L/Naik 260
Huda, Shamsul, Capt 44
Huq, Hahrul (Naval commando) 513
Hussain, abul, Havider 44
Hussain, Muhamud, (Naval Cammando) 48
B Hussain, Musharaf, MCA 53, 68
Hussain, M. A. (Sailor) 513-14

I

Ilias, Mohd. Naik 261
Imam, Havilder, E Bengal 64
Imam, Zafar, Capt 64, 66
Indian corps Hd. Quarter 54
Inter Sector co-ordination Metting 50
Ishaque, Mr. 62
Islam, K. N (Sailor) 513-14
Islam, Manirul, Mujahid 335-336
Islam, Mubasharul, N/Sub 335-339
Islam, M. 513-514
Islam, Nurul, Maj 63
Islam, Rafiqul, Maj 62-63, 94-66, 68
Islam, Rafiqul, Subeder, Police 63-64
Islam, Rafiqul (Naval Commando) 513-14
Islam, Shafiqul, Hav 340-41
Islam, Syed Nazrul 53,64
Ismail, Mohd. N/Sub 335

J

Jabbar, Abdul, Naik 259-60
Jahangir, Mohiuddin, Capt 346-47, 348
Jaker, (sailor) 513-14
Jalaluddin, M. (Sailor) 513-14
Jalil, M. A. Maj. 510-11, 513-14
Jamil, Shafaat, Maj 489-92
Joy Bangla 513-14

K

`K' Froce 57
Kabir, M. Humayun, Hav 335-36
Kabizzaman (Naval Commando) 512-13
Kaderia Bahini 246
Kaisar, (Kaisar Haq), Lt 346-47
Kamruzzaman (Tuku)513
Kanighat Operation 258
Kawsaruddin, Hav 335-36
Kaykum, Abdul, Hav 260
Kennecdy, Edward 490-91
Khaiber Scouts, 254-55
Khai9ruddin, M, CA 63
Khairuzzaman, EPR Subeder 63
Khaleque, Capt. 62, 63
Khan, A. R 513-14
Khan, Ayub 521-22
Khan, Nurunnabi, Lt. 490-91
Khan, Tikra, Lt. Gen 521-22
Khan, Yahya, 53, 58
Kahddakar, A. K. Group Capt 45
Khurshid. Maj 62
`Khurshid. PNS 513-14
Kumar, Indian Capt 250
Kumud, Lt. Indian Army 66
Kutubuddin, EPR Hav 252-53, 360

L

Latif, Sepoy 53
Latitila Operation 250

M

Mahfuz (Mahfuzur Raham), Capt. 48, 52, 62, 69

Mahtab Javed 521-22
Majumder, Abdul Quader 66
Mannan, Sepoy 51
Mannan, Dr. (MP) 54
Mannan, Naik 252-53
Manzur, M. A.Lt. Col 344-45
Maratha Regiment (19) 344-45
Marry, Mrs. 148-51
Matin, Kh. A. Hav 335-36
Mazumder M. A. (Sailor) 513-14
MCAs 62
Mian, A. R (Navy) 512-13
Miah, Haris, Naik 45, 48
Mia, Loni, EPR Subeder, JCO 63-65, 66-67
Mia, Toha, Sepoy 44
Mia, Tunu, Cvilian Guide 296
Militia Troops (scouts) 257
Mohammad, Din, EPR N/Sub 64
Mohammad, Saleh (Sailor) 513-14
Mohiudullah, (Sailor) 513-14
Moinuddin, FF, 56
Mongla Group 511-12
Mosharraf, Khaled, Maj. 47, 50, 148-51
Motivators 345-46
Mujahids 246
Mujib Bahini 513
Mujib Nagar 344-45
Muktadir, FF 252-53
Mullah, M. D>H, (Sailor)513-14
Munir, DPR N/Sub, 64
Muree, Mr. 62
Murshed, Gulam Helal, Capt. 64
Mutalib, M. A. (Sailor) 513-14

N

Nadiruzzaman, Naik 47
Makimuddin, Peace Committee member 335
Nanda, India Admiral 510
Newaz, Ali, Subeder, 451
Niazi, A. A. K. Lt. Gen, 69
Niomito Bahini 246
Nizam, FF 46, 49
Nuruzzaman, EPR N/Sub 64

O

Oil (Oil Ahmed), Capt. 62, 63
Operation Avoya Bridge, 364-65
Operation `Kabzakara' 346-47
Operational Reconnissance, 47
Osman, (Abu Osman Chowdhury), Lt. Col 510-11
Osmani, M. A. G, Col, (C-in-C, Bangladesh Forces), 249, 259, 344-45, 489-91, 510-13

P

Padma 513-14
Palash 513-14
Planned military action 46
Plassey Camp 510, 511-13
Police 246
Prakash, Indian Major 68

Q

Qamruzzaman, A. H. 344-45
Qayum (Abdul Qayum Khan), Lt. 346-48
Quddus, Abdul, (N/Ris 64
Quddus, M. A. (Sailor) 513-14
Quayum, Mr. 513

R

Rab, Colonel 45
Rab, M. A. Capt 246-58, 540-41, 277
Radio Bangladesh 548-49
Rafiqullah, (Sailor) 513-14
Rahman, Azizur, Hav 335-36
Rahman, Fazlur, Sepoy 44
Rahman, Habibur 296
Rahman, Mahbubur, Capt 489-92
Rahman, Majibar, Hav335-36, 340-41
Rahman, Matiur, Capt 62, 63, 489-90
Rahman, Matiur, (N/Sub) 259
Rhaman, M. A (Navy) 511-12
Rahman, M. M. (Sailor) 511-12
Rhaman, Shariqur, L/Nk 335
Rahman, Sheik Mujibur 63

Rhaman, Ziaur, Maj. 62, 255-57, 489-91
Rahmatullah, Mohammad (Navy) 510-14
Rao, B. S, Indian Major 296
Rashid, Bazlur, Lt. 346-47
Rashid, M. Abdur, Major 344-46
Rauf, Abdur, Flt. Lt 62
Rauf, M. A (Sailor) 513-14
Roy Chowdhury, Indian Capt. 510
Regular Forces, 345-46

S
Sadeque, Capt 63
Salam, A. 513
Salek, Indian Bgigadier 512-13
Samad, Mr. Defence Secy, 63
Sarkar, Indian General 63
Sarker, M. A. (Sailor) 513-14
Sarma, Lt. Cdr. IN. Staff 510
Sattar, Abdus, Pak agent 335-36
Sahbazpur Railway station Battle 250-251
Shafiullah, K. M. Maj. 47, 513-14
Shafiullah, N/Sub 67
Safiqullah, Capt 513
Shaheed, EPR Havilder 49-66
Shamim, FF 252-53
Shams, Capt 62-65
Shandhu, Indian Brigadier 64
Sharma, BSF Naik 296
Sharma, Col, (Indian Army) 47, 52, 63
Shawkat, Lt.58,63,68
Shawkat, Flng Officer 62
Sheikh, Taheruddin, Subeder 149
Sikdar, Parmal, F. F 55
Singh, Horgobinda, Lt. Col, Indian Army 68
Singh, Narendar, Indian General 63
Shing, Sagat, Indian General 64
Singh, Shabeg, Indian brigadier 47, 50, 63
Sirajuddin (Sailor) 513-14
Sorup, Anand, Indian Brigadier 63
Sultan, (sqn Ldr. Sultan Mahmud), Flt. Lt. 62-63

T
Taher, M. A. (Sailor) 513-14
Taher (Sailor) 529
Takipur Youth Camp, 510-11
Tawfiq, Mr. 513
Thapa, K. B. BSF Hav. 296

U
uddin, M. M. 513-14
UN Observers 58

V
Vaskar, Indian Maj. 68
Virak, Indian Lt. Col. 64

W
Wodkey, Indian Brigadier 251-52, 257, 278

Y
`Ya Ali' (battle cry) 348
Yunus, Mr. 513

Z
`Z' Force, 255-56, 489-90
Zahir, S. Ali, Lt. 253-54, 256-58
Zaman, Q. N. Maj. 444-48
Ziauddin, Maj. 490-91
Zonal Council-57

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	১
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) রফিক-উল ইসলাম	---	১
	-১নং সেক্টরের কতিপয় গেরিলা অপারেশন	---	৪৩
২।	১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণ	---	৫৯
	-প্রতিবেদনঃ শামসুল ইসলাম		
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মাহফুজুর রহমান	---	৬২
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক সুবেদার মনিরুজ্জামান	---	৬৯
৩।	২নং সেক্টর ও ‘কে’ ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণ	---	৭৩
	-সাক্ষাৎকার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ	---	৭৩
৪।	২নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	১৪৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আইনউদ্দিন	---	১৪৬
	-Daturmura Theatre	---	১৪৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর গাফফার	---	১৫৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর ইমামুজ্জামান	---	১৭০
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তফা কামাল	---	১৭১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর শহীদুল ইসলাম	---	১৭৩
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির	---	১৭৫
	-প্রতিবেদনঃ মেজর জাফর ইমাম	---	১৭৮
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান	---	১৮৪
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার আবদুল ওয়াহাব	---	১৯০
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার গোলাম আম্বিয়া	---	১৯৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর দিদার আতাউর হোসেন	---	১৯৪
৫।	৩নং সেক্টর ও ‘এস’ ফোর্সের যুদ্ধ বিবরণঃ	---	১৯৯
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ	---	১৯৯
৬।	৩ নং সেক্টরের যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্যের বিবরণ	---	২১৭
	-সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার এম, এ, মতিন	---	২১৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল গোলাম হেলাল মুর্শেদ খান	---	২১৯
	-সাক্ষাৎকারঃ সিপাই আফতাব হোসেন	---	২২২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার	---	২২৩

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর শাসুল হুদা বাচ্চু	---	২২৩
	-প্রতিবেদনঃ মেজর এস, এ, ভূঁইয়া	---	২২৫
৭।	৪নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	২৩৫
	-সাক্ষাৎকারঃ ব্রিগেডিয়ার চিত্তরঞ্জন দত্ত	---	২৩৫
৮।	৪নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	২৪৫
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রব	---	২৪৫
	-যুদ্ধের ডায়েরীঃ	---	২৫৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর ওয়াকিউজ্জামান	---	২৭৮
৯।	৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	---	২৮৩
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী	---	২৮৩
১০।	৫নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	---	২৮৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর তাহের উদ্দিন আখঞ্জি	---	২৮৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর এস এম খালেদ	---	২৯০
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রফিকুল আলম	---	২৯২
	-একটি অপারেশনের রিপোর্ট	---	২৯৪
	-সাক্ষাৎকারঃ নাজমুল আহসান মহিউদ্দিন আলগীর	---	২৯৬
১১।	৬নং সেক্টরের যুদ্ধ বর্ণনা	---	২৯৮
	-সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল এম, কে, বাশার	---	২৯৮
১২।	৬নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের প্রদত্ত বিবরণ	---	৩০৩
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন	---	৩০৩
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদ	---	৩১০
	-সাক্ষাৎকারঃ সৈয়দ মনসুর আলী	---	৩১৩
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর মোঃ কাজিম উদ্দীন	---	৩১৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নুরুজ্জামান	---	৩১৮
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান	---	৩২১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোঃ আবদুস সালাম	---	৩২৬
	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি (প্রতিবেদন)	---	৩২৮
১৩।	৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৩৪
	-যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জীঃ ব্রিগেডিয়ার গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী	---	৩৩৪
	-Reorganization of Troops at Rajshahi	---	৩৪২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	---	৩৪৭

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪।	৭নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের আরও বিবরণঃ	---	৩৫১
	-প্রতিবেদনঃ ডাঃ মাহবুবুল আলম	---	৩৫১
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক মোঃ আমিনউল্লাহ	---	৩৫৪
	-সাক্ষাৎকারঃ হাবিলদার মোঃ ফসিহউদ্দিন আহমদ	---	৩৫৫
	-মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি (প্রতিবেদন)	---	৩৫৬
	-৭নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা	---	৩৫৬
	- Operation Avoya Bridge: বদিউজ্জামান	---	৩৬৪
১৫।	৮নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৬৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, ওসমান চৌধুরী	---	৩৬৭
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ মঞ্জুর	---	৩৬৯
১৬।	৮নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণ	---	৩৭২
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান	---	৩৭২
	-সাক্ষাৎকারঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী	---	৩৭৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম	---	৩৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলীক কুমার গুপ্ত	---	৩৭৭
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর তবারকউল্লাহ	---	৩৭৯
	-সাক্ষাৎকারঃ নায়েক বুবেদার আবদুল মতিন পাটোয়ারী	---	৩৭৯
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল গনি	---	৩৮১
১৭।	৯নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৩৮২
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল	---	৩৮২
১৮।	৯নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণঃ	---	৪২২
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মেহেদী আলী ইমাম	---	৪২২
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ শামসুল আরেফিন	---	৪২৭
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ নূরুল হুদা	---	৪২৯
	-সাক্ষাৎকারঃ শাসুল আলম তালুকদার	---	৪৩৫
	-সাক্ষাৎকারঃ ডাঃ মোহাম্মদ শাহজাহান	---	৪৪১
	-সাক্ষাৎকারঃ রাজিনা আনাসরী	---	৪৪২
	-সাক্ষাৎকারঃ স, ম, বাবর আলী	---	৪৪৩
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল হুদা	---	৪৪৪
১৯।	১১নং সেক্টরে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণঃ	---	৪৪৮
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের	---	৪৪৮

□□□

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
	-কয়েকটি অপারেশনের বর্ণনা	---	৪৫১
২০।	১১নং সেক্টরের যুদ্ধ সম্পর্কে অন্যান্যের বিবরণঃ	---	৪৬০
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল আজিজ	---	৪৬০
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মেজর জিয়াউল হক	---	৪৬৩
	-সাক্ষাৎকারঃ সুবেদার মোসলেহউদ্দিন আহমদ	---	৪৬৫
	-সাক্ষাৎকারঃ মিজানুর রহমান খান	---	৪৬৬
	-সাক্ষাৎকারঃ লেঃ কর্নেল এম, এ, মান্নান	---	৪৬৭
	-১১ নং সেক্টরের যুদ্ধের আরও বিবরণ	---	৪৭২
২১।	‘জেড’ ফোর্স গঠন ও তার যুদ্ধ ও তৎপরতাঃ	---	৪৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর অলি আহমদ	---	৪৭৬
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী	---	৪৭৭
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান	---	৪৮৯
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী	---	৪৯১
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর বজলুল গনি পাটোয়ারী	---	৪৯৫
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	---	৪৯৬
	-সাক্ষাৎকারঃ ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ	---	৪৯৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর আবদুল হালিম	---	৫০৪
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান	---	৫০৫
	-ইস্ট বেঙ্গলের গর্বঃ চিলমারী যুদ্ধ (প্রতিবেদন)	---	৫০৮
২২।	বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতা	---	৫১০
	-সাক্ষাৎকারঃ মোঃ রহমতউল্লাহ	---	৫১০
	-সাক্ষাৎকারঃ বদিউল আলম	---	৫১৪
	-On the Water fronts-Spectacular Achievements	---	৫২১
	- Marine Commandos’ Vital Blow	---	৫২১
২৩।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন ও তার যুদ্ধ তৎপরতাঃ	---	৫২৩
	-সাক্ষাৎকারঃ এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খোন্দকার	---	৫২৩
২৪।	বিভিন্ন সেক্টরে চিকিৎসা তৎপরতা	---	৫২৬
	-সাক্ষাৎকারঃ কর্নেল মোহাম্মদ শামসুল হক	---	৫২৬
২৫।	বিভিন্ন সেক্টরে যোগাযোগ তৎপরতাঃ	---	৫২৮
	-সাক্ষাৎকারঃ মেজর এম, এইচ, বাহার	---	৫২৮

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৬।	চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ	---	৫২৯
	-প্রতিবেদনঃ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	---	৫২৯
২৭।	মিত্র বাহিনীর তৎপরতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (প্রতিবেদন)	---	৫৩৮
	পরিশিষ্ট-		
২৮।	স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশলঃ		
	-জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীর বিশেষ সাক্ষাৎকার	---	৫৫৯
	সংযোজন-		
২৯।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তৎপরতার আরও বিবরণ	---	৫৬৮
	-প্রতিবেদনঃ ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার	---	৫৬৮
৩০।	নির্ঘন্ট	---	৫৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : একাদশ খন্ড

সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ী # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabad.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	জুন, ১৯৮৪ আষাঢ়, ১৩৯১
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মো: আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-11

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabad.com

On behalf of **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright : **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by : Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka-1216.

First Published : June, 1984
Reprint : December, 2003
Reprint : June, 2009

ISBN : 984-433-091-2(set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : একাদশ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমেলা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনমুর্দ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ''হাক্কানী পাবলিশার্স''কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২ এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : **‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।**

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত / অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র'' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং দুস্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনমুর্দ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদন জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র রেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪

মফিজুল্লাহ কবরি
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধনীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরস্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রকি হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী-যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়-তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্তও প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতাঃ
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খন্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খন্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, অন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখন্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খন্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালে বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদির সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খন্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখন্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্বশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খন্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে-কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামান্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাক।। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুন্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি-এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খন্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে-কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমারা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়-বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খন্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি-অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খন্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন:

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।

ডাঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।

ডাঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।

ডাঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খন্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খন্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খন্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেট এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খন্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খন্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খন্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খন্ডেই নির্ঘণ্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খন্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খন্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খন্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার-বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকান্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামান্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খন্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খন্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারে তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদন জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়-স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খন্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক-সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়-গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পন করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরূপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভূমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ এবং আক্রমণের তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রতিবেদনভিত্তিক দলিলপত্র বর্তমান খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ও সেক্টরসমূহে নিয়মিত ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে তৎপরতা চালাতনে সে সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরিত হতো বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতরে। সেগুলিই যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রতিবেদন হিসেবে প্রচার ও প্রকাশনার জন্য পত্রপত্রিকা ও বেতারে পাঠানো হতো। এগুলির প্রতিটিই সরকারী দলিল। বর্তমানে গ্রন্থে মুদ্রিত প্রতিবেদনসমূহে স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা সময়কাল বিধৃত হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযানের খুব সামান্যই এতে উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ সংগ্রহ ও সংগঠন থেকে শুরু করে প্রতিরোধ ও আক্রমণ পর্যন্ত প্রক্রিয়া-এক কথায় যুদ্ধের পুরো সময়টাই এতো অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল যে, সে সময়ে এমনিতর প্রতিবেদন নিয়মিত পাঠানো সম্ভব হয়নি। তথাপি এই খন্ডে সন্নিবেশিত দলিলসমূহ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং যুদ্ধের গতিধারার একটি প্রতিনিধিত্বশীল চিত্র তুলে ধরবে। উল্লেখ্য যে পর্যাপ্ত প্রতিবেদনের অভাবজনিত শূন্যতা পূরণের জন্য গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে পত্রপত্রিকায় রণাঙ্গন সংবাদ (পৃঃ-৬৪০)। বাংলাদেশের বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধকালীন সময় বেশ কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল (৬ষষ্ঠ খন্ড দ্রষ্টব্য)। এগুলোর কোন কোন প্রত্রিকা ছিল হস্তলিখিত ও সাইক্লোস্টাইলকৃত। যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রকাশে এসব পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল অসাধরন। এগুলির মধ্য দিয়ে ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যেমন ধারণা লাভ করা যাবে তেমনি যুদ্ধ পরিস্থির মূল্যায়ন করাও অনেকাংশে সম্ভব হবে। এই অংশে তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে ভারতের পত্রপত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা ছিল ফলপ্রসূ। যুদ্ধের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত প্রচারপত্র, বিবৃতি ও বেতার ভাষনের মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার মহান লক্ষে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অণুপ্রাণিত করার প্রচেষ্টা গৃহীত হতো। এরই উদাহরণ হিসেবে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের দুটি বেতার ভাষন বর্তমান খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ১৭৮-৮০, ১৮২-৮৩)। এই ভাষন দুটিতে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং আহবান জানিয়েছেন চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এম এ জি ওসমানীরও এমনি একটি বেতার ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠায়। এতে তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূয়সী প্রংশসা করেন এবং তাদের মনোবল সমুন্নত রাখার আহবান জানিয়ে শহীদ ও বীর যোদ্ধাদের জন্য ঘোষনা করেন সম্নানজনক পদক ও নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময়ে সেক্টর কমান্ডারদের উৎসাহিত করে যে চিঠিপত্র লিখতেন তার নমুনা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে চারটি চিঠি (পৃঃ ৪৮৭, ৪৮৮-৮৯, ৪৯৪, ৫০০)। এই চিঠিগুলিরও কোনো কোনোটিতে ছিল পদক ও পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করে নাম পাঠানোর তাগিদ। মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য পেশকৃত দুটি সুপারিশনামা মুদ্রিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে (পৃঃ ৪৯০-৪৯৩) । যুদ্ধকালে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ভর্তির জন্য ব্যবহৃত ফরম (পৃঃ ৫৩০-৫৩২) এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রেকর্ড অফ পেমেন্ট ফরমও (পৃঃ ৫২৬-২৭) মুদ্রিত হয়েছে নমুনা হিসেবে।

গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের খুব সামান্যসংখ্যকেরই এ সম্পর্কে জ্ঞান বা ধারণা ছিল। এই অভাব পূরণের লক্ষ্যে ৮ নং সেক্টরের অধিনায়ক মেজর এম এ মঞ্জুর প্রণীত বাংলার মুক্তিযুদ্ধ নামের পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮২-৪৮৬)। এ ছাড়া

গেরিলাদের সহায়ক শিক্ষামূলক অপর একটি ইশতেহার গেরিলা যুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক বলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে (পৃঃ ৫০১-৫০৪)।

যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতাও চালাতেন। তারা বিভিন্ন প্রচারপত্র ও ইশতেহারের মাধ্যমে জনগণকে যেমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সমর্থনের আহবান জানাতেন, অন্যদিকে তেমনি রাজাকার, আল-বদর ও তাদের সহযোগিদের তাদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে দলত্যাগের পরামর্শ দিতেন (পৃঃ ৫১১, ৫২৯, ৫৩৬, ৬২৬-২৮)। তারা মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে পরিচিতিপত্র প্রদান (পৃঃ ৫০৯, ৫৩৮), ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ন্ত্রন এবং রাজস্বও আদায় করতেন (পৃঃ ৫২২-২৩)।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল তরুণ অফিসারের প্রথম কমিশনপ্রাপ্তি। ১৯৭১ সালের ৯ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠান শেষে কমিশন প্রদান করেছিলেন অস্থায়ী রাষ্টপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পৃঃ ৭০৮)। প্রথম দলে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদেরই একজন লে. ওয়ালী তার ডায়েরীতে ৫৪ জন সহকর্মীর স্বাক্ষরসহ বক্তব্য রেখেছিলেন প্রশিক্ষণ চলাকালে। এগুলি বর্তমান খন্ডে সন্নিবেশিত হলো এই উদ্দেশ্যে যে, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত তরুণ অফিসারদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় মিলবে (পৃঃ ৬৩১-৬৩৯)।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে শত্রুর হাতে অসহায়ভাবে যে লক্ষ জনতা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের নাম যেমন রক্ষিত হয়নি তেমনি রক্ষা করা যায়নি প্রতিটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামও। তথাপি অধিনায়ক বা সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ চেষ্টা করেছিলেন সামান্যসংখ্যকের হলেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ করার। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১ ও ১১ নং সেক্টরদ্বয়ের শহীদদের মধ্যে যাদের কথা জানা গেছে তাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের ৫৪৬ পৃষ্ঠায়।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Par II September 1, 1977, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting.

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথা/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

N. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberaiton" with the following members :

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangaldesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum
5. Dr. K M Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt of Political Science, Dacca University
7. Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. Bengali, Chittagong University
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D. History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be the terms of reference of the Committee :

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.
(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231. dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members :

1. Dr. Mofizullah Kabir — Chairman
   Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Prof. Salahuddin Ahmed — Member
   Chairman, Deptt. Of History, Jahangirnagar University.
3. Dr. Anisuzzaman — Member
   Prof. Deptt. Of Bengali, Chittagong University
4. Dr. Safar Ali Akanda — Member
   Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi
5. Dr. Enamul Huq — Member
   Director, Dacca Museum.
6. Dr. K. M. Mohsin — Member
   Associate Professor, Deptt of History, Dacca University.
7. Dr. Shamsul Huda Harun — Member
   Associate Professor, Deptt. Of Political Science, Dacca University.
8. Dr. K. M. Karim — Member
   Director, National Library and Archives, Dacca
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman — Member-Secretary
   O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

a) To determine validity and price of documents required for the committee.

M. A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মুক্তিসেনাদের সাফল্য বর্ণনা করে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন	১
২।	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর প্রকাশিত বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদনমালা	৬
৩।	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর প্রকাশিত যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রতিবেদন	৪৩
৪।	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দফতর প্রকাশিত যুদ্ধ ইস্তেহার	৫০
৫।	ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার স্বরূপ উদঘাটন কওে প্রকাশিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি বিশেষ ইস্তেহার	১৭৬
৬।	বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ওপর একটি পর্যালোনা : প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের বতৃতা	১৭৮
৭।	সিলেট অঞ্চলে মুক্তিসেনাদের প্রচন্ড লড়াইয়ের সংবাদ জানিয়ে প্রেরিত একটি তারবার্তা	১৮১
৮।	বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের আবারও ভাষণ	১৮২
৯।	বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম,এ,জি, ওসমানীর ভাষণ	১৮৪
১০।	দক্ষিণ-পূর্ব জোন-এর মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের খবর	১৯০
১১।	বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১৯২
১২।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সেক্টরসমূহের রিপোর্ট	১৯৪
১৩।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ শিকারপুর সাব সেক্টর	৩২৬
১৪।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ	৩২৭
১৫।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বনগাঁও সাব সেক্টর	৩৩৩
১৬।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বনগাঁও সাব সেক্টর	৩৩৫
১৭।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ	৩৪১
১৮।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বয়রা সাব সেক্টর	৩৪৪
১৯।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বয়রা সাব সেক্টর	৩৬৩
২০।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ লালগোলা সাব সেক্টর	৩৬৭
২১।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বেতাই সাব সেক্টর	৩৭২
২২।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বেতাই সাব সেক্টর	৩৮১
২৩।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ শিকারপুর সাব সেক্টর	৩৮৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ শিকারপুর সাব সেক্টর	৩৯২
২৫।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ গোজাডাঙ্গা সাব সেক্টর	৩৯৪
২৬।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ গোজাডাঙ্গা সাব সেক্টর	৪০৮
২৭।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বানপুর সাব সেক্টর	৪১৪
২৮।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বানপুর সাব সেক্টর	৪৩৩
২৯।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ হাকিমপুর সাব সেক্টর	৪৪২
৩০।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ হাকিমপুর সাব সেক্টর	৪৫৩
৩১।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ	৪৫৫
৩২।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ টাইগার কোম্পানী	৪৫৭
৩৩।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৪৫৯
৩৪।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ বানপুর সাব সেক্টর	৪৬১
৩৫।	যুদ্ধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট	৪৬৬
৩৬।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্টঃ হিংগলগঞ্জ সাব সেক্টর	৪৭৮
৩৭।	৮ নং সেক্টর কমান্ডারের একটি গোপন চিঠি	৪৮০
৩৮।	মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানীর একটি চিঠি	৪৮৭
৩৯।	মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি	৪৮৮
৪০।	মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম	৪৯০
৪১।	মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম	৪৯২
৪২।	মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি	৪৯৪
৪৩।	মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের লেখা ১ নং সেক্টর কমান্ডরের একটি পত্র	৪৯৫
৪৪।	১ নং সেক্টর কমান্ডারের একটি গোপন চিঠি	৪৯৯
৪৫।	মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনাকের অফিস থেকে পাঠানো একটি চিঠি	৫০০
৪৬।	গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি ইশতেহার	৫০১
৪৭।	একজন গেরিলার যুদ্ধ পরিস্তিতি সম্পর্কে একটি চিঠি	৫০৫
৪৮।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৫০৭
৪৯।	যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৫০৮
৫০।	মুক্তিবাহিনী প্রদত্ত পরিচিতি পত্র	৫০৯
৫১।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রামত্ম জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	৫১০
৫২।	টাঙ্গাইলের মুক্তিবাহিনীর একটি ইশতেহার	৫১১
৫৩।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	৫১২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৪।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	৫১৩
৫৫।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	৫১৪
৫৬।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	৫১৫
৫৭।	একটি অফিসীয় নির্দেশ	৫১৬
৫৮।	টাঙ্গাইলের একজন গেরিলা কমান্ডারের চিঠি	৫১৭
৫৯।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	৫১৮
৬০।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	৫১৯
৬১।	ক্যাপ্টেন এম, এ হামিদের একটি চিঠি	৫২০
৬২।	টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধাদের রাজস্ব আদায় রশিদ	৫২২
৬৩।	যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	৫২৪
৬৪।	একটি অফিসীয় নির্দেশ	৫২৫
৬৫।	বাংলাদেশ বাহিনীর রেকর্ড অব পেমেন্ট ফরম	৫২৬
৬৬।	রেকর্ড অব পেমেন্ট ফরম	৫২৭
৬৭।	জামালপুরের একটি বিজ্ঞপ্তি	৫২৮
৬৮।	বাঙ্গালী রাজাকার ও বদর বাহিনীর প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের আহবান	৫২৯
৬৯।	প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভর্তি ফরম	৫৩০
৭০।	মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের শপথনামা	৫৩৩
৭১।	মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ঘোষণা	৫৩৪
৭২।	উত্তর অঞ্চলের মুক্তিবাহিনী প্রধানের নিদের্শাবলী	৫৩৬
৭৩।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার পত্র	৫৩৭
৭৪।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার পরিচিতি পত্র	৫৩৮
৭৫।	বিমান আক্রমণকালীন সতর্কতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি	৫৩৯
৭৬।	জনগণের প্রতি সরকারের নিদের্শ	৫৪০
৭৭।	১ নং সক্টর কমান্ডেরের একাত্তরের ডায়েরী	৫৪১
৭৮।	১ নং সেক্টরের শহীদদের তালিকা	৫৪৬
৭৯।	১ নং সেক্টরে শহীদদের নামের তালিকা	৫৫৭
৮০।	১১ নং সেক্টরের শহীদদের নামের তালিকা	৫৬২
৮১।	মাজদিয়া যুব শিবির কর্তৃপক্ষেও একটি চিঠি	৫৭৬
৮২।	অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত চিঠি	৫৭৭
৮৩।	অস্ত্র সংক্রান্ত একটি চিঠি	৫৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৪।	নায়েক হযরত আলীর একটি চিঠি	৫৭৯
৮৫।	মুজিবনগর স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে পুলিশের উদ্দেশ্য প্রচারিত একটি নির্দেশনামা	৫৮০
৮৬।	লেঃ মতিউর রহমানের একটি চিঠি	৫৮২
৮৭&	একটি প্রচারপত্র	৫৮৩
৮৮।	মাজদিয়া যুব শিবির কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি	৫৮৫
৮৯।	অস্ত্র সংক্রান্ত একটি চিঠি	৫৮৬
৯০।	ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের একটি চিঠি	৫৮৭
৯১।	অস্ত্র সংক্রান্ত জনৈক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের একটি চিঠি	৫৮৮
৯২।	অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত একটি চিঠি	৫৯০
৯৩।	জনৈক মুক্তিযোদ্ধার একটি চিঠি	৫৯১
৯৪।	গেরিলা যোদ্ধাদের প্রয়োজন সংক্রান্ত একটি চিঠি	৫৯৭
৯৫।	৫ নং সেক্টর থেকে লিখিত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার একটি চিঠি	৬১০
৯৬।	৬ নং সেক্টরের তৎপরতা সংক্রান্ত কিছু তথ্য	৬১২
৯৭।	৮ নং সেক্টরের তৎপরতা সংক্রান্ত কিছু তথ্য	৬১৯
৯৮।	৯ নং সেক্টরের ট্রুপস গঠন সংক্রান্ত তথ্য	৬২৯
৯৯।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের অটোগ্রাফ	৬৩১
১০০।	পত্রপত্রিকায় রণাঙ্গন সংবাদ	৬৪০
১০১।	নির্ঘন্ট	৭৭৫

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুক্তি সেনাদের সাফল্য বর্ণনা করে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ আর্কাইভস মুজিবনগর	জুন-আগস্ট, ১৯৭১

নিউজ বুলেটিন (পাঁচ) ২২শে জুন ১৯৭১

বাংলাদেশ তথ্য ব্যুরো : পূর্বাঞ্চল

নোয়াখালী রণাঙ্গনে
২৯০ জন শত্রুসেনা খতম

নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া এলাকায় ফুলগাজী চানগাজীতে গত ১৭ই জুন থেকে ২০ শে জুন পর্যন্ত চারদিনব্যাপী বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়। পরবর্তী খবওর জানা গিয়েছে যে, এই রণাঙ্গনে হানাদার সৈন্যের মৃতুসংখ্যা ২৯০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে প্রাপ্ত প্রাথমিক খবরে এই মৃত্যুসংখ্যা ২০০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভৈরবে ২০ জন হানাদার সৈন্য নিহত

ময়মনসিংহ থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, ভৈরব পাক সৈন্য বাহিনীর উপর বাংলাদেশ বাহিনী এক দুঃসাহসিক আক্রমন চালায়। বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে বিশজন হানাদার সৈন্য নিহত হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর গেরিলা দল ভৈরব ব্রিজে মাইন স্থাপন করে এবং এই মাইন বিস্ফোরণে ব্রিজটা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মিয়াবাজারে প্রচন্ড সংঘর্ষঃ
৫০ জন হানাদার সৈন্য নিহত

কুমিল্লা জেলার মিয়াবাজারে বাংলাদেশ বাহিনী হানাদার পাক সৈন্যদের ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালান। বাংলাদেশ বাহিনী এই আক্রমণে বোমা, মেশিনগান রকেট নিক্ষেপ করেন। গত ১৯শে জুন উভয় পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন পাক সৈন্য নিহত হয় এবং ১৮ জন আহত হয়। হানাদার বাহিনী এই যুদ্ধে কামান ও মর্টার ব্যবহার করে।

রেল সেতু উড়িয়ে দেয়া হয়েছে

কুমিল্লা জেলার লালমাইয়ে বাংলাদেশ বাহিনী গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে বিদ্যুৎ লাইনের একটি পাইলন উড়িয়ে দিয়েছেন। গত ১৯শে জুন গেরিলা দল ডিনামাইট দিয়ে নিকটবর্তী রেল সেতুটা উড়িয়ে দিয়েছেন।

কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ বাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধিতে হানাদার বাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। কুমিল্লা জেলার মন্দবাগ এলাকায় হানাদার বাহিনীকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে গেরিলা দল ৯ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করে। গত ১৯শে জুন রাজাপুরে বাংলাদেশ বহিনীর সাথে এক খন্ডযুদ্ধে ১৪ জন পাক সৈন্য নিহত হয়। গত ১৮ই জুন এবং ১৯শে জুন নয়নপুরে গেরিলাদের আক্রমণে ১০ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়।

আসাম পাড়াতে ৫০ জন সৈন্য খতম

সিলেট জেলায় আসাম পাড়ায় বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে হানাদার বাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধে ৩০ জন পাক সৈন্য নিহত হয়।

* * * * *

(Eastern Sector Reporter)

8th August

(a) Comilla Sector

1) On 4-8-71 MF raided the Pak Army base of Cotershahar. A small piece of battle took place there lasting 3 (three) hours, from 03.00 hrs, to 06.00 hrs. In this battle MF succeeded in killing 5 (five) Pak Army men and injuring 2 (two) of them.

2) On 3-8-71 MF ambushed a Pak Army patrol in Chankhola and succeeded in killing 6 (six) of them and injuring 9 (nine). MF used Mortar in this operation.

3) On 2-8.71 MF ambushed one Pak Army patrol in Konoshtala of Chowddogram P.S and succeeded in killing 4 (four) Pak Army men and injuring 5 (five). Being defeated by the MF when the Pak troops were escaping they killed a girl in Suboni.

4)On 3-8-71 MF raided Pak army positions in Suryanal and Madali of Chowddogram P. s. and succeeded in killing 8 (eight) Pak Army men and injuring 2 (two) of them.

5) In another encounter in Cotershahar on 5-8-71, MF killed 4 (four) of the occupation army troops and injured 2 (two) of them.

Sd/-Illegible
7-8-71

SPECIAL COMMANDO ACTION REPORT-DACCA

1. Mine antitank was placed in the road between Baiddyar Bazar to Sonargaon gate, 2 of the enemy jeep and a scooter (Baby Taxi) carrying armed personnel were totally destroyed. Eleven Pakistani soldiers and 3 Razakers were killed. This action was done by our Baiddyar Bazar Guerilla sub-unit. The troops were in night patrol. The operation took place at 0030 hours on 14 August 71.

2. Zainal Kazi, Chairman, Zampur union peace committee, and an active collaborator was killed at 1900 hours on 09 August 71.

3. Mannan Mollah of Baiddyar Bazar union, the most notorious collaborator of Pak Fouj has been killed along with his 4 family members on 10 August 71.

4. The Freedom Fighters hoisted Bangladesh Flag on 14 August 71 and imposed curfew from 0600 hours on 14 August 71 to 1200 hours on 15 August 71 in the following areas: -

a. From Baiddyar Bazar to Kaikar Tek.
b. Sonargaon to C & B Road.
c. Baiddyar Bazar to Ananda Bazar.

5. Following arms captured from the notorious elements of Baiddyar Bazar area:-

a. Pistol-1, Double Barrel gun-1 from Mannan Talukder of vill. Mosarchar, P.O. Mazumpuron 11 August 1971.
b. One single barrel gun from Habibur Rahman of vill. Perab, P.O. Baliapara on 11 August 71.
c. One double barrel gun from Younus Bhuiyan of village Almadi, P.O. Baradi.
d. One single barrel gun from Hafez Sarker of vill. Khemergao on 15 August 71.
e. One single barrel gun from Noor Hussain of vill. Sonamudi, P.O. Sonamudi on 14 August 71.

6. Near Demra, the Freedom Fighters have killed 20-22 Razakers. The Freedom Fighters were on their way to do some operation by two boats. On their way they were attacked by Razakers. The Freedom Fighters opened fire and killed all the Razakers. They have captured seven 303 rifles and 5 rain coats from the Razakers.

Sd/- Sultan Mahmood
Reporter
Eastern sector II
Press & Liason Officer

NEWS BULLETIN—COMILLA
RIVER IN AMBUSH

AT SALDA NADI AREA ENEMY SUFFERED CASUALTIES OF 211 DEAD (TWO HUNDRED ELEVEN) AND MANY INJURED (INCLUDING MONDOBHAG AND NAYANPUR AREA), FROM 26TH AUGUST TO 28TH AUGUST. TOTAL ENEMY CASU- ALTIES EXPECTED TO BE MORE THAN 300 (THREE HUNDRED).

Saldanadi Area, where the enemy had constantly been chased, hunted and ambushed, here where enemy had to suffer losses of many officers, where enemy had been again and again on their bid to survive had to run away from various grounds, has again become the ground of Mukti Fouj's vigorous thrust. A thrust which almost physically paralyzed the enemy strength. Enemy's ration line has been cut, line of communication were disrupted and time and again Pak troop's bid to supply ration and ammunition was stopped. On 26th of August enemy suffered casualty of 81 dead and subsequently on 27th 45 dead and on 28th August 86 dead. One captain of enemy troops was also a victim (killed).

On 26th August 71 morning one boat carrying enemy troops were coming from Brahmanpara to Dhandoil. This boat party came for a rackey. At Dhandoil the boat was ambushed and ten enemy soldiers including a captain was killed. On the same date Mukti Fouj came out with vigor and promise. Mukti Fouj made it impossible for enemy to initiate any attempt to supply ration and ammunition. Two boats of enemy while coming from Mondobhag area with arms and ammunition were ambushed and 12 (Twelve) more enemy troops were killed. Again the same morning enemy tried to supply ration and ammunition from Nayanpur to Mondobhag. Two more boats were drowned and 14 (Fourteen) other were killed (enemy soldiers). At about 11.00 hours the same morning two other boats came to collect the dead bodies. Ambush was laid by Mukti Fouj. One boat was drowned. Five enemy soldiers were killed. The rear boat managed to escape. Mukti Fouj on the same date foiled a bid to supply ration and ammunition by Pak troops. Four enemy boats with ration and ammunition and another boat escorting them tried to advance from Brahmanpara to Nayanpur. At north Nagaish Mukti Fouj laid river in ambush. Three enemy boats were drowned and twenty enemy soldiers were killed. Lastly 2 boats came from western side to collect the dead bodies. They were under Mukti Fouj's firing range. Six other enemy soldiers became the victim, they died on the spot.

At north Nagaish, the same place, where the above mentioned actions were operated on 28th August, Mukti Fouj made it clear to the enemy that any other attempt to reinforce or to supply ration and ammunition could only make the fate of enemy troops obvious the fatal death. On 28th August the enemy boats carrying 50 (Fifty) soldiers were seen coming from western side to Nayanpur. Mukti Fouj drowned all the three boats, killed all the persons (Fifty of them).

At about 09.00 hours two more enemy carrying 30 (Thirty) enemy soldiers tried to advance, but could not escape the Mukti Fouj's usual tid bits. All the 30 (Thirty) enemy persons were killed, the boats were sunk.

On 27th August Pak troops attacked Mukti Fouj's defense at Shener Bazar from three sides (Neyanpur, Harimangal and Shashidal areas). Mukti Fouj retraided and made the enemy retreat. 15 (Fifteen) enemy soldiers died on the spot.

Mukti Fouj ambushed different enemy positions and killed 30 (thirty) enemy soldiers. 32 (Thirty two) enemy soldiers were injured by the actions.

Al Chowbash 15 (Fifteen) enemy soldiers were killed and 21 others were injured. At Madhabpur one enemy jeep and one 3 ton truck were destroyed. As a result 4 enemy soldiers died and 6 (six) injured. In an ambush at Moheshpur and Deush 11 (eleven) more enemy personnel died and 9 (Nine) others were injured.

NORTH-EASTERN PART OF COMILLA

Mukti Fouj in different ambush laid at Kalikapur and Mirpur on 28th August, 10 (ten) enemy troops died at Kalikapur and 9 (Nine) others injured. At Miipur Mukti Fouj killed four enemy troops and wounded one other at Mirpur.

CHOWDDOGRAM AND B1BIR BAZAR SUB-RECTOR

Eleven (11) Razakers have been killed in different small encounters. Four 303 rifles were also captured with ammunition. Enemy position at Tetabomi, Chanchra and Burschi was raided. Mukti Fouj killed eight Pak troops. Nine Pak Police and Twenty Razakers. Many others were wounded. At Chanchra 11 (eleven) Pak troops died on 26th August and on 25th at Tetabomi Mukti Fouj killed two enemy soldiers.

FENI (NOAKHALI DISTRICT)

Mukti Fouj demolished a bridge near Hassanpur on Feni road (75' x 12'). Road communication between Feni-Belonia has been disconnected due to this demolition. Three telephone poles were completely destroyed at Feni-Comilla road. Feni-Comilla telecommunication is totally disrupted.

Reporter
Eastern Sector. II
30-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর প্রকাশিত বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদনমালা	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	জুলাই-আগস্ট, ১৯৭১

SECRET

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (1)
31st July, 1971

To : Sadeq Khan
4/A Palm Avenue
C/O. Barrister A. Salam
CALCUTTA-19

Subject : **Situation Report for Publication in press and radio**

I am sending you Newsletter vide Memo No. l dated 31 July, 71. Please send cameraman Uzzal immediately. Major Khalid has asked for him. Thanking you.

Enclosures— Sd/-Sultan M Khan

* * * * *

REPORT ON COM1LLA, DACCA AND FARIDPUR SECTORS

MEMO NO-1
31 July, 1971

FARIDPUR

Following incidents show intensive commando activities by the MF are going on in Faridpur district.

(a) A Shanti Committee (so called) meeting was raided by Mukti Fouj on 20th July. Secretary Shanti Committee, Nurul Islam, member Shanti Committee both active collaborators were killed. Two other collaborators were also killed. The incident happened in Palong under Madaripur subdivision.

Following are different activities which aroused confusion among the collaborators. Govt. machineries have been seriously damaged due to different commando actions by Liberation Army.

(b)A West Pakistani police was killed when Naria police station was raided on 26th July.

(c)Angaria Bazar under Palong police station: Jute godown Containing 25000 (approx) maunds of raw Jute has been burned & completely destroyed. Official records of Tehsil office and Agriculture office were completely destroyed.

(d) Rashid Fakir, Rashid Dhali and Hafij all dangerous enemy collaborators were killed. The incident took place in Sahjahanpur Bazar under Khederganj P. S. Two other collaborators one Kadir Khan of Domeshwar under Palong police station and Yunus of Bhijishwar and Naria police station were killed.

Official records of revenue office and munsif court of both Chirandi under Palong P. S. & Goshirhat were also burned.

However a police station outpost & wireless station at Pamodia under Goshirhat P. S. were under heavy Commando attack. Wireless equipments were taken away by Mukti Fouj. Similar incidents happened in Bhederganj P. S.

COM ILL A

(a) Heavy fire exchange had been going on in Shaldanadi area on 25th, 26th & 27th July. Small fire arms & mortar was used on enemy position. It seems enemy has suffered heavy casualties on 26th of July (figure not yet known).

Enemy has dispersed and retreated toward bridge Monora. Enemy is trying to repair the broken bridge Monora by taking defense round it.

(b) Chairman Shiraj Mian Bhuian of village Akhahura P. S. Kaikhola who was one of the active collaborator has surrendered to the Shaldanadi Commander.

(c) One company of enemy troops concentrated in a house of Amartali. After last fight (exchange of mortar & fire arms) enemy forward position was ambushed.

(d) On 23rd July at Kalyashnagar one platoon of Mukti Fouj exchanged fire with enemy. Enemy position 21 killed,30 injured. Though not confirmed it seems an officer was also killed.

One rail bridge, two telephone posts, two enemy trucks have been successfully blown up at Bogabari on 26th of July.

SECRET

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (1)
02 August 1971

To : Sadeq Khan
4/A Palm Avenue
C/O. Barrister A. Salam
CALCUTTA-19

Subject : **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending a Newsletter vide Memo No 2 dated 02 August 71. Some songs and poems are received regularly from 'Mukti Bahini' for publication. I would appreciate if you let me know the decision. This publication will however boost up their moral.

Enclosures: 4 (four) Sd/-Sultan M. Khan

* * * * *

SECRET

BULLETIN Dated 02 August 71

Report on Sylhet Brahmanbaria Sector, Part of Mymensingh. The Mukti Fouj regulars as well as commandos in a series of operation inflicted heavy casualties upon the enemy. Commandos, however wiped out many collaborators.

(1) About 25 enemy soldiers were killed when on the 24th instant enemy positions were ambushed.However enemy forced civilians to carry their dead bodies & heavy ammunition. This incident took place in (Kamlapur village) Teliapara, Sylhet.

(2) Mukti Fouj guerrillas laid an anti tank mine and derailed a passenger cum troops carrying road at Ohinaspur at a place little to the west Narshingdi. Despite many safety measures, enemy was trapped in derailed four bogies.

(3) The same group of guerrillas also destroyed the railway station signal board. & telegraph equipments at Sararchar (near Bajitpur. P. S. Sub-division Kishoreganj, District Mymensingh). Later Pak army terrorized the civil area.

(4) On the 14th instant one Maulana Sanaullah who was the Vice President of Bajitpur thana peace committee (so-called) had been injured and died on 26th night. On 10th one infamous Bachchu Mian of Bajitpur was killed.

(5)On 29 July at Mohammadpur, Teliapara. Sylhet, due to an ambush 35 to 40 soldiers were killed. In the same operation one officer (captain), two ***J.C.O***. (subedar), one N. CO. (Hav.) have been also killed.

(6) In Durmanagar one razakar was killed due to mine blast. In the same area enemy-position was ambushed, casualties ***not*** been confirmed (Sylhet).

(7) On 29th July in another ambush at Dutpatil P. S. Chunarughat nine enemy soldiers were killed.

(8) Guerrillas damaged wireless at Bhatakandi P. S. Daudkandi. A tea party was raided on 25th July by the same group on the following so-called peace-committee members, Abu Mian, chairman P. C. of Dayerpara and Majidpur union and Mamtaj Mian. Six rifles were snatched away from razakars of Methakhanda sta. Mukti Fauj also killed five razakars at Belabo market.

CHITTAGONG SECTOR

Put explosive & blew four electrical pylons at Amlaghat.

Mukti Fouj raided Narora bazar (Ramgarh) & caught one active collaborator Abu Ahmed s/o Lai Mian.

Raided Kaiiitia & some collaborator died, some injured. Pak collaborator Md. Siraj chy, and two more were murdered.

DACCA, COMILLA, NOAKHALI & FARIDPL'R SECTOR

(1) Saldanadi-Mortar used & enemy position attacked. Heavy casualties expected (enemy). Figures not yet confirmed (27th July).

(2) 23th July-270 ft. of the railway track on the southern side of Harimangal bridge has been demolished.

(3) 28th-July Mortar charge on enemy position at Bijna bridge, southern side of Bayera. Enemy suffered 10 casualties including 3 dead.

(4) 28th July-demolished bridge near Saldanadi railway station. Enemy position 2 dead. 5 injured.

(5) Harimangal, in an area of 70 ft in total i. e. 35 ft bridge & 20ft. in each side of the bridge has been demolished.

(6) 28th July-at Anandpur near Comilla enemy defense was attacked. Enemy position 3 dead.

Following are different accounts of operations carried out on enemy defence position.

28th July. At Moheshwar six enemy casualties
28th July, At Amartali 8 casualties (enemy).
28th July, Bashmongal 6 killed & 5 injured.
28th July. Anandpur 11 Killed & 5 injured.
29th July, Roteshwar 2 dead & injured.

On 29 July at Anandpur a railway bridge along with 20 ft. of rail line on both sides were destroyed. The bridge is located between Pakirhat and Rajpur railway station.

DACCA OPERATION

Following are the news collected from the boys who had carried out the operations themselves.

On 26th July 8-15 P.M. Motijheel Power & Water Sub-station (near Motijheel Mazar) had been completely demolished. Whole Motijheel colony is not getting neither electric nor water supply.

On 23rd night Muktibahini went to demolish Zatrabari bridge, when they had to encounter West Pakistani police in this operation. 52 (fifty two) police were killed.

On 28th night 8 P. M. Hand grenades were thrown one. E.P.R.T.C. Bus depot. Motijheel, result not known.

An important electric line from Shiddirganj Ulan line had been blown up successfully at 12 P. M. on 23rd July. Guerrillas at first recovered forty-five anti personnel mines planted by enemy to protect the same. Of these 12 were big anti personnel mines.

* * * * *

IMPORTANT DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
NO. 3012/BDF/GS (Ops)
04 August. 1971

To : Sadeq Khan
4/ A Palm Avenue
C/O. Barrister A. Salam
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio & Photos.**

I am sending you television script recently broadcast by the Granada Television Ltd. and also photograph (taken by the same group). Please acknowledge no. Of receipt. News

items as usual is going with it. I am also sending photographs of DARMCHARI INCIDENT.

Enclosures-15 (fifteen) Sd/-Sultan M. Khan

* * * * *

PAK TROOPS AMBUSHED

Does ever river stop flowing? The river bed was death bed for ninety Pak army.

Does ever river stop flowing? Now a big question for Pak army. But it did. Mukti Fouj has made it possible. Very recently Pak Army started replenishing and re-enforcing their forward troops in boats, when a severe fight attained its climax in northern part of Comilla. Pak Army is fighting its level best to repeal the constant chase and ambush by the Mukti Fouj. In these recent fighting's enemy has practically been physically and normally held by the Mukti Fouj.

On 29th July in a bid to re-enforce and replenish, Pak Army moved about 300 troops in seven big boats being out off from road and railway communications. Mukti Fouj laid a successful riverine ambush which is unique in its nature near Jafrganj, Comilla. Out of these seven boats four came right into the hard ambush site and Mukti Fouj opened fire with mortar, LMG and MG. The big joke came true. The river suddenly stopped flowing, but enemy could not stop the four boats from sinking. These four boats were carrying about 125 troops (About a company). Alas! Almost all the personnel were killed or drowned with the sunk boats. The remaining three boats however escaped their way back under the cover of Artillery fire.

At about the same time at Mandabagh (in Comilla) Mukti Fouj raided an enemy position simultaneously with MG and Mortar, causing about 30 casualties. Here the battle is still going on. However reports are pouring in.

Recent incidents in and around Comilla has a very depressing effects on enemy moral. Pak Army is so much so panic-strickened that they are vacating Govt. Offices from Comilla town to Chandina.

Let us hope that river of Bangladesh shall never flow for the enemy.

Following are different facts and accounts of different operations carried out by Mukti Fouj from 30th July to 2nd August along North and North-East part of Comilla.

On 30th of July in the Northern, North-Eastern part of Comilla enemy defense positions at different places were either raided or ambushed by the Mukti Fouj. Pak Army positions were seriously shattered inflicting heavy casualties. At Srimantapur enemy forward positions were raided. As a result of which eleven regular troops were killed. In the same place on the same date in another ambush by Mukti Fouj again four enemy

soldiers were shot to death. However, in two other ambush at Koteshwar and Rachia Mukti Fouj simultaneously killed four enemies and' inflicted injury on two other Pak soldiers. Four other enemy defense positions such as Anandapur and Nayanpur were kept busy by a constant hammering by the Mukti Fouj. At Anandapur twelve and at Nayanpur 18 enemy soldiers were killed in a series of fighting's.

On 31st July when enemy was yet to recover from recent shocks, had to suffer again a heavy amount of casualties. At Kayampur enemy had to retreat from their strong forward position. Enemy lost however, 12 of their soldiers and 20 others were injured. On the same day at Yakubpur and Latumura 20 of the Enemy soldiers were killed.

On 1st of August in northern part of Comilla enemy positions were turned to such a climax that they had to lose their thread and had to fly way leaving a mass of about 130 soldiers hurried in the graveyard. Near Jafarganj (Comilla) ninety soldiers were either killed or drowned (story is given separately).

At Harimongal when Pak army took their defense position near the bridge in an ambush 30 Pak regular troops were killed. At Kayampur in an encounter enemy suffered 13 casualties of which nine were dead on the spot. At Srimantapur Mukti Fouj killed 3 enemy soldiers and at Koteshwar two Pak troops.

The disaster made by Mukti Fouj on enemy positions were still heavier. Incident at Kalachara has already been stated. Mukti Fouj opened fire by heavy guns on enemy concentration at Latumura; Chandiwar, Baria and Gurait causing 29 casualties. Mukti Fouj again hit the jackpot at Kayampur killing about 10 enemy soldiers injured 4 of them. Mukti Fouj opened mortar fire on enemy movement at Jikra and also inflicted 14 casualties on the enemy. 6 of the enemy bunkers were destroyed.

*   *   *   *   *

IMPORTANT NEWS

HQ. Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (I)
05 Aug, 71

To : Sedeq Khan
4/A Palm Avenue
C/O. Barrister A. Salam
Calcutta-19.

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No. 3 dated 05 August 71.

Enclosure-1 (one)   Sd/ Sultan M. Khan

*   *   *   *   *

SPECIAL SITUATION REPORT-DACCA OPERATIONS

1. On 25th July at 0601 hrs. a Dacca going train from Narsingdi was blown up, (electric system) at Kalsata near Pubile. Two bogies (loaded with sand and stone) the diesel engine and three bogies carrying passengers and W. P. Police were completely destroyed on the spot. The engine caught fire instantaneously. The black smoke was seen, all the bogies were derailed and thrown into the marshy land. Splinters and stones were thrown within about the range of 150-200 yards. A small culvert was destroyed by the thrown bogies loaded with sand and stone. About 30-35 persons including W. P. Police were dead. The railway engineer who went and visited the spot told Guerillas that it was the most successful operation and caused heaviest damage among the other blown up trains.

2. On 27th July at 2011 hrs the power Sub Station of Motijeel (Pir Jangi Mazar) was destroyed completely. A party of 4 guerilla entered the Sub-Station and disarmed all the guards out of which 2 were W. P. Police. They tied up the guards there, they broke & opened the lock and put explosive and killed .the 2 W. P. Police. Explosion took place and the whole thing was destroyed. The whole building collapsed and the areas of Motijheel. Shahjahanpur, Gopibag and Kamalapur station were completely destroyed. The Motijheel area is absolutely in panic. While a withdrawing party was coming through the Railway Colony (Non Bengali inhabitants) they were surrounded by about 40/50 razakars. The FF threw grenades and opened up fire. About 8/1.0 razakars died on the spot.

3.a. On the 23rd July 2 pylons between Siddhirgonj were cut. This party has disarmed 35 small anti personnel mines and 10 big antipersonnel mines, which were laid around the pylons.

b.On the 23rd July a pylon in the line between Siddhirgonj and Khilgaon was destroyed.

c. On the 22nd July a pylon in the line between Siddhirgonj and Kamalapur was destroyed. This party was detailed only to cut the pylons.

4. On the 15th July at 12 pm electric pylons were cut by cutting charge. The pylons were near Tongi bridge. These lines connect between Mirpur and Tongi and Tongi to Dacca.

5. On the 28th July one electric pylon was cut. This line has gone from Kaligonj to Tongi. It was the line of 33000 volts. The spot was wad Nagadi.

6. On the 15th July the Railway culvert near Pagla was blown up while a train was crossing the bridge. The bridge was destroyed completely. The two empty front bogies were thrown into the water and the engine was hanging with the line on one side. The system used was electric system.

7. Two hand grenades were thrown in the training centre near Dacca Mill Barrack. As a result two of the razakars were killed. Date of operations on 11th July 71.

8. On the 15th July an improvised was thrown at the Peace Committee Officers of Alamgonj, Dacca. Two of the Peace Committee members were killed.

9. On the 12th July an attempt was made to kill a notorious collaborator. The person was going in a ferry boat with girls and his daughters. The boat was sunk and the persons were all killed.

SYLHET & BRAHMANBARIA SECTOR.

1st August-Our Mukti Fouj patrol party opened fire on enemy patrol party at Chowrasira killing enemy troops including 1 razakar.

2nd August, 3 enemy troops were killed at Amopara tea garden. The enemy moved out about 28 vehicles from Teliapara towards Madhabpur. Mukti Fouj laid ambush, opened fire on enemy killing three enemy troops and several injured. Ambush bid by Mukti Fouj on enemy position at Rema lea garden & Balla camp killing about three & four enemy troops. Simultaneously in the same place Mukti Fouj in an ambush killed two & three enemy troops consecutively.

On 31st July Mukti Fouj laid two anti tank mines at Surma village in an area Krishnapur. As a result, a three tonner carrying enemy troops were blown to pieces due to explosions of both the mines killing about as many as 20 enemy troops & wounded many. Enemy annoyed by the incident put civilian houses on fire.

CHITTAGONG SECTOR.

A large number of razakars were killed when Mukti Fouj raided enemy position at Bagar Bazar. Mukti Fouj opened fire on an enemy patrol party killing three enemy soldiers and damaged a vehicle also. In an ambush nine enemy troops were killed at Debpur. This incident took place on 31st July. At Chgalnaya Mukti Fouj raided enemy position and killed ten enemy soldiers and injured five Pak troops.

* * * * *

IMPORTANT NEWSLETTER

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (0)
08 August, 71

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No 5 dated 08 August, 71.

Sd/Sultan Mahmood

* * * * *

News Bulletin on Comilla, Part of Noakliali Sector

A.Feni

Due to demolition of the communication poles at Jagannath, telecommunication between Feni & Chauddogram is completely dislocated and disconnected.

Road communication between Feni & Chittagong has also been cut off when Mukti Fouj demolished the Anautali bridge using 3001b explosive. The incident took place on 31st July, 1 razakar was also killed due to the explosion. The bridge requires major repair.

At Paithra (near Feni) 5 razakars have been arrested with the following mines (a) Anti tank mine -3 (b) Anti Personnel mine-6.

A small Guerrilla working inside Bangladesh attacked on a -razakar section at Senbath (north) and killed 4 & injured 6 of the section. The guerrillas captured 2,303 Rifles. Razakars in around Feni were forced to take part against Mukti Fouj. But it is reported recently that razakars (70%) are ready to help 'Mukti Fouj. Bad elements though still are very much in the picture. But we can hope that in the long run they will be eliminated.

B.Comilla & North Eastern part of Comilla.

Enemy has concentrated their maximum strength in and around Comilla town, though Pak troops are trying to lodge offensive drive. They had to take again and again a defensive measure, even enemy had to withdraw from some of their defensive position. Guerrillas are operating as well in deep inside of Comilla district. Here it is reported razakars are rather helpful.

On Comilla Companiganj road due to a mine explosion one enemy vehicle carrying rations was completely destroyed. 4 Pak troops were killed and 1 rifle was captured.

From 2nd August to 3rd August only in one sub-Sector at northern part of Comilla dist. fifty three enemy troops were killed by the Mukti Fouj either in an ambush or raid. Following are the places where successful ambush was raid, such as Anandpur, Srimonthpur, Ajanpur, Charnal & Harimongal. At Ajanpur Mukti Fouj ambushed the enemy while repairing the broken Ajanpur bridge with the help of public and caused major casualties including civilians. 14 enemy troops & 11 civilians were killed. At Anandpur four, at Srimonthpur three at Charnal six, at Harimangl about eight enemy troops were killed. At Koteshwar while enemy position was attacked one enemy soldier was killed & 3 injured. Eleven enemy troops were killed while enemy position at Gazipur were ambushed on 3rd Aug. Enemy position were raided with mortar support at Harimongal & Rajpur on 4th August killing consecutively eight & 7 enemy troops.

SYLHET & BRAHMANBARIA SECTOR

At Sylhet (southern part) enemy has concentrated around Teliapara tea garden such as Shejamura, Dharmaghar, Chourasta etc. Mukti Fouj raided enemy with M. G & mortar support. Enemy tried to encircle Mukti Fouj's position from four sides & exchanged fires.

Six enemy troops were killed & 2 other were wounded. This incident took place on 5th of August.

Three enemy vehicles carrying enemy troops & ration while coming from Surma village were blown off. This included one jeep and 3 tonners. It is reported that one officer & one J. C. 0 were killed in the same operation.

On 5th August enemy position was ambushed at Alipura (west of Sitidhai) killing 15 enemy troops, several other enemy personnel's were wounded, and some of the enemy bunkers were killed. Guerillas (a small troop) were sent deep inside to demolish Sutang railway bridge. While operating enemy opened fire. Mukti Fouj took their defense position and successfully sunk one enemy boat killing many enemy troops & razakars. In an explosion of three hundred pound bombs several other Pak Army & Razakars were killed.

CHITT AGONG SECTOR
The Chopped Off Head

It was a Major's head, a Pak Army Major. The head was chopped off and was sent to Bangladesh force's head quarter. A fierce battle was going on in Kararhat, Feni, Between Pak army & Mukti Fouj for last ten days,

On 4th August Mukti Fouj fought for 5 hours killing about 37 enemy soldiers & 50 razakars. In this dog fight Mukti Fouj achieved the battle's climax when they killed one Captain, two J. C. O. & managed to chop off the head of a Major, and carried it along with them when withdrawn to base. At one time enemy almost surrendered but meanwhile fresh reinforcement of two more enemy platoons compelled to withdraw to base, rest of the enemy were killed by villagers as they were running for life leaving behind arms and ammunition. Latest report from Kararhat confirms that on 6th August enemy had to withdraw leaving behind civil force & few razakars in position. At Chgalnaya in an ambush four enemy troops were killed & 3 wounded. At Kaila the Kaila bridge was blown off and at Amlighat one pylon was blown off

* * * * *

PRESS MATTER AND DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (1)
10th August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta-19.

Subject: **Situation Report for publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No.6 dated 10th August 1971.
Enc 1 osures-3 Sd/-Sultan Mahmood

* * * * *

SYLHET, BRAHMANBARIA SECTOR

Sylhet (south) & part of Mymensingh.

Enemy concentration at Daripur-Latupur & in an area Mukundupur were under observation by Mukti Fouj for quite a long time. Following actions have been taken.

Mukti Fouj laid antitank mine on Chunarughat road. On 5th August (morning) some enemy vehicles were blown up. Details not yet known.

Guerillas were sent deep inside from the base, who have achieved following results from their actions.

Eliminated following Pak collaborators.

(a) On 27th July killed Seraj Mian alias Seeru, of village Bagdahar P. S Nabinagar.

* Kafiluddin Ahmed, member of Peace Committee of village Mahesh pur, P. S Nabinagar on 27th July.

* Two razakar groups of village Maheshpur P .S. Nabinagaj on 27th July

* Harmuz of village Bhairabpur, P. S. Bhairab.

* At Narayanpur Bazar P. S. Raipura killed on 31st July. Rashid a dacoit impersonating as Mukti Fouj.

* Lai Mian of vill Simulkandi P.S. Bhairab on 28th July. On 3rd August Mukti Fouj ambushed enemy position at village Bhucabari, P.S. Nabinagar. ten enemy soldiers were killed. Mukti Fouj commandos lobbed grenades into Post Office at Narshingdi injuring several persons. As a result post office is closed down.

Lobbed grenade into the East Pakistan Road Transport Corporation office at Narshingdi. Several persons were injured. The office is remained closed since 27th July.

Telephone communication between Bhairab Bazar and Narshingdi had been disrupted when Mukti Fouj blown up the telephone poles near Doulatkandi.

COMILLA & FENI SECTORS

In the north of Senbagh (Camilla) 4 razakars were killed on 5th of August. Two 303 rifles were also captured by Mukti Fouj. A bridge on Feni-Ctg. highway in area Annantazi were blown off on 2nd August. At Shaldanadi area (Nayanpur) fierce fighting is going on since 5th of August. Enemy casualty not yet known. Mukti Fouj lost seven of their men in the battle. At chourala due to mortar fire on enemy position destroyed 3 enemy bunkers with eight casualties (2 killed & 6 injured). NK. Abdus Sattar & NK. Mujahid & Mohommad Ali Akkas of Mukti Fouj died in this battle.

In the northern part of Comilla Mukti Fouj is still keeping their charges over the enemy. 5 enemy defence at Kanashtola on 2nd August were fired upon by Mukti Fouj. Four enemy soldiers were killed & 2 more were injured in an ambush at Surjanagar,

haunted by Mukti fouj enemy had to retreat. Eight enemy soldiers were killed & 2 more were injured.

COMILLA-THE CITY OF GUERILLAS

The unconventional all out attack of Mukti Fouj has set an unnerving effect on the disillusioned occupation army of Pakistan. The intensive activities of the guerillas as in and around Comilla town has taken back the enemy. They have no choice but to vacate the town, second line of thought for them. Enemy had to shift their 2nd Head Quarter from Comilla to Chandina. In this already deserted city one must see the few enemy patrol parties. Being chased & haunted by mystery & death the Pak soldiers can no more hear the sound & movement of their own footsteps & vehicles.

On 4th of August at Rajpur Mukti Fouj attacked the enemy position with mortar support. About 20 (twenty) Pak soldiers & 7 razakars died on the spot. Pak army could not face the tremendous thrust on them & had to retreat from their defence position at Anandpur village. Virtually they had to run away. In the same area, north of Camilla (near river Gumati) near the broken Harimongal bridge Mukti Fouj killed three enemy soldiers & at Srimantpur killed two more of them. Mukti Fouj on the 6 of August again launched an attack on enemy defence position at Shawlpur village & killed as many as twenty enemy soldiers. A student led an ambush laid by Mukti Fouj at-Brahmanbaria sector. Mukti Fouj however eliminated ten enemy soldiers & ten razakars. At Burirchang Police Station 15 razakars lost their lives in the hands of Mukti Fouj. Enemy defence position at Koteshwar suffered two consecutive attacks on 4th & 5th August and simultaneously lost 10 of their soldiers.

NORTH EAST OF COMILLA (NEAR AKHAURA & KASHBAH)

At Nabinagar & Muradnagar P. S. during last 10 days 25 razakars were killed. Some of their names are given below:

(1) Akkas Ali Master of village Alndikot.
(2) Kaptain Miah, Chairman, Srikhail,
(3) Shiru Miah of Bagdahar, Nabinagar.
(4) Mazed Miah of Moheshpur, "
(5) Kafiluddin of Bitghar, "

Following are the short accounts of raid and ambush at different parts of north-eastern Comilla operated by Mukti Fouj.

(a) On 3rd August in an ambush at Ibrahimpur eleven enemy soldiers were killed.

(b) On 3rd August raided enemy position at Kashimpur killing one enemy soldier.

(c) On 3rd August raided enemy position at Merasani & Kalachara tea garden killing consecutively one & three.

(d) On 3rd Aug. Railway lines at Rajpur were blown up.

(e) On 3rd Aug. enemy position at Latumura, Chandivvar were attacked. Nineteen (19) enemy soldiers were killed. On 2nd of Aug. mortar fire on enemy position killed as many as ten Pak soldiers.

(f) On 5th Aug. Ambush laid on ememy position at Bogabari. Four enemies were killed & 2 were injured.

(g) On 6th. August ambushed enemy position at Kashbah. Enemy suffereds twenty-nine casualties, Nineteen were killed & ten of the enemy troops were seriously injured.

* * * * *

PRESS MATTER AND DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
NO. 30/2/BDF/GS (1)
12 August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No.7 dated 12th August 1971.

Encloures-3 (Three only) Sd/Sultan Mahmood

* * * * *

REPORT ON COMILLA
SALDA NADI SECTOR

Victory is ours, there is no doubt. Enemy has now taken the defence line technique. Yet they had to retreat from their different defence positions. Enemy concentration was heavy around Shaldanadi (at Nayanpur, at Mandabagh etc.). During last one month enemy position was hammered and butchered like anything. As a result either enemy had to retreat or wherever they repulsed suffered heavy casualties. On 10th August Mukti Fouj has totally driven away the enemy from Nayanpar. On 11th enemy forces withdrew with heavy mortars from their positions at Mandabagh and surrounding area and went towards Brahmanbaria. It was worth seeing low the enemy soldiers were running for their lives. In this sector about 200 sq. mile occupied area has been recaptured from the enemy. (A detail story shall follow).

FURTHER NORTH EAST OF COMILLA.

Anti personnel mines were laid on rail line near Baichomora between Sharishadi and Gurbati railway stations. Two enemy patrolling troops were killed due to the mine burst.

A student freedom fighter at village Boria Ayubpur killed one Mir Ali Akbar and his son, who had been acting as razakar's intelligence chief.

Sylhet (South) Sector & Brahmanbaria

* Mukti Fouj attacked razakars camp at Ekpala on 9th August. Five razakars were killed & one 303 rifle with 53 rounds were captured.
* Ambushed enemy position at Assampura. Ten enemy soldiers were killed & several wounded.
* Ambushed enemy position at village Kamalpur on 9th August. Three enemy soldiers were killed.
* In an ambush razakars were killed at west of Bijoynagar on 9th of August.

COMMANDO ACTIVITIES AT DIFFERENT PLACES

On 12th July demolished machinery and furniture of the building of the Electric Sub-station at Godnail (Narayanganj). Different factories & mills have stopped working as supply of power is not available. Most affected mills are Chittaranjan and Lakhmi Narayan Cotton mills, Jute Marketing Corporation.

On 26th July demolished railway bridge (called Majhirpara pool) on Rly siding. Narayanganj to the Jute Marketing Corporation area. Result achieved movement of goods train stopped.

On 4th August put the Jute godown of Jute Marketing Corporation at Godnail Narayangonj on fire. Fire continued for next four days. Capacity of the godown was fifty/sixty thousand BF bales. At the time of fire two thirds of the godown was full.

On 30th July demolished two pylons on one lac thirty two thousand kilowatt grid line Ashugainj-shiddirganj (Dacca) Shibpur PS Shibpur. Power connection between Ashuganj-Dacca disrupted & suspended. Same party demolished 1000 K. W. grid line between Dacca-Ashuganj which goes via Bhairab Narshingdi Ghorasal.

Demolished two telephone poles each & cut away wire on railway teleline & civil teleline between Bhairab to Dacca near Jinardi railway station.

At 0700 hours on 30 July 71, guerilla party ambushed at Nankara, road bend 4 Miles south of Chowddagram. The party opened fire while an enemy jeep passing by the ambush side towards Jagannath Dighi. All the members of that jeep jumped out except driver, the driver after being hit with numerous of bullets on the jeep went away ahead. The six members who jumped out from the jeep were killed on that spot. The ambush party reached there and found a Punjabi who was wounded with bullets hit through his right ear. His G-3 rifle and ammunition pack captured, snatched away and dragged

towards the border. On the way he died. Two letters written by his wife and some Tabiz' with plastic cover from his pocket were found by our party. The person is 2456196 NK Manzoor Ahmed of C Coy, 39 Baluch Regiment.

At 2330 hours on 30 July 71, our guerilla party opened up fire with own mortar and MMG at Chowddagram for whole night and stopped in the morning. The enemy suffered heavy casualties reported by civilian.

At 1130 hrs on 31 July 71, own ambush party fired on the enemy while moving freely from Chowddagram and Jagannath. 20 of the enemy fell on the north side and 6 fell on the southern side of the road. The enemy withdrew from their position under covering fire and carried the dead bodies with the help of the civilian. Total casualties of enemy are 32.

At 0600 hours on 02 August 71, own troops opened fire on the enemy who were freely walking on the road Harisardar Hat. 8 enemy soldiers killed as confirmed by civilian. Again the enemy opened artillery shelling on our own troops. Own troops also replied against the enemy which continued throughout the day. In the whole day enemy suffered 25 casualties including 15 dead.

On 03 August 71, our troops opened fire on a group of enemy standing on the roads between Chowddagram and Miarbazar and also moving freely at a distance of 500-600 yards from the road. 4 enemy soldiers were killed and some others were injured.

The Mukti Bahini on night 02/03 August 71 caught a razakar party on Chottakhola— Feni road with anti tank and 6 anti personnel mines who were sent to mine that areas. Names of the arrested, culprits are as under:—

a. Ghulam Mustafa.

b. Nurul. Islam.

On 29 July 71, the Mukti Bahini opened fire on the enemy which was carrying the troops by Motor Launch on the Ghakutia river (between Ramchandrapur and Bancharampur) to Homna Police Station, fierce fire fight continued for more than 45 minutes. The enemy suffered 15-16 casualties including 5 dead. The Motor Launch could not be sunk-destroyed as the 8.5. Rocket Launcher did not fire the rocket. It has been reported further that an active collaborator Karim's son who was travelling in that Motor Launch was also killed.

*　　*　　*　　*　　*

PRESS MATTER AND DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (I)
13th August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta—19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No.8 dated 13th August 1971. I am also sending you some of the Poems and songs written by M. F. boys.

Sd/-Sultan Mahmood

* * * * *

PRESS MATTER AND DOCUMENTS
COMILLA SOUTH

On 05 August 1971, the Mukti Bahini went out as usual to trouble the enemy. They saw enemy moving freely on the road. At 1630 hours it was seen that enemy had fallined in front of the bazar Rangamura. another enemy of 10 was seen coming out from the bunker and marching towards the place where the troop had fallined. The Mukti Bahini opened fire on both the groups, as a result 2 enemy men died and 3 injured as confirmed by the civilian.

On 06 August 71, the Mukti Bahini was patrolling the eastern side of the road when they heard that a group of enemy was coming towards the border from the main road. The Mukti Bahini took up position on the bank of a pond facing the track which came from the main road to the border. At last the enemy crossed the road in singles and assembled in a hut. The Mukti Bahini opened fire on them 4 enemy died.

NORTH EAST OF COMILLA

On 07 August '71, between Dhoom and Mostan Nagar railway stations the Mukti Bahini has blown up a railway pilot engine along with a Boggi causing total damage. It is expected that more than 4 railway persons including the driver and his assistant died due to this action.

CH1TTAGONG SECTOR

100 (One hundred) enemy soldiers killed in Satkania. Enemy taken by surprise.

On 2nd August Mukti Fouj guerillas killed one Pak collaborator (reknowned), Abul Khair, Principal Saikania College. On the same date, at the same place destroyed a bridge. This incident had an obvious impact Pak Army troops moved & concentrated in Satkania College. However alert the enemies, they could not think of almost a physical raid by Mukti Fouj on their heavy concentrations. Mukti Fouj took enemy by a surprise raid. This daring attempt gave away the enemy morale to such an extent that excepting a minor attempt to resist Pak Army was made almost silent spectator of the onslaught by the Mukti Fouj guerillas. Mukti Fouj inflicted more than one hundred casualties on the enemy. Mukti Fouj suffered a minor casualty, details are not yet known. Date of incident between 6th & 7th August. Casualties of the enemy from 7th to 13th, August not yet known. Heavy enemy casualties are expected. Mukti Fouj killed a large number of enemy collaborator in Patiya. On 8th August Mukti Fouj demolished a railway bridge at Banshakhala P. S Anowara.

COMILLA.
NEWS BULLETIN ON SHALDANADI, NAY ANPUR, MANDABAGH

The enemy positions around the area has been destroyed & enemy retreated towards Brahmanbaria. Exact details are not yet known. Only on 7th August 33 (thirty three) enemy soldiers were killed and fourteen other were injured alone in Mandabagh bazar & Shaldanadi. On 7th August enemy positions at Mandabagh were destroyed. Our patrol party searched out the whole area and destroyed about one hundred enemy bunkers. Latest report: enemy also withdrew from Mandabagh Bazar. The area is completely under Mukti Fouj's possession. Between Kashba-Comilla roads, railway bridge, culverts, electrical pylons, electric poles & rail lines were completely demolished. At Kashba on 7th August in a successful ambush 13 (thirteen) enemy soldiers were killed.

In Comilla sector between 7th to 9th August (so far news received) about ninety enemy soldiers were killed. Guerillas are still strengthening their position around Gumati nadi (near Comilla town) by repeated firing raids & ambush on enemy position.

At Koteshwar on 8th August enemy had to suffer 8 casualties including five dead bodies. 100 yards of enemy telephone lines were cut off. In another raid at Koteshwar on 9th two more enemy soldiers were injured and at Amartali six other enemy soldiers died in a raid by Mukti Fouj. One bridge at Ajanpur was demolished by Mukti Fouj about 10 days the same bridge was repaired by the enemy. At Akhaura sector in an ambush laid at Chandarpur enemy again lost two qf their men.

BIBIR BAZAR AREA.

Mukti Fouj destroyed the Lalar bridge with the help of civilians (near Mear bazar) and again on the same date damaged Dhalibari bridge & then raided Mear bazar camp, killing five Pak soldiers & five razakars. Five more enemy soldiers were killed. In another raid on the same date at Bakshanagar enemy further lost ten (10) more of their

soldiers & six other got injured. However on 7th instant two enemy soldiers were killed in an reconnaissance, 3 more injured.

ACTIVITIES OF COMMANDOS IN AND AROUND DACCA.

*(Details will be given later) Dacca Narshingdi road communication is disrupted due to complete demolishing of Panchapakhi bridge (Demra-Narshngdi.) On 4th August the freedom fighters could demolish the bridge.

* Kachcha road in between Araihajar-Bolta half a mile of the kachcha road was demolished by digging under water level. Due to which Army communication to Araihajar has been stopped. (5th August)

* 30th July, the bridge between Dacca-Daudkandi (Comilla road) was blown up beyond repairable condition. Communication between Comilla Dacca disrupted.

*Due to explosion of anti personnel mine at Mirpur road, Dacca one car belonging to a West Pakistani was blown to pieces.

*Enemy check post at Firm gate, Dacca was raided on 30th July. 4 enemy soldiers were killed on the spot and 5 (Five) other died later. Injured enemy soldiers are five more.

* West Pakistani shop, Ganny's and Vogue were raided with grenades on 2nd August. Both the shops were damaged and several injured.

মুক্তিযোদ্ধা সামছুল আলম চৌধুরী রচিত তিনটি কবিতা

॥ আহ্বান ॥

২০-৭-৭১

বীর মুক্তির দল
তোরা এগিয়ে এগিয়ে চল।
তোদের পিছে থাকি জনতা,
দেবে অসীম বল।
বীর সাহসী সৈনিক হয়ে,
কর জীবন পণ।
আপন হাতের অস্ত্র বলে,
বাধা দেরে রণ।
পাক সেনাদের দূরাচর,
করে দেরে ঠান্ডা।
নীলাকাশে উড়িয়ে দেরে
বাংলাদেশের ঝান্ডা।
রক্তবর্ণ চোখ করে
উঠরে সবাই রঙ্গিন হয়ে।
পাক সেনাকে তাড়িয়ে দিয়ে,
বাংলা আন আপন করে।
সময় তোদের চলে যায়
তোরা কেন উঠিস নাই?
বঙ্গবন্ধু প্রাণ দেয়,
তোরা কেন জাগিস নাই।
পাক সেনাদের দুরাশা,
ভেঙ্গে দেরে স্বহস্তে।
বাংলা মাকে গড়িয়ে নেরে,
সভ্য যুগের সাথে সাথে।
বাংলাদেশে জন্ম মোদের,
ধন্য বাংলার মাটি।
বাংলার বুকে গড়া মোদের,
শরীর পরিপাটি।
বিপদ বাধায় লড়বে সবাই,
করবোনা আর লাজ।
সবাই মোরা বাংলার ছেলে,
সবাই বাংলার রাজ।

বাংলার মান রক্ষা করা,
মোদের প্রধান কাজ।
এ বিশ্ব মাঝে বাংলা মাকে,
গড়তে হবে তাজ।

॥ আহ্বন ॥

২০-৮-৭৯

বঙ্গবন্ধুর ডাক এসেছে,
চলরে সবাই।
আয়রে আমার ভাই বোনেরা,
নতুন করে গাই।
মায়ায় বাঁধন টুটে,
আয়রে সবাই ছুটে।
ঐ শহীদেরা চেয়ে আছে,
শুনতে মুক্তির গান।
আয়রা আমার ভাইরা সবাই,
নতুন পথে ধাই।
স্বাধীনতার গান রচিয়ে,
সবাই মিলে গাই।
অন্ধ জীবন হতে,
চলরে আলোর পথে।
বাংলা মাকে স্বাধীন করে,
সাম্যের গান গাই।
তোমাদের ঐক্যবদ্ধ
হইতে হবে।
তোমাদের ঝড় তুফান
সইতে হবে।
হিংসা বিদ্বেষ ছেড়ে দিয়ে
আয়রে পা বাড়াই।ঐ।
আমাদের দাবী দাওয়া
মানতে হবে।
আমাদের বঙ্গবন্ধুকে
ছাড়তে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা
দিতে হবে।
ঐক্যবদ্ধে জড়িয়ে সবাই
এসো বিশ্ববাসীকে
দেই জানাই। ঐ।

॥ আয়না ॥

২০-৬-৭১

জাগ জাগ জাগরে
মুক্তির দল উঠরে সাজিয়া।
উঠরে সবাই রঙ্গিন হয়ে
আকাশ ছেদিয়া।
শুনরে মুক্তির সৈনিক
দেখরে নয়ন মেলিয়া।
দস্যু সেনাদের খঞ্জর
বাজিছে ঝন ঝন করিয়া।
কে কোথায় তোরা
আয়রে সবাই ছুটিয়া।
পলাশির ঐ চিত্র হৃদে
লও অংকিত করিয়া।
ঈমানের বল যায়নি
এখনও উঠিরে রাঙ্গিয়া।
সত্যের জন্য প্রাণ দিয়ে
সবাই যাও শহীদ হইয়া।
ওরে ভয় নাই ভয় নাই
হবে মোদের ঈমানের জয়।
জাগরে জাগরে বাজারে
দামামা শির উঁচু করিয়া।
তোরা কেন আজ যুদ্ধের
অলসে রহিলি ভাই চুপ করিয়া।
সভ্য জগতে অঙ্গতা মুছিয়ে
জাগরে সবাই নতুন হইয়া।

PRESS MATTER AND DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
No. 30J2/BDF/GS(1)
14th August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta—19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No.9 dated 14th August, 1971.

Sd/-Sultan Mahmood

* * * * *

NEWS BULLETIN ON SYLHET (SOUTH) & BRAHMANBARIA SECTOR

Mukti Fouj laid ambush in area Shejamura & killed one enemy soldier. Several others were wounded (12th August).

Mukti Fouj laid anti tank mine on Teliapara Chunarughat road in area Surma tea garden. A five-tonner civ. vehicle while carrying enemy troops was blown and severely damaged due to the mine explosion. Eight (8) enemy personnel's were killed on the spot & several others were wounded.

PART OF MYMENSINGH.

On 3rd August freedom fighters lobbed grenade inside the Chamber of Dr. Fazlul Karim, (M.B.B.S.) at Char Shindhar Bazar, Ps Kaliganj. Fazlul Karim was seriously injured. One other & Gafur Bepari were killed due to the grenade charge. Both were great collaborators.

Another collaborator Fazlu Miah of Girardi was eliminated for good by Mukti Fouj guerillas.

On 5th August Mukti Fouj lobbed grenades inside National Jute Mill. & Janata Jute Mill. Both the Mills were closed down.

NEWS ITEMS ON COMILLA & FENI
SOUTH OF COMILLA

On 4th August Mukti Fouj opened fire on enemy who were moving freely on the road (near Bibirbazar). Enemy suffered casualties of two dead. The enemy retreated immediately without even replying the fire.

Mukti Fouj Commandos raided enemy defense along the road from Harisardar hat to Amangonda with Morter & M.G. support. Enemy did not much reply to guerilla's fire. Most of the Razakars & Bihari recruits had left their positions. Mukti Fouj withdrew after expending all ammunitions & due to heavy shelling by the enemy on their position. Enemy suffered casualties of 13 (thirteen) dead including one CAF officer & 8 (eight) injured. This report is fully confirmed from various sources. It is further confirmed that the officer was wearing a peak cap, a black Militia shirt & a khaki trouser having a 7.62 MM Chinese pistol in a red leather case. In this operation Mukti Fouj suffered one dead & two injured. The enemy troops, here, consists of 50% Razakars, 25 % Militia & 25% pure Army men.

On 10th August Mukti Fouj again opened fire on a group of 25 (twenty five) enemy men who were standing on a bridge Balujhuri. In this fire six of the enemy soldiers died. Rest of the enemy troops immediately withdrew taking cover of high roads carrying dead bodies.

MIARBAZAR AREA (COMILLA)

On 9th August ten enemy soldier s were killed on the spot in area Rajpur when Mukti Fouj raided enemy position.

NORTH OF COMILLA (NEAR GUMATI RIVER)

Enemy position are still suffering heavy casualties in this area. The remnants are trying to hold the ground. But the varying tactics of guerillas had only a definite impact & one and one answer. Die-the enemy! They have no choice but to die or flyaway. The grounds are too big for them.

On 10th August enemy suffered another blow from Mukti Fouj at Koteshwar & Narua. Enemy was hit on their defense & (killed) lost three & six of their men consecutively. On the same instant at Rajapur another four of the enemy troops were killed in a successful raid by Mukti Fouj.

The big blow came on 11th August. Mukti Fouj hit the enemy defence at Horimangal killing about twenty soldiers (enemy). Koteshwar was not spared. On 11th instant again three enemy soldiers were killed. At Panchura on the same day enemy suffered casualties of two dead. These are all in raids & attacks by the Mukti Fouj.

NORTH-EAST PART OF COMILLA

Drived away from Nayanpur area (near Shaldanadi) the enemy forces tried to hold their ground at Mandabagh area. Enemy however cleared off from the main land of Mandabagh & took their position (defense) at Mandabagh bazar. This is on the 9th of

August. Enemy already suffered heavy casualties at Nayanpur. Mukti fouj. with greater spirit made an attempt on 9th August to clear the whole area of the enemy. Enemy suffered casualties of five dead and 1 injured at Mandabagh Bazar, again at Nawgaon 5 dead & nine (9) injured. Muktifouj demolished one bridge & 10 (ten) bunkers on the same date. On 10th at Mandabagh bazar, Muktifouj pushed their way, blew directly on enemy positions & killed about twenty three of the enemy soldiers & a greater number were injured. It is expected only in Mandabagh area Muktifouj inflicted 100 (one hundred) casualties within forty eight hours only in Mandabagh area. On 11th instant enemy withdrew with about 300 troops & heavy more equipments etc. towards Brahmanbaria. Muktifouj destroyed about one hundred enemy bunkers. An enemy fighting patrol was left behind. Muktifouj took care of them. By different ambush on 12th of August at Lakhsipur, Mandabagh bazar & Poesh enemy casualties nine killed & 6 injured. (Detail story yet to be followed).

* * * * *

PRESS MATTER AND DOCUMENTS

Echelon HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (T)
I4th August 1971

To: Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1, Palm Avenue
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio.**

I am sending you a Newsletter vide Memo no. 14th August 1971.

Sd/Sultan Mahmood
Staff Officer

Enclosure- one only

* * * * *

COMILLA
CHOWDDOGRAM- MIARBAZAR SUB-SECTOR.

Muktifouj in different raid and ambush inflicted heavy casualties on enemy of 61 (sixty one) dead & 20 (twenty) others injured, including one captain (killed), from 17th August to 20th August. Muktifouj also captured huge arms & ammunition including MG 43 bell box & MG chain. Details as follows :

At Muradnagar Muktifouj ambushed while enemy were moving in country boats. Muktifouj opened fire on enemy and killed one Captain & 29(twenty nine) other ranks. 5(five) Razakars. One Razakar has been arrested. Muktifouj captured following items :

a. Ammunition MG 43 bell box-2 box (one box full and one empty).
b. 7.62 China ammunition-500
c. Rifle 303-1.

On the same date in an ambush Muktifouj killed two more enemy rankers.

On 18th August raided enemy position at Anandpur and killed & injured 3 (three) & 2 (two) respectively.

In two other encounters raid and ambush at Anandpur and Konteshtola 9 (nine) & 7 (seven) enemy soldiers were killed & injured simultaneously.

Again on 20th August Mukti Fouj ambushed enemy position at Rangunathpur inflicting casualty on enemy of 11 (eleven) dead & 3 (three) injured. Captured following items :

a. MG 1 A 3 Chain and Magazine.
b. I G-3 rifle.

CHANDPUR (COMILLA DISTRICT)

At Chandpur Mukti Fouj started intensive activities. On 16th August Mukti Fouj sunk 2 steamers, one large Cargo burge with Cargo. These ships were carrying enemy rations & stalls. One other steamer was damaged. Capacity was 2,000 to 3,000 tonnage each. Launchghat & pantoons were destroyed & one I.W.T.A floating J.T. was damaged. While Muktifouj guerillas were coming back. Pak Army opened fire from the gun boats, but Muktifouj guerillas returned safely without suffering any casualty.

SYLHET (SOUTH)

On 20th August Muktifouj killed one & severely injured, one enemy soldier at Osmanpur.

SUMMARY: 14TH TO 22ND AUGUST
MYMENSINGH-SYLHET-MOULVIBAZAR SECTOR
Ambush: 9
Raid: 12
Razakar killed: 48
Razakar wounded: 10
Boats sunk or damaged:.....
Encounter with Pak army: 13
Attack on speed boats: 2

Pak army wounded: 67
Pak army killed: 247

Officers : 3
Quisling killed: 36
Quisling wounded: 1
Police Personnel killed: 7

Officer: 1
Blowing up army vehicles: 6
(With or without army by mines)
Launch destroyed: 1

Bridges and railway culverts blown up, demolished: 12

Bridges damaged:

Demolishing railway tracks:

Damaging railway tracks: 3
Shot guns captured:

Rifles: 22
Shot-guns: 21
Bayonets: 3
LMG: I
Grenades - 4

Electric Pylon (destroyed or damaged): 1
Telephone lines removed: 4
Telephone pools: 2
Power pylons: 3

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR
Ambush: 8
Raid: 30

Razakar killed: 18

Razakar wounded: 4

Razakar captured: 2

Boats sunk or damaged: ....

Bunker destroyed: 3

Encounter with Pak army: 19

Pak army wounded: 75

Pak army killed: 401

Officers: 8

Killing in Mukti Fouj: 1

Quisling killed: 20

(Principal, Mr. Abdul Khayem of Satkania College killed)

Quisling wounded: I

Blowing up army vehicles: 2

(with or without army, by mines)

Bridges & Railway Culverts blown up, demolished: 9

Bunkers: 110

Bridges damaged:

Demolishing railway tracks: 9 ft.

Damaging railway track: 133 yds.

Guns captured: ....

Telephone pools: 22

Telephone lines removed: 2 miles

Power Pylon: 10

Electric Station: 1

KUSHTIA-JESSORE- KHULNA SECTOR

Ambush: 4

Raid: 9

Razakar killed: 28

Razakar wounded: .. .

Razakar captured: 17

Boats sunk or damaged: ....

Encounter with Pak army: 7

Pak army wounded: 10

Pak army killed: 77

Officers: 2

Quisling killed: 33

Quisling wounded: ...

Blowing up army vehicles: 1

(with or without army, by mines)

Bridges & Railway culverts blown up, demolished: 3

Bridges damaged: . . .

Demolishing railway tracks:

Damaging railway tracks:

Telephone lines blown up: 1

(in times)

Guns captured: Rifle: 1 with ammunitions: 14

Guns: 11

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

Ambush: 7

Raid: 8

Police Station raided: 3

Police Officer killed: 1

Police Personnel killed: 7

Razakar killed: 27

Razakar captured: 12

Boats sunk- or damaged: 2

Encounter with Pak army: 4

Pak army wounded: 33

Pak Army killed: 48

Officers: 7

Quisling killed: 55

Quisling wounded: . ..

Blowing up Army vehicles: 5

(with or without army, by mines)

Bridges & Railway culverts blown up, demolished: 2

Bridges damaged: .. ..

Demolishing Railway Track: 40 ft. Rly track

Damaging Rly Track:

Shot guns captured: Rifles: 36

Power Pylon demolished: 1

(Incomplete)

PRESS MATTER & DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (Ops)
16th August 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta-1 9

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio**

I am sending you a Newsletter vide Memo No. 11 dated 16'h August, 1971.

Enclosure-2 (Two only) Sd/ Sultan Mahmood

* * * * *

CHITTAGONG SECTOR

On 14th August enemy position at Chandgari was raided by Muktifouj guerillas. Enemy was forced to withdraw from their position. According to information received so far enemy suffered casualties of nine including one J.c.o. & four Razakars. Enemy was not allowed to hoist Pak flag.

SYLHET (SOUTH) & BRAHMANBARIA

(14th) Muktifouj in an attempt of raid blew off one house at Chowrasta where enemy soldiers used to stay. Enemy casualties not yet known. At Mukundapur Muktifouj mortarred enemy concentration, enemy casualties not yet known (14thAugust). Muktifouj moratrred enemy concentration at Sindhar khan tea garden. Enemy casualties not yet known.

At Kamalpur Muktifouj raided enemy position with mortar support. Three enemy soldiers died on the spot. Casualties due to mortar is not yet known.

On 12th of August Muktifouj killed four Razakars in Area Alinagar-Jainagar (Ahead of Mohanpur).

On 13th August a small party of Muktifouj was encircled at Sindhar khan tea garden. Muktifouj fought and retrieved. Muktifouj without giving away any of their men killed five enemy soldiers.

Commando activities by Muktifouj around Dacca & Mymensingh.

* On 25th July demolished gas pipe line at place between Ghorashal Railway station & Jinardi (Dacca district).

* Muktifouj raided Bajitpur National Bank to capture aims & ammunition stored by Pak army. In an encounter with Pak Army Muktifouj killed three Pak armies & one guard & cashier. Muktifouj lost one of their men. However arms & ammunitions could not be seized.

* At Jinardi on 31st July killed Shafique, brother of Shahjahan both notorious Pak
collaborators.

* Guerillas put fire to a jute god own of Mlircus a bailing agent of Jute Marketing Corporations on 5th August. About 400 bales of jute were burnt.

* Killed collaborators Kala Miah of vill. of Meherkota and Harun Ali of village Krishnanagar Ps Nabinagar on 2nd & 3rd August consecutively.

CHITAGONG SECTOR.

Muktifouj in this area carried out large scale operation on the night of 13 & 14 August. Enemy positions at Ramgarh SDO's Bunglow, SDO's office and Soil conservator's office were raided on 14th August causing heavy enemy casualty. Details of casualty not yet known. Raided enemy position at Mohanani Buddha mandir. Casualties not known. Same group blew up 48 yards of road in the same area. Enemy position guarding Sunachari bridge on road connecting Ramgarh & Karagor hat was raided by Muktifouj. Dying cry of enemy troops were heard during 20 minutes of action. Casualties figure (enemy) not yet known. Enemy position at Bagan Bazar was mortarred. Casualties confirmed, but exact figure not yet known.

At Andarmanik enemy Head Quarter were suddenly taken by a surprise attack by Muktifouj. An officer while taking parade salute from JCO were killed on the spot, three others standing nearby were also killed instantaneously. As reinforcement started arriving & mortar fire was opened, a large no. of enemy soldiers were killed.

Muktifouj opened mortar fire on enemy position at Tolatali & Takia. This was followed by raids on these two enemy positions. Casualties not yet known. Two pylons at Takia & two also at Clinagar were demolished.

COMILLA
AKHAURA SUB-SECTOR

Fighting patrol at Chandpur. Langkamura, Bagalpur (on 9th, 10th & 11th) fighting parties of Muktifouj killed 4 enemy soldiers, one razakar and arrested one razakar & one enemy informer.

Muktifouj also raided Chandarpur area and killed four enemy soldiers (four dead bodies were seen in the morning). Muktifouj again raided isolate defence position at Dalalbari on 1 1th August and killed 5 enemy soldiers.

Two enemy bunkers at Latumura & two more at Lakhsipur were blown up on 12th August. Two notorious collaborators Abul Quashem s/o late Koli Mian of village Chandpur, Kashba & Abu Mian of vill. Saidabad of PS Kashba were executed to death.

NORTH OF COMILLA (NEAR GUM ATI RIVER)

Different ambushes were laid on enemy positions at Atakhara on 12th August killing 14 enemy soldiers. After the last hit enemy tried to collect the dead bodies, but failed. Later enemy collected the same under artillery cover. Alone in this area (near Gumati river) between 12th & 13th August Muktifouj killed about 40 (forty) enemy soldiers (conservative report). Following are the places and figure of enemy dead & casualties given either by raid or ambush. At Koteshwar (12th Aug) one & at Janbari (13th Aug) eight enemy soldiers were killed. At Koteshwar three, at Paikotha two & at Narawra three more were killed.

*　　*　　*　　*　　*

PRESS MATTER & DOCUMENTS

HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (Ops)
17th August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1 Palm Avenue
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio.**

I am sending you a Newsletter vide Memo No. 12 dated 17th August, 1971.

Enclosure　　　　Sd/- Sultan Mahmood

NEWS BULLETIN
COMILLA & DACCA
SHALDANADI AREA

The role of atrocity as committed earlier by the enemy has gone down to a great extent. They are now more conscious of becoming friendly with the villagers. This was reported by an individual who picked up by the Pak Army as route guide. Enemy has gone through a great disaster in this area especially during the last week. On 10th August Muktifouj took different base position as well as in the rear & front of the enemy

position. Due to heavy mortar fire in Shaldanadi square and raid in that area enemy has suffered quite a large number of casualty amounting to approx 60 in 4 days, as a result enemy has spread out their defense in Nayanpur village and Shaldanadi godown area, also at village Manosh. Due to accurate bombardment in vill. Mondabagh one enemy 120 mortar has been demolished and enemy casualty amounting to about 200 (two hundred mostly dead) in one week. Enemy in that area has been completely demoralized and has shifted their gun positions to Brahmanpara. Due to Muktifouj's three most successful ambush in Shaldanadi enemy has stopped in using that route. On 11th August enemy tried a new route to Mondabagh village and returned back in the afternoon. On the way they have collected an individual from village Nagish to guide them. This individual reported deteriorating morale of the enemy. He reported that some of the enemy personnel’s inside the boat were weeping & unwilling to dismount the boat. The others were all very much perturbed about the present situation. It is already reported enemy is no longer in sight, either in Mondabagh or in Nayanpur. Enemy tried to reinforce their position in Mondabagh area on 13th & 14th August & retreated immediately suffering casualties of twenty.

CHITTAGONG SECTOR

On 15th August enemy suffered casualties of 15 dead and 5 injured. In a raid at Chagalnaya 3 enemy soldiers were killed. In another ambush at Mirdhanbazar 12 (twelve) enemy troops were killed.

SYLHET (SOUTH) & BRAHMANBARIA

On 14th August ambushed enemy position in an area Nalua tea garden & killed 7 (seven) enemy soldiers. Six others were injured.

GUERILLA ACTIVITIES IN AND AROUND DACCA

Jute godowns, two in number of Pubali Jute Mills have been burnt to ashes by the guerillas of Mukti Bahini (Narshingdi).

Following three active collaborators have been killed:

1. Mohammad Idris of Ghorashal.
2. Fazlul Haque of Jonardi.
3. Islam Uddin an active dafadar of Rupganj.
4. A number of dacoits have been killed.

One RL and one MMG have been recovered. A huge amount of ammunition was also captured.

The Vice President of all Pakistan Jamat-e-Islam has been killed while addressing a meeting.

The Pachrakhi Bridge which is in between Narsingdi and Dacca road was completely demolished.

Hotel Inter Continental incident (already reported).

Two W. Pak students who were voluntarily serving as razakar were arrested by Mukti Bahini at Rupganj.

SOUTHERN PART OF COMILLA

Between 13th and 14th August enemy suffered 40 (forty) casualties of 30 dead near chowddogram. A Jeep was burnt and 6 were killed on the spot. Fight continued for a long time here. Enemy could ultimately get away with the dead bodies. In other different encounters enemy lost on the same day about 10 other soldiers. On 14th August enemy movements on Trunk road was ambushed and again at Balujhuri bridge enemy position was raided. Enemy suffered casualties of about 15 (fifteen). Enemy position at Chowddogram, Hari Sadarhat and Amongoda was mortarred and suffered ten more casualties.

On 14th night enemy suffered casualties of 12(twelve) dead and five injured. Mukti Bahini raided enemy defense position at Anandpur, JangalBari and Koteshwar and achieved the above mentioned result. Total enemy casualties number in Comilla sector so far received between 13 th and 14 th August is more than one hundred.

PRESS MATTER & DOCUMENTS

Echelon HQ Bangladesh Forces
No. 3012/BDF/GS (1)
18th August, 1971

To: Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13/1, Palm Avenue Calcutta -19

Subject: **Situation Report For Publication in Press and Radio**

I am Sending you a Newsletter vide Memo no. 13, dated 18th August] 971.1 am also sending you a statement contradicting an interview by Havilder Salah Uddin, broadcast by Radio Pakistan on 17th August 1971, at about 1500 hours. The statement can still be of use to Radio Bangladesh. This is a Joint statement by different JCOs and NCOs of Bangladesh Force.

Enclosures-4 (Four only) Sd/-Sultan Mahmood

NEWS ITEMS ON COMILLA, FENI
FENI

On 13th & 14th August Muktifouj almost physically assaulted the enemy troops. The close range daring attack shattered the enemy position. Enemy troops were driven away from their different defense positions. Shwadhin Bangla flags were hoisted on enemy grounds. People shouted Joyous slogans, witnessed the retreat of Pak troops. In an almost hand to hand fight at Saldar & Suber Bazar (Parshu ram p.s.) one officer (Pak) was met with the fatal & absolute fate, the death. Along with the officer fifteen other ranks followed the same path. Enemy suffered casualties of sixteen dead & 6 injured (twenty two in total).

On the western bank of River Muhari from Hij Kalekpur to Gabtali (near Saldar & Suberbazar) enemy could not again escape the disaster. The second thrust went with a piercing force penetrated & bashed the enemy without giving them any chance to hold the ground. Civilians' moral went high. With great spirit people celebrated the victory. Enemy bunkers were destroyed. Huge arms & ammunitions were captured. Enemy suffered twenty casualties of 13 dead (10 Soldiers, 3 Razakars) & 7 injured. Enemy at present is trying to reinforce heavily their defense position. They are carrying some air reconnaissance mission also. Total casualty at Saldar & Suberbazar (enemy) 42 (forty two) between 13th & 14 th August.

Enemy also suffered casualties of four casualties in Suberbazar & Badua on 11 th & 12 th August, one enemy soldier was killed & one was seriously injured due to mine blast at Feni Road (on 12th August). At Suberbazar Muktifouj also recovered 2 miles telephone wire.

COMILLA
NEAR CHOWDDAGRAM & MIARBAZAR

Enemy have lost again two of their officers. At Harimangal Muktifouj opened fire on enemy position, an effective one. They killed two Pak Army officers, one lieutenant & one second lieutenant, six other soldiers had no other choice but to die, total enemy casualty amounting to 12 (twelve) of which 8 (eight) dead & four injured.

On 12th August in a successful raid Muktifouj killed 12 (twelve) enemy soldiers & injured five others. At Katak Bazar Muktifouj again killed 10 (ten) enemy soldiers. Two others were injured.

2 Razakars were arrested from Bakshanagar on 12 August. Near Akhaura at Charnel in an ambush 4 enemy soldiers were killed & 2 others were injured on 15th of August.

SYLHET (SOUTH), BRAHMANBARIA, PART OF MYMENSINGH &DACCA

Muktifouj Commandos eliminated the following collaborators :

* Master Ahmed Ali Khan of village Bagarhat Ps Kapasia, on 5th July, Mymensingh.

* Abdul Baten & Abdul Mannan of vill. Ojli ps Kapasia on 1()'" August, Mymensingh.

*Abdul Wahid of Gafargaon. Mymensingh.

* Two Razakars named Chand Mian and Syed Ali of village Karihata of PS Kapasia on 4'" August, Mymensingh.

* Abdur Razzak and Lukmanur Rahman in village Taragaon Ps Kapasia. They were locals of village Rupganj, Dacca & Pabna District respectively.

*Mohd. Hafizuddin & Abdul Ali of village Taragaon of PS Kapasia. on 23rd July, (Razakars).

* Mohd. Nasiruddin S/O Safiuddin and Abdul Hakim s/o Md. Samiruddin of village Taragaon P.S Kapasia on 25th July.

A LATE NEWS. IMPORTANT

On 28'" July, three launches on the river Shitalakhya, near village Daradaria P.S. Kapasia. were ambushed. These launches were carrying enemy rations. All the launches were destroyed and drowned/sunk.

PRESS MATTER & DOCUMENTS

Echelon HQ Bangladesh forces
No. 3012/BDF/Gs (I)
22nd August, 1971

To : Sadeq Khan
Secretary, Bangladesh Archives
13-1, Palm Avenue
Calcutta-19

Subject: **Situation Report for Publication in Press and Radio.**

I am sending you a Newsletter vide Memo No 14 dated 22nd August 71

Sd/Sultan Mahmood

* * * * *

NEWS
S YLHET (SOUTH), BRAHMANBARIA

Muktifouj's Commandos have recently disrupted and cut off total road communication, between Brahmanbaria-Comilla, Bramanbaria-Akhaura-Comilla. On 18th August Muktifouj demolished road bridge Sultanpur (a big and important bridge). This bridge was functioning as an important connecting element in the line of communication of enemy movement.

* Muktifouj on 18th August demolished two pylons (one lakh thirty two thousand K. V.) in Sylhet district.

* Muktifouj killed one great collaborator Ismail at Bhairab Bazar. Another one Rahmat Ali was severely injured.

CHITTAGONG.

On 18th August Muktifouj arrested complete staff of Rangunia P. S. Staff, including 7 Razakars and five West Pakistani police. They were given death penhalty after summary trial.

* Ex-Muslim league M. P. A. and a prominent Pak collaborator lost his left leg in a grenade action by Muktifouj (at Boakhali).

* One Md. Ismail a prominent collaborator of Fazlul Quadir Chowdhury (a prominent Convention Muslim League leader) was killed in Rauzan.

* Muktifouj hoisted Bangladesh flags at Agrabad area. Gen. hospital, Chittagong College and Hostel and other places in the city of Chittagong. PS. Boakhali, Anowara, Patiya, Satkania were full with Bangladesh flags.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর প্রকাশিত যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত আরো কয়েকটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	………….. ১৯৭১

Pakistan Army expects heavy attack from Muktifouj at any moment. Preparation & arrangements were made for total war. Bunkers are there, too many check posts etc. could not still stop the increasing activities of guerillas. Pak Fouj has further fortified Radio Pak. & Television station & other important places. Walls were raised to double the man height, trees & bushes around these places were chopped off. They have taken all the preparations to trace the mysterious fellows, the Muktifouj.

And what is the reaction among Muktifouj boys?

They are taking it easy! One of the boys said "You know it's sort of little kicks we are giving them! We are enjoying it".

Following are few descriptions of kicks :-

* An ambush was laid in Green Road by Muktifouj. One Pak army jeep was ambushed and four army personnels were killed.

* The freedom fighters of Dacca have raided the Collectorate Office at Mirpur road, Kalabagan. The party caught the West Pakistani police unaware and killed all of them. Enemy suffered casualties of 10 (ten) West Pakistani police.

* On 15th August two power pylons were cut off on Kaliganj Tongi line.

*On 21st August the pylon in the line between Demra to Kaliganj has been cut off (near Rupganj).

* The freedom fighters of Dacca laid an ambush on the river bank at Rupganj. The O.C. of Rupganj was coming along with four Pak army, four West Pakistani police. 2 (two) local police after enquiry against Muktifouj. The boat was hit by energy and the boat capsized. The freedom fighters also opened up with stens & killed all the personnel's.

COMILLA

Latest news from Mandabagh area. Heavy fighting is going on in between Muktifouj & Pak army. Pak army had been trying hard to break through Muktifouj's strong line. Enemy is at the moment trapped in encirclement.

News received lately discloses that between July & 1st August Mukti fouj killed approximately 50 (fifty) enemy soldiers & injured 20 (twenty) others as per conservative statement.

AKHAURA SECTOR

At Nabinagar thana Mukti Fouj ambushed enemy boats carrying enemy troops. Two boats out of the three boats were capsized. 52 (fifty two) enemy soldiers were killed.

During last week at Akhaura sector 56 (fifty six) razakars surrendered with 34 (thirty four) rifles.

FENI (NOAKHALI)

Intensive guerilla activities are going on in and around Feni. On 30th August 30 enemy soldiers were killed and many others were injured in two different encounters. Muktifouj flashed different bunkers, destroyed them & captured razakars & collaborators.

At Kalirhat on 30th August Muktifouj launched an attack on enemy position. Heavy pounding of mortar & L. M. G. fire had a definite effect on enemy moral. Enemy were confused and had to retreat.

Enemy suffured more than thirty five (35) casualties of 25 (twenty five) dead. . One razakar officer named Alamgir was captured. Another Farooq Ahmed a notorious man, who killed many Bengali families at Chittagong, was also arrested.

On the same date in an different encounter at Parshuram with the enemy, Muktifouj killed five enemy soldiers and destroyed three bunker.

COMILLA

Chowddogram & Miarbazar area (south eastern part of Comilla).

19 (nineteen) enemy soldiers were killed at Chowddogram & Miarbazar area in between 26th & 27th August. Muktifouj raided enemy position at Miarbazar and killed seven Pak soldiers, 6 (six) others were injured.

At Harimangal on 27th Muktifouj again raided enemy defense. Enemy suffered casualties of 11 (elevan) dead and 4 (four) injured.

One Pak soldier died at Chowddogram when anti personnel mine blasted. Muktifouj put fire on Munshirhat revenue office. All official documents and other articles of the office have been destroyed.

NORTH EASTERN PART OF COMILLA (NEAR GUMATI NADI)

Enemy has started digging in area Fakirhat and Ragurampur and warned the locals of Majhigacha to be ready for helping the army in taking defense. Enemy has already put a strong defense line to retaliate the Muktifouj's attack. Enemy is trying to reinforce more troops, more fire power. In this sub sector Muktifouj killed 17 enemy soldiers and injured many others, in between 29th & 30th August.

On 29th August about one platoon of regular troops & 2 (two) sections of razakars were proceeding to rail lines, they were then ambushed by Muktifouj at Kalikpur. Enemy suffered casualties of 4 (four) dead & 3 (three) injured.

On the same day killed 3 (three) other enemy soldiers at Charnal while they were going back after looting. Muktifouj ambushed enemy position at Jawapara and Koteshwar on 30th August & killed ten (10) other enemy soldiers.

SHALDANADI AREA

Enemy is trying to take new defense position. However each time Mukti fouj's ready action made it impossible for enemy to make such attempts.

On 30th August enemy tried to dig bunkers near the broken bridge at southern pan of Shaldanadi. Muktifouj opened fire. Three Pak soldiers died and many others were injured. Ultimately enemy had to retreat on 31st August. Enemy again tried to dig bunkers. This time also Muktifouj gave them no choice but to retreat. On the same date later tried to take defense position near Bizna bridge. Heavy pounding of mortar and small arms fire driven away the Pak troops. Three Pak soldiers died in this action.

PART OF MYMENSINGH AND DACCA
MUKTIFOUJ GUERILLA'S ACHIEVEMENTS

* Destroyed Putia bridge between Narsindi, Shibpur, Dacca district on 12th August.

* Ambushed enemy column of launches. 3 (three) launches were destroyed. Date between 7th to 16th August. Enemy troops suffered casualties of 150 killed.

* Clashed with enemy at Daragbari near Nayanbazar (near Mym) enemy suffered casualties 75 to 100 killed. Date between 7th to 16 August.

* While demolishing pylons on evening 7th August, encountered with enemy patrol party (mobile). Mukti Fouj captured 7.62 SMG and 7.62 rifle (China) with 150 Rds.
* Raided Tehsil office at Shibpur and Monohardi and burnt these down.
* On 27th July on Lakhya river near Kanchan burnt & sunk boat carrying Jute.
* On 30th July killed a dafadar of Union Bagatia P. S. Kapasia. He was a great collaborator, Mymensingh.
* On 31st July a launch at vill Ikaria P. S. Kapasia on river Sitalakhya which used to carry rations for Pakistan troops at Demra from Nayanbazar, Mymensingh.
* On 9th August raided Monohardi police station. 21 (twenty one) policemen including O. C. police Station, Abdul Karim surrendered to Mukti Fouj. Weapons captured 15 rifles and 10(X) (one thousand) rounds ammo. Mymensingh.
* Eliminated the following collaborators.
* Main Uddin Sarkar of Baraibari P. S. Joydevpur Dacca dist. on 4,h August Dacca dist.
* Hazrat Ali of vill. Sanda, P. S. Joydevpur on 5th August Dacca dist.
* Siddique (member) of vill. Meghpoobi P. S. Joydevpur. Dacca dist.
* Salam a decoit of Pubali P. S. Kaliganj. Dacca dist.
* Two Razakars of vill of Baira P. S. Joydevpur on 9th August.

COMILLA AND FENI

From 15th To 16th August.

Near Gumati river (around Comilla town) enemy suffered casualties of 55 (fiftyfive), of which 40 (forty) were killed.

Near Akhaura from 15th to 16th Aug. enemy suffered casualties of 13 dead and five injured.

NEAR GUMATI

In an ambush at Jhambari Muktifouj killed 16 (sixteen) enemy soldiers. Several others were injured. Five other enemy soldiers were killed at shawalpur on 16th August. At Fakirhat 200 feet railway line were blown up and a crater of 50 feet wide has been made by four charges.

On 15th Aug. at Koteshwar Pak army lost three of their soldiers to the volley shots from Muktifouj raid party.

Again on 16th August enemy had to suffer 20 (twenty) casualties of 14 dead & 6 injured at Gazipur. Muktifouj ambushed the enemy position and paralyzed their defence.

NEAR AKHAURA

Muktifouj fired on enemy position. 2 enemy soldiers were killed at Kashimpur on 14th August. Railway line at Kashimpur were destroyed.

On 14th August at Kalachara tea garden 28 anti personnel mines were breached.

On 16th August Muktifouj's fighting patrol at Tolaiaimul killed five enemy soldiers. In an ambush on the same date at Guruit 8 (eight) more enemy soldiers were killed. Several others were injured.

NEAR MONDABAGH BAZAR (SHALDANADI)

Muktifouj opened fire on a patrol party of enemy. En. casualty 4 killed. 2 injured.

NEAR CHOWDDOGRAM

At Shashiali 60 (sixty Punjabis) & six Razakars were killed on 27th July (Deep inside Bangladesh). In an ambush 10 more enemy soldiers were killed at Paikpara.

On 14th August one Captain Gardejee was killed when an enemy jeep blasted due to anti tank mine explosion 30 other ranks also died.

NEWS. EASTERN SECTOR
COMILLA
MIARBAZAR, CHOWDDOGRAM SUB-SECTOR

Mukti Fouj ambushed enemy foot column on 2nd September at Miarbazar. 26 (twenty six) enemy soldiers were killed in this action, and injured 21 (twenty one) others. The troops killed & injured were regulars of Pak army. On 3rd August Mukti Fouj killed three Pak soldiers & two Razakars at Shouagazi.

In this sub-sector which covers upto Chand pur, guerillas are constantly making the enemy's ground difficult. Enemy concentrations had been again and again hit and butchered. Many jeeps and trucks (Pak Army's) have been blown and destroyed during last few months. Many Pak Army officers lost their lives.

66 (sixty six) Pak soldiers were killed in an ambush at Chandpur, Shashiali. On 29th August 6 police and nine Razakars were also killed in this action and 12 (twelve) others were injured. One rifle and 50 303 ammo, were captured. On 31st August at Bawal (Chandpur) Mukti Fouj also captured 4 rifles 200, 303 ball ammo. Here Mukti Fouj killed 12 (twelve) Pak soldiers, 10 (ten) others were injured. At Bibirbazar due to anti personnel mine blast, one Pak Army Captain lost his life. News received from deep inside Bangladesh reveals that at Chandpur subdivision Faridgonj P.S. so far from 8th August to 20th August Mukti Fouj killed more 82 (eighty two) Pak soldiers, 74 (Seventy four) Razakars and 30 police. Mukti Fouj inflicted injuries on enemy of more than 100 (one hundred). Big encounter took place at Gazipur where enemy suffered casualties of 30 (thirty) Pak soldies, 14 Razakars dead, 15 (fifteen) others were injured. The incident took place on 19th August. On the same date at Dhanua 19 (nineteen) Pak soldiers were killed and 13 (thirteen) others were injured.

IMP. FENI (NEWS RECEIVED LATE)

August 20 Ulka passenger train blown up near Muhuriganj killed and injured one hundrred including some Pak troops and also drivers.

Chittagong-Feni train is disrupted due to this action. Once truck loaded with arms and ammo, were destroyed near Munshirhat on Feni road. Two Pak soldiers and six (6) razakars were killed. Truck load arms and ammo, were destroyed.

NEWS
SPECIAL COMMANDO ACTIVITIES
DACCA

In Dacca freedom fighters have recently intensified their activities. Activities which made enemy unnerved. Street fight is a daily affair. It is expected that during last one month at Dacca city not less than 7 (seven) officers, 175 (one hundred seventy five) Pak soldiers & West Pakistani police were killed.

In Dholaikhal, the Pak troops after some prior information attacked the place where the freedom fighters put up. Twenty five lorries full of Pak troops came to attack the place. The freedom fighters immediately took position. Mukti Fouj fought & killed 41 (forty one) of enemy troops. Pak troops inflicted casualties of many others. Two of the freedom fighters were injured. Ultimately Mukti Fouj had to withdraw, swimming across the canal.

Next day Mukti Fouj killed 2 (two) Pak soldiers and the Circle Inspector of Sutrapur.

On 22nd August 71 the freedom fighters killed one intelligence branch acting for Pak Army at Munda West Kamalapur.

On 10th August 71 the freedom fighters made a surprise attack on the Razakars in Azimpur area. Killed 4 (four) of them. The freedom fighters captured four 303 rifle & 60 round ammunition.

COMILLA
MANDABAGRNAYANPUR AREA

On 1st September at 1600 hours Mukti Fouj ambushed the enemy position with the help of 3" mortar. The enemy was surprised and even could not reply. A Captain of Pak Army was killed in this action. 16 (sixteen) Pak soldiers and 24 (twenty four) Razakars were also killed in this action at surrounding Chalna area. Mukti Fouj captured one LMG Mk-1. 12 LMG magazine, 4 (four) Mark III rifle, 2 (two) Mark iv riffle, one Magazine Box and seven big wooden boats from the enemy.

At Nayanpur Mukti Fouj destroyed 3 three Bunkers, killed 5 (five) soldiers injured 7 (seven) Pak Soldiers.

(a) Mines M-4 were placed in V-shape in Green Road, opposite to the Staff Quarter. The freedom fighters laid ambush taking position on the roof of the under construction. One army truck (Bedford) ran into the road and clashed into the nearby building. The freedom fighters threw grenades and the truck was destroyed and all the Army personnel’s were killed. After 5 minutes one enemy jeep again ran into the mines. It turned upside down. Muktifouj opened fire. The jeep was totally destroyed. Immediately after another lorry carrying armed personnel’s ran into the mines. The Pak Army also opened fire. The freedom fighters were surrounded, had to find their way through marsh land and retreat. One of the freedom fighters got leg injury.

Enemy suffered following casualties and losses:
(1) 24 (twenty four) dead.
(2) 41 (forty one) injured.
(3) One Jeep & two Trucks destroyed completely.
(b) The record and examination papers in the office of New Model Degree College have been burnt to ashes, in view of disrupting the intermediate examination.

(c) The power pylons between Tongi-Joydevpur has been demolished by the freedom fighters of Dacca.

COMILLA

Further news from Shaldanadi are pouring in. Mukti Fouj laid ambush at Maizkhar (Shaldanadi area) and killed 30 (thirty) Razakars and 10 (ten) West Pakistani soldiers. Enemy also suffered casualties of approximately 20 (twenty) injured.

In another action, Mukti Fouj attacked with mortar support a nearby house where some of the enemy soldiers were staying. The house was blown off.

Lot of hue and cry was heard from inside the house, flames of fire was visible for 15 to 20 minutes and a big bang was heard from inside the house. One bunker (enemy) on railway line also blasted.

The Saldanadi party on 25th July arrested hav. Zahur (a notorious dacoit) and his followers, who were looting & harassing public.

On 6th July 6 enemy infiltrators have been arrested, 14 explosives, 13 hand grenades and bobby traps have been recovered from them.

At Jagannath on 28th July enemy position has been ambushed successfully. Six Razakars have been killed and two injured. By a mine blast jeep was destroyed killing one officer & 6 (six) soldiers

SONABON SUB-SECTOR

In two different ambush on 24th July 26 personnels at observation post & 30 including 7 quisling had been killed simultaneously. The incident took place in Sonabon.

On 26th July at Anandpur due to attack on enemy position three killed & two injured. It is gathered one officer was also killed.

On 26th July in Comilla town Mukti Fouj used mortar at Tarumia. A reonwned collaborator is expected to be killed & one officer injured (these information have been gathered from civilians). Detail confirmed news of the total operation could not be received as yet.

NOAKHALI

As a result of anty tank explosion one enemy Jeep with one officer and other ranks were blown up at 1100 hrs on 26th July 71.

SYLHET SECTOR

The fight against the occupation army in Bangladesh is being intensified hour by hour. Following are the list of actions :

(a) On the night of 26th July guerillas killed notorious Pak collaborators of Chunarughat P .S. under Sylhet district. Six other enemies were also eliminated.

b) A notorious dacoit named Tamai, a collaborators and Razakar has been killed recently alongwith six other collaborators. This incident took place in Balla. This incident made people so happy that they started distributing sweets among poors.

c) On 27th July Mukti Fouj destroyed rly. bridge Daragaon between Satisganj & Srimongal.

d) In an explosion of mine a dodge vehicle of enemy destroyed killing 6 troops.

e) A collaborator Ehsamul Huq, chairman of Saifullah Kandi Union was killed.

f) A bridge at Satgaon has been successfully blown up.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর প্রকাশিত যুদ্ধ ইস্তাহার	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	আগস্ট-ডিসেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH FORCES HEAD QUARTERS, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
AUGUST 15, 1971

1.Intensified activities of Muktibahini have been continuing unabated inflicting heavy casualties on Pak troops, Razakars and their civilian Agents. Their campaign in damaging of bridge telephone lines, power supply, removing of rail lines for disrupting the communications of the Pak army are also continuing throughout the occupied areas in Bangladesh.

2. Reports received here on 14th August from different sectors said that 318 Pak troops have been killed and 73 wounded at the hands of MB. MB have killed 50 Razakars and captured 8 Razakars. At least 13 Pak collaborators were killed by them. They have also captured 42 arms of various types. They destroyed or damaged 5 vehicles used by Pak troops. Besides, they blew away 5 road bridges, 5 Rail bridges, destroyed 5 power pylons and an electric substation. Removed rail line in 5 places and telephone lines in 5 places in the occupied areas. The most commendable activities of the MB may have special mentions. They raided a dacoit party consisting of 21 persons near Derai area in Sylhet district and killed all of them. They also captured one LMG, 8 Rifles, 21 shot guns, 8 grenades and a large amount of ammunitions from them. The people of the locality, who have been feeling to be relieved, praised the activities of MB. Within Dacca city MB raided a check post of the Pak army and killed 5 Pak soldiers. Besides, a jeep of Pak army was blown away due to the mine explosion which was laid by MB. Details of MB activities are given below:-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 8 August MB demolished three power pylons in Badalgachi.

One Pak vehicle was blown-up due to mine explosion laid by MB on road PATNITALA-MAHADEBPUR, killing six Pak troops and injuring three.

MB carried out guerrilla attacks between 18 July to 11 August in Bogra area. They damaged railway bridge between Bogra and Gabtali. They raided Shariakandi Police Station killing one officer and 4 guards. Two army trucks were blown up due to mine explosion laid by MB in this area. They threw grenades on a petrol pump belonging to Pak army at Alitola and army convoy on road Bogra-Rangpur. One goods wagon was blown up due to mine explosion at Sonatala, laid by MB party.

Between 28 July to 30 July MB carried out number of guerrilla attacks in Bogra area. They threw grenades on army jeep on road Bogra-Gabtali killing two Police constables

and four Pak supporters. MB killed three prominent Jamat leaders believed members of Peace Committee Madhya Machhkhkhoria on 10 August.

On 9 August MB ambushed Pak troops near DANIHARI killing two Pak troops and injuring one.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

On 9 August MB raided Razakars HQ SYAMNAGAR and killed three Razakars including a veteran Razakar Mr. MAULANA ABDUL SATTAR. They also captured three Razakars and two rifles.

On 11 August MB captured five Razakars with rifles and ammunitions at CHINDRABAS. The same party ambushed Pak troops at JABANATHPUR Killing three P AK troops and three Razakars.

On 10 August MB killed one Peace Committee member at GODAGARI.

DACCA-COMILLA-CHITT AGONG SECTOR

On 10 August MB exchanged fire with Pak troops in MORBHATALI area and killed five Paks.

On 12 August MB raided Pak troops concentrating in MANDABHAG BAZAR and killed 55 Pak troops.

On 5 August MB raided Pak troops in SATKANIA COLLEG E area where the Pak troops were accommodated and inflicted 40 casualties on Pak side.

On 3 August MB killed a prominent Pak collaborator MR. ABDUL KUAIR, Principal Satkania College. They also demolished a road bridge in the same area.

In the first week of August MB killed 10 Pak collaborators in PATIA area.

On 5 August MB destroyed bridge in MEAHBAZAR. They also raided a camp in the same area and killed three Paks and wounded five.

On 9 August MB fired with mortars on Pak position KOTESHWAR and killed six. They also demolished a railway bridge in the same area. On 9 August MB fired with mortars on Pak troop s in AMARTALI and killed six.

On 7 Aug MB ambushed PAK troops in HARIMANGAL killing two PAKs and injuring three.

On 7 Aug MB ambushed PAK troops in KASBA area and killed three PAKs.

On 9 Aug MB ambushed Razakars in BIJA1NAGAR killing 9 Razakars and injuring three.

On 21 Jul MB killed one prominent peace committee member in BOALIA village.

On 9 Aug MB ambushed PAK troops KAMALPIJR and killed three.

On 2 Aug MB demolished two telephone poles and removed telephone lines both railway and civil at various places between BHAIRAB BAZAR and DACCA in JINARDI Railway Station.

On 26 Jul MB demolished railway bridge in NARAYANGANI area.

On 12 Jul MB party destroyed machinery and portion of building or electric Sub-Station GODNAIL. Due to this action power supply for mills nearby was cut off.

On 4 Aug MB burnt Jute godown of GODNAIL. Approximately three lack maunds jute was burnt. Godown building was also burnt.

Between 30 July and 5 Aug MB carried out the following guerrilla activities in and around Dacca. They demolished road bridges and two rail bridges in this area. A car was blown off due to mine explosion on road Mirpur-Dacca. They raided Pak check post in Dacca killing five Pak troops and injuring four. They destroyed two Pak established shops in Dacca and injured one person. On 30 July MB demolished two electric power pylons in Bannka Sibpur police Station on main grid line Asuganj-Dacca. Due to this action electric supply between Dacca-Ashuganj was disrupted. The same party also destroyed 1000 KV grid line in the same area.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 10 Aug MB removed railway track at three places between Srimangal and Kamal Ganj.

On 10 Aug MB demolished a road bridge on road Kalighat-Motiganj.

On 9 Aug MB killed one Razakar in Alinagar.

On 10 Aug MB exchanged fire with Pak troops in Kanairghat area and killed one Pak soldier.

On 8 Aug MB removed telephone lines between Charkhai-Gopalganj. They killed two Razakars in the same area.

On 11 Aug MB demolished a road bridge near Shamsher Nagar.

On 11 Aug MB ambushed Pak scout and Razakars dressed in civilian clothes in Surma River area and inflicted two casualties.

On 7 Aug MB threw a grenade on army vehicle on the outskirts of Sylhet town & killed three Pak troops.

On July 13 MB raided Pak troops in Tukergaon, south of Comppanyganj killing one officer and 7 other ranks of Khyber Rifles. They also captured one rifle.

On 10 Aug MB clashed with dacoits in Dirai area and killed 21 dacoits. They also captured one light machine gun, eight rifles, 21 shot guns, four grenades and some ammunitions.

MB raided and destroyed house of a Pak supporter in Dirai area.

On 12 Aug MB engaged Pak position Kamalapur. Killing One Pak troop and injuring two.

MB operating in Katiadi, Pakundia and Gachhihata carried out the following guerrilla activities between 20 to 26 Jul. They raided Pak troops in two launches ex Dacca in Dargapur area, five miles South West of Katiadi river killing 40 Pak troops and injuring 45, damaging one launch. They engaged Pak troops in five launches, approximately 500 Pak troops. The fierce fighting took place and lasted for 5 days and inflicted heavy casualties estimated approximately 100 Pak troops suffered. One train carrying Pak troops went over a mine, laid by MB near Gachhihata Railway Station on railway line Bhairab-Mymensingh. Due to this 20 Pak troops, 10 Punjabi Policemen and two engine drivers were killed.

On 25 Jul. MB threw grenades on Police lines Mymensingh. Another group threw grenade on Razakars and houses of Pak supporters. MB destroyed Kotvvali Police Station in Mymensingh. As reprisal for increased activities by MB Pak troops burnt houses of Kalpara near Mymensingh, burnt Tental Bazar, Phulpur and killed people working in paddy fields at Baitamari.

On 11 Augst MB ambushed Pak troops on road Darbasth-Kanairghat killing three Paks and injuring two.

On 10 Augst MB raided Kanairghat and killed 3 Razakats.

On 9 Augst MB killed two Pak supporters in Dilkhusha area.

On 10 Augst MB destroyed two telephone poles and removed telephone lines in various places between Sylhetipara and Mewa. Due to this action telecommunication between Baragram and Selia were disrupted.

MB threw grenade at Beanibazar and killed two Razakars.

On 2 Augst MB ambushed Pak vehicle near Chatak and wounded five. MB engaged Pak troops in speed boats on Surma river on 4 Aug killing two Paks and injuring two.

On 12 Augst MB engaged Pak troops in Goshgaon area killing three Razakars and injuring four.

On 26 Jul MB threw grenades at Mymensingh Petrol pump killing one guard and injuring one.

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
AUGUST 16
WAR BULLETIN

Mukti Bahini have been continuing their activities inflicting heavy casualties on Pak troops. Razakars and collaborators in all Sectors. They have kept Pak soldiers in engagement and thus they are being harassed. Disrupting of communications of the Pak army are also continuing unabated in the occupied areas of Bangladesh.

Reports received here on 15th and 16th August from different sectors show that MB have killed 146 Pak troops including 4 officers and have wounded 61. They have also killed 70 Razakars and captured 14. MB captured 38 arms of various types. They have destroyed 3 Pak vehicles used in carrying troops. 5 Road and Rail bridges have been damaged or destroyed.

The notable features of the achievements of MB are mentioned below:—

On 12th August MB cleared Nabinagar area in Comilla of Pak troops and captured 12 rifles, 8 shot guns, 3 bayonets and large quantity of ammunition.

They have demolished important Railway bridge at Saguni area in Dinajpur district. Due to this Railway communication between Dinajpur-Pirganj-Thakurgaon has been disrupted. The bridge is still out of commission. They also demolished a railway culvert on 12th August disrupting rail communication between Phulbari and Parvatipur.

Razakars are surrendering to the liberation forces in large numbers. They all complain of being illtreated distrusted by the Pakistani authority. They also feel that they are being used as canon fooder by the Pakistan Army.

Details of MB activities are given below:—

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 14 Aug MB raided the house of one Razakar in Ratanpur and killed him. Same day MB ambushed Razakars in Phulbari area and killed nine of them.

On 15 Aug MB ambushed Razakars at Kuhoihat Ferry in Phualbari area and sunk two boats killing 12. They also captured 12 Razakars. On 12 Aug MB engaged Pak patrol in the same area and wounded one.

On 6 Aug MB carried out harassing raid on Kazipara area killing 38 Jamaities and at one place exchanged fire with Pak troops. On 11 Aug one Pak jeep carrying seven troops was blown up due to mines laid by MB killing all its occupants. One civilian bus carrying 33 civilians also skidded in nearby ditch while abiding blown up jeep.

On 6 Aug MB demolished wooden bridge in Dharmapur area.

On 12 Aug MB demolished railway culvert disrupting railway communication between Phulbari-Parvatipur.

On 13 Aug MB ambushed Pak patrol in Hargobindapur and killed three Pak soldiers.

On 14 Aug MB demolished a railway track approximately 40 feet between Hilli and Charkai area. They also killed two Biharis and captured two shot guns from them.

On 15 Aug MB ambushed Pak troops assisted by Pak irregulars in North of Khanpur and in exchange of fire four Pak killed and 12 injured.

On 15 Aug MB exchanged fire with Pak troops in Patharghata area and killed four Paks and they killed two Razakars in Sitaldanga village.

KUSHTIA-JESSORE- KHULNA SECTOR

On 14 Aug MB exchanged fire with Pak troops in Ujjalpur and killed 11 Pak troops including an officer.

MB fired Pak vehicle in Bhomra area on 15 Aug and killed eleven Pak soIdiers/Razakars.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 10 Aug MB raided Pak position Amandanga area and killed Paks including an officer.

On 13 Aug MB fired with mortars on Pak troops in Normane area and inflicted six casualties on Pak side.

On 11 Aug MB demolished six telephone poles and one power pylon between Kasba and Mandabag.

On 12 Aug MB demolished 100 yards of railway track in Kasba area.

On 13 Aug MB threw grenades in house of Dr. Fasiud Karim and Mr. Ghafur Bepari both Pak collaborators in Kaliganj. Due to this Dr. Karim was seriously injured and Mr. Bepari was killed.

On 13 Aug MB demolished approximately 100 feet of railway track in Mandabag area.

On 14 Aug MB raided Pak troops in Mandabhag and killed three Paks.

On 13 Aug MB blew up two electric pylons in Napterhat area.

On 12 Aug demolished 12 telephone poles and removed telephone lines all along between Mandabag- Napterhat.

On 13 Aug MB engaged Pak troops in the same area and killed four Pak troops.

Between 20 to 25 Jul MB demolished gas pipe line at various places between Ghorasal Railway Station and Jinardi Railway Station.

On 31 Jul MB killed two active Pak collaborators in Jinardi area.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 14 Aug MB destroyed road bridge in Hasnabad area near Srimangal. On 13 Aug MB blew up electric pylon in Kalighat area.

On 14 Aug MB ambushed Pak troops on West bank of Lubha river and injured three Razakars.

On 12 Aug MB raided Pak post in Dakshinbag Railway Station killing two Pak troops and injuring Razakars.

On 12 Aug MB raided Sonarupa and killed seven Pak troops.

On 12 Aug one Pak army jeep carrying two officers was blown up due to mines laid by MB on road Juri-Gowalbari. Due to this action these officers were killed.

On 6 Aug MB raided Pak troops and Razakars in Jaykalas area killing one Pak soldier and injuring one Razakar.

On 15 Aug MB removed telephone line between Ahmednagar-Saokuchi.

On 14 Aug MB removed telephone line between Baoramari-Nunni.

On 7 Aug MB threw grenades in Srimangal area killing 12 Razakars and six troops.

On 26 Jul MB killed five Razakars in Dhalai area.

On 30 Jul MB raided Mokabil near Kamalganj and killed 12 Razakars.

On 14 Aug Pak troops clashed with MB at Narainpur and exchanged fire. Pak suffered six casualties in this action.

On 12 Aug MB raided and destroyed house of one Ansar Commander in Kanairghat area.

On 14 Aug MB raided in Dupatilla area and exchanged fire killing three Paks and injuring four.

On 14 Aug MB ambushed Pak patrol in Radhanagar area killing one militia person.

On 12 Aug MB killed two Razakars in Lalpur.

On 14 Aug MB raided Pak post Hana Tilla near Chatak killing two Pak troops.

On 12 Aug MB cleared Nabiganj area of Pak troops and captured 12 rifles, 8 shot guns, three bayonets and a large quantity of ammunitions.

On 14Aug MB ambushed Pak patrol on rood Bijaipur-Birisiri killing one Pak and injuring one.

INFORMATION RECEIVED ON 15 AUG 71
RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

Pak irregulars attacked MB position at Babra and exchanged fire. In this action three Pak irregulars were killed on 13 Aug. The same day MB exchanged fire with Pak troops near Ratnai bridge and killed one Pak troop.

On 9 Aug MB raided Razakar Camp in Kakina area and killed four Razakars. On 10 Aug MB killed four Pak supporters in Damodarpur area and one in Nawabganj and recovered one rifle.

On 13 Aug MB demolished Saguni Railway bridge. The central pier was completely blown off. It is gathered that the bridge is still out of commission disrupting railway communication between Dinajpur-Pirganj-Thakurgaon.

KUSHT1A-JESSORE-KIIULNA SECTOR

On 5 Aug MB blew up Sitlai Railway bridge and on 13 Aug MB encountered Pak troops and Razakars and killed four. MB also inflicted four more casualties while Pak troops/Razakars were evacuating the casualties under covering fire.

On 12 Aug MB ambushed Pak troops in Gangadaspur area and inflicted 15 casualties in Pak side including one radio operator.

MB patrol killed one Muslim League member and recovered one rifle with some ammunition from him on 10 Aug in Barni area. They also killed one Shanti Bahini member in the same area.

Between 9 to 13 Aug MB carried out the following guerrilla activities:-

They burnt the house of Shanti Bahini Secretary at Sirigram. They also killed one Muslim League member in Dhuljuri area. They raided Razakars guarding a bridge in the same area and killed three Razakars, capturing one rifle. They burnt the house of a Muslim League leader in Pandier Bana. They raided the house of a Pak supporter in Kuchigram and captured two guns.

On 12 Aug MB raided Pak position in Jadabpur killing three and injuring five. On another occasion they fired on Pak position in Jadabpur and killed one Pak.

Between 10 and 12 Aug MB killed 20 Shanti Bahini members in Jadabpur, Radabpur Madartala and Madar Baria areas. They also recovered six guns.

Between 1 and 8 Aug MB carried out a number of guerrilla raids in Jessore area. They burnt Moktarpur Post Office and recovered postal stationery and seals. They also killed two Jamaiti members and recovered three guns from them. They fired on 19 Pak troops going in a boat in Uzirpur area killing one soldier and injuring another. They ambushed Pak troops moving in a boat in Panka area and killed six Pak soldiers.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 11 Aug MB fired with mortar on Pak position Koteshwar and killed three Pak troops. They also engaged Pak troops in the same area from close range and killed six.

On 8 and 10 Aug MB raided Pak position Rajapur and fired with mortars. Pak suffered 13 casualties in this action.

On 11 Aug MB raided Pak position Harimangal and inflicted 20 casualties.

On 12 Aug MB ambushed Pak patrol in Shejamura area and killed one.

On 12 Aug one Pak vehicle carrying troops was blown up due to mines laid by MB in Surma area. Eight occupants were killed and few wounded causing complete damage to the vehicle.

On 5 Aug MB burnt one small jute godown at Narayanganj having a stock of approximately 1000 bundles of jute.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 11 Aug MB killed one Pak collaborator in Raghurchak area and on 12 Aug they removed telephone line at three points in the same area.

On 12 Aug MB ambushed Pak patrol near Barlekha area and injured three Pak troops.

On 10 Aug MB raided Pak position Sagarnal and killed six Pak soldiers. On 10 Aug MB demolished a road bridge in MUHAMMADPUR area.

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
AUGUST, 17
WAR BULLETIN

Reports of Mukti Bahini activities received here on 17th August state that MB have killed 173 Pak troops including one Major, One Captain, 2 Officers, 2 JCOs and one Havilder. They have wounded 38 Pak soldiers. 51 Razakars and 25 Collaborators were also killed by MB.

RANGPUR-D1NAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 13 Aug MB ambushed Pak patrol in Singimari area and killed four Paks. They also recovered one rifle with some ammunitions.

On 14 Aug MB had an encounter with Pak troops in Pateswari area killing one Pak troop and injuring two.

On 13 Aug MB ambushed Pak patrol between Nageswari and Gagla killing two and injuring seven.

Between 29 Jul to 31 Jul MB carried out a number of guerilla raids in Bogra area. They raided Shariakandi Police Station and killed the Officer-in-Charge of the Police Station. One Pak army jeep was blown off due to mine explosion laid by MB on road Bogra-Gabtali, killing three Pak troops including an officer and injuring one. They raided Dhunat Police Station killing five police constables and capturing seven rifles and one 12 bore gun. They killed Mr. Mozammcl Haq, Chairman Union Council and also member of Peace Committee Nashipur. They recovered 12 bore guns from Chairman's house and another from Tehsil Office.

On 12 Aug one Pak jeep was blown up due to mine laid by MB near Ganga Prasad killing one Major. One Captain, One Havilder and four Sepoys.

On 14 Aug MB exploded bombs in Jaimanirhat area drawing Pak attention from Independence Day celebration. Immediately one Pak platoon rushed to the site which was ambushed by MB. In this action five Paks were killed and 10 wounded.

On 13 Aug Pak troops burnt houses in Singijhar and Baushmari villages. The villagers from these villages have made to move to Bamanhat Refugee Reception Camp which was established by Paks to receive returnees from India.

On 11 Aug MB raided Pak position in Panimas. Pak suffered eight casualties in this action.

On 10 Aug MB raided Maria and killed four Mujahids.

On 13 Aug MB threw grenades in Dinajpur Police Station and killed three Razakars in Kazipur area.

One Pak jeep was blown up on road Phultala-Thakurgaon due to mine laid by MB, killing two Pak troops on 13 Aug.

On 10 Aug MB killed one Jamaiti leader and four non-Bengali Pak collaborators at Akhanagar Railway Station and Mr. Sakiki Prominent Jamaiti Leader at Harinda.

MB threw grenades on Pak patrol cooking food in Kaitdra on railway track Parvatipur-Phulbari. Pak patrol ran away leaving one rifle and their equipments.

On 14 Aug MB demolished one power pylon on road Thakurgaon-Pirganj.

On 15 Aug MB exchanged fire with Pak troops and irregulars near Bhaturia and killed four.

On 14 Aug MB raided Gopal Nagar killing three Pak supporters. Later they burnt four houses belonging to these supporters.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

MB carried out an extensive guerrilla attacks in Nawabganj on 15 August. They raided Razakar position in Haripur kidnaping nine Razakars and capturing four rifles. They blew up one 30x8 feet bridge in Haripur area.

It is gathered from the reliable sources that Independence Day could not be celebrated due to MB's continuous guerrilla activities from 10 to 14 Aug at Jessore. SSC examination were also postponed due to MB activities. During their guerrilla attack they killed one non-Bengali Pak collaborator in Narangali area. They blew up one power pylon in Faridpur area causing black out in Jessore. They killed three Razakars in Faridpur.

On 15 Aug MB attacked Pak troops in Buriponta area and exchanged fire with them, killing three Pak troops and injuring one.

On 11 Aug MB raided Daltan Nagar Agriculture farm and killed four Razakars. They also blew up culvert in the same area on 14 August.

On 13 Aug MB exchanged fire with Pak troops in Buriponta and Baribanka areas and killed two Pak troops.

On 13 Aug MB ambushed Pak patrol near Bagwan killing two Pak troops and injuring three.

On 13 Aug MB engaged Pak troops in Musadanga area and killed seventeen Pak troops.

On 13 Aug MB ambushed Razakars' area in Bayra killing one Razakar and capturing one rifle.

On 14 Aug MB encountered Pak troops and Razakar's in Kasipur area. In this action two Pak troops, eight Razakars and five Pak supporters were killed.

MB carried out the following activities in Madaripur area from 29 July to 4 August. They removed telephone line between Mahandradi. They burnt the house of one Muslim League member in Kabirajpur. They killed three Razakars in a boat when they threw grenade in it. One Muslim League member was killed in Nagardi.

DACCA-COM ILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 14 Aug MB raided Pak position Ramgarh and killed six Paks.

On 14 Aug MB fired with mortars on Pak position Baganbazar killing five Paks and destroying few bunkers.

On 10 Aug MB raided Pak position Andharmanik killing five Pak troops including an officer.

On 12 Aug MB demolished two power pylons in Takia area.

On 14 Aug MB raided Pak position Chandgazi and killed five.

On 15 Aug MB raided Pak position Debpur killing one Pak JCO and four Razakars. Pak later vacated this position.

On 13 Aug MB ambushed Pak patrol in Jambari area and killed three.

On 14 Aug MB blew up one power pylon between Agadair and Kuti.

On 14 Aug MB demolished 9 feet of railway track South of Kasba.

On 11 Aug MB raided Pak position Madhupur and killed four Pak troops.

On 25 Jul MB killed two Pak collaborators of Saidabad.

On 12 Aug MB killed four Razakars in Alinagar area.

On 11 Aug MB clashed with Pak patrol in Kamalpur area and killed three Pak troops.

On 10 Aug MB raided Pak position Naogaon killing five Paks and injuring one. They also destroyed one bunker.

On 3 Aug MB killed two active collaborators of Nabiganj.

On 12 Aug MB ambushed Pak troops in Lakshmipur killing three Pak troops and injuring nine.

On 31 Jul MB raided Pak National Bank branch at Bajitpur and killed the cashier and guards on duty.

On 5 Aug MB burnt one jute godown in Narayanganj area and killed the Agent of Jute Marketing Corporation.

On 14 Aug MB raided Pak position Chagalnaya killing four Pak troops and destroying two bunkers.

On 14 Aug MB demolished two power pylons in Alinagar. They also raided Pak troops guarding a road bridge in the same area and killed four Pak troops.

On 15 Aug MB fired with mortars on Pak position Koteshwar and killed five Pak troops.

On 14 Aug MB ambushed Pak patrol in Jambari area killing three Pak troops including a JCO.

On 15 Aug MB demolished two telephone poles in Mandabhag area.

On 14 Aug MB raided Pak position Mukundapur and killed two.

On 14 Aug MB fired with mortars on Pak position Harinkhola and Chaurasta killing four Pak troops. They also destroyed civilian houses occupied by Pak troops.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

In this sector MB killed 42 and wounded 19.

On 14 Aug on receipt of information regarding Pak Independence Day celebrations in Kaliganj area three MB Jitter parties fired on the meeting from three directions. Meeting was dispersed in chaos. In this action six Razakars were killed and some Pak Soldiers sustained bullet injury.

On 14 Aug Pak troops and Razakars attempted to raid Karabalalia and exchanged fire with MB party. The raid was foiled due to sudden attack by MB. In this action three Pak troops were wounded.

On 13 Aug MB engaged Pak position Baragram killing three and injuring five.

On 13 Aug MB destroyed two boats in Kangli ferry area.

On 14 Aug MB clashed with Razakars guarding a bridge in the same area and killed one Razakar.

On 14 Aug MB raided Beanibazar and killed two Razakars.

On 8 Aug MB destroyed Golapganj Police Station.

On 14 Aug MB engaged Pak troops in Tanjar area and killed two Razakars.

On 14 Aug MB killed 26 Pak soldiers in an encounter in Kamalpur.

On 14 Aug MB ambushed Pak patrol in Sagarnal and wounded two Pak troops.

On 14 Aug MB hoisted Bangladesh Flag on District Collector's Office and town hall in Sylhet.

Pak troops consisting of 120 occupied Farangapara on the night of 14th Aug.,

On 15th early hours one MB party raided Farangapara and killed two Razakars and injured two Pak soldiers.

On 15 Aug MB occupied Sanibari mission and hoisted Bangladesh Flag.

On 15 Aug MB ambushed Pak troops advancing towards Chalpara and killed twelve.

On 14 Aug MB demolished 90 feet long Follia road bridge on road Gaibanda-Saidpur.

On 15 Aug MB raided Pak position Kamalpur killing eight Pak troops. They destroyed bunkers and huts. They also damaged a civilian bus.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HEADQUARTEAR, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-AUGUST 18

Mukti Bahini have intensified their activities in all Sectors inflicting heavy casualties on Pak troops, Razakar and their collaborators. Engagement and harassments of Pak troops by MB are continuing in all sectors.

According to the reports received here MB have killed 110 and wounded 55 Pak soldiers, 47 Razakars and 11 collaborators were also killed. The MB have captured 10 arms during their operation against Pak troops. They have also demolished 3 road bridges disrupting communications in occupied territory.

Important achievements of Mukti Bahini are mentioned below:—

Mukti Bahini have intensified their activities around Dacca city. They have completely demolished an important road bridge On Dacca-Narsingdi road resulting in disruption of traffic between Dacca and Narsingdi. It may be mentioned that railway communications have already been paralyesed due to the damage of several railway bridges by MB on Dacca-Narsingdi rail line.

Pubali Jute mills at Narsingdi was heavily damaged. Many other Factories around Dacca have been damaged by the liberation forces. MB killed one of the Vice Presidents of all Pakistan Jamat-e-Islam while he was addressing a meeting supporting Pak troops somewhere around Dacca. They have killed some active Pak collaborators in Rupganj, Jinardi and Ghorasal areas.

On night 17/18 Aug MB raided a Pak position at Chutipur near Sharsa in Jessore district and killed 11 Pak soldiers. They captured some arms and one infantry wireless set from them.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 13 Aug MB exchanged fire with Pak troops killing four Pak troops and injuring seven.

On 15 Aug MB killed seven Razakars in Dangapara area and recovered one shot gun. MB raided the house of Pak supporter in Gomnati area and killed two Pak supporters.

On 16 Aug MB ambushed Pak troops in Amdhya Machhkhoria area and exchanged fire. In this action Pak suffered six casualties.

On 14 Aug MB carried out harassing raid on Razakars Camp Jagatpur and exchanged fire killing three Razakars. They also recovered one rifle.

On 14 Aug MB ambushed Pak troops in Bahabal Dighi and exchanged fire killing three Pak troops and injuring four.

On. 16 Aug MB ambushed Pak troops in Kajipara area killing three Pak troops and injuring four.

On 16 Aug MB clashed with Pak patrol in Bahmania area and exchanged fire killing four Paks.

On 15 Aug MB demolished railway culvert between Hilli and Charkai.

On 14 Aug MB raided Rasulbil and killed two Pak collaborators.

On 13 Aug MB demolished road culvert on Farsipara-Atura road.

In an exchange of fire between MB and Pak troops in Harin Mari area on 13 Aug, nine Pak troops were killed and 15 wounded.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

On 13 Aug MB killed two Razakars in Amjhupu area.

On 14 Aug MB demolished two power pylons on road Chuadanga and Meherpur.

On 14 Aug MB ambushed Razakars in Hatpolia area between Nawagram and Chuadanga killing three Razakars. They also recovered four rifles. They also demolished a road culvert in the same area on 14 Aug.

Between 11 and 15 Aug MB killed two Pak supporters in Lebutala area.

On 13 Aug MB ambushed Pak troops in Pantapara and Jiban Nagar area and killed three Razakars.

On 16 Aug MB destroyed the house of a Union Council member in Ghona village and killed one police Dafadar.

DACCA- COMILLA & CH1TTAGNOG SECTOR

During second week of Aug MB killed Vice President of All Pak Jamit-e- Islam party while addressing a meeting somewhere around Dacca.

On 14 Aug MB fired with mortars on Pak troops standing in open area in Chowddagram and killed six Pak troops.

On 12 Aug MB ambushed Pak troops moving in rickshaw in the same area killing one and injuring two.

On 13 Aug MB ambushed Pak troops in the same area and killed six Pak troops.

Three Pak troops were killed in an exchange of fire between MB and Pak troops in Koteshwar area on 14 Aug.

One active Pak collaborator was killed by MB in Rupganj area on 12 Aug.

MB killed one collaborator in Jinardi area on 13 Aug.

On 14 Aug MB raided Pak position Anandapur and killed three Pak troops.

MB raided Razakar camp in Rasulpur area on 12 Aug and killed 5 Razakars.

On 15 Aug MB raided Pak position in Saldanadi and killed five Pak troops.

On 13 Aug MB exchanged fire with mortars on Pak position MANDABHAG killing three Pak troops and destroying one bunker.

On 15 Aug MB exchanged fire with Pak troops in the same area and killed two.

On 15 Aug MB ambushed Pak troops moving in Nalua area and inflicted 10 casualties on Pak side.

On 15 Aug MB killed two Razakars in Mirsarai area.

MB exchanged fire with Pak troops in Saldhar Bazar on 15 Aug and killed two Paks.

On 12 Aug MB burnt one of the Pubali Jute Mills in Narsingdi and caused heavy damage.

On 11 Aug MB killed one Pak collaborator of Ghorasal.

On 11 Aug MB completely demolished a road bridge between Dacca-Narsingdi.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 14 Aug MB raided peace committee meeting guarded by Pak troops in Umargaon village killing two Pak troops and 10 Razakars. They also recovered one rifle, with some ammunitions.

Between 11 Aug to 16 Aug MB carried out guerrilla activities in Sadarpur area. They destroyed ferry in Sadarpur area killing three Pak troops and injuring eight. They also recovered three rifles and some ammunitions.

On 10 Aug MB engaged Pak troops in three motor launches at Paramari Ghat and sunk two launches along with 13 Pak troops.

On 15 Aug Pak troops while moving in motor boats towards Tarapur Ghat was engaged by MB killing seven Pak troops and 12 Razakars.

On 15 Aug MB ambushed Pak patrol in Patrakhaia and wounded two Pak troops. On 15 Aug they ambushed another Pak patrol and inflicted two casualties.

On 12 Aug MB raided Pak positions Pultala killing one Pak troops and injuring three. They also destroyed one bunker.

One Pak soldier was killed in an ambush by MB on 15 Aug in Datiagaon area.

On 16 Aug MB engaged Pak troops attempting to cross into Indian territory in

Jatrakona area killing five Pak troops and made them to withdraw.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-19, AUGUST

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 14 Aug MB fired on Pak troops with mortars at Model High School, Rangpur where the troops are accommodated, inflicted seven casualties on, Pak side.

On 17 Aug MB demolished Nageshwar Bari bridge.

On 16 Aug MB ambushed Pak mixed patrol in Bahmania area and killed six soldiers. They also recovered one 12 bore gun.

On 16 Aug MB fired with mortars on Razakars in Kalahari area and killed three Razakars.

On 10 Aug MB destroyed one power pylon in Naogaon area.

On 14 Aug MB fired with mortars on Pak troops forcibly taking civilians on a pro- Pak procession in Kansat area killing nine Pak troops and 13 Razakars.

On 16 Aug MB demolished road culvert on road Dinajpur-Phulbari.

On 17 Aug MB raided Pak position Ramsagar and exchanged fire. In this action three

Pak troops were killed, two wounded and two vehicles belonging to Pak army were damaged.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

On 18 Aug MB burnt seven jute godowns in Ghahachara area.

DACCA-COMILLA-CpiTTAGONG SECTOR

On 15 Aug MB ambushed Pak troops in Ramgarh area and killed five.

On 15 Aug MB raided Pak position Harimangal and killed Six troops including two officers.

On 12 Aug one Pak supporter was killed and one wounded due to mine explosion laid by MB in Bandua Daultpur area.

On 12 Aug MB removed and brought back approximately one kilometer tele cable in Fulgazi area.

On 14 Aug MB raided Pak position Daldhar and inflicted 15 casualties including an officer. In another encounter in the same area the same day Pak troops suffered five casualties.

On 16 Aug MB ambushed Pak patrol in Nagais area and killed eight. On 15 Aug MB engaged Pak troops in the same area and killed five.

On 15 Aug MB engaged Pak troops in Hamail area and killed three.

On 13 Aug MB raided Pak troops in Katak area and killed five.

On 14 Aug MB ambushed Pak patrol in Bibir Bazar and inflicted six casualties. In another ambush they killed two Pak troops in the same area.

On 14 Aug MB fired with mortars on Pak troops moving on road Feni-Comilla killing five Pak troops and injuring one. Another MB party demolished two telegraph poles and removed telephone lines at various places in this area.

On 11 Aug MB raided Pak position Nayanpur Railway Station and killed 23 Pak troops.

Between 10 and 15 Aug MB killed approximately 10 dacoits in Dacca area. These dacoits were engaged by Pak army in looting and raping villagers in the name of MB.

On 14 Aug MB burnt jute mill of Narsingdi containing 4000 maunds of jute.

MYMENSINGH- SYLHET- MAULVI BAZAR SECTOR

MB threw grenades near Fenchuganj and killed two Razakars.

On 16 Aug MB removed telephone lines between Boarainari and Nanni. They also ambushed Badar Bahini members and killed three Badar Bahini in the same area.

On 17 Aug MB raided Pak position Adiachara and inflicted 10 casualties. On 16 Aug MB ambushed Pak troops in one jeep and killed six Pak troops.

On 10 Aug MB raided Pak troops in Fultola area and killed 6.

On 13 Aug Maj Kamal and two Pak troops were killed due to explosion of mines laid by MB in Dhamai area.

On 16 Aug gas pipe line between Tangatila-Chatak was blown again, due to this there were no light in Chatak on 16 and 17 Aug.

On 13 Aug Pak para military troops burnt 25 houses in Sail area and resorted to looting, raping, and torturing of villagers.

On 17 Aug MB raided Pak position Karitola. In this action two Pak soldiers, one cook and one Pak supporter were killed causing damage to one Pak LMG.

On 15 Aug MB raided Pak position Bakshiganj killing five and damaging two vehicles.

According to a late information MB raided Pak post Bandarkata on 6 Aug and inflicted 20 casualties including an officer.

*　　　*　　　*　　　*　　　*

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
AUGUST, 20

The valiant freedom fighters are earring out their activities inflicting heavy casualties on Pak troops in all sectors of Bangladesh.

Their activities on water ways are also being intensified. It is learnt that MB raided successfully Pak river crafts and destroyed them.

Oil 10th August MB ambushed Pak Convoy of four steamers in Matikata area. One steamer attempting to escape was raided by MB. But the occupants of the steamer which included one officer and 20 men fled away leaving the steamer and its contents. MB collected the contents consisting of 500 boxes of well ammunition and then set fire to the steamer along with the artillery ammunitions.

On 12th August in the same area MB ambushed Pak troops and killed 20 Pak soldiers. On 13th August too, they ambushed Pak troops in this area and killed 16 Pak troops.

It is learnt from report received from Khulna that MB recently engaged in fighting with the Armed Razakars in Terokhada area of Khulna and killed 26 Razakars and injured 7 seriously. The report said that the Armed Razakars were sent from Khulna to Terokhada area by Pak army. They were staying at the Kochcnfu High School. They started looting and burning houses of the local Awami League leaders and workers. They also burnt houses of other people of the locality.

On getting this information the valliant MB came forward to the help of the people and started fighting with the Razakers.

On 17th August MB raided Shamanagar Police Station and killed 2 Razakars and captured two rifles (303) and 200 rounds ammunitions.

On 15th August MB engaged Pak troops moving in launch & killed 30 Pak troops. On the same day in an ambush MB killed 26 Razakars in Kapilmuni areas.

Details are given below:—

On 13 Aug MB demolished culvert in Kamalapokhri area.

On 19 Aug MB damaged road bridge on road Gomhati-Khetkibari.

On 18 Aug MB ambushed Pak troops in Dadul killing six Pak troops and injuring two.

On 18 Aug MB removed 200 yards of telephone line between Raiganj and Nageshwari.

On 15 Aug MB threw grenades in Dalmonihat College occupied by Razakars and Pak troops/Razakar's Independence Day procession. Pak suffered 20 casualties in this action.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

On 15 Aug MB demolished one road culvert and killed one Pak supporter in Bodhkhana area.

On 15 Aug MB fired with mortars on Pak troo^ in Sabdan area killing six and injuring nine.

On 14 Aug MB demolished one road culvert in Pabda area.

MB carried out the following guerrilla activities in Magura on 12 Aug. They killed five Razakars at Nahata and recovered five rifles. They killed three Pak supporters in Pakhuria and recovered one bayonet.

On 15 Aug MB engaged Pak troops moving in launch & killed 30 Pak troops. The same day in an ambush killed 26 Razakars at Kapilmoni.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULV1 BAZAR SECTOR

On 17 Aug MB raided Pak launch in Radhanagar and killed 11 soldiers. .

On 19 Aug one Pak soldier was killed due to mine explosion planted by FF in Pachim Salkona area.

On 12 Aug MB ambushed Pak troops in Matikata and killed 20 soldiers.

On 10 Aug MB ambushed Pak convoy of four steamers in Matikata. One steamer attempting to escape was raided by MB and the occupants of the steamer one officer and 20 men fled. FF collected over 500 boxes of ammunition and set fire to the steamer along with the artillery ammunition.

On 13 Aug MB party ambushed Pak troops in Matikata and killed sixteen Pak troops.

On 12 Aug MB ambushed Pak patrol, killed six Razakars and injuring soldiers.

On 18 Aug MB ambushed Pak patrol Katiamara and wounded two Razakars.

On 16 Aug MB removed 200 yards telephone line in Alinagar area.

FF removed half mile telephone line between Sunamganj-Sylhet.

GUERRILLAS SINK SEVERAL BIG SHIPS
FOREIGN SHIPS WARNED TO LAY OFF

Mujibnagar August, 22, During the last one week the liberation army guerrillas of Bangladesh sank more than a dozen big ships in the various ports of Bangladesh. These ships belonged to different nations including U.S.A., China, Japan and Pakistan. These ships were carrying arms and ammunitions and other strategic materials that were of great value to the Pak Forces.

While details are still awaited, confirmed reports state that the ships include 'Lightening' a Somalian ship and AI Abbas' a Pakistani ship weighing 15,000 tons. This ship costs Rs. 10 crores to build and was launched by Ayub Khan in 1968.

A Spokesman of Govt. of Peoples Republic of Bangladesh said, 'The people of Bangladesh are determined to prevent any material aid to the occupation forces who through genocide, rape, repression and eviction, have been denying 75 million people of their rights guaranteed by the Chartar of Human Rights. Any nation sending their ships in Aid of the Islamabad dictatorship will therefore do so at their own risk."

* * * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT.

AUGUST, 23

Mukti Bahini have intensified their activities on water ways in the occupied areas of Bangladesh. Details report of their guerilla activities on the water ways are given below:-

On August 16 MB carried out operation in Mongla Port. They sank 6 Cargo ships consisting of 2 American, 2 Chinese, one Japanese and one Pakistani ship. These ships were reportedly carrying weapons and ammunition for Pak army. MB captured 2 Pak forest Deptt. launches at Naliyan. MB also captured 8 rifles (303), 2 revolvers and 26 shot guns.

On the same date. 'Lightening' a Somalian ship was sunk. On night 15/16 August MB earned out vehement activities in Chittagong port. They sank AL-Abbas, Pakistani ship of 15000 tonnage. This ship costs Rs. 10 crores to build and it was launched by Ayub Khan in 1968. 'Formosa' another ship loaded with jute products was also sunk by the MB. They sank one large cargo barge alongside jetty no. 13.

On night 15/16 August MB carried out their guerrilla activities at Doudkandi ferryghat on Dacca-Comilla-Chittagong road. The gallant freedom fighters completely

destroyed the ferry capable of taking 8 large vehicles, steamer ghat jetty and pontoon were completely destroyed. Fuel storage and large drums were also destroyed.

Launch ghat pontoons and jetty have been destroyed completely 12 Razakars and police were killed due to the explosion.

On 16 August MB sank 3 ships in Narayanganj harbor. A big coal steamer was also sunk.

Between 7 and 16 August MB destroyed 3 big Motor launches on the Lakhya river and killed 150 Pak troops.

On 18 August MB sank a steamer south of Derai in Sylhet district.

On August 13 MB destroyed Chatul Ferry.

On August 15 MB captured Pak cargo launches and barges from Sachna in Sunamgonj Sub-division of Sylhet district. They captured one cargo launch. Motor tugs 4, barges 16, Motor launch 1 & cargo launch Bausanra. Motor launch being used for escorting tugs, two barges with cement and one with wheat and 5 empty barges on way to Gumghat. Other stores, Electrical goods, food stuff. Besides 3000 mds wheat and 2000 mds rice stocked by Pak army at Sachana was also captured by MB.

On night 19/20 August MB raided Pargpur border out post. Pak troops suffered 20 casualties and 2 bunkers were destroyed.

On 19th August MB exchanged fire with Pak troops in Shamnagar area. Pak troops suffered 16 casualties. Some vehicles of the Pak was destroyed.

From 16 to 18 August MB raided Pak position at Saldanadi Mandabag. Approximately 80 Pak troops were killed in this raid.

On August 19 MB foiled Pak troops' attempt to attack Amalsi. In this engagement 10 Pak troops, 2 collaborators, 8 Pak paramilitary were killed. Amalsi is now under the control of MB.

On August 13 MB threw grenade in Ansar Cainps near Sylhet and killed 13 Pak troops.

On August 13 MB raided Kendua Police Station in Netrokona Subdivision and killed 6 Pak police personnel’s. They captured 13 rifles (303), 2 Chinese rifles, 17 Civilian guns and large quantity of ammunitions. They set fire to PS and 2 houses.

On 18 August one civilian Bus carrying Pak troops was blown up due to explosion of mine laid by MB in ferry area. 19 Pak troops including 2 JCOs were killed and 30 wounded in this incident.

According to delayed report on 17 August MB destroyed a road bridge between Narsingdi and Shibpur in Narayanganj subdivision.

BANGLADESH FORCES HQ. MUJ1BNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT
AUGUST, 24

1. On 21 Aug 71 the Mukti Bahini raided Pakistani positions at KANASTHALA, in the COMILLA Sector and killed 15 enemy troops including an officer.

2. On 16 Aug 71 the Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in area MURADNAGAR in the COMILLA Sector. 30 enemy troops including one officer were killed. In addition 5 Razakars were killed and one was captured. One rifle and some Chinese ammunition was recovered.

3. Martial law authority of the occupied areas of Bangladesh has circulated leaflets asking laborers to join their works. The leaflets have assured the workers that army has been deployed for their security. The leaflets further said that immediate joining will ensure their service.

4. A spokesman of the Bangladesh Jatiya Sramik League said that no Bengali workers have so far reported to their Jute Mills and other factories. The M L. authority has been failed to bring the Jute Mills and other factories in the occupied areas into operation inspire importing workers from West Pakistan, he added. He further said that the Bengali workers are determined to wipe out the occupation army from their motherland.

* * * *

BANGLADESH FORCES HEAD QUARTERS, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-AUGUST, 24

Reports received here today from various sectors of the occupied areas of Bangladesh indicate that MB have killed 84 including one officer and wounded 54 Pak troops during their operation. They have killed 49 and captured 7 Razakars and 8 arms of various types. They have captured a launch including food stuff and other goods for Pak army.

Detailed reports of MB activities are given below:-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 21 Aug MB raided Pak troops in Phultala area killing three and injuring four.

MB exchanged fire with Pak troops on 20 Aug at Belbari area killing nine including an officer and injuring four.

MB blew up 200 feet railway track between Thakurgaon and Ruhee on 21 Aug.

10 Pak troops were killed in an ambush by MB on 19 Aug. Pak troops suffered six casualties and nine wounded when MB encountered with Pak troops in Chakram area on 19 Aug.

On 21 Aug MB raided five houses of Shanti Bahini members and captured one double bore gun. four single bore guns and some ammunitions.

On 17 Aug MB demolished railway culvert disrupting railway communications between Parvatipur and Phulbari. Pak troops suffered four casualties when MB ambushed a patrol party in the same area on 20 Aug.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

On 22 Aug MB party killed three Pak soldiers and wounded five.

On 21 Aug MB ambushed Pak troops in Pragpur killing two and injuring three.

Between 18 and 19 Aug MB carried out successful guerrilla attacks in Jessore area. They killed two Pak supporters in Chandpara area. Two bogies were derailed near Bara Baibatpur and raided Razakars at Mathurapur.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 16 Aug MB sunk two steamers and one big barge with cargo in Chandpur. They also damaged one steamer and destroyed launch ghat and pontoon bridges.

On 18 Aug MB demolished two power pylons and power lines between Sahaji Bazar and Sylhet.

MYMENSINGH-SYLIIET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 19 Aug MB demolished road bridge in Baladmura near Kamalpur killing five Razakars sentries guarding the bridge.

On 19 Aug MB destroyed Bundh North bank Kusiara river near Lakshmir Bazar.

On 20 Aug MB raided Pak post Bijaipur killing five Pak soldiers and destroying five bunkers.

Between 14 and 16 Aug MB clashed with Pak troops near road bridge Dapunir on road Mymensingh-Phulbaria killing 10 Pak troops and injuring four. They also demolished the Dapunir bridge.

MB ambushed Pak troops in Kamalpur and killed one Pak soldier on 20 Aug.

On 21 Aug MB raided Pak location Tantar and in an exchange of fire killed ten Pak soldiers.

Between 14 and 16 MB threw grenades at Pak guard at Akua bridge and killed two.

On 19 Aug MB ambushed Pak troops in Langla and injured two.

On 19 Aug MB raided Pak position Chotalakha near Barlekha killing two Pak troops and injuring two. They also killed one Razakar.

Four Pak troops were killed when MB exchanged fire with Pak troops in Amalsid area on 21 Aug.

On 19 Aug MB raided Pak position in Failapur near Sutarkandi killing two Pak troops and two Pak supporters.

One Pak soldier was killed and two wounded when MB ambushed Pak patrol in Raygran area on 20 Aug.

On 21 Aug MB captured one cargo launch carrying food stuff and other goods from Dacca to Sylhet in Chandpur area. The launch capacity was 125 tons with nine crew and value of goods approximately Rs. 85,000/-

On 19 Aug MB raided Razakars at Jakibbari Bazar and killed 12 Razakars.

On 25 Jul MB raided Malikbari and killed 16 Razakars.

On 26 Jul MB raided Bhaluba and killed four Pak soldiers.

On 27 Jul MB raided Angargara and killed four Razakars.

On 15 Aug MB threw grenade on Police line at Mymensingh killing one Policeman and injuring three.

On 16 Aug MB had an encounter with Razakars in Kakshimpur killing three and capturing seven.

On 14 Aug MB raided Tarakanda Bazar and Razakar board at Tarakanda killing seven Razakars and injuring four. They also recovered three rifles.

On 20 Aug MB removed telephone lines between Haluaghat and Telikhali.

On 21 Aug and 22 Aug MB removed telephone lines between Kamalpur-Bakshiganj.

On 22 Aug MB fired with mortars on Pak speed boat at Chaliapara and damaged the boat.

MB raided on Tantar killing 16 Pak troops and injuring another 18.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-AUGUST, 25

Mukti Bahini have been carrying out their guerrilla operations in all sectors inflicting heavy casualties on Pak troops, Razakars and their collaborators. It is learnt from the information’s received here today that MB have killed 102 Pak troops including 2 officers and wounded 19 Pak troops. 49 Razakars and 6 collaborators were also killed. One Razakar has been captured. They have destroyed or damaged 5 road bridges and removed telephone wire at five places in the occupied areas.

Notable achievements are stated below:

MB carried out operations in Kabalbari, Fetua, Hajipur, Tala and Paikgacha in Khulna district on 14, 15 and 17 August. In these engagements they killed 25 Razakars in Kabalbari, 15 Razakars in Fetua, 3 Razakars and Pak supporter in Hajipur area. It is reported that Tala and Paikgacha have been liberated.

The enemy was driven back from Kheair market and Laksmipnr in Noakhali district on 21 st August.

In an exchange of fire at Noapara in Jessore district on 21st August Pak troops suffered eight casualties and later they withdrew from this area.

MB liberated Ayedpur area on 21st August.

It is learnt that on 8th August a dispute arose between the Punjabi and Pathan troops in Bhurungamari area over a night patrol. A Pathan Captain who sided with the Pathans was arrested by the Punjabi troops.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR

On 15 Aug MB demolished railway culvert and two telegraph poles on railway track Phulbari-Hilly.

On 21 Aug MB demolished road bridge on road Phultala-Thakurgaon.

On 20 Aug MB raided WAPDA officers colony in Kurigram, area and killed three Pak supporters (Officers).

On 22 Aug MB damaged road bride in Kurigram-Lalmanirhat area.

On 20 Aug MB damaged two road bridges in Nageshwari-Dhani Gagla area.

On 22 Aug MB blew up railway track between Ratnai bridge Moghaihat.

It is learnt from the reliable sources that on 18 Aug dispute arose between Punjabi and Pathan troops in Bhurungamari area over night patrol. Pathan captain who sided Pathans was arrested.

On 6 Aug MB demolished two road culverts near Sukhanpukur and ambushed one Pak army jeep near Gabtali and inflicted seven casualties on Pak troops.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

Between 7 to 13 Aug MB carried out number of guerrilla raids in Jhingergacha area. They killed one Pak soldier in Arizpur area. They ambushed Pak troops in Muhammadpur area and killed two Pak soldiers. They burnt Union Council Office and Post Office at Amritabazar and recovered seals and documents.

Five Pak soldiers were killed in an ambush on Pak troops by MB in Kasimpur area on 22 Aug.

Local resistance group and MB carried out the following actions:-

They killed 25 Razakars in Kabalbari area on 14 Aug. They killed 15 Razakars in Fetua on 15 Aug. They also killed one Pak supporter and three Razakars in Hajipur area on 17 Aug. It is also gathered from the reliable sources that Tala and Paikgacha are under the control of MB.

Three power pylons were destroyed by MB on 10 Aug in Ambaria area.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 20 Aug one Pak vehicle was badly damaged between Chagalnaiya-Subhapur due to mine explosion planted by MB.

On 20 Aug MB threw grenade inside two Pak civilian vehicles carrying Pak troops in Chaygharia area injuring two Pak troops, and causing damage to the vehicles.

Three Pak soldiers killed and two wounded when MB raided Pak position Anandapur South on 18 Aug. On 19 Aug again they raided the same place and inflicted five casualties on Pak troops.

On 20 Aug MB ambushed Pak troops in Rangamati area killing 11 Pak troops and injuring three. They also recovered one machine gun.

Two Pak troops were killed in an ambush by MB on Pak patrol in Kanashtala area on 17 Aug.

On 19 Aug MB ambushed Pak patrol in Kanashtala area killing two Pak troops and injuring one. On 20 Aug they raided Pak troops in the same area and killed 11 Pak troops. On 21 Aug again they raided in the same area and killed 15 Pak troop including an officer. It is gathered that Pak troops have been pushed away from Kheais market and Lakshmipur.

On 21 Aug Pak troops encircled MB party in Noapara area and in an exchange of fire Pak troops suffered eight, casualties and later withdrew from this area.

On 17 Aug MB killed Chairman, Peace Committee Elliotganj.

On 16 Aug MB ambushed Pak troops and Razakars in country boats in Muradnagar killing thirty Pak troops including an officer and five Razakars. They also captured one Razakar, one rifle and some Chinese ammunitions.

MB removed 200 yards telephone cable in Ragurampur area on 21 Aug.

On 20 Aug one Pak soldier was killed and one wounded due to mine explosion, planted earlier by MB in Ushampur.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

In Kalighat area on 20 Aug MB ambushed Pak troops killing two and injuring three.

On 21 Aug MB ambushed Pak patrol in Barlekha and injured three Ansars.

On 21 Aug MB removed 200 yards telephone line in Brahman Bazar. It is gathered from the reliable sources that on 21 Aug MB occupied eight square miles around Ayedpur.

On 22 Aug MB raided Pak troops in Rahimpur killing two Pak troops and injuring one.

On 22 Aug one Razakar was killed in Charbangali due to mine explosion.

On 23 Aug MB removed telephone line between Kamalpur-Bakshigonj and Haluaghat- Telikhali.

On 22 Aug MB ambushed Pak patrol in Tantar area and wounded two Pak troops.

On 20 Aug and 21 Aug MB group raided Pak troops in Tangail area killing two Pak troops and injuring four.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
AUGUST, 26.

Mukti Bahini has been maintaining tempo of their Guerilla activities in all sectors. They have inflicted heavy casualties on Pak troops. Razakars and Collaborators.

Some of the commendable and heroic activities are given below: -

1. On Aug 22 two Pak platoons including irregulars attempted to raid MB in Bahmania and exchanged fire. Pak attack was repulsed and they suffered 25 casualties including one Major and one officer of Ansar. Later on, Pak troops withdrew on August 26. One Pak jeep blew up due to mines laid by MB in the same area. 3 Pak soldiers were killed and 2 wounded.

2. On Aug 22 MB raided Pukhuria School occupied by two platoons of Pak troops and irregulars. 45 Pak troops were killed and 15 wounded and caused damage to the school building.

3. On Aug 24 MB ambushed Pak troops in Mirdhyar Bazar and inflicted six casualties. As reprisal Pal troops burnt civilian houses. On Aug 21 MB ambushed Pak troops in the same area killing 7 Pak soldiers and injuring four. The remaining troops set fire to the houses of the locality and then fled away.

4. A portion of Sylhet town is still passing without light due to the destruction of power pylons by MB. On August 15 MB destroyed more 2 pylons between Chhatak and Sylhet.

5. According to a confirmed report about 150 wounded Razakars arc getting treatment in civil hospital at Sylhet. This hospital is heavily guarded by Pak troops.

6. It is learnt that Pak authority has organized a new organisation called 'Eagle Force'. They are carrying operations at Jessore.

7. On Aug 22 MB ambushed 3 Pak patrol boats in Abhaya area. Two boats were sunk and one damaged killing 15 Pak troops

Details of MB activities are given below:—

On 22 Aug MB ambushed railway track repair party at RATNAI and MOGHALHAT killing two Razakars and two workers.

On 22 Aug MB raided Pak supporters in MOGHALHAT area and killed five supporters.

On 17 Aug MB ambushed Pak patrol West Bhurungamari killing one Pak soldier and inflicted five casualties.

Four Pak soldiers were killed when MB raided Pak gun position at Andherijhar Khamar on 18 Aug.

On 18 Aug MB removed about 200 yards telephone cable between Andherijhar Khamar and Lalmanirhat.

On 22 Aug MB demolished Tirnai bridge on track Baroabari.

On 21 Aug MB ambushed Pak troops including irregulars in Badmis area killing six Pak soldiers and injuring four.

On 22 Aug MB ambushed Pak troops and para military force members in Jabarhat and inflicted 10 casualties.

On 19 Aug MB killed one peace committee member at Bara and another member at Bagdhani.

On 22 Aug MB carried out guerilla raids in Bausa area & killed four Razakars and captured two peace committee members. They recovered three rifles and two guns. They also burnt Union Council Office and captured two identity cards belonging to officials of Union Council of Bausa.

On 23 Aug MB exchanged fire with Pak troops in Bidyadharpur killing five Pak soldiers and injuring seven. They also killed one Pak supporter in the same area.

MB carried out an intensive guerrilla activities between 1 and 13 Aug at Faridpur. They killed 20 Pak troops attending Muslim League rally at Kamalpur. They burnt Police Station and Razakar Court at Digh Nagar near Kaolikanda. They killed four Razakars and captured 13 rifles along with a large quantity of ammunitions.

On 21 Aug MB raided Pak post Sikri and inflicted five casualties. On 17 Aug MB raided Shyamnagar Police Station and killed two Razakars. They also captured two rifles with some ammunition.

On 18 Aug MB killed Shanti Bahini Chairman Diara and one Razakar at Kaemkola on 22 Aug.

On 23 Aug MB raided Mirganj and killed five Pak soldiers.

On 22 Aug MB destroyed ferry Bidyadharpur.

On 12 Aug MB killed Muslim League leader Boalia.

It is gathered from the reliable sources that new Pak organisation called, Eagle Force has been organized and is operating at Jessore.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR

On 20 Aug three Pak Vehicles carrying troops blew up in Sonagazi area due to mines planted by MB earlier killing 15 Pak soldiers.

Two Razakars were killed by MB at Madhugram on 21 Aug.

On 21 Aug MB killed 20 Pak troops including Razakars in Sonagazi area.

On 21 Aug MB ambushed Pak troops in Mirdyhar Bazar area killing seven Pak soldiers and injuring four. The remaining troops flew away after setting fire to nearby houses.

On 24 Aug MB ambushed Pak troops in Mirdhyar Bazar and inflicted six casualties. As reprisal Pak troops burnt civilian houses.

On 18 Aug MB ambushed Pak troops in Chandgazi Bazar and inflicted four casualties.

On 21 Aug MB ambushed Pak troops in Debipur area and killed four Paks.

Seven Pak troops were killed in an ambush by MB in Rhajuria area on 19 Aug.

On 20 Aug MB killed three Razakars in area.

On 21 Aug MB shelled Pak position Noapara and killed six pak soldiers.

On 21 Aug MB killed one and wounded another Razakar in Sripur and recovered one rifle.

On 18 Aug fired with mortars on Pak troops in Ramsirabari area killing 8 Pak soldiers and injuring 28.

On 15 Aug MB ambushed Pak patrol in Charnal area and inflicted three casualties.

Eight Pak troops were killed when MB ambushed Pak troops in the same area on 16 Aug.

It is confirmed by authentic sources regarding MB actions at Chittagong on 16 Aug, the ship 'AL-ABBAS' a 15000 tons capacity sunk. Another ship approximately 12500 tons capacity sunk loaded with spare parts for Pak. Two ships same size badly damaged were being supported by cranes. Three large cargo barges also sunk. Unloading and salvage operations is in progress now from the damaged ships.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVI BAZAR SECTOR

On 18 Aug MB demolished bridge on road Chanu-Shamshernagar. They also ambushed one jeep carrying Pak troops in the same area and injured two Pak soldiers.

On 23 Aug MB captured eight country boats of Pak troops at Barni.

On 15 Aug MB destroyed two pylons between Chhatak and Sylhet.

Pylons previously destroyed were under repair now. A portion of Sylhet town is still without light.

According to a confirmed report about 150 wounded Razakars are getting treatment in civil hospital at Sylhet. This Hospital located at Sylhet is heavily guarded by Pak troops.

On 23 Aug MB blew up 80 feet long two piers of Laurbang RCC Bridge. Eight Razakars guarding the bridge ran away when FF opened fire.

On 24 Aug MB removed telephone line between Naukuchi and Ahmednagar and between Haluaghat- Tclikhali.

On 23 Aug MB raided Pak troops in Atgram area and killed three Ansars.

On 21 Aug MB ambushed Pak troops in Sultanpur killing two Ansars and injuring one Pak soldier.

On 18 Aug MB killed two members of Peace Committee at Purbadhala.

On 19 Aug MB raided Atapara Police Station and captured it after three hours of fighting, killing nine Razakars. The Officer Commanding of the Police station

surrendered to MB. Later they destroyed the Police Station. They captured 22 rifles. The same day MB raided Atapara Post Office and destroyed it. They recovered four telephone sets from the Post office.

On 20 Aug MB killed one Pak Convener of Peace Committee and one Secretary of the Peace Committee at Atapara.

On 21 Aug MB raided Chaura Bazar near Bakshiganj killing four Badar Bahini members, eight Pak supporters and one Pak police Inspector.

* * * *

BANGLADESH WAR NEWS. MUJIBNAGAR
28-8-1971

COMILLA SECTOR: OCCUPATION ARMIES' DEATH TRAP

Reports reaching here state that the Mukti Bahini which has geared up its guerilla and commando activities since the advent of monsoon is now also engaging the enemy in direct confrontations. About 4 officers were killed and 3 injured besides 200 ORS as dead in the past few days in various skirmishes with the enemy along the Comilla sector.

Reports also reaching here from our field correspondent adds that on night of 23/24 August the MB commandos completely destroyed the Daudkandi ferry ghat, resulting in total destruction of a ferry capable of loading 8 heavy vehicles. The steamer-ghat jetty and pontoon along with fuel dumps also destroyed. About 12 Razakars and West Pakistani police were killed due to this explosion.

Mukti Bahini is holding an area of about 200 sq. miles in the Saldanadi area for the past two months. Here the Pak occupation forces have received decisive blows at the hands of the valiant freedom fighters. The enemy here has suffered one of the highest casualties recorded so far for a single area. The conservative casualty figure runs well over 1500 men including a good number of officers. The MB casualty is relatively low. With dogged determination the MB will hold this position proud by till last man last bullet.

Reports reaching here from our field correspondents in various sectors of Bangladesh shows that the MB guerillas are operating deep inside Bangladesh. In a recent skirmish with the Pak troops at Tangail, the MB guerillas killed two of them and injured another four. In another incident at Saldar & Suber bazar in Parshuram P.S. belonging to Feni subdivision the Mukti Bahini guerillas launched a daring attack on the enemy. There was hand to hand combat in which the enemy lost one officer along with 15 ORS. The Mukti Bahini after beating back the occupation forces raised the Bangladesh flag amidst cheers of "Joy Bangla", when they saw the remaining enemy running helter- skelter for their lives.

Thus the overall activities is proving the Mukti Bahini to the West Pakistan occupation army as a formidable force.

BY COURTESY
BANGLADESH ARCHIVES
NEWS & FEATURE SERVICE

BANGLADESH FORCES HQ, MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-AUGUST 30

Delayed news received from inside the occupied areas of Bangladesh reveals that seven big ships and two barges were sunk by the guerillas of Mukti Bahini at the CHITTAGONG Port on the night of 15 and 16 August..

1. The sinking of the ships and the consequent dislocation of all works in the Port area unnerved the military authorities to such an extent that Lt. Gen. Tikka Khan visited the Port to see things for himself, on 18 August. He ordered the arrest of the senior naval officer in charge of the Port area and all the sentries on duty at the time of the destruction.

The approach to the Port has been completely blocked by sinking of a barge in the river Karnofuly opposite Jetty number 13. Curfew has been imposed in the Port area.

2. According to delayed reports received here from Dacca, MB raided Pak troops position at Dacca Music College, Sagunbaghicha between 11 and 14th August killing 2 and injuring 5 Pak troops.

3. At night, August 13 Pak army raided teachers quarters of Dacca University within the university campus and arrested 11 senior lecturers of various departments including the Secretary of the Teachers Club of the Dacca University.

4. It is learnt from an authoritative source connected with Dacca University that only 30 students out of more than eight thousand students are attending the classes.

5. In the Psychology Department only one student out of 450 students who happens to be the daughter of Major Forman Ali of Pak army attends the class, it is learnt.

6. Pak army have built up many bunkers on the side of the Railway culverts on the Rail line between Dacca-Mymensingh.

7. At night, August 7 Pak troops raided Motijheel Colony and Dhanmandi residential area and captured about 80 persons. Their whereabouts are not known.

8. Some medicines of urgent need are out of Market at Dacca.

Sd/Illegible
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT.

WAR BULLETIN—AUG 30

Mukti Bahini is intensifying tempo of their guerilla activities in the occupied areas of Bangladesh. They are taking heavy toll of lives of Pak soldiers. Guerilla activities on waterways have also been intensified.

Reports received here today from various sectors indicates that 146 Pak soldiers including one officer were killed and 73 including 3 officers wounded by the MB during their operations in the occupied areas. They have also captured a Pak soldier.

46 Razakars have been killed and 26 including 21 policemen captured by MB. They have captured 34 arms of various types during their operations. They have destroyed road bridge in 4 places, rail bridge in 2 places, telephone poles in 2 places and removed rail line in 2 places and telephone line in 4 P laces.

Information of fighting between a Punjabi Major and a Baluchi Captain has been received here. According to the information, on 8th Aug one Punjabi Major and Baluchi Captain fought over sharing of booty and then disagreement spread among troops resulting in clash between Baluchis and Punjabis. In this clash Punjabi side 65 killed and 45 wounded and Baluchi side 10 killed and 6 wounded.

According to another report MB raided Monohordi Police Station on 9th Aug and captured 21 police personnels including the officer commanding. They also captured 15 rifles. In this area MB ambushed a Pak army patrol on Aug 10 and inflicted 2 casualties on Pak troops' side.

Rail communication between Latu and Sorlekha in Sylhet dist. was disrupted due to the demolition of a railway bridge in Chargran area by MB.

It is further learnt that most Pakistani businessmen in Dacca find it difficult to carry on their activities due to the actions of MB and they have started leaving Bangladesh for their home in West Pakistan after closing their shops and establishments.

Non-Bengali supporters of Pak army in cities and towns in the occupied areas do not come out of their houses in the evening due to the fear of MB. Their morality has come down.

RANGPUR - D1NAJPUR RAJSHAHI SECTOR

Two Pak troops were killed and several wounded when MB raided Mugalhat on 16 Aug.

On 16 Aug MB raided Razakars in Chararhat area killing two Razakars and injuring seven.

Four Pak troops were killed on 17 Aug in an ambush by MB on Pak troops in Rampur area.

Pak troops suffered five casualties when MB raided Ranishandhail on 17 Aug.

On 17 Aug MB raided Pak position Charadangi and killed two Pak soldiers.

On 17 Aug MB ambushed Pak troops and irregulars near Gouripur killing three Pak troops and injuring two.

MB blew up railway track between Adamdighi-Bharatpur on 10 Aug.

On 9 Aug MB raided Adamdighi Post Office and killed five Razakars. They also recovered two rifles, two 12 bore guns and four telephone sets.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR

Four Pak troops were killed and three wounded when MB raided Pak troops guarding Sardah road junction on 5 Aug.

On 15 Aug MB raided Lalpur Police Station and killed one Razakar. They also recovered one rifle.

MB ambushed Pak troops at Ramnagar on 16 Aug killing six Pak soldiers and injuring three.

On 15 Aug MB captured five Razakars, recovered one single bore gun in Bangladesh area.

One road bridge near Jagoti on road Jessore-Giougacha was destroyed by MB on 15 Aug.

MB blew up two telephone poles in Chougacha area on 15 Aug.

MB killed 26 Razakars on 4 Aug at Taraichara.

DACCA-COM1LLA -CH1TTAGONG SECTOR

One jeep carrying four Pak army officers blew up due to mine explosion on 15 Aug in Sonagazi area killing one officer. The remaining three of them seriously injured.

Five Pak troops were killed and one captured when MB raided Pak Razakars in Basantpur area on 15 Aug.

On 16 Aug MB raided and killed two Razakars in Bagher area. On 17 Aug MB ambushed the Pak troops in Sasidal area and killed twelve Paks. In another ambush in the same area on 16 Aug they killed four Pak troops.

On 16 Aug MB demolished 100 feet railway track in Kotna area.

On 16 Aug MB killed two active Pak collaborators of Chandla Sough.

On 16 Aug MB ambushed three Pak boats carrying rations in Nayanpur area and killed 10 Pak troops. One boat was badly damaged.

Between 8 and 25 Jul MB killed 12 active Pak collaborators in Kapasia Police Station area.

On 28 Jul MB ambushed two launches carrying rations for Pak troops in Lakhya River. The launches were destroyed and sank in the river along' with the rations. In another raid on 31 Jul MB destroyed one motor launch in Lakhya River carrying rations for Pak troops.

On 9 Aug MB raided Monohardi Police Station. In this action 21 police personnel including officer commanding were captured with 15 rifles and a large quantity of ammunitions. In this area on 18 Aug MB ambushed Pak Patrol and inflicted two casualties. They also demolished two telephone poles.

On 28 Jul MB raided Nabiganj Police Station and recovered one radio set capable of communicating over 100 km.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVIB AZAR SECTOR

On 11 Aug MB destroyed a bridge on road Shamsher Nagar-Kurmachara.

On 18 Aug MB demolished railway bridge in Chargram area. Due to this railway communication between Latu-Barlekha was disrupted.

On 17 Aug MB ambushed Pak troops in Chotalekha killing two Pak troops and injuring three.

On 17 Aug MB destroyed a road bridge in Silua area.

On 13 Aug MB raided Alinagar and killed one Subedar and two soldiers.

On 11 Aug MB destroyed a road bridge in Palki near Kulaura.

On 12 Aug MB removed telephone line in Shamshernagar.

On 13 Aug MB captured three motor tugs six barges in Sunamganj. They also captured fourteen crews.

On 18 Aug MB removed telephone line between Ahmednagar-Kunni.

On 18 Aug MB group engaged Pak troops while crossing river near Dhalapara killing one Pak troop and injuring two. On 17 Aug the same group raided Pak troops in Dhalapara area and wounded 5.

On 17 Aug MB raided Pak troops in Kamalpur area and inflicted three casualties.

On 15 Aug MB fired with mortars on Pak troops at Noakuchi killing seven Pak troops and injuring four. They also damaged one barrack.

On 18 Aug MB raided Ansars in Kanairghat area and killed two. On 18 Aug MB ambushed Pak patrol in Dilkhusha killing one and injuring two.

On 18 Aug MB raided Razakars in Baramari killing three Razakars and injuring three.

On 15 Aug MB demolished 30 feet long RCC bridge at Kudaldhar on road Phulpur-Mymensingh.

On 16 Aug MB clashed with Razakars in Tarakanda killing five and injuring seven. They also captured three rifles.

On 19 Aug MB raided Pak position at Tantar and wounded some Pak troops.

Sd/-Illegible
P.R .0.
Bangladesh Forces

BANGLADESH FORCES HQ. MU JIB N AGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
AUGUST 31

Activities of Mukti Bahini have been continuing unabated in all Sectors in the occupied areas of Bangladesh inflicting heavy casualties on Pak troops. Razakars and collaborators. According to the information received here to-day from various Sectors MB have killed in three days from 26th to 29th August more than 102 enemies including veteran Pak collaborator Mr. Fakhruddin Ahmed ex-Revenue minister and Secretary Provincial Muslim League of Bangladesh. Of the 102 enemies 61 are Pak troops, 15 Razakars and 26 are Pak collaborators. During this period MB wounded more than 40 Pak troops. Mr. Fakbruddin hails from Myemensingh district.

On August 29 MB raided Razakars guarding RCC road bridge in Badhikhali area in Mymensingh. 4 Razakars were Killed and 7 wounded. Bridge was damaged and recovered one Rifle. On August 28, they removed telephone line between Bakshiganj-Kamalpur in the same district disrupting tele-communication between the above places. MB raided Nalitabad in Mymensingh district on the same day and killed 3 Badar Bahini. On August 28, MB raided Berigaon area. There was a heavy fighting between MB and Pak troops which continued till late 29 August.

In this action MB killed 8 Pak soldiers and wounded 15. On August 27, MB raided Ranamati near Phulbari in Mymensingh district and killed 15 Pak soldiers. They also raided Pak position Kamalpur and inflicted 11 casualties on 26th August.

In Sylhet district MB ambushed Razakars patrol in Lamukta on August 28 and killed 3 Razakars. On August 27 MB ambushed Pak troops near Manu in Sylhet and inflicted 5 casualties. On the same day MB raided Razakar patrol party 3 miles North of Tamarjuni and inflicted 6 casualties. They also recovered 2 Rifles from them. They ambushed Pak patrol in Kanairghat on August 27 and wounded 3 Pak troops. Two Pak soldiers were killed and one wounded when MB ambushed Pak troops moving in boat in the same area. On August 26 on the same day one Pak jeep was blown up due to mine explosion planted by MB on road Zakiganj-Atgram. Due to this 2 Pak soldiers were killed and 3. Wounded causing damage to the vehicle. On the same day they removed telephone line near Shamshernagar disrupting tele communication in this area.

In Noakhali district MB ambushed 15 Pak civilian vehicles carrying supplies for Pak troops in Feni-Belonia area on August 27 and damaged almost all vehicles. They apprehended 2 Pak supporters. On August 25 they demolished a road bridge near Hasanpur in the same area and disrupted road communication between Feni-Belonia.

On August 26 MB raided Pak troops guarding a bridge in Sonaichhari area in Noakhali and killed one Pak soldier and 2 Razakars.

In Comilla district, MB raided Pak troops in Mandabag area and inflicted 5 casualties. On the same day they raided Bibir Bazar and killed 2 Pak troops. On August 26 MB

ambushed 4 Pak country boats in Shonirhat area and damaged badly 2 boats. Pak troops suffered 10 casualties in this action.

In Dinajpur district MB raided Pak position Halibanda on August 27 and inflicted 2 casualties. On August 25 MB raided Razakars position in the same area inflicting 14 casualties. They also captured 8 Razakars with 15 Rifles. On August 28 MB raided Pak position in Bhurangamari in Rangpur district and inflicted 2 casualties.

On August 27 they destroyed railway track in Nakurgachhi in North Bengal. On the same day MB fired Pak troops position at Darpul and inflicted 3 casualties. On August 26 MB demolished road culvert and disrupted road communication between Phultala- Bhaoanipur in North Bengal. On the same day MB raided Pak position in Dangerhat area and killed 2 Pak soldiers and wounded 4.

In Kushtia district MB killed Peace Committee Chairman on August 27 in Pataldanga.

6 Razakars were killed and 3 wounded when MB raided Barinagar in Jessore district on August 25. They also recovered 2 Rifles.

Sd/Illegible
Public Relations
Officer

Bangladesh Forces
31st Aug 71.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES HQ. MUJ1BNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN-SEPTEMBER-01

Mukti Bahini have been carrying out extensive guerilla activities all over Bangladesh. They have inflicted heavy casualties on Pak troops, Razakars and collaborators.

Some of the commendable activities are mentioned below: -

(1) MB liberated Lebutola, Hashimpur and Raipur in Kushtia-Jessore -Khulna Sector and hoisted Bangladesh Flag between 14 to 24th August.

(2) They have destroyed Chuadanga Police Station on August 25. They also ambushed Pak troops in the same area on August 28 and inflicted 2 casualties.

(3) They have disrupted tele communication between Comilla and Feni by demolishing three telephone poles in Jagannath Dighi on August 26.

(4) MB raided Pak position at Kasba in Comilla district on August 27 and inflicted 20 casualties. They also destroyed two bunkers of the enemy troops.

(5) On August 30. MB exchanged fire with Pak troops in Berigaon area in Mymensingh district and killed 4 Pak troops.

(6) On August 28. MB raided Badar Bahini Camp in Islampur in Mymensingh and killed 8. They also captured 4 hundred maunds of jute.

(7) MB raided Razakars Training Camp in Laimonirhat Air field in Rangpur and killed 7 Razakars. They also raided some area of Pak Posts guarding railway bridge. They raided Pak troops and the Pak troops deserted the post. Later MB demolished the bridge. On August 26. they raided Pak troops on road Nageswari-Raiganj killing 10 Pak soldiers and injuring 4.

(8) On August 27 MB blew up 70 ft. railway track between Bhawanipur and Jharbari on rail line Dinajpur and Biral in Dinajpur district.

Sd/illegible
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

1st Sep, 71.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 20

Extensive MUKTI BAHINI guerilla activities continue in different sectors of Bangladesh.

In last few day's operation the MUKTI BAHINI killed as many as 104 Pak troops and injured 57. They have also killed 60 Razakars, 12 Policemen and 5 collaborators during the same time.

SOME OF THE MAJOR OPERATIONS

On August 28th in one of most daring mine planting and ambush right in Dacca city, the MUKTI BAHINI blew up 2 army trucks and 1 jeep. In the action at least 24 Pak troops and Razakars were killed and 41 injured.

Between August 24th and 27th the MUKTI BAHINI killed 9 Pak troops, 12 Razakars and 9 Policeman in LAKSAM area in Comilla district.

On August 28th, MUKTI BAHINI sunk 5 country boats in BRAHMAN PARA and SALDANADI areas killing 23 Pak troops and Razakars including 1 officer.

In Sylhet district MUKTI BAHINI raided Pak troops in FULTOLA areas on August 26th killing 3 and injuring 10. They also destroyed several enemy bunkers.

On August 28th , heavy exchange of fire between Mukti Bahini and Pak troops in LATU area of Sylhet resulting 5 casualties of Pak troops.

On August 25th 4 train boggies were derailed due to mine explosion laid by MUKTI BAHINI in JURI area of Sylhet district. In another mine operation on 22nd August, MUKTI BAHINI below up 1 army truck in Maulavi Bazar area. At least 6 Pak troops were killed and several injured. .

On August 29th, MUKTI BAHINI raided Pak troops position in KAMARSAIL and injured 5 Pak soldiers.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi MUKTI BAHINI ambushed Pak patrol near Rajshahi on August 29th and killed 6 of them.

On 30th August MUKTI BAHINI raided Pak troops in BHOTEMARI and killed 5. On the same day MUKTIBAHINI ambushed Pak troops in DANUR area and killed 3 Pak soldiers and injured 4.

During the period MUKTI BAHINI destroyed 50 enemy vehicles and captured a large quantity of arms and ammunition. They have also destroyed several Key-bridges to immobilize the enemy troops.

During the period 42 Razakars surrendered to Mukti Bahini in Sylhet district.

Sd/Illegible
Public Relations Officer
2nd Sep. 71.

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT-WAR BULLETIN
SEPTEMBER 03, 1971.

Guerilla activities of Mukti Bahini have been further geared up in the occupied areas of Bangladesh.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector, freedom fighters raided Pak troops position at Bhotemari and inflicted 4 casualties. The Mukti Bahini launched vigorous attacks on Pak troops position at Amarkhana and Jogdalhat with mortar fire and inflicted heavy losses. In these attacks 51 Pak soldiers were killed and 13 injured.

In Jessore-Khulna Sector, the freedom fighters carried out a series of raids at Panighat, Karamar, Paschimbagh and Shampur and killed one officer and 20 Pak soldiers. The Mukti Bahini suffered one casualty.

In Dacca-Chittagong-Comilla Sector, the Mukti Bahini continued their offensive and raided enemy positions at Durgapur, Chhagalnaiya, Lodagaon and Suhagpur killing 15 Pak soldiers. 3 enemy bunkers were also destroyed. The guerillas also attacked Pak

troops at Monohardi killing 12 enemy soldiers. One railway trolley was successfully ambushed on Dacca-Brahmanbaria route killing one army officer and 5 soldiers.

In Sylhet-Mymensingh Sector, the Mukti Bahini engaged Pak troops at Putiacherra. Jagada and Bandarkata. In these clashes 9 Pak soldiers were killed. One enemy vehicle was blown up at Birisiri by mines laid by guerillas. Two enemy soldiers were killed and the vehicle completely damaged.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces
3rd Sept. 71

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT.
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 04

The valiant freedom fighters of Bangladesh have significantly stepped up their activities on all fronts and killed more than 250 Pak soldiers including 2 officers during the last two days. As a result of these successful attacks a number of important locations have been cleared of occupation troops. They severely dislocated communication system has been further disrupted by the blowing up of railway lines and destruction of bridges in several places.

In a series of attacks in the Eastern front, Muktibahini guerillas engaged Pak troops at Dariapur, Ballavpur, Kusadanga, Miabazar, Kalikapur. Koteshwar, Mirpur, Guthuma and Maizkhar and killed 60 enemy soldiers and injured many others. Freedom fighters also launched mortar attacks at Nayanpur and Sashidal killing 36 Pak soldiers. In two successful ambushes, freedom-fighters sunk 12 boats at Sanirhat and Nagais killing 50 Pak soldiers. One enemy truck was blown up in a mine explosion at Assampara killing 3 Pak soldiers.

In the northern sector the railway track between Sagni and Bocbagaon has been blown up dislocating rail communication. A Pak army jeep was blown up in this area killing one officer and four soldiers. In another mine explosion at Pillakandi, a truck was destroyed and 7 other Pak soldiers killed. Heavy fighting has been reported from Beri- gaon and Tengratilla where 33 Pak troops were killed. In another encounter at Akhashri 22 Pak soldiers have been killed. In a daring attack on Pak camp at Ulipur, the freedom fighters inflicted 20 casualties and caused heavy loss of equipment.

In the western sector Muktibahini guerillas launched a daring attack on the severely guarded Thakurgaon Airport and killed 2 Pak troops by throwing grenade in the control room. A Pakistani jeep was blown up by mine explosion at Boardi killing one officer and 5 soldiers. Muktibahini guerillas have also dislocated railway communications between

Parbatipur and Saidpur by removing rails. In Kushtia-Jessore Sector. 7 Pak soldiers were killed in an ambush near Bara Achra.

According to reliable information the conflict between Pathan and Punjabi soldiers has further aggravated. At Khadimnagar Camp in Sylhet, there was a severe clash between Pathan and punjabi troops over distribution of looted properties resulting in injuries on both sides.

Sd/- Illegible
Public Relations Officer
4th. Sept ,71.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 05

The valiant Mukti Bahini have been launching their guerilla activities in all fronts in the occupied areas of Bangladesh. According to the information received here to day from various Sectors they have killed 113 Pak troops and wounded many. . They have also killed 32 Razakars and 14 West Pakistani Policemen. MB sunk 3 boats carrying Pak troops during their extensive operations.

In Rangpur, Dinajpur and Rajshahi Sector Freedom fighters ambushed Pak troops at Khajanpur, Baldia Pukur. Bharater Chora, Jamalganj and Bahanpur and killed 28 Pak troops. They also killed 15 Razakars in this Sector. Freedom fighters blew up one enemy truck by planting mine in Purba Shampur area killing 6 Pak troops. They also disrupted communication system between Parvatipur and Phulbari by destroying rail truck between these two places.

Atrocities and looting by Pak troops have also been reported from this Sector. Recently Pak troops encircled Kundan Market and launched firing on civilians & Killed 21 civilians and injured 35. Later they looted shops in this market.

In Kushtia-Jessore-Khulna Sector, the freedom fighters raided Darsha near Sitalai and exchanged fire with the enemy troops killing II Pak troops. They also burnt telegraph office at Darsha dislocating telecommunication system in this area.

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector in two successful ambushes MB sunk 3 boats carrying Pak troops and West Pakistani Police at Rupganj near Dacca and Chandrapur killing 30 Pak soldiers and 4 West Pakistani Policemen including the O. C. of Rupganj. They sunk 3 boats one on the Sitalakhma river and two at Chandrapur. Besides in two successful raids at Mirpur near Dacca and Chandrapur they killed 10 West Pakistani Policemen and 10 Pak soldiers respectively.

In a series of attacks in Mymensingh-Sylhet-Maulavi Bazar Sector, MB engaged Pak troops at Sagarnal, Bhoga, Karimpur, Kuarsail and Nalitabari killing 21 Pak soldiers and 18 Razakars.

One enemy truck and one Pak army jeep was blown up in mine explosion at Karamnagar and Juri Barlekha respectively killing 10 Pak troops. Besides 3 Pak soldiers were killed at Bhiga area due to mine explosion laid by MB. They also ambushed Pak troops at Nalitabari and killed 12 Pak soldiers. They also damaged Dewanganj police Station. They captured one Stengun and one Rifle during their raids in this Sector.

Sd/Illegible
Public Relations Officer
Bangladesh Forces
5th Sept. 71.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPT 9.

The heroic Freedom Fighters have stepped up their vehement guerilla activities in all sectors in the occupied areas in Bangladesh inflieting heavy casualties on the occupation army.

Reports of guerilla activities reaching here from different sectors reveal that Mukti Bahini have killed 242 enemies including 114 regular Pak soldiers during the period between 31st August and 4th September.

Reports of guerilla activities reaching here from different sectors reveal that Mukti Bahini have killed 242 enemies including 114 regular Pak soldiers during the period between 31st August and 4th September.

Mukti Bahini have intensified their guerilla activities in and around Dacca. They have launched guerilla operations in Sutrapur. Azimpur, Dholai Khal areas in Dacca city inflicting 50 causalities on the enemies including 4 PAF Provost men and Circle Inspector of Sutrapur. They also recovered 3 Rifles and some ammunitions from Azimpur area.

It is learnt that due to intensified guerilla activities in the city Pak Military authority have started personal search on the important points of streets in and around the city.

In Dacca-Comilla-Chittagong sector Mukti Bahini successfully engaged enemy troops in Bibir Bazar, Koteshwar, Charnal and Phanchora killing 18 Pak troops. They also ambushed 2 boats carrying Pak troops in Chanda area killing 25 Pak Troops and injuring 20. The boats were destroyed.

In the same sector they raided enemy positions at Mianbazar, Pake. Rangamatia, Nayanpur and Chandla and killed 28 Pak troops.

According to a delayed report from Chittagong the daring Marine Commandos of Mukti Bahini sunk another foreign ship and one tanker in Chittagong outer anchorage.

In Munshirhat area one enemy truck was blown up due to mine explosion. Three Pak troops were seriously injured.

In Mymensingh-Sylhet sector the valiant Freedom Fighters ambushed enemy positions in Goalbari, Kodailkathi, Kamalpur. Narayan Khola, Sribordi, Atgrana and Joyontipur killing 30 Pak troops and few Razakars. They destroyed important road bridges at Charghai, Panchgao and Jugil disrupting road communications of Pak army in these areas.

According to delayed report Pak troops with air support attacked Mukti Bahini position at Akhasri in Mymensingh District. Pak aircrafts dropped bombs and twice straffed the area. Mukti Bahini faught for 32 hours before withdrawing to a safer zone. During the encounter Pak soldiers suffered 23 casualties including a Major and a few Razakars were also killed in the action.

In Sylhet area one Pak army truck carrying Pak soldiers was blown up due to mine explosion by the Freedom Fighters on Sylhet Bishwanath road killing all its occupants.

Mukti Bahini raided enemy position in Bhurungamari area in Rangpur district on 2nd September and killed 10 and wounded 15 pak troops. They also raided enemy position at Lahiri, Khanjanpur, Chilihati, Hati Banda, Jagdalhat, Perulia, Sakati and Amarkhana in Rangpur-Dinajpur-Rajshahi sector killing 15 Pak troops and 20 Razakars. In a number of ambushes in Mukundapur and Chilahati Mukti Bahini killed 6 and wounded 6 Pak troops.

The Freedom Fighters encountered Pak troops in Dhulanighat area in Kushtia-Jessore-Khulna sector and compelled the enemy troops to fly away from the area after suffering 5 casualties. It is learnt that the occupation army raided this area and indulged in looting. On being informed of it the freedom fighters rushed to the rescue of the villagers.

Sd/Illegible
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES HQ.
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 8. 1971

Tremendous Commando operations are being conducted in the different Sectors of Bangladesh by our valiant Freedom Fighters. According to reports received here to-day from different sectors. Mukti Bahini killed as many as, 119 Pak troops.

Some of the significant operations are as follows :

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector, Mukti Bahini performed daring Mine operations in Bibir bazar in Comilla district, Nagalkot and Moharigonj. Feni killing 3 Pak troops including one Captain. In Bibir Bazar area one Pak Army jeep was blown up due to the explosion of mine. They ambushed country boats carrying Pak troops in Barai inflicting 4 casualties on Pak troops and causing damage to the boats. They engaged Pak troops in Bhiti Daudpur, Rupa, Jadisar, Noapur Bazar and Matua killing 24 enemy soldiers. They also ambushed one Pak vehicle in Dacca area and killed 7 Pak soldiers causing damage to the vehicle.

In Mymensihg-sylhet Moulvi Bazar Sector Mukti Bahini raided Pak troops in Nawagram Kudail, Chalpara, Sherpur and Natun Bazar area killing 58 Pak troops and injuring many. Mukti Bahini successfully engaged Pak troops in Nawagram area and exchanged fire killing 13 and injuring 6 Pak troops. A heavy exchange of fire took place in Kudail and Chalpara areas. In this action Pak troops had to experience 17 casualties of their own. Mukti Bahini raided Pak troops position at the heart of the MYMENSINGH Town and killed 10 Pak troops. They also threw grenade in NATUN BAZAR killing 9 enemy soldiers.

They disrupted train communication between BARLEKHA and LATU by blowing tip railway track between two places and paralyzed telecommunications between NAOKUCH-AHMEDNAGAR area.

In Jessore-Kushtia-Khulna Sector our Guerrilla Commandos captured 2 Baluch soldiers in KOTALIPUR area. They raided B1RGOV1NDAPUR and NISCHINTAPUR and killed 4 Pak troops. The daring Freedom Fighters launched attack with Mortars on Pak troops in BHOMRA area killing 4 enemy soldiers and injuring 6.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector 20 enemy soldiers were killed owing to vehement shelling by Mukti Bahini on Pak troops in BARAKHATA area. In another raid in BHATAKGRAM area they inflicted 3 casualties on the enemy troops.

Sd/Illegible
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 9, 1971.

Guerilla activities of Mukti Bahini are being continued unabated in different sectors of Bangladesh. According to delayed reports received here today the valiant freedom fighters killed 87 more enemy soldiers and injured many.

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector Mukti Bahini engaged Pak troops in SASIALI. GAZIPUR, PANCHARA, BAGBER. JAMBARI and KUTESHWAR killing 45 Pak troops and injuring 15.

According to a delayed report Mukti Bahini raided a Column of enemy troops consisting of Pak regulars and Military Police personnel in SASIALI area in Dacca-Comilla-Chittagong Sector and exchanged fire from three directions. As a result 25 Pak troops were killed. Near GAZIPUR area in Dacca Dist. freedom fighters ambushed enemy troops on Sept. 3 killing 2 Pak soldiers and injuring 3. In another ambush at PANCHARA they killed 4 and wounded 12 Pak troops on the same day and on Sept. 4 Mukti Bahini killed 2 Pak soldiers near BAGBER area in Camilla district. In another ambush near KUTESHWAR enemy troops suffered 4 casualties on 3rd Sept. On the same day Mukti Bahini killed 6 Pak troops near SOLIA area. Muktibahini attacked Pak troops in the same area on 4th Sept. and inflicted four casualties on the enemy troops.

In Mymensingh-Sylhet-Moulvi Bazar Sector Muktibahini launched guerilla activities in MYMENSINGH areas on 5th Sept. and captured 30 rifles including a Chinese made.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector the daring Muktibahini ambushed Pak troops in BASANTAPUR on 3rd Sept. killing 6 Pak soldiers. According to a delayed report Mukti Bahini ambushed Pak troops in the same area an 29th August and killed 5 Pak troops including one Captain and wounded two. One Pak vehicle carrying Pak troops was blown up due to explosion of mine laid by Muktibahini in RANISANKAIL HAR1PUR road in Rajshahi district killing 5 of its occupants on Sept. 6. They also ambushed enemy troops in the same area on the same day and killed 6 enemy soldiers.

They destroyed railway track near RATNAI area disrupting train communication in the Area.

In an exchange of fire between Muktibahini and Pak troops in east GODAMAR1-BARAKHATA area in Dinajpur district 8 Pak troops were killed on 5th Sept.

In Kushtia-Jessore-Khulna sector Muktibahini exchanged fire with Pak troops in GOALHATI area on 5th Sept. and killed 5 and wounded 6 Pak soldiers. On the same day they raided Pak troops at AFRA killing I enemy soldier.

Sd/Illegible
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

*　*　s　*　*

BANGLADESH FORCES HEAD QUARTERS MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
Sept. 10, 1971.

A mass scale guerilla activities have been carried out by our freedom fighters in different sectors of Bangladesh. According to incomplete reports Muktibahini killed 456 enemies including 290 Pak regular soldiers during the first week of the current month.

They have wounded more Chan 130 Pak troops during their operations in different sectors. Muktibahini captured more than 50 rifles from the enemies during this period.

According to the latest reports received here from different sectors freedom fighters raided Pak troops in KAMALPUR in Mymensingh district on last Wednesday Inflicting heavy casualties on the Pak troops. On the same day Muktibahini removed telephone line between NAOKUCHI-AHMEDNAGAR and between TELIKHALI-HALDIAGHAT in Mymensingh district disrupting telecommunication between those places. In RAY- AGRAM and ATGRAM area they fired on Pak troops on the same day and inflicted heavy casualties.

On September 6, Muktibahini raided NALITABARI Police Station in Mymensingh district and damaged the Pak Military Police Camp. Freedom fighters operating in Mymensingh area on 5th Sept. captured 20 rifles from the enemies which included one Chinese made. On 5th Sept. they demolished one important bridge on road IIALUAGHAT-AILATOL1 in Mymensingh district disrupting road communication in those areas. Muktibahini raided Pak troops in Nawagram area killing 13 and injuring 6 Pak soldiers on 4th Sept.

In Sylhet district Muktibahini raided Pak troops in DILKIIUSH area on 6th Sept. and killed 12 of them. On 4th Sept. freedom fighters blew up Railway track between CHHATAK and SYLHET and paralyzed Railway communication between these important places.

In Mymensingh-Sylhet Sector they exchanged fire enemy troops in NAWAGRAM area on 4th Sept killing 13 Pak troops. On the same day they raided Pak troops position in ATGRAM area and exchanged fire with them inflicting heavy casualties on them.

In Kushtia-Jessore-Khulna Sector Muktibahini encountered with Pak troops in GOALGRAM area on 7th Sept. and inflicted 6 casualties on them. On 5th Sept. they exchanged fire with Pak troops in GOALHATI area. As a result 5 enemy soldiers were killed. In ASRA area they killed one Pak troop on the same day in this sector.

On the 6th Sept. Muktibahini engaged Pak troops with Mortars in BHOMRA killing 4 and in KAKDANDA area they inflicted 6 casualties on Pak troops.

On September 3, Muktibahini exchanged fire with Pak troops in DARSHA near SITLAI in Kushtia-Jessore-Khulna sector and killed 6 Pak soldiers.

In Rangpur-Dinajpur Sector, Muktibahini killed 4 Pak soldiers in DIMPARA area on September 5. On Sept. 6 they demolished 2 Power Pylons between THAKURGAON and PIRGANJ. Earlier they also demolished 2 more Power Pylons in the same area on Sept. 5 disrupting power supplies. On 4th Sept. they blew up bold Railway track between SHIRIRBANDAR and PARVATIPUR and paralyzed train communication. They also damaged road between PHULTOLA-THAKURGAON on Sept. 5. On the same day

Muktibahini Successful engaged enemy troops moving in vehicles towards East GODA- GARI-BARAKHATA area and killed 8 Pak troops. On September 6 one Pak vehicle was blown up due to mine explosion laid by Muktibahini on RANISANKRAIL- HARIPUR ROAD killing 5 of its occupants and causing damage to the vehicle. They also ambushed enemy troops approaching the area killing 6 and injuring 4. On September 4, Muktibahini raided PARLIA and AMARKI1ANA in Dinajpur district and killed 6 Pak troops.

In Dacca-Chittagong Sector Muktibahini killed one Pak troop in HARASPUR area in Comilla district on 4th September. On September 3, they raided LATIFPUR GHAZIPUR. BANGHARA. BAGBER. KOTESHWAR. JAMBARI, SOLLA. NOAPUR BAZAR killing 51 enemies and injuring many.

* * * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN.
SEPTEMBER 11. 1971.

Intensive guerrilla activities of Muktibahini are continuing in all sectors of Bangladesh. Additional reports of last few days (3rd-8th Sept.) guerrilla operations have reached here today. Due to these operations, the enemy suffered 102 casualties which include 59 regular Pak troops.

In Sylhet-Mymensingh sector, Muktibahini raided Pak positions at SONARUPA, DILKUSH and ambushed Pak troops in Madhabpur and LATU-BEN1ABAZAR area of Sylhet district. On Sept. 8 Muktibahini attacked Pak troops with mortars near Atgram in Sylhet district killing 8 enemy soldiers.

On Sept. 6 Muktibahini in direct encounter with Pak troops in BHOGRA and KARIMPUR area & killed 3 Pak troops and 4 Razakars. In another encounter in BELIUEA area, Muktibahini inflicted 20 casualties on the enemy soldiers. On 6th Sept. Muktibahini raided Pak troops position at DILKUSH and killed 4 of them. One Pak soldier and two Razakars were killed by a mine explosion planted by Muktibahini near ABHANGI in Sylhet.

In Mymensingh district Muktibahini demolished road bridge near JASLANDI and removed telephone line in HATIGIRIGAON on 5th Sept.

According to delayed reports Muktibahini raided a police station in Kishorganj last month killing 5 West Pak Police men. They also captured 4 rifles. Two rifles were also captured from a raid in GOURIPUR Railway station.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi sector Muktibahini raided Pak position at BHURANGAMARI-PATESWARI in Rangaur district on 8th Sept. killing 3 Pak soldiers. On the same day they ambushed Pak supply convoy in WEST KURIGRAM area and killed 2 Pak soldiers.

On 5th Sept. they also killed 5 and wounded 14 Pak troops. On Sept. 7 Muktibahini demolished a road bridge in North of Lalmonirhat in Rangpur district dislocating enemy supply line. Earlier they had raided Pak troops occupying school building in CHATAIL and killed 5 Pak soldiers.

According to delayed reports received here today from Dacca-Comilla-Chittagong sector freedom fighters ambushed a launch carrying Pak troops Harirampur area in Dacca district in the last week of August, killing and injuring 11 Pak troops. They also destroyed the Launch. The daring freedom fighters raided LOHAJONG, SIIRINAGAR. NAWABGANJ. HARIRAMPUR, GIOR Police stations last months, killing a number of Pak policemen and damaging the offices. During these raids they also captured 19 rifles. According to a delayed report from Chittagong Muktibahini ambushed Pak troops East of MIRSARAI and inflicted 20 casualties.

On Sept. 3 the Muktibahini ambushed MATUA area in Dacca-Comilla sector killing 4 Pak soldiers.

In Kushtia-Jessore-Khulna sector, Muktibahini raided Pak position in Durgapur in Khulna district on 6 Sept. killing 2 Pak soldiers and 2 Razakars.

Sd/Illegible
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * *

BANGLADESH FORCES HQ. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 15, 1971.

Reports of more guerilla operations by Mukti Bahini have reached here. Details of some major operations are as follows :-

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector Mukti Bahini raided Pak troops in GOHUDANGA on 10th September inflicting 4 casualties on them. On the same day they raided Pak troops position in KURIGRAM killing 10 enemy troops. On 11th September Mukti Bahini raided Pak position in DOORARKOOTTE. BURTAP AND PATESWARI killing 6 Pak troops and 2 Razakars. On the same day 2 Pak troops were killed and one wounded due to mine explosion near PATESWARI. On 12th September Mukti Bahini raided MOGHALHAT and killed 6 Pak troops. During this period they distupted Railway Communication between PARVAT1PUR-PI1ULBAR1 and near LALMON1RHAT.

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector, Mukti Bahini ambushed Pak troops in KUDALIA on 10th September and killed 15 Pak troops. On the same day they ambushed Pak army Patrol in CHARNAL killing 10 enemies including 7 Pak regular soldiers.

On September 11, Mukti Bahini destroyed railway bridge between MANIKKHALI- SARARCHAR disrupting Railway Communication.

In Kushtia-Jessore-Khulna Sector, Mukti Bahini raided Pak position in SIKRI killing 5 Pak troops.

According to reports of earlier operation reaching late, Mukti Bahini raided Pak Position in JHAUDANGA in Kushtia-Jessore-Khulna Sector on 6th September killing 2 and injuring 4 Pak soldiers. Mukti Bahini captured 6 Rifles during this operation. On September 8. Mukti Bahini raided Pak position BRITTIACHARA killing 8 Pak troops and injuring 3.

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector Mukti Bahini ambushed Pak troops in PANCHARA and inflicted 3 casualties. On September 7. they fired on Pak troops in CHANDLA in Dacca district and killed 7 and injured 8 Pak troops. On 8th September they ambushed 3 boats carrying Pak troops in MONIPUR area. In this action 7 Pak troops were drowned or killed.

In Mymensingh-Sylhet Sector. Mukti Bahini fired with mortars in ATGRAM. CHARGRAM and BALA areas killing 6 pak troops and injuring 5.

According to delayed reports reaching here intensive guerrilla activities have been carried out in Barisal district during the middle of August.

On 13th August Mukti Bahini ambushed 2 launches carrying Pak troops and burnt or drowned both the launches in PIROJPUR area. As a result several Pak troops were killed or drowned.

On 15th August, Mukti Bahini exchanged fire with a Platoon strength of Pak troops along with Razakars. During the enemy's launch was sunk and 6 of the enemies were killed. They captured 25, 303 Rifles.

On 16th August Mukti Bahini rescued 150 students and 4 teachers of the MORALGANJ High School in Khulna district from the custody of the enemies. These boys and the teachers were kept under arrest to force them to participate in the S. S. C. examination. On the same day Mukti Bahini raided BHANDARIA and KATHALIA Police Stations in Barisal district and captured 118 Rifles. On 18th August they raided KANKHALI Police Station and killed 5 Pak troops and a number of Razakars. They also captured 45 Rifles. On the same day Mukti Bahini raided KOTALIPARA police Station killing 3 Pak troops and 10 Razakars. They captured one launch, 3 barges and captured 12 Rifles.

Sd/-Illegible
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN.

SEPTEMBER 16, 1971.

According to reports received here Muktibahini continuing their guerrilla activities in all sectors of Bangladesh. Reports of some of the important operations are given below :-

In Dacca-Comilla-Chittagong Sector Muktibahini ambushed Pak troops on 10th September in Amjadhat. Majhigacha and Chandpur killing 16 Pak troops. On September 9 Muktibahini fired on Pak positions in KOTESWAR, AMRATOLI and JAMBARI areas and killed 13 enemy soldiers. On Sept. 11 Muktibahini ambushed Pak patrol in KALIKAPUR killing 5 Pak troops and injuring 10. Earlier on 6th Sept. Muktibahini carried out intensive guerilla activities in Amjadhat area. During the operation 15 Pak troops including an Officer were killed. During the period from 7 to 9th September. Muktibahini in a series of ambushes in Fatepur, SALDABAD, BIJNAPOND, BOGABAR1 areas killed 16 Pak soldiers. On September 10 Muktibahini blew up a train carrying Pak troops near MUKUNDAPUR. Due to the explosion of mine laid 'by Muktibahini 19 Pak soldiers and 10 Razakars were killed. The engine and 3 bogies of the train were destroyed. On September 9 Muktibahini exchanged fire with Pak troops in TELIAPARA killing 9 of the enemies. Muktibahini ambushed Pak troops in RAJENDRAPUR on 13th September killing 5 Pak troops and injuring 9.

In Mymensingh-Sylhet Sector one Pakistani Army Jeep was blown up due to mine explosion laid by Muktibahini guerrilla at SAGARNAL-FULTOLA road 4 Pak soldiers including one Major were killed on the spot. On September 12 Muktibahini ambushed Pak troops at Akhashree killing 2 and injuring 3 of the enemy soldiers. On 13th September Muktibahini ambushed Pak troops at SOHAGPUR in which 2 Pak soldiers were seriously injured.

In Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector Muktibahini raided Pak position at Bamanpara and Aihai killing 15 Pak troops/irregulars. On September 10 Muktibahini ambushed Pak patrol at BHOTEMARI areas and killed 7 Pak soldiers. Muktibahini also disrupted railway communication around this area.

Sd/Illegible
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPTT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 17, 1971.

More reports of Muktibahini guerrilla activities during the last few days have reached here today. Details of some of the important actions are given below :-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini encountered Pak troops near ALIPUR on September 11. In the heavy exchange of fire that followed the enemy suffered 12 casualties. On September 12, Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops in BHOTEMARI and killed 10 Pak soldiers. In the same area Mukti Bahini ambushed a Pak patrol on September 14 killing 2 Pak troops. On September 14. Mukti Bahini raided Pak position at MUGALHAT and seriously injured 6 Pak troops. In separate operations on September 12 and 13 Mukti Bahini disrupted road communication around THAKURGAON Sub divisional town.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On September 13, Mukti Bahini fired with Mortars on Pak troops near CHHOTACHRA and killed 13 Pak soldiers. On September 14, Mukti Bahini encountered Pak troops in ALFAPUR area. 7 Pak troops and 20 irregulars were killed in the action. Mukti Bahini captured 16 Rifles and seven boxes of Chinese ammunitions.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On September 10, Mukti Bahini ambushed Pak patrols at CHARNAL and in LAKSMIPUR killing 3 Pak troops. On the same day Mukti Bahini raided Pak position at JADISAR and killed four Pak troops. On September 11, Mukti Bahini ambushed Pak troops in BOGABARI area killing 5 Pak soldiers and injuring two. On September 12, Mukti Bahini fired with mortars on Pak position in FATEPUR area and killed one Pak soldier and three Razakars who were assisting them. On the same day a similar attack was made on Pak troops near Brahmanbaria. Earlier Mukti Bahini disrupted telecommunication between BRAHMANBARIA and NAB IN AGAR. On September 12, two Pak soldiers and 2 of their collaborators were killed due to a mine explosion planted by Mukti Bahini near CHHAGALNAIYA. In this sector a large number of Razakars surrendered with their arms to Mukti Bahini.

SYLHET-MYMENSINGH SECTOR: On September 12, Mukti Bahini guerrilla party encountered Pak troops in ABHANG, 7 Pak troops were killed in heavy exchange of fire. On September 13, Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops in BHOGA, KARIMPUR and KAMARAJL areas and inflicted 4 casualties on the enemy soldiers.

According to a late information Mukti Bahini ambushed a Pak patrol in KURIGRAM killing three Pak troops and injuring 4 Razakars who were actively collaborating with the enemy.

Sd/ Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES HQ., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
September 18, 1971.

Extensive guerrilla activities by Mukti Bahini continuing in all sectors of Bangladesh. Details of some of the major operations received to-day are as follows: -

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On September 15. Mukti Bahini raided Pak troops in SITALDANGA area. Heavy fighting took place in this place and 4 Pak troops were killed and 2 were injured. On the same day a group of guerrillas ambushed a mixed patrol of Pak troops and Razakars near GHUPDANGA and killed 8 of the enemies. On September 14, Mukti Bahini raided Pak positioning Pagladewanahat killing 6 Pak soldiers and 2 Razakars collaborating with Pak troops. Due to a mine explosion planted by Mukti Bahini 4 Pak soldiers and 3 Razakars were killed near Karia. Earlier Mukti Bahini disrupted boat and telecommunication in Setabganj and THAKURGAON areas.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On September 13, Mukti Bahini ambushed Pak column of one gun boat and several launches carrying Pak troops in HARINAGAR in Khulna district. In the firing the gun crew of the escorting gun boat was killed and the radar antenna was destroyed. Later on, 4 launches of the column were sunk. In another ambush Mukti Bahini drowned 3 launches in Banaripara. It is estimated that nearly 40 Pak troops were drowned in the river. In this sector during the last few days a large number of Razakars surrendered to Mukti Bahini. Latest such desertion took place in Kushtia when the Chairman of a Union Peace Committee along with 22 Razakars surrendered with arms to the Mukti Bahini.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: Mukti Bahini carried out a number of guerrilla raids during September 12 and September 13 in KAIMPUR area killing 5 Pak soldiers and injuring 7. On September 12, Mukti Bahini ambushed and sunk 2 boats carrying Pak troops near MANDABAGH. At least 15 Pak troops were drowned. On September 12, Mukti Bahini ambushed Pak troops in Guthuma river area killing 2 pak troops and injuring 2. On September 13. Mukti Bahini fired with mortars on Pak troops in Lakshmipur killing 4 enemy soldiers. They also destroyed 2 enemy bunkers. On September 12. due to a mine explosion planted by Mukti Bahini one Pak Jeep was blown up killing 4 of its occupants in SATARA NORTH area.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On September 15, Mukti Bahini raided Pak positions at KAMARAIL and killed 2 Pak troops. On September 15 one Pak soldier was wounded due to a mine explosion in BOWRAMARI areas. Earlier in the month Mukti Bahini carried extensive guerrilla raids in and around Bousi RAILWAY STATION in Mymensingh district and disrupted Railway Communications between JAMAI.PUR- JAGANNATHGONJ GHAT.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 19. 1971.

More reports of Guerrilla activities of Muktibahini received here today from different sectors are stated below

Railways in the occupied territory are finding difficult to operate due to shortage of coal.

Freedom fighters have intensified their guerrilla activities in and around Dacca city. According to delayed reports from Dacca the valiant Muktibahini carried out intensive guerrilla activities in the Dacca city during the last week of August and 1st fortnight of the current month. During the last week of August Pakistani troops raided a house in Eskaton area in the city. Some valiant Muktibahini men came there and all on a sudden snatched away the Stengun from the enemy troops and instantly opened fire on them killing 4 Pak soldiers. Then they successfully left the place.

During the second week of September Muktibahini raided a Pak army camp in BASHABO area in the city killing at least 14 enemies including regular Pak soldiers and West Pakistani Policemen.

On night 6/7 September MB sank one large Cargo barge about 150 ft. long in NARSINGDI area near Dacca. It was loaded with Jute goods.

On September 8, MB ambushed enemy troops travelling in three country boats in MOHANGANJ area in Mymensingh district. The enemy fled away leaving behind three boats and large quantity of arms and ammunitions. The boats and stores were recovered by the Mukti Bahini.

On September 5, MB attacked country boats carrying Pak troops in DHARMAPASHA area on Sylhet-Mymensingh border. 62 men of the enemy including one major were killed in this action.

Sd/Illegible
Public Relations Officer
HQ Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES HEAD QTRS. MUJ1BNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
September 20, 1971.

Guerrilla activities by Mukti Bahini continuing in all sectors of Bangladesh. Details of some of the major operations carried out during the last few days are given below:-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAH1 SECTOR: On September 16. Mukti Bahini raided Pak troops in Khanpur area and killed 2 enemy soldiers. They destroyed 7 enemy bunkers and the building where the Pak troops camped. Earlier on September 15 one Pak jeep was blown up in the same area by mine explosion. 3 Pak soldiers including one officer were killed. On September 15, Mukti Bahini engaged Pak troops in Mokrampur-Alinagar area and inflicted 2 casualties on the enemy. On September 15, Mukti Bahini fired on Pak position in Hatibandha area killing 16 Pak soldiers. On the same day the guerrillas raided Pak troops guarding a railway bridge in the same area and killed 3 Pak soldiers. On September 12 Mukti Bahini encountember Pak troops on Barakhata area and killed one Pak soldier. On September Mukti Bahini fired Pak troops in the same area and injured 3 Pak soldiers. On the same day Mukti Bahini raided Pak troops in Namree area killing 2 Pak troops and 5 Razakars collaborating with the enemy. In this Sector Mukti Bahini disrupted railway communication near Mahendranagar. Road and telecommunications were also disrupted around Domar and Dimla and Ruhea.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On September 13 Mukti Bahini ambushed Pak troops in Moidhyar Bazar killing 3 Pak troops and one Razakar. On the same day Mukti Bahini ambushed Pak troops in Dakshin Jaspur and killed one Pak soldier. On September 14 Mukti Bahini ambushed Pak patrol in Jambari area and killed 5 enemy troops. Earlier during September 10 and 11 Mukti Bahini ambushed Pak patrol near Kasimpur Railway station killing 3 Pak troops.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On September 13. Mukti Bahini ambushed Pak troops in Minteshwar area and killed 2 Pak soldiers. On September 15. Mukti Bahini ambushed Pak troops in Mahabbatpur and killed one enemy soldier. On September 16, Mukti Bahini raided Pak troops position in Badirteka killing 2 enemy soldiers. Earlier on September 12 Mukti Bahini raided Iswarganj area and recovered 8 rifles.

KUSI1TIA-JESSORE KHULNA SECTOR: On September 16. Mukti Bahini engaged Pak troops near Gagni bridge and inflicted 5 casualties on the enemy. On September 16, Mukti Bahini fired on Pak troops in Bhomra and killed 4 Pak troops.

Sd/Illegible
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

BANGLADESH FORCES H Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPT. 21, 1971.

Extensive guerrilla activities are being conducted in different sectors of Bangladesh. Details of some major operations are stated below

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSIIAI1I SECTOR : Mukti Bahini attacked Pak troops in RANGPUR area on 18th September killing 3 Pak troops. On the same day Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops in Khanpur area in DINAJPUR District. They killed 2 Pak troops and wounded 2. On the same day Mukti Bahini ambushed a train carrying enemy troops in MADHUPARA area Pak troops suffered 3 casualties. On September 17, Mukti Bahini disrupted telecommunication between CHARKAT-HILLI in DINAJPUR district and also blew up 2 road bridges in the same area. On the same day they demolished railway culvert, railway track and telephone poles between PHULBAR1-CHARKAI.

On 16th September, Mukti Bahini ambushed Pak troops near DIMAPUR and killed 2 Pak soldiers. They also disrupted telecommunications by blowing up telephone pole near railway Station AKHANAGAK. They also demolished road bridge in the same area.

In KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR : Mukti Bahini ambushed Pak troops in SONABARIA. On 18th September, a number of Pak soldiers surrendered to the Mukti Bahini with 4 rifles. Mukti Bahini raided Pak troops in DHOPAKHAL1 area in Jessore district and they killed 2 Pak troops. They also destroyed one bunker of the enemy troops. In TUNGI in Jessore district Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops on the same day killing two enemy soldiers.

In DACCA-CHITTAGONG-COM1LLA SECTOR : Mukti Bahini fired on the occupation army while they were trying to lift cattle in CHAMUBAST1 area. On 16th September, 3 Pak troops were killed and 5 injured in this action. On 15th September. Mukti Bahini ambushed Pak troops in MIRZANAGAR area killing 3 Pak soldiers. On 14th September, Mukti Bahini killed 3 Pak soldiers and wounded 3 firing on Pak troops position in KAIMPUR area. On the same day Mukti Bahini raided Pak army position in LAKSMIPUR area in Noakhali district killing 2 and injuring 6 Pak soldiers. Mukti Bahini ambushed Pak troops moving in country boats in the same area inflicting 3 casualties. One boat sank and one damaged in this action. On the same day Mukti Bahini raided Pak troops in G1TABARI area and the gun position in BIRINCHI area. In this action 3 Pak soldiers were killed. They ambushed Pak army patrol in north of JAL1LPUR on the same day killing 3 and injuring 5 Pak soldiers.

In MYMENSINGH-SYLHET-MAULVIBAZAR Sector : Mukti Bahini raided and demolished a road bridge in JOYINTAPUR area in Sylhet district. On 18th September in this action 2 Pak soldiers were killed. On the same day they exchanged fire with Mortars with Pak army in FARANGIPARA area in Sylhet district killing 4 Pak soldiers.

On 17th September, Mukti Bahini attacked Pak troops in LUBACHARA area in Sylhet district killing 20 and injuring 30 enemy soldiers. 3 Mukti Bahini men were wounded during this operation.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

* * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
23rd September, 1971.

Desperate Commando activities are being conducted by Mukti Bahini in different sectors of Bangladesh. Some major actions are as follows

III MYMENSINGH-SYLHET-MAULAVI BAZAR SECTOR: Mukti Bahini raided Pak troops in Radhanagar in Sylhet district on 20th September and killed 5 enemy troops. On September 19th, Mukti Bahini exchanged fired with Pak troops in Manipur and Lakhipur areas as a result three Pak soldiers were killed. On the same day Mukti Bahini successfully repulsed Pak attack in Berigaon and Badiptek in Sylhet district. Five Pak troops were killed in this action. On September 19,h, Mukti Bahini raided Pak position in Baraganj area killing four enemy troops. Earlier on September 18 Mukti Bahini fired up a party of Pak troops and supporting Razakars in Jointipur area killing four Pak troops and a large number of Razakars. On September I8lh, Mukti Bahini raided Rajki Tea Garden Factory and stopped the production. During the period between September 13th & 17th Mukti Bahini raided Pak troops in Shahbazpur tea garden area and killed eight. In Mymensingh district during the period between September 15th and 18th Mukti Bahini successfully raided several Police Stations including Muktagacha, Kalmakanda. Sreebordi, Islampur and Nalitabari killing ten Pak Military Police. On 17th September. Mukti Bahini ambushed Pak troops in Uliabihar near Gaibandha killing two Pak troops and injuring one. Mukti Bahini recovered thirteen Rifles, one Chinese Automatic and some ammunitions.

Late reports reached here today indicate serious dissension existing between Razakars and Pak troops. On September 9, a group of Razakars clashed with Pak roops in Ulipur area. Due to this two Pak troops and two Razakars lost their lives. Later on, in repraisal Pak troops killed about two hundred civilians in the area.

In R A NGPUR- DIN A JPUR-R AJ SH AHI SECTOR:_Mukti Bahini raided Pak position Pathorghata killing two Pak troops and injuring two. On the same day in another raid at

Mughal hat they killed one Pak soldier. On September 18th, Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops near Rangpur Town killing three. On the same day Mukti Bahini ambushed on Pak troops in Udoysree area and killed three of them. Earlier on September 16, Mukti Bahini demolished Road-Bridge in the same area. On September 17, Mukti Bahini ambushed Pak troops in Mahendranagar area and killed one. Earlier on September 15 Mukti Bahini derailed the engine and two bogies of a troop carrying train in the same area as a result two Pak soldiers were killed.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR : Mukti Bahini raided Pak troops in Khajuria area on September 16 killing two Pak soldiers and two Razakars collaborating with the enemy troops. On the same day Mukti Bahini raided and held Pak position near Hugli village. In a heavy exchange of fire 3 Pak troops were killed and 20 wounded.

In KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR :_Mukti Bahini killed two Pak troops in Palia area on September 17 and destroyed one Pak Jeep and one vehicle on road Sonabaria-Mandra.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H. Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
SEPTEMBER 23, 1971

More reports of intensive guerrilla actions by Mukti Bahini received here. Some of the significant activities are stated below :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSIIAIII SECTOR : Mukti Bahini intensified their guerrilla activities in RANGPUR CANTONMENT and RANGPUR Railway Station areas creating a panic in the enemy troops. On 16th September Mukti Bahini threw Grenades on the shops owned by collaborators of Pak troops damaging the shops and killing some Razakars.

On 19th September, Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops in CHAKRAMAR1 area in Rajshahi district killing 5 Pak soldiers. On the same day, in another clash with the enemy troops in BAOLIA area Mukti Bahini killed 6 enemy soldiers. On September 18. In an exchange of fire with the occupation troops in FARSIPARA area Mukti Bahini killed 6 enemy soldiers. In KIIANDAKHAN area Mukti Bahini encountered with enemy troops on 19th September, 3 enemy soldiers were injured in this action. On 18th September, Mukti

Bahini raided Pak position in LAHIRJ area killing 2 Pak troops. On 19th September. Mukti Bahini raided Pak troops in DIBAR area and killed one enemy troop. Mukti Bahini have dislocated road and Railway communication in NAGESWARI and BHOTEMAR1 areas in Rangpur district by destroying some Railways and road bridges and culverts.

They have also intensified a mass scale guerrilla activities in BHURUNGAMARI, MAHENDRANAGAR, NAGESWARI and JA1MONIRI1AT areas in Rangpur district.

In DACCA-COM1LLA-CHITTAGONG SECTOR : Mukti Bahini raided enemy troops position in KOTESWAR, BANSMANGLA, CHANAL, in Comilla district- on 17th September killing 6 enemy soldiers. On the same day they ambushed enemy troops in LOHAIMARI and JADISAR killing 3 enemy soldiers. In another ambush on Pak troops in PANCHARA area in Comilla district on 16th September Mukti Bahini killed 2 Pak soldiers. On September 14, Mukti Bahini fired on enemy troops position in KASBA in Comilla district killing 2 Pak soldiers. They killed 2 Pak soldiers in ARA1BARI area on 13th September.

IN MYMENSINGH SECTOR : Mukti Bahini engaged enemies in CHAR1PARA and BER1GAON in Sylhet district on 20th September, killing 3 enemies including some regular Pak soldiers. On September 17, one enemy soldier was killed and another wounded in NAUKUCHI area due to mine explosion laid by Mukti Bahini. One Pak Jeep was also blown up in SRIMANGAL area on 15th September in mine explosion.

It is learnt from reliable sources that approximately 40 Razakars with their ears cut out were admitted to Mymensingh Hospital. These Razakars have been punished by the villagers for their active collaboration and help to the enemy troops.

IN KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR:. Mukti Bahini exchanged fire with Pak troops approximately 2 company in MANIKNAGAR area on 20th September killing 2 enemy soldiers. On 19th September, they engaged Pak troops in KAMDEBPUR in Jessore district and killed one Pak soldier.

Sd/-Nazurl Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN.

SEPTEMBER 24, 1971.

Mukti Bahini is continuing its extensive guerrilla activities in all sectors of Bangladesh. Details of some of the major operations are given below :-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On September 21, Mukti Bahini raided Pak position in PATHARGHATHA killing 5 Pak soldiers and injuring three. On the same day Mukti Bahini encountered Pak troops and irregulars in CHAUKIAPARA and killed 3 Pak troops. In an ambush on the Pak troops in the same area, Mukti Bahini killed two Pak troops and injured two others. On September 19, Mukti Bahini fired on Pak troops in AMARKHANA area and inflicted eight casualties on the enemy troops. They also damaged a road bridge in the same area. Mukti Bahini carried out extensive guerrilla activities in and around THAKURGAON Sub divisional town of Dinajpur district. On September 20, they ambushed a Pak patrol north of Thakurgaon killing 6 of the enemy and injuring four. On the same day grenades were thrown at the Thakurgaon power house causing extensive damage. On September 18, one Pak vehicle was blown up in the same area killing two of its occupants. Earlier in a number of raids Mukti Bahini severely disrupted road, railway and telecommunication around Thakuagaon town. On September 17, Mukti Bahini fired on Pak troops in BANTARA area killing six troops and injuring two. They also destroyed four enemy bunkers. On the same day, they ambushed Pak troops south of RAIGANJ and inflicted 2 casualties on them. On September 20, Mukti Bahini damaged a railway bridge and removed railway track paralyzing railway communication around Lalmonirhat junction.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On September 21, Mukti Bahini encountered Pak troops in BARABARI area and killed 5 Pak troops. In the same area they engaged another column of Pak troops and exchanged fire. In this action five Pak troops and three collaborators were killed. On September 20, Mukti Bahini ambushed Pak troops in HARICHANDRAPUR and killed two. On September 22, Mukti Bahini encountered Pak troops in TENTUABARIA and killed three Pak soldiers and injured five.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On September 20, Mukti Bahini raided Pak position in KALIGHAT Tea Garden area and killed five Pak troops. On September 21, they ambushed Pak troops and Razakars in GAZIPUR Tea Garden area killing five Pak troops and eight Razakars. They also recovered five rifles. On the same day Mukti Bahini raided Pak troops and Razakars in SAMANBAGH Tea garden and MARIMPtJR areas killing seven Pak soldiers. Mukti Bahini raided SAIDULLAPUR Police Station in Rangpur district and recovered 12 shot guns. Several police officers were wounded during the action. On September 20, Mukti Bahini raided Pak troops near GAURIPUR and inflicted 5 casualties on them. On September 18, Mukti Bahini threw grenades at Pak soldiers near

TILLAGAON area killing four Pak troops. Two Pak soldiers were killed in a similar action at BETURA. It is learnt from reliable sources that over 500 injured Pak soldiers and Rangers are undergoing treatment in MYMENSINGH Hospital. According to a late report. Mukti Bahini damaged a train between GAFARGAON and KAORAID.

DACCA-COMILLA- CHITTAGONG SECTOR: According to late reports from this sector Mukti Bahini carried out a number of raids on Pak troops in SALDHAR JAGANNATHDIGHI. PARASH and DURGAPUR area killing 19 Pak soldiers and injuring during the second week of September. Late reports also include Mukti Bahini's raids on Pak troops near KAORAID in which 9 Pak soldiers and 4 Razakars were killed.

Sd/Illegible
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
27th SEPTEMBER. 1971.

Extensive guerrilla activities are being carried out in different sectors of Bangladesh. Some major operations are given below :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini had an encounter with Pak troops at DHARMAGARH on 21st. September. In exchange of fire Mukti Bahini killed eight enemy soldiers. During the same day one platoon of armed Pak troops were attacked by Mukti Bahini in LOKD1GHI area. Earlier on 19th September one bullock cart carrying rations for Pak troops blew up due to mine explosion laid by Mukti Bahini in KHOGARHAT area. On 23rd September, Mukti Bahini raided Pak troops near KHANPUR killing three enemy soldiers and injuring two others. According to late news reached here to-day Mukti Bahini carried out a major attack on Pak troops in BIIOJANPUR- PONCHAGARH area. This operation was planned and executed in a systematic manner. Mukti Bahini surrounded the Pak troops here from all directions. Enemy troops with their utter surprise and finding no other means started running away. Fifty seven enemy soldiers were killed and wounded 38 including one Officer. In this operation three Pak Vehicles were completely destroyed, five weapons were captured along with Five enemy soldiers.

Mukti Bahini also ambushed at Board Office area on Pak troops when they were coming on a 2 and a half-ton truck and a jeep. The jeep was completely destroyed. In this

operation 7 Pak soldiers were killed and 5 others injured. According to delayed reports reached here to-day. Mukti Bahini ambushed at AMARKHANA area of Dinajpur District. While enemy soldiers fighting Patrol were coming towards CHAKARMARI area. Mukti Bahini killed six of them and injured three. More late news reached here to-day. Mukti Bahini raided Pak troops at JAGDALIIAT and PONCHAGARH area on night 19/20th September. In this action eleven enemy soldiers were killed. 19 got injured and two weapons including 750 rounds were captured.

In KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pak troops near MADNA area. They killed four enemy soldiers and wounded two others. Mukti Bahini threw grenades at DUTTANAGAR Pak position as a result one enemy soldier was killed.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: According to delayed news reached here today Mukti Bahini fired with mortars on Pak troops near SALDHAR area and killed two enemy soldiers. On 18th September Mukti Bahini exchanged fire with mortars on Pak troops near ALAKA and killed two of them and on the same day they fired at SITADIA Pak position and killed four.

In MYMENSINGH-SYI.HET -MAULAVI BAZAR SECTOR: On 23rd September one boat carrying Pak troops was sunk by Mukti Bahini while attempting to cross near LUBHACHRA. In this operation they killed ten enemy soldiers. Earlier on 18th September Mukti Bahini ambushed Pak troops near BARHATTA of Mymcnsingh District. Pak enemies suffered six casualties in this ambush..

Sd/Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
1st October. 1971.

Freedom Fighters have been conducting their heroic commando activities in different Sectors of Bangladesh. Some important operations are as follows :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAIII SECTOR : Mukti Bahini encountered Pak troops in LIKHALDERI area on 28th September. They killed 6 enemy soldiers and injured three of them. On the same day Mukti Bahini ambushed Pak Patrol at DEWANGANJ of Mymensingh District killing 2 Pak soldiers. Mukti Bahini also ambushed enemy troops on 28th September in BARMI AND JOYDEUPUR area in Dacca district killing 12 enemy soldiers and injuring 7 of them. On September 27, Mukti Bahini ambushed Pak patrol in JOYMONIRHAT of Dinajpur District. They killed 6 Pak soldiers there. On 26th September, Mukti Bahini ambushed Pak troops in DEVPUR area killing 5 enemy

.soldiers. Between 26 and 27 September Mukti Bahini in another operation killed 15 Pak soldiers in UKSA area and they also captured 2 Rifles. Earlier on 25th September Mukti Bahini fired on Pak troops in ANDHARMANIK area of Sylhet District killing 15 Pak soldiers including one Junior Commission Officer. On the same day our freedom fighters killed 3 Pak soldiers and injured 6 in GUTIRAMA area.

Late reports reached here to-day, Mukti Bahini shelled Mortars on Pak troops in Sulipukur Pakuriaghat Pamuria and Thantania of Sylhet District. In these operations they killed as many as 10 Pak soldiers and wounded 16. They also destroyed 7 bunkers.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN,
OCT 2, 1971.

Reports of extensive guerrilla operation by Mukti Bahini during the last week of September reached here to-day. Some of the major operations are detailed below :-

KUSIIT1A-JESSORE-KHULN A SECTOR: A delayed report received from inside the occupied territory of Bangladesh reveals that in the last week of September Mukti Bahini raided a number of Pak troops positions in KAKDANGA. MADRA and BOALIA in Satkhira Subdivision of Khulna district and killed more than 200 Pak soldiers including several Officer. Mukti Bahini also captured 6 Pak soldiers along with some arms and ammunition.

On Sept. 29, Mukti Bahini fired on a Pak patrol east of BHOMRA killing two Pak troops and injuring three. On Sept. 28. Mukti Bahini ambushed a column of Pak troops between BARNI and JADABPUR killing 6 and injuring 7 enemy soldiers. On the same day two more Pak soldiers were killed in another encounter near BARNI. On Sept 26. Mukti Bahini engaged Pak troops with Mortars and small arms near IJKSA area. Seven Pak troops were killed in the action. Mukti Bahini captured two Chinese Rifles. On Sept. 24, Mukti Bahini ambushed a Pak patrol near KUTUBPUR and killed two enemy soldiers. Earlier Mukti Bahini carried out a number of raids on Pak positions in RAGHUNATHPUR, SARHA and CHURAMANKATI in Jessore district killing 11 Pak troops including an Officer.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAH1 SECTOR : On Sept. 27, in a surprise raid Mukti Bahini forced Pak troops to abandon their position in USALJA. Seventeen Pak soldiers

were killed in the action. Mukti Bahini captured some arms and ammunition. Earlier on Sept. 25, Mukti Bahini encountered Pak troops in the same area and killed four enemy soldiers. On Sept. 27, Mukti Bahini ambushed a mixed patrol of Pak soldiers and Razakars near KHANPUR and inflicted 15 casualties on the enemy. On the same day Mukti Bahini raided Pak troops position near CHAKRAMARI and killed 7 enemy soldiers. Mukti Bahini disrupted railway communication between PARVATIPUR and BADARGANJ by blowing up a railway bridge on Sept. 27. On Sept. 28, Mukti Bahini killed 6 Pak soldiers in an encounter near LOKIIALDEBI. Earlier on Sept 24, Mukti Bahini shelled Pak positions at SULIPUKAR, PAKURIAGHAT, PAKIJRIA, THANTHANIA. BALANOOR and MANCIIOSHA killing 32 Pak soldiers and 21 Razakars. In PAKURIA alone the enemy troops suffered 16 casualties. Mukti Bahini destroyed seven enemy bunkers in the area. On the night of Sept 24, Mukti Bahini raided Pak positions near CHILAHATI killing 3 Pak troops injuring 52. Near JABAI Mukti Bahini killed 7 Pak soldiers in a troutal encounter. On Sept 23, Mukti Bahini ambushed a mixed patrol of Pak troops and Razakars near HILLI-PANCHBIBI area in Bogra district killing six soldiers and two Razakars. On the same day, they fired on Pak troops near KARIA and killed seven.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On Sept 27, Mukti Bahini ambushed a Pak patrol near GAFARGAON in Mymensingh district and killed two Pak soldiers. Next day, they raided the GAFARGAON Police Station and killed 2 Police personnel. On the night of Sept 27, Mukti Bahini raided Pak troops guarding the bridge near RAHIMPUR killing one enemy soldier. On Sept 26, Mukti Bahini ambushed Pak troops in several places. Near MOHANGANJ they killed 6 soldiers and four Razakars. In another ambush on a mixed patrol of Pak troops and Razakars, Mukti Bahini killed 10 of the enemies near DASGRAM area. In NALKURA and RANGTIA four enemy troops were killed in similar actions. On the same day Mukti Bahini encountered Pak troops near MOHABBATPUR and inflicted 7 casualties on the enemy. On the night of 26th Sept. Mukti Bahini ambus- hed Pak troops on PAKSHIGANJ-KAMALPUR road and killed two enemy soldiers.

During the night of 25-26th Sept. Mukti Bahini raided Pak Positions at SAGARNAL and KAMARAIL area killing 15 enemy soldiers. On Sept 27, Mukti Bahini attacked Pak troops near BAOTALI and killed 3 Pak soldiers. Earlier on Sept 25, 7 enemy troops were killed in an ambush in the same area. On Sept 27, Mukti Bahini attacked Pak troops while they were digging near RADHANAGAR and killed four of them. On Sept 26, two Pak vehicles and two ferry boats were destroyed near KATHALPUR. During Sept 24-25, Mukti Bahini ambushed Pak troops near KARIMPUR, HANDATILLA CHATLAPUR in Sylhet district and in RAMAMA DRASA, THAKURCHAR. BATTA and KENDUA Police stations in Mymensingh district. In these operations 16 Pak troops and 9 Razakars were killed. Earlier, Mukti Bahini raided Pak troops position near Mymensingh town and killed 5 of the enemy.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Sept 27. Mukti Bahini raided Pak position at KAIMPUR killing 8 enemy soldiers and injuring seven. Two enemy boats were destroyed in the area. On the same day Mukti Bahini raided Pak positions at SIRPUR and AJNAPUR areas and killed 11 Pak soldiers. Mukti Bahini ambushed Pak troops near MONOHARPUR and KOTESWAR killing 4 of the enemy. Pak troops were ambushed near DEBPUR on September 26. Five enemy soldiers were killed in the action. On the same day. Mukti Bahini demolished a railway bridge between FENI and BELONIA. On Sept 25. Mukti Bahini fired on Pak troops near ANDARMANIK and killed 7 Pak troops including a JCO. According to a delayed report. Mukti Bahini blew up a train on Dacca-Narayanganj line by mine action on Sept 9. Five Pak troops and some of their collaborators were killed. The engine and three bogies of the train were severely damaged.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN.
4 TH OCTOBER, 1971.

Extensive commando activities are being conducted by Mukti Bahini through out Bangladesh. Some major operations are given below :-

IN RANGPUR-DINAJPUR -RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pak troops in RADHANAGAR area on 2 Oct. They killed 2 enemy soldiers there. On 2 Oct Mukti Bahini engaged Pak troops in THAKURGAON area of Dinajpur district killing six enemy soldiers. On Oct 2, Mukti Bahini killed two Pak soldiers in SHERPUR of Mymensingh district. On the same day Mukti Bahini engaged Pak troops in BHOMRA of Khulna district and killed two Pak soldiers and they also killed two enemy soldiers in BARNI area of the same district. Earlier on 28th Sept. three Pak soldiers were killed and six injured due to mine explosion laid by Mukti. Bahini in PULGAZI area of Noakhali district. On 29th Sept. Mukti Bahini raided Pak troops in NOAPUR of Noakhali district killing six enemy soldiers and injured fifteen of them. On the same day. Mukti Bahini ambushe Pak troops in KOTESWAR area and killed three enemy soldiers.

Late reports reached here today on 30th Sept. four Pak soldiers were killed in JAMBARI area of Comilla district. Earlier on 27th Sept. Mukti Bahini raided Pak position in KOSBA of the same district killing three enemy soldiers and injuring three of them. On 29th Sept, Mukti Bahini ambushed Pak troops in ANANDAPUR killing four. In another operation Mukti Bahini ambushed Pak troops in MONOHARPUR area in Comilla district

and they killed four enemy soldiers. Earlier on 28th Sept. Mukti Bahini attacked Pak position with Mortars in KAYUMPUR near Kosba of Comilla district. The battle continued for three hours. Mukti Bahini killed thirty five enemy soldiers and injured fifteen of them. Besides, they captured five bayonets and 250 round Chinese bullets, one guerrilla got injured during this operation.

Sd/Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJTBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
5th Oct 1971.

Guerrilla activities have been carried out in different sectors of Bangladesh. Some major operations are as follows:-

On Oct 1, two Pak soldiers were killed due to mine explosion laid by Mukti Bahini in BIRISIRI-BJJOYPUR areas, while another party of Mukti Bahini engaged Pak troops with mortars near BANDARKATA killing five Pak. Soldiers. On the same day On 2 Oct. One Pak truck was blown up due to mine explosion laid by Mukti Bahini on PHULPUR- HALUAGHAT road of Mymensingh district.

Earlier on 29 Sep, Mukti Bahini raided Pak troops position near PURBO CHAGALNAIYA of Noakhali district. They killed five enemy Soldiers and wounded seven others and they also destroyed three bunkers. Delayed reports reached here to-day, on 29 Sep Mukti Bahini raided a mixed column of Pak troops and Razakars guarding a road bridge on KULAURA-BARLEKHA road killing three and wounding one. In a joint raid on Pak troops near PUTTIACHARA area on 1 Oct Mukti Bahini killed three enemy soldiers and wounded one of them. Earlier on 30 Sep Mukti Bahini engaged Pak troops who were indulging in looting JAFFLONG market of Sylhet district where they killed eight enemy soldiers.

In BUR1CHONG Sub-Sector, earlier on 27 Sep. Mukti Bahini engaged Pak troops in MONCHARPUR, AZNAPUR, KOTESHWAR and ZAMBARI killing as many as twenty enemy soldiers. Late news reached here to-day, on 26 Sep. Mukti Bahini ambushed Pak troops in CHAIDYAGRAM area. They killed twelve Pak soldiers and injured one of them. Earlier on 26 Sep Mukti Bahini ambushed Pak troops in KANASHTALA area. Freedom fighters killed twelve enemy soldiers and injured one in this operation. On 28 Sep. Mukti Bahini blew up DACCA-CHITTAGONG road-bridge by mine explosion. Late news reached here to-day, between 22 to 28 Sep. Mukti Bahini engaged Pak Position in

BURICHONG area. Our valliant freedom fighters killed as many as twenty-three enemy soldiers and injured a large number of Pak occupant army.

Earlier on 26 Sep. Mukti Bahini ambushed Pak troops in PANCHHARA area and killed three enemy soldiers. On 27 Sep. they launched another operation in the same area and they killed one enemy soldier.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
OCTOBER 7, 1971,

Extensive Commando activities have been conducted throughout Bangladesh. Some major operations are given below :-

In MYMENSINGH-SYLIIET-MAULAVI BAZAR SECTOR: On 3rd October one Pak army vehicle was blown up due to explosion of mine laid by Mukti Bahini on Kamalpur- Bakshiganj Road of Jamalpur Subdivision in Mymensingh District. They killed seven and wounded six others of its occupants. On the same day another column of Mukti Bahini raided Pak position in Dhanbari area of Tangail District. Freedom fighters wounded a large number of occupying soldiers there. Earlier on October 1st, Mukti Bahini demolished railway track between Dacca-Mymensingh. In an exchange of fire with the enemy troops near Dhanua area of Jamalpur Sub-division of Mymensingh District on 5th October Mukti Bahini inflicted eight casualties on them. One freedom fighter was also wounded in this operation. Earlier on October 2, Mukti Bahini raided Pak position at Rayiapur area inflicting four casualties on them. On the same day Mukti Bahini ambushed Pak patrol near Jallikhala area killing seven and injuring twelve others. During the same day freedom fighters apprehended a suspect in this area. On October 4. Mukti Bahini ambushed Pak patrol near Ballabpur area killing two enemy soldiers.

In DACCA-COMILLA-CH1TTAGONG SECTOR. Mukti Bahini raided Pak position area Champaknagar on October 2, they killed two enemy soldiers there. In another raid in this area freedom fighters killed five Pak soldiers.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: According to delayed reports, freedom fighters ambushed Pak troops in Baidyanathpur in which they killed one Officer and wounded five enemy soldiers. Mukti Bahini raided Pak troops Position near Nayadighi area on October 1. They killed one enemy soldier and wounded two. On October 2.

Mukti Bahini engaged Pak troops killing three and injuring four of them. Earlier they carried out several raids in the same area destroying important road, culverts. On the same day one bullock cart-carrying rations for Pak troops was blown up due to mine explosion laid by Mukti Bahini in Thakurgaon area of Dinajpur District. Freedom fighters finished two of its occupants in this operation.

In KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On October 3, Mukti Bahini ambushed Pak troops near Gaveshpur in which they killed five enemy soldiers and wounded four others. On the same day seven Pak collaborators surrendered to Mukti Bahini with mine and rifles in Chandpur area of Jessore District.

According to a delayed report our valiant freedom fighters ambushed a Pak column near Madra on October 2. In exchange of fire six enemy soldiers got killed.

Sd/Nazaul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H Q., MUJIBNAGAR
PUBL IC RELATTONS DEPARTMENT
WAR. BULLETIN
8TH OCTOBER. 1971.

Freedom fighters have carried out extensive Commando activities in different sectors of Bangladesh. Some major operations are given below: -

In KUSHTIA-JESSORE- KHULNA SECTOR: Mukti Bahini raided enemy camp near BERILBAI on 5th October killing as many as 35 Pakistani soldiers and they injured four of them. On the same day freedom fighters cut off telephone line between BAKSHA- BALIADANGA while another column of Mukti Bahini fired on enemy position at NABATKATT1 and destroyed one enemy jeep. Mukti Rahini ambushed a mixed column of occupying troops and Razakars near BABUGANJ of Barisal District earlier on 3rd October. Freedom fighters killed four enemy soldiers in this operation.

In RANGPUR-DINAJPDR- RAJSHAHI SECTOR :- One enemy jeep was blown up near BHOTEMARI area due to mine explosion laid by Mukti Bahini on 4th October. Delayed news reached here. Mukti Bahini encountered with occupying troops at CHIRIRBANDAR of Dinajpur District. In this action, our Valliant freedom fighters killed four enemy soldiers and recovered one rifle from them. On 5th October, Mukti Bahini engaged a mixed column of enemy troops and irregulars near KHANPUR of Dinajpur District where they killed four Pakistani soldiers besides injuring nine others.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: According to late news reached here, on 26th September, Mukti Bahini ambushed one enemy jeep carrying troops in Comilla. They killed two of its occupants including one Officer.

In MYMENSINGH-SYLHET-MAULAVIRAZAR SECTOR: On 5th October, Mukti Bahini ambushed an enemy patrol on NUMEKANAGAR-NAOKUCHI Road and inflicted three casualties on them. During the same night they removed telephone line in NAUKUCHl-AHMEDNGAR. On 4th October Mukti Bahini captured two enemy soldiers with rifles in RONGRA area. On the night of 3rd October Mukti Bahini ambushed enemy troops and Razakars near AZ1MGANJ killing three Pakistani soldiers and five Razakars. On the same night, they raided enemy position near CHATLAPUR killing two and injuring three of them. In a raid on occupying troops position in BAHADURABAD GHAT of Mymensingh District on 3rd October Mukti Bahini damaged a Pakistani Motor Launch and inflicted some casualties on them.

According to delayed news reached here today on 26th September, Freedom fighters attacked four Cargo flights carrying food staff and ammunition of enemy troops on the River of Madhumati near RAMCHANDRAPUR of Gopalganj Subdivision. They sunk two cargos in this operation and killed as many as fifteen Razakars and two Punjabee Police men.

Sd/- Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
OCTOBER 9, 1971.

Extensive guerrilla activities of Mukti Bahini are being conducted in all sectors in the occupied areas of Bangladesh. Reports of some of the heroic performances of Mukti Bahini received by this Head quarters are stated below: -

Mukti Bahini ambushed a big launch carrying Pakistani Army personnel of the Third Punjab Regiment near KASBA in Comilla district on October 4. A fierce fight took place in which at least 200 enemy soldiers were killed. The launch was drowned along with a large quantity of arms and ammunitions. On October 3, another launch of Pakistani army was sunk at BANCHARAMPUR killing 10 enemy soldiers.

In another massive guerrilla operation around the same area the daring freedom fighters sunk 3 Speed boats and damaged 10 country boats of the occupation army. In this action 14 enemy soldiers including one Lt. Col. and one Captain were killed. They also ambushed Pakistani army patrols in AMARATOLI on 4th and 5th October killing 4 enemy

soldiers. On October 3, they killed 3 occupation soldiers near NAYANPUR Railway Station.

According to delayed reports. Mukti Bahini raided HOMNA THANA on October 2, killing 11 West Pakistani Policemen and 5 Razakars. Besides, 15 Razakars surrendered to the Mukti Bahini with arms. Earlier on October 1, Mukti Bahini raided Pakistani Army position near BALLA. They also attacked the enemy reinforcement moving from ASHRAMPARA TO BALLA. In this action, 25 enemy soldiers were killed and 8 wounded.

A daring offensive attack conducted by Mukti Bahini in FEN1 area of Noakhali district during the first week of current month indicates a significant change in their tactics. .

On October 3, Mukti Bahini crossed the MUIIARI RIVER near FENI and built up defence position at PARSURAM and ANANTAPUR. The desperate and confused Pakistani Army made a close-ranged attack on the defence position of Mukti Bahini. The valiant freedom fighters reacted in Perfect Coordination and launched intensive attack on them with small and heavy arms including Mortars. After a fierce battle the enemy retreated leaving 19 of their Comrades dead. The heroic freedom fighters advanced and further stepped up their attack. During this operation they engaged in another direct clash with the enemy soldiers. Almost a hand to hand fight took place. Another 40 enemy soldiers were killed in this action.

At ANANTAPUR in the same district, the enemy troops attacked the defence position of the Mukti Bahini from three directions. A massive battle took place for several hours and a group of the enemy soldiers almost overrun the defence position of Mukti Bahini after suffering 30 casualties. One of our heroic freedom fighters lost his life. Mukti Bahini temporarily withdrew to take a strategic defense and within hours, they advanced with fresh reinforcement. In the battle that followed 30 Pakistani soldiers of the Eightieth Punjab Regiment were killed. Finally, the occupation army was forced to withdraw.

According to the latest reports heavy fighting is continuing in FENI and BELONIA areas between the freedom fighters and occupying soldiers. Reports ensured that 27 enemy soldiers including one JCO were killed by the heroic freedom fighters. It has been learnt that the occupying troops have let loose their moral and have been frantically looking for reinforcement from Chittagong. Meanwhile the freedom fighters demolished the FULGAZI Railway Bridge in between FENI and BELONIA disrupting Railway communications. Their heroic steps are still ahead.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
October 10, 1971.

Guerrilla activities of Mukti Bahini are continuing unabated in all fronts of the occupied territory of Bangladesh. Some of the major actions are stated below :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini fired on enemy troops near KHANJANPUR killing 12 occupation soldiers, on Oct. 5. Earlier, on Oct. 4. They ambushed enemy troops and irregulars near SUIBRAMPUR. They killed 2 regular and 7 irregular soldiers.

The Freedom fighters carried out surprise attack on Pakistani troops while they were digging trenches in West BHURANGAMARI in Rangpur district. In this operation they killed 2 enemy soldiers and wounded 12. Two enemy vehicles were also destroyed. On Oct. 3, Mukti Bahini exchanged fire with enemy troops at MOGHAL HAT of Dinajpur district which resulted 7 casualties on them. Three of our Freedom fighters got minor injuries during this operation.

On the same day, Mukti Bahini derailed a train carrying enemy troops between Rajshahi and NAWABGANJ, 23 enemy soldiers were killed in this action.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR : Mukti Bahini ambushed Pakistani troops on road between BELONIA and CHAGALNAIYA of Noakhali district killing 5 enemy soldiers. On the same day they raided enemy position in MURLIPHAID area killing 3 and injuring 7 enemy soldiers. In another ambush on the occupation army patrol in MOKAMIA BAZAR on the same day the freedom fighters killed 2 enemy soldiers. Earlier, on 6th October, they threw grenades on the Pakistani troops while they had been unloading vehicles on DACCA-CHITTAGONG Road killing 3 enemy soldiers.

According to delayed reports Mukti Bahini ambushed enemy troops in Salda. PARSURAM and CHITHOLIA areas on 2nd Oct. In these actions, they killed as many as 40 enemy soldiers and wounded many. On Oct. 3, Mukti Bahini ambushed enemy position in ANANDAPUR and DHANIKANDA. They killed as many as 60 occupation soldiers and wounded many more. On the same day they fired with Mortars on enemy position in the same area. In this operation they killed 30 enemy soldiers and destroyed several bunkers of the enemies.

In COMILLA district, the Freedom fighters have carried out large scale guerrilla activities in different areas. On Oct. 4, Mukti Bahini ambushed enemy troops in PANCHARA and KOTESWAR area killing 8 enemy soldiers. According to delayed news Mukti Bahini ambushed enemy troops in ANAL PUR and MOHANPUR areas killing 9 enemy soldiers and injuring two.

Reports reached here today from Sylhet district that Mukti Bahini raided KAMDEBPUR on the night of 7th October killing 25 enemy soldiers including one Pakistani army Major. On Oct. 6. Mukti Bahini engaged Pakistani troops in CHAMPAK NAGAR area killing 3 of them. On the same day they also raided enemy position in KABIYABAZAR killing 3 enemy soldiers.

On Oct 8, Mukti Bahini ambushed occupation troops in KAGMARI area of TANG AIL district and killed 5 enemy soldiers. It has been learnt that a heavy fighting is going on between Mukti Bahini guerrillas and the occupation army in TANGAIL district.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
12TH OCTOBER, 1971.

Intensive guerrilla activities by Mukti Bahini continued in all sectors of Bangladesh. Reports of some of the major operations are given below

In RANGPUR-D1NAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini ambushed a mixed column of Pakistani troops and irregulars near Kusumbi killing four and injuring two of the enemy. On October 8, Mukti Bahini encountered another paity of Pakistani troops and Razakars and killed 4 troops and two collaborating Razakars near Meherpur. The same night Mukti Bahini ambushed a Pak vehicle near Baltia killing one soldier and destroying the vehicle. During October 4 and 5th, ten Pakistani soldiers were killed due to explosions of mine planted by freedom fighters along Bhurungamari road. Earlier on October 6, Mukti Bahini raided Pak position near Dhanigagla and killed 4 Pak soldiers. Earlier on October 2, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops enemy on Ulipur- Kurigram road killing 1 Pak soldier. Mukti Bahini recovered seven enemy rifles and some ammunition. In separate operations, Mukti Bahini disrupted railway communication between Paltia-Hatibanda and Rajarhat-Togari areas.

In MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: Mukti Bahini surrounded a large enemy party moving in 28 country boats and two gun boats near Hakaluki Haor in Sylhet District. In a heavy fight 10 enemy troops including one Major and one Captain were killed and 15 were wounded. Two of our brave freedom fighters were killed in this action and 3 others were wounded. 4 Pakistani soldiers and 2 Razakars collaborating with them were killed when Mukti Bahini raided a column of enemy troops near Markuli (Sylhet) on October 7. On October 6, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops position near Kamarsail and

killed four enemy troops. On October 9. a party of Mukti Bahini guerrillas ambushed a Pakistani Patrol near Kalsindur killing two soldiers. Earlier on October 1, Mukti Bahini raided Pakistani troops position near Jamalpur-Ferry Ghat (Mymensingh) and killed three Pakistani troops. Mukti Bahini demolished a road bridge on Bakshiganj-Klamalpur Road in Mymensingh district.

In KUSHT1A-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pakistan troops near Kagmari killing 5 and injuring 3 enemy soldiers. On the same day they raided enemy troops position near Koemkola and killed 2 and wounded 10.

On October 5. Mukti Bahini raided Pak position near Pirgacha (Khulna) and killed 3 Pakistani soldiers including a JCO.

According to a delayed report Mukti Bahini made a daring attack from three sides on Pakistani troops position in Bhatiapara under Kashiani P.S. of Gopalgonj Sub-division on October 4. At least 30 Pakistani soldiers and 20 Razakars were killed in the action. Here agroup of Razakars surrendered to Mukti Bahini with their arms. In desperation, the Pakistani soldiers sent for Air-cover. Pakistani jets carried out intensive air-strafing in the area twice during the day. A Pak Helicopter carrying fresh troops tried to land around sunset but due to Mukti Bahini's firing the helicopter left for Dacca. Next day additional Pakistani troops came in gun-boats and launches and burnt several villages in the area in reprisal.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near Khajuria and killed 4. In a number of ambushes during October 4 and 5 near Guthuma five Pakistani troops were killed. During the period, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near Ajnapur twice in which 13 Pakistani soldiers were killed and 3 wounded. On October 5 Mukti Bahini fired on Pakistani soldiers near Nayanpur and inflicted 5 casualties on the enemy. On the same day, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near Jambari and killed two of the enemies.

Sd/- Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER.
BANGLADESH FORCES.

BANGLADESH FORCES HEADQUARTERS
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
Oct. 13, 1971.

Vigorous guerrilla activities are being conducted by Mukti Bahini in all sectors of the occupied territory of Bangladesh. Some of major actions are stated below :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR : Mukti Bahini raided occupation army position in Bhotemari of Rangpur district on October 10 and killed 10 enemy soldiers. Earlier, on October 5, they also damaged a road bridge near Chapani in the same area. On October 9, the occupation army attacked Sonamosque area, but it was retaliated by Mukti Babini. In this action 7 enemy soldiers were killed and many wounded. During this action one Razakar along with his arm surrendered to the Mukti Bahini. On the same day Mukti Bahini ambushed enemy patrol on road between Joimonirhat and Anderijhar Khamar killing 3 and injuring 10 enemy soldiers. They demolished Chandijan bridge on road between Chalma and Kurigram of Rangpur district on the same day. Next day 4 Razakars with their arms surrendered to the freedom fighters in Tista area.

On October 9, two enemy soldiers were killed in Kajaldighi area due to mine explosion. On the same day they demolished culvert in Bhelarpur on road between Churlai and Keta. They also disrupted telecommunication in this area. Earlier, on October 7, MB ambushed enemy troops.

Patrol in Mochirghar area killing one enemy soldier. They also captured one Chinese Rifle.

In JESSORE-KUSHTIA-KHULNA SECTOR : MB killed 7 occupation soldiers in Ghugri of Khulna district while they ambushed enemy troops patrol on October 10. In this action one of our freedom fighters was wounded. On the same day MB raided occupation army position at Madankati School of Khulna district killing 4 and injuring severely 7 enemy soldiers. On October 2, they raided enemy troops position in Dositana and killed 5 enemy soldiers. In another ambush in Kapasdanga of Jessore district on the same day MB killed 10 enemy soldiers. On October 10 one Razakar with his Rifle surrendered to the MB in Kutchandpur area of Jessore. Earlier, on October 4, two Razakars with their arms surrendered to MB in Benapol area of the same distract.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: MB demolished 2 Railway bridges between Zorarganj and Feni of Noakhali District on October 9 disrupting railway communication between these two places. On October 8, MB ambushed enemy troops patrol in Latomura of Comilla district killing 3 enemy soldiers. On the same day MB raided occupation army position in Mojumderhat area killing 6 enemy soldiers. In an ambush on the same day in Charnal area MB killed 2 enemy soldiers. On October 7, they

ambushed Pakistani troops patrol in Gabtola area of Noakhali district killing 4 enemy soldiers. In this action they captured three LMG. Earlier, on October 6. MB raided Kaiara School where the occupation troops were accommodated and killed 6 of them.

In MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: MB removed telephone line between Haluaghat and Telikhali of Mymensingh on October 11 dislocating telecommunication. Earlier, on October 7, the freedom fighters ambushed Razakar Patrol in the same area and killed 6 of them. In this action they also captured 2 Chinese Rifles.

According to a delayed report MB destroyed one railway bridge between Srimangal and Kakichara of Sylhet district during the first week of the current month.

Sd/- Nazul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
OCTOBER 14, 1971.

Large scale guerrilla attacks on the occupation Army by the Mukti Bahini are continuing in all fronts of the occupied territory of Bangladesh. Some of the notable actions are stated below :-

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Babini encountered with the occupation troops on October 11 in Hatibanda of Rangpur district and killed 5 enemy soldiers. During this action 3 of our valiant freedom fighters received minor injury. On October 8, two enemy soldiers were killed and two seriously injured due to mine explo- sion earlier laid by Mukti Bahini in Shahat. On the same day Mukti Bahini Patrol Party ambushed Pakistani troops in Deoda area killing 2 soldiers. They also raided Razakar Camp in Atpara in Rajshahi district on the same day and blew up the same. In this action 5 Razakars were killed. Earlier, on October 7, Mukti Bahini ambushed occupation troops Patrol in Nawabgonj area of Rajshahi district and killed one enemy soldier and wounded several. On the same day 4 Razakars along with their Rifles surrendered to the Mukti Bahini in Hamzapur in Dinajpur district.

In MYMENSINGH-SYLHET-MOULVIBAZAR SECTOR: The occupation Army attacked Mukti Bahini on October 11 in the area of Mymensingh. It was repulsed by the valiant freedom fighters killing 10 enemy soldiers. On October 8, Mukti Bahini engaged Razakars Patrol collaborating with enemy troops in Tikahaor killing 6 Razakars and injuring 4. Rest of them dropped the weapons in water and ran away.

According to delayed report one occupation Army truck moving from Madhabpur to Mymensingh was blown up on October 3, 3 enemy soldiers were killed in the action. On October 10, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in Kulaura in Sylhet district killing 5 enemy soldiers. During this action 2 Razakars surrendered to the Freedom fighters with their Rifles. On the same day, one enemy bus was blown up due to mine explosion in Pagla area killing one enemy soldier. They also raided and destroyed one launch between Joykalas and Derai on the same day. Report of casualties in this action lias not yet received. On the same day they raided occupation Army position in Chargram and killed 2 enemy soldiers. Next day, on October 11, Mukti Bahini killed one enemy soldier in Busgram.

On October 9. Mukti Bahini raided Pakistani troops guarding Bala bridge in Sylhet district and killed 2 enemy soldiers. On the same day in an encounter with the occupation troops in Tookocha area Mukti Bahini inflicted heavy casualties on the enemy soldiers. Two Razakars surrendered to the Freedom fighters on the same day in Dakshinkui. On October 5, they dislocated telecommunication between Sachna and Sunamganj of Sylhet district.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in Amanganda area killing 3 enemy soldiers on 9th October. On October 8, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in Fulgazi of Noakhali district killing 3 enemy soldiers. Earlier, they demolished a road bridge in the same area. In another raid on the same day in Anantapur area one enemy soldier was killed. Mukti Bahini fired with Mortars on the occupation troops in Bowhara area killing 4 enemy soldiers on the same day. In an ambush on Pakistani troops in Jambari of Comilla district on 8 October, Mukti Bahini killed 5 enemy soldiers. On the same day they raided occupation Army position in Panchara killing 3 enemy soldiers. Mukti Bahini drove out the occupation Army from shoitsala area on the same day. On October 7, Mukti Bahini raided Chandpur, North of Comilla district killing 2 enemy soldiers. They also destroyed two bunkers of the enemy in the same area. Earlier, on Octobcr 6, Mukti Bahini ambushed Country boat carrying occupation troops in the same area. In this action 5 enemy soldiers were killed and the boat was destroyed completely.

It is reported from the occupied territory of Kushtia-Jessore-Khulna that large number of Razakars have surrendered to the Freedom Fighters.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H. Q.. MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
OCTOBER 15, 1971.

Freedom fighters have been conducting heroic commando activities in different sectors of Bangladesh. The reports of some major operations reached here today are stated below :-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Oct. 12. enemy troops consisting of about two platoons had encountered with Mukti Bahini in KHALPARA and ALPUR areas. Freedom fighters successfully retaliated this attack inflicting 10 casualties on them. In this operation one guerrilla was killed while attempting to recover enemy casualties. On the same day Mukti Bahini raided KETRA area and exchanged fire with mortars on. enemy soldiers killing 5 of them. Earlier on 10th Oct. Mukti Bahini ambushed enemy patrol in KHALPARA and ALPUR areas killing 4 occupying soldiers. During the last week of September Major Sher Khan of Pakistan Army was killed by Mukti Bahini near GA1BANDHA of Rangpur district. It has been learnt that when occupying troops were advancing towards BHORALKHALI from GAIBANDHA Sub-Headquarter the freedom fighters ambushed them and killed Major Sher Khan with two Junior Commissioned Officers.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: According to delayed news reached here today, on 9 Oct. Mukti Bahini ambushed enemy patrol in DATI'ASAR area and killed three occupying soldiers. On 8 Oct., Freedom fighters ambushed enemy troops in GABTALA area killing two of them.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULAVI BAZAR SECTOR: On 12 Oct. our valiant freedom fighters raided enemy position in JAINTIAPUR of Sylhet district and they recovered one ritle with some Chinese ammunitions. On Oct. 11 Mukti Bahini raided in DEBALCHARA area. In this operation they killed 2 enemy soldiers. They also ambushed enemy troops in MURIACHARA and inflicted three casualties on them. In another ambush in the same area on occupying troops freedom fighters killed three Pakistani soldiers.

Delayed news reaching here today indicate that on Oct 5 Mukti Babini raided ALHAJ JUTE MILLS near GAIBANDHA and killed two enemy soldiers. Earlier on 3 Oct. our freedom fighters ambushed Pakistani troops in RASULPUR area near GAIBANDHA killing four Pakistani rangers.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini destroyed one electric pylon in BAKSHA area on 11 Oct. On 12 Oct. they removed 500 yards telephone line in MADANKATHI area and they also destroyed four power pylons on MEIIERPUR-CHUADANGA road of KUSHTIA district.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
OCT. 16, 1971.

Detail reports of intensive Mukti Bahini guerilla operations are given below :-

According to a delayed report, large areas of Chittagong city remained without any power throughout the 1st week of October due to intensive guerrilla operations within the city by Mukti Bahini. During the period Mukti Bahini destroyed 4 power sub-stations at ACiRABAD, MADIRBARI, MADINAGIIAT and CHANDPUR within the city area. On October 7, Mukti Bahini destroyed power pylons on CHITTAGONG-KAPTAI line.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR : Mukti Bahini ambushed Pakistani troops on Oct.12 near RADI-IANAGAR and killed 3 of them. On Oct. 8, in separate raids on Pak positions at GUTHUMA and PURBA DEBPUR, Mukti Bahini killed two Pakistani soldiers and wounded 8. Earlier on Oct. 7, Mukti Bahini raided CIIHAGALNAIYA Police Station in Noakhali districts killing 4 pakistani soldiers and policemen and injuring seven. According to a delayed report Mukti Bahini fired on Pak troops near HARIRAMPUR and MALUCHIM BAZAR of SIBALAYA Police Station of Dacca district during 17-19th of September. In these operations 25 Pakistani soldiers were killed.

In MYMENSINGH-SYLHET SECTOR : Twenty Pakistani soldiers were killed when Mukti Bahini fired on Pak troops on Oct. 9 near HATIBHANGA in Mymensingh district. On Oct. 9, Mukti Bahini ambushed Pakistani rangers in MOHANGANJ and killed four of them. On Oct. 10, one Pakistani army vehicle was damaged by mine explosion on PHULPUR-HALUAGHAT road killing four Pakistani soldiers. In Mymensingh district Mukti Bahini disrupted railway communications between JAMALPUR and BAHADURABAD GIIAT by removing railway tracks near DAGHI railway station on Oct. 8. Railway communication between JAMALPUR-SARISABARI was also disrupted by demolishing railway bridges near KENDUA-KALIBARI and BOYRALI. During the last week 20 Razakars surrendered to Mukti Bahini with their arms at JAMALPUR in Mymensingh district and at DALURA in Sylhet district.

In RANGPUR- DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR : Mukti Bahini ambushed Pak troops in PUKHILGAON area and inflicted 3 casualties on the enemy soldiers. On October 9, Mukti Bahini ambushed Pak soldiers in BHOTESHUR, north of AUDITMARI killing 3 Pak soldiers and injuring five. On Oct. 7, Mukti Bahini encountered Pak soldiers in BHABANIPUR and killed two of the enemy. On Oct. 9, a large number of Razakars surrendered to Mukti Bahini near GAIBANDHA. One Razakar Commander, Habibur Rahman of HALDIBARI (RANGPUR Dist.) surrendered to Mukti Bahini on Oct. 12.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJ1BNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
17th . October. 1971

Reports of intensive Guerrilla activities by Mukti Bahini have reached here. Details of some of the reports are given below

In SYLHET district heavy fighting between Mukti Bahini and Pakistani soldiers are continuing in Chatak. Our brave soldiers have already captured a part of this Industrial town and have also cut off all road and railway communication between Chhatak and neighboring towns. In last two days' battle Pak soldiers have suffered heavy casualties.

According to a delayed report Mukti Bahini marine commandos have sunk two large ships at Chittagong Port on October 8. The ships concerned are a Pakistani Ship named NASIM which was carrying two tanks and other arms and ammunitions and a Greek ship named AVLOS.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On October. 9 Mukti Bahini ambushed Pak troops near Sadekpur in Comilla district killing 23 Pakistani soldiers including a Captain. Mukti Bahini captured 6 enemy rifles and some ammunition. One Pak soldier was also captured in this action. Earlier on October 8. Mukti Bahini ambushed Pak troops near Burichang (Comilla district) and killed 5 enemy soldiers. On October 11, the daring guerrillas made a surprise attack on Pak soldiers at Chandpur Ferry Ghat. 5 Pak soldiers and 7 collaborating Razakars were killed in the action. On the same day Mukti Bahini made a Mortar attack on Pakistani soldiers near Comilla killing 5 and injuring 37 enemy soldiers.

In KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pak troops on October 15 near Maheshkundi and killed 10 Pakistani soldiers. On October 14 Mukti Bahini ambushed Pak army at BHAGJOTI AND SUKRIA and killed 20 enemy soldiers and wounded 10. On the same day Mukti Bahini shelled Pak army position at Ramkrishnapur and killed 5 enemy soldiers. Another group of guerrillas fired on an enemy patrol near sadipur and killed 3 Pakistani soldiers. On October 13, Mukti Bahini ambushed enemy patrol at Baksha killing 4 Pak soldiers and injuring 2.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
18 TH OCTOBER. 1971.

Mukti Bahini continued its extensive guerrilla operations throughout Bangladesh. Details of some of the major operations are given below

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On the night of October 16th, Mukti Bahini launched a mortar attack on Pakistani soldiers near BHOWALGANJ in Dinajpur district and inflicted 17 casualties on the enemy. The same night— Mukti Bahini exchanged Fire with Pakistani soldiers near KARIA and killed 10 enemy troops. Mukti Bahini blew up railway line between HILLI and PANCHBIBI in BOGRA district. On the way back to the base camp—Mukti Bahini encountered Pak troops on the morning of Oct. 16. In heavy exchange of fire— Mukti Bahini ambushed a mixed Pakistani patrol near MURAD PUR. 5 Pakistani soldiers including a Captain were killed in this action. Earlier in separate attacks on Pakistani troops on October 13th and 14th near PANCHBIBI, Mukti Bahini killed 16 enemy soldiers including 5 collaborating RAZAKARS. On Oct. 13, Mukti Babini ambushed a Pakistani patrol at CHAKRABENI and killed 4 of the enemy. On October 17, 10 Razakars surrendered to Mukti Bahini with their arms near DINAJPUR, on Oct. 14, 12 Razakars surrendered in KARIA.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Oct. 12, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near BOGABARI and killed 4 enemy soldiers. On Oct. 11 Mukti Bahini raided Pak position at MAJUMDERHAT and killed 5 Pak troops. In a similar raid on Oct. 9, at KALIRBAZAR in Noakhali District, Mukti Bahini killed 12 and injured 4 enemy soldiers. On Oct. 6 & 7 Mukti Bahini made two separate attacks on Pakistani position at CHADLA killing 13 & injuring 10 enemy troops. On Oct. 8, Mukti Bahini killed 10 and injured 15 Pakistani soldiers in a series of attacks at SAISALA Village.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On Oct. 14, Mukti Bahini ambushed Pak troops between DURGAPUR and NAZIRPUR and killed 2 enemy soldiers. On the same day, Mukti Bahini disrupted telecommunication between KISHORGANJ and MYMENSINGH. Mukti Bahini guerrillas raided GOURIPUR Police Station on Oct. 13 and recovered some arms.

According to a delayed report Mukti Bahini guerrillas have intensified their activities in TANGAIL district. During the last week of September, Mukti Bahini engaged Pak troops at PANCHIKAMPA near GOPALPUR P.S. and killed 25 of the enemy. Guerrillas destroyed the RAZAKAR bases at KALIAKOIR in Dacca district and at SAR1SABARI of MYMENSINGH district. About 60 Razakars surrendered to Mukti Bahini in this area. Earlier this month the guerrillas from TANGAIL destroyed several bridges on Dacca- Tangail road.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
OCTOBER 19, 1971.

Large scale guerrilla activities are being carried out by Mukti Bahini in all fronts of the occupied territory of Bangladesh. Some of the notable actions are slated below:

In RANGPUR-D1NAJPUR-RAJSHAIIl SECTOR: A group of Mukti Bahini intercepted in Pakistani troops Patrol in Jotosman area and exchanged fire with them on 13th October. In this action enemy troops suffered 20 casualties. On the same day Mukti Bahini ambushed Pakistani troops on road Bhurungamari-Paglahat in Rangpur district killing 3 and injuring four enemy soldiers. On October 12, Mukti Bahini raided occupation troops position in Joimonirhat killing 6 and injuring 15 enemy soldiers. On the same day they engaged enemy soldiers in Bhurungamari and killed 3 enemy soldiers. They also ambushed Pakistani Army Patrol in Ulipur on the same day killing 4 enemy soldiers and 7 Razakars. Earlier on October 10, Mukti Bahini removed railway track between Kurigram-Chilmari and blew up railway bridge near Ulipur disrupting train communication. On October 12, Mukti Bahini ambushed occupation troops while they were crossing Nala and killed 6 enemy soldiers. On October 10, three Razakars surrendered to the Mukti Bahini in Habra. According to delayed report Mukti Bahini encountered a mixed Pakistani Patrol at Magura Para in Rajshahi district on October 7, killing 3 enemy soldiers and 4 West Pakistani Policemen.

In KUSIITIA.JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini engaged Pakistani troops in Mand area on October 13 killing two and injuring 5 enemy soldiers.

It is learnt from a reliable source that the freedom fighters engaged occupation troops in Haridia of Bagerhat subdivision in Khulna district on October 9. In this action 20 enemy soldiers including one Officer were killed.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: According to delayed reports reached here, the daring Mukti Bahini fired with Mortars on the Pakistani Army position in Circuit House Building, Rajgonj and Kandipur in Comilla town on October 11 killing 10 enemy soldiers. On the same day Mukti Bahini raided Pakistani troops position in Bugon Bazar area and killed 3 enemy soldiers including one Officer. On October 10 Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in Ajnapur area of Comilla district and inflicted 3 casualties on the enemy.

It is learnt that Pakistani Aircraft straffed and rocked areas around Shibpur. Kapasia and Raipur of Dacca district on October 9 and burnt villages and markets. On the same day Mukti Bahini ambushed occupation troops in Sadikpur area killing 4 enemy soldiers including one Officer.

In MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: Three Razakars with their Rifles surrendered to the Mukti Bahini in Larigram-Kamargaon area of Mymensingh district on 14th October. On October 9, Mukti Bahini clashed with the occupation Army in Kendua and

Dharmapasha on the Sylhet-Mymensingh border inflicting 7 casualties on the enemy. During this action three of our freedom fighters received minor injury.

According to a delayed report Mukti Bahini threw grenades on Pakistani troops in a Market of Kishoregonj on 4th October. In this action two enemy soldiers were killed.

Sd/- Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER.
BANGLADESH FORCES

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJ1BNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
21 OCTOBER, 1971.

Heroic Commando activities have been carried out by the valiant Freedom fighters throughout different sectors of Bangladesh. Reports of some major operations are given below: -

More details of the fight between Mukti Bahini and Pak soldiers at SALDANADI have been received. The fight started from 16 October and continued till 18th October when the enemy was repulsed. Pak troops attacked the Mukti Bahini positions with the entire 33 Baluch Battalion supported by artillery fire and air strafing. The valiant Mukti Bahini fighters withstood the attack and inflicted 70 casualties on the enemy. Many more were injured. Pak army recovered their dead bodies under cover of artillery fire at night but still they had to leave behind 18 dead bodies which were collected by the Mukti Bahini. Three prisoners including an Officer. 2nd Lt. Pervez, were captured. Two of them later on succumbed to their injuries. The enemy left behind huge quantity of arms and ammunition including 6 MMGs.

Fight in CHHATAK Town is still going on. The enemy is still surrounded on all sides. Pak army have brought in their air Force in this area and restarted straffing.

More areas have been liberated by the Mukti Bahini in KASBA.

On October 11; Freedom fighters launched a Mortar attack on occupation troops in MAJUMDARHAT, ANANTAPUR and PARSHURAM of Noakhali district. They killed as many as 41 enemy soldiers and seriously injured 4 in these actions. Earlier, on 8th October Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in CHITHOLIA, PARSHURAM and NOAPUR areas of the same district killing 6 and injuring 17 enemy soldiers. Besides, they also destroyed one bunker of the enemy. According to delayed news received here today.

the heroic guerrillas conducted a daring operation in NAYANPUR area of Comilla district on 6th October. Freedom fighters ambushed the enemy troops killing 4 enemy soldiers. On the same day they attacked Pakistani troops with mortars. Enemies suffered, 9 killed. On October 7, they also ambushed enemy Patrol in KAIYUMPUR and JAMBARI areas killing 16 and injuring 6 enemy soldiers. On 8th October, Freedom fighters attacked the occupation troops in JERONKHOLA and BURICHANG areas and killed 37 enemy soldiers including one Major. They also captured a large quantity of fire arms and ammunitions. On 9th October the valiant guerrillas ambushed Pak troops in SADIKPUR aera. 23 enemy soldiers including one Captain were killed in this action. Besides, they captured one enemy soldier, 6 Rifles (303) and 7 hundred rounds of ammunition. On October 11, they carried out Mortar attacks on enemy troops in the same area killing 5 and injuring 37 enemy soldiers. Earlier on October 5, Mukti Bahini attacked occupation troops in SATBARIA area killing 9 of them. On 11th October, the Commandos of the Naval Unit of Mukti Bahini sunk two Launches in TAKERHAT Ferry Ghat area of Faridpur district. These launches were used by the occupation troops. Earlier on 4th October Mukti Bahini attacked Pakistani Military Policemen on AMGRAM Road-bridge in the same district. In this action 2 West Punjabi Policemen were killed. On the same day the occupation troops raided the Camp of the Freedom fighters in PAKULLAH area of Faridpur district. The Freedom fighters repulsed them. This fight continued for four hours. Mukti Bahini killed 4 enemy soldiers in this action. 13 got injured seriously of whom 3 died later on in the MADARIPUR Hospital. The enemy fled away leaving behind one dead body. According to a delayed report, occupation army Patrol was ambushed by Mukti Bahini in SANKERDI under Rajoir P.S. of Faridpur. In this operation 3 enemy soldiers were killed.

Freedom fighters ambushed one big Launch near GOURNADI carrying Pakistani troops including some officials of Barisal district and inflicted heavy casualties. They also captured 19 Rifles, one Pistol, a huge quantity of ammunition. The Launch was destroyed. Fifteen collaborators including one Habilder surrendered to the Freedom fighters.

On October 11, Mukti Bahini attacked the occupation troops Camp in CHULKAT1 High School under Fakirhat P.S. of Jessore district. The fight continued for several hours resulting in 10 casualties for the enemy. Freedom fighters also captured 11 Rifles (303) and a large quantity of ammunition. On October 7, Mukti Bahini ambushed one Platoon of occupation troops in RAMPAL area of Khulna district killing 5 enemy soldiers after heavy fight for 6 hours. They captured 5 Rifles (303) and a huge quantity of ammunition.

In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini fired on the occupation troops in BARAKIIATA area in Rangpur district on 16th October killing 3 and injuring one enemy soldier. On October 17, Mukti Bahini raided enemy position in AMPARA area and inflicted 30 casualties on them. On October 17, at night the Freedom Fighters raided

Pakistani troops near RAIGANG killing 17 and injuring 15 enemy soldiers. Earlier on October 15, they also ambushed enemy troops in the same area killing 3 enemy soldiers. On October 16, Mukti Bahini raided Pakistani troops in BHURUNGAMARI area of Rangpur district. In this action 3 enemy soldiers were killed and 18 wounded. In a raid on MIRESWARAI area of Chittagong district on 12th October, Mukti Bahini killed 30 and wounded 10 enemy soldiers.

On October 18. Mukti Bahini fired on Pakistani troops in BAORAMAR1 of Mymensingh district in which 18 enemy soldiers including one JCO were killed and six others including one Officer wounded. On 11th October Naval Unit of Mukti Bahini sunk Speed boat of the enemy near BARHATTA of Netrokona Subdivision.

According to a delayed report Mukti Bahini raided AKASHRI area of Tangail district and killed 20 enemy soldiers. During this action 12 Razakars surrendered to the Mukti Bahini.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
24 Oct. 71

Large scale guerrilla activities are being conducted by the Mukti Bahini in the occupied territory of Bangladesh. Reports of notable actions are given below:-

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti bahini raided Pakistani troops position in SINGIMARI area of Rangpur district on 21st October killing 10 enemies including several occupation soldiers. Two of our freedom fighters were wounded during this raid. On October 20, MB engaged Pakistani troops numbering about 40 in KHETKIBARI area of the same district and. inflicted 1 I casualties on them. One of our freedom fighters was killed during this action. On October 19, intensive guerrilla activities were carried out in this Sector. On this day, the freedom fighters raided occupation troops in KHORIBARI and killed 7 enemy soldiers. On the same day they encountered Pakistani troops in MURADPUR area, killing 2 enemy soldiers. In an engagement with the occupation troops in GODAGARIIIAT area of Dinajpur district freedom fighters killed 5 enemy soldiers. They ambushed Pakistani army patrol in HARAGOBINDAPUR on the same day and killed one and wounded two enemy soldiers. On October 18, MB engaged Pakistani troops near LALMONIRHAT of Rangpur district. In this action they killed 4 enemy soldiers. On October 17, MB killed 2 enemy soldiers near KURIGRAM while they ambushed the enemy. They also removed railway track between KURIGRAM and ULIPUR disrupting train communication. On the same day they blew up a Pakistani truck carrying jute on DINAJPUR-SAYEDPUR road.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On October 20, MB raided Pakistani troops position in MUKUNDAPUR of Comilla district and exchanged fire with mortars on

them. In this action A enemy soldiers were killed. On October 19, MB launched mortar attack on the occupation Army position in NALUA area killing 3 enemy soldiers. They also conducted mortar attack on the enemy troops position in GUTHUMA river area on 18th October. Five Pakistani soldiers wounded in this action. On the same day freedom fighters raided Pakistani army Position in PAGLIRKUL area of Noakhali district and exchanged fire with them. In this action 8 enemy soldiers were killed. On October 17, MB ambushed Pakistani troops in FULGAZI area of Noakhali district killing 2 and injuring 4 enemy soldiers. Earlier, on October 16, two Pakistani soldiers were killed in the same area. On the same day the freedom fighters launched mortar attack on the occupation troops in SALDHAR area. In this action 8 enemy soldiers were killed and two bunkers of the enemy were destroyed..

MYMENSINGH-SYLHET-MOULVIBAZAR SECTOR: Nine Razakars surrendered to Mukti bahini in BHAGMARA area of Mymensingh district on 21st October. On October 20, they clashed with the occupation troops in NAZIRPUR area killing 2 enemy soldiers and 4 Razakars. On October 17. MB destroyed two power pylons between SYLHET and CHI I ATA K disrupting electric supply. On the same day they engaged Pakistani troops in PHULPUR area and killed 4 enemy soldiers.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti bahini ambushed enemy soldiers in SHEJALU area killing 4 and injuring 3 enemy soldiers on 18th October. Earlier, on October 16, in an exchange of fire with the occupation troops in the same area the freedom fighters also killed 3 enemy soldiers and 7 Razakars, besides 13 occupation troops injured during this action. It is learnt that Pakistani Military authority have removed Major Monsur who had been commanding Pakistani troops in GHUBRI area. It is believed, he has been removed because of his inability to check the guerrillas, who killed 7 Pakistani troops on 10th October 71.

Sd/ - Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MIJJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
25th Oct. 1971

Further reports of extensive guerrilla operations by Mukti Bahini have reached here today. Details of some of the major operations are given below: -

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Oct 21. Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near BARAPARUA in Chittagong district killing 7 Pak soldiers including an Officer. Mukti Bahini captured 4 LNG from the enemy. In another ambush on Oct. 20 near CHAUDDAGRAM in Comilla, Mukti Bahini guerrillas killed 4 Pakistani troops. On October 19, Mukti Bahini raided Pakistani troops positions at MIARBAZAR and PANNAPUR of Comilla district. 13 enemy soldiers were killed and 2 were seriously wounded in these operations. On Oct. 13, Mukti Bahini engaged Pakistani troops near NOAPUR and killed 5 of the enemy. The same day. Mukti Bahini raided Pakistani troops position at SALDHAR killing 4 enemy soldiers. On October 17, a Pakistani army vehicle was destroyed by mine action planted by Mukti Bahini in NATUNBAZAR area of Noakhali. 7 Pakistani soldiers were killed and 3 were wounded in this explosion.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On October 22, Mukti Bahini engaged Pakistani troops near BARAKHATA in Rangpur dist. killing 2 and injuring 3 enemy soldiers. On the night of Oct. 21 Mukti Bahini destroyed a strategic road bridge between AMARKHANA and JAGDALHAT in Dinajpur district. On Oct 21, Mukti Bahini launched a mortar attack on Pakistani troops in CH1NTAMON of Dinajpur district. 2 enemy soldiers were killed and 3 other were wounded in the action.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On October 21, Mukti Bahini engaged Pakistani troops near BAKSHA area in Khulna dist. killing 4 and injuring 6 enemy Soldiers. On October 23, Mukti Bahini made a surprise mortar attack on a column of Pakistani soldiers while they were moving towards KAKDANGA in Satkhira Subdivision.[1] 4 occupation soldiers were killed and 5 were seriously wounded in the action. Earlier on October 17 Mukti Bahini captured an enemy motor launch from PASMERI area in Khulna district.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On October 20, Mukti Bahini raided Pak position in MIRASCIIAR in Sylhet district killing 4 enemy soldiers. On the night of October 18th, Mukti Bahini destroyed railway track on DACCA-MYMENSINGH line and disrupted the strategic railway communications. Mukti Bahini disrupted the telecommunication between DACCA-MYMENSINGII on October 17. A group of Razakars surrendered to Mukti Bahini at DEWANGANJ on October 21.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH- FORCES H.Q., MUJIBNAGAR.
WAR BULLETINS.
27th Oct., 71

Freedom fighters have conducted daring Commando operations throughout Bangladesh. Some note-worthy actions are stated below:-

On 25tb Oct. Freedom fighters blew up Goyan-Sarighat bridge of Sylhet district. According to late news, on 22 Oct. Mukti Bahini raided occupation troops in Bhurungamari area in Rangpur district. Enemy soldiers suffered, twenty killed and ten injured. On 23 Oct., Mukti Bahini ambushed enemy patrol in Jagadalhat area of Rangpur district killing nine and injuring eight enemy soldiers. On the same day they encountered Pakistani patrol near Tenguria of Dinajpur district killing six irregulars and injuring four. Freedom fighters also encountered enemy position in Barni area (KUSHTIA-JESSORE- KHULNA) and killed one occupation soldier. Earlier on 21 Oct Mukti Bahini engaged Pakistani army in Raigonj of Rangpur district. Enemy side suffered twenty-two casualties.

It has been reported that on 23 Oct occupation troops had snatched away tinsheds from the houses of the villagers of Alinagar with a view to build bunkers.

On 23 Oct. the heroic guerrillas ambushed enemy troops in Barhatta of Mymensingh killing four irregulars. Earlier on 21 Oct. freedom fighters sank two boats and one launch carrying occupation troops in Kalni area of Sylhet district. Late news reached here today on 21 Oct. enemy troops attacked freedom fighters near Joymonirhat of Rangpur district. But our valiant warriors successfully repulsed them killing as many as forty enemy soldiers including one officer, two JCOs and injuring twenty. Earlier on 21 Oct freedom fighters raided Pakistani position in Bhurungamari of Rangpur district. They killed ten enemy soldiers in this operation and one occupation army Jeep was also burnt by them. On 22 Oct Mukti Bahini ambushed enemy troops in Mirdarbazar inflicting ten casualties on them including one officer. In reprisal the barbaric enemy soldiers burnt the houses of the villagers.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H. Q.. MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
28 Oct. 71

Freedom fighters launched large-scale commando operations in different sectors of Bangladesh. Details of some of the major actions are stated below:-

1N RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On October 24, Freedom fighters demolished railway culvert near BHABANIPUR. On 23 Oct. Mukti bahini engaged Pakistani patrol in BAIDYANATHPUR. The occupation troops suffered three killed.

IN KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On Oct 26 the valiant freedom fighters successfully retaliated the attack of the occupation troops on BHATSIIALA village of Satkhira Subdivision in Khulna district. During this action they killed 8 and injured many more enemy soldiers. One of our freedom fighters was also lost in this fight. On Oct 24, Mukti bahini raided SHAMNAGAR Police Station of the same district killing 3 enemy soldiers. In an encounter with the occupation troops in PATKELGHATA area on 23rd October Freedom fighters killed 15 enemy soldiers. During the second week of Oct. freedom fighters raided Razakar Camp in ASHASHONI area of Khulna. They killed as many as sixty four Razakars and injured thirty five. Six Rifles were also captured by the guerrillas. In the same week Mukti bahini raided occupation troops in BHEDERGANJ of Faridpur district. In this operation freedom fighters killed as many as one hundred and fifty enemies including regular soldiers, ex-military men and Pakistani Punjabi Policemen. Nine more surrendered to Mukti bahini. Mukti bahini also captured two hundred Chinese make Rifles, two LMGs. In this operation one freedom fighter was killed.

During the 1st week of Oct. the occupation troops were moving towards Mukti bahini Camp from JHALKATHI and KAOKHALI of Barisal district. But the heroic guerrillas retaliated them undamtingly. Out of 180 enemy soldiers suffered thirty five killed. Three enemy soldiers named Abdul Malek, Banad Gul and Jan Gul of Peshawar district surrendered to Mukti bahini. Freedom fighters also captured eight Rifles including several LMGs and a large quantity of ammunitions.

In DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR* On Oct. 21 Freedom fighters, mobilised mortar attack on Pakistani troops in the SALDANADI area of Comilla district. They killed as many as thirty seven occupation soldiers and seriously injured thirty of them. On the same day Mukti bahini ambushed enemy troops with LMGs in SHALGAR and SREEPUR areas. This frontal battle continued for two hours. Enemies got fifty killed and injured many more. During this action two freedom fighters became martyrs. Mukti bahini ambushed enemy troops in AM J A DERB AZ AR and JAGANNATHDIGHI of Comilla district on 20 Oct. Enemy soldiers got twenty eight killed and twelve injured in this operation. On 22 Oct Mukti bahini ambushed Razakars patrol in MUNSIIIRHAT area in Feni Subdivision of Noakhali district capturing fifteen of them, and four Rifles were also captured by the freedom fighters during this operation. On 21 Oct Mukti bahini

ambushed Pakistani troops in PHULGAZI area of Noakhali district killing two enemy soldiers and injuring three of them. Earlier on Oct 18 freedom fighters launched mortar- attack on army position in NOAPUR of the same district killing five and injuring nine enemy soldiers and destroyed four bunkers there. On the same day they also attacked with mortars on the Pakistani troops in SALDAR area. Mukti bahini killed one occupation soldier and injured two in this operation. Earlier on 17 Oct Mukti bahini had blown up one truck carrying enemy soldiers due to mine explosion in NATUNBAZAR of Noakhali district. On the same day they killed one enemy soldier and injured two in BADARPUR area of the same district.

IN MYMENS1NGH-SYLHET-MAULVIBAZAR SECTOR: On 21 Oct one Pakistani soldier was killed due to mine explosion laid by freedom fighters on road between AHMEDNAGAR-RANGTIA of Mymensingh district.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
WAR BULLETIN
29th Oct 71.

Mukti Bahini continued their extensive guerrilla activities all over occupied Bangladesh. Details of some of the major operations are given below:-

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Oct. 26 Mukti bahini attacked Pakistani troops with mortars near KAIMPUR area and killed six enemy soldiers. On Oct 25 Mukti Bahini ambushed Pak troops in ANANDAPUR killing 4 soldiers and injuring 3. On Oct 24, Mukti Bahini guerrillas ambushed occupation troops in PARASHURAM and killed 6 Pakistani Soldiers. On the same day, in another ambush on enemy soldiers near RAJAPUR, Mukti Bahini inflicted 4 casualties on the enemy. Earlier on Oct 20, the freedom fighters raided Pakistani troop position in RAJAMARDIGIII area killing 10 and injuring 11 Pakistani soldiers. In an ambush on Pak troops on October 21, near CHANDSRI Mukti Bahini guerrillas killed six and injured three enemy soldiers. Accor- ding to a delayed report, 10 Pakistani troops were killed when Mukti Bahini raided Pakistani position in BATISHA area.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: During the last week, the freedom fighters blew up with mine a train carrying Pakistani troops about 2 miles east of ANDULBARIA. Three bogies of the train were badly damaged and the engine was derailed. After the explosions, the freedom fighters exchanged fire with the Pakistani soldiers and inflicted 50 casualties on the enemy. On October 26 freedom fighters fired on Pak soldiers at

GO ALII ATI killing one and injuring several Pak soldiers. Earlier on Oct 17, Mukti Bahini exchanged fire with the occupation troops near N AH AT A and killed 17 enemy soldiers. On October 24, 24 Razakars with 15 Rifles were captured by Mukti Bahini guerrillas near SHIKARPUR area in KUSHTIA.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On October 21, Mukti Bahini guerrillas raided Pakistani troop position in RAIGANJ area and killed 9 enemy soldiers. On the same day, guerrillas demolished a strategic road bridge at FARIDPUR disrupting enemy's communication. On October 24, Mukti Bahini captured eight Razakars along with a large quantity of arms & ammunition near LALPUR police station.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
1st November, 1971.

Extensive guerrilla operations by Mukti Bahini continuing in all sectors of Bangladesh. Reports of some of the major operations are detailed below:-

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On October 27, Mukti Bahini fired with Mortars on Pak position at NAYANPUR in Comilla district and killed 5 enemy soldiers. On the same day, Mukti Bahini guerrillas ambushed Pakistani troops at GILA-TALA killing 3 soldiers. In another ambush. Mukti Bahini killed 2 and injured 3 Pakistani soldiers at JAYNAGAR. On October 26 one Pakistani Army truck was destroyed in CHHAGALNAIYA by mines planted earlier by Freedom fighters. Seven Pakistani regulars and five irregulars were killed in the action. On the same day Mukti Bahini raided Pakistani troops in ABURCULT area and after causing heavy casualties on the Pak soldiers forced the enemy to withdraw from the position. Earlier Mukti Bahini carried out a number of operations in this area. In one raid on October 22, twenty one enemy soldiers including some irregulars were killed. Earlier on October 19, one bus carrying Pak troops and irregulars was blown up in the same area by Freedom fighters killing and injuring 15 of the enemy.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On October 27, the Freedom fighters ambushed a mixed Pakistani patrol in JAGATPUR area killing 9 enemy soldiers and injuring 4. Earlier on October 24, Mukti Bahini in another ambush killed 5 enemy irregulars in the same area. On October 23, Mukti Bahini ambushed Pak Patrol in BHALDAO and killed one Pakistani soldier. The same day, the Freedom fighters captured 13 Razakars along with 12 rifles at PALANKHALI near BAJUMARA. Around the same time. Mukti Bahini attacked Pakistani troops LALMANIRHAT and killed 5 enemy

soldiers. They also recovered some arms and ammunitions of Chinese made during this action.

According to delayed report 48 Pakistani soldiers including 4 Officers were killed when a special train carrying Pak troops was blown up by Mukti Bahini between BONARIPARA and SUKARANPUKUR in Rangpur district. On October 13, Mukti Bahini raided Pak troops position near PATNITALA. 6 Pakistani soldiers and 17 irregulars were killed in the action. Two of our brave Freedom fighters became Shaheeds.

K USIITI A-JESSOR E-KHULNA SECTOR: On October 28, Mukti Bahini engaged Pakistani troops in GOALHAT and killed two Pakistani soldiers. On October 17. Freedom fighters encountered occupation troops in DOSTANIA area killing 5 enemy soldiers and injuring 7. On October 26. Mukti Bahini blew up Railway track between GODKHALI- NABHARAN in Jessore district disrupting enemy's communication line. On the same day. Freedom fighters captured 18 Razakars along with 14 rifles at CHURAMANKATI. On October 25, Mukti Bahini ambushed Pak Patrol in RAMNAGAR area and killed 3 enemy soldiers. In another ambush on the same day near BETHULI area, Mukti Bahini killed I Pakistani soldiers and 3 Razakars assisting the enemy. Mukti Bahini repulsed an enemy attack on their position at PADMASANKA in which 8 enemy irregulars were killed. On October 24, Mukti Bahini repulsed another Pak attack in KUTUBDIA killing 1 Pak soldier and 4 irregulars.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: During the last week of October, the Freedom fighters raided a number of Police stations in Mymensingh district including NOKLA, NALITABARI. PURBODHALA and DIJRGAPUR. During these operations Mukti Bahini killed 10 enemy irregulars and captured some arms. According to a delayed report, Free- dom fighters ambushed Pakistani troops in PRITNI BAZAR near AKHASRI and inflicted 10 casualties on the enemy soldiers.

Sd/- Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q. MUJIBNAGAR,
WAR BULLETIN.
NOV-5. 1971.

Intensive guerrilla activities by Mukti Bahini are continuing unabated all over the occupied areas of Bangladesh. Reports of some notable operations received here are stated below: -

According to delayed reports reaching here the freedom fighters have intensified their guerrilla activities in and around Dacca City creating a panic amongst the Military Authority and their collaborators. On Oct. 22, Mukti Bahini ambushed occupation troops

moving in boat in the low lying areas of Tejgaon, a police station around the Dacca City. In this action 5 enemy soldiers were killed and six injured. The boat was badly damaged. On Oct. 10, Mukti Bahini killed one occupation soldiers in JOYDEBPUR area 20 miles north of Dacca City. It may be mentioned that, meanwhile the freedom fighters paralysed the electric supply to the city and the industrial areas of DEMRA KANCHAN for 9 hours by damaging the Main Power Supply installations in SIDDHIRGANJ area on the river SITALAKHMA. On Oct. 18, the guerrillas killed 4 enemy soldiers by cxplosing mine earlier planted near PEELKHANA, where EPR Headquarter was housed before army crack down on March 25. At present it has been rendered into the headquarter of West Pakistani Rangers, it is learnt. The Freedom fighters also launched daring mortar attack on the outskirts of DACCA CANTONMENT area during 2nd week of October. Meanwhile, they have disrupted train communication between Narayanganj an important industrial and commercial town and Dacca by destroying several railway culverts and removing rail tracks at several places. During the last week 10 persons were killed in the city, the identity of whom had conspicuously been kept in dark by the army authority inspile of declaring 8 casualties.

In COMILLA District, Mukti Bahini killed 2 enemy soldiers and injured 14 by explosing mine planted earlier in SIMPUR area on Oct. 29. On Oct. 27, Mukti Bahini fired with mortars on the occupation army position in KOTESWAR area of Kotwali Police Station in Comilla. In this action 2 enemy soldiers were killed and 3 injured. According to a delayed report freedom fighters captured 4 Rifles by raiding DAUDKANDI Police Station. During a number of raids they also captured 5 Razakars along with rifles from MEHAR, FAR1DGANJ and MATLAB areas. On Oct. 27, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in ARABPUR area killing 3 and injuring 8 enemy soldiers.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in SANCHANANGA area of Jessore district on Nov. 3. Another Pakistani army party- attempted to cut off the ambush. They exchanged fire with Mortars. Later the occupation troops fled away. In this action 3 enemy soldiers were killed. Mukti Bahini captured three Chinese Rifles. Mukti Bahini disrupted Tele-communication in BAGDANGA area by removing telephone wire and destroying several telephone poles.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: According to delayed reports reaching here the occupation troops engaged Mukti Bahini in GOYA1N area of Sylhet district during the last week of October. The attack was repulsed by the Mukti Bahini after heavy fighting. In this action 23 enemy soldiers were killed and many wounded. A large number of Razakars were also killed in this action. Mukit Bahini suffered 3 casualties.

On 1st November Mukti Bahini killed one enemy soldier in BIR1SIRI-BIJAIPUR road in Mymensingh district by mine explosion. On Nov. 2, Mukti Bahini raided BHAYADNGA of SRIBORDI Police Station in Mymensingh district killing 10 occupation

soldiers. On Oct. 3, Mukti Bahini disrupted telecommunication between BHAYADANGA- SRIBORDI. According to a delayed report, on Oct. 28, Mukti Babini raided NANDINA Police Camp killing two West Pakistani Policemen and 4 Razakars.

Sd/- Illegible
PUBLIC RELA TIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
Nov 6. 1971

Mukti Bahini are carrying out large scale guerrilla activities throughout the occupied areas of Bangladesh. Some of the major actions are stated below:

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On Nov 2, Mukti Bahini raided CHATLAPUR area of Mymensingh district killing 6 enemy soldiers. One of the freedom fighters was wounded in this action. During this period in an encounter with the occupation troops Mukti Bahini killed 8 enemy soldiers in ANANDAPUR. The enemy soldiers were also wounded. On Nov. 1st, Mukti Bahini raided DULIRGAON area. In this action they killed 12 enemy soldiers and a large number of Razakars. On Nov 3, Mukti Bahini ambushed occupation troops in the same area in which 4 enemy soldiers were killed. One of the freedom fighters was also killed during this action. Again on the same day they ambushed Pakistani troops moving in boat in the same area and sank the boat. In this action 4 enemy soldiers were killed and some ammunitions were captured. According to a delayed report the freedom Fighters in a raid in BAUSHEDBAZAR under KENDUA Police Station of Mymensingh district on October 21, they captured 8 Razakars with 12 Rifles.

DACCA-COMILLA-NOAKHALI SECTOR: On 1st Nov., Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in KAHUR area killing 2 enemy soldiers and injuring three. On October 2, Mukti Bahini launched mortar attack on occupation troops position at KAIMPUR of Comilla district. During this action 2 enemy soldiers were killed and four were injured. The occupation troops while attempting to raid a unit of Mukti Bahini in NILOKHI of Noakhali district on 29th Oct suffered crushing defeat in the hands of the heroic Mukti Bahini. The fight continued for 3 hours which resulted in the killing of 40 enemy soldiers. Two of our freedom fighters received minor injuries during this action. On October 29. in another ambush in DUBLACHANDPUR area of the same district Mukti Bahini killed 12 enemy soldiers. They also captured huge quantity of arms and ammunition. On the same day Mukti Bahini launched Mortar attack on occupation troops position in NOAPUR area killing 6 enemy soldiers. They also destroyed 2 bunkers of the enemy. Earlier on Oct 26 Mukti Bahini carried out mortar attack on the occupation troops in KOTWALI area of Feni Subdivision. In this action 3 enemy soldiers were killed and one bunker was completely destroyed.

According to delayed reports the freedom fighters raided Pakistani Army camp in LESRAGANJ under Harirampur Police station of Dacca district on Oct 24. The fighting continued for 4 hours. In this action 80 enemies including regular Pakistani soldiers and Razakars were killed. Fifty of them were captured and the signal Centre used by them was destroyed. The heroic Freedom fighters also captured 3 Machine guns and a large quantity of ammunition.

On October 24, one Pakistani Army truck was blown up on Comilla-Daudkani road due to mine explosion laid by Mukti Bahini. In this action 6 enemy soldiers were killed and the truck was completely destroyed. Earlier, on October 23, three enemy soldiers were killed in DAUDKANDI Police station area due to mine explosion.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov. 2, Mukti Bahini engaged occupation troops in TUNIRHAT of Dinajpur district and inflicted 10 casualties on the enemy. On Oct. 30, the freedom fighters ambushed Razakars near Nazim capturing 2 Razakars with 3 rifles and some ammunition. According to a delayed report MB ambushed occupation troops in ALINDIHI area on Oct. 21, killing 3 enemy soldiers and injuring one.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh forces.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOVEMBER 7, 1971

Massive guerilla activities are being conducted by Mukti Bahini in the occupied areas of Bangladesh. Reports of some of the commendable action received here are stated below :

The Mukti Bahini successfully drove out the occupation troops from BANTARA and MOHANPUR outpost of Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector on November 5. The freedom fighters are now controlling these two posts. During their raid for capturing these posts, they killed one and injured another occupation soldiers. Several Razakars along with two Chinese rifles, and LMG and one rifle were also captured. Mukti Bahini cleared a vast area of western part of Noakhali district (excluding Choumahini) of the occupation troops during the last week of October. Freedom fighters occupied DHARMANADHA and PALASHIPARA of Kushtia district yesterday after driving out the occupation troops. On November 4, freedom fighters brought BARNI and DAKTERBAR1 of Sylhet district under their control after killing 23 regular Pakistani soldiers.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Oct 29, a fighting patrol party of the Mukti Bahini attacked Pak troops digging bunkers in Amarkhana area. The enemy suffered 5 casualties and 3 other soldiers were wounded. Two dead bodies of Pak troops were recovered from the spot. On Oct 27. the Mukti Bahini ambushed a column of Pak vehicles and destroyed one jeep and one truck. In this action 25 Pak soldiers belonging to 25 Punjab Regiment lost their lives. Five enemy dead bodies were recovered by the Mukti Bahini from the area. A large number of Chinese weapons were also captured. On 30 Oct night two brave Mukti Bahini guerillas entered Joimonirhat Dak Banglow where Major ABDULLAH AKBAR of A Coy of the 25 Punjab Regiment was residing and killed him on the spot. These daring boys also captured valuable documents belonging to the army f rom his room. It appears from these documents that moral of the enemy is very low and passports of Pak Army Officers have been seiged to ensure that they do not desert.

On November 4, Mukti Bahini occupation army position in CHAKCANDI killing more than 25 enemy soldiers. On the same day the freedom fighters disrupted tele communication by removing tele cable between CHARKAI and CHINTAMAN of Rangpur district. Earlier, on Nov. 3, they dislocated tele communications between CHARKAI and GHORAGAT. According to a delayed report a special train carrying Pakistani troops was blown up due to mine explosion laid by freedom fighters in between BHARATKALI- BONARPARA. The rail engine was damaged and 6 boggies were derailed. Then they launched firing on the train which resulted in the killing of more than 50 enemy soldiers.

In Sylhet district Mukti Bahini encountered occupation troops in BAGBER area on November 5. In this action 3 enemy soldiers were killed. The freedom fighters also captured one Razakar. On November 3, Mukti Bahini disrupted electrict supply at MOULVI BAZAR town by destroying electric supply line. The freedom fighters captured 8 Razakars with 12 rifles in RONGRA on 2nd November.

On November I. Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in NOAPARA of Jessore district killing 6 and injuring 4 enemy soldiers. On Nov 4, the freedom fighters captured 9 Razakars including 21 rifles in CHAND1PUR area.

According to a delayed report received from Dacca Mukti Bahini ambushed occupation troops moving in vehicles in HATIRDIA of MONOHARDI Police Station killing 8 and injuring many on October 26. Two vehicles were badly damaged. It may be recalled that earlier during the first fortnight of October MB killed 12 enemy soldiers in DOSHDONA of the same Police Station in Dacca district.

On October 27, Mukti Bahini killed 17 occupation soldiers including one Major and one Captain in KALIAKOIR area of Dacca district by blowing up a vehicle carrying enemy troops by mine explosion. On the same day the freedom fighters killed 25 Razakars and captured 23 rifles in the same area.

On November 3, one Army truck was blown up due to explosion of mine laid by Mukti Bahini on BAKSHIGANJ-K AM ALPUR road of Mymensingh district killing 9

enemy soldiers. On October 27, MB clashed with Pakistani troops in PALI A in between Mfil-ANDAHA and MAHMUDPUR. In this action 4 enemy soldiers were killed.

According to a delayed report two railway boggies carrying occupation troops were damaged completely near MASHAKHALI on Dacca-Mymensingh railway route due to explosion of mine laid by Mukti Bahini. In this action 4 enemy soldiers were killed. During this period MB raided Pakistani troops and Razakars killing 7 and injuring 4 enemy soldiers. It may be mentioned that train communication between Dacca and Mymensingh has been paralysed by destroying several railway bridges and culverts and removing railway tracks at several places throughout entire railway route in between Dacca and Mymensingh. 38 Razakars along with their rifles were also captured in GAFFARGAON area of Mymensingh district. During the last week of October 30 occupation soldiers were killed and 10 Razakars including 20 rifles were captured in BHALUKA area of the district.

Sd/ Naziul Islam
public Relations Officer
Bangladesh Forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJ1BNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 08, 1971.

Mukti Bahini maintaining their tempo of guerrilla activities all over the occupied territory of Bangladesh. Reports of some of the important actions are given below :

Mukti Bahini have occupied TELIKHALI post of occupation troops in Mymensingh District on Saturday last. It is learnt that the occupation troops attempted to retaliate with heavy mortar fire but in vain. Rather they suffered heavy casualties in the hands of .the freedom fighters. Thirty dead bodies of the enemy soldiers were found around the post after being captured. Mukti Bahini also captured one L. M. G. one 2 inch Mortar and 8 rifles (303).

On Oct. 30, Naval Commandos of the Mukli Bahini sunk one AMERICAN FREIGHTER LOREN having 2 cranes at LONDONGHAT at CHANDPUR in Comilla district. The ship had been carrying arms and ammunitions to be unloaded at Chandpur. Due to explosion of mine laid by Mukti Bahini LONDONGHAT was also damaged. Crew of the ship and 5 sentries were drowned. Earlier on Oct. 29, freedom Fighters raided and set ablaze oil depot of BURMAH EASTERN at CHANDPUR OIL DEPOT along with 3 railway wagons burnt. During this time 3 boats carrying huge quantity of wheats for Pakistani troops were captured by Mukti Bahini in the river MEGHNA. Tliese wheals were being taken from CHANDPUR to RAIPURA, it is learnt.

According to a delayed report, Mukti Bahini raided occupation troops position in MONOHARDI of DACCA district on Oct. 21, killing 25 and capturing three including one

JCO of the enemy soldiers. They also captured 45 rifles, 2 Machine guns and one binocular. It may be recalled that on Oct. 26, Mukti Bahini also killed 8 and wounded many more enemy soldiers in HATLRDIA of the same police station of Dacca district.

On Oct. 30, Mukti Bahini ambushed occupation troops in HAJATKHOLA of NOAKHALI District killing 35 including one Captain of enemy soldiers. At least 50 including Rangers and irregular soldiers were injured. On Oct.'31, in an ambush in BIJOIPIJR area of Comilla distriwt Mukti Bahini killed 13 and injured 21 enemy soldiers. During this action one of our freedom fighters laid down his life. On Oct. 25, Mukti Bahini ambushed SHAGHATTA in PABNA-BOGRA area and killed Lt. Col. RAHMAT KHAN and SUBEDAR NAWAB Al.I of Pakistani Army.

According to a delayed report received from Khlna Mukti Bahini launched a series of attack on the Pakistani troops in CHAKULIA under MOLLAHAT POLICE STATION on Oct. 26. The fight continued for consecutive 3 days killing more than one hundred enemy soldiers including one officer. On the same day the Freedom fighters captured 18 Razakars along with 17 rifles in ASHASUNI and CHAPRA area of the district. According to a delayed report freedom fighters Captured 12 Razakars including 15 rifles in TUSHKIIALI and 18 Razakars including 4 Punjabi Police men in MATBAR1A of BARTSAL district during the last fortnight of October.

Mukti Bahini captured documents from 25 PUNJAB REGIMENT of Pakistani Army reveal that Pak soldiers are continuing to commit rape and dacoity against unarmed and helpless civilians of the occupied areas of Bangladesh. Indiscriminate illtreatment of the people also continues. This information has been obtained from a letter No. 0101/13/A/CS dated 20 Oct 71 of 25 PUNJAB REGIMENT, signed by Capt. Ghulam Mustafa, the Adjutant of the Regiment.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * ** *

BNGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 9. 1971

The following news of successful operations by the Freedom fighters iiv the occupied areas of Bangladesh reached the Bangladesh Forces H.Q. Mujibnagar today, Nov. 9, 1971

RANGPUR-DINAJPUR RAJSHAHI SECTOR: On Nov 3, the freedom fighters ambushed Pak troops and irregular forces near DAOODPUR area and killed seven Pak soldiers and five irregulars. In this operation one of our dedicated fighters lost his life. On Nov 4, the Mukti Bahini raided the camp of Pak troops and Razakars, near CHANDIPUR and killed two Razakars. They also captured nine Razakars and 21 rifles in

that operation. The freedom fighters ambushed a mixed Pak patrol near SHYAMPUR and killed two Pak soldiers and one irregular on Nov 2. The same day, the Freedom fighters ambushed another mixed Pak patrol near AKILPUR and killed seven irregular injuring three.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On Nov 5. the Freedom fighters removed 200 meters of telephone cables between HANSADAHA and MOTCHANDPUR. They also destroyed telephone poles between CHUADANGA and DARSANA. The daring and courageous freedom fighters raided the camp of Pak troops and Razakars near NAB IN AGAR and inflicted heavy casualties on them on Nov 3. In that encounter the Pak troops fled away leaving two dead bodies and six rifles. On Nov 2. Pak troops and Razakars attacked the freedom fighters in HAKIMPUR but the dedicated freedom fighters boldly faced them and repulsed the attack. In this action six Razakars were killed and three wounded. We lost two of our brave freedom fighters in this encounter.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Oct 30, the freedom fighters ambushed Pak troops and Razakars in HAJATKHOLA near LALMARI and killed 15 Pak soldiers including one Captain and injured 20. The next day, freedom fighters ambushed the Pak troops in BIJAIPUR area and killed Pak soldiers and injured 20. In that operation one Mukti Fouj lost his life and another one was slightly wounded. The freedom fighters fired with mortars on Pak position in PARSHURAM area on Nov 3 and killed five Pak soldiers and injured six. On Nov 1, freedom fighters ambushed Pak troops in BELCHARI area and killed two Pak soldiers and injured five.

MYMENSINGH-SYLHET-MAULVIBAZAR SECTOR: On Nov 4, the freedom fighters raided the camp of Pak troops and Razakars in ASGARABHAR and inflicted casualties on them. They also recovered two rifles in that operation. On Nov 2, the freedom fighters clashed with a group of Pak troops and Razakars in ALINAGAR area and killed three Pak troops and injured five. The freedom fighters removed telephone lines between PHULPUR and HALUAGHAT on Nov 1.

Sd /- Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 10, 1971.

Mukti Bahini is continuing its intensive guerrilla activities in the occupied territories of Bangladesh. Reports of some of the important actions arc given below:-

JESSORE-KUSIITIA-KHULNA SECTOR: Mukti Bahini exchanged fire with the occupation troops in BETGACH1 of Khulna district on Tuesday last. In this action 5 enemy soldiers were killed. Earlier, on November 8, occupation troops suddenly attacked the defensive position of Mukti Bahini in KAIKHAL1 area. The freedom fighters launched a coufiter-attack on the enemy killing 2 and injuring many enemy soldiers. According to a late information received here. Mukti Bahini ambushed Pakistani troops and the Razakars near FOQURA under Kashiani Police Station of Gopalgonj Subdivision during the last week of October. In this operation more than 12 Pakistani soldiers and 15 Razakars were killed. The freedom fighters captured 3 Razakars with 4 Rifles on November 7. On November 7, 3 Razakars were captured with 4 Rifles in SHAHAPUR area of the same district. The freedom fighters disrupted train communication in CHURAMANKAT1 area of Jessore district by destroying railway tracks on November 3. They also blew up several electric Pylons in the same area dislocating power supply in the locality.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On November 6. Mukti Bahini raided Pakistani Army position in PAHARPUKUR area killing 10 enemy soldiers. During this operation one of our freedom fighters laid down his life. On the same day 8 Razakars with 5 Rifles were captured by Freedom fighters in KARNAI area of Rangpur district. On November 7, in an ambush in GOSAIGANJIIAT of Dinajpur district Mukti Bahini killed one enemy soldier and injured three. The freedom fighters disrupted railway communication between KAL1GANJ-BROTMARI and HATIBANDHA-BHOTMARl area by removing railway tracks during the 1st week of this month.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONC, SECTOR: On November 7, Mukti Bahini engaged Pakistani troops in SALDANADI of Comilla district killing 2 and injuring 4 enemy soldiers. On the same day, in another engagement with the Pakistani troops in KAIMPUR area 3 enemy soldiers were killed. Earlier on November 6, two enemy soldiers were killed and 3 wounded due to explosion of mine laid by freedom fighters in CHANDIDWAR area. On the same day Mukti Bahini fired with Mortars on the Pakistani troops in the same area killing 2 enemy soldiers and injuring four. On November 2. Mukti Bahini ambushed Pakistani Army Patrol in PANCHARA area. In this action 3 enemy soldiers were killed and 4 injured. On the next day, in an engagement in NAYAN- PUR area Mukti Bahini killed 3 enemy soldiers. In an ambush in CHANDLA area Mukti Bahini killed 2 enemy soldiers on November 2. According to a delayed report, freedom fighters captured 2 Razakars with Rifles in ARAIHAZAR area of Dacca district on October 28. On October 30, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in MEABAZAR of Comilla district killing 4 and injuring 7 enemy soldiers.

MYMENS1NGH-SYLHET SECTOR: On November 6, Mukti Bahini clashed with the occupation troops in MELANDAHA-MAHMUDPUR area under Jamalpur Subdivision of Mymensingh district. During this clash 12 enemy soldiers including one JCO were killed and four were wounded. One of our freedom fighters also laid down his life. Earlier on October 27, seven enemy soldiers were also killed in the same area by Mukti Bahini. According to a delayed report, Mukti Bahini raided ISWARGANJ Police Station of Mymensingh district on October 24 killing 5 and injuring 10 enemy soldiers. One of our freedom fighters was killed during this action.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN.
NOV 11, 1971.

Massive guerrilla activities are being carried out by the Mukti Bahini in the occupation areas of Bangladesh. Information of important actions reaching here are stated below:-

According to a delayed report Mukti Bahini captured BAJITPUR police Station of Mymensingh district on October 21 after clearing the areas of Razakars. During their operation the freedom fighters captured 17 Rifles with some ammunition. It may be recalled that the Mukti Bahini is in control of 8 out of 12 police Stations of the Kishoreganj Subdivision under Mymensingh district. Railway and road communication connecting the Sub divisional Head quarter have been paralysed. According to latest report heavy fight is continuing between the Liberation Forces and the occupation troops for capturing the remaining 3 police Stations including Sub divisional Town. It is further learnt that a large number of Razakars have been captured in this area. On October 26, Mukti Bahini in a successful Commando attack derailed 5 boggies of a special train carrying Pakistani soldiers between JAGANNATHGANJGHAT and SARISHABARI in Mymensingh district. The occupation Army suffered 40 casualties in this action. On Nov 8, the freedom fighters disrupted road communication between BIIAYADANGA and SRIBORDI by destroying a road bridge. Next day six Razakars along with 7 rifles were captured by the freedom fighters in BALA and GOTAGRAM areas. On Nov 5, Mukti Bahini ambushed Pakistani army patrol in ALUDA area near Mohangonj of Mymensingh district killing 2 enemy soldiers. On Nov 3, Mukti Bahini launched a repulsive attack on the occupation troops while the latter made an attempt to attack the Mukti Bahini in LENGURA area. As a result 15 enemy soldiers were killed. On Nov 26, freedom fighters raided a Razakars Camp in PACHHIMPATULI in Mymensingh district killing 14 Razakars. Besides, Mukti Bahini captured 78 Armed Razakars. According to a delayed report, occupation troops attacked the Mukti Bahini in BALI A area on October 25. It is

reported that ammunitions were exhausted on both sides after heavy fighting. Then a hand to hand fight took place. As a result at least 25 enemy soldiers were killed. Two of our freedom fighters were also killed during this action. On October 24, 10 Razakars with 14 Rifles were captured by the freedom fighters in MADNA area of Sylhet district. Another Razakar was also captured with rifle in RUPCHYANG of the same district.

On Nov 7, Mukti Bahini made a repulsive attack on the occupation troops in MANDABHAG area of Comilla district inflicting 15 casualties. During this action three of our freedom fighters were also injured. On the same day Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in RADANAGAR killing 2 and injuring 3 enemy soldiers. In another ambush in LATIMIA area 2 enemy soldiers were killed and 2 were injured.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJEBNAGAR.
WAR BULLETIN
NOV. 12, 1971

Mukti Bahini has stepped up its intensive guerrilla activities in all areas of the occupied territory of Bangladesh. Reports of notable actions reaching here are stated below:-

It is learnt that the occupation troops have pulled out from TANGAIL district. Now Mukti Bahini is in control of TANGAIL district. The liberation Zone of Tangail extends up to RA1GANJ Police Station of Pabna district and MANIKGANJ Police Station of Dacca district on the south. Road connections of the district Head Quarters with Dacca and Mymensingh have been disrupted through blowing up of culverts and bridges by the freedom fighters on the entire length of the road. The district does not have any rail link. So the only communication link with Dacca has been paralyzed.

Munshiganj Police Station of Dacca district is now under the control of Mukti Bahini.

On Nov 4, Mukti Bahini captured BARHATTA Police Station and TANTAR areas of Mymensingh district after clearing West Pakistani Police men and Razakars. It is learnt that the freedom fighters captured the Officcr-in-Charge of the Police Station and 105 Razakars. They also captured one LMG and 80 rifles from the police Station. From TANTAR the freedom fighters captured 12 bombs and a few mortars.

KUSHTIA-JESSORE- KHULNA SECTOR : On Nov 8, Mukti Bahini blew up one Pakistani Army Jeep by exploding mine in MASALLA of Jessore district. In this action 3

enemy soldiers were killed. On Nov 3, in a clash with the occupation troops in KHARDARI near KALAROAD Police Station of Khulna district. Mukti Bahini killed 6 enemy soldiers. According to a delayed report, Mukti Bahini launched repulsive attack on the occupation troops while looting KHASHERHAT area under Kachua Police Station of Khulna district on Oct 25. The fight continued for several hours. Fourteen enemy soldiers were killed and many more were injured. The rest of the occupation troops fled away leaving 14 dead bodies of their comrades and 14 rifles. There was no casualty on our side.

In MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: Mukti Bahini raided Pakistani troops position in DHALAI area killing at least 25 enemy soldiers including one officer. During this raid one of our freedom fighters became martyred and two more were wounded.

According to the late information received here, Mukti Bahini ambushed a country boat carrying Pakistani troops in SALDANADI area of Comilla district on 31st October. In this action 5 enemy soldiers were killed. The rest of them jumped into the water and escaped. The boat was sunk. Earlier on Oct 29, the guerrillas attacked Pakistani army patrol in SARAIL of Comilla district killing 2 enemy soldiers. On the same day. Mukti Bahini ambushed Pakistani army troops advancing towards the defensive position of Mukti Bahini in Debpur area of Noakhali district. During this ambush 12 enemy soldiers were killed.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov 8, Mukti Bahini encountered Pakistani troops in SHAHBAZPUR of Pabna district killing 3 and injuring 3 enemy soldiers on the same day, Mukti Bahini in an ambush killed 3 enemy soldiers in KAJALDIGHI area. Earlier On October 31, the freedom fighters captured 12 Razakars with 9 rifles in SIIAHGAM area.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H Q.. MUJ1BNAGAR
WAR BULLETIN
Nov. 13, 1971.

Massive guerrilla activities are being conducted by the Mukti Bahini throughout the occupied areas of Bangladesh. Some of the important actions are stated below :

On Nov. 9 Mukti Bahini drove out occupation troops from KAMARGAON area of SYLHET district. MADNA of MYMENSINGH district is now under the control of Mukti Bahini. it is learnt.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On Nov. 8, Mukti Bahini raided Pakistani Army position in RASIKPUR area and killed 15 enemy soldiers. They also destroyed 5 bunkers of the enemy. On Nov. 9, Freedom fighters disrupted tele-communication

between DARSANA and KAPASDANGA of Kushtia district. On the same day Mukti Bahini ambushed Pakistani Military vehicle carrying troops in JORAPUKUR area. The vehicle was damaged and 11 enemy soldiers were injured. On Nov. 7, Mukti Bahini ambushed Pakistani army patrol in RAMKRISHNA killing 5 and injuring 3 enemy soldiers.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov. 9, Freedom fighters blew up a section of railway track between DOMAR and CHILAHATI of Rangpur district. They also damaged a road bridge on DOMAR-CHILAHATI road. As a result, both road and railway communications have been paralyzed in these areas.

DACCA-COMILLA-NOAKHALI SECTOR: On Nov' 8, Mukti Bahini fired on Pakistani troops resting in KOTESHWAR area within the Kotwali Police Station of COMILLA. In this action 20 enemy soldiers were killed. On Nov. 5, Mukti Bahini ambushed occupation troops in KAYUMPUR area. In this action 7 enemy soldiers were killed and 3 injured. Earlier on Nov. 4, in another ambush in ANANTAPUR area our forces killed 2 and injured 2 enemy soldiers.

On Nov. 5, Mukti Bahini launched repulsive attack on the occupation troops while they made an attempt to raid the defensive position of the Mukti Bahini in BELUNIA and PARSURAM area of NOAKHALI district. A fierce battle took place. As a result 8 enemy soldiers including 1 Captain were killed, two of our freedom fighter became martyred. Next day another 2 Companies of occupation troops came to raid the freedom fighters and their attempt was foiled by the Mukti Bahini. Mukti Bahini fired with mortars and machine-guns and the fire continued for two hours killing 35 enemy soldiers. They also captured one Chinese LMG and some ammunitions.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On Nov. 9, Mukti Bahini raided the occupation troops position in BAHADURABAD GHAT of MYMENSINGH district killing 4 enemy soldiers. On Nov. 3, Mukti Bahini ambushed occupation army at the DURGAPUR- NAZIRPUR road and inflicted four casualties. Earlier on Nov. 7 in a clash with the Pakistani troops near SOHAGPUR area Mukti Bahini killed 3 enemy soldiers. They also captured three rifles.

According to a delayed report Mukti Bahini clashed with Pakistani Troops on Oct. 30 in PATHARGHATI area near MIRZAPUR in TANGAIL District killing 7 enemy soldiers including 1 Major. Two West Pakistani Rangers and 25 Razakars were also killed. During this action two of our heroic freedom fighters laid down their lives.

On Nov. 11, Mukti Bahini raided GAURI NAGAR area killing some enemy soldiers. They also captured some ammunition.

According to a delayed report 8 Razakars with 12 rifles were captured in BAUSWER BAZAR area near KENDUA of NETROKONA SUB DIVISION in the Mymensingh District.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 14, 1971

Intensive guerilla activities are being conducted by Mukti Bahini throughout the occupied territory of Bangladesh. Some of the significant actions are stated below :-

DACCA-COMILLA-CIHITTAGONG SECTOR : On Nov. 11, Mukti Bahini raided Pakistani Army position in KAMALPUR of Comilla district and exchanged fire with Mortars killing 5 and injuring 12 enemy soldiers. Mukti Bahini ambushed occupation troops in CHAURA and killed 2 enemy soldiers and injured three. On Nov. 6. On Nov 5, Mukti Bahini in a raid killed 7 and injured 8 enemy soldiers in HARINKHOLA of Chittagong district. Earlier on Nov 4, Mukti Bahini raided Pakistani troops position at HUGLI Tea garden. In this action 4 enemy soldiers were killed and 6 were wounded.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR : Mukti Bahini clashed with Pakistani troops in ALIPUR area killing 5 enemy soldiers on Nov 10. One of our freedom fighters became Shahid during this operation. On the same day 16 Razakars with 16 rifles, 11 bayonets and some ammunition were captured by freedom fighters in TERAIL area. Earlier on Nov 9, 2 Razakars with 4 rifles were captured in Rajapur area.

According to a delayed report received here, freedom fighters raided PUKURIA area on October 27 killing 25 West Pakistani Policemen and 15 Razakars. Earlier, they killed 31 West Pakistani Policemen including one Major and one Captain in DUMUDIA area of Faridpur district. During this period freedom fighters captured 40 Razakars from MOLLAHAT area.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR : Mukti Bahini killed 10 enemy soldiers in KAMARGAON area of Sylhet district. On Nov 9, On Nov 8, Mukti Bahini raided DAKHINGUL Tea factory, a Camp of occupation troops. After a heavy fight Mukti Bahini killed 13 enemy soldiers. According to a delayed information received here, freedom fighters captured 70 Razakars with 70 rifles from VADARBARI Camp near PHULBARI of Mymensingh district.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR : On. Nov 12, Mukti Bahini raided Pakistani mixed troops position at KASIMPUR and after heavy fighting drove them out. On the same day freedom fighters killed one West Pakistani Ranger on patrol in ALIPUR area. They also captured one rifle. On Nov 6, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near SINGER DABRI Railway Station in Rangpur district killing 5 enemies including 4 irregular soldiers. Earlier, on Nov 4, Mukti Bahini ambushed a train carrying Pakistani troops between CHILMARI-KURIGRAM of Rangpur district. In this action 5 enemy soldiers were killed. They also captured 4 rifles.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q.. MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN,
NOV. 16, 1971

The tempo of intensive guerrilla activities by Mukti Bahini is being maintained throughout the occupied areas of Bangladesh. Some of the important actions are described below:

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR : Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in AR1AL area of Sylhet on Nov 12 killing 7 enemy soldiers. In this action one of our freedom fighters was wounded. On the same day in another ambush in TELIAPARA area Muktibahini killed 4 Pakistani soldiers. In JURIGOWALBARI Mukti Bahini killed 5 occupation soldiers and 1 Razakar on Nov. 12. Besides road communication was disrupted by destroying a bridge between JAINTIAPUR and KALINAGAR area on the same day. Earlier on Nov. 8, Mukti Bahini raided Pakistani troops in SONARUPA and SAMANBAG Tea Garden and killed 5 enemy soldiers.

In Mymensingh district one occupation soldier was killed in BIJOIAPUR-BIRISIRI area on Nov. 12 due to explosion of mine laid by freedom fighters. On Nov. 10, Mukti Bahini raided occupation troops in BARALEKHA area killing 15 enemy soldiers and capturing large quantity of arms and ammunition. On the same day in another raid Mukti Bahini killed 7 enemy soldiers in KRISNANAGAR area. Freedom fighters captured one Razakar with one rifle in TARAKANDA area on Nov. 10. Earlier on Nov. 9, Mukti Bahini raided occupation troops position in KAMAJANI area. Five enemy soldiers and 10 Razakars were killed in this action. According to a delayed report on Nov. 1 Mukti Bahini launched repulsive attack on the occupation troops while the later made an attempt to raid the position of the freedom fighters in GACHIHATA area under Kishorganj Police Station. In this action 15 Pakistani soldiers were killed. During the last fortnight of October 35 Razakars with 33 rifles were captured by the freedom fighters in KISHOREGANJ area. On Nov. 10, Mukti Bahini ambushed Pakistani army patrol in LAKHI BAZAR area killing 7 and injuring 17 enemy soldiers.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Nov. 13. Mukti Bahini raided Pakistani troops position in CHAURA area of Comilla district killing 2 and injuring 3 enemy soldiers. On Nov. 12, Muktibahini ambushed occupation troops in KARNAIL BAZAR area killing 8 enemy soldiers. During this action one of our brave freedom fighters was wounded. On the same day in another ambush in CHAELASHIA area Mukti Bahini killed 4 and injured 5 enemy soldiers. One rifle was also captured by the freedom fighters during this action. In a series of attack on the occupation troops in ARMNIR area between 8th and 11th Nov. Mukti Bahini killed 14 and injured 8 enemy soldiers. On Nov. 9. Mukti Bahini engaged with Pakistani troops approximately 6 hundred in strength moving in CHAPITALA area. The fight continued for 5 hours in which the enemy suffered heavy casualties. Earlier on Nov. 8, at least 31 Pakistani soldiers including one Officer were killed in an ambush by Mukti Bahini in RANGICHARA area. On our side one freedom fighter was wounded.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: Muktibahini raided ALAMDANGA area of Kushtia district on Nov. 12, killing one West Pakistani Ranger, 19 Razakars and one West Pakistani Policeman. Earlier on Nov. 7, Mukti Bahini ambushed West Pakistani Rangers in ZAHARPUR and killed 5 of them, one rifle was also captured by the freedom fighters in this action. On Nov. 11, one Razakar with one rifle was captured by the freedom fighters in KAZIPUR area. On Nov. 9, Mukti Bahini attacked with mortars on Pakistani troops entrenched in the strategically important KADAMTOL bridge area on the out skirts of Satkhira Sub divisional town. In this action 3 enemy soldiers were killed and several were injured. On Nov 8, one patrol party of occupation troops was ambushed by freedom fighters in GAHRAHATA area under Kolaroa Police Station of Khulna district. In this action 6 enemy soldiers were killed. Earlier on Nov. 2, freedom fighters captured 5 Razakars with arms and ammunitions in KAKDANGA area of Satkhira Police Station.

It is learnt that the frustrated hords of Yahya Khan indulged in killing innocent civilians irrespective of children, arsoning looting in the villages of MAHMUDPUR and KASHEMPUR of Satkhira Police Station and KARBHADLI. SOABARIA. RAMKRISHNAPUR and KAMALPASHA of Kolaroa Police Station during the 1st week of this month.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov. 10, Mukti Bahini blew up train carrying occupation troops by explosion of mines laid by Mukti Bahini near KURIGRAM. In this action 8 Pakistani soldiers including one officer were killed and eight boggies of the train were damaged. On the same day another vehicle carrying Pakistani troops from KURIGRAM to CHILMAR1 was ambushed by the freedom fighters. In this action 2 Pakistani soldiers, 3 Razakars and the driver of the vehicle were killed.

Freedom fighters captured 3 Razakars with 3 rifles in BURRABURI area in Rangpur district on Nov. 11.

Mukti Bahini has cleared BHURUNGAMAR1 area of Rangpur district after a heavy fight. As a result a major portion of the district has come under the control of Mukti Bahini. During the intensive attack by Mukti Bahini Pakistani troops suffered heavy casualties.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 17, 1971.

The Mukti Bahini has continued its offensive in BHURUNGAMARI area and captured PATESWARI after heavy fighting with a battalion of the Pakistani army. The enemy unable to withstand the Mukti Bahini attack launched with heavy mortars and machines guns, retreated after suffering heavy casualties. Our valiant forces are now proceeding southwards at the loops of the enemy.

In SALDANADI area, the Pakistani army launched four attacks on Mukti Bahini positions during the last two days. All these attacks have been repulsed inflicting heavy casualties on the enemy. Details of this operation are awaited from our correspondent on the battlefield.

Marine commandos of the Mukti Bahini sunk ship SHER AFGAN' at Jagannathganj ghat on Oct 27. This ship was being used for carrying troops and ammunition.

It has been learnt that commando activities of the guerrillas have been intensified in Dacca city. The heroic guerrillas attacked the main State Bank building with Rocket launcher last week. During the same week several army vehicles were damaged in front of Motijheel National Bank due to explosion of mine. The Pakistani soldiers had been posted inside this building. West Pakistani policemen have gone on stricke in protest against the Army authorities reluctance to send them back to West Pakistan. It may be recalled that these West Pakistani Policemen were brought to Dacca to replace the Bengalee Policemen on the promise that their assignment would be only for six months. Experiencing a critical situation prevailing in the city, the army authority has adopted a policy of keeping the city under dusk to dawn curfew for a week, during the period of which indiscriminate searching of houses are being conducted by the army personnel. For this, the army authority is reported to have deployed one brigadier in each of the police Stations within the city.

RANGPUR- DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov 14 Mukti Bahini ambushed 3 Pakistani army vehicles in ANDHARIJHARKHANAR area of Rangpur district. Two vehicles were damaged & their occupants suffered heavy casualties. On the same day Mukti Bahini captured a large quantity of arms and ammunitions in JOYMONIRHAT area. They also captured one bullock cart loaded with arms and ammunitions in RAIGANJ area. Earlier on Nov 12, 3 occupation soldiers were killed while Mukti Bahini ambushed one Pakistani patrol party in RADHANAGAR area.

On Nov 9, Mukti Bahini fired with mortars on Pakistani troops position in AKULPUR area of Comilla district killing 3 enemy soldiers. In another angagement with the occupation troops in the same area M.B. killed 2 and injured 3 enemy soldiers,

One Pakistani army Jeep was blown up due to mine explosion laid by Mukti Bahini on BARALEKHA-KARAMCHITNAGAR road during the 1st week of this month. As a

result 3 enemy soldiers were killed. Mukti Bahini also captured few arms and ammunitions bearing foreign marks. On Nov 8, M B. killed one Pakistani soldier at SHEIKIIGAT in Sylhet town by throwing bomb. On Nov 6, Mukti Bahini blew up one power Transformer at KAOURIKHOLA disrupting power supply for 4 days. On Nov 13, Mukti Bahini dislocated road communication between Sylhet and Sunamgonj by damaging DALOR Forry and a road bridge in the same area.

According to delayed report Mukti Bahini raided THAKURKONA of Mymensingh district on 2nd Nov capturing 700 mds of rice stocked for occupation troops. On Nov 14. Eleven armed Razakars were captured by Mukti Bahini in northern Mymensingh.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
Nov. 18, 1971.

Mukti Bahini is continuing its guerrilla activities all over the occupied areas of Bangladesh. Some of the major incidents are given below:

On the face of heavy attacks by Mukti Bahini occupation troops have vacated GHOSGAON of Mymensingh district and the area is now under control of Mukti Bahini. According to latest report the occupation troops also withdrawing from HALUAGHAT of the same district due to heavy pressure from the Mukti Bahini.

According to reports received from Rangpur district Mukti Bahini after capturing PA'I'ES WAR I have moved further south and started intensive guerrilla activities around NAGESWARI Police Station creating panic among the occupation troops. Meanwhile, Mukti Bahini have destroyed one strategic road bridge west of NAGESWARI cutting-off enemy reinforcement line.

RANGPUR DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: Mukti Bahini raided Pakistani troops position in GODAGARI area of Rajshahi district on November 16. As a result 6 enemy soldiers were killed and 4 were wounded. Two of our Freedom fighters received injuries during this operation. On November 15, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops at south KHETKIBARI killing three enemy soldiers and injuring one. On November 14 Mukti Bahini removed railway tracks between HATIBANDHA and PARL1A disrupting the railway communication in the area. On November 13, Mukti Bahilli ambushed a mixed Patrol of Pakistani troops and irregulars near GANGALKI and killed 5 of the enemy. According to a delayed report an enemy train was derailed on SANTAHAR-ADAMDIGHI line by mine explosion killing two and injuring three occupation soldiers.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: Mukti Bahini encountered Pakistani troops in TUKAR BAZAR area killing 5 Pak soldiers and 3 Razakars actively collaborating with the enemy. On the same day Mukti Bahini raided Pak position at SATIGAON and inflicted 9 casualties on the enemy. Earlier on November 9, Mukti Bahini ambushed on Pak Patrol in SHAMGANJ-SHAMBHUGANJ area of Mymensingh district killing seven Pakistani soldiers and injuring five. Two of our freedom fighters were injured during the action. On the same day, the Freedom fighters ambushed enemy troops travelling in three Army Jeeps near PIARPUR in Mymensingh district. Three enemy troops were killed and two of their vehicles were destroyed. Mukti Bahini captured 3 Rifles from the enemy.

KUSHTIA-JESSORE SECTOR: Mukti Bahini raided Pakistani Camp at ALAMDANGA in Kushtia district on November 12 killing 17 Pakistani soldiers. Two brave Freedom fighters became Shaheeds in this action. On November 14, the Freedom fighters raided Police Camp at ANDUBARIA and killed 12 West Pakistani Policemen. On November 11, ten occupation troops and one Razakar were killed due to mine explosion planted by Mukti Bahini on NASTI-GUGRI route. Earlier on November 7, Mukti Bahini killed 7 Pak soldiers in an ambush near NASTI. Nine enemy troops including some irregulars were killed when Mukti Bahini raided enemy bunkers at GORPARA. According to a delayed report a fierce battle took place between the Freedom fighters and the occupation soldiers at KHODAIRPUR area in which 13 Pakistani soldiers including a Captain were killed. In this action Mukti Bahini suffered three casualties. On November 10, Mukti Bahini made surprise raids on Para-Military camps of the enemy at SHAKURA and MOHANPUR. Several enemy irregulars were killed in the action. Mukti Bahini captured 57 Rifles and Guns from these Camps. On November 12, Mukti Bahini destroyed two ferry boats near KAMARKHALIA GHAT. According to a reliable report, a serious exchange of fire took place between the Pakistani troops and the Razakars near ROYPARA in which at least 40 Razakars were killed. The cause of the confrontation is not known.

DACCA-C0MILLA-CHITTAG0NG SECTOR: Mukti Bahini fired on Pakistani position at CHHAGALNAIYA in Noakhali district on November 15. Five Pakistani soldiers were killed in the action. According to a delayed report Mukti Bahini raided Pakistani position at KABILPUR on November 5 and killed 3 enemy troops including an Officer and injured 7 others. Intensive guerrilla activities by Mukti Bahini in and around Dacca led the desperate Pak Army authority to impose a surprise curfew in Dacca City on November 17 beginning from 5 A. M. In an effort to mop up Freedom fighters, the Pak Army attempted to make a house-to-house search. In several places the Freedom fighters
(Illegible).

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN.
NOV. 19, 1971

Mukti Bahini is maintaining its tempo of guerrilla activities all over occupied territory of Bangladesh. Some of the significant actions are stated below

Mukti Bahini forced the occupation troops to withdraw from ARGORHAT area of Rajshahi district on Nov 18. After failing to repulse the intensive attacks Df the freedom fighters the occupation troops withdrew towards CHAKLA. But the Mukti Bahini pursued the enemy and created heavy pressure on them and forced the enemy to withdraw from CHAKLA. In a similar attack on the occupation army position in DHOBRA area the freedom fighters compelled the enemy forces to withdraw from DHOBRA. On Nov 16, the occupation troops attacked Mukti Bahini position near BAMONDIA in Kushtia district. The freedom fighters retaliated bravely and after a fierce battle the enemy retreated. The enemy troops suffered heavy casualties.

RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI SECTOR: On Nov 17, occupation troops attacked Mukti Bahini near ULIPUR of Rangpur district. Mukti Bahini repulsed it successfully. In his action 24 Pakistani troops were killed and ten were injured. On Nov 15, Mukti Bahini captured 3 Pakistani soldiers in ANDHARIJH-HARKHAMAR in Rangpur district. 3n the same day they also captured a large quantity of arms and ammunition and a truck-load rations of the Pakistani troops in the same area. On Nov 13, Mukti Bahini ambushed mixed Pakistani patrol in south KURIGRAM killing 12 enemy soldiers. Earlier on Nov 11, Mukti Bahini removed railway track near LALMONIRHAT. On Nov 13, two Razakars with 20 rifles were captured in DOHAIPARA.

KUSHTIA-JESSORE-KHULNA SECTOR: On Nov 13, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in RAJAPUR area killing 4 and injuring 2 enemy soldiers. On Nov 14, one Vehicle carrying rations for Pakistani troops was blown up due to explosion of mine laid by Mukti Bahilli in KOLA area. On Nov 15, 40 Razakars with 40 rifles were captured by the freedom fighters in BARAGANDIA area. On Nov 13, Mukti Bahini in an ambush in PRATAPPUR area of Kushtia district killed 11 enemy soldiers and injured four. They also disrupted road communication between CHOUGACHA-JESSORE by destroying several culverts between these two places on the same day. Mukti Bahini ambushed Pakistani army Jeep near SATKHIRA of Khulna district on Nov 14.

In this action 4 enemy soldiers including one Captain were killed. On Nov 15, Mukti Bahini damaged SATKHIRA power house disrupting power supply in the town.

DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR: On Nov 17, MB shelled Pakistani troops position in CHANDLA of Comilla district killing 6 enemy soldiers. They also destroyed 2 bunkers of the enemy. On Nov 15, Mukti Bahini fired with mortars on Pakistani troops position in ARAIPAR area. In this action 3 enemy soldiers were killed and 3 were wounded. On Nov 15, Mukti Bahini ambushed occupation troops moving in JAINAGAR

area killing 2 and injuring 3 enemy soldiers. Earlier on Nov 12, in another ambush in the same area Mukti Bahini killed 2 occupation soldiers.

According to a delayed report freedom fighters paralyzed electric supply in CHITTAGONG by destroying several power pylons in KAPTAI area during the 1st week of this month. Also in Kaptai area Mukti Bahini killed 2 and injured 5 occupation soldiers in an ambush on November 9.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN,
NOV. 21, 1971

The marine commandos of the Mukti Bahini have sharply intensified their activities during the month of November creating havoc in the enemy's naval activities. According to delayed reports reaching here the commandos have sunk a Pakistani ship' MV SHAMY' on November 4 and a Chinese coaster on November 6 in the river Meghna. On the night of Nov. 7, the commandos sank a Pak waterways ship 'MV LILI' near MOHANPUR of Chandpur Sub-division. On November 11 a Pakistani shipping corporation 'MV SHOBAN" along with a barge GAFOOR[1] were sunk near EKHLASPUR north of Chandpur. A Pakistani gunboat was sunk by the Commandos on November 13 in HARHAIM area- south of Chandpur Port. Already similar operations by Mukti Bahini naval commandos in Sundarban areas have virtually blocked the Chalna Port and greatly reduced the enemy activities in Chittagong Port area.

After a fierce encounter with Pak troops Mukti Bahini liberated Kaliganj Police Station in Khulna district on the night of November 20. During the same night, Mukti Bahini captured Pakistani position at BARKHATA in Rangpur district. The enemy suffered heavy casualties In both places but the exact figure s are not yet known.

On November 19, Pakistani troops attacked Mukti Bahini position near DAKHINGUL in Sylhet district. The freedom fighters repulsed the enemy attack and forced the occupation troops to withdraw. In this action 20 Pakistani soldiers were killed and large number of them were wounded. On the same day a simlar enemy attack was repulsed by the Freedom fighters at Radhanagar. Also on the same day Mukti Bahini ambushed Pakistani soldiers moving from SACHINA to TAHIRPUR inflcting 5 casualties on the enemy.

On November 18, Pakistani troops along with a group of Razakars advanced towards AGRA Pond area in Rajshahi district. Mukti Bahini made a surprise attack on the enemy killing 10 Pak soldiers and a number of Razakars. In this action one brave freedom fighter was killed and two others sustained minor injuries.

On November 17, a Pakistani Army Jeep was blown up by mines planted earlier by Freedom fighters near AMBARIA in Jessore-Kushtia Sector. Two Pak soldiers and 3 Razakars were killed in the action. On the same day Mukti Bahini attacked Pakistani troops at BHOMRA and killed 5 of the enemy. In the same Sector Mukti Bahini ambushed occupation troops near ALOKDIGHI on November 19, killing 2 Pak troops and injuring 3. On the same day 4 Razakars were captured near BETAI in Jessore district.

In Comilla district-the enemy made a Mortar attack on Mukti Bahini in SALDANADI area on November 17. The attack was repulsed by the Freedom fighters. The enemy withdrew after suffering heavy casualties. According to a delayed report- a Pakistani Army Patrol train was derailed near BARASAHT ALI on Chandpur-Laksam line on the night of November 9th. The engine and two boggics of the train were damaged and two Pak troops and 5 Razakars were killed in the incident. On the same night, Mukti Bahini disrupted the telecommunication in the same area.

In Mymensingh district, Mukti Bahini raided MUKTAGACHA Police Station on November 16 and killed 6 enemy irregulars. The following day Pakistani troops came in rescue of the irregulars. In an encounter 4 enemy soldiers and 5 Razakars were killed.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer.
Bangladesh Forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
November 22, 1971

The tempo of triumph by MUKTI BAHINI is continuing all over the occupied territory of Bangladesh. It is learnt that Mukti Bahini captured AMARKHANA and JOGDALHAT of Dinajpur District yesterday after heavy fighting. The reports of casualties on the enemy side have not yet been received.

According to reports received from Khulna, Mukti Bahini raided the occupation troops position in BASANTPUR of Kaliganj Police Station under Satkhira Sub-division on 20th November. After the whole day fight Mukti Bahini captured BASANTPUR. On the same day Mukti Bahini continued advancing towards KALIGANJ Police Station. After heavy exchange of fire and suffering casualties the occupation troops retreated from Kaliganj.

Mukti Bahini is now in control of Kaliganj. On November 19, Mukti Bahini advanced towards SHAYMNAGAR and after minor exchange of fire Mukti Bahini captured it and then advanced up to NOORNAGAR and drove the occupation troops. They also captured 12 Razakars, one Motor Launch, one BS Rocket Launcher with 7 Bombs, 3 inch Mortar Bomb and large quantity of ammunitions. One Baluch soldier surrendered to the Mukti Bahini during this operation. On the same day Mukti Bahini raided SANKARA

and after heavy fight they captured it. The occupation troops after suffering 6 killed and several injured retreated towards Satkhira. According to latest report intensive fight is continuing all around Satkhira, a Sub-divisional Town of Khulna district.

On November 19, Mukti Bahini ambushed Pakistani Army Jeep at of Mymenshingh district killing 3 enemy soldiers. Mukti Bahini also captured the Jeep along with 3 Rifles.

On November 20, Mukti Bahini launched attack on one 3 hundred ft. long Barge used for carrying rail wagon across river JUMNA at BAHADURABAD Ghat and damaged it.

On November 17,4 Razakars with 3 Rifles were captured at PHULBARI of Dinajpur district.

Sd/-Nazrul Islam
PUBLIC RELATIONS OFFICER
BANGLADESH FORCES.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJLBNAGAR
WAR BULLETIN
NOVEMBER 23, 1971.

The Pakistani Army has gone on the defense in all sectors and are retreating from many of their advance positions in the face of Mukti Bahini's attack. In last few days Mukti Bahini has cleared enemy troops completely from more than 5000 sq. miles. In Khulna Sector Mukti Bahini yesterday captured enemy position at BHOMRA and KULIA. Fearing to be cut off the Pakistani Army has vacated Satkhira town. During their raid in Kulia area Mukti Bahini killed 12 enemy soldiers.

Mukti Bahini has continued its advance in Rangpur-Dinajpur Sector and captured RAIGANJ, further south of Bhurungamari. In this battle the enemy suffered 12 casualties. Valiant Freedom fighters have captured 3 Machine Guns, 11 LMGS,6 Mortars,4 Jeeps, huge quantity of ammunitions in the same area. Mukti Bahini liberated HATIBANDHA of Rangpur district.

On November 20, Mukti Bahini cleared BALLA in Sylhet district. On the same day due to constant harassment by Mukti Bahini, Pakistani troops withdrew from the area stretching NOUKUCHI to AHMEDNAGAR in Mymensingh district Mukti Bahini have also encircled the enemy troops at BIJAYPUR. It is learnt that Major Riaz of Pakistani Army who was seriously wounded by Mukti Bahini in NOUKUCHI area on November 17, died at the Hospital on November 21.

According to a delayed report, the Naval Commandos of Mukti Bahini sank an Oil Tanker carrying 1000 tons kerosene Oil and approximately 30 tons of gasoline in Chittagong Port on November 3. There were explosions leading to fire in the engine room which engulfed the ship. Tanker completely was sank in the harbor. On November 11, Nineteen Razakars with 8 Rifles (303) and 300 rads of ammunitions were captured at MIRERS ARM of Chittagong district. Earlier, on November 10 and 3 in several ambushes Mukti- Bahini killed 8 enemy soldiers in the same area.

On November 21, one Pakistani Army Jeep was blown up due to explosion of Mine laid by Mukti Bahini on SARIGHAT -GOYAINGHAT road in Sylhet district. In the action 6 enemy soldiers Including one Major was killed and the vehicle was damaged.

According to late information, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in KALIAHARIPUR road bridge area in Pabna district on November 8 killing 8 enemy soldiers and capturing 21 Razakars with 20 Rifles.

On November 20. Mukti Bahini ambushed occupation troops Patrol in ALOKD1GHI area in Rangpur-Dinajpur-Rajshahi Sector. During this action 2 enemy soldiers were killed and 3 were injured. On November 18 occupation troops were advancing towards AGRAPOND area and they were encountered by Mukti Bahini. In the encounter 10 enemy soldiers were killed. One of our Freedom Fighters attained martyrdom and 2 sustained minor injuries.

JESSORE-KUSHTIA-KHULNA SECTOR: Freedom fighters blew up one Pakistani Army Jeep by mine in AMBARIA area killing 2 enemy soldiers and causing damage to the Jeep on November 17. On the same day in a raid in SELUA Bazar area of Khulna district Mukti Bahini killed 3 enemy soldiers. Earlier on November 14, Mukti Bahini killed 6 West Pakistani Rangers in AMBARIA area. On November 19, occupation troops while advancing from BAGWAN towards MANIRNAGAR area were encountered by Mukti Bahini. In this action 5 enemy soldiers were killed and 7 were injured. On November 17, Mukti Bahini exchanged fire with the occupation troops in BHATSALA area of Khulna district killing 2 Pakistani soldiers. On November 16, Mukti Bahini clashed with occupation troops in BAGHERHAT area killing 10 enemy soldiers. On the same day in another clash with the Pakistani troops in BAKERGANJ area Mukti Bahini killed 5 enemy soldiers. Mukti Bahini ambushed Pakistani Army Jeep near JAGATI and killed 4 enemy soldiers on the same day. The Jeep was also destroyed. Another group of Mukti Bahini engaged Pakistani, troops moving to GOALAHATI from CHHUTIPUR area killing 2 and injuring 3 enemy soldiers on the same day.

MYMENSINGH-SYLHET SECTOR: On November 21, occupation troops supported by Mortars were advancing to PURBA LITURA. Mukti Bahini engaged them killing 4 enemy soldiers. On the same day the occupation troops attacked Mukti Bahini in the same area. Mukti Bahini repulsed the attack. In this action 10 enemy soldiers were killed. On November 17, in a counter-attack on Pakistani troops Mukti Bahini killed 3 enemy soldiers in BILAJPUR area. On the same day in an ambush in DAKTARBARI area Mukti Bahini killed 3 and injured 4 enemy soldiers. On November 18, Mukti Bahini ambushed

Pakistani Army Pa.rol in NISCHINTAPUR area killed 15 West Pakistani Rangers and 2 Razakars. One of our Freedom fighters was wounded during this action. On November 17, Mukti Bahini encountered Pakistani troops in BADALPUR area and killed 17 enemy soldiers. Mukti Bahini also captured 2 Rifles during this operation. On November 19, Mukti Bahini in a counter-attack on occupation troops DAKHINGUL Tea Estate of Sylhet district killed 20 enemy soldiers.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 24. 1971.

The Mukti Bahini regulars are continuing their all out attack on the Pakistani troops in all sectors of occupied Bangladesh.

In NO A KIIALI district, Mukti Bahini launched a heavy attack on the occupation troops in FENI area. One entire battalion of Pak troops at BAKSHIRHAT has been surrounded by the Mukti Bahini and subjected to attack from all directions, the lines of communication of this battalion has been completely cut off.

In SYLHET Sector, Mukti Bahini after liberating ATGRAM, RAHIMPUR and SHARIFGANJ is advancing towards SYLHET. Fierce fighting is also going on in south of JAINTIAPUR. The occupation troops in JAINTIAPUR have been surrounded and their line of connection being cut off.

In JESSORE Sector, Mukti Bahini liberated MAHESHPUR POLICE STATION and heavy fighting is going on around JESSORE Cantonment. Meanwhile Mukti Bahini shelled JESSORE AIRPORT damaging the CONTROL TOWER and immobilizing enemy's air-route.

In MYMENSINGH District, Pakistani troops position at BIJAYPUR and BAORAMARI in Northern MYMENSINGH has been put under seize by the freedom fighters.

On Nov. 22, the occupation troops attacked Mukti Bahini position at GUGHUDANGA south of D1NAJPUR. After a fierce battle the Pakistani troops withdrew - 30 enemy soldiers were killed. Two of our brave freedom fighters were killed in the action while two others sustained minor injuries.

On Nov. 21, Mukti Bahini guerrillas encountered Pak patrol in DUAPARA area killing 5 enemy soldiers.

According to latest report from DACCA district, Mukti Bahini guerrillas have liberated MUNSHIGANJ and surrounding areas. The details of the operation are not yet

known. Earlier on Nov. 20, Mukti Bahini raided Pakistani position south of SRIPUR and killed 5 enemy soldiers. During the last few days, Mukti Bahini captured 85 Razakars along with their arms.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 25, 1971

In Noakhali district, Mukti Bahini after fierce battle last night liberated Pakistani position at BAKSHIRHAT. The enemy suffered over 150 casualties and a large number of them are taken prisoner. The rest of the enemy fled in the nearby jungle. While fleeing a number of Pak soldiers were killed by the villagers.

Mukti Bahini is continuing its irritable offensive operations against the occupation troops around KISHOREGANJ town. As a result the enemy has become isolated from bases in BHAIRAB BAZAR on the South East and in Mymensingh on the North-West. This has been made possible by removing railway tracks and destroying railway and road bridges and culverts on the rail line linking MYMENSINGH, the district town and BHAIRAB BAZAR an important Railway junction. The road connection between KISHOREGANJ and MYMENSINGH has also been paralysed. On Nov 20, Mukti Bahini foiled an attempt of reconstructing one railway bridge near GOCHIHATA of Kishoreganj. Earlier, 2 miles of railway tracks were removed between JASODALPUR and GOCHIHATA. They also levelled the railway embankment. Later, they exchanged tire with the occupation troops who came from KISHOREGANJ. Occupation troops retreated. It is learnt that KISHOREGANJ town has become a no man’s town. On Nov. 18, in a raid the freedom fighters captured 5 Razakars with rifles from SALANGA Razakar Camp on the suberb of the town. On Nov. 14, in an ambush on Pakistani troops Mukti Bahini killed 6 and wounded 4 enemy soldiers in RAMPUR area of KISHOREGANJ Police Station. On Nov. 22, freedom fighters cleared NALITABARI of Razakars. On the same day Mukti Bahini captured one Pakistani Army Jeep along with one LMG and 13 Magazines near SHAMGANJ from the occupation army and their collaborators who thought it better to flee away than to face a direct clash with the advancing group of the freedom fighters.

Offensive activities of Mukti Bahini are also continuing around SATKHIRA TOWN. Meanwhile, freedom fighters destroyed Pakistani army post MANDRA and 2 strategically important road bridges between SATKHIRA town and MAHMUDPUR. On Nov. 22 on the same day one Pakistani army Jeep proceeding to SATKHIRA from JESSORE was attacked by Mukti Bahini on JESSORE-SATKHIRA road. In this engagement 3 enemy soldiers including one Captain were killed and the Jeep was destroyed. SATKHIRA Town is now isolated from the rest of KHULNA district, it is learnt.

Due to persisting harassment by Mukti Bahini the occupation troops on Nov. 22 vacated CHUTIPUR of JESSORE district. On Nov. 21, Mukti Bahini sank 2 country boats of Pakistani troops near KUSHTIA. Earlier on Nov. 17, Mukti Bahini killed 5 enemy soldiers in the same area.

In SYLHET district Mukti Bahini drove away occupation troops from LUBACHARA and DWAKERGUL on Nov. 23 On Nov. 22, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in BEANI BAZAR killing 2 and injuring 7 enemy soldiers. Large quantity of arms and ammunitions were also captured. Earlier, on Nov. 16, Mukti Bahini ambushed 5 country boats carrying occupation troops in BALAGANJ area. In this action 7 Pakistani soldiers and 10 Razakars were killed.

Due to continuous pressure by Mukti Bahini occupation troops, had to abandon their position in CHAKCHANDI area on Nov. 22. In RANGPUR-DINAJPUR-RAJSHAHI Sector. Mukti Bahini attacked with Mortars on this position killing 10 enemy soldiers. On the same day. Mukti Bahini repulsed an enemy attack in GHUGUDANGA canal area. In this action as many as 30 enemy soldiers were killed.

According to delayed report received from DACCA the commandos of the Mukti Bahini threw grenades on Pakistani army jeep in NARAYANGANJ on Nov. 3. As a result 4 enemy soldiers were killed and 3 were injured. Eleven Razakars with 6 rifles were captured in NABIGANJ area of NARAYANGANJ. Earlier on Oct. 30. freedom fighters captured one speed boat from Razakars in RUPGANJ area. Earlier, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near DACCA town killing 3 including one officer and injuring 4 enemy soldiers. They also killed 4 collaborators in MALIBAGH and KAMALAPUR areas.

On Nov. 22. Mukti Bahini ambushed a Pakistani column carrying rations for the occupation troops near BAJAIPUR of Mymensingh district. In this action 5 irregulars of Pakistani Army were killed. According to a delayed report on Nov. 2, in an encounter with the Razakars in AMKHOLA near BHALURA of MYMENSINGH district freedom fighters killed over 5 Razakars and captured 25 rifles.

On Nov. 18, Mukti Bahini raided a mixed column of Pakistani troops and Razakars in RAMTALA area in COMILLA-NOAKHAL1 Sector killing 3 Pakistani soldiers and 5 Razakars. According to a late information a fierce battle took place between Mukti Bahini and mixed Column of Pakistani troops near DAUDKANDI of COMILLA district on Nov. 9. As a result, as many as 60 enemy soldiers were killed and 50 were wounded. Twenty Pakistani soldiers and one Razakar with rifles were captured. On Nov. 19, Mukti Bahini ambushed a mixed column of Pakistani troops and Razakars in RAJANAGAR of COMILLA killing 2 enemy soldiers. Freedom fighters captured 5 Razakars with rifles from JAGANNATH on Nov. 21 and 47 Razakars with 44 rifles from RAHIMPUR of NOAKHALI district on Nov. 20. On Nov. 21, freedom fighters captured 13 Razakars with rifles from NATUN BAZAR of COMILLA.

On Nov. 22, Mukti Bahini raided Pakistani troops position in DURGAPUR area of NOAKHALI district killing 7 and injuring 10 enemy soldiers.

According to information received from CHANDPUR reveal that the Naval Commandos of Mukti Bahini are active in river areas of CHANDPUR. During the first fortnight of the current month Naval Commandos sunk four coasters used by the army authority. One of the coasters was recently provided by CHINA. Besides 2 merchant coasters and one Merchant Coaster patrolling Pakistani troops bases were also sunk on the river MEGHNA. It is learnt CHANDPUR Port does not operate at night.

Along these coasters one Barge was also sunk. A gun boat of the occupation troops was also sunk. Freedom fighters captured 3 country boats carrying 300 tons of Soybean oil. One oil Tanker was also sunk in the river JUMANA near SERAJGANJ of Pabna district. On Nov. 3, Naval Commandos sunk one Steamer in MOHANPUR area near MATLAB BAZAR in Comilla district.

Sd/ - Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H.Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
NOV 26, 1971.

The valiant Mukti Bahini is maintaining its tempo of pushing back the occupation troops to their folds and liberating new areas in Bangladesh. Mukti Bahini raided GARA area of Sylhet district on 25th Nov and cleared up to GOYAINGHAT-RADHANAGAR. During this raid Mukti Bahini killed 10 enemy soldiers and captured one LMG, one telephone set, one spare barrel and large quantity of ammunitions. Fierce battle is going on in the outskirts of the Jessore town. Kishoreganj Sub division town of Mymensingh is also under virtual seize and heavy fight is going on. In Kushtia district the freedom fighters are on their move towards the towns. They have already encircled Meherpur town of the district it is learnt.

According to a delayed report Mukti Bahini captured MUKUNDAPUR of Brahmanbaria Subdivision of Comilla district on Nov 19. The railway station is also under our control. During the raid Mukti Bahini captured 31 enemy soldiers, 2 Stenguns, 2 LMGs & 3 inch mortar.

Details of Mukti Bahini operations are given below :- On Nov 21, Mukti Bahini attacked with mortar on Pakistani troops in RAJARAMPUR of Rajshahi district killing 9 including one Officer and injuring 10 of the occupation troops. They also killed 60 paramilitary and wounded 20 of them. During the operation 2 of our freedom fighters laid down their lives. Twelve Razakars with 14 rifles were captured. On Nov 24, in a clash with the occupation troops in PIPULBARIA of Pabna district Mukti Bahini killed 2 enemy soldiers.

Mukti Bahini launched Mortar attack on Pakistani troops position in SRIRAMPUR of Khulna on Nov 23. In this action 6 enemy soldiers along with some collaborating Razakars were killed.

In Comilla district Mukti Bahini raided PAKISTANI troops in LAKSMIPUR area and killed 7 enemy soldiers on Nov 21. They captured some arms and ammunition in this action.

On the same day Mukti Bahini killed 6 enemy soldiers in KAIMPUR area. According to late information Mukti Bahini killed 2 Pakistani soldiers in AMRATALI areas of same district on Nov 14. In a raid in Mainpur area of Comilla district Mukti Bahini killed 13 including one officer and injured 12 of the occupation troops on Nov. 17. In a series raids in KAIMPUR area between 16 to 19 Nov Mukti Bahini killed 5 and wounded 12 enemy soldiers. On Nov 21, Mukti Bahini engaged with Pakistani troops in KAMALPUR killing 5 enemy soldiers and destroying 2 bunkers.

In Noakhali district Mukti Bahini raided Pakistani troops position at DURGAPUR on Nov 22 killing 7 and injuring 10 enemy soldiers. On Oct 24, Mukti Bahini ambushed mixed Pakistani troops moving in column near KAB1RHAT area killing 14 of them and injuring 27 enemy soldiers. They also recovered 2 rifles and some ammunitions. Earlier, on Oct 21, in a raid on Pakistani troops Camp at CHAPRASHIRHAT killing 26 and injuring approximately 60 of them. Two of our freedom fighters became martyr during the action.

In Chittagong district Mukti Bahini ambushed Pakistani troops in CHITTAGONG HILL areas and killed 5 enemy soldiers. They also captured one Pakistani soldier. According to delayed report received from Dacca Mukti Bahini ambushed Pakistani troops and collaborating Razakars moving in speed boats in MURAPARA near Dacca killing 18 and injuring 10 of them. Mukti Bahini also captured 13 rifles and one Stengun.

In Sylhet district Mukti Bahini blew up 15 ft. long road bridge on Sylhet-Biswanath road disrupting road communication.

During the last week of October Freedom fighters captured 35 Razakars with 28 rifles from SARARCHAR area in MYMENSINGH district.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR.
WAR BULLETIN.
NOV. 27, 1971

The valiant freedom fighters are continuing their offensive activities in all sectors and pushing back the occupation troops.

In NOAKHALI Sector Mukti Bahini after liberating FULGAZI and CHAGALNAIYA has marched further south west and heavy fighting is going on in the outskirts of FENI town. In the north Fighting broke out when the enemy soldiers with fresh reinforcement moved towards PACHAGAR in D1NAJPUR district. According to latest report, fighting is continuing. In JESSORE Sector virtual siezc of JESSORE CANTONMENT is still on while Mukti Bahini consolidating their position in strategic JHIKARGACHA area.

Mukti Bahini has liberated BASANTAPUR of KHULNA district on Nov. 25. On Nov. 24, Mukti Bahini cleared areas along ATGRAM, RAHIMPUR & ZAKIGANJ road in SYLHET district.

On Nov. 23, Mukti Bahini advanced towards Pakistani troops position in GAURINAGAR area and exchanged Fire with the occupation troops. The Pakistani troops on failing to withstand the advancing unit of the freedom fighters withdrew to RAJAPUR and the Mukti Bahini occupied the post. In several encounters in RAJAPUR area Mukti Bahini killed 11 enemy soldiers having no casualty on our side.

On Nov. 25 Mukti Bahini encircled MOHANGANJ Police Station and PANIHATA Camp of the occupation troops in Mymensingh district. The seize is still continuing.

Meanwhile the Marine Commandos of the Mukti Bahini sank one American Ship of 7500 tons named COLUMBIA TRADER and one Pakistani gunboat in CHALNA Port area. On Nov. 24, at night the daring Naval Commandos raided BAHADURABAD GHAT on the river JUMANA in Mymensingh district. The ammunition dump of the occupation troops were shelled resulting in the explosion and damaging one Steamer. The Jetty was also damaged. The Pakistani troops moved all water craft including Patrol boats to further south.

On Nov. 25, Mukti Bahini ambushed Pakistani irregular forces in MONAKHALI area in KUSHTIA district. In this action 12 Rangers were killed, 12 others were injured. On the same day Mukti Bahini attacked with mortars on the occupation troops in AMANGANDA area killing 2 and injuring 4 enemy soldiers. Earlier 27 Policemen with 27 rifles of SRIPUR Police station of MAGURA Subdivision in JESSORE district surrendered to freedom fighters. On Nov. 25, in a raid in NAZIRPUR area under Netrokona subdivision of Mymensingh dist. Mukti Bahini killed 3 enemy soldiers. Mukti Bahini attacked the Pakistani position in GODAGARIHAT area in RAJSHAHI district and launched mortar attack. In this action 8 enemy soldiers were killed. On the same day in another raid in

DHOBRA area Mukti Bahini killed 4 enemy soldiers. The Freedom fighters blew up railway line west of LALMONIRHAT area further adding to the dislocation of train communication.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

*　　*　　*　　*　　*

BANGLADESH FORCES H. Q.. MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
November, 28. 1971.

The Mukti Bahini regulars are continuing their offensive against the occupation troops while the guerrillas have intensified their activities all around the occupied areas.

In DINAJPUR district, Mukti Bahini has driven back the enemy attack last night on the strategic thana town of PACHAGARH and has now consolidated their hold on the town and surrounding areas. On November 26, Mukti Bahini also liberated BRAHMPURA in the same district.

In KUSHTIA and JESSORE districts-Mukti Bahini liberated JIBANNAGAR, BAGACHARA, SHARSHA and NAVARON areas-while their seize of the Jessore town continues.

In KHULNA district, Mukti Bahini driven away the enemy troops from RAJAPUR, MANDRA, RAGHUNATHPUR, GAGNI and NABATKATI areas.

According to latest report, fighting is still going on around FENI Sub-divisional town of NOAKHALI district. On November 25, Mukti Bahini guerrillas in a series of ambush in KAIMPUR, CHAURA and KASHIMPUR of Comilla district killed 8 enemy soldiers. On November 24, Mukti Bahini ambushed a Pak Patrol in C.HANDPUR area killing 3 occupation soldiers. Two enemy soldiers were killed and 3 were injured when Mukti Bahini attacked a Pak Patrol South-east of CHAMAKNAGAR also in Comilla on November 23.

In RANGPUR district, after consolidating their position in the northern part of the district, Mukti Bahini guerrillas are active in disrupting enemy's communication line. On November 26 they damaged a railway bridge between DOMAR and CHILHATI. In the same area they also captured 3 Razakars along with their arms. On November 21, section of railway track was removed between PARLIA and BHOTEMARI. Earlier, similar operation was carried out east of KAKINA.' Railway communication was badly disrupted between TITSA and MAHENDRANAGAR and also around LALMANIRHAT. On November 23, Mukti Bahini raided Pak troops position at PHYLIA and killed 4 of the occupation soldiers.

In RAJSHAHI, Mukti Bahini encountered Pak troops near NAOGAON killing 2 and injuring 4 on November 20.

In MYMENSINGH-SYLHET sector. Mukti Bahini encountered Pak troops near TILAKPUR on November 24 killing 17 enemy soldiers. Two Pak troops were killed and three wounded when Mukti Bahini repulsed a Pakistani attack at BARNI on November 25. On the same day Mukti Bahini encountered Pak soldiers and irregulars in DISOY area killing 3 of them. Mukti Bahini earned out a raid on Pakistani position in GAURINAGAR on November 23. Three enemy soldiers and 2 Razakars were killed in the action. Mukti Bahini destroyed two enemy bunkers. On the same day Mukti Bahini encountered the enemy soldiers a mile away from GAURINAGAR in which 11 enemy soldiers and irregulars were killed. Again on Nov. 23, Mukti Bahini encountered enemy in DURGAPUR area killing two and injuring one Pak soldier. Earlier on November 18. 2 Platoons of Mukti Bahini ambushed an enemy column at MAZGEDDA near BAKSHIGANJ in Mymensingh district killing 17 and injuring 9 enemy soldiers. On November 23. Mukti Bahini captured 7 Razakars along with their arms near ISLAMPUR in Jamalpur Sub-division. Mukti Bahini raided NETROKONA Sub-divisional town on November 22 and killed 6 enemy irregulars. In SYLHET district, Mukti Bahini destroyed two strategic bridges-one near BARLEKHA and the other in LANGLA Tea garden area. They also destroyed a ferry boat in BALAGANJ area.

In KUSHTIA district, Mukti Bahini ambushed enemy platoon at MAHESKUNDI on November 24 inflicting heavy casualties on the enemy. In KHULNA district, Mukti Bahini raided enemy position at SONABARIA on November 23 killing 7 enemy soldiers.

Sd/Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
November, 29. 1971

Mukti Bahini is continuing their offensive against the Pakistani soldiers and carrying out intensive guerrilla activities in all sectors of Bangladesh.

In SYLHET district, Mukti Bahini yesterday liberated CHOTAKHEL lying south-west of JAINTIAPUR after a fierce battle in which Pakistani soldiers suffered heavy casualties. According to latest report heavy fighting is going on 12 miles away from Sylhet town. Meanwhile Mukti Bahini repulsed Pakistani attack on KANAIGHAT which is now under complete control of Mukti Bahini. Mukti Bahini also liberated RADHANAGAR. On the

night of 26th November, Mukti Bahini raided Pakistani position at BADIRTEKA also in Sylhet district killing 25 enemy soldiers. 3 of our brave freedom fighters lost their lives.

In Jessore-Khulna Sector, Mukti Bahini liberated SONABARIA, a strategic place northwest of Satkhira town.

On November 26, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops near DHARMADAHA killing 7 Pakistani soldiers. During the night of 25th November, Mukti Bahini raided KAZ1PUR Police Station and killed 16 West Pakistani Policemen and enemy irregulars. On the same date. Mukti Bahini ambushed Pakistani soldiers at JADABPUR killing S and injuring occupation troops.

In MYMENS1NGH-TANGAIL Sector, Mukti Bahini raided Pakistani troops position at MADHUPUR on November 25 killing 6 enemy troops.

On November 26, Mukti Bahini raided ISWARGANJ Police Station and killed 2 West Pakistani Policemen and 3 Razakars.

According to delayed reports from PABNA. Mukti Bahini attacked a group of enemy irregulars near BAGHAIL on November 16 and killed 50 of them. Mukti Bahini recovered some arms. On November 17, Mukti Bahini raided ISHURDI Police Station and killed 11 West Pakistani Policemen. They recovered 8 Rifles. They also destroyed telephone exchange and VIP Guest House in the town.

In DACCA district, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops convoy near KAUAKOIR on November 21 killing 4 Pak soldiers. Mukti Bahini captured one enemy Jeep and some ammunition. Earlier on November 15, Mukti Bahini in an encounter with the enemy killed 7 irregulars and captured 6 Razakars from the same area. On November 18 Mukti Bahini ambushed enemy patrol near JOYDEBPUR 20 miles north of Dacca and killed 10 enemy irregulars.

Sd/- Nurur Rahman
For, Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H. Q.. MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
November, 30. 1971.

Mukti Bahini is continuing its all out offensive against the Pakistani troops and has liberated many areas in Bangladesh.

In Sylhet district Mukti Bahini liberated TAHERPUR Police Station of Sunamganj Sub-Division. On the night of 28th Nov, Mukti Bahini attacked Pak troops at GAURINAGAR and captured portion of Gaurinagar from enemy occupation. Twelve Pak troops were killed during the operation. In a Fierce battle at GAURIPUR near Kanaighat

police station on Nov. 28, Mukti Bahini killed 75 Pakistani soldiers including an officer. 7 Pak troops were taken prisoner. In Sylhet district fighting was going on now near Kanaighat.

In Dinajpur district, Mukti Bahini after consolidating their position in Pachagarh is now advancing towards PUTULIA on the south. In Rangpur district. Mukti Bahini encountered Pakistani troops on their way to Nageswari. According to latest report fighting is going on in a place two miles north of Nageswari Police station.

In Noakhali district, Mukti Bahini after consolidating their positions around the strategic town of Feni has now launched an all out attack on the town. According to latest report, heavy fighting is going on in the area.

In Jessore, Mukti Bahini advancing towards the district Head Quarter. According to delayed report. Mukti Bahini has liberated Tangail district town after heavy fighting on November, 17. Earlier on Nov., 15, Mukti Bahini raided and liberated Mirjapur Police Station. The same day Mukti Bahini took complete control over Mirzapur-Tangail Road. During the period between Nov. 12 and Nov. 18, the freedom fighters demolished six road bridges on Dacca- Tangail road completely disrupting enemy's reinforcement line. After the capture of Tangail town, Mukti Bahini raided B AS AIL Police Station on Nov. 18. In a fierce fight with the enemy irregulars Mukti Bahini killed 18 West Pakistani Policemen and 30 Razakars and liberated BASAIL. Mukti Bahini ambushed two Pakistani army jeeps when they tried to move from Mymensingh to Tangail on Nov. 17 destroying both of them. Eight Pakistani soldiers including one officer were killed in the action. On Nov. 18, Mukti Bahini repulsed a Pakistani attack on Mukti Bahini position near BHUAPUR also in TANGAIL district. The Pakistani soldiers came in five gunboats. In a heavy fight, Mukti Bahini killed 35 enemy soldiers and wounded 50. Two of boats were sunk.

In Kushtia-Jessore-Khulna Sector, Mukti Bahini ambushed Pakistani troops and Razakars in BARAGANGDIA and killed 18 and injured 15 other. On Nov. 23 Mukti Bahini raided DAMURHUDA Police Station in Chuadanga Sub-Division and captured 11 police personnel and 9 rifles. On Nov. 20, freedom fighters encountered Pak troops and Razakars in BIIATIA PARA area inflicting 45 casualties on the enemy. They also captured 2 motor launches. One freedom fighter became shaheed. On Nov. 18, Mukti Bahini ambushed a mixed Pak patrol in KALNI killing 7 enemy soldiers. Mukti Bahini recovered 48 rifles, 1 LMG and some ammunition. The same group of guerrillas encountered Pak troops on Nov. 20 in the same area killing 9 Pak troops. One Mukti Bahini civilian volunteer was killed in the action. On Nov. 17, Mukti Bahini fired with mortars at Pak position near MIREPARA and killed 12 Pakistani troops.

In Mymensingh Sylhet Sector, Mukti Bahini ambushed Pak patrol in KURIKHOLA on Nov. 28 killing two Pak troops and 3 Razakars. On Nov. 27, Pak troops attacked Mukti Bahini position in BARNI and DAKTERBARI areas. Freedom fighters repulsed these attacks. In these actions 3 Pak troops were wounded. On the same day. Mukti Bahini encountered occupation troops near BEANIBAZAR area killing one and capturing

6 of them. According to a delayed report Mukti Bahini raided. Pakistani troops in AMITALA near GAFARGAON Police Station and, inflicted 68 casualties on the Pakistani troops. Mukti Bahini recovered 25 rifles and a large quantity of ammunition. In this action one freedom fighter was killed.

In Dacca-Comilla Sector, Mukti Bahini fired with mortars on Pak position in KRISHNAPUR area killing two Pak troops and injuring two. Earlier on Nov. 20. Freedom fighters demolished a railway bridge in the same area. On Nov. 16. Mukti Bahini ambushed Pak troops in SANKOLHAIL killing two Pak soldiers. Earlier on Nov. 13. The freedom Fighters ambushed Pak troops moving in a launch in GAZIPUR area killing 15 Pak troops including one officer and injuring 20. The launch was badly damaged and Mukti Bahini recovered 5 rifles.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR
WAR BULLETIN
1st December, 1971.

The victory of Mukti Bahini is continuing unabated in all fronts of Bangladesh. It is learnt that Mukti Bahini made a fierce attack on SHAMSHERNAGAR- the strategic town in southern Sylhet last night. The enemy taken by surprise engaged in fighting. According to latest report Mukti Bahini already entered the town and the enemy is on the fun. It may be recalled that there is an airport in SHAMSHERNAGAR. The railway communication between Sylhet and Shamshernagar and with other place has been lying paralyzed since 25th March.

In the northern Sylhet Mukti Bahini liberated TENGRATILLA on the north-east and DUARABAZAR on the east of SUNAMGANJ town. It has been further learnt that due to persistent harassment by the Freedom fighters the occupational troops have withdrawn from GARA, SEMUTANA, KARNI, ALIRGAON and PIRIJPUR areas of the district leaving behind ammunitions, clothings, baggages and some documents. Mukti Bahini has also occupied SULTANPUR and ERUKHALI.

In MYMENSINGH district fighting is going on in KAMALPUR area. Mukti Bahini is on the advance in DINAJPUR and JESSORE Sectors. Report reaching from Noakhali states that fighting is still on for the control of FENI town.

On November 29, Mukti Bahini killed 12 Pakistani soldiers, when they repulsed an enemy attack on a column of occupation troops in BARKHAI area of Mymensingh district. During this operation 2 of our Freedom fighters became Shahid. Mukti Bahini also destroyed a road bridge in the same area on November 18, Freedom fighters

captured 14 Razakars with rifles in HUSSAINPUR area. On November 11, Freedom Fighters raided HUSSAINPUR Police Station killing 15 West Pakistani Policemen and 25 irregulars. They also captured 77 rifles, 2 guns and some ammunitions. During this raid 4 of our brave Freedom fighters laid down their lives and 4 others were injured. During the first week of November Freedom fighters clashed with Rangers in DATTERBAZAR near GAFFARGAON killing 12 Rangers and 11 Razakars. They also captured 14 rifles. In this operation 2 of our Freedom fighters became Shahid.

In BH AW ALIA area of Mymensingh district Mukti Bahini in an ambush killed 15 occupation soldiers on November 12. They also encountered enemy troops in DHAMSUR area killing 6 Pakistani soldiers and nine Razakars on November 14. Mukti Bahini cleared MALLIKBARI of Razakars on November 6.

In SYLHET district Mukti Bahini blew off one Tank by mine explosion in DAKADAKSHIN area on November 26.

In CHITTAGONG district Mukti Bahini raided FENUA Tea Estate and HALDA Tea Estate on November 17 killing 5 and injuring 4 Pakistani soldiers. They also captured one rifle with some ammunitions. The valiant Freedom fighters drove away the collaborators of the Pakistani Army authority from RAJGHAT Tea Estate on November 20 and stopped functioning of the Tea Factory.

The Freedom fighters raided FATIKCHARI Police Station and Circle Office on November 17 and captured 11 Policemen. They hoisted Bangladesh Flag on the Police Station and Circle Office. During this raid Freedom fighters captured 6 rifles, one LMG, one Sten gun and large quantity of ammunitions. Freedom fighters also disrupted railway communications by demolishing railway bridges and culverts and by removing railway tracks between Chittagong and Feni area during this period.

In KUSI1TIA-JESS0RE-KHULNA Sector, Mukti Bahini ambushed Pakistani Army Patrol in ABDERHAT area on November 27 killing 7 and injuring 2 enemy soldiers. On November 21, Freedom fighters captured 9 Pakistani Policemen with 3 rifles in SANTOSHPUR area.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer,
Bangladesh Forces.

*   *   *   *   *

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR.
WAR BULLETIN
2nd Dec. 1971

Mukti Bahini continuing victorious advance liberating more occupied areas and putting up heavy pressures on Pakistani strongholds in Bangladesh.

In Dinajpur Dist. Mukti Bahini has liberated thana H. Q. of BODA lying about 10 miles south of Pachagarh and is now advancing towards THAKURGAON.

In Rangpur Dist. Mukti Bahini has liberated Nageswari PS and is on the move further south. Freedom fighters have now consolidated their position in almost the whole area north of Bharla River.

In Kushtia Mukti Bahini has liberated the village of Andulbaria northeast of Jibannagar. It is learnt that due to heavy pressure by Mukti Bahini the enemy has shifted the 9th Divisional H. Q. from Jessore to Magura.

In Mymensingh Mukti Bahini has now completely surrounded the enemy post at Kamalpur cutting all communication line of the enemy. The fall of Kamalpur is imminent.

In Sylhet Dist. Mukti Bahini is now consolidating its position in the Airport and the neighboring area of Shamshernagar.

In Chittagong Dist. Mukti Bahini guerrillas have taken control of most areas of Fatikchhari and Raozan Thana in the north and Anowara in the south of Chittagong. Mukti Bahini also dominate in major part of Patia Thana and Hatia Island. According to latest report fighting is going on for the control of Sitakund and Mirersarai. Mukti Bahini also established their position around Rangamati.

In Mymensingh Dist. Mukti Bahini made repulsive attack on Pakistani troops while the latter attacked Mukti Bahini at Gopalpur on Nov 24. In this action 15 enemy soldiers were killed.

On the same day Mukti Bahini ambushed occupation troops moving from BIRISIRI BIJAIPUR killing 5 of them. Freedom fighters captured 21 Razakars with 21 Rifled at Nalitabari area on Nov 29. On Nov 25, Mukti Bahini raided Burunods on Jamalpur- Islampur line and killed 2 Pakistani soldiers. They also captured 8 Razakars with 8 rifles and some ammunitions. On Nov 26, Mukti Bahini raided BHALUKA area killing 3 Pakistani troops and 4 Razakars. On 29th Nov Mukti Bahini raided the Police Station in NETROKONA Subdivisional town and killed 6 West Pakistani Police personnel. On Nov 28, in a raid in BARHATTA PS Freedom fighters killed 10 enemy irregulars. Earlier on Nov 21, Mukti Bahini raided West Pakistani Rangers and Razakars at Railway crossing near Neirokona killing 3 Rangers and 5 Razakars. On the same day in another raid Freedom fighters killed 7 Rangers and 12 Razakars guarding the Residence of SDO of Netrokona. On Nov 28, Freedom fighters destroyed one Pakistani Army vehicle in MUNSHIBAZAR. On Nov 27, the occupation troops attacked Mukti Bahini in KALSONARCHAR area in Mymensingh-Sylhet Sector. The heroic Freedom fighters repulsed the attack killing 8 enemy soldiers. As reprisal Pakistani Airforce bombed the area and inflicted many casualties on civilian population.

In Bogra Dist. Freedom fighters raided SARIAKANDI PS on 23rd and killed 22 West Pakistani Policemen including the Commanding Officer and captured 2 of them. They also recovered 8 rifles. On Nov 24, Freedom fighters raided SANKHATA PS of Rangpur district capturing the Commanding Officer along with 10 Policemen and 32 Razakars with 2 rifles and one Stengun. The Freedom fighters disrupted communication around LALMONIRHAT a Stronghold of the occupation troops. On night of Nov 26 Freedom

fighters removed railway tracks between MOGHALHAT & LALMONIRHAT. On Nov"28 they also blew off railway track near east of AUDITMARI. On the same day they damagea railway lines near KAKINA on the west of Lalmonirhat. On the night of Nov 24, Freedom fighters disrupted tele-communications around KAKINA.

In Rajshahi Dist. Freedom fighters disrupted tele-communication between CHARGHAT & SARD AH on Nov 27. Earlier on Nov 19, Freedom fighters raided SHINGRA Rly bridge on rail line between BOGRA-GAIBANDHA and killed 19 Razakars guarding the bridge. They also captured 10 rifles.

On Nov 27, Freedom fighters captured 4 Razakars with rifles near MUNSHIGANJ of Jessore district.

In Comilla District Freedom fighters killed 5 and injured 2 enemy soldiers in JAMBARI area on Nov 23. On Nov 20, Freedom fighters captured 7 Razakars with 3 rifles and some ammunitions in RISHYMUKH area. According to a delayed report Mukti Bahini raided occupation troops in CHAPITALA. In this raid 15 enemy soldiers including 2 Officers were killed and 20 were injured.

According to delayed report. Mukti Bahini guerrillas have carried out intensive operations in large areas of Barisal district including WAZIRPUR AND MULADI Thana towns of Sadar Subdivision and LALMOHAN, CHAR FASSON, BARHANUDDIN of Bhola Subdivision and Swarupkati and BANORIPARA of Perojpur Subdivision. During these operations, Mukti Bahini killed 21 Pakistani soldiers & 115 enemy irregulars. Mukti Bahini recovered a large quantity of arms and ammunition including 60 rifles. They destroyed several enemy gun boats, three launches and two barges. Most of these areas are now under Mukti Bahini's control.

Sd/-Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh forces.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। ইয়াহিয়ার সাধারন ক্ষমা ঘোষণার স্বরূপ উদঘাটন করে প্রকাশিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি বিশেষ ইস্তাহার	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	...১৯৭১

Pakistan's 'President Genera! Yahya Khan will not only go down in history as the World's greatest murderer but also as a lier of unparalleled distinction. General Yahya's last call for general amnesty is nothing but a white lie to convince the World of his intentions to normalize conditions in Bangladesh. To substantiate this hoax of an amnesty offer. Pakistan Radio and other information media reported that 2000 soldiers of EBR and EPR, and other public servants have surrendered to the Pak. authorities. They also claim that they have been paid their arrears of pay for the period of absence and resettled in their respective professions. But the fact of the case is that nobody has paid any heed to the offer and the question of restoring any of the so-called surrendered persons is nothing but false propaganda. In fact, Pakistan's claim to have set free many of those arrested earlier is also a big lie. A Bengali Fit. Lt. who recently escaped from the Pak army concentration camp at Dacca Cantt. has given a detailed account of a large number of men and women who are still confined in the concentration camp even after the so-called General Amnesty offer. Some of the names which could be remembered by this Officer who had undergone inhuman torture for two months are:—

Lt Col Yasin (Army Services Corps)
Lt Col Jalil (E Bangal)
Maj Kamal (Medical Corps)
Maj Kazi Ashraf (Army Services Corps)
Maj Altaf (Intelligence)
Maj Aolad Hussain (EPR)
Capt Aziz (E Bengal Centre)
Capt Shuja (Military Police)
Capt A lam (Army Engineers)
Capt Huda (Artillery)
Lt Shamsher Mobin Chowdhury (E Bengal)
2/Lt Ziauddin (Artillery)
Wing Commander A. Rahman (PAF)
Sqn Leader Manzur (P AF)
Sqn Leader Mahibur Rahman (P AF)
Sqn Leader Badiur Rahman (P AF)
Sqn Leader Shamsur Rahman (P AF)
Fit Lt Khalilur Rahman (P AF)

Fit Lt Mirza (P AF)
Flying Offr Fazlur Rahman (PAF)
Mr. Mohiuddin, MPA
Mr. Lokman Hossain (Director, Telecommunications)
Mr. Abdullah (Deputy Director, Geological Survey)
Mr. Muzammel Hoque
SDO, Rajbari
SDO, Madaripur
Mr. Nurul Momen SP Faridpur
Maj Mannan (Baluch Regiment) Are also under
Are also under Capt Nuruzzaman (Army Education Corps) detention in Jessore.

Apart from them, many officers have been confined in other cantonments. Most of the Officers except Lt Shamsher Mobin. Chowdhury had nothing to do with the liberation movement. A few of them, who were on leave, fell victim to the first call of amnesty by TIKKA KHAN, or were arrested just because they happen to be Bengalis. Lt SHAMSHER MOB IN CHOWDHURY was arrested by the Pak Army in Chittagong, when he sustained injury while fighting gallantly the West Pakistani inhuman army. This Officer was forced to speak over the radio that was being well looked after by the army, and others could rejoin units without fear. But as a matter of fact, inhuman torture is being continued on him till today. Due to excessive beating he has almost become crippled. All the arrested Officers and hundreds of other ranks are being tortured inhumanly day and night by the Pak army. Many of these people are forced to make confessions stating that SHEIKH had planned to wage war against Pakistan and Instructions from him to launch the liberation movement was received by them.

Let Yahya Khan and his military junta know that the world has come to know that they are nothing but a bunch of murderers trying desperately to cover up their act of genocide by heaps of lies. Amnesty or no amnesty, Yahya Khan's soldiers will continue to find their graves in Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। বাংলাদেশ সশস্ত্র সংগ্রামের ওপর একটি পর্যালোচনাঃ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বক্তৃতা	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

An address to the nation broadcast by Mr. Tajuddin Ahmad, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, on 5th September, 1971.

My dear Countrymen and Comrades:

Much has happened to the world since 1 spoke to you last. The outstanding events for the people of Bangladesh who are engaged in a deadly fight with the invading hordes of West Pakistan are the ruling junta's crumbling power base in West Pakistan and the enemy's slipping control over his few pockets of security in Bangladesh. Our determined policy of economic denial, the brilliant exploits of our guerillas on land and sea, and the growing strength and intensity of our resistance, have brought the day of his complete defeat significantly nearer. I should however like to emphasize the need for patience and fortitude—the two virtues which would be most necessary, in our circumstances, to rout the enemy finally and to rebuild the country after this cruel war is over.

There have been significant shifts in the balance of power in the world. That the enemy's attempt to cash in on this has not been successful is further evidenced by the Indo-Soviet Treaty. Bengalis undoubtedly rely on their own power, which they have discovered with amazement in the course of their struggle, but there is satisfaction to be derived from signs of support from quarters where before there was only caution. Some Governments however continue to act perversely, although the people they represent have expressed their solidarity with us in unambiguous terms. We can only hope that this gap in their responses would soon disappear.

Not many in the world would rely on the Pakistan army to bring succour to the people of Bangladesh whose destruction is its undoubted policy. Yet the UN has thought it fit to channel relief given by the nations of the world to Bengalis in the occupied areas through the Pakistan Government which has had no scruple in pressing into service relief helicopters, vessels and vehicles in its campaign of suppression against them. Much of the material meant for the distressed is being utilised to sustain the occupation troops while the communication experts, with advanced gadgets, who from part of the UN relief team, confer unquestionable logistical benefits on the Pakistan army. All this gravely endangers a mission which is said to be humanitarian. If the UN Secretary General at all cares for the prestige of the World Organisation in this part of the world, he must take all steps to prevent UN relief operations in Bangladesh from becoming a mockery.

Our enemy is not only overtly barbarous, as is demonstrated by his massacres and depredations, he is covert and insidious. From time to time he would float treacherous compromise formulas the purpose of which could only be to mislead our people and weaken our resolve to achieve our irreducible goal of complete independence. If the

enemy seeks a compromise it must be because he is weak or because wants to lay a trap for us against which we must be on our guard.

With the session of the U. N. General Assembly in the offing the military, Junta has resorted to the subterfuge of creating a facade of a return to civil administration in Bangladesh. General Yahya's replacement of the hated Tikka by a civilian stooge, the reported move to make discredited Bengalis, isolated from the people, represent Pakistan at the U. N., are all part of the same subterfuge calculated to hide the, harsh reality of continued martial Law, genocide and suppression 01 popular will in Bangladesh.

Whom does Yahya want to impress by his elaborate show of unseating some members of the National and Provincial Assemblies while leaving others to retain their seats? The elected representatives of the nation derive their authority from the expressed will of the people and are neither subject to a usurper's rule nor to his make-believe methods designed to produce the quite fraudulent impression that all those not unseated by him are supporters of his regime. The MNAs and MPAs in their convention last July renewed their vow to continue the struggle till Bangladesh is completely liberated and the ridiculous trials to which they are being subjected and the confiscation of their property would make no difference to their resolution.

A world which has reacted with such horror to the mass murder of Bengalis and expressed such revulsion at the incarceration of their leader Sheikh Mujibur Rahman and his secret trial in a military court with attorneys dubiously forced upon him by dictator Yahya is not likely to be deceived by the whitewashing man oeuvres and lies of the rulers of Pakistan.

Speaking of the trial of the Bangabandhu, 1 must remind the world that while it goes about its business, a man filled with the vision of the happiness of 75 million people who love him, is being held in captivity by thugs who happen to have him in their power. The Government and people of Bangladesh have taken all steps to arouse other Governments, peoples and groups including jurists against it. This has so far had little effect on the unseeing arrogance of a brutish clique. But I assure my countrymen that those who are plotting the life of sheikh Mujibur Rahman under cover of a so-called trial would not go unpunished. Meanwhile 1 appeal to all powers who have any influence with Islamabad to help secure the release of the sheikh immediately.

The recent mass transfer of allegiance by Bengali diplomats in Pakistan's service to the People's Republic of Bangladesh, underlines its strength and is one more argument in favor of our recognition by other Governments. It is easy to see that recognition is a means to an end which is a speedy and victorious conclusion to the war of liberation. The people of Bangladesh, who are up in arms against forces which want to disenfranchise them by brute force and who have suffered in body and mind as perhaps no other people have suffered deserve a better deal from at least those who profess democracy and also show humanitarian sympathy to us.

Nature, in the shape of flood, has added a cruel dimension to the already existing suffering caused by the evil deeds of the militarists from West Pakistan. These annual

waters of sorrow which have engulfed vast areas of our land, are an indictment of cynical policy of exploitation which neglected to provide for flood control in Bangladesh. It is clear that the problem of Bangladesh could be solved only by Bengalis taking charge of their own destiny.

Human standards of measurement break down before the scale and depth of Bengali's agony to-day, but I believe in the resilience of the Bengali soul, and feel sure that it would triumph over cyclone, flood and war.

Finally, all power to the arms of our freedom fighters whose courage, self-sacrifice and achievements fill the nation with pride and hope for a great future. The people of Bangladesh have consolidated their solidarity through the present struggle. Let this solidarity be their abiding source of strength.

JOY BANGLA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। সিলেট অঞ্চলে মুক্তিসেনাদের প্রচন্ড লড়াইয়ের সংবাদ জানিয়ে প্রেরিত একটি তারবার্তা	বাংলাদেশ আর্কাইভস, মুজিবনগর	১৫ সেপ্টেম্বও, ১৯৭১

Q 1630 AP 4 SHAMSUL ARER IN CAMP KARIMGANJ ASM 15 PAGE ONE..

NEWS EDITOR BANGLADESH ARCHIVES 13/1 PALM A VENDICA 19…

SYLHET SECTOR SEPTEMBER FIFTEEN MUKTI BARINI FOUGHT SIX HOUR FIERCE BATTE AT KHAREMPUR SHOROPAR FRONT EASTERN SYLHET EARLY TUESDAY KILLED THREE HUNDRED FIFTY ENEMIES SUFFERED ONE DEAD SIX INJURED STOP FREEDOM FIGHTERS ENCOUNTERED TWO BATTALION PAK ARMY HEAVILY EQUIPPED STOP.

INVADERS BUTCHERED TWO THOUSAND CIVILIANS STOP MACHINE GUNNED M US ALLIES EMERGED OF MOSQUE AFTER MORNING PRAYER ENDS AREF INENA EOM.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের আবারও ভাষণ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মুজিবনগর-এর দলিল	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

জাতির উদ্দেশে ২৩শে নভেম্বর ১৯৭১-এ প্রদত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণঃ

দেশবাসী সংগ্রামী ভাইবোনরা,

গত সেপ্টেবর মাসে আপনাদের কাছে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পর্যালোচনা করেছিলাম। তারপর আড়াই মাস আপনাদের কাছে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের পর্যালোচনা করেছিলাম। তারপর আড়াই মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে আমাদের সাফল্য এসেছে নানা দিক থেকে। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যে সর্বক্ষেত্রে তীব্রতর হয়েছে, সে কথা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেছেন। মুক্তিবাহিনী এখন যে সময়ে যে কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে পারে; এমনকি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে। জলে-স্থলে চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটেছে মুক্তিবাহিনীর। নদীপথে হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় অকেজো, বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শত্রুমুক্ত। ক্রমেই অধিকতর এলাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আর সৈন্য, সামগ্রী ও মনোবল হারিয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় ততই উন্মাদ হয়ে উঠছে।

একদিকে রণক্ষেত্রে শত্রুর বিপর্যয় ঘটছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ইসলামাবাদের দুষ্কৃতকারীরা আজ দিশাহারা ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় ও ভীতির উদ্রেক হয়েছে তাদের মনে। বাংলাদেশের জনগনের অপরিমেয় দুর্দশা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেও টেনে নিয়ে গেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক ভাঙ্গনের মুখে। এখন তারা চায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করতে। তারা আশা করে যে, এমন একটা যুদ্ধ হলে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে, মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি গোপন করা যাবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যাতে তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। কিন্তু আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি যে, এর একটি উদ্দেশ্য ও সিদ্ধ হবে না। বরঞ্চ এতে তাদের ভ্রামিত্ম, অপরাধ ও আত্নঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মাত্র এবং পরিণামে তাদের আত্নবিনাশ সুনিশ্চিত হবে। সামরিক শাসকচক্র আত্নহত্যার যে ব্যবস্থাই করে থাকুক না কেন আর এই উপমহাদেশের জন্য যে ব্যবস্থাই বিশেষ বিশেষ রাষ্ঠের মনঃপূত হোক না কেন, বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা একটিই- আর তা হল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংকল্প ও সে স্বাধীনতা রক্ষার শক্তি। দখলদার সৈন্যবাহিনীবৃ.. (অস্পষ্ঠ) ... আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস মানুষকে অন্ততঃ এই শিক্ষা দিয়েছে যে, জনসাধারনের ইচ্ছাশক্তির পরাজয় নেই- এমনকি, এক বিশ্বশক্তির সমরসম্ভার দিয়েও জনগণের মুক্তি সংগ্রাম দমন করা যায় না।

এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন পাশ্চাত্য দেশের নিরাসক্তি লক্ষ্য করার মতো। মনে হয় মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার চাইতে এখানে তারা সরকারের স্থিতিশীলতার গুরুত্ব দেন বেশী। এটা শোচনীয়। কিন্ত ভারতকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব যখন কোন রাষ্ট্র উত্থাপন করেন, তখন আমরা শিউরে না উঠে পারি না। এই প্রসত্মাবে গণহত্যা ও তার ফলাফলকে নীরবে মেনে নেওয়া হয়েছে, পর্বতপ্রমাণ অবিচার ও অন্যায়কে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে গণহত্যা ও ব্যাপক বাস্তত্যাগের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানী সন্ত্রাসের ফলে যারা ছিন্নমূল

হয়েছেন, তারা অস্থাবর সম্পত্তি নন যে বিনিময়ে তাদেরকে হাতবদল করা হবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ বাসভূমে ফেরার জন্মগত অধিকার তাদের আছে এবং তারা সেখানে সেভাবেই ফিরে আসবেন আর আমি বলছি যে, তার খুব বেশী দেরী নেই।

ঠিক এই সময়ে এই উপমহাদেশের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে প্রেসিডিন্ট নিক্রন কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? তার দেশের কূটনীতিবিদ ও আইন সভার সদস্যের অবগত নন এমন কি নতুন তথ্য তিনি জানতে ইচ্ছুক? দশ লক্ষ বাঙালীকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং প্রায় এক কোটি মানুষকে বাস্তত্যাগে বাধ্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারকে তার প্রশাসন নিন্দা করেননি। এখন তথ্য সংগ্রাহক পাঠিয়ে কি ফল তারা লাভ করতে চান, জানি না। তবে এতে আমাদের সংকল্পের কোন ব্যত্যয় হবে না। সে সংকল্প হল দেশকে শত্রুমুক্ত করে নিজেদের অভিপ্রেত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়ছি, সে স্বাধীনতা লাভের দিনটি নিকটতর হয়েছে। কিন্ত তার জন্য আরও আত্নত্যাগ, কষ্ঠস্বীকার ও জীবনদানের প্রয়োজনে হবে। স্বাধীনতার ধারণা অশেষ অর্থগর্ভ। স্বাধীনতার তাৎপর্য নির্ভর করে যুদ্ধবস্থায় এর জন্য আমরা কি মূল্য দিই এবং শান্তির সময়ে এর কি ব্যবহার করি, তার উপর। শত্রুসংহারে প্রতিজ্ঞা গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে তাই শহীদদের রক্তের উপযুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞার আমাদেরকে নতুন করে নিতে হবে। বাংলাদেশের শহরে ও গ্রামে তরুণেরা যে যুদ্ধ লিপ্ত, তা বিদেশের দখলদারদেরকে বিতাড়িত করার সংগ্রাম এবং অসাম্য ও সুবিধাভোগের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। আমাদের আজকের সংগ্রাম সেদিনই সার্থক হবে, যে দিন আমরা বঙ্গবন্ধু-প্রতিশ্রুতি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ঠ্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। সমাজের যে ভবিষ্যত রূপ এখন বাংলাদেশের জনসাধারন প্রত্যক্ষ করছেন সেখানে সমানাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হবে এবং উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার সাধারন লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াসে সকলে অংশগ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশের জনসাধারণের অবিসংবাদিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও পাকিস্থানের সামরিক চক্রের হাতে বন্দী হয়ে রয়েছেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিস্ক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে শত্রুকে আমরা চরম আঘাত হানব আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমার আহবানঃ মুক্তিসংগ্রামের বর্তমান পর্যায়কে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে চলুন। যেসব সরকারী কর্মচারী রাজাকার, পুলিশ বা অন্যান্য ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধে হানাদারদের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ গ্রহণ করুন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যাঁরা স্বেচ্ছায় হাত মিলিয়েছেন, তাঁদেরকে আমি শেষবারের মত বলতে চাইঃ বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করুণ। অনুপাতহীন বিশ্বাসঘাতকদের আর তাদের বিদেশী প্রভূদের পরিণতি একই হবে আর তা হল গ্লানিকর মৃত্যু। হাজার হাজার মুক্তিসেনা আজ শত্রুকে ঘিরে রেখেছে, তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। সকলে প্রস্ত্তত থাকুনঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আহবানে চরম মুহূর্তে যেন সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুকে একযোগে চরম আঘাত করতে পারেন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে যারা সাফ্যল্যের বর্তমান স্তরে নিয়ে এসেছেন, সেই বীর শহীদ, সেই অকুতোয়ভয় যোদ্ধা ও সংগ্রামী জনগণকে আমি সালাম জানাই।

জয় বাংলা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানীর ভাষণ	বাংলাদেশ আর্কাইভস মুজিবনগর	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR.
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
September 24.1971.

To
The News Editor,
Bangladesh Archives
Dear Sir,

Colonel M.A.G. Osmany PLC MNA,Commander-in Chief of Bangladesh Forces (Mukti Bahini) will address the Nation and the Mukti Bahini men in the front on Shadhin Bangla Betar to night . Text of the speech is forwarded herewith for publication in your News Paper. This text may kindly be treated ad Confidential till actuate broadcast.

Thanking you.

Yours Sincerely,
Sd/ -Nazrul Islam
Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

* * * * *

TEXT OF RADIO TALK
OF
Colonel M. A. G. OSMANY, p.s.c.M.N.A,
Commander-in Chief of Bangladesh Forces ('Mukti Bahini')

My revered countrymen, at home and abroad,

Today we complete 6 months of the war imposed on us. As Commander-in-Chief of the Bangladesh Forces ('MUKTI BAHINI') may I convey to you the greetings of the forces composed of your brave sons. These forces owe their allegiance to the people of Bangladesh through Govt. of the people’s Republic of Bangladesh, composed of your elected representatives on whom the country expressly reposed their trust and confidence in the General Elections of the 7th December 1970, held on the basis of Adult Franchise.

You are the masters of the country and we are engaged in your service in defending your human rights and sovereignty.

The threat to your human rights and sovereignty emanates from the vile motive of the military junta in West Pakistan to occupy Bangladesh as a colony in flagrant violation of the United Nation's Charter of Human Rights and on Genocide and violation of the concept of Pakistan explicitly enunciated in the Lahore Resolution of the 23rd March 1940 which envisaged two (Two) Independent and Sovereign states, one in the West and one in the East of the sub-continent. This concept was endorsed by the people in the General Elections of 1946 and was never amended . The people of Bangladesh have been consistently striving, constitutionally, to free themselves from the evils of colonialism, practiced with the support of mercenary forces drawn from West Pakistan primarily West Punjag. Eventually, at the first ever General Elections held in Pakistan, on the 7th December 1970 , under the bayonets of General Yahya's Martial Law administration, the people of Bangladesh gave 99% of the scats from Bangladesh and 80% of the votes to Banglabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his Party -the Awami League - which stood for freeing Bangladesh from colonialism and freeing Pakistan from inequities.

Awami League also secured absolute majority of the seats in the Parliament. Our freedom loving people maintained absolute peace and the election was universally hailed as very fairly and freely held. But the results came as a surprise to the military junta who had miscalculated that the. Awami League would at best obtain 60% of the seats from Bangladesh and the remaining 40% would be their lackeys with whose help they would have a pliabe majority . Then what happened ? Mr. Bhutto came handy. In utter disregard of democratic practice and electoral obligations, he refused to attend the National Assembly Session called for the 3rd March 1971 at Dacca and threatened violence and disorder of the session was not postponed . His threat was respected by military regime. Public resentment against this uncalled for postponement brought bullets on them . The people of Bangladesh then resorted to non-violent non-cooperation of the regime which led to a peaceful transfer of defector power to the peoples representatives . Mr. Bhutto propounded his formula that power be transferred separately to the majority parties in West Pakistan and in what was then East Pakistan. This was a clear indication that a parliamentary majority based on Bengalis was not acceptable to those who matter in West Pakistan and indeed, accepted that there are two separate nations- one in West Pakistan and the other in the East in Bangladesh . With mounting socio-economic problems, in the face of political uncertainty, affecting the life and future of millions in the country, the spokesmen for the country Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League wanted a speedy political solution of the deadlock and suggested a formula on the basis of Bhutto's suggestion on the separate transfer of power. General Yahya agreed to the formula and to Awami League's suggestion for interim arrangements for the Federal Centre (this he has admitted in his broadcast of the 26th March 1971). But the colonial rulers from West Pakistan did not want power and democratic rights to be given to the people of Bangladesh . Bhutto was subtly used to quibble over the trade and commerce arrangements and power for fighters - (Illegible) - which the people of Bangladesh had given an emphatic mandate during the General Elections which no public representative could ignore. While the talked dragged on, Boeings and ships brought troops round the

clock and then Yahya suddenly left Dacca on the evening of the 25th March 1971 . Towards midnight came hoardes of Yahya's West Pakistani mercenary forces, screaming war crimes and shouting and destroying everything in sight without warning Mujib's house was raided with machine guns and other automatic fire arms and he was arrested . My own house was attacked with machine gun fire and the house broken into . I was lucky to escape. The orgy began. That night in the city at dacca alone many thousands of men, women and children were killed. The genocide, in fact undeclared aggression, unleashed that night followed a preplanned pattern when millions including educationists, philosophers, scientists, doctors, promising youth(our hopes for tomorrow.) laborers, poor bread earners, children in mother's arms, unarmed Bengali Officers and Men of the regular forces were brutally done to death . Women including minor girls were rapped and killed and many forced to walk naked. Places of worship were defiled and destroyed, rural homesteads and promising crops burnt and everything enshrined in the Charter of Human Rights and in the Geneva Convention was destroyed in what is undoubtedly the most brutal and heinous genocide in human history to date. The regime's aim is the extermination of Bengalis as an ethnic entity and the destruction of the intellectual leadership and fighting capability and potentials of the people of Bangladesh to reduce them to serfdom by sheer force of arms.

Against this genocide and naked aggression rose the peace -loving but brave people of Bangladesh "whose history" to quote Yahya himself , "is replete with outstanding examples of supreme sacrifice and deeds of velour in struggles against colonial power to attain freedom and independence" rose to fight his villainous hoardes. In this civilians and service men all stood together to defend our human rights, hearths and the honor of our women , the lives of our intellectuals, youths and young ones. The brave men of The East Bengal Regiment (The Bengal Tigers), those of them who were valiantly led by the ir gallant officers to come out as battalions and survivors from amongst those who had been shot in their sleep or lined up unarmed and shot, to many of whom the people of West Pakistan-more specifically those of Lahore owe the successful defense of their homes in 1965 war, stroke at the enemy on the rampage. The gallant men of the former East Pakistan Rifles (EPR) who could escape the West Pakistan Army's and Mujahids who joined the regular forces whose auxiliary they are. The civil police were attacked during the early hours of 26th March by the enemy Infantry supported by medium tanks. Despite the odds against them, the police stoutly fought the enemy at Rajarbagh police station for nearly 4 hours after which they disengaged and pulled out to reform and join the forces defending the unarmed people of Bangladesh in this undeclared and treacherous aggression against civil population, polices detachments in other parts of Bangladesh who were not surprised , under our gallant and highly parts of riotic officers who quickly reorganized into operational commands which have grown into a well-knit command today and includes soldiers, sailors and airmen. that is why ,the Bangladesh Forces are called MUKTI BAHINI (Liberation Forces, NOT Army). Besides regulars, fighting in the Bangladesh Forces are very large number of non-regulars, all citizens volunteers (GONO BAHINI) drawn from different walks of life from highly educated university products and students to industrial workers and farmer boys- all fighting with a unity of purpose : to destroy the occupation forces and defend the human rights of our people and

the independence of Bangladesh. The technique of fighting has had to vary from time, to attain the best results in the prevailing situation. You will be proud to know my country men, that your brave sons have established an epical record in the war. They have fought the enemy many times superior in number and fire power -with selfless dedication, grim determination and cold courage, taking a heavy toll of the enemy conservatively estimated at about 25,000 killed to date . Our action against the enemy is being vigorously pursued .The enemy, brave in using sophisticated modern weapons against unarmed men, helpless women and innocent children, skilled in raping women after killing their husbands, proficient in murdering babies in the presence of their mothers and sons in front of their fathers, but totally devoid of humanism and having no faith in the direction of God, is today funked by the impact of the vigorous strikes on him by your gallant sons. He is frightened in moving out except in strength and even than with a protective screen of local people forced to move ahead of him. Even then he is not finding security .Our brave Mukti Bahini are killing the enemy in numbers daily..The rod of justice is also falling on the enemy agents and quislings. My sincere advice to them and to those in enemy-organized armed bodies like Razakars is to desist from helping the murderers and the occupation forces and surrender to the MUKTI BAHINI 'with their arms. They will be well-treated . Those who have to stay inside must help the MUKTI BAHINI in every way in destroying the enemy. They must maintain absolute secrecy about the activities of the 'MUKTI BAHINI' because any traitor can only expect justice with lightening speed.

To the valiant fighters of the Bangladesh Forces 'Mukti Bahini 'composed of regulars 'NIYOMITO BAHINI' and citizen soldiers 'GONO BAHINI', I offer my heartiest congratulations. Our enemy has modern jet aircrafts, armour heavy guns and sophisticated weapons obtained from the USA and the Peoples' Republic of China but we have TRUTH AND JUSTICE on our side. Fighting against odds , with grim determination and valour, you have attained unprecedented successes on the field.

Many have attained martyrdom, many have been wounded or disabled but you have inflicted on the enemy 40 times more casualties in terms of enemy killed. You have prevented him from establishing his writ beyond the cities and district towns, disabled him from taking out the economic resources of Bangladesh is today closed to him. As many as fifteen ships bringing him aid which would held him sustain his repression has been successfully destroyed or damaged by you, providing a warning to those helping the perpetration of brutalities and denial of human rights. It is in recognition of your valiant performance that the Government has decided- firstly, the following four gallantry awards shall be awarded for which recommendations have been called from commanders:-

a. Gallantry of the Highest order- Cash Rs. 10.000.00
b. Gallantry of a Very High Order- « Rs. 5,000.00
c. Gallantly of a Commendable Order-- Rs . 2,000.00
d. Gallantry of an order worth recognition -Certificate of Gallantry,

Secondly, those who are killed in action, their next of kin will get an immediate cash grant and in addition the Government will arrange for their accommodation and food for which names have been called from commanders. After the war they will be given a monthly grant . Those disabled are being physically rehabilitated and will also be resettled in society.

Let there be NO complacence however about the task ahead. The inhuman, barbarous. Godless enemy has to be eliminated with the utmost speed. In this you all-all my countrymen- must re-dedicate yourselves. To those Bengali officers, soldiers, sailors, airmen, workers, students and youth (including those in refugee camp) who have not been abte to actively participate in the liberation war so far, it is my appeal that you come forward now to defend the country and to avenge the rape of our mothers and sisters and the loot of the country's treasured resources . Remember, our war is a crusase as we are fighting for truth and justice .

To our countrymen abroad, I would like to express the appreciation and gratitude of the Forces for their dedicated and zealous efforts to rouse the consciousness of the great peoples of the countries they live in, to the magnitude of the heinous crime genocide and denial of sovereign rights of the people of Bangladesh and for their relentless efforts to raise monetary and other support . I appeal to you to make further vigorous efforts to raise much more but pray do not allow funds to be spent without our express advice and above all to remain solidly united and determined in support of the liberation war . If you do so , we shall win sooner than is normally possible .

My respected countrymen, our victory is certain -we are fighting to carry out God's command, in defense of justice and truth , for the sovereign rights of 75 and a half millions of the human race and to uphold the national flag of Bangladesh . And no power on earth can destroy or suppress 75 and a half million people . The call of 75 and a half million brings the Grace of God, His compassion and favor.

For victory we must always keep in view three things:

FAITH-	Faith in the law of God - truth and justice have always won . And Faith in the strength of your own arms -there is No obstacle No block which you can not destroy and attain complete victory . You certainly can and you will
Firm-Determination	to destroy the enemy quickly whatever the cost and defend the sovereign rights of our 75 and a half million people and the independence of Bangladesh.
selfless-and Vigorous Efforts	Selflessness and dedication are essential in this war because we have to win it overcoming many a handicap — many an obstacle. We shall have to make vigorous efforts, individually and collectively (irrespective of your personal likes or political beliefs.) night and day, to plan, prepare and strike and destroy

the enemy. We must NOT relent till the last of the brutal enemy gives up his ghost . Remember, the enemy will try to create disunity amongst us through creating communal dissensions and misunderstanding among ourselves or between us and friendly countries. We shall have to be on guard.

There are millions of our people who have sought refuge in India having been evicted by the forces of repression . We are grateful to the Government and the people of India for the generous way they have received them and are temporarily looking after them-at great cost, despite India's own economic problems . Our people in these refugee camps in India may rest assured we shall see them back in their hearth and homes living free from fear or duress.

People of Bangladesh at War! Ours is a National war in which the entire nation, irrespective of political beliefs, casts or creed stand united as one man . Its ideals are high, resolution hard as steel - WE WILL FREE BANGLADESH FROM THE OCCUPATION OF THE INHUMAN. GODLESS ENEMY TOTALLY DEVOID OF ALL ETHICS. WHAT -EVER BE THE COST.

There can be NO compromise NO solution except on the basis of the unconditional release of our beloved and inspiring leader Bangabandhu SHEIKH MUJIBUR RAHMAN, transfer of power to the elected representatives of the nation of 75 and a half million people and the withdrawal of the West Pakistani forces from Bangladesh.

SO. WHEREVER YOU ARE IN BANGLADESH IN THE RIVULETS. LAKES. FIELDS AND REMOTE RECESSES OF THE RURAL INTERIOR. ON THE RIVERINE HIGHWAYS, LAND ROUTES, RURAL MARKETES, INDUSTRIAL CENTRES, TOWNS AND CITIESSTRIKE THE ENEMY WITH WHATEVER YOU CAN FIND. STRIKE HIM HARD. DESTROY HIM OBLITERATE ALL SEMBLANCE OF HIS EXISTENCE . FORWARD MY COUNTRYMEN. TO PROTECT THE LIVES AND HONOUR OF OUR MEN AND WOMEN, TO SECURE THE FUTURE OF OUR CITIZENS. WHATEVER BE THEIR RELIGION. CASTE OR CREED AND TO DEFEND THE INDEPENDENCE OF BANGLADESH.

To conclude , may I repeeat the great Bangali poet KAZI NAZRUL ISLAM'S call- "Striking at the doors of dawn

We shall bring a brighter mom
* * * * * *
Singing the song of youth
We shall bring life to the value of desolation
We shall give spirit anew
With vigor of arms anew"
* * * * * *

JOY BANGLA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। দক্ষিণ-পূর্ব জোন-এর মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের খবর	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মুজিবনগর-এর দলিলপত্র	১২-১৪ নভেম্বর ১৯৭১

South-East Zone, Bangladesh 12th 71-Mukti Bahini opened fire on enemies when they were moving nearby the defense of Mukti Bahini at Casba, Comilla on 1st Nov. 71. Enemy were very much surprise by this attack and started running as soon as Mukti Bahini opened fire on them. But the enemy had to suffer a casualties of 9 dead and many injured. On the same day Mukti Bahini ambushed a Pak army Patrol at Charnal, Comilla and killed 2 Pak troops.

On 2nd Nov. 71 Mukti Bahini raided a Pak army position near casba and killed 2 Pak troops. I militia and 5 Razakars. The dead bodies were seen lying 3rd Nov. Evening, on the same day Mukti Bahini ambushed a Pak army group at Panchara. Comilla and killed 3 Pak troops when 4 others were injured.

On 7th Nov. 71, Mukti Bahini attacked two Pak army positions at Porshuram and chagalnaiya, Noakhali, Mukti Bahini opened fire with small arms supported by 3 inches mortar's fire. Pak army also replied with 3 inches mortar firing. Exchange of fire continued for a long time. Thirty five Pak troops were killed in this attack.

On 30th Cct. 71 Pak army raided on Mukit Bahini Position at Gaiyarbanga. Comilla. Mukti Bahini Fought very gallantly and the attack was repulsed. Pak army suffered a casualtiee of 25 dead. Mukti Bahini also lost two of their members. On the same day a group of Mukti Bahini raided an enemy position at Ranirgaon, Sylhet. 6 enemy soldiers were killed and the dead bodies were also seen lying on the ground. Mukti Bahini captured Nos of 303 rifles.

On 31st Oct. 71 Mukti Bahiani Attacked a Pak army position at Koteswar, Comilla, Mukti Bahini Opened fire with small arms supported by 3 inches mortar fire when Pak army reacted with 2 inches mortar fire and small arms bing supported by artillery. Exchange of firing continued for an hour. In this attack 7 Pak troops were killed. One member of Mukti Bahini was slightly Injured.

নোয়াখালী, বাংলাদেশ ১৩ই নভেম্বর। সম্প্রতি মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা কুমিল্লা ও নোয়াখালীর জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু রাজাকার ও হানাদার পাক বাহিনীর সহায়তাকারীদের হত্যা করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

গত ১২ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর ক'জন গেরিলা লাকসাম থানার অন্তর্গত গরুয়া গ্রামের আবদুল হক বেপারীর পুত্র আলী আকবর রাজাকারকে তার শ্বশুরালয় থেকে এনে হত্যা করেছে। এই রাজাকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী তার মৃত্যু খবর পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা গত ১৫ই অক্টোবর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত কুতুবপুর গ্রামের রাজাকার ওয়ালিউল্লাহ, সেনবাগ থানার অন্তর্গত ছাতারপাইয়া গ্রামের আনোয়ার আলীর পুত্র দলিলুর রহমানকে হানাদার বাহিনীর গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে হত্যা করেছে। একই দিনে গেরিলারা লক্ষীপুর থানার পূর্ব রাজাপুর গ্রামের বদু মিঞার পুত্র আবুল খায়ের এবং সেনবাগ থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে আনা মিয়ার পুত্র মুখলেছুর রহমানকে হত্যা করেছে।

গত ২৮শে অক্টোবর পাক হানাদার বাহিনী নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্যা মুক্ত এলাকা দখল করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের অস্ত্রসহ রামগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শত্রু দলের এ অতর্কিত আগমনের খবর পেয়ে মুক্তিবাহিনী তাদেরকে লক্ষীপুর-রামগঞ্জ সড়কের উপর কাপিলাতলী, রামগঞ্জ, মীরগঞ্জের নিকট বাধা প্রদান করে। ফলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে ৩০ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়। এই ঘটনার পর হানাদার বাহিনীর আর একটি দল সেখানে আসে এবং নিরীহ জনসাধারনের ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই সময়ে তারা কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

গত ১৯শে অক্টোবর চৌমুহনী ও সেতুভাঙ্গার কিছুসংখ্যক রাজাকার একদল হানাদার সৈন্যসহ বেগমগঞ্জ থানার অমতার্গত কাজীরহাট নামক বাজারে এসে বহু দোকানপাট লুন্ঠন করে এবং পরে পুড়িয়ে দেয়। শত্রুদের এ দলটি আম্বরনগনের মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু মুক্তিবাহিনী পূর্বাহ্নে এ খবর পেয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং শত্রুরা কাছাকাছি এসে তাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে বহুসংখ্যক রাজাকার নিহত এবং ৬ জন ধৃত হয়।

জয়াগ গান্ধী আশ্রমের দু'জন কর্মী শ্রী দেবেন্দ্র নারায়ন সরকার (৭০) এবং শ্রী মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় (৬৮) সম্প্রতি পাক সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মহাত্মা গান্ধী স্থাপনের জন্য এখানে যখন আগমন করেছিলেন তখন এ দুজন দেশসেবক শান্তি মিশনে যোগ দেন এবং তখন থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ তারা সোয়াখালীর এই জয়াগ গান্ধী আশ্রমে অবস্থান করছিলেন।

South-East Zone, Bangladesh 14 Nov, 71. Mukti Bahiani raided Pak army position simultaneously at Luxmipur Mandabag and Kaiumpur in Comilla on 12th Nov, 71. The attack was supported by artillery and mortar fire. Nine (9) Pak troops were killed and 14 injured in the above raids. After these successful raid Mukti Bahini crossed the river Saldanadi (between Saldanadi bazaar and Saldanadi railway station) from south and opened fire on Pak army bunkers in both the above places with 106 RCL and destroyed 4 bunkers due to which some soldiers of Pak army ran away in the east and west. At that time a message of Pak army commander was intercepted by Mukti Bahini. The Commander of Pak army was passing the message saying position unstable, send air support. But no air support was provided to them. On reception of the above massage Mukti Bahini pressed the Pak army at Saldanadi Rly station simultaneously from east, north and west. At the same time Kukti Bahini also presses the Pak army at Saldanadi bazaar and Nayanpur bazaar by continuous mortar firing. Pak army also reacted with small arms supported by artillery. Exchange of fire continued for one day. Many of the bunkers of Pak army were destroyed in all the places where Pak army could not stand before the heavy shellings of Mukti Bahini. Ultimately they left the staid place. When Mukti Bahini also captured Saldanadi railway station, Saldanadi bazaar and Nayanpur bazaar Mukti Bahini also captured three (3) Punjabi dead bodies of Pak troops and one W/Pak ranger alive. The wounded W/Pak ranger confirmed that 30 Pak troops pf Punjab regiment were killed in the above attack. 2 members of Mukti Bahini were also killed when other 6 got injuries. Mukti Bahini also captured 30,00 rounds of ammunitions, 3 LMGs, 5 tommy guns, I RCL, 12 rifles (Chinese), over one hundred (100) of blankets and the cooked food for hundred persons which were left behind by Pak army.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। বাংলাদেশ হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি	বাংলাদেশ আর্কাইভস মুজিবনগর	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH FORCES H. Q., MUJIBNAGAR.
23rd NOV., 1971
PRESS RELEASE
PAKISTANI ARMY ATROCITIES IN BANGLADESH

The details of the sordid tale of atrocities committed by the Pakistani army during the last 7 months in occupied Bangladesh may never be known fully. But as the Mukti Bahini is liberating the occupied areas-the truth is gradually unfolding. Each area is revealing its own story of horror and agony.

Bhurungamari-once a peaceful township in northern Rangpur district-is an example of such ravished Bangladesh town which has suffered the ordeal of Pakistani army occupation during the last six months.

Bhurungamari along with a large tract of northern Rangpur was liberated by Mukti Bahini on the night 14/15th of November. What the valiant freedom fighters found in the town—may very well be one of the most sordid tales in human history. The horrors of Nazi concentration camps or the depravity of medieval hordes pale into insignificance beside the atrocities committed by the officers and Jawans of the 25th Battalion of the Punjab Regiment of Pakistan army stationed at Bhurungamari.

The town looked virtually deserted as the Mukti Bahini advanced inch by inch-silencing one enemy bunker after another. The Pakistani troops retreated to their final shelter-a local Govt. Office building when they turned into a miniature fortress. The enemy troops commanded by Capt. Ataulla Khan and Artillery Officer 2/Lt. Mohammad Nawaz kept on a continuous barrage of fire from LMG, HMG and mortars. But the freedom fighters using mortar and MMG fire-led a swift and overwhelming assault on the enemy position. In a fierce battle the enemy was overpowered and Bhurungamari after six months of enemy occupation was freed. The fleeing Captain of the Pakistani troops was shot dead by the Commander of the liberators himself. Twenty-five enemy dead bodies were seen lying around the building. 11 enemy soldiers along with the artillery Officer Lt. Nawaz were taken prisoner while the rest of the enemy managed to escape in the dark. It was at that time at the height of their victory—the valiant freedom fighters were in for the greatest shock of their lives. On hearing from one of the locked rooms they forced open the door and found 25 half starved and ill-clad women some as young as 10 or 11 years old. They all looked dazed and mentally unbalanced. Another group of freedom fighters found a number of men and children locked in a nearby school building.

The horrifying tales of these people particularly of the women had brought tears in eyes of the freedom fighters.

There is the young wife of an ex-teacher of the local Madrasa who after several months has been reunited with her infant son of the months. Her husband Abdul Latif a pious man of 40 who had taught ten Holy Koran to countless children in the neighborhood was put to death brutally for not parting with his wife when the Pakistani Officer demanded her. After that the poor woman was told that her husband was killed by Mukti Bahini and she was forcibly taken into Cpt. Ataulla's chamber. One of her children was bayoneted in her presence to force her compliance while the other two were whisked away. From then on for the next five months she was submitted to the most humiliating ordeal any woman can go through. After liberation of Bhurungamari. she was reunited with her youngest child, but her other children could not be traced.

There cannot be a more heinous crime than what Pak army had done to Jamila Khatoon an innocent eleven years old who along with her mother, were taken captive by the Pakistani Army from a neighboring village a few days before the freedom fighters attacked Bhurungamari.

Amina Khatoon. apparently over 40 years old. was in advanced stage of pregnancy when she was pounced upon as a prey to the lust of the Punjabi soldiers. On her resistance a Pakistani soldier brutally kicked her in the belly with his booted foot and in horrendous pain she gave birth to a still born child. Hardly a day later she was inhumanly subjected to repeated rape by the soldiers.

Ebaruddin Mondal, who was one of the many males locked up separately in the School had his leg pierced through by bayonet for not obliging to part with his wife. Fortunately for him, as he found out after the liberation, his wife had managed to fun away and escaped the ordeal. Within hours after liberation she was helped by some Mukti Bahini soldiers to reunite with her husband.

Everyone of 500 people who were held captive had similar miserable tales to tell.

While the women were imprisoned in the office building they were not allowed even to go out to answer their natural calls when they wanted. The men and children were forced to work for the army, digging bunkers, cleaning the place and cutting firewood without wages or even proper food.

Along with this human miseries for miles after miles around Bhurangamari areas one can see dry and withered paddy and jute stalks standing in mute evidence of the devastation wrought upon this once green and peaceful land by the marauding Pakistani soldiers.

Public Relations Officer
Bangladesh Forces.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সেক্টর সমূহের রিপোর্ট	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১

NK 1/23 -O- DTG
231010
GR-48

FM:- CONTROL ROOM
TO :- HQ SECTOR I-O-DTG

NO:- 0-2004 SECRET Ref your G 0937 Sept. 20. GR not yet received Forward immediately

R/ 1105
M. M. Bbuiyan
23.9.71

* * * * *

COPY
SECRET

HQ Sector No. I
Bangladesh Forces
No. 101/1/119/GS(Ops)

To:-All Sub-Sectors

30 Aug 71

Subject:- **Performa for Submission of Daily Sit rep.**

1.I5 copies of above fresh Performa are sent herewith. Please ensure that sitrep is prepared as per above specimen in future and submitted to this HQ in time.

2. This HQ Ltr No. 101/1/GS (0) of 2S Jul 71. fwd to you. is treated as cancelled

Sd/- x x x x x
Capt
Adjt
(MOHD MUSLIM-UD-DIN)

Enclo :- 15 copies
Majid/-

SECRET

SECRET

Sub Sector No. I
BDF/10(XVSSI
Dated 6th Sept. 1971

To:-HQ Sector 1

Sub:- Sitrep

1.Refer Your Signal No GT 0805
2.The required data is as fol :-
A) 1. En Bn HQ in GR-**623637 M/S 79 M/8** General Area **Parsuram Beloniai (GK-625677 M/S 97 M/8)**
3.En coy HQ at GR 697425 MS 79M/12 (General Area Chagalnaiya).
B) En Any loc presumably at Satkuchia Square 6258.
C)I, Main L o»c Fen Anandapur Fulgazi Parsuram Road & Rail hink
2. Alternate L of C Chagalnaiya chand gazi Mohd Pur Parsuram Road
D I. En Bn Plus holding defensive Positon along Parsuram Bclonia Road.
2. En Coy strength holding def Position in Chandgazi Debpur rast area.
3. En RR & MG loc in Parsuram-Belonia Belt.
4. No TK in the area.

S.M. SHAMSUL HUD A. Capt.
COMD SUB SECTOR NO 1

SECRET

MSG FORM

DTG
20 1320
SECRET

FROM : Sector-I

G-0934

TO : Sub-Sector-2

Confirm Rly br in area RR 5243 demolished by you on 13/14 Sep (.) Info req by Delia Sector urgently

File No. 101/1/GS (Ops) dated 20 Sep 71

Sd/- Illegible
Capt
20/9/71

*   *   *   *   *

Most Immediate

Z   NR   129   GR20

To : - HQ SECTOR ONE   5476
FM :- SUB SECTOR SLC   20/9/71

19/9/71

U/C. on 18/9/71 at 1730 Hrs to 1900 Hrs Fired against at Guranga Para Pak army. Killed 13 (13) injured 25 (25) other returned. Our party ok.

Tor/0650/20   sd/Illegible
Rm.   0900/19

MSG FORM

DTG
20 1830
SECRET
G-0937

FROM HQ No 1 Sector
To: Control Room
Info : Ech HQ BDF

Sitrep. Alfa. On 18 Sep own tps at GURANGA PARA and killed 13 Pak tps wounded 25. Others fled away. GR follows.

File No. 101/1/GS (Ops) dated 20 Sep 71.

Sd/-Illegible
CAPT
20/9/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
21 1325
SECRET

FROM:- SECTOR-1

G-0939

TO: DELTA SECTOR
Your 0. 2082 of 19 Sep. Not demolished by us
File No. 101/1/GS (Ops) dated 21 Sep 71.

Sd/Illegible
CAPT
21/9/71

MSG FORM

DTG
21 1700
SECRET
G-0942

Pri

From : Sector-1

To: Control Room

Info : Ech HQ BDF

En reinforcement in area Karerhat confirmed. Bn in area Karerhat School (Sq-7429 M/S 79 N/9). En BDE HQ also moved and located in area forest rest house (Sq- 7628 M/S 79 N/9). All these moves completed on 19 Sep 71. All mills and factories closed in Ctg indefinitely. Report received that Madinaghat Power stn has been damaged by FF. Details not yet known. En carrying out moving up Ops in Mirsharai. On 5 Sep Guerillas killed 12 Razakars in Sitakund after raiding Razakars HQ. One prominent collaborator of that area Chairman Mafiz has been killed.

Sd/Illegible
Capt
21-9-71

File No. 101/1/GS (Ops) dl 21-9-71

*　　*　　*　　*　　*

MSG FORM

From : Sector-1
To : Sub-Sector-5 (By hand)

DTG
211810
SECRET
G-0968

Your Sig No. 5476 of 20 Sep 71. Send Map ref of Guranga Para immediately=

File No. 101/1/GS (Ops) dt 21-9-71

Sd/lllegible
Major
21-9-71

MESSAGE FORM

PRIORITY DTG
FROM : HQ NO I SECTOR SECRET
TO : SUB SECTOR 2 (For Co) 220825
G-0949

Control room sig 0-2096 Sep 21 reproduced below. QUOTH. For Sector. Please send guides for Haroon, UNQUOTE.

No. 101/1/GS (Ops) 722 Sep 71

Sd/ Illegible
Capt
22-9-71

* * * * *

MSG FORM

DTG
221805
SECRET
C-0950

From:-Sector-1
To :-C/Room

Your 0- 2099 of 22 Sep. Map 79N/15 not held by this Sector. As such GR of the place cannot be furnished. The SQ of Madinaghat Power Station is 0107 (Zone-Rx) Map 79 N-

File No 101/1/GS (Ops) dt 22 Sep 71.

Sd/-Illegible
Capt
22-9-71

OPS NR 2/22 221215 SR73

Fm :-C/Room
To :-HQ-l Sector

No: O- 2099, Secret, Ref your G-0942 of 21 Sep. Forward Correct Map reference of En brigade HQ Loc and Madinaghat power station, Info required urgently.

R/1500
Sd/-Illegible
22/9/71

OPS NR 2/23 231040
SRI 50

Fm -C/Room
To:-HQ Sector 1

No:- 0-2006. Secret. Ref your G-0942 Sept 21 and G-0940 of Sept 22. A. Give approx area enemy Brigade HQ Loc. B. SR of Madinaghat in area forwarded by you fills in— Confirmed whether it is Madinaghat in area Ctg Subur-Band (not) not Madinaghat Forward Correct CR of above.

R/1145
Sd/-Illegible
22-9-71

Pri NR2/22 DTG
220725
GR35

Fm: -Sub Sector-3
To : -HQ Sector-1
Info : CO Sub Scctor-2

No: S-0003. Secret. A. En heavy Concentration reported in RGR. Chikancharj has got company HQ. All the known approaches towards in heavily mined. En has built in Strong Bunkers along the border. Confirmed reports will follow

R-2/0902
Bismillah
22-9-71

Sd/-Illegible
22/9/71

MSG FORM

DTG 231800 SECRET

FROM :-HQ NO 1 SECTORG-0969
TO :-CONTROL ROOM
INFO :-ECH HQ BDF

Sitrep. ALFA. 20 sep. SALAHUDDIN QADER CH self-styledmaj., Son of great dalal FAZLUL QADER CH Convention Muslim League chief was seriously injured by our gallant MF at CHANDANPURA CHITTAGONG cmm while he was coming from the house of Dr SAMIUDDIN after a dinner.

BRAVO. Our MF boys attacked his car with stens and latter threw a grenade inside the car injuring all the five occupants. He was taken to hospital in precarious condition.

CHARLIE. This SALAHUDDIN QADER CH was mainly responsible for the massacre of CHITTAGONG especially RA02AN cmm RANGONIA and HATHAZARI area. It may be mentioned here that Mr. SALAHUDDIN QADER CH was having a farewell dinner thrown by Dr. SAMIUDDIN prior to departure for AMERICA, as the depresentment of public made it unsafe for him to stay in BANGLADESH any longer.

Sd/-Illegible
F/O
23/9/71

101/1/GS (Ops) of 23 Sep 71.

MESSAGE FORM

DTG 231800 SECRET G-0966

FROM : HQ NO 1 SECTOR
TO: CONTROL ROOM
INFO : ECH HQ BDF

Sitrep (.) On 13 Sep (.) A notorious dalal named TUFFAZAL AHMED CH chairman HALUDIA union council of RAOZAN has been killed by our brave MF (.) He was a faithful arrent boy of FAZLUL QADER CH.

101/1/GS (Ops) of 23 Sep 71.

Sd/- Illegible
23-9-71
F. O.

MSG FORM

FROM : SECTOR-1
TO : SUB-SECTOR-3

DTG
231130
SECRET
G-0964

Your S-0003 of 22 Sep (.) furnish fol details ASP (.) ALFA (.) identification of the tps (.) BRAVO (.) Date of reinforcement armed. CHARLY (.) where from.

File No. 101/1/GS (Ops) dated 23 Sep 71.

Sd/- Illegible
F.O.
CAPT
23-9-71

MSG FORM

FROM : SECTOR-1 DTG
TO: CONTROL ROOM 231130
INFO : ECH HQ BDF SECRET
G-0963

En heavy concentration reported in RAMGARH (GR-941297 M/S 79 N/9) (.) CIKANCIIARA (GR- 891313 M/S 79 N/9 has got Coy HQ (.) all the known approaches towards in heavily mined (.) en has built strong bunkers along the border (.) cfm reports follow-

File No. 101/1/GS (Ops) dated 23 Sep 71.

Sd/-Illegible
23-9-71
CAPT

* * * *

P NR 1/23 221950
SR31

FROM :- Sub Sector-2
TO :-HQ Sector-1

No : G-2035 (.) Secret (.) your sig G-0003 of Sept 22(.) Pass this info to Control HQ and ask Hamid to give full details (.) Identification of the troops (.) Date the reinforcement armed (.) Where from.

R/0555
Sd/N.N. Chy Sd/-illegible
23/9/71 23-9-71

MSG FORM

FROM: SECTOR-1 DTG 241000

TO: CONTROL ROOM SECRET G-0978

Your 0-2004 of Sep 71 (.) info not received from Sub-secior 5(.) will be fwd on receipt-

File No. 101/1/GS (Ops) dated 24 Sep 71.

Sd/- Illegible
24-9-71
CAPT

* * * *

P NR 1/24 DTG 241120

From:- Sub-Sector 1
To: -HQ Sector No 1 GR 24

Sitrep NO 43 (4) Secret (.) A (.) GR 651609 M/S79 M/12 Gothuma B (.) 211600 (.) C (.) Seven (.) D (.) Ambush (.) E (.) 3 Pak TPS wounde (.) F (.) Nil (.) G(.) Nil.

TOR
1145
24/9

Sd/-Illegible
24-9-71

* * * *

NR3/24 -P- 241100 GR-24

From :- Sub Sector No-1
To:-Sector No-1

No:-Sitrep 45-Secret- A-GR 672503 ms79m/!2 Debpur-B-231630 Hrs (.) C-6-D-Ambuash -E-3 Pak Tps Killed-F-NIL -G-NIL.

1447 Sd/IIlegible
TOR 24-9-71

MSG FORM

FROM : HQ NO. 1 SECTOR — DTG
TO: HQ DELTA SECTOR — SECRET
INFO : Ech HQ BDF — G-0979

MF. attacked en posn on ni 21/22 Sep at 0230 hrs (.) One (.) BALLAVPUR DEF (SQ-7434 Map 79 N/9) with a coy (.) En str as per previous info one regular PL (.) AS attacking force approached the tgt from FUP they came under stiff resistance from a Coy with three MG's (.) After three repeated attempts to takeover obj the tps were ordered to withdraw (.) No cas own tps (.) En cas not yet known due to shelling.

Two (.) One Coy attacked CHAMPAKNAGAR BOP (SQ-7534 Map 79 M/9) at 0330 hrs (.) En str one pi (.) BOP kept under site from three sides upto 221600 hrs (.) Own tps Fired on the en trying to come out from bunkers with 2 inch and automatics (.) En Suffered Cas (.) Own tps had to pullout as a result of re- enforcement of a Coy Coming from SUBAPUR (GR. 746333 Map 79 N9) No cas from own. tps.

Three (.) On 22 Sep at 0800 hrs one pi of MF ambushed en in area SQ-7433 Map 79 N/9 (.) Own tps Fired on the advancing en with 2 inches Mor and LMG (.) En attacked own tps at JAICHANDPUR (SQ-7533 Map 79 N/9) from SHUBAPUR (.) One MUJAHID RUHUL AMIN injured while fighting the en (.) Bullet injury on hand and knee (.) Nec first Aid given and transferee to Manu (.) Two Rifles CMM one 2 inches Mor CMM one spare barrel of LMG Lost in the encounter (.) Individual concerned responsible for the loss of weapons has been put under arrest (.) B (.) En str at fol places after reinforcement (.)

One (.) One regular PI plus one PI in Orchard (SQ-7733 Map 79 N/9)

Two (.) Two PI at CHAMPAKNAGAR (GR 751344 Map 79 N/9) including some tps in Militia dress (.)

Three (.) One Coy in area BALLAVPUR (GR-744347 Map 79 N/9) with 82 MM Mor in area DARGAHAT (GR-73735 Map 79 N/9).

FOUR (.) One PI at CHHAYGHARIA (GR-741367 Map 79 N/9).

Sd/-Illegible
Fig offr
24 Sep 71

Fm:- Sub Sector No 2 NR7/23 DTG
To :-HQ Sector No 1 232020
GR-330

No G-2036. Secret. From Rafiq. Send fol sitrep to Delta Sector. A.

MF attacked En posn on Ni 21/22 Sept at 0330 hrs. One. Ballavpur def with a Coy. SQ 7434 M/S79 N/9. En str as per previous info one regular PL. As the attacking force approached the Tgt from fup they came under stiff resistance from a Coy with three Mgs. After three repeated attempts to take over obj the TPS were ordered to withdraw. No cas on own TPS. En cas due to shelling not yet known. Two. One Coy attacked Champak Nagar Bop SQ 7534 M/S79 m/9 at 0330 hrs. En str one PL. Bop kept under site from three sides up to 22/600 hrs. Own TPS fired on the En trying to come out from bunkers with 2 inch & automatics. En suffered cas but detail not known. Own TPS had to pull out as a resul of reinforcement of a Coy coming from Shubapur. No cas from own tps. Three. On 22 Sept at 0800 hrs one PL of MF ambushed En in area 7433 M/S 79 N/9. Own tps fired on the advancing En with 2 inch-Mor & Lmgs. Eight En soldiers hit by Lmg fires. En attacked own TPS at Jaichandpur from Shubapur. One Mujahid Ruhal Amin injured while fighting the En. Bullet injury on hand & knee. Nec first aid given & transfered to Monu. Two Rifles cmm one 2 inch Mor cmm one spare barrel of Lmg lost in the encounter. Indvl concerned responsible for the loss of wpns has been put under arrst. B. En str at fol places after reinforcement. One. Alingar BOP. One regular PL plus one PI in orchard SQ 7733 M/S 79 N/9. Two. Two PI at Champaknagar incl some TPS in Militia dress. Three. One Coy in area Ballavpur with 82 mm Mor in area dargahat SQ 7334 & SQ 7335 M/S 79 N/9. Four. One PL at Chaghaciya SQ 7436.

NR/0845
Mon
29/9/71

Sd/ Illegible
24/9/71

Immediate DTG
240820

From:- HQ No 1 Sector SECRET
To : Sub Sector 2 G-0974

Your G-2032 of 21 Sep. Fol info required by Control Room immediately. One. Approx area enemy Brigade HQ loc. Two. Correct GR of MADINAGHAT CMM Confirm whether it is MADINAGHAT in area Ctg SUBUR BAND or MADINAGHAT on KAPTIA ROAD

Sd/Illegible
24-9-71
Fig. Offr.

NR2/24 -P- 241100 GR 26

From :- Sub Sector No 1
To :- HQ Sector No 1

No :- Sitrep 44. Secret. A. GR 672558 ms 79 m/8 Khazuria. B. 21/500 Hrs. C. Seven. D. Ambush. E. 1 Pak tps and Razakar killed. F. NIL. G. NIL.

Tor/694
1440
Mannan
24/9

Sd/-Illegible
24-9-71

R NR2/24 DTG

240935

Fm:- Sub Sector 3 GR10

To:- HQ No 1 Sector

No G 2002. U/C. Your 101/1/119/GS (ops) Aug 30. Not Rptd not received. FWD a copy.

R/1135 Sd/-Illegible

24-9-71 24-9-71

* * * * *

MSG FORM

From : Sector-1 DTG

To: Control Room 251125

Info : Ech HQ BDF SECRET

G-0988

Sitrep. Alpha. On 21 Sep own tps ambushed at Khajuria (GR-672558 M/S 79 M/8) and killed 1 Pak tps and 1 Razakar-

Bravo. On 21 Sep own tps ambushed at Guthuma (GR-651609 M/S 79 M/12) and injured 3 Pak tps-

Charlie. On 23 Sep own tps ambushed at West Debpur (GR-672503 M/S 79 M/12) and killed 3 Pak tps-

File No. 101/1/GS (Ops) dt 25-9-71 Sd/-Illegible

25-9-71

Capt

OPS NR 3/26 261500

SR-114

Fm :- Sub Sector 2
To :- HQ Sector 1

No.- G-1014. Secret. Sitrep No 02. En started firing indiscriminately from Champaknagar, (GR 7534 Map 79 M/9) Ballavpur (SQ-7434 Map 79 N/9) and Chayghairya (GR-741367 M/S 79 n/9) by two hmgs, two lmgs and other wpns at 0130 hrs on ni 24/25 Sep. En fired a few 3 inch mor shells also at the same time. We replied from the f.d.l. No cas on own side. En planted two A/TK mines behind our Karimatila (GR-75-3351 M/S 79 M/9) def at ni 24/25 Sep. Our own pis and brought back. Complete two pis are now at Karimatila def. Latest info from Belonia (GR-628670 M/S 79 M/8) is that en has pulled out max towards Srinagar (GR-737373 M/S 79 n/9) side. They are making stronger def these sides. The rest I will let you know later on.

R/1610
Bismilla Sd/-lllegible

26/9/71

* * * * *

P NR2/26 DTG

260915

GR-144

Fm : Sub Sector 3
To :- HQ No I sector

No. G-2008. Secret. Your G-0964 Sep 23 our S-0(X)3 22 Sep. En strength at rgr estimated 3 coys including FFs scouts and Razakars. Reportedly two trucks were busy shifting tps towards their rear on 24 Sep. They have built strong bunkers around RGR. At Bagan Bazar five army soldiers supposed to be from FFR were seen standing with rifles while Bengali Civilians were working bunkers for them. One Coy of army plus one Coy of Razakars are there. At Andhar Manik one Coy plus of army (FF) scouts and Razakars. They have one coy at Chikan Chari of Razakars cmm Scouts and army. Heakhu is held by two Coys plus of army cmm Razakars and Scouts. Most of our approaches are mined near entrance and at odd places. Reces going on. En posns holding normal cmm Coy wpns of Chinese origin. Mor posn not yet located.

R/1050
101/1/GS (0) Sd/-Illegible

26/9/71

O NR2/26 DTG
261225

Fm :- Ech HQ BDF
To : All Sector No 1 GR-143

No A 2017 (.) Secrt. Forces sig G 0025 Sep 20 reproduce for action (.) Quote (.) Report immediately on following occurrence (.) A (.) Arrest/captured of Pak Army offers/JCOs/OR by own Forces (.) B (.) Info required for publicity through radio broadcast (.) Unquote.

R/1445
N Nchy Sd/-Illegible
26/9/71 26-9-71

* * * * *

MSG FORM

Pri DTG
From :-Sector 1 26
To : - Control Room SECRET
Info : Ech HQ BDF G-1001

Our G-0979 of 24 Sep (.) 2 rifles and one 2 inches Mor recovered.

File No 101/1/GS (Ops) dt 26-9-71 Sd/-Illegible
F/O
26-9-71

Pri NR7/25 252200
GR-42

Fm :- Capt Mahfuz
To:-Co Sector No-1

G-1010 (.) Secret (.) Our Sig No : -G-2036 of 23 Sep 71 (.) Needs amendment (.) The last one SLR cmm one 303 Rifle cmm one 2 inch mor and Six MAGs with ammos have found out from the same village by our own men today.

R/0040
N.N cly
26/9/71

Sd/-Illegible
26/9/71

* * * * *

MSG FORM

Fm :- Sub Sector-5
To:- HQ Sect-1 25.08.00

Your Sig no G. 0968 dt Sept 21 (.) GR. 025659 M/S. 79 M/16 Goaranga Para situated in between Bombari and Kantamani Para (.) Named newly (.)

No-38 dt-25/9/71

Sd/-Illegible
Comd Sub Sector No 5
25-9-71

SECRET

HQ No. I Sector
Bangladesh Forces
No. 101/1/38 GS (QPS)
26 Sep 71

To :- Sub-Sector-3
Subject:- Performa for submission of Daily Silrep.
Your sig No. G-2002 of 24 Sep 71 refers.

1. 15 Copies of Performa for submission on daily sitrep, addsd to all Sub-Sectors, have already been submitted to you vide this HQ ltr No. 101/1/119/GS (Ops) of 30 Aug 71 and received the same by your Imam personally. Trace the letter and intimate this HQ as soon as possible.

2. However, a copy of the above letter along with its encl in resubmitted for your acceptance and nec action.

3. Please ack.

Enclo : 16 (sixteen)
Majid/-

Sd/-Illegible
F/O
Adjt
(SAKHAWAT HOSSAIN KHAN)
26-9-71

SECRET

MSG FORM

Pri

DTG
261305
SECRET
G-0999

Fm:-Sector-1
To :- Control Room
Info: - Ech HQ BDF

Our G-0937 of 20 Sep (.) Guranga Para GR-025659 M/S 79 M/16 which situated between Bombari and Kantamani Para as new name.

Sd/-Illegible
F/O
26-9-71

File No. 10/l/GS/(ops) dt 26-9-71

P NR2/27 DTG
270630

Fm :- Sub-Sector No 3
To: HQ Sector No 1 GR-29

No G-0008 (.) Rested (.) Sitrep (.) Our A/TK mine blasted on road Chikanchara Andharmanik on 260500 hrs (.) One dodge blown off five soldiers killed.

TOR Sd/-Illegible
0745 27-9-71

MSG FORM

Fm:-Sector-1 DTG
To:- Control Room 271235
Info : - Ech HQ BDF SECRET
G-1013

Further to our G-0963 of 23 Sep (.)

Alpha (.) En str at Ramgarh estimated 3 Coys of FF cmm scouts and Razakars (.) Have built strong bunkers around Ramgarh (.)

Bravo (.) At Bagan Bazar one Coy of army plus one Coy of Razakars are there. Charli (.) At Andharmanik and Chikanchari one Coy plus of Army (FF) cmm scouts and Razakars seen in each area.

Delta (.) Heakho held by 2 Coys plus of Army cmm Razakar and scouts (.)

Echo (.) En wpns of Chinese origin (.) En mor posn not yet located (.) Reces going on.

File No 101/1/Gs dt. 27-9-71 Sd/-Illegible
27-9-71

NR1/27 -P- 270950

GR-47

Fm :- Sub Sector 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1020 (.) Secret (.) Your No G-0074 of 24 Sep refers (.) Exact location of En BDE HQ is not cfon (-) Once it was at Zorargony a month ago (-) Now it somewhere towards Sitakund (-) One BDE HQ is probably at Feni (-) Madinaghat is on Halda river in Ctg Kaptai Rd.

R/1040 Sd/-Illegible
Mannan 27/9/71

* * * * *

'B' MSG FORM

DTG
From :-Sector 1 271240
To Control Room SECRET
Info:-Ech HQ BDF G 1012

Sitrep (.) Own A/tk mine blasted on rd between Chikanchara (GR-89 1313 M/S 79 N/9) and Andharmanik (GR-856350 M/S 79 N/9) on 26 Sep (.) One dodge blown away and 5 Pak tps Killed-

Sd/-Illegible
27-9-71
F/O

File No 101/1/GS (Ops) dt 27-9-71

MSG FORM

DTG

FromSector-1 281400

To:- Control Room SECRET

Info :- Ech HQ BDF G-1021

En started firing indiscriminately from Champaknagar (GR-751344 M/S 79 N/9) cmm Ballavpur (GR-744347 M/S 79 N/9) and Chhaygharia (GR 741367 M/S 79 N/9) by two LMGs and other wpns on 24/25 ni at 0130 hrs (.) En fired a few 3 inch Mor shells also at the same time (.) We replied from the FDL (.) No cas on own side (.) En planted two A/TK Mines behind our Karimatila (GR-753351 M/S 79 N/9) at ni 24/25 Sep (.) Complete two Pis now at Karimatila def (.) Latest info from Beltnia (GR-628670 M/S 79 N/9) en has pulled out max towards Srinagar (GR-737373 M/S 79 N/9) (.) They are making strong def these sides (.)

Sd/-Illegible

File No, 101/1/GS (Ops) dt 28-9-71 Capt

28-9-71

* * * * *

MSG FOM

DTG

From :- Sector -1 281400

To:- Control Room SECRET

Info :- Ech HQ BDF G-1022

Sitrep (.) Own tps blown away 2 Pylons on 27 Sep at East Alinagar GR-767323 M/S 79 N/9)

Sd/-Illegible

File No 101/1/GS (Ops) dt 28-9-71 Capt

28-9-71

* * * * *

OPS NR1/28 280720

Fm :- Sub Sector 2

To :- Sector I GR-29

No :- G-1023 (.) Secret (.) Sitrep No :- 3 (.) Two Pylons were blown at Purba Alinagar GR-7933 at 0430 hrs on 27 Sep 71 by MF (.) No current is there inside those Pylons.

R/0950

Mannan Sd/-Illegible

28/9/71 28-9-71

MSG FORM

DTG
Pri 291040
From :-Sector-1 SECRET
To:- Control Room G-0501
Info :- Ech HQ BDF

Sitrep(.) Alpha(.) One (.) MF laid ambush in area Guthuma (SQ 6561 M/S 79 M/8) on 250730 hrs (.) Own str 9 with 1 LMG and rifles (.) Seven Pak reg soldiers injured by bullet (.) Four of the injured died later on (.) Two (.) MF one section laid ambush again in the same area on 260800 hrs (.) Three Pak soldiers injured (.) Civilians confirmed two of them died later on (.)

Bravo(.) MF laid ambush in area Debpur (SQ-6950 M/S 79 M/12) on 261030 hrs (.) Five Pak tps seriously injured by bullet (.) Sources report all of them died later on (.)

Charlie(.) MF ambushed Pak-army and Razakars in Khajuria (Sq-6755 M/S 79 M/8) at 251615 hrs (.) 1 En soldier and two Razakars killed and I Razakar wounded (.)

Delta (.) On receipt of info that en at Andharmanik BOP area (SQ-8535 M/S 79 N/9) held regular roll call in the evening own tps laid ambush and waited for the whole day (.) In the evening 271-700 hrs about 60 army men and militia were dispersing after roll call own tps opened up with LMG and rifles (.) Own str 17 (.) En cas reported by own tps 15 killed incl one person with Badges of rank cmm presumed to be a JCO (.) Own tps returned safely (.) Two magazines of SLR lost while crossing the river (.) En continued firing on all directions from Andharmanik and Bagan Bazar sporadically on ni 27-28 Sep=

File No. l()l/I/GS(Ops)dt 29-9-71

Sd/-Illegible
Capt
29-9-71

NR 1/29 P DTG GR24
290530

FM :- Sub Sector No 1
To :- Sector No 1

No :-Setrep No 50 (.) Secret (.) A (.) GR 650610 M/S 79 M/8 (.) B (.) 260800 hrs (.) C (.) 4 (.) D (.) Ambush (.) E. 2 Pak tps killed and I injured. F. Nil. G. Nil.

TOR/0710 Sd/-Illegible
Mannan 29-9-71
29-9-71

SECRET

Sub Sector N0 5
Sle
dt. 29-9-71

To Co HQ Sector No 1 BDF
SubFight
RefOur Signal No Nil dt 28-9-71

1 am sending herewith the following 9 (Nine) Razakars who were arrested during the fight between Muktifouz and Pak Army on 28,h Sept/71 at Santipur (GR-046514 M/S 79 M/16). It has been ascertained that 6 (Six) Razakars including group leader Ruhini Ranjan Chakma has been died.

(1) Razakar Anil Kumar Chakma.
(2) " Kandar Chakma.
(3) " Bira Kumar Chakma.
(4) " Bijoy Kumar Chakma.
(5) " Tamhul Charan Chakma.
(6) " Sukra Kumar Chakma.
(7) " Chandra Kumar Chakma.
(8) " Darnia Ranjan Chakma.
(9) " Aungla Mogh.
One slip of o/c Harina Youth Camp is fowd herewith.

Sd/-K. Zaman
29/9/71
N/Sub
(Kbairuzzaman)

SECRET

NR 3/29 P DTG GR22
290530

Fm :-Sub Sector No 1
To :- Sector No 1

No :- Sitrep No 48 (.) Secret. A. GR 692552 M/S 79 M/I2 Debpur. B. 261030 hrs. C. Seven. D. Ambush. E. 5 Pak tps killed. F. Nil. G. Nil

R/0655
Mannan Sd/-Illegible
29/6 29-9-71

* * * * *

<u>MSG FORM</u>

DTG
From:- Sector-1 291350
To :-All Sub-Sectors SECRET
G-0502

Forces Sig G-0025 of Sep 20 reproduced for action. Quote. Report immediately on following occurrence. A. Arrest/captured of Pak Army Offrs/JCOs/OR by own Forces. B. Info required for publicity through Radio broadcast. Unquote.

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 29-9-71 Capt
29-9-71

NR 4/29	P	DTG 291840	GR-16

Fm:-Sub Sector 2
To :- HQ No 1 Sector

No :- G-1030. Secret. Your sig no G-0502 of 29 Sep ref. Msg not understood. Needs further clarification.

Tor | Sd/-Illegible
1850 | 29/9/71

* * * * *

NR 3/29	P	DTG 290530	GR25

Fm :- Sub Sector No i
To :- Sector No 1

No Sitrep No-49. Secret. A. 650610 M/S 79 M/8. B. 250730 hrs. C. Isection. D. Ambush. E. 4 Pak tps killed and 3 wounded. F. Nil. G. Nil.

TOR/0705
Mannan | Sd/-Illegible
29-9-71 | 29-9-71

* * * * *

OPS	R2/29	DTG 281800	SR29

Fm :- Sub Sector-1
To :- HQ No-1 Sector

No :- Sitrep 47. Secret.A. OR 672558 M/S 79 M/8 Khajuria. B. 251615 hrs. C. Seven. D. Ambush. E. 1 Fak TPS 2 Razakars killed and 1 Razakar 1 civil wounded. F. Nil. G. Nil

R/0655
Mannan | Sd/-Illegible
29-9-71 | 29-9-71

P NR1/29 DTG

28100

GR67

Fm: Sub Sector 3
To : HQ Sector No 1

No A-2010. Secret. One MF 19. Type of action ambush at 271710 hrs. Race south east of Andharmanik BOP. En 15FF ENE soldiers and one N/Sub killed many injured. They were coming out of evening debriefing collecting. Own cas nil, Two SLR magazines lost while river crossing through En fire towards all directions including India. Ens sporadic firing continued the whole night from Andharmanik and Bagan Bazar.

R/0645
Mannan
29/9

Sd/-Illegible
29.9.71

* * *

To
The Sector Commander,
Sector No 1. Harina.

Sir,

অশেষ সম্মানের সহিত আপনার গোচরীভূত করিতেছি যে, ১৩১৮২০৬ L/NK মিঃ আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে গত ২৭/৯/৭১ ইং রোজ সোমবার দিবাগত রাত ৪: ৪৫ মিনিটের সময় মিরশ্বরাই থানার অন্তর্গত ৮ নং ইউনিয়নের এলাকাধীন দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থানরত রাজাকার ও মুজাহীদ বাহিনীর শিবিরে অতর্কিত হামলা চালাইলে ১৩ (তের) জন নিহত ও ১৪ (চৌদ্দ) জন গুরুতররুপে আহত হয়। উক্ত হামলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন মোঃ নিজাম।

নিম্নলিখিত মুক্তিফৌজ অত্র আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন।

১।	রেজ্জাকুল হায়দার	১৩।	নুরুল আলম
২।	মুছা মিঞা	১৪।	সাহাব মিঞা
৩।	জয়নাল আবেদীন	১৫।	সালেহ আহম্মেদ
৪।	ওবায়দুল হক	১৬।	জামসেদ আলম
৫।	কবীর হোসেন	১৭।	সেখুল ইসলাম
৬।	সামছুল হক	১৮।	জয়নাল আবেদীন
৭।	নূরুল মোস্তফা	১৯।	মোঃ ইউসুফ
৮।	মোঃ সাদেক	২০।	ফরিদ আহমেদ চৌঃ
৯।	ছাদেকুর রহমান	২১।	এাহবুব উল হক
১০।	আলী আকবর	২২।	মুছা মিঞা
১১।	কবীর আহাং	২৩।	কামাল উদ্দিন
১২।	আবুল কালাম আজাদ	২৪।	মঈন উদ্দিন

২৫।	দিলীপ কুমার	৩৭।	মুফিজুল ইসলাম
২৬।	জহিরুল ইসলাম	৩৮।	মহীউদ্দিন
২৭।	সাহাব উদদদ্দিন	৩৯।	আবুল কাসেম
২৮।	কানু মিয়া	৪০।	আবুল বসর
২৯।	আবুল খায়ের	৪১।	সায়দুল হক
৩০।	মোঃ সফিউজ্জামান	৪২।	শাহ এমরান চৌঃ
৩১।	নূর মোহাম্মদ	৪৩।	রউসন আক্তার
৩২।	সফিউল্লাহ	৪৪।	নুরুল আবছার
৩৩।	বদিউল আলম	৪৫।	এস, এম, মহীউদ্দীন
৩৪।	আমিনুল ইসলাম	৪৬।	আবদুল হাসিম সিপাহী
৩৫।	জামসেদ আলম	৪৭।	মোঃ আবু তাহের
৩৬।	আবদুল হাই		

P.N.B

উক্ত আক্রমণে আমরা শত্রপক্ষের বাংকার ভাঙ্গিয়া ১৫০ (একশত পঞ্চাশটি) টি বুলেট উদ্ধার করি।

ইতি-
আবুল কালাম আজাদ
(আনচার্জ কমান্ডার)
নিজাম
(ফিল্ড কমান্ডার)

NO.1318206
L/NK
A.K. AZAD
30/9/71

To
The Sector commander
Sector no 1, Harina

Sir,

অশেষ সম্মনের সহিত আপনার গোচরীভূত করিতেছি যে, আপনি মিরশ্বরাই থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পূর্বে যে রির্পোট পাইয়াছিলেন তাহা যদিও সত্য কিন্তু সুফিয়া ও দূর্গাপুর স্কুলে পর পর হামলা চালাইলে তাহারা পূর্ববৎ রাস্তার স্মরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। বর্তমানে ৪নং ধুম ইউনিয়নের অন্তর্গত পাকিস্তান বাজারে ২০ হইতে ৩০ রাজাকারের একটা ক্যাম্প আছে। তাহাছাড়া গ্রামাঞ্চলে তাহাদের অন্য কোন ক্যাম্প নাই। ৫নং ইউনিয়ন কমিউনিটি সেন্টারের ক্যাম্পও তাহারা সরাইয়া লইয়া গিয়াছে।

তাহারা প্রতিদিন গামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অনবরতভাবে বাড়ীঘর জ্বালাইতেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা আমাদের গোয়েন্দা মারফত জানিতে পারিলাম যে, তাহারা ভবিষ্যতে আরো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করিবার জন্য প্রস্তুত লইতেছে।

ইতি-
L/NK ১৩১৮২০৬ আবুল কালাম আজাদ
৩০/৯/৭১

তাং-মিরশ্বরাই
৩০/৯/৭১ ইং

MSG FORM

DTG
302000
SECRET
G-0504

From : Sector-1
To : Control Room
Info : EchHQBDF
Co Sector-1

Sitrep Alpha. On 29 Sep at 0500 hrs MF shot three en vehs at East Madhugram (Sq-7337 M/S 79 N/9). TFC move completely stopped since then. Hy exch of fire still continuing and shells are pounded in between. Whole area is hot. Normal civ mov has ceased in that area.

Bravo On 29 Sep at 2330 hrs MF went inside with a sec sir and fired for harassing at rear of en at Ballavpur and Chagalnaiya (Sq-7335 M/S 79 N/9). En cas will be intimated on cfm.

Charlie On 30 Sep at 0400 hrs MF blew up culvert West of Champaknagar (Sq-7434 M/S 79 N/9) Heavy fire still on.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 30-9-71

Sd/-Illegible
Capt
30-9-71

* * * * *

NR 1/30 DTG 291930 GR25

Fm : Sub Sector 1
To : HQ No I Sector

No Sitrep 51. Secret. Collaborator Abdul Hyi of Darbarpur and Mizanur Rahman (Rangu) of east Basikpur both of P-S. Chagalnaiya killed by FF on 2279/71.

Tor
0855

Sd/-Illegible
30-9-71

* * * * *

NR 1/30 O DTG
GR61
30081

Fm : Sub Sector 2
To: HQ No 1 Sector

No G-1032, Secret, Sitrep no 4. MF PL raided Chagalniya BOP (GR 7341 M/S 79 M/12) at 0430 hrs on 29 Sep 71 in coordination with army and fire spt. Five En killed and Seven injured. Three of their bunkers were Fully damaged by own MORS. En op was killed cmm fell from the tree by own shot like a stone. Own cas nil.

Tor
0835
N.N. chy Sd/-Illegible
30/9 30-9-71

OPS NR3/30 301240
GR59

Fm : Sub Sector-2
To : HQ Sector-1

No G-1033. Secret. Sitrep 5. Three en vehs were shot at 0500 hrs on 29 Sep 71 at Purba Madhugram SQ 7337 Map 79 N/9. T.F.C. movement is completely stopped since then. Hy exch of fire still continuing of shells are pounded in between. Whole of the area is too hot. Normal civ movement has seized these areas.

R/1250 Sd/-Illegible
30/9/71

OPS NR4/30 301245
GR67

Fm:- Sub Sector-2
To : HQ Sector I

NO G-1034. Secret. Sitrep 6. MF went inside with a sec strand fired for harassing at the rear of the en at Ballavpur and Chaygharia SQ 7335 Map 79 N/9 at 2330 hrs on 29 Sep 71. Exch of fire continued for long. En cas was there but figure not known. Own cas nil. Keep our catact in this hot sit. Latest dev will be intimated again.

R/1300 Sd/-lllegible
30/9/71

OPS NR/30

301250
GR 36

FmSub Sector-2
To : HQ Sector-1

No G 1035. Secret. Sitrep 7. MF blew up the culvert west of Champaknagar SQ 7434 map 79 N/9 at 0400 hrs on 30 Sep 71. En opened up with all small arms autos. No cas either side.

R/1305 Sd/-Illegible
30/9/71

MSG FORM

DTG
301330

From : Sector-1
To : Control Room
Info : Ech HQ BDF
2. Co Sector-1

SECRET
G-0503

Sitrep Alpha. On 29 Sep at 0430 hrs own MF PI raided Chagalnaiya (Sq 7341 M/S 79 M/12) and killed 5 Pak tps and 7 injured. Their 3 bunkers completely damaged by own Mors. En Op was killed by own shot and fell from the tree like a big bird.

Bravo. On 22 Sep own FF killed collaborator Abdul Hai of Darbarpur and Mizanur Rahman of East Basikpur both of PS Chagalnaiya.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 30-9-71

Sd/-Illegible
Capt
30/9/71

* * * * *

মিরশ্বরাই
৩০/৯/৭১

জনাব সেক্টর কমান্ডার সাহেব,

আমার সালাম নেবেন। বিশেষ দুঃখ ও পরিতাপ নিয়ে জানাতে হচ্ছে যে, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দুর্গাপূর স্কুলে অতর্কিত হামলা চালাইলে আমার পক্ষের একজন গ্রুপ কমান্ডারকে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে ফেল্লাম ও অন্য একজন বাম হাতে গুলির আঘাত পান।

ফরিদ আহমদ চৌধুরী পিং বজলুছ সোবহান চৌঃ গ্রাম হাজীশ্বরাই ডাকঘর জোড়ারগঞ্জ থানা মিরশ্বরাই চট্টগ্রাম শাহাদাত বরণ করেন ও আমিনুল হক পিতা ছালামত উল্লাহ বাম হাতে সামান্য জখম হন।

ইতি
আপনারই
L/NK Abul Kalam Azad No 1318206
30/9/71

P NR 2/31 DTG 310930

Fm : Sub Sector "A" GR 84
To :- HQ Sector Nol

No Sitrep 77. Secret. On 28/9/71 about 0500 hrs own one sec with one LMG laid an ambush in front of Post Devpur BOP GR 089052 MS/79 M/12 at about 1930 hrs while Pak TPS unloading ration from a Bullock cart. At that time ambush party opened fire with LMG and killed 2 TPS and 3 Rezakars. Own TPS withdrawn safely. Later on en opened fire with LMG and automatic rifles but no cas held except one cow seriousy injured. The firing continued 3/4 minutes.

R/1148

Sd/-Illegible
1/10/71

* * * * *

MSG FROM

Ops, Immediate DTG
From : Sector-1 011215
To : Control Room SECRET
Info : Ech HQ BDF G-0506
Co of Sector-1

More than fifteen vehs Stuck up by own fire on Dacca Ctg rd since last 3 days. Few of them loaded with civ goods. If permitted we can allow other side to unload articles but firm not allow tfc mov. Cfm what actions should be taken Asp.

File No. 101/1/GS (ops) dt 1-10-71

Sd/-Illegible
Capt
1/10/71

NR 3/01 -O- DTG GR-65
011525

Fm : Sub Sector No 2
To : C. O. HQ Sector No 1

No G-1039. Secret. More than fifteen vehs got stopped by own fire on Dacca Ctg rd since last three days. Some of them are loaded with civ goods they seen. Let me know what to do with those. Can you pass this info somehow to tell the people that side that we can return the things to them but not allow the tfc movement. Reply soon.

R/1610
N. N. Chy Sd/-Illegible
1/10/71 1/10/71

* * * * *

NR1/01 R 010700 GR-1

Fm :- Sub Sector No 3
To :- Sector No 1

No G-2010. Secret. Your HQ No 101/1/38/Gs (ops) as 26 Sep along with incl is here by ACKD.

TOR Sd/- F. Karim
0938 01/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
01
From Sector 1 SECRET
To :- Sub Sector 2 G-0505

Your G-1030 of 29 Sep. Report on arrest/capture of Pak army offrs/Jcos/OR by own forces must be reported on occurrence. Our sig on the subject was clear.

File No. 101/1/GS (ops) dt 01 Oct 71 Sd/-Illegible
Capt
1/10/71

NR	1/02	P	DTG
		011920	GR-12

Fm : Sub Sector No 1
To : HQ Sector No 1

No Nil. Secret. Your sig no G-0502 of 29 Sep 71 ref. Nil

101/1/G8 (ops)
R/0835
N. N. Chy — Sd/-Illegible
2/10/71 — 2/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
From: Sector 1 — 031100
To : Control Room — SECRET
Info : Ech HQ BDF
Co of Sector 1 — By hand — G-0507

Sitrep. Alpha. On 02 Oct MF raided Champaknagar BOP (GR-754348 M/S 79 N/9) and Subhapur def simultaneously Part of the wall in BOP collapsed. 2 Pak soldiers killed. Own one Mjd injured. En in both Champaknagar and Ballavpur is quite and scored much than before.

Bravo. On 02 Oct. own recse party observed en placing tele lines from Ramgarh to Bagan Bazar and started digging bunkers. En str observed our bn.=

File No. 101/1/GS (ops) dt. 3/10/71

Sd/-Illegible
Capt
2/10/71

NR-4/02 -O- DTO
021900 GR-65

Fm :- Sub Sector No 3
To : HQ Sector No 1

No :- G-2015. Secret. Sitrep. A. At 021215 hrs our reccee party observed an army loaded jeep proceeding towards Rgr fm Bagan Bazar. Ten minutes later a cow-cart went towards same direction. As soon as cart reached Rgr a sig line party proceeded towards Bagan Bazar placing tele-communi line. Fm 021600 hrs onwards en started digging trenches/bunkers etc. B. En strength nearly battalion. C. This is for your info.

R/2100
N.N. Chy Sd/-Illegible
2/10/71 2/10/71

* * * * *

Ops NR1/02 GR-121
021300

Fm :- Sub Sector 2
To:- HQ Sector 1

No.G-1040. Secret. Sitrep. MF raided Champakgar BOP GR-754348 map 79 N/9 again and harassed Pak tps at Shobhapur dcf simultaneously at 0215 hrs on 02 Oct 71. Part of the wall in BOP collapsed by own RL cmm 2 inch mor and 3 inch mor bombs. Cas. En 2 or 3 but not yet confirmed. Own one mjd got bullet injury on head now under treatment. The en in both Champaknagar and Ballavpur are quite and scored much than before. NK Nasir of 613 fir Previous-……………..

NR 1/03 Pri 032000 GR-92

Fm : Sub Sector 2
To : HQ Sector No 1

No.G-1045. Secret. Sitrep 9. From Rafiq for Enam. Pass the fol sitrep to delta sector immediately. Newly armed reinforcement from Ctg arrived at Zorargonj on 01 Oct. En making series of bunkers from Alinagar Sq 783 to Shubapur ctnm south of Shubapur with civilian laborers. Fol tracks have been metalled and is being used by the en for veh movement. Alpha. Track from rail track jn Muhuriganj 6931 to Gangadhar Bazar 7042 and their connected with Trunk Rd. B. New Rd made from Shubapur to Muhuriganj rail jn. Further details being collected.

R/1045 Sd/-Illegible
N. N. Chy 3/10/71

* * * * *

NR1/04 040915
GR-24

Fm : Sub Sector 1
To : HQ Sector 1

No Sitrep No 52. Secret. A. 6506140 M/S 79 M/8 Gutuma. B. 011030 hrs. C. I section F F Rakhal GP. D. Ambush. E. I killed. F. Nil.

R/1045 Sd/-Illegible
4/10/71 4/10/71

* * * * *

Pri NR2/04 040915
GR-24

Fm : Sub Sector 1
To : HQ Sector 1

No :- Sitrep 53. Secret. A. 650610 M/S 79 M/8 Gutuma. B. 021430 hrs. C. 1 Section FF Rakhal G. P. D. Ambush. E. I killed. F. Nil.

R/1047 Sd/-Illegible
4/10/71 4/10/71

NR1/04 DTG
031745
GR-166

Fm: Delta Sector
To : HQ Sector No 1

No : 0-2070. Secret. Pse send 10 Chakma Razakars held by you to control HQ Asp first coming vehi to this LOC under escort for in terrogation.

Tor
0710 Sd/-Illegible
4/10/71 4/10/71

* * * * *

OPS NR1/04 DTG
040500
GR-80

Fm : Sub Sector 3
To : Sub Sector 1

No :- G-2017. Secret. Sitrep. A. Reports fm Baiysnabpur confirmed 60 en soldiers are positioned in Patachara duk bunglow. B. About ten soldiers guarding Nakoba bridge. C. In Guimara about 150 army/Razakars positioned. D. Passage inside Bangladesh through Baiysnabpur closed by EN. E. En position in RGR Cmm Bagan bazar and Andharmanik about one battalion. More concentration of en reported in all places. F. More strength req immediately for Camps security and successful ops. Heavy arms also essential.

R/0725 N. N. Chy
4/10/71

* * * * *

OPS

MESSAGE FORM

SECRET
From :- HQ 1 Sector DTG
To:- Control Room 032300
Into :- Ech HQ BDF G-0001

Sitrep. Newly armed reinforcement from Ctg arrived at Zorwargonj on 01 Oct. En digging series of bunkers from Alinagar Sq 7832 to Suvapur cmm south of Suvapur with civilian lobourers. Fol tracks have been metalled and is being used by the en for veh movement. Alpha. Track from rail track jn Muhurygonj 6931 to Gongadharbazar 7042 and their connected with trunk rd. Bravo. New rd made from Suvapur to Muhurigonj rail jn. Further details being collected.

No. 10I/1/GS (Ops) dt. 4/10/71

Sd/-lllegible
Capt
4/10/71

MSG FORM

DTG
From :- Sector-1 04
To : Control Room SECRET
Info :-Ech HQ BDF G-0508

Sitrep. Alpha. On 011030 one section FF Rakhal gp ambushed at Guthuma (GR-6506140 M/S 79 M/8) and killed 1 Pak en.

Bravo. On 011434 one section FF Rakhal gp ambushed at Guthuma (GR- 650610 M/S 79 M/8) and killed 1 Pak en.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 4-10-71

Sd/-lllegible
Capt
4/10/71

MSG FORM

DTG
051600

From: Sector-1 By hand SECRET
To : Control Room G-05/0
Info : Ech HQ BDF

Sitrep. Alpha. On 03 Oct at 2359 hrs MF ambushed near Karaliatila in Kararhat Ramgarh (SQ-2988 M/S 79 N/9) and killed 2 en soldiersand 3 Razakars. En digging trenches/bunkers requesting more army and more conc.

Bravo. Confirmed report received from Baysnabpur about 60 en tps are posn in Pathachara Duk-Bunglow (GR-37334 M/S 79 N/13), about 10 soldiers guarding Nakopa bridge (GR-957383 M/S 79 M/12). 150 Army/Razakars positioned at Guimara (GR-120362 M/S 79 N/13). Passage inside Bangldesh through Baysnabpur closed by en. En posn at Ramgarh cmm Baganbazar and Andharmanik about one bn. More concentration of en reported in all places.

File No. 101/l/GS (Ops)dt. 5-10-71 Sd/-Illegible
Capt
5/10/71

* * * * *

NR 1/05 DTG
050900

Fm : Sub Sector No. 3
To : HQ Sector No. 1

No :- G-2019. Secret. Sitrep. A. Ambushed near Karaliatila in Kararhat RGR GR 2988 M/S No 79 N/9.B. Date & time 032359 hrs C. Str of own Raided party 16. D. Our TPS ambushed at 1600 hrs. At 2359 hrs about 20 En soldiers grouped together in the target & our party opened. E. 2 En soldiers & 3 Razakars killed according to public Report. F. Own cas, Nil. G. En digging trenches/Bankers requisitioning more army cmm Being More con. H. Possesion of heavy army like R/L 3 inch Mor etc would bring about more successful ops.

NR 1050 Sd/-Illegible
5-10-71 5-10-71

S/Sector No-5.
SLC.
No 68 dt. 5.X.71

To
HQ :- Sector No. 1
Sub :- Casualty of Pak Army.
Ref :- This office signal dt 1-10-71.

Latest info received that 7 (seven) Pak Army died on 30-9-71 at Barabil.

Pak Army - 1
Mizo - 2
Chakma- 4
Total 7 (seven)
PI arrange for Radio broad cast.

Sd/….
N/Sub
Sub Secrot Comd.
Khairuzzaman
5/10/71

*   *   *   *   *

NR 5/06 -O- 061520 GR 53

Fm : Sub Sector No. 2
To : HQ Sector No 1

No :- G-1050. Secret. Sitrep 11. MF with FF blew up br on second main rd Chagalnaiya Muhurigonj and raided en posn in Karaiya Bazar High School SQ 7034 map 79 N/9 at 0245 hrs on ni 05/06 Oct 71. En cas. Three Pak TPS cmm five Razakars killed and some injured. Own cas. Nil.

TOC

A Mannan
1605
6/10/71

*   *   *   *   *

NR 4/06 -O- DTO GR 45
061515

Fm :- Sub Sector 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1049. Secret. Sitrep 10. MF along with FF blew up br over Andharmanik chara on second main rd Chagalnaiya Muhurigonj Sq 7039 Map 79 M/A2 at 0215 hrs on ni 05/06 Oct 71. En opened up with all small arms. No cas on either side.

TOR A. Mannan
1600 6/10/71

* * * * *

NR 1/06 DTO
062045
NR-145

Fm :- Sub Sector No. 2
ToHQ Sector No 1

No Q-1052- Secret. Sitrep 12 FF with MF approached upto the en veh to unload and bring the ammos from that standing on Dacca Ctg main Rd SQ 7337 map 79 N/9 at 1745 hrs this evening on 06 Oct/71. They found four FN soldiers had already started unloading those Crate Boxes. Two of own FF threw two hand grenades on them from a distances of 20 yds. Four of them fell down on the spot, three of them again tried to come fwd to clear the roads within a few mins of darkness before the full moon could rise. One of own boy threw another grenade. One of three ens got hit and fell down from the vea. By that short duration of time the moon rose. Own boys returned safely through the gaps of en mines. Exch of fire is still continuing.

TOR N. N. Chowdhury
2150 6-10-71

* * * * *

MSG FORM

DTG
From:- Sector I 07
To :- Control Room SECRET
Info Ech HQ BDF G-0003

Sitrep. Alpha. On Oct 5 ni at 2000 hrs cmm en shelled Karimtila (GR-753351 MAS 79 N/9) by 3 inches Mor. Own 3 inchec Mors shelled at 052030 hrs at Champaknagar BOP (GR-754348 M/S 79 N/9) and Ballavpur en def (GR-744347 M/S 79 N/9).

Bravo Civs informad 4 Pak tps cmm 2 Razakars killed and 2 injured. Confirmation follows-

* * * * *

Sd/-Illegible
Capt
7/10/71

File No. 101/1/Gs (ops) dt 7.10.71

NR 1/07 -O- DTG 071100 GR-63

Fm Sub Sector No. 2
To HQ Sector No 1

No G-1054. Secret. Sitrep 13. En shelled our Karimtila def by 3 inches mor at 2000 hrs on 05 ni. Own mor replied with 3 inches mor at 2030 hrs on same ni at Champaknagar BOP and Ballavpur en def. En cas. Confirmed by civ who has washed the dead bodies. Four Pak tps and two Razakars killed. Two tps injured. Own cas nil.

TOR N. N. Chy
1700 7/10/71

* * * * *

NR 4/07 -O- DTG
071115 GR-112

Fm : Sub Sector No. 2
To : HQ Sector No 1

No :- G-1057. Sitrep 16. MF with FF burnt the tahsil office at Radhanagar SQ 7140 Map 79 M/12 at 0215 hrs on Ni 06/07 Oct 71. The public in those areas were forced and given ultimatum to deposit all sorts of vill taxes to that tahsil office within two days. The whole office has been burnt completely. On way back the same party opened up fire with sec small arms and automates on en's def from the rear at Mokamia SQ 7239 map 79 M/12 at 0230 hrs. Hy exch of fire continued for long 20 mins. en opened up with MG 1 A 3. En cas. Two sentries got killed over the bunkers. Own cas nil.

TOR Bismillah
1905 7-10-71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG:- 07 SECRET
FROM :- HQ I Sector
To :- CONTROL ROOMC-0002
INFO :-ECH HQ BDF

Sitrep. ALFA. On 0608000 Oct MF killed three en tps at Champaknagar BOP (GR- 754348 M/S 79 N/9) while working on bunkers by LMG fire. BRAVO. Br on Chagalnaya Bilonia main rd (SQ 6944 MS 79 M/12) completely blown up by MF On 070130 Oct. En fired from, both side but no cas. CHARLIE. On 070215 Oct cmm MF with FF burnt tahsil office at Radhanagar (SQ 7140 MS 79 M/12). Locals were given ultimatum to deposit taxes in that office within two days. The same party on way back opened fire on en def from rear at Mokamia (SQ 7239 M/S 79 M/12). Two Pak tps killed.

101/1/GS Sd/-Illegible
CAPT
7/10/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG-071015 SECRET
FROM :- HQ I SECTOR G-0512
To :- CONTROL ROOM
INFO ECH HQ BDF

Sitrep. ALFA. On ni 5/6 Oct. at 0215 hrs cmm MF with FF blew up bridge over Andharmanik Chara on second main rd Chhagalnaya Muhurigonj (Sq 7039 M/S 79 M/A2). En opened up Fire with small arms cmm no cas on either side.

BRAVO. On ni 5/6 Oct. at 0245 hrs cmm own tps raided en posn in Karaya Bazar High School (Sq 7034 M/S 79 N/9). Three Pak tps cmm five Razakars killed and few injured.

CHARLIE. On 6 Oct at 1745 hrs cmm MF with FF approached up to en vch standing on Dacca Ctg main rd (SQ 7337 M/S 79 N/9) to bring ammo from that tpt. Found four en soldiers unloading those. FF threw two hand gren on them and they all fell down. Three of them again came to clear the load within a few minutes. One of own boys threw another gren. One en soldier got hit and fell down from the vch. Exchange of fire still continuing.

101/1/GS Sd/- Illegible
Capt
7/10/71

* * * * *

NR 2/07 O DTO
071105 GR-44

FM : Sub Sector No- 2
TO : HQ Sector No- 1
NO : G-1055. Secret. Sitrep.

No 14. MF killed 3 ens at Champaknagar BOP while working carelessly on bunkers by LMG fire at 0800 hrs on 06 Oct 71. This was taken as revenge on them against one of my sep who got bullet by their snap shot.

TOR
1835 M. Bismiliah
7/10/71

NR 3/07 0 DTG
071110 GR-25

Fm:- Sub Sector No 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1056. Secret. Sitrep No 15. Br blown at 0130 hrs on ni 06/07 Oct. 71 completely by MF on Chagalnaiya Belonia main Rd SQ 6944 Map 79 M/12. En fired from both sides but no cas.

TOR M. Bismiliah
1842 7/10/71

* * * * *

NR 6/07 O DTG
071335 GR-54

FM :- Sub Sector No 2
TO :- HQ Sector No 1

NO :- G-1059. Secret. Sitrep 18. Strong repercussion started in en after last ni own actions all around. Sudden change found in en's activities which seems they are trying to vacate the first layer of def from Chagalnaiya to Shobhapur along the main Dacca-Ctg trunk Rd completely. The next change of Dev will be intimated soon.

TOR Bismiliah
2000 7/10/71

* * * * *

NR 2/01 -P- DTO GR-31
80800

Fm : Sub Sector 1
To: SHQ No 4

Sitrep No 55. Secret. A. East Debpur BOP GR-069052 M/S 79 M/12. B. 051100 hrs. C. 6 ORs. D. Ambush. E. Enemy one killed and one injured. F. Nil. G. Nil. H. Nil

TOR
By hand 1230 Sd/-Illegible
8/10/71

SECRET DTG

082100

From HQ No 1 Sector G-0519

To:- Sub Sector No 1

Send immediately all latest Sitreps.

SD/-(HAMID)

LT

Date 08/10/71 8/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG

From:- Sector 1 081020

To:- Control Room SECRET

Info :- Ech HQ BDF G-0518

Sitrep. Strong repercussion started in en after last ni own actions all around. Sudden change found in en activities which seems they trying to vacate first layer of def from Chagalnaiya to Shobhapur along main Dacca Ctg trunk rd completely.

Sd/-Illegible

File No. 101/1 /GS (Ops) dt 8-10-71 Capt

9/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 081020 SECRET

FROM :- HQ 1 SECTOR

TO :- CONTROL ROOM G-0517

INFO :- ECH HQ BDF 8-10-71

Sitrep. ALPHA. On early morning Oct 7 CMM MF ambushed en patrolling two section Belonia-Chagalnaya main id (Sq 6944 M/S 79 M/12). Five Pak tps and Seven Razakars killed on the spot. Rest fled away. After some time en opened up with MMG and automatics. Own tps extricated safely.

101/I/GS 8/10/71 Sd/-Illegible

Capt

8-10-71

NR 4/08 -P- DTG
0830 GR-23

Fm : Sub Sector No 1
To: HQ No. 1

No-Sitrep No 57. Secret. A. GR-650610 MS 79 M/8 Guthuma. B. 050800 hrs. C. 1 Sec. D. Ambush. H. 3 Pak troops killed. F. Nil

TOC
By hand Sd/- Illegible
1230 8/10/71

* * * * *

NR38 GR-30
060805

To:- HQ Sector 1 5543
Fm :-Sub Sector 5 8/10/71

U/C. Rescued one bomb from Majartila on Panchri road lying by Pak army on five, (5) Oct. Fitting boobi traps. No 40 (CHAINA) 96.67.22 Kept with G.S.F.

File 101/1/GS (Ops) Sd/-Illegible
TOR/0638/08 8/10/71

* * * * *

NR5/07 -O- DTG
071330 GR-100

FM : Sub Sector No 2
TO : HQ Sector No 1

NO G-1058. Secret. Sitrep 17. MF laid ambush Belonia Chhagalnaiya main Rd SQ 6944 map 79 M/12 by 2 See's early in the morening today. En of two Sees str cmm patrolling on the main Rd cmm appeared before own ambush Party. Own tps opened up with all small arms incl 2 inch mor. Five Pak tps and seven Razakars got killed on the spot cmm the rest fled away. En opened up from both the flanks from their tcf with MMG and all other automatics. Own tps had to extricate themselves through en's hy fire. No cas on own side.

TOR Bismiliah
1950 7.10.71

NR 3/08 P DTO
080830 GR 24

Fm : Sub Sector I
To : SHQ No 1

Sitrep no 56. Secret. A. GR 650610 M/S 79 M/8 Guthuma. B. 041000 hrs. C. 6. D. Ambush. E. 2 Pak tps killed. F. Nil. G. Nil.

Toc
By hand 1230

Sd/-Illegible
9/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
Pri 090915
From: Sector 1 SECRET
To : Control Room G-0523
Into : Ech HQ BDF

Sitrep. Alpha. On 03 Oct own tps lay in wait for en in Amjadhat Sq-0605 M/S 79 M/8 at 0500 hrs. at 1030 hrs 4 en soldiers came out of bunker and started going to their area HQ. Own tps opened up with one LMG and Rifles. Two en seriously injured and confirmed by civs others escaped unhurt. No Cas to own tps.

Bravo. On 05 Oct ambush laid at East Debpur Bop (GR-069052 M/S 79 M/R). En patrol party ambushed at 1100 hrs. One en killed and one seriously injured.

Charlie. On 041000 hrs own guerrillas lay in wait near Guthuma (sq-6561 M/S 79 M/8). Two Pak soldiers killed and confirmed by various sources.

Delta. MF laid ambush in Guthuma again on 050800 hrs. A section str when en were going from Guthuma to Parshuram. Own ambush party opened up with LMG Cmm rifles and 2 inch Mor. 3 Pak tps killed=

File No. 101/1 (Ops) dt 9/10/71

Sd/- Illegible
Major
9-10-71

NR 1/08 P DTO
080800 GR 48

Fm : Sub Sector No 1
To : SHQ No 1

Sitrep No 54. Secret. A. Amjad Hat GR-068053 M/S No 79 M/8. B. 031030. C. 8 ORS. D. Ambush. E. Two En Seriously injured. F. Nil. G. Enemy attacked own tps by 2 inch Mortar and by automatic wpns. But no cas to own tps and civilian.H. Nil.

TOR Sd/-Illegible
By hand 1230 9/10/71
9/10/71

* * * * *

NR 1/09 P DTG
090800 GR 31

Fm :- Sub Sector No 1
To HQ Sector No 1

No :- Sitrep 58. Secret. A Khajuria GR 673558 M/S 79/ M/8. B. 6/10/71 at 0700 hrs. C. I sec. D. Ambush. E. 4. Pak tps killed F. Nil. G. Nil. H. Nil.

TOR Mizan
0850 9/10/71

* * * * *

NR 2/09 P DTG
090800 GR 30

FM : Sub Sector No 1
To : HQ Sector No 1

No : Sitrep 59. Secret. A. Khajuria GR 673558 M/S 79 M/8. B. 7/10/71 at 0645 hrs. C. One group. D. Ambush. E. Two Pak tps killed. F. Nil. G. Nil. H. Nil.

TOR Mizan
0855 9/10/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE	DTG : 091100	SECRET

FROM :- HQ 1 Sector
TO :- CONTROL ROOM
INFO :-ECH HQ BDF

Sitrep. ALPHA. On Oct 060700 cmm own one sec ambushed on en at Khajuria (GR 673558 MS 79 M/8). Four Pak tps killed.

BRAVO. On Oct 070645 cmm own tps again ambushed on en at same place and killed two Pak tps.

101/1/65

Sd/-Illegible
Major
9-10-71

* * * * *

NR 3/16	-P-	DTO 101025	GR-26

FM :- ASOKE
TO:- CAPT MAFUZ

No :- G-1068. Secret. Collected En Kit inventory cmm some valuable letters and offirs mess book showing En offrs name. Also collected some A/P mines from En bunker.

File No 101/1/Gs (Ops) dt 10/10/71

Sd/-Illegible
10/10/71

2 EB Regt was caught last eve as suspect by Sub Sabedali now under my custody. Trying to send him to your HQ. The next dev of all will be intimated again.

* * * * *

TOR/1540
N. N. Chy

Sd/-Illegible
3/10/71

NR 1/10 DTO
101000 GR 35

Fm :- Sub Sector 1
TO :- HQ Sector No 1

Sitrep No 60. Secret. A. Purba Debpur BOP GR-069052 M/S 79 M/12 B. hrs. C. One group. D. Ambush. E. Three Pak TPS killed and one seriously injured F. Nil. G. Nil. H. Nil.

File No. 101/l/GS(Ops)

TOR
1340
N. M. Chy Sd/-Illegible
10.10.71 10/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 101630 SECRET
FROM :- HQ 1 SECTOR G-0530
TO CONTROL ROOM
INFO :- ECH HQ BDF

Sitrep. On Oct 080830 cmm own tps ambushed Purba Devpur (GR 06-9502 M/S 79 M/12). Three Pak tps killed and on injured.

Sd/-Illegible
101/1 GS Major
10/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

PRIORITY DTG: 101630 SECRET
FROM HQ NO 1 SECTOR G-0531
TO SUB SECTOR BRAVO
INFO :- ALL SUB SECTORS

From Rafiq for Mahfuz. Congratulate the boys on my behalf for successfully demolishing rly br. We are proud of you all for significant achievement against the en. Remember we have all the limitations of arms and eqpt but there is no limit to our courage cum determination and dedication for Bangladesh. Remember we have to kill rptd kill the en and have deep interdiction on his supply lines incl road cum rly comm. Imperative our operations never slow down. God and 75 millions of our people arc with us. We must teach a lesson not only to the West Pakistanis but also to the whole world. That is the motto.

Sd/-Illegible
Major
10/10/71

* * * * *

P NR2/11 DTO 111030 GR-28

Fm Sub Sector 1
To :- HQ Sector No 1

No :- Sitrep 62. Secret. 2 grenades thrown on Sentry on a bunker near Guthuma BOP GR 647610 M/S 79 M/8 at 091930 hrs. Sentry killed. I more Pak tps injured. News cfm.

TOC
1145

Sd/-Illegible
11/10/71

* * * * *

NR 1/11 -P- DTG GR-50
111030

Fm:- Sub Sector No 1
To :- Sector HQ No 1

No :- Sitrep 61. Secret. A. GR 650610 M/S 79 M/8 Guthuma BOP. B. 081710. C. 2 LMG GPS. D. 2 LMG GPS lay ambush from rear and Right sides of Guthuma BOP. En was coming up for evening fall in and own tps opened up simultaneously E. 5 en tps killed 1 seriously injured. News cfm.

Tor Sd/-Illegible
1140 11/10/71

* * * * *

NR 8/11 -O- DTG
11205

Fm:-Sub Sector No 2 GR41
To :- Sector HQ No 1

No:- G-1076. Secret. Sitrep 23. From Muhfuz for Rafiq. Friendly tiger has been relieved by a new one. We had a local meeting here today. I will bring the new tiger soon to your. HQ, the moment sit gets a bit normal.

TOR Sd/-Illegible
2300 11/10/71

* * * * *

NR6/11 -O- DTO GR-100
112055

Fm : Sub Sector No 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1074. Secret. Sitrep 21. From Mahfuz for Rafiq. Send Parties in the morning today for Reccee in my area of ops. No en extensive patrolling. Or extra movements anywhere. En told the civs inside that they will show sig to them while withdrawing from tdl cmm with which all should leave the village CMM mukti fouj killed them. Spl guarding on Rezumia BR. Dml things ready confirmed on both Rezumia and shobhapur BRS. En new defs are complete fifty percent on west bank of Muhuri from Sq 6642 to 6639 mag 79 M/8. Planning to back them there.

TOR Sd/-Illegible
2240 11/10/71

NR 7/11 -O- DTG

112100

Fm : - Sub Sector 2 GR-45

To :- Sector HQ 1

No G-1075. Secret. Sitrep 22. From Mahfuz for Rafiq. En had been firing continuously having a little interval of every two-three mins from 1900 hrs to 0400 hrs on ni 10/11 Oct 71. We had also retaliated with the same moments. No serious incident.

TOR Sd/-Illegible

2255 11-10-71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 120800 SECRET

G-0537

FROM :- HQ I SECTOR

TO :- CONTROL ROOM

INFO :- ECH IIQ BDF

Sitrep. ALPA. On Oct 081710 CMM own tps laid ambush on rear and right sides of en BOP at Guthuma (GR 550610 MS 79 M/8). While the en was coming for evening fall in CMM own tps came into action simultaneously and killed five Pak tps and injured one.

BRAVO. On Oct 091930 CMM own tps threw 2 grn on sentry on bunkers near Guthuma BOP (GR-647610 M/S 79 M/8). One soldier killed.

101/1/GS Sd/-Illegible

Major

11/10/71

* * * * *

NR5/11	-O-	DTG 112050	GR-48

Fm :- Sub Sector 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1073. Secret. Sitrep 20. From Mahfuz for Rafiq. En is quite panic now a days from north of Shobhapur to Chandgazi. They remain hidden and absolutely quite during daytime. But disturb by firing at night from the bunkers. They have chinked out much than before on fids.

TOR 2200	M. Hoq 11/10/71

* * * * *

NR4/II	-O-	DTG 112045	GR-87

Fm :- Sub Sector No 2
To HQ Sector No 1

No :- G-1072. Secret. Sitrep 19. From Mahfuz for Rafiq. MF laid ambush on Dacca Trunk Rd near Radhanagar SQ 7140 Map 79 M/12 at 1900 hrs ni 10 Oct 71 but could not get any tgt. The Party had to go fdr harassing En on def at Mokamia SQ 7239 Map 79 M/12 at 0330 hrs on the same ni 10/11 Oct 71. En opened up with MMG and all other small arms. Exch of fire continued for good about 20 mins. Cas not can firmed.

TOR 2215	Mizan 11/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
121100
From :- Sector I SECRET
To :- Control Room G-0538
Info :- Ech HQ BDF

Sitrep. Alpha. Own tps laid ambush on Dacca Trunk Rd near Radhanagar (Sq-7140 M/S 79 M/12) at 19000 hrs on ni 10/11 Oct. No en fell in the ambush. Same party later harassed en def at Mokamia (Sq-7239 M/S 79 M/12) at 110330 hrs.

Bravo. Reports confirmed that en has prepared Subapur Br (GR-744327 M/S 79 M/9) and Rezumia Br (GR-669421 M/S 79 M/8) as res dml.

Charlie. En new def along Western bank of Muhuri river from Sq-6642 to 6639 M/S 79 M/8 are fifty percent complete with strong bunkers.

Delta. Intermittent cxch of firing in Sreenagar area between own forces and en contd from 101900 to 110400 hrs.

Sd/-Illegible
File No. !Ol/l/GS(Ops) dt 12.10.71 Major
12/10/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 12200 SECRET
FROM :- HQ I SECTOR G-0539
TO HQ Delia Sector
FORCES HQ MUJIBNAGAR

Special Sitrep. Fit Lt Sultan and his group returned 11 Oct. FN after completing task inside Bangladesh.

ALPHA. Madnaghat electric Sub sta (RX 1268) on the north of Ctg. Kaptai rd and west of Halda river. All the three transformers completely destroyed by RCL gun. Own tps led by Fit Lt Sultan raided the power Sub sta and fired from a distance of 50 feet only on the transformers. En kept Firing on own tps from their bunkers around power Sub Sta. Own tps physically

went inside the Sub sta compound and fired on the transformers starting from the biggest transformer. Transformers burst and caught fire. Action took place on 06 Oct at 0400 hrs. Total three rounds of RCL fired. Own cas. One Sep Addul Mannan killed during action and has been buried with mil honor inside Bangladesh Gallantry award recommendation for the group follows. Request this action be given widest publicity in radio and newspapers.

BRAVO. Total of ten pylons blown. ONE. Eight on Kaptai-Chittagong rd. Two on Chandragona-Ctg rd. TWO. Total electricity to Ctg is cut off from Kaptai to Ctg. All industries closed.

Sd/-Illegible
MAJOR
12/10/71

MESSAGE FORM

PRIORITY DTG: 1208(H) SECRET
FROM :- IIQ I SECTOR
TO :- HQ Delta Sector
INFO :- FORCES HQ MUJIBNAGAR

Sitep. Own tps one section with one LMG raided en post in area Bagan Bazar SQ 9036 MS 79 N/9 at 110030 hrs. Some en in two tents killed in action. Civ confirm 6 en killed incl one offr. Next day at 1200 hrs one helicopter landed in Chikarchara SQ 8831 M/S 79 N/9. Civ Confirms one dead body taken away by the helicopter. This confirms that an offr had been killed.

Sd/-Illegible
Major
101/1/GS(Ops) 12/10/71

* * * * *

NR 1/12 -O- DTO GR-68
122130

Fm :- Sub Sector No 2
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1077. Secret. Sitrep 24. From Mahfuz for Rafiq. A complete PL of MF and FF combined went to blow another BR on a culvert in Ctg-Feni Rly line at 0130 hrs on ni 11/12 Oct. 71. En sentry on the BR challenged and opened up from a distance. Own DML Team and Protection Party failed to accomplish the given task and came back. No cas on our side.

TOR N. N. Chowdhury
2153 12/10/71

* * * * *

SECRET

HQ No. 1 Sector
Bangladesh Forces
No. 101/1/GS (Ops) 12 Oct 71

To :- HQ Delta Sector
Subject:- Situation Reports

Your Itr no 2(X)l/A/D/GS(Ops) dated 11 Oct 71 refers.

1. Refer Para 2. Effort is always made to cover all the info.

2. Refer para 3. Sitrep can be sent in time only when it is received in time. At present comm with Sub Sectors is most primitive. Even when received from Sub Sectors, reports get delay because from own HQ to HQ Delta Sector the wrls comm is almost not existent. Comm sets are not reliable and goes off the air very frequently.

Sd/-Illegible
Major
Comd
(M. Rafiqul Islam)

SECRET

Pri NR 2/13 DTG RG-26
130730

FROM :- Sub Sector 1
TO :- HQ Sector 2

No :- Sitrep 63. Secret. 3 Prisoners captured. Chairman Abdur Rauf caught by FF. 1 Razakar and 1 Peace Committee member caught by M.F. What is their disposal.

TOR N. N. Chy
1100 13/10/71

* * * * *

NR 2/13 -O- DTO GR-73
130850

Fm :- Sub Sector "B"
To :- HQ Sector No 1

No :- G 1080 Secret. Setrep 26. From Mahfuz for rafiq. A sec of MF and FF laid and ambush on Dacca Trunk Rd near Radhangar SQ 7140 Map 79 M/12 at 2130 hrs on ni 12/13 Oct 71. An En PTL of 5 men appeared in front of them at 0345 hrs. Own TPS opened up with LMG and other small arms. Probably 3 or 4 of them got hit. Confirmed info will be intimated.

TOR A. Ullah
095 13/10/71

* * * * *

<u>MSG FORM</u>

DTG
13
SECRET
From :- Sector 1 G-
To:- Control Room
Info :-Ech HQ BDF

One section str laid ambush on Dacca-Ctg rd near Radhanagar (Sq-7140 M/S 79 M/12) on Oct 122130 hrs. An en patrol of 5 appeared before them at 0345 hrs. Own tps opened fire with LMG and small arms. 3 Pak tps killed.=

Sd/-II legible
File No. 101/l/GS(Ops) dt 13-10-71 Capt
13/10/71

MSG FORM

DTG
Immediate 131100
From:- Sector-1 SECRET
TO:- Control Room G-0545
Info :- Ech HQ BDF

Sitrep. One Section str own tps laid ambush at Parshuram area (GR 627643 M/S 79 M/8) on Oct 121410 hrs. Own 2 LMG groups pressed triggers of their guns from 200 yds distance on four en tps while they were on a bunker as sentry. Killed 3 and injured 1. At the same lime own tps observed one op on a nearly tree who was sniped down by one of our sniper. Dead bodies laid on bunker and rail line for half an hour. Own tps returned safely.

Sd/-lllegible
File No. lOl/l/GS(Ops) dt 13-10-71 Major
12/10/71

*   *   *   *   *

Pri NR 1/13 DTG
121900
GR-82

Fm :- Sub Sector Alfe
To :- HQ Sector No 1

No :- Sitrep 62. Secret. One Section own TPS lay an ambush in Parsuram area GR 627643 M/S 79 M/S. Two LMG GPS opened up from 2(X) yds at 1410 hrs while four en TPS were on a prominent bunker. Simultaneously another Sniper took on an op on a nearby tree. Op was killed including three more Pak TPS. One more was seriously wounded. Dead Bodies lay on bunker and rail line for half an hour while own TPS withdrew under fire safely.

TOR Sd/-Illegible
0655 13/11/71

*   *   *   *   *

NR 4/13	-O-	DTG 131400	GR-54

Fm :- Sub Sector No 2
To :- HQ Sector No 1

No G-1082. Secret. Your G-0544 of date refers. It is the same previous half broken one GR 700308 Map 79 N/9. Trains are coming from Ctg (.'MM Passengers getting down at Dhumghat CMM going on foot upto Muhuri CMM then getting up on to another train coming from Feni side. Trying for another one.

TOR
1455

Sd/-Illegible
13.10.71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE	DTG: 131020	RESTD
From : HQ 1 Sector		G-0544
To:- Sub Sector 2		

Your G-1077 Oct 12. Quote map ref of the br.

Sd/-Illegible
Capt
13/10/71

I01/1/GS

* * * * *

MSG FORM

DTG
141015
SECRET
G-0546

From:- Sector I
To :- Sub Sector Alpha

Your Sitrep 63 of 13 Oct. Send prisoners to this HQ=

Sd/-Illegible
Capt
14/10/71

-O-	NR 3/15	DTO 152030	GR-58

Fm :- Ech HQ BDF
To :- Secret No 1

No :- 0-2040. Secret. Ref your G-0548 para foxtrot Oct 15. Make sure Party reaches here by 161200 without fail.

101/1/GS (Ops) N. N. Chowdhury
TOR 15.10.71
2125

* * * * *

MESSAGE FORM

OPS <u>IMMEDIATE</u> DTG: 151145 SECRET
G-0548

FROM :- HQ NO 1 SECTOR
TO :- CONTROL ROOM (one copy by hand)
INFO :-1. FORCES HQ MUJ1BNAGAR
ECH HQ BDF
2. CO Sector 1

Sitrep. ALPHA.	On Sep 23 a gp of ten Naval Commandos went for op deep into high sea about 30 miles. Could not reach to ship which was still out of reach. Party came back after lot of difficulties except Mohammad Hossain who drowned in the high sea. Others in small parties came out of sea to different bases. One party of 3 commandos reached nearer to old naval base where strong en guard was deployed who caught S N Maula CMM Nurul Haq CMM Amir Hossain. Mr Abul Hashem caught by en tps from old shelter.
BRAVO.	On Oct 01 commandos destroyed AVLOS CMM a Greek ship (anchored BOC Jetty) agent HE GGE AND CO. The ship loaded with oil. It was under arrest in Ctg port and supposed to be released by Pak govt.
CHARLIE.	On Oct 02 UNO rep visited the Jetty and took sanps.
DELTA.	On 8 same commando gp completely destroyed and sank one of the biggest Pak ship MV NAS1M anchored in jetty No 13 which was loaded with AMMO CMM TWO TANKS CMM 15(15) out of approx 50 (50) Pak tps reported killed. Due to blast jetty No 12 and 13 became completely out of sve.
ECHO.	9 (9) commandos reached safely on Oct 13. One party of 4 commandos still in Ctg for action. 5(5) commandos reaching very soon.
FOXTROT.	Party reaching Agartala on Oct 16 first aval tpt

Sd/- Illegible
CAPT
15/10/71

Pri NR 1/15 GR-9
15110

Fm :- Sub Sector 'A'
To :- HQ Sector 1

No :- Sitrep 67. Secret. En reinforced Parshuram Belonia with more tps and 2 tanks. BSF and friendly forces have been alarted.

R/1142 N. N.Chy
15/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 151830 SECRET
From :- HQ 1 Sector G-0549
To :-CONTROL ROOM
INFO :- ECH HQ BDF

Sitrep. ALPHA.	Oct 140530 hrs 1 Section sir own tps laid ambush on rd Guthuma-Parsuram (SQ 6362 M/S 79 M/8). No contact made and own tps returned.
BRAVO.	Own 1 pi fighting Patrol contacle en at Kolapara (SQ 6262 M/S 79 M/8) on Oct 142300 hrs. Exchange of fire carried for half an hr. En cas not cfm. Own tps returned safe.
CHARLIE	Oct 142000 hrs own mine laying Party of 3 MF laid M-16 mines on en Patrol route behined Guthuma BOP (SQ 6460 M/S 79 M/8) and returned safe.
DELTA	En reinforced Parshuram Belonia with more tps and two tanks. BSF and friendly forces alert.

Sd/-Illegible
CAPT
15/10/71

* * * * *

Pri NR 3/15 GR-37

Fm :- Sub Sector 'A'
To :- HQ Sector 1

No :- Sitrep 65. Secret. One PL fighting Patrol Contaced en at Kola Para SQ 6262 M/S 79 M/8. Hy Exchange of fire was carried out for half an hour at 142300 hrs. En cas not known. Own tps returned safely.

R/1155 N.N.Chy
15/10/71

* * * * *

Pri NR 4/15 15100
RG-30

Fm :- Sub Sector A
To :- HQ Sector 1

No :- Sitrep No 66. Secret. Mine laying Party of 3 ors lay M-16 Mine on en Patrol route behind Guthuma BOP gr SQ 6460 M/S 79 M/8 at 142000 hrs. Own tps returned safely.

R/1147 N. N. Chy
15/10/71

SECRET

Copy of HQ Delta Sector Itr No. 200I/A/D/GS(C)ps) of 11 Oct 71, addsd to all Sectors.

* * * * *

Subject:- Situation Reports.

1. It has been observed that inspite of repeated instrs sitreps are neither being completed properly nor detailed info is being submitted. Incomplete info unnecessarily creates extra paper work and delay in submission of sitreps to higher HQ.

2. Following info will invariably be incl while reporting incidents in the sitrep:-
   a. No of rounds fired by own arty as well as enemy.
   b. Duration of fire.

c. Type of arty/ mor fire.
d. cas to both sides.
e. Source of info about enemy cas.
f. While reflecting mov of vehs, direction, approx no and type of veh, date and time will invariably be incl.
g. Correct grid refs.
h. Induction details such as, no inducted on a particular date, parmanently or temporarily and total no inducted so far.

3. Sitreps are being received invariably late. It will be ensured that sitreps are handed over well in time to the sig centre/this HQ.

Sd/- xxx
(BS
RATHEE)
Capt
GSO-3
For Comdr

C'ontd.

* * * * *

HQ No. 1 Sector
Bangladesh Forces
No. 101/1/171/GS (Ops)
16 Oct 71

To :- All Sub Sectors
Subject:- As above.

Copy of above is fwd for future guidance please.

Sd/- ****
Capt
Adjt
(MD. ENAMU HOQ CHOWDHURY)

Majid 16/10/71

SECRET

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 171745 SECRET
G-0554

FROM :- HQ 1 SECTOR
TO HQ DELTA SECTOR

ONE. En repaired rly br demolished between DHUM and MUHURIGANJ and one train plying at a very slow speed. TWO seven Razakars at SITAKUNDA surrendered to us in Sub Sector 2. THREE. Request arrange pack ration 500 rpted 500. LMGs minimum 6 RPTD 6. Time pencils.

Sd/-Illegible
101/1/GS (Ops) CAPT
17/10/71

* * * * *

NR 4/17 -O- 171600 GR-55

Fm:- Rafiq
To:- Enam

No :- G-1090. Secret. Pass the fol Msg to Delta Sector. One En repaired Rly BR Demolished between Dhum and Mhurigonj and one Train plying at a very slow speed. Two Seven Razakars of Sitakunda surrendered to us in Sub Sector two. Three. Request arrange Pack Rat 500. LMG's minimum six. Time pencils.

TOR Sd/-Illegible
1640 17.10.71

* * * * *

MSG FORM

DTG
From:- Sector 1171115
To:- Control Room SECRET
Info:- Ech HQ BDF G-055

Sitrep. Alpha. On 26 Sep at 0600 hrs FF stopped one EPRTC bus in front of CTG new market (Bepani Bitan). Req passengers to get down on Pistol point. When they debus own Guerilla lit the fire cmm the bus completely burned.

Bravo. On 06 Oct ni IT burned one PIA passenger bus in front of PIA office of CTG.

Fole No 101/I/GS (Ops) dt 17-10.71

Sp/-Illegible
Capt
17/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
Pri 171115
From:- Sector 1 SECRET
To:- Control Room G-0552
Info :- Ech HQ BDF

Sitrep. After a raid on en posn in Chhaygharia (GR-740367 M/S 79 N/9) fol items recovered from en bunkers. One Steel Helment one, Rangers badge one. A/tk mines four. Anti pers mines 8. Offrs mess acct register one. One photo Album with indl photos. Kit inventory one. Issue vouchers. Large no. of private letters written in urdu. Name of 53 Bde offrs stationed in CTG cantt confirmed and found in the mess register. All these are being sent to you soon after proper scrutiny=

Fill No. l()l/l/GS(Ops) dt 17-10-71

Sd/-Illegible
Capt
17/10/71

NR 1/17 -O- 171800 GR-63

Fm :- Sub Sector "A"
To :- HQ Sector No 1

No :- Sitrep 68. Secret. One Section own TPS lay in ambush at Guthuma north GR 649607 M/S 71 M/8 on 15/10/71 at 0445 hrs. About 0530 hrs four Pak TPS came out from bunker. At that time our LMG man opened fire including two Rifle men. Distance was 250 yds from bunker. Four Pak TPS killed. Pak TPS opened fire from all bunkers. Our TPS withdrew safely.

TOR Bismiliah
1900 17.10.71

* * * * *

NR 1/17 -O- DTO GR-27
171030

Fm :- "D" Sector
To :- HQ Sector No 1

No nil. Secret. For sector Imam. Report of Sultan not received. Forward immediately. Info CO in Sub sec-2

R/1120 Sd/-Illegible
N. N.Chy 17/10/71
17/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

DTG
171745
FROM HQ NO 1 SECTOR SECRET
TO :- SUB SECTOR BRAVO G-0553

For CO. D Sector no nil of date reproduced. QUOTE. For Sector Imam. Report of Sultan not received. Forward immediately. UNQUOTE.

File No. 101/1/GS (Ops) Sd/Illegible
CAPT
17/10/71

* * * * *

S/17 172025 GR-16

Fm :- Co Sector No 1
To :- Sector No 1

No:- G-1091. Secret. Your Sig no G 0553 of date ref. Find out from HQ. Report already submitted.

TOR A. Mannan
2140 17/10/71

* * * * *

NR 5/18 -O- DTO GR-75
181510

Fm:-Sub Sector "B"
To :- HQ Sector No 1

No :- G-1096, Secret. Sitrep 28. Own 3 inch nior sec fired on En Iocs at 1600 hrs on 15 Oct 71 at 3 different places named Ballavpur SQ 7435 CMM Darogahat SQ 7335 and Chaygharia at 7436 map 79 N/9. En cas got confirmed. By Public. Pak Tp killed in Ballavpur. 1 Pak TP CMM 3 Pak TPS injured in Darogahat. 1 Pak and 2 Razakars killed in Chaygharia.

TOR A Mannan
1545 17.10.71

* * * * *

NR 6/18 -O- DTO GR-65
181515

Fm Sub Scctor "B"
To HQ Sector No 1

No G-1097. Secret. Sitrep 29. Two hundred more Pak regular TPS got concentrated around Chagalnaiya P.S. SQ 7042 Map 79 M/12 next day after 15 Oct attk on Chagalnaiya BOP. Public brought this info that ens were supposed to bring 1200 regular TPS on the border but they have brought 200 only. This is better in one respect that some other places got releaved.

TOR A. Mannan
1555 17.10.71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG : 18 SECRET
FROM :- HQ NO 1 SECTOR G-
TO CONTROL ROOM
INFO :- ECH HQ BDF

Sitrep. ALPHA. Own 3 inch Mor Sec fired En Iocs on 151600 hrs at 3 different places named Ballavpur SQ 7435 CMM Darogahat SQ 7335 and Chagalnaiya SQ 7436 M/S 79 N/9. En cas confirmed by public. 1 Pak tp killed in Ballavpur. 1 Pak tp killed and 3 Pak tps injured in Darogahat. 1 Pak tp and 2 Razakars killed in Chagalnaiya.

BRAVO. Attack on Chagalnaiya BOP SQ 7341 M/S 79 N/9 with five SP Plant at 1730 hrs on Oct 15. Own cas. Seven injured when own arty shells landed on MF attacking Coy. En cas not known.

CHARLIE. En brought some reinforcement on 16 Oct from Feni to Chagalnaiya.
lQl/l/GS(Ops)

Sd/Illegible
Capt
18/10/71

* * * * *

NR 2/18 -O- DTO
181430
C.R-45

Fm :- Sub Sector "A"
To Sector No 1

No Sitrep 69. Secret. I Sec lay ambush at 170530 in cast Debpur GR 692501 M/S 79 A/12. Contact was made at 0530 hrs. En cas not known. One 19351 Sep Amjad Ali was seriously wounded by en LMG brush. He had been evacuated to Agartala hospital.

TOR/1920
Bismiliah.

Sd/-Illegible
18/10/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG:181030 SECRET
From :- HQ 1 Sector G-0555
To:- Control Room
Info:- Ech HQ BDF
CO No. 1 Sector

Sitrep. On Oct 150445 hrs cmm own tps one section laid ambush at Guthuma north GR-649607 M/S 79 M/8. At 0530 hrs four Pak tps came out from bunker. Own tps opened fire with one LMG & rifles. Four Pak tps killed. Pak tps opened fire from other bunkers. Own tps returned sefe

Sd/-Illegible
10l/l/GS(Ops) Capt
18/10/71

* * * * *

NR 3/18 -O- 181615 GR-64

Fm:-Sub Sector No 'A'
To :- HQ Sector No I

No Sitrep 70. Secret. 2 PL own tps kept BOP Guthuma GR 650610 MS 79 M/8. Besieged from three sides 50 Rds of MF was carried out on BOP. Exchange of fire carried out for half an hour. Heavy en cas expected. 2 of own tps were wounded. One 3941527 Sep A. Latif died in Belonia hospital. Buried in village Kalikapur. A brave tiger soldier details will follow.

TOR/1910 Bismiliah
18/10/71

* * * * *

NR 4/18 -O- 181335 GR-138

Fm :- Sub Sector
To :- HQ Sector No-1

No :- G-I095, Secret. Sitrep 27. One coy of MF attacked Chagalnaiya BOP SQ 7341 with very big fire sp plant at 1730 hrs on 15 Oct 71. En repulsed with last of his resort. Own tps could reach upto one corner of the BOP. En started shelling tremendously on own as well as their tps even. Both en as well as own tps left the BOP under en and own shillings. En reoccupied the stealthily at dead of ni. Here also we fail to occupy this BOP. This was first attk on this on post by own tps along with friendly fire sp. En cas. Not Known. Own cas. Seven wounded by shell splinters out of them four were seriously injured. All of them evac to

Udaypur ads. The rest of all O. K.

TOR A. Mannan
1400 19/10/71

* * * * *

<u>MSG FORM</u>

From :- Sector I DTG
To Sub Sector 'A' 191139
SECRET
G-0557

Your Sitrep 70 of 18 Oct. Furnish date and time of occurrence immediately.

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 19-10-71 Capt
19/10/71

* * * * *

MSG FORM

From : - Sector 1	DTG
To :- Control Room	201310
Info Ech HQ BDF	SECRET
CO of Sector 1	G-0559

Sitrep. Alpha. On 16 Oct at 2300 hrs MF laid ambush with a sec str on track in the vill Jagannath Sonapur (Sq-7633 M/S 76 N/9). En ptl of a sec str appeared before own ambush party. Own tps opened up with small arms cmm automatics and 2 inch mor. En opened up with MMG and HMG from West Alinagar def (Sq-7632 M/S 79 N/9). En cas cfm by civ next day. 2 reg tps and 2 Razakars killed cmm 3 Razakars injured.

Bravo. On 18 Oct at 0430 hrs MF raided en def at vill Matua (Sq-7142 M/S 79 M/12) and killed 2 Pak tps and 5 Razakars. 3 Razakars injured. En took dead bodies cmm injured pers and ran away leaving house and bunkers.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 19-10-71

Sd/-Illegible
Capt
19/10/71

* * * * *

NR2/19 -O- 191320 GR-95

Fm :- Sub Sector B'
To :- HQ Sector 1

No :- G-1099. Secret. Sitrep 30. MF laid ambush with a sec str on track in the vill Jagannath Sonapur SQ 7633 M/76 N/9 at 2300 hrs on ni Oct 71. En ptl of a section str appeared before own ambush Party at 0015 hrs on 17 Oct 71. Own tps opened up with small arms, automatics and 2 inch mor. En opened up with M.M.G. and H.M.G. also from Pachim Alinagar def SQ 7632. En cas confirmed by civ next day. Two reg tps and three Razakars killed, three Razakars wounded.

R/1340

A. Mannan
19/10/71

OPS NR 6/19 GR-63
191525

Fm :- Sub Sector B
To HQ Sector 1

No :- G-l 103. Secret. Sitrep 32. MF raided en def in vill Matua SQ 7142 M/79 M/12 by two see's on en one sec at 0430 hrs on 18 Oct 71. Own tps killed 2 (two) Pak tps and 5 (five) Razakars and 3 (three) wounded. The en took the dead bodies and wounded and ran away leaving the house and bunkers. Own tps could not get anything.

R/I555 A. Mannan
19/10/71

* * * * *

MSG FORM

Pri DTG
From :-Sector 1 191130
To :- Control Room SECRET
Info :- Ech HQ BDF G-0559

Sitrep. Alpha.	Own 3 inch mor sec fired on en Iocs at 1600 hrs Oct 15 at 3 different places named Ballavpur (Sq-7435 cmm Darogahat Sq-7335 and Chagalnaiya Sq-7436 M/S 79 N/9). En cas got confirmed by public. 1 Pak tp killed in Ballavpur. 1 Pak tp killed and 3 Pak tps injured in Darogahat. 1 Pak tp and 3 Razakars killed in Chagalnaiya.
Bravo.	Attack Chagalnaiya BOP (Sq-7341 M/S 79 N/9) with fire SP plan at 1730 hrs on Oct 15 failed. Shelling on own as well as their tps. Own cas. Seven in jured when own Arty shells landed on MF attacking Coy En cas not known.
Charlie.	En brought some re-enforcement on 16 Oct from Feni to Chagalnailya.
Delta.	On Oct. 17 at 0530 hrs cmm own 1 Sec laid ambush in East Debpur (GR-692501 M/S 79 M/12). En was contacted immediately but their cas not yet cfm. Own cas. 1 seriously wounded.

Sd/Il legible
File No. 101/1/GS (Ops)dt 19-10-71 Capt
19/10/71

NR1/20 200600
GR-17

Fm :- Sub Sector 2
To:- HQ Sector 1

No :- Sitrep 71. Secret. Ref our sig setrep 70. 10 (ten) Pak tps and Razakars killed. 7 (Seven) wounded. News Confirmed.

R/0735 A. Mannan
20/10/71

* * * * *

Priority NR 2/20 DTG GR-50
200625

Fm :- Suh Sector *A'
To:- HQ Sector No 1

No Sitrep 72. Secret. A section strength patrol of own tps chased out a Razakar gr of the while laying mines at GR-636623 M/S 79 M/8 at 191000 hrs. The Razakars left behind four a/p mines and two grenades which were recovered by own tps. The mines are of Indian origin.

R/0745 N. N. Chy
20/10/71

* * * * *

MSG FORM

From : Sector 1 DTG
To : Control Room 201300
Info : Ech HQ BDF SECRET
CO of Sector 1 G-0558

Sitrep. Sub para Bravo of our G-0556 of 19 Oct. Cfm from public that 10 rptd 10 Pak tps incl Razakars killed and 7 rptd 7 wounded.

Sd/-Illegible
File No. 101/I/GS (Ops) dt 20-10-71 Capt
20/10/71

OPS	NR 2/20	DTG 201630	GR-4

Fm : Sub Sector 'C'
To : HQ Sector 1

No G-0516. Secret. N/Sub Hefiz for LT Farooq. Capt Maksing came here at 1600 hrs. Told us not to operate in this area. They threatened us if Pak TPS opens fire on BSF post BSF will fire on us. They only want reccee report. Further instructions solicited.

101/1/GS (Ops) Sd/-Illegible
TOR 20/11/71
1845

* * * * *

NR 5/20	-O-	201700	GR-15

Fm :- Sub Sector *A'
To :- HQ Sector No 1

No :- B-118. Secret. Ref your sig G-0557 of date. Date and time of occurrence 180630 hrs.

TOR
1940 N. N. Chowdhury
101/I/Gs (O) 20.10.71

* * * * *

<u>MSG FORM</u>

From :- Sector 1 DTG
To :- Control Room 211300
Info :- Ech HQ BDF SECRET
CO of Sector 1 G-0560

Sitrep. On 180630 hrs MFof 2 PI str kept BOP Guthuma (GR-650610 M/S 79 M/8) besieged from three sides. 50 rds mor shells fired on BOP. Exchange of fire continued for half an hr. En cas. 10 Pak tps incl Razakars killed and 7 wounded. Own cas. 2 seriously injured 1 of them died in Belonia hasp. OurG-0558 of Oct 20 treated cancelled.

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 21-10-71 Capt
21/10/71

OPS NR 4/21 211900

GR-74

Fm :- Sub Sector 'A'
To:- HQ Sector 1

No Sitrep 73. Secret. Own tps ambushed in a patrol at Amjad Nagar GR-633655 M/S 79 M/8 at 1030 hrs this morning. One Pak tp 5 Razakars lay dead on the Rly track and one escaped wounded. En opened up with MMG and two inch mor. Own tps withdrew safely. OPS earned out by Hav Imam. A second ambush laid at will Ketranga GR-666595 M/S 79 M/8 own tps 1 Sec. No contact made. Own tps withdrawn.

R/2300 N. N Chy
21/10/71

* * * * *

Pri NR 5/21
Fm :- Sub Sector ‘A’ GR-43
To : HQ No 1 Sector

No :- Sitrep 74. Secret. En blew off culvert at GR-664652 M/S 79 M/8 and laid up mines on Rd to Amjadnagar. Own tps breached 5 mines all of Indian origin. Int report received en has seventy men trained in Parashuram for such sabotage work.

R/2325 N.N.Chy
21/10/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
Fm:- Sector 1 221135
To:- Control Room SECRET
Info :- Ech HQ BDP G-0564

Sitrep. Alpha. A sec str patrol of own tps chased out a Razakar gp of ten while laying mines at GR-636623 M/S 79 M/8 on 191000 hrs, Razakars left belling four a/p mines and two gren which were recovered by own tps. The mines are Indian origin.

Bravo. En blew off culvert at GR-664652 M/S 79 M/8 and laid up mines on rd to Amjadnagar. Own tps breached 5 mines which are Indian origin. Int report received en has seventy men trained at Parshuram for such sabotage work.

Sd/Illegible
Capt
22/10/71

File No. 101/1/GS (Ops) dt 22-10-71

Z NR 93 GR-28

5590

20/10/71

To:- HQ SECTOR No 1

Fm:-SUB SECTOR No 5

G/0001

Fight with Mizo and Chakma at Ram Sarabari gr-075584 M/S 79 M/16 on 16 Oct.. Str 20. 9 (9) Killed 5 (5) injured.

TOR/WT/0836/20 Sd/-Illegible

0900/19 22/10/71

* * * * *

NR 1/22 -O- 221700

GR-200

Fm :- Sub Sector kB'

To:- HQ Sector 1

No :- G-1108. Secret. Sitrep 33. MF laid an ambush near En def loc at Mridhyar Bazar SQ 6945 Map 79 M/12 at 1000 hrs on 21 Oct 71 with a PL Str of reg tps and a PL Str of FFs. An offr in civ came by a rickshaw from Chandgazi to meet his tps there when own tps in ambush opened up with all small arms cmm autos and 2 inch mor. A sec of own tps and ffs took posn in the vill Dakshin Jashpur SQ 7045 as a cut off Party of main ambush team. When exch of fire was continuing between En and own ambush party cmm En sent a PL of reg tps from Chhagalnaiya through vill Dakshin Jashpur to cut own ambush team. God's merchy with us that En's Second PL was hit by own cut off party. En cas. Offr was killed on the spot along with 5 tps by own ambush team and 7 killed by cut off party at Dakshin Jashpur. The public Co-operated a lot and brought info that the en dead bodies were carried by bullock cart and offr dead body over head. The public were too glad after that op.

R/1915 N.N. Chy

22/10/71

Z NR 90 GR-20

5591
20/10/71

To :- HQ Scctor No 1
Fm Sub Sector No 5

Our G-0001 Oct 19. They killed 1(1) civilian and 3(3) injured with sten and doa at home. Civilian under treatment at Sle hospital.

TOR/0842/20 Sd/-Illegible
1000/19 22/10/71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 221430 SECRET
FROM HQ 1 SECTOR G-0567
TO :- CONTROL ROOM
INFOECH HQ BDF

Sitrep. On Oct 21 at 1100 hrs own tps str of eight ambushed Baro Fanua GR-852323 M/S 79 N/9 in a hill pass. When en came in a body to clean passway own tps opened fire. En cas. One Pak army offr and 7 Pak tps killed. Four LMG magazines with 200 POF rounds captured. Own cas nil.

Sd/-Illegible
Capt
22/10/71

* * * * *

NR 1/22 -O- GR-82
22100

Fm :- Sub sector No 3
To :- HQ Sector No 1

No :- G-0505. Sector. Your G-0562 of date. GR No 852323 M/S No 79 N/9 place Baro Panua. According to our Party report en cas 8 including one capt. En conversation heard by Cpl Bhy confirmed the cas to be 17 including one Rjkr. Items captured are LMG MMG 8 CMM Rif 303 rds-200 and a pair of civil shoes. The MMG and shoes already sent to your HQ through Cpl Bhy and party. CPL Bhy returned safely after the EP withdrawn from ambush.

TOR A. Mannan
1155 22-10-71

NR 3/22 -O- GR-33
222000

Fm :- Sub Sector *C (3)
To : HQ Sector No 1

No :- G-0506. Secret. Sitrep. One Section (15 men) ambushed on road between Andhermanik and Nalua garden (GR 8635 CMM M/S 79) from 220400 to 221200 hrs but finding on tgt returned at 221330 hrs.

TOR/2045 N. N. Chowdhury
22-10-71

* * * * *

NR 2/22 OPS 221130
GR-45

Fm :- Sub Sector 'C'
To :- Sector HQ 1

No :- Sitrep No 75. Secret. Own on LMG gip ambushed two rickshaws carrying Pak tps from Amjad Hat to Chandgazi at GR-685-485 MS 79 M/12 on 211230. Three Pak tps were killed. Own tps returned safely. Alauddin GR FF also one Razakar at Amjad Hat on the same day.

TOR/2210 A. Mannan
22/10/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG : 231800 SECRET
G-0569

From :- HQ 1 Sector
To:- Control Room
INFO :- Ech HQ BDF

Sitrep. MF ambushed two rickshaws carrying Pak tps from Amjad Hat to Chandgazi at GR-685458 M/S 79 M/12 on 211230. Three Pak tps killed. Own cas nill.

Sd/-Illegible
101/1/GS CAPT
23/10/71

MSG FORM

DTG

From:- Sector I 261330
To :- Control Room SECRET
Info :-Ech HQ BDF G-0574

Sitrep. Alpha. No. 17 Razakar Mohd Zahirul Islam infiltrated India at 2330 hrs Oct 21 with a sec str with a view to blow up culvert on rd Samargonj Nalua (Sq-7344 M/S 79 M/12 and did partially damage to that. Next morning said Razakar came to check extent of damage caused to culvert and caught red handed.

Bravo. One Razakar Surrendered on Oct 23-

Sd/-Illegible
Capt
26/10/71

File No. 101/1/GS (Ops) dt 26-10-71

* * * * *

NR 3/26 -O- DTG GR-35
263805

Fm :- Sub Sector B
To :- HQ Sector No 1

No G-1112. Secret. Sitrep 35. No 416978 Razakar Mujibul Hoq of Feni surrendered to a gp of own FFs on 23 Oct 71 now under my custody. Trying to make a Razakar PL as you can not produce me trained tps.

TOR N.N. Chy
945 26/10/71

* * * * *

NR 2/27	-O-	DTO 272000	GR-72

Fm :- Sub Sector 'A'
ToHQ Sector No 1

No:- Sitrep 76. Secret. Own tps laid ambush near Guthuma BOP GR 655607. M/S 79 M/8 SQ 274431 hrs. 2 PL sentries on a bunker were fired upon with an LMG brush from about 254 yds. 1 was killed on the spot. Own tps returned safely. A recee patrol also killed on Razakar of Haripur GR-695575 M/S 79 M/12 at 270900 hrs when a gr of 5 Razakars came to harass the public on the border.

TOR/2150

M. Bismiliah
27-10-71

P-1

G. R. P. Habibur Rahman
No :-813
Rifle-1 No 7808
Bullet-55
Dress-1 Shirt
Belt-1 (one)
Bell plat 1 (one)
Cap-1 (one)
EPRP-one pair
Cap Bas-one

The above mentioned things were taken by 1. Mr. Abul Hussain (Pt commander G-2) and 2. Mr Zafar Ahamed from Habibur Rahman GRP no 813.

Jafar Ahmed G.U. 2.
28/10/71

*　　*　　*　　*　　*

MSG FORM

From :- Sector 1 DTG
To :- Control Room 280910
Info :- Ech HQ BDF SECRET
CO of Sector 1 G-0576

Sitrep. On 270900 hrs own tps laid ambush near Guthuma (GR-655607 M/S 79 M/8). 2 en sentries on a bunker came under our LMG brush from 258 yds. I died on the spot. Own tps returned safely. A recce patrol also killed one Razakar of Haripur (GR-695575 M/S 79 M/12) when a Gp of 5 Razakars came to harass public on border.

Sd/Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 28-10-71 Capt
28/10/71

* * * * *

Z NR 162 GR-40
5624
To :- HQ SECTOR 1 30/10/71
INFO MIRZA MANSUR SB M.P.A. (Harina)
FM. RAMGARH GROUP

Guerill operation. (A) 29/10/71- captured one Pak spy and H/over to B.S.F. Camp JALAYA on 23/10/71 by our party. (B) We raided at Pak moveable camp near Gunti. Destroyed the position and defense, killed two Razakars and captured 20 cows. One cycle. E. 303 L.G. catrage.

TOR/WI
0835/30 Sd/-Illegible
1700/29 30/10/71

* * * * *

NR 2/05 -O- 051430/NON
GR-76

Fm : Sub Sector ՙC”
To :- HQ Sector No 1
No. G-0509. Secret. Sitrep.

A. Andhermanik BOP GR 851359 M/S 78 N/9
B. 050300.
C. Eleven.
D. Our Party raided BOP and exchanged fire for about 30 minutes.
E. Not known.
F. Nil.
G. En was completely harassed and continued firing all around for rest of the night. Party had to withdraw.
H. The R/launcher and two inch mor misfired.
I. 7.62 ammo expended 233.
J. 303 Balls exp 84.
K. 2 inch Mor HE 3.
L. Rocket 73 MM 2.

TOR 1555/05 Sd/-Illegible
9/11/71

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG SECRET
061220 G-0592

From :- HQ 1 Sector
To:- Control Room
INFO :- Ech HQ BDF
Co I Sector

Sitrep: ALPHA. On 5 Nov 0300 hrs own one sec raided Andhermanik BOP (GR 851359 M/S 78 N/9). Fire continued for 30 mins. En cas not yet cfm Own tps returned safe.

BRAVO: Own RL and 2 inch mor misfired.

CHARLIE. Ammo expended. ONE. 7.62 qty 233 (233) TWO. 303 qty 84 (84). THREE. 2 inch Mor qty 3 (3). FOUR. Rocket 73 MM qty 2 (2).

Sd/-Illegible
CAPT
7/10/71

NR 1/07 -O- 071000 GR-84

Fm :- 'D' Sector
To : Sub sector two/three/four

No :- 0-2067. Secret. Sitreps. Whenever weapons equipment captured by F.F. Cmm MF and sector tps. Request reporting sitrep weapons equipment inside BD or with sector. In case weapons with sector forward them this HQ with sitreps.

R-1355

N. N. Chy
07/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG

From:-Sector I 071140
To :- HQ Delta Sector SECRET
Info :- Ech HQ BDF G-0751

Chhagalnaiya cmm Rezumia all under occupation of own forces. One PRC-10 wrls set captured in Chhagalnaiya operation-

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 7/12/71 Flg/Offr
7/12/71

* * * * *

Sub sector 1
BDF/1001/SS1
Dated 4th Nov. 71

To:-HQ No. 1 Sector
Sub:- Razakar

1. Madu Miah S/O. late Salimuddin vill Baor Pathar P.O. & PS Parsuram Dist. Noakhali is sent herewith was arrested at 0600 hrs on 27th Oct. 1971 from his own house. The man is an enemy agent and his house was a Base for Razakars and he himself is a notorious Razakar.

101/1 /GS (Ops) (In) Sd/Illegible
4/11/71 4/11/71
Comd Sub Sector 1

MSG FORM

DTG

From :-Sector 1 — 091210
To:-Delta Sector — SECRET
Info : Ech HQ BDF — G-0599

Razakar Madu Miah S/O L. Salim Uddin captured by own tps at his own house on 27 Oct and now udner custody. Request advise further action-

Sd/-Illegible
File No. 101/1/Gs (Ops) (Out) dt 9/11/71 — Capt
9/11/71

* * * * *

OPS 2/11 111715 GR-047

Fm :- D/SECTOR
To :- SECTOR No 1

No :-1-1032. SECRET. Your G-0599 Nov. 09. Intimate Loc where Razakars now. If in your Loc interrogation to be arranged

R/2145 — N.N. Chy
11/11/71

* * * * *

To
Commanding Officer
H. Q. No 1 sector BDF

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত দুই জন পাকিস্তানী রাজাকার চলতি মাসের ৩ তারিখ আমাদের এলাকা গ্রামঃ ভোমখালী ডাকঘরঃ কদম আলী থানাঃ মিরশ্বরাই স্বেচ্ছায় আমাদের (গ্রপ নং-৫৯) কাছে আত্নসমর্পন করেছেন। আত্নসমর্পণকালে তাদের কাছে ছিল, ২ টা রাইফেল নং-১৫৭৩৮ এবং নং ৪১৯৪ ও ৮০ টি বুলেট। রাইফেল গুলি এখন আমাদের (গ্রুপ নং-৫৯)-এর কমান্ডের কাছে আছে। রাইফেল সঙ্গে আনা নিরাপদ নয় তাই আনি নাই। উক্ত রাজাকাররা ৩ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে মিরশ্বরাই থানায় নিয়মিতভাবে কাজ করে আসছে। তাদের কাজ সন্তোসজনক ছিল। তাদের কার্যকলাপে মনে হয় তারা সর্বান্তকরণে বাংলাদেশের জন্য কাজ করে যাবে। সুতরাং আশা করি মহাশয় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। আবুল কালাম, পিং- জান মিয়া — গ্রাম: মহাদেবপুর ডাকঘর : সীতাকুন্ডু, জিলা : চট্রগ্রাম
২। নুর আহাম্মদ, পিং- আলী আহাম্মদ — ঠিকানা : ঐ

□□/-শাহ আলম
মোহাং শাহ আলম
গ্রুপ নং-৫৯

NR 2/11 -O- 111230

GR-99

Fm :- Sub Sector 'C”

To :- Sector No 1

No :- G-0515. Secret. Sitrep. A. GR8624 ambush on RGR Kararhat Rd M/S 79 N/9. B. 081700 hrs. C. 3. D. Party waiting to kill or when unsuccessful on en patrol from 20 yds dist. E. 4 killed No injury. F. Nil. G. En tps from Kaila opened fire on the Party and due to limited arms and men they had to withdrew. H. As 3 of the four grenades did not burst ambush was partially unsuccessful and hence no sign of action could be brought. I. 9 MM expended 46. J. 7.62 expended 65. K. Grenade expended 4.

TOR

1400 Bismiliah

11-11-71

* * * * *

NR 4/11 -O- 111300

GR-120

Fm :- Sub sector ‘C’’

To :- HQ sector 1

No :- G-0513. Secret. A Counter from 150 yds attack on Andher manik BOP GR 851359 M/79 N/9. B. 110540. C. 27. D. En BOP was raided from 3 sides when they were relaxing in the morning. E. 10 killed injury not known. F. Nil. G. In a winter morning some en sitting in the sun on bunkers and some were relaxing. N. Otherwise we opened fire. Two bunkers fitted with MG. Were directly hit where MG 1 & MG 2 have been killed and those bunkers could not fire. Casualties were clearly seen in broad day light. Party had to withdrew as 2 inch mor and R/L did not fire at all. I. 303 Expended 58. J. 7.62 expended 251.

R/1715 Mannan Chy

11/1171

* * * * *

NR 3/11 -O- 111300
GR-79

Fm :- Sub Sector 'B'
To :- Sector No 1

No G-0512. Secret. Sitrep. A. Raid on Bagan Bazar BOP SQ 8935 M/S 79/9 from 154 yds distance. B. 102300 hrs. C. 9. D. Our Party opended fire on en bunkers and after few brushes of LMG withdrawan. E. Not known. F. Nil. G. En was totally afraid and continued firing for whole night. H. As en opened fire by MG and LMG from two sides Party had to cross upto border for escape. L 303 expended 146. J. 7.62 expended 229.

TOR/1500 N. N. Chy
11-11-71

* * * * *

MSG FORM

From:- Sector 1 DTG
To :- Delta Sector 111640
Info :- Ech HQ BDF SECRET
Co 1 Sector (Sub Sector 'A') G-0603

Sitrep. Alpha. On 081700 hrs own party of 3 ambushed on Ramgarh Karerhat rd (Sq- 8624 M/S 79 N/9). Own tps opened fire on en patrol from 20 yds distance. En cas. 4 killed. Own tps returned safe. Ammo expenditure. 7.62 qty 65. 6 MM qty 46. Gren qty 4 (3 not burst).

Bravo. On 10 Nov at 2300 hrs cmm own party consisting of 9 raided Baganbazar BOP (Sq-8935 M/S 79 N/9) and opened fire on en bunkers from 154 yds distance. Own party withdrew after few mins firing. En cas not cfm. En continued firing for rest of the ni. Ammo expendi ture. 303 qty 146 and 7.62 qty 229-

Sd/-Illegible
Capt
11/11/71

File No. 101/1/GS (Ops) (Out) dt 11-11-71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE SECRET
From :- HQ 1 Sector DTG: 110745 G-0604
To:- Control Room
Info :- Ecli HQ BDF
CO 1 Sector

Sitrep. On 110540 own tps consisting 27 raided Andhermanik BOP (GP 851359 M/S M/79 N/9) from three sides. En tps were relaxing in morning sun on bunkers when own tps opened fire. En cas. 12 killed including 2 MG men. Cas seen in broad day light. Own cas nil Own 2 inch mor and RL did not work at all. Ammo expenditure. 303 qty 58 7.62 qty 251

101/1/GS (Ops) Sd/-Illegible
Capt
11/11/71

* * * * *

MSG FORM

From :- Sector 1 DTG
To :-Delta Sector 110920
Info Ech HQ BDF SECRET
CO 1 Sector (Sub Sector 1) G-060I

Sitrep . On 03 Nov two Razakars Abul Kalam and Nur Ahmed surrendered to our FF inside BD and now under custody. Request advise further action-

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) (Out) dt 11-11-71 Capt
11/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
From :- Sector 1121945
To :- Delta Sector SECRET
Info :- Ech HQ BDF G-0605
CO 1 Sector (Sub Sector 1)

Sitrep. On 07 Nov 4 Razakars named Nuruzzaman cmm Abul Khair cmm Mafizur Rahman and Ear Ahmed captured at FDL and under custody this HQ-

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) (Out) dt 12-11-71 Capt
12/11/71

* * * * *

MAG FORM

From:- Sector 1 DTG
To:- Delta Sector 121945
Info :- Ech HQ BDF SECRET
CO I Sector (Sub Sector 1) G-0606

Sitrep. Alpha. At 120700 hrs own party of 16 MF laid ambush in Chamlashia area (Sq-7932 M/S 79 N/9). When at 121000 hrs en patrol consisting 16 tps approached own ambush party cmm they opened fire. Bn cas. 7 (Seven) killed and I injured. Own tps returned safe.

Bravo. Own tps captured the injured one who died on the way. Dead body brought this HQ and being disposed off. Also captured one rifle 303. Two 303 LMG MAGAZINES.

Charlie. Ammo expended. 303 balls qty 300 cmm 7.62 qty 1000 cmm 2 inch mor qty 6 and gren qty 4.

Sd/-Illegible
File No. 101/1/GS (Ops) (Out) dt 12-11-71 Capt
12/11/71

<u>SECRET</u>

Sub Sector 1
BDF/1001 SS 1
Dated 8th Nov. 71

To :- HQ No. I Sector
Sub :- Razakars
1. The u/m Razakars captured at FDL on 7-11-71

a. Nuruzzaman
S/O-Mantaz Mia
Vill Char Sabiari
P. O Kazir Hat
P.S. Sonagazi
Dist Noakhali

b Abul Kahir
S/O Noor Mia
Vill: Char Sabiari
P. O Kazir Hal
P. S Sonagazi
Dist Noakhali

c. Mofizur Rahman
S/0 Sheik Ahmed
Vill Seder Khil
P.O Kazir Hat
P S Sonagazi
Dist Noakhali

2. They are sent to you for nec action

S/d-Illegible
Comd Sub Sector-1
8/11/71

Sub Sector 1
No BDF/I001/SS 1
Dated 12 Nov 71

To : HQ Sector 1
Sub:- Razakar

1. The undermentioned Razakar is sent to you for nec action
   Ear Ahmd
   S/O. Late Zenu Mia Mazumder
   Vill. Anantapur
   P. O. Parshuram
   P. S. Parshuram
   Dist. Noakhali

Sd/-Illegible
12/11/71
Comd Sub Sector-1

* * * * *

Y NR1/12 DTG
<u>Emergency</u> 121400
GR-20

Fm: - Sub Sector "C"
To:-Sector HQ No.l

No. G-0515. TOP Secret, One dead body of en offr brought where. Send TPT within half an hour. Detail reports will follow.

TOR Sd/-II legible
1540 12-11-71

* * * * *

HQ Sub Secior C
Bangladesh Forces
101/1 /GS/OPS/4/CS S
Dated 12/11/71

To:- HQ No 1 Sector
Sub:- SITUATION REPORT
Our signal no G-0515 dt. 12.11.71 refers

Our Harbatali platoon ambushed in Chamlashia (Bishwatilla) area GR. 7932 sqr M/S N/9 at 120700 hrs and when at about 121000 hrs an enemy patrol party comprising 16 soldiers approached towards them, they opened fire and killed all of them. Strength of our ambush party was 16.

They captured on dead body of an enemy officer (Mjd.), a 303 rifle, 2 303 LMG magazines, a haversack, 77 POF 303 rds and waist belt.

The enemy dead body alongwith the other captured Arms/Ammo/Eqpt are sent herewith for necessary disposal.

The credit of this gallant action goes to 2285 const Rafiqul Islam, and 3941640 sep Shaheb 3934819 sep Syedul Haq particularly 7038 779 ctn Habibur Rahman, 3932079 L/NK Majibul Haq & 2242 const Shamsul Haq in general. Hence they are recommended for award and promotion

Ammo expended by our party are, 303 bulls-300. 7.62-1000. Grenade 36. 4-2 inch mor HE-6

Sd/-Illegible
12/11/71
Comd N. S
(FAZLUR RAHMAN)

OPS NR 1/21 211000
GR-246

Fm:- Sub Sector C
To:- Sector HQ No. 1

No. G-0517. Secret, N/Sub Hafiz for Lt Farooq. Surrendered enemy Mjds. Two Bangalee Mjds employed previously at Bangan Bazar En BOP have surrendered to BSF who have handed over them to us have been kept under escort here. Individual possesses no documents/arms. Instruction for their disposal solicited.

R/1140 Sd/-ll legible
Mizan 21/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
OPS 202000
Fm :- HQ No. 1 Sector SECRET
To:- Sub Sector "C G-0711

Ref your G-05816 Nov 20. Don't go for any ops now. Further inst will be passed after the discussion with tiger.

Sd/-Illegible
F/0
File No 1()1/1/GS(0) 20/11/71

* * * * *

MSG FROM

OPS DTG-21 SECRET
From:- HQ I Sector G-
To :- Sub Sec C

Your G-0517 Nov 21. Send surrendered mjds to this HQ ASP under escort.

Sd/-Illegible
F/O
22/11/71

OPS NR 1/22 220845
GR-85

Fm: - Sub Sector B
To:- HQ Sector 1

No. G-l 145. Secret. Sitrep 36. En shelling our K/tilla def on 18 and 20 Nov. Own cas nil. Own TPS replied with 3 inch Mor and other small arms. Cfmd 2 Pak soldiers killed on 18 Nov. En hy concentrated in area Shubhapur between Joychandpur and Joypur with approx 200 Pak Soldiers/Razakars. One Capt with a PL Str engaged in Shubhapur Br. Fol Ammos expended. 3 inch Mor HE 53. 3 inch smoke 12 303 ball 8(X). 7.62 MM 500 9 mm 30.

R/9010 Sd/-Illegible
Mannan 22/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
Pri 231730
SECRET
G-0710

From:- Sector 1
To:- Sub Sector "A"

Your Sitrep 78 of date. Map ref cmm date cmm time and place of Op and mine explosion NOT mentioned. Fwd details immediately. Incomplete msg increase unnecessary correspondence. Also intimate disposal of captured pers if not sent this HQ=

Sd/-Illegible
Flg//Offr
File No 101/l/GS(Ops)dt 23-11-71 23/11/71

* * * * *

OPS NR 2/23 DTG 231540

Fm:- Sub Sector "A" GR-60
To:- HQ Sector 1

No Sitrep 78 Secret. Two Companies working will inside BD with 6th that and 14th Kumu. Ten West Pak Tps captured 22/23 injured. Few Razakars also captured. En full on back to fulghazi and Munshirhat. En shell land around Rishyamukh BSF camp but no cas. Own two MF received mine injuries incl N/Sub Ershadullah whose one leg blown off.

TOR N. N. Chy
1600 23-11/71

* * * * *

SECRET

Sub Sector 'E'
BDF
110/l/GS(Ops)
21 Nov 71

To:-— (Illegible)
Info :- HQ Sector 1

Subj: **Surrendered/Captured Razakars with Arms and Ammo.**

1. Thirteen Razakars with their arms and ammo Surrendered willingly to sec comd 3930468 Hav Bodiul Alam and the fol pers under PI comd N. Sub Khairuzzaman at 1500 hrs on 21-11-71 at Tabalchari.

No	Rank	Name Appointment
1. 393468	Hav	Bodiul Alam Sec Comd
2. " 45	Mjd	Abdul Karim
3. " 68	Mjd	Anil Kanti
4. " 48	Mjd	MD. Mustafa
5." 52	Mjd	Kabir Ahmed
6." 73	Mjd	Tazul Islam

2. The surrendered Razakars with their arms & ammo handed over to you for your further necessary action. Details of Razakars arms and ammo given as under:-

S/No	Name and Father's Name	Type of Arms	But No	Body No.	qty ammo mag no
1.	Ali Akbar s/o Nana Miah	Rifle No. 4 MK-II	197	C45692	Rds 40
2.	Mamiaj Miah s/o Jahir Ahmed	do	93	C22221	Rds 40
3.	Abul Kashem s/o. Abdul Jalil	do	105	C21695	Rds 40
4.	Abdul Rashid s/o Ashraf Ali	do	273	5C1426	Rds 40
5.	Abdul Latif s/o Nazu Miah	do	88	C27793	Rds 40
6.	Amir Hossain s/o Younus Sukani	do	168	C58370	Rds 40
7.	Ahmed Safa s/o Nasim Ali	Rifle No 4 Mk I	63	320738	Rds 20
8.	Mokter Ahmed s/o M D Hossain	do	82	B30402	Rds 40
9.	Md Hossain s/o Ali Hossain	Rifle No 4 MK II	92	C23045	Rds 40
10.	Abdul Kadir s/o Abdul Jabber	Rifle No 4 MK I	493	92-1124	Rds 40
11.	Khalilur Rahman s/o Nawab Ali	do	79	B20032	Rds 40
12.	Syed Ahmed s/o Haider Ali	Rifle No 4 MK 11	38	CI 5664	Rds 40
13.	MD Hossin s/o Fazar Ali	do	72	C27090	Rds 40
					500

Sd/- Illegible
21/11/71
S/S Comd
Sub Sirajul Hoque

SECRET

HQ No. 1 Sector
Bangladesh Forces
No. 101/1/10/GS (Ops)
23 Nov. 71

To :- Sgt Zahurul Hoque
Youth Camp Srinagar

Subject: **Capture of Razakar.**
Your ltr dated 9 Nov 71 refers.

The person who escorted Razakar Habibur Rahman to this HQ is urgently required by this office. He may be directed to report to this HQ immediately with proper pass.

Sd/- Illegible
F/O
Adjt
23/11/71
(SHAKHAWAT HK)

Majid/-

4/22 -O- 222233

GR-60

Fm: - SUB SECTOR "A"
To :- SECTOR NO 1

No:- B 211. SECRET. Your sig G-0715. NSA and NSQ left at 1430 hrs. 2 Coys are with 4. Kumu regt and 2 Zhat bn. Coy divided in PL gp. PL given to their coy and comd by friendly force offrs. Coy lannco at 1900 hrs. Today en rishahukh to BD and cutting Pak force in rear. En situation as before.

TOR Sd/Il legible
0150 23/11/71
Mannan

* * * * *

MSG FORM

DTG
231340
SECRET
From:-Sector 1 G-0719
To:- Sub Sector "A"

Your B-211 of 23 Nov is highly objectionable. It is a sure breach of security. Be careful for the future=

Sd/-llegible
Flg//Offr
File No 101/l/GS(Qps) dt 23-11-71 23/11/71

* * * * *

NR 2/24 -O- DTO
241800
FM:- SUB SECTOR "B" GR-44
TO :- HQ No 1 SECTOR

No. A-1150. SECRET. SITREP 37. MF AMBUSHED PARTY OF SDC PAK SOLDIERS SOUTH EAST OF CHAMPAK NAGAR BOP OPEN GROUND 231030 HRS. CFMD 2 PAK SOLDIERS KILLED AND 3 INJURED. OWN CAS NIL. FOL AMMO EXPENDED. 303 BALL 100 7.62 SLR 20

TOR F. KARIM
2040 24/11/71

* * * * *

P NR 3/24 DTO GR-33
242130

Fm :- Sub Sector "A"
To:-HQ Sector No 1

No :- B-215. Secret. Fnam for CO. En Vacated Fulgazi cmm Munsirhat cmm Chandgazi and full on back to feni. Many wpn cmm ammo and en captured. 181 Bde comdr wants to see you immediately.

TOR Sd/-Illegible
2238 24/11/71

* * * * *

OPS NR 2/25 251630
GR-99

Fm :- Sub Sector A
To HQ Sector 1

No :- B-217. Secret. A. Pass the fol info to D/Sector. One. Own forces in a combined ops with friendly forces occupied Chandgazi SQ 6747 Munsir Hal SQ 6050 in Belonia Pocket. MF cas nil so far. Two. info reed en thinning out from Feni. Destination not yet known. B. Send one truck to be attached with HQ K Force at Shanti Bazar by 26 morning. Loc known to own hav who had recently gone there to set my map. C. All info reed fm Ctg and other place to be passed to D/Sector and this HQ immediately. Ensure info passed regularly.

R/1800
Zahangir Sd/-Illegible
25/11/71 25/11/71

* * * * *

MESSAGE FORM

FLASH DTG : 250740 SECRET
G-0721

FROM :- HQ 1 SECTOR
TO :- CONTROL ROOM
INFO :-ECH HQ BDF
CO 1 SECTOR C/O ECH HQ BDF

Sitrep. En vacated Fulgazi GR-606565 M/S 79 M/8 CMM Munsirhat GR-599509 M/S 79 M/8 CMM Chandgazi GR-671476 M/S. 79 M/12 and full on back to Feni. Many wpn CMM ammo and en tps captured. For CO 1 Sec only. 181 bde comdr wants to see you immediately.

Sd/-Illegible
F/O
File No l()l/l/GS(Ops)dt 25-11-71 25/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
251125
From :- Sector I SECRET
To :- Control Room G-0721
Info :-Ech HQ BDF
CO Sector 1. C/O Ech HQ BDF

Sitrep. En shelled from their posn Darogahat (GR-731359 M/S 79 N/9) to own posn K/Tilla (GR-753352 M/s 79 (N/9) and Sreenagar (GR 736375 M/S 79 N/9). Own tps replied from K/Tilla to en posn Ballavpur Dighi (GR-745348) on 171700 hrs cmm Champaknagar (GR-754348) on 182200 hrs cmm Chaisharia (GR-746364) on 20-1000 and Darogahat (GR-731359) on 201600 hrs. Map sheet all 79 N/9 En cas. 2 Pak tps killed. Own cas Nill. Ammo expended 3 inch Mor HE 53, 3 inch Mor smoke 12. 303 ball 800 7.62 MM 500 9 MM 30

Sd/-Illegible
Flg//Offr
File No l()l/l/(Ops) dt 25-11-71 25/11/71

NR1/25 -O- 250725
GR-62

Fm: Sub Sector B
To:- HQ Sector 1

No.- A 1153. Secret. Your G-0716 Nov 22. Required infor ae as under. Bomb fired from own Posn K/Tilla to en posn Ballavpur Dighi GR-745348 on 171700 hrs cmm Champaknagar GR-754348 on 182200 hrs cmm Chagaria GR-746364 on 201000 hrs and Dagrogar Hat GR-701359 on 201600 hrs. Map sheet all 79 N/9. From en posn Darogar Hat GR-731359 M/S 79 N/9 Shelled 1 own posn K/Tilla and Sree Nagar.

R/0740
Mannan Sd/-Illegible
25/10/71 25/10/71

OPS NR 2/28 DTG

281025

GR-66

Fm: - Sub Sector "B"
To:- HQ-Sector, No. 1

No.- G-l 157. Secret. 21 Razakars Surrendered to FF at Chagalnaiya on 27 Nov 71 with Arms/Ammo and explosives. After surrender they were kept at your camp in Sree Nagar without informing us. Out of 21 Razakars 12 were shot on last night by the GP comd Kamal's initiative. The rest were not handed over to us and even they did not inform me. Take necessary action asp.

Sd/-Illegible
28/11/71

TOR
1100
Mizan
28/11/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
281325
SECRET
G-0730

From:- Sector 1
To: - Sub Sector "A"

Sitrep. For CO. Sub Sector "B" Sector "B" G-! 157 Nov 28 reproduced. QUOTE. 21 Razakars surrendered to FF at Chagalnaiya on 27 Nov 71 with Arms/Ammo and explosives. After surrender they were kept at youth camp in Sri Nagar without informing us. Out of 21 Razakars 12 were shot on last night by the gp Comd Kamal's initiative. The rest were not handed over to us and even they did not inform me. Take necessary action ASP. UNQUOTE.

Sd/-Illegible
Flg//Offr
28/11/71

File No l()l/l/GS(Ops)dt 28-11-71

NR 4/29 -O- 290815

GR-14

Fm :- Sub Sector "A"
To: - HQ No 1 Sector

No:- B-230 Secret. Person shot Razakar should be arrested immediately. Investigate for CO's infor ASP

Sd/-Illegible
29/11/71

R/0844
Bismiliah
29/11/71

MSG FORM

OPS IMMEDIATE DTG
From: - Sector 1 291030
To:- Sub- Sector "B" SECRET
G-0731

Your G-l 157 of Nov 28. Arrest person who killed Razakars immediately and cfm. Also investigate and fwd details for CO's info.

Sd/-Illegible
FIg//Offr
29/11/71

File No 101/l/GS(Ops)dt 29-11-71

From :- Sgt. Zohurul Hoq
Youth Camp,
Sri Nagar
To :-Adjt. H. Q. No I Sector
Bangladesh Forces

Reference to your letter No 101/1/x/GS (Ops) dated 23rd Nov. 71

The person who escorted Razakar Habibur Rahman is not available here. He has gone to Bangladesh for field operations. As soon as he comes he will be directed to your honor without fail.

Sd/- Kabir Ahmed
Pol. Motivator
A & F in-Charge
29.11.71

MSG FORM

DTG
IMMEDIATE 301500
From :- HQ No 1 Sector SECRET
To :- Control Room G-0732
Info :- Ech HQ BDF
Comd 1 Sector

Sitrep.. Own tps consisting of 22 raided en posn N ALI J A TEA GARDEN GR 910360 M/S 79 N/9 at 300510 hrs. Attack was so sudden that en was made puzzled and scattered completely. En cas. 15 killed. Injury NOT known. Own cas nill. One LMG (Chinese) and two MK 4 rifles captured. Ammo expended. Cart 303 qty-200 cmm 7.62 qty 500 cmm 9mm qty 60 cmm gren qty 4 and 2 inch mor HE qty 2. Own 2 inch mor did not fire=

Sd/-Illegible
Flg/Offr
30 Nov 71

* * * * *

OPS NR 1/30 300900
GR-144

Fm: - Sub Sector C
To:- HQ Sector 1

No:- G-0519. Secret. Sitrep. CR 910360 M/S 79 N/9 Nalua Tea Garden. B. Raid at 300510 hrs. C . Our party str 22. D. Tps comprising 12 MF and 10 FF opened fire on en posn cmm as en soldiers could not take posn likely due to sudden attack cmm Reply of firing from en side was less. E. 15 en killed injury not known. F. Own cas nill. G. En is reported to be totally puzzled and scattered. Some have beaten retreat by leaving arms/ ammo as result on LMG (China) with 60 rds and two mk 4 Rifles with 19 rds captured. H. Our tps had to withdrew before time as 2 inch mor did not fire. L Expenditure of 303 cmm 7.52 cmm 9mm and grens are 200 cmm 500 cmm 60 and 4 respectively. 2 inch mor HE expended 2.

R/1345
Bismiliah Sd/- Illegible
30/11/71 30/11/71

-p- 3/01 011040 GR 20

FM:- SUB SECTOR "B"
To :- SECTOR No 1

No :- G-l 168 SECRET. Recovered 11 A/Tk mines and 68 A/P mines by group leader Farid whose group was posted at M SUB SECTOR "B"

TOR
1140
Mannan Sd/- Illegible
1/12/71 1/12/71

* * * * *

Interrogation report of three Rzks. captured by Gp Cmdr Abul Hossain of Gp no 45.

(i) Md Ali Akbar
S/o. Late Ali Mollah
Uttar Andermanik
P. S. Chagalnaiya

Report: He joined on 14 Nov after seven day's training he surrendered with arms and ammo to FF group comd willingly. He did not take part in any action. He may be excused.

(2) Jakir Ahmed
S/o. Late Sheikh Ahmed
Uttar Andermanik
P. S. Chagalnaiya

He also joined on 14 Nov. After seven day's training he surrendered to student comd FF Abul Hossain willingly with arms and ammo. He did not take part in any action. He may be excused.

(3) Abul Kashem
S/o. Late Sherajul Hoque
Vill East Chagalnaiys
P. S. Chagalnaiya

He surrendered to B. S. F willingly. He did not take part in any action. One month before he joined Razakars.

I01/1/GS8/10/71 Sd/- Illegible
2/12/71

SECRET

Sub Sector "A'
No. BDF/IOOl/SS-l
02 Dec 71

To :- HQ Sector No 1
Subject :- Suspected

The fol Razakars are sent herewith for nec action please:-

1. Balu Miah
S/o. Amiruzzaman
Vill N. Sallara
Post: Chagalnaiya
P. S. do
Dist Noakhali
2. Siddique Miah
S/o. Late Khalil Miah
Vill Khazuria
Post Amzad Bazar
P. S. Chagalnaiya
Dist. Noakhali

101/1/GS (Ops)

Sd/- Illegible
2/12/71

SECRET

*　*　*　*　*

NR 1/03　-O-　030945 GR 67

Fm:-Sub Sector No "B"
To:- HQ Sector No 1

No:- G-1175. Secret. Sitrep No 38. Upto 0600 hrs on 03 Dec. en tired on our posn and shelled left bank of Karim Tilla. We fired 10 bombs 3 inch mor in Sq 9236 cmm 7336 and 7438 M/S No 79. We need 6 LMG cmm 303 and 7.62 ammo. Pcrs suffering from Malaria. Precautionary medicines and other medicines may kindly be supplied.

Sd/- Illegible
3/12/71

SECRET

Sub Sector B
Bangladesh Forces
No 555/G
02 Dec 71

To :- SHQ No 1

Subj :- Transfer of Razakars

The fol Razakars captured by gp leader AKM Abul Hossain of No 45 gp on 27 Nov. 71 are being transfered to you for nec action.

1.	Mohd Ali Akbor	S/o. Late Ali Mollah
2.	Jakir Ahmed	S/o. " Sk Ahmed
3.	Abul Kashem	S/o. " Sirajul Hoque
4.	Nazir Ahmed	S/o. Sona Miah
5.	Abdul Khaleque	S/o. Atarurzzaman.
6.	Mohd Idris	S/o. Siddiqur Rahman
7.	Rofique Miah	S/o. Ibrahim Miah
8.	Abu Taher	S/o. Musa Miah
9.	Robiul Hoque	S/o. Abul Faiz.
10.	Mohd. Mostofa	S/o. Sikander Miah

Enchl 1 Cornd

Sd/- Illegible
2/12/71
For Sub Sector Comd

SECRET

* * * * *

NR 3/15 -O- DTO 151520 GR-15

Fm :- Sub Sector E
To :- BASE HQ

No:- Q-0015. Secret. Pse send one firing pins spring of bren gun mark 3. Most urgent.

R/1535

Sd/- Illegible
5/12/71

EMMERGENCY NR 5/06 062100
GR-47

Fm:- Sub Sector "A"
To:- HQ Sector 1

No:- G-1509. Secret. Enam for CO. Entire Feni area totally captured. Your presence very urgently felt by tps and bde comd. Lot of tpt aval in Feni. Without you no action can be taken in hand. Going Feni tomorrow to arrange something if possible and permitted By K/Force.

R/2135 Sd/-Illegible
N. N.Chy 6/12/71
6/12/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
From:- Sector 1 061105
To :- Sub Sector 'A SECRET
G-0746

Your BDF/1001/SS-1 Dec 02. Furnish date cmm time cmm place

File No. 101/I/GS (Ops) dt. 6/12/71 Sd/- Illegible
6/12/71

OPS NR 3/06 DTG
061515
GR-20

Fm :-Sub Sector "A"
To :- HQ Sector No. 1

No:- A 1507 . Secret. For suspect arrested by FF of Risyamukh on dates mentioned. Batu Mia 25 Nov. Siddique Mia 26 Nov.

TOR Sd/- Illegible
1535 6/12/71

OPS NR 4/06 061730
GR-32

Fm :- Sub Sector "A"
To:-HQ Sector No. 1

No:- G-1508. Secret. Enam for CO. Feni captured confirmed. Prisoners in Feni jail were let off. Razakars and other criminals confined in jail by civ admn. Decision about our prisoner will follow soon.

Sd/- Illegible
6/12/71

R/2110
N. N. Chy
6/12/71

*   *   *   *   *

-O- NR 23/07 071100
GR-28

From :- Sub Sector "A"
To:- HQ Sector 1/ All Sub Sectors

No:- O-1511. Secret. Indian Pilots will carry H. D. flag while going B. D. for ops. If any eventualities occurs, they will be treated and hand over to friendly forces.

Sd/- Illegible
7/12/71

R/1145

*   *   *   *   *

MSG FORM

From :- Seccor 1
To :-Killo Forces
Infor :- Ech HQ BDF

DTG
071145
SECRET
G-0752

Sitrep. On 26 Nov FF arrested 2 Razakars named Batu miah and Siddique Miah at Risyamukh (Sq-7640 M/S 79 M/12). They are under our custody.

Sd/- Illegible
Flg/Offr
7/12/71

File No. 101/1/GS (Ops) dt 7-12-71

MSG FORM

DTG 081800

SECRET

OPS GR-0771

From :- HQ No 1 Sector

To :-Sub Sector'A'

For Comd. En vacated Ramgarh and Bagan Bazar area. Friendly forces crossd over the river.

Sd/- Illegible

F/O

File No. 101/1/GS (Ops) dt 8-12-71 8/12/71

* * * * *

OPS NR 6/08 DTG

080930

GR-32

From :- Sub Sector "A"

To: - Sub Sector E

No:- G-1516. Secret. From Rafiq for Ashoke. Reinforcement cmm arms and amm reaching you. Attack and capture Khagrachari. Secondly capture Guimaramukh. Pakistanis are on the run. Chase them everywhere and kill them ruthlessly.

TOR Sd/ Illegible

1110 8/12/71

Bismillah

* * * * *

NR 4/29 -O- 291445
GR-22

Fm:-Sub Sector "B"
To :- HQ Sector 1

No : G-1163, Secret, Ref your G-0731 of date. Have received nine rzks. I Shall inform you in detail. Shall come tomorrow if tpt available.

Sd/-IIIegible
29-12-71

TOR
1539
N. N. Chy

* * * * *

-O- NR 3/10 101210
GR-23

Fm :- Sub Sector "E"
To:- HQ Sector 1

No:- G-0003. Secret. Sitrep upto 0800 hrs. Panchari and Bhaiban Chara mukta. We advanced for Khagra Chari. Send one regular PL. Our location panchari and Bhaiban Chara.

R/1245 Sd/-Illegible
10/12/71

* * * * *

-O- N6R/10 101830

GR-50

Fm: - Sub Sector 'E'
To:- HQ Sector No 1 (For CO or Adjt)

No:- G-0005. Secret: En heavy concentration at Khagra Chari. After Khagra Chari moving towards Guimarh. Send one recioling spring of 3 inch mor and one regular pi immediately comm must reach Silachari tonight or very in the morning own vch moves upto Bhaiban Chara. One barrel petrol urgently required. Conf.

Sd/- Illegible
10/12/71

101/1/GS (Ops) dt 10-12-71
TOR
1915
Fazal Karim

* * * * *

Very Urgent

To
The Sector Commander, No. 1

D/ Sir,

This is to inform you that on reliable source information it came to learn that Pak fouz from Khagrachari and Mohalchari area were proceeding towards Rangamati via Mahalchari. On the way to Rangamati they might have obstructed so they come back at Sonduk chari area. There is an apprehension of proceed to Chittagong via Guimara & Manik Chari area. Further it is learned that Pak. Army sent some intelligent persons to collect the position of this area. But no defense from our side at Guimara & Path a Chara.

This is for favour of your kind information & necessary action

Yours,
Sd/- Illegible
Abdul Wahab
M. P. A
Bangladesh
12/12/71

MESSAGE FORM

OPS IMMEDIATE

FROM :- HQ NO. I SECTOR DTG : 121600 SECRET
TO :- TAG HQ 1 SECTOR G-1011

Ltr from Abdul Wahab MPA Bangladesh Dec 12 reproduced. QUOTE. This is to inform you that on reliable source information it fame to learn that Pak fouz from Khagrachari and Mohalchari area were proceeding towards Rangamati via Mahalchari. On the way to Rangamati they might have obstructed so they came back at Sondukchari area. There is an apprehension of proceed to Chittagong via Guimara and Manikchari area. Further it is learned that Pak army send some intelligent person to collect the position of this area. But no defense from our side at Guimara and Pathachara. UNQUOTE. For info of Comd.

101/1/GS (Ops) of 12 Dec 71 Sd/- Illegible
F/O
12-12-71

* * * * *

NR 3-4/14 -Y- DTG 141524
GR-62

Fm :- Sub Sector "E"
To :- HQ Sector No 1/Sub Sector "A"

No: G-0012, Secret. En circled us near dighinala/Khagrachari rd junction. They used MG/LMG/3 inch mor. After 2 hrs firing retreted. Own locality Khagracheri/Dighinala/three junction. Mizu /Chakma/ Panjabi/ Razakars all from Bulabari/ Khagrachari upto Mahalchari. Send 3 inch mor 50 Bomb 7.62 MM 4000. Required fresh money/pocket money also sent one barrel petrol. I will have to advance.

R/141637 Sd/- Illegible
14-12-71

NR 2/14 -O- DTO GR-23

141443

Fm :- Sub Sector 'E'
To: HQ Sector 1

No : G-0011. Secret. En opened fire on our patrol party at 1130 hrs. From 2 miles distance from our position. Our party firing and advance.

TOC Sd/- Illegible
1340 14/12/71

* * * * *

MSG FROM

DTG
Ops Immediate 14
From :- Sector 1 SECRET
To :-Sub Sector "E" G-0760

Your G-0011 of date. Don't advance beyond Khagrachari if you think difficult-

File No. 101/1/GS (OPs)dt 14-12-71 Sd/-Illegible
R/141520 Cap
14/12/71

MSG FORM

OPS IMMEDIATE DTG
From:-Base HQ1 5163014
To:- Sub Sector "E" SECRET
G-0758

Your Q-0015 of date. Try to rectify L] with the help of friendly forces.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 15-12-71 Sd/-Illegible
Capt
15/12/71

* * * * *

NR2/15 -O- DTO GR-7

151430

Fm: - Sub See tor E
To:- BASE HQ

No: G-0014. Secret. We are proceeding towards Khagrachari.

R/1505
File No. 101/1/GS (OPs) dt. 15/12771 Sd/- Illegible
15-12-71

* * * * *

<u>MSG FORM</u>

DTG
Ops Immediate 151040
From:- Base HQ SECRET
To:- Sub Sector "E" G-0756

Your G-0013 of date. Don't worry. En not capable of fighting. Handover trouble creator to civil authority for action. Don't take law in hand. Armed FF can work as regular. Others can settle house problem. Try to get ammo from friendly forces.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 15-12-71 Sd/-Illegible
Cap
15/12/71

R/161855
-O- G-38

Fm : Sub Sec E
To: Base HQ

G-0018. Secret. Ashok for CO. Own loc Khagrachari court building. En Mizos everywhere playing jaket with us. En concentration at Mohalchari. Info any MF/friendly force is at Alutilla or Guaimara. Instruct for advance.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 16-12-71
TOR Sd/-AT Chy
2116 16/12/71

NR 1/16 -Y- 152150
GR-86

Fm :- Sub Sector E
To:-BASE HQ

G-0016. Secret. Asoke for CO. Khagrachari occupied. My Sector will be shifted there. Mizo in everywhere group by group. Own defence Tanalchari/ Panchari/ Bhubanchari/Kugichara Para/ Khagrachari. If we withdraw tps from the mentioned places Mizo will torture. Friendly force would come at Tabalchari. Panchari is helpful for our advance. En Loc Khagrachari/ Mohalchari/ Rangamati. Inform friendly forces locality. Instruct them not to shell on us. Instruct further. Send vehicle immediately.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 16-12-71 Sd/-AT Chy
TOR 16/12/71
0810

* * * *

NR-1/17 -O- DTO
170745 GR-42

Fm:- Sub Sector 'E'
To: Base HQ

No G-0019. Secret. Ashok for CO. Party towards Alu Tila. Chakmas and Razakars surrendering. Release cannot after getting news. Cannot leave this defence left behid. Then Mizo will torture on the civilians. Own defence mentioned. A. Tabal Chari B. Panchari. C. Bhuban Chara. D. Kuki Chara. E. Gagrachari. En tps moving towards Guimara. Instruct.

File No. 101/1/GS (OPs) dt 17-12-71 Sd/-Il legible
R/1010 17/12/71

* * * * *

MSG FORM

Pri

From:-Base HQ DTG

To :-Sub Sector'E' 141950

Info: Sector 1 SECRET

G-1011

Your G-0012 of date. Don't worry for 3 inches Mor. With proper Co-ordination you can do better with your holding wpn. Leave on earth must be practiced at this stage. Sending POL.

File No. 101/1/GS (OPs) dt 14-12-71

Sd/-Illegible
Cap
14/12/71

* * * * *

NR-2/17 -P- DTO GR-15

171330

Fm:- Sub Sector *E'

To:- Base HQ.

No:- G-0020. Secret. Mizos maximum concentration at Mahal Chari. One eminent Razakar leader killed and Rifle captured.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 17-12-71 Sd/-Illegible

R/1520 17/12/71

NR 4/18 -Y- DTG

188520

Fm.:- Sub Sect. "E"
To: Base HQ

No:- G-0024. Top Sect. Ashok for CO. One Thousand Mizo in two groups at Mahalchari moving towards us via Maizchari may attack us.

TOR Sd/- Illegible
1540 18/12/71

* * * * *

NR 3/18 -O- DTG
181340
Fm :- Sub Sector 'E' G-120
To:- Base HQ

No: G-0023. Secret. Ashok for CO. Near about eight hundred Mizos at Mohalchari. Two en killed. Few 303 Rifles recovered. Countless arms/ammo in all over hilltracts. After several msgs transmitted but no reply getting from your side. Pse inform civil authority. Md Afsar Uddin Magist lst Class and Md. Hashem Ali court Sub-Inspector have been asked by me for Civil Administration as here is no Civil Administration. Hundreds of Razakars surrendered without Arms have been handed over to civil authority and released on bail as here is no Armed Police to look after. Request civil authority for P. S

TOR Sd/- Illegible
1540 18/12/71

NR-1/18 -O- DTO GR-51
180805

Fm: - S/Sector 'F
To Base HQ

No:- G-0021. Secret. One Magistrate 1" class and court CSI working for Bangladesh Civil Administration. No Police here. Hundreds of civil GUNS collected. What to do. Instruction solicited. Proceeding towards Guimara. Own tps Rangamati. Mizos stilling us everywhere. Near about 30 Barrel pol seized. What to do.

File No. 101/1/GS (Ops)dt 18-12-71 Sd/-Illegible
R/0950 18/12/71

* * * * *

OPS DTG : 201900 SECRET
G-1010

From :- Base HQ 1 Sector
To :- Sub Sector "E"

Your G-0025. Dec 20, Carry on as per your planning. Keep captured diesel with your HQ. Seized launch be used by you for unit's requirements. Use of the Launch by civ depends upon you.

File No. 101/1/GS (Ops) dt 20-12-71 Sd/-Illegible
Capt.
20/12/71

NR 3/20 -Z- 202210
GR-33

Fm :- Sub : Sector "E"
To:- Base HQ

No:- G-0027. Secret. Ashok for CO. More than 500 Mizos destroyed totally. Concentrate thousands at Boalkhali market. Inform friendly forces immediately. Send me regular troops immediately. Veil road upto Khagrachari via Guimara perfect.

TOR Sd/ Shahidul A lam
202225 20/12/71

* * * * *

NR 3/21 -P- 211900
GR-32

Fm. Sub Sector "E"
To : Base HQ

No:- 0030. Secret. Four rifles 303 recovered without bolt/magazine. One guerrilla injured by en mine detronator. Should be sent for better treatment. What to send please info HQ loc friendly force.

TOR Sd/- Rahaman
212110 21/12/71

* * * * *

MSG FORM

DTG
Ops Immediate 210930
From: - Base HQ SECRET
To:- Sub-Sector "E" G-0759

Your G-0027 Dec 20, Info friendly force nearer to you for action.

Sd/-1llegible
File No. 101/1/GS (Ops) dt 21-12-71 Capt.
21/12/71

NR 1/21 -O- 211335/Dec GR-130

Fm:- Sub Sector "E"
To:- Base HQ

No:- G-0028. Secret. Ashok for CO. Heavy fight held at Boalkhali-Mayanimuk Rd with Mizos. Lastly en left their position cmm we search the hills en cas held seems from blodshed not known. Bound to kill some hilly collaborates for own safety. Meet a pi friendly force who also fired 011 en cmm but they have left their position. Could not meet their offr as firing started and offr is far off from the place. For safety of civilians minimum one Coy own tps required here. Pse do arrange the same otherwise we are fighting always front to front with two Coy en by two strength pse send one Coy. Rd from Khagrachari to Ctg. clear. For deployment tps at Boalkhali and Dighinala no tps available at present.

TOR Sd/-L Rahman
212030 21/12/71

* * * * *

NR-1/22 -O- 221215 GR-46

Fm: - Sub Sector "E"
To:- Base HQ

No:- G0032. Secret. Ashoke for CO. 250 bags of wheat and rice recovered and deposited to civ govt. Mizos again al Dhighinala. Could I once come Ctg for a day. Please instruct. One patient must be shifted for treatment cmm I am going towards RgR with patient.

TOR Sd/-IIIegible
1920 22/12/71

* * * * *

NR 4/29 -O- 291515 GR-69

Fm:- Sub Sector "E"
To:- Base HQ

No:- G-0037. Secret. One Braita gun with 3 magazines one is double another is single with 85 Rds. One Rifle 303 with 56 Rds cmm 4 grenades complete. This is recovered from a Chakma master by named Mokandu. I am telling you thousands of rifles still hiden by Razakars/Chakmas/Hill leaders, this person kept the arms part by part in different places. I am coming tomorrow for concerning policy.

TOR S. Alam
1625 29/12/71

* * * * *

NR 2729 -P- 291000 GR-31

Fm:- Sub Sector "E"
To:- HQ No 1 Sector

No:- G-0035. U/C. Asok for CO. Situation normal. Mizos at forest. Troops may be withdrawn. Of course fear of Razakars. Coming Ctg. Civil report says some case fwd confusion at Rangamati.

TOR S. Alam
1015 29-12 71

* * * * *

NR 1/05 -P- 041830 GR-34

Fm:- N/Sub K. Zaman/Sub Sec "E"
To:- Ashok Camp at Ctg.

No:- G-0021. U/C. N/Sub K. Zaman for Ashok. Pak Razakars. moving village to village and Pak Razakars looking and beating the public. Now it is impossible for us to stay here. Pse order us for close to HQ Ctg.

TOR Sd/- Illegible
0825 5/1/72

OPS	NR-1/08	DTG 051745	GR-50

Fm: - Sub Sector "E"
To: - Sector HQ No 1

No:- G-0022. U/C. N/Sub K. Zaman for CO. Indian Gopal Chakma along with Orbinda Larma both call meetings Mahalla to Mahalla with Chakma now they want to make the Hill Tracts Chakma Hill and Mizo Hill. Tibat PL curefew the Hill Tracts. Tibat PI stop our move. Curfew imposed from 1800 hrs to 0600 hrs. Info pse.

TOR
0815

Sd/- Illegible
06/1/72

* * * * *

OPS	NR 12/07	061300

Fm :-Sub Sector "E"
To:- Base HQ

No:- G-0042. Secret. Friendly force officer (Maj) ordered me cmm deposite arms/Ammo and move to the HQ. What I will do. Instruction. Solicited.

R/0815

Sd/-Illegible
7/1/72

MESSAGE FORM

OPS IMMEDIATE DTG: 151145 SECRET
G-0548

FROM : HQ NO. 1 SECTOR
TO : CONTROL ROOM
INFO : FORCES IIQ Muj ibnagar
ECH HQ BDF
FOR : CO

Sitrep. ALFA. On Sep 23 a gp of ten Naval Commandos went for op deep into high sea about 30 miles. Could not reach to ship which was still out of reach. Party came back after lot of difficulties except Mohammad Hossain who drowned in the high sea. Others in small parties came out of sea to different bases. One party of 3 commandos reached nearer to old naval base where strong en guard was deployed who caught S. N. Maula CMM Nurul Haq CMM Amir Hossain. Mr. Abul Hashem caught by en tps from old Jetty.

BRAVO. On Oct 01 commandos destroyed AVLOS CMM a Greek ship (anchored BOC Jetty) Agent-HAGY AND CO. The ship was loaded with oil. It was under arrest in Ctg. port and supposed to be released by Pak govt.

CHARLIE. On Oct 02 UNO rep visited the Jetty and took snaps.

DELTA. On Oct 8 same commando gp completely destroyed and sank one of the biggest Pak ship MV NASIM anchored in Jetty No 13 which was loaded with AMMO CMM TWO TANKS CMM 15 (15) out of approx. 50 (fifty) Pak tps reported killed. Due to blast jetty No 12 and 13 became completely out of svc.

ECHO. 9 (nine) commandos reached safely on Oct 13. One party of 4 commandos still in Ctg for action. 5 (five) commandos reaching very soon.

FOXTROT. Party reaching Agartala on Oci 16 first aval tpt.

Sd/- Illegible
CAPT.
No dale

170900 PRI GR

Fm:- Sector 1
To:- HQ Delta Sector

After a raid on en posn in Chaygharia (GR-740367 MS 79 N/9) for items recovered from en bunkers. One. Steel Helmet one. Rangers badge one. A/tk mines four. Anti pers mines 8. Offrs mess ace register one. One photo Album with nude photos. Kt inventory One. Issue vouchers. Large No of private letters written in urdu. Name of 53 Bde Offrs stationed in Ctg Cantt confirmed and found in the mess register. All these are being sent to you soon after proper scrutiny.

Sd/-Illegible
Maj
Sept. 71

-P- 301315 4/30

SECRET
FM:- No. 1 SECTOR G-0022
TO: D/SECTOR
INFO:-ECH HQ BDF

Sitrep. On 28 Sep Own force Killed and raided EN POSN at Durgapur GR-726150 map 79 N/9 and killed 4 Pak TPS and 36 Razakars at 0300 hrs and occupied en post. 5 (five) point 303 Rifles captured. Own guerilla leader named Farid Ahmed Chy died in action and one guerilla seriously injured. People of the area are very-happy.

TOR Sd/- Illegible
1455 No date

OPS DTG : 181930 SECRET
G-0763

From:- Base HQ 1 Sector
To:- Sub Sector E

Your sig G-0021, 0022, 0023 and 0024 of 18 Dec. Keep all captured arms, POL etc with you. Hand over all captured/surrendered Razakars, Mizos etc to civ police. Ask friendly forces for help.

101/1/GS (Ops) Sd/- Illegible
Capt

* * * * *

NR 5/18 -O- 182019 GR-11

Fm: - S/S 'E'
To:- Base HQ

No:- G-0026, Secret. Pse inform loc of friendly force. Most urgent.

TOR S/ Alam
2040/18

____

NR 1/20	-P-	201321/Dec	GR-160

Fm :- Sub Sector "E"
To :- Base HQ

No:- G-0025. Secret. Recovered 13 Rifles without bolt and magazine cmm 2 LMG's spare barrels with cut gas regulator cmm 2 telephone sets cmm beyonet 3. Own deployment Tabalchari one Section Panchari one pi Bhubonchari one PI Kokichari one pi Mohalchari one PI Guimara one PI. Sub Sector HQ Khagrachari near about three pi. Troops sending towards Manikchari. Cannot withdraw troops from several sides for Mizos suspecting loots of arms/ammo in hill tracts of jungle. Searching hill and jungles for Mizos and arms/Ammo. Mizos loc Longudu/Sajak and small group by group.

Sd/- Illegible
No date

* * * * *

NR 1/19	-P-	191800/Dec	GR-65

Fm :- Sub Sector "E"
To :- Base HQ

No:- G-(X)24. Secret. Guerilla Mukbul Hossain deserted previously from Panchari after looting and amount was recovered and handed over to proper person. Guerilla Kala Meah deserted from Kokichari after looting ornaments. Maximum portion recovered from another guerilla and handed over to proper person. In connection two guerilla arrested. For your info. Own party towards Mahalchari and Guimara. Mizos left towards Sajak via Longudu.

TOR
1915/19 S. Alam

NR-1/11 -Y- DTO 111135 GR-29

Fm :- Sub Sector 'E'
To :- Sub Sector A'

No : G-0006. Secret. Request air shelling. En loc map sheet 79 in/16 SQ 2152 cmm SQ 2250 cmm SQ 2349. Cfm if any. Also send and one PL regular i ft.

TOR/111235

A.Chy
No date

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG: 011700 SECRET
FROM :- HQ 1 SECTOR G-0724
TO SUB SECTOR C

Your G-0519 Nov 30. Send one LMG (Chinese) and two MK 4 Rifles captured by your unit immediately to this HQ for further disposal.

Sd/-Illegible
For Comd
1545 No date

* * * * *

MESSAGE FORM

PRIORITY DTG: 011700 SECRET
G-0735

FROM:- HQ 1 SECTOR
TO:- SUB SECTOR B

Your G-l 168 Dec 1, Send recovered mines to this HQ ASP.

Sd/ Illegible
For Comd
No date

MSG FORM

DTG
From:-Sector 1 040830
To :- HQ D Sector SECRET
Info : - Ech HQ BDF G-0588

Two Razakars surrendered 3 Now. Interrogation in progress. Progress will be communicated.

Sd/- Illegible
File No. 101//1/GS (Ops) (Out) dt 4-11-71 Capt.
4-11-71

* * * * *

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG : 211100 G-0713
FROM :-HQ 1 SECTOR
TO :- HQ DELTA SECTOR

Please convey the fol msg to Capt GAFFAR of Sector 2. QUOTE Personal from Maj Rafiq for Capt Gaffar. Congratulation on your brilliant action at Saldanadi against heavy en resistance. All ranks of this Sector convey their best wishes. May ALLAH grant you victory in the battle field. UNQUOTE.

Sd/- Illegible
101/1/GS (OPs) Maj
No date

MSG FORM

DTG
Pri 221830
From :- Sector 1 SECRET
To :-Sub Sector A G-0715

From C. O. for Enam. Amir Hossain & Sobhan sent to you not yet returned. Sitrep & en orbat not reed from you so far. Take the action & intimate.

Sd/Illegible
Maj
No date

MESSAGE FORM

IMMEDIATE DTG:011700 SECRET
FROM :- HQ 1 SECTOR G-0733
TO SUB SECTOR B

Our G-0731 Nov 29 and your G-l 163 Nov 29. Cfm by sig that individual concerned has been arrested. Matter urgent.

Sd/-Illegible
for Comd
No date

* * * * *

MSG FORM

DTG
Priority 22145
From: - Sector 1 SECRET
To:- Sub Sector "B" G-0716

Sitrep. Your G-l 145 of 22 Nov. Fol observation made. A Ammo expended particularly 53 bombs 3 inch mor to kill only two en is too high. CO takes serious view of it. No ammo will be issued in near future to you. B. Intimate map ref of own / en pons and time of ops.

File No. l()l//l/GS(Ops) dt 22/11/71 Sd/- Illegible
Flg Offr
22/11/71

* * * * *

211430 SECRET
G-0714
21 NOV 71

One Pak oil tanker carrying 1000 ton Kerosine cmm 30 ton gasolin sunk in Ctg port by Guerillas on 3rd Nov. There were total three explosions and the engine room of the ship cought fire. Fire brigade groups fought for more than one hour to bring fire under control. Three firemen and fire crew of the ship were also killed. Thirty men in total were injured due to the fire and explosion. The ship is now completely damaged & under water.

Bravo. Our Guerillas in Mirsharai killed 4 Pak regulars & six Razakars on 10 Nov in an us arnbh.

101/1/GS (OPs) Sd/- Rafiq
Maj
No date

-p- 302000 6/30

G-0504

Secret

Fm :- No I Sector
To :- Control Room
INFO ECH HQ BDF (CO Sec-I)

Sitrep. On 29 Sep at 0500 hrs MF shot three En vehi at East Madhub Ram SQ 7337 M/S 19 N/9. T. F. C. movement completely stopped since then. Hy exch of fire still continuing and shells are pounded in between. Whole area is hot. Normal civ move has seiged in that area. B. On 29 Sep at 2330 hrs M. F went inside with a see str and fired for harassing at rear of En at Ballavpur and Chagalnaiya SQ 7335 M/S 79 N/9. En cas will de intimated on cfm. C. On 30 Sep at 0400 hrs MF blew up culvert west of Champak Nagar SQ 7434 M/S 79. Hy fire still on.

TOR
2355 Sd/- Illegible

-O- 301330 4/30

FROM :- No 1 SECTOR
To :- CONT ROOM
INFO :- ECH HQ BDF (CO NO 1 SECT)

G-0503. Sect. Sitrep. A. On 29,h Sep at 0430 hrs own MF PL raided Chagalnaiya SQ 7341 M/S 79 M/12 and killed 5 Pak tps and 7 injured. Their 3 bunkers completely damaged by own MOR. En was killed by own shot and fell from the tree like a big bird. On 22 Sep own FF killed collaborator Abdul Hai of Dahbahpur and Mizanur Rahman of east Byik Pur both of Ps Chagalnaiya.

TOR Sd/- Illegible
2245 No date

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট শিকারপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টর	১৯৭১

Sl. No	Originator And Date	DTR of Info	Events
1.	G-0511 dt 31.10.71	31.10.71	Ptl at Dharmodaha SQ -6255 M/S 79 A/13 30 Oct. Contacted with en ptl. Fire exchanged 3 hrs. En cas 2 dead. Own cas nil
2.	G-0509 dt. 31.10.71	31.10.71	Gono Bahini. Blew up en veh in between road Kola SQ-5026 M/S 79A/10 and Dafarpur SQ-5127 M/S 79A/10 on 151100 Oct by A/T mine. En cas 5 dead.
3.	G-0510 dt. 31.10.71	1.11.71	Ambushed on en ptl village Kola SQ 5026 M/S 79A/10 on 162300 Oct by Gonobahini. En cas 3 dead. Own cas nil.
4.	G-0513 dt. 31.10.71	01.11.71	Gono Bahini captured one Razakar with Rifle on 311800 Oct at Jarpukuria SQ 6342 M/S 79A/13.
5.	G-0513 dt. 31.10.71	01.11.71	Gono Bahini while infiltrating encountered with Razakars at Sholataka SQ-6640 M/S 79 A/13 on 292200 Oct. Fire exchanged. En cas 11 dead 3 wounded.
6.	G-05I4 dt. 30.10.71	01.11.71	Captured one Razakar with Rifle at Mirpur SQ-8949 M/S 79A/13. Rifle kept inside Bangladesh
7.	G-0515 dtOl.11.71	01.11.71	En raided own base Bahirmadi SQ-6768 M/S 78D/I6 on 27 Oct. Heavy fire exchanged. En cas one Capt and one Razakar wounded. Own cas 2 urban Gono Bahini dead.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

8.	G-0128 dt 15.11.71	16.11.71	On 15 Nov. Own tps fired on posn Bara Aclira SQ-7541 M/S 79A/16. En cas 2 dead. Own cas nil
9.	G-0130 dt. 17/11/71	17.11.71	Niamita Bahini. Own def posn Sadipur fired upon en move on 16 Nov. En cas not known. Own cas one minor injured.
10.	G- 0135 dt. 23/11/71	24/11/71	Own def Sadipur fired on en move. En cas not known on 23/11/71
11.	G-0138 dt. 25/11/71	25/11/71	Captured 66A/P mines within the surrounding of Raghunathpur 7445 M/S 79A/16 on 23/11/71
12.	G-0146 dt. 09/12/71	2/12/71	On 01 Dec recovered one en A/TK mine at Narayanpur QT 7644. Mine handed over to support unit.
13.	G-00149	5/12/71	Recovered 1 A/P mine and 303 ammo 3 from Raghunathpur on 04 Dec.
	G-0537 dt. 6/11/71	6/11/71	Gono Bahini. 022300 Nov disrupted en tele comm subalpur to Kaliganj SQ-5039 and 5440 M/S 79A/9 under Mcherpur PS. Brought 1000 yds tele cable.
	G-0542 dt. 07/11/71	07/11/71	Niamita Bahini ptl ambushed en ptl at Belgatua SQ -6250 M/S 78D/16 on 061100 Nov. En cas 4 dead. Own cas nil.
14.	G-0551 dt 9/11/71	10/11/71	Gono Bahini ambushed en ptl Katholi SQ-5042 M/S 79A/9 on 081030 Nov. En cas 2 dead. Own cas nil.
15.	G-0547 dt 9/11/71	9/11/71	Gono Bahini exchanged fire with en tps Belgatua SQ-6263 M/S 78 D/16 on 081000 Nov. En cas 2 dead. Own cas one wounded.
16.	G-0555	10/11/71	Gono Bahini ambushed en veh Jarpukur SQ-6342 M/S 79A/13 on 090300 Nov. Veh was hit and fell down in ditch. En cas 11 wounded. Wounded pcrs removed towards Meherpur by carts on 090600 Nov.
17.	G-0571	12/11/71	Niarnita Bahini. 16 Razakars surrendered with

	dt. 11/11/71		Rifles at Taril br SQ542 M/S 79A/I3 on 102100 Nov. Captured 16 Rifles 11 Bayonets and 445 303 ammo
18.	G-0572 dt. 12/11/71	12/11/71	En attacked own posn Dharmoda SQ 6255 M/S 79A/13 on 120500 Nov. Heavy fire continuing Result not yet known.
19.	G-OS63 dt. 10/11/71	12/11/71	Gono Bahini arrested 4 Razakars with Rifles at Rajpur SQ-6637 M/S 79A/13 on 091640 Nov. During firing 2 of them dead Captured 4 Rifles. 3 Rifles inside Bangladesh. One Rifle deposited to F coy HQ
20.	G-0562 dt l(y 11/71	12/11/71	Gono Bahini ambushed en tps at Dariapui ferry SQ-4524 M/S 79A/10 Whilec rossing the Bhairab river 050500 Nov. En cas 3 Pak tps 2 Razakars dead. Own cas nil.
21.	G-0576 dt 12/11/71	12/11/71	Niamita Bahini En attacked with arty support own defence Dharmoda SQ-6255 M/S 79A/I3 on 120900 Nov. En cas reported 100 dead/wounded. Own cas I dead and 3 GB captured by en. Captured one H. M G.. 762 Chincss ammo 1350 and 303 ball 15. One dead body and private letter handed over to support unit. Lost LMG 7.62 one, 303 LMG Mag 3.7.62 ammo 1000 and 303 hall ammo 800. 7.62 LMG mag 12. SLR. 4 Mag. 24 SMC. (Ind) I and Mag 2.
22.	G-0578 dt 12/11/71	12/11/71	Ambushed en retreating at Kazipur SQ-6152 M/S 79A/13 on 121000 Nov Arrested one Razakar with Rifle 303.
23.	G0038 dt. 15.11.71	16.11.71	Gono Bahini ambushed en tps Rajapui SQ-4629 M/S 79A/9 on 130800 Nov. En cas 4 dead. Own cas nil. Mine laid on road Kala 5023 M/S 79A/10 between Meherpur and Natuda on 111530 Nov. One cart with en ration completelydamaged on 142200 Nov. Disrupted en tele comm Chaksanagar SQ-4826 M/S 79A/10 in between road Meherpur and Monakhali
24.	G-0566 dt 11/11/71	15/11/71	Gono Bahini En attacked own base Bhagjot SQ-5870 M/S 78D/12 on 090800 Nov. En cas 2 dead. Own

25.	G-0567 dt. 11/11/71	15/11/71	Gono Bahini ambushed en ptl Khadimpur SQ- 9155 M/S 79A/1 on 071200 Nov. En cas 2 Razakars deal and few wounded. Own cas nil. Captured 303 Rifles. 3 Kept inside Bangladesh.
26.	G-3597 dt 15/11/71	16/11/71	Gono Bahini raided en posn at Alamdanga SQ-8229 M/S 79A/13 on 120830 Nov. En cas 5 Pak army 12 militia dead. Own cas 2 Gono Bahini dead and 2 Gono Bahini wounded.
27.	G-0604 dl. 17/11/71	17/11/71	Gono Bahini on 132200 Nov charged Chuadanga petrol pump and one power pylon SQ 7215 M/S 79 A/14 and completely damaged. The said party on night 13/14 Nov dislocated rly line SQ-7316 M/S 79A/14. On 151300 Nov party arrested 2 Pak trained guerillas at Chatimat SQ-5412 M/S 79A/10. They have been handed over to support unit.
28.	G-OGOO di. 16/11/71	17/11/71	On 151700 Nov. 40 Razakars surrendered to Gono Bahini at Baragangdia SQ 7552 M/S 79A/13 with arms/ammo. Arms/Ammo kept inside Bangladesh
29.	G-0599 dt 16/11/71	17/11/71	Late report received 3 Gono Bahini pers captured by Pak army at Eliatnagar SQ-6924 M/S 79A/14 on 071300 Nov while they returning on completion of task.
30.	G-0607 dt 17/11/71	17/11/71	Niamita Bahini. En about 2 coys sir attacked own defence Tentulbaria 5745 M/S 79 A/9 on 160900 Nov. Own tps earlier withdrawn. Support unit fired only. En cas not known. Own cas nil.
31.	G-0611 dl. 18/11/71	19/11/71	GB on 122030 Nov disrupted rly line at Jagonnathpur 8532 M/S 79A/13. On 132230 Nov disrupted rly line at Katdachar-8938 MAS 79E/3. Raided en posn Ambaris 8634 M/S 79A/13 on 140800 Nov. En cas 2 militia, 4 Razakars dead. Own cas nil. Captured. 2 Rifles and 20 Rds. Arms/Ammo kept inside Base.
32.	G-0613 dt IWII/71	20/11/71	4 Razakars Surrendered on 17 Nov from Phulbari 8249 M/S 79A/13 with 3 Rifles and

			One Bretta gun.
33.	G-0631 dt. 23/11/71	23/11/71	On 221630 Nov while laid ambush at Betharia SQ-7253 M/S 79A/I3 and Doirapara SQ-7352 M/S 79A/13 encircled by Pak tps. Fire Exchanged. En cas not known. Own cas 2 minor injured.
34.	G-3638 dt. 24.11/71	25.11371	Ptl ambushed on en ptl Moheshkundi 6262 M/S 78D/16 on 240400 Nov. Cas not known.
35.	G-0640 dt. 25.11.71	25. J 1.71	Own ptl ambushed on en at Pepolbaria 7645 M/S 79A/13 on 241200 Nov. Firing continued 241700 Nov. En cas 5 Pak tps and Razakars dead, wounded. Own cas one GB dead.
36.	0-0649 dt. 26.11.71	26.11.71	Ptl ambushed with arty support on en ptl at Darmudha 6255 M/S 79A/13 on 261 30 Nov. En cas 7 dead/wounded. Own cas nil.
37.	G-0645 dt. 26.11.71	26.11.71	Ptl ambushed en at Nasirpur 7451 M/S 79A/13 011 231100 Nov. En cas Razakars 4 dead 2 wounded. Own cas nil. Ptl ambushed en ptl baragangadia 7552 M/S 79A/13 on 241800 Nov. En cas 35 dead 30 wounded, own cas nil.
38.	G-9646 dt. 26.11.71	26.11.71	Razakars attacked own Gono Bahini suddenly at Paharpur 8430 M/S 79A/13 on 252100 Nov. 2 Razakars dead own cas 1 wounded. Reported by own Gono Bahini boys besiezed Pak army and Razakars at Mirpur 8849 M/S 79A/B.
39.	G-0650 dt. 26.11.71	27.11.71	GB raided Damurhuda PS 6310 M/S 79A/14 on 231145 Nov. PS staff fired but subsequently surrendered. Arrest 2 s9. 2 A 59,7 constales and 1 Razakar. Wife and daughter of OC were also brought and kept at Hatkhola 4907 M/S 79A/10(India). Captured 9 Rifles and 64 ammo. Arms/Ammo kept inside Bangladesh.
40.	G-0062. dt 22.11.71	23.11.71	GB boys raided Mamdanga National Bank on 12 Nov and the bank Manager surrendered to the boys and handed over Rs 8300/- and 7 small cloths sealed bags Properties kept coy HQ.

41.	G-0654 dt. 28/11/71	28/11/71	ambushed on en ptl Sherpur 8053 M/S 79A/I3 on 260500 Nov. En cas 36 dead. Own cas nil.
42.	G-0657 dt. 28.11.71	29.11.71	Captured 7 Razakars. 1 LMG. Arms kept inside Bangladesh.
43.	G-3654 dt. 28/11/71	28/11/71	Own cas 1 Gono Bahini dead and 4 wounded.
44.	G-0655 dt 28/11/71	28/11/71	GB disrupted rly commn between Goalmuda-Kushtia by blowing off 2 Rly Culverts on 21 Nov.
45.	G-0656 dt. 28/11/71	29/11/71	Own tps laid ambush at Moheskundi on en ptl 6364 M/S 789/16 on 271400 Nov. En cas 4 dead. Own cas nil.
46.	G-0659 dt. 29.11.71	29.11.71	Captured 1 303 Rifle, 1 HE 36 hand grenade, polian leather bell and I leather pouches.
47.	G-0662 dt. 29/11/71	30/11/71	Captured 4 Razakars with 4 Rifles. 2 telephone sets and one receiver at Munshigonj 7522 M/S 79 A/14 on 270030 Nov. Arms kept inside Bangladesh but tele sets kept in F coy loc.
48.	G-0665 dt. 30/11/71	30/11/71	Gono Bahini. En attacked own Gono Bahini base Aburi QO 7743 on 280800 Nov and firing cenfinued up to 1700 hrs. En cas 5 Pak tps andb32 Razakars dead. Own cas 1 Gono bahini dead, 1 Gono bahini wounded Captured 3 Razakars.bCaptured 1 Ride (kept inside Bangladesh)
49.	G-0668 dt. 30/11/71	1/12/71	Exchange of fire with Razakars at Begunpur QOb07502 on 15 Nov. En cas 4 Razakars dead and 2 wounded. Own cas 1 Gono Bahini dead. Captured 3 Rifles and 150 ammo (7.62) arms kept inside Bangladesh and ammo deposited with 'F coy loc.
50.	G-0038 dt. 01/12/71	03/12/71	GB. Ambushed on en ptl Arpura QO 3183 on 271100 Nov. En cas 15 Pak tps/Militia dead-Own cas 1 Gono Bahini wounded.
51.	G-0670 dt. 1/12/71	04/12/71	Pak army blown up culvert 643467 M/S 79A/13 and 592417 maps 79 A/9 and Bhatpara 555401 M/S 79A/9 on 301930 Nov. Gono Bahini ptl fired upon Pak tps and en agent at Pakuria 8065 M/S D/12 and Munshiganj 6066 M/S 78D/12 on 300400 Nov while they capturing cows. En cas 6 Pak tps and 1 agent dead, 2 wounded. Own

			cas nil. Own tps raided en posn Kapaslidanga 5507 M/S 79 A/10 on 301400 Nov. Captured 6 Razakars with 2 Rifles 3 boxes 2 inch Mor bomb and 3/4 small boxes 303 ammo. Own cas nil. Arms /Ammo kept inside Base. Destroyed one country boat containing en ration and ammo at Sobalpur ferry ghat 6007 M/S 79A/10 on 301600 Nov. En cas 1 dead. Own cas nil.
52.	G-0678 dt. 4.12./71	6.12.71	Ambushed en moving in between Harisankra and Mathurapur 6963 M/S 78D/16 on 032200 Dec. En cas 2 tps dead on jeep destroyed. Own cas nil.
53.	G-0677 dt. 4.12.71	5.12.71	GB encountered with Pak tps at Bhabanipur under Harinakunda P. S. on 020530 Dec En cas 39 incl 1 Capt and 1 Mo dead. Own cas 2 dead, 2 wounded.
54.	G-0681 dt. 5.12.71	6.12.71	GB boys encountered with Razakars /Miliatia at Magura near Kakiladah br SQ 7940 M/S 79A/13 on 28 Nov. En cas 25 Razakars/Militia dead. Own cas 3 GB dead. Captured 11 (303) Rifles. Arms kept inside Bangladesh
55.	G-0697 dt. 5.12.71	8.12.71	GB boys ambushed Pak army jeep on 041500 Dec at pirpur SQ 6523 M/S 79A/14. En cas 3 Pak army dead and jeep fell down and burnt.
56.	G-0683 dt. 5.12.71	8.12.71	2 Razakars surrendered on 051500 Dec at SQ 6256 M/S 79A/13 at Dharmodaha. Captured 2 Rifles and 303 ball ammo 71 and 1 HE grenade. Arms kept in coy loc.
57.	G-0687 dt. 7.12.71	9.12.71	NB ambushed Pak en posn at Shaebnagar 6350 M/S 79A/13 on 061900 Dec. Support unit arty fired. En cas 3 killed 5 injured.
58.	G-0693 dt. 9.12.71	9.12.71	GB boys attacked Pak tps while withdrawing from Harisankra SQ-7662 M/S 78D/16 on 082200 Dec. Firing continued for an hour. En cas dead incl. one Capt named Khodadat Khan. Own cas 1 GB dead. Captured 303 Rifles. 3 Arms kept inside Bangladesh.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৫। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বনগাঁও সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No	Originator And Date	DTR of Info	Events
1.	G-0109 dt 1.11.71	1.11.71	Niamita Bahini ambushed on en ptl in between Shikri and Maliputa SQ-7739 M/S 79716 on 31 Oct. En cas 2 dead. Own cas nil
2.	G-0117 dt. 6.11.71	7.11.71	Niamita Bahini. On 06 Nov while en engaged digging bunkers own tps fired upon en from Sadipur. En cas 3 FF tps dead.
3.	G-0115 dt. 6.11.71	7.11.71	Own ptl fired on en ptl at Barachara SQ 7541 M/S 79A/16 En cas 1 dead 2 wounded on 30.10.71
4.	G-0120 dt. 08.11.71	09.11.71	Niamita Bahini. Own def posn at Sadipur fired upon en move and en replied fire. En cas not known. Own cas one wounded on 08 Nov.
5.	G-0119 dt. 08/11/71	09.11.71	Niamita Bahini. Own Sec. raided en posn Raghunathpur SQ-7445 M/S 79A/16 at 080430 Nov. En cas 2 dead 1 wounded. Own cas nil
6.	G-0120 dt. 10.11.71	12.11.71	Own def Sadipur fired upon en ptl night 9/10 Nov. En cas not known. Own cas nil.
7.	G-0128 dt. 15.11.71	16.11.71	Own tps Sadipur fired upon en. En while trying to raid own def at Sadipur 150830 hrs. En used 3 inches MOR. En cas not known. Own cas 11 local civil wounded by 3 inches MOR shell.
8.	G-0509 dt. 01.11.71	01.11.71	Fired on Razakars while they distributing looted properties at Barasholua SQ-7705 M/S 79A/14 on 241200 Oct. En cas 11 Razakars dead. Own cas nil

9.	G-0518 dt. 01.11.71	01.11.71	Gono Bahini ambushed en ptl-Setudul SQ- 7802 M/S 79A/14 on 210600 Oct. En cas 6 dead. Own cas nil.
10.	G-0531 dt 5.11.71	6. 11.71	Gono Bahini. 02 Nove mine laid between Nilmaniganj SQ-7420 to Chuadanga SQ-7215 M/S 79 A/14 was detected by Pak army. Attempted on life Shadat Katal veteran dalal of Pak army on 03 Nov. He escaped, brother wounded. 03 Nov. Contacted en tps Anupnagar SQ-7328 M/S 79/A13. Fire exchanged. En cas 3 Pak tps and 3 Razakars dead. Own cas I wounded.
11.	G-0535 dt 6.11-71	6.11.71	Niamita Bahini. 3 specially trained Razakars captured with 2 anti personal mine at Dharmodah SQ-6255 M/S 79 A/13 on 051900 Nov. Mission to mine Mukti Fouj camp Shikarpur.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৬। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বনগাঁও সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No	Originators No. with Date	DTR of Info	Events
19.	G-0028 dt 10.05000	11.8.71	One Rifle No, 4 Mk I with 13 Ammo, brought from the house of Md Majumali Mollah of Goga. Ps. Sarsha on 09 Aug 71 by our ptl party.
20.	G-0030 dt 110800	11. 8.71	On 110800 en posn Raghunalhpur SQ-7445 M/S 79 A/16 were raided at 110200 hrs. by two pis. with aity support. Heavy exchange of fire from 0200-0300 hrs. was shelled from 0500-0530 hrs. One bunker destroyed en cas not yet known. Own cas nil.
21.	G-0029 dt101700	11.8.71	Posn at Raghunathpur Sq 7445 M/S 79A/16 was shelled by 3 inches Mor on 091300 hrs. En patrol came at Sadipur. They were shelled with 3 inches Mor at 091400 hrs. En cas reported to be 17. Fire was directed by me.
22.	G-0031 dt 120900	12.8.71	Killed one muslim League dalal and informer of Pak army named Dawed Mallik s./o Kudratullah Mallik at Raghunathpur. Ps. Sarshaon 11.8.71.
23.	G-0032 dt 120900	12.8.71	2 Rifles No. 4 Mk I recovered from the house of Kalu Biswas S/o L. Monwar Biswas of sikri and satiul Hossain s/o Keramat ali Gaji of Panchbholat, Ps, Sarsha on 11 Aug 71.
24.	G-0033 dt 13.1500	14.8.71	The fol articles have been recovered from the house of following pers by our patrol on 12.8.71 Cycle-2, Transistorl. LMG Mag-1. Some splinter of bomb. Md. Wahid

১ থেকে ১৮ নং পর্যন্ত রিপোর্টেও অংশ পাওয়া যায়নি।

			Ali Sardar both S/o L. Md. Sobhan Sardar of Panchbholat Md. Badal Sardar S/o. Md. Pachu Sardar of Panchbholat and Md. Mijanur Rahman S/o. Abdul Bari Mandal of Panchbholat, all of Ps, Sarsha, Dist Jessore, Above mentioned pel's are reported to be dacoits.
25.	G-0036 dt151900	16.8.71	Killed the fol Muslim League Dalai and imformer of Pak army named Md. Mijanur Rahman S/o. Abdul Bari Mandal of Panch bholat and Mubarak Sardar S/o L. Md. Sobhan Sardar of Panchbholat both of Ps Sarsha. dt Jessore on. 14 Aug 71 by own tps.
26.	G-0035 dt 151915	17. 8.71	Own ptl paly ambushed in Narayanpur from 13200-151700. No en contact. Ptl area Sadipur Rahgunathpur from 131900-151200 hrsw One party Daulatpur 131900-151600. one party area. Putkhali, Sikri from 131900-151630 hrs.
27.	G-0037 dt 161530	17.8.71	Own party raid in the house of Nooruddin Ahmad of Balumda on 16 Aug at 0200 hrs. Own party were encountered by 3 Razakars. 1. Amir AJi s/o L Kalu Sk. 2. Abdur Rahman s/o. L Shital Mandal. 3. Dinu Molla s/o L. Hajra Molla of Balunda, Sarsha. While they (Razakars) about to fire our party apprehended them. Captured 2 guns 12 bore. 7 cart. 2 khoka. allong with 3 Razakars. Nooruddin was not found at his house.
28.	G-0048 dt 181430	19. 8.71	Bagachara Bazar raided by one offr and 30 ors on 180200 hrs. Apprehended 5 Razakars (1) Ferajatullah s/o. L. Manik Sardar of Piprigachi. (2) Amir Chand Gazi s/o L. Ayez uddin Gazi of Bagachara. (3) Kafiluddin s/o Md. Gafur Biswas of Bagadanga. (4) Babor Ali s/o Abul Hussain Khalifa. (5) Afiluddin s/o. Bhudai Mondal both of Goga Kalini. P. S. Sarsha, dist

			Jessore along with on 12 bore gun. 7 godown full up Jute were burnt. Captured one Singer sewing machine. Party returned safely on 181230 hrs.
29.	G-0052 dt 211200	22.8.71	A parly consisting of one offr & 20 ors raided en posn. Shikri on 210315. En opened fire from all def with LMG HMG and parachuite bomb fire. Own tps withdrawn En cas 5 and 10 injured cfm.
30.	G-0051	22.8.71	On 190200 hrs. Ptl,. area Sarsha own party opened harassing fire on Sarsha PS. at 210030 hrs. En replied LMG/Hmg. Cas. not known. Own cas nil.
31.	G-0055 dt 230200	23.8.71	Party conisting of 10 left at 221900. Ptl area Raghunathpur at 222330. En did not open up. En cas not known. Own cas nil.
32.	G-0056 dt 260800	28.8.71	A party conisting of 11 left at 250100 hrs. Ambushed area, Sadipur. Saw 5/6 Pak tps digging bunkers at Namaj gram sq. 7543 m/s. 79 AJ16 at 251330 hrs. Own party opened fire upon en at 251340 hrs. En replied by rifle/LMG. En cas not known. Own cas nil. One Alauddin s/o, Dalil Uddin of Sadipur PS Sarsha got injury during fire. Evacuated him to Bongaon hosp.
33.	G-0057 dt 270830	28. 8.71	Party consisting of one offr one JCO and 35 ors, raided en Posn sikri on 260430 hrs. En replied by LMG/HMG. Two bunkers destroyed. En cas 6 Pak army. Own cas nil.
34.	G-0059 dt 311500	31.8.71	Own ips sec str raided en psn at Sikri sq 6639 M/s 79/A/16 on 300230 hrs. En cas not Known. Own cas nil.
35.	G-0060 dt010930	1.9.71	Own tps one sec str opened harassing fire upon en posn Raghunathpur Sq m/s 79 A/16 on 312100 hrs. No response from en psn. Cas not known.
36.	G-0062 dt 032030	5.9.71	Own fighting ptl consisting of 11 prs on 030200. Ambushed en ptl one pi str in

			Sadipur Sq 7542 m/s 79A/16. Party engaged the en. Cas one section. Own cas one minor injury.
37.	G-63 dt 051100	5.9.71	Gono Bahini killed 5 en tps area GAR1BPUR Sq 9465 m/s 73 E/4 night 4/5 Sep. Two dead bodies one hav one or brought with 2 pistols. Dead bodies burried.
38.	G-0064 dt 052030	6. 9.71	Own fighting ptl consisting of 10 pers left Sadipur sq 7542 m/s 79 A/16. And contact with en after exchange of fire en cas 2/3 killed or injured. Own cas nil.
39.	G-0003 dt 111800	12. 9.71	GONO BAHINI ambushed en on 5 Sp at Dasatina-Jhikargacha Road Killed 27 Pak tps and 5 Razakars.
40.	G-0069 dt 13. 9.71	13. 9.71	Own tps ambushed en at Sikri sq 7738 m/s. 79 A/16 130700 hrs. En cas 10-15 dead/wounded. Own cas tow dead including one civ, two slightly wounded. Dead body could not be recovered due to en fire. Lost one LMG 12 LMG mag and one mag box.
41.	G-0007 dt 171832	18. 9.71	Gono Bahini attacked Sreepur PS. Tehsil office and post office on 12 sep 71. En cas 6 police dead. 303 Ballammo 400 rds.
42.	G-0009 dt 171835	18.9.71	Gono Bahini ambushed Aldahpur Ps. Sreepur on 5 sep 71. En cas 40 dead. Own cas nil. Captured 303 rifle 5 Chinese rifle 1 (one).
43.	G-0010 dt 171838	18. 9.71	Gono Bahini Attacked en posn Alamkhali on 08 sep 71. En cas 11 Razakars killed own cas nil.
44.	G-0012 dt 171842	18. 9.71	Gono Bahini attacked en posn Bakra on 28 Aug. 71. En cas 8 killed 6 injured. Own cas 6 Gono bahini killed and 2 captured by en. Captured Arms/Ammo 303 rifle 4. Lost 303 rifles 1 SLR 1.
45.	.G-0006 dt 171830	18. 9.71	Gono Bahini laid ambush at Nohata. PS. Mohammadpur on 210800 Aug to

			211600 Aug 71. En cas. One Coy including one Major and one Capt killed. Own cas nil. Captured arms/ammo. 303 rifle 4. Chinese rifles 2, Wrls set 1. Chinese 7.62 Ammo 200 rds. 303 Ball Ammo. 400.
46.	G-0008 dt 171834	19. 9.71	Gono Bahini ambushed Pak army boat at Sreepur near Bartala on 03 Sep. En cas 14 killed. Own cas nil.
47.	G-0011 dt 171840	19. 9.71	Gono Bahini destroyed Bridge SQ-1241 M/S 79E/4 near Monirampur on 22 Aug. 71
48.	G-0194 dt 20.0800	20.9.71	Gono Bahini Sec str raided Palaspol SQ-9502 M/S. 79 F/2. En cas I killed Razakar on 11 Sep. On 13 Sep destroyed one Bus by mine at Madhadkati SQ-9210 M/S 79F/1. Cas 4 civ killed. Niamita Bahini ptl fired on posn Bharukhali br GR 859000 M/S 79B/14 on 18 Sep. En cas 2 dead and 2 wounded.
49.	G-0018 & 211230 G-0020 & 211410	22. 9.71	GB engaged en on 11 Sep 71 at Dosatina SQ-9364 M/S. 79E/4 En cas 6 dead 2 wounded, own cas nil. Some rds 7.62 Chinese captured. Cut 30 sus tele wire from Chaugacha-Jhikargacha rd. Gono Bahini raided en posn at Hashempur School SQ 1463 M/S 79 E/4 on night 18/19 Sep. En cas 7 Razakars dead and 2 wounded. Own cas nil. GB. ambushed en veh near Churamankati SQ-0665 M/S 79 E/4 on 182300 Sep. En cas 3 dead incl one offr and one veh damaged.
50.	G-0022 & 240/15	25. 9.71	Razakar ptl attacked GB base at Gharulia on Jessore-Chaugacha road on 10 Sep. En cas 5 Razakars. Own cas nil.
51.	G-0025 dt 25.9.71	26. 9.71	GB ambushed en ptl Raghunathpur SQ-7545 M/S 79 A/16 at 231330. Fire exchanged with en tps. En cas 5 wounded. Own cas nil.

52.	G-0026 dt. 22. 9.71	26. 9.71	GB recovered 2 inches mor bomb 18 from Kagaj Pukur SQ-1944 M/S 79 A/16 on 23 Sep.
53.	G-0027 dt 25. 9.71	26. 9.71	GB blown up power pylon on Chowgacha. Jhenidah road on 22 Sep. About 50 Razakars attacked Gono Bahini Arpara SQ- 0071 M/S. 79 E/3 on 22 Sep. En cas not known. Own cas one wounded.
54.	G-0028 26. 9. 71	26. 9.71	Late report received that GB raided Goyespur UC near Jhenidah on 20 Aug 2300 hrs. En cas 6 Razakars dead. Own cas nil. Captured 303 rifle 3 left inside Bangladesh.
55.	G-0084 dt 9. 10.71	9. 10. 71	Niamita Bahini ambushed en at Bara Achra SQ 7541 M/S 79 A/16 on 071345 Oct. En cas 5 dead. Own cas nil.
56.	G-0087 dt 11. 10.71	12. 10.71	NB snapped en tele comm at Bara Achra SQ 7541 M/S 79 A/16 on 110315 Oct. Fire exchanged cas not con. Own cas nil.
57.	G-0088 dt 12. 10. 71	15. 10.71	NB raided Raghunathpur SQ 7445 M/S 79 A/16 on 120600 Oct. Cas not known.
58.	G-0090 dt 14. 10. 71	16. 10.71	NB fishting ptl Sadipur SQ 7442 M/S 79 A/16 fired en ptl 14 0400 Oct. En cas 3 dead. Own cas nil.
59.	G-0092 dt 19. 10.71	20. 10. 71	NB fire on en moving area Sadipur SQ-7542 M/S 79 A/6 on 181400 Oct. En cas 3 dead. Own cas nil.
60.	G-0095 dt 24. 10. 71	25. 10. 71	Niamita Bahini En 2 inches MOR shelled own def Sadipur SQ-7542 M/S 79 A/16 241030 Oct. Own troops also opened fire to en. En cas 2 dead 50 wounded. Own cas 1 dead.
61.	G-0096 dt 25.10.71	25. 10. 71	Niamita Bahini. Posn Sadipur fired on en movement 260700 Oct. Cas not known.
62.	G-0099 dt 26. 10. 71	29. 10.71	Niamita Bahini ptl fired on en posn Bara Achra SQ 7541 M/S 79 M16 on 26 0930 Oct. En cas 2 dead. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৭। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No	Originators and Date	DTR of Info	Events
1.	G-OOOI dt 18.0500	18.7.71	On 17 July. 2 Pak tps with four civ digging bunker north of Roghunathpur. SQ-7545 M/S 79 A/16 Own ptl opened fire. Pak tps very restraint in reply. En cas not known. Own cas nil.
2.	G-0002 dt 18. 7.71	18.7.71	On 17 July Pak tps with civ seen cutting date tree SQ-7445 M/S 79 A/16, Own ptl opened fire, en was restraint in reply. En cas not known. Own cas nil.
3.	G-0003 dt 18. 7.71	18. 7.71	Own ptl sent area SQ-7439, 7540 M/S 79 A/16. No en sighted. Cut and brought 60 yds tele wire from road Sutkhali to Benapole 172301 hrs.
4.	G-0009 dt 240500	25. 7.71	Patrolled area Shakaripota, Dhanyakhola, Boalia, Narayanpur, Mainka SQ-7549. 7649, 7648, 7647, 7646 and 7644 M/S 79 A/16. Tried for an ambush area Raghunathpur rd SQ-7544 M/S 79 A/16 were detected. En who wanted to encirele us. Party withdrawn. En fired sporadically. Sp forces fired 3 inches Mor own party returned safely at 230730 hrs. En has reinforced Raghunathpur. En str one coy now.
5.	G-0008 dt 240500	25. 7.71	Own ptl left 220400 hrs. Ptl area Bahadurpur, Raipur, Boalia SQ-7759. 7748, 7747, 7746 & 7846 M/S 79 A/16 killed notorious en agent Kudrat Mallik and recovered documents. Documents handed over to 7 Punjab party. Returned safely at 231730 hrs.
6.	G-00011 dt 26.0500	26. 7.71	On 250300 hrs. Own tps ptl in area Daulatpur and Baraachra. Cut tele wrie 100

			yds. between Putkhali-Benapole. Mined the area also (SQ 7540, 7439 M/S. 79 A/16). Own tps waited in ambush for en repair party. En did not come. Own tps returned at 251200 hrs.
7.	G-0012	26. 7.71	Own ptl raided at Balunda on 25 July night. Anti Bangladesh elements escaped earlier one young boy working as their acctt caught. En not coming out of their bunkers and built up area. Own tps returned at 260500 hrs.
8.	G-0013 dt 27. 0500	28. 7.71	Own ptl party left at 221200 hrs. Patrolled general area 2 miles north of Navaran. Tried for opportunity to ambush. En not coming out of builtup area. Fired on en guard post and the protections party. On a bridge adjunct to Navaran threw hand grenade at 252300 hrs. Cas one hav and 2 Razakars/ Santibahinis killed 3 injured. One Tape recorder brought from the house of a Santibahini member.
9.	G-0014 dt 28.1700	30. 7.71	Ptl parthy left. 280200 hrs. Sarbandokhola GR-7546 M/S 79A/16. Tried for opportunity to ambush. En not contact. Ptl returned. No cas.
10.	G-0015	30.7.71	Ptl party left 290200 hrs. at Daulatpur SQ- 7540 M/S 79 A/16. En not contact Ptl returned on 29. 1530 hrs.
11.	G-0016 dt. 011400	1.8.71	En posn at Raghunathpur SQ-7445 M/S 79A/16 was attacked with a Coy str on 31.0400 hrs to destroy the en. Heavy exchange of fire continued for two hrs. We opened up LMG & Mor and arty. En replied with small arms. En cas not known. Own cas nil.
12.	G-0017 dt. 010500	1.8.71	Putkihali BOP destroyed at 010130 hrs. by own tps. En withdrawn from Putkhali. Party returned on 010500 hrs.
13.	G-0022 dt. 050800	6. 8.71	En posn. Raghunathpur SQ-7445 M/S 79 A/16 were raided at 050315 hrs. by pl with

			arty support. Heavy exchange of fire continued from 0315 to 0505 hrs. Three en bunkers blown off by own shelling cas not yet known. Own cas nil. En tele wire between Putkhali and Sikri were cut and brought back 200 yds.
14.	G-0018 dt. 020500	5.8.71	020230 hrs. Own Ptl party raided the house of Nuruddin Secy of Santi bahini vill Balanda. Razakars opened fire upon us. Once we opened up in exchange they made their escaped through the back door. Own cas nil. Putkhali BOP is occupied by our force.
15.	G-0023 dt. 061700	7. 8.71	En posn at Kajirber bridge near Navaran SQ-8745 M/S 79A/16 were raided at 05210 by 1x9 str. Heavy exchange of fire continued from 050210 to 050225 and en fired up to 050400 hrs by HMG. Cas not known.
16.	G-0024 dt. 061700	7. 8.71	Ref. H Coy. G-0022 dt 05 Aug. 34 En killed(24 pak army and 4 Rngers, 6 Razakars) Razakars buried in Raghunathpur and rest were taken to Navaran by Carts. Five bunkers destroyed.
17.	G-0025 dt. 080700	8. 8.71	One Muslim League dalal and informer of Pak army killed named Hanif of Kharidanga, PS. Sarsha on 6. 8. 71.
18.	G-0026 dt. 081100	8. 8.71	On 080230 hrs. Own tps raided at Bagachara Bazar. Razakars opended fire upon our ptl by rifle. Own tps replied and 2 Regulars killed and 5 injured. Captured 2 Rifles 303 Ammo. 9 and also brought 10 Pak flags.Won cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১৮। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বয়রা সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No	Originators No and Date	DTR of Info	Events
1.	G-0060 dt 222000	23.6.71	On 21/22 night raid on Borni SQ 8068 M/S 79 A/15. Cas not known. Our A/TK mines exploded on Jadabpur-Borni road causing civ casualty. En consciously using bullock carts. Our aim parlially achieved. Most notorious quisling of Borni and Pak army colaboration of loot arson repeated. Killing eliminated.
2.	G-0061 dt 230900	23.6.71	On 22/23 ni own tps occupied Samanta. SQ 6468 M/S 79A/15 and Palianpur SQ 5869. M/S 79A/11. Own tps laid mines in route Maheshpur-Borni. About 2 pi. str of Pak tps came to Jadabpur SQ 7568 M/S 79 A/15 on 230730 hrs. En mission not yet known.
3.	G-0065 dt242015	26.6.71	On 241200 hrs. two en jeep with 10/12 Pak army came to Khalisha Bazar from Chaugacha to see the Bridge which is demolished by own tps before and ordered to the civ of that area to repare the bridge within 2 days. Before reaching own ptl. they returned back towards Chaugacha.
4.	G-0066 dt261100	26.6.71	Detain occupation Samanta Palianpur withdrawn last night having Joy Bangla flag flying those area. En approach as planes and anticipated not forth coming due to heavy monsoon. Bridge 875653 M/S 79 A/16 destroyed on 252200 hrs. Long range recc ptl and infiltration started.
5.	G-0071 dt271900	27.6.71	Heavy firing continuing. Send SP arms and ammo just now. Two dead bodies reached with arms and ammo.

6.	G-0072 dl 281000	28.6.71	About 100 Pak army and elements Rangers reached Kashipur bridge on 271400 hrs. Own tps sent ahead for driving en away. Very heavy exchange of fire ensued. Enemy started running away in all directions. Own tps chased them out up to Ganganandapur SQ 9157 M/S 79 E/4. Minimunm en cas 12. Three dead bodies recovered-many injured. Cfm report later on. Till now captured one SMG one 2 inches Mor one SBBL gun recovered. More recovery of arms dead body anticipated. One 3 tonner no. BA 030733 of 22 FF. One civ Bedford truck destroyed by us as recovery was not possible. Many done and sundry. Items recovered from there en detachment 22 FF regt. not cfm. One dead body recovered appeared to be a lieutenant from shoulder strap. Bangali guide is Aeinuddin of Jhikargacha captured alive. Now under own interrogation.
7.	G-0073 dt 281000	28. 6.71	Regret lost Sub. Moniruzzaman in action on 271700 hrs. While making a desperate attempt to capture alive two entrapped en hiding in a bush. Appeared to have been "Shahced" instantly. Body recovered on way back 2030 hrs. And Buried religiously in vill Kashipur, Bangladesh.
8.	G-0074 dt-281030	29. 6.71	On 26/27 night own tps went to Rajapur SQ 7968 M/S 79 A/16 and opened fire upon cn def Barni Bil area up to 1200-270900 hrs. and had 3 inches Mor support. En replied with Mor and heavy weapons. 3 died and 2 seriously injured.
9.	G-0079 dt291100	29.6.71	About 150 Pak tps and elements of Rangers reached up to Belta SQ 8859 M/S 79 E/A at 280930 hrs. Own tps sent to raid for driving en away. Heavy exchange of fire en returned back to Ganganandapur SQ 9157 M/S 79

			E/4. Minimum en cas 17. Many injured. Captured one L/NK of 22 FF and one Bengali guide of Jhikargacha alive. At about 281400 hrs. En about one pi at Kabilpur SQ 8962 M/S 79 E/4 and tried to cross the Kabadak river. Heavy exchange of fire en cas 4. En retreated to Maslia SQ 8556 M/S 79 A/16.
10.	G-0080 dl 291700	30. 6. 71	Pak Brig flew in Navaran by copter on 281700 hrs. were l\eld resolved to capture Kashipur by any means. Navaran being reinforced by a BN for this mission. Expect strong attack from Chutipur SQ 9158 M/S 79 E/4. Kabilpur/Dhuliar SQ 9162 M/S. 79 E/4 and Tangrail SQ 8459 M/S 79A/16. Elements of en Chutipur area. Suggest request India to engage en with gun fire at Benapole side. Retention importance of this area explained to see comd and also requested to arrange India.
11.	G-0082 dt 301030	30. 6. 71	On 291230 hrs, En 2 veh came at Ganganandapur SQ 9157 M/S 79 E/4 and ambushed. They returned to Jhikargacha. Bridge SQ 9153 M/S 79 E/4 destroyed on 29/30 ni.
12.	G-0082 dt041200	05. 7.71	On 3/4 Ni Raiding party sent to Maslia SQ 8666 M/S 79A/16 in en def. after exchanging of fire en cas 4. Own cas nil. Own action in Kashipur and Bella on 27/28 June 71. Cfm news from authentic sources one coy of 22 FF regt wiped off and Brig Comd 107 Bde publicly abused 22 FF and Navaran for this disgrace.
13.	G-0096 dt 070700	7.7.71	On 5/6 Ni destroyed br SQ 9266 M/S. 79E/4. Own PL withdrawn from Masumpur area. Another PL deployed. Two important missions still out.
14.	G-0101 dt 081015	8. 7. 71	Own tps ambushed at Dhenkipota on 7. 7. 71 at 0200 hrs. Seen about 15/16 en tps with one offr. Came to Dhenkipota br. at 1000

			hrs. SQ 8765 M/S 79 A/16. Own tps ambushed them. En SP from Maslia & Chaugacha with RR 3 inches Mor. & HMG. Making this recovery of arms impossible. En cas cfm 8 incl one officer. Own cas nil. Fifth successive attack on liberated Bangladesh territory of Kashipur and vast adjoining vill successfully repulsed between 071200 hrs. and 071730 hrs. En attack with two coys could not penitrate our impregnable def inspite making attack. Enemy finally broke engagement 1700 hrs. Leaving 13 killed so far cfm much more cas anticipated by us. Latest report indicate en digging def posn in Chutipur area.
15.	G-0102 dt 090600	9. 7.71	Six successive attack on Kashipur again repulsed with success. Contact with enemy established at 080900 hrs. and contiued till 1630 hrs. Repeated attempt of en panetration failed en resolved to heavy and intensive 81 MiM Mor and HMG. En cas 3 cfm.
16.	G-0105 dt 092000	10. 7.71	One Pak soldier came the mine laid down by us in area SQ 8953 M/S 79 E/4 and killed.
17.	G-0107	11.7.71	Tele comn Chutipur-Jhikargacha has been disrupted. En heavy cone in area Chutipur SQ 9158 to SQ 9257 M/S 79 E/4.
18.	G-0104 dt 090900	9. 7. 71	OPS executed from 090550 hrs. to 090700 hrs. Newly acquired guns of Bangladesh armed forces roared their first report on our hated en at Chutipur ghat,. SQ 9158 M/S 79 E/4. Created divastating fire on enemy posn. Exact extent of damage casualty 3. One hav 2 ors.
19.	G-0108 dt 120730	12. 7.71	En def in SQ 8666 M/S 79 A/16 was shelled at 111730 to 111800 hrs with Mor. En cas not yet cfm. En def SQ 9158, 9157 and 9257 M/S 79 E/4 was shelled at 0500 hrs. to 0515 hrs. En cas not known. Own nil.
20.	G-0109 dt 120730	12. 7. 71	En loc Chutipur to Ganganandapur. SQ 9158/9157/9257 M/S 79 E/4. Identification.

			One coy 22 FF rgt and other coy is elements of ranger.
21.	G-Olll dt 140830	14. 7.71	On 12/13 ni destroyed br GR 944469 M/S 79 E/4. The en posn in Chutipur area and Ganganadapur area was shelled at 130800 hrs. July. Cas not yet known.
22.	G-0110 dt 131015	14. 7.71	En area. Chutipur & Ganganandapur was shelled at 130700 hrs. Maslia was also shelled at 130600 hrs. Cas no yet known.
23.	G-0112 dt 140830	15.7.71	On 13 July 0815 hrs. a freedom fighter party while coming back from the msn. they were ontacted by another freedom party in area Garpara. SQ 8453 M/S 79A/16 who came from other msn. They opened fire on them. Resulting. Lutfur Rahman and Abdul Kader killed another Lutfur Rahman, and Mahbubur Rahman injured two sten one Rifle 100 ball 303 ammo and 72 (9MM) with 4 Mag. are taken by the encountered party. Detail report follows
24.	G-0114 dt 150730	16. 7.71	14/15 ni own tps harassed Maslia SQ 3666 M/S 79 A/16 and Chutipur to Ganganandapur SQ 9158 M/S 79 A/4. Heavy exchange of fire ensured.
25.	G-0115 dl 160830	16. 7.71	En posn Chutipur, Maslia, Ganganandapur were shelled at 1730 hrs. to 1800 hrs. En cas not yet cfm.
26.	G-0116 dt 170900	17. 7.71	Own tps laid ambush at Gadadharpur near Maslia on 160200 hrs. About 0630 hrs saw one sec en Ptl going back to Maslia. On exchange of fire en cas 3 cfm. Mine exploded Chutipur-Jhikargacha rd. En cas 7 cfm along with one dodge.
27.	G-0118 dt 180730	18. 7.71	17/18 Ni Jitter party with LMG and Mor at Chutipur. Cas not Known.
28.	G-0119 dt 200930	20. 7. 71	On 191900 hrs. en 40/50 of Chutipur def to approach the vill Bishakhali and Goalhati own tps fired upon them. En also replied. Reported 3 injured. Captured one Santi Bahini volunteer of Navaran name Abdul

			Jalil. Valuable info of loc. obtained. En defence Bahini SQ 8068 M/S. 79 A/15 shelled at 191630 hrs. by own. Excellent shooting and heavy cas anticipated.
29.	G 0121 dt221800	23. 7.71	Own G-0119 of 21 July en cas 2 dead 4 injured 3 Bunkdrs destroyed. BOP Building destroyed and one Jeep destroyed. En Booby traps and mines recovered from vill Atlia SQ 9160 M/S 79 E/4 on 21 July. Own arty shelled en def Chutipur SQ 9257 M/S 79 E/4 on 211800-21900 hrs. Result till now 6 killed 6 injured and building where they put up partially destroyed Own ambush party 1/25012 ambushed Pak tps appx 60 men vill Kabilpur SQ 8963 M/S 79 E/4 at 220830 hrs result till now eye witness report 14 killed 7 injured. En Recovered dead bodies under cover of firing.
30.	G-0122 dt 260730	26. 7.71	On 25 July 1200 hrs. about 40/50 Pak tps and elements of Rangers came from Chaugacha to Deullipota for looting. Own tps ambushed them heavy exchange of fire en cas not yet known.
31.	G-0123 dt271010	27. 7.71	On 25/26 night own tps laid ambush at Narayanpur SQ 8546 M/S 79 A/16. En ptl about one sec camc at Srichandrapur SQ 8545 M/S 79 A/16, Own tps ambushed. En cas. one Punjabi 2 Razakars one Santi Bahini killed.
32.	G-0124 dt291100	30. 7.71	En Coy posn at Chutipur ghat raided by one offr 2 JCOs and 75 of other ranks divided into assault gp and covering Gp. both parties in posn 280345 hrs. Raid opened with few rapid salvoes of arty fire conducted by own MFC between 280415 to 280445. Then both gps closed up and covering GP opened heavily with 2 inches Mor and LMG. En retaliated with 2 HMG 6 LMG 4 SMG and auto rifles own rocket launcher and LIRAT fired at HMG. Bunkers. Rocket Launcher

			misfired. LIRAT achieved to direct hits at HMG Bunkers. HMG silenced. Other HMGs on top of double storied building received one direct hit from LIRAT but no damage achieved. Assault party closed up to 200 yds. En then opened up also with 3 inches/81 MM and fired approx 7rds movement beyond this line became impossible without accepting heavy rate cas. Heavy fire exchanged between en and both Gp up to 0745. To avoid being pinned down decided to break contact and asked for covering arty fire to assist extrication. Arty fired accurately efficiently being narrow safety margine and both parties covered each others all parties withdrew to safe limit by 0815 hrs. Latest eye witness cfm fol. One HMG silenced. 12 killed. Large number injured. Own cas one civ guide received bullet injury on hand. Evacuated to base hosp by friends.
33.	Q-0149 dt312000	1.8.71	On 28. 7. 71 during action one stengun No. FE 38923 was lost with one Mag.
34.	G-0125 dt 31. 1600	1.8.71	On 30/31 ni own tps laid ambush at Kabilpur and Dhenkipota. En ptl about 40/50 str came at Dhenkipota. Own tps ambushed them. En cas 10 killed 26 injured till now cfm by eye witness. Due to heavy en mor recoverins not done.
35.	G-0123 dt 060100	6. 8. 71	Partially successful Attack on Barni en pson SQ-8068 M/S 79 A/15 on 05 Auig at 0400 hrs. Exchange of fire. Heavy en casualty. Own cas one. Detail report follows.
36.	G-0127 dt 07.1100	7. 8.71	On 060700 own tps consisting 7 OR laid ambush at Goalhati SQ 9159 M/S 79 E/4. En Ptl 25/30 pers came to Goalhati from Chutipur defence. Own tps ambushed them at 1000 hrs. En cas 3 killed 5 injured cfm by eye witness. One village action committee injured. Ref. our No. G-0126 of 06 Agu. En killed 42 and many injured, many bunkers destroyed.

37.	G-0128 dt 110930	11.8.71	On 091400 hrs. own tps laid ambush at Goalhati SQ-9158 M/S 79 E/4. At 1600 hrs. en ptl 11 incl civ tried to cross the river Kabadak from estern side to western side by boat. Own ambush party opened fire upon them & boat sank with all occupants. Later report cfm that civilian only swam ashore. En of Chutipur about 25/30 hrs came at northern side of Chutipur and opened fire with 3 inches Mor LMG. And HMG. Heavy fire exchanged between own tps and en. En cas total 9 killed 5 injured cfm by eye witness. One VAC member showed great courage by throwing and killing one Pak army by HE 36.
38.	G-0129 dt 111205	11. 8. 71	On 101830 own VAC consisting 14 pers. laid ambush at Katagachi SQ 9045 M/S 79 E/4. At 12100 Razakars came at Katagachi for road duty. Mines exploded and ambushed party opened fire upon them. En of Navaran br. opened fire with LMG/ SMG. Exchange of fire ensued en cas 2 Razakars killed & 2 injured. The fol captured from Razakar bahini : one 12 Bore SBBL Gun cart 4. Delayed report by own Hav. Working deep inside claimed he along with vacs. Killed 5 Razakars somewhere near Jhikargacha on 082130 hrs. and captured 1 Rifle 303 with 7 Rds.
39.	G-0186 dt 171700	17. 8. 71	Captured wireless set. Pse come tomorrow personally.
40.	G-0132 dt 171045	17. 8. 71	On 14/15 ni important road bridge on Jessore-Chaugacha road near Jagati SQ- 0065 M/S. 79 E/4. 30x16 ft completely destroyed by explosives. Also 2 telephone steel poles blown off with wire. Disruption of both communication expected 3 days minimum. 4 en in civ attempted to bring down our flag at Kabilpur one killed by fire.

			Light exchanges of fire with own fighting ptl and en Chutipur at 151600 hrs. No cas either side Our G-0130 of 15 Aug. 71. En cas by own ptls mor firing Pak army 2 Razakars 8 adn injured Pak army another four by arty fire on 141915 hrs 12 killed 7 injured and 4 Bunkers destro yed at Chutipur.
41.	G-0133 dt 181010	18. 8. 71	Own tps consisting 7 OR and 6 civilian armed parties of Sharatala raided at Nirchandrapur SQ-8747 M/S 79 A/16 at 171930 hrs. En caught napping & fled away. En cas one Shanti bahini killed & away. En cas one Shanti bahini killed & recovered one SBBL Gun and one wireless set model 44 GRC. 62 in good condition on 170800 hrs. En def Chutipur shelled by arty fire by our MFC. En cas/damage not yet known. En living building damaged by shell.
42.	G-0134 dt 19045	20. 8.71	Own tps killed 6 Razakars Laujun's gate SQ 4251 M/S. 79 E/4 on 17/18 ni on. 181130 hrs. En tried circle made own fwd tps at vill Atlia SQ-9160 M/S 79 E/4. Pitched battle continued for 1 hr. Own tps too extricated making run towards Chutipur. NCO. I/C claimed 5 killed and 2 injured.
43.	G-0135 dt-221025	22. 8.71	Own tps one offr 3 JCOs. and 95 ORs. raided at Chutipur en def posn SQ-9257 M/S 79 E/4 on 210500 hrs. En def posn was shelled by arty fire by our MFC from 210430 hrs to 210510 hrs. Own tps raided with 2 inches Mor LMG and LIRAT. En also replied with HMG. 2/3 inchers Mor and SMG. Some Element of tps closed up to about 150 yrds of the en. Heavy exchange of fire en cas/damage not yet ascertained. On 21 Agu. Pak agent. Mohd Yasin captured along with 'Security pass' card specimen att. Preliminacry introgation carried out.

			Indrl sent to you for more effective Khulna Sector.
44.	G-0I36 dt231800	24. 8.71	On 221710 hrs. own tps fired 30rds 3 inches Mor on Chutipur SQ-9257 M/S 79 E/4. En also replied 81 mm on 221800 hrs. Civ reported 3 en bunkers destroyed. En casl not yet cfm.
45.	G-0137 dt 26080	26. 8.71	On 240445 hrs. own tps fired 24 rds 3 inches Mor on Chutipur en def SQ 9275 M/S 79 E/A En also replied late with 81 mm Mor at 240830 hrs. En cas/ damage not yet cfm.
46.	G-0138 dt 31.0900	31. 8. 71	On 301700 hrs own tps fired with 3 inches Mor in en posn. at Chutipur SQ-9257 M/S 79 E/4. En also replied with 81 mm. En cas/ demage not cfm.
47.	G-0139 dt 060600	7. 9.71	En ptl mixed Pak army and Rangers 46 str. an effective ambush by own tps 18 str. rd. Dosatina/ Madhukhali SQ-9452 M/S E/4 on 051130 hrs. En cas 26 killed 6 wounded own cas nil. Bravo. Approx, 150 Pak army and Ranegrs from Chutipur tried to adv through Goalhati/Satila rd. One boat loaded about 10/11 Pak army crossing river to Mohdpur sunk with all tps by own LMG Pitched battle with adv tps till 1530 hrs En retreated at 1600 hrs. En cas till not cfm. Over 23 killed and many wounded. Own cas, 9459 U NK. Noor Mohd SHAHID by en Mor. Body recovered and buried in Kashipur. Also killed one civ injured 2 civ at Goalhati while helping en. Charlee. Another encounter with own Gono Bahini 26 str Garibpur SQ-9365 M/S 79 A/16 on 050230 hrs. till 050300 hrs. en killed 2. Own Gono Bahini still scattered, only 21 till now reported other 5 still Not reported.
48.	G-0141 dt 072030	8. 9. 71	Three Gono Bahini parties carried out fol ops. Alfa (.) Raided Barinagar Camp Ps. Jassore Kotwali on 030200 Sep. Killed 31 Razakars injured 35 Razakars own cas nil (.) Raided Meherullah Nagar Rs. on 29 Aug. and captured fol. Telephone set 3 (.) Bty 2

			(.) Seal and ticket etc (.) Also recovered one MK Rifle two SBBL guns. One airgun and one 36 HE grenade from Arichapur Ps. Jessore Kotwali and Madsadanga Ps. Jhikargacha.
49.	G-0143 dt-092100	10.9.71	NIAMITO BAHINI ambushed Pak army ptl str one pi coming from Sanchadanga on 091530 Sep (.) En cas 2 killed. Own cas nil (.) Own mine M-16 placed at Gonganandapur SQ 9156 MS 79 E/4 tripped by Pak tps on 07 Sep (.) En cas 3 killed 5 injured. Own nil.
50.	G-0146 dt 161005	17. 9.71	On 14/15 ni own tps raided in Defence Posn at Maslia (.) En also replied (.) En cas. 7 killed reported.
51.	G-0150 dt 191230	20. 9.71	On 161630 Sep Niamita Bahini ambushed en ptl near Jadabpur SQ-7668 M/S 79 A/15 en cas 6 dead. Own cas 3 minor injured. Gono Bahini ambushed en ptl near Palla SQ-9252 M/S 79 E/4 on 18 sep. En cas 4 killed own cas nil. Gono Bahini ambushed en ptl near Madhukhali SQ-9452 M/S 79 E/4 and Bhodhkhana SQ-9451 M/S 79 E/4 on 13 sep. En cas one Razakar 3 Pak army dead 2 injured. Own cas nil. Gono Bahini raided Safdahpur Rly stn on 12/13 Sep. Destroyed comm system and burnt building. Recovered 3 Telephone sets and 5 dry cells. Recovered items deposited to SP unit. Hafizuddin CUC Baka Jiban Nagar Ps. Who helped en killed by Gono Bahini.
52.	G-0151 dt 220800	22. 9.71	Own tps ambushed en ptl 40/50 Str at Rajapur SQ-7863 M/S 79 A/15 on 21 Sep. En cas approx 20 killed (.) Own cas tow dead 2 wounded. Covering tps own GB det also ambushed this en ptl en cas 5 killed. Own cas nil. GB based near Dosatina SQ 9353 M/S 79 E/ 4 fought intruding en tps from 18 Sep to 21 Sep 71. En cas 15 killed.

			Own cas nil. Road Dosatina-Jhikargacha also dominated by GB. En Supply carts held up near Jhikargacha for last 3 days.
53.	G-0153 dt241800	24. 9.71	NB ambushed en Ptl Goalhati SQ-9169 M/S 79 E/4 on 221500 hrs. En cas 4 dead 2 wounded. Own cas nil. Again ambushed en Ptl same area 231600 hrs. En cas 4 dead. Own cas nil. One civ wounded.
54.	G-0154 dt011615	2. 10. 71	Own tps ambushed en ptl at Barni SQ 8068 M/S 79 A/15 on 28 Sep. En cas 9 dead 3 wounded. Own cas one civ volunteer dead Own MFC direct arty fire at Chutipur SQ-9257 M/S. 79 E/4 on 29/30 Sep Cas and damage not known. GB Arrested one Razakar from Barni on 30 Sep. On 19/20 Sep while en tried to comb village Pal la SQ- 9252 M/S. 79 E/4 fire exchanged. En cas 6 dead 4 wounded. Cut 2 miles tele wire on 24 Sep. 2 A/P mines exploded on Dosatina road 29 Sep. En cas2 wounded.
55.	G-0155 dt051135	5. 10.71	Niamito Bahini ptl fired en def Barni SQ-8068 M/S 79 A/15. Arty fired Chutipur en def SQ-9157 M/S. 79 E/4 at 031500 Oct. Main def almost destroyed. Nearly occupied posn also destroyed. Villagers reported en cas 12 dead 28 wounded. Gono Bahini attacked Moheshpur Thana School SQ-7980 M/S 79 A/15 on 02 Oct. En cas 2 Pak army 4 Razakars dead. Own cas nil. Br blown off at Barbakpur SQ-9750 M/S. 79 E/4 on 02 oct. On ni 2/3 Oct on way to Magura inducted party contacted Razakars at Dulalramdi SQ-0483 M/S 79 E/3 Fire was exchanged. Own cas one wounded. On ni 18/19 Sep inducted party fought on their way at Hashimpur SQ-1463 M/S. 79 E/4 En cas 5 Razakars dead.
56.	G-0158 dt 07-1900	8. 10. 71	Niamita Bahini ambushed en patrol Goalhati SQ-9159 M/S. 79 E/4 on 070700 Oct. En cas not cfm. Gono Bahini ambushed en ptl at Kagmari SQ-2056 M/S. 79 E/4 on 070630 Oct. En cas 5 dead 3 wounded. Own cas nil.

57.	G-0161 dt-091005	10. 10.71	Niamita Bahini NTR (.) Gono Bahini raided Jamalpur rly sta SQ-6710 M/S 79 E/10 on 12 Sep. En cas 5 Razakars dead and disrupted rly comn. Own cas nil. Raided en posn Baliakandi Ps SQ-5013 M/S 79 E/10 on 21 Sep. En cas 39 West Pakistani police and one Razakar dead. 23 Bangali policemen and Razakars arrested and released when they promised to Cooperate. Captured 43 Rifles and 303 Ball ammo. 800. Own cas nil. Disrupted rly comm between Paharpur SQ-5219 to Ramdia SQ-5416 M/S. 79 E/10 on 24 Sep. On 22 Sep 2 Razakars surrendered with 2 rifles and 303 ball ammo 73. Jessore. Niamito Bahini NTR. Bravo (.) Gono Bahini raided en position Nokal SQ- 4303 M/S 79 E/6 on 23 Sep. Arrested 35 police and Razakars and released them after they agreed to co-operate. Recovered 33 Rifles and 303 Ball ammo 200. Raided Ichchhakhada Razakar trg camp SQ-2996 M/S 79 E/7 on 26 Sep. En cas 5 Razakars dead. Own cas nil. Raided en posn Magura town SQ-3596 M/S. 79 E/7 on 27 Sep. En cas 7 Pak tps 14 Razakars dead and many wounded. Own cas nil. Raided en posn Maheshpur Ps SQ-7980 M/S 79 A/15 on 01 Oct. En cas 2 Pak tps and 2 Razakars dead. Maheshpur Razakar Camp closed. Ambushed en ptl Pirgacha SQ-7180 M/S. 79 A/15 on 5 Oct. En cas 2 Pak tps dead incl 1 sub and 2 Razakars wounded. Own cas nil. 7 Oct arrested 3 Razakars from Jibannagar and brought to coy HQ. Night 6/7 Oct blown off 2 telephones and disrupted rly comm. At Kalagachi SQ-9145. M/S 79 E/4. On same night cut about 3 miles tele wire from Selua SQ-9966 M/S. 79 E/ 4. to Bagdanga SQ 0564 M/S. 79 E/4. Raided en posn Simla SQ-6249 M/S. 79 E/4. on 08 Oct. En cas 1 Razakar dead 3 wounded. Recovered 303 ball ammo 150 cmm 2 Bayonet Cmm 1 Bicycle and 30 personal boxes.

58.	G-0163 dt 9. 10. 71	11. 10.71	Pak tps tried to encircle GB at Kaemkhola SQ-9858 M/S. 79 E/4. on 081100 Oct. Fire exchanged. En cas 2 dead I wounded. Own cas nil (.) Other cas one Mujib Bahini dead one captured. Ni 7/8 Oct. cut tele wire about one mile between Chutipur and Dosatina.
59.	G-2164 dt 10. 10. 71	11. 10.71	Pak tps about 2 pi str tried to encircle GB at Mathuranagar SQ-7082 M/S. 79 .VI5 on 080900 Oct. Fire exchanged for 4 hrs. En cas 15 dead 4 wounded. Own cas 3 wounded, on 091400 Oct. pak army about 200 str again tried to encircl same area. Fire continued up to 1930 hrs. En/own cas not yet known. One Razakars surrendered with one Rifle and 303 ball ammo 10 from Kotchandpur.
60.	G-0168 dt-11.10. 71	13. 10.71	GB 3 Tele poles blown off Churamankati SQ-0564 M/S 79 E/4 night 7/8 Oct. and 4 Razakars arrested at Hamidpur SQ 1656 M/S 79 E/8.
61.	G-0166 dt 11.10.71	13. 10.71	GB. ni 9/10 Oct raided en pons Dosatina SQ-9353 M/S. 79 E/4. En cas 13 dead own cas nil. 101530 Oct ambushed en ptl in SQ-7181 M/S 79 A/15. En charged on ambushing party. En cas 4 dead 2 Razakars arrested from Andulbaria SQ-7595 M/S 79A/15. Own cas one wounded. En comd Mja. Monsur wounded on knee. En cas reported very high. Bodies still floating in the area.
62.	G-0169 dt 12.10.71	13.10.71	111700 Oct en vacated old Chutipur defence and taken new def about 500 yds south of old def. Ptl paty at Chutipur was heavily engaged by en fire. Withdrew under aity sp. No cas.
63.	G-0172 dt 131630	15.10.71	NB. Ambushed Kagmari SQ-9056 MAS 79 E/4 on 121600 Oct. Fired on en approaching.

			En cas 2 dead. Own cas nil. Own MFC directed arty fire en posn Sanchadanga SQ-8468 M/S. 79 A/15 on 11 Oct. En cas 12 dead cfm. Same day arty fired Chaugacha SQ-9069 M/S 79 E/3 and Maslia SQ-8666 M/S 79 A/16. En cas 4 dead 4 wounded.
63.	G-0174 dt 13.10.71	14.10.71	En arty shelled Boyra from Chaugacha on 131400 to 1500 hrs. Not effective.
64.	G-0170 dt 12.10.71	15.10.71	GB. Raided Razakar camp Sabdarpur rly sta SQ-8392 M/S 79 A/15 on 020300 Oct. Arrested 13 Razakars and released them after they agreed to Co-operate (.) Captured 13 Rifles (.) 303 ball 75 (.) Disrupted rly comm at Sundarpur rly sta SQ-9685 M/S 79 E/3 on 072400 Oct. Recovered one tele set kept inside Bangladesh.
65.	G-0177 dt 16.10.71	18.10.71	GB. attacked civ launch loaded Pak tps and Razakars at Sirgram SQ-6378 M/S 79 E/ll on 06 Sep. En cas not ascertained. Own cas nil. Captured our sten and 6 Rifles. Lohagara UC office SQ-6159 M/S. 79 E/12 burnt 16 Sep. Burnt Lohagara post office SQ 6159 M/S 79 E/12 on 28 Sep. En cas 2 Razakars dead. Own cas nil. Captured 2 rifles. Attacked Bhatiapara wireless station SQ-6662 M/S. 79 E/12 on Oct. Two F-86 ac straffed on Gono Bahini. En cas 17 Pak tps/Razakars dead and few wounded. Captured 6 Rifles. Own cas nil. About 5000 out going evacuee surrounded by Razakars at Arpara SQ-3082 M/S 79 E/7 on Oct. Heavy fire exchanged. No cas, Arrested 1 Razakar at Gadhkhali SQ 9546 M/S 79 E/4 with one rifle and 303 Ball ammon 5 brought to Coy HQ 02 Oct. One Razakar surrendered 14 Oct (.) On ni 12/13 Oct Pak tps with Razakars encircled GB Hakimpur SQ-9279 M/S 79 E/4. Heavy fire exchanged. En cas 1 dead 3 wounded. Own cas 1 wounded evacuated to Bongaon Hosp. One GB captured by en with one SLR. Pak army fired upon refugees comig towards India at Hakimpur SQ-9279

			M/S. 79 E/4 (.) 5 Razakars dead.
66.	G-0179 dt 17.10.71	18.10.71	GB. Raided en posn Navaran br SQ-8844 M/S 79 E/4 night 14/15 Oct. En cas 2 Pak tps 3 Razakars dead. Night 15/16 Oct. disrupted tele Comm. between Barbakpur SQ-9650 Modhukhali SQ 9452. Ambushed en ration cart between Dosatina-Jhikargacha 151600 Oct. En cas 3 Razakars wounded. Captured one LMG Mag Night 14/15 Oct. disrupted tele Comm. Barbakpur-Madhukhali 151600 Oct. SP unit Shelling Chaugacha. Chaugacha br. SQ 969 M/S 79 E/3 hit and partially damaged. Civ cas 16 dead 2 wounded. Civ cas created lot of resentment in area against Indian army and Muktifouj.
67.	G-0181 dt 18.10.71	19.10.71	Niomito Bahini Ptl was faced en ambush Dosatina SQ 9353 M/S 79 E/4 on 170600 Oct. Heavy fire exchanged. En cas 3 dead 2 Razakars wounded. Own cas nil. Troops withdrawn under cover of Arty support.
68.	G-0183 dt 19.10.71	20-10.71	N.B Ptl fired on en Ptl Bishahari SQ 8958 M/S 79 E/4 on 170500 Oct. Fire exchaanged. En used 3 inches Mor. En cas 1 dead. Own cas nil. M-16 mines exploded Purapara SQ 8270 M/S 79 A/15. En cas 4 dead and 4 wounded. G.B. raided Naxal camp Pulum SQ 287 M/S 79E/7 on 12 Oct. Recovered 303 rifle-17, SLR-3 LMG-1, SMG-1, DBBL gun 4, SBBL gun 5, Air gun-1 Revolber 2, 303 ball ammo 1146, 7.62 ammo 1626 and 9mm 115. Kept inside Bangladesh. On way inducted GB. exchanged fire with Razakars on ni 15/16 Oct. Arpara SQ 3082 M/S 79 E/7. En cas 4 Razakars dead and 12 Razakars arrested. Disposal Razakars not yet known. Captured Rifl-3, 300 ball ammo-50 kept inside Bangladesh. En troops supported by Razakars advanced to Nizampur SQ 8449 M/S 79 A/16 from Navaran with MOR support on 181000 Oct. GB put resistance. En succeeded advancing Gourpara SQ-8535 M/S 79A 16. En partially burnt Nizampur

			Bazar SQ 8499 M/S 79 A/16. En cas being collected. Own cas 2 dead. Civ cas 7 dead.
69.	G-0185 dt 20.10.71	21.10.71	N.B. 3 en Ptl PI strenght each simultaneously advanced from Chutipur SQ-9158 M/S 79 E/4 to Bishahari SQ 8959 Goalhati SQ 9159 Balia SQ 8957 M/S 79 E/4 on 191600 Oct. Own strong Ptl ambushed them effectively. En cas 7 dead initially. 10 more died in 3 inches mor shelling while tried to recover of dead bodies. Total en cas 17 dead. Gono Bahini 160700 Oct en tps supported by 150 Razakars encircled own Gono Bahini at Sajali SQ 0365 M/S 79 E/4. Heavy fire exchanged 3 hours. En cas 11 dead including 4 Pak troops 7 Razakars, 31 Pak tps/Razakars wounded. Own cas nil. Captured one bayonet. On 141000 Oct en again tried to def Maslia SQ-8666 M/S 79 A/16. Own ptl fired upon en. En cas 2 dead EPCAF. Dead bodies recovered by us and buried. Own cas nil Captured 2 rifles, 150 ids.
70.	G-0188 dt 22.10.71	24.10.71	Niomita Bahini. En strong ptl tried to reach Bishahari from Chutipur SQ-9258 M/S 79 E/4 on 211230 Oct. Own standing Ptl fired, 3 inch MOR also used. Cas not known. Night 14/15 Oct. Gono Bahini cut approx 300 yds rail line between Churman kati SQ 0663 M/S 79 E/4 Barobazar, Disrupted tele Comm. Night 15/16 Oct removed 3 pieces rails Haibatpur SQ 0766 M/S 79 E/4. Night 16/17 Oct disrupted tele comm and cut rly line Mubarakganj SQ 0486 M/S 79 E/3. Night 202030 Oct ambushed en veh carrying Jute near Raghunathpur SQ-0477 M/S 79 E/3. En cas 3 dead truck damaged with jute. 17 Oct en advanced towards Nohala SQ. 4576 M/S 79 A/11. Heavy fire exchanged. En troops retreated. En cas 33 dead 16 wounded reported. Recovered few steel helmets and Chinese ammo 100.

71.	G-0191 dt 24.10.71	25.10.71	Ptl fired en posn. Def. Borni SQ. 8068 M/S 79 A/15 on 240100 Oct. Cas not known. 1 Razakar surrendered with Rifle and 303 ball ammo 11.
72.	SI 10 G-0566 dt 27.10.71	27.10.71	Special sitrep. Ops in Pirgacha SQ 7181 M/S 79 A/15 on 101530 Oct. En cas reported by various sources around 100. Dead bodies still floating in Marshy area. Own cas one Gono Bahini arrested by en.
73.	G-0195 dt 26.10.71	27.10.71	Niomita Bahini Ptl ambushed en Ptl Goalhati SQ-9158 M/S 79 E/4 on 251600 Oct. Heavy fire exchanged. Both sidesused 3 inch MOR. No cas. Night 25/6 Oct Ptl fired on en def Maslia SQ 8665 M/S 79 A/16. En replied with small arms. No cas.
74.	G-0047 dt282100	29.10.71	One KG 250 Grams Gold and some cash of Boalmari Bank deposited by Gono Bahini Hafiz. Request arrange quickest collection.
75.	G-0197 dt 27.10.71 G-0199 dt 28.10.71	28. J 0.71 29.10.71	Niamita Bahini 26 Oct cut tele line 200 yds between Purapara and Sanchadanga. Own tps raided en posn Dosatina SQ 9353 M/S 79E/4 on 27 Oct with arty support. En cas 5 dead 7 wounded. Own cas 2 minor wounded. Tele wire cut between Dosatina Madhukhali. GB ambushed 2 boat loaded Razakars in river Nabaganga at Dariapur SQ-2400 79 E/6 while returning after looting on 101645 Oct 71. En cas 27 Razakars dead 13 wounded. Boat sunk, Ambushed on en ptl Pak tps/Razakars at Srirampur SQ 1801 M/S 79 E/6 on 121200 Oct. En cas 3 Pak tps and 14 Razakars dead 7 wounded. Captured 2 Chinese Rifle 82 ammo. Disrupted rly comm. between Gadhkhali-Navaran about 336 ft rail on 260200 Oct. Tele poles 3 blown off on same axis. 15 Pak tps and 40 Razakars came village Bethuli SQ 1180 M/6 79 E/3. GB ambused on their way. Fire exchanged En cas 4 dead. Captured 3 Rifles 95 ammo. 18 Razakars surrendered with 14 Rifles ammo 77.

76.	G-0202 dt 29.10.71	30.10.71	Niomita Bahini. Ambushed Fatehpur SQ 9263 M/S 79 E/4 and Dhenkipota SQ 8764 M/S 79 A/16 engaged en ptl coming from Garibpur SQ 9465 M/S 79 E/4 and Maslia SQ 8666 M/S 79 A/16 on 281130. Fire exchanged. En cas 3 dead. Gono Bahini. 170200 Oct blew off two tele poles at Sundarpur SQ-9785 M/S 79 E/3. 200200 Oct disrupted rly line about 200 yds. Rangairpota SQ 9385 M/S 79 E/3. 230230 Oct distrupted rly line about 200 yds Barabamndia SQ-9286 M/S 79 E/3 212000 Oct. Raided Razakar camp Hashimpur SQ-1463 M/S 79 E/4. Fire exchanged 4 hours. En cas reported 14 Razakars dead and 5 Razakars wounded. Captured 303 Rifle 4 and Chinese ammo-73. Arms left inside Bangladesh. 251600 Oct ambushed Razakars ptl at Lebutala SQ-1569 M/S 79 E/3. En cas 3 Razakars dead 5 wounded. 261600 Oct laid ambush Osmanpur SQ-1367 M/S 79 E/4 on enptl from Khajuria SQ-1670 M/S 79 E/7. Fire exchanged. En returned back. No cas, 280800 Oct attacked Razakars while looting Village Kefayelnagar SQ-1369 M/S 79 E/4 near Osmanpur. At 1030 hours Pak army and Razakar rushed in that place. Heavy fire exchanged up to 1500 hrs. En cas 12 Pak army, 7 Rangers and 10 Razakars dead and 5 wounded. Own cas 1 dead and 1 wounded. Lost one 303 Rifle.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১০। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বয়রা সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No & date	DTR of info	Remarks
1.	D/016/G dt 11.5.71	12.5.71	1. NARAIL not constant en def. En visit off & on during day time. Most of time en used 15/20 vehs and one Gunboat No P/140 also accompanied by river route. Period of stay they take all round def in town area. 2. No Civ adm. Only OC and two 2nd officers of NARAIL PS have joined and en supported by JAMMAT. 3. Fol. important rd. br. arc unguarded, a. NILGANJ Br. b. TULARAMPUR Br. c. DAITOLA Br. d. SITARAMPUR Br. 4. Local civ not Co-operated with en. Morale is high. 5.En supported by local org those who are.... the materials and killed men. A list of such kind of men & org are shown in SANTI BAHINI Register. Page No-3.
2.	G-0030 dt 25 May	25.5.71	En fighting patrol of two pis str arrived at KABELPUR SQ 8762-79 A/16 at 250830 hrs. along with few civ armed pers. Own tps intercepted. 8 En in uniform and 4 in civil dress killed and 3 injured. Own cas nil. One en jeep No M 38AI destroyed. One jeep heavily damaged due to natural barrier. Left properties of en could not be recovered. One civ tried recovery of two Rifles and one box ammo and a map when en find Grading A-l. iMore 2 pi str en proceeding from Chaugacha. Grading B-3.

3.	Sitrep-2 dt 24.5.71	29.7.71	See Int Log. Latest verifiedc fm reports as fol.
4.	D-03 dt 27.5.71	28.5.71	1.En dead 7 injured 5 including one off-Jco. 2. One jeep partly damaged another jeep was abandoned by them but heavy reinforcement came quickly and pinned down. One sec by hy fire and recovered both the vehs. Captured doc:- 1.One Map case with map. 2.China LMG Mag. Two with Ammo. & Pouches. 3. MT Tool boxes. The recovering civs in panic threw away Chinese rifle in the river while en opened fire to recover dead body.
5.	Sit No 3 dt 27.5.71	29.5.71	1. One Small Ptl consisting of 2 jeeps. Came to vill near DHULANI GHAT SQ 9162-79 E/4 from JHIKARGACHA. 2. A cfm report reached that 4 Pak army pers died yesterday at Maslia by SNAKEBITE in Def posn. A Namaz-e-Zanaja and Milad Mahfil was held by en at Maslia last evening.
6.	N Nil dt 3.5.71	2.6.71	En ips no 12/14 tcks load left Maslia SQ-8566 M/S 79 A/16 Purapara SQ 8170 M/S 79 A/15 Chougacha SQ 9069 M/S 79 E/3. Towards Jessore. En def is now manned by lesser pers. Info grade c-4. On 30 May about 1300 hrs on an info reached that at Chutipurghat SQ 9258 M/S 79 E/4 and at Atlia SQ 9160 M/S 79 E/4 one SI of Police Jhikargacha Ps. and some en agents named Anjumane Mohajerin of Jhikargacha looting and extracting many from people. A short visit vill ATLIA where the SI Police carried out his verification regarding whereabouts of family of an army have & PAF airman. A party was

			immediately rushed who located them. L/NK Arab Ali physically caught the SI and ordererd otheres to surrender. All surrendered but one en agent tried to shot at him. However L/NK Arab Ali killed 3 of them and others. Own pers opened fire killed another 2 pers. One en agent tried to escape when villagers eaught and killed after interrogation. The driver of the jeep, was captured. Jeep No Jessore K-391 willys. One Rifle 303 MKI No 4 three SBBL 12 bore gun. one of which is taken away by local BSF Inspector.
7.	Nil dt 2.6.71	2.6.71 at 0830 hrs	On 02 June 71 at 0630 hrs. Pak army shelling and firing by HMG. at Chutipur ghat SQ 9062 M/S 79 E/4. Action in hand. In Str about 2 PI str.
8.	G-0038 dt 140945	15.6.71	En Def from Dhenkipota SQ 8764 M/S 79 A/16 closed. TPS in large number. Occupied Maslia and Hijuli BOP on 131700 hrs.
9.	G-0040 dt 142230	15.6.71	PI of Rangers with 60 Armed Santi Bahini tried to come and destroy as repraisals near Paukhia SQ 8457 M/S 79 A/16 was intercepted by one Sepoy. Own coy and two local Rakhi Bahini. En cas 4 injured cfm. En ptl about 50/60 came to vill Goyra. SQ 8464 M/S 79 A/16. Captured 8 civ and looted cattle heads. Own sec chased them out towards Hijuli. En cas not known yet. Indian army also gave Mor sp. Captured civs and catties were freed.
10.	G-0042 dt 160815	16.6.71	Pak army Def at Barni heavily shelled. Damage and casualty not ascertained. Telelink Chaugacha was snapped. Andulia BOP. destroyed by burning 160530 hrs.
11.	G-0043 dt 161930	17.6.71	One MF Ptl sent to Navaran Ps. Sarsha. They killed 4 Pak army and damaged one jeep by throwing hand granades. Heavy shelling heard from 1730 hrs to 1830 hrs.
12.	G-0046 dt 18.0815	18.6.71	On night 17/18 Jun 0130 his. Maslia and Hijuli BOP destroyed.

13.	G-0050 dt 181900	19.6.71	Pak army ordered to all civilians to go 8 miles interior from road Jhikargacha-Chougaclia Via Chutipur Sunday. Seized Radio from civilian.
14.	G-0052 dt 192100	20.6.71	Pak army PL Bornia BOP area attempted to bring down Joy Bangla Flag at Pach Pirtalla SQ 7766 M/S 79 AJ16. In exchange of fire between own tps and en from 1425 hrs to 1530 hrs. Had 3 inches Mor sp. En cas not known yet. Reports being received from Jessore and other places incl Masiia SQ 8666 that Pak army purchasing huge number of local farmers hat (mathal). En intention obvious. Name of officer Bornia def capt Abbas.
15.	G-0054 dl 20730	20.6.71	40 ft Br at Khalisha SQ 9459 M/S 79 E/4 demolished at 0200 hrs. Mining achieved. Sitrep of def of PI still awating. En unlishing miscreant Begali RAZAKAR BAHINI at Jessore. Report reached few truck load of en dead body despatch to Jessore from Benapole.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২০। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট লালগোলা সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No with date	DTR of Info	Events
1.	G-Nil dt 231500	23.6.71	A. On 18 June at Moheshkundi BOP area at 1030 hrs. MF killed 4 Muslim league leaders. B. On night 18/19 June at Philipnagar killed CUCof Philipnagar. C. On night 19 June own tps killed 6 Pak army and 14 injured at Pragpur and also destroyed 9 Bunkers and BOP building partly damaged by 3 inches Mor shelling. Own tps observed about 800 yds left of Pragpur BOP en again digging new Bunkers. D. On 21 June 71 own raiding party killed 22 Pak army at Moheshkundi BOP at 1620 hrs- 1700 hrs and injured 11. BOP Building partly damaged now BOP vacated by Pak tps.
2.	G-xx dt 231515	23.6.71	A. On 14 June 71 own tps killed 5 Pak army at GODAGARI by 3 inches Mor shelling. B. On 15 June 71 one engine with 2 Boggies blown uff near SITLAI RLY sta by explosion of A/TK mines. Cas not known. C. On 15 June 71 own tps raided at Rajshahi town one HOTEL and killed 4 Pak army agents cfm by own tps.
3.	Ltr. No. 25/35/G dt 3.7.71	4.7.71	Sitrep from 20 June to 01 July 71. A. Malek Sarnakar a Pak anny agent vill Premtali Ps. Gudagari Rajshahi killed on 20.6.71. B. Tele line between Rajshahi-Nawabgonj disrupted by cutting cable/wire on 21.6.71. C. Dr Nural Haque chairman Peace committe vill-Panikowri Ps. Charghat Rajshahi killed on 22.6.71 at his

			residence. D. Meser Biswas a Pak army agent vill & Ps. Godagari, Rajshahi captured and executed on 24.6.71. E. Lutfur Rahman Vice Chairman peace committee vill Basudebpur Ps Godagari Rajshahi killed on 24.6.71. F. Window pans of Rajshahi town tele exchange damaged and one Militia guard killed by grenade on 25.6.71 and 15 grenades thrown at the local Electric powerhouse of Rajshahi on 25.5.71. One grardman killed another injured at Natore rd Rly crossing near Sardah sta on 25.6.71.One Peace committee member of Charghat killed on 25.6.71. Katakhali rd br Ps. Paba Rajshahi blown up on 26.6.71 and two civil guards also killed. Electric Pylon near Sardah blown up on 26.6.71 and shelling en posn. University and Talaimari on 26.6.71. En replied with Mor & R R. Electric sta and 4 transformers of Katakhali destroyed.
6.	G-0254 dt 291800	1.8.71	An area of 200 miles in Rajshahi Liberated by Mukti Bahini. These areas are being administered by Bangladesh Govt and taxes etc are being realized by the govt. Mukti Bahini occupying strategic points like Chilmari, Diar Manik Char, Shahebnagar, Kudalkati, Bakerali Pankha, Pirojpur, Jagannathpur, Faridpur and Hakimpur etc.
7.	G-0253 dt 2902005	1.8.71	Peace committee member Sudhir, Mukhtar and Subhan of Kishorepur Ps Charghat seriously injured by grenade on 17.7.71. En agent A. Mannaf of Bengari Ps Lalpur injured by grenade on 19.7.71. Grenade thrown at PTC pil of School Sardah and killed one sentry on 19.7.71. Pak army agent Azimuddin of Sultanpur Ps Charghat killed by stabbing on 19.7.71. Peace committee member Khadcm of Binodpur killed by grenade thrown at Ptl party at Fudkipara Rajshahi town 20-7-71. 4 Militia killed on the spot. 7 grenades thrown at Lalpur Ps on 20.7.71 where 7 Non Bengali police killed. Raided Lalpur police sta 25.7.71. 5 Razakars & Pak tps killed.

8.	G-0054 dt 180700	19.7.71	Tele line at Baghail near Paksey cutt off on 6.7.71 resulting disruption of tele line at Paksey-Ishurdi, Paksey-Khulna and Paksey-Kushtia. Killed one Maulana Abdul Latif of village Rostampur Ps. Atghoria 12 miles north of Pabna, chairman, peace committee. Also his house damaged by grenade charge. Killed Abdus Salam a peace committee member along with one other of Kalinagar Ps. Nawabgonj on 16.7.71. 5 peace committee members of Pirojpur Ps Charghat captured on night 17/18 July 71.
9.	G-0256 dt 031605	6.8.71	Nowabganj party in 31/01 Aug 71 2 telephone pillers between Rajshahi-Nowabganj road near Dubakador destroyed. One Razakar leader Syedur Rahman killed at Godagari on 31/01 Aug. The indl tried to surround the MF pers. Mission of Nawabgonj could not carried out as there is no open approach. All approaches are flooded.
10.	G-0263 dt 081320	8.8.71	Shelled with 3 inches Mor and raided at Godagari. 3 Razakar/ Militia killed and 4 injured. Own tps no cas. On 7 Aug 712 parties of 1 and 10 of Mor and 1 and 40 of raiding dem. lead by coy comd went deep inside and carried out following ops on night 14/15 Aug. Raided Razakar post at Haripur br and captured 9 Razakars with four rifles and 18 rds. Blown off Haripur br totally dislocating road comm. between Nawabgonj-Rajshahi highway. The abutment and Foof top of the bridge totally shattered the bridge impossible to be reconstructed by en during the monsoon. Own Mor fired 21 rds at en posn Nawabgonj as a mark of a point independece day effort will be comm. on cfm from the locals.
14.	G-0363 dt 151800	17.8.71	A Parly of 4 attacked the Guardi-Sardah road, Jns. by sten gun on 3-8-71. killed 8 Militia & 5 injured. A party of 7 raided PTC Sardah by 3 inches Mor on 5.8.71. Pak tps 6 killed and injured 9. A party of 4 raided on Razakar posn. At Sultanpur Ps. Lalpur by Rifle and Sten on 7.8.71. One Razakar killed and one 303 Rifle captured.

15.	G-0264 dt 161000	17.8.71	Own party consist 22 pers sent to Rajshahi town and fol ops done on 10 Agu at 0100 hrs. 8 granades charged on the Mil van and killed 5 Militia on 13 Aug at 0300 hrs. 3 Razakars killed and 1 injured through charging A/P mine at PTI school, Rajshahi.
16.	G-0268 dt 202100	21.8.71	On 14 Aug killed 8 Razakars Natore Sub-Div.
17.	G-0276 dt 251700	26.8.71	One party of MF Ptl 45 Pers mixed with MF and FF lead by Coy Comd went to raid and demolish Avoya Bridge a most important rd bridge on Rajshahi-Nowabgonj road about 30 miles from Rajshahi at 230300 hrs. Own party was ambushed from 50 yds of the target by approx 2 pis. of regular tps by taking position from boat and bridge side. Own tps fought for 2 hrs and managed to over power. 2 enemy boats were sunk with occupants and shouts of en tps were heard from around the boat. One own MF was killed during the en counter and his dead body was carried back to camp. 2 Pers were injured by bullet and one SLR lost in the nearby ditch which was flooded heavily.
18.	G-0278 dt 021000	4.9.71	On 20 Aug 71 one Sec of own tps launched at Ps Durgapur, Rajshahi. On 22 Aug 71. own tps surrounded by 50/60 Razakars. After heavy fire 9 Razakars killed 12 injured and 2 captured. Same party on 23 Aug 71 along with 20 local students raided en posn at Kasipur School under Durgapur Ps. En cas 11 killed several injured, school building damaged. On 28 Augs own party blown away about one mile Rly line by explosive near Khetur rd rly sta between Rajshahi-Nawabgonj. One Chinese rifle captured on 23 Aug. On 22 Aug one student killed and 2 were arrested by the en.
19.	G-0277 dt 031400	5.9.72	On 24/25 night Aug own tps blown up three 66000 kv pylons of electricity connecting Rajshahi with Bheramara. Also disrupted main power supply line to Rajshani. Radio sta remained silent for 2 days.

20.	G-0281 dt061800 G-0282 071600 G-0283 dt 13.1600	14.9.71	Own tps killed 2 decoits on 23 Aug at Damkura Ps. Paba on 25 Aug. Own tps killed 6 Razakars one Pak tps and wounded one Pak tps at Afipara Ps Paba. 22 dead, captured 303 Rifle 7.05 Oct raided Belbaria Razakar/ Mujahid camp. En cas 15 Razakars dead and 4 wounded. Camp of Razakars has already been withdrawn. 10 Sep. en attacked own posn. Islampur SQ 0824 M/S 78 D/l. Heavy fire exchanged. En cas 20 dead/wounded. Own cas one injured. 10 Sep en fired with 3 inches Mor and 75 mm RR own posn at Joundipur SQ 9830 M/S 78 D/2 Dorashia SQ-9833 M/S 79 D/2 and Islampur SQ-0824 M/S 78 D/l. En advanced and crossed river Mohananda with coy str Dorashia and Joundipur. Heavy fire exchanged. En cas approx 30 wounded. One cas 2 wounded 11 Sep en advanced towards Faridpur SQ-3116 M/S 78 D/3 under heavy arty support. Heavy exchange of fire own MOR support stopped en advance. En cas approx 50 dead 30 wounded. Own cas one dead 5 wounded. 131800 Sep. 4 gp of Gono Bahini consisting 31, launched to Kazipara. 12 out of them were sent on a special mission.
21.	Nil dt 190800	19.6.71	Captam Rashid with 2 (two) pi raided in area Nasirapara in between B Parrakpur & Moheshkundi. Killed 2 Muslim leaguers. House of the chairman destroyed completely.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২১। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বেতাই সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No & date	DTR of Information	Events
1.	61 dt 241130	24.6.71	On 240300 hrs. En attack Kathuli BOP GR 498422 M/S 79 A/9 and en suffered cas one Major and 10 others. Own tps intact.
2.	66 dt 261700	27.6.71	On 212145 hrs Mafizuddin Master ML of CDG town was huit by Grenade on 212215 hrs. One En jeep fitted with wrls set was damaged at CDG town by Grenade. All 5 pers of this veh either killed or injured. En opened fire up to 220200 his.
3.	67 dt 270730	27.6.71	En fired on VL Pistol only Ichakhali BOP when own Ptl threw 2 Gren in Fwd Bunker. No cas.
4.	68 dt271700	27.6.71	On 270515 hrs. at Kathuli BOP. 7 dead 13 injured of Pak tps. No cas own side.
5.	73 dt 30.0500	30.6.71	On 291830 hrs. at Kamdebpur GR. 454345 M/S 79 A/9. On exchange of fire en cas. 2 injured 5. on 300230 hrs. Own tps raided Ichakhali BOP. killed 3 and 5 injured by Grenade.
6.	79 dt 030630hrs	3.7.71	Own tps fired at Ichakhali and Kalachandpur area on 030200 hrs. No cas.
7.	80 dt 031700hrs	3.7.71	On 021645 hrs. own ptl fired from Gr 499419 M/S 79 A/9 to Kathuli BOP and killed 3 Pak army.
8.	84 dt 151700 hrs	6.7.71	On 050300 hrs Rajnagar GR 564268 M/S 79 A/10. (Dindatta bridge) rd Mcherpur-Chuadanga was off. Apply 12 yds damaged from Meherpur side. Enemy veh came from Chuadanga side near that bridge on 050700 hrs. Returned back.
9.	85 dt 060500 hrs	6.7.71	En on 051700 hrs. about 8 en were seen to work infront of Kathuli BOP. GR 499422 M/S 79 A/9. Killed 3 en. Own tps no cas.

10.	88 dt 071700 hrs	7.7.71	On 041130 hrs one jeep was overrun by mine in Garabaria GR 504406 M/S 79 A/9 all six pers of jeep incl one officer dead on the spot. On 070425 hrs. killed one sentry at Kathuli Post office GR-501424 M/S 79 A/9. On 071150 hrs. en fired on Own ptl in Kamdebpur field GR-456347 M/S 79 A/9. Two either died or injured. Own cas nil.
11.	89 dt 080500	8.7.71	On 071845 hrs 3 en killed at Kutubpur GR-496425 M/S 79 A/9 when our ptl fired from temple at distance 125 yrds. On 080115 hrs En fired from Ichakhali BOP area GR-446337 M/S 79 A/9. Our Ptl returned fire but no casualty.
12.	92 dt091700	10.7.71	On 090030 hrs Aftabuddin Biswas ML of Kamarpur GR-518199 M/S 79 A/10 killed by gren. On 0915 hrs Khaled of ML of Ashrafpur GR 495234 M/S 79 A/10 killed by throwing gren. On 090045 hrs gren was thrown into Meherpur Ps. but none was present. One student got minor injury.
13.	95 dt 110730	11.7.71	On 110030 hrs En fired from Kamdedpur and Kalachandpur to our ptl party, no cas. Our tps threw gren in a bunker near Gobipur GR-465329 M/S 79 A/9. No cas.
14.	97 dt 120815	12.7.71	En two killed and several wounded in Meherpur. Tele exchange GR-475316 M/S 79 A/9. One killed in Kalachandpur GR 463343 M/S 79 A/9. En fired from Thanaghat Gr-473323 M/S 79 A/9 when own ptl were crossing the river.
15.	98 dt 121620	12.7.71	En on 112300 his 5/6 killed/wounded at Natuda in a hut GR-518157 M/S 79 A/10. En use mor. On 120730 hrs. En fired at Kamdebpur GR-456344 M/S 79 A/9 on civilians.
16.	101 dt 140700	14.7.71	On 130800 hrs. One 3 ton was hit by mine in area Kolla SQ 5125 M/S 79A/10 on Meherpur-' Noorpur rd. 20 killed/ injured. On 140100 hrs.

			fired/ Shelled at Kalachandpur ghat GR-464344 M/S 79 A/9. No cas.
17.	102 dt 141745	14.7.71	On 140945 hrs. own tps fired from Kamdebpur GR 454345 M/S 79 A/9. En killed 3/4. Own tps no cas.
18.	99 dt 130815	14.7.71	On 122314 hrs. 4 killed by gren in tele exchange GR-476317 M/S 79 A/9 on 130130 hrs. 2 killed and several wounded in Meherpur Model School GR-481315 M/S 79 A/9, on 130030 hrs. 6 killed in Power house GR. 488322 M/S 79 A/9. Power house light went off just after 3 gren exploded. Exact damage not known. 2 killed in Court GR 479301 M/S 79 A/9. One jeep was blown off by 2 inches Mor in Meherpur court GR-478299 M/S 79 A/9. Fired SA from Power house Model School and Court. 2 gren thrown in bunker near Court area on 132330 hrs. 3 killed at Garabaria vill SQ 5040 M/S 79 A/9 on 130300 hrs. En fired from Kalachandpur ghat GR-463343 M/S 79 A/9. Own cas. Ansar Ayub Hossain minor injured.
19.	103 dt 150700	15.7.71	On 130815 hrs. one 1 ton dodge blown off by mine at tr junction at vill Kolla GR-518232 M/S 79 A/9. One jeep badly damaged in the same area 10 killed 4 wounded. Wounded pers evacuated by ambulance and damaged jeep towed by crane at 131400 hrs. Dead bodies taken by civ truck. It refers on No 101 dt 140700 hrs.
20.	105 dt 160700	16.7.71	On 151730 hrs fired Kamdebpur and Ichakhali fd GR-456347 M/S 79 A/9. Cas not known.
21.	108 dt 171700	17.7.71	On 16/17 ni own pi I destroyed Bhatpara br. GR-556401 M/S 79 A/9.
22.	110 dt 181700 hrs	18.7.71	On 17/18 night 3 grenades thrown by own tps in the house of Mahtab Khan ML at Meherpur town. En suffered cas. Exact no. not known.
23.	112 dt 191700hrs	19.7.71	On 150130 hrs. own ptl party threw 2 Grenades in bunker at Natuda GR 524154 M/S 79 A/10 killed 3 and wounded 2 on 180900 at Maniknagar GR 448181 M/S 79 A/10, killed 4

			and 8 injured where they were repairing bunkers on 18945 hrs. Own ptl party captured 2 Bengali Razakars near Bamonpara GR-473286 M/S 79 AJ10. Own party threw gren. Court building Post office & HE School of Meherpur on 18/19 night. Cas not known Razakar handed over to Sikh regt Tehatta.
24.	112-A dt 191920	20.7.71	On 191030 hrs. en trying harvest paddy from Gandrabaria 505416 M/S 79 A/9 Own tps opened fire on en. En cas. 4 and 2 injured.
25.	114 dt 201700	20.7.71	On 19210 hrs. en destroyed Hinde Br GR-607419 M/S 79 A/13.
26.	Q-0260 dt 191815	20.7.71	2 Razakars willingly surrendered with 2 Rifles and 14 Rds 303 ball ammo.
27.	116 dt 211700	21.7.71	On 200900 hrs. 31 killed at Bagwan and Maniknagar GR-477161 and 446159 M/S 79 A/10. En fired LMG. HMG. 2 inches Mor. & Rifle. On 200830 hrs. at Sharbali GR-567383 M/S 79 A/9. One jeep blown off by mines killed 6 en. Own tps no cas.
28.	121 dt 240500	24.7.71	Own Ptl harassed 10 En on 24015 hrs. at Kamdebpur GR-456347 M/S 79A/9. No cas.
29.	122 dt 242020	24.7.71	On 241600 hrs. at Kamdebpur fd GR 447347 M/S 79 A/9. Killed 11 and several wounded. Fire exchanged from 1800-1815 hrs.
30.	G-0300 dt 261830	26.7.71	One Pak Helicopter seen flying at about 5000 ft over Meherpur border today at 0945 hrs. and 1610 hrs. Own ptl party of Boriponta fired upon the Helicopter.
31.	G-012S dt 271700	27.7.71	On 260230 hrs at Maniknagar GR 448182 M/S 79 A/10 En killed 6 wounded 3/4. On 271330 hrs. at Rajapur GR 451298 at Harirampur fd GR 434315 M/S 79 A/9. En killed 3. Ptl party at Haridaypur threw grenade into bunker and small arms. Ptl party of Boriponta fired from small arms. No cas. Own cas nil.
32.	130 dt281725	29.7.71	On 281230 hrs. Pak army and Razakars opened fire on our Ptl party by small arms from Gobipur

			fd GR-445315 M/S 79 A/9. One guide of enemy cought by own ptl party. Enemy fled away leaving this guide own ptl returned the fire, no cas.
33.	0134 dt 301700	30.7.71	On 290900 hrs at Kutubpur GR 496424 M/S 79 A/9 killed 8 incl one Hav of Pak army 2 Razakars 2 Pak Sepoy-2 civ fird small arms and HMG. About 30 En tps reparing bunkers. On 301230 hrs at Kamdebpur GR 447347 M/S 79 A/9 killed one captured MK IV Rifle one 303 ball ammo 6. Mine wire 10 yds. Horn one. Fire by en small arms, HMG and Blandicide. Own fired small arms.
34.	G-0138 011700	1.8.71	En on 010300 hrs. 7 killed in Maniknagar Vill SQ 4417 M/S 79 A/10 fired HMG and small arms.
35.	G-0141 dt021800	3.8.71	On 021330 hrs killed 2 Razakars at Gobipur SQ-454332 M/S 79 A/9 20 Razakars fired on own ptl party. Own tps no cas.
36.	G-0362 dt 040730	4.8.71	On 040400 hrs fired on MG patrol party at Kamdebpur fd. GR 454340 M/S 79 A/9 by small arms and 2 inch Mor. No cas.
37.	Ci-0379 dt 060500	6.8.71	On 051330 hrs. two pers killed at Kamdebpur 455344 M/S 79 A/9 by own ptl party.
38.	G-0306 dt051700	6.8.71	On 021600 hrs. Kathuli located Estb camp at Bhatpara SQ 5639 M/S 7 A/9. On 0312 hrs. Maniknagar vacated. Own tps taking def. posn at Kathuli. 3 A/TK mines and 9 A/P mines lifted from Kathuli. 27 A/P mines lifted from Maniknagar. One 82 mm mor bomb recovered at Maniknagar. Ptl to Maniknagar and Ballabpur.
39.	G-0390 dt 070500 hrs	8.8.71	On 062100 hrs. en tried to adv towards Ichakhali village GR 448349 M/S 79 A/9 fired 2 Bombs of 82 mm Mor. En cas not known. Own cas nil.
40.	G-0402 dt 090500	9.8.71	On 080100 hrs own party completey demolished bridge on road Meherpur to Chuadanga GR 579258 M/S 79 A/10. Razakar 2 killed who were on duty rest of Razakar fled away. Captured 2 Rifles. Own tps no cas.

41.	G-0417 dt 101800hrs	10.8.71	En on 092200 hrs fired with LMG and Rifles on our ptl party from Jadabpur ghat GR 478298 M/S 79 A/9. En constructed Pakka bunker at Jadabpur GR 469294 M/S 79 A/9. Patrol party exchanged firing with LMG and Rifle. No cas.
42.	G-0432 dt 121700	12.8.71	On 120500 his. MF Ptl raided enemy temp posn near Jadabpur vill-GR 469297 M/S 79 A/9. Killed 7 and injured 5. Own tps no cas.
43.	G-0441 dt 141700	15.8.71	On 132300 hrs. en with coy str attacked MF from Baribanka and Bariponta. En occupied Baribanka vill in that encounter killed 2 en and wounded 4. En fired 2 inches Mor 303 ball & 2 gren. Ptl who were at Boriponta GR 432298 M/S 79 A/9 repulsed the attack. En wanted to loot away of paddy on 131000 hrs own Ptl attacked en in area Bagwan fd GR 472157 M/S 79 A/10 when they were coming Maniknagar from Natuda. En fired Rifle killed 5 and injured 7 en. Own tps no cas.
44.	G-0447 dt 15.8.71	16.8.71	Loc Ujalpurghat GR 470355 M/S 79 A/9. Own Ptl raided en fired with Rifle & LMG. En cas 11 killed incl an offer wearing guinboot. Own cas nil.
45.	G-0450 dt 161100	17.8.71	On 160430 his. Coy str attacked Boriponta village. SQ-4229 M/S 79 A/9 one of ptl party fired with LMG 3 inches Mor and small arms. Killed 3 & injured one offr. En staying at Baribanka board office GR 435297 Baribanka fd GR 449298 and Baribanka mango garden GR-434292 M/S 79 A/9 Captured three offer rain coats. Own ptl party repulsed the attack. No cas.
46.	G-0130 dt 151000	17.8.71	Own ambush/raid party raided Dattanagar farm SQ-6884 M/S 79 A/15 on 12/13 ni killed 22 Razakars damaged office by hand grenade and recovered 3 SBBL Guns. Own cas nil. On 140001 hrs en def at Chutipur SQ-9257 M/S 79 E/4 and Maslia SQ-8766/8666 M/S 79 A/16 engaged by own party and raid party. Arty firing conducted both places by own MFC. At Maslia

			cvn cfm news indicated 7 killed many injured 4/5 bunkers destroyed. Own flag hoisted near their def both plans Chutipur def cas damaged reported more extensive being ascertained. On 141530 hrs. Own fighting ptl to Chutipur found en consisting of Army Razakar and collaborators infornt of Chutipur school for marching. Own ptl fired 2 inches Mor & SMG. Heavy cas expected at 1700 hrs. observed en dismantling fwd bunkers at cross rd GR-917579 M/S 79 E/4 at 1945 hrs. Own arty fired approx 49 rds on Chutipur. Result not yet known. On 13/14 night own flag hoisted with booby tps in vast arms incl en held Nabharan.
46-B.	G-0452 dt 161800	17.8.71	On 122330 hrs. Cdo party killed 2 Razakars near Amjhupi bridge GR-526286 M/S 79 A/9. Destroyed 4 tele comm pole on Chuadanga-Meherpur rd. SQ-5328 M/S 79 A/9 on 140100 hrs. Destroyed Gourpur bridge GR-581229 M/S 79 A/9. No cas.
47.	G-0460 dt 180700	18.8.71	On 177600 hrs en vacated Buridanka vill SQ-4329 M/S 79 A/9.
48.	G-0508 dt221700	22.8.71	On 220530 hrs. at Boriponta fd. GR-439308 M/S 79 A/9 ambush fired 3 inches Mor HMG and small arms. Killed 3 and wounded 5. One coy str in Buribanka SQ-3029 M/S 79 A/8. Own tps 25534 L/NK. Abul Khair injured in both hands and evacuated to Barrackpur Hosp. Lost one LMG, with 2 empty mag. One firing pin of LMG broken.
49.	G-0599 dt 220800	22.8.71	Ferry destroyed at Monakhali GR. 458241 (Biddadharpur) M/S 79 A/10. Expl. expended 8 LBS.
50.	G-0513 dt231700	24.8.71	En on 221130 hrs approx 2 PI str digging trenches at Monakhali ghat GR 458242 M/S 79 A/10 fired on own ptl party with HMG and small arms. 10 killed and 15 wounded-one woman killed.

51.	G-0540 dt961700	27.8.71	On 241030 hrs. en attacked on own posn at Maniknagar GR-449176 M/S 79 A/9 with coy str from three sides. 9 killed 10 injured own cas nil.
52.	G-0535 dt291800	30.8.71	En on 280900 hrs. killed 25 near Natuda SQ-5215 M/S 79 A/9 at about 281600 hrs. En carried dead bodies to Meherpur. Own cas not known.
53.	G-0573 dt 040500	4.9.71	On 041700 hrs. own tps fired at Ichakhali BOP GR-456339 M/S 79 A/9. En cas. 3 killed Own tps no cas.
54.	G-0711 dt180500	18.9.71	En opened fire on Niamito Bahini patrol on 160600 Sep 71 at Maniknagar GR 448181 M/S 79 A/10. En taken 8 cows from Anandabas village. En cas nil. Own cas nil.
55.	G-0730 dl 200500 G-0740 dt 20.2000 G-0727 dt 19800	21.9.71	Support unit 3 inches Mor shelling en posn Kamdebpur GR-447347 Kalachandpur ghat GR-463343 M/S 79 A/9 and Meherpur Ps. GR-472322 on 19 Sep. En cas 4 dead cmm thana building party damaged and house of Hayat Advocate ML damaged-destroyed 2 Bunkers at Kamdebpur and one bunker at Kalachandpur. No reply from en. Own cas nil. on 200500 Sep en about 300 sir attacked own def posn Majpara SQ-4115 M/S 79 A/10. Fire exchanged and own tps managed to escape from en encircle. En cas 4 killed and many injured. Own cas 2 Gono Bahini 3 local civ dead and one Niamita Bahini minor injured. Dead bodies recovered and buried. Lost arms/Ammo. 2 inches Mor one LIRAT one sten one SLR one loaded LMG Mag-25 loaded SLR Mag 3 loaded sten Mag 2 spare barrel one 2 inches Mor HE bomb 12 and Rocket bomb 6. One MK III rifle damaged by en fire.
56.	G-0741 dt213500	22.9.71	En 2 pi str attacked own defence posn Ichakhali GR-448349 M/S 79 A/9 on 20 Sep. En cas not known. Own cas nil.
57.	G-0764 dt 240800	25.9.71	Sp unit shelled with 81 mm Mor on en posn Kamdebpur 447047 M/S 79A/9 night 23/24

			Sep. En cas 2 killed and some wounded. Own cas nil.
58.	G-7772 dt 250700	25.9.71	En tps on 231100 Sep 71. One coy. str tried to enter Badyanathtala 038163 M/S 79A/10. Heavy fire exchanged en cas 11 dead incl 4 Razakars and 5 wounded. Pak army imposing curfew at Meherpur area on 27.9.71.
59.	G-0884 dt 08.0700	8.10.71	Niamita ptl raided en Posn Gobipur SQ-4532 M/S 79A/9 on 080230 Oct. En cas 15 dead/ wounded (.) Own cas one wounded 11090 Sep Molid Rejaul Hoque.
60.	G-0898 dt081800	9.10.71	NB Raided with arty support at Kamdebpur on 080300 Oct. En cas 30 Pak tps incl Razakars dead. 7 incl one Major dead/ wounded at Kalachandpur. 7 dead/ wounded at Gobipur. Own cas nil.
61.	G-0926 dt 11.10.71	12.10.71	Own tps laid A/P mines rd Meherpur-Perojpur-Natuda on 1001000 Oct.
62.	G-0941 dt 13.10.71	14.10.71	NB on 132200 Oct. destroyed 7 Electric poles. Meherpur-Chuadanga road.
63.	G-1006 dt201071	21.10.71	NB 1 en Bedford veh carrying tips Natuda blown off by mine GR-513241 M/S 79 A/10 on 19 Oct. En cas 23 dead 17 seriously wounded.
64.	G-1358 dt 26.10.71	27.10.71	Niamito Bahini ambushed on en ptl Ramnagar GR-456113 M/S 79 A/10 on 231100 Oct. Heavy exchange of fire. En cas 2 dead 3 wounded. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২২। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বেতাই সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

SL No	Originator No & date	DTR of Sitrep	Events
1.	8.5.71	9.5.71	En fired our fighting ptl at 1830 hrs by 3 inches Mor. RR and heavy Gun, On reply en op destroyed and 3 died. No casualty from our side.
2.	200/4/x/A dt 16.5.71	17.5.71	En loc (a) Ichakhali BOP one pi. with one 75 MM RR & one HMG. (b) Kalachandpur village. Coy HQ plus one pi with 2 RR. (c) Ujalpur ghat one pi str. (d) Jadabpur one Section (e) Court one Section. (f) Meherpur TB Hosp. Tac HQ & Coy HQ plus pi. Fol br unguarded. GR. 526286 M/S 79 A/10. " 563269 " 613245 " 554145 " Hamayetpur Ferry. " 571352 79A/9 Fol Ferries guarded. GR 456243 M/S 79 A/10 Dariapur ferry " 631107 79 A/14 Damurhuda " " 602072 79 A/10 Subalpur " 457338 79 A/9 Ichakhali BOP.
3.	Sitrep No 1 dt 24 May 0500 hrs	27.5.71	En loc (.) PI str of en at Ichakhali SQ-4533 M/S 79 A/9 with 75 mm RR one and HMG one (.) Coy HQ plus pi str at Kamdebpur SQ-4534 M/S 79 A/9 with 3 RR 2 HMG and one 3 inches Mor (.) Fatepur SQ- 4635 M/S 79 A/9 about 2 sec str (.) Ujalpur SQ- 4736 M/S 79 A/9 pi str with one RR one HMG (.) Meherpur Thanaghat GR-471321 M/S 79 A/9 one sec str (.) Mheherpur Court GR-478301 M/S 79 A/9

			one sec str (.) Destroyed fol ferries and culverts (.) On 24 May (.) Marakhali ferry GR-457242 M/S 79A/9 Nurpur ferry GR-523221 M/S 79 A/10 and Hamayetpur ferry GR-554145 M/S 79 A/10 (.) Ratanpur culverts GR-486159 M/S 79 A/10 (.) and Kedarganj culverts GR-446180 M/S 79 A/10.
4.	Sitrep No 5 upto 260500 hrs.	27.5.71	On 260130 hrs. at Kamdebpur SQ-4534 M/S 79 A/9 fire exchanged with en (.) En cas not known but during firing en hue and cry (.) Own cas nil (.) Sit normal (.) En fired 3 rds 82 mm mor and small arms (.) Own fired 9 rds 2 inches Mor and 700 Rds small arms.
5.	Sitrep No 6 upto 261700 hrs	27.5.71	En (.) One jeep intercepted by a section str about 15 men at Ballapur-Bagwan GR-472163 M/S 79 A/10 (.) Fire exchanged at a distance of 50 yrds (.) All men were sitting in the jeep suffered cas (.) One offr died on the spot and 5 OR either wounded or died (.) After 15 minutes one Dodge and one 3 tonner rushed the spot (.) En dismounted from the veh and advanced towards the jeep by firing LMG & HMG (.) All the dead bodies and wounded pers leaving the jeep behind (.) Due to heavy fire of LMG and HMG own tps fall back (.) Only one woman suffered cas (.) 750 rds of 303 ball and 36 rds of 9 mm. were fired (.) One LMG mag missing (.) Captured (.) One jeep (.) one SMG with 2 loaded mag (.) One Binocular (.) one MK IV Rifle.
10.	Sitrep 29 dt 061700 hrs	6.6.71	On 06115 hrs. enemy fired on own ptl party near Ichakhali GR-443343 M/S 79 A/9. Fired 4 rds of 3 inches Mor. 4 rds of RR & HMG about 1000 rds. Own tps returned fire by small arms 168 rds. En cas. 5 killed/ wounded. Own cas. killed one civ by en.
11.	Sitrcp 35 dt 10.1700 hrs	10.6.71 2000 hrs	En tps one coy plus arrived Mujibnagar on 101400 hrs they took posn. Manik nagar. SQ-4417 Kedargonj SQ-4418 Ballabpur. SQ-4517 M/S. 79 A/10 & Nazirkona SQ-4218. Heard that the lost en jeep kept at Hridaypur. They might attack on Hridaypur to rocover the captured jeep. An en dead by snake bite on 8/9 June night at Natuda SQ-4215 M/S 79A/10. On 8 Jun 71 at Jatrapur near Meherpur one en dodge accident and 3 en tps died 5 injured.

12.	Sitrep 39 dt 121700 hrs	12.6.71	En (.) On 121200 Fired on own party infront of Ichakhali village approx 100 rds from LMG and Rifle. No cas.
13.	Sitrep 40 dt 130500	13.6.71	En (.) on 130200 hrs. fired on our Raid party. Raided at Ichakhali BOP. En killed 5 injured not known. Own tps cas 2 (two) minor injured (.) Sit normal.
14.	G-0133 dt 131730 his	13.6.71	Our Sitrep ser 40 of date. Last night firing en suffered 30 cas incl one officer and one jeep blown up.
15.	Sitrep 45 dt 15700 hrs	15.6.71	In an exchange of fire at Nazirakona GR-424185 M/S 79 A/10 on 141645 hrs killed 20 and several wounded.
16.	Sources report	15.6.71	On 16 Jun 71 at 1630 hrs. Harirampur SQ-4333 M/S 79 A/9. Pak army set fire to many houses. Fire exchange continuing 15 hrs. between Pak army and M.F.
17.	Sources report and Sitrep 48 dt 17.6.71 at 0500 hrs	17.6.71	Pak army came to burn village Harirampur SQ-4333 M/S 79 A/9. En Bayoneted 10 civ when MF reach there and started firing on the Pak army. Pak army ran away. Many vehs were seen at Kalachandpur ghat and Ichakhacli area.
18.	Sitrep 49 dt71700	18.6.71	On 171030 hrs. fired on our ptl party at Ichakhali- Sabjipara GR-443352 M/S 79 A/9, killed 2 (.) No cas own side.
19.	Sitrep 51 dt 181700	18.6.71	On 18.6.71 at 0515 hrs. One 3 tonner blown off at tr gun. GR-487380 M/S 79 A/9 Rameshwartala about 20 killed or injured.
20.	Sitrep 56 dt211700	21.6.71	12 en suffered cas when own ptl fired area Krishnapur Br 434158 M/S 79 A/10 fire continued about 20 hrs. On 210700 hrs. again 4 cas in said area SQ-4315 M/S 79 A/10. Our tps no cas.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট শিকারপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

SL No	Originator No & date	DTR of info	Events
1.	G-0032 di221700	23.6.71	9A/p mines Chinese laid by Pak tps in between route Tentul Baria-Hinde GR-5 87443 has been detected by our tps and kept this HQ.
2.	G-0040 dt231600	24.6.71	A/TK mine was laid in Moheshkundi BOP area on 3 of Jun. En truck blown off today. En cas 15.
3.	G-0044 dt241830	24.6.71	Our tps raided on 240300 his at Shahibnagar GR- 637517. En cas not known. Our cas nil except lost one rifle magazine.
4.	G-0062 dt291000	30.6.71	A pi str raided Moheshkundi BOP on 290300 hrs. GR-621644. En cas 7 died one injured.
5.	G-0075 dt021835	3.7.71	Pak tps attacked at Kazipur our posn on 2.7.71 at 0900 hrs. heavy exchange of fire 6 Pak tps killed. Our tps no cas. Holding defence posn.
7.	G-0087	4.7.71	Enemy tps raided village Vagjatin between Moheshkundi and Bagmara at 031100 hrs. Our troops chased en face to face charged shouting "Joy Bangla". 7 en killed and 3 injured. Dead body and arms/ammo not recovered due to heavy counter attack by en firing continued for 3 hrs. Our cas nil.
8.	G-0092 dt 070700	7.7.71	A pi raided Shahebnagar on 070300 hrs. Heavily contact about 1 hr (0345-0430 hrs) captured about 5000 yds phone wire and destroyed 2 ferry boats of Tekelaghat. More cas of en tps may occur. Our cas nil. En tps cas being collected on July 06 at 0800 hrs. Tentul Baria ptl party captured 8 C & B workers

			including one engineer with a truck. Truck under our custody and handed over to Karimpur Indian army.
9.	G-0099 dt 090730	9.7.71	Our tps raided Shampur CUC house who is also Chairman of Santi bahini of the area GR-724526 on 090700 hrs. killed 4 Paks and captured one air gun, two old bicycles one leather hand bag and one Santi bahini identity card. Our cas nil.
10.	G-105 dt 121900	13.7.71	En posn at Shahibnagar 628508 raided at 0400 hrs on 12 July. 17 Pak troops killed and 2 civ reported to be killed. One tele set with wire captured. Our tps cas.
11.	G-0109 di 141100	14.7.71	One ptl str raided Moheshkundi BOP GR-62644. En cas not known yet. Our cas nil. One Rifle mag. Lost in OPS.
12.	G-011 dt 150830	15.7.71	On 14 ni our tps harassed with heavy fire at Shahibnagar GR-628508 en posn. Cas not known. Our tpos no cas.
13.	G-0801 di 172050	17.7.71	Our tps raided Moheshkundi BOP on J60400 hrs heavy fighting exchanged. En completely ran away from the posn. One en veh with Ration and 6 Pak tps killed and ration destroyed. En picked up from rear. Own tps withdrawn.
14.	G-0122 dt 210800	21.7.71	Attacked Razakar HQ in the village Gacherdiar Ps. Daulatpur. 35 Razakars killed and captured 303 Rifle-2. Own tps 2 injured by bullet and admitted Hosp.
15.	G-0133 dt 240800	25.7.71	4 Bihari Razakars killed near Bheramara captured 2 Rifles on 24 July 71 at 1000 hrs.
16.	G-0147 dt 280800	28.7.71	On 26 July at 1130 hrs. A/P mines were exploded on Sahibnagar and Kazipur road. Result one Pak army died 2 injured. Dead body taken away by helicopter of Pak army. Own tps fired LMG Brush on halicopter. Copter flown toward Bheramara.
17.	G-0151 di 2811030	29.7.71	One Bangali Razakar of Daulatpur Ps has surrendered with a 303 rifle. Indian auth not info due to some underground ops purpose. Cfm ASP the disposed of Razakar by Sec Comd.
18.	G-0 dt 29.1300	30.7.71	En Strong pi Pragpur was raided from 281800 hrs. to 290001 hrs hit hartly SP by friends tps. En pi was charged at 2300 hrs. Shouting "JAY BANGLA" &

			"NARA-E-TAQBlR-AIJLAHU AKBAR." Heavy cas inflicted en tps 20 killed minimum and several injured. Own cas two civ volunteers and coy comd got light injury on left thai.
19.	C J-0728 di 30.1000	30.7.71	En ips approx three coy against this Coy. on 2722(H) to 272300 hrs. heavy fire exchanged at Hijalli. En cas 40 and 7 injured. Own cas nil. On 2918(H) hrs to 300300 hrs. heavy tiring exchanged at Bhabanipur and opposite Pak army advanced to wards Taluigacha area. En cas not yet known. Two cdo. parties not yet ltd.
20.	G-0170 di 030730	4.8.71	A Sec sir raided ai Pragpur BOP at GR-635595 M/S 78 D/12 on 030100 hrs. with 2 inches Mor/ LMG and SLR. En opened fire and continued about 2 hrs. Own tps replied accordingly. En cas not known our cas nil.
21.	G-0172 di 040700	7.8.71	See str ambushed near Pragpur GR-633599 M/S 79A/9. The party charged grenades on en tps while our ptl. 2 killed rest lied away, own cas nil.
22.	G-0188 dt 091145	9.8.71	The new guerillas of Kushtia dist extremely interessted to give warm reception on 14 Aug in Kushtia town. Sector Imam's permission required for the disposal.
23.	G-0291 dl091145	9.8.71	A Sec went to cut the embankment 2000 yds away from Bheramara bridge. The party successfully operated their mission and due to heavy pressure of water the bridge completely dstroyed and the en posn at Bheramara is under water. En have stacked at the local Bheramara Hosp. Tps of the en completely dislocated.
24.	G-018 dt 09.1145	9.8.71	Pak ips have changed their tac at night living their def posn. They are fol tac of ambush and surprise to our possible approaches. By the grace of Allah one of our pi hardly escaped. Required ASP.
25.	G-0189 dt 091145	9.8.71	PI. str raided Pragpur GR-633599 at 082300 hrs. with hand grenade in the en bunkers. Cas not known. En opened mmg. fire. Own cas nil.
26.	G-0190 dt 091145	9.8.71	A sec sir en posn at Dang GR-664615 at 082200 hrs. with LMG and 2 inches Mor fire continued 45 mints. En replied with small arms. Cas not known. Own

			party returned safely.
27.	G-0003 dt 131700	14.8.71	3 Coy str residing at Bamundi to Nisipur. One Coy str reinforced at Moheshkundi One coy str reinforced at Pragpur. Local coy and army already informed.
28.	G-0205 dt 140945	14.8.71	A pi sir raided en strong posn at Dang at 0001 hrs. to destroy en veh. Own tps used LMG & 2 inches Mor. Firing continued up to 0130 hrs. Result not known. Cfm follows later on.
29.	G-0204 dt 140930	14.8.71	A pi sir raided en posn at Pragpur at 0001 hrs. Heavy fire continued up to 0430 hrs. Own tps used 3 inches Mor LMG SLR 303. En opened MMG Rifles and 2 inches Mor. En cas not known. Own cas nil.
30.	G-0203 dt 140830	14.8.71	MF of "F" Coy have penetrated in Bangladesh on account of 14th Aug. They have been occupied Pak BOP. Tentulbaria Kazipur, Shahibnagar and village Belgatua, Jamalpur. Philipnagar & Gauherdear of Kushtia dist. "F" Coy have compleged omination over at Peremeter distance of 15 miles and in breath approx 5 miles from border. To Protect Shahibnagar we are urgently needed of MMG and 3 inch Mor. Sec comd is personally requesting to arrange the arms ASP. Sec comd is cordially invited to visit the occupied area.
31.	G-0209 dt 150800	15.8.71	One en jeep blown by A/TK mines on road Mathurapur Dang at 140800 his. Mine laid by MF. En cas 7. Own cas nil.
32.	G-0212 dt 162000	17.8.71	A sec str went out on ptl on 150800 hrs in Shahibnagar area at 1430 hrs they entered the vill GR-633508 where en suddenly fired upon them. Own cas 3 shahid. 1 captured 1 injured by en. 4 Paks hardly safe & back to CHQ. Shahid N/S Abul Qashem. Ha v. A. Salam. Sepoy Asaduzzaman. captured Ekram Hossain injured. Sep. Sanwar Hossain has been sent to Barrackpur Hosp. Loss of arms/ammo will be submitted later on. Dead bodies have been collected & buried today at Fulbaria BOP area (India).

33.	G-02171 dt 170800	18.8.71	Losi fol. Arms/Ammo. 1.LMG. Indian - 1 2. LMG. Mag - 8 3. SLR. - 3 4. SLR Mag - 12 5.7.62 Ammo (Ind) - 410 6.303 Rifle - 2 7. 303 Ammo - 1100 8. HE grenade - 2
34.	G-0222 dt 18.8.71	18.8.71	Own tps 2 sec sir were ambushed in Ramnagar hat GR-678502 on 162100 hrs. Found a Ptl parly of Pak tps about 1 PI str coming towards the ambush on bullock cart. Own tps opened fire on them about 30 minutes by LMG & SLR. En cas 1 injured 6. Own tps intatct.
35.	G-0249 dt 241200	25.8.71	A Sec str incl coy comd suddenly attacked on en 633599 M/S 78 D/I2 Pragpur on 24.10.30 hrs. While en were repairing bunkers en str about 40. Own tps fired by 3 inches Mor LMG and SLR from top of a tree. En cas approx 15. Own cas nil.
35B.	G-0273 dt 310800	31.8.71	Own see laid ambush in area of Pragpur at GR-633599 M/S 780/12. Own tps found en top on a tree and fired LMG & SLR. Cas not known.
36.	G-0276 di 010500	1.9.71	One sec of MF raided Moheshkundi SQ-6264 M/S 78D/16 on 311800 hrs. with 2 inches Mor & SLR. En replied with 3 inches Mor and MMG. En cas 5. Own cas nil.
37.	G-0280 dt 040500 In s	4.9.71	16 Razakars surrendered with arms/ammo on 01 Sep at 0100 hrs to our guerilla party at Nawdapara by GR-858414 M/S. Our parly detailed for demolition the br. Our troop opened fire on Razakars on duty on the br but no reply from them. They reached by crawling before our tps. Razakars consisting of 19 Nos and of which 3 fled away leaving their arms/ ammo as they were Behari. Our ips collected 19 Rifles and ammo. All Razakars reported lo this camp. Arms/ammo being

			collected & will inform on request.
38.	G-0296 dt 071130	7.9.71	Our ambush parly faced a company Pak army. After heavy fighting our tps suffered 3 seriously and 5 missing. En cas 19 dead on the spot and several wounded on 7 Sep at 0300 hrs at Goalgram GR- 696512 M/S 79A/B.
39.	G-0297 dt072100	8.9.71	Further to our Sig No G-0296 of Sep out of 5 missing pers 1 one died on the spot and buried at Goalgram and 2 injured and two returned safely. All injured sent to Krishnanagar hosp. Our ips captured one Bretta gun with one mag and 30 rds of 9 MM. Lost one 303 LMG with 6 mag SLR-J with 34 mag. 303 Rifle 3 Sten mag I and Ind LMG mag 11 ammo 303 ball 250. ammo 7.62-285 rds.
40.	G-0305 dt 101215	10.9.71	On 101100 .Sep. one Razakar surrendered with one 303 Rifle 13 rds. along with peace Coumnittee badge and identity card.
41.	G-0305 dt 171900	17.9.71	Niamito Bahini sec Str raided Pragpur en posn on 170600 Sep. En cas 6 killed. Own cas nil.
42.	G-03012 dt 181830	19.9.71	Niamito Bahini sec str along with friendly tps fired en posn Pragpur GR-628594 and GR-655609 M/S 78 D/J6 with arty support on 18 Sep 71. En cas not known. Own cas nil.
43.	G-0324 dt 231000	23.9.71	Pak tps with Razakars 2 coy str attacked own NB def posn Tentulbaria GR-567474 M/S 79 A/9 on 220545 Sep. En cas 3 dead and 5 wounded. Own cas nil. Captured 303 Rifle 2 and 303 ball ammo 10 one sten with mag and 3 boot canvas.
44.	G-0323 dt 231030	23.9.71	Gono Bahini 2 sec str with arty support raided Pragpur GR-633599 M/S 78 D/16 on 22 Sep. En cas 20 dead 13 wounded. Own cas nil. Destroyed bunkers, supplies and brought one Pak flag.
45.	G-0355 dt 280700	30.9.71	Gono Bahini encountered a group of Razakars at Katlamari SQ-7846 M/S 79 A/13 on 260300 Sep. Own cas one wounded.
46.	G-0336 dt 28.9.71	1.10.71	Own tps ambushed Sehala SQ-6854 M/S 79 A/13 on 281200 hrs. Arrested one Razakar wihtout arms. Gono Bahini while on recee Ptl at Bujumara GR- 653716 M/S 78D/16 arrested 4 Razakars without arms.

47.	G-0338 dt300700	l.10.71	Gono Bahini ambushed Barogandia SQ-7552 M/S. 78 A/13 on 291200 hrs. En cas one. Own cas nil.
48.	G-0370 dt 9.10.71	11.10.71	GB ambushed en Ptl at Shahibnagar road 706248 M/S 79 A/14 on 260300 Sep. En cas 2 pak tps 4 Razakars dead and one pak tp wounded. Own cas nil.
49.	G-0373 dt 91011	11.10.71	3 Razakars surrendered ai Chandpur SQ 4839 M/S 78 A/9 with 4 Rifles as reported to Shikarpur coy on 092000 Oct.
50.	G-0377 dt 10.10.71	12.10.71	One Razakar arrested on 10 Oct 1200 hrs. at Tentulbaria GR-559466 M/S. 78A/9. while returning to Pak after collecting of info.
51.	G-0385 dt 11.10.71	13.10.71	J1 Rifles captured by Gono Bahini snatched away from Gono Bahini at Kailmohar SQ 2428 M/S 79 E/5 by one Matin and Mujib Bahini.
52.	G-03S3 dt 11.10.71	13.10.71	Gono Bahini during induction encountered en Piitala SQ-6451 Cmm Sehala SQ-6854 Cmm Goalgram SQ-6951 and Boal SQ-7153 M/S 79 A/13 ni 10/11 Oct. Parties fall back to base. En trying to seal routes of induction.
53.	G-0384 dt 11.10.71	13.10.71	GB. 28 Sep. Party attacked by Razakar Oizlabad SQ-1735 M/S. 78 E/5. En cas 1 dead 2 wounded. Own cas 3 wounded stayed in Bangladesh.
54.	G-0393 dt 13.10.71	14.10.71	NB. Ptl Bamundi 57445 M/S 79 E/10 came under en fire Goraghat 615462 M/S. 79 A/13 at 121200 Oct. No cas.
55.	G-0402 dt 15.10.71	16.10.71	NB. Ambushed en Pil at Moheshkum SQ-6264 M/S. 78 D/l6 at 150630 Oct. En cas 10 dead 1 wounded. Own cas nil.
56.	G-0401 dt 15.10.71	16.10.71	NB & GB ambushed en ptl Bhagjot. SQ-6165 M/S 78 D/16 and Sakuria SQ-6064 M/S 78 D/12 at 140800 Oct. En cas 20 dead/ wounded. Own cas nil.
57.	G-0389 dt 12.10.71	18.10.71	GB Ptl ambushed en Ptl Thakurpara SQ-6358 M/S 79 A/13 on 121200 Oct. Heavy fire exhcanged. En cas not ascertained. Own cas nil. Lost one SLR with 28 Rds.
58.	G-640 dt251071	25.10.71	JO Razakars surrendered with 12 Rifles after short fight on 230030 Oct. 1 Razakar and all Rifles left in

			side Bangladesh base. 2 Razakars wounded and evacuated to Hosp.
59.	G-0457 dt 24.10.71	24.10.71	JO Razakars surrendered with Rifle on 241930 2 Razakars left in base in side Bangladesh.
60.	G-0458 dt 24.10.71	25.10.71	On 211900 Oct Chnadanga tele exchange Charged with grenade. En cas 2 W/Pak Police dead.
61.	G-0450 dt 23.10.71	24.10.71	Ambushed gun boat at Ambaria GR-855353 M/S 79 A/13 on 192200 Oct. En cas approx 40 dead. Own cas 8 wounded under treatment in side Bangladesh.
62.	G-0469 dt 26.10.71	26.10.71	261030 Oci one Razakar surrendered with one Rifle and 303 ball ammo 50 from Monakhali SQ-4624 M/S 79 A/10
63.	G-0487 dt 27.10.71	28.10.71	Niomita Bahini. Ptl party contacted with en Ptl at Chilmari SQ-6270 M/S 78 D/l6 on 270830 Oct. Heavy fighting continued. Another ptl sent as renforcement.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৪। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট শিকারপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

SL No	Originator No & date	DTR of Info	Remarks
1.	Sitrep No 1 dt 061000	6.6.71	Own recce Pel str one sec is sent to Pragpur-Bheramara rd on 052100 hrs. Another Ptl of sec str was sent to Pragpur-Bamundi rd no en contact.
2.	Sitrep-3 dt 080300	8.6.71	Own tps destroyed TEKALA Ferry GR-646534 M/S 79 A/13.
3.	G-0001 dt 140800	14.6.71	Own PlI was sent to Sation on 13671 They were encountered by Gangni Police patrol. 2 constables died one S.I, one ASI, and 3 constables were arrested. Own tps no cas. Captured arms :- Rifle MK IV-5 (KST 57A) 90 cc. Moter Cycle-1
4.	G-		Arrested (1) SI. Md Abdus Sattar 0/C Gangni (2) ASI. 355. Abu! Hashem (3) c/l04. Iman uddin (4) c/347 Md. Nural Islam (5) c/258 Abdul Khaleque (6) c/49 Faizuddin] Dead (7) c/94 Shafiquzzaman | in action
4.	G-0002 dt 141000	15.6.71	A party of 7 men were sent to Pragpur to disrupt the enemy tele Commn. The tele line has been cut off.
5.	G-0002 dt 141000	16.6.71	On 16 Jun 71 firing was exchanged at Kazipur SQ- 6053 M/S 79 A/9 and caused a serious damage to Pak army. Pak army used 81 mm Mor. Pak army retreated.
6.	G-0006 dt 170700	17.6.71 1530 hrs	On 16.6.71 at 0300 hrs. Own tps raided at Daulatpur Ps. 3 constables dead on the spot. Nos of injured not known.

7.	G-0007 dt 170900	17.6.71 1530 hrs	On 16.6.71 On pi Pak army attacked on own def in area kazipur Ghat. We forced enemy retreat back. Own cas nil. Morale of own tps high. En cas.S.
8.	G-0008 dt 171700	18.6.71	Own ptl laid ambush at Gorura SQ-6160 M/S 78 D/l6 on 15 Jun at 0300 hrs. En contact at 1900 hrs. I exchange of fire en killed 17 and one 3 toner dodge party damaged. No cas in own side.
9.	G-0011 dt 180700	18.6.71	En attacked in our def at Kazipur on 1702(H) hrs. We replied the attack. En cas is 11, lighting going on. En reinforced with a coy and attacking our posn.
10.	G-xxxx dt 191800	20.6.71	En attacked own position in area Kazipur GR-628535 with mor & arty. We took alternative posn. En suffered heavy cas. Own cas nil.
11.	G-0026 dt 202000	20.6.71	In contintuation of G-xxxx dt 19 Jun 71. En cas not known. But en found carrying 3 trucks o! dead body cfm by reliable source.
12.	G-0025 dt201900	20.6.71	4 Pers. were sent Pragpur area on 19.6.71 Through grenade in Pragpur BOP/ Bunkers. En cas 5. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৫। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট গোজাডাঙ্গা সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

SL No	Originator No & date	DTR of Info	Events
1.	G-0024 dt 22J000	22.6.71	One agent of en troops injured by A/P mines laid in Gozadanga by own tps 011 21.6.71.
2.	G-0028 dt 230630	23.6.71	On 221700 hrs one en tps killed by own sniper in Baikari GR-79506S M/S 79 B/13. Own tps raided at Baikari on 230010 hrs. Continued about 3 hrs. En cas at least 4. Own cas nil. One sentry was knocked out by own filler party sent in Gen area Bhomra on 22 Jun night. Exchange of fire. En replied with MMG & LMG. Death due to shelling not yet ascertained.
3.	G-0029 dt211900	24.6.71	On 23 Jun. One Pak army killed by own OP in Iron of Baikari school GR-792087 M/S 79 B/I3. On 230500 hrs. own tps killed 4 and many injured by Rocket firing at Baikari area.
4.	G-0030 dt 240750	25.6.71	Own tps launch an attack 011 Bhomra en posn. En opened fire with hvy weaps. Sp tps replied with 3 inch mor. En cas hvy anticipated. Own cas nil. Two filler parties raided Baikari school and BOP area. Causing hvy cas exact No. of cas not known. 4 A/TK mines have been laid in the interior.
5.	G -0033 dt 250700	25.6.71	Own ptl caught alive 3 Muslim League goondas and members of Santi Committee at BAICHANA GR- 845945 M/S 79 B/13 on 240300. En coy at Baikari have again raided by own tps. Cas not known.
6.	G-0035 dt 252000 hrs.	26.6.71	On 2512(H) hrs. One Enemy tps killed by own tps at Baikari GR-793065 M/S 79 B/13. 7 Santi Committee members incl the president have been killed by our tps in Kalaroa. The tps have also cut off 800 yds tele line in the same area disrupting L. of. C. One Santi Committee member has been killed by own tps in Debhata GR-848339 M/S 79 B/14 on 23/24 night.
7.	G-0036 dt 262000	27.6.71	A/TK mines laid in Baikari area exploded by bullock cart on 24 Jun and killed one civilian. Pak

			tps have since abandoned the route. Filler party sent 25/26 night. Engaged en tps. En cas unknown. Two A/TK mines have been laid on 25/26 night. No cas.
8.	G-0037 dt 270730	27.6.71	2 filler parties were sent to Baikari and Sankhra BOP. En response in both places replied with LMG & Rifle on 270100 to 270300 hrs. Raiding party to Ghona could not reach the tgt area due to intervention of some unknown elements on the way on 26/27 night.
9.	C J-0038 dt 280800	28.6.71	4 mines have been laid one filler party engaged. En tps 27130 hrs 280300 hrs with Rocket Launcher hit en Bunkers causing heavy cas. Cas will be obtained later on. Own tps attacked en posn Sankhra BOP for the retaliation with heavy fire. Own tps withdrawn. 2 members of ML and Santi Bahini have been killed and their house burnt at Sikri SQ-8008 M/S 79 B/13.
10.	G-0039 dt281200	29.6.71	One A/TK mine laid in Sanklira Parulia route hit one 3 toner destroyed the veil and killed about 15/16 en tps. Exact no. of cas will be intimated later. The incident took place afternoon of 28 Jim 71
11.	G-0040 dt 291330	29.6.71	Our G-0039 dt 28 Jun. Pak tps incl one Capt killed when a mine exploded GR-835885 also killed Behari Sepoy. Total cas 4. The offr and men who killed were carried in a jeep with has been completely distroyed and threw in to Bill.
12.	G-0041 dt 291330	30.6.71	Own tps raided en gun posn ut Gangni in C3R-853972 killing three Pak troops and injuring many. Own tps laid ambush in Khalil Nagar SQ-8106 and laid mines, Our troops laid mines in SQ-8208.
13.	G-0042 dt 292100	30.6.71	Eastern bank of Ichhamati near Bhomra GR-805940 on 032050 hrs. A breach has been made embark ment.
14.	G-0050 dt 041000	5.7.71	Tele line between Jessore-Satkhira has been cut off on 3 pt. One Pak 'dalal' has been shot dead by our tps on 3.7.71 at Baikari. One A/Tank mines burst killing 3 civ & destroyed one cow cart while was carrying brickes etc for construction of road behind Kathanda GR-825062 M/S 79. Another A/Tank mine blew other cow cart and some civ in Sankhra-Parulia road.

15.	G-0051 dt 050630	5.7.71	3 en tps badly injured by mortar shelling on 2nd & 3rd July 71 at baikari area.
16.	G-0058 dt 051000	5.7.71	Own tps raided Ghona GR-842063 M/S 79 B/13 at Post office and U.C. office burnt down the office and destroyed all the docs. Cut off en tele wire between Mahamadpur Baikari and killed 2 Santi committee dalal caught one MUC Abdur Rahman of Ghona alive.
17.	Ci-0053 dt 061000	6.7.71	One PI str attacked Sankhra BOP on 060130 hrs. Own Mor also held en posn at the time of attack. En hnnker and dwelling houses and MG posn have been raided. En cas not known. Own cas nil. The attack continued up to 060430 hrs. En replaid 2 MGS and other small arms. En reaction was very sharp. Another ptl party fired en posn at Baikari BOP on 06200-060400 hrs. En fired back very heavily, cas not known.
18.	G-0054 dt 061000	7.7.71	Own tps raided Sankhra Post office and U.C. office brought down set the P.O. on fire. They also set fire on the house of some veteran Pak agents of the same area. General public of the area helped own tps greatly, on 061000 hrs. one A/TK. mine laid behind Bhomra BOP on Satkhira road exploded on 5 July 71 at 1500 hrs. Destroying one dodge containing arms-ammo and killed all the pers who were escorting the same. Exact No. of en cas being ascertained.
19.	G-0057 dt 090900	9.7.71	Our tps 2 PI str attacked en defence at Bhomra BOP area & opened fire from a distance of 50 yds. The attack was three plank. Our 3 inch Mor also opened En suffered heavy cas & retaliated with 81 MM & 25 str. Continued from 090200 hrs to 090530 hrs. 3 B.S.F soldiers of Gojadanga OP suffered cas. One seriously wounded with head injuries. Suggest Bangladesh Govt, recognise the act of bravery on the part of the BSF soldier who stuck to their posn despite of heavy shelling with arty SP forces fired 75 rds of 3 inches Mor and 100 rds of 81 MM arty & 6. Own troops no cas.
20.	G-0056 dt 090500	9.7.71	Two en soldiers killed at Baikari by ours on 081000 hrs. 2 en Jeeps containing at least 12 Pak tps blown off simultanously by A.P. mines exploded on Bhomra-Sat khira Rd on 071030 hrs. This has been

			cfm by civilian eye witness. Own troops fired on 070700 hrs 0705(H) hrs. En cas not known. Our cas nil.
21.	G-0059 dt 107730	10.7.71	Our tps fired on en posn Bliomra on 101330 en replaced. Firing continuing. SP forces opened up arty. En wireless interception disclosed two cas on en tps due to firing on 7/8 due to attack on en posn by own tps. Two en tps have been killed one Indian BSF who got injured as reported in the earlier has expired the same day.
22.	G-0060 dt 111705	12.7.71	On IJ July 71 exchange of fire contd. between own tps and en tps at Gozadanga. Throughout the day from 0600 hrs. to onward. SP force opened up with arty. En cas not known. Own R/launcher hit en trenches, bunkers and houses incl custom check post. Own 3 inches Mor fired on Baikari BOP since 0100 hrs to 0300 hrs. to day. En cas is heavy. Total en cas due to shelling by SP force and shooting by own tps yesterday at 1300 hrs. is approx 15. Own cas nil.
23.	G-0063 dt I32300	14.7.71	On 130945 hrs firing started at Bhomra. Own tps crossed over Bhomra bund twice but en fired heavily on the occassion. New own tps facing en tps at a distance of 25 to 50 yds. En wrls interception revealed one killed and nine injured one LMG completely destroyed. Intercepted at 1430 hrs. en cas throughout the day will be much more. Own cas one death. About 7 en bunkers destroyed brought heavy reinforcement. We have brought reinforcement from Hakimpur Coy. Firing still continuing SP force shelled en area with 3 inches Mor. Own tps morale high.
24.	G-00G2 dt 121800	14.7.71	On 120630 hrs. 3 en tps killed at Bhomra area. One en bunker destroyed at 121330 hrs. Own tps on 121330 hrs. destroyed and set fire by rocket. Bhomra BOP area customs check post. Firing continued throughout the day.
25.	G-0065 dt 141930	15.7.71	Heavy exchange of fire continuing between own tps & en tps over Bhomra bund. En cas unknown but expected to be heavy. Own cas nil.
26.	G-0067 dt 150700	16.7.71	Own ptl sent to Satkhira on 6 July and returned 14 July. They have killed the fol. (I) Swarap Sardar. (2)

			Mokbul Sardar. (3) Akkas Sardar. (4) Shafiqul Islam of Sarulia PS. Tala all of cmm. Satkhira MSC and leader. Safdal Gazi ML leader & Peace committee secy. Ezahar Sardar, Muzahar Sardar of Khalisha Khali Ps Tala. Satkhil ML leader and SSC/MSC. They all were responsible for I oting and arson and many other misdeed comitted in the area.
27.	G -0066	16.7.71	Own pll destroyed Murarikaii Post office of Kalaroa Ps. and brought docu. etc.
28.	G-0079 dt 250915	26.7.71	Own Rescue ptl have been sent to Satani & Bausdah area since arrival of F.F boys sent on 23 July 71. Satkhira. Kulia, Tala. Mirzapur 9 FF boys sent on 24.7.71. One Pty of 4 MF incl 2 of Hakimpur coy have been sent out on 24.7.71 still out. Own 1 sec sent in area Mohdpur-Bhomra. Ptl still out. One Ptl consisting a sec str out for Ghona & Baikari ptl still out.
29.	G-0080 dt 26l 835	27.7.71	Own tps laid ambush on road Bhomra-Gangni and contacted one en Jeep killed one JCO and injuring others occupation 231000 hrs. cfm by civ source who attended funeral of the JCO, and killed one notorious Santi Committee members of Farashpur and Srirampur Ps. Sarsha. dist Jessore and 14 other members of Santi Committee Goondas and collaborators of Pak who tried to surround own tps on their way back on 240030 hrs. Own tps raided Kakdanga BOP and threw hand grenade destroying 2 two en Bunkers and killing or injuring at least 5 en tps on 252350 hrs. Own tps cut tele wire between Bhomra-Mohdpur and raided en posn at Mohdpur School. En retaliated with heavy fire and, continuously wasting approx 2000 rds against 20 rds fired by own tps. En cas not known. Own tps no cas. Own tps 2 PI str. Holding It flank of Bhomra bund dominating 6 SQ miles. Bhoinra-Baikari on 26/7/71.
30.	G-0081 di 271500	27.7.71	Own (ps raided en posn in Bhomra. Own tps fired 10 minuts. en retaliated with at least 3 MGS and other small arms. En posn was raided from a distance of 50 yds. En cas not yet ascertained as expected to be heavy. Own cas nil. on 262150 hrs. Own tps 2 str raided two en bunkers on Bhomra bund posn. 2 bunkers completely destroyed. En cas

			not known. Own tps sec str raided Baikari en posn with hand grenades. Rocket-Launcher and small arms. 3 Bomb misfired in the rocket launcher. It is vere discouraging in the face of an attack. En retaliated heavily from all directions. En cas not known.
31.	G-0082 dt 271500	27.7.71	Own 3 inches Mor taken side liberated territory fired on en mor posn at Gangni behind Bhomra and also fired on Mohammadpur Madrasa while en tps were in parade. SP forces fired 25 Pdr 30 rds and 3 inches Mor 45 rds. En cas expected to be high. Cas will be cfm as and when obtained. On 27.1230 hrs. Own tps opened fire on en posn few rds. on an en officer whose movement was seen. En others expected to be killed. En retaliated from all places, like Bhomra. Mohammadpur.
32.	G-0083 dt 28.7.71	28.7.71	Total En cas by one 2 inches Mor shelling on 27 July morning in Mohammadpur Madrasha and Gangni is 18 cas reported by civ. whose dead bodies being carried away in en veh from Mohammadpur to Satkhira. One bullock cart carrying two on soldiers. Cart driver and same ration have been blown up by A/T mines laid by own tps on road Bhomra- Mohammadpur. The incident took place on 25 July 71 A.N.
33.	G-0088 dt 290430	29.7.71	Send at least 2. PI str with Indian LMG and SLRs ASP. There is an attack on MG def launched by en. Try to send one MG. Please send the armoures with Chindi rifle & please do not make any delay. Also send 303 ammo and 2 inches Mor bombs. This is most urgent.
34.	G-0084 dt 280900	29.7.71	Own fighting ptl contact En. Posn on Bhomra BOP last night on 272000 hrs. Cas inflicted on the en could not be ascertained. En retaliated with 81 MM Mor shelled MMCJ and other small arms. Heavy firing continued for the whole night. Own tps threw hand grenade on en bunkers on Bhomra BOP bund area. Result not known. Own tps one sec went out to deny line of comm. to en. Cut tele wire at Kathanda Ghona Sanka and Gazipur on Baikari and Satkhira road. 7947 Hav. Taibur Rahman 6381 Nk A. Wahid. 1328277 L/Nk. Mokammal Hoque. 8609. Sep. A. Sattar were sent on 30 Jun 71 to blow

			up rail comm. between Khulna & Jessore. They have not yet reported back. Last info about them was received on 15.7.71.
35.	G-0086 dt 291100	29.7.71	On 290300 hrs Pak tps one coy str attacked own def at the left flank of Bhomra. En came with "war"; cry like "Nara-e-Taqbir." "Pakistan Zindabad". Own tps replied within 100/200 yds of own posn. En suffered heavy cas and finally thrown out by 0630 hrs. Blood stains have been found strewn all over the places. Lot of empty cartidges of Chinese sten found lying at toner the area. Own tps collected a lot of Chinese empty cartidges and one 2 inch Mor bomb. En cas is expected to be heavy. En fired heavily with Chinese sten and LMG. En advanced after shelling with 3 inches Mor. One N/Sub. Shamsul I loque injured by 3 inches Mor shell of SP unit which fell short. Injury is not expected to be fated but serious. He has been evacuated to Barrakpur. Expect repcatation of the attack shortly. Need at least 2 PI str immediately with JCOs to give some relief to the boys of this coy.
36.	G-0087 dt 291100	29.7.71	On 281130 hrs. Own ips shelled en posn at Mohammadpur with 3 inches Mor. One truck containing en ration has been damaged. En cas not known. At 29030 hrs. own tps fired on en posn at Mohdpur. En as not known. Cut off tele wire between Stakhira Mohaudpur rd. Wire brought 200yds. En replied with heavy fire at 2820(H) hrs. Own tps charged en posn with WAR CRY like "JOY BANGLA". En got panicked and fired thousands of rds through out the night.
37.	G-0089 dt 311030	31.7.71	1. En cas on 28/29 night attack by en own def have been reported to be 2 truck load of dead bodies cfm by eye witness civ. (20 cas) 2.Own tps made a breach on Bund between Bhomra and Baikari GR-815002 M/S 79 B/13 on 00800 hrs. While cutting the Bund en tps opened fire on them with MG. Own tps replied with 2 bombs of 3 inches Mor and silenced the en. En cas not known. Own cas nil. On 29 July 2030 hrs. a Bn attack of the en was anticipcated on own def. This was based on the report of own sources and civ

			which said Chat all en regulars have been collected and assembled from Stakhira lown Sripur, Debhata and Kaligonj and a large number of en tps were seen assembling at Bhomra area. To fail the attack own 3 inches Mor and arty of Sp forces fired on en conc area causing heavy cas on en. It has been reported that dead bodies of Razakars and Bengali soldiers who are collaborating with the en are found lying on road in Mohdpur area. They are being allowed to rot on the road side. En did not collect these bodies for burial. Only dead bodies of Punjabies are collected and taken to the en rear HQ for burial. Dead bodies of Biharies are also left on the road side. On 301200 hrs. en sent a fighting ptl near our def. They were beaten back. En cas not known. Own cas nil.
38.	G-0090 dt 31400	31.7.71	NK. 6578 Abdul Wahid of a coy has been badly injured by A/P mine being laid infront of our def area. It may lead to permeanent invalidation. Has has teen shifted to Barrakpur hosp. One civ source informed that by own arty shelling on 29 July at 2030 hrs. about 20 en tps have been killed/injured.
39.	G-0091 dt 011400	1.8.71	En fighting ptl tried to probe into own def. on 010030 hrs 0530 hrs. En fired heavyly with MG LMG and small arms. They also fired 81 mm shells. Own tps replied with 3 inches Mor & 6 Pdr. En cas not known. Own cas nil.
40.	G-00-59 dt. 021200	2.8.71	En fired 3 inches Mor and LMG at 012J00 from Bhomra. Own tps replied by 2 inches Mor/LMG from Gozadanga. One pi of A coy and E coy raided on Kakdanga at 012100 hrs. SP by arty En open two pt replied by MG & LMG. En did not leave the posn. Cas not Known.
41.	G-0098 dt. 051200	6.8.71	En digging trendies at Mohammadpur area reported. One sabotage party sec str brought the 100 yds tele were from Gangni-Mohdpur road on 050300 hrs. One sec fired on en posn at Nabalkari en replied by LMG. En cas not known. Own cas nil.

42.	G-0099 dt. 060700	7.8.71	10 Pak troops at Gangni Madrasa killed by supported arty shell on 012100 hrs. Bangladesh flag hoisted at Baikari school on 01 Jul En tried to pull the Bangladesh flag on 020800 hrs. Own tps fired on en. En cas 2 killed and one injured. Own cas nil. One pi own troops fired en posn at Baikari on 051815 En replied from Baikari. En cas not known. Own cas nil. Own tps fired en posn at Sankra by rifle. En did not reply. Genifo : En morale very low. Public morale high. Public help the MB.
42-B	G-00103 dt. 081900	9.8.71	One pi attacked en posn at Baikari at 070345 supported by arty. Own tps cut off en tele line Baikari Kathanda and brought 150 yds wire. En restricted their move. En cas 5 Pak army & 4 Razakars killed, 5 Razakars wounded. Own cas nil.
43.	G-0108 dt. 141400	15.8.71	Active guerillas 4 each sent to the fol places. Satkhira, Tala, Kalaroa, Monirampur & Kesabpur. Task given to them to establish secret base & kill Santibahini men disrupt tele line and electric line. Collection of info about en movement and activities Recee of the target like br which will be destroyed in the next phase. It is suggested that every coy should be provided with one set of mine detector.
44.	G-0107 dt. 141330	15.8.71	En vacated Baikari area SQ-7906. They now reorg at Satani SQ-8709 reported. Baikari BOP en bunkers at Baikari one two storied building near Baikari BOP where en made strong hold. Baikari WAPDA building destroyed 70 A/P mines recovered from Baikari area. Own tps dominating Kathanda, Khali I Nagar area. Two civ killed by en A/P mine 4 civ seriously injured. Own cas one FF lost left leg expired on 131530 at Barrackpur hosp. Abdus Sattar S/O Nizamuddin Moral vill. TV Hosp. rd Ps. Tala. Dead body buried in Bangladesh.
45.	G-0110 dt 140850	15.8.71	En at Mohdpur Latkhola (old) GR-875985 Hatkhola (new) 86009 Bakal br. GR-998927 C & B GR- 953007 Satani (Abadarhatkhola) SQ-8709 vocational institute SQ-0396 M/S 79B/13.
46.	G-0113 dt 151600 hrs	16.8.71	Own fighting ptl str one sec at 151100 wen near to en def at Bhomra. Saw en str 2 on WAPDA embankment. Fire opened en retreated with heavy fire of MG, LMG. etc. Own cas nil.

47.	G-0199 dt. 171100	18.8.71	En fired occasionally 7.62 MM Chinese rifles from Bhomra. Own tps replied by SLR and 303 Rifle. Own fighting ptl demolition party str one Jco & 11 ORs Went to Ghona at 160100 destroyed Ghona BOP. SQ-8404. Abdur Razzaq Dafader of Ghona was killed. He used to supply of girls to Pak tps and supply our activities. His son Abdul Aziz joined MF as Mujahid and stayed in this coy about one month. Abdul Aziz deserted and joined Razakar Bahini.
48.	G-0125 dt. 212330	21.8.71	Own MF. SQ-98 Dominating Madabnagar, Ghona Khanpur. Harassing en at Bhomra. Our 2 sec at SQ- 8196 harassing en at Bhomra. One sec SQ 8195 dominating Padma Sankra. One pi at Baikari dominating area Kathanda Khalilangar, Chaigharia. One LMG with Saumat Hussain vill Kushkhali captured.
49.	G 0126 dt 212250 hrs	22.8.71	Guerilla batches of 4/5 sent to Tala Ps. Satkhira, Haripur, Kalaroa and Paikgacha. Task given to them to kill Razakars and collect arms. Disrupt tele comm. Lay A/TK mine on Stakhira Jessore rd. Damage Po/Ps. D.B. other en weak posn to know en activities.
50.	G-0132	24.8.71	En making about 60 strong bunkers at Alipur SQ- 9199. En reinforced Abadarhatkhola (Satani) posn SQ-8709. About 70 Pak tps admitted in Satkhira hosp on 14 Aug reported. Abdul Jalil Razakar of Tikripara Ps. Fakirhat Dist Khulna surrendered to us without arms. Jute is coming to India from Bangladesh. It is suggested that authorised agents should purchase Jute. About 200/300 mds of Jute coming to India from Bangladesh in our area.
51.	G-Nil dt. 240730	24.8.71	Own sec str fired 011 en posn Gangni bridge GR- 842994 on 20 Aug by 3 inches Mor. En cas about 7. Own cas nil. Own MG fired on moving en at Bhomra. Cas 2 killed.
52.	G-0133 dt. 242000	25.8.71	One civ bus and one 3 ton dodge destroyed by our A/TK mine at Stakhira SQ-4603 M/S 79F/2. 3 civ and one police constable killed in bus 9 En tps in the dodge seriously injured. Incident tool place on 230430 hrs. There had been clashes between Razakar and Pak tps at Satkhira town

			school on 222200 hrs. 8 Pak tps killed reported Comder of Razakar bahini Md Ayub Hussain escaped reported.
53.	No.Nil dt. 260030	26.8.71	One FF Boy Abdus Sattar who was separted from his party member due to unfortunate circumstances has returned from Satkhira. He was sent on 14-7-71. and has returned on 25-7-71./ He is safe. 7 FF boys of Takipur coy were caught by Pak army and shot dead near Binarpota br. The party fall en counter with Razakar killed 15 Razakars. FF boys were compelled to surrender when ammo exhausted and they were shot.
55.	G-0137 dt. 260030	260030	Guerilla parly who were sent to Satkhira on 25 Aug returned. Killed Amir Ali Pak army collaborator vill Rasulpur Ps Satkhira. One civ bus and one Army dodge destroyed by A/TK mine at Stk SQ-9603 cfm by guerilla. 9 Razakars 4 Police 14 Pak tps occupant of the bus killed and occupant of the dodge about 9 Pak tps seriously injured cfm by guerilla.
56.	G-039 dt. 260030	26.8.71	One Md Haidar Ali Chairman of Amlala Santi committee lias been brought by the FF party of 5 boys who were sent to Hajipur 9314 M/S 79B/3 for sabotage works in Hajipur area. Local Mr Mamtazuddin Ahamed MPA Satkhira feels that Md Haidar Ali was made Chairman of Santi committee under pressure and no anti Bangladesh activity has so far been reported against him. Instruction as to whether he should be released is solicited. The above FF party was snet out 21 Aug. All 5 of them have returned safe. One Mag filler lost by them. The party charged gren in Jhudanga Tohsil office and burnt down.
57.	G-0143 dt. 271930	28.8.71	One Mati Chairman Santi committee and Comd Razakar Jhawdanga Ps. Satkhira has been killed by Guerilla boys on 25.8.71. Bharukhali Bridge GR- 867062 M/S 79B/A has been partly damaged and made unserviceable for veh on 262210 hrs. A group of 4 guerilla boys sent to Kalaroa SQ-0320 on 27.8.71. They attacked 2 sentries at Jhaudanga br.

			GR-921145 on their way back. Both the sentries have been killed.
58.	G-0144 dt 271930	28.8.71	Own tps fired on en jeep on Bhomra-Mahmudpur road OR. 840973 M/S 79B/3. En men dismounting from the veh and runing Ptl scattered. The jeep has been shelled by 3 inches Mor and MG and Supposed to have been damaged badly. En cas not known.
59.	G-0148 dt 031000	3.9.71	Own tps on 012330 hrs. destroyed completely Bharukhali bridge GR-859999 M/S 79B/4 on 29 Aug. at Bhomra BOP area. GR-800979 M/S. 79 B/14 shelling by own tps. En cas 3 killed own cas nil.
60.	G-0149 dt 031905	5.9.71	Disrupted tele poles near Bagachara on 021030 hrs.
61.	G-0153 dt 051500	5.9.71	Own tps sec str attacked en posn on Gangni br Gr- 862981 M/S 79B/14. En retaliated with MG and LMG fire. Own cas nil. En cas not known, en tps pi str tried to attack own defence SQ 8238. Own tps retaliated and repulsed the en. SP tps fired on en at Bhomra SQ 8397. Own cas nil. En cas being ascertained on 050200 hrs.
62.	G-0155 dt 062300	7.9.71	NIAMITA BAHIN1 Str 2 PI. attacked at en Posn Jhaudanga br. GR-921145 M/S 79F/I. Captured 6 Rifle 303. Beyonet 4 Ammo. En cas. 6 Punjabi Police (i.e. 2 killed 4 injured). Own cas nil. Lost one sten Mag and 2 LSR Mag. Own tps destroyed Post office GR-000075 M/S 79F/6.
63.	G-0173 dt 111500 hrs	12.9.71	Own tps fired on en tps at Bhomra killed 2 en tps on 111400 hrs.
64.	G-0183 dt 140500	16.9.71	Gono Bahini destroyed 2 tele poles one KM line between Patkelghata-Chuknagar on night 13/14 Sep 71.
65.	G-0719 dt 171030	17.9.71	In a fierce battle between Gono Bahini and en tps at Kotabari SQ-8426 M/S. 79 B/13 En cas 23 killed on 16 Sep. Own cas nil. Sp tps shelling en posn Bhomra and Gangni on 16 Sep noon. En cas 10 dead and carried by truck to Satkhira (.) Own cas

			nil. Own tps opened fire en posn Muhammadpur GR-885005 M/S 79B/13 and Gangni br. 862982 M/S 79B/13 on 170200 Sep. En cas 6 dead. Own cas nil.
66.	G-0189 dt 18.9.71	18.8.71	Own tps sec str went to sankra on 180200 Sep was attacked suddenly by group of Razakar and Santi Committee. Fire exchanged. En cas not Known. Own cas one wounded.
67.	G-0190 dt 18.9.71	19.9.71	Gono bahini raided en Posn Muhammadpur on night 16/17 Sep 71. En cas 6 killed incld one Major. Own cas nil.
68.	G-0195 dt 22.1700	22.9.71	Own tps raided Kota SQ-8628 M/S 79B/13 on 200930 on 200930 hrs. En cas. 4 killed. Own cas nil.
69.	G-0203 dt 24.1800	25.9.71	NB. Sec str fired on en posn Bhomra on 24 Sep (.) En cas 4 dead. Own cas nil.
70.	G-02I3 dt 011700	2.10.71	Gono bahini Pll fired on en Ptl at Bharukhali GR 879061 M/S. 79B/13 on 01 Oct. En cas 4 dead. Own cas nil.
71.	G-0216 dt 041700	5.10.71	Gono bahini destroyed 8 tele poles between Madhabkati-Jhaudanga road on 24 Sep.
72.	G-0219 & 0221 dt 11.10.71 12.1071	12.10.71	NB. raided en Posn Madhabkati 921108 M/S 79F/1 on 10.0130 Oct. En cas 20 dead 30 wounded. Own cas one wounded (.) One En 3 toner destroyed. Lost one 303 Rifle & LMG Mag-9.
73.	G-Nil dt 13.10.71	13.10.71	En shelled by fd gun on 130930 Oct. at A Coy camp Itinda SQ-7898 M/S 79B/14.
74.	G-0339 dt 25.10.71	26.10.71	Niamita Bahini. Ptl raided en position Mahmudpur SQ-8798 M/S 79B/4 with 3 inches Mor support 232300 Oct. En cas 10 dead/wounded.
75.	”	”	Ptl raided en posn Sankra SQ 8391 M/S 79B/14 on 250300 Oct. En cas 2 dead some wounded. Lost 1 SLR.
76.	G-0342 dt 26.10.71	26.10.71	250700 Oct En coy str with Razakars advanced towards own def Padma Sankra SQ-8195 M/S 79B/14 from Sankra SQ-8391 M/S 79B/14 with

			arty support. Heavy fire exchanged for 3 hrs. No cas. En burnt village Chanbaria SQ-8394 M/S 79B/14 and fled away.
77.	G-0348 29. dt 29.0.71	29.10.71	Niamita Bahini. Ptl str raided en posn Kadamtala SQ-9405 M/S 79F/2 on 2801(K) Oct. Heavy fire exchanged. En cas not known. Own cas nil. Ptl parly cut tele wire in between parulia SQ-8791 M/S 79F/2 and Sankra SQ-8391 M/S 79F/2 route 280200 Oct. Raided en posn Sankra SQ 8391 M/S 79F/2 with 3 inches MOR support on 280100 Oct. Heavy fire exchanged. En cas not known. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৬। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট গোজাডাঙ্গা সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No.	Originator No. with date	DTR of Sitrep	Events Remarks
1.	13.5.71	13.5.71	A. Mission failed to blow off the br. which was given task by coy comd. B. Three houses of Muslim League members have been destroyed by burning One secy of SANTI BAHINI name Hemayet arrested and brought to camp.
2.	No. nil 1130 hrs.	16.5.71	Parulia br. has been completely damaged on 150400 his. Party destroyed the houses of three ML/SANTJ COMMITTEE Leaders by Gren. They greaty helped the Pak army. The civ of locality of GOLGULLIA in great number requested me to curve the activities of the SANTI BAHINI Leaders. These leaders force the public to hoist the Pak flag confiscate the properties of the refugees and force the public to reopen the school. The public further agreed to org JOY BANGLA COMMITTEE. Give shelter to MUKTI BAHINI for GUERILLA OPS and enlist volunteers to fight Pak army. Very soon Joy Bangla Committee will be orgd in my sector about 300 people joined us in Joy Bangla sloguns in the end. Cas nil. Grenades and 30 KG of explosive. The morale of tps is very high.
3.	21.5.71 dt 1500 hrs.	21.5.71	19 May en fighting ptl about 6 pers crossed Gangni br. GR-862981 in a jeep at 1030 hrs. They dismounted from jeep at culvert GR-842974 and approached towards old Bhomra BOP on foot. Our screen three pets posn at GR-835974 well ahead of new Bhomra BOP opened fire and killed one en. En were scouts. En fired fewrds in return and retreated night 20/21. A/TK mines laid with one sec near Parulia GR-878900 Sankra-Kaligonj id.

4.	24.5.71 at 1100 hrs.	24.5.71	GOZADANGA (.) Mines laid near Parulia GR-878900 M/S 79A/15 blew off one jeep on 21 May at 0930 his (.) Cas (.) Officer one or three. One Bus came for rescue also blown off. Cas 10 (ten) en tps.
5.	24.5.71	25.5.71	GOJADANGA. On 21 May 71 one 3 toner with 7 ORs reached PARULIA SQ-878900-79A/I5 where A/TK mines laid mines exploded and the veh totally damaged. En cas seven grading of info A-2. On 24 May 1000 hrs. 2 sec of en with one officer came to Chaudhuryhat in Sankra SQ-8294- 79B/14. One del consisting 6 ors sent to HARODIIA SQ 8192-79B/14 another det at CHAWBARIA SQ 8394-79B/14 for Ptl. Rest of en cooking food at Chaudhuryhat SQ 8294-79B/14 on getting info 2 pis of own tps rushed at sankra Chanbaria, and Harodha and opened fire from 1300-1700 hrs. En suffered one cas. Then en fled away leaving behind cooked food. En brought civ clothing with them to bluff Mukti fouj. En took temporary posn at PARULIA GR-879555 79F/2. En reserved at Mohammadpur. GR-784894-79F/2. Re-inforcement of enemy made from Mohammadpur. After above incident about one PI str en came to KULIA SQ-8694-79B/14 and returned to Mohammadpur after one hrs. En sent daily 2 Ptls consisting one sec tps with auto weapons towards Sakhipur and Khanjia. GRADING-A-
6.	Nil 281000 hrs dt 1130 hrs	28.5.71	As retaliation to breaching of BUND and breaching of SLUICE GATE on River Ichhamati reported earlier. Enemy sent one WAPDA Engineer to assess the site at 10(H) hrs on 26 May. Howerver due to the fear of our Ptl en with the engineer could not approach the BUND at 2700 hrs. on 26 May (.) Engineer came to KULIA about a PI str in 3 boats they did not make any attempt to come further because of our Ptl (.) We raided en res pi location at Mahmudpur school GR- 874985 at 0300 hrs. on 27 May with 2 offrs. 1 NCO 3 OR 2 guides (.) The CDO groups went as

			close as 15 yds of the school when sentry challenged us. We opened up fire and destroyed a portion of the school by China LIRAT (.) En were in screams when fire opened (.) En suffered about 25 cas (.) No cas in our side except one sten Mag lost (.) On our withdrawal the en tele comm with coy HQ Satkhira was destroyed (.) En started firing automatics indiscriminately (.) Due to the breaching fo sluice gates about 25 en bunkers near Gangni br has been submerged under water (.) This news was cfm by the local (.) The adjoining area is also getting flooded very fast (.) The cas en suffered by mine explosive has been cfm by civ. New Coy Comd has replaced the died one very recently.
7.	No nil dt 29.5.71	29.5.71 al 0910 hrs	On 290330 hrs. En attacked with two coys from all sides En advance stoped. Suffered heavy casualty. En is possibly consolidating position in New Bhomra BOP area. Own cas. One died Sep. Abu Taleb due to 3 inches Mor shelling. 3 others injured & evacuated to hosp. Required Ammo immediately (.) 303 ball 10,000 (.) 762 Indian 5000 (.) 2 inches Mor HE Bomb 200 (.) 36 HE hand granade 200. Fire still going on (.) En using SMG (Chinese) and 3 inches Mor.
8.	No. nil dt 29.5.71 at 1040 hrs.	29.5.71 at 1130 hrs.	En forming up with a BN. in our immediate front. Possible en will launch another offensive by 1200 hrs. or later. En suffered heavy casualty and morale is very low. En PL Comd killed recovered his Chinese VL. Pistal with blood. Ownt ps morale is very high, they not prepared to withdraw.
9.	No. nil dt 26.5.71	30.5.71 at 0700	On getting the info of our task en one PL str came to BAICHANA and CHAUBARIA about 0000 hrs. made about 10 brushes by LMG. 10 i ds of 2 inches Mor HE Bomb towards Sankara sluice gate when own tps reached at HARODA. After completing work of sluice gate the fire was opened by en. Seeing the long distance own tps not opened fire.

10.	Sitrep No 4 dt 29.5.71	30.5.71	1. On 27 May 71 at 1600 hrs. PI str of en came in area Chowdhuryhat GR-828923 M/S 79B/14. Own tps chased the en up to Kulia GR SQ-693. 2. On 28 May, 71 at 1000 hrs. En about two PI str came in Sankra BOP area GR-831912 and made defence. Own tps about one sec went and in hasty ambush killed 4 injured 4 en soldiers. During the same time 2 sec of en tried to probe in to our defensive posn from Bhomra axis GR-840973. Own tps about 2 sec chased the cn. En fired very heavily. 3. At 0315 hrs. on 29 May 71 en attacked our defensive posn with one Battalion (22FF) from all axis supported by arty and Mor. En attack was repulsed many time. En fired, shelled, rocketed, and grenade in our front very heavily. The fight continued for 14 hrs. (ie 1615 hrs). En suffered very heavy casualty. Local civ reported that 2 trucks load of dead bodies were taken back towards Satkhira. Own tps after repulsing the attack recovered the fol. (approx 350 dead bodies). Caput red : a. One capt. b. One L/NK Niaz Mohamed. (22FF. "C" Coy) c. One Sep. Munsaf Khan (Mor PI of 22 FF). Weapons : a. Blendacide (A/TK) -one b. Chinese Rifle -one. c. SMG. Chinese -two. d. Hand. Grenade -one e. Pistal 7.62 -one f. Blendacide 83 MM. rockets-one g. V.L. Pistal -one Documents : a. Civ arms licence form in R/O No 2673096. Sep. Munsaf Khan b. No 2675643 L/NK. Niaz Mohamed. c. Photographs-5

			d. Identity card Purse-one e. Money Purse with Rs. 4/76 Paisa. From the docu it showed one BN attacked because HQ COY & C Coy docu have been recovered and the BN is 22 FF Regt of Jessore Cantt. More than one Coy hast been wiped off. When our tps went to bring dead bodies they saw about 50 dead bodies lying on our immediate front. Own tps Morale : Own tps fought very bravely for 14 hrs. The Indian army offr. admitted that our tps are brave Fighters. Not a single soldier withdrew inspite of continuous pressure & attack after attack and continuous shelling of Mor and arty morale is very high. Own Casualty : 1. Dead : 8137 Sep. Abdul Mannan 17660 ,, Abu Taeb Injured: 6572 ,, Abdur Rashid 7708 ,, Charu Gopal Barua 6489 ,, Lutfur Rahman 12376 ,, Jamaluddin 8466 ,, Sarwar Mirdah. 15124 ,, Nanu Miah 18011 ,, Jahangir Alam Two Shaheeds have been buried in Itinda. All injured pers. have been evacuated to Badartala hosp. Jamal & Charu Gopal sent to Culcutta. Due to long time firing many Rifles and LMGs out of action.
11.	Sitrep-9 Dei 2/671	A Coy Gojadanga	1. One 01 Jun 71 en brought Press photographer to our previous def and took photographs of won bunkers etc. 2 Laid tow A/TK mine at Baikari BOP (GR-796066 M/S 79B/14).
12.	No Nil det090940	9.6.71	20 Pak army have been killed in Kaliganj area in exchange of fire between tow revolution Gp of Pak army on 7.6.71.

13.	G-0010 of 130600 hrs.	13.6.71	En str spl at Sankra SQ-9084 M/S. 79B/13 supported by tps in Bhomra Str 2 coy in General area of Bhomra own tps raided Sankra at 12.2340 hrs. Continued 10 minutes. En replied with HMG 3 inches Mor. LMG & SMG. Continuous firing till 130250 hrs. En cas not known. Own cas nil.
14.	G-0011 dt. 13.6.71	13.6.71	In continuation of Sitrep No. 10 dt. 13.6.71 (.) En cas. 14 dead.
15.	Sitrep dt 131400	14.6.71	Wajed Ali Chdy Ex-CUC-II of Kalaroa Ps. who was working as President of local Peace committee has been killed by MF. of A coy on 12 Jun of night.
16.	Sitrep G-12 del 140855	14.6.71	En str about 100 conc at Baikari BOP supported by one RR two MG. En had alround Pakka defence arround the BOP. Own tps raided en posn heavy exchange of fire took place from 140015 to 140230. Cas not known. Own tps cas nil.
17.	Sitrep 17 dt. 141745	15.6.71	In continuation of No. 12 dt 140955 hrs. About 20 en killed and one MG destroyed. In retaliation en has set fire in the nearby village this morning. One of en henchmen a member of Jamat-e-Islam named Nur Hajee has been shot dead by en on grounds of suspicion.
18.	G-0018 dt 16.0930 hrs	16.6.71	Our MF of a coy cut off the tele comm between Satkhira-Khulna and Satkhira-Jessore on 11.6.71 night. One Sadaruddin Gazi, Secy. Santi committee of Shatpara Ps Paikgacha, Khulna has been killed by own MFon 12.6.71.
19.	G 0019 dt 190900 hrs	19.6.71	Pak army conc at Baikari SQ-7501 M/S 79B/B about one comp. Own troops attacked on 190100 hrs with mor support. Fire exchange nearly 3 hrs. Enemy fled away own troops destroyed the BOP & its surrounding area and hoisted Bangladesh flag Enemy left one veil, which cought fired due to mor shelling. En cas is not known. Own cas nil.
20.	G-0020 dt. 200530 hrs	20.6.71	On 191700 hrs killed 2 Pak army when they tried to down the Bangladesh flag of Baikari BOP. En retr retaliated. Own cas nil.
21.	G-0021	20.6.71	Fol Santi committee members of Katiapara PS. Paikgacha, Khulna have been killed 1. Ashraf Moral 2. Mahtab Gagi 3. Abul Moral.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৭। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বানপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No.	Originator No with date	DTR of Info	Events
1.	G-0083 dt. 220600	26.6.71	Own tps occupied Rajapur BOP at 260100 hrs. One fighting ptl sent to Madhabkhali. NO contact with en.
2.	G-0084 dt. 230600	26.6.71	Own ips occupying Kusumpur BOP. Own ptl fired to en with about 30 locals who came to clear fd of fire in Goyeshpur at 1315 hrs. on 22 Jun. Killed one en op.
3.	G-0090 dt 250600	26.6.71	Own ptl sent Madhabkhali area for ambushing en. No contact with en. Another ptl Jaynagar area. No contact with en.
4.	G-0097 dt. 270700	28.6.71	One det ptl mined area Rly line Uthali Darsana halt sta at 250130 hrs. and Darsana Uthali road at 250100 hrs. One det ptl mined Dhopakhali-Daulatgonj road near Daulatgonj Ps. at 2230 hrs. One det ptl removed telephone wire 30 ft in area Dhopakhali-Daulatgonj at 262345 hrs. En opened up 262345 hrs. from Dhopakhali and Daulatgonj throughout night. One sec fighting ptl recovered web eqpt black in colour probably. FF. Regt at 261530 hrs. from Nutanpara area. Web eqpt contained 2 LMG Mag 5 clip 303 Ball ammo. 82 and one Bayonet.
5.	G-0098 dt 280700	29.6.71	Ptl sent to Daulatgonj area at 271130 hrs. to 290600 hrs. One ptl went to Kotchandpur area to mine Rail/Road link and disturb law and order in that area. One sec fighting ptl had thrown grenade in Darsana en post, str 4 at 280300 hrs. One M.F. hand to hand fought with the en sentry but could not overcome him. En opened up with MG from 100 yds behind immediately of grenade burst. MF. withdrawn after fire. En cas expected 4. Own cas

			nil. One det engr sent to Kusumpur BOP at 272100 hrs. to destroy BOP. Cfm report not yet received.
6.	G-00105 dt. 300700	30.6.71	Own ptl thrown Grenade in En posn at Daulatgonj at 272200 hrs. En opened fire with LMG and one rd of vl pistal. Cas not known. One det went to rd. Kotchandpur-Kaligonj for mining at 272300 hrs. Mine action by civ truck at 281100 hrs. Vch damaged 5 civ cas/injured. One det mined rd Dau 1 atgonj-Dattanagar farm GR-674870 at 290600 hrs. Destroyed Mednipur BOP at 300030 hrs. One ptl fired in en posn Jibannagar Ps on 300025 hrs. Cas not known.
7.	G-0709 dt020700	3.7.71	Our troops mine laid in Uthali to Jibannagar re gr. 703967 at 012200. Another det. mine laid in re Darsana and Chuadanga on 011800 hrs. Other party sent Chuadanga to estb base and lay mines in between Chuadanga-Darsana Rly line. Other sent Jibannagar area and fired but en did not reply, other two det set on fire at Dattanagar post office and Kusumpur BOP area at 020100 and 9 seals were recovered from there and raid vill Kaya in the house of Nurul Islam and recovered one 303 Rifle No 68L 3640 at 30.0200 hrs.
8.	0-115 dt. 050600	5.7.71	9 A/P mines were recovered from Kusumpur BOP at 031130. Destroyed Kusumpur BOP at 041000.
9.	G-0110 dt. 030600	5.7.71	Our stl senl lo reaid Kuralgachi U.C. office arid post office. Party removed Pak Hag from U.C. office and hoisted Bangladesh flag on 021430 hrs. MF pit went Harinakunda PS. Jhinaidah and killed one Raisuddin and Gholam ML at 301400. Another MF pit went to Ghagatalsa village of Kotchandpur and raided the house of Abul Hussain an ex-serviceman co-operating with Pak Army and recovered the fol arms which were hidden under the ground at 022030 hrs. Chinese sten 1 (one) Chinese Rifle 1 (one) batt group broken, 303 Rifle-1, Chinese 7.62 ammo 45 ids. 303 Ball Ammo. 58 Nos. Hand grenade HE 36- 1. All the captured items were handed over to local. 14 Punjab regt.

10.	G-0118 dt. 050600	8.7.71	Own tps destroyed Kusumpur BOP on 050030 hrs Another Pt raided Dattanagar farm SQ-8266 at 050130. Own tps brought one Russian truck No 085767/1968 and 8 catties. Own ptl fired en posn at Memnagar SQ-6301 at 050400 hrs. En replied. Cas not know.
11.	G-0122 dt. 071800	8.7.71	En one coy str crossed Galadarighat at 061930 hrs. moved towards Kuralgachi, Sarabari SQ-6000 and Buchitala SQ-5700. One ptl which was to go towards Krishnapur GR-643008 was ambushed by en near Sarabari SQ-6000. They halted our ptl at 070245 and got hold of one Sep Hafizur Rahman. They gave a blow to NK Tabibur Rahman in his face. He managed to free himself when his other members started firing. Sep. Hafizur Rahman also managed to free himself and joined his party in the morning. Own cas one minor injury in the leg. En cas 4 and injured 8 cfm. One dead body recovered near Kuralgachi. The fol items recovered from the pers of the dead and scene of occurence (.) Web belt 1 (2) Baret cap 2 (3) Water bottle 1 (4) Pay book 1 (5) Certificate of Pay book 2 (6) Letter 2 (7) MO reciept 2 (8) 7.62 ammo 1 (9) 7.62 empty case 6. (18 Punjab. O.C.B coy. M.S Hannan capt.) One ML Muzzammel shot dead and his house was destroyed by burning at Buchitala on 070530 hrs. En ptl which was reluming from Koralgachi fired on the civilian at 070500. 2 dead one injured civ all are of Nutanpara area. MF ptl destroyed union council office at Gurdaha SQ-5972 at 070100 hrs. Mines laid in Dattanagar-Daulatgonj rd. exploded by cart 061200 hrs. One boy & one cow dead, carl damaged. Mine laid Chuadanga-Damurhuda exploded at 05200 hrs. En carrying 23 tps. while coming to Damurhuda from Chuadanga all pers killed/injured. En dead bodies buried in Bangladesh area.
12.	G-1023 dt. 080600	8.7.71	Our P/C which destroyed Kusumpur BOP still occupying it. Our P/C mined rd Dattanagar Daulatgonj at 07300 hrs at the GR-691839, 691840, 674844 and 674845.
13.	G-0125 dt. 081500	9.7.71	En opended fire from Dhopakhali area on 027000 hrs with LMG/HMG and 2 rds of vl pistol. En also

			opened up from Kala Field with LMG/HMG at 080200-080230 left of Gayeshpur BOP: Our tps still dominating area Koralgachi. Madna area and Kusumpur. En'movement not seen in that area. Our another ptl raided Shamkur U.C. at 080030 hrs. destroyed it by burning also brought 4 Registers from U.C. Our ptl raided Shamkur post office fit 080100 hrs. brought 7 stamp seals from the office by burning. Our ptl fired at 080130 hrs on the enemy agents who were guarding br. Near Dattanagar GR-690835 En cas not known. En fired two rds of rifle.
14.	No. Nil dt. 10.0700	14.7.71	Benipur Police out post completely destroyed on 09 Jul at 1415 hrs. Rly br. gr. 686102 destroyed on 7 July.
15.	No. Nil dt. 120700	14.7.71	Mine laid Utholi-Jibannagar GR-703967 exploded. One 3/4 dodge destroyed. 7 Pak army killed on 071600 hrs. Big wooden boxes unloaded from Rly wagon at Darsana Rly sta. on 120800 hrs.
16.	G-0143 dt. 130900	14.7.71	On 30 Jun 4 Police killed by own tps by grenade at 0230 hrs. Rly. Station Master killed by grenade at R.S. office. One ML. Leader ABUL QASIIEM of Kashimpur PS. Kotchandpur info to Pak army about MF. pak tps raided the hideout of MF and caught Rezaul Hoque (MF) and Ali Akbar (MF) Managed to cscape. Razakar forces are being trained in Kotchandpur, Barabazar and Jessore Cantt. Razakar forces are being trained in Kotchandpur, Barabazar and Jessore Cantt. Str of each camp about 350 civ tpl plying Jessore-Chuadanaga. Police joined their duties. Pak tps using civ tpl.
17.	G-0134 di. 120700	14.7.71	On 11 July 6 Pers. Detailed Chuadanga and Jhenidah for bridge destruction. Party not yet back other party sent for mining.
18.	G-0137 dt 130700	14.7.71	On 120030 hrs. own tps killed 3 Pak army, 2 Bihari at GR-739084 on Chittra br. near Jalsuk. One 303 MK IV Rifle with 10 rds captured.
19.	G-0145 dt 141900	15.7.71	Own fighting Ptl at Darsana killed 2 Pak tps. En Ptl adv from Goalpara towards Gayeshpur. Own ptl fired upon the en. Result. 3 Pak tps and 2 civ guides dead. Own cas nil.

20.	G-0450 Dt. 161000	16.7.71	Own tps at Rajapur on 160900 hrs fired upon the en. En cas one injured. Ptl party with demolition party at Dattanagar on 15 July 1800 hrs. Br on G-685832 completely destroyed. Ghajiur Rahman Pak army supporter vill Ghaga Talsha, PS Kotchandpur killed on 14 July 2000 hrs.
21.	G-0455 Dt 170800	18.7.71	Jilters Party sent to Damurhuda Ps. On 171800 hrs. Chuadanga WAPDA Rest house, C & B Rest house and Dakbanglow at 171800 hrs.
22.	G-0454 Dt 170700	18.7.71	12 en Pak tps infront of civil godown, Darsana were killed by 3 inches Mor. Shell on 13 July 71 at 1000 hrs.One tractor near Rly stn destroyed by Mor shell.
23.	G-0462 Dt 180700	18.7.71	Own ptl sent darsana on 16.7.71 ni killed one en tps. Ptl sent to Darsana on 17.7.71 ni no contact with en. Said ptl collected Booby wire approx 30 yds from Shampur. One Rece Ptl sent to Jibannagar on 16.7.71 to cut off comm.. Said rece ptl cut off comm. And collected approx 300 yds tele wire.
24.	G-0465 Dt 190600	20.7.71	Md. Abul Hossain, Teacher of Vill Kasadanga PS Maheshpur has surrendered with one Indian mine on 16 July at 1400 hrs. Abul Hossain and another six were given the task by Capt. Amanullah of Pak army to lay mine in Indian territory. Abul Hossain went back to his village on 16 July to bring the other mines. He has brought the other Indian mines on 18 July at 1000 hrs. Own tps on 9 July 4 mines laid on Dattanagar-Jibannagar rd. recovered by Pak army.
25.	G-0464 Dt 182000	20.7.71	L.Nk. Khalilur Rahman, Golam Sarwar Siddique, Abdus Sukur Siddique were sent to establish scret base at Alamdaga on 4 July 71. Gulam Sarwar Siddique returned back. L.NK Khalilur Rahman formed a group of fifty most of Mjd and Ansars. He has managed one LMG and 12 Rifles. Khalilur Rahaman and party carried 2 Indian Stens at Alamdanga and he managed 70 rds. Of 303 Ball. Base posn 2 miles east of Alamdanga rly stn. Task to be carried out by them to disrupt the rly comm. Chuadanaga-KST. CKG-DSN. To destroy rd br within the vicinity of CDG Sub-Div and to ambush the en.
26.	G-0466 Dt 190630 hrs.	20.7.71	2 Indian mines recovered by Pak army from Bangladesh laid on rly line at Banpur by Pak army agents. One exploded. No damage. Another

			recovered by Indian army. After this incident CO 14 Punjab (Indian) has withdrawn all mines and explosives which were in our charge on 15 July 71. He also suspected that above mines were laid by MF. He has checked our mines register. Two mines were surrendered by Abul Hossain and other have been given to the notice of CO 14 Punjab. Abul Hossain will be interrogated by CO 14 Punjab. Abul Hossain and another Rezaul Hoque will be sent to SHQ ASP We are trying to arrest the culprits who laid mines in Indian territory. Mines and explosives will be supplied by 14 Punjab as and when required.
27.	G.0469 dt. 190800	20.7.71	Abdur Rahman and Ashraful MF. went Damurhuda on 17.7.71 & thrown grenade in Damurhuda Ps on 18.7.71 cas not known, while they were returning back they were chased by M.L. men. They threw grenade and managed to escape. Own ptl fired Gayeshpur D.B. road en posn. En did not reply. Police out post Barabaldia completely destroyed on 18.7.71.
28.	G-0473 dt. 201400	22.7.71	On 19 at 2345 hrs. own raiding party raided at Dhopakhali. En cas 2 injured. Own cas nil.
29.	G-0475 dt. 201800	22.7.71	Mia Akbar Hossain, Chairman Ex-air force of Tupipara. PS Sripur Magura Dist Jessore has established a Secret Base at Sripur, Magura. He has collected 17 Rifles and 2 Chinese 7.62 Rifles. This group consists 20 Army/EPR. He has killed all Bangladesh antielements of his village Sripur PS and Sailkupa PS. He has brought the area under his control. Task being carried out by him. Disruption and rd comm between Jhinaidah-Magura, Magura-Kamarkhali-Faridpur. Ambush raid and harassment of en in the vicinity of Magura Sub Div killing of quizling.
30.	G-0477 dt. 210700	22.7.71	On 14 July 1900 hrs own filler party killed Arman Ali of Lakipur PS Harinakunda. Jessore. Two grenades were thrown at house of Dalil Mandal of Chaigoria PS. Chuadanga on 17 Jul 0050 hrs. not exploded. Two grenads thrown at house of kosal Mandal of Chaigoria on 19 July 0100 hrs. Pak army recovered the above grenades from their houses. While Pak army going back with the

			grenade it exploded at Vandrodoa & all of five got killed. One Rail train derailed at Alamdanga on 20 Jul. Cas. not known.
31.	117 Betai dt 220500	22.7.71	Two Muslim league helpers Abdul Jalil and Abdus Saitar executed on 212(XX) hrs.
32.	G-0480 dt. 24.7.71	26.7.71	One coy en reinforcement in Darsana college. En engaged in digging a canal between village Shampur and Shamnagar infront of Darsana rly sta with the help of locals. Size of the canal 12 ft deep X 40 ft wide. Own pi still dominating area Madna-Kuralgachi. Own pi dominating Dattanagar, Kusadanga, Kusumpur & Benipur. 2 Antisocial elements with one 303 Rifle 5 grenades without leaver and 25 rds one soard have been arrested from Bhabanagar SQ-6380 on 23 July at 0700 hrs. Investigation is being carried out.
33.	G-0490 dt. 26.7.71	27.7.71	Enemy approx sixty in number came in the Gayeshpur area from Kala village at 251130 hrs. En was fired upon by cur sec patrol. En withdrew in the cover of MG fire. En cas one injured. Own cas nil. Own troops dominating areas Madna, Kuralgachi, Dattanagar & Gayeshpur, Rajapur.
34.	G-0492 dt. 27.7.71	28.7.71	En approx one coy str moved to Kapasdanga area reported. Pak army reported to have asked each union council chairman to deposit I(XX) mds rice from each council. Own patrol dominating Kuralgachi, Madna, Dattanagar, Rajapur, Goyeshpur area.
35.	G.0506 dt. 291100	30.7.71	2 pi str commanded by Capt Wahab attacked en posn at Daisana on 290500 hrs. Sp arms fired arty on en posn. Exact no of cas not yet known. Own cas nil. Considerable damage done to Crews sugar mill adjacent civ godown. Bazar Sweeper colony Darsana CUC house. En fired 2 MC»s. LMGs 10 rds of Blendicide. 2 parties sent to mine area Darsana-Uthali road and Dudpatlia vill and Chuadanga rly track.
36.	G-0512 dt.30.0600	30.7.71	En approx one pi came lrom Daulatgonj at Goyeshpur area at 291300 hrs. and fired auto rifles. They have taken 6 cattle from the area. En has been supported from Daulatgonj with 2 No of 3 inches

			Mor shell which landed at gayeshpur village. Cas nil. One sec Ptls still dominating area Rajapur, Kusumpur & Barasaldia. Removed en tele wire approx 3(X) yds. from Shampur on 25.7.71.
36-B	G-0419 dt. 02700 hrs	3.8.71	En movement seen at 311 KK) hrs at Daulatgonj-Dattanagar rd. reported. En also intimated in the Daulatgonj hat at 011630 informing the locals not to move in area Mednipur-Banipur & Dhopakhali from 03 Aug to 13 Aug 71. One PI dominating Barabaldia & Kusadanga area. MF Ptl hoisted Bangladesh Hag at Rajapur BOP and guarding it. Pak army men intimated locals to remove the flag otherwise they will burn their village. One MF Ptl sent to mine Dattanagar-Daulatgonj rd at 020600 hrs. One MF Ptl sent to demolish br over road Dattanagar-Daulatgonj rd at 020600 hrs.
37.	G-0424 dt 030700 hrs	3.8.71	En approx 1 pi str fired at Dhopakhali area from Daulatgonj-Tungi rd at 021130 hrs. With the intention of not allowing the villagers to harvest in the Bording area. One PI at Kusumpur area engaged the villagers to harvest paddy from Govt. En likely to interefere. Own PI dominating area Barabaldia. Gayeshpur & Rajapur. MF patrol sent to destroy Railway track between Utholi & Ansarbaria at 030600 hrs.
38.	G-0426 dt 040700	8.8.71	Own PI dominating area Kasadanga, Kusumpur, Rajapur and Barabaldia. Own Ptl destroyed Rail track at 2 places between Utholi-Darsana at 040200. They also killed one Razakar when a group of 10 Razakars, challenged them while returning. 2 MB patrol desrupted road comm. between Daulatgonj and Dattanagar farm by destroying 2 bridges at GR-690834 and GR-670854 over river KA1TEN at 031700 and at 031705 hrs. One dacoit along with one 12-Bore gun arrested by MB on 02 Aug 71. The gun has been taken by 14 Punjab.
39.	G-0427 dt 040700	8.8.71	Own sec at Darsana planted 15 A/P mines in and around en bunkers at Is war Chandrapur village at 010230 hrs 2 A/P mines exploded at 010700 injuring 4 En pers. Own sec at Darsana lifted one booby trap from jaynagar village at 031130. Own sec at Darsana

			killed onen tps at 041345 from No. 2 railway ghumti and destroyed the ghumli by firing. Own sec at Darsana killed 20 En tps at 031730 hrs. at 1 swar Chandrapur supported by Mor of Sp tps.
40.	G-0428 dt 050700	8.8.71	Own tps sec str ambushed along Thakurpur-Kapasdanga road at 040700 hrs. to 1700 hrs. No en movement along the road. Another Ptl laid ambush along Kuralgachi-Kapasdanga road at 040700- 1700. No en movements from Kapasdanga seen. One PI still dominating Barabaldia, Kuralgachi. Rajapur and Kasadanga area.
41.	G-0430 dt. 0600	8.8.71	En seen making hunkers on both sides of road Kotchandpur-Tungi near Daulatgonj bazar. En also making road block on the road Kotchandpur-Tungi near Daulatgonj with help of locals. En also making bunkers from Darsana Halt station Chandpur village on both sides of rly track. Own sec at Gayeshpur opened fire on locals and en who were engaged in making bunkers at Daulatpur-Tungi road 051230 hrs. They dispersed. Own section at area Kusumpur, Rajapur, Barabaldia are dominating the area. Own MB & FF section arrested one Razakar Nurul Islam from en posn at Kapasdanga while he was crossing Shobalpur ghat at 060030. The Razakar being interrogated.
42.	G-0437 dt. 070800	8.8.71	Own MF Coy raided Dhopakhali BOP at 070030 hrs. with arty support of supporting arms. Own coy suffered heavy casualty against en HMG. MG & Blendicide fire. Own cas dead 5 injured 4. Missing 1. 4 dead bodies recovered and buried in Bangladesh territory with honour. Fol arms lost in action. 2 Mk IV Rifles, one spare barel of LMG. one Indian sten mag, one rifle damaged by en action. 9 LMG Mag. En cas not known. Dead. (I) 2539 Ha v. Abdul Gafoor. (2)1050 Nk. Rashid Ali (3)17881 Sep. Mohd Siddique. (4)Ans/Sep. Abdul Aziz. (5)Ans/Sep. Abu Baker.

			Injured: (I) 14584 Sep. Shafiqul Islam. (2)Mjd/Sep. Nur Islam (3)" Syed Ahmad. (4)Guerrilla/Sep. Md. Shafiullah.
43.	G-0440 dt. 080600	8.8.71	En approx 600 sir came from Jessore in .train at 071700. Stayed in Darsana halt station and halted half an hour and proceeded from Chuadanga. En seen making road block in Daulatgonj-Tungr rd by felling trees on both sides of the road from road track Jn-Daulatgonj-Gayeshpur towards Daulatgonj. They also making tank obstacles in SQ-6488. Own det at Kusumpur, Barabaldia dominating the area. En cas in Dhopakhali ops. reported to be 15 killed by locals report. Own tps laid A/P mine in Daulatgonj-Dhopakhali road on 062800 hrs. Another ptl laid 2 A/Tk mines and 10 A/P mines road Monoharpur-Dhopakhali road at 062330 hrs. Guerilla Abul Qasem who was lost in Dhopakhali Ops. reported back with rifle at 071800 hrs.
44.	G-0444 dt 100700	11.8.71	En seen moving from Daulatgonj via Uthali to Darsana about 300 str con prising of regular tps and Razakars. They surrounded Ut ali market and purchased banana and went away at 091600 hrs. En seen making bunkers along road from Uthali to Chandpur 091130 hrs. En also reported making bunkers at Baidyanathpur area near Khalishpur. Own section at Barabaldia, Rajapur, Gayeshpur. Kusumpur dominating the area. A bullock cart came across a mine A/TK at truck in Gayeshpur Daulatgonj-Tungi road at 091030 where en made A/TK obstacle earlier. Cart damaged and a bull killed. En also fired at MF patrol which was going towards Dhopakhali at 091030 from Dangapara area.
45.	G-0454 dt 110600	13.8.71	En reported to be staying public houses in around Daulatgonj en Posn at night. On. 102100 hrs. En fired one round of blendicide from en posn at dhopakhali. En killed one civ at 101000 who came near the BOP Dhopakhali in the Shantoshpur-

			Dhopakhali rd. One A/P mine blasted at 101130 hrs. killing one civ. Mines laid in the road Shantoshpur-Dhopakhali by MF.
46.	G-045.6 dt 120700	13.8.71	En reported to have taken def at Hijalgari near DOSTA village. Own pi at Kusumpur dominating areaKasadangaDattanagar farm. Own PI Barabaldia dominating area Kuralgachi-Madna. Own recee Ptl sent to area Uthali sta at 111900 hrs.
47.	G-0466 dt 130600	13.8.71	En occupying Uthali high school, vacated their posn on 11 Aug 71. Own fighting Ptl fired on the en infront of Dhopakhali with LMG. En opened up with LMGs and 2 inches Mor. Own cas nil. En cas not known. En who tried to prevent villages of Kuralgachi and Shadarbari area from harvesting paddy were fired upon by our tps at 121000. En ran away. Own Ptl asked Sp dominating Kusadanga and Dattanagar farm A fighting Ptl from Dattapulia FF camp came in the Dattanagar farm area on 10/11 night and gone back next day. A Ptl of this nature in our area might result clash among ourselves if sent without intimation. A ptl which was sent to Dhopakhali area at 111400. The ptl reported back it 1216(H) hrs. There were 18 bunkers arround BOP reported. Bunkers are reinforced with wire obstacles and mines all around.
48.	G-0473 dt 140930	15.8.71	En approx 100 taking del" posn in vill Titulia SQ 6886 M/S 79A/15 reported. Own successfully ambushed en Ptl which was coming towards Dattanagar farm along Daulatgonj-Dattanagar rd on 121230 hrs. Place of ambush near Gangadashpur SQ 6785 M/S 79A/15. Own cas nil. En cas 15 reported. Own sec ambushed en approx. 30 in number who tried to prevent locals from harvesting from border areas at 131030 hrs in front of Dhopakhali. En fired 2 inches Mor against our 2 inches Mor. En withdrew in cover of HMG firing behind Own cas nil. En cas 7 injured 5 by eye witness. Own dominating area. Barabaldia Kuralgachi Kusumpur and Dattanagar farm area.
48-ই	G.-3476 dt 15.1030	16.8.71	En approx one coy came and took defence at Datanagar farm on 12/13 night. Army auth. Asked civil of Kushadanga farms to vacate their houses by

			151600 hrs. En approx one PI came Kusadanga farm Gokuldanga farm. They were joined by another PI which came via Jadabpur farm at 131200 hrs. Both en Pis were moving in Kushadanga farm area were fired upon by our sec which was hiding at 131230 hrs with 2 LMGs Rifles and 6 rds. of 2 inches Mor. En fired 4 rds. of 3 inches Mor, LMG and 2 inches Mor. En cas 17 killed 2 injured cfm by own Ptl which laid a mine at Daulatgonj, Hashada road GR-713877 at 130100 hrs. was blown off at 140800 hrs. Destroying one trk with 6 tps. En cas 4 dead 2 injured, driver also killed cfm by ptl. 5 fighting Ptl of MF and Guerrilla sent to area Rajapur, Madhabkhali. Mednipur Hariharnagar at 141800 to 1500700 hrs.
49.	G-0484 dt 170830	17.8.71	Own PI Kusumpur dominating area Kushadanga. Dattanagar farm. Own ptl at Barabaldia dominating area Kuralgachi & Madna. Fighting Ptl Samanta. Dhopakhali area at 160130 to 1616(H) hrs.
50.	G-0480 dt 160800	17.8.71	Approx 2 pi en from Dhopakhali area came in from of Dhopakhali village at 151130 hrs. Fired 4 rds of 2 inches Mor and assaulted posn from where MF Ptl earlier 131030 hrs. inflicted casualty of en 2 dead & 5 injured. En came under cover of MMG. & LMG. No MF Ptl was there. En firing of about 10 rds Rifle heard from Dhopakhali vill. at 1522100 hrs. Own Ptl set Barabaldia and Kusumpur still dominating areas. 5 fighting ptl om MF/Guerrilla pers sent to area Rajapur, Madhabkhali. Mednipur Hariharnagar and Tungi-Jibannagar road at 151700 to 160770 hrs.
51.	G-0490 dt 181030	18.8.71	A Sec Ptl laid ambush along road Kushumpur Dattanagar farm at 180240 night and fired 7 rds Rifle on en. En reacted and fixed para Bomb and 5 rds LMG. En cas not known. Own cas nil. Fighting Ptl party sent to Dhopakhali at 170800 hrs. En fired on patrol party at 170130 hrs. Own party did fire and returned at 171445 hrs. Own cas nil. Own pi at Barabaldia dominating areas Kuralgachi and Mad n a.
52.	G-0494 dt 19100	19.8.71	A Sec Patrol laid ambush along road Kusumpur-Dattanagar farm 182100 to 190 400 hrs. En movement observed near Dattanagar at 190130 hrs.

			and own sec fired LMG. En fired with heavy gun. Own cas nil. En cas not known. Fighting Ptl sent to Dhopakhali at 180800 hrs. En not located. Patrol party returned at 181400 hrs. Own Ptl at Barabaldia dominating Kuralgachi and Madna area.
53.	G-0505 dt 210700	21.8.71	En reported to have repaired road bridge between Daulatgonj and Dattanagar farm GR-690834 ref. Material used for reparing br. palm tree and other local woods. M.F. Ptl at Barabaldia dismantled Thakurpur BOP at 180700 to 481900. En in two groups approx 90 were reported approaching BOP while dismantling was going on. No contact. One sec MF/FF Ptl raided & ambushed at 193700. Cas not yet known.
54.	G-0513 dt 210933	21.8.71	En movement approx 2 PI str in two gps. from Kapasdanga to Thakurpur BOP on 190100. En carrying 5 WRLS set reported. One PI was ambushed by MF/FF search area Kapasdanga and Thakurpur road at 190900 hrs. En cas 7. Own cas nil. En kept on firing from Kapasdanga area. Own one Ptl sent to Rajapur area guarding Bangladesh flag hoisted earlier by us. Own pi at Kusumpur and Kusadanga. One PI at Barabaldia and Madna dominating area.
55.	G-0520 dt 220800	24.8.71	On 212300 hrs. En fired from Dhopakhali. En tried to come to Kusadanga farm from Dattanagar farm in 2 grounds were looked by own Sec in front of Kusadanga farmat 201430 hrs. Own Sec opened with 2 LMG and 3X2 inches Mor shell. En fired LMG and withdrawn under cover of HMG to Dattanagar farm. En cas 3 dead and 4 injured. Own cas nil. 3 Ptl sent to Madhabkhali, Rajapur and Manikpur areas.
56.	G-3524	230800	Own 2 Sec of Kusumpur PI which was blocking road Kusadanga-Dattanagar farm was attacked by Pak tps on 211230 hrs. 2 PI sir engaged them from Dattanagar farm area and 2 PI str came from behind via Kusumpur. Own tps fired 4 rds of 2 inches Mor and 2 rds LMG. En opened up with 2 inches Mor & LMG. Own cas nil. En cas 10 dead 18 injured as reported by locals. Own fighting Ptl going to krishtapur ghat was reported by locals at Madna village at 220800 hrs that one en Ptl coming

			towards Madna from Kusadanga. Own lighting Ptl laid ambush and killed approx 13 en and they fired upon en LMG from Krishtapur ghat and the Coy str from Darsana by speed boat which came towards Madna kept on firing and engaged them. Own PI from Barabaldia came to Madna and fired 4 rds of 2 inches Mor and LMG which helped own Ptl party to withdraw. Own cas nil. En cas approx 15 as reported by locals. One SLR became U/S as a result of en brust.
57.	G-0528 dt 240830	25.8.71	At 210830 hrs. one ton veh blown off by mine near Baka vill while going from Jibannagar to Hasadah. Veh damaged completely. Approx 15 pers in the veh either dead or injured. Cas shelling at Dhopakhali at 220530 hrs. Dead bodies and injured pers carried by one 3 ton and one amb car from Manoharpur to Jibannagar seen by local. One Recce Ptl going towards Dhopakhali at 2317 hrs. was fired upon by en with rifle from Dhopakhali village. Own Ptl at Kusumpur and Barabaldia are dominating respective areas.
58.	G-0542 dt 260800	26.8.71	One MF patrol sent to mine Dattanagar-Jibannaga rd at 251730 hrs. One MF det sent to mine Daulatgonj-Kotchandpur rd at 251800 hrs. MF PI located at Kusumpur fired at the en who tried to come to Kusadanga farm along with 300 locals to take paddy etc from Kusadanga farm to Dattanagar farm at 241330 hrs. Enemy returned to Dattanagar farm. MF pi at Barabaldia dominating Barabaldia and Madna area.
59.	G-0532 dt 250800	26.8.71	Enemy Coy ai Dattanagar farm relieved by another Coy on morning 22 Aug 71. MF Ptl lifted 8A/P mines from track rd Jun Gayeshpur-Jibannagar- Tungi rd at 241100 hrs. One sec MF Ptl at Gayeshpur fired upon en near Gayeshpur vill. En withdrawn under cover of IIMG fire at 241400 hrs. En cas not known. Own cas nil. One MF Ptl at Rajapur ambushed en in front of Dhopakhali at 241230 hrs. En cas 2 killed. Own cas one slightly wounded. Own PI at Kusumpur and Barabaldia are dominating there respective areas.
60.	G-0552 dt 280700	29.8.71	En approx 50 to 60 reported to have occupied Uthali High School on 27th Aug 71. Fol offr

			commanding tps at the station as follows. Darsana-Major Azam Malik Khan. Capt Mohd Zafar Khan. Capt. Hedayet UIlah$_{T}$ Capt Feroz Khan and Capt. Zulfiqar Ali. Dhopakhali-Capt. Mutalib Khan, Dattangar-Capt Manjur. One det ptl sent to Dattanagar farm to find out en disposition and suitable opposition on 26 Aug evening. One sec-fighting patrol sent to Dhopakhali in 2708(H) hrs. No en contact.
61.	G-0555 dt 290800	30.8.71	From Kusumpur two sec fighting ptl sent to Kusadanga on 280600. En pi came from Dattanagar farm towards Kusadanga farm at 281300. Own sec opened up with LMG. En opened up wounded. Own cas nil. One sec fighting ptl sent to dhopakhali. No en contact.
62.	G-0558 dt 30.0800	31.8.71	One sec fighting ptl sent to Dhopakhali at 290130 Ins. Party returned at 291400 hrs.
63.	G-0562 dt 010730	1.9.71	One sec fighting ptl sent to Dhopakhali and Madhabkhali SQ-6791 M/S 79A/15 on 310630 hrs. No contact.
64.	G-0578 dt 060800	7.9.71	Own tps fired on en ptl in front of Dhopakhali at 041130 hrs. En retreated (.) Own cas nil(.) En cas 3 dead/wounded.
65.	G-0587 dt 090800	9.9.71	40 Gono bahini and locals fought against Pak Coy at Alfapur vill. Sailkupa PS at 031400 Sep. The Gono bahini who came to collect ammo reported that en carried 34 dead bodies, left 19 dead bodies of Pak tps and 20 of Razakars. Own cas one wounded. Captured the fol. 303 rifle 16 Chinese amo 7 boxes, one oval identity dise of 1341460 Mohd Younus. One MF ptl lifted one en mine from Gayeshpur-Jibannagar rd. on 081400 Sep.
66.	0594 dt 110700	12.9.71	On 08 Sep 71 Gono Bahini raided at Razakar Post Damilehat and captured one rifle with 65 ammo, the arms-ammo kept inside Bangladesh.
67.	G-0603 dt I30700hrs	14.9.71	Own Gono bahini raided en posn Ulbaria police outpost 022330 Sep (.) En cas (.) 7 police reported been killed (.) Own tps no cas (.) Captured (.) 6 rifles (.) out of 6 rifles 5 rifles brought and one (1) rifle left in the base=

68.	G-0606 dt 140700 hrs G.0613 150700 hrs	15.9.71	Own Mukti bahini pil fired on en posn Dhopakhali 131000 Sep 71(.) En also replied one hr(-) En cas being ascertained by loca!s(.) Gono bahini sec str fired on en ptl between Nilmanigonj-Munshigonj on 092200 hrs(.) En cas not known(.) Own cas one local civ dead cmm one wounded on 130130 hrs. Mukti bahini and Gono bahini pi sir raided Kuralgachi U.C office. En cas 6 Razakars dead 2 wounded. Own cas nil (.) on 140230 Sep own Gono bahini ptl harassed en posn Dattanagar. En cas not known (.) On 1318(H) Sep 17 arrested one Razakar near Banpur rly stn.
68-B	G-0620 dt 161230	17.9.71	Niamilo Bahini ptl Burut Rajapur BOP GR-657945 on 160500 hrs. (.) Niamito Bahini ptl ambushed en ptl pi sir at Gangadeshpur GR-672854. En cas 2 dead 3 wounded. Own cas nil (.) Gono Bahini recovered 2 rifles from Razakars on 040100 hrs. from Danki Belgachi under Alamdanga PS. Arms kept in Bangladesh base.
69.	G-0627 dt 181400	19.9.71	Niamito Bahini and Gono Bahini 2 PI sir raided en posn Dhopakhali 673925 M/S. 79A/15 on 180900 Sep 71 with arty support. En cas not known. Own cas one wounded.
70.	G-0637 dt 20.0800	20.9.71	Niamito Bahini PI str fighting Ptl fired en posn Dattanagar farm GR-690855 M/S 79A/15 on 192030 Sep. En cas one dead and 3 wounded. Own cas nil. Niamito Bahini raided en posn. Dhopakhali 673925 M/S 79A/15 on 180800 hrs. En cas 12 dead Own cas nil.
71.	G-064I dt 21.0800	24.9.71	Niamito Bahini PI ambushed en Ptl 2 PI sir Sarabaria GR-600005 M/S 79A/10 or. 200830 Sep. En cas 4 dead. Own cas nil. Lost one LMG Mag. one bayonet with scabbared (.) Captured one 303 Rifle. Gono Bahini PI ambushed village Madna GR-618005 M/S. 79A/14 on 20.0930 hrs. En cas 8 dead and one wounded. Civ 1 died 2 wounded. En arty bty move from Dudpatila 67(X)40 M/S. 79A/14 to Khalispur GR-825845 M/S 79A/15.
72.	G-0644 dt 22.0800	24.9.71	NB fired en posn Dhopakhali 673928 M/S 79A/15 on 212200 hrs. Cas not known. Own del thrown grenade Dattanagar Bazar 692828 M/S. 79A/15 on 20.1830 hrs. En cas 1 dead 2 Razakars wounded.

			GB burnt UC office of Madhupur-Jhenidah on 13 Sep 2100 hrs.
73.	G-0662 dt 250700	26.9.71	NB PI fired on en posn Dattanagar farm GR-690855 M/S. 79A/15 at 230215. En cas 2 dead & 2 wounded. Own cas nil. GB Ptl at village Kutubpur SQ-5(X)8 M/S 79A/10. En pi tried to ambush GB Ptl on 240830. Fired. Returned. Cas nil.
74.	G-0668 dt 270700	27.9.71	Niamito Bahini laid 4 A/P mines at GR-688920 M/S. 79A/15 on 240300 Sep (.) Due toexplosion of mine one civ died on 240800 Sep and one Pak tps wounded on 250900 Sep.
75.	G-0674 dt 280700	30.9.78	Gono Bahini Sec Sir ambushed Pak Ptl at Kutubpur SQ-5008 M/S. 79A/10 on 241200 Sep. En cas reported 2 wounded. Own cas nil.
76.	G-0679 dt 290700	30.9.78	Niamito Bahini Pt! Sec str fired en loc Shyampur 654004 M/S. 79 A/14 on 281700 Sep. En cas not known. Own cas nill. Niamito Bahini Ptl fired on en ptl SQ-6782 M/S. 79 A/15 on 270500 hrs. En cas one wounded. Own cas nil.
77.	G-0682 dt 30.0700	1.10.71	En ptl fired and killed 2 refugees near border village at Madna, SQ-6495 M/S. 79 A/10 at 291235 hrs.
78.	G-0690 dt 020700	3.10.71	Own sec Ptl fired on en ptl at Jadabpur GR-667849 M/S 79/A15 on 020300 Oct. En cas 3 wounded. Own cas nil.
79.	G-0695 dt 030700	4.10.71	Niamito Bahini Ptl party captured 11 Rifles Damurhuda area on 2 Oct 71 from Razakars. GB-Ptl fired on en Ptl at Madna GR-618005 M/S 79 A/14 on 021230 hrs. Cas not known. About 700 Pak tps Cone. Hansadah SQ-7386 M/S 79A/15 reported and reinforced Dhopakhali and Jibannagar reported.
80.	G-0697 dt040800	5.10.71	Own tps ambushed en Ptl at Gayeshpur SQ-6490 M/S 79A/15 at 031230 Oct. En cas 5 dead 4 wounded. Own cas nil. Marking of dragging of bodies through the paddy fd seen, fd dressing and morphia amples used also collected from the place of en ambush. Own ptl fired at en Ptl at mednipur SQ 6281 M/S 79 A/15 at 031245 Oct. En cas 3 dead reported. Own cas nil. 7 Razakars surrendered

			with Rifles from Chandipur SQ-5903 M/S 79 A/10 on 03 Oct. Gono Bahini killed 6 Razakars at Motamaya SQ-0399 M/S 79E/2 and collected 7 Rifles on 21 Sep while Gono Bahini going to Sailkupa base. Rifles kept inside Bangladesh.
81.	G-0716 dt 070700	8.10.71	Gono Bahini Pil fired on Razakar posn Kuralgachi SQ-5804 M/S 79A/10 on 052300 Oct. En cas not cfm. Captured 2 SBBL guns. Own cas nil. Pak army preparing def posn at Jalsuk SQ-7408 M/S 79A/J4 and Phulhari SQ-7606 M/S 79 A/14 reported.
82.	G-0708 dt 06.0700	9.10.71	GB Pil fired on Razakars engaged in looting village Taranagar SQ-4713 M/S 79A/10 on 301230 Sep. En cas 3 Razakars dead. Own cas nil. On 2 Oct ptl raided house of Santi Committee member al Kanaidanga SQ-5111 M/S 79A/10. Recovered I (one) DBBL gun and diposited to Coy HQ.
83.	G-0726 dt 11.10.71	12.10.71	GB ambushed en ptl about 2 pi str Kapasdanga SQ- 5606 M/S 79A/10 on 080930 Oct. En cas 12 dead reported. Own cas 1 dead. Lost one 303 Rifles SLR Mag 5 (.) GB ambushed en ptl about Sec str at Keshabpur farm SQ-6882 M/S 79A/15 on 081300 Oct. En cas 5 dead reported. Own cas nil I. GB ambushed en ptl about pi str at Kushadanga farm SQ-6882 M/S 79A/15 on 090800 Oct. En cas II dead cfm. Own cas one wounded. On 092000 Oct. 2 Razakars surrendered with 2 SBBL guns at Baripur SQ-6284 M/S. 79A/15.
84.	G-0760 dt 14.10.71	16.10.71	En pll 2 pi sir fired on Gono Bahini pll at Madna SQ-6100 M/S. 79A/14 on 13 Oct. Cas not known. En burnt 12 houses at Madna village recovered one Bayonet.
85.	G-0359 dt 15.10.71	16.10.71	Gono Bahini ptl disrupted en tele comm between Masandah SQ-7586 M/S. 79A/15 Jibannagar SQ-6988 M/S. 79A/15 on 142330 Oct. Brought 300 yds tele cable.
86.	G-0750 dt 16.10.71	17.10.71	NB ptl in area Gayeshpur SQ-6487 M/S 79A/15 on 150600 Oct. Lifted 5 Pak A/P mines. Fighting pll blown off Pak train by A/T mines in between Uthali and Ansarbaria GR-732968 M/S 79A/15 on 151915 Oct. Cas not known.

87.	G-0750 dt 17.10.71	18.10.71	On 16 Oct one Razakur Surrendered with Rifles at B Coy HQ Banpur.'
88.	G-0759 dt 23.10.71	24.10.71	Niamilo Bahini pll in area Darsana SQ-6599 M/S 79AJ14 on 220900 Oct. En ptl str tried to encircle own ptl Darsana. After exchange of fire en retreated. Cas not known. Gono Bahini attacked Benodpur en position SQ-4490 M/S 79 E/10 on 100500 Oct. En suffered cas. Own cas one civ volunteer dead. Captured 4 Rifles and ammo 450 kept inside Bangladesh. En approx 2 Coys slrenglu and Razakars fired to encircle own Sreepur base SQ-3208 M/S 79E/6 on 150500 Oct. Fire exchange two hours. En cas 14 dead. Own cas nil. Captured one binocuier kept inside Bangladesh and one en veh damaged recovered by en. En approx 2 Coy sir raided own base Abhaypur SQ-25J0 M/S 79E/6 on 130400 Oct. En cas not known. Own cas 2 dead. En approx 2 Coys str raided own base Joondha SQ- 9228 M/S 79E/2 on 080800 Oct. En cas not known. Own cas 2 captured by en.
89.	G-0744 dt 25.10.71	26.10.71	Gono Bahini. 303 Rifle 3 and 2 Sten gun collected from local anli social elements of Ramnagar SQ-4518 M/S 79A/11. Kept inside Bangladesh.
90.	G-0701 dt 26.10.71	26.10.71	Ptl Fired on en ptl Ramnagar SQ-6401 M/S 79A/14 on 251130 Oct. En cas 3 dead reported. Own cas nil. Gono Bahini 250645 spec train carrying en tps blown off by mine SQ-8194 M/S 79A/15 between Safderpur and Anoarbari Rly sta. En opened fire after explosion, 3 Rly boggies damaged reported. En cas 50 dead/wounded. Own cas nil.
91.	G-0706 dt 28.10.71	29.10.71	Eii ptl str attacked own base Titudha SQ-7802 M/S 79A/14 on 241100 Oct. En cas 1 Pak tp and 4 Razakars dead. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৮। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বানপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No.	Originator No. with date	DTR of Sitrep	Events
1.	G-9.5.71	12.5.71	4 members (tps) were detailed to Sabotage JAYRAMPUR RAILWAY BRIDGE on 8.5.71. The party blown off the br at 0500 lirs. 2 pers returned safely other 2 pers were caught by anti social elements of village LOKNATHPUR and handed over to en (mil auth): (1) 4797150 Nk Abu Taher Choudhary (SSG), (2) Student Md. Kzai Iqbal.
2.	G-0001 dt 151030	15.5.71 I300hrs	One section sir raided at Jibannagar on 15.5.71 at 0330 hrs. En sir one pi. En opened fire with 106 MMRR. No cas. En cas not known.
3.	G-0004 dt 161300	16.5.71	On 160145 hrs. Rly br. over Kazlakhal GR-736969 M/S 79A/14 blown off. One girder completely destroyed. Likely to deny in the use of rly.
4.	G-0011 dt 19073	19.5.71	Enemy re-inforeement at Darshana and enemy movement towards UTHALY Rly station reported. Enemy fired ocasionally from 182100 hrs to 182300 hrs in J IB ANN AGAR area with Automatic rifles. Own (.) Fighting patrol was sent to BARABALADIA SQ-5899 Ref map sheet No 79A/10 and another to GAYESPUR SQ-6590 of 79A/15. They fired at Jibannagar with morter & Automatic weapons. En did not reply.
5.	G-0014 dt 21.5.71	21.5.71	En (.) Estb OP in SHYAMPUR SQ-6400 at 1030 hrs (.) Approx 70 pers with three vehicles move towards HARIHARNAGAR SQ-6286 at 1430 hrs (.) En move towards GAYESHPUR BOP at about 1000 hrs (.)Own (.) I sec patrol located at Jaynagar SQ-6499 and moved to vill Shyampur and fired at OP & others. Enemy replied with 3 inches mor and other small arms 1120 hrs. to 1150 hrs. En cas 3 three. Own Nil (.) Own one loc at HABIBPUR

			SQ-6485 & one sec near MEDINIPUR BOP fired at army. En opened fire with R.R. CMM 3 Mor & MG. Own fired 2 inches & LMG & 3 three Rounds of Lirat (.) Fire continued 1500 hrs to 1845 hrs. En cas approx 20 own Nil (.) one sec patrol loc at GAYESHPUR killed one OP at 1630 hrs (.) En operating with about weapons. En cas I own Nil.
6.	No nil dt 221000	25.5.71	Banpur (.) En see of six pers came to Nutanpara SQ-6390 79A/15 at 221630 hrs. Own ptl ambushed. One jeep captured. Own cas nil. En cas not known. (2) Two dead bodies were lifted in the morning. Captured jeep one. Fol properties found in the jeep. Four letters written by persons of 2 CDO and 3 COD BN. One officer standard barret cap. One phamplate on Energa blcndicide Rocket 1953. Two other papers. All the items including jeep handed over to ‘C' Sector.
7.	G-0040 dt 030700	5.6.71	En truck with 40 pers runover Mines laid near Ekhtarpur on Darsana-Jibannagar rd. br GR-702960 M/S 79A/15. Veh damaged with approx 35 cas.
8.	G-0041 dt 040700	5.6.71	Eii recovery veh while returning after recovering the damaged veh from Ekhtarpur DARSANA-JIBANNAGAR rd. Damaged by another mine laid there. En cas 8. Damaged veh lying near Monoharpur SQ-6992 M/S 79A/15. En moved 60 in No. in Dhopakhali BOP GR-674912 M/S 79A/15 at 1800 hrs. in 7 Bullock carts.
9.	G-0042 dt 051100	5.6.71	Own 1 sec str ambushed near Dangapara SQ-6690 M/S 79A/15 on 050600 hrs. killed 5 en on 051000 hrs. Own tps killed 12 en at Dhopakhali GR-674913 M/S 79A/15. Own cas nil.
10.	G-0051 dt 8.6.71	8.6.71	1. En taken def in Dliopakhali area, reported. En movement restricted due to mine explosions and casualties. Santi committee members are detailed to guard road & railways. 2. Own fighting ptl sent Jibannagar area on 080030 hrs. not yet back. Another fighting ptl also sent Shyampui- area on 080330 hrs not yet

			reported hack. One del of engr laid mine in Jibannagar, Kotchandpur area GR-712876. Another det of engr sent to mine area Daulatganj-Patolia road.
11.	G-0059 dt 140700	14.6.71	En loc:- Nutanpara, SQ-6370 M/S 79A/15 near Dhopakhali BOP about one Coy. Another posn Joyrampur SQ-6706 M/S 79A/14 seen by own ptl Own ptl mined in Rly line between Joyrampur-Dudgasdia GR-670052 with two A/TK mines. One A/Tk mine laid br 68293. Blown off by horse cart, horse killed Driver injured. Created panic among the local. One ptl sent to Rajapur area reported that En instructed locals to cut Sugarcanes and Jute etc around Dhopakhali BOP today. One ptl sent to Monoharpur-Nutanpara area. Ptl not returned. One ptl sent Daulatgonj not returned yet.
12.	G-0069 dt 16.6.71	16.6.71	On 16 June at 300 hrs. Own tps raided Dhopakhali area SQ-6492 M/S 79A/15 (.) In exchange of fire own cas one dead and one injured at GR-648938 M/S 79A/15. En cas not as certained (.) Fire continuing up to 0730 hrs. Hut they have seen to carry dead body in 3 bullock cart covered by blankets. Own tps one missing. Own cas:- (1) NK Abdul Matin, dead (2) Nk. Shirajuddin Chdy, injured
13.	G-0068 dt 15.0800	17.6.71 at 1400 hrs	Mine laid at GR-835847 on 130130 hrs. Blown off at 131630 hrs. One offr incl six in jeep reported killed or injured. Mines laid in between. Ansarbaria Safdarpur. One mine blown off damaged a Train reported. Train service held up Local guarding rly line reported by mine laying party.
14.	G-0069 dt 160800	17.6.71 at 1400 hrs	2 (two) Pak army ptl came to Rajapur BOP and village Santoshpur area at 1630 hrs. One MF ptl fired upon by at det of Indian 14 Punjab at 2330 hrs. by mistake. Own cas one dead 2 injured & one 303 rifle bolt damaged.
15.	G-0070 dt 170600	17.6.71 at 1400 hrs	Reinforcement of Pak army in 3X3 toner at Dhopakhali area on 160800 hrs. One Jeep & one dodge came to Rajapur at 161130 hrs. Stayed up to 1300 hrs.

			Own Recce ptl cfm the damage of Dhopakhali area due to 15/16 ni OPS. En cas 13 dead & 16 injured. BOP party damaged by shelling and LIRAT fire. En rep from Kotchandpur to have come to assess the damage. Own missing pers did not turn up. Report from locals 3X3 ton veh carrying trailer probably pack Gun alone came to Dhopakhali area in the morning. Mine laid in rd Dhopakhali-Daulatgonj by the cut off party on 15/16 ni OPS. at Dhopakhali exploded at 1230 hrs. Pak army jeep with wrls set have been damaged. 5 En tps killed or injured. En recovered veh. Mine laid in rly line near Safdarpur rly sta. area on 13.330 hrs. exploded next day at 1033 hrs. En trains with Engine and 2 Boggies have sunk down in the area of explosion. En cordoned the area immediately. En morale is low.
16.	G-0076 dt 190600	19.6.71	En about one pi moved from Dhopakhali 10 Rajapur at 113(J hrs. One section Ptl ambushed en at Dkopakhali area. En opened up with 2 (two) M. Gs. Own cas nil. En cas four dead one injured.
17.	G-0081 dt 200600	20.6.71	Pak army one pi. Madhabkhali area at. 1430 hrs. One sec seen in area Shinganagar at 0400 hrs. Own tps destroyed the Rajapur BOP at 1030 hrs. Own tps ambushed at Madhabkhali. En opened fire. En tried to encircle. M.F. del with 2 pi En cas 20 approx. Own cas nil. Civ injured 2. MF. Ptl at Shinganagar. En opened up fire. Cas not known. Own nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৮। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বানপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No.	Originator No. with date	DTR of info	Events
1.	G-0711 dt 31.10.71	3.10.71	Ptl at Goal para SQ-6790 M/S 79A/15 fired on en ptl coming from Daulatgonj SQ-6888 M/S 79A/15 on 291030 Oct. En troops retreated with 2 inches MOR support. Cas not known.
2.	G-0716 dt 1.11.71	2.11.71	Gano Bahini. Ptl fired en posn Natuda SQ-5315 M/S 79A/10 on 280530 Oct. Fire exchanged. En cas not known. Own cas one wounded.
3.	G-0722 dt 04.11.71	5.11.71	Ptl disrupted en tele comm between Hanshadah and Kotchandpur on 271100 Oct.
4.	G-0724 dt 6.11.71	7.11.71	On ol Nov 18 Razakars surrendered with 16 Rifles near Ghaldari SQ-8217 M/S 79A/14. Arms kept inside base. Ptl fired en listening post SQ-6692 M/S 79A/15 near Dhopakhali on 060400 Nov. Cas not known.
5.	G-0728 dt 07.11.71	08.11.71	Niamito Bahini pti fired on en movement in front of Dhopakhali SQ-6692 M/S 79A/15 on 070400 Nov. En cas not known. Ptl at Rajapur SQ-6694 M/S 79A/15 on 061400 Nov. seen one jeep, 4 dodges and one 3 inches Mor with 11 pak tps moving Dhopakhali area Gono Bahini ptl disrupted Rail line between Joyrampur SQ-6706 M/S 79A/14 to Chuadanga SQ-7214 M/S 79A/14 on 060430 Nov.
6.	G-731 dt 6.11.71	10.11.71	Niamito Bahini ptl disrupted En tele Comm between Chuadanga and Darsana on 0330 Nov.
7.	G-0730 dt 10.11.71	10.11.71	Niamito Bahini ptl fired upon En ptl Madhukhali SQ-6692 M/S 79A/15 on 090630 Nov. En replied with LMG and 2 inches Mor. En cas not known. Own cas nil. Gono Bahini Ptl disrupted tele comm between Darsana SQ-6600 M/S 79A/I4 and Kapasdanga SQ-6407 M/S 79 A/10.

8.	G-0739 dt 13.11.71	13.11.71	Niamito Bahini Raided Dhopakhali BOP SQ-6692 M M/S 79A/15 on 130130 Nov with arty support. En also replied with HMG Blendicide and arty. En cas not known. Own cas 2 wounded incl Capt Mustafizur Rahamna Coy comd and evacuated to hospital.
9.	G-0738 dl 13.11.71	13.11.71	Fire exchanged with En troops at Sripur on 10 Nov. En cas 1 Pak troop and 2 Razakars dead. Own cas nil. Raided en posn Hajipur on 10 Nov. En cas 22 Razakars and Rangers dead. Own cas one wounded. One en veh carrying Pak tps blown off by mine.
10.	G-0116 dt 14.11.71	14.11.71	NB/GB.Attacked Alamdanga National Bank on 12 Nov. En cas 1 militia, 1 police and 19 Razakars dead. Own cas 1 GB dead. Captured about eight thousand rupees and thirty gold bars.
11.	G-0742 dt 14.11.71	14.11.71	Gono Bahini Ptl fired en guarding br SQ-0304 M/S 79E/2 on 1123CX) Nov. on road Chuadanga- Jhenidah. En cas reported 4 wounded. Own cas 1 wounded. Ptl fired en posn Hansadah SQ-7386 M/S 79A/15 on 122200 Nov. Same ptl blew three rly crossing lines at Uthali 7197 M/S 79A/15 on 132330 Nov.
12.	G-0117 dt 15.1J.71 and G-0744 dt 15.11.71	16.11.71	Niamito Bahini two ferry boats completely destroyed at Kamarkhali ghat SQ-4801 M/S 79E/10 on 120300 Nov. NB/GB raided en posn Sailkupa SQ-1521 M/S 79E/2 on 12 Nov. En cas 2 Razakars dead. Own cas nil. Gono Bahini raided Andulbaria en posn SQ-7595 M/S 79A/15 on 140100 Nov. En cas 12 Razakars dead. Own cas 2 wounded.
13.	G-0784 dt 16.11.71	17.11.71	On 121400 Nov laid ambush en posn at Krishnapur ghat SQ-6400 M/S 79A/14 and fired on them with small arms. En cas 4 Pak troops dead. Own cas nil. Another GB ptl ambushed en at Pratabpur ghat SQ-6203 M/S 79A/15 and opened fire. En cas 11 Pak troops dead and 4 wounded. Laid A/P mines in en bunker at Raghunathpur ghat SQ-6007 M/S 79A/10. Mines exploded on 110800 Nov. while en took posn with LMG in the said bunker. En cas 4 Pak troops dead and 1 wounded.

14.	G-0750 dt 17.11.71	18.11.71	Gono Bahini ptl fired while en digging bunker at Raghunathpur ghat 6007 M/S 79A/10 on 161500 Nov. En cas 3 dead 8 wounded. Own cas nil.
15.	’’	’’	Ptl fired en posn Gokulkhali 6621 M/S 79A/14 on 142300 Nov. En cas 2 Pak tps & 2 Razakars dead. Own cas nil.
16.	G-0756 dt 18.11.71	19.11.71	NB ptl fired on en ptl Golaidari ghat 6203 M/S 79A/14 on 150800 Nov. En cas 11 dead incl one Sub.
17.	G-0761 dt 19.11.71	20.11.71	Pil fired on en posn Dingadah 7511 M/S 79A/14 on 14 Nov. En cas 1 dead 1 wounded. Own cas nil.
18.	G-0768 dt 21. 1 1.71	21.11.71	Raided Dattanagar Farm 6983 M/S 79A/I5 on 191800 Nov. Exchange of firing going on. En cas not known. Own cas nil. One local volunteer wounded. Captured 3 tructors.
19.	G-0771 dt 22.11.71	22.11.71	GB ptl fired on en posn Krishnapur ghat 6400 M/S 79A/14 on 171130 Nov. En cas 5 dead. Own cas nil. Ptl fired on en ptl at Dhamghar 5766 M/S 79A/10 on 191500 Nov. En cas 1 Pak army and 2 Razakars dead. Own cas nil. Ptl fired on 2 en countryboats at Krishnapur ghat 6400 M/S 79A/14 on 211330 Nov. and destroyed them. GB ptl ambushed at Bahatai 10912 on 172359 Nov. En cas 22 Pak army/ Mujahids dead. Own cas nil. Dattanagar farm 6983 M/S 79A/15 occup by own tps. Own posn Tetulia 6886, Narayanpur 6787 M/S 79A/15 and 'D' Coy Hasnabad 7386 M/S 79A/15.
20.	G-0789 dt 25.11.71	26.11.71	Eale:- Niamitog Bahini/ Gono Bahini. On 21 Nov 27 Police of Sreepur P.S. QP 3409 surrendered with 27 Rifle, 303 ball ammo 2700. 21 Nov about 90 Razakars advanced towards Sreepur QP 3409 from Magura QU 3596. Heavy fire exchanged. 17 Razakars dead. Own

			cas nil. Captured 17 Rifles with 500 Kept inside Bangladesh. Own cas nil.
21.	G-0783 dt 26.11.71	26.11.71	3 Razakars surrendered with arms and 100 rds to own ptl Krishnapur ghat 6400 M/S 79.4/14 on 251400 Nov.
22.	G-0786 dt 27.11.71	28.11.71	I en Hav. 'B' Coy of 38FF 7 Bde 10 Div of Pak army wounded and captured by Gono Bahini at Monoharpur 6992 M/S 79A/15 on 271000 Nov.
23.	G-0189 dt 28.1l.71	28.11.71	One Razakar surrendered without arms on 280800 Nov.
24.	G-0786 dt 27.11.71	28.11.71	9 Police surrendered with 6 Rifles/303 ammo 7 at Santoshpur 6994 M/S 79A/I5 on 2702(H) Nov. Arms/ Ammo kept in ‘B' Coy loc.
25.	G-018S dl 28.1 1.71	29.11.71	Own tps ambushed at Pairadanga near Harinakunda PS. QU-9516 on 241200 Nov. En cas 4 Razakars dead. Own cas nil.
26.	G-0791 dt 29.11.71	29.11.71	NB/GB. En reportedly planning to attack Sreepur PS. with 2 Coys.
27.	G-0799 dt 30.11.71	01.12.71	GB/NB. Locally org Tayab Bahini disbanded by Eagle. Arrested Idr Tayab and recovered 2 Rifles. Repulsed en attacked at Pairadanga QP 9517 on 230900 Nov. En cas 5 Razakars dead. Own cas nil. Captured 1 Rifle kept inside Bangladesh base. Attacked en loc at Shankardia Q-09029 on 271100 Nov. En cas I officer and 1 JCO of West Pakistan Police dead. Own tps ambushed on en at Arpara Q-09131 on 271600 Nov. En cas 15 Razakars dead. Own cas 2 GB dead and 2 GB wounded. Captured 7 Rifles kept inside Bangladesh. Own tps raided Razakars posn at br. Q-07213 on 230100 Nov. En cas 4 Razakars killed. 4 injured and 2 surrendered. Razakars engaged for work and arms kept inside Bangladesh. Own cas nil. Captured 6 Rifles. Own tps raided Munshiganj Q-07725 Razakar post on 282200 Nov. En cas 2 Razakars killed 10 Razakars captured. Own cas nil. 4 Rifles captured. Razakars and arms with B' Coy loc.
28.	G-0701 dt 1.12.71	02.12.71	2 Razakars surrendered with arms al Hasinakunda QO-9315 on 28 Nov. Pers and arms kepi inside Bangladesh.

29.	G-0706 dt 2.12.71	3.12.71	Disrupted en tele comm Jhenidah lo Harinakunda at QO-9611 on 01 Dec.
30.	G-0715 dt 4.12.71	06.12.71	Own tps raided en at Chuilia bridge 0691 M/S 79E/2 on 223(H) Dec. En cas 1 pak tp 2 Razakars dead, own cas 1 GB wounded, captured 1 Rifle kept inside base.
30-B	G-0723 dt 6.12.71	8.12.71	On 05 Dec 1 NB Sep Abu! Kashem wounded ai Darsana by en bullet.
31.	G-0727 dt 8.12.71	9.12.71	NB captured 4 Rifles posn Razakars of Joyrampur 6606 M/S 79A/14 on 080800 Dec. Arms kept inside Bangladesh.
32.	G-0728 dt 10.12.71	10.12.71	Captured one Rifle at Darsana 6600 M/S 79A/14 on 091800 Dec.
33.	G-0742 dt 13.12.71	14.12.71	30 Razakars surrendered with arms on 13 Dec at Jhenidah and 4 Pak tps dead. Captured one 2 inches Mor with 2 Bombs.
34.	G-0740 dt 12.12.71	13.12.71	8 Rifles captured from Darsana and Chuadanga on 12 Dec.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
২৯। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট হাকিমপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No and date	DTR of Info	Events
1.	G-0053 dt 220500	22.6.71	En conc at Kakdanga, Mandra and Kalaroa sides. 4 truck pak army reinforcement at Kakdanga. Taluigacha and Garakhali. Guarding the Bangladesh flag.
2.	G-0042 dt 221900	22.6.71	On 211630 hrs en ptl about 40 Pers came to Taluigacha BOP to take the Bangladesh flag GR- 839103 M/S 79B/13 with heavy fire power. Own pi ambushed at 210600 and contact with en and opened fire within 200 yds. Own tps captured one Chinese LMG with 30 rds. 2 goats & one cow. En cas. 4 killed. En failed to take flag. Captured arms/ ammo handed over to Dogra BN at Tetulia. Animal handed over to locals. 6577390 Sep Abdul Wahed seriously injured left side 'of upper chest and sent to Hosp under arrangement of Dogra bn.
3.	G-0055 dt 222300	23.6.71	En 2 Coy str with hvy fire sp attack on 220800 hrs at Taluigacha area upto 1700 hrs. En cas not known Own tps reinforced with more 2 Sec. Captured one belt Chinese ammo. Own tps no cas. Own tps challenged with cry "JOY BANGLA". En retreated. Own tps in posn at Taluigacha. Tps morale very high. MF. arrested one Spy just before attack and he admitted that he is sent by en.
4.	G-0056 dt 230500	23.6.71	En 2 Coy sir with hvy fire power conc at the rear. Fire opened at 0015 hrs. Own tps also responded with fire. Own tps no cas. Reinforcement sent Taluigacha. Mukti force hoisted another flag of Bangladesh in village Badiali near Kakdanga. One Sec of str guarded two flags.
5.	G-0059 dt 231700	24.6.71	En one Coy str at Kakdanga and Kamendanga. One pi of own tps at Taluigacha area. Bangladesh flag still hoisted at Taluigacha. Keuragachi and Badiali villages.

6.	G-006I dt 241700 hrs	25.6.71	En Loc:- Hijaldi, Mandra, Kakdanga. En opened lire with 3 inches Mor to our Taluigacha posn at MOO hrs 24 Jun 71. No cas of both sides. Abdul Huq and Mohd Ishaq Molla MUC and peace committee secy of Keralgach PS Kalaroa killed by own tps 23/24 night. Laid one mine at Sonabaria "Jura br" west side 1 mile. Cutting of Telephone wire 300 yds in between Kakdanga-Mandra at 0600 hrs. Own tps no cas.
7.	G-0063 dt 250530	25.6.71	En 2 Coy loc at Kakdanga and Hatathgonj. Own tps guarding flag Taluigacha Own CDO party left for Kalaroa PS for ops. Not yet back.
8.	G-0062 dt241700	25.6.71	En 2 Coy loc at Taluigacha area on 241400 hrs. opened fire with SP arms. Cas not known. Own tps no cas.
9.	G-0065 dl 251700 hrs	26.0.71	One 25 June raid party sent to Kalaroa area. They killed (1) Akbar Ali Sarkar and (2) Akhram Ali Sarkar S/o Md. Mahtab uddin Sarkar. Ptl party collected one Identity Card with photo and seal and one Badge of Peace Committee. One student-Raquib uddin got injured in left hand fingers. Sent him to Barrackpur hosp. Coy Comd wants permission to dig pacca Def at Taluigacha if sec want. Press and TV pers may be sent for Publicity.
10.	G-0068 dt 270500	27.6.71	4 students left for interior raiding about one Coy Pak tps at kakdanga. Own tps opened fire at Kakdanga at 2300 hrs. One 2 inches Mor one LMG disordered. Another party was sent to Hijaldi area for raiding there also started firing. Result not yet. Own tps intact. One pi patrolling and guarding in Taluigacha.
11.	G-0072 dt 281700	29.6.78	En one Coy loc at Kakdanga. Own tps one Sec opened MMG at 1135 hrs. as a result en cas 5. Own tps no cas.
12.	G-0071 dt 280500	29.9.71	En 2 Coy loc. at Kakdanga, Mandra and Hijaldi. 3 Ptl parties are sent various places at 230040 hrs on 29 Jun 71. One CDO party raided En posn at Hatathgonj. They threw Grenades but none exploded. One CDo party raided at Aruakhali under Kalaroa. They killed one miscreant. Own tps returned safely.

13.	G-0073 dt 290500	30.6.71	En Posn Kakdanga. Mandra and Hijaldi. Own ips sent to ambush en posn. One Ptl sent to Kakdanga one party sent to Kalaroa-Chanduria for mine laying. 3 A/TK mines laid at. Sonabaria Another party sent to Kalaroa for blowing a bron JSR/STK road. The party also laid A/TK mine in id Kalaroa-Jhenidah. Party not yet back.
14.	G-0076 dt 010700 hrs	2.7.71	One Cdo parly sent to destroy the br near Kataroa. Brojabakh QT-9326 M/S 79F in Navaran-Saikhira rd. br completely destroyed. Another Cdo party was sent to destroy a bridge at Bansdaha QT9507 M/S 79F. Br destoyed. Own raiding Party sen? to Bansdaha village to kill Pak army agents. Party killed 2 miscreants and burnt their house and also destroyed some shops one post office. One tpl sent to Kakdanga en posn. and opened fire at Kakdanga continued about hrs. 0030 0130 hrs. One rifle damaged due to firing. Cas not known. Own tps intact.
15.	G 0080 dt 040600	4.7.71	On 3/4 Night on Jamir of Kakdanga was caught by own ptl party from Taluigacha. He is killed. He sheltered en tps in his house. His dead body sent back to en tps through civ.
16.	G-0082 dt 040700	4.7.71	En employed 400 coolies for repairing bridge which was blown up near Kalaroa. One Guerilla party sent to demolish bridge at Damdama GR-90823 M/S 79B/13 and 79F/9. Another domolishng party left for Sonabaria GR-845223 M/S 79B/13 and blown off the br.
17.	G-0083 dt 041700	6.7.71	En loc at Kakdanga. En came and contacted with our ptl at 1030 hrs. There was exchange of fire. Cas not known. Own tps no cas. There was exchange of fire at Taluigacha at 2600 hrs. Cas not known. One of own Muktifouj was caught at Baladanga. They took his shirt and money Rs. 5 and 2 Grenades. After some beating they released him and he is back at 11630 hrs.
18.	G-0089 dt 060500	6.7.71	One pi opened fire at Hijaldi on 0200 hrs. Continued 15 munites. En cas not konw. Own cas nil. One patrolling at Taluigacha area.
19.	G-0090 dt 080700 hrs	8.7.71	En loc as before. Own ptl damaged Kashkhali P.O. and returned with all docu. One ptl sent Bansdaha to

			secure and arrest of Pak dalal. Another ptl ambushed at Kendragachi and Mokamtala hat Cdo party Kakdanga and mandra cut 50 yds tele wire. One pi I sent Chanduria not yet back.
20.	G-0092 dt 090500	9.7.71	En one Coy located at Kakdanga. Own tps opened fire at 2300 hrs. Firing continued upto 0500 hrs. Cas not known.
21.	G-0091 dt081700	9.7.71	En loc as before. Chanduria BOP has been destroyed. Fire exchanged at Kakdanga Bop. En cas not known. Own tps no cas.
22.	G-0094 dt 100500	10.7.71	En 2 Coy str loc at Kakdanga/ Hawalkhali. Fire exchange at Hijaldi 2 hrs. parties detail for different task, no action.
23.	G-0097 dt 111700	12.7.71	En 2 Coy loc against this Coy fired open by ambushed party in between Kakdanga-Mandra. En cas 3 (.) Own nil.
24.	G-009S dt 20500	12.7.71	About 5 Coy loc at Hijaldi, Mandra and Kakdanuga. Cdo party raided Hijaldi at 2300 hrs. En cas not known Own tps retd safely.
25.	G-0101 dt 130500	14.7.71	About 5 Coy en located against this Coy area. 2 A/TK mines laid in rd. Satari and Hawalkhali-Agardari PO. and Bhadra. U/C office destroyed and recovered some latest important docu. All are handed over to 31 Dogra.
26.	G-Olll dt 140500	14.7.7	5Coy on facing against this Coy. Own tps destroyed Murarikati Post Office under Kalaroa PS. And recovered important docs. Handed over to 13 Dogra Fol dalals killed. Sharuf Sarda, Akkas Sardar. Maqbul Sarda, Shafiqul Islam, Sabdul Gazi of Sharalia. PS Tala, Khulna. Ejahar Sardar, Mojahar Sardar of Khalishkhali. PS Tala, Khulna. ML leader 6 peace committee member and jamat.
27.	G-0099 dt 121700	14.7.7	On 12 night own tops destroyed Boaliu PO and Bansdaha UC office. Brought important docs and handed over to 13 Dogra. Killed peace committee Capt Kadam Ali S/o Baker Ali Gazi of Panchrali PS. Satkhira.
28.	G-0118 dt 211700	23.7.71	More than 5 Coys loc at Hijaldi-Kakdanga, Saiani and Bansdaha area. Pak tps digging trence at

			Bansdah bazar. Own ptl party 1/7 str fired to en posn at 1230 hrs En op on a mango tree fell down by automatic fire. En cas 7. Own tps OK.
29.	G-0120 dt 230700	24.7.71	On 21 July. Own Cdo party cut and took away 600 yds tele wire in between Hijaldi, Mandra and Kakdanga.
30.	G-0122 dt 250700	25.7.71	Eii str facing this Coy about one BN. Own Cdo parly destroyed Akhrakhola and Debnagar Post office PS. Satkhira recovered documents and cash Rs. 59/59 Paisa. Killed one Shamsher Rahman Secy peace Committee of Debnagar PS. Satkhira and recovered one Ramdao. Another Cdo party still in Bangladesh.
31.	G-0726 dt 280800	29.7.71	Cdo parly raided the house of Pak Dalai Asir uddin and Wazed Ali. Vili. Akhrakhola PS. Satkhira but found them absent. They took one table clock, one 3 cell torch and 2 transistors and deposited to 13 Dogra BN. on proper voucher.
32.	G-0727 dt 290800	29.7.71	Own tps destroyed Babulia post office and Agardari Tollsil office PS. Satkhira. Recovered important docs and 23 civ Gun catrige. Another Cdo raided house of Edu Miah secy Peace Committee vill Baladanga Ps Satkhira and recovered one transistor but Edu Miah was absent.
33.	G-0730 dt 311030	31.7.71	Own Cdo Party killed Abdul Majid Secy Jamat-e- Islam Chandanpur U/C & one Chaukidar who was guarding the Keralkata bridge on Pacca road near Bagachara. Also recovered 1 band Transistor from house of Abdul Majid.
34.	G-0731 dt 010800	1.8.7 1	Eii Str approx 3 Coys against this Coy. Occupied entire area of Hijaldi BOP and hosted Banglades flag. 2 Cdo party are out. Result will be communicated on return.
35.	G-0732 dt 02100	2.8.7 1	En Str against this Coy approx 3 Coy heavy firing exchanged at Kakdanga from 012000-012300 hrs. Cas not known. Cdo party destroyed Agardari U/C & Hatkhola/ Hijaldi Post Office and brought important docs. 2 Cdo party are out.
36.	G-0733 dt 021900 hrs	3.8.7 1	Own parly left July 281800 hrs. retd Aug 021330. Destroyed Sub registrar Office, Tohshil Office and Post Office of Islamkati PS. Tala and brought important docs. Another parly left Aug 011500 hrs.

			reld Aug 02400 hrs. Destroyed Kaiba U/C office, Chaltabaria Post Office & Panchkaiba Post Office & brought important docs. 2 civ guns with 10 carls & 9 gramophone records from house of Ahainad Hossain Secy Peace Committee Kadpur & Hazrat Ali member Peace Committee of Goalpara PS. Kalaroa. Ptl party of Taluigacha def posn raided house of Abdus Sattar Chairman Bhadra U/C PS. Satkhira. Chairman absent & his brother Akhtaruzzaman who supported Pak army & Razakar murdered & house destroyed.
37.	G-0735 dt 040900	6.8.71	Own Coy party destroyed Katandah Tohsil office. (STK) 300 yds. tele wire cut off from Baikari BHM and deposited to 13 Dogra on 4 Aug.
38.	0736 dt 051700	6.8.71	En str 3 Coys against this Coy. Cdo party destroyed Balli U/C and Balli Multipurpose society PS Satkhira, 7 members Peace Committee of Balli union killed. One fighting Ptl consist 1 officer 14 ORs from Hijaldi to Gayra and another Ptl str 12 from Hijaldi to Mandra and heavy firing exchanged. One pak dala Akbar Ali of Nathupur PS. Kalaroa killed. One tps raided Kakdanga at 04200 heavy fil ing exchanged followed by own mor shelling on en posn. En compelled to retreat after leaving bedding, ammo and ration etc. Captured Kakdanga destroyed Kakdanga BOP and hoisted Bangladesh flag. One bridge near Hatathgonj high school destroyed.
39.	G-0737 dt 060700	6.8.71	En str 3 Coy. 2 own parties returned. Destroyed Kendragachi U.C and Post office brought some documents, destroyed tele comm. at Madhabkati PS. Stk.
40.	G-0740 dt 071800 hrs	8.1.71	En heavy cone at Kakdanga school and Hatathgotlj shcool str 2 Coy. En preparing bunkers and other shelters. They are taking posn in between Mandra and Kakdanga. Own tps guarding Hijaldi, Taluigacha defence, Kakdanga def facing en with in 500 yds. SP unit unwilling to withdraw our def. On Aug 06 one civ helper USHA died by en fire, he was a head of us to collect info. Knowing gravity of sit he volunteer his service toward MB to collect info, and he was doing such for long. Recommended monetary help and Gallantry award under normal

			rules particularly of NOK follows. 2 Razakars arrested and handed over to S.P. unit. Nece interrogation. Exchanging intermittani firing it on from dawn to dark. One miscreant Raghu vill & PC). Payradanga of Satkhira killed on 05 Aug. He was committing dacoity in the name of MB. One civ gun captured from CUC Abul Hossian of Sultanpur PS. Khulna.
41.	G-0741 dt 011700	9.8.71	En Mandra. I Coy Kakdanga Hataihgonj 2 Coy plus, with 3 inches Mor. Arty fixed arty at Kadamtala road run from Satkhira, Jessore. Panchkayty Br. Near Bagachara, blown up. Tele wire cut off in between Mandra Kakdanga. Own tps engaged en and exchanged fire from Taluigacha to Hataihgonj. En cas death 2 injured 6 on 5.8.71 En preparing bunkers Kakdanga school area and Hataihgonj area intermittent fire continued for whole day.
42.	G-0744 dt 1010700	11.8.71	En sir approx 3 Coy. Info received from eivl source fol en cas. on 072100. 3 killed and one injured when firing exchanged ai Kakdanga on 081100 hrs. due to mor shelling 1 killed 1 injured at Kakdanga school and on the same day 4 killed 6 injured at Bagadanga on 0802030 hrs. own squad ambushed at Balla and fired on en lele wire caused 2 killed 2 injured. Above info witnessed by Mosharfuddin. Gain. Own tps destroyed Keratkali Post Office and U.C. office. Own cas nil.
43.	G-0745 dt ll000	11.8.71	En str against Coy approx 2 Coy to 3 fighting patrol from Taliugacha Kakdanga towards Mukti Bari and Hijaldi to Mandra exchanged firing en at Kakdanga compiled to retreat and tpl party lead by N/Sub. Elias Patwari captured 2 Boxes sealed 303 Ball ammo 768 each. En cas not known. Cdo party destroyed Rajnagar PO. Own cas nil.
44.	G-0742 dt 090700	I 1.8.71	En str approx 3 Coy. Cdo party ltd. Destroyed Langaljara PO and brought some docs, cut off 300 yds tele wire from Hatathgonj-Kalaroa. 5 A/TK mines laid at road Hatathgonj-Kalaroa. Fighting patrol of Taluigacha at Rewai bazar and fighting patrol of Hijaldi at Barali after exchange of heavy fire.
45.	G-0746	12.8.71	Baikari BOP occupied two Sec stationed with one N/Sub. Wpns. one LMG and Rifle own tps 6 injured

	dt 120530		due to en mines. 4 evacuated to Barrackpur liosp. Experienced from Kakdanga/Baikari that en profuse mines fds while retreating at least 100 A/P mines collected and expected more mines there. Arrange to send mines detector. Reinforcement needed send immediately fol arms. LMG-2. 2 inches Mor 1 and auto Rifles. Own Coys be warned about en mine fd specially while en retreating. Request send one responsible man to Barrackpur liosp to look after own cas along with addl clothing and money for them. Drastic action be taken 4 MF those found absent on duty by Coy Comd at Baikari and the sec as occurred due to there negligency. Their names are aval from Coy Comd Gozadanga. Particularly of own tps cas will follow. Request send pick up given for repair. As Coy Comd busy in Baikari occupation he could not prepare excpt as desired by Sec Comd. Prayo time for it. Coy Comd requests that Bangladesh should rush money by help of Rs. 1000 each victim. This will boost up public morale in helping MF.
46.	G-0748 dt 13900	14.8.71	Cdo party consisting 5 from Hakimpur youth camp was on operation at Jhaudanga bazar to kill Pak collaborator Sukur Ali raided as found absent. Burnt shop of Sukur Ali at Jhaudanga bazar while unloading sten one Hafizuddin S/o. Tasir Mollah of Kawria PS Kalaroa received sten bullet on the back west by our Cdo. partyman and expired on the way to Hakimpur youth camp in this operation lost two sten mag with 40 rds. 9 mm.
47.	G-0747 dt 130700	14.8.71	Baikari BOP destroyed by explosive. Bunkers could not be destroyed due to A/P mines laying. More A/P mines collected at Kakdanga intermittant firing exchanging on. One Ramjan Ali PS. Kalaroa surrendered to us with Rifle from en flank at Kakdanga is well looked after. He identified himself as a new mujahid. En trying to push through Bansdaha from STK. More en conc going on at Mandra and Kakdanga. Srirampur wooden br destroyed.
48.	G-0749	14.8.71	On 12 Aug at 200 hrs. consisting 5 (2 Ansars & 3 civs) a ptl party sent to Abederhatkhola Reccee and to cut tele wire. 3 of them with Rifles and 100 rds

			303 Ball ammo, have been arrested by Pak tps. 1.Haji Mohd Ali S/O L. Hazi Amir Ali 2. Mistry Zahid Mollah S/O Hossain Ali Mollah of Bansdaha. PS. Satkhira. 3. Abdul Mazid of Narayengal Stk. arrested.
49.	G-0749 dt 161400	17.8.71	Cdo party str 5 are in Bangladesh from 2.8.71 at 1900 hrs. They have been supplied 2 Rifles one hundred rds 303 ball ammo 2 Stens. 6 Sten Mags. 108 rds of MM Grenade 6 A/TK mines 3.
50.	G-0755 dt 221345	22.8.71	On 21 Aug. 1000 hrs. 17917 Sep. Nazrul Islam received bullet injury of Pak army in between right arms and chest in course of exchanging fire at Kakdanga. After first aid injured sent to Barrackpur. The injury was of serious nature. Regret the info could not be given then and there.
51.	G-760 dt 250700	27.8.71	En Str 2 Coy. Cdo party destroyed Dogachia br. 40X15 feet on the road in between Madhabkati & Rewai bazar at 0030 hrs.
52.	G-0761 dt 250800	27.8.71	At Kakdanga def. en opened fire on us at 0730 hrs. on 24 Aug. Fire exchange going on for the whole day. En trying to penitrate through Rewai hat from Hatathgonj. En str one Coy own sir 45. Own cas nil.
53.	G-9764 dt 282130	29.8.71	On 270830 to 281230. Aug at night en tried to put MF from Rewai Bazar area from right flank of Hatathgonj school. En str 2 pi and own str one Sec. En cas one died and 2 wounded own one Ansar named Abdul Wahid is missing with MK IV Rifle. En killed 2 civ and injured 2 civ injured sent to civ hosp Saroopnagar. En opened fired Kakdanga as a result one teen aged boy got injury. The boy removed to Bashir hat hosp. One Razakar Spy caught at Hijaldi. He is at own custody. Advice what to do with Razakar. Atiur Rahman Razakar S/O Md. Moksood Ali of Kotabari PS Kalaroa.
54.	R-0778 dt 100915	10.9.71	Own tps 2 Sec str. En str Coy location at. Abader hat opened fire on 090800 hrs. En cas one Capt. Wounded 2 ORs dead and one public injured. Own cas nil.

55.	G-0785 dt 131900	14.9.71	On 12/13 night heavey fire exchanged with en. En posn Kakdanga and Mandra. En cas not known (.) Own cas nil.
56.	G-0793 dt 141830	15.9.71	On ni 12/13 Sep 71 heavy fire exchanged at Kakdanga, Mandra and Abader hat. En cas not known (.) Own cas nil (.) En came at Satani, Narayengat, Abader hat and Kakdanga. about 3 Coy str (.) On 140390 to 0600 hrs heavy fire exchanged. En cas reported 10 dead and several wounded (.) Onw cas 2 local civs wounded by sheling.
57.	G-0715 dt 011100	1.10.71	En conc one Bn at Hataihgonj & Baliadanga on 301600 hrs. GR-8716/8616.
58.	G-0718 dt 50700	5.10.71	Own tps ambushed en ptl near Kakdanga GR 851173 M/S 79B/13 on 032300 hrs to 040300 Oct. Hy fire exchanged. En cas 6 dead 5 wounded own cas nil. On 040200 ambushed en ptl Sonabaria/ Mandra area by fire exchange. En cas 7 dead Own cas nil.
59.	G-0722 dt 072100	8.10.71	Gono Bahini Ptl arrested 4 Razakars at 894275 M/S 79F/1 on 06 Oct 71. Captured 3 Rifles. Razakars handed over to SP unit.
60.	G-0730 dt 14.10.71	16.10.71	NB Ambushed en ptl at Baksha SQ-8719 M/S 79B/13 on 131400 Oct. En cas 4 dead 2 wounded.
61.	G-0731 dt 15.10.71	16.10.71	SP unit shelled Ramkrishnapur SQ-8438 M/S 7918/13 on 142000 hrs. En cas 5 dead while they engaged digging.
62.	E-5/88/R dt 15.10.71	17.10.71	G.B 110115 Oct raided Satkhira PI pump and destroyed meter box. Same night another party laid mine at Chayghoria rd Satkhira-Kalaroa SQ-9308 M/S 769/1 One en veh going to Kalaroa hit mine 110355 Oct. En cas 8 dead including one Major and 3 wounded. Own cas nil. En killed 3 local civs and burnt 4 houses at Rasulpur SQ-9304 M/S 796/2 and Kashempur SQ-7405 M/S 19/F/2. Raided house of Daud Ali Sardar village Bawkhola SQ-830 M/S 79B/130030 Oct. Recovered 6 rifles and one SLR. Wpns brought back.
63.	G-0735	19.10.71	Gono bahini ambushed en approach Chirabazar under Kashabpur PS. on 13 Oct. Heavy fire

	dt 18.10.71		exchanged. En cas 40 Razakars dead. Own cas nil.
64.	G-0737 dt 20.10.71	20.10.71	One Razakar surrendered with one Rifle on 20 Oct.
65.	G-0741 dt 21.10.71	22.10.71	NB ptl fired on en ptl Ramkrishnapur GR-843225 M/S 79B/13 on-213300 Oct. En cas 2 dead 4 wounded. En burnt 23 civ house at Ramkrishnapur.
66.	G-0753 dt 26.10.71	27.10.71	Special sitrep. On 261300 Oct en shelled own camp Halimpur by 25 Pounder. Own cas one slight wounded. Local civ 2 dead 5 wounded. Injured pers evacuated to hospital.
67.	G-0752 dt 26.10.71	26.10.71	3 Razakars surrendered with arms & ammo, on Oct.
68.	G-0775 dt 27.10.71	27.10.71	Gono bahini. One Gono Bahini captured by en 260700 Oct.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
□□। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট হাকিমপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No with date	DTR of Info	Events
1.	G-0025 dt 030500	4.6.71 at 1030 hrs	Own fighting ptl was sent Taluigacha BOP area between 022230 hrs and 030400 hrs. TALUIGACHA BOP completely burnt to ashes and destroyed the standing Marchas. One veteran ML worker and well- wisher of Punjabi Muslim Sardar of Taluigacha captured and taken to custody for interrogation and N/A. Ptl returned safely. No firing during OPS. Learnt that about 50 str incl. some Punjabis are in Kakdanga BOP and free primary school area. They are constructing bunkers. They are reported to be looting the moveable properties of evacuees from the village. Bhadiali, Kenragachi, Gara Khali and Bagadanga.
2.	G-0027 dt 050800	6.6.71 at 1800 hrs	A recee ptl was sent in area KENRAGACH1, REWAI and HAWALKHAL1 between 040430 and 041645 hrs. Learnt that on 03 Jun between 1100 hrs. and 1230 hrs. en ptl str 10/12 visited HAWALKHALI and forcibly taken away 13 KHASHIS. They came on foot from Kalaroa side. Another ptl out towards KUSHKHALI area on 04040 hrs.-041930 hrs. No en found. En ptl visited Kushkhali BOP area twice during last week.
3.	G-0044 dt 191000	12.6.71	Enemy about one coy at Kakdanga area with 3 inches Mor and H.M.G. Own troops opened fire from 0130 hrs to 0315 hrs. Enemy cas is not known. Own cas nil.
4.	G-0045 dt 191100	20.6.71	Own troops hoisted Bangladesh flag at Garakhali near Kakdanga BOP. Own tps guarding the flag. About a section of Pak army advanced near the flag and opened fire. On exchange of firing as a result three Pak army died on the spot. Own tps in position. En bullets came inside Indian territory.

5.	G-0047 dt 20.6.71	20.6.71	En 2 pi at Aijani with supporting arms. Own ptl sent to Hijaldi from 192200 hrs. to 0500 hrs. En contacted 192310 and opened fire at once. En also responded and opened fire. Cas not known. Own tps guarding Bangladesh flag at Garakhali. En opened fire at 2300 hrs. near the flag but en could not touch the flag and had to retreat.
6.	G-0089 dt 201700	21.6.71	2 pi en at Hijaldi. Ambushed one sec at 0730 hrs. and heard 2 rd fire. Details not yet received. One sec left for Taluigacha at 0900 hrs. Reinforced another section at 1200 hrs. Own tps hoisted Bangladesh flag in Taluigacha BOP and guarded Garakhali flag also.
7.	G-0050 dt 21.0500	21.6.71	En about 100 at Hijaldi with heavy fire posn. Own tps left at 202130 and opened fire at 0145 hrs. Own tps withdrawn 0200 hrs. Own tps no cas. En cas not know. Tps guarded Bangladesh flag.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩১। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No with date	DTR of Info	Events
1.	G-0345 dt 140940	15.9.71	Mukti Bahini chased by Pak gunboat at Harinagar on 13 Sep 71(.) Sank one gunboat & 3 launches (.) En cas 7 Pak tps killed. Fight continued for 5 hrs.
2.	G-0356 dt271600	27.9.71	Niamito Bahini (.) Pak tps tried to advance towards Uksha SQ-8868 M/S. 79F/3 on 262300 Sep and 270530 Sep(.) Heavy fire exchanged (.) En cas 20 dead/ wounded (.) Own cas nil (.) Captured 3 Chinese rifles.
3.	G-0359 dt012015	2.10.71	En one Bn reinforced at Kaligonj SQ-9071 M/S. 79F/3 and Basantapur SQ-8772 M/S. 79F/3. Exchange of fire started at 1600 hrs. and still continuing. One Bring Commanding Pak tps.
4.	G-0364 dt 040800	4.10.71	Own tps faught with en on 28 Sep at Kaligonj SQ-9071 M/S. 79F/3 and Uksha SQ-8868 M/S. 79. En cas 81 Pak tps and Razakars dead. Own cas nil.
5.	G-0370 dt 10.10.71	11.10.71	NB ambushed en ptl at Dudli br 649932 M/S. 79F/3 on 091030 Oct. En cas 12 dead. Own cas nil. En loc Shyamnagar 1 pi of Baluch regt Plus 150 Razakars.
6.	G-0380 dt 22.10.71	22.10.71	En tps pi str and four pi str Razakars tried to proceed in area Naikali in own base Nurnagar on 22 Oct. Own laid ambush on en. En cas 3 dead and 15 Razakars wounded. En fall back.
7.	G-0383 dt 25.10.71	26.10.7	ptl fired en tps Batshala SQ-8390 M/S. 79B/14 on 250400 Oct. En cas not known. Own cas nil.
8.	G-0382 dt 25.10.71	26.10.71	Spl mission. Own tps attacked PNS Lalsira adn two burges 180555 Oct at Kaira river Sunderban. Lalsira and 1 burge sunk. 1 burge badly damaged.

9.	G-0390 dt 26.10.71	27.10.71	Gono Bahini. Attacked Bhedarganj RQ 5762 M/S 79/C Madaripur on 04 Oct. En cas 170 Pak ips dead incl Razakars. Own cas one dead, captured 200 Chinese rifles, 2 LMGs. 303 rifles 11 kept inside Bangladesh.
10.	G-039I dt 26.10.71	27.10.71	Raiding party encountered en tps Sankhra SQ-8391 M/S. 79B/14 on 261610 oct. Heavy fire exchanged 4 hrs. En cas 8 dead. Own cas one dead.
11.	G-0395 dt 29.10.71	28.10.71	Niamito Bahini ambushed at Ratanpur. En cas 2 dead One Razakar captured with rifle on 27 Oct.
12.	G-0396 dt 29.10.71	29.10.71	Niamito Bahini raided Shyamnagar Police station SQ 9958 M/S. 79F/3 on 262300 Oct. En cas 4 Pak tps and 13 Razakars dead. Captured 1 Rifle. Own cas nil.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩২। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট টাইগার কোম্পানী	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No and date	DTR of Sitrep	Events
1.	1 dt 14.1030	141039 hrs.	Ambush in area SQ-S444 M/S 79A/16 between DTG 13.2200 hrs. to 140300 hrs. No en contacted.
2.	2 dt 151100	15.5.71	Destroyed culvert GR-870740 and 855705 79A/15 between 150200 hrs. and 150300 hrs.
3.	No. nil dt 22.5.71	22.5.71	Bridge at Gourpara GR-S49527 M/S 79A/16 blown off at 220200 hrs. Br at Bahadurpur GR-79250 M/S 79A/16 blown off at 220400 hrs.
4.	No. Nil dt 040700 hrs.	5.6.71	En pi posn raided at Maslia SQ-8566 M/S 79A/16. En cas 8 to 10 (.) Own cas one injured (Le.) Capt. Sharif received minor bullet injury in the middle finger of right hand during op.
5.	No. Nil dt051400	5.6.71	On 4/5 night at 2130 hrs. destroyed Br at Poukhia GR-849583 M/S 79A/I6.
6.	No. nil dt 12.6.71	12.6.71 dt 1500	MMG 3 inches Mor 4 inches Mor firing is continuing heavily on the broder from 1430 hrs.
7.	G-0368 dt 15.11.71	16.11.71	On 151005 Nov en fired on own def Bhomra. Own cas 1 wounded.
8.	G-0371 dt 17.11.71	18.11.71	Niamito Bahini. En fired 3 inches Mor on own posn Pairadanga 8683 M/S 79B/14 on 171130 Nov. No cas. Blown off house of one veteran dalal on 142300 Nov. Blown one private bus containing 38 Razakars and 2 Pak tps. Reported 38 dead 2 wounded.
9.	G-0373 dt 19.11.71	20.11.71	Own 3 inches Mor fired en defence at Bhomra on 161130 Nov. En cas 5 dead. Own cas nil.
10.	G-0375 dl 19.1 1.71	20.11.71	14 Nov Pak army butchered 2 local civs at Satani 866082 M/S 79B/13. One 10 year old boy buried alive by Pak army on 8 Nov. at Satani. One doctor has been burnt at his house by Pak army at Baichana

			14930 M/S 79B/14 on 8 Nov. On 5 Nov Pak army butchercd 12 local civs and buried at baichana 845934 M/S 79B/4. A large number of houses also burnt to ashes in the same area.
11.	G-0379 dt 21.11.71	22.11.71	Niamito Bahini. Own 3 inches Mor shelled en posn Bhomra 841974 M/S 79B/13 on 211600 Nov. En cas 13 dead. Occupied Bhomra. Captured lot of ammo. Captured following ammo. 7.62 ammo (Chinese) 2666 ids. 7.62 ammo Chinese (MMG) 530 rds. plastic A/P mines 24. TNT slab 14. RR shell 6. Chinese rocket bomb 5. Tele wire 5 KM.
12.	G-0383 dt 23.11.71	23.11.71	231000 Nov en shelled on own posn Bhomra 848975 M/S 79B/14. Own cas 1 wounded.
13.	G-0386 dt 23.11.71	24.11.71	On night 22/23 Nov Gono Bahini blown off 2 bridges in between Satkhira and Mohammadpur. On night 21/22 Nov Gono Bahini attacked one en jeep on road Satkhira-Jessore. En cas 3 dead incl one Capt.
14.	G-393 dt 25.11.71	26.11.71	Ptl fired on en posn Sreerampur 8694 M/S 79B/4 on 251530 Nov. Own tps Kulia 8693 M/S 79B/4 also pressured on en posn. En cas not known.
15.	G-0391 dt 25.11.71	26.11.71	Blown up br 889992 M/S 79F/2 en 240005 Nov.
16.	G-0394 dt 26.11.71	27.11.71	Own 3 inches MOR fired on en posn Alipur 9099 M/S 79F/2 on 2614103 Nov. Cas not known. Own tps fired on en posn Mohammadpur 8798 M/S 79B/14 and Gangni 6136 M/S 79A/14 on 260030 Nov. En also replied by 25 pounder. En cas not known. Own cas nil. Own tps ptl fired on en posn Nabatkati 8597 M/S 79B/14 on 260030 Nov. Cas not known. Own cas nil.
17.	G-0396 dt 30.11.71	30.11.71	Own tps attacked en posn Nabatkati 8597 M/S 79A/14 on 300630 Nov. En cas not known. Own cas 3 NB died and 2 NB wounded.
18.	G-0414 dt 10.12.71	13.12.71	93 Razakars were killed by Coy GB on 091800 Dec. at Kapilniari Q-22393. They were besiezed 4 days but they requested to surrender.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No with Date	DTR of Sitrep	Events
1.	G-0028 dt 060800 hrs	6.6.71	Own tps raid carried out a Gobindakati and Jhaudanga on 052030 and 060500 hrs. 4 vatcran Pak army agents have been killed : Mukhtar Sk. Anisuddin, Barik Sk and Shiraj of Gobindakati. On their instigation Pak army brutally killed about 150 refugees on their way to India. They also looted. Own side on cas.
2.	No. Nil dt 071900	8.6.71 0730 hrs.	9 Peace committee members including one Hazrat Ali of Satkhira, one Karim Baksh of Shahpur & Dr. Wazed ali of Boalia have been killed in Village Boalia GR-865192 M/S 79B/I3 and SQ- 8720 M/S 79B/13 by two students 011 5/6 Jun 71. One en tps convoy killed one hundred one (inclu. children & women) in one Village SQ-8424 M/S 79B/13 on 6.6.71.
3.	G-0008 dt 110730	11.6.71 1300 hrs.	About one Coy en tps deployed at Bankari BOP SQ-7907 M/S 79B/14. Own tps about a sec str raided the BOP on 110103 hrs. En casualty about 60 killed & 20 injured. Own cas nil. Info cfm by civil sources. Further cfm by own source en killed 16 in place of 60.
4.	G-0033 dt 110700 hrs.	11.6.71	On 101900 hrs. own ptl at Baladanga area killed 3 pers of ML leaders. Another ptl left Kakdanga area on 102100 hrs. The ptl disconnected en tele comm and collected 300 yds. tele wires. More one ptl sent to Kushkhali on 101900 hrs. The party destroyed the BOP and one school. On the same day another ptl sent to Chandunia. No en & cas. own ptl returned safely.
5.	G-0034 dt 140700	14.6.71	One en Coy at Hijaldi BOP with auto Arms & Ammo & supporting arms. Own fighting ptl contacted with en & destroyed bunkers. En cas 12 killed of Hijaldi BOP at 110230 hrs.

6.	G-0035	14.6.71	En loc :- One Coy Hijaldi, one Coy Mandra & one Coy Kakdanga. BOP reported with auto arms/ammo. 3 inches Mor, MMG. HMG. Three ptl sent to Hajaldi. Mandra and Kakdanga. After Contacted with en open fire at 122330 hrs. to reach BOP at a time. 8 en killed & 5 injured. Reinforcement arrived Kakdanga on 13.6.71 at 1300 hrs. En placed A/P mines & explosives around Kakdanga area.
7.	G-0036 dt 140945	15.6.71	2 pis at Hijaldi with sufficient wpns. One fighting ptl sent BOP area at 132130 hrs with auto wpns. Ptl contacted enemy and hit them for 2 hrs. Enemy replied with 3 inches Mor and other wpns. Enemy cas not known. Own cas nil.
8.	G-0037 dt 150800 hrs.	16.6.71	Enemy str one Coy at Kakdanga with auto woapons and 3 inches Mor/MMG. Own recee ptl sent Kakdanga area between 142003 hrs and 150400 hrs. Ptl reached near fwd bunkers of en. Enemy fired but own tps no cas.
9.	G-0040 dt 160600	16.6.71	2 Sec of Pak army with one arty gun loc. between Mandra and Hijaldi area. Own ptl sent to en area between 157100 hrs to 160300 hrs. No contact with en.
10.	G-0042 dt 170600	17.6.71	One Coy str at Kakdanga with heavy arms. Recee ptl cont on 167900 hrs. in Kakdanga area at 16.1900 hrs. Contacted with en ptl. En fired. No cas. No reply from own side.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৪। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট বানপুর সাব সেক্টর	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

SI. No	Originator No and Date	DTR of Sitrcp	Events
1.	G-3027 dt 31.10.71	2.11.71	Niamito Bahini raided en posn Sundarpur SQ-0225 M/S 78D/21 on night 28/29 Oct. En cas one Razakar dead. 30 Oct about 0730 hrs Jamat-e-Islam Party attacked liberated village Char bagdanga SQ-0324 M/S 78 D/2. Own Mor shelled said area. Cas 2 Jamatee dead & one wounded.
2.	G-3035 dt 5.11.71	6.11.71	Niumito Bahini and Gono Bahini 2 en vehs damaged on night 29/30 Oct. En cas could not be ascertained. Own cas nil.
3.	G-3037 dt 6.11.71	08.11.71	Niamito Bahini. Fighting ptl raided Razakars posn Debinagar SQ-0821 M/S 78D/6 on night 5/6 Nov. En cas 2 Razakars dead. Captured 303 rifle-6.
4.	G-3039 dt 07.11.71	08.11.71	2 fighting ptl raided en posn Islampur SQ-0824 M/S 78 D/l and Jayandipur SQ-9830 M/S 78D/2 night 6/7 Nov. Result not yet ascertained. Night 6/7 Nov own tps laid ambush area Kashba. One Willys jeep burnt into ashes and 5 five AL-BADARS dead. Captured 303 Rifle 2 and 303 ammo 96.
5.	G-3040 dt 8.11.71	14.11.71	On 07 Nov 15 West Pakistani Militia came to village Zahurpur SQ-9524 M/S 78D/3 for looting and arson. Own tps ambushed them on the spot. En cas 5 dead. One dead body brought to base and buried. Captured 303 Rifle one and 303 ball ammo 50. Raided En/Razakar posn Islampur SQ-0824 M/S 78D/1 and Joyandipur SQ-9830 M/S 78D/2 on night 06/07 Nov. En cas 8 West Pak Militia/Razakars dead.
6.	G-3048 dt 10.11.71	14.11.71	En burnt village Kalikata SQ-0823 M/S 78 D/2 and tried to advance towards village Debinagar on 09 Nov. Own 3 inches Mor fired upon en. En returned back Islampur SQ-0824 M/S 78D/2. En

			cas not known.
7.	G-3052 dt 11.11.71	14.11.71	Own 3 inches Mor fired on PTC Sardah night 09/10 Nov. En cas 4 dead. Building partly damaged. Raided Ayub Cadet college, Sardah on 10 Nov. En cas 1 Pak tp I Razakar and 1 Pak agent (civ) dead. Captured 303 Rifle 1.
8.	G-3051 dt 1 1.11.71	14.11.71	En fighting ptl opened fire on won def Narendrapur SQ-0220 M/S 78D/3 with 3 inches Mor on 11 Nov. Own tps also replied. En cas not known. Own cas nil.
9.	G-3054 di 12.11.71	14.11.71	Niamito Bahini raided en posn Joyandipur SQ-9727 M/S 78D/2 on 11 Nov. Own cas one. Raided en posn Bara Rashina SQ-0324 M/S 78D/2 on 11 Nov. Arrested 3 Razakars, killed 2 Razakars and one peace committee chairman while they tried to weap. Captured 303 Rifles 5. Raided Islampur en posn on 10 Nov. En cas not known. Own cas 2 wounded.
10.	G-3044 dt 9.11.71	14.11.71	Late report received. 06 Oct one electric pylon blown off at Tabunia GR-114641 M/S 78H/4 on 10 Oct. Raided razakar posn Dublia GR-290550 M/S 79E/S. En cas 14 Razakars dead. Own cas nil. Captured 14 Rifles. 14 Oct raided Razakar posn at Dublia PS Sujanagar. En cas 6 Razakars dead. Captured 303 Rifle 6. Road br at Kolodi GR- 271556 M/S 79E/5 blown off on 17 0ct-03 Nov. Rly br at Nandangachi GR-681963 M/S 78D/11 Blown off. Night 06/07 Nov raided en posn Shahapur GR 554996 M/S 78D/11. Arrested 3 Razakars. Captured 4 Rifles.
11.	G-3058 dt 13.ll.71	14.11.71	18 Oct one Pak army agent killed at Shekardari, PS. Atghoria. On 29 Oct raided en posn Atghoria SQ- 160717 M/S 78H/4 En cas 9 Razakars dead. Captured 303 Rifles 4. On 30 Oct raided en posn Mazpur GR-118748 M/S 79H/4. En cas 3 Razakars and 2 peace committee members dead. Own cas nil. 03 Nov. raided en posn phuljan GR-216715 M/S 78H/8. En cas one Razakar dead. Ambushed en posn Khidarpur 103619 M/S 78H/4 on 06 Nov. En cas 13 Pak army incl one capt. Own cas 3 GB and 4 local trained boys dead. Loss of Arms :- SLR-4, 303 Rifles-6, SMG-1 303 ball ammo 1000. 7.62 mm ball 800. 9 mm bal 200.

12.	G-3057 dt 13.11.71	15.11.71	En burnt village Bara Rashia SQ-0524 M/S 78D/2 and Bagdanga 0324 M/S 78 D/2 on 121430 Nov.
13.	G-3063 dt 15.11.71	15.11.71	Gono Bahini raided Razakar posn Raypara mango garden 401044 M/S 78D/11 on 012200 Nov. En cas 5 Razakars dead. Own cas nil. Captured 303 rifles 5. While Razakar guarding br opened fire from their posn and in the mean time one Pak army ptl reached there and opened fire on Razakar thinking they are Mukti Fouj. Result 41 Razakars dead and loss of Pak army not known. On 032030 Nov. raided one matrimonial function Godagari. En cas 2 militia, one Behari Police ASI and one constable dead. Captured 303 1, Pistol-1, 041900 Nov raided Razakar posn Lalitnagar 2628 M/S. En cas 3 Razakars dead. Captured 303 Rifle-3. 061400 Nov captured 12 Bore gun 2 from peace committee member village Bilashi. 071300 Nov raided Razakar posn Babupur. En cas 6 Razakars dead. Captured 303 Rifle-6. On 10 Nov raided en posn Shakna and Mohanpur 5023 M/S 78D/10. En cas 30 Razakars/non-Bengali dead. Captured 303 Rifles 2, 12 bore guns 28 and MMG-1.
14.	G-3067 dt 17.11.71	19.11.71	NB ni 16/17 Nov 3 notorious dalals of Alaipur 634832 M/S 78D/16 arrested and executed.
15.	G-3083 dt 20.11.71	24.11.71	Niamito Bahini/Gono Bahini. En Paragram 097247 M/S 78D/1 fired towards Islampur 0824 M/S 78D/1, Harma SQ-1018 M/S 78D/7 on 200400 Nov. Own tps replied. En cas not known. Own cas 2 GB wounded while on ptl duty at Islampur 0824 M/S 78D/1. Attacked on en posn Rajarampur 0928 M/S 78D/6 with support by 3 inches MOR on 210430 Nov. En cas 9 pak tps with one offr and 60 Razakars/CAF dead. 30 Razakars/CAF/Pak tps wounded. Own cas 4 NB and 3 GB dead. 2 Gono Bahini missing. Captured 12 Razakars with 14 Rifles. Lost 303 Rifles-60 LMG-1, 2 inches MOR 1. SLR Mag-8 LMG Mag-3.
16.	G-3088 dt 25.11.71	27.11.71	Dubli br 4514 M/S 78D/11 blown up on 15 Nov. 71 Ambushed on en ptl Bagherkhali 4317 M/S 78D/12 on 15 Nov. En cas 6 dead. Own cas 2 GB dead.

17.	G-3091 dt 25.11.71	27.11.71	Own MOR fired on en posn Miserpur 628647 M/S 78D/6 on night 16/17 Nov. En cas 12 dead/wounded. Own tps ambushed on en ptl Mohesh kundi 611687 M/S 78D/16 on night 16/17 Nov. En cas 4 dead. Own cas nil. One ptl was surrounded by Pak army at Charkatra 068053 M/S 78D/4 on Nov. Heavy fire exchanged. En cas 3 dead. Own cas 2 GB dead & 1 wounded. Lost I SLR with 3 mag killed 1 en agent at Bagherkhali 961688 M/S 78D/I4. On 10 Nov. 4 Razakars dead 4 Rifles captured. 6 Razakars surrendered with Rifles. 17 Nov. raided Ishurdi PS. 262746 M/S 78H/4. En cas 11 West Pakistani dead. 6 West Pakistan ploice surrendered. Captured 8 Rifles. Same night destroyed Ishurdi tele exchage 960375 M/S 78H/4 and raided VIP house Ishurdi and killed 3 en agents. Also attacked Behari coloney Ishurdi 965745 M/S 78H/4 on same night. Pak army also shelled on the same tpl where 50 Beharies dead. Own cas nil. On 18 Nov approx 11 meters rly line blown off near Bagherkhali 962715 M/S 78M/4.
18.	G-3096 dt 28.11.71	29.11.71	Charghat 611926 M/S 78D/11 One house of notorious dala! burnt and arrested 2 Razakars. One en agent on night 25/26 Nov. Disrupted en tele comm between Charghat Sardah PTC at Charghat.
19.	G-3094 dt 27.11.71	1.12.71	NB/GB attacked on en posn Mondumala SQ-3232 M/S 78D/6 on 09 Nov. En cas 1 Razakar dead. Captured 1 Rifle. Burnt Razakar camp. Post office and Thana Tahsil office. On 12 ni attacked Razakar posn at Chokirghat (not N/A in map). En cas 4 Razakars dead. Captured 2 Rifles. On 14 Nov own tps attacked by Razakars in village Moin (not in map) PS. Godagari 7446. En cas 8 Razakars dead. Captured 4 Rifles.
20.	G-3099 dt 30.11.71	1.12.71	On 28 Nov Razakars with 3 inches Mor support attempted to take cattle from Narendrapur QL-6149. Own tps fired on Razakars and they fled away leaving cattle. 6 Razakars dead. Own cas nil.
21.	G-4001 dt 1.12.71	3.12.71	GB/NB repulsed en attack Horma 1018 M/S 78D/7 on 30 Nov. En cas not known. Own cas nil. On 23 Nov arrested one en agent of Lulpur PS. SQ-3714. Arrested pers kept in base for interrogation. Also

			captured 2 Razakars and killed Attacked Pak army and Razakars posn at Ramagari 9494 M/S 78H/3 on 28 Nov. En cas 8 Razakars dead and 5 pak tps wounded. Own cas 2 Gono Bahini dead. Singra PS. QR-0618 under control of Mukti Fouj.
22.	G-4008 dt 4.12.71	5.12.71	NB/GB while crossing river Pad ma en opened fire 554985 M/S 78D/11 on night 1/2 Dec. No cas. On 25 Nov one ferry boat between Paksey and Bheramra was sunk by explosive charge 934662 M/S 78M/4. 2 Pak army agents dead 998720 M/S 78 M/4 GB ptl ambushed en ptl Jaynagar 992712 M/S 78M/4 on 26 Nov. En cas 7 Pak tps dead, 4 Razakars arrested and executed. Captured one Chines Rifle and 7 Rifles 303. Own cas nil. I dodge blown off by A/P mine near ferryghat 943665 M/S 78H/4 on 26 Nov. En cas 8 dead incl 1 officer and 3 wounded. On 27 Nov Valanpara br 990713 M/S 78H/4. destroyed by explosive. En fired from Rajarampur 0728 M/S 78D/6 on 031230 Dec Just after announcement of Pak President.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৫। যুদ্ধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl. No	DTR Of Info	From Received	whom Events & Grading of Info Borni
1.	6.10.71	D Coy Boyra G-0156 dt 6.10.71	Dead body indicate. 38 FF rps in Borni def,adn, comd Sub. Mohd Asgar. (Hav. Mohd yakub, Sep. Mohd Shafi of 38 FF and Sep. Mohd Asgar of EPCAP was dead.) Grading of Info A-1
2.	1.10.71	Finn HQ. C Sec. No. 1361/19/G/Inf dt 30 Sep. 71	All Pak trained Mujahids inside Bangladesh are being given Khaki uniforms and formation sign of "Tiger head". Check and Comment on the above report. G. I : A-3 (Remark : Cfm info all Coys for cfm. Cfm and report submitted to C. Sec on 14 Oct 71. No. Js/l-C/xx/G.)
3.	8.10.71	B Coy Banpur G-0716 dt 07 Oct 71	Pak army preparing defence posn at Jalsuk SQ-7408 M/S. 79A/14. and Phulbari SQ-7606 M/S. 79A/I4 reported. G. I : A-l (Remark : Sitrep submitted.)
4.	10.10.71	F C oy. Shikarpur	En Cone. : Source report that one Coy pak army recently conc area Bhat para SQ M/S 79A/9 Fmn sign "flying bird" Veh moving in that area. Fmn sign posted in Veh. 'Tiger head". G. I: B-2
5.	10.10.71	B Coy Banpur Inf report	I. En Cone : (a) En heavily conc in area Daulatganj. Jibannagar, Islampur, Gopalnagar. Narayanpur villages. G. I: B-l (b) Some Muzahids Seeing using "Tiger head" fmn sign at Daulatgonj area and about 200 West Pakistani Police performing duties in that area. G. I: B-2 (c) Some elements of 15 Div wering Div sign also seen. G. I: B-l Arty : (d) Some fd gun lying at Daulatgonj Jibannagar. G. I: B-l

			2. En Cone : (a) Approx 1 one BN. Pak tps Cone at Hasadah with arty. G. 1: B-l (b) Kapasdanga and Natodah. Regular Pak tps withdrawn about 100 Bihari Razakars in this posn performing the duties . G. I : B-2 No. 4. SUB SEC.
6.	13.10.71	Source report	1. Lt. Gen Niazi visited Rajshahi by Helicopter on 7 Oct. He assured the locals that we shall reach "CALCUTTA GARERMAT" within a short time and perform ensuing Eid-ul-fitre Namaj there. G. I : B-l 2. Pak Govt ordered all army units re-occupy the liberated areas under Mukti fouj control immediately. G. I: B-l 3. Pak army trying to re-occupy liberated area under rajshahi Dist. with in the jurisdiction of No. 4 Sub Sec. They have crossed over Mohananda river with heavy arty sp. They are advancing as fol. a) Kept local civ with Lathi, Ballam etc forcibly as first layers. b) Razakars with rifle using as 2"d Layers. c) Pak tps advancing rear as 3rd Layers. G. I : B-l
7.	13.10.71	D Coy Boyra	Activities : Pak tps vacated old Chutipur def. Posn and taken new defence about 500 yds south of old defence. G. I: A-l
8.	13.10.71	F coy Shikarpur	Activities : Gono Bahini during induction encountered en Pirtala SQ-6451 Cmm Sehaia SQ-6854 Cmm Goalgram SQ-695I and Boalia SQ-7153 M/S 79A/13 night 10/11 Oct./ Gono Bahini Parties fall back to Base at Shikarpur. En trying to seal routes of induction. G. I: A-l
9.	13.10.71	Source report	Private army-a) Party of 130 Personel are operating against Pak army at Sreepur under the comd of one Akbar Hossain CUC Sreepur Union they a have got about 50 rifles. 2 LMG. G. I: B-l

			b) Six parties of 40/50 Personnel in each party are operating against Pak army at Nagarkanda. They have got 150 Rifles 4 LMGs & 6 Sten. The parties are headed by Aziz Mollah. G. I : B-l c) Another party of 60/70 Personnel are operating at Sailkupa against pak army. The party is headed by w/officer Qamruzzaman (Ex-PAF). They have got 34 Rifles & 2 Sten. G. I: B-l PAK NAVAL ACTIVITIES
10.	15.10.71	C" Sector From HQ	1. Information received regarding Pakistan patrol craft and Gun boats are patrolling/ escorting ships and convoys in areas Barisal, Narayangonj, Harta. Chalna. Nilkamal. Hijla island and Bhagyakul. 2. Important ships are being escorted from the sec to Mongla, Chalna and Khulna. 3. fishing boats in area Chittagong have been ordered to stop fishing after sunset. Pak navy is checking small fishing boats.
11.	15.10.71	Source report	1. En deployed 81 mm Mor 2 at Dosatina SQ-9354 M/S. 79E/4 on 12 Oct 71. G. I : A-l 2. 7 pi of 38 FF located at Maslia SQ-8666 M/S 79A/16. G.I: A-l 3. One Bn HQ Loc at Hansadah SQ-7386 M/S 79A/15 (Probably 27 Bal.) G. I: A-l 4. Make pak def Jhikargacha SQ-9830 M/S 79E/4 along Kabodakh rivers G.I: A-l 5. 2 truck load Razakars brought to Chaugacha 111230 Oct 71. for shifting of ammo from school building to a new loc nearby. G. I: B-l
12.	18.10.71	C" Coy Betai	En Loc: a) Kamdebpur GR-454345 M/S 79A/9. Pak tps-50 Razakar 100 Bengali. Muzahid Bahini-50. G. I: A-l b) Kalachandpur GR-463343 M/S 79A/9. Pak tps-50 with Coy HQ. Razakars 15.G.I: A-l

			c)Natuduh Gr-518157 M/S 79A/10. Pak tps-62 Razakars and Mujahids 100. G. I: A-l d) Heavey cn conc. reported at Meherpur college. G. I : A-2
13.	18.10.71	Source report Boyra	Boyra : a) Sp unit shelled in area Chaugacha SQ-9069 M/S 79E/3 due to shelling heavy civ casualty on 15 Oct. Civ cas created lot of resentment in area against Indian army and Mukti Bahini. G.I: A-l En. digging b) En digging reported in area Singha Jhuli SQ-9467 M/S. 79E/4 and en reinforced Dosatina SQ-9353 M/S 79E/4 G.I : A-l
14.	20.10.71	D Coy Boyra	En vacated Chaugacha Took up new defence Phulsara SQ-9765 M/S 79E/4 and Gobindapur SQ-9959 M/S 79E/4. G. I: A-l
15.	21.10.71	D Coy Boyra	Chaugacha SQ-9069 M/S 79E/3 Dhekipota rd SQ-6765 M/S 79A/I6 being improved by force through local civ. Progress being watched. Phoney mine fd laid in front of Maslia en defence with precautionery signs. G. I : A-l
16.	21.10.71	E Coy Hakimpur	1. About 200 Razakars left Khulna for Chittagong by 4 trucks under escort of Pak army for onward. Despatch to West Pakistan. G. I: B-2 2. En concentration in area Basatpur SQ-8332 M/S 79B/13 on 23 Oct 71. En intention to seal our induction route. G. I: A-1 3. Local Pak dalal of Kalaroa PS. a Secret meeting call and decided that in the name of surrender of Razakars they are trying to ambush Mukti fouj. Similar, tactic they may apply else where. G. I: A-l
17.	25.10.71	Source report	En Cone : a) Source report that about 2 Coy en tps conc at Daulatgonj SQ-4788 M/S 79A/I5 G. I: B-I b) At Present about 2 pi en str and 70 Razakars at Hasadah 439871 M/S 79A/15 and 70 Razakars at Andul Baria 774959 M/S 79A/15

			also seen about 150 Razakars Uthali SQ-7197 M/S. 79A/I5 c) Heav movement of en veh seen at area. Bhomra on ni 24/25 Oct. G. I : B-l
18.	27.10.71	Source report	En Move : a) Source report that 18 Punjab relieved by 12 Punjab at Darsana on 25 Oct. G. I : B-l b) One Pak helicopter flown over Darsana on 25 Oct 71. G. J: B-l
19.	28.10.71	Source report	Reported Lt General Niazi GOC Eastern Comd visited Hansadah SQ-7387 M/S 79A/15 on 24 Oct 71 at 1000 hrs. G. I: A-l
20.	29.10.71	D Coy Boyra Q-0047	One KG 250 Grams Gold and some cash of Boalmari Bank deposited by Gono Bahini Hafiz today, request arrange collection.
21.	29.10.71	Source report	1. Source report that pak army have org the fol Bahinis in East Bengal. a. Badar Bahini :-This Bahini is mixed with Pubjabi, Bihari and Bengali. Almost all the persons are eductated and well trained. The Bahini most of the persons seleted from Razakars and Muzahids. Their dress is melitia. Their monthly salary is Rs. 150. This Bahini have been, deployed with local Razakars in the District Khulna. Faridpur. Kushtia and Jessore. (G.I: A-l) b. Alfatah Bahini : This Bahini is org by the student of Madrasa and Moulavies. Their dress is civ (white paijama-Punjabi). This Bahini is seen in the area of Gopalgonj Sub-Div and Khulna DistG. I: A-l 2. Source report indicated that some persons from the Razakars have been sent to Chittagong for onward despatch to West Pakistan by ship. G I: A-2 3. It is also learnt that 87 crors Rupees from Khulna State Bank and 11 crors Rupees from Kushtia National Bank taken away to West Pakistan. G. I: A-2

22.	30.10.71	'B' Coy- Banpur G-071I di 30.10.71	1. En Movemnet :-3 truck load pak tps moved from Chuadanga to Jessore on 26 Oct 71 afternoon. Probably 18 Pubjab relieved by 12 Pubjab. G. 1: A-l 2. Report received that mil auth taken away all money from Jessore and Chuadanga Branches National Bank about 10 days back. G. I : A-2 En activities :-
23.	1.11.71	H Coy- Bongaon Source report	1. Source report that en constructed 10X10 ft. wide tank obstructed from GR-812438 M/S 79A/16 near 55 mile stone to Sonamukhi beel SQ-8148 M/S 79A/16. G. I : A-l 2. Track from Kakmari 795433 M/S 79A/16 to Balunda SQ-8036 M/S 79A/16 improved by Pak army through local civilian. Also improved route Bagachara GR-858333 M/S 79B/13 to Goga GR-765319 M/S 79B/I3. To Goga GR-765319 M/S 79B/13. G. I : A-l 3. Source indicated that en Gun 1 arty loc as follows :-Two Arty Gun 808437 M/S 79A/I6 and 833437 M/S 79A/16. one RR. SQ-8243 M/S 79A/16 and 4 MGs. alongroute SQ-8243 M/S 79A/16. G.l : C-2
24.	2.11.71	B Coy Banpur	En activities : I. En digging Anti-Tk ditch at Akhodabaria SQ-6898 M/S 79A/14 to uthali SQ-7097 M/S 79A/14. Pak army engaged about 1000 local civ. The ditch 15-20 ft. wide 8-10 ft. depth. G. I : A-l
25.	5.11.71	Source report	1. Many ISUZU trucks arc seen in Jessore and Khulna town. G. I : B-l 2. Khulna Jetty No 7 is Prohibited for Public. Because all Military supplies are made through that Jelty. G. I: B-l 3. A Ocean going UN ship with many sacks and wooden packages is seen in Bhairab river. Khulna. G. I: B-l 4. Pak Govt has opened a Composition office in every Sub-Div and Dist announced to sbumit the list and valuation of loss due to disturbance caused by infiltrators. G. I: C-2

26.	5.11.71	D Coy Boyra	I. 3 dead bodies captured. No. 2886702 Sep. Nazur Hossain of 38 FF. 269117 Sep Sultan Aluined and Sep. Mahbub Hossain of EPCAF. Leticr/document captured from dead of Maslia cfm. C and D Coy of 38 FF regt. Elements 15 wing 2 pi EPCAF at Maslia. Sanchadanga and Bami. En posn. G. I: D-l
27.	’’	B Coy Banpur	1. Report that 2 Pak army major Named Major Rana and Major Azam Khan stationed at Darsana. G. I: C-2
28.	’’	Source report	1. Pak army imposed curfew area Chuadanga to Munshigonj SQ-7724 M/S 79A/14. G. 1 : B-2
29.	’’	F Coy Shikarpur	1. 4 specially trained Razakars Captured with 2 A/P mines at Dharmodah SQ-6255 M/S 79A/13 on 051900 Nov 71. Their mission to mine Mukti fouz Camp at Shikarpur. G. I: A-l
30.	’’	Source report	1. En reinforce on defence Chutipur. Nov. 71. G. A-l
31.	13.11.71	F Coy Shikarpur	1. Ltr./docu captured from dead body at Dharmodah cfm. 21 Punjab C Coy 7 pi located in Pragpur area. G. I: D-l
32.	14.11.71	Sub Sec-4 Lalgola	En Cone :-a. En Coy str at Joyandipur SQ-9830 M/S 78D/2 elements of W. Pakistani Militia. G.I: A-l b. En Coy str at Islampur SQ-0824 M/S 78D/1 with 3 inches Mor. elements of West Pakistani Militia. G. I: A-l c. ...Str Militia elements of Razakars....Baro Rasia SQ-0524 M/S...G.I: A-l d. One ...of Punjabi Regt loc Poragram ...0825 M/S 78D/6 with 81...30 Browing. G. 1 : A-l
33.	16.11.71	D Coy Boyra	En : Fmn and Loc. 1. 40 Tanks reported to have moved in Jessore Cantt at night about 10 days back 5/6 Nov. 71. G. I: C-2 2. En Loc : a. A Coy of 22 FF Regt at Nabharan QT. 8844 G. I: A-l b. C Coy of 22 FF regt at Chutipur QT. 9358 G. I: A-l

			c. Element of 38 FF Regt at Chaugacha SQ G.I: A-l d. "C" and "D" Coy of 38 FF Regt at Maslia SQ Barni SQ-Saneha danga SQ 3. En orbat :-The fol units under 107 Bde. Jessore Cantt :-21 Punjab Regt. 22 FF Regt. 38 FF Regt 30 S & T BN. 55 FD Regt. 10 Engr BN. 71 Med BN. 7 Fd Amb. 18 MI 27 Sig BN. 58 EME BN. and 140 Inf wksp. G. I: C-2 4. The fol unit under 57 Bdl Jhenida :-16 Pubjab Regt 8 Baluch Regt. 18 Pubjab Regt. 25 FF Regt. 49 Fd Regt. 614 FIU and 409 GHQ FIU G. I: C-l 5. 3X25 Pdr Gun seen to move towards Chaugacha 2 trucks loaded with tps. G. I: B-l
34.	16.11.71	Sub Sec 4 Lalgola	1. 2 Coy str Pak tps Cone Bajumara 6571 and 6671 M/S 78D/12 and Chilmari 6170 and 6270 M/S 78D/12 G.I: B-l
35.	16.11.71	9 Sec Taki	1. Arrested J1 Pak Spc Cdo trained on 14 Nov. 71 They were trained at Jessore cantt and Satkhira for 7 months. They laid 3 A/Dk mines on rd Bashirhat Taki. Laid 3 charges on the rly line near Madhaim ghar. One Indian train slightly damaged. (G. I: D-l) 2. 16 more en crossed the border with 4 LMG Cmn. 2 inches Mor 3 and auto wpns. Party not yet traced D-1
36.	16.11.71	Source report	1. Kushtia Polic line about 1000 Pak army (Sub Safdar Baluch Regt) 2. Magura. PTI about one Coy Pak army. Comd. Capt Niazi living in Dakbanglow. C-2 3. Seen 100 Empty Mil Vehs. were loaded in a ship through jetty No. 7 at Khulna. MT vehs was seen with anchor sign with fmn no. 448 & 438 carrying tps of FF Regt (red round back ground of the cap badge, black web eqpt). Few tps of Punjab BN are also seen in Khulna. G. I: B-l 4. HQ of Mujahids at Khulna Boyra near Commissioners office G. I: B-l

			5. HQ of Razakars at Khulna, Tootpara. (Bhoter Bari) ex Ansar HQ. G. I : B-l 6. HQ of EPC AF at Khulna, Rupshaghat. (Ex EPR line) G. I: B-l
37.	18.11.71	Source report	1. During Nov 71 Ll Zia of 9 Sec Reportedly seized approx 5 Kg. Gold from inside Bangladesh. It was deposited to Major A. Jalil, comd. 9 Sector. G. I: A-l 2. Pers of 9 Sec reportedly seized 800 mds rice, loaded in a country boat. Seized rice brought to Bakhundia MFcamp. (Nov 71) G. I: A-l
38.	18.11.71	B Coy Ban pur G-0116 d. 14.11.71	From Egle ...NB and GB attacked Alamdanga National Bank on 12 Nov 71 captured 80 thousand Pak Rupees and 30 Gold Bars. G. I : A-l
39.	19.11.71	C Coy Betai D Coy Boyra Lalgola	1. PL str Pak tps with 20 AL Badar Bahini stay in Ganrabaria 5040 M/S. 79A/9 in day time and moved to Bhat para 5638 M/S. 79A/9 G. I: A-t 1. En Cone at Biswaspara and Mochipara SEO/Chaugacha Dakbanglow QT. 9269. G.I: A-l 2. En prepared defence posn at Dighalsinga 8966 M/S 79E/4. G.I: A-l 1. En vacated Bajumara and Chilmari. G. I: A-1
40.	20.11.71	D Coy Boyra	1. Pak army ordered to local Civ to leave the village Selua and Jagati within a short time and Pak army imposed carfew in area Selua and Jagati from 180500 Nov. G. I: A-l
41.	21.11.71	D Coy Boyra	1. About 200 Pak tps Cone Amjhupi 5328 M/S. 79 A/10 Baradi 5825 M/S 79A/10 from Meherpur. G. I: A-1 2. 30 Razakars with one N/Sub Seen Meherpur Power house 4932 M/S. 79A/9, about 80 Pak tps vocational Institute 4831 and graveyard 4830 M/S. 79A/9 4 jeeps and 4X3 toner also seen in that area. G. I: A-l 3. Pak tps with one N/Sub Seen at Jadabpur ghat 4730 M/S 79A/2 Cmn One RR at Kamdebpur 3533. G.I: A-l

			4. 16 Nov. 22 FF and 28 FF Posted to Chaugacha. 38 FF withdrawn from Chaugacha posted to Nabharan. G. I: A-l 5. Movement all veh during night from 18 Nov to 20 Nov on chaugacha Jessore road totally stopped. G. I: A-l
42.	231915	Radio Bangladesh	Pakistan Govt announced state emergency at 231400 Nov 71. G. I: A-l
43.	231915	Akashbani	Pakistan Govt announced state emergency at 231400 Nov 71. G. I: A-l
44.	23.11.71	Source report	1. Bull-dodgers were seen in area Mirpur 8750 M/S. 79E/1. No tanks are seen there. G. I: A-l 2. All Pak tps withdrawn from Meherpur and concentrated at Chuadanga. G. I: A-l
45.	25.11.71	D Coy Boyra	1. Bangladesh flag hoisted Bagachara on 24 Nov. En vacated Chutipur, Dosatina and Raghunathpur. Own tps occupied said posn. G. I: A-2 2. Reported en also vacated Sarsa and Nabharan. G. I : A-3
46.	25.11.71	C Coy Betai B Coy Banpur A Coy Gojadanga	1. 2 en Coy has come to Meherpur. One from 12 Punjab another from 18 Punjab. a) I PI en tps. with 20 Razakars at Meherpur power house 488322 M/S. 79A/9 b) 2 PI en tps. with 50 Razakars at Meherpur college and vocational institute 4831 M/S. 7 9 A/9. c) 1 Sec en tps at Meherpur court 477303 M/S 79A/9. d) 1 PI en tps with 20 Razakars at Jadabpur ghat 4630 M/S 79A/9. e) 1 PI en tps with RR at Kamdebpur Ghat 4533 M/S 79A/9. f) 1 PI en tps Gobipur 4632 M/S 79A/9. G. I: 1. En being constructed air Strip at Magura Sreepur 940355 M/S 79E/7 Near Primary teachers trg institute. G. 1 : B-2 I. En loc. Satkhira 965020 M/S 79F/2. Muhammadpur 883986 M/S 79F/2 Alipur

			901988 M/S. 79F/2, Gangni 863992 M/S. 79B/I4, Nabatkati 854974 M/S. 79B/14 Srirampur 865945 M/S. 79B/14 G. 1: B-l 2. Bn blowup Kulia br 863943 M/S 79B/...not Jeepable, but it can be used be foot. G. I: C-2
47.	26.11.71	Source report	1. The en has got Ammo and explosive store in Jhenidah Cadet college QP-0805 2. An ammo depot at Puraton Bazar of Bade Nabharan 8844 M/S 79E/4 on Benapole Jessore rd (Eastern bank of river Betna) G. I: C-2 3. 2 Bengali offr of EME Regt have been employed at Bde HQ Jhenidah cadet college. G. I: C-2
48.	28.11.71	Source report	1. Teh fol information about enemy received from relaiable source : G. I: A-l a. Gangni bridge 862981 M/S. 79B/14 en str about 50 b. Alipur 9099 M/S. 79F/2 En str 75 incl 50 Razakars. c. Puspakati 8896 M/S. 79F/2 en str 150 incl 75 Razakars. d. Muhammadpur 8798 M/S. 79F/2 en str 175 incl 100 Razakars e. Satkhira town 9501 M/S. 79F/2 en str 300 incl 200 Razakars. f. Bakal Br. 927998 M/S. 79F/2 en str 150 incl 50 Razakars. G. I: A-l 2. It is also reported that all civ vehs have been seized in Satkhira. G. 1 : A-l 3. Cerfew imposed in Satkhira off and on G. I: A-l 4. Enemy moral is also very low. G. I : A-l 5. En Identification at Satkhira Suspected to be 52 FF being Checked G. I: A-2
49.	23.11.71	F Coy Shikarpur G-0062 dt 22.11.71	GB Raided Alarndanga Nationl Bank on 12 Nov. 71. The Bank manager surrendered and handed over to Rs. 8300/ and 7 small clothes sealed bags. Proparties kept Coy HQ. Remark : Amount and seaed bag deposited to HQ 8 Sec

			through Sub. Mazid molla handed over to N/sub Ayub Ali sig sco on 28-11-71.
50.	28.11.71	C Coy Betai	1. On 26100 Nov 71. 2Xjeep. 4X3 tonners loaded with en tps left Meherpur towards Chuadanga. One civ track with 12 Razakars guided the en. G. I: B-2
51.	’’	B Coy Banpur	I. Jibannagar completly Libarated. G. I: A-1
52.	6.12.61	C Coy.	1. Pak army supported by 43 Behari and 7 Razakars deployed 4727 M/S. 79 A/10 G.I: A-2 2. En withdrawn from Bhatia para QU-6664 by two launches on 28 Nov G. I: A-1

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৬। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট হিংগলগঞ্জ সাব সেক্টর	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

Sl No	Originator No with Date	DTR of Sitrep	Events
1.	7.5.71	7.5.71	Own ptl hitcd 5 tgt inclu. Kaliganj PS. Heavy casualties caused to them. Own tps intact.
2.	G-13 0900 dt0007	15.5.71	1. 70/75 Reached Kaligonj at 121030 hrs. with supporting arms. Def posn along with Kaksiali river up to Rural hosp Klj. One big one small launch carried them. Small one left about 1230 hrs. One jeep and two dodges also arrived via STK/Klj rd. 2. Two HMG mounted lop on the launch, two RR also found. Two dodges also found Parulia br. str not known. Okalat Miah ML leader, O/C Kaligonj Ps. and A. Gaffer CUC Klj. help to en. En looted some Hindu shops at Kaligonj bazar restricted civ mov at bazar area. Cerfew imposed between sun set to sun rise.
3.	G-0008 dt 140900	15.5.71	1. More en reached at Kaligonj 131130 hrs. by 6 trucks 3 dodges and 3 jeeps. Total str about 300 as per local report. Civ Mov totally stopped in del" area. One gunboat found Kaligonj WAPDA office. All round Pakka def. along the river side. 2. Wazirpur & Banstala bazar destroyed by fire and looted. Hindu houses at Nakipur village destroyed by fire. 3. Parulia bazar looted and destroyed by fire. Strong guard on Parulia br. 4. 6 (six) gunboats reported to be placed at Wazirpur Assasuni and Borigoalini. 5. A peace meeting called by en at about 131330 hrs. and ordered them to findout our supporters and push Hindus to India.

4.	14.5.71	15.5.71	Since the arrival of Pak army at Kaligonj fol ops plan being carried out as per direction of AC BSF Hingalgonj. a. Two fighting ptl sent out covering the area Kalindi river side from Hingalgonj to Bakra opposite Uksha area. b. 7 en def posn created of a pi str opposite Basantapur area. c. Supporting arms required with ammo. d. Ptl over Bangladesh are not possible without speedy water craft. There is no speed boat at our disposal.
5.	G-0009 dt 150900	15.5.71	Source indicates that petty repairing of PARANPUR BOP taken up on 14.5.71. All the BOPs likely to take over by EPCAF (East Pakistan Civil Arm Force) shortly. Mobile ptl by gunboat being carried out to BORIGOALINI. Regular patrolling being carried out on pacca rd from Nazimgonj to Symnagar.
6.	G-40014 dt 190800	19.5.71	Enemy fired at service launch, three civilians died & three injured. En section arrived with LMG & other Auto weapons at UKSHA BOP between 1400 to 1600 hrs on 18 May 71. They burnt a hut. Bayonated & tortured 1500 refugees concentrated there. As soon as Mukti Fouj came in contact the Enemy retreated. In Ukaha side Pak Army carried away three Indian boat men. Patrolling being carried out in close cooperation with BSF.
7.	G-0021 dt 29.0700 hrs.	30.5.71	En occupied Basantapur BOP on 28 May 71 at 0830 hrs. En str reported to be 20 inclu some BIIIARIS. Reconstructed all the BOP bunkers and also constructed new bunkers by the help of local civ. During working lime one en launch with hvy fire power stand by at Damdama ghat. On 20/27 May 71 at 0800 hrs. and 1200 hrs. carried out rank classification of Rifle. SMG. and LMG. within the compound of Kaligonj rural hosp. in front of newly trained Biharis.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৭। ৮নং সেক্টর কমান্ডারের একটি গোপন চিঠি	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

SECRET

IMMEDIATE
Headquarter B Sector
Bangladesh Forces
JS 1-C/105/C
03 Nov 71

To : HQ Bangladesh Forces
Mujibnagar
HQ 'C' Sector
C/O II Corps

Subject: **Pak Special Guerilla**

1. Recently 6 Pak special guerillas surrendered to No. 4 Sbu Sector. They were launched through Charghat SQ 6192 M/S 78D/15. These personnel have specially been trained for two months sabotage missions across the international boundary and in Mukti Fouj camps. Persons selected for this purpose are mostly immigrants from India to Bangladesh, whose relations are still in India. This naturally help them to get shelter with their relations, this typs of training has been organized all along the border.

2. **Trg in Rajshahi District**
   a. One Coy of 138 persons had training at Horticultural Research Laboratory. Rajshahi for two months. All of them are Bengalis.
   b. They were trained by following staff :-
      (1) CaptSSG ... 1
      (2) N/Sub SSG ... 1
      (3) Hav SSg ... 1
      (4) NK SSG ... 2
      (5) The camp is looked after by one capt Elias of the Punjab Regiment, whose unit is located at Rajshahi.
   c. There were three groups of guerillas of a PI each with some variation in sir :-
      (1) Sardah group ... 21 pers
      (2) Premtali and Godagari ... 28 ,,
      (3) Shibganj ... 30 ,,

d. These pers have been trained in explosives, mines, all arms and in CQB weapons.

3. Mission given to them are :-

(1)Raiding Mukti Fouj and BSF Camps.
(2)Blowing of bridges and Culverts.
(3)Cutting to telephone and telegraph lines.

3. Arms, explosives and articles found with the group :

a.A/tk mines plastic ... 2
b.AP mines ... 2
c.Grenades ... 2
d.Wire cutter ... 1
e.Money Indian and Pakistani Rs 20/- given by Pak army.

4. Following trg caps are there in Rajshahi :-

a.Trg Centre for Razakars - Rajshahi Upushahar
b.Trg Centre for AI Badar - Rajshahi Stadium
c.Trg Centre for Mujahid - Rajshahi Baralquti

5. The individuals have been handed over to the Indian Army. The six surrendered Pak special guerillas have informed that the whole Coy is ready to surrender.

Sd/-M.A Manzoor
Comd
B Sector
Bangladesh Forces.

SECRET

বাংলার মুক্তিযুদ্ধ

(গেরিলা বাহিনীর নির্দেশাবলী)

"এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

-বঙ্গবন্ধু

প্রণীত-
সেনানায়ক
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী।

একটি সংগ্রামী ফরিয়াদ

ভায়েরা

আজ আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত।পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে যে নৃশংসভাবে নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যা করছে, আমাদের মা বোনকে ধর্ষণ করেছে ও আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে সম্পদ লুটে আমাদেরকে গৃহহারা করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যুদ্ধ ততদিন চলবে যতদিন পযন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সমূলে নিপাত না হবে এবং বাংলাদেশ সম্পূর্ণ। স্বাধীন না হবে। শত্রুনিপাত করার জন্য শত্রুকে জানা দরকার ও তার রণকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শত্রুসুসজ্জিত ও সংখ্যাধিক। তার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের সময় এখনও হয়নি। আমরা এখনও গেরিলা রণকৌশল ব্যবহার করছি। অতর্কিতে শত্রুর উপর হামলা করে তার সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করতে হবে। দেখতে হবে শত্রু যেন তার দৈনিক সরবরাহ না পায় ও কোথাও নিরাপদ অনুভব না করে।

আমি বিশ্বাস করি যে মুক্তিযুদ্ধের যে নির্দেশাবলী এই লিপিকায় দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে পালন করলে আমরা সফলকাম হবো।

খোদা মোদের সহায়- জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

এম, এ, মঞ্জুর
সেনানায়ক

আমরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

আমাদের কাম্যঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আমাদের শত্রুঃ

বিবেকহীন পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার ও বর্বর হানাদার সেনারা, যারা-

* শিশু নারী বৃদ্ধ নির্বিচারে বাঙ্গালীদেরকে হত্যা করেছে।
* ঘৃন্যতম উপায়ে আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে।
* আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।
* আমাদের সম্পদ লুট করে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাদ নরনারীকে দেশছাড়া করছে।
* বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের মাঝে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছে।
* আমাদের পণঃ

খোদার উপর বিশ্বাস রেখে মরণপণ সংগ্রাম অক্ষুন্ন রাখব,
যতক্ষন না আমাদের শেষ শত্রুটিকে দেশছাড়া করব এবং
বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখব।

মুক্তিবাহিনীর নির্দেশাবলী

গরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়

১। প্রথম পর্যায় ঘাঁটি স্থাপন- (১০-১৫ দিন মোটামুটি সময়)

(ক) ঘাঁটি ও লুকাইবার বিভিন্ন স্থান নির্বাচন।

(খ) অস্ত্রসস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য রসদ রাখার গুপ্তস্থান নির্বাচন।

(গ) কর্মরত গণবাহিনীর লোকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

(ঘ) স্বাধীনতাকামী স্থানীয় দলের সহিত যোগাযোগ।

(ঙ) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে তাহাদের মন জয়।

(চ) শত্রুও স্থানীয় বিরুদ্ধতাকারী দলগুলির সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ।

(ছ) গোপন তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা (ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক) স্থাপন ও খবরাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা । [এই কাজ সব পর্যায়ে চলবে]।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ঃ অসামরিক জনগণের সমর্থন আদায়-
(এ কাজে কোন নির্দিষ্ঠ সময় নেই, তৃতীয় পর্যায় অবধি চলবে)।

(ক) জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে জনগণের মন জয় করতে হবে। সমাজকল্যাণ কাজের মধ্যে রয়েছে-আর্তের চিকিৎসা, ত্রাণকার্যা ও চুরি ডাকাতি বন্ধ।

(খ) রাজাকার, মুজাহিদ ও অন্যান্য যারা বিভিন্ন কারণে শত্রুর সহযোগিতা করছে তাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে ও নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিতে হবে।

(গ) ধর্ষণ, লুন্ঠন ও হত্যাকান্ড এই সমস্ত ঘৃণ্য অসামাজিক কাজকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে।

(ঘ) গ্রামের বা অঞ্চলের আঞ্চলিক রক্ষীবাহিণী গঠন।

৩। তৃতীয় পর্যায় ঃ সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর ধ্বংস সাধন করা।

(ক) রেলপথ, সড়ক এবং নদীপথে শত্রুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

(খ) সকল বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করা ও শত্রুর ব্যবহারের অনুপযোগী করা।

(গ) বিদ্যুৎ সরবরাহ নষ্ট করে দেওয়া।

(ঘ) শত্রুর সরকারী অফিস আদালতকে অকেজো করে দেওয়া।

(ঙ) শত্রুদ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বিফল করা।

(চ) সকল জ্বালানি তেলের গুদাম বিনষ্ট করা।

(ছ) মুক্তিযুদ্ধে বাধাদানকারী যে কোন শক্তির উচ্ছেদ।

(জ) আঞ্চলিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন। এ কাজে সকল সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ মোড়ল-মাতব্বরদের যোগ্য স্থান দিবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন লোককে নিয়োগ করবে।

(ঝ) পাট রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। সরকারী গুদাম ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের (ইস্পাহানী ও আদমজী) গুদাম, যেখান থেকে পাট বিদেশে রপ্তানী করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। দেশবাসীকে পাট না বুনে ধান বোনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

গেরিলা যুদ্ধের রীতি ও কৌশল

শত্রুকে চমকে দেওয়া ও প্রতারণা করা- গেরিলার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র কৌশল- শত্রুকে হঠাৎ চমকে দেওয়া।শত্রুঅধিকৃত এলাকায় স্বল্প সংখ্যক লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে কাজ করতে হয়, সুতরাং শত্রুকে আচমকা আঘাত না হানলে শত্রুপ্রস্ত্ততি নিয়ে উল্টো আঘাত হেনে অবাঞ্জিত পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে। অতএব, এ ধরনের চমকে দেওয়ার জন্য গেরিলারা নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করবেঃ-

(ক) শত্রুযেখানে তোমার আঘাতের আশঙ্কা করে না সেখানে আঘাত করো।

(খ) একই স্থানে বারবার কাজ করবে না, এতে শত্রুসাবধান হয়ে আটঘাট বেঁধে আঘাত প্রতিহত করবে।

(গ) রাত্রের অন্ধকারে কাজ করবে।

(ঘ) তোমার কাজের জোন নিয়মিত পদ্ধতি হবে না, এ পরিবর্তন করবে।

(ঙ) কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করবে।

২। সাবধানতা- বেঁচে থাকা গেরিলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এমন কোন কাজ করবে না যাতে তোমার অস্তিত্বের আশঙ্কা দেখা দেয়। সর্বক্ষণ জাগ্রত দৃষ্টি রাখবে যাতে শত্রুতোমাকে আচমকা আঘাত না করতে পারে।

৩। গতিশীলতা- নিয়মিত যুদ্ধে সৈনিকের যেসব যানবাহনের সুযোগ থাকে, গেরিলাদের তা থাকে না। এই জন্য গেরিলা তৎপরতা এমন সব স্থানে করতে হবে যেকানে নিয়মিত সৈনিকের আধুনিক যানবাহন পৌঁছানো সম্ভব নয়।

গেরিলার গতিশীলতার প্রয়োজনঃ-

(ক) ধাঁধার জন্য।

(খ) চমকে দেওয়ার জন্য।

গাতশীলতার জন্য গেরিলাঃ

(গ) শারীরিকভাবে হাল্কা হবে।

(ঘ) বাহ্যিক ও মানসিক দিক থেকে দৃঢ় হবে।

(ঙ) চিন্তাশীল ও ভাল পরিকল্পনাবিদ হবে।

৪। আক্রমণ- গেরিলাই সর্বদা আক্রমণে উদ্যেগী হবে। যদি কোথাও শত্রু আক্রমণ করে তবে যথাসম্ভব সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে হবে।

চেনতা- গেরিলার চেতনা ও উদ্যম সর্বোচ্চস্তরের হওয়া চাই। তাদের মনোভাব এমন হবে যে, তারা সবাই একই পরিবারের লোক, আদর্শ বা কারণের জন্য যুদ্ধে রত। সাথীকে বিপদে ফেলে গেরিলা কখনো পালায় না।

নিয়মানুবর্তিতা- গেরিলার শৃঙ্খলা সর্বোচ্চস্তরের হবে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও গেরিলা তার দলপতির নির্দেশ মানে।

মুক্তিবাহিনী কি করবে ও কি করবে না

কি করবে ঃ

(ক) সর্বদা শত্রুর খবরাখবর সম্বন্ধে ওয়াকি হাল থাকতে হবে।

(খ) শত্রুর চর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

(গ) সান্ত্রী, পর্যবেক্ষণ পোস্ট, পেট্রল, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রয়োজনমতো ঘাঁটিকে রক্ষা করতে হবে।

(ঘ) শত্রুযেখানে দুর্বল সেখানে সকল শক্তি একত্রিত করে আঘাত হানতে হবে। শত্রুঅধিক শক্তিশালী হলে সরে আসতে হবে।

(ঙ) গেরিলাকে সর্বদা চলমান থাকতে হবে- কোন অপারেশন শেষে তৎক্ষণাৎ সরে আসতে হবে।

(চ) গেরিলা তৎপরতার জবাব হিসেবে শত্রুর যে কোন ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে গ্রামকে বাঁচাতে হবে।

(ছ) নারীদের প্রতি গেরিলারা সম্মান প্রদর্শন করবে এবং শিশুদের স্নেহ করবে। বিপদে উভয়কে বাঁচাবে।

(জ) মুক্তিবাহিনীর সততা, ন্যায় বিচার এবং একনিষ্ঠতার উদাহরণ জনগণের সামনে প্রদান করতে হবে।

২। কি করবে নাঃ

(ক) বাছ বিচার ছাড়া বেসামরিক হত্যাকান্ডে লিপ্ত হবে না।

(খ) গৃহ বিবাদে লিপ্ত হবে না ও অতীতের গৃহ বিবাদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করবে না।

(গ) মুক্তিবাহিনী লুটতরাজ, হত্যাকান্ড, ধর্ষণ বা অর্থ সংগ্রহের ইত্যাদি অন্যায় কার্যে কখনই লিপ্ত হবে না- এর শাস্তি মৃতদন্ড।

(ঘ) কোন অপারেশনের লুটের মাল ছোঁবে না। কোন সরকারী গুদাম ইত্যাদি দখল করা হলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে গুদামজাত মাল যাতে বিতরণ হয় তাই দেখবে- নিজেরা জড়িয়ে পড়বে না। কোন শত্রুর চর নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তির মালিকানা পাবে।

(ঙ) অপারেশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে শুধু যার জানা প্রয়োজন সে ছাড়া অন্য কারো সংগে আলোচনা করবে না।

(চ) একই জায়গায় স্থিতিশীল হবে না- সর্বদা চলমান না থাকলে সেটা আত্মঘাতী হবে।

মুক্তিবাহিনীর দলপতি হিসেবে নিম্নলিখিত কতব্যগুলো অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে

১। পুলিশ বিভাগসহ পাকিস্থান সরকারের সকল প্রশাসন যন্ত্রকে বিকল করা।

২। পাক সেনা রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার থেকে বেসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৩। দুর্ভিক্ষকালীন সময় বেসামরিক জনগণকে খাদ্য সরবরাহ।

৪। যথাসাধ্য আর্তের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

৫। শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রণসহ সকল স্তরের মানুষকে তার নিজের পেশাগত কার্যে ব্যস্ত রাখতে হবে-যেমন কর্মকার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও চাষী প্রত্যেকেই তার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে।

৬। মুক্তিবাহিনী সদস্যদের মধ্যে একতা, শৃঙ্খলা ও আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস অবিচল থাকে তার খেয়াল রাখা।

শপথনামা

আমি এতদ্বারা আল্লাহ/ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বাংরাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিতে আমি প্রস্ততত। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যেঃ-

(ক) সর্বদা বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আইনতঃ সরকারের প্রতি ও মুক্তিবাহিনীর প্রতি আনুগত্য থাকিব।

(খ) নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ও সকলভাবে বাংলাদেশের জনসাধারনের কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করিব।

(গ) আমাদের প্রধান শত্রুপশ্চিম পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর ধ্বংস সাধনে লিপ্ত থাকিব।

(ঘ) কোন লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা অন্য কোন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হইব না। কোন লুটের মাল ছোঁব না।

(ঙ) নারী ও শিশুদের প্রতি কোন অশোভন আচরণ করিব না।

(চ) মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন না করিলে কোন বাঙ্গালীকে হত্যা করিব না ও হত্যা করিতে কাহাকেও সাহায্য করিব না।

মুক্তিযোদ্ধা

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৮। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম, এ, জি, ওসমানীর একটি চিঠি	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

IN LIEU OF NSCTORM

OPS: IMMEDIATE DTG:151400
FROM: EASTCOE GS (X) SECRET

TO: DELTA SECTOR A-1015

INFO: ALPHA BRAVO CHARLIE ECHO ECHO ONE FOXTROT JULLEET SECTORS OPS BRANCH (BY HAND)

From C-in-C Bangladesh Forces for Capt GAFFAR Comd 4 E BENGAL to be repealed to Comd 'K' 'S' Z' Forces all Bns EBENGAL cmm Bangladesh Sector Comds COS Bangladesh (.) Quoto (.) One (.) My heartiest congratulation s on excellent performance by your Bn in capturing -area SALDAND1 NORTH and retaining liberated position repulsing enemy counter attack inflicting heavy cas on 30 PUNJAB at the cost of only 1(1) killed and 7(7) wounded to yourself (.) Well done keep - it up(.) Convey above to all ranks -and fwd recommendations for gallantry awards by special courier (.) Two (.) This is NOT your only gallant and skilful leadership attaining brilliant success against odds (.) In recognition your consistently distinguished leadership in battle beating enemy over time despite determined enemy bids with air support Govt of the Peoples Republic of Bangladesh approves immediate Gallantly Award High Order to you (.) three {.) Comd K' Force only (.) Congratulations (.) Fwd citation on printed forms as per our I015A of 30(30) July 71 for this immediate award/also for other deserving recognition (.) Four (.) For all Bangladesh Comds and Bns E BENGAL (.) Looking fwd to similar good news of your victory over enemy (.) Gallantry award recommendations awaited from all except Z force cmm 3 and 4 sectors (.) .Expedite despatch by special courier (.) Unquote (.) Jackpot sectors only (.) Confirm delivery to all addressees.

Sd/-M. A.G. Osmany
Commander-in-Chief

1015A of 15 Nov 71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৩৯। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	৩০ জুলাই, ১৯৭১

CONFIDENTIAL

BY AIR COURIER SERVICE
NO. 1015/A
HQ Bangladesh Forces
Field.
C/O Govt. of the Peoples' Republic of Bangladesh
Mujibnagar
30 July 71

To : Comds All Sectors/Bns E. Bengal
Copy for info to: COS

Subject:-**Gallantry Awards—Recommendations For**

1. Recommendations for the Gallantry Awards of various orders mentioned below. have NOT yet been received:—

Degree of Gallantry	Enunciation	Award
Highest Order	Gallantry of the highest order in the face of enormous odds entailing the peril of certain death, in which, but for the individual's gallant deed the enemy would have succeeded in inflicting grave loss on own forces. Alternatively, the individual's gallant deed caused the destruction to the enemy of a magnitude, having vital influence on the course of operations. Essential-three witnesses.	Rs. 10,000/00
High Order	As above but of a lesser degree. Two witnesses.	Rs, 5,000/00
Commendable	As above but of a still lesser degree. One witness.	Rs. 2,000/00
Gallantry Certificate	Of a degree not coming up to any of the Certificate above standard but of a positive nature warranting recognition.	

2. Recommendations on the form reproduced at Appendix 'A' attached, shall be initiated by the officer in immediate command, e.g. Coy Comd., through the Bn Comd

and the Sector Comd (if other than the :en Comd) who will ensure completion in all respects and submit it to HQ Bangladesh Forces (Personnel) for further action. Each of the officers in the channel mentioned shall enter in their own hand specific recommendation on the case-as to which degree of gallantry he recommends for the individual.

Completed form and recommendations contained in it shall be treated as SECRET. Under No circumstances will it be disclosed to any one NOT required to know about it. in connection with his duties in dealing with the case. Recommendations for period up to 30 June 1971 will be IMMEDIATELY submitted and thereafter, once a month on the 1st day of the month following the one it relates to.

3. Special Provision for Immediate Award. Recommendation for an Immediate Award, justified by extra-ordinary deed or velour, or by need for immediate recognition after a major operation, will be submitted immediately after the action but on the form and through channel prescribed, in this letter.

4. On receipt at IIQ Bangladesh Forces, a Board composed as given in para 5 below shall scrutinize each case to ensure uniformity in assessment and shall make final recommendations to the "C-in-C" After the C-in-C's approval, the finalized recommendations will be submitted to the Minister for Defense for final sanction of the award on behalf of the Government after which it will be communicated to all concerned.

5. Board to Scrutinize Recommendations for Gallantry Awards.

President: Chief of Staff (in case of immediate award or otherwise, when COS' presence is impossible, the Deputy Chief of Staff will be the Chairman).

Members: One of the Sector Comds (by rotation). ACOS (Operations) ACOS (Personnel & logistics)-also act as Secretary of the Board.

6. Publication of Citation. Details of the Citation for a Gallantry Award shall be carefully examined from the security point of view and necessary deletions/modifications
effected before release for publication/radio broadcast.

7. Ack

Sd/-M. A. G. Osmany
Commander-in -Chief

CONFIDENTIAL

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪০। মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	৩০ জুলাই, ১৯৭১

SECRET

To be submitted
in triplicate

Appendix A to HQ Bangladesh
Forces letter No. 1015 A of
30 July 71

RECOMMENDATION FOR GALLANTRY AWARD
BANGLADESH FORCES
('MUKTI BAB INI')

1. Personal/Regimental/Service number: 300-382
2. Rank with date: Subs Sub/Major. 26.4.71 Temp (for offr)
   Actg-----
3. Trade and/or class: G.D/Class II
4. Name in full (in case of posthumous Fakhruddin Ahmed Chowdhury award, name and full address of next Helena Akhter (wife) of kin to be given in addition):
5. Branch-Army, Navy, Air Force, Guerilla'" Special Force: EPR
6. In case of Army: Regiment/Corps: 14 Wing (EPR)
7. Sub unit and unit with which serving with EPR when gallant act performed: Chittagong Sector
8. Present sub unit, and unit if other than serial No.7: Sector I
9. Citation (giving date, time, place and full but precise account of the gallant action. Refer to enunciation of degree given in para 1 of HQ Bangladesh Forces letter No. 1015 A of 30 July 71).

    1. During the month of May 71 this JCO commanded two weak and disorganized platoons in defending Shubhapur Bridge.
    2. Fighting against heavy enemy pressure he hindered the use of this vital bridge to the enemy, for long 21 days. Enemy attacks of Battalion and Brigade strength supported by tanks and artillery were repulsed every time and the enemy suffered heavy casualties both in man and material.
    3. The battles that he fought against the enemy for long 21 days will be remembered more for the courage and bravery of this JCO than for the battle itself.

(Separate sheet may be used in case this space is insufficient)

10. Signatures with number, rank and name of witnesses;

a. Witness No. I Sd/-Maj Date 07 Dec 71
(PA7210M Rafiqul Islam)
b. Witness No.2 Sd/-Capt Date 07 Dec 71
(PSS-I0334 Mahfuz Ur Rahman)
c. Witness No. 3 -------------- Date-------

SECRET

11. Recommendation and signature of officer in immediate command—

Sd/-Capt
Comd Sub Sector 'B'
Date-07 Dec 71 (Mahfuz Dr Rahman)

12. Battalion or equivalent commander's recommendation and signature—
Date—

13. Sector or equivalent commander's recommendation and signature (when he is other than Battalion Commander)

Recommended for 2nd highest Gallantry Award.

Sd/- Maj
Comd. No. I Sector
Bangladesh Forces
Date 07 Dee 71 (M Rafiqul Islam)

14. Recommendation and signatures of the Board of Scrutiny

President-----
Date ---------- Members--- 1.------
2.------
3.------

15. C-in-C's endorsement and signature.

Date -----------

16. Approval and signature of the Minister of Defense.
Date------
17. Date and number of notification of award------------
18. Date and method of payment or award ---------------
19. Original receipt (for record)----- -----------------------

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪১। মুক্তিযোদ্ধাদের পদকপ্রাপ্তির জন্য সুপারিশনামা ফরম	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	৩০ জুলাই, ১৯৭১

SECRET

To be submitted
in triplicate

Appendix A to HQ Bangladesh
Forces letter No. 1015A of
30 July 71

RECOMMENDATION FOR GALLANTRY AWARD
BANGLADESH FORCES
('MUKTI BAHINI')

1. Personal/Regimental/Service number. Pak-4295
2. Rank with date. Subs: Fit, Lt. Actg Temp(for offr)
3. Trade and/or class..........................
4. Name hi full (in case of posthumous award, name and full address of next of kin to be given in addition)---------Flt Lt Sultan Mahmud
5. Branch-Army, Navy, Air Force.--------Air Force
   Guerilla Special Force.
6. In case of Army: Regiment/Corps...........
7. Sub unit and unit with which serving......
   when gallant act performed............. ....
8. Present sub unit, and unit if other
   than serial No.7.
9. Citation (giving date, time, place and full but precise account of the gallant action. Refer to enunciation of degree given in para I of HQ Bangladesh Forces letter No. 1015 Aof 30 July 71).

On 06 Oct at Madnaghat in Chittagong City area he led a daring group of Guerillas to destroy Electric Power Sub Station. Fighting through the heavily guarded Power Station he along with his group successfully completed this action which was vital in cripling the Port and Shipping thereby affecting the enemy's economy.

This action was done by the officer risking his own life and he showed tremendous courage and phenomathical bravery.

(Separate sheet may be used in case this space is insufficient)

10. Signatures with number, rank and name of witnesses:

a. Witness No. 1 Date-------
b. Witness No. 2 Date-------
c. Witness No. 3 Sd/-Illegible Capt Date 28-1-72

SECRET
Page-2

11. Recommendation and signature of officer in immediate command-
Date 28-1-72 Sd/-Illegible Capt.

12. Battalion or equivalent commander's recommendation and
Date---------

13. Sector or equivalent commander's recommendation Signature (when and he is other than the Battalion Commander)—

Sd/
Major
Comd
Date 28 Jan 72 (M. R. ISLAM)

14. Recommendation and signatures of the Board of Scrutiny
Date ------------

President
Members 1.----
2.----
3.----

15. C-in-C's endorsement and signature
Date ....

16. Approval and signature of the Minister of Defense.
Date-------

17. Date and number of notification of award

18. Date and method of payment or award

19. Original receipt (for record) ------------

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪২। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের একটি চিঠি	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

PERSONAL AND CONFP.

Colonel M.A.G. OSMANY. p.s.c. M.N.A.
Commander- in-Chief,
Bangladesh, Forces
Field
C/O Govt. of I he People's
Republic of Bangladesh
Mujibnagar
DO No. 2015 A
26 Nov 71

My dear Rafiq,

Reference:- **HQ Bangladesh Forces No. 1015/A of 30 July 71 and gig No. A-1015 of 15 Nov. 71.**

Recommendations for Gallantry Award from your Sector, has NOT yet been received despite reminders. This is most unfair to the gallant personnel-both of the "NIYOM1TO BAHINI' and the 'GONO BAHINI- who fought under you or your predecessor (of whom many are, Shalieeds) and, I need hardly add, adversely reflects on the commander's interest in his command.

You will please, therefore, submit recommendations covering the period 26 Mar onwards, on the prescribed form* immediately, ensuring utmost fairness.

With best wishes,
yours
Sd/-M. A. G. Osmany

* As given in Appendix 'A' to HQ Bangladesh Forces'No. 1015/A of 30 July 71.
Printed forms: were also sent to you under our No. 1015/A of 22 Sep 71.
Major MOHAMMAD RAFIQUL ISLAM,
Comd 1 Sector,
Bangladesh Forces
Field

CONFD

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৩। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের লেখা ১ নং সেক্টর কমান্ডারের একটি পত্র	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SECRET

HQ 1 Sector
Bangladesh Forces
No. 2B//I/F/A
04 Dec 71

To: The Commander-in-Chief
Bangladesh Forces'

Subject: **Important Affairs—Seeking Govt. Decision**

1.As the liberation army continues liberating Bangladesh from the enemy hands numerous problems are arising in liberated areas which needs immediate attention of the Govt. Though,, all these aspects do not fall within the preview of my responsibility as a military commander for Sector I, I can not absolve myself of my responsibilities as a citizen of Bangladesh towards my country. All. the points mentioned below might have already received due attention of my Govt. I will be only doing my duty if 1 can be of some constructive use through these points and suggestions.

2.Law and Order.

a. In the last eight months there was no semblance of any law and order in the whole of Bangladesh, people expected that after liberation there will be peace and the common people' will enjoy the fruit of freedom with complete sense of honor and security—which they were deprived of for hundreds of years. Unfortunately things are happening otherwise. In the liberated areas people have taken law in their own hands. Worst of all are allegations against Namely Bahini and Gono Bahini whose atrocities can be compared with those of the Pakistan army and in most cases these allegations are painfully true.

b. The reason behind this is

(1)the absence of any civil or military law wherein an offender can be detained or punished with proper trial so that people gain confidence in the Govt. machinery.

(2)Second reason is that every individual member of Gono Bahini and Niamito Bahini thinks himself to be the competent authority to punish anyone he feels like. In a recent case, some guerrillas killed 8 Razakars who had surrendered with the result that another 250 Razakars who

wanted to surrender have turned hostile. I am looking for this group. Similar reports have been received from deep inside Bangladesh.

(3) Third reason is that some of own officers have started, declaring themselves to be commanders of liberated areas which is wrong. All Bangladesh officers are commanders of units or sectors only for military operations- and not for civil administration in the liberated areas; the task of which has already been given to the Zonal Council. There is. however, requirement of an army officer for each zone to remain in constant touch with own Zonal Councils who should be nominated by the Govt and friendly forces should be intimated as such. Numerous complaints are being received that members of Niamito and Gono Bahini are collecting taxes, lifting cattle, chicken etc for own consumption by intimidating the civil population. This cannot happen unless there is concurrence of respective commanders and we must find ways and means to stop this forthwith. Exemplary punishment in public is the only answer.

c. About 95% of the Razakars are victims of circumstances. Same is the case of those people who had been in political parties other than Awami League. What is happening today is, that innocent people are being killed by the members of Niamito as well as Gono Bahini on the plea these people are Razakars, Muslim Leaguers and so on. Actually in most cases revenge or personal enmity is being taken. Even if a man has been helping Pak army-no one knows the tragic circumstances which forced him to work for them. I know one incident in which a young girl of 16 was raped and then sent to India to collect information keeping her younger sisters and parents as hostages. These are the hard realities of life in the occupied areas of Bangladesh and incidents of this nature are too many to be mentioned. Can we then afford to kill a Bengalee whatever he might have done—without proper trial? Can we deny the fact that the whole nation stood united for independence! If not then, we—as a hew nation must be able to search out- heart and find out the causes and circumstances which compelled many of our people to work against us. It is a fact that there are some real culprits but then it is not too many. If we want to establish law and order, peace and if we want to honor our freedom, imperative we take the following actions. Otherwise Bangladesh will be an Independent nation only for geographical identity where primitive savagery will domain.

d. Suggestions

(1) Police department be established. This force should be strong enough. Their dress, wpn and power to be immediately determined.

(2) Govt. must announce that no Bengalee can be killed except for those decided by the Sector Comdr and civil affairs adviser. This does not include a person fighting with arms against Bangladesh Forces. But if captured that person should be sent as POW for proper and legal trial.

Anyone violating these orders should be punished. This announcement will have tremendous far-reaching effect not only on the liberation war but also in subsequent nation building work.

(3)All members' of Gono Bahini in liberated areas to be asked over radio to report to nearest police station/Magistrate/Army HQ. In these places he should deposit his wpn and ammo and start his normal activities of settling family affairs and development work of his area.

3. Recovery of all wpns, ammo and eqpt. This aspect also needs immediate attention. From the activities of many members of Gono Bahini it has become absolutely clear that they will try to hide their wpns and form into bonds of criminals or into with cliff political motivation. This is bound to create turmoil and may lead to a civil war. The recovery of arms etc has to be planned with firmness. It is felt a special operation may have to be launched to recover all arms/ammo. In this respect all authorities who inducted guerillas inside Bangladesh should be asked to keep details of guerrillas, issued with arms/ammo etc ready in large number. Details should be Thana wise so that law enforcing autli can quickly be given the task of recovery based on information supplied. A large No of copies of such details have to be kept ready.

4. Radio Bangladesh should issue instructions to the people of Bangladesh daily on the following:

a. To, guard all bridges, installation and communication lines in the liberated areas.
b. Not to enter Bunkers etc. without obtaining clearance from the army.
c. Instruction on civil def measures.
d. Not to pay any tax etc to any unauthorized pers or group of pers. All complaints to be made to civil administration close by.
e. Voluntary work on village def and development of rds and communication in respective areas.
f. To hand over all criminals and active collaborators to nearest police station.
g. Not to touch any strange object. They should put a red flag near that object and inform the police or the army about such object without delay.

5. All one can see in the liberated areas 'nothing 'but destruction. Planning on the following essential:

a. Edn Institutions
(1) Accn.
(2, Furniture.
(3)All equipments.
(4)Stationery.
(5)Books: To be rewritten specially on immediate history of Bangladesh. Books for all classes to be decided on. Special emphasis to be given on the fol:

(a) Superiority of Bangladesh as a race.

(b) Hatred against West Pakistanis and our determination to eliminate that land from the surface of the world.

(c) Hatred against all unfriendly countries.

b. Health

(1) Estb of hospitals.

(2) All types of medicines and surgical eqpts.

(3) Prevention of epidemic.

(4) Tube wells etc.

c. Relief and Rehabilitation

(1) Review of present crop sit and planning to avert a famine.

(2) Arrangement of supplying daily essential commodities.

(3) Arrangement to supply house building materials.

(4) Planning to give financial assistance to all victims of the war.

(5) Rehabilitation of orphans.

(6) Rehabilitation of disabled persons.

(7) Looking after families who have lost the earning members. Also those who are mentally deranged due to atrocities.

(8) Arrangement to get all Bengalees now in different lock ups in India.

6. Communication etc.

a. Rd and rail comm system and its repairs.

b. Requirement of different type of vehicle for the Govt departments as well as civilian movement. This needs detail planning.

c. Airfield and ports.

d. Tel Comm: This may take time. To be covered up by planned we is corom down to thana level..

e. Electricity: Likely to be destroyed be the en. Essential to plan and arrange for generators to supply all important cities and hospitals.

7. These are some of the important matters. I hope these will receive due attention specially the point regarding law and order.

Sd/-Illegible
Major
Commander Sector I
(M. Rafiqul Islam)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪২। ১ নং সেক্টর কমান্ডেরের একটি গোপন চিঠি	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৮ আগস্ট, ১৯৭১

PRIORITY
FROM : IMAM HQ No 1 SECTOR DTG 291400 SECRET A-0762

TO: SUB SECTOR 1,2,3
SUB SECTOR 5 (BY HAND)

Alpha (.) any one capturing wpns from the en will be rewarded as under for cach wpn (.) ONE (.) rifle 303 Rs 30/- (.) Two (.) rifle CHINESE Rs 50- (.) THREE (.) LMG 303 Rs 100/- (.) LMG 7.62 CHINESE Rs 150/- (.) FOUR (.) MGs Rs200/- (.) suitable reward for other wpns will also be paid (.)

Bravo (.) for prisoner (.) ONE (.) en soldier Rs 200/- (.) TWO (.) en. JCO Rs 300/- (.) THREE (.) en offr Rs 1000/- and above (.).

Charlie (.) for documents etc of valuable info (.) suitable monetary reward depending on the value of the document (.)

Delta (.) this be brought to the notice of all ranks.

Sd/-ILLEGIBLE
Major
(M. Rafiqul Islam)

No. 30S/1/A dated 28 Aug 71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৫। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের অফিস থেকে পাঠানো একটি চিঠি	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BY HAND .
No. 1015/A
HQ Bangladesh Forces
C/O Govt. of the Peoples
Republic of Bangladesh
Mujibnagar.
22 Sep, 71

To :- No; 1, 2, 3 & 4 Bangladesh Sectors
Info:- COS

Subject: **Supply of Forms**
Our letter No. 1015/A dated 30 July 71 refers.

1. 200 copies each of printed forms [RECOMMENDATION FOR GALLANTRY AWARD BANGLADESH FORCES (Mukti Bahini)] are enclosed herewith.

2. Please ensure that strict economy of the form is used.

Sd/-Illegible
Assistant Chief of Staff (Personnel)

Enclosures (200 forms)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৬। গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি ইশতেহার	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

॥ গেরিলা যুদ্ধ ॥

আত্মসংযম-জ্ঞান-তিতিক্ষা-কষ্ট-সহিষ্ণুতা

এই যুদ্ধের রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় অনুসৃত হলেও ১৮০৭ সালের আগে গেরিলা যুদ্ধরীতি একটি সহজ যুদ্ধরীতি হিসেবে সামরিক অভিযানে স্বীকৃত হয়নি। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়ানের ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের সাইবেরীয় প্রণালী আক্রমণ করলে স্পেনের স্বল্পসংখ্যক অনিয়মিত সৈন্যদল এই কায়দায় যুদ্ধ করে। স্পেনের ভাষায় ''গুয়েরিলা'' শব্দের অর্থ হলো ছোট যুদ্ধ বা খণ্ড যুদ্ধ।

গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো যুদ্ধ ব্যাপারটাকে খুব সহজ ও সরলভাবে নেওয়া। অন্যান্য যুদ্ধরীতেতে যে সামরিক সমারোহ, যে সাজসজ্জা ও বিপুল তোড়জোড় তা এতে একেবারেই নেই। এত দেখা যাবে যে, আমাদের অসামরিক অধিবাসীরাও যখন দরকার হবে, হঠাৎ যুদ্ধে যোগদান করতে পারবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই কাজ চালাবার মত যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিতে পারবে। দৈনন্দিন জীবনের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ পরিচালনাই হল আর এক বিশিষ্টতা। তার মানে, দিনের বেলায় কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে বা মাঠে চাষী হিসাবে কাজ করে রাত্রিতে শত্রসৈন্যদের আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। এতে হয় শত্রুদের ভিতর ব্যাপক সন্ত্রাস কিন্তু এই প্রণালী শুধু চলতে পারে যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে।

বালাবাহুল্য সাররিক বিজ্ঞানে আছে চার প্রকারের যুদ্ধ-সামগ্রিক যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধ, সীমাবদ্ধ যুদ্ধ ও বৈপ্লবিক যুদ্ধ।

সামগ্রিক যুদ্ধ হলো যাতে এক বা একাধিক দেশের সরকার প্রতিপক্ষ সরকারের সম্পূর্ণ ও নিঃশেষিত ধ্বংসের জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হলো এই ধরনের যুদ্ধের নজীর।

সাধারণ যুদ্ধেও একটি সরকার শত্রুপক্ষের পরিপূর্ণ ধ্বংস চায় কিন্তু এই ধ্বংসের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ হয় না। ১৯৪৮ সালে কোরিয়া যুদ্ধ হলো সীমাবদ্ধ যুদ্ধের একটি দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলি এক ভৌগলিক সীমার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষের জন্য যুদ্ধ করে। বৈপ্লবিক যুদ্ধ একটি দেশের দুইটি সরকারের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোন একটি অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার অন্য একটি অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ধ্বংস করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্দোচীন, মালয়, আলজিরিয়ায় এই ধরনের যুদ্ধ হয়েছে। এই চার রকমের বেতর যে কোন একটিতে গেরিলা যুদ্ধের নকীতি আংশিকভাবে অনুকরণ হতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগই বৈপ্লবিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ তিনটি সম্ভাবনা দেখা যায় গেরিলা বাহিনীর উদ্ভবের পিছনে- (১) যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল পরাজিত এবং যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তোলার আর কোন উপায় থাকে না।

(২) অনেকা সময় নিয়মিত শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তোলার আগেই প্রথম থেকে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

(৩) যেখানে নিয়মিত শক্তিশালী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সাজ্জিত সৈন্যদল কোন কারণে যুদ্ধ করতে পারে না, সেখানেও গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়

কাঠামো

গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব যে কারনণই হোক না কেন এই যুদ্ধরীতির সাফল্যের জন্য কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হয়। যেমন পরিবেশ বা ভূমি প্রকৃতি, সেনাবাহিনীর গাতিবিধির মধ্যে ঐক্য, গণসমর্থন এবং নিরাপত্তা, কর্ম বিভাগ ও নৈকট্য।

পরিবেশ বলতে শুধু ভৌগলিক অবস্থাই বোঝায় না। এই পরিবেশ বলতে জয়বায়ু, উদ্ভিজ্জ, রাস্তাঘাট, স্থানীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রাম ও শহরের অবস্থান এবং দেশের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীও বোঝায়।

ভাষা ও সংস্কৃতি এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই দুইটি বিষয়ই পরিবেশের অন্তর্গত। গেরিলা বাহিনী যে অঞ্চলে কাজ করবে সেখানকার অধিবাসীরা যদি তাদের ভাষা না বোঝে তাহলে যুদ্দের কাজ ভালভাবে চলতে পারে না। কারণ স্থানীয় জনগণের সহায়তা ছাড়া এ যুদ্ধ কোনমতেই চলতে পারে না। ভাষাগত ব্যবধান এ ব্যাপরে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় জনগণের সংস্কৃতি ও ভাবধারা গেরিলা যুদ্ধের অনুকূল হওয়া চাই স্থানীয় জনসাধারণ যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তাদের মনোভাব যদি অতীতাশ্রয়ী বা ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়, তাহলে তারা গেরিলা যুদ্ধের বৈপ্লবিক রীতিটাকে মেনে নাও নিতে পারে। তার মানে, এ যুদ্ধ কেন হচ্ছে এবং তার রাজনৈতিক লক্ষ্য কি সে বিষয়ে জনগণকে ভালভাবে বোঝাতে হবে। মনে রাখতে হবে, এও হতে পারে জনগণ অকুণ্ঠভাবে যুদ্ধ হচ্ছে বলে মেনে নিতে পারে, কিন্তু যদি তার সাফল্য সম্বন্ধে সচেষ্ট না হয়, তাহলে সেখানে এ যুদ্ধ কখনই সফল হতে পারে না। এই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভৌগলিক অবস্থা। পাহাড়, জঙ্গল, নদ-নদী যা নিয়মিত সৈন্যদলের বিশেষভাবে বাধা সৃষ্টি করে, গেরিলা যুদ্ধের সেগুলি বিশেষভাবে দরকারী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

সাবধান

কোন ফাঁকা জায়গায় একটি মাত্র গ্রাম বা জলপথ বা ফাঁকা মাটের মাঝে একটি মাত্র বন বা জঙ্গল কোন ঘাঁটির উপযুক্ত নয়। কারণ সেই বিচ্ছিন্ন গ্রাম বা বনটি যে কোন সময় শত্রু সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলতে পারে । তখন বাইরে পালাবার বা বাইরে থেকে লোক আসার কোন উপায় থাকে না।

এরপর আসে গতিবিধির ঐক্যের কথা। একটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা বাহিনীরা কাজ করতে পারে। বিভিন্ন দিক থেকে শত্রু আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের ভেতর সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা চাই। বিভিন্ন গেরিলা বাহিনীর গতিবিধি ও কার্য কলাপের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি থাকা চাই। যেতেহু সাধারণতঃ অনুন্নত গেরিলাদের কাছে বেতার বা বিমান যোগাযোগ থাকে না। তাদের বিভিন্ন দলের কার্যকলাপও সবসময় জানা সাধ্য হয় না, শত্রুরা এর সুযোগ নেয়। কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুই নিজস্ব দলের ভিতরেও ভুল বুঝাবুঝির জন্য সংঘর্স দেখা গেছে ।

গণসমর্থন

জনগণের শক্তি যে কোন সৈন্যদলকে পরাস্ত করতে পারে। পরিবেশে ও ঐক্যের পর আসে গনসমর্থন ও গণনিরাপত্তার কথা। ব্যাপক গণসমর্থন ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ মোটেই চলতে পারে না, সফল হওয়া দূরের কথা। খাদ্যবস্ত্র, আশ্রয়, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ মটরের তেল প্রভৃতি জিনিষগুলি স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ছাড়া গেরিলারা পেতে পারে না। অবশ্য এইসব পাওয়ার জায়গা আরও আছে। বাইরের সমতাবলম্বী দল বা রাষ্ট্রের কাছে এবং শত্রুদের কাছ থেকে।

গণসমর্থন নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলে। জনগণ যত বেশী পরিমানে সমর্থন করবে তত বেশী নিশ্চিন্তে তারা ঘোরাফেরা করতে পারবে শত্রুদের চোখে ধুলা দিয়ে। জনগণ তখন তাদের আশ্রয় দেবে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

আবার যেখানে জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া যায় না সেখানে গেরিলাদের কঠোর হতে হবে, সেখানে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করতে হবে সারা দেশজুড়ে । এই সন্ত্রাসবাদের ফলে বিভিন্ন দিক থেকে অনেক অনেক কাজ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ জনগণ না চাইলেও ভয়ে সমর্থন করে গেরিলাদের। দ্বিতীয়তঃ শত্রুরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তৃতীয়তঃ দলীয় সংগঠনের ভিত্তিও পাকা হয়। কারন দলের লোকেরাও তত বেশী করে অনুগত হয় তাদের নেতার উপরে। ভয়ে কেউ দল ছেড়ে যায় না, কারণ তারা জানে এর পরিণাম হবে মৃত্যু। গেরিলারা কাউকে ক্ষমা করে না যখন কেউ অন্দোলনের ক্ষতি করে।

তবে নেতার দেখতে হবে যত কম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে স্থানীয় সমর্থন পাওয়া যায়, তত ভাল, তার জন্য নেতাকে তাদের কথা ভালভাবে জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে তারা জনগণের মুক্তির জন্যই যুদ্ধে নেমেছেন এবং তাতে তারা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এটা যখন জনগণ বুঝতে পাবে, তখনই তারা গেরিলাদের নিজেদের মত দেখবে ওদ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

গণসমর্থন যদি ব্যাপক ও প্রবল থাকে গেরিলাদের পিছনে তাহলে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়, গণসমর্থনের ফলে তাদের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দুটো জোরালো হয়ে ওঠে। এক মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বলীয়ান হয়ে তারা যুদ্ধ করে। তাদের আত্মত্যাগ সহজ হয়ে ওঠে, প্রচুর পরিমাণে তারা আত্মশক্তি খুঁজে পায়। তারা ভাবে, আমরা একা নই। আমাদের পেছনে আছে আরও অগণিত মানুষ।

যুদ্ধে অস্ত্র চাই ঠিক, কিন্তু অস্ত্রই সব কথা নয়, শুধু অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ জেতা যায় না। যুদ্ধ করে মানুষ। যুদ্ধের জন্য চাই ব্যাপক গণসমর্থন। জনগণের সহানুভূতিশীল মন। সুতরাং শত্রুদের জমকালো অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কার কত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আছে তা শুধু দেখলে চলবে না দেখতে হবে কোন পক্ষে কত লোকবল আছে আর দেখতে হবে সেই সব লোকের মনোবল কতখানি।

গেরিলা নীতি হলো বিকল্প নীতি। বন্দুকের পরিবর্তে প্রচার চাই। বিমানের পরিবর্তে চাই বিধ্বংসী ক্রিয়া, অস্ত্র শিল্পের পরিবর্তে চাই রাজনৈতিক শিক্ষা এবং মেশিনের পরিবর্তে মানুষ।

গেরিলা শুধু যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করবে না, সঙ্গে তারা জনগণকে অনুপ্রানিত করবে, সংগঠিত করবে সশস্ত্র করে তুলবে এবং বৈপ্লবিক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে।

মনে রাখবে, গরীবদের সবসময় সাহায্য করবে। যে কোন ভাবে দরকার হলে, তাদের খাওয়া থাকার সুবন্দোবস্ত করবে। তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে, যুদ্ধের প্রথম স্তরে যত কম সম্ভব ধনীদের বিরক্ত করবে।

নৈকট্য

গেরিলা যুদ্ধের নৈকট্য বলতে বোঝায় ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য এটা হল গেরিলা বাহিনী ও শত্রুসৈন্যের মধ্যে নৈকট্য। গেরিলা ও স্থানীয জনগণের নৈকট্য। এই নৈকট্য গেরিলা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কর্মবিভাগ

এই বাহিনীর কর্মবিভাগ ও সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনেক কষ্ট করে গেরিলা বাহিনীকে গড়ে তুলতে হয় এবং এর গঠন পদ্ধতি বড়ই জটিল। সাধারণতঃ দুই ধরনের লোক এই বাহিনীতে থাকেঃ একদল সবসময়ের জন্য যুদ্ধ করে আর একদল কিছু সময়ের জন্য লড়াই করে।

পুরো গেরিলা-যারা সমাজজীবন একেবারে ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হাতে কলমে যুদ্ধ শিখে। তাদের নীতি ও আদর্শে দীক্ষিত হতে হয়।

আধা গেরিলা- আংশিক গেরিলারা ট্রেনিং করার পরে সাধারণ জীবনযাপন করে এবং দরকার হলেই তারা যুদ্ধে নেমে পড়ে। এরা গেরিলা বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

এই আধা বা আংশিক গেরিলাদের অবদান কিছুতেই কম নয়। এরা দুই কাজ করতে পারে অতি সহজে। (ক) গুপ্তচরের কাজ (খ) ধ্বসাত্মক ক্রিয়াকলাপ। যেমনঃ শত্রুসৈন্যদের গতিপথে দুর্লভ বাধা সৃষ্টি করা, রাস্তায় খাল করে দেয়া, বেরিকেড বাঁধানো, সেতু ভাঙ্গা ইত্যাদি।

তবে কোন গেরিলা যুদ্ধের সময় পুরো ও আধা যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে তা টিক করবেন যুদ্ধের নেতারা। ঠিক করবেন অবস্থা বুঝে। যুদ্ধের মূলনীতি অনুসারে যেন এটা হবে।

কর্মপ্রণালী

শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য যে কোন সুযোগের সৎ ব্যবহার করাই হল গেরিলাদের রীতি।

* নিয়মিত যুদ্ধের কলাকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে।

* মুক্ত অঞ্চল বা ঘাঁটি তৈয়ার করবে।

* ভ্রাম্যমান যুদ্ধরীতি গড়ে তুলবে।

* সেনানায়কদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রেখে চলবে।

* গেরিলা যুদ্ধে রক্ষনশীলতাকে সব সময় বাধা দিতে হবে।

* যুদ্ধের মূলনীতি হবে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা আর শত্রুকে ধ্বংস করা।

* গেরিলা যুদ্ধের আর একটি মূল নীতি হল আক্রমণাত্মক নীতি। গেরিলাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা হবে নিয়মিত সৈন্যদলের থেকে আরও তীব্র।

* কোন আক্রমণের সময় অযথা হৈচৈ করবে না বা অযথা গুলি বা মোবা ছুড়বে না। গাড়ী আক্রমণের সময় প্রথমে ড্রাইভার তারপরে যাত্রীদের, এটা সব রকমের যান বাহনের সময়ও একই পন্থা।

* শত্রুরা যখন তোমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তখন তাদের দুর্বল অংশটি খুঁজে বার করবে। তারপর সেই দিকে পালাবে শত্রুদের চোখে ধুলা দিয়ে। স্মোক বোম্ব ব্যবহার করবে।

* যখন দেখবে কোন শহর বা ঘাঁটি নিরাপদে দখলে রাখতে পারছ না, তখন তাকে ছেড়ে দেবে।

* যতদিন দেখবে শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বেশী শুধু ততলিই গেরিলা রণকৌশল চালিয়ে যাবে।

* একমাত্র চুড়ান্ত জয় যখন সুনিশ্চিত, তখনই নিয়মিত সৈন্যদল গঠন করে প্রতি-আক্রমনের ব্যবস্থা করবে।

* যখন শত্রুরা তোমাদের ঘিরে ফেলবে, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। যখন দেখবে যুদ্ধক্ষেত্রের ভূ-প্রকৃতি কাজের অনুকূল নয়-ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। যখন সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না তখনও কেটে পড়বে। যখন ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কাজ করতে হবে তখন বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়বার জন্য ছত্রভঙ্গ হবে। আক্রমণের বেলায়ও এ প্রণালী।

* গেরিলারা কখনও ভয়ে দমে না। তারা ভয়ে পিছপা হয় না, যতই না বাধাবিঘ্ন আসে পথে।

* যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করবে না সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে, সংগঠিত করবে, সশস্ত্র করে তুলবে ও বৈপ্লবিক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। এ সব ছাড়া যুদ্ধের কোন অর্থই হয় না।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৭। একজন গেরিলার যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি চিঠি	গেরিলা প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ত্রিপুরা	২৬ জুলাই, ১৯৭১

মাননীয়

কমাণ্ডিং অফিসার, শ্রীনগর গেরিলা কেন্দ্র, ত্রিপুরা, ভারত।

জনাব,

আমি (সি-২৫৬) ও অন্য একজন গেরিলা (সি-২৫৭) গত মাসে শ্রীনগর ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে জুলাই মাসে দেধে ফিরি। আমরা জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের উপর অর্পিত কার্যাদি সম্পন্ন করতে থাকি। এসব কার্যাবলীর মধ্যে আছে পাঞ্জাবী হানাদার সৈন্যের উপর গ্রেনেড আক্রমণ, পাক বাহিনীর দালাল খতম, নূতন গেরিলা সৃষ্টি।

পাঞ্জাবী হানাদার বাহিনী খতম

আমাদের গেরিলা অঞ্চল হল ঢাকা জিলার মনোহরদী থানার পূর্বাঞ্চল ও ময়মনসিংহ জেলার কটিয়াদী থানার কোতয়ালী অঞ্চল। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে পাক হানাদার বাহিনীর সামরিক কলাম চলাচল করত। আমরা দেশে ফিরার পর থেকেই এদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করতে থাকি। তারা মিঞা (সি-২৫৭)দের বাড়ীর কাছে নূতন একটি বাজার আছে, জনসাধারণ একে জয় বাংলা বাজার নামে ডাকে। জুলাই মাসের ২১ তারিখে ১০১ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও কিছু বাঙালী দালাল ও বন্দী ই,পি,আরসহ হানাদার বাহিনীর ১৬০ জনের মত লোক এই বাজারে হানা দেয়। হানাদার বাহিনী সকাল ৭টার সময় পৌঁছে সারাদিন কিছু লুটপাট করার পর তারা সন্ধ্যার সময় খাবার রান্না করতে থাকে। চারদিকে পাহারা বসিয়ে তারা নিশ্চিত মনে ঘোরাফেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। আমি (সি-২৫৬) ও তারা মিঞা (সি-২৫৭) সারাদিন থেকেই তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য ঘুরতে থাকি। সন্ধ্যা ৭টার সময় অতি কষ্টে আমরা হানাদার বাহিনীর ৫০ গজের মধ্যে পৌঁছি কিন্তু তাদেরকে সুবিধামত পাওয়া যায় না। আবার রাত্র ৯টার দিকে তারা মিঞা (সি-২৫৭) ও আমি (সি-২৫৬) তাদের কাছে পৌঁছি। প্রথম তারা মিঞা তাদের উপর গ্রেনেড চার্য করে। সাথে সাথে আমি ও তারা মিঞা মোট চারবার তাদের ওপর গেনেড চার্য করি। গ্রেনেড চার্য করার পর আমরা সেখান থেকে বালভাবেই রিট্রিট করি। রাত্রেই দস্যুরা গ্রামে আগুন দিতে থাকে। সকালের দিকে তারা মিঞা (সি-২৫৭) দের বাড়ী, তাদের আত্মীয় স্বজন ও চর মান্দালিয়া গ্রামের অন্যান্য লোকজনের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। গ্রামের লোকজন সবাই অন্যদিকে সরে পড়ে, দুইজন তাদের হাতে নিহত হয়। পরে লোকজনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে হানাদার সৈন্যের মোট ২ জন নিহত ও দশবারজন আহত হয়। কাছে দালাল থাকায় ও বাজারের ঘর থাকায় এবং সৈন্যরা প্রথম আক্রমণের পর তারা পজিশন নিয়ে ফেলায় তাদের ক্ষতি কম হয়।

পাক বাহিনীর দালাল খতম

পাক সামরিক বাহিনীর গ্রাম থেকে যাওয়ার পর আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে তারা মিঞার (সি-২৫৭) গ্রামে (চর মান্দালিয়া) দস্যুদের আনার ব্যাপারে মনোহরদী থানার চরমান্দালিয়া ইউনিয়নের খালিয়াবাদ গ্রামের মোশারফ হোসেনের হাত আছে। মোশারফ হোসেন অত্র অঞ্চলে মুসলিম লীগের একজন নেতা ছিল। সে পূর্ব বাংলার প্রতারকদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিলায় কখনও মিলিটারী

কখনও ইন্সপেক্টর কখনও দারোগা প্রভৃতি সাজিয়া বহু লোকের কাছ থেকে বহু টাকা পয়সা প্রতারণা করে জোগাড় করেছে। এই অঞ্চলে গত ইলেকশনের সময় সে প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালাইয়াছিল। চরমান্দালিয়া গ্রাম পোড়ানোর পর সে লোকজনকে বলে "শালাদের ঠাণ্ডা করেছি এবার তোরা মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ বল, নইলে তোদেরও খতম করব।" এসব শোনার পর ও তার পূর্ব কার্যকলাপের দরুন আমরা তাকে খতম করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি ও এ গ্রামের অন্যান্য যুবকরা মিলে গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার রাত্রে তাকে খতম করে দেই। মোশারফ দালালকে খতম করার পর আমাদের অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে পাক দালালমুক্ত হয়েছে।

নতুন গেরিলা সৃষ্টি

আমরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়ে গ্রামের প্রায় ৫০ জনের মত লোককে মানসিক দিক থেকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছি। তারা মিঞার (সি-২৫৭) সাথে কিছু লোককে ভারতে পাঠাচ্ছি। তারা এ মাসেই ভারতে পৌঁছবে ও বিভিন্ন ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিবে।

আমরা এখন অস্ত্র সংকটে ভুগছি। আমাদের গ্রেনেড শেষ হয়ে গেছে। পাক বাহিনী সংখ্যার দিক থেকে বেশী হওয়ায় আমরা তার ক্ষতি সাধন করলে তার কাছ থেকে কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারি নাই। আমরা এখন নিরস্ত্র অবস্থায় আছি। তারা মিঞা (সি-২৫৭) আরও অস্ত্রের জন্য ভারতে আসছে। আপনি দয়া করে আমাদের দুইজনকে দুটি অটোমেটিক হাতিয়ার দিয়ে দেবেন। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে পাক বাহিনীর ও তার দালালদের প্রতিরোধ করব।

ডোমনমারা
মনোহরদী
ঢাকা
২৬শে জুলাই, ১৯৭১

আপনার
স্বাঃ/- মোহাম্মদ রফিকুল আলম
সি-২৫৬
শ্রীনগর গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৮। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

From :
To : 9 Sector HQ
Taki

Subj : **Report**

1. Head quarter departure on 25th Sep 71 for Bangladesh.
2. On 270100 Ambushed by Pak Army at Mandertala, under the PS. Maheshkhali, Jessore
3. On 060400 Oct 71. we attacked Bahitapara wireless station. We successful to destroy the Bahitapara station. Our side there is no casualty. Their side 17 Pak troops killed and 9 seriously injured with 1 (one) Razakar. 4. On 101071 a group of HQ with other local party attacked the Bhedorganj PS. After 20 hours fight Bhedorganj PS. Fell down. Our side Hav. Mohiuddin Sardar was expired, their side 85 Police and Raza-kars killed.

5. On 151205 HQ ambushed on Pak troops at Damodia under HQ PS Gosherhat (Madaripur) after 5-2'/2 hours face to face fight we successful to kill 72 Panjabi Pak troops including 1 Maj. 1 Capt and 35 Razakars (total killed 107) & 69 seriously injured. Our side casualties 12 MTIFF lost their lives, out of that 8 from HQ other 4 from local party. 30 our HQ Groups injured, and kept under doctors treatment. Everything will be explained by another letter.

Sd/-
Comd
(Sub Sector Faridpur HQ)
(Noor Mohammad)

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪৯। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SECRET

HQ 9 Sector
Tele No.—52
No. 0571/GS
27 Sep 1971

To : N/SubHemayet
Info : BABUL
OMAR

Subject: **Jurisdiction of Duty**

1. With immediate effect Hav Hemayet now promoted N/Sub will be responsible to look after area Kotailpara PS with patgati, Gopalpur, Kajulia U.C. under Gopalganj PS.

2. He however falls under BABUL for all Ops and Adm. Orders/Instrs. His replanishment will be made through BABUL in future.

Sp/- Illegible
Maj
Comd
(M A JALIL)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫০। যুদ্ধ পরিস্থিতি রিপোর্ট	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৬ অক্টোবর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী কর্তৃক---

মণ--বহন করার অনুমতি দেওয়া হলো।

স্বাঃ কাদের সিদ্দিকী
১৬/১০
মুক্তিবাহিনী তত্ত্বাবধায়ক
টাংগাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ সেক্টর

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫১। যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রিয় স্যার,

সবিনয় নিবেদন এই আমরা ১৪/৯/৭১ ইং তারিখ ভালুকায় পৌঁছিয়াছি । পথে পাক ফৌজের ঘেরাওর মধ্যে পড়িয়া ৫/৬ ঘন্টা ফাইট হয় । ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইয়াছে, ১৭ জন পাক সেনা ও রাজাকার নিহত হইয়াছে । আমি অনেক পূর্বেই সংবাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছে, শওকত আলীকে পাঠাইয়াছিলাম সে পথিমধ্যে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়িলে তাহাকে কৌশলে মুক্ত করা হইয়াছে । আমি আফছার উদ্দিন সাহেবের সঙ্গে থাকিয়া মুক্তি ফৌজের ডাক্তার হিসাবে কাজ করিতেছি । আমাদের এখানে ১৮০/১৯০ মাইল পর্যন্ত মুক্ত এলাকা । আমি আসিয়া অনেক ছেলে পাঠাইলাম অ আমি দেশে গিয়া দেশের থুব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি । আমরা ঐ সময় দেশে পৌঁছিতে না পারিলে বহু লোক রাজাকারে চলিয়া যাইত । আমদের ভালুকার মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র ছাড়িয়া অনেকেই আত্মগোপন করিয়াছিল । আমার বাড়ি-ঘর বলতে কিছুই নাই । পাক সেনারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে । নিবেদন ইতি ।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ- অস্পষ্ট
ডাঃ---উদ্দিন
২১-১০-৭১

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫২। ইশতোর	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলা বেসামরিক দপ্তর
॥ ইস্তেহার ॥

প্রিয় দেশবাসী :

আসসালামো আলায়কোম । আপনাদের জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ । সম্প্রতি মুজিবনগর থেকে ফিরে আসার পর আমার সামনে নতুন কতকগুলো সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে । সেই সমস্যার আলোকে আমি আপনাদের কাছে মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে নির্দেশ দিচ্ছি ।

১। আপনার যারা দেশকে ভালোবাসেন, কিন্তু জালেম দস্যু বিদেশী সৈন্যদের আওতায় আছেন তারা যেভাবে পারেন বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করুন, প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন । আমরা আপনাদের সাথে আছি ।

২। যারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরিপন্থী কাজ করছেন কিন্তু পরবর্তী বাস্তবকে বুঝতে পেরে, বিবেকের দংশনে যারা নিজের অপরাধ বুঝতে পেরেছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন । যত অন্যায়ই করে থাকুন আমরা সহানুভূতির সঙ্গে তা বিবেচনা করবো ।

৩। যারা এখনও সরকারী চাকুরী করছেন তারা নিজ নিজ স্থানে থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করে যান এবং উপযুক্ত সময়ে মুক্তিবাহিনীর নির্দেশে আপনারা একযোগে কাজ থেকে সরে পড়বেন ।

৪। বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক চাকুরীজীবি প্রত্যেকেই যেভাবে পারেন আমাদের সাহায্য পৌঁছে দিন ।

৫। যারা রাজাকারে ভর্তি হয়েছেন তাদের কাছে সবিশেষে অনুরোধ আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একযোগে আমাদের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হন ।

৬। স্বেচ্ছায় যে কোন আত্মসমর্পণকারীর সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে ।

৭। লাইসেন্সসহ প্রতি মণ পাটের জন্য এক টাকা খাজনা দিয়ে যে কোন দিকে পাট বহন করার অনুমতি পাবেন ।

৮। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ হলো ২৫ শে মার্চের আগে যে জমি যার দখলে ছিল তারই থাকবে ।

৯। (ক) পাহাড়িয়া অঞ্চলে নতুন করে রিজার্ভ ভাঙা চলবে না ।

(খ) যে সমস্ত জমি চার বৎসর আগে বানানো হয়েছে সেগুলো এখন আবাদযোগ্য তবে জমিতে গাছ তাকলে গাছের পাতাও কাটা চলবে না ।

(গ) চার বৎসর আগে যারা রিজার্ভ ভেঙেছেন এবং একেবারে নিঃসম্বল দরিদ্র, ঘরবাড়ীসহ পাঁচ বিঘে জমি তাদের বহাল থাকবে ।

আশা করি উপরোক্ত নির্দেশাবলী আপনারা মেনে চলবেন ।
খোদা হাফেজ । জয় বাংলা ।

স্বাঃ কাদের সিদ্দিকী
২৪-১০-৭১

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি সংক্রান্ত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

ডালু এম এফ
হেড কোয়ার্টার

জনাব মেজর সাহেব,

আমার ছালাম নিবেন। পর সমাচার এই যে, গত ২৭-১০-৭১ বিকালে ৩ ঘটিকায় সময় একটা পর্টি লইয়া পেট্রোল যাই ।এবং ফরেস্ট অফিসের সামনে বড় উঁচু একটা পাহাড়ে উঠিয়া অনেক নতুন ও পুরানো বাংকার দেখিতে পাইলাম ।আর ফেফারী এলাকায় একটা পাহাড়ে তাহাদের ও পি পোস্ট তৈয়ার করিতেছে এবং টেলিফোনের তার লাগাইয়া মাটির সাথে ফেলাইয়া তৈয়ার করিয়াছে। ওরা সব ঠিক করিয়া যাওয়ার পর আমরা উক্ত টেলিফোনের তার সন্ধ্যা ৭টায় ৩৩ গজ কাটিয়া আনি এবং ওরা যখন জানিতে পাইল আমরা ওদের ফোন লাইন কাটিয়া দিয়াছি তখন আমাদের উপরে ওরা ফায়ার দেয় এবং আমরাও ১৫০ রাউন্ড গুলি ফায়ার দেই। স্টেনগানে ৫০ রাউন্ড ফায়ার দিয়া ফিরিয়া আসি। খোদার ফজলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমরা নিরাপদেই ওদের টেলিফোন লাইন নষ্ট করিয়া ৩৩ গজ তার নিয়া আসিয়াছি এবং উক্ত তার আপনাদের এখানে পাঠাইলাম।

ইতি-
স্বাঃ/মোহাম্মদ আলী
পানীহাস্তা এম এফ ক্যাম্প

তাং-২৮-১০-৭১

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৪। জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় ছোট ভাই,

আমার স্নেহ নিও। তোমার চিঠি পেয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হলাম। তোমার যে তিন বোনের কথা ওদের নাম পাঠাও। বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ডাক্তার এবং সিরাজ সম্পর্কে আমাদের এই অভিমত। তবে যদি সম্ভব হয় ওদের যেভাবে পার আমাদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। না পারলে সিদ্ধান্ত তোমরাই নেবে।

আগে যে নির্দেশাদি দিয়েছি তা ঠিকমত পালন করছ না। সকল নির্দেশ ভাল রকম বুছে পালন করতে চেষ্টা করবে।

তোমাদের জন্য ডিম এবং মুরগী সত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা কোরব। সময় কিছু লাগবে। যে সব ব্যাপার জানতে চেয়েছি তা সত্বর জানাবে। তোমার সাংসারিক খরচের জন্য ১০০ (একশত) টাকা পাঠালাম। আহারের সংস্থান অবশ্যই স্থনীয়ভাবে করতে হবে । নখলার বড় বোন দু'জনকে যোগাযোগ করতে বল। ওরা নীরব কেন?

আমরা ভাল আছি। তোমাদের কুশল কামনা করি।

ইতি
বড় ভাই।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৫। জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

তুলা/১/ক (১)
১৩-১১-৭১

প্রিয় রাজ্জাক সাহেব,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি কুশলেই আছেন। ৩০/১০ তারিখে আনিস ভাই-এর কাছে কাজের রিপোর্ট দেওয়ার পর পরবর্তী সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা সামছুদ্দিন ভীষণ ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল।

নতুন কোন সিস্টেম চালু করতে পারি নাই। কাজেই সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর তার কাছে রিপোর্ট প্রেরন করলাম। আসার পরবর্তী সময় থেকে ক্রমাগত ৩ বার টাইফয়েড আক্রান্ত হই এবং সুস্থ হয়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু পরিশ্রমের পর এখন চতুর্থ বারের মত আক্রান্ত হয়েছি। নেত্রকোনার ছেলেটি এবং হাটপাড়ার ছেলেটি আজ প্রায় ২০/২৫ দিন পূর্বে নিজের এলাকায় গিয়েছিল, তারা এখনও ফিরে আসে নাই। বাকিগণের মধ্যে আমিসহ ৩ জন অসুস্থ। বাকি লোকেরা সাধ্যমত কাজ করছে। বিশেষ আর কি লিখব।

ইতি-
ছৈয়দ মিজানুর রহমান

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৬। জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

ধান/১/গ (১)
ধান/১/গ (২) এ ৫২০২
১৭-১১-৭১ ইং

ছোট ভাই,

স্নেহাশীষ নিও । থানা সেল গঠন করে সত্বর নাম পাঠাতে হবে । মামাদের নেওয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেইনি । জিনিসপত্র পাঠানো যাবে- কিন্তু সময়সাপেক্ষে । শীতের বস্ত্র কেনার জন্য জনপ্রতি দশ টাকা করে পাঠালাম । জনসাধারণকে বুঝিয়ে অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করতে হবে । এটাতো তোমরা ভাল করেই বুঝতে পার । আপাততঃ ৫০ টাকা পাঠাইলাম । দলীয় বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে কিনা জানিয়ো ।

হযরত আলী, রহিম আমাদের কাছে আছে ।পরে যাবে । বাহককে ৫০ টাকা দিলাম । ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ২৪ দিনের পরবর্তী ৭ দিনের কাজ আরম্ভ করবে এবং খবর জানাবে । নতুন সংকেত দিলাম । এগুলি ব্যবহার করেই চিঠি দিও ।

ইতি-
বড় ভাই ।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৭। অফিসীয় নির্দেশ	ফরিদপুর সাব সেক্টরের দলিলপত্র	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

Chandhal HQ
MF-3/71
Dated-18/11/71

To
All Commds

For information of all concerned.

Captain Badul has been appointed as Sub-Sector Commander, Faridpur (HQ) Bangladesh Forces for the defence of Nagarkanda Ps.

2. Abdul Aziz Molla has been appointed as Operational Commander of Nagarkanda PS. with effect from the 15°' Nov. 1971.

1. Altaf Hossain Khan has been appointed as Administrative officer of Nagarkanda Ps.

2. So you are requested to contact with them for your works.

Sd/ Abdul Aziz Molla
Commander
Mukti Fouj
Faridpur
Bangladesh

CC to:
1) Thana Adman, Officer, Nagarkanda PS.
2) HQ. Chandhal
3) Abdul Hashan Mia, Purapara.
4) Abdul Hamid
5) Md. Badsha Mia,
6) Golam Mostafa.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৮। টাঙ্গাইলের গেরিলা কমান্ডারের চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসেংহ ও পাবনা এলাকার

সামরিক প্রধান............

পক্ষে – **ফজলুল রহমান, ক্যাপ্টেন**

তারিখ- ১৮-১১-৭১

হাবিব সাহিব,

আশা করি ভাল আছেন। ২টার সময় সি, ইন, সি, সাহেব* চালে গেছেন। যাক, কত ইঞ্চি মরটার বোমা দিতে হবে জানাবেন। কোন প্রকার চিন্তা না করে ডাটে থাকুন। বাকি খোদা হাফেজ। যোয়ানদের প্রতি অশেষ দোয়া ও স্নেহাশীষ রইল।

আমার শরীর খুব ভাল না। সিগনাল পাঠাবেন।

স্বাক্ষর/ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান**

----

*টাঙ্গাইলের গেরিলা নেতা জনাব আব্দুল কাদের সিদ্দিকী

**লেখক এবং প্রাপক উভয়েই টাঙ্গাইলের গেরিলা কমান্ডার। 'ক্যাপ্টেন' স্থানীয় ভিত্তিতে গেরিলাদের ঘোষিত পদবী।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৫৪। জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১ নভেম্বর, ১৯৭১

তুলা/১/গ/(১)

বড় ভাই সাহেব,

সালাম নিবেন ।অনেক দিন গত হতে চলল আপনার কোন সংবাদ না পেয়ে চিন্তাযুক্ত আছি । কাকা পোপার মিলে বাঁশ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন । এখন তার (১০০০ পাঃ) বাঁশ পাঠাতে হবে । তিনি কিছু টাকা তুলেছেন । ভাইজান খোকন বর্তমানে ২০ টি কবুতর ক্রয় করতে চায় । তার জন্য একটি ঘুঘু পাঠাবেন । বড় ভাই সাহেবের বিয়ে ঠিক হয়েছে । আগামী ২৫ তারিখে বউ আনতে যাবেন । কাজেই অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন । আব্বার কাছে কোন টাকা নেই । আর এখানে জিনিস পত্রের মূল্য অনেক বেশি । আপনি অতি সত্বর ১১৭টি মুরগী পাঠাবেন । বড় মুরগী ১২টি এবং রোস্ট করার জন্য ৮০টি ছোট মুরগীর ব্যবস্থা করবেন । জামাই নিয়ে যাওয়ার জন্য ৪টি (চার) বড় নৌকা ও দুইটি ছোট নৌকার ব্যবস্থা করবেন । উত্তর পড়ার ভাই সাহেব আপনার কাছে যে টাকা পাঠিয়েছেন তা দিয়ে ৫০০০ ডিম পাঠাবার জন্য বলেছেন । কারণ তিনি ডিমের ব্যবস্থা করেন । কয়েকটা বড় হোটেলে তিনি ডিম পাঠান । ১০০০ লেবু পাঠানোর কথাও বলেছেন । এইগুলি না পাঠালে তার ব্যবসার বিরাট ক্ষতি হবে । আপনি এই সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করে যেভাবেই হোক বিয়েতে উপস্থিত হবেন, নয়তো দুঃখিত হব । বিশেষ কি লিখব । বাড়ীর সবাই ভাল আছি । চিন্তার কোন কারণ নেই । শ্রেণীমত সবার কাছে সালাম ও স্নেহ দিবেন ।

ইতি-
ছোট ভাই ।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬০। জনৈক মুক্তিযোদ্ধার সংকেতপূর্ণ চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

তুলা/১/গ/(১)

বড় ভাই সাহেব,

সালাম নিবেন ।আশা করি খোদার কৃপায় ভালই আছেন । আমাদের থানা ক্লাবের শাখা করেছি । আপনার কাছে কয়েক দিন পূর্বে পত্র লিখেছি কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই । আপনি যাওয়ার পর মৌলভী সাহেব বহিরের কাচারীতে আপনার সিটে থাকেন । তিনি কাচারী ঘরে আমাদের এলাকার বোনদেরকে (২৩৫) কোরআন শরীফ পড়াচ্ছেন । মৌলভী সাহেব আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন । তার কাছে পত্র লিখবেন । মিতা আমাদের এখানে আছেন । দাদা গরুর খোয়াড় রেখেছেন । মামা ভালই আছেন । বোনও ভাল । চিন্তা করবেন না। বাড়ীর সবাই আল্লাহর কৃপায় ভালই আছেন । কোন প্রকার চিন্তা করবেন না । সবার কাছে শ্রেণী মত দোওয়া ও সালাম দিবেন ।

ইতি-
ছোট ভাই

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬১। ক্যাপ্টেন এম এ হামিদর একটি চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

CONFIDENTIAL

Capt M. A. HAMID
Rangra M-Khola
Sub Sector
22 Nov 71

To : CIVIL AFFAIRS ADVISER
MYMENSINGH- TANG AIL SECTOR
GO VT.OFB ANGALADESII

Subject: **Some very basic requirements of my Sub Sector.**

Sir,

I. On my posting to this Sub Sector I found the following few problems which need to be sorted out immediately in order to help me increase fighting efficiency of this sector.

DISCIPLINE a. There are lot of complaints from within the country that some FFs and some others in the name of FFs are subjecting the people to various types of threats and torture. 1 went to control this situation. During my visit to various FF ops inside the country, I would like to investigate into these cases and desire to give defaulters suitable field punishment. I talked about this to Brig Babaji who had already given me his blessings. I want that I would be given the authority to impart such summary punishment by the Bangladesh Govt. also.

AMMO b. The main problem here is that of shortage of ammunition. I had a detailed talk to the DQ, FJ Sector. But lie told me point blank that 50 ids per FF per month will be the only scale of supply of ammunition. This obviously brings us to face a very acute problem, especially when our boys deep inside Bangladesh. It is not easy to supply thorn ammo whenever they need it. My requirement, therefore, is to build an adm base at Mahesh Khola and Baghmara wherefrom we can supply our, boys whenever necessary.

ARMS c. We need some 3 inches Mortars, 2 inches Mortars, LMGs (if not MMGs), RLs etc. Demand at this moment are:

3 inches Mortars-4
LMGs—16

2 inches Mortars—6
Rocket Launchers—5

I have already submitted these demands to FJ Sector who replied that these were not available with them.

LOOTING BY ORDER d. It has come to light and I have got enough proof that some officers including BSF and Indian Army insisted upon our FF's to collect money and other valuables from within Bangladesh. Those who did not bring that, were not being given ammunition again. This compels our boys to go astray and torture the public. The items which these boys deposited, were never taken on vouchers or receipt. In my bid to stop this I will earn displeasure of the Officers concerned. But 1 want to know the Bangladesh Govt. policy about it and clear instruction on me for the same.

TIT e. Rangra, Mahesh Khola area is so far off that a jeep is permanently required there for operational duties. One ambulance is also required to be permanently stationed at Mahesh Khola. There is also the requirement of a truck 1 ton for carrying loads.

MEDICAL f. We need a hospital at Mahesh Khola. At the moment a hospital with Med Officers and medicine and some surgical eqpt may be established to accommodate it number of 50 beds.

2. Since I am quite busy and the nature of the problems complicated. I take advantage of the nearness with your office and so. submit this memoranda for further disposal. The Mil problems which I discussed here did not gel satisfactory response from FJ Sector for sorting it. I hope, these may as well reach my BDF HQ through you.

Sd/-Hamid
Capt
22 Nov 71

CONFIDENTIAL

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬২। রাজস্ব আদায় রশিদ	টাঙ্গাইলের গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত নথিপত্র	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

৫নং বই

পরীক্ষিত ঃ ১-২৫

স্বাক্ষর/ আনোয়ার-উল-আলম
২৫/১১/৭১

বেসামরিক প্রধান
টাংগাইল জেলা দপ্তর

১

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শুল্ক বিভাগ
নামঃ মোঃ গোলবার হোসেন
পিতার নামঃ মরহুম বাবর আলী
গ্রামঃ সিরাজগঞ্জ, ডাকঘর ঐ
থানাঃ ঐ জেলাঃ পাবনা
পণ্য দ্রব্যের নামঃমনোহরী
পরিমাণঃ ৮০০.০০ শত টাকার মাল শুল্কের পরিমাণ টাকা
কার্যকরী তারিখ ১৩-১১-৭১ হইতে ১৪-১১-৭১
আদায়কারীর স্বাক্ষরঃ হায়দার আলী
১৩-১১৭১
মু, আ, আলীম

২

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শুল্ক বিভাগ
নামঃ কমেদ আলী বেপারী
পিতারঃ কমেদ আলী শেখ
গ্রামঃ চর হামজালী, ডাকঘরঃ পটল
থানাঃ কালীহাতী, জেলাঃ টাঙ্গাইল
পণ্য দ্রব্যের নামঃ গুড়
পরিমাণঃ ১৮ মণ
শুল্কের পরিমাণঃ ৪.০০ টাকা
কার্যকরী তারিখঃ ১৩-১১-৭১ হইতে ১৪-১১-৭১
আদায়কারীঃ হায়দার আলী
মু, আ, আলীম

৩

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শুল্ক বিভাগ
নামঃ মতি মিয়া, পিতার নামঃ----
সাং মাছিমপুর পোঃ সিরাজগঞ্জ
জিলাঃপাবনা
পণ্যদ্রব্যের নামঃ এলোমিনয়াম
পরিমাণঃ ৩২ সের
শুল্কের পরিমাণঃ২.০০ (দুই টাকা)
আদায়কারীর স্বাক্ষরঃ হায়দার আলী
কার্যকরী তারিখঃ
১৩-১১-৭১ হইতে ১৪-১১-৭১
মু, আ,আলীম

৪ বাংলাদেশ সরকারের শুল্ক বিভাগ নামঃ মোঃ নাছির উদ্দিন সরকার পিতার নামঃ ছেফাত আলী আহম্মদ গ্রামঃ ফুলজোর, ডাকঘরঃ থানাঃ কাজিপুর, জেলাঃ পাবনা পণ্যদ্রব্যের নামঃ মরিচ পরিমাণঃ মণ শুল্কের পরিমাণঃ ২৫.০০ পঁচিশ টাকা কার্যকরী তাং ১৬/১১/৭১ হইতে ১৮/১১/৭১ আদায়কারীর স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট মু, আ, আলীম	৫ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শুল্ক বিভাগ নামঃ মোঃ ছিদ্দীক হোসেন পিতার নামঃ চান্দুল্লাহ সরকার গ্রামঃ মুক্তিগাছা, ডাকঘরঃ দুলাউরি থানাঃ কাজিপুর, জেলাঃ পাবনা পণ্যদ্রব্যের নামঃ লবণ ও সোডা পরিমাণঃ ২২ বস্তা শুল্কের পরিমাণঃ ২০.০০ (বিশ টাকা) কার্যকরী তাং ১৬/১১/৭১ হইতে ১৮/১১/৭১ আদায়কারীঃ হায়দার আলী ১৬-১১-৭১ মু, আ, আলীম
৫ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শুল্ক বিভাগ নামঃ খোকা মিয়া পিতার নামঃ পিগনা, ডাকঘরঃ বিগনা থানাঃ গোপালপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল পন্যদ্রব্যের নামঃ ৩ টা ড্রাম, ৩ বস্তা লবণ পরিমাণঃ ১৪ মণ শুল্কের পরিমাণঃ ৭.০০ টাকা কার্যকরী তাং ১৬/১১/৭১-১৭/১১/৭১ আদায়কারীঃ হায়দার আলী ১৬/১১/৭১ মু, আ, আলীম	৬ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শুল্ক বিভাগ নামঃ মোঃ আতাউর রহমান গ্রামঃ সিরাজগঞ্জ, পোঃ সিরাজগঞ্জ থানাঃ ঐ, জিলাঃ পাবনা পণ্যদ্রব্যের নামঃ কোরান শরীফ পরিমাণঃ শুল্কের পরিমানঃ ৫ (পাঁচ টাকা) কার্যকরী তারিখঃ ১৭-১১-৭১ আদায়কারীর স্বাক্ষরঃ হায়দার আলী ১৭-১১-৭১ মু, আ, আলীম

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৩। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনৈক মুক্তিযোদ্ধার চিঠি	১১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ধান/১/গ/(১)
ধান/১/গ(২)

বড় ভাই,

ছালাম পর সমাচার এই গত ১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিন ভোর বেলায় ৭০ জনের একদল বদর বাহিনী আমরা যে গ্রাম দুইটিতে ছিলাম সেই গ্রাম ঘেরাও করিয়া বাড়ীঘর অগ্নিসংযোগ করিতে থাকে। ইহাতে আমরা নিরুপায় হইয়া ৯ জন একত্রিত হইয়া ফাইট দিতে বাধ্য হই। ফাইট-এ শত্রুপক্ষের একজন গুরুতর রূপে আহত হয়। এবং তাহারা পিছু হটিতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে আমরা গ্রামান্তরে নিরাপদে আশ্রয় লইতে সমর্থ হই। দুঃখের বিষয় একটি গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তার পর দিনই অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর আমাদের করিয়র আসার পথে নালিতবাড়ী বাজারে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে। করিয়র অতি কৌশলে তাহার কাগজপত্র গুলি লুকাইয়া ফেলে। তাহার কাছে মাত্র ৬০০ টাকা পায়। অনেক মারধোর করিয়াও কোনরূপ গোপন তথ্য না পাইয়া ১০০ টাকা রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়।

সিরাজ নামে আমাদের যে ছেলেটি সারেন্ডার করিয়াছে সে আমাদের নামধামসহ সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। এবং আমাদের ধরাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। অবশেষে সে বদর বাহিনী গ্রাম ঘেরাও করে এবং পুড়াইয়া দেয়। গ্রামটি পোড়ানোর ফলে অন্যান্য গ্রামে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে আমরা কাজ করিতে পাড়িতেছি না। থানা কমিটি গঠন করা আপাতত সম্ভব নয়। নালিতাবাড়ী বাজারস্থ ক্যাম্পে অপারেশন না হইলে আমাদের এখানে থাকাই সম্ভব নয়। তবে গ্রামবাসীদের মনোবল এখনও অটুট। অস্ত্র ব্যতীত তাহাদেরকে বুঝাইয়া রাখা মোটেই সম্ভব নয়। জিনিসগুলির অতিসত্বর ব্যাবস্থা করিবেন।

তারপর করিয়রকে আমরা প্রথম তারিখে ১৫ টাকা, দ্বিতীয় তারিখ ৩০ টাকা এবং তৃতীয় ৩৫ টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু আপনারা কত দিয়াছেন তাহা জানান নাই। আমরা আর এভাবে কয়িয়রকে টাকা দিতে পারিব না। যাহা দিতে হয় আপনাদের ওখান হইতে দিবেন। আপনার কত টাকা তরিয়া দিবেন তাহা লিখিয়া জানাইবেন। আর বিশেষ কিছু লিখিলাম না। আগামীতে আপনাদের কুশল কামনা করিয়া এখানেই বিদায় নিলাম।

ইতি-
আপনার ছোট ভাই

বিঃ দ্রঃ- আমাদের থানা সম্বন্ধে আপনাদের জানার বাকী নাই। প্রতি গ্রামে দালালে ভরা। পিস্তল ছাড়া কাজ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পিস্তল অবশ্যই পাঠাবেন।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৪। অফিসীয় নির্দেশ	ফরিদপুর সাব সেক্টরের দলিলপত্র	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

Sub Sector HQ.
Faridpur
27-10-1971

Directives-2/71

To
All Party Commanders of F.F./M.F. in side Bangladesh.

Gen : We have already issued Directive 1/71. This directive be followed strictly to run the organisation smoothly of MF and Civil Adm.

1) No Party Commander is allowed to disturb or to interfere with the civil adm. But they may lodge complaint against the miscreants through proper channel.

2) No Arms or ammunitions are to be issued to any M.F. while Proceeding on leave.

3) No F.F or M.F. individually is allowed to move with arms and ammunition unnecessarily.

4) No Party leader is allowed to accept any M.F. or. F.F. of another Party.

5) All Party leaders are directed to seize all unlicensed arms in their areas, but not the licensed arms be seized or disturbed.

6) All seized arms be deposited to HQ immediately.

7) Individual Party leaders are responsible for any crime if committed in his area.

8) No party leader is allowed to go or to work beyond his Elaka.

Sd. x x x x
BABUL
Sub- Sector HQ
Faridpur

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৫। রেকর্ড অফ পেমেন্ট ফরম	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	জুলাই, ১৯৭১

RECORD OF PAYMENT-BANGLADESH ARMY

1. Personnel No— 7046904
2. Rank—NK
3. Name—Sk Moinuddin
4. Father's Name— Sk Wazir Ali
5. District—Khulna
6. Date of Enrolment— 22.10.71
7. Mark of Identification— Scar on left eye.
8. Signature/left Thumb Impression— Sd/-
9. Nest of Kin in India—Sector Commd 9 Sector

S/No.	Date	Paid for which month	Amount	Signature of the Paying officer	Remarks

----

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৫। রেকর্ড অফ পেমেন্ট ফরম	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	জুলাই, ১৯৭১

RECORD OF RAYMENT- BANGLADESH ARMY

1. Personnel No— 1340191
2. Rank— L/NK
3. Name— Kazi Golam Mosiafa
4. Father's Name— Mohd Lai Mia Kazi
5. District— Khulna
6. Date of Enrolment—01 -8-71
7. Mark of Identification— A black .... (Illegible)
8. Signature/Left Thumb Impression—Sd/-Kazi Golam Mostafa
9. Next of Kin in India

S/No.	Date	Paid for which month	Amount	Signature of the Paying officer	Remarks

----

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৭।বিজ্ঞপ্তি	জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বাধীন বাংলা ময়মনসিংহ জেলার সর্বাধিনায়ক মেজর কাজী সফিউল্লাহ্‌র নির্দ্দেশানুযায়ী জামালপুর মহকুমার অদ্য ৭-৪-৭১ তাং বুধবার হইতে নিম্ন লিখিত আদেশ কার্যকরী হইবে।

(১) সকল সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় প্রশাসনিক কার্য অব্যাহত রাখিবেন এবং অফিসের কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দায়িত্বে সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(২) প্রাক্তন সেনা বাহিনী, নৌ-বাহিনী, আনসার, পুলিশ ও মোজাহিদগনকে অবিলম্বে জামালপুর সংগ্রাম পরিসদ অফিসের সম্মুখে আগামী ৯-৪-৭১ তারিখের মধ্যে হাজির হইতে হইবে।

(৩) লবণ, কেরোসীন, সিগারেট, ম্যাচ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কোন বিক্রেতা বাড়াইতে এবং কালোবাজারী করিতে পারিবেন না। যদি কোন বিক্রেতা নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে জনসাধারণকে সংগ্রাম পরিষদের নিকট জানাইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তি সেনা বাহিনী নিয়ন্ত্রন করিবে।

(৫) রেডিও পাকিস্থানের প্রচারিত জনাব নূরল আমিন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিবৃতি সম্পূর্ন মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। জনসাধারণকে এই সমস্ত প্রচারণায় কান না দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর/ মোঃ আঃ হাকিম
সভাপতি

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৮। বাঙালী রাজাকার ও বদর বাহিনীর প্রতি মুক্তিযোদ্ধারেদ আহবান।	৬নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে

রাজাকার ও বদর বাহিনী বাঙ্গালীদের প্রতিঃ-

সমগ্র বাঙ্গালীজাতি আজ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘৃণ্য পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত নিশ্চিহ্ন করে মুক্ত করতে হবে সোনার বাংলাদেশ। তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেছে বিজাতীয় পাকসেনারা, বাঙ্গালী মা-বোনদের উপরে এসকল দস্যুরা করেছে পাশবিক নির্মম অত্যাচার, শহরে ও গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় স্তূপীকৃত হয়েছে বাঙ্গালীর মৃতদেহ। ভাইসব, বাঙ্গালী হয়ে দেশের ও জাতির এই সংকটময় মূহূর্তে তোমরা যোগ দিয়েছ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিদেশী শোষক শাসক গোষ্ঠির সাথে। শত্রুর পুতুল সেনা হয়ে নিজের জাতির এবং নিজের ভাই-বোনদের উপর নির্যাতন মুখ বুজে মেনে নিতে এবং এই অন্যায় কার্যে শত্রুর সহায়তা করতে তোমাদের কি লজ্জা করে না?

পাকসেনারা তাদের সম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখার জন্য তোমাদের বলির পাঁটা বানিয়েছে। তোমরা জীবনের বিনিময়ে তুমি তোমার আত্মীয় স্বপন ও স্বদশবাসীর নিকট পাবে ধক্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা। তোমরা আমাদের ভাই, আমাদের জাতীর স্বার্থ অভিন্ন। স্বেচ্ছায় তোমাদের অনেকেই হয়ত রাজাকার বা বদর হয়ে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করনি। অবস্থার চাপে পড়েই হযত করতে হয়েছে।

তোমাদের নিকট একান্ত অনুরোধ, তোমরা শত্রুর চক্রান্ত বানচাল করে দাও। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে নির্ভয়ে মুক্তিবাহিনীর নিকটস্থ শিবিরে চলে এসো। এ'পর্যন্ত রাজাকার ও বদর বাহিনীর বহু বাঙ্গালী যুবক মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তারা প্রত্যেকে পেয়েছে ক্ষমা এবং তাদের অনেকে আজ মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিক। তোমরাও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের ও জনসাধারণের সেবা করে তোমাদের জীবন ধন্য কর। প্রতি সপ্তাহে দুই শতাধিক রাজাকার ও বদর অনর্থক প্রাণ হারাচ্ছে মুক্তিফৌজের হাতে শুধু এই রাণাঙ্গনে। পেশাদার ঝানু দালালদের আমরা ক্ষমা করি না, কিন্তু সে সময় বাঙ্গালী যুবক অবস্থার চাপে পড়ে বা ভুলবশতঃ শত্রুর চক্রান্তে পড়ে রাজাকার ও বদর দলে যোগ দিয়েছে তারা আমাদের কাছে চলে এলে পাবে ক্ষমা, বিশ্বাস, উপযুক্ত সম্মান ও স্নেহ।

জয় আমাদের অনিবার্য্য। বাংলাদেশের সকল জনসাধারণ, সকল দেশপ্রেমিক ও সকল চিন্তাশীল নাগরিক আমাদের পক্ষে। বিশ্বের সকল সৎ ও ন্যায়বান মানুষ আমাদের পক্ষে, কারণ আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, মুক্তি সংগ্রাম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংগ্রাম। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ন্যায়ের সংগ্রাম, তিনিই আমাদের সহায়ক। লক্ষ লক্ষ শহীদের শক্তি আমাদের সহায়ক। ইনশাআল্লাহ, বাঙ্গালী জাতি অচিরেই গৌররেব অধিকারী হবে। জয় বাংলা।*

*প্রচার পত্রটি হাতে লেখা ও সাইক্লোস্টাইলকৃত।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৬৯। প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভর্তি ফরম	মেজর জেনারেল এম, এ মঞ্জুরের ব্যক্তিগত নথি	১৯৭১

ভর্তি ফরম

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী

(ভর্তি করার পূর্বে রিক্রুটিং অফিসার প্রার্থীকে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করিবেন।)

দ্রষ্টব্যঃ- রিক্রুটিং অফিসার প্রার্থীকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিবেন যে, ভর্তির পরে যদি প্রকাশ পায় যে প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম ৯টি প্রশ্নের যে কোনটির উত্তর দান কালে মিথ্যা বলিয়াছেন, তবে সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

প্রশ্ন- ১। আপনার নাম? ....

২। আপনার স্থায়ী ঠিকানা কি?

....

গ্রাম..............................মহল্লা..................................ডাকঘর...............................

থানা.......................... ....জিলা..

৩। (ক) আপনার পিতার নাম?...

(খ) তাহার আগের ঠিকানা? গ্রাম.. মহল্লা... ....

ডাকঘর......................থানা...............................জিলা..

৪। আপনি কোথায় জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন?

গ্রাম/মহল্লা ....ডাকঘর...

৫। আপনার (ক) জাতীয়তা কি?................................ (খ) ধর্ম কি? ....

৬। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

(স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির নাম লিখিতে হইবে)

৭। আপনি কি বিবাহিত..................... বিবাহিত হইলে বিবাহের তারিখ................... এবং পত্নীর নাম.................................. পিতার নাম ও ঠিকানা..

....

৮। আপনার কি কোন রাজনৈতিক দলের বা ছাত্র দল বা সংসদের সদস্য ছিলেন? যদি সদস্য হইয়া থাকেন দলের বা সংসদের নাম, আপনার সদস্য পদের মেয়াদ বা রাজনৈতিক বা ছাত্র দলের সাথে অন্য যে কোন ভাবে আপনার সংযোগ ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করুন এবং আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন এমন একজন দলের বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করুনঃ-

৯। বাংলাদেশের যে কোন সময়ে প্রচলিত আইনে আপনি কি কখনো কি গ্রেপ্তার, অভিযুক্ত, দণ্ডপ্রাপ্ত বা কারাবরণ করিয়াছিলেন?

১০। আপনি কি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সিপাহী হিসাবে তা তৎসম পদে ভর্তি হইতে এবং যোগ্য বিবেচিত হইলে যে কোন পদে বা বিভাগে নিয়োগ বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক?..............................

....

১১। আপনি কি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর আইনসমূহ ও অন্যান্য নিয়মাবলীর আনুগত্য গ্রহণ ও স্বীকার করিতে ইচ্ছুক?..

১২। আপনি কি টিকা গ্রহণ ও পুনঃ টিকা গ্রহণে ইচ্ছুক?...

....।

১৩। স্থল, বিমান এবং নৌ পথে যে কোন নির্দেশিত স্থানে আপনি কি যাইতে ইচ্ছুক?........................

....।

তারিখ.............................. ....

স্থান.................................. প্রার্থীর দস্তখত (পুরা নাম)

স্বাক্ষী (১)..................................... (২)..

<u>ডাক্তারী পরীক্ষা</u>

নং...................

নাম..

বয়স- (ক) বাহ্যিক দৃষ্টিতে......................... বৎসর.......................মাস.........................দিন

(খ) সার্টিফিকেট মোতাবেক....................বৎসর.......................মাস.......................দিন

উচ্চতা................................ফুট..............................ইঞ্চি।

বক্ষ স্বাভাবিক..................................... প্রসারিত...

চক্ষু...

পরিচায়ক চিহ্নঃ- (১) (২) (৩)

ক, খ, গ, ইত্যাদি ডাক্তারী পর্যায় উল্লেখিত ডাক্তারের মন্তব্য...

তারিখ...................... ....

স্থানঃ মেডিকেল অফিসার (রিক্রুটিং)-এর দস্তখত

নাম..

সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা করিতেছি যে উপরে বর্ণিত প্রশ্নাবলী প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নে তাহার প্রদত্ত উত্তর লিখিত হইয়াছে। প্রার্থীকে ভর্তির শর্তাবলীও আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং তিনি উহা যথাযথভাবে বুঝিয়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ভর্তি হইতে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

তারিখ...

স্থান..

রিক্রুটিং অফিসারের দস্তখত

এটেসটেশন

(সংযুক্তি)

নং.............. নাম...

এর সহিত.. সংযুক্ত ছিল।

কর্তৃপক্ষ...

অফিসারের দস্তখত

(এই স্থানে সংযুক্তি পত্র সন্নিবেশিত করিতে হইবে)

২য় খণ্ড

চাকুরীর শর্তাবলী

১। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধান সাপেক্ষে, যতদিন আপনার কাজের প্রয়োজন হইবে ঠিক সেই সময়ের জন্য আপনাকে ভর্তি করা হইল।

২। যদি বিনা ছুটিতে আপনি অনুপস্থিত থাকেন অথবা বাহিনী হইতে পলাতক থাকেন, তবে অনুরূপ অনুপস্থিতি কাল নিয়োজিত সময়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। এ ছাড়া আইন মত শাস্তি দেওয়া হইবে।

৩। যে সময়ের জন্য আপনাকে ভর্তি করা হইল, উক্ত সময়ের সমাপ্তিতে আপনি খালাস পাইতে পারেন এবং দেশ যদি কোন বিরোধে লিপ্ত না থাকে বা দেশে যদি জরুরী অবস্থা বিরাজ না করে তাহা হইলে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি আপনাকে খালাস দেওয়া হইবে। এই শর্ত নিয়মিত বাহিনীতে যাঁহারা ভর্তি হইবেন তাঁহাদের বেলা একটি ব্যতিক্রমসহ প্রযোজ্যঃ ব্যতিক্রম এই যে দেশরক্ষার জন্য যতদিন তাহাদের চাকুরীতে থাকা প্রয়োজনীয় বালিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করিবেন, ততদিন চাকুরী করিতে হইবে।

(দায় গ্রহনকারীর অনুমোদন পত্র)

নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত করিতেছি যে, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রার্থী (নাম)..

পিতার নাম..গ্রাম..

থানা.................................... জেলা................................ কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি।

ফরমে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সব সত্য এবং আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে এই ভর্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া বলিতে পারি যে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ভর্তি হইবার অযোগ্যতা জ্ঞাপক কিছু তাহার বিরুদ্ধে নাই।

তারিখ............................... ১। ....

(নাম ও পদবীসহ দস্তখত)

স্থান................................. তারিখ............................

২। ....

(নাম ও পদবীসহ দস্তখত)

তারিখ............................

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭০। শপথনামা	৯নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

শপথনামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ-

জয় বাংলা

আমি, জাহিদ হোসাইন

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার*/পরমেশ্বর* সৃষ্টিকর্তার নামে সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে শপথ করিতেছি যে, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে হইলেও আইনগতভঅবে গঠিত প্রতিনিধিত্বশীর স্বাধীন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকিব। আমি আরো শপথ করিতেছি যে, মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্ব রক্ষার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করিব, এবং এ ব্যাপারে আমার উপর অর্পিত যে কোন দায়িত্ব ও নির্দেশ প্রাণের বিনিময়ে হইলেও যাথাযথভাবে পালন করিব, দেশরক্ষার স্বার্থে জল, স্থল বা আকাশপথে যে কোন স্থানে যাইব এবং মুক্তিবাহিনীতে আমার উর্ধ্বতন নায়ক বা অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে কোন নির্দেশ প্রাণ বিপন্ন করিয়াও পালন করিব।

আমি আরো শপথ করিতেছি যে, বাংলাদেশের সামরিক প্রস্তুতি ও বাংলাদেশ রক্ষণ ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন বন্ধু রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সহিত জড়িত যে কোন তথ্য এমন কোন ব্যক্তিকেই জানাইব না বা তাহার কর্ণগোচর করিব না যাহার সরকারী দায়িত্ব পালনে এই তথ্য জানিবার প্রয়োজন নাই অথবা যাহাকে কোন তথ্য জানান আমার দেশের স্বার্থানুকূল নয়।

স্থান- হেডকোয়ার্টার, ৯নং সেক্টর

স্বাক্ষর- জাহিদ হোসাইন

তারিখ ১৪.১.৭১

স্বাক্ষী..................................

তারিখ.................................

*যেটাই প্রযোজ্য হয় পড়ুন।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সীল

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭১। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা	মেজর জেনারেল এম, এ মঞ্জুরের ব্যক্তিগত নথি	১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের

সংগ্রামী জনগনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা এক হয়েছি। এক আওয়াজে মিলেছে সাত কোটি কণ্ঠঃ পশ্চিমা শোষণের অবসান চাই সোনার বাংলায়। তবু অগণতান্ত্রিক বেইমান ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র আমাদের অধিকার দেয়নি, বাধ্য করেছে লড়াই-এর পথ বেছে নিতে।

খান নামে কুখ্যাত অমানুষ এই সেনা পিশাচেরা অত্যাচার চালিয়েছে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের বুকে। আপনারা হাজারে হাজারে বেরিয়েছেন পথে। প্রথম দিন থেকে শহরে বেছে বেছে শিক্ষিত মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। শহরে আজ জনমানুষ মেলা ভার- বলেছেন বিদেশী সাংবাদিকরা। সৈন্যবাহিনী এবং তাদের আওতায় স্বার্থান্বেষী স্থানীয় দালাল অত্যাচারীরা নির্বিশেষে তাদের মেরেছে। চেয়েছে সব কিছু নষ্ট করে দিতে। মাঠে ঘাটে পথের পাশে রয়েছে খানসেনার শিকার অগণন মানুষ। এরা সব আপনার-আমার আত্মীয়। যাঁরা বেঁচে তারা সবাই আজ পথে পথে। যাঁরা রুদ্ধ ঘরে লুকিয়ে তাঁদেরও ঘরে ঘরে হাহাকার।

আমরা চেয়েছি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের মিলিত বাংলা। শোষণের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এরা সবাই। পশ্চিমী জঙ্গীশাহীর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাকতার মুখেও বঙ্গবন্ধু আমাদের সাবধান করেছিলেন "শত্রুর চরেরা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার জিগীর তুলবে।" চরম প্ররোচনার মুখেও তিনি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংখ্যালঘুদের ধনপ্রাণ ইজ্জত রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচার এবং তার বীভৎসতা যতই প্রকাশিত হচ্ছে ততই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনকে বিভ্রান্ত করার চরম হাতিয়ার হিসাবে সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ আক্রমণকে প্ররোচিক করছে জঙ্গীসেনা। এই নীতির তিন লক্ষ্য- (১) স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করা, (২) ভারতসহ অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও (৩) ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এক কোটির অধিক সংখ্যালঘুর দায়িত্ব চাপিয়ে পর্যুদস্ত করা। এ জঘন্য চক্রান্ত আমাদের বুঝতেই হবে। এবং এর জবাব চাই। এর জবাবে তৈরী দেশের রক্ষীরা, দেশের ছাত্ররা জোয়ানরা এগিয়ে আসুন। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান- আপনাদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আসুন সবাই মিলে তার জবাব দিই। "সাত কোটি মানুষেরে দাবিয়ে রাখতে পারবে না"- বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সেই অমর বাক্য সত্য হবেই। কি করে পারবে খানসেনা তাদের অপরিচিত এই সোনার দেশকে, বীর মায়েদের হাতে তৈরী সোনার টুকরো ছেলেদের চেপে রাখতে? এ অত্যাচার ভূলবে কে? আসুন মুক্তিফৌজে যোগ দিই, মুক্তিফৌজকে সাহায্য করি, মোকাবিলা করি এই সুসজ্জিত কিন্তু বর্বর শত্রুসেনার সঙ্গে।

তারপর আমরা ফিরে পাবো সেই হারানো বাংলাকে। বাংলাদেশ সরকার আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে নিঃস্ব হয়ে যাঁরা পথে দাঁড়িয়েছেন, এই অবস্থায় শেষে জেলায় জেলায় জমিজায়গা, ভিটেমাটি আপনারা নিশ্চয় ফিরে

পাবেন। জমি যে হারিয়েছে সে ফিরে পাবে তহার জমি। ঘর যার গেছে তাকে দশজন মিলে গড়তে সাহায্য করবে নতুন ঘর। মাঝি তার লুকানো নৌকা আবার বার করবে মুক্ত নদীর বুকে। জেরে ফিরে পাবে তার জাল। তাঁতী ফিরে বুনবে কাপড়। যে যার কাজে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশ বেশিদিন শ্মশান থাকবে না। দিনে দিনে তার উন্নতি হবে অব্যাহত। কারণ আমাদের ধান পাট মাছ গুড় চিনি, আমাদের সোনাদানা, আমাদের চা কাগজ তামাক এখন থেকে আমরাই খরচ করব। আমরাই বিশ্বের দরবারে কেনাবেচা করব আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ। খুব তাড়াতাড়ি তাই আবার ফিরে পাবে আমাদের সোনার বাংলাদেশ। আবার জাতি ধর্ম দলমত বর্ণ নির্বিশেষে বাঙ্গালী ফিরে পাবে তার সম্মান। আর যে শ্মশান বাংলাদেশে এনেছে খানসেনা সেই শ্মশানে দাঁড়িয়ে মনে রাখুন আগামী এই সোনার বাংলার ছবি। জঙ্গীশাহীর কুৎসায় ভুলবেন না। মনে রাখবেন চরম শাস্তি হবে তার যে এই জঙ্গীশাহীর সঙ্গে হাত মেলাবে। জয় বাংলার আদর্শ, শেখ মুজিবুরের আদর্শ ভূলে তুচ্ছতা, নীচতা, সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে জঙ্গীশাহীর চরের কাজ করবে যে সে পাবে চরম শাস্তি- প্রাণদণ্ড।

-গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জয় বাংলা প্রেস, মুজিবনগর

শিরোনাম	উৎস	তারিখ

৭২। উত্তর অঞ্চলের মুক্তিবাহিনী প্রধানের নির্দেশাবলী	৬নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মুক্তিবাহিনী প্রধানের নির্দেশাবলী

* প্রত্যেক বাড়ীতে ও দোকানে বাতি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বাহির হতে আলো দেখা না যায়।

* রাত্রিতে যানবাহনে কোন প্রকার বাতি ব্যবহার করবেন না।

* মুক্ত এলাকায় প্রতিটি অঞ্চলে শান্তি রক্ষা বাহিনী গড়ে তুলুন। প্রতিটি বাড়ীতে দুর্গ গড়ে তুলুন। মুক্ত এলাকার লোকের হাতে রামদা, ছুরি, খাপড় ও অন্যান্য অস্ত্রসহ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

* অপরিচিত ও সন্দেহজনক লোককে গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করুন।

* মুক্ত এলাকার পুল, রাস্তাঘাট, নদীপথ ইত্যাদিতে পাহারা রাখুন।

* ছইসহ গরুর ও মহিষের গাড়ীর যাত্রীদের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখুন।

* কোন নদীতে মুক্তি সেনারা অজ্ঞাতে কোন প্রকার নৌকা, ভেলা ইত্যাদি রাখলে তারা খুবই দোষনীয় বলে বিবেচিত হবে এবং কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। নদী পথে দিনে অথবা রাতে চলাফেরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

* গুজব ছড়াবেন না গুজবে কান দেবেন না।

* কোন বাঙ্গালী অর্থলোভে শত্রুপক্ষকে সাহায্য বা কোন প্রকার সংবাদ সরবরাহ করলে তাকে মুক্তিবাহিনী প্রধানের আদেশক্রমে গুলি করে মারা হবে।

* মুক্তিফৌজের সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা করবেন না এবং মুক্তিফৌজের সংগে কোন প্রকার কথা বলা খুবই দোষনীয় বলে বিবেচিত হবে।

* প্রতি বাড়ীতে মরিচা খনন করতে হবে। এবং উহার উপর ১ ১/২ ফুট হতে ২ ১/২ ফুট মাটি ফেলে মজবুত করতে হবে। ইহা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

* মুক্ত এলাকায় সর্ব সাধারণকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। মুক্তিবাহিনী কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী সর্বদাই পালন করে যেতে হবে।

* মুক্তিফৌজকে কোন প্রকার অর্থ প্রদান করবেন না। অর্থ বা অন্য কোন প্রকার লোভ দেখালে তাকে দোষনীয় বলে শাস্তি দেয়া হবে।

* কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা সেই অঞ্চলের সেক্টর কমাণ্ডার-এর কাছে পেশ করবেন।

* হাটে বাজারে বা গ্রামে কোথাও জলসা বা সভা মুক্ত এলাকার বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত হতে পারবে না।

* মুক্তিফৌজের নামে কোনরূপ চাঁদা আদায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৩। মুক্তিযোদ্ধার পত্র	১১নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কুদ্দুস নগর থানা দফতর

বিষয়- তারিখ-

শ্রদ্ধেয় স্যার,

সালাম নিবেন। আপনার নির্দেশক্রমে আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ঘাটাইলের পশ্চিমাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ফসল সংগ্রহকারী ফসল সংগ্রহ করতে গেলে তাকে ফেরত দেন ঘাটাইলে যে মুক্তিবাহিনী রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। তারা কুদ্দুস নগর বেসামরিক দফতরের কাগজ পত্র দেখতে চেয়েছে। কুদ্দুস নগরে যে বেসামরিক দফতর আছে তা তারা স্বীকার করতে নারাজ। তাই অনুগ্রহ করে আমার এলাকা সম্বলিত একটা লিখিত দিবেন। এবং আমার এলাকায় প্রতি থানায় থানায় বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন। থানা বেসামরিক কর্মকর্তা আমিই নিযুক্ত করে দেবো, না আপনি করে দিবেন জানাইবেন।

স্যার আমাদের দফতরের যাতায়াতের এবং কাজের সুবিধার জন্য এখানা গাড়ীর প্রয়োজন। আশা করি আপনার করুণা হতে এ দফতরে বঞ্চিত হবে না। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

আপনার স্নেহধন্য

আলীম

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৪। পরিচিতি পত্র	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

ক্রমিক নং-১৭১২৮

পরিচিতি পত্র

জনাব/জনাবা/শ্রী/শ্রীযুক্ত- আব্দুর রব মিঞা

সাং- পারুলীয়া, পোঃ- পারুলিয়া, থানা- কালীগঞ্জ

জিলা- ঢাকা, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য এবং তাহার সর্বপ্রকার নিরাপত্তার বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

স্বাধীন বাংলাদেশ সকারের

নির্দেশক্রমে

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৫। বিমান আক্রমণকালীন সর্তকতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি	১নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭১

বিমান আক্রমণকালীন সর্তকতাসমূহ

যদি আপনি খোলা জায়গায় থাকেন তাহলে

এইগুলি করবেন

১। সামনে কোনও ঘরবাড়ি বা আশ্রয়স্থল না থাকলে চট করে মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বেন।

২। কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে বুকটা মাটি থেকে আলাদা করে রাখবেন।

৩। কাছে তুলো বা ন্যাকড়া থাকলে কানে গুঁজে দেবেন; না থাকলে মাটিতে কনুই রেখে আঙ্গুল দিয়ে কানের গর্ত বন্ধ করবেন।

৪। রুমাল বা খানিকটা কাপড় দলা পাকিয়ে দাঁতের মধ্যে রেখে দেবেন তাহলে বোমার 'শকে' জিভ কাটবে না।

এইগুলি করবেন না

১। বিমান আক্রমণ শুরু হয়ে গেলে ঘরবাড়ির আশ্রয়ে যাবার জন্য ছুটোছুটি করবেন না।

২। যতক্ষন না বিপদ মুক্তির সংকেত শোনা যাবে ততক্ষন ওপরের দিকে তাকাবেন না।

যদি আশেপাশে ঘরবাড়ি থাকে তাহলে

৫। সময় থাকলে সবচেয়ে কাছের বাড়িতে বা দরদালানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবেন; নয়তো খোলা যায়গায় থাকলে উপরে লিখিত নির্দেশমত যা করা উচিৎ তাই করবেন।

৬। রাস্তা থেকে সরে যাবেন।

৩। কোনও দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না।

যদি বাড়ির ভেতরে থাকেন তাহলে

৭। ভেতরের দিকের দেওয়ালের কাছাকাছি থাকবেন, বাইরের দিকের দেওয়ালের দিকে যাবেন না।

৮। পারলে দুটি দেওয়ালের কোণের দিকে থাকবেন। ভেতরের ঘরে চৌকাঠের নীচে দাঁড়ানোও নিরাপদ।

৪। কোনও জানালা বা দরজার ঠিক সামনা সামনি কোনও মতেই থাকবেন না।

৫। আশ্রয়স্থলের জানালা দরজার কাচের শার্সিগুলির ওপর কোনও কিছু চাপা দিয়ে রাখবেন নয়তো আক্রমণের ধাক্কায় কাঁচ ভেঙে ছড়ালে আরও বিপত্তি ঘটবে।

যদি বাসে বা গাড়িতে থাকেন

৯। গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং খোলা জায়গায় থাকলে যা করা উচিত তাই করবেন।

সিনেমা হলের মধ্যে থাকেন

১০। নিজেদের আসনেই বসে থাকবেন

৬। দৌড়ে বেরোবার চেষ্টা করবেন না।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৬। জনগণের প্রতি সরকারের নির্দেশ	মেজর জেনারেল এম, এ মঞ্জুরের ব্যক্তিগত নথি	১৯৭১

জনসাধারণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ

নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার জনগণের প্রতি এই নির্দেশগুলি জারী করেছেঃ

১। চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্যে আহত ব্যক্তিকে ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে নিয়ে যান।

২। মুক্তি সংগ্রামের বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিন।

৩। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে জেনে নিন কী করা উচিত।

৪। তরুণরা সকলে ট্রেনিং-এর জন্যে নিকটতম মুক্তিফৌজ দপ্তরে চলে আসুনঃ সেখানেই তারা নির্দেশ পাবেন।

৫। প্রত্যেক গ্রাম-প্রধান আশপাশের গ্রাম বা গ্রামগুলির প্রধানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন এবং সমস্ত খবরাখবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখুন।

৬। মুক্তঅঞ্চল গুলির সরকারী কর্মচারীরা আওয়ামী লীগের স্থানীয় সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ নিন।

৭। নদী-পরিবহন ব্যবস্থার সমস্ত কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মেনে চলুন ও রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নির্দেশ উপেক্ষা করুন। ঢাকায় নদী-পরিবহন কর্মীরা দখলদার জঙ্গীবাহিনীর নির্দেশ অমান্য করায় বাংলাদেশ সরকার তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

৮। নিজের এলাকার মুক্তিফৌজ কম্যাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন।

৯। আপনার এলাকায় সন্দেহভাজন লোক ঘোরাফেরা করছে। তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন এবং তেমন কোনও লোকের খোঁজ পেলেই নিকটতম মুক্তিফৌজ কেন্দ্রে খবর দিন।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৭। একাত্তরের ডায়েরী	১ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক-উল-ইসলামের ডায়েরী	২৭ মে, ১৯৭১

May 27, 1971

Spent the morning hours within office in planning. Sent 15 trained boys inside Bangladesh for guerilla action. Discussion held with army officers.

In the evening, interrogated two EFR soldiers who confessed they have been sent by Major Salman of Pakistan Army to kill Major Ziaur Rahanan and me, Salman is my course mate.But today?

Met Mr. Amirul Islam, a Barrister whom I had met in J 969 in Kushtia. Had discussion with student leaders.

May 31,1971

The supply of arms/ammunition is painfully slow. Same is the case with other stores. It is more than two months and even now troops have not received any blanket, shoe or any important item of clothing.

It is painful to see plight of my people. But at this stage we are helpless. Freedom may take up to two years time.

Today C.O.S. Rob & Brig Sabek Sing came. . Had some discussion.

August 31. 1971

Naval operation at Chittagong completed. Lost group of boys returned after sinking tow ships at outer anchorage only one boy arrested by Razakars while crossing Mirsharai. Likely to be set anything of offensive nature.

September 1, 1971

Operation by Guerillas inside Bangladesh has not yet gained momentum: So far the only successful operation was by the Naval Commandos. There has been no solid operation of any serious nature. The reasons:

a. Absolute vacuum of leadership in the occupied areas.
b. Confusion amongst the people about the activities of the guerillas.
c. Failure of Bangladesh Radio to issue regular instructions for the people,
d. Three opposing forces trying to dominate the land.
   1.Awami League.
   2.Students group.
   3.The Army.

September 2, 1971

Went to 92 BSF Headquarter at 1800 hours. Stayed with Gen. Ganzalves & Brig. Annand Samp. Discussed plan of destroying electric transformer at Chittagong area & the fuel complex. Likely to receive two 57 MM RL for the purpose. The best would be Entac missile. The general agrees, but the govt. is still not very willing to give this new weapon to the liberation army.

September 23, 1971

At 0330 hours (H-Ltr) Hamid led a coy PL and attached Ballavpur and Mahfuz a coy PL at Champaknagar. Arty fired 3 feet intense & 7 feet normal on both they could not be taken over on e to the foil:

a. Mahfuz could not reach the tgt.
b. Hamid lost contact with PL.
c. Arty could not neutralize any of the en post.
d. CB started immediately.
e. Troops have not been trained for conventional attacks as such did not know what is to be done at what stage of the attack.
f. En brought very quick reinforcements. We lost 1 killed 2 injured.

October 01, 1971

Conference held-new concept of ops decided. Met Col Zia, Major Ziauddin and other officers. Leaving tomorrow for recce (reconnaissance) of Belonia. Road movement between Shubhapur-Feni stopped. Artillery ineffective against strong Bunkers. These should be taken on by and then own troops should occupy these.

October 16, 1971

1. Rabiut Hoq S/O Abdul Jabbar (Late) Village Fazilpur, PS Feni. A young boy, hardly 10 years of age. Talking to me-1300 hours waiting for. He is working for us. Soft looking, tears in his eyes a lovable kid, a good freedom fighter.

2. Motaher Hussain 12 years. S/O Siddique Ahmed.

President & PM visited Sreenagar & then-after lunch came to main camp at Harina.

MPA Musharraf and party moved in today for destroying fuel dump at Chittagong.

September 5, 1971

Serious situation due to Sheikh Moni's Awami League volunteer force being harassed by Col Khaled. Khaled also has a solid point: that it is a prototype of German Gestapo and cannot be allowed to gain strength.

I talked to Moni & Khaled—both separately today & yesterday (Khaled). None is likely to agree to a compromise.

Best is, Moni should for the time not operate in Khaled's area. In Konaban—a defence wrongly taken in a village by Khaled. Pakistan shelled the village heavily. Many civilians died. Why did not Khaled evacuate the villagers earlier?

October 27, 1971

At Manughat (near Andermanik), talked to the boys of one company going inside for ops. Everyone in very high spirit. This company going in to operate between areas Mirsharai to Chitta gong. Lt Rakib is officer-in-charge. Dr. Mannan MPA and some others also going along with the group. An old man with whom I shook hands last, burst into tears, "Sir—they have burnt & destroyed everything, nothing is left". "Go and destroy them. Do not cry any more".

"Yes sir", be replied. I saw that fire of barred & revenge in his eyes. I saw the spark of freedom—very close now.

November 4, 1971

Left for Belonia in the morning. Met Brig Sandhu enroute. Reached SS (Sub-Sector) Alpha at 1500 hours. Mahfooz & capt Shams were present. Went to Bde HQ at 1800 hours and reached Belonia 1. B at 2100 hours after discussing tomorrow ops. On reaching, Maj Prodhan informed that capt Shams had committed suicide at 2030 hours. Went to SS Alpha immediately with Maj Prodhan. Sent the dead body for post Mortem with Asoke. Informed Brig Shabeg over telephone of the incident & requested him to send message to C.O.S for C of I (court of inquiry) ahead with the planned operation.

November 5, 1971

Final Co-ordination at Rajnagar with Commander 83 Brigade. Sky is cloudy. At night as the troops started moving for the ops it started raining heavily. Self & Col Dev of 2 Rajput controlled the entire troop movement. The operation of "Blockade" got delayed by two hours. It is a dirty chill. Everyone is wet down to the bottom. Established HQ in a house in Uttar Guthuma.

November 19, 1971

Went to Shanti Bazar at HQ T Force. Met Commander Brig Annand Sarup and discussed various matters, mostly on Administration & Organisation. Returned to Belonia at dusk. At last army has built a Ponton!

Staying in Belonia 1. B. At night walked in liberated areas with Capt Deb.

It is a great joy. The land is quite so is the sky. Only the silent stars the soft fields of paddy-the quite river. None to speak. Oh my land! How sacred you are! How much I love you!

November 26, 1971

Chandgazi, Mirdhar Bazar areas liberated. Enemy put up a good fight. Visited Chandgazi position. Met Commander 181,Co 9 and 14 Kumayon Battalion and Mahfuz. All in high spirit. Pressure being built on Chagalnaya.

Reports received indicate enemy is thinning out from Feni, leaving only delaying positions. Certain enemy troops being airlifted from Dacca also reported.

Innumerable report about Capt pouring in. Torture, extortion-all common with him. Prof Nurul Islam and Mr. Khawja Ahmed met me on the same affair. At some places Razakars are being tortured by villagers. That's wrong.

Govt. has not yet announced a policy of administration & nation building. It is imperative that the new nation starts on a well planned national life right from the beginning. Talked to Brig Shabeg from this location.
November 29, 1971

went to Fu. lgazi. Gen Aurora, Gen Sarkar and other senior Indian officials visited today at 1330. Gen Aurora given an address of welcome by Mr. Khawja & Mr. Nurul Islam. Lunch at Fulgazi GOdown area with army Commander, Gen Sarkar, Gen Hira and other senior officials. Met Zonal Council members in the liberated area. Staying in Belonia with Mr. Pani Majumder.

Pak and Indian built up all along the borders seems complete. Both sides awaiting. Both accusing each other of air attacks and shelling of population. War, it seems, is hardly a week away. And Pakistan will definitely try for a pre-emptive strike by air.
December 3, 1971

Mrs. Gandhi Addressed Indians at 1630 in Calcutta. Quite a determined lady. Just after that All India Radio suddenly announced attack of 7 Indian air bases by Pak Air force at 1730. Mrs. Gandhi again to address the nation at 12 on night 3-4 December. Meanwhile Indian President declared emergency in the whale of India.
December 4. 1971

At 0030 instead of 12 (night 3-4). Prime Minister of India addressed India. Grave and sullen voice. She did not declare war but asked the nation to fight an aggressor Pakistan. Air action by both sides in the Eastern as well as Western front. Heavy fighting.

India blocks all sea route in and out of Bangladesh.

Heavy shelling in area of Sabroom. Had to rush to assess the situation. Found out details from Capt Mehek Singh of BSF and asked Commander 'K' Force for reinforcement.

Security Council resolution by America for ceasefire, troop with drawing vetoed by Russia.

America & China blame India & Russia blames Pakistan for the war. Shortage of arms and ammunition. Induction held up. December 10, 1971

Left Zoralganj and came to Mirsharai in the morning. Established main HQ here.

Enemy on the retreat. Thin screen at Sitakund and main defence at Kumira or Bhatiari. Surprising, he had left all defense positions from Shubhapur to Karerhai-

Zoralganj. He could have fought for months from these positions. I am amazed. "K" force elements moving very slow and cautious. Without approval deployed a company of Lt Raquib in contact with the enemy.

Enemy trying to paint some ship etc to give the look of foreign ships and trying to escape. All information passed to HQ "K" force. In the evening conference with commander. Staying in Mirsharai with Mosharraf, Manju and others.

December 16, 1971

Correct decision by a good commander

Visited Kumira hospital. The sea calm and quite to the west only about a mile away. To the south artillery shelling continued. Last night enemy attacked position of 32 Mahar.

Deadline given to Gen Niazi upto 0900 hours. Tension mounted at 1130 hours on news that Niazi wanted 6 hours extension up to 1500 hours. Gen Jackobes flew to Dacca to discuss terms and conditions of surrender. In the evening it was announced that Niazi has surrendered unconditionally.

Mrs. Gandhi declared cease fire from 172000 hours on all fronts. Mr. Hannan, Mosharraf, Mansur all with me. Staying in Anwara Jute Mill, Chittagong.

December 17, 1971

Chittagong enemy surrenders today. In the morning came upto broken bridge near Bhatiari. From there walked up to PTC. Mr. Hannan with me. Took a car. Drove to Chittagong Circuit house.

It is brilliant day. The city of Chittagong has fallen at last. The flag of Bangladesh flutters on top of Circuit house. Hundreds and thousands of people are dancing-embracing each other with joy.

Met my old friends and relatives in Circuit house. Men, women all looked so pretty- -so charming. There smile in the faces of everyone. After many months people had came in the streets without fear. Staying night in Circuit house.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৮। ১ নং সেক্টরের শহীদদের নামের তালিকা*	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

Anx "A"
to HQ No. I Sector
ltr No. 225/1/A
of Feb. 72

Sl. No.	Name with full address of Shaheed	Date of death
1.	PA-10561 Capt Aftab-Al- Quader Vill: Nagmud, PO. & PS. Ramgonj Dist. Noakhali	27.4.71
2.	JCO-398 N/Sub Nazir Uddin S/O. Late Mhd Saydon Khan PO. Hat Pansudia PS. Lohagora Dist: Jessore	27.3.71
3.	2985 Hav Abu Taleb S/O Molid Dain Miah Vill: Bolakhal, PO : do. PS. Nazigonj Dist.: Comilla.	27.3.71
4.	Hav Noor Amin	27.3.71
5.	3893 Hav Abul Hashem Vill: Goakliala. PO : Dural Airian PS : Bedargonj Dist: Faridpur	31.3.71
6.	6768 NK. Kawsar Sharif Vill: Pachuria PO: Mallikpur Dist: Jessore	28 Apr 71

নামের তালিকাটি সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক-উল-ইসলাম সরবরাহ করেছেন। তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয় বলে তিনি জানিয়েছেন

7.	8282 NK/CLK Shabib Ali	31 Mar 71
8.	NK Nuru Mian	Mar 71
9.	NK Malu Mian	27 Mar 71
10.	NK Maqsoodur Rahman	26 Mar 71
11.	L/NK Ghous Ali	Mar 71
12.	12067 L/NK Abdus Saltar Vill: Ratanpur PO : Bcroli Bazar PS : Feni Dist. Noakhali	25.3.71
13.	11748 L/NK Abul Khair Vill: Miahpur PO: Mirer Para PS: Begomgonj Dist: Noakhali	27.3.71
14.	Sep Naib Ali	Mar 1971
15.	12680 Sep Lutfur Rahman	Mar 7 1
16.	Sep Azizul Haque	Mar 71
17.	16484 Sigman Abu Taleb Vill: Bathergonj PO: Shahtali PS: Chandpur Dist: Comilla,	27.3.71
18.	16627 Sep Torab Ali, Vill: Maguramadaipur PO: Bakaia PS: Gournadi Dist.: Barisal	Apr 71
19.	Sep Abul Kashem Dist.: Mymenshingh	31 Mar 71
20.	16444 Sep Mohd Hani! Vill: Sholek PO: -do- PS: Wazirpur Dist: Barisal	28.3.71
21.	Sep Babul Sheikh Vill: Odia Dist: Jessore	31 Mar. 71

22.	15449 Fazlur Rahman Dist: Sylhet	29 Mar 71
23.	Sep Abdur Rouf	Mar 71
24.	Sep Nurul Islam	Mar 71
25.	Sep Mohd Khali 1 Dist Sylhet	Mar 71
26.	14134 Sep Mosaraf Hossain Dist: Faridpur	27 Mar 71
27.	19047 Sep Nurul Alam Dist: Noakhali	27 Mar 71
28.	Sep Ansarul Haque Dist: Noakhali	27 Mar 71
29.	Sep Jahangir Hossain Dist. Barisal	27 Mar 71
30.	Sep Hossain Ali Dist: Mymensingh	Mar 71
31.	3937182 Sep Fazlur Rahman S/O Abdul Majid Vill: Veracharkandi PO: Chaundi PS: Polong Dist: Faridpur	10 Jul 71
32.	Sigman Abdul Motaleb Dist: Noakhali	26 Mar 71
33.	Sep Abu Baker S/O Rahan Ali	Mar 71
34.	Sep Rafiq Ahmed	Mar 71
35.	NK Manu Miah Dist: Comill	Mar 71
36.	L/NK Abdur Rahim	Mar 71
37.	Tajul Islam Vill: Mauddarbaria PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist: Chittagong.	16 Oct. 71
38.	Moh Nurul Ghani Vill: Amantala PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist: Chittagong	07 Nov. 71

39.	Mohd Mojibur Rahman Vill: Amantala PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist. Chittagong	07 Nov. 71
40.	Abdur Rahman Vill: Durgapur PO: Baiadar Hat PS: Mirarsari, Chittagong	Apr. 71
41.	Zhafiq Ullah Vill: Durgapur PO: Baradar Hat PS: Mirarsarai, Chittagong	Apr. 71
42.	Sheikh Ahmed	Mar. 71
43.	Sahir Ahmed Vill: East Durgapur PO: Baradar Hat PS: Mirarasari, Chittagong	21 Aug. 71
44.	Student AKM Mostafa S/O. Md Mujibul Haq Vill: Talbaria, PO: Mirarsari, PO: -do- Chittagong	Aug 71
45.	15003 Sep Mohd Salim Vill: Moka PO: do PS: Nabinagar Dist: Comilla	May 71
46.	12287 Sep Abdul Wadud Vill: Sotna PO: Chandina PS: do Dist: Comilla	27.3.71
47.	621 Sep Abdul Mannan Vill: Nowagran PO: Shamugran PS: Nabinagar Dist: Comilla	06 Dec 71

48.	3941527 Sep Abdul Latif	18 Oct. 71
49.	FF Md Shamsul A lam	4 Sep 71
50.	FF Abdul Jalil	23 Sep. 71
51.	FF Abul Kalam Azad	13 Oct. 71
52.	FF Md. Lokman	16 Oct. 71
53.	FF Abul Basilar Vill: Kazi Taluk PO: Abu Torab PS: Mirarsarai, Dist: Chitagong	11 Nov. 71
54.	FF Azizul Haque Vill: West Maliwas PO: Sufia Madrasah PS: Mirarsarai Dist: Chitagong	7 Nov. 71
55.	1205 Mjd Zakir Hussain	17 Nov. 71
56.	1234 Mjd Monoranzan Nuih Vill: Mekhal, PO: -do- PS: Hathazari Dist: Chittagong	7 Nov. 71
57.	6532 Hav Abdus Shahid. Vill: Fulchand PS: Brahmanbaria Dist.: Comilla	7 Nov. 71
58.	1222 Mjd Shamsul Haque Vill: Moghadia PO. Abu Torab PS: Mirarsarai Dist: Chittagong	7 Nov. 71
59.	18905 Sep Alauddin Vill: Pitua PO: Sadurabad PS: Nadigonj Dist: Sylhet	28 Nov. 71
60.	Mjd Abdul Haque Vill: Betaga PO: Nizjanua PS: Chagalnaiya, Noakhali	21 Nov. 71

61.	3934546 NK Tofazzal Hossain Vill: Paddamanasha PO: Dewarihat PS: Barhanuddin Dist.: Barisal	09 Dec. 71
62.	3940730 Sep Ali Ahamcd Vill: Bulidanga 1*0: Suzati PS: Fakirhat Dist: Khulna	09 Dec. 71
63.	3933464 Sep Nurul Huda Vill: Lakhinaryanpur PO: Shetu Banga PS: Begumgonj Dist. Noakhali	9.12.71
64.	3981018 SepManik Miali Vill: Harishpur PO: Sandwip Dist: Chittagong.	-do-
65.	1299767 Sep Md Islam Vill: Charmagdara PO: -do-, S: Sandwip Dist: Chittagong.	-do-
66.	186 Sep Md Shafi Uddin Bhuiyan Vill: Eshakhali PO: Madharhat PO: Mirarsari Disi: Chittagong.	29.12.71
67.	JCO-152 Sub Azizur Rahman Vill: Akhalia PO: -do- PS.: Kotawali Dist.: Sylhet	16.12.71
68.	Nurul Alam, FF Vill: Chot Kumudra PO: Kumia PS: Sitakund Dist: Chittagong.	-do-
69.	Amal Kami Dey Vill: Quespara PO: -do-, PS: Raozan Dist: Chittagong.	-do-

70.	Afzalur Rahman, FF (Aku Miah) Vill: Satachar PO: Padua PS: Chouddagram Dist: Comilla	-do-
71.	4029 Sep Azim Uddin Vill : Jaliggram PO: Charsindur, PS.: Kaligonj Dist.: Dacca	18.7.71
72.	6404 L/NK Md Matiur S/O. Rowsan Ali Vill: Talipara. PO: -do- PS: NaraiP Dist: Jessore	16.12.71
73.	14923 Sigman Taijuddin Ahmed Vill: Krishnakati PO: Padrishibpur Disl: Barisal	31.3.71
74.	3931625 Hav Mohd Idris Vill: Makhal, PO: Garduara PS: Hathazari, Chittagong	Apr. 71
75.	39397113 Sep Malul Miah Vill: Nandil Pashimpara PO: Rakhalgonj PS: Gulapgonj Dist: Sylhet	Apr. 71
76.	3932761 Sep Abdus Sattar Vill: Makhel PO: Garduara PS: Hathazari Dist.: Chittagong	Apr. 71
77.	Tazul Islam. FF Vill: Mardharia PO: Mishachara PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	04 Sep 71

78.	Kama I IJddin. FF, Vill: Mayani PO: Abu Torab PS: Mirarsari Dist: Chittagong	14 Dec. 71
79.	Md. Shah Alain, FF Vill: Saherkhali PO: Mirarsari, PS: -do- Dist.: Chittagong	11 Nov. 71
80.	Si raj ul Mostafa, FF Vill: Middle Mogadia PO: Abu Torab, PS: Mirarsari Dist: Chittagong	21 Aug. 71
81.	Abdul Wadood, FF Vill: Daulatpur PO: Moharigonj PS: Chagalnaiya Dist. Noakhali	21 Aug. 71
82.	Pankaj Kumar Burua, Vill &PO: Hingola PS: Raozan Dist.: Chittagong	10 Dec. 71
83.	Mohd Yousuf, FF Vill & PO: Kalapania PS: Sandwip Disl : Chittagong	10 Dec. 71
84.	Omar Farooq, FF Vill: Tokba PO: Ramgonj PS: Ramgonj Dist. Noakhali	Aug. 71
85.	Ruhul Ain, FF Will: West Modhugram PO: Daragar Hat, PS : Chagalnaiya Dist: Noakhali	21 Aug. 71
86.	Abdul Wazed, FF Vill: Chandar Hat PO: Syed Nagar PS: Boalkhali Dist.: Chittagong	28-8-71

87.	Alauddin Mazumdar. FF Vill: Andarmanik PO: Karya Bazar PS: Chagalnaiya. Dist. Noakhali	07 Sep. 71
88.	Mustafizur Rahman. FF Vill: Dhoom PO: Mohanjanhal PS: Mirarsari Dist: Chittagong	Sep 71
89.	Farid Ahmed Chy, FF Vill: Hazisari PO: Norwargonj PS: Mirarsari Dist: Chittagong	28-9-71
90.	18276 Sep Abul Khair	11-11-71
91.	3941368 Sep Amir Hamja Vill: Dhorala PO: Shroatali PS: Boalkhali Dist.: Chittagong	10 Aug. 71
92.	N/Sub Golam Sattar Vill: Harbang PO: -do- PS: Chakwaria Dist.: Chittagong	28 Mar. 71
93.	BJO-26149 Sub Shirujul Islam Vill: Ahallasadar Para PO: Showratali PS: Boalkhali Dist: Chittagong	26 Mar. 71
94.	3938897 Sep Shamsul Alam Vill: Chendhandi PO: Iqbal Park PS: Boalkhali Dist: Chittagong	25 Mar. 71

95.	Abdul Sukkur, FF Vill: Ahilaparakash PO: Showratali PS: Boalkhali Dist.: Chittagong	28 Aug. 71
96.	Abul Basilar. FF Vill: Kazir Taluk. PO: Abu Torab PS: Mirarsari Dist: Chittagong	Aug. 71
97.	3932406 NK Wazi Ullah. Vill: Muradpur PO & OS: Silakunda Dist : Chittagong	25 Mar. 71
98.	3931625 HavMolid idris	25 Mar 71
99.	3941368 Sep Amir Hamza Vill: Dliorhala PO: Shoabhati PS: Boalkhali Dist.: Chittagong	10 Aug. 71
100.	M. A Jinnah. FF S/O Siddiqur Rahman 60, Alkaran by lane Kotwali, Ctg.	1 May 71
101.	Molid Abdul Jabbar. FF Vill: Marium Nagar PO. Rangunia PO: -dO- Dist : Chittagong	1 May 71
102.	3935741 Sep Scrajul Haque Vill: Wahidpur PO: Choia Kamal Dah PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	25 Mar 71
103.	3922572 Hav Mohd Abdul Khalcquc Vill: 33 No. Pathan ali Road Mowar Pol. Ctg.	25 Mar 71
104.	13187 Sep Abdur Rouf Vill: Salamat pur PO: Kahan Khali PS : Boakhali. Ctg.	25 Mar 71

105.	Sub Maj T. M. Ali	15 Nov. 71
106.	11800 Sig/NK K. M. Fazlul Haque	15 Nov. 71
107.	7688 NK Mir Ahmed Vill: Charandip PO : -dft- PS: Boalkhali, Ctg.	25 Mar 71
108.	Shamsul Alam, FF Vill: Musapur PO: Panditerhat PS.: Sandwip Dist: Chittagong	14.12.71
109.	11540 Sig/man Fakhar Uddin Vill: Badmoradan PO: Changer Char Bazar PS: Motlabgonj, Comilla	31 Mar 71
110.	Sep Ghani Miah Vill: Kanijla PO: Khankhanapur PS: Fajbari, Faridpur	31 Mar 71
111.	8417 L/NK Mokhlesur Rahman Vill: Ghashir Khal PO: Kari Hati PS: Begamgongj Dist.: Noakhali	31 Mar 71
112.	JCO-431 N/Sub Abdul Latif Vill: Charkana PO: Charkaia PS: Patiya, Ctg.	05 May 71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৭৯। ১ নং সেক্টরের শহীদদের নামের তালিকা	১ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯৭২

LIST OF SHAHEEDS
FF PERS

Sl. No. 1	Name and full Address of Shaheeds 2	Date of Death 3
1.	Tajul Islam Vill: Mandarbari PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist: Chittagong	16.10.71
2.	Mohammad Nurul Ghani Vill: Mandarbaria PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist: Chittagong	17.11.71
3.	Mohd Mojibur Rahman Vill: Amantola FO: Mithachara PS: Mirarsari Dist: Chittagong	7.11.71
4.	Abdur Rahman Vill: Dargapur PO: Bardarhat PS: Mirarsari Dist: Chittagong	Apr. 71
5.	Shafiq Ullah Vill: Dargapur PO: Bardarhat PS: Mirarsari Dist: Chittagong	March 71
6.	Sheikh Ahmed	March 71

7.	Sahir Ahmed Vill: East Dargapur PO: Bardarhal PS: Mirarsari Dist: Chittagong	21.8.71
8.	AKM Mostofa Vill: Talbaria PO: -do- PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	Aug. 71
9.	Md. Shamsul Alain	4.9.71
10.	Md. Abdul Jalil Vill: Mohalanga PO: Kamar Ali PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	23.9.71
11.	Abdul Kalam Azad	13.10.71
12.	Mohammad Lokman	16.10.71
13.	Azizul Haque Vill: West Maliyas PO: Sufi Madrasha PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	7.11.71
14.	Nurul A lam Vill: Choi Kumura PO: -do-, PS: Sitakunda Dist.: Chittagong	16.12.71
15.	Amal Kami Dey Vill: Queapara PO: -do- PS: Rauzan Dist.: Chittagong	16.12.71
16.	Afzalur Rahman, Vill : Sotachara PO: Padua PS: Chouddargam. Comilla.	16.12.71
17.	Tazul Islam Vill: Mard Baria PO: Mithachara PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	04.9.71

18.	Kamal Uddin Vill: Mayania PO: Abu Torab PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	14.12.71
19.	Md. Shah Alam Vill: Saherkhali PO: & PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	11.11.71
20.	Sirajul Mosiafa Vill: Middle Mogadia PO: Abu Torab PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	21.8.71
21.	Abdul Wadud Vill: Daulatpur PO: Moharigonj PS: Chagalnaiya Dist.: Noakhali	21.8.71
22.	Pankaj Kr. Barua Vill: & PO: Hingola PS: Rauzao Dist. Chittagong.	10.12.71
23.	Mohammad Yusuf Will & PO: Kalapania PS: Sandwip Dist.: Chittagong	10.12.71
24.	Ruhul Amin Vill: W. Madigram PO: Darogar Hat PS: Chagalnaiya Dist.: Noakhali	21.8.71
25.	Omar Faruq, Vill. :Tokba PO: Ramgonj PS: Begamgonj Dist.: Noakhali	21.8.71
26.	Abdul Wazed Vill: Chaderhat	28.S.71

	PO: Sayednagar, PS: Boalkhali Dist.: Chittagong	
27.	Alauddin Majumder Vill: Andarmanik PO: Karaja Bazar PS: Chagalnaiya Dist: Chittagong	07.9.71
28.	Mostafizur Rahman Vill: Khom PO: Mahazanhat PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	Sep. 71
29.	Farid Ahmed Vill: Hazisarai PO: Zoralgonj PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	28.9.71
30.	Abdus Sahkur Vill: Ahilapara PO: Sharwatali PS: Boalkhali Dist. Chittagong.	28.8.71
31.	Abul Bashar Vill: Kazi Talub PO: Abu Torab PS: Mirarsari Dist.: Chittagong	Aug. 71
32.	M. A. Jainal 69 Alkaran by lane Kotwali, Chittagong.	01.5.71
33.	Mohammad Abdul Jabbar Vill: Mariam Nagar PO: & PS: Rangunai Dist.: Chittagong	01.5.71
34.	Shamsul Alam Vill. Musapur PO: Panditerhat PS. Sandwip Dist. Chittagong.	14.12.71

35.	Abdul Mannan Vill. Hatempur PO: Panditerhat. PS. Sandwip Dist. Chittagong.	Jun. 71
36.	Md. Shahid Ullah, Vill: & PO: Mogadhara PS. Sandwip Dist. Chittagong.	Jun. 71
37.	Lokman Hussain Vill & PO: Siri PS: Potiya Dist. Chittagong	02.12.71
38.	Rabiui Alam Vill: & PO: Sonapur PS: Potiya Dist. Chittagong	02.12.71
39.	Shah Alam Vill: Domkhali PO: Kangrali PS. Mirarsarai Dist. Chittagong	Nov. 71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮০। ১১ নং সেক্টরের শহীদদের নামের তালিকা*	১নং সেক্টরের দলিলপত্র	ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

NOMINAL ROLL OF SHAHEEDS OF 11 SECTOR, KAMALPUR, MYMENSINGH

SI. No.	Rank	Name and full address of Shahceds
1.	FF	Aman Ullah Kabir S/o: Ahmed Ali Master Vill: Laodata PO: Islampur, Dist.: Mymensingh
2.	,,	Md. Shahjahan Miah S/o. Makbul Hussain Vill: Jenail PO: Balizura, Dist.: Mymensingh
3.	,,	Gazi Md. Ahaduz Zaman S/o. Gazi Md. Shamsul Haque Vill.: Alerpara, PO: Alerpara, Dist.: Mymensingh
4.	,,	Mr. Taibur Rahman S/o. Ismail Hussain Vill.: Matighata PO:Matighata Dist.: Mymensingh
5.	,,	Md. Abu Taher S/o. Md I mar Uddin Bepary Vill.: Perojpur PO: Durmut Dist.: Mymensingh
6.	,,	Joyna! Abedin S/o. Md. Usman Ali Vill.: Dakkhin Patralia PO:Chanil Dist.: Tangail

7.	,,	Abdul Mazid S/o. Md. Asgar Ali Akanda Vill.: Balarpara PO:Hem Nagar Dist.: Tangail
8.	,,	Md. Abdus Samad S/o. Mvi. Gulzar Hussain Vill.: Chakbarul PO: Badiakhali Dist.: Rangpur
9.	,,	Md. Altaf Hussain S/o. Mvi. Garib Ullah Mandal Vill.: Ramanather Vita PO: -do-. Dist.: Rangpur
10.	,,	Md. Abu Bakar S/o. Md. Ibrahim Vill: Shankadaha PO: Manerpur Dist.: Rangpur
11.	,,	Muhdali Talukder S/o. Mufazzal Hussain T. K Vill: Monoharpur PO.Jahangirpur Dist.: Mymensingh
12.	,,	Md. Jamsher Ali S/o. Md. Nasir Uddin Vill : Md. Charjamira PO:Patadah Dist.: Mymensingh
13.	,,	Abdul Hai Sarder S/o. Md. Abdul Baki Sarder Vill : Shampur PO.Bharat Khali Dist.: Rangpur
14.	,,	Md. Habibur Rahman S/o. Azizur Rahman Vill.: Bharela PO:Bhawadapara Dist.: Pabna

15.	,,	Md. Ansar Ali S/o. Azim Uddin Vill.: Kishmot Nehali PO:Bhatmari Dist.: Rangpur
16.	,,	Md. Shahid Ullah S/o. Shaheb Ali Vill.: Gay aria PO:Fulchari Dist.: Rangpur
17.	,,	Provat Chandra Roy S/o. Surendra Roy Vill.: Nawdabas PO:Nawdabas Dist.: Rangpur
18.	,,	Dhananjon Singh S/o. Basanta Kumar Singh Vill.: Himnawdabas PO: -do-, Dist.: Rangpur
19.	,,	Bharat Chandra Brahman S/o.: Sharat Chandra Brahman Vill: Kantapaiabari PO: Tosh Bander Dist. : Rangpur.
20.	,,	Bacharam Das S/O. Bharat Chandra Das Vill: Chulka PO: Daikhovva Dist: Rangpur
21.	,,	Aluned Ali S/o: Sabullah Munshi Vill: Labari PO : Bhelabari Dist: Rangpur.
22.	,,	Abdul Hai S/o: Shamsher Ali Vill : Malgara PO : Bhelabari Dist: Rangpur

23.	,,	Hamidur Rahman S/o: Mazher Uddin Vill : Falia PO: Gaibandha Dist: Rangpur
24.	,,	Habibur Rahman S/o : Jain Uddin Bepary Vill : Gazaria PO: Fulchari Dist: Rangpur
25.	,,	Md Shahjahan Ali S/o : Jabed Ali Vill : Chargabinda PO: Chargabinda Dist: Rangpur
26.	,,	Mahfuzur Rahman S/o : Md Tosaddaque Hussain khan Vill: Jaguli, PO : Ramcshwarpur Dist: Bogra
27.	,,	Abdul Majid S/o : Abdus Subhan Vill: Jorbari PO : Poqal Digha Dist: Pabna
28.	,,	Md Belal Hussain S/o : Qurban Ali Vill : Gabindapathal PO : Poqal Digha Dist: Pabna
29.	,,	Ashfaqul Matin S/o : Alhaj Mahmudul Amin Vill : Shahbazpur PO: Sharail Dist: Comilla
30.	,,	AKM Nazmul Hussain S/o : Sekander Ali Master Vill: Nalitabari PO : Nalitabari Dist: Mymensingh

31.	,,	Mofazzel Hussain S/o: Ansar Ali Vill : Nalitabari PO : Nalitabari Dist : Mymensingh
32.	,,	Ali Hussain S/o : Mutaleb Ali Vill: Nalitabari PO : Nalitabari Dist: Mymensingh
33.	,,	Anwar Ali S/o : Haider Ali Vill : Nalitabari PO : Nalitabari Dist: Mymensingh
34.	,,	Abdul Latif S/o: Gul Muhammad Vill: Nalitabari PO : Nalitabari Dist: Mymensingh
35.	,,	Lai Miah S/o: - Vill: Tantar PO : Noabil Dist: Mymensingh
36.	,,	Abdul Aziz S/o : Abdur Rashid Bhuiyan Vill: Malang PO : Refugee Camp Dist: Tura
37.	,,	Reaz Uddin S/o: Nawsher Ali Vill: Bahir Simul Dist: Mymensingh
38.	,,	Abul Hussain S/o: Jonab Ali Vill : Moheshloti Dist: Mymensingh

39.	,,	Parimal Chandra Day S/o : Bindu Kumar Day Vill : Nasumulari PO : Nalitabari Dist: Mymensingh
40.	,,	Abdul Hakim Mollah S/o : Abdul Habil Mollah Kader & Co PO : Shajahanpur Dist: Dacca
41.	,,	Hatem Ali S/o: Yafarazi Vill: Maistara PO : Muktagacha Dist: Mymensingh
42.	,,	Maji bur Rahman S/o: Meser Ali Vill : Baitkamari PO : Sagannath Gonj Dist: Mymensingh
43.	BF	No. 15391 Sep Hazrat Ali S/o: Mohammad Ali Vill : Sanichapara PO : Janka Bazar Dist: Mymensingh
44.	FF	Hazrat Ali S/o : Mazid Ali Sarker Vill : Kursha Bazar PO: Nakla Dist: Mymensingh
45.	,,	Dulal Miah S/o: Habibur Rahman Vill : Dukuria, PO : Nakla Dist: Mymensingh
46.	MF	No. 15412 Lnk. Wazi Ullah S/o : Abdus Salam Vill: Fatganjpur PO: Kabirhat Dist: Noakhali

47.	FF	Idrish Ali S/o:- Vill : Kalakuma PO : Nayabil Dist: Noakhali
48.	,,	Hazrat Ali S/o: Basir Uddin Vill : Hussainpur PO : Baitkandi Dist : Mymensingh
49.	,,	Ranjit Kumar Gupta S/o : Narendra Chandra Gupta Vill: Rupakhali PO: Bagunbari Dist: Mymensingh
50.	,,	Shajahan Ali S/o : Phaher Ali Vill : Kistapur PO : Mymensingh Dist: Mymensingh
51.	,,	Sk Shawkat Ali S/o: Hatem Ali Vill: Huralia Pathal PO : Ispinzerpur Dist: Mymensingh
52.	,,	Taslim Uddin S/o: Abdul Gafur Vill : Surja Nagar PO : Surja Nagar Dist: Mymensingh
53.	,,	Muksud Ali S/o: Nazim Uddin Vill : Nadirsharar PO : Fakirhat Dist: Rangpur
54.	,,	Md Akbar Hussain S/o : Md Mofiz Uddin Vill: Pathir Ram Pather Para PO : Nazim Khan, Dist: Rangpur

55.	,,	Md Kasu Mahmud S/o : Mobarak Hussain Vill : Darnibari PO : Darn i bari Dist: Rangpur
56.	,,	Md Gulzar Hussain S/o : Kern Mali mud Vill : Pathir Ram Pather Para PO : Nazim Khan Dist : Rangpur
57.	MF	No. 15491 Sep Md. Abdul Jalil S/o : Abdul Jabbar Khan Vill : Wesi Para PO: Parura Dist: Rangpur
58.	FF	Md. Ahmed Ali S/o : Md. Shams Uddin Vill : Kuptala PO : Kuptala Dist : Rangpur
59.	,,	Abdul Majid S/o : Md. Zinnat Ullah Vill : Bancher PO : Tapur Char Disl: Rangpur
60.	,,	Md. Abdul Bari S/o : Md Anser Ali Vill :Tapur Char PO : -do-, Dist: Rangpur
61.	,,	Md. Jabed Ali S/o : Jamsher Ali Vill : Gabindapur PO: Lakshmipur Dist: Rangpur
62.	,,	Md. Nazim Uddin S/o : Md Yakub Ali Vill: Hashatkaudi PO: Shagata Dist: Rangpur

63.	,,	Md. Abdus Sattar S/o : Fai m Uddin Vill : Shagata PO : -do- Dist: Rangpur
64.	,,	Md. Abdul Ghani S/o : Mir Baksha Sarkcr Vill: Namaj Khali PO : Hon Khali Dist: Bogra
65.	,,	Md. Abdul Latif S/o : Md Abed Ali Vill : Tapur Char PO : Tapur Char Dist: Rangpur
66.	,,	Md. Abdul Hamid S/o: Mafiz Uddin Vill: Tapur Char PO : -do-, Dist : Rangpur
67.	,,	Md Abu Ahsad S/o : Md Abdur Rashid Vill: Batkamari PO : Tapur Char Dist: Rangpur
68.	,,	Md Abul Hussain S/o : Md Ansar Uddin Vill : Pakhi Char PO : Tapur Char Dist: Rangpur
69.	,,	Md. Haidar Ali S/o : Md. Bashir Uddin Vill : Dekhiarani PO: Chandjan Dist: Rangpur
70.	,,	Md. Shahadat Ali S/o : Md. Salek Ahmed Vill: Santush gran PO : Jumahat Dist: Rangpur

71.	,,	Habibur Rahman S/o : Mojibur Rahman Vill : Bash Mondi PO : Khila Dist: Rangpur
72.	MF	No. 12948 Sep Abdul Hafiz S/o : Abdul Ali Vill: Maijkapon PO: Nilganj Dist: Rangpur
73.	FF	Abdus Salam S/o : Abdur Razzak Vill : Ballarpur PO: Kalsindur Dist: Rangpur
74.	,,	Jamal Uddin Md. Nasir Uddin Vill : Alalia PO: Nurundi Dist: Rangpur
75.	,,	Nuruzzaman S/o: Afsar Uddin Vill : Bharara PO : Bharara Dist: Rangpur
76.	,,	Md. Azizul Haque S/o : Abdur Rashid Bhuiyan Vill : Helaghat PO : Halwaghat Dist: Rangpur
77.	,,	Mofizur Rahman S/o : Mohammad Ali Vill: Saduya PO : Bazrahat Dist: Rangpur
78.	,,	Abdur Rahman S/o: Bashir Uddin Vill : Rabirbita PO: Patwari Dist: Rangpur

79.	,,	Abdul Jabbar S/o: Fasi Ullah Vill: Ratiram PO : Ulipur Dist: Rangpur
80.	,,	M Haider Ali S/o: Golam Hussain Vill: Hashervita PO: Ramna Dist : Rangpur
81.	,,	Md. Anwar Hussain S/o : Abdul Majid Vill : Premarchar PO : Masna Dist: Mymensingh
82.	,,	Md. Tajul Islam S/o : Abdul Aziz Vill : Masna PO : -do- Dist : Mymensingh
83.	,,	Md. Azizul Haq S/o : Mir Abdul Mannan Vill: Kandarpadi PO : Hussaindi Dist: Mymensingh
84.	,,	Md. Manzul Miah S/o : Vill : Nayapara PO : Maijhati Dist: Mymensingh
85.	,,	Md. Abdul Matin S/o: Sahid Bepary Vill : Shasram PO : Gaohata Dist: Mymensingh
86.	,,	Md Manzurul Haq S/o : Hafiz Sajuddin Vill: Kumarpur PO : Hussaindi Dist: Mymensingh

87.	,,	Md Rustam Ali S/o : Shifat Ali Vill : Nayapara PO : Maijhati Dist: Mymensingh
88.	,,	Maqsum Ali Mondal S/o : Nazir Uddin Mondal Vill : Nandishaher PO : Fakirhat Dist: Mymensingh
89.	,,	Zahidur Rahman S/o: Mustafizur Rahman Vill : Unchurki PO : Goptali, Disl: Bogia
90.	,,	Fazlul Karim S/o : Delwar Hussain Vill: Penkair PO : Mohimagonj Dist: Rangpur
91.	,,	Mustafur Billa S/o: Musharaf Hussain Vill: Kakilakara PO : Sreebardi Dist: Mymensingh
92.	,,	Mohd Habibur Rahman S/o : Gamir Uddin Sk. Vill: Pakalia PO : Jamalan Dist: Mymensingh
93.	,,	Md Shahjahan S/o : Jasim Uddin Sarker Vill : Charbhatian PO : Gunerbari Dist: Mymensingh
94.	,,	Abul Kalam Azad S/o : Kasim Uddin Sarker Vill : Duloity PO : Chaprarkana Dist: Mymensingh

95.	,,	Md Ramij Uddin S/o : Md Asim Uddin Vill: Qualikandi PO : Testaria Dist : Mymensingh
96.	,,	Shab Uddin S/o: Niamat Sarker Vill : Chargulabari PO : Patadah Dist: Mymensingh
97.	MF	No. 553 N/Sub Abdus Sattar
98.	,,	No. 5393 Hav Abdul Hamid
99.	,,	No. 2954 Hav Mohd. Mumtaz Karim
100.	FF	Mohd. Jala! Uddin S/o. Mohd Mehar Uddin Vill : Bahaitala, PO : Bahaitala Dist: Mymensingh
101.	,,	Afiz Uddin S/o : Mohd. Nabi Hussain Vill: Bahjary, PO : Sharistala Dist: Mymensingh
102.	,,	Nawab Ali Bakshi S/o : Shams Uddin Bakshi Vill: Jamuna, PO : Chandiyan Dist: Mymensingh
103.	,,	Abdul Hakim S/o: Mohir Uddin Vill : Char Phulkandi PO : Phulkandi Dist: Mymensingh
104.	,,	M Abu Hashem S/o : Md Lai Mahmud Vill: Pullah Kandi Dist: Mymensingh
105.	,,	Md Abu Taher Vill: Durmut, PO : Durxnut Dist: Mymensingh

106.	,,	Md. Abdus Samad S/o : Md Hatem Dewan Vill : Monjata, PO : Molamgonj Dist: Mymensingh
107.	,,	Gulam Rabbani S/o : Farhad Ali Sarker Vill : Satarpara PO : Tulshighat Dist: Mymensingh
108.	,,	Abdul Latif S/o : Jalal Uddin Sarker Vill : Satarpara PO: Tulshighat Dist: Mymensingh
109.	,,	Omar Faruk S/o : Adbul Wadud Vill: Char Vaduria PO : Bhola, Dist: Barishal
110.	,,	Md Mozammel Haque S/o : Md. Muksed Ali Vill: Chechia Badha PO : Tarakandi Dist : Mymensingh
111.	,,	Md. Rafiquzzaman S/o : Md. Abdul Jabbar Vill: Daulatpur PO: Tarakandi Dist: Mymensingh
112.	,,	Adbul Hakim S/o : Md Jashim Uddin Vill : Malipara PO : Pogaldigha Dist: Mymensingh
113.	,,	Hitendra Nath Barma S/o : Nagendra Nath Roy Sarker Vill : Asharu, PO : Rajarhal Dist: rangpur

* **Note** : The list has been prepared by Lt Col M A Mannan. BB CO of 32 E Bengal Regt in December 1979.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮১। মাজদিয়া যুব শিবির কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি	৮নং সেক্টরের দলিলপত্র	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মাজদিয়া ইয়োথ ক্যাম্প
২০-৯-১৯৭১

প্রিয় ইউনুছ সাহেব,

গতকল্য আপনার পত্র মোতাবেক এখান থেকে জীবন নগর থানার নিম্নলিখিত দুই জন মুজাহিদ হাবিলদারকে ওখানে পাঠানো হয়েছে। ওদেরকে যদি কোন কাজে নিযুক্ত না করে থাকেন তা'হলে ওদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিবেন; কারণ আগামী কাল খুব ভোরে আমার এখান থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছেলেদেরকে পাঠানো হচ্ছে। যদি আজকে ওদেরকে না পাঠান তবে ওরা এই সুযোগটা হারাবে।

আর যদি অন্য কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করেন তা'হলে আমার কোন আপত্তি নাই।

মঙ্গল কামনা করি-

ইতি-
মোঃ আবুল হাশিম
২০-৯-৭১

(১) আনোয়ার হোসেন (মুজাহিদ হাবিলদার)
সাং-লক্ষীপুর, থানা-জীবন নগর, কুষ্টিয়া

(২) জয়নাল আবেদীন (মুজাহিদ হাবিলদার)
বাঁকা মাঠ পাড়া, জীবন নগর, কুষ্টিয়া

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮২। অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	২৯ জুন, ১৯৭১

SECRET

PRIORITY
HQ No, 2 Sector
Bangladesh Forces
Melaghar
BDF/0201/Q
29 Jun 71

To : Subedar Ali Akbar Patwary

Subj : Issue of Ammo

Ammo .303 Ball qty-4000 are issued to you to meet your requirement.

Sd/-IUegible
Maj
SO-I
(Muhammad Abdul Matin)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৩। অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT OF WEAPONS
(CHANDPUR COY IINCLUDINGH RAMGONJ/RAIPUR DET)

	Chandpur Main	Ramgonj/Raipur Det	Total	Remarks
Str of tps	MF Auth-87 FF Sur-11 98	MF Auth-38 MF Sur-7 45	Auth-125 Sur-18 143	Chandpur Main-3 Pis Ramgonj/ Raima -2 " -5 Pis
Weapons				
LMG .303	5	1+2	6	1 One will be issued from
Sten 9 MM	2	1	3	
Rifle .303	90	38	128	Excess 19 rifles already returned to Madhumati on 2 Sep 71 with 29 Sur tps.
Mortar 2"	1	-	1	
Rifle SLR 7.62	1	2+4	3	

Note : 1. Arms Issued from PADMA, BDF on 23 May 71 : -

a.LMG -4
b.Magazine LMG -24
c.Sten 9 MM -3
d.Magazine Sten 9 MM -15

2. Arms issued from Madhumati, BDF on 02 Aug 71 : -

a.SLA Rifle 7.62 -3
b.Magazine SLR -9

Sd/-A .A. Patwary
Sub
OC Madhumati
(Ali Akbar Patwary)
09 Sep 71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৪। নায়েক হযরত আলীর একটি চিঠি	৮নং সেক্টরের দলিলপত্র	১ এপ্রিল, ১৯৭১

নায়েক হযরত আলী
বন্ধপাড়া পুলিশ ক্যাম্প
১-৪-৭১

ফরিদপুর থানা বড়বাবু

পত্রে আমার সালাম নিবেন ।পর সমাচার এই যে বড় বাবু আসরাফ খাঁকে ক্লোজ করার জন্য চাটমোহর থানার বড় বাবু আমার নিকট টেলিফোন করিয়াছেন । তাহার সিপাই ক্লোজ করিয়া নিতে চাহিতেছেন । আমি বলিয়াছি লোক একজন দিয়া তার পরে ছাড়িব নতুবা ছাড়িব না । পরে আবার ফোন করিয়াছেন ঐ সিপাইর নাকি বাসা আছে, ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করে, ওকে ছাড়েন, বাসা দেখিয়া শুনিয়া যাক । আজকে বাসায় খাবার নাই । সে জন্য তাহাকে ছাড়িলাম বিকালে ফিরিয়া আসিবে । কাজেই স্যার আপনি দয়া করিয়া থানা একজন সিপাই দিয়া পাঠাইবেন । আর আমাদের নিকট মাত্র ৬০ রাউন্ড গুলি আছে কিছু গুলি দিয়া পাঠাইবেন । আমরা খুব চিন্তাযুক্ত আছি । সামান্য গুলি আর আমরা তিনজন ছেলে আছি । আমাদেরকে একটু লক্ষ্য করিবেন । আমরা সব সময় পাবলিকদের সংগে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেছি । বাকি সব ঠিক আছে ।

নায়েক/৬১১ হযরত আলী
১-৪-৭১

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৫। মুজিব নগর স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে পুলিশদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি নির্দেশ নামা	মুজিব নগর স্বরাষ্ট্র দফতর	......., ১৯৭১

মুজিবনগর

স্বরাষ্ট দপ্তর

বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের বীর পুলিশ ভাইয়েরা,

সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙ্গালী আজ মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন । আমরা বাংলাদেশের সন্তান, আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাংলাদেশের পুলিশ, আমরা মুক্তিযোদ্ধা । বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ।

অতীত এবং বিগত ২৫ শে মার্চ থেকে পাকফৌজ বাংলাদেশে যে নিধনযজ্ঞ ও বর্বরতা চালিয়েছে তার নজীর ইতিহাসে নেই । সোনার বাংলা আজ এক প্রেতপুরী । সেখানে এখন কবরের শান্তি বিরাজ করছে । এই হত্যাযজ্ঞের প্রথম শিকার হয়েছিল বাংলার পুলিশ বাহিনী । রাজারবাগ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও অন্যান্য জেলা সমূহের পুলিশ বাহিনীকে কিভাবে মেশিনগানের গুলিতে ও বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার করুণ দৃশ্য আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না ।

আপনার স্বচক্ষে দেখেছেন নারীহত্যা, নারীধর্ষন, শিশু-ছাত্র-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি ও শিল্পী হত্যার বীভৎস দৃশ্য । হারিয়েছে আমরা প্রিয়জন, আত্মীয় স্বজন, বেদনাক্লিষ্ট জীবনের সব সঞ্চয় ও সম্বল । ধ্বংসের ঢেউ শহর বন্দর ছাড়িয়ে এখন পৌঁছেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে । রাস্তাঘাটে হাটে মাঠে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে নিরীহ বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনীকে, ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের পরিবারকে দুঃখের অতল সাগরে । এই গণহত্যা ও ধ্বংসের তুলনা ইতিহাসে মেলেনা ।

তাই আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন- স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পাকফৌজকে দাঁড়াতে দেবে না । পশ্চিম পাক ফৌজের সর্বশেষ প্রাণীটি বাংলাদেশকে থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চিলিয়ে যাব ।

হালকা অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ও বোমার মুখে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা কখনও ভুলা যায় না । বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পুলিশের ত্যাগ ও অবদান ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ।

বাংলাদেশের পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য পুলিশ কর্তাদেরকে মেশিনগানের মুখে রেখে বাধ্য করা হয়েছে একথা ঘোষনা করতে- যেন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসকদের কাজে যোগদান করেন । মুক্তিফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আঘাত হানার জন্যই এই হীন প্রচেষ্টা । এই ঘোষনা বা ডাকে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী সাড়া দেবেন না ।নানা কৌশলে পুলিশ বাহিনীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই পাকফৌজের উদ্দেশ্য- একথা আমাদের ভুললে চলবে না । একবার ভেবে দেখুন- কেন পাকপৌজ আমাদের সহকর্মী পুলিশ ভাইদেরকে অকাতরে নৃশংসভাবে হত্যা করছে- কেন তারা বাংলাদেশের পুলিশ লাইন পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে- কেন হাজার হাজার পুলিশকে দেশছাড়া করেছে । জঙ্গী সরকার অস্ত্রের শক্তিতে

শক্তিশালী এবং সেই শক্তির দাপটে ইয়াহিয়া সরকার আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই শত্রু সরকারের সাথে সহযোগিতা করা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা বাংলাদেশের সন্তান- বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমরা বহু ত্যাগ করেছি। আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছি। বাংলাদেশের শত্রুদের সংগে লড়াই করে বহু কর্মচারী শহীদ হয়েছেন। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাদেরকে চিরদিন জানাব শ্রদ্ধা। তাদের পরিবারবর্গকে জানাব সহানুভূতি- যারা শত্রুসেনার হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। তাদের জীবন বাঁচাবার জন্য আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। বর্বর পাকফৌজের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক পুলিশ কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকে আহবান জানাচ্ছি তারা যেন অবিলম্বে মুক্তিফৌজে যোগদান করেন।

আমরা পুলিশ- আমরা অস্ত্র চালনা জানি। বাংলাদেশের এই মুর্হূতে আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আমরা শত্রু শিবিরে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যাবনা- শত্রুর কাছে মাথানত করবো না। তাদের সংগে সহযোগিতা করার আহবানে আমরা সাড়া দেব না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে প্রাণ দেব। আমরা জানি যারা শত্রুর সংগে হাত মিলিয়ে চলেছেন- বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা তাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। পুলিশের সংগে যারা অফিসের কাজ করছেন তাদের প্রতিও আমাদের এই একই আবেদন।

পুলিশ ভাইয়েরা যারা সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তারা ৯নং সার্কাস এভেনিউ, কলিকাতায় (বাংলাদেশ মিশন) অথবা সুবিধামত মুজিবনগরে পুলিশ সদর দপ্তরের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

আমরা একথাই মনে রাখবো যে- আমরা বাংরাদেশের সন্তান- বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম- আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। আমরা লড়ছি সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য।এই সংগ্রামে আমরা জয়ী হবই।

স্বাঃ/-জয় বাংলা
আব্দুল খালেক

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৬। লেঃ মতিউর রহমানের একটি চিঠি	৪ নং সেক্টরের দলিলপত্র	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

2.12.71

Dear Rafiq Bhai,

I am of course late to congratulate you for your promotion but I wanted to see you and congratulate. After the capture of Radhanagar 1 went to Dawki and while coming to Radhanagar I just drop for a minute to meet you at TBL but ill luck I had that I could not meet you. Now I know you are at Titkulhi- I got a boy of your Coy, and thus 1 send a letter with.

I became very much worried and lost my interest when I heard that you are lost in a task- but a day later I heard that you have safely reached at TBL. then I got my heart as I felt.

I wish you live long and when we meet together we shall have lot of talk.

N/Sub Golam Hussain of my Coy has been promoted to Sub after Radhanagar captured. It was my Coy which captured Radhanagar infact.

We are now heading for Goyinghat-pray for our success.

No more today.

Yours ever.
S/d-LT Motiur Rahman.
Vill. GORA

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৭।একটি প্রচার পত্র	৪নং সেক্টরের দলিলপত্র	.... ১৯৭১

বাংলার গণদুশমনরা
হুঁশিয়ার

স্বাধীন বাংলাদেশবাসী ভাইসবের প্রতি ঃ

আমাদের মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে হানাদার ইয়াহিয়া সরকরের বর্বর সেনাবাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া চলিতেছে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র, সীমাহীন অত্যাচার-অবিচার, নিরস্ত্র নর-নারী শিশু-বৃদ্ধা, নারী ধর্ষণ, অবাধ লুণ্ঠন ও ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগের তাণ্ডবলীলা বাঙ্গালী জাতির ইস্পাতদৃঢ় মনোবল ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। সমস্ত দেশে নরখাদক পাক সরকার আজ পর্যন্ত অফিস আদালত, রাস্তাঘাট চালু করিতে সক্ষম হয় নাই, খাজনা-শুল্ক আদায় ও দেশের কাঁচামাল লুণ্ঠনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ দেউলিয়া হিইয়া পড়িয়াছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দখলদার বাহিনী নিজেদের দালাল খুঁজিয়া পাইয়াছে গণদুশমন লীগ, পি ডি, পি, জামাত ইত্যাদি জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। আপনারা এইসব দালালদের কলঙ্কময় অতীত ইতিহাস ভালভাবে জানেন। আজ তারা হানাদারদের সোহায্যে বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর যে বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

স্বাধীন বাংলাদেশের জনসাধারন মুক্তিফৌজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিতেছেন । অপরদিকে পাক ফৌজকে তাহাদের দুষ্কর্ম ও পাশবিক কার্যকলাপে পি, ডি,পি, মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রদালাল ও গুণ্ডারা সহযোগিতা করিতেছে। দালালেরা গ্রামে গ্রামে পাক ফৌজকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসে, নিরীহ জনসাধারণের টাকা-পয়সা, গরু-খাসীসহ যাবতীয় খাদ্যবস্তু লুটপাট করে, ঘরবাড়ী ভাঙ্গীয়া আগুন ধরাইয়া দেয়, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়, মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া হাজার হাজার লোককে দেশত্যাগে বাধ্য করে। নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধা-যুবকদিগকে হত্যা করিয়া নদী-নালায় ভাসাইয়া দেয়।

তাই, হানাদার দস্যুবাহিনী পাকফৌজের মতো এই সমস্ত দালাল ও গুণ্ডাদল বাংলাদেশবাসীর জাত শত্রুএই দালাল-গুণ্ডা-দেশদ্রোহী বিভীষণদের খতম করার জন্য আমরা চিহ্নিত করিয়াছি। এদের প্রতিটি দুষ্কর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি। এদের নির্মল করা আমাদের প্রাথমিক ও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য । ইতিমধ্যে আমরা এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের মধ্যে অনেককেই খতম করিয়াছি । বাকীগুলি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছে । জানিয়া রাখুন, এদের ধ্বংসের দিন আর দূরে নয় ।

ভাইসব,

হনাদার বাহিনীর প্রতি পদক্ষেপ দুর্বার গণপ্রতিরোধ অধিকতর দৃঢ় করুন। নিকটস্থ মুক্তিবাহিনীর শিবির ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখিয়া চলুন। দুর্বার গতিতে মুক্তি সংগ্রামকে চুড়ান্ত বিজয়ের লক্ষে পৌছাইয়া দিন।

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ প্রায় তিন মাস যাবত অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। সারাবিশ্বে বীর জাতি হিসাবে আমরা শির উঁচু করিয়া দাঁড়িয়াছি। রক্তের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। আমরা বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনে আরও দিব। আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, আজাদীর সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

মনে রাখিবেন, যে জাতি নিঃশেষে প্রাণ বিলাইয়া দিতে জানে, সে জাতির ক্ষয় নাই, লয় নাই।

-জয় বাংলা-

বাংলাদেশ সংযোগ ও তথ্য দফতর তামাবিল, সিলেট হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৮। মাজদিয়া যুবশিবির কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি	৮নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় ইউনুছ মিয়া,

আপনার প্রেরিত লোক মারফৎ একটা পত্র পেলাম। প্রেরিত নূর হক ইতেপূর্বে ভিতরে আমাদের লোকের সাথে কাজ করেছে। সুতরাং আমার মনে হয় ওর দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ছেলেটা সাহসীও আছে। তবুও আপনি যতদুর সম্ভব নিজে পরীক্ষা করে নিবেন। অধিক আর কি ? ভাল আছি। মঙ্গল কামনা করি।

স্বাঃ/-মঃ আঃ হাশি

বিঃ দ্রঃ-নূরুকে দিয়া জীবন নগর থানা ও চুয়াডাঙ্গা থানার পূবর্দিকে কিছু অংশের কাজ করানো যেতে পারে।

ইতি-
মঃ আঃ হাশিম

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৮৯। অস্ত্র সংক্রান্ত একটি চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	৫ আগস্ট, ১৯৭১

To : Northern Sec.

From : HQ Bangladesh Forces
Noakhali,
IBDF/Ops/71,
5th August, 71

Sub: Ammunition.

Issued 200 (Two hundred) 303 Rounds to Northern Sec. on 5'" August. 71.

Sd/-11 legible
Comd
Inside Bangladesh Forces
(A. R. Chowdhury)

Received By
Sd/-IIlegible
5.8.71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯০। ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের একটি চিঠি	৬ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৮ সেপ্টেম্বর , ১৯৭১

ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ
রংপুর

পূর্বর্ভাগ
রংপুর
১৮-৯-৭১

To
Mr. Tosaddaque Hossain. Shahebganj.

You will be happy to know that the Govt. of the People's Republic of Bangladesh is going to set up Civil Administration in the free area, you are requested to attend a meeting on Sunday 19.9.71 at 2. P.M. in Fulbari High School premises with local leading persons, social workers and all political parties to discuss the followings genda

স্বা/-এম, এ জব্বার
১৭-৯-৭১
সভাপতি
সংগ্রাম পরিষদ

1. Liberation Movement and active participation of the civil people.
2. Establishment of a ten-bed hospital at Fulbari for defense as well as civil purpose.
3. Selection of Thana Head Quarters.
4. Local Problems, if any.
5. Misc.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯১। অস্ত্র সংক্রান্ত জনৈক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের একটি চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

SECRET

Copy of HQ Bangladesh Froces Field Itr No. 3013/Q dated 07 Sep 71 & received vide PADMA Itr No. BDF/0225/Q dated 27 sep 71 Addressed to all Sub Sec.

Subject : Disposal of Captured Arms. Eqpt. and other Property.

1. There have been a number of complaints/reports on malpractices (extending to misappropriation) in the disposal of items of captured property. To obviate these the following orders in regard to their disposal shall be strictly complied with enforce:

a. Arms and Connected Eqpt. All captured arms and their connected eqpts/parts will be collected by Bangladesh Sector HQ's and vouchered to respective supporting Sector HQs for requiring repair kept in the BD Sector till disposal received from this HQ will be obtained front this HQ. Body number of the arms will invariably be quoted while vouchering. Capture of Chinese weapons will immediately be intimated to this HQ and disposal obtained.

b. Ammo. Captured ammo can be retained by the Sub Sectors/coys if required urgently with info with to respective Sector HQ. If not. those will be vouchered to supporting Sectors. Capture of Chinese ammo will be intimated to this HQ and disposal obtained.

c. Signal Eqpt. All captured signal sets/eqpts will be listed accurately for record with a copy to Bangladesh Forces HQ. The eqpt. will be retained by the Sector. The eqpt. will however be used onlly with the express permission of this HQ.

d. Veh and Tractors. All captured vehs if required repair will be deposited with the supporting Sectors immediately after capture with an info to this HQ. Disposal of such serviceable vehs will be given by this 011 receipt of info.

e. River Crafts including Gun boats will be kept with the Sector and used for operational purposes. The details will however be intimated to the forces HQ.

f. Food Supplies. Captured food supplies will be sent to the Laboratory for testing through the supporting Sector. A report of the quantity of captured

food supplies will be given to the Forces HQ. Same will be consumed only after obtaining OK report from the Laboratory. Disposal of the food will be given by this HQ.

g. Cash Gold. Consumer Foods and Building Material etc. will be handed over to the Zonal Administration Council properly documented- The copies of the landing/taking over documents are (o be dispatched to Forces HQ.

h. Fancy Items like Transistor Sets. Cameras. These items will be taken on charge by sector duly documented. These items may be given to the troops by the Sector Comds not as share of the booty but in appreciation of their courageous and successful operation.

Sd/ - X X X X X
So-1
Maj
MADHUMATI
NP/7/72/Q
08 oct 71

Tor-
All Coys
Subject:- As Above

Above copy of HQ Bangladesh Forces Field Itr no. 3013/Q dated 07 Sep 71 & received vide PADMA Itr No. BDF/0225/Q dated 27 sep 71 is fwd herewith for information/ action.

Sd/ Illegible

SECRKT

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯১। অস্ত্র সরবরাহ সংক্রান্ত একটি চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SECRET

MADHUMATI
N1V7/-Q
13.Sep 71

To MATHAMURI (Chandpur Mian-1)
Subject: Issue of Arms/Ammo and Explosives
The fol arms/ammo and explosives aie issued against your demand :

					Body No
1.	SLR 7,62 Rifles.. 303	…	4	nos	i.A-143535
2.	„ „ „ Bayonet	…	4	„	ii.A-100152
3.	„ „ „ Silling	…	4	„	iii.A-121016
4.	„ „ „ Mag	…	20	„	iv.A-150137
5.	„ „ „ Oil Bottle	…	4	„	
6.	V/L Pistol 6	…	1	„	i. 126543
7.	LMG 303 Mag	…	7	„	
8.	Sten 9 MM (British)Mag	…	2	„	
9.	Full Through weight	…	20	„	
10.	„ Cord	…	20	„	
11.	303 ball ammo	…	4700	rds	
12.	tracer ammo	…	348	„	
13.	7,62 SLR ammo	…	1440	„	6999 rds
14.	Sten 9MM ammo	…	595	„	
15.	Can V/L Pistol	…	20 cart		
16.	2" .. Mor HE bymb	…	18 nos		
17.	„ „ Smoke bomb	…	6	,,	
18.	Mines A/P	…	8	,,	

Sd/ Illegible
Capt
Comd
(Mehboobur Rahman)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৩। একটি চিঠি	২নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

Ramganj/Raipur Troops
Inside Bangladesh Forces
Noakhali
Q/X/l
15 Oct 71

To: The OC
Chandpur Coy

Subject: Supply of Arms/Ammo

1. This is to inform you that 3 magazines of SLR taken on loan from Capt A. R. Chawdhury have been returned to him on 14 Oct 71.
2. 9 magazines held with you of 2 SLR (4X2=8 +1=9) which were not taken at the time of issue of said 2 SLR to Ramganj/Raipur Troops.
3. In view of above, please arrange to issue the following items to run the operation programme smoothly :

(1) Mag SLR (4X2=+1=9) NOS
(2) Explosive - 40 Lbs
(3) Elect Detonator No 33 HILL- 5 Nos
(4) Non Elect Detonator No 27 - 5 „
(5) Mine A. T. K. -2.,
(6) Time Fuse - 25 yds.
(7) Prema Cord - 50 yds
(8) Maps (military) NELL - 1+1=2 with cover

4. Please also let me know whether pay for the month of Aug 71 for Ramganj/ Raipur Troops or otherwise.
5. Any kinds of publication received from Bangladesh (OPAR) may kindly be provided to the bearer.

Sd/ A. A. Patwary
15/X/71
AL1 AKBAR PATWARY
BANGLADESH FORCES.

SECRET

FORECAST OF OPERATIONS- AX SECTOR Appx 'B'
SUB SECTOR AX 1- SAHEBGANJ BASE (MF 1)
FROM 15 TO 31 JUL 71

Ser No.	Tasks/Tgts	Exact Loc (Gen Area)	Code name of force op	Str	Peried of ops and approx duration	I Any additional sp being provided	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Ambjush enemy patrol	Area PAGLAHAT SQ 6319	MF 1	2 secs	Night 15/16 Jul and day 16 Jul.	Nil	
2.	Harassing raid	BHURUNGA MARI	MF 1	1 PI	Night 16/17 Jul	81 mm Mor MF and 3 in Mor BSF	
3.	Harassing raid	RAIGANJ		2 secs	Nighl 17/18	Nil	
4.	Harassing raid	NAGESHW AR1 enemy HQ and gun posn	MF 1	2 secs	Night 18/19	Nil	
5.	Ambush enemy patrol	Area between NAGHSHW ARI and RAIGANJ	MF 1	1 secs	Night 20/21 and day 21 Jul	Nil	
6.	(a) Jittering (b) Jittering	RAIGANJ BHURUNGA MARI	MF 1	2 secs 1 secs	Night 21/22 Night 21/22	81mm Mor MF	
7.	Ambush enemy patrol	PAGLAHAT	MF 1	2 secs	Night 22/23	Nil	

8.	Ambush enemy patrol/convoy	Area between KURIGRAM and NAGESHWAR1	MF 1	2 Sees	Night 25/26 and 26/27	Nil
9.	Harassing raid	BHURUNGAMARI	MF 1	1 PI	Night 27/28	81 mm Mor MF BSF Mors
10.	Ambush enemy patrol	Area between RAIGANJ and JAIMAN1RHAT	MF 1	2 Sees	Night 28/29 and Day 29	Nil
11.	Harassing raid	NAGESHWARI	MF 1	2 Sees	Night 29/30 & 30/31	Nil

Note-1. Two bases inside BANGLADESH will be est by MF 1 as follows :

(a) Enclave area GARAUHORA SO 6120-T\vo sees (Str 20)

(b) Enclave DINHATA SQ 5593 EAST of PHULBARI SQ 5193-One pi (Str 35)

<u>SECRET</u>

SECRET

FORECAST OF OPERATIONS- AX SECTOR Annexure 1 to Appx B

SIJB SECTOR AX I- SAHEBGANJ BASE -PANIC GROUP OPERATIONS

FROM 15 JUL TO 31 JUL 71

Ser No.	Tasks/Tgts	Exaci Loc (Gen Area)	Code name of force op	Str	Period of ops and approx duration	Any additional sp being provided	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Jittering enemy Iocs tp harbors, Veh conc, sup dumps and houses of Pak Army supporters.	BHURUNG AMARI '	(a) PG 5 (b) PG 6	4 pcrs 4 pers	(i) 16 to 17 Jul (ii) 19 to 20 Jul (iii) 22 to 23 Jul (iv) 25 to 26 Jul (v) 28 to 29 Jul (vi) 31 Jul to 1 Aug 71 (i) 17 to 18 Jul (ii) 20 to 21 Jul (iii) 23 to 24 Jul (iv) 26 to 27 Jul (v) 29 to 30 Jul		
2.	-do-	JAIMANIR HAT	(b) PG 7	4 pers	(i) 16 to 17 Jul (ii) 19 to 20 Jul (iii) 22 to 23 Jul		

3.	Jittering enemy Iocs tp harbours, Veh conc, sup dumps and houses of Pak Army supporters.	PATESHWARI Opposite KURIGRAM (NOM)	(a) PG 8	4 Pers	(iv) 25 to 26 Jul (v) 28 to 29 Jul (vi) 31 Jul to 1 Aug 71 (i) 16 to 18 Jul (ii) 20 to 22 Jul (iii) 24 to 26 Jul (iv) 28 to 30 Jul
			(b) PG 9	4 Pers	(i) 18 to 20 Jul (ii) 22 to 24 Jul (iii) 26 to 28 Jul (iv) 30 Jul

<u>SECRET</u>

SECRET

Annexure 2 to Appx "B"

SUMMARY OF PERSONNEL. BEING USED AX SECTOR
SUB SECTOR AX 1 - SAHEBGANJ BASE (MF 1)
15 JUL TO 31 JUL 71

1.	No of men inducted to est bases	-55
2.	No of men detailed for panic gps	-20
3.	No of men detailed for raids, ambushes and Jittering.	-20 to 30 every day
4.	Total no of MF 1 used daily	-95 to 105
5.	Total no of MF 1 available at SAHEBGANJ	-415 (Original str 450-one pi str 35 mov to PATGRAM on 10 Jul 71)

SECRET

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৪। গেরিলা যোদ্ধাদের প্রয়োজন সংক্রান্ত একটি চিঠি	৬ নং সেক্টরের দলিলপত্র	.... ১৯৭১

TOP SECRET

REQUIREMENT OF GUERRILLA FORCES SECTOR NO. 6 3 page

Sl No	Task	Req of Froces	Base	Launching Area	Contacts	Courier	Expense	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	(a) Destruction of Rly trucks. Rly & Road bridges. Tele com & power supply system in area PHULCHAR1 & GAIBANDHA (b) Raid and destory enemy posts, ambush and annihilate enemy troops. (c) Deny use of river routes to the enemy (d) Disrupt civil administration.	300	MAHISH BANDH1. TULSHl GHAT, KATLA MAR1, DHARA MPUR. GHAGUA	CHILM ARI	To be given by civil adviser	to be given by civil adviser	Initial Rs. 3000/- PM Recurring Rs. 3000/- PM	
2.	(a) Disruption of road.	200	BAL.ARAMP UR	SONA HAT	,,	,,	Initial Rs.	2000/-

	Telecom and power supply systems in area PHULBARI, BHURUNGAMARI & NAGESWARI (b) Denial of river traffic to the enemy		DHANI DHAURIAKHUTI	shakebganj			pay Rs. 10000/- PM recurring Rs. 2000/- PM.
3.	(a) Disruption of road, Rly river, Telecom & power supply systems in area KURIGRAM, TISTA. LALMONIRHAT, KALIGANJ & CHILMARI (b) Destroy TISTA BRIDGE (c) DISRUPT CIVIL ADMINISTRATION	500	CHILMARI DURGAPUR PANCHAGRAM KHALIAGHAT BANAGRAM BHELA BARI KAKINA DALGRAM CHANDMARI	GITALDAHA S1TA1 RAHUMARI	To be given by civil adviser	To be given by civil adviser	Initial Rs. 5(XM)/- pay Rs. 35000/- PM recurring Rs. 4000/- PM.
4.	(a) Disrup road, railway, Tele com & power supply systems in area RANGPUR. KAUNIA. PIRGACHA.	500	GABURA DEUTI JOYDEB IKARCHALl B.ARABIL	MOGULHAT SITAL	,,	,,	initial Rs. 5000/- pay Rs. 25000/- PM Recurring Rs. 4000/- PM.

BADI. JANAKI
ITAKUMARI

(b) Raid and destroy enemy posts, ambush and annihilate enemy troops.

(c)Disrupt civil administration.

(d)Disrupt functioning of industrial complex.

5.	(a) Disrupt road, railway, Tele com & power supply systems in area NILFAMARl, JALDHAKA. DOMAR (b) Raid and destory enemy posts, ambush and annihilate enemy troops. (c) Disrupt civil administration.	400	SINGIMARI BIL SONAHAR SIMULBARI CHAPANI DU HAS AHA NITAI	HEMKUMARI SITALKUCHI	To be given by civil adviser	To be given by civil adviser	Initial Rs. 4000/- pay Rs. 20000/- PM Recurring Rs. 3500/- PM.
6.	(a) Disrupt road, Rly. Tele com & power supply systems in area PHULTOLA,	400	FARABARI • GAREYA BOCHAPUKUR	BHAJANPUR MIRGARH	,,	,,	Initial Rs 4000/- pay Rs. 20000/-

THAKURGAON & PANCHAGARH	T1TALYA MAGURA BAKHSHIGANJ DRULLAVPUR	PM Recurring Rs. 3500/- PM.
(b) Raid and destroy enemy posts, ambush and annihilate enemy troops. (c) Disrupt civil administration. (d) Deny use of SHILGONJ AIR FIELD by frequent raids and destroying P. O. L. dumps.		

<u>TOPSECRET</u>

SECRET

Appx 'A'

FORECAST OF PLANS 1 -15 SEP 71

Copy No

Sl No.	Tasks/Tgts	Exact Loc (Gen Area)	Code Name of force	Str	Period of Ops	Any additional sp being provided	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Raid gun posn	ANDHERI JHAR KHAMARSQ 6507	MF 1	One pl	1-2 sep	MF det 81 mm mor	-
2.	Jittering enemy Iocs	BHURUNGAMAR1 rd SQ 6412	MF 1	One pl	1-2 sep	-	-
3.	Ambush enemy patrol s/vehs and mine rd	On id RAIGANJ-BHURUNGAMARI	MF 1	One pl	1-15 sep	-	Standing ambush
4.	Panic Gp raid	KURIGRAM	MF 1 (PG1)	4	I -6 sep	-	-
5.	Panic Gp raid	LALMANIRHAT	MF 1(PG2)	4	I -6 sep	-	-
6.	Harassing raid	RAIGANJ	MF 1	One pl	3-4 sep	MF det 81 mm mor	-
7.	Jittering enemy Iocs	NAGESHWARI	MF 1	One pl	3-4 sep	-	-
8.	Disruption ferry and exits	KURIGRAM ferry	MF 1	One Sec	3-6 sep	-	-
9.	Harassing raid	BHURUNGAMARI	MF 1	One pl	7-8 sep	MF IS mm mor to sp from JOY BRIDGE SQ 6310	-

10.	Panic Gp raid	LALMANIRHAT	MF 1 (PG3)	4	8-13 Sep			
11.	Harassing raid	RAIGANJ	MF 1	One Pl	14-15 Sep	MF det	81 mm mor	
12.	Harassing enemy Iocs	PATESHWARI RS SQ 6911	FF 1	20	1-2 Sep	BSF extricate	mor to	
13.	Harassing raid	RAIGANJ br	FF 1	20	1-2 Sep			
14.	Harassing raid	BHURUNGAMARI	FF 1	20	3-5 Sep			From direction CHAR BHURUNGAM ARISQ 6715
15.	Jittering gun posn	ANDHERI JHAR KHAMAR	FF 1	20	5-6 Sep			
16.	Panic Gp raid and mine laying	NAGESHWARI	FF 1 (PG 4)	4	5-7 Sep			
17.	Harassing raid	PATESHWARI RS	FF 1	20	7-8 Sep			
18.	Jittering gun posn	ANDHERIJHAR KHAMAR	FF 1	20	10-11 Sep			
19.	Harassing raid	BHURUNGAMAR 1	FF 1	20	14-15 Sep			From CHAR BHURUNGAM ARI

<u>SECRET</u>

SECRET

Appx 'A'

FORECAST PLAN- TASKS FOR FF BASE INSIDE BANGLADESH 1-15 OCT. 71

Copy No

Sl No.	BASE	Str	No Base	Task	Gen Area	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	CHAR BHURUNGAMARI LZ6716	20	1 A	(a) Constant harassment Pak posn (b) Ambush Pak patrol Area	BHURUNGAMARI	
2.	BHARATERCHORA LZ 7112	40	1 B	(a) Constant harassment Pak posn (b) Ambush Pak patrol Between	NORTH of BHURUNGAMARI JAIMANIRHAT and ANDHERI JHAR KHAMAR JAIMANIRHAT and PATESIIWARI RS	
3.	SUKULPARA LZ 7304	20	1 C	(a) Constant harassment Pak posn (b) Ambush Pak patrol (c) Disruption tele comn	Area RAIGANJ Br Area EAST OF RAIGANJ br Area Between NAGESHWARI and RAIGANJ br	
4.	MADARGANJ 7593	30	1 D	(a) Constant harassment Pak posn (b) Ambush Pak patrol	NAGESHWARI Area EAST of NAGESHWARI	
5.	Area QE 6584	100	1 E	(a) Disruption tele comn (b) Mine laying (c) Ambush Pak patrol	Area between NAGESHWARI and KURIGRAM Rd between NAGESHWARI and KURIGRAM Area between NAGESHWARI and KURIGRAM	

				(d) Disruption ferry and Speed boats	KURIGRAM Ferry	
6.	PHULBARI QE 5194	50	1 F	(a) Ambush Pak patrol (b) Dominate cfrossing places on river DHARLA	Tr NAGESHWARI-GAG1-A Area NORTH of KURIGRAM	
7.	EM A MG AN J HAUT QE 3295	24	2 A	(a) Disruption rail comn (b) Disruption tele comn (c) Disruption power supply (d) Disruption civil Administration, raids on Razakar trg school.	Between LALMANIRHAT RATNAI br -do- Area LALMANIRHAT -do-	by mine laying and blowing up secs rly line.
8.	KERNNER HAUT QE 2698	30	2 B	(a) Disruption rail comn (b) Raids on rly line gds (c) Disruption tele comn	Between ADITMAR1 QE 2991 and K AKIN A QE 1795 Area KAKINA Between KAKINA and ADITMARI	by mine laying and blowing up secs rly line.
9.	Tr June QE 2687	45	2 C	(a) Disruption ferry service (h) Raids on rly line gd.	KALIGANJ ferry QE 0895 ADITMAR I RS	

				(c) Raid on Pak posn.	KAKINA
10.	TEPAHAT QE 3283	45	2 D	(a) Raids an Pak posn (b) Disruption rail comn (c) Disruption tele comn (d) Attempt destr rly br	MAHENDRANAGAR QE 4086 and TISTA June QE 3977 Between TISTA June and MAHENDRANAGAR -do- S WARN AM ATI br QE-3291
11.	JA1DEVHAT QE 5674	80	2 E	(a) Disruption rail comn (b) Disruption tele comn (c) Disruption civil administration (d) Raids on Pak posn (e) Ambush rly line patrol	Between TISTA June and KURIGRAM -do- KURIGRAM and TISTA June KURIGRAM Between KURIGRAM and TISTA June.

<u>TOP SECRET</u>

SECRET APPX 13'

FORECAST OF PLANS 1-15 OCT 71

Ser No.	Tasks/Tgts	Gen Area	Code Name of Force	Str	Peried of Ops	Any additional sp being provided	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Hold def loc	BAGHBANDA (WEST BHURUNGAMARI)	MF 1	One coy	1-15 Oct	Mtn Arty Bty in direct	
2.	Constant harassment	BHURUNGAMARI LALMANIRHAT and	MF 1	Sec Sir	1-15 Oct		
3.	Panic Gp Raid	KURIGRAM	PG 1	4	1-15 Oct		
4.	-do-	LALMANIRHAT	PG 2	4	1-9 Oct		
5.	-do-	KURIGRAM	PG 3	4	8-15 Oct		
6.	Harassing Raid	RAIGANJ	MF 1	PI	(a) 1-3 Oct (b) 7-9 Oct (c) 11-15 Oci		MF PI at KALAM ATI

TOP SECRET

SECRET
FORECAST OF PLANS 16-30 SEP 71

APPX "A"
Copy NO

Ser No.	Tasks/Tgts	Hxact Loc (Gen Area)	Code Name of force	Str	Perieod of ops and approx duration	Any additional sp being provided	Remarks
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h)	
1.	Jittering enemy Iocs	BHURUNGA MARI	MF 1	One pl	16-17 Sep	MF 81 mm mor det	-
2.	Ambush enemy patrols/vehs and mine rd	On rd RAIGANJ-BHURUNGA MARI	MF 1	One pl	16-30 Sep	-	Standing ambush
3.	Panic Gp raid	KURIGRAM	MF 1 (PG 1)	4	16-21 Sep	-	-
4.	Panic Gp raid	LALMANIR HAT	MF 1 (PG 2)	4	16-21 Sep	-	-
5.	Harassing raid	RAIGANJ	MF 1	One pl	18-19 Sep	MF 81 mm mor det	-
6.	Jittering enemy Iocs	NAGESHW ARI	MF 1	One pl	18-20 Sep	MF 18 mm mor to sp from JOY BRIDGE SQ 6310	-
7.	Disruption ferry and mine exits	KURIGRAM ferry	MF 1	One Sec	18-21 Sep	-	-
8.	Harassing raid	BHURUNGA MARI	MF 1	One pl	22-23 Sep	-	-

9.	Panic Gp raid	LALMANIRHAT	MF I (PC. 3)	4	23-28 Sep		
10.	Harassing raid	RAIGANJ	MF 1	One pl	24-26 Sep	MF 81 mm mor det	
11.	Harassing raid	KURIGRAM Razakar tig camp	MF 1	15	24-26 Sep		Ex base at PAIKPARA SQ 5278
12.	Harassing raid	NAGESHWARI	MF 1	One pl	27-29 Sep		
13.	Harassing enemy Iocs	PATESHWARI RS SQ 6911	FF 1	20	16-17 Sep	BSF mor to extricate	
14.	Harassing raid	RAIGANJ br	FF 1	20	16-18 Sep		
15.	Panic Gp raid and mine laying	NAGESHWARI	FF 1 (PG 4)	4	16-20 Sep		
16.	Jittering gun posn	NAGESHWARII	FF 1	20	19-21 Sep		
17.	Harassing raid	BHURUNGAMARI	FF 1	20	18-20 Sep		From direction CHAR BHURUNGA MAR) SQ 6715
18.	Harassing raid	RAIGANJ	FF 1	20	22-24 Sep		
19.	Jittering posn	NAGESHWARI	FF 1	20	26-29 Sep		
20.	Harassing raid	BHURUNGAMARI	FF 1	20	26-28 Sep		From CHAR BHURUNGA MAR1 SQ 6715
21.	Standing Am hush	Area between NAGESHWARI and rd June QE 6687	FF 1	15	16-30 Sep		

22.	Destroy boats mine approaches	KULAGIIAT ferry	FF 2	20	16-18 Sep	-	FF 2 ex base at PHULBARl
23.	Demi nation ferry sites	KULAGIIAT ferry	FF 2	40	16-30 Sep	-	FF 2 cx base al PHULBARl
24.	Standing Ambush	Area between KURIGRAM and rd June OR 6687	FF 2	20	16-30 Sep	-	-do-
25.	Harassing raid	MOGHALHAT BOP	FF 2	20	16-17 Sep	BSF mors LMGs to sp	-
26.	Jittering gun posn	DOORARKOOTEQE 3895	FF 2	20	16-17 Sep	-	-
27.	Remove sees rly line. Lay Alk A pers mines, Auempi derail train.	Between ADITMAR1 and KAKINA RS	FF 2	15	16-18 Sep	-	FF 2 ex base in KERNNER HAUTSQ 2698
28.	-do-	Between ADITMARI and LALMANIRHAT	FF 2	15	19-22 Sep	-	-do-
29.	Lay Atk/A pers mines	On rly line LALMANIRHAT and RATNAI	FF 2	10	18-20 Sep	-	-
30.	Attempt capture PAK Offr	Area LALMANIRHAT Razakar trg camp	FF 2	10	16-30 Sep	-	Standing ambush ex base EMAMGANJ HAUT
31.	HArassin	LALMANIRHAT Razakar trg camp	FF 2	15	16-19 Sep	-	Kx base EMAMGANJ HAUT

<u>SECRET</u>

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৫। ৫ নং সেক্টর থেকে লিখিত জনৈক মুক্তিযোদ্ধার একটি পত্র	৫ নং সেক্টরের দলিলপত্র	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

Blue Shirts (Borsora)
No. 9/Casualty/71-72/80-81
18-11-71

To
The Commander-in-Chief
Bangladesh Forces

Enclosed is a copy of the letter written by one of the fallen Muktifouz to his father. This letter has recently been recovered by us from the father of deceased.

The Muktifouz died the death of a martyr. On 8th August, 1971, this particular liberation fighter led the attack against extended enemy at Sachna. Jamalgonj P. S. Sylhet which led to capturing the place from the enemy hands, He died of enemy force.

This letter is often read over in the gathering of Muktifouz here. We have experienced that this letter has an electric effect in inspiring other fighters. Hence, it is requested that this letter may please be read occasionally over 'Swadhin Bangla Radio' during Agnibina Programme which we feel certainly will inspire other Muktifouz in dedicating their lives for the cause.

Kindly acknowledge.

Sd/-xxx
(MAJOR M. M. DIN)
Sub-Sector Commander
No. 5 (Borsora)

Copy with a copy of the above referred letter is forwarded to HQ NO. 5 Sector BDF for information.

টেকের হাট হইতে
তারিখ ঃ ৩০-৭-৭১ ইং

প্রিয় আব্বাজান

আমার ছালাম নিবেন। আশা করি খোদার কৃপায় ভালই আছেন। বাড়ীর সকলের কাছেই আমার শ্রেণীমত ছালাম ও স্নেহ রইল। বর্তমানে যুদ্ধে আছি। আলী রাজ, রওশন, মাত্তাব, বেনু, ইব্রাহীম, ফুল মিয়া সকলেই

একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করিয়াছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করিবেন। আমি জীবনকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না ইইলে জীবনের কোন মূল্য থাকিবে না। তাই যুদ্ধই জীবনের পাথেয় হিসেবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্ট দিলে আমি আপনাকে ক্ষমা করিব না। পাগলের সব জ্বালা সহ্য করিতে ইইবে। চাচা, মামাদের ও বড় ভাইদের নিকট আমার ছালাম। বড় ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করিবেন। জীবনের চেয়ে চাকুরী বড় নয়। দাদুকে দোয়া করিতে বলিবেন। মৃত্যুর মুখে আছি, যে কোন সময় মৃত্যু ইইতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুতত। দোয়া করিবেন মৃত্যু হইলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখিবেন লাখ লাখ ছেলে বাংলার বুকে পুত্রহারাকে বাবা বলিয়া ডাকিবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।

আর আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনার দুই মেয়েকে পুরুষের মত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটিয়া যাইবে।

দেশবাসী স্বাধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া কর। মির্জাফরী করিও না। কারণ মুক্তিফৌজ তোমাদের ক্ষমা করিবে না এবং বাংলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।

ছালাম, দেশবাসী ছালাম।

ইতি-

মোঃ শিরাজুল ইসলাম

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৬। ৬ নং সেক্টরের তৎপরতা সংক্রান্ত কিছু তথ্য	৬ নং সেক্টরের দলিলপত্র	……….. ১৯৭১

HQ Mukti Fouz
Sub Sector Rungpur,
200/6/Int/XX/30
29 June. 71

To : Sector Commander MF
Rangpur/Dinajpur Sector.

Sub: **Communication plan.**

1. Communication plan of this sub sector is forwarded for information. This will be establised as soon as the sets are made in working condition.

2. This Head Quarter does not have any Radio Mechanics. Radio Mechanics are aval with Capt Nazrul's sector. It is requested that HPR SIG JCO who is at the moment with Capt Nazrul may be sent for few days.

Sd/-X XXX
Commander MF
Sbu Sector Rangpur
(NAWAZESHUDDIN)

Communication plan
Rangpur Sector.

1. Aim : To provide a good comn system in Rangpur Sector for smooth functioning of adm and speedy ops.

Execution.

2. Phase I : Sig NCO will provide and make all arrangements for establishment of voice comn along the border with wireless set No. SBT 20 A. The following are the general area of establishment a set each place.

a.S B G	HQ	Either Distance
b.N. Khetaber Kuti opposite A. pur BOP		8
c.Gital Daha		7

d.	Chamta.	8
e.	Opposite Jowrani	5
f.	Bara Maricha Opp Dai Khavva.	4
g.	Ful Ban	4

3. Phase 2 : Comn will be established from HQ to Fulbari by means of Telegraphic sets. Fd Tele comn Fulbari-Singimari and main comn from Singimari-Prtgram

4.Adm & log : A Sig NCO will be responsible for maintaining sig procedure and passing all information to main HQ and discipline of all sig operators.

5.Remaining areas. Comn in Rowmari in the east and Chilahati in the west will be established as and when more sets are aval and more means are feasible.

6.Manpower : Each set will be manned by 2 operators and must function round the clock. There will 4 sig operators incl Sig NCO in the main HQ. Sig NCO will maintain a close contact with the HQ and keep sector Commander informed all the time. Via Baura.

7.Diagram and the Net.

SBG
*   *Comd

Ketaber kuti	Gitaldaha	Champta	Sitai	Opp. Daikhawa	Bara Maricha	Fulbari

*   *   *   *   *

No-1 Coy. MB
7.8.71

To

The Sub Sector Comd M B Rangpur
Sub: Operation duty.

1. The following pers were detailed at near Pateshwari & Nageshwari to catch Razakar party making patrol duty in the Village with rifle.

P-544.	**MB.**	Mojaffar Hossain	Arms
A-3931788	,,	Nurul Islam	a) Rifle 3
-	,,	Liaqat.	b) Bayonet—4
P-501	,,	Mosarraf Hossain	c) Grenade—4
P-537	,,	Azizur Rahman.	d) 303 Amo-90 ids.
-	,,	Nasir Uddin	
P-105	,,	Md. Saidul Islam	
P-862	,,	Farid Miah	
A-3941892	,,	Anayet Hossain	
A-3937082	,,	Ahul Hossain	

2. No. M/-50165 NK Azizul Hoque, (2) M/-53I72 MB Amir Box Chy (3) MB Yeakub Ali were detailed to Check the area and post at rly. bridge in between Rajarhat R/S & Takrihat R/S. On their return & report I like to raid the above noted post within 2/3 days.
3. MB Abdur Rahman. MB Shamsur Rahman and MB Shahadat Hossain detailed at Pateswari ghat, Nageshwari to Pateswari road and at Bridge at Kumar Pur to watch the following points :-
   a) Movement of TPT. in the Road.
   b) " of Forces " "
   c) How many pers detailed in the Bridge for duty.
   d) How many pers—reg. Forces?
   e) " " " Razakars?
   f) Conditon of Ferry ghat & where the Boat kept in the night, is there any sentry duty in the ghat or not.
   g) How the way to damage the Boats at Kurigram ghat.
   h) All connected roads should be checked (2 grens supplied to them)
4. No-M-MB Noor Mohd and 117822 Abdul Karim were detailed Shingerdabri Bridge with 3 grenades for dispose the senrty and to bring the rifle of senrty. Necessary instruction given for their works.
5. 4 MB Jawans detailed from guerilla PL for cutting off the telephone wire in between Rajarhat R/S. to Shingerdabri R/S. on the night 8/9.7.71 with given instruction to deposite some wire in this H.Q. for witness.
6. 4 MB Jawans have already been detailed to Kurigram for thrwon 4 grenades H.B. in the following places. This 4 Jawans belong to guerilla PL and left on 5.7.71.

1) One grenade lo S.D.P.O's Banglow.

2) "   " " S.D.O's

3) "   " " anywhere in the town's important places.

7. One the completion of the above task report will be submitted to your honour on their return.

This is for favor of your kind info & n.a. please.

Sd/- XX XXX
COMPANY COMMANDER
MUKTI FAUZ

*   *   *   *   *

D.T.O
1108.30

F : A. Coy. MB.
To : S.S. H.Q. MB.

No-XY. Operation duty. On 9.9.71 3 parties detailed for operation duty. One party-str-40, party I/C Sub. Shamsul Hoque to Pateswari (Komod pur). This party reached in the area and opened fire upon Pak. Troops. Havey firing going on both parties wef. 10.02.00 to 10.02.30 hrs. This party ltd to this H.Q. at 16.30 hrs. Result of the firing learned that 2 Pak Troops & I Razakar died and 4 Razakars injured.

On 9.9.71 2nd party detailed at Kurigram Str-38 (including 81 mm mor) under comd of N/Sub. £bdul Wahab (.) Accordingly they reached Dhasher hat, distance from Kurigram 1¾ miles N/.W (.) On 1002.30 hrs this parly opened fire upon Kurigram old & new station by the 81 MM and they fired 6 rds Bombs (.) Result of the firing : details information not yet received (.) This party retd. to Fulbari PL. HQ at 13.00 hrs.

I again ordered this party to Fire more 6 rds Bombs to Kurigram tonight (10/11.71) (.) No information received from N/Sub. Abdul Wahab. On recpt info will be given to S.S. HQ.

On 9.9.71 at 18.00 hrs. 3rd Party detailed at Bridge near Rajarhat to raid from Fulbari PL. Accordingly they opened fire at 23.00 hrs on the pak post. Pak Troops given some rds reply. Later on they fled away from the Post. Nothing happened in this firing (.) This Party retd. to Fulbari on 10.9.71 at 14.30 hrs.

Note : M/-Sep Adbur Rahman was detailed to collect info reg the Kurigram ghat movement etc for last 7 days (.) On 10.9.71 he sent an info that on 1.9.71 at 16.00 hrs about 70/75 Pak troops crossed the Dharlla river by boat from Pateswari to Kurigram (.)

He also saw that 7 heavy Arms taken with them. 4 grenade guns kept in the boat under cover by the ground sheets (.) this man still waiting to collect more info regarding the Pak troops movement.

Sd/-Illegible
COY COMMANDER
MUKTI FOUZ

*　　*　　*　　*　　*

TOP SECRET
OP KICKOUT

1. MSN : Wipe out and capture max enemy from Bhurungamari.
2. Enemy disposn : Enemy approximately a coy plus str in Bhurungamari silent. Main positions are :-

a. Bhurungamari School copse	-	1 Section
b. Tree 400 yds north of Bus stand	-	1 Section
c. Bus stand	-Mg	1 Section
d. Thana Office-Haji bari area	-	One pl
e. Gurden 200 yds south of College area	-	1 Section
f. Copse 200 yds s/west of College area	-	1 Section
g. Hut on road Raigon j 500 yds east of College area	-	1 Section
h. Road bend hut area	-Coy Cp and HQ	
J. T.Jn	-	1 Section
k. 200 yds north of TJN	-	1 Section

3. Execution : Task will be carried out in two phases :-
a. Phase-I
(1) Grouping　　Force "A"
No 1 Coy
No 5 Coy

(2) Commander of force "A'-Major Nawazesh
(4) Task-Wipe out enemy Coy HQ and CP by 1st LT and then take up positions along road facing college and T.jn.
(a) No. 1 Coy-Commander Lt. Rahman
(1) Task -Wipe out enemy CP and then take up positions facing college towards west
(b) No 5 Coy-Commander Sub Mostofa

(1) Task-Wipe oul enemy HQ and lake up positions facing T.jn towards north.

(5) Force B'
(1) Grouping-
(a) No 2 Coy Minus
(b) Sec Mor-1 Mor
(2) Commander Sub Borhan
(3) Task : Adv along id Bagbhandcr-Bangaon & close to en posn near Bus stand. Be in posn at 0300 hrs. Open fire at en posn on heavy arty fire.
(6) -Force "C"
(i) Grouping-1 PL plus Ex 4 coy
(ii) Task-Take Posn at level crossing Joymonirhat by 2000 hours D day & remain in position till my order.
(iii) Commander of force "C" -Sub Aftab

b. Phase-2
1) General Plan- By seeing the enemy reaction/situation once phase I is completed fol action will be taken by force comds.
(a) If the enemy disorderly abandons rest of the posns then pursue.
(b) If they stick on at the posns then clear the enemy posns as follows.
(i) Force A- Enemy posns College area and T. Jn.
(ii)Force B- Enemy posns upto Bus stop
(iii)Force C-Remain in posn.

7. Comd Instr:
a. Timings-Detail timings will be worked out by force comds keeping fol timings in mind :
(1) All force must be in forward Firm bases by 0100 hours D day.
(2)Level xing force to be in posn by 2000 hours D day
b. Routes : Routes for forces will be along rail tr & rd Joy-Bangaon.
c. Fire Sp : Arty Fire will be given as called by task force comd '4A"
d. Firm bases : All firm bases will be secured by 2200 hrs. Fol are the firm bases :

(1) Bagbhander	-1 PL ex 2 Coy
(2) Rail br near Joy	-I sec ex 4 Coy
(3) 1 B-Joy	-1 PL ex 4 Coy

e. Total force participating is 330. Distribution :

No 1 Coy	-80
No 2 Coy	-90
No 4 Coy	-100
No 5 Coy	-60

f. RAP-Nearby Joy-Med offr will be present in RAP.
g. Fire Control: Fire will be controled at all commd level.
h. Wrls-Sub Borhan-1, Me-1. H/T
i. Eventuality-Any fire comes from any direction, no one should open fire without comd's orders.
j.

EN POSN

Place	Area	Str	Remarks
I. Bhurungamari			
	(a)C.O. Office at day	15	Razakars
	(b)College	3	Sentry post only
	(c)lalab all round	-	Razakar
2. Joymonirhat	(a)Level xing	-	
	(b)Ful Kumar br	3	Sentry post only
3. Andharijhar	(a) School field two tents	40-45	Regular/Razakar
4. Raigonj	(a)Raigonj Br	-	Regular/Razakar &
	(b)Bridge of north at house	50	M M G Post Mines
5. Nageswari	(a) Thana	1-10	Razakar/Officer

OWN TPS POSN

1. Gagla
2. Taltola Board hat
3. Kathal Bari
4. Raigonj

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৭। ৬ নং সেক্টরের তৎপরতা সংক্রান্ত কিছু তথ্য	৮ নং সেক্টরের দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর, ১৯৭১

IMMEDIATE
JESSORE SECTOR
BANGLADESH ARMED FORCES
JB/6/ /Misc
22 May 71

To: All Coys

Subject: **Religious Function in Coys**

1. All Coys will arrange a Gaib-i-Janaza and Quran-Khawni on 28 May 1971 in their respective Coy HQ for the peace of the departed souls of those who laid down their lives in the war of liberation on Bangladesh.

2. Coy Comds are also directed to organise a temporary Mosque in their respective Coys. Imam will be appointed and sent each coy very soon, who will take a spiritual class of off duty personnel as fixed by Coy Comds. Till such time local arrangement for the religious function is to be made by Coys.

3. This arrangement is required to boost up the morale of service-men.

Sd/Illegible
Comd.
Jessore Sector
Bangladesh Armed Forces
(M. A. Osman Chowdhury)

*　　*　　*　　*　　*

IMMEDIATE
JESSORE SECTOR
BANGLADESH ARMED FORCES
JS/25/XX/A
28 May 71

To : Ail Coys/You ill Camps/SHQ

Sbujecl: **Commission in Bangladesh Armed Forccs**

1. Applications are invited from the prospective candidates for the grant of Emergency Commission in the Bangladesh Armed Forces Candidates must have the following qualifications :

a. CIVILIANS

(1) Age	:	Below 25 years on 1st of June 71.
(2) Educational Qualification	:	Passed Intermediate/Higher Secondary Certificate or Equivalent
(3) Nationlity	:	Citizen of Bangladesh by Birth.
(4)Marital Status	:	Must be unmarried.

b. SERVICE PERSONNEL

(1) Age	:	Below 27 years on Is' of June 71.
(2) Educational Qualification	:	Matric or Equivalent.
(3) Nationality	:	Citizen of Bangladesh by Birth.
(4) Marital Status	:	Married/Unmarried.

2. All candidates must be of good Physique, free from any disease and fulfil the following standard :

a. Height 5'-2" (Minimum)
b. Weight-115 lbs (Minimum)

3. Preliminary selection will be carried out by the respective Sector Comds. On recommendation by the Sector Comd candidates will be sent for final selection by a board of officers. After the final selection candidates will be medically examined by the medical board after which, if found fit, they will be sent for trg to Officers' trg school at Mujibnagar in Bangladesh.

4. No TA/DA will be admissible to the candidates.

5. Applications along with testimonials etc. must reach to this HQ on or before 07 June 1971

Sd/II legbile
Comd
Jcssore Sector
Bangladesh Armed Forces
(M. A. Osman Chowdhury)

* * * * *

JESSORE SECTOR
BANGLADESH ARMED FORCES
JS/1/XY/0PS
11 JUNE 71

To: All Coys

Subject: **Adm/Ops Instructions**

The following broad framework of policy is to serve as the guideline for operation and the co-ordination to be maintained with supporting forces:

a. Your forces like all other Bangladesh Forces are under the command of Bangladesh Forces HQ and Bangladesh Sector HQ.

b. The closest co-operation and co-ordination between us and the supporting forces being essential lor our success the following arrangements will continue.

(1) Op policy is formulated by C-in-C, Bangladesh Armed Forces (in consultation with the head of sp forces) and conveyed to all Bangladesh Sector Comds. (The present policy : No conventional ops, No frontal attacks. Instead well-planned ambushes, raids, surprise attacks (on worthwhile small but valuable tgts) on a large scale (daily as many cases as you can) to destroy the enemy, his communications (to make him totally immobile) and deny him use of L-of-C, tpt, power, resources etc. Your tps must not get inextricably involved with the enemy but operate on ambush/raid type of ops.]

(2) The SHQ may co-ordinate with Sp comd in planning the ops. Our allies will provide fire Sp with aity (whenever deemed necessary).

Sd/-Illegible
Comd
Jessore Sector
Bangladesh Armed Forces

*　　*　　*　　*　　*

Annexure 'A' to Jessore
Sector Bangladesh Armed
Forces Ltr No. JS/l-A/IX/ops
Daied 11 June 71

ACTIVITIES OF BANGLADESH MUKTI FOUZ
DURING OPERATION OF VARIOUS PLACES

1.At 301800 Mukti Fouz intercepted Pak Police and Armed Bihari Muslims plundering Villages around CHOTIPUR GHAT QT-9259 (.) Pak cas three Policemen and one civ. killed (.) Mukti Fouz received dead body of Sub Inspector, two shot guns, one pi 303 Rifle and one Jeep.

2. Mukti Fouz ambushed one Jeep in area RM 5284 on rd MADIIABPUR RM 46 SHAISTAGANJ RM 59 at 290500 (.) Jeep destroyed, two killed and two wounded.

3. BSF info HARIPUR pet installations RH 27 reinforced by one Coy and area HAR1AR bridge RH 3492 reinforced by two Coy info being verified.

4. N/Sub Altab Hussain with 150 former MF pers OP in area MANKACHAR QE 8444 believed in league with Pak army. Entire party missing since May 29 (FN) has taken sanctuary between MANKACHAR post and BRAHAMPUTRA.

5. Mukti Fouz attacked one unit (call Sign 24) in area Sq 3605 destroying two gun boats, one Rly bridge and one vehicle May 30.

6. Mukti Fouz captured Sub Nurul Huque in civ dress.

7. For raiding Mukti Fouz hide outs Pak troops are using covered bullock carts as used by pardah women.

8. Mukti Fouz destroyed one Pak Jeep at 280800 in area SONAIMURI RR 34 Killing six Pak pers including one JCO.

9. Mukti Fouz raided Pak BOP JAGANNATH RR 54 night 28/29 May killing 19 Pak troops.

10. Mukti Fouz ambushed three Pak 3 toner Vehs near LAKSHAM RR 26 night 27/28 May. Vehs estroyed. Pak cas not known. One JCO Mukti Fouz seriously injured.

11. Mukti Fouz fired MMG and SA on pak posn at SALDANADI RM 21 night 29/30 May. 25 Pak cas reported. Mukti Fouz demolished road Rly bridge MANDHA in area RR 64.

12. Mukti Fouz ambushed Pak patrol in area SRINAGAR RR 73 May 29. pak troops 11 killed and three wounded.

13. Important industrial machinery from DACCA and CHITTAGONG being despatched to KARACHI.

14. Mukti Fouz raided Pak posn at JAINTIAPUR night 29/30 May. Pak troops vacated JAINT1APUR BOP May 31 due to engagement by Mukti Fouz. On Mukti Fouz closing in with the post later Pak troops opened fire with Mortar from SOUTH OF JAINTIAPUR. Mukti Fouz withdrawn.

15. Mukti Fouz destroyed Pak BOP BALIGADA RB 3004 May 29.

16. Mukti Fouz blew up RCC steel bridge at BALAIMARI RH 3299 at 30012.

17. Our log 26 of May 27 para seventhly hotel. Fol additional items req from lines quarry opposite BARSORA RB 2305. Bulldozer one, loaders two, tractors three.

*　　　*　　　*　　　*　　　*

TOP SECRET

Jessore Sector
Bangladesh Forces
JS/1-D/7/G
11 July 71

To :Capt Shafique Ultah
Coy Comd 'E' Coy
Hakimpur

Copy to : Brig NA Salick
Comd "C" Sector
Barrackpur

Subject : **Task**

1. The following tasks will be carried out and completed by 10 July 71 :
   - a. Mining
     - (1) Kalaroa-Sonabaria road
     - (2) Kalaroa-Baksha road
     - (3) Kakdanga-Mandra road
     - (4) Sonabari road junction
   - b. Raid (Any two as per tactical suitability)
     - (1) En position at Hijaldi BOP
     - (2) En position at Mandra BOP
     - (3) En position at Hatathganj
     - (4) Keshabpur PS
   - c. Ambush
     - (1) Sonabaria
     - (2) Baladanga
     - (3) Talaigacha

(4)B hadli

(5) Kendragachi

d. Bridses to be blown : Braza Baksha bridge (on Kalaroa-Navaran road)

e. Ferry Boat : Ferry boat in Kabodak river in between road Keshabpur-Kalaroa should be burnt.

2. In additon to the above. jitter/Fighting patrol should operate daily in the areas selected by you. All line of communication should be cut off and active en agents be eliminated in your operational areas.

3. One day complete rest fot all to be staggared into two days. Half the str on one day and the second half on next day.

4. Please ack.

S/d-Illegible
Comd
Jessore Sector
Bangladesh Forces

* * * * *

JESSORE SECTOR
BANGLADESH ARMED FORCES
NO. JS/23/5/8
19 June'71

To : All Coys

Subject: **Maint of Arms/Animo**

1. It has been noticed that the arms/ammo issued to Coys are not being maint properly as a result of which most of the arms were found unserviceable during the last inspection by the Sector Armr. Comd takes a serious view of it and suggests the following procedure to be adopted immediately :

a. All arms held by the Coys are to be issued to the individuals by name who will personally be held responsible for its maint.

b. A general maint of arms/ammo will be carried out properly under the active supervision of Coy/Pi Comds once in a week.

c. Arms will immediately be cleaned after firing/action.

d. Arms/Ammo not in use will be kept in a proper place in accordance with the laid clown procedure.

e. Coy armr will inspect the arms/ammo once in a week. Major defects due to negligence of individuals will be reported to this HQ for necessary action.

f. Arms/ammo declared unserviceable will be sent to this HQ alongwith names of individuals for further necessary action. It should be clear to all concerned that if any weapon is proved to have been declared unserviceable due to negligence of its owner, drastic action will be taken against him.

2. Please ensure strict compliance.

Sd/-Illegible
Comd
Jessore Sector
Bangladesh Armed Forces

*   *   *   *   *

TOP SECRET

Copy No.5
of Ten Copies

Headquarter 8 Sector
Bangladesh Forces
JS/30-C/XX/G-SD
07 Aug 71

To: All Coys

Subject: **Location of Trained Guerillas Prior to Launching Inside**

Trained Guerillas, on arrival from training centres, will be located at launching areas, prescribed (separately with tasks and allocation of forces) in relation to their op areas inside, until sent inside. This period should be reduced to the absolute minimum (NOT exceeding a fortnight) to complete the following :

a. Equipping them with arms/equipment prescribed in paras 2 to 6 and appendix 'A' of Instructions contained in our letter under issue.
b. Giving them Practical experience in one of each of the following types of operations :
   (1) Ambush
   (2) Demolition
   (3) Raid/Attack

2. Please ack.

Sd/-Illegible
Comd
8 Sector
Bangladesh Forces

*   *   *   *   *

Headquarter 8 Sector
Bangladesh Forces
No. JS/30-C/XY/G
17 Aug 71

To : All Niomito Bahini Coys
All Gono Bahini Coys
All Political Advisers

Subject: **Posting of Political Advisers**

1. In consulation with the Civil Affairs Adviser of this Sector the following Political Advisers arc posted as shown against each :

a. G-7 Coy att F' Coy NB-Mr. Azizur Rahmah Akkas, MNA. (Shikarpur)
b. G-6 Coy att C' Coy NB-Mr. Sohiuddin, MNA.
c. G-5 Coy att [4]B* Coy NB-Mr. Mohd Younus Ali, MPA. (Benpur)
d. G-4 Coy att [4]D' Coy NB-Mr. Ekhlasuddin Ahmed. Organising Secy. Dist Awami League, Jessore.
e. G-3 Coy att [4]H' Coy NB-Mr. Tabibur Rahman Sarder, MPA. (Petrapole)
f. G-2 Coy att 'E' Coy NB-Dr. Abul Islam, MPA. (Hakimpur)
g. G-I Coy att[4]A' Coy NB-Mr. Momtaz Ahmed, MPA. (Gojadanga)

2. Political Advisers will please assume to their duties in their respective Coys by 25 Aug 71.

3.Respective Coys will arrange one 180 Lbs tent for each Political Adviser. Provision of one charpoy will be made under Coy arrangement.

4. Joining report will be submitted by Coys to this HQ.

Sd/-Illegiblc
Comd
8 Sector
Bangladesh Forces

* * * * *

গ্রামের মন্ডল/মোড়ল/মাতব্বর এবং অন্যান্য সকলের প্রতি নির্দেশাবলী ঃ-

১।স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের আদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলুন এবং গ্রামবাসী সকলকে মানতে অনুরোধ করুন।

২। জঙ্গী ইয়াহিয়া সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকে বানচাল করুন।

৩। মুক্তিফৌজকে সবর্প্রকার সাহায্য করুন, কারণ তারা আপনার স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তরা আপনার সংগ্রামী ভাই , এটা আপনার নৈতিক কতর্ব্য ।

৪। পাক বাহিনীকে সকল প্রকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করুন । আপনারা নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা তাদের ক্ষতি করুন।

৫। স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন আপোষ নাই, কষ্ট আমাদের করতে হবে । "রক্ত যখন দিতে হবে শিখেছি তখন আরও দেব, দেশকে স্বাধীন করব ইনশা আল্লাহ।"

৬। পাক সেনাবাহিনীর তাবেদাররা হুঁশিয়ার- তাদেরকে একে একে মুক্তিফৌজ সমূলে বিনাশ করবে। আপনার এগিয়ে আসুন ও বিশ্বাসঘাতকদের চরম শিক্ষা দিন।

৭। বিশ্বাসঘাতকদের থেকে হুঁশিয়ার থাকুন । তারা আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে । মুক্তিফৌজের গোপনীয়তা রক্ষা করুন । আপনার ক্ষুদ্র একটা ভুল অনেক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনুন, এটাই বাঙ্গালীর মুখপত্র। শত্রুর মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না । সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সর্বদা জয়যুক্ত হয়।

জয় বাংলা
জয় মুক্তিফৌজ

* * * * *

MAINTENANCE OF LAW AND ORDER
SECTOR COMD'S ORDERS

1. Peace will be maintained at all costs. Mukti Bahini will help the Civil Administration in maintaining law and order.

2. No one is allowed to kill anyone on pretext of his being a Razakar or a non-Bangali. Razakars will be asked to surrender arms. Except the notorious Razakar leaders (and those against whom public do not have much allegations) rest will be PARDONED and freed. The notorious ones to be put in jail for later trial. Public or the Gono Bahini will not be allowed to take law in their hands.

3. Get the Gono Bahini to report to the nearest Mukti Bahini Officer. Record their details with arms and assign them tasks of protecting public life and property. In town mixed Niomito Bahini/Gono Bahini patrols will be on duty. All treasuries. Banks. Jails. Communication Centres etc, will be provided guards.

4. Special attention to be paid to the protection of Government property i.e. power houses, tele exchanges, offices, colleges, and schools and food godowns. Post sentries wherever necessary. Food godowns will not be opened without permission from local Civil Administrator/Mukti Bahini Officer.

5.Niomito Bahini Officers/JCOs will go round checking the activities of Mukti Bahini and try to restore peoples' confidence in the Bangladesh Government.

6. Any Kukti Bahini person, wheathcr Niomito Bahini or Gono Bahini found indulging in undesirable activity will be disarmed and sent to lock up for trial. No mercy will be shown.

7. Get hold of all vehicles in the area and collect them at Mukti Bahini Camp. These will not be used but handed over to the Civil Administrator of the area. No vehicle will play without permit from the local Civil Administrator or Mukti Bahini Officer. Private car/truck/bus owners will establish their bonafides before getting permits from the Civil Administrator. Govt. vehicles will be handed over to the respective departments through the Administrator.

8. Civil/Police officials and College/School teachers will be asked to immediately join their duties. Their services will continue to be inforce, but the manner of utilization of their services will be decided by the appropriate Govt Agency. They will be required to submit joining reports to who-so-ever appointed Administrator of the area (district/sub-division or thana). Try to restore their confidence.

9. All weapons and ammunition of the Razakars, left by the retreating Pak Army and previously taken from the Police will be collected and kept in safe custody at the nearest thana/sub-divisional Head quarters with Bahini Units, and then collected centrally at sub- sector level. Disposal will be given by me later on receipt of details from various sub- sectors. Meanwhile police may be armed with recovered weapons in consultation with District Administrators. Beware of various parties indulging in collecting arms/ammo and making chaos.

10. Try to establish Mukti Bahini camps away from the centers of population and do not occupy private buildings.

11. Identity cards to be issued to all Niomito Bahini/Gono Bahini on duty, after they report. Weapons issued to individuals to be shown on these cards.

12. All bazars and business activities will be brought to normal at the earliest. See that people do not find difficulties in getting their daily necessities.

13. Sub-sectors will ensure that these orders are passed to all.

Sd/-X XXX
Comd
HQ No. 8 Sector
Bangladesh Forces

Date: 10.12.71

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৮। ৯ নং সেক্টরে সেক্টরে ট্রপস গঠন সংক্রান্ত তথ্য	৯ নং সেক্টরের দলিলপত্র	অক্টোবর ১৯৭১

1. The board for recruitment of sector troops appointed by the comd 9 Sector, vide his letter NO 0627/A of 10 Oct. 71, with the following officers and J.C.O's :

   a. President: Capt. M.N. Huda

   b. Members: 1. Lt. M. Shahjahan (S.M.O)
   2. Lt. M.R. Chowdhury
   3. Capt. Shahjahan (Mujahid)
   4. S/M. Najmul Haque
   5. Sub. Majidul Haque

2. The board sat in a meeting at sector HQ on 10.10.71 at 10.00 hrs. All the members concerned were present in the meeting. The following resolutions were taken unanimously :

   a. Eligibility for the sector troops as follows :
   1. Educational qualification : Class VIII pass or equivalent standard.
   2. Age : 17 years to 22 years in case of new recruits .
   3. Physical status:
      a. Height 5'-2"
      b. Chest 32"-34"
      c. Weight 110 lbs

   The board further decided that some sorts of relaxation may be given to the Ansars and Mujahids those who are working in Liberation Forces (Active Service).

4. a. Bases of recruitments :
   The MF. personnel there who are already attached with Bagundia Camp will be posted to all the new Coys equally.

b. Mujahids and Ansars who are working under the sector will be recruited for the sector troops.
   F.F. (Chakulia trained) will be recruited from the Bagundia camps as sector troops.)

c. A good percentage of Chakulia trained F.F. will be recruited in the sector troops.

d. Recruitment cannot be made from the defense and F.F. personnel, same will be recruited from different and youth camps under this sector.

5. Documentation Enrolment Forms and Oath Forms of Bangladesh Govt, will be filled up by all the respective recruiting units, and the sector Medical officer will complete M.E. and submit the papers to the board by 16''' Oct. 71.

6. Location of Coys and responsibility of Coys will be as follows :
   a. Hingalgonj : 2 Coys A & D : S/M A. Jalil
   b. Taki, Joramondir: 2 Coys, C & B
      Lt.M.R.Chowdhury
      S/M.NajmulHuque
      N/Sub A. Hakim
   c. Taki Mujahid Camps: 1 Coy, E :
      Capt. Shahjahan, Sub. Mojidul Haque
      Adjt. Ali Akbar
   d. Bakundia Camp : I Coy-F/Lt: Sultan Ahmed.
      S/M S.M. Azam
7. Members concerned will start-recruitment immediately from reception and youth camps.
8. M.O. Jahid Hussain is requested to be availabele in the Sector from 10 Oct. to till the recruitment is complete.
9. Sub/Maj Nazmul Hoque and Sub Mojidul Haque will collect the bio-data as of service personnel from different establishments and will submit the report by 12 Oct. to the board.
10. Number of J.C.O.s and N.C.Os required for the sector troops as per the organistation is as follows:
    a. J.C.O. 39
    b. N.C.O
       (1)Hav's 50
       (2)NX's 135
       185
11. Date of next meeting :
    12. Oct. 71 at 17.00 hrs
    signed/Capt. M. N. Huda.
    President

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৯৯। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের অটোগ্রাফ	সাপ্তাহিক ‘রোববার’ ঢাকা ২৩ মার্চ, ১৯৮০	অক্টোবর, ১৯৭১

অনেকেই জানেন না বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অফিসারদের কথা। যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই এইসব অফিসারের জন্ম। এসব অফিসারের পরম গৌরব যে, মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করার জন্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছেন-অনেকে জীবন দিয়েছেন। ৯ অক্টোবর ৭১-এ সব অফিসারদের সামরিক ভাষায় ‘পাসিং আউট’ হয়। তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অফিসারদের সালাম গ্রহণ করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

৯ অক্টোবর এসব তরুণ অফিসার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে ওয়ালীর এক ছোট ডায়েরীতে তাদের ‘‘অটোগ্রাফ’’ দিয়েছেন। সাথে লিখেছেন দু’এক ছত্র কথা কবিতা। ওয়ালী ছিলেন প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের একজন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে তাকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোস্টিং দেয়া হয়।

ডায়েরিতে স্মৃতি হয়ে রয়েছে তরুণ ৬১ জন অফিসারদের ‘‘অটোগ্রাফ’’। কালের সাক্ষী ডায়েরী থেকে সেসব কথা কাহিনীর কিছু কিছু কথা তুলে ধরা হলো।

‘‘আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।’’
শওকত

‘‘বাঙ্গালী মরে একবার। দুইবার নয়।’’
ফারুক
২ লেফটেন্যান্ট

‘‘ওলি,

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা
নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ।

এই সোনার বাংলাকে যারা শ্মশানে পরিণত করেছে - তাদেরকে পরাজিত করে পবিত্র মাতৃভূমিকে মুক্ত করাই হোক তোমার আমার সবার জীবনের শেষ ব্রত। তিতুমীর, সূর্যসেনের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যে ভরা বাংলার প্রতিটি ধুলিকণা-সেই ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হোক আমাদের বীরত্বে। জীবন দিয়ে হলেও আমরা দেশকে স্বাধীন করবো।

সেক্টর-১	জয়বাংলা!’’
২৪শে আশ্বিন ১৩৭৭	প্রীতিমুগ্ধ
	বাবুল
	সে: লে: মনসুরুল আমিন

"Dear Wali,

I wish you always to have convivial surrounding and at the height of your patriotism always go ahead as a Valiant Soldier.

Lastly I wish you best of success in every sphere of life."

Yours
H. Mostafa Kamal
C/O. Mr. Jamal Uddin
2, P. C. Banarjee Road
Dacca-1

"জীবন সংগ্রামে তিমিরাচ্ছন্ন রাতের আঁধারে যে পথে পা বাড়িয়েছো, সে পথে খোদা যেসন সদা তোমার সহায় হোন এবং এ রাতের অবসানে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তোমায় যেন আবার আমাদের মাঝে ফিরে পাই।"

রকিব,

চাটগাঁ

১২ই অক্টোবর-১৯৭১

"বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ,

সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত,

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি

বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

শত্রুনিপাতে তোমার বিজয় কামনা করি।'

মাসুদ

১-১০-৭১

"Dear,

I have enjoyed with you for 105 days. So many pleasant and unpleasant things must have happened during this time, but stretch my mind back on old things. I remember your jolly face which of course, I will never forget.

Dear, I wish you live jolly good time killing the West Pakistani bastards and live a long life. I have all my sympathies for you.

Keeping in mind all the sweet things we have in between us, I take leave, good luck."

2nd . Lt.

Monzoor Ahmed

3rd. Bengal

DAWKI

"It was nice knowing well fight well."

With Regards

A. Matin Chowdhury

"With best wishes."

Didar

10th EBR

Agartala

"In the last fifteen weeks I found a good pal in you. I am sure this will remain the same till I stop a bullet or something. Be good and keep your head cool, cause I want you alive their in Dacca.

Wish you all the luck in the world and more."

Love

Samad*

9/XI/71

[* লেঃ সামাদ স্বাধীনতার সূর্যকে দেখে যেতে পারেননি। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৬নং সেক্টরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে এক ভায়বহ সম্মুখ সংঘর্ষে তিনি শীহদ হন।]

"Dearest Oli,

Wish you best of luck and hope that you can-Punjabis-"

Mizan

10 EBR

Agartala

''বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তোমার দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।''

আবদুল্লাহ (খোকন)

'মনের দীপশিখা রেখো অনির্বাণ।

মুহম্মদ আবুল হোসাইন

সিদ্ধিরগঞ্জ, ঢাকা।

''বন্ধুবর,

জীবনের কঠিন সংগ্রামে কৃতকার্য হও

এই কামনা করি।''

তোমার

তাহের,

সেক্টর-১১

"I wish you all success in life."

Aziz*

9/10/71

9B Agartala

[* লেঃ আজিজ আজ নেই। যুদ্ধের চরম পর্যায়ে পাকিস্তানীদের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষে শহীদ হন তিনি।]

‘‘এ দেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের জন্য সালাম, বরকতসহ আরও নাম নাজানা অনেকে যে ভাবে বুকের তরতাজা রক্ত দিয়ে গিয়েছে-আমি মিনে করি আমার বন্ধু হিসাবে তুমি তাঁদের রক্তের ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করবে।’’

তোমারই
জহির
সিলচর
সেক্টর ৪ (চার)

‘‘প্রীতিবরেষু,

এক গুচ্ছ সোনা-ঝরা দিন আমাদের স্মৃতি মণিকোঠায় চির ভাস্কর হয়ে থাক। আগামী দিনের প্রতিটি সংগ্রামী পদক্ষেপে তুমি অর্জন করো চরম সাফল্য।

আমাদের আন্তরিক বন্ধন হোক শাশ্বত।’’

শুভেচ্ছার অসীমতায়
জামিল আহসান
৯-১০-৭১
১১ বেঙ্গল, আগরতলা

“Hope to meet you in Dacca as officer of fully established govt. of independent Bangladesh.”

Shahriar Huda
232/Lalmohan Shaha Road
Dacca
10/10/71

“I hope you can ------ the Pakistanis like Romel ------- the British”.

2nd/Lt. Salim Hassan

[* লেঃ সেলিম হাসান স্বাধীন বাংলার মাটিতে ১৯৭২-র ৩০শে জানুয়ারী মীরপুরের পাকিস্তানী হানাদারদের আকস্মিক আক্রমণে শহীদ হন।]

‘‘বিজয়কে যদি সুনিশ্চিত করতে চাও এই মুক্তিসংগ্রামকে গণযুদ্ধের রূপ দাও।’’

আনিস হাসান
৯ই অক্টোবর, ১৯৭১

‘‘সংগ্রামে আমাদের জীবন শুরু, সংগ্রামেই যেন শেষ হয়।’’

সৈয়দ আবু সাদেক

‘‘প্রতিশোধের রক্তে ধুয়ে বাংলা মাকে মুক্ত, পবিত্র করার পর আবার দেখা হবে।’’

নজরুল
১১-১০-৭১

‘‘আল্লাহকে ছাড়া কাহাকেও ভয় করিও না।’’

‘কবির’

“I wish your success in the battle field.”

Yours loving friend
Wakat Hassan
1st Bengal
Silchar.

‘‘বিদেশের এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সোনাঝরা দিনগুলোর অবসানে যেন আমাদের আত্মিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট না হয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমার নেতৃত্ব ইতিহাস সৃষ্টি করুক। আমাদের বন্ধুত্ব চির অম্লান-অক্ষয় অব্যয় হউক।’’

জয় বাংলা!
মোমতাজ হাসান
১১-১০-৭১
৪র্থ তলা
আগরতলা

‘‘আঘাত যদি করে তারা
ফিরিয়ে দেবো আঘাতটাই

বাংলা ভাষা
বাংলা মাতা
আমার দেশের স্বীকৃতি চাই।’’

মাহবুবার রহমান

১১-১০-৭১

“Keep your mouth shut and bowels open.”
Sector-7
Raigonj
W. Dnnajpur

Dipu
11/10/71

‘Best of luck’

Kaiser Huq
2/Lt.
Sector-7
Raigonj
W. Dinajpur

“Best of luck.”

Sheikh Kamaluddin
9.10.71
8. Theatre Road
Calcutta

“জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দাও-এই কামনা করি।”

আমিনুল ইসলাম
সেক্টর-৭

“তোমার আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ-”

খোন্দকার নূরুন নবী
৯-১০-৭১
সেক্টর-৮

“Wishing you all the wishes and luck”.

Your’s sincerely
Syeed Ahmed

“তোমার সাফল্য কামনা করি।”
মনসুরুল ইসলাম মজুমদার
২য় বেঙ্গল, আগরতলা

“ছাতি ভাংগবে মাথা ফাটবে তবু খেলা ছেড়ে হটবো না।”
তাহের উদ্দিন আখঞ্জি
সেক্টর নং-৫, ডাউকি, সিলেট

“রাতের অন্ধকারের বুক চিরে নতুন প্রভাতের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল শিখায়, সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত সূর্যকে ছিঁড়ে এনে বাংলার মাটিকে করবো আমরা উদ্দীপ্ত। বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ আর বাংলার নিগৃহীত লাঞ্ছিত মানুষ আবার হেসে উঠবে-গাইবে বন্দনা, গাইবে আবাহনী।”

জয় বাংলা
এস, এম, খালেদ
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

“Wish you good luck and success.”

Wakiuzzaman
11/07/71

“বাংলা মায়ের এ-দুর্যোগ মুহহর্তে বর্বর ইয়াহিয়ার দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের রাইফেল অব্যর্থ হউক, আজিকার এ-বিদায় ক্ষণে অশ্রুসজল নেত্রে পরম করুণাময়ের নিকট এই প্রার্থনা করি।”

ইতি-
নিরঞ্জন ভট্টাচার্য
৪নং সেক্টর, সিলেট

“সংগ্রামী শুভেচ্ছা রইলো। বাংলাকে স্বাধীন করো, এই কামনা করি।”

২য় লেঃ গিয়াস
আহমেদ
১১-১০-৭১

"কামনা করি বিধাতার নিকট তুমি যেন বেছে নিতে পার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ তিতুমীর, সূর্যসেন ও ক্ষুদিরামের পথ। বন্ধু, যুদ্ধশেষে দাওয়ার রইল।"

জয় বাংলা
মুরাদ জালালাবাদী
সেক্টর নং-৪, শিলচর, (আসাম)

"At the time of passing out from Bangladesh Military Academy as 2/Lt. I congratulate you for your be luck.

With best love and regards."

Very truly yours,
2/Lt Mohammad
Mustafa
No. 8 Sector, Jessore

"The sun of the east may rise in the west but there is no doubt that we shall achieve our independence by the grace of Almighty Allah and through the blessing of prophet Muhammad Sallal la hu alai hi wa sallam.

Go and fight bravely. We expect to hear your bravery in the battlefield against the notorious enemy.

2/Lt Md. Abdul Jalil
Habigonj
Sylhet
Bangladesh.

"সংগ্রামী শুভেচ্ছা রইলো।"

ফজলু
২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট
আগরতলা

"The best of soldier lies in the battle field. Hope God be with you in achieving your aim."

Moinul Islam
Sector-II
Tora.

"আমরা বাঙ্গালী। বাংলার স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রামে নেমেছি। আমাদের আদর্শ আমাদের কার্যাবলী আমাদের অগণিত দেশপ্রেমিক ভাইদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। সুতরাং আমাদের আদর্শদৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত। আপনার আমার সবাইর সহযোগিতায়ই তা সম্ভব। আপনার সাপল্য কামনা করি।"

ইতি/-
মোঃ আসাদুজ্জামান
সেক্টর-১১

“Dear Wali,

Let the past sorrows do not worry you much because that will retard your activities toward success.

With best personal regards to you.”

Cheers
Mohd Mizanur Rahman
Sector 11, S/Lt

‘‘তোমার মহান কর্তব্যে তুমি সফলকাম হও। বাংলাদেশ আবার আমাদের সকলের বাংলাদেশ হোক’’।

মোহাম্মদ আলী
৯-১০-৭১
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

‘‘অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই বিদো্রাহ।’’

এহসান
৯-১০-৭১
সেক্টর-৯

‘‘আমরা একদিন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করেছিলাম তা আজ আত্মোৎসর্গের মহান ইতিহাস হয়ে গ্রাম-বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতির পিতা শেখ মুজিবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত শহীদ তিতুমীর ও সূর্যসেনের উত্তরসূরি বংশধর স্বাধী ও সার্বভৌম বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ী নওজোয়ান আজ দুর্জয় আক্রোশে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের বিজয় আগামী দিনের জলন্ত সূর্যের মতই সত্য, ভাস্বর এবং অবশ্যম্ভাবী।

বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ
সুতীক্ষ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি
বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।’’

রফিকুল ইসলাম
১১/১০/৭১

‘‘ভাই ওলিউর,
‘‘তোমার কথা আমি চিরদিন স্মরণ করি’’

তুমি আমায় ভুলো না-’’
Sachin Karmaker
Sector-9
Hasnabad
24 Pargona

‘‘আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।’’

ফিরু ভাই
১২-১০-৭১

‘‘বন্ধু তোমার জন্য রইলো
বিপ্লবী অভিনন্দন।’’

শাহ মোহাম্মদ ফজলে হোসেন
৩য় বাংলা বাহিনী, শিলং

‘‘আমাদের দ্বিধাহীন ত্যাগে আবার সজীব হয়ে উঠুক বাংলার পবিত্র মাটি।’’

আনিস

‘‘তোমার যাত্রাপথ হোক আলোয় উদ্ভাসিত।’’

অলীক গুপ্ত
৯-১০-৭১
৮নং সেক্টর

‘‘আপন গতিপথ থেকে ফসকে পড়া একটি উল্কার মতো যখন আমার অবস্থা ঠিক সেই সময় মুক্তি ক্যাম্পে তোমার সাথে আমার পরিচয়। গত ১৫টি সপ্তাহ তোমাদের সঙ্গে কাটাতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। আজ আবার কর্তব্যের অমোঘ টানকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে সবাই সবাইকে ছাড়তে হচ্ছে। কিন্তু না, এ বিচ্ছেদ নয়, এ হলো গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথ ধরে এগোবার পালা শুধু। আজ হোক কাল হোক আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।’’

মো: আবদুর রউফ
৯-১০-৭১

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
১০০। পত্র-পত্রিকায় রণাঙ্গন সংবাদ	-----------	জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭১

একজন পাক সেনা থাকা পর্যন্ত

মুক্তিফৌজের সংগ্রাম চলবে

মুজিবনগর। মুক্তিফৌজের দুই রণাঙ্গনের কমান্ডারদ্বয় মেজর খালেদ মুশাররফ ও মেজর জিয়াউর রহমান এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে পাক-সামরিক বাহিনীর একেবারে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দেশের পরিস্থিতি কখনো শান্ত হতে পারে না এবং ততদিন পর্যন্ত মুক্তিফৌজের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

তারা দুজনেই ইয়াহিয়ার ভাষণকে ডাহা মিথ্যার ছড়াছড়ি বলে আখ্যায়িত করেন।

রণাঙ্গনে

যতই দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের ওপর আক্রমণাত্বক তৎপরতা ততই জোরদার করে তুলছেন। গত তিন মাসে হানাদার সেনারা যেভাবে চরম মার খেয়েছে তার একটা ছোট্ট প্রমাণ মেলে বি-বি-সি'র প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে। গত ২৪শে জুন সন্ধ্যা সোয়া আটটার সংবাদ প্রবাহে বি-বি-সি'র সংবাদদাতা ঢাকা থেকে বলছেন, 'বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের হাতে পাক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির যে তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি তার ভগ্নাংশও সত্য হলে তা হবে ভয়াবহ।' অন্যদিকে রয়টারের সংবাদদাতা হাওয়ার্ড হুইটেন জানাচ্ছেন, 'প্রতিদিনি ৫০/৬০ জন আহত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে চিকিৎসার জন্য ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। বিদেশী কূটনৈতিকদের মতে বাংলাদেশের দখলীকৃত ঢাকায় হানাদার পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রতিদিন জোরদার হচ্ছে।'

সাতক্ষীরায় ৬০০ জন নিশ্চিহ্ন

সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ৬০০ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া মোট ২৬টি আক্রমণে তারা ৩০০ জন পাকসেনাকে খতম করেন। ভোমরা, পারুলিয়া, মাহমুদপুর, খুসকালি, শ্রীপুর ও কাকডাঙ্গায় আক্রমণ চালানো হয়।

ফেনীতে প্রচন্ড সংঘর্ষে ৫ শতাধিক শত্রুসেনা খতম

পূর্বাঞ্চল সেক্টরের ফেনী মহকুমায় গত এক পক্ষ কালের প্রচন্ড সংঘর্ষে স্বাধীনতাকামী তরুণ যোদ্ধাদের হাতে প্রায় পাঁচ শত পাকিস্তানী শত্রুসেনা খতম হয় এবং দু'শত জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, উক্ত সংঘর্ষে আমাদের মুক্তিসেনাদের ৫০ জন কমান্ডো আহত হন। গত ৪ঠা জুন খান সেনাদের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পাঠান নগরের বশিকপুর সেতুতে মুক্তিবাহিনীর পোঁতা মাইনে বিস্ফোরণের পর এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং এক পক্ষকাল ধরে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে।

কুমিল্লা রণাঙ্গনে গেরিলা বাহিনীর হাতে প্রায় ৯০ জন খান সেনা নিহত হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে পাক-ফৌজ কর্নেল বাজারে আশ্রয় নেয়। গত ২২শে জুন কুমিল্লা মান্দাভাগে ৫ জন সৈন্য নিহত হয়।

ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ অব্যাহত

রয়টারের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের ঢাকা সফরের সময় ঢাকায় আটটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে গেরিলা যোদ্ধাদের গ্রেনেড আক্রমণে একজন আহত হয়। আরেকটি আক্রমণে ৩ জন খান সেনা নিহত হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, গত ২৩শে জুন ভোর চারটায় ঢাকা বিমান বন্দরে একটি বোমা বিস্ফোরণের পর বন্দর পাহারারত দখলদার দস্যু সৈন্যদের মধ্যে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। আমাদের ঢাকা প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, ঢাকা বিমান বন্দরে বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে একটি বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিকট আওয়াজ করে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অবস্থা যে মোটেও স্বাভাবিক নয়, ঢাকার মাটিতে পা দিতেই বিদেশী সাংবাদিকগণ তা প্রত্যক্ষ করলেন। হানাদারদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও এ ধরনের বিস্ফোরণ হওয়ায় বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বিব্রত হয়ে পড়ছে।

গত সপ্তাহে রাজশাহীতে পর পর তিনদিন সারা শহরে বোমা বিস্ফোরিত হলে খান সেনারা ভীতবিহবল হয়ে পড়ে এবং এখন তাদের বড় একটা ছাউনী থেকে বের হতে দেখা যাচ্ছে না।

রাজশাহী শহর আক্রান্ত

আমাদের স্বাধীনতাকামী তরুণরা রাজশাহী শহরে ঢুকে প্রবল আক্রমণ চালিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা গত রোববার রাতে তিন দিক থেকে শহরটিতে প্রবেশ করেন। এসব আক্রমণে পাক সেনাবাহিনী বড় বেকায়দায় পড়েছে। মুক্তিবাহিনী মীরগঞ্জ, চারঘাট ও নবাবগঞ্জ-এই তিন দিক থেকে রাজশাহী শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ আক্রমণকালে মুক্তিবাহিনী মর্টার, হাতবোমা ও হাল্কা মেশিনগান ব্যবহার করেন।

এক খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাদের মধ্যে নোয়াখালী, সোনামুরি ও চট্টগ্রাম রণাঙ্গনেও প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। গেরিলা বাহিনী পাক-সেনাদের একটি জীপ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তাতে ৬ জন পাকসেনা নিহত হয। চট্টগ্রামে ও নোয়াখালীতে পাক টহলদার বাহিনীর ৬ জন সৈন্য গেরিলাদের হাতে নিহত হয়।

শনিবারের সংঘর্ষে ৬০ জন সৈন্য নিশ্চিহ্ন

মুক্তিবাহিনী গত ২৬শে জুন বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যাপক আক্রমণ চালান। এর মধ্যে এর মধ্যে পূর্বাঞ্চল সেক্টরে কমপক্ষে ৬০ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয় এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী কিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছেন।

গত ২২শে জুন কুষ্টিয়ার একটি গ্রামে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের আক্রমণে ১৬ জন পাক হানাদার খতম হয়েছে। গেরিলাদের সঙ্গে বৈদ্যনাতথলা ও কৃষ্ণনগরের কাছে দু'টি আলাদা জায়গায় পাক-হানাদারদের ৬ ঘণ্টাব্যাপী গোলাবিনিময় হয়। উভয় পক্ষই মর্টার নিয়ে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালায়। খুলনা জেলার গনরাখালিতে পাক-সেনা ভর্তি ট্রাকের ওপর গেরিলা বাহিনী আক্রমণ করেন এবং এখানেও কিছু পাক-সৈন্য নিহত হয়।

দালালরা খতম হচ্ছে

বিভিন্ন শহর গ্রাম থেকে মুসলিম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামের গুন্ডা ও হানাদার সৈন্যের পদলেহী দালালদের খতম করার কাজ ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিফৌজ পাটকেলঘাটা, টালা, পাইকগাছা, আশাশুনি, বদরতলা, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬ জন দালালকে গুলী করে হত্যা করেছেন ।

বাংলাদেশই আমার পরিবার

- মেজর খালেদ

লন্ডনের স্বাধীন টলিভিশনে ‘ওয়ার্ল্ড ইন একশন’ নামক সাপ্তাহিক এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের এক বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুক্তিফৌজ নেতা মেজর খালেদ টেলিভিশন রিপোর্টারদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-‘বাংলাদেশে একটি লোকও জীবিত থাকা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে বাংলাদেশ থেকে পাকসেনা খতম করে তবে থামব।’

আমেরিকায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনাব খালেদ গত ১৮ বছর ধরে পাক সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘পাক বাহিনী হেলিকপ্টার এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের লোকদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে চাইছে।‘

মেজর খারেদ বলেছেন, ‘পাক বাহিনী বাঙ্গালী মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে এবং তাদের শ্লীলতাহানি করছে।’

মেজর খালেদ আরো বলেছেন, ‘মহান সংস্কৃতির ধারক আমরা। দেশীয় কাব্য ও সাহিত্যের জন্য আমরা গর্বিত। আমরা কোন দিনই হিংসাপরায়ণ ছিলাম না। পাক বাহিনীর অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্যই আমরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছি।’

তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বাসঘাতকদের আমরা হত্যা করব। বাংলাদেশে আমরা ক্রীড়নক সরকার গঠন করতে দেব না। আমরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি।

নিজের পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, ‘অন্যান্য বহু পরিবারের ভাগ্যে কি হয়েছে আমি নিজের চোখেই তা দেখেছি। নিজের কথা চিন্তা করার অধিকার এখন আর আমার নেই। বাংলাদেশই আমার পরিবার।‘

-জয় বাংলা, ২ই জুলাই ১৯৭১

*　*　*　*　*

কুমিল্লা শহর অন্ধকার, বহু স্থানে গেরিলা লড়াই

ঢাকা, ২রা জুলাই (রয়টার)-ত্রিপুরা সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে কার্ফু জারী করা হয়েছে। রাতে সেখানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এখানে আগত যাত্রীদের কাছে এই খবর জানা গেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উড়িয়ে দেবার ফলে কুমিল্লা শহরে পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

মুক্তিফৌজ ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে উড়িয়ে দিয়েছেন বলে স্থানীয় লোকের ধারণা।

সোমবার প্রেঃ ইয়াহিয়া যখন বেতার ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন কুমিল্লায় কয়েকবার বিস্ফোরণরে শব্দ শোনা গেছে। ৪টি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বিমান বন্দর এলাকায় ঐ বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রকাশ। গত রাত্রেও দশবার বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হয়েছে।

গেরিলা অভিযান জোরদার

মুজিবনগর থেকে পি, টি, আই-র খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের সকল রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের গেরিলা অভিযান জোরদার হওয়ায় বহু পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

যশোর এলাকায় ২৮শে জুন মুক্তিফৌজ টহলদারী একদল সৈন্যকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। কয়েকদিন আগে রংপুর এলাকার একটি সীমান্ত ঘাঁটি আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ একজন পাক সৈন্যকে খতম এবং কয়েকজনকে আহত করেন।

পাক সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা গেরিলারা মুসলিম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামী দলের সমর্থকদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। পটনিতলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে। চিলমারী এলাকার একটি গ্রাম থেকে মুক্তিফৌজ মুসলিম লীগের তিনজন সদস্যকে ধরে নিয়ে গেছেন।

মুক্তিফৌজ ২৬শে জুন তারিখে একটি পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেন। সৈন্যদের তিনজন সহযোগী নিহত হয়।

ঠাকুরগাঁওর উত্তর-পশ্চিম এলাকায় পাক সেনাঘাঁটির ওপর মুক্তিফৌজ ২৮শে জুন আক্রমণ চালান।

শ্রীহট্টে গেরিলা তৎপরতা

জুড়ির কাছে একটি চা কারখানা গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সৈন্যদের ৪ জন সহযোগী নিহত হয়েছে। শ্রীহট্টের উত্তর-পূর্বে কোন এক এলাকায় মুক্তিফৌজ একটি সড়ক নষ্ট করে দেন।

কুমিল্লায় পাক সৈন্যরা রেললাইনের কাছাকাছি গ্রাম থেকে লোকদের সরে যেতে বাধ্য করছে। গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণ এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কয়েকদিন পূর্বে কুমিল্লর কাছে একটি সামরিক প্রহরা-ঘাঁটি আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ ৬ জন পাক সৈন্যকে খতম করেন। আখাউড়ার কাছে অতর্কিতভাবে পাক সেনাদের আক্রমণ করায় কয়েকজন পাক সৈন্য হতাহত হয়।

হাজিগঞ্জের পুলিশ সার্কেলে কমান্ডোরা সামরিক-ঘাঁটি আক্রমণ করায় কয়েকজন হতাহত হয়।

-যুগান্তর, ৩ জুলাই, ১৯৭১

* * * *

মুক্তিফৌজের দখলে বহু এলাকা ফিরে আসছে

শিলং, ৩রা জুলাই-মুক্তিফৌজের বহু প্রতীক্ষিত বর্ষা এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে শুরু হয়েছে পাকবাহিনীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ। পাক-সৈন্যকে এখন আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে হচ্ছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে এখন মুক্তিফৌজেরই আধিপত্য বিরাজ করছে। প্রতিদিনের যুদ্ধে এখন মুক্তিফৌজ সাফল্য অর্জন করছেন।

ভারতীয় সীমান্ত থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার পাক-সৈন্যদের বিতাড়িত করায় বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তের বহু এলাকা এখন মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।

আওয়ামী লীগের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ এলাকায় কমান্ডো আক্রমণে সম্প্রতি ৩০০ জন পাক-সৈন্য নিহত হয়েছে।

প্রায় চারশত পাক সৈন্য গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রীহট্ট অসামরিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঐ হাসপাতালটিকে এখন সামরিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল এলাকার দক্ষিণে মুক্তিফৌজ ঢুকে পড়েছেন। চারটি থানার এলাকা এখন তাদের দখলে এসে গেছে। কয়েক দফা আক্রমণ চালিয়েও পাক সৈন্যরা সেখান থেকে মুক্তিফৌজকে হটাতে পারেনি।

বাংলাদেশের উত্তর রণাঙ্গনে প্রতিদিন মুক্তিফৌজ সাফল্য অর্জন করছেন। আসাম-মেঘালয় সীমান্তের বিপরীত দিকে সকল সীমান্ত ঘাঁটি এখন মুক্তিফৌজের দখলে এসেছে।

উপর্যুপরি কমান্ডো আক্রমণে পাক সৈন্যরা এখন ভয়ে সদা কম্পমান। তাদের মনোবল নেই বললেও চলে।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে বহু পাক সৈন্য খতম

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রায়গঞ্জ, ৩রা জুলাই-গতকাল রাত্রে দিনাজপুরের কাছে মুক্তিফৌজ কমান্ডো পাক বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করলে দশজন পাক সৈন্য নিহত হয়। তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েকটি মেশিনগান আটক করে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে মুক্তিফৌজ দিনাজপুরে বোমাবর্ষণ করে। ঐদিন রাত্রে মর্টার ও মমিশনগান নিয়ে মুক্তিফৌজ বগুড়া আক্রমণ করে।

বিয়ানী বাজারে ৮ জন পাকসেনা খতম

আগরতলা থেকে ইউ এন আই-এর খবরে বলা হয়েছেঃ গত সপ্তাহে বিয়ানী বাজারে মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে আটজন পাকসেনাকে খতম করে এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধনাই-জুরি সড়কে দুটি সড়ক -সেতু ধ্বংস করে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে একথা জানা গেছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে বলা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা গত ২৮শে জুন গুপ্তস্থান থেকে দুটি পাক-বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে বহু পাক-সেনাকে খতম করে। ঐ মহল থেকে আরো বলা হয়েছে যে, পাক-জঙ্গীশাহী ইতিমধ্যে মিল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নাশকতামূলক কাজ বন্ধ করার জন্য শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করছে।

-যুগান্তর, ৪ঠা জুলাই, ১৯৭১

* * * * * *

বাংলাদেশের বিভিন্ন খন্ডে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ৭ই জুলাই-নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে যে, গত সপ্তাহে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে তাদের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছেন।

গেরিলা আক্রমণের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, মুক্তিবাহিনী কামান ও তিন ইঞ্চি মর্টার ব্যবহার করছেন।

মুক্তিফৌজের গেরিলা আক্রমণের একটা সুফল হলঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তারা ক্রমশঃ কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির ঝাপটা তাদের ওপর দিয়ে কম যাচ্ছে না।

জানা গিয়েছে যে, পূর্ব দিনাজপুরের পঁচাগড়ের ৮ মাইল উত্তরে অমরাখামা সীমান্ত চৌকিটি গত ৪ঠা জুলাই থেকে মুক্তিফৌজের অধিকারে আছে।

মুক্তি বাহিনী দামার-এর উত্তরে সৈয়দপুর ও চিলাহাটির মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

বয়ড়া অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী পাক সৈন্যদের উপর কামান ও মর্টার নিয়ে আক্রমণ করে।

গত ৩রা ও ৪ঠা জুলাই মুক্তিফৌজ ঠাকুরগাঁও’র ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পাক বাহিনীর লাহিড় চৌকিটির উপর কামান ও মর্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে যে, পাক-বাহিনী দিনাজপুর ও রংপুর খন্ডে মুক্তিফৌজ অধিকৃত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিভিন্ন সৈন্যদল পাঠাচ্ছে। এরকম একটি দল ভূরুঙ্গামারীর ৬ মাইল দক্ষিণে পাঠানো হয়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে গেরিলারা বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

শিলিগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গত রবিবার মুক্তিফৌজ দিনাজপুর জেলার কোয়াগ্রামে পাক-সৈন্যদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন। এবং একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় বন্দী করেছেন। এরফলে বোরাগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আর একটি সংবাদে জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ রবিবার রাত্রে বগুড়া জেলার ঘোড়াঘাটে পাক-সেনাবাহিনীর একটি অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেন, ফলে পাক বাহিনীর বিপুল পরিমান গোলা-বারুদ ধ্বংস হয়ে যায়।

ঢাকা-ময়মনসিংহ সংযোগ সেতু বিধ্বস্ত

নয়াদিল্লী, ৭ই জুলাই-বিবিসি'র সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিফৌজ গেরিলারা ঢাকা-ময়মনসিংহ সংযোগ রক্ষাকারী একটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে।

বিবিসি'র প্রতিনিধি বলেন যে, পাকবাহিনী স্বীকার করেছে যে, সংঘর্ষ এমন একটি স্থানে সংঘটিত হয়েছে, যেখানে বিদ্রোহীরা অন্তর্ঘাতমুলক কার্যে লিপ্ত আছে।

- যুগান্তর, ৮ জুলাই, ১৯৭১

* * * *

মুক্তিফৌজ পাক সেনাবাহী ট্রেনসহ রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দিনহাটা, ৯ই জুলাই-সীমামেত্মর অপর পার থেকে নির্ভরযোগ্য প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত বুধবার মুক্তিফৌজ লালমনিরহাট খন্ডে পাক সৈন্যবাহী ট্রেন সমেত একটি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে মুক্তিফৌজের গেরিলা ও কমান্ডো বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য পাকস্তানী সৈন্যরাও গেরিলা যুদ্ধপ্রদ্ধতি অবলম্বন করেছে। গত কয়েকদিনে তারা মুক্তিক্তফৌজের গেরিলাদের খতম করবার ব্যর্থ প্রয়াসও করেছে। কিন্তু তৎসত্বেও খোদ ঢাকা শহরেই পাক সেনাবাহিনীকে গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশ, মুক্তিফৌজের গেরিলারা লালমনিরহাট পাটগ্রাম সেকসনে লালমনিরহাট স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে দোলবাজারে একটি রেল সেতুর ওপর ডিনামাইট রেখেছিল। একটি সৈন্যবাহী ট্রেন পুলের ওপর দিয়ে লালমনিরহাট থেকে হাতীবান্ধার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ডিনামাইটগুলি ফেটে যায় এবং সেতুটি ও ট্রেনটি উড়ে যায়।

তিনটি বগি বিচুর্ণ

কৃষ্ণনগর, ৯ জুলাই-গত ৭ই জুলাই কুষ্টিয়ায় জগতী রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে মুক্তিফৌজের হাতে পোঁতা মাইনের ওপর দিয়ে একটি পাকিস্তানী ট্রেন চলার সময় ট্রেনের তিনটি বগিদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং কয়েক ব্যক্তি আহত হয়েছে।

এখানে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, খুলনা থেকে গোয়ালন্দ যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। ট্রেনে পাকিস্তানী সৈন্য ও অসামরিক লোক ছিল।

ঐদিন রাত্রিবেলায় মুক্তিফৌজ খুলনা-কুষ্টিয়া সেকসনে আলমডাঙ্গার নিকটে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপুল উড়িয়ে দিয়েছে।

তরুণদের জোর করে রাজাকার

বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে

বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করছে। তার নাম রাজাকার বাহিনী। এতে বাঙ্গালী তরুণদের জোর করে ঢুকান হচ্ছে। কুষ্টিয়া জেলার জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা জানাচ্ছেন যে, বলপ্রয়োগে বাধা দিলে ঘর থেকে যুবতীদের টেনে বার করে ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে পাকিস্তানীরা শাসাচ্ছে। এর ফলে নিরাপত্তার আশায় বহু তরুন-তরুণী ভারতীয় সীমান্তের দিকে পালিয়ে আসছে।

-পি,টি,আই

বহু পাক সৈন্য নিহত

আগরতলা থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর তৎপরতা সম্প্রতি সারা বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা নতুন বাজার এলাকায় গত ৫ই জুলাই টহলদারী পাক বাহিনীর উপর হাত বোমা নিক্ষেপ করলে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়। সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, এই আক্রমণে একজন অফিসারসহ সাতজন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

অন্য এক সংবাদে জানা গেছে, গত ৭ই জুলাই মুক্তিফৌজ শ্রীহট্টের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে পাক সৈন্যশিবিরে হানা দিয়ে ১৫ জন পাক সৈন্যকে খতম করে। এই ১৫ জন সমেত ঐ রণাঙ্গনে মোট ৩৯ জন পাকসেনা খতম হয়েছে। গতকাল এবং আজ করিমগঞ্জ সীমান্তেও মোট ৯ জন পাকসেনাকে মুক্তিফৌজ গেরিলারা হত্যা করেছে। গত ৬ই জুলাই লাকসাম ও কুমিল্লার মধ্যে টেলিফোন লাইন মেরামতের সময়ে গেরিলা বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে পাঁচজন পাক সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিফৌজই ঐ টেলিফোন লাইন বিকল করে দেয়।

গত ৪ঠা জুলাই সলদার বাজারে মুক্তিফৌজের মর্টারে আক্রমণে ৫০ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে এবং প্রায় একশো সৈন্য আহত হয়েছে।

ঐ দিন কুমিল্লা জেলার কোটেশ্বরের কাছে মুক্তিফৌজের আক্রমণে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুক্তিফৌজের কাছ থেকে পাক সৈন্যরা কোটেশ্বর দখল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোটেশ্বর এখনো নির্ভীক মুক্তিসেনাদের দখলেই আছে।

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে বলা হয়েছে, মুক্তিফৌজ আলমডাঙ্গা স্টেশনের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু ধ্বংস করে দেওয়াতে ঈশ্বরদী-দর্শনা ও কুষ্টিয়া-দর্শনা শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

- যুগান্তর, ১০ জুলাই, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের বিপুল সাফল্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত এক পক্ষকালের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্ষিফৌজ দখলকারী পাক বাহিনরি উপর আক্রমণের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পর্যবেক্ষকগণ ইহাকে ‘বর্ষা অভিযানের’ সূচনা বলিয়া মনে করিতেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, চট্টগ্রামের বহু গ্রামাঞ্চলে এখন মুক্তিফৌজের দখলে এবং এইসব এলাকার গৃহশীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাইতেছে।

অপর এক সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, দুই দিনব্যাপী প্রচন্ড লড়াইয়ের পর ৮ই জুলাই মুক্তিফৌজ দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা শহরটি দখল করে। উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরগাঁও মহকুমা একটি কমিউনিস্ট প্রভাবিত এলাকা এবং এখানকার লড়াইয়ে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কর্মীদের সহিত কমিউনিস্ট কর্মীবৃন্দও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে মুক্তিফৌজ গত কিছুদিনে বহুসংখ্যক পাক হানাদার সেনা খতম করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেল ও সড়ক সেতু ধ্বংস করেন। এই মুক্তিফৌজ ইউনিটটি নরসিংদীর একজন কুখ্যাত মুসলিম লীগপন্থী বেইমানকে হত্যা করেন। এই এলাকার সংগ্রামে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক সমিতির কর্মীরা নেতৃত্ব দেন।

বি বি সি'র খবরে স্বীকার করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে মুক্তিফৌজের তৎপরতা উলেস্নখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঢাকা অদূরে মুক্তিফৌজের সহিত পাক বাহিনীর বহু সংঘর্ষ ঘটে।

খোদ ঢাকা শহরে মুক্তিফৌজ কর্তৃক অভিজাত নিউ মার্কেট এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটান হইলে সামরিক কর্তৃপক্ষ গত সোমবার হইতে পুনরায় সান্ধ্যা আইনের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করে বলিয়া বাংলাদেশ সরকারে সূত্রে জানা গিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বেও মুক্তিফৌজ ঢাকার বেতার কেন্দ্র, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে ও ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে এবং গভর্ণর ভবন ও সেক্রেটারীয়েটের সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ করে।

আকাশবানীর এক খবরে বলা হয়, মুক্তিবাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালাইয়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জিলার তিনটি থানাকে মুক্ত করেন।

ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সর্বত্র ইয়াহিয়া খানের দস্যুবাহিনী নাস্তানাবুদ হইতেছে। বিপুলসংখ্যক পাক সেনা মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হইয়াছে। বরিশাল ও পটুয়াখালীর জলপথেও পাকফৌজকে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হইতে হইয়াছে।

অপরদিকে পাক ফৌজ শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রাখিয়াছে এবং অগণিত নরনারী-শিশুকে হত্যা করিয়াছে। ঢাকা সফরকারী বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের নেতা লন্ডনে ফিরিয়া গিয়া মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশে গণহত্যা এখনও চলিতেছে।

মুক্তিফৌজের সাফল্য

গত সাতে তিন মাসের লড়াইয়ের ফলাফল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সাফল্য মোটেই সামান্য নয়। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলিতে থাকাকালে ইয়াহিয়া বেইমানী করিয়া ২৫ শে মার্চ রাত্রের অন্ধকারে বাংলাদেশের জনগণের উপর যখন তাহার দস্যুবাহিনী লেলাইয়া দেয় তখনও জনগণের তরফে এইরূপ একটি সশস্ত্র ও সর্বাত্মক লড়াইয়ের বাস্তব প্রস্তুতি ছিল না বলিলেই চলে। অল্প সময়ের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ প্রভৃতি অস্ত্র-হাতে প্রতিরোধের জন্য রুখিয়া দাঁড়ায়। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইয়াহিয়া দুস্যবাহিনীর সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিজয় লাভ ছিল দুষ্কর। প্রথমদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআরের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ কিম্বা যুদ্ধ তৎপরতার সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা ছিল না। তদুপরি অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, যানবাহন প্রভৃতির অভাব ত ছিলই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুক্তিফৌজ অতুলনীয় বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করেন। বাংলাদেশের সর্বত্র ইয়াহিয়ার

দস্যু সৈন্যরা মুক্তিফৌজ ও জনগণের নিকট হইতে বাধার সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন জিলা ও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুক্ত ছিল।

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিফৌজ দ্রুত যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করিয়া গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইহার ফলে সর্বত্র ইয়াহিয়ার ফৌজ নাজেহাল হইতেছে। দখলকারী সেনাবাহিনীর ২০/২৫ হাজার সৈন্য ও কয়েকশত অফিসার নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যা আরও বেশী। সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং উহার যুদ্ধ অপেক্ষা লুটতরাজেই অধিক উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী সময়ে সময়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইলেও উহারা সাধারণভাবে বড়বড় শহর বাজারের ঘাঁটিগুলিতেই আবদ্ধ। যতই দিন যাইতেছে, মুক্তিফৌজের সংখ্যা, ট্রেনিংয়ের সুযোগসুবিধা ও দক্ষতাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইয়াহিয়া খানের ভাড়াটিয়া বাহিনী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ হইতেছে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১১ জুলাই, ১৯৭১

* * * * *

রণাঙ্গণ থেকে লিখছি

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাদের সাথে মুক্তিফৌজের যে সব যুদ্ধ হয় নিমেণ তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল-

চারান

বিগত ২২ শে মে ৫০ জন বর্বর হানাদার সেনা কালিহাতী থানার বলস্না গ্রামে নিরীহ জনসাধারণের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ফেরার পথে ১০ জন মুক্তিফৌজ গেরিলা কাযদায় তাদের চারান গ্রামে আক্রমণ চালায়। ৪০ মিঃ স্থায়ী যুদ্ধে ২৫ জন শত্রন্নসৈন্য নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। শত্রন্নসেনার গুলিতে ২ জন গ্রামবাসী নিহত হয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে বর্বর সেনারা কালিহাতীর দিকে পালিয়ে যায়।

বইলামপুর

গত ৩রা জুন বইলামপুরে পাঞ্জাবীদের দালাল পুলিশ এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে এক খ-যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ৭ জন দালাল পুলিশ গ্রেফতার করেন।

বল্লা

১২ই জুন বলস্নাগ্রামে বর্বর তাতার বাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনী প্রচ- আঘাত হানেন এবং কমপক্ষে ৫৮ জন শত্রু খতম করেন। সুদীর্ঘ ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকসেনারা পিছু হটে। মুক্তিফৌজ ৪টি শত্রম্নলাশসহ বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করেন।

কামুটিয়া

গত ১৬ই জুন সকাল ১০টা ১৫মিঃ বাশাইল থানার কামুটিয়া গ্রামে মুক্তিবাহিনী এবং তথাকথিত পাকিস্তানী সেনার সাথে একতুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ১৯ জন পাকসেনা নিহত ও ৬০ জন আহত হয়।

বিগত ১৮ জুন মুক্তিবাহিনী এবং হানাদার সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ১৪ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী ২টি চীনাগান, একটি মেশিনগান ও ১টি এল এম জি সহ বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন।

ভালুকা

বিগত ২ শে জুন ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানা ভাওয়াদিলাবাজু ঘাটে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ৬নং পস্ন্যাটুন এবং হানাদারদের সাথে সকলা ৯টা থেকে ৪২ ঘণ্টাব্যাপী তুমুল লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে ১২৫ জন হানাদার সেনা খতম হয় এবং ৭৫ জন আহত হয়।

গত ২ শে জুন ভালুকা শত্রু ঘাঁটির উপর মুক্তিবাহিনী গ্রেনেড চার্জ করেন। ফলে ১৭ জন শত্রু নিহত ও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়।

-রণাঙ্গন, ১৩ জুলাই, ১৯৭১

* * * * * *

নারীর বেশে মুক্তিফৌজ

নওয়াবগঞ্জ (রাজশাহী), ১০ জুলাই : -

সম্প্রতি রাজশাহী নওয়াবগঞ্জ মহকুমার সাপাহার নামক স্থানে নারী বেশে একজন মুক্তিফৌজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৬ থেকে ১৮ বছরের এক যুবক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) পূর্ণ যৌবনা এক যুবতীর বেশ ধারণ করে মাথায় এক ঝুড়ি পাকা কলা নিয়ে সাপাহারের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। এমন সময় জীপগাড়ী নিয়ে ৫/৬ জন পাক ফৌজ সেখানে আসে। পাক ফৌজ দেখে মেয়েটি ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে মাঠের দিকে ছুটতে থাকে। লোভী জঙ্গীরা তাদের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে গাড়ী থামিয়ে মেয়েটির পেছনে ছুটতে থাকে। মেয়েটি কিছুদূর গিয়ে আলের ধারে শুড়ে পড়ে এবং কলার ঝুড়ি থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। অতর্কিত আক্রমণে উক্ত লোভী জঙ্গীরা অস্ফুট আর্তনাদে প্রাণ হারায়। ছদ্মবেশী যুবতী জঙ্গীদের গাড়ী এবং অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছে।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মেহেরপুর মুক্ত

মেহেরপুর (কুষ্টিয়া), ১১ জুলাই: -

অদ্য মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনার মধ্যে প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর মহকুমা হতে পাক সেনাদের ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে শহরটি দখল করে নিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি এ্যাডভোকেট জনাব বয়তুল্লাহ এম, এন, এ আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনী একটি ট্রান্সমিটার ও তিন ট্রাক চীনা অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছে এবং দখলকৃত ভারী অস্ত্রের সাহায্যে পলায়মান সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তারা ৬০ জন পাক সেনাকে নিহত ও শতাধিককে আহত করেছে।

(পি, পি, আই)

-স্বাধীন বাংলা, ১২ জুলাই, ১৯৭১

* * * * *

চট্টগ্রামসহ বিস্তীর্ণ এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে

[ম মামুন (বার্তা সম্পাদক রাজশাহী বেতার) পরিবেশিত]

জামানগঞ্জ (রাজশাহী) ১২ ই জুলাই: -

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতাপূর্ণ তৎপরতার সামনে টিকতে না পেরে বিভিন্ন এলাকায় পাক ফৌজ পিছু

হটতে বাধ্য হয়েছে। চট্টগ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গৃহশীর্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। সমস্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আনাচে কানাচে পাক ফৌজ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হচ্ছে।

সর্বত্র পাক পশুরা খতম হচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতা মুক্তিবাহিনীর বিজয় অবধারিত জেনে বাংলাদেশের পতাকা গৃহে গৃহে উত্তোলন করেছেন। কুমিল্লা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত টাউন হল শীর্ষেও বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে বলে জানা গেছে। কুমিল্লা এখন বিস্ফোরণের শহর। প্রায় প্রতি মুহুর্তে সেখানে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এমন কি ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের সময় কুমিল্লা বিমান বন্দরের দিক থেকে দুটি বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে। জানা গেছে সামগ্রিকভাবে কুমিল্লা জেলা পাক ফৌজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বাইরে থেকে প্রচুর সৈন্য সামন্ত আমদানী করেও তারা মুক্তিবাহিনীর সংগে এঁটে উঠতে পারছে না। যশোহরে গেরিলা তৎপরতার সামনে পাক ফৌজের সব প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে পড়েছে।

গত এক সপ্তাহের খন্ড খন্ড যুদ্ধে পাক ফৌজ যশোহরের দুই শতাধিক প্রাণ খুইয়েছে। যশোহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাক ফৌজ হটে গেছে বলে জানা গেছে। টাংগাইল ও ময়মনসিংহ এখনো মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাছাড়া ফেনী মহকুমা, দিনাজপুর জেলার অমরখানা, সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

-স্বাধীন বাংলা, ১২ জুলাই, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিফৌজের তৎপরতা

৩০শে জুন থেকে একমাত্র উত্তরখন্ডেই পাক ঘাঁটিগুলির ওপর ক্রমাগত আক্রমণে ও টহলদার সেনাদলের ওপর গুপ্ত অভিযান চালনায় অন্ত ১৮ জন পাকফৌজ নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শ্রীহট্ট খন্ডে সাফল্য

মুক্তিফৌজ কমপক্ষে ৭ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে খতম করেছেন শ্রীহট্ট জেলার জাকিগঞ্জ থানা এলাকায়। ঐ জেলারই জয়ন্তেয়াপুর অঞ্চলে আকস্মিক আক্রমণে তিনজন পাক ফৌজ নিহত হয়েছে।

রংপুরে মুক্তিফৌজের অভিযান

রংপুর জেলার মুক্তিফৌজ চিলাহাটির নিকটে একটি সামরিক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালান এবং অন্ততঃ দুইজন পাকফৌজকে নিহত ও অনেককে আহত করেন। একই জেলার ঠাকুরগাঁও-এ একটি সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিনাজপুর, পালিতলা ও থীরগঞ্জ এলাকায় পাক সেনাবাহিনীর ওপর গোপন আক্রমণ চালনার ব্যাপারে গেরিলারা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন।

রাজশাহী ও দিনাজপুরে তৎপরতা

গেরিলা বাহিনী ৩০শে জুন রাত্রে রাজশাহীর একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে আক্রমণ চালান। এই আক্রমণের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অচল হয়ে পড়েছে।

ওদিকে গতকাল দিনাজপুর জেলায় মুক্তিফৌজ একটি পাক টহলদার বাহিনীর ওপর গোপন আক্রমণ চালিয়ে ছয়জন খান সেনাকে খতম করেন। এরপর পাক সৈন্যেরা পশ্চিম বঙ্গের রাধিকাপুর গ্রামের বিপরীত দিকে দুইটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়।

শ্রীমঙ্গলের নিকট পাকফৌজ হতাহত

পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ৩০ শে জুন শ্রীমঙ্গলের নিকট পাক সামরিক ঘাঁটিতে গুলিবর্ষণ করেন এবং বেশ কতজন **পাকফৌজ**কে হতাহত করেন।

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকু- এলাকাতেও মুক্তিফৌজ নিতান্ত সক্রিয়।

কুমিল্লা রণাঙ্গনে

১লা জুলাই কুমিলস্না জেলার আমজেদগরে একটি পাকিসত্মানী গোলন্দাজ বাহিনী আক্রান্ত হয়। প্রতিশোধ নিতে যেয়ে পাক সৈন্যরা ১৫ জন বেসামরিক নাগরিককে নিহত করে।

দক্ষিণ-পূর্ব খন্ডে ৭০ জন খানসেনা নিহত

আগরতলাঃ মুক্তফৌজ কমান্ডো সাফল্যের সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ৩রা জুলাই দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে ৭০ জনের অধিক পাক সৈন্যকে নিহত করেছেন।

মুহিবনগরে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, উক্ত দিবসে কসবা অঞ্চলে এক প্রচ- সংগ্রামে মুক্তিফৌজ কমা- -ার হাতে খতম হয়েছে প্রায় ৫০ জন খান সেনা।

ঐ দিন পাক সৈন্যরা যখন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে সেতুটি মেরামত করছিল, সেই মুহূর্তে মুক্তিফৌজ কমান্ডো ভয়াবহ আক্রমণ চালান এবং ৮ জন পাক ফৌজের প্রাণনাশ করেন। কুমিলস্না খন্ডের ঘোলাপাড়াতেও মুক্তিফৌজের গোপন আক্রমণে অন্ততঃ চারজন খান সেনা খতম হয়েছে।

সাতক্ষীরায় মুক্তফৌজের তৎপরতা

সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ৬০০ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া মোট ২৬টি আক্রমণে তারা ৩০০ জন পাক সৈন্যকে খতম করেন। ভোমরা, পারুলিয়া, মাহমুদপুর, কুশখালী ও কাকডাঙ্গায় আক্রমণ চালানো হয়। এছাড়া সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামের গুন্ডা ও হানাদার সৈন্যদের পদলেহী দালালদের খতম করার কাজ ব্যপকহারে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিফৌজ পাটকেলঘাটা, তালা, পাইকগাছা, আশাশুনি, বদরতলা, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬ জন দালালকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

-স্বদেশ, ১৪ জুলাই, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*　　*

বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে পাক সৈন্যের চরম বিপর্যয়

নাভারণ, ঝিকরগাছা ও অন্য অনেক জায়গা মুক্তিফৌজের দখলে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মুজিবনগর, ১৪ জুলাই-এবার পাল্টা মারের পালা। মুক্তিফৌজ এখন বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে খানসেনাদের জোর মার দিচ্ছে। এ মারের চোটে পাক সৈন্যরা যশোর অঞ্চলে নাভারন ও ঝিকরগাছা ছেড়ে চলে গেছে। এই এলাকা এখন মুক্তি সেনাদের কব্জায়। ওদিকে খুলনার একটি ফাঁড়িও মুক্তিফৌজ দখল করে নিয়েছে। এখানকার পাক সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র সব মুক্তি যোদ্ধাদের দখলে। মেহেরপুর অঞ্চলেও পাক সৈন্যদের চরম বিপর্যয়। এখানে ৫৬ জন খানসেনা নিকেশ হয়েছে। কুমিল্লায় পাক সরকার যে তাঁবেদার বাহিনী সৃষ্টি করেছিল তারা এখন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। এই এলাকাতেও মুক্তিফৌজের সাফল্য অসামান্য।

আজ এক আকস্মিক আক্রমণে ভারত-বাংলাদেশ সীমামেত্ম খুলনা জেলার খাঞ্জি ফাঁড়িটি মুক্তিফৌজ কমান্ডো দখল করে নেয়।

এখানে মুক্তিফৌজের সদর দপ্তর থেকে জানা গছে, মুক্তিফৌজ পশ্চিম পাক বাহিনীকে ফাঁড়ি থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। পশ্চিম পাক বাহিনীর পরিত্যক্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের দখলে আসে।

৫৬ জন পাক সেনা খতম

কৃষ্ণনগর থেকে পি,টি,আই জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরেপুর এলাকায় মুক্তিফৌজের বহুমুখী আক্রমণে অন্তত ৫৬ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

আজ এখানে সীমান্তেরর ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় মেহ্েরপুর মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর ব্যাপকভাবে মর্টার ও মেশিনগানের আক্রমণে পাক বাহিনীর সৈন্যরা নিহত হয়। মেহেরপুর শহরের ২০ মাইলের মধ্যে মহিষকু--, প্রাগপুর, কাঠলি, গোপালপুর, শৈবনগর, ইছাখালি, কামদেবপুর, কোলা নাতুধা, দর্শনা, শ্যামপুরে মুক্তিফৌজের গেরিলারা পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়।

বুমেরাং

আগরতলা থেকে পি, টি, আই জানাচ্ছেন, সামরিক আইন প্রশাসন মুক্তিফৌজকে খতম করার জন্য বাংলাদেশের রাজাকার, মুজাহিদ ও আনসার-এই তিন ধরনের আধা সামরিক বাহিনী তৈরী করেছিল। কিন্তু এখন এই বাহিনীগুলো পাক বাহিনীর পক্ষে বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাক কর্তৃপক্ষ এদের সেতু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজে বাধা দিতে না পারলে তাদের গুলি করা হবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ও তাদের বাড়ীর মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, এই আধা সামরিক বাহিনী অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুক্তিফৌজ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

শ্রীহট্ট হাসপাতালে স্থান নেই

আগরতলা থেকে পি, টি, আই জানাচ্ছেন, শ্রীহট্ট সিভিল হাসপাতালে জায়গা নেই বলে সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তফৌজের হাতে আহত পাক সৈন্যরা এখানে রয়েছে।

আজ সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পাঁচশোর বেশী অফিসার ও সৈন্য চিকিৎসার জন্য ঐ হাসপাতালে রয়েছে।

গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি

মুজিবনগর থেকে ইউ, এন, আই জানাচ্ছেন, মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনাবাহিনী স্পেশাল ট্রেন যাতে চলতে না পারে তার জন্য তাঁরা রংপুরের উত্তরে কাকিনা এলাকায় রেল লাইন তুলে ফেলেছে।

মুক্তিফৌজের পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে ৪ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। রংপুর এলাকায় থানা আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ গেরিলারা ৬ জন কনষ্টেবলকে খতম করে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়। গেরিলারা কয়েকটি টেলিফোন লাইন কেটে দেয়।

শ্রীহট্ট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা দুটি থানা আক্রমণ করে একজন ও সিকে খতম করে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে।

কুমিল্লা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা সেনাবাহিনীর উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। তাদের পোঁতা মাইনে এই এলাকায় কিছু পাক সৈন্য নিহত হয়।

নাভারন মুক্তিফৌজের দখলে

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, যশোর এলাকা থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, মুক্তিযোদ্ধারা নাভারন ও জিকরগাছা দখল করে নিয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা আশ্রয়ের জন্য ভারতে চলে এসেছে। অবশ্য এদের অধিকাংশই পাক সেনাদের হাতে নিহত হয়েছে।

পাকশি সেতুর অধিকার নিয়ে পাকবাহিনী বেকায়দায় পড়েছে। এদিকে কুষ্টিয়া জেলার কয়েকটি গ্রাম মুক্তিফৌজ অধিকার করে নিয়েছে। পাকশি সেতুর এক প্রান্তে জোর সংঘর্ষ চলছে। মুক্তিফৌজের মতে এই অঞ্চলে অন্ততঃ শ'দুয়েক কমান্ডো সক্রিয় রয়েছে। তারা গোলাবর্ষণের দ্বারা পাকবাহিনীকে বেশ বিব্রত করে তুলেছে। মুক্তিফৌজ ভেড়ামারার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নষ্ট করে দিয়েছে, ফলে এর আশেপাশের এলাকা অন্ধকারে রয়েছে।

-যুগান্তর, ১৫ জুলাই,১০৭১.

*   *   *   *   *   *

Mukti Fouj Spearheading Attacks in Heart of Dacca

New Delhi, July 15- Mukti Fouj volunteers have now started attacking West Pakistan troops in broad daylight even in cities like Dacca and Sylhet, say agencies.

According to a delayed report from Bangladesh, freedom fighters firing from a running jeep recently killed a sentry and injured another at the gate of the residence of the Governor, Lt. Gen Tikka Khan in Dacca.

Four Pakistani troops were killed in an exchange of fire with the Bangladesh Liberation Forces in kamdevpore on the eastern bank of Bhirab River last night. According to reports the encounter continued for three hours.

According to another report the Pakistani Army also attacked the Mukti Fouj at Mahishkundi and Pragpur and at Shahinagar early this morning Unable to meet the heavy gun fire of the Liberation forces. They later retreated.

Pakistani troops fired on groups of evacuees crossing in to India from Kushti district in the past two days killing some and injuring at least 18.

Our Cooch Behar Correspondents adds: Mukti Fouj in Rangpur district raided the Pak Army camp at Kaunia where they were guarding the Teesta rail bridge. Six Pak Armymen were killed in this raid. At Hatibandha about 60 Muslim Leaguers armed with guns forcibly harvested aus paddy from the fields of local people when Mukti Fouj attacked them with light machine-guns. Here Mukti Fouj killed seven Muslim Leaguers, seized their guns and recovered the harvested paddy from the miscreants.

Agencies further add: An Indian national, Panchanan Mondal (50) was kidnapped by Pakistani troops after introducing in to the border village Teinupr in Karimpur police station area on Tuesday, according to a report.

Meanwhile Indian border guards captured six suspected Pakistani spies near the border village Gede.

Mr. Mohammad Salam Chowdhury, a prominent Awami League leader of Takhurgaon Sub-division in Bangladesh, was recently shot dead by the Pakistani Army.

The reports said some Jamat-e-Islami and Muslim League leaders, who protested against the brutal murder, was also not spared, the Pakistani soldiers lined them up and machine-gunned them.

Hindustan Standard, 16 July, 1971

* * * * * *

সার্কিট হাউস বিনষ্ট

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি মুক্তিফৌজ অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সিলেটের সার্কিট হাউস, ডেপুটি কমিশনারের বাংলো ও মজুমদারির একটি গৃহ বিনষ্ট করেন। এ সমস্ত এলাকায় পাক সেনাবাহিনীর লোকেরা অবস্থান করত।

অপর এক সংবাদে জানা গেছে যে, জুড়ির নিকটবর্তী মুক্তিফৌজ কর্তৃক বিনষ্ট একটা সেতু পুনঃনির্মাণের জন্য পাক দস্যুবাহিনী ৫টি হাতী কাজে লাগায়। মুক্তিফৌজ এই ৫টি হাতী ধরে নিয়ে আসেন এবং সেতুর দু'জন পাহারাদরকে নিহত করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র দখল করেন।

৫১ জনের প্রাণদ-

কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ গণ-আদালত এ পর্যন্ত ৫১ জনকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ইয়াহিয়া সৈন্যদের দালাল ২০ জন, ২৫ জন ডাকাত এবং একজন পাক গুপ্তচর রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ না মানার অপরাধেও ৫ জনের মৃত্যুদ- হয়।

মুক্তিফৌজের তৎপরতা

গত ১৩ ই জুলাই সকাল সাড়ে ছয়টায় বিয়ানীবাজার থানা হেড কোয়ার্টারের দেড় মাইল উত্তের সিলেট-বারইগ্রামে সি এন্ড বি রাসত্মায় অবস্থিত সড়ক ভাঙ্গনির পুলটি মুক্তিফৌজের অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পুলের নিকটে পাহারারত ৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে ৬টি রাইপেল ও কিছু গোলাবারুদ মক্তিফৌজের হস্তগত হয়েছে।

গত ১৪ই জুলাই পাক বাহিনীর একটি জীপে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলে বিয়ানীবাজারের কুখ্যাত মুসলিম লীগের দালাল কালা মিয়া আহত হয়। ১৫ই জুলাই শাহবাজপুর এলাকায় এক গেরিলা অভিযানে মুক্তিফৌজের হাতে ১৩ জন খান সেনা মৃত্যুবরণ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত ৭ই জুলাই এখানে এক গেরিলা তৎপরতায় ৭ জন পাকসেনা খতম হয়। গত ৯ই জুলাই বড়গ্রাম বি ও পিতে এক অভিযান চালিয়ে মুক্তিফৌজ দুজন দুস্যকে নিহত করেছে। গত ৪ঠা জুলাই জাকিগঞ্জ থানার অধীনস্ত রহিমপুরে রাসত্মার একটি পাকা সেতু মুক্তিফৌজের গ্রেনেডের ঘায়ে উড়ে গেছে। সেতুটি পাহারারত দুজন গার্ডের দুটি রাইফেলও মুক্তিফৌজের হাতে এসেছে।

সেতুগুলি বিনষ্ট হওয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে খান বাহিনী সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

শাহবাজপুরে মুক্তিফৌজের হাতে ৯ জন খান সেনা নিহত

(বিশেষ সংবাদদাতা)

গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে শাহবাজপুর রেল স্টেশনে অবস্থানরত ৯ জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। স্টেশনের গেটঘরে পাহারারাত সেন্ট্রিও নিহত হয়েছে। এ খন্ডযুদ্ধে মুক্তিফৌজ ৩ ইঞ্চি মর্টার ব্যবহার করে। অন্য একটি দল একই দিনে বড়গ্রাম বি ও পি-তে (সুতারকান্দি) আক্রমণ চালিয়ে কিছুসংখ্যক পাকসেনা নিহত করে। প্রশংসনীয় তৎপরতার সাথে শাহবাজপুর বড়লেখা টেলিফোন লাইন বিনষ্ট করে টেলিফোনের তার ইত্যাদি মুক্তিফৌজ নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছে।।

-জয় বাংলা, ১৭ জুলাই, ১৯৭১

* * * * * *

গেরিলা তৎপরাতা সম্প্রসারিত

গত এক সপ্তাহে সকল রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা সম্প্রসারিত ও তীব্রতর হইয়াছে । পাক হানাদার বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে মুক্তিফৌজের প্রবল আঘাতে। কুষ্টিয়ার মেহেরপুর এলাকায় পাক বাহিনী মুক্তিফৌজের প্রচন্ড মার খাইয়াছে। সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিলস্না, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, প্রভৃতি রণাঙ্গণে মুক্তিফৌজ হানাদার দস্যু বাহিনীকে নাসত্মানাবুদ করিতেছে। বরিশাল জিলার মাধবপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ একাধিক সংঘর্ষে বহু পাক সেনাকে হত্য করিয়াছে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১৮ জুলাই।

* * * * * * *

কুমিলস্না রণাঙ্গনে ১৫ দিন ২৫০ পাকসেনা খতম

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের কুমিলস্না অঞ্চলে গত ১৪ দিনের মধ্যে মুক্তিফৌজের হাতে ২৫০ জনেরও বেশি পাকিসত্মানী সৈন্য নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও আছেন।

প্রতিনিধি প্রেরিতখবরে জানা গেছে, গত ১৩ই জুলাই মুরাদনগর অঞ্চলে ৪টি নৌকা বোঝাই পাক-সৈন্য একটি নদী পার হচ্ছিল, এই নৌকাগুলিতে ১০৩ জনেরও বেশী পাক সেনা ছিল। এমন সময় মুক্তিফৌজ কমান্ডো তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করে। ৬০ জন সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে খতম হয়। যারা বাঁচে তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একটি গ্রামের ওপর আকত্রণ চালায় মুক্তিফৌজ প্রতিরোধ করে। এখানে একজন মেজরসহ ১৮ জন পাক সেনা নিহত হয়।

এয়াড়া ঐ দিনই রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাটে মুক্তিফৌজের আক্রমণে ৩১ জন পাক সেনা নিহত ও অপর ৫০ জন আহত হয়।

পা়াক সৈন্যরা পিছু হটছে

মুক্তিফৌজের ইসত্মাহার

মুক্তিফৌজ ইস্তাহার মারফত জনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইয়াহিয়ার সৈন্য সাত কোটি বাঙ্গালীকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

সামরিক চক্রের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য মুক্তিফৌজ আবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করুন। শীঘ্রই স্বাধীনতা অর্জিত হবে।

পাক সৈন্যের নতুন পালানো কৌশল

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষে সেনাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'পিছু হটা চলবে না'। মুক্তিফৌজের আক্রমণের মুখে সৈন্যরা তাদের কমান্ডিং অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলে এবং পরে পিছু হটে যায়।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ১৯ জুলই, ১৯৭১

* * * * *

ঠাকুরগাঁর জগদলপুর থানা মুক্তিফৌজের হাতে

পাক দখলদারদের মনোবল ভাঙছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুলাই-গত ককেদিন ধরে প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিফৌজ বৃহস্পতিবার পাক দখলদার বাহিনীর কবল থেকে ঠাকুরগাঁর জগদলপুর থানাটি ছিনিয়ে নিয়েছে। জগদলপুর ইসলামপুর সীমন্তের উল্টোদিকে। গত কয়েকদিনে মুক্তিফৌজ ২৩ জন পাক সেনাকে খতম করে। আরও খবর, মাদারীপাড়া সীমান্ত ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ বেশ কিছু পাক সেনাকে খতম করে। বাকি পাক সেনারা পালিয়ে যায়। সীমান্ত চৌকি দখল নেওয়ার পর মুক্তিফৌজ সেখানে থেকে প্রচুর রসদ বিশেষ করে ৫০০ মন চাল পায়।

উত্তর রণাঙ্গন থেকে যে সব খবর আসছে তাতে পাক দখলদার বাহিনীর মনোবল ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে এবং ঘাঁটি ছেড়ে ৫ থেকে ৭ মাইল ভেতরে দৌড়াচ্ছে। দিনহাটার উল্টোদিকে ভুরুঙ্গামারি এখন মুক্তিফৌজের দখলে।

এ ছাড়া গত কয়েক সপ্তাহে মুক্তিফৌজ ও কমান্ডোরা যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অন্তত ৪২টি সীমান্ত চৌকি পুড়িয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হল, পাক দখলদাররা কোনক্রমে ওই সব সীমান্ত চৌকি যাতে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার না করতে পারে।

রংপুর সেক্টরে মোগলহাট, হাতিবান্ধা, বড়খাতা, ওদিকে দিনাজপুর সেক্টরে পাঁচ বাড়ি, পাঁচ বিবি, আতোয়ার, পাক হিলি ও গৌরীপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ ও কমান্ডোদের আক্রমণে দখলদাররা বিপর্যস্ত।

-আনন্দবাজার, ১৯ জুলাই ১৯৭১

পাক ফৌজের জুজুর ভয়

(গৌহাটি অফিস থেকে)

১৯জুলাই বাংলাদেশে দখলদার পাক ফৌজ শ্রীহট্ট জেলায় চাষীদের বাঁশের টোকা (ছাতা) ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। পাকসৈন্যদের আতংকের কারণ হলো যে, ইতিপূর্বে মুক্তি ফৌজের লোকেরা টোকার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লুকিয়ে নিয়ে কিছু পাক সেনাকে খতম করেছে। এখন আতংকগ্রস্ত টোকা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে ঢালাও আদেশ জারী করেছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ জুলাই, ১৯৭১

* * * * *

300 Pak Troops Killed in Dinajpur, Bogra

Calcutta July 20- Our Raiganj Correspondent reports : Operations of Mukti Fouj are continuing intensively in Dinajpur and Bogra. During the last fortnight, more than 300 Pak troops and 53 Pak spies were killed by the Mukti Fouj in Jagaddal, Gogor, Dhantal, Haripur, Patagora, Baragram, Chandipur and Panchagar of Dinajpur.

Our Correspbdent at Dhupguri adds : The Mukti Fouj attacked a Pakistani Army unit on July 17 a Nilphamari and destroyed two vehicles. As a result 17 Pak soldiers were killed and two officers were removed to Marugani health centre in a serious condition. Ketkibari has already been captured by Mukti Fouj. The Mukti Fouj has started collecting hat (weekly market) collection in occupied areas and depositing the proceeds with the Bangladesh Government.

Pakistani troops have already retreated from Thakurgaon as they failed to stand against the Mukti Fouj. The Mukti Fouj took away huge quantity of jute from the liberated area to the free zone.

West Pakistani troops .infuriated by repeated Mukti Fouj attacks, turned three hamlets of Dinajpur district in north western Bangladesh into a blazing inferno and gunned down about 1,000 inhabitants, including women and children.

UNI reports from Krishnanagar: The Mukti Fouj killed about 300 Razakars in some sectors of south west command in Bangladesh during the last 25 days, according to sources in Mujibnagar.

At least 160 Razakers were killed in Khulna district alone.

-Hindusthan Standard, 21 July, 71

* * * * *

শ্রীহট্ট, রাজশাহী, কুষ্টিয়া জেলার মুক্তিফৌজের তৎপরতা

মুজিবনগর, ২২ জুলাইন্ড বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছেন। আজ এখানে পাওয়া খবরে জানা যায়, মুক্তিফৌজ শ্রীহট্ট, রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া জেলায় পাক সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলোর ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় মুক্তিফৌজের আক্রমণে প্রচুর পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে।

শ্রীহট্ট সেক্টরে মুক্তিফৌজের গেরিলারা বড়লেখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ৮ জন দালালসহ ২৪ জন পাকিস্তানী খতম হয়েছে।

গতকাল রাতে মুক্তিফৌজ রাজশাহী শহরের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালান এবং চারজন রাজাকার ও দুজন বিশ্বাসঘাতককে গ্রেফতার করে।

রাত্রিবেলা পাকিস্তানী সৈন্যরা সকলেই রাজশাহী ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের কাছে কালা চাঁদপুরেও গতকাল রাতে পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজ গেরিলাদের প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার মুক্তিফৌজ কমান্ডোরা কুমারখালী, ককসা চিত্রা এবং আলমডাঙ্গা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছেন।

তৃতীয় এক আক্রমণে আখাউড়ার কিছু দূরে কালবেরায় আরও একদল শত্রুসেনাকে খতম করা হয়। এই অঞ্চলে একটি রেল সেতুরও বিশেষ ক্ষতি করা হয়।

গত মঙ্গলবার কুমিল্লা শহরে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দল কয়েকটি পাক সেনা কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ চালায় এই আক্রমণের ফলে পাক সেনারা প্রাণ বাঁচাতে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি সেনা শিবিরের দিকে চম্পট দেয়। সংবাদ পাওয়া গেছে, পাক সেনাদের মনোবল খুব ভেঙ্গে পড়েছে। অপরদিকে এই সব গেরিলা আক্রমণ বাংলাদেশের জনগণের মনে নতুন শক্তি ও সাহস জাগিয়েছে।

কুমিল্লা শহরের কর্মচঞ্চল কাঁদির পাড়া অঞ্চলে গেরিলাদের মর্টার আক্রমণে একদল পাকসেনা আহত হয়।

মুক্তিবাহিনী রাজাগঞ্জ থানা, সার্কিট হাউজ এবং কুমিল্লা ক্যান্টেনমেন্টের ওপর মর্টার আক্রমণ চালায়। এই সব সংঘর্ষে পাক সেনাদের বহু হতাহত হয়েছে।

শ্রীহট্ট, কুষ্টিয়া, ও রাজশাহীতে তৎপরতা

মুজিবনগর, ২২শে জুলাইভ আজ এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী শ্রীহট্ট, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার পাকিস্তানী ফৌজের অবস্থানের ওপর অবিরাম চাপ অব্যাহত রেখেছে এবং গত ২৪ ঘণ্টায় ঐ সব অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বহু পুল ধ্বংস করেছে। মুক্তিফৌজ পদ্মার তীরস্থ তাঁদের ঘাঁটি থেকে নদী পার হয়ে গত রাতে রাজশাহী শহরের উপর আকস্মিক হানা দেয় এবং চারজন পাকিস্তানী আধা সামরিক ও দুইজন কুইসলিংকে পাকড়াও করে। গত রাতে কুষ্টিয়া জেলায় পাক সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিফৌজ গেরিলদের জোর সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময় হয়।

রংপুরে সংঘর্ষ

গত ১৮ভ১৯ জুলাই রংপুরে বরখাতা ও চৌইলাদি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাক সৈন্যদের দুই দুই বার ভয়বহ সংঘর্ষ হয়। পাক সৈন্যরা সরে যেতে বাধ্য হয়।

এক ডজন পাক সৈন্য খতম

ময়মনসিংহে মুক্তিযোদ্ধারা ১৭ভ১৮ই জুলাই রাতে সৈন্য বাহিনীর টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। করিমগঞ্জের নিকটে এক সংঘর্ষে তারা বারোজন পাক সৈন্যকে খতম করে।

মেহেরপুর পাওয়ার হাউস আক্রমণ

কৃষ্ণনগর, ২২শে জুলাই সীমান্তের অপর পার থেকে এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মুক্তিফৌজ গত রাতে কুষ্টিয়া জেলায় মেহেরপুর পাওয়ার হাউসের উপর আকমণ চালিয়ে উহার ট্রান্স ফার্মাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। গেরিলারা কুষ্টিয়ায় পাক মুসলিম লীগ অফিস আক্রমণ করে এবং একজন লীগ নেতাকে হত্যা করে।

গত রাতে কাঠুলী গাংরী সড়কে মুক্তিফৌজ অপর একজন লীগপন্থীকেও হত্যা করেছে।

যুগান্তর ২৩ জুলাই ১৯৭১

বাংলাদেশের কনিষ্ঠতম মুক্তিসেনা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ছেলেটা এখানে বসে টেবিলের এটা ওটা নাড়াচাড়া করছিল যেমন আমাদের ঘরের তের বছরের চঞ্চল ছেলেরা করে। এই তো কৈশোর তারুণ্যের সীমান্তে। এবং নামও তরুণ হোসেন জোয়ারদার।

পাক সেনা অধিকৃত যশোর মাগুরায় ছিল বাড়ী। পড়ত চুয়াডাঙ্গা ডিজে গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। নবম মানের ছাত্র। বাপকা বেটা তরুণ হোসেন। বাপ থাক তার নামটা উহ্য মুক্তিফৌজের সেনা। তরুণও তাই। কণিষ্ঠতম।

তরুণ তিন ভাইয়ের মেঝ। তারও ছোট আছে। হবে সেও মুক্তিসেনা। মা আছেন।

তরুণ ট্রেনিং নিয়েছে লাইট মেশিন গান, স্টেনগান, রাইফেল চালাতে হাতবোমা ছুঁড়তে; নিয়েছে গেরিলা প্রশিক্ষণও; শিখছে স্কাউটিং। স্বাধীন বাংলাদেশ হানাদার সেনামুক্ত করবেই এই তার পণ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তার মুখে যেন সরল বিশ্বাসের দীপ্ত আভা।

একা তরুণ নয়। ওর সঙ্গে ১৬,১৭,১৮,২০,২২ বছরের আরও ১০০ তরুণ নিয়েছে রণশাস্ত্রের দীক্ষা। সবাই ছাত্র। তাদের আগে হাজার তিনেকের মত প্রশিক্ষন পেয়ে গেছে। শিক্ষাকাল দেড় মাস।

জিগগেস করেছিলামন্ড কেন, শুধু ছাত্র কেন? চাষী বা মজুর নয় কেন? বলল তাড়াতাড়ি শিখতে হবে তো তাই একটু লেখাপড়া জানা দরকার

বালিষ্ঠ আশা, শিগগির একটা কিছু হবে, বড় রকমের হবে। এখানকার শেখা শেষ হলে বাছাই করা অনেককে আরও বড় কিছু শেখাবার জন্যও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর চোখের সামনে সেই বড় দিনটা ভাসছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার ও শোনে। অনেকে শোনে। বাংলাদেশেও । কিন্তু কেউ শুনছে জানলে মৃত্যুদন্ড। হয়েছেও কয়েকজনের।

ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে ঔৎসুক্য মেটাতে খোলাখুলিই বলল। হাওড়া ব্রিজ দেখবে, দেখবে সংবাদপত্রের অফিস। দেখে এবার ফিরে যাবে। কিন্তু বেশ বুঝছি, মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ওর চোখে ফ্রন্টের স্বপ্ন। এখনো গাছ ছাড়া লক্ষভেদ করেনি। এবার আসল লক্ষভেদ শত্রুসেনা। হাতের টিপ ঠিক আছে, এবার ফ্রন্ট । ওর মুখে-চোখে উল্লাস। ও ফ্রন্টে যাবে।

-যুগান্তর, ২৪ জুলাই, ১৯৭১

****

বল্লা রণাঙ্গনে প্রচন্ড যুদ্ধ

৫১ জন হানাদার সেনা খতম : ক্যাপ্টেন সহ ৬০ জন ঘেরাও

গত ১৫ জুলাই থেকে বর্বর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের অবিরাম যুদ্ধ চলছে। দুর্বীনিত সাহস এবং অসীম মনোবল নিয়ে দস্যু হানাদারদের খতম করার জন্য বল্লায় শত্রু ঘাঁটিতে মুক্তিবাহিনী তিনদিক থেকে শাঁড়াসী আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসীক বীর যোদ্ধারা শত্রুসেনাদের বিপুল ক্ষয়সাধন করে তাদের অবরোধ করে রেখেছেন। তারা পালিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতিই শুধু বৃদ্ধি করেছে।

১৬ই জুলাই বল্লাতে আটক সেনাদের উদ্ধাদের জন্য ৫ নৌকা ভর্তি পাক সেনা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বল্লার দিকে এগোতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা চারানে পাক সেনাদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন। এই অতর্কিত হামলায় দস্যু সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনীর গুলিতে হানাদার সেনা ভর্তি তিনটি নৌকা বিধ্বস্ত হয়ে পানিতে ডুবে যায় এবং প্রত্যেকটি সেনার সলিল সমাধি হয়। প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করে মুক্তিবাহিনী ১৫/১৬ জন শত্রুসেনা খতম করেন। পাক সেনাদের মধ্যে যারা নদীর তীল দিয়ে হেঁটে আসছিল তারা বল্লার দিকে ভাগতে চেষ্টা করে। বল্লার পাক সেনারা এই ভাগোয়াট পাকসেনাদের মুক্তিফৌজ মনে করে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ এবং মর্টারের শেলিং করে। প্রচুর গুলি বিনিময়ে বহুসংখ্যক পাক সেনা হতাহত হয়। সকাল ৭টা থেকে

শুরু করে বেলা ১১টা পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। ঐ দিনই সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিঃ পাকসেনাদের আর একটি দল নৌকায় বল্লার দিকে এগোতে চেষ্টা করে এবং বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করতে থাকে। নৌকাগুলো যখন মাঝনদীতে আসে মুক্তিবাহিনীর একটি শক্তিশালী স্কোয়াড সব কটি নৌকা পানিতে ডুবিয়ে দেন। ঐ দিনের যুদ্ধে ৫১ জন দুবৃত্ত সৈন্য নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। আমাদের প্রতিনিধি এক ট্রাক লাশ সন্ধ্যা ৭টায় মধুপুরের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছেন। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর নির্দেশানুযায়ী ঢাকাথেকে ৩১ বালুচর সৈন্য এনে আর্টিলারী ফায়ার করেও আটক সেনাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

রণাঙ্গন থেকে লিখছি

থাকুইরা

২০শে জুলাই মুক্তিবাহিনী এবং পাক সেনাদের মধ্যে থাকুইরায় সারা দিনব্যাপী এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই দিনের যুদ্ধে পাক বর্বর বাহিনী সবচেয়ে বেশি মর্টার শেলিং করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে ১৭ জন পাক সেনা নিহত করেন। পরিশেষে দখলদার বাহিনী দাঁতভাঙ্গা জবাব পেয়ে সেদিন পিছু হটতে বাধ্য হয়।

দেইলপাড়া

বিগত ১শে জুলাই ভালুকা থানার সিটি স্টোর বাজারে দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মুক্তিবাহিনীর জোয়নদের সাথে দখলদার বাহিনীর তুমুল লড়াই হয় রাত ৩ টা ২০ মিনিটে। এই লড়াইয়ে ২২ জন শত্রু সেনা নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। মর্টারের আঘাত হেনে আমাদের জোয়ানরা শত্রু ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে দেন।

টাঙ্গাইল শহরে বোমাবাজি

হানাদার সৈন্যদের অধিকৃত টাঙ্গাইল শহরের একটি সিনেমা হলে গত ২৪শে জুলাই রাত ৮টা ৩০ মিঃ মুক্তিফৌজের গেরিলারা হাতবোমা ফাটান। ফলে শত্রুদের ৫জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৭ই জুলাই টাঙ্গাইল ওয়াপদা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গেরিলারা গ্রেনেড চার্জ করেন ফলে টাঙ্গাইল শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এখন অহরহ টাঙ্গাইল শহরে বোমা ফুটছে।

শেষ সংবাদ

আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, কালিহাতী থানার দেওপাড়ায় মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণ চালাচ্ছেন।

-রণাঙ্গন ২৫ জুলাই ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে

ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন : কুষ্টিয়ার পতন আসন্ন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা শহরের তিনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের উপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে ১৯ শে জুলাই রাতে শহরের একাংশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এপির খবরে প্রকাশ, ঐ রাতে

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা চামেলীবাগ ও শাহবাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে আঘাত হানিয়া কেন্দ্র দুটিকে বিকল করিয়া দেন। উহার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটির কয়েকজন প্রহরী আহত হয়। খবরে আরও বলা হয় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটির কর্তৃপক্ষ মুক্তিফৌজের আক্রমণের ফলে ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করিয়াছেন।

গত এক পক্ষকালের মধ্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলা তৎপরতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের শত্রুমুক্ত এলাকাগুলিতে কেবল ধরিয়াই রাখে নাই, উহাদের সীমা আরও সম্প্রসারিত করিয়াছে। খবরে আরও প্রকাশ মুক্তিফৌজ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর হইতে পাক সৈন্যদের হটাইয়া দিয়া মেহেরপুর দখল করে এবং পাক দস্যুদের ঘাঁটি ধ্বংস করে।

চুয়াডাঙ্গার পথে মুক্তিবাহিনী

পরবর্তী সংবাদে জানা যায়, মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গা অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। কুষ্টিয়া জেলার বাদবাকি অধিকৃত এলাকার উপরও মুক্তিফৌজ প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করিয়াছে। কুষ্টিয়া শহরটিকে মুক্তিবাহিনী চতুর্দিক হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। দখলকারী পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কুষ্টিয়া শহরে নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা চালু করিয়াছে।

কয়েকদিন পূর্বে মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়াতে পাক বাহিনী নির্মিত অস্থায়ী বিমান ঘাঁটি ধ্বংবস করিয়া দিয়াছে।

মুক্তিফৌজ সূত্রে জানা যায়, নরসিংদী, ভৈরববাজারের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু ধ্বংস করিয়া মুক্তিবাহিনী রেল চলাচল বিপর্যস্ত করিয়াছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলার অন্যান্য স্থানেও সেতু, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিকল করিয়া দিয়াছেন।

গত এক সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর হাতে কয়েকশত পাক সৈন্য নিহত হইয়াছে।

মুক্তিযুদ্ধ, ২৫ জুলাই ১৯৭১

* * * * *

Mukti Fouj on the Offensive In Northern Sector

From Our Staff Correspondent

Siligiri, July 28 The hit and run tactics adopted by the Mukti fouj commandos have been intensified in northern sector of the Bangladesh particularly in the Rangpur cantonment area.

The commando groups raided there places in the cantonment area in July 23 and killed nearly a dozen Pak soldiers and destroyed a Pak Army vehicle.

On the same day commandos also attacked Alamnagar colony at the outskirts of Rangpur town with powerful hand grenades and killed more than a dozen Pak Army supporters.

The following day in the Nilfamari Sector commandos have stormed a meeting held by the Pak Army supporters a a place near Kishorganj Police station. At this place commandos killed several of them and injured many others.

On July 21 the Mukti Fouj guerillas ambushed two Army patrols in the thakurgaon area killing 13 Pak troops.

-Hindusthan Standard, 29 July 1971

* * * * *

দিনাজপুরের পাঁচটি অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রায়গঞ্জ, ২৯ জুলাই- দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও, পাঁচগড়, বোদা, তেঁতুলিয়া এবং দেবীগঞ্জ এখন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সম্পূর্ণ দখলে। দখলীকৃত এই সব অঞ্চলে এবং সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলিতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পতাকা উড়ছে বলে মুক্তিবাহিনীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবরে জানা যায়।

যুগান্তর, ২৯ জুলাই, ১৯৭১

****

শত্রুসেনারা ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বঙ্গশার্দুল মুক্তিযোদ্ধারা রণহুঙ্কারে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক এবং রণাঙ্গন ছেড়ে পালাবার হিড়িক শুরু হয়েছে। বড় বড় মেজরকে পিছনে খুঁটি হিসেবে খাড়া করেও ভীত পাক সেনাদের যুদ্ধের ময়দানে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তারা মেজরকে মেরে অগত্যা পথ পরিস্কার করে উর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটে যাচ্ছে। প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধাদের বেদম মারে শত শত শত্রুসেনার বিদার দেহটা ঢলে পড়ার দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলে শরীর তাদের ঠান্ডা হয়ে যায়, পা তাদের সামনে বাড়তে চায় না। বাড়ির মা বাবা আত্মীয় স্বজন, ছেলেমেয় ও প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে গেলে এমনিতেই শরীর অবশ হয়ে আসে, হাত থেকে মারণাস্ত্র পড়ে যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে প্রতিদিন পাক দস্যুদের পলায়নী মনোবৃত্তির এ ধরনের অনেক খবর এখানে পাওয়া যাবেই।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী সদর দফতরের তথ্য বিভাগের বুলেটিনে প্রকাশ, হানাদার পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বেপরোয়া প্রচন্ড আক্রমণের মুখে নাজেহাল হয়ে পড়েছে। বাংলার দখলীকৃত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ আরও জোরদার হয়েউঠেছে। তাদের শত শত পাক সেনা, রাজাকার এবং তাদের সহযোগী দেশীয় দলালরা হতাহত হচ্ছে। শত্রুদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করার জন্য রেল লাইন, রেল সেতু ও সড়ক সেতু উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

দিনাজপুর, রংপুর,রাজশাহী সেক্টর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভূরুঙ্গামারী এলাকায় একটি পাক সেনাদলকে ঘিরে ফেলেন। এখানে পাক সেনাদের একটি জিপ ধ্বংস করা হয়। অপর একটি অতর্কিত হামলায় ১১ জন পাক সেনা খতম এবং ৭ জন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা রইস বাগ এলাকায় লালমনিরহাট ও ককীনার মাঝামাঝি স্থানে রেল লাইন উড়িয়ে দেন। পাক বাহিনী একটি ট্রেন এখানে লাইনচ্যুত হলে ট্রেনের ২টি বগি উড়ে যায়।

গত ১৭ই জুলাই রাজশাহী জেলার শাহপাড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমণে ২২ জন পাক সেনা খতম হয়। প্রকাশ, এই দিন ৩০ জন পাক সেনা তাদের মহাদেবপুর শিবির থেকে ট্রাকে করে শাহপাড়ে টহল দিতে আসে। এদের সাথে রাজাকারও ছিল। খবর পেয়ে সতর্ক মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯শে জুলাই রোহনপুর এলাকায় ৩০ জন পাক সেনার একটি টহল পার্টির উপর হামলা করে মুক্তিযোদ্ধারা ১ জন ক্যাপটেনসহ ৯ জনকে খতম করেন।

দিনাজপুর রাণীনগরে পাক সেনাদের শিবিরে আকস্মিক হামলা করে ১০ জন খান সেনাকে খতম এবং মাঝারী ধরনের মেশিন গান এবং গোলাবারুদ দখল করেন। ২০ জুলাই মুক্তিযোদ্ধারা বগুড়া শহরে সার্কিট

হাউসে পাক সেনাদের ক্যাম্পে হাতবোমা ফেলে একজন সেন্ট্রিকে হত্যা করেন। মুক্তিযোদ্ধারা এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন।

জয় বাংলা, ৩০ জুলাই, ১৯৭১

****

Comilla Cut off From Rest of Bangladesh

Dacca Aug 1ভ Comilla, on the eastern border of India. Was virtually cut off from the rest of Bangladesh yesterday after Mukti fouj guerillas blasted power transmission pylons and a major bridge. 48 km west of the town on the main road from Dacca report agencies.

Reliable sources said traffic was halted when he Meghna bridge was attacked.

Power was stopped for the second time in a month early on Friday when an explosion toppled pylons.

The Pakistan Army, meanwhile braced for a possible general strike and violence I this city. Widespread sabotage is feared in view of a planned visit on Tuesday by President Yahya Khan, Who has not been in East Bengala since the Army crackdown four months ago against Sheikh Mujibur Rahman’s Awami League.

Army sources said extra precautions were being taken to protect city reservoirs, power substations and other installations.

Mukti Bahini guerillas had killed at least 88 Pakistani troops and collaborators, snapped power supply, blasted coal depots and damaged a foreign oil tanker during the last six days from July 24 in the eastern part of Bagladesh covering Sylhet, Comilla, Noakhali and Chittagong.

Giving the above information, a high officer of the Bangladesh Government said more than 250 square miles are of Rangpur district is now under the control of Mukti Jouj where civil administration has reorganized, police force and postal system will be introduced very soon.

-Hindusthan Standard, 2 August 71

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সাফল্য অব্যহত

আগরতলা ৩রা আগষ্ট (ইউ এন আই)- মুক্তিবাহিনী আজ শ্রীহট্ট রণাঙ্গনে কালচেরা টী এস্টেটের কাছে পঞ্চাশজন পাক সৈন্যকে হত্যা ও দুজনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে একজন বালুচিও আছে।

সীমান্তের ওপারে ওপারে বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের সদর দফতর থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে,মুক্তিফৌজ পাক বাহিনীর কাছ থেকে একটি মেশিনগান, একটি এলএমজি, ছয়টি রাইফেল, আঠারো হাজার কার্তুজ এবং বিপুল পরিপাণ খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নিয়েছে।

গতকাল মুক্তিবাহিনী গেরিলা ইউনিট কুমিল্লা অঞ্চলে সালেয়া নদীতে দেশী নৌকায় অগ্রসররত সাতটি পাক বাহিনীর গতিরোধ করে। এর ফলে ৯০ জন পাক সৈন্য নদীতে ডুবে মারা যায়। ২৮ শে জুলাই থেকে শুরু করে চার দিনে কুমিল্লার মান্দাভাগে একশজনেরও বেশী পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। ৩১ শে জুলাই গেরিলা বাহিনী কুমিল্লা জেলায় কুড়িজন পাক সৈন্যকে কথম করেছে।

২৯শে জুলাই নোয়াখালী জেলায় মুক্তিবাহিনী ও রাজাকারদের মধ্যে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে আটজন রাজাকার নিহত হয়েছে। এদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

গতকাল কুমিল্লার আখাউড়া রণাঙ্গনের কাছে সিঙ্গেরঝিল অঞ্চলে বারোজন পাক সৈন্য নিহত এবং মুক্তিবাহিনী বারোটি রাইফেল ও কিছু গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেয়। গেরিলা বাহিনী কুমিল্লা জেলায় পঁচিশটি বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্র বিকল করে দেওয়ায় সমগ্র জেলা ও ময়নামতি ক্যান্টেনমেন্টে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

গতকাল সকালে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার মুজিবনগর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে কানিফনগরে মুক্তিফৌজ ও পাকবাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষে অন্তত সাতজন সৈন্য নিহত হয়েছে।

রায়গঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, গতকাল দিনাজপুরের পাক হিলি অঞ্চলে আটাপাড়ার কাছে মুক্তিফৌজ গেরিলারা তিনটি জায়গায় রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে।

মুক্তিফৌজের গুলীতে পাক বিমান ভূপাতিত

(শিলিং অফিস)

৩রা আগস্টন্ড সালুটিগড় (শ্রীহট্ট) বিমান ঘাঁটির কাছে গত ৩১শে জুলাই তারিখে মুক্তিফৌজ একখানি মালবাহী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেন।

আমেরিকার কর্তৃক প্রদত্ত সি-১৩০ বিমানটি পাকিস্তান বিমান ঘাঁটি থেকে আকাশে ওড়বার পর ২০০ ফুটের মধ্যে যাবার সময় মুক্তিফৌজ তাকে আক্রমণ করে।

যুগান্তর, ৪ আগস্ট ১৯৭১

* * * * *

চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে নাজেহাল খান সেনারা বোমা ও গোলাবর্ষণ

নয়দিলস্নী ৪ আগস্ট পশ্চিম পাক সেনারা মুক্তিফৌজের কাছে প্রবল বাধা পাওয়ায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজিরে কয়েকদিন আগে পাক বিমান থেকে বোমা এবং নৌ বহর থেকে গোলাগুলি করা হয়। তেহরানের দৈনিক পত্রিকা কয়হান ইন্টারন্যাশনাল-এ আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্যের বক্তব্য উল্লেখ করে ওই খবর ছাপা হয়েছে।

ওই পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা শ্রী আমীর তাহেরি হৈ আওয়ামী লীগ সদস্যের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, বাংলাদেশের উত্তরন্ডপূর্বাঞ্চলেই যুদ্ধ এখন প্রচন্ড আকারে।

ওই খবরে অরও প্রকাশ, লে, জে, টিক্কা খাঁ শ্রী তাহেরির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, পূর্ব বাংলার আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তিনি আরো বলেন, বাধা আসছে চারদিক থেকেই এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজও চলছে। পাটের গাড়ির উপর আক্রমণ প্রায়ই ঘটছে। ফলে বর্তমানে সেনাবাহিনীর পাহারায় চট্টগ্রামে পাট পাঠানো হচ্ছে।

জেঃ টিক্কা ঢাকায় বোমাবর্ষণের কথাও স্বীকার করেছেন। এ খবর ইউএনআইন্ডএর।

শিলং থেকে ইউএনআইভএর খবর- পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী গত পাঁচ দিনে পাক সেনাদের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছে। মুক্তিফৌজ গেরিলাদের আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা ময়মনসিংহ রেল পথ বিপর্যস্ত এবং শ্রীহট্টে একটি মালবাহী বিমান ভেঙ্গে অচল হয়ে গিয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে এবং বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

ওই সূত্রে আরও জানা যায় যে, গেরিলারা শ্রীহট্টে সামরিক বিমানবন্দরে ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সাড়ে ৮ কোটি টাকা দামের একটি বিমানের উপর গুলি চালায়। বিমানটি সেই মাত্র রানওয়ে থেকে বড়জোর দুইশ গজ উঁচুতে উঠেছিল।

গেরিলা বাহিনী ময়মনসিংহ জেলায় ৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট সামনাসামনি লড়াই চালিয়ে বহু পাকসেনাদের হতাহত করেন। ছাত্রনেতা সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা নিজেদের কব্জার মধ্যে নিয়ে এসেছেন।

রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জের মধ্যেও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । তারা বৈদ্যুতিক লাইন নষ্ট করে দেওয়ায় শ্রীহট্ট শহরের অর্ধেক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

গেরিলা বাহিনী ৩১ জুলাই প্রথম কামালপুরে সামনাসামনি লড়াই শুরু করেন। তারা ১০ জন পাক সেনাকে আঘাত হানে এবং পাক সেনা ভরতি একটি ট্রেনের বগি আক্রমণ করে বহু পাক সেনাকে নিহত করেন। তাদের আক্রমণে দুটি রেল ইঞ্জিন, বেশ কয়েকটি ওয়াগন এবং যাত্রীবাহী কোচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওই একই গেরিলা বাহিনী দুই দিন বাদে ২ আগস্ট দেওয়ানগঞ্জ শহরে আক্রমণ করেন। যেখানে পাক সেনারা ছিল সেই রেল স্টেশনটি চুরমার করে দিয়ে তাঁরা পালিয়ে যান। রাজাকারদের দুটি শিক্ষাকেন্দ্র তারা ধ্বংস করে দেন। ওই আক্রমণ চালাবার সময় মুক্তিবাহিনীর দুজন জওয়ান আহত হন বলে জানা যায়। গেরিলা বাহিনী ৩৮ জন রাজাকারকে ধরে নিয়ে আসেন কিন্তু পালাবার চেষ্টা করায় ৩৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

গেরিলাদের আক্রমণে সুনামগঞ্জে কপাকসেনাদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। ওই এলাকার পাক সেনাদের ভারপ্রাপ্ত ক্যাপটেন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাকে চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টার করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ আগস্ট ১৯৭১

* * * * *

কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে পাঠানভপাঞ্জাবী সংঘর্ষ

অনেকের আত্মসমর্পণ

আগরতলা, ৭ই আগস্ট (পিপিআই)- এখানে সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ গত ৩রা আগস্ট ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে পঞ্জাবী এবং পাঠান সৈন্যদের মধ্যে এক প্রচন্ড সংঘর্ষে পাক বাহিনীর দুজন কর্নেল এবং আরও কয়েকজন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

সংবাদে বলা হয়েছে, ঐ দিনই মুক্তিবাহিনী ফেনী সেক্টরে করের হাটে পাক সৈন্যর ওপর আক্রমণ চালিয়ে একজন মেজর, দুজন ক্যাপ্টেন এবং দুজন নন কমিশনড অফিসারসহ ৪২ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে খতম করেছে। সংঘর্ষে ৫৫ জন রাজাকারও নিহত হয়েছে। পাঁচ ঘন্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলে।

গত ৪ঠা এবং ৫ই আগস্ট নারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট কয়েক দফা সংঘর্ষে ৪০ জন পাক সৈন্য মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর তিনজন নিহত হয়েছে।

চট্টগ্রাম সেক্টরে পালিয়া, নোয়াখালী, রাঙ্গুনিয়া এবং রঞ্জন গ্রামে স্থানীয় লোকেরা কয়েকজন তহশীল অফিসারকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ঔপনিবেশিক সরকাকে কোন কর বা রাজস্ব না দেওয়ার জন্যে বাংলাদেশ সরকার যে আহবান জানিয়েছিলেন তাতে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

পাঠান ও বালুচ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

মুজিবনগর, ৭ই আগস্ট (পিটি আই)- পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর বেশ কিছুসংখ্যক অসন্তুষ্ট বালুচ ও পাঠান সৈন্য মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে।

বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দফতরের একজন মুখপাত্র পিটিআই-র সংবাদদাতার নিকট বলেছেন যে, পাঞ্জাবী অফিসাররা বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের সর্বদা কড়া নজরে রাখে। পঞ্জাবীদের হাতে তাদের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে এমনকি তাদের নিয়মিতভাবে খাদ্যও দেওয়া হয় না। পাঞ্জাবী সৈন্যরা সব সময়েই নিজেদেরকে নিরাপদে রেখে বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অগ্রভাগে ঠেলে দেয়। তাদের সাধারণত পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে চিঠিপত্র লিখতে দেওয়া হয় না এবং কখনো কখনো দেওয়া হলে চিঠিপত্র কঠোরভাবে সেন্সর করে।

বোমাবর্ষণে অসামরিক বিমান

আগরতলা, ৭ই আগস্ট (ইউএনআই)-এখানে খবর পাওয়া গেছে যে, পাক সৈন্য বাহিনীল মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিগুলোর ওপর বোমবর্ষণের জন্য অসামরিক বিমান ব্যবহার করেছে। পাক সৈন্য বাহিনীর পূর্বে শস্যের ওপর বীজাণুনাশক দ্রব্য ছাড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এ রূপ দশটি বিমান, দুটি হেলিকপ্টার নিয়ে নিয়েছে। হেলিকপ্টার দুটি গতবারের বন্যার্ত লোকদের জন্য ত্রাণ দ্রব্য সরবারাহের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এখন সেগুলোকে পরিবহন, মেশিন গান বহন এবং মুক্তিফৌজের সমর্থকদের এলাকায় বোমাবর্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

-আনন্দবাজার, ৮ আগস্ট ১৯৭১

* * * * *

টাঙ্গাইলে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি
বিভিন্ন স্থানে গ্রেনেড চার্জ

সম্প্রতি এ দেশের শহরের ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতার সঙ্গে টাঙ্গাইল শহরেও দুঃসাহসী গেরিলা তৎপরতার সংবাদ এসে পৌঁছে। গত এক মাস ধরে ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতার ফলে হানাদার দস্যু সেনাদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়েছে। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আজ পর্যন্ত দুঃসাহসী গেরিলারা কয়েক পর্যায়ে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক রাজাকারকে বন্দী এবং প্রায় ২৫ জন হানাদার সৈন্য খতম করেছে। সম্প্রতি আমাদের অসীম সাহসী গেরিলারা টাঙ্গাইল ন্যাশনাল ব্যাংকের গেটে প্রহারারত দশজন রাজাকারের উপর গ্রেনেড চার্জ করে ৬ জনকে হত্যা করেছে এবং বাকি চারজনকে গুরুতর রূপে আহত করেছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রহরার অভিযোগে হানাদার মেজর আহতদের পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। গেরিলারা হাবিব ব্যাংক এবং একটি পেট্রোল পাম্পেও গ্রেনেড চার্জ করে । ফলে পেট্রোল পাম্পটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রসুলপুরে একজন দুঃসাহসী গেরিলা একটি বাসের উপর গ্রেনেড চার্জ করে ১১ জন রাজাকারকে হত্যা করে। এছাড়া ঢাকা-টাঙ্গাইল

রাস্তায় বাওই খোলায় গেরিলারা একটি বাস ও একটি ট্রাকের উপর গ্রেনেড চার্জ করে ১৩ জনকে হত্যা করে। এখানে রাজাকারদের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধে ৭ জন রাজাকার নিহত হয়।

৫০ জন রাজাকার গ্রেফতার

দলে দলে আত্মসমর্পণ অব্যাহত

বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের উত্তরসূরী স্বদেশী সৃষ্ট দালাল রাজাকারদের অত্যাচার, আনাচার আর ব্যাভিচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হাটে বাজারে শহরে অলিতে গলিতে রাজাকারেরা রাইফেল দেখিয়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণকে অযথা হয়রানি করে তুলেছে এবং জোরজবরদস্তি করে টাকা, অলংকার, ঘড়ি, কলম এমনকি পকেট থেকে দু আনা পয়সা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা সেনাদের পদলেহনকারী এই সকল রাজাকারের গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসে মুক্তিবাহিনীর নিকট এ পর্যন্ত ৫০ জন গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে। যারা আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বল্লার শত্রুঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ

গত ২৭ শে জুলাই মধ্য রাতে মুক্তিবাহিনীর একজন দুঃসাহসী গেরিলা বল্লার হানাদার ছাউনিতে ঢুকে পড়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শত্রুখতম করেন।

দেওপাড়ায় ৫৬ জন শত্রুসেনারা খতম : হানাদার ঘাঁটিতে অগ্নিসংযোগ

বিগত ২১শে জুলাই থেকে শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত ঘাটাইল থানার দেওপাড়া রণাঙ্গনে বর্বর পাক হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসী গেরিলা যোদ্ধারা অমিত বিক্রমে জল্লাদ বাহিনীকে বিরামহীন আঘাত হেনে চলেছেন। গেরিলা বাহিনী প্রবল আক্রমণাত্মক তৎপরতার সামনে পাক বাহিনী টিকতে না পেরে তাদের ছাউনিতে কচ্ছপের মতো গুটিয়ে বসেছে। গত ২৭শে জুলাই মুক্তিবাহিনীর একটি শক্তিশালী গেরিলা স্কোয়াড রাত্রি বেলা অতর্কিতে তাদের দেখে ছাউনি ঘিড়ে ফেলেন এবং মধ্য রাত্রিতে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার সময় দুঃসাহসীক গেরিলারা ১১ জন রাজাকারসহ ৩৭ জন শত্রসেনা খতম করেন এবং ১৯ জনকে দারুণভাবে আহত করেন। এই অগ্নিসংযোগের ফলে শত্রুছাউনি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। পরদিন ভোরে পাক হানাদার বাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্য মৃত পাঞ্জাবী সেনাদের উঠিয়ে নেয় আর রাজাকারদের ১১টি লাশ পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

মুক্তিবাহিনী ১লা ও ২রা আগস্ট অতর্কিত আক্রমণ করে বর্বর ইয়াহিয়ার দস্যুসেনাদের ১৯ জনকে নিহত এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকেই ৩ জন রাজাকারকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেন। এই সব রাজাকাররা অমাদের প্রতিনিধির নিকট জানিয়েছে যে, তাদেরকে বলপূর্বক রাজাকারে ভর্তি করা হয়েছে। বলপ্রয়োগ করে রাজাকারদরে যুদ্ধে সামনে ঠেলে দেওয়া হয় কিন্তু যখন তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পিছু হটে, তখন পাঞ্জাবীরাই তাদের গুলি করে হত্যা করে। রাজাকারদের দিয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যরা আহত হলে নার্সের কাজ করানো হয়। এমনকি রাজাকারদের শরীর থেকে জোর করে রক্ত নেয়া হয়। বছিরউদ্দিন নামক রাজাকার করুণ ভাবে আমাদের প্রতিনিধির নিকট বলেছে যে, তার চোখের সামনে পাঞ্জাবীরা তার মা, বোন ও তার ভাবীর ইজ্জত নষ্ট করে এবং তাকে ধরে নিয়ে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে।

ভালুকা থানায় ২৫ জন পাক সেনা নিহত

গত ৪ঠা আগস্ট একদল পাকসেনা যখন আঙ্গারপাড়া থেকে ভালুকায় ফিরছিল তখন মুক্তিফৌজ চাঁদপুরে তাদের আক্রমণ করেন। ৯ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে ২৫ জন হানাদার সৈন্য খতম ও বহু আহত হয়।

টাঙ্গাইল পশ্চিম রণাঙ্গনে তুমুল সংঘর্ষ

টাঙ্গাইল জেলার পশ্চিম রণাঙ্গণে আমাদের অসীম সাহসী মুক্তিবাহিনী আক্রমণাত্মক তৎপরতা আরো জোরদার করেছেন। গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করে পাক বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন।

গত ২৬শে জুলাই ঘাটাইল থানার কালিদাস পাড়ায় ভোর ৫টা থেকে দুই ঘণ্টব্যাপী এক খন্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ১৯ জন রাজাকার নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। বাকি সবাই কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

গত ২৮ শে জুলাই মুক্তিবাহিনীর একটি শক্তিশালী স্কোয়াড বাঘুটিয়ায় বর্বর সেনা ভর্তি দুইটি জিপ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেন। এতে জিপ ভর্তি প্রতিটি শত্রুনিহত হয়।

গত ৩১ শে জুলাই ইছাপুরে মুক্তিবাহিনী পাকসেনা ভর্তি একটি পাবলিক বাস আক্রমণ করে সাতজন পশুসেনা নিহত এবং ১৩ জনকে দারুণ আহত করেন।

রাঙ্গামাটিতে তুমুল যুদ্ধ

বিগত ৫ই আগস্ট দুপুর ১২টায় ফুলবাড়িয়া থানার রাঙামাটিতে দস্যু জালিম সেনা এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ৩৫ জন দস্যু সেনা নিহত এবং ১৭ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের সাহায্যকারী ৩৭ জন পাক সেনা ভর্তি একটি গাড়ি উড়িয়ে দেন।

বাবুল বাজারেও প্রচন্ড যুদ্ধ

গত ৭ই আগস্ট ফুলবাড়িয়া থানার বাবুল বাজারেও তুমুল যুদ্ধ হয়। পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীর দাঁত ভাঙা জবাব পেয়ে পিছু হটে যায়।

(শেষ সংবাদ)

শেষ সংবাদে প্রকাশ রাঙামাটিতে ভীষণ যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। শত্রু পক্ষে ৬৭ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

-রণাঙ্গন, ৮ আগস্ট ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী শত্রুর উপর মরণ ছোবল হানছে

বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা সফল আক্রমণ চালিয়ে বহু হানাদার শত্রুকে খতম করে চলেছেন প্রতিদিন। পশ্চিম পাকিস্তনী সৈন্যরা এখন মরিয়া হয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী দখলকৃত এলাকার বহু জায়গা থেকে হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসী যোদ্ধারা গত ১১ আগস্ট ঢাকার বিলাস বহুল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমেরিকান টাইমস-এর সংবাদদাতাসহ ২০ জন সৈন্যকে গুরুতর রূপে আহত করে। শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টিত দখলকৃত ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্যনৈমিত্তিক তৎপরতা দেখে বাঙালী বীর যোদ্ধারের প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামীরা। অন্যদিকে গত ১৪ই আগস্ট সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে পত পত করে উড়েছে আমাদের গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা। স্বাধীনাতাকামীরা এমনি পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন সুনামগঞ্জের অনেকগুলো বাসভবনের শীর্ষে।

মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহীতে পাকিস্তানী নৌবাহিনীর একটি ছোট জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন। ফলে অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদসহ বহু সংখ্যক দস্যু সৈন্য পদ্মা নদীতে ডুবে গেছে। এদিকে চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমা হাকিমের দফতর গেরিলা যোদ্ধারা তছনছ করে দিয়েছেন।

সিলেট সেক্টরে মুক্তিবাহিনী গত ১২ও ১৩ই আগস্ট ১শত হানাদার সৈন্য খতম করেছে। এর আগে মুক্তিযোদ্ধারা জুরি, কালীহাতী, কাংলি ও সবুজপুরে তৎপরতা চালান। মুক্তিবাহিনী তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছেন। গত ৯ই আগস্ট অত্র জেলার উত্তর-পূর্ব এলাকায় শাহবাজপুর মুক্তিবাহিনীর সাফল্যজনক আক্রমণে প্রায় ৫০ জন পাক সৈন্য খতম হয়েছে। গেরিলা যোদ্ধারা ৪ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে জীবন্ত অবস্থায় আটক করতে সক্ষম হয়েছেন।

গত ৮ই আগস্ট ঝিকরগাছার নুলিয়ানি গ্রামে হানাদার সৈন্যরা লুটপাট করতে গেলে একজন মুক্তিযোদ্ধা একটি বাগান থেকে গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে একজন হানাদারকে খতম করেন। স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা হালকা মেশিনগান ও রাইফেল দিয়ে অন্য একটি আক্রমণে ৩ জন শত্রু সৈনকে হতাহত করেন। হানাদার সৈন্যরা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উক্ত গ্রামে লুটপাট ও নির্যাতন চালাতে থাকে। গেরিলা যোদ্ধারা পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে ২ জনকে খতম ও ২ জনকে আহত করেন।

গত ৯ই আগস্ট (সোমবার) যশোহরের নাভারণ এলাকায় গেরিলা যোদ্ধারা রাজাকারদের উপর এক অতর্কিত হামলা চালান। এতে ৯৩ জন শত্রু নিহত ও বহু আহত হয়। পরের দিন ভোর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা একটি সেতু পাহারারত রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করে। অন্যান্যরা কোন রকমে পালিয়ে যায়।

স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, গত ৮ই আগস্ট সিলেটের লাতু অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের সাথে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের আট ঘন্টাব্যাপী প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন পণ করে হানাদার শত্রুদের উপর প্রবল আক্রমণ চালিয়ে যান এবং ৫৫ জন হানাদারকে খতম ও ৬৫ জনকে গুরুতর রূপে আহত করেন। সংঘর্ষে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।

সম্প্রতি সিলেটের কেরামতগড়, রহিমপুর, বিয়ানীবাজার ও মৌলভীবাজারে বিভিন্ন সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য ও ১ জন রাজাকার খতম হয়েছে। শিববাড়ী অঞ্চলে এক সংঘর্ষে ১১ জন পাকিস্তানী সৈন্য প্রাণ হারায় ও ১৩ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

চিলমারী থানার উপর অতর্কিত আকমণ চালিয়ে গেরিলারা একজন অফিসারসহ ৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে গুলী করে হত্যা করেন।

সম্প্রতি বানিয়াবাজারে নদীর কাছে একটি লঞ্চ, দুটি স্পিড বোড ও ১৮টি নৌকা নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা যাওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। এই আক্রমণে ৭৮ জন পাকিস্তানী সৈন্য খতম হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সৈন্যবাহী একটি স্পিড বোড ও ১৭টি নৌকা ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। এই এলাকায় অন্য একটি সংঘর্ষে ২১০ জন শত্রু সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়। অন্য একটি সংঘর্ষে একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা মেশিন গান হাতে নিয়ে শত্রু বাঙ্কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৫ জন হানাদারকে খতম করেন।

টাঙ্গাইলে গেরিলা যোদ্ধারা পাওয়ার হাউসের উপর সম্প্রতি গ্রেনেড আক্রমণ চালান। অন্য এক সংঘর্ষে গেরিলারা টাঙ্গাইলে ৯ জন শত্রুসৈন্যকে খতম করেন। গত সপ্তাহে পাগলা দেওয়ানহাটে এক সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধারা ৩ জন হানাদারকে খতম করেন।

আলমপুরে মুক্তিবাহিনীর সাথে গুলি বিনিময়ে ১৩ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও ৭ জন গুরুতর রূপে আহত হয়।

রাজশাহী সেক্টর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা ৪ঠা আগস্ট রাজশাহী থেকে ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব আড়ানী রেল স্টেশনে একটি রাজাকার বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মর্টার ও মেশিন গানের গুলীতে শত্রুসেনার ৩ জন নিহত হয় এবং অন্যান্যরা পালিয় যায়। মর্টারের গোলাতে স্টেশনটি

ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কমান্ডোরা টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে রাজশাহী-ঈশ্বরদীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এই আক্রমণের পর পর খান সেনাবাহী একটি ট্রেন উক্ত পথ দিয়ে গমনকালে দুঃসাহসী কমান্ডোরা মাইনের সাহায্যে ট্রেনটি উড়িয়ে দেয়। ফলে বহু শত্রুসেনা হতাহত হয়। পরে কমান্ডোরা আড়ানী বাজারে একটি ব্যাংকে অবস্থানরত শত্রুসেনার পদলেহী দালালদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৭ জন হত্যা করেন। এর কাছে বাঙ্কারে অবস্থানরত খান সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দখল করেন।

সম্প্রতি তথাকথিত শান্তি কমিটির ১১ জন গুন্ডা অনুপনগরের জনৈক ডাক্তারকে হত্যা করতে গেলে বাংলার অতন্দ্র প্রহরী গেরিলা যোদ্ধারা এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে ৩ জনকে হত্যা করেন।

আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গত ৭ই আগস্ট মুক্তিবাহিনী মর্টার, মেশিনগান ও হাতবোমা নিয়ে গোদাগাড়ী থানায় অতার্কিত আক্রমণ চালায়। মর্টারের গোলার আঘাতে থানাটি বিধ্বস্ত হয় এবং দখলদার বাহিনীর তিনজন রাজাকার নিহত হয়।

গত ৫ই আগস্ট কুমিল্লা সেক্টরে নয়নপুর শত্রু ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধারা এক অতর্কিত হামলা করে বহু খান সেনা হতাহত করে।

সম্প্রতি পাবনার শাহজাদপুরে খান সেনাদের পদলেহী দুইজন দালাল জামাতে ইসলামীর তথাকথিত নেতা মাওলানা ওসমান গনি ও থানা ফুড ইন্সপেক্টরকে গেরিলা যোদ্ধারা হত্যা করেছেন। মওলানা ওসমান গত নির্বাচনে ভরাডুবির প্রতিশোধ হিসাবে সম্প্রতি শত্রুসেনাদের সহযোগিতায় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল।

-জয় বাংলা, ১০ আগস্ট, ১৯৭১

*   *   *   *   *

দিনে জঙ্গী কবলে, রাতে মুক্তি সেনার
ঢাকায় অবিরাম গেরিলা আক্রমণে খান সেনাদের আতংক,মনোবল ভঙ্গ

মুজিবনগর, ১০ই আগস্ট (পিটিআই)-ঢাকা শহরের মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের অবিশ্রান্ত আক্রমণের ফলে দখলদার খান সোনদের মনে সর্বদার জন্য আতংকের সঞ্চার হয়েছে। তাদের মনোবল এখন কেবল ভাটির দিকে যাচ্ছে। এই খবর খোদ ঢাকা শহর থেকেই পাঠিয়েছেন একজন সংবাদদাতা।

উপরোক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, ঢাকা শহর দিনের বেলায় তাকে পাকিস্তানী সৈন্যদের অধিকারে কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ চিত্রটি যায় বদলে। রাত্রি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় কান ফাটানো আওয়াজ, বোমা ও গ্রেনেডের বিস্ফোরোণ, মুক্তি সংগ্রামী দল ও শত্রুস্থানীয় পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে অবিরাম গোলাগুলী বিনিময় হয়। দিনের উদ্বেগপূর্ণ স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায় রাতের ভয়ংকর শব্দে।

উপরোক্ত সংবাদাদাতা ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার সময় লক্ষ্য করেছেন, পাকবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারগণ বাংলাদেশের গেরিলাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত সেতু, কালভার্ট, বৈদুতিক থাম প্রভৃতি সারাই করছে। কয়েকদিন আগ মুক্তিবাহিনী সিদ্ধিরগঞ্জ, বৈদুতিক স্টেশন এবং গুলবাগের স্টেশনটিও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

-যুগান্তর, ১১ আগস্ট, ১৯৭১

গেরিলাদের তৎপরতায় ঢাকায় কন্টিনেন্টাল হোটেল বিধ্বস্ত

ঢাকা ১২ই আগস্ট (এপি)- মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের বোমাবর্ষণের ফলে গত মঙ্গলবার ঢাকা শহরের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের প্রচন্ড ক্ষতি হয় এবং ঐ হোটেলের উনিশজন পাকিস্তানী ও একজন মার্কিন

আবাসিক আহত হয়। বিস্ফোরণের ফলে হোটেলের লবির অংশবিশেষ উড়ে যায়। এর পর থেকে দখলদার সেনারা শহরের জনশূন্য পথে টহল দিতে থাকে।

জনৈক ফৌজী অফিসার বলেন, পুরুষদের শৌচাগারে রাখা একটি টাইম বোমা বিস্ফোরণের ফলে এই কান্ড হয়।

মুক্তিফৌজ যে পাক সেনাদের ওপর আক্রমণের মান বৃদ্ধি করেছে এই বোমা বিস্ফোরণ তার একটি নিদর্শন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে এই বোমা বিস্ফোরণের সংযোগ আছে।

আগামী শনিবার পাকিস্তানের ২৪ তম বার্ষিক স্বাধীনতা অনুষ্ঠানকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে মুখর করে তোলার জন্য ঢাকার বাঙ্গালী অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। ঐ দিন প্রতিরোধ আরও তীব্রতর করে তোলার কথাও প্রচারপত্রে বলা হয়েছে।

সীমন্তে পাক তৎপরতা বৃদ্ধি

পিটিআই নয়াদিল্লী থেকে জানাচ্ছেন যে, মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাক জঙ্গী শাহীও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর সেনাসজ্জার তৎপরতা বাড়িয়ে তুলেছে। উদ্দেশ্য ভারতের বিরুদ্ধে রণোন্মাদনা বাড়িয়ে তোলা।

পাক জঙ্গীবাহিনী এখন সীমান্তের ষাটটি চৌকিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করেছে। কিন্তু সেনা কমান্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশ নদী, জলপথ, পাহাড়, চারণভূমি প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিস্তৃত ২৭০ টি সীমান্ত ফাঁড়ির ওপর সফল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এখনো সফল হয়নি। এই সীমান্ত ফাঁড়িগুলো ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা বরাবর।

অন্যদিকে মুক্তিবহিনী সমগ্র সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশের পঞ্চাশ কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত নিজ নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং নানা অঞ্চলে অনেকখানি অভ্যন্তরেও ঢুকে পাড়েছে।

-যুগান্তর.১৩ আগস্ট, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা

গত ২৫শে জুলাই রাত্রে ঢাকার উপকণ্ঠে ডায়না সিনেমার কাছে মুক্তিফৌজ দুইটি ট্রাক ভর্তি পাক সেনাকে হাতবোমা দ্বারা আক্রমণ করিয়া ২৫/৩০ জনকে নিহত ও ট্রাক দুইটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইহার পরের দিন কয়েকশত সৈন্য আসিয়া প্রতিহিংসা চারিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রায় পাঁচশত নিরীহ নাগরিককে হত্যা করে এবং দুই পাশ্বের গ্রামগুলিকে ভস্মীভূত করিতেছেন। এই রূপ অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণ গেরিলা যোদ্ধাদিগকে আশ্রয় ও সহযোগিতা দান করিতেছেন।

২৯ শে জুলাই মুক্তিবাহিনী সন্ধ্যা সাতটা হইতে কার্ফূ জারির ঘোষণা সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি করে। ফলে ছয়টা বাজিতে না বাজিতেই রাস্তাঘাট জনশূন্য হইয়া পড়ে ও দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও দোকানপাট খোলাইতে পারে নাই।

বিরাট এলাকা শত্রুকবলমুক্ত

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মুক্তিবাহিনী একের পর এক শত্রুঘাঁটি দখল করিয়া দুর্বার গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। গত কয়েকদিনে মুক্তিবাহিনী কাকিনা, হাতিবান্ধা, ভূরুঙ্গামারী, দহগ্রাম, বরখাতা, বাওরা, পাটগ্রাম

প্রভৃতি জায়গার পাক ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া নেয় এবং আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ঐ সব অঞ্চলে স্বাধীন বাংলার পতাক উত্তোলন করে।

আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, মুক্তিফৌজ রাজাশাহী জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ প্রায় ২০০০ বর্গমাইল এলাকা সম্পূর্ণ নিজেদের কর্তৃত্বে আনিয়াছেন।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ আগস্ট, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

বাংলাদেশের দরিয়ায় বিস্ফোরণে

বিদেশী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত

মুক্তিফৌজ জলের তলায় বিস্ফোরণ ঘটানোয় বাংলাদেশের বন্দরে সোমবার সকালে একটি বিদেশী জাহাজ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাহাজ থেকে পাঠানো এক জরুরী বেতার বার্তায় (এসও এস) এই খবর পাওয়া গিয়েছে।বে তার বার্তাটি কলকাতায় ধরা পড়ে।

সোমালিল্যান্ডের এইটি জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে নোঙ্গর করা ছিল। সেখানে জলের তলে তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। জাহাজ থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয় , তার দারুণ ক্ষতি হয়েছে, জাহাজের খোলে জল ঢুকেছে এবং এখন নোঙ্গর ছেঁড়া অবস্থায় নিরুদ্দেশের দিকে ভেসে চলেছে।

মুজিবনগর থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, মুক্তিফৌজ রাজশাহীতে গ্রেনেড নিয়ে পাক নৌবহরের নৌযানের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে নৌযানের নাবিকরা ও নৌসেনারা নিহত হয়। অস্ত্রশস্ত্র জলে ডুবে যায়।

-আনন্দবাজার, ১৭ আগস্ট, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার সভায় বোমা বিস্ফোরণ

মুজিবনগর, ১৬ই আগস্ট- গত শনিবার ঢাকার কার্জন হলে পাকিস্তানের ঐক্য বিষয়ে যখন এই আলোচনা সভা হচ্ছিল তখন সেখানে কতকগুলি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রচন্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

বৈদুতিক থাম তুলে ফেলার দরুন বাংলাদেশের তেজগাঁও, মালিগাঁও ও আরো অনেক জায়গায় ১৩ই আগস্ট থেকে প্রায় ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। এ খবর ইউএনআইয়ের।

-যুগান্তর, ১৭ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা

ঢাকা শহর এখনো আংশিক নিস্প্রদীপ

মুজিবনগর, ১৮ই আগস্ট- গেরিলা তৎপরতায় ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকা এখনো আংশিক নিস্প্রদীপ অবস্থায় রয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সফল আক্রমণে শহরের প্রধান জেনারেটর অকেজো হয়ে পড়ায় ঢাকা ও তার সংলগ্ন এলাকাকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সূত্রের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

আজ এখানে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, সাহায্যকারী জেনারেটর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় সারাদিন ধরে মহুর্মুহু বোমা বিস্ফেরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সংবাদে বলা হয়েছে, ঢাকা মৃত শহরে পরিনিত হয়েছে, শুধু রাজাকাররা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে,পাক সৈন্যরা তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যারাকের মধ্যেই রয়েছে।

-যুগান্তর, ১৯ আগস্ট, ১৯৭১

* * * * *

Pakistan Rushing More Troops to Sherpur

Mujibnagar, Aug, 19 Pakistan is rushing more troops to the sherpur area in Mymensingh district and in the Tangail area in view of intensified activities of the Bangladesh freedom fighters, reports UNI.

In Mymensingh district, at least half a dozen Pakistani soldiers were killed on August 14 when the freedom fighters launched a surprise attack an Army position near Jamalpur.

A large number of liberation forces carried out a raid in Morrelganj, 40 km southeast of Khulna on August 16 killing 15 razakars and ten other collaborators.

In the Sylhet sector, freedom fighters fired upon a running Army special train were badly damaged and several soldiers were killed.

In a major encounter in the Chittagong sector on the night of August 13-14 freedom fighters killed about 10 Pakistani soldiers, a dozen rezakars and some Mizos who were collaborating with the Pakistani Army.

According to the English language weekly The People colse relaties of top Pakistani Army officers are among those killed by the guerillas in Bangladesh in recent weeks.

Captain Sarwar, son of Lt. Gen. Azher was killed in the Comilla sector and Capt Hashem Khan, son-in-law of Ltd. Gen Riaz in the Sylhet sector.

Capt. Qamar Abbas, Son-in-law of Mr. Rizvi Director of Central Intelligence, was killed a Mymensingh and Major Kazim Khan, brother of Naval Commodor Kamal in Tangail.

-Hindusthan Standard, 20 August, 71

মুক্তিফৌজের তৎপরতা বৃদ্ধি

চট্টগ্রাম বন্দরে বোমার আঘাতে জাহাজ ঘায়েল

মুজিবনগর, ২০শে আগস্ট (ইউএনআই)-আজ এখানে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে যে, গত ১৭ই আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে বোমা নিয়ে আক্রমণ করায় বন্দরে নোঙ্গর করা পাক বাণিজ্য

জাহাজ আল আববাস দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আক্রমণের পরে বন্দরের কাজকর্ম বন্ধ রাখা হয় এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য সৈন্য আমদানী করা হয়।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, খুলনা, চালনা ও বরিশালের উপকূল ভাগে মুক্তিবহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতার ফলে সৈন্যবাহিনীর জনৈক সিনিয়র অফিসারসহ প্রায় ৫৪ জন পাকসৈন্য নিহত হয়েছে।

পিটিআই-এর এক খবরে বলা হয়েছে যে, গত পাঁচ দিনে বাংলাদেশের পূর্ব খন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে মক্তিফৌজ গেরিলাদের আক্রমণে পাক সৈন্যবাহিনীর জনৈক সিনিয়র অফিসারসহ প্রায় ৫৪ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

চারখানা স্টীমার ধ্বংস

এখানে মুক্তিবাহিনীর সদর ঘাঁটি কার্যালয়ে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, গত ১৭ই আগস্ট মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নারায়নগঞ্জ নদীতে পাট, কয়লা ও পাক সৈন্যদের জন্য রেশম বোঝাই চারখানা স্টীমার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

নোয়াখালী জেলায় সোনাগাজীর নিকটে সৈন্যবাহিনীর একটি জীপ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় চারজন পাক সৈন্য খতম হয়েছে। অপর ৫০ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে কুমিল্লা জেলার মান্দাভাগ ও শশীদলে গেরিলাদের তৎপরতার ফলে।

আর একটি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, গত সপ্তাহে কুমিল্লা জেলার মান্দাভাগ, নওগাঁও, লক্ষীপুর, ডিওফ, রসুলপুর, নারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের আচমকা আক্রমণে বহুসংখ্যক পাক সৈন্য ও কিছু রাজাকার নিহত হয়েছে। গেরিলারা মান্দাভাগে ৬টি বাংকার ও নবনির্মিত একটি সেতুও ধ্বংস করেছেন।

ঢাকা থেকে এখানে প্রাপ্ত এক খবরে বলা হয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ চালালে পূবালী জুট মিলের দুটি পাট গুদাম আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলারা ৭ জন সমাজবিরোধী ও সৈন্যদের দালালকে খতম করেছেন। খবরে আরও বলা হয়েছে যে, ঢাকা ও ইহার চার পাশে পাক সৈন্য শিবিরসমূহে মুক্তিবাহিনীর আচমকা হানা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪৯টি পাক সীমান্ত ঘাঁটি ধ্বংস

শিলং থেকে ইউএনআই জানিয়েছে, মুক্তিবাহিনী মহল থেকে আজ বলা হয়েছে যে, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ খন্ডে তিনটি বাদে সমস্ত পাক সীমান্ত ফাঁড়ি মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ধ্বংস করে দিয়েছে।

২৫ শে মার্চ পাক সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভের পূর্বে আসাম ও মেঘালয়ের সঙ্গে সীমন্তবর্তী এই দুটি জেলায় মোট ৫২টি পাক সীমান্ত ফাঁড়ি ছিল। এখন যে তিনটি ফাঁড়ি পাক দখলে আছে সেগুলো শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত।

দোতলা স্টীমার ডুবিয়ে দেয়া হলো

শিলং থেকে ইউএনআইয়ের খবরে প্রকাশ, এ মাসের প্রথম দিকে মুক্তিফৌজের গেরিলারা শ্রীহট্ট অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর একটি দোতলা স্টীমার ডুবিয়ে দিয়েছে। স্টীমার ডুবিয়ে দেয়ার আগে মুক্তিফৌজ সেটি থেকে গোলাগুলী নামিয়ে নেয়।

-যুগান্তর, ২১ আগস্ট, ১৯৭১

খুলনার যে কোন স্থানে মুক্তিফৌজ আঘাত হানিতে সক্ষম

খুলনায় মুক্তিফৌজের তৎপরতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন জায়গাই যে মুক্তিফৌজের দুঃসাহসী গেরিলাদের অগম্য নয় উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ খুলনা শহরে সদর ডাক বাংলোতে তথাকথিত শান্তি কমিটির

বৈঠকে বোমা বিস্ফোরণ। মুক্তিযোদ্ধারা ইয়াহিয়ার দালালদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় নিরাপদে পালাইয়া যায়। পরে পাক দস্যুসোনারা আসিয়া ডাক বাংলোর আশেপাশে ব্যবপক তল্লাসী ও নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করিলেও গেরিলাদের টিকিটিরও নাগাল পায় নাই।

চালনা বন্দর মৃত

অমাদের খুলনা প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, পাক সেনারা শহরে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। রোজ সকালে ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত শহরে লোকজন আসে, জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় হয়। পরে শহরের রাস্তাঘাট জনশূন্য হইয়া পড়ে। অফিসে কিছু কিছু কর্মচারী আসে কিন্তু কাজকর্ম হয় না।

বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম খুবই বেশী। কাপড়-চোপড়, কেরোসিন তৈল, ঔষধপ্রত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ধানচাউল খুব সস্তা। লুটপাট হয়রানি প্রভৃতির ভয়ে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলবস্থা চলিতেছে।

চালনা বন্দর এখনও মৃত। শ্রমিকের অভাবে বন্দরের কাজকর্ম বন্ধ। পাক সেনারা প্রধানতঃ খুলনা, বয়রা ও মঙ্গলা ঘাঁটিতে থাকে। বাইরে বড় বেশি ঘোরঘুরি করেনা। কোথাও যাইতে হইলে বড় বড় দলে খুলনা হইতে ট্রাকযোগে কিম্বা মঙ্গলা হইতে গান বোটে যাতায়াত করে।

সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনী কয়েকদিন আগে সীমান্ত এলাকার দুইটি পাক ঘঁটি দখল করিয়া বাংলাদেশের পাতকা উড়াইয়া দিয়াছে। ঘাঁটি দুইটি হইল কাকডাঙ্গা ও বৈকারী। ইতিপূর্বে মুক্তিবাহিনী তলুইগাচা চান্দুরিয়া ক্যাম্প ও হিজলদী ক্যাম্প দখল করিয়া নেয়। চান্দুরিয়াহইতে বৈকারী এই সমগ্র এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর করতলগত।

কাকডাঙ্গা ক্যাম্প হইতে পলায়নের সময় পাক সেনারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ফেলিয়া যায়। মুক্তিবাহিনী উহাও দখল করিয়াছে।

কাকডাঙ্গা হইতে পলায়নের পর পাক-বাহিনী হঠাৎ গঞ্জে আস্তানা গারে। মুক্তিবাহিনী তলুইগাছা হইতে পিছন দিক দিয়া গিয়া পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ১৬ জন সৈন্য ও ৫ জন রাজাকার হত্যা করে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ২২ আগষ্ট, ১৯৭১

* * * * *

রণাঙ্গনের খবর

চৌদ্দ গ্রাম

আমাদের বীর মুক্তি যোদ্ধাগণ গত ১০ ই আগষ্ট পাক বাহিনীর স্থানীয় হেড কোয়ার্টারে অদূরে আমান গন্ডাগ্রামে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১৩ জন হানাদার সৈন্যকে খতম এবং ১৭ জনকে মারত্মকভাবে আহত করেন।

আর এক খবরে প্রকাশ, চৌদ্দগ্রাম-লাকশাম সড়কে মাইন বসিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী একজন পদস্থ অফিসারসহ মোট ছয়জন শত্রুসৈন্যের একটি জীপ উড়িয়ে দিয়েছেন। একই দিনে ট্রাঙ্ক রোডের বালুজুরী পুলের নিকট একদল শত্রু বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিফৌজ ৯ জন হানাদারকে যমঘরে পাঠিয়ে দিতে সমর্ত হয়েছেন।

**\ দেবীদ্বার **

কুমিল্লার দেবীদ্বার ও মুরাদনগর থানার সংযোগ স্থলে মুক্তিবাহিনী এবং পাক বাহিনীর এক সংঘর্ষে ১৬ জন সৈন্যসহ ২৪ জন রাজাকার নিহত হয়েছে। প্রকাশ, ৪ জন শত্রু সৈন্য ঘটনাস্থল থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, দেবীদ্বার খানার লতাসীয় গ্রামে পাঞ্জাবী সৈন্য ও তাহাদের পাচাটা রাজাকার বাহিনী ৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। হানাদাররা অতঃপর গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে ও ধনসম্পত্তি লুটপাট করে।

**\ সোনাগাজি **

গত ১৫ই আগষ্ট মুক্তিফৌজের এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইনের ঘায়ে নোয়াখালীর সোনাগাজীতে পাক বাহিনীর একটি জীপ উড়ে যায়। ফলে পাক বাহিনীর চারজন অফিসার নিহত হয়।

**\ দাউদকান্দি **

'বাংলাদেশের' রণাঙ্গন প্রতিনিধি লিখেছেন যে, গত ১৫ই আগষ্ট মধ্যেরাত্রে কুমিল্লায় দাউদকান্দি ফেরীঘাঁটটি মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। ফলে কুমিল্লা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গেরিলারা একটি ফেরী নৌকা (২শত ফুট দৈর্ঘ, এক সাথে ৮টি গাড়ী বহন করে) ডিনামাইট দিয়ে জ্বলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। নিকটস্থ ফেরী গুদামটি ধ্বংস হয়েছে। ফেরীঘাটে টহলদাররত ৬ জন রাজাকার ও ১ জন পাক পুলিশও সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।

**\ শালদা নদী **

শালদা নদী অঞ্চলে পাক হানাদাররা ভৌগলিক ও রনকৌশলগত অবস্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক ভেবে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেছিল। এই্ রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ প্রায় ৪ শত ৪৫ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করে নয়া পর্যায়ে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। হানাদাররা এ এলাকা করার জন্যে উজানীসার, কুঠী চৌমুহনী,শশীদল ভাগড়া এবং সিএন্ডবি রোড থেকে মুক্তাঞ্চলের মুক্তি বাহিনীর অবস্থানের উপর কামান থেকে গোলাবর্ষণ করছে। কুমিল্লার সাথে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হানাদারদের চলাচল পথ একমাত্র সিএন্ড বি। হানাদাররা নদীপথে তিনটি দিক দিয়ে মুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। মুক্তিফৌজ সতর্কতা ও সাহসিকতার সাথে তা ব্যর্থ করছেন।

-বাংলাদেশ, ২৩ আগষ্ট, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

চুয়াডাঙ্গার অদুরে ৭০ জন পাক সৈন্য খতম

কৃষ্ণনগর, ২৩ শে আগষ্ট-মুক্তিফৌজ গত শুক্রবার কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার ২২ কিলোমিটার উত্তরে আলমডাঙ্গায় পাক বাহিনীর সরবরাহ ঘাঁটি আক্রমণ করে ৭০ জন পাসৈন্যকে খতম করে। আহত পাক সৈন্যের সংখ্যা ৩০ জন। মুক্তিফৌজের সূত্র থেকে এ খবর পাওয়া গেছে।

মুক্তিফৌজের আক্রমণে বেসামাল হয়ে পাক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ঘাঁটি ত্যাগ করে। পাকবাহিনীর এই সব অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজ দখল করে। সরবরাহ ঘাঁটিটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে।

-যুগান্তর, ২৪ আগষ্ট, ১৯৭১

মুক্তি বাহিনীর আক্রমণে পাক সৈন্যদের বিপর্যয়

মুজিবনগর, ২৬ শে আগষ্ট (ইউ,এন, আই)- আজ বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর সপ্তর থেকে প্রচারিত এক বুলেটিনে বলা হয়েছে যে, মুক্তিবাহিনী ২২ শে আগষ্ট থেকে বিভিন্ন রণঙ্গনে তৎপরতা চালিয়ে পঃ পাকিস্তানী সৈন্য, রাজাকার ও মুসলিম লীগ সমর্থকসহ ১৫০ জনকে খতম করেছেন।

আহতদের মধ্যে পাক সেনাবাহিনীর ও আধা সামরিক বহু অফিসারেরাও আছেন। শুধু শ্রীহট্টের সিভিল হাসপাতালেই ১৫০ জন রাজাকারের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা রেললাইন ও সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা গাড়ী ও বৈদুতিক পাইলন ধ্বংস ও টেলিফোন সার্ভিস বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম বন্দরে তৎপরতা

চট্টগ্রাম বন্দরে ১৬ই আগষ্ট হাজার টন ওজনের ‘আল-আববাস’ ও ১২৫০০ টনের আর একটি জাহাজ ডুবানোর সংবাদ সমর্থিত হয়েছে। মালবাহী বড় বজড়াকেও ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাক সৈন্যের ঈগল বাহিনী

যশোহর পাক সৈন্যরা ঈগল বাহিনী নামে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেছে। বর্ষা শেষে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আকমেণ চলানোর জন্য এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে।

রংপুরের রায়গঞ্জ এলাকায় ২২ আগস্ট গেরিলারা দুটি সেতু ধ্বংস করেছেন। পরের দিন ভূরুঙ্গামারি ও বাঘবান্দা এলাকায় পাক সৈন্যরদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

শ্রীহট্টে ১৯ শে আগস্ট মুক্তিবাহিনী জাফলং এলাকা থেকে পাক সৈন্যদের হটিয়ে দেন। সুনামগঞ্জ এলাকা থেকে তারা অস্ত্রশস্ত্র সহ দুজন রাজাকারকে আটক করেন। পাক সৈন্যদের যাতায়াতকে বিঘ্নিত করার জন্য জকিগঞ্জ এলাকায় কুশিয়ারা নদীর বাঁধটিকেও উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঢাকায় মাইন বিস্ফোরণ

ঢাকার বৈদ্যের বাজারে ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরণে দুটি সামরিক জীপ ও একটি বেবী ট্যাক্সি ধ্বংস হয়েছে।

১১ জন পাক সৈন্য ও তিনজন রাজাকার খতম হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সোমবার তিনজন রাজাকার খতম হয়েছে এবং দুটি রাইফেল উদ্ধার করে গেছে।

সরাইল মুসলিম লীগের পান্ডা ও পাক সৈন্যের সাগরেদ মান্নান মিয়াকেও গেরিলারা খতম করে দিয়েছেন।

শ্রীহট্ট শহরে একাংশে নিস্প্রদীপ অবস্থা বিরাজ করছে। কারণ মুক্তিবাহিনী বৈদুতিক পাইলন ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ধলেশ্বরীতেও জাহাজডুবি

টাঙ্গাইল জেলায় কাকুয়ার কাছে ধলেশ্বরীতে মুক্তিবাহিনী চারটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন।

মুক্তিবাহিনী ১৯ শে আগস্ট ঢাকার সাটুরিয়া থানা আক্রমণ করে চারজন খানসেনা ও পাঁচজন পুলিশকে খতম করেছেন।

তারা ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছেন এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছেন।

কুমিল্লায় অতর্কিত আক্রমণ

আগরতলা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার সালদা নদীতে পাক সৈন্যবাহিনী একটি মোটর লঞ্চ আক্রমণ করে আটজন খান সেনাকে খতম করেছেন। নয়নপুরে ও মউলাভাগের অর্ধাংশ সম্প্রতি মুক্তি এলাকায় পরিণত হয়েছে। মউলাভাগে বাজারের পাক সৈন্য শিবিরও আক্রান্ত হয়েছে।

মুক্ত এলাকায় দখল করার জন্য পাক সৈন্যরা ২৩ শে আগষ্ট থেকে গ্রামে গোলবর্ষণ করেছে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করেছেন। পাক সৈন্যরা রঘুরামপুর, কাশীরামপুর, কুলাপাথর, চারুয়া, চাঁদখোলা, মন্দভাগ, কাইমপুর, মোনিপুর, কমলপুর, দাউশ, গিকরা, জৈকালি প্রভৃতি এলাকায় গোলাবর্ষণ করে জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। বহু লোক আহত হয়েছেন।

-আনন্দবাজার, ২৫ আগষ্ট, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

পাক-হানাদার বাহিনী আজ বিপর্যস্ত। চারিদিকে। সর্বত্র নদীতে, বন্দরে। শহরে গঞ্জে। হাটে ঘাটে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

পাক-দস্যুদের জাহাজ ডুবেছে। জাহাজের পশুগুলো তলিয়ে যাচ্ছে বাংলার নদীতে। অতলে। সড়কে জীপ উড়ে যাচ্ছে কত শার্দুল মুক্তিযোদ্ধাদের মাইনে। মস্তক চলে যাচ্ছে মেশিনগানে, মর্টারে। ছাউনিতে উড়ে যাচ্ছে আঘাতে ছাই কুটার মত। চারিদিকে একই অবস্থা। হানাদার বাহিনীর পরাজয় আসন্ন। মীরজাফরের গোষ্ঠীকে শেষ করতে হচ্ছে শয়তানের সাথে। নির্মূল হচ্ছে অবাঞ্ছিতের দল। এদিকে মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে একের পর এক। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিজয় পতাকা উড়ছে সেখানে।

বেসামরিক প্রশাসন নেবে এসব এলাকা। অন্যান্য স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মত বাংলাদেশে সরকারকে দিচ্ছে ট্যাক্স খাজনা। এসব এলাকায় গড়ে উঠছে এক বলিষ্ঠ শক্তিশালী জনগোষ্ঠি। সমরিক-বেসামরিক।

খুলনা সাতক্ষীরা মহকুমা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। গত ১৯ শে আগষ্ট মক্তিযোদ্ধারা অর্ধ ডজন দেশী বিদেশী জাহাজ তলিয়ে দিয়েছে মঙ্গলার বন্দরে পথে জলে । হত্যা করেছে শতাধিক হানাদার বাহিনী। ধরে নিয়ে এসেছে বনবালা নামে দুটো অস্ত্র বোঝাই লঞ্চ। গ্রেফতার করেছে ৪ জন দালাল ফরেষ্ট অফিসার। তাদের সাথে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও বাদ যায়নি। এ ছিল রণাঙ্গণের সর্ববৃহৎ সাফল্য।

খুলনার শ্যামনগরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। এ অঞ্চল এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ছাড়া এ জেলার সাতক্ষীরা, পাইকগাছা, আশামুখী, বাগেরহাটও মুক্ত।

ফরিদপুরের রাজবাড়ী, আলফাডাঙ্গা, গোপাকান্ডে হানাদার বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনগণ স্বাধীন সার্বভৌম জীবনযাপন করছে এসব এলাকায়।

বারিশালে গৌরনদী, উজিপুর এসব এলাকার প্রায় ৪০ বর্গমাইল মুক্ত।

পটুয়াখালীর গৌরনদী, উজিপুর এসব এলাকার প্রায় ৪০ বর্গমাইল মুক্ত।

পটুয়াখালীর জেলা সড়ক ছাড় সর্বত্র মুক্ত। জেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাক-দস্যুদের উপর আঘাত হেনে যাচ্ছে। পতন আসন্ন।

গত ১৮-১৯ শে আগষ্ট রাতে শ্যামনগরে হানাদার বাহিনীর ৩৩ জন দস্যু নিহত হয়। ১৭ ই আগষ্ট কালীগঞ্জ দিয়ে যাবার সময় মুক্তিবাহিনীর সাথে হানাদার বাহিনীর ৬ ঘন্টাব্যাপী এক সংঘর্ষ বাধে। এখানে

তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়। কালীগঞ্জের সংঘর্ষের পর কিছুসংখ্যক পাক-দস্যু পালিয়ে যাবার সময় কালীগঞ্জ শ্যামনগরের রোডে মাইনের চার্জে জীপসহ উড়ে যায়। শ্যামনগরে তাদের উপর মেশিনগান দিয়ে আক্রমণ চালান হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু ক্ষতি হয়।

১৪ই আগষ্ট সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনী পাক-হানাদার ও ৩৬ জন রাজাকারকে খতম করে। একটি বড় ঘরে ১০০ জনের মত ছিল রাজাকার। বাকীগুলো পালিয়ে যায়। এখানে ৮টি রাইফেল দখল করা হয়।

কপিল মুনী। ১৫ই আগষ্ট। লঞ্চে যাচ্ছিল হানাদার বাহিনীর একটি দল। মুক্তিযোদ্ধারা চ্যালেঞ্জ করে দস্যুগুলোকে। সিভিল ড্রেসে ছিল ২৫ জনের মত। লঞ্চের উপরে। এগুলো সব পানিতে ডুবে মারা যায়। বাকী গুলোর সাথে মুক্তিবাহিনীর ৩/৪ ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলে। তাদের অনেক ক্ষতি হয়। অবশ্য দস্যু বহিনীর মৃত্যুসংখ্যা জানা যায়নি।

গত ২রা আগষ্ট থেকে পাইগোদার মুক্তিবাহিনী বিশেষ তৎপরতার সাথে কাজ করে ২রা আগষ্ট শান্তি কমিটির ত্রাস সৃষ্টিকারী সদস্য হত্যা করে। ৬তারিখে হমলা চালিয়ে মুক্তিবাহিনী ১৩টি রাইফেল ও ২২২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। ৩ জন কুখ্যাত ডাকাতকেও হত্যা করা হয়। এদরে হত্যা করা হয় খুলনার খারী ঘাঁটিতে। এরাডাম ইউনিয়নের শান্তিবাহিনীর চেয়ারম্যান মকবুল আহমেদ। ভীতি সন্ত্রাসে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিবাহিনী তাকেও খতম করেছে।

পাইকগাছা থানায় হামলা চালিয়ে ৯টি রাইফেল ও ১৭৭ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া কপিলমুনীতে একদল ডাকাতের সর্দারকে নিহত করা হয়। একটা রাইফেল ও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

-বাংলার মুখ, ২৭ আগষ্ট, ১৯৭১

* * * * *

400 Pak troops killed in Mukti Fouj raids

Mujibnagar, Aug-27- Over 400 Pakistani troops, including two Army Officers and about 40 Rajakars were killed in guerrilla raids by the Mukti Bahini in different sectors of Bangladesh between August 20 to 25 according to reports received at the liberation forces headquarters here, says PTI.

The reports said the freedom fighters also killed 19 Pakistani Army collaborators and took five enemy troops into their custody.

During this period, the Bangladesh guerillas also destroyed nine Army vehicles, four road bridges, two poor houses, two speed boats, two gunboats and two country boats used by the Pakistani soldiers.

Arms and vehicles captured included seven rifles, a machinegun, eight guns and eight country boats.

Eleven Pakistani army men, including an officer, were killed when the Mukti Bahini raided a Pakistani Army platoon at Metna near Darsana in Kusthia district of Bangladesh on August 22, according to reports available at Krishnagar from across the border.

The Mukti Bahini did not suffer any casualty, the reports said.

-Hindustan Standard, 28 August, 1971

বিভিন্ন খন্ডে চার শতাধিক পাক সৈন্য নিহত

মুজিবনগর, ২৭ শে আগস্ট-গত ২০ শে আগষ্ট থেকে ২৫শে আগষ্টের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন খণ্ডে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণে দুজন সামরিক অফিসারসহ চার শতাধিক পাকিস্তানী সৈন্য এবং প্রায় চল্লিশজন রাজাকার নিহত হয়েছে বলে এখানে মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরে খবর এসেছে।

খবরে বলা হয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীর ১৯ জন সহযোগীকে হত্যা করেছে ও ৫ জন শত্রুসৈন্যকে আটক করেছে।

গেরিলারা এই সময়ে সৈন্য বাহিনীর ৯টি যান, ৪টি সড়ক সেতু, ৭টি রাইফেল, একটি মেশিনগান, ৮টি বোট,২টি গানবোট ও পাক সৈন্যদের ব্যবহৃত ২টি দেশী নৌকা ধ্বংস করে দিয়েছে।

গেরিলারা যেসব অস্ত্র ও যানবাহন দখল করেছে তার মধ্যে আছে ৭টি রাইফেল, একটি মেশিনগান, ৮টি বন্দুক ও ৮টি দেশী নৌকা। কৃষ্ণনগরের খবরে প্রকাশ সীমান্তের অপর পার থেকে সেখানে খবর এসেছে যে, ২২ শে আগষ্ট কুষ্টিয়া জেলার দশনার কাছে মেটনা নামক এক জায়গায় একটি পাকিস্তানী প্লাটুনের উপর মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে একজন অফিসারসহ ১১ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে যে, ঐ আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর তরফে কেউ হতাহত হয়নি।

গতকাল সীমান্তের অপর পার থেকে কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত আর একটি প্রকাশ ২৪ শে আগষ্ট ভারতের শিকারপুর সীমানা থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত একটি জায়গায় পাকিস্তানী সৈনদের একটি ঘাঁটির উপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ১৭ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

খবরে প্রকাশ. মুক্তিবাহিনী ঘাঁটিটি দখল করে এবং সেখানে শত্রুসৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করে।

-আনন্দবাজার, ২৮ আগস্ট, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

মুক্তিফৌজের তৎপরতা

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ

মুজিবনগর, ৩০ শে আগষ্ট (ইউএন, আই)-আজ এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, বাংলাদেশ মুক্তিবহিনীর গেরিলারা কর্ণফুলী নদীতে মালবাহী একটি বড় বজড়া ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ১৩ নং জেটির ঠিক উল্টো দিকে বজরাটি ডুবানো হয়েছে।

গত ১৬ই আগষ্ট ও ১৭ই আগষ্ট মুক্তিবাহিনীর অভিযানের সময় বজরাটি ডুবে যায়। ঐ সময় বন্দরে অবস্থিত কয়েকখানা জাহাজও ডুবিয়ে দেওয়া হয় এ সকল জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে বন্দরে কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

৬ দিনে ১৯০ জন পাকন্ডসেনা ও রাজাকার খতম

আগরতলা থেকে প্রেরিত পি,টি আই-র খবরে প্রকাশ, গত ২৩শে আগষ্ট থেকে ২৮ শে আগষ্টের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা মৈমনসিংহ , কুমিল্লা এবং নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ততঃ ১০০ রাজাকার এবং ১০ জন খানসেনাকে নিধন করেছেন। রাজাকার ও শত্রুঘাঁটির উপর গেরিলাদের আক্রমণের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে মুক্তিবহিনীর কমান্ড বলেছেন, গত ২৩ শে আগষ্ট কমান্ডারা মেশিনগান এবং মর্টার নিয়ে কুমিল্লায় বসুর হাটের কাছে একটি রাজাকার ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবকসহ ৫০ জন রাজাকারকে হত্যা করে।

২৪ শে আগষ্ট যে গ্রামে পূর্বোক্ত তরুণদের হত্যা করা হয় সেই হোসেনপুর গ্রামেই গেরিলারা আকস্মিকভাবে একটি রাজাকার ঘাঁটির উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে ২৫ জনকে খতম করেন। পরের দিন মৈমনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর গ্রামে আরও ৬ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়।

২৬শে আগষ্ট মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা রাজাকারদের সন্ধানে নোয়াখালী জেলার চৌমোহনী রেলস্টেশনে প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। সেখানে ৮ রাজাকার খতম হয় এরপর মুক্তিযোদ্ধারা একটি বড় গ্যারেজের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। এখানে রাজাকাররা একটি শিবির স্থাপন করেছিল। এই আক্রমণে ১৬ জন রাজাকার নিহত হয়।

ঐ একই দিনে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা দোয়াক বাজারে ২০ জন রাজাকারকে খতম করেন। প্রায় একই সঙ্গে শত্রুঘাঁটির উপর এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেগমগঞ্জে ৫০ জন পাক সেনাকে খতম করেন।

২৮ শে আগষ্ট কুমিল্লা খণ্ডে সালদা নদীতে মুক্তিযোদ্ধারা ১৯ জন খান সেনাকে হত্যা করেন।

গত শুক্রবার রংপুর জেলার পচাগড়ে মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা শত্রুঘাঁটির উপর দ্বিমুখী আক্রমণ চালান কুড়িজন পাকিস্তানী ও কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী শত্রুশিবিরকে ধ্বংস করে দেন।

পরের দিন তুরিহাটে গেরিলারা ছদ্মবেশে পাক সৈন্যের দশজন সাগরেদকে খতম করেছেন।

-যুগান্তর, ৩১ আগষ্ট, ১৯৭১

*   *   *   *   *

Mukti Bahini Harassing Pak Troops

Mujibnagar, August 30th- The Mukti Bahini continues to harass the Pakistani army at a number of places in Bangladesh, according to reports reaching here from across the border.

A large number of Pakistani troops have been killed in encounters in various sectors where guerillas are operating. A large number of Rajakars, Muslim League volunteers and collaborators have also been murdered.

According to one report, the army authorities continue to pressurize Mr. Nurul Amin, one of the two non Awami League members of the stillborn National Assembly and some other quislings to join a delegation going abroad to present the Pakistani point of view.

The authorities are reported to have promised protection to their families and their belongings against guerilla attacks.

The reports speak of large scale destructions from the civil and armed services. The authorities have arrested some policemen on suspicion that they are aiding the guerillas. Police stations, among other places, are the chief targets of the Mukti Bahini.

-Hindustan Standard, 31 August, 1971

রণ ও রণাঙ্গন

বাংলাদেশ আজ রণাঙ্গন। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা আজ রক্তাক্ত। রক্তের লাল রং দিয়ে রচিত হচ্ছে বাংলার বর্তমান ইহিহাস। বাংলার সমস্ত কাজের একটি মাত্র নাম ‘রণ’ । আজ বাঙালীরা যা-ই করছে সম্পূর্ণ রণের জন্য। তাই সারা বাংলা রণাঙ্গন আজ রণাঙঙ্গন অর সমস্ত বাঙালীই রণবীর।

বাংলাদেমে এই রণ পরিচালনা করছেন ৯টি সেক্টরের কমান্ডারদের সহযোগিতায় জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতিরক্ষমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি জনাব ওসমানী সাহেব চট্টগ্রাম এলাকা।

১৭ ই আগষ্ট চাঁদপুরে তিনজন পাক সেনাকে খতম করেন। ১৮ই আগষ্ট কুমিল্লা জেলার মান্ডাবাগ, নওগাঁও, লক্ষীপুর জিওফ, রসুলপুর, নারায়ণপুর, প্রভৃতি অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে বহুসংখ্যক পাকসৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়।

টাঙ্গাইল এলাকা

১৭ই আগষ্ট, টাঙ্গাইলের গেরিলাগোষ্ঠির হাতে ৩ জনেরও বেশী পাক সেনা নিহত হয়। গেরিলা বাহিনীকে মারার জন্য পাক ব্রিগেড, পাক পদাতিক সেনা ও বোমারু বিমানা কাজে লাগায়। টাঙ্গাইলের মুক্তিসেনারা একটি পাক সেনা জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ফলে ১৫০ জন পাক সেনা নিহত হয়, তাদের কাছ থেকে ২শ’ বাক্স গুলি দখল করেন।

ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট এলাকা

১৭ই আগষ্ট, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট জেলার প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে। গত পনের দিনে এই স্থানে পাক বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ প্রায় ১৮৫ জন পাক সেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী ১০০টি রাইফেল ও চারটি স্টেনগানসহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করেন। মুক্তিবাহিনী শ্রীহট্ট জেলার ১৭টি চা বাগান ধ্বংস করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কামলপুর, বকশীগঞ্জ, কাছার এবং নাকাশীতে মুক্তিবাহিনী এই সময়ে আক্রমণ চালিয়ে ৫০ জন পাক সেনা খতম করে।

ঢাকা এলাকা

১৭ই আগষ্ট, গেরিলা বাহিনীল তৎপরতায় ঢাকা শহরের জেনারেটর অকেজো হওয়ায় ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকা আংশিক নিষ্প্রদীপ থাকে। শীতলক্ষ্যা নদীতে পাট, কয়লা বোঝাই চারখানা লঞ্চ জাহাজ মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করেছে। মুক্তিবাহিনী গ্রেনেড দিয়ে ঢাকা শহরের পূবালী জুট মিলের দুটি গুদাম উড়াতে গেলে আগুন লেগে তা ভস্মীভূত হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭ জন দালালকে খতম করেছে। ২৪ শে আগষ্ট সোনাপুর, বেদ্যের বাজার প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়।

খুলনা এলাকা

১৭ই আগষ্ট, খুলনা সেক্টর এলাকার মুক্তিবাহিনী ১০০ জন রাজাকারের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৭০ জনকে খতম করেন, ১৪ জনকে জীবিত বন্দী করতে সক্ষম হন এবং তাদের সমস্ত গোলাবারুদ দখল করেন।

মোড়লগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধারা ১৫ জন রাজাকার এবং আরও ১০ পাক দালাল খতম করেন।

১৮,১৯,২০ শে আগষ্ট, এই এলাকার মুক্তিবাহিনী বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, মৌতলা,ঈশ্বরপুর ও পাইকগাছা মুক্ত করেছেন। পাইকগাছায় একটি লঞ্চ আক্রমণ করে ২৬ জন পাক সেনাকে হত্যা করেন।

১৬ই আগষ্ট, শত প্রচারিত পাক মার্কিন হৃদয়সম পদ্মাজাহাজকে মুক্তিবাহিনী চালনা বন্দরে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ঐ একই দিন চট্টগ্রাম, চালনা, ঢাকা, মঙ্গলা বন্দর- পদ্মা, মেঘনা নদীতে জাহাজ, ষ্টিমার, গানবোট, সামরিক লঞ্চ সব-মিলিয়ে মোট ৩৬ জলযান ডুবিয়ে দেয়।

২৪ শে আগষ্ট, মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা জেলার মঙ্গলা বন্দরে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে ৬টি জাহাজ ডুবিয়েছে ও ২টি আটক করেছে। ৬টির মধ্যে ২টি মার্কিন ২টি চীনা, ১টি জাপানীও ১টি পাকিস্তানী।

রংপুর এলাকা

১৭ই আগষ্ট, তারাপুর ঘাটে ৩৫ পাক সেনা নিহত হয়েছে। রংপুর জেলার জেলা থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে।

বগুরা এলাকা

মুক্তিবহিনীর মাইন বিস্ফোনণে সৈন্য বোঝাই দুটি পাক ট্রাক ধ্বংস হয়। তারা একটি পাক গানবোট ও কয়েকটি মোটর লঞ্চ নষ্ট করে। হাতিবান্ধার দক্ষিণ-পশ্চিমে মুক্তিবাহিনী একটি সেতু ধ্বংস করে।

রাজশাহী এলাকা

আগষ্ট, মুক্তিবাহিনী কালীগঞ্জের একটি রাজাকার শিবির আক্রমণ করে তিনজনকে খতম করে।

যশোহর এলাকা

১৮ই আগষ্ট থেকে তিনদিনের মধ্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৯ জন রাজাকার খতম হয়েছে। যশোহর-চুয়াডাঙ্গা ও যশোহর-বেনাপোল রোডে কালভার্ট সেতু এবং পাকসেনা শিবির ধ্বংস করেছে।

-বাংলাদেশ, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

মুন্সিগঞ্জে মহকুমার একাংশ মুক্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ সাবডিভিশনের বিভিন্ন থানাতে গত জুন মাসের প্রথম দিকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী প্রবেশ করে এবং নবাবগঞ্জ ও দোহার থানাতেই অন্ততঃপক্ষে আড়াই শত লোককে হত্যা করে এবং নির্বিচারে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে ও নারী নির্যাতন চালায়।

সিরাজদিখান, কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা, গজারিয়া, শুভাড্যা কালিগঞ্জ, লৌহজং প্রভৃতি থানাতে ব্যাপক গণ-হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন চালায়।

জুলাই মাসের শেষের দিকে এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর প্রথম তৎপরতা শুরু হয়। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা দোহার থানার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, থানা এবং দুইটি ওয়্যারলেস ষ্টেশনের উপর আক্রমণ চালাইয়া এইগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়।

আগষ্ট মাসের দিকে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা শ্রীনগর থানায় ব্যাঙ্ক, থানা এবং পোষ্ট অফিসের উপর আক্রমণ চালায়।

ওরা চরণে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সিলেট জিলার অন্তর্গত মৌলভীবাজার মহকুমার বিভিন্ন স্থানের মুক্তিযুদ্ধে পার্টির আরও তিনজন সমর্থক শহীদ হইয়াছেন। পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে অসমসাহসিক লড়াইয়ে তাঁহারা বীরের মৃত্যুবরণ করেন। ইহাদের সহসিকতা ও দেশপ্রেম চিরদিন মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রানিত করিবে।

(১) সম্প্রতি কমলপুর সেক্টরে এক গেরিলা অভিযানে শহীদ হন সিলেট সদর থানার জামালপুরের সুরুজ। তিনি কালীপুর চা-বাগানে গেরিলা অভিযানে গিয়াছিলেন।

(২) ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় অভিযান চালাইতে গিয়া নেওয়ার আলী গ্রেফতার হন। স্থানীয় দালালরা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল। পরে পাক সৈন্যরা তাঁহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শহীদ নেওয়ার আলীর বাড়ী সিলেট সদর থানার কালিমুগ বাজারে।

(৩) বিয়ানীবাজার থানা ন্যাপের সহ-সভাপতি আবদুল খালেক সম্প্রতি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। এবং পরে তাঁহাকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

অপর একজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বড়লেখা থানার দিলখুসা চা বাগানে গেরিলা অভিযানে যাইয়া গুরুত্বররূপে আহত হন।

-মুক্তিযুদ্ধ, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

যশোহরন্ডকুষ্টিয়া এবং খুলনার বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত

যশোরঃ

২রা আগষ্ট। মুক্তিবাহিনী যশোরের লেবুতলা, রায়পুর ও হাসিমপুর থেকে পাক বাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি মুক্তাঞ্চল ঘুরে এসে বলেছেন, এখানে গত কয়েকদিনের যুদ্ধে প্রচুর খান সেনা খতম হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে পাক দখলদার সৈন্যরা পালিয়ে যায়। এই সমস্ত এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর এক খবরে জানা গেছে, গত ২৯ শে আগষ্ট রাতে মুক্তিসেনারা নগহাটার পাক ছাউনি আক্রমণ করে ১৩০ জন পাক সেনাকে খতম করেছেন।

শেষ সংবাদ-

৩রা আগষ্ট খুলনা বসন্তপুরে মুক্তিফৌজ একখানা গানবোট ধ্বংস করে দিয়েছেন।

উকসা-গোবিন্দপুরে নয় ঘন্টা যুদ্ধঃ গোবিন্দপুর মুক্ত

খুলনাঃ

৩০ শে আগষ্ট। উকসা-গোবিন্দুরে মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটির উপর প্রায় চারশত পাক সেনা আক্রমণ চালালে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। বাংলাদেশের বীর বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ নয় ঘন্টা যুদ্ধের পর শত্রূসেনাদের তাড়িয়ে দিতে মক্ষম হয়।

-বিপ্লবী বাংলাদেশ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গেরিলা আক্রমণে সিলেটে বহু খানসেনা হত্যা

মুজিবনগর, ২রা সেপ্টেম্বরভআমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন গত কয়েকদিন সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত গেরিলা অক্রমণের ফলে প্রায় ১৫০ জন খান সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, লাতু, জাফলং এলাকায়। এ ছাড়া বহু রাজাকারদের গেরিলারা খতম করে দিয়েছে। সিলেটের এই সফল আক্রমণে মুক্তিবাহিনী শত্রুসেনাদের বহু অস্ত্রশস্ত্রও দখল করেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ

মুজিবনগর, ৩১শে আগষ্ট- মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে কর্ণফূলী নদীতে একটি বড় বজরা ডুবিয়ে দেওয়ার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। জেটির উল্টো দিকে বজরাটি ডুবানো হয়েছিল। বন্দরে অবস্থিত বারোটি জাহাজও ডুবানোর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাহাজ চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে।

কুমিল্লার নয়নপুরে জলযান আক্রমণ

মুজিবনগর, ২রা সেপ্টেম্বর- মুক্তিবাহিনী গত সপ্তাহে কুমিল্লার নয়নপুরে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক সেনাদের একটি জলযান সহ ৫টি নৌকা ধ্বংস করে দেয়। সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী বহনকারী ৩টি নৌকা ধ্বংস করে ৫ জন খান সেনাকে খতম ও আরো দুইটি নৌকা আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী ৩০ জন খানসেনাকে হত্যা করেছে। নয়নপুরে অপর এক সংঘর্ষে ৪ জন খানসেনাকে মুক্তিযোদ্ধারা খতম করেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মাইন বিস্ফোরণে শত্রুসেনাদের ট্রেন ধ্বংং

(জন্মভূমি রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

মুজিবনগর, ৫ সেপ্টেম্বর- মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর থেকে জানা গেছে যে গত সোমবার মুক্তিযোদ্ধাদের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন বিস্ফোরণের ফলে চট্টগ্রাম ও ফেনী স্টেশনের মধ্যেস্থলে মহারাজখন্ড স্টেশনে খান সেনাবাহিনীর একটি ট্রেন ধ্বংস হয়েছে। এই বিস্ফোরণের ফলে ট্রেনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং যাত্রীসহ একশত জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে।

এ ছাড়া মুক্তিবাহিনী ময়মনসিংহের গৌরীপুরে রেল অফিস, পোষ্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সাথে এই জেলায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে প্রায় জায়গাই জঙ্গী সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। জেলায় সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে শত্রুসেনারা ভীতসন্ত্রস্ত।

-জন্মভূমি, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিসেনার আক্রমণে দিশেহারা পাক ফৌজ বিমান ব্যবহার করছে

মুজিবনগর, ৬ই সেপ্টেম্বর- গত এক সপ্তাহ যাবৎ মুক্তিবাহিনী এমন দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্যের সঙ্গে দখলদার পাকফৌজকে পিটুনি দিচ্ছে যার ফলে ইয়াহিয়ার অনুচররা দিশেহারা। হানাদাররা নিরুপায় হয়ে।

আবার দীর্ঘদিন যাবৎ বিমান বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে। বোমা ফেলছে যত্রতত্র। মুক্তিবাহিনীর এতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কারণ লড়াইয়ের এই নতুন পর্যায়ে তাদের প্রস্তুতি ও রণকৌশল তাঁরা নিখুঁত করেছেন।

গত সাত দিন ধরে পাক ফৌজ মুক্তিবাহিনীর হাতে দারুণ মার খাচ্ছে। পাক ফৌজ আর রাজাকার মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা এই কয়দিনে প্রায় দু'শ। কয়েজন পাক সেনা বন্দীও হয়েছে। পাক ফৌজ এখন বিমান বাহিনীর সমর্থন ছাড়া মুক্তিবাহিনী বিরুদ্ধে তৎপরতায় নামতে ভয় পাচ্ছে।

উঃ পুঃ সেক্টরে মুক্তিবাহিনী বত্রিশ ঘন্টা ধরে পাক ফৌজকে নিযুক্ত রাখে। ওই লড়াইয়ে একজন পাক মেজরসহ ৩২ জন পাক সেনা ও ৫০ জন রাজাকার নিহত হয়। যশোরে ধুলিয়ানঘাটে এক সংঘর্ষে ৫ জন পাক সেনা নিহত হয়েছে। শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা জেলায় ৫৭ জন পাক সেনা ও ২৪ জন রাজাকার; কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলায় ১০ জন পাক সেনা ও ২০ জন রাজাকার নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী সরাসরি পাক শিবিরগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে তারপর গেরিলা কায়দায় নিজেদের গুপ্তঘাঁটিগুলিতে ফিরে যাচ্ছে। পাকফৌজ তাদের পাত্তা পাচ্ছে না।

রাজশাহী বেতার কেন্দ্রটি মুক্তিবাহিনী দুবার স্তব্ধ করে দেয়। চট্টগ্রামেও তারা সক্রিয়। -পি টি আই

-যুগান্তর, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

কাউখালী থানা, কাঁঠালিয়া থানা, ভান্ডারিয়া থানা ধ্বংসঃ ৮৭ জন পাঞ্জাবী

পাক পুলিশ নিহতঃ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

বরিশালঃ

বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে, মুক্তিবাহিনী কাউখালী থানা আক্রমণ করে থানাটি ধ্বংস করে দিয়েছে। থানার সমস্ত রাইফেল মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় কাউখালীর কোন এক স্থানে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। এই সংবাদ স্থানীয় থানার দারোগা এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জানতে পেরে কিছু দালাল পুলিশ এবং রাজাকার নিয়ে ঘাঁটির উপর হামলা চালায়। মুক্তি কমান্ডোদের প্রচন্ড মারের মুখে হানাদাররা পালিয়ে যায়। কিন্তু দারোগা এবং চেয়ারম্যান মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। সংবাদ পেয়ে পরের দিন বারিশাল থেকে পাক বর্বর সৈন্যরা গান বোট নিয়ে কাউখালীর উপর ব্যাপক হামলা চালায়। এতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মুক্তিবাহিনী কিছুটা সরে এসে আবার আঘাত হানার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। আর এক খবরে জানা যায়, মুক্তিবাহিনী কাঁঠালিয়া এবং ভান্ডারিয়া থানা আক্রমন করে ৮৭ জন পাঞ্জাবী সৈন্য খতম করেছে।

পটুয়াখালীঃ

জানা গেছে, আমাদের অসমসাহসী মুক্তিবাহিনী বেতগী থানার কুখ্যাত দালাল কাদের ও জেন্নাতকে হত্যা করেছে। এছাড়া সমাজবিরোধী কাজের জন্য শান্তি কামিটির সদস্য ফজলু, বাখরুদ্দীন, হামিদ ও আমু কেরানীর সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় গরিব জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনী মঠবাড়িয়া থানার কুখ্যাত মুসলিম লীগ দালাল সামাদ মাষ্টার ও মান্নানকে হত্যা করেছে। এছাড়া দাউখালী দেলোয়ারসহ ৫ জন ডাকাতকে হত্যা করেছে।

খুলনাঃ

আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি খুলনার বিভিন্ন শহর ঘুরে এসে জানিয়েছেন, মুক্ত অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। এই সফরকালীন সময়ে আমাদের প্রতিনিধি মুক্তাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের কতিপয় ঘাঁটিতে প্রবেশ করার সুযোগ পান। এ সকল স্থানে ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা (হীরু), ক্যাপ্টেন মাহবুব, লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ

খুরশীদ (নেভাল ফোর্স) প্রভৃতি সামরিক অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। প্রতিটি ঘাঁটিতেই বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধিকে হাসি-মুখে অভ্যর্থনা জানান।

নোয়াখালীঃ

৯ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা নোয়াখালী শহরের কুখ্যাত দাঙ্গা নায়ক গোলাম সারোয়ারকে হত্যা করেছেন। হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে কমান্ডোরা এই ১৯৪৬ সালের নায়ককে হত্যা করেছেন। এতে স্থানীয় জনসাধারণ স্বাস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

-বিল্পবী বাংলাদেশ, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

দু'জন কর্নেলসহ ৭ জন পাক অফিসার ধৃত

গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ পাকিস্তানের দুজন কর্নেলসহ সাতজন পদস্থ সামরিক অফিসারকে আটক করেছে। আটক পাক সামরিক অফিসারদের মধ্যে আছে লেঃ কঃ খিজির হায়াত খান, মেজর সাদেক নাওয়াজ, লেঃ আতাউল হাসান। এই অফিসাররা সকলেই বর্তমানে মুক্তিফৌজের হাতে বন্দী রয়েছে।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ঢাকা বিচ্ছিন্ন নগরী

মুজিবনগর ১২ই সেপ্টেম্বর- মুক্তিবাহিনী ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের অবশিষ্ট অংশের রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলেও ঢাকার সঙ্গে বিভিন্ন জেলার রেল চলাচল প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের ভিতরে সন্ধ্যার পর থেকে সড়ক বা জল পথে সব রকম যানবাহন সম্পূর্ণরূপে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেছে, পাক বাহিনী শহরের কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। শহরের বাইরে যাবার সড়ক ও জলপথে 'ফটক প্রথা' প্রবর্তন করা হয়েছে ও সশস্ত্র জঙ্গী প্রহরী মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ট্যাঙ্ক ও ইলেকট্রিসিটির স্টেশসগুলিতে সেনাবাহিনী সদাসর্বদা প্রহরা দিচ্ছে। শহরে অসংখ্য নলকূপ বসানো হচ্ছে।

ঢাকা টেলিভিশন সেন্টার ও রেডিও পাকিস্তান প্রাঙ্গণে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফরিদপুরের থানা জ্বালিয়েছে

মুজিবনগর, ৯ই সেপ্টেম্বর- মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতার ফলে ফরিদপুরের নারা থানাটি জ্বালিয়ে দিয়ে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানী একজন পুলিশ অফিসার, তিনজন কনস্টেবল ও ষোলজন রাজাকারকে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্রও দখল হয়েছে।

সিলেট রণাঙ্গনের জয়ন্তীপুর থানার একজন পুলিশ অফিসার ও দুইজন কনষ্টেবলকে গেরিলারা হত্যা করেছে।

রংপুর রণাঙ্গনে এই দিন হাতিবান্ধা, কালীঘাট ও চিলমারীতে গেরিলা বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া বহু খান সেনা হত্যা করেছে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জঙ্গীশাহীর খানসেনাদের বন্দুক লড়াই জোর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আদালতে টাইম বোম বিস্ফোরণ

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর (রয়টার)- গত কয়েদিন আগে চট্টগ্রাম আদালতে একটি টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই ব্যক্তি নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর থাকায় চট্টগ্রাম হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম আদালত ভবনের দ্বিতলে বিস্ফোরণ ঘটে।

এখানে প্রকাশ ভবনের এক কোণে একটি ছাতার নীচে টাইম বোমাটি লুকানো ছিল।

যশোহরের শ্রীপুর থানা দখল

মুজিবনগর, ৯ই সেপ্টেম্বর- গত সপ্তাহে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা যশোহর জেলার শ্রীপুর থানাটি সম্পূর্ণরূপে শত্রু কবল মুক্ত করেছে। মুক্তিবাহিনী ও জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। শ্রীপুরের এই অতর্কিত আক্রমণে পাক বাহিনীর খান সেনাসহ প্রায় ১২৫ জন রাজাকার হত্যা করা হয়েছে। এই আক্রমণের ফলে আমাদের মুক্তিবাহিনী ১৪টি রাইফেল, একটি বৃটিশ রিভলবার, ১০টি শিরস্ত্রাণ এবং বহু কার্তুজ দখল করেছে।

কর্নেল সরফরাজ নিহত

মুজিবনগর, ৮ই সেপ্টেম্বর- মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের পেতে রাখা মাইন বিস্ফোণের ফলে সম্প্রতি পাকিস্তানের ৩১ পাঞ্জাব বাহিনীর সেনাধক্ষ ও সিলেটের পূর্বতন সামরিক আইন প্রশাসক কর্নেল সরফরাজ খাঁ এক জীপ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বাঙালী মুক্তিফৌজের মাইন বিস্ফোরণেই জীপটি ধ্বংস হয়। জীপটির অন্য দুইজন আরোহী জীপ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলে গেরিলাদের গুপ্ত আক্রমণের ফলে ঘটনাস্থলেই আরোহী অফিসার দুইজনকে হত্যা করা হয়।

-জন্মভূমি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক তৎপরতা

হানাদার কসাই বাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত

\ নিজস্ব প্রতিনিধি \

ঢাকা শহেরর বিভিন্ন স্থানে খান সেনাদের শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে এইসব শিবিরে প্রেরণ করা হইতেছে তাহারা তাহাদের কর্মকর্তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কারণ তাহাদের ফেলিয়া বড় কর্তারা সকলে সূর্যাস্তের পূর্বেই কুর্মীটোলার সুরক্ষিত ছাউনিতে ঢুকিয়া পড়ে। আর ইহাদিগকে ঢাকার বিভিন্ন ছাউনীতে ডিউটিতে নিযুক্ত করে। কুর্মীটোলার ছাউনী ছাড়িয়া ইহারা শহরের শিবিরে মোটেই নিরাপদ বোধ করে না। কারণ সন্ধ্যার পর হইতেই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা। মাইন এবং বোমা বিস্ফোরণের শব্দে প্রতি রাত্রে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সম্প্রতি গ্রীন রোড এবং সেগুনবাগিচা সঙ্গীত কলেজে খান সেনাদের শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে কয়েকজন খান সেনা খতম হওয়ার পর হইতেই খান সেনারা কুর্মীটোলার বাহিরে শহরের শিবিরে থাকিতে আর সাহস পাইতেছে না। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, সম্প্রতি একদল হানাদার সেনা শহরের শিবিরে যাইতে অস্বীকার করিলে সামরিক কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করে।

সাবাস!

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ মুক্তিযোদ্ধা। পথে ঘাটে হোটেলে-রেস্তোরাঁয় সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন শেখ মুজিবের বিল্পবী সেনারা। যখনই তাদের সামনে দস্যু সৈন্য খতম করার দুর্লভ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই নির্মম নিয়তির মত মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপাইয়া পড়েন দুশমনের উপর।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রাজধানী ঢাকা হইতে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, স্মপ্রতি হানাদার বাহিনীর দুইজন কর্নেল ও একজন মেজর ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ৯১০ নং কক্ষে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া বেহুশ হইযা পড়িয়া থাকে। সেই সুযোগে মুজিবের অনুসারী জনৈক হোটেল বেয়ারা উক্ত কক্ষে ঢুকিয়া স্টেনগানের সাহায্যে গুলী করিয়া বর্বর খান সেনাদের উক্ত তিনজন অফিসারকেই খতম করিয়া তাহাদের মদ্যপানের তৃষ্ণা চিরতরে মিটাইয়া দেন।

-বাংলার বাণী, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

ময়মনসিংহে পাক বিমান থেকে নাপাম বোমাবর্ষণ

শিলং ১৪ই অক্টোবর (ইউএনআই)- গত একমাস ধরে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল এলাকায় পাক বিমান বাহিনী নিরীহ বেসামরিক জনতার উপর নাপাম বোমাবর্ষণ করছে। মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর তৎপরতায় বেসামাল হয়ে পাক বাহিনী এই কান্ড করছে।

করিমগঞ্জ থেকে পিটিআই জানাচ্ছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় এই ভয়ে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংক্রান্ত কথাবার্তা বন্ধ করার জন্য ফৌজি বিধির ৮০ ধারা আবার নতুন করে চালু করেছেন।

-যুগান্তর ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

রণাঙ্গণেঃ দখলীকৃত অঞ্চলের সর্বত্র গেরিলা আক্রমণের প্রচন্ডতা বৃদ্ধি

গত ৮ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আদালত ভবনের দোতলার ওপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের একটি টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে দুই ব্যক্তি নিহত ও ১৭ জন গুরুতর রূপে আহত হয়। এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা মরণাপন্ন।

একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছেন যে, গেরিলা যোদ্ধারা উক্ত টাইম বোমা একটি ছাতার ভেতর লুকিয়ে রাখেন।

এদিকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনী গত দু'সপ্তাহে যশোর জেলার শ্রীপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুকবল মুক্ত করেছেন।

ফরিদপুর থানা আক্রমণ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার নারীয়া থানার ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা একজন পাকিস্তানী পুলিশ অফিসারসহ ৩ জন পুলিশ এবং ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করেন।

ট্রেন ধ্বংস

ফেনীর কাছে মুহুরীগঞ্জ গেরিলা যোদ্ধারা একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়। ফলে ট্রেনের ড্রাইভারসহ বহু সৈন্য খতম হয়।

অন্যদিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে গেরিলা কায়দায় মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ছে। টাঙ্গাইলে গেরিলারা দুটি সৈন্য বোঝাই স্টীমার পুড়িয়ে দেন। এতে বেশকিছু পাকসেনা খতম হয়েছে।

ঢাকায় পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধাদের জোর সংঘর্ষ চলছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বরের পশ্চিম পাকিস্তান ষ্টার পত্রিকার খবরে প্রকাশ, গেরিলা যোদ্ধারা গত ৩ রা সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে ঢাকা ও খুলনার মধ্যে চলাচলকারী একটি ষ্টীমার আক্রমণ করে ৫ জনকে গুরুত্বরূপে আহত করেন।

উক্ত খবরে প্রকাশ, শুক্রবার শেষ রাতে ঢাকার ৬৫ মাইল দূরে বরিশাল এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত স্টীমারের উপর গেরিলা যোদ্ধারা গুলী বর্ষণ করেন।

-জয়বাংলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

গত ১৫ দিনে সাতক্ষীরার সাড়ে ৬৩ মাইল মুক্ত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৬ই সেপ্টেম্বর- গত ১৫ দিনে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সাড়ে ৬৩ বর্গমাইল অঞ্চল থেকে মুক্তিবাহিনী খান সেনাদের হটিয়ে দিয়ে মুক্ত এলাকা স্থাপন করেছে। গতকাল টাকীতে এই তথ্য বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গেল। ঐ একই সময়কালের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ১৯৭টি এ পি মাইন (যেগুলি পাক বাহিনী পুঁতে রেখেছিল) তুলে নিয়ে এসেছে, ৩ টন ওজনের চারটি পাক সামরিক গাড়ি ধ্বংস করেছে এবং তিনটি সীমান্ত চৌকি দখল করেছে।

তাছাড়া আরও জানা গেছে মুক্তিবাহিনীর হাতে ১৭টি রাইফেল এবং ২,০০০টি ৩০৩ বুলেটসহ ৩০ জন রাজাকার বন্দী হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে ঐ অঞ্চলে রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মোটামুটি সহযোগিতা করছে।

-কালান্তর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

রণাঙ্গনের খবর

(রণ-বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মেসিনগান আর মর্টারে গোলার অব্যর্থ আঘাতে খান সেনাদের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। স্থল ও জলপথে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মোকাবিলায় ব্যর্থ হইয়া হানাদার সেনারা দখলীকৃত এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিমান আক্রমণ শুরু করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে হানাদার সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখা ছাড়াও ইহাদের নানাভাবে হয়রানী করিয়া চলিয়াছেন।

অপরদিকে হানাদারদের সাহায্যকারী রাজাকার বাহিনীও মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রার মুখে সাবাড় হইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, খান সেনাদের রাজাকার বাহিনী দলে দলে অস্ত্রশস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে।

খুলনা-যশোরভকুষ্টিয়া রণাঙ্গনে খুলনা জেলার হরিনগরে মুক্তিযোদ্ধারা গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হানাদার সেনা বাহিনীর চারটি লঞ্চ এবং বরিশাল জেলার বানারী পাড়ায় তিনটি লঞ্চ ডুবাইয়া দেন। বানারীপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে লঞ্চ নিমজ্জিত হওয়ার ফলে প্রায় ৪০ জন দুস্যসেনার সলিল সমাধি ঘটে। হরিনগর এলাকায় পাক সেনাদের গানবোটের চালকও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম হয়।

গত কয়েক দিনে কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ২২ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ মুক্তিসংগ্রামীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে কোন একটি ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রহিয়াছে। ১২ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা জেলার গুথুমা নদীতে টহলদানরত খান সেনাদের উপর অতর্কিত মর্টার আক্রমণ চালাইয়া ৪ জনকে হতাহত করেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধারা নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর এলাকায় হানাদার সেনাদের উপর মর্টারযোগে গোলাবর্ষণ করিয়া ৪ জনকে হত্যা করেন। তাঁহারা লক্ষ্মীপুরে খান সেনাদের ৪টি বাঙ্কারও ধ্বংস করিয়া দেন।

ফেনী এলাকায় তাঁহারা সম্প্রতি ৫৮ জন খান সেনাকে খতম করেন।

ঢাকা কুমিল্লা চট্টগ্রাম রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা সেনাদের দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা কুমিল্লা জেলার মান্দাবাগ এলাকায় হানাদার খানসেনাদের উপর অতর্কিত জাঁপাইয়া পড়িয়া কমপক্ষে ১৫ জন খানসেনা খতম করেন। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় খানসেনারা মান্দাবাগ এলাকায় নৌকাযোগে টহল দিয়া বেড়াইতেছিল। খানসেনাদের নৌকা দুইটিও নিমজ্জিত করা হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা আখাউড়ার নিকটে খানসেনাদের ট্রেন আক্রমণ করিয়া ট্রেনটি বিধ্বস্ত করেন। ট্রেনের আরোহী পাকসামরিক অফিসার, ইঞ্জিন ড্রাইভার ও বহুসংখ্যক রাজাকার খতম হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর সাতা পরার উত্তরে মুক্তযোদ্ধাদের পুঁতিয়া রাখা মাইন বিস্ফোরণে হানাদার সেনাদের একটি জীপ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং জীপের ৪ জন আরোহী খান সেনা আর সূর্যালোক দেখিবার সুযোগ পায় নাই। মুক্তিযোদ্ধারা লাকসাম-কুমিল্লার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেসেতুও ধ্বংস করিয়া দেন।

ময়মনসিংহ-সিলেট রণাঙ্গনে হানাদার খান সেনাদের সহিত মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ময়মনসিংহ জেলার কামরাইল এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা গত ১৪ই সেপ্টেম্বর পাক হানাদার সেনাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ করিয়া ২ জনকে খতম করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর বাগুরামারী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুঁতিয়া রাখা মাইন বিস্ফোরণে কয়েকজন পাক সেনা আহত হয়।

সম্প্রতি মুক্তিসংগ্রামীরা ময়মনসিংহ জেলার বাউমী স্টেশন এলাকায় ভয়াবহ গেরিলা আক্রমণ চালান। তাঁহারা জামালপুর জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের মধ্যে রেললাইন ধ্বংস করিয়া রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করিয়া দেন।

রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী রণাঙ্গনের দিনাজপুর জেলার পচাপগড়, দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এলাকায় হানাদার বাহিনীর সহিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড লড়াই চলিতেছে। জানা যায়, গত কয়েকদিনে মুক্তিযোদ্ধারা দিনাজপুর জেলার টৌকাপাড়া ডানাকাটা, তেঁতুলিয়া-ঠাকুরগাঁও এলাকায় ১০ জনেরও বেশী খান সেনা খতম করেন।

ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার খান সেনা সাফ করিয়া দিয়া বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেন। এখানে তাঁহারা ১৫ জন রাজাকার গ্রেফতার করেন।

বহুসংখ্যক খান সেনা এবং ইহাদের সাহায্যকারী রাজাকার খতম করেন। তাহরা পার্বতীপুর সান্তাহারের মধ্যে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা শীতলডাঙ্গায় পাক সেনাদের সহিত প্রচন্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া ৪ জন পাকসেনা খতম এবং ২ জন আহত করেন। একইদিনে তাঁহারা ঘুঘুডাঙ্গা এলাকায় ৮ জন শত্রুসেনা হত্যা করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পাগলা দেওয়ানহাট এলাকায় ৬ জন খানসেনা খতম করেন। কাড়িয়া এলাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যাপক পুঁতিয়া রাখা মাইন বিস্ফোরণে ৪ জন খান সেনা এবং ৮ জন রাজাকার খতম হয়।

ইহা ছাড়া, মুক্তিযোদ্ধারা ঠাকুরগাঁও-সেতাবগঞ্জের মধ্যে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় খান সেনারা নদীপথেও চলাচল করিতে সাহস পায় না।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী-নাটোরের মধ্যে দুইটি বড় মাইন চার্জ করিয়া একটি মালবাহী ট্রেনের ১২টি ওয়াগন লাইনচ্যুত করিয়া দেন। মালবাহী ট্রেন ওয়াগনে খানসেনারাও ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন খতম এবং ৩০ জন আহত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে খান সেনাদের সহিত মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল লড়াই চলিতেছে বলিয়া সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহর এবং উহার আশেপাশে গেরিলা তৎপরতা জোরদার করিয়াছেন। গত মাসের শেষ সপ্তাহে হানাদার পাকিস্তানী সেনারা ঢাকার ইস্কাটন এলাকার একটি বাড়ীতে আকস্মিক হানা দেয় এবং গৃহকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দিতে নির্দেশ দেয়। এমন সময় কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া হানাদার খান সেনাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের নিকট হইতে স্টেনগান ছিনাইয়া নেন। এই ঘটনায় ৪ জন হানাদার সেনা খতম হয়। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। প্রকাশ, সম্প্রতি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল আক্রমণের সহিত জড়িত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধানে খান সেনারা ইস্কাটনের এই বাড়ীটিতে হানা দেয়।

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাসাবো এলাকায় খান সেনাদের একটি ক্যাম্পে সুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ চালাইয়া খান সেনা ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশসহ ১৪ জন শত্রু খতম করেন। প্রকাশ, ঘটনার দিন খান সেনারা যখন দ্বিপ্রাহরিক ভোজে লিপ্ত, তখন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পের জানালা দিয়া মেশিনগানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করেন। মাত্র সপ্তাহের ব্যবধানে খানসেনাদের সুরক্ষিত সদর দফতর ঢাকা নগরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ১৮ জন শত্রুসেনা নিহত হওয়ায় ইসলামাবাদের ঢাকাস্থ অসুরপুরীতে মহাআতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে সেগুনবাগিচাস্থ মিউজিক কলেজে খানসেনাদের ক্যাম্পে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া ৬ জন হানাদার সৈন্য খতম করেন।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা নরসিংদীর নিকট পাক বোঝাই একটি কার্গো বার্জ ডুবাইয়া দেন। ৮ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জ এলাকায় নদীপথে পাকসেনাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই তিনটি নৌকা ফেলিয়াই কাপুরুষ পাকিস্তানী সেনারা পলায়ন করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং নৌকা দখল করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর সিলেট-ময়মনসিংহ সীমান্তে ধর্মপাশা এলাকায় খানসেনাবাহী কয়েকটি নৌকার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া প্রায় ৬২ জন খানসেনা নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে একজন মেজরও রহিয়াছে।

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, গত পাঁচদিনে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও কুষ্টিয়ায় প্রায় চারশো জন হানাদার দস্যু খতম হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১৪ তারিখে একমাত্র কুষ্টিয়া শহরের মুক্তিযোদ্ধারা খতম করিয়াছেন ১৩০ জন হানাদার দুশমনকে। ইহার পর হানাদারদের সাহার্য্যার্থে নতুন পাকিস্তানী সৈন্য আসিলে মুক্তিযোদ্ধারা তাহাদের উপর প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালান। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া শত্রুসৈন্যরা পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর পাকিস্তানী বিমান বাহিনী তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়া নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে।

মুক্তিবাহনীর দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধারা গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকায় ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছেন। বাসাবো এলাকার একটি পাকিস্তানী ঘাঁটির উপর গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ চালান এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ইস্কাটন এলাকায় গেরিলারা এই সময়ে আরেকটি আক্রমণ চালান। এই দুইটি আক্রমণে প্রায় ২০ জন শত্রুসৈন্য প্রাণ হারায়।

ইহা ছাড়া গেরিলারা চট্টগ্রামে একটি পাকিস্তানী মালবাহী বার্জ ডুবাইয়া দেন এবং বার্জের চালককে বন্দী করেন।

মক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়া শত্রুসৈন্যদের নাজেহাল করেন।

-বাংলার বাণী, ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

রণাঙ্গনে

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সিলেটে ২টি শত্রুসৈন্যবাহী লঞ্চ নিমজ্জিতঃ

৪ শত খান সেনা নিহত

আমাদের যোদ্ধারা গত সপ্তাহে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন সুনামগঞ্জ অঞ্চলে। ছাতক ও সুনামগঞ্জের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় গেরিলা যোদ্ধারা শত্রু সৈন্যবাহী ৪টি লঞ্চের একটি কনভয়ের উপর প্রচন্ড চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ২টি লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়েছেণ। এই আক্রমণে কমপক্ষে ৪ শত পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়া কয়েকদিন আগে তারা ছাতকের উত্তর দিকে শত্রু অবস্থানের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় না করা গেলেও রেডক্রসের গাড়ীতে করে খান সেনাদের লাশ সরাতে দেখা যায়। নীলপর গ্রামের নিকট মুক্তিসেনাদের পোঁতা মাইনে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটি পাক সামরিক যান বিধ্বস্ত হয়।

জলিলপুরে মুক্তিবাহিনী ও পাক ফৌজের সাথে গোলাগুলি বিনিময়ের ফলে ৬ জন খান সেনা নিহত ও আরও ৭ জন আহত হয়।

খুলনায় দুইজন পাক সেনা খতম

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার হরিনগরে গেরিলা যোদ্ধারা একটি পাকিস্তানী গানবোটের ওপর হাতবোমা নিক্ষেপ করে ২ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করেছেন। গানবোটটি পানিতে ডুবে যায়।

বানারীপাড়ায় ২৮ জন পাক সৈন্য নিহত

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানায় এক সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২৮ জন পাকসৈন্য ও রাজাকারকে হত্যা করেছেন।

প্রকাশ বাংলাদেশের গেরিলা যোদ্ধারা থানা সংলগ্ন একটি পুকুর সাঁতার কেটে পার হয়ে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করেন এবং ট্রেঞ্চ ও প্রাচীর ধ্বংস করে তাদের হত্যা করেন।

দিনাজপুরে ৪২ জন শত্রুসৈন্য ও রাজাকার খতম

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দিনাজপুরের বুড়িমারী গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৩ জন হানাদার সেনাকে খম করেছেন। ঐ রাত্রেই মুক্তিযোদ্ধারা আরেকটি সফল আক্রমণ চালিয়ে হেমকুমারীতে ৯ জন রাজাকারকে হত্যা করেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার চাউলহাটি সীমান্তের নিকটে, দিনাজপুরের পঁচাগড়, দেবীগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও খণ্ডে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক ফৌজের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। কিছুদিন আগে অত্র এলাকায় মুক্তিবাহিনী কমপক্ষে ২০ জন পাকসৈন্যকে খতম করেন।

স্বাধীনতাকামীরা পার্বতীপুর ও সান্তাহারের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ নষ্ট করে দিয়েছেন।

রংপুরে ১২ জন খতম

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রংপুরের ডিমলা এলাকায় গেরিলা যোদ্ধারা মাইন দিয়ে একটি ট্রাক উড়িয়ে দেন। ফলে ১২ জন হানাদার সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়। গেরিলা যোদ্ধারা আলিনগর এলাকায় কয়েকজন তাঁবেদারের বাড়ী আক্রমণ করে বহু অস্ত্র উদ্ধার করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধারা চিলমারীতে একটি পাক টহলদার দলের উপর হামলা করলে কয়েকজন দস্যু সৈন্য হতাহত হয়।

গেরিলা যোদ্ধারা ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর রাণীশঙ্কের ও ভূরুঙ্গামারী অঞ্চলে কয়েকজন সামরিক ও তাবেদার বেসামরিক সশস্ত্র লোককে হতাহত করেন।

রাজশাহীতে ৮০ জন খান সেনা হতাহত

স্বাধীনতাকামীরা গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ভোরে রাজশাহী ও নাটোরের মধ্যে দুটি বড় মাইন চার্জ করে একটি মালবাহী ট্রেনের ১২টি ওয়াগন লাইনচ্যুত করে। ফলে প্রায় ৫০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আরও ৩০ জন আহত হয়।

চট্টগ্রামে টাগবোট ক্ষতিগ্রস্ত

চট্টগ্রামে গেরিলা যোদ্ধারা ১১ই সেপ্টেম্বর শত্রুবাহিনীর একটি টাগবোট আক্রমণ করেন। তাঁরা বোটের পাইলটকে অপহরণ করে নিয়ে যান। বোটটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নোয়াখালীতে ৮৪ জন শত্রুসৈন্য নিহত

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর আমাদের দুঃসাহসিক যোদ্ধারা নোয়াখালীর একটি এলাকায় শত্রু অবস্তানের ওপর এক অতর্কিত অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে ১০৯ জনকে খতম ও ১৬ জনকে গুরুতর রূপে আহত করেছেন।

সম্প্রতি ফেনীতে ৬ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে একজন মেজরসমেত ৫৮ জন পাক সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম হয়েছে।

কুমিল্লা সেক্টরে ৭২ জন পাক সেনা নিহত

গত ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা সফল আক্রমণ চালিয়ে ৬০ জন পাক সৈন্য নিহত ও ২৪ জনকে গুরুতররূপে আহত করেন। কুমিল্লার সালদার, কায়েমপুর, লক্ষ্মীপুর, মীর্জানগর, রঘুরামপুর ও জগন্নাথদীঘিতে শত্রুসেনার উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর আখাউড়ার উত্তর-পূর্ব মুকুন্দপুরে মুক্তিবাহিনী শত্রু সেনাবাহী একটি ট্রেন আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। এতে ট্রেনের যাত্রী, একজন পাকিস্তানী সামরিক অফিসার, ইঞ্জিন ড্রাইভার ও এক ডজনেরও বেশি রাজাকার নিহত হয়েছে।

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে মুক্তিবাহিনীর সাথে হানাদার সেনিাদের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন্ সংঘর্ষে রাজাকারসহ প্রায় দু'শ পাকিস্তানী সৈন্য খতম হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা অঞ্চলে শত্রুপক্ষের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বাঙ্কার উড়িয়ে দেন এবং প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী উদ্ধার করেন। মুক্তিবাহিনী গ্রামাঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ লাইনটি সাফল্যের সঙ্গে বানচাল করে দিয়েছেন।

রাজাকারেরা দলে দলে ধরা দিচ্ছে

হানাদার খান সেনারা মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য লুটপাটের লোভ দেখিয়ে মাত্র দু'সপ্তাহের ট্রেনিং দিয়ে যে রাজাকার দল গঠন করেছিল তারা এখন প্রতিদিন দলবদ্ধভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার বাবলাচড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান তার অধীনে ২২ জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই সঙ্গে উক্ত দলটি তাদের কাছে রক্ষিত সমস্ত রসদসহ রাইফেল, হাল্কা মেশিনগান, শটগান, স্টেনগান প্রভৃতি বিপুল অস্ত্রশস্ত্রও মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

এ ধরনের বেশ কয়েকটি রাজাকার দল মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা দিয়েছে। একমাত্র খুলনা জেলাতেই এ ধরনের দলত্যাগীর সংখ্যা ৬০। তারা তাদের সব অস্ত্রশস্ত্রসমেত মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

-জয়বাংলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

রণাঙ্গন থেকে

মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর হইতে প্রচারিত বুলেটিনে প্রকাশ, গত দুই সপ্তাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে কয়েকশত হানাদার সৈন্য খতম হইয়াছে। বিশেষত সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে গেরিলাদের অবিরাম তৎপরতায় হানাদারদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে।

গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা মাইনের সাহায্যে বুড়িচং-এর কাছে ৩০ জন শত্রুসৈন্যকে খম করে।

চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনী গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাঙামাটি থানা ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আক্রমণ করে ও থানার অস্ত্রশস্ত্র দখল করে।

সিলেট রণাঙ্গনে গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী সুরমা নদীতে শত্রুপক্ষের দুইটি স্পীডবোট ধ্বংস করে। মুক্তি বাহিনী মাইনের সাহায্যে সিলেট শহরে একটি পাওয়ার সাব স্টেশন উড়াইয়া দেয় ও কয়েকটি সামরিক গাড়ি ধ্বংস করে। রাধানগর, জয়ন্তিয়াপুর, জাফলং, নুমাগহজ ও সুরমা নদীপতে কয়েকটি তৎপরতায় গেরিলারা কমপক্ষে ৪০ জন পাক সেনা ও রাজাকারকে হত্যা করে।

গত সপ্তাহে ময়মনসিংহ জেলার বিরিসিরি, বিজয়পুর, বন্দর কাটা ও শেরপুর এলাকায় ৯ জন শত্রু সৈন্য খতম হয়।

মুক্তিবাহিনী এই জেলায় ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ে রাহুমারি ও মীরগঞ্জ এলাকায় নিজেদের দৃঢ় কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে।

গত দুই সপ্তাহে বিভিন্ন অভিযানে মুক্তিবাহিনী নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ায় ৫ জন, মনোহরপুর আজমপুর ও জামবাড়িতে ২০ জন, কোটেশ্বরে ৩ জন ও ছদিয়া গ্রামে ১২ জনসহ বহুসংখ্যক শত্রু সৈন্যকে খতম ও আহত করিয়াছে।

গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর কুমিল্লার ক সবার কাছে কাইউমপুরে শত্রু ঘাঁটির উপর মর্টার দ্বারা আক্রমণ চালাইয়া মুক্তিবাহিনী ৩৫ জন শত্রুসৈন্যকে খম ও ১৫ জনকে আহত করে। কিছু অস্ত্রপাতি দখল করে। এই সংঘর্ষে মাত্র একজন গেরিলা আহত হন।

সাবাস!

ঢাকা শহরের বুকের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে শত্রু হনন চলিতেছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের বাসাবো এলাকায় শত্রুদের একটি চেকপোস্টে ১১ জন পাঞ্জাবী পুলিশ ও কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করিয়া মুক্তিবাহিনীর একদল তরুণ যোদ্ধা চমকপ্রদ গেরিলা কৌশলের নজির স্থাপন করিয়াছে।

ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ ও গেরিলাআক্রমণ ঠেকাইবার জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী শহরের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ক্যাম্প ও চেকপোস্ট বসাইয়াছে। বাসাবো এলাকায় এইরূপ একটি ক্যাম্পে একদল পাঞ্জাবী পুলিশ ও রাজাকার পাহারায় ছিল। গেরিলাদের কয়েকজন সাধারণ বেশে 'ভাল মানুষের মত' প্রতিদিন ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বেশ ভাব জমাইয়া ফেলে।

ঘটনার দিন ঐরূপ পাঁচজন আলাপী গেরিলা বেলা ডুইটায় পুলিশ ও রাজাকারদের সহিত দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামালাপ জুড়িয়া দেয় এবং সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ এক সময় শত্রুদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গুলি চালাইতে শুরু করে। আশেপাশে লুকাইয়া তাকা গেরিলারাও এইবার শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সংঘর্ষে ১১ জন পশ্চিম পাকিস্তাণী পুলিশ ও কয়েকজন রাজাকার খতম হয় ও বাকীরা ক্যাম্প ছাড়িয়া চম্পট দেয়।

-মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ : ইয়াহিয়ার নুরুল হুদা খতম

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঢাকা, ২৫শে সেপ্টেম্বরন্ড বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে জঙ্গীশাহীর সমর্থক ও দালাল মুসলিম লীগ নেতা নুরুল হুদা খতম হয়েছে। নুরুল হুদা বাংলাদেশ আইন সভার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সদস্য। তার নিজ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগানের গুলিতে এই শান্তিকমিটির বড় দালাল 'এন্তেকাল ফরমাইয়াছে।'

ইয়াহিয়ার নবনিযুক্ত দালাল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মৌলানা মহম্মদ ইসহাক আজ ঢাকায় নিজ মটরে একটি টাইম বোমা বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

একটি সভা থেকে ফেরবার পথে এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানা যায়। আহত অবস্থায় মোটরের চালক এবং ইসহাককে ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

-সাপ্তাহিক বাংলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য অব্যাহত

২৫শে সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী গত ক'দিনে পাক হানাদারদের উপর বেশ কতকগুলো উল্লেখযোগ্য আক্রমণ পরিচালনা করেন।

রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী সেক্টরে মুক্তিবাহিনী তাদের গেরিলা আক্রমণ আরো তীব্রতর করেছেন। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং রেলওয়ে স্টেশনে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি দল রংপুরের একটি দোকানে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। ঐ

দোকানের মালিক পাক বাহিনীকে তাদের বর্বর হামলার সবসময়ই মদদ যোগাতো। মুক্তিবাহিনী ঐ দোকানের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেন এবং বহু রাজাকরকে হত্যা করেন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার চক্রমারী এলাকায় পাক হানাদার ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচুর গোলা বিনিময় হয়। তাতে ৫ জন পাক সৈন্য নিহত হয়।

ঐ একই দিনে বাওল্লী এলাকায় পাক হানাদারদের সঙ্গে অন্য এক সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধারা আরও ছয়জন শত্রুসৈন্য খতম করেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর শত্রুকবলিত ফারসীপাড়া এলাকায় গুলি বিনিময়ের সময় আরও ছ''জন পাক সৈন্য নিহত হয়। ঐ একই দিনে লাহিড়ি এলাকায় শত্রুসেনাদের উপর সাঁড়াশি আক্রমন চালানো হয়। ঐ আক্রমণে আরো দু'জন পাক সৈন্য নিহত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী দিবর এলাকায় শত্রুদের ঘিরে ফেলেন ও বিপুলসংখ্যক পাক সৈন্যকে খতম করেন। খান্দখাই এলাকায়ও মুক্তিবাহিনী পাকফৌজের উপর প্রবল আক্রমণ চালান। এই আক্রমণে তিনজন শত্রুসেনা আহত হয় বলে জানা যায়।

১৯শে সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার নাগেশ্বরী ও ভোতিমারি এলাকায়া বেশ কয়েকটি সফল আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রেলপথ, সেতু ও কালভার্ট উড়িয়ে দিয়ে ঐ এলাকার রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণরুপে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।

তাছাড়া মুক্তি বাহিনী রংপুর জেলার ভুরুঙ্গামারী, মহেন্দ্রনগর, নাগেশ্বরী ও লালমনিরহাট এলাকায় ব্যাপক গেরিরা তৎপরতা চালিয়েছেন।

ঢাকা কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সেক্টর থেকে যুদ্ধের যে খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার আড়িয়া বাড়িতে দু'জন পাক সৈন্যকে হত্যা করেছে। পরদিন অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী কসবায় শত্রুসৈন্যের অবস্থানের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ করে আরো ২ জন শত্রুসৈন্য খতম করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পানচারায় দ'জন হানাদার সৈন্যকে হত্যা করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী বেশ কতকগুলো আক্রমন পরিচালনা করেন। লোহইমারি ও যদিসার এলাকায় পাকফৌজের সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী তিনজন শত্রু সৈন্য খতম করেছেন। তাছাড়া ঐ একই দিনে মুক্তিবাহিনী কুমিল্লার মোটেশ্বর, হাশমঙ্গল ও চলন এলাকায় পাক বাহিনীর অবস্থানকে সম্পূর্ন ঘিরে ফেলে প্রচুর গোলাবর্ষন করেন। এতে ৬ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয় বলে জানা যায়।

ময়মনসিংহ সেক্টরে মুক্তিবাহিনী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সিলেটের শ্রীমঙ্গলে একটি পাকিস্তানি সামরিক জীপকে উড়িয়ে দিয়েছেন। মাইন বিস্ফোরনের দরুনই জীপটি সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস হয়ে যায়। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তি বাহিনী নওকুচি এলাকায় মাইন পুঁতে রাখলে সেটি বিস্ফোরণের ফলে একজন পাক সৈন্য নিহত এবং অপর একজন আহত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর সিলেটের ছড়িপাড়া এবং বেয়িগাঁও এলাকায় অসমসাহসী আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী ২০ জন শত্রুকে খতম করেছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ প্রায় ৪০ জন কানকাটা রাজাকারকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শত্রু সৈন্যকে সাহায্য ও সহোযোগিতা করার জন্যে গ্রাম বাংলার জনগণ রাজাকারদের এই দিয়েছেন।

কুষ্টিয়া যশোর খুলনা সেক্টর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায় যে, মুক্তিবাহিনী গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর যশোরের কামদেবপুর এলাকায় একজন পাক সৈন্যকে খতম করেছেন। তাছাড়া ২০ শে সেপ্টেম্বর মানিকনগর এলাকায় প্রায় দুই কোম্পানী শত্রু সৈন্যের সাথে গোলা বিনিময়ের সময় মুক্তিবাহিনী আরো দু'জন শত্রু সৈন্যকেও খতম করেছেন।

-দাবানল, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রণাঙ্গনের খবর

(রণবার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের অগ্নিসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার ইসলামবাদী জানোয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রচন্ড আঘাত হানিয় চলিয়াছেন। গত শনিবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যজনক ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়।

এদিকে বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, গত এক সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা ৫ শতাধির হানাদার সৈন্য খতম করিয়াছেন। গত সপ্তাহে দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়া মঙ্গলা বন্দরে ইউএসএম লাইটনিং নামক একটি মার্কিন জাহাজ সম্পূর্ন ধ্বংস করিয়া দেন। তাঁহারা বন্দরের অপর একটি বিদেশী জহাজেরও ক্ষতি সাধন করেন।

ইহা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা অভিযান চালাইয়া খান সেনাবাহী দুইটি নৌযানও দখল করেন।

যমের ভয়ে ভীত কাপুরুষ খান সেনাদের নিরাপত্তার আবরণ রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কচুকাটা হইতে হইতে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করিতেছে। গত সপ্তাহে কুমিল্লা এলাকায়ই একদিনে ৬৩ জন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পন করে।

কুমিল্লা জেলার মেহারী নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ৬৫ জন হানাদার সেনা খতম হয়া।

বাংলাদেশের উত্তর রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত এক খবরে জানা যায় দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা অভিযানের ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২০ শে সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও শহরের উত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমনে ৬ জন খানসেনা নিহত হয়।

কুমিল্লা জেরার নবীনগর এবং কসবা এলাকায় জল্লাদ খান সেনারা নতুনভাবে গণহত্যা এবং লুটতরাজ শুরু করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। জানা যায়, চলতি মাসের প্রথম পক্ষে এই সকল এলাকায় খান সেনারা ৫শত ঘরবাড়ি আগুন দিয়া ভস্মীভূত করিয়া দেয়। খানসেনাদের হাতে এইসব এলাকায় ৩০ জন গ্রামবাসী নিহত হন।

নবীনগর থানার মীরপুর এলাকায় জল্লাদ সেনারা লুটতরাজ চালায়। বাংলার অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধারা ইহাদিগকে উপযুক্ত জবাব দেন। তাঁহারা শত্রূবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িযা গ্রামবাসীদের সহায়তায় ৩১ জন খানসেনা খতম করেন। ইহার পর লঞ্জযোগে আরও একদল খানসেনা ঘটনাস্থলে আগমন করিয়া গ্রামে আক্রমণ করে। ইহাছাড়া, দাফুনিয়া বিদ্যাকোট প্রভৃতি গ্রামেও জল্লাদসেনারা আক্রমন করে।

কসবা থানার চরগরা এলাকার খানসেনারা আড়াইশত ঘরবাড়ি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। ইহারা এই এলাকা হইতে গরুবাছুর ছিনাইয়া লইয়া যায়। ইহা ছাড়া, বাইওনা গ্রামে ৩শ বাড়ি পোড়াইয়া দেয়। খান সেনারা কসবা থানার সিমরাইল গ্রামেও হালা চালায়। বীর মুক্তিযোদ্ধারাও ইহার প্রতিরোধ গ্রহণ করিতে শুরু করিলে খান সেনারা এই এলাকা ছাড়িয়ে যাইতে বাধ্য হয়।

একই দিনে মুক্তিযোদ্ধরা এই এলাকায় প্রায় ১ শত খানসেন হত্যা করেন। ইহার নৌকাযোগে এই এলাকায় আসিয়াছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ইহাদের নৌকাগুলি ডুবাইয়া দেন।

খুলনা জেলার চালনা হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, চালনা বন্দরে মুক্তিযোদ্ধারা একটি বৃটিশ জাহাজের ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। জাহাজটিতে পাট বোঝাই ছিল বলিয়া জানা যায়।

ইহা ছাড়া, সকল রণাঙ্গনেই মুক্তিযোদ্ধারা তাঁহাদের গেরিরা তৎপরতা জোরদার করিয়াছেন।

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মোট ২২৮ টি চেকপোস্টের মধ্যে ১৭৫টি চেকপোস্টই এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। দিন দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ও আক্রমন সুসংহত হওয়ার মুখে জল্লাদ খানসেনাদের মনোবল দরুণভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাই ইহারা সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে বিমান হামলা চালাইতেছে। এবং নিরীহত নিরস্ত্র জনসাধারণ হত্যা ও তাঁহাদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিতেছে।

সম্প্রতি করাচী হইতে এক জাহাজ বোঝাই খানসেনাকে চট্টগ্রাম লইয়া আসার পর ইহারা ভয়ে জাহাজ হইতে নীচে নামে নাই। পরে তাহাদিগকে সামরিক কর্তৃপক্ষ পুনরায় করাচী পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়।

কর্নেল ওসমানী

গত ছয় মাসের সাফল্য পর্যালোচনা করিয়া প্রধান সেনাপতি কর্নেন ওসমানী বলেন যে, গত ৬ মাসে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা কম করিয়া হইলেও ২৫ হাজার ইসলামাবাদী পশু সেনা খতম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গণচীন প্রদত্ত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত এবং সংখ্যার দিক দিয়া অধিক পাকিস্তানী সেনা ও মুক্তিযোদ্দাদের মধ্যে নিহতের গড়পড়তা অনুপাতের হার প্রতি একজন মুক্তিযোদ্ধার বিনিময়ে ৪০ জন হানাদার সেনা।

দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা জলে স্থলে অপরিমিত বিক্রমের সহিত হানাদার খানসেনাদের মোকাবিলা করিয়া চলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এ পর্যন্ত বাংলার সিংহশাবক মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার বিভিন্ন বন্দরে হানরাদার বাহিনীর সাহায্যের জন্য আনীত অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী বোঝাই ১৫টি বিদেশী জাহাজ নিমজ্জিত অথবা ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শত্রু সেনাদের চলাচল সরবরাহ ব্যবস্থা পঙ্গু করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম সুযোগেই দখলীকৃত এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সেতু ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন

-বাংলার বাণী, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রণাঙ্গনের খবর

(রণবার্তা পরিবেশক)

ঢাকা হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় ইসলামাবাদের অসুরবাহিনীর সুরক্ষিত সদর দফতর বলিয়া কথিত খোদ ঢাকা নগরীসহ উহার চার পার্শ্বে এবং ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ চলিতেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা হইতে শত্রুসেনা বাহির হওয়ার সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ রেল, সড়ক এবং জলপথে ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকা নগরীর সহিত স্থলপথে রেল ও সড়ক ওযাগাওযাগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের অবাধ গতিবিধি এবং রসদ সরবরাহ ব্যাহত করিয়া চালিয়াছেল। ঢাকা নগরীতেও খন্ড খন্ড সংঘর্ষের মাধ্যমে তাঁহারা খানসেনাদের ব্যস্ত রাখিয়া নাস্তানাবুদ করিতেছেন।

ঢাকা হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানান, সেদিন খোদ ঢাকা নগরীতেই প্রকাশ্য দিবালোকে চলন্ত মোটর হইতে মেসিনগানের সাহায্যে গুলি করিয়া মুক্তিযোদ্ধার ৫ জন খান সেনা খতম করেন। মুক্তিযোদ্ধারা একটি

প্রাইভেট ট্যাক্সিযোগে শহরের কোন একটি এলাকায় ঘুরাফেরার সময় টহলরত খান সেনারা মুক্তিফৌজ সন্দেহে তাঁহাদের অনুসরণ করে। খান সেনারা জীপ হইতে গর্জন করিয়া মোটরটিকে থামিতে নির্দেশ দেওয়ার মাত্রই ইহাদের সম্মুখে ট্যাক্সির পিছনের কাচ ভাঙিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মেসিনগান গর্জিয়া ওঠে। হতভম্ব খান সেনাদের হাতের মোসিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল স্পর্শ লাগিবার পূর্বেই তাহাদের রক্তাক্ত দেহ লুটাইয়া পড়ে ঢাকার পীচ ঢালা কারো রাস্তায়। সম্মুখে গাড়িটি ততক্ষণে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

এইতো সেই দিন, খান সেনাদের কঠোর প্রহরাধীনে একখানি ট্রেন ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ যাইতেছিল। কিন্তু ঢাকা নগরী হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে ঢাকা জেলার সীমান্ত কাওরাইদ অতিক্রম করার পূর্বেই ট্রেনের ইঞ্জিনটি একটি প্রচন্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে খান হইয়া যায়। ট্রেনের বগী কয়টি উল্টাইয়া পড়ে। ব্যাপার বুঝিবার পূর্বেই খান সেনাদের বুক ঝাঁঝরা হইয়া যায় মেসিনগান আর রাইফেলের গুলিতে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে খান সেনারা লঞ্চযোগে যাইতেছিল নবাবগঞ্জ ও দোহার থানা দখল করার জন্য। ঢাকা হইতে বুড়িগঙ্গা দিয়া বাহির হইয়া ইছামতীকুলের বান্দুরায় লঞ্চটি পৌছিলে মুক্তিযোদ্ধারা ইহাদের উপর প্রচন্ড গোলাগুলি বর্ষণ করেন ফলে ৩৪ জন খান সেনা মারা যায়। অন্যান্যদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। লঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই দিনই নবাবগঞ্জের নিকট মুক্তিযোদ্ধারা খান সেনাদের অপর একটি লঞ্চের উপর আক্রমকণ চালাইয়া প্রায় ২৫ জন শত্রুসেনা খতম করেন। ইহাদের লঞ্চটিরও ক্ষতি সাধন করা হয়।

গত মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কাকডাঙ্গা, মাদ্রা এবং বোয়ালিয়া এলাকায় প্রায় এক ব্রিগেড শত্রুসেনাদের একটানা তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত রাখেন।

এই খন্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রায় ৪ শত খানসেনা খতম হয় বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীর নিকট হইতে জানা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা এই রনাঙ্গন হইতে ৬ জন শত্রুসেনা গ্রেফতার করেন। ইহা ছাড়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেন। প্রায় ৪ শত খান সেনা নিহত হওয়ার পর অন্যান্য খান সেনারা পলায়ন করে।

রংপুর ও সাতক্ষীরায় সাড়ে ৬ শত শত্রুসৈন্য খতম

জঙ্গী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই চালাইয়া মুক্তিযোদ্ধারা রংপুর জেলার বক্সীগঞ্জ থানা পুনর্দখল করিয়াছেন। বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কোদার কাটিতে পাক জঙ্গীশাহীর তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অন্ততঃ সাড়ে তিন শত পাক সৈন্য খতম করিয়াছেন। বাংলাদেশের বীর গেরিলারা রংপুর জেলায় গত সপ্তাহে বর্বর ইয়াহিয়া বহিনীর ৩টি জলযান ডুবাইয়া দিয়াছেন।

মুজিবনগরে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ , খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কোন এক স্থানে সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩০০ জন পাক সৈন্য নিহত হইয়াছে। ৬ জন খান সেনাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দপ্তর হইতে প্রচারিত এক বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা মহরীতে অবস্থিত পাক সৈন্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। ইহাতে ৫ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ৩ জন আহত হইয়াছে।

মুক্তিযোদ্ধারা গত শনিবার ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট অঞ্চলের দেয়ানী বাজারে শত্রু সেনাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালান। ফলে ২০ জন পাক সেনা হতাহত হইয়াছে। ঐদিন জয়মন্ত্রীপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার আক্রমণের ৩ জন শত্রুসেনা খতম হইয়াছে।

মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাইন বিস্ফোরণে ঘটাইয়া পাক সৈন্যের একটি সামরিক জীপ উড়াইয়া দেয়। এখানে ২ জন পাকসেনা নিহত হইয়াছে। ঐ এলাকায় শত্রুদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া ৫ জন শত্রুসেনাকে খতম করিয়াছে।

-বাংলার বাণী, ৫ অক্টোবর, ১৯৭১

খান সেনা ও মুক্তিফৌজের মধ্যে কামানের লড়াই

কৃষ্ণনগর, ৫ ই অক্টোবর গত ১লা অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে বাংলাদেশের খুলনা সেক্টরের সাতক্ষীরার অধীনে উকসাতে খান সেনা মুক্তিফৌজের মধ্যে প্রচন্ড কামানের লড়াই হয়। ঘন ঘন কামানের শব্দ ভারতীয় সীমারন্ত এলাকা থেকেও শোনা যায়।

মুক্তিফৌজের সূত্রে প্রাপ্ত বিশদ বিবরণে জানা গেছে যে এক ব্রিগেড খান সেনা (সংখ্যায় প্রায় ৬০০ জন) ২৩ ট্রাবে করে সাতক্ষীরা থেকে উক্ত মহকুমার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত উকসায় মুক্তিফৌজের ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়্।এবং ভারী কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবহিনীও তাদের মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে তার উপযুক্ত জবাব দেয়। মুহুর্মূহু কামানের গোলাবর্ষণের শব্দে ভারতীয় সীমান্ত এলাকাও কেঁপে উঠতে থাকে।

মুক্তিফৌজের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে খান সেনারা উকসার কিছু দূরে পিছিয়ে যায় এবং সেই খানেই অবস্থানরত থাকে। এই লড়াইয়ের ক্ষয়ক্ষতির বিশদ বিবরণ এখনও না পাওয়া গেলেও কয়েকজন খান সেনা নিহত হয়েছে এবং একজন মুক্তিফৌজ আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপর এক সংবাদে জানা গেছে যে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরায় শ্যামনগরের কাছে একস্থানে একটি পাকিস্থনী গানবোট মুক্তিফৌজের একটি ঘাটির ওপর গোলাবর্ষণ করলে উভয়পক্ষে প্রচন্ড গুলি বিনিময়ের পর পাক গানবোট পশ্চাদপসরন করে। পাক সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ জানা যায়নি। মুক্তিফৌজের পক্ষে তিনজন অল্পবিস্তর আহত হয়।

খুলনা সেক্টরে ৫০০ খান সেনা নিহত

মুক্তিফৌজের হিসাবে দেখা গেছে যে, গত দু'মাসে মুক্তিফৌজের হাতে খুলনা সেক্টরে বিভিন্ন স্থানে লাড়াইয়ে ৫০০ খানসেনা ও ২০০ রাজাকার নিহত হয়েছে। তাছাড়া ৬০০ টি পাক রাইফেল দখল করা হয়েছে এবং ৬০ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

পঞ্জাবী পুলিশ (বাংলাদেশে এখন পাঞ্জাবী পুলিশ আমদানি করা হয়েছে) ও ৮ জন খান পুলিশ নিহত হয়েছে। তাছাড়া ৬৬টি খান সেনাদের রাইফেল মুক্তিফৌজের হস্তগত হয়েছে। মুক্তিফৌজ খান সেনাদের ২টি লঞ্চ ও একটি গানবোট ধ্বংস করেছে ও একটি লঞ্চ হস্তগত করেছে।

বরিশালের বিভিন্ন স্থানে লড়াই চলছে

মুজিবনগরে আগত খুলনা সেক্টরের বরিশালে লড়াইরত মুক্তিফৌজের জনৈক মুখপাত্রের কাছ থেকে জানা গেছে যে, বরিশালের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দোয়ারিকা, রহমৎপুর, উজিরপুর, হবিবপুর, বানারীপাড়া, মুলাদী প্রভৃতি স্থানে খন্ড খন্ড ভাবে গেরিলা লড়াই চলছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ অক্টোবর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অভিযান অব্যাহত

(নিজস্ব সংবাদাদাতা)

পালংয়ে শত্রুঘাঁটি বিধ্বস্ত

গত মাসে ফরিদপুরে একটি দুঃসাহসিক অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছে। মাদারীপুরের পালং থানায় পাকিস্থানী মিলিটারি পুলিশ ও রাজাকারদের একটি শত্রু ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়।

ঐ ঘাটিতে ৭০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও কিছুসংখ্যক রাজাকার ছিল। মধ্য রাত্রিতে মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক হইতে থানাটি আক্রমণ করে এবং আট ঘন্টা তুমুল লড়াইয়ের পর শক্ররা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। ৬৮ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও রাজাকার খতম হয়। মুক্তিযোদ্ধারা থানাটি ভাঙিয়া পুনরায় ঘাটি স্থাপনের অযোগ্য করিয়া ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে ৫টি চীনা অটোমেটিকসহ ৬০ টি রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করে। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে দুই জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইয়াছেন।

আর একটি খবরে প্রকাশ, গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার কাছে দুইটি পাট বোঝাই ফ্ল্যাট মুক্তিবাহিনী দখল করিয়াছে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য বর্বর হানাদার বাহিনী ৯টি লঞ্চের এক বহর লইয়া কোটালিপাড়া বিলে যায় এবং ডহরপাড়া, মদনপাড়, পশ্চিমপাড়, প্রভৃতি গ্রামে আগুন লাগায়। কলাবাড়ী গ্রামে জল্লাদরা ২২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

মুক্তি বাহিনী সম্প্রতি মানিকদহ গ্রামের দালাল আসাদ বিশ্বাসকে খতম করিয়াছে।

মানিকগঞ্জে বিরাট সাফল্য

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানায় এক অভিযান চালাইয়া মুক্তিযোদ্ধারা ৭৫ জন পুলিশ ও রাজাকারকে বন্দী ও বিপুল পরিমান অস্ত্র দখল করিয়াছে। কিছুদিন যাবত্এিই থানার ঘাটি হইতে পুলিশ ও রাজাকাররা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপর নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছিল।

ঘটনার দিন মধ্য রাত্রিতে দুই দিক হইতে থানাটির উপর আক্রমণ করিলে শত্রুপক্ষ কিছুক্ষণ গোলাগুলি ছোড়ে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশদের অনেকে চম্পট দিয়া আত্মরক্ষা করে আর যুদ্ধক্ষেত্রে নাবালক রাজাকাররা প্রায় সকলেই ধরা পড়ে।

এখানে মুক্তিবাহিনী প্রায় শ'খানেক রাইফেল, ৫টি অটোমেটিক চীনা রাইফেল ও ১০ হাজার রাউন্ড গুলি দখল করিয়াছে।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যরা হরিরামপুর থানার বল্লা গ্রামে লুটপাট করিতে আসিলে মুক্তিবাহিনীর হাতে দুইজন খতম হয়। কিন্তু হানাদার বর্বরেরা কাপুষের মত ইহার প্রতিশোধ নেয় নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর। বল্লা, মাচাইন ও পাশ্ববর্তী গ্রামে ইহারা ১৬ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনী এই এলাকার কুখ্যাত দালাল মুসলিম লীগের আহমদ খাঁকে খতম করিয়াছে।

নারায়নগঞ্জ

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে, মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়কের নলখালি ব্রীজ মাইন দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

রূপগঞ্জ থানার দড়িপাড়ায় পাক দখলদার বাহিনীর ক্যাম্পে গ্রেনেড চার্জ করিয়া মুক্তিবাহিনী ৪ জন শত্রুসেনা খতম করিয়াছে।

উভয় স্থানেই হানাদার বহিনী নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর হামলা করিয়া মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে।

চট্টগ্রাম

গত ১২ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার উসখাইল গ্রামে মুক্তিবাহিনী এক অভিনব কৌশল করিয়া মুসলিম লীগের একজন কুখ্যাত দালালকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। আব্দুল হাকিম নাম উক্ত দালালটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের এবং কথাকথিত শান্তি কমিটির একজন সদস্য ছিল। গত ১২ই সেপ্টেম্বর উক্ত দালালটির মেয়ের বিবাহের তারিখ স্থির করার অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। মুক্তিবাহিনী বর পক্ষের ছদ্মবেশে মিষ্টির হাঁড়িসহ তাহার বাড়ীতে হাজির হয়। দালালটি বর পক্ষের অভ্যর্থনা করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে মুক্তি সেনাগণ তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবিহিনী সকাল ৮টায় পাটিয়া থানার অন্তর্গত কালার পোল পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমন করিয়া একজন পুলিশ ও একজন রাজাকারকে হত্যা করে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী পটিয়া থানার মালিয়া পাড়া গ্রামে ১১ জন মুসলীম লীগ দালালকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়।

কুমিল্লা

১০ ই সেপ্টেম্বর হাজীগঞ্জে একটি গেরিলা দলের সঙ্গে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। গেরিলা বাহিনী পাক হানাদারদের হঠাৎ দুই দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দেয় ও আনুমানিক ৩০ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করে। গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকা দস্যু বাহিনী টিকিতে না পারিয়া নিহতদের ফেলিয়া পালাইয়া যায়। গেরিলারা হানাদারদের ফেলিয়া যাওয়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করে।

৭ই সেপ্টেম্বর নবীনগর থানার রাইতলা গ্রামের কাছে মুক্তিবাহিনীর হাতে ৪ জন পাক দস্যু নিহত হয়। দস্যুদের এই দলটি নৌকাযোগে রাইতলা দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা উহাদের আক্রমণ করিয়া নিহত করে।

ঢাকা

১১ই সেপ্টেম্বর রায়পুরা অঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধারা জয়নগরে তিতাস গ্যাস লাইন উড়াইয়া দেয় এবং তিনটি পাওয়ার লাইন ধ্বংস করে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১০ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

মেজর মঞ্জুরের ৯ নং সেক্টর সফর

সম্প্রতি ৮ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর ৯নং সেক্টর সফর করে মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের বীরত্বে অতি শীঘ্রই বাংলাদেশ থেকে হানাদার বর্বররা বিতাড়িত হবে।

মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওসমানীর ওণাঙ্গন সফর

২রা অক্টোবর, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানি পূর্ব রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী অঞ্চল, বিভিন্ন হাসপাতাল ও মুক্তিসেনাদের শিবির পরিদর্শন করে বিপুল প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ৫ দিনব্যাপী সফরের পর আজ মুজিবনগরের মুক্তি বাহিনীর সদর দফতরে ফিরে আসেন। তিনি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাথানে ভাষণ দেন।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুক্তিসেনাদের কঠের মনোবল, অসমসাহস, দুর্জয় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গের বিপুল প্রেরণা দেখে গর্ববোধ করেন। তিনি তাদেরকে আরও তৎপর হতে এবং ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহবান জানান। তিনি ভাষনদান কালে মুক্তিযোদ্ধাদের অসমসাহসিকতা ও দোশাত্মবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র জাতি তাঁদের এই দুঃসাহসী অভিযানের জন্য গর্বিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, আপনারা এই মুক্তিসংগ্রামের ভেতর দিয়ে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চবলেছেন। প্রধান সেনাপতি তাঁদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেন, বাঙালিরা নাকি যোদ্ধা জাতি নয়, এই ভ্রান্ত ধারণা আপনারা একদম পাল্টে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে, ছয় মাসের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তাতে করে আমাদের জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে।

শ্যামনগর-কালিগঞ্জ দুর্জয় ঘাঁটি কিন্তু......

-মিন্টু বসু

শারদীয় ছুটি অতএব হাতে প্রচুর সময়। কেননা এবার তো আর পুজোর ব্যাবস্থা নেই। তাই ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি পরিদর্শন করতে যাব। ২৭শে সেপ্টেম্বর বৈকাল চারটায় আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম। সম্পাদক নুরুল আলম ফরিদ, কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউসুফ, একজন মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ বাঙালি এবং আমি। কিছুদুর এগুতেই শেলিং- এর শব্দ শুনতে পেরাম। গ্রামের লোকমুলে শুনলাম, মুক্তিবাহিনী বসন্তপুরের পাক ছাউনি আক্রমণ করেছে। মনে হল ঐ বিকটাকার শব্দগুলো যেন আমাদেরকে সাদর সম্ভাষন জানাচ্ছে- দ্রুত এগিয়ে চললাম। রাত তখন আটটা। ঘাঁটির কাছাকাছি এসে পৌছলাম। এবার আমাদেরকে অতি সন্তর্পনে এগুতে হবে। কেননা দু’পক্ষেই গোলাগুলি হচ্ছে অতএব এবার আমরা ক্রলিং করে এগুলে লাগলাম। এমনভাবে কিছুদুরে এগুনোর পর ঘাটিতে এস পৌছলাম।

এর কিছুক্ষণ বাদেই গোলাগুলি থেমে গেল। আরো পরে ক্যাপ্টেন হুদা এবং এগারজন মুক্তিযোদ্ধা সমস্ত গায়ে কাঁদামাখা অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে এলেন, তার মুখেই শুনলাম বসন্তপুরে তিনি এবং তার দল স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলতে সক্ষম হয়েছেন, দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন এবং তার সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় স্বভাবতঃই মাথাটা নুয়ে এল। মনে মনে বললাম , বাংলাদেশ আজ আর দুর্বল নয়। বাংলার এই দুর্জয় শক্তি আমার জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করবেই।

কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লাইনে বসে আহার পর্ব সমাধা করে তাঁবুর নীচে রাতের মত আশ্রয় নিলাম।

ভোরের ঘুম ভাঙল আবার সেই শব্দে। শুনলাম শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ দখল করার জন্য পাক সৈন্যরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। মুখ-হাত ধুয়ে আসতেই ক্যাপ্টেন সাহেবের চায়ের টেবিলে ডাক পড়ল আমাদের। সবে গিয়ে বসেছি ঠিক তখনই সংবাদ এল পাক সৈন্যরা পিরোজপুরের বাঙ্কার দখল করে নিয়েছে, তাই ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং গোলাবারুদ পাঠাতে হবে। দেখলাম মুহূর্ত মধ্যে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেব যাবার জন্য প্রস্ত্তত হয়েছেন।

হঠাৎ আমরা স্থির করলাম এ যুদ্ধে অংশগ্রহন করব। ক্যাপ্টেন সাহেবেকে বলায় তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

বেলা দশটায় গিয়ে পৌঁছলাম শ্যামনগর থানার পিরোজপুরে। আমাদের যেখানে ডিফেন্স ছিল তার থেকে দু’শ গজ দুরে শত্রুসৈন্য। দাঁড়িয়ে দেখরাম দু’শ গজ দূরে আমাদের বাঙ্কারের মধ্যে খান সেনারা। দু’পক্ষেই সমানে গোলাগুলি চলছে। শুনলাম এর মধ্যেই প্রায় ৫০/৬০ জন রাজাকারসহ শত্রুসৈন্য খতম হয়েছে আমাদের অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আমরা পাঁচশ'গজ পিছনে সরে এলাম ঠিক চৌমাথার ওখানে। সেখান থেকেই থ্রি ইঞ্চি মর্টার থোকে শেলিং শুরু করলেন ক্যাপ্টেন সাহেব। সমস্ত দিনটা সেখানেই কেটে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের যে, দু'পক্ষে সমানে গোলাগুলি চলছে আর তার মধ্যেও গ্রামের জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মুক্তবাহিনীকে সহায্য করে চলেছে। কেউ গোলাবারুদ মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ মুক্তিবাহিনীর খাবার তৈরী করছে, আবার কেউ ডিফেন্স থেকে সংবাদ এনে দিচ্ছে। প্রতিটি জনগনের দৃঢ় বিশ্বাস মুক্তিবাহিনীকে হানাদারদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে।

হঠাৎ দেখলাম জনৈক মুক্তিযোদ্ধা কালিগঞ্জের দিক থেকে ছুটে আসছেন। কাছে আসতে জানতে পারলাম, কালিগঞ্জে ৪ জন পাক সেনা খতম হয়েছে। ক্যাপ্টেন হুদা ধন্যবাদ জানালেন এই সময় সহসী মুক্তিযোদ্ধাকে।

এক বৃদ্ধ এলেন কয়েকটি ডাব নিয়ে। এই বৃদ্ধের একমাত্র ছেলে ডিফেন্সে যুদ্ধ করছে। ছেলেকে না পেয়ে ডাবগুলো সব আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। ছেলের জন্য একটা রাখতে বলায় তিনি বললেন, 'আপনারাও তো আমার ছেলে'। বৃদ্ধের দৃঢ় এই মনোবল সবাইকে মুগ্ধ করল।

একজন তরুন মুক্তিসেনা আহত হয়েছে তাড়াতাড়ি পৌছে দিতে হবে তাকে হাসপাতালে। ভার পড়ল আমাদের তিনজনের উপর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহত সৈনিককে নিয়ে ফিরে চললাম দুর্জয় ঘাঁটি শ্যামনগর পরিত্যাগ করে-

হে দুর্জয় ঘাঁটি শ্যামনগর তোমায় অভিনন্দন- অভিনন্দন বাংলার শক্তিকে, যারা শ্যামনগর মুক্ত রাখার জন্য জীবনপণ যুদ্ধ করে চলেছে- বাংলার স্বাধীনতার লাল সূর্যকে-

কয়েকদিন পর জনৈক মুক্তিযোদ্ধা দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন, শ্যামনগর কালিগঞ্জ হানাদাররা দখল করেছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সোনার বাংলা কি তবে দখলদারদের থেকে মুক্ত হবে না? ভাবনার অবসান করলেন মুক্তিযোদ্ধাই, 'ভাবছেন কেন, এ ত সাময়িক পরাজয়, দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা হানাদারদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হব। তাছাড়া গেরিলা যুদ্ধের নিয়মই তো এমনি'।

এরপর শ্যামনগর, কালিগঞ্জ থেকে কি কারণে মুক্তিযোদ্ধারা সরে এলেন সে সম্পর্কে জানতে চাইলাম- উত্তরে বললেন, 'আমাদের সবচেয়ে অস্ত্রের অভার, যার জন্য এই সাময়িক পরাজয়। আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে রাইফেল, এলএমজি ও দু'একটা থ্রি-ইঞ্চ মর্টার আর ওরা আধুনিক অস্ত্রে, সজ্জিত, কাজেই ওদের মত যদি আমাদের আধুনিক অস্ত্র থাকত তো বুঝিয়ে দিতাম মুক্তিযোদ্ধারা কত দুর্বার।'

-বিপ্লবী বাংলাদেশ, ১০ অক্টোবর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

রণাঙ্গনের খবর

(রনবার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। দখলকৃত এলাকার সকল স্থানে সকল স্তরে মুক্তিযোদ্ধারা তাহাদের অবস্থান দিন দিন সুদৃঢ় করিয়া চলিয়াছেন।

দখলীকৃত এলাকার প্রতিটি জেলা সদর দপ্তরসহ জেলার সর্বত্র তাঁহারা বিপুলসংখ্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া দিকে দিকে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া শত্রুদের খতম , জখম এবং হয়রান করিয়া চলিয়াছেন।

সর্বত্রই তাহারা অসম সহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া হানাদার সৈন্যদের মনোবল ভাঙিয়া দিয়া তাহাদের চরম হতাশ করিয়া চলিয়াছেন।

শত্রবাহিনীর চরম হতাশা এবং তাহাদের মধ্যকার বেলুচ পাঠান সিন্ধি এবং পঞ্জাবীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক অন্তর্বিরোধ, মতোবিরোধ, অবিশ্বাস এবং হিংসা প্রতিহিংসা বিদ্বেষের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বর্বর হানাদার বাহিনীর প্রায় এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে দখলকৃত এলাকা ছাড়িয়া চোরের মত ইসলামাবাদের পলায়নের মুখে গত শনিবার মুক্তিযোদ্ধাদের সদ্য ট্রেনিং সমাপ্ত অফিসারদের প্রথম দলটি বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়েন। এদিকে নৌবাহিনীর ইউনিটও দিন দিন জোরদার হইয়া উঠিতেছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচন্ড আঘাতের মুখে শত্রুরা দিশাহারা হইয়া শেষ পর্যায়ে নিরাপদে পলায়নের পথ সুরক্ষিত করার দিকে সর্বশক্তি নিয়াগ করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

বাংলাদেশ হইতে সঙ্কটকালে বিমানে জল্লাদ সেনাদের পলায়নের সম্ভাবনা না দেখিয়া জঙ্গীচক্র ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম ও চালনা পর্যন্ত বিস্তৃত নৌপথের উপর দখল জোরদার করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এদিকে বিভিন্ন রনাঙ্গণ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, স্থল, ও নৌপথে বাংলার দুর্জয় অগ্নিসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে তিষ্টিতে না পারিয়া বর্বর খান সেনারা বিমানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এবং প্রায়ই পোড়া মাটি নীতি অবলম্বন করিয়া বেসামরিক নিরস্ত্র জনসাধারনকে হত্যা করিয়া চলিয়াছে।

দখলীকৃত এলাকায় উহাদের সদর দফতর মায় ঢাকা শহর হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি জেলা শহর মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলি এবং তাঁহাদের দৃপ্ত পদভারে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। জেলার সর্বত্র হানাদার বাহিনী ও উহাদের দালালদের তাঁহারা উৎখাত করিয়া চলিয়াছেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও প্রচন্ডতা আচ করিতে পারিয়া ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহী বাংলাদেরশের দখলীকৃত এলাকায় তথাকথিত উপনির্বাচনেন পরিকল্পনা আরও পিছইয়া দিয়াছে।

রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযান সর্বত্র অব্যাহত রহিয়াছে। দখলীকৃত এলাকার নোয়াখালী জেলার ফেনী, পরশুরাম, অনন্তপুর, বেলুনিয়া এবং টাঙ্গাইলে হানাদার বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলিতেছে।

ঢাকা ময়মনসিংহের মধ্যে স্থানে স্থানে রেলপথ উঠাইয়া ফেলায় এবং গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতুগুলি মুক্তিযোদ্ধারা মাইনের সাহায়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় ঢাকা ময়মনসসীংহের মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে।

টাঙ্গাইল এলাকায় বর্তমানে প্রচন্ড লাড়াই চলিতেছে। হানাদার সৈন্যরা এই স্থানে জঙ্গী বিমানের সাহায্য গ্রহণ করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইতিমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইল শহরের উপকণ্ঠে কাগমারীতে ৫ জন খানসেনাকে খতম করিয়াছেন।

নোয়াখালী জেলায় ও ফেনী বেলুনিয়া এলাকায় ঢাকা চট্টগ্রাম রোড নিরাপদ করার জন্য হানাদার বাহিনী মরিয়া হইয়া প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধারা আঘাতের পর আঘাত হানিয়া উহাদের সকল প্রচেষ্টা ধুলিস্মাৎ করিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

ফেনী হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় এ মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা মুহুরী নদী অতিক্রম করিয়া পরশুরাম এবং অনন্তপুরে শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। খান সেনারা মরিয়া প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধারা আঘাতের পর আঘাত হানিয়া ইহাদের সকল প্রচেষ্টা ধুলিস্মাৎ করিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

ফেনী হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, এ মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা মুহুরী নদী অতিক্রম করিয়া পরশুরাম এবং অনন্তপুরে শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। খান সেনারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিয়া উহাদের ১৯ জনকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হারাইয়া পিছনে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুক্তিযোদ্ধারা খান সেনাদের পিছু ধাওয়া করিয়া ৪০ জনকে খতম করেন।

অনন্তপুরে অষ্টাদশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৩০ জন খান সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে খতম হয়। বেলুনিয়া এলাকায় সংঘর্ষে খান সেনাদের একজন অফিসারসহ ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে গত সপ্তাহে খতম হয়।

কুমিল্লা রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য বোঝাই একটি লঞ্চ গত ৪ঠা অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা কসবা এলাকায় নৌপথে ডুবাইয়া দেন। ইহাতে ২ শত খান সেনা খতম হয় এবং লঞ্চ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহার আগের দিন মুক্তিযোদ্ধারা বাঞ্ছারামপুর এলাকায় আরও একটি লঞ্চ ডুবাইয়া দিয়া ১০ জন হানাদার সৈন্য খতম করেন। এই এলাকাতেই মুক্তিযোদ্ধারা খান সেনাদের তিনটি স্পীডবোট এবং ১০ টি নৌকা ডুবাইয়া দিয়া একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও একজন ক্যাপ্টেনসহ মোট ১৪ জনতে হত্যা করেন।

উত্তর রণাঙ্গনে ভূরুঙ্গামরী, মোঘলাহাট, নওয়াবগঞ্জ, খঞ্জনপুর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা খান সেনাদের উপর বিভিন্ন আঘাত হানিয়া প্রায় ৬০ জনকে খতম করেন গত এক সপ্তাহে।

ঢাকা হইতে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, ঢাকা ও আশেপাশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিকয়া ফেলিয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু নৌবহর উদ্বোধন

(রণবার্তা পরিবেশক)

গত শুক্রবার বাংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকার নৌঘাঁটিতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের নৌবিভাগের একটি নৌবহরের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। স্বাধীন সার্বভৌম পণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নামে এই নৌবহরের নামকরন করা হইয়াছে বঙ্গবন্ধু নৌবহর এক। উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ ইউনিটের দুর্ধর্ষ গেরিলারা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দখলীকৃত জল এলাকা হইতে যে ৫টি লঞ্চ হানাদার সৈন্যদের কবল হইতে দখল করেন সেই ৫টি লঞ্চকে লইয়া প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নৌবহরটি গঠন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সৈয়দ নজরুলের ভাষণ

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

গত শনিবার বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের কোন এক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসার ট্রেনিং কোর্সের প্রথম দলের আনুষ্ঠানিক অভিষেক (পাসিং আউট সিরিমনি) উৎসবে বক্তৃতাকালে গণগ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই মন্তব্য করেন যে, 'স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ শত্রুর কারাগারে। যেদিন তিনি শত্রুমুক্ত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশে্পনাদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে পারিবেন সেই দিনই অর্জিত হইবে মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্য'। তিনি এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী এই অনুষ্টানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণ অফিসারদের অভিবাদন গ্রহণ এবং তাঁহাদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অফিসারদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অনলবর্ষী ভাষায় ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি হানাদার বাহিনীর কবল হইতে দেশমাতৃকার মুক্তির ব্যাপারে তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব ও

কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শসকগোষ্ঠি কর্তৃক বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্তানের নামে ধোঁকা দেওয়ার এবং স্বাধীনতার নামে নিষ্ঠুর শোষন ও নির্যাতন নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী তুলিয়া ধরেন। তিনি বাংলাদেশে হানাদার সৈন্যদের ঘৃণ্যতম গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়া হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অফিসারদের প্রতি আহবান জানান।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বাঙালির শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের উচ্ছসিত প্রশংসা কারিতে গিয়া বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের উপর মুক্তিকারী সাত কোটি মানুষের অটল আস্থা ও সর্মথন রহিয়াছে। পূর্বাহ্নে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানি অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষনদান কালে তাহাদিগকে শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহবান জানান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বহুসংখ্যক সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসার পদে ট্রেনিং প্রাপ্তদের আনুষ্ঠানিক অভিষেক উৎসব এবং গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সনদ প্রদান অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্মিত মনোরম মঞ্চে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী এবং সামরিক একাডেমীর অধ্যক্ষ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

-বাংলার বাণী, ১২ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

ঢাকা-চাটগাঁ রোডের গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস

গত এক পক্ষকালে স্বাধীনতাকারী বীর যোদ্ধারা ময়মনসিংহ সেক্টরের জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের নিকট একটি গ্রামে প্রায় একশ রাজাকারকে খতম করেছেন। এই আক্রমণে রয়েকজন ভীতবিহবল রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসমেত মুক্তি বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে।

নোয়াখালী

নোয়াখালীতে ফেনী অঞ্চলে এ মাসের গোড়ার দিকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা নতুন কৌশল অবলম্বন করে শক্রসৈন্যর ওপর মারাত্মক হামলা চালান। গত ৩রা অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসী যোদ্ধারা ফেনীর কাছে মুহুরী নদী পেরিয়ে পরশুরাম ও অনন্তপুরে ছাউনি ফেলেন। পাকিস্তানীরা এ অবস্থায় মরিয়া হয়ে নিকট থেকে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণের দুঃসাহস দেখায়। গেরিলা যোদ্ধারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে নিজেদের মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করে বীর মুক্তি সেনানীরা মর্টারসহ ছোট ভারী অস্ত্র নিয়ে প্রবল আক্রমণ হানে। প্রচন্ড লড়াইয়ের পর ১৯ জন শক্রসেনা খতম হয়।

নোয়াখালীর অনন্তপুরে মুক্তিবাহিনীর ৩টি ঘাঁটিতে হানাদার সৈন্যরা আক্রমণের দুঃসাহস দেখালে আমাদের অসমসাহসী বীর যোদ্ধারা তা প্রতিহত করতে এগিয়ে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ বাধে পরে এ আক্রমণে শত্রুপক্ষের ৩০ জন সৈন্য খতম হয়।

কুষ্টিয়ার উভয় পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি এক সংঘর্ষ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর দুই কোম্পানি পাকফৌজ তেতুলবাড়ীয়া গ্রামের আওয়ামী লীগ দলীয়া চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে মুক্তিবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেন। মুখোমুখি এক সংঘর্ষে হানাদার বাহিনীর ৩ জন

সৈন্য খতম হয় এবং ৫ জন গুরুতররূপে আহত হয়। ভীত সন্ত্রস্ত খান সেনারা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে পলায়নকালে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও তাহাদের পোশাকাদি ফেলেই কেটে পড়ে।

উক্ত দিন মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসি যোদ্ধারা দস্যু সৈন্যদের ওপর আরো একটি আক্রমণ চালান। ফলে ৩ জন সৈন্য নিহত ও ১৩ জন আহত হয়।

কুষ্টিয়া জেলার টংটর কাছে বেলগাছিয়া গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যরা হামলা চালায়। ফলে ১০ জন নিরীহ নাগরিক নির্মমভাবে নিহত হন।

মুক্তিবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ৫ জন খান সেনাকে খতম করেন।

যশোর-খুলনা: পাজিঘাট, কারমার, যশোহর-খুলনা খন্ডের পশ্চিমবাগ ও শ্যামপুকুর গ্রামের পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর মুক্তিযোদ্ধারা প্রচন্ড আক্রমণ চালান। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা হাল্কা মেশিনগান ও ভারী মর্টার ব্যবহার করেন। ফলে একুশ জন খান সেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর মর্টারে ৩টি বাঙ্কার ধ্বংস হয়।

রংপুর খন্ডে প্রচন্ড সংঘর্ষ

মুক্তি বাহিনীর অসম সাহসী যোদ্ধারা দুর্বার গতিতে পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী অঞ্চলে ভুতমারীতে গেরিলা যোদ্ধার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে খান সেনাদের ওপর আক্রমন চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করেছেন।

গত সপ্তাহে গেরিলা যোদ্ধার রউমারী এলাকায় ব্যাপক আক্রমন চলালে দখলদার ১০০ সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়। এছাড়া ২ শত রাজাকার গুরুতররূপে আহত হয়।

প্রধান সেনাপতির পূর্ব রণাঙ্গন সফর

গত সপ্তাহে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী পূর্ব রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী অঞ্চল বিভিন্ন হাসপাতাল ও মুক্তি সেনাদের শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান ভাষণ দেন।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুক্তি সেনাদের কঠোর মনোবল, অমিত সাহস, দুর্জয় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গের বিপুল প্রেরনা দেখে গর্ববোধ করেন। তিনি তাঁহাদেরকে আরও তৎপর হতে এবং ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহবান জানান। তিনি ভাষনদানকালে মুক্তিযোদ্ধাদের অসম সাহসিকতা ও দেশাত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র জাতি তাদের এই দুঃসাহসী অভিযানের জন্য গর্বিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি তার ভাষণে আরও বলেন যে, ছয় মাসের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন তাতে করে আমাদের জনসাধারণের আত্মবিস্বাস আরও বেড়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অপূর্ব গেরিলা রণকৌশলের প্রশংসা করে তিনি এ কথা বরেন, 'আপনারা একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার প্রশ্নেই আজ এ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।' কঠোর আত্মপ্রত্যয় ও সাহসিকতা নিয়ে প্রচন্ড দুর্যোগের মুখে দাড়িয়য়ে আপনার রণক্ষেত্র এক নজীর বিহীন সাফল্য অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, আপনারা যদি শৃঙ্খলার সঙ্গে এভাবে লড়ে যান তাহলে সারা পৃথিবীতে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'সৈন্যবাহিনী' হিসেবে নিজেদেররক চিহ্নিত করতে পারবেন। কর্নেল ওসমানী অগ্রবর্তী হাসপাতালগুলো পরিদর্শনকালে রোগীদের শয্যাপাশে গিয়ে প্রাণ খোলা কথাবার্তা বলেন। তিনি কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সদেরকে হাসপাতালের কর্মতৎপরতা ও রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি তাদেরকে স্বাধীনতার কাজে তাদের নিঃস্বার্থ সেবা ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অগ্রবর্তী হাসপাতালগুলোর চিকিৎসক ও নার্সগণ সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

-জয় বাংলা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

রণাঙ্গন থেকে বলছি

গত ছয় মাসে স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের তৎপরতা দিনের পর দিন সাফল্যের সিংহ দ্বারে গিয়ে পৌছতে আরম্ভ করেছে। সাম্প্রতি পাক বাহিনী তহাদের বহু ঘাঁটি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

কুমিল্লা: মুক্তিবাহিনীর গেরিরারা কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাফল্যজনক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লা জেলা স্কুল ও কান্দির পাড়ে গ্রেনেড চার্জ করে ও দখলদার বাহিনীর ক্ষতি সাধন করে।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা জালুয়ার পাড়ায় একজন পাক মেজর ও তার ৬ সঙ্গীকে খতম করে ও তাদের অস্ত্রাদি নিয়ে আসে।

কুমিল্লায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কুমিল্লা খন্ডে ফেনী ও বেলোনিয়ার মধ্যবর্তী ফুলগাজি রেল সেতুটি মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। এ সপ্তাহের গোড়াতেই এ ঘটনা ঘটেছে বলে বাংলাদেশ বাহিনীর হেড কোয়র্টার থেকে প্রকাশিত যুদ্ধ বুলেটিন বলা হয়েছে।

ফেনী ও বিলোনিয়াতে এখনও পর্যন্ত পাক জল্লাদদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের প্রচন্ড লড়াই চলছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর কুমিল্লা জেলার কসবার কাছে তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি লঞ্চ গেরিলারা ডুবিয়ে দেয়। এত বহু পাক সেনা খতম হয়।

বাঞ্ছারামপুরে আরেকটি লঞ্চ গেরিলারা ডুবিয়ে দেয়। এতে দশজন পাক সেনা মারা যায়।

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে ওই একই অঞ্চলে গেরিলারা তিনটি দ্রুতগামী স্টিমার ডুবিয়ে দিয়েছে। এছাড়া পাক সেনারা দশটি নৌকারও ক্ষতি করেছে।

গত সপ্তাহে কুমিল্লা জেলার কসবার কাছে মুক্তিবাহিনী অতর্কিত একটি পাক সৈন্যবাহী লঞ্চ আক্রমণ করে দুইশ জন পাঞ্জাবী সৈন্য খতম করে। বাঞ্ছারামপুরেও পাক বাহিনীর আর একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়ে দশজন ও ঐ এলাকায় অপর এক আক্রমণে ৩টি গানবোট ডুবিয়ে ও ১০ টি নৌকা ক্ষতি সাধন করে একজন লেফটেনেন্ট কর্নেল ও একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৪ জন শত্রুসৈন্য খতম করে। আমড়াতলীতে নয়নপুরে রেলস্টেশনের কাছে ৩ জক পাক হানাদারকে খতম করে।

নোয়াখালীতে: ফেনী অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের উপর দুর্বর আক্রমনের জন্য পরশুরাম ও অনন্তপুরে ঘাটি করে। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মুক্তি সেনারা মর্টারসহ ছোট ও ভারি অস্ত্র নিয়ে প্রবল আক্রমণের পর ১৯ জন জাক সেনা খতম করে। তাতে পাক সেনারা পিছনে হটতে থাকলে মুক্তিবাহিনীর বীরেরা এগিয়ে সরাসরি আক্রমণে লিপ্ত হয়ে আরও ৪০ জনকে খতম করে। এরপর অনন্তপুরে মুক্তিবাহিনীর ঘাটি আক্রমন করলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ জন সৈন্যকে ঘায়েল করে। গেরিরা রণকৌশল অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িকভাবে পিছিয়ে যায়। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নতুন উদ্যম নিয়ে আবার অধিকতর শক্তিতে আক্রমন করলে অষ্টাদশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৩০ জন সৈন্য খতম হয়। আবার পুনরায় নিজেদের ঘাঁটি দখল করে।

বর্তমান খবর অনুসারে ফেনী এবং বিলোনিয়ার গেরিরা ও পাক হানাদারদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ চলাকালে একজন জেসিওসহ ২৭ জন শত্রু সৈন্য খতম হয় এবং গেরিলারা ফেনী ও বিলোনিয়ার সংযোগ রক্ষকারী ফুলগাজী রেল সেতুটি উড়িয়ে দেয়।

রাজশাহী: এ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহী ও নবাবগঞ্জের মধ্যবর্তী রেল পথে গেরিলারা এক দুর্ধর্ষ আক্রমন চালিয়ে একটি সৈন্যবাহী ট্রেন বিধ্বস্ত করার ফলে ২৩ জন পাক সেনা খতম হয়।

খঞ্জলপুর ও শিবরামপুরে গেরিলারা পাক সেনাদের উপর ঝটিকা আক্রমন করে আরও ২১ জন সেনাকে খতম করেন।

রংপুর: এই জেলার পশ্চিম ভুরুঙ্গামারীতে পাক সেনারা যখন পরিখা খনন করছিল তখন মুক্তিবাহিনী তাদের উপর ঝটিকা আক্রমন করে। এবং এই সময় তাদের ২টি গাড়িও বিধ্বস্ত করে।

দিনাজপুর: এ মাসের প্রথম সপ্তাহে মোগলহাটিতে মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়; ফলে ৭ জন পাক সেনা হতাহত হয়। এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের ৭ জন সামান্য আঘাত পায়।

চট্টগ্রাম: ৬ই অক্টোবর ঢাকা-চট্টগ্রাম এর মধ্যবর্তী পথে যখন পাক বাহিনীর সৈন্যরা একটি গাড়িতে মাল বোঝাই করছিল, তখন মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাদের উপর হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ৩ জন পাক সেনার মৃত্যু ঘটে।

সিলেট: গত ৭ই অক্টোবর রাত্রে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা কামদেবপুরে পাক সেনাদের চারিদিক হতে অবরোধ করে ফেলে এবং তাদের ১ জন মেজরসহ ২৫ জন পাক সেনাকে খতম করে।

চম্পকনগরে মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের বিব্রত করে তোলে এবং ৩ জনকে খতম করে।

করই বাজার পাক ঘাঁটির উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালিয়ে ৫ জনকে খতম করে।

টাঙ্গাইল: গত ৮ই অক্টোবর কাগমারী অঞ্চলে মুক্তিবহিনী পাক সেনাদের উপর সজোরে আক্রমণ চালিয়ে ৫ জন সেনাকে খতম করে এবং টাঙ্গাইল এর এক বিস্তীর্ণ এলাকায় পাক হানাদার ও মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই চলছে।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

গেরিলাদের অব্যর্থ গুলিতে মোনেম খাঁ খতম

(নিজস্ব সংবাদ দাতা পরিবেশক)

জল্লাদ ইয়াহিয়ার পূর্বসূরি আইয়ুবের কুখ্যাত সহচর মোনায়েম খাঁ মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যর্থ গুলিতে খতম হইয়াছে।

গত ১৩ ই অক্টোবর মোনায়েম খাঁ ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

মোনায়েম খাঁ ১৯৬৪ সাল হইতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে আয়ূবের সকল দুস্কর্মের সাথী ছিল। ফলে সে বাঙালিদের তীব্র ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। গভর্ণরের পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পরও মোনায়েম খাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে চলাফেরা কিম্বা জনসমাজে মেলামেশা করা সম্ভব ছিল না। ইয়াহিয়া খাঁর আমলে সে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

২৫শে মার্চের পর সে জল্লাদ ইয়াহিয়া চক্রের দালালিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাহার মীরজাফরীর উচিত সাজা দিয়াছে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

শ্রীহট্টে ছাতক শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন

১৬ই অক্টোবর- মুক্তিবাহিনী ছাতক সিমেন্ট কারখান ও শহরের ওপর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছে। শ্রীহট্ট জেলার সুরমা নদীর উত্তর তীরে এই শিল্পনগরীটিকে পুনরায় অধিকার করার পর এই পতাকা উত্তোলন করা হয়।

দক্ষিণ তীরে ছাতক বাজারের জন্য তুমুল যুদ্ধ চলছে। সীমান্তের ওপার থেকে এই খবর এসে পৌছেছে।

মুক্তিবাহিনী ছাতক ও জেলা সদর কার্যালয় শহর শ্রীহট্ট টাউনের মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ছাতক বাজার মুক্তিবাহনীই দখল করবে বলে মনে হচ্ছে।

মুজিবনগর থেকে ইউএনআই এর খবরে প্রকাশ, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, মাদিরবাড়ী, মাদিনঘাট, চাঁদপুরে চারটি পাওয়ার সাবস্টেশন ধ্বংস করে দিয়েছে, ফলে টাউন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। এখানে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর কার্যালয়ে এক যুদ্ধ বুলেটিনে এ খবর জানা গেছে।

৭ই অক্টোবর চট্টগ্রামের কাপতাই লাইনে গেরিলাবাহিনী বৈদুতিক লাইন ধ্বংস করে দিয়েছে।

১২ ই অক্টোবর পাক বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে মুক্তিফৌজ তিনজন পাক সেনাকে খতম করে। গুথুমা ও পূর্ব দেবপুরে পাক সৈন্যরা ওপর দু’টি পৃথক আক্রমনে দু’জনকে খতম করে ও আটজনকে জখম করে।

নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানায় হানা দিয়ে মুক্তিবাহিনী চারজন জন পাক সৈন্যকে খতম করেছে। গত সপ্তাহে ঢাকা জেলায় হরিরামপুর ও মালুচিম বাজারে তারা ২৫ জন পাক সৈন্যকে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনী মারমুখী: নিজস্ব নৌবহর তৈরি, বৈমানিকরা সংগঠিত

কৃষ্ণনগর, ১৬ অক্টোবর- বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এখন মারমুখী। আর শুধু গেরিলা লড়াই নয়, অ্যামবুশ বা চোরাগোপ্তা গুলি চালানো নয়, তারা এনকাউনটার বা সম্মুখ সমরের জন্য তৈরি। প্রমাণ? প্রমাণ পশ্চিম সেক্টরে দু’জায়গায় তাঁরা চবিবশ গন্টায় ৬৬ জন পাকিস্তানী সেপাইকে নিহত করেছেন। ঢাকাতে এক জায়গায় ২৫ জন পাক ফৌজ তাঁদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সেক্টরেও মুক্তিবাহিনী দারুণ সক্রিয়। পাকিস্তানীরা মরছে তাদের হাতে। এই অঞ্চলে তাদের মৃত্যুর হার এখনও খুচরো ধরনের। কোথাও দুই, কোথাও চার। জখম হচ্ছে অনেক।

নৌবহর, বৈমানিক সমিতি। মুজিবনগর থেকে দু’টি তাৎপর্যপূর্ণ খবর এসেছে। একটি হল: বাংলাদেশের কোন এক জায়গায় মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব নৌবহর সংগটিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নামে এই নৌবহরের নাম দেওয়া হয়েছে। আপাতত এতে আছে পাঁচটি মোটরবোট সব কয়টি পাক ফৌজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া।

দ্বিতীয় সংবাদটি হল: বাংলাদেশের বিমানকর্মী ও বৈমানিকরা মিলিত হয়ে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। তার কো-অরডিনেটার হয়েছেন শ্রী এসএ হোসেন। এর আগে পাক বিমান বহর ও পাকিস্তান ইনটারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উপরের সব খবর পিটিআই ও ইউএনআই-এর সুত্রে পাওয়া।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

রনাঙ্গন থেকে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার ডিমলা থানার অন্তর্গত সুটিবাড়ী হটের পশ্চিমে জোড়জিগা গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ৯ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং কয়েকজন উক্ত অঞ্চল হইতে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া কোন রকমে পলায়ন করে।

উক্ত থানার বালাপড়া গ্রামে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রক্ষিত মাইন বিস্ফোরণে ৬ জন পাক ফৌজ নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী রাস্তায় মাইন পুঁতিয়া রাখিয়াছিল এবং সকালে মহিষের গাড়িতে চড়িয়া ৬ জন পাক ফৌজ যাওয়ার সময় মাইন বিস্ফোরিত হয় এবং গাড়োয়ান সমেত ৭ জন নিহত হয়। পরবর্তীকালে বর্বর পাকবাহিনী বালাপাড়া গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে জ্বালাইয়া দেয়।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বর্বর পাকফৌজ ডিমলা থানার অন্তর্গত খড়িবাড়ী গ্রামের টুনিরহাট জ্বালাইয়া দেয়। ফলে স্থানীয় অনেক ব্যবসায়ীর বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। উক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ২৮ তারিখ রাত্রে ছাতনাই গ্রামে ৭০ বৎসরের এক বৃদ্ধাকে হানাদার পিচাশাচরা নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, উক্ত বৃদ্ধার পুত্র মকবুল হোসেনকে মারার জন্য সেদিন রাত্রে জানালা দিয়া মকবুল হোসকে গুলি করে, কিন্তু মকবুল হোসেন সেই ঘরে না থাকায় তাহার বৃদ্ধা মাতা গুলিবিদ্ধ হইয় মৃত্যুবরণ করেন।

দিনাজপুর: গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার দিনাজপুরের বোদা থানার অন্তর্গত মাড়েয়া গ্রামে একদল পাকফৌজ ও রাজাকার বাহিনী স্থানীয় ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের একটি পাড়া পোড়াইয়া দেয়। সেই সময় মুক্তিবাহিনীর জওয়ানরা তাহাদের কমান্ডার মাহবুবের নেতৃত্বে উক্ত পাক বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করে এবং একজন রাজাকরকে জীবিত অবস্থায় অস্ত্রসহ গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয়। আরো প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামে ঠাকুগাঁও মহকুমা ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক সফিকুল আলম চৌধুরী ও বোদা থানা ন্যাপের সম্পাদক আবদুর রউফকে জীবিত অবস্থায় তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করে।

১লা অক্টোবর বোদা থানার অন্তর্গত পাকফৌজ অধকৃত নয়াদীঘিতে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া পাকফৌজের ঘাঁটি ও ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। নয়াদীঘি ও বোদার মধ্যে সংযোগকারী ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি পুল মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ফলে ভীতসন্ত্রস্ত পাক হানাদারেরা উক্ত এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। নয়াদিঘি বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ দখলে।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, গত মাসের প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনীর বীর গেরিলারা ঢাকা জেলার রায়পুরা থানায় কয়েটি অভিযানে শতাধিক শত্রুসেনা খতম করিয়াছে।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর রায়পুরা থানার টিডি সেক্টরি অবস্থিত শত্রুঘাঁটিটি গেরিলারা গভীর রাত্রে চতুরদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। উভয়পক্ষে ছয় ঘন্টা তুমুল সংঘর্ষে ৫০ জন পাকিস্তানী ন্যৈ ও ৬০/৭০ জন রাজাকার নিহত হয়। প্রায় ৩৪ জন দালাল অবাঙালি ইপিআর ও রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। এই সংঘর্ষে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইয়াছেন।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রায়পুরার আমিরগঞ্জে রেলস্টেশনের কাছে মাইনের সাহায্যে মুক্তিবাহিনী দুইটি রেলসেতু উড়াইয়া দিয়াছে।

চট্টগ্রাম: গত মাসে চট্টগ্রামের তিনজন কুখ্যাত দালাল খতম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফ, কা চৌধুরীর ঘনিষ্ট সহচর তাজুল ইসলাম প্রকাশ্য দিবালোকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিলে জনৈক গেরিলার বোমার আঘাতে নিহত হয়। অপর দুইজন হইতেছে পাটিয়া থানার কুসুমপুরের শান্তি কমিটির হোতা মুসলিম লীগের দালাল আবদুল হাফিজ ও নূরুল হক।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

পাক সরকারের স্বীকারোক্তি

বাংলাদেশের জনজীবন স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে চলছে বলে পাক সরকারের বিভ্রান্তিকর মিথ্যে প্রচার কার্য্য বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসীকে কিভাবে ধাপ্পা দিচ্ছে নিম্নে প্রদত্ত পাক সরকারের কয়েকটি গোপনীয় ‘সারকুলার’ তা ফাঁস করে দিয়েছেঃ

অনুলিপিঃ

No. 842 (158)ভPoll/5 (1) Govt. of East Padistan Home (Political) Deptt. Fortnightly Secret Report on the situation in East Padistan for the First half of Aug. 1971.

১৭ নং

কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোহর বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গত ৫-৮-৭১ তরিখে এবং ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা ১২-৮-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম।

১৯ নং

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো গত ২-৮-৭১ তারিখ হতে খোলা হয়েছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। ধারণা করা হচ্ছে অধিকাংশ ছাত্র ও আওয়ামী লীগের বিগত অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছে।

বিবিধ

বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবীদের এক পক্ষকালের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ানঃ

(ii) খুলনার পারুলিয়া অঞ্চলে ‘হাইওয়ে-ব্রিজ’ পাহরারত একজন এ-এস-আই এবং দুইজন কনষ্টেবল মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে নিহত হন

(iv) গত ৬-৮-৭১ তারিখ রাত তিন ঘটিকায় ৪০ জন মুক্তিবাহিনী যশোহরের শৈলকুপা থানা আক্রমণ করে সি-ও, এস আই এবং কয়েকজন কনষ্টেবলকে ধরে নিয়ে যায় এবং থানার প্রভৃতি ক্ষতি সাধন করে।

(xv) গত ১০-৮-৭১ তারিখ আনুমানিক ১২-১৫ মিনিটের সময় মুক্তিবাহিনীর এক অতর্কিত আক্রমণে ৯১ নং বৈদ্যুতিক টাওয়ার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। ইহা ছাড়া ঢাকার অন্তর্গত জয়দেবপুর সড়কের উপরিস্থিত কয়েকটি বৈদ্যুতিক পোল বিনষ্ট করে দেয়।

যথাক্রমে ২-৮-৭১, ৬-৮-৭১ এবং ১১-৮-৭১ তারিখে ঢাকার জিন্না এভিনিউ, নিউ মার্কেট বাস ষ্ট্যান্ড এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মুক্তিবাহিনীর হাতবোমা ও গ্রেনেড আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

-বিপ্লবী বাংলাদেশ, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

খুলনা সেক্টরে ৫০০ খান সেনা নিহত

মুক্তিফৌজের হিসাবে দেখা গেছে যে, গত দুমাসে মুক্তিফৌজের হাতে খুলনা সেক্টরে বিভিন্ন স্থানের লড়াইয়ে ৫০০ খান সেনা ও ২০০ রাজাকার নিহত হয়েছে। তাছাড়া ৬০০টি পাক রাইফেল দখল করা হয়েছে এবং ৬০ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কুমিল্লা জেলার কসবা এলাকায় তিন ঘন্টাব্যাপী এক তুমুল সংঘর্ষে ৩৫ জন পাক সৈন্য নিহত এবং প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, মর্টার ও মেশিনগানে সজ্জিত বাংলাদেশ গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণে বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুক্তবাহিনী পাঁচটি বেয়নেট ও ২৫০ রাউন্ড চীনা বুলে দখল করে নিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একজন কমান্ডো আহত হয়েছে বলে ঐ সংবাদে বলা হয়েছে।

অন্য এক সংবাদে জানা গেছে, গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর মুক্তিফৌজ মর্টার ও হাতবোমা নিয়ে আঁধারমানিক এলাকায় পাক ঘাঁটিতে আঘাত হানে। ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুক্তিফৌজ বাহাদুরাবাদে পাক সৈন্যদের একটি লঞ্চ ধ্বংস করায় ২০ জন সৈন্য হতাহত হয়েছে।

মুক্তিফৌজে যোগদান

খুলনা সেক্টরের মুক্তিফৌজ সুত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে দলেদলে লোক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করার জন্য এগিয়ে আসছেন। তাছাড়ার অনেক অসামারিক ব্যক্তি মুক্তিফৌজকে নানাভাবে সাহায্য করছেন। বরিশালের ওয়াজিরপুরে বাংলাদেশের জনৈক নাগরিক মুক্তিফৌজকে একলক্ষ টাকা নগদ দিতে চাইলে মুক্তিফৌজ তা গ্রহণ না করে ঐ টাকার পরিবর্তে খাদ্য সামগ্রী দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

মুক্তিফৌজে যোগদানেচ্ছু ব্যাক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র ও প্রাক্তন সৈন্য বিভিাগের লোক।

৮টি মালবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরে সম্প্রতি যে আটটি মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত সংবাদ জানা গেছে। নিমজ্জিত ৮টি জাহাজের মধ্যে ৬টি বিদেশী এবং ২টি পাকিস্তানী জাহাজ ছিল।

মুক্তিবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, মঙ্গলা বন্দরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় সমুদ্রগামী ২টি মার্কিন , ২টি চীনা , ১টি পাকিস্তানী ও একটি জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত হয়েছে।

১০ কোটি টাকার পাক জাহাজ নষ্ট

চট্টগ্রাম বন্দরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৫ হাজার টন ওজনের পাকিস্তানী জাহাজ আল আববাস জলে ডুবে গেছে। পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ূব খাঁ ১৯৬৮ সালে এই জাহাজটির যাত্রার উদ্ভোধন করেছিলেন।

মালবাহী একটি লঞ্চসহ ১৫ হাজার টন ওজন বাহী জাহাজ ফরমোজা ও ১৫/১৬ই আগষ্টের গেরিলা আক্রমণের ফলে জলে ডুবে গেছে।

মাতৃভূমি বাংলাদেশের রণাঙ্গনে-

মুজিবনগর, ৬ই অক্টোবর- পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ২২ জন অফিসার ও চার হাজারেরও বেশী সৈন্য, রাজাকার ও বদর বাহিনীর লোক নিহত হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রায় আড়াই হাজার কমান্ডো আক্রমনে উক্ত শত্রুদের খতম করেছে। অন্যদিরক রসদ ও অস্ত্রের অভাবে অগ্রবর্তী ঘাটিতে পাক সৈন্যদের মনোবল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আগরতলা থেকে সীমান্তের ওপারের খবরে এ কথা জানা যায়।

-সংগ্রামী বাংলা, ১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

দিশেহারা জঙ্গীশাহীর জেট বিমান ব্যবহার

মুজিবনগর, ১৮ অক্টোবর- গতকাল এবং পরশুদিন দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় কয়েকটি অভিযান চালিয়ে মুক্তিফৌজ বাহিনী ৩২ জন পাক সেনাকে খতম করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া মুক্তিবাহিনী একটি রেল লাইনও উড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে, গত পরশু বগুড়া জেলার হিলি ও পাঁচবিবির মাঝখানে একটি রেল লাইন উড়িয়ে দিয়ে ফেরার পথে পাক সেনার সঙ্গে এক মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৫ জন পাক সেনাকে খতম করেন। এই দিন রাত্রেই দিনাজপুরের ভোয়ালগঞ্জের কাছে মর্টার চালিয়ে মুক্তিবাহিনী আরও ১৭ জন পাক সেনাকে খতম করেন।

কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, মুক্তিফৌজের হাতে সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে আরও ৭ জন পাক সেনা খতম হয়েছে।

দিনাজপুরের কাছে অস্ত্রসহ রাজাকারদের আত্মসমর্পণের খবর পাওয়া গিয়েছে।

শিলং থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ছাতকের আশেপাশে মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে জোর লড়াই চলছে।

মুক্তিবাহিনী সূত্রে বলা হয়েছে, এ লড়াইয়ে আহত একজন পাক ব্রিগেডিয়ারকে হেলিকপ্টারে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন মেজর ও সুবেদারও আছেন। দুদিনের লড়াইয়ে মোট পঞ্চাশজন পাক সেনা খতম হয়েছে। ডুবে যাওয়া পাক মোটর লঞ্চের সংখ্যা তিন।

-পি টি আই, ইউ এন আই

পাক বাহিনীর স্যাবর জেট ব্যবহার

গতকাল শ্রীহট্ট জেলার সিমেন্ট শিল্প নগরী ছাতকের কাছে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিহত গতিরোধের উদ্দেশ্যে পাক জঙ্গীশাহী স্যাবর পেট বিমান ব্যবহার করেছে। ছাতক শহরকে কেন্দ্রকরে মুক্তিযোদ্ধা ও পাক সেনার মধ্যে প্রচন্ড লড়াই ছলছে।

-আনন্দবাজার প্রত্রিকা, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

রনাঙ্গন সংবাদঃ চিলমারী রণাঙ্গন (রংপুর)

রৌমারী ১৮ অক্টোবর- আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ ,গত ১৬ই অক্টোবর অতি প্রত্যুষে বাংলার কৃতী সন্তান, মাতৃভূমির নিঃসার্থ সেবক ও অন্যতম ত্রাণকর্তা মেজর আবু তাহেরের নেতৃত্বে বঙ্গমাতার মুক্তি পাগল সন্তানেরা ছোট্ট একটি দল অতি সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র সহকারে চিলমারী গমন করে এবং সেখানে গিয়ে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভিক্ত হয়ে চীলমারী বাজার, রসনা, থানারহাট ও বালাবাড়ী হাটে অবস্থিত দস্যু পাক বাহিনীর বর্বর ঘাঁটিগুলি আক্রমন করে এবং ৭২জন পাক সেনা (সি, এ, এফ) ও ১৬ জন রাজাকারকে নিহত করে। তারপর ৬৩ জন রাজাকারকে বন্দী করে ৫৩ টি রাইফেল, দুইটি ষ্টেনগান ও প্রায় ছয়শত গুলি হস্তগত করে। এই সব মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক মুক্তিফৌজের নিকট ছুটে আসে এবং জয় বাংলা, জয় শেখ মুজিব ধ্বনি দিতে থাকে।

বন্দী রাজাকারগণকে ও তাদের প্রধান পরিলক কুখ্যাত পাক দালাল ও অত্যাচারী ওয়ালী মোহাম্মদকে এই অভিযানে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ মুক্তিফৌজের আঞ্চলিক সদর দফতর রৌমারিতে বেলা ১১ ঘটিকার সময় আনয়ন করা হলে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে ও বাংলার এই সব বৈরী সন্তানদেরকে দেখার জন্য ঘিরে ফেলে। ওয়ালী মোহাম্মদের অত্যাচার ও কুকীর্তির আলোচনা করতে দর্শকজনতা কিছুক্ষণের মধ্যে মারমুখো হয়ে ওঠে। অবস্থা বেগতিক বুঝঝে কর্তৃপক্ষ তাকে ও অন্যান্য রাজাকারদের জনতার অগোচরে প্রেরণ করেন।

একই দিনে নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে আর একদল মুক্তিফৌজ রাজার ভিটায় আক্রমন চালিয়ে তিনজন পাক সেনাকে (সি, এ, এফ) ও ১৫ তজন রাজাকারকে খতম করে এবং কুখ্যাত পাক দালাল পঞ্চুমিয়াসহ ছাবিবশ জন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করে। এই অভিযানে ৩৫ টি রাইফেল ও তিন সহস্রাধিক গুলিবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

সংবাদে আরও প্রকাশ অদ্র দুপুরবেলা অন্য একজন রাজাকার চিলমারীর অন্য এক শত্রুঘাঁটি থেকে ছয়টি রাইফেলসহ পরায়ন করে এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই মুক্তিফৌজ অধিনায়কের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

ময়মনসিংহ রণাঙ্গন

(হারুন হাবিব প্রদত্ত)

আনন্দবাড়ী, ১৭ ই অক্টোবর- মুক্তিফৌজ গেরিলাগণ গত ১২ই অক্টোবর মোমেনশাহী জেলার ইসলামপুর জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন গুদামে অগ্নিসংযোগ করে ৭৫ হাজার মণ পাট পুড়িয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ফলে বহুদিন যাবত পাট গুদামজাত ছিল।

এই তারিখে জামালপুরের উত্তারংশের ধানুয়ার মুক্ত অঞ্চলের দিকে পাক সেনারা রাতের অন্ধাকারে অগ্রসর হলে প্রহরারত স্বাধীনতা যোদ্ধাদের গুলিতে ২৭ জন পাক দস্যু নিহত হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের হাতে আসে। গত ১৪ই অক্টোবর গেরিলারা বাহাদুরাবাদ ঘাটের পাক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন দস্যু সেনা ও ১৩ জন রাজাকারকে হত্যা করে। এই আক্রমণে পাক সেনাদের বহুসংখ্যক ওগালাবারুদ মুক্তি সেনারা ধ্বংস করে দেয়।

অপরদিকে নেত্রকোনা মহকুমার কলমাকান্দা, মদন, বারহারী এবং গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে কমপক্ষে ৫০ জন পাক সেনা এবং দালালকে হত্যা করে।

(জয়নাল আবেদীন প্রদত্ত)

মোল্লার চর, ১৭ ই অক্টোবর- পাক জল্লাদ বাহিনীর ১৯ টি বিরাট নৌকা আনুমানিক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মূল্যের রসদপত্র নিয়ে ঢাকার সাভার থেকে রওয়ানা দিয়ে ফূলছড়ি ঘাটের কাছাকাছি পৌছিলে

আমাদের জলপথের অতন্দ্র প্রহরারত মুক্তিবাহিনীর বীর সেনাগণ ক্যাপ্টেন আঃ হামিদের নেতৃত্বে উক্ত রসদ বোঝাই নৌকাগুলিতে অবরোধ করে এবং মুক্ত অঞ্চলের প্রশাসকের নিকট অর্পন করেছে বলে প্রকাশ।

-অগ্রদূত, ২০ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

হিসাব

(বিশেষ প্রতিনিধি)

গত মাসে পাক-সামরিক বাহিনীর ২২ জন অফিসার ও চার হাজারের বেশী সৈন্য, রাজাকার ও বদর বাহিনীর লোক নিহত হয়েছে। বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধরা বিভিন্ন রনাঙ্গনে প্রায় আড়াই হাজার কমান্ডো আক্রমনে উক্ত শত্রুদের খতম করেছেন।

প্রাথমিক খবরে জানা যায় যে, গেরিরা যোদ্ধারা ঐ সময়ের মধ্যে ৯৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেল সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন এবং ৪৯ টি প্রাক ও জীপ ধ্বংস অথবা অকেজো করে দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে ৯টি সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করেছেন।

চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মুক্তিবাহিনী গেরিলার ৩টি বড় জাহাজ ও ১টি ট্যাঙ্কার হয় ডুবিয়ে দিয়েছেন অথবা ক্ষতি করেছেন। সৈন্যবাহী ১টি বড় ষ্টীমার, ১১টি লঞ্চ ও কয়েকটি গানবোটের ক্ষতি করা হয়েছে অথবা অকেজো করে দেয়া হয়েছে। এই সব অপারেশনের সময় মুক্তিবাহিনী ৯১৮টি রাইফেলসহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে দখল করতে সক্ষম হয়েছেন।

মুক্ত অঞ্চলের মুক্ত কথা

\পর্যটক\

পাক হানাদারদের মনোবল হিমাঙ্কে নেমে এসেছে- রংপুর জেলার কোন একটি মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডান্ট জানান। তিনি আরও বলেন, ওদের মনোবল যতই ভেঙ্গে পড়েছে আমাদের মনোবল ততই উদ্দীপ্ত হচ্ছে। দলে দলে বাংলাদেশের যুবকরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করছে। প্রয়োজনানুসারে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করতে না পারায় কয়েক হাজার শিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু যুবককে ওয়েটিং লিষ্টে অন্তভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

গেরিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের তৎপর আক্রমণের ফলে রংপুর সেক্টরে বিভিন্ন সংঘর্ষে খানসেনা ও মুক্তিবাহিনী সদস্যদের তুলনামূলক আহত ও নিহতের হার যথাক্রমে ১০০-৫ জন। বাউরা ও পাটগ্রামের মুক্তাঞ্চলে কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সব চিকিৎসা কেন্দ্রে সর্বাপেক্ষ অভাব রয়েছে উপযুক্ত ঔষধপত্রের। মুক্তিবাহিনীর আহত সৈনিকদের প্রয়োজানানুসারে যে রক্তের প্রয়োজন তারও অভাব দেখলাম। জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন বাংলাদেশ তথা তার নিপীড়িত নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্র চিকিৎসায় একটি মুক্তিবাহিনীর সৈনিকের মৃত্যু দশজন খান সেনার নিরাপত্তা লাভের কারণ হবে। কারন দশজন খান সেনার মোকাবিলা একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য আজ নিতে পারে। স্বাধীন দেশের সেচ্ছাসেবী প্রতিটি সৈনিকের মনোবল ভাড়াটে খান সেনাদের মনোবল থেকে অনেক বেশী।

রংপুর জেলার কয়েকশত বর্গমাইল মুক্ত এলাকায় অসামরিক প্রশাসকগন বিশেষ যোগ্যতার সাথে প্রশাসন ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলেছেন। থানা শহর পাটগ্রাম ও রেলবন্দর বাউড়ার দোকানপাট যথারীতি খোলা দেখলাম। পূর্ব নির্দিষ্টবারে পাটগ্রাম, বাউড়া ও বুড়িমারীতে সপ্তাহে দুবার করে হাট বসছে। ঐ সহ হাটে বাজারে ভারতীয় মুদ্রা অবাধে চলছে। এমন বহু দোকানদার দেখলাম যারা পাক মুদ্রা গ্রহণ করতে চাইছে না।

বুড়িমারী, ধবলসূতী, বাউড়ায় বাংলাদেশ সরকার কাষ্টম চেকপোষ্ট স্থাপন করে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর কাষ্টম চার্জ নিচ্ছে। কয়েক মাসের হিসাবে দেখরাম। এই সব চেকপোষ্টে মাসে গড়ে প্রায় ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার আমদানী ও রপ্তানী কর হিসাবে পাচ্ছে। ধবলসূতী ক্যাম্প ইনচার্জ প্রাক্তন পাক-একসাইজ অফিসার- জনৈক হিন্দু ধর্মালম্বী মিঃ সরকার জানালেন যে আর কিছু ছোট ছোট চেক পোষ্ট স্থাপন করলে ও আরও তৎপর হলে ট্যাক্স আদায় অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

বর্তমানে তামাকের উপর মণ প্রতি ট্যাক্স দশ টাকা, হাঁস-মুরগী প্রভৃতির উপর ঐ সবের বাজার দরের দুই শতাংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেখলাম ৩২ টি আইটেমের উপর ট্যাক্স নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

-স্বদেশ, ২১ অক্টোবর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে মুক্তিফৌজের বীরত্বপূর্ণ লড়াই

(বিশেষ সংবাদদাতা)

ময়মনসিংহ রণাঙ্গনে অবস্থিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির লিয়াজোঁ অফিস হইতে ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী, নখলা প্রভৃতি থানার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লাড়াইয়ের কয়েকটি খবর আমাদের নিকট আসিয়া পোঁছিয়াছে। এইসব থানায় উপর্যুপরি মুক্তিফৌজের আক্রমণে পাক বাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুইশত পাক সৈন্য ও রাজাকার খতম এবং বহু অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মোশিনগান, রাইফেল ও গ্রেনেড সজ্জিত হইয়া মুক্তিফৌজের ৭০ জনের একটি দল এক অভিযানে ঠাকুরাকানার একটি পুল উড়াইয়া দিয়াছে। একই দিনে বেরাইলে একটি পুলিশ বাহনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া থানার দারোগা, আনসার এডজুটেন্ট প্রভৃতিকে গেপ্তার ও ৬টি রাইফেল হস্তগত করা হয়। বৈকাল বেলায় অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া ১৭ জন পাক সেনা খতম করা হয়।

কমলাকান্দা থানা

মুক্তিফৌজের উপরোক্ত দলটি কমলাকান্দা থানা আক্রমন করিয়া ৪টি রাইফেল ১০ হাজার টাকার ঔষধ পত্র, নগদ ১৩৬৫ টাকা দখল করে। সংঘর্ষে ৫ জন রাজাকার নিহত ও থানার ছোট দারোগা আত্মসমর্পণ করে। থানা আক্রমণের পর নাজিরপুর যাওয়ার পথে পাক সৈন্যরা তাহাদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে পাক বাহিনীর ১ জন মেজর সহ ১৭ জন সৈন্য ও রাজাকার খতম হয়।

পাক সেনারা কমলাকান্দা থানা পুনরায় দখল করিলে মুক্তিফৌজ সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। কয়েক ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষে ১ জন কর্নেলসহ ২৭ জন পাক সেনা খতম হয়। একই দিন মুক্তিফৌজ নাজিরপুরে পাক সেনাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইয়া ১৯ জন পাক সেনা ও রাজাকার খতম করে. মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচন্ড মার খাইয়া পাক সৈন্যরা আরও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। তীব্র সংঘর্ষে আবার ১৪ জন পাক সেনাকে জীবন দিতে হয়। অপরপক্ষে মুক্তিবাহিনীর বীর (১) নুরুজ্জামান, (২) ভবেশদাস, (৩) দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, (৪) জামালুদ্দিন, (৫) ইয়ার মাহমুদ, (৬) ফজলুল হক ও (৭) ডাঃ আজিজুর হক শহীদ হন।

আটপাড়া থানা

মুক্তিযোদ্ধারা আটপাড়া থানা আক্রমন করিলে পুলিশ আত্মসমর্পণ করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ৯ জন রাজাকার নিধন ও ১৭ টি রাইফেল দখল করা হয়।

পাক সেনারা মুক্তিফৌজকে জব্দ করার জন্য রামপুর বাজারে ওঁৎ পাতিয়া থাকে। কিন্তু জনসাধারন মুক্তিফৌজকে এই খবর জানাইয়া দেয়। ফলে, মুক্তিফৌজ উল্টা পাক সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া ৭ জন সেনা ও ১৬ জন রাজাকার খতম করে।

পাক বাহিনী তাহাদের লেঙ্গরা বাজার ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে রামপুর, গৌরীপুর, ও রাজনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাইলে কয়েক ঘন্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর ২৬ জন পাক সেনা ও রাজাকার খতম হয়। ইহার পর মুক্তিফৌজ পাক সেনাদের ঐ ঘাঁটিটির উপরেই আক্রমণ চালায় এবং ৩৫ জনকে খতম ও ৩ জনকে আহত করে। এই যুদ্ধে মুক্তিফৌজের (১) আব্দুল আজিজ, (২) রিয়াজুদ্দীন, (৩) আবুল হোসেন, (৪) আব্দুল হাকিম মোল্লা, (৫) পরিমল দে ও (৬) আব্দুস সালাম শহীদ হন এবং ৬ জন আহত হন।

মুক্তিযোদ্ধারা বাসাই তোলার পুলটি উড়াইয়া দিয়াছে। রাজাকাররা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলে মুক্তিফৌজের ঠেলায় একজন অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। বাকীরা শ্রীচরন ভরসা করিয়া পালাইয়া যায়।

নলিতাবাড়ী-হালুয়া ঘাট

৩০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নলিতাবাড়ী ও হালুয়াঘাটের সংযোগ রক্ষাকারী একটি ৩০ ফুট লম্বা ব্রীজ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। রাজাকাররা বাধা দিলে মুক্তিফৌজ একটি গুলিও খরচ না করিয়া ১টি রাইফেলসহ ৩ জনকে পাকড়াও করে।

মুক্তিফৌজের অপর একটি দল গামাইরতলা, চেতাখালী ও চিরইভাসিনীর ব্রিজগুলি উড়াইয়া দিয়াছে।

রণাঙ্গনঃ হাজারো আঘাতেও ঢাকা মাথা নোয়াবার নয়

(রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

জল্লাদ বাহিনীর কড়া প্রহরা ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করিয়া দেশ প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধারা ও দেশপ্রেমিক জনগণ ঢাকার সর্বাংশে তথা ঢাকা শহর, নারায়ণগঞ্জে ও ডেমরা শিল্পাঞ্চল এবং বিস্তীর্ণ গ্রামঞ্চলে সাহাসিকতাপূর্ণ অভিযান চালাইয়া যাইতেছে। হাজারো আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ঢাকা মাথা নত করে নাই।

ঢাকা শহর

গত ২৩ শে সেপ্টম্বর মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসী একটি দল ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে পলাশী ব্যারাকে অবস্থিত পাক সেনাদের ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া ২৯ জন পাক সেনাকে খতম করে। বাদ-বাকী সেনারা প্রানভয়ে পালাইয়া যায়। পূর্ব রাণঙ্গনে অবস্থিত বাংলাদেশ ন্যাপের লিয়াজো অফিস এই খবর সরবরাহ করিয়াছে।

গোদনাইল

সম্প্রতি গোদনাইল শিল্প এলাকায় এক অসমসাহসী করুণ গ্রেনেড চার্জ করিয়া ২ জন শত্রুসেনাকে খতম ২টি রাইফেল ও গোলাবারুদ দখল করে। পরদিন দখলদার বাহিনী গোদানাইল বাজারটি পুড়াইয়া ছারখার করিয়া তাহাদের ‘‘বীরত্বের’’ পরিচয় দেয়।

বাবুরাইল

২২শে সেপ্টেম্বর বাবুরাইলে এক অভিযানে মুক্তিফৌজ ৪ জন রাজাকার খতম করে। ইহা ছাড়া, ঢাকা-নারায়নগঞ্জের নলখারী ব্রীজটি মুক্তিফৌজ উড়াইয়া দিয়াছে। প্রতিশোধে পাক বাহিনী একই নিয়মে পার্শ্ববর্তী গ্রাম আইলখালী ও সস্তাখালী সম্পূর্ণরূপে পুড়াইয়া ‘‘বীরত্ব’’ প্রদর্শন করে। তাহারা শতাধিক গ্রামবাসীকে গুলি করিয়া এবং ১৫ হইতে ২০ যুবতীকে পাশবিক নির্যাতন চালাইয়া হত্যা করে ও এইভাবে ‘‘ইসলামী জেহাদ’’ পরিচালনার পরিচয় দেয়।

রূপসী

১৫ সেপ্টেম্বর মুক্তিফৌজ রূপসী বাজারের পাশ দিয়া গানবোট যোগে অগ্রসরমান ১৫ জন পাক সেনার প্রতি আক্রমণ চালাইলে পাক সেনারা পিছু হটিয়া পলায়ন করে । পরে আসিয়া তাহারা রূপসী বাজারে লুটতরাজ চালায়। এখানেই শেষ নয়, পরদিন তাহারা নোয়াপাড়া ও রূপসী গ্রামে অনেক বাড়ীঘর ভস্মীভূত, সম্পত্তি লূট, নারী ধর্ষণ চালায়।

মনোহরদী

সম্প্রতি মনোহরদী কাছারী হইতে চালাকচরে আসার পথে প্রায় ১ শত পাক সৈন্যের একটি দলের সহিত মুক্তিফৌজের তীব্র সংঘর্ষ হয়। মুক্তিফৌজ তাহাদের আগমনের খবর পূর্বেই জানিতে পারিয়া ‘পজিশন’ লইয়া বসিয়া থাকে। এই খবরটি আবার দালালরা পাক বাহিনীকে জানায়। ফলে. পাক বাহিনী ২ ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু মুক্তিফৌজ এই চালাকীও ধরিয়া ফেলে। তাহারা আরও দূরে চালাকচরের নিকটে গিয়া ‘পজিশন’ নেয়। ফলে মুক্তিফৌজকে ঘেরাও করার জন্যরা যে বূহ্য রচনা করে, পাক সৈনরা উল্টা সেই ফাঁদেই পড়ে। ৭ জন পাক সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, ৪ জন আহত হয়। ইহা ছাড়া, ১০/১২ জন গ্রামবাসীও শহীদ হয়।

মুক্তিফৌজ ঐ এলাকার কুখ্যাত দালাল হাছেন গুন্ডাকেও খতম করিয়াছে। তাহাকে হত্যা করায় স্থানীয় জনমনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

-নতুন বাংলা, ২১ অক্টোবর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

প্রচন্ড যুদ্ধের পর পাক সেনাদের ছাতক শহর ত্যাগ

মুজিবনগর, ২১ শে অক্টোবর (পিটিআই)ঙ বাংলাদেশের শ্রীহট্টে ও রংপুর অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধাদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে এ খবর পাওয়া গেছে।

মুক্তি বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এখন অধিকসংখ্যক বিমান কাজে লাগাচ্ছে। পাক জঙ্গী বিমানগুলি ব্যাপকভাবে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিগুলির ওপর বোমা বর্ষণ করছে।

রংপুর খন্ডে মুক্তিযোদ্ধারা গত ১৭ ই অক্টোবর চিলমারী এলাকায় পাক ঘাঁটিগুলির ওপর প্রবল আক্রমণ চালালে পাক সৈন্যরা চিলমারী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। গেরিলারা সান্তাহার ও পার্বতীপুরের মধ্যে রেল লাইন উড়িয়ে দেয়। গত ১৬ই ও ১৮ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর ভূরুঙ্গামারী এলাকায় পাক ঘাঁটির ওপরও প্রবল আক্রমণ চালায়।

শ্রীহট্টে্ খন্ডে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রচন্ড যুদ্ধের পর পাক সৈন্য ও রাজাকাররা ছাতক শহর থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে পঞ্চাশেরও বেশি পাক সৈন্য ও ৬০ জন রাজাকার নিহত হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এখানে কয়েকজন নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধাও প্রাণ হারিয়েছে বলে জানা গেছে। অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সুনামগঞ্জের ৬০ কিলোমিটার উত্তরে এগিয়ে গেছে। মৌলভীবাজারের ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম মুক্ত হয়েছে বলেও খবর এসেছে।

চট্টগ্রাম খন্ডঃ এখানে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল চাপ সৃষ্টি করে পাক অসামরিক বাহিনীকে নাজেহাল করে তুলেছেন। গত ১৭ ই অক্টোবর গেরিলারা পাক অসামরিক বাহিনীর একটি ইউনিকে ঘিরে ফেলে। এই সংঘর্ষে বহু পাক সেনা হতাহত হয়।

কসবায় আরও এলাকা উদ্ধার

মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ কুমিল্লা জেলর কসবা খন্ডে আরও এলাকা খান সেনাদের কবলমুক্ত করেছে।

এই জেলার সালদা নদী এলাকার সাম্প্রতিক যুদ্ধ সম্পর্কে আরও খবরে জানা যায় যে, মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র আক্রমণের যুদ্ধে পাক-সেনাপতিরা সমগ্র ৩৩ নং বালুচ রেজিমেন্ট এবং গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমানবাহিনী ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দুর্দমসাহসী বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে খানসেনাদের আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং প্রতি আক্রমণ চালিয়ে পাক-বাহিনীর ৭০ জনকে খতম করে।

আঘাতের ফলে পাক বাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে পিছিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী ছ'টি মেশিনগানও দখল করে।

পাক লেফটেন্যান্ট পারভেজ এবং দু'জন সেনা মুক্তিবাহিনীরা কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

শেষ সংবাদে প্রকাশ, পাক বিমান বহর ছাতক শহরের ওপর বোমা বর্ষণ করেছে।

মেহেরপুর শহরের কাছে প্রচন্ড লড়াই

কৃষ্ণনগর, ২১ শে অক্টোবর (পি, টি, আই)- কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর শহরের বাইরে কাথুলি থেকে কামদেবপুর পর্যন্ত এলাকা জুড়ে আজ সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে খান সেনাদের প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেছে, এখান থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে সীমান্তের ওপারে প্রচন্ড গোলাগুলী, গ্রেনেড কমেশিনগান চলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও জানা গেছে যে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলেছে।

ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা

ঢাকা, ২১ শে অক্টোবর-একদল সশস্ত্র ব্যক্তি সম্ভবতঃ মুক্তিবাহিনীর গেরিলা দল- মঙ্গলবার রাত্রে পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তম মোড়কের কারখানাটিতে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ ভূস্মীভূত করেন।

পুলিশ এই সংবাদ দিয়ে জানায় যে, প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন এই কারখানা আক্রমণ করে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

হামিদুল হক চৌধুরী বর্তমানে জেনেভায় সপরিবারে বাস করেছেন বলে জানা গেছে।

-যুগান্তর, ২২ অক্টোবর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

রাজশাহী রণাঙ্গনের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়

পাকফৌজ যখন সীমান্তের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রধানতঃ রাজাকাররাই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করছে, আগুন লাগাচ্ছে, লুট করছে এবং পাক ফৌজের সঙ্গে থেকে জায়গায় জায়গায়

দেশবাসীর উপরে নৃশংস অত্যাচার করে তাদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টা করেছে। মুক্তিফৌজের আশ্রয়দাতাদের সন্ধানে তারা গ্রামে গ্রামে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে সব গ্রাম মুক্তিফৌজের ঘাঁটি সেগুলিকে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

সম্প্রতি রাজশাহীর মীরগঞ্জ, আলাইপুর, চরঘাট, বাঘা প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে রাজাকাররা পাকফৌজের সাহায়তায় আগুন লাগিয়েছে। গত সপ্তাহে আড়ানী, বাওসা, রুস্তমপুর বাজার, কালুহাটি, বাকরা প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে তারা আগুন লাগিয়েছে, খুন করেছে এবং মেয়েদেও ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচাররের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গিয়ে পৌছেছিল, আর সেই সঙ্গে তাঁরা আরও জেনেছিলেন যে, ডাঃ আইনুদ্দিন, নোহির চেয়ারম্যান, ডাঃ নইমুদ্দিন, এহিয়া, মাসুদ মিয়া এবং আবুল হোসেন এই কয়েকটি পাক-দালালের সংবাদের ভিত্তি করেই তারা এই সব এলাকা বেছে নিয়েছে। মুক্তিফৌজ এই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা ঘাঁটি গেড়েছিলেন আড়ানী কলেজের এক মাইলের মধ্যে। একদিন সকালে তারা দেখতে পেলেন, তাদেরই আশ্রয়দাতাদের বেঁধে নিয়ে চলেছে। পরে তাদেরকে হত্যা করার সংবাদ পেয়েও মুক্তিফৌজের কম্যান্ডো কিছু করেননি, তাঁরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

মুক্তিফৌজের গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে এলেন, পরের দিন রাজাকার এবং খান সেনারা বাকরা গ্রামে খানা তল্লাসী চালাবে। মুক্তিফৌজ সেই রাত্রিরেই বাকরা গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রামে ঘাঁটি গাড়লেন। পরের দিন দেখা গেল দুপুরে সাড়ে বারোটার সময় হঠাৎ পাকফৌজ এবং রাজাকাররা তাদের পূর্ব-পরিকল্পনা মত বাকরা বাজর আক্রমণ করল। মুক্তিফৌজও প্রস্তুত ছিল, তাঁরা চক্ষের নিমেষে শত্রু বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেদিনের সেই রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়েছিল মাত্র চল্লিশ-পঞ্চশ গজ দূর থেকে। দিনের আলোয়, বাংলাদেশের সমতলভূমিতে শত্রুর সঙ্গে মুক্তিফৌজের এই সংগ্রাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তিফৌজ যখন বীর বিক্রমে শত্রু নিধন করে চলেছে তখন একজন খবর পাঠালেন যে, সারদা থেকে ট্রেনযোগে আরও পঁচিশজন পাক পাঞ্জাবী ফৌজ আড়ানী রেলব্রীজের কাছে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু সেদিনের সেই সংগ্রামের অলেখা ইতিহাস বলছে, মুক্তিফৌজের গুলি বৃষ্টির মধ্যে খান সেনারা গুলী ছুড়তে ছুড়তে সারদার দিকে পিছু হটে চলে যায়। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে দেখা গেল রণক্ষেত্রর প্রায় আধ মাইল জায়গা শত্রুসৈন্যের রক্ত আর শবদেহে সমাকীর্ণ। যে সব মৃতদেহগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, তাদর মধ্যে পনেরজন ছিল রাজাকার, একজন পুলিশের বিহারী সুবেদার, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টের পাঁচজন এবং আরও বাইশ জনের মৃতদেহ বিক্ষিপ্তভাবে আখের জমিতে বাঁশবনে, আমবাগানে পড়ে ছিল। তার কিছুদূরে যে মৃতদেহটি পড়ে ছিল সেটি ছিল রাজশাহীর সর্বজনপরিচিত পাক দালাল গোচর আড়ানীর চেয়ারম্যান আবুল হোসেনের লাশ। একটি জীবনও না খুইয়ে মুখোমুখি এত বড় সংগ্রামে বিজয়ী মুক্তিফৌজ সেদিন যেমন উৎসাহিত হয়েছিলেন, শত্রু মনোবল তেমনি হারিয়ে ফেলেছিল।

মুক্তিফৌজের সৈনিকেরা রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের মুক্তি অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন, আর পাক ফৌজ পরের দিন তাদের এই পরাজয়ের উসুল তুলতে বাকরা ও পাল্লা পাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল।

মুক্তিফৌজ ২টি সামরিক ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছে

মুজিবনগর, ২৩ শে অক্টোবর (ইউ, এন, আই)- মুক্তিবাহিনী পূর্বের সংবাদে প্রকাশ, গত পাঁচ দিনে মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়া জেলায় ডিনামাইট এবং মাইনের সাহায্যে দুটি সামরিক স্পেশাল ট্রেন এবং একটি গাড়ী উড়িয়ে দিয়েছে এবং অন্ততঃ ৮৩ জন পাক সৈন্য নিহত এবং অপর কয়েকজন আহত হয়েছে।

গত ২১শে অক্টোবর মেহেরপুরের নিকট কামেদপুর এবং কালাচাঁদপুরে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একজন ক্যাপ্টেনসহ ছ'জন পাকিস্থানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী গেরিলারা কুষ্টিয়া জেলায় জীবননগর এবং গনজারি এলাকায় তার সরিয়ে এবং খাম্বা তুলে ফেলে টেলিযোগাযোগ বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ২১ শে আক্টোবর কুষ্টিয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ফলে কুষ্টিয়া এবং ঢাকার মধ্যে টেলিফোন সংযোগ প্রায় আধাঘন্টা বিচ্ছিন্ন থাকে এবং এক্সচেঞ্জেরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

শান্তি কমিটির সভাপতি নিহত

করিমগঞ্জ, ২৩শে অক্টোবর- আজ সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ,মুক্তিবাহিনী ২১শে অক্টোবর রাতে বাংলাদেশের সুলতানপুরে তথাকথিত শান্তি কমিটির সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদগ চৌধুরীকে হত্যা করেছে।

প্রকাশ, মিঃ চৌধুরী করিমগঞ্জ সীমান্তের পাক নাশকতাকারীদের পরিচালিত করছিলেন এবং গুপ্তচরদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করছিলেন।

গত ২০ শে অক্টোবর পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ডিগবাইল সারি নদী পার হচ্ছিল, তখন মুক্তিফৌজ অতর্কিত আক্রমণ করে গানবোটটা ডুবিয়ে দেয়। ফলে পাঁচজন পাক সৈন্য মারা যায়। ১৮ই অক্টোবর দক্ষিণ ছাতক এলাকায় মুক্তিফৌজ তিনটি লঞ্চ এবং তিনটি স্পীড বোট ডুবিয়ে দেয় এবং বহু পাক সৈন্য হতাহত হয়।

ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সেক্টরে মুক্তিফৌজ গেরিলারা মীরপুর এলাকায় অতর্কিতে একটি সামরিক টহলদার দলকে আক্রমণ করে এবং দুজন সৈন্যকে হত্যা করে। মাতুয়া এলাকায় হানা দিয়েও তারা দুজন পাক সৈন্যকে খতম করে । গত ১৬ই অক্টোবর নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়ায় সাতজন পাক সেনা নিহত এবং অপর সাত জন আহত হয়।

রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী এলাকায় মুক্তিফৌজ গেরিলারা অমরখানা এলাকায় চারজন পাক সেনাকে হত্যা করে। যশোরের শিমলা এলাকায় দুজন পাক সৈন্য নিহত এবং দুটি রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

-যুগান্তর, ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

ফেনী এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে, কুমিল্লা কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত

মুজিবনগর, ২৪শে অক্টোবর- এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক ঘাঁটিতে হানা দিয়ে প্রায় ৮০ জন পাক সৈন্যকে খতম করেছেন। এছাড়া মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়া, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা এবং ভেড়ামারা অঞ্চলে কয়েকটি আক্রমণ চালিয়ে পাক বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর গুরুতর আঘাত হেনেছে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় যে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমনের ফলে এই সব অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নতুন সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে। পদ্মা এবং মাথা ভাঙ্গা নদী দিয়ে সরবরাহ ব্যবস্থা আটুট রাখার চেষ্টায় গত কয়েক দিনে পাক বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সৈন্যরা কৃষ্ণনগর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভেড়ামারায় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদবাহী দুটি স্পীড বোট আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয়। ১০ জন খান সেনা নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গায় একটি রেল লাইন উড়িয়ে দেয়, ফলে পাক সৈন্যদের জন্যে খাদ্যবাহী একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। পাক সেনারা বেপরোয়া গুলী চালায়, ফলে কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী কুলী নিহত হয়। মুক্তিবাহিণী কুষ্টিয়া এবং দর্শনার মধ্যে টেলিফোন লাইন নষ্ট করে দিয়েছে।

কুমিল্লা রণাঙ্গনে

আগরতলা, ২৪শে অক্টোবরঃবাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা জেলার মান্দাবাগ অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা মুক্ত করেছে। মুক্তিবাহিনী কসবা খণ্ডে আড়াইবাড়ী দখল করেছে বলে সীমান্তের ওপারে মুক্তিবাহিনীর সদরে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সড়কটি অতিক্রম করেছে এবং মুক্ত করেছে। এই সার্থক অভিযান কুমিল্লার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাক বাহিনীর বহু নিয়মিত সৈন্য হতাহত হয়েছে। হানাদাররা সড়ক ত্যাগের পূর্বে ১২টি মৃতদেহ ফেলে গেছে।

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক সৈন্যের প্রচন্ড সংঘর্ষ

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমায় গত এক মাসে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফটেন্যান্টসহ ছ'শোর বেশী পাক-সৈন্য প্রচন্ড সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছে।

এই মহকুমায় একটি বিরাট অঞ্চল এখন মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুক্তিবাহিনী গত এক মাস ধরে পাকফৌজকে বার বার তাড়াতে পেরেছে বলে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া কর্তৃপক্ষ মহলের খবর থেকে জানা গেছে।

মুক্তিবাহিনীর হিসাব অনুযায়ী এই মহকুমার পশুরাম, চিতোলিয়া ও সালালারে একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসারসহ অন্ততঃ ৮৪ জন পাক সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়েছে।

-যুগান্তর, ২৫ শে অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

নাগরপুর থানা আক্রমণঃ রাজাকারসহ ২৭ জন পাক সেনা নিহত

গত ১৬ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনী ভোর ৪টায় নাগরপুর থানা আক্রমণ করেন। এই আক্রমনের ফলে রাজাকাররা শুধু ভীতসন্ত্রস্তই হয়নি, দলে দলে আত্মসমর্পণ করা শুরু করেছে। অপরপক্ষে জনমত এত শক্তিশালী হয়েছে যে, রাজাকাররা এখন আর গ্রামে প্রবেশ করে ধন-সম্পদ লুট করে নেবার সাহস পায় না। এই সাফল্যজনক আক্রমণে রাজাকার সহ কমপক্ষে ২৭ জন পাক সেনা নিহত হয়। আহতদের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। যুদ্ধ চলাকালী নগারপুর থানা এলাকার উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে রাজাকারদের পালিয়ে যেতে দেখা যায়। পলায়নপর রাজাকাররা মুক্তি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানা গেছে।

হানাদারদের শ্মশানঃ ৪২ জন নিহত

বিগত ২৩শে অক্টোবর কালিহাতী থানার চারানে মিলিশিয়াসহ রাজাকার এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতি সপ্তাহে রাজাকারদের এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে বদলি করা হয়। বল্লা শত্রু ঘাঁটি থেকে রাজাকারদের এমনি বদলির সময় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তি বাহিনী এই আকস্মাৎ আক্রমণে মিলিশিয়া এবং রাজাকারার দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনীর এই সাফল্যজনক আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ৩৯ জন রাজাকার এবং তিনজন মিলিশিয়া নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর কেউ হতাহত হয়নি।

পাথরঘাটায় মর্টার আক্রমণ

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিণীর মর্টার দল মির্জাপুর থানার পাথরকাটায় ৩" মর্টার থেকে দশ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। ঘাঁটির শত্রুসেনা পালিয়ে জীবন বাঁচায়। মুক্তিবাহিনী পাথরকাটা থেকে ৬টি রাইফেল এবং ৮০০রাউন্ড গুলী উদ্ধার করে।

এলাসিন ঘাটে ৬ জন হানাদার সেনা নিহত

সম্প্রতি নাগরপুর থানার এলাসিনে ১১ জন পাঞ্জাবী সেনার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর এক সম্মুখযুদ্ধ হয়। জামাতে ইসলামের একজন কাঠমোল্লা পাঞ্জাবীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী প্রথমে এই কাঠমোল্লাকে নিশান করে গুলীবর্ষণ করেন। এই যুদ্ধে কাঠমোল্লাসহ ৬জন পাঞ্জাবী হানাদার দস্যু নিহত হয়। এবং পিছনে হঠতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী তাদের অনেক দূরে পিছু ধাওয়া করে।

সিঙ্গুরিয়ায় রাজাকার নিহতঃ ৪ জন গুরুতর আহত

সম্প্রতি কদ্দুসনগর (ভূয়াপুর) থানার সিঙ্গুরিয়ায় মুক্তি বাহিনীর শক্তিশালী গেরিলা স্কোয়াড একদল রাজাকারকে আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণের ফলে রাজাকারদের মধ্যে ১১ জন নিহত হয় এবং ৪ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

রতনগঞ্জ ঘোনাবাড়ীতে বেয়নেটহীন যুদ্ধ

গত ২২শে আক্টোবর কালিহাতী থানার রতনগঞ্জ ঘোনাবাড়ীতে মুক্তিবাহিনী এবং বর্বর পাক দস্যু সেনাদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২১শে অক্টোবর সারারাত্রি পাহারারত থাকার পর ভোর রাতে মুক্তিবাহিনী ঘোনাবাড়ীর একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রকাশ, ঘোনাবাড়ীর একজন চোর রাজাকারে ভর্তি হয়েছিল। তারই এক নিকট আত্মীয় এই সংবাদ বল্লার শত্রুঘাঁটিতে পৌছে দেয়। রাজাকারসহ দেড়শো মিলিশিয়া ঘোনাবাড়ীতে মুক্তিবাহিনীর ৩০ জন জোয়ানকে ঘেরাও করে। সকাল ন'টা থেকে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং বিকেল চারটে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই আশ্চর্যজনক যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত হয়। উভয় পক্ষের গুলী ফুড়িয়ে গেলেই এই হাতাহাতি যুদ্ধের শুরুহয়। সম্মুখযুদ্ধ এবং পরে হাতাহাতি যুদ্ধে রাজাকারসহ কমপক্ষে ৪০ জন মিলিশিয়া নিহত হয়। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনীর ২জন অসম সাহসী জোয়ান শাহাদাত বরণ করেন। হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সি , আই নামক একজন অসমসাহসী যোদ্ধা দুইজন মিলিশিয়াকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন । উল্লেখযোগ্য যে, উভয়পক্ষের কারও রাইফেলেই কোন বেয়নেট ছিল না।

হানাদার সেনাদের রসদবাহী তিনটি নৌকা করতলগত

গত ১৯ মে আক্টোবর ভোর ৫টায় জল্লাদ সেনাদের রসদবাহী তিনটি নৌকা মুক্তিবাহিনীর কব্জাগত হয়। এই নৌকা তিনটিতে তিন হাজার তিনশত এক মণ গম ছিল। ঢাকা থেকে ধলেশ্বরী নদী দিয়ে টাঙ্গাইলের চারাবাড়ী এই গম অপসারণের কথা ছিল।

সিরাজগঞ্জ পাক ছাউনিতে আক্রমণঃ ৪ জন নিহত

গত ২৪শে আক্টোবর মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা স্কোয়াড সিরাজগঞ্জের পাক হানাদার দস্যু সেনাদের ছাউনিতে আকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে ৪ জন হানাদারকে নিহত এবং ৬ জনকে আহত করে। পরে স্কোয়াডটি নিরাপদে ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করে।

-রণাঙ্গন, ২৪ আক্টোবর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

বিজয় বার্তাঃ কুষ্টিয়া-যশোহর ও খুলনা রণাঙ্গনঃ

২৪শে আক্টোবর, দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা খুলনার ‘‘চাউলাহাসানের‘‘ বিউটি অফ খুলনা’’ লঞ্চখানা কোন এক গ্রাম থেকে হাইজ্যাক করে মুক্তাঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া খুলনার দু’জন কুখ্যাত মুসলিম লীগ দালালকে বন্দী করে নিয়েএসেছেন। উক্ত দালাল দু’জন বন্দী হওয়ায় স্থানীয় গ্রামের জনগণ এতদিনের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেল। এজন্য জনগণ মুক্তিবাহিনীর অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত দালাল দু’জন লঞ্চযোগে খুলনা যাচ্ছিল রাজাকার এবং পাক সেনা নিয়ে আসেত, এই সংবাদ পেয়ে একদল মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করে।

৯ই আক্টোবর খূলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমায় পাক আক্রমণকারীরা মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয় এবং এই বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে একজন অফিসারসহ ১০ জন পাক আক্রমণকারী শত্রূসৈন্য নিহত ও অনেকে গুরুতররূপে আহত হয়। মুক্তি বাহিনী এখান থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র দখল করেন।

বঙ্গবন্ধু নৌবহরে আলোচনা সভা

২৩শে আক্টোবর , বাংলাদেশের ৯নং সেক্টরের কোন এক স্থানে বঙ্গবন্ধু নৌবহর নং -১ এ একটি নৌযানে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ, সরকারের উচ্চতম পদের কর্মচারীগণ এবং মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কগন অংশগ্রহন করেন, অতিথীগণ বঙ্গবন্ধু নৌবহর নং ১ পরিদর্শন করেন।

প্রকাশ থাকে যে এই সকল নৌযান ৯নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হতে পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এসেছে। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষদিকে মুক্তিযোদ্ধারা একখানা বৃহৎ নৌযান হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে বঙ্গবন্ধু নৌবহরের সাথে যোগ করেছে।

রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নঃ ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট রণাঙ্গন

ময়মনসিংহ জেলার হাতিবাগান অঞ্চলে পাক সৈন্যের উপর মুক্তিবাহিনীর এক প্রবল আক্রমণে ২০ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। মুক্তিবাহিনী এই অঞ্চলে কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মধ্যকার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করে দেন। মুক্তিবাহিনীর কৌশলী গেরিলারা ১৩ই অক্টোবর গৌরীপুর থানা আক্রমণ করে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র দখল করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত অপর এক খবরে জানা যায় টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। গোপালপুর থানায় মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে ২৫ জন হানাদার পাকসেনা নিহত হয়। ঢাকায় কালিয়াকৈর অঞ্চলের রাজাকারদের ঘাঁটি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ী হতে ৬০ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। ঢাকা ও টাঙ্গাইল সড়ক পথের মধ্যকার অনেকগুলো সেতু মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ধ্বংস করে দেন এবং এর ফলে উপরিউক্ত সড়কের যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

বিস্তারিত খবরে প্রকাশ বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবেত মুক্তিবাহিনী শহরের সন্নিকটে কোন এক ময়দানে সমবেত হন এবং সন্ধ্যাবেলায় প্রায় এক সহস্র মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সেনানী পাক বিরোধী বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শহরের কয়েকটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। হানাদার বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এ সময়ে ছাউনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। শহরের কোন এক সড়কে পাহারারত ৭ জন হানাদার শত্রূসৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম হয়।

বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে যে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী বরিশাল জেলার মেহেদীগঞ্জ নামক পাক সেনাদের দুখানা লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়। এ সংঘর্ষে ১৯ জন পাক সেনা খতম হয়। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে মেহেদী গঞ্জ থানার প্রায় সকল রাজাকার ও পাক দালাল বহু পূর্বেই খতম করা হয়েছে-মেহেদীগঞ্জ থানার সমুদয় অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে।

রাজাকার কমান্ডারের আত্মসমর্পণঃ রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী রণাঙ্গন

৯ই অক্টোবর পুলিশগাঁও অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ৩ জন পাকসেনা খতম হয়। অদিতমারীর উত্তরাঞ্চলে ভূতেশপুর পাক ঘাঁটি মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এই আক্রমণে তিনজন পাকসেনা নিহত ও পাঁচজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। ৯ই অক্টোবর গাইবান্ধা অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর কাছে বিপুলসংখ্যক রাজাকার আত্মসমর্পন করে। এছাড়া রংপুর জেলার হলিদাবাড়ি অঞ্চলের রাজাকার কমান্ডার হাবিবুর রহমান মুক্তিবাহিনীর কাছে আনেক অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৬ই আক্টোবর মুক্তিবাহিনীর মর্টার আক্রমণে দিনাজপুর জেলার ভাওয়ালগঞ্জ অঞ্চলের পাক ঘাঁটির বিপুল ক্ষতিসাধিত হয়-এই আক্রমণে ১৭ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়।

-বিপস্নবী বাংলাদেশ, ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

****

মুক্তিবাহিনীর জোর প্রস্তুতি

ঢাকা, ২১শে আক্টোবরন্ডপবিত্র রমজান মাসের প্রাক্কালে প্রদত্ত এক বানীতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন যে, মুক্তিবাহিনী এখন শত্রুর ওপর কঠোরতম আক্রমণ অভিযানের প্রস্ততি চালাচ্ছে।

তিনি বলেছেন, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষের দিকে আমরা এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। মুক্তিবাহিনী অচিরেই হানাদারদের নির্মূল করতে পারবে বরে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

মন্দাভাগ অঞ্চলে মুক্তিফৌজের বিরাট সাফল্য

ঢাকা, ১৯শে আক্টোবর-গতকাল রাত্রি ৩টায় মুক্তিফৌজ এক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়ে কুমিল্লা সেক্টরের মন্দাভাগ অঞ্চলের হানাদারদের একটি প্রচন্ড শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ,এর পূর্ব্বদিন মুক্তিফৌজের টহলদার বাহিনী ৫জন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সাঁজোয়া বাহিনীসহ ঐ ঘাঁটির দুই পাশ থেকে প্রচন্ড বিক্রমে আক্রমণ চালায়। তীব্র সংঘর্ষের পর ঘাঁটিটি মুক্তিফৌজ অধিকার করে নেয়। বাঙ্কারের মধ্যে তখণ ১৬৫ জন হানাদারদের মৃতদেহ, আর ৫জন আহতাবস্থায় কাতরাচ্ছে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্রও মুক্তিফৌজ সেখানে পায়।

মৃতদেহ, ৫জন ধৃত হানাদার এবং অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজ তাদের হেডকোয়াটারে নিয়ে আসে। এই ঘাঁটিটি দখল করার ফলে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূখন্ড হানাদার মুক্ত হয়েছে।

এই ঘাঁটির পতনের সংবাদ পেয়ে আজ বেলা ৩ টায় পাক জঙ্গী বিমানগুলো উন্মাদের মত ঐ ঘাঁটি লক্ষ করে নাকি বোমা বর্ষণ করে। কিন্তু বিমান আক্রমণের আভাস পেয়ে মুক্তিফৌজের জওয়ানরা ঘাঁটির পার্শ্বস্থ একটি নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যায়। ফলে সরাসরি বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও মুক্তিফৌজের অদৌ কোন ক্ষতি হয়নি। পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে বোমা পড়ায় ৩ জন শিশু এবং ২ জন বে-সামরিক ব্যাক্তি নিহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দালাল হত্যা

নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা যায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার অন্তর্গত জোর পুকুরিয়া গ্রামের ইয়াহিয়া বিশিষ্ট কুখ্যাত দালাল আব্দুর রহমানকে মুক্তিফৌজ গেরিলারা চলন্ত বাস হতে নামিয়ে প্রকাশ্যে হত্যা করতে সমর্থ হয়।

পাক অস্ত্রবাহী দুটি জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ডুবিয়ে দিয়েছে

ঢাকা, ২০শে আক্টোবর- এখানে বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৮ই আক্টোবর বাংলাদেশ নৌ বাহিনী চট্টগ্রামের নিকট পাক সেনার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী দুটি বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। এই জাহাজের মধ্যে একটি পাকিস্তানী জাহাজ, নাম ‘‘নাসিম’’ । এতে দুটি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল। অপর জাহাজটি গ্রীসের নাম ‘‘এলভোস’’।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

রণাঙ্গন থেকে লিখছি

স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী দুঃসাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাগণের (মনোহরদি ও কাপাসিয়া থানার) চতুর্মখী আক্রমণে মনোহরদিস্থিত পাক বিবর ঘাঁটিটি গত ২১শে অক্টোবর সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ঘটনাস্থলে ২১ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়। মনোহরদি ও কাপাসিয়ার মুক্তিযোদ্ধাগণ ঘটনাস্থল হইতে যথাক্রমে ২জন ও ৩ জন দস্যু সেনাকে বন্দী করেন এবং বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেন। বাকী পলায়নরত ইয়াহিয়া সেনাগণের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিভিন্ন খন্ড যুদ্ধে ১১ জনকে হত্যা করেন ও ৬ জন জনাসাধারণের হাতে ধৃত হয়। এখন তাহারা মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী রহিয়াছে।

কাপাসিয়া থানায়ঃ- গোসিঙ্গাস্থিত শত্রুঘাঁটিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আচমকা হামলায় ৭ জন পাক সেনা নিহত হয়। ১৯শে অক্টোবরের এই ঘটনার দিনেই শত্রুরা ছাউনী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

রায়পুর থানাঃ -১৮ই অক্টোবর হাটুভাঙ্গাতে মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে ৩৫ জন পাক সেনা নিহত ও ৩৮ জন আহত হয়।

কালীগঞ্জ, জয়দেবপুর, শ্রীপুর ও শিবপুরের তরুণ মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রুর উপর প্রচন্ড চাপ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

-মুক্ত বাংলা, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

****

রণাঙ্গন সংবাদ

(মুক্তিফৌজ সূত্র)

চিলমারী রণাঙ্গনে গত এক সপ্তাহের মধ্যে বর্বর পাক সেনারা মর্টারের সাহায্যে আমাদের মুক্তিবাহিনীর আগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলির উপর গুলিবর্ষণ করে- কিন্তু আমাদের মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা সাহসের সঙ্গে অনুরূপগুলির দ্বারা উত্তরদান করে তাদের নিস্তব্ধ করে দেন।

রউমারী দখলে অসমর্থ ও বিপর্যস্ত পাক সেনারা এখন চিলমারী থানার অধিকৃত অঞ্চলে তাদের অত্যাচার ও পোড়াও নীতিকে জোরদার করেছে।

আর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে অক্টোবর আমাদের মুক্তিবাহিনী নির্ভিক জোয়ানগণ ময়মনসিংহ জেলার কামালপুর অঞ্জলে আক্রমণ পরিচালনা করে ৬৭ জন পাক সেনাদের খতম করে এবং বহুসংখ্যক পাক সেনাকে আহত করে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলা-বারুদ হস্তগত করে। মুক্তিফৌজের সাফল্যজনক এই অভিযান পরিচালনা করেন মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর আবু তাহের।

বিলম্বে পাওয়া এক সংবাদে প্রকশ গত ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর আমাদের দুঃসাহসিক গেরিলা বাহিনী পৃথক পৃথক দুইটি অভিযানে ময়মনসিংহ-ঢাকা রেল পথ ও তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

-অগ্রদূত, ২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

****

মুনাফেকীর পরিণাম

ফুলবাড়িয়া, ২৫শে অক্টোবর, ভফুলবাড়িয়া থানার কালীগঞ্জ বাজারে আমাদের বীর জোয়ানরা রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করে ত্রিশজন রাজাকারকে হত্যা ও পঁচিশজনকে আহত করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করবে এই মর্মে এক খবর মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিতে প্রেরণ করে। আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কথায় বিশ্বাস করে ঘাঁটিতে আসতে অনুমতি দেন। সন্ধ্যার সময় মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঘাঁটির ভিতরে ইফতার করতে ব্যস্ত ঠিখ সেই সুযোগে প্রায় পঞ্চাশজন রাজাকার অতর্কিতে আক্রমণ করে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যায়। এই সংবাদ ভালুকা শাখা মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক জনাব আফসার সাহেব পাওয়া মাত্রই কালীগঞ্জে গিয়ে রাজাকার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান এবং ঐ তিনজন মুক্তি সেনাকে উদ্ধার করে ত্রিশজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করেন। মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানরা শত্রু ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন এবং ঘাঁটির পঁচিশটি রাইফেলসহ বহু গোলাবারুদ হস্তগত করেন। এ যুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ বিরাট সাহসিকতার পরিচয় দেন, তাঁরা পলায়নরত রাজাকারদের উপর দা, বল্লম, লাঠি-সড়কী নিয়ে আক্রমণ করেন। ফলে দু'জন রাজাকার ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং আটজন আত্মসমর্পণ করে।

কাদেরের নেতৃত্বেঃ কালিহাতী

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার রতনগঞ্জে গত ৪ঠা কার্তিক পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর ১৬ ঘণ্টাব্যাপী এক প্রচন্ড সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ৪০ জন পাক সেনা খতম হয় এবং অনেকে আহত হয়। আমাদের মুক্তিবাহিনীর তিনজন শহাদাতবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)

১৫ দিনে গেরিলান্ড

বর্তমান মাসের গত ১৫ দিনে আমাদের দুঃসাহসী গেরিলারা ১০৩৪ টি স্থানে হামলা করে ১০৯০ জন শত্রুসৈন্য খতম করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এ সময়ে বাংলার কুখ্যাত মীরজাফর মোনায়েম খাঁসহ আরও নয়শত জন দালালকে আমাদের আমাদের মুক্তিবাহিনীরা হত্যা করেছেন।

ডিনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়ে দেয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল ব্যাহত

গফারগাঁও,-গত ২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার রাত ১২টায় দুঃসাহসী গেরিলারা মুশাখালী ষ্টেশনের অগ্রবর্তী ২৫ হাত লম্বা হুরচুংগীর পুর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঐ রাতেই গেরিলারা লাইন পাহারারত শত্রুবাহী একটি ট্রেন অতর্কিত আক্রমণ করেন। এতে উনিশজন শত্রুসেনা নিহত হয় এবং প্রচন্ড আক্রমণে টিকতে না

পেরে ২৮ জন রাজাকার অস্ত্রসহ গেরিলাদের কাছে আত্মসমর্পন করে। গেরিলারা ট্রেনের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে ট্রেনটিকেও বিধ্বস্ত করে ফেলেন। পুলটি বিধ্বস্ত হওয়ায় ঢাকা ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে লড়েছে।

গ্রেনেড বিস্ফোরণ

ময়মনসিংহ,-গত ৯ই কার্তিক ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র গ্রেনেড নিক্ষেপ করে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার খতম করেছেন।

আমাদের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি জানিয়েছেন গত ২৬শে আশ্বিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একজন দুঃসাহসী মুক্তিসেনা গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। প্রচন্ড শব্দে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হওয়ায় ক্লাসে যোগদানরত ছাত্রদের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য

কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত

গত ২২ শে আশ্বিন শনিবার থেকে ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের চারিদিকে আবিরাম যুদ্ধ করে বীর মুক্তিযোদ্ধারা এক বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেছেন। শুধুমাত্র কিশোরগঞ্জ শহর ব্যতীত মহকুমার অন্যসব জায়গাই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা শহরের নিকটবর্তী মৌলানা আব্দুল হালিমের বাড়ীতে ক্যাম্প করে খোলাখুলি চলাফেরা করছেন।

দ্রুত পলায়ন

কালিয়াকৈর থানার ফুলবাড়ীয়া থেকে অধিনায়ক আফছার ও বীর কাদেরের আগমন সংবাদ শুনে পাক দস্যুর দলটি দ্রুত পলায়ন করে। ফুলবাড়ীয়া এখন আবার মুক্ত হল।

পুল বিধ্বস্ত

২৯ শে অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ বীর গেরিলাগণ কালিয়াকৈর থানার ফুলবাড়ীয়ার পূর্ব-উত্তর কোনার হাঁটুভাঙ্গার লোহার পুলটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিন দস্যু হানাদার বাহিনী শ্রীপুর হতে ঐ রাস্তা ধরে ফুলবাড়ীয়ায় আসছিল।

-জাগ্রত বাংলা, ৩০ আক্টোবর, ১৯৭১

****

সাবাস!

১২ই অক্টোবর। নীলফামারী হইতে একটি ট্রেন সৈয়দপুরের দিকে যাইতেছে। ট্রেনের একটি কামরায় তিনজন বন্দী গেরিলা, হাতে ও কোমরে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা, প্রহরায় দুইজন হানাদার পাক সেনা।

মুক্তিসংগ্রামী গেরিলা তিনজন একদিন পূর্বে ডিমলা থানায় শত্রুর হাতে ধরা পড়িয়াছেন। প্রাতমিক নিপীড়নের পর তাঁহাদিগকে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। চলন্ত ট্রেন। যাত্রীরা নির্বাক।

হঠাৎ যাত্রীদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রহরারত পাক সেনাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া নেয়। গেরিলারা হাতের বাঁধন খুলিয়া দেয়।

গেরিলাদের সফল অভিযান অব্যাহত

নাবাবগঞ্জঃ গত ২৯শে অক্টোবর আমাদের মুক্তিবাহিনীর আটজন দুর্ধর্ষ গেরিলা নবাবগঞ্জ থানায় এক আক্রমণ চালিয়ে পাক হানাদার বদর বাহিনীর ৫২ জনকে হত্যা করে এবং ২৮ জন রাজাকারকে অস্ত্রশস্ত্রসহ বন্দী করে। এ সংঘর্ষে আমাদের মুক্তিবাহিনীর একজন বীরযোদ্ধা শহীদ এবং অপর একজন সদস্য আহত।

লৌহজং : গত ২৬শে অক্টোবর শত্রুসৈন্যবাহী দু'টি স্পীড বোট শ্রীনগর থেকে যাত্রা করলে আমাদের বীর গেরিলারা পথিমধ্যে গোয়ালিনী মান্দ্রা বাজারের নিকট এক প্রবল আক্রমণে ৩৬ জন হানাদার সৈন্যকে নিহত এবং ৮ জনকে বন্দী করে। নিহতদের মধ্যে সুবেদার কোরবান আলী এবং ল্যান্স নায়েক মোনসের খানও রয়েছে। এ সংঘর্ষে দু'টি হালকা মেশিনগান ও ৩৪ টি রাইফেলসহ বেশ কিছু গোলবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

শ্রীনগরঃ গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীনগর থানার কামারখোলা গ্রামে আমাদের মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা পাক সেনা ও রাজাকারদের একটি দলের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করে।

ছদ্মবেশী রাজাকার ধৃত ও নিহত

গত ২৫শে অক্টোবর আমাদের গেরিলারা শেখেরনগরে একটি স্পীড বোটে তল্লাশী চালিয়ে চদ্মবেশী দু'জন বিহারী রাজাকার গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের হত্যা করা হয়। সংবাদে প্রকাশ কয়েকদিন আগে গোয়েন্দাগিরি করতে এসে আরেকজন রাজাকার চুরাইনের জাগ্রত জনতার হাতে ধরা পড়ে প্রাণ দেয়।

দালাল নিধনঃ গত ১৫ই অক্টোবর আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে হানাদার বাহিনীর দিশারী কুখ্যাত দালাল মাওলানা আহমদ উল্লাহ ও তাঁর ছেলে বাহরুল ধরা পড়লে তাদেরকে গণআদালতে উপস্থিত করা হয়। দেশমাতৃকার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানীল প্রায়শ্চিত্তস্বরুপ তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

রাজাকারদের আত্মসমর্পণ

জয়পাড়া থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেনন্ড গত ২৬শে অক্টোবর কিনাই মোল্লার ছেলেসহ ১২ জন রাজাকার অস্ত্রশস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে।

-বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

* * * * *

রাজধানীতেও পাক বাহিনী কোণঠাসা

ঢাকা, ৩১শে অক্টোবরন্ড মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকা শহরে খুবই সক্রিয় হওয়ায় পাক সৈন্যবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বলে লন্ডনের 'সানডে টাইমস' এ এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সানডে টাইমসের বাংলাদেশস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, প্রায় আট শতাধিক গেরিলা সম্প্রতি ঢাকা শহরের কর্ম্মব্যস্ত অঞ্চলে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে। গেরিলাদের আক্রমণের ফলে পাক বাহিনীর বিমানঘাঁটি যাওয়ার পথে পিল বক্স তৈরী করেছে এবং পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমানগুলি ওঠানামার পদ্ধতিও বদলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত বোয়িং বিমানগুলি সব আলো জ্বেলে ঢাকা বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করতো। কিন্তু এখন বিমানগুলি যথাসম্ভব বিনা আলোয় জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করছে।

মুক্তিবাহিনী আবার জাহাজ ডুবিয়েছেনঃ পাক সৈন্যরা মরছে

ঢাকা, ২৮শে অক্টোবরঃ পাকিস্তান সরকার উপকূলবাহী একটি নতুন জাহাজ সংগ্রহ করেছিল। গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী এ জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। জাহাজটির নাম এস, এস, সপ্তডিঙ্গা। অত্যাবশ্যক সামগ্রী বোঝাই করা এই জাহাজটি বরিশাল-খুলনা রুটে ছিল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ১ নভেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

মাদারীপুর বরিশাল খুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হানাদার বাহিনী নাস্তানাবুদ

**\ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি **

বাংলার অগ্নিসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের জেলা অঞ্চল ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাঁহাদের গেরিলা তৎপরতা জোরদার করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা গোপালগঞ্জের নিকট মধুমতী নদীতে এবং ভাটিয়াপাড়া এলাকায় দস্যুবাহিনীর প্রহরাধীনে পাট বোঝাই কয়েকটি বার্জ এবং হানাদার সৈন্যবাহী কয়েকটি লঞ্চ ডুবাইয় দিয়া জঙ্গিশাহীর হৃৎকম্পনের কারন ঘটাইয়াছেন। ইদানীং জঙ্গীসেনারা এই পথে লঞ্চ কিংবা মাঝারী আকৃতির ষ্টিমার দিয়াও চলাচল করিতে সাহস পাইতেছে না। এই অঞ্চলের নদী পথে খানসেনাদের লঞ্চ ডুবাইয়া দেওয়া, আক্রমণ করা কিংবা মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক দখল করিয়া লওয়ার তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি মাসের গোড়ার দিকে গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাটিয়াপাড়ার নিকট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে প্রচন্ড মার খাইয়া হানাদার বাহিনী বোমারু বিমানের সাহায্যে ভাটিয়াপাড়া এলাকায় নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে হত্যা এবং কয়েকটি গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াও এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি ইহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনিতে পারে নাই।

গত ১৭ই অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা জেলার বয়রা এলাকায় লালসিয়া নামক একটি বড় জাহাজ এবং একখানি বার্জ ডুবাইয়া দিয়া জঙ্গি শাসকদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জাহাজটি খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানার জন্য সুন্দরবন এলাকা হইতে সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হইত। ইদানিং ইহাকে খান সেনাদের চলাচলের জন্যও ব্যবহার করা উচিত বলিয়া জানা যায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নৌ ইউনিটের দুঃসাহসী কমান্ডোরা চলতি মাসের গোড়ার দিকে মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত টেকেরহাট এলাকায়ও দুইখানি লঞ্চ ডুবাইয়া দিয়া খানসেনাদের চলাচল ব্যাহত করিয়া দেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়ে বরিশাল জেলার গৌরনদী এলাকায়ও খানসেনাদের একটি লঞ্চ পুড়াইয়া দেন এবং বরিশাল সদর উত্তর মহকুমার তথাকিত প্রশাসক, পুলিমকর্তা এবং পাঞ্জাবী পুলিশকে হত্যা করেন।

এইসব জলাঞ্চলের স্থল এলাকার থানা দফতরগুলিতে হানাদার বাহিনীর যে সব ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে, স্বাধীনতা গেরিলা তৎপরতা এখন এইসব ঘাঁটির উপর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। মৃত্যু ভয়াল পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ধলেশ্বরী আর মধুমতীর উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে লালিত পালিত দুর্জয় মুক্তি সেনারা আধুনিক ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হানাদার সৈন্যদের পানিতে ডুবাইয়া মারিয়া ময়লা আবর্জনার মত ভাসাইয়া দিতেছেন।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জে হানাদার সৈন্যদের ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া অসমসাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভেদরগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল সংখ্যক খানসেনাদের সহিত এক দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পৌনে দুইশত খানসেনা খতম করেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া জীবিতদের মধ্যে ৯ জন খানসেনা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে

এবং অবশিষ্ট খানসেনারা পালাইয়া প্রাণ বাঁচায়। মুক্তিযোদ্ধারা কাপুরুষ খানসেনাদের নিকট হইতে প্রায় দুইশত চীনা রাইফেল. কয়েকটি মাঝারী মেশিনগান এবং প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ দখল করে।

এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা বরিশাল জেলার কাউখালী এলাকায়ও হানাদার বাহিনীকে সমুচিন শিক্ষা দেন। কয়েক ঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ সংঘর্ষে ৩৭ জন খানসেনা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে খতম হয়।

অবশিষ্ট খানসেনারা অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ৮টি রাইফেল, কয়েকটি মাঝারি মেশিনগান এবং প্রচুর পরিমাণ গোলবারুদ দখল করিতে সক্ষম হন।

গত ২৩শে অক্টোবর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা খুলনা জেলার আশাশুনি এলাকায় একটি রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালাইয়া ৬৪ জন রাজাকার খতম এবং প্রায় ৪০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করেন। এই সময় তাহারা ৫টি রাইফেলও দখল করেন।একই দিনে তাহারা খুলনা জেলার পাটকেলঘাটায় হানাদার বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া ১৫ জন খানসেনা হত্যা করেন। ইহাছাড়া তাঁহারা খুলনার শ্যামলনগর এবং ভাটশালা এলাকায় খানসেনাদের উপর পৃথক আক্রমণ চালাইয়া ১১ জন দস্যুসেনাকে খতম করেন।

-বাংলার বাণী, ২ নভেম্বর, ১৯৭১

Mukti Bahini claims heavy toll of Pak troops

AGARTALA, NOV.3-The Bangladesh liberation forces claimed heavy tool of Pakistani troops 376 dead and about 100 injured in a series of engagements in Dacca, Comilla and Noakhali districts last week, reports PTI.

According to reports reaching here today from across the border, the Mukti Bahini captured huge quantities of arms and ammunition and took prisoner three Pathan soldiers and 53 Razakars.

In a guerilla attack on a Pakistani Army detachment at the Hasirampur police station in Dacca last week, the Mukti Bahini killed 86 Pakistani troops in a battle lasting several hours. Arms and ammunition captured in this egagement included a machine-gun, two LMG's and 38 light weapons, besides huge stock of ammunition. The Pakistani wireless centre attached to the station was destroyed.

In another encounter in the same area, Bangladesh guerillas killed 27 Pak trops.

Continuing their attacks on the Pakistanis forward positions around Comilla town the Mukti Bahini repeatedly pierced the Pakistani posts off Kotbari in a series of encounters on October 28. Altogether 147 Pakistani troops were killed and a considerable quantity of arms and ammunition were left behind by the retreating Pakistani Army.

In the Feni area of Noakhali district, the Mukti Bahini consolidated their defence line up 16 Malibil captured Wilakhi on October 26 after several engagements with the Pakistani forces who left 125 dead on the battle-field. While another 400 were injured.

The Mukti Bahini has virtually besieged Kishorgonj, a sub‑divisional town in Mymensingh district and occupied Pakundia, Hosinpur, Kattadi, Itna, Austagram,

Karimganj and Nikli Police station in Kishorgonj sub-division, according to reports received at Liberation Army headquarters at Mujibnagar today, reports PTI.

Twenty-four enemy troops were killed in commando attacks by the freedom fighters on Pakundia and Hosainpur police stations during the said period.

The guerillas also disrupted the railway link between Kishorganj and Mymensingh by demolishing a number of Railway bridge and culverts in between Kishorganj and Gauripur. Railway services between Kishorganj and Bhairab Bazar were put out of commission. The liberation forces also destroyed a road bridge connecting Kishorganj with Mymensingh town.

The reports said the sub-divisional headquarters of Kishoreganj was virtually besieged and the Pakistani Army was getting its supply only through helicopters.

At least 100 Pak troops and Razakars were annihilated in fierce encounters with the Mukti Bahini at Kataldangi, Bhaturia and Jadurani in Ranisandoil police station of Dinajpur during the past three days, according to reports received from across the border.

Seventeen Pakistani soldiers were killed on the spot and 30 others wounded in a fierce fighting with Mukti Fouj in Radhanagar area of Sylhet district during the last 24 hours.

-Hindusthan Standard, 5 Nov. 71

****

বিজয় বার্তা

ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রণাঙ্গনঃ ২৭শে অক্টোবর কুমিল্লার নয়নপুরে মুক্তিবাহিনী মর্টারের সাহায্যে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে পাঁচজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন। ঐদিন গিলাতলা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বীর গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ করে তিনজন পাক সৈন্যকে নিহত করেন।জয়নগরে অন্য একটি আক্রমণ চালিয়ে দুইজন পাক সৈন্যকে হত্যা ও তিন জনকে খতম করতে তাঁরা সমর্থ হন।

২৬শে অক্টোবর, ছাগলনাইয়া মুক্তিবাহিনী মাইনের সাহায্যে একটি পাকিস্তানী ট্রাক ধ্বংস করে। ঐ আক্রমণ পাক বাহিনীর সাতজন নিয়মিত সৈন্য ও পাঁচজন অনিয়মিত সৈন্যকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। ঐ একই দিন আবুরকান্ট এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক বাহিনীর মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। মুক্তি বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। খবরে প্রকাশ, উক্ত এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

এয়মনসিংহ-সিলেট রণাঙ্গনঃ অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ময়মনসিংহ জেলার নোকলা, নলিতাবাড়ী, পূর্বধলা এবং দুর্গাপুর থানায় কয়েকটি উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন অনিয়মিত শত্রুসৈন্য খতম করেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন। ২৯শে অক্টোবর ঠাকুরকোনার নিকটে পাক টহলদার সৈন্যদলের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ২জন নিয়মিত, ৪জন অনিয়মিত শত্রুসৈন্য হত্যা করতে সমর্থ হন। ওই দিন মুক্তিবাহিনী জামালপুর ও বাহাদুরাবাদ ঘাট-এর মধ্যবর্তী এলাকায় রেললাইন উড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। তাঁরা ঐ সময় পাহারারত ২ জন রাজাকারকে জীবিত অবস্থায়

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। ২৮শে অক্টোবর মুক্তিসেনারা ধলাই চা বাগানে অবস্থানরত সৈন্যর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ২১ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয় এবং তদুপরি আরো বহু অনিয়মিত সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের ৩ জন বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তাছাড়া মুক্তিসেনারা বারলেখা এবং কাটলিমারার মধ্যবর্তী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিয়ে পাক সেনাদের দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করেন।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আমুরা এলাকায় মুক্তিবাযোদ্ধারা রাজাকার ও নিয়মিত সৈন্যের সমস্বয়ে গঠিত পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ২ জন হানাদার শত্রুকে নিহত করেন। ত্রিমোহিনীতে পাক সৈন্যদের সঙ্গে আরেকটি মারাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তি যোদ্ধারা ১২ জন পাক সৈন্যকে খতম করেন। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের একজন তরুণ যোদ্ধা শহীদ হন।

রংপুর-রাজশাহী রণাঙ্গনঃ ২৭শে অক্টোবর জগৎপুর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সৈনদের একটি মিশ্র টহলদার দলের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে ৯ জন শত্রুসেনা খতম ও ৪ জনকে আহত করেন। এর আগে ২৪শে অক্টোবর একই এলাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে ৫ জন অনিয়মিত শত্রুসেনা খতম হয়।

কুষ্টিয়া-যশোহর-খুলনা রণাঙ্গনঃ মুক্তিবাহিনী বীর যোদ্ধাগণ গোয়ালহাটের সন্নিকটে দু'জন এবং কোস্তনিয়ার নিকটে পাঁচজন পাক সেনাকে হত্যা করে। এছাড়া যশোহর জেলার গদখালী ও নাভারন এর মাঝামাঝি এক জায়গায় রেল লাইন উড়িয়ে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা চুনামকাঠির কোন এক জায়গায় ১৪টি রাইফেলসহ ১৮ জন রাজাকারকে আটক করতে সমর্থ হয়। খুলনা জেলার খাজুরা, হামিদপুর, লেবুতলা, ওসমানপুর প্রভৃতি এলাকায় হানাদার পাক বাহিনী আক্রমণ চালালে বীর আক্রমন চালিয়ে মুক্তি বাহিনী ৪ জন খান সেনাকে হত্যা করে।

বালাদেশ নৌ-বাহিনীর সাফল্য

বাংলাদেশ নেভাল ফোর্স ৯ নং সেক্টরে বেশ সাফল্যের সাথে মঙ্গলা ও চালনায় পাক সেনাদের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। নৌবাহিনীর ডুবুরিরা এ সকল আক্রমণ চালায়। এচাড়া নৌ-বাহিনী কয়েকটি নদী বন্দরে পাক সেনাদের বেশ কয়েকখানা লঞ্চ ও ষ্টিমার ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি সম্প্রতি একটি নৌ-যান পরিদর্শনে গেলে নেভাল লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ খুরশীদ (তথাকথিত আগরতলা মামলার আসামী)-এর সাথে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে এই নৌ-বাহিনী পাক সেনাদের যে কোন শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন যে এই সেক্টরের নেভাল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার পিছনে সকল অফিসার ও কমান্ডারদের দান অপরিসীম।

''মাহতাব জাবেদ'' নিমজ্জিতঃ ৪ঠা নভেম্বর, খবর পাওয়া গেছে, চট্টগ্রাম বন্দরে 'মাহতাব জাবেদ' নামের একটি বিরাট তৈলবাহী জাহাজের উপর মুক্তিবাহিনীর একটি দল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে ফায়ারম্যানসহ ৭ জন নাবিক হয় ডুবে মারা গেছে, নয়ত প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কেননা এদের কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জাহাজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ ছাড়া ১০ জন খালাসী গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

কিশোরগঞ্জ হানাদার মুক্ত

৩রা নভেম্বর, অসমসাহসী মুক্তিসেনারা ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ শহরটিকে হানাদারমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এই মহকমার পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদী, অষ্টগ্রাম, করিমগঞ্জ, ইটনা ও নিকলি থানাগুলি পূর্বেই মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে।

গেরিলাবাহিনী কিশোরগঞ্জ-গৌরীপুরের মধ্যে একধিক সেতু ও কালভার্ট ধ্বংস করে দিয়ে ময়মনসিংহন্ড কিশোরগঞ্জের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ ভৈরববাজারের মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

বর্তমানে কিশোরগঞ্জ শহরটি মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে । কিশোরগঞ্জে কয়েক দিনের সম্মুখ যুদ্ধে প্রায় ২০ জন হানাদার সেনা নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

-বিপ্লবী বাংলাদেশ, ৭ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ঢাকা আজ এক বিচ্ছিন্ন নগরী

ঢাকা হইতে ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, গত ৩রা নভেম্বর তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পোষাক পরিধান করিয়া ঢাকার প্রধান পাওয়ার ষ্টেশনের ভিতরে ঢুকিয়া পড়েন কয়েক দিন পূর্বে তিনজন ইঞ্জিনিয়ারের নিহত হওয়া সম্পর্কে তদন্ত করিতে আসিয়াছেন বলিয়া তাহারা প্রহরীদের জানান। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধারা উক্ত পাওয়ার ষ্টেশনের চারটি জেনারেটর এর মধ্যে তিনটি উড়াইয়া দেন এবং প্রহরীদের চোখে ধূলা দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

মুক্তিযোদ্ধাদের জোর তৎপরতার ফলে ঢাকার আশেপাশে ত্রিশ মাইল এলাকাব্যাপী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা পাওয়ার ষ্টেশনের ইঞ্জিনীয়াররা জানান আগামী কয়েকদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ইন্টরকন্টিনেন্টাল হোটেল, এবং বৈদেশিক কূটনীতিকদের আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোথাও আলো জ্বলিবে না।

অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া খবরে জানা যায়, ঢাকা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকা হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়কসমূহ ত্রিশ মাইলের ভিতর নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং প্রধান সড়কগুলির উপর মাইন সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

আমেরিকান সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানাইয়াছেন,মুক্তিযোদ্ধারা দুইটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অবরোধ করিয়া বেশ কিছু অর্থ উদ্ধার করেন।

ঢাকা পুলিশ সূত্র হইতে জানা গিয়াছে তিনজন যুবক ষ্টেনগান হাতে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া পড়েন। ঘটনাস্থল পরিত্যাগের পূর্বে তাহাদের সহযোগিতাদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

গত অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে পিলখানা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুঁতিয়া রাখামাইনের আঘাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই এবটি লরি বিধ্বস্ত হয়। ৯ই অক্টোবর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার আক্রমণে বেশ কিছুসংখ্যক হানাদার সৈন্য খতম হয়। তাহারা নরসিংদীর কাছে তিতাস গ্যাস পাইপলাইনও উড়াইয়া দেন।

৪ঠা নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা নৌবহিনীর জনৈক প্রাক্তন অফিসারের চারিজন পুত্রকে খতম করেন। তাহারা লুট এবং বাঙ্গালী হত্যায় হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করিতেছিলেন। ঐদিন রাত্রে বীর গেরিলারা সবুর খাঁর বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

তেজগাঁ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা নৌকায় করিয়া টহলদানরত একদল পাঞ্জাবী সেনার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। উক্ত সংঘর্ষে ৫ জন জানোয়ার নিহত হয়।

নভেম্বরের তিন তারিখে বাগডাঙ্গা এলাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন এবং বিভিন্ন টেলিফোন স্তম্ভ উড়াইয়া দেন।

-বাংলার বাণী, ৯ নভেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

Battle for Sylhet stepped up

Karimganj, Nov. 9- The fight for the liberation of Bangladesh has been stepped up in Sylhet district.

According to one Mukti Fouj official whom I met on the Bangladesh border yesterday told me that the liberation of the whole of Sylhet district was now a matter of a month or so.

So far three-fourth parts of Habiganj and Sunamganj subdivisions and half of North Sylhet are under the control of Mukti Fouj and now fight continues in Goainghat, Shari, Shalutikar, Kanaighat, Srimangal, Shamshernagar and other sectors within Sylhet district.

Besides Mukti Fouj guerillas, 10,000 freedom fighters are now engage in the fight against the Pakistan troops within Sylhet. The Bengal Regiment is fighting within Sylhet with Chinese arms which they had captured earlier.

-Hindusthan Standard, 10 Nov. 71

****

সিলেট রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর বিজয় অভিযান অব্যাহত

দুটি থানা দখলঃ ৬টি নৌযান ধ্বংস

সিলেট ও ময়মনসিংহ রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে খাঁচায় আটকা পড়া জানোয়ারের মত।

মুক্তিবাহিনীর দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধারা রাধানগর, সারিঘাট একং সানাইঘাটে পাক বাহিনীকে এমন ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে যে তাদের পক্ষে অন্যান্য চৌকির সাহায্য যাওয়া কিম্বা চলাফেরা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সালুটিকড় বিমান বন্দরের কাছাকাছি কোম্পানীগঞ্জের নিকটে মুক্তি সেনারা পাক হানাদারদের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাচ্ছে।

দিশেহারা পাক সেনারা মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে না পেরে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং পাকিস্তানী বিমান থেকে উক্ত এলাকায় অসামরিক অধিবাসীদের উপরে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবারে সিলেটের উত্তরভপূর্বে অবস্থিত রাধানগরে মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে পাক সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধে ১৭ জন পাক সেনা নিহতে এবং ৩০ জন আহত হয়েছে। রাধানগরে বিপর্যস্ত পাক সেনাদের সাহায্যের জন্যে সারিঘাট থেকে একদল সৈন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু মুক্তি যোদ্ধাদের প্রচন্ড আকমণের মুখে তারা নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাধানগরে যুদ্ধ চলছে বলে খবর পাওয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন পুর্বে মুক্তিবাহিনী সিলেটের বানিয়াচঙ এবং ধর্মপাশা থানা দুটি মুক্ত করেছিল। এখন ঐ দুটি এলাকায় আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের শক্তি আরও দৃঢ় করেছে।

মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড শেল ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণের মুখে পাকিস্তানী সেনারা তাদের পূর্বতন অবস্থান থেকে ক্রমাগত পেছনে হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

মুক্তিবাহিনীর প্রবল গোলবর্ষণে ঢাকা-আজমিরীগঞ্জ, শেরপুর নৌপথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিলেটের সরবরাহ প্রধানতঃ এই নৌ পথটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে সিলেট সেক্টরে পাক বাহিনীর জরুরী সরবরাহ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত এক পক্ষকালে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে এই নদী পথে ছ'টি জলযান ডুবে যায়। এই জলযানগুলো ঢাকা থেকে সিলেটে জরুরী সরবরাহ নিয়ে যাচ্ছিল।

পাক সেনা নিহত

জয়ন্তিপুর ও সারিঘাট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এত সোমবার মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে আটজন পাক সেনা নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা খুমারঘাট বিধ্বস্ত করেছে এবং সিলেট শহরের দু'টি বিদ্যুৎ পাইলন ধ্বংস করেছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাফন তৈরী হচ্ছে

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকায় বর্তমানে খুবই সক্রিয়। গেরিলাদের তৎপরতার ফলে পাক সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৮৯ জন পাকিস্তানী সেন নিহত হচ্ছে। ছুতাদের মৃত অফিসারদের কফিন তৈরী করার জন্য ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাজ করেছে। কবরস্থ করার জন্য পাক সৈন্যদের লাশ এই সব কফিনে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

সম্প্রতি লন্ডনের 'সানডে টাইমস' প্রত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে 'সানডে টাইমস'-এর সংবাদদাতা তাঁর রিপোর্টে সম্প্রতি ঢাকায় একাধিক সরকারী ভবনের উপর আটশরও বেশী গেরিলার ধারাবাহিক আক্রমনের কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সরকারী বাড়ী শহরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে অবস্থিত।

. উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, গেরিলা আক্রমণের ফলে পাক বাহিনী বিমান বন্দর সুরক্ষিত রাখার জন্য বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রধান সড়কের দু'পাশে 'পিল বক্স' স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

-জয় বাংলা, ১২ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

চৌগাছায় তুমুল লড়াই

বনগাঁ সীমান্ত, ২৭শে নভেম্বর- যশোর থেকে অসামরিক লোকদের অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক অসমর্থিত সংবাদে জানা গেছে যে, যশোর শহরের কিছু লোক ভারতের ২৪ পরগনা সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে আশ্রয় চেয়েছে।

রেডিও পাকিস্তান আজ স্বীকার করেছে যে, যশোরের চৌগাছায় তুমুল লড়াই চলেছে। চৌগাছা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে। যশোর ক্যান্টনমেন্টের লড়াইয়ে পাকিস্তানী ফৌজের জয়লাভের জন্য রেডিও পাকিস্তান মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানিয়েছে। যশোর রক্ষার জন্য প্রতিটি সৈন্য ও প্রতিটি লোককে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে বলা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী নোয়াখালী জেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। গত রাত্রে মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখল করে ঐ জেলার সদর ফেনী অভিমুখে অভিযান করে আজ ছাগলনাইয়া দখল করেছে। ছাগলনাইয়া ফেনী শহর থেকে মাত্র চার মাইল উত্তরে।

যশোর শহর থেকে প্রায় আঠার মাইল পশ্চিমে ঝিনাইদহ পাঁচমাথার মোড় দখল করে মুক্তিবাহিনী সেখানে তাদের ঘাঁটি শক্তিশালী করেছে। ঝিকরগাছায় আজও যুদ্ধ চলছে। কপোতাক্ষের উপরকার গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি এখনও পাকিস্তানীদের দখল। পশ্চিম রণাঙ্গনে দিনাজপুর জেলার পঁচাগড় পুনরুদ্ধারের জন্য পাকিস্তানী ফৌজ আজ সেখানে আরও শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ নভেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

Guerillas Blast US ship

According to a Dacca report US AID officials said on Saturday that the guerillas for the first time blasted an American ship carrying relief food grains with a limpet mine. The ship had UN markings.

The officials said the possibility of further attacks by the guerillas had complicated a massive relief programme already beset with widespread spoilage of food costing at least US dollar 5 million and by delays at, overcrowded ports.

-Hindustan Standard, 14 Nov. 71

*　　*　　*　　*　　*

বৃটিশ জাহাজ খতম

বাংলাদেশের গেরিলারা চলনা বন্দরে একখানা বৃটিশ জাহাজের উপর গুলীবর্ষণ করলে জাহাজটি চালনা ছেড়ে পালিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। জাহাজটি প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

জাহাজটির নাম ‘‘সিটি অব সেন্ট আলবানস’। জাহাজটি গত বুধবার দিন কোলকাতা খোক খুলনার চালনা বন্দরে এসেছিল পাট নিয়ে বিদেশে যাবে বলে।

খবরে আরো জানা গেছে, জাহাজটি চলনা বন্দর ছেড়ে কোলকাতায় আশ্রয় নিলে সেখানকার অবস্থানরত অন্যান্য বিদেশী জাহাজগুলি বাংলাদেশে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

পাঞ্জবী পুলিশরা পালাই পালাই করছে

১২ই নভেম্বর, বাংলাদেশে মুক্তিফৌজ দমনে জঙ্গী ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ হাজার পাঞ্জাবী পুলিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিফৌজ দমন তো দূরের কথা এখন এইসব পাঞ্জাবী পুলিশরাই পালাই পালাই করছে বলে ডেইলি টেলিগ্রাফের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, এই সব পাঞ্জাবী পুলিশদের সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনা হয়েছিল। এই সব পুলিশদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তারা এখন দাবী তুলেছে তাদের ফেরার ব্যাপারে একটা সঠিক তারিখে দিতে হবে।

টাঙ্গাইল

আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে মুক্তিবাহিনী টাঙ্গাইল জেলা থেকে পাক সেনাদের হটিয়ে দিয়েছে। পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানা পর্যন্ত টাঙ্গাইলের মুক্তাঞ্চল সম্প্রসারিত হয়েছে এবং দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়েছে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানা পর্যন্ত। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের মধ্যে রেল সংযোগও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলার ভাটিয়াপাড়া এলাকায় মুক্তিবাহিনী এক আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জন পাঞ্জাবী পুলিশ হত্যা করে। ভেদরগঞ্জ থানায় এক আক্রমণ চালিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাঞ্জাবী পুলিশ ও পাক দালালসহ ৮৫ ব্যক্তিকে হত্যা করে। ডুমুরিয়া থানায় এক আক্রমণ চালিয়ে একজন মেজর ও একজন ক্যাপটেনসহ ৭২ জন পাঞ্জাবী পুলিশ খতম করে। মোকসেদপুর থানায় অপর এক আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেন সহ ৭২ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং এছাড়া ১৭ জন রাজাকার খতম হয়। গোপালগঞ্জ মহকুমা ফাকুরা নামক স্থানে মুক্তিবাহিনী এক আক্রমণ চালিয়ে ৮৩ জন পাঞ্জাবী সেনা খতম করে এবং এ ছাড়া বহু পাঞ্জাবী সেনা জখম হয়। এই সংঘর্ষে ১৫ জন রাজাকারও নিহত হয়।

বরিশাল : নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বীর মুক্তিযোদ্ধারা হিজলা থানা আক্রমণ করে, ফলে ৭ পাঞ্জাবী পুলিশ ও ৮ জন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা হিজলা থানা থেকে ৩০টি রাইফেল উদ্ধার করে। ঐ একই দিনে মুলাদী থানা আক্রমণ করা হলে থানার কর্মচারীরা মুক্তিবাহিনীর কাছে ৪০ টি রাইফেল এবং ২১ শত রাউন্ড গুলিসহ আত্মসমর্পণ করে। মুলাদী থানার ৩ জন রাজাকারকে গ্রামবাসীগণ পিটিয়ে হত্যা করে। আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে বরিশাল জেলার প্রতিটি মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন আছে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে তুষখালী থানায় আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ ও রাজাকারকে বন্দী করা হয়। থানা থেকে বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এখানকার সরকারী গুদাম থেকে খাদ্যশস্য উদ্ধার করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরন করে দেয়।

রংপুর : রংপুর রণাঙ্গনের ডিমলা, নিলফামারী এবং ডোমার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বসুরা এবং ফুলছড়ি ঘাটের মধ্যে মুক্তিবাহিনী একটি সামরিক ট্রেন উল্টে দিতে সমর্থ হয়, ফলে ৫০ জন পাক সেনা নিহত হয়। ডিমলায় এক গেরিলা আক্রমণে ১০ জন পাকসেনা এবং কিছু রাজাকার নিহত হয়েছে।

যশোর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী যশোরের সাচানাঙ্গা এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ চালান। এই আক্রমণকে পাকিস্তানী সৈন্যদল মর্টার আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। পরে হানাদার বাহিনী পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ৩ জন পশ্চিমা সৈন্য নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। মুক্তিবাহিনী এখানে গোলবারুদসহ ৩ টি চীনা রাইফেল হস্তগত করে। মুক্তিবাহিনী বাগডাঙ্গা এলাকায় টেলিফোন তার ও খুঁটি বিনষ্ট করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

খুলনা : শ্যামনগর থানার কৈখালী নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকসেনাদের এক সংঘর্ষ ঘটলে ২ জন পাকসেনাসহ ৬ জন রাজাকার নিহত হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক পাকসেনা জখম হয়। মোল্লারহাট থানার চারকুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালালে ক্যাপ্টেন সেলিমসহ ১২ জন হানাদার নিহত হয়।

কুমিল্লা : সিমপুরের কাছে মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ২ জন শত্রুসেনাকে খতম করে এবং আরও ১৪ জনকে জখম করতে সমর্থ হয়। কোতওয়ালী কোটেশ্বর এলাকায় শত্রুছাউনির উপর মর্টার আক্রমণ চালিয়ে ২ জন পাকসেনাকে খতম করা হয় এবং আরও তিনজনকে আহত করা হয়।

সিলেট : বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে সিলেট জেলার গোয়াইন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালিয়ে ২৩ জন পাকসেনাকে হত্যা করে এবং বহু পাকসেনাকে জখম করে।

চট্টগ্রাম : হাতিয়া এবং সন্দ্বীপ থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে এবং এ ছাড়া চট্টগ্রাম শহরে গেরিলা তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে। গেরিলারা শহর ও শহরতলীর বিপুল সংখ্যক পাক দালালকে খতম করতে সামর্থ হয়। পাক সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে ছাউনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

-বিপ্লবী বাংলাদেশ, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

ফেনীতে মুক্তিফৌজের বিরাট সাফল্য

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : প্রচন্ড সংগ্রামের পর মুক্তিফৌজের বীর জওয়ানরা নোয়াখালী জেলার ফেনী অঞ্চলের বিরাট এলাকা সম্পূর্ণভাবে হানাদার মুক্ত করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঐ লড়াইয়ে ৩৯ জন পাক সৈন্য ও ১০ রাজাকার মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি মুক্তিফৌজ হস্তগত করেছে। বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান- এলাকাটি সামরিক গুরুত্ব অত্যাধিক এবং এটা মুক্তিফৌজের পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য।

বিলোনিয়া রেলস্টেশন মুক্তিবাহিনীর দখলে : সাতদিন ধরে প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসী যোদ্ধারা আজ পূর্ববঙ্গের বিলোনিয়া রেল স্টেশনটি দখল করেছে। দখলদার সেনারা এই অঞ্চল ত্যাগের পর রেল স্টেশনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ান হয়।

মুক্তিফৌজ কর্তৃক কসবায় বহু লক্ষ টাকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল : ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর : মুক্তিফৌজ কসবার মুক্তাঞ্চলের যুদ্ধে কমপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার হানাদার শত্রুদের গোলা-বারুদ দখল করে নিয়েছে। হানাদার বাহিনী পালিয়ে যাবার আগে সবকিছু ধ্বংস করে যেতে পারেনি। এখন মুক্তিফৌজ সেগুলি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিচ্ছে। কসবা এলাকায় মুক্তিফৌজের হাতে হানাদারদের মৃত্যুসংখ্যা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। কারণ মৃত দেহগুলি এখনও বাঙ্কার থেকে বের করা হচ্ছে।

এই অঞ্চলে হানাদার বাহিনীর ক্ষতি মারাত্মক হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানান।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

Daring Guerrilla Operation in Dacca

The heavily fortified city of Dacca has been the scene of daring guerilla operations in the past weeks. Over a dozen public buildings in the Motijheel area alone have been damaged by recent bomb explosions. Motijheel is the most important commercial district in Dacca.

A heavy explosion shock the heart of Dacca on November 11 when a bomb exploded near the main entrance to the General Post Office. Eyewitness saw three people killed, 21 injured and six cars destroyed. Another explosion ripped through Baitul Mukarram- one of the largest shopping centers in the city killing several persons and injuring 40 others, seven of them seriously, Dacca police reported on November 11.

The Mukti Bahini blew up the power station in Narayanganj- the most important industrial centre outside Dacca. Quating local police sources AFP reported last week that high-powered explosives placed inside the station by the guerillas demolished the entire building, dmaging the machinery.

The angency report also said that the Bengalli guerilas made a daring attack on Gandaria railway station in the outskirts of Dacca on November 9, taking the station staff as prisoners and setting the building on fire.

Occupation Army suffered in 2 Weeks

During the first half of October, the Mukti Bahini launched 1,134 guerilla operations in Bangladesh and killed 1,090 West Pakistani soldiers. Bengali freedom fighters liquidated 900 West Paramilitary, police, armed collaborators and quislings. During this same period, 450 colloborators also surrendered to the Mukti Bahini.

-Bangaldesh, 19 November, 197

রণাঙ্গন থেকে লিখছি

বাংলার বীর সন্তান তরুন মুক্তিযোদ্ধাগণ কাপাসিয়া থানায় ১৪-১১-৭১ তারিখে রানীগঞ্জে ১৭ জন হানাদার পশুকে হত্যা করেন। ১৭-১১-৭১ তারিখে বরমিতে ৪ জন, ১৮-১১-৭১ তারিখে গোরসিংগাতে বেশ কিছু সংখ্যক, ১৯-১১-৭১ তারিখে ঈদ করিবার ইচ্ছায় লুট করিয়া খাসী, ছাগল, মুরগী নিয়া নদী পার হইবার সময় ৯ জন হানাদার গুন্ডাকে হত্যা করেন। মনোহরদি, টঙ্গিবাড়ী, আড়াইহাজার, মুন্সিগঞ্জ থানাসহ ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত এবং পুরোদমে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলিতেছে। মুক্তিযোদ্ধাগণ নব- পদ্ধতিতে বিবর ঘাঁটি ধ্বংসে লিপ্ত রহিয়াছেন।

-মুক্ত বাংলা, নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ধলাপাড়ায় হানাদারদের বিপর্যয় : মেজরসহ ৯ জন নিহত

ঘাটাইল, গত ৭ই নভেম্বর ঘাটাইল থানার অন্তর্গত ধলাপাড়ায় প্রায় পাঁচশত পাক সৈন্যর সাথে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর ভোর সাড়ে চারটে থেকে শুরু করে ৬ ঘন্টাব্যাপী এক মরণক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর একজন মেজরসহ ৬ জন পশ্চিমা কুকুর এবং ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করেছে। খবরে প্রকাশ, ভোর রাতে দারুণ কুয়াশার আড়াল নিয়ে বর্বর কুকুরের মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণ করে । আমাদের জোয়ানরা এই আক্রমণ সাহাসিকতার সঙ্গে ব্যাহত করে দেয়।

রাজাকার সংবাদ

গত ৫ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন এলাকা এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল ও টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোড থেকে মোট ১৪৯ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এদের অনেকেই হাতিয়ার নিয়ে এসেছে এবং তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশী গুলি পাওয়া গেছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর হলো রাজাকাররা প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান হারে আত্মসমর্পণ করতে আসছে। এদের মনোবল হারিয়ে গেছে এবং হানাদারদের পদলেহন করতে করতে এরা বিরক্ত হয়ে গেছে। আত্ম সমর্পণ করলে

-

ক্ষমা করা হবে এই মর্মে মাননীয় সি-ইন-সি মহোদয়ের ক্ষমা ঘোষণা করার পরই এরা আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে।

মর্টার শেলিং : ১৪ জন দস্যু নিহত

ফুলবাড়িয়া, গত ৫ই নভেম্বর- ফুলবাড়িয়া থানার আছিম পোড়াবাড়ীতে হানাদার কুকুর সেনাদের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর একটি শক্তিশালী স্কোয়াডের ৬ ঘন্টা স্থায়ী এক প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সাফল্যজনক আক্রমণ অব্যাহত থাকার সময় পেছন থেকে গোলন্দাজ বাহিনী নিখুঁতভাবে মর্টার চালায়। এই সাফল্যজনক আক্রমণের ফলে ১৪ জন হানাদার কুকুর নিহত হয় এবং ৬ জন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে হানাদাররা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়।

মেজরসহ ৬১ জন হানাদার নিহত

গত ৩১ শে অক্টোবর মির্জাপুর থানার পাথরঘাটায় দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া হানাদার সৈন্যদের সঙ্গে এক সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। খবরে প্রকাশ, ছয় থেকে সাত ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন গেরিলা কমাণ্ডো অতর্কিতে এক আত্মঘাতী আক্রমণ চালায়। সম্মুখসমর চলাকালীন গেরিলা কমান্ডো ক'জন পেছন থেকে হানাদার দস্যুদের ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কারে প্রবেশ করে। বাঙ্কারে পাঁচ গজ দূর থেকে একজন কমাণ্ডো একজন পাঞ্জাবী মেজরকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া অন্যান্যরা বাঙ্কারে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মোট ১৮ জন পাঞ্জাবীকে হত্যা করে। আমাদের দুজন সৈন্য এখানে শহীদ হন। এছাড়া সম্মুখযুদ্ধে মোট ২৯ জন হানাদার বর্বর সৈন্যসহ ১৪ জন রাজাকার নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে আমাদের বীর জোয়ান দল নিরাপদে ঘঁটিতে ফিরে আসে।

৯৭ জন রাজাকার বন্দী

ফুলবাড়িয়া থানার পোড়াবাড়িতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা মার খেয়ে হানাদাররা পালিয়ে গেলে মুক্তিবাহিনী রাজাকারদের ঘেরাও করে ৯৭ টি রাইফেল এবং ২৫০২ টি গুলি সহ বন্দী করে।

গেরিলাদের মহড়া

টাঙ্গাইল : গত ৫ই নভেম্বর টাঙ্গাইলে সন্ধ্যে সাতটা থেকে নিষ্প্রদীপ মহড়া চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর গেরিলা কমাণ্ডোরা তাদের গ্রেনেড ছোড়ার মহড়া চালায়। গেরিলারা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রায় ৫০টি গ্রেনেড ছোড়ে। ফলে হানাদারদের কয়েকজন হতাহত হয়। টাঙ্গাইলের প্রধান ডাকঘরের পেছনে অবস্থানরত রাজাকারদের উপর কয়েকটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কমান্ডোরা ৩ জনকে হত্যা করে এবং ৪ জনকে গুরুতর আহত করে।

বটতলায় যুদ্ধ

গত ১১ই নভেম্বর মুক্তাগাছার বটতলায় মুক্তিবাহিনী এক যুদ্ধে ৩ জন পাঞ্জাবী হনাদার সেনাসহ ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করেন এবং ৭ জন রাজাকারকে গ্রেফতার করে।

-রণাঙ্গন, ২১ নভেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

বিজয় বার্তা

সিলেট : তুকার বাজারের কাছে পাক সেনা ও গেরিলাদের মধ্যে এক প্রচন্ড লড়াই হয়। ফলে ৮ জন পাক সৈন্য ও রাজাকার নিহত হয়।

ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রণাঙ্গন

গত ১৫ই নভেম্বর নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়ায় পাক সেনাদের উপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং ৫ জন পাক সেনা নিহত হয়।

ঢাকা শহরে ও উপকণ্ঠে গেরিলাদের প্রচন্ড আক্রমণের ফলে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বেসামাল হয়ে পড়ে এবং ১৭ই নভেম্বর সকাল ৫ টা থেকে ঢাকা শহরে আস্মিকভাবে কার্ফ্যু জারী করে এবং প্রতি বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালায়। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাক সেনার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী রণাঙ্গান : গত ১৬ই নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা রাজশাহী জিলার গোদাগারি এলাকায় পাক সেনাদের ঘাঁটি অবরোধ করে এবং প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালায়। ফলে ৬জন পাক সেনা নিহত ও ৪ জন আহত হয়। দক্ষিণ খোটকিবাড়িতে গেরিলারা ৩ জন শত্রু সৈন্য খতম করে। জাতিবাঙ্গা ও পাবেলিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে গেরিলারা রেল লাইন ধ্বংস করে ও শত্রু সৈন্যের চলাচল ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়।

রংপুর জেলার আটটি থানা সম্পূর্ণ পাক হানাদারমুক্ত। প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকায় সাত লাখ জনতা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করছে। এইসব এলাকায় বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পর্যায় থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রাশাসনিক কার্য পরিচালনা করছে।

বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত : আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত এক সংবাদে জানা গেছে, রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। এই এলাকার ফরিদপুর. আলাগলি, হাকিমপুর, বাকরআলি, রাধাকান্তপুর, পাংকা ,পিরোজপুর, পোলাডাঙ্গা, চিলমারী, সাহেবনগর প্রভৃতি সীমান্ত চৌকি থেকে মুক্তি বাহিনী পাকিস্তানী সেনাদের সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে দিয়েছে। সেগুলি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও নবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে ইসলামপুর, বারমারিয়ায উপর বাগডাঙ্গা, সুন্দরপুর, ছোটকলকাতা, ইলশামারী, দেবনগর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে ১৩ই নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে রাজাকার ও খান সেনাদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীরা মুক্তিবাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেনে। মুক্তিবাহিনী এখানে ৫টি ৩০৩ রাইফেল দখল করেন ও পাঁচজন রাজাকারকে বন্দী করেন।

গেরিলাদের ব্যাপক আক্রমণ

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহের ঘোষগাঁও এলাকা থেকে হানাদারদের বিতারিত করে মুক্তিবাহিনী তাদের দখল কায়েম করেছে।

উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে অন্যতম সংযোগস্থল দেওয়ানগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও মুক্তিবাহিনী পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই এলাকাগুলোর মধ্যে আছে ডাংচর, চররামপুর, গামখাওয়া, হাতিবস্থা ইত্যাদি। এখানে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার আর ও একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকেও মুক্তিবাহিনী আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে হানাদার বাহিনী পশ্চাদবরণ করতে বাধ্য হয়। এই জেলার তেলিখালিতে পাক সেনাদের একটি শক্ত ঘাঁটিতে গেরিলারা প্রবল আক্রমণ চালায়। এখানে ৬৯ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং ১ জন গেরিলাদের হাতে বন্দী হয়। গত ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহের অন্য আর একটি অঞ্চলে গেরিলা সেনারা অতর্কিত আক্রমণে জনৈক জুনিয়র কমিশন সামরিক অফিসারসহ ৯ জন পাক সেনাকে খতম করে।

গত কয়েক সপ্তাহের সংবাদে জানা যায় এই জেলায় গেরিলাদের ব্যাপক আক্রমণে দুই শতাধিক পাক সেনা ও রাজাকার হতাহত হয়েছে।

পাক জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত : ১৮ই নভেম্বর, চট্টগ্রাম। খবর পাওয়া গেছে মুক্তিযোদ্ধারা কক্সবাজারের নিকট একখানা পাক জঙ্গী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বাংলাদেশের অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা শহরটি দখলের চেষ্টা করলে হানাদাররা বাধা দেয়। ফলে সামনা সামনি তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনী প্রচন্ড মারের মুখে পাক হানাদার টিকতে না পেরে পিছু হটছে তখন এই জঙ্গী বিমানের সাহায্য নেওয়া হয়।

এ বৎসরেই ঢাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে : কর্নেল ওসমানী

অতি সম্প্রতি একটি প্রভাবশালী ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন যে, আমাদের মুক্তিবাহিনী এখন এত দ্রুততার সঙ্গে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছেন যে, আশা করা যায় এ বৎসর শেষ হওয়ার আগেই ঢাকার বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন হবে।

তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনী এখন স্থল, নৌ এবং বিমান বহিনী দ্বারা সজ্জিত এবং ইতিমধ্যে নৌ বাহিনীর ডুবুরী গেরিলারা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। এখন বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, যশোর, খুলনার সুন্দরবন, নোয়াখালী ,কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ২৫,০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসী যোদ্ধারা মুক্ত করেছেন এবং এ সমস্ত অঞ্চলে বেসামরিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে।

-বিল্পবী বাংলাদেশ, ২১ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের বিরাট কর্ম্মতৎপরতা

নবিনগর : ঢাকায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা এই থানার বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬০ জন হানাদারকে নিহত এবং দ্বিগুণসংখ্যক হানাদারকে আহত ও বন্দী করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা বাঞ্ছারামপুর গোডাউন থেকে চার হাজার মণ চাউল উদ্ধার করে তা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

বিক্রমপুর : বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ঢাকা জেলার লৌহজং থানাধীন বিক্রমপুর এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বীর গেরিলারা পর পর কয়েকটি সংঘর্ষে খান সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রচুর সমরাস্ত্র হস্তগত করেছে। ২০ অক্টোবর তারিখে মাত্র কয়েকজন গেরিলা একটি শত্রুবাহী নৌকা অতর্কিতে আক্রমণ করে একজন পাঞ্জাবী সেনা ও দুইজন রাজাকারকে নিহত ও ২ জনকে বন্দী করে পরে কান কেটে ছেড়ে দেয়।

পরের দিন অপর এক আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে রত ২৮ জন পাকসেনা ও রাজাকারকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করে। তৃতীয় দিবসে দু'টি লঞ্চবাহী ৪৬ জন মিলিটারী গ্রামে প্রবেশ করে লুটতরাজ, নারীধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করে । এই সময় ওঁৎ পেতে বসে থাকা গেরিলারা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। সুদীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা মুখোমুখি লড়াই করে গেরিলারা সবকটি খান সেনাকে খতম করে দেয়। এই সংঘর্ষে প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হস্তগত হয়। এই একই থানায় নদীবক্ষে প্রায় একলক্ষ টাকার পাটবাহী একটি নৌকা আমাদের বীর গেরিলারা ডুবিয়ে দেয়।

মুকুন্দপুর : সংবাদে প্রকাশ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অসমসাহসিকতার সহিত এখানে হানাদার পাক দস্যুদের মোকাবিলা করেন। সামনাসামনি সংঘর্ষের পর মুক্তিবাহিনী মুকুন্দপুর দখল করে নিতে সক্ষম হন। পলাতক হানাদার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এখনও জানা যায়নি। তবে অনুমান করা যাচ্ছে এখানে কমপক্ষে ৪৫ জন হানাদার পাক সৈন্য নিহত আর ৮ জন জীবন্ত ধরা পড়ে।

আমাদের পাওয়া সংবাদে আরও প্রকাশ কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মনবাড়িয়া শহর খুব সহসাই হানাদার কবলমুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পাক বহিনী এখন চতুর্দিক হতে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের সম্মুখীন হতে চলেছ।

অপর এক সংবাদে প্রোশ কুমিল্লা জেলার লক্ষীপুর এলাকাতেও হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে।

-সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, ২২ নভেম্বর, ১৯৭১

রণাঙ্গন সংবাদ

কুড়িগ্রাম, ২১ শে নভেম্বর : আমাদের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকশ মুক্তি সেনাদের প্রবল চাপের মুখে ভুরুঙ্গামারীতে পাক সেনারা তাদের অবস্থান ধরে রাখতে অসমর্থ হয় এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর তারা নাগেশ্বরীতে হটে আসে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানগণ নাগেশ্বরী শত্রু অবস্থানগুলিতে সাঁড়াশী অভিযান পরিচালনা করে এবং বহুসংখ্যককে আহত করে।

এই অঞ্চলের পাক সেনারা এত ভীত হয়ে পড়েছে যে তারা স্বাভাবিক নিয়মে ঈদের নামাজ পড়তেও ভীত। কাজেই কুড়িগ্রামে অবস্থানরত পাক সেনারা জনাসাধারণের জামাতের পূর্বেই পাহারা মোতায়েন করে নিজেরা ঈদের নামাজ সমাধা করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের এই সিদ্ধান্ত কুড়িগ্রাম মহকুমার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আঃ হাফেজ মাইকের সাহায্যে প্রচার করে।

পাক সেনার ট্যাংক ব্যবহার

গত ২১ শে নভেম্বর যশোহর, চিটাগাং ও সিলেট রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ও পাক সেনাদের মধ্যে ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে পাক সেনারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণের মুখে তারা টিকটে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনীর দাবী অনুসারে এই সব রণাঙ্গন থেকে তাঁরা পাঁজটি ট্যাঙ্ক দখল করে নেয়। এর মধ্যে দুইটি একদম অকেজো হয়ে যায় এবং তিনটিকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পাক সাঁজোয়া বাহিনীর এই বিপর্য্যয়ের ফলে পাক সামরিক জান্তার মনে শেষ বিজয়ের আশার প্রদীপের শিখাটিও যেন আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

-অগ্রদূত, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

যশোর, কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর, শ্রীহট্ট অবরুদ্ধ। মুন্সীগঞ্জ মুক্ত। চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ

মুজিবনগর, ২৪ নভেম্বর- যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর- বাংলাদেশের এই চার জেলার ৮০ ভাগ এলাকাই আজ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে। মুক্তিবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কিশোরগঞ্জ, শ্রীহট্ট ও যশোর শহরে 'শত্রুসেনাদের' ঘিরে ফেলেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টের জন্য প্রচন্ড লড়াই হচ্ছে। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে মুক্তিবাহিনী যশোর শহরকে ঘিরে ফেলেছে। কুষ্টিয়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ মেহেরপুর শহরটির চারিদিকে এখন মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা। হটে যাবার মুখে পাক সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করছে। ঢাকা থেকে সর্বশেষ যা খবর এসেছে, তা হল, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুন্সীগঞ্জ শহর ও সন্নিহিত এলাকা এখন মুক্ত।

যশোহর শহর ও ক্যান্টনমেন্ট থেকে নগদ টাকা, নোট ও সোনাদানা সরানো শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের বিমানে কারে ঢাকায় এসব জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৫০০ পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে।

বি বি সি-র খবর, আজ চট্টগ্রাম বন্দরের উপর মুক্তিবাহিনীর বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। উপরন্তু একটি গানবোট, দুটি তৈলবাহী জাহাজ, ৪টি খাদ্যবাহী জলযান বাংলাদেশ নৌবহর ডুবিয়ে দেয়েছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

ঝিকরগাছা দখল। দশটি জেলা সাত দিনে মুক্ত করার সংকল্প

২৫ নভেম্বর- আজ সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈণ্যদের তাড়িয়ে দিয়ে ওদের ঘাঁটিগুলি দখল করেছে। এখন ঝিকগাছার সব জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। শত্রু পালিয়ে যাওয়ার সময় বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একটি বড় দল এখন যশোর শহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে চাপ দিতে শুরু করেছে।

মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের রংপুর থেকে খুলনা-এই বিস্তৃত এলাকার অন্তত দশটি জেলা অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা , কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ইত্যাদি সাত দিনের মধ্যে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ সরকারের সূত্র থেকে এই দিন রাত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যে গত এক সপ্তাহ প্রচন্ড যুদ্ধ চলার পর রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার প্রায় ৪৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখল করে নিয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন, আমাদের এই এলাকা মুক্ত করে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার এক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে আমাদের যোদ্ধারা শত্রুবাহিনীকে কোণঠাসা করে এনেছে।

এই মুখপাত্র আরও আশা প্রকাশ করেন, যশোর দুর্গ শত্রুকবলমুক্ত করতে আর ৭২ ঘন্টার বেশী সময় লাগা উচিৎ নয়। তিনি অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

মুক্তিবাহিনীর সূত্রে ঘোষণা করা হয় : সাতক্ষীরা মহকুমার প্রতিটি থানা মুক্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী এখন খুলনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মেহেরপুর শহর দখল নিয়ে জোর লড়াই চলছে।

দিনাজপুর শহরের আমবাগান ছেড়ে পাক বাহিনী সৈয়দপুরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাঙ্গামাটিতে লড়াই, গ্রামের পর গ্রাম মুক্তিফৌজের দখলে : সামনে ফেনী

২৫ নভেম্বর- মরণপণ লড়াই করে মুক্তিবাহিনী ছিনিয়ে নিয়েছে ফুলগাজি, আনন্দপুর আর চাঁদগাজি বাজার। এখন হাত বাড়ালেই ফেনী- মাত্র তিন মাইল দূর। এছাড়া, পরশুরাম থানা এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব। গত ১১ নভেম্বর ওই এলাকাটি মুক্ত করা হয়।

লড়াই চলছে রাঙামাটিতেও। লড়াই চলেছে মুখোমুখি। সেখানে তেরজন রাজাকার রাইফেল গোলবারুদ নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

এদিকে খানসেনা কুমিল্লার পশ্চিমে দাউদকান্দিতেও একটি নতুন ছাউনি খুলতে বাধ্য হল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা নাজেহাল। এখন ওদের কাছে বড় সমস্যা এই গুরত্বপূর্ণ অঞ্চলটিকে মুক্তিবাহিনীর দুর্বার গতিপথ থেকে দুরে রাখা। তাই এখন ওরা শুধু কুমিল্লার ওপর ভরসা করতে পারছে না। তাই এই নতুন ছাউনি।

ইতিমধ্যে চান্দিনা থানাও মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে। চান্দিনা দাউদকান্দির আরও পশ্চিমে। থানার পুলিশরা পালিয়েছে। মেঘনার তীরে চান্দিনা জলপথে ঢাকার সঙ্গে কুমিল্লার সংযোগ রক্ষা করে থাকে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

খুলনা শহরের দিকে মুক্তি সেনারা অগ্রগতি

সাতক্ষীরা ঝিকরগাছা হতে খানেরা বিতাড়িত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বনগাঁ সীমান্ত, ২৫ শে নভেম্বর-মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা বাজার থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে যশোর সেক্টরে আজ একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। এই ঝিগরগাছা গত ৮ই এপ্রিল মুক্তিবাহিনী আজ সারা সাতক্ষীরা মহকুমা থেকে পাক সৈন্যদের বিতারিত করেছে। সাতক্ষীরা থেকে মুক্তিবাহিনীর এ্কটি কলাম খুলনা শহরের দিকে অভিযান করেছে।

যশোর ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনী আজ আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করেছে।

চৌগাছা থেকে কপোতাক্ষ নদী অতিক্রম করে মুক্তিবহিনীর একটি নতুন কলাম যশোর শহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে পৌঁছেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে ‘যুগান্তর’ এর সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, গত রাতে ঝিনাইদহ শহরে অভিযান চালিয়ে ঝিনাইদহে অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি ব্রিগেডকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কুষ্টিয়ার মহেশপুর ও দর্শনা সম্পূর্ণভাবে মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে। ফলে খুলনা-দর্শনা ট্রেন সার্ভিস বাতিল হয়ে গেছে।

রংপুরন্ডদিনাজপুরে

শিলিগুড়ি থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, মুক্তিবাহিনী রংপুর ও দিনাজপুরের প্রায় সাড়ে চার’শ বর্গমাইল এলকায় মুক্ত করেছে।

কুষ্টিয়া জেলায় মহেশপুর দখল করে মুক্তিবাহিনী চিত্রা নদীর দক্ষিণ তীরে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করেছে। কৃষ্ণনগর থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, মুক্তিবহিনী খুলনা-কুষ্টিয়া রেল লাইনের কাছাকাছি কতগুলি অঞ্চল থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদরে বিতাড়িত করলে বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মধ্যে ট্রেন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন অংশে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে চিত্রা নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে চুয়াডাঙ্গার ৯টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে পাক সৈন্য কবলমুক্ত হয়েছে। এখন মুক্তিবাহিনী মেহেরপুরের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করায় পাকিস্তানী ফৌজ চাঁদবিল গ্রামের দিকে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

মুজিবনগর থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন : বাংলাদেশ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন যে, মুক্তিবাহিনী ১২০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় অসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

-যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

যশোর দুর্গের পতন আসন্ন : বসন্তপুর ও পঁচাগড় অধিকৃত : ঝিনাইদহে দর্শনায় লড়াই

টুঙ্গি (নদীয়া) সীমান্ত, ২৬শে নভেম্বরভকুষ্টিয়ার দর্শনা রেল ষ্টেশন এলাকায় প্রচন্ড লড়াই এখনও চলছে। দিনাজপুর জেলার পচাড়র এবং খুলনা জেলার বসন্তপুরের পতন ঘটেছে মুক্তিবাহিনীর কাছে। ঝিনাইদহ পাঁচ মাথার মোড়ে (ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং) মুক্তিবাহিনী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় যশোর ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে পাক ফৌজের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন বিচ্ছিন্ন ।যশোর দূর্গের পতনও এখন আসন্ন। ঢাকায় মুক্তিফৌজের আক্রমণ প্রচন্ড রূপ নিয়েছে, গ্রেনেড আর গুলির শব্দে পাক সেনাদের প্রধান শিবির ঢাকা এখন কম্পমান। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে এইসব দুর্বার অগ্রগতির সংবাদ আজ পাওয়া গেছে।

এদিকে যশোর শহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে ঝিনাইদহ পাঁচমাথার মোড়ে (ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং) মুক্তিবাহিনী আধিপত্য প্রতিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় দর্শনার পাকিস্তানী ফৌজের সঙ্গে যশোর ক্যান্টনমেন্টে ফৌজদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ঝিনাইদহ পাঁচ মাথার মোড় সামরিক দিক দিয়ে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মোড় থেকে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর-খুলনা, মাগুড়া ও ঢাকা যাবার রাস্তা। সুতরাং পাকিস্তানী ফৌজ ঝিনইদহ পাঁচ মাথার মোড় পুনরুদ্ধারের জন্য একটা মরণপণ লড়াই করবে বলে মনে হচ্ছে।

এখন মুক্তিবাহিনী ঝিনাইদহ পাঁচ মাথার মোড়ে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার রাস্তায় বিরাট ব্যারিকেড গড়ে তোলায় ঝিনাইদহ থেকে পাক সৈন্যরা যশোরের দিকে যেতে পারছে না। ঝিনাইদহে পাকিস্তান যদি অতিরিক্ত ফৌজ প্যারাসূটে নামাতে না পারে, তাহলে ঝিনাইদহ থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

জানা গেছে যে, ঝিকরগাছা থেকে এখনও সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণ করেনি। ঝিকরগাছা শহরটি কপোতাক্ষ নদের দ্বারা দু ভাগে বিভক্ত। শহরের যে অংশ কপোতাক্ষ নদের উপর অবস্থিত ব্রিজের পূর্ব দিকে সেখানে এখনও যুদ্ধ চলছে এবং কপোতাক্ষ নদে উপরকার ব্রিজটি এখন পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়নি।

-যুগান্তর, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

কুষ্টিয়ায় পাক সৈন্যরা পোড়ামাটি নীতি পিছু নিয়ে পিছু হটছে

শুক্রবার বানপুর সীমান্ত ঘুরে এসে ষ্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন, পাক দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে। এক একটি ঘাঁটি ছেড়ে পালানোর আগে তারা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কুষ্টিয়া জেলার বাহিশটির মধ্যে বিশটি সীমান্ত ঘাঁটি থেকেই মুক্তিফৌজের তাড়া খেয়ে পাক সৈন্যরা পালিয়েছে।

দামুরহুদা থানাও মুক্তিফৌজ বৃহস্পতিবার দখল করে নেন। থানায় এখন বাংলাদেশ পতাকা উড়ছে। থানার ও,সি, তার স্ত্রী কন্যা, সেকেন্ড অফিসার, দুজন এস আই এবং ৭ জন পুলিশ মোট ১৩ জনকে মুক্তিবাহিনী বন্দী করে মুক্তাঞ্চলে নিয়ে আসেন।

চুয়াডাঙ্গা ছাড়া এই মহকুমার দুটি থানাই (দামুরহুদা ও জীবননগর) এখন মুক্তিফৌজের দখলে। চুয়াডঙ্গার ভিতরও গেরিলা তৎপরতা বাড়ছে। মোজাম্মেল পেট্রল পাম্প তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, বিজলি লাইন ধ্বংস করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলার চরিদিক থেকে পাক বাহিনী এখন মাগুরার দিকে যেতে চাইছে। লক্ষ্য রাজবাড়ী গোয়ালনন্দ ঘাট হয়ে চাঁদপুরের দিকে পালানো। গোয়ালন্দে তারা সেজন্য ষোলটি ষ্টীমার তৈরি রেখেছে।

একটির পর একটি এলাকা ছেড়ে পাক সেনারা পালাচ্ছে আর মুক্ত গ্রামগুলিতে মুক্তিবাহিনী ঢুকছেন বিরাট অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের মধ্যে। ঘরভবাড়ি শস্য জ্বলে যাক তবু মুক্তির আনন্দে ওঁরা এসে মুক্তিবাহিনীকে ঘিরে ধরেন। ওরই মধ্যে রুটি, মাংস ডাব যা পারেন যতটা পারেন। তাই নিয়ে বিজয়ীদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে আসেন। দামুরহুদায় মুক্তিফৌজের জন্য খালেবলিয়া থেকে দর্শনা সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তাও তাঁরা বানিয়ে দিয়েছেন।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭১

বিজয় বার্তা

ময়মনসিংহ : কিশোরগঞ্জের ৭টি থানা মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধারা আরো ৬টি পুলিশ ঘাঁটি অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। তাজাস এলাকায় মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে এক প্লাটুন পাক সেনা খতম হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২ জন অফিসার আছে। মুক্তিবাহিনী এখানে একটি ভারী মেশিনগান ১টি ১৬ মিলিমিটার ও কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দখল করে নিয়েছেন।

শ্রীহট্ট : ২৬ নভেম্বর। হাকিমগঞ্জে মুক্তিবাহিনী দুই কোম্পানী পাক সেনাকে অপসারিত করে দিয়েছেন। একজন ক্যাপ্টেন, একজন জে-সি-ওসহ ২৫ জন পাক হানাদারকে মুক্তিফৌজ আটক করেছেন। উত্তর শ্রীহট্টের জয়ন্তীপুরে এক তীব্র লড়াইয়ে ৩০ জন দখলদারী হানাদার নিহত হয়েছে। কয়েকটি সামরিক ট্রাক ভর্তি করে পাক বাহিনী হতাহত হানাদারদের নিয়ে যায়। এখন ডিগ্রাউ পূর্ণ শত্রুকবলমুক্ত।

রংপুর : রংপুর জেলায় মুক্তিবাহিনীর দুর্নিবার গতির সামনে পাক হানাদাররা বে সামাল হয়ে পড়েছে। হানাদারদের ঘাঁটি পারুলিয়া ধ্বংস করে মুক্তিফৌজ হাতী বাঁধা থানাটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছেন। পাক বাহিনীর সিমোরা ঘাঁটিটিও মুক্তিফৌজ ধ্বংস করে দিয়েছে। রংপুরের রৌমারী, পাটগ্রাম, নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী ও আরো অনেক মুক্ত এলকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা পতপত করে উড়ছে।

যশোর :মুজিবনগর, ২৬ নভেম্বর। খুলনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি রণাঙ্গনে পাক বাহিনী যেরূপ মুক্তিফৌজের হাতে নাজেহাল হয়ে পড়েছে ঠিক একই ভাবে যশোরের উপকণ্ঠেও তারা বেসামাল। চারদিন ধরে প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিফৌজ পটাশ নদীর তীরবর্তী চৌগাছা দখল করে নিয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টমূখী মুক্তিবাহিনীর দুর্বার গতি ক্রমান্বয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজকের ভোরে বীর মুক্তিযোদ্ধারা যশোর ক্যান্টেনমেন্টের অদুরবর্তী সিংহজুলি দখল করে নিয়েছেন।

দিনাজপুর : ২৬ নভেম্বর। সফলতার পর সফলতা অর্জন করে মুক্তিসেনারা পূর্ব দিনাজপুর জেলার মগকুমা শহর পচাগড়ের পাক দুশমনদের শক্ত ঘাঁটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দখল করে নিয়েছে। হানাদাররা মার খেয়ে ঠাকুরগাঁওর দিকে পালাতে শুরু করেছে। মুক্তিফৌজ ওদের পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে চলেছে। ঠাকুরগাঁও সড়কে ময়দান দিঘিতে পাক হানাদাররা ঘাঁটি স্থাপন করেছে। মুক্তিফৌজ চতুর্দিক দিয়ে প্রবলভাবে আক্রমণ করে আজ ভোরে পচাগড় মুক্ত করে নিয়েছেন। পাক সৈন্যের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনী প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে নিয়েছেন। সরকারী ও বেসরকারী ভবনে এখন স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে।

পাবনা : ঈশ্বরদীর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। থানা আক্রমণ করে অনেক অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিয়েছেন। রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

রাজশাহী : নবাবগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে ইসলামপুর ও চাটইডুবিতে অবস্থিত পাকফৌজের শত্রু ঘাঁটির উপর মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীরা মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে প্রবলভাবে আক্রমণ পরিচলনা করেন। নবাবগঞ্জের উপকণ্ঠে এই ঘাঁটিটির পতন হলে রাজশাহী-নবাবগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই অঞ্চলে আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হানাদার বাহিনী রাজাকার দালালদের প্রথম এগিয়ে দেয় কিন্তু মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে প্রায় সবগুলি দালার খতম হয়। তারপর শুর হয় পাক-আক্রমণকারীদের সাথে মুখোমুখি সংগ্রাম।

হানাদার বাহিনী একেই সংঘর্ষে ভারী 'মেশিনগান' '৮১ এম এম মর্টারের গোলা এবং ২৫ পাউন্ড ওজনের কামানের গোলা ব্যবহার করে। কিন্তু কোন মতেই মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এখন পর্যন্ত ১২৫ জন পাক সেনা ও ২৫০ জন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম এবং ১৫টি বাংকার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। মুক্তিফৌজের নায়েক- কাসেম, মোহর আলী এই যুদ্ধে অভূতপূর্ব পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিবাহিনী এখানে ১৪ জন রাজাকার ও দুজন পাক সেনাকে আটক করেছেন এবং ২০টি রাইফেল ও অনেক গোলাগুলি দখল করেছেন। রাজশাহী ১০০ বর্গমাইল এখন মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ দখলে এবং সেখানে স্বাধীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা চলছে। মারমূখী লড়াই এখনো চলছে। নবাবগঞ্জ শহরটি তিন দিক দিয়ে অবরুদ্ধ। পতন প্রায় আসন্ন।

হিলিতে প্রচন্ড যুদ্ধ : পাক ট্যাংক ধ্বংস : হিলি রক্ষার মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েও পাক বাহিনীকে আরও ট্যাঙ্ক হারাতে হয়েছে বলে আজ এক বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে জানা গেছে। হিলি পাক সেনাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। হিলির পতন হলে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে উত্তর বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তাই পাক সেনারা এখানে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মুক্তি সেনারা হিলিকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করেছে। এতে বেসামাল পাক সেনারা ভারতের বালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হলে ভারতীয় বীর সেনারা পাল্টা আক্রমণ করে। কয়েকখানা ট্যাঙ্ক এবং ৮০ জন পাকসেনা খতম হয়েছে।

জানা গেছে হিলিতে ৮ হাজার সৈন্য ট্যাঙ্ক ও দূরপাল্লার ভারী কামান নিয়েও মুক্তিবাহিনীর অগ্রসরকে প্রতিহত করতে পারছে না।

-বিল্পবী বাংলাদেশ, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

রণাঙ্গন থেকে লিখছি

দেশমাতৃকার অতন্দ্র প্রহরী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ স্থান শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা বিজয়ের স্তম্ভ হিসাবে ইস্পাতদৃঢ় মনোবল নিয়ে উড্ডীন করেছেন। শ্রীপুর, কাপাসিয়া, শিবপুর, রায়পুরা ও মনোহরদী থানাসহ কিশোরগঞ্জ মহকুমা সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করেছেন। অত্র এলাকার বহু রাজাকার ও বাঙ্গালী সৈন্য প্রচুর গোলাবারুদসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। কালিগঞ্জ ও জয়দেবপুর থানার শিল্প এলাকাসহ বিস্তীর্ণাঞ্চলই মুক্ত। উক্ত এলাকার শত্রু ঘাঁটিতে আজ দুদিন যাবৎ মুক্তিবাহিনীর সাথে তুমুল সংঘর্ষ চলছে।

-মুক্ত বাংলা, ২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

পাক সেনাদের হিলি থেকে পলায়নঃ মুক্তিবাহিনীর দখলে জয়পুরহাট

হিলি সীমান্ত, ২৮ নভেম্বর- আজ ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীকে বাংলাদেশের হিলি থেকে পিছু হটিয়ে দেন। ওদিকে মুক্তিবাহিনী তুমুল লড়াই-এর পর হিলির দশ মাইল ভিতরে জয়পুরহাট শহরটিও মুক্ত করে দিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে সেখানে চারটি পাক ট্যাংক ঘায়েল হয়েছে।

রাত্রে এই সীমান্তে আরও সংবাদঃ এই জয়পুরহাটে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বগ চিনির কলটি এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। জয়পুরহাট দখলের আগে পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ে পাকিস্তানের প্রায়

৪৫০ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রচুর। কয়েকজন অফিসারসহ বেশ কিছুসংখ্যক দখলদারী সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছে। একটি ট্যাংক ঘায়েল হয়েছে।

জয়পুরহাট শহরটি হল দিনাজপুর জেলার এবং বগুড়া জেলার মাঝামাঝি স্থানে। হিলি থেকে জয়পুরহাটের দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল।

জয়পুরহাটের ওই চিনি কারখানার উপর থেকে পাকবাহিনী ক্রমাগত ভারতের হিলির উপর গোলবর্ষণ করছিল । সন্ধ্যার আগেই পাকিস্তান বাহিনী তাদের শেফি ট্যাঙ্ক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনী বগুড়া সড়কের দুদিক ঘিরে অক্রমণ শুরু করে। সংঘর্ষের সময় পাকবাহিনী ট্যাংক, ভারীকামান থেকে প্রচুর গোলাবর্ষন করে। রবিবার মুক্তিবাহিনী ওই সেক্টরে মোট চারটি ট্যাংক ঘায়েল করেছে।

-আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে ফেনীঃ শ্রীহট্টের ১৫ মাইল দূরে তুমুল যুদ্ধ

ফেনী সহর সোমবার মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু শহরের আশপাশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সরকারীভাবে ফেনী দখলের সংবাদ ঘোষণা করছেন না। আজ সকালে রেডিও পাকিস্তান ফেনী শহরের বুকে তুমুল লড়াইর কথা স্বীকার করেছে।

ফেনী দখলের ফলে উত্তরে লাকসাম থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। ফেনী থেকে লাকসামের রেল দূরত্ব ২৪ মাইল ও চট্টগ্রামের রেল দূরত্ব ৪০ মাইল। ফেনী শহরের কাছে সিলুনিয়া নদীর আশেপাশে এলকাগুলি গতকাল মুক্তিবাহিনী দখল করে।

মুক্তিবাহিনী এই সেক্টরে আজ আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে শ্রীহট্টে। আজ সন্ধ্যায় মুক্তিবাহিনী শ্রীহট্ট শহর থেকে পনের মাইল দূরে এসে পৌঁছেছে এবং সেখানে শাহবাগে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

যশোর ক্যান্টেনমেন্টে মুক্তিবাহিনীর অবরোধ আরও তীব্র হয়েছে। জানা গেছে, যে, যশোর সেক্টরে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানী ফৌজদের সরিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়েছে। ঝিকরগাছায় এখনও বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলছে।

টাঙ্গাইল সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরকে মুক্তিবাহিনী চার দিকে থেকে অবরোধ করেছে।

কুষ্টিয়া সেক্টরে মুক্তিবাহিনী গতকাল পাকিস্তানীদের কয়েকটি বাংকার দখল করে ২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য ও একজন মেজরকে বন্দী করেছে।

কুষ্টিয়ার জীবননগর থেকে যশোরের চৌগাছা পর্যন্ত প্রায় ২২ মাইল এলাকা থেকে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে।

মুক্তিবাহিনী পূর্বে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলা এবং পশ্চিমে যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুসেনার ওপর মুক্তিবাহিনী সর্বাত্বক আক্রমণ চলছে। কয়েক স্থানে নতুন করে শত্রর ওপর আক্রমণ করা হয়েছে।

শ্রীহট্ট জেলায় গতকাল জয়মন্ত্রীপুরের দক্ষিণে ছোট খেল এলাকা মুক্ত হয়েছে। কানাইঘাটে পাক আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে।

উত্তর রণাঙ্গন

বাংলাদেশের উত্তর রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী পনের শত বর্গমাইলব্যাপী এলাকার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছেন। তিনটি মহকুমা এই এলাকায় অন্তর্ভূক্ত।

সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমার ব্যানিয়াচুল, আজমীরগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও জগন্নাথপুর এলাকা এখন মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শ্রীহট্টের তাহেরপুর থানা অবরুদ্ধ। সুছনা ঘাঁটি মুক্তাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। কোম্পানীগঞ্জ সালুতিকর এলাকায় মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে পাক সেনারা শ্রীহট্ট শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জের মধ্যে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার কামালপুর ঘাঁটির চারপাশে প্রচন্ড লড়াই চলছে। টাঙ্গাইল এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

বাহাদুরাবাদঘাট এলাকায় অস্ত্রশস্ত্রবাহী তিনশত ফুট দীর্ঘ একটি পাকিস্তানী বজরা মুক্তিবাহিনী কয়েকদিন পূর্বে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

ঢাকা থেকে বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কোদালিয়াতে মুক্তিবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করে দিয়েছেন। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়া ও গোয়ালন্দের মধ্যে দুটি কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছেন।

-যুগান্তর, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকসেনা নাজেহাল

(বিশেষ প্রতিনিধি)

মুক্তিযোদ্ধার হাতে পাক সেনারা পদে পদে মার খাচ্ছে বলে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে খবরে পাওয়া যাচ্ছে। কদিন আগে কাটুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা বাহিনী ও পাকসেনার মধ্যে এক তুমুল লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধার মেশিনগান ও রাইফেলের গুলিবর্ষণের মুখে পাক সেনারা নাজেহাল হয়ে পিছু হটে যায়। এ সংঘর্ষে পাঁচজন পাকসেনা খতম হয়েছে বলে জানা গেছে। কুষ্টিয়ার নিকটে মুন্সীগঞ্জ ও আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের মধ্যে মুক্তিসেনারা মাইন বিস্ফোরণে একটি বোঝাই পাক সৈন্যবাহী ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বহু শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে।

সিলেটের ছাতক শহরে মুক্তিবাহিনী ও পাকসেনাদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষে পঞ্চশের বেশি খানসেনা নিহত হয়েছে বলে প্রকাশ। পাকসেনাদের পক্ষে এই পাপযুদ্ধে লিপ্ত ৬৫ জন রাজাকারও খতম হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার মুক্ত করে আরো সামনে এগিয়ে চলছে।

চট্টগ্রাম সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল চাপ সৃষ্টি করার দরুন পাকবাহিনীর নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। পাকসেনা হতাহতের খবর প্রতিদিনই আসছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা জিলার কসবা রণাঙ্গনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। এক বিশাল এলাকা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের কবলে রয়েছে। খবরে আরো প্রকাশঃ সালদানদী অঞ্চলের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের ইস্পাতকঠিন আক্রমণ প্রতিহত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও পাকবাহিনী প্রচন্ড মার খেয়েছে। এই যুদ্ধে ৬০ জনেরও বেশি পাক সেনা প্রাণ হারিয়েছে।

রংপুর জেলার সীমান্ত এলাকা চিলমারী ভুরুঙ্গামারীতে বাংলার গেলি বাহিনী বিশেষ তৎপরতা চালিয়ে পাকসৈন্য ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বহু খানসেনা খতম হয়েছে।

গেরিলারা শান্তাহার ও পারবতীপুরের মধ্যবর্তী রেলসেতুটি ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছেন।

রণাঙ্গন সংবাদ

বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ আট মাসের ইতিহাসে গত এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকটি রণাঙ্গন থেকে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সাফল্যের সংবাদ বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গিয়েছে তা যেমনি উৎসাহব্যঞ্জক ও মহিমামন্ডিত তেমনি বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্যের উদয়নের নিশ্চিত সংকেতসূচক।

গত এক সপ্তাহে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, পটুয়াখালী, চিটাগাং, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল ও নোয়াখালী প্রভৃতি জিলার রণাঙ্গগুলিতে আমাদের দুর্বার সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে দস্যু পাক বাহিনীর বিপুল ক্ষতিসাধন করে তাদের সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি থেকে হটিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করেছে এবং উক্ত মুক্ত অঞ্চলে স্বাধীন বাংলা সরাকারের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মুক্তি সেনারা সদ্য মুক্ত অঞ্চলগুলিতে নিজেদের অবস্থানগুলি সুদৃঢ়করত আরও অগ্রগতির জন্য শত্রুসেনার উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে চলেছে।

এই সপ্তাহের মুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে রংপুরে নাগেশ্বরী থানা, দিনাজপুরের পচাগড় মহকুমা, টাঙ্গাইল জেলার অবশিষ্টাংশ ,সিলেট জেলার শমসের নগর, শহর নোয়াখালীর পরশুরাম থানা, ছাগলনাইয়া প্রভৃতি স্থাপন দখল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শত্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যশোর দুর্গ, ফেনী শহর, সুনামগঞ্জের উত্তরাঞ্চল, দর্শনা এখন মুক্তিফৌজের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ এবং এসব অঞ্চলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমাদের মুক্তিবাহিনীর তুমুল লড়াই চলছে।

এ সপ্তাহে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর নৌবাহিনীর গেরিলাদের অত্যন্ত তৎপর দেখা দিয়েছে। তাদের তৎপরতার ফলে শত্রুসেনাদের ৪টি জলযান ধ্বংস সাধন ও ২টি আমাদের করতলগত হয়েছে।

শত্রুপক্ষের মোট তিনটি বিমান ও সতেরটি ট্যাঙ্কের ধ্বংস সাধন এ সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কালির বাজার অভিযান

রৌমারী। ২৯ শে নভেম্বর। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯ শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর দুর্বার সাহসী জোয়নগণ গাইবান্ধা মহকুমার কালির বাজারে এক অভিযান পরিচলনা করে ৬ জন পাক পুলিশ ও রাজাকারকে গ্রেফতার করে এবং নয়টি রাইফেলসহ প্রায় চারশত গুলি হস্তগত করে।এই অভিযানে আমাদের একজন মুক্তিসেনা শাহাদাৎ বরণ করে।

অন্য আর একটি অভিযানে কুড়িগ্রামের মোগলপুর অঞ্চলের অদূরে রাজাকারদের অবস্থান থেকে আমাদের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা পাঁচটি রাইফেল ও প্রায় দুইশত গুলি অধিকার করে নেয়।

নাগেশ্বরী অভিযানে মুক্তিফৌজের বিরাট সাফল্য

কুড়িগ্রাম। ৩০ নভেম্বর। আমাদের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ যে, গত দুই সপ্তাহ পূর্বে যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর দস্যু পাকসেনারা বাধ্য হয়ে ভূরুঙ্গামারী ছেড়ে নাগেশ্বরীতে তাদের অবস্থান গড়ে তোলে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানরা তিন দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে এবং প্রায় দশদিন যাবত

তাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অবশেষে গত ২৯শে নভেম্বর মুক্তিফৌজের প্রবল চাপের মুখে পাক সেনারা আর টিকতে না পের বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে নাগেশ্বরী থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বিভ্রান্ত পাক সেনাদের অনেকে মুক্তিবাহিনীর প্রবল চাপের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের ইউনিফর্ম ত্যাগ করে সাদা পোশাকে কুড়িগ্রামের দিকে ছুটে পালায়। এই অভিযানে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বহুসংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে।

-অগ্রদূত, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

রণাঙ্গন থেকে লিখছি

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কালিগঞ্জ থানায়, কালিগঞ্জ ও ঘোড়াশালে হানাদার বাহিনীকে চারিদিক দিয়ে ঘেরাও পূর্বক মারণাঘাত হানিয়া প্রতি মুহূর্তেই রক্তে রঞ্জিত পশুর মৃতদেহগুলি দেখিবার গর্বিত আশায় উদগ্রীব হইয়া আছেন। এ পর্যন্ত ১৭ জন পঞ্জাবী দস্যু নিহত ও বহুসংখ্যক আহত হয়। শ্রীপুর ও নরসিংদীতেও হানাদার বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাগণ ঘেরাও করিয়া প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করিয়াছে।

-মুক্তবাংলা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

*　　　*　　　*　　　*　　　*

এখনই চরম আঘাত হানতে হবেঃ ওসমানী

মুজিবনগর, ২৯শে নভেম্বর- আমার ছেলেরা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মাত্র কয়েক মাসেই তারা পৃথিবীর যে কোন সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে পাল্লা দেবার মতো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। আর দেরী নয়, এখনই চরম আঘাত হানতে হবে- বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানী সম্প্রতি মুজিবনগরে এই কথাগুলো বলেন।

মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, শত্রুরা এখন তাদের শিবিরগুলোতে বন্দী হয়ে আছে। আমাদের গেরিলারা তাদের প্রতি পদে পদে বিপদের জাল পেতে রেখেছে। মুক্ত এলাকার কাছাকাছি আসতে গেলেই তাদের রক্তাক্ত নাক নিয়ে ফিরতে হচ্ছে।

জনাব ওসমানী বলেন, মার্সিনারী সৈন্যবাহিনী আর জাতীয় মুক্তিবাহিনীতে তফাৎ অনেক। এখানে গোটা দেশ এক হয়ে লড়ছে। আমার ছেলেরা চাকুরী করার মন নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়নি। তারা প্রতিরোধ নেবার শপথ নিয়ে সব কিছু পেছনে ফেলে বন্দুক কাঁধে নিয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা নিয়ে কর্নেল ওসমানী দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমরা এগিয়ে চলেছি। শত্রুরা বড় জোর আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। আমার ছেলেরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেই।

মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট জেলা তোলপাড় করে তুলেছেন

মুজিবনগর, ২৮ শে নভেম্বর- শ্রীহট্টের রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে পাক সেনারা ছিন্নভিন্ন ও ছন্নছাড়া হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। এই মেজর রাধানগর শহরটি মুক্তিবাহিনীর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে আনতে আর বিশেষ বাকী নেই। এই শহরটি মুক্তিবাহিনীর হাতে এলে করিমগঞ্জ সীমান্ত থেকে শালুটিকর পর্যন্ত মুক্ত এলাকায় পরিণত হবে।

এদিকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার মহকুমা মিঘাউন, ইটনা, নিকলি, অষ্টগ্রাম, কানিয়াচুল, আজমীরগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও জগন্নাথপুর এলাকা মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

এই জেলার তাহের পুর থানা ও সুছানাঘাঁটি মুক্তিবাহিনী সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছে। মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পাকসেনারা শ্রীহট্টে শহরের ভিতর ঢুকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রীহট্টে ও সুনামগঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর নৌকমান্ডোদের ভয়ে পাক জাহাজ বাংলাদেশে ভিড়তে পারছে না।

মুজিবনগর, ২৮ নভেম্বর- বাংলাদেশের বীর গেরিলারা বর্তমানে নৌ বন্দরে ও নদীপথে তাদের প্রচন্ড প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে। এদের দুর্বার আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত পাক নৌযানগুলো বাংলার অকূল সাগরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

খবরে প্রকাশ, গত ২৬শে নভেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের নদীপথে দুটি জাহাজ ও ছটি নৌযান ডুবিয়ে দিয়েছে। তন্মধ্যে নাকি আবার চীনের একটা বাণিজ্যিক জাহাজও ছিল। ফলে অবস্থা বেগতিক দেখে পাক কর্তৃপক্ষ করাচি বন্দরেও রাত্রিবেলায় জাহাজ নোঙ্গর করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এমন কি করাচী বন্দরের ১২০ কিলোমিটারের মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব ছাড়া কোন জাহাজকে প্রবেশ করতে বারন করা হয়েছে। কারণ, বলা তো যায় না, কখন আবার বন্ধু রাষ্ট্রের জাহাজগুলোর অবস্থাও বেগতিক হয়ে গেছে।

আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর জানচ্ছে যে, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় এক হাজার টনের একটি তৈলবাহী জাহাজ, মেঘনা নদীতে চীনের একটি বানিজ্যিক জাহাজ, চাঁদপুরের কাছে চারটি বড় স্টিমার ও পাক নৌবহরের একটি গানবোট মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ আক্রমণে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, থাকে যে, ডুবে যাওয়া ওই সব জলযানে খাদ্যসামগ্রী ও বাণিজ্যিক পণ্য বোঝাই ছিল। মুক্তিবাহিনীর নৌবহরের এইরুপ দুর্বার আক্রমণে চাঁদপুরের জলপথে এখন জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার বাঁচাও

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুজিবনগর, ২৯শে নভেম্বর- বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা দিকে দিকে জঙ্গীশাহীর মৃত্যু ভেরী বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর হানাদার পাক দস্যুরা অবরুদ্ধ হয়ে সমস্বরে আর্তনাদ করছে, এবার বাঁচাও মোদের।

গত ২৮শে নভেম্বর সকালে মুক্তিবাহিনী পাক সামরিক জান্তাদের ব্যূহ ভেদ করে যশোর দুর্গের দিকে এগোতে থাকে। হানাদার বাহিনী মরিয়া হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা তখন ভৈরব নদীর তীরে একটি পাকসেনাদের ইউনিট পর্যুদস্ত করে। বহু পাকসেনা প্রাণ হারায়।

সন্ধ্যা হতে না হতেই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় পাক সেনারা তাদের সদর দফতরের উদ্দেশে জরুরী বেতার সংকেত তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাবার জন্য আর্ত আবেদন জানায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী বেতার যন্ত্রে পাক জান্তাদের উক্ত জরুরী সঙ্কেত ধরা পড়ে যায়। সদাসতর্ক বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারগণ সঙ্কেতের অর্থ বুঝতে পারেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারা এখন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।এই সকল ফ্রন্ট থেকে তারা শেবারের মতো মরণ কামড় দেবার চেষ্টা চালাতে পারে।

পাক সেনারা এখন পালাবার পথ রক্ষার চেষ্টা পাচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পূর্ব বাংলায় এখন পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের পলায়নপর্ব শুরু হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে এখন তারা দুটো পন্থা নিয়েছে। সমগ্র পূর্ব বাংলায় চার-পাঁচটা ক্যান্টনমেন্ট শহর বেছে

নিয়ে সেগুলিকে সর্বশক্তি দিয়ে ঘাঁটি তৈরী করেছে। যাতে কিছু দিনও আত্মরক্ষা করা যায়। এবং বাংলাদেশ থেকে যথাসম্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও কতকগুলি সামরিক সাজসরঞ্জাম সরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান প্রধান ঘাঁটিটা করেছে ঢাকায়। এবং ঢাকার বিমানবন্দরকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যবস্থা করেছে। যশোর, সিলেট, দিনাজপুর শহর থেকে সাফল্যজনকভাবে পিছু হটার ব্যবস্থা নিয়েছে। যে চার পাঁচটি ঘাঁটি পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে তৈরি করতে চাইছে, তার প্রত্যেকটিতে দু'তিন ব্রিগেড করে সৈন্য রাখার পরিকল্পনা করেছে। ঢাকায় অবশ্য প্রায় দু'ডিভিশন সৈন্য রাখা হয়েছে।

এই চার-পাঁচটি ঘাঁটি থেকে বিমানে করে যথাসম্ভব নিজেদের লোকজন নিরাপত্তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাকিস্তান বুঝেছে জলপথে তারা সুবিধা করতে পারেনা। চালনা এবং মঙ্গলা বন্দরের দিকে এগোলেই মুশকিল, চট্টগ্রাম বন্দরকে বলা যায় প্রায় অকেজো। প্রত্যেকটা বন্দরে প্রতিপক্ষের কামান ওৎ পেতে আছে।

পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তাদের বিমান বাহিনীর বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশে তাদের স্থান নাই দেখে তারা বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর শক্তি আরও বাড়াচ্ছে। ঢাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পি আইএ স্বাভাবিক যাত্রা বন্ধ করে তাদের নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সর্বদা এই বিমান যাতায়াত করছে। পাক কর্তৃপক্ষের কিছুটা সময়ের দরকার কারণ যাতে তারা এই পলায়ন পর্বটা ভালোভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে। তারা বুঝতে পেরেছে স্থল ও জলপথে যাওয়া তাদের বিপদ। পলায়ন পথে যাতে তাদের কোন বিপদ না থাকে তার জন্য ভাল বিমান বন্দর দরকার। এদিকে আবার শক্ত ঘাঁটি যশোর বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু তাদের অসুবিধা হয়েছে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পাশের বিমানবন্দরটি প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত। কামানের আঘাতে গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত ওই বিমান ঘাঁটি থেকে বড় জেট বিমান ওড়ানো এখন প্রায় অসম্ভব। তাই তাদের যশোর ক্যান্টনমেন্টেও ছাড়তে হচ্ছে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের পালাবার জন্য অন্তত ৩-৪ সপ্তাহ সময়ের দরকার। ওই সময়টুকুর জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কতগুলি ছোট ছোট ঘাঁটি করছে, সেগুলি হচ্ছে মূল ঘাঁটির চতুর্দিকেও কামানের পাল্লার বাহার (অন্তত বিশ মাইল), প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে ওই ছোট ঘাঁটি সাধারণ সৈন্যদের জীবন দিতে হবে। কারণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা করার জন্য।

ঢাকার উপকণ্ঠ জ্বলছে

মুজিবনগর, ১লা ডিসেম্বর- মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোদের আচমকা অক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত পাকবাহিনী গতকাল ঢাকা শহরের চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত মুক্ত রাখার জন্য শহরোপকণ্ঠস্থ বহু গ্রামের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে এবং প্রায় তিনশত লোককে হত্যা করেছে বলে খবরে প্রকাশ।

এপির জনৈক ফটোগ্রাফার গতকাল ঢাকার প্রায় ৯ মাইল উত্তরে গ্রাম দেখে এসেছেন। তিনি জানান যে, খড়ের চালাঘর, বাঁশের বেড়ার ঘরের অধিকাংশই পাক সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, পাক সৈন্যরা তাকে অন্য গ্রামগুলোতে যেতে বাধা দেয়। ঐ সব গ্রামের সমস্ত বাড়ীঘর নাকি ধ্বংস করা হয়েছে।

আগুনে পোড়া তিনটি গ্রামে সামান্য যে কয়জন গ্রামবাসী রয়েছেন, তারা বলেন, প্রায় পাঁচশ' সৈন্য বৃহস্পতিবার রাত থেকে মোট তিনবার গ্রামগুলোতে ঢুকেছিল। তারা আরো জানান যে, পাক সৈন্যরা সেই সকল অঞ্চলের ঘরবাড়ীর উপর হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। যারা বোমা বিস্ফোরণের পরেও বেঁচে ছিলেন, তারা বন্দুকের গুলিতে অথবা জ্বলন্ত গৃহের মধ্যে আটক থেকে প্রাণ হারিয়েছেন। উক্ত ফটোগ্রাফার জানান যে, তিনি ঘাস, লতাপাতা ও কাদামাটি দিয়ে ঢাকা বহু মৃতদেহ দেখেছেন।

স্বাধীনতা যোদ্ধার মরণোত্তর সম্মানঃ সিলেট, ২৬শে নভেম্বর- বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাই কমান্ড কাম্যাণ্ডো লীডার শ্রীজগৎজ্যোতি দাসকে বীরত্বের জন্য মরণোত্তর সম্মান দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জগৎজ্যোতিকে গেরিলা যোদ্ধা বলেও বর্ণনা করা হয়। তিনি শত্রুর বুলেটে নিহত হবার আগে ১৭ জন পাক সেনাকে খতম করেছেন। এবং কিছু অস্ত্র দখল করেছেন।

এই সংঘর্ষ শ্রীহট্টের দক্ষিণ পশ্চিমে আজমীর গঞ্জে হয়েছে। তার সঙ্গী দেশপ্রেমিক গেরিলারা শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ করে নিহত শ্রীদাসের মৃতদেহ নিয়ে সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করে।

বালুরঘাট হিলি এলাকায় পাকিস্তানের আরও চারখানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস

মুজিবনগর, ২৯শে নভেম্বর- সপ্তাহখানেক যাবৎ বালুরঘাট-হিলি এলাকায় দারুণ উত্তপ্ত হাওয়া বয়ে চলেছে। ভারতীয় সৈন্যরা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে এই এলাকায় গত সপ্তাহে ৪ খানা পাকিস্তানী ট্যাংক ধ্বংস করে দেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও এই এলাকায় আর একখানা পাক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়।

গত শুক্রবারে বয়রা সেক্টরে ১৩ খানা পাকিস্তানী শাফি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

এই নিয়ে গত সপ্তায় পাকিস্তান মোট ১৮ খানা ট্যাঙ্ক হারালো। বয়রা এলাকায় পাকিস্তানী শেলের আঘাতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর একজন জোয়ান নিহত হন এবং অপর দু'জন আহত হন। এখানে পাকিস্তানের একখানা সামরিক গাড়ীও ধ্বংস হয়।

পতনের মুখে যশোর ক্যান্টনমেন্টঃ বরিশালে পাকসেনাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ

(রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

মুজিবনগর, ৩০শে নভেম্বর-বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে যশোহর ক্যান্টনমেন্টই হচ্ছে পাক সেনাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘাঁটি। কিন্তু এখানে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খানসেনারা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খাচ্ছে। তাদের বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। কয়েকখানি ট্যাঙ্ক ও সামরিক গাড়ী ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বোপরি ক্যান্টনমেন্টসহ সমগ্র যশোর শহরটিই মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণা, যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন অতি আসন্ন। এ এলাকার পাক সেনারা ত্রাহি ত্রাহি রবে আকাশ ফাটাচ্ছে।

অতএব দস্যুবহিনী এখন মরিয়া হয়ে একটা নতুন আশ্রয়স্থল বা ঘাঁটি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে। তাদের এই স্বপ্নের ঘাঁটি হিসেবে তারা বরিশাল শহরকেই বেছে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা বরিশাল শহরের চতুর্দিকে প্রচুর গান বোট, স্পীড বোট ও নৌসেনাদের দিয়ে কড়া বেষ্টনী গঠন করে ফেলেছে। কিছুকাল আত্মরক্ষার জন্য এবং মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ প্রতিরোধের দুরাকাঙক্ষা নিয়েই তারা বরিশাল শহরে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে।

-সাপ্তাহিক বাংলা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিভিন্ন রণঙ্গনে পাকবাহিনীর লোটা কম্বল গুটানো শুরু

মুক্তিবাহিনীর মারের চোটে বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকবাহিনীর লোটা কম্বাল গুটানোর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একের পর এক পাকবাহিনীর ঘাঁটিগুলি পতন ঘটে চলেছে। খান সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের বহুমুখি আক্রমণের সম্মুখে পর্যুদস্ত হয়ে একের পর এক এলাকা ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। যশোর রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রয়েছে। তারা যশোর শহরে শত্রুশিবিরের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অভিযানে দিনাজপুরের পচাগড় শহরটি তাদের পূর্ণ দখলে আসে। ময়মনসিংহ

রণাঙ্গণে কয়েকদিন তুমুল ষংঘর্ষের পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের শক্তিশালী ঘাঁটি কামালপুর দখল করে নিয়েছে। হানাদার বাহিনী বিপুল হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটছে আর মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। রংপুর ও দিনাজপুরে মুক্তিবাহিনী ২৫০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করে নিয়েছে। রংপুর জেলার আর একটি শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে। সিলেট জেলার শমসের নগর বিমান ঘাঁটিটি মুক্তিবাহিনী অবরোধ করে রেখেছে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণ অব্যহত রয়েছে। বালুঘাটে তুমুল যুদ্ধ চলছে। অপর এক সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী সুনামগঞ্জের তাহেরপুর এলাকা মুক্ত করে নিয়েছে। নোয়াখালী রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রয়েছে। তারা শত্রুসেনাদেরকে কোণঠাসা করে ফেনী শহরটি অবরোধ করে রেখেছে। ফেনী শহর দখল করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর উপ্র প্রবল আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এখন তুমুল সংঘর্ষ চলছে। সংবাদে আরো প্রকাশ যে, বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন থানা হতে পাকসেনারা বয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ডায়েরী থেকে

মা,

তুমি আজ কোথায় জানি না। তোমার মত শত শত মায়ের চোখের জল মুছে ফেলার জন্য বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। আমি যদি মরে যাই তুমি দুঃখ করো না মা। তোমার জন্য আমার যোদ্ধাজীবনের ডায়েরী রেখে গেলাম আর রেখে গেলাম লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। তারা সবাই তোমার ছেলে। আজ হাসপাতালে শুয়ে তোমার স্নেহমাখা মুখখানি বারবার মনে পড়ছে। আমার ডায়েরীটা তোমার হাতে গেলে তোমার সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেখবে তোমার ছেলে শত্রুকে পেছনে রেখে কোনদিন পালায়নি। যেদিন তুমি আমাকে বিদায় দিয়েছিলে আর বলেছিলে শত্রু দেখে কোনদিন পেছনে আসিসনি বাবা। তুমি বিশ্বাস কর মা শত্রু দেখে আমি কোনদিন পালাইনি। শত্রুর বুলেট যেদিন আমার বুকের বাঁদিকে বিঁধলো সেদিনও তোমার কথা স্মরণে রেখেছিলাম। মা, আমার সবচেয়ে আনন্দ কোথায় জান? আজ থেকে চারদিন পূর্বে একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ বেদনাক্লিষ্ট একটি নারীকণ্ঠ ভেসে আসলো। কালবিলম্ব না করে সেদিকে দৌড়ে গেলাম। একটা গুলি আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল- আবার একটা। আবার বুঝলাম শত্রুরা আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়ছে তবু আমি এগিয়ে চলেছি। বাড়ীটার পিছনে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে পজিশন নিলাম। দেখলাম বিবস্ত্রা একটি নারীদেহ নিয়ে কয়েকজন শত্রু পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না মা। মনে পড়ে গেল বাংলার লক্ষ লক্ষ মায়ের কথা। শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম। ওরাও অনবরত গুলীবর্ষন শুরু করলো। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। জানতে পারলাম আমার গুলিতে ৫ জন নরখাদক পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। দোয় করা মা। ভাল হয়ে আবার যেন তোমার শত শত সন্তানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।

ইতি-

তোমার ছেলে

-বাংলাদেশ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ফেনী, টাঙ্গাইল, জাকিগঞ্জ দখলেঃ সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জ মুক্তিবাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

(জন্মভূমির রনাঙ্গন প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে আস্তে আস্তে জঙ্গীশাহীর ভাড়াটিয়া সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে একের পর এক জয়গা গেরিলা যোদ্ধারা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং

সিলেটের জকিগঞ্জ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানী সৈন্যমুক্তি করেছে। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা ও নোয়াখালীর ফেনী মহকুমা মুক্তিবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ফেনী দখলের ফলে উত্তরে লাকসাম থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মহকুমা শহরকে চারিদিক থেকে অবরোধ করেছে। জননী বাংলার কমান্ডোরা সাতক্ষীরা মহকুমার দেবহাটা, কালিগঞ্জ প্রভৃতি থানা ও টাঙ্গাইল জেলা এবং সিলেটের জকিগঞ্জ থানাকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে কিশোরগঞ্জ ও সাতক্ষীরা শহরের আশেপাশে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই এই সমস্ত মহকুমা থেকে হানাদার শত্রুদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হবে বলে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের খবরে জানা গেছে।

বরিশাল,ফরিদপুর ও কুমিল্লা অবরোধঃ সংগ্রামী বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা জঙ্গীশাহীর সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় একমাত্র জেলা সদর ছাড়া সারা ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ভাড়াটিয়া সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। যশোর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র চৌগাছা মুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার থেকে সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে।

সামগ্রিকভাবে বরিশাল ও ফরিদপুরের তিন-চতুর্থাংশের বেশী এলাকা জনপথের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মুক্তিবাহিনী স্টিমার ও লঞ্চগুলির উপর আক্রমণ চালাবার ফলে ঐগুলির চলাচল বন্ধ হয়েছে। গেরিলারা উত্তর রণাঙ্গনের রাধানগরে একমাস যুদ্ধ করে ঐ এলাকাটি দখল করে নিয়েছে।

বিয়ানীবাজার, আখাউরা, কুলাউড়া, ব্রক্ষণবাড়িয়া, দর্শনা দখলেঃ

সিলেট, যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালীর পতন আসন্ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। তারা বিয়ানীবাজার, কুলাউড়া, লাকসাম, আখাউড়া, দর্শনা, লালমনিরহাট, মিয়াবাজার, কোটচাঁদপুর দখল করেছে। ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী এসব এলাকা দখল করে বর্তমানে সিলেট, যশোর, কুমিল্লার শহর দখলের জন্য যুদ্ধ করেছে। শীঘ্রই তিনটি জেলা পাক ভাড়াটিয়া সৈন্য মুক্ত হবে বলে আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধিরা জানিয়েছে।

সিলেটে প্রচন্ড যুদ্ধঃ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সিলেটের ১০ মাইল দূরে শাহিবাগে শত্রু বাহিনীর হানাদারদের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই চলছে। সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমার মিটাউন, ইটনা, নিকলি, অষ্টগ্রাম, বানিয়াচঙ্গ, আজমীরিগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও জগন্নাথপুর এলাকা এখন সংগ্রামী গেরিলাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তাহেরপুর থানা অবরুদ্ধ। কোম্পানীগঞ্জ ও সালুটিকর এলকায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক শত্রু সেনাদের যুদ্ধ চলছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জের মধ্যে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। শ্রীমঙ্গল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে।

বাংলাদেশে পাক বিমান বহর খতম

মুজিবনগর, ৬ই ডিসেম্বর তিন দিনের যুদ্ধে ভারত দখলীকৃত বাংলাদেশে এহিয়া বাহিনীর প্রায় সমস্ত বিমান বহর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শনিবার ১৭০ বার ও রবিবার ২৭০ বার ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে ৪৭ খানি জঙ্গী বিমানকে ধ্বংস করেছে। ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, চট্টগ্রাম, সারগোদা, করাচীসহ বহু স্থানে বোমাবর্ষণ করেছে। ভারতীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল রবিবারে ও সোমবারে বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনভাবে ভারতীয় জঙ্গী বিমানাগুলি বিনা বাধায় উড়ে যায় ও কুর্মিটোলাসহ দখলীকৃত বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর বিভিন্ন সামরিক বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে। বাংলাদেশে জঙ্গী এহিয়ার বর্তমানে কোন বিমান আর নেই। ভারতীয় বিমান বাহিনী সবগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চট্টগ্রামে পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিধ্বস্ত

করাচী থেকে এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার তিন সকাল বেলার পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণের মধ্যে মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রামে পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কয়েকটি পেট্রোল পাম্প বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

শমসেরনগর ও ঠাকুরগাঁও বিমানঘাঁটি দখলে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত জননী বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার ভাড়াটিয়া সৈন্যদেরকে আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে চিরতরে সমূলে বিনাশ করছে। মুক্তিবাহিনী গত শুক্রবার সিলেটের শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি এলাকার চার দিক থেকে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীর সাথে প্রচন্ড লড়াই করে শমসেরনগর বিমানঘাঁটি দখল করে নেয় মুক্তিবাহিনী ঐ দিনই ঠাকুরগাঁও শহর ও বিমানঘাঁটি দখল করে এবং বিজয় গৌরবে গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

চারটি কামান দখলে

কুমিল্লার গঙ্গাসাগরে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী হানাদার সেনাদের পরাস্ত করে তাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে ফেলে যাওয়া ৪ টি বড় কামান দখল করেছে।

-জন্মভূমি, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৪১

* * * * *

দশদিগন্তে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়জয়কার

**\ রণবার্তা পরিবেশক **

বাংলাদেশের সকল রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে। দখলীকৃত এলাকার অভ্যন্তরেও দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা জলে স্থলে খান সেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া তাদের খতম এবং আহত কারিয়া চলিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা সিলেটের উত্তরাঞ্চলের টেংড়াটিলা, গড়া, সিমুলতানা, কার্নী, আলীরগাঁও, পিরিজপুর, সুলতানপুর এবং উত্তরে রংপুর জেলার নাগেশ্বরী মুক্ত করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ কামালপুর এলাকারও বিস্তৃত পূর্বঞ্চল হইতে হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

ফরিদপুর এবং বরিশাল পটুয়াখালী জেলার বহু এলাকা হইতে হানাদার বাহিনী সরিয়া পড়িয়াছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার) নোয়াখালী জেলার ফেনী, যশোর শহর, ঝিকরগাছা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, দর্শনা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, শমসেরনগর আখাউড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচন্ড লড়াইয়ের খবর পাওয়া যায়। সকল রণাঙ্গনেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচন্ড মার খাইয়া হতাশাগ্রস্ত এবং মনোবলহারা হানাদার বাহিনী পিছু হটিয়া যাইতেছে। মুক্ত অঞ্চলসমূহ দ্রুত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত লোকজনের ত্রাণকার্য পুনর্বাসন কার্য শুরু হইতেছে।

গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা এবং ত্রিশালে মুক্তি সংগ্রামীরা ২টি অফিস স্থাপন করেন। খানসেনা কর্তৃক গঠিত রাজাকার, বদর এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা এইসব অফিসে আসিয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতেছে।

ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জ হইতে আমাদের প্রতিনিধি লিখিয়াছেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধারা গত ১৪ই নভেম্বর জামালপুর মহকুমার কামালপুরে হানাদার বাহিনীর সহিত ৩৬ ঘণ্টা স্থায়ী এক সংঘর্ষে শতাধিক দুশমনকে হতাহত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, কামালপুর খানসেনাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ভারী মেশিনগান, মর্টারসহ বহু চীনা এবং মার্কিন অস্ত্র হস্তগত করেন। এই দিনই বক্সীগঞ্জ মাদ্রা সড়কে খানসেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া তাহারা অর্ধশত খান সেনা খতম করেন। ১৯শে নভেম্বর দেওয়ানগঞ্জ থানার উঠান পাড়ায় অতর্কিত হামলা চালাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আরও ১৯ জন হানাদার সৈন্যকে হতাহত করেন। ইহার পর বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সূর্যনগর, উঠানপাড়া এবং মাসীর গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়।

গত ২১শে নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা বাহাদুরাবাদ ঘাটে জঙ্গী সেনাদের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রবাহী দুইটি স্টিমার এবং একটি লঞ্চ ধ্বংস করিয়া দেন। এখানে কয়েকজন পাঞ্জাবী সৈন্যেরও সলিল সমাধি হয়।

১৭ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নিকট খানসেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ৭টি দুই ইঞ্চি মর্টার, একটি ভারী মেশিনগান এবং অন্যান্য বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। এই আক্রমণের সময় দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সৈন্যদের আকস্মিকভাবে ঘিরিয়া ফেলিলে বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন শাহ তাহার ১২ জন সঙ্গীসহ আত্মসমর্পণ করে।

বরিশাল হইতে বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে জানা যায়, দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা উজীরপুর, মুলাদী থানা দপ্তর, ভোলা মহকুমার লালমোহন চরফ্যাশন, বোরহানউদ্দিন এবং পিরোজপুর মহকুমার স্বরূপকাঠি এবং বানারীপাড়া থানায় হামলা চালাইয়া মোট ২১ জন হানাদার সৈন্য এবং উহাদের অনিয়মিত বাহিনীর ১১৫ জনকে খতম করেন। এই সকল সংঘর্ষের সময় মুক্তিযোদ্ধারা ৬০টি রাইফেলসহ অস্ত্রশস্ত্র, শত্রু বাহিনীর ৩টি লঞ্চ, কয়েকটি গানবোট এবং ২টি বার্জ দখল করিয়া নেয়।

দেশে হাজার হাজার খান সেনা অবরুদ্ধ

**\ রণবার্তা পরিবেশ **

বাংলাদেশে দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর চতুর্মূখী দুর্বার অগ্রযাত্রার মুখে হাজার হাজার হানাদার পাকিস্তানী কাপুরুষ সৈন্যরা বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শুধু বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনেই কেন, গোটা বাংলাদেশেই ইহারা এখন অবরুদ্ধ। পলায়নের সকল পথ ইহাদের রুদ্ধ। তাই রণাঙ্গনেই ইহারা মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর নিকট অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করিতেছে দলে দলে।

বাংলাদেশে হানাদার সৈন্যদের দখলীকৃত সব কয়টি বিমানবন্দরে মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো বোমাবর্ষণ করিয়া দেওয়ায় সকল বিমানঘাঁটিই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে শত্রুর সকল বিমানঘাঁটি এখন অকেজো হইয়া রহিয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যেই দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও এবং সিলেটের শমসের নগর বিমানঘাঁটি দখল করিয়া লইয়াছেন। ফলে বাংলাদেশের হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের আকাশ পথে চলাচল কিংবা পলায়নের সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দিক হইতেই হানাদাররা আজ অবরুদ্ধ।

স্থলভাগেও মুক্তিযোদ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং রেলসেতুগুলি উড়াইয়া দেওয়ায় খানসেনাদের ঘাঁটি হইতে বাহির হইবারও কোন পথ নাই। মুক্তিযোদ্ধারা খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা-খুলনার মধ্যে সড়ক সেতু উড়াইয়া দেওয়ায় এবং সাতক্ষীরা-যশোর ও খুলনা-সাতক্ষীরা রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করিয়া রাখায় সাতক্ষীরা অবস্থান হইতে খানসেনারা হাঁটিয়া যাইতেও পারিতেছে না। যশোর-কুষ্টিয়া সেক্টরে খানসেনাদের অপারেশনাল হেড কোয়ার্টার ঝিনাইদহের মধ্যে রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুক্তিসেনারা দখল করায় খান সেনাদের যশোর-ঝিনাইদহ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ইহারা এখন যশোর হইতে ঢাকা অভিমুখে পলায়নের পথ পাইতেছে না। কুষ্টিয়ার রেল জংশনটিও মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসায় ইহারা আর কুষ্টিয়া হইতেও বাহরি হইতে পারিবে না।

কুমিল্লা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ আখাউড়া রেল জংশন কখল করিয়া লওয়ায় সিলেট-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকার সহিত ইহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমিল্লা হইতে সড়কপথে ঢাকায় ফিরিয়া যাওয়ার পথে দাউদকান্দি ফেরিঘাট তথা গোটা দাউদকান্দি এলাকা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে।

কুমিল্লা-ফেনী-চট্টগ্রামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলিয়া আসায় কুমিল্লার সহিত ফেনীর এবং ফেনীর সহিত চট্টগ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে কিংবা কুমিল্লা হইতে খানসেনারা ফেনীতে আর রসদ কিংবা সৈন্য সরবরাহ করিতে পারিবে না। এদিকে সিলেটেও আকাশ, সড়ক এবং রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জলপথে সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চঘাট আজমিরীগঞ্জ, অষ্টগ্রাম চাতলপার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। জলপথে চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা হইতে ঢাকায় যাওয়ার পথও বন্ধ হইতে চলিয়াছে। লাকসাম দখলের পর মুক্তিযোদ্ধারা ও মিত্রবাহিনী নদীপথের গরুত্বপূর্ণ জংশন চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। চাদপুর পতনের পর জলপথে বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনার মধ্যে খানসেনাদের চলাচলের সকল সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া যাইবে। ময়মনসিংহ সেক্টরে জামালপুর রেলওয়ে জংশনও দুই-একদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে পতন ঘটিলে রেলপথে উত্তর বাংলা-ময়মনসিংহ যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা বিমান বন্দরটিও সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ায় বাংলাদেশ হইতে খানসেনাদের আকাশপথে পলায়নের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িল। সমুদ্রপথে বাংলাদেশের সীমানা বরাবর বঙ্গোপসাগরে মুক্তিযোদ্ধাদের মিত্র ভারতীয় নৌবহর কঠোর ব্যূহ রচনা করায় চট্টগ্রাম দিয়াও খানসেনারা সমুদ্রপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়নের পথ পাইবে না।

সাবাস!

এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিযোদ্ধারা গত ১লা ডিসেম্বর ঢাকার দুইজন মুসলিম লীগ দলীয় কর্মীকে সাবাড় করিয়াছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আরো দুইজনকে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থাও গুরুতর।

পুলিশ জানাইয়াছে যে, নিহত শাহজাহান এবং আশেক নসরুল্লাহ যখন শান্তিবাগের এক রেস্টুরেন্টে বসিয়া ছিল তখন মুক্তি

যোদ্ধারা তাহাদের উদ্দেশ্যে স্টেনগান হইতে গুলিবর্ষণ করে। গেরিলাদের কাহাকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই।

এএফপির এক খবরে প্রকাশ, ঢাকায় পিপলস পার্টির অফিস এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অফিসটি জুলফিকার আলী ভুট্টো গত দুই মাস পূর্বে উদ্বোধন করেন।

অফিসের আসপবাবপত্র সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। বিস্ফোরণের সময় অফিসে কোন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল না।

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের আর এক অভিযানে একজন ব্যাঙ্ক প্রহরী এবং একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী আহত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতায় দিশাহারা

হানাদার বর্বর বাহিনীর পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তাদের নির্দেশে সামরিক বাহিনীর লোকরো পুনরায় গ্রামবাসীদের হত্যা এবং বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেওয়ার এক বর্বর অভিযান শুরু করিয়াছে।

গেরিলা সন্দেহে জিঞ্জিরা কতজন যুবককে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া হত্যা করা হইয়াছে তাহার এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট গত ১লা ডিসেম্বরের নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ের এই গ্রামটিতে অন্ততঃ ৮৭ জনকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা হত্যা করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই যুবক। নারী এবং শিশুরাও তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

ঢাকায় এই মর্মে খবর ছড়াইয়াছে যে এই সকল এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্ত্ততি গ্রহণ করিতেছে। গত সপ্তাহে একজন সামরিক অফিসার স্বীকার করিয়াছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা তাহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

এই সামরিক অফিসারটি তাহাদের এই অভিযানকে মুক্তিযোদ্ধাদের 'ঠান্ডা' করার অভিযান বরিয়া বর্ণনা করে এবং বলে কয়দিন অপেক্ষা করুন।

জিঞ্জিরা হইতে চার্চ এবং রিলিফ কর্মীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া এক রিপোর্টে বলা ইহয়াছে যে ঢাকার উত্তরে ১০ মাইল এলাকা ব্যাপিয়া হানাদার বাহিনী গণহত্যা এবং গণনির্যাতন চালাইয়া যাইতেছে।

রাঙামাটি ব্যাপটিষ্ট মিশনে হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া চার্লস আর, হাউজার নামক একজন ধর্মযাজক এবং বহু বাঙালি 'নান' নিহত হন।

-বাংলার বাণী, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে পাকবাহিনীর পশ্চাদপসরণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আমাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রু সেনাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে চলেছেন। মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত চরম আঘাতে নাজেহাল হয়ে পাকবাহিনী একরের পর এক তাদের ঘাঁটিগুলি ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। শত্রুসেনারা এখন কয়েকটি ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী তাদেরকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের পালাবার আর কোন পথ নেই। যশোর রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর সহেযাগিতায় দুর্ভেদ্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছেন। যশোর বিমান বন্দর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে আর এক তুমুল সংঘর্ষের পর ঝিনাইদহ শহরটি মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দখল করে নেয়। যশোর এখন সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত। রংপুরের লালমনিরহাট বিমানবন্দরে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দখলে এসেছে। দিনাজপুর শহর দখল করার জন্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী শত্রুছাউনির উপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানে এখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। কুমিল্লা রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার মিত্রবাহিনীর সহেযাগিতায় কুমিল্লা বিমান বন্দর ও কুমিল্লা শহর দখল করে নিয়েছেন। মননামতি ক্যান্টনমেন্ট এখন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী পাকসেনাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নি করে তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। মোমেনশাহী জেলায় কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও জামালপুর শত্রুকবল থেকে মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর বীর সোনারা মোমেনশাহী শহর ও ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। লাকসাম ও আখাউড়া আমাদের বীরসেনা ও মিত্রবাহিনীর পূর্ণ দখলে। আখাউড়া ও কুমিল্লার সংঘর্ষে ৭ শতাধিক খানসেনা নিহত হয়েছে। ছাতক ও শ্রীহট্ট শহর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়েছে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমমা শত্রুকবল থেকে মুক্ত। চারিদিক থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। নারায়নগঞ্জ থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে মেঘনার তীরে দাউদকান্দি পর্যন্ত আমাদের বীরসেনারা ও মিত্রবাহিনী এসে পৌঁছেছেন। তাদের সুবিশাল দৃষ্টি এখন ঢাকার দিকে।

তোমরা মরবে কেন? অস্ত্র ছেড়ে দাও- জেঃ ম্যানেকশ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনালে ম্যানেকশ বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতি উদ্দেশ করে বলেন, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও ভারতীয় বাহিনীর সামনে অস্ত্র

ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী তোমাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তোমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তোমাদের আকাশপথ অবরুদ্ধ। জলপথেও তোমরা যোগাযোগ করতে পারবে না। চট্টগ্রাম, খুলনা ও চালনা সকল নদীবন্দরগুলো ভারতীয় নৌবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশে তোমরা যে বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়েছ মুক্তিবাহিনী তার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত, আর সময় নেই- তোমরা যদি বাঁচতে চাও অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর নতুবা তোমাদেরকে নির্মমবাবে হত্যা করা হবে। তোমরা একটি সুসুজ্জিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা জান অস্ত্র ছেড়ে দেয়া সৈনিকের পক্ষে গ্লানিকর কিছু নয়। ভারতীয় বাহিনী তোমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। তোমরা মরবে কেন, ভারতীয় বাহিনীর সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত হও।

-বাংলাদেশ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

* * * * *

আফসারের নেতৃত্বে

নয়নপুরে ১৪ জন নিহত

১২ই নভেম্বর। হাবিলদার আবদুল হাকিম সাহেব ঢাকা জেলার জয়দেবপুর থানার নয়নপুরে পাকসেনাদের সাথে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। উক্ত সংঘর্ষে ১৪ জন হানাদার দস্যুসেনা নিহত হয়।

অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ : ১৯শে নভেম্বর। ভালুকা ঘাঁটি হতে পলায়ন করে আবদুল হাকিম নামে একজন রাজাকার রাইফেলসহ মুক্তিবাহিনীর শিবিরে আত্মসমর্পণ করে।

কালিয়াকৈরে সাফল্য : ২০শে নভেম্বর। ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার অনতিদূরে ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তার লতিফুর ব্রীজে দুঃসাহসী হাবিলদার আবদুল হাকিম সাহেবের নেতৃত্বে প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। উক্ত ব্রীজে পশ্চিমা ছ'জন রেঞ্জার পুলিশ নিহত হয়। নিকটস্থ ধানক্ষেতে রাইফেল ফেলে দিয়ে বাকি রেঞ্জার পুলিশ ও রাজাকার পালিয়ে যায়।

পরপরই পাশের আরেকটি কালভার্টে আক্রমণ করে ছ'জন রাজাকারকে গ্রেফতার করা হয় আর তিনজন রাজাকারকে গুলি করা হয়। এখানে ৮টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়, রাইফলের সাথে ৩০০ রাউন্ড গুলিও ছিল।

ধান কাটার সাজা : ৩রা ডিসেম্বর। শুক্রবার বেলা ৩টার সময় যখন রাজাকারদের একটি গ্রুপ ধামশুর গ্রামে ধান কাটার জন্য আসে তখন মুসলেহ উদ্দীনের নেতৃত্বে ২নং প্লাটুন কমান্ডার নাজিম উদ্দীনের সেকশনটি আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রথমেই দু'জন রেঞ্জার ও ৪ জন রাজাকার নিহত হয় বাকি কিছুসংখ্যক রাজাকার এক বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তখন মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ দ্বারা বাড়ীটি একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

বাড়ীটির ধ্বংস্তূপের নীচে ৩ জন রাজাকারের মৃতদেহ পাওয়া যায়, বাকি সব রাজাকার শুধু অস্ত্র নিয়ে লাশগুলো ফেলেই পালিয়ে যায়।

হানাদার খতম : ২রা ডিসেম্বর। কমান্ডার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার বেলা দুটোর সময় ভালুকা থেকে পশ্চিমা হানাদারসহ একদল রাজাকার কাঁঠালী গ্রামে বাড়ীঘর লুট ও অগ্নিসংযোগ করতে আসে। আমাদরে মুক্তিবাহিনীর সেকশন সম্যান্ডার গিয়াস উদ্দিন এবং ৩নং সেকশন কমান্ডার আবদুল ওয়োহেদের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ৩ জন পাক হানাদার ও ৭ জন রাজাকার নিহত এবং ৭ জন গুরুতরলুপে আহত হয়। পরে হানাদারেরা মৃত লাশগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

কারগো ধ্বংস : ৬ই ডিসেম্বর। কালিয়াখের থানার অন্তর্গত ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তার উপর কালিয়াকৈর হতে ছ'টি আড়াই টনি কারগো ভর্তি পশ্চিমা রেঞ্জার পুলিশ ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। হাবলিদার হাকিম সাহেবের নেতৃত্বে

একদল সুদক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এক অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে ৩টি আড়াই টনী কারগো ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে ২৭ জন রেঞ্জার পুলিশ নিহত ও ১৩ জন রেঞ্জার পুলিশ আহত হয়।

কাঁঠালীতে সংঘর্ষ : ২৩শে নভেম্বর। সেকশন কমান্ডার এমদাদুল হক (দুলু) ও নাজিম উদ্দিন তাদের সেকশন নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাঁঠালী গ্রামের ধূপজান কালের উত্তর পাশে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করে ৯ জন রেঞ্জার পুলিশ ও ৩৪ জন রাজাকার খতম করেন। এখানে ৪ জন রাজাকার আহত হয়।

ধূপজানে সংঘর্ষ : ২৬শে নভেম্বর। ভালুকা থানার কাঁঠালী গ্রামে ঢাকা ময়মনসিংহ সিএন্ডবি রোডের ধূপজান খালের পাড়ে মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানরা এক প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে ৩জন পাকসেনা ও ৪ জন রাজাকার নিহত করেন।

ভাওলিয়াবাজুতে প্রচন্ড যুদ্ধ : ৩০শে নভেম্বর। কমান্ডার হালিমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানরা বাওলিয়াবাজুতে পাক রেঞ্জার ও রাজাকারের উপর এক প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে ২৭ জন রাজাকার নিহত ও বহুসংখ্যক আহত হয়। এই দিন একজন স্বদেশপ্রেমিক রাজাকার, তার কমান্ডারকে হত্যা করে ৩টি রাইফেল নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চলে আসে।

ধামশুরে ৪ জন পাকসেনা ও ১৩ জন রাজাকার নিহত : ধামশুর ২রা ডিসেম্বর। প্লাটুন কমান্ডার নাজিম উদ্দিন, দুলু ও সুবেদার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে কাঁঠালী গ্রামের বড় রাস্তায় পাকদস্যু ও রাজাকারের এক বিরাট দলের সাথে এক প্রচন্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সংঘর্ষে ৪ জন পাকসেনা ও ১৩ জন রাজাকার নিহত হয়।

রাইফেল উদ্ধার : গত ২৮শে নভেম্বর বিকেল ৪ ঘটিকার সময় হবিবাড়ী ইউনিয়নের রক্ষীবাহিনী কুখ্যাত চালাল আবুল হাসেমের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে মোরগের খোয়াড়ে ৯০ রাউন্ড গুলিসহ ১টি ৩০৩ রাইফেল উদ্ধার করে।

গোলাঘাট সেতু ধ্বংস : সম্প্রতি কাওরাইদ ও সাতখামারের মাঝে অবস্থিত গোলাঘাট রেল সেতুটি মক্তিক্তযোদ্ধাদের এক দুর্ধর্ষ গেরিলা পার্টি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এই ৪০ হাত লম্বা সেতুটি বহুদিন যাবত পাকদস্যুদের দ্বারা সুরিক্ষত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে ঢাকা ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

খা খা খা বক্ষীলারে খা, পাকসোনারে খা : ১লা ডিসেম্বর। কালিয়াকৈর থানার এক পরিত্যক্ত বাঙ্কারে ডিফেন্স নেওয়ার জন্য ৫জন খানসেনা প্রবেশ করে। বাঙ্কারের মধ্যে কবে অলক্ষ্যে এক বিষধর সাপ শীতকালীন ঘুমের প্রয়োজনে আশ্রয় নিয়েছিল, খানসেনারা তা জানত না। কিন্তু উত্যক্ত সাপটি সকল সমরায়োজনকে তুচ্ছ করে নিজের উপস্থিতির চিহ্ন বসিয়ে দেয় বলিষ্ঠ পাঁচ-পাঁচটি শরীরের উপর। পরে এদেরকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় বাংকারটিতে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সাপটিকে অবশ্য সেখানে আর দেখতে পাওয়া যায়নি।

চাপড়বাড়ীতে তিনজন রাজাকার নিহত : ৪ঠা ডিসেম্বর। ভালুকা থানার চাপড়বাড়ীতে বাংলাদেশের দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়।

তল্পিতল্পাসহ পিঁয়াজীর পশ্চিম-যাত্রা : ৬ই ডিসেম্বর শ্রুত গায়েবী বেতারের এক ঘোষণায় জানা যায় বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সোলজারদের নায়ক আয় মেরা জান, আসমানকে চাঁন, আঁখোকে তারা, পেয়ারে দামান, লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী তমঘায়ে পাকিস্তান যৌথ বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণের সামনে বেকায়দা বুঝে তল্পিতল্পাসহ পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশের কেঁদায় তার মুছোয়াগুলোর সামনে চরম পত্র দাখিল করেছেন মিত্রবাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ। বলা হয়েছে, তারা যদি জীবনের মায়া রাখে তাহলে যেন অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে।

ভাওলিয়াবাজুতে ৫জন পাকসে না ও ৩জন রাজাকার নিহত : বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে বাওয়া গ্রামে পাকদস্যাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সংঘর্ষ হয়; এ সংঘর্ষে ৫জন খানসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়।

খবরে প্রকাশ গত ১১ই নভেম্বর সে, ক, নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাকদস্যুদের একটি বিরাট দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সুদীর্ঘ সময় ধরে সেখানে গোলাগুলি বিনিময় হয়। শেষে, বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে মুক্তিযোদ্ধারা সরে পড়েন।

উল্লেখ করা যেতে পারে এ যুদ্ধে আমাদের ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

রণাঙ্গন সংবাদ : ১০ই ডিসেম্বর, ভালুকা। এখানে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ মেজর আফসারের বাহিনী ৭ই ডিসেম্বর হতে ভালুকা থানা তিন দিক তেকে ঘেরাও করে শত্রুসৈন্যদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালাতে থাকে। শত্রুরা ৮ তারিখ দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ওখান থেকে সামনে একটি মাত্র পথ খোলা থাকায় সেটি ধরে পালিয়ে যাওয়া শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর ডিফেন্স তা টের পেয়ে শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে। রাস্তায় গুলি বিনিময় হওয়ার ফলে ২৫/৩০ জন রাজাকার নিহত হয় এবং ৫৫ জন রাজাকার ৫৫টি রাইফেল, ৪০০০ রাউন্ড গুলি ও কিছু নগদ অর্থসহ আত্মসমর্পণ করে।

উক্ত দুদিনের লড়াইয়ে মোট ৬০ জন রাজাকার নিহত ও প্রচুরসংখ্যক আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন সামান্য আহত হন। এ অভিযানে যারা সক্রিয় অংশগ্রওহণ করেন তারা হলেন কমান্ডার আবুল কাশেম, কমান্ডার ফয়েজ উদ্দিন, কমান্ডার খলিলুর রহমান, কমান্ডার চানমিয়া, সুবেদার মোসলেহ উদ্দিন ও আরও অনেকে।

-জাগ্রত বাংলা, ১১ই ডেসেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল : কুমিল্লা ও রংপুর অবরুদ্ধ

যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতন হইয়াছে। বাংলাদেশের শত্রুর এই শক্ত দুর্গ আর অন্যতম বৃহৎ সেনাছাউনি এখন মুক্তিসেনা ও ভারতীয় সৈন্যের মিলিত বাহিনীর করায়ত্ত। গত ৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বৈকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করে। মিত্র বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই সকল পাকসেনা দুর্গ খালি করিয়া পলায়ন করে।

যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতনের সাথে সাথে পদ্মার পশ্চিমে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধাংশে শত্রুরক্ষ্যাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মঙ্গলবার ভোরে ভারতীয় বাহিনী যশোর বিমান বন্দরের কাছে পৌঁছানোর সাথেই দখলদার পাক বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়া চম্পট দেয়। অসংখ্য বিবর ঘাঁটি পাকা বাঙ্কার আর কংক্রিটের প্রাকারে ঘেরা এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ছাড়িয়া পাক বাহিনী পড়ি কি মরি খুলনার পথে পলায়ন করে।

মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সরাসরি পশ্চিম দিক হইতে যশোর আক্রমণ না করিয়া নিপূণ রণকৌশলের আশ্রয় লইয়া উত্তর-পশ্চিমে চৌগাছা হইতে আকরি ও চূড়ামণকাঠি হইয়া উত্তর ও পূর্বদিক হইতে ক্যান্টনমেন্ট ঘিরিয়া ফেলিলে পাক বাহিনী প্রতিরোধ না করিয়া এইভাবে দুর্গ ছাড়িয়ে দেয়।

পলায়নের সময় পাক বাহিনী ক্যান্টনমেন্টের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, নিজেদের বিছানাপত্র, রেশন এমনকি কনট্রোল রুমের দেওয়ালজোড়া সামরিক মানচিত্রটিও অক্ষত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়।

ক্যান্টনমেন্ট দখলের পর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে। শহর ছিল তখন জনমানবশূন্য, পরিত্যক্ত। মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর আগমণের সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ যাহারা বর্বর পাক বাহিনীর অত্যাচারে গ্রাম গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা শহরে ফিরিয়া আসতে থাকে। মুক্ত যশোরের পথে পথে জনতা আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ক্রমেই সকলে ফিরিয়া আসিতেছে ও হাট বাজার চালু হইয়াছে।

দখলদার শত্রুরা পলায়নের পথে যেসব সড়ক ও রেলসেতু ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল সেগুলি মেরামত করিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর কাজ শুরু হইয়াছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান ও মুক্তিবাহিনীর সাথে জনগণ এইসব কাজে হাত লাগাইয়াছে।

সিলেট ও কুমিল্লা দখল

যশোর ক্যান্টনমেন্ট পতনের দিনেই পূর্ব রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সিলেট ও কুমিল্লা শহর শত্রুমুক্ত করে। মিত্র বাহিনী হেলিকপ্টারে সিলেট অবতরণ করে এবং পাক বাহিনীকে শহর হইতে বিতাড়িত করিয়া শালুটিকর বিমানক্ষেত্র অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে।

কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে কিছুসংখ্যক পাক বাহিনী অবরুদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের পালানোর পথ নাই। এদিকে মিত্র বাহিনী দাউদকান্দি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করিয়া আশুগঞ্জ হইতে মেঘনা পার হইয়া ভৈরবে উপনীত হইয়াছে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী।

দিনাজপুর-রংপুর

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জসহ সদর মহর ছাড়া দিনাজপুর জেলার সবটাই মুক্ত হইয়াছে। সদর শহর দখলের জন্য এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত লড়াই চলিতেছে।

রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পর সৈয়দপুরের সাব-ক্যান্টনমেন্টে শত্রুরা অবরুদ্ধ হইয়া আছে।

-মুক্তিযুদ্ধ, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

* * * * *

টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলা সদর মুক্ত : ঢাকার পতন আসন্ন

১২ই ডিসেম্বর। টাঙ্গাইল জেলা শহর মুক্ত করার জন্য স্থানীয় মুক্তিবাহিনী পূর্ব হতে বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুর উপর আঘাত হানতে থাকেন, বিশেষ করে তাঁরা টাঙ্গাইল-ঢাকা রাস্তার বহু গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করে দেন এবং বাসাইল মুক্ত করেন। ১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও আমাদের সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করেন। এর আগে বহুসংখ্যক ভারতীয় ছত্রিসেনা টাঙ্গাইল শহরের আশেপাশে অবতরণ করেছিলেন। অবস্থা সংকটজনক দেখে পাকবাহিনী ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে বিনা রক্তপাতে টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। ১২ই ডিসেম্বর সকাল ১০টার সময় মিলিতবাহিনী শহরে প্রবেশ করেন।

টাঙ্গাইল ১৪৭২ জন রাজাকার, ৫০০ পাকসেনা ও ২৯৪ জন মিলিশিয়াকে বন্দী করা হয়েছে। এছাড়া কিছুসংখ্যক দালাও ধরা পড়েছে।

ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ, যশোর, সিলেট ও কুমিল্লাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর মুক্ত হয়ে গেছে। ঢাকা নগরী চারদিক থেকে ঘেরাও করা হয়েছে। খন্ড খন্ড লড়াই চলছে। মিত্র বাহিনীর বিমান আক্রমণ ঠেকাবার কোন ক্ষমতাই পাকজঙ্গীবাহিনীর নেই। ফলে ঢাকার পতন আসন্ন ও অবধারিত হয়ে উঠেছে।

মিত্র বাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ জেনারেল ম্যানেকশ অধিকৃত বাংলাদেশের পাক সামরিক প্রধান লেঃ জেনারেল নিয়াজীকে তার লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। বলা হচ্ছে, অনিবার্য মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আত্মসমর্পণই সর্বোত্তম পথ।

লড়াই এখনও চলছে : ১৪ ডিসেম্বর। ময়মনসিংহ থেকে পলাতক পাকসেনাদের একটি দল জামালপুর হয়ে মধুপুর গড়ে প্রবেশ করে এবং টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যবর্তী বন এলাকা দিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে তাকে। কালিহাতী থানার কালিয়া ইউনিয়নের রক্ষীবাহিনী খবর পেয়ে দলটিকে অনুসরণ করে। কচুয়ার দক্ষিণ পূর্বে একটি বনে এদের গতিরোধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। মেজর আফসারের ফৌজেরা সিগন্যাল মারফত সংবাদ পেয়ে পাকসেনাদের ঘিরে ফেলেন ও তাদের আত্মসমর্পণ করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্বরদের দলটি তা না করে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। সেদিকে অবরুদ্ধ হলে তারা পূর্বদিকে মোড় নেয়, এবং সুবিধাজনক জায়গা পেলেই গুলি ছুড়তে থাকে। ১৫ তারিখ এ খবর লেখা পর্যন্ত তারা একই পন্থা অবলম্বন করে চলছে। এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৪৮ জন ও ধরা পড়েছে ৩ জন- বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন গুরুত্তরূপে আহত। এরা সকলেই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্য।

আমাদেরও ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মেজর আফসারের তৃতীয় পুত্র নাজিম উদ্দীন আহমেদ। অন্যান্যরা হলেন নাজিম উদ্দীন, আবদুল খালেক, আবুল কাসেম ও বসির উদ্দিন। এছাড়াও রক্ষীবাহিনীর একজন আহত ও ৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৫ তারিখ থেকে মেজর আফসার নিজে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পাকসেনাদের প্রতি বারবার আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা এখনও অস্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

কালিয়াকৈর সংঘর্ষ : ১৪ই ডিসেম্বর, কালিয়াকৈর। টাঙ্গাইল মুক্ত করার পর যখন মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা অভিমুখে তাদের ত্রিমুখী অভিযান শুরু করেন, ঠিক তখনই প্রায় ৬০০ জন হানাদার পাকসেনা ঢাকার সেনানিবাস হতে বেরিয়ে এসে কালিয়াকৈর বন এলাকায় ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাবিলদার হাকিমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এদের সাথে এক প্রচন্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শত্রুরা এ সংঘর্ষের সামনে টিকতে না পেরে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।মুক্তিযোদ্ধারা সুযোগ মত চরম আঘাত হানার জন্য হানাদারদের অনুসারণ করে চলেছে।

ঢাকার পথে : ১৫ই ডিসেম্বর। মেজর আফসারের এক দল বীর গেরিলা যোদ্ধা ঢাকা আক্রমণ অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য গতকাল ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেছেন।

নিয়াজীর আর্তনাদ : ১৫ই ডিসেম্বর। ঢাকা শহরকে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধারা অক্টোপাশের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন। জানা গেছে যে, তাঁরা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে অতি সুসজ্জিত, এবং ঢাকা শহরের সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহ তাঁদের কামানের আওতায় এসে গেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকসেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার প্রধান লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী ত্রাহি ডাক ছেড়েছেন। নির্বিচারে গণহত্যার এ পুরোহিতটি ভারতীয় বাহিনীর চীফ-অব-স্টাফকে অনুরোধ জানিয়েছেন। যুদ্ধবিরতির জন্যে। জেনারেল ম্যানেকশ’ তার আবেদন মঞ্জুর করে কাল সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ যুদ্ধ বিরতি দিয়েছেন। এ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিয়াজীকে জানাতে হবে তিনি তার লোকজনসহ আত্মসমর্পণ করতে সম্মত কি-না। অন্যথায় উক্ত সময় অতিক্রম করার সাথে সাথেই ... ।

-জাগ্রত বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

বাংলার বিভিন্ন এলাকার সহিত কুমিল্লাও শত্রুমুক্ত

গত ৮ই ডিসেম্বর বুধবার প্রত্যুষে শহরবাসী কুমিল্লা শহরকে যেন হালকা, স্বচ্ছ ও পবিত্র বলিয়া দেখিতে পায়। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জানিতে পারে কুমিল্লা শহর শত্রুমুক্ত এবং মুক্তি ও মিত্রবাহিনী কুমিল্লা শহরে পৌঁছিতেছে। এই আনন্দে জনগণ আনন্দ উল্লাসে একে অন্যের সহিত আলিঙ্গন ও 'জয় বাংলা' ধ্বনী দিতে থাকে।

এই সঙ্গে সর্বপ্রথম কুমিল্লা কোর্ট রোডে সহকারী সমবায় রেজিস্ট্রার অফিস ও সাবরেজিস্ট্রার অফিস গৃহের উপরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িতে দেখা যায়। তার পরপরই প্রতিটি গৃহে স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাইতে থাকে।

সকাল আটটা নাগাদ শহরের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে বাংলার দুলাল মুক্তিবাহিনীরা ক্ষিপ্রতার সহিত শহরে প্রবেশ করে এবং বঙ্গশার্দুল ও মিত্রবাহিনীর সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ময়নামতির দিকে ধাবিত হইতে থাকে, কেহ কেহ আবার শহর প্রদক্ষিণ করিয়া জনগণকে স্বাধীনতার মোবারকবাদ জানাইতে থাকে।

এখানে উল্লেযোগ্য যে, গত ৬ই ডিসেম্বর বিকাল চারটা হইতে কারফিউ এবং রাত্রে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করা হয়। ওই দিন বিকাল ৪টায় খবর পাওয়া যায় যে, খান সেনারা সীমান্ত হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর তীরে অবস্থান করতে তাকে। সন্ধ্যায় শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় কুমিল্লা ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসে টেলিফোনে অনুসন্ধান করিতে গেলে জনৈক ব্যক্তি জানান যে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই সাময়িকভাবে বন্ধ রহিয়াছে। এই সঙ্গে তিনি ইহাও জানান যে, পাওয়ার হাউস প্রহরারত পাঞ্জাবী পুলিশ বাহিনী ঠিক সন্ধ্যায় উধাও হইয়া গিয়াছে। তার পরক্ষণেই কুমিল্লা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হইতে জনৈক বাঙালি পুলিশ জানা যে, এক্সচেঞ্জে প্রহরারত পাঞ্জাবী পুলিশ দলও পালাইয়াছে এবং যাওয়ার সময় তাহাদের দায়িত্বভার সম্বন্ধে বাঙালি পুলিশ বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসারের কাহাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই। তার পরই আমরা পুলিশ লাইনের নিকটবর্তী এলাকা হইতে অনুনসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে, পুলিশ লাইন হইতেও পাঞ্জাবী পুলিশ বাহিনী এই কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউটের সাহায্য লইয়া তাহারা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় লইয়াছে।

ঐ রাত ৯টা হইতে শেষ রাত অবধি শহরতলী এলাকা হইতে খান সেনাদিগকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীরা ধাওয়া করিয়া শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কোণঠাসা করিয়া রাখে। তার পর হইতে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ক্যান্টনমেন্ট দখলের অভিযান চলে।

ক্যান্টনমেন্ট বন্দী শিবির হইতে ৩০টি পরিবারের মুক্তিলাভ

কুমিল্লা শহর বিজয়ের পর খান সেনারা ক্যান্টনমেন্ট বন্দী শিবির হইতে একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন ও জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারের পরিবারসহ ত্রিশটি পরিবারের লোকজনকে মুক্তি দেয়। কুমিল্লা পুলিশ বাহিনী একটি ট্রাক যোগে কয়েক দফায় উক্ত ত্রিশটি পরিবারের লোকজনকে কুমিল্লা কোতওয়ালী থানায় আনা হয়। থানা হইতে তাহারা নিজ নিজ বাড়ীঘর ও আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরিয়া যায়। এই দীর্ঘ আট মাস তের দিন পর মুক্তি পাইয়া মুক্ত এলাকায় পৌঁছিলেও তাহারা সঠিকভাবে জানিতে পারে নাই তাহাদের পরিবারের কর্ত ব্যক্তিরা কোথায় আছে বা আদৌ জীবিত আছে কি না।

১৯৭৭ জন বন্দী

বাংলাদেশ সামিরক বাহিনীর কুমিল্লাস্থ সদর দফতর হইতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবম ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার মেজর আইনুদ্দিন হইতে জানা যায় যে, গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর এই সাত দিনে চাঁদপুর হইতে ৭ জন অফিসারসহ ১,৩০০ জন, চান্দিনা হইতে ১১ জন অফিসারসহ ৪০১ জন ও কুমিল্লা হইতে

জে,সিওসহ ২৭৬ জন মোট ১৯৭৭ জ পাকবাহিনীর সৈনিককে বন্দী করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই আত্মসমর্পণকারী।

বঙ্গশার্দুল মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে

ক্যান্টনমেন্ট পতনের মুখে

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কুমিল্লার সদর দফতর হইতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৯নং ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার মেজর আউনুদ্দিন হইতে জানা যায় যে গত ৬ই ডিসেম্বর হইতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই ব্যাটালিয়ন, সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর ঝাট রেজিমেন্টের ১৪নং ব্যাটালিয়ন সংগে লইয়া কুমিল্লার পূর্বাঞ্চলে ধনপুর, সুয়াগাজী ও চিওড়ার পাক বাহিনীর তিনটি দুর্ধর্ষ অবরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ৭ই ডিসেম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৯নং ব্যাটালিয়ন প্রথম কুমিল্লায় প্রবেশ করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই ব্যাটালিয়নটি প্রথম কুমিল্লা প্রবেশ করিয়া বর্তমানে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের পারে আঘাত হানিতেছে। এই ব্যাটালিয়ন গত মঙ্গলবার অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় দুর্গাপুর গ্রাম হইতে পাক বাহিনীকে পিছু হটাইয়া আরও অগ্রসর হইয়াছে। গত মঙ্গলবার দুর্গাপুর যুদ্ধে বহুসংখ্যক পাক বাহিনীর সৈনিক হতাহত হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কুমিল্লা শহরে প্রবেশকালে পাক বাহিনীর একটি দুর্ধর্ষ গোলান্দাজ বাহিনীকেও এই বঙ্গশার্দুলরা পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বর্তমানে বঙ্গশার্দুল মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ক্যান্টনমেন্ট ময়নামতিকে চতুর্দিক হইতে এমনিভাবে ঘেরাও করিয়া অগ্রসর হইতেছে যার ফলে ক্যান্টনমেন্ট হইতে খান সেনারা তাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এছাড়া প্রত্যহ মিত্রবাহিনীর বিমান অনবরত বোমাবর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন মুহূর্তে এই ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

-আমোদ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

*   *   *   *   *

ঘানাদার বাহিনীর পলায়ন ও দলে দলে আত্মসমর্পণ :

ঢাকা ঘেরাও : তেজগাঁ দুর্গ কামানের লক্ষের মধ্যে

বাংলাদেশ, ১৪ই ডিসেম্বর। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী একই সঙ্গে মির্জপুর, নরসিংদী ও দাউদকান্দি হইতে ঢাকার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। ঢাকা এখন তিন দিক হইতে পরিবেষ্টিত।

গতকাল টাঙ্গাইলকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া মির্জাপুর পর্যন্ত পৌঁছান হইয়াছে। নরসিংদী হইতে অগ্রসরকালে হানাদার বাহিনী বাধা দিলে তাহাদের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। খুলনা শহরে তীব্র লড়াই চলিতেছে। ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী বগুড়ার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

গতকাল দিল্লীতে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র প্রকাশ করেন যে, ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকার চারপাশে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা সম্ভব হইবে। এখনই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মিত্র বাহিনীর আর্টিলারীর পাল্লার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

ইত্যবসরে পদ্মার উপরে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে। এই ব্রীজের পাড়ে পাকশী এবং তারপরই ঈশ্বরদী। গতকাল (মঙ্গলবার) স্থলবাহিনীর সাহায্যে মিত্রবাহিনী ভেড়ামারা, পাবনা, রংপুর, ময়নামতি ও নরসিংদীতে শত্রুদের অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করে।

ওদিকে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ফেনী হইতে চট্টগ্রামের পথে সীতাকুণ্ঠে গিয়া পৌঁছিয়াছে। খুলনাতে যদিও তীব্র লড়াই চলিতেছে তথাপি দৌলতপুরের পতনের পর হানাদারদের আর তেন মনোবল নাই।

সম্পাদকীয় : নিক্সনের হুমকি ও সপ্তম নৌবহর

বাংলাদেশ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। ঢাকা শহরকে শত্রুকবল মুক্ত করার জন্য তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদার শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার এই চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্তে নিক্সন হুমকি দিয়াছে। আক্রমণকারী ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বলার পরিবর্তে নিক্সন ভারতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতেছে। জঙ্গী ইয়াহিয়ার বুট চুম্বনকারী মাও সে তুঙ-এর চীন তার দোসর।

বাংলাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য নিক্সন সরকার বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়া দিয়াছে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর গানবোট পলিসি আজ নিক্সন সরকার গ্রহণ করিয়াছে। ভারতকে ভয় দেখাইয়া ও হুমকি দিয়া বাংলাদেশের শত্রূর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অভিযানকে বানচাল করাই ইহার লক্ষ্য। ইহা নিক্সন সাহেবদের পুরাতন খেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ইতালীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় আটলান্টিক সাগরে ও ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা নৌবহর পাঠাইয়াছিল। লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ১৯৫৩ সালে ৬ষ্ঠ নৌবহর হইতে বৈরুতে সৈন্য নামাইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সেখানকার সমুদ্রে বার বার নৌ বহর পাঠাইয়াছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশকে আতুড়ঘরে গলা টিপিয়া মারার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাইয়াছে বাংলাদেশের দরিয়া বঙ্গোপসাগরে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে গলা টিপিয়া মারা তাহার অসাধ্য। তবুও সপ্তম নৌবহর পাঠাইবার পিছনে তাহার আরও একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা হইল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে দেখানো। এজন্যই বাংলাদেশের মার্কিন নাগরিকদের 'নিরাপত্তা বিধান ও উদ্ধারের' জন্য নৌবহর পাঠানো হইয়াছে বলিয়া সাফাই গাহিতেছে। সেখানে পাকিস্তানের করাচী প্রভৃতি শহরের মার্কিন নাগরিকদের বিমানে অপসারণ করা হইয়াছে, যেখানে বাংলাদেশের নৌবহর পাঠানো কেন? বাংলাদেশের ঢাকা শহর হইতে অন্যান্য বিদেশী যাত্রীদের যেভাবে বিমানে অপসারণ করা হইয়াছে তাহারা সে পথে কেন গেলেন না? তাহাদের উদ্দেশ্য বিবিধ, হানাদার সৈন্যদের হত্যাবশিষ্টদের রক্ষা করার 'পবিত্র' দায়িত্ব ও তাহারা নিয়াছেন। তাই রাও ফরমান আলির আত্মসমর্পণে ইয়াহিয়া প্রথমে অনুমতি দিয়াছিল কিন্তু পরে মত পাল্টাইয়াছে। সপ্তম নৌবহরের গতিবিধি পাকিস্তান সরকার পরম উল্লাসের সহিত বার বার ঘোষণায় উল্লেখ করিতেছে।

প্রথম উদ্দেশ্যের কথা আগেই বলিয়াছি। অপরদিকে 'কাগজের বাঘে'র নয়া দোস্ত চীন ইয়াহিয়ার পক্ষ লইয়া জাতিসংঘে, নিরাপত্তা পরিষদে আর পিকিং-এর বেতারে ভারতবিরোধী তথা সোভিয়েটবিরোধী কুৎসা চালাইতেছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পদে পদে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

কোথায়গেল তাহার বড় বড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুলি। সপ্তম নৌবহরের এই গতিবিধিতে চীন নীরব কেন? আমরা চীনকে তার নিজের চরকায় তেল দিতে বলি। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাইওয়ানে মার্কিন ঘাঁটি তাহার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যের অভিযান। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হাইওয়ান দখল করিয়া রাখিয়াছে তাই নিয়া জাতিসঙ্ঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে তাহার গলাবাজী শুনি না। শুনি ভারত নাকি 'পাকিস্তানের একটা অংশ' দখল করিয়া নিতেছে। মহান চীনকে তাহার বর্তমান নেতারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গাধাবোটে পরিণত করিয়াছে।

তাই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গতিবিধির সহিত তাল মিলাইয়া চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে তিব্বতে সৈন্য মোতায়েন করার উদ্যোগ নিয়াছে। তিব্বতে চীনা সৈন্য চলাচলের পিছনে ভারতকে ব্লাকমেইল করার দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।

-নতুন বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

*　　*　　*　　*　　*

নির্ঘণ্ট

অ
'অগ্রদূত' (পত্রিকা) ৭১৭, ৭৩০, ৭৪৭
আ
আইনুদ্দিন, ডাঃ ৭২২
আইনুদ্দিন, মেজর ৭৭১, ৭৭২
আওয়ামী লীগ ৫২৮, ৫৫০, ৬৪৩, ৬৪৬, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৬৪, ৭০৮, ৭১৩, ৭১৪
আকবর, আলী ২২১
আকবর, আলী (রাজা) ১৯০
আখঞ্জি, (সেঃ লেঃ) তাহের উদ্দিন ৬৩৫
আজাদ, আবুল কালাম ২২১
আজাদ, (লেঃ নায়েক) আবুল কালাম ২২০, ২২১
আজিজ, লেঃ লেঃ (শহীদ) ৬৩৪
আজিজ, আবদুল (শহীদ) ৭১৯
আট নং সেক্টর ৩২৬, ৩২৭, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৯২, ৩৯৪, ৪০০, ৪১৪, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৪২, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৮০, ৫৭৬, ৫৭৯, ৫৮৫, ৬১৯, ৬২৫, ৬২৮, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৭০৩
আনন্দবাজার পত্রিকা ৬৫৬, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৭১, ৬৭৮, ৬৮০, ৭০১, ৭১২, ৭১৭, ৭৪০, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০
আনিস, সেঃ লেঃ ৬৩৯
আফসার (মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক) ৭৩১, ৭৬৬, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৭১,
আবছার, নূরুল ২২১
আবদুল্লাহ (সেঃ লেঃ) খোকন ৬৩৩
আবেদীন, জয়নাল ২২০
আবেদীন, জয়নাল ২২১
আবেদীন, জয়নাল ৫৭৬
আবেদীন, জয়নাল (সাংবাদিক) ৭১৭
আমু কেরানী ৬৮৬
'আমোদ' (পত্রিকা) ৭৭২
'আল-আববাস' (পাক জাহাজ) ৬৭৩
আলম, আনোয়ার-উল ৫২১
আলম জামসেদ ২২১
আলম, নূরুল ২২১
আলম, বদিউল ২২১
আলম, মোহাম্মদ রফিকুল ৫০৬
আলম, শাহ ২৮১
আলী, (সুবেদার) কোরবান ৭৩২
আলী, (সেঃ লেঃ) মোহাম্মদ ৬৩৮
আলী, মোহাম্মদ ৫১২
আলী, শওকত ৫১০
আলী, হযরত ৫১৫
আলী, (নায়েক) হযরত ৫৭৯
আলী, হায়দার ৫২২
আলীম ৫৩৭
আলীম, মু, আ, ৫২২, ৫২৩
আসাদুজ্জামান, (সেঃ লেঃ) মোঃ ৬৩৮
আহমদ, কবীর ২২১
আহমদ, তাজুদ্দিন ১৭৮, ১৮২, ৭০৮, ৭২৮

অ-১০
আহমদ, নূর ২৮১
আহমেদ, (সেঃ লেঃ) গিয়াস ৬৩৭
আহমেদ, নাজিম উদ্দীন ৭৭০
আহমেদ, সালেহ ২২১
'আহবান' (কবিতা) ২৫, ২৬
আহসান, (সেঃ লেঃ) জামিল ৬৩৪
'আয়না' (কবিতা) ২৭

ই
ইউ, এন, আই ৬৫০, ৬৬৪, ৬৬৬, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৭, ৬৮১, ৭১২, ৭১৭, ৭২৩
ইউনুস, মিয়া ৫৭৬, ৫৮৫
ইউসুফ, মোঃ ২২১
ইউসুফ, মোহাম্মদ ৭০৩
ইসলাম, (সেঃ লেঃ) আমিনুল ৬৩৬
ইসলাম, জহিরুল ২২০
ইসলাম, তাজুল ৭১৪
ইসলাম, নজরুল ৭১৭

ইসলাম, মুফিজুর ২২১
ইসলাম, মোঃ সিরাজুল (শহীদ) ৬১১
ইসলাম, (মেজর) রফিক-উল ৫৪১, ৫৪৬
ইসলাম, (সেঃ লেঃ) রফিকুল ৬৩৮
ইসলাম, সেখুল ২২১
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ৬৩১, ৭০৮
ইসহাক, মৌলানা মহম্মদ ৬৯৬
উ
উদ্দিন, আফজার ৬০৩
উদ্দিন, কামাল ২২১
উদ্দিন, গিয়াস ৭৬৬
উদ্দিন, ডাঃ ৫১০
উদ্দন, ফয়েজ ৭৬৬
উদ্দিন, বসির ৭৭০
উদ্দিন, মঈন ২২১
উদ্দিন, (সুবেদার) মোসলেম ৭৬৬, ৭৬৮
উদ্দিন, মোছলেহ ৭৬৬
উদ্দিন, সাহাব ২২০
উদ্দিন, নাজিম ৭৬৬, ৭৭০
উল্লাহ, মাওলানা আহমদ ৭৩২
এ
এ, এফ, পি ৭৪২, ৭৬৫
এক নং সেক্টর ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫৩৯, ৫৪১, ৫৪৭, ৫৫৭
এগারো নং সেক্টর ৫০৯-১৫, ৫১৭-২০, ৫২৪, ৫৩৭, ৫৬২, ৬৩৩, ৬৩৭, ৬৩৮
এ. পি, পি ৬৬০, ৬৭০, ৭৩৭, ৭৬৫
এ. পি, পি ৭৬১
এহসান, সেঃ লেঃ ৬৩৮
এহিয়া ৭২৩
‘এভালোস’ (গ্রীক জাহাজ) ৭২৮
ও
ওসমানী, (কর্নেল) এম, এ, জি, ১৮৪, ৪৮৭, ৬৮২, ৬৯৯, ৭০৩, ৭০৮, ৭০৯, ৭৪৫
ওয়ালিউল্লাহ ১৯১
ওয়ালী, মেজর ৬৩১, ৬৩৯
ওয়াহেদ, আবদুল ৭৬৬
ক
কবির, (সেঃ লেঃ) ৬৩৫
কমিউনিস্ট পার্টি ৬৮৩
‘কয়হার ইন্টারন্যাশনাল’ (তেহরানের দৈনিক পত্রিকা) ৬৬৪
‘কালান্তার’ (পত্রিকা) ৬৯০
কালাম, আবুল ২৮১
কাশেম, আবুল ৭৬৮, ৭৭০
কাসেম, আবুল ২২১
কুমার, দিলীপ ২২০
খ
খয়ের, আবুল ১৯১
খান, আইউব ৭১২, ৭১৬
খান, ইয়াহিয়া ১৭৬, ১৮৩, ৫৩৪, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮৩, ৬২৬, ৬৪০, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫৪, ৬৭৫, ৬৮৩, ৬৯৬, ৭১২, ৭২৯, ৭৪৪, ৭৭৩
খান, (লেঃ কর্নেল) খিজির হায়াত (পাকা) ৬৮৭
খান, টিক্কা (লেঃ জেঃ) ৬৬৪
খান, প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা ৬৪১
খান, (লেঃ নায়েক) মোনসের ৭৩২
খালেক, আবদুল ৫৮২
খালেক, আবদুল (শহীদ) ৬৮৪
খালেক, আবদুল ৭৭০
খালেদ, (সেঃ লেঃ) এস এম ৬৩৬
খায়ের, আবুল ২২০
খাঁ, আসরাফ ৫৭৯
খা, আহমদ ৭০২
খাঁ, মোনায়েম (নিহত), ৭১২, ৭৩২
খাঁ, সবুর ৭৩৭
খাঁ, (কর্নেল) সরফরাজ (পাক) ৬৮৮
খুরশীদ, (লেঃ) মোহাম্মদ ৬৮৬, ৭৩৬

গ
গণি, (মাওলানা) ওসমান ৬৭০
গান্ধী, (সেঃ লেঃ) অলীক ৬৩৯
গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ত্রিপুরা ৫০৫
‘গেরিলা যুদ্ধ’ (পুস্তিকা) ৫০১-০৪

চ
চট্টোপধ্যায়, শ্রীমদন মোহন ১৯১
চৌধুরী, আবদুল ওয়াহিদ ৭২৩
চৌধুরী, ফ'কা, ৭১৪
চৌধুরী, ফরিদ আহমেদ (শহীদ) ২২১,২২৫
চৌধুরী, বজলুছ সোবহান ২২৫
চৌধুরী, শাহ এমরান ২২১
চৌধুরী, সফিকুল আলম ৭১৩
চৌধুরী, সামছুল আলম ২২৫
চৌধুরী, হামিদুল হক ৭২২
ছ
ছয় নং সেক্টর ৫২৯,৫৩৬,৫৮৭,৫৯৭,৬১২,
৬৩৩
জ
'জন্মভূমি' (সাপ্তাহিক) ৬৮৫,৬৮৮,৭৬১,৭৬২,
জববার, এম, এ, ৫৮৭
জহির, সেঃ লেঃ ৬৩৪
'জয় বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৬৪২, ৬৫৫, ৬৬৩ ৬৭০,
৬৯৪, ৭০৯, ৭৩৯
'জাগ্রত বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৭৩১, ৭৬৮, ৭৭১
জামাতে ইসলামী ৫৮৩, ৬৪২,৬৭০,৭২৬
জালালুদ্দিন (শহীদ) ৭১৯
জলালবাদী, (সেঃ লেঃ) মুরাদ ৬৩৭
জিয়া, ক্যাপ্টেন ৭৪১
জোয়ারদার, তরুণ হোসেন ৬৫৯
ড
'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ৭৪১
ত
তাহের, সেঃ লেঃ ৬৩৩
তাহের, (মেজর) আবু ৭১৭,৭২৯
তাহের, মোঃ আবু ২২১
তাহেরি, আমির (বিদেশী সাংবাদিক) ৬৬৪
তিতুমীর, শহদী ৬৩৮
দ
দাবানল' (সাপ্তাহিক) ৬৯৭
দাস, শ্রী জগঃজ্যাতি (শহীদ) ৭৫৯
দাস, ভবেশ (শহীদ) ৭১৯
দুই নং সেক্টর ৫৩৮,৫৭৭,৫৭৮,৫৮৬,৫৮৮
৫৯০,৫৯১
দে, পরিমল (শহীদ) ৭১৯
ন
নইমুদ্দিন, ডাঃ ৭২৩
নজরুল, সেঃ লেঃ ৬৩৪
'নতুন বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৭২১,৭৭৩
নবী, (সেঃ লেঃ) খোন্দকার নুরুল ৬৩৬
নসরুল্লাহ, আশেক ৭৬৫
নয় নং সেক্টর ৪৭৮,৫০৭,৫০৮,৫২৬,৫২৭
৫৩৩,৬২৯,৬৩৮,৭২৭,৭৩৬
নাওয়াজ, (মেজর) সাদেক ৬৮৭
'নাসিম' (পাকজাহাজ) ৭২৮
'নিউইয়র্ক টাইমস' ৭৬৫
নিজাম, ২২১
নিক্সন, (প্রেসিডেন্ট) ২৭২
নিয়াজী, (লেঃ জেঃ) এ,এ,কে, ৭৬৭,৭৭০,
৭৭১
নূরুজ্জামান (শহীদ) ৭১৯
নোহির চেয়ারম্যান ৭২৩
ন্যাপ ৬৪৮,৬৮৪,৭১৩,৭১৯,৭২০
প
পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স ৭৩২,৭৪৮
পাঁচ নং সেক্টর পারভেজ ৬১০,৬৩৭
পারভেজ লেঃ ৭২২
পি,টি,আই, ৬৪২,৬৪৬,৬৪৭,৬৫২,৬৫৩,
৬৬৫,৬৬৬,৬৭০,৬৭৩,৬৮১,৬৮৫,৭১৭,
৭২১,৭২২,৭৩১,৭৩৫
পি,ডি,পি, ৫৮৩
পিপলস পার্টি ৭৬৫
পি,পি, আই, ৬৫০,৬৬৫
পুলিশ সদর দফতর, মুজিবনগর ৫৮১
ফ
ফজলু ৬৮৬
ফজলু, সেঃ লেঃ ৬৩৭
'ফরমোজা' (চীনা জাহাজ) ৭১৬
ফরিদ, নূরুল আলম ৭০৩
ফারুক, সেঃ লেঃ ৬৩১

ফিরুভাই, সেঃ লেঃ ৬৩৯
ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ ৫৮৭

ব
বসর, আবুল ২২১
বসু, মিন্ট ৭০৩
বয়তুল্লাহ, এম, এন, এ ৬৫০
বাখরদ্দিন ৬৮৬
বাবুল, (সেঃ লেঃ) মনসুরুল আমীন ৬৩১
বাহরুল ৭৩২
বাঙালি, ফিরোজ ৭০৩
'বাংলাদেশ' (সাপ্তাহিক) ৭৩২,৭৪৩,৭৬৬
বাংলাদোশ আর্কাইভস, মুজিবনগর ১,৬,৪৩,৫০,
'বাংলার বাণী' (সাপ্তাহিক) ৬৯৯,৭০০,৭০৮,
৭৩৪,৭৩৭,৭৬৫
'বাংলার মুক্তিযুদ্ধ' (গেরিলা বাহিনীর নির্দেশাবলী)
৪৮২-৮৬
'বাংলার মুখ' (পত্রিকা) ৬৭৯
'বিপ্লবী বাংলাদেশ' (সাপ্তাহিক) ৬৮৪,৬৮৬,
৭০৫,৭১৫,৭২৭,৭৩৬,৭৪১,৭৪৬,৭৫২,
বি,বি,সি, ৬৪০,৬৪৫,৭৪৮
বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র (শহীদ) ৭১৯
বেপারী, কমেদ আলী ৫২২
ভ
ভট্টাচার্য, (সেঃ লেঃ) নিরঞ্জন ৬৩৬
ভূট্টো, জুলফিকার আলী ৭৬৫
ম
মজুমদার, (সেঃ লেঃ) মনসুরুল ইসলাম ৬৩৫
মঞ্জুর, মেজর) এম, এ, ৪৮২,৫৩০,৫৩৪,৫৪০,
৭০৩
মহীউদ্দিন ২২১
মহীউদ্দিন, এস,এম, ২২১
মাও সেতুঙ ৭৭৩
মাজাদিয়া যুব শিবির ৫৭৬, ৫৮৫
মান্নান ৬৮৬
মামুন, ম, ৬৫০
মাসুদ, সেঃ লেঃ ৬৩২
'মাহতাব জাবেদ' (পাক জাহাজ) ৭৩৬
মাহবুব, কমান্ডার ৭১৩
মাহবুব, ক্যাপ্টেন ৬৮৬
মাহমুদ, ইয়ার (শহীদ) ৭১৯
মিঞা, কানু ২২০
মিঞা তারা ৫০৫,৫০৬
মিঞা, মুছা ২২০,২২১
মিয়া, সাহাব ২২১
মিয়া , আবদুর রব ৫৩৮
মিয়া, খোকা ৫২৩
মিয়া, (কমান্ডার) চান ৭৬৮
মিয়া, পাঞ্চু ৭১৭
মিয়া, মতি ৫২২
মিয়া, মান্নান ৬৭৭
মিয়া, মাসুদ ৭৩২
'মুক্ত বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৭২৯,৭৪৩
'মুক্তিযুদ্ধ' (সাপ্তাহিক) ৬৪৮,৬৫৫,৬৬১,৬৭১,
৬৭৫,৬৮৪,৬৯৫,৭০৩,৭১২,৭১৪,৭৬৯
মুশারফ, (মেজর) খালেদ ৬৪০,৬৪২
মুসলিম লীগ ৫০৬,৫৮৩,৬৪২,৬৪৮,৬৫৪,
৬৫৮,৬৭৭,৬৮৬,৬৯৬,৭০২,৭০৩,৭১৪,
৭২৭,৭৬৫
মোল্লা, আবদুল হাকিম (শহীদ) ৭১৯
মোস্তফা, নূরুল ২২১
মোহাম্মদ, ওয়ালী ৭১৭
মোহাম্মদ, নূর ২২১
য
'যুগান্তর' (ভারতীয় দৈনিক) ৬৪৩,৬৪৪,৬৪৫,
৬৪৭,৬৫৩,৬৫৮,৬৫৯,৬৬২,৬৬৪,৬৭০,
৬৭২,৬৭৪,৬৭৭,৬৮১,৬৮৫,৭২২,৭২৪,
৭২৫,৭৪৯,৭৫০
র
রউফ, আবদুর ৭১৩
রউফ, (সেঃ লেঃ) আবদুর ৬৩৯
রওন, দফাদার ৬৯৪
রকিব, সেঃ লেঃ ৬৩২
'রণাঙ্গন' (টাঙ্গাইলের সাপ্তাহিক) ৬৪৯,৬৬০,
৬৬৮,৭২৭,৭৪৫
রহমান, আবদুর ৭২৮

রহমান, খলিলুর ৭৬৮
রহমান, ছাদেকুর ২২১
রহমান, ছৈয়দ মিজানুর ৫১৪
রহমান, (মেজর), জিয়াউর ৬৪০
রহমান, দলিলুর ১৯১
রহমান, ফজলুর ৫১৭
রহমান, (লেঃ), মতিউর ৫৮২
রহমান, (সেঃ লেঃ), মাহবুবার ৬৩৫
রহমান, মুখলেছুর ১৯১
রহমান, মোঃ আনিছুর ৫২৩
রহমান, শেখ মুজিবুর ১৮৩,৫৩৫,৬৪৮,৬৫৬,
৬৭০,৭০৭,৭০৮,৭৬২
রহমান, হাবিবুর ৭২৭
রহিম ৫১৫
রয়টার ৬৪১
রিয়াজুদ্দিন (শহীদ) ৭১৯
রেডিও পাকিস্তান ৬৮৭
'রোববার' (সাপ্তাহিক) ৬৩১

ল
'লাইটনিং' (মার্কিন জাহাজ) ৬৯৮
শ
শ (জেনারেল), ম্যানেক ৭৬৫,৭৭০,৭৭১
শওকত (সেঃ লেঃ) ৬৩১
শাহজাহান ৭৬৫

ষ
ষষ্ঠ নৌবহর ৭৭৩
স
'সপ্তডিঙ্গা' (পাক জাহাজ) ৭৩২
সপ্তম নৌবহর ৭৭৩
সফিউজ্জামান, মোঃ ২২০
সফিউল্লাহ ২২১
সফিউল্লাহ (মেজর), কাজী ৫২৮
'স্বদেশ' (সাপ্তাহিক) ৬৫১, ৭১৯
স্বরাষ্ট্র দফতর, মুজিবনগর ৫৮০
সরকার, শ্রী দেবেন্দ্র নারায়ণ ১৯১
সরকার, মোঃ নাছির উদ্দিন ৫২৩
সরোয়ার, গোলাম ৬৮৬
'সংগ্রামী বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৭১৬
সাত নং সেক্টর ৬৩৫,৬৩৬
সাদেক, মোঃ ২২১
সাদেক, (সেঃ লেঃ) সৈয়দ আবু ৬৩৪
'সানডে টাইমস' (লন্ডন) ৭৩২,৭৩৯
সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' ৬৫৬,৬৭৬,৬৮৩,৬৮৭,
৭১১,৭২৮,৭৩২,৭৩৭,৭৪৬
'স্বাধীন বাংলা' (সাপ্তাহিক) ৬০৫
স্বাধীন বাংলা বেতার ৬৪১, ৬৪৭,৬৬৯,
সামছুদ্দিন ৫১৪
সামাদ মাষ্টার ৬৮৬
সালাম, আবদুস (শহীদ) ৭১৯
'সিটি অব সেন্ট আলবানস' (বৃটিশ জাহাজ) ৭৪০
সিদ্দিকী, কাদের ৫০৯,৫১১,৫১৭,৫২২,৬৫৯,
৬৬৪,৭৩০,৭৩১
সিরাজ ৫২৪
সূরুজ (শহীদ) ৬৮৪
সেন, সূর্য ৬৩৮
সেলিম, ক্যাপ্টেন ৭৪১
হ
হক, (ডাঃ) আজিজুল (শহীদ) ৭১৯
হক, আমিনুল ২২১,২২৫
হক, এমদাদুল (ডুলু) ৭৬৬
হক, ওবায়দুল ২২০
হক, নূর ৫৮৪
হক, নূরুল ৭১৪
হক, ফজলুল (শহীদ) ৭১৯
হক, মাহবুবডউল ২২১
হক, সামছুল ২২০
হক, সায়দুল ২২১
হক,আবদুল ২২১
হাউজার, চালর্স, আর, (শহীদ ধর্মযাজক) ৭৬৫
হাকিম, আবদুল ৭০৩
হাকিম, আবদুল ৭৬৬
হাকিম, (হালিবদার) আবদুল ৭৬৬
হাকিম, মোঃ আবদুল ৬২৮
হাফিজ আবদুল ৭১৪
হাফেজ, আঃ ৭৪৭
হাবিব (কমান্ডার) ৫১৭

হাবিব, হারুন (সাংবাদিক) ৭১৭
হামিদ ৬৮৬
হামিদ, (ক্যাপটেন) আবদুল ৭১৭
হামিদ, (ক্যাপটেন) এম, এ, ৫২০
হালিম, (মৌলানা) আবদুল ৫৭৬,৫৮৬
হাশিম, মোঃ আবদুল ৫৬৭, ৫৮৬
হাসান, লেঃ আতাউল ৬৮৭
হাসান, সেঃ লেঃ আনিস ৬৩৪
হাসান, সেঃ লেঃ মোমতাজ ৬৩৫
হাসান, সেঃ লেঃ সিলিম (শহীদ) ৬৩৪
হাসিম, (সিপাহী) আবদুল ২২১
হাসম, আবুল ৭৬৭
হায়দার, রেজ্জাকুল ২২০
সুইটেন, হাওয়ার্ড (রয়টার সংবাদদাতা) ৬৪০
হুদা, (ক্যাপটেন) নূরুল (হীরু) ৬৮৬,৭০৩
হোসাইন, জাহিদ ৫৩৩
হোসাইন, (সেঃ লেঃ) মুহাম্মদ আবুল ৬৩৩
হোসেন, আবুল (শহীদ) ৭১৯
হোসেন, আবুল ৭২৩
হোসেন, আনোয়ার ৫৬৭
হোসেন, এস, এ, ৭১২
হোসেন, কবীর ২২০
হোসেন, মকবুল ৭১৩
হোসেন, মোঃ গোলবার ৫২২
হোসেন, মোঃ ছিদ্দীক ৫২৩
হোসেন, মোশারফ ৫০৬
হোসেন, (সেঃ লেঃ) শাহ মোহাম্মদ ফজলে ৬৩৯

INDEX

A
Abbas (Capt.), Qamar (Pak) 673
Abdullah. Mr, 176
Abedin. Joynal 562
Aeinuddin (Capt.) 345
Afiluddin 336
Ahamad, Kabir 297
Ahmad, Nooruddin 336
Ahamad, (Sep) Sultan (Shaheed) 472
Ahamad (Mjd.) Syed 423
Ahamd. Tajuddin 178
Ahmed. (Sep) Ali (Shaheed) 561
Ahmed. Bar 283. 285
Ahmed, Ekhlasuddin 626
Ahmed. Farooq 44
Ahmed. Fakhruddin 84
Ahmed. Jafar 277
Ahmed, Jakir 299, 301
Ahmed. Kabir 290
Ahmed, Kafiluddin 17
Ahmed, Khawja 544
Ahmed, Mamtazuddin, MPA 404
Ahmed, Manzoor 21
Ahmed, Mokter 291
Ahmed, Momtaz, MPA 626
Ahmed, (2nd Lt.) Monzoor 632
Ahmed. Nazir 301
Ahmed, Nur 283
Ahmed. (Sep.) Rafiq (Shaheed) 548
Ahmed, Sheikh (Shahedd) 549-50
Ahmed, (F/Lt) Sultan 630
Ahmed. Syed 291
Ahmed. (2"d Lt.) Syeed 636
Ahmed. (Sig man) Faujuddin (Shaheed) 553
Ahmed. Tufazzal 202
Ahmed, /afar 277
Ahmed. Zahir 549-50
Ah sad. Md. Abu 570
Akbar. Ali 291
Akbar. Ali 417
Akbar. (Adjt.) Ali 630
Akbar. Md. Ali 299, 301
Akbar, Mir Ali 20
Akhmruzzaman 446
Akhter. Helena 490
Akkas, Azizur Rahman. MNA 626
Akksa. Mohammad Ali (Shaheed) 17
'Al Abbas' (Pak Ship) 69. 78
Alam. Capt. 176
Alam. (Hav.) Badiul 290
Alamgir 44
Alam. (Sep.) Jahangir 324
Alam, (FF.) Md, Shah (Shaheed) 553
Alam. (Sep.) Nurul (Shaheed) 548
Alam, (FF) Nurul (Shaheed) 552
Alam, Shahidul 315, 317, 320, 321
Alam, (FF) Shamsul 556
Alam, (Sep) Shamsul (Shaheed) 555
Alam, (FF) Md. Shamsul (Shaheed) 549-50
Alauddin 274
Alauddin, FF 337
Alauddin. Sep. (Shahedd) 551
Alpha (Sector) 202,208, 213.216. 221,224. 228,230.232. 233. 237.238, 239, 242, 244. 245, 249, 250, 255. 256, 257, 260. 264.267. 268. 272, 275, 279, 282, 284, 318. 354.487. 499. 543
Ali, Abdul 41
Ali. Ahmed 564
Ali, Akbar 446
All, Amir 336
Ali, Amir 404
Ali, (Sep). Amjad 265
Ali, Anwar 566
Ali, (L/NK) Arab 364, 365
Ali, Arman 420
Ali, (N/Sub) 477
Ali, Babor 336
Ali, Farman, Maj Gen, (Pak.) 80
Ali. (L/NK) Ghous (Shaheed) 547
Ali, Haidar 404
Ali. Haji Mohd. M. 450
Ali, Harun 36
Ali. Hatcm 567
Ali, Hazrat 46
Ali. Hazrat 446
Ali. Hazrat 459
Ali, (Sep) Hazrat 567
Ali, Hazrat 567
Ali, Hazrat 568
Ali, (Sep.) Hossin (Shaheed) 548
Ali, Idris (Shaheed) 568
Ali. Kadam 445
Ali, Md. Ahmed (Shaheed) 569
Ali. Md. Ansar (Shaheed) 564

All. Md. Haidar (Shaheed) 571
Ali. M. Haider (Shaheed) 571
Ali, Md. Hashed 313
Ali. Md. Jabed (Shaheed) 570
Ali. Md. Jamsher (Shaheed) 563
Ali, Md. Rustam (Shahee$I)392
Ali, Md. Shahjahan (Shaheed) 565
Ali. Md. Mohd. Youniis. MNA 626
Ali. Muksud (Shaheed) 569
Ali. (Sep.) Naib (Shaheed) 547
Ali, (Subeder) Nawab 144
Ali. Rahmat 42
Ali, Ramjan 449
Ali. (Nk.) Rashid (Shaheed) 423
Ali, (Nk./Clk.) Shabib 547
Ali, Shajahan (Shaheed) 568
Ali. Sk. Shawkat 568
Ali, Sukur 449
Ali, Syed 41
Ali. (Sub. Maj) T. M. (Shaheed) 556
Ali. (Sep.). Torab (Shaeed) 547
Ali. Wazad 446
Ali. (Dr.) Wazed 459
Ali. Yeakub614
Ali. (Capt.) Zulfiqar 427
All India Radio 544
Altaf, Maj 176
Amanullah, Capt. 418
Amin, (Hav.) Noor (Shaheed) 546
Amin. (Mr.) Nuru682
Amin (FF) Ruhul (Shaheed) 554
Amin. (Mjd.) Ruhaul 205, 206
Anisuddin 459
Anjumane Mohajerin 364
Asaduzzaman. Sep. (Shaheed) 388
Asgar. (Sub.) Mohd. 466
Asgar. (Sep.) Mohd. 466
Ashok Camp at Ctg. 317
Ashoke (Asoke) 246. 305, 311, 313, 315, 316,317,543
Ashraf, (Maj.) Kazi 176
Ashraful 419
Asiruddin 446
Azad (FF) Abul Kalam (Shaheed) 551
Azad. (L/NK) A.K. 221,225
Azad. Abul Kalam (Shaheed) 573
Azam. (Sub. Maj.) S. M. 630
Azhar, Lt. Gen. (Pak) 673
Azimuddin 368
Aziz, Capt. 176
Aziz, Abdul 403
Aziz, (Ans/Sep.) Abdul (Shaheed) 423
Aziz, Abdul (Shaheed) 566
Aziz, 2nd Lt. (Shaheed) 633
Zurora, Gen. (India) 544
"Avos" (Greek Ship) 126, 256. 318
Ayub Cadet College. Sardah 462
B
Babaji. Brig, (India) 520
Babul 508,516. 525
Baitul Mukarram 742
Bakar, (Sep) Abu (Shaheed) 548
Bakar, Md. Abu (Shaheed) 563
Baker, (Ans/Sep.) Abu (Shaheed) 423
Baks, Karim 459
Bakshi, Nawab Ali (Shaheed) 574
Bangladesh Forces H.Q. Mujibnagar 6. 8. 10. 12, 15, 16, 19, 22, 28, 30, 35, 37, 39,42, 50, 54, 59, 63,65, 67, 69, 70,71, 73, 76, 80.81, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 95, 96, 97, 98,99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110,112.113,114.115.116. 117, 119, 120, 121, 123-24, 124-25, 126. 127, 128, 129, 131,133,134,135,136,137. 139, 140, 141, 143,145,146,147,148,149. 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163,165, 167, 168, 169,170, 172,173,318. 480,500
Bari, Md. Abdul (Shaheed) 570
Barma, Hitendra Nath (Shaheed) 575
Barun, (Sep.) Charu Gopal 412
Barua. Pankaj Kumar (Shaheed) 554
Bashar, (FF) Abul (Shaheed) 551, 555
Baten. Abul 41
Bepari, Gafur 28,55
Bhuian, (Sep.) Md. Shafiuddin (Shahieed) 552
Bhuiyan, M. M 194
Bhuiyan, Shiraj Mian. 7
Bhuiyan, Younus 3
Bhutto (Z.A) 185
Billa, Mustafur (Shaheed) 573
Bismillah, M 200, 209, 238. 239, 240,243, 261, 265, 266, 276, 281, 297, 298, 305
Biswas, Aftabuddin 373
Biswas, Kalu 335
Biswas. Meser 368
Brahman. Bharat Chandra (Shaheed) 564

Bravo (sector) 202, 208, 213,216, 221,224, 228,232,233,237,238,239,244,245,249, 250,251, 256,257,260,262,264.267,268, 272,275,279.282,284,318,325. 353,356, 487,499
Chakma. Anil Kumar 217
Chakma, Bijoy Kumar 217
Chakma, Bira Kumar 217
Chakma. Chandra Kumar 217
Chakma. Carma Rajan 217
Chakma, Gopal (Indian) 318
Chakma, Kandra 217
Chakma. Ruhini Ranuan 217
Chakma, Sukra Kumar 217
Chakma, Tamhul Charan 217
'Charlie' (Sector) 202, 208, 213, 216, 221, 238, 239, 244, 250, 264,267, 268, 279, 284. 353,487, 499
Charter of Human Rights 69
Chowdhury, (2nd Lt.) A. Matin 633
Chowdhruy, (NK.) Abu Taher 433
Chowdhruy, Amir Box 614
Chowdhruy, (Capt.) A. R. 586, 591
Chowdhruy, A. T. 310, 311, 322
Chowdhruy, Fakruddin Ahmed (Shaheed) 490
Chowdhruy. Farid Ahmed (Shaheed) 319
Chowdhruy, (FF) Farid Ahamed (Shaheed) 554
Chowdhruy, Fazlul Qudir 42. 201, 202
Chowdhruy, (Maj) M. A. Osman 619, 620
Chowdhruy, (Capt.) Md. Enamul Haq 259
Chowdhruy, Mohammad Salam 654
Chowdhruy, (Lt.) M R. 629,630
Chowdhruy, N. N., 203, 210 211, 222,226, 227,228,229, 230,232,236,237,246,252, 253,256, 257, 258,262,269,270, 271,273, 274,276, 279 280, 281. 290, 302, 303, 306
Chowdhruy, Salahuddin Quader 201
Chowdhruy, (Lt.) Shamsher Mabin 176, 177
Chowdhruy, (Nk.) Shiajuddin 435
Chowdhruy. Wajed Ali 412
'Columbia Trader' (American Ship) 167
D
Dahadar, Abdur Razzaq 403
Das, Bacharam (Shaheed) 564
Day, Parimal Chandra (Shaheed) 567
'Delta' (Sector) 205, 206, 213,216, 230. 244,250,25J, 252. 257.258, 260,268,279, 280,282,283, 318, 319,487. 499
Dey, Amal Kanti (Shaheed) 552
Dhali. Rashid 7
Diara 77
Didar, 2nd Lt. 633
Din, (Maj.) M.M. 610
Dipu. 2nd Lt. 635
E
ECH HQ BDF 197, 198,201. 202,203 205. 208 210212, 213, 214, 215, 221, 226, 228. 232,233, 237, 239,241, 242, 244. 245, 246. 250,254,256, 261, 264, 265, 267,268. 269, 270.272, 273, 275,277,279, 280,282, 283, 284,295,298,304,318,319,323,325
'Echo' (Sector) 213, 256, 318,487
Elias, Capt. (Pak) 480
Enam Capt. 230, 260, 302, 303, 324
Ershadullah, N/Sub; 290
F
Faizuddin 392
Fakir, Rashi 7
Farid 389
'Farmosa' (Chinese Ship) 69
Farooq, Lt. 269, 287
Faruk, Omar (Shaheed) 575
Ferajatullah 336
'Foxtrot' (Sector) 256. 318, 487
G
Gaffar. Maj. 324
Gaffar, Capt. 487
Gaffar, A. 478
'Gafoof (Pak Barge) 158
Gafoor, (Hav.) Abdul (Shaheed) 423
Gandhi, Mrs. (Indira) 544,545
Gardejee, Capt. (Pak) 47
Gazi, AmirChand 336
Gazi, Mahtab 413
Gazi, Sabdul 445
Gazi, Sadaruddin 413
Gazi, Safdal 499
Ghani. Md. Abdul (Shaheed) 570
Ghani, Moh. Nurul (Shaheed) 548
Granada Television Ltd. 10
Gul, Banad 135
Gul, Jan 135

Gupta. Ranjit Kumar (Shaheed) 568

H
Hafij 7
Hafiz 445
Hafiz 470
Hafiz. N/Sub. 269, 287
Hafizuddin 354
Hafizuddin 449
Hafizuddin Mohd. 41
Hai, Abdul 325
Hai. Abdul (Shaheed) 565
Hakim, Abdul 41
Hakim. Abdul (Shaheed) 574
Hakim. Abdul (Shaheed) 575
Hakim. (N/Sub.) A. 630
Hamid, 204
I-Iamid, 542
Hamid. Lt.241
Hamid, Abdul 516
Haimd, (Hav.) Abdul (shaheed) 573
Haimd, (Capt.) M. A. 520, 521
Hamid, Md. Abdul (Shaheed) 570
Hamja. (Sep) Amir (Shaheed) 554
Hanif 343
Hanif (Sep) Mohd. (Shaheed) 547
Hannan, (Capt.) M. S. 417
Hannan, Mr. 545
Haq. (L/Nk) Majibul 286
Haq, Md. Azizul (Shaheed) 572
Haq. Md. Manzurual (Shaheed) 572
Haq, Mozsmmel 59
Haq, Nurul 256,318
Haq, Shamsul 286
Haq, (Sep) Syedul 286
Haque, (Mjd.) Abdul (Shaheed) 551
Haque. (Sep) Ansarul (Shaheed) 548
Haque. (Sep.) Azizul (Shaheed) 547
Haque, (Azizul (Shaheed) 551
Haque, Fazlul 4
Haque, (Sig/Nk.) K. M. Fazlul Shaheed) 575
Haque, (Sub.) Majidul 629,630
Haque, Md. Azizul (Shaheed) 571
Haque, Md. Mozammel (Shaheed) 575
Haque, (Sub. Maj.) Najmul 629. 630
Haque, (Sub) Nurul 622
Haque, Dr. Nurul 367
Haque, (Sep.) Serajul (Shaheed) 556
Haque, (Mjd.) Shamsul (Shaheed) 551
Harmuz 17
Haroon J 99
Hashem, Abul 256,318
Hashem, (Hav.) Abul (Shahdced) 546
Hashem, M. Abu (Shaheed) 574
Hassan, (2nd Lt.) Salim (Shaheed) 634
Hassan, (2nd Lt.) Wakat 635
Hay at, Advocate 380
Hemayet, N/Sub. 508
'Hindusthan Standard' (Indian Daily) 654, 657, 661, 663, 673, 680 682, 735, 738, 740
Hira, Gen 544
Hoq, M 249
Hoq, Mujiloul 276
Hoq, Rabiul 542
Hoque, (NK) Azizul 614
Hoque, (Sep.) Mohd. 380
Hoque, (L/Nk) Mokammel 400
Hoque, Muzammel 176
Hoque, Rezaul 417
Hoque, Rezaul 419
Hoque, Robiul 301
Hoque, (N/Sub) Shamsul 400
Hoque (Sub) Shamsul 615
Hoque (Sub) Sirajul 291
Hoque, (Sgt.) Zahurul 291,297
Horticultural Research Laboratorry, Rajs hah i 480
Hossain. Abdul 299
Hossain, Abul 418
Hossain. Abul 419
Hossain. Abul 447
Hossain, Abul 614
Hossain, Ahamd 446
Hossain, Akbar 468
Hossain, Amir 256, 318
Hossain, Amir 291
Hossain, Amir 324
Hossain. Anayet 614
Hossain. Ekram 388
Hossain, (Sep.) Jahangir (Shaheed) 548
Hossain, Lokamn 176
Hossain, (Sep.) Mahbub (Shaheed) 472
Hossain, Md.291
Hossain, Mia Akbar 419
Hossain, Mohammad 256, 318
Hossain. Mojaffar 614
Hossain, (Sep) Mosaraf (Shaheed) 548
Hossain, Mosarraf 614
Hossain, Mukbul 321

Hossain, (Sep) Nazar (Shaheed) 472
Hossain, Safiul 335
Hossain, (Sep) Sanwar 388
Hossain, (MB) Shahadat 614
Hossain, (NK) Tofazzal (Shaheed) 551
Hossain, Tosaddaque 587
Hossin, Md. 291
Huda, Capt 176
Huda, (Capt.) N. N. 629, 630
Huda, (Sep.) Nural (Shaheed) 552
Huda, (2 Lt.) Shahriar 634
Huda, (Capt.) S.M. Shamsul 195
Huq, Abdul 443
Huq, Ehsanul 49
Huq, (2nd Lt.) Kaiser 635
Hussain, Abul (Pit. Com.) 277
Hussain, Abul 416
Hussain, Abul (Shaheed) 567
Hussain, Ali (Shaheed) 567
Hussain, A. K. M. Nazmul (Shaheed) 566
Hussain, (Maj.) Aolad (EPR) 176
Hussain. Ayub 404
Hussain, (N/Sub.) Golam 582
Hussain, Jahid
Hussain, Md. Abul (Shaheed) 571
Hussain, Md. Akbar (Shaheed) 569
Hussain, Md. Altaf (Shaheed) 563
Hussain, Md. Anwar (Shaheed) 571
Hussain. Md. Belal (Shaheed) 565
Hussain, Md. Gulzar (Shaheed) 569
Hussain. Mofazzel (Shaheed) 566
Hussain, Motahar 542
Hussain. Noor 3
Hussain, Saumat 403
Hussain, (Mjd.) Zakir (Shaheed) 551
Hyi, Abdul 222, 224
I
Idris, Mohammad 38
Idris, Mohd. 301
Idris, (Hav.) Mohd. (Shaheed) 553,555
Imam, Hav. 271
Indo-Soriet Trvaty 178
Iqbal, Md. Kazi 434
Islam, (Dr) Abul, MPA 626
Islam (Bar.) Amirul 541
Islam, Kazi Nazrul 189
Islam, (Sep) Md. (Shaheed) 552
Islam, Md. Nurul 392
Islam. Md. Sadul614
Islam, Md. Tajul (Shaheed) 571
Islam. Md. Zahurul 275
Islam, (2nd LI.) Moinul 5
Islam. Nazrul (P.R.O. Bangladesh Forces HQ) 87,99,100, 104, 105, 106, 109, 110 ,112, 113, 115, 116, 117, 118, 120,121, 123-24, 124-25,126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 171,173, 175, 184
Islam, (Mjd. Sep.) Nur 423
Islam, Nurul 6
Islam, Nurul 22
Islam, Naurul 422
Islam, (Sep.) Nurul (Shaheed) 548
Islam, Md. Nurul 392
Islam, (Prof.) Nurul 544
Islam, (Const.) Rofique 286
Islam, Shafiqul 399
Islam, (Sep) Shafiqul 423
Islam, Shafikul 445
Islam, (Sub) Shirajul (Shaheed) 555
Islam, Tajul (Shaheed) 548
Islam, Tazul 290
Islam, (FF) Tazul (Shaheed) 553
Ismail 42
Ismail, Md. 42
Jabbar, Abdul (Shaheed) 571
Jabbar, (FF) Mohd. Abdul (Shaheed) 555
Jackobes, Gen, (Indian) 545
Jalli, Lt. Col. 176
Jalil, (Maj.) A. 473, 508
Jalli, (Sub. Maj) 630
Jalli, Abdul 349
Jalli, Abdul 404
Jalli, Abdul (Killed) 420
Jalli, (FF) Abdul (Shaheed) 551
Jalli, (Sep) Md. Abdul (Shaheed) 569
Jalli, (2 Lt.) Abdul 637
Jamaluddin, Sep. 412
Jamt-e-Islam 38, 58, 60, 63, 64, 363,413, 446,461,654
Jamir 444
Jhenaidah Cadet College 476
Jinnah, (FF) M. A. (Shaheed) 555
K
Kabir, Aman Ullah (Shaheed) 562
Kader, Abdul 348

Kadir. Abdul 291
Kafiluddin 18
Kafiluddin 336
K-Force 302. 487, 545
Kalam, Abdul 283
Kama I 296. 297
Kami, Maj (Pak) 67
Kami, Maj 176
Kami. Commodor (Pak) 673
Kama I, (2,wl Lt.) H. Mostofa 632
Kamaluddin, (2,lJ Lt. (Sheik) 635
Kanti. Anil 290
Karim. Abdul 46
Karm, Abdul 290
Karim, (MB) Abdul 614
Karim, F. 227, 293. 306
Karim (Dr) Fasiud 55
Karim, (Dr.) Fazlul 28
Karim. Fazlul (Shaheed) 572
Karim, (Hav.) Mohd Mumtaz (Shaheed) 574
Karmaker, (2nd Lt. Sochin) 639
Kashem. Abul 291
Kashem. Abul 299. 301
Kashem. (Sep) Abul (Shaheed) 440
Katal, Shadat 334
Khadem 368
Khir, (L/Nk.) Abul 379
Khair, (Sep.) Abul (Shaheed) 554
Khair, (Principal) Abul 23. 33, 51
Khair, Abul 283, 285
Khjruzzaman, N/Sub. 218,235, 290
Khaled (Khalid), Maj 6, 542, 543
Khaled 373
Khaleque, Abdul 301
Khaleque. Abdul 392
Khaleque, (Hav.) Mohd Abdul (Shaheed) 556
Khalil. (Sep.) Mohd (Shaheed) 548
Khan, Ahmed Ali Master 41
Khan, Altaf Hossain 516
Khan. (Capt.) Ataullah (Pak) 192. 193
Khan, Ayub (Ex Pak. President) 69
Khan, (Maj.) Azam Malik 427, 472
Khan, (Capt) Feroz (Pak) 427
Khan. (Capt.) Hashem (Pak) 673
Khan, Kadir 7
Khan, (Maj.) Kazim (Pak) 673
Khan. (Capt.) Khodadat (Pak) 332
Khan. Mahtab 375
Khan, (Capt.) Mohd. Zafar (Pak) 427
Khan. (Sep.) Munsaf (Pak) 412
Khan. (Cap.) Muttalib (Pak) 427
Khan, (Lt. Col.) Rahmal (Pak) 144
Khan, Sadea 6. 8, 10, 12, 15, 16. 19. 22,28. 30, 35, 37, 39, 42
Khan, (Fig, Offr.) Sakhawat Hossain 212. 292
Khan, (Maj.) Sher (Pak.. Killed) 123-24
Khan. Sultan. M. 6, 8, 10. 13
Khan. (Lt. Gen.) Tikka 80, 177, 179, 654
Khan. (Gen.) Yehya, 153, 176. 177, 179. 185, 186. 663
Khatoon, Amina 193
Khatoon, Jamila 193
L
Lahore Resolution (1940) 185
Larma, Orbinda 318
Latif. (Sep.) A. (Shaheed) 266
Latif, Abdul 193
Latif, Abdul 291
Latif, (Sep) Abdul (Shaheed 549-50
Latif. (N/Sub) Abdul (Shaheed) 556
Latif, Abdul (Shaheed) 566
Latif, Abdul (Shaheed) 575
Latif. Maulana Abdul 369
Latif, Md. Abdul (Shaheed) 570
League. Awami 185,496,541, 542, 654. 663.682
League, Jatiya Sramik 71
League. Muslim 42, 57, 61, 77, 84,201, 335. 336, 343, 367, 373, 375, 380. 394, 395,
408, 420, 496, 654,682
Liaqat 614
‘Lightenin' (Somalian Ship) 69
'Lili' (Pak Ship) 158
Lokman, (FF) Md. (Shaheed) 551
'Loren’ (U.S. Freighter) 143
M
Mafiz, Chirman 198
Mafizuddin. Master 372
Mahfuz (Ur-Rahman), Capt. 211.246. 248. 249. 252.253,491, 542. 543. 544
Mahmood Sultan (Press & Liason Officer. Eastern, Sector-11) 3. 15,16. 19. 22, 28. 30. 35, 37, 39. 42
Mahmud, Md. Kasu (Shaheed) 569
Mahmud. (Fit. Lt.) Sultan 250. 262, 492
Majid 212

Majid. Abdul 446
Maj id, Abdul (Shaheed) 565
Majid. Abdul (Shaheed) 569
Majumder, Fani 544
Maksing, Capt. 269
(BSF)
Malek, Abdul 135
Mallii. Dawed 335
Mallik, Kudrat 341
Mandal, Kosal 420
Maniruzzamin, Sub. (Shaheed) 345
Manjur, Capt. (Pak) 827
Mannaf 368
Mannan 207. 214,215, 217,218,219.220, 235. 236. 263. 264. 266, 268, 269. 273, 274.
281,292. 296. 299
Mannan, Maj 177
Mannan. Abdul 41
Mannan, (Sep) Abdul (Shaheed) 251
Mannan, (Sep) Abdul (Shaheed) 412
Mannan. (Sep) Abdul (Shaheed) 549-50
Mannan, Dr. (MPA) 543
Mannan. (Lt. Col.) M. A. B. B. 575
Mansur 545
Mansur, Mirza (MPA) 278
Manzoor, (Maj) M. A. (Comd. Sect.) 481
Manzur, (Squ. Ldr) 176
Master, Akkas Ali 18
Mati Chairman 404
Matin. (Nk) Abdul (Shaheed) 435
Matin. Ashfaque (Shaheed) 566
Matin, Md. Abdul (Shaheed) 572
Matin, (Maj.) Mohammad Abdul 577
Matiur, (L/Nk) Md. (Shaheed) 553
Maula.S. N. 256. 318
Mazid, Abdul 450
Mazid. Abdul (Shaheed) 563
Mazumdar. (FF) Alauddin (Shaheed) 554
Meah. Kala 321
Mia. Abul Hashem 516
Mia, Md. Badsha516
Miah, Balu 300
Miah, Batu 303, 304
Miah, Dulal (Shaheed) 568
Miah. Edu 446
Miah. Farid 614
Miah, Fazlu28
Miah. (Sep) Ghani (Shaheed) 556
Miah, Kala 36
Miah, Lai (Shaheed) 566
Miah. Madhu 279, 280
Miah, Mamtaj 291
Miah, (Sep) Manik (Shaheed) 552
Miah. (Sep) Manu (Shaheed) 548
Miah, Md. Manzil (Shahee) 572
Miah, (Sep) Matul (Shaheed) 553
Miah, Md. Shahjahan (Shaheed) 562
Miah, (Sep) Nauu412
Miah, Oka I at 478
Miah, Rafique 301
Miah. Siddique 300
Miah, Siddique 303, 304
Mian, Abu 9
Mian, Abu 37
Mian, Bachchu 8
Mian, Chand41
Mian, Kaptain 18
Mian, Koli 37
Mian, Lai 17
Mian, (Nk) Malu (Shaheed) 547
Mian, Mamtaj 9
Mian, Mazed 18
Mian. (Nk) Nuru (Shaheed) 547
Mian, Shiur 18
Mian, Siraj 17
Mirdah, (Sep) Sarwar 412
Mirza, Fit. Lt. 176
Mizan, 245, 249,287. 296
Mizan, 2nd Lt. 633
Mogh, Aungla 217
Mohamed. (L/Nk) Niaz (Pak) 412
Mohammad. Noor 507
Mohd. (L/Nk) Noor (Shaheed) 353
Mohd, (MB) Noor 614
Mohiuddin. MPA. 176
Moinuddin, (Nk) Sk. 526
Molla, Mohd. Ishacj 443
Mollah, Abdul Aziz (Comd.. FF) 516
Mollah, Abdul Hakim (Shaheed) 567
Mollah, Aziz 468
Mollah. Dinu 336
Mollah, Mannan 3
Mollah, (Sub) Mazid*477
Mollah, Md. Majumali 335
Mollah, Mistry Zahid M. 450
Momen, Nurul (S.P. Faridpur) 177
Mondal, Ebaruddin 193
Mondal, Maqsum Ali (Shaheed) 572

Moni, Sheikh 542, 543
Monsur, Maj (Pak) 132, 179
Moral, Abul 413
Moral, Ashraf 413
Mosharafuddin 448
Mostofa, (Sub) 617
Mostofa, A.K.M. (Shaheed) 649-50
Mostofa, (FF) Alauddin (Shaheed) 554
Mostofa, Golam 516
Mostofa. (L/Nk) Kazi Golam 527
Mostofa, Mohd. 301
Motaleb, (Sigman) Abdul (Shaheed) 548
Mujahid, Nk., (Shaheed) 17
Mukhtar 368
Musharraf, MPA 542, 545
Muslim-uddin, (Capt) Mohd. 194
Mustafa, Ghulam 22
Mustafa, (Capt) Ghulam (Pak) 144
Mustafa, Md. 290
Mustafa, (2nd Lt.) Mohammad 637
Muzammel 417

N
'Nasim' (pak-ship) 126,256, 318
Nasir, Nk 229
Nasiruddin, Mohd. 41
Nath, (Mjd) Monoranzan (Shaheed) 551
Nawazeshuddin, Maj, 612, 616
Nawaz, (2nd Lt.) Mohammada (Pak) 192
Niazi, Capt, (Pak) 473
Niazi, Lt. Gen. (Pak) 467.470, 545
Nuruddin 343
Nuruzzaman, Capt. 177
Nuruzzaman 283, 284
Nuruzzaman (Shaheed) 571

O
Osmany, Col. M. A. G. 184.487, 489, 494
Omar 508

P
Parvaz, (2nd Lt. Pak) 130
Patwari, (N/Sub.) Elias 448
Patwary, (Sub) Ali Akbar 577, 578. 591
(The) 'People' (English Daily) 673
Prodhan, Maj 543
PTI679

Q
Qamruzzaman 468
Qasem, (Guerolla) Abul 423
Qashem, (N/Sub) Abul (Shaheed) 388
Qashem, Abul 417
Quadr, (Capt.)
Aftab-AI-Shaheed) 546
Quashem, Abul 37
R
Rabbani, Gulam (Shaheed) 574
Radio Bangladesh (Shwadhin Bangla
Betar)
502,541,610
Radio Pakistan 39, 43, 176
Rafiq (ul Islam), Maj. 206, 230, 246, 248, 249, 252, 253, 260, 305,324,325,491,493, 494,498, 499
Rafiq 582
Rafiquzzaman, Md. (Shaheed) 575
Raghu 447
Rahim, (L/Nk) Abdur (Shaheed) 548
Rahman (Lt.)616
Rahman. (Wing, Com.) A. 176
Rahman, Abdur 336
Rahman. Abdur 396
Rahman, Abdur 419
Rahman, Abdur (Shaheed) 549-50
Rahman, Abdur (Shaheed) 571
Rahman, (MB) Abdur 614
Rahman, (Sep) Abdur 616
Rahman, (FF) Afzalur (Abu Miah, Shaheed) 552
Rahman, Atiur 451
Rahman, (Sub) Azizur (Shaheed) 552
Rahman, (MB) Azizur 614
Rahman, (Sqn. Ldr. Badiur 176
Rahman. (Fig. Offr) Fazlur 176
Rahman, (N/Sub) Fazlur 287
Rahman, Fazlur (Shaheed) 547
Rahman, (Sep) Fazlur (Shaheed) 548
Rahman, Gaziur 417
Rahman, Habibur 3
Rahman. Habibur 126
Rahman, Habibur 277
Rahman, Habibur 286
Rahman, Habibur 291, 297
Rahman, Habibur (Shaheed) 565
Rahman, Habibur (Shaheed) 571
Rahman, Md. Habibur (Shaheed) 564
Rahman, Mohd. Habibur (Shaheed) 573
Rahman, (Sep) Hafizur 416
Rahman, Hamidur (Shaheed) 565

Rahman. (Fit. Lt.) Khalilur 176
Rahman, Khalilur 291
Rahman, (L/Nk) Khalilur 418
Rahman. L. 315, 316
Rahman, Lukmanur 41
Rahman. Lutfur 348
Rahman. Lutfur 368
Rahman, (Sep.) Lutfur 412
Rahman, (Sep) Lutfur (Shaheed) 547
Rahman, Mafizur 283,285
Rahman, Mafizur (Shaheed) 571
Rahman, (Capt.) Mahboobur 590
Rahman, Mahbubur 348
Rahman, Mahfuzur (Shaheed) 565
Rahman, (Squ. Ldr.) Mahibur 176
Rahman, Majibur (Sheheed) 567
Rahman, (Nk) Maqsoodur (Shaheed) 547
Rahman, (Lt.) Matiur 583
Rahman, Mizanur (Rangu) 222, 224
Rahman, Mizanur 325
Rahman, Mizanur 335, 336
Rahman. (2nd Lt.) Mohd. Mzanur 638
Rahman, Mohd. Mojibur (Shaheed) 548
Rahman. (L/Nk) Mokhlesur (Shaheed) 556
Rahman, (Capt.) Mustafizur 438
Rahman, (FF) Mustafizur (Shaheed) 554
Rahman, Nurur 170
Rahman. Shaikh Mujibur 177, 179, 185, 186,189,663
Rahman, (Squ. Ldn.) Shamsur 176
Rahman, Shamsur 446
Rahman. (MB) Shamsur 614
Rahman. Syedur 369
Rahman, (Nk) Tabibur 416
Rahman, (Hav.) Taibur 400
Rahman. Md. Taibur (Shaheed) 562
Rahman. Zahidur (Shaheed) 572
Rahman. (Maj) Ziaur 541, 542
Rana, Maj (Pak) 472
Rashid 17
Rashid, Abdul 291
Rashid. (Sep) Abdur 412
Rathee, Capt. B.S. (Ind) 259
Rauf, (Chairman) Abdur 253
Razzak, Abdur 41
Riaz. Lt. Gen. (Pak) 673
Rizvi, Mr. 673
Rob (C. O. S.) 541
Rouf, (Sep) Abdur (Shaheed) 547
Rouf, (Sep). Abdur (Shaheed) 556
Roy, Provat Chandra (Shaheed) 564

S
Sabedali, Sub 246
Safa. Ahmed 291
Sahiuddin MNA 626
Sakiki 60
Salam 46
Salam, (Hav) A, (Shaheed) 388
Salam, Abdus 369
Salam, Abdus (Shaheed) 571
Salick, (Brig) N.A. (Pak) 623
Salim, (Sep) Mohd (Shaheed) 549-50
Salam, Mai, (Pak) 541
Samad, 2°* Lt. 633
Samad, Md. Abdus (Shaheed) 563
Samad. Md. Abdus (Shaheed) 574
Samiuddin, Dr. 201
Sandhu, Brig. (Ind) 543
Sardar, Abdul Hai (Shaheed) 563
Sardar, Akkas 399,445
Sardar, Daud Ali 452
Sardar, Ezshar (Ejahar) 399.445
Sardar, Maqbul 445
Sardar, Md. Badal 335
Sardar, Md. Wahid Ali 335
Sardar, (Hav) Mohiuddin (Shaheed) 507
Sardar, Mokbul 399
Sardar, Mubarak 336
Sardar, Muslim 453
Sardar, Muzahar (Mojahar) 399, 445
Sardar, Saruf (Swarap) 399,445
Sardar, Tabibur Rahaman, MPA 626
Sarkar. Gen, (Ind) 544
Sarkar, Akbar Ali 443
Sarkar. Akhram Ali 443
Sarkar. Main Uddin 46
Sarnakar, Malek 367
Sarup, (Brig.) Annand (Ind) 543
Swar, Capt. (Pak) 673
Sattar, (Sep) A. 400
Sattar, Abdus 392
Sattar, Abdus (Shaheed) 402
Sattar, Abdus 404
Sattar, Abdus 420
Sattar, Abdus (Shaheed) 446
Sattar, (L/Nk.) Abdus (Shaheed) 547
Sattar, (Sep) Abdus (ShaheedO 553
Sattar, (N/Sub) Abdus (Shaheed) 573
Sattar, (N/Sub) Golam (Shaheed) 555

Sattar, Md. Abdur (Shaheed) 570
Sattar. Maulana Absul 51
Shaft, (Sep) Mohd. (Shaheed) 466
Safique 36
Shafiquzzaman 392
Shafiullah, Md. 423
Shaheb. Sep 286
Shahip, (Hav.) Abdus (Shaheed) 551
Shahjahan 36
Shahjahan, (Mjd. Capt.) 629, 630
Shahjahan, Md. (Shaheed) 573
Shams, Capt. 543
'Shamy' (Pak Ship) 158
Sharif. Capt. 457
Sharif, (Nk) Kawsar (Shaheed) 546
Sheikh. (Sep.) Bubul (Shaheed) 547
Sher Afgan' (Pak Ship) 154
Shiraj 459
'Shoban', (Pak Ship) 158
Shuja. Capt. 176
Siddique 46
Siddique, Abdus Sukur 418
Siddique, Golam Sarwar 418
Siddique, (Sep) Mohd. (Shaheed) 423
Singh. Dhananjon (Shaheed) 564
Singh, (Capt.) Mehek) (In) 545
Singh, (Brig.) Sabek (Ind) 541, 543, 544
Sk. Barik 545
Sk.. Mukhtar 545
Sobhan 324
Subban 368
Sudhir 368
Sukkur, (FF) Abdul (Shaheed) 556
T
Taher, Abu 301
Taher, Md. Abu (Shaheed) 562
Taher, Md. Abu (Shaheed) 574
Taleb. (Sep) Abu (Shaheed) 410. 412
Taleb. (Hav) Abu (Shaheed) 546
Taleb, (Sigman) Abu (Shaheed) 547
Talukder, Mannan 3
Talukder. Muhdali (Shaheed) 563
Tamai 49
Tayab 440
U
Uddin, Afiz (Shaheed) 574
Uddin, (Sep) Azim (Shahee) 552
Uddin, (Sig. man) Fakhar (Shaheed) 556
Uddin, Imam 392
Uddin, Islam 38
Uddin, Jamal (Shaheed) 571
Uddin. (FF) Kamal (Shaheed) 553
Uddin, (Magist.) Md. Afsar 313
Uddin, Md. Nazim (Shaheed) 570
Uddin, Md. Ramij (Shaheed) 573
Uddin, Salah 39
Uddin, Md. Shahid (Shaheed) 564
Uddin, Mohd, Jaial (Shaheed) 574
Uddin, Nasir 614
Uddin, (N/Sub) Nazir (Shaheed) 546
Uddin, Reaz (Shaheed) 567
Uddin, Shab (Shaheed) 573
Uddin, Taslim (Shaheed) 569
Ullal, A. 253
Ullah, (Capt.) Hadayet (Pak) 427
Ullal. Shafiq (Shaheed) 549-50
Ullal, (Capt.) Shafique 587
Ullal. (Nk) wazi (Shaheed) 555. 56S
UNI 657
U. N.O. 178, 179,256,318. 740
US AID 740
Usha (Shaheed) 447
w
Wadood, (FF) Abdul (Shaheed) 553
Wadud. (Sep.) Abdul (Shaheed) 549-50
Wahab, Abdul, MPA 306, 307
Wahab. (N/Sub) Abdul 614
Wahed, (Sep) Abdul 442
Wahid, (Nk) A. 400
Wahid. Abdul 41
Wahid, Abdul 401
Wahid. (Ans.) Abdul 450
Wakiuzzaman, 2nd Lt. 636
Wali, 2nd Lt. 632,633
Wazed, (FF) Abdul (Shaheed) 554
Y
Yakub, (Hav.) Mohd. (Shaheed) 466
Yasin, Lt. Col. 176
Yeasin, Mohd 353
Younus, Mohd. 428
Yousuf, (FF) Mohd. (Shaheed) 554
Yunus 7
Z
Zahangir 294
Zahur, Hav. 49

Zainal Kazi 3
Zaman. Gazi Md. Ahaduz (Shaheed) 562
Zaman, (W/Sub.) K. 317, 318
Ziauddin, 2nd. Lt. 176
Ziauddm, Maj. 542

GLOSSARY

Ammo. Ammunition
Ans. Ansar
A/P. Anti Peresonnel (mine)
Approx. Approximate
Arty. Artllery
A/Tk. Anti Taka (mine)
BN. Battalion
BOP. Border Out Post
Br. Bridge
Brig. Brigade/Brigadier
Cas. Casualty
Cdo. Commando
Cfm. Confirmed
Civ. Civilian
Cmm. Comma
CO. Officer Commanding
Comd. Commander/Commandant
Comm. Communication
Con. Convoy
Cone. Concentration
Coy. Company
DBBL. Double Barrel (Gun)
Def. Defence
En. Enemy
Engr. Engineer.
Ft. Foot/Feet
Fd. Field
GB. Gano Bahini
GR. Grid Reference
Gr. Ground
Gren. Grenade
HMG. Heavy Machine Gun
Hy. Heavy
Hrs. Hours
Incl. Including
Jco. Junior Commissioned Officer
LMG. Light Machine Gun
L/Nk. Lense Naik
Loc. Localion/Located
MB. Mukti Bahini
MF. Mukti Fouj
MG. Machine Gun
Mid. Mujahid
Mor. Mortar
M/S. Map Sheet/Mile stone
MSG. Massage
NB. Niamito Bahini
Nco. Non-Commssioned Officer
Ni. Night
Nk. Naik
No. Number
N/Sub. Naik Subedar
Offr. Officer
Ops. Operations
Pers. Persons
PI. Platoon
Posn. Position
Ps. Police Station
Ptl. Patrol
RC1/RR. Recoilless Rifle
Rd. Road
Rds. Rounds
Recce. Reconnaissance
Ref. Reference
Regt. Regiment
Rly. Railway
SBBL. Single Barrel (Gun)
Sec. Section/Sector
Sep. Sepoy
Sitrep. Situation Report
SLR. Self Loaded Rifle
SMG. Sub Machine Gun
SP. Supporting Party
SQ. Square
Stn. Station
Sir. Strength
Sub. Subedar
Tgt. Target
Tps. Troops
Tpt. Transport
Veh. Vehicle
Wpn. Weapon
Yds. Yards

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র

বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : mustafal@bangla.net
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১০. শুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১১০০

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-12

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : 9662844
E-mail : mustafa1@bangla.net

***On behalf of* Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

***Copyright*: Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
10. Suklal Das Lane, Dhaka-1100

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : দ্বাদশ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খণ্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এৎসাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খণ্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ক্রটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া-ভারত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিক্রিয়া এবং ভূমিকা সম্পর্কিত দলিলপত্র বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ‘বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারী প্রতিক্রিয়া’, ‘বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিধান সভাসমূহ’, ‘বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বেসরকারী প্রতিক্রিয়া’, ‘ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ’ এবং ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ’-এই পাঁচটি শিরোনামে দলিলসমূহকে বিন্যাস করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পরদিন ২৬ মার্চেই ভারতীয় লোকসভায় প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। ৩১ মার্চে ভারতের রাজ্য ও লোকসভার যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী উত্থাপিত এক প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের তীব্র নিন্দা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত নয় মাসের বিভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী সহ সরকারী নেতৃবৃন্দের উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারসমূহ এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। যুদ্ধ চলাকলীন বিভিন্ন সময়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদেশ সফরকালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবর্গের ভারত সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহার ও বিবৃতিসমূহ বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। ১৬ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর ভারত সফর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (পৃ: ১০০-১০৩)। ২৩ অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহার, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর ভাষণসমূহও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে ১৫ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লিখিত চিঠিটি এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

সরকারীভাবে ১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও স্বীকৃতির দাবী উত্থাপিত ও আলোচিত হয়ে আসছিলো প্রথম দিক থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্বীকৃতির সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় ৮ মে (পৃঃ ২৩০-২৮১)। রাজ্যসভায় দাবীটি উত্থাপিত হয় ২৫ মে (পৃঃ ৫৩৩-৫৩৭)। এ ছাড়া শরণার্থী সমস্যা, পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন অস্ত্র, চীনের সমর্থন, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যসহ বাংলাদেশ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নেই রাজ্যসভা ও লোকসভার কার্যবিবরণী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সরকার এবং পার্লামেন্টের বাইরে বাংলাদেশের সমর্থনে গড়ে ওঠা সকল শ্রেণীর জনগণের আন্দোলন ও তৎপরতার চিত্রও মিলবে গ্রন্থের বিভিন্ন দলিলপত্র ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে। ‘সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’,‘কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’, ‘বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি’, ‘ইয়োথ ফর বাংলাদেশ’ সহ বিভিন্ন সংস্থার তৎপরতার সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলন (পৃঃ ৪৬৫-৪৭৯)। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের সমর্থনে সশস্ত্র বিশ্ব বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল (পৃঃ ৪৬৯-৭০)। এছাড়া ক্ষমতাসীন ও বিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও ছাত্র সংঘঠনেরই বাংলাদেশ প্রশ্নে প্রস্তাব, বিবৃতি, ও তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের ভূমিকারও উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে।

এই খণ্ডের দলিলপত্রসমূহের সূত্র হিসেবে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ ডকুমেন্টস’ ১ম ও ২য় খণ্ড, ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ‘ইয়ার্স অফ এন্ডীভার’, লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যবিবরণী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরনী, বিভিন্ন সংগঠনের মূল দলিল, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র এবং বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। রাজ্য ও লোকসভায় সদস্যদের ভাষণে ইংরেজী ছাড়া ব্যবহৃত হিন্দীসহ অন্যান্য ভাষা অনুবাদ বাংলায় মুদ্রন করা হয়েছে। কতিপয় স্থলে কার্যবিবরণীর কম গুরুত্বপূর্ণ ও অসংশ্লিষ্ট অংশ বাদ দেয়া বা সম্পাদনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1977, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

*** *** ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mofizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Prof. Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তান সৈন্যের আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের লোকসভার প্রস্তাব	১
২।	পাকিস্তানের নৃশংসতার প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের নির্লিপ্তির সমালোচনা করে প্রেরিত ভারতের লিপি	২
৩।	ইয়াহিয়ার প্রতি চীনের প্রকাশ্য সমর্থন ভারতকে নিরস্ত করবে নাঃ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা	৩
৪।	সীমান্তে হামলার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের হুঁশিয়ারী	৪
৫।	পাকিস্তানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ	৫
৬।	পাকিস্তানের আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে নাঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	৭
৭।	ভারতের মাটিতে গোলা নিক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সতর্কবাণী	৮
৮।	সীমা ছাড়লে গুরুতর পরিণতি হবেঃ পাকিস্তানের প্রতি ভারতে হুঁশিয়ারী	৯
৯।	পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করবেঃ প্রধানমন্ত্রীর সরতর্কবাণী	১০
১০।	বাংলাদেশের প্রতি ভারতের স্বীকৃতি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য	১১
১১।	জাতিসংঘের ‘সোশাল কমিটি অব দি ইকনমিক এণ্ড সোশাল কাউন্সিল’-এ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের ভাষণ	১৩
১২।	বাংলাদেশের আন্দোলন সমর্থনের জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহবান	১৯
১৩।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবেঃ প্রধানমন্ত্রীর আশা প্রকাশ	২০
১৪।	‘যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে’ঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শরণার্থী সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ	২১
১৫।	‘যে কোন পরিণতির জন্য ভারত প্রস্তাত’ঃ পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সতর্কবাণী	২৫
১৬।	শরণাথীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিতে হবেঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মন্তব্য	২৬
১৭।	বাংলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবেঃ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	২৮
১৮।	পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চিঠি	২৯
১৯।	বাংলাদেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হবেঃ ইন্দিরা গান্ধীর হুঁশিয়ারী	৩০
২০।	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজনঃ ওয়াশিংটনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ শিংয়ের ভাষণ	৩২
২১।	ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণাঃ শরণার্থীদের নিরাপত্তার সাথে দেশে ফেরৎ পাঠাতে আমি প্রতিজ্ঞ	৪৪
২২।	বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে-শিল্পমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা	৪৫
২৩।	বাংলাদেশ প্রশ্নে যে কোন শীর্ষ সম্মেলনের আগে অবশ্যই হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবেঃ শ্রীনগরে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	৪৭
২৪।	পাকিস্তান যুদ্ধ চাপানোর চেষ্টা করছেঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য	৪৯
২৫।	পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের প্রশ্ন কয়েকটি দেশ বিবেচনা করছেঃ লণ্ডনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	৫০
২৬।	ভারত-জি,ডি,আর যুক্ত বিবৃতি	৫২
২৭।	বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য সমাধানই সংকট নিরসনের একমাত্র পথঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	৫৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮।	বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো হঠকারী নীতি নয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	৫৬
২৯।	জাতিসংঘ আর্থ-সামাজিক কাউন্সিলে ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের নেতা এন, কৃষ্ণণের ভাষণ	৫৭
৩০।	প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবেঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা	৫৮
৩১।	জাতিসংঘ মহাসচিবের সহকারীকে প্রদত্ত ভারতের জবাব	৫৯
৩২।	ভারত-সোভিয়েট বিশ বৎসর মেয়াদী ‘শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা’’ চুক্তির বিবরণ	৬৩
৩৩।	নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী	৬৬
৩৪।	মুজিবের বিচারের ব্যাপরে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরিত প্রধানমন্ত্রীর বার্তা	৬৯
৩৫।	‘মুজিবের বিচার হবে’’ ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা	৭০
৩৬।	ভারত-ইন্দোনেশিয়া যুক্ত ইশতেহার	৭১
৩৭।	বিশ্বশান্তি পরিষদ মহাসচিবের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	৭৪
৩৮।	ভারত-নেপাল যুক্ত ইশতেহার	৭৭
৩৯।	বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি ভুমিকা গ্রহণের আহবনঃ জাতিসংঘে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	৭৯
৪০।	পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি	৮১
৪১।	মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের সারাংশ	৮২
৪২।	বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে কোনো আলোচনা হবে নাঃ জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধির ঘোষণা	৮৩
৪৩।	সিমলায় অনুষ্ঠিত সর্বভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	৮৪
৪৪।	পাকিস্তান যুদ্ধ বাধালে ভারতের সৈন্যরা দখল করা পাকিস্থানী এলাকা ছাড়বে না- প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	৯২
৪৫।	নিউইয়র্ক টাইমস্ প্রতিনিধি শ্যানবার্গের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার	৯৪
৪৬।	সীমান্ত পরিস্থিতি মারাত্মক সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধ এড়াতে চায়ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	৯৭
৪৭।	টিটোর ভারত সফর শেষে প্রকাশিত ভারত-যুগোশ্লাভ যুক্ত ইস্তেহার	১০০
৪৮।	‘পাল্টা আঘাত হানতে দু’মিনিটের বেশী সময় লাগবে না-প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা	১০৪
৪৯।	ভারতের সংযমকে দুর্বলতা মনে করলে পাকিস্তান মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে- রাষ্ট্রপতির সতর্কবাণী	১০৫
৫০।	দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ	১০৬
৫১।	জাতিসংঘ দিবসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা	১০৭
৫২।	ব্রাসেলসে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	১০৮
৫৩।	‘যুদ্ধের হুমকি থাকলে সীমান্তে সৈন্যও থাকবে’’-প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	১০৯
৫৪।	পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১১০
৫৫।	অষ্ট্রীয় বেতারে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১১২
৫৬।	ভিয়েনায় রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ	১১৪
৫৭।	ভিয়েনায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশ	১১৫
৫৮।	যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলে অবস্থার মোকাবিলায় ভারত প্রস্তুতঃ অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য	১১৭

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৯।	লণ্ডনস্থ "ইণ্ডিয়া লীগ"-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ	১১৯
৬০।	বি-বি-সি'তে প্রচারিত মার্ক টালীর সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১২৪
৬১।	ওয়াশিংটনে নিক্সন প্রদত্ত ভোজসভায় ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	১৩৪
৬২।	ওয়াশিংটনের প্রেসক্লাবে প্রধামন্ত্রীর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	১৩৮
৬৩।	যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা	১৪৮
৬৪।	যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৫২
৬৫।	প্যারিসে রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	১৫৯
৬৬।	'বিশ্ব এখন বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে আগের চাইতে বেশী সচেতন'ঃ বিদেশ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য	১৬১
৬৭।	নিউজউইক-এর সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৬৩
৬৮।	বনস্থ বিথোভেন হলে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	১৬৫
৬৯।	আত্মরক্ষায় প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করবেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	১৭৩
৭০।	মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসার জন্যে ইয়াহিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহবান।	১৭৫
৭১।	""আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তাই করবো""-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	১৭৬
৭২।	কোলকাতার জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা	১৭৮
৭৩।	যুদ্ধ চলাকালে সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর বাণী	১৮২
৭৪।	দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	১৮৩
৭৫।	'নিউইয়র্ক টাইমস''-এর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৯৭
৭৬।	যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	১৯৯
৭৭।	নিক্সনের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি	২০০
৭৮।	যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	২০৩
৭৯।	জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন	২০৬
৮০।	'লেট পাকিস্তান স্পীক ফর হারসেলফ'	২১১
	সংসদীয় দলিলপত্র	
৮১।	বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসভা ও বিধানসভার প্রতিক্রিয়া	২২২
৮২।	বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যের আহবান	২২৩
৮৩।	কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন মন্ত্রী	২২৫
৮৪।	শরণার্থী ত্রাণে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহবান	২২৬
৮৫।	শরণার্থীদের আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ	২২৮
৮৬।	বাংলাদেশকে অস্ত্রসহ সকল প্রকার সাহায্যদানের দাবীর প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিরোধী নেতাদের ঐকমত্য	২২৯
৮৭।	পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবঃ "বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন"	২৩০
৮৮।	বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত	২৮২
৮৯।	পূর্বাঞ্চলের পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীর আহবানঃ 'শরণার্থী প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা গণ্য করা হোক'	২৮৩

ষোল

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯০।	প্রধানমন্ত্রীর সাথে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর শরণার্থী সমস্যা আলোচনা	২৮৫
৯১।	শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইর পাঠানোর জন্য কেন্দ্রের প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার দাবী	২৮৬
৯২।	সীমান্ত পরিস্থিতি ও বেসামরিক প্রতিরক্ষার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ওপর প্রতিবেদন	২৮৮
৯৩।	শরণার্থীদের সাথে পাকিস্তানী দুস্কৃতকারীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করছেঃ আসামের অর্থমন্ত্রীর উক্তি	২৮৯
৯৪।	শরণার্থীদের ভেতরে বাংরাদেশবিরোধীদের তৎপরতা চলছেঃ আসামের মন্ত্রীর বিবৃতি	২৯০
৯৫।	উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয়দান প্রসংগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা	২৯১
৯৬।	উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয়দানের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অভিমত	২৯২
৯৭।	পাকিস্তানের দুস্কৃতিকারীরা আসামে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্ট	২৯৩
	ভারতের বেসরকারী প্রতিক্রিয়া	
৯৮।	বাংলাদেশে পাকসেনাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে সভা ও মিছিল	২৯৫
৯৯।	বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি	২৯৬
১০০।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে ভারতের বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া	২৯৭
১০১।	বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোলকাতায় নাগরিক সমাবেশ	৩০০
১০২	কোলকাতায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জনসমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী	৩০১
১০৩।	সারা বিশ্বের প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জনানোর আহবান জানিয়ে কংগ্রেস নির্বাহী পরিষদের প্রস্তাব	৩০৩
১০৪।	বাংলাদেশ গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় ডাক্তারদের মিছিল	৩০৫
১০৫।	বাংলাদেশের সমর্থনে সারা পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালিত	৩০৬
১০৬।	স্বীকৃতি দানের আহবান জানিয়ে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়	৩০৯
১০৭।	পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাঙলাদেশের সাহায্যে ''মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত	৩১১
১০৮।	সাহায্যের আহবান জানিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমিতির বিবৃতি	৩১৩
১০৯।	বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল	৩১৫
১১০।	কোলকাতায় ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভ মিছিল	৩১৬
১১১।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে ভারত সরকারের এত দ্বিধা কেন? বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ	৩১৭
১১২।	বাংলাদেশের সমর্থনে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সাহায্য সংস্থা গঠিত	৩২০
১১৩।	জাতিসংঘ থেকে পাকিস্তানকে বহিস্কারের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির প্রস্তাব	৩২২
১১৪।	পাকিস্তানী নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ	৩২৪
১১৫।	বাংলাদেশ তহবিলে সাহায্যদানের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প সমিতির আহবান	৩২৫
১১৬।	মসজিদের উপর মোবাবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়	৩২৬
১১৭।	শরণার্থীদের সাহায্যোর জন্য ভারতের বুদ্ধিজীবদের আবেদন	৩২৭
১১৮।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আহবান	৩২৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১৯।	বোম্বেতে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত	৩৩০
১২০।	ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম নেতাদের বিবৃতি	৩৩১
১২১।	গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশের সমর্থনে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত	৩৩২
১২২।	পাকসেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার মুসলমান সমাজের প্রস্তাব	৩৩৩
১২৩।	বাংলাদেশ প্রশ্নে আচার্য বিনোবার সাক্ষাৎকার	৩৩৪
১২৪।	সকল দেশের প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির আহবান	৩৩৭
১২৫।	বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান	৩৩৯
১২৬।	বাংলাদেশে দুর্গত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে ভারতের ৪৪ জন অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর আবেদন	৩৪১
১২৭।	জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবেদন	৩৪৪
১২৮।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন-বি, এল, শর্মার পর্যালোচনা	৩৪৬
১২৯।	বিরোধী নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকঃ বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দানের সম্ভাবনা নেই	৩৪৯
১৩০।	বাংলাদেশ দ্য ট্রুথ	৩৫১
১৩১।	ঈদ সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী	৩৬৭
১৩২	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে আনন্দবাজার প্রত্রিকার সম্পাদকীয়	৩৬৯
১৩৩।	গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশনের সভায় বাংলাদেশ প্রশ্নে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভাষণ	৩৭১
১৩৪।	স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের অভিমত	৩৭৩
১৩৫।	কায়রোতে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজবিদের সমাবেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ	৩৭৪
১৩৬।	কোলকাতার আর্চবিশপের বিবৃতিঃ 'শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে'	৩৭৫
১৩৭।	অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবেঃ অধ্যাপক সমর গুহ এম-পি''র নিবন্ধ	৩৭৭
১৩৮।	বাংলাদেশে অত্যাচার বন্ধ করার জন্য বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবী	৩৮২
১৩৯।	বাংলাদেশকে সহায়তার উদ্দেশ্যে সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত	৩৮৩
১৪০।	সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিনেশ সিং-এর নিবন্ধ	৩৮৪
১৪১।	জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা	৩৮৭
১৪২।	স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন'-একটি সম্পাদকীয়	৩৮৯
১৪৩।	লণ্ডনে জয় প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বকে সক্রিয় হবার আহবান	৩৯১
১৪৪।	ইয়োথ ফর বাংলাদেম-এর একটি আবেদন	৩৯২
১৪৫।	প্রধানমন্ত্রীর কাছে গারো পাহাড়ের কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থার স্মারকলিপি	৩৯৫
১৪৬।	স্বীকৃতি দানের জন্য মিঃ এম, সি, চাগলার দাবী	৩৯৭
১৪৭।	শরণার্থীদের দায়িত্ব সকল রাজ্যকেই নিতে হবেঃ কমিউনিষ্ট নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের মন্তব্য	৩৯৯
১৪৮।	সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি কর্তৃক জাতিসংগের ভূমিকার সমালোচনা	৪০০
১৪৯।	বাংলাদেশ প্রশ্নে পাশ্চাত্যের প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আহবান	৪০২
১৫০।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বের সমালোচনা	৪০৪
১৫১।	মাসর্কবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক বাংলাদেমকে স্বীকৃতি প্রদানে কেন্দ্রের বিলম্বের সমালোচনা	৪০৬
১৫২।	পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের বিরুদ্ধে করকাতার ইয়োথ ফর বাংলাদেশ-এর বিক্ষোভ মিছিল	৪০৭

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৩।	বাংলাদেশের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা নির্ভর করছেঃ সিংগাপুরে জয়প্রকাশ	৪০৮
১৫৪।	ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রস্তাবঃ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে	৪১০
১৫৫।	বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতি	৪১২
১৫৬।	বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য	৪১৫
১৫৭।	বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করার জন্য সর্ব-আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির আহবান	৪১৯
১৫৮।	ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জয়প্রকাশ নারায়নের আহবান	৪২২
১৫৯।	জনসংঘের সভাপতি বাজপেয়ী কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী	৪২৪
১৬০।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন?	৪২৫
১৬১।	জয়প্রকাশ নারায়ণের দাবীঃ অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হোক	৪২৭
১৬২।	সেন্ট্রাল এ্যাকশন কমিটি অব বাংলাদেশ-এর বিবৃতি এবং খসড়া প্রস্তাব	৪৩০
১৬৩।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবীতে সরার পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট	৪৩৫
১৬৪।	সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে সরকারী নীতির সামালোচনা	৪৩৬
১৬৫।	শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে কলকাতায় বিরাট সমাবেশ	৪৩৮
১৬৬।	মুজিবকে রক্ষার জন্য বিশ্বের প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির আহবান	৪৪০
১৬৭।	মালাদ নাগরিক বাঙলাদেশ সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট	৪৪১
১৬৮।	‘ব্লীডিং বাংলাদেশ’’-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সভাপতির বক্তব্য	৪৪৪
১৬৯।	মার্কসকবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের ভুমকার সমালোচনা	৪৪৫
১৭০।	বাংরাদেশের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামার বক্তব্য	৪৪৬
১৭১।	ইণ্ডিয়ান জুনিয়র চেম্বারের একটি পুস্তিকা	৪৪৮
১৭২।	এ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশ এর একটি পুস্তিকা	৪৫৫
১৭৩।	‘মুজিব নিহত হলে ভারত দায়ী হবে’’ঃমিঃ রাজনারায়ণের মন্তব্য	৪৬১
১৭৪।	নজরুলের পুত্র কর্তৃক কবিকে দেয়া পাকিস্তান সরকারের ভাতা প্রত্যাখ্যান	৪৬২
১৭৫।	গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা অভিযাত্রার আয়োজন করবে	৪৬৩
১৭৬।	বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দাবী	৪৬৪
১৭৭।	দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অবিলম্বে মুজিবকে মুক্ত করার দাবী	৪৬৫
১৭৮।	দিল্লীতে অন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিশ্ববাহিনী গঠনের আহবান	৪৬৯
১৭৯।	দিল্লী সম্মেলনে বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবে জাতিসংগের প্রচারণার আহবান	৪৭১
১৮০।	দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্ন	৪৭২
১৮১।	বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহবান	৪৭৫
১৮২।	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ‘ফেণ্ডস অব বাংলাদেশ’’ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত	৪৭৭
১৮৩।	দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশে প্রবেশের সিদ্ধান্ত বাতিল	৪৭৮
১৮৪।	বাংলাদেশ সরকারের ওপর ভারত সরকারের প্রভাবের প্রশ্নে স্বতন্ত্র পার্টির বক্তব্য	৪৮০
১৮৫।	বাংরাদেশ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নমনীয় বলে জনসংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিযোগ	৪৮১
১৮৬।	পাকিস্তানের যুদ্ধপ্রস্তুতির মোকাবেলার প্রশ্নে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব	৪৮৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭।	পাকিস্তানের হুমকি মোকাবেলার ব্যাপারে সরকারের সাথে তিনটি বিরোধীদলের সহযোগিতা	৪৮৫
১৮৮	বাংলাদেশের প্রশ্নে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিসমূহের সংকলন	৪৮৭
১৮৯	"এ ক্রাই ফর হেল্প""-মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ এইড কমিটির স্মারণিকা	৪৯৩
১৯০।	বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ-জয়প্রকাশ নারায়ণ লিখিত নিবন্ধ	৪৯৫
১৯১।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির রিপোর্ট	৫০১
	ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	
১৯২।	রাজ্যসভায় বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রীর মধ্যবর্তী ভাষণ	৫২৭
১৯৩।	বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব	৫২৯
১৯৪।	বাংলাদেশের শরণার্থীজনিত পরিস্থিতিতে শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিবৃতি	৫৩১
১৯৫।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবীর প্রশ্নে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জবাব	৫৩৩
১৯৬।	ভারতে তারিক আলীর উপস্থিতিতে আলোচনা	৫৩৮
১৯৭।	পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত থাকার ভারতীয় আহবান ব্রিটেন কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ওপর পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি	৫৪১
১৯৮।	বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রশ্নে আলোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৫৫৭
১৯৯।	পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের রিপোর্টের ওপর আলোচনা	৫৬১
২০০।	বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	৫৯১
২০১।	সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	৫৯৩
২০২	পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের অব্যাহত সরবারাহের ওপর আলোচনা	৫৯৭
২০৩	পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি	৬১৯
২০৪।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে উথাপিত প্রস্তাব ও আলোচনা	৬৩৯
২০৫।	ইয়াহিয়া কর্তৃক মুজিবের বিচার ও প্রাণদণ্ডের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৬৯০
২০৬।	পূর্ব সীমান্তে সৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতির উপর আলোচনা	৭০৮
২০৭।	বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংগের তৃতীয় কমিটিতে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা	৭১৭
২০৮।	বিদেশ সফরের ওপর আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৭২৮
২০৯।	পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	৭৩২
২১০।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৭৫০
২১১।	যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	৭৬১
	সংসদীয় দলিলপত্রঃ ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	
২১২।	বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনকীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা	৭৬৫
২১৩।	বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা	৭৬৯
২১৪।	বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা	৭৮৭
২১৫।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর প্রধানমন্ত্রীর উথাপিত প্রস্তাব	৭৯০

বিশ

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২১৬।	সীমান্তে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতার সম্পর্কে বিতর্ক	৭৯৩
২১৭।	বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৮০৫
২১৮।	সীমান্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর আলোচনা	৮০৮
২১৯।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব ও বিতর্ক	৮১২
২২০।	পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তারাষ্ট্রের অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির ওপর বিতর্ক	৮২৭
২২১।	কয়েকটি দেশে সফর প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি ও তার ওপর আলোচনা	৮৩৫
২২২।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনা	৮৪১
২২৩।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা	৮৭০
২২৪।	পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক মুজিবকে হত্যার হুমকি প্রসঙ্গে আলোচনা	৮৭৬
২২৫।	সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে প্রতিরক্ষমন্ত্ররি বিবৃতি ও আলোচনা	৮৮৯
২২৬।	পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৮৯৮
২২৭।	পাক-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি ও অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমান সম্পর্কে আলোচনা	৯০১
২২৮।	পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	৯০৪
২২৯।	পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের ওপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা	৯০৬
২৩০।	পাকিস্তানের আক্রমণের পর যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	৯২১
২৩১।	বাংরাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা	৯২৩
২৩২।	পাকিস্তানের আক্রমণের পর সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষ মন্ত্রীর বিবৃতি	৯৪১
২৩৩।	ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা	৯৪৩
২৩৪।	নির্ঘন্ট	৯৫১

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারী প্রতিক্রিয়া

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমনের উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের লোকসভার প্রস্তাব*	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস-১ম খন্ড (পররাষ্ট্র দপ্তর-প্রকাশিত)	৩১ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF THE RESOLUTION MOVED BY THE PRIME MINISTER OF INDIA IN THE PARLIAMENT ON MARCH 31, 1971

"This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, dispatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However, situated as India is and bound as the people of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and the massacre of defenseless people. This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India."

---

* বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের প্রথম প্রতিক্রিয়া ২৭ মার্চের লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যবিবণীতে দ্রষ্টব্য ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের নৃশংসতার প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের নির্লিপ্তির সমালোচনা করে প্রেরিত ভারতের লিপি	দৈনিক 'যুগান্তর'	২ এপ্রিল, ১৯৭১

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের লিপি
পাকিস্তানের ব্যাপারে নিশ্চেষ্টতা অমার্জনীয়

রাষ্ট্রসংঘ, ১লা এপ্রিল (পি টি আই)- পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে মানুষের উপর যে হারে নির্যাতন শুরু করেছে, তা বর্তমানে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিশ্চেষ্ট থাকার আর সময় নেই। আন্তর্জাতিক মনবগোষ্ঠী কর্তৃক একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে-ভারত গতকাল বাষ্ট্রসংঘকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে ভারতের এই অভিমত একটি পত্রাকারে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রসংঘ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন পত্রটি পেশ করেন এবং পত্রটি তাঁর অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ সদস্যদের নিকট প্রচার করা হয়। পরে রাষ্ট্রসংঘের একটি ইস্তাহার হিসাবে তা প্রকাশ করা হয়।

এই পত্রে শ্রী সেন বলেছেন: মানব দুর্গতি এই মুহূর্তে এই নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দুর্গত জনসাধারন বহির্বিশ্বের উদাসীনতা বলে ভাববে।

শ্রী সেন সর্তক করে দেন যে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সংযত না করলে এবং আন্তর্জাতিক অভিমত বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক না হলে এই উপ-মহাদেশে উত্তেজনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'ইয়াহিয়ার প্রতি চীনের প্রকাশ্য সমর্থন ভারতকে নিরস্ত্র করবে না' : প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক অমৃতবাজার	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

CHINA'S OPEN SUPPORT TO YAHYA WON'T DETER US: PM

(From our Lucknow Office)

LUCKNOW, Apr. 13. Prime Minister Indira Gandhi today warned that India would not remain a silent spectator to the happenings in Bangladesh and declared that China's "open support" to West Pakistan's military regime against Bangladesh would not affect the country's stand on the issue.

Addressing a press conference here, Mrs. Gandhi said, "We take decisions independently and our attitude does not depend on the actions of others".

Asked whether the Government would accord recognition to the provisional Government of Bangladesh, Mrs. Gandhi said the matter would receive due consideration. Replying to another question whether the war in Bangladesh was "an imperial war" by West Pakistan, Mrs. Gandhi said use of strong words would not help.

Mrs. Gandhi felt that developments in East Bengal might have their effects in other parts of the country. People residing in East Bengal and India had blood relations and it was but natural for Indians to have their sympathies with the people of East Bengal.

Commenting over the election results in Pakistan, Mrs. Gandhi said Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman's leadership would have paid rich dividends to both the countries and their relations would have improved.

She said what had happened in Bangladesh had now actually changed everything and this could only be described as bad luck for both the countries.

In an obvious reference to Ceylon and other neighbouring countries, Mrs. Gandhi said what was happening there might have their indirect repercussions in this country as well.

She declined to reply any further questions on Bangladesh remarking that she would not like to add anything further than what she had said on earlier occasions.

Later, addressing a Congress (R) legislators meeting here, Mrs. Gandhi said although we should not interfere in the internal matters of other countries, what was happening in East Bengal could not be described as purely internal affairs of Pakistan.

Mrs. Gandhi was given a tumultuous reception by the people of her constituency on her first visit after the mid-term poll.

The Prime Minister had busy day meeting local citizens, addressing a seminar on district economic problems, and also opening a State roadways bus terminal station.

Accompanied by the U.P. Chief Minister, Mr. Kamlapati Tripathi and some of his Cabinet colleagues Mrs. Gandhi arrived here by helicopter from Lucknow. The Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Mr. Om Mehta, and Mr. Uma Shanker Dikshit, also came with her.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্তে হামলার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি ভারতের হুঁশিয়ারী	‘দৈনিক আনন্দবাজার’	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

আর যেন গোলাগুলি না পড়ে : পিণ্ডিকে দিল্লির হুঁশিয়ারী

সীমান্তের হামলাবাজি বন্দ কর। আর যেন গোলাগুলি না পড়ে। দিল্লি পিণ্ডিকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

সীমান্তের ওপারে যখন কামানের নলে আগুন, এপারেও তখন কথার আগুন ছুটছে। ভারতের সাফ সাফ বয়ান একটা কূটনৈতিক লড়াইয়ের সূচনা বলা যেতে পারে। আমাদের গ্রামের ওপর পাক বাহিনী গোলা নিক্ষেপ করেছিল, তারই বিরুদ্ধে এই নোট, তীব্র প্রতিবাদ। ওদিকে পিণ্ডিও ভারতীয় এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া তিনজন সিপাহীকে ফেরৎ দেবার দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে।

নয়াদিল্লী থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ত্রিপুরা পুর্ববঙ্গ সীমান্তে ভারতীয় এলাকার মধ্যে পাক সশস্ত্র বাহিনী বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে ভারত অদ্য (বৃহস্পতিবার) পাক হাইকমিশনের কাছে কড়া প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সীমান্তের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে এবং বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

বর্হিবিষয়ক মন্ত্রক থেকে ওই লিপিটি পাঠানো হয়। লিপিতে বলা হয়েছেঃ এই ধরনের আক্রমণাত্মক কাজকর্ম বন্ধের জন্য অবিলম্বে পাক সশস্ত্র বাহিনীকে যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া উচিত। পাক বাহিনী এ রকম করে গেলে যে কোন রকম পরিণাম বা পরিনতির জন্য পাক সরকারকে দায়ী করা হবে।

আগে প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছে যে, দিনাজপুর অঞ্চলে মোতায়েন পাক বাহিনী ভারতীয় এলাকায় বিশেষ করে সামজিয়া গ্রামে হালকা মেসিন গান ও মাঝারি মেসিন গান থেকে গোলা বর্ষণ করেছে। তাছাড়া, ৭ এপ্রিল থেকে ত্রিপুরার বিপরীত দিকে বিবিবাজারে (কুমিল্লায়) পাক সেনাদলের সমাবেশ হচ্ছে এবং বিনা প্ররোচনায় পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণে ভারতীয় নাগরিকরা আহত হয়েছেন।

পিটিআই জানাচ্ছেন: পাকিস্তান বেতারে বলা হয়েছে যে, ক’দিন আগে অপহৃত ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর তিনজন সিপাহীকে ফেরত দেবার জন্য ভারতের দাবিটি পাকিস্তান অগ্রাহ্য করেছে।

১১ এপ্রিলে ভারতের নোটে বলা হয়েছে, গত ৯ এপ্রিল ওইসব সিপাই যখন ২৪ পরগনা-যশোহর সীমান্তে কর্তব্যরত ছিলেন, ভারতীয় এলাকার মধ্য থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়। পাক বেতারে বলা হয়েছে, ভারতের দাবি ভিত্তিহীন। সিপাইদের পূর্ববঙ্গের এলাকায় আটক করা হয় ।

পূর্ব পাকিস্তান নয়

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ১৫ এপ্রিল-ভারত সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তান বলে আর কোন কথা নেই। এর স্থান নিয়েছে ‘পূর্ববঙ্গ’।

আজ এই প্রথম বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাকিস্তানী হাইকমিশনকে দেওয়া তাঁদের সরকারী নোটে সর্বত্র ‘পূর্ববঙ্গ’ কথাটি ব্যবহার করেন। ভারতীয় এলাকার মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ওই নোট দেওয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ	দৈনিক ‘যুগান্তর’	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গণহত্যার বর্বরতা ঢাকা যাবে না
পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবাদ

(দিল্লী অফিস থেকে)

১৬ই এপ্রিল-বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারত কোনো না কোনোভাবে জড়িত আছে বলে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ভারতের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারত আজ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারত সরকারের এই প্রতিবাদ একটি বিবৃতির আকারে আজ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বিশ্বের সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন।

উক্ত মুখপাত্র প্রসঙ্গত বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রচার চালিয়ে পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে যে বর্বর ও অমানুষিক গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা কিছুতেই ঢাকতে পারবে না।

কেউ কেউ এই প্রতিবাদকে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব সূচনা বলে মনে করছেন। একজন বিদেশী সাংবাদিক এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকারী মুখপাত্রটি এর সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, যখন যে অবস্থা দেখা দেবে তখন তার সেইভাবে মোকাবিলা করা হবে, এই হলো ভারত সরকারের নীতি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রটি আরও বলেন যে, পাক জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে যে মধ্যযুগীয় পৈশাচিক হত্যালীলা চালাচ্ছে তা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্যই ভারতের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। কিন্তু বিশ্বের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের অনেকেই পাক বর্বরতা স্বচক্ষে দেখেছেন। কাজেই পাকিস্তান যতই চেষ্টা করুক তার পক্ষে এই নির্মম নিদারুন সত্য চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি জোরের সংগে বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে যতই অপপ্রচার ও বিষোদ্গার করা হোক না কেন ইসলামবাদের জঙ্গী শাসকচক্র কিছুতেই এই অকাট্য ও প্রত্যক্ষ সত্য চাপা দিতে পারবে না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও পীড়নের নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন।

স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের এই বিবৃতিতে কেউ কেউ বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের পূর্ব সূচনা বলে মনে করেছেন। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকারী মুখপাত্রটি তার সরাসরি উত্তর না দিয়ে কেবল বলেন, সরকার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিবেন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে এই কথাই মনে হয় যে, বাংলাদেশ সরকার হয়ত এখন সরকারীভাবে স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানাননি। অথবা এমনও হতে পারে যে, ভারত সরকার এখনও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি।

বাংলাদেশ সরকারের দু’জন দূত য়ুরোপে রওনা হয়ে গেছেন বলে ভারত সরকার কোন খবর রাখেন কি-জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি বলেন, "কাগজে পড়েছি’।

সরকারী মুখপাত্রের এই ধরনের কাটা কাটা উক্তি থেকে মনে হয় সরকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এখন সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানী বাহিনী ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে কয়েকজন সীমান্ত রক্ষী ও অসামরিক নাগরিকদের ধরে নিয়ে গেছে। ভারতীয় এলাকা থেকে সীমান্ত রক্ষী ও নাগরিকদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার পেছনে পাকিস্তানের একটা গূঢ় চক্রান্ত থাকাও বিচিত্র নয়। হয়ত পাকিস্তান পরে এটাই প্রচার করতে চাইবে যে, ভারত সরকার এদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে সামিল হয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভারত অঙ্কুরেই পাকিস্তানের এই দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দিতে চান এবং সেই জন্যই তার এই প্রতিবাদ। পাকিস্তানের অপপ্রচার ক্রমশ এমন একটা স্তরে পৌঁছুচ্ছে যে, এর প্রতিবাদ না করলে তা যে অংশত সত্য এ কথাই মনে হবে। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রকৃত নীতি কি তা সকলকে জানানোর জন্যই ভারত পাক অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

পাক হামলা বরদাস্ত করা হবে না
-প্রতিরক্ষামন্ত্রী

শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), ২৪শে এপ্রিল (পি টি আই)-কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম আজকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, 'ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানের কোন সামরিক অভিযানই বরদাস্ত করবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে বনগাঁর অনতিদূরে ভারতীয় সীমান্তে পাকিস্তানী গোলাবর্ষণের সংবাদ পেয়েই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তিনি এখানে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রসঙ্গত শ্রী জগজীবন বলেন, ভারতকে সর্বক্ষণ সজাগ সতর্ক এবং ভারতের মাটিতে যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।

ভারত-তিববত সীমান্ত বাহিনীর শিক্ষার্থী সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই কথাগুলি বলেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের মাটিতে গোলা নিক্ষেপের জন্য পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সতর্কবাণী	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

ভারতের মাটিতে গোলা ফেলা বন্ধ কর নতুবা পরিণামের জন্য দায়ী হবে: পাকিস্তানের প্রতি সতর্কবাণী

ভারতীয় সীমান্ত বনগাঁর কাছে শনিবার সকালে পাকিস্তানী গোলা এসে পড়েছে। তাছাড়া এক কোম্পানি পাকফৌজ নিষিদ্ধ সীমার পাঁচ কিলোমিটার ভীতরে এসে, পেটরাপোলে রেল লাইনের কাছে অবস্থান নিয়ে, শনিবার বিকালে চারটে থেকে এক ঘন্টা ধরে ভারতীয় গ্রামগুলির উপর গুলি চালায় । পরে তারা বেনাপোলে হটে যায়। নয়াদিল্লী থেকে এর বিরুদ্ধ তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কথা দিতে হবে যে, এ ধরনের ব্যাপার আর ঘটবে না, আর না হলে সম্ভাব্য পরিণাম যা ঘটবে তার জন্য পাকিস্তান দায়ী হবে।

সকালে পাকফৌজ ভারতীয় সীমান্তের (বনগাঁ) ওপারে মুক্তিফৌজের শিবির লক্ষ্য করে মরটার চালায়। তারই কয়েকটি গোলা ভারতীয় এলাকায় এসে পড়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও গুরুতর।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাক হাইকমিশনকে ওই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে যে নোট পাঠিয়েছেন তা রীতিমত কড়া ধাঁচের। এছাড়া অন্য একটি নোটে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছে যে, ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর লোকেরা কখনই পাকিস্তানে প্রবেশ করেননি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের ১৪ এপ্রিল তারিখের অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। অর্থাৎ আজ ভারত পাকিস্তানকে দুইটি নোট পাঠিয়েছে।

ভারত আরও বলেছে যে, অপহৃত তিনজন সীমান্তরক্ষীকে ফেরত দিতে হবে এবং অপহরণকারীদের যারা পাকফৌজের লোক) উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ভারত আরও জানিয়েছে যে, ১২ এপ্রিল রাত এগারোটায় পাকফৌজ সোনামুরার কাছে ত্রিপুরার উপমন্ত্রী শ্রী মনসুর আলীর বাড়ীর উপর গুলি চালিয়েছিল এবং ১৪/১৫ এপ্রিল রাত্রে ওই অঞ্চলে কর্তব্যরত নায়ক মণিকুমারকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। ১৭ এপ্রিল ওই অঞ্চলে আরও কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের আবাসের উপর পাকিস্তানীরা গুলি চালিয়েছিল। ভারত এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বলেছে যে, সে পাকিস্তানের কাছে এ জন্য ক্ষতিপুরণ দাবি করতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার বন্ধ না হলে যা পরিণাম ঘটবে পাকিস্তান সে জন্য এককভাবে ও সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে।

-পিটিআই ও ইউএনআই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমা ছাড়ালে গুরুতর পরিণতি হবে: পাকিস্তানকে ভারতের হুঁশিয়ারী	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তানকে ভারতের হুঁশিয়ারী-সীমা ছাড়ালে পরিণাম গুরুতর: নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিন

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ২৮ এপ্রিল-গত ২৬শে এপ্রিলের পর থেকে ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঢুকে পাকিস্তানী সেনারা যে আক্রমণ চালিয়েছে, ভারত আজ তার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আক্রমণের চারটি ঘটনায় গতকাল এবং তার আগের দিন তেত্রিশজন ভারতীয় নাগরিক পাকফৌজের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। **অন্তত:** আটজন আহত হয়েছে, দু'জন নিখোঁজ ।

আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত তিনটি নোটে পাকিস্তানের কাছে আজ ক্ষতিপুরণ চেয়েছে এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে ১৯৬০ সালের ভুমি নীতি লঙ্ঘনের এরুপ ঘটনা ঘটলে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে এই সব নোট পররাষ্ট্র দফতর আজ পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে জানা যায় যে, বাংলাদেশে পাকফৌজের ইউনিটগুলি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তে পৌঁছে সীমান্তের ঘাঁটিগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করেছে। মনে হয়, সেনাবাহিনীর নির্দেশ অনুযায়ী হত্যায় সুখী পাকফৌজ এ জন্যই সীমান্তের এপারে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনীকে অন্তত: এক হাজার গজ দূরে রাখার জন্য ভূমিনীতি তৈরি করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্য এই নীতি তৈরি হয়। এখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বলে কিছু নেই। কাজেই ভারত যে এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে আইনের কচকচিতে ব্যস্ত এটা খুবই মজার ব্যাপার।

সরকারী মহল বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্ত থেকে এখনও অন্তত: এক হাজার গজ দুরে রাখা হচ্ছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীই সীমান্তের ভার আপাতত বইতে পারবে মনে করেই এই ব্যবস্থা।

ভারতের নোটে যে সমস্ত ঘটনার প্রতি পাকিস্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিবাদ জানানো হয়েছে তা হল:

২৬ এপ্রিল: পাকিস্তানী সৈন্য জলপাইগুড়ির কাছে ভারতীয় সীমান্তের বণাপাড়া পর্যন্ত চলে আসে এবং ভারতীয় এলাকার মধ্যে গুলি চালিয়ে দু'জন ভারতীয় গ্রামবাসীকে নিহত করে।

২৭ এপ্রিল: বয়ড়া এলাকায় (বনগাঁর উত্তরে) পাকফৌজ ভারতের লাখিমপুর গ্রাম পর্যন্ত চলে আসে এবং গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে নিহত করে। নিহতদের একজন নাবালিকা। তিনজন আহত হয়।

২৭ এপ্রিল: বনগাঁর কাছে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পাক সৈন্য সীমান্তরক্ষী দলের উপর গুলি চালায়।

২৭ এপ্রিল: পাক সেনা ধরলা নদী পেরিয়ে ভারতীয় ছিটমহল বাঁশ পাচিরে বেলা দুটো নাগাদ প্রবেশ করে। বেপরোয়া গুলি চালিয়ে হানাদাররা অন্তত: পঁচিশজনকে হতাহত করে।

২৬ এপ্রিল: কাছাড় সীমান্তে প্রহরারত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপর পাক সৈন্য হামলা করে। একজন কনস্টেবল নিহত হন, পাঁচজন আহতদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর, দু'জন কনস্টেবল নিখোঁজ।

পাক সৈন্যরা দুটি ওয়ালেস সেট, একটি রাইফেল এবং দুটি হালকা মেশিনগান ছিনিয়ে নেয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করবে: প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবাণী	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	৭ মে, ১৯৭১

RAK DEVELOPMENTS WILL ULTIMATELY AFFECT INDIA

--Mrs. Gandhi

(From Our Special Representative)

NEW DELHI, May, 6-Mrs. Gandhi said today that India could not shut its eyes to whatever was happening in East Pakistan "for it is bound eventually to affect this country and its economy."

The Prime Minister made a reference to the stream of refugees pouring into India from East Pakistan while inaugurating a conference of the District Congress Committee Presidents and General Secretaries.

She said a large number of evacuees-about two million-had crossed into this country.

They would go back when fighting stopped in East Pakistan, Meanwhile, she hoped that people all over the country would help them. "We have not only to look after the evacuees at present but also see that they go back to their homes after the war is over there." Mrs. Gandhi said that a central Assistance Committee headed by Mr. M. C. Setalvad, had already been established to help the evacuees.

Mrs. Gandhi said that "a new burden had come on this country" as a result of what is happening across the border. Developments in East Pakistan were bound to have great impact not only on West Bengal but on the whole country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল হবে না-বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৮ মে, ১৯৭১

এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল হবে না- তবে মুক্তি আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হবে

- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ৭মে-আজ সকালে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বৈঠকে বসেছিলেন। প্রায় সকলেই বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। (ব্যতিক্রম: বিকানীরের মহারাজা ড: করণ সিং এবং মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল। দুজনের বক্তব্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য ছিল।) সকলের কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তার মর্ম এইরকম: বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত পূর্ণ সমর্থন জানাবে কিন্তু বাংলাদেশকে এখনই কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া এই দেশেরই স্বার্থের পরিপন্থী হবে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জনগনের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি থাকলেও স্বীকৃতির ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা চলছে । তবে তাজুদ্দিন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না এমন কথা তিনি বলেননি বা সরকার এ ব্যাপারে ঠিক কী করবেন তার কোন আভাস দেননি । শুধু স্পষ্টভাবে তিনি বলেন যে, কোন অবস্থাতেই ভারত ভীত নয়।

ভারতের স্বীকৃতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরাজী বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নানা উসকানিকমূলক কাজ করছে। ভারতকে নানাভাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়াতে চাইছে । যাই হোক, ভারত যা ঠিক মনে করবে তা করতে ভীত নয়।

দুই ব্যতিক্রম। অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবির বিরোধিতা করেন বিকানীরের মহারাজা ড: করণ সিং। তিনি লোকসভায় কয়েকটি ছোট গোষ্ঠী ও কয়েকজন নির্দল সদস্যের নেতা। সেই গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা অবশ্য আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

ড: করণ সিং-এর বক্তব্য: বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন আসলে বাঙালীদের বিদ্রোহী ভারতের এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে সরকার কী করতেন? কাশ্মীরের কথাও ভাবা দরকার।

ইন্দিরাজী তাঁকে বলেনঃ কাশ্মীরে যারা হাঙ্গামা বাধাতে চায় তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের পিছনে বিপুল গরিষ্ট সমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশে গরিষ্ট অভিমত পাকিস্তান দাবিয়ে রাখতে চাইছে।

মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল যা বলেন তার মর্মঃ এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে বা কোন সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে ওই ধরনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তবে সরকার এ ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থাই নিন না কেন তার প্রতি তাঁহাদের দলের সমর্থন

থাকবে। ইন্দিরাজী বলেন যে, বাংলাদেশের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছু লোক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে । সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

স্বীকৃতির স্বপক্ষে জোর দাবি: অধিকাংশ বিরোধী নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য জোর দাবি জানান। পরিস্থিতির সম্পর্কে ইন্দিরাজীর বিশ্লেষণ তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। স্বীকৃতি দিয়ে সরকার শুধু সেই সত্যটিকেই মেনে নেবেন আর তাতে সেইখানকার আন্দোলন জোরদার হবে। ভারত এ বিষয়ে জোর করলে ভারতেরই ক্ষতি হতে পারে।

এই দাবি জানান-সি পিএম, সি পি আই, ডি এম কে, আদি কংগ্রেস, পি এস পি, এম এস পি, ফঃ বঃ আর এস পি। শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) তাঁর দলের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন। শ্রী এ কে গোপালন (সি পি এম) বলেন যে, পাকিস্তানকে ভয় না করে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য দেওয়া হোক । শ্রী কে মনোহরণ (ডি এম কে) শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (জঃ সঃ) শ্রী চিত্ত বসু (ফঃ বঃ), শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি) শ্রী এন জি গোরে (পি এস পি) ও শ্রী এস এন মিশ্র (আদি কং) একই দাবি তোলেন।

ত্রাণকার্য সম্পর্কে একটি আলাদা বৈঠক বসবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তানী ফৌজের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় পনেরো লক্ষ লোক ভারতে এসেছেন। আরও আসবেন। এ জন্য ত্রাণকার্য সম্পর্কে কী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বিরোধী নেতাদের সঙ্গে পৃথক একটি বৈঠকে বসবেন। (অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যবন নাকি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এ জন্য মোট ষাট কোটি টাকা দরকার) । তবে ওই বৈঠকে কবে বসবে আজ তা ঠিক হয়নি। ভারত চায় যে, এই ত্রাণকার্য আন্তর্জাতিক রুপ নিক।

ইন্দিরাজী আরও বলেন যে, বাংলাদেশে আগে দুই ডিভিশন পাক ফৌজ ছিল। এখন আছে চার ডিভিশন। শহরগুলি অধিকাংশ পাক ফৌজের দখলে আছে। গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকাই এখনও মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে তাঁরা পাক ফৌজের তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লী, ৭ মে-প্রকাশ বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে পূর্বনির্ধারিত ছিল না।

বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী স্বল্প সময়ের নোটিশে তার সহকর্মীদের ঐ বৈঠকে আহবান করেন।

এক ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে শ্রীমতি গান্ধী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়ে সহকর্মীদের অবহিত করেন।

-পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের 'সোশ্যাল কমিটি অব দি ইকনমিক এ্যান্ড সোশাল কাউন্সিল'-এ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২ মে, ১৯৭১

Statement by Ambassador S. Sen, Permanent Representative of India to the United Nations in the Social Committee of the Economic and Social Council on Agenda item 5(a) Report of the Commission on Human Rights on May 12, 1971.

MR. CHAIRMAN,

My delegation considers it appropriate to participate in the discussion on this important subject. The current report of the Commission indicates in a most explicit manner that the problem of adequate protection of all human rights is still a serious one. Indeed, the report reflects the concern expressed in paragraph 8 of the Commemorative Declaration adopted at the 25th Session of the General Assembly. The relevant sentence reads: "Although some progress has been achieved, serious violations of human rights are still being committed against individuals and groups in several regions of the world. We pledge ourselves to a continued and determined struggle against all violations of the rights fundamental freedoms of human beings, by eliminating the basic causes of such violations, by promoting universal respect for the dignity of all people without regard to race, colour, sex, language or religion, and in particular through greater use of the facilities provided by the United Nations in accordance with the Charter".

The Charter itself in Articles 1(3), 55(c) and 56, speaks of international co-operation for ensuring greater exercise of human rights. In 1968, which was declared as the International Year for "Human rights, the United Nations, published a booklet entitled 'Human Rights-A Compilation of International Instruments of the United Nations". In the last page of this booklet is given a list of 34 instruments dealing with Human Rights. Apart from this list, during the last three years various other documents, declarations and resolutions have also been adopted. For instance, I should mention the Declaration of Social Progress and Development adopted in 1969, the Declaration of the 25th session to which I have already referred, the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations-all these were adopted about only six month ago. Furthermore, the Proclamation of Teheran on Human Rights is also irrelevant. So also is the Geneva Convention of 1949 relative to the protection of civilian persons in times of war. In addition, the General Assembly adopted last year four resolutions 2674, 2675, 2676 and 2677, all of them dealing with the question of human rights in armed conflicts. India has been a member of the Human Rights Commission all throughout the Commission's existence and has expressed concern to the Commission and to the other appropriate forums of the United Nations about all large-scale and organized violations of human rights. All the instruments, I have cited make provisions for discussing the violations of human rights wherever they may occur. The Proclamation of Teheran, adopted unanimously in May 1968, in paragraph 5 says:

> “The primary aim of the United Nations in the sphere of human rights is the achievements by each individual of the maximum freedom and dignity. For the realisation of this objective, the laws of every country should grant each individual, irrespective of race, language, religion or political belief, freedom of expression, of information, of conscience and of religion, as well as the right to participate in the political, economic, cultural and social life of his country.”

Unless, therefore, the international community is prepared to examine violations of such obligations undertaken by States and take whatever remedial measures may be necessary, all that we have said for the protection of human rights and fundamental freedoms becomes a mockery. This view has repeatedly been expressed in different forums of the United Nations on many occasions and I am particularly glad to see that Pakistan, through its distinguished representative Ambassador Agha Shahi, while speaking on violations of human rights in colonial Africa and Palestine, stated on this way very item of the agenda at the meeting of the Social Committee held on May 20, 1970;

> “There would be and have been other situations in which massive violations of human rights take place which call for examination, investigation and report, if the obligatory provisions of the Charter of the United Nations in regard to human rights and fundamental freedoms are not to become a subject of mockery and purely of academic debates.”

It is in this context and with the greatest anguish the Government of India wish to bring to your attention a current example of violation of human rights on an unprecedented scale in our age of many millions of people. In bringing this to your notice, the foremost consideration which my country has in mind is the need for urgent humanitarian relief measures for these millions of people-many of whom have been coming into India in ever-growing number as refugees. The problem has assumed such proportions and the sufferings of these people have been so enormous that is cannot be a matter of international concern.

In order to understand this tragic human problem it is necessary to explain its causes. This will make it possible for the world community to appreciate the consequences that have followed and to consider urgent measures in order to reduce, if not remove, the suffering of millions of people.

I

The Government of Pakistan have accepted or supported most of the Declarations, Resolutions and Conventions on Human Rights and it must be a matter of deep concern to the international community that in recent weeks these international obligations have been breached as a result of massive military actions take in East Bengal. I do not consider it necessary, at this stage at any rate, to analyse in depth and detail, the unfortunate events that have taken place in that region. The facts are well-known, and basically it is the accumulated frustration of the East Bengalis and the inequalities which they have suffered over the years that have brought about a most tragic situation. These frustrations and injustices, which by themselves could constitute major violations of the

many documents I have cited, have led to the present chain of gruesome events in East Bengal. Until late in March this year our hope was that these man-made difficulties would be removed by taking into account the freely expressed wishes of the East Bengalis. But this was not to be the entire democratic process was reversed and a military campaign was launched to wipe out the political consciousness and activities in East Bengal. In broadcast statement on March 26 the President of Pakistan said, among other things:

> "I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose a complete press censorship. Martial law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions."

In this context I should like to draw the attention of the Committee to the main provisions of the Declaration of Human Rights, a document fully accepted by Pakistan. Article 3 of this Declaration reads: " Everyone has a right to life, liberty and security of persons". The repressive measures adopted in East Bengal have denied this right. Article 5 reads: "No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment". The reports which have appeared in the international press prove conclusively that this right has been flouted. Provisions of article, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20 and 21 have similarly been brushed aside. I could, Mr. Chairman, select any document relating to Human Rights to which Pakistan has given its support in different degrees and show without a shadow of doubt that almost all its principal provisions have been broken.

The wild destruction of life and property of the people of East Bengal who belong to different ethnic, linguistic and cultural background, by the West Pakistani army has been in contravention of Article 2 of the Convention approved and proposed for signature and ratification by the General Assembly on 9th December, 1948 [Resolution 260-A-(III)] Pakistan is a party to this Convention without reservations. Similarly the declaration of Martial Law, with its most stringent regulations which could inflict death penalty almost on any East Bengali who does not strictly adhere to their draconian severity, has extinguished freedom of opinion, freedom of association and other freedoms which have been considered fundamental by the United Nations.

Article 3 of the Geneva Convention of August 12, 1949 deals with protection of civilian life in conflicts not of international character. It specifically prohibits violence to life of any person in particular, murder of all kinds, mutilation cruel treatment and torture. It also forbids outrage of personal dignity in particular inhuman and degrading treatment. It further bans "the passing of sentences and the carrying out executions without previous judgment pronounced by regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensible by civilized peoples". All these provisions of the Convention have been callously violated. It is strange that Government of Pakistan have not even paid the slightest heed to the appeal made in this regard by the International Commission of Jurists. I should like to read to the committee texts of their telegrams. The telegram of April 2, 1971 states:

"The International Commission of Jurists deeply anxious about the tragic events in East Pakistan. Request all possible steps to reduce death roll and urge moderation and the respect of lay in the treatment for political prisoners."

The telegram of April 15 states:

"Further to (our) telegram of the 2nd April, the International Commission of Jurists deplores the reported intention to establish special military tribunals to try the Awami League leaders. Respectfully urge that proceedings before the normal civilian courts will alone satisfy international opinion that the rule of law is observed.

The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of special tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier than to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the independence and respect for legal principles of a properly constituted court of legally trained judges. If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League leaders have committed any offence under the law of Pakistan, there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country".

In these circumstances we consider that international opinion, which has already been incensed and shocked, should be expressed in no uncertain manner through this Committee, as the Economic and Social Council is the properly constituted organ of the United Nations concerned with human rights and fundamental freedoms. The large-scale massacre, senseless killings of unarmed civilians, including women and children, brutalities, and atrocities committed on a massive scale, widespread burning and destruction of property and the multitude of indignities inflicted on the people of East Bengal constitute a problem of such magnitude that international conscience must be roused and international efforts must be made to restore some semblance of civilized existence in this part of the world.

II

But there are other consequences of this massive suppression of Human Rights which also should be brought to the attention of the Committee. As a result of the military action taken in East Bengal, the number of refugees into India has already exceeded 1.8 million people. The precise figure as reported to Delhi on May 3 by the Indian authorities near the frontier was 1.481, 101. This figure has since increased considerably. By May 3, 141,588 refugees have entered Assam and Meghalaya (an Eastern State in Indian); 102,205 of these are in camps while 39,383 are outside camps, 1,200,962 refugees have entered West Bengal; 532,675 of these are in camps, which 668,287 are outside camps; 136,532 refugees have entered Tripura; 101,532 of these are in camps with 35,000 are outside camps. 2,019 refugees have entered Bihar. Thus the total number of refugees in camps is 738,431 and outside camps 742,670 on May 3, We have set up 156 camps and have approached the Secretary-General and other U.N. agencies such as the UNHCR, UNICEF, World Food Programme, World health Organisation. Apart from these, the Catholic Relief Organisation, CARITAS, is initiating action.

I am glad to say that other efforts, both national and international, are begin made to help the refugees. Many of these refugees are women and children who have been forced to leave their homes and villages under severest pressure and in most difficult conditions. This large influx which continues to grow daily is as I have already pointed out, the result of Pakistan's atrocities in East Bengal; such a large number would not leave their homes and come to India unless they have no other option but to undertake a perilous journey with little food and hardly any personal belongings. Until the return of normalcy to East Bengal, we have, purely on humanitarian grounds, given shelter to these hungry, helpless them are suffering from disease and starvation. It is the duty of the Pakistan Government to stop their repression and create normal conditions under which the safe return of the refugees could be ensured. Until then Pakistan should be held responsible for their safe return to East Bengal. Meanwhile, we shall to our best to look after them while they are fleeing from an oppressive regime and are in need of food, shelter and medical attention. But the amount of relief needed is of such a magnitude that no Government in the world can be expected to bear the strain alone. A most sustained international effort becomes, therefore, necessary to look after these unfortunate people. We are most anxious that these refugees should return home as soon as possible. In order to look after the, while they are still with us, we will gladly accept such aid as may be offered by other Governments and national as well as international organizations. This again is a matter of direct concern of the Economic and Social Council and we hope that the Council will appreciate this problem and endorse this appeal.

III

Yet another consequence of the action taken by the Pakistan Government in East Bengal relates to the disruption of economic life there. With the expulsion of all the foreign press correspondents since the end of March-now I believe 5 or 6 selected pressmen have been allowed to go to East Bengal for escorted tours-details of the economic conditions will not be known to the outside world for many months to come. The outbreak of violence has caused complete disruption of transport and distribution systems and other essential services. Since East Bengal depends on the import of a substantial quantity of food grains to sustain its large population even at a purely subsistence level the disruption in economic life evident during the present crisis has only compounded the havoc already caused a few months back by a disastrous cyclone. Since the military action also coincided with the planting season, the coming harvest would be adversely affected. Under these conditions famine is a possibility and this would usually be accompanied by a further increase of epidemics and diseases. Famine, conditions in East Bengal would lead to several more millions of refugees fleeing to India. Famine and epidemic n East Bengal can have their repercussions in India as these do not respect any international boundaries. A situation where millions of refugees continue to pour into India with all the attendant problems and sufferings can only lead to tension and instability in the region. It should, therefore, be a matter of urgent international concern to put an end to the further influx of refugees from East Bengal into India. This can be achieved only if the Council can ensure that Pakistan accepts international relief organizations to help the needy East Bengalis urgently and in a most effective manner.

Organized international relief operations alone would be able to remove the consequences of the large scale disruptions of economic life caused by the current crisis.

It is extraordinary that in these circumstances the Government of Pakistan has not only disallowed the International Red Cross team which went to Karachi from proceeding to East Bengal but has not to the best of our knowledge responded to many offers of help. As early as April 1. U. That said that he was “very much concerned about the loss of life and human suffering resulting from the recent developments in East Pakistan” and added that “if the Government of Pakistan asked the Secretary-General to assist in humanitarian efforts, he would be happy to do everything in his power to help”. The response to this gesture by the Secretary-General has just been released-briefly it says NOT YET. In this contest we agree-with comments made in the New York Times editorial this morning. It says inter alia “Contrary to bland assurances which continue to emanate from West Pakistan spokesmen, the situation is unquestionably desperate, and will require large believe that many other Governments and international organizations have offered to help but without any reaction from Pakistan Government which continues to say that there is enough food in the country”. Only a few months ago, a most violent cyclone devastated some parts of East Bengal. At that time, in many Committees and other forums of the United Nations, resolutions, were passed for working out a machinery for emergency relief in natural disasters. Then, Pakistan appealed widely for help: many countries, including my own, generously responded to this appeal. Yet it is ironical that when tragedies have accumulated Pakistan claims that it has enough food.

In the face of this, the first essential step would be for the Economic and Social Council to ask Pakistan to immediately indicate its consent so that concrete plans for organized and well coordinated action programme for relief work can be finalized under U.N. auspices, Since the Secretary-General, U. That, has already offered to extend all possible humanitarian help, he should have a vital responsibility in the organisation of such an international relief effort.

We hope and trust that there would be no temptation to deny the basic necessities of life and services to the East Bengalis in order to crush their desire to achieve their legitimate aspirations. They have suffered enough and in their hour of trial they will doubtless remember who cared, and who simply stood and stared.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহবান	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৫ মে, ১৯৭১

পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করুন: বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ইন্দিরাজীর বার্তা

বুদাপেস্ট, ১৩-মে-আজ এখানে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের দিনব্যাপী অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন জানানোর জন্য ভারতের বক্তব্য অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

৮০টি দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধির সামনে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বার্তাটি পড়ে শোনানো হয়। তাতে শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন, ভারতের অবস্থায় পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীতে উদাসীন থাকা কঠিন।

প্রধানমন্ত্রী ওই বার্তায় বলেছেন, প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে চলে এসেছেন-ফলে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। এই উদ্বাস্তুরা যাতে নিরাপদে মর্যাদার সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে পারেন-তেমন অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তানকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে।

শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন, আশা করি, বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানবসমাজ মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াবেন। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ন্যায্য দাবি, তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁদের দেশ শাসন করবেন। বিশ্বের মানুষ, আশা করি, এই দাবি সমর্থন করবেন এবং তাঁদের ওই অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবেন। এই গুরুত্বের পরিস্থিতি এবং লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশায় আমার মন ভারাক্রান্ত।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য শ্রী অমৃত নাহাত বার্তাটি পড়ে শোনান। তাঁকে প্রবল হর্ষধ্বনি জানিয়ে সদস্যরা অভিনন্দন জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধ নয়-গুলি চালিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা হচ্ছে। তিনি হিটলারী অত্যাচারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘটনার তুলনা করেন।

শ্রী মেনন আরও বলেন, পূর্ববঙ্গ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাতীয় এলাকা এবং হাংগারির চেয়ে তার জনসংখ্যা ১০ গুণেরও বেশি।

- পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে: প্রধানমন্ত্রীর আশা প্রকাশ	দৈনিক ‘স্টেটসম্যান’	১৬ মে, ১৯৭১

BANGLADESH STRUGGLE WILL NOT GO IN VAIN: PM

AGARTALA, May, 15: THE Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today expressed the hope that the struggle of the people of Bangladesh would not go in vain. They would ultimately achieve independence and from and democratic government.

Mrs. Gandhi, who was addressing a huge gathering at Mohanpur, about 25 Km. from here, said India would welcome the formation of a democratic Government in East Bengal and would have friendly relations with it.

As in India, elections had been held in East Bengal also, but unfortunately the people there were not allowed to from their own Government, which could remove poverty from their land.

LIMITED RESOURCES

The Prime Minister expressed the hope that people both in India and East Bengal would follow the democratic way and guard themselves against the poison of communalism in the interest of their respective nations.

Mrs. Gandhi said; “We must do our best to help our brothers and sister who have crossed into India. But we have limited resources”.

The Prime Minister said that what was supposed to be Pakistan’s internal affair, had now become a problem for India.

Referring to the overwhelming task of looking after millions of evacuees, she said the heavy influx of refugees would no doubt be a terrible burden on the country’s economy, but it was not a concern of any particular State in India. The Centre would bear the full “responsibility of talking the problem she said.”

She expressed the hope that these people would soon be able to go back to their homeland as peace was restored there and their own Government formed.

In Tripura Mrs. Gandhi visited evacuee camps at Narsinghgarh, Mohanbari and Simna where she enquired about the food and living conditions of the displaced persons.

Earlier speaking at Udharband, a refugee camp near Silchar in Assam, Mrs. Gandhi said that the entire country shared the grief and suffering of the people of Bangla Desh and India would do everything within its means to alleviate their suffering.

Mrs. Gandhi was visibly moved by the tale of woe narrated by the evacuees.

About 25,000 evacuees are housed in the Udharband refugee camp.

Mrs. Gandhi regretted that Pakistan was attempting to foment communal trouble in India and cautioned the people to remain vigilant.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে' প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শরণার্থী সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৭ মে, ১৯৭১

NO RECOGNITION AT WRONG TIME: PM STRESS ON REFUGEE RELIFE PROBLEMS

(By Our Special Representative)

The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, made it clear at a brief meeting with reporters at Dum Dum airport on Sunday that the much-talked-about issue of giving recognition to the Bangladesh Government was not as much an immediate problem with the Union Government as one might think.

She said the main consideration was whether such recognition by the Union government would help the Bangladesh people. "I think it will not help them much and recognition should not be given at the wrong time," she added.

The Prime Minister was apparently annoyed when a reporter asked her is shed was waiting for some other countries to recognize the Bangladesh Government. She said such questions had been put to her several times before. She had always maintained that India had an independent policy and did not depend on others in formulating her stand on various issues.

"We happen to be an independent country with an independent policy, with very strong views on many subjects under the sun and we are not dependent on what others say or do" she added.

Immediately on her arrival at that airport by an Air force helicopter after her visit to two refugee camps and a hospital at Bongaon the Prime Minister held a closed-door meeting with the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of West Bengal, Mr. Ajoy Mukherji and Mr Bijay Singh Nahar, Mr Siddhartha Sankar Ray, the Union Education Minister who traveled with the Prime Minister, was also present at the meeting which lasted more than half an hour.

Mrs, Gandhi flew from Assam to Haldibari in the morning and then to Dum Dum Airport where she touched down at about 2:15 p.m. Her party included Mr. Ray and Miss Padmaja Naidu, who is the head of the Bangladesh Sahayak Samiti. From Dum Dum the Prime Minister and her party west to Bongaon by a helicopter. Another helicopter carried the West Bengal Ministers. They came back to Dum Dum a little after 5:30 p.m.

The Prime Minister wore a blue sari and a full-sleeve blouse and she looked tired. As she came on the first floor of the new airport lounge, she asked her attendants to arrange a ground floor room for an immediate conference with Mr. Ajoy Mukherji and Mr Nahar.

Press reporters were asked to wait on the first floor lounge. After some time, Miss Padmaja Naidu was called in at the conference when it discussed relief problems.

At her meeting with Mr. Ajoy Mukherji and Mr Nahar where Mr. Siddhartha Ray was also present problems relating to West Bengal came up for discussion. Contacted later, Mr. Nahar said some serious problems were discussed but he refused to disclose what transpired at the meeting.

HUGE PROBLEM

About her impression regarding the refugee problem, she told reporters:. “It is a huge problem and we are finding it difficult to deal with it. We have a shortage of commodities and in the circumstances; the Government has done good work”.

She was aware that may were still without shelter and “it takes time for articles to come”. When asked if any help was expected from abroad, she said that one might hope for it. “But nothing much has come so far from other countries”, she added, She felt that if outside assistance in relief material came India would know what was coming and from which agencies.

In reply to question, the Prime Minister said evacuees would have to leave as soon as possible, but “how soon that will be possible, I do not know”. She thought that international bodies might create conditions for the evacuees to go back to their homeland.

Commenting on Pakistan’s claim that normality had returned in Bangladesh as far as the Pakistan Government was concerned, Mrs. Gandhi said that it is a very convenient way of achieving normality by removing the people and this to my mind is not normality.

The Union Government was considering proposals for dispersal of evacuees from the border areas. Such dispersal the Prime Minister said would pose a great problem for Tripura, which was a very small State. She said arrangements for giving shelter to the evacuees in other parts of the country were being considered. She was not, however, sure if that would be possible.

Asked to comment on the demands by different actins of the people as well as by many political parties for arms aid to freedom fighters in Bangladesh, Mrs. Gandhi said that she had “no comment no reaction”.

Regarding repatriation of the India diplomats from Dacca, she agreed with the suggestion that the issue was deadlocked because of the refusal by the Pakistan Government to accept any proposal.

Mrs. Gandhi said newspapers required to be very cautious in publishing news and views. It was possible that enemy agents were around. Care should be taken so that the evacuee problem which should be treated a national concern, might not be turned into a communal issue.

She said there had been cases of the Pakistani Army resorting to firing across the border into India. In such cases some steps were taken. “It might not always be possible, however, to take action,” the Prime Minister added.

AT BONGAON

Our Staff Correspondent adds: Earlier, addressing the Bangladesh refugees at Bongaon this afternoon, the Prime Minister said it was a pity that certain elements in East Bengal were now trying to give a communal color to the liberation war in Bangladesh. Such attempts would only weaken the cause of that country, she added.

In the afternoon Mrs. Gandhi visited two refugee relief centers at Petrapole and Itkhola. She also visited the sub-divisional hospital at Bongaon and talked to the evacuee patients from Bangladesh who had been shot at by Pakistani troops.

She told the refugees that the liberation war in East Bengal was a “war against all kinds of repression and wrongs. Remember, your fight is our fight”.

While fighting against injustice and repression the people of Bangladesh had been forced to take shelter in India. “We know that despite all our good wishes, you might have to face difficulties here because we are not a rich country”, she said.

Mrs. Gandhi expressed the hope that the refugees would not have to suffer long and they would be able to return home soon. She said India was a democratic country. Here there was no ill-feeling among the Hindus, Muslims, Christians and other communities. She hoped that the people of East Bengal would also maintain communal harmony and jointly fight their war of liberation.

At the Petrapole camp, where more than 8,000 refugees were living, Mrs. Gandhi gave food to a small girl. She was reported to have lost many of her relatives. A 10-year-old boy who had been carrying his small sister on his shoulder burst into tears while narrating his story. She also talked to a woman whose husband had been shot dead by Pakistani troops.

According to a spokesman of the Bharat Sevasram, Muslims constituted about 40% of the population at the Petrapole camp. Boys and girls below the age of eight numbered 2,200.

Demanding immediate recognition of Bangladesh, a demonstration was organized by the supporters of the Democratic Students Organisation and the Democratic Youth Organisation when Mrs. Gandhi landed at Calcutta airport. The demonstrators protested against the Union Government’s attitude towards Bangladesh.

Mr. J. C. De, Chairman of the West Bengal branch of the Indian Red Cross Society, explained to the Prime Minister, and the Chairman of the Indian Red Cross Society, Miss Padmaja Naidu, what the State unit of the society was doing in Petrapole and many other centers.

AT HALDIBARI

Our Staff Correspondent at Haldibari adds; referring to repeated Pakistani intrusions into Indian territory, the Prime Minister said people living near the border "will have to face some risks." She said those living close to the border literately reducing the population of East Bengal by expelling the people who had voted for Mr. Mujibur Rahman in the last election.

The local units of the SUC and the Forward Bloc and another organisation submitted memoranda to Mrs. Gandhi demanding immediate recognition for Bangladesh.

SUC supporters also staged demonstrations near the helipad and the PWD Bungalow where she met the party representatives.

UNI adds: Mrs. Gandhi invited two West Bengal Ministers to New Delhi to discuss relief measures. She sounded the State health Minister, Mr. Jainal Abedin and the PWD Minister, Mr. Santosh Roy, about such a discussion. They are expected to leave for New Delhi on Thursday.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'যে কোন পরিণতির জন্য ভারত প্রস্তুত: পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সতর্কবাণী	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৯ মে, ১৯৭১

MRS. GANDHI WARNS PAKISTAN
INDIA PREPARED FOR ANY EVENTUALITY

Big Powers told Of Refugee Problem

Ranikhet, May 18-The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today warned Pakistan that India was not deterred by any of its threats and said: "If a situation was forced on us, we are fully prepared to fight," reports UNI.

The Prime Minister who was addressing public meeting, here, challenged the Pakistani claim that everything was Norman in East Bengal and said if that was the case, Pakistan should immediately can back the refugees fleeing to India.

The refugees pouring into Indian border States had created a major problem for India. This would severely affect the country's economic, social and political life, she said.

Mrs. Gandhi appealed to the democratic nations to persuade Pakistan to stop its military atrocities in East Bengal. She wanted the international community to realize that what began as Pakistan's internal problem was gradually becoming an internal problem for India. "The burden is heavy on us, but how can we ignore the helpless refugees?"

There was practically no room to accommodate the refugees. All the hospitals, schools and other public buildings in the border areas of West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya were flooded with refugees. Nevertheless, Indians would look after the refugees as best as they could. She wondered why help was not forthcoming from the rich nations for the victims of Pakistani Army.

PTI adds: India is understood to have informed western Powers that the situation in East Bengal was worsening day by day with social and economic consequences for India. Refugees bogged down on the Indian side of the border, were creating enormous problems for the country.

She told them that Pakistan had placed India in an extremely difficult position. No country had the right to behave in this way and unless the situation improved India would have to consider specific action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিতে হবে: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য	দৈনিক 'হিন্দুস্তান ষ্ট্যান্ডর্ড'	২১ মে, ১৯৭১

WORD WILL HAVE TO ENSURE REFUGEES' RETURN: RAM

(By A Staff Reporter)

At the end of his tow-day visit to the Bangladesh refugee camps in Assam and west Bengal, the Union Defense Minister, Mr. Jagjivan Ram, told newsmen at Petrapol, near Bongaon, on Sunday afternoon that the nations of the world would have to consider what other steps could be taken to solve the problem created by the "unprecedented" influx of evacuees from Bangladesh to India.

He characterized Pakistan Government's treatment of the people of Bangladesh as "barbarous" and the manner of uprooting the millions of these people as "a stigma on the entire human history."

The Minister said: "We have already approached different nations to impress upon the Pakistan Government the need for immediately creating conditions in East Bengal for the return of the multitude of this suffering humanity to its homeland",

Even after this, he added, if Pakistan persisted in "carrying on its barbarous policy, which has been compelling millions and millions of men, women and children to make a stream towards India for safety and honor" it could be for the nations of the world to consider "what other steps they would like to make for the solution to this grave problem",

Before leaving for Delhi, the Defense Minister said at Dum Dum airport that the Government was alert to the problem of infiltration by "We have taken all steps to prevent their entry," he said. He agreed with a reporter that the infiltrators would create a social problem for this country, besides being an economic burden.

Asked about the possibility of dispersal of refugees to other States, as demanded by the Eastern States, Mr. Ram said he had discussed the issue with the Union Rehabilitation Minister, Mr. Khadikhar and also with the Chief Minister, Mr. Ajoy Mukherjee, earlier on the day. Steps were being taken towards dispersing the refugees, he said, but results might not be expected "very soon".

Addressing several thousand evacuees the Defense Minister said India had told Pakistan times without number to create feasible and tolerable conditions for the return of the uprooted humanity to their homeland.

Anyway, Mr. Ram said, "I have come here to see for myself your unfortunate existence with my own eyes and to find out what else could be done to mitigate your

sufferings." Returning to Dum Dum Airport by the helicopter at about 3 p.m. Mr. Ram left for Delhi in an IAF place about 15 minutes afterwards.

Addressing a Press conference at Raj Bhavan, Calcutta, at noon, the Defense Minister, Described the huge influx of evacuees from Bangladesh as a "great burden on us". He said that the number of evacuees had outstripped sheltering arrangements. Many were living in the open.

Pakistani troops shelled Indian territory several hours before the arrival of Mr. Jagjivan Ram, Union Defence Minister, at Petrapole, on Sunday.

An 81mm mortar shell landed close to the Indian Border Security Force outpost early in the morning. There were no casualties. The shell landed right on Jessore road. The BSF personnel took up positions, but did not return fire.

The three BSF Personnel were injured on Thursday in Pakistani shelling are in hospital.

On Saturday night, Pakistani troops set fire to Sadipur village, close to Indian border. Some residents who had not yet crossed over to India were killed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবে: প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক 'কালান্তর'	২৩ মে, ১৯৭১

বাংলাদেশের জনগণকে ভারত সাহায্য দিয়ে যাবে

-ইন্দিরা গান্ধী

নয়াদিল্লী, ২২ মে (ইউ-এন আই)-বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থী এসেছেন । এই সমস্যা সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে । শরণার্থী সমস্যাকে সমস্ত দেশগুলিরই নিজেদের সমস্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস সংসদীয় দলের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শ্রীমতি গান্ধী আরো বলেন, যা ছিল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা তা আজ আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ইতিমধ্যেই ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে প্রায় ৩০ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থী এসেছেন। এই সমস্যা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে । শরণার্থী সমস্যাকে সমস্ত দেশগুলিরই নিজেদের সমস্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রীমতি গান্ধী বলেন, যে সমস্ত রাজ্য শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের একার পক্ষে এই ভার গ্রহন করা সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত মানুষ ও বিশ্বকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভংগী থেকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

তিনি বলেন, শরণার্থীরা যাতে তাঁদের ঘরে পুনরায় ফিরে যেতে পারেন পাকিস্তানকে সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নজর দেওয়া উচিত।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ননা করে তিনি বলেন যে, পুর্ব বাংলায় মানবিক অধিকারকে অবদমন করা হচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আহবান জনিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চিঠি	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	২৪ মে ১৯৭১

PM URGES SADAT TO PERSUADE YAHYA

CAIRO, MAY 23-The Prime Minister of India has sent a personal message to the UOAR President, Mr. Sadat, which was understood to be primarily concerned with the grave situation in East Bengal and its consequent repercussions on the Indian sub-continent, reports PTI.

The contents of Mrs. Gandhi's message were not known but it was believed that the Prime Minister had appealed to Mr. Sadat to use his good offices with the Pakistan President, Gen Yahya Khan, to stop the bloodshed in East Bengal and assure security to its people.

It is assumed that Mrs. Gandhi may have also taken the opportunity to extend India's renewed support to Mr. Sadat who last week steered through the worst political crisis in Egypt's recent history in his quest for a peaceful settlement of the West Asia problem.

Mrs. Gandhi's letter was handed over to the UAR Deputy Premier and Foreign Minister, Mr. Riad, by the Indian Ambassador, Mr. I J Bahadur Singh, when the latter called on him yesterday afternoon.

The Ambassador's 40-minute meeting was in pursuance of India's current diplomatic offensive to impress on friendly counties about the serious implications of developments in East Bengal, especially the mass influx of refugees into India from there.

Mr. Riad did not reveal UAR's attitude to the East Bengal situation but was understood do have promised to study India's appeal carefully.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা হবে: কোলকাতায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হুঁশিয়ারী	দৈনিক 'কালান্তর'	৬ জুন ১৯৭১

বাংলাদেশের ঘটনার গুরুতর পরিণতি হতে পারে: প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী-যথাসময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ জুন-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন, পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনের ফলে অতি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এর পরিণতি দেশের পক্ষে গুরুতর হতে পাবে। ''কিন্তু আমরা যেন তাতে শঙ্কিত না হই। আমাদের সুস্থিরভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে যাতে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।''

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের শরণার্থীরা যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

আজ রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে এবং তার পরে সামরিক অফিসারসহ বিভিন্ন অফিসার ও রাজ্যের মন্ত্রিসভার সঙ্গে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনার পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে ''সমস্যার বিরাটত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমর্থন মেলেনি।''

তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের রাজ্যের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জমি আছে, সেইসব জমিতে শিবির করে নিয়ে যাবার অবস্থা হচ্ছে কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাই হচ্ছে অস্থায়ী ভিত্তিতে কারণ শরণার্থীদের দেশে ফিরে যেতে হবে এবং তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

পূর্বাহ্নে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কে, সি পন্থ জানান, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককালে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অব্যাহত আগমনের ফলে রাজ্যের প্রশাসনের উপরে যে গুরুতর চাপ পড়েছে, তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন তার মধ্যে ছিল, (ক) ভারত সরকার কর্তৃক শরণার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাবস্থা করা; (খ) শরণার্থীদের ক্যাম্পের মধ্যে রেখে যাতে তাদের রক্ষাণাবেক্ষণ করা যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা । কারণ, শরণার্থীরা এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

তারা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কিছু কিছু লোক শরণার্থীদের এখানে জমি ও লোকদের বাড়ী দখল করতে প্ররোচিত করছে। এর ফলে অনাবশ্যক একটা আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার উদ্ভব হবে এবং তা শরণার্থীদের স্বার্থানুগত হবে না।

এই বৈঠকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী মন্ত্রিসভাকে জানান যে, ভারত পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় উৎসাহী নয়। বাংলাদেশে যে অশান্ত, তা পাকিস্তানের নিজেদেরই সৃষ্ট। কিন্তু ‘‘ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারিনা।কারণ আমরা ভারতের শান্তি ও স্থায়িত্বে আগ্রহী। ভারতের শান্তি ও স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করে এমন যে কোনও ঘটনাই আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত আমরা মনে কারি, ভারতে শান্তি ও স্থায়িত্ব পাকিস্তানের উপরেও একটা নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করবে।’’

প্রধানমন্ত্রী কার্যকরীভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবেলা করার উপরেও জোর দেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্র যে সর্বদা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তা জানিয়ে শ্রীপন্থ বলেন যে, শরণার্থীদের কতো দ্রুত ও কী পরিমাণে এই রাজ্য থেকে অপসারণ করা যায় সে বিষয়ে নিদির্ষ্ট পরিকল্পনা করার জন্য আগামী সোমবার পশ্চিমবঙ্গের দু’জন অফিসার দিল্লী যাচ্ছেন। শরণার্থীদের শিবিরের প্রশাসন চালাবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে যতোটা সম্ভব দায়িত্বমুক্ত করার জন্যও কেন্দ্র চেষ্টা করবে।

তিনি আরো জানান, ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রী বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত সমস্যা ব্যাখ্যা করতে এবং এই সমস্যা সমাধানে কতোটা তারা সাহায্য করতে পারে তা জানাবার জন্য সফরে যাচ্ছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চারটি রাষ্ট্র সফর করবেন।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে আগে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনী ইস্টার্ন কমান্ড-এর জি, ও, সি, লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং আরোরা, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী প্রসাদ বসূ, কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী রঞ্জিত চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনা করেন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী প্রত্যাবর্তন আজকের মতো স্থগিত রাখছেন। আগামীকাল তিনি ফিরে যাবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন: ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিংয়ের ভাষণ	ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা	১৭ জুন, ১৯৭১

BANGLADESH NEEDS POLITICAL SOLUTION
Foreign Minister Sardar Swaran Singh's address to the National Press Club, Washington, June 17, 1971.

Following is the text of speech delivered by Foreign Minister Sardar Swaran Singh at the National Press Club of Washington, D.C., U.S.A., on June 17, 1971:

I value and appreciate the invitation to address the National Press Club. There is a special reason for this. I have come here to seek, together with your leaders, a just, peaceful and enduring solution of a problem which has been reported upon so well and in such detail by your press. So, I am happy to have this opportunity to speak to this distinguished gathering of the representatives of the American Press who play such a vital role in shaping public opinion.

The tragedy of East Bengal looms large on the horizon of India today. It looms large on the horizon of Asia. It poses a grave threat to peace and progress in our region.

The facts of the situation in East Bengal are well known to you. But I wish to draw your attention to the dangerous potential of this problem for us and for our region. We should also consider the consequences that the world may have to face tomorrow, if today, due to a sense of indifference or helplessness, or out of some misplaced feeling of delicacy towards the perpetrators of the tragedy, we permit the situation to drift further.

The concern and anxiety which this situation in East Bengal causes to us in India are not ours alone. They are yours too. The character and the magnitude of the happenings in East Bengal are such that they are bound to have repercussions beyond the frontiers of Pakistan and be a source of concern to the international community.

Democracy Brutally Suppressed

Besides, our two countries have a common commitment to democratic principles and values. These same values and principles are being brutally suppressed in East Bengal.

The suppression of democratic principles by the army in East Bengal I would remind you, cannot be defended on the ground that it is an attempt to deal with a secessionist movement. The elections took place in Pakistan in December last year for a assembly to frame constitution for that country. The Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, swept the polls on a programme demanding greater control over state affairs in East Bengal within the union of Pakistan. The league's six-point programme was not a manifesto for secession or independence. The demand for independence of Bangladesh came, it should be remembered, in the wake of the bloodbath which began on March 25, The

case is therefore, clearly one of a minority, equipped with gifts of money and arms from abroad, trying to undo, through the use of brute force, the verdict of popular vote.

One of the results of this reign of terror unleashed by the army is that 6 million people have fled their homes in East Bengal and have sought refugees in India. There is no end yet in sight to this mass exodus. Each day some 100,000 East Bengalis are driven by the Pakistan Army across the border of East Bengal into our country. The dimensions of this exodus will, perhaps, be better understood if I say that we are receiving one refugee every second.

We offer these refugees such seccour and relief as we can afford. In our states bordering on East Bengal, the schools of our children have had to be closed down to provide shelter for the refugees. Our health services are stretched thin, and there are shortages of transport and tent age, food and medicine and other resources needed to cope with this grim tragedy. In the Indian State of Tripura today, there is one refugee from East Bengal to every tow local inhabitants. West Bengal, already heavily populated, is groaning under the weight of this endless influx.

Clearly, the humanitarian task of providing food, shelter and medicines must have high priority. The cost of relief will run into hundreds of millions of dollars. We and made a token provision of 80 million dollars in our budget for the current year, but even this token provision represents 30 per cent of the additional tax burden which our people will have to bear this year.

While we are doing the best we can within our resources, the financial burden of looking after the refugees is beyond our resources. We have welcomed such assistance as has been forthcoming form foreign governments, from voluntary organizations and agencies and from private citizens. Even though these contributions may not be very large, our Government and people appreciate the sentiment behind them.

Nevertheless, the task is a very large one and we in India have our own pressing problems of poverty and unemployment to attend to. We, therefore, hope that the United States, a prosperous county of generous humanitarian instincts and, indeed, other countries of the world, may, before long, address themselves more adequately to the problems and needs of relief.

Military Action Must Stop at Once

But necessary as relief is, it is a palliative and not a solution to the problem which lies at the root of the situation. It is immediately necessary to stop further influx of refugees from Pakistan, and that will come about only if the military action in East Bengal is ended forthwith. The international community must persuade and pressurize the Government of Pakistan to that end.

Equally, conditions must be created for the return to East Bengal of those who were forced out of their homes and had to take shelter in India. The Government of Pakistan must be made to accept its proper responsibility for the rehabilitation of these refugees in

their homes. In the meantime their properties in East Bengal should be preserved and protected under international supervision pending their return.

The return and resettlement of refugees in their homes will obviously take a while and relief measures will be necessary and camps will have to be set up for the purpose. It seem to us that temporary relief camps should be set up in East Bengal itself and the refugees now in India should be transferred to those camps.

The Pakistan Government claims to have set up camps or reception centers in East Bengal, but refugees are not returning there, because they apparently do not trust the Pakistan Government's declarations of amnesty. It is, therefore, necessary to restore their confidence that they will be well treated on return, that they will enjoy safety of person and property and that bonafide measures will be taken to rehabilitate them and protect their rights and interests.

International Supervision

As a measure in that direction, an area in Pakistan may have to be set aside for temporary camps, to be administered by the refugees themselves under international supervision.

The basic problem is a political one and it calls for a political solution. Without such a solution, the atmosphere of confidence and security, which is necessary for the return of refugees, will not be generated. There are two essential pre-requisites:

First, the necessary political solution must be found urgently, and

Secondly, the solution to be effective and enduring must be in accord with the wishes of the people of East Bengal and their elected leaders.

Any effort to set up a regime in East Bengal which is not truly representative will only prolong the agony, and harden attitudes and pose hazards to peace of the whole region.

Concern For Mujib

We feel great concern for the personal safety and well-being of Sheikh Mujibur Rahman. He is a leader of very high stature and rare human qualities, who commands the affections of the entire people of East Bengal. We hope that the international community will spare no effort to persuade the rulers of Pakistan to release Sheikh Mujib, and to join symbolize the urges, aspirations and hopes of 75 million people which were expressed as late as December last. These will not be extinguished by this incarceration.

We would urge the International community as a whole, and countries friendly to Pakistan in particular, to bring their influence to bear on the Pakistan Government for a political solution on these lines.

Our views with regard to the grant of military aid to Pakistan are well-known. A situation has now arisen in which even the grant of economic aid to that country, in

present circumstances, is bound to be used for the suppression of the majority of Pakistan’s people. It is, therefore, not out of any ill will for the people of Pakistan, but in the desire that the agony of strife in Pakistan should end as quickly as possible, that we urge that all countries should suspend all military and economic assistance to Pakistan till a political solution acceptable to the people of East Bengal is found.

India Threatened

I hope that the people of this country will understand and appreciate our grave anxiety over the situation in East Bengal. We in India have been at the receiving end of the results of the region of terror and killings that has gone on in East Bengal since March 25. The point has now been reached where the action s of Pakistan’s military Government threaten to disrupt the economic, social and political fabric of our society and our state. These action threaten to engulf our region in a conflict the end of which it is not easy to predict.

We have acted with patience, forbearance and restraint. But, we cannot sit idly by if the edifice of our political stability and economic well-being is threatened.

In the 23 years since our independence, we have struggled to give economic and social meaning to our political democracy. We have not succeeded in eliminating poverty and hunger and disease from our land, but the lives of our people are a little better than they were 2½ decades ago. We have doubled our food production, we have vastly expanded the availability of education, medical care and the opportunities of work to our people. The rate of annual increase in our exports touched a high of 7 per cent last year, and our growth rate has moved up to 5 per cent per annum. The United States has helped us in our endeavors, and I am sure you share our pride in these achievements.

Crises of Pakistan’s Making

After our General Elections in February, which gave our Prime Minister, Indira Gandhi, and our party, the Indian national Congress, a massive verdict of peoples’ support for our programmes, we were getting ready for a powerful assault on our economic and social problems. And, then came this crisis of Pakistan’s making , which threatens to wipe out our gains, and destroy the prospect of peace and progress for our children.

To any responsible Government, this would be an intolerable situation. Hence our anxiety that a, political solution should be forged in East Bengal which is acceptable to the Bengali people and their elected representatives, so that peace may return to that troubled land, and refugees who have come to our country should go back to their homes.

We face a grave situation, but we continue to have faith and hope that concerted and determined action of the world community will help a satisfactory solution and lift the threat to India’s stability and to the peace of the region.

It was in that spirit that I undertook this tour which has brought me to Washington, I have found here understanding of our apprehensions and sympathy without objectives.

[The above speech has been included in the U.S. Congressional Record at the request of Representative Cornelius E. Gallagher.]

FOLLOWING ARE THE QUESTIONS AND ANSWERS AFTER THE SPEECH

Question: You stated last night that you are going to take care of 6 million refugees for 6 months. What happens if Pakistan refuses to take back these refugees?

Foreign Minister: The question is important. What happens if there are additions to 6 million? That is the precise reason that we are doubly anxious about this issue. Our first demand is that whatever else happens or does not happen, this further movement of refugees must stop. And, in this respect, even a change in the political situation is not absolutely necessary to put a stop to the movement of refugees. If those who happen to be now in charge of the administrative and military apparatus which can systematically push out people, if they start applying that machine and that apparatus in the reverse direction and produce conditions of confidence, at any rate cease to put pressure on these vario9us section of the East Bengali community, this will result in sto9pping of movement. The conditions which are already so grave, if this does not stop, and I hinted in a portion of my speech that if this thing continues, we will not be able to watch helplessly this addition to our troubles and this increasing threat to our security and stability of not only our territory, but of the entire region.

Question: Why do you refer to East Pakistan as East Bengal? Does this indicate eventual unification of West and East Bengal?

Foreign Minister: I call it East Bengal, because originally it was East Bengal. Bengal was divided into two parts, the East and the West. And this also to a certain extent we use in order to satisfy the ideas of the people in East Bengal who, 75 million of the, are engaged in the mighty task of ending the military domination and suppression of the Pakistan army, which is predominantly West Pakistani in its content and constitution.

The use of this expression does not mean that there is any risk of West Bengal, which is a state of the Indian Union, at any time thinking of joining East Bengal, even it becomes independent. They know the value of being equal partners in this grant great country of ours, India, where they have played a significant role in the political field, in the social and economic field and thus I do not realize that there is ever any risk of people of West Bengal, a constituent state of India, ever-thinking of opting out of India, whatever is the future of East Pakistan, whether is succeeds in attaining the type of autonomy which is contained in the 6-point Programme of the Awami league or whether it emerges in the course of time as a state mostly on account of the continued oppression by military means of the wishes and aspirations of the people of East Bengal.

Question: President Nixon has not so far publicly condemned genocide in East Bengal. Did he condemn it in your private talks with him?

Foreign Minister: I am sure this sophisticated audience will not like me to speak on behalf of President Nixon. You have, perhaps, better means of knowing what is in the mind of President Nixon. And, it is farthest from me that I should comment upon that he should or should not do. It is my duty to put across my view point as precisely, but as forcefully, as possible to you, as I have to President Nixon and other important leaders of your Government. And, it is for them to take up attitudes, public or private. I would not like to have any quarrel with them on that score.

Question: Your Excellency, what pressure, beside diplomatic protest, if any, could the United States bring to bear on the West Pakistan Government to force them toward humanitarian treatment of the Bengalis?

Foreign Minister: I have no doubt in my mind that without even making a diplomatic protest in the expression used in the question-if the disapproval of the Government and people of the United States s expressed in a forthright manner, that will have a powerful impact upon the military rules, even upon the people in West Pakistan, who, on account of rigorous imposition of various types of controls on the Press, are unaware of what is happening in East Pakistan. And, a forthright and clear expression of disapproval will go a long way in not only applying the necessary solace, giving comfort to the sufferers, but will be a strong deterrent against the continued military action by the perpetrators of these henio9us crimes against democracy and against liberal traditions.

Question: By saying India “will not sit idly by” if the refugee flow continues, do you mean India will declare war on Pakistan?

Foreign Minister: There are other ways of enforcing our wish than declaring war. And, I hope we will not be compelled to resort to those other means which perhaps you cannot expect me to spell out at this stage.

At the present moment, we are engaged in the task of mobilizing public opinion, both governmental as well as private, to focus their attention of the basic issues, the moral issues, involved. I have no doubt that by paying a very small price at this stage, of expressing this assessment in a clear manner, and also applying such levels as there may b-some of it I have entered-the situation can be retrieved. It is our earnest hope and it is our fond hope, at any rate, that this situation can be corrected only if the international community, both at the official and non-official level, wake up to their responsibility and do not by their silence connive or acquiesce in the continued military action which will surely lead to much graver and much more disastrous results.

Question: Mr. Minister, why do you think that the Foreign Offices in the Western nations have had so little to say about the massacre in East Pakistan?

Foreign Minister: I with could speak on their behalf. But the hard reality is that they are reticent. The day has come when this conscience should he stirred, and they should speak out and should view the situation, in view of the gravity of the situation, in its proper perspective, and try to tackle the roots rather that touch the periphery.

Question: Should Hindu refugees also be asked to return to East Bengal? And, what do you think about a united Bengal, independent of India and Pakistan?

Foreign Minister: My reply to the first question is that no one will return merely because he is asked to return, be he a Hindu refugee, a Muslim refugee, and, I would like to add for your information, that there are, besides these two communities, Christian refugees and Buddhist refugees also. They have been quite impartial in their acts of oppression of various communities.

The refugees will not return simply because they are being asked to return. They will return only if the crisis of confidence, which has overtaken the people there, is ended, and, in its place, an atmosphere and a situation of confidence and hope is regenerated. This can come about not by asking an individual to go or not to go, but by induction to East Pakistan of an administrative set up which represents the ideals and aspirations of the people, so unmistakably demonstrated at the time of the last election giving 167 seats out of 169 to the Awami League. I think it is a record of success, by any standard in the world, in any part of the world.

So, it is really the establishment, the re-establishment, there of an administration which inspires the confidence of the people that the return of the refugees will be facilitated.

With regard to the second question, I have already touched upon it. I do not realize that in West Bengal, one of our valiant members of the great Indian community, who with their rich historical and cultural heritage have played such a significant role in the reconstruction and develop0ment of the country, and who have taken such prominent part in the mainstream of public life in India, after seeing what has happened to people in East Bengal, would ever dream of or think of, opting out of the Indian territory, and would ever dream of taking a step which, to us, appears to be borne out of a complete misunderstanding and misjudgment of the situation.

Question: Your Excellency, would you please comment on a Radio Network report that your Government is preventing or hindering press coverage of American airlifts of Pakistani refugees while allowing coverage of similar Soviet airlifts?

Foreign Minister: We are completely non-aligned between these two super powers. And, I would like to dispel any such feeling in any quarter that we are discriminating in the matter of coverage of C-130 planes as compared to AM-12 or AM-14 planes. I have myself seen a full and complete report of the sorties undertaken by the American planes. I am sure that in India, which has traditions of a free press which most of the time is not too charitable to us-even they have never complained that there has been any discrimination on this score.

Question: Do you feel confident that the Government of Pakistan would equitably distribute relief supplies given to it on a bilateral basis?

Foreign Minister: I have my grave doubts about their capacity to dole out even the last in an impartial manner. And, I have grave doubts if it will reach the real needy

individuals. This concern of mine is broadly shared by the international community and by the U.N. circles. It is for this reason that they have been insisting on supervision, by the international community, the U.N. Organizations, of the distribution arrangements with regard to such relief that might be made available to the Government of Pakistan.

There is no substitute for experience. By now it is well-known that even the relief that was given to the Pakistan Government for the relief of the sufferers of cyclone some months back-a good part of it has remained unutilized. And, I can say on good authority that the boats for relief work, which were given at that time to Pakistan authorities came in very handy for the Pakistan military authorities when they were dealing with the freedom fighters.

Question: Mr. Minister, do you think it at all possible that the two sections of Pakistan can be continued under one Government?

Foreign Minister: I would not like to comment upon the future course of events. I would like to clarify our stand with regard to this issue, that we consider, and have taken the stand, that this is a matter between whatever may be the central authority of Pakistan and the people of East Bengal. It is for the people of East Bengal to work out their future. And, so far as we are concerned, we will be perfectly satisfied if the elected representatives who represent the wish of the people-almost unanimously-if they work out any arrangement. It is for them to take a view of the future course of events. And, the quantum of autonomy or the nature of the relationship, whether it is independent or semi-independent, autonomous or whatever it is, it is their future and it’s for those people to decide. We have not taken any fixed stand with regard to this issue.

Question: In response to an earlier question as to whether India might act to absorb East Bengal, you said that West Bengal would not want to quit India to form a new state of both Bengals. Can you answer the original question, please?

Foreign Minister: Can you repeat, Mr. President?

Question: Apparently someone was not content with the earlier question as to whether Indian might act to absorb East Bengal and would probably want you to comment further, if you will.

Foreign Minister: The East Bengal freedom fighters, who are so keen to gain their own independence-I do not think that they will readily like again to become non-independent by becoming a part of India. This does not appear to be consistent with the ideas of freedom which today are saying in such a powerful manner-almost unanimously-the people in East Bengal.

Question: Your Excellency, how much, in a specific figure, Indian believes it needs in international humanitarian aid for the remainder of the year?

Foreign Minister: In this connection, I would like to state one or two points. One, our view has always been, and continues to be that in the first place, the care of the East Pakistani citizens who happened now to be temporarily in India-the entire responsibility is clearly that of the Government of Pakistan.

In the second place, it is the responsibility, of the international community, and India will be prepared to contribute her share, even more than her prorate share in discharging this international obligation towards the victims of oppression.

And, if that aid is given to look alter these refugees, we never regard it as aid to India. It might be aid to Pakistan, because, to that extent, partially it reduces the direct responsibility of the Government of Pakistan to look after these refugees.

Now in the quantum thereof, we know that the amounts that have been indicated so far will meet only a small fraction of the entire expenditure that have to be incurred in looking after refugees. But the most important thing to be kept in mind is that the social, economic tensions that have been generated in our area, the element of instability and the long-range risk of this instability continuing are factors which cannot be determined in terms of money. It is this aspect which has to be kept in mind.

And it is for this reason that we have always stressed and highlighted the importance of a necessary political corrective to be applied. Because, there is no use dealing with a symptom if you don’t deal with the root cause.

We are conscious of the fact that even the most generous response of the international community is likely to reach only a small fraction of the total burden that we will have to carry, even in terms of money: but we still value it, because of the thought behind it, rather than the actual quantum thereof.

Question: What is your assessment of the effect of Chinese support of the Government of Pakistan’s actions in East Pakistan on China’s credibility and influence in the world?

Foreign Minister: Surely any support that Pakistan military rulers might get from any quarter, which gives a pat on their back, will encourage them in their intransigence, And to that extent, this support from the Government of the People’s Republic of China is something which encourages them to continue in their path of repression, and to that extent is definitely a negative factor in the entire situation.

Question: Mr. Minister, what is the cholera situation among refugees and others?

Foreign Minister: There were cases of cholera. And, I think that, by and large, action taken so far has resulted in halting the spread of cholera. In our vast country, where we deal with such vast numbers, the steps that our health organizations have taken in controlling cholera have, by and large, been successful. And, we would not like the international community to feel too much concerned about the spread of cholera. We have sometimes an uneasy suspicion that highlighting cholera may have been hit upon as one of the methods of diverting attention form the core of the problem, and we would like you to concentrate on the core of the problem, rather than be too much obsessed by this risk of an epidemic spreading.

Question: Has Communist China issued any warning to India with regard to any future conflict between India and Pakistan?

Foreign Minister: For once I want to reply with one word, and that is, no.

Question: What if any, economic expenditure will India cut back to finance refugees relief?

Foreign Minister: I think it is quite obvious that the entire expenditure on refugees will be non-productive. And, it will definitely cut into our expenditure which had been earmarked for development purposes, and it is from that point of view the impact of this upon our advance on the economic front which is the source of concern.

Question: Mr. Minister, How can Indo-American relations be improved at this point?

Foreign Minister: It is difficult to answer that. But one method is that if all of you support me in this, they will be very greatly improved. (laughter)

Question: A questioner wants to know, candidly, what percentage of your people go to bed hungry every night? Is your country making maximum use of fishmeal to provide needed protein in the diet of your people? And, do you view the population explosion as the leading problem facing the world community of nations toady? And on the same subject what can you tell us about the progress of birth control in India?

Foreign Minister: Several questions have been rolled into one. Perhaps a full-dress debate on our economic planning and development will be initiated or triggered off if I deal with these matters in any great detail.

But, I will try to answer as briefly as I can. The first question is as to how many people sleep without a meal. My reply is one, because our food production last year crossed a 100 million ton mark. And in cereal, our position is fairly comfortable. We have drastically reduced our food imports. We are importing some small quantities to build up a reserve than for current consumption.

The second question is about utilization of fishmeal, or what is it?

Question: Yes, sir. Is your country making maximum use of fishmeal to provide needed protein in the diet of your people?

Foreign Minister: Well, we haven’t got enough of fish, and we want to catch more. And, we are prepared to go even to troubled waters for that.

We have no inhibitions in consuming fish. If you have served it and have watched the Indians handling their fork in relation to fish you probably would have got the answer for this. What is next?

Question: Do you view the population explosion as the leading problem facing the world community of nations today?

Foreign Minister: I agree. And it is for this reason that we also urge in all international forums that just as peace in indivisible, it should be increasingly realized that poverty also is indivisible. And, therefore, a great burden lies in the affluent society to watch this situation very carefully and to willingly contribute their share in

ameliorating the lot of the people. Otherwise an increasing number of bodies in comparatively poorer countries surely will create a problem for those countries. But those countries, who are having all the good things of life and abundance, will not remain unaffected by this increasing difference between the levels of standard of living of peoples.

And, we on our side are fully convinced of taking effective steps for controlling the population. I would like to share this thought with you that there is no resistance in India to this. It depends on the methods and the where with all that will enable us to push ahead in a more effective manner our population control programme.

Question: Your Excellency, you have been taking of political problem. The U.S. Government has been talking of relief and money and aid. Is this a dialogue of the deaf?

Foreign Minister: If it were a dialogue of the deal, then probably nothing would be heard. And it requires two deaf people to block a dialogue. I do not think that the two attitudes are inconsistent. The United States Government have been mentioning the relief measures that they have taken. We welcome them.

We have also pointed out to them the necessity of dealing with the root problem and not touching only the symptom. I will not be reporting faithfully if I were to say that all this fell on deaf ears.

Chair: Your Excellency, before asking the final question, I would like to present you with a certificate of appreciation to commemorate your visit with us today.

Foreign Minister: Thank you very much.

Chair: As well as the official necktie of the National Press Club, which I'm afraid you'll have to wear with western dress.

Foreign Minster: Thank you very much.

Question: The final question, Sir, is it true that you once presented Ambassador Ken Keating with an alarm clock?

Foreign Minister: An alarm Clock.

Chair: I don't know the significance.

Foreign Minister: This is a very pleasant subject that has been raised. First of all, I would like to thank you, Mr. President, for your thoughtfulness in Screening the questions and trying to 'club' them in as presentable and palatable form as possible. And, I greatly appreciate your thoughtfulness and your consideration.

In the second place, I greatly value these souvenirs which have been presented to me. They will be a constant reminder of a very pleasant function in which I had a dialogue and I could see the free Press in action. I was missing this for some time, because I have been away from my Parliament and my Press for now over ten days. And this perhaps was very hospitable to that is aviating me when I return to my own country. These will

be very valuable remainders of the very excellent opportunity that I had to put across my viewpoints and the viewpoints of my country.

The last question is about presentation of an alarm clock to Ambassador Keating. I would like to say that Mr. Ambassador Senator Keating is one of the most loved and respected ambassadors in our diplomatic corps. And I would like to acknowledge that he has been doing excellent work for improving relations between our two countries, strengthening them, and trying to consolidate the areas in which there has been fruitful collaboration and cooperation. I would like to assure you that, as people, we are reasonably courteous, and we do not embarrass any person by presenting such ridiculous items as alarm clocks.

And, Mr. Keating is so alert that he doesn't require the chime of a clock to awaken him. He seldom sleeps on important issues, and, therefore, he need not be subjected to the agony of the ticking or the chime of the clock to wake him up. Because on all important issues he is wide awake all the time.

And, may be, perhaps, I will purchase some sleeping pills for him here. But I would like to say that Mr. Keating is coming up to the highest traditions of America life. And, it's my pleasure to say that he's doing very excellent work.

But, still there is room for frivolity in framing this question or putting out a news item of that type.

Thank you very much.

Ministry of External Affairs, New Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সম্পাদকের সাথে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা: 'শরণার্থীদের নিরাপত্তার সাথে দেশে ফেরৎ পাঠাতে আমি প্রতিজ্ঞ'	'দৈনিক স্টেটসম্যান'	১৮ জুন, ১৯৭১

MRS. GANDHI SAYS---

I Am Determined to Send Them Back

NEW DELHI. June 17-Mrs. Indira Gandhi today reiterated India's determination to send back Bangladesh refugees as soon as normalcy returned there, says UNI "I am just going to send them back. I am determined to send them back", she told a meeting of economic editors.

In her hour-long meeting. Mrs. Gandhi was mainly asked questions relating to the problem arising out of the influx of refugees from East Bengal which she said had become the "tremendous burden" on India-a burden on other country in the world had to bear at such a short time and on such a massive scale.

Mrs. Gandhi conceded that India would have to spend a great deal on these refugees. These problems were being sorted out by the Planning Commission and other departments. It would also depend upon the scale of assistance India received from international community. So far India had received only $36 million, she said.

Mrs. Gandhi was asked whether she would think of issuing an appeal for austerity by the States and seek donations in view of the meager budgetary provision of Rs 60 crores and partly international response in terms of assistance for the refugees.

Mrs. Gandhi said "I have begun it with the States privately. We are working out a programme also."

She emphasized the role of the India Press in this respect.

The Prime Minister said there had been no difference in India's attitude towards Bangladesh. Right from the beginning India had been demanding a political settlement. "I am sure if all the world powers had put the requisite pressure earlier, it (settlement) could have been possible. I think the possibility now is more remote", she added.

Mrs. Gandhi said so far India was concerned, a political settlement meant an agreement with Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League colleagues who had won the recent elections. "What they wanted was for them to decide", she added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে'-প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে শিল্পমন্ত্রীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	১৮ই জুন, ১৯৭১

Moinul Huq Chowdhury Tells P.M.:
RESTRAINT SHOWN BY INDIA APPRECIATED ABROAD
(From Our Special Representative)

NEW DELHI June 17-Mr Moinul Huq Chowdhury, the Minister of Industrial Development, who returned here last night from a tour of some European Countries as the Prime Minister's special envoy to explain the country's position on Bangladesh, is understood to have reported to Mrs. Gandhi on the outcome of his visit which took him to Austria, Hungary, Sweden, Holland and Italy.

Mr. Chowdhury met the Prime Minister this evening and is believed to have conveyed to her the general impression that opinion in these countries was greatly appreciative of the restraint shown by India in the face of the serious problems posed to her by the influx of six million refugees.

He was also assured that in consultation with their allies, these countries would do everything possible to bring about a political solution of the Bangladesh issue.

During his whirlwind tour of these countries, Mr. Chowdhury had talks with Heads of Government, Foreign Ministers and senior officials. He discussed with them the serious economic, social and political repercussions which India was confronted with as a result of the refugee influx. He tried to convince them that unless the international reminded them of the responsibility of the world community to look after the multitude, of people who had crossed into India.

Is was brought to the notice of these countries by Mr. Chowdhury that Pakistan was trying to get rid of its population at the expense of India. This constituted a serious kind of aggression. The idea apparently was to cut down the size of the population of East Pakistan so that their majority was reduced crippling them, politically and economically and also to eliminate East Bengali intellectuals, politicians and the Hindu minority.

He urged the concerned Government "to most emphatically" ask Pakistan to stop the military action in Bangladesh and seek solution at the political level. One of the points he made was that allegiance of a people could not be enforced at gunpoint. To that extent he reminded these countries, that genocide by itself was an international problem and therefore of concern to all.

To compel Pakistan to seek a political solution and create conditions in which the six million refugees are enabled “to return home in honor and peace” he suggested that all military and economic aid to that country should be stopped immediately. The arms given to Pakistan for defense against external aggression were being used to murder innocent and unarmed citizens. All humanitarian aid given to Pakistan should also be supervised by the donor countries of an international agency to ensure that the relief reached the people. In this contest, he pointed out that the speedboats offered as aid after the tragic cyclone in East Bengal were now being used to kill the people there.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে যে কোন শীর্ষ সম্মেলনের আগে অবশ্যই হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন বন্ধ করতে হবে বলে শ্রীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	২১ জুন, ১৯৭১

INDIA'S STERMS FOR SUMMIT ON E. BENGAL:
BUTCHERY MUST STOP FRIST, SAYS P.M.

SRINAGAR, June 20-Mrs. Indira Gandhi today said that before any summit conference on East Bengal was convened, the "butchery there must be stopped immediately", say UNI and PTI.

This is the first pre-requisite if India is to attend such a summit called by another country, she told a 30-minute news conference before emplaning for New Delhi at the conclusion of her tow-day visit to the Kashmir valley.

Referring to the huge refugee influx due to the terror created by the West Pakistani armed forces in Bangladesh, Mrs. Gandhi said the refugees could not live permanently in India.

Following the Bangladesh happenings, she said the Government had told the international community that "the situation there was fraught with danger".

About the recognition of Bangladesh she said: "Not yet". When pointed out that public opinion was in favor of such an action on the part of India she pointed out "It is for the Government to decide what is good for the country".

India, said Mrs. Gandhi, would continue to watch the situation as it developed in Bangladesh. Just now she had no specific solution to the problem. She went on: "I only know that we are not going to allow them (refugees) to stay on here-neither shall we allow them to be butchered there.

Asked what India planned to do if Pakistan failed to respond to Indian pleas, she replied: "We will see what the situation is" and west on to add in a lighter vein "as much as I love the Press. I do not think I shall tell them first".

A reporter asked whether there was a possibility of a Pakistani attack on India in the immediate future in view of preparations being made by that country in Pak-occupied Kashmir and recent border incidents.

Mrs. Gandhi: "I doubt".

Mrs. Gandhi was also asked to comment on the Sarvodaya leader, Mr. Jayaprakash Narayan's reported statement that the Indian Government was unduly inhibited by the "scarce of China" in her action on the Bangladesh Issue.

The Prime Minister: “We are not scared of anyone-certainly not of China”.

Plebiscite Front

About the possibility of the Government reconsidering the question of a ban on the Plebiscite Front in view of the recent judgment of the one-man tribunal clearing the party of communal bias, Mrs. Gandhi said the question did not arise because the points about the front raised by the Government had been upheld and the ban confirmed.

A reporter asked why a similar ban had not been imposed on other parties in the state which had also been preaching secession notably the pro-Pakistani Awamy Action Committee, headed by Mirwaiz Maulana Farooq.

She said she did not quit know about that but it appeared in such cases it was not so much the question of someone saying something but what really mattered was what they were doing.

The Prime Minister was pained to note the “false propaganda” being done in Kashmir on Bangladesh by a section of the local Press. She was particularly critical of an article appearing in a local journal purporting to draw comparison between the situation in Bangladesh and Kashmir and bracketing Gen. Yahya Khan with the Chief Minister Mr. G.M. Sadiq.

She said: “It is so preposterous for anyone to compare things in this manner ----there must be either something very wrong with that person or it is deliberate mischief-or both”.

Describing her visit to Gurez and Tanghdar as most useful, she said Kashmir had progressed much. But the pace of progress had yet to be accelerated to gain full advantage of planned economy. Many schemes were underway which would generate employment opportunities for educated youth, she said.

Mrs. Gandhi said Kashmir could not be compared with Pakistan as it had achieved economic progress while the people in Pakistan were fed on false propaganda and denied liberties.

Asked whether the Government had been able to control the “Naxalite menace” in the country, Mrs. Gandhi answered: “Not entirely. The problem still exists”.

On the progress of her Government’s plans to fulfill the promise of “gharbi hatao” to the electorate, Mrs. Gandhi said several steps had been taken in that direction and many were still in hand. The process beginning with such measure as bank nationalization was continuing.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান যুদ্ধ চাপানোর চেষ্টা করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য	দৈনিক 'যুগান্তর'	২১ জুন, ১৯৭১

পাক জঙ্গীশাহী যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করছে

- প্রতিরক্ষামন্ত্রী

জলন্ধর, ২০ জুন-প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম আজ সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বলেছেন, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বেপরোয়া কাজের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোক তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

শ্রী জগজীবন রাম এখানে সেনাদলের কাছে বলেন যে, পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করছে। 'আমরা শান্তিকামী, যুদ্ধ চাই না। কিন্তু আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতিই পাকিস্তান সৃষ্টি করছে।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে শরণার্থী ভারত আসায় বহু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শরণার্থীদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের লোকদের ভারত আসতে বাধ্য করে পাকিস্তান 'দুরভিসন্ধিমূলক আগ্রাসন'' ঘটিয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন আগ্রাসনের মোকাবিলায় পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে প্রস্তুত। শিল্পেও উন্নতি ঘটেছে। অস্ত্র কারখানাগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই তৈরী হচ্ছে।

তিনি বলেন, সৈন্যরা যে কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছেন এবং বসবাস করছেন সরকার তা জানেন। তাঁদের বেতন বাড়াতে এবং তাঁদের জন্য আরও বাড়িঘর নির্মাণ করতে সরকার সচেষ্ট। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ দেশের নেই, একথাও মনে রাখতে হবে।

তিনি একদিনের সফরে এখানে আসেন, এখানকার সামরিক হাসপাতালটিও পরিদর্শন করেন।

- পি টি আই ও ইউ এন আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের প্রশ্নটি কয়েকটি দেশ বিবেচনা করছে বলে লণ্ডনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৩ জুন, ১৯৭১

পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ সম্পর্কে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলি বিবেচনা করছে শরণ সিং

লণ্ডন, ২২শে জুন-ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং গতকাল সন্ধ্যায় এখানে বলেন যে, গত এক পক্ষকাল ধরে যে কয়েকটি দেশ তিনি সফর করেছেন সেই কয়েকটি দেশের সরকার পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধ করার কথা বিবেচনা করেছেন।

শ্রী সিং বিশ্বের প্রধান যে ছয়টি রাষ্ট্র সফর করে এসেছেন সেই কয়টি রাষ্ট্র বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে কিনা, সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ঘরোয়াভাবে তাঁকে যা বলা হয়েছে সে সব কথা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না, তবে তিনি একথা বলতে পারেন যে, দুটি কারণে কয়েকটি রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্যদান বন্ধের কথা বিবেচনা করছে।

প্রথমত: পাকিস্তান নিজের দোষে অর্থনৈতিক সংকট করেছে-এই অবস্থায় সাহায্য দান সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে বর্তমানে সাহায্য করলে সংখ্যালঘু প্রশাসন সেই সাহায্য সংখ্যাগুরুকে দমনের কাজে লাগাবে।

এর আগে সফররের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রী শরণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ এবং সমস্যাগুলি কি তা সংশ্লিষ্ট সরকার রাষ্ট্রসংঘ সংস্থা এবং বেসরকারী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রসহ এইসব রাষ্ট্রের জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই সফর করেছেন।

শ্রী শরণ সিং বলেন যে, এই সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ট্যারিফ পদ্ধতিতে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দমন নীতি চালিয়ে বাতিল করে দিতে চাওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান, হিন্দু খৃষ্টান ও বৌদ্ধ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতীয় এলাকায় চলে এসেছে। শ্রী সিং বলেন যে, তাঁদের কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, কোন কোন এলাকায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা চালিয়ে সেই এলাকায় অধিবাসীদের উৎখাত করা হয়েছে।

শ্রী সিং বলেন যে, প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বরাষ্ট্রগুলির কি মনোভাব হওয়া উচিত? ৬০ লক্ষ লোক শুনতে খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখানে এই ৬০ লক্ষ লোক আসে সেখানকার অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। যে দেশের জনসংখ্যা এমনিতেই বেশি এবং সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে সেখানে উদ্বাস্তুদের এই রকম ব্যাপক আগমন হলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, অর্থের ভিত্তিতে তার সমাধান সম্ভও নয় । শ্রী সিং বলেন যে, পরিস্থিতি ক্রমেই আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে উন্নিতির কোন আভাস নেই। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির প্রধান মনোভাব এই হওয়া উচিত যাতে পাকিস্তানে বর্তমান বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়, উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হয় এবং সেখানকার অবস্থার এমন পরিবর্তন হয় যাতে উদ্বাস্তুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা ফিরে আসে। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির যাতে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সফরে বেরিয়েছেন।

শ্রী সিং বলেন যে, কেউ যদি এই সমস্যার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেন তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরে

যাওয়ার আহবান জানিয়ে ইয়াহিয়া খান ২২শে মে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারপরও ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুরা বাড়ীঘর ছেড়ে ভারতে এসেছে, সেই পরিস্থিতি এখনও বর্তমান-সেখানে এখনও আস্থার সঙ্কট রয়েছে।

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে যাঁদের হাতে আইন ও শৃঙ্খলার ভার রয়েছে তাঁরা যদি জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারেন তাহলেই উদ্বাস্তুদের আবার স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রী সিং বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগ দলের শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, সমগ্র পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং তাঁদের সঙ্গেই একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে হবে, যাতে জনগণের প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করতে পারেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ অধিবাসীদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কথা বলতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানের ওপর সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চাপ সৃষ্টি করা এবং পাকিস্থান সরকারকে সুস্পষ্টভাবে বলা যে বাংলাদেশে অত্যাচার চালানোর অর্থই জনগণের অধিকারের ওপর অত্যাচার এবং এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

শ্রী সিং বলেন যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যদান বন্ধ করতে হবে, কেননা এই সাহায্য পেলে পাকিস্তান অত্যাচার চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে এবং এই মর্মন্তুদ অবস্থা দীর্ঘায়িত হবে। পাকিস্তান যাতে রাজনৈতিক মীমাংসায় বাধ্য হয় সেজন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

- পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ভারত সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ডঃ করণ সিংয়ের সফরশেষে প্রকাশিত ইন্দো জি, ডি, আর যুক্ত বিবৃতি	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪ জুন, ১৯৭১

Indo-G.D.R. Joint Statement at the conclusion of the visit of Dr. Karan Singh, special Envoy of the Government of India to the German Democratic Republic june-24,1971.

From 22nd to 24th June, 1971 Dr. Karan Singh, Minister for Tourism and Civil Aviation, paid a visit to the German Democratic Republic as a Special Envoy of the Government of India to confer with the GDR Government on the grave threat to peace and stability arising from the tragic events in East Pakistan.

During his stay in the GDR, Minister Dr. Karan Singh was received by that Chairman of the Council of Ministers of the GDR, Willi stoph, and the Minister of Foreign Affairs, Otto Winzer.

In addition, he had a meeting with the Minister of Transport, Otto Arndt.

On behalf of India's Prime Minister, Mrs. India Gandhi, Minister Dr. Karan Singh informed the Chairman of the Council of ministers and the Minister of Foreign Affairs of the GDR on India's attitude on the serious problems resulting from the recent developments in East Pakistan.

The Indian Minister expressed sincere appreciation for the fortnight political stand as well as the humanitarian assistance rendered by the German democratic Republic, which clearly signify sympathy and solidarity with the refugees and staggering human problem that has arisen as the result of the military action in East Bengal. The Minister recalled, in particular, Prime Minister Willi stoph's letter of 21st May, 1971, to the Indian Prime Minister, Mrs, Indira Gandhi, in which he reiterated that the GDR shared India's concern that the situation could lead to the emergence of new focus of international tension, and that the problem can only be solved by peaceful political means.

The Indian Minister explained the magnitude and urgency of the problem. There has been a continuing exodus of millions of refugees from East Bengal whose number had risen to about eight million. The problem had thus assumed a very grave dimension threatening the peace and stability of the region as well as creating serious social and economic problems for India.

The two sides, after a detailed discussion of the various aspects of the problem, expressed their firm belief that the only practical, just and enduring solution lay in urgent measures being taken in East Pakistan to stop the further influx of refugees into India and in creating conditions of ensure their safe and early return. This is possible only if a solution is found to the basic political problem in accordance with the will of the people of East Pakistan and in consultation with their elected representatives.

The chairman of the Council of Ministers of the GDR supported the standpoint of the Indian Government that the influx of refugees from East Pakistan into India had become an international problem. He confirmed the solidarity of the German democratic republic with stand taken by India on this issue, and declared that the GDR was ready to make available further relief supplies to the value of about 6 million Marks (about 1 crore rupees) to ease the suffering of the people who had fled from East Pakistan to India.

Both sides agreed to remain in touch with each other on this issue in the common interest of international peace and progress.

Both sides also discussed topical international problems of mutual interest and questions of the further development of the relations between the GDR and India in an atmosphere of cordiality and mutual understanding.

The two sides hold the view that the visit of Minister Dr. Karan Singh serves the further development of friendly relations and of fruitful co-operation between the GDR and India.

The Indian Minister welcomed the opportunity to learn at first hand of the achievements of the Government and people o0f the German democratic republic in the field of economic development and social welfare, and heard with interest the analysis of the political situation in Europe made by the GDR foreign Minster Minister. Minister Dr Karan Singh, who was received as the guest of the GDR Government, thanked the hosts for the warm reception and hospitality accorded to him.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানই সংকট নিরসনের একমাত্র পথঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	দৈনিক ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’	২৬ জুন, ১৯৭১

WORLD POWERS FOR POLITICAL SOLUTION ACCEPTABLE TO BENGALIS: SINGH.

(From Our special Correspondent)

NEW DELHI, JUNE-25 The Minister for External Affairs, Mr. Swaran Singh, told Parliament today that the Governments of the countries he had visited recently had assured that a “political solution acceptable to people of East Bengal was the only way of ensuring to normality” in Bangladesh.

The other “areas of agreement” that emerged as result of his talks were: (1) that there could be no military solution and all military action in Bangladesh must stop immediately, (2) that the flow of refugees into India from Bangladesh must immediately stop, (3) that conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in Bangladesh and (4) that the present situation was grave, and fraught with serious dangers for the peace and security of the region.

Mr. Singh, who made a statement in both Houses of Parliament on his tour abroad, said that it was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of six million refugees into this country from East Bengal was intolerable and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind.

He also found in all the capitals he had visited “great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was recognized as an unprecedented one in human history a man-made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation, the enormity of the burden place on us, for no fault of ours, and the serious repercussions on the peace and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognized everywhere”.

The Minister had made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially and assistance given to Pakistan for they were nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their won Government.

He had also clarified, and “it was by and large accepted”, that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would

be tantamount to condoning their deplorable action in East Bengal, so fully and so irrefutably documented by eye-witness accounts which had been appearing in the world press all these weeks.

"I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian consideration to the victims of oppression in Bangladesh under international surveillance would have the effect of maintaining in power the military machine of the minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate form of interference in their internal affairs" the Minister added.

Between June 6, and 22, Mr. Singh had visited Moscow, Bonn, Paris Ottawa, New York, Washington and London, In each of these capitals be had detailed discussions with the Head of Government and the Foreign Minister. He had discussions with the U.N. Secretary-General and his colleagues. He also met in every capital a number of other Government leaders, legislators, editors, social workers and leaders of public opinion.

In these discussions the focus of attention and emphasis was all along on the "grave and serious situation created for India by the influx of six million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal", Mr. Singh said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো হঠকারী নীতি নয়-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক 'কালান্তর'	৩০ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের ব্যাপারে সরকার হঠকারী নীতি নেবে না

- শ্রীমতি গান্ধী

নয়াদিল্লী, ২৯ জুন (ইউ এন আই)-“বাংলাদেশের ব্যাপারে সরকার কোন হঠকারী নীতি নেবে না।” আজ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পারর্টির এক সভায় ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এই কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এই রকম একটি সূক্ষ্ম সমস্যায় কোন সরকারই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না ।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার নৈরাশ্যজনক ছবি উপস্থিত করায় শ্রীমতি গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর নরহত্যা অথবা এর ফলে ভারতের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে প্রশ্নটা বিশ্বের রাজধানীগুলিতে বোঝান হয়নি বললে সদস্যরা ভুল করবেন।

প্রধামন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সদস্যরা তাদের নির্বাচনী কেন্দ্রে ফিরে কেন বাংলাদেশের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করছে না। ত্রাণের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা আদায়ে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইতিপূর্বে শ্রী নাগী রেড্ডী বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলি চক্রান্ত করছে। শরণার্থীদের সংখ্যা এক কোটিতে পৌঁছতে পারে। ভারতের উচিত কঠোরপন্থা অবলম্বন করা।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পূর্ব বাংলা থেকে সাময়িকভাবে হটিয়ে দিতে হবে, এই কথা বলেন শ্রী মহাজন।

অন্যদিকে শ্রী প্রবোধ চন্দ্র পুরোকায়েত অভিযোগ করেন চীন-আতঙ্কের জন্য ভারত সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তিনি বলেন, প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রকে প্রভাবান্বিত করা যাবে না কারণ তারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তিনি মন্তব্য করেন, আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে কথাবার্তা নাও বললে পারি কিন্তু আমাদের যুদ্ধ ভীতি থাকলে চলবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের ইকনমিক এণ্ড সোশাল কাউন্সিলে ভারতীয় পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলের নেতা এন, কৃষ্ণনের ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ জুলাই, ১৯৭১

Extracts from the Statement by Ambassador N. Krishnan, leader of the Indian Observer Delegation to the 51st Session of the Economic and Social Council On July 9, 1971

With these promising growth trends characterizing the Indian scene during the last few years the country was poised for a breakthrough in several new directions leading to sustained and substantial progress,. Indeed after the General Elections which took place in February this year, my Government was getting ready of a determined attack on our economic and social problems. Our plans for continuing an accelerated tempo of development in the economic and social fields have, however, received a severe jolt due to the tragic turn of events in East Bengal which have resulted in a massive influx of refugees from there into India. The influx still continues unabated and has already reached a phenomenal figure of 6.3 million by the end of June. It is clear that the task of providing food, shelter and medicines to them must receive high priority. Even the token provision of 80 million in our budget for the current year for this purpose has meant an additional tax burden of 30 percent on our people. We are therefore appreciative of the sympathetic response of the world community in sharing this burden with us and the efforts of the UN system to channel this assistance. However, much still remains to be done to cope with the gigantic relief needs of the ever increasing number of refugees. At the same time, relief efforts, ever on an expanded and accelerated scale, could at best be only an temporary palliative. The real and truly humanitarian solution, as the international community has come to recognize and accept, lies in stopping the flow of refugees and in expediting their return to their homeland, in conditions which would assure them full freedom and security and create in them confidence and faith for the future.

My delegation is grateful for the initiative taken by Yugoslavia and New Zealand in asking for discussion on this item during the current session of the Council and the support expressed in their statements by the delegations of the Soviet Union, U.K. Hungary, Norway and others. We await with interest the statement which the U.N. High Commissioner for Refugees in expected to make before the Council next week. We are confident that discussion will highlight the need to mobilize further assistance on a substantial scale to meet the pressing relief needs of these unfortunate refugees and focus attention also on the urgency of their speedy and voluntary repatriation. We do hope the ECOSOC during its deliberations will consider the problem in its overall perspective and endorse a viable and lasting solution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবেঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	২০ জুলাই, ১৯৭১

"MISCHIEVOUS ATTACK" BY PINDI-says J. Ram
"The Times of India" News Service

BOMBAY, July 19.-The Defense Minister, Mr. Jagjivan Ram, said here yesterday that Pakistan was committing a "mischievous aggression" by driving out millions of people from Bangla Desh.

He was addressing officers and sailors of the Western Naval Command on board the INS "vikrant".

PTI adds: The event in Bangla Desh had added urgency to the task of the country's defence preparedness which, of course, did not brook any let-up in view of the continuing threat to our security from Pakistan and China. The Minister said the people had full confidence in the ability of the armed forces. The country's long coast line was safe in the hands of the Navy.

Mr. Jagjivan Ram pointed out that India was looking after the freedom fighters who had come from Bangla Desh. But they would go back only to free and democratic Bangla Desh of Mujibur Rahman. He was confident that the Mukti Fauj would ultimately succeed in establishing a free Bangla Desh.

Mr. Ram said our Border Security Force was dealing with Pakistani intrusions on the eastern region.

The Minister was welcomed by vice-Admiral S. N. Kohli FOC-in-C, Western Command.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের মহাসচিবের সহকারীকে প্রদত্ত ভারতের জবাব	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২ আগষ্ট, ১৯৭১

India's Reply to U.N. Secretary-General's Aide memoire delivered on August 2, 1971

Government of India share the view of the Secretary-General that the repatriation of the refugees from East Pakistan, now in India, is a matter of utmost concern and urgency. Of even greater concern and urgency is the need to stop military atrocities in East Pakistan and the consequent daily flow of refugees into India at the rate of 40,000 to 50,000 a day. The refugees already in India are unlikely to return as long as this further exodus continues. Government of India have noted with infinite dismay and grave concern that far from encouraging return of refugees or stopping or reducing the further flow of refugees from East Pakistan to India, their number has increased by nearly four million since President Yahya Khan made his statement on the 25th May that he would agree to allow these Pakistani citizens to return to their own country.

2. The root cause of the inflow of over seven million refugees into India and the daily exodus that still continues can only be explained by the total absence of such conditions in East Pakistan as would encourage or enable the refugees to return to their homes. The chaos and the systematic military repression and the decimation of the Bengali-speaking people in East Pakistan continue unabated, as indeed is clear to any objective reader of the international Press. This has been further corroborated by the recent reports of the World Bank and the public statements made by independent foreign observers who have visited East Pakistan and heard the tables of woe from refugees themselves in their camps in India.

3. The burden on the Government of India in looking after millions of refugees, whose number is still increasing every day, has been recognized by all. It has equally been recognized that in Pakistan efforts to cope with the results of two successive disasters, one of them natural and the other manmade, are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards political reconciliation and consequent effect on law and order and public administration in East Pakistan. An improved political atmosphere in East Pakistan is an indispensable pre-requisite for the return of the refugees from India. The conflict between the principles of territorial integrity of States an self determination is particularly relevant in the situation prevailing in East Pakistan where the majority of the population is being suppressed by a minority military regime which has refused to recognize the results of the elections held by them only in December last year and had launched a campaign of massacre, genocide and cultural suppression of an ethnic group, comprising 75 million people. Unless this basic cause for the influx of refugees into India is removed all attempts to solve this problem by unrealistic experiments are bound to fail. Not only will they fail but they will tend to divert attention from the main issue and so encourage the continuation of military repression undertaken in so wide and horrifying a manner as in East Bengal.

4. Prince Sadruddin told the Prime Minister of India in New Delhi some time ago that the process and organization of repatriation would be hampered posting a number of personnel drawn from different parts of the world, speak various languages with diverse backgrounds and following an assortment of techniques. UNHCR made no suggestion in the ECOSOC meeting held in Geneva on 16th July that the establishment of a limited representation of High Commissioner for Refugees on both sides of the border would in any way encourage the return of refugees to their homes in East Pakistan.

5. In these circumstance, the Government of India are unable to understand what purpose the posting of a few men on the Indian side of the border will fulfill. Our conviction is that they can in no way help or encourage the refugees to return home and face indiscriminate and deliberate massacre by the west Pakistan military authorities. By attempting to subdue., through brute force, 75 million people of East Pakistan and by refusing to recognize political, economic, social and administrative realities of the situation prevailing there, Pakistan Government has not only made it impossible for the refugees already in India to return, but is deliberately forcing further inflow of refugees into India.

6. India has no desire to prevent the refugees from returning to their homeland indeed we are most anxious that they should go back as soon as possible and as a first step, conditions must be created in East Pakistan to prevent the further arrival of refugees into India. In this context, the Secretary-General must have seen the report and statement of 30th June by the UNHCR refuting Pakistani allegation that India is obstructing the return of refugees, Prince Sadruddin is further reported to have said there was absolutely no evidence for the host Government having obstructed the refugees if they wanted to go. Again in Paris on 10th July the Prince in reply to a question said that it would not be logical to say that India was in any way holding back their return. On July 19, at Kathmandu, two volunteers of the British organization “Worn Want” described as “rubbish” Pakistani allegation that India was holding refugees and preventing their return. At Calcutta on July 22, Mr. Manfred Cross, an Australian MP, described as “impossible” the Pakistani propaganda that refugees are being prevented in returning to Bangla Desh. Hon’ble Mr. Cornelius E. Gallagher member of the US House of representatives, made a statement on the 10th of July in the House stating that “the response of the Indian Government to the crisis created by the action of the Government of Pakistan has been magnificent. They have demonstrated almost unbelievable restraint in view of the provocative effect of the arm’s brutal sweep, and they have shown inspiring compassion to the refugees. If it can ever be said that any Government is truly moral and humanitarian, the Government of Prime Minister Indira Gandhi has earned that distinction in the weeks since the first refugee crossed her border. The sheer number of refugees is irrefutable evidence of the brutal policies pursued by the Government of Pakistan to crush the people who won the election. Based on interviews I conducted with a cross-section of the refugees, I now believe that a calculated attempt to crush the intellectual life of the Bengali community occurred because of mass killings of professors, students, and everyone of any distinction by the army. This, in my judgment, gives credence to the charge of genocide”. Apart from these and many other statements of this nature, not even a single responsible and reputable report has ever indicated that the

return of refugees or their continued inflow is due to any other cause except the intolerable and tragic conditions prevailing in East Bengal.

7. In this background, Government of India must express their total opposition to the suggestion for the induction of a "limited representation of the High Commissioner for Refugees on both sides" and must categorically state that they resent any insinuation that they are preventing the refugees from returning to East Bengal. They allowed them to enter India purely on humanitarian grounds in spite of the most serious impact on her social, political and economic structure. Government of India are anxious they return as soon as possible. The presence of the United Nations or UNHCR representatives cannot help in this. On the other hand, it would only provide a façade of action to divert world attention from the root cause of the problem which is the continuation of military atrocities, leading to further influx of refugees and absence of political settlement acceptable to the people of East Pakistan and their already elected leaders.

8. The UNHCR has a fairly strong team of senior officers located in Delhi and they have been given every facility to visit refugee camps. In fact Mr. Thomas Jaimcson, Director of Operations of the UNHCR who is the Chief Representative of the UNHCR's office in India has recently returned from a second tour of the refugee camps. He was allowed access to all the refugee camps and was given facilities to visit these camps including those in the border areas. Apart from this, 1,000 foreign observers have visited these refugee camps and most of them have publicly stated that the refugees have taken shelter in India from the military operation in Bangla Desh and are not willing to return unless suitable conditions are created ensuring their safe return through a political statement with the Sheik Mujibur Rahman, the acknowledged leader of East Pakistan and his already elected colleagues. In the light of the information available to Government of India and to the interested Government add organization they have painfully come to the conclusion that the same is past when international community can continue to stand by, watching the situation deteriorate and merely hoping that the relief programmes, humanitarian efforts, posting of a few people here and there, and good intentions would be enough to turn the tide of human misery and potential disaster.

9. While therefore, the Government of India have no wish to lend their support to any proposal which will deflect attention from the basic problem or diffuse concern from the fate of the unfortunate refugees, they would welcome any action by the United Nations which would ensure and guarantee, under adequate international supervision, that the refugees lands, houses and property will be returned to them in East Pakistan and that conditions are created there to ensure the safe return under credible international guarantees without threat of reprisal or other measures of repression from the military authorities of West Pakistan. It is painful to not that even the handful of refugees who ventured to return to East Bengal have not only been not allowed to go back to their homes and village but have been subjected to endless indignities and inequities and even made to do forced labor and face many other difficulties. Government of India should like to draw the Secretary-General's attention in this context to the New York Times report and photographs published on the 27th July, 1971. In these circumstances it is unrealistic to hope that the circumstances will begin to be hanged by the posting of any

personnel on the Indian side of the border. The Government of India cannot support such a façade of action in the full knowledge that it is unrealistic, helpful and even dangerous. They find, therefore, the proposal totally unacceptable.

10. The crux of the problem is the situation inside East Bengal where an army from a distant territory is exercising control by sheer force and brutality. If the international community is serious about the need for return of refugees to East Bengal the first step that has to be taken is to restore conditions of normalcy inside East Pakistan through a political settlement acceptable to the people of East Bengal and their already elected leaders, and take such internationally credible measures as would assure the refugees their safe return without reprisals, etc.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিশ বৎসর মেয়াদী 'শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা' চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯ আগষ্ট, ১৯৭১

TREATY OF PEACE, FRIENDSHIP AND CO-OPERATOIN BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS SINGED ON AUGUST 9

Desirous of expanding and consolidating the existing relations of sincere friendship between them.

Believing that further development of friendship and co-operation meets the basic national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the World.

Determined to promote the consolidation of universal peace and security and to make steadfast efforts for the relaxation of international tensions and final elimination of the remnants of colonialism.

Upholding their firm faith in the principles of peaceful coexistence and co-operation between States with different political and social systems.

Convinced that in the world today international problems can only be solved by co-operation and not by conflict.

Reaffirming their determination to abide by the purposes and the principles of the United Nations Charter.

The Republic of India on one side and the Union of Soviet Socialist Republics on the other side, have decided to conclude the present Treaty, for which purpose the following plenipotentiaries have been appointed:

On behalf of the Republic of India:

Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs.

On behalf of the Union of Soviet Socialist Republics:

Mr. A. Gromyko, Minister of Foreign Affairs, who having each presented their credentials, which are found to be in proper form and due order, have agreed as follows:

Article 1: The High Contracting Parties solemnly declare that enduring peace and friendship shall prevail between the two countries and their peoples. Each Party shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other Party and refrain from interfering in the other's internal affairs. The High Contracting Parties shall continue to develop and consolidate relations of sincere friendship, good neighborliness and comprehensive co-operation existing between them on the basis of the aforesaid principles as well as those of equality and mutual benefit.

Article 2: Guided by a desire to contribute in every possible way to ensure an enduring peace and security of their people, the High Contracting Parties declare their determination to continue their efforts to preserve and to strengthen peace in Asia and throughout the world, to halt the arms race and to achieve a general and complete disarmament, including both nuclear and conventional, under effective in international control.

Article 3: Guided by their loyalty to the lofty ideal of equality of all peoples and nations, irrespective of race or creed, the High contracting Parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elimination.

The High Contracting Parties shall co-operate with other States to achieve these aims and to support just aspirations of the peoples in their struggle against colonialism and racial domination.

Article 4: The Republic of India respects the peace-loving policy of the Union of Soviet Socialist Republics aimed at strengthening friendship and cooperation with all nations.

The Union of Soviet Socialist Republics respect Indians policy on non-alignment and reaffirms that this policy constitutes an important factor in the maintenance of universal peace and international security and in lessening of tensions in the world.

Article 5: Deeply interested in ensuring universal peace and security, attaching great importance to their mutual co-operation in international field for achieving these aims, the High Contracting Parties will maintain regular contacts with each other on major international problems effecting the interests of both States by means of meetings and exchanges of views between their leading statesmen, visits by official delegations and special envoys of the two Governments and through diplomatic channels.

Article 6: Attaching great importance to economic, scientific and technological co-operation between them, the High Contracting Parties will continue to consolidate and expand mutually advantageous and comprehensive co-operation in these fields as well as expand trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most-favoured nation treatment subject to the existing agreements and special arrangements with contiguous countries as specified in the Indo-Soviet Trade Agreement of December-26, 1970.

Article 7: The High contracting Parties shall promote further development of ties and contacts between them in the fields of science, art, literature, education, public health, press, radio television, cinema, tourism and sports.

Article 8: In accordance with the traditional friendship established between the two countries, each of the High Contracting Parties solemnly declares that if shall not enter into participate in any military alliance directed against the other party.

Each High Contracting Party undertakes to abstain from any aggression against other Party and to prevent the use of its territory for the commission of any act which might inflict military damage on the other High Contracting party.

Article 9: Each High Contracting Party undertakes to abstain from providing any assistance to any third party that engages in armed conflict with other Party. In the event of either Party being subjected to an attack or a threat thereof, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to remove such a threat and to take appropriate effective measures to ensure peace and security of their countries.

Article 10: Each High Contracting Party solemnly declares that it shall not enter into any obligation secret or public with one or more States which is incompatible with this treaty. Each High Contracting Party further declares that no obligation exists nor shall any obligation be entered into between itself and any other State or States which might cause military damage to the other Party.

Article 11: This Treaty is concluded for a duration of twenty years and will be automatically extended for each successive period of five years unless either High contracting Party declares its desire to terminate it by giving a notice to the other High Contracting Party twelve months prior to expiration of Treaty. The Treaty will be subject to ratification and will come into force on the date of exchange of Instruments of Ratification which will take place in Moscow within one month of the signing of this Treaty.

Article 12: Any difference of interpretation of any Article or Articles of this Treaty, which may arise between the High Contracting Parties, will be settled bilaterally by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

The said plenipotentiaries have signed the present Treaty in Hindi, Russian and English, all texts being equally authentic and have affixed thereto their seals.

DONE in New Delhi on 9th Day of August in the year 1971.

On behalf of the Republic of India signed Swaran Singh, Minister of External Affairs

On behalf of the Union of Soviet Socialist Republics signed A. Gromyko, Minister of Foreign Affairs.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'দি ইয়ার্স অফ এন্ডীভার,	৯ আগষ্ট, ১৯৭১

MEETING THE CRISIS

Parliament began its session on March 19 and some events, which happened on March 25 and 26 beyond our frontiers in Bangladesh shocked the world. The people of Bangladesh are fighting for the same objective for which you and I carried on a long struggle in our country.

The events in Bangladesh have created a crisis. Over 73 lakhs of people have taken shelter in India to escape massacre by the Pakistan army. We had not invited them. How could we do that? We have shortage of many things in o9ur own land. So, how could we invite them to come and increase the want and sufferings of our own people. It was no fault of ours that they came. They left their land to escape from the calamity that has befallen them. Even those who had nothing to do with politics were being massacred. Their houses were set on fire and all sorts of atrocities were committed on them.

If anyone among you goes to the camps where they have been lodged and sees their plight, he would never say that the Government or the people of India do not want them to go back. No human being can stand in mud and water all day and night with a child in his lap, because there is no dry place to sit, if he can go back to his homeland and find a resting place there. The refugees are prepared to suffer all this here because on their own land they were victims of barbarous atrocities. We are trying our best to give succor to these suffering millions. We told them and we told the work as well that we can keep them only for a short period. No country can afford to absorb or keep such a large mass of people from another country. It is not possible for us also to do so and we shall never agree to it. We have clearly told the world community about it.

You are well aware that we do what we say. But there are some who believe that to raise slogans is enough. Those who always ridiculed Satyagraha have come forward to offer Satyagraha on the Bangladesh issue. Their present Satyagraha has no meaning because those offering themselves for it know that they would be released in a couple of hours. The true Satyagraha was during the freedom struggle when the Satyagraha did not know if they would have to remain in prison for seven years or even ten years. That was the occasion for Satyagraha. But those now offering Satyagraha made a mockery of it then. The object of Satyagraha is to secure recognition for Bangladesh. We have never said that we shall not recognize Bangladesh. But Government would take steps only after carefully studying all aspects of the question. It has to be assessed if such a step would help solve the Bangladesh crisis and strengthen our own nation. This would be the test of our decision would be greeted by our people. But we have to think how it will affect the people living in want and misery not only in our land but in Bangladesh as well. I can

* Free translation of speech in Hindi at a public meeting at India Gate, New Delhi, August 9. 1971

Assure you that Government will carry out the promises made. Government will always take such steps as will benefit crores of our own people and those of Bangladesh.

An objection may be made why I talk of the good of the people of another country. But you must be aware how greatly the events there have affected us and will affect us in future as well.

Even the biggest and the richest country in the world today will not welcome such a huge influx of refugees and will not be prepared to give them succour. We, who are among the poorest nations of the world, have taken up this burden, fully realizing its implications. We have done this because the only way to stop the influx of refugees was to shoot them when they entered our borders or to tell them that this would be done. There was no other way of stopping the influx of people in such large numbers. There is another aspect to this problem. Shall we stop people from coming to us knowing fully well that they would be massacred in their homeland? This has not been our tradition. India has always kept its doors open for people in distress whatever the difficulties we might have to face. We gave them whatever help we could. Even today, our people are prepared to make sacrifices to save the lives of those who have sought shelter with us. But just now, we are not able to do much for them.

We certainly want help from outside and we have been receiving some. But we must all understand an important issue which I have stressed wherever I have addressed people in this country. It is that we must stand on our own legs and not rely on others. Whatever the hardships, we must bear them ourselves even if no one comes to our help. The question is not if we have friends or whether anybody will help us. Of course, we shall be grateful to those who offer us help, but we cannot rely on others.

I am conscious of the great burden on us. As I said earlier, even the biggest and the richest country would totter under such a heavy burden. We also tottered, but we are standing form and have held our head high because we are conscious that what we are doing is in accordance with our tradition, self-respect and the ideal of good neighborliness.

The path ahead is hard and difficult. It has been so for years and our difficulties might increase further. But I know that the greater the difficulties the greater will be our courage and strength. We shall show the world that no power on earth can cow down his country despite its poverty, economic backwardness and illiteracy. Many have threatened us. Many have brandished their swords. But that is not our way. We do not want to glorify these people by talking about the. But we know that there is no real strength in those who give out such threats. They will try to find an excuse to save themselves. This has been our experience with some nations and some people even in our own land. While the people of Bangladesh are undergoing terrible sufferings, there are some in this country who are attempting to make political gains on the Bangladesh issue. This is something very painful. The leader of an opposition party said today that if I did not consider it proper, to give recognition to Bangladesh today, this did not mean that there was unity of opinion on the issue. I never said that there could not be two opinions. I only said that at this juncture all those who wanted Government to take, strong steps must do

their best to strengthen the Government. This is not the tome for the different political parties to weaken the Government because this results in the world getting a strange picture of this country. One of the objects of our meeting today is to show the world that India does not care for these small political groups, whatever noise they might make. India is united and strong and the Government has the solid backing of the people who are prepared for all sacrifices and hardships. They know that if they stand united, with courage, this would impress not only our neighbors but the world as well. By our strength alone we can inspire courage among the people of Bangladesh. The greatest help we can render them is to let them know that their neighboring country and its Government are strong and they cannot be forced to change their attitude under any pressure or threat. Our object is to help the people of Bangladesh. At the same time, we cannot ignore our own people who need help. We have to strengthen the whole country and are therefore going ahead with our programmes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরিত প্রধানমন্ত্রীর বার্তা	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

PRIME MINISTER MRS. INDIRA GANDHI'S MESSAGE TO HEADS OF GOVERNMENT ON AUGUST 10, 1971

The Prime Minister, Mrs. India Gandhi, addressed the following message to Heads of Government on August 10, 1971:

Government and people of India as well as our Press and Parliament are greatly perturbed by the reported statement of President Yahya Khan that he is going to start secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman without affording him any foreign legal assistance. We apprehend that this so-called trial will be used only as a cover to execute Sheikh Mujibur Rahman. This will aggravate the situation in East Bengal and will create a serious situation in India because of the strong feelings of our people and all political parties. Hence our grave anxiety. We appeal to you to exercise your influence with President Yahya Khan to take a realistic view in the larger interest of the peace and stability of this region.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘শেখ মুজিবের বিচার হবে’ ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১০ আগষ্ট, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SIGH’S MESSAGE TO U.N. SECRETARY-GENERAL, U. THAT, ON AUGUST 10, 1971.

The Foreign Minister, Mr. Swaran Singh, sent the following message to the UN Secretary-General, U Thant, on August 10, 1971:

We are distressed and shocked at the announcement made in Rawalpindi that they propose to commence Sheikh Mujibur Rahaman's trial from tomorrow. This announcement comes in the wake of the several categorical statements which have lately emanated from President Yahya Khan about Sheikh's culpability in waging war against Pakistan and in having indulged in treasonous activities. Sheikh Mujibur Rahman is an outstanding leader of his people, much beloved and much respected. His victory at the polls in December 1970 was perhaps the most magnificent one, in any similar election anywhere in the world, in recent years. Our peop0le, Press Parliament and Government are all convinced that the problems which have been created for us by Pakistani action in East Bengal will be multiplied ten-fold if the Government of Pakistan do something precipitate and extreme in the context of Sheikh Mujibur Rahman's life and welfare. WE would like to appeal to Your Excellency to take urgent steps to request Government of Pakistan not to take this action which is certain to make their difficulties and ours very much worse. Anything they do to Mujib now will have grave and perilous consequences.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরশেষে প্রকাশিত ভারত-ইন্দোনেশিয়া যুক্ত ইশতেহার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ আগষ্ট, ১৯৭১

India-Indonesia Joint communiqué at the conclusion of foreign Minister Sardar Swaran Singh's visit to Indonesia August 15, 1971.

At the invitation of His Excellency Adam Malik, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs of the Republic of India, paid a visit to Indonesia from the 12th to 15th August, 1971. He was accompanied by Mr. P.N. Menon, Secretary to the Government of India, Ministry of External Affairs, Mr. R.D. Sathe, Joint Secretary of the Ministry of External Affairs and Mr. E. Gonsalves, Joint Secretary of the South-East Asia Division of the Ministry of External Affairs.

During his visit, the Minister of External Affairs of India was received by His Excellency President Soeharto. He had talks with His Excellency General A. H. Nasution, Chairman of the Provisional People's Consultative Assembly, His Excellency Adam Malik, Minister for Foreign Affairs, and His Excellency Dr. Sjarif Thayeb, Deputy Speaker of Parliament. At these talks, the Minister of External Affairs of India was assisted by members of his delegation and by His Excellency N.B. Menon, Ambassador of India Indonesia.

The Minister for Foreign Affairs of Indonesia was assisted by Mr. R.B.I.N. Djajadiningrat, Director-General for Political Affairs of the Department of foreign Affairs, Mr. Ismael Thajeb, Director-General for External Economic Affairs of the Department of Foreign Affairs, Mr. her Tashing, Director-General for Security and Communication of the Department of Foreign Affairs, Mr. A.B. Lubis, Director of the Foreign Minister's Cabinet, and Mr. Nurmathias, Director for Asian and Pacific Affairs of the Department of Foreign Affairs.

Discussions between the two Foreign Ministers were held in an atmosphere of cordiality and understanding, and covered a wide range of subjects of common interest and various recent developments in international affairs. Among the subjects, on which there was a mutual exchange of views, were the situation in South-East Asia, the Indian Ocean, co-operation among non-aligned nations, the recent Treaty of Peace, Friendship and Co-operation concluded between India and the Soviet Union, and regional economic co-operation.

In discussing the problems of the region, both sides re-affirmed their belief in the policy of non-alignment as an important factor in the maintenance of universal peace and international security, and in the lessening of tensions in the world. This is particularly

appropriate in the present conditions prevailing in Asia where the people of each country should be left to determine their destiny free from outside interference. They recognize the need for consolidating the sovereignty and independence of all non-aligned nations in this region in the spirit of the Declaration of the Lusaka Summit. They re-affirmed their belief that recent developments in Asia had made it necessary for those countries of South and South Asia following a policy of non-alignment to strengthen their ties by mutual consultation and agreement directed towards creating a climate for peace, security and stability. It was also desirable for all non-aligned countries to continue to meet frequent to further the policies laid down at the Lusaka Summit.

The two Foreign Ministers discussed the situation arising out of the flow of refugees into India from East Pakistan and expressed concern at the tragic event which had led to this situation. They agreed on the urgent need to work for the creation of such conditions as would be conductive to the return of the refugees to their homes.

The Minister of External Affairs of India conveyed the appreciation of the Prime Minister of India for the message received from the President of Indonesia in this connection, expressing his abiding concern over the humanitarian problem involved, and conveying that the Government of Indonesia will spare no effort to assist whenever possible in the attainment of peaceful and stable condition in this part of the world.

They affirmed the view already expressed at previous meetings that the problems of Indo-China could only be resolved through a peaceful political settlement through negotiations which will enable the people of those States to decide their future free from foreign interference.

In reviewing the bilateral relations between the two countries, both Foreign Ministers emphasized the need to make continuous efforts to promote the existing good relations between the two countries in various fields.

The two Ministers also reviewed bilateral co-operation within the framework of the Cultural and Educational Agreement of 1955. They noted with satisfaction the increased exchanges that have taken place during the past two years, and agreed to continue efforts to expand the scope of mutually beneficial co-operation in the fields of education, science, technology and culture.

The two Foreign Ministers noted with pleasure the increasing bilateral exchanges between the leaders of the two countries in a great variety of fields, and felt that this development should continue to grow so that the relations between the two countries would grow ever deeper and stronger. In this connection, they reviewed the programmes for economic and cultural co-operation between the two countries. The two Foreign Ministers discussed arrangements to identify areas of economic and technical co-operation, for the promotion of trade and development of joint industrial ventures.

The Foreign Minister re-affirmed the need to intensify the concrete steps being taken towards achieving the goal of regional economic co-operation. In this connection, they paid tribute to the initiatives being taken by the Asian Council of Minister of ECAFE.

The Foreign Ministers recognized the need to intensify co-operation in all fields of economic and social activity at international forums, on the basis of the principles and conclusions of the First and Second United Nations Conference on Trade and Development, the provisions of the Charter of Algiers, and the objectives of the Second United Nations Development Decade.

The Foreign Minister of India expressed his sincere thanks and appreciation to the warm welcome and cordial hospitality accorded to him and his party during his visit to Indonesia. He extended an invitation to the Foreign Minister of Indonesia to visit India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিবের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩০ আগষ্ট, ১৯৭১

Prime Minister Indira Gandhi's interview with the Secretary-General, World Peace Council, published on August 30, 1971

Following is the next of World Peace Council Secretary-General Ramesh Chandra's interview with Prime Minister Indira Gandhi:

Q.- Madam, the Indo-Soviet Treaty has been acclaimed by the overwhelming majority of the people of India. What would you say could be the reason for this near unanimous welcome.

A.- Friendship between India and the Soviet Union has grown in many directions over the years. In the international arena, we have both worked for peace and have opposed racialism and colonialism. The Soviet Union has helped our programmes for the achievement of self-reliance through developing heavy industry.

International relations have entered an era of rapid change, range and direction of which is not predictable. Nations are seeking new ties and are cutting across old rigidities. This is a welcome trend. But some countries are taking advantage of these changes to embark upon opportunistic adventures.

We are convinced that the present Treaty will discourage such adventurism on the part of countries which have shown a pathological hostility towards us. Our people look upon the Soviet Union as a friend. That is why the Treaty has received such widespread acclaim in our country.

Q.- What would be its impact on the climate for peace in this part of the world, particularly with reference to the liberation struggle of the peop0le of the Bangla Desh?

A.- To begin with the second part of your question, the struggle in Bangla Desh is between the 75 million people on the one side and the vindictive, cruel and autocratic military regime of Islamabad on the other. The people of Bangla Desh are united in the fight for their just demands. But we know that resentment against military rule is increasing among the people of West Pakistan also, whether they belong to Baluchistan, N.W.F.P.or even the favored provinces of Sind and Punjab.

Our people, Parliament and Government and Government have extended full sympathy and support to the people of Bangla Desh. We have no quarrel with the people of West Pakistan. The problem is not an Indo-Pakistan one.

The military regime in Islamabad is isolated from its people and is waging war against them. That is why it seeks to divert the attention of the people of Pakistan, as well

as of the rest of the world, from the agony of Bangla Desh by attempting to give an Indo-Pakistan complexion to the problem. The threat of war might be an act of desperation, but how can we fail to take note of it? However, we feel that the treaty will act as a determent against any rash adventurism on the part of Islamabad

But peace does not mean merely the absence of hostilities nor can there be peace while oppression and injustice prevails. Peace must be based on the fulfillment of the just aspirations of the people.

Q.- You have rightly said that the Treaty is not a departure from the concept of non-alignment, but that it actually strengthens the forces of non-alignment all over the world. Would you kindly elaborate this statement?

Ans.- While staying out of power blocs, we have sought the friendship of government of different persuasions. Peaceful co-existence and conviction that war should be ruled out as a means of settling issues, have been basic guiding principles of our policy, Simultaneously, we have also opposed colonialism and racialism. Many other nations of Asia and Africa have pursued a similar policy. The Soviet Union has extended unreserved respect and support to our policy of non-alignment. This was been incorporated in the Treaty itself.

The word ‘non-alignment, has been misinterpreted: that is why such doubts arise. The Treaty does not compromise our non-aligned position.

The national interest of non-aligned countries has to be safeguarded from threats of military adventurism. Security must be achieved in a manner which eschews hegemony or confrontation and ensures lasting peace. This is precisely what the Indo-Soviet Treaty of Friendship, Peace and co-operation does.

Q.- What is your estimate of the prospects for Peace in South-East Asia and West Asia?

Ans.- Peace in South-East Asia depends on the solution of the problem of Vietnam, Laos and Cambodia. All these three are now inter-related. However, a settlement has to be reached in South Vietnam. There is increasing recognition of the fact that there is no military solution. Recently, the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam made certain proposals. The crucial pointy there is that of the withdrawal of foreign forces, and more specially of American forces. I have no doubt that if this withdrawal is made within a certain fixed time-frame, then South Vietnam could be left to work out its future without military or political interference from outside. Sooner or later, the Vietnam problem will have to be settled along these lines.

There is at present a settlement in West Asia. However, potentially the situation is dangerous. The greater the delay in finding a solution, the more difficult the problem will become. The directions in which in which a solution has to be sought are laid down in the U.N.

Security Council Resolution of 1967. President Anwar Sadat has made a series of proposal. In our view, they deserve careful consideration.

Q.- The Treaty refers to colonialism, racialism and disarmament. In what way do you think it makes a contribution on the anti-colonialism and anti-racial movement and to progress towards disarmament?'

Ans.- The Treaty reiterates both Government's desire to continue the struggle against all forms of colonialism and racialism. Similarly, we shall continue to work for disarmament. The reiteration of the solemn determination of the two countries should strengthen the movements for peace and justice.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নেপালে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরশেষে প্রকাশিত ইন্দো-নেপাল যুক্ত ইশতেহার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

INDO-NEPAL JOINT COMMUNIQUE AT THE CONCLUSION OF FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S VISIT TO NEPAL SEPTEMBER 5, 1971

The Foreign Minister of India, Sardar Swaran Singh, paid a goodwill visit to Nepal from 3rd September to 5th September, 1971, at the invitation of His Majesty's Government of Nepal. He was accompanied by Shri P.N. Menon, Secretary, Ministry of External Affairs, Shri Thomas Abraham, Joint Secretary, Ministry of External Affairs and Shri S. Venkataraman, Under Secretary, Ministry of External Affairs.

During his visit, the Minister of External Affairs of India had an audience with His Majesty the King of Nepal. He had talks with the Rt. Honourable Shri Kirti Nidhi Bista, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, His Majecty's Government of Nepal, and also paid a courtesy call on the Honorable Shri Gyandendra Bahadur karki, Minister of Education, Land Reform, Food, Agriculture and forest.

The Ambassador of India in Kathmandu, His Excellency Shri L.P. Singh, and the Royal Nepalese Ambassador in New Delhi, His Excellency Sardar Bhim Bahadur pande, Shri B.R. Bhandary, Foreign Secretary, His majesty's Government of Nepal, and Shri P.N. Menon, Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, assisted the Minister during these talks.

The Prime Minister and Foreign Minister discussed in depth and perspective the relations between India and Nepal in various fields. They reiterated their mutual respect for, and interest in, each other's sovereignty, independence and territorial integrity, and the principle of non-interference in internal affairs. They emphasised the age-old close links between the two countries and peoples in various fields, and stressed the need to further strengthen them to their mutual benefit.

The Minister of External Affairs of India appreciated the all-round progress made by Nepal under the wise guidance of His Majesty the King.

His Excellency the Prime Minister of Nepal expressed appreciation of His Majesty's Government for the assistance given by the Government of India to Nepal and expressed the hope that this co-operation would continue. The Foreign Minister of India assured the Prime Minister of Nepal that the Government of India would continue their efforts to widen the areas of co-operation between the two countries.

The two Minister expressed satisfaction over the recently concluded Treaty of Trade and Transit, and expressed the hope that this Treat would help Nepal to implement rapidly its policy of industrialization and diversification of her trade.

The Prime Minister of Nepal and Minister of External Affairs of India discussed in international situation reiterated their continued adherence to the policy of non-alignment as an important factor in the maintenance of universal peace and international security and the lessening to tensions in the world.

The Prime Minister of Nepal noted the social and economic implications to India as a result of facing the problem of millions of refugees from East Pakistan. The two Ministers agreed on the urgent need for the creation of conditions for their return of the refugees to their homes.

The Foreign Minister of India thanked the Prime Minister of Nepal for the hospitality and courtesies extended to him and his party during their stay in Kathmandu, On behalf of the Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, he extended a cordial invitation to His Excellency the Prime Minister of Nepal to visit India as soon as convenient, which has been accepted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি ভূমিকা গ্রহণের আহবানঃ রাষ্ট্রসংঘে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	দৈনিক আনন্দবাজার	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে সোচ্চার হতে হবেঃ রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রী টি এন কল

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর-ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে শোচনীয় মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে যদি এই গোষ্ঠী সুস্পষ্ট মতামত জানাতে না পারেন তাহলে ঐ সব নিরপেক্ষ দেশের মন্ত্রী সম্মেলনে ভারত যোগদান করতে পারে নাও করতে পারে। আগামী সপ্তাহে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকালের সভায় এক জোরালো বক্তৃতায় শ্রী কল বলেন, নিরপেক্ষ দেশগুলি যদি বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাব দেবারও সাহস না দেখাতে পারে তা হলে সারা বিশ্বের কাছে তারা নিন্দিত হবে ও নিরপেক্ষতার মৌল ধারণাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আজ রাত্রে নিরপেক্ষ দেশগুলির দ্বিতীয় অধিবেশন বসলে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের কঠোর মনোভাব জানাবার জন্য পররাষ্ট্র সচিব এই আলোচনায় অশংগ্রহণ করেন।

নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার ‘‘রাজনৈতিক মীমাংসার’ কথা বাদ দেওয়া উচিত বলে মরক্কোর প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। তারপরই শ্রী কল বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওই কথা বলেন। অবশ্য মরক্কোর ওই প্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দেখাশুনা করার ব্যাপারে ভারত যে বিপুল দায় নিয়েছে তার জন্য সহানুভূতি জনান।

নাইজেরিয়া মরক্কোর এই বক্তব্য সমর্থন করে।

আলজিরীয় প্রতিনিধি ভারতের প্রতি তাঁর দেশের সৌহার্দ প্রকাশ করেন এবং শরণার্থী সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এশিয়ার দুটি বিরাট দেশ পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এর মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী আগা শাহী এর আগে ভারত ছাড়া অন্যান্য সব নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছে এক পত্রে বলেছেন যে, খসড়া ইস্তাহারে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা যেন না থাকে। কেননা, তাঁর মতে, এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

নিরপেক্ষ দেশগুলির আলোচনাচক্রে বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের প্রাক্তন সহকারী প্রতিনিধি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি শ্রী এস এ করিম স্বাগত জানান। শ্রী করিম তাঁর পত্রে বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। পরতুগালের বিরুদ্ধে এঙ্গোলা ও মোজামবিকের জনগণের সংগ্রাম থেকে এ সংগ্রাম পৃথক নয়। পাকিস্তানের মত তারাও আঞ্চলিক সংহতির নামে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

শ্রী কলের সোজা ভাষায় বক্তৃতার পর সভাপতি ও জামবিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ভারনন জনসন সোয়াঙ্গা যুক্ত ইস্তাহারে বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে ঐকমত্য স্থাপনে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার শ্রী কল এটা মানতে নারাজ। তিনি বলেন, এটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, আন্তর্জতিক সমস্যা। তিনি বলেন, সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট গত ১৪ সেপ্টেম্বর তার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের মৌল সমস্যাই হল রাজনৈতিক।

শ্রী কল বলেন, নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর একই নীতি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তিনি বলেন, ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং প্যালেসটেনিয়ান শরণার্থীদের নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার সমর্থন করে এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অথচ এই বাংলাদেশের ঘটনা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ৯ মাসে ৯০ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ইতিহাসে কোন সময়ে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

বক্তৃতার উপসংহার শ্রী কল বলেন, ১০ ডিভিশন পাক সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোককে কখনই চেপে রাখতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি	দৈনিক 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

YAHYA WILL BE FORCED TO YIELD, SAYS J. RAM

NEW DELHI, September 18:

The Defense Minister, Mr. Jagjivan Ram, today explained India's concept of a "political solution" of the Bangladesh problem as one that would have the approval of the elected representatives of the war-ravaged land.

"These elected representatives have said in unmistakable term that nothing short of complete independence will satisfy them. "Mr. Jagjivan Ram observed while speaking at a discussion on "India's defense preparedness" here today.

The way the Mukti Bahini was making heavy dents into Pakistan army's strategy and morale and the way international public opinio0n was turning against the military regime of Pakistan, it was possible that President yahya Khan might be forced to concede this demand.

The Defense Minister said repeated threats of a "total war" against India if the freedom fighters liberated any part of Bangladesh only showed that the Pakistan President was becoming increasingly conscious of the growing strength of Bengali freedom fighters.

These threats he said were utterances of a "much harassed General" who was facing rebellion from the people and even from the army tanks.

He chided the "prophets of doom" who thought that in the event of a war, an unprepared Indian Army would be defeated. On the contrary, "my boys in the Army, the Navy and the Air force are ready for the orders", he added.

Amidst cheers, the Defense Minister declared that if attacked. "I will not only protect my borders but also thrust the enemy deep down into his territory".

Mr. Jagjivan Ram disagreed with a suggestion that in the event of a Indo-Pakistani conflict, the United Nations forces would intervene. He also chided, those who questioned the Government's wisdom in permitting the influx of refugees-UNI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণের সারাংশ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৯ সেপ্টেম্বের, ১৯৭১

Extracts from Prime Minister Indira Gandhi's address at the Moscow University September 29, 1971.

---The efforts of the Indian people are often thwarted by forces beyond our control. Earlier this year in our General elections, the people of India gave us a mandate for progress. We were about to embark upon a new programme of economic advance, when from across our frontiers we had a new kind of invasion; not of armed men, but of a vast influx of helpless terror-stricken men, women and children from East Bengal-some wounded, some ill and all hungry. More than 9 million people have come in the last six months and they continue to pour in. Has there been a greater migration in history?

When millions of people are pushed into another's territory, jeopardizing its normal life, its plants for the future, and it's very security, it is obvious that peace is in peril. We have shown the greatest forbearance, but it is essential that the basic cause of the crisis be immediately removed by a political solution acceptable to the people concerned. Unfortunately, there is no sign that this is being attempted. It is the world's responsibility to create without further delay conditions to enable the refugees to return to their homes in safety and dignity-----

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তানের সাথে কোনো আলোচনা হবে না : জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধির ঘোষণা	দৈনিক 'স্টেটসম্যান'	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

NO TALKS WITH PAKISTAN ON BANGLADESH, U.N. Told

U.N.H.Q. Oct. 6-India has firmly rejected any bilateral negotiations on the problem of Bangladesh on the ground that it is entirely of Pakistan's own making, says PTI.

India's permanent representative at the U.N. Mr. Samar Sen, made this clear yesterday in a rejoinder at the General Assembly to counter certain allegations made by the leader of the Pakistani delegation, Mr. Mahmud Ali, in his speech earlier.

Mr. Sen said the problem of Bangladesh was one between East and West Pakistan. "We do not wish to come into it", he declared.

"We cannot come into it and we should not come into it. Those who believe that Indian cooperation in this field is necessary, should realize that while cooperation with a neighbor is always to be welcomed, no one can expect India to cooperate with Pakistan in a partnership to continue the massacre, to tolerate the extinction of human rights, to make a mockery of self-determination about which Pakistan never fires of speaking in relation of Kashmir and in perpetrating massive brutalities."

The India External Affairs Minister Mr. Swaran Singh was present, but Mr. Sen made the statement on behalf of India.

Mr. sen denied as baseless the allegation made by Mr. Ali, first at a Press conference and later in the General Assembly, that India had fired 1,000 shells across the border at Agartala on September 29 and read a telegram received from New Delhi which said that, in fact, it was West Pakistan's armed forces that has been shelling Indian territory and killing the people over the past several weeks.

India had made 400 complaints, the telegram said.

Mr. Sen said the allegation had been made by Mr. Ali in an attempt to justify Pakistan's aggressive action.

In his speech the Pakistani delegate had sought to equate the situation in Bangladesh with that in Kashmir. He alleged that a million refugees had fled Kashmir and charged that India had refused to establish conditions which would enable them to return.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিমলায় অনুষ্ঠিত সর্বভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

Foreign Minister Sardar Swaran Singh's speech at the All India Congress Committee Session at Simla October 8, 1971

I am extremely grateful to the members of the, A.I.C.C. who have unanimously and whole-heartedly endorsed the Indo-U.S.S.R Treaty. As ours a political body, therefore, apart from the general approval and full endorsement, it is necessary for us on an occasion like this to understand clearly the contents of such a far-reaching document and also the various important ideas which have been concretized in this Treaty. I would like to consider this Treaty as comprising four important aspects and elements. First and foremost, it is agreed by the two countries that they will constantly, assiduously and energetically work for elimination of remnants of colonialism and for ending the racist regimes wherever they are. This is a very important joint declaration which is contained in the Treaty. The House is, no doubt, aware that still large portions of the world are under colonial domination and racist regimes. The Portuguese colonial rule still pervades under colonial domination and racist regimes. The Portuguese Guinea. Racist regimes are still flourishing notwithstanding the unanimous resolution adopted by the United Nations in its various organs-in South Africa, in Namibia and also in Rhodesia. It has always been the ideal of our great Organization-the Congress-to work for elimination of colonialism and for ending racist regimes. This posture of ours was however not adopted after Independence, but this has been our objective even before Independence, and the Congress organization always raised their voice in a very effective manner against colonialism and, in fact, the Father of the nation Mahatma Ji, started his early political activity in South Africa itself. It is a matter of regret and a matter of misfortune that South Africa still continues to practice apartheid under a racist regime. Determination of two countries like Soviet Union and India to end the remnants of colonialism and racism is an important article which is contained in the Treaty.

Another important concept in the Treaty is the Soviet Union's acceptance of the policy of non-alignment which is being pursued by India. It is surprising that some people, at any rate in the initial stages, did raise a voice of criticism saying that this Treaty compromises India's policy of non-alignment. If a careful scrutiny of this criticism is made, both from inside the country or from certain quarters abroad, it will be clear that generally this criticism has come not from any non-aligned country, but from countries which themselves are aligned and are members of military pacts. It is interesting that on India's signing this Treaty of Peace, Friendship and Co-operation with Soviet Union the love for non-alignment should suddenly spring in the hearts of those people who themselves and their countries are members of military pacts and defense pacts. This Treaty in actual terms specifically says that the Soviet Union respects India's policy of

non-alignment. Not only that, I think, it was for the first time that in a formal document the Soviet Union accepted the validity of the policy of nonalignment as a major factor for peace and for reducing tensions throughout the world. So, not only has India's policy of non-alignment been fully safeguarded but the validity of the concept of non-alignment in the context of international affairs is incorporated in Article IV of the Treaty.

I would also like to draw the attention of the House and the country to the relevant clause in the latest communiqué that was issued at the end of our Prime Minister's visit to Moscow. This concept of non-alignment and India's policy of non-alignment have again been specifically mentioned in the joint communiqué that was issued at the end of our Prime Minister's visit.

The third important provision of the Treaty relates to the acceptance by the two countries of the desirability of co-operation between the two countries in the scientific field, in the technological field and in various fields for the mutual benefit of two countries. It will be an important provision according to which the advance in science and technology, the advance in latest sophisticated fields of technology, advances in the field of electronics, of other sophisticated fields in which Soviet Union undoubtedly has made tremendous progress, India on the basis of this agreement can fully get the maximum benefit by mutual co-operation which no longer depends upon the exigencies of any particular situation, but is solemnly agreed in the form of Treaty between the two countries, and under these provisions it will be of mutual benefit and, I feel, very much to India's advantage that we can take full and complete advantage for advancing our economy, for advancing our industry, for advancing our scientific know-how and knowledge by drawing freely upon the U.S.S.R resources which are available to us in this Treaty as a result of the clauses in the Treaty.

The fourth important provision about which quite naturally a great deal of popular upsurge has been expressed in the country, is that which could broadly be described as touching upon the security aspect. This provision is contained in three clauses in the Treaty and it is important for us to understand the implications of the security aspect of this Treaty neither of the two countries will get automatically involved if the other party is involved in a military conflict. This is the real difference between this Treaty and the conventional military pact or mutual defense pact. Under those pacts, there is automatic involvement of the other country if one of the countries might be involved in an armed conflict. There is no such provision in this Treaty. There is, however, clear provision about what could be described as non-aggression, that is neither of the two countries will take any of the two countries is engaged in any armed conflict then the other country will not give any help of any type to the country that might be engaged in such a conflict with either of the contracting parties, that is, India and Soviet Union. Now, this is an important provision because in our country from time to time, and quite rightly for reasons of security, doubts were always expressed that if we are engaged in an armed conflict with any other country where is the guarantee that such other county will not continue to get aid notwithstanding the past declarations to the contrary that might have

been made by ourselves. Again there has to be an assurance about our getting in a continuous manner whatever supplies we may require for strengthening our defence potential. I would say that both these negative and positive aspects are fully safeguarded in this Treaty. To put it in unambiguous terms; after conclusion of this Treaty, Soviet Union is not now entitled to make any military supplies of any type of Pakistan nor give any help to Pakistan which might strengthen the military potential of Pakistan. Again, as Chavan Jivery lucidly explained, there are very important provisions in this Treaty which are vital for our security. But the central key-note in the Treaty is not war and conflict, but to avoid war and to strengthen the forces of peace. In a nutshell, the essence of these security provisions is that when either of these to countries is either attacked or is faced with the threat of an attack, then the two countries will start negotiation with the object of avoiding that threat or to doing away with that aggression, and steps will be taken-"effective steps" are the words used in the treaty-to ensure that the threat of attack is avoided and attack if any, is prevented or is vacated or done away with. Therefore, these are very important security provisions, in the Treat, and if I may say the Treaty was concluded at a time when feeling in the country was fully receptive to a concrete step of this type, as it was often said that in moments of test, in moments of trial, who are our friends? It is very interesting that those voices which used to remind us: "where and who are your friends;" they themselves has started, picking holes in the Treaty. I would like the country and this great organisation to be reminded of the immediate reaction even from the leaders of parties who are traditionally opposed to the Congress. Even they, as the first reaction to the conclusion of this Treaty, did not have the courage to oppose this Treaty and their spokesmen on the floor of the House did support the Treaty and did not raise any voice of dissent. They did, however, try to raise doubts, but they knew that the feeling in the country in favor of the Treaty is so strong that they would be completely isolated if they attacked the Treaty and therefore they did not have the courage even though they may have different political motivations to oppose the Treaty. Later on, however, I do not know what may be the considerations, uncharitable interpretations can perhaps point out to some wire-pulling, but they did try later on to alter their original stand of support to the Treaty and started in some form or other to offer some voice of criticism. But the more we consider the terms of the Treaty the impact produced in the country and the effect produced in the international community, there is no doubt, and there should be no doubt in the mind of anyone, that the Treaty is sound in content, is practical, safeguards our independence and non-alignment, and at the same time it binds us to constructive course of mutual co-operation, safeguarding the sovereignty and independence of the contracting parties and at the same time providing enough of safeguards from the security angle, to preserve the sovereignty and security of the two countries, without the automatic involvement of either of the two countries.

Voices-latest about Bangla Desh?

As a matter of fact, I am coming to that. To be able to speak about this important matter, was the main object of my speaking after the resolution on Treaty was adopted. Having said this much about the Treaty, I would now with the President's kind permission, like to say something about my recent visit to several capitals and the United Nation. I will give my assessment of the general feeling amongst the international

community about one of the most important issues that confront us, namely the developments in Bangladesh. As you are no doubt aware, in the initi8al stages there was a tendency to find an easy escape in the various Chanceries and an attitude was generally taken that the question of Bangla Desh is essentially an internal question and an internal matter for Pakistan. But as the genocidal activities of the military authorities gathered in momentum, the forces of oppression were let loose and unleashed against the unarmed civilians and the democrative forces of Bangladesh, this resulted in suppression of human rights and fundamental freedoms and caused such conditions of insecurity that a large volume of forced exodus took place. The situation which initially was sought to be brushed aside as an internal development presented a facet which made it obviously a matter of international concern. Slowly but surely, the international community wakeup to the fundamental and basic issues involved and there was a great measure of response to the reality of the situation and a growing awareness of the risks involved. In various capitals as a result of visits of my colleagues and myself, when the situation was explained, the statements-some joint statements, sometimes official statements-from a large number of those capitals were issued which pin-pointed the essentials of a situation, namely, the humanitarian aspect of the problem and also the necessity, an inescapable necessity of working out a solution which creates conditions for the return of these refugees to their homes and hearths in conditions of safety and in conditions of honor.

Now, if we carefully examine even the trend of the debate in the United Nations General Assembly, it is noteworthy that the Four Big Powers who are permanent members of the Security Council with the right of veto, their spokesmen, their Foreign Minister, with varying degrees of phraseology, which is not uncommon experience when the same concept is presented, have broadly accepted the essentials of the situation. And the essentials are a continuing forced exodus of helpless people and their being pushed on to the Indian territory, the resultant burden, not only economic but social and political tensions resulting from the presented of these large number of refugees in an area which has always been both economically and politically a sensitive area; and as a necessary corollary to these two, solution can only be found by creation of conditions, in Bangladesh which might facilitate the return of these refugees. We have made it abundantly clear, and I have a feeling that this is now growingly understood and appreciated and in certain cases endorsed by the other countries that the political solution is the solution which will be acceptable to the elected, representatives of the people; a solution to be acceptable has to be acceptable to the people of Bangladesh and that people of Bangla Desh have in unmistakable terms expressed their confidence and expressed their reliance upon Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League whom they returned with unprecedented electoral victory giving as many as 167 out of 169 seats in the National Assembly. These are the essentials of the situation and amongst the four permanent members of the Security Council-the Soviet Union, United States of America, France as well as Britain-these essentials are broadly accepted and statements to that effect have been made by their representatives in the Security Council. Foreign Ministers of several other countries, particularly those where democratic institutions are functioning, and also the socialist countries representatives, have also openly made statements endorsing the Indian appreciation of the essentials of the situation.

In the entire world, we should also, while noting these positive factors, be careful about what could broadly be described as negative factors. Let us not forget that a fairly large number of sovereign countries, who are members of the United Nations, have in their countries regimes which are in their content and in their operation not very much different from dictatorial regime of the type that now controls the destiny of Pakistan. This has been an unfortunate experience of the post-colonial era. A large number of countries became independent and the colonial forces were on the run. As a result of this, a large number of countries became independent and free. With varying degrees, they started with democratic establishments, democratic set-ups, democratic ideologies, democratic constitutions. But is a cruel reality that democracy was unable to take root, whether democracy be of the Presidential type or the Parliamentary type, except in a comparatively smaller number of these countries and, therefore, there are whispers to this effect, that perhaps Yahya Khan committed a mistake in ordering elections. But even they are obliged to admit that having initiated the process of holding the election, he is now trying to run away from it, and this is a situation is a situation in which he cannot run away and the events are bound to overtake him. So, whereas these democratic ideals and our adherence to these, our love for these, and our natural abhorrence when they are violated, appear to be a very normal reaction to us, because we in our country have been fortunate in establishing the roots of democracy in a very solemn and in a very purposeful manner, there are other countries whose experience has not been of the same type as ours and this explains the reticence and reluctance of several other countries who should normally be on our side of the fence when a situation of this type arises.

About the general trend of discussions in the United Nations, I would like to take a positive view and also a negative view. Positive view in this respect is that those countries whose representatives have in their statements supported broadly our assessment of the situation are now hereafter likely to use their influence in a more purposeful manner in bringing about a change in the attitude of the military rulers of the Pakistan, and also I would like to say that it is also understood even amongst some of the closest friends of Pakistan who would like to be the helpers of Pakistan that the manner in which President Yahya Khan and his military Generals have tried to tackle the situation, the military method has failed and, therefore, the military method has to be abandoned and political approach has to be brought about in the interest of the Pakistan regime itself. We have some reliable information to this effect that countries that are traditionally close to Pakistan also have started counseling them that they should abandon, and that the military Generals should abandon their military ways and should try to find a political solution of this problem.

There are other critics here in our own country who have tried to pick holes in our policy. When we say that there should be a political settlement, they say in this respect have we in anyway compromised our stand in relation to Bangladesh? I would like to clarify this aspect because there is some uninformed criticism on that score. Our position is clear. We say that we will accept whatever is acceptable to those who have already been elected by the people of Bangla Desh and it is for those already elected representatives to arrive at any settlement with Pakistan Military bodies. It can be a settlement on the basis of independence or of greater autonomy-whatever is acceptable

to the elected representatives, the already elected representatives of Bangladesh, is the only way by which the present deteriorating trend can be reversed and conditions can be created in Bangladesh which might facilitate the return of refugees.

I would at this stage also like to say that this is universally accepted and it is also realised-that India is determined to ensure that the refugees will return to Bangladesh and that India will not keep them. In the initial stages, some parallels were drawn to earlier occasions when soon after independence we were faced with the problem of refugees and for a variety of reasons-historical and humane-we did take an attitude based on human considerations and considerations of compassion. For historical reasons, we were prepared to subject ourselves to the strain of looking after millions and millions of refugees. Whatever may have been the earlier history, now after 20 years of independence, any person who is in Pakistan is a Pakistani citizen, is a Bangladesh citizen; or a West Pakistan citizen and that foreign national when he comes to India, if we look after him, it is on human considerations because geography has placed us in a position where we are the first recipient of this task. But we treat them as first and foremost the responsibility of the international community and if we do anything, it is in discharge of our being responsible members of the international community. We discharge this trust on behalf of the international community and the international community has to reimburse us for all the troubles and with all the expenses and with all the strains that we are bearing. It is also of importance for us to remember that any country who might give us aid for looking after these refugees is to a very small percentage trying to discharge that obligation which is squarely that of the international community or may be that this is a help to Pakistan because these are Pakistan and Bangladesh citizens whom we are feeding and any help that is given to look after these refugees should be help either to Pakistan, to Bangladesh or to international community. Whereas we in India appreciate this help as at any rate the immediate clear burden on us is reduced, we have made it absolutely clear that this is a situation which cannot be brought out. Who can judge in terms of money the immense socio-political tension that is generated by the presence of 9 million people in an area of our country which is already over-populated? Can anybody in terms of dollars or pounds or deutschmarks or yen determine the amount of economic, social and political tensions to which our entire country is subjected?

I will be quite frank in saying that after this sad development, the entire administration in whatever sphere it may be-whether it is the Central Government or the State Government-our primary and principal preoccupation has been to take steps to meet the situation, to look alter the refugees and also to look after our affairs so that we could continue with development and progress of our country. Is it possible by any calculation, by any statistics, to determine in terms of money, to determine in terms of pounds and dollars, the strain to which 55 crores of India people are being subjected? The number of school that we have closed to house these refugees, the number of hospitals where doctors are doing nothing else except to look after the refuges, the medical students who have disrupted their education to look after these refugees, those educationists and the volunteers who have abandoned their work and are looking after the refugees? Now these are the problems which we have to highlight because there may be a

tendency that this is a situation where if all the money is found, perhaps India can get reconciled. This is a very dangerous aspect and generally if you talk to the representatives of other countries, they can be very sympathetic to you saying it is quite a big burden, we realize it; we have, shared it, we will share it. But that is not the correct approach. We might appreciate this sharing of burden but our principal objective has to be to create political conditions in Bangladesh which reverses the present trend, which in the first instance stops the forced exodus of people from Bangladesh into India territory, and secondly that this flow turns backward and these people go back and we are convinced that this can happen only if there is a solution which is accepted by those who have already been elected by the people. This in essence is the entire situation in Bangladesh. I think, the essentials of the situation are dawning upon the people and Governments of other countries. We have also made it clear that there is a limit to our5 patience and our perseverance there is a limit to our restraint and it will be a very dangerous development if the time were permitted to run out. It is, we are afraid, already running out rather fat and the limits are being reached. These are the realities of the situation, and we have, I think, to a large measure succeeded in projecting this to the world. The unity, the basic unity demonstrated by our peoples and the determination of our people to meet the challenge, are sources of our real strength.

About People’s Republic of China, you must have noticed that after the second visit of Dr. Kissinger to Peking the United States of America altered their policy which have been pursuing for all these years to keep the People’s Republic of China out of the United Nations, to deny to the Government of the people’s Republic of China their rightful place in the United Nations. When they suddenly reversed their policy, then a large number of countries, who, mainly under United States’ inspiration and persuasion, had pursued a policy of endorsing the American line, suddenly found that their original postulates and their original postures had become out-of-date and they started revising their briefs. It is not easy to revise briefs quickly, and even the latest effort that is being made is again a very interesting approach. On the one hand, the United States effort is to ensure that the rightful place to the People’s Republic of China is resorted to them not only in the General Assembly but also in the Security Council, with a permanent seat and with the right of veto. Whereas they are in support of this, at the same time, they do want to retain Taiwan as representative of Taiwan. Historically, it is not an easy exercise because all these years the supporters of the United States and the United State were saying that Taiwan Government is the government not only of Formosa and Taiwan but also of the whole of China. And now suddenly to take another line again has caused a certain measure of confusion. So far as India is concerned, notwithstanding our bilateral difficulties in relation to the People’s Republic of China, our brief has been straight, and this changing situation has not necessitated the alteration of even a single comma in our attitude in this respect. We have all along been strongly of the view that there is only one China, there is only one Chinese Government, and that is the People’s Republic of China and its rightful place in the United Nations should be restored to it. That has been our consistent line. I am not sure whether during this session the efforts to retain Formosa will succeed, but I have no doubt that the restoration of its rightful place to People’s Republic of China will receive overwhelming support. We have always been of the view that in the interest of universality and also in the interest of exposing China to

international pressures, the Government of People's Republic of China should take their responsibilities and should play their part in the U.N., and that this is in the long range interests of the international community; we steadfastly adhere to this view.

It has been our view that keeping out China for too long has created several complexities and tensions in the world and it will take quite some time before the world settles down to a Norman course even after the People's republic of China is admitted into the United Nations. These are some of the important matters facing the international community.

To give a little more complete picture, I will take a few minutes to give you the latest developments in Europe. As you are, no doubt, aware, the situation in Europe is definitely taking a turn towards lessening of tensions. This is due primarily to the great courage shown by Mr. Willy Brandt, the Chancellor of Federal Republic of Germany, in reversing a policy which had been pursued by the Federal Republic of Germany ever since the second World War, and his deliberate policy to alter that course received a very good response from the Soviet Union, and the conclusion of the Moscow Treaty between Federal Republic of Germany and the U.S.S.R. has opened a new are of relaxation of tensions in the European context. This also to a certain extent un-nerved the traditionalists on both sides, and they feel a new situation is developing and they are trying to adjust their minds. The latest four power agreement about such a difficult and complex question as that of Berlin, has generated a hope that Europe is definitely moving towards an era of freedom from tensions and relaxation of these tensions. These are good developments and this might guarantee and strengthen the forces of peace. We ourselves are happy that these developments have taken place and a process of détente and of relaxation of tensions has been generated and, I have no doubt, that pursued with patience and imagination, this will usher in an era where Europe, free from the scourges of armed conflicts, might open up some hope for the developing countries to develop their economy with aid from these highly developed countries.

These are some of the aspects of the international situation. I have nothing more by way of new information to give about the situation in the Middle East or the situation in Viet Nam. These unfortunate areas in Asia-one in the West of Asia and the other in East of Asia-still continue to be gripped by war and the process of having a durable peace in these areas do not appear to be very much in sight although we have constantly been working for establishing stable peace in these areas.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান যুদ্ধ বাধালে ভারতের সৈন্যরা দখল করা পাকিস্তানী এলাকা ছাড়বে না- প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক ‘যুগান্তর’	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

পাকিস্তান যুদ্ধ বাধালে
ভারতের সৈন্যরা দখল করা পাক অঞ্চল ছাড়বে না

-জগজীবন

জলন্ধর, ১৭ই অক্টোবর (পিটিআই ও ইউএনআই)-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম আজ পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, ভারতের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে যা ঘটুক না কেন, ভারতীয় সৈন্য বাহিনী পাকিস্তানের যে অঞ্চল দখল করবে সেখান থেকে তারা সরে আসবে না। আমরা সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করবো না।

শিয়ালকোট ও লাহোর থেকে জনসাধারণ অন্যত্র চলে যাচ্ছে এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা আমাদের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে এই সব শহর দখল করবে এবং পাকিস্তানের দখলীকৃত অঞ্চল থেকে এবার আমরা সরে আসবো না, তাতে যাই ঘটুক না কেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরো বলেন যে, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অমীমাংসিত থাকা পর্যন্ত সীমান্ত থেকে ভারত তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে না।

এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে কর্পুরতলায় এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী এ ব্যাপারে যে কোনো আন্তর্জাতিক চাপ প্রতিরোধে ভারতের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন।

শ্রীরাম বলেন যে, ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যে কোন দুরভিসন্ধির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বর্তমান প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তুতি প্রয়োজন। ইয়াহিয়া খান বলেছেন যে, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী কোন অঞ্চল দখল করলে, পাকিস্তান ভারতের উপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

শ্রীরাম বলেন, সময় যতো অতিবাহিত হবে, মুক্তিবাহিনী ততই অগ্রগতি হবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটি স্বধীন দেশে পরিণত হবে।

নাশকতামূলক কাজের জন্য ভারত পূর্ব বঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের পাঠিয়েছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে তিনি তাকে ভিত্তিহীন ও খেলো বলে বর্ণনা করেন।

শ্রীরাম বলেন যে, পাকিস্তান নিজের অপকর্মের জন্য ভারতকে দোষারোপ করতে যাচ্ছে। জনসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পাঞ্জাবের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রতীক একখানি তরবারি উপহার দেয়া হয়। শ্রীরাম উপহার গ্রহণ করে, পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণের সাহস করে থাকে তাহলে পাকিস্তানকে পরাভূত করার আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনি চিরদিন গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু দেশের অখণ্ডতার সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ হতে পারে না।

তিনি বলেন, শরণার্থীরা একদিন তাদের নিজ গৃহে ফিরে যাবে, কিন্তু ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানে নয়। মুজিবের বাংলাদেশে।

শ্রী জগজীবন রাম বলেন যে, পাকিস্তানের প্রায় অর্ধাংশের বিলুপ্তি হয়েছে এবং ভারতের যুদ্ধ করতে নাও হতে পারে। ইয়াহিয়া খান এখন বুঝতে পারছেন যে, বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর শক্তি বাড়ছে এবং বিশ্বের জনমত ক্রমশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনী শুধু এক ঘা দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রী রাম বলেন যে, সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের তিনি অন্যত্র সরে যেতে বলবেন না কারণ তিনি জানেন যে, তাঁদের মনোবল অটুট আছে এবং সাহসের সঙ্গেই তারা যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে পারবেন।

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লের ভাষণ

রায়পুর, ১৭ই অক্টোবর (পিটিআই)-প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল গত রাত্রে এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশের সংবাদ সম্পর্কে ভারত সম্পূর্ণ অবগত।

তিনি বলেন, পাক সৈন্য অথবা যে কোনো শত্রপক্ষের আক্রমণের মোকাবিলার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তত এবং আমরা আমাদের শত্রপক্ষকে আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্ততি জানিয়ে দিতে চাই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রধিনিধি সিডনী এইচ শ্যানবার্গের সাথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার	দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI’S INTERVIEW TO SYDNEY H. SCHANBERG

The New York Times of October 19, 1971, published an interview given by The Prime Minister to its correspondent, Sydney H. Schanberg. The following is the text of the dispatch:

Prime Minister Indira Gandhi has declared that the military situation on the borders between India and Pakistan is “quite grave”.

In an hour long interview, the Prime Minister added, “we certainly will do nothing to provoke an attack or to start any hostilities, but we have to be alive to our interests and safeguard our security”.

“Unfortunately”, she added, “Pakistan’s record has been one of hatred and desperation. The military regime has let loose a war on its own people, and there is no knowing what it will do next”.

The Prime Minister, who was interviewed in her office at the Government secretariat, seemed irritated when asked about military assistance India has been giving the Bengali insurgents in East Pakistan.

But she did not categorically deny that India was helping them. She said instead, “Perhaps you know, they have many helpers, mostly their own people, all over the world. Also, many avenues are open to them”. She did not elaborate.

Later in the interview, Mrs. Gandhi said, “whether they have arms or not nobody can suppress the struggle”.

Mrs. Gandhi cited “threatening statements from Pakistan which, we feel cannot be entirely ignored”. She mentioned, in particular, the speech last week of President Agha Mohammad Yahya Khan in which he accused India of “feverish military preparations” and called on his people to meet the threat as a nation of one hundred and twenty million mujahids or preachers of Islam, “whose hearts are pulsating with love of the Holy Prophet”.

The fifty-three-year-old Prime Minister firmly ruled out any peace talk at this time between India and Pakistan contending that Pakistan would first have to resolve the East Pakistan crisis by negotiating a settlement with the elected representatives.

For nearly seven months, the Pakistani army, composed almost entirely of West Pakistanis, has been trying to crush a Bengali secession movement in East Pakistan which

is led by the Awami League. This party, which won a national majority in last December’s general elections, was outlawed by the military regime when the army struck on March 25.

The military repression has sent millions of East Pakistani refugees fleeing India.

Mrs. Gandhi was asked if she left there was a breaking point to the economic and social pressures placed on India by the refugees, a point beyond which India might feel compelled to take military action against Pakistan to halt the influx.

“Well, actually, I would say, we have already reached it”, she replied. “But this does not mean that we are going to crack under it”.

“We certainly want a quick solution, but we do not want to do anything which creates greater problems”, she went on. “As you know, we have been extremely restrained. I cannot, even by giving deep thought to the matter, think of a single country who would have shown such restraint and patience in the face of such grave provocation”.

During the last few weeks, both countries have reinforced their troops on their long eastern and western borders, and the Press on both sides has carried reports raising the spectre of another was between India and Pakistan. They last fought in 1965 over Kashmir.

Still, though Mrs. Gandhi called the situation grave, she indicated no change as yet in her plans to leave on a three week foreign tour starting next Sunday, during which she is scheduled to visit six western capitals including London and Washington.

The Prime Minister was critical of United States policy on the East Pakistan crisis, saying that the Americans “do not take a very long-range view”.

“Propping up the Pakistani military regime in Bangladesh”, she said, “is not necessarily strengthening Pakistan in any way”.

Mrs. Gandhi was referring to the Nixon Administration’s continuation of some arms shipments to Pakistan, and its unwillingness to criticise the Pakistani Government publicity.

“We have the greatest friendship for America and the American people”, she said, “but one of the reasons (for deteriorating relations) so far as the Indian public is concerned, is this idea that the United States has of always balancing India and Pakistan”.

On American arms for Pakistan, she said, “I do not know what the quantum is now, but in the past they have been supplied to Pakistan in large quantities. They have been used only against India, not at all against communism or any other of the things that had been said to us and which we had pointed out then were most unlikely”.

“In this matter”, she continued, “we certainly have had a far more understanding approach from the Soviet Union than we have from the United States”.

Mrs. Gandhi talked at some length about differences between American and Russian relations with India.

“You see”, she said, “The United States seems to have a thing about the Soviet Union which seems very strange to us. We do not support the Soviet Union any more than we support America-or we support both equally, whichever way you like to look at it, negatively or positively.

“The point is that the Soviet Union supports us in basic things for which we have stood and for which we have fought earlier on. And it is on these issues that we have been with them at the United Nations. Now, earlier on, you said something about American help. We are very grateful to the United States and they have helped us enormously in a number of ways. But at a time when we wanted to develop the state sector, they did not help the state sector, but the Soviet Union did”.

“We certainly get on far better with Americans as individuals”, she added later “then, say, we would with Russians or anybody else. Language is partly the cause. But I personally greatly admire the American quest for technological and scientific advance”.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্তের পরিস্থিতি মারাত্মক, ভারত তথাপি যুদ্ধ এড়াতে চায়ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	দৈনিক স্টেটসম্যান	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

BORDER SITUATION GRAVE, SAYS MRS. GANDHI

-But India Wants To Avoid War with Pakistan
Early Exchange of Ambassadors with China not Ruled out.
(From Our Political Correspondent)

New Delhi, Oct 19: -Describing the Indo-Pakistani border situation as a "grave one", Mrs. Indira Gandhi declared here today that India would do everything to avoid an armed conflict. "But you cannot shake hands with a clenched fist", she added.

However, nobody could prophesy on matters of war. As Pakistani troops had been massing all along the border, India had also taken the necessary defensive measures.

The Prime Minister told a Press Conference this morning that despite the menacing Pakistani postures, her forthcoming tour of Europe and the USA stood "as of now". She would not say whether the Government proposed to declare an emergency because of the grave situation.

Looking confident and relaxed and replying to a spate of questions in good humour, the Prime Minister rejected the Pakistani President's suggestion for talks with India on the Bangladesh question while ruling out the personality of mutual withdrawal of troops, Mrs. Gandhi also turned down the Pakistani suggestion for the appointment of a mediator on what possible subject could mediation take place? India was involved in Bangladesh only to the extent that 13% of its population was on Indian territory following Pakistani atrocities.

She made it clear that thought India desired to settle outstanding problems with Pakistan by negotiation. Bangladesh was Indo-Pakistan issue, Bangladesh was essentially a matter between Pakistan's military regime and the people of Bangladesh. The sooner the Bangladesh refugees returned to their homeland, the better would be the chances of avoiding a possible conflagration between India and Pakistan.

Mrs. Gandhi said there had been no specific suggestions from either the USA or the Soviet Union on how to case the present situation. Everybody admired India's restraints and showered verbal praised on her. Others who were not restrained however got arms as well.

Mrs. Gandhi was not inclined to comment on the conditions places by the Bangladesh Government for a political settlement beyond stating that the problem was basically between the Pakistani Government and the people of Bangladesh. An acceptable solution had to satisfy the elected representatives of the people-the people who had been elected not so long ago in a free and fair election conducted by the military

regime itself. These representatives were elected by the biggest majority in any free election. “That election cannot be ignored”.

The first gesture the Pakistani military junta ought to make towards a political settlement was to stop the atrocities in Bangladesh and create conditions acceptable to the elected representatives.

Mrs. Gandhi said she failed to understand, why were there should be any confusion over India’s position regarding the posting of U.N. observers, India had provided all facilities for not only the members of the U.N. High Commission for Refugees but also to visiting parliamentarians and journalists from all over the conditions in the refugee camps. It was up to the U. N. to see that conditions were created with Bangladesh which would guarantee the return of refugees. The U. N. could make an approach to India after this was done. At that stage, India could certainly look into the matter. The solution which India had in mind for Bangladesh could not be spelt out in very precise terms. However, a puppet Government set up by the Pakistani rulers in Bangladesh would be no solution.

Mrs. Gandhi answered a number of questions on Sino-Indian relations but no new point emerged from the answers. The Chinese attitude towards India had undergone a gradual change. Mr. Chou En-lai's favorable reaction to the Indo-Soviet Treaty was not a sudden advance. No reply had been received from Mr. Chou to her letter. There was, however, no reason why India and China could not exchange ambassadors soon. Admitting that there were Chinese troops on the Tibetan border. Mrs. Gandhi said she did not think there was any great concentration. Her discussions with Marshal Tito indicated that the views of India and Yugoslavia on China were “broadly similar”.

In a heated reply to a question on the Indo-Soviet treaty, Mrs. Gandhi maintained that no foreign country could curtail any of India’s options whether in regard to developing nuclear weapons or taking any other action in the country’s national interest. There were no misgivings in the public mind on this score. It was only interested newspapers and political parties that sought to spread rumors. Provocations by these political parties or newspapers would not make any difference to the Government stand. The treaty has strengthened India’s position and had contributed further to Indo-Soviet friendship.

Mrs. Gandhi admitted that the refugee influx had imposed a severe strain on the country’s economy. Even so, the Government was trying to ensure that the Fourth Plan went through. The Finance Minister had already met the Chief Ministers to examine the possibility of raising additional resources. The question of prices was one of demand and supply, and the Government was adopting certain fiscal and other policies which she hoped will make an impact on price.

The Prime Minister described as “one of those typical Press misstatements” that she had set a time limit of six months for the return of the Bangladesh refugees. What she had actually done was to give Parliament an assessment of the financial burden involved over a period of six months because of the refugee influx. India, she said, was facing the

consequences of what had happened inside Bangladesh. Apart from the tremendous economic burden, what caused more anxiety, was the likelihood of social and political tensions erupting in an area which was sensitive at the best of times. Besides, there was the problem of peace, security and stability of the eastern region.

It was pointless to make a distinction between governmental priorities between seeking a political solution and international assistance for refugee relief. India had sought financial assistance because of the burden involved but there was no question of the refugees staying on in the country. They were here on a temporary basis and sooner they returned, the better. The freedom struggle in Bangladesh would, however, definitely succeed. History showed that such struggles might receive setbacks but ultimately they won. Additionally, the entire people of Bangladesh supported the Mukti Bahini and this was a noteworthy point a large number of Bangladesh citizens outside were also helping the Mukti Bahini with resources.

UNI and PTI add: On West Asia and Indo-China, she said in Indo-China, the situation was changing but in the Middle East it remained the same. “While there are many steps being taken for a detente in Europe, the conflict in Asia continues and grows”.

There were peels for laughter when Mrs. Gandhi remarked at her Press Conference that she did not want to deny the Press of us occupation by saying anything on what a Pressman and described as “speculation” on Cabinet reshuffle.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট টিটোর ভারত সফর শেষে প্রকাশিত ভারত-যুগোশ্লাভ যুক্ত ইস্তেহার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

Indo-Yugoslav Joint Communiqué at the conclusion of the visit of President Tito to India.
October 20, 1971

At the invitation of the President of India, Shri V.V. Giri, the President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Marshal Josip Broz Tito accompanied by Madame Broz paid a friendly State visit to India from October 16 to 20, 1971. The visit provided an occasion for the manifestation of traditional Indian-Yugoslav friendship, and a powerful and fresh incentive for continued close relations and common dedication to the ideals of peace, freedom, independence and international co-operation based on equality of rights.

The president of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the President of India and the Prime Minister of India, held talks on important current international issues and on bilateral relations.

Participating in the talks on the Yugoslav side were:

Mr. Rato Dugonjic, Member of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Ilija Rajacic, Chairman of the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina, and Member of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Anton Vratusa, Member of the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia;

Mr. Marko Vrhunec, Acting Chief of Cabinet of the President of the Republic;

Mr. Milos Melovski, Counselor for Foreign Affairs in the Cabinet of the President of the Republic;

Mr. Eduard Kljun, Head of the Department for Asia in the Federal Secretariat for Foreign Affairs; and

Mr. Andjelko Blazevic, Charge d' Affaires of the Embassy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in New Delhi.

On the Indian side were:

Sardar Swaran Singh, Minister of External Affair;
Dr. Karan Singh, Minister for Civil Aviation and Tourism;
Shri Surendra Pal Singh, Deputy Minister of External Affairs;

Shri T. N. Kaul, Foreign Secretary; Shri S. K. Banerji, Secretary (East); Shri P. N. Me_on, Secretary (West); Shri H. Lal, Secretary, Minister of Foreign Trade; Shri R. Jaipal, Ambassador of India to Yugoslavia; Shri K. P. Menon, Joint Secretary, Ministry of External Affairs; Shri R.D. Sathe, Joint Secretary, Ministry of External Affairs; Shri A. P. Venkateswaran, Joint Secretary, Ministry of External Affairs.

Both sides discussed the changing configuration of the international situation and agreed to intensify and co-ordinate their efforts further in the international area in the interest of world peace and the struggle for freedom, national liberation and independence.

Identity or closeness of views on many important questions of interest to the two countries was manifested during the talks which were held in an atmosphere of sincere friendship and in a spirit of mutual confidence and understanding.

Both sides noted with satisfaction that co-operation between the two countries had been further strengthened and consolidated over the years. It was acknowledged that there exist great possibilities for the further expansion and intensification of mutual co-operation in all spheres on a long-term basis. To that end they agreed to continue the practice of regular bilateral consultations.

The two sides stressed the necessity for the appropriate economic authorities of the two countries to undertake, through the Joint Committee and other bodies all measures designed to promote the further successful development of economic co-operation, including joint projects in either country or in third countries and the sharing of scientific and technological expertise on a mutually advantageous basis.

The grave situation created as a result of the recent events in East Bengal was discussed. The Yugoslav side shared India's deep concern over the serious social and political tensions engendered in India and the strains placed on India's economy, by the presence in India of many millions of refugees, whose number is daily increasing by many thousands. Both sides agreed that the problem could only be solved by a political solution acceptable to the representatives who had been elected by the people. This would enable the normalization of the situation in East Bengal, put an end to the exodus, and enable the refugees to return to their homeland in safety and honor, irrespective of their race or religion.

Both sides called for urgent measures to achieve this objective in accordance with the wishes, inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal. It was agreed that any attempt to by-pass the so clearly expressed wishes of the people would further aggravate the problem.

Both sides agreed that any postponement of the solution of the problem, which is in itself a source of instability and tension, is likely to lead to a serious aggravation of the situation.

The Yugoslav side expressed its concern over the fate of Sheikh Mujibur Rahman and manifold adverse consequences that the present treatment of this prominent public

figure might have. President Tito expressed the conviction that a human approach to Sheikh Mujibur Rahman would be in the interest of the peaceful political solution and in the interest of peace and stability in the sub-continent, as he had laid down in his appeal to the President of Pakistan, Mr. Yahya Khan, on August 14, 1971. The Prime Minister of India reiterated that Sheikh Mujibur Rahman, the selected leader of East Bengal, should be released unconditionally as an essential pre-requisite to a peaceful solution.

The Prime Minister of India stated that the Government of India are determined that the refugees must go back to their homeland without delay and that urgent measures need to be taken to that end. The Yugoslav side agreed with this. Pending the speedy return of the refugees, both sides agreed that the care of these millions of refugees must be concern of the entire world community and effective and prompt international action needed to be undertaken to that end.

The two sides noted that in Europe, although still divided and burdened by the vestings of the last war, conditions have improved, creating an atmosphere for strengthening security and peace and for constructive co-operation among the European countries on a basis of equality.

It was felt during the talks that-in spite of certain positive trends and serious attempts to solve some major world problems by negotiation-the policy of force, aggression and interference in internal affairs continued in international relations, constituting a danger to the independence and security of countries and an obstacle to their independent development.

Both sides were firmly of the view that their policy of non-alignment was an important bond between them. Yugoslavia and India dedicated to the principles and objectives of non-alignment and considering that the present international situation calls for international activities by the non-aligned countries, agreed to take resolute steps for the implementation of the programme adopted by the Conference in Lusaka.

Both sides considered the disquieting international monetary crisis and economic situation. They noted that no progress had been achieved in reducing the gap between the developed and the developing countries and in removing the discriminatory measures negatively affecting the developing countries.

They reaffirmed that the developing countries, which are most affected by the present world economic crisis, should take more energetic steps collectively to improve the situation.

Both sides agreed that the concrete programmes for development, co-operation and integration amongst developing countries at inter-regional, regional and sub-regional levels for accelerating economic growth agreed to at the Lusaka Conference of nonaligned States should be implemented for more rapid development of the developing countries. In this contest, they stressed the importance of the Conference of Asian Foreign Trade Ministers of Bangkok and the Ministerial Conference of the Group of 77 which will be held in Lima later this month.

They agreed that the developing countries should ensure a consensus of opinion at Lmasio that a common platform is formulated for U.N.C.T.A.D. III and the UN Development Strategy for the Second Development Decade is successfully implemented.

Both sides stressed the need for urgent measures for the purpose of promoting agreement on general and complete disarmament, including-in particular-nuclear disarmament, under strict and effective international control.

The two sides discussed the activities and the role of the United Nations, and underlined the need for scrupulous respect for and observance of the provisions of the Charter by all Member-States of the United Nations. They agreed to the necessity for ensuring universality of its membership. They welcomed the admission of Bhutan, Bahrain and Qatar to the U.N. They attached particular importance to the immediate restoration of the legitimate rights of the People's Republic of China in the United Nations. They also considered that the divided and other countries outside the U.N. should be enabled to take part in the activities of the U.N. and its Agencies.

Both sides declared their support for national liberation movements and the struggle against colonial domination and demanded the complete elimination of the vesting of colonialism in accordance with the U.N. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. They condemned racist policies and practices as a gross violation of human rights and fundamental freedoms.

The two sides expressed their concern over the continuation of the war and foreign intervention in Indo-China. Stress was laid on the indispensability of the rapid withdrawal of all foreign troops from Indo-China, in order to enable the peoples of that region to live in peace and security and to decide freely their future destiny without any interference from outside. In this connection, they noted that the seven-point proposal of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam constituted an important basis for a peaceful political solution of the question of Vietnam. They expressed the hope that a peaceful solution of the Vietnam, Laos and Cambodia questions would be found within the broad framework of the Geneva Agreements.

The two sides expressed their serious concern over the tense situation in West Asia and the absence of concrete results in solving the crisis. They agreed that any further postponement of a peaceful solution in conformity with the Security Council Resolution of 22nd November, 1967, would pose a grave danger to international peace and security. They reaffirmed the need for urgent measure to achieve a lasting, stable and just peace on the basis of implementation or the abovementioned Resolution, including the withdrawal of Israel from Arab territories and respect for the legitimate rights of the people of Palestine.

The President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia invited the President of the Republic of India, His Excellency Shri V.V. Giri, and the Prime Minister, Madame Indira Gandhi, to visit Yugoslavia. The invitations were accepted with great pleasure.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পাল্টা আঘাত হানতে দুই মিনিটের বেশী সময় লাগবে না’- প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক আনন্দবাজার	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

আমরা প্রস্তুত, পাল্টা আঘাত হানতে দুই মিনিটের বেশী সময় লাগবে না

নয়াদিল্লী ২১ অক্টোবর-ভারতের সমর প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে এবং সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানকে পাল্টা আঘাত হানতে দুই মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা আজ এখানে এই কথা বলেন। এ খবর ইউএনআই-এর।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রামও দৃঢ়কণ্ঠে আজ ঘোষণা করেন যতক্ষণ পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধের হুমকি থাকবে ভারতও পাক সীমান্ত থেকে সৈন্য সরাবে না। আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার এই খবরে আরও বলা হয়েছে, শ্রীরাম তার মন্ত্রকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির সভায় আজ বলেন যে, ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ভারতের সমর প্রস্তুতির কোনো রকম শিথিলতা হবে না।

পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকিতে সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, পাক আক্রমণ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ভারত বিন্দুমাত্র ভীত নয়। ভারত আক্রমণের মতো নির্বুদ্ধিতা করলে পাকিস্তান সমুচিত জবাব পাবে।

তবে তিনি মন্তব্য করেন, পরিস্থিতি গুরুতর। পাকিস্তানের সেনা সমাবেশের জন্য পশ্চিম সীমান্তে ভারতকেই সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছে।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী শ্রী শুক্লা এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির এক হিসাব দেন। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাক আক্রমণের পর সমরাস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের সর্বাত্মক অগ্রগতি ঘটেছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে এখন আধুনিক ও অতি আধুনিক সমরাস্ত্র বৈজয়ন্ত, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ, মিগ প্রভৃতি।

দেশের অস্ত্র কারখানাগুলিই প্রতিরক্ষা চাহিদার বড় অংশ মেটাচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্ররোচনার মুখে ভারতের সংযমকে দুর্বলতা মনে করলে পাকিস্তান মারাত্মক পরিণতির মুখে পড়বে- রাষ্ট্রপতির সতর্কবাণী	দৈনিক যুগান্তর	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপতির হুঁশিয়ারী

নয়াদিল্লী, ২২শে অক্টোবর (পিটিআই)-রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, গুরতর ও ক্রমবর্ধমান প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত যে সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে তাকে যেন দুর্বলতার চিহ্ন বলে কেউ ভুল না করেন।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

আজ সকালে ইরাকের রাষ্ট্রদূত মিঃ আবদুল্লা সালেমুস আলসামারায়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে যখন তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করছিলেন তখন রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে ৯৫ লাখেরও বেশী শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় ভারতের সামনে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই শরণার্থী আগমন বন্ধ করতে হবে এবং এরা যাতে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন্ধু দেশগুলো নীরব থাকলে শান্তি আসতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সমস্যাটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়, এটা হল পূর্ববঙ্গবাসী এবং পাক জঙ্গীশাহীর পরিচালিত নির্বাচনে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হওয়ায় এর উদ্ভব। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপকভাবে শরণার্থী আগমনের কথা উল্লেখ করে ইরাকী রাষ্ট্রদূত বলেন, ইরাক বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যার মানবিক দিক এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অসুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

তিনি বলেন, উন্নতিশীল দেশগুলোর ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি থাবা বিস্তারে উদ্যত। তাদের এই অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধুর প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হোক, গণতন্ত্রী ইরাক সরকার তা আশা করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কয়েকটি রাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৩ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI’S BROADCAST TO THE NATION, OCTOBER 23, 1971

Tomorrow morning, I leave on a tour of some foreign countries. I want to tell you that, however far I might be, my thoughts will be with you here in India. One cannot leave with a light heart at such a moment. Our country is facing danger. Yet, after much thought, I decided to undertake the journey. The invitations were of long standing, and it seemed important in the present situation to meet leaders of other countries for an exchange of views and to put to them the reality of our situation.

The defence of our national interest, as indeed the solution of any problem, rests ultimately in our own hands. But the very gravity of the situation demands that we do not speak or act in anger or in haste. It is a time for alertness, not only of our defence forces, but of all our people. In the last few months, the world has witnessed the courage, dignity and self-restraint with which we have faced this challenge. I am sure that you will meet all future dangers in the same spirit. We need unity and discipline. I sincerely hope that political parties of all persuasions will stand with us.

Every section of the population, every home, is bearing hardship. All efforts must be made to conserve the nation’s resources, and to raise more. Higher production is essential in agriculture and industry. Farmers and workers, managers and factory owners, should all bend their energy to this over-riding national duty.

In any crisis, hoarding is an anti-national crime. A special responsibility rests upon businessmen not to increase prices even if there be opportunity of gain. We must work harder and save more. We must guard against all that weakens our will. Rumours which create doubt must be scotched, and incitement to communalism must be resisted.

Despite the burden imposed by the influx of refugees from Bangladesh and the crisis on our borders, we are determined that our programmes to help the landless and the unemployed do not suffer. We are going ahead with the Plan. The Indian people are hardened to difficulties and will not be deterred from building a better and stronger country.

My confidence in the solidarity and the sense of responsibility of the Indian people enables me to go on this journey. Let us sink all difference of party and religion. Let us stand united and work together, devoting all our strength to the cause, the freedom and integrity of our nation.

Joi Hind!

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ দিবসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১

FOREIGN MINSTER SARDAR SWARAN SINGH'S SPEECH AT A U.N. DAY FUNCTION IN NEW DELHI, OCTOBER 24, 1971

Following is a report on the speech:

Mr. Swaran Singh said it was essential that a political solution acceptable to the already elected representatives of the people of East Bengal is brought about to enable the refugees to go back to their homes and hearths.

"The international community must realise the urgency and gravity of the problem and the human suffering involved, and discharge a great responsibility devolved on it by acting in a concerted manner", he said.

Mr. Swaran Singh said Pakistan had been unsuccessfully trying to divert the attention of the world by aggressive posturing and build-up of forces and tensions along Indian's borders to cover up its own responsibility for the tragic happenings in East Bengal.

"However the basic issue in East Bengal, as well all know, is a political one", the Minister pointed out.

India, he said, was looking after the Bangladesh refugees as a trust, on behalf of the international community, till safety and peace were restored in East Bengal, so that they could go back to their own homeland with honour, in freedom and security.

The External Affairs Minister regretted that while the conscience of mankind as a whole had revolted against the genocide and repression by the Pakistani military regime in East Bengal, "the wheels of Government" had moved but slowly.

Mr. Swaran Singh observed that only a solution which was acceptable to the elected representatives of the people of East Bengal would create the conditions essential for the return of the refugees.

He accused Pakistan of having massed its troops across the Indian border's and indulging in provocative acts in order to cover up its ignominious record in East Bengal.

Mr. Swaran Singh, who covered a wide range of issues relating to foreign Policy also pleaded for universality of U.N. membership so that many countries, and outside its fold, could become part of the world fraternity.

Mr. Swaran Singh said the achievements of the U.N. in the social and economic fields had indeed been remarkable. But he could not say the same about the political sphere.

While not minimizing the contribution made by the U.N. in staving off major conflagrations, the External Affairs Minister pointed out that many major problems still awaited solution. He referred to the deliberate and persistent refusal of the minority governments in many African countries to allow the voice of the majority to prevail.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ব্রাসেলসে রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE RO9YAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, BRUSSELS, OCTOBER 25, 1971.

. . . . . A new crisis which has arisen surpasses in its magnitude all the earlier crisis which have confronted us. Over nine million people of East Bengal-practically equal to the population of Belgium-have been terrorized and persecuted by the military rulers of Pakistan, and have been pushed inside our territory, jeopardizing our normal life and our plans for the future. Should the w2orld not take note of this new king of aggression? This is not a civil war in the conventional sense. It is a genocidal pogrom of civilians merely because they voted democratically. It is cynical use of helpless human beings as a weapon against a neighbor nation. We in India have shown the greatest self-restraint, but there is no doubt that our stability and security are gravely threatened. Indeed, we feel the threat is to the peace of the entire region. The basic cause of this crisis must be remedied. A political solution must be found to this problem, and, to be effective, it must be acceptable to the elected representatives of the peoples of Bangladesh. To hold elections for seats, which are not vacant, in the present conditions of repression and chaos, has no meaning or purpose. It is the responsibility of all those who are interested in peace to create conditions to stop the further influx of refugees and to enable those who are already in India to return to their homes in safety and dignity and without further delay…………

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধের হুমকি থাকলে সীমান্তে সৈন্যও থাকবেঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা	দৈনিক আনন্দবাজার	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

যুদ্ধের হুমকি থাকলে সীমান্তে সৈন্যও থাকবে

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

(বিশেষ সাংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ২৫ অক্টোবর-ভারতের প্রতি পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি যতদিন বজায় থাকবে ততদিন সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের মোতায়েন রাখা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম ভারতের এই দৃঢ় সংকল্পের কথা আজ আবার ঘোষণা করেন।

এখানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাম বলেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন কোন ব্যবস্থা নেবে না যাকে আক্রমনাত্মক কাজ বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যে কেন আক্রমণ পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রতিহত করা হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে আমাদের দেশ আক্রান্ত হলে আমরা শুধুমাত্র সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেই তুষ্ট হবো না। শত্রুকে আমরা তাদের এলাকাতেই হটিয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের দেশে নয়, লড়াই যাতে শত্রুভূমিতেই হয় আমরা সেই ব্যবস্থাও করবো।

তিনি আরো বলেন, সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ দেয়া হলে ভারত দাবি জানাবে যে এক কোটি শরণার্থীর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার দায়িত্ব ওই সব রাষ্ট্র নিক। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী আগমন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ভারত থেকে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরার কাজও শুরু করতে হবে। শুধুমাত্র সেই অবস্থায় সৈন্য প্রতাহারের কথা ভারত বিবেচনা করবে।

শ্রীরাম বলেন, পাকিস্তানী ক্যান্টনমেন্টগুলো সীমান্তের এত কাছে যে, পাকিস্তান সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের আবার সীমান্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ভারতের ক্যান্টনমেন্টগুলি অধিকাংশই সীমান্তের ছয়শ থেকে নয়শ মাইল দূরে। কাজেই ভারতীয় সেনাদের সীমান্তে নিয়ে আসতে অনেক বেশী সময় প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ভারতের যে উদ্বেগ রয়েছে, সেটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ন করার কুমতলবে পাক শাসকরা পূর্ব বাংলার বিপুলসংখ্যক নাগরিককে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের সাক্ষাৎকার	দৈনিক স্টেটসম্যান	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

DEFENCE MINISTER JAGJIVAN RAM'S INTERVIEW OF THE WEST GERMAN TELEVISION-A.R.D.
OCTOBER 26, 1971

Following is a report on the interview:

Q.-During the absence of the Prime Minister, how close is India to war?

A.-Our intentions have been always peaceful. We do not want war. This is why the Prime Minister decided to keep up her engagements in foreign countries. If war comes, the responsibility will be entirely Pakistan's.

Q.-Recently you said: "It war comes, it will be fought on Pakistani soil, and we will go straight to Lahore and stay there whatever the consequences," Don't you think that, with this remark, you put in doubt the defensive posture of your Prime Minister?

A.- Not at all. We are always defensive, but (being) defensive does not mean that it our country is attacked, we will fight only on the border or on my soil. Defense, means that I will push the aggressors and, certainly, when I push them I will push them in their country, and I will push them to the point where they surrender. It does not mean aggression.

I have always said that we don't want war. In case we are attacked certainly we will defend our country, but defense does not mean fighting just on the border but pushing the aggressor inside (his territory).

Q.-How do you view the present build-up of troops on the border?

A.-You know the origin of the whole dispute. I don't know how we can be held responsible for anything that is happening or that may happen. . . . . it (the crisis in East Bengal) would have been none of our business if he (Gen. Yahya Khan) had not pushed nearly 9.5 million of his citizens to India with a mischievous design to break the economy of India and to create social tensions here.

Apart from that, he threatened us with a total war in case the freedom fighters of Bangladesh succeeded in liberating certain areas of East Bengal.

Now, if the freedom-fighters liberate certain areas, why should we be punished? And, in order to follow up his declarations he sends his troops from cantonments to border areas. Now, any Defense Minister of any country, in order to safeguard the security of his country and borders, will certainly take measures to ward off the threat.

Q.-How do you rate the combat strength of the Pakistanis vis-à-vis the strength of the army under your command?

A.-The combat strength of India is far, far superior to that of Pakistan.

Q.-In the event of war, how long do you think will it take-what is you assessment?

A.-It is very difficult to say (anything) about these matters. In the present age, any decisive war is very difficult: war continues and the powers of the world come and try for a cease-fire.

Q.-How do you assess the border situation?

A.-The troops of the two countries are concentrated on both sides of the border. Obviously, the border situation is grave, and I would not like to say much because the massive movement of Pakistani troops has created a situation in which we had no alternative but to move our troops also. When the troops are confronting each other across the border, the situation is serious and grave.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ট্রীয় বেতারে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW OF THE AUSTRIAN RADIO, OCTOBER 27, 1971.

Q.-What expectations do you connect with your visit of Austria and your world tour generally?

A.- Only the expectation of understanding and friendship.

Q.-India and Pakistan are virtually on the threshold of war. What would happen If your visits in Austria and in the other foreign capitals are unsuccessful?

A.-Well, as I said that I have just come to gain a greater understanding of the European situation and to try and give an understanding to the leaders and the people of the countries I visit about the situation in India and in Asia. So, there is no question of success or non-success on this. I will just say that I have not come with any goal of end in view.

Q.-What must happen in your opinion to avoid an armed conflict on the soid of the Indian sub-continent?

A.- Well, political settlement in East Bengal which is acceptable to the people and to the elected representatives of East Bengal.

Q.- Pakistan has accepted proposal of the United Nations to station U.N. civil personnel on Indian and Pakistani soil to observe the repatriation of refugees. Why has not India done so?

A.- Firstly, we have got 10 people from the United Nations High Commissioner for Refugees already there in India visiting the camps and the border. Secondly, what are they going to supervise if they come to India? They have first to stop the further influx which is taking place at the rate of anything from 30,000 a day to 42,000 a day. There is no point in telling people to go back when everyday they see that 30,000 more people are coming with tales of atrocities, repression and so on. Therefore, the first task of anybody who wants to interest himself in this matter is to prevent the further influx of refugees into India. Then only you can consider the next step.

Q.- The British Sunday paper "***Observer"*** has called you a dove with sharp claws. What will happen if the situation worsens in East Pakistan; there is a famine to expect? What will happen and what will the situation be, at what point of the situation will it be unbearable for India?

A.- The situation is very grave today because we feel that our stability and security are threatened. We do not believe in war as a solution of problems. We have done and we

shall continue to do everything possible to prevent the conflict from escalating. But we have to guard our national interest and security.

Q.-About three months ago there was a treaty signed between India and the Soviet Union and one article of this treaty calls for immediate measures to be taken in case of an attack or a threat of attack. Does that mean that the traditional policy of neutrality of India has been abolished now?

A.-We never had a policy of neutrality in the sense that you have it here in Austria. We had and we continue to have a policy of non-alignment, i.e., we believe that we should have freedom of judgment and action with regard to international affairs which we shall continue to judge on the merits of each particular case and in the interest of our country and what we consider to be world peace. I do not think that the treaty with the Soviet Union in any way impinges on this freedom of ours.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিয়েনায় রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI’S SPEECH AT THE STATE BANQUET IN VIENNA, OCTOBER 27, 1971.

Following are extracts from the speech:

India’s journey has not been easy, but step by difficult step we have gone ahead, belying the prophets of doom. Today, our other and not inconsiderable problems are overshadowed by events on our borders. In Austria, you have the experience of dealing with refugees. So, you can perhaps imagine the burden of looking after an influx which is of the size of Austria’s own population. But the problem of refugees is an incidental one. It can be solved only by going into the reasons which have compelled these helpless millions to leave their homes, to seek inadequate shelter and live in the greatest discomfort in over-crowded camps on our territory. Many of them, even during the heavy rains of the monsoon, were forced to sit under trees for days. The Indian tradition has always been to offer shelter to the persecuted. However, we cannot accept this charge as a permanent one.

At this moment, our main concern is not merely looking after a large number of people but the very real threat to our security and stability which this holds, which these developments have imposed on us. The people of India value the sympathy and understanding which we have received from Austria and are grateful for the support which you have extended to us. It is our sincere wish that Austro-Indian friendship will grow steadily over the coming years. Whether in international affairs or in domestic affairs, there are bound to be problems. Our own experience has been that no sooner do we solve one problem that ten new ones come to take its place. But we think this is part of life and we think that solving each problem itself give us the strength to face the others.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ান সোসাইটি ফর ফরেন পলিসি এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স-এ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE AUSTRIAN SOCIETY FOR FOREIGN POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS, VIENNA, OCTOBER 28, 1971.

Following are extracts of the speech:

..All of you here are aware of the serious situation which has developed in the last seven months of our borders. Perhaps you know that the two parts of Pakistan are divided by a thousand miles of Indian territory. But that is no reason for the two parts not to get on. Why the situation arose was because the legitimate grievances of the people of East Bengal were not attended to in time. When the election took place, Sheikh Mujibur Rahman who was the leader of the Awami Party, had a six-point programme. It included greater autonomy for East Bengal but it did not ask for independence or session. They wanted to have better relations with India but not at the cost of Pakistan. All that they wanted was trade with India because the economy of East Pakistan has suffered greatly since this trade was stopped.

This programme was public and the election was fought on the basis of this programme and under the present regime. So one cannot say that anything underhanded or hidden was done. But when Sheikh Mujibur Rahman won the elections with the biggest majority that any election has given a national leader, there seems to have been some rethinking on the part of the government.

One more thing I would like to point out. This is not a question of a minority wanting something from a majority. When you take the hole of Pakistan together, the people of East Bengal are in the majority. So, instead of democracy following its normal course, the period of negotiations saw the bringing over of more troops and the unleashing of a reign of terror such as has seldom been seen in the world. This is what has led to about 13 percent of the entire population of East Bengal leaving their homes and trying to take shelter in India. The size of the refugee population is about the size of your own country here. Among the victims are Hindus, Muslims, Christians and Buddhists. In the beginning the special victims of the persecution were scholars, authors and university men. We are told by people who have come from the other side that on the night of March 25, which was a Thursday, a special attack was made on Dacca University and over 300 people-students, faculty members and others-were killed.

Through the centuries India has offered refuge to the persecuted, but this time the problem is different in size and character. The tensions created in our country are political and social no less than economic, but you can imagine what the economic

burden is of looking after such a vast number of people. The threat to our security and stability is also very real.

Our progress has sharpened our people's impatience. It is not true to say that the poor are poorer, because even the poor have advanced a bit. But it is true that they see their poverty with much sharper eyes. It is true that they are not prepared to wait any longer. We have taken the path of socialism because we feel there cannot be real democracy if there is a very great economic inequality. Even thought the Constitution gives equal rights, if a very large part of the population is not able to benefit from what the Constitution gives them, then democracy cannot be complete. So if India cannot maintain its stability, I think it does threaten Asia and it does threaten world peace as well. Governmental and parliamentary leaders from many countries have shown understanding of the issues involved, but many others are acting, may I say, with somewhat lack of insight.

I am thankful for the understanding and sympathy which I have found in Austria. Many ordinary people, a woman who sells vegetables, children, different groups like this, have come to me to express their sympathy, and even to give small donation. I am grateful for this sympathy and appreciate the fact that people should extend a hand of friendship at this difficult time. This is the basis of peace in the world: when we can regard the trouble of others as our own and try to help.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে অবস্থার মোকাবিলায় ভারত প্রস্তুত-অর্থমন্ত্রী চ্যবনের মন্তব্য	দৈনিক আনন্দবাজার	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

উদ্বাস্তুরা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করগুলি প্রত্যাহার করে নেয়া হবে

- চ্যবন

(দিল্লী অফিস থেকে)

২৮শে অক্টোবর-কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন আজ এখানে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সুস্পষ্টভাবে জানান যে, নতুন যে সব কর ধার্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সাময়িক, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, এই নতুন কর ধার্যের উদ্দেশ্যে কেবল অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই নয়, দেশবাসীকে সংকট সম্পর্কে অবহিত করাও।

শ্রী চ্যবন বলেন, সরকারের বাজেটের হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে যাবার কথা। সেই সময় পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের জন্য মোট ৪৫০ কোটি টাকার দরকার। যদিও ভারত একটা আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট হিসেবে উদ্বাস্তুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে, বাইরে থেকে যে সব সাহায্য আসছে তা অত্যন্ত কম। এমনকি প্রতিশ্রুত ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি টাকার মতো সরকারের হাতে এসেছে।

শ্রী চ্যবন স্বীকার করেন যে, পূর্ব বাংলা থেকে বিরাটসংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ভারতের অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে এবং তার অর্থনৈতিক চিত্র কিছুটা বিকৃত হতে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সমস্যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং তা দ্রব্যমূল্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফিরে যাবে বলে কেন তিনি মনে করছেন শ্রী চ্যবন তা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। এবং যদি ঐ সময়ের মধ্যে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে না পারে তাহলে সরকার কি করবেন তাও তিনি বিশদভাবে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তার মতে, পরিস্থিতি ক্রমশ দানা বাঁধছে। তবু তিনি সংকট নিরসনে ভারতের তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না। তিনি আরও বলেন, সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াতে ভারত কোন চেষ্টাই বাদ রাখবে না। তবে আমাদের উপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তা আমরা সেই জরুরী অবস্থায় মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে আমাদের অর্থনীতির উপর আরও চাপ পড়বে।

জাতীয় অর্থনীতির চিত্রণে শ্রী চ্যবন বলেন, উদ্বাস্তু আগমনের ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ পড়া সত্ত্বেও সরকার সামাজিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় অগ্রসর হতে কৃতসংকল্প। এই সব ক্ষেত্রে কোন রকম ছাঁটাই হবে না। শিল্প ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় অর্থমন্ত্রী কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি মোটেই সন্তোষজনক নয়। সরকার ইতিমধ্যেই এই সমস্যা বিচার করে দেখেছেন। শিল্প ক্ষেত্রে বর্তমান অচলাবস্থার কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশে পরিকল্পনা কমিশন সারাদেশে একটা অনুসন্ধান শুরু করেছেন। কারণ নির্ণিত হবার পর অবস্থার উন্নতির জন্য সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী চ্যবন নিশ্চিত, এই ব্যবস্থা যদি সফল করা যায় তাহলে বর্তমান যে মূল্য রেখা উর্ধ্বগতি হয়েছে সরকার তাকে ঘরে রাখতে সমর্থ হবেন। কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনের সামগ্রিক চিত্র ভালোই রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সরকারের হিসাব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বন্যা ও খরা ত্রাণে বাজেটে মাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যকে মোট প্রায় ১৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এর ফলেও আমাদের অর্থনীতির উপর কিছুটা বাড়তি চাপ পড়েছে।

যাই হোক, ভালোভাবে অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্যয় হ্রাস করে বিশেষ করে পরিকল্পনা বহির্ভূত বিষয়ে-সরকার পরিস্থিতি সামলে নেবেন বলে আশা করছেন। এ কাজে রাজ্য সরকারগুলির সাড়াও উৎসাহব্যঞ্জক।

আবার সরকার আবশ্যিক দ্রব্যগুলির বিলি বণ্টনের মূল ব্যবস্থাগুলি ঠিক করে রাখবেন যাতে প্রয়োজন হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্ট্রোল প্রবর্তন করা যায়। তবে এই মূহূর্তে সরকার কন্ট্রোলের কথা ভাবছেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনস্থ 'ইন্ডিয়া লীগ'-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩১অক্টোবর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S ADDRESS TO THE INDIA LEAGUE, LONDON, OCTOBER 31, 1971

Following are extracts from the speech:

.... You all know that just before the elections, before the split in the Party even, India had gone through a very bad period of drought. It was a period when foreign newspapers started printing headlines such as "Will India Survive? Will Democracy Survive in India?" We in India are used to a great deal of misunderstanding and criticism. When we were fighting for freedom, the question raised was: "Can freedom be won with non-violence?" We stuck to our path and we proved it could be won by non-violence. Then the question was raised; "Can such a large country with so much illiteracy be democratic?" We proved in our five elections that democracy can work and that democracy has taken deep root in India. Democracy has been an educative process, because with every election we see a greater maturity amongst the Indian people. I can't say that everybody votes wisely, but if there are people who are misled by propaganda or who consider irrelevant factors in their choice, their number is certainly not larger than similar people in countries where there is much more education and much more affluence.

So this was the situation in India when we gathered together for our new Parliament. We came with high hopes and having raised the hopes of the entire people of India, we had hardly begun thinking of all the programmes that had to be initiated when, after a week, a very big burden fell on us and a very big event took place across our borders. It has disrupted our lives, but it is something very much more than that. I find that there in England and in other countries which I had visited, this border situation tends to be considered as a very limited problem, as a problem of refugees. I do not want to say that the refugee problem is a small one-9,000,000 people can never be small, no matter where they are-and certainly to have 9,000,000 extra people at a time when you can ill afford to look after your own people is not an easy task. But the problem of Bangladesh is not merely the problem of the refugees in India. It is a far deeper problem and one which affects us in many ways. The refugees have highlighted the problem for us in India because they have posed not only a tremendous economic burden, they have created social problems, political problems and, above all, the question of the security, the stability and the integrity of India. We are equally concerned with the tragedy which is taking place outside of our country. Rarely has the world witnessed the sort of atrocities and barbarities which we hear described by the refugees who are daily pouring in.

At the time when I was working for the India League, our main concern was freedom for India, but we were no less concerned about what was happening in Europe, because that was the time when there was the Spanish Civil War, it was a time when Fascism and

Nazism were gaining strength in Europe and the India League was rightly concerned with all these movements and all these troubles because we believed that if man's spirits is crushed anywhere that is a defeat for all of mankind.

Today, the problem of Bangladesh is the same. It should be of concertino every human being who believes in freedom, who believes in basic human rights, who believes in democracy. Of course, there can be no democracy unless there are basic human rights. I would not like any of you to think that either I myself, or the Government of India, or even the people of India, are in any way against Pakistan or the people of Pakistan, Far from it. We have always wishes them well because we believe it is in our interests that in our neighboring country also there should be peace, stability and progress. We know that just as our major problem is the problem of poverty and disparities, this is so the problem of Pakistan. We are deeply concerned about the welfare of the people there. But we know also that peace and stability, prosperity and progress, can only come when you pay attention to the wants of all your people. In India also, we have areas which are backward, areas which have been neglected, but we are trying our very best to see that the neglect of ages is wiped out now. We know that it cannot be done by magic and neither do the people expect us to do this, but we are taking steps in every area to see that the legitimate grievances of the people should be removed and that the people themselves should be involved in planning and in working out their development programmes. This is what democracy has meant for us-not merely that people have a vote but that they should participate in all the programmes to make democracy work-and bring a better life to the people.

Just before we had our elections, there were elections all over Pakistan. We had no contract with any political party there, but we had heard from many people that there was a like hood of the Awami League winning the elections. We had no idea that they would win with such a tremendous majority. I think it was perhaps the biggest majority that any free election has given. But, while in our country the result of the election was an automatic one, that a party won and the leader of the party became Prime Minister, across the border the event took a very different, a very tragic and grim turn. I am told that the leaders of Bangladesh were on March 24 given the impression that something was coming out of the talks being held. There was a possibility of understanding. Later on, of course, it seemed that this type of negotiation was used to bring more troops across the seas, and when they were ready with the troops of March 25, the great massacre began. As is perhaps usual in all such conflicts, the brunt of it was borne by the intellectuals. One of the very first attacks was on the University and a large number, I believe over 300 people, were killed on that very first day in the University area-students, professors, etc.

To India came an abalanche or a flood of people such as, I think, the world has not known, India is used to refugees. It is not a new phenomenon for us. We have had people from many different countries over the centuries and it has been our tradition to open our doors to help them to find a new life. But you just cannot keep on doing this all the time. To have millions of people in a few weeks is more than even such a big country like India can manage. We do not have the place, we do not have the money, we do not have

the materials. We welcome help from outside but, as I said, if giving help means that people are going to think only of the refugees and forget the main problem, then it will not help the refugees and it will not help India. Of course, it will not help Bangladesh either, because we want the refugees to return, and we are fully aware that they cannot possibly return unless more refugees stop coming. Today, they number more than 9,000,000 but every single day we have 30,000 or 40,000 new refugees coming in. The stream has not ended by any means, and each group comes with new stories of sorrow which are hair-raising.

So, the first step is that conditions should be created within East Bengal so that more people do not want to leave their homes and their homeland. Then comes the second step of asking these people to go back. The question is whether this is possible in the conditions which exist today and, obviously, it is not possible, because otherwise they would have stopped. We are told in India that we should accept observers from the United Nations. It does not really make very much difference. Perhaps some of you are not aware that we already have ten of them. We have ten observers from the United Nations High Commission for Relief and they have been there since the very beginning. We have nothing to hide and the border, as well as the camps, are open to all the foreign correspondents who visit us time and again. You who are living in England have seen the reports being published in the British newspapers and perhaps you know that similar reports are being published by the American newspapers, by many countries in Europe and other parts of the world. So the version that is coming out is not an Indian version. It is the version of eye-witness who have seen these things for themselves. As a matter of fact, most of our information comes from these people. We hardly have any way of having our own information except from the refugees and those people who come from there.

This is a very grave problem for us. It does not concern merely India-it concerns Asia and it concerns the world. Everybody today is busy telling us that we must show restraint. I do not think that any people or any Government could have shown greater restraint than we have in the face of such tremendous provocation and threat to our safety and to our stability. But where has the restraint taken us? With all our restraint we are not getting any nearer to a solution. On the contrary, the military confrontation, as the other confrontations which I mentioned, political, economic, social, administrative, are steadily getting worse.

People have asked me how long can India manage? Actually that date has long since been passed. I feel that I am sitting on the top of a volcano and I honestly do not know when it is going to erupt. So the question is not of how restrained we are today, but of what will happen across the border. We think this is the responsibility of the international community to see that a way out is found. Obviously, the best way, the most humane way, is to have a political settlement and that political settlement can only be with the elected leader of the people of Bangladesh, and with the elected and accepted representatives of that country.

It seems very strange to us how the situation can be normalized by suddenly declaring that some elected people are no longer there when they are very much in the world. You suddenly say that you going to have new elections and that new elections are going to solve the problem. They cannot possibly solve the problem. The elections were not considered illegal when they were held, the programme put before the people was well known to the Government and the elections were presided over by the same governmental authority. They had a six-point programme on which they fought the elections and which was supported by the vast majority of the people of both sides of Pakistan. Nobody objected to it. The time to raise an objection was before the elections were fought. They could have said, “well, we don’t approve of this programme, we are not going to accept the six points and, therefore, if you want to fight the elections you will have to re-think”. I do not know if it would have been proper, but certainly if any objection had to be raised, that was the time to raise it, not when the programme was accepted. The people thought it was accepted any they voted accordingly.

Today, India is faced with a very grave situation. Honestly, I cannot prophesy what will happen or how we can deal with it. I can only see that from day to day the situation is worsening. The crisis is becoming more acute. India is a country which has always stood against war. We have always believed that problems and disputes can be solved by negotiation and by discussions. But there is such a thing as national interest and we cannot allow our national interest, the interest of the people, of their security and their stability, to suffer. This is the situation. But, as I have said to my people in India, which I would like to repeat to all Indians here, the grave the situation becomes, the greater the necessity to be calm and collected and think things out with a cool head. Whatever happens, we must look not only at the near future but at the distant future. We in India will naturally take all those steps which are necessary to secure the sort of future which we have hoped for and worked for before Independence and after Independence.

I want only to say that living at this distance, people see only our faults, our short comings, our weaknesses, our quarrels. All these things do exists. We do not want to hide them. We do not hide them. But if you think this is the whole of India, you will be very sadly mistaken. We may have sixteen languages or we may have more languages, that is not important. Each one of those languages serves a population as large as any country in Europe. We do not want regimentation, we do not want uniformity. But the fact remains that under all these fissiparous tendencies, demands, divisions, agitations which are constantly taking place, there is a very strong base of Indian unity. There is also a strong base of self-confidence. Time and again we were told that we could not do something and we have shown that we could do it and we did do it. I spoke to you about our freedom struggle. I spoke to you about democracy. I see ‘that’ here is a question in ‘India Weekly’ that India will never be able to feed its growing population. Well, this year, 1971, we are fully self-sufficient in food, even though we have paid attention only to wheat and rice. We still have to do a lot of research, we still have to increase production in all kinds of other fields. We were told that planning would not work, and planning certainly has its

ups and downs, but it has given is direction. In the last elections has confidence of the people has given a new coherence and a new strength to the country. Today, it is true that we are facing tremendous problems, tremendous burdens, but do not think that we are disheartened, do not think that we are discouraged. We are full of courage, full of self-confidence and we know that we have the endurance to bear the burden however heavy. We welcome help, we want your support and your sympathy, but we are not dependent on anybody’s help or sympathy.

There is another question asked about why we turn to Russians and not to Americans. Quite honestly, we have not turned to anybody. If help is offered, we are not going to say we do not want it. We shall take it from wherever it is offered provided that it is in our national interest. The over-riding consideration is what is in the national interest. Economic progress and growth, the lessening of poverty and disparity, are important. But, there is something which is more important, and that is our freedom. We are taking only what help does not cast any shadow on our freedom. We have always believed in being friends with countries and we shall continue to believe in that and work for it, but, as I said, the over-riding consideration must be what is in our national interest, and we shall always war for that……….

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বি-বি-সি'তে প্রচারিত মার্ক টালীর সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার	‘দি ইয়ার্স এন্ডীভার’	১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

A SERIOUS SITUATION

Question: Prime Minister, it has always been India’s point of view in this present crisis over the refugees, that other countries should put pressure on Pakistan to ameliorate the situation in East Pakistan so that the refugees can go back. What sort of pressure do you envisage that other countries could put on Pakistan?

The Prime Minister: Well, Pakistan has been getting help, military and economic, from other countries and I think that had this been made clear at the beginning that they would not get support in this adventure or misadventure that they are indulging in Bangladesh, this matter would never have gone so far.

Question: But do you think there is anything now that other countries can do?

The Prime Minister: Quite frankly, I don’t really see anything very specific myself, but I am one of those people who are born optimists and therefore I feel that the most insoluble problem has some solution if people are only willing to find it.

Question: It is perhaps a little unfair to ask you this before you have been to the United States, but are you particularly worried about the attitude of the American Government in this matter?

The Prime Minister: I wouldn’t isolate the American Government because I think that many Governments are hesitating to take a positive stand on this issue and because of the large number of refugees and the very real economic and other burdens on us, people’s attention is divided to the refugees. We are fun of sympathy for them and we do want help from them, but it would be very unfortunate if all the attention is on looking after the refugees rather than solving, removing the cause of why this exodus is taking place. Because as long as you don’t deal with the cause you simply can’t do anything except provide a little bit more comfort to the refugees.

Question: What is the remedy for this cause?

The Prime Minister: Obviously to solve the problems of East Bengal.

Question: But could you be more specific, how would you see them solved?

The Prime Minister: Well, first I think it is for the people themselves and their elected leaders to decide what they want or what settlement they want. But so far as I am able to gather, I doubt very much if they will now settle for anything except their full rights.

Interview of B.B.C. by Mark Tully, November, 2, 1971.

Question: By their full rights you mean autonomy within Pakistan or Independence.

The Prime Minister: At this moment there is lot of bitterness and hatred on both sides, but more on the side of the East Bengalis because they are the people who have been killed. They cannot forget what happened on the night of 25th March when there was this entirely unprovoked attack on the university where students and faculty members were killed in large numbers. And even now, although everybody is being killed, the concentration is on the intellectuals, on the young people and on the minorities.

Question: I think there has been universal admiration for the way that India has coped with the problem of looking after the refugees. But I think some people are confused as to why India will not accept a large United Nations presence in the refugee camps as Pakistan has suggested. Why won't India accept this?

The Prime Minister: If I may deal with the admiration part first. It is a little bit of an irritant because, it is nice to be admired, but if people think you say a few flattering words and that is enough, well it is not because we are getting the verbal admiration and it seems to us the others are getting the more material help. So far as the U.N. observers are concerned we already have ten people. Ours is an open society, no censorship on newspapers, no limitation or restriction on who will visit the camps and everybody does, not only from other countries, but even people from our own country, whom we would rather wish they did not go, but anyway they go there and to the border and so on. What would be the purpose of more U.N. observers? There are ten of them now. It is only a device, I think, of Pakistan to show that India and Pakistan are on the same level. This is what we resent. It does not matter if a hundred U.N. people come. But quite frankly they will be able to do nothing. Apart from that, what we resent is the two countries being put on par.

Question: The guerillas in East Pakistan are clearly one of the reasons why there is unrest there still and yet India is widely reported to shelter them and give them some assistance. Don't you feel that if you were to withdraw this shelter and assistance then the situation might calm down a little bit in East Pakistan?

The Prime Minister: Certainly not. On the contrary I think it would be very much worse. So far as giving shelter and help is concerned, you know our border is such that we cannot stop people coming or going. Even British teams have gone back and forth without our knowing where they left India and where they came back. And so far as help is concerned, you know there are vast numbers of East Bengalis living in England, in the U.S. and various other countries, who are supporting this movement. Furthermore the guerillas are functioning all over East Bengal, not near the Indian border necessarily. And also the bases of them are the paramilitary forces which existed before-the East Pakistan Rifles, the East Bengal Rifles-and they already had quite a fair amount of weapons.

Question: You were elected Prime Minister, on a platform to, as you describe it, "Garibi Hatao" –to eradicate poverty. Now clearly the burden of the refugees must have set the Indian economy back. What exactly is the state of the Indian economy now?

The Prime Minister: The economy is not as healthy as it should be. All the problems are more acute, but if anybody thinks we are going under with this they are mistaken, because the Indian people have learnt, or just through sheer experience, they have the endurance of bearing enormous burdens. I think the capacity of man to suffer is limitless, and when there is a cause, such as the integrity and stability of the country, this quality, this endurance comes to the force.

Question: Could we just look briefly at India's foreign policy? The Soviet-India Peace Treaty, I this, worried some people in this country, because India, of course, has always been known as a non-aligned country and some people have felt that non-alignment and peace treaty with Russia are not compatible.

The Prime Minister: But only those people have felt so who anyhow were against non-alignment and who did not approve of it. This Treaty has not affected non-alignment in any possible way. We retain our freedom to make our own decision and take our own action.

Question: India has said that she wants to improve relationship with China. Now surely signing a peace Treaty with Russia is not going to help you to improve your relations with China.

The Prime Minister: Why not? Perhaps you have seen what Mr. Chou En-lai said. He said it would make no difference.

Question: And you are not worried about the Pakistani situation-your relationship with China either.

The Prime Minister: No.

Question: What about the United Nations? India has always supported China's entry into the United Nations. Do you feel that now that China is there, the United Nations is going to function more efficiently or less efficiently?

The Prime Minister: I think that is hardly a fair question. I really do not know how it is going to function. Only the future can tell. There is no reason why it should be less efficient. You can say it may take another direction.

Question: Now could we turn finally to aid and trade. President Nixon announced a package decision to protect the dollar, and only at the weekend we bear the Senate's decision on the Aid Bill. Are you concerned about these general signs of American isolationism and the possible effect of it on trade and a trade war building up?

The Prime Minister: Naturally it will affect our economy, but these are matters for the Americans to decide and we just have to adjust to whatever they do. But there is one fact, which is, that in the last year the whole nature of these loans has been such that, whatever we get, almost seven-eighths of it is used in repayments, so that we don't get very much anyhow.

Question: I know that India has taken a particularly strong line on the fact that the recent discussions on the international monetary system have appeared to ignore the

interests of the under-developed countries. Do you think there is any way of bringing the under-developed countries more into these discussions?

The Prime Minister: We would only like tour interests to be guarded by these countries because if the division between the rich and the poor countries becomes sharper then I think it can only add to general tension in the world, which, in the long run will not be good for the richer countries either. And I don't think these floating currencies are very helpful. We would like to have a more stable situation.

Question: Prime Minister, lastly could I return just to the situation in India and Pakistan and ask you how seriously you view the tensions between your country and your neighbor, Pakistan?

The Prime Minister: I think that the more serious problem is not the confrontation on the border-I have come to this view only in the last few minutes I might and-but this constant effort of people in other countries to divert attention from what is the basic question, because that never solves anything. You can divert, you can find a temporary solution, but if there is an illness and you are not treating the cause of the illness, well, it recurs-and it can recur in a more violent form.

Question: But how long do you feel then that this illness can go on without the situation sliding into something far more serious, even a war?

The Prime Minister: Well, it is sliding into something more serious right now.

* * * * *

Question: Prime Minister, the mass migration of Pakistanis into India has received an enormous amount of world attention. What do you feel the choices facing India now are?

The Prime Minister: The choices are extremely limited. The situation keeps on deteriorating, which will have very serious consequences on the Indian economy, on the stability, the security and even integrity of the country.

Question: But as a result of your visit to Western Europe, do you feel that there is a possibility that the concern which nearly all countries have expressed for India, will be translated into action of some kind?

The Prime Minister: Although people here are concerned, but Europe has always looked at the world from European eyes, whereas all the other countries of Asia and Africa, because of their own compulsion, their own problems, have to deal with them from the point of view of their own interest. Many European countries-not only European, other countries as well-have been trying to maintain what they call a balance of power' on the sub-continent. I think this is a question not for me to answer, but for them to answer whether they think that an India which is weak, or not so stable, can serve any useful purpose for peace in Asia.

Question: Would you say then that you are disappointed with the result of your visits and your talks with the Prime Minister, that you don't feel that they understand the problems sufficient?

The Prime Minister: No, I am not disappointed. Firstly, because I never expect anything and I think they do have an understanding. Now the question is to feel the question or the difficulty sharply enough or deeply enough to want to do something about it.

Question: Given the long history of intractable disputes, like Kashmir, on the sub-continent, do you get the feeling that people somehow believe that it might be easier to subsidies this calamity, to pay for it rather than to solve it?

The Prime Minister: Which people? As you see now, other things may have remained the same, but India has not. We are not dependent upon what other countries think, or want us to do. We know what we want for ourselves and we are going to do it, whatever it costs. We welcome help from any country, but if it does not come, well, it is all right by us.

Question: But can you tell us what is the military situation on the frontiers with Pakistan today-because it does appear confused. President Yahya Khan of Pakistan last week called for the withdrawal of armored forces and troops to peace-time positions which suggests that you are in a state of war.

The Prime Minister: We are not in a state of war. So far as the troops themselves are concerned, they are on the borders on both sides. But President Yahya Khan should have thought of this before he moved his troops, because they did move long before our troops moved. Our troops moved only when we felt there was a very serious threat to our security. I have no doubt that had we not been prepared, he would have walked in, and I would like to remind you that we have been attached by Pakistan twice before. So for us it is not a theoretical problem at all.

Question: But last week there were reports of battalion-sized actions and aircraft being involved and casualties up in the region of something like five hundred. Is that what is happening on the border?

The Prime Minister: I doubt it very much. We have had the experience also of other statements made by leaders across the border, which they themselves have retracted afterwards in world forums. So this is not the first time that we hear all these things.

Question: But there have been artillery duels across this border for some time now, have not there-in the East?

The Prime Minister: Yes, there has been some shelling.

Question: Are they continuing?

The Prime Minister: I think so.

Question: Broadly then, how would you describe the tension on the borders? Is it..?

The Prime Minister: Well, it is very tense, as I said, it is extremely serious.

Question: And is the momentum towards war, do you feel, still gathering speed, or is it being slowed down?

The Prime Minister: Let us put this in perspective. War is an evil thing. India has always stood out against war, no matter where it took place. But there are things which are more important, and today we feel that not only for the sake of the Indian people but for the peace in Asia and world peace, stability, integrity and the security of India, is of first importance. I don’t think anything should divert the world’s attention from this point. This is the major point.

Question: Yes, I was really putting to you that there seems an inevitability about the way things are going-a slide towards war, which-as you say-you are deeply concerned to avoid-at all costs if you can, but is the situation-is it that-is there a momentum towards war, which you feel that you cannot yet arrest?

The Prime Minister: We have arrested it. If I had not been calm and restrained, the fighting would have been bad. What word have I uttered, or anybody from my Government for that matter, which could be constructed as a threat or as a push towards war? But if you look at some statements on the other side, there is no doubt whatsoever, absolutely Public.

Question: Is there a risk that you will be attacked by Pakistan, in your view now, at this moment?

The Prime Minister: One just can’t say, and it also depends on what you consider an aggression. In 1965, thousands of infiltrators were sent and they said they didn’t commit aggression but after all it was an aggression when they were obviously there to occupy the place and make way for the army.

Question: Do you believe that conditions are favorable to secure the return of the refugees by tougher action, either diplomatic or in the last resort, military? Are the conditions now favorable for that?

The Prime Minister: I don’t know where conditions are ever favorable to this. Sometimes things just have to be done. We in India are determined that we are not going to be saddled with Pakistan problems. They had a problem-very large number of persons who voted against the present regime, in a free election held under the supervision of the present Government of West Pakistan, who voted democratically, have been either killed or pushed across the border. Now, why should we receive another country’s problem like this? Would this make sense to anybody?

Question: But how great is your determination to do this and do you have some time in mind within which you must do it to make it credible?

The Prime Minister: I am not interested in making anything credible. I am interested in the future and the present for that matter, of my country and my people. Now they have faith in me, and I cannot betray that faith.

Question: Now you have spoken of the first steps which are necessary to do something about this inundation of refugees and you have said that first of all continuing exodus must be stopped, but what first steps can be taken to stop that?

The Prime Minister: Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops.

Question: You have spoken of first steps needed to improve the situation, the first step being to stop the exodus of refugees. Now can it not be fairly put to you that you are contributing in a way to be exodus of the refugees by you support for the Pakistan guerillas who are operating in East Pakistan-Pakistan army takes reprisals against them, against villages which harbor the guerilla fighters and that causes the exodus, or is at least in part responsible for it. Now must not you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerilla armies operating in East Pakistan?

The Prime Minister: Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondents of British newspapers, of American newspapers, of French newspaper, Canadian Newspapers, Arabian Newspapers? The massacre began long before there was a single guerilla.

Question: But as a contribution to quietening the situation as I say..

The Prime Minister: Now, what does quietening mean? Does it mean that we allow… We support the genocide, and do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that 'No, we are going to quieten the situation'. That is not quietness. That is the worst possible type of war, it is the worst possible type of violence.

Question: But how then, without something done to control the guerilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army can you secure these first steps?

The Prime Minister: When Hitler was on the rampage, why didn't you say 'Let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die. Would you say that was quiet?

Question: But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus…?

The Prime Minister: It is not for us to this would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention to it. They knew this was happening the newspaper people were sending reports. We got most of our news from the British, the American and other foreign papers.

Question: So what do you believe are the broad outlines for a settlement?

The Prime Minister: We cannot decide on a settlement for the people of Bangladesh. That is a decision which only they themselves can take. But I, can only say that to have a re-election of all seats which are already occupied to which people have been elected in a democratic and free election, is farcical to say the least.

Question: But you believe that in order to achieve a settlement and secure the return of the refugees, that the people of Bangladesh of what was East Pakistan, are going to have to settle for something rather less than full independence? Autonomy perhaps within a union but less than full independence?

The Prime Minister: Well, it depends entirely on them. This was not our show. It is their show; it is their lives we are talking about. We are not talking about some game where you make a particular move or another move. We are talking about the lives of millions of people.

Question: In one of your recent speeches you have said that you are sitting on a volcano, may I also suggest to you that you appear to be sitting on the fence, that you are standing all of from this problem. You say it is a question to be settled between the two wings of Pakistan, between east and west, but how are they to be brought together?

The Prime Minister: We do not know how they are coming together. It is our concern insofar as it affects us. While the matter is basically between the military regime of West Pakistan and the people and their elected representatives of East Bengal, Pakistan troops are massed on our eastern borders also. So, therefore, we are in no way sitting on the fence and saying we are not concerned. We are concerned. But we cannot decide what the people of East Bengal will do. Only they can take that decision.

Question: But when you stand aside like that, can you really afford to, when India is giving sanctuary and support to those who wish to liberate East Pakistan. You are involved and you have also refused an offer off talks with the President of Pakistan. Is there not a contradiction in your position?

The Prime Minister: None at all. Do you want us to murder the people who come to India. The only way we could have stopped them was to kill them off. There was no other way out at all and nobody has been able to suggest that there was a way out.

Question: No, of course, I don't suggest that and I don't really see that that follows, but….

The Prime Minister: It does follow.;

Question: But I wonder why you do refuse the offer of talks. Isn't it important to talk sooner rather than later?

The Prime Minister: Talk with whom-and about what? Up to now, President Yahya Khan is telling everybody and he may be telling it now for all I know, that the situation in Bangladesh is absolutely normal. Now, either he does not know what is happening or he is telling a deliberate untruth. Either way, where is the foundation for a talk?

Question: More broadly do you feel therefore in the light of what you have just said that the whole idea of two nations on the sub-continent of India set up as a result of partition has failed?

The Prime Minister: We said so very clearly before this took place and mode of the Indian people I would say were against the whole thing. But our leader and I think

perhaps rightly thought that this would bring peace. It would give the opportunity for India to go forward and build a better life for its poor people. They wholly accepted this and we are in no way against Pakistan or the people of Pakistan for whom I have the friendliest of feelings. But I do feel that the Governments of the world today are not helping either Pakistan as a country, or the people of Pakistan. They are bolstering up a military regime, which is not interested in the welfare of its people.

Question: Does not the whole reparative tendency as shown in East Bengal, pose great dangers to you in India?

The Prime Minister: None whatsoever.

Question: Won't it excite separatist tendencies within India…..?

The Prime Minister: No No. Because we deal with our people and we see that their legitimate grievances are diminished and the problems solved.

Question: You don't see an increasing tendency for power to be devolved from the Centre throughout the sub-continent and the lingual division of states and so on as something which will be harder for you to control?

The Prime Minister: Well it is difficult for you people to understand. We don't have any divisive tendencies we have sixteen languages, we may have, twenty languages, but we are one people, India, with a strong basis of unity which is always there. But in times of crisis whether it is a crisis of this nature which is across our borders, or the kind of crisis which we had three years ago which was drought the people are one and nobody is going to be able to weaken them or disrupt that unity.

Question: Well, you can make a tremendous case for what you have just said. A week or so before the deluge of refugees descended on you, you I received a massive new mandate from the people of India which many saw as the revitalization of India democracy. You won on a programme promising radical change and reform in India. Now all that is in jeopardy because of the refugee problem. What are the consequences of your inability to fulfill your election pledges likely to be?

The Prime Minister: The Indian people, strange as it may sound to people of the West are quite mature in their judgment. They all have grievances they all have demands. But if it is a time of difficulty. I think we would stand together. We have tremendous capacity to suffer and to endure and if we have to do it we will do it.

Question: I was wondering whether the consequences might not be rather greater than that, I mean would you feel democracy itself is jeopardized unless you can fulfill your……?

The Prime Minister: Not in India. Democracy can go anywhere in the world but it will not be jeopardished in India. It is only foreign people who thought the democracy was in danger. I have never believed that for a single second.

Question: But you yourself, how do you personally feel having been elected on radical platform of change in India, to see it all jeopardized now rather than see it

sacrificed, rather than see it continue to be jeopardized what would you ask the Indian people to do as a last resort to solve this problem for you?

The Prime Minister: Well, it is very important that we lessen our poverty, that we right against the various social and economic injustices and inequalities but something is more important and that is the freedom of the country and I have no doubt not a shadow of doubt that every political party right left or centre, will be solidly with us in anything which they consider is threatening our freedom and our security.

Question: Very briefly, Prime Minister, finally, you've spoken of a need to reassess the relationship with this country. After all, our destinies have been intertwined for something like two or three hundred years now. How would you wish to see it reassessed?

The Prime Minister: Firstly to forget the past. I think that there is too much harping on what the relationship was. That relationship snapped with independence and I think it was because in the earlier years we tried to hang on to it that we had a period when there was not such friendship but I think we can now make a friendship on a new basis with a far more rational approach to the different problems of both the countries and what each of us gains by such a friend ship and I think that these is considerable ground for such mutual benefit.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রদত্ত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT BANQUET BY PRESIDENT NIXON IN A WASHINGTON, NOVEMBER 4, 1971

This room is indeed full of history, as indeed is this house in which we are today. This house has been the home of many great men whose ideas and actions have influenced events far beyond the boundaries of the United States.

I remember how thrilled I felt as a small girl, when my father first introduced me to the stirring wards of Jefferson and Lincoln. Much has happened in the world since those days. There have been many ups and many downs. But certain ideas and certain ideals have held people together.

I think, although there is so much difference between your country and mine although many miles of land and ocean separate us, there is also much in common between our two peoples, we are both large societies, composed of diverse ethnic elements, proud of our regional diversity, resentful of imposed uniformity. Our peoples are friendly and generous, wanting to be liked, quick to give expression to their feelings, and equally ready to forgive.

Naturally, there have been differences of assessment and emphasis. And since our people and our legislatures live by speaking out, there have been moments of awkward candor. But let also remember that in both our societies the most forthright critics are within ourselves.

I think that a functioning democracy converts this weakness into strength. During our Fifth General Election last March, to which you referred so generously, Mr. President, our people demonstrated the ability of the democratic process to fine answers to national problems. They gave the nation a clear and coherent sense of direction, of renewed self-confidence in and a fresh impetus to our long struggle against poverty.

The instability of the 1960's which had enervated our growth was overcome. Our plans have benefited by the long-range capital assistance and food aid so generously given by your country. Foreign aid is important because of its direct economic contribution and also as a symbol of the involvement of advanced nations, and more specially of the United States, in the developing world. But the effort in the progress of our country is overwhelmingly and increasingly that of the labor and sacrifice of our own people.

Today, we are self-sufficient in food grains. Net foreign credits constitute a small but useful part of our resources. All this was achieved not easily. And though we have smiled through these years, you know, Mr. President, how very difficult they were for India.

There was the drought during which many people thought we just would not survive. But it was that very time that we utilized to introduce our new agricultural strategy which today has made us self-sufficient.

You spoke of our elections. They were not easily won. I was telling Mrs Nixon just now that we had a very short time at our disposal because we decided to hold the elections a year and a quarter earlier than we need have, because we were just tried of people telling us: “You are the minority Government. You have no right to do this and you have no right to do that”. We said, “all right, let’s have elections”. In 43 days I traveled 36,000 miles. I had 375 meetings, all with over 100,000 people, some with 200,000 or 250,000. This was one person’s effort, but it also naturally needed the efforts of hundreds of thousands of other people. Why we won the election was not merely because of our effort, but because we were able to convince the people who are in a majority, the poor people, the smaller business men, the smaller farmers, those who had been under-privileged, the minorities, and, above all, the young people of all classes, that we had something to offer which others did not.

So, the campaign became not a campaign of a political party, but a campaign of the people. I don’t know what happens in the United States, but not all of our workers were equally enthusiastic about all our candidates. (President Nixon: It is the same.) In some places naturally we thought we had the best candidate. In some places we sometimes didn’t for various reasons. But there were many places where we thought we would not win because there was not co-operation between the candidate and those who were supposed to make him win. But this is where the people came to the fore and said, “if this is a candidate belonging to Mrs. Gandhi’s party, we will make him win, whether the party wants him or not, or anybody else wants him or not”. This is how we won these elections.

We had met in the new Parliament for only a week, and like all politicians we were still busy patting each other on the back and congratulating one another, when suddenly our entire world changed. What seemed to be a part of sunlight, just waiting for us to go ahead and solve the problems which remained, was covered with a very large dark shadow. And without warning, a major crisis erupted across our frontiers and well nigh engulfed us, seriously threatening our hard-earned stability.

What has happened is now part of contemporary history, I shall not dwell on it, but may I recall the sheer magnitude of the problem? Can you think of the entire population of Michigan State suddenly converging on the New York State? Imaging the strain on space on the administration, on services such as health and communications, on resources such as food and money, and this not in conditions of affluence, but in a country already battling with problems of poverty and population.

We are paying the price of our traditions of an open society. Of all people surely those of the Unites States should understand this. Has not your own society been built of people who have fled from social and economic injustices? Have not your doors always been open?

Every nation must bear its own cross. Our people have faced this challenge with exemplary unity, self-reliance, and self-restraint. But from neighbors far and near, and from others who value and uphold democratic principles, we expect understanding and, may I add, a certain measure of support.

None of our friends, and especially not those who share common ideals, would expect us to abandon our long cherished democratic principles. If today we are best with economic uncertainty and faced with the grave threat to our stability and security, it is because our democratic code and geographic proximity have made us the inevitable refuge of millions of helpless victims of medieval tyranny.

The circumstance did not allow an analysis of the consequences to our own economy and our society. Our administration, already strained to meet the rising, demands of our vast population, is stretched to the limit in looking after nine million refugees, all citizens of another country. Food stocks built against drought are being used up. Limited resources scraped together for sorely needed development works are being depleted.

The occasion is too serious for the scoring of propaganda points. Our people cannot understand how it is that we who are the victims, we who are bearing the brunt and have restrained ourselves with such fortitude, should be equated with those whose actions have caused the tragedy.

There is no foretelling how far-reaching will be its consequences. It is for the international community to try to remove the root cause of the trouble. India will not be found wanting in generous responses.

In the meantime, I cannot avoid the responsibility or my duty to safeguard the future of my people.

Mr. President, we are with you in our faith in freedom and democracy. The size of my country, and the complex situations which confront us have led to many prophesies of despair. But India, like the United States, has the great resilience which is born of free society, and out of the very crisis emerge solutions and new resources of energy.

Mr. President, you have evoked admiration all over the world for the imaginative manner in which you have taken bold decisions. I am sure that having a First Lady of such grace and charm is a source of strength to you.

This morning, you spoke of sunshine, and indeed it was a very beautiful day. I don’t know whether you were responsible for it or whether I was, because, in India, I do have the reputation of bringing the weather the people want. Usually, of course, it is rain, it is not sunshine at all, because our crops need rain, and even in the driest of the drought days, when I went somewhere it always rained, not enough to make any difference to anybody, but just two or three drops to say, “well, I was there”. So, perhaps, I had something to do with the sunshine!

But while that sunshine naturally added to the beauty of your very lovely garden and house and the view we have from here, you referred to another sunshine, a deeper kind, which you hoped would light our friendship and give it a greater meaning and purpose.

So, when you mentioned sunlight, something rang a bell in my mind, but I could not think of the worlds immediately. They did come back to me later on. In one of our Vedas which is the earliest existing literature in the world, found this little quotations: “As the lotus gets its radiance with the rise of the sun in the same way the thoughts of friends are auspicious and bring prosperity”.

So let us hope words of friends which have been spoken in this room will bring prosperity. Of course, your country is already very prosperous, but we hope that this prosperity will be shared with those who have not got it, and that you will also more to another king of prosperity, shall I say, receptivity which enables people to enjoy prosperity. You have the material prosperity. We find in many countries there is prosperity, but somehow people are not enjoying it. They are looking for something else, but they don’t know that they are looking for.

I sincerely share that wish, not only as a person, but on behalf of the Government and, indeed, the entire people of India, who have very great admiration and friendship for the people of the United States.

I have said how much our people inspired during our freedom struggle by the words of great Americans, and afterwards also by the many deeds of your scientists and others to add to the world’s knowledge and progress.

In India, although many of us think forward into the future, when we want something to say, we invariably look back into the past. There is always some word or sentence written thousands of years ago that could very well have been written today. There are some times less parts of our history (as I am sure you have in America) and some great ideals, which we would like to keep no matter what other progress there is, what other advances mankind make.

So, it is important to have things, but just as important to know how to enjoy them, and how, through them, to share the enjoyment with others.

I would like to thank you once again for your invitation which has made pay visit possible and given me the opportunity of having very useful and interesting talks with you, Mr. President, and tomorrow, I hope to have with some others, and of being present at this very gracious function in this lovely room with so many distinguished people.

May I ask you all to join in a toast to the health of the President and the various First Lady, the future of the great people of the United States, and on friendship between our two countries?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT THE NATIONAL PRESS CLUB, WASHINGTON, NOVEMBER 5, 1971

I am delighted to be here once again with you all. I have met several of you in the meantime in India or in other parts of the globe. You have been given some description of my day. But perhaps all of you, who are acquainted with the life of anybody who is in politics, know that actually no two days are ever the same. And, as much as one would like to mediate and do various other such necessary and agreeable things, more often than not this remains in the realm of desire, rather than practice.

I find my relaxation and recreation when I am with people, and especially when I am with interesting people; such as in this hall today.

Our time is limited, so I am not going to make a long speech. I am just going to mention a few points which may help you to formulate your questions. And, of course, anything that you are interested in will crop up in the question.

I was here just five years ago and I spoke to you then of what we have been trying to do in India. Much has happened in that time, not only in India, but in all parts of the world. But naturally, just now I am more concerned with my own country.

Doubts were expressed then in 1966, in my own country and by the world Press, including the Press in the United States, about our unity, our democracy and even our ability to survive. Well all I can say is here I am again. But we have gone through a period of darkness and difficulty, which even for a people accustomed to hardship has been exceptionally severe. We are now self sufficient in wheat and rice and other cereals, which are the staple diet of our people. With increasing expansion in irrigation facilities and fertilizer output break through are expected in other farm products as well. Our family planning programmes have had some impact. The census held this last March showed that our population was fourteen million less had been estimated.

Political changes in our party have taken place peacefully, giving greater coherence and sense of direction to our national life. Our confidence in our people was justified in our general election. On an average, sixty per cent of the people voted, not only in the cities but in the remote areas of the interior and in the mountains. The people gave me and my party a good majority. But what was special about the elections was the enthusiasm with which the people, and especially the young people, made it their own campaign.

The elections aroused new hope in our people and generated new energy and purpose in us. But today, your thoughts and mine are preoccupied with the crisis of Bangladesh, that is, East Bengal. There too, elections were held. The fact that even under a military

regime the people of East Bengal so over-whelmingly voted for the Awami League showed their deep desire for democratic rights. The military rules used the period of negotiations to a mass troops. And on the very day, when the Awami League through that settlement was to be reached, a reign of terror-such as history has rarely witnessed-was unleashed.

I have not hesitated sometimes to criticize the Press, of course, in self defense. But on this occasion, I should like to express appreciation of the manner in which the Press correspondents of many countries have tried to arouse the conscience of the world. They have shown courage and perseverance in lifting the veil around East Bengal and revealing the truth of the grim tragedy being enacted there. Their words have been honest and direct, but the photographs have outdone them in conveying the very essence of sorrow and misery.

What is taking place there is not a civil war in the ordinary sense of the word; it is a genocidal punishment of civilians for having voted democratically. It is a strange and cynical way of getting rid of one’s opponents and of deliberately using helpless millions as a weapon against a neighbor nation. The number of the refugees is equal to the population of some of the countries of Europe, such as Austria and Belgium, where I was only recently.

We feel that this is a new kind of aggression. It certainly casts an unconscionable economic burden on us and has created political and social tensions endangering pure security. This is not a purely internal matter of one country, because the overflow of the political, economic and security consequences are affecting another country, that is, India. This is not an international dispute, certainly not an Indo-Pakistan dispute, for the traditional international instruments to be invoked.

We are told that the confrontation of troops is a threat to peace. Is there no threat to peace when a whole people are massacred? Will the world be concerned only if people die because of war between two countries and not if hundreds of thousands are butchered and expelled by a military regime waging war against the people?

We cannot draw upon precedents to deal with this unprecedented variety of aggression. We have to devise new patterns of response. It is in order to impress on world leaders the nature of the crisis and the means of resolving it that I wrote to heads of governments several months ago and sent some of my colleagues to meet them. We informed them that the only way out of the mess which the military rulers of Pakistan have made for themselves is to have a political settlement with the elected representatives of East Bengal, Sheikh Mujibur Rahman, if he is alive, and his colleagues who embody the will of the people.

Had the world realized it then, much of this mounting misery and the migration of many more millions could have been avoided. The chances of such a settlement have grown more slender with each new day of neglect. But there might still be time if world leaders appreciated the reality of the situation.

In the various capitals I have visited on this tour, I have been asked what solution India would like. The question is not what we would like or what one or other of the big powers would like, but what the people of East Bengal will accept and what solution would be a lasting one.

I should like to plead with the world not to press me for a solution which leaves out the people of East Bengal. It is an illusion to think that the fate of a country can be decided without reference to its people. Once again, we see the old habit of underestimating the power of nationalism in Asia and of the demand of the people of Asia to make their own choice. Those who subscribe to the belief that democratically reached decisions are the most viable should recognize that the process of democracy admits no geographical disqualification. If democracy is good for you, it is good for us in India, and it is good for the people of East Bengal.

The suppression of democracy is the original cause of all the trouble in Pakistan. The nations of the world should make up their minds who is more important to them, one man and his machine or a whole nation.

I am asked what initiatives India will take. We have taken the biggest possible initiative in remaining so self-restrained and in keeping in check the anger within our country. We have endeavor strenuously to see that this does not become an Indo-Pakistan issue. Any direct talks between the two countries would immediately be converted into such a dispute and make the solution more difficult. Pakistan has been trying to create conditions in which the world would think that Pakistan in threatened by a more powerful neighbor. As I have said, the threat to Pakistan has come from its own rules, not from us. When the regime there found out that its calculations will not succeed, it moved its troops to our western frontier, knowing full well that we would be forced to follow suit.

Pakistan’s pleas for observers from the United Nations, for bilateral talks with India, and for mutual withdrawal of troops, seemed very plausible at first sight. But these are only methods to divert the attention of the world from the root of the problem to what are merely by products. We cannot be side tracked. We cannot have a dialogue with Pakistan on the future of East Bengal, because we have no right to speak for the people of East Bengal. Only Sheikh Mujib or the elected and accepted representatives of East Bengal have that right.

I have merely touched on certain points and on what I thought would interest you the most. I should like to leave the time now for questions. But I want to add only one thin g, because the President of your Club said that I had come here to ask for aid, I have not asked for any aid, neither in this country nor in any of the other countries which I have visited. I believe that it is not the task of anyone country to say to another what they should do even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them, then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their mind what they think about this and what they should do about it.

My intention in coming here was, of course, primarily in response to President Nixon's invitation, which was extended to me about a year ago, long before these events took place, but also because I believe that in our fast changing world it is important for heads of governments to keep in touch with leaders of other nations to find out their thinking and to be better educated about this changing world:

Following are some of the questions by the press, and answers given by the Prime Minister, during the function:

Question: Madame Gandhi, could you give us some description of the subjects covered in your talks with President Nixon? And what do you think the talks accomplished, if anything?

Prime Minister: This is the sort of question that I thought I would only make on the fifteenth of November when our Parliament meets and which one has to circle around a bit because you could not have useful talks with heads of nations if you were immediately to divulge exactly what was talked about.

I think the talks have been useful. They have been very wide ranging, practically all over the world: Europe, Asia; bilateral matters, international matters. And what they have achieved is what I said in any remarks: I think the President knows now what we are thinking in India, and I have a better appreciation of what the American Government thinks about all these matters. I don't think I can go into greater details on this occasion.

Question: May be you won't answer this, but let me ask Initial reports suggested there was firm disagreement between you and President Nixon over the ways of reaching a political solution with Pakistan. Are these reports correct and would you elaborate?

Prime Minister: No this report is not correct. As I said, that it is for the U.S. Government and the President to see what they can do in the matter. I was certainly impressed by the President's sincere desire to try and help in this very difficult situation. I think this report was largely based on the fact that we met for longer than was expected or scheduled. But that is only because we had so much to talk about. And that is why the talks overflowed to this morning also.

However close any two countries are, each country must have its own point of view, because that point of view is influenced by the geopolitical situation of the country, by the historic background, and many other experiences which can never be duplicated in two countries. So, although I would say that we have a similarity of approach with the United States, we could never have an absolute identical approach either with the United States or, for that matter, with any other country.

And in this, of course, we could only put to the President and his colleagues our assessment of the situation on our borders, its likely impact on India. And we do think that peace in India, stability in India, is of utmost importance, not to us only, but to Asia and, I think, the world.

Question: Did you expect President Nixon to speak up, to stand up and be counted when democracy was suppressed in East Bengal? As a result of your talks here, do you expect a change in American policy?

Prime Minister: Well, I don't think it would be fair for me to tell President Nixon what he should do. This is for him to judge, keeping very many aspects in view.

Now, you see, to say whether there would be a change in American policy as I said, I think that the President is trying to find a way. But the whole thing has got so entangled that it isn't easy for anybody to find a way.

Question: Madame Gandhi, why does India not agree to the proposal of Yahya Khan for the withdrawal of both India and Pakistani troops from the frontier?

Prime Minister: I have just touched on this point in my earlier remarks. When the refugees first started coming into India, we drew the attention of the United Nations to this fact. And at that time we were told that this was an internal problem and nothing could be done, even though we had said that the repercussions would be far-reaching. After that, it was Pakistan who brought its troops right up on our western border. It was not India who moved then. The attention of the United Nations observers there was drawn to it, and they, questioned this. And they were told by the Pakistanis that they were merely-what is the world? –training or doing exercises, military exercises.

Obviously, this was not a very convincing reply. But, presumably, it was accepted as the truth. But we couldn't accept it as the truth. And we waited a week or so until we were convinced that our security might be in danger. You may all of you remember that we have had three aggressions on our soil, one from China and two from Pakistan. And also our lines of communication with all these border areas are not too good. It was my duty as head of the government to see that we should not be found once again unprepared. And that is why we moved our troops up also.

By speaking about withdrawal of troops, it is again a question of diverting the world focus from the problem of East Bengal, which is the main problem. Even if troops are withdrawn-we don't really trust this-the question is of how far they are withdrawn. There is also the question of the irregular troops. In 1965 conflict, we had the experience of thousands of infiltrators being led into Kashmir in an effort to weaken the country from inside, hoping that this would give support to the later aggression by the Pakistani Army. That didn't happen, because although the infiltrators came in, our people-we don't have any army there-the ordinary people, the farmers, the nomadic tribes who look after their goats and their cattle, these people stood up to the infiltrators and helped us to control the situation.

So, there isn't only one type of confrontation. And in this particular situation, the major question is what is happening in East Bengal. And I don't think you can separate what is happening on the west from this basic question.

Question: A pair of questions, Madame Gandhi. Is India willing to accept the good offices of the U.N. Secretary-General for defusing the dangerous India-Pakistan tension? Also, even thought India is not to blame, why can't you allow U.N. observers in your area if it would bring peace to South Asia?

Prime Minister: To take the second question first. I would say that we do have United Nations observers. There are some on the western front for many years, and there

are ten representatives of the United Nations High Commission for Refugees in the East. So, it's not as if there are no observers or no foreigners.

Also, ours is a very free and open society. And Ambassadors and other members of the diplomatic corps, representatives of the Press, radio, television from many countries, parliamentary delegations from Canada, the United Kingdom, countries of Europe, Scandinavia, Latin American, Japan, New Zealand all these people have been and are going to the border, as well as to the camps.

So, there is no question of our hiding anything or preventing anybody from going. But the question is, as this person has said, if it would bring peace to South Asia. Now, we don't see how can it bring peace to South Asia. Something is happening in East Bengal. People are still being killed. Refugees numbering thousands are still coming in every single day. Now, if you want the refugees who are already in these very uncomfortable, overcrowded camps to go back, the first question that they will ask is, is it safe? And if it is safe why are more people coming? So, this is a question that you have to be able to answer.

But if the Secretary-General, or whoever is taking an interest, is able to ensure that this stream, which is still pouring in, can be stopped, then as the next step, he could say, "now we will consolidate that position and create conditions in which the rest can go back".

Question: In bringing the world's attention to the present crisis, why did you not schedule a visit to the United Nations?

Prime Minister: Well, I didn't think it would serve much useful purpose.

Question: Some observers say that the new Indian-Soviet treaty definitely takes India out of the camp of the neutrals. Would you comment?

Prime Minister: India has never been in the camp of the neutrals, because while in America you have used the word" neutralism", in India we have never used that word. Non-alignment does not mean being neutral or unconcerned or ignoring what is happening in the world. It merely means that we do not belong to a military bloc, and that we reserve the right to judge each international issue on its own merits, not because the U.S. is supporting it or the U.S.S.R. or anybody else. We like to see these things from our own point of view and in the light of our own national interests and also, of course, of world peace.

So far as the Indo-Soviet treaty is concerned, it does not affect our position of being a non-aligned country. So, we are not allowing military bases to any country. And while, under the treaty, we shall consult with the Soviet Union should any dangerous situation arise, it is entirely a matter for India to decide by herself what decision we take, what steps we take.

Question: In assisting elements in East Pakistan to achieve independence, are not the Indians playing into the hands of the Soviet Union, which has sought to obtain an outlet on the Indian Ocean?

Prime Minister: I don’t really see how the Soviet Union gets an outlet in the Indian Ocean by anything happening in East Bengal. I don’t think this makes any difference.

The question is now whether India is assisting elements or not. I think all that India is doing is to make a very realistic assessment of an existing situation. What can be a lasting solution? What solution or what agreement will the people of East Bengal settle for? That is the question. Our assessment is that the bittern as and the hatred have grown so much in the last months that it will be very difficult to have any solution which comes short of their aspirations.

Now, this is the reality of the situation. It is not whether we like it or we want it, as I said in my earlier remarks...

Question: Does the fact that you see no useful purpose in visiting the U.N. reflect an assessment of the significance and strength of the United Nations?

Prime Minister: Well, the United Nations has its weaknesses. But we have always supported it, because we feel it is essential to have such a forum. When there was a League of Nations, everybody felt that it was not doing what it should do, and so it was done away with. But you had then to have something else and it came up under the name of the United Nations. If we now get rid of the United Nations, I am sure we shall have another body which will be practically identical under a new name.

So, it is important to have some such body. But we all know that is does suffer from certain weaknesses. It is not always able to assert itself. And, quite, often, national policies play a part within the United Nations, instead of being able to lift it above to higher plane.

Question: When Australian Prime Minister Mc Mahon was in the Press Club the other day, he said there must be no war between Pakistan and India. He said he would tell you this. Did he talk to you, and what was said?

Prime Minister: I did meet the Australian Prime Minister, but I don’t remember his using these words. Naturally he is concerned, just as President Nixon is concerned and the Russian leaders and all of us are concerned, that war is not a good thing, and that war creates many new problems and entails a lot of suffering for all the people. As President Nixon has said, and others have said, in today’s world there is no such thing as complete victory.

So, we fully appreciate this. I myself am fully in agreement with this. But, it is a question of the freedom, the security and the stability of our country. Those must be saved at all costs.

We are trying everything possible for this problem to be solved in a way other than war. We will not stop trying to look for some solution. Had notice been taken of this developing situation earlier, I am sure it could have been solved. But now, many other elements have come in. First, I would like to take this opportunity to say that India has no

quarrel either with Pakistan or the people of Pakistan. But we feel that because of one person's mistakes Pakistan is suffering. And, if we try just to bail that one person out, it will not be at the cost of India; it will be at the cost of Pakistan itself….

Question: If Pakistan were to succeed in ousting its remaining Hindus, what would happen to the sixty million Moslems in India?

Prime Minister: I trust and hope that they will be perfectly safe. Although we do have people who have some very wrong ideas, and we have had riots, which we feel a cause for great shame, the Government has been very firm on this matter. And I think that today all Indians, even those parties who do not normally support us in this, are supporting us in ensuring that peace is maintained in India and our minorities feel that they enjoy the rights and privileges which are theirs under our Constitution.

I said something about our not being against Pakistan. The Foreign Secretary has very rightly drawn my attention that I should make it clear that India has no designs on any territory of Pakistan. And I will add: or on any part of East Bengal. We certainly don't want to provoke a war with Pakistan.

Question: What is your reaction to the defeat of the U.S. foreign aid bill?

Prime Minister: I think this is an internal matter which affects many countries…. (Laughter). I can't prophesy the future. So I don't really know what is going to happen to this. So far as India is concerned, we have welcomed help, and the help which we have received from this country has enabled us to do many things which we could not otherwise have done. But little by little, we are becoming self-reliant and able to stand on our own feet.

And the real burden of development has been increasingly and overwhelmingly our own, built on the endeavor and the sacrifice of the people of India. Also, today, the foreign aid we get largely goes to repay what we got before. So, it does not really help us to do very much more.

Question: What impact will the improvement of United States relations with China have on India and on other Asian countries?

Prime Minister: It should have a good impact. Any relationship, if it is not against anybody else, increases the area of peace. And that is why we have welcomed this move. And we sincerely hope that one by one the various areas of tension in the world will be reduced…..

Question: Is your recent treaty with the Soviet Union completely compatible with the policy of non-alignment, such as was promoted by your father, Prime Minister Nehru?

Prime Minister: We think it is. And a few people who have commented on it-President Tito when he was in India, just before he came here-he also told us that he fully realized that it did not impinge on our non-alignment. And I believe that our friend Chou

En-lai has also said in an interview to some foreign correspondent that it did not prevent us-that he thought it was not a change in our position.

Question: Should East Pakistan be made an independent and sovereign nation?

Prime Minister: As I said, I think this question should be put to the people of East Bengal.

Question: A follow-up question on the Indian Ocean. Both America and the Soviet Union are sending increasing naval forces into the area. How do you feel about this?

Prime Minister: We can only hope that this will not increase the tensions there……..

Question: If a solution cannot be imposed on the people of East Bengal by the big powers, what reason is there to believe that the big powers can impose a Mid-East solution on Egypt and Israel?

Prime Minister: At this moment, I think that the situation in Egypt and Israel and the Middle East is not very hopeful. But we know from experience that sometimes the tightest and most complicated of knots can be cut through. This is the only hope that some way can be found.

Earlier on, there was a question on the Soviet Treaty. Perhaps you know that one of the articles-I think it is Article IV-was especially put in which the Soviet Union has expressed its own application and respect for India's policy of non-alignment. As regards the question of refugees going back and whether the presence of somebody from the U.N. would help this, perhaps the whole problem would come more alive for you if I give you a comparison. For instance, we had the problem of the Jews in Hitler's Germany. Suppose you had said, "let us send some observers there". How would it have helped the situation for the Jews there? Would it have enabled the Jews who were forced to come out because of the discrimination and the killing and the concentration camp-would it have caused the situation for them? It is a very similar situation today in East Bengal.

Question: Knowing East Bengal as you do, would you believe it to have the capability of nationhood, economically primarily, in the event they opted for independence and were granted it?

Prime Minister: This is a question which we had to face when we were fighting for our own independence. We were constantly told that the British would very happily give us independence but India was not ready for it. Until you try and do a thing yourself, nobody knows whether you are ready or not. And I think we have certainly shown-and so have many other countries-that although once free they make mistakes, but they have to make those mistakes and learn through them and stand on their feet.

Question: In keeping with the importance you attach to a candid exchange of views between heads of states, wouldn't it be a good idea for you to meet with the President of Pakistan?

Prime Minister: I have said that if the President of Pakistan would like to meet me to discuss the problems which exist between India and Pakistan, I would be very glad to do so. But not to discuss the problems which are not basically concerned with Indian problem; it's a problem which concerns the people of East Bengal and their elected representatives.

But there is one more aspect. You can only meet a person if there is a two-way trust. I said in London that I may want to shake hands with everybody. But if there is a clenched fist, well, you just can't shake hands with it. And this is the situation. If you have been noticing the sort of remarks which the President of Pakistan is making, either about me personally or in general it is not an attitude which shows that there could be a very friendly conversation. From my side I am always friendly. I have never said a rude word about anybody. (Laughter and applause)....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S ADDRESS AT THE COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK, NOVEMBER 6, 1971

Following are excerpts from the speech:

Had I come here just a few months ago and you had asked me what are the difficulties, I would have said; "There are no difficulties now. We are united. We are sure of our direction. And we are going ahead solving our problems one after another". But just a week after our new Parliament met and we were still, in the way of all democratic societies, congratulating one another on our victory, a terrific new burden fell on us. All of you are aware, what it is. So I do not want to dwell on it. But I would like to point to some questions which arise and which we think are very basic questions. We are told today that because our forces and those of West Pakistan are facing each other on the border, there is a threat of war. And this is true. But the real problem is not because these forces are face to face. The real problem is because of what has happened in East Bengal. If today there is peace in East Bengal it would not matter if our forces are face to face in the West or in the East. There would be no war. But there is this a very serious problem there. And how did it arise? It did not arise because there was insurrection or because there was desire of one part of Pakistan of separate, to secede, to become independent. No such voice was raised. There was an election held, a free election under the present military leadership of Pakistan. The programme for the election was put frankly and openly before the people. If the Government of West Pakistan objected to that programme, that was the moment to say, "We will not allow the elections, we cannot allow your six-points, we do not approve of them". Nothing was said. The elections were held and the people of both parts of Pakistan overwhelmingly voted for one party the-Awami League.

I am congratulated on my great majority. But it was nothing compared to the majority which Sheikh Mujibur Rahman gained in the election in Pakistan. It was a tremendous victory for him. And he is not an extremist. He was a moderate person. In fact, if I may use the term, he used to be called by some others an American stooge at one time. But once the elections were won, apparently this came as surprise to the Government of West Pakistan and they wanted to find out ways of getting around these results.

Negotiations were begun. We were not in touch with either Sheik Mujib or his party of East Bengal. We did not know what was happening. We read in the papers that there were negotiations. Later, much later, in fact only about a week before I stared on this trip, I happened to meet somebody who said he was present at the negotiations. And, on the 24th of March, they thought that they were coming to a settlement, may be not a satisfactory settlement but still something that could be worked out. But this period was in fact used to bring troops from West Pakistan, and on the 25th of March a reign of

terror was let loose. Perhaps you have heard that the biggest concentration, the biggest attack, was on the University of Dacca, where a large number of faculty and students were killed on the very first night. The entire East Bengali population-the civilians, the para-military forces, the East Bengal Regiment and the East Pakistani Rifles-changed their allegiance, that is, they decided to fight that Pakistani Army. They are the base today of the fight of the people of East Bengal. They are the people who are training the guerrillas, the young people who are coming across.

Now, we are asked the question why is India hesitating to allow United Nations observers? We are not really hesitating, because we have some observers already. We have United Nations observers on the Western frontier who have been there since many years and we have about ten people from the United Nations High Commission for Relief of Refugees on the eastern border. Ours is a very open society-anybody who comes, any of you, any of the diplomats who are there, the Press, parliamentary delegations from Europe, from Latin America, from Asia, from New Zealand, the Arab countries, the Scandinavian countries, all these people have been to our camps; they have been to the border an many of them have crossed over and been to East Bengal. Every one of them, without exception, has given one story, which is of the very great misery and the utterly chaotic conditions which exist there. Now, in these conditions we are told that there is an attempt to have a civilian government by declaring some seats vacant which are not vacant. The people who were legally, constitutionally, elected are still there, but their seats have been declared vacant and I am told that 55 people have been declared elected unopposed. Now in the present conditions they can have the whole Parliament declared unopposed, because it is surely not possible for anybody to vote.

If United Nations observers go, what do they hope to achieve? If they go with the intention of really bringing about peace in East Bengal, they are very welcome on our side; on any side they want to go, we will facilitate their going there. But this is not what they want to do. They want to say, “what is happening in East Bengal is an internal problem of Pakistan-we will only want to see what is happening at the border”. What is happening at the border cannot be divorced from what is happening inside East Bengal. You cannot say, “we will go and try and prevent the guerillas, but not prevent the army killing the people”. I cannot even mention to your what is happening to some of the women there. The U.N. observers are not going to interfere with those things, but they do want to interfere with what the freedom fighters are doing.

You may ask, “is India interfering in this by giving some support?” I can tell you that the people of East Bengal are not very happy with what we are doing for them. They think, and I agree with them, we are doing far too little. And what we are doing is something that we cannot help doing. We cannot stop people going across the border either from the other side to our side or from our side across back to East Pakistan. Had we been able to do this, we would certainly have taken measures to stop these millions of refugees from coming. Initially the reaction was, “they are in great trouble, let us allow them in”. But very soon the problems for us grew really beyond our control and this are creating an extremely difficult situation.

The people of America have shown generosity. As I came here, was given a cheque. I have been given cheques by children in different countries by poor people, all

kinds of people, and we are grateful for the help. But the major problem is not a financial one. We are poor, we cannot afford these millions of people. But because we are poor, because we have know how to live without food, without necessities, we can put up with any difficulty. We can look after any number of people, of course with great discomfort to them and to us, and may be some people with die also. Nevertheless, we can survive this problem. What is difficult to survive are the political consequence s, the social tensions, the difficulty of the administration, and last but most important the real threat to our independence, to our stability, to our integrity. Because with the refugees are coming people who are not genuine refugees. We are having sabotage. Our trains have been blown up, and all kinds of other things have happened.

So, India today is facing a real threat. We had reached a point in economic growth, in social stability, this was not an easy task; it was achieved against very great adds. We had help from many countries, including the United States, but it has been a very small part of the major endeavor. The major brunt of the problems-whether it is of the refugees today or whether it is the problem of our own people, has been borne by the Indian people themselves. If there is progress, it is because the Indian people have put in the effort, put in the sacrifice that was needed to go ahead.

So, just when we come to stage where we think we can go ahead much more easily, much faster, we suddenly have the problems of another country. They are not our problems. This other country has pushed across the border people who did not vote for their Government, but voted for the regime they wanted. There is no other crime which these people have committed because the cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested, and not before. He himself, so far as I know, has not asked for independence, even now. But after he was arrested, after there was this tremendous massacre, it was understandable that the rest of the people should say: “After this, how can we live together? We have to be separate”.

This is the situation. We have no animosity towards Pakistan even though they have campaigns of “Crush India”, “Conquer India”. They observed a Day or a Week and they has these stricken on their cars. We never had anything like this, and we never shall. We have not had anything against even China. China has attacked us, Pakistan has attacked us. On our side, we have always side we want friendship. On our side, we have always taken unilateral steps which we thought would lead to a normalization of relations. But there has been no response forthcoming.

We do not mind if there is no response. But we do think that the limit of our endurance has been reached when they think they can just put their troubles on to us. Here was a problem they were facing-that their people had voted against the Government. So what do you do? You send them across the frontier. At one stroke, you get rid of your enemies, you get rid of population, and you weaken India, which you want to weaken. This is something which India just cannot tolerate. May be, I could tolerate. But with all my majority in Parliament, it is not a dictatorship. I have to carry not only my party, I have to carry, in a serious situation, all the other parties of India. And we feel that it is not just the question of India, because we believe that if peace is threatened in India, if stability is threatened in India, there cannot be peace and stability in my part of Pakistan. They can have all the armies of the world, whether they have from China or the

U.S.A. or any other country. They cannot bring peace if there is instability in the major part of the subcontinent.

Today, by some countries wanting to support the prestige of one man, they are threatening peace in the entire sub-continent. I do not personally think that they can save Pakistan, or keep it united, or keep it strong by supporting a person who is not an elected person, who is a military dictator. This is what we are concerned about-not really today’s problems, but the basic values for which we have fought, for which so many of our people have given their lives. These are the values which are being attacked.

And if they are attacked next door to us, what guarantee have we that they can survive in our country and they cannot be attacked there? This is what bothers us. It is not important who is to blame, though I think Pakistan is to blame, but I do not want to score a debating point. What is important is: How can we now have peace? You cannot have peace just by saying that the troops should move. You can only have peace if the basic problem which has arisen is solved. and the basic problem is not in the West, were the troops are facing each other, but in the East.

Since I have mentioned troops, I would like to say one word more, and that is that Pakistan moved its troops about a week or ten days before we did anything. And the United Nations observer, who was there, took up this question with them. They said, “this is nothing serious, this is just ordinary training exercise”. It is very strange indeed that you have these exercise and you keep your troops posted, not for a day or two days, but over a week. And ten days passed without any action from the United Nations or anybody else. Then we said, “these people may attack and in order to defend ourselves we must move up our troops”. Already twice, or three times if you include Chine, we have been invaded and been found unprepared. No government can last in a country if the people feel that it is not going to defend the country or defend security.

We waited patiently hoping that something would be done, some way would be found. But nobody was bothered. Not a word was said while these troops were on our borders facing us. It was only when our troops went in, that suddenly the world’s concern came up: “Oh, the two troops are facing each other”.

It is true that war is a dreadful thing. I have lived through the last war in London during the worst part of the blitz. And I know that wars now are much worse. I know what happens to the civilian population. Never would anybody want war for their people. And certainly India will do nothing to provoke a war or conflict. But India is determined to safeguard her interests. India is determined to keep her freedom intact. India is united as never before, and India feels so strongly about these basic things whether it is freedom, whether it is democracy. It is a whole way of life with us. It is not a dogma, is not an ‘ism’ that we follow. It is a way of life which has kept our nation alive for thirty centuries. And we are not going to have it attacked because it suits somebody or other, or does not suit somebody or other. We want help, we want support, we welcome sympathy. But basically, in the world, every individual ultimately is alone and every nation is ultimately alone. And India is prepared to fight alone for what is thinks worth fighting for…..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের এন, বি সি টেলিভিশনের 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW TO N.B.C. TELEVISION (U.S.A.) PROGRAMME 'MEET THE PRESS' BROADCAST ON NOVEMBER 7, 1971

MODERATOR : **Lawrence E. Spivak**
PANEL : **A. M. Rosenthal (**The New York Times)
Selig Harison (The Washington Post)
Pauline Frederick (N.B.C. News)

Mr. Spivak: Our guest on Meet the Press is the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, who is in this country on an official visit.

Miss Frederick: Madam Prime Minister, when you went to Washington you said you were searching for deeper understanding of the situation in your part of the world. Did you find that deeper understanding, particularly among American officials?

Prime Minister: I would way there is a greater understanding since I have come than there was perhaps before I came, of the situation which exists in India which, as you know, is a pretty serious one.

Miss Frederick: You speak of a greater understanding which doesn't quite extend to 'deeper', I gather. What was it specifically you wanted from the Under States to demonstrate that deeper understanding that you sought?

Prime Minister: The situation is so complex that it is very difficult to say what any particular country or government or person can do. We can only say that we can give our assessment of what is happening and we see it as a real threat to Indian democracy and Indian stability. And we in India feel that if what we have gained over the years in order to make this ancient country a modern one and make it stronger in every way, if that is jeopardized even to a small extent the consequences to world peace will be great.

Miss Frederick: You speak of this threat to India democracy, consequences to world peace; the situation is very serious which emphasizes what we have been reading about in the press. Do you mean to say the United States offers you netling to try to avert such a catastrophe which could only rebound to this country, or that United States suggests some plan of action which you felt you could not accept?

Prime Minister: No plan of action has been suggested to us. I think that there is a sincere attempt to try and solve it, but I don't know whether there is, you know, full understanding of the situation in the sense that in the Western countries-not only the U.S.

but the entire West-there is an effort always to equate India and Pakistan. Now, whether this will help Pakistan or not I can't say.

Mr. Rosenthal: Madam Prime Minister, I think the biggest question on anybody's mind is the danger of war between India and Pakistan. What is your assessment about how close the danger is, now?

Prime Minister: it is very difficult to say. We have been drawing the world's attention to this question, because we knew that it might escalate to this when the refugees started pouring in and really chaotic conditions began in East Bengal.

Now of course, the threat is not merely in the East, but the armies are drawn up facing each other on our Western borders as well.

India has always been against war, and we feel deeply on the subject of world peace. We have stood for total disarmament in all world forums, but we just don't know what to do in these circumstances. The Pakistan Army was brought up on the Western border a full week or ten days before we made any move. But we found that did not agitate the world conscience, and the reply the Pakistanis gave to the U.N. observer who drew their attention to this move was that they were merely doing exercises, or for training purposes.

Now, obviously this was not a very believable reply, and therefore we were forced to move up our troops also, and this is where the situation is today.

Mr. Rosenthal: Well, if you have troops on either side in such power, very often there is a danger of an accidental war, a war the people don't really plan. There are some people who feel that it would be beneficial in avoiding accidental war to have more U.N. observers of some kind on either side. I know you haven't been enthusiastic about this and I wonder if you would tell us why.

Prime Minister: Now, there are two parts of the question, because there are U.N. observes on the western border under the cease-fire agreement with Pakistan over Kashmir you know, so I don't think the proposal, today, is to have more U.N. observers on that frontier. The proposal is to have them on the eastern border. Now there also we have about ten observers or representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees, and Mr. Sadruddin, who is the Commissioner for this, has either arrived in India or is due to arrive in a day or two. We don't object to more people because you know we have a very open society-some people think too open. Your press correspondents radio people, television people, have been on the border in the camps, across the border so have newspaper people, parliamentary delegations, diplomats from many different countries of Asia, Europe and Americas been to this area; so we are not hiding anything. But we do feel strongly that at this moment so useful purpose will be served by more people going. Ten are already there as I told you.

The first step is to have more peaceful conditions within East Bengal which would prevent a further influx of refugees, because more refugees are coming in every single day. So that is the first step. Now, to say they are going to which the situation from our

side of the border, we honestly don't see what purpose can be served, and the harm that is done is that the peoples' attention of the world is diverted from the real basic issues involved to merely requests-and they try to show it is an Indo-Pak dispute, which is isn't. The dispute is between the military regime of West Pakistan and the people and elected representatives of East Bengal. India comes in because of the influx of the refugees, the acts of sabotage which are taking place on our side by people who have come in either disguised as refugees or in some other way, and as I said, we believe there is real danger to us.

Mr. Harrison: Madam Prime Minister, last April, in our interview in New Delhi you made the statement that the demand for in dependence currently being made by the East Pakistan government would not have arisen if President Yahya Khan of Pakistan had made more concessions in the negotiations before the fighting started there, and you seem to have the idea that some sort of a loose connection between the two wings of Pakistan might still be possible and some political settlement based on autonomy for East Bengal might be possible.

Do you feel that now a political settlement is still possible or is full independence achieved through guerrilla war the only answer?

Prime Minister: Anything is possible which is accepted by the people of East Bengal. I don't think we have a right to say that they should accept something or not. It is their country, it is their movement, and they must take the final decision.

Mr. Harrison: How long do you think it would take them to win their independence militarily if the United States were not to give further military or economic aid to West Pakistan?

Prime Minister: I don't think it is possible to give a date, but from the news we get, the guerrilla activities are being stepped up, and not at all near our borders, but in the heart of the most fortified, the most strongly guarded of the cities of East Bengal, such as the capital city of Dacca, for instance.

Mr. Jhabvala: Madam Prime Minister, there is a lingering suspicion in this country and elsewhere that India is engaged in a diabolical scheme to weaken and ultimately decimate Pakistan. Now, apart from the assistance and the shelter that has been given to the refugees, can you cite some specific gestures or actions taken by your government to dispel that suspicion?

Prime Minister: Now, this is something which the Government of Pakistan has been saying from the very beginning, all these 24 years. But what has been the actual experience? It is that it was Pakistan who was training our tribal people whether the Mizos or the Nagas, arming them. It is Pakistan who sent thousands of infiltrators into Kashmir which provoked the conflict in that year. And you have only to see the speeches now made on radio and other means which are very threatening and provocative. India has made no such declaration, and I can assure you that the Government of India, and I would say the majority of the people of India, have no such desire. We are not against Pakistan and we have only the friendliest of feelings for the people of Pakistan. And we

think it is tragic that Pakistan should feel it necessary for their unity and survival to imagine a constant confrontation with India.

Mr. Jhabvala: Madam Prime Minister, you have just said that you think there is a greater understanding now within the Nixon Administration about the situation in the sub-continent. But what would be the reaction of India if this greater understanding is not translated into some concrete meaningful action, as has been suggested by you?

Prime Minister: We are a very balanced people, Mr. Jhabvala, You have noticed that we have had conflicts with people-for instance, China-but we have remained very restrained and balanced, and we have stuck to our basic policy. We shall be unhappy if the U.S. does anything which is what we consider against Indian interests, but we shall not lose our heads over it.

Mr. Spivak: Madam Prime Minister, obviously you think there is a solution to this very serious problem, and we seem unable to find the solution and the U.N. seems unable to find the solution. What is the solution that you propose?

Prime Minister: The solution which we had proposed earlier, and I think is the only valid one today, is that some talks should be held with the acknowledged leader of the people of East Bengal, who is Sheikh Mujibur Rahman, and we must remember that he was-you know while I have been here references have been made to tremendous victory, majority, that I won in the last election in India. But if I may say so, Sheikh Mujib’s majority was even greater than mine, and his elections were held in far more adverse conditions, that is, under the present military regime. His programme for the elections, his campaign, was put squarely and honestly before the Government and the people, and it is on the basis of that he won this tremendous victory.

Now, you suddenly say that, well you know, he is a traitor. He did not ask for independence, by the way. It was just limited autonomy, trade with India and some points like that. The Government of Pakistan in its wisdom, or unwisdom, whichever you would like to call it, arrested him, declared him a traitor. And they are trying to hold re-elections for the seats where the member still exist. They are there. And what has shocked us is that, I think, about 55 people have been declared elected, unopposed, to these very seats where a fair and free election was held; it seems a strange thing to have an election and then send out, force people who were elected against you out of the country. It is a diabolical-that is the word which one of your colleagues used-way of solving your problems, just sending those who are opposed to one out of the country.

Mr. Spivak: And, are we to understand from what you say that you consider that the only solution to the problem?

Prime Minister: Yes, because how else will you know what they will accept and if they don't accept a solution, whether I think it is right or you think it is right the conflict will continue, because the conflict is theirs the movement, the struggle, is theirs.

Mr. Spivak: But isn’t that an internal problem, though?

Prime Minister: We have said it is an internal problem, but it is overflowing into India. It is affecting our economy. Not is, but has. It is creating political, social tension, and as I said, the most serious of all is we think our security is threatened.

Miss Frederick: Madam Prime Minister, many people wonder why, when the situation is so tense and there is a threat of a major war there, India has not been willing to accept the good offices of someone line U Thant or anybody else, or negotiate directly with President Yahya Khan?

Prime Minister: We are not negotiating directly for the very simple reason that the problem is not one between India and Pakistan; it is between the military regime of Pakistan and the people of East Bengal, the elected leaders, representatives of those people. So far as U Thant is concerned, he is always welcome, but we should be clear as to what can be achieved, what the U.N. wants to achieve. It was we who drew his attention to this question first, and we were not able to move anybody were. Now they want to come on what seems to us President Yahya Khan's terms.

Miss Frederick: But if the situation continues, there is some fear, and perhaps you even share it, that the big powers could become involved. India has made its first defense pact with the Soviet Union. Pakistan, the political leader of Pakistan, Bhutto, has just gone to Peking, obviously to get some help because President Yahya has said that he can turn to Peking. Now, what is going to happen here? Are the big powers going to become involved, or is there some way to avoid a clash among the big powers? Did President Nixon say that he would take this up in Peking and Moscow when he visits those two capitals?

Prime Minister: I don't think that such a definite statement was made, but he did say that he was very anxious that a conflict should be avoided and that other people shouldn't be involved. We, as I said earlier, are against the whole concept of war, and we would not like to do anything which would provoke a war. But to any country, something is always more important. We have fought for many years for our freedom and we are not going to see that freedom threatened by no matter who. We have not signed a defense pact with the Soviet Union. It is merely a Treaty of Friendship, Co-operation and Peace. We can have discussions with the, but it is not a military treaty in any Sense of the word.

Miss Frederick: Madam Prime Minister, how do you then account for Article 9, which says in the event of Threat to either country there would be consultation on the kind of measures to be taken? Isn't that a defense treaty?

Prime Minister: It is not a defense treaty in the sense, well, that immediately it is decided that we will have military help from them or not, and whatever we are now-what we have got from them are all in the normal course, which we would have got-taken from any country and which have been agreed to earlier. We certainly hope that should we be in trouble not only the Soviet Union but other countries will also like to help us.

Mr. Rosenthal: You made a reference to China a moment ago, Madam Prime Minister, Although your country does not want war, the fact is that ten years ago you had

a war-about ten years ago-with China and suffered, I believe, a rather bad defeat. Are you still concerned about the Chinese military presence? Do you feel that this represents a continuing threat to India?

Prime Minister: I think the Chinese attitude towards the world has changed, and I personally feel that they may not now want to be involved in any such conflict. But of course it is very difficult to prophecy so far as they are concerned.

Mr. Rosenthal: Has that lessened your military problems do you feel you have to keep a lesser, or less powerful watch in the areas?

Prime Minister: I think we have to keep a very vigilant attitude on all out frontiers.

M. Harison: Madam Prime Minister, you have been accused of applying a divided standard toward the Pakistan problem and the problem of Kashmir. On the one hand that accusation has been made by the Kashmir political leader Sheikh Abdullah. On the one hadn he says you criticize Pakistan for keeping the Bengali leaders in prison, such as Sheikh Mujibur Rahman. On the other hand you have restricted the movements of Sheikh Abdullah. He hasn't been permitted to go the Kashmir for the past nine months, and he wasn't permitted to take part in the elections in Kashmir. Why are you restricting his movements?

Prime Minister: Firstly I wonder whether you see no difference between the sort of massacre, the suppression of democratic rights, the rape of women, the killing of the students, university faculty, the driving out of millions of citizens of East Bengal onto our territory, do you see no difference between that and a very peaceful Kashmir, where today there is free education, there is progress in every field, and there is an elected government.

It is true that we have some restrictions of Sheikh Abdullah, but he is a free man. He can go anywhere he likes except to Kashmir, and that is because it is peaceful there and naturally at the moment-which is politically so sensitive now with the present security problems and so on, we can't risk any kind of, you know, somebody trying to make trouble there.

Mr. Jhabvala: I would like to come back, Madam Prime Minister, to an answer you just gave to Miss Frederick's question. If the U.S. does halt all military supplies and economic assistance to Pakistan, what would be the immediate consequences in the context of the political solution that you believe might be helpful?

Prime Minister: You mean if they don't urge talks with Sheikh Mujib or some elected representative?

Mr. Jhabvala: Well, no. What I mean is if there is no military aid given to Pakistan, what would be the solution in terms of the solution? Do you think it would force President Yahya Khan to move into talks with Sheikh Mujib?

Prime Minister: Well, I certainly think that the U.S. and some of the other big powers are in a position to persuade the leaders of West Pakistan to talk to some of the people concerned with this problem in the East.

Mr. Spivak: Madam Prime Minister, the charge has been made in this country, by our press at least, that India gives sanctuary and arms and training to the liberation forces and has even provided artillery and mortar fire for the Bengali guerrillas. What is the charge and what is your answer to that charge?

Prime Minister: Well, quite frankly, we do support the people of East Bengal in their struggle. At I have said earlier, they did not ask for independence or secession. They function in a democratic way and they were asked to function, they were asked to vote honestly and openly and this is what they did, and now they are being punished for that. Even then we have not interfered, until this movement of guerrillas grew on its own. Perhaps you know that it is based on the para-military forces belonging to East Bengal, that is, the East Bengal Rifles and the East Pakistan Regiment. This is the basis of the movement. Today, it is they who are training the young people and so on. They may be coming into India territory. I think they do sometimes, but they are not entirely based in India. The guerrilla activities are all over East Bengal quite far from the Indian border. Obviously, they have the most tremendous and single-minded support of the entire people of East Bengal in spite of the retaliation on these villages by the army.

Mr. Sprivak: Thank you, Madam Prime Minister for being with us today on MEET THE PRESS.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্যারিসে রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S SPEECH AT A STATE LUNCHEON, PARIS-NOVEMBER 8, 1971

I am touched by your kind words and I thank you-and through you, France-for the hospitality and friendliness. A year ago, I came in haste and in sorrow to attend the memorial service for General de Gaulle. He was a man great stature, who embodied the honor of France at a time of trial. We in India respect and salute him.

We all have deep feelings for France. France, like India, is more than a country-it is an idea. Throughout history, your nation and mine have known triumphs and tragedies, but have always tried to maintain certain values of civilization. In the last few centuries, the world owes much to the creative spirit of the French people-in art and science, philosophy and literature and politics. France has taught us that liberty is the goal and condition of man's life, and law and logic the means to progress. Nowhere are the issues of man's fate more poignantly and passionately discussed than in your country. France has not been content to seek its glory at the cost of the good of man.

The achievement of Indian civilization is its persistence over thirty centuries. This survival has been possible because of tolerance, the power of assimilation and the belief that the values of life are more important than power and position.

After many vicissitudes, we are once again in the mainstream of history. We are engaged in overcoming the stagnancy perpetuated by years of feudalism and colonial rule when we were deprived of industrial, technological and social change. The results achieved in a democratic society may appear less impressive than those of a controlled society because of voices of dissent and discontent, and the absence of organized propaganda. Yet we believe that democracy is the surer and more effective method, for it gives strength to the people.

Freedom arouses expectations, and democracy encourages competition. The first gains in development have produced new tensions. People sometimes take advantage of smaller loyalties to region and religion which abound in a vast and varied country such as ours. We are trying to lessen the disparities between different sections and to give greater opportunities to the small man. We have many minorities. They enjoy full rights as minorities and as citizens.

We would certainly like our society to benefit from technology, but we do not want to be imprisoned by technological structures. We have no wish to re-enact the experiences of the West our national personality must evolve in its own way. Increasing material affluence does not seem to have satisfied man's deepest yearnings. Society must be imbued with the values which will enable man to find fulfillment and to enjoy his world.

This is the principle which has been guiding our endeavors. It is not easy to transform the old order without revolution, or to mould a diverse people into a modern nation on a rational basis without recourse to compulsion. The task is too vast to attempt superficial unity which comes of fanatic appeal to religion or dogma. In this quarter of a century, a rational democratic process has been established.

We have always viewed Indian problems in the larger perspective of international peace. To us, the Cold War seemed to be distracting attention from the major problems of the world and encouraging confrontation rather than cooperation. It was inevitable that the assumption of the Cold War could not pass the test out line. We welcome the détente in Europe. We are glad that China has at long last been admitted into the U.N. and that the United States and China are beginning a dialogue. In this period, France has displayed foresight and statesmanship of the highest order.

Thus, there was every reason to expect evolution towards a peaceful world and, naturally, of India. Our last general elections created the conditions of political stability which would enable more rapid economic advance.

However, within a week of the formation of the new government, without warning and without volition on our part, a tremendous new burden fell upon us. Over 9 million people of East Bengal-more or less equal to the population of Belgium or Austria-terrorized and persecuted by the military rulers of Pakistan, have been pushed inside our territory, jeopardizing our normal life and our plans for the future. Should the world not take note of this new kind of aggression? This is not a civil war in the normal sense of the word. It is genocidal punishment of civilians for having voted democratically. It is cynical use of helpless human beings as a weapon against a neighbor nation. Loyalty cannot be commanded by force. The spirit of man, his yearning for freedom and human dignity cannot be extinguished by repression.

We in India have shown the greatest self-restraint. But there is no doubt that our stability and security are threatened. Indeed we feel the threat is to the peace of the entire region. The basic cause of this crisis must be remedied. A political solution must be found, and to be effective, it must be acceptable to the elected representatives of the people of Bangladesh…….

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘বিশ্ব এখন বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে আগের চাইতে বেশী সচেতন-বিদেশ সফর শেষে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য	দি স্টেটসম্যান	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

WORLD UNDERSTANDS BANGLADESH CRISIS BETTER NOW

- Mrs. Gandhi

(From Our Political Correspondent)

New Delhi. Nov. 13-On return from her Three-week tour abroad, Mrs. Gandhi said here this Morning that while she was “On the whole” satisfied with her talks with world leaders, she could not say how effective any intervention by them would be in resolving the Bangladesh issue without a war. Shortly after touching down at Palam, the Prime Minister told Reporters that the world, including the USA had a better appreciation of the seriousness of the crisis in the sub-continent.

The question of a war between India and Pakistan, she said, was exercising the minds of the world leaders just as it was exercising her own. She had been kept informed of the border situation but a fresh assessment would have to depend on a discussion with her colleagues.

Mrs. Gandhi disagreed with foreign Press comments that there had been no meeting ground between her and President Nixon. This conclusion was not entirely correct. Significantly, however, the Prime Minister added that she was not very clear on whether the U.S. embargo on arms sales would apply also to third party sales of American arms. She was also uncertain of how to interpret Press reports of the U.S. Secretary of State Mr. William Roger’s statement that the USA would keep our of an Indo-Pakistani conflict.

About Chinese intention, she said both the Press and herself had to depend on published material. She felt that there was a shift in Chinese attitudes. This was being reflected in Press reports and some other recent “happenings”. She gave the impression that Mr. Bhutto’s mission had not achieved much.

A question by a foreign correspondent about the possibility of compromise on the refugee problem irked the Prime Minister. The questioner suggested that because most of the refugees were Hindus India could accept them. Raising her voice Mrs. Gandhi said there was no reason why any country ought to accept foreign nationals who had not left their country of their own accord but had been pushed out merely because they had voted it, a democratic and constitutional manner. Besides India was a secular country and “we make no distinction between people of different religions”.

While she could not gather any information about he fate of Sheikh Mujibur Rahman, Mrs. Gandhi, asserted that it was unlikely that Awami League leaders would agree to talks with the military regime without him assuming the General Yahya Khan

had in fact suggested such talks. Only elected leaders could accept or reject a solution. Asked how long it would take the world community or India or Pakistan to bring about a political solution. Mrs. Gandhi said one cannot set precise dates on such issues.

She had agreed with Chancellor Brandt that he or other world leaders-either individually or collectively-could try to in Press on the Pakistan military rulers the likely consequences in the absence of a political solution. She had emphasized, that there could be a political solution only if it was acceptable by the people of Bangladesh. Nothing else would be lasting.

She had not discussed any procedural arrangements for the return of the refugees. It was true that she had referred in some of her utterances abroad to the seriousness of the situation in the eastern region; Basically what was happening on the western borders was not affecting the East Bengal situation. Unless the Bangladesh problem was solved, tension would persist.

President Giri and Mrs. Gandhi’s Cabinet colleagues were present at the airport to greet her. There was a large turn-out of members of the diplomatic corps and Parliament. Apart from the large crowd which cheered her at the airport she was received enthusiastically by crowds at the wayside during her drive to her residence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'নিউজউইর্ক-এর সাথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI'S INTERVIEW TO NEWSWEEK MAGAZINE, NOVEMBER 15, 1971

On war with Pakistan

For a long time, even thought there were very provocative and threatening actions and speeches by the President of Pakistan, India did not do anything. Now, when we feel that we are being threatened, we simply can't leave our border undefended. I don't know any country in the world that would say, "We will leave our border undefended" What should we do when this is happening on our border? Do we just sit quietly and say, "Do whatever you like, even if its consequences to us are so great?" …… This I would say: by and large, the Indian people don't want war. We do have vocal elements who have been wanting war, certain extremist parties who have been wanting war. But we don't have among the people an anti-Pakistan movement as (Pakistan has) a hate-India movement I sincerely hope that there will not be a war, and I am doing everything possible to keep it from happening. The threat of war is considerably less since we moved our troops to the border of West Pakistan. But, of course, as the situation heals up in the east, that is where that threat is. We feel every day the danger to eastern India is increasing.

On supporting the Bengalis

Only when the refugees started coming can you say that India had a hand in the Pakistan crisis. Only after all (the Pakistani Army terror) can you say, "Well, maybe some of the guerrillas do come over from India" ….. Some of the training may be taking place on our side, but certainly not all of it. Even now the guerrillas are not dependent on India. As you know, the majority of the guerrillas are the paramilitary forces of East Bengal…… And they're the ones who are training new people….. What the Bengalis consider to be the spirit of their people has been very deeply wounded. And while that spirit is there, the Pakistani Army will have to kill all the 75 million people in East Bengal before they can have control over them…. India can only prevent such a massacre in small and indirect ways. And I have absolutely no hesitation in saying that if I were placed in a situation like the Bengalis', I certainly would fight. After all, we did fight the British and we have encouraged independence struggles all over the world.

On the Bengali refugees

Taking care of the refugees means cutting a lot of our programmes, it means a certain austerity in living, cutting government spending and re-orienting various schemes and programmes. It is indeed a very, very heavy (burden). I don't think it will cripple our economy, we won't go under with it….. But the major danger is not this burden, which is heavy enough. It is the social and political tensions which are growing out of this problem. And, we feel that there is even a very real threat to our security.

On the breakup of Pakistan

I don’t think any country in its right mind would want its neighbor to disintegrate. We have enough problems of our own without having a weak neighbor; its’ not a healthy situation… (But) it is our assessment that East Bengal cannot remain united with Pakistan ever again in the same way it has been.

On Soviet aid to India

I’ve never asked for help at any age. Not even as a small child did I ask any person, “Will you do this for me or will you give me this”? I have not as ked the Soviet Union for help. I have explained to them as I have to other countries what the situation is. Now, it is up to the Soviet Union and other countries-to decide; is the stability of India important to our region or not?.. We certainly welcome help from whatever quarter it will come. We welcome support, we welcome sympathy. But I have-always stood on my own two feet and I want India always to stand on its feet. We don’t want to be dependent on any country in the world.

On Yahya Khan

(He is) one man who could not get elected in his own country if there were a fair election. I would say he would not even get elected in province if there were a fair election….. (Asked to reply to a statement by President Yahya in last week’s Newsweek interview, Mrs. Gandhi noted that Yahya had referred to her as “that woman.”) That woman! I’m not concerned with the remark, but it shows the mentality of the person. I mean, how well has he judged his own capacity to deal with East Pakistan? If he can’t judge a very small section of what was his own country, what weight has his judgment on India? What does he know about it? It’s a world which is quite outside his ken.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বনস্থ বিথোভেন হলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২১ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI’S SPEECH IN BEETHOVEN HALL, BONN, NOVEMBER 21, 1971

Following are excerpts from the speech:

…. When we thought that the path was cleared-and after the elections, as you all know, we were busy congratulating one another, patting each other on the back, suddenly a new burden, without any warning, without any fault of our own descended upon us, and that is the crisis which took place across our borders. Now, normally, I do not like speaking about other countries, but, in order that you may understand the situation, I would like to say something. When there was the independence struggle in the Indian sub-continent, the movement or the struggle was all over the sub-continent, even in that part which is now Pakistan. But when independence was achieved, the country was divided; we accepted that division, unhappily perhaps, but we accepted it, and we have not by any word or deed done anything to change that situation. In India, those who have fought for freedom stood for elections and have formed the government; but on the other side those who had fought for freedom remained in the prison, by and large, and the Government was formed by those who had collaborated with the foreign rulers, either in the military or in their civil service. This was a major difference between the Governments of the two countries, and this is what has made it so difficult for us to see alike.

India was twice attacked by Pakistan, and today there is a danger of war. We have done, and we will continue to do, nothing which will provoke a war, but the conditions are very war-like even today because our troops are facing each other on the border. I was asked this question a little while ago on TV : Why is it that India is not willing to withdraw her troops when this proposal has been made? It was India which approached the United Nations when the crisis firs began brewing.

You know, just as we had elections in India, there were elections in Pakistan after a very long time, because the people were getting tired of military rule and there was a general demand for elections. In Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League Party, got a majority that was even much bigger than my majority in India. Almost to a man, the people in East Bengal-man or woman-voted for him. But whereas in India it was a logical conclusion-you win an election, you from the Government-on the other side this did not happen. The six-point programme was not a new programme, it was the programme which Sheikh Mujibur Rahman had put before the people before the elections. This was his election campaign, his election programme. And if anybody had any objection, whether the leaders or anybody else, the time to raise the objections was before the elections. They should have said we cannot have elections on the basis of this six-point programme. But nobody and anything. It was when the

elections were won by such a big majority that this was raised; “that this means far too much autonomy than we are prepared to give”. And negotiations began. We thought, and the people of East Bengal thought, that this was a genuine attempt to come to an understanding; but the time was used for bringing across more troops from West Pakistan by sea, and when they thought that there were sufficient troops to deal with the population, on the 24th March, I am told by a leader of East Pakistan, who says he was, if not in the same room, at least in the same house where talks were being held-that they thought that things were going on well and that they were approaching a solution and an agreement. The very next day, a reign of terror, of massacre, and all that goes with it, was unleashed, and this resulted in millions of refugees-the number is now over 9 million-it is the population of Belgium or Austria-who are now sitting on Indian soil in the greatest of discomfort, in the greatest of misery, in very inadequate camps.

Now, even it in a rich country 9 million people were to come suddenly, not a few at a time, but very suddenly in a few weeks, they would not be able to manage the situation. So you can imagine that India being one of the poorest countries, with very limited resources, and in this situation we have 9 million people. You can imagine the pressure on supplies, on the administration, on the resources, on money, on every possible thing. Most of the refugees have come into four States of India in the Eastern region, and in one of them, Tripura, there is hardly room to put a person now. They are occupying the schools and the colleges and parks, every possible public building. In the beginning, the people were very sympathetic. Now the parents say; `well, we are sympathetic but what about our children? When will the schools open? Are they going to miss years of their education? So, all administrative work in some of these States is at a standstill. Every official is busy looking after the camps.

The economic burden is tremendous, the administrative problems are there, but even more so are the social and political problems which have arisen. We have organized trade unions. There is a recognized rate. Now, the refugees can’t-we are trying to keep them in the camps, but because the number is so large and many of them don’t come to camps at all they offer their services at much lower rate. Now, immediately there is trouble, because the labor unions say `well, this is our rate and you cannot employ’. But we have people who was to take advantage of such a situation, and so we have great social tensions. I am just giving one example to show the type of problems that can arise but more serious than all of this is the threat to India’s stability; because amongst the refugees there are many who may not be genuine refugees. We have no way of booking them. And we are having acts of sabotage, trains are being blown up, lambs are found in places, and a lot of propaganda is being done in order to their tension between the different religions.

Pakistan has raised a question about the number of refugees; we say they are over 9 million. They have given the figure of 2½ to 3 million. Now, there is some logic in their argument, because 2½ to 3 million is the figure of the Muslim refugees, but we have not only Muslim refugees, we have Hindus, we have Christians, we have Buddhists. In three of the States, Tripura, Meghalaya and Assam, everybody is fully accounted for, for there every individual has a ration card. It is true, in West Bengal things are not so well organized because the larger numbers are there. But after this question arose, we are

having a recounting at all the Camps and it may be over by now, because it started some time before I left the country. It may be a little less, it may be a little more, but I don't think there will be a great difference in the figures which we have given.

Now the question is : (1) about the United Nations observers, and (2) about the withdrawal of the troops. When we had asked the United Nations to look into this matter, we were told that it is an internal matter the United Nations cannot do anything. This was right at the beginning of the crisis. We kept on reminding them that it may be an internal matter, but its consequences are overflowing into India creating great problems, and the United Nations should take an interest. Now the United Nations observers want to come, not to deal with the cause of the crisis which is in East Bengal, but to see who is crossing over the border. They want to tell the refugees to go back. We are telling the refugees, to go back and if some more people will tell them, well, they are welcome. But Indian society is an absolutely open one. All the journalists from your country, from Canada, from the U.S.A. from the United Kingdom, many other countries have gone there, both sides, to East Pakistan, to India, to West Pakistan; they are free to report; the Diplomatic Corps is free to go where it wants to go. We have had Parliamentary Delegations also from both the Americas-Latin American countries, North America-Japan, New Zealand, the different counties of European the Scandinavian countries; all these people have been free to go, to report, to talk to the refugees. So it makes no great difference. And we have also 10 people from the United Nations High Commission for Refugees. So it is no great problem if a few more people come from the United Nations or from anybody else. Of course, then there are the international organizations; there is CARITAS, there is UNICEF, there is CARE, "WAR-ON-WANT", OXFAM, and some others. So it wouldn't make much difference if some more were so come. But we do object, we object because these people are coming not to deal with the problem as a whole but to try to deal with a part of the problem. When we say to the refugees, as I have been consistently saying, that India cannot keep these refugees as a permanent burden, they must go back to East Bengal, they can stay for a few months, if there are a few children who are orphans or few women who have no home, we could keep them, but we are not going to keep millions and millions of foreign nationals in our country, no matter what we are absolutely determined about it. Their reply is : "we want to go back, but how can we go back when the massacre is continuing", when every day-first there were 30 to 40 thousand, then the figure went up to 62 thousand everyday-now I am told that it has come down slightly, but it is still in the region of 16 to 20 thousand. But still so many people are coming with the same stories of barbarity, of horror, of murder, of rape. How can we ask the people to go back? And who will listen to us, even if we do ask? First, the condition should be created on the other side which should assure the refugees that they can go in safety and in dignity. This is what we have said to the United Nations.

Now, with regard to troops, it is Pakistan which first brought their troops to the borders; they came first on the Eastern border because they are para-forces. We have an agreement with them that they would not be troops, they would be only paramilitary forces-East Bengal Rifles, East Pakistan Regiment-on the side, and what we call the Border Security Force, on our side. Their people, i.e. this Regiment and the Rifles, have left the Pakistan service in March, as soon as this happening started, and they joined the

Movement of Liberation of East Bengal. So, their border was left in a way unprotected. Either they left it or they did not trust these people in the check-posts and they moved their army to the border. So, after some time, we were forced to move our troops also. Now there was no trouble whatsoever on the Western Front, i.e., Kashmir, Punjab, Rajasthan, but one day they moved their troops there also. Now, there we have got U.N. said, “Oh, this is merely a training exercise”. Obviously, it is not something we could believe. Even then, we did not do anything for more than a week, but at the end of that time we saw that their troops had no intention of withdrawing, we were compelled to bring our troops up to the border.

Now, what does withdrawal mean? People say, even though it was their fault, what harm is there in withdrawing the troops? Well, the question is that their cantonments are right near the border, but ours are not; ours are very far away and if we withdraw, there is no way we can really adequately defend our country if they change their mind. And, we have had no cause to trust them, I mean, we have been attacked twice and on each accession for many months they have, “we have nothing to do with It, we have sent no infiltrators”, and then they themselves have admitted this in public forums, such as, either the Security Council or somewhere else. This is the history and the background. As any head of Government-although India is deeply committed to peace, to total disarmament, India believes that war does not solve problems-but we cannot leave our borders undefended in the present circumstances, especially as all the news coming from Pakistan state that since they are bound to lose East Bengal, why should they not grab a piece of the West. This is the situation which we face. Seeing India from a long distance, it may seem to you: “well, it does not make any difference”. But the people who live on the borders, and ours and inhabited right up to the very edge-in fact, in East Pakistan we have houses where, the houses are in India and the kitchens are in East Bengal or vice-a-versa. We have no natural border; there is no river or road or anything like that. To the people who live in the border, it means a great deal whether they are properly defended or not, whether they can trust the Government to defend them. So, this is what the position is.

There was another question which was asked me a little while ago and which was what about Kashmir? Now, what about Kashmir! Pakistan has spread the propaganda that Kashmir is pro-Pakistan, and I am afraid some other people have helped them in this propaganda. In 1965, they sent a lot of infiltrators, trained people. They thought that these people would we welcomed by the locals. But they were not welcomed. The local population was the first to inform us, because, as it happened, at that time, we did not have very many forces there, we did not even have sufficient police in the city of Srinagar, which is the capital city. It was a very great weakness. This was so because, in the meantime, in 1962, we had been attacked on the other border and we had concentrated all our forces there. But when this attack took place in 1965, it was the unity of the local people, who not only kept us informed, but who formed the front lines almost- till the army came to defend their country. This is how we not only not allowed the Pakistani Army into Kashmir, but took a large portion of territory which has most of the vantage points which were under Pakistan’s occupation previously. Now, Kashmir has

lived in peace all these many years. There are voices of dissent there, I am not saying that there are not, but so are there in practically every country. There is hardly any country in the world, which has not some voices of dissent. The way to judge a situation is there peace or not, is the Government there going on normally, is education expanding, agricultural programme improving, industry expanding in Kashmir; all these things are happening. Everybody is free to go there. It is true that we have recently put some restrictions on one or two of their leaders. They are free to go anywhere, but not to enter Kashmir, because things are peaceful there and we thought that at this moment for some body to start trouble is not in the country's interest.

So, we have nothing to hide and, as I said, we shall not, certainly not, be the people to provoke a greater confrontation. But to think that the present situation can last is unrealistic. To think that the bitterness and hatred in the hearts of the East Bengalis can go without any positive action, is to be unrealistic. And, as a politician, one has to face the reality of the situation; it is not a question of what I think or what I want, it is a question of what exists, and what exists is that the people of East Bengal want to decide their destiny themselves. They do not want advice from me, and they will not take it even if I want to give to them. They are imbued today with the spirit of nationalism. It may be good, it may be bad, that is beside the point. But this is a situation which nobody can ignore. And that is why we think that the world should take interest, to try see that a political settlement is reached which will be lasting, and nothing will be lasting unless it is accepted by the people of East Bengal and their elected representatives.

Now, the Pakistan Government has announced that they will have re-elections. We certainly cannot understand it. The people who won the elections are here, they are alive. You can't suddenly say these seats are vacant. Not only do they say the seats are vacant, but 55 people have been declared elected unopposed to some of those vacancies. It is an extraordinary position, and I don't think any body who is concerned with democracy, with liberty, can accept this situation.

Further, the burden on India, not the economic burden, is tremendous. As I said a little while ago to another audience, when you are poor, you know you can be poorer. If you have not enough to eat, you are always willing to share what you have. We found that in our country and our experience has been that whether there is drought or whether there has been war, it is the poor people who have helped the most. Today, although the burden is a tremendous one, it is going to cost us a great deal, not just in money, it will cost us in development it will cost the promises we made to our people, of the programme of employment, every single programme; we are trying not to cut it, but I don't see how it can remain whole, everything will have to be pruned. We have very heavy taxation already, and about a few days before coming, we had to put extra tax burden on every possible thing we could think of. And we just sat and thought, now what can be possible taxed, and we taxed. So, we have this enormous burden but I have confidence in my people. They have shown their capacity to endure any burden, to bear any type of suffering or sacrifice, and, today, if we have to do it for our unity, for our stability, for our freedom, I know that the people of India, and even the political parties which are otherwise completely opposed to me, I know that on this question, we stand as

one. And we have the determination to bear this burden. We are not going to go under, however heavy the economic burden is, or any other burden.

But we may have to take steps which are necessary to safeguard our freedom and our stability, and, I think, that this is not only in the interest of India, it is in the interest of Pakistan itself. Pakistan cannot remain if India is unstable. If Pakistan becomes unstable for a while and India is stable, Pakistan will come back to stability. But if, in the larger part of the sub-continent, there is trouble, then certainly nobody can save Pakistan or any other smaller countries there. and, I think, if there is instability in India, it will have an effect on all of Asia, and perhaps in other parts of the world as well.

So, today, we feel that very much more is at stake than people are realizing; and I have come here not to ask for anything from the Government, from any of the countries where I have been, but merely to give my assessment of the situation as it exists. And it is then for these countries, these governments or the people, to decide what they should do in such a situation, whether they should help or they should not. Naturally, everybody welcomes sympathy, everybody welcomes friendship, everybody welcomes support, but we know that in life, in the ultimate analysis, everybody-even a parent, or a child, or a sister, or a brother, each individual is alone; each country is alone; and India must learn to stand on her feet; she is going to stand on her feet and deal with the problems herself.

Following are some of the questions asked by the audience and the replies given by the Prime Minister:

Question: You speak about humanity for the East Pakistanis. How will you explain the construction of Farraka Barrage which certainly is going to destroy the agriculture and economy there?

Prime Minister: I don’t know whether the young lady knows the geography of the place. East Bengal does not suffer from a shortage of water but of too much of water.. (applause). This matter has been under discussion for a long time. Unfortunately, Pakistan is now trying to make it into a political question, whereas it is not. It is not in any way harming East Pakistan or East Bengal.

Question: Excellency, Mrs. Gandhi, I want to tell you that I am Vice President of the Committee of Migration in the International Council of Women. We have made a resolution in our meeting in Amsterdam about the very great problem of refugees in you country, to urge all 60-member councils to take more care for your problems and urge the United Nations to look after the minorities in the world.

Prime Minister: Thank you very much.

Question: Madam, you said in the course of your speech that East Pakistani people are imbued with nationalism. Do you think this nationalist spirit is absent in West Bengali people, and because Bengalis are a nation, therefore, they should have one State? How would you preclude the people of West Bengal, who are as much Bengalis, from forming the same State?

Prime Minister: It is a very good question; thank you for asking it. I should have actually dealt with it in my speech. Well, the first answer is that there is no feeling in West Bengal to separate from the rest of India. Secondly, it is not only a question whether what West Bengal would like to do, but whether the people who live in East Bengal would like West Bengal to join them. Obviously, nothing is impossible in the world and it is a remote possibility. I personally do not think that such a thing can happen, because West Bengal is far more developed, whether industrially, educationally or in any other way, than the East is. We know from own experience of what has happened in Vietnam, that they would not like to have a bigger brother attached to them who should dominate them.

Question: You mentioned something about the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman. But I think you should inform the audience that the division of the country was not in his six-points. And it would be the same thing as if Candidate Strauss would win the election for Chancellorship and he would like to separate Bavaria from Germany. I don't think that the people of Germany would accept that.

Prime Minister: I think I made it very clear that the six-points were announced before the elections. They were accepted, presumably, because otherwise why should the elections have been held on that programme? That was the basic programme put to the people of East Bengal and it is not only the people of East Bengal but also some of West Pakistan who voted for Sheikh Mujibur Rahman's Party.

Question: The six-points did not give him the mandate to divide the country.

Prime Minister: We are talking about whatever the six-points did. Sheikh Mujibur Rahman did not ask for any 7th point at all. Whatever the programme was, as I said, if anybody disapproved of it, the time to raise that point of disapproval was before the elections and not afterwards…..

Question: Relating to Indo-Soviet Treaty and detente in Europe.

Prime Minister: Well, our Indo-Soviet Treaty is unconnected with this matter. We welcome the détente here and we wish that there would be détente in all such disputes anywhere. So far as the Indo-Soviet Treaty is concerned, well, it is just what it says, its name says, the "Treaty of Peace, Friendship and Co-operation".

A lot of people who have never supported non-alignment are now trying to say that this Treaty is going against the interest of non-alignment, India is no more non-aligned, and so on. We are naturally not at all impressed by this argument because we know what our policy has been and we are determined that it is going to remain the same.

Question: Hon'ble Prime Minister, Mrs. Gandhi, my question is almost identical with the former question, but I just want to elaborate one point. It is a fact that our Treaty with the Soviet Union is not intended to affect our policy of non-alignment; but I think the influence of Russia is getting more and more in our part of the world. As far as I am

informed, the Soviet Navy has approached some of our ports, at least party. And Russia is too big a power, too strong a power, that in a long time, I mean, in a long period of our relationship, whether India can really remain sovereign and non-aligned?

Prime Minister: This indeed is a very extraordinary question, if I may say so. Perhaps the gentleman has been out of India for a considerable time and he does not know how we feel. If the Soviet Union is on the Indian Ocean, well, so are many other Navies, there. He has not suggested that any other Navy, being there is also going to influence us. So, therefore, why should the Soviet influence be more than the others? Every country in the world, small or big, does try to influence others countries. The question is whether we are going to withstand that pressure or not. We have always withstood pressure. We have fought for our independence. We have not appealed or begged for it. We have fought for it with our lives (Prolonged applause).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করবেঃ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা	দৈনিক যুগান্তর	২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

যশোর সীমান্তে ১৩ খানি পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংসঃ
সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণা
আত্মরক্ষায় ভারতীয় সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করবে

(দিল্লী অফিস থেকে)

২৪ শে নভেম্বর- আজ এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, সৈন্যবাহিনীর প্রতি পূর্বনির্দেশের পরিবর্তন করা হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ-যশোর সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ১৩টি পাকিস্তানী 'সাফে' ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কারণ বিশ্লেষণ করে এই মুখপাত্রটি বলেন, পরিস্থিতিকে আরও সঙ্কটজনক করে তোলা অথবা সংঘর্ষ শুরু করা আমাদের কোন সময়েই ইচ্ছা নয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ জোরদার করায় পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। পাক বাহিনীর এই ধরনের জঙ্গীবাজী বৃদ্ধি পাওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তারই ফলে সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি প্রদত্ত পূর্বনির্দেশের কিছু পরিবর্তন করেছেন।

গত রবিবার বয়রার কাছে পাকিস্তানী বাহিনী ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে বিপজ্জনকভাবে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি বিপন্ন হওয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি পূর্বনির্দেশ পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই পাক বাহিনীর এই অভিযান প্রতিরোধ করার জন্যই ভারতীয় বাহিনীকে ট্যাঙ্ক নিয়োগ করতে হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ১৩টি পাকিস্তানী সাফে ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে। ভারতের কোন ট্যাঙ্কের ক্ষতি হয়নি এবং ভারতীয় যে ন্যাট বিমানগুলি পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমান ভূপাতিত করে সে বিমানগুলিরও কোন ক্ষতি হয়নি।

এই মুখপাত্রটি বলেন, এই প্রথম ভারতীয় বাহিনীকে আত্মরক্ষায় সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলি তাদের কাজ শেষ করার পর সেইদিনই ভারতীয় এলাকায় ফিরে আসে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যদি আবার এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে ভারতীয় বাহিনী অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয় ট্যাঙ্ক এবং বিমান ধ্বংস হয়েছে বলে পাকিস্তান যে দাবী করছে এই মুখপাত্রটি তা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন সামান্য হয়ে থাকতে পারে।

এই মুখপাত্রটি বলেন, পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি আরও গুরুতর। তবে পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানীরা সীমানা লঙ্ঘন করছে।

মুখপাত্রটি বলেন, ভূপাতিত তৃতীয় পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমানের পাইলটকে পাওয়া যায়নি। এই পাইলট পাকিস্তানী এলাকাতেও থাকতে পারে। সীমান্ত অতিক্রম না করার জন্য পূর্বে সৈন্য বাহিনীকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই মুখপাত্রটি বলেন, অপর পক্ষের সৈন্যরা যখন ট্যাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন সভাবতঃই এই সব নির্দেশের কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমরা আমাদের লোকদের এগিয়ে গিয়ে এদের প্রতিরোধ করতে বলা ছাড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্কগুলিকে অগ্রসর হতে দেখতে বলতে পারি না।

ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলি কতখানি সীমান্ত অতিক্রম করেছিল এই প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্রটি বলেন- খুব সামান্য দূর। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কতদূর তারা যেতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি মনে করেন না যে, এইরকম পরিস্থিতি উদ্ভব হলে যাতে মার্কিন সৈন্যরা কম্বোডিয়াতে যতটা ভেতরে ঢুকেছিল ভারতীয় সৈন্যদের পাকিস্তানের ততদূর ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করা যখন প্রয়োজন, স্থানীয় কমান্ডারই তা ঠিক করবেন।

এই মুখপাত্রটি বলেন, বাংলাদেশে কোন ভারতীয় সৈন্য নেই। এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে তা মুক্তিবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে।

মুখপাত্রটি বলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় এলাকার ওপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। গতকাল পাকিস্তানী সৈন্যরা। কিষাণগঞ্জের পূর্বে এবং রাণাঘাটের দক্ষিণ-পূর্বে ভারতীয় ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ করে। ২২শে নভেম্বর মধ্য রাত্রে পতিরানের উত্তরে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সৈন্য ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। গত ২২শে নভেম্বর শিকারপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্য লাইট মেসিন গান ও ক্ষুদ্রাস্ত্র থেকে গুলীবর্ষণ করে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাল্টা জবাব দেয়, পাকিস্তানী সৈন্যরা অপসারণ করে। ভারতীয় পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি। একই দিনে রাণাঘাটের দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তানী সৈন্য ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। ২২শে নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্য গঙ্গারামপুরে এবং কালুরঘাটের নিকটবর্তী অঞ্চলের ওপরও গোলাবর্ষণ করে।

২২শে নভেম্বর আসামের করিমগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতীয় পর্যবেক্ষক বিমান যখন ভারতীয় এলাকার মধ্যে ঘুরছিল তখন পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় বিমানের কোন ক্ষতি হয়নি। একই দিনে পাকিস্তানী সৈন্যরা করিমগঞ্জের উত্তরে একটি এলাকায় ভারতীয় টহলদারী সৈন্যদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। একজন সীমান্ত রক্ষী আহত হয়েছে। একুশে নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা করিমগঞ্জের পশ্চিমে ভারতীয় ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ করে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এই গোলাবর্ষণের পাল্টা জবাব দেয়। কেই হতাহত হয়নি।

১৯শে নভেম্বর পাকিস্তানী নাশকদের পোঁতা দুটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিষাণগঞ্জের প্রায় আটত্রিশ কিঃ মিটার উত্তর-পূর্বে ইসলামপুরে একটি স্কুলবাড়ী সৈন্যরা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২২শে নভেম্বর, পাকিস্তানী সৈন্যরা যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ওপার থেকে গুরাইস-এর উত্তর-পূর্বে ভারতীয় টহলদারী সৈন্যদের ওপর লাইট মেসিনগান ও রাইফেলের গুলীবর্ষণ করে। একই দিনে ঐ এলাকার ওপর পাকিস্তানী সৈন্যরা সীমান্তের ওপার থেকে লাইট মেসিনগানের গুলিবর্ষণ করে।

রাজৌরী ও নওশেরা সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যরা গত ২২শে নভেম্বর উড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ও নওশেরার উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ওপার থেকে গুলীবর্ষণ করে। নওশেরা এলাকায় একজন সীমান্ত রক্ষী আহত হয়েছে। কারমিলের উত্তর-পূর্বে এবং উড়ির দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তানীরা নতুন বাংকার তৈরী করছে। রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকদের কাছে এইসব যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের পথে আসার জন্যে ইয়াহিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহবান	‘‘দৈনিক আনন্দবাজার’’	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

মুজিবকে মুক্তি দিন, রাজনৈতিক সমাধানে আসুন
ইয়াহিয়ার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী
(রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ২৭ নভেম্বর-বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশ্যে এই আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী। পাক প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়ে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এই আহবান বাণী ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী অটলের মারফত মুখেই চালান করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি শলাপরামর্শের জন্য দিল্লিতে এসেছিলেন। শ্রী অটলের মারফত মুখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা ঈদের বাণী পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধীর এই বাণী তারই উত্তর।

জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধী পাক প্রেসিডেন্টের ঈদের স্বাগত বাণীর প্রত্যুত্তরে পাল্টা অভিনন্দন জানিয়েছেন। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, একথা সত্য নয় যে প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে অভিনন্দন বাণী বিনিময় করেননি।

মুখপাত্রটি স্বীকার করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে রাজী, তবে বাংলাদেশ তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

বাংলাদেশের জনসাধারণকে তিনি কোন সমাধানে রাজী হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর কোন অধিকারই নেই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
“আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থে যা ভালো তাই করবো”-দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা	দি স্টেটসম্যান	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WE WILL DO WHAT IS BEST IN OUR NATINAL INTEREST: MRS. GANDHI

NEW DELHI, Dec. 2.-The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, declared here today that it did not worry India at all as to who called her aggressor when she had not committed any aggression, reports PTI. Making an obvious reference to the latest newspaper comments from London that Britain might describe India again as an aggressor, Mrs. Gandhi said: “Times have changed during the last five years. If any country thinks that by calling us aggressor it can pressurize us to forget our national interests then that country is living in its own fool’s paradise and it is welcome to that”. Mrs. Gandhi was addressing the Congress workers of Delhi who had assembled at her residence this morning to express their solidarity in this time of national emergency.

Mrs. Gandhi said: “The times have passed when any nation sitting three or four thousand miles away could give orders to Indians on the basis of their color superiority to do as they wished. India has changed and she was no more a country of natives.

“Today we will do what is best in our national interests and not what these so-called big nations would like us to do. We value their friendship, help and aid but we cannot forsake the country’s territorial integrity and sovereignty”.

Referring to Britain Mrs. Gandhi said that during the 1965 Indo-Pak conflict, Britain had made the mistake of calling India an aggressor “But now they should see for themselves the facts, sequence of events, the happenings in Bangladesh and situation on the Indo-Pak borders”.

“My only expectation from Britain is that it would take an objective view of the situation,” she added.

Referring to Pakistan’s efforts to get U.N. observers in East Bengal, Mrs. Gandhi said she did not know what useful purpose these observers could serve in the present situation.

A large number of foreign dignitaries legislators of various countries, U.S. Senators, relief teams. Independent organizations, Ministers and others have visited the border of East Bengal with West Bengal and have witnessed the plight of the refugees. They have also seen the results of the reign of terror unleashed by the Pakistani Army on the people of Bangladesh but what had happened? “Has it solved the problem of Bangladesh? Has any of these big nations asked Pakistan to stop this genocide of the people of Bangladesh? No, they will not do it.”

The problem of Bangladesh, she said, could be solved only by asking the Pakistani Army to vacate Bangladesh so that these millions of people had left heir homes and hearths could go back and pursue their life peacefully.

“Peace can return to the subcontinent only if the Pakistani Army withdraws from the borders or India in the east as well as west” Mrs. Gandhi said.

Mrs. Gandhi said when Pakistan moved its Army to the India borders there was not a whisper by any of these notions or the U.N. But, from the time India had brought forward her farces to protect her territories, there was a hue and cry that peace was in danger, “I do not understand these things”.

In her hour-long speech, Mrs. Gandhi asked whether the U.N. will be prepare to give an undertaking that Pakistan would not attack India, “In the event of any such attack, would the U.N. ensure tat any territories, occupied by Pakistan are vacated?”

Thrice Attacked

Before they talk of withdrawal of troops from the eastern or western border they should keep in mind that India was attacked thrice earlier by Pakistan but neither the U.N. nor the other powers condemned Pakistan once for that. How do they expect us to believe them now?

She said India did not move the Army to the western borders for ten days after Pakistani Army had occupied forward positions “We went to the U.N. observers and protested to them that Pakistan should not be allowed to bring her forces in the forward areas. After inquiries the U.N. observers told us that the Pakistani s were carrying on military exercises and would withdraw after ten days. Are the ten days not yet over? With all these happenings I do not understand how we can have any faith in them.

Mrs. Gandhi said that the idea of posting U.N. observers in East Bengal was to check the activities of the Mukti Bahini. But they were forgetting that all the checks and controls in Vietnam failed to stop the guerrilla activities. “I do think how observers can function when it is made pain by the Bangladesh Government that it cannot guarantee their safety” Mrs. Gandhi added.

She said “there is a charge that India is allowing Mukti Bahini to operate from her soil. How can we check it? Our border with East Bengal is so long that even if India deployed her entire army. It would not be able to stop them”.

The prime Minister said the U.N. or any nation was not prepared to look at the question in its entirety.

Mrs. Gandhi described as totally baseless the accusations that India was interfering in the internal affairs of a neighbor. We are simply telling the world what the Pakistani Army is doing inside Bangladesh. Killing thousands and thousands of human beings might not be of any concern to the world but India is worried and that is the reason which has prompted India in allowing the refugees to come to our soil.

"All these countries which are today shouting about India interfering in the internal affairs of Pakistan had interfered in the affairs of other countries whenever it suited them and here when we have not done any such thing. We are being accused of it. Well, it should not worry us much. Even a country like China, interfered in other nations affairs".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা	‘‘দি ইয়ার্স অফ এণ্ডীভার’’	৩ ডিসেম্বর,১৯৭১

WE SHALL SUCCEED

YOU ARE ALL aware that we are facing a new crisis. The people of Bengal and the rest of the country had stood by us and returned us to power in the last general election. We had imagined that all obstacles in the way of our progress had been removed and we shall work hard to build up a strong country. But soon after, a tragic event happened which cast a big burden on our people, although we were in on way involved in it. In the beginning, it was purely an economic burden. The large influx of refugees from East Bengal seriously affected the lives of the people in West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura and increased their hardships. We imagined that we shall have to bear this burden for only a few days and we shall be able to do so easily with the help of other countries. But the help we received was meagre compared to what was necessary. If some people offered help, they were not in the least worried about the causes of the crises why a huge mass of people were quitting their homes and coming to us like a river in flood. No disease can be cured unless it is correctly diagnosed. What is to be done if, without caring to find out the cause of the influx, we try to stop it? We told the truth and others agreed with us , but nobody did anything in the matter.

To understand the present crises, we have to go into its historical background and find out how Pakistan was formed. The battle for freedom was fought in the whole country-also in the region now called Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, better known as Frontier-Gandhi, and Abdul Samad khan, who was called Baluch Gandhi, took part in the fight for freedom. But when Pakistan was formed, it was not these leaders of the people who came to power. In India, the freedom fighters won the elections and set up their Government. But in Pakistan. They remained behind prison walls and those who were cooperating with the British set up their Government. They held positions in the Army or other offices. There was a basic difference in our ideologies. We were anxious then and are so even now that we should have the best of friendly relations with our new neighbor-now that Pakistan had come into being. It is not good for any country to be always quarrelling with a neighbor. But whenever we extended our hand of friendship, we were faced with a closed fist on the other side and also an atmosphere of tension. We believe that the reason for this was that several countries were encouraging Pakistan to do so. If the big powers, which were friendly to Pakistan, had advised it in the very beginning not to fight with India , Pakistan would not have taken up the posture of war. Pakistan had neither the strength nor the courage to go to war with us. But they did so because they were getting help and war materials from abroad. Even when they went to war with us, they got all encouragement from their friends. They were not branded as aggressors with the result that they did not change their ways. The result of all this was that despite its friendship with Big powers, Pakistan could not become a strong power. It grew weaker.

From a public speech at Calcutta, December 3, 1971.

We are all Indians though we speak different languages and profess different faiths. To whatever state we belong, we are all citizens of this country engaged in the common endeavor of taking it forward towards progress. What binds men of different religions, habits, dress and languages are some high ideals. Religion and language cannot bind any people in the world of today. We have to get over these. Religion is good and everyone must adhere to his religion. But you cannot build up a nation and keep the people united, on the basis of religion. We said this at the time of the formation of Pakistan but neither the British nor others listened to us them and Pakistan came into being. But we saw from the very beginning that in Pakistan, the people of one religion committed atrocities on the minorities belonging to a different religion.

Another thing that was happening in Pakistan and which the world overlooked was that even those who were in a religious majority in the country were being oppressed. We knew it but we could not interfere in the affairs of another country. But the situation could not last long and in the end this has weakened Pakistan. If Pakistan has become weak, it is not because we wanted it. It has become weak because other nations helped it in pursuing wrong policies, which were probably in their own interest and not in the interest of Pakistan. We had leaders who followed policies which were in the national interest and stuck to them firmly.

Our development plans are in progress but, in the meanwhile, a big burden has been cast on us. The burden is economic because the number of refugees is very large. The influx has also created social, administrative and political problems. But the most important thing is the danger it poses to our security. It might develop into a big danger.

You are aware that we have rehabilitated all the refugees who came to us so far. We did so although we are a poor country and received meagre help from outside. We become worried as the danger to our security slowly increased. Across the border between west Bengal and East Bengal, there was the Border security force on our side and East Bengal or the East Pakistan Rifles on the other side but they had changed their name and called themselves the Mukti Bahini.

At this stage, Pakistan moved its forces towards our borders; in the west they moved further towards Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. When their forces reached the Kashmir border, we drew the attention of U.N. observers towards this. They told us that the Pakistani forces were carrying out training exercises. Who could believe it? Could a country, which had been the victim of Pakistani aggression thrice, believe it? The danger to our security increased but we took no steps for ten days. After ten days, we also moved our forces forward. As long as we had not moved our forces towards our borders, no country in the world, big or small, took note of the presence of Pakistani forces on our borders. They were not worried about the danger posed to our security and that they should do something. No opinions were expressed about it. But when our forces moved forward, not on another's territory but on our own, some world powers raised a furore that peace was in peril and they began saying that both the countries should withdraw their forces. Now could we agree to this? No Government with any sense of responsibility, no minister or any officer could endanger the security of the country and

its borders. We asked why the Pakistani forces had been moved to our borders and whether it did not involve a risk to our security. If we withdrew our forces, they had to be moved far from the borders where our cantonments and other arrangements exist. But the cities and cantonments of Pakistan are quite close to their borders. If they withdraw just a little, they will still be in a advantageous position. They can reach the borders quickly whenever they want to attack us. We cannot do so. Who are there to guarantee that if we are attacked, they would help us and get us back quickly the land occupied by the aggressor? Nobody is prepared to consider this aspect of the matter. They all say that the forces must be withdrawn. We do not say "No" to this demand. We have suggestions make. But how far is it proper that only the suggestions made by the other party should be accepted? Our suggestion is that the Pakistani forces should be withdrawn from East Bengal. It is their arrival and their stay which has resulted in a reign of terror there and the influx of refugees into this country. If they leave East Bengal, the fighting will stop immediately. But no one is prepared to think on these lines.

We were also told to agree to have U.N. observers on our eastern border as well. As far as I am aware, a few of them were there. Possibly they are still there. But the question is why should they be posted there? Will their presence ensure the return of the refugees? The refugees say they will not go back unless there is complete peace in Bangladesh. Now can we ask them to go when we see there is a war in progress there, people are being massacred, woman are being tortured and one village after another is being set on fire? How can we ask them to return under these conditions? The first duty of the world community as well as our own is to try to establish peace there. We waited for many days, waited to see if other countries could help in the matter and stop the reign of terror.

I visited some countries in Europe and the United States. I was assured everywhere that they agreed with me on the need of a political solution to restore peace in Bangladesh and to ensure the return to the refugees. They said they were stressing this aspect of the problem. But nothing came out of it. We do not threaten, nor do we raise a hue and cry. Bt we know what is in our national interest and we are not going to give it up. The people of East Bengal are shedding their blood to achieve freedom. This has happened in the past in our country as well. A large number of farmers, intellectuals and members of the Bar sacrificed their lives for freedom. Now if some countries want that we should not defend our freedom and allow them to carry out their own evil designs. We cannot be the victims of their evil, designs.

Every citizen of this country has to share this burden, be the young or old, man or woman. We have to share all hardships and meet the danger. Although the whole country has to bear the burden, you in Bengal have to heap a little more of it. We should be prepared for whatever happened.

I assure you that I do not want war. I earnestly desire peace. I know what war is and how it affects the people, especially the weaker section of the community. I detest war. It is my sincere wish that I should not be instrumental in bringing about war. Nehru talked much about peace but even he said that if we have to meet any attack on our freedom we must do so with all our might.

some foreign papers have described me as stubborn. I am stubborn in matters affecting our security and, in my opinion, the massacre going on in Bangladesh must stop and peace restored. The annihilation of the 75 million people of Bangladesh is not in our national interest. Therefore, we have to ensure that the terrible atrocities going on there must stop. This is not being stubborn. There is no alternative to this if we consider our own national interests. You are aware that we have taken some steps only after calm consideration. We have done nothing is haste. We are doing only what is proper and in our interest. Whenever some foreign power talked to us, it was only after careful deliberation that we refused to accept any suggestion made and we accepted what we could. We are faced with a crises and there must be enthusiasm among the people. We have also to see how to utilize this enthusiasm to meet change before us. Any army must fight to be in victorious. This will not be possible if our industries and school are closed down and the working of our hospitals is affected. If we want to be truly victorious, the citizens of Calcutta must ensure that the work in towns and villages is carried on more efficiently and with greater vigour.

It is testing time for our country but I am confident that we shall succeed. Whatever the nature of the fight, we shall deal with it firmly and with a cool head so that the promises we have made to the people are fulfilled and we continue our march towards progress. However great the danger, however great the pressure, we have to move forward even if we are alone. The people who live near our borders know that the Pakistanis have been firing on Agartala and other places. Our hospitals and full of injured people. Our hearts go to them and I express gratitude to them on my behalf and on behalf of the nation. We are proud of their courage and we hope that their morale will continue to be high. Although they are now no longer in uniform, they are our soldiers, We are proud of their bravery and enthusiasm.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
যুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীসমূহের উদ্দেশ্যে আকাশবাণী বেতারে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাণী	'ইয়ার্স অফ এন্ডীভার'	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

VICTORY WILL BE OURS

YOU ARE FIGHTING with courage to defend our freedom and honor. The entire country admires you. Our people are with you. The people of all region, all languages, all religions, all political parties are united as never before. They are as determined as you to defeat the aggressor. They are imbued with boundless faith in their cause and in your capacity to meet any challenge.

The enemy has raised the false and pernicious cry of a religious war. The people of Bangladesh, who are overwhelmingly Muslims, have given a fitting reply to the military rulers of Islamabad.

You and we are fighting in defense of the great principle that the people of all religions are equally our brothers. We are defending the great ideals of equality and brotherhood, which are the life and blood of our democracy, Bharat means not only the fields, hills are rivers which make up our country, not only the 560,000 villages and towns, not only the 550 millions of people, but the ideals of tolerance and respect for higher morality which the very mention of India has evoked for 30 centuries.

Fight well, my countrymen. Victory will be ours.

Massage to the Armed Forces, broadcast over All India Radio, December 10, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ	'ইয়ার্স অফ এন্ডীভার'	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WHY THIS FIGHT

I AM HAPPY to be with you, to see your enthusiasm and to talk to you although I have nothing particularly new to tell you. What are we fighting for? We are fighting not only for our territory and honour but also for some high ideals which this country has upheld during the past several centuries. I am happy that in the present war not only our brave officers and soldiers but the people as a whole, including the students, are taking part in one way or the other. I am thankful to you for the purse of Rs. 1,01,000 which you have presented to me for the welfare of the Jawans. I am sure that you will be the pioneers in every work which the nation undertakes.

Students have played an important part in the freedom movement of their country, whether in India or abroad. If the student community had not been in the forefront of our struggle for freedom, we would not have achieved the success that we got. For the past many years, we have been trying to strengthen that freedom. Eternal vigilance is the price of liberty. We must always act so as to strengthen our unity and do so with firmness and courage. Also, these actions of ours should be meaningful for the people as a whole.

We have achieved a lot and yet you must be aware that we have not able to shape our destiny as we wanted to. Poverty and backwardness are obstacles in the way of the common man getting the fruits of freedom. Our people are not able to enjoy all the rights of a free citizen. While you have the opportunity to study in a university, there are lots of people in this country who do not yet have this privilege. Our freedom will remain incomplete so long as we are not able to give full opportunity for development to every village, be they in the plains, on the mountains or in the deserts.

We are proud of continuously treading the path we have chosen for ourselves. Many have been our weaknesses and mistakes and many obstacles on our path. There were aggressions against us. There were natural calamities which weakened us, yet we went forward in spite of all this. We had not had a moment's respite. Once again there is a big obstacle in the way of our progress and a big task before the people of this country. You have assured me of your loyalty and I am happy to know that the student community is prepared for the dangers facing this country. But we must know that mere enthusiasm is not enough. We have to understand the ideals and the fundamental principles for which we are fighting and which form the basis of this country's unity.

We do not want to go to war. In fact we tried hard to avoid it .The whole world knows that we have been trying for world peace for the past 25 years, and we certainly had a part to play in bringing about peace in certain areas of the world. But, what is peace? Peace does not mean that we keep quiet while the people of a neighbouring

---

Free translation of speech in Hindi at the University of December 10, 1971

country are being annihilated. This is not peace. The war that is going on today began not in our territory but in Bangladesh and India had no hand in it. We did not even know that there was to be a war.

We were happy that Pakistan had a general election after many years of military rule. The leader of a certain party won a majority in that election. We were not concerned either with election or with the selection of the leader, but we were certainly happy to know that the particular leader, who had won, wanted India's friendship. We know that we cannot always be fighting with a neighbouring country. If, however, there is some disturbance there, It does affect us. We were, therefore, happy that an election had been held and there were hopes of the formation of a government which would be friendly to us, and we would join together to solve the main problem affecting us. This was the poverty of the people and the progress of the country.

We too had a general election, and we formed a new government. The party which had secured a majority in the elections in our neighbouring country was not allowed to form its own government. It is at this stage that the war really began.

I would like to give you the historical background of the present trouble because it is necessary to understand it. The Pakistan President had talks with the leaders of the Awami League and we expected that the talks would be fruitful and a popular government would be set up. We, however, learnt that the negotiations were a ruse to gain time to land a big army in Bangladesh from West Pakistan. These forces launched a big attack on the poor unarmed people on the night of March 25. The leaders of the Awami League, who had assembled there, have told us that on the 24th they were expecting that the negotiations would be fruitful. They were not at all prepared for the sudden attack on them the next day. They had same idea of launching a struggle, a non-violent struggle of the type which India waged against the British. But they did not get any opportunity for that. They were attacked with guns and mortar. Their great leader was arrested and they were accused of being traitors to the country. All this left on alternative for them except to declare that they wanted complete freedom.

Despite the anger in our hearts against the atrocities in Bangladesh and our deep sympathy for the people there, we kept quiet. We did not want to utter a word or take a step which might come in the way of a settlement between the leaders of Bangladesh and West Pakistan. However, what was a matter of Pakistan ceased to be so when the people of Bangladesh, young and old, women and children, entered our country like a river in flood. It soon became at big question and a big burden for us. After all this the statement by any country that it was an internal matter of Pakistan ceased to have any meaning.

Even at this stage we said that what was happening in Bangladesh concerned only the people there and we had no right to speak about the nature of a settlement. It was for the people of Bangladesh and their leaders alone to decide why they wanted and what sort of settlement they could make. We had said that India had to consider seriously what effect the conditions in that country will have on us, and this certainly was our internal matter. We could not close our eyes to this aspect of the question. We made it clear to the whole world that the situation was deteriorating and that the two countries were moving towards

a war. If the nations of the world wanted to stop a war, there was still time for them and they could have done so by securing justice for the people of Bangladesh.

We know that this could not be done suddenly and we did not say that it should be done immediately. We only said that a step or two should be taken which might meet the aspirations of the people of Bangladesh and also ensure that their voice was heard. Among such steps could be the release of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur rahman, the annulment of the fake elections that were scheduled to be held, and lastly, some sort of negotiations by which the people of Bangladesh could have an assurance that something would really be done. They could not be told to forget and forgive or that it was not necessary that the refugees must go back.

It was also necessary for some sort of popular government to be set up. We were told that civilian rule might be established. We made it clear that we could not accept a government formed by those who had lost in the recent elections. The people of Bangladesh also would never accept such a government.

We never said what we thought about the whole question or what we wanted to be done. We only explained the real situation, because we were aware that certain forces had raised their heads in Bangladesh, which nothing in the world could suppress. When a whole people fight for freedom, and

When every individual is determined to lay down his life for it, the struggle is bound to succeed. This has been the experience of people all over the world. We repeatedly told the people of the United States and also nations of Europe that they must look to the realities of the situation. If the struggle for freedom could not be suppressed, further steps had to be considered in future because Bangladesh is so close to our borders and we cannot ignore the effect on us of events taking place there.

Every country has its own ideals and interests. Our ideals and the interests of the country are the same. We want peace, and we shall have peace, even though we have at times to fight to secure peace. This is the reason for the war going on today. Unless the situation in Bangladesh changes there can be no peace either there or in the eastern region of our country.

Let us now examine the reasons for the present situation. Pakistan was built up on a wrong foundation, namely, that one religion could form the basis of a nation. There is no country in the world which has people only of one religion. In fact, every country today has people professing several religions and if all of them are not treated with equality and justice that country can have neither unity nor strength. The very basis of the formation of Pakistan was thus wrong.

There are some people in this country who do say that Pakistan must be crushed and that this is the opportunity to end Pakistan. This, however, has never been the stand of the Government. I am convinced that this is not the opinion of the people of this country. We want Pakistan to continue to exist. But this is possible only if it follows the right path. If Pakistan was bent on destroying itself, no outsider could help.

Big powers have done all they could to add to the strength of the Pakistan army but they have done little to strengthen its people. The help they gave never reached the people. It swelled the coffers of only a handful of rulers. The result was that Pakistan got a false sense of strength, its foundations continued to be weak.

Many countries ridiculed our unity, saying that we had people who spoke many languages and professed many religions. They asked how democracy could flourish in a country of illiteracy and poor people. Western commentators wondered how India could maintain unity in the face of so much diversity. However, we adhered to our path, because we were sure that it was the correct path, and those who criticized us had not know India. Many times in the past also what we said had proved to be correct. But it was unfortunate that they failed to understand India and her brave people.

Ours is an ancient country with a civilization several centuries old, and we have been trying to follow the principles laid down ages ago. As human beings, we are liable to commit mistakes. but we have certainly been trying to follow the highest ideals. We also know that our social life does not always reflect them. However, we do try, and we shall continue to uphold those ideals. We have to go in trying to build up the country of our dreams and it is this endeavor which binds our people who belong to different religions, speak different languages and hold different views. So long as we pursue these ideals and adhere to our chosen path, nothing can break up our unity or weaken us. This is what the people outside our country have failed to understand.

Even in small countries where people speak more than one language, we witness interminable fighting going on. The question of language agitates us also but people outside India are unable to understand how a country where people speak so many languages-sixteen of which have been recognized in our Constitution-can maintain its unity. For us, however, these differences are matter of little consequence.

We are engaged in the great task of nation-building ever since we attained freedom. It was a great pity that we became slaves and that we continued to be so for many years. This great country of ours, with its great civilization was crushed under the heels of foreign domination. Our language, culture and traditions were destroyed to such a large extent that we ourselves began to feel that we had some weakness and that we could not compete with other nations. Unfortunately, this fear lurks somewhere in the minds of some people. They purchase goods manufacture of abroad, thinking that these are superior in quality. This is in spite of the fact that the people of foreign countries themselves are happy to purchase something made in India. This is just symbolic of the inferiority complex among the people who come under foreign domination. It is that we are fighting against.

It is true that we are backward in many things. It is so because we did not get an opportunity to go forward. Because we were slaves at a time when countries in Europe and United states underwent the industrial revolution, we were left behind in the race. Our administrators did not like any progressive force in this country to flourish. They wanted us to lose faith in ourselves because they knew that this was the only way to keep us backward. But a time comes in the history of a nation when events take a sudden

turn. During the period of foreign rule, something of this type happened. It gave strength to the people and they raised their heads.

The British rulers suppressed our culture and asked us to learn the English language. Today you should not oppose the study of English because this language has served as a vehicle for new ideas and inspired our struggle for freedom. We learnt English, and those who went abroad brought with them a concept of what freedom was and showed how we could achieve it. They learnt how we could unite and bring about a revolution in our own land. Earlier, our people did not think on these lines, but thoughts and ideas that came to us from Britain inspired us and strengthened us in our resolve to fight the British rule.

I will narrate to you an incident which I now recall. When I was at school in England and was preparing for degree at the University of Oxford the principal of the school told a visitor that he had asked me at our first meeting why I had left my home and parents and come to country where the ways of having were entirely different. The principal told the visitor that my reply was that I had come to England to know the people more closely so that I could be better prepared to fight them. It is the English language which gave us the concept of freedom. This, however is an old story.

Our freedom is again in peril. There has been an aggression not only on our territory but also on our thinking and high ideals- our ideal of secularism, our independent thinking about international affairs and our determination to stick to our opinions. All this has come under attack.

There are nations which cannot tolerate that India should take independent decisions. They dictate to other nations to behave in a particular manner and they are obeyed. We welcome their friendship and say that we shall be grateful for all help received. If however, there are strings attached to this friendship, or the help that is offered, or if it affects our freedom and our ability to take independent decisions, we spurn their offers of help. We shall stand on our own legs. It seems they have not been able to understand that we shall stick to what we say and that we are determined to implement our independent decisions.

There is a lot of criticism of India abroad. At the United Nations a large number of countries voted against us. They say that war is a very bad thing and that only when it is stopped some settlement would be reached. We waited for a settlement for over eight months. I met some people and told them all about this situation.

Once we were asked in a foreign country how much time we could allow for a settlement. Our Ambassador said, "Just a few weeks". They then said that a settlement was possible if we could wait for a few month. Our Ambassador said that the situation would take a critical turn in just a week. Several weeks passed and event months but they did nothing. It was stated by some people abroad that I did not abide by my earlier statement, or that I did not warn them against the possibility of a war. I did not know at all that there would be a war. But I had very clearly stated that it was getting difficult to prevent a war although we shall try our best to do so. If however, the situation went beyond limit, it might not be possible to avert a war.

I told them that if they wanted to prevent a war they should put pressure on the Pakistan President and Government to change their ways. If this were done there would be no war. Otherwise, it would be difficult to avoid war. India cannot tolerate a whole nation being annihilated and that this should be treated as a purely internal matter of another country. The repression in Bangladesh was so great that we were forced to bear a big burden. A situation was thus brought about in which we had to face Event then, the initiative was not ours.

If we had wanted to begin a war, some of our leaders would have been in the capital. I was away to Calcutta, where there was a very big meeting attended by about a million people. The Defense Minister was in Patna and on way to Bangalore. The Finance Minister was in Poona and did not even know if he was retiring or going elsewhere. At 5-45p.m. we were told about the Pakistani aggression, which had begun at 5 p.m. We all tried to return to the capital as soon as possible. We did not begin the war. Even then, some people abroad accused India of aggression.

We were naturally deeply hurt that people who professed to be upholders of democracy remained quiet when the time came to defend it .They were not worried whether a country had a democratic form of government or was under military rule. They talked of big ideals, but when the time came they ignored them completely. I do not know whether they did so in their own interests or in the interest of somebody else. I told everybody that if they were not concerned with freedom of the people of Bangladesh, or our own difficulties they could do what they liked.

I also said that if they could take a long range view of their self-interest, it was in their own interest that Bangladesh must not be crushed. The annihilation of Bangladesh could not strengthen Pakistan, but only weaken it. The armed forces of many countries might be brought there but they could not build up a strong nation when the people were victims of untold atrocities.

Today we are fighting not against the people of Pakistan who, we know, are being suppressed. Their voice is not heard and they are not able to hear what others say. They do not know what has happened in Bangladesh. Even the people of Karachi do not know what happening in Baluchistan or in the North-West Frontier province or in their regions. The people there are as poor as our own people. The help their Government is getting does not reach them at all. In any case this help is not being used for development work. The nations of the world are helping a handful of army leaders to remain in power there. We want to ask the people of Pakistan and the armed forces there why they are fighting for a government which is not prepared to do anything for them. Why are the fighting, when it is not going to strengthen their nation, but weaken it?

Now that we are at war, our first effort is to win it. Not for a moment have I lost the confidence that victory shall be ours, and must be ours. We shall win because our army is strong and brave, and also because it is a new type of army. When we were first attacked, our armed forces were similar to those of Pakistan. A wide gulf separated them from the people. But after the war of 1962, and particularly after the war of 1965, the people and

the armed forces have got very close to each other. Men in the army know what the people are doing, what are their social and financial problems and how they can be solved to ensure a better life. Our brave soldiers have their parents, brothers or sisters elsewhere in the country and whatever happens to one affects the other.

The people who are not in uniform also from a king of army today. All have to join hands, in the fight. I am glad that you are donating blood. If need be, we shall ask for more. But the time has not yet come. Today we have to convince the army that behind them is a strong and united nation, which will go on growing stronger as time passes.

We shall achieve full victory only when Bangladesh is completely free and has her own Government. They have a Government just now, but it has to go there, organize its machinery, and, as they have said, take back all the refugees, who should be provided work, so that Bangladesh again becomes the Sonar Bangla, as stated in their National Anthem.

All this we have to do. We who are not on the borders, have to ensure that all weaknesses in our social fabric are removed so that when the war is over, the country takes a big leap forward. We should be victorious not only on the battle field but also in our civic life. We should adhere to a path which takes us forward to glory. There is a big task before you and me.

We have also to ensure that we do not speak ill of others, however much we are opposed to them. we have to show to the world that we are resolute, and that we shall not change even if we are opposed by the whole world. We are on the correct path, and we shall prove that this is so. It is my belief that we have to take all this in our stride. This is proved by events in our country and in international affairs.

We are among those who have given greater support to the United Nations and do so even today. While we respect that august body, we are also aware of its weaknesses. It has adopted many resolutions before but these have been ineffective. This nations of the world have to decide whether they want to be friendly with the 55 crores of our people or not.

There are only a few countries in the world today where the whole population is engaged in the common endeavor of nation-building. The war going on is a recent affair but our main task has been to take our country forward on the road to development. There are only a few countries treading a similar path with foresight. If we become strong, and pur people uphold our ideals, this would benefit not only India but the whole world. We have to convey this message to the world. But it is not being heard today.

It has been a tiring business to receive all sorts of advice from outside, advice which has come from people whose own policies have been proved to be wrong. Even in our own country we sometimes get advice from our newspapers and our brethren. If they are here before us, they need not take this reference to heart, because it is their leaders who are responsible for the opinions they express. Even an ordinary person would reconsider his opinion if he is proved to be wrong. Instead, their leaders express yet another opinion which is proved to be equally wrong.

I do not want to criticize them today, because we are united at present in a common purpose. We are all determined to help our armed forces. This can be done only in two ways, by donating blood and by helping the families of the soldiers who have lost their lives. It is also important for the people to know that for the present we have done away with our differences and that we shall not talk about them. We shall only discuss how to strengthen the country and not to do anything which might be opposed to our interests. They sometimes utter something very insignificant but it is misinterpreted and misused in the international field. Although we never for a moment though of waging a war, there was some talk of war in this country. This gave an excuse to others to say that we had decided to go to war. This is the time when everyone must realize what is in his country's interest and adhere to it firmly.

I am grateful to you for your assurances that you are with me. I want to assure you that the government and the people are one. The Government will do its best to strengthen the people because that is our goal. We know that democracy cannot be firm if there is a gulf separating the government form the people. A weak democracy means a weak people, and if the people are weak, the army, however strong, cannot by itself give strength to the nation. We must bear all this in mind.

Today our good wishes and prayers are with those brave officers and soldiers who are sacrificing their lives on the front. It is a thing of glory if a citizen lays down his life to protect the country. It is a great opportunity to have this privilege. We all must decide what sacrifices we have to make in the various fields. I hope the students will seriously consider what help they can give at this time of crisis.

The students should also consider what useful changes they can make in the city and the university at the present moment. I hope you all are aware that during the years of world war II there were shortages of everything in England. There were difficulties of all sorts. Yet the people there reformed their educational system, their health organization and other things. Now that we are all united, we have the opportunity to give a shape to the nation, to improve the health of the people and the sanitary conditions.

Let us take the pledge that we shall walk shoulder to shoulder, that we shall not fear any threats, and that we reject all pressures. This does not mean that we are averse to receiving advice from others. We always certainly listen to what others way. We will seriously consider their suggestions. But when we find that they are not in our interest we shall refuse to accept them. We do not say that we shall not accept any suggestion if it is worthwhile. We shall consider it and take the opinion of the people as well. But if everyone felt that it was not in the nation's interest, then it is our right to follow the path which we consider to be the best for us.

We are happy at the achievements of our brave soldiers on the front. They have been victorious at many places. A hard and difficult future lies ahead. But we should keep aloft the light of the ideal that shines in our hearts; it should be kept up. If we stick to our ideals, we shall be able to bring such prosperity and happiness to our land as neither our own people nor nations abroad have ever known. I am convinced that only the youth can

its the lamp and build up a new society and a new humanity. Wars will come and go but our biggest task is to build up the India of our dreams.

* * * * *

I LAST ADDRESSED you from this platform soon after the general Election which we had fought for certain principles and ideals, during the election campaign we put before our own people, and the world, a picture of the country's aims and objects. And we proved to the world that our people fully understood the part they had to follow and the shape of things to come. If the earlier struggle could at all be called a war, it was a war of words and we achieved victory by vote of the people.

The war now in progress is of another kind. All those who differed with one another during the elections are today united. The people of this country, belonging to all states all religions, and speaking different languages, have put up a common front. We are fighting today for democracy and to show the world that a nation cannot be founded on the basis of religion alone. There is no country in the world today in which all the people profess only one religion. Every country has people of different religions as its citizens. The important question, therefore, is whether the minorities in the country have been given all the rights of citizenship. we are today fighting because we believe that every nation has the right freedom and to make its voice heard provided its demand is just. We are convinced that when people fight for freedom, justice and fraternity, they are bound to be victorious. Many of our brave soldiers are today fighting on our borders, many have lost their lives, and many others have been wounded. All the people of India stand behind them.

India had made good progress in recent years, we achieved a part of what we wanted to. But we know that dark days lie ahead because the danger to the country from all sides is increasing. Those who talked of democracy and raised a finger at us, saying that possibly our faith in democracy was not strong enough, have now forgotten what they used to say about us earlier. Those, who professed to be the champions of the poor and claimed that they supported all struggles for freedom, have today forgotten those principles and professions, and they are trying to coerce us.

You have just heard a song-sarfaroshi ki tamanna...... (we are prepared to lay down our lives in the cause of freedom). When I was a little girl this song was very popular all through our struggle for freedom. It used to be sung at meetings and demonstrations. Another popular song was -sarjae to jae......... (India must regain freedom event at the cost of our lives). These old songs have acquired a new meaning in our national life today. We are facing a big danger now. This is not because we want to grab another nation's territory or to destroy another nation. We have no territorial ambitions, not even for an inch of another's territory. We do not want to harm any country, whether our neighbor or some other. We know that radical changes have come about in Bangladesh, and that the demand for freedom there could not be crushed by any power of the world. We are also aware that if we allow the fire that is burning within the hearts of the patriots to be put out, it might endanger our own freedom, our democracy and our basic principles. These are precisely the reasons why we are fighting today.

We are fighting not because we covet any inch of another's land or to harm any other country. I repeat it because a lot of vicious propaganda against us is being carried on in several foreign countries, and this in spite of our earnest efforts to find a peaceful solution. To the demand of the people of Bangladesh for freedom, were added the sufferings of the common people there and the atrocities committed on the young men, women and children. It had its repercussions on our own country for in a very short time the suffering people came to us like a river in flood. Although the Pakistan army was massacring lakhs of people many nations of the world shut their eyes to this.

The said it was purely an internal matter. But where whole nation or community was facing annihilation, it ceased to be an internal affair of that country.

How could India remain an idle spectator when people came to us in millions to save their lives? Their spirit and culture were being crushed. During my recent tour abroad, I told the people in several countries clearly and frankly that India could not be just a silent spectator to all this. But it was alleged that I did not abide by, what I had said earlier. They do not perhaps know us.

We, in this country, young men and women, have inherited a great civilization, which has existed not for the last century or two, but for thousands of years. We have learnt to suffer. But out of our suffering has come the strength to fight against oppression, especially when it crosses the limits. India lost her own freedom and was oppressed in every way. People tried to raise their heads here and there but they were put down. A time came when the people of this country, whether they were illiterate, poor or weak, stood up. They all declarer that freedom was their birthright. All efforts were made to crush them. But we won.

We believe that we are fighting today to strengthen our own freedom. Here is a lot of opposition to us abroad, not because anybody is really worried about what has happened in Pakistan. It might be so in some measure but they are really worried that an oppressed nation of dark-skinned people is not prepared to be their line. They are annoyed that we have dared to chalk out our own path and that we have dared to do what we know is just and right. We believe we are fighting not only for our own country, and our own principles, but for all those in the world who have been oppressed under foreign domination from centuries. These nations may not be away, and may not realize how the down-trodden under foreign domination feel. We however, know it, and we are also aware that if we do not fight today we shall in future meet the same fate as they do today. When India fought for freedom and regained it, our success insured others to throw out their foreign rulers one after the other. The reasons why we are at war today are therefore deep and far-reaching. We are prepared to undergo any sacrifice to face the dangers which threaten us and to pursue the high ideals which are the basis of our national life.

A foreign power has threatened us. It has told us that it is bound by certain treaty alliances with Pakistan. We were aware of these alliances. There were many pacts and so far as I am aware they were intended to contain communism. The object of these

alliances was certainly not to fight democracy or to suppress justice or the voice of the oppressed. If this was the object of these alliances, them it was a deliberate effort to deceive the world. There were people who used to criticize our policies and were of the view that we were encouraging communism in this country. They told us that they wanted to save us from China. But we did not co-operate with them.

Now, however, there has been a complete change in their attitude. They say today that China is the biggest country in the world and nobody should come in its way. This is how the Great powers completely shift their stand. If you look at the past history you will find that there is only one country and one people-India-who have never changed their stand. We have always remained steadfast to our principles and policies and would continue to do so.

And, let me repeat that , howsoever weak we may be-our forces are not so strong as those of the other world powers, who can strike terror in Europe and we do not have the weapons they possess nor the resources or the industries to match them-the Indian sprit is indomitable-indomitable because we follow the path of truth and justice. We shall show the world that despite the opposition of all those forces, there is no power on earth which can bend us. But we have to remember that such an attitude could be based only on firm courage and not on mere slogans. It is not an expression of courage to say that we shall destroy another nation or commit atrocities for no reason whatsoever. True courage implies firm adherence to principles, and we must all know what they are.

Our first commitment is to democracy and to make it truly meaningful for the people. This is possible only when all the people living in the land of whatever religion or community and speaking whatever languages are given equal rights. It is our fundamental principle that people of all religions must be treated equally. Democracy cannot strike deep roots, unless disparities between the rich and the poor are reduced. If we pursue these twin ideals, we shall achieve true victory.

How did we get involved in this crisis?

As I told you earlier, efforts were made to crush a poor neighbouring country. This country is more backward than us, because it did not get any opportunity to go forward. It was an unequal battle, with the people on one side, and the army on the other. Even if this country were far away from our borders, it would have had our sympathies in its struggle for freedom because India has always raised her voice in defense of justice and the poor. In this particular case, the country concerned is our neighbor, a neighbors at our very doorstep. Even if we had tried to exercise restraints and kept our eyes and ears closed we might not have done so successfully, because all that was happening there affected not only our economy, our social system or politics but also our security.

Countries far off from the scene closed their eyes to what was happening there. We also watched all these events with great patience, not for one day one week or one month, but for full nine months. And not a day passed when we did not try our utmost to find out a peaceful solution by which Bangladesh would achieve its freedom. We were all aware that the people there were not prepared to accept anything less than freedom, and as I told the countries of the world, the question was not what India wanted or did not want. The

basic question was what the people of Bangladesh wanted or could accept. We only expressed our opinion that, insofar as we could understand them, they would not accept anything less than complete independence. There was a period of full nine months when the world powers could mediate and find out if any solution was possible. But all through this period these nations had been only advising India what to do or not to do.

And when we were attacked, some of these countries even accused us of being an "aggressor". We have experienced such incidents in the life of our nation, as well as in international affairs. The world knows about it and also the effects of these events. Many of these rich countries have sometimes complained that their youth followed a wrong path. They failed to see the effect on the youth of the gulf of difference between their precepts and practices. These are fundamental questions, which must be considered seriously. The time has now come when we should be far-sighted and should be prepared to do what is necessary.

There is unity in the nation today, but we have to ensure that the unity we have achieved should not only be on the war front. But also about our fundamental ideals and way of thinking. Only then, we shall have real unity, which will make the country strong and powerful. We are doing all that we can to fight the war that is going on. Our minds go to those who are fighting on the front. We pray for their victory and our good wishes are with all of them. We are proud of their courage, their bravery and the spirit with which they are trying to protect their brothers and sisters. We have to assure them that the people stand solidly behind them and are building the strength of the country to fight the war. This is the duty of every one of us to build a healthy nation, a clean and progressive nation striding rapidly on the road to socialism to eradicate poverty. We have to inspire this confidence in our japans and others.

And while we praise our armed forces, let us not forget our brethren of the Mukti Bahini who had no training for war. Boys of the age of 12 have joined the Mukti Bahini, and they have gone to the front after a few days of training. They are fighting with great courage. It is not an ordinary courage, which inspires the men and women, the old and the young of Bangladesh. This courage could come only out of burning desire for freedom. The Bangladesh of their dreams has today become a reality. But her foundations are still not so strong as we wish them to be. We hope that their leaders and people who are fighting bravely will try to build up a strong nation. Let us remember that the shooting war that is going on will not last long. The real fight will begin after that. The tale of the suffering of the people of Bangladesh is very old. They have today got an opportunity to build a new, because they are free. India does not want to interfere in their internal affairs and will make all efforts to live in friendship with them and show the world how two neighbors can help each other without any interference in their domestic matters. We have to present to the world a new ideal.

The Pakistani army now in Bangladesh is no longer a cohesive force. I wish they could see what the demands of the people of Bangladesh are, and with what enthusiasm the onward march of the Mukti Bahini and the Indian soldiers has been welcomed by the people. It is in the interest of the Pakistani army to see the reality and immediately withdraw from there. If this happens, the bitter feelings between them and the people of

Bangladesh might be assuaged. A small step taken today can ensure that they could be good friends in the future. This would come about only if they withdraw from Bangladesh and return to their homes. I do not know how far all this could go through. However, I understand that they really want do so, and have even sent messages in this connection. But it is the people in power in West Pakistan, sitting quietly in their homes who are not permitting them to return. On the contrary, India is being accused of all that is happening in Bangladesh.

Some officials of the United Nations wanted to get out of Dacca safely. They requested us to stop bombing of the city so that they could easily get out. We told them that India agreed to their suggestion and would enable them to leave Dacca safely. We also told them that if they wanted our help they should come to Calcutta and leave in safety from there. We had agreed to bring them to Calcutta and assured them that they would not be in any danger. But when the aero planes flew to Dacca to bring the U.N Personnel the authorities at the airport did not allow the planes to land. And it was stated that India first permitted their evacuation and, later, refused to let the planes land. False propaganda is being carried n that India went back on her word and she did not allow the planes to land Event effort is being made to make foreigners in Dacca blame India for the discomforts caused to them. We, on our part, have done the best to ensure that they are not put to any trouble and are safely evacuated.

I hope you all know what you have to do in the present circumstances. You have to ensure that prices do not rise and that there is not hoarding. People should purchase only what they need and not spend unnecessarily. All of us, men, women and children, are in a way soldiers and we have to see that the country remains united and strong and that there is no waste. We shall get over these dark days only if we exercise restraint and austerity.

I am very sad that one of our old comrades of the freedom struggle, the Kashmir Chief Minister, Shri Ghulam Mohammad Sadiq, died today. He had been ailing for several months, and had been seriously ill for the past two weeks. His death is a great loss to us. I met him first in 1953, and he was among the handful who fought for freedom in Kashmir, first against the Maharaja and the Britishers and afterwards against the Pakistanis who attacked Kashmir. In the critical period, before the arrival of the Indian army, he was among these handful of Kashmiri who prepared their people to fight the Pakistani army and irregulars. They rallied the people, men, women, young and old and told them of what India stood for. Kashmir chose to be part of India when the time came them accept the leadership of the Muslim league and to become an Islamic State, a communal theocratic state. But they stuck firmly to their principles. Which are the same as our own. They are taking Kashmir forward towards these ideals. We are very sad that at the time when we most needed Shri Sadiq's advice and wisdom, he had left us. However, I am sure that the people of Kashmir who loved him and honored him, will adhere to the path shown by him and that the people of all religions will live in amity in Kashmir and eradicate the poverty and backwardness of their state.

Tragedies like the present one have occurred in the lives of individuals and nations. The test at such moments is whether we go under, or we take them in our stride.

Difficulties and dangers do arise and we shall face them. Nothing will stop us in our march. If some obstacle comes in our way shall remove it. Such is the position today. I congratulate you all, because we stand united. We are devoting our energies to repelling the enemy and defeating his evil designs.

Our enemy is not Pakistan, nor are its people. The people of Pakistan have been suppressed for long. Because of the war fever they might abuse us but they are a poor people who never had a say in their country's administration and would have never opted for war had they been told the truth. I am sure that they also want to eradicate poverty and put their country on its feet. Their leaders have made them dependent on other countries and they have been following policies which are not in their interests. If a poor and weak country is supplied free a large quantity of arms by a big nation, It does not make that country strong, Instead, the burden breaks its back. This precisely is what has happened. Because the rulers of Pakistani knew that mighty nations, it does not make that country strong. Instead, the burden breaks its back. This precisely is what has happened. Because the rulers of Pakistani knew that mighty nations were at their beck and call, they ignored the will of their own people. They thought that, with surfeit of foreign money and arms, they could spurn democracy and ignore the will of the people. They ignored the demands of the Bengalis, the Baluchis and the people of the Frontier Province as well. I can say with all the emphasis at my command that the countries which have been supplying arms to Pakistan have made her weak. If Pakistan comes to harm today, it is they who will be responsible for it. These powers are unhappy with us. Because we have refused such help. We knew that if we curtailed our own freedom nothing could make us strong. If our freedom was genuine, we shall be strong, without any foreign aid, and we shall be able to what we want.

Let us all join together and march on the right path and I am sure our difficulties will be removed. Whether or not we are in a soldier's uniform, whether or not we have a gun with us, we still continue to be soldiers, or as good as those who are fighting on the front. We must perform our duties in this spirit. Only then can we give our jawans and the country the help they need. We have to march forward together. Only then can we be sure of victory.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এর সাথে পররাষ্টমন্ত্রী শরণ সিংহের সাক্ষাৎকার	‘দি নিউইয়র্ক টাইমস’	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S INTERVIEW TO THE NEW YOUR TIMES

December 12 1971

The foreign minister of India said in an interview today (December 12) that his Government had no territorial designs in East Pakistan and did not want to destroy Pakistan.

Swarna singh, a tall bearded man wearing a white turban and a Nehru jacket, also said that India would never in any way be subservient to the Soviet Union or any other foreign power. He added that India hoped to have normal relation with China.

Mr. Swaran singh, answering questions in his suite at the Carlyle Hotel, was asked whether he thought that the breakaway of East Pakistan as the independent nation of Bangladesh could threaten the existence of Pakistan. He replied:

"I would not call this a breakaway of East Pakistan. Geographically, the two units are more than 1,000 miles apart; ethnically and linguistically, they are different altogether. I do not see why West Pakistan should have any fear of apprehension, if, in the assertion of their right of self determination, the people of Bangladesh succeed in achieving independence for Bangladesh".

Act of self-denial

"We are not out to destroy Pakistan. The leadership that agreed to the partition of India in 1974 is still living".

Mr. Swaran Sing added that when India decided to recognize the Government of Bangladesh "We made a clear announcement of India's intention not to have any territorial designs against the territory of Bangladesh ".

"It was an act of self-denial", he said. "We did not want to get there as an army of occupation or having any territorial designs on Bangla Desh".

Mr. Swaran Singh spoke a few moments before the White House, in issuing a call for a new security Council meeting, declared that the War on the subcontinent was taking on the character of an armed attack on "the very existence" of Pakistan.

He was asked for his reaction to charges made by the Chinese representative in the security council that the Soviet Union was using India as a tool in a plan to encircle China, and whether he thought that there was a threat of Chinese intervention if East Pakistan became independent.

"I want to say categorically and very clearly that there is no question of India being exclusively dependent on the U.S.S.R.

"India, ever since the independence, has established the India identity and the Indian personality has always refused, and will always refuse, to be a tool of any power whatsoever. We have our own ways of working and our own objectives".

Differences between Neighbors

"India and China are neighbors. In the recent past, and at the present moment, there have been differences. Differences between neighbors are not uncommon. We believe that the people of China and the people of India want to live as good neighbors and that the time is not far off when relations will be normalized.

"The present situation has been brought about by the conduct of West Pakistan's military rulers in continuing atrocities and suppressing results of elections. It is this, unwise polity that has created a feeling of cohesion among the people of Bangladesh which has culminated in the emergence of a free Bangla Desh", he replied.

I don't see why in such situation the people's Republic of China should intervene in a matter which is, in origin and by history, a matter between the people of East Pakistan and West Pakistan military rulers. We have been dragged into this on account of the pushing of about 10 million refugees into India territory. "

"I don't see how and why the Government of the people's Republic of China should find it necessary to intervene in the situation."

Asked to comment on United States policies during the crisis, Mr. Swaran Singh, said:

"We believe that the United States with its tremendous influence on President (Agha Mohammad Yahya Khan) could have exercised their influence in bringing about reconciliation between the west Pakistan military leaders and the people of Bangladesh If the United States had exercised (this influence) it would have helped Pakistan to tide over this crisis."

Charges of delay Rejected

The foreign Minister strongly rejected the charge made by same delegates that India had sought to delay action in the Security Council and the General Assembly to give her forces time to achieve military victory in East Pakistan. He said: "There is no question of our gaining time. We never started the war, never declared the war, But in the present situation that was developing, It was futile to consider the possibility of restoration of normal and peaceful conditions without the people of Bangla Desh. It is in this respect that the international community failed to take note of what was happening in Bangla Desh.

"The collision course of the Pakistani Military Generals has to be abandoned and atmosphere must be created for the smooth withdrawal of west Pakistan forces from Bangladesh, so that the people of Bangladesh can take their future in their own hands. That is the essential point."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH'S INTERVIEW TO N. B. C. TELEVISION (U. S. A.), DECEMEBER 13, 1971.

Q.-As a condition for negotiation with Pakistan, the Pakistani recognition of East Pakistan in given and that it is now an independent nation?

A.-I would not put it in that juridic sense, although we in India have recognized Bangladesh and it will take West Pakistan some time before they actually get reconciled to the reality. But it will be a good development if West Pakistani authorities-the military regime-and also the politicians-do recognize this reality.

Q.-Would part of the negotiation on your side be the demand for the release of Sheikh Mujibur Rahman?

A.-We have made it absolutely clearly that the release of Sheikh Mujibur Rahman is circumstance which will stabilize more quickly the situation in Bangladesh and this stabilization is very necessary.

Q.-What is the condition now of U.S.-India relations after support of West Pakistan?

A.-We have noted that the United States Government did give support to Pakistan, and we also have a feeling that the United States Administration's approach to the situation was not unbiased, and, therefore, we are not happy about that attitude. But we have to take this in our stride.

Q.- What would happen if the United States Administration were to continue to send help to Pakistan, including military help under the CENTO and SEATO alliances?

A.- Any help that the United states Government gives to Pakistani military or the rest, which might make Pakistan more intransigent is not likely to be in the interest of Pakistan and is not likely to be in the interest of peace in this region.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

RIGHTS OF 75 MILLION PEOPLE OF BANGLADESH TO LIFE, LIBERTY AND PURSUIT OF HAPPINESS

Letter from Shrimati Indira Gadhi, Prime Minister of India, to His Excellency Mr. Richard Nixon, President of the United States of America. December 15, 1971.

DEAR MR. PRESIDENT,

I am writing at a moment of deep anguish at the unhappy turn which the relations between our two countries have taken.

I am setting aside, all pride prejudice and passion and trying, as calmly as I can, to analyze once again the origins of the tragedy which is being enacted.

There are moments in history when brooding tragedy and its dark shadows can be lightened by recalling great moments of the past. One such great moment which has inspired millions of people to die for liberty was the Declaration stated that whenever any form of Government becomes destructive of man's inalienable rights to life, liberty and pursuit of happiness, it was the right of the people to alter or abolish it .

All unprejudiced persons objectively surveying the grim events in Bangladesh since March 25 have recognized the revolt of 75 million people, an people who were forced to the conclusion that neither their life, nor their liberty, to say nothing of the possibility of have faithfully recorded the story. The most perceptive of American scholars who are knowledgeable about the affairs of this sub-continent revealed the anatomy of East Bengal's frustrations.

The tragic war, which is continuing could have been averted if during the nine months prior to Pakistan attack on us on December 3 , the great leaders of the world had paid some attention to the fact of revolt, tried to see the realty of the situation and searched for a genuine basis for reconciliation. I wrote letters along these lines. I undertook a tour in quest of peace at a time when it was extremely difficult to leave the country in the hope of presenting to some of the leaders of the world the situation as I saw it. It was heart-breaking to find that while there was sympathy for the poor refugees, the disease itself was ignored.

War could also have been avoided if the power, influence and authority of all the States, and above all of the United States, had got Sheikh Mujibur Rahman released. Instead, we were told that a civilian administration was being installed. Everyone knows that this civilian administration was a farce; today the farce has turned into a tragedy.

Lip service was paid to the need for a political solution, but not a single worthwhile step was taken to bring this about. Instead, the rulers of West Pakistan went ahead holding farcical elections to seats which had been arbitrarily declared vacant.

There was not even a whisper that anyone from the outside world had tried to have contact with Mujibur rahman. Our earnest plea that sheikh Mujibour Rahman should be released, or that , even if he were to be kept under detention, contact with him might be established, was not considered practical on the ground that the U.S. could not urge policies which might lead to the overthrow of President Yahya Khan. While the United States recognized that Mujib was a core factor in the situation and that unquestionably in the long run Pakistan must acquiesce in the direction of greater autonomy for East Pakistan, arguments were advanced to demonstrate the fragility of the situation and of Yahya Khan's difficulty.

Mr. President, may I ask you in all sincerity: Was the release or reven secret negotiations with a single human being, namely, Sheikh Mujibur Rahman more disastrous than the waging of a war?

The fact of the matter is that the rulers of West Pakistan got away with the impression that they could do what they liked because no one, not even the United States, would choose to take a public position that while Pakistan's integrity was certainly sacrosanct, human rights, liberty were no less so and that there was a necessary interconnection between the inviolability of states and the con contentment of their people.

Mr. President despite the continued defiance by the rulers of Pakistan of the most elementary facts of life, we would still have tried our hardest to restrain the mounting pressure as we had for none long nine month, and war could have been prevented had the rulers of Pakistan not launched a massive attack on us by bombing our airfields in Amirtsar, Pathankot, Srinagar, Avantitpur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra in the broad day light on December 3, 1971 at a time when I was away in Calcutta, my colleague, the Defense Minister, was in Patna and was due to leave further for Bangalore in the south and another senior colleague of mine, the Finance Minister, was in Bombay. The fact that this initiative was taken at this particular time of our absence from the Capital showed perfidious intentions. In the face of this, could we simply sit back trusting that the rulers of Pakistan or those who were advising them had peaceful, constructive and reasonable intent?

We are asked what we want. We seek nothing for ourselves. We do not want any territory of what was East Pakistan and now constitutes Bangla desh. We do not want any territory of West Pakistan. We do want lasting peace with Pakistan. But will Pakistan give up its ceaseless and yet pointless agitation of the last 24 years over Kashmir? Are they willing to give up their hate campaign and posture of perpetual hostility towards India? How many times in the last 24 years have my father and I offered a Pact of Non-aggression to Pakistan? It is matter of recorded history that each time such offer was made, Pakistan rejected it out of hand.

We are deeply hurt by the innuendos and insinuations that it was we who have precipitated the crisis and have in any way thwarted the emergence of Solutions. I do not

really know who is responsible for this calumny. During my visit to the United States, United Kingdom, France, Germany, Austria and Belgium, the point I emphasized publicly as well as privately was the immediate need for a political settlement. We waited nine months for it. When Dr. Kissinger came in August 1971, I had emphasized to him the importance of seeking an early political settlement. But we have not received, even to this day, the barest framework of a settlement which would take into account the facts as they are and not as we imagine them to be.

Be that as it may it is my earnest and sincere hope that with all the knowledge and deep understanding of human affairs you, as President of the United States and reflecting the will, the aspirations and idealism of the great American People, will at least let me know where precisely we have gone wrong before your representatives or spokesmen deal with us with such harshness of language,

With regards and best wishes,

Yours sincerely,

Indira Gandhi

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রর সি,বি,এস টেলিভিশনের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাক্ষাৎকার	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Foreign Minister Sardar Swaran singh's interview on CBS Television (U.S.A) December 20 1971

COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM'S NEWS CORRESPONDENT JOHN HART: In this half hour, the Foreign Minister of India is coming in to talk about what is coming next from Pakistan and Bangla desh and India. What is new is that Pakistan has a new president today. He is Zulfakar Ali Bhutto, whom you saw walk out of the U.N. Security Council last week. He was foreign Minister then, and now that Pakistan lost the war, President Yahya Khan has quite and let Bhutto take over. Bhutto's party won a lot of seat in the election that Yahya cancelled last December, most of the seats in the Western section of Pakistan, which is all that's left of it now. Bhutto said last week he won't have another election now since he won last time. Actually Sheikh Mujibur Rahman's party won a majority in the election last year, but his party was in East Pakistan and that's Bangladesh now. Sheikh Mujib is a prisoner of Bhutto's, or else he's dead. Bhutto the one who has to negotiate with India now , and he says he wants back the territories that India captured.

We have India's Foreign Minister with us this morning, Sardar Swaran Singh. And, gentlemen, the first question I suppose is: when do you start negotiating?

A.- We will start negotiations as noon as Pakistan's leaders are ready to do so.

Q.- Do you have any indication of when that will be?

A.- It's very difficult for me to say. I hope that they will start quickly.

Q.- What will be negotiations be about, Mr. Singh? Will you be aiming for a stable peace?

A.- That should be the objective, to have a durable peace, and , in that context, the reality that Bangladesh has come to stay will have to be taken into consideration. That is the basic issue involved.

Q.- So, that really is the condition for successful negotiations for a peace with Pakistan?

A.- You will call it a condition, but this has to be taken into consideration and any durable peace without taking into consideration the aspirations of 75 million people is not realistic.

Q.- What about the person of Sheikh Mujibur Rahman ? He has not yet appeared. One doesn't know whether he's alive or dead. Will that figure in the negotiations and in the reality of peace thereafter?

A.- It is our hope that he's alive, and, obviously, being the elected leader of the people of Bangla desh, he will have a decisive voice in giving a future shape to that Bangla desh which has come to stay-a Free people's Republic of Bangla Desh.

Q.- If he is not alive, Mr. Singh, or if he is not given up by the Pakistanis what will that do to the negotiations?

A.- I presume that other leaders of the Awami League party would negotiate but we do hope that Pakistan's military regime has not taken the extreme step of liquidating Sheikh Mujibur Rahman. He is a great stabilizing factor.

Q.- Will India return that 1,400 miles or so of territory along the border that you captured during the fighting- in Kashmir and in Punjab?

A.- So far as the eastern sector is concerned, we recognize the people's Republic of Bangla desh, and we have no intention to stay there even for a day longer. It all depends on how things stabilize and the aftermath of his conflict is clear. In the west also, we have made our position clear-that we have no territorial claims on Pakistani territory, and the negotiations should yield the result of that this thing is straightened out in this matter.

Q.- But what about Kashmir, Mr. Singh-which is not really Pakistan?

A.- That is a matter which can be negotiated. There has been a war, there was a cease-fire, there can be another cease-fire, if it comes to that.

Q.- But spokesmen of our Government in New Delhi said that India would keep the territory in Kashmir which was occupied during the fighting of the last few weeks.

A.- That I would say will be a matter of negotiations and there will be a cease-fire line just as there are cease -fire, lines after every armed conflict.

Q.- When will Indian forces be withdrawn from the east?

A.- I already said that we do not want of stay there event for a day longer. There are several things to be attended to. The West Pakistan army, who have surrendered-they have to be repatriated. There are risks of reprisals, and the presence of the Indian army is a great stabilizing factor. All these factors will have to be taken into consideration. That will be a matter between the Government of India and the Government of Bangladesh.

Q.- Mr. Minister, fighting between India and Pakistan, of course, had repercussions far beyond even these two big countries, because they involved politically and indirectly the soviet Union, China, the United states. Can a new balance be found there? Let's take American relations with India. There was this great outpouring of-at least in public sentiment -of anti-American feeling. Is this going to color future relations between India and United states?

A.- We have always taken the view that talk of balance is unbounded and there is no basis for it. And any actions taken by other powers to keep up an artificial state of balance of power is something which, I think is at the root of many troubles here and elsewhere. You ask me about India-United states relations. There is no doubt that the United States Administration did not act in an unbiased manner. At the same time, the redeeming feature has been that newspapermen, leaders of public opinion, news media, senator, Congressmen they have appreciated the true facts of the situation. I will not venture to say that the state of relations has not been affected, but it all depends on how the Administration tackles this problem now that the shooting war is over.

Q.- Well, what do you suggest the Administration do then, Mr. Singh?

A.- To bring about a more unbiased attitude-in relation to our problem.

Q.- To bring about better relations with India, yes. Do you mean the recognition of Bangladesh?

A.- The recognition of Bangla desh will take time. But even without that, there are several postures which they adopt which do not give the impression of having an unbiased attitude when relations between India and Pakistan are concerned,

Q.- could you be specific; Mr. Singh? What are those things?

A.- For instance, they still continue to plug the unfounded story that India was responsible for this war. We had to defend ourselves, and the war started when President Yahya Khan ordered air raids on our territory on the evening of the 3rd. To continue to say that India is more responsible for this war is an attitude which, to say the least, is not fair, is not just, and is not based on fact.

Q.- What about India's future relations with China, the great neighbor just across the Himalayan Mountains?

A.- We have always desired that relations between India and China should normalize, and this will continue to be our policy. A great deal depends on the response that we have from China, but our policy will continue to be to improve our relations with China.

Q.- The Chinese appear terribly suspicious. At the United Nations, they said that the presence of Tibetan refugees in India might be used to justify an Indian operation against Tibet the way, they said, that the presence of refugees from East Bengal was used to justify military operations into East Pakistan. How do you feel about these accusations?

A.- In the first place, there is no parallel between the situation in Bangladesh and the situation in Tibet. In Bangla desh, the democratic wishes and aspirations of 75 million people were ruthlessly suppressed by military atrocities. In the case of Tibet, we have made the position clear that Tibet is part of China. And, as regards the refugees from Tibet who are with us, we have given refuge to them on humanitarian considerations, and we have never permitted them to indulge in any political activity. This suspicion, if it is genuine, is unfounded, and I don't see why any parallel should be drawn between the two:

Q.- There was great concern at the United Nations, Mr. Singh, quite apart from the moral side of the case-the treatment of the Bengalis by Pakistan-great concern that the use of arms to settle what is even an excruciating problem between nations might be repeated elsewhere, because there are other Bangla deshes in the world and other neighbors who are not-who are really at peace.

A.- I do not see any basis for any such fear. For one thing, there are not many Bangla deshes in other parts of the world. I can't imagine such a vast number of people-75 million people-having expressed unmistakably what they want; then that they should be suppressed in a military, and in a ruthless, manner. I can't see any parallel anywhere. There may be problems relating to the-to certain parts of or certain regions in other countries, but the case of Bangla desh is a case by itself, and I don't think that there need be any fear in any other country that this can be repeated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাংবাদিক সম্মেলন	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Foreign Minister Swaran Singh's press Conference at the U.N.
December 22, 1971

F.M.- I shall not detain you long. I extend you a very hearty welcome. I have no intention of making any opening statement. You can start straightway asking such questions as you may like.

Q.- Do you think that the security Council resolution last night was a useful one?

A.- I think it is useful because it highlights and stresses the importance of stabilizing the cease-fire, the principle of withdrawals also is accepted, and, therefore, it is a good resolution. It also indirectly acknowledges the reality of the situation, and there is no call for immediate withdrawal which, in the circumstances is impracticable.

Q.- How does it indirectly recognize the reality?

A.- It does this in this respect that taking the two theatres-eastern and western theatres-in the eastern theatre any call for immediate withdrawal of troops would create a situation which obviously cannot be countenanced with any satisfaction. The situation there is such where a civil government has already been established. It is the latest information that we have got. The entire people are with the elected representatives, those who were elected in December, 1970, and they will take some time to establish. themselves, and it is therefore, necessary that some time should lapse before there can be a withdrawal of Indian troops from Bangla desh.

Q.- Are you taking any steps in consultation with other government in an attempt to secure the return of Sheikh Mujibur Rahman to Bangla desh ?

A.- I have seen a press report that Sheikh Mujibur Rahman is being released from prison and is being moved to a house. Perhaps his physical comfort might improve, But unless he is released, it is immaterial whether he is in a jail or a house, and it is time that he is released and comes back to his people to give them the lead that they badly require at this stage.

Q.- Would you like any of the West Pakistan troops in East Pakistan to return to West Pakistan before he is released?

A.- I have already made a statement in the security Council that West Pakistan troops, as are left in East Pakistan, will in course of time be repatriated to west Pakistan as a result of negotiations that are bound to take place. After, that, the Government of Bangladesh, constituted by the elected representatives, will decide as to what are their requirements, and we do not want to be there in Bangladesh even for a day longer than may be necessary.

Q.- Are you saying, Mr. Foreign Minister, that if West Pakistan did not release Sheikh Mujibur Rahman, you will still return West Pakistan troops?

A.- We attach importance to the release of Sheikh Mujibur Rahman, because he is the one man who can stabilize and give the right lead to the 75 million people of Bangladesh, and, therefore, it is necessary anyhow, and we would do our best along with other countries to ensure that he is released and goes back to his people.

Q.- Mr. Foreign Minister, you mentioned last night two conditions that must take place before withdrawal. One was that all the refugees must return to their country. I did not quite get the second.

A.- In fact, I mentioned in my yesterday's intervention in the security Council, but it was not exhaustive in relation to the factors that might necessitate the stay of Indian troops in Bangladesh. I mentioned some of these considerations. One was the creation of conditions where the refugees could return to their homes and the other important consideration is that the West Pakistan troops in Bangladesh at the present moment face a danger of reprisals, and for their protection and for their repatriation also the presence of India troops in necessary. It is also necessary to ensure that the type of reprisals that are not unnatural in a situation where the entire people have suffered for over nine months in all manner of atrocities; it is to tide over these difficulties that the continued presence for some time of Indian troops in Bangladesh appears to be necessary.

Q.- Can you make a guess about how long that will take?

A.- A great deal depends on the international community. The more rapid the recognition of the reality in Bangladesh by the international community the easier will it be for us to pull out our troops from Bangladesh. But if there is no response to the continued assertion by West Pakistan that they have the right to send troops to Bangladesh, that will be a negative factor and this will obviously delay the Indian troops leaving Bangladesh. The sooner the international community recognizes the reality that reality that Bangladesh has come to stay, the sooner will Bangladesh move towards stability, and thus enable India to pull out her troops.

Q.- What is your assessment of the delay in action by the United Nations, particularly recalling that the Secretary-General asked the U.N. to take some action last summer?

A.- It is not for me to comment upon that. All of you are fully familiar with it. I think the main reason was that there was reluctance on the part of a number of countries to take some action for stopping the atrocities and stopping the movement of refugees from Bangladesh, treating this as an internal affairs of Pakistan. But in the context of what is any country's internal affair, if it causes an external problem of the magnitude that India faced when India received ten million refugees, then obviously it ceases to be an internal matter and the reluctance of the international community to tackle this aspect is mainly responsible for inaction which ultimately resulted in encouraging the West Pakistan military regime to go on with the atrocities which were being committed, against the innocent and unarmed people of Bangla Desh.

Q.- You must have seen comments in the Press-I have in mind the British Press-which says that that the sub-continent-in the political analysis of the situation-is now wide open to big power-three powers-struggle that may transcend the entire rivalry between Pakistan and India.

A.- We in India have never accepted the concept of a balance of power-a subject about which many western commentators have aired their views. It is for the people living in that region to work out their destiny and their future, and I have no doubt in my mind that with her traditions of democratic institutions, with the tradition of working out a federal democratic system, India will definitely provide the stability that is necessary. We have demonstrated even in this Indo-Pakistan conflict that we had not territorial designs against Pakistan, even though we are in full occupation of Bangladesh still we have said from the very beginning that it is for the people of Bangladesh to work out their future, and if the people in the various parts of the sub-continent are encouraged by the international community to decide their own future and to mould their own destiny, there will not be any scope for any outside interference. It is our earnest hope that any talk of external interference would not take any concrete shape.

Q.- Would you give us your reaction to the change of presidency in Pakistan?

A.- Mr. Bhutto is no doubt the democratically elected leader of West Pakistan, because his party did have a clear majority in West Pakistan. It is significant to mention that he was content to be Deputy Prime Minister under. Mr.. Nurul Amin, who was designated as Prime Minister. But there is now recognition of the change in the situation and Nurul Amin now appears to be satisfied in accepting Vice-Presidentship. This indicates that Mr. Bhutto himself realizes that he is the leader of West Pakistan , rather than of the whole of Pakistan, because his party did not get a single seat in Bangladesh. So, we will be prepared to deal with whoever may be the head of government in Pakistan and Mr. Bhutto is as good as anyone else.

Q.- When will these negotiations take place, Mr. Singh?

A.- We are prepared to start them immediately and I am not sure whether Pakistan is yet ready to do so. May be, on account of the big changes, the overhaul of their defence forces and the rest, the may take some time before they are ready to start negotiations. On our side, we are prepared to start straightway.

Q.- Do you consider the release of Sheikh Mujibur Rahman a condition which has to be fulfilled before you start negotiations?

A.- My own assessment is that, on the political level, things in Pakistan are likely to move quite swiftly. Whereas the military generals always had a military approach. president Bhutto is likely to make swift political moves and obviously the political move which is likely to be made is to try to persuade Sheikh Mujib, and in that connection, I think, the early release of sheikh Mujibur Rahman, cannot be ruled out. We would very much like him to be released.

Q.- Does not the threat of Mr. Bhutto to fight on disturb you at all?

A.- It is not a very happy thought that after becoming President his first speech should be that he wants to continue the fight. I do not know-continue to fight for what? And the fact that the Pakistan Delegation has accepted the security Council resolution that was adopted yesterday, does indicate that their actual approach and response is not the same as the extremist statement by President Bhutto.

Q.- Where do you expect these negotiations would take place?

A.- Any place. We have no strong views. We are prepared to go to any place for these negotiations. We are prepared to go to Islamabad and we will welcome them if they want to come to Delhi.

Q.- Would you tell us whether you consider the assistance of a social representative of the secretary-General useful in such negotiations?

A.- So far as the utility of the secretary-General's representative for tackling the humanitarian aspect is concerned, it will be a welcome more. But these other political talks are a bilateral matter between India and Pakistan, and , in retrospect, let us remember that whereas the international community here in the United Nations was still struggling with the problem, the two parties did bring about a cease-fire arrangements, although the initiative in this case came from Prime Minister Indira Gandhi who offered a unilateral cease-fire.

Q.- To what extent do you think the soviets control India? I mean India's reputation of neutrality.

A.- India's reputation for being a non-aligned country has increased as a result of the Indo-soviet treaty, because the Indo-soviet treaty definitely recognizes that India is a non-aligned country, and the U.S.S.R. first perhaps in any formal document has also admitted the validity of the concept of non-alignment as a factor for peace and stability in the world. So, the Indo-soviet treaty in fact highlights the importance of non-alignment in the concept of international peace.

Q.- I need hardly tell you that this is not the king of thinking in Washington.

A.- Washington have their own method of assessing situations, and I think as time passes, the Administration in Washington will also realize that India is a country mature enough and big enough to look after its own interests and is not dependent on the particular support of any country, nor is it terribly afraid of the irritations that might be in the minds of other countries. These are things which a country like India has to take in its stride, and things will definitely fall in proper perspective as time passes.

Q.- You spoke about negotiations-bilateral negotiations. Will they be bilateral negotiations or will they be trilateral too?

A.- There will be several points for which there will be trilateral negotiations also, particularly in relation to Bangladesh. But for the western theatre the talks used not be trilateral, they will essentially be bilateral.

Q.- We hear, Mr. Minister, it is being said that in this problem it is inheren that the Jammu and Kashmir case may be re-opened with the possibility that administrations may be re-awakened.

A.- Jammu and Kashmir is an integral part of India. It is governed by the Constitution of India, and after the atrocities committed by the West Pakistani military regime in Bangladesh, when they suppressed democratic urges of the people of Bangladesh, any talk of self-determination, a concept about which Pakistan has always been stressing, becomes meaningless. At any rate, I do not see why the emergence of Bangladesh as an independent country should have any effect on Jammu and Kashmir.

Q.- How do you assess the role of Britain and France in the Security-Council?

A.- Britain and France have shown a greater understanding of the realities of the situation, and ultimately, in retrospect, their stand appears to be justified, because their main approach was that any resolution which has not got a chance of going through the Security Council is not likely to yield any useful result, and, in retrospect, this approach has turned out to be a realistic approach, and therefore we in India appreciate that they adopted an attitude where they did reality of the situation. The reality was the will of 75 million people of Bangladesh.

Q.- Mr. Foreign Minister, to take you out of such a tense topic............

A.- It is not tense at all.

Q.- How do you fell about the new Secretary-General as you will have to do a lot of business with him?

A.- I have known Ambassador Waldheim for a long time, and I think that it is a very good choice, and he is likely to play a very useful role in serving the international community.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘লেট পাকিস্তান স্পীক ফর হারসেলফ’	ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা	ডিসেম্বর, ১৯৭১

LET PAKISTAN SPEAK FOR HERSELF

NOW 000

In ten days I might not the here in Rawalpindi, I will be off fighting a war.

(president Yahya Khan, reported by A.P. Nov. 25,1971)

I will not meet Mrs. Gandhi, She doesn’t like my gust. But that doesn’t bother me because she is neither a woman nor a statesman by wanting to be both.

She does not have qualities of her father. If I have to meet her, I will say-shut up woman. Leave me alone.

(Interview with President Yahya Khan, Published in Le Figaro Paris, sept. 1,1971)

The people did not bring me to power. I came myself.

(President Yahya Khan at a press conference, reported in time magazine, aug, 2,1971.)

It is time for Jehad and not for party politics or transfer of power.

Maulvi Faird Ahmed, vice-President, Pakistan Democratic party. Pakistan Times, Lahore, May ,12, 1971,)

It is an exercise in futility to bring India to the right path through protests and warnings. She understands the language of force only and Pakistan should now follow only that course.

(Kohistan, Lahore. Aug. 6. 1971.)

Our army is fully prepared and now we do not need any notice for waging war.

(Big. Mohammad Yusuf, Deputy sub-Martial Law administrator, Jang, Karachi, sept. 10,1971.)

War with India would be the final one between the two nations and shall be fought on the basis of religion.

(sardar Abdul Qayyum Khan, President, Government of Pakistan-occupied Kashmir, Dawn, Karachi, sept.19, 1971.)

The Pakistan Government should get the nation ready for jehad against India

(Chief of the Jamaat-e-Islami Party in Sindh Province, reported in jang, Karichi, sept. 29, 1971.)

It is in Pakistan’s own interest to have a direct armed confrontation to teach her neighbor the lesson which she seems to have forgotten so soon after the 1965 war.

(Maulana Mufti Mahmood. Secretary-General of Jamaat-e-Islam. party, reported in Pakistan Times, Lahore. Aug . 30. 1971.)

Crush India. we will be victorious.

(A sticker on vehicles in Karachi, Jang, Karachi, Oct. 8, 1971.)

The Muslim of the sub-continent have been at war with the hindus of India for over 1000 years and this confrontation will continue until our disputes with India are solved.

(Mr. Z.A. Bhutto reported in Pakistan Times. Lahore, Dec .21. 1971.)

The people of Gilgit and Baltistan are on strike since March 1 to protest against what is described as the reign of terror let loose by the administration... It is said that the administration has ruthlessly suppressed political activity and denied the residents their civil liberties.

(Pakistan Observer, March 7, 1971.)

There is need to reactivate the Kashmir issue at the people’s level. Emancipation cannot be achieved on table. Determined people had always snatched it through sacrifices.

(Sardar abdul Qayyum Khan, President, Government of Pakistan-occupied Kashmir, Dawn Karachi, May 12, 1971.)

Without joining jammu and Kashmir with Pakistan it has become difficult or us to live peacefully.

(Sardar Abdul Qayyum Khan, President, Government of Pakistan-occupied Kashmir, Pakistan Times Lahore, Aug, 31, 1971.)

Mr. K.H. Khurshid, President of J & K Liberation League (Proved up by Pakistan), declared that the responsibility for curbing and denuding the Azad Kashmir Government of all power play with the Government of Pakistan. As a first measure, it was essential to reorganise the Azad Kashmir government.

(Pakistan Times, Lahore, jan. 9, 1971.)

The General secretary of the Pakistan Christian Democratic Council Mr. N. Patras, along with an 85-year old man, Baba Samuel ,went on hunger strike on Monday to protest against the alleged disrespect shown to churches in some districts of Punjab.

Mr. Patras told newsmen that the violent demonstrations going on in the country for some time past, against the publication of the book ‘Turkish Art of Love in Pictures' has been diverted against the Christians in the country for some time past and their holy places were being attacked.

(Pakistan Times, Lahore, jan 19, 1971.)

Mr. Abdul Hafiz Kardar, Member-elect of the Punjab Assembly and a former Pakistan cricket captain, has urged the government to instruct the Pakistan Hockey Federation not to invite India to the World Cup Hockey Tournament being held here (Lahore) in February.

He was speaking at a reception hosted by the sportsmen of Punjab at the Y.M.C.A. Hall. Mr. Kardar said that confrontation with India at all levels was a major foreign policy plank in the manifesto of the Pakistan People's Party, and the visit of the India team to Pakistan would militate against the people's mandate to his party in the recent elections.

(Morning News, Dacca. Dec, 30, 1970.)

After having talks for a few minutes with the hijackers (who had hijacked the Indian Airlines plane to Lahore), Mr. Bhutto said, 'We are with you'.

(Pakistan Times, Lahore, Feb 1 1971.)

Mohammad Ashraf, one of the two hijackers, told newsmen who went to Lahore airport that the Pakistan People's Chairman, Mr. Z.A. Bhutto, had advised them to leave everything to him.

Mr. Bhutto had gone to see the hijackers immediately after his return from Dacca.

(Pakistan Observer, Feb, 1 1971.)

In an airport interview, Mr. Bhutto said he had instructed his party men in Lahore to establish contact with the Jammu and Kashmir national Liberation front (propped up by Pakistan) in order to assist the two brave hijackers in every possible way. Mr. Bhutto praised the velour of the two youthful hijackers.

(Dawn, Karachi, Feb, 4, 1971)

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, deplored the blowing up of the hijacked Indian plane at Lahore and urged the government to hold an enquiry into the matter and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting this situation for her nefarious ends.

(Morning News, Dacca. Feb, 4, 1971.)

I have prepared a list of all those journalists who have tried to malign my party (during the elections) and all of them will be fixed up.

(Mr. Z.A. Bhutto. reported in Pakistan Times, Lahore,
dec. 21. 1970.)

The Pakistan People's Party had won majority in Provincial Assemblies of Punjab and Sindh. The real power of the Centre lay in these two Provinces, No government at the Centre, therefore, could be run without the PPP's cooperation?

(Mr. Z.A. Bhutto. reported in Pakistan Times, Lahore,
dec. 21. 1970.)

Punjab and Sindh can no longer aspire to be the bastions of power. The democratic struggle of the people is aimed against such ‘bastions of power’.

(Mr. Tajuddin Ahmad (now Prime. Minister of Bangladesh), Dawn, Karachi, Dec. 22, 1970).

Attempts were even made to cruelly regiment the society so that the Bengali culture could no longer flourish. Even some of the music which indeed spoke the language of heart was totally banned. In the name of Islam, the most popular Tagore songs were not broadcasted by radio or television. It was a part of the planned machination to reduce the people of East Pakistan to the status of third class citizens.

(Sheikh Mujibur Rahman reported in Pakistan Times, Lahore, Jan, 1, 1971)

Pakistan is a Muslim country and here on secular of communist constitution can work.

(Maulana Syed Abdul Ali Maudoodi, Chief of the Jammat-i-Islami Party, Dawn, Karachi, Jan. 4, 1971.)

Speaking to newsmen in Dacca, Sheikh Mujibur Rahman observed that the Awami League had the absolute majority not only in Bangladesh, but in the whole country. It was in a position to frame the Constitution. But his party would seek cooperation from Mr. Bhutto and others.

(Pakistan Observer, Jan. 30, 1971.)

The Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, has dismissed as utterly false, the allegation that his party was seeking to impose the six point scheme upon west Pakistan .

He said that if the federating units of West Pakistan did not wish to have precisely the same degree of autonomy as Bangladesh or wished to cede certain additional powers to the Centre of to establish certain regional institutions, the six-point formula does not at all stand in their way.

The Awami League Chief said that his party had never taken the position that the six-points would be imposed on the federating units of West Pakistan.

(Dawn, Karachi, Feb, 25, 1971.)

Mr. Zulfiqar Ali Bhutto Chairman of the Pakistan People's Party, has demanded Postponement of the national Assembly session. He has said that the PPP would launch a great movement if the national Assembly session was held in the absence of 85 members of his party. Mr. Bhutto said the PPP expected the people of Pakistan to take full revenge on the people who might choose to attend the Assembly session, on their return from Dacca. If the people failed to take the revenge, the PPP itself would take action against them. He said if any member of his party attended the session, the party workers would liquidate him.

(Dawn, Karachi, March, 1, 1971.)

Mr. Nurul Amin, President of the Pakistan Democratic Party, said in a statement that he was stunned at the sudden announcement of the postponement of the sitting of the National Assembly indefinitely

(Dawn, Karachi, March, 2, 1971.)

Mr. Ali Ahad, General secretary, Bengal National League (Ahad Group), in a Statement said: 'The dramatic announcement of the postponement of the National Assembly session is a prelude to sabotaging the restoration of the sovereignty of the people and the transfer of power to the representatives of the people.

(Dawn, Karachi, March, 1, 1871.)

Air Marshal (Retd.) Nur Khan has accused certain advisers of the President and some bureaucrats of having asked certain political parties not to attend the National Assembly session. Bureaucracy has ruled the country. It is afraid of people's rule. So the word 'democratic government' sounds like death knell to the bureaucrats. They found Mr. Bhutto as a tool to serve them. Mr. Bhutto has a singular ambition of coming into power. The bureaucrats found in him a sycophant who was prepared to see the country disintegrated, so that he could hold his away over the west wing all alone.

(Jasarat, Karachi, March 7, 1971.)

Prominent intellectuals, journalists, political, social, cultural and trade union and student body workers have called for an immediate transfer of power to the elected representatives of the people.

In a joint statement, they expressed grave concern over the political situation obtaining in Pakistan.

They felt that by remaining peaceful the East Pakistan people had given practical proof of the fact that they stood for national solidarity and integrity like their compatriots from the west wing.

(Dawn, Karachi, March 10, 1971.)

Main Mumtaz Mohammad Khan Daultana, Chief of the Council Muslim League, has observed that Sheikh Mujibur Rahman's demands are quite reasonable and should be accepted to end present political crisis in Pakistan.

(Dawn, Karachi, March 14, 1971.)

Malik Hamid Sarfraz, General Secretary of the Punjab Awami League has said that Mr. Z.A. Bhutto has created an unhealthy atmosphere in the country's politics as he apprehended his inability to fulfill his promises to the people. He has also said that the administration in the eastern wing is running under the orders of Sheikh Mujibur Rahman and if at all he had any inclination towards separation he could have carried it out easily. But it has become crystal clear that it is Mr. Bhutto and not Sheikh Mujibur Rahman who thought of secession.

(Dawn, Karachi, March, 17, 1971.)

President Yahya Khan held talks with Sheikh Mujibur Rahman to resolve the constitutional crisis in the country.

When correspondents congratulated Sheikh Mujibur Rahman on his birthday , the Awami League Chief said, 'What is my birth day? What is my death day? I am with my people. There is no security of my people. They are dying.

(Pakistan Times, Lahore, March 18, 1971.)

The Baluchistan Branch of the Pakistan National Awami Party (Wali group) has demanded at a meeting that power be transferred to Sheikh Mujibur Rahman and Martial Law lifted forthwith. The Meeting also strongly opposed Mr. Bhutto's proposal to make the minority party share in the transfer of power by setting up two parallel Government in the country.

(Dawn, Karachi, March , 19, 1971.)

(Regarding U.N. Secretary-General, U. Thant's expression of his grave concern over Sheikh Mujibur Rahman's trail) :

U Thant's reactions to Sheikh Mujibur Rahman's trial are tantamount to an interference in the internal affairs of Pakistan... It is an insult to humanity itself to plead the case of a traitor in the name of humanity.

(Mashriq, Karachi, Aug. 18, 1971.)

The people of Pakistan can never excuse U. Thant for his uncalled for interference in the internal affairs of the country.

Kohistan, Lahore, Aug. 18, 1971.

The Pakistan Government is to be blamed for having delayed the execution of Sheik Mujibur Rahman and given time to the world powers to intervene... The Government should have followed the examples of Morocco, Sudan and Egypt where The traitors were executed without any delay.

(Nawai waqt, Lahore, Aug, 16, 1971.)

The Pakistan Government should release immediately all political prisoners. Government should lift restrictions on the political leaders, withdraw warrants that many people have been put behind the bars without trial simply because of having a different view-point on various vital political and economic issues facing the country.

(Mir Ghaus Bux Bizenjo, President, Bluchistan National Awami Party (Wali Gorup), reported in Dawn, Karachi, Sept. 30, 1971.)

...AND EARLIER

'Two nations, Mr. Jinnah! Confronting each other in every province? Every town? Every village?

'Two nations, Confronting each other in every province, Every town. Every village. That is the only solution'.

'That is a very terrible solution, Mr. Jinnah.'

"It is a terrible solution. But it is the only one."

(Mr. M.A Jinnah in an interview with Edward Thompson, quoted
In Enlist Indian for Freedom, London, 1740, p.52.)

Pakistan can only be achieved by shedding blood, and if the opportunity arises, the blood of non-Muslims must be shed, for Muslims are no believers in ahimsa (non-violence).

(Sardar Abdur Rab Nishtar, July 30, 1946.)

Pakistan in under an obligation, international or otherwise, that prevents her from sending her troops to Kashmir.

(Sir Mahammed Zafarullah Khan. Pakistan's Foreign Minister,
in Karachi, Sept. 8. 1948.)

Addressing a cheering crowd, lakhs in number, from the window of the Press Room in the Prime Minister's House, Mr. Liaquat Ali Khan, declared : 'From today onwards our symbol in this, and he held his clenched fist out of the window.

(Report in Dawn, Karachi, July. 28, 1951.)

If the U.N. proves to be a band of thieves, we will have nothing to do with it . We will prove that we can liberate Kashmir with the strength of our arms.

(Mian Mumtaz Daultana, Chief Minister of Punjab, reported
in Zamindar, Lahore, Jan. 17. 1952.)

If we have to get Kashmir, we will get it with the force of our arm.

(Mian Mumtaz Daultana, Chief Minister of Punjab, reported
in Ehsan, Lahore, Sept. 1. 1952)

If we want to live according to the dictates of Islam and mould ourselves in the true Islamic pattern we will have to test our enemies with the might of our sword ... I warn Nehru that if he does not change his attitude, Pakistanis will not hesitate to march to Delhi and teach a lesson to the Indians.

(Mr. A.M. Quraishi, Member of the Legislative Assembly of
West Pakistan, reported in Mussalman, Karachi, March 8, 1956.)

They (India and Mr. Nehru) can only be answered by conquering Kashmir with the help of the U.S. , U.K. and the SEATO and Bangladesh Pacts...

(Nai Roshni Karachi, April 1, 1956.)

We should stop negotiations with India and prepare for the final settlement. The final settlement can only come through war. God is with us.

(Pri Elahi Baksh, former Chief Minister of Sind, reported in
Nai Poshni, Karachi, April 16, 1965)

We are prepared to sign defense pacts, both offensive and defensive, with any country which is prepared to help us against our one enemy-India.

(Sardar Abdur Rab Nishtar, President,
Muslim League, in Lahore, Nov. 26,1956)

...We want them (Britain in the Baghdad Pact) for our defense purposes .... Our first duty is to strengthen our defense, Particularly against India no Matter what others might say.

(Malik Firoz Khan Noor, Pakistan's Foreign Minister, reported in Pakistan Times, Lahore, Dec. 8, 1956)

We are very gravely apprehensive of communistic domination, infiltration and aggression. We desire to keep ourselves as far away as we can from coming under their influence… Peace in the world is really in the hands of the free democracies.

(Mr. H.S. Suhrawardy, Prime Minister of Pakistan, at a press conference in Los Angeles, reported in civil and Military Gazette, Lahore, July 17, 1957)

It is difficult to believe that a Prime Minister of Pakistan can stand up in Parliament and say, that for eleven years we have given nothing but threats of war to India to settle the Kashmir dispute. And yet Mr. Noon did it on Monday.

(Leader, Karachi, Sept. 3, 1958)

Man still continues to be the first and most effective weapon of war and Pakistan being the best fighting force can challenge thrown by India or western countries to preserve and protect their freedom.

(Chaudhury Ghulam Abbas, President, jammu and Kashmir Muslim Conference, reported in Dawn, Karachi, Dec.22,1962)

It has become a Practice with the unpopular government of Pakistan for always to dub the popular democratic forces of the country, as Indian agents.

(Sangbad, Dacca, Dec. 8, 1964)

For some time now, the rulers are not depending simply on police excesses to crush the democratic upsurge of the vast masses against autocratic rule, but following in the footsteps of Hitler and Mussolini have let loose a band of hired hooligans on the innocent unarmed countrymen.

(The Daily Ittefaq, Dacca, Dec. 10, 1964)

After capturing power in 1958, Ayub Khan proposed to India a joint defense pact against the danger from the North. Later that danger vanished, as if by magic, and overnight the North became friendly and side by side a relentless Jehad of anti-India utterances was launched. As usual, a hue and cry was raised about Kashmir. It looks as though the rulers of Pakistan have made up their mind to stir up some trouble against India.

(`Bhimrool' in the Daily Ittefaq, Dacca, Dec. 13, 1964.)

To frustrate the Indian move to merge Kashmir with the Indian Union, More than one thousand freedom fighters will cross the cease-fire line after Id.

(Mashriq, Lahore, Jan. 29,1965.)

Jehad is the only answer to merger moves; Pakistan should quit U.N.

(Jang, Karachi, Feb. 1, 1965.)

We are not afraid of war and we will not hesitate to go to war when the time comes.

(Dawn, Karachi, March 11, 1965)

Let us prepare for war, a Jehad.

(Dawn, Karachi, March 22, 1965.)

I request our soldier President to hit now, as protests will not do.

(Dawn, Karachi, March 23,1965.)

The corrupt political system imposed on the country cannot be compared with democracy.

(The Daily Ittefaq, Dacca, March 23, 1965.)

The 1956 democratic constitution has been set aside. The people have been deprived of all fundamental and democratic rights. Even adult franchise, which had prevailed even under foreign rule and by which Pakistan had been established, has been taken away from the people. Economic emancipation of the masses is today a distant dream. Today’s Governments have given unrequited opportunity to a handful of millionaires and capitalists to pile up their profits in contrast to the extreme poverty and bankruptcy of 10 crores of people. A few vested interests are the sole beneficiaries of our industrial and economic development. Hunger and poverty of millions of people on the one side, and prosperity and riches of a handful of people on the other-this is the portrait of Pakistan today.

(Sangbad Dacca, March 23, 1965.)

We are bitterly against those whose vision is clouded by the instinct of self-preservation and to them any means, moral or immoral, is good if it can serve their personal ends, the objective being self-interest rather than the interest of the country.

(Miss Fatima Jinnah’s Idmessage, Published in Dawn, Karachi, April 13, 1965.)

Jehad is the only way to solve the Kashmir problem.

(Pakistan Times, Lahore, April 28, 1965.)

When the fight in the Rann was on, India’s only aircraft Vikrant, and several tankers had to run away in the Arabian Ocean at the sight of the single submarine of Pakistan.

(Jang, Karachi, May 3,1965.)

Thousands of Razakars are ready to break the cease-fire line and march into Kashmir to the rescue of their brothers.

(Sardar Rahmatullah, State councilor, reported in Pakistan Times, Lahore, May 17, 1965.)

The Pakistan Government should renounce her obligations in regard to the cease-fire line and give a free hand to Kashmir's in reorganizing themselves for launching a full-fledged Jehad.

(Sardar Abdul Qayyum Khan, reported in Dawn, Karachi, May 25, 1965.)

The fact that during the last seven years or so we have not been able to give the people even a simple election to choose a representative Government of their own is hardly a good testimony of our work. Key positions excepting in two departments are entirely manned by non-Kashmiris . It is no use glossing over the unpalatable fact that during our stay in Azad Kashmir we have made ourselves thoroughly unpopular.

(Civil and military Gazzette, Lahore, june 5, 1965.)

We will consider it a great fortune to receive Chinese support in meeting any Conspiracy of India.

(Azad, Dacca, June 6, 1965.)

Today there is disparity not only in the economic sphere, but also in the administrative services, in executive power and the legislative field, because any legislation is subject to the veto of the President. There is great disparity in the defence services... The East Pakistanis are not anybody's chicken-feed, and do not intend to be. Policy in many spheres is being laid down without the opinion an interests of this province being consciously and strongly kept in view.. All these would not have meant much if we had a genuine parliamentary democratic system where the responsibility for ultimate policy-making would be of a cabinet, responsible to a sovereign Parliament.

(Mr. Nurul Amin, in the East Pakistan Assembly, Pakistan Observer, Dacca, July 6, 1965.)

In the event of war with India, Pakistan troops would march up to Delhi, would occupy the Red Fort and hoist the Pakistan flag on it.

(Pakistan Times, Lahore, July 11, 1965, reporting the proceeding of the National Assembly.)

The exploitation of East Pakistan by West Pakistan can be Judged from the fact that one can see West Pakistan Officials in every village of East Pakistan.

(Mr. A.M. Kamaruzzaman speaking in the National Assembly Pakistan times, Lahore, july 20, 1965.)

India is trying to convince the world that the weapons used by the freedom fighters could have come only from Pakistan. It is foolish to believe that any popular resistance against alien rule can remain long without arms in the world of today.

(Pakistan Times, Lahore, Aug, 17, 1965.)

Kashmiri's are not a party to the cease-fire agreement and it is within their right to cross the cease-fire line.

(Dawn. Karachi, Aug. 22, 1965.)

ভারত

সংসদীয় দলিলপত্র

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিধান সভাসমূহ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসভা ও বিধান সভা প্রতিক্রিয়া	দৈনিক আনন্দবাজার	২৯ মার্চ , ১৯৭১

বাংলাদেশের লোকদের সাহায্যের জন্য আবেদন

মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে আজ পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হলে চেয়ারম্যান তা অগ্রহ্য করেন।

চেয়ারমযান শ্রী ভি এস পেজ বলেন যে, বিষয় টি সংসদের আওতায় । সুতরাং এ সম্পর্কে এই সভায় আলোচিত হতে পারেনা।

উত্তর প্রদেশ বিধান সভা

লক্ষৌ, ২৯ শে মার্চ- উত্তর প্রদেশ বিধান সভা স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকরে স্বীকৃতি দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বসম্মতিক্রমে অনুরোধ জানিয়েছে।

জয়পুর, ২৯শে মার্চ -আজ রাজস্থান বিধান সভার সমস্থ দলের সদস্য বাংলাদেশে পাক সৈন্যদলের অমানুষিক হত্যাকান্ডের জন্য ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেন।

- পিটিআই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দানের জন্যে পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রীসভর সদস্যের আহ্বান	দৈনিক 'হিন্দুস্থান টাইমস'	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

MINISTER PLEADS FOR EARLY RECOGNITION

New Delhi, April 18 (PTI)- The West Bengal Minister for Food and Dairy Development, Mr. K.K. Moitra today demanded the immediate recognition of Bangladesh.

At a press conference here, the Minister feared that if India delayed the recognition further and if the present massacer of innocent people in Bangladesh went on for long, "the situation in West Bangal might be aggravated"

Pleading for the immediate recognition of Bangladesh, Mr. Moitra said the new-born state fulfilled all the four conditions-population, territory, Governmental organization and sovereignty-for being accorded recognition.

What had happening in Bangladesh, he said, was nothing but a national democratic revolution. The West Bengal Minister wanted the Press and All India Radio "to expose thoroughly the role played by China" which was helping West Pakistan to crush "this mighty revolution"

The west Bengal Government Mr. Moitra said, was anticipation a "huge influx" of refugees from East Bengal and was maintaining constant touch with the Central Government to tackle the problems effectively.

Nearly a lakh of refugees had already arrived in West Bengal and arrangements had been made to provide 400 grammes of rice daily to each adult. Children being given 200 grammes of rice per day.

The refugee problem, he warned, would worsen in the coming month and he wanted the Centre to come forward with Liberal funds to help the State Government.

Mr. Moitra also emphasized the need for providing shelter to the refugees in interior areas as it was "hazardous" to keep them in temporary centers on the borders for long. He wanted the temporary centers to be run by charity organizations like the Rama Krishna Mission.

Prof. Shibben Lal Saksena, MP and President of the Samavadi congress Party, also called for the immediate recognition of Bangladesh as "a sovereign independent republic."

He went a step further and said India should send her armies in to Bangladesh "on a mission of mercy" to stop the genocide that was going on there.

Mr. Shashi Bhushan, the Congress (N) MP said in a statement today after his three- day tour of the border areas in the eastern sector of West Bengal that he was convinced of the need to give immediate recognition to Bangla Desh.

Though greatly handicapped by lack of modern arms, the Bangla Desh forces, he said, were giving a sustained fight to the heavily armed West Pakistani troops.

He urged the Government of India to recognize the newly-formed Government of Bangla Desh without any further delay.

Cochin: The working committee of the Kerala State Indian Union Muslim Legue today condemned the mass killings perpetrated by the Pakistanis in East Bengal and “pledged” its solidarity with the Government of India’s stand on the Bangla Desh developments.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিম বঙ্গের পাঁচজন মন্ত্রী	দৈনিক 'যুগান্তর'	২২ এপ্রিল, ১৯৭১

বুদ্ধিজীবী সমাবেশে পাঁচজন মন্ত্রীর ভাষণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২১শে এপ্রিল- পঃ বঃ লেখক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী সংঘের এক বৈকালিক আসরে আজ রাজ্য সরকারের পাঁচজন মন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমনোজ বসু।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন বলেছেন, বাংলাদেশের সংগ্রামে পশ্চিম বাংলার মানুষের পুরো সমর্থন আছে। শরণার্থীদের জন্য সীমামেত্মর বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি হানাদারদের হটানো যায় ততই ভাল। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গরীবী এবং বেকারী হটাবার যে প্রতিশ্রম্নতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হবেই। বাংলাদেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে ভাবা যায়নি।

বিচার মন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজা বলেন, সমাজের কাঠামো যদি ভাল করে গড়া যেত তাহলে সমাজবিরোধী সমস্যায় আমাদের পড়তে হত না। সমাজের যুবকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যক্ষ শামিত্ম দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্য সরকারের সকল কাজ যাতে বাংলায় হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কাজে তিনি বুদ্ধিজীবী সমাজসেবীদের সহযোগিতা আহবান করেছেন। স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মহঃ রউফ আনসারী বলেন, সিএমডিএ'র মাধ্যমে কলকাতার ১০০টি ওয়ার্ডের ১০০টি বস্তীতে আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রমন্ত্রী (পরিকল্পনা) শ্রী রথীন তালুকদার বলেন, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে দসমাজবাদী চীন তার আসল রূপ প্রকাশ করেছে।

আজের বৈকালিক আসরের আলোচনায় শ্রী প্রবোধ সান্যাল, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রী সমেত্মাষকুমার ঘোষ, শ্রী রঞ্জিত সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী বিনয় সরকার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরনার্থীদের সাহায্যে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আহ্বান	দি স্টেটসম্যান	২২ এপ্রিল, ১৯৭১

W. BENGAL WANTS ALL STATES TO COME TO THE AID OF REFUGEES

Centre Promises to bear Entire Relief Expenditure

By Our Special Representative

After taking serious note of the alarming rise in the rte of influx of evacuees from Bangla Desh, the West Bengal Cabinet is understood to have decided on Wednesday to tell the Centre immediately that the State Government just cannot provide food, shelter and health facilities for them single handed and that the responsibility should be shared by all other States since they also have been supporting the cause of Bangla Desh.

According to our Special Representative in Delhi, Mr. R.K. Khadilkar, Minister of Labor, Employment and Rehabilitation, said there that the Centre would bear the entire expenditure involved in providing relief to the refugees coming from East Bengal.

The State Government's point of concern was that in a little over 10 days over 273,000 evacuees had crossed over to West Bengal seeking shelter, and that at this rate the total might go much beyond the one million mark soon. Neither the State's economy nor the Government's existing resources could cope with this problem.

Even in a normal year, as in 1970, when the total influx of refugees was about 226,000, the State Government had insisted on having the displaced persons dispersed to various centers throughout India within a fortnight of their reporting in the reception centers along the border. This was done mainly keeping in view the problem of accommodation, and the Centre had agreed to that position.

The position according to the State Government, should be treated as much more complicated this time. Most of those who are coming over will not have to be treated as refugees requiring rehabilitation facilities but will have to b fed, sheltered and cared for till such time as conditions in Bangla Desh improve sufficiently to enable them to return.

What the State Government feels now is that the problem of evacuees needs to be treated at the national level and should not be left to be dealt with directly by the West Bengal Government alone. And since all the State Governments are committed to supporting the Bangla Desh cause, they should now be persuaded by the Centre to come forward to share the burden of evacuees.

Gesture Appreciated

The State Government, of course, appreciated the Centre's gesture in promising full financial compensation to the State Government for the maintenance of the evacuees. But this, West Bengal Government thinks, solves only a small part of the overall problem.

The Cabinet, meanwhile, has named a sub-committee, comprising the Minister of Finance, Mr. Tarun Kanti Ghosh, PWD Minister, Mr. Santosh Roy and the Rehabilitation Minister, Mr. Ananda Mohan Biswas to coordinate relief measures for the evacuees. Moreover some of the Ministers are going out to different border districts to make a fresh assessment of the situation.

Our Special Representative in New Delhi adds: Mr. Khadilkar did not naturally want to specify the amount, but having "regard to humanitarian considerations", the Centre was prepared to bear the "heavy burden" and would give "whatever money is required" to help the large number of people being forced out of East Bengal.

Till today about 273,299 people have crossed the border, Mr. Khadilker added that up to the middle of April, the men who entered West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura "preferred to return to East Bengal, presumably to continue to freedom fight". Those who stayed back in India comprised mostly women, children and older men.

Sudden Rise

But after April 15, however, there had been a sudden increase in the influx of people from East Bengal, possibly because of the extreme brutality of the Pakistani Army.

That everyone who has crossed the border is not depending on the Indian Government's assistance is obvious from the fact that the number of people in the camps totaled only 89,600. The balance of 169,100 refugees were living with friends and relatives.

Mr. Khadilkar gave the following break-up f people in the camps: West Bengal 61,800; Assam and Meghalaya-10,700; and Tripura- 17,100.

A large chunk of the 169,100 refugees staying with friends and relatives are in West Bengal. The following is the break-up of this category of refugees: West Bengal-151,400; Assam and Meghalaya-7,700; and Tripura-10,000.

Mr. Khadilkar did not agree with a questioner who asked whether the influx of refugees was not too big for the Government to cope with. To deal with relief work with "utmost expedition" a branch secretarial of the Ministry under the charge of an Additional Secretary has been set up in Calcutta. Liaison officers in Assam and Tripura, who will function under this branch were also being appointed.

In reply to another question, Mr. Khadilkar said the Government was taking precautions to prevent undesirable organizations meddling in relief work. All voluntary organizations have been told to route their assistance through the Bangla Desh Assistance Committee set up at the national level.

Asked what steps the government was taking to present spies and infiltrator from entering Indian territory in the garb of refugees, Mr. Khadilkar, said, "We have taken as much care as is humanly possible to check such people coming in".

Mr. Khadilkar said the border State Governments have so far made arrangements for opening nearly 55 reception centers and relief camps. Their number would be suitably increased if necessary. Adequate arrangements were also be made to provide shelter to the refugees during the monsoon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিম বংগ বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৬ মে, ১৯৭১

শরণার্থীদের এখানে আশ্রয় দেওয়াই সরকারের নীতি

- ধাওয়ান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় চাইবেন তাদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকরের নীতি হবে। বুধবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপাল শ্রী শান্তিস্বরূপ ধাণয়ান তাঁর ভাষণে এ কথা যোষণা করেন।

শ্রী ধাওয়ান মনে করেন, ওই বাংলার পরিকল্পিত গণহত্যার ফলেই অগণিত মানুষ দেশত্যাগ করে এপারে চলে আসছেন।

আসলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে এবং বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ করে বুধবার বিধানসভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব আসবে। বুধবার বিধানসভা ভবনের সরকার এবং বিরোধী পক্ষের নেতাদের মধ্যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে আরও বলেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ কয়দিন হতে বাংলাদেশ থেকে অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে।এর ফলে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তার সমস্যা দুটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অনুমিত হয় যে ১০ লক্ষেরও অধিক নরনারী সীমান্ত পার হয়ে এসছেন এবং উদ্বাস্ত্ত আগমনের স্রোত অব্যাহত আছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রিকে কলকতায় তাঁদের শাখা অফিসে একজন অবয় সচিবকে কর্মী নিযুক্ত করেছেন এবং সামরিক আশ্রয়শিবির গঠন ও পরিচালনা ও জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা বিধানের ব্যয় নির্বাহের প্রস্তাব করেছেন। অব্যাহত আশ্রয়প্রার্থী আগমনের ফলে আজ আমাদের রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলেও আশ্রয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হবে যাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় লইবেন তাঁদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া।

শ্রীধাওয়ান বলেন, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের ঘটনাবলী আমাদের উপর গভীর প্রসার বিস্তার করেছে এবং নির্মম সামরিক অভিযানের দরুণ এবং উপমহাদেশের ওই অঞ্চলের পরিকল্পিত গণহত্যা বলে যামনে হয় তার কারণ অগণিত মানুষের দেশত্যাগের ফলে আমাদের উপর এসে পড়েছে নতুন উদ্বাস্তু সমস্যা।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব

বুধবার বিধানসভা অধিবেশন শেষে বিরোধী দলনেতা শ্রী জ্যোতি বসু এলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জির কামরায়। সঙ্গে সিপিএম নেতা শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয়সিংহ নাহার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন উপস্থিত। একে একে সিপিআই নেতা শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আহবায়ক শ্রী সুধীন কুমার, এস ইউ সি নেতা শ্রী সুবোধ ব্যানার্জিও এলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলাদেশ সম্পর্কে তারা একট সর্বসম্মত প্রস্তাব রচনা করলেন। বৈঠক শেষে বেরোবার মুখে সুবোধ বাবু বললেন আমরা একমত হয়েছি। একটি শব্দ নিয়ে এখনও একটু মতভেদ আছে। তবে ঠিক হয়ে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে অস্ত্রসহ সকল প্রকার সাহয্যদানের দাবীর প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিরোধী নেতাদের ঐকমত্য	দি স্টেটসম্যান	৭ মে, ১৯৭১

State Assembly will Demand:
ALL HELP TO BANGLADESH INCLUDING ARMS SUPPLY
By Our Special Representative

The Government and the Opposition Parties in the West Bengal Assembly reached unanimity on a resolution on Bangladesh on Thursday. It will be a Government resolution to be moved by the Chief Minister, Mr. Ajoy Mukherji and seconded by the Leader of the Opposition. Mr. Jyoti Basu, on Friday.

Condemning "the hellish genocide committed by the Pakistan military cliqe on the 75 million people of Bangladesh the resolution will demand that the Union Government immediately recognize the sovereign Democrat Republic of Bangladesh and give it all necessary help including supply of arms.

The draft of the resolute on says that longer the delay in taking these measures the greater would be the suffering of the Bangladesh people. The assembly, it says, appeals to the people of West Bengal to put pressure on the Central Government to concede these demands. It also urges for all necessary measures to provide accommodation and relief to the Bangladesh evacuees.

On Thursday the SUC leader, Mr. Subodh Banedrjee, took the initiative in securing an agreement between different political parties on the inclusion of the expression, "including supply of arms," in the resolution. He met the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Leader of the opposition, and the CPI leader. Mr. Biswanath Mukherjee, separately and then arranged a meeting of all these leaders. The unanimity on the resolution was reached at that meeting.

It is learnt that the CPI put pressure on some major partners of the Democratic Coalition to agree to the inclusion of "supply of arms" in the resolution. The attitude of the Muslim League, another partner of the Coalition forwards, Bangladesh and its Government, has not yet been stated publicly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব: ‘‘বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন’’	পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার কার্যবিবরণী	৮ মে, ১৯৭১

Mr. Speaker: I now request Government Resolution the Chief Minister to move the Resolution and just after moving the Resolution I will request all honorable members to rise in their seats and remain standing in silence for two minutes in order to pay respects to the memory of martyrs of Bangladesh.

শ্রী অজয়কুমার মুখার্জি: স্পীকার মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রস্তাবটা আনছি।

বিগত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের অসামান্য ও ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে প্রকাশিত জনগণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করিয়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যে নারকীয় গণহত্যাভিযান চালাইতেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাইতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে মরণপণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইতেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সেই সঙ্গে সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যাহাতে অবিলম্বে এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করিতে এবং বাংলাদেশ হইতে তাহার সমস্ত সামরিক বাহিনী তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিধানসভা ভারত সরকারসহ অন্যান্য দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতেছে।

পশ্চিবঙ্গ বিধানসভা এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহাদের সংগ্রাম যতই কঠোর ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হউক না কেন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিবেনই। এই সভা আরও আশা রাখে যে, যেহেতু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রে কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম, সেই হেতু ইহা শুধু ভারতীয় জনগণের নিকট হইতে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এমন কি পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের নিকট হইতেও ক্রমবর্ধমান সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবে।

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারতের আশু ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাইতছে যে, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকারী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না।

এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে যতই দেরি হইতেছে ততই বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও জনগণ গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে। এই অবস্থায় যাহাতে অবিলম্বে উক্ত দাবিগুলি স্বীকৃতি হয় তাহার জন্য ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিধানসভা, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সরকারের নিকট আহবান জানাইতেছে।

ব্যাপক নরহত্যার মুখে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। সৌভ্রাতৃত্বের ও মানবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহাদের জন্যসর্বরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। ইহা পশ্চিমবঙ্গের ও উহার পাশ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে। এই কঠিন সত্য বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট এই বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দাবি জানাইতেছে।

মিঃ স্পীকারঃ পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের জন্য যাঁরা জীবন দেয়েছেন, তাঁদের সম্মানার্থে সবাইকে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[The Members then rose in their seats and remained silent for two minutes.]

শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ আমার প্রস্তাবে অতি বিস্তৃতভাবে সবই বলা হয়েছে, আর বলার বেশি কিছু নাই। আপনারা সবাই জানেন যে, পাকিস্তানে দুটি অংশ-পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান- পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু দূরে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের আধিবাসীদের বরাবরই এই অভিযোগ ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে সংখ্যায় তারা কম হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রভুত্ব করছে, শোষণ করছে। এই অভিযোগ তাদের ছিল। এমন কি, মাতৃভাষা পর্যন্ত বিলোপ করার চেষ্টা করেছে। সেজন্য পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষা নিয়ে সংগ্রাম হয়, অনেক জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এবং আনন্দ ও গৌরবের বিষয়, বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি পূর্ব-পাকিস্তানে খুব ভাল হয়েছে।

শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি ঃ মূখ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্ব পাকিস্তান না বলে বাংলাদেশ বলুন।

শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ আমি তাতে আসছি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তারপর ওদের অনেক আন্দোলনের পর সেখানে স্বৈর শাসন পরিসমাপ্তি করার জন্য ঘোষণা করা হয় যে, গণতন্ত্র অনুযায়ী গণভোটে সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যথানিয়মে সেখানে স্বৈরতন্ত্রের নেতৃত্বে গণভোট গৃহীত হল এবং তাতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব-বঙ্গে নয় সমস্ত পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন, কেন্দ্রীয় সরকারে, কেন্দ্রীয় বিধানসভায়, আইনসভায়। সাধারণ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পাকিস্তানে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বসতে দেওয়া উচিত ছিল। এবং আইনসভায় কাজ করার এবং মন্ত্রীমন্ডলী গঠন করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না দিয়ে সেখানে স্বৈরশাসক সেটা জোর করে ভেঙ্গে দিলেন, ভেঙ্গে দিয়ে তিনি চরম অত্যাচার শুরু করলেন।

জনগণের যে সুস্পষ্ট রায় অর্থাৎ তাঁরা যে রকম ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন এ রকম ভোট পৃথিবীতে কে কোথায় পেয়েছে আমার জানা নেই। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করে যখন জবরদস্তি স্বৈরশাসন চালান হল তখন অগত্যা পূর্ববাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। তাঁরা প্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতা চাননি তাঁরা চেয়েছিলেন পূর্ববাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সেটা পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই। কিন্তু এই অত্যাচারের ফলে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং তারপর বললেন এটা বাংলাদেশের সরকার। তারপরই ভীষণ অত্যাচার শুরু হল- অর্থাৎ গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার দিনের পর দিন ধরে চলেছে। এই অবস্থায় প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে আমরা চুপ থাকতে পারিনা বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে যখন তাঁদের নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের প্রস্তাবে যেকথা বলা হয়েছে আমি তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আরা ভারত সরকারকে বলছি যত শীঘ্র সম্ভব এই যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দিন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিন। এই সর্বপ্রকার সাহায্যের মধ্য দিয়ে আমরা অস্ত্রশস্ত্রের কথাও বলেছি। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবেন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা মানে যুদ্ধ ঘোষনা করা হবে কিনা। কিন্তু আমাদের দাবি অর্থাৎ বিধানসভার দাবি অবিলম্বে তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা হোক। আমরা তাঁদের বীরত্বের জন্য প্রশংসা করেছি। আশ্চর্যের বিষয় একক নেতৃত্বের অধীনে থেকে এ রকমভাবে জনগণের সংগ্রাম করা এটা পৃথিবীতে দুর্লভ। এইজন্যই আমারা তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি এবং তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা দেখেছি হিন্দু-মুসলমান মিলে ১২-১৩ লক্ষ লোক এখানে এসছে যাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে তাদের বসবাস অসম্ভব করে তোলা হয়েছে এবং নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের পশ্চিম বাংলা অত্যান্ত জনবহুল। ভারতবর্ষের মধ্যে যে দুটি প্রদেশ বর্তমানে জনবহুল তার মধ্যে একটি হচ্ছে কেরালা এবং আর একটি হচ্ছে আমাদের এই পশ্চিম বাংলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় আমরা তাঁদের সাদরে আমায় দিচ্ছি এবং তাঁদের বাস করার,

থাকা-খাওয়ার খরচ যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। আমরা যে খুব ভালভাবে পারছি তা নয়। হঠাৎ দিনের পর দিন যদি হাজার হাজার লোক আসতে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের আশ্রয় এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা এটা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের হয়ত কষ্ট হচ্ছে। কতদিন এই যুদ্ধ চলবে এবং কত লোক আসবে তার কোন ঠিক নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি পশ্চিম বাংলায় যত লোক আসবে তাদের দেবার মত স্থান আমাদের নেই অর্থাৎ এমন ভূমি নেই যেখানে তাদের জন্য শিবির তৈরি করতে পারি। কাজেই আমরা তাঁদের অনুরোধ করেছি আমাদের এখানে ৫ লক্ষ লোকের স্থান রেখে অর্থাৎ ট্রানজিট ক্যাম্পের মত করে তারা যদি অন্যান্যদের অন্য প্রদেশে নিয়ে যান তাহলে ভাল হয়। এটা পশ্চিম বাংলার কথা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের কথা এবং সারা পৃথিবী থেকে তাদের জন্য সাহায্য এবং সহানুভূতি আসছে।

শ্রীজ্যোতি বসুঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশ সম্পর্কে মূখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি বলব যে, আমরা সকলে মিলে চেষ্ট করেছি যাতে করে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ এক হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয় এটা জানেন যে, আমাদের এখানকার কি মতপার্থক্য আছে। এবং সেটা ভয়ঙ্কর মতপার্থক্য। আমরা যারা বিরোধী দল এখানে আছি কংগ্রেস দলের সঙ্গে এবং তাঁদের যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁদের সঙ্গে কোন বিষয়ে আমরা একমত নই। তথাপি এই বিষয়ে যা নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তা আমরা সকলেই সমর্থন করি। এর পাশে এস দাঁড়াবার জন্য আহবান জানাচ্ছি। এটাকে আমি মনে করি যে এমন একটা বিষয় শুধু পৃথিবীর পক্ষে নয়, আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে, আমাদের আগিয়ে যাবার পক্ষে ঐ যে একসঙ্গে হয়ে এইরকম এইরকম একটা আন্দোলন, সংগ্রাম, লড়াই হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য তাকে যদি জেতাতে না পারি তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ, নিজেদের দেশের গণতন্ত্রের হবে- এই জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। তাতে যদি আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা আমাদের করতে হবে এবং ঐ বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ তারা নিশ্চয় তাদের বিচার করবেন শুধু এই প্রস্তাব পড়ে নয়, দেখে নয়, ভবিষ্যত এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। তাই দেখে তাঁরা বুঝবেন যে, আমাদের কি আন্তরিকতা আছে এর পিছনে। এই প্রস্তাব যাতে কাগজের প্রস্তাব না হয়ে থাকে সেই প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে আমি একথা ঘোষণা করছি যে, এটা শুধু কাগজের প্রস্তাব হবে না এই প্রতিশ্রুতিতেই আমরা একসঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য আমরা সচেষ্ট হব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি এটা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, অনেক দিন হয়ে গেল প্রয় এক-দেড় মাস হল এই সংগ্রাম বাংলাদেশে হচ্ছে। এইরকম বহু আবেদন-নিবেদন ঐ গণতান্ত্রিক মানুষ সমস্ত সরকারের কাছে করেছে যাতে আমরা তাদের সমর্থন জানাই যাতে তাঁদের বিপদের সময় পাশে এস দাঁড়াই। যাঁরা এই প্রস্তাব সমর্থন করছেন তাঁরা নিশ্চয় এই কথা মনে করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ একটা ন্যায়ের লড়াই করছেন, অন্যায় কিছু করছেন না- তাঁদের দেশকে বাঁচাবার জন্য, বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের স্বাধীনতা, তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য তারা লড়াই করছেন। এটা সবাই জানেন যে, কিছু কিছু প্রচার হচ্ছে যেটা অন্যায় প্রচার যে, ওখানকার মানুষ যারা আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য বাংলাদেশের মানুষ তারা হয়ত পাকিস্তানকে এক অংশ থেকে আর এক অংশে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য লড়াই করছে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক মুসলিম ভাই আছেন যাঁদের মধ্যে এই প্রচার চলেছে যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার জন্য এই লড়াই শুরু হয়েছে। এটা একেবারেই ঠিক নয়, তা আমরা এই প্রস্তাবে রাখবার চেষ্টা করেছি। এটা আমরা জানি পৃথিবীকেও জানতে হবে যে, এই পাকিস্তান টুকরো টুকরো হচ্ছে সামায়িকভাবে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হচ্ছে ওখানকার মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী ঐ ইয়াহিয়া গোষ্ঠী। বহুদিন ধরে তারা এইরকম করছে। তারা মিলিটারি শাসন চালাচ্ছে। তারা গণতন্ত্রকে মেনে নিতে চায় না এবং এই জন্যই পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

কারণ একটা অংশ এবং তারাই হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই অংশের মানুষের সামান্যতম অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার; তাদের ভাষার অধিকার, তাদের অন্যান্য যেসব বিষয়ে অধিকার আছে সেগুলি যদি না মানেন

কোন সরকার- স্বৈরাচারী সরকার, সেই শাসকগোষ্ঠী, যারা সেখানে মুষ্টিমেয়র প্রতিনিধিত্ব করছেন তাহলে এটা কি আশা করা যায় যে, এক হয়ে সে দেশ এইভাবে থাকতে পারে। সেইজন্য আমরা মনে করি যে, পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ যতই তাঁরা এই ঘটনা বুঝবেন ততই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন করবেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষসহ। পশ্চিম পাকিস্তানেও আজ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আছে, বিভিন্ন ইউনিট সেখানে আছে এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানুষও আছেন। আজ হয়ত তাঁদের দু'চার জনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বা তাঁদের কথা আমরা শুনেছি, তাঁদের বক্তব্য আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পশ্চিম পকিস্তানের গণতান্ত্রিক মানুষ যাঁরা আছেন তাঁরা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে আগের দিনে যেমন বহু লড়াই করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা তা করবার চেষ্টা কাবেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ, তাঁরা সবাই ভুট্টো নন, ইয়াহিয়া নন বা সবাই মিলিটারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁরা সাধারণ মানুষ- মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মেহনতী মানুষ তাঁরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন করবেন, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে এক হয়ে। এ থেকে আমাদেরও কিছু শিক্ষার আছে। অনেক সময় আমরা দেখেছি, পৃথিবীতে এটা হয়েছে, এটা নতুন নয়, দুঃখজনক হলেও এ ঘটনা ঘটেছে যে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোট বা জনমত পদদলিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মানুষ রায় দিয়ে যা চাইলেন তাঁরা তা পাননি। কারণ শাসকগোষ্ঠী, ঐ শাসকগোষ্ঠী, যারা জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করে, পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করে যা মুষ্টিমেয় লোকের প্রতিনিধিত্ব করে তারা তা করতে দেয়নি। ইতিহাসে আমরা দেখেছি জনমতকে তারা পদদলিত করেছে। এখানেই সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পেলাম, বিশেষ করে পাকিস্তানে যা যা ঘটছে তার মধ্যে দিয়ে। সেখানে জনমত সুস্পষ্ট। এটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, এ রকম রায়, এত সংখ্যায়, এ সংসদীয় গণতন্ত্রে খুব কমই দেখা যায় তারা যে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তথাপি আমরা দেখেছি যে, সমস্ত কিছু পদদলিত হয়ে গেল। শুধু পদদলিত হল না, সেখানে মিলিটারির অতর্কিত আক্রমণ হল, আকাশপথে, স্থলপথে, সমুদ্রপথে, বিভিন্ন দিক থেকে সে আক্রমণ সেখানে শুরু হল তখন আর কোন উপায় ছিল না, বাংলাদেশের মানুষ, পূর্ব পকিস্তানের মানুষের আর কোন পথ ছিল সেইজন্যই সেখানে তাদের স্বাধীনতার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সব এক হয়ে মিশে গিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাঁরা নিতে পারতেন না, অন্য কোন দিকে ও যেতে পারতন না, এইভাবে কোণঠাসা হয়ে। তাছাড়া তাঁরা প্রস্তুতও ছিলেন না এটা সুস্পষ্ট, তাঁদের নেতৃবৃন্দরা ও মনে করতে পারেন নি যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্য তাঁরা প্রস্তুতও ছিলেন না। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বারবার এ জিনিস দেখি- আমরা মার্ক্সবাদীরা একথা বারবার বলেছি যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ থেকে আক্রমণ আসে না, আক্রমণ আসে শাসকগোষ্ঠী থেকে, যাঁরা মুষ্টিমেয়র প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশেও সেই একই জিনিস ঘটছে, এখানেও আমরা মিলিটারির আক্রমণ দেতে পাচ্ছি। জানি না, কত সংখ্যক মানুষ- নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সেখানে জীবন দিয়েছেন, এর কোন হিসাব-নিকাশ পাওয়া যাচ্ছে না এমন কি বর্ডার পেরিয়ে যাঁরা এখানে আসতে পেরেছেন এবং এখানে এসে বিবৃতি দিয়ে বা আলোচনা করে যা বলেছেন তাতেও তাঁরা সবটা যে জানেন তা নয়। কিন্তু তার ভয়াবহতা ওঁরা নিজেরা দেখে এসেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনায় তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, কি ধরনের নারকীয় ঘটনা সেখানে ঘটেছে এবং এই অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের যে শাসকগোষ্ঠী, মিলিটারিতে যে গোষ্ঠী আছেন তাঁরা মনে করেছেন যে, তাঁরা জয়ী হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, কিছু স্থান এখানে-ওখানে তাঁরা পুনর্দখল করেছেন। যাঁরা স্বধীনতার জন্য লড়াই করছেন তাঁদের পক্ষ থেকে এখনও সেখানে আছেন। সেজন্য তাঁরা জনেন যে, শুধু মিলিটারি কোন সলিউশন তা নয়। সে সমাধান শুধু মিলিটারি দিয়ে হবে না, এটা সেই মিলিটারি গোষ্ঠী ভালো করে জানেন। একটা জাতিকে মিলিটারি দিয়ে পিষে মারা যায়, শ্মশানে পরিণত করা যায়। কিন্তু আজ না হয় কাল আবার যখন সেখানে মানুষের উত্থান হবে তখন সেই মিলিটারিকে তাঁরা খতম করবে- এটাও সেই মিলিটারি গোষ্ঠি, যারা সেখানে শাসন চালাচ্ছে তারা জানে। সেজন্য তারা কি চেষ্টা করছে? আমরা দেখছি যে, তারা আবার সেখানে নতুন করে দালাল তৈরি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। আজ না হয় কাল কাউকে বসাতে হবে, শুধু মিলিটারি দিয়ে রাজত্ব করা যাবে না। আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি

একজনের নাম, আমার খুব পরিচিত অবশ্য তিনি নিজে কিছু করছেন কিনা আমি বলতে পারব না। সংবাদপত্র থেকে যা জানতে পেরেছি, নূরুল আমীন সাহেব। তিনি আমাদেরই এখানে বসতেন। স্পীকার ছিলেন ১৯৪৬ সালে, মুসলিম লীগের আমলে যখন আমরা এই সভায় ছিলাম। আমার যতদূর মনে আছে তাঁর পার্টি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। উনি বোধহয় একাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে বক্তৃতা দেওয়ানো হচ্ছে। সেই বলছে যে, জোর করে দেওয়ানো হচ্ছে, আবার কেউ বলছে ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়েছেন। সে যাই হোক, এইরকম মানুষের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, এই হচ্ছে চরম দুর্গতি। মিলিটারি নির্যাতন সেখানে চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ? যারা পকিস্তান তৈরি করেছিল, যারা পাকিস্তানের স্রষ্টা, কোথায় গেল সেই মুসলিম লীগ? সব ধুয়ে মুছে গেছে দেশ থেকে। শুধু যে একটা পার্টি হিসেবেই তা নয়, তাঁদের যে আইডিওলজি বা ভাবধারা, যা তাঁরা প্রচার করেছিলেন- হিন্দু মুসলমান ভাগ করা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মের দিক থেকে কোথায় সে সব ভাবধারা? আজকে আর সে সব কিছু নেই। আজকে আর কিছু না হোক, এইসব ছেলেরা যারা এসেছে, যুবকরা যারা এসেছে, সাধারণ মানুষ যারা সেখান থেকে এসেছে, এমকি অফিসারও কিছু কিছু এসেছেন, আমরা তাঁদের দেখেছি অনেক দিন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁদের দেখে আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে এই জন্য যে, অনেক খবর ওদের দেশের আমরা রাখতাম না। তাঁদের ও রাজনীতি আজ কত উর্ধ্বে, কত স্বচ্ছ, কত প্রসারলাভ করেছে, কত গণতান্ত্রিক হয়েছে। এইসব নতুন নতুন যুবক, ছাত্র, যাঁরা ওখান থেকে এসছেন তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র নেই। এইসব কল্পনাও তাঁদের মধ্যে কোনদিন আসেনি এই সমস্ত নতুন যুবক সম্প্রদায়, একটা নতুন জাতি, যেন মনে হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, সমস্ত নিয়ে একটা সত্যিকারের জাতি তৈরি হয়েছে। আমরা এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি। রায়টে রায়টে সমস্ত ভারতবর্ষ ভরে গেছে। লজ্জার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে গত ৩-৪ বছর ধরে- এত অব্যবস্থা সত্ত্বেও, এত, প্ররোচনা সত্ত্বেও আমরা বোধ করি সেজন্য ঐ পূর্ব পকিস্তানে, বালাদেশে সেই ধরনের রায়ট বহুদিন ধরে সেখানে দেখিনে। এই সমস্ত নতুন নতুন রাজনৈতিক মানুষ সেখানে তৈরি হয়েছে। আজকে সেখানে ঐ সব দল ধুয়ে মুছে গেছে। মানুষ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন, হয়েছে বিতাড়িত সেই সমস্ত মুসলিম লীগ নূরল আমীনের দল এদের ধরবার চেষ্টা হচ্ছে। যদি কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারা যায়। আজকে আমরা সেজন্য একথা মনে করব, এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা যে কথা বলেছি, যদি আরো আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি, তাহলে একথা আমাদের বলতে হবে। করি কিনা জানি না, সে ভবিষ্যতে আমরা বিচার করব। মানুষ বিচার করবে ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে সমস্ত জায়গায়- পৃথিবীর মানুষ সেটা বিচার করবে। কিন্তু আমাদের এটা মনে হয় যে, আন্তরিকতা আছে কিনা। আমরা সকলে মিলে সমর্থন জানাই।

সরকার সমর্থন জানিয়েছেন। ভিন্ন প্রদেশের বিধানসভা ও আইন সভাগুলিতেও আমরা দেখেছি সেখান থেকে সমর্থন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে; প্রধানমন্ত্রী নিজেও সংসদে প্রস্তাব এনেছিলেন এবং সেটা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে খানিকটা যদি সন্দেহ হয় তাহলে আমাদের এখানকার কিছু সদস্য,মাফ করবে, উপায় কিছু নেই, কিন্তু আমাদের প্রথমে মনে হচ্ছে একটি প্রস্তাবের পিছনে যদি আন্তরিকতা না থাকে আমরা যদি এটা মনে না করি যে, এই প্রস্তাব কাগজে হবে না, একে আমাদের কার্যকরী করতে হবে এই আমাদের কার্যকরী করতে হবে, এই আমাদের জীবনমরণ সংগ্রাম ওদের মতো, যাঁরা ওখানে সংগ্রাম করছেন, যাঁরা ওখানে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করছেন- যদি তা হয়, তাহলে আমাদের পরিস্কার করে নিতে হবে যে, আন্তরিকতা কোথায় সেটা ঠিক করতে হবে। কিন্তু একটু সন্দেহ হয়, এটা আপনারা সবাই বিবেচনা করে দেখবেন- আমাদের জানতে ইচ্ছে করে যে, এখানকার সরকারপক্ষ থেকে এই প্রস্তাব তাঁরা এনেছেন এই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নিজে এখানে রেখেছেন, যে সরকারের মধ্যে মুসলীম লীগ আছে, ওরা কি আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করেন বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে, এই স্বাধীনতার আন্দোলনকে আমরা এখনও তার প্রমাণ পাইনি। কাজেই আমরা নিশ্চয়ই জানতে চাই তাঁদের বক্তিৃতা শুনব। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে যদি আমরা সাম্প্রদয়িকতাকে প্রশ্রয় দিই এবং অনেক সময় ইয়ং পিপল যারা বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের বলছে এখানে আবার মুসলিম লীগ- ওখানে তো সব শেষ হয়ে গেছে, ওদেরকে আমরা তো শেষ করে দিয়েছি, ওখানে যাতে গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে তার

ব্যবস্থা করছি, অথচ এখানে এখন বেঁচে রয়েছে, নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে, এই কথা তাঁরা আমাদের বললেন। আমরা বললাম, আপনাদের ওখানে সাংবাদপত্র যায় না এবং সুযোগ না থাকায় আপনারা অনেক খবর জানেন না, আপনারা নিজেরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখুন, আপনাদের অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু এটা তো সত্যিকারের প্রশ্ন যে, মুসলিম লীগ যারা ধর্মের বিচারে মানুষের রাজনীতি করেন, মানুষকে ভাগ করবার চেষ্টা করেন, সেই পুরানো জিনিস আজও চলছে এবং নতুন করে তার রিভাইভ্যাল বা পুনরুজ্জীবন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমহঃ শামন বিশ্বাসঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, আমরা কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিতে অংশগ্রহণ করেছি জনকল্যাণের জন্য। আজকে বিরোধী দলের সভাপতি যে বক্তব্য রাখলেন, উই হ্যাভ গিভেন ইউ এ পেসেন্ট হিয়ারিং, অ্যান্ড উই হোপ ইউ উইল অলসো গিভ আস এ পেসেন্ট হিয়ারিং।

মিঃ স্পীকারঃ এতে পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ করবার জন্য রেজলিউশন নিয়েছি। আপনি প্রিসাইজলি আমাকে বলুন।

শ্রীমহঃ শামন বিশ্বাসঃ উনি ডাইরেক্টলি আক্রমণ করেছেন। একজন লিডারের মুখ থেকে এইসব ভাষা আমরা শুনতে চাই না। এই রকম চিৎকার করে কোনদিন জনকল্যাণ করা যায় না। আই ডু নট লাইক টু সারেন্ডার মাইসেল্ফ।

মিঃ স্পীকারঃ ইট ইজ নট এ পয়েন্ট অব অর্ডার । প্লিজ টেক ইওর সিট।

শ্রীমহঃ শামন বিশ্বাসঃ আমরা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী বলেই আজকে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ করেছি।

মিঃ স্পীকারঃ আপনি বসুন। আপনার বক্তব্য যেটা আপনি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অব অর্ডার। কাজেই মাঝখানে আপনি কমেন্ট করবেন এটা আমি চাই না। আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু টেক ইওর সীট। প্লিজ টেক ইওর সীট।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জিঃ স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব আমরা আলোচনা করছি সেখানে আমি সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করব, যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমাদের কাছে এটা অতি প্রিয়। কাজেই এটা আমাদের গণআন্দোলনের সামনে একটা অতি বড় উদাহরণ উপস্থাপিত করেছে। সেইজন্য এইরকম একটা বিষয় নিয়ে সকলের যুক্ত চেষ্টায় ইউন্যানিমাস রেজলিউশন করা হয়েছে। তাই আমি অনুরোধ করব সেই ফিলিং নষ্ট করে দেবেন না।

মিঃ স্পীকারঃ মিঃ ব্যানার্জি, আমি আশা করি প্রত্যেকটি সদস্যের তেমনি মনোভাবই থাকবে। আমরা যেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই প্রস্তাব আলোচনা করি। কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে আমাদের সামনে এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রয়েছে, সেই সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রস্তাবের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়েই যেন মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেন এবং তাঁদের ব্যবহারটাও যেন সেইভাবেই হয়। আমি হাউসের কাছে আপীল করছি, যে প্রশ্নই উঠুক না কেন আমরা হাউসেতে যেভাবে প্রস্তাব নিচ্ছি, তার গুরুত্ব যেন কোনরকমেই খর্ব না হয়।

শ্রী জ্যোতি বসুঃ মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যেটা বলছিলাম- তার জবাব নিশ্চয়ই পাব যখন মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা বক্তিতা দেবেন যদি আন্তরিকতা থাকে। এমন কি ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার সম্বন্ধে যদি তাদের আন্তরিকতা থাকে, বাংলাদেশকেও সমর্থন করবেন যদি আন্তরিকতা থাকে। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস দল তাঁরা সমর্থন করছেন এই প্রস্তাবকে। তাঁরা শুধু এই্ই প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন না, এখানকার কংগ্রেস সরকার বা ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার, কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত সরকার-তাঁরা যখন সরকার গঠন করেছিলেন, তখন প্রথমেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। আমরা দেখছি আনুষ্ঠানিক দিক থেকে এই কংগ্রেস সরকারের বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আছে- সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। আবর প্রশ্নটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবোধবাবু যেমন বলেছেন মনে এক, মুখে আর এক রকম যেন না হয়। প্রস্তাব পাশ করে দিলাম বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেন অন্যরকম না হয়। সেইজন্য বলছিলাম আপনাদের আনুষ্ঠানিক সমর্থন থাকলেও আমার কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে মনে। এটা কি সম্ভব যে, আমাদের দেশে আমরা অন্য দেশের গণতন্ত্রকে সমর্থন করছি, পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি তাঁদের স্বাধীনতার জন্য অথচ আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে আমরা সমর্থন করি না, গণতন্ত্রকে যেখানে আমরা খতম করবার চেষ্টা করছি, গণতন্ত্রের উপর আমরা বারে বারে আক্রমণ করছি, তার নিয়ম-কানুন আইন কিছুই আমরা মানি না। আমাদের নিজেদের দেশের গণতন্ত্রের ব্যাপারে সেখানে আমার মনে হয় এটা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকতে পারে না। মার্ক্স বলেছিলেন, অন্য বিষয়ে বৃটিশদের বলেছিলেন, আয়ারল্যান্ডের উপর তোমরা আধিপত্য করছ- এ নেশন হুইচ অপ্রেসেস অ্যানাদার নেশন ক্যাননট বি ফ্রি। আমিও সেই কথা বলি অন্য দিক থেকে। যদি আমাদের দেশে গণতন্ত্র আমরা না মানি, তাঁরা মানবেন অন্য জায়গায়? আমরা মনে করি না এই সম্পর্কে তাদের কোন আন্তরিকতা থাকতে পারে।

শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, আমরা কি বর্তমান ইস্যু থেকে সরে যাচ্ছি না?

আমাদের দেশের সমালোচনা করবেন, না আজকের রেজলিউশনটা যা আছে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার সমালোচনা করে বক্তৃতা করবেন।

মিঃ স্পীকারঃ পয়েন্ট অব অর্ডার তুলতে গেলে এখানে যা বলা হয়েছে তাতে কোন রুল ইনফ্রিজ করা হয়েছে এইরকম যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলবেন।

শ্রী সুব্রত মুখার্জিঃ আমি বলছি আমাদের যা রেজলিউশন আছে এবং আপনি যে রেজলিউশনের উপর বক্তৃতা করবার অনুমতি দিয়েছেন, সেই রেজলিউশনের উপর বক্তৃতা করা হচ্ছে না, আমাদের দেশের গণতন্ত্র কতখানি, তার মাপকাঠিতে সমালোচনা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ যে প্রস্তাব এখানে এসছে, তাতে যিনি বক্তা, তিনি তাঁর আর্গুমেন্ট ডেভেলপ করতে গিয়ে যেটা ভাল বুঝবেন সেই রকমভাবে ডেভেলপ করবেন, সেইভাবে আর্গুমেন্ট পেশ করবেন। আপনার বলার সময় আপনিও তাই করবেন।

শ্রী জ্যোতি বসুঃ ধরুন, এই পশ্চিম বাংলায়, কারণ এখানকার বিধানসভার কাছ থেকে আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি- এখানে কি হচ্ছে, এখানে যতটুকু গণতন্ত্র ছিল আজ তা শেষ হতে বসেছে। কারা শেষ করছে, কংগ্রেস দল, কংগ্রেস সরকার, এখানে অসংখ্য পুলিশ আছে, ৬০ হাজারের ওপর পুলিশ আছে। তার ওপর এক বছরে দেখেছি, যেখানে শ্রীমতি গান্ধীর রাজত্ব ছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন- এই এক বছর ধরে দেখেছি, নির্বাচন পর্যন্ত যেখানে সি আর পি এসেছে, অসংখ্য হাজার হাজার সি আর পি আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারপর আমরা দেখলাম একটা অভাবনীয় জিনিস। সেই অভাবনীয় জিনিস আমরা দেখলাম যে, নির্বাচন যখন ঘোষণা করা হল, তারপর আবার মিলিটারি এল, ৬০ হাজার পুলিশে হবে না, হাজার হাজার সি আর পিতে হবে না,বাংলাদেশের পুলিশ দিয়ে হবে না, তার ওপর এল মিলিটারি। যেখানে একটা নির্বাচন হবে, সেখানে এল মিলিটারি এবং নানারকম জুলুম অত্যাচার তাদের দিয়ে করানো হল। কোথায় গণতন্ত্র? এ তো গণতন্ত্রের যেটুকু ছিল তাকে শেষ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, এখানে সাধারণ মানুষের উপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর- গণতান্ত্রিক আন্দোলন যাঁরা সংগঠিত করেন মজুর, কৃষক, ছাত্র-যুবক, তাদের উপর নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার গুন্ডাবাহিনী তৈরি করে নকশালদের কাজে লাগিয়ে, অন্য সমাজবিরোধীদদের কাজে লাগিয়ে পুলিশের একটা প্রধান অংশ, সরকার সমস্ত মিলিয়ে, এই আক্রমণ, এই অত্যাচার তারা চালিয়েছে, এই জিনিস আমরা দেখেছি। গত এক বছরে দেখেছি আমাদের সাথী ২৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আজও শুনলাম

এখানে, যে ঘটনাগুলো বলা হল, একটা রাত্রের মধ্যে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে- আমরা অন্তত এখানে ৬ জনের কথা শুনলাম, তাঁরা জীবন দিয়েছেন এবং গুন্ডারা আক্রমণ করছে। শুধু গুন্ডারা আক্রমণ করলে কিছু বলতাম না, তাদের পেছনে পুলিশ আছে, তাদের পেছনে সরকারী যন্ত্র আছে, এই জিনিস এখানে চলেছে। সুতরাং এইভাবে কি করে গণতন্ত্র বাঁচবে। দুটো নির্বাচন হয়ে গেল, এরই মধ্যে নির্বাচন হল, কিন্তু নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি চারি ধারে ১৪৪ ধারা জারী করে রাখা হয়েছে, এটা কখনও শুনিনি ২৩ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বেও। স্বাধীন যেদিন থেকে হয়েছি, সেদিন থেকে যে নির্বাচন হয়ে যাবার পর আমরা উৎসব আনন্দ করতে পারব না, নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করতে পারব না, পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে রাখতে পারব না, ১৪৪ ধারা দিয়ে আমাদের কন্ঠরোধ করা হল, বলা হল আমরা এই বিষয়ে অনুমতি দিতে পারি না। এখন এই রিকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা মনে করি যে, এখানে গণতন্ত্রকে আমরা এইভাবে হত্যা করব, গণতান্ত্রিক অধিকার যেটুকু আছে সেটাকে কেড়ে নেব, এইভাবে বিনা বিচারে মানুষকে আমরা আটক করে রাখব। আবার শুনছি পি ডি অ্যাক্ট হবে, তাতে হাজার হাজার ধরে রাখা হবে, প্রতিপক্ষকে এইভাবে ঘায়েল করবেন, তাদের অ্যাসেম্বলিতে আসতে দেবেন না, তারা বিচারধীন হবে, একটা ভোট দেবার জন্য এই যদি চলতে থাকে এবং তারাই যদি আবার শাসক দলের হয়, তাহলে যদি সন্দেহের কিছু অবকাশ সেখানে আমাদের থাকে যে এরা কি সত্যিই আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রস্তাব রেখেছেন, না লোক দেখানোর জন্য এটা তাঁরা করছেন। আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষের মত তারা জানে, এমন কি ভারতবর্ষের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মানুষের মত তাঁরা জানে, তাদের মত প্রতিফলিত হয়েছে এক মাস ধরে, সেইজন্য তাঁরা এই প্রস্তাবটি নিচ্ছেন। এর মধ্যে আন্তরিকতা যদি থাকে তাহলে সেটা কার্যকরী ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি ওপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, ওঁরা যদি এই পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা চালান, এর যদি খানিকটা পরিবর্তন না করেন তাহলে আমরা বুঝব যে, সত্যিকারের কোন সমর্থন হবে না, এ কাগজের প্রস্তাব তাঁদের কাছে থাকবে। এখানকার দাবিগুলি কি- আমরা সবাই পরিষ্কারভাবে বলেছি যে, যে সরকার ওখানে হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া হোক। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মনে আছে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সাধারণভাবে অনেক আগে বলেছিলেন, তখন বাংলাদেশ সরকার হয়নি, আমি কাকে রেকগনাইজ করব, কাকে মেনে নেব। তারপর সরকার গঠিত হয়েছে, এখন আর সেকথা বললে চলবে না। তাঁরা আজ ওখানে গেরিলা কায়দায় লড়াই এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অসংগঠিত মানুষ আজ সংগঠিত হবার চেষ্টা করছেন, পরস্পর মিলেমিশে কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের সেই লড়াইকে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলেছে, সেজন্য আমরা চেয়েছিলাম আর বিলম্ব কেন, এই প্রস্তাবে ১৫ দিনের মধ্যে আমরা দিল্লীকে বলি যে, তোমরা বাংলাদেশকে মেনে নাও, কিন্তু আমরা দেখলাম টাইম লিমিট না করাই ভাল, ওদের কিছু অসুবিধা করতে পারে, সেজন্য আমরা এই প্রস্তাবে লিখলালাম যে, এক্ষুনি রিকগনিশন দেওয়া হোক। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেটা এর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা হচ্ছে ওদের আগে চাই অস্ত্রশস্ত্র। খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, সেসব তো আমাদের দিতেই হবে, কারণ অসংখ্য শরণার্থী আছে তাদের দিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি করেছেন বলে শুনেছি, বিভিন্ন কমিটি আছে তার জন্য, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি। তাদের হয়ত কিছু রাইফেল আছে যেগুলি সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু সেগুলি চালাবার মত গুলী নেই। তারা জীবন দেবর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু গুলী নেই। আমরা যদি তাদের সেটা না দিতে পারি, একটা হাওয়াই জাহাজ নিচে নেমে এসে গুলী করছে, তাকে প্রতিহত করার জন্য চাই অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফট গান, এসব তাদের নেই, এসব যদি তাদের না দিতে পারি তাহলে তারা কি করে লড়াই করবে। শুধু সহানুভূতি জানিয়ে, রেডিওতে গান করে ওদের সত্যিকারের সাহায্য করতে পারব না। সেজন্য আমরা একমত হয়ে এই প্রস্তাব দিচ্ছি। তৃতীয়ত যারা নাকি ওখান থেকে বাধ্য হয়ে চলে আসছে, পরিস্থিতি অন্য রকম হলে তারা বেশির ভাগ ফিরে যাবে, তাদের সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তাদের শুধু টাকা দিলে হবে না তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা এস যাচ্ছে, আমরা জানি কি দুর্গতি হবে। ৬০ লক্ষ বাস্তুহারা পশ্চিম বাংলায় এসেছে, বেশির ভাগ বাইরে গেছে, এখানে কিছু আছে। সেজন্য খাদিলকার দিল্লীতে বলেছেন আমাদের একশো কোটি টাকা খরচ হবে, অতএব ইউএনও, আন্তর্জাতিক সংস্থা এর

ভার নিক। কে করবে না করবে বলতে পারব না, আমাদের কথা হচ্ছে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ন দায়িত্ব এবং তাদের এখানে লোক পাঠিয়ে ব্যবস্থা করা যাতে তাদের খেটে খাবার ব্যবস্থা হয়। যারা সক্ষম তারা যাতে এখানে কাজকর্ম করে খেতে পারেন শুধু বসে না খেতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা আজ ওখানে লড়াই করছেন তাঁরা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুরে জন্য লড়াই করছেন, এজন্য আমাদের এইসব ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর যেটা আছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইখানে আসল বিচার হবে। আমি বলেছি প্রস্তাবের মধ্যে এক হয়ে বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দাবিগুলি মেনে না নেন তাহলে আমরা বলছি এই প্রস্তাবের মধ্যে সরকার এবং জনগণকে অ্যাসেম্বলি থেকে ডাক দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার সরকার এবং জনগণকে ডাক দেওয়া হচ্ছে আপনারা চাপ সৃষ্টি করুন, ব্যবস্থা করুন যাতে ওরা এটা মেনে নেন। এইটা আমি জানি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখব, তাঁদের কি অসুবিধা আছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী মিটিং ডেকেছেন দিল্লীতে। আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়েছেন। কি হবে না সেটা নিশ্চয় বিরোধী দলের লোকেরা বিচার করবেন। অন্য কোন রকম রাজনীতি করতে চাই না। এটা করছেন না কেন তা বুঝতে পারছি না। আমরা কোন বড় রকমের ঝুঁকি আছে বলে মনে করছি না। আমরা মনে করি, এটা মেনে নেওয়া উচিত। আমরা এটা প্রতিজ্ঞা করেছি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সে প্রতিজ্ঞা করেছি, এই কথা বরতে চাই যে, আমরা সদস্যরা যাঁরা ভোট দেবেন এই প্রস্তাবের পক্ষে তাঁরা বুঝেশুনে দেবেন পরবর্তীকালে আমাদের আন্দোলন করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে, এই দাবিগুলো যা আছে তা যাতে মেনে নেওয়া হয়।

আমার এই বিষয়ে একটা সুপারিশ আছে। আমরা যেন শুধু একটা চিঠি পাঠিয়েই চুপ করে বসে না থাকি, অর্থাৎ প্রস্তাবের একটা কপি পাঠিয়ে দিয়েই শুধু এতে আমরা সন্তুষ্ট না হই। আমরা যাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি তার মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধি যদি দিল্লীতে গিয়ে সেখানকার সরকারের কাছে উপস্থাপিত করতে পারি এবং আমাদের এই প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। যদি তাঁদের কোন অসুবিধা থাকে তাহলে আমাদের বলবেন এবং আমাদের বক্তব্য যাতে এক সঙ্গে রাখতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।

আমি বসবার আগে শুধু একটা কথা বলতে চাই। এই প্রস্তাব অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমরা মনে করি এটা আমাদের জীবনমরণের সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এই কথাগুলো বলে বলব আমি আশা করি এখানকার সদস্যরা ভুল বুঝবেন না এবং আমরা যারা এই বিরোধী দলে আছি, এই পক্ষে আছি আমাদের সরকারের সঙ্গে কোন একটি ক্ষেত্রেও মিল নেই, কোন মৌলিক ব্যাপারে কোন বিষয়ে মিল নেই। আমরা এই সরকারের যত তাড়াতাড়ি পতন হয় তাই চাই। কিন্তু যতদিন এই সরকার আছে, যতদিন আমরা বিরোধী আছি এবং এর মধ্যে আমাদের উপর যত আঘাত হোক, আমাদের রক্ত ঝরিয়ে, আমাদের জেলে পাঠিয়ে, গুন্ডার আক্রমণ, পুলিশের আক্রমণ, কংগ্রেসী আক্রমণ- যত কিছুই হোক এবং এই রক্তাক্ত অবস্থায়, এই রকম অশ্রু বিসর্জনের সময় বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রামে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যা কিছুই হোক আমরা আছি তাঁদের সঙ্গে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(At this stage the House was adjourned for twenty minutes.)
(After adjournment)

শ্রী আবদুস সাত্তারঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মূখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্পর্কে যে প্রস্তাব এই হাউস-এ এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থনের পেছনে আমার যে কারণ তা আপনার সামনে রাখবার চেষ্টা করব। আমাদের বিরোধী দলের নেতার বক্তব্যের প্রথম অংশটা আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। তিনি বারবার বলেছেন এই রেজলিউশন-এর পেছনে কংগ্রেসের সত্যিকারের অনেস্টি আছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং তা আমি সরকার পক্ষের তরফ থেকে বলছি আজ যে প্রস্তাব আনয়ন করা হয়েছে সেই প্রস্তাবের পেছনে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে এবং আন্তরিকতা আছে। আমাদের প্রথম যে ক্যাবিনেট মিটিং হয় সেই ক্যাবিনেট মিটিং-এ আমরা এই প্রস্তাব নিয়েছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম। এটা ঠিক আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল। কিন্তু আজ

২৩ বছর পর এই তত্ত্ব যে ভুল সেটা প্রমাণিত হয়ে গছে। আজ আমরা যদি হিন্দু-মুসলমান আলাদাভাবে চিন্তা করি তাহলে গণতন্ত্রের বিশ্বাসী কোন লোক তা মেনে নিতে পারে না। অনেক মুসলমান যাঁরা ভাবছেন যে, বোধ হয় পাকিস্তান এই কথাটা উড়ে যাবে এই সন্দেহ তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জানি না কেউ এই মনোভাব পোষণ করেন কিনা। আমি সেদিন এক বক্তিতায় এই দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেছিলাম। আমাদের প্রফেটের জীবনী যদি আলোচনা করি তাহলে দেখি যে, প্রফেট যখন মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে অনেক ইহুদি, খৃষ্টান বাস করত। অর্থাৎ সেখানে অনেক নন-মুসলিম বাস করত। মক্কাবাসিরা মদিনা আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করে এবং তখন মদিনায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করত। তিনি তখন সেখানকার অধিবাসিদের বলেন, আমরা এক জাতি-ওয়ান নেশন-এবং আজ যদি কেউ মদিনা আক্রমণ করে তাহলে আমরা মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান ইত্যাদি সকলে সমবেতভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করব।

সুতরাং আমি বলতে চাই, যে তথ্যের ভিত্তিতে এটা হয়েছিল সেটা ভুল। ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না কারণ আমরাও তার শরিক ছিলাম, আমরাও তা স্বীকার করে নিয়েছিলাম, আজকে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই সেই দিক থেকে বলছি যে, আজকে বাংলাদেশ সম্বন্ধে- যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, অর্থাৎ এটা বলা হয়েছে যে, বাংলায় প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে যে কর্মসূচীর ভিত্তি মুজিবুর রহমান সাহেব করেছিলেন সেই নির্বাচনের রায়কে আজকে ইয়াহিয়াশাহী, জঙ্গীশাহী, মানেননি, আজকে না মানার ফলেই এই অবস্থা হয়েছে আজকে আমি বলব ইসলামিক রাষ্ট্রের নাম নিয়ে ইয়াহিয়া সাহেব সেভাবে সেখানকার অধিবাসীকে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হত্যা করেছেন এবং যেভাবে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করছে, আজকে সেগুলি আমার মতে ইসলামবিরোধী কাজ ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। আজকে ইসলামের নাম নিয়ে যারা এই জিনিসকে সমর্থন করে তারে আমি বলব তারা ইসলামের মূল কথা জানে না এবং তা বিশ্বাসও করে না। তারা একটা গোঁড়ামির বশে, তারা একটা সেন্টিমেন্টের বশে কিম্বা না বুঝে এই সব জিনিস করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে এই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী কথাটা এসে পড়েছে। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী এই কথাটা আসবার ফলে আজকে কলকাতায় কিংবা বাংলাদেশের বুকে যারা অবাঙ্গালী মুসলমান কিংবা অবাঙ্গালী হিন্দু পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে পরস্পর পরস্পরকে যেন একটা সন্দেহ করছে। এই জিনিসটা আমার মনে হয় দেশের পক্ষে অমঙ্গল। দেশের পক্ষে অমঙ্গল এইজন্য বলছি আজকে সেখানকার লড়াই বাঙ্গাল-অবাঙ্গালী বলে নয়, আজকে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়া খান কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তা যারা তারা বাংলাদেশের লোককে সমস্ত রকম জিনিস থেকে বঞ্চিত করে শাসন করতে চেয়েছিল। আজকে বৃটিশ আমলে গোটা ভারতবর্ষে যেভাবে শোষণ চালাতে হয়েছিল আজকে সেইভাবে শোষণ করার পরিকল্পনা তারা নিয়েছিল। আজকে তারা এই দেশের অর্থ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধশালী করতে চেষ্টা করেছিল তাই সেখানে তারা তাদের একটা অধিকার দাবি করেছিল, তারা যে জিনিস চেয়েছিল তারা একটা স্বায়ত্বশাসন চেয়েছিল। আজকে যেখানে শতকরা ৯৯ জনের প্রতিনিধিত্ব পাওয়া সত্ত্বেও সেই দলকে ইয়াহিয়া খান তাদের সুযোগ দেননি তাদের অস্ত্রের বলে। আমি তাই আজকে যে নরহত্যা চলছে সেটা খুবই দঃখের কথা, এর সঙ্গে আমি বলব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা, আজকে সহজেই দেখতে পাচ্ছি এই যে নরহত্যা, গণহত্যা চলছে, সংগ্রামী মানুষকে যে এইভাবে পিষে মারছে, আজকে তাদের পিছনে অনেকের সহানুভূতি আসাছে, কিন্তু কেউই এগিয়ে আসছে না। আমি বলব ভারতবর্ষ তবুও এগিয়ে এসেছে, এগিয়ে এসে সেই দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করছে। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের যে বাধা সেই বাধার একমাত্র বাধা হচ্ছে চীন। আজকে এই সংগ্রামকে, জঙ্গীশাহী শাসক ইয়াহিয়াকে যদি কেউ সমর্থন করে থাকে, আজকে আমার মনে হয় বিদেশী দেশের মধ্যে চীন দেশই তাকে সমর্থন করে। এটা খবুই দুঃখের কথা, যারা সংগ্রামী মানুষের পিছনে যে দেশ বলে আমরা আছি, যারা সংগ্রামী মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু, ফেলে, তারা সেই চীন দেশের বলে বলীয়ান হয়ে আজকে ইয়াহিয়া খান এবং তার জঙ্গীশাহী এদের দমন পীড়ন করতে আরম্ভ করেছে এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। আশ্চর্যের বিষয় আজকে যিনি আমাদের বিরোধী নেতা, সেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, গণতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ আমাদের দিয়েছেন, কাকে বলে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে, এইসব বলেন কিন্তু

তাঁকেই আমি বলছি, আপনার এই মোশনকে সমর্থন করছে বলে আমরা সত্যিই আপনার কাছে ঋণী। তবে আপনি আপনার অন্তরে অন্তস্তল থেকে তো আপনি সত্যিকারের রাজনীতি করছেন, না আপনি সত্যিকারের নিরপেক্ষভাবে এবং অনেস্টলি এটাকে সমর্থন করেন।

এখানে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ আমরা জানি যে, ইয়াহিয়া খানকে মোটামুটিভাবে কারা সমর্থন করেছেন অস্ত্র দিয়ে। এমন কি দেখা গেছে যাঁরা এসেছেন ওপারে থেকে তাঁরাই বলেছেন যে, সেখানে চীনা সৈন্য দেখা। তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন- আমি বলব এই গণতন্ত্রের হত্যাকারী কে? ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত আপনার রাজত্ব করে গেছেন, কেবল রাজত্বই করেননি, আপনি হোম ডিপার্টমেন্টের মালিক ছিলেন। আপনার কি মনে নেই যে, সেই সময় সাধারণ লোক রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারেনি। (বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)। আপনি তো সবই জানেন। আজকে আপনি সিআরপি আনার কথা বলেছেন। আমি বলব এই সিআরপি আনা হয়েছে আপনাদেরই গার্ড দেওয়ার জন্য- আজকে আপনাদের বাড়ির চারপাশে, আপনাদের নেতাদের বাড়ির চারপাশে সিআরপি রাখার প্রয়োজন হয়েছে বলেই এই সিআরপি আনা হয়েছে। কাজেই ১৩ মাস রাজত্ব করার ফলেই আপনাদের এই সিআরপি রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই প্রেসিডেন্ট রুলের আমলে সিআরপি এনে আপনাদের বডিগার্ড দেওয়া হয়েছে। আর এই ১৪৪ ধারা কাদের জন্য? আজকে যারা নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে না, মানুষকে খুন করা যাদের নেশা তাদের জন্যই এই ১৪৪ ধারা, সাধারণ মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে সেইজন্যই এই ১৪৪ ধারা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ মিঃ সাত্তার, ইওর টাইম ইজ আপ। প্লীজ ফিনিস।

শ্রী আবদুস সাত্তারঃ আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। তিনি একটা কথা বলেছেন যে বড় রকমের কোন ঝুঁকি নেই সাহায্য করার। আমি বলব কোন ঝুঁকি নেই সাহায্য করার তবে একটু ভয় আছে- জ্যোতিবাবু কি দয়া করে চীনকে একটু নিষেধ করে দেবেন যাতে করে কোন ঝুকি না নিতে হয় বা কোন বিপদ না আসে। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

শ্রী সুবোধ ব্যানার্জিঃ স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সামনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের উপর যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাকে সমর্থন করছি। সীমান্তের ওপারে লক্ষ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ যে সংগ্রাম করছেন সেই সংগ্রাম সফল হবেই। আর সেই সংগ্রাম সফল হলে তার ঢেউ, তার প্রভাব, সীমান্ত পার হয়ে আমাদের দেশে আসবে এবং তার ফলে আমাদের দেশের শোষিত মানুষও ঠিক ওদের মতই সশস্ত্র পথে গণমুক্তির জন্য নামবে; পুঁজিবাদ খতম হবে এবং এখানকার মানুষ শোষণমুক্ত হবে। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু তাঁদের নয়; এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম, বিশ্বের যেখানে যত শোষিত মানুষ আছেন তাঁদেরও সংগ্রাম। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই সংগ্রামকে সমর্থন জানাই তার সাফল্য কামনা করি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে এখানে। এ ব্যাপারে কিছু কিছু অপপ্রচার আমাদের দেশে চলেছে, আমাদের রাজ্যেও চলেছে। কেউ কেউ বলেছেন বাংলাদেশের এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রাম পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, যাকে বলে সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। না আমরা এই সংগ্রাম সেইভাবে দেখি না। এটা বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন, না এটা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তা বিচার হবে কোন মাফকাঠি দিয়ে? কোন জনসমষ্টি হোমোজিনিয়াস নেশন অর্থাৎ একাভূত জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার পর সেই জাতি থেকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য যখন একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্য আন্দোলন করে তখন সেটাকে বলা হয় সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। যেমন ঘটেছিল আব্রাহাম নিঙ্কনের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্টের দক্ষিণ অঞ্চলে। গোটা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ একটি জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সেখানে দাসপ্রথা রাখার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল দাবিতে দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু লোক জাতীয় রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। তাই সেটা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সিসেসনিস্ট মুভমেন্ট। বাংলাদেশের মানুষ আর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধই গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তানী পিপল ডিড নট ডেভেলপ অ্যাজ এ মোমোজিনিয়াস নেশন-কি জীবনধারার দিক থেকেই দেখুন, কি ভাষার দিক থেকেই দেখুন, এক জাতি মানসিকতা থেকে বলা হয়ে থাকে ওয়ান নেশন সাইকোলজিক্যাল মেকআপ হুইচ কনস্টিটিউটস দি মেন ফ্যাক্টর ইন দি ফরমেশন অফ এ নেশন। তার কোনটাই পাকিস্তানের উভয় খন্ডের জনসাধারণের মধ্যে এক ও অভিন্ন নয়। এক ন্যাশনাল সাইকোলজিক্যাল মেকআপ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এটা হয়ত কালক্রমে গড়ে উঠত যদি উভয় খন্ড পরস্পর সংলগ্ন হত। তখনও সংখ্যাগরিষ্ট ন্যাশনালিটি কর্তৃক সংখ্যালঘিষ্ট ন্যাশনালিটির উপর জাতীয় নিপীড়ন থাকত এবং তার জন্য বিক্ষোভও থাকত যেমন আমাদের দেশে আছে। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়; সেখানে দুই খন্ডের মধ্যে ফারাক ১২০০ মাইল। যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের উপর শোষণ চালিয়েছে তাই যখন সেটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে রূপ নিয়েছে একটা কলোনিয়েল এক্সপ্লয়টেশন, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণ হিসাবে এক জাতি কর্তৃক ভিন্ন জাতিকে শোষণ করা হিসাবে। এক জাতীয়তাবোধ ও মানসিক গঠন না গড়ে ওঠার এটা ফল। বাংলাদেশের মানুষ তাই বার বার অনুভব করেছে যে, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের দ্বারা ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনে ভুগছে। সেই বোধ থেকেই নতুন বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের জন্ম এবং সেই কারণে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তারা সংগ্রাম করছে। সেই সংগ্রাম এই কারণেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন; সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল ফর কমপ্লিট ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। উত্থাপিত প্রস্তাবে সে বক্তব্য রাখা হয়েছে। এই সত্য যেন আমরা ভুলে না যাই। ভুলে গেলে এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারব না। আর তা ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে এই সংগ্রামের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাও আমরা করতে পারব না।

একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিম বংলার সব মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের সংগ্রামকে দেখছে না। কারও কারও মনে উঠতে পারে দুই বাংলা হোক এবং সেই কারণে তারা বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থক। কেউ কেউ মনে করতে পারে পাকিস্তান দুর্বল হোক এবং সেই মানসিকতার জন্য তারা বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারে। তবে আমি বলব যে এইভাবে ভাবলে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে আমরা শক্তিশালী করার বদলে দুর্বলই করব। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলাকে যুক্ত করে আবার একটা অখন্ড বাংলাদেশ গড়ার জন্য লড়ছে না। তারা এক জাতির মানসিকতা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করবার জন্যই সংগ্রাম করে চলেছে। এ বোধ ও দাবি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রোডাক্ট নয়। একটি নতুন জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রাম। আমাদের সঙ্গে মিলে অখন্ড বাংলা গড়ার জন্য তারা লড়ছে না।

আমি কিছু কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের স্তম্ভ দেখেছি দুই বাংলা এক হোক, এই স্লোগান এখন দেওয়া হচ্ছে। এটা দেওয়া উচিত হবে না। আমার কথাকে ভুল বুঝে কেউ যেন না ভাবেন যে আমি দুই বাংলা এক হোক তা চাই না। নিশ্চয়ই চাই। তবে তা পারার পথ কি, তার পদ্ধতি কি হবে? তার পদ্ধতি কি হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করা? নিশ্চয় না। কোন সুদূরভবিষ্যতে দুই বাংলা এক হতে পারে এখন নয়। ভবিষ্যতে যখন আমাদের দেশে ও বাংলাদেশে, উভয় দেশেই সামাজতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থা কায়েম হবে তখন উভয় দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় যদি দুই বাংলাকে এক করতে চায় কেবলমাত্র তখন দুই বাংলা এক হবে। তার আগে দুই বাংলার এক হবার সম্ভাবনার কণামাত্রও নেই। আর উভয় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই যে এটা হবে তাও না। জাতীয় মনোভাব ও জাতীয় রাষ্টের সামাজিক স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদী সামাজব্যবস্থা গড়ার পথেই তা সম্ভব হবে। একথা যদি আমরা আমাদের দেশের মানুষকে না বোঝাতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে, উভয় বাংলা এক হোক এই স্লোগান তোলার দ্বারা পাক সরকারের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের

বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার একটা হাতিয়ার তুলে দেওয়া হবে। তা যেন আমরা না করি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সাহায্য কতদূর কি করেছি তা নিয়ে বির্তকের অবকাশ আছে, তবে তাঁদের সংগ্রামের কোন ক্ষতি যেন না করি। এ আবেদন আমি এই বিধানসভার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে রাখতে চাই।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, আরও কতগুলি প্রশ্ন এখানে উঠছে। আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামে সাহায্য করতে চাই। আমরা কি চাই আমাদের প্রস্তাব তা আছে। বাংলাদেশে যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং তার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা প্রশ্ন উঠেছে। আমি মনে করি ভারত সরকারের অবিলম্বে এই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। কোন দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন দেশ এই সংগ্রামকে কি বলেছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ভারত সরকার কি করছেন সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয় হওয়া দরকার। ভারত সরকার যদি স্বীকৃতি দিতে না চান বা গড়িমসি করেন তাহলে তার কাঠোর সমালোচনা করা উচিত এবং ভারত সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা উচিত। আমি কংগ্রেস পক্ষের বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভারত সরকার ঠিকমত চলছেন না এবং আমরা প্রস্তাবে তার সমালোচনাও করেছি। এতদিন হয়ে গেল তবু কেন ভারত সরকার সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না? এখানে কেউ কেউ চীনের সামালোচনা করেছেন। আমি মনে করি চীনের সমালোচনা করার বদলে ভারত সরকারের সমালোচনা করা উচিত। ভারত সরকার ভারতবাসীর কাছে দায়ী, ভারতবাসীকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। ভারতবাসীরা চায় বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। ভারত সরকার তা দিচ্ছেন না কেন? কি অন্তরায় আছে? ইন্টারন্যাশনাল ল? আন্তর্জাতিক আইন? তাতে তো স্বীকৃতি দিতে বাধা নেই। ভূখন্ড, জনসংখ্যা ও একটি সরকার হলেই আন্তর্জাতিক আইন একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে পারেন। এইসব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আছে। আন্তর্জাতিক আইনেও যখন আটকায় না তখন ভারত সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছেন না? কেন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য দিচ্ছেন না ভারত সরকার? বলা হচ্ছে যে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য দিলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে হতে পারে। কথাটাও ঠিক নয়। আপনাদের চোখের সামনে কি উদাহরণ নেই? স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ স্পেন দেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড কি পাঠায়নি? ভারত সরকারেরও যদি সত্যিকারের ইচ্ছা থাকে সাহায্য করার তাহলে তারা পারেন না এই কাজ করতে? চীন কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণ ঠেকাতে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠায়নি ? ভারত সরকার যদি সত্যি সত্যিই সাহায্য করতে চাইতেন তাহলে তুলে দিতেন না দেশের মানুষের হাতে অস্ত্র? যে আর্মস অ্যাক্ট দিয়ে গোটা জাতিকে নিবীর্য পুঙ্গ করে রেখেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সেই অস্ত্র আইন চালু রেখে আজও জাতিকে পঙ্গু করে রাখা হচ্ছে না? সেই ঘৃণা আইন তুলে নিয়ে মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়ে আওয়াজ তুলুন তোমরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে চলে যাও। দেখবেন হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক যাবে। একেই বলে সক্রিয় সাহায্য করা। আমার মনে হচ্ছে ভারত সরকারের এ ব্যাপারে একটা কিন্তু আছে। এই কিন্তু অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার যদি সত্যিকারের সাহায্য আমরা করতে চাই।

কিছু কিছু সমালোচনা এসে পড়ে। সরকার পক্ষের সদস্যরা ইন্দিরা সরকারের প্রগতিশীলতার কথা বলছেন। ভাল কথা। কিন্তু আমাদের দল বিশ্বাস করে না যে, ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস বা সরকার প্রগতিশীল। আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে তিনি একটা প্রগতিশীলতার মুখোশের অন্তরালে থেকে ভারতবর্ষে ফ্যাসীবাদ কায়েম করার চেষ্টাই করেছেন। আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছি। তার জন্য ভারত সরকারের ব্যবহারে নানা উল্টাপাল্টা জিনিস দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি মৌখিক সমর্থন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উল্টো ব্যবহার- তার একটা প্রমাণ। যে সরকার বাংলাদেশের জন্য এত চোখের জল ফেলেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন না সেই সরকার কিন্তু সিংহলে অস্ত্র পাঠাতে বিলম্ব করেননি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের অস্ত্র দিতে পারেন না। এটা ভন্ডামি নয়? ভিয়েতনামের মানুষ যেখানে স্বাধীনতার জন্য

অতুলনীয় লড়াই করছে সেই জায়গায় সেই স্বাধীনতাকামী মানুষের সমর্থনে এগিয়ে না এসে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে মার্কিন পদলেহী সরকার আছে তার কাছে মোটর, ট্রাক ও আরও নানারকম সামরিক উপকরণ বিক্রয় করতে অনুমতি সেই সরকারই দিয়েছেন। এমনটা কেন হয়? হয় এই কারণে যে, ফরেন পলিসি ইজ আফটার অল দি প্রজেকশন অফ দি হোম পলিসি। যদি আভ্যন্তরীণ নীতি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে বৈদেশিক নীতিতে তা প্রতিফলিত হবেই। পুঁজিবাদকে শক্ত করাই যেখানে আভ্যন্তরীণ নীতি সেখানে বৈদেশিক নীতি প্রগতিশীল হয় না। তাই ভারত সরকারের এই ভাব। ভারত সরকার যে সাহায্যের কথা মুখে বলছেন এর মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এক বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টি ও স্বার্থ নিহিত আছে, যে শ্রেণী শাসক ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী। এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। আর উদ্দেশ্য হল, মৌখিক দরদ দেখিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা। সে যাই হোক, আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের আন্দোলনের গোড়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না। প্রথমে মুজিব নেতৃত্বে চেয়েছিলেন প্রভিন্সিয়াল অটনমি উইদিন পাকিস্তান-পাকিস্তানের মধ্যেই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যখন সে দাবী স্বীকৃত হল না, তখন এই দাবী পাকিস্তানের শাসক সামরিক চক্র মানল না বাধ্য হয়েই বাংলাদেশের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল এবং সেই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনও বিশ্বের ইতিহসে এক নজির সৃষ্টি করেছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সে আন্দোলনও এত বিরাট ব্যাপক রূপ নেয়নি। মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য লোকই তাতে অংশগ্রহণ করেছিল; সর্বস্তরের মানুষও তাতে যোগ দেয়নি। আর বাংলাদেশে দেখলাম সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ শুধু নয়, সেখানকার পুলিশ, সেখানকার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, সেখানকার আমলাতন্ত্র এমন কি সেখানকার হাইকোর্টের জজরা পর্যন্ত এই অসহযোগ আন্দোলনে নেমে গেল, গোটা জাতি এই আন্দোলনে নেমে গেল। সেই আন্দোলনে তুলনায় ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন নিঃসন্দেহ ম্লান। এমন অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর আর কোথায়ও হয়নি। তারপর তাতেও যখন হল না তখন বাংলাদেশেল স্বাধীনতাকামী মানুষ বাধ্য হলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নামতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ শুরু করল, যুদ্ধ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধ মাত্রই খারাপ নয়। যাঁরা প্যাসিফিস্ট বুর্জোইন ইলিউশন-এ ভোগেন তাঁরা যুদ্ধ মাত্রকেই ঘৃণা করেন। কিন্তু যুদ্ধ মাত্রই খারাপ নয়, এ ওয়ান মে বি আনজাস্ট ওয়ার অফ অ্যাগ্রেশন, অর এ জাস্ট ওয়ার ফর ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেস, এ জাস্ট ওয়ার ফর ইম্যানসিপেশন অফ পিপল ফ্রম অল সর্টস অফ এক্সপ্লয়টেশন অফ ম্যান বাই ম্যান।

ঘৃণা করতে হবে অন্যায় যুদ্ধকে, বিরোধিতা করতে হবে অন্যায় যুদ্ধকে, সমর্থন করতে হবে ন্যায় যুদ্ধকে। বাংলাদেশের মানুষ যে সংগ্রাম করছে, আমাদের এই প্রস্তাবে আমরা রেখেছি তা জাস্ট ওয়ার ফর ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ন্যায় যুদ্ধ। একে সমর্থন করতেই হবে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষকে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী শান্তি আসতে পারে এই যুদ্ধবাজদের হীন চক্রান্তকে পরাস্ত করে।

পাকিস্তানী সামরিক চক্র বাংলাদেশে যে কাজ সেটা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা- জিনোসাইড। আন্তর্জাতিক আইনেও যা অপরাধ। কিন্তু এ থেকে এ কথাটা যেন না আসে যে, পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা লড়ছে বা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীরা লড়াছে। লড়ছে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুস ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে। এখানে ধর্ম, বর্ণ উপজাতি প্রভৃতির প্রশ্ন আসে। তাই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য পরিস্কার। যে প্রস্তাব আমরা রেখেছি সেটা যেন কাগুজে প্রস্তাবে না হয়। আর কাগুজে প্রস্তাবে যদি আমরা না করতেই চাই আমি আশা করব কংগ্রেস দলের সদস্যরাও আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সঙ্গে মিলে ভারত সরকারের উপর চাপ দেবেন। আমি মনে করি ভারত সরকার আজ পর্যন্ত মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া বিশেষ কিছুই করেন নি। নৈতিক সমর্থন নিশ্চয় করতে হবে, কিন্তু তার দিন দীর্ঘদিন গত হয়েছে। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্ত্র দিলে মেটিরিয়াল হেল্প বাস্তব কার্যকারী সাহায্য দেওয়া দরকার। এ লড়াই তাড়াতাড়ি

শেষ হবে না। এ সংগ্রামকে জনযুদ্ধ হতেই হবে তাকে সফল হতে হলে; যার একদিকে সংগঠিত সশস্ত্র সেনাবাহিনী আর অন্যদিকে জনসাধারণ। এই জনযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। এই সংগ্রাম মদদ দিতে হলে আমাদেরও সেইভাবে সাহায্য দেবার দরকার আছে। ভারত সরকারকে যদি বাস্তব কার্যকরী সাহায্য দিতে বাধ্য করতে না পারি তাহলে আমরা কর্তব্যচ্যুত হব। এই প্রস্তাবে পশ্চিম বাংলা সরকার এবং মানুষকে সে কথা জানানো হয়েছে। এ কথা যেন মুখের কথা না হয়, এটা যেন কার্যকরী আন্দোলনের রূপ নেয়। সরকারপক্ষের সদস্য ও সরকার এবং সমস্ত মানুষকে এই অনুরোধ আমি করছি। আন্দোলন গড়ে তুলতে এ রাজ্যের মানুষকে আমি আহব্বান জানাচ্ছি।

শ্রী সামসুদ্দিন আহমেদঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বাংলাদেশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থক করে দু-একটি কথা বলতে চাই। স্যার, আমার কনস্টিটিউয়েন্সি একেবারে সীমান্তে অবস্থিত, তার নাম কালিয়া চক। এই কনস্টিটিউয়েন্সির ভেতর আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেগুলি শিবির সেখানে খোলা হয়েছে। এই সমস্ত শিবিরে ঘুরে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে যে বিবরণ আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী কি রকম অমানুষিকভাবে স্বাধীনতাকামী তথা গণতন্ত্রের বাহক বাঙ্গালী জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করতে কি অত্যাচার চালাচ্ছেন তার বিবরণ যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে শুনেছি। এসব কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অঝোরে, কেঁদেছেন। স্বামী, স্ত্রী হতে, শিশু মা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে এসেছেন। হয়ত স্বামী রয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশে, স্ত্রী কোন প্রকারে চলে এসেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। এ রকম করুণ বিবরণও আমি পেয়েছি।

আমি এই প্রসঙ্গে একথা বলতে চাই যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সেই জঙ্গী শাসনের অধীনে বহুদিন থাকার পর নানারকম অনাচার , অত্যাচার সহ্য করার পর বাংলাদেশে তথা পূর্ব বাংলার জনমুখ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সুযোগ পেয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে এবং তার জবাব জনসাধারণ দিয়েছিল। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যেমন পৃথিবীর মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে শান্তিতে আজ নিজের কথা চিন্তা করতে পারছে। তাদের মুখ থেকে শুনে আজ এ কথা বলতে চাই, তাদের অনেক এম এল এ,এম পি-র সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে যে বিবরণ পেয়েছি এবং অনেকে পেয়েছেন, আমার বিশ্বাস তারা যে লড়াই করেছে সে লড়াই তারা করতে চায়নি সশস্ত্রভাবে। তারা চেয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে, শান্তির মাধ্যমে গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের স্বায়ত্তশাসন, যাতে তারা নিজেদের কথা নিজেরা চিন্তা করতে পারে সেই রকম সুযোগ সুবিধা নেওয়ার কথা তারা চিন্তা করেছিল। কিন্তু আমরা জানি এবং খবরের কাগজ থেকে দেখেছি এবং তাদের কাছ থেকে শুনেছি যে নেতা মুজিবুর রহমান যে প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করার অভিনয় করার জন্য সেই জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়া সাহেব এসেছিলেন এবং তার সঙ্গে তার সারেদ ভুট্টো সাহেবও এসেছিলেন। তারপর আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ ভুট্টো সাহেব আন্তর্হিত হলেন এবং ইয়াহিয়া সাহেবও আন্তর্হিত হলেন এবং তার বদলে রেখে গেলেন-কি রেখে গেলেন? রেখে গেলেন সশস্ত্র ঐ সৈনিকদের যারা শিশু, মাতা, স্বামী, পুত্র সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মরল। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে, সেখানে যারা শিক্ষক, শিক্ষিত সমাজ এবং যারা ছাত্র যারা যুবক, যারা আইনবিদ, যারা বৈজ্ঞানিক, যারা ইঞ্জিনিয়ার, সবাইকে তারা গুলি করে মেরেছে। তাদের এক একটা করে ধরে শুট ডেড করেছে। কোন প্রশ্ন নেই, কোন ট্রায়াল নেই, তাদের গুলি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনা কথা যে, যাকে সন্দেহ করা হয়েছে রাস্তার উপর তাকে গুলী করা হয়েছে। যাকে সন্দেহ করা হয়েছে ছাত্র তাকে গুলী করা হয়েছে। যাকে দেখছে সে ভয়ে পালাচ্ছে কিন্তু সে ছাত্র নয় তবুও তাকে গুলী করে মারা হয়েছে। এমন কি আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে সন্দেহ হয়েছে যাকে, তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। সাধারণ মানুষ , সবাই তো আর পার্টির সমর্থক নয়, প্রতিটি মানুষ তো পার্টির সভ্য নয়, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে তাদের নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিল। এই রকমভাবে তারা বলি হয়েছে সেই জঙ্গী শাসনের কাছে। আমার এই বক্তব্য হচ্ছে, আমরা প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আইনসভায় অনেক কথা বলে চলেছি। অনেক প্রশ্ন উঠেছে,

অনেক সন্দেহের কথা উঠছে। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে যে প্রশ্নটা এখানে উত্থাপন করতে চাচ্ছি মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে। আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা দেখতে পাচ্ছি তা সকলেই জানেন যে, ইয়াহিয়া খান মদদ কোথা থেকে পাচ্ছে, কোন কোন দেশ অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। আজকে দেখতে পাচ্ছি যে, গ্রামদেশে ছোট ছোট ছেলেরা মুজিবের লাল সেলাম বলছে, জয় বাংলা লাল সেলাম বলছে। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের নেতা যিনি এখানে উপস্থিত আছেন তাঁকে আমার স্ব-অনুরোধ জানাচ্ছি এবং তাঁকে দয়া করে বুঝতে বলছি যে, আজকে ইয়াহিয়া খান এই নিরপরাধ জনসাধারণকে অস্ত্রের দ্বারা গুলী করে হত্যা করছে তাকে লাল সেলাম কে জানাচ্ছে? জানাচ্ছে চীন। চীন আজকে মদদ জানাচ্ছে ইয়াহিয়া খানকে। তাই আমি বিরোধী পক্ষের নেতাকে অনুরোধ করছি যে, তিনি দয়া করে চীনের নেতৃস্তানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধ করুন যাতে ইয়াহিয়া খানকে মদদ দেওয়াটা বন্ধ করেন। সর্বশেষে আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সুধীন কুমারঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় আমাদের হাউসে পেশ করেছেন এবং সেটা আমাদের সদস্য শ্রী জ্যোতি বসু সমর্থন করেছেন সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। আমাদের এই হাউসে অনেকে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন যে, এত বড় গণসমর্থন ইতিপূর্বে খুব কম দেশেই দেখা গেছে সেখানে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে এত ব্যাপক এবং এত ঐক্যবন্ধ সমর্থন সেই আন্দোলনের পিছনে আছে। এখানে আরো অনেক তর্কের কথা উঠেছে। কিন্তু সেই তর্কের অবসান ঘটবে যদি আমরা এই আন্দোলনের ইতিহাসটুকু একটু দেখি। এই আন্দোলন হঠাৎ শুরু হয়নি। নির্বাচনের উৎসাহের কথা আমাদের প্রস্তাবে লেখা আছে। কিন্তু সেই নির্বাচনের আগে দীর্ঘ ২০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ব পাকিস্তান আছে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিন থেকে যেদিন জিন্না সাহেব ঢাকায় গিয়ে ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানে একটি মাত্র ভাষা হবে, সে ভাষা উর্দু ভাষা সেদিন থেকে পূর্ববাংলার গণআন্দোলন এটাকে স্বীকার করে নেয়নি। তারা বুঝেছিল যে, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী করছেন এবং সেদিন থেকে আন্দোলনের নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ভাষার ব্যাপারে আমরা আন্দোলনের ইতিহাস দেখেছি। ১৯৫০ সালে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, আমাদের এই হাউসে তার একজন অন্যতম নেতা উপস্থিত আছেন এবং তাদের আহব্বানে রাজশাহী জেলে যে গুলী চলেছিল সেই গুলী খাওয়া মানুষ এখনও আমাদের এই হাউসে উপস্থিত আছেন। গত হাউসে আর একজন ছিলেন যিনি ঐ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ১৯৫২ সালে সেই আন্দোলনে ১৩ জন ছাত্র এবং শ্রমিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিহত হয়েছিলেন। তারপরে ওরা প্রথম নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের মধ্যে নির্বাচন হয়। কিন্তু নির্বাচন হলে কি হবে- যে সরকার তখন গঠিত হয়েছিল, সেই সরকার বুঝতেন যে, চলতে দেওয়া হবে না এবং সেই নির্বাচনে- যে মুসলিম লীগের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গণআন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলার ইতিহাস থেকে তারা মুছে গেছে। সেদিন সেখানে জয়যুক্ত হয়েছিল একটি যুক্তফ্রন্ট, যে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সম্মানীয় ফজলুল হক সাহেব ছিলেন এবং আরো অন্যান্য নেতারা ছিলেন। এবং কৃষক শ্রমিক বাঁচার জন্য যে গভর্নমেন্ট গঠন করেন তাকে চলতে দেওয়া হয়নি, সেই কুখ্যাত সেকসান ৯২ ব্যবহার করে তাকে বাতিল করে সেই গভর্নমেন্টকে ভেঙ্গে দিয়ে ইসকিন্দার মির্জাকে পাঠিয়ে সেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করেছিল। তার পরবর্তী ইতিহাস হচ্ছে ১৯৫৬ সালে সাধারণ নির্বাচন- তারপর সমস্ত পাকিস্তানে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। মুসলিম লীগের সে চেহারা ছিল না এবং আতাউর রহামান সেখানে চীফ মিনিস্টার হয়েছিলেন এবং ফজলুল হক সাহেব গভর্নর হয়েছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস আপনাদের স্মরণে আছে যে কেমন করে সেখানে গভর্নমেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে ভাসানী সাহেব, আবদুল গফফর সাহেব তাঁদের জেলে পাঠানো হয় এবং কেমন করে সেখানে গভর্নমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তারপর ১৯৬২ সালে সেখানে ছাত্ররা আন্দোলন করেছিলেন কুখ্যাত এড়ুকেশন রিপোর্ট বাতিল করার জন্য এবং তখন থেকেই গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবীতে ঢাকার রাস্তায় অন্দোলন শুরু করেছিল। এবং তারই সেই প্রতিবাদের চেহারা দেখে আয়ুবশাহী সেখানে নতুন কনস্টিটিউশন-

এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তার সেই তথাকথিত গণতন্ত্র, সেটা বেসিক ডেমোক্রেসি তাঁরা বলতেন, তাঁরা সেইটা দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, পুরো গণতন্ত্র দেন নাই, সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র দিয়েছিলেন তাই চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিশেষ করে পূর্ববাংলায় গণআন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। সেই আন্দোলনের ইতিহাস বেয়ে ১৯৬৩ সালে ইতিপূর্বে সিক্স-পয়েন্ট প্রোগ্রাম ইনিসিয়েট করেন অল্প দিনের মধ্যেই সেই ছয়-পয়েন্ট ধরে তাদের ১১ দফা দাবী তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। এই দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতি হিসেবে আজ পূর্ব বাংলায় বিরাট গণআন্দোলন তথা মুক্তি আন্দোলন সেখানে শুরু হয়েছে। সুতরাং এটা হঠাৎ ঘটেনি। একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে হঠাৎ নির্বাচনে জয়ের ভেতর দিয়ে এটা ঘটেনি। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করেছে, এ পারে বহন করে নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছিল ওপারেও তারা সেই ঐতিহ্য বহন করেছে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, যেমন আমরা লড়েছিলাম। তাঁরা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার লড়াই-এর জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। সেইজন্য আমরা দেখছি এটা বিরাট আন্দোলনের চেহারা। দ্বিতীয়ঃ এই আন্দোলনে একটা জিনিস এসেছে-ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে লড়াই-এর চেহারা আর একটা টেনে নেওয়া দরকার-ন্যাশনাল কোশ্চেন সেখানে এখন আর্বিভূত হয়েছে। এই ন্যাশনাল কোশ্চেনের মূল কথা দুটি- প্রথমতঃ জাতিগতভাবে তাদের উপর শোষণ চাপানো হয়েছে। শোষণের ইতিহাস সেই আচরণের মধ্যে দিয়ে এখান এসেছে। আমি সেটা এখানে একটু তুলে ধরতে চাচ্ছি। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের তারা জাতিগতভাবে কিভাবে অপেশান করছে, এক্সপ্লয়েট করেছে তারা তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। রাজস্ব খাতে ব্যায় বাংলাদেশের সেখানে এক হাজার পাঁচ শো কোটি টাকা সেখানে পশ্চিম পাকিস্তান রাজস্ব খাতে ব্যায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে ব্যায় বাংলাদেশে তিন হাজার কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে হচ্ছে ৬ হাজার কোটি টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্যের আয় আসে শতকরা ২০ ভাগ বাংলাদেশে, আর শতকরা ৮০ ভাগ যার পশ্চিম পাকিস্তান। বৈদেশিক আমদানির শতকরা ২৫ ভাগ পৌঁছে বাংলাদেশে, আর শতকরা ৭৫ ভাগ যায় পশ্চিম পাকিস্তনে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির শতকরা ৮৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে, আর শতকরা মাত্র ১৫ জন বাংলাদেশের অধিবাসী পায়। সামরিক বিভগের শতকরা ৯০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী, আর মাত্র ১০ জন বাংলাদেশের লোক। চালের দাম যেখানে ৫০ টাকা বাংলাদেশে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ২৫ টাকা। আটার দাম পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে ১১৫ টাকা, বাংলাদেশে সেখানে ২৫ টাকা। সরিষার তেল বাংলাদেশের হচ্ছে ৫ টাকা, আর আড়াই টাকা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। সোনার দাম বাংলাদেশে ১৭০টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে সেই সোনার দাম ১৩৫ টাকা। এবং এই যে বৈষম্য, এই বৈষম্য তারা তুলে ধরেছেন, এই যে জাতিগতভাবে তাদের উপর বৈষম্য দেখানো হচ্ছে- এই যে পক্ষপাতদৃষ্ট সরকার এবং তার অত্যাচারের যে কাহিনী সেটা আরও অনেকে বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না- সেইজন্য সেখানে এই জাতীয় প্রশ্ন এসে গেছে। যে জাতীয় প্রশ্ন আমাদের দেশে সেইভাবে নেই, এবং এই জাতীয় প্রশ্ন থাকার জন্য সেখানে এই বিরাট সমর্থন দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এবং এইভাবে জাতিগত শোষণ এবং শাসন-এর জন্যই সেখানে ঐ ঐক্য এবং জাতীয় সমর্থন গড়ে উঠেছে। এবং এই অবস্থায় আমরা আজ তাদের সমর্থণ জানাতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছি, আমরা আশা করি যে, যদিও উভয় পক্ষ থেকেই বলছি, তারা যা যে উদ্দেশ্য নিয়েই বলে থাকুন আশা করা যায় আগামী দিনে তার পরীক্ষা তারা দেবেন। আগামী দিনে, যারা আজ এখানে প্রতিবাদ করেছেন, তারা সমর্থন জানান। তারাও বাস্তব পত্রে তার পরিচয় দেবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত বা আজকে উঠেছে বলে উল্লেখ করার দরকার এবং যেটা আমাদের কর্তব্য, এখানে গভর্নমেন্ট পক্ষের সমস্ত দল এটা সমর্থন করছেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি যে গভর্নমেন্ট পক্ষের অন্ততঃ মুসলিম লীগের, যাদের ওখানে সে ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকা থেকে তারা নিজেদের যদি পৃথক করতে চান, নিশ্চয় সেই অধিকার তাদের আছে এবং যখন এটাকে সমর্থন করছেন, আমি আশা করি তাদের ভূমিকা কোথায়, সেটা জানাবার জন্য, বাংলাদেশের যে একটিমাত্র মিশন আমাদের দেশে আছে, সেই মিশনে গিয়ে এরা

তো তাদের সমর্থন জানিয়েছেন বলে শুনিনি। আমরা তো শুনিনি তাদের পক্ষে এই আন্দোলনে বাংলাদেশের সংবাদ আছে, মিটিং-এর ক্ষেত্র আছে, বিরাট ময়দান আছে-অনেকেই তো সমর্থন জানিয়েছেন প্রকাশ্যে, কিন্তু ওদের পক্ষ থেকে কাউকে তো সেই বিরাট আন্দোলনকে অভিন্দন জানাতে শুনিনি। সেটা যদি আজও না শুনে থাকি কালকে যদি তার পরিচয় দেন তাহলে আমরা খুশি হব। কিন্তু সেই পরিচয় আমরা পাইনি। সেই জন্য এই হাউসের সামনে যদি আমাদের সকল কর্তব্য স্মরণ করার সঙ্গে এটাও সেখানে আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে ঐকমত্য হওয়া সত্ত্বেও দ্বিমতের চেহারা আছে, তাহলে কি এই কথা বলা অন্যায় হবে যে, সরকার পক্ষ থেকে যখন এত অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা বলা হচ্ছে, তখন যে মুসলিম যোদ্ধার গাড়ি নিয়ে এসেছে এখানে, সেই গাড়ি কেন এসডিও বাজেয়াপ্ত করেছে সামান্য রেশন কার্ড চাইবার জন্য তারা আমাদের এই হাউসের সদস্য গভর্নমেন্ট নেতাদের কাছে গেছেন, তাদের বলা হয়েছে দরখাস্ত করুন, মশারি চাওয়া হয়েছে যে সমস্ত যুবক সেখানে থেকে লড়ে এসেছে গায়ে ক্ষত আছে, যারা হাসপাতালে আছে তারা কিছু সাহায্য চেয়েছে, তাদের বলা হয়েছে দরখাস্ত করুন। একজন একটা সরকারী হাসপাতাল থেকে পরশু দিন আমার কাছে টেলিফোন করেছিলেন যে, তার ব্যবহার্য একটু সাবানও তারা পাননি। আমাদের সেটুকু যোগান দিতে হবে। সরকারী সদিচ্ছার প্রমাণ এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় না, যদি তা প্রমাণ করতে হয় তাহলে তার ব্যবস্থাতেও করা উচিত। প্রস্তাব ভাল জিনিস, কিন্তু প্রস্তাবের সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব আশা করি মুখ্যমন্ত্রী যিনি এই প্রস্তাব পেশ করেছেন, তিনি লক্ষ্য রাখবেন। শেষ পর্যন্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার না মানেন- এখানে এই হাউসে আহ্ববান করা হয়েছে যে, যেন বাংলাদেশে যে গণআন্দোলন চলছে কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা যেন চাপ দেন এবং বাধ্য করেন যাতে আমাদের এই দাবী মেনে নেন। সেখানে আমরা সেই সততার পরিচয় দিতে বলবো যে, যদি ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয়, যদি বাংলাদেশে সাধারণ ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয় বাংলাদেশের মানুষ গণআন্দোলন মাধ্যেমে যেভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে এবং রায় দিতে অভ্যস্ত সেই পথ যদি নিতে হয়, আশা করবো যে, সরকার পক্ষের সমস্ত দল যারা আজকে এই প্রস্তাবের পক্ষে, তারাও সেই সাধারণ ধর্মঘটে তাদেরও সমর্থন জানিয়ে, আজকের এই প্রতিশ্রুতির পরিচয়স্বরূপ রাখবেন।

শ্রী শংকর ঘোষঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী উত্থাপন করেছে আমি তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। বাংলাদেশে যে আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের নজীর ইতিহাসে নেই এবং এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এই আন্দোলনের মাধ্যমে মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক সামাজবাদী ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

মুজিবুর রহমান প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবেননি। মুজিবুর যখন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। পাকিস্তানে তখন কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। মুজিবুর রহমানকে তাই গণআন্দোলন করতে হয়েছিল, তাতে আয়ুব খাঁ ক্ষমতা হারায়। তারপর ইয়াহিয়া খাঁ আসেন এবং সেই গণআন্দোলনের জন্য ইয়াহিয়া খাঁকে নির্বাচনের প্রমিশ্রুতি দিতে হয়। সেই নির্বাচনে মুজিবর রহমানের দল বাংলাদেশে ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭ টি আসন পায়।

এত বড় বিরাট জয় নির্বাচনের ইতিহাসে কোন দিন হয়নি। এর কারণ আছে। মুজিবুরের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম সর্বাত্মক সংগ্রাম ছিল। সেই সংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রুটিরুজির সংগ্রাম ছিল না, কেবলমাত্র পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল না, সে সংগ্রাম সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ছিল, সে সংগ্রামের ভিত্তি ভাষা আন্দোলন ছিল এবং সেই সংগ্রাম সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংগ্রামের সমন্বয়। তারই জন্য বাংলাদেশ একটা অভূতপূর্ব একতা দেখা যায়। এই জন্য মুজিবুরের সংগ্রামকে সর্বস্তরের মানুষ সহায়তা করল। আজকে আমরা মুজিবরের সংগ্রাম থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছি সেটা হল এই যে, যে দেশে গণতন্ত্র নেই সেখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা আসে।

আমাদের ভারতবর্ষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক বক্তা বলেছেন যে, এখানে ফ্যাসিজম রয়েছে, গণতন্ত্র নেই। আমি বলব তাঁরা বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে কথা বলেছেন না। মুজিবুর বাংলাদেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে, সামরিক সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। মুজিবুর বাংলাদেশে প্রথমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নেননি। ২৫শে মার্চ যখন মুজিবুরের দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, মুজিবুরকে দেশদ্রোহী বলা হল তারপর মুজিবুর সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বললেন। সুতরাং মুজিবুরের আন্দোলন থেকে একথা আসে যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কোন পথ নেই, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মুজিবুর প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র স্থাপিত হবে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে চতুর্থ সাধারণ নির্বচনের পর এই বাংলাদেশে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হয়েছিলেন এবং যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। তার জন্য কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দরকার হয়নি, সেটা সংবিধানের ভেতর দিয়েই হয়েছিল। সেই যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন এলেন তখন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল ২১৮। এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন সরকারের ছিল না। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন এলেন তখন কংগ্রেস দল তাঁদের কোন বাধা দেয়নি, কোন রক্তপাত হয়নি, বোমা, পিস্তল ছোঁড়া হয়নি।

এবারেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এলেন গণতান্ত্রিক পথে। সুতরাং আজকে এই যে, গণতন্ত্র হত্যার কথা উঠেছে সেই হত্যা কারা করছে সেটা একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করুন, বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন।

অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই প্রস্তাব সমর্থনের ভিত্তিতে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম প্রস্তাবটা সর্ববাদীসম্মতভাবে এসেছে, এর ভেতর কোন বিভেদ, আক্রমণ, সমালোচনা থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বাংলাদেশের কথা ছেড়ে অনেক কথা এখানে হয়ে গেল। সুতরাং এই যে বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের কথাই আমি বলতে চাই। এই বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ করার জন্য এই সভা যে প্রস্তাব এনেছে তাকে সমর্থন করে আমি একথা বলতে চাই যে, এই গণহত্যাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘে ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে। তখন রাষ্ট্রসংঘে একটা প্রস্তাব আনা হয়েছিল গণহত্যাকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং তাতে একথাও বলা হয়েছিল যে, দেশে গণহত্যা চলবে রাষ্ট্রসংঘের অধিকার থাকবে সে দেশের গণহত্যা বন্ধ করবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার এবং সে প্রস্তাব যখন পেশ করা হয়েছিল তখন পাকিস্তানের যে সদস্য ছিলেন তিনি সেই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং রাষ্ট্রসংঘের সেদিনের সভায় তিনি অনেক করতালি পেয়েছিলেন । সুতরাং পাকিস্তান বলছে যে, বাংলাদেশে যে জেনোসাইড চলছে, যে গণহত্যা চলছে তাতে রাষ্ট্রসংঘের কোন একতিয়ার নেই হস্তক্ষেপ করার সেটা তার স্ববিরোধী। রাষ্ট্রসংঘের চ্যাপটার-সেভেনে আছে যে, সেখানে যুদ্ধের আশংকা রয়েছে, শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা নিতে পারেন। সুতরাং আমরা আশা করি রাষ্ট্রসংঘ দেরীতে হলেও এ ব্যাপারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আমরা আরও আশা করি যে, ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দেবেন। দুঃখের বিষয়, লালচীন যে পিপল ও লিবারেশনের কথা বলে তারা বাংলাদেশের পিপলের লিবারেশনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য একবারও এগিয়ে এলেন না।

শ্রীরাম চ্যাটার্জিঃ স্পীকার মহাশয়, আজ বাংলাদেশে পূর্ব বাংলায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই মুক্তি সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করতে গিয়ে গোটাকতক কথা বলবো। পূর্ব বাংলা আমার রক্ত আমার খুন, আমার প্রাণের বাংলা। সেখানে বাঙ্গালী লড়ছে , তারা মরছে, তারা মাথা নত করছে না মুক্তির জন্য। নাড়ীর যোগ আছে, রক্তের যোগ আছে তাদের সাথে। সাথে সাথে আছে নাড়ীর সম্বন্ধ। ওই যে পূর্ব বাংলার মানুষ করাচীর একটা কলোনীতে পরিণত হয়েছিল, ব্যাথায় ব্যাথায় মানুষ সেখানে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। বলবো, হে পূর্ব বাংলার মানুষ, সমব্যথী হিসাবে এখানকার এই পশ্চিম বাংলার মানুষ দিল্লীর কলোনীতে পরিণত হয়েছে। পাঁচ শত কোটি টাকা এখান থেকে সমস্ত নিয়ে যাচ্ছে, মাত্র ৫০ কোটি টাকা দিয়ে দিচ্ছে। আর আমরা চাতক পাখির মতো, 'হা, হ, হা' করে চেয়ে থাকি। আমাদের আকাশে বাতাসে কি দেখি? আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসছি, যখন নির্বাচিত হয়ে

যাই, নির্বচিত প্রতিনিধি গিয়ে কি দেখে, না খেয়ে মানুষ কুঁকড়ে পড়ে আছে, বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ'। চারদিকে বিক্ষোভ দেখছি, শুনছি, আরও দেখছি। হিমালয় থেকে নেমে এসেছে একদিকে গঙ্গা, আর একদিকে পদ্মা। পদ্মায় যে কারেন্ট রয়েছে, সেই কারেন্ট চলেছে পূর্ববাংলাকে বিধৌত করে, আর আমাদের এই গঙ্গায় চরা পড়ে গিয়েছে। সেই পদ্মার বান ডাকবে, সেইদিন যারা নির্মমভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে তারা টিকবে না, ওই কারেন্টে ভেসে যাবে, আমাদের সরকারের সাহস হবে না। চীনের কথা বলবো না, রাশিয়ার কথা বলবো না, আমি এ দেশের মানুষ, ভারতবর্ষের কথা বলবো। আমার সরকার কি করছে? সাথে মানে প্রশ্ন জাগে, প্রশ্নটা হচ্ছে এই, কেন অস্ত্র দিচ্ছে না? কারণ লুঙ্গি পরা মানুষগুলো, চাষী-মজুর তারা এক সাথে লড়ছে। তাদের হাতে অস্ত্র পড়লে কি জানি কি হয়। পূর্ব বাংলা মুক্ত করে হয়ত সেই মানুষ এগিয়ে আসবে সেই অস্ত্র নিয়ে। এটা সন্দেহ জাগছে মনে। এটা কি সত্য? এতদিন হয়ে গেল। রেডিও মারফত চারদিকে আওয়াজ, কান্নার আওয়াজ, গানের আওয়াজ। ক্ষুধাতুর শিশু চায় না কিন্তু খালি দুটো ভাত, একটু নুন। কিন্তু সেখানকার মানুষ চায় অস্ত্র, বুলেট। কারণ তারা চাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী যারা তাদের উপর অত্যাচার করছে তাদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু আমরা এখানে ত্রাণ করছি- তাদের আমরা ত্রাণকর্তা নই। তারা বলছে, আমাদের মুক্তির জন্য অস্ত্র দাও। আমাদের অভ্যাস আছে রিলিফ দেওয়া, কিন্তু রিলিফ চায় না, অস্ত্র চায়, কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জনসাধারণ কত সুন্দর। বাচ্চা ছেলে ডুলিটার তৈরি নিয়ে যাচ্ছে কোথায়, না গাছতলায়, কেউ আবার জলখাবার থেকে দু'খানা কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বলছি, মীরজাফরের দল রয়েছে- ঐ মুসলিম লীগ- যে দে উইল স্ট্যাব ফ্রম ব্যাক। আমরা জানি পশ্চিম ও পূর্ববাংলার আকাশে-বাতাসে বেইমান ছড়িয়ে আছে- এসেমব্লী হাউসের ভেতরে কি বাইরে চারদিকে বেইমান ছড়িয়ে আছে। তাই বলছি হুঁশিয়ার হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা এক কথায় নিশ্চয়ই সমর্থন করবো ভারত সরকার তাদের যা-কিছু সশস্ত্র সাহায্য দিক এবং সাথে সাথে আমাদের অপোজিশন থেকে স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে যাবে রক্ত দান করার জন্য। আমার নিজের এক্সপিরিয়ান্স হচ্ছে, আমরা নিজেরা গিয়েছিলাম ডাইরেকটর অব মেডিকেল কলেজের কছে, ১০/১৫ হাজার লোক রক্ত দেবার জন্য। কিন্তু তিনি বললেন ৫০ জনের বেশি নিতে পানি না, কারণ আমাদের রক্ত গেলে যদি সেখানে কিছু অসুবিধা হয়। অর্থাৎ আমাদের রক্ত গেলে যদি সেটা বিরুদ্ধে যায়, কারণ আমাদের রক্তে নাকি দোষ হয়ে গেছে। আজ আপনারা যে হাসছেন এ হাসি মিলিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে আমি পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলাম সেখানে একজন বুড়ি বললে যে, তোমাদের দেশের লোক সব মাতাল হয়ে আছে। আগে একটা বোতল ছিল তাতে একটা কিংকং মার্কা ছবি ছিল। সেটা একটা বিশ্রী ভদ্রলোকের ছবি ছিল বলে চলছিল না, সেজন্য তারা সে বোতলে একটা ভাল ছবি দিল এবং লোকেও সে খেয়ে নিল। কিন্তু তাতে ভারতবর্ষের বেশির ভাগ আদিবাসীর নেশা কেটে গেল। তাই আজকে বুঝতে পারবেন এ ইন্দিরা মার্কা বোতল খেয়ে লোকের নেশা একদিন কেটে যাবে এবং সেদিন বুঝতে পারবে কোনটা কি? এটাই হবে চোলাই মদের জবাব। এই বলে আমি এইটাকে সমর্থন করছি।

শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জিঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করে সোজাসুজি এই প্রস্তাবের যেটা মূল কথা সেটা সম্বন্ধে বলতে চাই। আমরা এই বিধান সভায় ভারত সরকারের কাছে দাবী করছি যে, "অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না।" তা আজকে আমরা সকলেই একমত যে, বাংলাদেশের এই লড়াইকে কিছুতেই আমরা হেরে যেতে দিতে পারি না, আমরা পশ্চিম বাংলার লোক, আমরা বাঙ্গালী সেইজন্যই নয়, আমরা সকলেই মানি যে, বাংলাদেশের লড়াই তাদের জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তাদের গণতন্ত্রের লড়াই, প্রগতির লড়াই। পৃথিবীর যে-কোন দেশে গণতন্ত্র, প্রগতি এবং স্বাধীনতার লড়াই, এবং তাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনকামী, প্রগতিশীল জনসাধারণ চিরদিন সর্বান্তঃকরণে তাকে

সমর্থন করেছে আর এ তো একেবারে আমাদের পাশে, শুধু নয় আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে আছে, সুতরাং আমাদের সকলে মিলে এখানে এই চেষ্টাই করা দরকার যে, কি করে এটা সফল হয় এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সফল হয়। যত লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে মরছে, প্রাণ দিচ্ছে, আরো হয়ত অনেক দিতে হবে কিন্তু যত বেশী তাকে সাহায্য করা সম্ভব, যত তাড়াতাড়ি তারা জিততে পারে সেটাই আমাদের সকলের কাম্য। আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন যে, ওখানে কোটি কোটি মানুষের অভ্যুত্থান তাকে সামরিক শাসকচক্র অস্ত্র দিয়ে দমন করছে, তবু সেখানে নিরস্ত্র মানুষ যেটুকু অস্ত্র পেয়েছে তা দিয়ে তারা বীরের মত লড়ছে, আমরা উদ্বিগ্ন এই জন্য যে, আমরা এত বড় রাষ্ট্র তার পাশে রয়েছি আমরা এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে স্বীকার করছি না কেন? আমরা এই সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ যাতে জয়যুক্ত হতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সাহায্য দিতে অগ্রসর হচ্ছি না কেন? আমি বলছি না যে কিছুই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না । ভারত সরকার নানাভাবে সাহায্য সমর্থন জানিয়েছেন, সাহায্য হয়ত কিছু কিছু দিচ্ছেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ উদ্বিগ্ন এই জন্য যে, যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। দিতে হবে এবং একথা ঠিক যে, শুধু চাল ডাল পাঠানোই নয়, ঔষুধ কিছু দরকার হতে পারে, কিন্তু প্রধান সাহায্য তারা চাচ্ছে অস্ত্র। যত লোক এসেছে, ফিরে গিয়েছে বা এখনও এখানে আছে, সকলের কাছ থেকে আমরা শুনছি যে আমাদের অস্ত্র দাও, বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দাও। এই সূত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই, এই রকম লড়াই যখন হয় তখন বেছে মানুষ লড়ে না, তখন ব্যাপকভাবে মানুষ লড়তে চায় এবং তার সম্প্রদায় যাই হোক, তার রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক, সে যদি স্বাধীনতার জন্য লড়ে তাহলে তাকে লড়তে সাহায্য করতেই হবে। পূর্ব পাকিস্তানের, এখন বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি তারা প্রকাশ্যে আহব্বান জানিয়েছে ওখানকার স্বাধীনতার যুদ্ধে সমস্ত স্বাধীনতাকামী দলের মোর্চা গঠনের এবং সেখানে আমাদের এ কর্তব্য নয় যে, কার কি রাজনৈতিক মত সেই বেছে সাহায্য করা। সেখানকার মানুষ যারা লড়ছে, লড়তে চায় এবং লড়বার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাহায্য দিতে হবে। অবশ্য সেখানে গভর্নমেন্ট আছে, গভর্নমেন্টকে আমরা সাহায্য করবো, গভর্নমেন্টকে স্বীকার করবো, তার মারফত সাহায্য দেবো তাতে কোন সান্দেহ নেই কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও বলা উচিত যে, পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা যেন ঐক্যবন্ধভাবে লড়তে পারে, যাতে তাড়াতাড়ি জয়যুক্ত হতে পারে। একটি কথা উঠেছে যে, আমরা যদি স্বীকৃতি দিই তাহলে যুদ্ধ হবে কিনা, ঠিক কথা। পাকিস্তানের সামরিক শাসসচক্র তারা যে কোন প্ররোচনা দিতে পারে। একথাও ঠিক যে, পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রদের মধ্যে এক সোভিয়েট ইউনিয়ন তার রাষ্ট্রপতি পদগর্নি, তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদ করে হোক, দাবী জানিয়ে হোক, একটি চিঠি দিয়েছেন।

পাকিস্তান-এর সামরিক চক্র হয়ত কোন কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সমর্থন বা পেতে পারে কিন্তু তাই থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যুদ্ধ বেধে যাবে। যুদ্ধ বেধে যাওয়া অত সহজ কথা নয় আজকালকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিন্তু আমি বলব যে, সেই আশংকাতে আমরা স্বীকৃতি দেব না, অস্ত্র দেব না এবং নিরস্ত্র মানুষকে এইভাবে হত্যা করে চলবে, আর সেখানে যারা বীর যোদ্ধা তাদের বুলেট নেই, তারা লড়বে, এই ভাবে কতদিন চলতে পারে? আমি মনে করিয়ে দেব যে, পাকিস্তানের সামরিক চক্র যদি কলকাতার উপর বোমা ফেলে তারা এ কথা বুঝেসুঝেই ফেলবে যে, ভারতেও ক্ষমতা আছে করাচী, লাহোরের উপর বোমা ফেলার কিন্তু আমি আপনাদের একটা কথা বলছি, আমাদের চেয়ে চেহারায় অনেক ছোট একটা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের স্বাধীনতার যুদ্ধকে সাহায্য করেছে অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু দিয়ে, তার জন্য পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র পাকিস্তানে চেয়ে শত গুণে শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্টের শত্রুতা অর্জন করেছে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি লংঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট হানয়ের উপর ভিয়েতনামের রাজধানীর উপর দিনের পর দিন বোমাবর্ষণ করেছে। তার ফলে সেখানকার জনসাধারণ কি ভয় পেয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মাথা নত করেছে, সেখানকার গভর্নমেন্ট কি পিছু হটে এসেছে- একটু নয়। ভিয়েতনাম আমাদের তুলনায় অনেক ছোট কিন্তু সেই ভিয়েতনাম যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সাহায্য করে থাকতে পারে তাহলে ভারতবর্ষ কেন পারে না? আমরা জানি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত সেই রাষ্ট্র সেখানকার

জনগণকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ করেছে তা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধী নেতা জ্যোতিবাবু যখন বক্তৃতা করেন তখন তার মুখ থেকে আমি এ কথাটা শুনব আশা করেছিলাম কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই আশ্বাস আমি ভারত সরকারকে দিতে পারি-সকলে দিতে পারি, সমস্ত পক্ষ থেকে দিতে পারি, বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল দিতে পারে, সমস্ত জনসাধারণ দিতে পারে যেন স্বীকৃতি দাও, অস্ত্র দাও, কার্যকারী সাহায্য দাও, তারা লড়ুক, তাদের লড়বার যথেষ্ট লোক আছে, তারা লড়ুক, তারা জিতুক, তার জন্য যদি কোন বিপদ ভারতের উপর আসে। আমরা সকলে আমদের অন্যান্য বিষয়ে যে-কোন মতপার্থক্য থাক, আমাদের শ্রেণীবিভেদ আছে, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর লড়াই আছে, বিরোধী দলের মধ্যে মতভেদ আছে, আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন, আমরা সকলে জোট বেঁধে দাঁড়াব এবং আমরা তার মোকাবিলা করব। আমি মনে করি যখন বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষ উভয়ে মিলে এই প্রস্তাব একজোট হয়ে এনেছি তখন নিশ্চয় এই বিষয়ে আমরা একমত আছি এবং এই আশ্বাস আমরা দিতে পারি, এই বিষয়ে আশংকার কোন কারণ নেই। তেমনি জরুরী পরিস্থিতির যদি সৃষ্টি হয় তখন নিশ্চয় আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াব তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য। সেই বিষয়ে ভয় পাবার এবং পিছু হটবার কোন কারণ নেই। অনেক কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বলার আছে- অনেকেই বলেছেন, অমি সেই সবের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, আজকের দিনে এত কথা শুনবার আমাদের অবকাশ নেই-আজকের দিনে যখন তারা লড়ছে, মরছে, যখন ওদিকে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, অবার লক্ষ লক্ষ লোক যখন পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের এখানে তখন যে কথাটা সবচেয়ে জোরে সঙ্গে এই প্রস্তাবের মধ্যে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে, আমাদের আইনসভার উদ্বেগ, আমাদের পশ্চিম বাংলার জনগনের উদ্বেগ এবং অবস্থার জরুরীত্ব সম্বন্ধে জোর দিয়ে যে কথাটা তুললাম নিশ্চয় আমরা সকলে মিয়ে ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ দেব কিন্তু আমি চাপ দেয়ার কথাটা বলতে গিয়ে বলছি, আমরা এই আশ্বাসেও দেব যে, হ্যাঁ, স্বীকৃতি দাও, সাহায্য কর, তার জন্য যে-কোন ঝামেলা আসুক, ঝক্কি আসুক, বিপদ আসুক আমরা সমস্ত দল সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তার সম্মুখীন হব-এই আশ্বাস আমরা দিচ্ছি।

শ্রী সুশীলকুমার ধাড়াঃ মাননীয় উপাধাক্ষ, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন তাকে সম্পূর্ণভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন জানাচ্ছি। আমি এই প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলার সুযোগ নিচ্ছি, এবং সেই সুযোগ এই কথা বলতে চাই, ওপার বাংলায় যে সংগ্রাম হচ্ছে সেই সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন বলি দিয়েছে, সর্বস্ব হারিয়েছে এবং হারাচ্ছে। তাই আমাদের প্রাণ আমাদের মন তাদের কাছে চলে গেছে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির জন্য এপার বাংলার মানুষের একটা বিশেষ উদ্বেগ এবং আবেগ বোধ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সেটা হয়েছে। সেটা যত বেশিই হোক না কেন, এপার বাংলার মানুষের অনুভূতি সেটা কিনা তা বলতে পারি না। এটা দেখা গিয়েছে অধিকাংশ বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সেই সংগ্রামকে সমর্থন করে এবং লোকসভায়ও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। এর তিনটি মৌলিক কথা হচ্ছে সিমপ্যাথি, সাপোর্ট, সলিডারিটি। এই সিমপ্যাথি কি জন্য, যাতে তারা এই সংগ্রামে জয়ী হতে পারে, সাপোর্ট দিতে হবে এই জন্য যাতে তারা সংগ্রামে জয়ী হতে পারে। এবং বলার পর তারা আশ্বাস পেয়েছে এবং তারা মুখে মুখে একথা বলছে যে তাদের যা কিছু বল তা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়া। তাই যদি হয় ইন্ডিয়া এবং ইন্দিরাকে আজ দেখতে হবে। একথা বলে আমি বলবো-আজকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে তাদের প্রকৃত যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। আমি বিভিন্ন সময়ে সহকারী কর্মচারীদের টেলিফোন করেছি, খুব ভাল যে সাড়া পেয়েছি তা মনে করি না। সেই গতানুগতিক ধারায় জবাব দিয়েছে, আর কি করতে পারা যায়। এদের স্বাগত করেছি, রিফিউজী বলে মনে করি না এবং বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা রিফিউজী নও, কিন্তু তাদের যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেইভাবে করছে না। তাদের এখানে থাকার যে ব্যবস্থা তা অপ্রতুল, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অপ্রতুল, খাদ্যের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। এমনও দেখেছি যারা এসেছে এপারে তাদের দুই দিন দেড় দিন পরে একটা মীল পেয়েছে। এটা উচিত নয়। এটা অবিলম্বে দেখা উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব মুক্তিফৌজের যেসব মানুষ এসেছে এপারে তাদের পরের

দিন খাদ্য দিতে পারিনি, এই খবর আমার কাছে আছে। এবং আরও অনেক ঘটনা আছে। আমি আজকে এই প্রস্তাব সমর্থন করে একথা বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে চাপ দেওয়ার কথা উঠেছে, তাতে যেন এই দাবী থাকে যে, অবিলম্বে অর্থের সংস্থান করুন যাতে কোন অবস্থায়ই কোন দ্বিধা বা সংকটে না পড়াতে হয়। এই যে স্রোতের মত লোক আসছে তাদের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা যদি না করতে পারি তাহলে অন্যায় হবে, পাপ করা হবে, যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দূরে আসা হবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন অহিংস পথে হচ্ছে। আমাদের সুবোধবাবু একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেদিন ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মী।

আমার মনে হয় অনেক দিনের কথা বলে সুবোধবাবু হয়ত ভুলে গেছেন। সেদিন অসংখ্য কৃষক এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে এবং কৃষক রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এ রকম অনেক উদাহরণ থাকলেও আজকে সেখানকার লড়াইয়ে তারা যে ত্যাগ, শৌর্য, বীর্যের উদাহরণ দেখিয়েছেন সেটা সত্যিই ভারববর্ষে মিলিবে না। আমি একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষুদ্র সৈনিক ছিলাম এবং মাতঙ্গিনী হাজরা আমার কাছে প্রণম্য। কিন্তু রোসেনারা বেগম শৌর্যে, বীর্যে মাতঙ্গিনী হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। জহরব্রতের কথা হয়েছে। ৫০টি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে লাফিয়ে পড়ে যেভাবে মরেছে তা অতুলনীয়। কাজেই আমি মনে করি সেখানে তাঁরা জহরব্রতের চেয়ে বড় ব্রত উদযাপন করেছেন। আমি তাদের নেতৃবর্গের কাছে শুনেছি এ রকম হাজার হাজার সুইসাইডিয়াল স্কোয়াড তৈরি হয়ে রয়েছে যারা জীবন দিতে পারবে। কাজেই আজকে তাদের মদদ দিতে হবে। আজকে যারা এসছে তারা অস্ত্র শস্ত্র চেয়েছে, তারা কেউ খেতে চায়নি। আমরা যদি খাদ্য দিতে চাই সেটা আমরা পৌঁছে দিতে পারব না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, আমি তাদের কাছ থেকে নিজে শুনেছি একটি ডাব খেয়ে দুই দিন লড়াই করেছে, এতখানা আখ খেয়ে তিন দিন লড়াই করেছে এবং এর জন্য তারা তৈরি। তারা চায় অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম। মুক্তিফৌজের জন্য যা প্রয়োজন তা যদি আমরা তাদের দিতে না পারি, তাদের যদি রিকগনিসন না দিতে পারি তাহলে কোন ফল হচ্ছে না এবং ঐগুলি পৌঁছান যাচ্ছে না। আমি মনে করি, ভারত সরকার এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এতে কোন ফল হনে না। আমি আশা করি না আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, যাঁরা জাতীয় সরকার বলে পরিচিত, তারা আর একটি জাতীয় সংগ্রামের জন্য পিছপা হবেন। ঝুঁকি আছে জানি। কিন্তু সেটা না নিয়ে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নয়। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি আমাদের পথ অন্যান্য দেশ অনুসরণ করুন এবং সেটা করাতে হলে অবিলম্বে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু প্রয়োজন তা পৌঁছে দেওয়া দরকার। এক প্রাণ, এক জাতি তারা গঠন করতে পেরেছি। সেটা আমরা পারিনি। তারা ভাষা আন্দোলন করেছিল এবং বাংলাদেশের মাটিকে, বাংলাদেশের গানকে জাতীয়কে তারা যেভাবে গ্রহন করেছে আমরা তা পারিনি। আমাদের সরকারী দপ্তরে আজকেও বাংলা ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। আমরা বিধানসভায় সিদ্ধান্ত করেছিলাম , কিন্তু তা পারিনি। কিন্তু ওখানে গাড়ির নম্বর ইংরেজী বা উর্দু ভাষার নয়, বাংলায় লেখা। কাজেই দেখা হচ্ছে ওঁরা যা পেরেছেন আমরা তা পারিনি। ওখানকার মানুষ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে চলে গেছে। কিন্তু এখানে দেখছি এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলা হচ্ছে। যা হোক, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করবার যে পথ আমরা নিতে চলেছি এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তাকে অভিন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ মূর্মূঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্ববাংলা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আজকে হাউসে যে সমস্ত আলোচনা হল তা আমি সবই শুনলাম। আমি আজকে সমস্ত সদস্যের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমরা আমাদের নিজেদের সমস্ত রাজনীতি ভুলে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষরা খেয়ে পরে বাঁচার জন্য জঙ্গীশাহীর সঙ্গে যে লড়াই করছে তাতে তাদের সাহায্য করবার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষভাবে নামতে হবে। এখন যদি আমরা কোন রকম

রাজনৈতিক কারচুপি নিয়ে খেলা করি তাহলে ভুল করা হবে। বড় বড় বক্তৃতার মাধ্যমে কোন কাজ হয় না। একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আজকে যে সেখান হাজার হাজার মানুষ মরছে সে সম্বন্ধে শুধু বক্তৃতা দিলেই হনে না। তাই আমি পশ্চিম বাংলা সরকার তথা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই সমস্ত মানুষের মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন তা দিকে হবে। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা এবং পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের এক সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিলেন। মাহাত্মা গান্ধী এবং জিন্নার ভুল বোঝাবুঝি জন্য হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। হয়ত মুসলমানরা ভেবেছিলেন পাকিস্তানের মধ্যে গেলে কত সুখ শান্তি উপভোগ করব। কিন্তু ২২/২৩ বছর পর তাঁরা দেখলেন জঙ্গীশাহীর লোকেরা এখান থেকে সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। এবারে তাঁরা মুজিবুরের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের জয়লাভ করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জঙ্গীবাহিনীর কায়েমী সরকার তাদের বিলোপ সাধনের জন্য চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত মুজিবুর বাধ্য হল যুদ্ধ ঘোষণা করতে। আমি হয়তো খুব বেশি বলতে পারছি না এই কথা বলেই আমি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আর একটা কথা হচ্ছে ঐ যে পূর্ব বাংলায় যে সমস্ত মানুষ লড়াই করছে কি হিন্দু কি মুসলমান কি আদিবাসী কি সাঁওতাল-সমস্ত শ্রেণীর লোক আজ এক প্রাণ এক জাতি হয়ে লড়াই করছে। কাজেই আমাদের এখানে কর্তব্য সমস্ত রকম বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা- এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র মন্ডলঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মুসলিম লীগ পার্টির চীফ হুইপের তরফ থেকে বলছি। আমি

(গোলমাল)

স্যার, ও'রা আমাকে যেভাবে সন্দেহ করছেন সেটা ঠিক নয়। তা ছাড়া আমাদের দলকে সাম্প্রদায়িক দল বলে যা বলছেন সেটাও ঠিক নয়, এসব সম্পূর্ণ অসত্য কথা। কেননা আমি কেরলের অনুকরণে মুসলিম লীগে এসেছি...........

(গোলমাল)

স্যার, নাগাল না পেলে আংগুর টক হয়ে যায়। এরা এখন মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলছেন। কিন্তু এর আগে গোর্খা লীগকে বলেননি। তাছাড়া বর্তমানে ঝড়খণ্ড দলকেও সাম্প্রদায়িক দল বলে করছেন না। তবে আপনার যাই বলুন, আমি আশা রাখি আগামী দিনে নির্বাচনোত্তর কেরলের মত আপনাদের উল্টো প্রোমশন হবে।...........

(গোলমাল)

শ্রী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার.............

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ হোয়াট ইজ ইওর পয়েন্ট অব অর্ডার?

শ্রী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ঃ স্যার, আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হল, আজকে বাংলাদেশের সমর্থনে একটা পার্টিকুলার রেজুলিউসানের উপর বির্তক হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কে নেই। ওর যদি এর উপর কিছু বলার না থাকে তাহলে উনি বসে পড়ুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ ইট ইজ নো পয়েন্ট অব অর্ডার। লেট হিম স্পিক ইন হিজ ওন ওয়ে।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডলঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এ্যাসেমব্লীতে কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশে সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

শ্রী দেবী প্রসাদ বসুঃ স্যার, যারা ইয়াহিয়ার সেই দাড়িওয়ালা মুসলমানকে বলতে বলুন।

(গোলমাল)

শ্রী সুব্রত মুখার্জিঃ স্যার, আমি অবজেকশন দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যকে এটা উইথড্র করতে হবে। আপনি উইথড্র করতে বলুন।

(গোলমাল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ নো মেম্বার সুড মেক এনি স্টেটমেন্ট হুইচ এ্যাফেক্টস দি সেন্টিমেন্ট অব আদার্স।

ডাঃ জয়নাল আবেদিনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। আপনি জানেন মুসলমানদের কিছু অবশ্য কর্তব্য আছে এবং আজকে যে উক্তি করলেন এবং বিরোধী দলের মাননীয় নেতা, উপনেতা এরা বসে আছেন, একটা ধর্মের উপর আঘাত করা হয় যেটা আমাদের ধর্ম বলে মনে করছি এবং সেটা গর্হিত বলে মনে করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে গুরুতর বিষয় আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে, এটার এত বেশি গুরুত্ব যে, আজকে এই টীকা-টিপ্পনিতে মনোযোগ দেবার অবকাশ নেই। কিন্তু যে বক্তব্য উনি রেখেছেন, এটা গর্হিত বক্তব্য এবং এটা এখানে চলে না। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, উনি যদি এই উক্তি প্রত্যাহার না করেন তাহলে এটা প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করে দেবেন। এইটুকুই আমার সাবমিশন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ কোন সেনটেন্স-এ যদি অপর পক্ষের কারো সেন্টিমেন্টে কোথাও আঘাত লাগে এবং মনকষ্ট হয় তাহলে আমার মনে হয় এটা করা উচিত নয়। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে উইথড্র করা উচিত।

শ্রী মনসুর হবিবুলস্নাঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা হবে কি? কার কিসে আঘাত লাগে, কে পার্টির নাম মুসলিম রাখে, কে হিন্দুমহাসভা করেন, তখন তার সেটা মনে রাখা উচিত পরে এটা নিয়ে সমালোচনা করা চলে না।

(গোলমাল)

তখন তাকে বুঝতে হবে, তখন মনে রাখা উচিত। কাজেই এখানে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা হবে না রেজলিউশন-এ আলোচনা হবে, এটা আগে ঠিক করুন। ......

শ্রীমতি গীতা মুখার্জিঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয় এখানে আলোচনা হচ্ছে তার গুরুত্ব সমধিক নয়, হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ়তম ঐক্যের ভিত্তিতে একমাত্র এখানে জয় সম্ভব। সেজন্য আশা করবো সকল পক্ষ থেকে যেন এই আলোচনার মধ্যে আর এই ধরনের কোন কথা না হয় এবং এ প্রস্তাবের উপযুক্ত মর্যাদা থাকে।

শ্রী দেবীপ্রসাদ বসুঃ স্যার, আমি মুসলীম লীগ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকি। তার কারণ, আমাদের ভিতরে প্রচুর মুসলমান সদস্য আছেন, কংগ্রেসের মধ্যে আছেন, অন্য দলের মধ্যে আছেন। কারো সমন্ধে কোন মুহূর্তে আমি কটাক্ষপাত করিনি কোন ধর্ম সম্বন্ধে, এটা মাননীয় মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন মহাশয় জানেন। আমি যেটি বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে গোবিন্দ মণ্ডল মহাশয়কে দিয়ে মুসলিম লীগের বক্তব্য না রেখে মুসলিম লীগের একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদস্য তিনি এই বক্তব্য রাখুন। তাতে নাম বলতে না পেরে তাড়াতাড়িতে আমি বললাম যে, যার মুখে দাঁড়ি রয়েছে তিনি উঠে বলুন। এতে যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আমি এই কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

শ্রী রাধাগোবিন্দ বিশালঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং স্বাধীনতার সমর্থনে তাঁদের সাহায্য দেওয়ার সমর্থনে সরকার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। আমরা যারা এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠেছি তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে কেউ এই আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আবার অনেক সাম্প্রদায়িকতার উক্তিও হচ্ছে, আবার পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক অনুরূপভাবে জেহাদ

করার কথা কেউ কেউ বলেছেন। আমি এইসবের মধ্যে না গিয়ে এই কথা বলতে চাই যে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, মহৎ আদর্শ পালনের জন্য সীমান্তের ওপারে আমাদেরই ভাইবোন যারা আত্মত্যাগ করছেন, যারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। যেদিন আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আজাদ, হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন সেদিন এমনিভাবে এই বাংলাদেশের মত সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিভেদ অতিক্রম করে একটি মহত্ত্বের ঐক্য গড়ে উঠেছিল, আজকেও পূর্ববাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়েছে। আমরা আজকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে অনেক তর্ক করতে পারি, অনেক উৎসাহ দিতে পারি, অনেক রকম আলোচনা করতে পারি, কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে জীবন যাচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে জীবন কোরবানি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের আর এইসব তর্ক, বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। যে সমস্ত মাননীয় সদস্য সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার কথা বলেছেন, আমি তাঁদের সেই বক্তব্যকে অভিনন্দিত করি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেই হোক, যেমন করেই হোক অর্থ, রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি দেবার দাবী যেমন সরকারের কাছে দেব তেমনি বেসরকারীভাবে আমাদের যা কিছু করণীয় আছে তাই আমরা করবো। আমাদের পক্ষ আজকে এটা সৌভাদ্যের বিষয় এবং গর্বের বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামী, স্বাধীনতাকামী, শান্তিপ্রিয় মানুষদের সমর্থনের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা রাখছি এবং যতটা করা দরকার ততটা করার চেষ্টা করছি। ভারত সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যে, এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই কার্যকরী করতে হবে এবং যাতে তারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্বর লাভ করতে পারে এবং বাংলাদেশের এই নূতন সরকার আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে নিশ্চয়ই আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সাহায্য দিয়ে, ত্রাণের ব্যবস্থা করে, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সক্রিয়ভাবে যে ব্যবস্থা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা কতদিন এই রকম চালিয়ে যেতে পারি তাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং যত শীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি লাভ করে আবার এই সমস্ত ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে যেতে পারবেন তার ব্যবস্থা হতে পারে, সেই জন্যই আমাদের অবিলম্বে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

সেইজন্য আমাদের অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং এদের যুদ্ধে যাতে দ্রুত তারা সাফল্য লাভ করতে পারে, জয়যুক্ত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হ'লে আমাদের যুদ্ধের মধ্যে যেতে হবে। আমরা যতই বৈষয়িক সমস্যায় জর্জরিত হই না কেন, এই সমস্যাকে আমরা কিছুতেই অবহেলা করতে পারি না বা ফেলে দিতে পারি না এবং দেখেও না দেখার ভান করতে পারি না। বাইরের অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরী করতে পারে কিন্তু আমাদের মোটেই দেরী করা উচিত হবে না বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে। আমরা বৈষয়িক স্বার্থের কথা, রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত এই রাষ্ট্র একদিন আমাদেরই অঙ্গ ছিল। আমরা যারা ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনগুলি দেখেছি তা কখনো ভোলা যায় না। সেই দিনগুলি ছিল কি ভয়ংকর! কি রকম রক্তাক্ত অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে কালের করাল প্রবাহে দ্বিজাতিতত্ত্ব যে কত অসার ও অর্থহীন তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। মানুষকে মানুষের ভাষার ঐক্য সামাজিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐক্যই ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। সীমান্তের ওপারে আমাদের ভাইবোনেরা নিরস্ত্র হয়ে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করছে সশস্ত্র এক পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে তা তুলনাবিহীন। আমরা তাদের সেই যুদ্ধে সমর্থন জানাচ্ছি, আগেও জানিয়েছি, আজকে এই সভায় সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবকে কার্যকারী করবার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তার সহায়তা করতে থাকবো। এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া ধরে যে কথা কাটাকাটি হ'ল তা বাস্তবিকই খুব দুঃখজনক। মাননীয় সুবোধবাবু যে কথা বলেছিলেন তা অতি মর্মস্পর্শী। তিনি বহুদিনের সভ্য, লেজিসলেচারের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে। আমরা যারা নতুন নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমাদেরও এই হাউসের কাজকর্ম ভালভাবে দেখা দরকার, শেখা দরকার। সমস্ত প্রস্তাবটি যাতে যথোচিতভাবে গুরুত্ব পায়, তাও দেখা দরকার। আমরা যারা জনগণের দ্বারা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমাদের উপর জনগণ গুরুতর দায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা যেন সচেতন থাকি। জয় বাংলা।

শ্রী হরেকৃষ্ণ কোনারঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশের মানুষ লড়ছে। তারা তাদের বুকের রক্ত ঝরাচ্ছে। আমাদের কর্তব্য হল একে শুধু সমর্থন করা নয়, একে আমরা কি করে শক্তিশালী করতে পারি, তাদের জয়ের পথকে কিভাবে সুগম করে তুলতে পারি, তার ব্যবস্থা করা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানের খবরের কাগজগুলি পড়লে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমাদের এখানে প্রায় চোখের জলের এক প্রতিযোগিতা চলেছে। তাঁর দাম আছে। যে মানুষ লড়ছে তার জন্য কিছু করতে না পেরেও যদি কাঁদতে পারা যায় তারও মূল্য আছে। কিন্তু আমাদের সীমান্তের ওপারে আমাদের ঘরের কাছে মানুষ যখন রক্ত দিচ্ছে তখন শুধু কান্নার প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা ডাবে না। সেজন্য আমাদের কয়েকটি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য দু'রকম- এক রকম বাংলাদেশের মানুষের লড়াইকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার অজুহাত হিসাবে পাকিস্তানের শাসকচক্র শুধু মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। এ কথা বললে ভুল হবে, নিজের মনকে ভুল বোঝান হবে- যদি মনে করি যে, পৃথিবীর কোথাও কোন মানুষকে তারা ভুল বোঝাতে পারছে না- এ কথা আমাদের বোঝা দরকার। একটা দেশের মানুষ লড়ছে, তাদের এই লড়াই-এর দাবী যুক্তিসংগত, এছাড়া তাদের পথ ছিল না, এটা যদি দুনিয়ার মানুষকে বোঝান যায়, তাদের সমর্থন যদি টানা যায়, তাহলে অনেক কাজ হবে। শুধু আমাদের মানুষের সমর্থন নয়- পশ্চিম পাকিস্তান বলে যে জায়গা আছে, সেখানে যে মানুষ আছে, যদি সেখানকার মানুষের সমর্থন আদায় না করা যায়, তা'হলে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে লড়াই করা আর একটু কষ্টকর হবে। তারা পারবে না আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদেরও বোঝানো যায় এবং তাদের সমর্থন পাওয়া যায় তাহলে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রকে আরও বেকায়দায় ফেলা যায় এবং তার ফলে বাংলাদেশের জনগণের সাহায্য হয়। যেমন করে ভিয়েতনামের লড়াইকে আমেরিকার অভ্যন্তরে সেখানকার ছাত্ররা এবং যুবকরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়, তারা ভিয়েতনামের মানুষদের এইভাবে সাহায্য করে। তাই বারে বারে ভিয়েতনামের জনগণের নেতা কমরেড হোচিমিন আমেরিকার জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাদের যারা ভিয়েতনামের সমর্থনে আমেরিকার সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে বাংলাদেশের পক্ষেও প্রয়োজন আছে যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্র সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতে না পারে। তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আছে, সেখানের জনগণেরও সমর্থন প্রয়োজন। সেই জন্য আমাদের একটা কর্তব্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশের সংগ্রামের তাৎপর্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ কেন সমর্থন করছি সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কারণ পাকিস্তানের সামরিক শাসনচক্র দুনিয়াকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, আমাদের যে সমর্থন এটা বাংলাদেশের মানুষ যার জন্য লড়ছে, অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র-আমাদের দরদ তার জন্য নয় এরা ভারতবর্ষের লোক পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব থেকে সমর্থন করছে, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ভারতের সুবিধা হতে পারে, এই রকম একটা মনোভাব থেকে সমর্থন করছে। এটা কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা যদি পাক সামরিক চক্র বোঝাতে পারে তাহলে স্বভাবতই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে এই ভেবে যে, একটা দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে, এবং তার গভর্নমেন্টের পক্ষে তা মেনে নেওয়া মুশকিল। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও বহু জাতির মানুষ আছে, বহু ধর্মের মানুষ আছে এবং তাদের সকলের ঐক্যেরও প্রয়োজন আছে। যদি পাকিস্তানের সামরিক চক্র এই কথা ভালভাবে প্রচার করতে পারে যে, একটা দেশকে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য বাংলাদেশের এই লড়াই তাহলে কি আমরা জোর করে বলতে পারি যে, আমাদের ভারতবর্ষের কোন অংশের মানুষের মনে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে না? যদি তারা বোঝাতে পারে যে, এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ,এই বোঝাতে পারে ,ভুল বোঝাতে পারে, তাহলে কি ওদের সংগ্রামকে দুর্বল করতে পারা যায় না? আমি এই কথাটার উপর জোর দিতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষেরা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেবার জন্য লড়াই শুরু করেনি। তারা চেয়েছিল গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত্বশাসন। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, যদি কোন দেশের রাষ্ট্রশক্তি ইতিহাসে এক বিশেষ শিক্ষাকে গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি নিজে ভুল করবেন। বক্তৃতা দিয়ে অন্য কিছু করা যায় না। সেই শিক্ষা হল যে, যদি কোন

দেশ বহুজাতিভিত্তিক হয়, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেই দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সমস্ত রাজ্যগুলির ওপর একেবারে একাধিপত্যের ও শোষণের রথ চালিয়ে যান, তাহলে সেই দেশ কালক্রমে ভাঙ্গতে বাধ্য। সেইসব দেশে বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে যে এক-একটি রাজ্য, সেই রাজ্যগুলিতে ব্যাপক স্বায়ত্ত্বশাসন-এর অধিকার দেওয়া প্রয়োজন; এ না হলে দেশের ঐক্যকে রক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের মানুষ এই স্বায়ত্ত্বশাসন চেয়েছিল। এ না হলে দেশের ঐক্যকে রক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের মানুষ এই স্বায়ত্ত্বশাসন চেয়েছিল। সেখানে ১৩ বছর ধরে মিলিটারি বুটের দাপট পাক সরকার চালান, গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের জনগণের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবুও তারা মরেনি। ৫০ হাজার কি ৭০ হাজার মিলিটারি জনগণের বুকের উপর যদি বছরের পর বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাতে কেউ যদি মনে করেন সেই দেশের প্রাণশক্তি ভেঙ্গে দেওয়া যায় তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, যেমনভাকে পাক সামরিক চক্র মূর্খেস্বর্গে বাস করেছিলের ১৩ বছর ধরে। ২৫ শে মার্চের আগে মিলিটারি মেশিনগান চালিয়ে গণহতা শুরু করেনি; ১৩ বছর ধরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকের উপর তারা চেপে বসেছে; এই তারা করেছে। জনগণ চেয়েছিল তার থেকে বাঁচতে। তাদের ৬-দফা দাবি ছিল; এখন কাগজ পড়লে ৬-দফা দাবি আর পাবেন না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তাদের কথা ছিল এই যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের হাতে দেশরক্ষার মত সাধারণ কয়েকটি জিনিস থাকবে, বাকি সমস্ত ক্ষমতা বাংলাদেশের রাজ্যের হাতে থাকবে এবং এই দাবি শুধু বাংলাদেশের জন্য ছিল না, পাকিস্তানের প্রত্যেকটি রাজ্যের অধিকারের কথা তারা বলেছিলেন। এতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অন্তরে সাড়া জেগেছিল। ওরা লড়াই চায়নি, ওরা চেয়েছিল ভোটের মাধ্যমে স্বায়ত্ত্বশাসন। পাকিস্তানের সামরিক চক্র তার জবাব দিলেন আক্রমণ করে। তারা মিলিটারিকে অর্ডার দিলেন- যে মিলিটারি ১৩ বছর ধরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকের উপর চেপে বসেছিল- তাদের অর্ডার দেওয়া হল, বাংলাদেশের উপর তোমরা গণহত্যা অভিযান শুরু করে দাও। শুধু কম্বিং করলে চলবে না, ‘এনসার্কিলিং’ করলে চলবে না, একেবারে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালাও। ওখানে হচ্ছে তাই। দেড় মাসের মধ্যে যদি ১-২ লক্ষ লোক খুন হয়ে থাকে তাহলে এটা গণহত্যা ছাড়া আর কি? তারা স্বায়ত্ত্বশাসন, গণতন্ত্র চেয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে ভোটের ভেতর দিয়ে, তার জবাব এল মিলিটারীতে, মেশিনগানের গুলিতে। কি করতে পারত বাংলাদেশের মানুষ?- যদি তাদের মনুষ্যবোধ থাকে তাহলে তার একমাত্র উত্তর ছিল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার উত্তর অস্ত্রের ঝঞ্ঝণায়। তাই হয়েছে তাই তো স্বাধীনতার দাবি এল। এই বিষয় আমাদের তুলে ধরা উচিত। এইটুকু যদি তুলে ধরতে পারি তাহলে পৃধিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সমর্থন একদিনে পাওয়া যাবে না- ভিয়েতনামের পক্ষে সমর্থন একদিনে পাওয়া যায়নি, সময় লাগবে। সেজন্য এটা নিয়মিত প্রচার করার দরকার আছে যে, বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দিতে চায়নি, তারা চেয়েছিল মানুষের মত মর্যাদা নিয়ে, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে। তাদের খুন করে বাধ্য করা হল লড়তে। তাদের সামনে স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচার কোন পথ থাকল না। এটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তানের সামরিক চক্র প্রতিনিয়ত আর একটি বিরুদ্ধ প্রচার করছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে কিছু দালাল সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তাদের দু’একটি নাম আপনাদের কাছে এসেছে। যেসব ভাইরা এখানে এসেছে, যেসব ভাইরা এখানে এসেছেন তাঁদের কাছ থেকে খবর পাচ্ছি যে, সেখানকার কিছু কিছু মানুষকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের যারা সমর্থক তারা পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চাইছে; বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের একটা অনুগত দেশ হবে। আমি আপনাদের বলছি, বাংলাদেশের প্রতি আমাদের সমর্থনের কদর্য করে পাক সামরিক চক্র আমার এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এটা যেন না হয়। পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে এই কথা বলতে চাই যে, একটা দেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যদি একবার অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তানের আধুনিক অস্ত্রে সাজ্জিত সামরিক বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে পারে তাহলে আত্নমর্যাদাসম্পন্ন সে জাতি অন্য কোন জাতি বা অন্য কোন গভর্নমেন্টের কাছে, তা সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, যার মনে যতই আশা থাক না কেন, সে জাতি কোনদিন কারো কাছেমাথা নোওয়াতে পারে না। এইভাবে যদি পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচার ব্যর্থ করতে পারি, তাহলে আমরা গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারবো।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার যা তৃতীয় বক্তব্য তা এবার আমি বলবো। তবে তার আগে বলি কংগ্রেস বেঞ্চের সদস্যরা হয়ত মনে করবেন এটা আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছি। কিন্তু আমি তার জন্য বলছি না। এখানে শাসকগোষ্ঠীর সন্তানের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করতে জানি। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনার লড়াই চল, আর আমাদের জেল পুরে দেওয়া হল। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের লড়াই হল, আমাদের জেলে পুরে দেওয়া হল। আমরা মার্কবাদীরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলাম বলে। আমরা আমাদের নিজেদের সংগ্রাম করতে জানি। তার জন্য বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামকে ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা জানি পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হয়। সি আর পি মিলিটারি দিয়ে, পিভিএ বা পিডি দিয়ে আমাদের দাবান যায় না। তার জন্য আমাদের কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। যদি আমাদের নিজেদের সংগঠনের ক্ষমতা থাকে, যদি পশ্চিম বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে এই সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলছি না। ধরুন, আপনারা সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের সাফাই দিচ্ছেন শান্তি-শৃঙ্খলার কথা বলে। পাকিস্তানের শাসক ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মিলিটারি দিয়ে অত্যাচার চালান হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের জন্য বলছে না। ওরা বলছে বাংলাদেশের যে মানুষ লড়ছে তাদের ভুল বোঝাবার জন্য। তোমরা বাংলাদেশে মিলিটারির বিরোধিতা করছে, তাহলে পশ্চিম বাংলায় শান্তির সময় কেন মিলিটারি আছে? তাহলে কি এই পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য তো পুলিশ আছে। কিন্তু কেন চার ডিভিশন, তার মানে প্রায় ৫০ হাজার মিলিটারি আছে? বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে পাক সেনারা ব্যবহার করছে ৭০ হাজার। মিলিটারি, এখন হয়ত এক লক্ষ হবে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সাড়ে চার কোটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ হাজার। এখানে চার ডিভিশন মিলিটারি আছে, এই চার ডিভিসন মানে ৫০ হাজার। এই প্রচার যদি ওরা করে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সিআরপি ব্যবহার দ্বারা কি ইয়াহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে না? আপনারা ভুল বুঝবেন না। ৫০ হাজার মিলিটারি সাড়ে চার কোটি মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে পাক সামরিক চক্রের আক্রমণের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশকে কিছু রাইফেলের সাহায্য দেওয়ার চেয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি আমরা দেখাতে পারি, ইয়াহিয়ার কেনা কুৎসা করার সুযোগ নেই। এখানে সবাই জানেন, বিশেষ করে যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা জানেন, আমার মার্কবাদীরা সরকারের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য ওইসবের উপর নির্ভর করি না, নিজেদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করি। ক্ষমতা থাকলে লড়াই করবো একথা জানি কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্র যখন লোককে বোঝায় যে, ভারতবর্ষের সমর্থন হল একটা চালাকি, বাংলাদেশকে ভারতের একটা অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা-তখন এর কি জবাব দেবেন এটা বিপজ্জনক। মিলিটারি পশ্চিমবঙ্গে থাকলে আমি আতঙ্কিত নই। মানুষের অভ্যাস হওয়া ভাল। ১৩ বছর ধরে পূর্ববাংলার লোকেদের মিলিটারি দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে গেছে, এবং তার জন্য তারা মিলিটারির বিরুদ্ধে রাইফেল ধরতে শিখেছে। সেজন্য দেখবেন, কোন দেশের যারা বুদ্ধিমান গভর্নমেন্ট তারা সাধারণ অবস্থায় মিলিটারি ব্যবহার করে না। আমাদের ভারতবর্ষের শাসকরা কেন তা বুঝছেন না, তা জানি না। আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারির ব্যবহার বাংলাদেশের লড়াইকে কি দুর্বল করে না? আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলছি সেটা বোঝার প্রয়োজন আছে। জ্যোতিবাবু তাই বলছিলেন আনাদের দরদ কোথায় আছে? কথায় বলে যে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'। পূর্ববাংলার মানুষ স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল বলে ইয়াহিয়া তার জবা বুলেটে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের বহু জাতির দেশ। এখানে "স্বায়ত্তশাসন" শব্দটি এখনও ওঠেনি। শুধু এইটুকু দাবী করা হয়েছিল যে, রাজ্যগুলির আরও অধিকার পাওয়া উচিত। কিন্তু তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে, রাজ্যগুলির অধিকতর ক্ষমতার দাবীর মানে হল কেন্দ্রকে দুর্বল করা এবং কেন্দ্র দুর্বল হওয়া মানে দেশ দুর্বল হওয়া। কিন্তু যখন ইয়াহিয়া খাঁন বলেন যে, রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন চাওয়া-বিশেষ করে ২ হাজার মাইল দূরের একটা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন চাওয়া মানে পাকিস্তানকে দুর্বল করা, তখন শুনতে খারাপ লাগে। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী- আমাদের দলের লোক নন, নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন-যখন রাজ্যের ক্ষমতার কথা বলেন তখন কি তিনি তাহলে দেশদ্রোহী? আমি হিন্দু ইত্যাদি পত্রিকায় বড় বড় হেড লাইন-এ দেখেছি, তিনি বলেছেন যে, যদি

রাজ্যগুলিকে অধিকতর অধিকার না দেওয়া হয় তাহলে ইফ নট ইন দিস জেনারেশন পরবর্তী জেনারেশন-এ সমস্ত দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আমরা বললে আপনার বলতেন দেশদ্রোহী, কিন্তু যেহেতু তিনি কংগ্রেসকে ১০টি সিট পার্লামেন্ট-এ দিয়েছেন, অতএব তিনি তা নন। এদিন ঐ ইয়াহিয়া খাঁন, আয়ুব সাহেব স্বায়ত্বশাসন দাবী শুনে হেসেছিলেন, কিন্তু সেটা থাকে নি। তাঁরা ভেবেছিলেন এখানে স্বায়ত্বশাসনের দরকার নেই, শুধু রাজ্যগুলি তাদের প্রয়োজনে ইসলামাবাদের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এটাই ছিল ওদের যুক্তি, যে যুক্তি আমাদের এখানেও দেখান হয়। আমাদের বন্ধুস্থানীয় জনৈক সদস্যের পার্টির একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েট পশ্চিম পাকিস্তানের ৬৯২ জন অফিসার আর পূর্ববাংলার মাত্র ৫২ জন। সেই তুলনামূলক হিসাব যদি সম্প্রদায় হিসাবে রাইটার্স বিল্ডিংস অফিসারের বেলায় ধরা হয় তাহলে এর দ্বারা খারাপ ফল হবে। উই উইল প্লে ওনলি ইন্টু দি হ্যান্ডস অফ আদার্স। তাই এ রকম যুক্তি ঠিক নয়। কিন্তু আমি যখন বলব যে, পাক শাসকচক্রের দ্বারা বাংলাদেশের মানুষকে লুট করা হচ্ছে তখন আমি কেন ভুলে যাব যে, পশ্চিম বাংলার মতন একটা সমস্যাসংকুল রাজ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার ৫ বছরে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার হতে আমরা পাব মাত্র ২২১ কোটি টাকা, অথচ প্রতি বছর আমাদের এখান হতে সেন্টারল ট্যাক্স কেন্দ্রে যাবে ৫০০ কোটি টাকার বেশি। এগুলি কি পাকিস্তান গভর্নমেন্ট দেখছে না? পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এক যুক্তি, আর ভারতের ক্ষেত্রে উল্টা যুক্তি হতে পারে না। জ্যোতিবাবু ঐ অর্থে বলেছিলেন ইফ ইউ আর সিনসিয়ার, যদি সত্যিই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামকে আমরা সমর্থন করি, যদি সেটো পাকবিরোধী মনোভাব থেকে নয়, এই মনোভাব থেকে হয় যে, তারা এমন একটা নীতির জন্য লড়ছে যার জন্য মানুষের প্রাণ দেয়া উচিত, তাহলে সেই নীতিকে ভারতেও প্রয়োগ করা উচিত। এবং যদি না হয় তাহলে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রের হাত শক্তিশালী করব। তাদের দাবী যদি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে পশ্চিম বাংলায়ও তো সেই দাবীকে মূল্য দেয়া উচিত আমাদের। ওখানে গণতন্ত্রের জন্য মানুষের লড়াইকে যদি শ্রদ্ধা জানাই তাহলে পশ্চিম বাংলাও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের আমরা বিরোধিতা করতে পারি না, তাকেও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। ওখানে মানুষের যদি আত্নিনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা সেলাম জানাই তাহলে আমাদের এখানে অন্ততঃ রাজ্যগুলির একটু অধিকতর অধিকার থাকা উচিত। এগুলি হওয়া উচিত। এ যদি না হয় তাহলে ভুল কার হবে। দ্বিতীয় যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা একটু ভেবে দেখুন। আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলায় ৫০ হাজার মিলিটারি যদি মাসের পর মাস থাকে, যদি মাসের পর মাস সিআরপি এখানে থেকে আমাদের উপর উৎপীড়ন চালায় তাহলে কি একথা বলা চলে যে, আমরা সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষকে আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করছি? আমি এ কথা বলতে চাই এ জন্য, কারণ পশ্চিম বাংলার হিন্দু, মুসলমান বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সমস্ত মানুষের ঐক্য নির্ভর করছে আমাদের এখানকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার উপর।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলব। বাংলাদেশের মানুষ দেড় মাস ধরে লড়ছে। এটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি যে, এই লড়াই-এ যোদ্ধা বাহিনীর পিছনে কি ছিল। এর পেছনে ছিল জনগণের অপূর্ব সমর্থন কিন্তু প্রধানতঃ যারা হাতিয়ার ধরে লড়েছে তারা হল পূর্ববাংলার পুলিশ, আনসার বাহিনী, বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ইত্যাদি। এরা কিছু অস্ত্র পেয়েছিল, কিন্তু তারা সোজাসুজি লড়তে জানত, স্বভাবতঃই তারা গেরিলা যুদ্ধের সব কায়দা জানে না। পাকিস্তানী মিলিটারির বিরুদ্ধে তারা এলোপাতাড়ি গুলি খরচ করল, ফলে অস্ত্রের অভাব পড়ল, অস্ত্রের খোরাকের অভাব পড়ল। তখন তাদের জরুরী কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল চোখের জল নয়, ঐ সীমান্তে কিছু চিঁড়ে, গুড় দেয়া নয় বা ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকসন দেয়া নয়। কেউ কেউ বলেছিল ভলান্টিয়ার দিতে রাজী আছি। ওরা ভলান্টিয়ার চায়নি-সাড়ে ৭ কোটি মানুষ প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুতই, তারা ভারতবর্ষের কাছে ভলান্টিয়ার চাচ্ছি না; তারা চেয়েছে রাইফেল, মর্টার, অ্যান্টি- এয়ারক্রাফট গান, যা নিয়ে তারা লড়তে পারে। কিন্তু দেড় মাস দেরী হয়ে গেল, আর কত দেরী হবে? সেখানে কি গেছে না গেছে , তারা কি পেয়েছে বা না পেয়েছে তা আমরা জানি না; কিন্তু গত দেড় মাস ধরে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা আর্মির বিরুদ্ধে তারা লড়েছে, মরেছে, সেখানে অনেক জায়গা আর্মি দখল করে নিয়েছে। ওরা সেখানে থাকতে পারেনি।

ওদের অসুবিধা গ্রামগুলি এখনও সংগ্রামের ঘাঁটি হিসাবে তৈরী হয়নি। অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের লড়াই কিভাবে চলবে না চলবে সেই বিষয়ে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই; কারণ ওরা লড়ছে মরছে- কাজেই তাদের উপদেশ দেয়া উচিত নয়। তবে আমি এ কথা বলব যে, এদের লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, অর্থাৎ কৃষক ওদের বাহিনীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। এটা তারা শিখবে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে। এটা লেলিনের কথা যে,শান্তির সময় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এক বছর সময় লাগে একটা সংগ্রামের মাঝখানে সেই অভিজ্ঞতা পাঁচ দিনে এসে যায়। ওরা নিজেদের প্রয়োজনেই শিখবে। আমার স্টেটসম্যান এবং অন্যান্য কাগজে দেখেছি তারা কি লিখেছে। তারা লিখেছে এই লড়াই যদি দীর্ঘস্থায়ী, এই লড়াই যদি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে “একট্রিমিস্টস আর ওয়েটিং বিহাইন্ড দি স্ক্রীন” অর্থাৎ উগ্রবাদীরা পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছে; নেতৃত্ব চলে আসবে। এতে আমাদের বিচলিত হবার কি আছে? ওদের নেতৃত্বে কে থাকবে তা আমরা কেন বিচার করব? এ ব্যাপারে আমরা মাস্টারী না-ই করলাম। আমরা সবাই জানি যে, আজকের বিধানসভায় এই প্রস্তাব কেমন করে রচিত হয়েছে। প্রস্তাবে এই কথাটা দেয়া হয়েছে যে, প্রতিকূল অবস্থা যা-ই হোক না কেন বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেনই। যারা লড়ছে তারা লড়বে, মরবে, জয়লাভ করবে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ওদের কার্যকরী কিছুই দিচ্ছি না। দেড় মাস দেরী হয়ে গেল, এখনও যদি দেরী করি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। স্বীকৃতি তো এমন কিছুই নয় যে, শুধু তা ধুয়ে ধুয়ে তারা জল খাবে এবং তাতে তাদের পেট ভরে যাবে। স্বীকৃতির এই জন্য প্রয়োজন যে, তাহলে তাদের অস্ত্র দিতে পারেন, অস্ত্র বিক্রি করতে পারেন, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের দিতে পারেন। কাজেই এই শব্দটা এই প্রস্তাবে আমার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং এরই জন্য আমরা একমত হতে পেরেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কিছু কিছু বন্ধু কাটক্ষ করবার জন্য জ্যোতিবাবুকে বলেছেন তার “বন্ধুদেশ” চীনতে বোঝাতে। আমি পার্টির একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে এই কথা বলতে পারি যে আমাদের বলায় যদি কাজ হত তাহলে বাংলাদেশের লড়াইকে বাঁচাবার জন্য ও তাকে সমর্থন করবার জন্য যা কিছু করবার প্রয়োজন তা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। একথা সবাই জানেন এবং যিনি বলেছেন তিনিও জানেন, জয়নাল আবেদীন সাহেবও জানেন যে, সোভিয়েট বা চীনের প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। আমরা কারো গুড বুকে নই। উভয়েই আমাদের সমালোচনা করেন- একদল বলেন আমরা বিভেদকামী, আর একদল বলেন আমরা নয়া সংশোধনবাদী। কিন্তু আমি বলি আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি এবং আমদের মাথাটাকে কারো কাছে বন্ধক দিইনি। আমরা সব দেশকে শ্রদ্ধা করি। আর একজন সদস্য বললেন চীনকে বলুন না। ওরা কি জানেন না যে, চীন আমাদের কি চোখে দেখেন? আসলে এই সুযোগে একটু চীনবিরোধী রাজনীতি করছেন ওরা- এটা যদি বলি তাহলে কি অন্যায় চোখে বলা হবে? কই একবারও তো বললেন না আমেরিকার ট্যাঙ্কের কথা-শ্রীমতি গান্ধী নিকসন সাহেবকে একটু কম সেলাম করুন। আগে নিজেরা রেকগনিসন দিন, তারপর তো অন্য কথা বলবেন। কই, বললেন না তো দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাহায্য পাঠান বন্ধ করে দিন। কাজেই আমি বলব আপনারা চীনবিরোধী রাজনীতি করছেন; বাংলাদেশকে আপনারা কার্যতঃ সমর্থন করছেন না। তা যদি করতেন তাহলে আপনারা আমেরিকার ট্যাঙ্কের কথা বলতেন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ভিয়েতনামে যে মিলিটারী যাচ্ছে তার কথা বলতেন, বলতেন ভারতবর্ষ থেকে কেন ট্রাক যাবে, জিনিসপত্র যাবে হত্যাকারীদের সাহায্যে জন্য? পূর্ব জার্মানির স্বীকৃতির কথা বলতেন। আমি সেজন্য বলছি এই যে, বাংলাদেশের লড়াই সত্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। এর সমর্থনের জন্য যে প্রস্তাব তাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমি জানতে চাই না এবং আমরা প্রথমে যে ড্রাফট তৈরী করেছিলাম তাতেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের কথা ছিল না। আমি শুধু বলতে চাই যে, বাংলাদেশের লড়াইকে বাঁচাতে গেলে শুধু ইয়াহিয়া চক্রের কথা বলে লাভ নেই, কাজে সাহায্য করতে হবে। আমাদের পার্টির তরফ তেকে আমি একথা বলতে চাই যে, আমাদের সমর্থন শুধু মহানুভবতার জন্য নয়, তাদের জন্য শুধু আমাদের প্রাণ কাঁদার জন্য নয়। আজকে বাংলাদেশের মানুষ যদি এগিয়ে যায় তাহলে ভারতবর্ষের মানুষও এগিয়ে যাবে, তারা যদি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের শক্তি বেড়ে যাবে এবং

সেজন্য আমরা আছি, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরাও এগিয়ে যাব এবং সাহায্য করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডঃ জয়নাল আবেদীনঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হঠাৎ বন্ধুরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন বুঝি না। আমি শুধু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজকে এই বিতর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হচ্ছে। এই বিতর্ক, আলোচনার সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত; শুধু ওপার বাংলার মানুষের নয়, আমাদেরও। তাই আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে, আজকে গভর্নরের এ্যাড্রেসের উপর আলোচনা হচ্ছে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই এসেম্বলীর একটা শুভদিন। অন্ততঃ একটা বিষয়ে এই দুর্দিনে, এই দুর্দিন শুধু সীমান্তের ওপারেই সীমাবদ্ধ নয়, যে ধারায় এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, তার যে সম্ভাব্য পরিণতি তাতে আমরাও বিপদমুক্ত এ কথা বলতে পারি না। এই জন্য শুভদিন বলছি, বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা একদিনের জন্য এই গরমিল নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। বাংলাদেশের সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনই ছিল। জ্যোতিবাবু বলে গিয়েছেন দ্বিজাতিতত্ত্ব ধুয়ে মুছে গেছে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই এই ভুল থিওরী দ্বারা যে একটা সংকট সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে যে পক্ষ ছিল সে পক্ষ স্বার্থান্বেষী পক্ষ ছিল। নিশ্চয়ই তারা মুছে গেছে। আমরাও গর্বিত। এই আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছিল সেই কংগ্রেস এই দ্বিজাতিতত্ত্ব বিশ্বাস করেনি বলেই, হিন্দু মুসলিম এই ভেদে বিশ্বাস করেনি বলেই আজকে কংগ্রেস দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হয়ে এসেছে সর্বত্র; এ কথাটা তিনি বলে গেলেন না। কংগ্রেস আজকে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেনি বলেই এক দিকে মুছার নিশানা আর এক দিকে বিপুল শক্তির সূচনা। এটার স্বীকৃতি দিলে খুশি হতাম।

এখন যে-কথা বলছিলাম, এই সশস্ত্র সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগ্রাম অসহযোগ এবং ঐতিহাসিক পর্যায়ই রেখেছিল। হাইকোর্টের জজ, সুপ্রীম কোর্টের জজ গভর্নরের শপথ গ্রহণ করায়নি। সেজন্যই একদিন গান্ধীজী মন্ত্র দিয়েছিলেন আন্দোলন অসহযোগের দ্বারা, হিংসার দ্বারা নয়। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা হিংসা ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পান না। মাহাত্মা গান্ধী যে বাণী দিয়ে গেছেন তা হল অহিংস অসহযোগ-এর পথই একমাত্র পথ, এই পথে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জোর করেই হোক যে রকম উপায়েই হোক এই সংগ্রাম সশস্ত্র পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে? এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, মুক্তিফৌজের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ইয়াহিয়া খাঁর বাহিনী একবার দখল করতে পারে, আবার মুক্তিফৌজ পাল্টা দখল করতে পারে। এই যে সংঘবদ্ধ অসম সংগ্রাম সাধারণ নাগরিক কৃষকমজুর সংঘবদ্ধ হয়ে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে দেরী লাগতে পারে, এই সংগ্রাম ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবার পথেই যাচ্ছে। এর আর একটা পরিনতি হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে দালাল লাগিয়ে, মুসলিম লীগের লোকদের হাত করে বা নুরুল আমিনপন্থী যারা আছে তাদের হাত করে বা ওই জাতীয় এজেন্ট যারা আছে তাদের হাত করে দেশের আন্দোলনকে নষ্ট করে দিতে পারে এবং বেয়নেট দিয়ে, প্রলোভন দিয়ে, ইয়াহিয়া বাহিনী সমস্ত দেশ দখল করতে পারে এবং তার ফলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। আমরা দেখছি আজকের এই যুদ্ধে মা এবং মেয়েরাও সামিল হয়েছেন। এইভাবে যদি তাঁরাও সামিল হন অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের সামিল হন তাহলে এটা বাস্তব সত্য যে, এটা একটা পরিপূর্ণ রূপ নেবে। আজকে একটা জিনিস দেখছি আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিগুলি নির্বাক দর্শক হয়ে রয়েছে-কেউ কোন কথা বলছেন না এবং যদি বা কেউ কিছু বলেন তাহলে খুব সতর্কতার সঙ্গে বলছেন। আর একটা জিনিস দেখছি ওপারে যারা নিজেদের মহাশক্তি বলে বলছেন সেই মহাচীন এতে মদদ দিচ্ছেন এবং তাঁরা চাচ্ছেন এটাকে ডোর-স্টেপ ফর ইন্ডিয়া করতে। আজকে মহাচীনের কথা বলাতে হরেকৃষ্ণ বাবু আপত্তি করেছেন। কিন্তু এর সম্ভাব্য পরিণতি অস্বীকার করবেন কি করে?

আজকে ইয়াহিয়া খাঁনের যে পরোক্ষভাবে চীনেরই শক্তি সে কথা কি করে অস্বীকার করবেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আমেরিকার প্রশস্তি গাইছি না। আমেরিকানরা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন করে স্বাধীন হোল অথচ আজকে যখন ওখানকার মানুষরা সেই একইভাবে সংগ্রাম করছে তখন তাদের মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তারা যখন এইভাবে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে তখন তোমাদের কি বিবেক! মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি যে সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলছিলুম সেই প্রসঙ্গে আর একটা কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি চেষ্টা করবে এই যুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী হোক যাতে করে এখান থেকে স্বার্থ লুট করা যায়। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে বাংলাদেশের লোক শক্তিশালী হয়ে ইয়াহিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাক এবং এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটুক। আজকে এই জন্যেই প্রয়োজন আমাদের যে-কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। যদি প্রয়োজন হয়, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে নয়-অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে নয়, যে যে কার্যকরী পন্থা নিলে বাংলাদেশ জয়যুক্ত হয়, তা করা উচিত। আজকে এদের নিশ্চিত করুন এবং এটা ভারত সরকারের কর্তব্য। এ কথাও টিক, এ বিষয়ে ভারত সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে। বিরোধী দলের নেতা শ্রী জ্যোতি বসু বলেছেন যে, কাগজের প্রস্তাব না হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করেছি এবং প্রতম দিন যেদিন স্বীকৃতি দেবার দাবী এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে তোলা হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন, তাতে আমরা সকলে একমত হয়েছি। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নয়, শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, বাংরাদেশের আশেপাশে যারা রয়েছেন তাঁদেরও এ বিষয়ে দেখা দরকার এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আর যে রাষ্ট্রগুলি রয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীরা একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী তোলা উচিত যে, বাংলাদেশের সংগ্রামকে এইভাবে শক্তিশালী মদদ করা উচিত যাতে বাংলাদেশবাসী জয়ী হয়।কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমরা অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করি। সেইজন্যে আমাদের প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির শুভ উদ্রেগ করা। আমরা এই প্রশ্নকে যেন রাজনৈতিক দিক তেকে বিচার না করি, এটা সামরিক প্রশ্ন। সুতরাং, এত বড় একটা ঝুঁকি নেবার আগে নিশ্চয়ই ভারত সরকারের কর্তব্য রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে বৃহৎ শক্তি এবং ক্ষুদ্র শক্তির শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। এই কাজ করলেই বাংলাদেশকে সাহায্য করা হবে যাতে করে তারা ঐ বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং সেই তৎপরতা ভারত সরকার চালিয়ে যাচ্ছে নানা প্রচেষ্টায় এবং আমরা মনে করি ভারত সরকার তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, আজকে বাংলাদেশবাসী কি দুর্দশায়, দুর্গতি ও লুষ্ঠনের সম্মুখীন হয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী দলের বন্ধুরা সেখানে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করার চেষ্টা করে চলেছে ।আজকে হরেকৃষ্ণবাবু বলেই গেলেন ভারতের এই সাহায্য করা প্রথম দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কিন্তু আসল কথার কাছাকাছি যেতে চাইলেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই দাবী আজকের দাবী নয়। এই দাবী বিগত নির্বাচনের আগের দাবী এতে শুধু কংগ্রেসের দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করি না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়ে যে কথা বলেছেন তার বেশি তাঁর আর কিছু বলার নেই, কারণ দেশের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সিলেন্ডার মেজরিটি দিয়ে দিয়েছেন- দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি দিয়ে তাঁরা দিল্লীর পার্লামেন্ট করে দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওরা মাঠে ঘাটে এই কথা বলেছিলেন যে, ইন্দিরা হঠাও। কিন্তু আজকে ওদের নাগলে বাহিরে চলে গেছে- ভারতবর্ষের মানুষ ইন্দিরাজীকে যে সংখ্যায় বসিয়ে দিল, তা এখন ওদের নাগালের বাহিরে। কিছুতেই নড়ান যায় না। ওদের কিছু উষ্মা হয়েছে। সি আর পি, মিলিটারি কেন এখানে আছে-সম্পূর্ণ নিরাপদজনক অবস্থা। কিন্তু এ কথা কি ঠিক? পশ্চিম বাংলা সীমান্তবর্তী রাজ্য।

(গোলমাল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিম বাংলা যে সীমান্তবর্তী রাজ্য একথা অস্বীকার করলে চলবে না। এর অপর প্রান্তে রয়েছে চীন। এই কিছুদিন আগে চীনের রেসিয়াজিলম এমন কি তব্বতকে গ্রাস করে নিল। আজকে বাংলাদেশের জন্য যে বন্ধুরা চোখের জল ফেলছেন , আমি তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই তিব্বতকে চীন

যখন গ্রাস করল তখন তো একটি প্রতিবাদও ওঠেনি। পরোক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসাবে ভারতের কথা পশ্চিম বাংলার নিরাপত্তার জন্য এবং আর একটা শক্তির কাছ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এখানে মিলিটারির প্রয়োজন আছে। একথা কি ও'রা অস্বীকার করতে পারেন? টু রেক দি কনস্টিটিউশন ফ্রম উইদিন একথা ওরা একাধিক বার বললেন গণতন্ত্রের কথা কিন্তু আজকে সেইজন্যই মিলিটারি ও সি আর পি-র প্রয়োজন আছে।

(গোলমাল)

আজকে দেখেছি ওদের রক্ষা করার জন্য সি আর পি বিপুল বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। বিরোধী দলের নেতাকে রক্ষা করার জন্য দু'হাজার টাকা ব্যয় হয় বলে জানা গেছে। শেষ কথা, এই প্রস্তাবে সরকারের আন্তরিকতা আছে কিনা, বিরোধী দলের নেতা তা বার বার বলেছেন। আমরা মুখে এক, আর মনে আর এক কথা বলি না- আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী নই। আমাদের গোবিন্দ ভাই (এম এল এ) বার বার সে কথা বলার চেষ্টা এবং আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় নাম্বুদ্রিপাদ সাহেব মুসলিম লীগের পিছনে ছুটে নাগাল পাচ্ছে না, এ কথা আমরা এখানে বলতে চাই না। আমি বলতে চাচ্ছি মাননীয় জ্যোতিবাবুর দল ঐ হারুন অল রসিদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে হয়রান হয়ে গেলেন। এই আঙ্গুর কখন টক হল? তারপরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা থাকে তাহলে কোন সাহসে কোন ধৃষ্ঠতায়, কোন কৌশলে বা কি মনে করে ২৭৭ জনের হাউসে ১২৩ জনকে নিয়ে সরকার গঠনের দাবী করেন? আর এম এল এ-দের পণ্যের মত কেনা বেচার সংকল্প করেন-মুসলিম লীগের এম এল এ-কে দলে টানার চেষ্টা করেনই বা কি করে? কাজেই স্যার, আমি এই কথাই বলতে চাই যে, এ সমালোচনা জ্যোতিবাবুর সাজে না। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, কার্যকরী ব্যবস্থার কথা সুবোধবাবু বলেছেন। সেই একই সুরে আমি বলতে চাই যে পশ্চিম বাংলার এই অবস্থা কেন করলেন আপনারা? আজকে তাদের ট্রেনিং দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হবে সেখানে জ্যোতিবাবুর দলের লোকরা শিখে এসে গুলিটা চালাবে জয়নালের বুকে, নইলে গোবিন্দর বুকে কিম্বা দেশের নিরীহ মানুষের বুকে। স্যার, এ নজীর আপনি কি পাননি? আমি তাই আজকে জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করি কেন এই অবস্থার সৃষ্টি আপনারা করলেন? সীমান্তে যেকানে আমাদের ভাইবোনেরা পড়ে রয়েছে সেখানে ত্রাণের জন্য ছুটে যাওয়া যাচ্ছে না। কারণ যাবার সময় ভাবতে হচ্ছে ঐ দমদম দিয়ে যেতে হবে যেটা জ্যোতিবারুর এলাকা, সেখানে দিয়ে যাওয়া যাবে না। এখানে গেলেই পাইপ গানের গুলি বা অন্য কিছু লাগতে পারে। কাজেই এই যে আভ্যন্তরীণ অরাজকতার সৃষ্টি আপনারা করেছেন তার চরম মূল্য আমাদের এই সংকটের সময় দিতে হচ্ছে। তবুও বলি স্যার, শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হোক। স্যার, এই প্রসঙ্গে ওদের বলি, এই যে হানাহানির শিক্ষা বা প্রচলন যাতে আপনারা মনে করছেন লাভবান হবেন, আজকে দিন এসেছে জ্যোতিবাবু খতিয়ে দেখুন লোকসানের হিসাবটা কি? তা না হ'লে আপনারা এদিকে ছিলেন আমরা ওদিকে ছিলুম, আজকে গণতন্ত্র সেটা প্রমাণ করেছে বলেই আপনারা ওদিকে গিয়েছেন, আমরা এদিকে এসেছি। এই হুঁশিয়ারী বা সতর্কতা দিয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি, গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে ভন্ডামী চলে না তার বিচার করেছে জনসাধারণ। একটা জাতি আজকে যেখানে বিপদে বা সংকটে পড়েছে সেখানে সমস্ত কপটতা ভুলে গিয়ে সমস্ত ভন্ডামীর ঊর্ধ্বে উঠে আসুন নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। ইতিহাসের শিক্ষা আপনারা স্মরণ করুন। আজকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন যাতে ঐ সমস্ত ভাইবোনের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। আপনার এগিয়ে আসুন, আমাদের তরফে কোন কপটতা নেই, আপনারাও আপনাদের কপটতা বর্জন করুন। আর তা করে বাংলাদেশের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন, অনুরোধ জ্যোতিবাবু, এ থেকে আপনারা অতিরিক্ত মুনাফা লোটবার চেষ্টা করবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার শেষ কথা হ'ল,

আজকে শুধু সাহায্য বা স্বীকৃতি নয়, আজকে এই আন্দোলন যাতে জয়যুক্ত হয় ভারত যেন সেই কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং সেটা করবার জন্য আমরা এই সরকার পক্ষে যতজন আছি, আমরা ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়বদ্ধ মত পোষণ করি যে, আমরা এটা সমর্থন করি। এটা জয়যুক্ত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি এবং তাই শুধু ওদেতর জীবনপণ নয়, আমাদেরও জীবনপণ করে আমরা সকলেই একে সমর্থন জানাচ্ছি। জয় হিন্দু।

শ্রী সব্রত মুখোপাধ্যায়: মাননীয় ডিপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি আরও যাঁরা এখানে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন তাদের মধ্যে বিরোধী দলের অন্য সকলকে বাদ দিলেও সুবোধ বাবুর কিছু কিছু অ্যানালিসিসকে। যদিও তার সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারিনি তবুও তার বক্তব্য অন্যান্য বিরোধী দলের প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতার চেয়ে অনেক দৃঢ় এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেক কার্যকরী সহায়তা হবে এবং অনেকটা সহযোগিতা করেছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি যে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন আমাদের সদস্যদের একটা প্রচন্ড দায়িত্ব রয়েছে অত্যন্ত গভীরভাবে এটা চিন্তা করার, সেই মুহূর্তে আমরা অনেক জায়গায় সেটাকে লাইট করে দিয়েছি। অনেক জায়গায় প্রবীণ অভিজ্ঞ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তারা সেটাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার অপচেষ্টা করেছেন, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। অনেক বক্তব্য প্রস্তাবের স্পিরিটকে শক্তিশালী করার চেয়ে তাদের দলের স্বার্থে ব্যবহার করার অপচেষ্টা করেছেন, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। অনেক বক্তব্য প্রস্তাবের স্পিরিটকে শক্তিশালী করার চেয়ে তাদরে দলের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন, বা জয়নাল আবেদীন মহাশয় তার বক্তৃতায় বলেছেন। সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আপনারা অনেকে প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দলগত নির্বিশেষে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য আমি বিরোধী এবং অন্যান্য সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই আর অভিনন্দন জানাই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সম্পর্কিত এ যাবত সমস্ত কার্যাবলীকে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্য। এটা আমার মুখের কথা নয়। হয়ত আমাদের দাবি আছে অনেক, অনেক আমাদের বক্তব্য আছে। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য হয়ত কোন কোন জায়গায় একটু চাপ সৃষ্টি করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্যি কথা, সীমান্তে গিয়ে দেখে আসুন যে, পূর্ব বাংলার একটা বিশেষ একটা অংশ একদিন সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা সত্ত্বেও আজকে তারা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি করছে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য ওপার বাংলায় যাচ্ছে। আমি সীমান্তে গিয়েছি। যারা সেখানে গিয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন। অবশ্য সকলে গিয়েছেন কিনা আমি জানি না। তবে গেলে দেখবেন যে, এপারের বহু নরনারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দেশ থেকে যে সাহায্য যাচ্ছে তাকে দু'হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে, প্রস্তাবের সমস্ত অংশটাকে বাদ দিয়ে 'অস্ত্র' এবং 'ইন্দিরা গান্ধী' এই দুটো শব্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন বিরোধীরা। কিসের জন্য বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের স্পিরিটকে আপনারা নিতে পারলেন না? নিলেন শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখবার জন্য। আজকে 'ইন্দিরা গান্ধী' এবং 'অস্ত্র' এই দুটো কথা বাংলাদেশের বুকে খবরের কাগজে বড় করে দেখাবার প্রচেষ্টা করলেন। আমরা চেয়েছিলাম নেচার অফ দি মুভমেন্ট তাকে অ্যানালিসিস করা হবে।আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে চেয়েছিলাম যখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছে, আপনারা অ্যানালিসিস করুন, আপনারা প্রবীণ সদস্য আপনাদের অ্যানালিসিস থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব। আমরা ট্রেজারি বেঞ্চ-এর সদস্য বলে অপরাধ করিনি। অন্ততপক্ষে ঐতিহাসিক রেজিলিউশন-এ একটা সুযোগ চেয়েছিলাম যেটা আমরা পাইনি। আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে,বিভিন্ন জায়গায় জোর করে কংগ্রেসদল এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনার চেষ্টা হয়েছে আমি তার দু-একটা কথা এখানে বলতে চাই। যেভাবে ওখানে ইয়াহিয়ার দ্বারা মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে সেকথা করোর অজানা কথা নয়। সেই মুক্তি সংগ্রামীরা কেমন সাংঘাতিকভাবে লড়াই করছে সেটা আমাদের অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। শুধু মুজিবর জিন্দাবাদই নয়। শুধুমাত্র বিরাট বিরাট প্রস্তাব ইত্যাদি বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে দেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সি পি এম সমর্থকরা চিন্তা করুন-জাতীয়তাবাদী শব্দটি ব্যঙ্গ করেছেন-বুর্জোয়াদের শোষণ করার শব্দ বলে অ্যানালিসিস করে বারবার বক্তৃতায় বলেছেন, ময়দানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। সেই শব্দের যে কত জোর অ্যানালিসিস করে দেখুন। মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তখনকার গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে এই

কার্জন পার্কে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারে অনশন করেছিলেন। তখন আমি জানি সি পি এম-বহু সদস্য প্রস্রাব গায়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ কথা অস্বীকার করতে পারেন? এখন আবার গণতন্ত্রের কথা বলছেন? আমরা বন্দে মাতরম বলি বলে এই অপরাধে স্কুলে যেতে পারন না, আমাদের মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হবে, আমাদের বাড়ি সাঁই পরিবারে পরিণত হবে। এর পরও কি মাননীয় সি পি এম সদস্যদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের মত বড় বড় কথা শুনতে হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানব অভুত্থানের স্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'টা নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মাজীর পরে আর একটি নাম যোগ করুন, তিনি হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী মহান নেতা মুজিবুর রহমান। দুটোকে এক সঙ্গে দেখিয়ে আমরা বলেছি গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী পৌঁছতে পারেননি, সেখানে মুজিবুর রহমান কোন কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা মুজিবুর রহমানের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার চেয়ে বড় শ্রদ্ধা করি এই সংগ্রামের ক্যারেক্টারকে এবং নেচারকে। আমরা দেখেছিলাম ভিয়েতনামে লড়াই হচ্ছে। আজকে আপনারা চেঁচাচ্ছেন ভিয়েতনামে লড়াই হচ্ছে বলে। কিন্তু আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিই যদি আপনাদের সমর্থন হয় এবং সেই সমর্থনে সেদিন যে সুর আপনাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম-আপনারা ভাতের হাঁড়ির কাছ পর্যন্ত, বাচ্চা ছেলের কানের কাছে ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম গান পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং আপনাদের সমস্ত ক্রেডিট সেদিন ছিল, আমি আজকে তা অস্বীকার করছি না। সেদিন মুক্তি সংগ্রামীদের সমর্থনে হাজার হাজার মিছিল বেরিয়েছিল ব্রিগেড ময়দানে এবং কত লক্ষ টাকা খরচ করে তোরণ গেট নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বহুবার ব্রিগেড ময়দানে মিটিং হয়েছিল। আজকে বাংলাদেশে শুধু একটি ভিয়েতনামবাসীর মত নয়, শত শত মুক্তি সংগ্রামী এগিয়ে আসছে দেখছি, তখন তো আপনাদের একটাও গেট দেখিনি, বাংলাদেশের স্বার্থে একটি শ্লোগানও তো দেখিনি, যে, মিছিল ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে দেখেছিলাম, বিরোধী দলের নেতারা তো এখানে বসে আছেন, আপনারা বলুন ভিয়েতনামের জন্য ব্রিগেডে যে ক'টা মিটিং করেছিলেন সেই হিসাব আজকে মিলিয়ে নিতে চাই। মুক্তি সংগ্রামই বড় কথা, না ইডিওলজি অ্যান্ড ইজম বড় কথা সেটা আপনারা পরিষ্কার করে বলুন। যদি ইডিওলজি অ্যান্ড ইজম বড় কথা হয় তাহলে আর আপনারা লোকদের ভাঁওতা দেবেন না। আর যদি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বড় কথা হয় তাহলে আমাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলুন যে, ভিয়েতনাম যেমন যোগ্য সম্মান পাবে, বাংলাদেশের মুজিবরের মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধও তেমনি যোগ্য পাবে। অনেক আন্তরিকতার অভাব দেখলাম, যে আন্তরিকতা তারা অনেক জায়গায় দেখিয়েছেন। তারা চাপ সৃষ্টি করবার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ডেফিনিটলি সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু চাপ সৃষ্টি করার মানে এই নয় যে, আগামী দিনে ট্রাম, বাস পুড়িয়ে আপনাদের মসনদ ফিরিয়ে দেবার জন্য-এইরকম চাপ সৃষ্টি যেন না হয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। এবং এদিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে চাপ সৃষ্টি করবেন। আমি জানি এখানে মিলিটারির কথা আগে উঠেছিল। মাননীয় জ্যোতিবাবু তখন পুলিশমন্ত্রী। বিরোধী পক্ষ একবার মিলিটারি, সি আর পি-র কথা তুলেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে মিলিটারি সি আর পি আমাদের পয়সায় পোষা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে তারা আমাদের সার্ভিস দেবে। আমি বহু মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, মাননীয় সদস্যদের জানি- বহু বাড়ি জানি- যেখানে শুধুমাত্র তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সি আর পি পাহারা দেয়নি, তাদের স্ত্রী-পুত্রের পুতুলকে পর্যন্ত সি আর পি পাহারা দেয়। কলকাতা মহানগরীর বুকের উপর এমন বহু বিরোধী দলের নেতা আছেন, যাদের বাড়ি সি আর পি-তে পাহারা দিচ্ছে আপনারা নিজেই গিয়ে দেখে আসবেন। আপনাদের নেতারা বলেছেন, ‘‘সি আর পি হঠাও, একটা বড় জুতো’’ একটি দেওয়ালে লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দেওয়ালে দেখবেন সেখানে আমাদের মানে লেখা আছে ‘‘সি আর পি-র কোলে জ্যোতিবাবু দোলে’’ এবং সেখানে দুটি লেখার মানে সত্যিকারে মিলিয়ে নেবেন। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনারা ইয়াহিয়ার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এক করে দেখবেন না এবং এখানে অনেকে এক করে দেখবার চেষ্টা করেছেন।

(গোলমাল)

চীৎকার করে আমাকে বসাতে পারবেন না। আপনারা যদি আমাকে বলতে না দেন তাহলে জ্যোতিবাবুকে আমি কোনদিনও বরতে দেব না। তাই আমি অনুরোধ করছি যে, ইয়াহিয়ার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এক করে দেখবেন না। আমি আপনাদের কাছে উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, ইয়াহিয়া মুজিবর রহমানের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। মুজিবুর রহমান মানুষের দ্বারা নির্বাচিত ইলেক্টেড প্রতিনিধি হওয়া অ্যাসেম্বলি বসিয়ে তাদের বক্তব্য রাখবার যে অধিকার সেদিন ইয়াহিয়া দেয়নি। কিন্তু আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার সে অধিকার ছিনিয়ে নেয়নি। তাহলে আপনারা কি করে বললেন যে, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আর ইয়াহিয়া এক? আজকে মুজিব যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, আপনারা কি সেইভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন? সুতরাং আমি আর অধিক কথা বলব না। আমি শুধু একটি কধা বলছি যে, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের দলীয় স্বার্থের সমস্ত রকম রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আসুন দলে দলে তীর্থযাত্রীর মত সত্যিকারের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে, একটি শব্দ বা দুটি শব্দ বড় করে না দেখে 'অর্থ', 'ইন্দিরা গান্ধী' অন্য জায়গায় দেখব, প্রয়োজনে সমালোচনা করব। আজকে অন্তত আমরা একটি প্ল্যাটফর্মে সকলে এক হয়ে একে সমর্থন জানাই।

শ্রী মহঃ ইলিয়াস রাজীঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব নিয়ে আজকে এসেছেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আজ আমরা যে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছি, তা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করছেন, এই সংগ্রাম দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত অন্যায় অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যারা আজকে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়া এবং তার সামরিক শাসকগোষ্ঠী, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এবং বোঝাচ্ছে যে, পূর্ব বাংলার মানুষ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছে। এটা অত্যন্ত ভুল কথা, মিথ্যা কথা। আমরা জানি পূর্ব বাংলার মানুষ শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যখন আওয়াজ তুলেছিলেন তখন তো তারা একথা কোনদিন বলেননি যে, এরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। আজ যে ছয়-দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সেই ছয়-দফা দাবির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ইয়াহিয়া খাঁ পদদলিত করেছে, উপেক্ষা করেছে, তার ফলে এখন যে সংগ্রাম চলেছে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সামরিক বাহিনী পূর্ব বাংলার অগণিত মানুষকে হত্যা করছে-ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এবং আগামী দিনেও আরও অনেক শহরকে ধ্বংস করেছে, অনেক শিক্ষাকেন্দ্র, বাড়িও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। এইসব ধ্বংসলীলা, অত্যাচার ও নিষ্পেষণ কেন? এটা শুধু এই জন্য যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের যে অধিকার, বাঁচবার যে অধিকার, সেই অধিকারকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, যার জন্য ইয়াহিয়া শাসকগোষ্ঠী ঐ রকম অন্যায় অত্যাচার করে যাচ্ছে। আমাদের কাছে অর্থাৎ ভারত সরকারের কাছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ সাহায্য ও সহানুভূতি চাচ্ছে। যদিও সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা তাদের কিছু কিছু দিচ্ছি। কিন্তু তাদের রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার যে ব্যাপার-ভারত সরকার যদি সেই স্বীকৃতি দিতে দেরি করেন, তাহলে সেখানকার মানুষের দুঃখকষ্ট দুর্গতি যা হয়েছে ও হচ্ছে, সেই দুঃখ- দুর্গতি আরও বাড়বে, বেশি হবে। সেইজন্য আজকে তাদের স্বীকৃতি দেওয়াটা বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে জরুরী ব্যাপার আমাদের ভারত সরকারের কাছে। এটাই সমধিক গুরত্বপূর্ণ কাজ। এবং এই আশা এবং ভরসা আমরা করছি যে, পূর্ব বাংলা জয়ী হবে সেখানে এমন একটা সরকার কায়েম করবে যেখানে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ বাঁচবার মত সুযোগ পাবে, এই আশা এবং ভরসা নিয়ে আজকের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র: মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের এই ঐতিহাসিক এবং স্বরনীয় যে প্রস্তাবটি এসেছে, সেই প্রস্তাবটি আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এবং বিরোধী দলের যেসব নেতারা এই হাউস-এ একটা

সর্বসম্মত প্রস্তাব করার যে প্রচেষ্টা করেছেন তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের দু'পক্ষের ব্যবধান যতই হোক না কেন, আজকের দিনে যদি একমত হয়ে একটা প্রস্তাব নিই, সেই প্রস্তাবের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক এবং সেই প্রস্তাব পাস হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। আজকে সর্বাগ্রে আমি মনে করি যে, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আপনারা জানেন। যে কয়টি শর্ত স্বীকৃত হলে আন্তর্জাতিক আইনে একটা রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া চলে, আর প্রত্যেকটি টেস্ট বা পরীক্ষাতেই এই স্বাধীন বাংলা উত্তীর্ণ হয়েছে। আইনে আছে আপনারা জানেন, টেরিটরি পপুলেশন, অর্গানাইজেশন সভরেন্টি বোথ এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, এই চারটি শর্ত যদি উত্তীর্ণ হতে পারে তবে যে-কোন রাষ্ট্র এবং যে-কোন জাতি আত্মানিয়ন্ত্রনের ভিত্তিতে স্বীকৃতি পেতে পারে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা জানি এই পূর্ব এশিয়াতে নেতাজী সুবাসচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দু সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই আজাদ হিন্দ সরকারেরও স্বীকৃতি মিলেছিল আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে। পৃথিবীর ন'টি রাষ্ট্রের কাজ থেকে। এবং সেখানেও এই পপুলেশন, অর্গানাইজেমন, সভরেন্টি, টেরিটরি, এই চারটি পরীক্ষাতে তার সরকার উত্তীর্ণ হয়েছিল। গত যুদ্ধের সময় দেখছিলাম ফ্রান্সের জেনারেল দ্য গল তার নিজের দেশ থেকে পালিয়ে এমিসার গভর্নমেন্ট করে গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল- ফরাসী থেকে ইংল্যান্ড এসে বসেছিলেন এবং সেখানে তার পেছনে এই সমস্ত টেস্টে উত্তীর্ণ হবার তার কোন কারণই ছিল না এবং সেদিন তিনি হননি। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দ্য গলের গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আজকে কেন বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি পাবে না। স্বীকৃতি নিশ্চয়ই তারা পাবে এবং তার জন্য সমস্ত রকমের চাপ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা দেব এই বিষয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একমত। কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন করছি, মাননীয় সুবোধবাবু কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন। তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু আমি বলছি যে, ওপার বাংলায় যে বিরাট ঐতিহাসিক আন্দোলন চলেছে, তার সম্বন্ধে তারই দলের নেতা শ্রী শিবদাস ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা আমি শুনিনি কিন্তু কাগজে পড়েছি, তাতেও স্বীকার করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, ওপার বাংলায় এই যে বিরাট আন্দোলন সাড়ে সাত কোটি মানুষের হচ্ছে, এরা মার্কস পড়ে নেতৃত্বে দিচ্ছেন না, মার্কস, চেগুয়েভারা, স্ট্যালিন, লেলিন, ট্রটস্কি, মাও-সে-তুং- এদের তত্ত্বের উপর নিভৃর করে লড়াই করছে না, অতি সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক তত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াইয়ে নেমেছে। জীবন তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড়। তত্ত্বও নিয়ে আমরা পড়ে থাকি, তাহলে আমরা দেখব জীবন তত্ত্বকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। জীবনের জন্য তত্ত্ব, তত্ত্বের জন্য জীবন নয়। মাননীয় সুবোধবাবু তিনি স্পেনের সিভিল ওয়্যারের কথা বলেছেন। স্পেনের সিভিল ওয়ারের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি, আজকে এখানে স্মরণ করবার নানা কারণ আছে, আমি তাকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা তুলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে অন্যতম বড় শিক্ষা হয় যে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের পিছনে আসেনি। এবং সেদিন ফ্রাঙ্কো যে সমর্থন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তারা হলেন জার্মানি ও ইটালী এবং তারই ফলে ফ্রাঙ্কো জিতেছিলেন এবং প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের সংগ্রামী ভাইরা সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর একদিক থেকে খুব ট্রাজিক হলেও স্বীকার করতে হয় যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং ক্লাস সেদিন এগিয়ে আসেনি। বর্গানুর মত একজন কমিনিস্ট নেতা যিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট ছিলেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে তিনি স্বীকার করে গেছেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক কি বুর্জোয়া দেশের শ্রমিক শ্রেণী সেদিন এগিয়ে আসেনি যা তাদের আসা উচিত ছিল। অথচ একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রজাতান্ত্রিক স্পেনের বিরুদ্ধে সমর্থন জানিয়েছিল। এখানেও তাই ঘটতে চলেছে। আজকে আমরা যদি গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন না করি, আমরা যদি বাংলাদেশের যে বিরাট মুক্তিযুদ্ধ চলেছে তাকে সর্বতোভাবে সমর্থন না জানাই তাহলে ফ্যাসিবাদের সেখানে উদ্ভব হবে এবং আমরা ইতিহাসের কাঠগড়ায় উঠব। সুতরাং স্বীকৃতি আমাকে দিতেই হবে। তত্ত্বের কথা বলেছেন- তত্ত্বের সেই ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং ক্লাস সলিডারিটি

কোথায়? এত তো সিংহালের কথা একজন সদস্য বলেছেন, আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, সিংহলে যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল শ্রীমতি বন্দনায়কের নেতৃত্বে। সেখানকার ট্রটস্কিপন্থী এবং বিপ্লবী সমস্ত দল যুক্তফ্রন্ট তৈরী করে সরকার করলেন। যেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরী হল সেদিন ময়দানে প্রথম বিজয় উৎসবের সমাবেশে ডাঃ কোটশা সিলভা, সেখানে ট্রটস্কি দলের নেতা, আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিপ্লবের নেতা তিনি বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন তামিল উদ্ভব ভারতবাসীরা তোমরা এবার চলে যাও, আমাদের দেশের সিংহলের মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওয়ার্কিং ক্লাস অফ দি ওয়ার্ল্ড ইউনাইট কোথায়? ভিয়েৎনামে একটা মাইলাই হয়েছিল, তাতে লক্ষ মানুষ মরেছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে। কিন্তু কোথায় আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল? নিউ লেফট লিবারেল যারা উদারণপন্থী তরুণ যুবকের দল, শিক্ষা, অধ্যাপক, সাধারণ মানুষ তারা তো আমেরিকার যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি? কই আমেরিকার কলকারখানায় শ্রমিকরা প্রোডাকশন বন্ধ করে দেয়নি যে, না, ভিয়েতনামের শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক নারীর উপর নির্বিচারে আমেরিকার সেনাবাহিনী গুলী চালাচ্ছে, বোমাবর্ষন করছে, নেপাম বোমা ফেলেছে, আমরা এ মারণাস্ত্র তৈরী করব না। ওয়ার্কিং ক্লাস সলিডারিটি এ কথা তো লেনিন বলেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের সে জীবনতত্ত্বে আমি তো কোন মিল দেখছি না। চীনে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন তাঁরা আজকে ইয়াহিয়া খানকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয়কে আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তাঁকে কোন আঘাত করব না, রাজনীতিতে আমার সঙ্গে তার মতের তুমুল পার্থক্য আছে ও থাকবে। তিনি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি একটা তুলনামূলক বক্তৃতা ভারত সরকারের সঙ্গে করেছ্ন এবং সব সময় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের আন্দোলন সম্বন্ধে যদি স্পষ্টভাবে প্রচার ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে বিদেশী রাষ্ট্ররা তার সুযোগ নিয়ে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু আমি তাকে দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, তিনি যে বক্তৃতা করলেন সেই বক্তৃতা যদি ঝাপিয়ে বিলি করা যায় তাহলে পাকিস্তান এমব্যাসি তার সবচেয়ে বেশি সুযোগ নেবেন। তাবে আশার কথা এই যে, আমাদের বিধানসভার প্রসিডিংস ছেপে যখন বেরুবে তখন ২-৩টা সরকার অদলবদল হয়ে যাবে, ২-৩টা বিধনসভা বসবে এবং সেটা যাবে না, এটা আশার কথা। আরও তিনি বলেছেন কেন মিলিটারি থাকবে। আজকে যে মুহূর্তে স্বীকৃতি দেয়া হবে সে মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হবে যুদ্ধের জন্য, যে কথা মাননীয় সদস্য বিশ্বনাথ মুখার্জি তুলে ধরেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি তখন কি মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং অন্যান্য দলেরা বললেন যে, না চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ? মনে রাখবেন ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে কি হুমকি দিয়েছিল। নানান কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ হয়েছে, হেলেন অকট্রয় নিয়েও যুদ্ধ হয়েছে। নারী নিয়ে যুদ্ধ হয়ে গেছে এক কালে। কিন্তু ভেড়া চুরির অভিযোগে একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধের হুঙ্কার দিতে পারে সে এক চীন সাম্রাজ্য দেখিয়েছিল যে, ভারত চীনের ৯০০ ভেড়া চুরি করে নিয়ে গিয়ে ছিল। তার জন্য তারা ৯০ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিলেন। আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কারণ তাঁর শক্তি ছিল না। কিন্তু আজকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে চীন রণহুঙ্কার দিলে প্রস্তুত থাকতে হবে, তখন কি বলবেন সোস্যালিস্ট কান্ট্রি ক্যান নট কমিট অ্যাগ্রেশন। সমাজতন্ত্রিক দেশ জীন আক্রমণ করতে পারে না। তখন কি আবার ভারতবর্ষ আক্রমণস্থলে আক্রমণকারী রাষ্ট্র এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রের মার্ক্সিস্ট শ্রেণী চরিত্র নিয়ে বিচারে বসবেন? জিজ্ঞাসা করছি বলতে হবে আপনাকে। ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিক আমরা চাই, কিন্তু স্বীকৃতি দিলে তার পরিণতি স্বরূপ যদি বিশ্বযুদ্ধ আসে, যদি চীন বা যে কোন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের উপর হামলা করে তাহলে আমরা সবাই কি তখন হাত মিলিয়ে সরকারের পিছনে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের জবাব দেব, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে বলব? বলুন না? তখন দেখবেন তখন আবার শ্রেণীতত্ত্বের আলোচনা এসে যাবে। আজকে যখন লড়াই আসবে তখন সৈন্য আসবেই। আমি, জ্যোতিবাবু, হরে কৃষ্ণবাবু ধুতি-পাঞ্জাবী পরে লড়ব না।

(শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারঃ দয়া করে আপনার সাথে আমার নাম জড়াবেন না। সি আই এ-র এজেন্ট।) কে কার এজেন্ট? একটা কথা মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস দেবদাস লিখবার পর বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক, তিনি আজ পরলোকে। তিনি ঐ বইয়ের অত্যন্ত প্রশংসা শুনে সহ্য করতে না পেরে লিখলেন ‘‘হ্যাঁ শরৎবাবু গণিকালয়ের যে ছবি এঁকেছেন বড়ই নিখুঁত

এবং বড়ই বাস্তবগ্রাহ্য এবং চমৎকার।” যখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এই সমালোচনাটা পড়ে শোনানো হল তিনি তখন বললেন, “অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়েছে- এইটাই আমার সান্ত্বনা।” তা সি আই এ সম্বন্ধে এত খবর যারা রাখেন তাঁরা সি আই এ স্পেশালিস্ট। ওঁরা সি আই এ বলে দুনিয়াকে খেপাচ্ছেন। এই তো নকশালপন্থিদের সি আই এ বলছেন। সবাই সি আই এ; তবে আপনারা কারা? সুতরাং! এত খবর রাখছেন কি করে? দালালের খবর দালালরাই রাখে। ‘দালালস্য দালাল’ যারা তারা রাখে।

(সরকার পক্ষের সদস্যগণের তুমুল টেবিল চাপড়ানি ও উল্লাস)

সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছে। আমি ……………………………………………………

(বিরোধী পক্ষের বাধাদান)

আমরা বক্তৃতার সময় যতই ওরা বাঘা দিন ও ‘দালাল’ বলে গালাগালি দিন আমি কখনই দাঁড়াইনি বা ভবিষ্যতেও করব না এ আশ্বাস প্রত্যেককে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন কাচের ঘরে বাস করে রাস্তার লোককে ইট মারলে বড় বিপদ হয়। Don't pelt stones at passers-by while you are living in a glass house. রাস্তার ধারে কাচের ঘরে বাস করে লোককে ইট ছুড়লে যা পরিণতি হয় তার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। সরকারী আশ্রয় দালালি করে মেলে না। সত্য কথা বলে যাব। তাতে আপনাদের কাছে দালাল হতে পারি। চিরদিন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধানণের দালাল হব। চীনের দালাল হব না, আমেরিকার দালাল হব না এবং বিড়লার দালাল হব না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় খেয়েও পেট ভরছে না। আমেরিকার কাছ থেকে, চীনের কাছ থেকে, রাশিয়ার কাছ থেকে খেয়েও পেট ভরেনি, শেষকালে টাটা-বিড়লার কাছে গিয়ে হাত পাতছে। সুতরাং ওসব কথা বলে লাভ নেই।

(সরকার পক্ষের তুমুল হর্ষধ্বনি)

ওসব নাটক করে লাভ নেই। আমরা জানি হু ইজ হু অ্যান্ড হোয়াট ই হোয়াট। এখনও চ্যালেঞ্জ করছি হরেকৃষ্ণবাবু ও তার দলের কাছে- বলুন-ভারতবর্ষ অস্ত্র দিক, আমরা দাঁড়িয়ে বলছি পাকিস্তান কি চীন হামলা করলে আমরা এক সাথে দাড়িয়ে লড়ব। ঘরের লড়াই আমরা বিচার করব। কিন্তু সে উত্তর আসবে না। সুতরাং এখান থেকে ই বুঝবেন আসল লক্ষ্যটা কি।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আবার বলছি যে, বাংলাদেশে ------------------------

(গোলমাল)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে তো হাউসের শাস্তি রক্ষা করতে হবে। তা না হলে এটা তো একতরফা যাবে না। আপনাকে তো আমাকে প্রোটেক্ট করতে হবে। তা না হলে প্রিভিলেজ আমারও ভায়োলেটেড হবে।

আজকে তাই বলছি, যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করছি এবং ওপার বাংলায় যে ঐতিহাসিক লড়াই চলছে তাকে কেউ ব্যর্থ করে দিতে পারে না। যাঁরা বলছেন ওপার বাংলা থেকে আমাদের প্রেরণা পাবার কিছু নেই তাঁরা ভুল। যদি ভিয়েৎনাম থেকে প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে, যদি রুশ বিপ্লব থেকে প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে তাহলে আমি বলব ভারতবর্ষের ৫৩ কোটি মানুষ আজকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পাবে ওপার বাংলার বঙ্গবন্ধু মুজিবের নেতৃত্বে যে লড়াই হচ্ছে। এবং সর্বশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিঃ-

(বিরোধী পক্ষের হাস্যরোল)

বিশ্বকবির নাম হতেই এত ব্যঙ্গ কেন বুঝতে পারছেন। কারণ রবীন্দ্রণাথ ওদের কাছে বুর্জোয়া কবি।

"মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে, দুঃখ সাথে যুঝে
পাপ যদি নাহি মরে আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার নাহি মরে আপনার অসহ্য সজ্জায়।"

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এইরকমভাবে একটা অশালীন আচরণ যদি একটা দল করে তাহলে অন্যায় হয়। ------- (এ ভয়েসঃ প্রেস লিখছে।) প্রেস আমাদের লোক নয়। প্রেস আপনাদের ভয় করে, আমাদের ভয় করে না। আপনারা আনন্দবাজার -------- যুগান্তরের সাংবাদিকদের মেরেছেন, ভ্যান জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ঐ আনন্দবাজারের লোকেদের সঙ্গে আপনাদের দলের নেতা জ্যোতিবাবু গ্র্যান্ড হোটেলে ভোজন করেছেন। ঐ আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, যুগান্তর ইত্যাদিরা ফলাও করে আপনাদের খবর বের করে। ---------- (গোলমাল) "বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা; এর যত মূল্য সে কি করার ধূলায় হবে হারা" এত রক্তস্রোত কখনও ব্যার্থ হবে না। মুজিবরের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই । ওঁরা কারুর প্রেরণা পান, না পান তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা প্রেরণা পেয়েছি, গোটা বিশ্ব প্রেরণা পেয়েছে। জয় হিন্দ।

শ্রী অনিলকুমার মান্নাঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করছি। সেই সঙ্গে সমর্থন জানাই আজ বিরোধী পক্ষ ও সরকার পক্ষ একত্রিত হয়ে এই বিরাট মানুষের অধিকার অর্জনের যে অধিকার সেই অধিকারকে আজ উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছেন এবং তাই তাঁদের জানাই আমাদের অন্তরের আন্তরিকতা। আমি একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিরোধী নেতা তাঁর বক্তব্যে একটা কথা বলে গেছেন যে, আজ এই প্রস্তাব শুধু প্রস্তাব থেকে যাবে না। এর ভেতরে আন্তরিকতা আছে- আমি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। আমি বলতে চাই যে, আজ এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী শাসনের বর্বর অত্যাচারে ওপার বাংলার হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ নরনারী তাদের জীবনের সমস্ত দিয়ে লুণ্ঠিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে। আজও তারা ঐ রকম জঙ্গীশাহী ট্যাঙ্ক, বুলেটের কাছে নিষ্পেষিত হচ্ছে, কিন্তু ঐ জঙ্গীশাহী শাসনের অবসান করতে পারেনি। কিন্তু আজও তারা পূর্ব বাংলার ওপারে মানুষের উপর নির্যাতন এবং পশ্চিম শাহী জংলী শাসনের অবসান করতে পারেনি। কিন্তু আজও তারা পূর্ব বাংলার ওপারে মানুষের উপর নির্যাতন এবং পশ্চিমশাহী জঙ্গলী শাসনের অবসান করতে পারেনি, তাদের সেই প্রস্তাব প্রস্তাবেই থেকে গেছে, তাদের মুখের কথা মুখের কথাই থেকে গেছে। তার সুরাহা করতে বা সেই জংলী শাসনের অবসানকল্পে কোনরকম একটা প্রস্তাব ভারত সরকার বা পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র করেনি। যারা আজকে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র, যাদের কথায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ উঠে বসে আজ তারা কোথায়, আজকে তারা নীরব কেন? আমি তাদের প্রশ্ন করি বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাদের কি কোন কর্তব্য নেই? আজকে পূর্ব বাংলার এই যুদ্ধ কি ইতিহাসের যুদ্ধের মতই থেকে যাবে? একটা দেশ আর একটা দেশকে জোর করে দখল করছে, তাদের ভূখন্ড হরণ করে নিয়েছে-এই সমস্ত মানুষগুলির বাঁচার অধিকারকে পশ্চিমীশাহী জংলী শাসন বছরের পর বছর ধরে হরণ করে রেখেছে, সেই অধিকারকে অর্জন করার জন্য আজকের এই সংগ্রাম। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। আজকে আমি ইন্দিরা সরকারকে প্রশ্ন করব কেন তোমরা ওপারের বাঙ্গালীর বাঁচার অধিকার কে আজও স্বীকৃতি দিচ্ছ না। আজকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে কোন বাধা নেই, কারন পূর্ব বাংলা তাদের নিজস্ব ভূখন্ড এবং সেখানে ৯৯.৬ দশমিক গণতান্ত্রিক ভোটে জনগণ তাদের রায় দিয়েছে, সেখানে জাতীয় সভার সভ্যদের নির্বাচিত করেছে অথচ কেন তাহলে আজকে ভারত সরকার তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না- এই প্রশ্ন আজকে প্রতিটি ভারতবাসীর, এই প্রশ্ন আজকে বাঙ্গালী জাতির, এই প্রশ্ন আজকে প্রতিটি শোষিত মানুষের। যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার মানুষ দুবেলা খেতে পাচ্ছে না, যখন তারা তাদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার এই সমস্যাকে আরও সমস্যাসঙ্কুল করে তুলছে। আজকে ইন্দিরা সরকার বোধহয় মনে করছে যদি আমরা পূর্ব বাংলাকে স্বীকৃতি দেই তাহলে আবার অন্য কোন রাষ্ট্র চীন, রাশিয়া বা আমেরিকা আমাদের আক্রমণ করবে বা

অন্য কোন রাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করবে- এই ভয়ই ইন্দিরা সরকারের প্রধান বাধা। কিন্তু তাঁরা দেখেছেন যে, ১৯৬২ সালে যখন চীনের দ্বারা আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়, যখন ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান আমাদের আমাদের দেশ আক্রামণ করে তখন এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তারা দেখিয়েছে যে, ঐরকমভাবে নিজেদের আত্নপ্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন সংগ্রামের পেছনে তারা রয়েছে, তার জন্য নিজেদের শক্তি, নিজেদের রক্ত, নিজেদের সমস্ত অধিকারকে তারা বিলিয়ে দিয়েছে। যে কোন আন্তর্জাতিক শক্তি, যে কোন রাষ্ট্র যদি আমাদের ভারতকে আক্রমণ করে -আমরা একতাবদ্ধ হয়ে সমস্ত জাতি যদি রুখে দাঁড়াই তাহলে কোন শত্রু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না এই বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তাই আমি বলতে চাই , পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য ভারত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে হবে, শুধু ঐ প্রস্তাবের ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের জনমত সংগ্রহ করতে হবে, আমাদের এখানে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে,যে আন্দোলনের ফলে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলি তাদের স্বীকৃতি দেবে এবং বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তারা মেনে নেবে এই বলেই আমি শেষ করছি। জয় হিন্দ।

শ্রী প্রয়াগ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বাংলাদেশ সম্বন্ধে রেখেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং সর্মথন করার সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আন্তরিকতা আছে কিনা সেই প্রশ্ন বিভিন্ন দিক থেকে উঠেছে এবং এটা ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা জানি অনেক সময় অনেক প্রস্তাব নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি ঠিকভাবে কার্যকরী হয় না প্রস্তাব বা চুক্তিগুলি নেওয়া এক কথা এবং এগুলিকে কার্যে পরিণত করা আর এক কথা। সুতরাং আমি একমত যে এটার মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা । নেহেরু লিয়াকৎ যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি মানা হয় নি। তাছাড়া জেনেভা এগ্রিমেন্ট যেটা আছে এটাও হয়ত মানা হয়নি এবং আমাদের পূর্ব বাংলা থেকে ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহী আক্রমণ সেটা আমাদের পশ্চিম বাংলার ৪-৫ কিলোমিটারের মধ্যে হয়ত এসে পড়েছে এবং অনেক লোক সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি আরও বলতে চাই যে, আমাদের এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পূর্ব বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মত গণ্য করতে হবে। আমি বলতে চাই সরকার পক্ষকে যে, এই প্রস্তাব শুধু কাগজে না লিখে মুখ্যমন্ত্রী তো দিল্লী যাচ্ছেন, তিনি বলুন কেন্দ্রীয় সরকারকে যে এদের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি আনন্দিত যে, এই প্রস্তাবের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র কথাটি আছে এবং তার সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি । এখানে আমি একটু বলতে চাই, অস্ত্রশস্ত্র কথাটাকে গৌণ করে মুখ্য হিসাবে যদি চাল, মুড়ি, বিড়ি এগুলিকে ধরা হয় তাহলে খারাপ হবে এবং এই প্রস্তাবের কোন অর্থ থাকবে না। তাই আমি বলছি এক মাস বারো দিন পরে কেন এই প্রস্তাব নিতে হবে, এটা আপনারা তো ইচ্ছা করলেই করতে পারেন। আপনার দিল্লীতে গিয়ে বলুন বা সমস্ত জায়গা থেকে দিল্লীতে গিয়ে আবেদন করুন যে, সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হোক। যাই হোক এছাড়া এই প্রস্তাবের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত কথা রয়েছে যে, ইয়াহিয়া খান খারাপ লোক বা তার গণহত্যা অভিযানকে ধিক্কার জানানো হোক- এগুলি জানিয়ে লাভ নেই কারণ এক একটা শ্রেণীর এক একটা চরিত্র থাকে এবং সেই চরিত্র মত সে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের পায়ের তলা থেকে যখন মাটি সরে যায় তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং শেষ কামড় দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটাই পূর্ব বাংলায় হচ্ছে এবং তার ঢেউ এখানে এসেছে। ঠিক ইলেকশনের আগে প্রেসিডেন্ট রুলের সময় আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন জায়গাতে গ্রামে সি আর পি মিলিটারী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের সীমান্তে চীন আছে, যে কোন সময় তারা আক্রমণ করতে পারে। এগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের পয়েন্ট, এক ঠেকা দেওয়ার জন্য তাঁরা অনেক কথা বলেনে। এগুলি যাঁরা করেন সেই সরকার কি করে পূর্ব বাংলার অন্দোলনকে সমর্থন জানাবেন? যা হোক সরকার পক্ষ থেকে শুনলাম যে, তাঁদের নাকি আন্তরিকতা আছে। ভাল কথা আনন্দের কথা । আমাদের এই পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন জাগবে, যারা অত্যাচারিত, নিষ্পেষিত তারা একদিন না একদিন জাগবে এটা খুব পরিষ্কার । তখন তাঁরা মন্ত্রিসভায় থাকুন আর নাই থাকুন, পশ্চিম বাংলার নাগরিক হিসাবে তাদের যে আন্দোলন হবে তাকে অন্ততঃ অন্তর থেকে সমর্থন জানাব এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রী অজিত কুমার গাঙ্গুলী : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। শুধু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাব এনেছেন বলেই নয়, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান যেমন বাংলাদেশের মানুষকে সেখানে সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, আজকে এই হাউসে এই যে প্রস্তাব এসেছে সেটা চার কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতিভূ এই বিধানসভা সদস্যদের পক্ষ থেকে এসেছে। সেজন্য এর একটা মৌলিক গুরুত্ব আছে। সাধারণভাবে অনেক সময় অনেক প্রস্তাব এখানে সমর্থিত হয়, সেটা একটা দিক, আজকে উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যদি প্রস্তাবটা দেখেন, দেখবেন এটা শুধু সমর্থনসূচক নয়। এই প্রস্তাবের একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিটি প্যারাতে দেখবেন একটা কার্যকরী সমন্বিত ধারা রয়েছে। আমি সেদিক সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে এই সভায় উপস্থিত করতে চাই। সেটা হচ্ছে- আপনি লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশে যে লড়াইটা হচ্ছে সেই লড়াই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই নয়, এটা একটা ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াই। লিবারেশন স্ট্রাগল ফ্রম কলোনিয়াল অপ্রেশন। এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমারও বাড়ি পুর্ববঙ্গে। আপনারা প্রায়ই বনগাঁর নাম শুনে থাকেন, সেই বনগাঁ থেকে ঝিকরগাছা ১৯ মাইল দূরে গেলে দেখতে পাবেন সেখানে নতুন বাড়ি ১১ খানার বেশী হয়নি এই অত্যাচারী শাসনের অধীনে। ওখানে বেনাপোলের বাজার, নাভারণ বাজার, ঝিকরগাছা বাজার যতদুরে যাবেন দেখতে পাবেন কত অন্যায় হয়েছে। একটা ঔপনিবেশিক দেশকে সেই অবস্থায়ই রেখে দিয়েছে। আমরা এটা বুঝি কেননা আমরা এই ঔপনিবেশিক দাসত্বের মধ্যে ছিলাম, আমরা জানি বৃটিশের অত্যাচার কি, সেই অত্যাচারের কাহিনী মনে রেখে আমরা এই জিনিস উপলব্ধি করতে পারি। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই পশ্চিমবঙ্গবাসী করেছিল। আজকে ওখানে যে লড়াই চলছে, সেই লড়াইয়ের প্রতি সেদিক দিয়ে আমাদের সহানুভূতি আরও গভীর। এরা কি অত্যাচারই না করেছিল। আপনি উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জানেন ইয়াহিয়া জন্তু-জানোয়ারকেও ছাড়িয়ে গেছে। যশোরে পোলের হাট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বাড়িতে চার জন মরা পড়ে আছে। একটা কুকুর, পোষা কুকুরই হবে, সেই মড়াগুলোকে শুকুনের হাত থেকে রক্ষা করাবার জন্যই হয়ত পাহারা দিচ্ছে। একটা কুকুরের যে বোধ আছে ইয়াহিয়ার সে বোধও নেই। শিশু নারী বৃদ্ধ নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই খবর রাখেন, মাননীয় সদস্যরা অনেকে জানেন, খবরের কাগজে দেখে থকবেন, লোকমুখেও শুনে থাকবেন এই লড়াইয়ের কাহিনী। তাদের অনেকে দশ-বার দিন পর্যন্ত স্নান করতে পারেনি, তার মধ্য থেকেই লড়েছে, তাদের দেহ বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু এর মধ্যে থেকেই সেখানে লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে তারা এতদিন রয়েছে। এক মাসের বেশি হয়ে গেল আজ পর্যন্ত তাদের স্বীকৃতি দিতে পারলেন না। প্রথম দিকে কথা উঠেছিল কিভাবে সমর্থন দেব? গভর্নমেন্ট কোথায় ? তারপর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল, এখন সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, আমরা তো দিতে পরি কিন্তু পৃথিবীতে তো অনেক দেশ আছে কই কিছু তাঁরা তো করলেন না? কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ভেবে বসে থাকেন যে আরও অন্যান্য দেশ সমর্থন করুন তখন আমরাও সমর্থন করব, তাহলে বুঝতে হবে, খানিকটা মজা দেখার মনোভাব নিয়ে তার থাকছেন।এখানে এই প্রস্তাব এককভাবে হয়েছে এবং জ্যোতিবাবু বলেছেন আমরা দিল্লী যেতে চাই। আমি বলি দিল্লী যাবেন তাতে আমাদের সমর্থন আছে, কিন্তু মনে রাখবেন দিল্লী সব নয়। আমরা যখন একসঙ্গে বসে প্রস্তাব রচনা করেছি তখন কেন তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতে পারব না? কেন তার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারব না? কাজেই আমি মনে করি যখন এককভাবে সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব এসেছে তখন একে কার্যকরী করার জন্য একটা সুপরিকল্পনা আমাদের একসঙ্গে বসে করতে হবে যাতে অদূরভবিষ্যতে এর জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যুদ্ধে যেমন সামনের ফ্রন্ট লড়াই করে ঠিক তেমনি রিয়ারেরও একটা কাজ থাকে। এখানে যারা এসেছে, এই সরকার তাদের বাস্তুহারা বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন না যে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক এসেছে ওই রিয়ারের। এদের শুধু খাওয়া- দাওয়ার ব্যবস্থাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মনে রাখবেন এই সমস্ত সৈনিক যারা এসেছে তাদের অস্ত্র দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে এরকম ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা আবার ওখানে যেতে পারে। আমি সুবোধবাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি আমাদের দেশেও ভলান্টিয়ার রেইজ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে। সেটা তারা আমার বুকে মারবে, না কার বুকে মারবে সেই

আতঙ্ক করে কোন লাভ নেই। দরকার হলে যারা উপনিবেশ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী মহম্মদ সামায়ুন বিশ্বাস : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশের নির্যাতিত সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের সমর্থন এবং তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন মুসলিম লীগের তরফ থেকে আমি সেই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অব মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব কায়েদেমুল্লা ইসমাইল সাহেব এবং পশ্চিম বাংলা রাজ্য মুসলিম লীগের সভাপতি সেকেন্দার আলি মোল্লা বাংলদেশের নিপীড়িত লোকের সমর্থনে এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় সংবাদপত্রগুলি এই মুসলিম লীগের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচরণ করেন এবং সেইজন্যই বিরোধীপক্ষ অনেক কথা সোচ্চারে বলেছেন। আর একটা কথা বলছি, যখন আমরা এই গভর্নমেন্টের অংশীদার তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন না করার প্রশ্ন কি উঠতে পারে? কাজেই আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এই প্রসঙ্গে আমি জ্যোতিবাবুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি যে কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট দেশগুলি ঘুরে এলেন সেখানে তিনি এই বাংলাদেশের নিপীড়িত লোকদের জন্য কোন বক্তব্য রেখেছেন কি? অথবা বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করবার জন্য কোন সক্রিয় ভুমিকা নিতে বলেছেন কিংবা সরাসরি তিনি কোন বক্তব্য রেখেছেন কি? এই পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়ে যা দেখেছি তাতে তিনি সেইরকম কোন বক্তব্য রাখেননি। কাজেই এখানে এক রকম কথা বললেন এবং অন্যভাবে শলা-পরামর্শ করবেন এটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয় কথা মুসলিম লীগ সম্বন্ধে একটা চার্জ এনেছেন। পরিতাপের বিষয় যে, আমরা বারবার বলেছি যে, মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল নয়, আসলে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে তাদের প্রতি বৈমাতৃসুলভ আচারণ দেখাবার ফলে। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকত তাহলে হয়ত এই মুসলিম লীগের জন্ম হত না। আমরা নব কংগেসকে সমর্থন জানিয়েছি সত্য। যখন জাতীয় কংগ্রেস যুক্ত ছিল তখন তাদের প্রতি আমাদের আস্থা ছিল না। তাদের মধ্যে বৈমাতৃসুলভ আচরণ ছিল এটা অত্যন্ত বেদনার কথা। তাই তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পরিনি। আজকে আমরা নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছি - কারণ তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার বার বার সরকার গঠন করেছেন তখন তারা এই সমস্ত মুসলিমদের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। তখন তারা ছলে বলে কৌশলে অন্য কথা বলেছেন। তারা সাম্প্রদায়িক চার্জ এনে অনেক কথা বলেছিলেন। তখন তারা কৌশলে অন্য কথা বলেছেন। আপনারা যেভাবে ব্যঙ্গ করে বা কুৎসা করে চলেছেন তাতে জনকল্যাণ হওয়া শক্ত। আপনাদের এই কি প্রতিযোগিতার পরিচয়? কেরলে যখন মুসলিম লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট দল জোট বেঁধেছিল তখন কি মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল ছিলন না? তখন যদি না হয়ে থাকে তাহলে নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হল বলে তারা সাম্প্রদায়িক হল কি করে। আজকে বাংলাদেশের জনগন হিন্দু মুসলমান এক মনে এক প্রানে আমাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে এবং সেই সাহায্যের ভিত্তিতে আমরা যে প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য আমরা এক মন এক প্রাণ হয়েছি।

(গোলমাল)

আজ যদি চীন হুমকি দেয় তাহলে জ্যোতিবাবু কি আগিয়ে যাবেন না, না পিছিয়ে যাবেন? আর একটা প্রশ্ন রাখছি যে, প্রতিদিনের আমাদের সমস্যা আছে, আমদের সকলেরই সমস্যা আছে এবং এই সমস্যা থাকা সত্বেও আমি এই স্বীকৃতি জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

শ্রী মহম্মদ আমিন : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের বিষয়ে যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে একটি মন্তব্যের প্রতি আমি লক্ষ্য রাখছি। একটু আগে শুনলাম কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কেউ বললেন যে, কমিউনিষ্ট লিডারের বাড়িতে নাকি সি আর পি পাহারা দেবার জন্য। তিনি কোথা থেকে জানালেন জানি না। তবে শুনে মনে হল যে, কংগ্রেস হলেই কি মিথ্যা কথা না বললে হয় না? এই রকম একটা কথা তাঁরা বললেন কি করে? আমি বলতে পারি যে কোন সি পি এম লিডারের বাড়িতে কোন সি আর পি নাই। একথা সম্পুর্ণ অসত্য। দ্বিতীয়তঃ এখানে অনেক মাননীয় সদস্যের কথা

শুনলাম। একটু আগে মুসলিম লীগের একজন যুক্তি দিয়ে বললেন যে, এখানে মুসলিম লীগ করা হয়েছে তার কারণ মুসলীমদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ করা হত। তিনি এইটুকুই কেন বললেন আমি জানি না। তাঁর এটা বলা উচিত ছিল এবং আমাদের পার্টি এই কথাই বলেছে যে, কংগ্রেসী রাজত্বে মুসলমানদের প্রতি শুধু বৈষম্যমুলক আচরণই নয়, তাদের দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়েছে। একথা বলার সৎসাহস তাঁদের নেই কিন্তু আমাদের পার্টি বলেছে এবং আমরা সংগ্রামও করেছি। সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা সেটা আমরা জানি কিন্তু তাদের সমর্থনের জন্য মুসলিম লীগের গঠন করার দরকার হয়না। তাই যাঁরা মুসলিম লীগের সদস্য আছেন তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করবে যে আজকে পাকিস্তানে যা হচ্ছে সেই পাকিস্তানই কি করে হল। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা কি আমরা ভুলে যাব। আমি খুশি হলাম সাত্তার সাহেব যখন বললেন যে, এতদিন পরে প্রমান হল দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল, এটা শুনে। এটা প্রমান হবেই, কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরে। এত মূল্য দিতে হবে স্বাধীনতার একথা কেউ জানে না। আমার মনে পড়ে না যে, এইভাবে কোন দেশ স্বাধীন হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে গিয়েছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে। এত নির্যাতন পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকে যাঁরা মুসলিম লীগ করছেন তাঁদের মনে সত্যিই জানি না মুসলমানদের ভাল করার ইচ্ছা আছে কিনা, তা যদি থেকেও থাকে তাহলে এটা কি বুঝতে পারছেন না যে, মুসলিম লীগ করা মানেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাঁরা কি বুঝতে পারছেন যে, মুসলিম লীগ বাড়লেই জনসজ্ঘও বাড়তে বাধ্য। তখন বাংলাদেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হবে এবং তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, যাদের কথা নিয়ে তাঁরা বলছেন। তারপরে ওঁরা বলেছেন ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন এলিয়াস, ১৪৪ এই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশ। যেদিন স্যার, এই গভর্নমেন্টের জন্ম হল সেইদিন থেকে ১৪৪ ধারা । আর স্যার, আমার বিশ্বাস, যেদিন এর মৃত্যু ঘটবে সেদিন পর্যন্ত ১৪৪ ধারাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, যা ইতিপূর্বে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সে অভিজ্ঞতা আছে, ১৪৪ ধারা মিলিটারি, সি আর পি, এসব দেখা গিয়েছে। সংগ্রামের মাঠে তাঁর ফয়সালা হবে একথা বলেছেন আমাদের কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি বলেছেন, সংগঠনের জোর যদি আমাদের থাকে, মানুষকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তাহলে দেখে নেব। আর একটি কথা বলেই আমি শেষ করব। স্যার, বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা হঠাৎ হয়ে যায়নি। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি সেকথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, শুধু এইটুকুই বলব, পাকিস্তান হবার পর থেকেই এই আন্দোলন চলছে। কোনদিনই পাকিস্তানের জনগন এই স্বেচ্ছাচার শাসনকে মেনে নেয়নি। পাকিস্তান হবার পর থেকেই তাঁরা দাবি করে আসছেন গণতন্ত্রের, যে দাবি এমন কিছুই ছিল না। ২৫শে মার্চের আগে পর্যন্ত তাঁদের এইটুকুই দাবি ছিল। সেখানে এ ইয়াহিয়া খান যিনি এত অত্যাচার করলেন তিনি এটাকে মিলিটারি দিয়ে দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাকিস্তানের জনগণকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমাদের বাংলাদেশের এই আন্দোলন সম্পর্কে যে মনোভাব সেটা শুধু এই জন্য নয় যে, পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী, তার থেকেও যেটা বেশি সেটা হল ২৩ বছর আগে আমরা একাই ছিলাম। আমাদের একই ভাষা, একই ঐতিহ্য, একই ইতিহাস, একই সমস্ত জিনিস- আমাদের কোন জিনিসে কোন পার্থক্য করা যায় না। আমাদের দেশে যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেড়ে গেল, বিদেশী সম্রাজ্যবাদীরা যখন বুঝল যে, সরাসরি এই দেশে আর শাসন করা যায় না তখন তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা দেখলেন যে ধর্মের নামে এর মধ্যে একটা বিবেধ আনা যায়, এবং একথা বললে সম্পূর্ন হবে না। তারপর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি তুলল এবং তারপর দেশ বিভক্ত হল। শুধু এইটুকু বললেই সম্পূর্ণ বলা হবে না। কেন না, মুসলিম লীগ তাতে কৃতকার্য হত না যদি এই ষড়যন্ত্রের শেষের দিকে কংগ্রেস নেতারা লিপ্ত হয়ে যেতেন। সেজন্য বলছি, এতবড় অন্যায় যা হল তার জন্য সেই কংগ্রেস এবং সেই মুসলিম লীগ দায়ী। যাদের কোন দিন ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আজকে দেখছি ইতিহাসের পরিহাস । সেই দুটি দল আবার মিলিতভাবে এখানে ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন করছে এবং আমাদের কাছে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে যে, তারা নাকি দেশের ভাল করছে । মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার শেষ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদর নেতা জ্যোতিবাবু যে কথা বলেছেন যে আমরা নিশ্চই এই প্রস্তাবটি পাস করাব। কিন্তু এর মধ্যে ঐ ট্রেজারী বেঞ্চের লোকদের কতটা আন্তরিকতা

আছে সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে সেভাবে এটাকে বিচার করতে হবে। আমরা আশা করি এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার সরকার: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বাংলাদেশে সম্পর্কে এই সভায় উপস্থাপনা করেছেন, আমি ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলের পক্ষ থেকে সেই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন প্রসঙ্গে আমি কিছু আলোচনা এই সভার সামনে উত্থাপন করতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে দ্বিজাতিতত্ত্বের পর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মুসলিম লীগ নেতা জিন্না সাহেব ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে বুঝিয়েছিলেন একথা যে, ভারতবর্ষের মুসলমান তারা জাতি হিসাবে ভারতীয় নয় ভারতবর্ষের মুসলমান জাতি হিসাবে মুসলমান এবং তার জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র চাই। বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের এই দাবির ভিত্তিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ এই দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিল। একদিকে পাকিস্তান আর একদিকে ভারতবর্ষ তৈরী করা হয়েছিল। বাংলাদেশ বিভক্ত হয়েছিল এবং বাংলাদেশের একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের এই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার জন্য ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের এই দাবী স্বীকার করে নিয়ে যে ভূল করেছিল আজকে বহু রকমভাবে ভারতবর্ষের জনতাকে এবং পুর্ববঙ্গের জনতাকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। স্পীকার মহাশয় ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ধর্ম এক হলেও একটা জাতি হয় না। আজকে দিবালোকের মত এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমান হিসাবে তারা যে জাতি গঠন করতে চেয়েছিল - পাকিস্তানের এক অংশের মুসলমান আর এক অংশের মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। পাঞ্জাবী, বেলুচী মুসলমানরা বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর আজকে অত্যাচার চালাচ্ছে। জাতি হিসাবে ধর্ম দিয়ে যে জাতি গড়া যায় না এটা তার পরিষ্কার নিদর্শন। এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পুর্ণরূপে ভ্রান্ত নীতির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আজকে প্রমাণিত হয়েছে। স্পীকার মহাশয়, আজকে মুজিবুর রহামানকে দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে। মুজিবুর রহমান দেশদ্রোহী নয় এবং আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। এই কথা আমি এইজন্য বলছি যে পুর্ববঙ্গে আজকে যে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে সেই ঘটনার পটভুমিকা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের উপর যে নির্মম শাসন এবং শোষণ চালিয়ে আসা হচ্ছিল, শুধু মাসন এবং শোষণ নয় তাদের কালচারের উপর তাদের কৃষ্টির উপর বাঙ্গালী সভ্যতার উপর বাংলা ভাষার উপর যে ভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, বাঙ্গালী জাতিকে যেভাবে শ্বাসরোধ করে মারার উপক্রম করা হয়েছিল আজকের ঘটনাবলী তারই বিস্ফোরণ মাত্র। মুজিবর পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাননি। মুজিবর চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানের সংবিধান এমন ভবে তৈরী করা হোক যে, সংবিধানের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান পুর্ব পাকিস্তানকে শোষণ, শাসন, অত্যাচার করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রে একটা সরকার থাকুক এটা মুজিবর রহমান বা আওয়ামী লীগ চেয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া আর ভুট্রো ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্য জয়লাভ করেছিলেন এবং পুর্ব বঙ্গের মানুষদের একত্রিত করে সংগটিত করে এক জায়গায় এনেছিলেন। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। তাই কিভাবে এই জাতিকে নস্যাৎ করা যায় সেই চক্রান্ত তাঁরা করেছিলেন এবং তারপর ১১ দিন ধরে সেখানে আলাপ-আলোচনার নাম করে ভিতরে ভিতরে সামরিক সমস্ত প্রস্তুতি চালিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতা করে হঠাৎ ২৫ তারিখে আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে আবার নতুন করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষনা হয়ে গেল, এবং মুজিবর স্বাধীনতা ঘোষনা করলেন। তাই আজকে বাঙ্গালী জাতি সেখানে মরণপণ করে স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। আমরা বাঙ্গালী হিসাবে মনে করি ওরা আমাদের স্বজাতি, তারা বাঙ্গালী জাতি, পাকিস্তানী নয়, মুসলমান নয়, বাঙ্গালী জাতি। সেখানে হিন্দুরাও স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন, মুসলমানরাও স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন।কাজেই সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাঙ্গালী জাতী হিসাবে - এটা আমাদের দেশের একটা অংশ ছিল, ভারতবর্ষের একটা অংশ ছিল , সেই অংশ ঐ

সামরিক একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা প্রয়োজন। যদি অস্ত্রসাহায্যের প্রয়োজন হয় সেই সাহায্য আমাদের করতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা তাঁর বক্তব্যের সময় মুসলিগ লীগ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন, এখন এই কটাক্ষের সময় নয়। আর একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, সীমান্তের ওপার থেকে দশ লক্ষের বেশী লোক এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় এবং আরও বহুসংখ্যক লোক আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমি মুর্শিদাবাদের সীমান্ত থেকে এসেছি। আমাদের এলাকা থেকে সংবাদ পেয়েছি যে, প্রতিদিন ১০ হাজার করে লোক একমাত্র জলঙ্গী সীমান্ত অতিক্রম করে উপস্থিত হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তার উপর অবস্থান করছেন এবং হাজার হাজার মানুষের কোনরকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবেন যেন এই সমস্ত লোকদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী গোপাল বসুঃ মিঃ স্পীকার, স্যার লবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা অধিকার আপনি খর্ব করতে চান? আপনি কে এস বি-র লোকদের এখানে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন, তা না হলে তারা এখানে কি করে আসে? সেদিনও এই নিয়ে গোলমাল হয়েছে, আজকে আবার তারা এখানে এসে ঘোরাফেরা করছে। আমি জানি আপনি পারমিশন দেননি, অথচ তারা এখানে ঘোরাফেরা করছে। আমাদের মেম্বারদের অসুবিধা সৃষ্টি করছে। এটা যদি এইভাবে চালান তাহলে আপনি আমাদের বলে দিন যে, পারমিশন দিয়েছি - তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আপনার অনুমতি আছে, আর যদি না হয় সেটা খুলে বলুন। আর যদি না হয় -সেটা আপনি পারমিশন দেবেন না- আমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করবার জন্য নয়, অধিকার রক্ষা করবার জন্য। কাজেই ওটা যাতে বন্ধ হয়- তার জন্য স্ট্রিক্টলি আপনার অফিসে বলুন।

মিঃ স্পীকারঃ এর আগেও আপনাদের অভিযোগ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আজও আপনি অভিযোগ করলেন। আমি দেখব যাতে কোন মাননীয় সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

শ্রী দিলীপ কুমার রায়: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন, তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। তার সাথে সাথে ওপার বালার যারা শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের জানাই আমার অভিনন্দন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান এর দুই জাতি - এই ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করা হয়েছিল। সেদিন আমরা ফরওয়াড ব্লকের তরফ থেকে তীব্র করেছিলাম। আজকে অনেক মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা সেদিন তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিয়ে এই দেশ বিভাগকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজ ওপার বাংলায় যা ঘটছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, দ্বিজাতিত্ত্ব ভ্রান্ত এবং তাঁদের বক্তব্যও ভ্রান্ত।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, ওপার বাংলায় ইয়াহিয়া সরকার যে বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, সেই ঘটনার বিবরন দেওয়ার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবু আমি বলতে চাই- ওপারের যে আন্দোলন, যে আন্দোলন জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দেশপ্রেমের সংগ্রাম গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম। কিন্তু আমরা কি দেখছি! ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে,আজকে অনেক প্রগতিশীল রাষ্ট্র যারা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা নীরব হয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, আরব এদের প্রশ্নে যারা সোচ্চার, ভিয়েৎনামের নামে যারা মুখরিত, আজকে তাদের নীরবতা কি কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি মনে করি, এই হাউসের পক্ষ থেকে এই নীরবতা বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হোক।

আমি সীমান্ত কোচবিহার জেলার প্রতিনিধি। আমি সেখানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, মুক্তিফৌজের অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। আমি তাঁদের অটুট মনোবল লক্ষ্য করছি।তাঁরা আমায় এই কথা বলেছেন,

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ আসেনি, আমাদের দেশ বন্যাপীড়িত নয়, আমাদের দেশে মহামারী দেখা দেয় নাই। কাজেই শুধু অন্নবস্ত্রের এই সাহায্য দিলে চলবে না, আমাদের অস্ত্র দিন যাতে ইয়াহিয়া সরকারের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারি। এই দুঃখের দিনে আমরা আক্রান্ত হলেও ভারত সরকার নীরব। আজকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার জন্য তার উল্লেখ করে আমি বলতে চাই- শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয় আমাদের এমন গণআন্দোলন ও জনমত সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করে তাদের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই বাংলায় এসেছে। আমি দেখেছি আমাদের হলদিবাড়ি থানায় প্রায় দু,লক্ষ লোক এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী সন্তোষ রায় মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে ১৫-১৬ দিন হল লক্ষ লক্ষ লোক যারা গাছতলায় পড়ে রয়েছে, কোন আশ্রয় পাচ্ছে না, কোন খাদ্য পাচ্ছে না, তাদের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না,আমি মন্ত্রিমহাশয়কে সব কথা জানিয়েছি অথচ এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই সরকারী দানের কথা উল্লেখ করে বলতে চাই যে, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা যেরকমভাবে নেওয়া হয়, সেইরকমভাবে যেন আতি সত্বর এই ব্যবস্থা করা হয়। এই দাবি রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী তিরিবরণ ভাদুড়িঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের এই সভায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যয় যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেই প্রস্তাবের বিশেষ সারমর্ম দেখছি দিল্লীর মসনদে গণতন্ত্রের ধ্বজাধরী কংগ্রেস সরকার সেই মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কংগ্রেস সরকার গনতন্ত্রের কথা না বলে, প্রগতিবাদের কথা না বলে, সকাল বেলা জল গ্রহন করেন না, সেই সরকারের কাছে আজকে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের দাবি এবং ইয়াহিয়া সরকারের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশের জনগণের উপর যে ব্যবহার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনের দাবি জানানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এই দাবি যেন একটা কাগজে লেখা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, আজকে দীর্ঘদিন পরে দেখছি-প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল নিছক একটা ভাঁওতা দিয়ে ইন্দ্রিরা সরকার সামান্য একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ঘোষণা দেবই, অস্ত্রশস্ত্র দেবই। এই ঘোষনা দিলেই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিতে বেশী দেরী লাগবে না। কিন্তু দেখছি আজকে প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল এখনও সেই ঘোষণা এল না, অস্ত্রশস্ত্রের কথা তো আলাদা। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব বাংলার জনগণ ইয়াহিয়া সরকারের অত্যাচারে আমাদের মা বোনেরা যেভাবে আজকে পদ্মা পেরিয়ে এবং বিভিন্ন বর্ডার পেরিয়ে আমাদের এই অঞ্চলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে,তার প্রতি কণামাত্র সাহায্য তো দুরের কথা, সমবেদনা পর্যন্ত দেখাতে পারছে না, এটি দুঃখের বিষয়। যে কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশের মুসলীম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করেছেন, সেই মুসলিম লীগের কোন সদস্যকে আজকে দেখতে পাচ্ছি না। বেলেডাঙ্গায় প্রায় এক মাস আগে মস্ত বড় জনসভা করে, মুসলিম লীগের মন্ত্রিগণ কথা বলেছেন এবং প্রচুর লোক তাঁদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনারা পূর্ব বাংলায় যে জনযুদ্ধ বা গণমুক্তির যুদ্ধ চলছে, সেই যুদ্ধের ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি? বড় দুঃখ, লজ্জা, ক্ষোভের সঙ্গে আজকে আমাকে সভায় বলতে হচ্ছে যে, তাঁদের মুখ দিয়ে একটা কণা কথাও বেরোয়নি। তাঁর কাছে অনেক মুসলমান ছেলে, আমার দলের মুসলমান লোক চিরকুট দিয়ে বলেছিলেন যে মোল্লা সাহেব বলুন পূর্ব পাকিস্তানে যে লড়াই চলছে সেই লড়াই সম্পর্কে আপনাদের ভূমিকা কি? সেই ভূমিকা আমরা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কংগ্রেসীরা যে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের কাছে কতখানি আশা করব। ওরা আবার গনতন্ত্রের কথা বলেন। ভাঁওতা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছেন। আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি অবিলম্বে কথাটা তাঁরা ব্যবহার করেছেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি এই সমস্ত কথা ব্যবহার করা হয় সাধারণ মানুষকে ধোঁকা বা ভাঁওতা দেবারে জন্য। আমরা তাই বলতে চাই অবিলম্বে কথাটা বাদ দিয়ে একটা সময় বেঁধে দেওয়া হোক দশ দিন কি সাত দিন কি পনের দিন সেই সময়ের ভেতর যদি ইন্ডিয়া সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেন, তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে তা আমাদের আদায় করে নিতে হবে এই কথা এই সভায় সমস্ত সদস্যের বিবেক বুদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে বলা উচিত। জয়নাল আবেদিন মহাশয় অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন তাঁরা তো বলেছিলেন আকারে ইঙ্গিতে যে আমরা স্বাধীনতা ঘোষনা করে দিচ্ছি, অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছি। কিন্তু কোথায় দিচ্ছেন ? কই তাঁদের ইন্দ্রিরা সরকার তো এখনও

দিচ্ছেন না। বড় গলা করে জোতদার জামিদারদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সামান্য গরীব জমির মালিক সী আর পি-র অত্যাচারে জোতদাদের সহযোগিতায় জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে। এই সমস্ত দেখে আমাদের লজ্জা ক্ষোভ লাগে। আমরা সরকারের চরিত্র দেখতে পাচ্ছি। এই সরকারের কাছে মৌলিক একটা প্রস্তাব দিলেই আমাদের সমস্ত দাবি আদায় হবে না। আমাদের দাবি আদায় করতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমে। গণ- আন্দোলন ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাছ থেকে কোন দাবি আদায় করা যাবে না। মিঃ স্পীকার, স্যার, কবির সুরে একটা কবিতা আমার মনে জেগে উঠছে -

সাবাস বাংলাদেশ-
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু
মাথা নোয়াবার নয়।

মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের যে সমস্ত অগনিত যুবক, ছাত্র, অগণিত ভাই, বোন, যে বিপ্লবী চেতনা, যে বিপ্লবী উন্মেষ তুলে ধরেছেন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সুধীরচন্দ্র বেরাঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে প্রস্তাব এই সভায় আনা হয়েছে তা সর্বান্তঃকরনে এবং পুর্ণভাবে সমর্থন করি। আমি এখান দেখলাম আলোচনার মাধ্যমে এই প্রস্তাব সমর্থণ করতে গিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক মূলধন বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। এটা আমি তীব্রভাবে নিন্দা করছি। পূর্ব বাংলার এই স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। কারন স্বাধীনতার জন্য মানুষের সংগ্রাম জন্মগত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন মানুষ তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য অনেক রক্ত, অনেক জীবন দিয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এ কথাই স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে প্রতিটি জাতির তার স্বাধিকার রক্ষার অধিকার থাকবে, তার আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার থাকবে। পূর্ব বাংলার লোক যখন তাদের সেই স্বাধিকার প্রয়োগ করতে গেল তখন সাম্রাজ্যবাদী মদগর্বী ইয়াহিয়ার আঘাত লাগল; তিনি পাল্টা আঘাত লাগালেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন পূর্ব বাংলার যে সংগ্রাম, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানের যে মিলিত সংগ্রাম এর নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া খুবই দুর্লভ এবং এই সংগ্রামের নজির পৃথিবিতে আছে কিনা সন্দেহ। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই। প্রথম হচ্ছে -অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় হচ্ছে- সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তৃতীয় হচ্ছে- স্বাধীনতা ঘোষণা। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক অভিযোগ করেছেন- কংগ্রেস সরকার দেড় মাস পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলেন। তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলে দেখবেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষনা করার আগ পর্যন্ত এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছিল এবং আন্তর্জাতিক আইনে আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারতাম না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা সরকার তৈরী করেছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন সেই মুহূর্ত থেকে সংগ্রামী রূপ বদলে গিয়েছে এবং আজকে তাদের স্বীকৃতি দিলে সার্বভৌম সরকার হবে এবং তার উপর হস্তক্ষেপ করলে আন্তর্জাতিক আইন লজ্ঘনের আওতায় পড়ে। দুঃখের বিষয়, আজ বড় শক্তি, বিগ পাওয়ার্স যাদের বিগ ব্রাদার্স হওয়া উচিত ছিল, তারা স্বীকৃতি দেয় নি এবং আমরা স্বীকৃতি দাবি করছি কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশ সরকার।

Government of the people' by the people and for the people shall never perish from this earth.

এই বলে বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণকে অভিন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri A. H. Bester witch: Mr. Speaker, Sir, before we finish I rise on a point of order. Yesterday we had a talk regarding transport arrangement but it is unfortunate that from the Government side we have received on information, or even an indication that

arrangements would he made regarding transport to carry the members as they used to have that privilege previously. I heard yesterday that certain parties have made arrangement for themselves but that does not suit the purpose of all members. There were arrangement for the transport since 1692 but suddenly today when I came here I find all arrangement upset. That is why I raised this matter and the Government side promised to make some arrangements but nothing has been done up till now.

Mr. Speaker: Mr. Bestwitch, I enquired of this from other members. You made the suggestion to me that there must be some conveyance arrangements for the members to go back to their residences. I consulted some of the members of the Opposition Party. They told me that they have their own arrangements. On this side also I have got no proposal from the Chief Whip of the Government Party, nor is there such a proposal from the Chief whip of the Opposition Party. So I find that Mr. Besterwitch alone is pressing me hard for his conveyance but no other honorable member just like him has pressed me that arrangement for transport should be made. If a sufficient number of honorable member want conveyance from this House to be arrangement by me of by the Government and if the leader of different parties or the Whips of different parties approach me, I can take up the member with the Government.But up till now, excepts Mr. Besterwitch, no one else has approached me. So, I have thought it not justified move the Government in the matter. At any rate, if you have got serious grievance, I will request you to consult also the Whips and Leaders of the different political parties and to meet me in my Chamber. Then, I will request the Government to make necessary arrangement.

Shri A. H.Besterwitch: Sir, in 1962 and 1967 also it with Besterwitch who brought up this subject of conveyance for the member and, again this time also it is Besterwitsh on behalf of other members, who has brought up this matter. If arrangements are made by some member for themselves that does not be help water for other members. We are poor people. We cannot make such arrangement. We have to talk all way because taxis or buses are not available at late hoarse in the night.

Mr. Speaker: unfortunate Mr. Besterwitch, no one is supporting your proposal.

Shri Sudhin Kumer: There are quite a few who would avail of the opportunity if it is proved by you or the Government.

Mr. Speaker: I will request the hon'ble members to meet me on 12th or 13th in my Chamber.

Shri South Banerjee: Sir, it is no good consulting all the members of the House. The Government had been doing all these things for the last few years. Let Government make the same arrangement this time also. What is the harm?

Mr. Speaker: I was told by Mr. Gopal Basu and some other members that they had made their own arrangement.

শ্রী জ্যোতি বসুঃ ঐ ব্যবস্থাটা কংগ্রেস গভর্নমেন্টেরও ছিল। তিনটা রুটে তিনটা বাস ছিল। যে রুট দিয়ে যে যে বাস যেত মেম্বাররা সেই বাসে চলে যেতেন। এখন আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করছি। কারন জীবন নিয়ে টানাটানি। বাস থেকে টেনে নিয়ে মারছে। ওপক্ষ একটা ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অন্যেরা এইসব বাস অ্যাভেল করতে পারছেন না। সেজন্য বলছি যে সোমবার থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা যদি করেন তাহলে ভালই হয়।

মিঃ স্পীকারঃ আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রী রাম চ্যাটার্জি : আমাদের যেটা আছে সেটা রাখতে হবে। কারুর পকেট থেকে দিতে বলছি না। গভর্নমেন্টের খরচে বাস আসে যায়। এতে এক পক্ষ লাভ করবে আর এক পক্ষ লাভ করবে না, সেটা হবে না। আমাদের মেম্বাররা হাঁটতে হাঁটতে ফিরছে,আর এক পক্ষ বাসে করে চলেছে সেটা হবে না।

Shri Ajit Kumar Panja: So far as Government is concerned, until now neither has there been request nor any direction from any of the members for making transport arrangement. However, if such request is made we will certainly look into the matter.

শ্রী গোপাল বসুঃ আপনি তো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিলেই পারেন।

মিঃ স্পীকারঃ আপনারা নিজেরাই বলেছিলেন যে, আপনাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন, আমিও দেখলাম অলমোস্ট অল দি মেম্বার্স তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। হয়ত দু-চার জনের কিছু অসুবিধা হতে পারে সেজন্যই বোধ হয় তাঁরা কিছু বলেননি।

শ্রী সুবোধ ব্যানার্জিঃ গভর্নমেন্ট শুনেছেন, অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন। এতে এত আলোচনার দরকার কি আছে? ওঁরা তো শুনেছেন। আগে যেরকমভাবে চলত সেই রকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন। আটটা বেজে গেছে। আমাদের শুধু জীবন নয়, প্রেস গ্যালারীও আছে। ওদেরও আমাদের দেখতে হবে। কাজেই আমরা একটু তাড়াতাড়ি ফিনিস করি।

Mr. Speaker: Now I request the Chief Minister to give a reply.

Shri Ajoy Kumar Mukhopadghyay: I have nothing more to add to what I have already stated.

Shri Subodh Banerjee: It's a very good reply.

Mr. Speaker: The discussion is over.

The motion of Shri Ajoy Kumar Muherjee that,-

‘‘বিগত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুজিবুর রহমাননের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের অসামান্য ও ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে প্রকাশিত জনগণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করিয়া বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রের যে নারকীয় গনহত্যাভিযান চালাইতেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাইতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে মরণপন সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইতেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সেই সঙ্গে সংগ্রামী জনগণকে আন্তরীক অভিন্দন জানাইতেছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র যাহাতে অবিলম্বে এই বর্বর গণহত্যা বন্ধ করিতে এবং বাংলাদেশ হইতে তাহার সমস্ত সামরিক বাহিনী তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় তাহার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিধানসভা ভারত সরকারসহ অন্যান্য দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহাদের সংগ্রাম বর্তমানে যতই কঠোর ও প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হউক না কেন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিবেনই। এই সভা আরও আশা রাখে যে, যেহেতু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম সেই হেতু ইহা শুধু জাতীয় জনগণের নিকট হইতে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের এমন কি পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের নিকট হইতেও ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাভ করিবে।

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারতের আশু ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে যে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাঁহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিতেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আহার কমে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না।

এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে যতই দেরি হইতেছে ততই বাংলদেশের জনগণের দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্চনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও জনগন গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে। এই অবস্থায় যাহাতে অবিলম্বে উক্ত দাবিগুলি স্বীকৃত হয় তাহার জন্য ভারত সরকারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিধানসভা, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও সরকারের নিকট আহবান জানাইতেছে।

ব্যাপক নরহত্যার মুখে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধা সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। সৌভ্রাত্র্যের ও মানবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহাদের জন্য সর্বরকম প্রয়োজনী ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এই পশ্চিমবঙ্গের ও উহার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে । এই কঠিন সত্য বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট এই বিষয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দাবি জানাইতেছি।’’

was then put and agreed to unanimously.

Mr. Speaker: Today’s business is over,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে ‘সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’ গঠিত	দৈনিক আনন্দবাজার	৮ই এপ্রিল, ১৯৭১

বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদদের সংস্থা
সংগ্রামী স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ সহায়ক সমিতি

গত ৪ঠা এপ্রিল পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সমাজকর্মী, সাংবাদিক প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে মিলিত হয়ে ‘‘সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশে সহায়ক সমিতি’’ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক কমিটি (কমিটি ফর অ্যাসিসট্যান্স টু দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন বাংলাদেশ) নামে যে সংস্থা গঠিত হয়েছে, এই সমিতি তাঁর সংগে যোগ রেখে কাজ এবং সমিতির অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য সাহায্য ওই কমিটির মাধ্যমে যথাস্থানে পাঠানো হবে।

নতুন এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী তারা শংকর বন্দোপাধ্যায়। শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং শ্রী বিনয় সরকার যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ এবং যুগ্ম-সম্পাদক। সমিতির কার্যালয়ঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল, ৬২, বিপনবিহারী গাঙ্গুলি ষ্ট্রিট, কলকাতা।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে সমিতি বাংলদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী জংগীশাহীর গণহত্যা, ধ্বংসলীলা, নারীধর্ষন এবং লুন্ঠনের তীব্র নিন্দা করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, ভারত সরকার যেন কালবিলম্ব না করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ঔষধাদি এবং অন্যান্য সকল রকম সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সেদিনের সভায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের হত্যার জন্য এবং ওখানে রেড- ক্রসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানী জংগীশাহীর প্রতি ধিক্কার প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের অবস্থা নিরুপণ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে একজন পরিদর্শক পাঠানোর ব্যবস্থা করতেও অনুরোধ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের নানা রকম সাহায্যের দরকার। সকলকে তাঁদের সাধ্যমত দান সমিতির দফতরে শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

দৈনন্দিন কাজ চালানোর একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। তার সভাপতি শ্রী এস পি মিত্র।

প্রথম দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন : সর্বশ্যী তুষার কান্তি ঘোষ, মনোজ বসু, এস পি মিত্র, নির্মল ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শৈবাল গুপ্ত, প্রবোধ কুমার সান্যাল, এন দত্ত মজুমদার, পি বসু মল্লিক, এস কে দত্ত, রঘুবীর চক্রবর্তী, এস ব্যানার্জী, ও পি শাহা। এছাড়া সমিতির আছেন শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এস এন সেন, শ্রীমতি রমা চৌধুরী, শ্রী পি কে বসু প্রভৃতি।

৬ এপ্রিল সমিতির অপর এক সভায় একটি কো-অরডিনেশন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে আছেনঃ সর্বশ্রী মনোজ বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অজিত রায় মুখার্জি, হরেন মজুমদার, নির্মল ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, শৈবাল গুপ্ত, সন্তোষ কুমার ঘোষ (শেষোক্ত দুইজন যুগ্ম-আহবায়ক) অন্যান্য যেসব সংস্থা বাংলাদেশের সাহায্যকল্পে কাজ করছেন, কো-অরডিনেশন কমিটি তাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবেন এবং দেখবেন যাতে সকলের কাজ যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামকে তার লক্ষ্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্বাঞ্চলের পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীর আহবানঃ শরণার্থী প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গন্য করা হোক	দৈনিক আনন্দবাজার	৯ মে, ১৯৭১

শরণার্থীদের প্রশ্নকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হোক
কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীদের আবেদন
(স্টাফ রিপোর্টার)

শনিবার মহাকরণে পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের জরুরী বৈঠকে স্থির হয় যে, কেন্দ্রকে তাঁরা এই অনুরোধ জানালেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের শুধু সংশিষ্ট রাজ্যগুলির সমস্যা বলে গণ্য না করে জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করা হোক।

দলে দলে আগত এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি গুরুদায়িত্ব বহনে অংশগ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং সব স্বাধীন রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।

জানা গিয়েছে যে পশ্চিম বংগে বিধান সভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়ে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হচ্ছে।

এদিন রাত্রে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে ওই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার প্রাক্কালে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একত্রে মিলিত হয়ে একটি সর্বসম্মত বক্তব্য প্রণয়ন করেন। এই বৈঠকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কর্পুরী ঠাকুর, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলার সিংহ, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইলিয়মসন সংমা এবং পশ্চিম বংগের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রায় দু ঘন্টা ধরে আলোচনা করেন। এছাড়া বৈঠকে পশ্চিম বংগের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় সিংহ নাহার রাজ্য মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে শ্রী সন্তোষ রায় এবং ডাঃ জয়নাল আবেদিনও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে কেন্দ্রের কাছে এইরূপ আবেদন করা হবে বলে স্থির হয় যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই শরনার্থীরা আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে এবং সেই জন্য কেন্দ্রকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে। আরও বলা হয় যে, শরনার্থীদের ভরতের অন্যান্য রাজ্যেও পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে।

আরও নিরাপত্তা ও পুলিশ ব্যবস্থার দাবী

বেঠকের পর পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মুখার্জি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য যা অর্থ লাগে সবই দেবেন বলেছেন। কিন্তু এছাড়া আইন শৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি আরও নানা প্রশ্ন ও সমস্যা আছে। এদিনের বৈঠকে মোটামুটি ঠিক হয়েছে তাঁরা সীমান্তের আরও নিরাপত্তা ও পুলিশী ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ লাগে তাও কেন্দ্রকে দিতে বলবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্তের অস্থায়ী শিবিরগুলিতে বড় জোর পাঁচ লক্ষ শরণার্থীদের সামরিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এর উদ্বৃত্তের সংগে সংগে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রকে নিতে হবে।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনীধিরূপে শ্রী রাম নারায়ণ ত্রিপাঠিও এদিন অজয় বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ব্যাপারে তাঁরা কীভাবে সাহায্য করতে পারেন তা জানতে চান। ইউপি সিটিজেনস কাউনসিলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী ত্রিপাঠি রবি ও সোমবার কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন।

বৈঠকে আলোচনা ও আবেদন

বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের অভূতপূর্ব ভিড়ের চাপ যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তা আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা আঠারো লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা এভাবে আসতে থাকলে অবিলম্বে এই সংখ্যা বিশ লক্ষের উপরে উঠে যাবে।

বৈঠকে এই মত প্রকাশ করা যে, শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যেগুলির বহন করার পক্ষে এ সমস্যা অত্যন্ত গুরুভার। বহু জায়গায় এই শরণার্থীদের মাথার উপর কোন আচ্ছাদন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় যে খাদ্যশস্য মঞ্জুর করছেন তার সরবরাহও অনিয়মিত। লবণ, চিনি, কেরোসিন, বাসনপত্র এবং কাপড়চোপড়ের সরবরাহও সর্বদাই প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যানবাহনের ঘাটতির ফলে পাঠাবার ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলেরা দেখা দিচ্ছে বলে খবর আসছে।

মুখ্যমন্ত্রীরা আশা করেন তাঁদের আবেদনে ভারতের সব রাজ্য এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসবেন। বাংলদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দিকে দিকে স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির প্রকাশ হয়েছে। বংলাদেশের জংগী নির্যাতনের কবল থেকে যাঁরা দলে দলে ছলে আসছেন অবিলম্বে তাঁদের খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এই সহানুভূতিকে সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন।

মানবিকতার প্রশ্নে ভারতের এই দায়িত্ব বহনে অংশগ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং সব স্বাধীন রাষ্ট্রকেও অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা	দৈনিক 'যুগান্তর'	১০ মে,১৯৭১

শরণার্থী সমস্যা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি
- মুখ্যমন্ত্রী

(স্টাফ রিপোর্টার)

রবিবার সকালে দিল্লি থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় দমদমে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় চলে আসা শরনার্থীদের নিয়ে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধীকে বোঝতে সক্ষম হয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর গ্রহন করতে ও আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় সিংহ নাহার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী গিয়েছিলেন। তিনি বলেন আমাদের দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয়, পশ্চিম বংগ নিয়ে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শনিবার কলকাতায় এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর দিল্লী যান এবং সেখানে শরনার্থী পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংগে আলোচনা করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের পশ্চিম বংগের বাইরে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রের প্রতি মন্ত্রিসভার দাবী।	'যুগান্তর'	৫ জুন, ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্য মন্ত্রিসভা দাবী করবেন-
শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৪ঠা জুন- প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধীর কাছে পঃ বঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যরা আগামীকাল যৌথভাবে দাবি জানাবেন: বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় অর্ধ কোটি শরণার্থীর রক্ষনাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য সরকার তার সামগ্রিক সামর্থ্য নিয়োগ করেও শরণার্থী আগমনজনিত সমস্যার মোকাবেলা করতে পারছে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তাদের তজন্য শিবির স্থাপন করে তাদের স্থানান্তরিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি শরণার্থীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব না নেয় তবে রাজ্য সরকারকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহনের কথা ভাবতে হবে। ত্রাণ দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আনন্দমোহন বিশ্বাসও বলেছেন, শরণার্থীদের বিষয়ে যে গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা দেননি।

মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুজনেই আজ সাংবাদিকদের বলেছেনঃ শরনার্থীরা এখন ও ত্রাণের জন্য ক্রমশঃই শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। সীমান্ত জেলাগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে শরণার্থীদের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, যার ফলে আইন শৃংখলার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেনঃ কোন কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেনঃ শরণার্থীদের মধ্যে কলেরা এবং মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজভবনে তাঁর বৈঠকে সরাসরি বলবেন: শরণার্থীদের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর চাপ দিন। নচেৎ পঃ বঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় সিং নাহার সাংবাদিকদের বলেছেনঃ এখন পঃ বঙ্গের সমস্ত উন্নয়ন কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। "ওদের আশ্রয় দিতে পারছি না, খেতে দিতে পারছি না।" ওদের সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা দরকার ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবরণ

রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন আজ সাংবাদিকদের জানান যে কলেরা ও অন্যান্য রোগে পীড়িত দেড় লক্ষ শরনার্থীকে এ পর্যন্ত সরকারী ব্যবস্থায় চিকিৎসা করা হয়েছে। হাসপাতাল ও আশ্রয় শিবিরে ৮৯৪ জন শরনার্থী শিবিরে মারা গেছেন। বাইরে আরও অনেকে মারা গেছেন, এটা ধরে নেওয়া যায়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সাড়ে পনের লক্ষ শরণার্থীকে টিকা এবং সাড়ে এগার লক্ষ শরনার্থীকে বসন্তের টিকা দিয়েছেন।

ডাঃ আবেদিন বলেন, এ পর্যন্ত সাধ্যমত সব কিছুই করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আজ পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থীরা আসছেন তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ উজাড় করে সবাই এখানে চলে আসবেন। রাজ্য প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের

এই অবস্থার মোকাবেলার সাধ্য নাই বলে তিনি মনে করেন। পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তাঁর মনে হয়, অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে বসেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত শক্তি নিয়ে এবং রাজ্যগুলি তাদের সামর্থ্য নিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে এই মুহূর্তে এগিয়ে না এলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি এই বিষয়ে কার্যকরী উপযুক্ত তৎপরতা না দেখালে রাজ্য সরকারকে অন্য পন্থা নেবার কথা ভাবতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

ত্রাণমন্ত্রীর অভিযোগ

রাজ্য ত্রাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস অভিযোগ করেন এই সংকট মুহূর্তে কেন্দ্রের যতটা তৎপর হওয়া ছিল তা দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একাংশও একই মনোভাব দেখাচ্ছেন । ফলে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যত দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করতে চাইছেন, তা সম্ভব হচ্ছে না।

সল্ট লেকে আশ্রয়

কলকাতা অভিমুখী শরণার্থীদের সল্ট লেক এলাকায় অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওদের ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ওপর প্রতিবেদন	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ।
সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাক ফৌজের ব্যাপক সমাবেশ ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা সম্পর্কে বৃহস্পতিবার রাত্রে রাজভবনে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসে। আক্রান্ত হলে পাল্টা আঘাত হানার ব্যাপারেও ওই বৈঠকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিন ঘন্টাকাল স্থায়ী এই বৈঠকে রাজ্যপাল শ্রী এ, এল, ডায়াস, মুখ্যসচিব শ্রী এন সি, সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত ছাড়া দিল্লী থেকে আগত কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ও এই বৈঠকে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

যে কোন মুহূর্তে ডাকলেই যাতে পাওনা যায় সেইজন্য অসামরিক প্রতিরক্ষায় লোকদের প্রস্তুত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে কেন্দ্রীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল লেঃ জেনারেল মতিসাগর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দফতরের কয়েকজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ওই নির্দেশের কথা জানান।

এদিন লেঃ জেনারেল মতিসাগর রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গেও মিলিত হন। পৌরসভা, পুলিশ ও দমকলের অফিসারদের সঙ্গে তিনি অপর একটি বৈঠক করেন। রাজভবনের বৈঠকে মুখ্য সচিব ও অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

আজ শুক্রবার সকালে মহাকরণে লেঃ জেনারেল মতিসাগর বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। ওই বৈঠকে রাজ্যপাল শ্রী ডায়াস পৌরোহিত্য করবেন।

তাছাড়া এই দিন রাজ্য পুলিশের শ্রী রঞ্জিত গুপ্তের অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের তদারকির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। আজ শুক্রবার থেকেই পুরাদমে এই দফতরের কাজ করার জন্য বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস শ্রী গুপ্তকে নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের অধীনে থেকে শ্রী গুপ্ত ওই তদারকির কাজকর্ম করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীর সাথে পাকিস্তানী দুষ্কৃতিকারীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করছে বলে আসামের অর্থমন্ত্রীর উক্তি	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	১৬ মে, ১৯৭১

PINDI SENDING SABOTEURS ALONG WITH EVACUEES

- Assam Minister

SHILLONG, MAY 15. -The Assam Finance Minister, Mr. K. P. Tripathy, said today that Pakistan's "deliberate Government action" to push millions of citizens to India was equivalent to waging a war on this country, says UNI.

In a statement here the Finance Minister said Pakistan was doing this not merely deliberately but intentionally by calling its own citizens as Indian infiltrators and suggested the "only effective solution of this problem is that India should create such conditions so that the evacuees may go back home safely."

Mr. Tripathy also charged Pakistan Government with sending spies, saboteurs and agent provocateurs along with the evacuees.

"The agent provocateurs might try to create riots along the lines of existing social tensions, might take the shape of Hindu-Muslim riots in West Bengal, Tripura and Cachar and anti-Bengalee riots in Assam valley and Bihar, or any variations of the same."

The Finance Minister cautioned that the saboteurs might try to disrupt our transport and major industrial projects and even through actuating destructive trade union action.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের ভেতরে বাংলাদেশ বিরোধীদের তৎপরতা চলছে বলে আসামের মন্ত্রীর বিবৃতি	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	২০ জুন, ১৯৭১

ANTI BANGLA FORCES ACTIVE AMONG EVACUEES, TRIPATHI

From Our Shillong Office

June 18. –"Some interests are pulling strings from a distance to produce evacuee batting with a view to creating anti-Bangladesh fixation in some areas of heavy evacuee influx. But processions they organized inadvertently betrayed their source when slogans of Yahya Khan Zindabad were shouted," said Mr. K. P. Tripathi, Assam Finance Minister, in a statement to the press yesterday.

"The Government has not taken any action, but was keeping watch as a national emergency has not been declared", he added.

"Neighboring State have asked for evacuee dispersal which the Government of India has accepted. This was not to ill-treat evacuees, but to ameliorate their condition on humanitarian grounds. But the ultimate solution of the problem does not lie in dispersal. It lies in enabling evacuees to go back home," Mr. Tripathi continued.

"For this India has sent emissaries abroad to convince great Powers that conditions must be created in East Bengal so that evacuees may go back. Otherwise confrontation cannot be avoided. The problem is not a question of digesting 10 million refugees. The problem is the restoration of a democratic Government in Bangladesh.

"In the last war England and America fought for democracy. Now they are keeping mum when democracy is being crucified in East Bengal.

"Ninety-nine per cent of the people of Bangladesh and Pakistan voted for autonomy of Bangladesh which the Pakistan military regime wants to crush with Hitlerite methods and inhuman cruelty. Should England and America which fought the last war to save democracy, watch on? Does it mean that democracy and human rights are a consideration in the civilized world only when the conflict is between Germany and England and such considerations are not there when it becomes a conflict between two wings of the same country?"

"The question arises whether democracy and human rights will form points of consideration for an intervention in an internal conflict."

"India is getting involved in a conflict as a result of continuous pushing in of millions of refugees by the Pakistan army action. The matter is no longer a mere occurrence in-side Pakistan. The consequence of what is happening inside Pakistan is inevitably drawing India into conflict.

"This question needs an immediate answer. Will India's emissaries abroad get satisfactory reply?"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উড়িষ্যার বাংলাদেশের শরনার্থীদের আশ্রয়দান প্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা	দৈনিক ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’	১৭ জুলাই, ১৯৭১

CM INVITES LEADERS TO DISCUSS EVACUEE ISSUE

From Our Bhubaneswar Officer

JULY 16. -The deadlock over accommodation of the Bangladesh refugees in Mayrubhanj district of Orissa seems to be nearing its end as the Chief Minister Mr. Biswanath Das, as understood to have invited leaders of all political parties to a meeting on Monday to discuss the issue.

The Chief Minister is understood to have invited the party leaders after he received a letter from the Prime Minister, requesting him to reconsider the issue and allow Bangladesh refugees temporary rehabilitation in Mayrubhanj district.

It will be recalled that the state Government had rejected the Centre's desire to settle about 50,000 refugees in the Gorumahisani area Mayrubhanj district because of some "special problems" of that area and had suggested some alternative sites.

One of the reasons given out by the Rehabilitation Minister, Mr. Brundaban Nayak, in the state Assembly was that none of the Union Minister had contacted the State Government leaders in this regard and no such decision should have been imposed without prior consultation.

According to some responsible source, the reason for the State's rejection was that its vanity was pricked as the Government leaders were ignored by the Centre in this regard and everything had been done at the "officer's level".

A request from the Prime Minister herself having come now, it is likely that the State may reconsider the issue and allow Bangladesh refugees temporary settlement in Mayurbhanj district.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উড়িষ্যায় বাংলাদেশের শরনার্থীদের আশ্রয়দান প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অভিমত	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	২৩ জুলাই, ১৯৭১

ORRISSA FIRM ON CAMP SITES ISSUE

From Our Staff Correspondent

BHUBANESWAR, JULY 22.-As the Orissa Government virtually rejects the Prime Minister's request to reconsider the State's decision not to give temporary accommodation to Bangladesh evacuees in Mayurbhanj district, Centre is likely to yield to the State's stand for accommodation of evacuees elsewhere in Orissa.

Leaders of all the political parties in the Orissa Assembly, including Mr. Binasyak Acharya Ruling Congress Opposition Leader said at a meeting. Mayurbhanj district was "not at all suitable area" for sheltering Bangladesh evacuees.

Disclosing this at a news conference here yesterday in the evening, the Chief Minister. M. Biswanath Das, said that the meeting agreed with and approved three alternative sites-two in Koraput and one in Boudh-Phulbani district-suggested by the State Government for sheltering the evacuees.

The Chief Minister said that he had summoned the meeting to discuss a letter he had received from Mrs. Gandhi requesting the State Government to reconsider its decision not to shelter Bangladesh evacuees in Mayurbhanj district and north Balasore.

Mrs. Gandhi letter was in reply to one he had written expressing the 'Difficulties the State Government in those areas.'

The difficulties were economic, administrative, law and security reasons, Mr. Das said.

The tenements of at Gorumahisani, selected by the Central Government, were now occupied by retrenched workers, as such no evacuees could be rehabilitated there, it is reported.

Meanwhile, a Union Rehabilitation official in a letter to the Orissa Chief Secretary has intimated Centre's desire to open camps for 350,000 evacuees. A team would also visit Orissa soon to inspect alternative sites suggested by the State Government.

The suggested sites are Gunakhol, near Thiruvail. Simlibencu, near Motu in Koraput district, Durgaprasad in Phulbani and Chilka in Puri.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের দুষ্কৃতকারীরা আসামে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্ট	দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

C.M. TELLS MRS. GANDHI

Pak Saboteurs Inciting Violence In Assam

(From our special Representative) NEW DELHI, Sept. 2,-The Centre is said to be extremely concerned at reports that "thousands of Pakistan spies and saboteurs" who had been earlier deported by the Assam Government have returned to the State in the garb of Bangladesh refugees.

Assam's Chief Minister, Mr. Mahendra Mohan Choudhury, came to Delhi to acquaint the Prime Minister with the serious problem of insecurity Assam is facing at present. At the meeting with the Prime Minister, he reportedly informed Mrs. Gandhi that the saboteurs were inciting violent activities in Assam. Besides, they were trying to damage the communication system and other important installations.

Mr. Choudhury has reportedly asked the Prime Minister to strengthen immediately security measures along the State's 1,300-km border with East Bengal. It may be recalled that during one of his earlier visits, the Chief Minister had suggested reinforcement of the Central Reserve agents in several parts of Assam.

Answering a question from reporters Mr. Choudhury said today that the Assam Government had arrested as many as 50 such suspected Pakistani agents "in the last few weeks". Last month there was an attempt to blow up a train in Cachar district.

Yesterday, Mr. Choudhury met the Defence Minister and reportedly told him that the resource of the State were not adequate for the situation. The Centre must take steps to prevent situation from deteriorating. He will meet the Prime Minister again tomorrow. The Chief Minister also discussed with the Mrs. Gandhi the draft Bill for formation of three new States in the eastern region-Meghalaya, Manipur and Tripura.

At another meeting with Mrs. Nandini Satpathy, Minister of State for information and Broadcasting, Mr. Choudhury and his colleague, Mr. Biswadev Sharma, pleaded that border publicity in Assam should be intensified and as a first step a radio station should be opened in Cachar, adjacent to Bangladesh. Rumours were being constantly set afloat by Pakistani agents and spies in that district spreading panic among people.

Mrs. Satpathy is reported to have said that a radio station would be opened in Cachar soon. The land for this purpose had been acquired and the equipment was being a awaited. But Mr. Choudhury said that construction of a building would take a long time. He, therefore, suggested that a radio centre be opened in a rented house without delay. Mrs. Satpathy is reported to have agreed to consider the proposal favorably.

The Assam Chief Minister also met the Minister for petroleum and Chemicals, Mr. P. C. Sethi, to press for a quick decision on the proposed petrochemical complex. Mr. Sethi has assured him that the final choice of the site for the complex would be made before the end of this month. Mr. Sethi added that he would visit Assam next month to inaugurate formally the petro-Chemical complex.

The Chief Minister had discussions also with the Union Minister of Home Affairs. Mr. K. C. Pant, on the draft Bill to create three new States in the eastern region. He will meet Mr. Pant again tomorrow.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাক সেনাদের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গে সভা ও মিছিল	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী তান্ডবের প্রতিবাদে পঃ বঙ্গ উত্তাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৭শে মার্চ-সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে সভা-সমিতি আর বিক্ষোভ মিছিলে "পরম আত্মীয় মুজিবর"কে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। মুজিবরের জয়ধ্বনিতে মহানগরী আজ মুখরিত ছিল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। পথে ১৪৪ ধারা অমান্য করে তারা পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ জানায়।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শ্রী ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভা এদিন প্রস্তাব নিয়েছে-বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবরের নিরাপত্তাবিধানের জন্য ভারত সরকার অবিলম্বে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করুন।

দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-শিক্ষক-যুবক এবং শিক্ষাবিদগণ জাতীয়তাবাদী-নায়ক মুজিবরের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন এবং সেখানে জঙ্গীশাহীর গণহত্যা বন্ধের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা দাবী করেছেন-স্বাধীন বাংলাদেশকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে হবে।

সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট

আজ সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিভিন্ন সভায় ছাত্ররা প্রস্তাব নিয়েছে "পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজের এই সমাবেশ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে "বাংলাদেশের" স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করছে। এবং ইয়াহিয়া খান তাঁর নেতৃত্বে যে গণহত্যা অভিযান শুরু হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছে।

এই সভা ভারত সরকারের কাছে সার্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যদান করার দাবী জানাচ্ছে।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় সভাপতি ছিলেন শ্রী পরিমল রাউত। ষ্টুডেন্ডস হলের ছাত্রসভায় শ্রী রণজিৎ গুহ সভাপতি ছিলেন। আলাদা আলাদাভাবে আজকের ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেন দুই ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র পরিষদ, ডি-এস-ও, পি-এস-ইউ, এফ-আর-এস ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলি এবং কয়েকটি যুব সংগঠন। প্রত্যেকটি সংস্থাই আজ কলকাতাসহ রাজ্যের সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষায়তনে ধর্মঘট সফল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গের লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের বিবৃতি	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

আমরা প্রতিবাদ জানাই, আমরা তীব্র নিন্দা করি

"স্বাধীন বাংলাদেশ"-এর উন্নতি-শির নাগরিকগণ এবং তাঁদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান ইতিমধ্যে আমাদের হৃদয় জয় করেছেন। অসম সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং অতি-সীমিত অস্ত্রবল নিয়ে তাঁরা মোকাবিলা করছেন নবতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক ডিভিশন সেনাবাহিনীর সঙ্গে। বিশ্বের বিধানে সত্যের জয়, শুভের জয় সর্বদাই হয় তা বলতে হয় তা বলতে পারি না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে হয় তা আমরা বিশ্বাস করি। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর জয় হবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের সত্তর হাজার যুদ্ধপটু সৈনিকের দ্বারাঃ তাদের ক্ষমতামদমত্ত সেনাপতির আদেশে তারা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে, কামান-মেশিনগান-স্টেন গান নিয়ে হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় স্বাধীনতাকামী যুবক এবং আবালবৃদ্ধবণিতার রক্তে পূর্ব বাংলার নগর-গ্রাম, পথমাঠঘাট লাল করে দিচ্ছি। এই বেপরোয়া গণহত্যার ফলে হতাহতের সংখ্যা কিছু দিনের মধ্যে কয়েক লক্ষ্য পৌঁছবে বলে আমরা আশঙ্কা করি।

সভা ও সংস্কৃতিবান দেশের উপর বলবান, যুদ্ধরাজ, বর্বরদের আক্রমণ ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে, একাধিকবার পশুশক্তির সামরিক আধিপত্য দেখা দিয়েছে; বর্বর বিজেতারা সভ্য মানুষের ছিন্নমস্তক স্তূপিকৃত করে তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি করেছে। আজ ১৯৭১ সালে ও কি আমরা তারই পুনরাবৃত্তি দেখব?

পৃথিবীতে আজ বহু দেশ আছে, বহু জাতি আছে যারা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। সে দাবি অনেকাংশে স্বীকার্য। তাদের বিবেক কি আজ সাড়া দেবে না? আমরা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি কর্মীরা বিশেষ করে আবেদন জানাই পৃথিবীর সব দেশের শিল্পস্রষ্টা ও জ্ঞানতপস্বীদের কাছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এই বীভৎস বিরাট নরহত্যার সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁদের সকলের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হোক, তাঁদের সরকারকে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করুন এই অর্থহীন নৃশংসতার নিন্দা করতে, প্রতিরোধ করতে, এ বিষয়ে তাঁদের যথোচিত কর্তব্য পালন করতে। আমাদের সরকার কবে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রিক মর্যাদা স্বীকার করবেন, ঐ দেশের সংগ্রামী নিপীড়িত মানুষকে সর্ব প্রকার অসামরিক সাহায্য দানে উদ্যোগী হবেন?

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষাসেবীদের বেদনা বিশেষ রূপে গভীর। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির খুব বড় অংশ গিয়ে পড়েছে সমগ্র বাংলার সেই অংশে যাকে ২৬শে মার্চে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত সর্বজনপ্রিয় নেতা মুজিবর রহমান সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। গত দুই শতক ধরে এ দেশের নবজাগরণ, নব উদ্দীপনা, নব কর্মশক্তি কর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিষয়ে নব চেতনা এবং কাব্যে উপন্যাসে প্রবন্ধে এ সবের বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, অনেক আশা বুকে বেঁধেছি। যাদের নিয়ে সেই আনন্দ ও আশা তাদের উদ্বুদ্ধ জীবনের সাধনা ও সিদ্ধিকে বুটের তলায় মাড়িয়ে দিতে এসেছে এক বিরাট বর্বর সেনাবাহিনী। এতে কি আমাদের বেদনা সকলের অপেক্ষা তীব্র হবে না, কণ্ঠ সকলের অপেক্ষা সোচ্চার হবে না?

তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সত্যাজিৎ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সায়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, সুশোভন সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্য, তৃপ্তি মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে ভারতের বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

কলকাতায় পাক দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ, মিছিল

রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের (চৌরঙ্গী) উদ্যোগে পূর্ববঙ্গে মিলিটারী দাপটের প্রতিবাদে এবং সেখানকার জনগণের আন্দোলনের সমর্থনে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাক ডেপুটি হাই কমিশন ভবনের সামনে সমবেত হয়।

ভবনের গেটের উপরে বাংলাদেশ এবং কংগ্রেস পতাকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়।

ছাত্র পরিষদ কর্মীদের অনশন ধর্মঘট

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার সমর্থনে ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদনের) সভ্যগণ রবিবার ডাঃ সুন্দরী মোহন এভেনিউ ও হাতিবাগান রোডের মোড়ে সারা দিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্ররা গান্ধীজীর মাল্যভূষিত মূর্তি সামনে রেখে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কাজী নজরুল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন।

শেখ মুজিবের প্রতি ছাত্র সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন ছাত্রকর্মী ও নেতা ওখানে সারাদিন তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

বালকদের অনশন

"বাংলাদেশের" শোষণ মুক্তির সংগ্রামে সমর্থন এবং পাকিস্তান সরকারের জঙ্গীশাহী দমন পীড়নের প্রতিবাদে যুব কংগ্রেসের ডাকে বি ও আর ক্যাম্প, কলিকাতা ৪০-এর মাঠে নিম্নলিখিত ১০ থেকে ১৪ বৎসর বয়স বালকরা রবিবার অনশনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রকাশ করেনঃ- দিলীপ কুমার দাস, সুজিত ঘোষ, বিষ্ণু বসু, গৌতম রায়, অধিক্রম দাস, বীর বিক্রম দাস, সুবিক্রম দাস, ফটিক দে, রঞ্জন গোস্বামী, নির্মল কৃষ্ণ দে, ত্রিবিক্রম দাস ও সুবীর সরকার। এছাড়া শ্রীমতি লীলা বসু (৫৯) ও শ্রীমতি টুকুরানী দাস (৪২) অনশন করেন।

স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে জনসংঘের দাবি

রবিবার বিকালে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে জনসংঘের আহবানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

অধ্যাপক ভারতী বলেনঃ বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে ঘোষণার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের ফৌজী নায়ক যুদ্ধবাজ খুনী ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর অনুগামীরা ব্যাপক গণহত্যা শুরু করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে রক্ত দিয়ে সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন তার জন্য এপার বাংলার মানুষরূপে আমরা গর্বিত। আমরা মনে করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আগামী দিনে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার দিকনির্ণয় করবে।

অধ্যাপক ভারতী তার ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত করে রাষ্ট্র সংঘের মাধ্যমে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার দাবি করেন।

সভায় শ্রী শক্তিশেখর দাস বাংলাদেশের তরুণদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা নেবার আহবান জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

সর্বশ্রী শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, জ্ঞান ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

জনসংঘের মশাল মিছিল

সন্ধ্যায় ভারতীয় জনসংঘের কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হল থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এক মশাল মিছিল বের হয়। এই মিছিল রাজভবনের সামনে গিয়ে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি দাবি করে বিক্ষোভ দেখায় এবং ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বাংলা জাতীয় দলের দাবি

বাংলা জাতীয় দলের উদ্যোগে আহূত এবং শ্রী রণদেব চৌধুরীর সভাপতিত্বে শনিবার মহারোধি সোসাইটি হলে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের এক সভায় স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। সভার শেষে একটি মিছিল রাজভবনে যায় এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

দিল্লি পাক হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লী, ২৭ মার্চ-বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করবার জন্য পাকিস্তানী জঙ্গী প্রশাসন যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছে তার প্রতিবাদে শত শত লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনি দেয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করে।

শ্রী কর্পুরী ঠাকুরের বিবৃতি

পাটনা, ২৮ মার্চ-এস এস পি-র চেয়ারম্যান ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কর্পুরী ঠাকুর ভারতের জনগণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রেমিক ভাইদের পাশে দাঁড়াতে বলেন।

নিঃ ভাঃ ফরওয়ারড ব্লক

নয়াদিল্লী, ২৮ মার্চ-নিখিল ভারত ফরওয়ারড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন যে অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছেন তার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন।

লেখক, শিক্ষক ও ছাত্রদের সহানুভূতি

রাইপুর, ২৮ মার্চ-স্থানীয় লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্রগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানান।

ভারতীয় বার্তাজীবি সংঘ

পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসন বাংলাদেশে বিদেশী সাংবাদিকদের কর্তব্য সম্পাদনে যেভাবে বাধা দিচ্ছেন ভারতীয় বার্তাজীবি সংঘ আজ তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন সংঘের সভাপতি শ্রী ভি এন রাও আন্তরিকভাবে তার সমর্থন জানান।

- পি টি আই ও ইউ এন আই

বোমবাইতে বাংলাদেশ সংহতি কমিটি গঠিত

বোমবাই, ২৭ মার্চ-বাংলাদেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করবার জন্য এই শহরে বাংলাদেশ সংহতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভায় এই কমিটি গঠিত হয়।

পাক সহ-হাই কমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

শহরে পাকিস্তানী সহকারী হাই কমিশনারের অফিসে সামনে বাংলাদেশে পাক সৈন্যবাহিনী ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে শত শত লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রাষ্ট্রীয় লোকসেনার বোমবাই শাখার ৪০০০ লোকের এক মোরচা অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোলকাতায় নাগরিক সমাবেশ	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৮ মার্চ, ১৯৭১

রবিবার ময়দান সমাবেশে দাবি
ওদের পাশে গিয়ে লড়ব, আমরাও রক্ত দেব

(স্টাফ রিপোর্টার)

সংগ্রামী বাংলাদেশের জন্য এই বাংলার মানুষের যে কী গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রবিবার কলকাতার নাগরিক সভায় তা প্রকাশ পেল। শ্রী বিজয় সিংহ নাহার বললেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পঃ বঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলুন। ভারত সরকারকে বলব, 'আমাদের অনুমতি দিন, আমরা ওদের পাশে গিয়ে লড়তে চাই।' শ্রী অজয় মুখার্জি ঘোষণা করলেন-আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।

এর আগে ময়দানে বহু সভা-সমাবেশের রিপোর্ট করেছি। কিন্তু এদিনের জমায়েতের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত পঃ বঙ্গের মানুষের মন আজ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে যে আবেগে উদ্বেল এই সভায় তাই প্রতিফলিত। এদিকের সমস্ত মানুষের সারাদিন যে অসীম আগ্রহ নিয়ে ট্রানজিস্টারের সামনে বসে আছেন স্বাধীন বাংলার বেতার ঘোষণা শোনার জন্য, যে উন্মাদনায় এপারের সহস্র সহস্র যুবক ছুটে চলেছেন সীমান্তের দিকে সেই উত্তেজনায় সমস্ত সভা সারাক্ষণ থরথর করে কেঁপেছে।

যখনই কোন বক্তা বলেছেন, ওপারে পাক দখলদার ফৌজের বুলেটে আহত হয়ে শত শত ভাই এপারে আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁদের সাহায্যের জন্য রক্ত দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সভায় সহস্র কণ্ঠের আকুল জিজ্ঞাসা-কোথায় কোথায় রক্ত দিতে হবে। সবাই সেজন্য তৈয়ার। (অসম্পূর্ণ)।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জনসমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী	দৈনিক আনন্দবাজার	২৯ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবী
(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৯ শে মার্চ, -দুই বাংলার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী জ্যোতি বসু আজ শহীদ মিনার ময়দানে এক বিশাল জনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

শ্রী বসু বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের লড়াইয়ের জন্য সরবরাহেরও দাবী জানিয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের ‘‘মিষ্টি মিষ্টি’’ কথার সমর্থনের বদলে বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্যের দাবী জানান। শ্রী বসু অবশ্য বলেন, এ সাহায্য কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণকে তিনি ‘ভণ্ডামি’ বলে বর্ণনা করেন।

সভায় আর এক বক্তা শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করে বলেন, নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েও মুজিবর রহমানকে সরকার গড়তে দেওয়া হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের সামান্য ক’টি বেশী আসন পেলে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টকেও সরকার করতে দেওয়া হতো কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া খাঁ আর ইন্দিরা গান্ধী এই প্রসঙ্গে এক এবং অভিন্ন। বিচ্ছিন্ন তার অভিযোগ ইন্দিরা গান্ধীও তার লেজুড় ডান কমিউনিস্টরা তুলেছে আমার পার্টির বিরুদ্ধে এবং একই অভিযোগ তুলেছে ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের ডাকে আজকের এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জ্যোতি বসু। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল করে বহু নরনারী জনসভায় যোগ দেন।

শ্রী জ্যোতি বসু বলেন, পূর্ব বাংলার মানুষ যে সংগ্রাম করছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আজ তারা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনে ওরা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। দীর্ঘ এগারো বছর সামরিক শাসনের অধীনে থেকেছে পূর্ব বাংলার মানুষ। তবু সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ এই অভিযান বিস্ময়কর। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরা ওঁদের পাশে আছি। পূর্ব বাংলার লড়াই আমাদেরও লড়াই, ওঁদের পরাজয় আমাদেরও পরাজয়।

শ্রী বসু বলেন, আমার বিশ্বাস আমরা ওঁদের সাহায্য করতে পারব। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কংগ্রেস সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ওঁদের অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্র ওঁরা কেড়ে নিচ্ছেন এটাই মুক্তিযুদ্ধের নিয়ম। এমনকি মেয়েরাও লড়াই করছেন। ওষুধ-ডাক্তার দরকার। কমপক্ষে ওয়াটার বটলও আমরা পাঠাতে পারি।

তিনি এ প্রসঙ্গে টাকার দরকারের কথা বলেন। তাই একদিনের মাইনে বা দু-এক ঘন্টা বেশী কাজ করে মজুরী দানের কথা বলেন।

প্রস্তাব

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ঐতিহাসিক সংগ্রামে পূর্ব বাংলার মানুষের পাশে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষেরা দাঁড়াবে। শুধু নৈতিক কর্তব্যবোধেই নয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে ভারতের জনসাধারণ বাংলাদেশের জঙ্গী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ঐ দেশের মানুষকে সাহায্য করবে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে শুধু মৌখিক সমর্থনই বাংলাদেশের মানুষের কিছু উপকার করবে না। প্রস্তাবে তাই প্রকৃত সাহায্য দেবার জন্য এবং অবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রকে ভারত সরকার যাতে স্বীকৃতি দেন তার জন্য দাবী তোলা হয়েছে।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আহবায়ক শ্রী সুধীন কুমার সভায় প্রস্তাবটি পেশ করেন।

শ্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন, জনগণের রায়ে পূর্ব বাংলার মানুষেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাধা পেল কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর কাছে। তাই তাঁদের কাছে খোলা ছিল গোলামীর পথ অথবা মুক্তির পথ। গর্বের বিষয় যে, তাঁরা মুক্তির পথই বেছে নিয়েছেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা বেছে নিয়েছেন মুক্তির পথ। তাই তাঁদের সঙ্গে আমরা আছি। পূর্ব বাংলার মানুষকে আজ অস্ত্র, রসদ, ওষুধপত্র প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা উচিত। তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন, পূর্ব বাংলার সংগ্রামকে নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। তাতে যেন কেউ সায় না দেয়।

সর্বশ্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়, রাম চ্যাটার্জি, নেপাল ভট্টাচার্য প্রমুখও বক্তৃতা করেন।

হাওড়ার নাগরিকদের সভা

যুগান্তরের হাওড়া অফিস থেকে জানান হয়েছে যে, সোমবার হাওড়া টাউন হলে নাগরিকদের এক সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে। কেবল মাত্র সি-পি-এম ব্যতীত প্রায় সব দলই এই সভার উদ্যোক্তা ছিল। শ্রী সুরেশ্বর দত্তের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন এই সভায় ইয়াহিয়ার বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের যুবশক্তির প্রতি আহবান জানানো হয়।

সর্বশ্রী অরবিন্দ ঘোষাল-ফঃ বঃ, সরদিন্দু শেঠ-কংগ্রেস সংগঠন, সর্দার আমজাদ আলী-বাং কং, প্রফুল্ল রায়-কং, অমর মজুমদার-সি, পি, আই শংকর বন্দোপাধ্যায়-কংগ্রেস সং, রামপ্রসাদ শর্মা-পি-এস-পি, কৃষ্ণপদ রায়-কং-শা, দিলীপ দাশ ও সুবোধ কর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন।

হাওড়া ছাত্র মিছিল

আজ হাওড়া শহরের সব স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ পরেন। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট এক ছাত্র মিছিল হাওড়া শহর পরিক্রম করে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে অভিনন্দন জানায়। নরসিংহ দত্ত কলেজ, ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী বিদ্যালয়, ব্যাঁটরা শিক্ষায়তন, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট মিছিলের আয়োজন করে।

ছাত্ররা ব্যাঁটরা থানার সামনে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁয়ের একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সারা বিশ্বের প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর আহবান জানিয়ে গৃহীত শাসক কংগ্রেস নির্বাহী পরিষদের প্রস্তাব	‘শিকাগো সান টাইমস’	৩১ মার্চ, ১৯৭১

INDIA PARTY ASKS VOCAL SYMPATHY FOR E. PAKISTAN

NEW DELHI (AP).-Prime Minister Indira Gandhi's ruling Congress Party urged the people of India Sunday to lend their whole-hearted support to the East Pakistan independence movement.

But a resolution adopted unanimously by the Party's 700 national committee members avoided any commitment of direct aid to the East Pakistanis.

"What we are doing is to raise our voice in the capital of the world and in the United Nations over the brutal massacre across our borders,"Mrs. Gandhi said in rejecting demands from some delegates that India give arms to the East Pakistanis.

The prime Minister also rejected criticism from President Agha Mohammad Yahya Khan's Government that India had no business commenting on the developments in East Pakistan.

"India has no desire to interfere in the internal affairs of another country," Mrs. Gandhi said. "But it cannot remain silent over the oppression and wanton killing across the border".

Calls for calm consideration

"What is happing there makes one angry, but one must get over this and consider things calmly. We should be careful that we do not say or do anything that will only add to the suffering in East Bengal."

United News of India said in a despatch from the border town of Krisnagar that Pakistani jet fighters violated India air space while bombing East Pakistani independence forces shortly before dawn Sunday. There was no confirmation from the Indian air force.

Radio Pakistan said India was flying additional border security forces from New Delhi to reinforce troops already along the border with East Pakistan. Indian Foreign Ministry sources denied any build-up, and added that the only function of the security forces was to insure that the border did not become vulnerable.

Foreign Minister Swaran Singh of India said the Pakistani Government claim that developments in its Eastern province were an internal matter could not be accepted by the world community. He proposed the party resolution.

‘Our brethren and neighbors’

“For India, in particular, this is a matter of special concern,” he said, “because the people against whom tanks and sophisticated weapons have been deployed are our own brethren and our neighbors. We cannot remain unaffected by what happens there.”

The Foreign Minister turned down demands from some delegates that India should grant immediate diplomatic recognition to an independent government of East Pakistan.

“There is an appropriate time for all such actions”, he commented. “If we hasten such actions, the very objective itself will get defeated. I do not want it to become a matter of public debate or controversy”.

The Congress Party resolution appealed to all nations to take “urgent and constructive steps to put an end to these inhuman atrocities”.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় ডাক্তারদের মিছিল	দৈনিক 'যুগান্তর'	৩১ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ডাক্তারদের মিছিল

কলকাতা, ৩০শে মার্চ,-বাংলাদেশের মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করিবার প্রতিবাদে আজ পাঁচ শতাধিক ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র মৌন মিছিল করে কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে যান।

পৌরসভার স্ট্যান্ডিং হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নরেশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনারের হাতে এক স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য নিরস্ত্র মানুষদের বর্বোরোচিতভাবে হত্যা করায় ধিক্কার জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এতে সমগ্র বিশ্বের মানুষের মনে ঘৃণা জেগে উঠেছে। অবিলম্বে নিরীহ মানুষদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

ডাক্তার ও ছাত্ররা বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষদের সেবা ও সাহায্য করতে সর্ব সময়ে প্রস্তুত আছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ আছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে সারা পশ্চিম বংগে হরতাল পালিত	দৈনিক 'যুগান্তর'	১ এপ্রিল, ১৯৭১

ওপারে লড়াই এপারের সমর্থন
সারা পশ্চিমবঙ্গ হরতালে সামিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা ৩১ মার্চ-বাংলাদেশের মানুষের বীরত্বব্যাঞ্জক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি এবং একাত্মতা জানিয়ে পশ্চিম বাঙ্গলার মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালন করেছেন। জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত ও বাঙ্গলার আট কোটি মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এ বাঙ্গলার পাঁচ কোটি বাঙ্গালী। তাঁদের ব্যথায় ব্যথিত, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাগীদার।

বাঙ্গলা বিভক্ত হবার পর এই প্রথম এ-বাঙ্গালার বাঙ্গালীর প্রতি প্রকাশ্যে এবং সোচ্চারে সহানুভূতি ও সমর্থন জানালেন।

দোকান-পাট, বাজার-হাট, কল-কারখানা বন্ধ রেখে, যানবাহন তুলে রেখে, সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে এ বাঙ্গলার বাঙ্গালী তাঁর একান্ত আপনজন ও বাঙ্গালার বাঙ্গালী বীর শহীদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে আজ 'শোকদিবস' পালন করে বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

পরম আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথায় মহানগরীর সর্বত্র আজ কালো পতাকা। পথের মোড়ে মোড়ে শহীদ বেদী। শ্বেতশুভ্র শহীদ বেদীগুলি ধূপধূনা আর ফুলে ফুলে সাজান।

শহীদ বেদীর পাশে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা। আর কালো পতাকা। নাগরিকদের বুকে কালো ব্যাজ। এই 'কালিমা' একাধারে প্রতিবাদ অন্যদিকে ধিক্কার। স্বাধিকার আন্দোলনে নিহত সৈনিকদের জন্য শোকের ছায়া সর্বত্র পরিব্যপ্ত।

বাঙ্গালীর বাঁচার দাবীর সমর্থনে এই শহরে সকালে এবং বিকালে অনেকগুলি প্রতিবাদ মিছিলও বের হয়। মিছিলের আওয়াজ বাঙ্গালীর জয়ধ্বনি। উদ্যোক্তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহরের নানান এলাকায় অর্থ সংগ্রহ অভিযানও শুরু হয়েছে। অর্থ সংগ্রহ অভিযানে মহিলারাও এগিয়ে আসেন।

বিনা হাঙ্গামায় এমন সর্বাত্মক ধর্মঘট কলকাতা ইতিপূর্বে খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে। দোকান-পাট বন্ধের জন্য এদিন কাউকে শাসাতে হয়নি। কিম্বা মিছিল নিয়ে গিয়ে বোমাও নিক্ষেপ করতে হয়নি। রেল লাইন অবরোধ করার আগেই ট্রেন বন্ধ। লোক্যাল ট্রেন 'ত চলেইনি, দূর পাল্লার ট্রেনগুলি পর্যন্ত আজ এ রাজ্যে ঢোকেনি। হাওড়া-শিয়ালদা খাঁ খাঁ করছে। স্ট্যাণ্ডে রিকশা আছে-কিন্তু চালক নেই।

বন্দরেও একই দৃশ্য। দেশের অর্থনেতিক কাঠামো যে কর্মবহুল বন্দর বাঁচিয়ে রাখছে সেই কোলাহলমুখর কলকাতা বন্দরেও আজ কোন সাড়াশব্দ নেই। সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, কোন কাজ হয়নি। শ্রমিকরা কাজ করেনি।

বিমান বন্দরে

দু'দিন আগে বিমান ধর্মঘট মিটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে নিরস্ত্র মানুষের উপর জঙ্গীশাহীর বর্বরতার প্রতিবাদে বৈমানিকরা আজ বিমান চালায়নি। আনন্দানুষ্ঠান-সিনেমা, থিয়েটারগুলিও আজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল।

বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রকে অবিলম্বে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার দাবীতে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জঙ্গীশাহীর বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে আজ পশ্চিম বাংলায় এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠনগুলি।

এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় যুবকরা-ছাত্ররা শেখ মুজিবরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে এসে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান। একদল যুবক এবং ছাত্র বার ঘণ্টার জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন এই অফিসের সামনে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র ঘুরেছি আজকের ধর্মঘট নিয়ে কোথাও কোন হামলার খবর পাইনি। বেলেঘাটা, শোভাবাজার, দমদম, জোড়াবাগান, বরানগর ইত্যাদি অশান্ত এলাকাগুলিও বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থনে এদিন শান্ত ছিল। পথের মোড়ে যুবকদের জটলা এ দৃশ্য মহানগরীর সর্বত্র।

রাজপথগুলি খালি পেয়ে ফুটবল হকি এমনকি ডাঙ্গুলী খেলোয়াড়েরা তা দখল করে নেয়।

দক্ষিণের কয়েকটি স্থানে দেখলাম শহীদ বেদীর সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। হাত দিয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন-তার নীচে লেখা 'এত তাজা প্রাণ বলি হচ্ছে, তবু দুর্গম যাত্রাপথে কোন বাধা মানব না।' কোথাও কোথাও বাড়ীর শীর্ষেও অর্ধনমিত জাতীয় পাতাকার সঙ্গে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। সরকারী, আধা-সরকারী বেসরকারী অফিসে, কল-কারখানায় সর্বত্র তালাবন্ধ।

যুব কংগ্রেসের অনশন

স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে এন্টালী যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মিডল রোড ও সি আই টি মোড়ে এবং এনটালী মার্কেটের কাছে ১২ ঘণ্টার জন্য অনশন পালন করা হয়।

হাওড়ায় হরতাল

হাওড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে আজ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ট্রাম, বাস, ট্রেন ও অন্য যানবাহন বন্ধ ছিল। বিনা পিকেটিং-এ হরতালের দিন হাওড়ায় কল-কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে শহরে ২৩টি বড় বড় মিছিল এবং উত্তর হাওড়া ও শিবপুরে শাসক কংগ্রেসের উদ্যোগে দুটি বড় জনসভা বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে অভিনন্দন জানায়।

সারা পশ্চিম বঙ্গে হরতাল

আবেগ মথিত হৃদয়ে ও বাঙ্গলার মানুষের সঙ্গে এ-বাঙ্গলার মানুষ ধ্বনি তুলেছেন 'শহীদের রক্ত তারা বৃথা যেতে দেবে না'।

উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গোটা পশ্চিম বাঙ্গলায় আজ সফল ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হওয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, ছাত্র-শিক্ষক-যুব এবং মহিলা সংগঠনগুলিও বুদ্ধিজীবী সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে আলাদা বিবৃতিতে এ বাঙ্গলার সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

যাঁরা বিবৃতি পাঠিয়েছেনঃ সি-পি-এম, সি-পি-আই, ছয় পার্টির আহবায়ক, বিদ্রোহী পি-এস-পি, ভারতীয় বলশেভিক পার্টি, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, দুই ছাত্র ফেডারেশন, পি-এস-ইউ, ডি-এস-ও, এস-ইউ-সি, আর-এস-পি, সি, ক্যালকাটা প্রেস ওয়ার্কস ইউনিয়ন, নিখিল-বঙ্গ মহিলা সংঘ, পশ্চিম বঙ্গ নার্সেস ক্যাডার্স এসোসিয়েশন, ইউ-টি-ইউ-সি, সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, বিপ্লবী যুব সংস্থা, ইউনাইটেড কিষাণ সভা, হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন-ইত্যাদি।

মহিলাদের সভা

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ১লা এপ্রিল বিকাল ৫টায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের উদ্যোগে মহিলাদের এক সভা হবে।

আরো যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন-ফরোয়ার্ড ব্লক, এস-এস-পি, ছাত্র পরিষদ, মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট, টেনেণ্টস এসোসিয়েশন, লেখক, শিল্পী-শিক্ষাব্রতী ও সমাজকর্মী সংঘ যুব কংগ্রেস।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বীকৃতিদানের আহবান জানিয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়ঃ অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন	‘‘দৈনিক আনন্দবাজার’’ (সম্পাদকীয়)	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন

এই চ্যালেঞ্জ কাহার প্রতি? পূর্ব বংগ বা ‘‘বাংলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের? সে তো নিশ্চয়ই। মরণপণ এক সংগ্রামে তাঁহারা জড়াইয়া পড়িয়াছেন। সভ্যতার ইতিহাসে চরম এক সংকটের, ভয়ংকর এক দুর্যোগের সাত-সাতটা দিন পার হইয়া গেল, তাঁহাদের অগ্নি পরীক্ষার এখনও শেষ নাই। সেই আগুনে কত জনপথ পুড়িয়া ছাই হইল, ওই বাংলার নদী-জপমাল দৃত প্রান্তর ছারেখারে গেল, বীরের রক্তস্রোত, অশ্রু ধারার সংগে মিশিয়া লবণাক্ত মোহনার পর মোহনার দিকে বহিয়া গেল, কিন্তু কী আশ্চর্য বাহির বিশ্বের কাহারো যেন তন্দ্রা আজও ছুটিল না।

অথচ আবহমান কালের ইতিহাসে এমন দৃশ্য কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। একটা জোড়াতালি রাষ্ট্রের মাইনরিটি মেজরটিকে পায়ের তলা থে’তলাইয়া দিতে চায় শুধু তাই নয়, দরকার হইলে গোটা একটা মানবগোষ্ঠীকে তাহারা উৎসাধন করিবে, এই তাহাদের আস্ফালন। নতুবা পশ্চিম পাক, ফৌজ কীসের আশায় ওখানে চড়াও হইয়াছে, তাহার অন্য কোনও ব্যাখ্যা হয় না। একটা জাতিকে বিলকূল ফৌৎ করিয়া নূতন পত্তনি স্থাপন না করিলে তো তাদের মতলব হাসিল হয় না। পারিবে কি পারিবে না সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে ইহা ঠিক, তুড়ি মারিয়া সব ঠাণ্ডা করার-কেল্লাফতে করার-লড়াই ইহা নয়।

সবচেয়ে লজ্জার কথা এই-বাহিরের গোটা দুনিয়ায় যেন ঠাণ্ডা রক্ত, অপ্রকোপিত পিত্তে চুপ করিয়া সব দেখিতেছে। হতমান, হতবল ব্রিটেনের কথা না বলাই ভাল-তথাকথিত কমন ওয়েলথের একটি দেশের দুই ভাগে যুদ্ধ। ব্রিটেন এতএব পড়িয়াছে উভয় সংকটে। আর এক মুরুব্বী আমেরিকা এখনও সুযোগ সন্ধানী বেড়ার উপর বসিয়া; হিতোপদেশের বাঁশি বাজাইতেছে। নীরো ইহার চেয়ে বড় অপরাধ করেন নাই। রুশ আচরণের সংগে ওই দেশের ঐতিহ্যের মিল আছে। কী করিয়াছিলেন স্টার্লিন, ত্রিশের দশকে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী বাহিনী যখন জবরদস্ত হুকুমতের সংগে লড়াই করে? পিকিংয়ের কথা না তোলাই ভাল। পিণ্ডিচক্রের সংগে তার দোস্তি সুবিদিত। আর রাষ্ট্রপুঞ্জের নায়ক প্রগতিবাদী শ্রীযুক্ত উথান্ট? হস্তক্ষেপ দূরে থাক, তিনি মানবতার তাগিদে আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে নিজে এত্ত লা দিতে চান না-বরাত দিয়েছেন ভারতকে কি গণতন্ত্রের, কি সমাজতন্ত্রের ধ্বজাদারী-সব পুরোহিতই নির্বাক।

আর চমকপ্রদ ছোটখাটো প্রতিবেশী বা কাছাকাছি দেশগুলির ভূমিকা। ভারতের উপর দিয়া বন্ধ আকাশপথটি ঘুরপথে খোলা রাখার সব রকম সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে বামপন্থী রাষ্ট্র সিংহল। সেখানকার অধিনেত্রী শ্রীমতি বন্দরনায়েককে ‘‘মা’’ বলিয়া ঢাকা, নৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ, কিছুতেই সিংহলের মন টলে নাই। শতাধিক বিমান এযাবৎ পূর্ব বংগ হইতে পশ্চিমে ফেরার পথে সিংহলে নামিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম হইতে রোজ কত জেট গিয়াছে পূর্বে তাহার নাকি কোন সরকারী হিসাব নাই। আর বর্মার নে উইন-সরকার পাক জাহাজকে তেল দিতেছেন। তের দেওয়াটা আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থে। এবং শ্রী নে উইনও নাকি সমাজতন্ত্রী। ‘‘বাংলাদেশ’’ সরকার করুণ আবেদন জানাইয়াছেন বিশ্বকে ‘‘পশ্চিম পাকিস্তানকে আর মারণাস্ত্র জোগাইবেন না। আপনাদের নিকট হইতে পাওয়া আয়ুধে উহারা আমাদেরই মারিতেছে।’’

বৃথা এ ক্রন্দন। সব কর্ণ বধির কেহ শুনিবে না। সব চতুর মন জানে, রুটির কোন দিকটায় মাখন-মাখানো। অতএব বিশেষ দায় আসিয়া পড়িতেছে ভারতেরই উপর। এ দায় নৈতিক এ দায় মানবিক। এদেশে

হৃদয়াবেগের বান ডাকিয়াছে ঠিকই কিন্তু ওদেশে যে বান ডাকিয়াছে রক্তের। অতীতে এই ভারতই আফ্রো-এশিয়ার হইয়া পিসীমার ভূমিকা অনেক লইয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছে গলাধাক্কা-অনন্তঃ কোনায়। আরবদের হইয়া গলা ফাটাইয়া ইজরাইলকে আসামী বানাইয়াছে, অথচ কাশ্মীরের ব্যাপারে এ ছটাক আরব নেক নজরও কুড়াইতে পারে নাই। এবার যাহা ঘটিতেছে, তাহা কিন্তু ভারতেরই দ্বারপ্রান্তে। ঝাপটা ঝটকা সব এই দেশের গায়েই লাগিবে। যদি-যদির কথা বলিতেছি-'বাংলাদেশের প্রজ্বলিত প্রাণাগ্নি নিবু-নিবু হয় তবে দলে দলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিপন্ন বিতাড়িত মানুষের জোয়ার এ দেশের তটে আছড়াইয়া পড়ে ঠেকাইবে কে? প্রশ্নটা তাই ভারতের পক্ষে শুধু মানবতার নয়-আত্মরক্ষার। ওখানকার সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম।

ওই দেশের অগণিত মানুষ আজ বড় আশায় এ দেশের দিকে চাহিয়া আছে। আমরা কী দিব তাহাদের কি দিতে পারি? শুধু মামুলী রিলিফ নয়। সেটা এই পরিস্থিতিতে যাহারা রুটি চায় তাহাদের পাথর মারিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার মন। এমনকি শুধু হালকা হাতিয়ারে কুলাইবে না। রণাংগনের শেষের দিকটার রিপোর্টে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, 'বাংলাদেশের' মুক্তিফৌজের সব আছে-বীরত্ব সাহস ইত্যাদি সবকিছু-কিন্তু শুধু সাহস, এমন কি শুধু শত-সহস্র-লক্ষ শির ডালি দিয়াও এ যুগের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হয়তো জেতা যায় না। ভারী অস্ত্র এবং মাথার উপর 'বিমানছত্র' চাই। ওই একটি বিষয় বাংলার মুক্তিফৌজ আজও অসহায় হইয়া আছে, বিপক্ষ তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে। 'জনারেল মনসুন কবে দেখা দিবেন কে জানে, তাহার আগে বাংলাকে বাঁচানো চাই-বাঁচানোর উপকরণ সরবরাহ একান্ত জরুরী। যতটা তাহাদের স্বার্থে ততটা আমাদেরও যদি কূটনৈতিক কলংকের ভয়টাই বাধা হইয়া থাকে তবে সেটাকেও দুর করার সোজা রাস্তা আছে-সে রাস্তা লওয়ার বিস্তর ঐতিহাসিক নজিরও বর্তমান ও বিদ্যমান-অস্থায়ী 'বাংলাদেশ' সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহায্যে 'মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত	দৈনিক যুগান্তর	৬ এপ্রিল, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি
সর্ববিধ সাহায্যের ব্যাপক ব্যবস্থা

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ই এপ্রিল-বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি আগামী রবিবার, ১১ই এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় যে জনসভা ডেকেছেন, বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের কয়েকজন নেতা তাতে বক্তৃতা করতে চেয়েছেন। সমিতির সভাপতি শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ঐ জনসভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঐদিন সকালে সমিতির চাঁদা সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা থেকে দু'টি মিছিল বার হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই দু'টি মিছিল পরিচালনা করবেন। বিশিষ্ট শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী এই মিছিলে থাকিবেন। একটি মিছিল শ্যামবাজার পাঁচ মাথা থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এবং অন্যটি গরিয়াহাট থেকে চৌরংগীর দিকে যাবে।

আজ সমিতির এক জরুরী বৈঠকের পর সভাপতি শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান তাঁরা কৌটো করে চাঁদা সংগ্রহ পছন্দ করে না। এভাবে সংগৃহীত অর্থের অপব্যয় হতে পারে। তাঁরা চান দাতারা মনিঅর্ডার অথবা চেকে অর্থ পাঠান। ৩৪নং ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রিটে (ফোন ২৪-২০২০) তাঁদের অফিস খোলা হয়েছে। সেখানে রসিদ দিয়ে দান গ্রহণ করা হবে।

নির্ধারিত কোন দিন কৌটো করে চাঁদা সংগ্রহ করা হলে আগে তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানান হবে। রবিবার এইভাবে চাঁদা সংগৃহীত হবে।

শ্রী মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, পর্থ প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন এবং চিকিৎসকদের দ্বারা সাহায্য দেবেন। আহত মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্ত (প্লাজমা) সংগ্রহ করবেন। সীমান্ত এলাকায় চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল ইউনিট স্থাপন করবেন। মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা সীমান্তের এপারে চলে আসতে বাধ্য হবেন তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করবেন এবং বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা এবং পাকিস্তানী সামরিক চক্রের পৈশাচিক নির্যাতনের বাহিনী সংগ্রহ করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

২। সহায়ক সমিতি আজকের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনসাধারণকে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানান হয় এবং পাকিস্তানী সামরিক চক্রের দ্বারা সংগঠিত গণহত্যা ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হয়।

প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়েছে এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা ও নির্মম অত্যাচার বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ করার জন্য এবং এই ব্যাপারে

বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি যাতে উদ্যোগী হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এবং বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি জানিয়ে এই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন রাজ্য শাখা রক্ত দানের ডাক দিয়েছেন।

ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান অ্যাণ্ড আফ্রিকান রিলেশনস-এর সভায় বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে গণহত্যা চালাচ্ছে আজ তার নিন্দা করা হয়েছে।

কলকাতা বন্দরের শ্রমিক, জাহাজের মালিক, নিয়োগকর্তা, অফিসার এবং কর্মীদের এক সভায় আজ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য দানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রী কে কে রায় সভাপতিত্ব করেন।

ব্যাংক কর্মীরা একদিনের বেতন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবেন বলে বংগীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মী এসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন সামিল হয়েছে।

কলকাতার একদল মেডিক্যাল ছাত্র চুয়াডাংগা-দর্শনায় মেডিক্যাল মিশনে গিয়েছিল। তাঁদের মারফৎ চুড়াডাংগা মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মোহাম্মদ তাহের উদ্দিন একটি লিখিত পত্রে এ বাংলার সংগ্রামী যুব-ছাত্রদের কাছে সকল প্রকার সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্যে চাই সহযোগিতা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাহায্যের আহবান জানিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির বিবৃতি	দৈনিক যুগান্তর	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের সাহায্যে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন

বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি নামে একটি সংস্থা সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। ঐ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, এবং সম্পাদক হিসেবে আছেন, শ্রী মণিন্দ্র রায়, শ্রী নররেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস এবং সহ-সভাপতিমণ্ডলীতে আছেন-সর্বশ্রী অজিত দত্ত, অন্নদা শংকর রায়, অমলাশংকর, উদয়শংকর, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গোপাল হালদার, জ্যোতি দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডাঃ নীহার কুমার মুন্সী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মন্মথ রায়, শম্ভু মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সরযুবালা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করা হয়েছেঃ

ইয়াহিয়া ও তার বর্বর সামরিক চক্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকারবোধ ও মানবিক মর্যাদার পবিত্র অনুভবকে ট্যাংকের চাকায় পিষে ফেলতে চাইছে। প্রকৃতির আশীর্বাদ, কবির স্বপ্ন নদী-মেঘলা-শোভিতা এই শ্যামল ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানব সন্তানকে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে একদল নরপিশাচ ঝলসে মারতে চায়।

নাপাম বোমার আগুনে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি, বহু স্মৃতি ঘেরা জনবসতি অঞ্চল, এমনকি গায়ের সবুজ মাটিকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতির স্বপ্ন, শ্রম আর সম্পদে নির্মিত সেতু, বাঁধ ও প্রকল্পগুলিকে তারা বেছে বেছে ধ্বংস করছে। শাশ্বত-সাধনার পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জংগী চক্র কামান দেগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যবান গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ঘাতকরা ধ্বংসা করেছে। সংবাদপত্রের কার্যালয়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বোমা ফেলে মর্টার ছুড়ে হাসপাতাল ভবনে জ্বেলেছে নরকের ভয়াবহ আগুন। মন্দির-মসজিদ-চার্চের পবিত্রতাটুকুও ঐ যুদ্ধোন্মাদ রাক্ষসদের নখ এবং দাঁতের কামড় থেকে রক্ষা পায়নি।

হত্যা ও রক্তের নেশায় জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে-নিজেদের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায়, কথা বলে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানোর খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শুকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সংগীন কয়েক লক্ষ শবেদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে, দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্ত মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।

নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ কে মরেনি? শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবী চাকুরে ব্যবসায়ী-কে মরেনি? শিল্পী, সাহিত্যিক সংবাদিক অধ্যাপক, কে মরেনি?

দানবরা মায়ের দুই স্তন কর্তন করে রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বৎসরের বাচ্চাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুড়েছে। ইজ্জত লুট করে তারপর বাংলাদেশের মা ও বোনদের সংগীন দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দি দাঁড় করিয়ে গুলি ছুড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুনে গুনে খুন করেছে।

কিন্তু নতুন মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের উপাসক বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বীর রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদের ট্যাংকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের কিশোরী দেহের সংগে একটা আস্ত প্যাটন ট্যাংকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফৌজীদের হাত থেকে একের পর এক ঘাঁটি কেড়ে নিচ্ছে। গোটা বাংলাদেশ আজ একটিই অস্তিত্ব হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাংলাদেশ জিতছে।

পশ্চিম বংগের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমরা আমাদের মহান ঐতিহ্যকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

তাই আমরা 'বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করছি।

আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিম বংগ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাংলাদেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।

সেই সঙ্গে আমরা বিপন্ন মানবতার পক্ষে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সাহায্যও সংগ্রহ করতে চাই। সীমন্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার ঔষধ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাদ্য। আর তা কেনার জন্য দরকার টাকা পয়সা।

পশ্চিম বংগের মানুষ। রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা-যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ্য তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেলিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন : ২৪-৩৯৩০)-এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সংগে গৃহীত হবে।

সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার রক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজপথ, বৃতি, কুটির অথবা অট্টালিকা-যেখানেই আপনি বাস করুন অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে (৬৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। সময় : বেলা ২টা থেকে ৬টা) গিয়ে রক্ত দান করুন। আপনার এই ভালবাসা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ-বাংলাদেশের আহবানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন-মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুঁজে ধরা হয়েছিল। ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন-পশুরা যার অংগচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মা'র চিকিৎসার দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন-ফ্রন্টে আহত যে বীর ক্যাম্পে শুড়ে আছে, দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবেঙ্গর দিকে। ওর রক্ত দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাংলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ঔষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে।

আমাদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোক। আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহবানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নি পরীক্ষায় আমাদেরও উত্তীর্ণ হতে হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল	দৈনিক যুগান্তর	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে
অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল
(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৮ই এপ্রিল-পরাস্ত বেসামাল ইয়াহিয়ার সৈন্যরা বাংলাদেশে যে বেপরোয়া গণহত্যা চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আজ পশ্চিম বাংলার অধ্যাপকরা মহানগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তার আগে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভাও হয়।

সভার পর রাজ্যের অধ্যাপকদের বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ প্ররিক্রমা করে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন এবং পরে বর্মার দূতাবাসের সামনে যায়। অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে দুই দূতাবাসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে দু'টি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।

শিক্ষক সমিতি

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশের সাহায্যে দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতায় ছাত্র যুবকদের বিক্ষোভ মিছিল	দৈনিক যুগান্তর	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

কলকাতায় মিছিলঃ পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে ধিক্কার

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১০ই এপ্রিল-বাংলাদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন অদম্য মুজিব সেনাদের জয়ধ্বনিতে আর মরীয়া জঙ্গীশাহীর বেপরোয়া হত্যালীলা ও বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ধিক্কারে এই শহরের রাজপথ আজ মুখরিত ছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ডাকে এদিন ছাত্র যুবকরা মহানগরীয় পথে পথে বিক্ষোভ মিছিল করে।

তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে এক বিরাট সমাবেশে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবে দাবি জানান হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত রকম সাহায্য পাঠান হোক সীমান্তের বেড়া তুলে দিয়ে মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করা হোক।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্র একদিকে যেমন মার্কিন, অস্ত্রগুলি ব্যবহার করছে বাংলাদেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রুশ ও চীনের অস্ত্রও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী দীনেজ মজুমদার, এমএলএ। প্রস্তাব পেশ করেন শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বক্তা ছিলেন সর্বশ্রী বিমান বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয় লনে স্থানাভাব হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রাম লাইনে এসেও জমায়েত হয়।

সভায় বক্তারা দুই বাংলার সীমান্তে গিয়ে অহেতুক ভিড় না করার জন্য সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সভার পর যুব ছাত্রদের মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এসপ্লানেড ইস্টে যায়। সেখান থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি পাঠান হয়।

পাক ডেঃ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

পত্রিকা গ্রুপের সাংবাদিক এবং অসাংবাদিকরা আজ এখানে পাক ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাংলাদেশে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করার দাবি জানাতে থাকেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং অমৃতের কর্মীরা যে স্মারকলিপি দিয়ে আসেন, তাতে শ্রী দীপক বন্দোপাধ্যায় (অমৃতবাজার পত্রিকা) এবং শ্রী সুরজিত ঘোষালের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নঃ ভারত সরকারের এত দ্বিধা, এত ভয় কেন? বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধ	দৈনিক যুগান্তর	২৩ এপ্রিল, ১৯৭১

ভারত সরকারের এত দ্বিধা, এত ভয় কেন?

-বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের চোখের সামনে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এক আশ্চার্য নাকট অভিনীত হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ধাপ্পাবাজী, শঠতা এবং গণতন্ত্র হত্যার বর্বরতার অবসান হইতে চলিয়াছে। জাতি-বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়-বিদ্বেষে অন্ধ রাওয়ালপিণ্ডি যে শয়তানি চক্র একদিকে ভারতবর্ষ এবং অন্যদিকে বাঙালির জাতীয় সত্ত্বা ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিবার জন্য গত ২৪ বৎসর ধরিয়া নিরন্তর শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল, আজ তার প্রতিরোধের পালা শুরু হইয়াছে। আজ ইতিহাসের চাকা বিপরীত দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, উদাসীন একমাত্র তারা ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তরঙ্গ শুরু হইয়াছে, আসন্ন দিনগুলিতে সেই তরঙ্গ উত্তাল হইয়া সমগ্র মহাদেশে নতুন প্লাবন ডাকিয়া আনিবে। গত ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে এক অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাংলা রাষ্ট্রের যে উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সংশয়বাদীরা তাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন, অতি বুদ্ধিমানেরা তাকে উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকাইয়া আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্র স্বাধীনতার যে বীজ মুজিবনগরে উপ্ত হইয়াছে, আজ থেকে কাল থেকে-পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে কিম্বা তার আগেই সে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে। কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বোমারুর দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জয়যাত্রাকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদারেরা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ যে স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করিতেছে সাত কোটি বাঙালি তাকে বুকের রক্ত দিয়া রক্ষা করিবে। জননীর মমতা এবং জনকের শক্তি দিয়া এই নবজাতকে জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ও সংশয় থাকা উচিত নয়। এই পুরানো পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এই সেই ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড ও রক্ত হইতে নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করিতেছে। ভুট্টো-ইয়াহিয়া খান এবং ধনিক-বণিক-সামরিক চক্র অবশ্যই ক্ষেপা কুকুরের মতো যত্রতত্র কামড় বসাইবে, কিন্তু ইতিহাস এই ক্ষিপ্ত জানোয়ার আগাইয়া যাইবে।

বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র পল্লীর এক নিভৃত ভূমিতে জন্মলাভ করিয়াছে। গ্রামময় বাংলাদেশের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। নিভৃত পল্লীর এই দীপশিখা ইতোমধ্যেই জ্বলন্ত মশালের রূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিসভা এবং সশস্ত্র বাহিনী নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গহণ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে এই বার্তা সংবাদপত্র ও রেডিও মারফৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বত্র নিদারুণ ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা। এই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বিদেশী দূতাবাস ভারতবর্ষ-এই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল কলিকাতায় পাক-ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের নতুন জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তার সহকর্মী বাঙালি অফিসারবৃন্দ নতুন বাংলা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা সরকারের কূটনৈতিক প্রধানরূপে জনাব হোসেন আলী তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশন থেকে দুইজন বিশিষ্ট বাঙালি কুটনীতিক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং নতুন বাংলা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

করিয়াছেন। পাকিস্তানের অন্যান্য বাঙালি অফিসার এবং কর্মীরা, নাবিক ও লস্কররাও একে একে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছেন। ওদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ সার্বভৌম অধিকার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালিকে এক নূতন রাষ্ট্রিক ঐক্যের মধ্যে সংহত করিতে চলিয়াছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন এই নূতন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। তারা পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে এবং তার নৃশংস নরঘাতী শাসনকে অপরিসীম ঘৃণায় উপক্ষো ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ এতটি সংহত স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রের রূপরেখা বাস্তব মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

উপরে পর পর এই নাটকীয় ঘটনাবলীর কথা আমরা উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, একটি নতুন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে, যে অবস্থার উদ্ভব প্রয়োজন, সীমান্তের গুলি দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভারত সরকার কেন অবিলম্বে এই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতেছে না, এটাই আমাদের সবচেয়ে জরুরী জিজ্ঞাস্য। নয়াদিল্লীর কর্তারা কি এখনও তীরে দাঁড়াইয়া আরব সাগরের ঢেউ গুনিবেন? বাংলাদেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হইতেছে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে পাইকারি নরঘাতন পর্ব চলিতেছে এবং মুক্তিফৌজ যখন অমিত বিক্রম সত্ত্বেও শহরে শহরে মারণাস্ত্র সজ্জিত মডার্ন আর্মকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তখন যদি ভারত সরকার কেবল দ্বিধা, দ্বন্ধ এবং সংকোচ ও ভয় নিয়া কালহরণ করিতে থাকেন, তবে সীমান্তের বিপদ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। ভারত সরকার এবং বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেন মনে রাখেন যদি বাংলাদেশ এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে চূড়ান্ত পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তবে আগামী একশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর কোনদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সেখানে সমস্ত গণতন্ত্রবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের এবং বিশেষভাবে মাইনরিটিরা একেবারে শেষ হইয়া যাইবে এবং তারপর পকিস্তান ও চীন একজোট হইয়া ভারতবর্ষের ঘাড় মটকাইবার চেষ্টা করিবে-যে চেষ্টা চলিতেছে গত এক যুগ ধরিয়া। এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন এবং কিভাবেই বা ভুলিয়া যাইতে পারেন যে, গত ১৯৪৬ সাল হইতে যে ভায়বহ সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলিতেছে, যার ফলে ভারতবর্ষকে কাটিয়া দুই টুকরা করিতে হইল এবং তারপর থেকে ২৪/২৫ বছর ধরিয়া আমরা নিরন্তর যে যন্ত্রণায় ভুগিতেছি, আজ সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানী যন্ত্রণা ও বর্বরতার পাল্টা লইতেছে-প্রায় নিরস্ত্র, একক প্রতিরোধ শক্তির দ্বারা। আর আমরা কি এই পাকিস্তানী উৎপাত ও শয়তানীকে বধ করিবার জন্য বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের প্রতি হাত বাড়াইয়া দিব না-সেই শক্ত হাতে কি আমরা কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র তুলিয়া দিব না? কিসের ভয়, কিসের দ্বিধা, কিসের এত সংকোচ? আজ যদি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকার নূতন বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেন, তবে আগামীকাল সোভিয়েট রাশিয়া অগ্রসর হইয়া আসিবে-কিন্তু ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী কি আশা করেন যে, আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আমরা পালন করিব না কিন্তু আশা করিব যে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিবে? যে সাহসী, যে বীর তাকেই পৃথিবীর লোকে সম্মান করে। আজ আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের চেহারা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার যদি বাংলাদেশের পাশে আজ সাহসের সঙ্গে দণ্ডায়মান হন তবে সেই শক্তিমান ও সাহসী ভারতবর্ষকে পৃথিবীর লোকে আবার সম্মান করিবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার সরণ সিং যেন মনে রাখেন তার এই দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির গোজালি কোথাও শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতেছে না। আজ যদি তিনি ও তার দপ্তর বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন তবে কালই আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন মমত্ববোধ শুরু হইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পরিস্থিতি সহানভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিবে। আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী বগজীবন রামের উদ্দেশ্যে বলিতেছি-পার্টিশনের পর থেকেই ভারতবর্ষ দুই ফ্রন্টের বেকায়দায় পড়িয়াছে। একদিকে পাকিস্তানী এবং অন্যদিকে চৈনিক আক্রমণের আশঙ্কা (তাঁরা নিজেরাই মাঝে মাঝে এজন্য হাঁক-ডাক ছাড়িতেছেন)-এই দুই ফ্রন্টের বিপদ কাটিয়া যাইবে যদি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান ও চীনের একত্র যোগসাজশে ভারতবর্ষের উপর বিষম চাপ সৃষ্টি হইতেছে এবং হাজার কোটি টাকা মিলিটারি বাবদ ব্যয়

হইতেছে। এই নুইসেন্স এবং এই সামরিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় স্বাধীন বাংলাদেশের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য দেওয়া-যে সাহায্য কূটনৈতিক এবং সামরিক উভয় প্রকার।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরণ সিং এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে যে গণতন্ত্র স্বাধীনতাকে বর্বরেরা আজ নির্মমভাবে হত্যা করিতেছে আমরা আবেদন জানাইতেছি অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত আইনসভা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমস্বরে ওই দাবি উত্থাপন করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে ভারতীয় জনতার নিকট শপথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনতা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নির্বাচনে জয়মাল্য অর্পণ করিয়াছেন। ইন্দিরাজী কি সেই শপথ পালন করিবেন না? তিনি যেন মনে রাখেন রাষ্ট্রচালনা ও রক্ষা করতে হইলে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও চাতুর্থ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহসের এবং কঠিন সংকল্পের। সেই কূটনৈতিক বুদ্ধি ও সাহস মুহূর্ত আজ উপস্থিত। এক শতাব্দীর মধ্যেও এমন সুযোগ আর আসিবে না- রাওয়ালপিণ্ডির ফ্যাসিস্ট দুশমনদিগকে ঘায়েল করিতে হইবে। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, প্রাচীন কূটনৈতিক মন্ত্রী মহোদয় যেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভুলিয়া না যান। সুতরাং ভীতি ও সংকোচ তারা কাটাইয়া উঠেন।

নয়াদিল্লী প্রভুদের উদ্দেশ্যে আর একটি কথাও সবিনয়ে নিবেদন করিতে পারি। চীন ইয়াহিয়া খানের পক্ষ হইয়া যত তর্জন-গর্জনই করুক না কেন শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে হাতে-কলমে দমন করিবার জন্য তারা হিমালয় পার হইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়া অস্ত্র ধারণ করিবে না।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে দিল্লীতে সর্বভারতীয় সাহায্য সংস্থা গঠিত	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

NATIONAL AID BODY FOR BANGLADESH

(From Our Spl. Representative)

NEW DELHI, April 13-A national committee with representatives from all sections of people has been formed with a view to giving assistance to Bangla Desh in cooperation as also in coordination with other bodies formed for the purpose and to create national and international compulsion for early recognition of the Government of the Independent Republic of Bangla Desh, it was announced, by Prof. Samar Guha, M.P., today.

His committee will soon arrange a national convention in Calcutta in support of Bangla Desh and make every possible effort for giving about assistance to that liberation battle of Bangla Desh. The committee consists of the following; Honorary Chairman-Mr. M.C. Chagla; Working chairman-Mr. Karpuri Thakur, Chief Minister, Bihar; Secretary-Prof. Samar Guha. Others are Smt. Bina Bhowmick, Pannalal Das Gupta, Jenangir Kabir, Krisna Kumar Shukla, Sushil Dhara, Prof. Dillip Chakravarty and Sardar Amjad Ali.

All the Chief Ministers of the Eastern States, like, West Bengal, Orissa, Assam, Meghalaya, Tripura and Nagaland have been requested to become members/advisers of the committee.

Addressing a Press conference here today, Prof. Samar Guha, M.P. convener-secretary, National Coordination Committee for Bangla Desh said, "the Governments of India and Russia should give immediate recognition to the Government of Bangla Desh and start intensive diplomatic campaign for giving early recognition to this Government by other world powers. China has shown its ugly teeth in supporting the military imperialists of Rawalpindi in their effort to brutally suppress the liberation struggle of Bangla Desh and showing Indian move to help Bangla Desh by mobilising 10 Division of its army along the Indian border. The Pakistan army has started its second phase of savage offensive to annihilate civilian population of Bangla Desh ....channels to India before monsoon sets in.

He also said that the UNO had turned to be a moribund organisation and the sovereign States of the world had lost their 'conscience'.

Rajasthan to donate 10 lakhs

JAIPUR, April 13.-The Rajasthan Cabinet today decided to contribute Rs. 10 lakhs towards Bangla Desh relief fund.

This was announced by the Chief Minister, Mr. Mohanlal Sukhadia, in the Rajasthan Legislative Assembly today. The decision was loudly cheered by both sides of the House.

Mr. Sukhadia aded that the State Government would also donate a well-equipped mobile surgical unit. The cost of this unit would also borne by the Government, he added.

Mr. Sukhadia said, there was also a proposal that Ministers and members of the House should contribute one days salary every month for the relief of Bangla Desh Patriots as long as the fighting continued-(PTI)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রসংঘ থেকে পাকিস্তানকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির প্রস্তাব	দৈনিক হিন্দুস্তান স্টাণ্ডার্ড	১৭ এপ্রিল ১৯৭১

INTELLIGENTSIA OF BENGAL SET UP SAHAYAK SAMITI

A meeting of the Steering Committee of Sangrami Swadhin Bangla Desh Sahayak Samiti (sponsored by the intelligentsia of Bengal) was held on Wednesday at the presidency of Dr. S. N. Sen, Vice-Chancellor, Calcutta University. It was presided over by Prof. Nirmal Bhattacharjee, the Working President of the Samiti.

The drafted appeal and the programme of works placed before the committee by the General Secretary of the Samiti was discussed and was unanimously accepted. The committee empowered Mr. Subrata Mukhedrjee, MLA, to act as a liaison between the "Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti" and the "Committee for assistance to the freedom struggle in Bangla Desh" headed by Mr. Ajoy Kumar Mukherjee, Chief Minister.

Dr. Sunil Kumar Chatterjee, Mr. Tadra Shankar Bandhyopadya, Mr. Tushar Kanti Ghosh, Justice Sandar Prasad Mitra, Justice S. A. Masud, Dr. Salyendra Nath Sen, Dr. Roma Chowdhury, Mr. Asoke Kumar Sarkar, Mr. Sudhansu Kumar Basu, Sri Vivekananda Mukherjee, Mr. Sookamal, Kanti Ghosh, Mr. Manoj Bose, Mr. Prabodh Kumar Sanyal, Principal P.K. Bose, Dr. Prabir Vasu Mallick, Mr. Saibai Gupta, Prof. Nirmal Chandra Bhattacharjee and others in an appeal say:

The indiscriminate massacre of unarmed civilian population including men, women and children brutalities perpetrated on women and other forms of cruelties directed against the freedom-loving people of "Bangla Desh" by the West Pakistani military junta have been fitting the pages of the daily Press and need no further elaboration. The people on this side of the border cannot be silent on lookers, when millions of Bengalees are being subjected to incredible oppression by the most despotic and inhuman tyranny in history. This crusade of the people of "Bangla Desh" is destined to continue long. It is, therefore, essential that the people of India should organise relief and other assistance for the benefit of the people of Bangla Desh in order that they might make a sustained effort to achieve the ideal they are fighting for.

This effort will require a hand of selfless young volunteers who might be prepared to render any kind of service that may be called for.

We would also appeal to the public in general and the manufacturers in particular4 to come forward with their contribution, either in cash or kind. The following articles are urgently needed at this moment for relief work etc: Petrol and Mobil oil in tins, Cycle

tyres and tubes, torch and batteries, water bottles, rubber shoes, matches, milk powder, salt, mustard oil, kerosene etc. Amongst medicines following items are urgently necessary: T.A.B.C injection Vaccines all types of medicines necessary for First Aid.

We would appeal to all to send their contribution in cash or in kind to Mr. Santosh Kumar Ghosh, Treasurer (107/C, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta, 25 Phone: 47-402031 between 8-30 a.m. and 10-30 a.m.) Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti.

For volunteer enrolment please contact Mr. Benoy Sircar, General Secretary "Sangrami Swandhin Bangla Desh Sahayak Samiti" (IA College Row, Calcutta-8 Phone: 34-7311) between 8 p.m. and 9 p.m.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

CALCUTTA SIKHS CONDEMN PAK ATROCITIES

The Sikhs of Calcutta on Wednesday sympathized with the people of Bangla Desh in the struggle for the attainment of their democratic rights, reports PTI.

In a resolution adopted at a large congregation at Gurudwara Jagat Sudhar to mark the 273rd anniversary of the Khalsa Panth, the Sikhs condemned in no uncertain terms the atrocities of Pakistani army on unarmed and innocent men, women and children, destruction of their education and religious institutions and industrial undertakings and the killing of the intellectuals of the Bangla Desh in its bid to suppress their rightful aspirations.

The congregation appealed to all the Sikhs to extend whatever help they could through authorized bodies for the suffering humanity in Bangla Desh.

Sardar Meher Singh Garib, President, Sri Guru Singh Sabha, presented, on behalf of the Calcutta Sikhs, a cheque of Rs. 5,100 to Mr. Ajoy Kumar Mukherjee, West Bengal Chief Minister in aid of the Bangla Desh people.

Signature Campaign

The Explorers' Club of India has organized a mass signature campaign in support of its demand for immediate recognition of Bangla Desh, reports UNI.

The campaign was inaugurated on Wednesday by noted artist Jamini Roy who signed the petition to be presented to the Prime Minister of India and the UN Secretary General.

The club members fanned out to different parts of the city with copies of the petition. The campaign will be carried out throughout the State.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ তহবিলে সাহায্য দানের জন্য ক্ষুদ্রশিল্প সমিতির আহ্বান	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

Appeal to small industrialists for Bangladesh fund

(By A Staff reporter)

The Federation of Associations of Small Industries of India has called upon all small industrialists of West Bengal to contribute to the fund which has been floated by the association to help the fighting people of Bangla Desh whose sufferings knew no bounds.

The Regional Secretary in an appeal has requested the industrialists to contribute for this purpose liberally and send in their donations to the Eastern Regional Office at P-31, C.I.T. Road, Calcutta-14.

The Ramakrishna Birthday Celebrations Committee of Bhadreswar Saradapalli in Hooghly District has contributed Rs. 100 to Ramakrishna Mission funds for the purpose of rendering help and assistance to the suffering people of Bangla Desh.

The Ananda Marga Relief Secretary announced on Wednesday that several relief camps for distribution of cooked meals to the suffering people of Bangla Desh. These camps are operating the West Bengal border at Haridaspur Taki, Gede in West Bengal and Belonia, Khowai, Agartala in Tripura State and at Dinhata in Coochbehar. Two more centers are being opened at Hilly and Manik Chak at Goalpara in Assam.

The Calcutta Motor Dealers Association has raised a sum of Rs. 10,000 which was handed over to Chief Minister and the Deputy Chief Minister by delegation of the association which met them at Writers Building on April 8.

The sum has been handed over for the purpose of rendering relief to the suffering people of Bangla Desh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মসজিদের উপর বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

PAK BOMBING ON MOSQUES UN-ISLAMIC

Muslim leaders of West Bengal on Friday condemned the bombing by Pakistani Air force planes on religious places and mosques and on the innocent people of Bangla Desh as barbarous and un-Islamic.

Speaking at the West Bengal Mutwallis conference organized by the All-India Maulana Azad Social Welfare Mission in Calcutta, the leaders congratulated the new Bangla Desh Government and extended their full support and sympathy to the struggling Mukti Fouz.

They demanded of the military rulers of Pakistan to stop genocide and recognize the Bangla Desh Government and appealed to the democratic countries of the world for the same.

The leaders strongly condemned China's open support to Pakistan which they said would jeopardize world peace. They also described as 'baseless, malicious and provocative propaganda' the Pakistani allegation that Indians were infiltrating into Bangla Desh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বুদ্ধিজীবীদের আবেদন	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

INTELLECTUALS URGE RELIEF FOR BANGLA PEOPLE

(BY Staff Reporter)

Thirteen prominent intellectuals of West Bengal in an appeal urged the people of India to organize relief and other assistance for the benefit of the people of Bangla Desh to help them achieve the ideal they are fighting for.

The signatories to this appeal were Messrs. Tara Sandar Bandhyopadhayay, Tushar Kanti Ghosh, Vivekanada Mukhjerjee, Monoj Bose, Prabodh Kumar Sanyal, Saibal Gupta, Nirmal Chandra Bhattecharjee, Principal P.K. Bose, Dr. Prabir Vasu Mallick, Dr. Satyendra Nath Sen, Mr. Justice Sandar Prasad Mitra, Mr. Justice S.A. Masud and Dr. Roma Chowdhury.

In the appeal they stated that brutalities perpetrated by the West Pakistan Military Junta against the freedom loving people of Bangla Desh needed no further elaboration. The people on this side of the border could not be silent on lookers, when million of Bengalees were being subjected to incredible oppression by the most despotic and inhuman tyranny in history. The crusade of the people of Bangla Desh is destined to continue long.

An appeal was made to the public in general and the manufacturers in particular to come forward with their contribution, either in cash or in kind. The following articles were urgently needed at this moment for relief work-Petrol and Mobil oil in tins, cycle, tyres and tubes, torch and batteries, water bottles, rubber shoes, matches, milk powder, salt, mustard oil and kerosene, T.A.B.C, injections, vaccines and all types of medicine, necessary for first aid.

The donations in cash or kind could be sent to Mr. Santosh Ghosh, Treasurer (107/C, A.M. Road, Calcutta-25, Phone: 47-4020), Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti. For volunteer enrolment Mr. B Sircar, Secretary, Sangrami Swadin Bangla Desh Sahayak Samiti (1A, College Row, Calcutta, Phone 34- 7211) between 6 p.m. and 9 p.m.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আহবান	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

MUSLIM INTELLESCTUALS CALL FOR RECOGNITION

(From Our Delhi Office)

APRIL 18-Muslim intellectuals here today called on the Government of India to give recognition to Bangladesh and to persuade other Governments in the world to do the same.

The meeting held at the Jamia Rural Institute in Okhla, was also attended by the Soviet Second Secretary, Mr. Boris Romanov who occupied a front seat and sat right through the symposium on the liberation movement in Bangladesh. Dr. S. Abid Husain presided.

Speaking on the occasion Dr. K. G. Saiyadain, former Education Secretary, said that what was happening in East Bengal was not a fight between two sections of Muslims or between Punjabis and Bangalis, but plain and simple genocide. It was the duty of every decent human being to protest against this, he asserted.

Mrs. Saleha Abid Hussain, a well-known Urdu writer, said that she was a most tongue-tied by the barbaric events in East Bengal. She often heard Muslims say that a separate Muslim State was essential to fight against Hindu domination, but the creation of Pakistan had not solved the problem, she added.

According to Our Special Representative, West Bengal's Minister for Food, Mr. Kashi Danta Moitra, declared here today that the "time had now come" for recognition of the Bangladesh Government and that, if there was delay "the situation (of security) in West Bengal might be aggravated".

The Government of the "Democratic Republic of Bangla Desh" he said now met the "legal tests" required for recognition. These tests he listed as population, territory, Government or organization and sovereignty, both external and internal.

Mr. Moitra said that Bangla Desh refugees in West Bengal were being given a grain ration of 400 grammes per adult and 200 grammes per child per week (in rice, since cooking anything else in camps would be difficult) against 928 grammes per week received by others in the statutorily rationed areas in the State. He urged the Centre to help West Bengal sink tube-wells, operate mobile hospitals and build shelters for refugees in border areas.

Mr. N. C. Chatterjee, president of the All-India Civil Liberaties' Council and a former M. P. in a statement, thanked the U.S. Ambassador in India Mr. Kenneth Keating, for his bold and forthright" statement that what was happening in East Bengal was the concern of the international community and could not be treated an strictly as "internal affair" of Pakistan. He added that it showed that the world "is not bankrupt of decency and morality."

UNI adds:- The CPI (M) leader, Mr. Jyoti Basu, warned the Centre today that if it did not recognize Bangla Desh immediately and provide all material assistance to Sheikh Mujilbur Rahman, including arms, West Bengal might face serious consequences.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বোম্বেতে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' গঠিত	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

বোম্বাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

(বোম্বাই অফিস)

বোম্বাই, ২৪ এপ্রিল- বোম্বাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছেন এই কমিটির সদস্য। কমিটির উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষদের সাহায্য করা।

এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রী হরিশ মহীন্দ্র। বেগম মহবুব নসরুল্লা এই সমিতির সম্পাদিকা এবং শ্রী সলিল ঘোষ হলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক।

এই কমিটি বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। আগামী ৭ মে থেকে ১৪ মে পতাকা দিবস সপ্তাহ উদযাপিত হবে। পাঁচ লক্ষ পতাকা মুদ্রিত হয়েছে।

প্রখ্যাত তথ্য চিত্রকার শ্রী এস সুখদেব বাংলাদেশ-এর উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। ইয়াহিয়া সরকারের বর্বর অত্যাচারের চিত্র এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। নানারকম প্রাচীর পত্র ও পোস্টকার্ডেও বাংলাদেশের নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

শ্রী কবি বন্দোপাধ্যায় একটি কাওয়ালীর ব্যবস্থা করছেন।

শ্রী সুপ্রিয় বসু একটি চ্যারিটি শোর জন্য আয়োজনে ব্যস্ত।

শ্রীমতি ওয়াহিদা রহমান ও শ্রীমতি শর্মিলা ঠাকুরও ভাইস চেয়ারম্যানরূপে কমিটিতে যোগ দিয়েছেন।

আগামী ১৩ মে যে মুশারিয়ার আয়োজন করা হয়েছে তাতে অন্যান্যের মধ্যে শ্রীমতি মীনাকুমারীও যোগ দেবেন। বোম্বাই-এ গঠিত বাংলাদেশ সহায়ক কমিটির ঠিকানা হচ্ছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং, স্যার ফিরোজশা মেটা রোড, বোম্বাই-১।

'পরিদর্শক শিক্ষক'

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যেসব অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁদের অন্তত ছ' মাসের জন্য 'পরিদর্শক শিক্ষক' হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারি 'পুনর্বাসন' দফতরের কাছে আবেদন জানানো হবে। উপচার্য ডঃ সত্যেন সেনের প্রস্তাবমত সিনডিকেট এই সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এপারে চলে এসেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নাকি দু'একদিনের মধ্যে আসছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম নেতাদের বিবৃতি	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার অমানুষিক বর্বরতা
মুসলমান নেতাদের ধিক্কার

নয়াদিল্লী, ২৮শে এপ্রিল (ইউএনআই)- জনাব জুলফিকার আলী খান এমপি, আজ মুসলিম জাহানের নেতাদের- বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের নেতাদের প্রতি বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে একজোটে দণ্ডায়মান হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনসাধারণ- বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম গোষ্ঠী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

বসিরহাট থেকে পিটিআই জানাচ্ছেন : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন মুসলমান নেতা, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও এডভোকেট বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করেছেন।

এইসব নেতাদের মধ্যে আছেন জনাব এ কে এম ইসাক এমপি, জনাব আমজাদ আলী (প্রাক্তন এমপি) এবং জনাব গোলাম মহীউদ্দীন, এম এল এ (পঃ বঙ্গ সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের সদস্য)। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

একটি বিবৃতিতে তারা বলেছেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সেখানকার নিরীহ ও অসহায় জনসাধারণ পাকিস্তানী বর্বরতার শিকার হচ্ছেন। এ পারের মুসলমানদের ইয়াহিয় শাসনের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া ও বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।'

এইসব তো বাংলাদেশকে সাহায্য সমর্থনের উপায় নির্ধারণের জন্য ৩০শে এপ্রিল কলকাতায় একটি সভা আহবান করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশের সমর্থনে রাষ্ট্র সংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত	দৈনিক 'যুগান্তর'	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

বাংলাদেশের সমর্থনে রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লী , ২৮ শে এপ্রিল (ইউএনআই)- ভারতে গান্ধীবাদী সংস্থাগুলি বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশের রাজধানীসমূহে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের মনস্থ করেছেন।

গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশনের সম্পাদক শ্রী রাধাকৃষ্ণ আজ একটি বিবৃতিতে বলেন যে, গতকাল কলকাতায় সর্বোদয় কর্মীদের এক সভায় এই প্রস্তাবটি করা হয়। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবানেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

সানফ্রান্সিস্কো-মস্কো অভিযান অথবা দিল্লী-পিকিং অভিযানের মত একটি আন্তর্জাতিক শান্তি অভিযান শুরু করারও একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতীয় শান্তি সংস্থাগুলি এই প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা। এতদুদ্দেশ্যে যুদ্ধ-প্রতিরোধকারী লীগ, আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি এবং আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি কনফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে আগত যুবকদের অহিংস প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিবির খোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে বনগাঁয়ে ১শ' যুবকের জন্য প্রথম শিবিরটি খোলা হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক সেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কোলকাতার মুসলমান সমাজের প্রস্তাব	‘স্টেটসম্যান’	১মে, ১৯৭১

CALCUTTA MUSLIMS CONDEMN PAK ARMY ACTION

(By a Staff Reporter)

At a meeting of Muslim citizens in Calcutta on Friday a resolution was adopted condemning the brutal on the people of Bangladesh by the West Pakistani Army and urged the Government of India to recognize the Bangladesh Government. It was also stated that India should take up the question of genocide in Bangladesh at the U. N. Mr. Ghulam Mohiuddin. M.L.A. presided and among the speakers were Mr. A. K. M. Ishaque, M. P. and Mr. Amzad Ali.

Anjumane Moha Sinia of Hooghly took out a procession of Bengali Muslims to the Bangladesh Mission at Circus Avenue, where they met Mr. Hossain Ali and pledged their support. The Explorers Club, which runs a camp near the Mission, gave a warm reception to the delegation.

Mr. Mihir Sen, chairman of the club who addressed the gathering, called upon Bangali Muslims, to come out unequivocally in support of the people of Bangladesh. He also appealed to wealthy Muslims to open and operate a few camps to field and shelter some of the refugees who have come to West Bengal.

The Bharatiya Mazdoor Sangh has urged the international labor organization to condemn the brutal attack by the Pakistani "colonialists" on the people of Bangladesh. The National Coordination Committee for Bangladesh in a statement said that short term training courses in First Aid are being held at Netaji Bhavan in Elgin Road, Calcutta, from 6 p. m. to 8 p.m.

U N I and P T I add: C P I leaders Mr. N. K. Krishnan and Mr. Romesh Chandra will go to Moscow early next month to mobilize public opinion there in favor of Bangladesh. This was stated by Mr. Rajeshwara Rao, the party's general secretary, at a Press conference in New Delhi on Friday.

Meanwhile the National Council of the party at its meeting demanded recognition of the provisional Government of Bangladesh by Government of India and extended "full support" to the people's liberation struggle against the military regime of Yahya Khan."

The president of the West Bengal Jana Sangha Mr. Haripads Bharati demanded that India should not only recognize Bangladesh as an independent sovereign republic but should also ask Pakistan for a "chunk of land" along the eastern border for lodging the refugees who were pouring into India from Bangladesh every day in large numbers.

The Assam Legislative Assembly unanimously adopted a resolution appealing to the people of the State to maintain peace and harmony among all-sections of people "in this critical hour of grave importance".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে আচার্য বিনোবার সাক্ষাৎকারঃ ডেমোক্র্যাসি এণ্ড মিলিটারীজম আর ইনকমপিটবল	পিপলস এ্যাকশন	...মে, ১৯৭১

Vinoba Says

DEMOCRACY AND MILITARISM ARE INCOMPATIBLE

A group of Sarvodaya workers led by Shri Devendra Kumar Gupta met vinobaji on April 4 at his ashram in Paunar and discussed Bangla Desh situation. A free-rendering of the discussion by Prabhash Joshi is given below:

Vinoba: The All-India Radio has broadcast this morning a message of sympathy by the Soviet President. I am happy at this. What are Sheikh |Abdullah and Khan Abdul Ghaffar Khan doing? Have they said anything?

DKG: No.

Vinoba: Why are they silent? They should oppose the genocide in Bangladesh on humanitarian grounds alone. Where is gaffar Khan?

DKG. Perhaps he does not like, the disintegration of Pakistan.

Vinoba: Mujib was the leader of Bangla Desh. They (the military had indulged in a show of talks with him and then launched an all-ory rulers). They are also using bombs. And when bombs are dropped, they kill. A bomb does not discriminate between Hindus and Muslims, men at attack old and young. What is going in Bangla Desh is total destruction. If they were determined to impose their will on the people of Bangla Desh by terrorizing them, why did stage that drama of democracy?

DKG: People say India has also deployed army in West Bengal.

Vinoba: So what? Is the Indian army indulging in genocide? In West Bengal the need is to protect the borders. I have called it a 'bottleneck,' If India maintains an army, then it is necessary to deploy it on the borders.

Pakistan too had posted army in East Bengal. But they wanted to terroise the people. That is why they brought tanks, bombers and other weapons for an all-out war.

DKG: But then this sort of genocide went on for more than a year in Biafra and no one could stop it.

Vinoba: England did raise her voice against it. Even here Soviet 'President has come out with a statement on purely humanitarian grounds. But America has termed it an internal affair of Pakistan. This is the measure of US wisdom.

There had been systematic repression land exploitation of the people of East Bengal by West Pakistan. The majority of the people lived in East Bengal but they were not fairly represented in the army and administrative services of Pakistan. The army and the

administrative services had an overwhelming majority from West Pakistan. The benefits of development have by and large gone to West Pakistan. East Bengal remained poor and even today they are the poorest people in the entire subcontinent. In the elections, Mujib's Awami League got 98 per cent of votes and won a majority in the National Assembly of Pakistan. But they were deceived and denied a democratic rule.

When Ghaffar Khan came here, I asked him: Pakhtoonistan is being suppressed by the military regime. Do you want India to raise this issue at the UN? He replied, "It will be untimely. Democracy is coming to Pakistan and we will see what we can do ourselves". He had absolute faith in the restoration of democracy. Now that democracy has been buried in East Bengal, why is he keeping mum?

DKG: But how can we force the aggressor to sit across the table to seek a peaceful solution?

Vinoba: Moral pressure will work. You must mobilize would opinion to bring pressure on the military regime of West Pakistan.

DKG: Can the two wings of Pakistan remain together now?

Vinoba: This would happen only when the ABC Triangle comes into being (ABC Triangle is Vinoba's idea of a confederation constituting the triangle of Afghanistan, Burma and Ceylon with the Sub-continent of India and Pakistan). But today even an Indo-Pak confederation is not possible. The wars of 48 and 65 have blinded the people to think along these lines.

If there is any wisdom left in Bangla Desh, they will never remain with West Pakistan after what they have suffered at the hands of the military regime. Moreover, there are no common factors between the two wings. Islam has failed to weld them together. Entire Europe is Christian, but Christianity has not united them into a nation. Religion is outdated now. Hunger is the main issue. Who is hungry? Of course, Bangla Desh, and hungry people have no religion.

DKG: Should we call an Asian conference to mobilize world opinion?

Vinoba: Yes, this can be done. And it will be easier to organise it.

During my walking tours all over the country, I was in East Bengal for 18 days. I saw that people of Bangla Desh are very proud of their language. They used to say that the Bengal spoken in Calcutta is not pure Bangali. Their Bengali is pure 'gold'. And their Bengali has more Sanskrit words than any Indian language. Malayalam, among Indian languages, has the highest number of Sanskrit words but the Bengali of East Bengal has a still higher number of Sanskrit words.

I used to ask them: "Who are responsible for making the Bangla mind?" and they always gave four names: Buddha, Mohammed, Chaitanya and Tagore. These are the four great personalities who have shaped the Bangla mind. They have adopted Tagore's song *Amar Sonar Bangla Desh* as their national anthem. They love Tagore's poetry so much. But the rulers of Pakistan had banned Tagore's poetry on their radio.

DKG: There is fear in people's mind that East Bengal may secede and become independent.

Vinoba: We must not worry about it. Mujib never wanted an independent Bangladesh. All that he wanted was autonomy. But the military denied him this by merely staging the drama of democracy and then burying it under the military boots. So Mujib was v forced to declare independence.

DKG: Should we appeal to the Government of India to recognize Bangladesh.

Vinoba: We are experts in giving impractical suggestions (laughter). I too have a suggestion. It is that India should disband her army. The democracy which relies on its army is not a true democracy. This has been proved in Bangladesh. Setting this example before the word, India should declare that to protect our democracy we are disbanding our army. This will bring a tremendous moral pressure not only on Pakistan but on all the nations of the world. If you disband your army nobody will dare attack you. And even if someone attacks you, the world powers won't let it happen.

DKG: But then how would we protect our people?

Vinoba: The people are already very well protected because no one is really depending on the army (laughter). The suggestion to disband the army is not as impractical as it sounds. What is impossible in normal times but it can be done in times of crisis. Your Government has a two thirds majority now and they are in a position to do it. If you do it, it will have a tremendous impact on the world.

DKG: What can we do immediately?

Vinoba: You should mobilize public opinion not only in India but also in other countries. You can tell the people of America that the arms given by their Government are being used in East Bengal for perpetrating genocide. They can bring pressure on their Government and their Government in turn can persuade other countries, especially our neighbors, not to co-operate with Pakistan in the massacre of Bangla Desh People. You can ask your own Government to take up this issue at the UN.

In India, you can organise all-Party meetings all over the country to mobilize public opinion. You can collect funds for relief work. You can send medical teams to the borders.

DKG: How can the people of Bangla Desh resist the army nonviolently?

Vinoba: Under Mujib's leadership the people of Bangla Desh have given an excellent example of complete non-cooperation. But they have not shown the powers of nonviolence. Indeed, no country has done it. There are many examples of non-cooperation in the world. And even in India the power of nonviolence has not been used. I was hoping that Mujib might generate it. But he was deceived and the military has crushed any hopes by its all-out attack.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সকল দেশের প্রতি ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেণ্ডশীপ সোসাইটির আহ্‌ববান	প্রচারপত্র	২ মে ১৯৭১

BHARAT-BANGLADESH FRIENTDHIP SOCITY

The birth of a new nation should be congratulated by all countries.

Formerly the name of our Organization was Indo-pak-Friendship Society. After the birth of "Bangla Desh,"as free and sovereign country under the table leadership of Shieikh Mujibur Rahman, we have changed the name of our Organization. Main aim of our organization was at that time to promote cultural affinity between the two countries.

Since the dark night of March 25 Blood lust of the West Pakistani Military is continuing, Bangla Desh has been oppressed and Exploited for last 24 years by the handful of Punjabi and sindhi industrial families. Now the country is being bled on a scale unknown in history.

Sheikh Mujibur Rahman is a historical leader. He has proved his unprecedented popularity in last election. His party Awami league has got absolute majority both in State Assembly and in Central Parliament. But instead of transfer of power to Awami league blund soldier Yahya Khan has ordered mass massacres in East Bengal. The West Pakistani have mobilized in "Bangla Desh." All modern weapons of destruction whichg they collected from foreign countries, Fascist dictator Yahya Khan has Zulfikar Ali Bhutto as Chief Adviser for butchery. 10 lakhs Bengalees have been butchered including women, children, old people, villagers, day laborers, and kisans. Hindu community is main aim of butchery. Professors, Lawyers, Medical, practitioners, Writers and other intelligentsia are also to be finished. But Mukti Fouz is determined to win within monsoon period. The entire country is in revolt. Though armed with primitive weapons like lathis, spears and small quantities of arms collected from over powered. West Pakistani forces they have strong moral as they are fighting for Democracy and Freedom.

On behalf of our organization we place the following demands:

(i) Immediate recognition of Bangla Desh by all civilized countries. Countries believing in civilization; freedom and democracy should come forward.

(ii) International Red Cross must be sent to Bangla Desh. Refusal of the same by Islamabad shows gravity of the situation . U.N.O. should not remain silent.

(iii) GENOCIDE in Bangla Desh must end immediately and West Pakistan forces must be withdrawn without any delay.

(iv) The association congratulates Soviet Union and Yugoslav Govt. for the bold statement and requests to adopt further step. The association condemns the.

attitude of Peking the self proclaimed champion of the oppressed and exploited nations which is now backing Islamabad.

(v) Western countries, who are also champion of democracy should come forward to recognize Bangla Desh and to stop planned butchery of civilian population U.S.A., U.K. Japan, Germany and France have got special responsibilities to stop GENOCIDE.

(vi) Afro-Asian countries, specially non-aligned should also play their definite role. India. Yugoslav and United Arab Republic always stand by the oppressed people-Afro-Asian countries should meet in a conference immediately.

(vii) This New Nation also needs medical relief and other help for its reorganization. The question remains if butchery continues on unarmed people what is the need of U.N.O?

(viii) Pakhtoon leader Badsa Khan should also come forward. One crore Frontier people and beluchistan pathans cannot witness these horrible catastrophe.

(ix) Mukti Fouz has proved the futility of two Nation theories. It is evident from the fact that Muslim countries of Middle East have got separate identity. On humanitarian aspect, civilized countries of the world are bound to be get involved. They must recognize "Bangla Desh" as free and sovereign country

(x) Uncivilized Pakistan should be expelled from U.N.O

DHIREN BHOWMICK
Secretary
Bharat-Bangla Desh Friendship
Society.

____

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী	দৈনিক ‘‘আনন্দবাজার’’	৬ মে ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য
শহীদ মিনার জনসমাবেশে ঘোষনা
(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশ জাতীয় সমস্বয় কমিটির ডাকে সারা ভারত বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিবস উপলক্ষে বুধবার বিকেলে শহীদ মিনার ময়দানে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা গয় যে, কালবিলম্ব না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দেওয়া আজ ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য । প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের জাতীয় জীবনের সামনে অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ। এই অপূর্ব সুযোগ ব্যর্থ হলে ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবন বিকৃত হবে এবং ভাবী জীবনও হবে চরমভাবে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত। ওই মর্মে একটি স্মারকলিপিও রাজ্যপাল সমীপে পেশ করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি অসুস্থতার জন্য সভা ত্যাগ করলে বিচারপতি শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র সভার কাজ পরিচলনা করেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘‘আমার সোনার বাংলা’’ গানটি গেয়ে সভার সূচনা করেন। বাংলাদেশের পতাকা শোভিত সভামঞ্চের দুই দিকে নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু মজিবুর রহমানের আলোকচিত্র শোভা পায়।

সভায় শ্লোগান দেওয়া হয়, বাংলাদেশকে জিততে হলে এপার বাংলার শান্তি চাই , ‘পিণ্ডি-পিকিং চক্রান্ত যুঝবো যুঝবো’ জয় বাংলা জয় হিন্দি ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন বাংলাদেশের সমস্যাটি হল মসুষত্বের প্রশ্ন। এর একটা প্রতিবিধান হওয়া উচিত যাতে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে ভারতের আপত্তি থাকা উচিত নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন হলে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধও করতে হবে।

শ্রী সুশীল ধাড়া বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে ভারতই আগে পথ প্রদর্শক হোক। কারন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে শুধু বাংলাদেশের স্বার্থ নেই ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গেরও আছে। তিনি দেশের তরুন সমাজকে প্রস্তুত থাকবারও আহবান জানান।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, এতো দিনও ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে নীরব থেকে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের জঙ্গী শাহীকে সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে

তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দেবার দাবি জানান। সর্বশ্রী পান্না লাল দাশগুপ্ত, বীনা ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু মৈত্রেয়ী দেবী, জনাব লালজান প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক সমর গুহ এমপি সভায় প্রস্তাবটি পাঠ করেন। সভাশেষে শ্রী সতোশ্বর মুখার্জি জাতীয় সঙ্গীত গান। বাংলাদেশের শিল্পী অধ্যাপক সুকুমার বিশ্বাস কয়েকটি গান গেয়ে শোনান।

''যেতে নাহি দিব''

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের জন্য গম বোঝাই দুটি জাহাজের একটিকে যাত্রার জন্য পোর্ট কমিশনারস বুকিং দিয়েছেন।

সেই অনুসারে ওই জাহাজ ' মারলিনের' আজ বৃহস্পতিবার কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রাম অথবা করাচীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ভারতের ৪৪ জন অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর আবেদন	পুস্তিকা	৭ মে ১৯৭১

APPEAL
To the Conscience of the World on the Agony of Bangladesh
From
Indian Thinkers and Writers

DEEPLY moved and shocked by the harrowing accounts coming from across the border, we raise our voice in anguish to express our sense of outrage at the crimes committed by a military junta against the defenseless people of West Bengal.

In the name of safeguarding the integrity of the state. The democratically elected majority has been outlawed by the fiat of a military dictatorship. But behind this cloak of legal and political casuistry lie the dead and the maimed in their thousands: not only the heroic freedom fighters of West Bengal but entire civilian population innocent women and children, University teachers and students, whose only crime was their desire to be equal partners in a free, democratic nation. It is our profound belief that the sacrifices they are making and the suffering that they endure will not be in vain.

Even in this age when conscience of mankind has been muted by the collapse of moral values, there are still countless men and women throughout the world cherish values that have ennobled man. We urge them to hear the strangled cry of the people of East Bengal. In the3 name of humanity, we appeal to them to join us in mobilising world opinion to compel the military rulers of West Pakistan to end this insensate carnage and respect the democratic rights of the people.

S. NURUL HASAN
Member of Parliament; director Centre of advance Studies in History, Aligarh Muslim University and some time Visiting Fellow, All soul's College Oxford.

ABDUL ALLEM
Vice-Chancellor,
Aligarh Muslim University

S.MAQBOOL AHMAD
Director Centre of West Asia studies Aligarh Muslim University

RAIS AHMED
Head of the department of Ohysics Aligarh Muslim University

S.A.H ABIDI
Professor of Persian,
University of Delhi

Dr.S. HUSAIN ZAHEER
Former director General. Council of Scientific and Industrial Research in India, and Member of the Executive Committee, World Federation of Scientific Workers.

E. ALKAZI
Director, national School of Drama, and Asian Theatre Institute.

DR.WAHEEDUDDIN KHAN
Professor of Philosophy.
University of Delhi.

DR.K .G. SAIYADAIN
Former Education Secretary.

FRANK MORAES
Editor in Chief, Indian Express.

K.P.S MENON
Former Foreign Secretary, and Chairman, Indo Soviet Cultural Society,

DR.D.S.KOTHARI
Chairman, University Grants Commission, and honorary Professor of Physics, University of Delhi,

DR, SARUP SINGH
Vice Chancellor, Delhi University.

MR. MAHOMED ALI CURRIM CHAGLA.
Former union Minister of Education, and former Minister for External Affairs,

MR.MOHAMED HIDAYATULLAH
Former Chief Justice of India.

PROF.M.MUJIB
Vice Chancellor. Jamia Millia Islamia, New Delhi.

MR.BADR-UD-DIN TYABJIT
Former Vice-Chancellor,Aligarh Muslim University and former Secretary, Ministry of External Affairs,

V.K.R.V.RAO
Former Union Minister of Education and former Vice-Chancellor.University of Delhi

SAFIQUE CHOWDHURY
Professor, School of Social Sciences.
Jawaharlal Nehru University.
New Delhi.

DR. ROMILA THAPAR
Professor , Jawaharlal Nehru University New Delhi,

A.M KHUSRO
Director, Institute of Economic Growth, Delhi,

SUKHMAI CHAKRVARTY
Professor of Economics, University of Delhi

DR.P.B.GAJENDRAGADKAR
Vice Chancellor, Bombay University and former Chief Justice of India

DR.SUNITI KUMAR CHATTERJI
National Professor of Humanities.

DR.S. GOPAL
Head of the Centre of historical Studies Jawaharlal Nehru University .New Delhi, and Reader in South Asian Studies, Oxford University,

DR. RANJINI KOTHARI
Director, centre for developing Societies, Delhi,

MR. G. PARTHASARATHI
Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and former Permanent Representative of India at the United Nations.

MR. RAJKAPOOR
Film Director, Bombay.

PROF. RASHIUDDIN KHAN
Member of Parliament, Head of the Centre of Political development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

MR.M.F HUSSAIN
Artist New Delhi.

DR. ANDREBATELLE
Reader in Sociology, University of Delhi.

DR.S.N BOSE
National Professor of Physics;

DR. DEBI PRASAD CHATTOPA DHYAYA
Member of Parliament.

PROF TAPAN RAY CHAUDHURY
Professor of Economics and History University of Delhi.

PROFS. C. DUBEY
Head of the Department of Social Anthropology, University of Sagar.

DR. V.P DUTT
Pro-Vice Chancellor and Professor Chinese Studies , Delhi University

PROF NIHAR RANJAN RAY
Fromer Director, India Institute of Advance Studies, Simla Retired Professor of History of Art, Calcutta University.

PROF.G. TALWAR
Professro of Vio-Chemistry, All India Institute of Medical Science New Delhi.

DR.TARA CHAND
Former Education Secretary. former Vice-Chancellor, Allahabad University, and former ambassador of India to Iran.

DR. MULK RAJ ANAND
Writer.

MR.V.V JOHN
Vice Chancellor, Joodpur University

PROF. M.S VENKATRAMANI
Dean School of international Studies Jawaharlal University, New Delhi,

MR. DEBI PRASAD CATTOPADHYA
Author and Philosopher

MR. SUBHAS MUKHOPADHYA
Author.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রসংঘ মহাসচিবের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবেদন	দৈনিক আনন্দ বাজার	৭ মে ১৯৭১

বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে বৌদ্ধ থানন্টের কাছে বাঙালী বৌদ্ধদের তার

(বিশেষ প্রতিনিধি)

ইয়াহিয়া ফৌজের কোপানল থেকে বাংলাদেশের ৫ লাখ বৌদ্ধও বাদ পড়েননি। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জুড়ে পাক ফৌজ বৌদ্ধ গ্রামগুলিতে ঢুকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে দিয়েছে।

পাক হানাদারেরা অত্যাচার থেকে বাঙালী বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুরাও নিস্কৃতি পাচ্ছেন না। কুমিল্লা পূর্ণানন্দ মহাস্থবির গুরুতর আহত। পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রসার সংঘের সভাপতি জ্যোতিপাল মহাস্থবির কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে বরইগাঁও বিহার থেকে পালিয়েছেন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি রোডের ধারে রাউজান থানার বৌদ্ধ গ্রাম বিলুজড়ির ওপর নেমে এসেছে মধ্যাহ্নের অন্ধকার। পাক ফৌজ সেখানে ঢুকে বারো হাত উঁচু দীর্ঘ মূর্তি চুড়মার করে ফেলেছ।

চট্টগ্রাম মহাবিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পাক ফৌজের অত্যাচারের ভয়ে কিছু বৌদ্ধ শস্ত্র নিয়ে চলে গেছেন দূরে এক গ্রামে।

বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধরা আসছেন ত্রিপুরায়। ত্রিপুরা হয়ে কয়েকশত পরিবার ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসেছেন। কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভার কিছু দুর্গত বৌদ্ধ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভার মন্দিরে বসে কথা হচ্ছিল ধর্মাধার মহাস্থবিরের সঙ্গে। পীত বসন পরা এই প্রবীণ সন্নাসীর বাড়িও চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে মানুষের দুঃখে তিনি অভিভূত। সারা বাংলাদেশ জুড়ে বৌদ্ধ নির্যাতনের খবর দিয়ে তিনে বললেন, আমরা বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্প্রাদায়ের পক্ষ থেকে উথান্টকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছি। উথান্টকে নিজেও বৌদ্ধ। মানবতার এত বড় বিপর্যয়েও তিনি কি কিছু করবেন না?

মহাস্থবির বললেন, শ্রমণদের ছেড়ে ভিক্ষুরা দেশ ত্যাগ করতে চাইছেন না। কুমিল্লার আলিশ্বরে পূর্ণানন্দ মহাস্থবিরের ওপর এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি আসেননি। তবে আবদুল্লাপুর ফটিকছড়ি থানা, চট্টগ্রাম জেলা থেকে দুইজন ভিক্ষু এসেছেন। এসেছেন, কুমিল্লার ধর্মরক্ষিত আর প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু।

কলকাতার মাঠে আশ্রয় নিয়েছেন দিনাজপুরের সাব জজ শীলব্রত বড়ুয়া আর চট্টগ্রামের অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া। এরা দুজনেই বৌদ্ধ।

আর কয়েকটি পরিবারকে দেখলাম। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় আশ্রয় নিয়েছেন। দেখা হলো গহিরিয়া (চট্টগ্রাম) গ্রামের শ্রী মতি নিরূপমা বড়ুয়ার সঙ্গে। ১২ এপ্রিল ১১ টায় যখন পাক ফৌজ ওদের গ্রামে এল তখন ওরা পালিয়ে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে এক বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নেন। তখন ওদের গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপর দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার শেষে রামগড় থেকে ফেনী পেরিয়ে সাবরুম। সেখান থেকে কলকাতা।

'ব্রিটেন প্রবাসী প্রায় দেড় লাখ বাঙ্গালীর অধিকাংশই এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। তাদের অনেকেই চলনসই ইংরেজী বলতে পারলেও রেডিয়ো টেলিভিশনের ইংরেজী যথাযথ বুঝতে পারেন না। এই সত্যটা উপলব্ধি করে গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ের পর অনেকদিন বিবিসি, বাংলায় বিশেষ সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। টাইমস পুনপায় সুপারিশ করা সত্ত্বেও বিবিসি কিন্তু বতৃমান পরিস্থিতিতে সে রকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তদুপরি, করাচী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদও কেবলমাত্র পাঞ্জাবী অপপ্রচার। এমতাবস্থায় আমার অনুরোধ অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো তাদের ওভারসিজ সার্ভিসে ইংরেজী খবরের সঙ্গে যেন বাংলায়ও খবর প্রচার করেন। পূর্ব বাংলার এই দুর্দিনে ভারতীয় বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করি এই অনুরোধটি রক্ষা করবেন। শ্রী ধন রায়, বার্মিংহাম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্ন 'বাংলাদেশ' প্রবলেমস অব রিকাগনিশন: বিএল শর্মার পর্যালোচনা	অমৃত বাজার পত্রিকা	৭ মে ১৯৭১

Political Forum

BANGLADESH: PROBLEMS OF RECOGNITION
BY B.L. SHARMA

Than more than a month the armed forces of Pakistan have been literally running amok in Bangla Desh. They shot men, bayoneted women and children, set fire to homes and hamlets.

Inhabited areas have been staffed by military planes and shelled by artillery and gunboats; No one knows the number of casualties which according to some estimates run into several hundred thousand.

Shocking as the massacre has been-and continues to be-not a single Government, except India, has thought it fit to condemn it. Some of the countries like Britain have dismissed it as a domestic concern of Pakistan. Peking has gone still further and offered its full support to Islamabad. True, Podgorny sent a rather strong letter to Yahya Khan but the results were negative. And yet world public opinion, far ahead of Governments, has not hesitated to charge Pakistan with committing a planned genocide, intended to destroy the leadership and economy of Bangla Desh and break the spirit of its people.

In the circumstances, is there nothing that the Government of India can do to close the chapter of horror and bloodshed across our border? It has been suggested that India should intervene in Bangla Desh in some form or another.

Thus one proposal is that India should recognize the Government of Bangla Desh. Unfortunately International law on the subject of recognition is in a state of chaos. Not only has a distinction been made between recognizing a government-for example in Bangla Desh both forms of recognition are involved-a State need not be recognized de jure and yet bilateral agreements could be signed with it as trade agreement have been signed between East Genmany and India. Much less recognition is necessary for participation in multi-State conferences.

Conditions

Many conditions have been suggested by international jurists for recognizing a State. These include possession of territory and an independent government in control of economic, technical and military resources, exercising authority over people living in its territory. In contrast, a Government before it is recognized must not only be in effective control of the territory and its population but must also be, stable enough to last, so that it can enter into international obligations and be held responsible for their fulfillment.

In practice, some of the major powers have ignored these considerations. thus the United States recognized Israel as a State as soon as Israel proclaimed her independence, Similarly when President Kasavubu handed over government to General Mobutu, France and Belgium promptly recognized the General's.

The writer, a former Principal Information Officer of the Government of India, and later-Officer on Special Duty in the Ministry of External Affairs, discusses the problems that might arise if India were to recognize Bangla Desh as an independent nation.

---

government. In both cases the reasons were political, not legal. The US representative described the recognition of Israel as a "highly political act of recognition". In the Congo, France and Belgium were protecting their economic interests which generally under line political policy.

Indian recognition of Bangla Desh will thus have to be a political decision.

Assuming such a step is taken, certain consequences may follow immediately.

India and Pakistan may find themselves at war with unforeseeable consequences, including economic ruination which might prove to be catastrophic. Even if, for some reason, hostilities do not break out between the two countries, India may find it difficult to refuse supply of arms to Bangla Desh, as the USA finds it necessary to arm Israel. Sooner or later this is likely to lead to an armed conflict.

Also this would give Pakistan exactly what she is looking for, namely an opportunity to bring up the matter in the Security Council where not only Bangla Desh, but also the Kashmir issue will be ripped open. India has had enough experience of the Security Council and it would be vain to expect any support from majority members of the Council. Thus once again India will be left high and dry, without rendering any substantial assistance to Bangla Desh.

It has also been suggested that India should take the lead in raising the matter in the Security Council or in the General Assembly. With the exception of the Soviet Union how many member countries of the United Nations have raised their voice in support of the helpless people of Bangla Desh? The plain fact is that Governments are not moved so much by humanitarian considerations as by national interests.

Muslim States are presumably loathe to see a Muslim country Pakistan weaken forgetting that an additional Muslim State would come into being. Some of the super-powers are worried about military balance of power being upset in this area and would not be happy to see Pakistan weakened vis-a-vis India. A number of States suffer from nightmares of secessionist movement elsewhere. They forget that in Bangla Desh it is not a minority which is seeking independence but majority of the population which has already expressed its will in a free general election.

Obviously none of these proposals is sound. And yet as the Prime Minister has put it we cannot be silent spectators of the atrocities that Pakistan troops are committing daily

in Bangla Desh. There is only one way in which India can render service to Bangla Desh and bring the matter to a head without getting involved in recognition or a war with Pakistan.

A New Threat

Already nearly a million refugees have poured into India. This is posing a new threat to our economy and administration. The party at the Centre has been returned to power by the electorate on the basis of programme the objective of which is to eradicate poverty. The mounting relief operations along the Indo-Pakistan border in the East are eating away our resources which are badly needed for economic development. We should not forget that our own people need mobile hospitals kitchen for the poor clothes for the naked houses for the homeless hope for the hopeless.

The time has come for India to take up in a big way the matter of relief in all the major capitals of the world as well as with all the international relief organizations-FAO WHO International Red Cross UNESCO CARE and so many others. What prevents super-powers and major powers as well as so-called Afro-Asian countries from making liberal specially for the purpose?

Relief operations do not involve teasing legal and political issues. If hundreds of thousands of damaged lives are to be repaired surely the world cannot cast the entire burden on India and wash its hands of the whole business. Why do we not rear up our whole information and diplomatic machinery to meet the challenge.-INFA

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিরোধী নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকঃ বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের সম্ভাবনা নেই	স্টেটসম্যান	৮ মে ১৯৭১

P.M MEETS OPPOSITIONS LEADERS
NO EARLY RECOGNITION OF BANGLADESH:

NEW DELHI, May 7-At an unscheduled meeting this evening the Union Cabinet considered the situation arising out of the near-unanimous Opposition demand for immediate recognition of Bangladesh. The discussion was detailed and frank, and at least some members are believed to have favored recognition. But no new decision was taken.

By implication the Government's stand-against immediate recognitions-stays.

The Government has noted the new Pakistani propaganda line that the 15 million refugees who from East Bengal are Indian infiltrator who have been driven back to their country.

Earlier, despite Opposition pressure, the Government stock to the cautious line on Bangladesh-it will not recognize the freedom-fighters Government immediately but will prefer to "wait and watch the developments".

This was clear from Mrs. Gandhi's remarks at a three-hour conference with Opposition leaders today called to acquaint them with the latest developments and the Centers thinking on the subject: the Prime Minister denied the charge that the Governments stand was "born out weakness" or that it was influenced by Pakistan's war threats or by fears of a confrontation with China. "There are more weighty reasons for it", she said, but did not elaborate.

India, Mr. Gandhi told the conference, had sounded friendly Governments on the recognition issue but none favored immediate action. This she implied had influenced the Governments thinking.

The Soviet Union, it is learnt, is one of the several "friendly" powers with whom New Delhi has been in much Aid although Moscow seemed to accept India's assessment of the East Bangal situation, It reportedly disfavored the idea of granting immediate recognition the Bangladesh Governments.

Like the Prime Minister's stand, Opposition pressure was on the expected lines. Most Opposition leaders except Dr. Karni Singh of Bikaner and Mr. Mohammed Ismail, the Muslim league president wanted immediate recognition and took the Government to task for delaying it. Mr. Atal Behari Vajpayee, the Jana Sangh President, was most forthright while the DMK's Mr. Monoharan was cautious. The critics wanted India to give a lead to the other Governments instead of being influenced by them.

Because of historical and geographical factors, as also the genocide being committed by Pakistan in East Bangal. India had special responsibility, they felt, Typifying their impatience was Mr. Vajpayees's complaint that India had let down the people of Bangladesh.

Dr. Karni Singh and Mr. Ismail on the other hand, spoke of complications that could follow the recognition of Bangladesh. Mr. Manoharan wanted a thorough study of the move's implications.

International Norms

Mrs. Gandhi sought to project the Bangladesh issue in a broader perspective leaving aside the issue of recognition, India, she said, had tried to help the people of East Bengal in their struggle for freedom in all possible ways subject to international norms and behavior. Pakistan, she regretted, had resorted to lies to malign India and to mislead world opinion about the reality in East Bengal. She cautioned them against Pakistan's attempts to create communal tension in the country and sought the Opposition leaders help in forestalling such trouble.

Rehabilitation of refugees and the urgency of seeking help from international organizations also figured in the discussions. Mrs. Gandhi disclosed that over 1500000 evacuees had evacuees had crossed into India. Of these 50% had been settled in camps and the rest were lining in the open. This figure did not include those who had gone to Bihar and other States. The Government was aware of the socio-economic implications of such huge influx of evacuees and was doing its best in looking after them, she said.

Evacuees Not Refugees

However she made it clear that those who had come over to India will have to return to their country as soon as the war ended there. For that reason, she preferred to describe them as evacuees and not refugees.

Mt Swaran Singh, too, defended the Government's decision not recognize the Bangladesh Government immediately. There was no alternative to a "Wait and see" policy under the present circumstances, he said. As regards suggestions that India should take up the issue at the U. N., she explained that the Government had sought to rouse the conscience of other nations and that efforts were being made to involve international agencies in the rehabilitation of the evacuees.

Besides Mrs. Gandhi and Mr. Swaran Singh, Mr. Jagjivan ram, Mr. Chavan, Mr. Fakhruddin Ali Ahmed, Mr. Raj Bahadur, Mr. R.K. Khadilkar and Mr. Om Mehta was represented by the Government.

All the Opposition leaders, except the Swatantra representative attended the meeting. The leaders of the Swatantra Party had written to the Prime Minister expressing their inability to attend the meeting as they had other engagements. Among those who attended were Mr. Indrajit Gupta and S. M. Banerjee of the CPI, Mr. A. K. Gopalan (CPI-M), Mr. N. G. Goray and Mr. Samar Guha of the PSP, Mr. Manoharan (DMK), Mr. Farnk Anthony (Ind). Mr. Vajpayee (J. S.), Dr Karni Singh and Mr. Ismail.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘বাংলাদেশ দি ট্রুথ’	কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি প্রকাশিত পুস্তক	৯ মে ১৯৭১

This small brochure has been written to narrate the story of Bangladesh movement. When Pakistan was formed on the demand of Mr. Jinnah and the Muslim League, there was no other bond of union between its two parts except that the people of the two wings had the same religion. Religion has seldom been the generator of the spirit of nationalism. Otherwise, all the Muslims of Christians would have agreed to live under the same state. The people living in the two wings of Pakistan had no other common bond between them. Their languages were different and their cultures were different. Though the population of the Eastern wing was much large than that of the West, the latter got preponderance in everything a fact that cannot be denied by even the most ardent admirer of the West. What the most unfortunate people of the Eastern wing of Pakistan did unknowingly was to substitute British bosses by Punjabi bosses. The only consolation was that the people of both the wings had the same religion. But that soor proved to be a very poor consolation. The Bengali-speaking population was no doubt given some prizes her and there. But the main banquet was reserved for the West Pakistanis, the east getting only a few occasional crumbs. The resulting sense of injustice has given birth to the inevitable demand for greater autonomy for the Eastern wing and for greater share in the total resources of that country.

This demand, which is absolutely, just should have been handled with great tact and sympathy. But unfortunately the poor people of the Eastern wing who demanded autonomy to secure equality of treatment got only bullets in return, and extremely brutal treatment from the Government of Pakistan. The natural reactions to this Chengis Khan-Nadir Shah-Hitler treatment has been the declaration of independence by the people of Bangladesh.

This story of Bangladesh is not new in history. A large number of other countries which are now independent were formerly pats of another country. They had risen up in revolt against the rule of that country and had to make large-scale sacrifices before they achieved their freedom. Freedom's battle once begun may appear to be repressed on occasions. But "Though baffled off, it has ever won." There is no doubt that Bangladesh will attain its freedom sooner rather than later. Its story will be the same as that of any other freedom-seeking country. The only distinction between this story and all the previous stories of freedom is the unparalleled savagery, murder and destruction that are now being carried on in Bangladesh by the occupation forces. And the second most unfortunate fact is the attitude of the government of mot of the countries of the world and their response to this battle for freedom. There are no doubt honorable exceptions and we in India are proud that we be owe belong to this group. Our people have always supported the cause of freedom in every part of the world, irrespective of religion, color, community, or politics. Our support for the freedom of Bangladesh is on the same basis that of the French people for the American War of Independence. When the majority of

the people of country rise up in revolt against the military government of that country, it is an affair which concerns not only the anti-democratic government of that country but also all the democratic, freedom loving people of the world.

This story of Bangladesh has been written by Dr. Bangendu Ganguli and Dr. Mira Ganguli. They have taken a lot of trouble to write this within a short time, and we are really grateful to them.

University of Calcutta — S. N. SEN
Calcutta Vaisakh 25, 1378 — Vice Chancellor
Rabindra Nath's Birth day .May 9,1971.

The conscience of the world has been profoundly shocked at the latest manifestation of the arrogant unrighteousness of the present rulers of Pakistan. This is but the culmination of a long series of acts of intimidation and economic exploitation, from suppressions of the Bengalese people to deliberate mass murder.

Separated geographically by over one thousand miles of Indian territory but bound together by the Islamic faith, two distant regions were united as the nation State of Pakistan just over twenty-three years ago. But these years did not bring the two wings any nearer. On the contrary, their differences were accentuated. There can be no doubt about the fact that the West wing prospered dramatically over the as two decades while the economically backward but more populous East wing remained one of the most backward areas of the world. And it is at the expense to the East win that the West prospered.

Economic Disparity

Per capita income in West Pakistan was much higher than in the East. While the disparity in real incomes per capita was somewhere between 40 and 50 per cent, the amount of resources made a valuable to West Pakistan per capita had exceeded that to East Pakistan by an even wide margin. The latter was mad possible partly by a net transfer of visible resources from the East to the West and partly by a higher allocation of foreign aid to the West.

One can obtain good approximations for regional incomes originating in banking and insurance by a breakdown of national totals based on the provincial distribution of deposits and advances of scheduled banks. This showed it ratio of about 3 to 1 in favor of Wes Pakistan. Some idea of the regional incomes originating in the central government and defense might be obtained by using the data on provincial distribution of the labor force in public administration .For 1955 this tattoo was also about 3 to 1 in favor of West Pakistan.

But calculations of regional disparity in per capita money incomes would not quite reveal the disparity in real incomes since the purchasing power of money in the two regions was not the same. The Second Five- Year Plan of Pakistan stated that the prices of similar goods had generally been higher in East Pakistan than in West Pakistan, the

difference sometime, far exceeding the cost of transport and distribution. Price differences widened during the period of the second plan. Over the period from 1959-60 to 1962-63 the regional price index increased from 100 to 112 in East Pakistan as against the increase from 100 to only 102 in the West. In the Mid-Plan Review of the Third five-Year Plan it was officially recognized that the upward trend in disparity had continued till the middle of the Third Plan period91965-70).

Structural differences between the economies of the two regions support the picture of per capita income disparity. In the early years of independence, the industrial bases of the two regions were of about the same size, and banking activity might have been greater in the East. However, evidence on the relative contributions of different sectors pointed toward a relatively backward structure of East Pakistan's economy even then. The relative share of agriculture was higher in the East (70) per cent of so as compared with 50-55 per cent in the West, that of the manufacturing sector was somewhat lower, and that of the tertiary sector as a whole was distinctly lower.

Over time, the structural differences increased further, with a higher rate of "structural development" in West Pakistan associated with a higher rate of growth in total (and per capita) domestic income. By the mid 1960's the relative share of agriculture in East Pakistan declined to only 60 per cent while in West Pakistan it reached 46 per cent; the manufacturing sector contributed about 7-8 per cent of the total value added in East Pakistan, and about 14-15 per cent in West Pakistan; the relative contribution of the tertiary sectors also increased at a faster rate in West than in East Pakistan. From 1951 to 1961 the proportion of the civilian a labor force in agriculture increased from 83.2 to 85.3 per cent in East Pakistan, and declined from 65.1 per cent to 59.3 per cent in West Pakistan.

These structural differences were associated with a higher rate of unemployment in East than in West Pakistan. The available evidence suggests that more than 20 per cent of the total labor force in East Pakistan was unemployed whereas in West Pakistan it was less than 8 per cent. In addition West Pakistan had a higher proportion of the more complex, capital intensive, in a sense more advanced, and industries.

West Pakistan had a more developed infrastructure. The transport system was more developed: in 1960 the mileage of the high type of roads was over six times that in East Pakistan; railway mileage was about three times that in East Pakistan; the number of trucks and buses exceeded that in East Pakistan by five-fold. West Pakistan also enjoyed better facilities in communication, with more post and telegraph offices and nearly five times the number of telephones as in East Pakistan in 1960. The power-generating capacity in West Pakistan was from 5 to 6 times that in east Pakistan. West Pakistan also had a greater supply of engineering, industrial, and technical personnel. Finally she had greater access to the administrative machinery of the central government.

The seat of the federal government was in West Pakistan. The over-whelming majority of the central government offers were from West Pakistan. The to positions (Secretaries and Joint Secretaries) including those of the Finance Ministry which are of obvious importance for the allocation of resources, were occupied almost exclusively by

West Pakistani civil servants (52 out of 53 in 1960). In all, out of a total of 1779 firs class officers the various central services in 1960, 80 percent were West Pakistanis. That a region with more than half of the total population occupied only 13 per cent of the more important central government positions might be a unique situation. The Central Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission, both with considerable influence on the allocation of resources, never derived from East Pakistan.

The seat of the federal government has a natural tendency to attract business and commerce, banking and industry. West Pakistan not only hosted the central government, but also held nearly 90 per cent of its positions. Thus the region was in the enviable position of controlling-through its hold over the central government with all its economic controls-the allocation of strategic development resources available to the entire country.

While there was substantial disparity in per capita regional incomes, and while the economy of East Pakistan was structurally more backward than that of West Pakistan, the disparity in average living standards was greater than these comparisons suggest. This was because of a much greater net flow of foreign resources into West than into East Pakistan; this resulted in a wider regional disparity in the " absorption" of goods and services, caused partly by (a) a transfer of (visible) resources from East to west Pakistan, at least in the early years of independence, and (b) a much larger flow of foreign aid into the western region.

The transfer of visible resources from East to West Pakistan over the first decade of so since independence was evidence by East Pakistan's surplus overall balance of external trade for most of these years, taking both international and interregional trade together. In some of the remaining years also a transfer in the same direction in real terms would have been indicated if foreign exchange were valued at its real scarcity price instead of at the official price. Apart from the East to West transfer of visible resources, West Pakistan was fortunate in getting the bulk of foreign aid that flowed into the country.

As against the disparities in the economic and other spheres in favour of West Pakistan, East Pakistan had her population, about 54 per cent off the country's total. This population has been vocal.

Demand for Autonomy

In supporting the demand for Pakistan the people of East Bengal had expected that the new State would bring them material well-being and opportunities for advancement. But these hopes were not fulfilled. And the people of East Bengal naturally resented this fact. As early as February,1948 one member, who did not particularly sympathies with the Bengalees, said in the Constituent Assembly: "A felling is growing among the Eastern Pakistanis that eastern Pakistan is being neglected and treated merely as a 'colony' of Western Pakistan," It was out of this feeling of resentment that the demand for provincial autonomy grew. People referred to the historic Lahore Resolution of the Muslim League adopted in 1940, which had declared that in Pakistan the constituent units

would be "autonomous and sovereign". They pointed out that actually Pakistan upholding an ideal of centralization of power rater than that of provincial autonomy.

The sense of betrayal in East Bengal reached a climax over the question of language. In March, 1948, Jinnah, who had come to address the convocation of the Dacca University, was annoyed by the students' demand that Bengali be recognized as a State Language at par with Urdu. He categorically told his audience: "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to Urdu, and no other language,"

Bangalees saw his not only as a mortal blow to their culture by also as a threat to perpetuate their under representation and inferior status in the administrative services, especially in relation to Punjabis by putting them at a disadvantage in all competitive examinations. Resentment over the question exploded in February, 1952 when blood flowed freely-blood of Jabbar, Salam Rafiuddin, Barkat and twenty-two other young people who had dared come out in support of their beloved mother tongue. The blood of the martyrs forces the League Government of East Bengal to demand Bngali as one of the State languages. This demand was turned down at that time. But the Constitution adopted in 1956 declared: "The State languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali."

The urge for provincial autonomy was perhaps the main cause of the virtual annihilation of the Muslim League in East Pakistan in the 1954 election. The United Front which came to power had reiterated the demand for provincial autonomy in its election programme and the new ministry concentrated on a seven-point programme which dealt largely with the same demand: "Complete autonomy for east Pakistan in all matters except defense, foreign affairs and currency, which would be reserved for the central legislature." The minister however, could achieve little because within a forthright it was dismissed by the Central Government in a grossly arbitrary fashion.

With the passage of time the economic disparity between the two wings of Pakistan grew and so did the urge for provincial autonomy. The military rule of Ayub Khan commenced in 1958 a lasted for ten years and a half. The military rule and the ' Basic Democracy' of Ayub Khan could not, for obvious reasons, create any opportunity for the realization of provincial autonomy. Quite naturally, new dimensions were added to the problem of provincial autonomy and in 1966 Sheikh Mujibur Rahman Announced the sis-point programme for full provincial autonomy.

Establishment of a federal form of government, with Parliament directly elected by adult suffrage; the federal government would control only defense and foreign policy, leaving all other subjects to the federating States of East Pakistan; to stop movement of capital from East West Pakistan, either separate currencies or separate fiscal policies would be established; the federal government would share in State taxes for meeting its expenses, but would itself have no powers of taxation; each of the federating States would be empowered to enter into trade agreements with foreign countries and would have full control over its earned foreign exchange; the States would have their own militia or paramilitary forces.

Mujibur was arrested just two months after the announcement of the six-point programme. The false Agaratala Conspiracy Case was started in January 1968 purporting to show that a number of east Pakistani officers of high rank in civil and military establishments had entered into a conspiracy with the India diplomatic staff to bring was also implicated in this trial .

Anti-Ayub mass agitations broke out at the end of 1968 and its real leadership in East Pakistan was provided by the students' Joint Action committee in which the student wings of all political parties were represented. The eleven point demand of the students incorporated the salient features of the six-point programme. The ant-Ayub agitations forced the government to withdraw the Agartal Conspiracy Case and in the beginning of 1969 Mujibur was released. Eventually he was invite by ayub Khan to join the Round Table Conference in Rawalpindi. At the conference Mujibur Rahman Pointe out that the national question was the key question in Pakistan but it had been sought to be by-passed by those in power ever since the inception of the new State. He said that East Pakistan has a separate entity given by unalterable facts of geography, economics, language, and culture. These facts had to be recognized in the organization of State and government. He pressed for the recognition of the six-points.

The 'Basic Democracy' of Ayub Khan collapsed within a few days. There was a second military take-over. Ayub Khan was replaced by Yahya Khan on March 25, 1969.

The aims of the new regime were enunciated in the three declaration issued by Yahya Khan in 1969 and 1970 and through the Legal Framework Order passed on March 30, 190. Yahya avoided any direct commitment on the question of autonomy for East Pakistan. All he would say was that he wanted to grant the maximum autonomy to the provinces, subject to the limits set by the needs of an efficient working of the central government.

Under the Legal Framework Order elections would be held and the National Assembly of Pakistan would have to draw up a Constitution within 120 days from the day of its first sitting. Elections to the National Assembly and the Provincial Legislatures were indeed held in December, 1970. The Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won 167 out of 169 seats allotted to East Pakistan in the National Assembly and thus secured an absolute majority in a House of 131. In the elections to the Provincial Legislature the electorate recorded its preference for the same party in almost equally emphatic terms. In January, 1971 Yahya Khan came to Dhaka for talks with Mujibur Rahman And other Awami League leaders. At the end of his visit, on January 14, Yahya referred to Mujibur Rahman as the future Prime Minister of Pakistan and said that power was going to be transferred to him soon. But he refused at that time to fix a date for the session of the National Assembly. After considerable delay, the Assembly was convened to meet at Dacca on March 3. Zulfiqar Ali Bhutto, who’s People's Party, had won 85 seats in the National assembly, threatened to boycott the Assembly unless the Awami League modified its six-point programme. He wanted a strong centre with wide powers especially in the field of taxation and foreign trade. Mujibur Rahman declared that the people of East Bengal had given a clear verdict in favor of the six-point programme.

envisaging full provincial autonomy and this verdict had to be respected. The country's constitution had to be based on the six-points.

Preparations for the National Assembly session went on in spite of Bhutto's threat, and the Awami League's thirty-member committee sat to review the draft constitution prepared by the party on the basis of the sox-point programme. Bhutto continued to press for the postponement of the session and threatened that there would be mass agitation all over the west wing if the National Assembly met without his party's participation. And suddenly, on March 1, Yahya Khan postponed the session indefinitely, Announcing this decision with what he described as a " heavy heart", he said that the attitude of the leaders of the two wings of Pakistan as also of India was regrettable. There was no elaboration of the cryptic reference to India. Yahya Khan further said that Pakistan faced the gravest crisis and postponement of the session was necessary to find some solution to this crisis. The governors of the West Pakistan provinces were immediately appointed as Martial Law Administrators for their respective areas and the Governor of East Pakistan was replaced by a new Martial Law Administrator.

At a news conference Mujibur Rahman condemned this postponement as a conspiracy and called for a hartal in Dacca on the next day and a general strike throughout the country the day following. He regretted that the President had postponed the National Assembly session without even caring to consult the majority party. Spontaneous protest demonstrations against Yahya's decision broke out in Dhaka and several thousand people held a rally outside the venue of the news conference.

As the demonstrators cried for retaliation Mujibur counseled patience and said: "We will launch a peaceful constitutional movement." But violence erupted in Dacca the next day as the Pakistani security forces fired on the people. Curfew was imposed in Dacca and two other towns and the Martial Law Administration issued a decree clamping Press censorship in East Pakistan. On March 3, Mujibur announced the start of a non-violent non-cooperation movement which would continue "until the fundamental democratic rights of the people of East Pakistan are secured." On the same day Yahya Khan invited the leaders of the two wings to a conference in Dacca on March 10 to thrash out their differences over the formulation of the constitution. As hundreds of people were being killed and injured in street fighting between the troops and angry demonstrators, Mojibur request was not heeded, and many more demonstrators were killed in the next few days. While the military government reinforced troops in East Pakistan by planes and ships carrying more soldiers and equipment, Yahya Khan called the National Assembly session to meet on March 25. He however warned that the army would maintain the "complete and absolute" integrity of Pakistan.

Muibur Rahman declared that his party would consider the question of attending the session only if Yahya Khan immediately lifted the martial law, withdraw troops, restored civilian rule and ordered an inquiry into the recent killing in East Pakistan.

The non-cooperation movement continued. The whole of East Bengal was behind Mujibur and his Awami League. Even the Chief Justice and all the Judges of the Dacca High Court responded to the call for non-cooperation. It was a stupendous and truly incomparable movement. On March 15, Mujibur Rahman declared that he was taking over the administration of Bangladesh on the basis of his party's absolute majority in National Assembly and the Provincial Assembly. He issued a set of 35 declaration Yahya Khan flew to Dacca and on March 16 talks between the two started. At a later stage Bhutto and other West Pakistani leaders joined the talks.

At no stage was there any breakdown of talks or any indication by Yahya Khan or his team that they had taken a final stand that could not be abandoned. On the contrary, an agreement had been reached on four points. These were: lifting of martial law and transfer of power to a civilian government by Presidential Proclamation; transfer of power in the provinces to the majority parties; Yahya Khan to remain as President and in control of the central government; and separate sittings of the National Assembly members from East and West. Pakistan preparatory to a joint session of the House to finalize the constitution. Once this agreement in principle had been reached between Mujibur and Yahya, there was only the question of defining the powers Bangladesh vis-a-vis the Centre during the interim phase.

But suddenly, on the night of March 25-26 , Yahya dashed out of Dacca under cover of darkness. Simultaneously the Pakistani army went into action to re-assert its authority throughout the eastern wing. Back in west Pakistan, Yahya broadcast a message to the nation banning the Awami League and charging Mujibur with treason. And on March 26, Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh as a Sovereign People's Republic. Formation of a provincial government of Bangladesh was announced two days later and on April 17 the Democratic Republic was formally proclaimed.

It is now clear that Yahya Khan and his team never had the slightest intention of solving Pakistan's political crisis peacefully. They were only interested in biding time to permit the reinforcement of troops with modern arms. The remarkable success of the civil disobedience movement left the Pakistan government in no doubt that the days of colonial exploitation of the East wing were gone forever. Hence the Pakistani government ordered the commencement of genocidal military action on March 25.

As the gallant people of Bangladesh rose to fight for their freedom, acre on acre of their golden-green motherland turned red with martyrs' blood.

War in Bangladesh

A massive attack by the Pakistani armed forces was unleashed against the entire people of Bangladesh on the night of March 25 and it is still continuing. The government of Pakistan has chosen to flout not only the mandate of the people but all known canons of civilization. No total picture of the atrocities perpetrated by the Pakistani armed forces is available as yet. But the reports published in newspapers in India and abroad and the accounts given by the lakhs of refugees who have come to India reveal that the Pakistani.

government has been carrying on cold-blooded genocide in Bangladesh. By all accounts and evidence the Pakistani troops have unleashed a de facto total war against the entire population of Bangladesh. They are engaged in extensive aerial bombing and strafing on towns and villages. They are using sophisticated mass-killing weapons like tanks, cannon, mortars and machine-guns. They have also used incendiary bombs and reportedly even Napalm. The government of Pakistan has systematically killed a large section of the Bengalee intellectuals and leaders of public opinion. They have deliberately killed teachers and students in large numbers, and they are killing all able- bodied Bangalees in a systematic way. An orgy of mass killing is on.

The government of Pakistan has blatantly violated the most precious principles of international law. It has violated, *inter alia*, the Preamble and articles 1,55 and 56 the U N. Charter, the Universal Declaration of Human Right, the International Covenant on civil and Political rights, 1966, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 Article 23(g) of the Hague Regulations, 1907, Article 3 of the Geneva Conventions, 1949, the Doctrine of Immunity of Non-Combatants from Belligerent attacks and the Genocide Convention, 1948.

A systematic pattern of physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting on March 25, 1971. It was soon cleat that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality. These included students and teachers. At least nine of the top academicians of the Dacca University were shot dead by the Pakistani troops in course of the mid-night massacre of March 25. Many others were murdered in the next few days. Twenty academicians of the University were lined up against the wall inside the university campus on March 28 and shot dead. Many distinguished teachers, poet’s novelists, physicians and lawyers were killed by the army firing squads at Dacca, Khulna, Jessore, Rajshahi, Pabna, Chittagong and Rangpur. Even young school children were not spared. Students of St. Francis Xavir's School in Jessore were machine-gunned by the troops.

Many University buildings at Dacca were completely destroyed. Every room in the three-storied Iqbal Hall was ransacked after the people inside had been done to death, Similar attacks took place at Jagannath Hall, Salimullah Hall and the residence halls of the Dacca Medical College. Every individual was killed in these places.

About fifty girl students residing in the Rokeya Hall of the Dacca University jumped to their death when Pakistan troops attacked the building. Most of the other girl students were brutally treated and forcibly taken away by the troops to the cantonment. Shaheed Minar, erected in memory of the martyrs of the language movement, was totally destroyed. In the apartments of the faculty staff children were shot dead in their beds.

John Rhode, an American Aid worker was in Dacca until recently and witnessed the distinction caused by the Pakistani troops there. In a letter released by the Senate Foreign Relations Committee of the U.S.A., Rhode described how student dormitories of the Dacca University had been shelled by army tanks and all the residents slaughtered. He spoke of "the planned killing of much of the intellectual community including a majority of the professors at Dacca University." In his opinion m "the law of the jungle

prevails in East Pakistan, where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentsia" was in progress.

Simon drink, a correspondent of the Daily Telegraph was an eye-witness of the Dacca carnage. He said that on the morning of March 26 the army went about for eleven hours systematically destroying the entire old city of Dacca. People were burnt inside their homes. As people fled put of the city troops followed them. Drik narrated how people asleep in a bazar had been shot dead and in the morning were still lying there with the rugs on them as if they were still sleeping.

In two of the old city's largest bazars the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors had to walk about with cloths over their nose. The stench of decomposed bodies pervaded the air in almost every locality of Dacca. The Pakistani troops carried truck loads of bodies to the banks of the rivers and dumped them there. An open field between the Jagannath Hall and the Rokeya Hall in the University area had been turned into a mass burial ground. People were forced by the troops to dig graves and, when they had finished, they themselves were machine-gunned by the troops. Dacca was stinking with decomposed bodies still littered on streets even a fortnight after the military operations had begun.

At Rajshahi, the Medical and the Engineering Colleges were repeatedly bombed. So were the T. B. Hospital and the Muslim School. Pakistani troops advancing on Rajshahi destroyed everything in their way. Shouting 'jai Bangla' slogans and without uniforms they stormed Rajshahi and the adjoining villages on 'April 13 and went berserk as they gunned down civilians and set the town on fire. Terrorized civilians trying to cross the Padma river were ruthlessly machine-gunned by troops waiting for them at the riverside. Women and children floundered and were drowned as machine-gun bullets sprayed the river and heavy motor shells fell mid-stream.

Fleeing refugees were brutally murdered in other places as well. For days Pakistan Air Force fighters, flaying low, machine-gunned stress of refuges on the Sylhet-Churkhai-Sutarkandi road. The planes flew over wide areas in search of the fleeing persons and as soon as they caught sight of them, the aircrafts swooped down to shower bullets. And the way every now and then to take spot shoots at fleeing villagers or to burn roadside villages".

A Danish Student who was in Chittagong till April 4 narrated stories of atrocities committed by the Pakistani troops on the civil population there. Children were killed in a village on the outskirts of Chittagong as the troops fired from machine-guns at some of the mud houses there. In the city they shot many people. At one shop about fifteen people were buying food. The soldiers ordered them to come out and as they obeyed the troops lined them up and fired. Only one escaped with two bullet bullet wounds. All the others were killed. The Danish student said that on March 31, the army started burning the cantonment area and along Dacca Road, during the next three days. The New Market in Chittagong was

destroyed with mortar shells. The student was told by an officer of a ship that about four hundred bodies had been floating in river Karnaphuli.

A jute mill manager from Chittagong related that all his employees had been battered to death. An engineer from Peterborough who was in Chittagong said that the army men were rounding up people and shooting them down. There was no attempt at questioning. If the people ran away they were shot down from behind like dogs. The engineer said that the Bengalees were being killed in their thousands. " If the men with men with guns couldn't find anyone on the streets they threw mortar bombs through the windows of houses. There were hundreds of dead children." Corpses, piled high, were left to rot in the streets,

In Chittagong, Comilla and Dacca Pakistani troops even used the bodies of murdered Bangalees to erect road barricades.

The Pakistani armed forces have been laying waste villages and towns in a manner reminiscent of the Nazi atrocities. Even Tagore'S house at Silaidah-where the poet spent one of the most creative periods of his life-has been completely destroyed by the troops. In addition to looting food godowns and granaries they have been spraying inflammable chemicals on agricultural land to destroy standing crop and to make the land uncultivable in future.

Pakistani troops have been indulging in an angry of molestation of women. In addition to the girl students of Dacca University many young girls from different areas of the city were forcibly taken by the troops to the cantonment. Even the wives and daughters of Bangalee Army officers were abducted. An eye-witness related how in one village on Comilla-Chandpur Road all the women folk were stripped and asked to march in front of advancing trucks. All of them were either shot dead or crushed under the wheels of the trucks.

The troops have been playing devilish tricks on innocent, credulous people. On several occasions, people were asked to come and collect their monthly pay packets. As the people lined up in good faith, they were mowed down with bullets. In another place people were invited to come and collect their rations from the ration shop and they were assured that no harm would be done to them. When the people came to the shop, the troops opened fire killing one hundred persons.

The contents of the diary of a British businessman as published in a Calutta daily show that even foreigners have not been spared. Three Britons were arrested on March 29 by an army unit and taken to the cantonment in Dacca for having taken photos of the bombed-out St. Thomas Church in the old city of Dacca. One of them was an official employed by British Council in Dacca while the other two were members of the British Volunteer Service Organization. Some people who witnessed the arrest informed the American Consulate and an U.S. official was sent to the cantonment. He found the Britons literally lined up against the wall and the firing squad taking the aim. It was only this timely intervention that saved the lives of these three Britons.

The Pakistan Government did not even grant permission to a Red Cross mercy plane to fly to Dacca. After Waiting for two days in Karachi with relief supplies it had to go back.

It is next to impossible for any human being to describe in words the ghastly acts of brutality committed by the Pakistani armed forces. But the picture that emerges from scattered reports is terrible enough to shock even the most insensitive mind. The appalling slaughter is still continuing-yet the resistance of the people goes on heroically values will go on, how many more lives will have o be sacrificed in Bangladesh for saving civilization from barbarism.

In this hour of the supreme trial and suffering of the people of Bangladesh, we appeal o the conscience of humanity. Help the people's struggle in Bangladesh, help the government of the people, cry in a million voices halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture.

(This brochure is based mainly on:

1. Md. Anisur Rahman. East and West Pakistan, A problem in the Political Economy of Regional Planning. Harvard University Center for International Affairs, July,1968;

2. Gunnar Myrdal, Asian Drama, Volume1, Allen Lane The Penguin Press, London,1968

3. *Keesing's Contempory archive;*

4. The Statesman, Calcutta.)

CALUTTA UNIVERSITY BANGLADESH SAHAYAK SAMITI
SECRETARY'S REPORT

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti was formed on April 3, 1971, at a meeting of student, employees, officers and teachers of the University, teachers of affiliated colleges and members of different University bodies. The committee has Prof. Satyendranath Sen Vice-Chancellor, as its president, Prof. P K. Basu. Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs, as working president and Shri Hirendramohan Majumdar, Pro-Vice-Chancellor for Business Affairs and Finance, as treasurer.

An initial donation of Rs. 5000 by the Calcutta University formed the nucleus of the committee's fund and the committee started functioning immediately.

Since its inception the committee has been rendering considerable assistance to the war evacuees. Apart from food packets, medicine and first-aid equipment have been sent. Because of the heavy influx of war evacuees-whose number has already crossed fifteen lakhs-we have had to spend several thousands of rupees and considerable-energy in this sphere. Sm. Bina howmik (an alumnus of the University) along with a small team of considerable assistance in this matter. Teachers and students of schools and colleges also have lent a ready hand.

Our president sent telegrams to the Prime Minister of India and the Director -general, UNESCO, amongst others on April 5 1971. In his telegram to the Prime Minister our president drew her attention to the need for giving recognition to Bangladesh. Our president drew the attention of the Director-General, UNESCO, to the dastardly attack on Bangladesh and substantial destruction of the Universities of Dacca, Rajshahi and Chittagong, including mass murder of teachers and students. He also drew the Director-General's attention to the unabated genocide committed by the Pakistan army in Bangladesh. The Director-General has sent a telegraphic acknowledgement expressing his sympathies for the victims of genocide. The Prime Minister also has acknowledged the telegram.

One of our aims is to help those teachers of universities and other educational institutions in Bangladesh who have crossed over to India. We have offered and shall continue to offer temporary financial assistance to these teachers and we have opend a Register for them. Dr. Aniruddha Roy of Post-Graduate Islamic History and Culture department, in co-opperation with Sri Anil Sarkar of Post-Graduate Commerce and Shri Pijush Das, Shri Angsuman Malik and Shri Anil Basu, has taken charge of this department The Syndicate of the Calcutta University has drawn up a scheme for offering visiting professorships/lectureships to the scholars from Bangladesh. With the concurrence of University Grants Commission and the Ministry of Education, Government of India, the scheme can be spread over the whole of India. The Scheme can have already written to the different State Governments and contacted some of them. We hope that something will come out of these efforts.

In addition to the publication of the present brochure, we have patronized a publication in Bengali dealing with Sheikh Mujib's Six-point programme. The task was under taken by Shri ajit Mohan Gupta (an alumnus of the University), proprietor of the Bharat Prototype Studio. Shri Swaraj Bhattacharyya, staff photographer of Chitrangada, has helped us with many valuable photographs.

Our president has issued an appeal (both in English and Bengali) to the people, especially to the alumni of the University, for liberal donations to the fund of the Samiti. The response has been encouraging. The first to donate was our national Professor, Shri Satyendranath Bose. Others to donate in quick succession were Krishnagar Women's College, Sarojini Naido College, Women's College, Calcutta Lady Brabourne College, Bethune School, Teachers and staff of Dr, B.C Roy Institute of Basic Medicine, Calcutta University, 61 teachers f the Post-Graduate Departments of the University, students of Economics, Political Science, Islamic History , Moerrn History and English Departments of the University , Bharat Charity Trust through Mr. N. L. Todi, Messrs. Press Agents Pvt. Ltd. Messrs. Allied Agency, Staff of Pasteur Laboratories, Siddheswar Hisiery Factory, Gokhale Memorial Girls' College Umesh Chandra College, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Shri H. P . Lohia,, The Anglo-India Jute Mill (officers and workers), Shri Ajit Kumar Data, former Advocate-General, Government of West Bengal, Principal Mamata Ashikary and many others from all walks of life. Free gifts of medicine were collected by shri Utpal Chowdhury and Sm. Soma Chitterjee. University students of all departments are raising funds on behalf of the Samiti. We hope the numbers of donors will sweel daily to help us tackle the gagantic task.

Professors Janes Patranabis, Jatin Chaterji, Dipak Hazra and P. Sen Sarma have taken overall charge of the office. The office of the samiti is functioning on the first floor of the darbhanga Building between 11 a.m and 5-30p.m and at 14, Bidhan Sarani first floor, between 6 p.m and 8 p.m

We need funds to carry on the tasks we have undertaken. Students, employees and teachers of educational institutions may kindly decide to make monthly contributions for quite some time to the Vice-Chancellor's fund. We also appeal to all others for generous contributions. Cheques may be sent in favor of the Treasurer, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

May 9, 1971

D.K DHAKRAVARTY.
Secretary.
Calcutta University Bangladesh
Sahayak Samiti.

বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার বাস্ত বায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট, বন্দুক, বেয়নেট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবেনা। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

জয় বাংলা

শেখ মুজিবুর রহমান
১৯/৩/৭১

This struggle of ours is for the complete liberation of seventy million people of Bangladesh. Our struggle will go on until our rights are secured. The people of Bangladesh will no longer be cowed down by bullets, guns and bayonets, for today the people are united.

We must be ready for any sacrifice in order to achieve our goal. Every home must be turned into a fortress of resistance. Ours is a just demand. So we are sure to win.

Jai Bangla.

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
19-3-71.

(English version of Sheikh Mujibur Rahman's message-facsiile on page35.)

Published by Prof. Dilip Chakravarty, Secretary, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samity, Senate House, Darbhanga Building. Calcutta-12 and printed by Mr. Ajit Mohan Gupta, Bharat Prototype Studio, 71/1, College Street, Calcutta-12, Price: Rupee one only.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঈদ-ই মিলাদুন্নবীর সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৯ মে ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান

জনমত গড়ে তুলতে জয়প্রকাশ বিদেশ সফরে যাবেন

নাসিক -,৮ মে- স্বাধীন বাংলাদেশকে তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ন বেশ্বের সব দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এক সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে শ্রী নারায়ন বলেন- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে সফরে যাবেন বলে স্থির করেছেন। শ্রী নারায়ন জানান তিনি কায়রো, রোম, মসকো, বারলিন, নিউইর্ক, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাবেন ।

-পি টি আই

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করুন

- ইয়াহিয়া

নয়াদিল্লী, ৮ মে-জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন পুনরায় উৎসর্গ করতে তাঁর জনগণের উদ্দেশ্যে আবেদন করেছেন।

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পাক প্রেসিডেন্ট যে আবেদন করেন তাতে তিনি এই বলে স্মরণ করিয়ে দেন যে, উপমহাদেশের মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য মানবিকতা ও ন্যায়পরায়নতা ইসলামের সুমহান নীতি অণুসারে নিজেদের বসবাসের জন্য একটি বাসভূমি তারা গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই আবেদনের মধ্যে ইসলাম বিপন্ন এই সূর যেন ফুটে উঠেছে।

আজ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী দিবস উপলক্ষে তাঁর এই বাণী।

পাক বেতারে বলা হয়ঃ জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ বলেন, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে অবিনশ্বর। পাকিস্তান আমাদের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক এবং আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

পাক বেতারে আরও বলা হয় আজকের এই দিনটি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরেও উদযাপিত হচ্ছে। -পি টি আই

পয়গম্বরে জন্মদিবসে সভায় "বাংলাদেশের " স্বীকৃতি দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শনিবার শহীদ মিনার ময়দানে ইসলামের ধর্মগুরুপয়গম্বরের জন্মদিবসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, বাংলাদেশকে শুধু স্বীকৃতি নয়, অন্যান্য সাহায্যের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যও দিতে হবে। ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে সভা অণুরোধ জানায়-অবিলম্বে পাক ফৌজের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ ও দরগা মেরামতের ব্যবস্থা করুন এবং তার পবিত্রতা রক্ষা করুন। পয়গম্বরের জন্ম দিবসটি ছুটির দিন ঘোষনার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের বিচারমন্ত্রী শ্রী অজিতকুমার পাঁজা। বক্তৃতা দেন সরদার মাহতাব সিং, মওলানা মহম্মদ নসির আলি আজাদ প্রমুখ।

সর্বধর্মের সভায় নিন্দা

এদিন কলকাতায় সর্বধর্মের এক সম্মিলিত সভায় বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগনের উপর পাক ফৌজের বর্বর রাষ্টপুঞ্জের সেকরেটারি জেনারেল ও বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে আবেদন জানিয়ে বলেন এই নৃশংসতা বন্ধে আপনারাও তৎপর হোন।

সর্বশ্রী গোলাম আহমেদ কাদের, এস বাকর, অমল গাঙ্গলী প্রমুখ বক্তৃতা দেন।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ স্বীকৃতির পশ্নে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়	দৈনিক আনন্দবাজার	১০মে,১৯৭১

স্বীকৃতিতে অস্বীকৃতি কেন?

সেই পুরাতন স্বীকৃতির প্রশ্নটা মাঝে মাঝে চকিতে আশার রেখা দেখাইয়াই যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রবল প্রায় সমস্ত বিরোধী দল বারে বারে একবাক্যে বলিতেছেন, ''বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন''। এই দাবী নানা রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে, এমন কি একাধিক রাজ্যের বিধানসভাতেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্রবার পশ্চিমবংগ বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নিদর্শন তো বটেই ঐতিহাসিক। ইহার বয়ান বাংলাদেশের সার্বভৌম গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সৌভ্রাত্বের নিদর্শন তো বটেই, সেই সংগে বলিয়া দিয়াছে, আমাদের প্রতিবেশী দেশের এই সংকটে তাহার কি প্রত্যাশা এবং কি প্রয়োজন।

দিল্লি তবুও মনে হয় এখনও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ ভয় নয়, প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই কথা ঘোষনা করিয়াছেন। ভয় যদি না হয়, দ্বিধার মূলে তবে কী? মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এই দেশ পূর্ণ সমর্থন জানাইবে অথচ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিবে না- এই দুইটা মেলানো একটু কঠিন। যেন দ্বিধার সংগে কোথাও দ্বন্ধ ঢুকিয়াছে। স্বীকৃতি আদৌ দেওয়া হইবে না, শ্রীমতি গান্ধী একথা অবশ্য বলেন নাই, শুধু অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। অপেক্ষা আরও কতকাল অপেক্ষা? আরও কত নরবলির পরে?

ভারতের দ্বিধার উৎস-সন্ধানে বাহির হইয়াছে প্রথমেই আমরা সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন তুলিয়া ধরিতে চাই। স্বীকৃতির শর্ত কী, কোন কোন উপচার, উপাদান পূর্ণ হইলে একটি রাষ্ট্রেকে রাষ্ট্র বলে? রাষ্ট্র মানে কি শুধুই একটি ভৌগোলিক সত্তা, আর জনতা? রাষ্ট্র তাহার চেয়েও কিছু বেশী- সুসংগঠিত এবং আইনসংগত একটা সরকারও চাই। তাজউদ্দিন সরকারকে ভারত এখনই মানিয়া লইতে পারিতেছে না-উত্তম। কেননা ভারতের মতে ওই সরকারের হাতে কোনও স্থিতিশীল ভৌগোলিক বিভাগ নাই। কিন্তু ইয়াহিয়া শাহীর হাতে আছে তো? জংগীবাহিনী গায়ের জোর শহরের পর শহর দখলে রাখিয়াছে বা আনিয়াছে ইয়া ঠিক। কিন্তু ইহাও একই রকম ঠিক যে, ওই মুলুকে অসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সরকারের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যে যদি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়, তবে পূর্ববঙ্গে আজ পাক সরকারের কোনও প্রকার অস্তিত্ব নাই - দাপট আছে মাত্র। দাপটকেই কি দিল্লী অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে?-সবার উপরে সত্য তবে বাহুবল?

নইলে আজ এই প্রশ্ন তোলা যাইত যে, ইয়াহিয়া সরকারকেই বা দিল্লী তথা সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়াছিল কবে? আয়ুবের বদলে ইয়াহিয়া-ব্যাপারটা যদি নিছক সরকার বদল হইত তবে নতুন করিয়া স্বীকৃতির কথা উঠিত না অবশ্য। কিন্তু ১৯৬৯ সনে ইয়াহিয়া যেভাবে ক্ষমতা গ্রাস, করেন ভাঙিয়া দেন বিধানসভা, বরখাস্ত করেন মন্ত্রীদের, বাতিল করেন সংবিধান -তাহাতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির মৌল চরিত্র একেবারে বদলাইয়া যায়। মিশনে নাগিব যখন এইভাবেই গদি দখল করেন, হইয়া উঠেন সর্বেসর্বা ডিক্টেটর, তখন কিন্তু ব্রিটেন তাঁহাকে নূতন করিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিল। সেই স্বীকৃতি ছিল ''ডিফাক্টো''। অর্থাৎ মিশর রাষ্ট্রের চরিত্র একেবারে বদলাইয়া আইনের চোখে আমূল বদলাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই নতুন স্বীকৃতির প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। সেই দিক হইতে ইয়াহিয়াশাহী আজও অস্বীকৃত রহিয়াই গিয়াছে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র যেভাবে পয়দা হইয়াছিল, এ পাকিস্তান ঠিক সেই পাকিস্তান নহে। দুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে শুধু কি পেশীশক্তির প্রতি সম্ভ্রমবোধে? একটি অবৈধ সন্তান সকলের কাছে দিব্য জলজল হইয়া গেল, কিন্তু বৈধতার বিচার উঠিল সেই সরকার সম্পর্কে, বাংলাদেশ শাসন

করার যাহার গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সরকারের পিছনে জনতা আছে, আছে বিপুল জনসমর্থন, শুধু ভৌগোলিক ভাগটা বিরূপ বলিয়াই সে অসিদ্ধ হইয়া যায়? এইভাবে বোধ হয় স্বয়ং ঈশ্বরও অসিদ্ধ হইয়া যান প্রমাণাভাব্।

ইহার পর কেহ যেন গণতন্ত্রের নামে কথায় কথায় শপথবাক্য উচ্চারণ না করেন। শক্তই একমাত্র শর্ত - গণতন্ত্রের এই তো অর্থ দাঁড়াইতেছে। পিণ্ডি সরকারও যে পাকিস্তানকে আজ এক জাতি বলিয়া মনে করে না তাহার স্বীকৃতি পিণ্ডি-ফোমের আচরণেই আছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার বাঙালী জাতির নিধন-উৎসাদনে যখন মাতিয়াছে তখন ধরিয়া লইতে হইবে ওই দেশে জাতি আসলে দুইটা, দুইটা জাতিকে এক রাষ্ট্রের অন্তরালে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে ইহা কোন দেশী জরবদস্তি?

কুটনৈতিক বিধিবিধান ছাড়াও এই প্রসংগে অন্তত ভারতের আরও কয়েকটি দিক ভাবিবার আছে। নানা রাজ্য আর নানা দল সমস্বরে যে দাবী তুলিয়াছে, যে আহবান জানাইয়াছে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে প্রাজ্ঞজনোচিত হইবে না, ন্যায়সংগতও না। কেননা পত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গনতন্ত্র মানে সকল দল। ইহা ছাড়া আজ বাংলাদেশের বিপুল প্রত্যাশা ভারতের প্রতি যে শুভেচ্ছা জাগাইয়া অতিমাত্রার বিলম্ব ঘটিলে তাহা ধীরে ধীরে লয় পাওয়ারও বিলক্ষন ভয়। সেই হতাশা আর তিক্তাতার পটুভূমিতে চীনের ছায়াটি দীর্ঘ হইতে ধীর্ঘতর হইয়া যাইতে কতক্ষণ? আর আগানো কঠিন ভারত হয়তো শুধু এইটুকুই তাকাইয়া দেখিয়াছে? কিন্তু এখনও খেয়াল করিতে পারে নাই যে পিছানো অসম্ভব। সময় আর স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না কথায় বলে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্লান্ত বাংলাদেশের আক্রান্ত জনগণের আহত মুখচ্ছবি হয়তো একদিন নীরস তিরস্কারে ভারতকে বলিয়া দিবে-চিরতরে অপেক্ষা করিয়া রহে যার প্রত্যাশী একটি জাতির ভালবাসা একটি শুভেচ্ছাও।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউণ্ডেশনের সভায় বাংলাদেশ প্রশ্নে জয় প্রকাশ নারায়ণের ভাষণ	দ্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	১৩ মে ১৯৭১

D.P REHABILITATION A SERIOUS PROBLEM: J.P
(By A Staff Reporter)

NEW DHLHI, MAY 14-The Sarbodaya leader. Mr. Jayaparakash Narayan, today said about 10 million refugees from Bangladesh were expected to cross into India Already 25 million had sought shelter in this country.

Speaking at the Gandhi Peace Foundation. Mr. Narayan said these refugees fleeing from West Pakistani atrocities in West Bengal Would pose a serious problem of rehabilitation. The rains would set in soon and make the relief operations considerably difficult.

He said it was a pity that whiles the rehabilitation of 1. 5 million Palestinian refugees engaged the attention of the whole world, nobody seemed to care about the unfortunate people of East Bengal. Most of these refugees were Muslims. But even Muslim leaders in Arab countries had kept quiet about their plight.

The Sarvodaya leader said he would leave on Sunday on a tour of the U.S.A, the U.S.S.R., Japan and South-East Asian countries to mobilize public opinion for the homeless people of Bangladesh. He was going as a citizen of the world with the hope that there were people who could be roused to act for the victims of ruthle3ss barbarism.

The Prime Minister, Mrs.Indira Gandhi, had told him that it would be a "good thing if you went". Mr Narayan said. His visit had been sponsored by leaders of the Gandhi Seva Sangh, Gandhi Memorial Fund and a pacifist from America. He had also met in this connection leaders of the Bangladesh Government.

Mao's Game

Tracing events in Bangladesh sivce March 25, Mr. Narayan said Mao Tse Tung had supported General Yahya khan on the Bangladesh issue, largely to contain India 's influence in South East Asia Paking felt that if as a result of the Bangladesh freedom movement Pakistan disintegrated, India would emerge as a dominant nation in the region.

But Peking would withdraw support to Pakistan as soon as pro-Chinese leadership came to power in Bangladesh. In that event the Chinese would support the Bangladesh movement by supplying arms and ammunition to the freedom fighters. The whole region would become another South Viet Nam.

Not only China but other nation also did not want India to play its rightful role in South-West Asia, Mr. Naayan said. Both the ?Super Powers had offered arms aid to Pakistan in the past only to help it engage India in big and small wars.

The Sarvodaya leader said that the scale and magnitude of the barbarities committed by West Pakistani troops defied belief. A news agency reporter, after a visit to East Bengal, had Estimated the number of dead at half million. It wat quite possible that if people in West Pakistan fully relished what the troops had done in East Benglal. There would be a revolt in the western wing.

The happenings in Pakistan had fully shattered the unity of Pakistan .And for all this, the main culprits were General Yahya khan and Bhutto "I personally would not like to see Pakistan disintegration, but what had happened seemed beyond repair"

Pleading for the recognition of the Bangladesh Government, Mr. Narayan said: "I differ with the Prime Minister on this Question." A sarvodaya Sammelan in Nasik had decided to collect 10 million signatures for an appeal to the Government to recognize Bangladesh.

Mr. C.D Deshmukh, who presided, said it was clear from the case of Bangladesh that modern States were not influenced by ethical consideration. They were guided more by national interests. But a swing in public opinion could make them change their policies. As such the proposed visit of Mr. Narayan to European and other countries was very important.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞও শিক্ষাবিদদের অভিমতৎ অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃত দেওয়া উচিত	দৈনিক আনন্দবাজার	২০ মে ১৯৭১

বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত
বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের মত

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিলী, ১৯ মে-কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য জোরালো যুক্তি খাড়া করেছেন।

এই আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে আছেন শ্রী এম সি চাগলা, শ্রী এম সি কে দকভরি, শ্রী ভে কে কৃষ্ণ মেনন ও ডঃ এল এ সিংভী। আর একজন বিশিষ্ট আইনবিদ শ্রী এম সি শীতলাবাদ অবশ্য এ ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে বলেছেন। বাংলাদেশের উপর সংবিধান ও সংসদ বিষয়ক পঠন সংস্থা একটি বই বার করেছেন। তাতে প্রকাশিত নিবন্ধনগুলিতেই এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী চাগলা স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন নৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক এবং অপরাপর দিক থেকেও ভারতের উচিত তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া। যখন আমি মাঝো মাঝে সরকারী মহল থেকে বলতে শুনি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে অপরাপররা কী করছেন, তখন আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। এই একটি মহান কারণে ভারতেরই উচিত এগিয়ে গিয়ে সব কিছু করা।

প্রাক্তন বহির্বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সময়ে এই সবচেয়ে বড় সংকটের দিনে, আমরা যদি সঠিক কাজ করতে না পারি তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি এটা আইনসম্মত কি না তা নিয়ে যুক্তিতর্ক করার ব্যাপার নয়। যারা জনসাধারণের স্বাধীনতাকে দলন করে তাদের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করার দিন চলে গেছে। একটা বিপবের সময় আইন বা বিধির প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাহলে ফরাসী শাসন থেকে আলজিরিয়া মুক্ত হতে পারত না। বৃটিশদের তাড়াবার সময়েও আমরা আইনের কচকচিত মাথা ধরাইনি।

ভারতের একজন অ্যাটরনি জেনারেল শ্রী শীতলবাদ অবশ্য বলেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে পারে, এমন একটা অবস্থায় আমাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে কিনা, তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর একজন প্রাক্তন অ্যাটান জেনারেল শ্রী সি কে দফতরী তাঁর সঙ্গে একমত হননি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কায়রোতে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ জয়প্রকাশ নারায়নঃ দেরী হলে পূর্ববঙ্গ ভিয়েতনাম হবে	দৈনিক আনন্দ বাজার	২০মে ,১৯৭১

দেরী হলে পূর্ববঙ্গ ভিয়েতনাম হবে
জয়প্রকাশ

কায়রো ১৯ মে -পূর্ববঙ্গে রক্তপাত বন্ধ করে সেখানে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সংযুক্ত আরব ও মিত্র মুসলিম দেশগুলি ইয়াহিয়ার উপর চাপ দেবে বলে ভারত আশা করেছিল। আরব দুনিয়ার বন্ধু হিসেবেই ভারত এই আশা করেছিল। সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ আজ রাতে মিশরের একদল সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর কাছে একথা বলেন। তিনি বলেন দ্রুত পূর্ববঙ্গ সংকটের সন্তোষজনক সমাধান না হলে চীনের জড়িয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে। অনিশ্চিয়তা চলতেই থাকবে। বৃহৎ শক্তি নাক গলাবে। সেখানে অবস্থা ভালোর দিকে না গেলে পূর্ববঙ্গ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বাহদূর সিং শ্রী নারায়ণের জন্য এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় শ্রী নারায়ন এই কথাগুলি বলেন। পূর্ববঙ্গের জরুরী অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, সেখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। দেশে দেশে পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশ্ব সফরে বেরিয়েছেন। এখানে তিনি দু দিনের সফরে এসেছেন।

শ্রী নারায়ণ প্যালেস্টাইনের গেরিলা নেতা বশের ও আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হাসুনার সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজনৈতিক কারনে সংযুক্ত আরবের নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত থাকায় তাঁদের সঙ্গে শ্রী নারায়নের দেখা হয়নি। আগামীকাল তিনি ভ্যাটিকানে পোপের সঙ্গে দেখা করবেন। পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোলকাতায় আর্চবিশপের বিবৃতিঃ শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে’	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২২ মে ১৯৭১

ARCHBISHOP OF CALCUTTA SAYS: CONDITIONS MUST BE CREATED FOR SAFE RETURN OF EVACUEES

The Most Rev. L. T. Picachy, Archbishop of Calcutta, Feels that repatriation of evacuees from West Bengal is the real answer to the problem of the increasing influx. In a statement, he says that it is the duty of the nations of the world to persuade the authorities to guarantee freedom and safety to everyone in East Bengal on humanitarian grounds.

The statement says that while relief for the sufferers is an immediate need, it is not the ultimate solution to an agonizing problem. The U.N team found that evacuees desired to return home as soon as peaceful conditions there were re-established. But repatriation is impossible unless stable and peaceful condition are speedily established in West Bengal.

The Archbishop says that the nations of the world have persistently refused to get involved in the tremendous sufferings of the people of West Bengal and have brushed aside all responsibility with the callous remark: "that a purely internal affair." This rigid attitude "has caused surprise and sorrow in our part of the world. When we watch three million battered and homeless people forced to abandon their country to seek shelter in the austerity of a refugee camp we claim that their welfare demands international interest. Democratic rights are championed and safeguarded all over the world. Yet here are over 70 million who have been crushed under the military heel of their own nation and all this only because they scored a resounding poll victory at a free and fair election." The statement says.

It has been officially confirmed that three Catholic priests have been killed in West Bengal.

The Church in the dioceses of Shillong, Silchar, Calcutta, Darjeeling, Dumka, Jalpaiguri, and Krishnagar is conscious of the heavy political overtones of the conflict in the neighboring country. But neutrality may never stifle the claims of charity. Priests religious and laity of all the dioceses have set out resolutely to help.

Prayer meetings and penitential services were services were organized. April 4 was a day of prayer in the Calcutta Archdiocese. On April 18 the parishioners of St Teresa and Fatima. Calcutta went in procession to Our Lady of Fatima Shrine to pray for the safety of Archbishop T. A. Ganguly of Dacca and the other prelates, Clergy, religious and laity of the dioceses of East Bengal. The Prayers took on a personal note as thousands of Catholics in East India still have close relations in East Bengal. There is little or no news of them, the statement says.

The Bengal Christian Council at its recent meeting held at the Baptist mission Student's Hall, Calcutta expressed its deep concern for the people of Bangladesh. The Council also requested the World Council of Churches to create a situation among the nations of the world through diplomatic channels to stop the genocide in Bangladesh and to prevent the supply of arms and ammunitions by the big Power. The Council appealed to all their member Churches and institutions to come forward with generous help for the humanitarian cause. All Donations in cash or kind may be sent to the treasurer of the Bengal Christian Council.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃত দিতে হবে’-অধ্যাপক সমর গুহ এমপির নিবন্ধ	যুগান্তর	২৩ মে, ১৯৭১

১। বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থান ভারতের জনমতকে যে কী প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জাতীয় প্রতিফল ঘটেছে ভারতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সর্বসম্মত ঐতিহাসিক প্রস্তাবে। সমগ্র ভারতীয় জনতা এই আশা করেছিল যে এই প্রস্তাবকে যথার্থভাবে কার্যকরী করা হবে বাংলাদেশের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে আশু স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু ৭ই মে বিরোধী দলের বেঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এরূপ স্বীকৃতি দানে অক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সমগ্র বিরোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যা সংসদ গৃহীত প্রস্তাব অণুযায়ী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কার্যকর সাহায্য দেওয়ার জন্য অবিলম্বে এই দেশের স্বীকৃতিদান ভারত সরকারের পক্ষে এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

২। সরকার পক্ষ মনে করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে এখনও যথাযোগ্য সময় আসেনি এবং এরূপ স্বীকৃতিদান বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সহায়কও হবে না। পক্ষান্তরে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে প্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতিদান একান্ত আবশ্যক এবং এরূপ স্বীকৃতি-দানের পন্থায়ই বাংলাদেশের সংগ্রামীদের কার্যকর সহায়তা দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই সংগ্রামকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

৩। শুধু বিরোধী পক্ষই নয়-বহু রাজ্যের বিধানসভা, ভারতের অগণিত গণ-প্রতিষ্ঠান এবং শাসক কংগ্রেসের বহু প্রতিষ্ঠিত নেতা বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের দাবী জানিয়েছেন। এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সরকারী নীতি শুধু অস্পষ্ট, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযৌক্তিকতাই নয়-গণতান্ত্রিক দিক দিয়েও সরকার আজ ভারতের জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন। কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এখন সে দেশের পক্ষে সহায়ক নয়, কারণ যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ প্রকাশ্যে বা নেতৃবর্গের বৈঠকে ভারত সরকার উপস্থিত করতে সক্ষম হন নি। অথচ, বাংলাদেশের প্রতিটি দেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং তাদের সদ্যগঠিত জাতীয় সরকার সর্বসম্মতভাবে শুধু ভারত সরকারের কাছেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন তাঁদের সরকারের আশু স্বীকৃতিদানের জন্যে।

……….নীরব কেন?

৪। তবু বিশ্বের ছোট-বড় রাষ্ট্র আজ বাংলাদেশের প্রশ্নে এরূপ নীরব ও নিস্ক্রিয় কেন? একথা বহুবার নগ্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেরই আজ আন্তজার্তিক স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র রক্ষার দিকে দৃষ্টি নেই- বড় রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, ছোট রাষ্ট্রগুলিও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারন করে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীতে। তাছাড়া বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই চায় না যে পাক-ভারত সমস্যায় সমাধান হোক এবং তার ফলে ভারত একটি শক্তিশালী ও প্রধান রাষ্ট্ররূপে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং পাক - ভারতের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সব কয়টি বৃহৎ রাষ্ট্রকেই ভারতীয় উপ-মহাদেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য সদা- সচেষ্ট হতে দেখা গিয়েছে।

সবারই এক রা

৫। একথা আজ সুস্পষ্ট যে রুশ, মার্কিন, বৃটেন বা ফ্রান্স পাকিস্তানের বিখণ্ডন চায় না, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় এই রাষ্ট্রগুলি উদগ্রীব তাই এই রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থানকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যার অতিরিক্ত গুরূত্ব দিতে রাজী নয়। সে জন্যে পাক বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবিক অধিকারের প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘ পরিষদে উত্থাপন করে পাকিস্তানকে বিব্রত করতে পর্যন্ত এই রাষ্ট্রগুলি রাজী নয়। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই রাশিয়া ও বৃটেন বাংলাদেশের স্বাধিকারের একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সিথিল কনফেডারেশন গঠন করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা। শোনা যাচ্ছে যে পিণ্ডিশাহীও এই প্রস্তাবে রাজী এবং এরূপ প্রচেষ্টায় রুশ উদ্যম গ্রহণেও অসম্মত নয়।

জনতার রায়

৬। রুশ মার্কিন-বৃটেন- এই রাষ্ট্রত্রয় এই ঘটনাকে স্বীকার করতে রাজী নয়। যে বাংলাদেশের স্বাধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধান বাংলাদেশের সার্বভৌম সত্তায় অধিকারী জন সাধারণই করে দিয়েছে। ৯৯.৬ শতাংশ গণভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিজেদের সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষনা করে একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে। বাংলাদেশের সমগ্র জনতা এই সরকারের প্রতি কিরূপ সক্রিয় আনুগত্য জ্ঞাপন করেছে বাঙালীর বর্তমান সামগ্রিক গণ-অভ্যুত্থান তার সুস্পষ্ট ও তাথ্যিক স্বাক্ষর। কিন্তু জাতীয় স্বার্থান্ধ আন্তর্জাতীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীয় কাছে এই প্রমাণ ও বাস্তব ঘটনার কোন মূল্য নেই।

৭। বাংলাদেশ সার্বভৌমিকতার যে শর্ত গুলি পূরণ করেছে তার চেয়ে অনেক কম শর্ত পূর্ণ করেও বিশ্বের বহু বিদ্রোহী জাতি বহু বিশ্বরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের নিজস্ব নাম, নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব জাতীয় সংগীত এবং স্বদেশের জাতীয় ভাষার প্রবর্তন ছাড়াও গণভোটে নির্বাচিত প্রায় সমগ্র প্রতিনিধির সমর্থন, বে-সরকারী ও বাঙালী সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর আনুগত্যলাভ এবং এই দেশের মুক্ত অঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা-এই শর্তগুলি বাংলাদেশের সার্বভৌম সত্তার স্বীকৃতির পক্ষে শুধু যথাথই নয়-পর্যাপ্তও বটে। তাই সার্বভৌমিকতার শর্ত পূর্তির প্রশ্ন ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত বাধা নেই। রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামান্য শর্ত পূরণের ক্ষেত্রেও অনেক স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রকে যে স্বীকৃতি দিয়েছে তার অনেক নজীর রয়েছে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে।

জাতীয় স্বার্থ

৮। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাক-ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটবে কিনা এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই সংঘর্ষ ভারত ও পিণ্ডি -পিকিং চক্রের প্রত্যক্ষ সামরিক দ্বন্দ্বে পরিণত হবে কিনা - সেই প্রশ্নের বাস্তব বিশ্লেষণের আগে এ কথাটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বার্থ কতখানি জড়িত।

৯। এ কথা আজ পরিস্কার যে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দায়িত্ব শুধু এ্ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আদলনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর্থিক রাজনৈতিক এবং দেশরক্ষার ভবিষ্যৎ সমস্যাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু পূর্বাঞ্চল ভারতের স্বার্থেই নয়- সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্যও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

১০। এ কথা বিশ্লেষণের আজ আর প্রয়োজন নেই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক ও সামরিক সংগঠন এবং পিণ্ডি জংগী শাসনের স্থায়িত্ বাংলাদেশের শাসন ও শোষনের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পশ্চিম

পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিচ্ছিন্ন হলে পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক সামরিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির উপরে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়বে এবং তার পরিণামে পাকিস্তানে যে অনিবার্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার গতিও হবে সুদূর প্রসারী।

১১। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ ভারত ভাগের পরেও বিচ্ছিন্ন ভূ-খণ্ডের জনজীবনকে মর্মান্তিকভাবে বিষাক্ত করে রেখেছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশুর অশ্রুজলেও এই নিত্য স্বাক্ষর নিশ্চিহ্ন হয়নি। বিধাতার এক মহান আর্শবাদরূপে বাংলাদেশে যে নতুন জাতীয়তাবাদের আহবান দিয়েছে -সেই ঐতিহাসিক ডাক সফল হলে ভারতীয় উপ-মহাদেশ এই প্রাণক্ষয়ী বিষের প্রকোপ থেকে মুক্ত হবে।

শরণার্থী

১২। বাংলাদেশের স্বদেশ বিতাড়িত গৃহচ্যুতরা অধিকাংশই হিন্দু- সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হলে এদের সংখ্যা এক কোটির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এখনও এদের পরিচয় বাঙালীরূপে এবং এরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। কিন্তু দীর্ঘদিন শরনার্থী শিবিরে থাকলে -এই গৃহচ্যুতের দল পূর্বাগত উদ্বাস্তুর দলে পরিণত হবে। এই শরণার্থীর অবিরাম আগমন পূর্বাঞ্চল ভারতের সামাজিক, আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলবে এবং পূর্বাঞ্চল ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলবে। ভারতের আর্থিক কাঠামোর উপরেই যে এই শরণার্থীরা প্রচণ্ড আঘাত হানবে তাই নয়- ভবিষ্যতে শরণার্থীর সমস্যা মুখ্য সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনের কর্তব্যকে গৌণ করে তুলবে।

১৩। বাংলাদেশের স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ আজ ভারতের উপরে গভীরভাবে নির্ভরশীল। দীর্ঘায়িত সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং পিণ্ডিশাহীর বর্বর অভিযানে বাংলাদেশের মানুষ ভারতের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে হয়তো চীনমুখী হয়ে যাবে। ভারতের বন্ধুত্বে বিশ্বাসী মৌলানা ভাসানীকে ভারতের প্রত্যঘাতেই যে পিকিংপন্থী করে তুলেছে- সেই ঘটনাও অজানা নয়। এরূপ পরিবর্তন ঘটলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে চীনা -নীতির আমূল পরিবর্তনেও যে বিল্পব ঘটবে না, তা বলা যায় না।

গেরিলা যুদ্ধ

১৪। বাংলাদেশের দীর্ঘায়িত গেরিলা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের প্রধান উৎস রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বদানের মানসিক প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের নেই। আওয়ামী লীগের মানসিক গঠন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি ছিল পাক-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসের ন্যায়। তাই আওয়ামী লীগ পরিকল্পনা করেছিল গান্ধীপন্থি অসহযোগ আইন অমান্যের। এই সংগঠাত্মক বৈপ্লবিক মানসিকতার রূপান্তরিত করার জন্য নেতাজী সুভাসচন্দ্রের ন্যায় নেতৃত্ব এদের মধ্যে নেই। উপরন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতাদের গেরিলা সংগ্রাম পরিচালনার সম্ভাবনা পিণ্ডিশাহী চরমভাবে দূরূহ করে তুলেছে। তাই অধিকাংশ আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী আজ দেশ ত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে গেরিলা র সংগ্রাম দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব বদল এবং ভারত-বিরোধী নেতৃত্বের আবির্ভাবের বিশেষ আশংকা রয়েছে। এরূপ নেতৃত্বের নির্ভরতা অনিবার্যভাবে হবে ভারত-বৈরী চীনের উপরে নির্ভরশীল। তাই বাংলাদেশের দীর্ঘায়িত গেরিলা সংগ্রাম গোটা পূর্বাঞ্চল ভারতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রহযুদ্ধের সংকট যে সৃষ্টি করতে পারে, তা নিছক অতি দূরদর্শী কল্পনা নয়।

পাক-ভারত সংঘর্ষ

১৫। বাংলাদেশকে এককভাবে স্বীকৃতি দিলে ভারতকে অনিবার্যভাবে পাকিস্তান বা পাক চীনের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হবে, এরূপ আশংকা ও সবল যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।

১৬। রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামরিক- কোনদিক থেকেই পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চলে একটি গোটা জাতি বিদ্রোহ করেছে পাক-ফৌজের বিরূদ্ধে। পাক-ফৌজ রণনৈতিক স্ট্রাটিজির দিক থেকে শুধু যে একটি সামগ্রিক বৈরী জনতার ঘেরাওয়ে আবদ্ধ রয়েছে তাই নয়- এই ফৌজ গণ সংগ্রামে- দমনের উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বাঞ্চল সরবরাহ ও যোগাযোগের ব্যবস্থাও পাক-ফৌজের অনূকূল নয়। পশ্চিমাঞ্চল থেকে দুই ডিবিশন সৈন্য পূর্ববাংলায় পাঠাবার সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তেও এ ফৌজের আক্রমন ক্ষমতা ব্যাহত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও যদি পাক ফৌজ কোন আক্রমণাত্মক দুঃসাহস দেখায় তাহলে দুই সীমান্তেই এই ফৌজের আশু বিপর্যয় সুনিশ্চিত। পূর্বাঞ্চালে পাক- ফৌজের পক্ষে এ সপ্তাহ টিকে থাকাও সম্ভাব নয়। পূর্বাঞ্চাল পতনের পরে ভারতীয় ফৌজকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে পশ্চিম প্রান্তকে শক্তিশালী করা ভারতের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না। পাক ফৌজের পক্ষে এরূপ সম্ভাব্য পরিণতির কথা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় বলেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আত্ম হত্যার পথ বেছে নেওয়ার অ্যাডভেঞ্চার করতে উদ্যত না হলে, পাকিস্তানের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঝুকি নেওয়া সম্ভব নয়।

চীন আসেনি

১৭। রাশিয়ার সম্মতি ও সাহচর্যে চীনা ফৌজ করিয়ায় প্রবেশ করেছিল। কিন্ত ভিয়েতমান, লাওস বা ক্যাম্বোডিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চীনের জাতীয় স্বার্থ গভীরভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে চীন এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। অস্ত্র সরবরাহ চীন এদেশগুলিকেও করেছে-পাকিস্তানকেও করেছে। চীন বার বার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের কোন অঞ্চলের সামরিক সংঘাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার হয়নি। তা ছাড়া চীন জানে যে, আসন্ন বর্ষার সময়ে পূর্ব বাংলায় বা পূর্বাঞ্চল ভারতের কোন প্রান্তে বড় রকমের সৈন্য চলাচল করা এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় পরিণত হতে বাধ্য। চীন একথাও জানে যে ভারত বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে রুশ-মার্কিন সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও চীন যদি -পাকিস্তানের খাতিরে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবর্তীন হয় তা হলে রুশ বা মার্কিন রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে দুরে সরে থাকতে পারবে না। চীন- মার্কিন সমঝোতার সম্ভাবনাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চীন পাকিস্তান রক্ষায় নিজের জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করবে, এরূপ আন্তর্জাতিক ঔদার্য আদর্শবাদী প্রতিচ্ছবি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে কলঙ্কিত হবে, সে কথাও চীনকে বিবেচনা করতে হবে।

১৮। তাই সমগ্রভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অযৌক্তিক নয় যে, পাকিস্তান বা পাক-চীনের পক্ষে ভারত-বিরোধী আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্র বর্তমানে অনুকূল নয়।

১৯। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে একজন মন্ত্রী বলেন যে, স্বীকৃতি না দিয়েও বাংলাদেশকে সাহায্য দেওয়া যায়। হ্যাঁ সাহায্য দেওয়া যায় অপ্রকাশ্যে গোপনে। কিন্তু ভারতের ন্যায় গণতান্তিক দেশে এরূপ সাহায্য গোপন রাখা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায় বিরাট কাজে এরূপ প্রচেষ্টা সাহায্যদাতা ও গ্রহীতা কারও পক্ষেই যথার্থ কার্যকর করা যায় না।

২০। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েই এই দেশের পক্ষে সরকার আন্তর্জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হবে না। এ কথা সত্য হলে সেই সঙ্গে অন্য কথাও সত্য হবে যে একটা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করার ফলে বাংলাদেশের সরকার যে মর্যাদা লাভ করবে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতীয় প্রচার চালিয়ে ভারতে মতামত স্থাপন করে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জনের পথও সুগম করতে সক্ষম হবে।

২১। ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভ করলে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে প্রকাশ্যে এই দেশ থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ করে, ভারতের সামরিক সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দ্রুত সম্পূর্ণ করা সহজতর হবে।

২২। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করার এবং ভাবী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রস্তুত করার জন্যও ভারতেরই বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য। ভারত যদি, এককভাবে হলেও, এই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও নির্ভীকতা দেখাতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব হবে অদ্বিতীয় এবং অদূর ভবিষ্যতেই ভারত বিশ্ব সমাজে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে আন্তপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানে ভারত অন্য যে কোন রাষ্ট্রের অণুবর্তী হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে ভারত আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতার বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতেও উর্ত্তীণ হতে পারবে না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবী	কালান্তর	২৩মে,১৯৭১

পূর্ববঙ্গে অত্যাচার বন্ধের জন্য বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২১ মে- বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক মিঃ মরিয়াস ডেলসাল "পাকিস্তানের সামরিক শাসন জনগনের ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও গণতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামকে দমন করার জন্য যে অত্যাচার চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি সামরিক শাসনের সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা" করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রী মৃন্ময় ভট্টাচার্য জানান যে, সমিতির কাছে লিখিত চিঠিতে মিঃ ডেলসাল এই কথা জানিয়েছেন।

গত ১০মে তারিখে প্রচারিত এই বিবৃতিতে বলেছেন, "পাকিস্তানের গুরুতর পরিস্থিতিতে বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সেখানে সাম্প্রতিক কঠোরতর সামরিক আইনের আওতায় শ্রমিক ও জনগনের গণতান্তিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপরে নির্মমভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

"গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার উপরে সামরিক শাসনের এইসব আক্রমণের মোকাবিলা পাকিস্তানের শ্রমিক ও জনসাধারণ বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক ও জনসাধারন সাধারণ ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রতিবাদমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে করেছেন। এই দমননীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার নিদোর্ষ প্রাণ বলি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

"বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সামরিক শাসন কর্তৃক এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ও উৎপীড়নের তীব্র নিন্দা করছে এবং জনপ্রিয় দাবি পূরনের জন্যও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য শ্রমিক ও জনগণের সংগ্রামের বিরূদ্ধে দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থার অবিলম্বে অবসান ঘটানোর জন্য দাবি জানাচ্ছে।"

এই ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত জাতীয় শিক্ষক সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ৭০ কোটিরও বেশী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সহায়তার উদ্দেশ্যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত।	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	২৬মে,১৯৭১

ALL-INDIA TRADE UNION BODY TO HELP BANGLADESH
From Our Special Correspondent

New Delhi, May, 24,-A 3A- member Committee with representatives of all important all India trade union bodies has been set with Dr Maitryee Bose as President to mobiles publish opinion in favor of the liberation movement in Bangladesh.

This is probably one of rare issues on which all the major trade union bodies have agreed to work closer. The Committee, to be known as National Trade Union Committee of India for solidarity with Bangladesh, will contact international trade union bodies and trade union organizations in others Countries to acquaint them with the struggle in Bangladesh.

The Committee includes Mr. S.S Mirajkar and Mr. S.A Dange og AITU, Mr.P. Ramamunthy and Mr. Monoranjan Roy of CITU,Mr.Santi patel and Mr. Mahesh Desai of HMS, Mr Jatin Chakravarty and Mr Sreekant Nair of UTUC, Mr. George Fernendes of Hind Majdoor Panchayet, Mr Subodh Banerjee of UTUC (Lenin Sarani) and Mr. A.P Sharma and Dr. Maitryee Bose of INTUC.Dr, Bose has been elected the president of the Committee.

Dr. Maitrayee Bose told newsmen here today that the Committee had decided to hold an All India Bangladesh Day on June 19 when peaceful demonstrations would be organized demanding recognition of the "democratic republic of Bangladesh" Demand would also be made for the release of Sheike Mujibur Rahman, now in custody of the west Pakistani military rulers.

The Committee would also appeal to the workers in India to donate one-day’s wage to help the workers of Bangladesh. The workers would be asked to send their donationa to the Bangladesh mission in Calcutta.

Dr. Bose said that there was tremendous response to the " solidarity with Bangladesh call" from all major trade Union organization in the country. She hoped to rais the Bangladesh issue at the international workers' meet in Geneva in June.

The Jana Sangh Parliamentary Party Decided this morning that each member of the party would contribute one day's allowance of Rs. 51 for schemes for the rehabiliation of refugees from Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গেট ওয়ার্ল্ড ইনভলবড ইন বাংলাদেশ -ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিনেশ সিং -এর নিবন্ধ।	'অমৃত বাজার'	২জুন, ১৯৭১

GET WORLD INVOLVED IN BANGLADESH
Dinesh singh M.P

(Former minister of External Affairs)

The heroic struggle of the people of Bangladesh has to be seen in the context of the developments in the Indian sub-contiment. The electionals in India, Pakistan and also Ceylon have estabilshed beyind doubt the people's choice in favour of democracy, chang and stability. In selecting their leaders and parities people have, unmis-takably, expressed their desire for rule by the people even in the face of military domination. The have equally opted tor rapid transformation of their societies peacfully and have given their over-whelming support to those who they thought would be able to realise their aspirations.

It was against this background that India lent full support to the Government of Ceylon, when it felt that an attempt was being made to thwart the express will of the people. Therefore, it was only natural that when a similar situation was creted in Pakistan. India should have taken the same stand. Our Parliament pledge to extend sympathy and Support to Bangladesh was based on the same considerations. The will of the people had to be respected. A society governed by democracy has no other option. Prime Minister Indira Gandhi's bold statement in the Lok Sabha on may 24, 1971 was a continuation of the sympathy and support resolved by parliament and it should be welcomed.

Bangladesh is, therefore, not an exerise in isolation but a manifestation of the aspirations of the people living in this part of the world. It is a reflction of the struggle of the people of Pakistan to throw off the Yoke of military domination. It is a movement for the establishment of democracy and fundamental human rights. This is clear from the results of the elections held in Pakistan not long ago under the martial Law Administration. Out of 313 seats in the National Assembly 169 in Esat and 144 in West Pakistan, Sheikh Mujiber Rahman's Awami league and its supporters were expected to commend the allegiance of 207 members. A clear majority is in the Assembly.

Their six-point plan was Cretainly not a certainly not a recipe for secession either. Why should a majority want to break away from the minority? And President Yahya khan had acknowledged Sheikh Mujiber Rahman as the future prime minsiter of Pakistan. Besides in the Six-point programme presnted by Sheikh Mujibur Rahman a Federation os Pakistan was the frist point. It was the first point. It was the sudden, Unwarrnated and ruthless attack by the West Pakistani Armed forces in Bangladesh against de fenceless civilians that split Pakistan.

Upsurge

Therefore, it is a case of the upsurge of the people of Pakistan aganist military dictatorship estabilshed by colonialist intrigue.It is a question of our lending support not to a secessionist move as Pakistan is trying to make out but to the upsurge of the people of Pakistan to establish a democratic society.

This has been our traditional approach in foreign affairs. Should we not extend help to those across our borders when they are fighting for the same values we have supported in international forums? When we raise our voice against apartheid in South Africa, When we suport armed intervention against the minority regime in Southern Rhodesia, When we press for the liberation of peoples under Portuguese domination, can we be mute spectators to the unpression, the wanton killings in Bangladesh? Are they not entitled to fundamental human rights? Will not help them? Never since independence have our national interests and our ideals converged so closely as they have done in Bangladesh.

We have the refugees now. Four million today; seven million tomorrow and ten million the day after. No body knows how many will come; how much we shall have to spend on them; and for how long.

How can this be Pakistan's internal affair? When large mumbers of people are forced out of country'sa borders into another country, it is no longer an internal affair. It is a form of aggression, occupation of the terrtory of another country. If people can be forced out of a country into another without firing a short to ease economic Pressures to balance the problem of numbers between Esat and West Pakistan this way? Bangladesh is an intronational issue today. A case of genocide trampling of fundamental human rights and the violation of the trontiers of a neighbiuring Country.

But we are losing time. We have already missed the critical frist three weeks in the euphoria that got built up. It should have been assessed that Pakistani repressio0n would send a flood of refugees to India. If we could have assisted the Mukit Fauz to Consolidate its position un the liberated areas, the refusees may not have been forced to come to India. And even if they had come to India, they could have been sent to the liberated areas. The Government of Bangladesh could have sought international support and the pressure would have been on Pakistan to settle the matter. The pressure today is on us. There are on fefugees in Pakistan.

Recognition

The question of formal recognition of Bangladesh and the timing if it must be left to the government to decide. Of course, recognition will give strength to the freedom fighters and there are no legal or constitutional barriers. The question now is of future action.

If the Mukti Fauz could give protection to the people over a substantial area against attaks of Pakistani army the refugges from India could still be moved to Bangladesh. Alternatively a determined effort will have to made to involve the international community in sending the refugees back. They will not want vto go back unless their security can be guaranteed - unless they can be protected from artocities of the Pakistani army.

The approach to the world community has to be a positive one. We can certainly ask for more funds. But the response to the appeal of the U.N. Secretary-General has been disappoiniting. May be we shall get some more money. But that will not solve the problem. Pakistan must be made responsible by United Nationas to reimburse us in full the expenditure we incur on the refugees. The international community must assume the responsibility of ensuring the safety of the refugees. Refugees now in India and others that may come later, Till a Settlement is reched to establish Bangladesh on any basis freely acceptable to the people of east Bengal.

The military junta of Pakistan is desperately trying to cover up its ignominious acton by creating an impression of Indo-Pakistan issue or even conflict. We must not allow this to happen. The matter has to be settled between the military Government of Pakistan and the Government of Bangladesh with international good offices as necessary. We must, therefore, give every support to the Government of Bangladesh. There is equally a danger of Pakistan fanning communal feeling. This must be firmly resisted. That is why the refugees must be sent quickly to camps to be established by U.N. in East Bengal.

Pakistan's diplomacy has succeeded so far in preventing intervention by India; they have successfully kept up China as a counterpoise and they have manoeuvered to keep the United Nations and the big poers out. We need to take a vigorous international initiative to demolish the house of lies built by Pakistan and simultaneously present specific proposals for international action. We must get the world involed in Bangladesh quickly.

No matter how long it takes -whether a couple of weeks, a couple of months or a couple of years, the people of Pakistan are bound to wrest their freedom from military domination and the people of Bangladesh are bound to win their independence or make any other arrangement they choose. We must wish them every success-(INFA).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে লণ্ডনে বিশ্ব সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা	দৈনিক যুগান্তর	৫জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিশ্ব সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

(বিশেষ প্রতিনিধি সুন্দর কাবাদি)

লণ্ডন, ৪ঠা জুন- সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ গতকাল বিকেলে এখানে এসেই গুরূত্বপূর্ণ কয়েকজন বৃটিশ রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমই তিনি দেখা করেন কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিসের মিঃ এন্থনী কেরশার সঙ্গে। মিঃ কেরশা ভারত-পাক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল।

শ্রী নারায়ণ বলেছেন, পাক সামরিক বাহিনীর গণহত্যার ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে চলে আসায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট সহানুর্ভতি রয়েছে। মিঃ কেরশা ভারতের এই সমস্যায় বৃটিশ সরকারের অকুন্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

শ্রী নারায়ণের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করার ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলির অনিচ্ছার কারণ আছে দুটি। একটি হোল পশ্চিমী শক্তিগুলি মনে করছে সাহায্য বন্ধ করলে পাকিস্তানের কাছে আগেকার পাওনা টাকা হয়তো ফেরৎ পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তান সাহায্য লাভের জন্য হয়তো চীনের দ্বারস্থ হবে।

শ্রী নারায়ণ এ আগে কায়রো, রোম বেলগ্রেড, মস্কো, হেলসিঙ্কি, বন এবং প্যারিস ঘুরে এসেছেন। রবিবার শ্রী নারায়ণ লণ্ডন ত্যাগ করেছেন। তিনি এরপর ওয়াশিংটন এবং অটোয়া সফরে যাবেন। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের মনোভাব

গত সপ্তাহে শ্রী নারায়ণ হেলসিঙ্কি সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র সম্মেলন হচ্ছিল। এই সুযোগে শ্রী নারায়ণ বহু দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করতে পেরেছেন। যাঁদের সঙ্গে এখানে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট, বৃটেনের বিরোধী দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন নরওয়ে ও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবর্গ।

এই নেতৃবর্গের সঙ্গে শ্রী নারায়ণের আলাপ-আলোচনা বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। মিঃ ব্রান্ট বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানিয়েছেন পশ্চিম জার্মানী পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম।

শ্রী নারয়ণ এই নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্মেলনের বাইরে দেখা করেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন। এরপর তিনি বনে যান এবং সেখানে পার্লামেন্ট সদস্য এবং ক্রিশ্চান ডেমোক্যাট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা

বলেন। এরা বেশ সহানূভূতিশীল বলেই শ্রী নারায়ণের মনে হয়েছে। ভারতের আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য পশ্চিম জার্মানীর পার্ণামেন্টে শীঘ্রই একটি বাড়তি বাজেট পেশ করা হবে।

শ্রী নারায়ণ যেদিন প্যারিসে গিয়েছিলেন সেদিন সেখানে ছুটির দিন। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তবে তাঁর ধারণা ফরাসী নেতৃবর্গ বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। তাঁকে ফরাসী সরকারী সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কোনও অস্ত্র সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তবে ফরাসী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বাকৃতি দিন’- একটি সম্পাদকীয়	দৈনিক যুগান্তর	৫জুন, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন

আজ শনিবার পাঁচই জুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আসবেন কলকাতায়। কি দেখবেন তিনি? সীমান্তে নেই তিল ধারনের স্থান। কলকাতার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে শরণার্থীর ঢেউ। পাক লুটেরা রাস্তায় কেড়ে নিয়েছে তাদের সর্বস্ব। প্রাণে মরেছে অনেকে। নিখোঁজ হয়েছে স্ত্রী- কণ্যা। এপারে এসেও স্বস্তি নেই। মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কলেরা। রাজ্য সরকার দিশাহারা। শরণার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ ছাপিয়ে উঠেছে। অন্যান্য রাজ্যে না পাঠালে বাঁচবে না এই হতভাগ্যের দল। দু মাস অপেক্ষা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কি পেয়েছেন তারা? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর চরম ঔদাসীন্য এবং রাষ্ট্রসংঘের অসহনীয় নীরবতা। ইয়াহিয়া আগের চেয়ে বেশী বেপরোয়া বাংলাদেশে জ্বালাচ্ছে তিনি সম্প্রাদায়িকতার আগুন। পুড়েছে অনেকে। যারা কোনমতে বেঁচেছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে। যতদিন যাবে শরণার্থীর সংখ্যা তত বাড়বে। ওদের ফেরার পথ বন্ধ। বন্দুক উঁচিয়ে আছে ইয়াহিয়ার বাহিনী। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ধর্মান্ধের দল। গোড়ার দিকে বাংলাদেশ সরকারকে যদি স্বীকৃতি দিতেন নয়াদিল্লী তবে ঘঠত না অবস্থার এমনিতর অবনতি। মুক্তিযোদ্ধারা পেতেন দ্বিগুন মানসিক বল। বাড়ত সংগ্রামের তীব্রতা। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠত প্রতিরোধ ব্যূহ। সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে দেখা দিত সন্ত্রাস। কমত লুটপাটের ব্যাপকতা। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীরা হয়ত ভিড় করত না। ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের “দেখি কি হয় নীতি” এনেছে নৈরাশ্য। বাড়িয়েছে ইয়াহিয়ার স্পর্ধা এবং ভারতকে নিয়েছে আর্থিক সঙ্কটের মুখে।

বন্ধ হবে না শরণার্থীর স্রোত। পূর্ব বাংলা থাকতে পারবে না অসাম্প্রদায়িক সাধারন মানুষ। কিসের আশায় দিন গুনছেন প্রধানমন্ত্রী? বৃহৎ শক্তিগুলো কি লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাত ধরে তাদের নিজেদের বাড়ী-ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসবে? তারা কি এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে? আর্থিক চাপে ইয়াহিয়ার নাকে খত আদায় করবে? গত দুমাসের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কি বুঝতে পারেনি জল কোয়ায় গড়াচ্ছে? জিইয়ে রাখবে তারা ইসলামাবাদকে। শক্তিসাম্য ভাঙ্গতে দেবে না। এশিয়ার এ অঞ্চলে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব। অখণ্ড পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটছে। পূর্ব এবং পশ্চিমের বোঝাপড়া অসম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়াশরণার্থীরা ফিরতে পারবে না নিজেদের বাড়ী-ঘরে। এই সহজ সত্য মেনে নিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবই সৃষ্টি করছে যত জটিলতা। শ্রীমতি গান্ধী আশায় আশায় অনর্থক সময় কাটাচ্ছেন। এখন যে অবস্থা চলছে তার ব্যতিক্রম না ঘটলে ছ মাস কেন, ছ বছরেও শরণার্থীরা ছাড়বেন না ভারতের মাটি। পূর্ব বাংলায় শক্তি সংহত করবেন ইসলামাবাদ। মুক্তিসংগ্রামীরা পাবেন প্রচণ্ড বাধা আর ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর বোঝা নিয়ে ভারত খাবে হাবুডুবু। সমূহ বিপদ সামনে দেখেও মন স্থির করতে পারছেন না কেন্দ্রী সরকার। গোটা জাতিকে কোন অন্ধকার গুহায় টেনে নিচ্ছেন তাঁরা।

বিভিন্ন রাজ্যে শরর্ণাথীদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া খুবই দরকার-সন্দেহ নেই। এ ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক। তাতে পাওয়া যাবে না সমস্যার স্থায়ী সমাধান। গোঁজামিল দিয়ে সময় কাটাবার পালা শেষ হয়েছে? দেশবাসীর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জবাব দিন নয়াদিল্লী-শরণার্থীদের নিয়ে তাঁরা কি করবেন? কি করে থামাবেন বন্যার স্রোত? কিভাবে পাঠাবেন, তাঁদের বাংলাদেশে? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছে নয়াদিলীর আকুতি-মিনিত ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পত্রে এবং কূটনৈতিক তৎপরতায় যাঁদের টনক নড়েনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের

সম্ভাব্য সফরে তাঁদের ঘুমের নেশা কাটবে না। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বুকে ধরে অন্তকাল বসে থাকতে পারে না ভারত। নিরাপত্তা এবং বাঁচার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অঙ্গ-স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান। বাড়ান দরকার তাঁদের সংগ্রামী শক্তি। ওঁদের জয় ত্বরান্বিত হলেই স্বদেশে ফিরবেন শরণার্থীরা। নইলে তাঁরা থাকবেন ভারতে। একথা সত্য কোন শান্তিবাদী রাষ্ট্র সহজে বল প্রয়োগ করতে চায় না। ইয়াহিয়া খান নয়াদিল্লীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছেন না। বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতকে তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন। চারদিকে দেখা যাচ্ছে অশান্তির দুর্লক্ষণ। মুখ বুজে থাকলেই বিপদ এড়ান যাবে না। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করুন কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। প্রশস্ত করুন ইয়াহিয়ার চরম পরাজয়ের পথ। এতেই আসবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ শান্তি। শরণার্থীরা পাবেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লণ্ডনে জয়প্রকাশ নারায়ণঃ বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বকে সক্রিয় হবার আহবান	'যুগান্তর'	৭জুন, ১৯৭১

জয় প্রকাশের হুঁশিয়ারী
বাংলাদেশের ঘটনায় বিশ্ব সক্রিয় না হলে ভারত কড়া ব্যবস্থা নেবে

লণ্ডন, ৬ই জুন (পিটিআই)- সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্বের যে সমস্ত রাজনীতিবিদ এবং সরকারী প্রতিনিধিদের এই বলে সর্তক করে দিয়েছেন, বাংলাদেশের সম্প্রাতিক ঘটনাবলী, বিশ্ববাসী যদি দ্রুত উপলব্দি না করেন, তাহলে ভারতবর্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

গতকাল শ্রী নারায়ণ এখানে বলেন, তিনি তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, অবস্থা যদি ক্রমেই খারাপ হতে থাকে এবং বিশ্ববাসী সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতে তার স্বার্থেই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে। ঠিক কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা না বললেও সেটি খুবই কঠোর হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

তিনি বলেন এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে জনগণ, রাজনৈতিক দল এবং পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করানোর জন্য বিশ্ব সফরে বহির্গত শ্রী নারায়ণ শুক্রবার লণ্ডনে এস পৌঁছান। এখানকার কাজ শেষ করে আজ তিনি ওয়াশিংটন রওনা হয়েছেন।

লণ্ডনে চারদিন অবস্থানকালে তিনি শ্রমিক, উদারনৈতিকও রক্ষণশীল দলের কিছু সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেন।

শ্রী নারায়ণ দুটি বাংলাদেশ সংগ্রাম সমিতির (একটি অবাঙ্গালীদের সমিতি) সভায় উপস্থিত হন, ছাত্র সভায় বত্তৃতা দেন এবং দুটি বৃটিশ টেলিভিশন সংস্থা বিবিসিও আইটিভির প্রতিনিধিরা তার সাঙ্গাৎকার গ্রহণ করে।

ভারতীয় সংবাদ প্রতিনিধিকে তিনি জানান, শ্রমিক দলের মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতি রয়েছে- রক্ষণশীল দলের কিছু এমপিও সহানুভূতিশীল। তাছাড়া তিনি যে সমস্ত সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

তাঁদের এ উপলব্ধি হয়েছে যে, পাকিস্তান অন্যায় করছে এবং নিজেদেরই ক্ষতি করছে।

লন্ডনে আলোচনাকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কেউ কেউ মনে করেন আরো দুর্গতি ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে চলে মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হবে।

পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে শ্রী নারায়ণ তাঁকে বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে তাঁদের সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর অন্য কিছু মেনে নেবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এটা মেনে নিতে বৃটিশ সরকার কিভাবে পাকিস্তানকে বাধ্য করবে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সব রকম সাহায্য বন্ধ করলেই এটা হবে। কেননা এখন যে সমস্ত সাহায্য করা হবে তা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং স্বভাবতই সাহায্যকারী দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলরি জন্য দায়ী হবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ইয়োথ ফর বাংলাদেশ’- এর একটি আবেদন	প্রচারপত্র	১০জুন, ১৯৭১

YOUTH FOR BANGLADESH: AN APPEAL

A tragedy too deep for tears, titanic in proportions stalks West Bengal. The rest of India may have read or heard about it, but the people at large in the sub-continent have yet to show a burning concern or involve themselves personally and individually with the unprecedented crisis that deepens each day like a gathering storm before it overwhelms this state and engulfs the country.

The ghastly upheaval in East Bengal which we emphatically declared not to treat as Pakistanis internal affairs and yet treated it as such has now become very much our own affair! In course of the past 6 weeks, FIFTY LAKHS of refugees from Pakistani terror exceeding 10% of crowded West Bengal's population-have poured into West Benga. They are still coming in at the rate of 60,000 a day and there is no abatement in sight. Experts Estimate the total figure to go up to the region ofONE CRORE.

The long term esffects of this eolossal influx will doubtless be left acutely through the rest of this Century.

But the harrowing distress of this vast multitude who left everything and have trekked without proper food for weeks and the serious problems arising there from have to be tackled NOW and constitute supreme challenge to the nation as a whole and specifically to the Youth of India.

Of the 50,00,000 nearly 20 lakhs are living under trees or in open unprotected grounds, Rains arrived early this year. The fate of these 2 million, exposed to heavy showers and cold nights can be imagined. Especially the condition of little children, some of whom have lost one or both parents by pakisani bullets or in epidemics, beggars description.

Conditions in the camps due to shortages of food, medicines, space and personnel is frightening. Where death is a frequent and daily visitor.

As if this was not enough. Cholera has broken out in an epidemic from and is spreading fast. The 50-mile route from Krishnamagar to Shikkarpur on the border is dotted with the dead and the dying. The stench of rotting fresh fouls the air. Harrowing scenes of babies sucking at dead mother's breasts, lone widow till fanning the cold forehead of dead husband, of dogs tearing up the bodies of these two weak to resist, line the roads-in our border districts. The heart-ending sight of little bewildered children suddenly orphaned by cholera guarding their parent's bodies on lonely roadsides are not uncommon.

Cholera, according to conservative estimates, has killed over 3000 refugees. But this is only beginning! The epidemic is spreading fast. Emergency has just been declared

in clacutta, which had been free of cholera for years! And as the rainy season advances typhoid and late on small pox will join the train of mass killers.

So far the refugee problem has been tackled by the State Government with active assistance of the Union Government. But the problem is now too vast even for our Goverment to tackle. Foreign help has been sought and has begum to arrive.

But there is tremendous scope and opportunity for us personally and collectively to do something. This appeal is an invitation to the Youth of every state of our Republic to come forward and make their commitment.

There is urgent need for:

1. Voluntary personal Service in refugee camps.
2. Organizational Work in one's own area.
3. Contributions.

Service

1. Immediately needed are hundreds of Doctors (Must be at least final year students but interness and qualified doctors preferred), trained Nurses, Compounders or pharmacists.
2. There is also need for dedicated general volunteers, both male and female, perferably with some exprence or training for care of the refugees and especially of the children, in camps and elsewhere.

   Minimum period of service to be contributed will be 3 months. Food and lodging will be available free at the place of posting.

Organisational:

For purposes of maximum mobilization of young people, we will encourge formation of organized groups in state, District, Thana & even at Block levels. Through these bodies we propose to build up public opinion;

1. Against the carnage committed by Pakistan by holding photographic exhibitions of the atrocities of the refugees, and public meetings etc.

2. In Favour of recognition of Bangladesh and collect signatures in support of a petition (for which we have already collected in Calcutta nearly 300,000 signatures) to be submitted to the prime Minister and also to the Secretary General of the U.N.O. and

3. To Collect the following articles which are urgently here;

   a. Food: Baby Foods, Tinned Foods, Rich, Dal, Salt, Sugar, Tea etc.
   b. Tarpaulins or Waterproof Covers for making tents.
   c. Clothing's (New or Old); Dhotis, Lungis, Saris, Vests and children and baby wear.

d. Bed Sheets (chaddars), blankets ete.

e. Umbrellas, Waterproofs or anything for protection against rain.

f. Canvas shoes and chappals (all sizes).

g. Medicines; all types of Vitamins, Tonics Medicines for Flu, Fever, Gastro-Enteritis, and Children's Diseases Vaccines, Antiseptics, Phenyl, Bleaching powder, Detergents and Soaps, Surgical Dressings.

h. Money

Contributions

Those who wish to make direct contributions in any from also be welcome to do so.

Already such international voluntary organizations like OXFAM and WAR AGAINST WANT are here and working. Young British doctors are rendering admirable service. But I say this with deep regret that as yet no volunteers of any Youth Organizations from India are to be seen. The Youth in India needs a great cause to make their commitment. Here is a noble cause, a magnificent challenge; I am making this appeal in full confidence that Indian Youth will rise to the occasion and not only make stay of the Five Million guests from Bangladesh a pleasant one, but will see, is necessary, with equal courage and determination that they return without hindrance and live in safety.

Any offers of assistance and enquiries may please be addressed to:

CHAIRMAN
YOUTH FOR BANGLADESH
14 Ezra Mansion
Calcutta-1

MIHIR
Chairman

Dated June10, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গারো পাহাড়ের কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী কাছে পেশকৃত স্মারকলিপি	প্রচারপত্র	১২জুন, ১৯৭১

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE PRIME MINISTER OF INDIA
BY THE CHNTRAL RE3LIEF COMMITTEE OF GARO HILLS.

SRIMATI INDIRA GANDHI,
PRIME Minister of India.

RESPECTED PRIME MINISTER,

We, on behalf of the people of the Garo Hills, welcome you on your visit to the district. Perhaps never before have we looked forward and eagerly awaited your visit to the district as today when your presence among us on this strategic border is so keenly needed and a waited.

Together with our brothers and sisters all over the country we share in the legitimate pride and proud hope in your brave and progressive leadership of the country and wholeheartedly pledge our co-operation in your efforts to give our country a new image of strength and social justice to our people. You have again and again demonstrated your genuine concern, friendship and solicitude for the people of this region, We pray that your special care for the people of this area will ever grow.

Todat however owing to the aggressive acts of the Army of West Pakistan of oppression and wanton outrage on the unarmed civil population of East Bengal and of naked aggression on our own borders, more recently, a difficult situation has arisen in our district. All along the one hundred and forty-four miles of international border, people have been crossing into our district since the start of the pak army depredations on the 25th March, 1971. The influx is still continuing and to date about two lakhs of evacuees have entered into this district, there by swelling its population of about four lakhs to six.

Coming in the wake of the wake of the mass influx of evacuees in 1964 some of whom are still in camps within the district this has imposed a severe strain on the people and the administration owing to the long and tenuous lines of communication.

As it is, the district is almost entirely covered by hills with only small patches of flat land in the border areas, most of which under Cultivation. This committee has been grappling with the problem of finding enough suitable land tents or putting up temporary shelters for the evacuees.

We believe our Chife Minister, Captain Williamson Sangma, has already apprised your Government of the critical situation now prevailing in the district the lack of flat land, the difficult communications posed by a poor road system, the fact that our district is deficit in food requiring a very large part of its normal requirements to be brought from outside, and the occurrence of floods and landslides in the monsoon cutting off

communications makes the presence of an evacuee population equal to half the population of the district an immensely difficult problem. We cannot therefore but stress the need to move the bulk of evacuees from the district as the continued temporary stay of such a large number of evacuees from the district as the continued temporary stay of such a large number of evacuees has created many social, economic and other problems.

Besides, the influx of so many evacuees into the border areas has brought about great dislocation in the lives of the people living there. To this was added the repeated aggression by the Pak army into our territory forcing our border villagers to flee abandoning their cultivation and other means of livelihood and making them evacuees in their own land. For our unfortunate brothers and sisters who have uprooted from the border villages we would request the special consideration of your Government for relief and other assistance.

We humbly reiterate our support to your stand on the problem as stated in your speeches on the floor of the parliament and from public platforms. The evil motives of the rulers of Pakistan has thrown this unwanted burden on every part of India's body politic to thwart our development by imposing on our limited resources the mass influx of evacuees and the aggressive intrusions on our borders. We reiterate our support to your efforts to find out a political remedy, Yore repeated messages to the major powers and your addresses to the conscience of the world.

This is no time to emphasise local issues however important they may be. Nevertheless taking advantage of your visit, we would like to draw your kind attention to the vital need for strengthening security arrangements along the border as well as ensuring facilities for building up a sound infrastructure for agro-industry in order to accelerate development of this economically backward area which has had to bear the brunt of the consequences of partition in 1947, including stoppage of border trade, repeated influx of evacuees and a dislocation of social and culture life.

We pray to the Almighty that you may be vouchsafed with long stewardship of our country and that under your leadership it will grow from strength to strength and in peace and prosperity.

JA

Jai hind

Yours in service

GROHONSING A.MARAK
Deputy Speaker, Meghalaya Legislative Assembly &Chairman, Central Relife Committee, Tura

MODY K. MARAK,
Chife Executive Member, Garo Hills District Council, Tura.

SINGJAN D. SANGMA M.L.A
President Garo Hills, District Congress Committee (R)&Vice- Chairman Central Relife Committee, Tura.

ALBINSTONE M. SANGMA,
Member of the executive Committee Garo Hills District Council & Vice-Chairman, Central Relief Committee, Tura.

TRUA, GARO HILLS
the 12th, june, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য মি. এম.সি চাগলার দাবী	টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	১৩জুন, ১৯৭১

CHAGLA WANTS INDIA TO RECOGNISE BANGLADESH
"The Times of India" News service

BOMBAY, June 12- While expressing gratitude to India for giving five million refugees from East Pakistan, four leaders of Bangladesh appealed to the Indian Government yesterday to recognize their country.

They made the appeal at a public meeting here and were strongly supported by Mr. M.C Chagla, who said: "India has committed the greatest error is not recognising Bangladesh. History will not forgive us. "

Mr. Chagla, Who presided over the meeting, said that if India had had recognized Bangladesh, it would have given a deadly blow to the two -nation theory, the vicious basis on which Pakistan was formed.

Mr, Phani Bhushan Mazumder, Leader of the Bangladesh delegation now touring India said that if granted recognition to Bangladesh the Mukti Fauj Would get a psychological boost.

He said the other members of the delegation, Mr Shah Moazzem Hossain, Mr. K.M obaidur Rahman and Mrs Noorjhan Murshed felt India should not hesitate to recongnise Bangladesh as both believed in democracy, socialism and secularisem.

Mr. Mazumder said that since the inception of Pakistan, East Pakistan had been exploited by West Pakistan, both economically and politically. Even 56 per cent of the people spoke Bengali, Urdu was imposed as the state language and Bengali students had to sacrifice their lives to resist Urdu.

The uprising in East Pakistan, he said, was spontaneous. The Awami League had fought and won the elections on the six-point programme of Sheikh Mujibur Rahman. When the negotiations between Gen. Yahya Khan and the Sheikh were under progress, the people had no idea that Yahya khan was planning the greatest genocide in world history.

Mr. Shah Moazzem Hossain said that the formation of Pakistan was a blunder. The only link between East and West Pakistan was religion, Culturally, they had nothing in common. Many had felt that there was a conspiracy to wipe out the Bengalis. Economically East Pakistan was exploited and, while huge amounts were spent in building new capitals, nothing was spent on East Pakistan.

He said that it was Gen. Yahya Khan, Mr Bhutto, the army and the capitalists of Pakistan who were disintegrating Pakistan, not Sheikh Mujibur Rahman, who had once been described by the present regime as a great patriot.

The younger generation in Pakistan knew that the formation of Pakistan bad been a mistake and that its functioning was an impossibility.

The crimes committed by the arm, he said, were much greater, than those of nadir shah, Chengis khan and Hitler. In one day in March, 10,000 people were killed. "The whole army was let loose on the sleeping innocent people of Bangladesh."

He said he had been shot at thrice and had seen women being raped. He demended trial of Gen. Yahya Khan for his crimes.

Mr. K.M Obaidur Rahman said India had a responsibility, as the biggest democracy, to democracy in Bangladesh.

Mrs. Murshed Demand the release of Sheikh Mujibur Rahman, the release of all prisoners and the withdrawal of the Pakistan army from Bangladesh.

Two National Theory DEAD

Mr. M.C Chagla Said that Bangladesh had killed and buried once and all time the two-nation theory. I had demonstrated that it was no religion but culture and race which constituted a nation.

Pakistan, which wanted to propagate Islam, Had Massacred thousands of Muslims.

Mr Chagla said that if India had recognized Bangladesh, it could have supplied arms to Bangladesh. According to international law India had every right to recognize Bangladesh.

He appealed to the Government, in the name of national interest, freedom and democracy, not to hesitate in recognizing Bangladesh.

Bangladesh, he said, would not agree to anything short of freedom and Pakistan would have to concede it. He felt that if a plebiscite was taken in India, 95 per cent of the people would vote for grating recognition to Bangladesh. He warned that fi recognition was denied, a new leadership might emerge in Bangladesh which might turn to China.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'শরণার্থীদের দায়িত্ব সকল রাজ্যকেই নিতে হবে' বলে কমিউনিস্ট নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের মন্তব্য	হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড	১৩জুন, ১৯৭১

ALL STATES MUSTSHARE BURDEN:
Rajeswar Rao

GAUHATI, JUNE 12-Mr. C Rajeswar Rao general secretary of the CPI said ther today that the influx of evacuees from Bangladesh had created a national crisis for India and no state had any right to refuse to temporary accommodate the refugees, says PTI.

Addressing a Press conference here this morning, the CPI leader asked the Union Government to press upon the States to accommodate the evacuees.

Mr. Rao said the centre appeared to have not yet felt the seriousness of the evacuee problem and had burdened the Border States beyond their capacities, It was not the responsibility of border States alone but all the States of the Indian Union to share the responsibility.

The CPI leader also advised the States to open hospitals with capacity of 200to 250 beds in the border States for evacuees in expression of their solidarity with the Bangladesh movement and the people who were fleeing to this country for shelter and security.

He said an explosive situation had developed in the border States with millions of evacuees entering them and more and more coming daily. Only five per cent were getting shelter in Government camps and 25 per cent getting rations. The rest seeking shelter and food where ever possible. Such thing created tensions. There was also the cholera epidemic which had aggravated the situation.

The CPI leader said the party had instructed all the State units to press the respecitve States to take share in the national burden and not to make the evacuee problem a partisan issue. So far as pur party is concerned we are not making it a partisan issue and hope that other parties also do not do it, he said.

Mr. Rao hoped the liberation movement would soon come to a successful end in Bangladesh and said, "We are grateful to the people of Bangladesh because they have raised the banner of democracy and secularism. By the movement in Bangladesh our secularism has been strengthened."

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সারভেন্টস অফ ইণ্ডয়া সোসাইটির সভাপতি কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার সমালোচনা	টাইমস অফ ইণ্ডিয়া	১৪ জুন, ১৯৭১

KUNZRU ASSALIS U.N.'S
Lukewarm stand on E. Bengal DP problem

"The Time of India" News Service"

POONA, June 13- Dr, K. M KUNZRU, President of the Servants of India Society Yesterday called for "serious thought" on "our course of action" if conditions were not created by Pakistan for security and safe return of the others of refugees to their homes in East Bengal.

No one would like a crisis to arise, but if it did in spite of the restrain returned by India "we should be fully prepared to meet it" he added. He was delivering the annual public address on the funder's day of the ....

Dr. Kunzru made a scathing criticism of the United Nations. Particularly the United States, for their "incredulouness" in the beginning and the lukewarm, attitude now towards the refugee problem.

He pointed out how in spite of the belated appeal by the U. N Secretary General, "no substantial" international aid for the relief of the refugees had been received so far.

He contrasted this with the Hungarian crisis of 1956 and said that when. he "Hungarian freedom fighters" had to leave their country both the U.N and America were anxious to relieve their distress. But provision for relief by them for East Pakistani refugees was "extremely inadequate' a slow in coming.

East Bengal had been a victim of one of the most ruthless massacres known to history" The west Pakistani troops had committed "brutal atrocities to destroy the political and intellectual leadership, exterminate the minority community or drive it out of East Bengal and terrorize the whole population, "he said.

ARMS SUPPLY

He said the tragedy had been treated as an internal affair of Pakistan by England and America as if the gross violation of human right was not their concern and that of the U.N.

America, which was the "main source" of arms supply to Pakistan, had not expressed its strong disapproval of the brutalities committed by the west Pakistani troops in Bangladesh. Nor had it stopped the supply of spare parts to Pakistani armed forces of its economic aid to that country.

Dr. Kunzru pointed out that the conflict in East Bengal had long ceased to be an internal affair of Pakistan.

The Western world, he thought, was not prepared "in their own interest" to take any which would weaken Pakistan vis-a-vis India.

GDR RELIEF CONSIGNMENT

CALCUTTA, June 13: The first consignment of aid from the GDR Government consisting of six tons of cholera vaccines, antibiotics, vitamins and five tons of beds, tents, blankets, etc, was handed over to Col. R.N. Luthra, Additional Secretary of the Union Ministry of Rehabilitation, at the Dum Dum airport. Mr. Werner Horney, representative of the Presidium of the Red cross Society of the GDR was present, PTI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে পাশ্চাত্যের প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আহবান	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১৪ জুন, ১৯৭১

JP APPEALS TO WEST TO INTERVENE

UNITED NATIONS, JUNE 13: World leaders has still time, though not such time, to solve the Bangladesh problem and restore peace, the Sarvoday a leader Mr. Jayaprakash Narayan, said yesterday addressing a rally the United Nations.

If they did not intervene, the whole sub-continent would, he seething with trouble with unknown consequences for the whole, he warned.

Nearly 1,000 persons had marched from New York's Central Park to the United Nations in a demonstration organized by the Save Bangladesh Committee.

On the way they demonstrated before the Pakistani Mission in New York.

(Earlier about 30 West Pakistanis had marched from the United Nations to the Indian Mission and demonstration there accusing India of intervention.)

About 250 persons participated in the rally. The rain, however, thinned the numbers but some stayed behind to hear, among others, Mr. Jayaprakash Narayan and Mr. Iqbal Ahmed, a West Pakistani teaching in the U.S.A and one of the accused in the Berrigan Brothers Conspiracy Case.

Mr. Narayan, new on a world tour, said that Pakistani propaganda was saying that the trouble in East Bengal was the India-Pakistan problem or the Hindu-Muslim problem.

But thanks to foreign correspondents, the world had slowly become aware of the real issue and the Pakistani propagandist attempts to fool world and bide their crimes had failed.

Analysing the history of the problem and the current situation in which over half a million people have killed and over six million forced to seek refuge in India, Mr. Narayan said, "All these events have left the Western world indifferent and except for a few journals in the West and in America and Western Europe, there seem to be very little reaction. It seems the conscience of the world is dead."

Mr. Narayan referred to the talk of “free world” and asked why the "free world" and its leaders had remained silent in the face of this attack on freedom.

Mr. Narayan sareastically added, "It was left to President Podgorny of the Soviet Union, whom the free world" calls leader of a captive world to raise his voice and appeal publicly for an end to the carnage. But neither, President Nixon nor the Prime Minister, Mr. Edward Heath, nor president Pompidou has so far said anything openly.

Mr. Narayan paid tributes to the young fighters in Bangladesh who had braved the artillery and planes of the West Pakistani army.

"My feeling and conviction after talking to various people, including refugees, and leaders of Bangladesh Government, is that the guerillas war will go on. I have no doubt in my mind that Bangladesh will certainly win its freedom."

AID TO PAKISTAN

Mr. Narayan said any aid given to Pakistan could only feed the West Pakistani military machine and those giving the aid would bear the responsibility for the genocide in East Bengal.

Appealing to world leader to act, now when there was still time, Mr. Narayan said that the leaders of the "free world" must openly come out to condemn these crimes. They must stop all aid to Islamabad. They should press the Yahya regime to end fighting, send the army back to the barracks release all political prisoners including Sheikh Mujibur Rahman and ask them to seek political settlement.

Mr. Narayan said that the world should not be surprised if Sheikh Mujibur Rahman and others. Even refuse to shake hands with President Yahya Khan on the ground that his hands are dripping with Bengal people’s blood.

But it was for the West Pakistan leaders to negotiate peaceful settlement with the Bangladesh leaders, he said – PTI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বের সমালোচনা	'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'	১৬ জুন, ১৯৭১

CENTRE'S NIGGLING OVER RECOGNITION RESENTED
(Form our own Correspondent)

MADRAS, JUNE 15,-- Though Tamil Nadu is far away from West Bengal which is bearing the full but of maintaining the unprecedented influx of refugees from Bangladesh, people here are as much aroused against the genocide by the Yahya khan regime.

Innumerable representations are daily pouring into the local daily press by irate leaders who accuse the Government of India with tardiness in recognizing Bangladesh.

This is but one of the many dozens of published letters addressed daily to the local press by angry regards on what they feel "inaction of the Government of India in not recognizing Bangladesh.

The three–member Bangladesh Parliamentary delegation headed by Mr. Phani Majumdar in the course of its three day stay in the city did its best to educate the public on the actual conditions prevailing in the unhappy land. Mr. Mujumder hoped that the influx of refugees would be raised by India in the Secretary Council. Mr. Shah Mozzam, another member of the delegation stated that Bangladesh had its own representative in the UN and the matter if refugees would be raised by him along with the question of recognizing the Bangladesh Government and to the refugees.

Mrs. noorjehan Murshid, the third member of the delegation, pointed out that it was too much for India to maintain the refugees, the victim of Yahya khan's blood thirsty military regime.

She described the establishment of camps by the Yahya regime in Bangladesh as "fraud and trap to round up people and drive them further into India".

There could be no wage stability unless the Government is compelled to abandon its policy of Inflation, Mr. P. Ramamurthy, General Secretary of the General Council of the Centre of Indian Trade Unions, said inaugurating the four – day meeting of the centre in Combatore this week.

He wanted in the alternative a statutory guarantee of full neutralization of the rise in the cost of living for all sections of the people.

He described the "inflationary policy of the Government as an open robbery of the people."

Mr. Ramamurthy called for the widest possible unit of trade unions in the country for action and a united front of all central labor organizations. He welcomed the eight–point declaration by representatives of major trade unions and that would be sufficient basis for rallying the workers for united action against the Government.

The eight–point declaration wanted abolition of property rights, nationalization of monopoly capital without compensation, genuine land reforms, a wage policy providing for real wages provision of full employment and unemployment relief, public control of all necessities of daily life, moratorium on all public debts and change in industrial and financial policy to free the economy from foreign influence.

Those who attended this meeting included Mr. P. Sundarayya, Mr. Jyoti Bassu, Mr. Umanath, Mr. K. ramani, Mr. A Balasubarmaniam and Mr. Basava Punniah, About 120 labour leader's attended this conference. This is the first annual meeting of the General Council after formation of the center of Indian trade Unions.

As usual Mr. Ramamurty was a big report which he read from a written pamphlet. He analyzed the Central Budget and said that thought the deficit was stated to be 320 crores, it could as well be Rs.500 crores.

After analyzing the index of wholesale prices Mr. Ramamurthy doubted whether the Indian economy was posed for a big advance as claimed by the authorities. The first sign of a developing economy he pointed out was rising employment, but the results of last year and the year before showed deterioration in employment.

Citing the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry report Mr. Ramamurthy said the number of unemployed in the first half of 1970-71 in the country was 13 million the number of man days last rose from 17 million in 1967-68 to 19 million in 1969 when the economy was said to turn the corner, he said.

Mr. Ramamurthy’s criticism against the "green revolution" was also frank. Compared with the production of 89.34million tons in 1964-65. He pointed out the achievement of 95.05 million tons in 1967-68 appeared to be barely three per cent increase per annum.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে কেন্দ্রের বিলম্বের সমালোচনা	স্টেটম্যান	১৮জুন,১৯৭১

CPI (M) Resolution

CENTER CRITICIZED FOR ‘RESILING’ ON RECOGNITION ISSUE

COMBATORE, June 17.- The politburo of the CPI(M) has criticized the Government of India for "resiling" on the question of recognizing the Government of the Bangladesh, and "harping" on the question of finding a political solution says PTI.

The Politburo, the top – policy making body of the party which has been in session here since yesterday, said the Government had evidently done so under pressure from the USA and certain other quarters."

Eight out of the members participated in the day–long closed door discussions on policy matters. Mr. B.T. Ranadive who is not well, was the only absentee. The party’s resolution was released to the Press last night.

The resolution said; ‘the failure to recognize the provisional Government and render all material assistance had tremendously hampered the struggle of the people of Bangladesh and led to migration of over 5 million people of Bangladesh into India has refugees. this huge refugee influx has created huge problems for India and particularly to the border States of West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya, thus it is the Government of India that is responsible for the situation by its failure to recognize the Provisional Government and render all; material assistance to it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের মার্কিন অস্ত্রের বিরুদ্ধে কোলকাতার 'ইয়োথ ফর বাংলাদেশ ' এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২০ জুন, ১৯৭১

PROTEST AGAINST US SHIPMENT OF ARMS TO PAKISTAN

A mass demonstration was held by members of Youth for Bangladesh outside the USIS in Calcutta in Wednesday evening. Slogans the arms shipments made to Pakistan by the USA in a deceptive and surreptitious manner, despite the embargo proclaimed to have been placed by the American Government on arms supplies to Pakistan were raised.

Mr. Bhajan nag, Secretary of Youth For Bangladesh addressed the gathering. A copy of the protest note was left with the USIS for transmission to the US Government.

Mr. Mihir Sen, Chairman of the Youth for Bangladesh, in a statement condemned the two–faced diplomacy and heartless cynicism of the Nixon administration.

"We are being treated to the incomprehensible spectacle of American C–130 planes flying life–saving relief materials for the victims of Pakistan's outrage on one hand and death–dealing military planes being surreptitiously shipped posthaste to Pakistan to kill and main more Bengalis and to turn further millions into, refugees, on the other, "Mr. Sen said.

"Surely this perfidious act on the part of the US Government will remain for a long time as the worst instance of two-faced diplomacy and of morbid cynicism in international politics.

"We demand that the US government freeze the entire cargo abroad these two ships on arrival at Karachi and undertake not to make further shipments of arms or even of spares till Bangladesh becomes independent.

"We demand that the Government of India should make the above the condition precedent for acceptance or use of materials sent by the USA for relief work" Mr. Sen concluded.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন নির্ভর করছে বলে সিংগাপুরে জয়প্রকাশ	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২৫ জুন, ১৯৭১

S.-E. ASIA'S SECURITY INVOLVED IN BANGLADESH ISSUE; JP

SINGAPORE, JUNE 24- India's leaders, Mr. Jayapraksh Narayan, today warned that unless the political problem of East Bengal was settled soon, the security of South and South – East Asia would be in danger, report agencies.

Mr. Narayan told a press conference that Big Powers of the world should put pressure on Pakistani President Yahya khan to make a political settlement in East Bengal to avoid a catastrophe.

He said the civil war in East Bengal brought a "colossal burden upon India economically, politically and socially.

"It is essential to end material rule in East Bengal, The people in jail, including sheikh Mujibur Rahman," should be freed.

Then he added the Pakistan Government should begin negotiations with Mr. Rahman, "the representative of the people of Bangladesh."

"I doubt if the people of Bangladesh will be contented anything less than an independent Bangladesh, as the provisional Premier of Bangladesh the other day said Pakistan is dead and buried in the heaps of Bengali corpses'

Asked about world opinion. towards the Bangladesh independence movement and brutal treatment by Pakistani troops towards the Bengalis he said " They are now conscious about it, but some are still undermining the nationalistic spirits of Bengalis, thinking that Pakistani troops will gradually subdue them.

"But don't forget that 90 percent of the revolutions in the former British India came from East Bengal, It is not possible for freedom'

"Bangladesh will be free" he said. "The sooner Pakistan realizes it the for all of us in South and South East Asia"

He said; "Bangladesh is in a strategic position as far as South – East Asia is concerned, and if the Bangladesh movement does not succeed a Maoist movement will fill the vacuum there."

Asked whether Bangladesh soldiers were getting any arms help from outside, Mr. Narayan said: "Yes, in London, I met people who are collecting funds to buy arms and ammunition."

On reports of U.S arms shipments to Pakistan, he said he requested American officials to halt all economic and military aid to Pakistan until martial rule is ended and power is handed over to elected representatives.

In Beirut Indian's Minister for Agriculture, Mr. Fakharuddin Ali Ahmed, arrived early yesterday on the first stage of his four of West Asia to acquaint its leaders with the gravity of developments in Bangladesh and the massive problem faced by India on account of influx of over six million refugees.

Mr. Ahmed is expected to meet the Lebanese Foreign Ministry on Friday.

In East Berlin. Dr. Karan Singh, India's Minister for Tourism and civil Aviation, has said that country could not take responsibility for the refugees who fled to India from Bangladesh after the recent fighting there.

"India cannot take over the responsibility for all these millions of refugees who have flowed into over-populated parts, of India like a tidal wave, the East German news agency, ADN quoted him as saying yesterday.

"Conditions must be created in East Bengal to enable the refugees to return safely," he added.

Dr. Karan Singh, who came here as special envoy of the Indian Prime Minister, said he was very satisfied with the talks he had on Monday with the East German Prime Minister, Mr. Willi Stophn and the Foreign Minister, Mr. Otto Winzer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব: 'বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ' সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে।	কালান্তর	২৬ জুন, ১৯৭১

অস্ত্র, সামরিক শিক্ষা ও সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির দাবী

''বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে''- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদের এক বিবৃতিতে এই দাবী করেন। বাংলাদেশের সরকারকে এখনো স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য এই বিবৃতিতে ভারত সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখার জন্য এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও শরনার্থীদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য, সমর্থক এবং জনসাধারণকে আবেদন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি জাতীয় সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আহবানের জন্য ও পার্টি দাবী জানিয়েছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ গত ১৬ ও ১৭ জুন তারিখে দুই দিনব্যাপী অধিবেশনে মিলিত হন। এই অধিবেশনের অন্যান্য আলোচ্যসূচীর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধেরও পর্যালোচনা হয়। এই অধিবেশনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাজেশ্বর রাও এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শ্রী ভবানী উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পরিষদের এই সভায় রাজ্য জুড়ে যে নৃশংস ভ্রাতৃঘাতী আন্তঃপার্টি সংঘর্ষ চলছে সে বিষয়েও আলোচনা হয় এবং এই হানাহানি বন্ধের জন্য কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কেও এই সভায় আলোচিত হয়।

অধিবেশন শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন ও সংহতি জানানো সারা ভারতবর্ষের জনগণের এখন জরুরী কর্তব্য বলে কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদ মনে করেন। প্রায় ষাট লক্ষাধিক মানুষ ইয়াহিয়া চক্রের অত্যাচারের মুখে দেশ ছেড়ে এই দেশে শরণার্থী হিসাবে এসেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে তাদের দেশকে যথাসত্তর মুক্ত করতে পারে তার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, সামরিক শিক্ষা ও অন্যান্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে। এর ফলেই গৃহহীন মানুষ তাদের ঘরে ফিরে যেতে পারবে বলে পরিষদ মনে করে। এই প্রয়োজনেই বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন বলে রাজ্য পরিষদ মনে করে। এই স্বীকৃতি দানের বিষয়ে কিছু না করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন এবং পর্টি তার সমস্ত শাখাকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বলেছেন।

পার্টির জন্য পরিষদ তার সমস্ত শাখাকে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের ব্যবস্থাদি উন্নতি করার জন্য কাজ করতে বলেছেন। শরণার্থী শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁরা যাতে আশ্রয়, খাদ্য, ওষুধ রীতিমতো পান এবং যাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তির কিংবা আত্মীয় বাড়িতে আছেন, তাঁদের প্রয়োজনে তাঁরাও যাতে সাহয্য পান তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের যাতে যথাসম্ভব ভালোভাবে রাখা যায় যুবকদের যাতে

মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা যায় তার জন্য পার্টি কর্মীগণ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলিতে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

শরণার্থী শিবির পরিচালনায় কেবলমাত্র নেতিবাচক স্বরূপ উদঘাটন নয় পরন্ত ব্যর্থতা ও দুর্বলতাগুলিকে কাটানোর জন্য পার্টি কর্মীদের সক্রিয় হস্তক্ষেপ করতে হবে যাতে শরণার্থীদের সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে সাহায্য করা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ মনে করে, বাংলাদেশের এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে রাজ্য পরিষদ বাংলাদেশের শরণার্থী বিষয়ে উড়িষ্যা সরকারের মনোভাব এবং মেঘালয়ে দাঙ্গার বিষয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বংলাদেশ প্রসঙ্গে একটি জাতীয় সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন এবং সীমান্ত রাজ্যগুলির স্কন্ধভার ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োনীয়তা সম্পর্কে সকল রাজ্যগুলিকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীসমূহের সম্মেলন আহবানের জন্য পার্টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এ কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে যদি বাংলাদেশের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়ার জোয়ারে ভেসে যাবে।

সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের যারা গোলযোগ করার চেষ্টা করছে তাদের বিষয়ে হুশিয়ার থাকার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আহবান জানিয়েছে। পার্টি স্থির করেছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংহতি জ্ঞাপক অভিযানই বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম মূল কার্যসূচী। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকদের মধ্য কিষান সভা কৃষকদের মধ্যে এবং যুব, ছাত্র, মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমস্ত মানুষের সমাবেশ ঘটাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আন্তঃপার্টি ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ড জনিত গুরুতর পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য পরিষদ এই সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছেছে যে খুনীদের গ্রেফতার করতে এবং ব্যক্তি সন্ত্রাস রোধে পলিসী অক্ষমতার পটভূমিকা শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ সম্ভব। রাজ্য পরিষদ এবং ব্যক্তি সন্ত্রাসবিরোধী অন্যান্য পার্টির সদস্যদের সম্মেলন আহবান করে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

সর্বশেষে বাংলা কংগ্রেসের ভাঙ্গন জড়িত পরিস্থিতি ও রাজ্য পরিষদে আলোচিত হয়। পর্টির বক্তব্য এই যে শ্রী সুশীল ধারাকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া উচিত নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরশেষে সংবাদপত্রে পদত্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ বিবৃতি	বিবৃতি	২১ জুন,১৯৭১

PRESS STATEMENT

A. Left Delhi 16th May and returned 27th June – In all 47 days.

B. Places visited: Cairo, Rome, Belgrade, Moscow, Helsinki, Stockholm, Boon, Paris, London, Washington, New York, ottawa, Vancouver, Tokyo, Bangkok (for rest–no interviews), Djakarta, Singapor, Kuala Lumpur, Bangkok (to catch Air India flight to Dehli).

1. I had under taken this mission as a servant of peace on behalf of the Sarva Seva, Sang and the Gandhi Peace Foundation, I am very thankfull indeed, for all the help, financial and otherswise, that I received from them.

2. Equally, I must express my warm appreciation of all the help and hospitality that we received from our country's representatives in all the capitals we visited. we are most thankfull to them in practicular and to the Government of India in general for all that they did to make my mission as useful as possible.

3. It ws not to beg for aid for refugee relief or only talk about human suffering and to arouse the moral conscience of the world that I under took the arduous trip. Succour for millions of refugees who have fled to India, as well as succour for many millions more subjected to terror in Bangladesh and faced with famine and epidemic there, is of course urgent and I naturally spoke about it. As for the moral conscience of the world or what is left of it , the press everywhere except for Cairo, have done, and I think are still doing, a wonderful job.

4. My greater concern was with the political issue involved and need for their urgent resolution, because as I tried to point out, to those whom I met, the refugee problem and the humanitarian problem were only by products of the underlying political probem.

5. Thanks to the world press as well as to other sources of information including their own diplomatic channels, I found that governments were fairly well posted in regard to the political aspects of the question. I think it was generally felt that the Government of Pakistan by using its brutal might to suppress the democratic verdict of the people of Bangladesh had put into jeopardy the very survival of Pakistan as a united nation. Yet, I found the spokesmen of some governments clutching at the straw of hope that some links between the two wings might still be preserved. Therefore, they all seemed to be pressing Pakistan to stop military operations and seek a political accommodation-this was the popular term in Washington-with the leaders of Bangladesh. When questioned if they

had accommodation with stooges in their mind, they were emphatic in declaiming any such thought. Again, when confronted with the view that after what the Pakistan army had done in Bangladesh no self-respecting Bengali would accept even a "tenous link" with West Pakistan, wishful thinking took the place of hard reason.

6. The fact of the matter is, and left this be understood clearly in this country, that the great powers are all anxious to preserve the status quo in terms of the balance of power already established in the world. Some of them are particularly keen to preserve the balance on South Asia which has been created by them through a deliberate policy of neutralising India by lostering up Pakistan.

7. The adverse consequences of a prolonged guerilla warfare in Bangladesh for the stability and progress of the sub-continent are also realised, but the hope is nourished that somehow the evil might be warded off.

8. Some of the policy-makers in world capitals still remain to be convinced of the inevitability of the emergence of a strong resistance movement in Bangladesh. It is not until the freedom fighters in Bangladesh convincingly disprove the Pakistani claims of "normalcy" that they can be expected to face the realities of the situation.

9. For the rest they will continue to "friendly" advice to president Yahya to put his house in order and may even refuse to provide all the aid he wants from them.

10. In any event, it is India that is immediately concerned and will have to face the consequence of Pakistan's action and I found no evidence anywhere that anyone was prepared to pull the chestnuts out of the fire for us.

11. Some of the economic burden of caring after the refugees they may be prepared to share - though our estimate of numbers perhaps appeared exaggerated to them - but it is obvious that the social and political burdens will have to be borne by India alone. And heaven knows these burdens are far heavier then the economic ones.

12. The decision of the Aid Pakistan Consortium is a welcome decision. But, first of all, it dose not rule out bilateral aid members of the consortium, and, secondly, it remains to be seen if a quisling set-up in Bangladesh, such as the President of Pakistan seems to be evisaging, will be accepted by the consortium as a fulfillment of its conditions.

13. To sum up the impressions of my tour, we in India mist understand that we cannot expect others to solve our difficulties for us. We have to do that ourselves. Secondly, we have to decide if continued suppression of the people of Bangladesh, with all its attendant economic, political and social consequences, will be in our national interest. This is not the same as asking whether a break-up of Pakistan will be in India's national interest. President Yahya khan and his advisers have already succeeded in breaking up their nation. The question to be answered is whether the attempt by West Pakistan to occupy Bangladesh by force, with all its present and future consequences for us, is a spectacle which we can continue to behold with little more than brave words. For myself, I am quite clear in my mind that it would be a grave betrayal of India's national interests to delay action much longer.

14. It is quite obvious from the shocking statement made by President Yahya Khan yesterday that Islamabad has neither the willingness nor the ability to devise a satisfactory political solution of the problem it has created in Bangladesh. It is not contemplating any agreement with the elected leaders of Bangladesh and is in fact planning to hold farcical new elections in a large number of constituencies to legitimise its colonial stranglehold over Bangladesh. It should now be clear to us and to the whole world that it is chimerical to expect the present rulers of Pakistan to revise their basic attitudes to Bangladesh. This has, in fact, made the hope, of a political settlement in Pakistan more unrealisable than before.

15. Everyone, I met abroad was full of praise for the Prime Minister's restraint and statesmanship in dealing with a difficult crisis. I too admire her for that. But she must decide now if the time for action has not arrived. Action, not from any altruistic motives of rescuing East Bengalis from Pakistan terror and restoring to them their lost democracy, but to prevent Yahya Khan from exporting his internal chaos into this country and achieving a demographic re-distribution of his population at our cost, and, above all, to defend our national security and our political, economic and social institutions. I concede that the Prime Minister must choose her time because she alone is in a position to know and weigh all the pros and cons involved. But even to a private citizen like me the basic consideration are clear and it is on that ground that my plea for action is being advanced.

NEW DELHI
June 29, 1971 JAYAPRAKASH NARAYAN

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য	পুস্তিকা	জুলাই , ১৯৭১

বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য

প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভাষণ ও বিবৃতি থেকে মনে হয় নয়াদিল্লীর আশা আন্তর্জাতিক চাপের ফলে বাংলাদেশের জনগণের সমস্যা আগামী ছয় মাসের মধ্যে শেষ হবে। এ মন্ত্রীদের ধারণা যে, যে ৭০ লাখ শরণার্থী পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরাতে এসেছে তারা ঐ সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবে।

আওয়ামী লীগের নেতা যাঁরা মুজিবনগর থেকে বাংলাদেশ সরকার চালাচ্ছেন তাঁরাও এ রকমই আশাবাদী। এদের সকলেরই ধারণা ইয়াহিয়া গোষ্ঠী আজ ভীষণ চাপের তলায় আছে। শুধু যে দেশের আর্থিক সমস্যা প্রবল হয়ে তাদের দুর্বল করেছে তা নয়। রুশ ও আমেরিকা প্রমুখ শক্তিশালী দেশগুলিও মুজিবুরের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়া বা মীমাংসার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কেউ কেউ একথাও বলেন ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের নরমপন্থী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মীমাংসা না করে পারবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠীকে বাঁচাবার এ ছাড়া আর পথ নেই। দেরী হলে বিপ্লবের নেতৃত্ব বামপন্থী বা চরমপন্থীদের হাতে চলে যাবে। তখন কোন মীমাংসাও হবে না আর এ গোষ্ঠীকেও বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। মুক্তিফৌজের গেরিলা আক্রমণের জোর এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী, ফৌজের শক্তিও বেড়েছে, অনেক নতুন লোক অস্ত্র শিক্ষা পেয়েছে। এ সমস্তই ঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য হলো ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর উপর চাপ বৃদ্ধি। গেরিলা আক্রমণের পক্ষে বর্ষাকাল খুবই উপযোগী। একই পাক সৈন্যের মনোবল ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তার উপর গেরিলাদের তৎপরতা চলছে বেড়ে। ফলে পাক সেনাবাহিনী ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। এ হলো আওয়ামী লীগের নেতাদের বিচার। ইচ্ছা পূরণ ছাড়া একে আর কি বলা যায়।

মুক্তিফৌজের যে সমস্ত নেতারা হাতে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করছেন তাঁরা কিন্তু এতোটা আশাবাদী নন। অল্প কিছুদিন আগে জাতীয় আওয়ামী পার্টির মৌলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে অন্য বামপন্থী দলগুলি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গড়েছে । উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য গণপ্রস্তুতি।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সংগ্রাম দীর্ঘস্থাযী হলে কি নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হবে না। উত্তরে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন, বাঘ কখনো মানুষের রক্তের স্বাদ ভুলতে পারে না। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। হাতে হাতিয়ার পেলে মানুষের চাল-চলন, ধ্যান-ধারনা ও আচার ব্যবহার সবই বদলে যায়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কোপন্থী) ও অন্য কমিউনিস্ট গোষ্ঠী (যারা এককালে মাও নীতি ঘেঁষা ছিল) এ সমস্ত দলের নেতাদের ধারণা বিপ্লব কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘায়িত হবে। এর জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র মোকাবেলার উপযুক্ত রণকৌশল ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিরোধের কার্যক্রম। বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি যার নেতা মতিন আলাউদ্দীন ও কমিউনিস্ট গ্রুপ যার নেতা আব্দুল জাফর ও রাসেদ খান মেনন। তৃতীয়টি হলো পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিলেনিনিস্ট)- এর নেতা মহম্মদ তোহা। এ দলটি পিকিংপন্থীর কছ ঘেঁষেই চলে। কাজেই

বর্তমান বিপ্লব সম্পর্কে এর নীতি দ্বিধাগ্রস্থ ও অস্পষ্ট। কিন্তু তাতেও পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর হাতে এক মার খেতে হয়েছে।

মুক্তিফৌজের নেতাদের মধ্যে কারু কারু অভিমত যে জমি ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ জাতীয় শ্রমিক কৃষকদের নিজস্ব দাবী মেনে নিলে ভারতে শরণার্থীদের সংখ্যা কিছু কম হতো। প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বেটে দেওয়ার কথা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এখনো ঘোষণা করা সম্ভব। শিল্প ও অন্যান্য শ্রমিক এরা অনেকেই স্বদেশ ছেড়ে এদেশে আসেনি ও মাধ্যম শ্রেণী স্বার্থ পোষণ কার্যক্রম গ্রহন করতে রাজি নন। তাঁদের যুক্তি এ কাজ করলে মুক্তি ফৌজের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেবে। এর অর্থ হলো জোতদার, ব্যবসায়ী, দোকানী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা যাঁরা এখন আওয়ামী লীগের সমর্থক তাঁরা লীগ গড়া ছেড়ে দিতে পারেন। আওয়ামী লীগের নেতারা বামপন্থীদের আরও একটি দাবী মানতে রাজী নন। বামপন্থীরা চেয়েছিলেন সমস্ত প্রতিরোধকারী শক্তিদের নিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট হোক। দাবী প্রত্যাখ্যানের যুক্তি জনগণের সমর্থন শুধু আওয়ামী লীগেরই আছে।

বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের অস্থায়ী সভাপতি মহম্মদ শাজাহান বলেন, বাংলাদেশ সংঘবদ্ধ শিল্প শ্রমিকর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইউনিয়নের সদস্য। সামরিক শাসন বাধা দিতে পারেনি। এক লাখের উপর শ্রমিক পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনরি সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য ১৯৭৬ সালে আওয়ামী লীগ নারা লাগান যার জমি তার। ১৯৭০ সালে ঢাকার মে দিবস সমাবেশে শেখ মুজিব যে বাণী পাঠান তাতে একথা বলা ছিল, সেদিন আর দূরে নয় যেদিন শ্রমিকরাই হবে উৎপাদন শক্তির মালিক এর উপর সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রধান ধাপ হিসেবে তিনি ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, পাট রফতানী ব্যবসায়ী, মূল শিল্পসমূহ ও জনস্বার্থ সম্পৃক্ত সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ন্যায়ভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আস্থাশীল। প্রথম প্রদক্ষেপ হিসাবে কোন কোন শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হবে তারও ফিরিস্তি আছে ম্যানিফেস্টোতে।

উপরন্তু মুজিব নাকি ৭ই মার্চ তারিখে নির্দেশ দেন যে আওয়ামী লীগের নেতারা হঠাৎ গ্রেফতার বা নিহত হলে জনগণ যে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরে কর্মপরিষদ গড়ে ফেলে। সর্বতোভাবে পাক সৈন্যদের সঙ্গে অসহযোগ করে রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে এবং প্রত্যেক গ্রামকে প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করে।

বিদ্রোহী জনগন এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ঘোষণার বিপ্লবের এ জাতীয় ভবিষ্যৎ পরিণতির কোনো আভাস বা ইঙ্গিত নেই। বাংলাদেশের বিপ্লবী বামপন্থীদের এ খুঁত, এ ত্রুটি দুর করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পাক সৈন্যদের নৃশংসতা বন্ধ করতে হলে চাই জনগণের হাতে আস্ত্র। আত্মরক্ষার জন্য জনগনের হাতে তুলে দিতে হবে হাতিয়ার। সমস্ত গণবিপ্লবেই এমন একটা সময় আসে যখন জনগনের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই বিপ্লবকে বাঁচান যায় না। বর্তমান ও পাকিস্তানী সেনাবাহিণীর সন্ত্রাসের জবাব দেবার এবং জনগনের মনোবল দৃঢ় করার জন্য চাই জনতাকে সশস্ত্র করা। আজ মুক্তিফৌজে আছে ৩০,০০০ সৈনিক। আরও ৩০,০০০- এর চলছে শিক্ষা পর্ব।

মুক্তিফৌজের নেতাদের আজ কাজ হলো গেরিলা আক্রমণের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের সমন্বয় ঘটান। জনগনের সক্রিয় সহযোগ ছাড়া শুধু গেরিলা আক্রমণ মারফত বিপ্লবের বিস্তৃতি ঘটান সম্ভব নয়। জনগণকে এমন কিছু দিতে হবে যার জন্য তারা লড়তে ও মরতে রাজী হয়। শুধু স্বাধীনতার নামে এ কাজ হয়

না, হতে পারে না। অন্য কথায় বলতে গেলে বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

না, হতে পারে না। অন্য কথায় বলতে গেলে বর্তমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ভারতে ৭০ লক্ষ শরণার্থীর প্রবেশ অসুবিধা ও বিপদ নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে। তাতে এখানকার বুর্জোয়া সরকারের সুবিধা ও হয়েছে এ সমস্যার উপর সমস্ত গুরুত্বারোপ করতে এমন বুর্জোয়া রাজনীতিক আছেন যারা বলেন -ইয়াহিয়া সরকার যদি বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দিনে ১ কোটি টাকা খরচ করে আমরা দৈনিক খরচ করছি ১ কোটি টাকা ৫০ লক্ষ শরনার্থীকে প্রাণে বাঁচাতে।

এ অর্থ বাংলাদেশ এখন আর শুধু পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। এটা এখন ভারতের ঘরোয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরনার্থীদের ভরন-পোষন ও আশ্রয়ে ব্যবস্থা করতে আজ ভারতের বুর্জোয়া শাসকরা ন্যায়ত ধর্মত দায়ী ভারতের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস করেছিল বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনেও তার সঙ্গে সংহতি জানিয়ে।

নয়াদিল্লী অবশ্য বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্বের দবারে শরনার্থীদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা বিশেষ করে আমেরিকা বৃটেন যাদের পাকিস্তানের দুই অংশেই প্রচুর মূলধনের বিনিয়োগ আছে তাদের বিবেককে শান্ত করার জন্য শরণার্থীদের জন্য কিছু ওষুধপত্র পাঠাচ্ছে।

এদিকে চীনের মাও আমলাতন্ত্র ইয়াহিয়া সরকারকে প্রকাশ্যে মদদ যোগাচ্ছে আর সোভিয়েট আমলাতন্ত্র তার দায় সেরেছে বাংলাদেশের জনগনকে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রতিনিধিদল সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির চর্তুবিংশতিতম সম্মেলনের জন্য মস্কো যায় সে দল গভীর আশাভঙ্গ নিয়ে ফিরে এসেছে। সোভিয়েট নেতাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য এ দল দেখেনি। সোভিয়েট নেতারা শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য আমেরিকার সঙ্গ সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু করতে প্রস্তুত নন বলে এ প্রতিনিধিদলের ধারণা।

বিপ্লবের বিভিন্ন তাৎপর্য যতোই পরিষ্কার হচ্ছে ভারতের রাজনীতিকদের মতামত ততই পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এখন আর বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে পূর্বের ঐকমত্যে নেই। বাংলাদেশের সংগ্রামের ভিতর এখন অনেক বিচ্ছেদ ও বিভেদের ভূত দেখছেন। তাদের শুধু একথা মনে করিয়ে দিলেই চলবে যে বিচ্ছেদ ও বিভেদ ইচ্ছা করলেই ঘটান যায় না আর তা ঘটবার হলে কিছুতেই ঠোকান যায় না। ইয়াহিয়া খানের হাতে কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোকের প্রাণ গেছে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশ সংগ্রাম কাবু হয়নি। আবার সিপিএম শত চেষ্টা করলেও পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশের গণবিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এখানে একথা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে বাংলাদেশ সম্পর্কে এ দেশে যে প্রথম যে স্বস্তিবোধ দেখা দিয়েছিল তা সবটাই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত নয়। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের অবমাননায় অনেক ভারতবাসীই তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদের লাভ দেখেছেন। কিছু লোক হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের বিদ্রোহকে দেখেছেন। আর পুঁজিপতিরা ত তাদের উৎপন্ন মালের জন্য বাজারের প্রসার হবে এ স্বপ্নে মশগুল। বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ যতই পরিষ্কার হবে ততই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এ সমস্যাকে সাম্প্রদায়িক মোচড় দেবে। বাংলাদেশে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পুঁজিপতিদের ভীষণ ভয়। এ বিপ্লবের ফল তাদের সপক্ষে হবে মারাত্মক।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বাইরের লোকের পক্ষে বাংলাদেশের বিপ্লবের রূপ ও তাৎপর্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতের বিপ্লবী বামপন্থীরা যদি বাংলাদেশ বিপ্লবের স্বরুপ বুঝতে পারেন। বিপ্লব যে সামাজিক শক্তিগুলিকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছে তাদের গতিপ্রকৃতি যদি তাঁরা তাদের ধরতে পারেন তবেই বাংলাদেশ বিপ্লবের হবে সর্ববৃহৎ সাহায্য। এছাড়া অবশ্য ভৌতিক ও নৈতিক সমর্থন ও সাহায্য করতেই হবে মিথ্যা ভয় ও অপপ্রচারে বামপন্থীদের কোনো লাভ নেই।

এ বিপ্লব এক অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীন বিপ্লবের পর এটাই এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদি এ বিপ্লবকে সফল করতে হয় তবে একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে আর সে কাজে নেতা হবে বাংলাদেশেরই শ্রমিক শ্রেণী।

বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য চাই। ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেনীর বিপ্লবী সংহতি চাই।

সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি
(চতুর্থ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতের সংখ্যা)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহয়তা করার জন্য 'সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র আহবান	পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

বংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করুন

সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

সভাপতি শ্রী শরৎ সিংহ
উপ-সভাপতি ডঃ ঘনশ্যাম দাস
-শ্রী ফনী বরা

সাধারন সম্পাদক-
শ্রী ধীরেশ্বর কলিতা
শ্রী বিশ্ব গোস্বামী
শ্রী দেবেন্দ শর্মা

শ্রী বিশ্ব গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত
প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৭১
বাংলাদেশের সংগ্রামকে সহায়তা করুন
সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির আহবান

সামরিক শাসকের অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ বিদ্রোহ করেছে। সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণ বাংলাদেশের জনগনের সহায়তার জন্য সহানুভূতির সাথে এগিয়ে এসেছে। ভারত সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং ভারতের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে কিন্তু এই সহায়তা ও সহানুভূতি যথেষ্ট হয়নি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি লাখ লাখ উদ্বাস্তুকে দেশত্যাগ করে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিম বঙ্গসহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। উদ্বাস্তুর স্রোত আমাদের রাজ্য আসামকেও নাড়া দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই বর্তমান পরিস্তিতিতে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের জনগণকে এ ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন হবে। তদুপরি আরো কিছু মানুষ রয়েছে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং তার বিজয়ের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না।

এই আলোকেই আমরা এই পুস্তিকার দ্বারা আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং তার বিজয়ের সাথে উদ্বাস্তুসহ আমাদের দেশের সমস্যা কি ভাবে জড়িত তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি।

আমরা আশা করবো যে এই পুস্তিকা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে আমাদের দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক আর বিদেশী শত্রুকে উৎখাত করতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণ

উনিশশ একাত্তর সনের ২৫ শে মার্চ বাংলাদেশের জনগণের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী অমানুষিক গণহত্যা অভিযান শুরু করে। এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের সকল জনবসতি, স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল এবং ডাক্তারগনসহ বুদ্ধিজীবীরা। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে গৃহহারা, অত্যাচারের মুখে এক বিশাল জনস্রোত প্রবেশ করেছে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বঙ্গে।

সভ্যতার ইতিহাসে এই অত্যাচারের তুলনা নেই। চেংগিসখান আর হিচলারের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও ইয়াহিয়ার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এই বর্বরতার উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে চিরকালের জন্য উৎখাত করা। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ উপনিবেশে পরিণত করাই ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য। পশ্চিম পাকিস্তানী জমিদার সামরিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সামন্তবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে ধ্বংস করতে পারলে পাকিস্তানের বালুচি সিন্ধি আর পাখতুনদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করাও সহজ হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া চক্র অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছে, ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঘোরানো যায় না। পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠীর চবিবশ বছরের অনুসৃত নীতির ঐতিহাসিক পরিণতিই বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তি সংগ্রাম। পাকিস্তানের ধ্বংসের বর্তমান পর্যায়ের জন্য দায়ী ইয়াহিয়া চক্র এবং তার সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী মিত্ররা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করে পাকিস্তান রক্ষা করা সম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধ সকলের সংগ্রাম

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর এই অকথ্য অত্যাচারের মুখে বাংলাদেশের জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। প্রথম অবস্থা ইস্ট বেঙ্গল রাইফেল, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর পুলিশ বাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করে। বর্তমানে হাজার যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে ইতিমধ্যেই যুদ্ধ নেমে গেছে। তাদের পেছনে আছে ব্যাপক জনগণের সমর্থন। পাকিস্তানী বাহিনী জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ভিয়েতনামে মার্কিনী এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারী সৈন্যদের মতো তাদের অবস্থা মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যেই গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে রাজধানী ঢাকার ওপর আঘাত হানা শুরু করেছে। তারা এখনো চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারেনি এই জন্য যে মুক্তিবাহিনীর সেনারা নতুন এবং অনভিজ্ঞ, অন্যদিকে পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকা ও চীনের সাহায্যপুষ্ট এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু জনগণের সক্রিয় সমর্থনে মুক্তিবাহিনী যে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সুফল

বাংলাদেশের জনগন আজ আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত এক পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে এ জন্য যে আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দু মুসলীম অসাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছে। এই সংগ্রামী ঐক্য ফাটল ধারানোর জন্য ইয়াহিয়া চক্র মুসলীম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামীসহ সাম্প্রদায়িক দলসমূহকে দিয়ে প্রচষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সে জন্য ইয়াহিয়া খান নতুন করে দালাল সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতকে উস্কানি দিয়ে পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সীমান্তের সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে।

এই পরিস্তিতিতে আমাদের ওপর গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার ও শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশের জনগণও গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার ও শোষণের কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের দেশের জনগণও গণতন্ত্র রক্ষা এবং শোষনহীন সমাজের জন্যে সংগ্রাম করে আসছে। তাই বাংলাদেশের সংগ্রাম সফল হলে তা আমাদেরও সহায়তা করবে। মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক আর প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরাজিত হবে, গনতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ফলে আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দুর্বল হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংগ্রাম পরাজিত হলে উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং ফলে আমাদের দেশে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের অলীক কল্পনা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হবে।

গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম হলে ভারতের সাথে উন্নত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। দুই দেশের মাঝে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটবে। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ভারতবিরোধী মনোভাবের ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। আগে পূর্ব বঙ্গ থেকে আমদানীর ফলে মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আসামে অনেক যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আসাম ও মেঘালয় রাজ্যদ্বয় বিশেষভাবে লাভবান হবে। উদ্বাস্তুরাও সকলে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হলে আমেরিকার যুদ্ধজোট আর চীনের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে আমাদের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশ হবে বন্ধুরাষ্ট্র এবং ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি আরো সফল হবে।

উদ্বাস্তু সমস্যা

পাকিস্তানী দস্যু বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের মুখে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। আসাম আর মেঘালয়েই এসেছে কয়েক লক্ষ। এদের মধ্যে শিশু, নারী আর বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী। এই ছিন্নমূল সর্বস্বান্ত মানুষদের আশ্রয় ও সকল প্রকার সহযোগিতা করা আমাদের মানবিক কর্তব্য।

এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্থায়ীভাবে থাকলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে আসাম ও মেঘালয়ের জনগণের মাঝে এমনিতর ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছে। কিন্তু ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে উদ্বাস্তুদের সাময়িকভাবে রাখা হবে। বাংলাদেশ হলেই তাদের ফেরত পাঠানো হবে। উদ্বাস্তু সমস্যা এক জাতীয় সমস্যা। এ কথা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হলেই কেবল তাদের ফেরত পাঠানোর মতো পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

পরিস্তিতি আমাদের ওপর দুটি দায়িত্ব এনে দিয়েছে। একদিকে উদ্বাস্তদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য শুশ্রূষা করা এবং অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমর্থন যোগানো, যাতে তারা সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের সক্রিয় সমর্থন পেলে তারা নিশ্চিতভাবেই বিজয়ী হবে। এ জন্যই আমাদের সকলকে এই সংগ্রামের সাফল্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখা। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে ইয়াহিয়া চক্রই লাভবান হবে। তাই সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

আমাদের সমর্থন ও সহযেগিতায় বাংলাদেশের সংগ্রামের অগ্রতির সাথে আন্তর্জাতিক সমর্থনও এগিয়ে আসবে। ইতিমধ্যেই প্রগতিশীল বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের সমর্থণে এগিয়ে এসেছে। মার্কিনীরা ইয়াহিয়া চক্রকে সামরিক সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। চীন সরকারও ইয়াহিয়া চক্রকে সমর্থন দিয়ে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু আমেরিকা ও চীনের এই চক্রান্ত সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত। এই সংগ্রাম পাকিস্তানের ইতিহাসের এক অবধারিত পরিণতি। আর এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী পাকিস্তানের শাষকগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সমগ্র এশিয়ার জন্য এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সংগ্রাম স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর শোষন মুক্তির সংগ্রাম। এর বিজয় সুনিশ্চিত। এই বিজয় যত শীঘ্র হবে ততই আমাদের উভয় দেশের জন্যই মঙ্গল। আসুন, আমরা সকলে এই সংগ্রামকে সফল করার জন্য সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করি।

(অসমীয় ভাষায় প্রকাশিত মূল গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে অনূদিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের আহবান	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	৯ জুলাই, ১৯৭১

TIME FOR PM TO DECIDE NOW AGAINST YAHYA: JP
(By a Staff Reporter)

Looking remarkable fit for his 68 years even in the hot and humid atmosphere of the Press Club on Thursday evening and in spite of conjunctivitis which made him wear dark glasses. Mr. Jayprakash Narayan, back from his crusading tour of the world for the cause of Bangladesh, said he had little to add to what he had said in Delhi previously.

The great powers, Mr. Narayan said, were still interested in South East Asia. some of them were perhaps willing to share with India the burden of the evacuees but none would pull the chestnuts out of the fire for Bangladesh or India.

The time had come, he said, for Mrs. Gandhi to decide whether action should be taken against the Yahya regime which was exporting internal chaos to India.

Since his Delhi statement, Mr. Narayan added, two things had happend. The U.S.A had shipped arms to Pakistan under whatever pretext it might have been. And despite the stoppage of aid by the Aid-Pakistan Consortium, she was considering resumption of aid,

This went plump against the assurances Mr. Swaran Singh and he had received in Washington. U. S. policy makers had made it clear to Mr. Narayan that they wanted to see political accommodation made with the real 'representatives of Bangladesh not with stooges.

What was behind this? Mr. Narayan gave two explanations. The powerful Pentagon had close personal relations with the military rules of Pakistan. Secondly, Mr. Nixon while he was Vice-President during the Eisen-hower administration had visited the sub-continent and submitted a report advocating large - scale arms supply to Pakistan, which unlike- non- aligned India, was thought to be a stable and constant ally. History Mr. Narayan caustically pointed out, had flasified this assessment of stability. But, there was no indication of Mr. Nixon having departed from it a wee hit.

The Soviet attitude, according to Mr. Narayan, was some-what more helpful. The Russian President Mr. Podgorny, was the only head of a State who had expressed disapproval, -albeit mild-of Pakistani action in his letter to Yahya Khan.

Mr. Narayan had only been to Cairo in the Arab countries and at that time it was in the throes of political disorder. He was however disappointed by the lukewarm interest of the people and the inadequate coverage by the Press in Cairo which contrasted sharply with what he found in Indonesia or Malaysia.

Did Mujib commit a blunder by switching over from non-violent resistance to fighting? "I cannot sit in judgment on Mujib", said Mr. Narayan. In any event he saw signs of non-violent resistance in the offensive of the ill-equipped Bangladesh forces. Yahya who obviously took his lessons from Hitler was clearly determined to stamp out the freedom movement. As a true Gandhite Mr. Narayan said that a situation which would have led to the degrading of human dignity called for the taking up arms.

Then came up the crucial question. What should India do? Mr. Narayan made his point in no uncertain terms, "I had said even before the formation of the Bangladesh Government and repeat now, India must recognize the concept of Bangladesh and give it all possible assistance."This might conceivable to lead to Pakistani military action against India but that was an unavoidable risk. He hastened to add that he was no warmonger and was against India taking a warlike initiative. And following India recognition of Bangladesh, he hoped material help would flow to the afflicted area from other countries.

Mr. Narayan could not say how long it would take for the evacuees to return safely to their homes. Six monthes, may be a year. But the right conditions for their return must be-and, he hoped, would be-created. And that of course meant Bangladesh throwing off Yahya's military Yoke.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জনসংঘের সভাপতি বাজপায়ী কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী	স্টেটসম্যান	১২ জুলাই, ১৯৭১

PM FLOUTING PLEDGE ON BANGLADESH: Vajpayee
(From Our Own Correspondent)

BHOPAL, JULY 11,- The Jana Sangh President Mr. Atal Behari Vajpayee today alleged that the Prime Minister was flouting the pledge given in parliament for an effective action with regard to the Bangladesh problem.

Speaking to newsmen, he ruled out the possibility of war with Pakistan merely on the ground of recognition to Bangladesh by India.

"Under pressure of super powers Mrs. Gandhi is not recognizing Bangladesh as an independent nation," he said.

The long-drawn guerilla struggle between the Mukti Fouj and the West Pakistan Army would deteriorate the situation in the eastern part of the country comprising West Bengal, Assam, Nagaland and Bihar. Arms and ammunition were being smuggled to neighboring India States by Naxalites and others.

He urged the prime Minister to immediate convene a meeting of the National Integration Committee and wanted her "not to sidetrack the burning issue of Bangladesh under the bogey of Communalism."

Agencies add: Recognition of Bangladesh should no longer be delayed otherswise the history to Tibet might be repeated here. After recognition all sort of aid including military aid could be made available to them, Mr. Vajpayee added.

Mr. Vajpayee alleged that a sum of Rs. 42 lakhs had been withdrawn through fraudulent means from the branch of Nationalised bank in Ahmedabad sometimes before the recent mid term poll.

Talking to newsmen, Mr. Vajpyaee said that according ti his original in formation, Rs. 80 lakhs had been withdrawn but the Union Finance Minister Mr. Y. B. Chavan in a letter to him yesterday, had said that the amount involved was Rs. 42 lakhs.

Mr. Chavan had also stated in his letter that some persons, including some employees, had been taken into custody and a part of the amount had been recovered since, Mr. Vajpayee said.

Mr. Vajpayee, however, declined to name the bank and said the case was similar to the one that occurred at the State Bank of India in Delhi.

He wanted a high power commission to inquire into the two cases.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
'বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন? মিঃ সমর গুহ, এম, পির প্রবন্ধ	আনন্দবাজার	১২ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন?

বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে ভারতের জাতীয় জনমত প্রায় সর্বসম্মতভাবে এক। ভারতের অধিকাংশ বিধানসভা, প্রতিটি বিরোধী দল, উচ্চ সারির আইনজীবী এবং অগণিত জনসভা বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি দাবী করছে। একমাত্র মুসলিম লীগ এবং মজলিস- ই মাসারওয়াত ছাড়া প্রতিটি মুসলিম সংগঠন এবং রাজ্য বিধান সভা ও পার্লামেন্টের মুসলিম সদস্যরাও এই দাবী সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব নিয়ে সম্প্রতি পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলে পরপর তিনদিন যে আলোচনা হয়েছে, তাতে সব বক্তাই শুধু যে স্বীকৃতি দাবী করেছেন তাই নয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ও সরকারের কাছে তীব্রভাবে অনেক দাবী জানিয়েছেন। পার্লমেন্টের ত্বদিনের বিতর্কে প্রায় প্রতিটি সদস্য আশু স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ফ্রী ভোট হলে প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হত। অর্থাৎ সারাদেশ এবং রাজনীতিকেরা প্রায় সবাই একমত। শুধু সরকার আশ্চর্যজনকভাবে নীরব । একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও জাতীয় জনমতের এমন পার্থক্য অত্যন্ত অসংগত।

বাংলাদেশ ও বিশ্বজনমত

বাংলাদেশের উপরে ইয়াহিয়াশাহীর গণহত্যার বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে এবং বাঙ্গালীর স্বাধিকারের সমর্থনে আজ বিশ্বের সংবাদপত্র এবং জনমত সোচ্চার-এমন আন্তর্জাতীয় ঘটনা, যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশী ঘটেনি।

ভারতের পররাষ্টমন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত ছাড়া বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই বাংরাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়। কিন্তু শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ ৪৮ দিন ১৮ টি বিদেশী রাষ্ট্র সফর করে বলেছেন যে, ভারত স্বীকৃতি দিলে অবিলম্বে অন্তত বিশ্বের চার-পাঁচটি রাষ্ট্রও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। ভারতের মস্কো মিশন নয়াদিল্লীকে জানিয়েছে, 'রাশিয়া বাংরাদেশের অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে।' বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির সোচ্চার ধবনি শুনেও নিশ্চিন্তে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাশিয়া এরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। বিদেশের বহু রাষ্ট্রবিদ বলেছেন যে, বাংলাদেশকে যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে পথ দেখাতে হবে ভারতকে।

সরকারী আপত্তি কেন?

নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরোধী নন ভারত সরকার। তবে ভারত সরকার মনে করেন যে, এখন স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের পক্ষে সহায়ক হবে না, ক্ষতি করা হবে। অর্থাৎ সরকারী ভাষার 'হেলপফুল হবে, না হার্মফুল হবে।'' এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় সরকার এবং সমগ্র জাতীয় দল বার বার বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানাচ্ছেন। বাংলাদেশের পক্ষে কোনটা স্বার্থসম্মত এবং কোন কাজ ক্ষতিকর সেই বিচারের প্রধান যোগ্যতা এবং অধিকার যে বাংলাদেশের সরকারের, - এই মূল কথাটি স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকারের বরং স্পষ্ট করে বলা উচিত যে ভারতের স্বার্থে ভারত সরকারের পক্ষে এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়- যদিও, ভারত মনে করে যে বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি

দেওয়াই ভারতের পক্ষে স্বার্থসম্মত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেছেন ‘রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন’ নেওয়া হবে। এই সঠিক সিদ্ধান্তের ঠিক সময়টি কখন আসবে? ঠিক সময় ও ঠিক সিদ্ধান্তের নিয়ামক বা নির্ণায়ক অথবা পারিপার্শ্বিকতার সূচকই বা কি?

সরকারী ধারনা নির্ভুল নয়

বাংলাদেশের গণঅভ্যূত্থানের পরে ভারত সরকার মনে করেছিলেন যে , পিন্ডি সরকার পশ্চিম পাক সীমান্ত থেকে পূর্ব বাংলায় ফৌজ পাঠাতে সাহসী হবে না । প্রধানমন্ত্রীর সংগে বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রমা বলেন যে, ৩০ লক্ষের বেশী শরণার্থী ভারতে আসবেনা। ভারত সরকারের আরও ধারণা হয়েছিল যে সামরিক খরচ এবং পূর্ব বাংলার বিপর্যয়ের কারণে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। ভারত সরকারের এই তিনটি ধারণার একটি ধারণাও সঠিক প্রমাণিত হয়নি।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের বিকল্প

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিহারের একমাত্র রাজনৈতিক বিকল্প পন্থা হলো বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি দান। বাংলাদেশের সরকার স্বীকৃতি লাভ করলে যে রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্যমের স্বাধীনতা লাভ করবে তার সুযোগে শুধু ভারতের কাছ থেকেই নয় বিশ্বের আরও কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যে সামরিক ও রাজনৈতিক এবং আর্থিক সহযোগিতা লাভ করবে তার সংবাদ ভারত সরকারেরও অজানা নয়।

স্বীকৃতি লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের ভিতর থেকে এক লক্ষ শক্তির গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলাও অসম্ভব হবে না। স্বীকৃতি লাভ করে যে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভের সুযোগ বাংলাদেশ সরকার পাবে, সেই সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তিফৌজের পক্ষেই পাক ফৌজের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিহার রাজ্যে বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতির জয়প্রকাশ নারায়ণের দাবীঃ অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হোক	'কম্পাস'	১৭ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বীকৃতি সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ

সম্প্রতি ৬ই জুলাই পাটনায় বিহার রাজ্যে বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় দেশের সব রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্যে সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এই মর্মে আবেদন করেন যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর বিশেষ চাপ দেবার ব্যবস্থা করেন। বংলাদেশ স্বীকৃতি পেলেই ঐ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে ইয়াহিয়া খানের হানাদারী বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা সহজ হয়ে উঠবে।

শ্রী নারায়ণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সেনারা যে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে তার ফলে ভারতকে এক ভীষন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সংকটের মধ্যে দিয়েই ভারতকে প্রকৃত পরীক্ষা দিতে হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এই সংকটের মাঝেই ভারত সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে অথবা তাকে ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াতে হবে। আজ বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে তার বোঝা ভারতকে বহন করতেই হবে। বাংলাদেশ পরাজিত হলে, পরিণামে ভারতকেও পরাজয়বরণ করতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মুক্তকামী জনগণের সংগে ভারত সামিল হয়ে গেছে।

শ্রী নারায়ণ বলেন যে, পাকিস্তানের ওপর অন্যান্য রাষ্ট্রদের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য ভারত অপেক্ষা করতে পারে না। বাংলাদেশের জনগণ যে রায় দিয়েছেন তার মর্যাদা ভারতকে দিতে হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশে যে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে সরে দাঁড়াবে না। আর তার নীতিরও পরিবর্তন ঘটাবে না। এমতাবস্থায় এক্ষুনিই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে আর অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিতে হবে। ভারতের স্বার্থেই এ কাজটা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশ থেকে যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের আগমনের ফলে এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রকমের জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক চক্র যে টাকা খরচ করছেন, তার চাইতে তিন চারগুণ বেশী টাকা খরচ করতে হচ্ছে ভারতকে বিনা যুদ্ধেই। যদি কেউ মনে করেন যে যুদ্ধ চলতে থাকলে পাকিস্তানের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, তাহলে তিনি ভুল করবেন। পাকিস্তানের অর্থনীতি বানচাল হয়ে যাওয়ার জন্য আরও দুডিভিসন সৈন্য সংগ্রহ করছে।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে, তাকে বাইরে থেকে মনে হবে গৃহযুদ্ধ । কিন্তু বাস্তবে এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধকে সাম্রজ্যবাদী একটা জাতীর সংগে একটি মুক্তিকামী ঔপনিবেশিক রাষ্টের জনগণের যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বার্তা বহন করে তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে বিদেশে পাকিস্তানী সামরিক চক্রের ভারতবিরোধী প্রচারকার্য্য ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান বিদেশে এরকম একটা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে পাকিস্তানে বাংলাদেশকে নিয়ে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে ভারত। অবশ্য পাকিস্তানের এরকম ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা

সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সমস্যাবলী নিয়ে বিশ্বের দুটি রাষ্ট্র অর্থাৎ আমেরিকা ও ফ্রান্স অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে পাকিস্তানকে আরও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হবে না। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে আরও ছ'সাত জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছে। ফ্রান্স সরাসরি পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র না পাঠালেও, সেখানে খোলাবাজারে পাকিস্তানের জনগনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক (Aid - Pakistan) কমিটি সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখলেও, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে পাকিস্তান সাহায্য পেতে থাকবেই।

এখন ভারতের প্রায় ৭০ লক্ষ শরণার্থী এসেছে বাংলদেশ থেকে। অদূরভবিষ্যতে এই সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়াবে। পাকিস্তান এমন একটা কৌশল অবলম্বন করতে চাইছে যার ফলে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। এ ব্যাপারে ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে। যদি ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়, তাহলে পাকিস্তানের হাত বাংলাদেশে আরও শক্ত হবে এবং পরিণামে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধদের সংগ্রাম বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কিছুকাল আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাকে বলেছিলেন সময় এলেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হলো, সে সময় আসবে কবে? বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা হলে, ভারতের সমস্যাবলী আরও জটিল হয়ে পড়বে। অথচ, এটা ঠিক যে একদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। বাংলাদেশকে এক্ষুনি স্বীকৃতি না দিলে আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আর সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বিঘ্নিত ও বিপন্ন হবে। এ জন্য যদি যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।

বিহার রাজ্য বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতির ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল শ্রী দেবকান্ত বড়ুয়া।

শ্রী বড়ুয়া বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রের বিরোধী। আজ বাংলাদেশে যে কায়দায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হচ্ছে, ঠিক সে কায়দায় একদিন হিটলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করেছে যে, পাশবিক কার্যাবলী কখনই পরিণামে টিকে থাকে না। এর অন্যথা হলে, হিটলার অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে সফলকাম হতেন।

তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের ও দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার জন্য এ পর্যন্ত বিহারের জনগণ ২৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে। এ দেখেই বুঝা যায় বিহারের আপামর জনসাধারণ বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কী সহানুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছেন। বিহারের অধিবাসীগণ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার এক কর্মসূচী নিয়েছেন।

সারা ভারত এস, এস, পি, দলের সভাপতি শ্রী কর্পুরী ঠাকুরও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধদের সমর্থনে ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এ, কে, মল্লিক বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বিহারের জনগণ যে ভূমিকা গ্রহন করেছেন তা কোনদিনই বাংলাদেশের মানুষ ভুলবে না। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশের মানুষ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চেয়েছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান হয়ে যেতে চায়নি। স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী বাংলাদেশের মানুষরা করেছিলেন, সেই অপরাধে ২৫শে মার্চের মধ্য রাত্র থেকে পাকিস্তানী সামরিক চক্র নিরস্ত্র ও নিরীহ জনসাধারণের ওপর হত্যার অভিযান শুরু করে দেয় এবং এই হত্যাকাণ্ডই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বালাদেশে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, তার মূল রক্ষ্য হল ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করে দেওয়া। এ সম্পর্কে ভারতের জনগণকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

ডঃ মল্লিক আরও বলেন যে, বাংলাদেশে বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে কোন শক্তিই ফাটল দরাতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত বাংলার মুক্তিকামী মানুষ জয়ী হবেই। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে এখন যে যুদ্ধ চলছে তা হল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার যুদ্ধ। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক ভারতের জনগণ যদি বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে বাংলাদেশের মুক্তি আরও ত্বরান্বিত হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘সেন্ট্রাল এ্যাকশন কমিটি অব বাংলাদেশ’- এর বিবৃতি এবং খসড়া প্রস্তাব	পুস্তিকা	জুলাই, ১৯৭১

CENTRAL
ACTION COMMITTEE ON BANGLADESH

Chairman	..	..	..	Jayaprakash Narayan
Treasurer	..	..	..	Mrs. Savitri Nigam
Convener	..	..	..	S. K. Dey
Jt. Convener	..	..	..	S. D. Sharma

MEMBER INSTITUTIONS

1. Sarva Seva Sangh, Gopuri, Wardha

2. Delhi Sarvodaya Mandal, Rajghat, New Delhi

3. Gandhi Samrak Nidhi, Rajghat, New Delhi

4. National Committee for Gandhi Museums, New Delhi

5. Gandhi Peace Foundation, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi

6. Servants of thr People Society, Lajpat Bhawan, New Delhi

7. Loktantra Raksha Parisha, Lajpat Bhawan, New Dehli

8. All India Prohibition Council, 28 Theater Communicatio Building, Connaught Place, New Delhi

9. Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) A-23, Kailash Colony, New Delhi

10. All India Panchayat Parishad, A-33, Kaliash Colony, New Delhi.

Printed at the Kapur Printing Press, Delhi and published by S. D. Sharma for Central Action Committee on Bangladesh, New Delhi.

CENTRL
ACTION COMMITTEE ON BANGLADESH
STATEMENT

25th of March 1971 was the Black day in the history of the people of Bangladesh (erstwhile East Pakistan). On this day, the army Junta of West Pakistan backed by monopoly business interests, who have been exploiting East Bengal as a colony ever since the creation of Pakistan, launched their massive plan of genocide against the unarmed people. The crime of which the Bangladesh people are guilty is, that in the national general elections held in December 1970, the people gave their verdict in favour of the Awami league headed by sheikh Mujibur Rahman assuring it a comfortable majority in the National Constituent Assembly and a virtual monopoly in the State Legislature. The Awami League's victory was based on a six - point programme which claimed effective autonomy for the people of Bangladesh.

2. During the intervening months, Countless men, women and children have lost their lives and atrocities have been prepetrated by the Pakistan Army which surpass that of the notorious Chengez khan. In fact there could be no grater violation of the United Nations charter, the Human Rights Declaration and the Geneva Convention regarding protection of civilian persons. The oppressed who have sought refuge in India already number sevsn million.The influx of Bangalees fleeing for life continues unabated, inflicting on this country an unprecedented burden, political, economic and social.

3. Sheikh Mujibur Rahman's party reacting to the compulsion of events, has declared Independence of Bangladesh and has established a provisional Government, Although the World press, by and large, has awakened to the tragic happening in Bangladesh. The Governments of many countries in the world have faild to condemn this unprecedented crime. What is worse, arms still continue to flow from some countries to aid the Army Junta in West Pakistan in its sinister design, with the result that the security of the Indian subcontinent has been put in Jeopardy. The latest statement of the president of the Pakistan has further dashed any hope of a political solution coming from the Army Junta.

4. The ruling party in our Parliament, the Opposition and the people in the country in general, are aware that our democracy in India is threatened if we fail to render help in this emergency to the people of Bangladesh. In this grave crisis our Government, in pursuance of the unanimous resolution passed by the Parliament, should recognize the provisional Government of Bangladesh, based on the will of the people constitutionally expressed. Only then could all possible moral and material aid be extended to the Government and the people of Bangladesh. Other foreign Government will not take a lead in this matter unless India first recognizes Bangladesh. There can be no hope for the millions of refugees ever returning to Bangladesh unless favorable condition are created at earliest for this purpose and this cannot be done so long as Bangladesh continues to groan under the heels of the Army Junta of West Pakistan.

5. Perhaps, What is standing in the way of the part of our Government is the absence of a visible demonstrator of the people's will in this matter supported by a clear

understanding by one all, of the implications that must follow as a logical corollary to recognition. This matter has been discussed by many an organization concerned over the matter during recent days. It has been decided that a purely non-party and non official Action Committee on Bangladesh be constituted under the Chairmanship of Shri Jayaprakash Narayan who has just come back after a long trek cross the wide world explaning the issues at take in Bangladesh. This committee will act on behalf of Sarva Seva Sangh, Servants of the people Society, Loktantra Raksha Parishad, All India Panchayat Parishad, Association of Voluntary for Rural Development, Dehli Sarvodaya Mandal, Gandhi Smarak. Nidhi, Gandhi Peace Foundation, and all others who join the programme. They will launch a campaing throught the country and take action in all States to mobilise non- official institutions and organizations who are wedded to democrecy and human rights.The programme envisaged in the first instance will cover the following:

(a) Resolutions (on the lines indicated in the attached draft) to be passed by public organizations and institutions and by people in meetings specially called over the subject of action on Bangladesh in villages, towns and cities and in the capitals of the States and Union Territories including the national capital. The resolution passed in these meetings will be conveyed to the Prime Minister.

(b) A signature camping urging on the Government of India to accord recognition to the provisional Government of Bangladesh.

(c) Peaceful demonstrations and selective basis at the appropriate time.

6. It is expected that public debates on politically non-partisan lines will be conducted over the country as a whole to lend moral and material support to the Government of India when it takes firm action on the Bangladesh issue. These will prepare the people of India for the eventualities that may follow in the wake of the recognition of Bangladesh as an independent entity. If the Government proves reluctant to take this step, the campaign will be intensified to generate sufficient pressure in the country to make the Government act. It will also help to rouse world opinion to the gravity of the situation in this sensitive region in South Asia.

7. The Chairman Shri Jayaprakash Narayan in a meeting held at the Gandhi peace foundation on Sunday the 4th of July has formed an action committee for this purpose with Shri S. K. Dey, president of the all India Parishad as the Convenor and Shri S. D. Sharama, Secretary of the Loktantra Raksha Parishad of Servants of the People Society as the Joint Convenor. It has been decided that the head quarters of the Action Commttee on Bangladesh shall be located at Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar, New Del 24 where all letters, telegrams and contributions to the cause of Bangladesh may kindly be sent.

Lajpat Bhawn,
Lajpat Nagar, New Delhi-24,
July 12, 1971

RESULUTION

This meeting of the ....hereby

Please on record its deep sympathy and support for the people of Bangladesh in their hour of trial and agony;

Condemns unequivocally the inhuman atrocities and genocide by the military regime on the unarmed men, women and children of Bangladesh resulting in the exodus of mollions of Bangalees to India inflicting an undrecedented burden-political, economic and social- on this country;

Deplore the supperssion of democrateic urges of the people of Bangladesh and their duly elected representatives by the Army Junta of West Pakistan in utter violation of the U. N. Charter and Human Rights Declaration;

Appeals to the Government of India to recognize the provisional Government of Bangladesh formed in the accordance with the verdict of the people, and extend to it all possible moral and material aid so that favorable conditions are created for the return of the refugees to Bangladesh;

Appeals to all fellow citizens in the country to promote national awareness and solidarity in the present crisis and sustain communal peace and harmony in the spirit of our secular traditions despite any provocation;

Appeals to the people of the World to extend their sympathy and support to the people of Bangladesh and calls upon the people of such countries, as may still be supplying arms to west Pakistan, to prevent their Government from adding fuel to the fire of Pakistani aggression; and

Pledges all support and co-operation to the Government of India in pursuance of the objective outlined above.

Excepts From A Press Statement

By Shri Jayaprakash Narayan

The present crisis is o serious that either this emerge from it is a steeled, united strong and respected or as a demoralized confused and spineless weakling no longer to be taken seriously by the world. Therefore, let no one try to confuse the issues.

What I have been advocating is not war against Pakistan but formal political recognition of the People's Government of the Bangladesh. It is true that when questioned if recognition of the Government and open assistance to the Mukti Bahini may not provoke Pakistan to start a war with India I have admitted that the risk was certainly there, but it had to be accepted.

If this is tantamount to saying that India should declared war on Pakistan, then I am surely a war-monger. The only difference as far as I have been able to understand,

between people of my may way of thinking and the Government of India is that while the latter is waiting for the right moment to arrive when recognition may be given, we are saying that right moment is now.

The unanimous resolution passed by the lock Sabha was an excellent beginning of this approach. But unfortunately symptoms have appeared recently of a divisive, even partisan, approach. It is understandable that differences between parties even on such a non-parties issue as Bangladesh, might arise in course of time, particularly in view of Government' continued hesitation to take effective action.

There are main blocks of opinion, One is represented by the ruling Congress which is not opposed to recognition in principle but wants in Parctice to leave it to the Prime Minister to chose the appropriation moment for it, though without making it clear what factors would determine the choice of the moment. The other block is constituted of almost the entire Opposition plus many non-party organizations and individuals like myself who feel that the time for recognition is here and now.

July 28, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবিতে সারা পশ্চিম বংগে সফল ছাত্র ধর্মঘট পালিত	'যুগান্তর'	৪ আগষ্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবীতে সফল ছাত্র ধর্মঘট

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩রা আগষ্ট-স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবিতে মঙ্গলবার গোটা পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে।

আজকের এই ছাত্র ধর্মঘটের উদ্যোগ দক্ষিণ-বাম সব কটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের। এদিন নাজ্যের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট হলেও পরীক্ষা যথারীতি হয়েছে। ধর্মঘটের আওতা থেকে পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্র ধর্মঘটের পর ছয়টি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি ছাত্র জমায়েত ডাকেন। সেখানে সভা হয়। সফিউল আলম সভাপতি ছিলেন। সভার পর ছাত্ররা মিছিল করে রাজভবনের সামনে যায়। ছাত্র প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্বারকলিপি দিয়ে চলে আসে।

স্বারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী-স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং কেবল স্বীকৃতিই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্বাদের হাতকে শক্ত করার জন্য মুক্তিফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ছাত্রসভায় বক্তৃতা দেন-বাম ছাত্র ফেডারেশণের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, পি-এস-ইউ'র ক্ষিতি গোস্বামী, ডি-এস'ওর সঞ্জিত বিশ্বাস, ছাত্র ব্লকের ভোলা কুন্ডু প্রমুখ। এই সভাস্থল থেকে এসপ্লানেড ইস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ ধ্বনিতে সরগরম ছিল।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কাউল-কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশ্নে সরকারী নীতির সমালোচনা	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	৩১ জুলাই,১৯৭১

We Blundered By Not Intervening In Bangladesh, Say Gen, Kaul

July 30-Gen, Kaul former chief of General Staff and author of the controversial, "The United Story" has criticized the Government for its failure to take timely action in Bangladesh, says YNI.

In his new book "Confrontation with Pakistan' Gen. Kaul says: "We missed a great opportunity, the like of which may not come our way in the foreseeable future, We could have liquidated a substantial chunk of the Pakistani Army in Bangladesh and this would have weakened Pakistan considerably reducing major threat to our security, But we have missed the bus."

India should lose no time in discussing with the Soviet Union and Japan the measures to be taken against China in the context of the present threat of a joint Sino-Pakistan military offensive against this country, Gen. Kaul suggests.

Criticizing the political leadership, Gen, Kaul writes: When suggestion were made in certain quarters soon after March, 25, that India should strike on aid of the liberation forces certain personages hummed and hawed and said that if we took armed action we would bring China in against us."

And here, as thought troubled by haunting recollections of the NEFA campaign Gen. Kaul asks sarcastically: "But why should that have deterred us, remembering the boast that India was so well prepared militarily that it could take on China as also Pakistan"?

Gen. Kaul, as whose meteric career in the Indian Army was cut short by his voluntary retirement in the wake of the NEFA debacle in 1962, had, in his earlier book, sought to lay the main responsibility for the Indian military reserve on the political leadership particularly of the Prime Minister Mr. Nehru and his Defence Minister, Mr. V. K. Krishna Menon- and its alleged errors of judgment in forcing its decisions on the army commanders.

The present book which has been update to include reference to President Nixon's dramatic July 16 announcement of his acceptance of Premier Chou En. Lai's invitation top visit Peking .

"In view of the fact Pakistan may attack us in collusion with China, Gen. Kaul says, "We must strach and test our diplomacy and make advance arrangements with some friendly countries to cope with such a situation.

"Whatever we do, we must not allow China or Pakistan to take the initiative against us on the next occasion. Indeed we should take the first step the first step Ourselves with suitable allies once China or Pakistan creates provoking circumstances".

Gen, Kaul says, If our Army had gone into East Pakistan in aid of the liberation force soon after March 25, we would have had overwhelming advantages. We would have found under two divisions of Pakistani troops engaged in putting down the civil war. It would have been the correct campaigning season.

"We would have caught the Pakistanis disembarking from ships along the coast line, without unloading facilities. The Civil population, hostile to Pakistan would have been emotionally with us and would have welcomed us for coming to its aid.

"But this action would have been possible only if there had advance plans of action. Actually, we did little except indulge in academic discussions and make empty gestures of sympathy.

Gen kaul goes to say, "As Pakistan has now inducted in East Bengal troops whose total strength stood at more than four divisions on May, 1, 1971, we are at a disadvantage with them operationally. If we had hit Pakistan and in march or April, 1971 we would have fought a war in the most favorable conditions.

"Now the initiative has passed to the enemy, who will choose the time and place which suits him most to hit us. Those who fear that recognition of Bangladesh might lead to war should ask whether not recognizing it will prevent one".

After referring to the current political development in Pakistan, particularly Mr. Bhutto's bid to gain power with the aid of younger army officers. Gen. Kaul "If Yahya wins in this struggle for power, there is likely to be a result in both wings of Pakistan.

In the present circumstances, Gen Kaul says, "The only course available to Yahya khan may be to wages war India, but, whether Pakistan has a war with India or not, one things seems certain: Once leadership in East Bengal passes into the arising hands, as is already happening. East and West Bengal inspired by China, may become an enlarged Bangladesh.

"China would told great influences in these two regions under one banner and would thus gain ultimately at the expense of both Indian and Pakistan"

Without outlining any definite plan or military action, the battle-scarred of the NEFA campaign proffers the following advice.

"Our Government should not take a month of Sunday to make an assessment speedy action as time is of great consequence, we should soon come to a concrete agreement with the USSR to meet this new threat."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে কোলকাতায় বিরাট সমাবেশ	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	৮ আগষ্ট, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীঃ
শত-সহস্র কণ্ঠ মুখরিত আকাশে বাতাসে ওঠে রণি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৭ই আগষ্ট-শনিবার মুজিবুর দিবসে ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাবেশে শত-সহস্র কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু মুজিবুরের মুক্তি এবং মানবতাবিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচারের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশাল এই জনসমাবেশের অনুষ্ঠানসূচী ছিল ছোট্ট। মুজিবের মুক্তি দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পাঠ করলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ

৭ আগষ্টের পুণ্যদিনে সমবেত শ্রেণী -মত - ভাষা নির্বিশেষে সর্বরূপ শিল্প সাহিত্যের স্রষ্টা, কর্মী ও অনুরাগীবৃন্দের এই সমাবেশ বিশ্বের সমস্ত জনগণ আর ছোট - বড় সমস্ত শক্তির দরবারে এই ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দাবিটি পৌঁছে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের নরহত্যা শাসকদের গুমঘর থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিববুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত করে না আনলে ভবিষ্যতের কাছে আজকের জগৎ কখনও মুখ দেখাতে পারবেনা -তাই, আমরা চাই মুজিবুর রহমানের প্রাণহননের উদ্যত পাকিস্তানী জল্লাদদের হাত বিশ্ব মানবের হস্তক্ষেপে স্তব্ধ হোক, অভিশাপে পাথর হোক, আমরা চাই অবিলম্বে নিঃশর্তে বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তি। এই বলে আমরা সারা দুনিয়াকে হুশিয়ার করতে চাই, যে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ছলনা করে যে বিশ্বাসহন্তার দল সারা বাংলাদেশকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে, লেলিহান আগুনে পুড়িয়ে দিতে কোটি কোটি মানুষকে দেশছাড়া, গৃহহারা, স্বজনহারা নিঃসম্বল করতে একটুও দ্বিধা করেনি - তারা মুজিবুর রহমানের প্রাণ যে কোনো মুহূর্তে, যে কোন ছুতোয় হরণ করতে পারে। যার পৈশাচিকতাকে বল্গাহীন করে মানুষ নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, তাদেরন বিশ্বাস করা পাপ।

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকচক্র আর তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘৃণ্য রাজনৈতিক কুচক্রীর দল মানবতাকে হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী।

এই সমাবেশ মনে করে, পাকিস্তানের শাসকেরা তাদের হীন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে শুধু বাংলাদেশকেই বলি দেয়নি, সেই সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানের জনগনকেও চোখ বেঁধে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। আমরা আশা করি, পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী শুভ বুদ্ধিমান সমস্ত মানুষ যেভাবেই হোক তাদের শাসকচক্রকে প্রতিরোধ করার জন্য স্বদেশবাসীর চোখ খুলে দেওয়া এবং মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াবেন।

এই সমাবেশ একবাক্যে দাবি করছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুক্তি এবং মানববিরোধী ইয়াহিয়া চক্রের বিচার। শিল্প সাহিত্য জগতের এই সমাবেশ এদেশের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শহরের ও গ্রামের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী সবাইকে আহবান জানাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে বাঁচাবার জন্যে যে যেখানে আছেন এগিয়ে আসুন। মৃত্যু আর অন্ধকারের শক্তিকে আমরা কিছুতেই কোন খানেই জয় হতে দেবনা। জীবনের আর নতুন সৃষ্টির জয় হবেই।

সংগীত পরিবেশন করলেন দ্বিজেন মুখার্জী, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখ শিল্পীরা। ধ্বনিত হলো মুজিবের বিনা শর্তে মুক্তি চাই বিচার প্রহসন মানি না।

কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কামউনিষ্ট পার্টি থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, চরম অত্যাচার চালিয়েও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দমন করতে না পেরে ইয়াহিয়া খান এখন বাঙালীর প্রিয় নেতা মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে উদ্যত। পূঃ পাঃ কমিউনিষ্ট পার্টি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং শেখ মুজিবুরের মুক্তি দাবী করছে।

বিবৃতিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়া খাঁকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মুজিবকে রক্ষার জন্যে বিশ্বের প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২২ আগষ্ট, ১৯৭১

CPI URGES NATIONAL TO SAVE MUJIB

NEW DELHI, AUG, 21- The CPI National council yesterday appealed to the Indian and world governments to secure the release of the Bangladesh leader Sheikh Mujibur Rahman - says UNI.

The appeal was made in a resolution adopted at the end of a week - long meeting of the National Council here yesterday.

It said the combine of the United State, China and Pakistan had threatened the peace of the subcontinent and the Indo-Soviet friendship treaty at this juncture came as powerful deterrent to Gen. Yahya khan's aggressive designs against India.

The National Council reiterated its demand for the recognition of the Government of Bangladesh and reading of all necessary help to the freedom fighters. It also appealed to the people of West Pakistan to stand by the people of Bangladesh who were fighting the common enemy.

It also called for immediate allocation of adequate funds by the Government to implement the master plan in West Bengal and to complete the DVC flood control plan.

The National Council has demanded setting up of a permanent commission on the lines of the Brahmaputra Commission for other major river systems - like the Ganga - for devising adequate flood control and drought control measure.

It also urged that a national plan of irrigation and flood control should be formulated and implemented on priority basis.

In a resolution the council demanded an allocation of Rs. 2000 crores from the nationalized banks to execute major flood protection and irrigation schemes.

The Central Secretariat of the party today welcomed the Centre's proposal for the diffusion of the newspaper, the All India Newspapers Employees' Federation and others "whose movements and struggles have led to the government move to introduce a bill to that effect in the next session of Parliament."

It said certain loopholes in the legislation should be plugged and the monopolists should not be allowed to retain disproportion influence on the board of directors.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মালাদ নাগরিক বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট	প্রচারপত্র	২২ আগষ্ট, ১৯৭১

MALAD NAGARIK BANGLADESH SAHAYAK SAMITI
GENERAL SECRETARY’S REPORT

First of all, on behalf of the Malad Nagarik Bangladesh Sahayak Samity, I salute to those Freedom - Fighters of Bangladesh, those Known and unknown patriots -who laid down their valuable lives to achieve freedom of their Motherland. I also salute to Bangabandhu sheikh Mujibur Rahman, the greatest revolutionary of our times and earnestly pray to the Almighty God for his sound health and well - being.

Brothers and Sisters: on behalf of our Samiti, I welcome you all, I m putting before you the work which has been done by us and I consider you as the best Judge.

You know that in the annals of the World's history, people had never witnessed such genocide, atrocities and brutalities as committed by Yahia in East Bengal since 25th March, 1971. You are aware that when the conscience-keeper of Islam are murdering muslims in Bangla-Desh, can we remain silent? The only reply is NO.

We being the citizens of a democratic country felt it our moral duty and an obligation to humanity, to support the struggle of others to achieve their country's **Democretic Independence**. Therefore, to uphold the flag of democracy Malad Nagarik Bangla-Desh Sahayak Samiti was formed on 9th April, 1971. It is an organisation where workers of various political parties were combined, together including workers of trade unions, cultural, social and educational institutions.

After formation of our Samiti, we had arrange a silent procession on 18-4-71 in the memory of those Martyrs who had laid down their lives for the creation of A SWADHIN BANGLA-DESH. More than five hundred determined men and women marched with the procession-carrying banners and placards in their hands and it converged into a public-rally where Samitie's programme was declared. We appealed to the citizen to co-operate with the Samiti, in all respects, to strengthen the hands of freedom fighters of Bangladesh.

I would like to mention here that the samiti had decided to arrange lectures, study classes etc; to Accordingly, on 6-6-71, we arranged a talk on 'May Visit to Bangladesh' of Shri Hamid Dalwai, a noted Journalist and the Chairman of the Muslim Reforms Committee-which was attended by a large number of people. So on so, a group of about twenty workers of the Samiti was moving throughout Malad, continuously for few days with banners, placards and megaphones for the cause. During this time, we arranged more than hundred street corner meetings in different parts of this town wherein more than ten thousand people attended and listened to with keen interest.

As per the decision of the Committee, we had printed one rupee coupons and blank receipt books to collects funds from the people of all walks of the Society. I feel glad to declare here that this money has mainly swelled from the down trodden, room the members of the middle class and lower middle class families, from gangman to the Divisional Superintendent of the Railway, from students, from petty shopkeepers and businessmen, from Police and RPF personal, from Intellectuals, from clerks both in public and private sectors from taxiwallas, from vegetable sellers and so on. We have collected this amount from the people living in different parts of this great cosmopolitan city. It gives me pleasure to declare that **wherever we had visited for the Founds we have received spontaneous response from the people.** The public were very generous and they donated generously for the Cause; **we are heartily thankful to them.**

To organize the movement more vigorously, women section was also formed under the banner of the Samiti and they an important role in collecting of funds and propagating for Bangladesh. I, therefore, also feel it my moral duty to convey **my hearty** greeting to those sincere collectors (Ladies and Gentle-men)- who came forward and rendered their valuable support and services from time to time, for collecting funds and supplying matterials free of charge to our Samiti, It is needless to say that it would have been next to impossible on our part to collect even such amount Such amount (whichever is collected) if they would have not rendered their valuable support and help to us.

We know that collected amount is nothing for this big dimensional affairs, and I can rather say, it is not even a drop of water compared to a big ocean. Even thought with an honest and sincere intention "Only to help the freedom fighters of Bangladesh", to create an atmosphere in favour of the struggle and to educate the masses-till to-day, we have collected Rs. 8152 out of which we are paying Rs. 8101 to the Prime Minister's National Relief Fund, later to be transferred to Bangladesh Assistance Committee, New Delhi.

I shall agree here that due to our limited strength, it was not possible on our part to approach you all for funds, But I am sure that in near future, we will get all out support from all you, when we will knock at your doors for help,

I will be failing to discharge my responsibilities if I do not enlighten you about the procedure we adopted for correct disposal of the money collected for the cause. In this regard, we wrote to Hon. Shri Ajoy Mukherjee, the then Chief Minister of West Bengal but unfortunately when our collection was in progress - the Ministry was dissolved. Then we wrote a letter on 24-06-71 under Registered A/D to Hon, Shri M. Hossain Ali, Mission of the Peoples Republic of Bangladesh, Calcutta-17, But when we found that the Head of the Mission was not in a position to send us the reply up to 18-7-71, we again reminded him by a letter dated 19-7-71 and in that letter we have clearly stated that our Samiti has decided to handover the collected amount on 15th August 1971. But it seems that the Mission was much busy with their responsibilities.

Hence after waiting for the reply from the head of Mission up to 4-7-71 (as the Secretaries were authorized to take a final decision in the respect) we ultimately on 5-8-71 wrote a letter under Reg. A/D to Honourable Smt Indira Gandhi, Prime Minister of

India, New Dlhi and we are advised that this amount will be transferred to Bangladesh Assistance Committee, New Delhi.

We have received two letters from the Head of the Mission, Calcutta on 19th instant. We have now decided that henceforth onward collection of funds to be sent to the Head of the Mission, Calcutta-17.

The report of accounts will be submitted in due course as the same is under Audit.

Before, I conclude, I earnestly request you all to carry this message of Unity and **United Action**-to safeguard the very sovereignty and national integrity of our beloved Motherland. I am afraid if we do not realize till now the seriousness of the Bangladesh issue-in near future we may have to pay more dividends for our short-comings. History will never forgive us for our mistakes. Our Samiti firmly believes that the issue of Bangladesh is not confined only amongst the people of that countries -who are undauntedly fighting since 25th Much 71, against the Ministry Regime, but it even endangers the World Peace. India has consistently upheld the cause of the weak and the oppressed. She has been an advocate of Justice and fair play and **whenever there has been tyranny and oppression, India has raised her voice against it**, no matter how powerful the tyrant might be.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘ব্লীডিং বাংলাদেশ’ - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত চিত্র সংকলনে সমিতির সভাপতির বক্তব্য	পুস্তিকা	আগষ্ট,১৯৭১

SENATE HOUSE
CALCUTTA-12.
The 18th August, 1971

S. N. SEN, M.A., Ph. D. (Lond)

This is an attempt to tell the story of repression in Bangladesh in pictures. Each of these photos provides a true and authentic accounts of the trails left by the hand of the Pak Army as it was let loose among the unfortunate unarmed civilians of Bangladesh. As the pages reveal, they are mostly very simply, folk, whose only fault was that they loved their own country. No body has escaped this made army hunt upon destroying the will of a people to be free - children, women, old people - all of them were made to suffer materially, their humble homes and all ordinary possession were either looted or burden. These picture are eloquent and the brutalities they reveal raise serious doubts as to whether we have made any progress at all from our wild savage state. And all this happened in the seventies of the twentieth century when, on one men have started to walk on the moon, while on the other side, other men have been repeating the same cruel acts that their forefathers performed more than 2000 years ago.

These pictures, moreover, reveal only a small part of the actual facts regarding repression in Bangladesh. It has not been possible to take pictures of all that did happen and are even now happening in that unfortunate country, nor have been able to collect and print all pictures taken and smuggled out of that country. But even this small number of photographs is enough to give a glimpse of the large - scale and indiscriminate repression carried out by the Pak Army. They tell their own tale of how deeply downwards a Director and his army can sink in their frenzied attempt to fight the forces of freedom.

Vice - chancellor,
Calcutta University.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবঃ বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের ভূমিকার সমালোচনা	দৈনিক 'আনন্দবাজার'	২৬ আগষ্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশে জংগীশাহীর বর্বরতাঃ
চীনের নীরবতা বিস্ময়কর
সুন্দরায়া

বাংগালোর, ২৭শে আগষ্ট (পি, টি, আই) - মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারত - সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে চীনের সংগে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনের আহবান জানিয়েছেন। অপর এক প্রস্তাবে সব রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেও আহবান জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির এই সব প্রস্তাব প্রকাশ করে দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুন্দরায়া আজ এক সংবাদিক বৈঠকে বলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তান চীনের সাহায্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করবেন বলে তিনি মনে করেন না। পাকিস্তান আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করলে চীন তা সমর্থন করবেন বলে তিনি মনে করেন না। তবে চীন যে পূর্ববংগে পাক জংগীশহীদের বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে একেবারেই নীরব হয়ে রয়েছে এটা সত্যিই একটা ''তাজ্জব'' ব্যাপার।

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি প্রসংগে কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছেন যে, ভারত-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতিতে সমগ্র পাকিস্তান পরিস্থিতি রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটাকেই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিটির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে বাংলাদেশের জনগণ যে সুস্পষ্ট রায় প্রদান করেছেন একমাত্র তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটি অপর এক প্রস্তাবে উত্তর ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং প্রিন্স শিহানুকের কম্বোডিয়া সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ারও দাবী জানিয়েছেন।

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামার বক্তব্য	কম্পাস	২৮ আগষ্ট,১৯৭১

বাংলাদেশ ও জমিয়ত উলামা

অমর রাহা

খিশত্ আউয়াল চুম নেহাদ মেহমার কাঘ তা সুবাইয়া মীর রহওয়াদ দিওয়ারকাঘ, অর্থাৎ ভিত যার বাঁকা তার চূড়া আকাশচুম্বী হলেও বাঁকা থাকবেই- বলেছেন শেখ সাদী। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ জমিয়তে উলামার, কনভেনশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ তাহের সাহেব বলেছেনঃ গোড়ায় যার গলদ রহিয়াছে, তাহার শেষ শোধরান সহজ নয়, সমাপ্তি তার সুন্দর হতে পারে না। এ কথা মওলানা বলেছেন পাকিস্তানের জন্ম ও ইতিহাস মনে করে এবং তারই ভাষায়ঃ "একদা যে স্বার্থন্ধতা ও ক্ষমতা লিপ্সা সাম্প্রদায়িকতার নামে দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল, আজ সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ পাকিস্তানের ইতিহাসে তাহা বারে বারে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সেই উগ্র ক্ষমতালিপ্সা এবং স্বার্থপরতারই ক্রমপরিণতি।"

সোনর বাংলা শ্মশান কেন?

.... 'ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, দেশের ঐক্য সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার নামেই এই শোষণ এবং অবিচার চালিয়েছে। অথচ যে পবিত্র ইসলাম এবং ধর্মের নাম দিয়ে এই শোষণ সেই পবিত্র ইসলাম ধর্মে কিন্তু ইহার অবকাশ মাত্র নাই। ... প্রিয় নবী (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেনঃ যে রাষ্ট্রনায়ক কিংবা সরকার তাহার প্রজা সাধারণের কল্যাণ প্রচেষ্টা করেন না, তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, নরকের আগুনেই তাহার নিশ্চিত ঠাঁই।

তাই প্রতিবাদ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

অন্যায় যে করে, আর অন্যয় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

তাহের সাহেব তাই হাদীস শরীফ উল্লেখ করে বলেনঃ অত্যাচার, অবিচার চুপ করিয়া সহ্য করিতে নাই, অত্যাচার অবিচারের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে নাই, ইহাতে সমগ্র সমাজের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

....অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ কাপুরুষতা প্রদর্শন না করিয়া যাহাতে সৎ সাহসে আগাইয়া আসে তজ্জন্য উৎসাহ দান হুজুর (দঃ) ঘোষণা করিয়াছেনঃ "জালিম রাষ্ট্রনায়কের সম্মুখে সত্য কথা ঘোষণা শ্রেষ্ঠতম জেহাদ।"

তাই দেখা যায়, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৬৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নানাভাবে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় এবং ঘোষিত বা অঘোষিত জেহাদ। আর শেষতঃ ২৩ বছর পর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ রায় দিলো ছয় দফার পর । শেখ মুজিব নেতৃত্ব হোল এই দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতীক।

ইসলামাবাদ চক্র প্রতিনিধি জেনারেল ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ভাষাকে এবং রায়কে পদদলিত করবার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলনায়কদের সঙ্গে পরামর্শ মাত্র না করিয়া’ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিল করে দিলেন। তাছাড়া ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুরকে প্রধানমন্ত্রিত্বের টোপ দিয়া ছয়দফা দাবী হইতে বিচ্যুত করিতে টেষ্টা করিলেন কিন্তু, ‘জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেনঃ জাতি আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য ভোট দেয় নাই, তাহারা ছয় দফা দাবীতেই ভোট দিয়াছে; আমি তাহা বিসর্জন দিয়া জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।’

তাহের সাহেব তাই বললেনঃ ইহাতেই শোষকের আঁতে ঘা পড়ে; তাহারা ভাবে ব্রিটিশ সরকারকেও একদা যে অসহযোগ আন্দোলনের অস্ত্র শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করিয়াছে, ভারতছাড়া করিয়াছে, শোষিত বাঙ্গালীরা যদি সেই অস্ত্র ব্যবহার করে তবে আর রক্ষা নাই, ইহাতেই জোকের মুখে চুন পড়িবে ....। অতএব সূচনাতেই সামাল দাও; এই শোষিত অবাধ্য বাঙ্গালী জাতিকে ডান্ডা মরিয়া ঠান্ডা করিয়া দাও.... তাহাদের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দাও।...এবং বাঙ্গালী নিধনের নির্দেশ দিয়া ইয়াহিয়া ঢাকা হইতে করাচী যাত্রা করেন।

সবই চলে ধর্মের বাদে

ইসলাম ধর্ম ... রক্ষা নামেই ইয়াহিয়া সবকিছু করিতেছে। শিশু হত্যা ধর্ষণ, নিরাপরাধ জনতা নিধন, বাঙ্গালী নিধনের নামেই সবই চলিতেছে। ‘‘তাহারা মযলুমকে ঠান্ডা এবং জগৎকে ধোঁকা দিবার জন্য একই সঙ্গে বন্দুকের গুলি এবং ধর্মের বুলি ব্যবহার করতঃ মযলুমের শোণিত রক্তের হোলি খেলিতেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র চলছে তাহাদের এই পৈশাচিক নৃত্য।

জেহাদ ও মুক্তিবাহিনী

প্রায় ২৩ বছর ধরে যে অব্যক্ত ও জেহাদ চলে আসছিল তাই ২৫শে মার্চের রাতে রূপ নিল ভিন্নভাবে।

ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাসঘাতকতার ও বুলেটের গুলীতে পরিবেশে জন্ম নিল মুক্তিবাহিনী। বাধ্য হোল মানুষ জবাব দিতে। তাহারা যে যেখানে পারল শোষক সরকারের জালেম সেনাদের প্রতিরোধে প্রাসস পাইল ... তাই তাহাদের প্রত্যুত্তর সুসংঘবদ্ধ ছিল না। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না; ক্রমে মাস দুই পরে তাহারা সুপরিকল্পিতভাবে তাহাদের অভিযান চালাইতে থাকে।’’

এই মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে তাহের সাহেব হাদীস শরীফ হতে উল্লেখ করে বলেনঃ ‘‘নিজেদের প্রাণ, ধন-মান রক্ষায় যে নিহত হয় তাহার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু’’।

এই কনভেনশনে সভাপতি হিসেবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান, সারা ভারত জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক সদস্য মওলানা আসাদ মাদানী প্রভৃতিও একটি ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের স্বরূপ নিয়ে যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণকেও অভিনন্দন জানান। আর সকলেই তাহের সাহেবের ‘‘আমেরিকা, চীন প্রভৃতির নিজ স্বার্থে জালিম ইয়াহিয়া খান ও তার সরকারের সাহায্য যদি দোষের না হয়, তবে নির্যাতিত মযলুম বাংলাদেশবাসীর সাহায্য সহায়তায় হিন্দুস্তানের অপরাধ কি? উক্তির সমর্থনে নিজেদের কথাও বলেন।

শেষতঃ এই কনভেনশন প্রস্তাব গ্রহণ করে

নিঃশর্ত সমর্থন জানান বাংলাদেশের সংগ্রামকে; (২) ঘৃণা প্রকাশ করে ইসলামাবাদ চক্রের ফাঁসিস্ত পদ্ধতিকে; (৩) দাবী করে মুজিবের মুক্তি এবং ঐ সংগে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করে ইসলামাবাদ সামরিক চক্রের বিচার, এবং আশা প্রকাশ করে যে ভারত সরকার সময়মত স্বীকৃতি দেবে প্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশকে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এ্যান এ্যাপিল টু জেসীস টু মুভ দ্য পিপল অব দেয়ার ওয়ার্ল্ড - ইন্ডিয়ান জুনিয়র চেম্বারের পুস্তিকা	পুস্তিকা	আগষ্ট, ১৯৭১

AN APPLEAL TO JAYCEES TO MOVE THE PEOPLE OF THEIR WORLD
UN Resolution on Genocide

In its resolution 96 (1) of 11 December 1946 the General Assembly affirmed that "Genocide is a crime under international law which the civilized world condemns."

By resolution 260 III A, of 9 December 1948 the General Assembly approved, proposed and ratified,

That Genocide whether committed in time of peace or in time of war is a crime under International law which they undertake to prevent and to punish.

A Glimpse of Genocide and Destruction

In the name of God and a united Pakistan, Dacca is today a crushed and frightened city.....

After 24 hours of ruthless, cold blooded shelling by the Pakistan Army, thousands of people are dead, large areas have been leveled and East Pakistan's fight has been brutally put to an end.

Only the horror of the military action can be properly gauged the students dead in their beds, the butchers in the market killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out and shot en masse, the bazaar and shopping areas razed by fire.

The first target as tanks rolled into Dacca on the 25 March was the students.

Simon During
Daily Telegraph, London
30 March, 1971

The cost to all concerned has been agony, Newsmen have seen tens of thousands of leveled gutted building. In the towns, concrete walls are pocked by hundreds of bullets where firing squads did their work. Bodies were dumped in community wells and general desolation testifies the ferocity of events.

Malcolm W. Browne
The New York Times, New York.

U. Thant: U. N. Secretary General: While the civil strife in itself is an internal affair of Pakistan, some of the Problems generated by it are necessarily the concern of the international community.

Aga Hilaly: Pakistan's the Ambassador to the U.S: People have lost thousands of their friends and relations in East Pakistan.

Charter of the United Nations:

Preamble

WE THE PEOPLES OF UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the secourage of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind ; and to reaffirm faith in fundamental human rights in the dignity and worth of the human person, in the equal right of men and women and of nations large and small, and establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in a larger freedom."

And for these ends to practice tolerance and live together in peace with another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security; and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples.

Why this conflict?
Socio-Economic Background

The distance between West and East Pakistan (Bangladesh) is over 1,200 miles of Indian Territory. West Pakistan is economically highly advanced and East Pakistan which Consist 56% of the total population of Pakistan, is extremely backward and under developed. Because of Enormous disparity, there is a terrific unrest among the population of East Pakistan. Except Religion there is no similarity between the two sectors. Even the language is different; West Pakistan-Urdu, East Pakistan, culturally, they are poles apart.

Economic disparity:		E. Pakistan (Bangladesh)	W. Pakistan
I. Area Sq miles	....	55,116	3,10,403
Population (million)	....	7.5	4.3
Population per sq. mile	....	922	138
II. Govt. Dev Expenditure			
Private Investment	....	36%	64%
Annual growth rate	....	25%	75%
Export Earnings	....	4%	6%
Imports	....	50.70%	50.30%
Total Foreign aid used	....	25.30%	75.70%
Burden of Repayment of Foreign Aid	....	30%	70%
	....	56%	44%
III. Man power Employed :			
Armed forces and Police	....		
Presidents Secretariat	....	8.1%	91.9%
Central Public Service Com	....	19%	81%
		14.5%	85.5%

Industries Dept	....	26%	74%
Agriculture	....	21%	79%
Education	....	27%	73%

All senior military members of the administration have been West Pakistan. The Deputy Chairman of the planning Commission and the Central Finance Minister, Key individuals in resource allocation have always been West Pakistanis.

Jaycees - Bangladesh

"From within the walls of Soul of this organization wherein the foundation of character and good citizenship are laid I hope a massage will come in the sometime of tomorrow that will stir the people toward the establishment of a permanent and everlasting world peace."

These are the worlds of the founder of the junior Chamber movement. Henry Glessenbier. Obviously the Ultimate objective of all our effort, according to the founder of our movement, is permanent and everlasting world peace. "This objective is an understandable one. It was in the midst of the First World War that the Junior Movement was bron in 1951. It was in the midst of the Second World War that the junior Chamber International was founded in 1944. After twenty Seven years of its existence, It is Certainly time we permanent and everlasting peace. What have we done so far to fulfill the dream of our founder? Obviously" founding of character and good citizenship" cannot be effective if kept passive in a world torn apart in war and violence.

The world has been in the present century two major wars involving the whole of humanity. Darning the same time the world has witnessed the continued enslavement of certain Countries by others. This too is a form war. It certainly is against the Jaycee creed, which believes "that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations that economic justice can best be won by free men through free enterprise".

Interpreting this Creed, it has been maintained that 'Free Enterprise' expresses faith in the sanctity of freedom, proclaims belief in the basic nobility of human life, protects the right of an individual to live with dignity and in peace, provides each individual an opportunity to develop his maximum potential within his own society, with limited regulating influence.

The Jaycee is a movement of the youth. The largest such movement in the world. It aims at developing the individual abilities and stimulating the joint efforts of young men for the purpose of improving the economic, social and spiritual well being of mankind. One of the ways of achieving this objective this through economic development.

All these objective are frustrated because of war and warlike actions in different parts of the world. Twenty- five years after the last world war, we still find savage wars raging in different parts of the world. Instead of the area of peace expanding, it seems as if the areas of war are expanding.

First, it Was Korea, then came Viet Nam, the Middle East-Pakistan, India-China and now we have a war on the borders of India in Bangladesh. It seems as if we are going to have another Viet Nam on our borders, Apart from these are Still Continuing as in Ireland.

What does this state of Affairs mean? Is this the way to ensure Economic Justice, Sanctity of Freedom, defend the nobility of human life, protect the right of an individual to live in dignity and peace, and provide each individual an opportunity to develop his maximum potential within his society.

We, as Indians in this Context cannot but look at a Situation that has development on our own borders. Many fact can be given to show every objective and principal that the JAYCEE stand by has been violated in just as they have been violated and continue to be Violated in other part of the world. The Bangladesh issue is not an isolated issue. It is a part of the malaise that has gripped the world. The only difference is that its impact on India is unprecedented. No Country in the world at no time in history has had to bear the burden of so many million refugees. Although it is questions bristling with political overtones, it has a much wider humanitarian aspect.

This is what demands consideration by JAACEES from all over the world. Youth displaced from normal life by war, Youth inured to violence, youth degraded. It is no use involving the youth in activates that develop leadership. If the only prospect open to them is the denial of every principal that proclaim as inviolable. A Youth denied freedom. A youth denied education, a youth denied food, a youth denied a land of his own, a youth denied prospects os development in own land, is really denied his very existence.

We can go on providing succour and relief to suffering humanity. We can help our youth gain the experience of leadership in these sort of activities. Can such an attitude take us any where near the cherished goal of our founder? Can such an attitude take us anywhere near the cherished goal if our founder? Can such an atmosphere in the world, which instead of changing for the better seems to be changing for the worse, help us move steadily towards our objectives? Do not all our efforts seem futile and puny gestures?

It is this situation that demands of the JAYCEES the world over to take a stand. It is true our creed forbids us from taking part in any partisan political activity and from promoting of one national interest over another. The question that has been brought home to us by the developments in Bangladesh cannot be evaded as a political question. It is a humanitarian issue. It is question that may soon be faced by many other developing countries, because Bangladesh has brought to the forde the relations between sub- nationalities in a multinational developing country. If a part from war between different nations, wars develop within the developing countries as well, we shall soon be heading for chaos and savagery beyond limit. We have already witnessed this in many parts of the world. We are now witnessing it in Bangladesh. It is no longer a Strictly political has become a human issue.

It is in this humanitarian context that we JAYCEES must look at the problem of Bangladesh and give the question of working out a programme of action on a world scale to move towards objective of peace. In the meantime we must mobiles all our resources to provide succour to the victims os war.

As the largest world wide organization of the youth we certainly have the responsibility to ensure that our future is not negated by such acts of human destruction acts that deny the nobility old man, acts that degrade the human personality. It is a programme of action against war and the causes of war justified by our creed, by our objectives, by the dream which inspired our founder, Henry Glessenbier.

That "some time of tomorrow" has now come for a message to come "from within the walls of soul of this origination. That will stir the people towards the establishment of a permanent and everlasting world peace."

HOW BANGLADESH WAS BORN

1969

March 25 : Gen Yahya khan assumes power, imposes martial law throughout the country and dissolves the National and Provincial Assemblies.

March 27 : The Military Government crack's down on Marital law violators. Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman announces plans for a federal set up.

March 31 : Government bans all political activity.

November 28 : Yahya khan fixes October 5, 1970 for elections to the National Assembly.

1970

December 7 : Elections to the National Assembly are held. Sheikh Mujibur Rahamn's party, the Awami League, secures 167 seats out of the 169 reserved for East Pakistan. Z. A. Bhutto's people's party second.

December17 : In provincial Assembly elections the Awami League wins by an over whelming majority in East Pakistan.

1971

January 14 : Yahya Khan refers to the Sheikh as the Country's Future prime Minister.

February 13 : Yahya khan fixes March 3 foe National Assemblysession.

February 16 : Rahman is elected leader of the Awami League Legislature Party, Bhutto Reportedly puts forward proposal for separate Ministers for the two wings.

March 1	:	Yahya Khan, postpones Assembly session and sacks East Pakistan Governor, Vice-Admiral S. M. Ahsan. Rahman calls for general strike in Dacca to protest against postponement of Assembly session.
March 2	:	Popular resentment erupts into violence in Dacca and some other places; troops move into action curfew is imposed.
March 3	:	Awami League launches peaceful non-cooperation movement Rahman rejects Yahya khan's invitation to a conference of political leaders on March 10.
March 5	:	Reports speak of 300 persons killed in army action.
March 8	:	Civil disobedience movement is launched.
March 19	:	Yahya khan and Rahman begin a round of constitutional talks.
March 22	:	Yahya khan again postpones inauguration of National Assembly.
March 26	:	Genocide commences. Mujib's whereabouts not know since then.
Apirl 10	:	Proclamation of independence: The elected representatives of B. D. Constitute themselves into a Constituent assembly. B. D. declared a sovereign peoples Republic.
April 17	:	The birth of the Sovereign Democratic Republic of Bangladesh at Mujibnagar (150 Km. from Calcutta) by the acting President Nazrul Islam.
April 27	:	The Bangladesh prime Minister. Tajuddin Ahmed, appeals to neighboring countries to grant immediate recognition to Bangladesh to provide arms and to help a new born country to set itself free from the clutches of a murderous army.
May/june/ July/August/ Sept/oct.71	:	Since then about I million people including women and children have been killed by the Pakistani Army. Another 9 million people have come to India to escape genocide.

Refugees

Thousands of terrified and impoverished Bengalis who have attempted to free to India have collapsed and died of exhaustion on he roadside. Penniless, exhausted and in a stupor many of the refugees described the Tragic flight.:

1) "We started to walk north towards the Indian border. We saw people dying all along the way. Others were lying on the ground exhausted. The first to die were the babies, then further along the road the old and Children collapsed and then the women".

2) Two sisters, Rohina Begum, aged 16, and jinat Begum aged 5, have bullet wounds in their legs and arms. Rohina said her entire family was wiped out when

Pakistan troops fired on their small boat as they attempted to cross the river into India.

3) Ahmed Ali, a cultivator, aged 25, his right leg and left plaster cases, said that troops entered his village and rounded up all the able bodied young men they could find. "They asked us whether we were Bengali's or non-Bengal and told us to lie down on the ground. They surrounded us and stared shooting bullet hit me in the arm and I lay still. And they left, they, bayoneted me in the groin and crushed and stamped and stamped on my legs".

Peter Hazelhurst
The Times' London

Conscience and Bangladesh

In just a few months since early April the civil war in east Bengal gas driven nearly 8 million men, Women and children into India to escape Conditions in their homeland. Unnumbered thousands of others have been slaughtered in the strife or displaced within their country. Millions mare in East Bengal faces continued terror, disease and starvation, unless they receive immediate relief.

This stark tragedy is not yet understood by the world. I can tell you that not until you see it first hand can you begin to understand its immensity. Listened to scores of refugees, their faces and their stories etc. a sage of shame which should overwhelm the moral sensitivities of people throughout the world.

Conditions in refuge camps defy description. You see infants with their tiny bones- lacking the strength even to their heads. You See children with legs and feet swollen with edema and malnutrition. You see in the eyes of their parents the despair of ever having their children well again. And most difficult of all, you see the corpse of the child who died just the the night before.

The Indian Government has made Herculean efforts to assist accommodate the refugees- efforts which history will record and remember.

The tragedy of East Bengal is not only a tragedy for Pakistan. It is not only a tragedy for India. It is a tragedy for the entire world community and it is the responsibility of that community to act together to ease the crisis.

-Edward Kennedy

(Speech before the National press club, Washington, on August 26 1971.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ- টাইম এন্ড লজিক রানিং আউট ত্র্যাকশন কমিটি বাংলাদেশের পুস্তিকা	পুস্তিকা	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

"BANGLADESH"
Time and Logic Running Out

Whenever Pakistan is in trouble, the first reaction of the world almost invariably is of India being the villain of the piece. This disability derived from her massive population and her open society, India has to live with when therefore the world press was slow to react over the reality of Bangladesh since the evening of March 25, this year, despite the alarms raised universally through the Indian press, there was nothing to be wondered at. Barring the Middle East, indeed virtually the Entire Muslim world, the world is veering round almost universally to the "genocide" that has taken place in Bangladesh through the Army Junta of Yahya Khan and what continues still unabated. The U. N. delegation, despite the delicate position of the World body, has tacitly recognized that there is something terribly wrong that has taken place in Bangladesh and the situation continues to be critical. This view is reflected in even more outspoken terms by Parliamentary Delegations which have come from U. K., Canada and elsewhere and still more so by the world Band Team.

The situation today is that India has on her hands nearly seven million refugees from Bangladesh who belong there by right, Who cannot be rehabilitated in India and Who Cannot go back in the foreseeable future. The refugee influx continues despite the monsoon and the blatant claims of normalcy having been restored in Bangladesh, by the Army junta which is in iron grip of the state. Guerilla activities by the Mukti Fouj Continue and are bound to grow. Bangladesh provisional Government based on the Awami League which secured a majority in the National Assembly and a virtual monopoly in the state legislature, Continues sending its emissaries to the wide world pressing their claims far 'Power to the people' and the reality of the atrocities unleashed by the Army of Yahya khan. Mainland China, Continues supplying major assistance, both Military and economic, to the Army Junta. The reasons are not far, to seek, Mao-se- Tung regime, for logic of its own, has nothing but contempt for the middle class bourgeoisie. In the continuance of the Bangladesh imbroglio they see the eventual elimination of the middle class leadership which they consider reactionary from the point of view of the people's revolution which most overtake the world as a whole. They recognize that Bangladesh is already "gone" so far as Pakistan is concerned; the extremists will sooner or late take over and their is no question in Chinese mind as to their eventual linking with Mao's thoughts and Mao hegemony in the world.

What is strange however is that the lessons the American Government had learnt till now in Mainland China, in Korea, Vietnam and in the Latin American continent have been totally lost on them. Elementary prudence would have dictated same sense of wisdom on the part of the American Government. They should have realised that it is

they who were responsible for the birth of Mao-se-Tung as the Chinese leader and the take over of that Sub-continent by his extremist Party. They should have learnt that the pillage and Concubinage by Chiang-Ki-Shek and his gang supported by American arms and money provided that nucleus seeds for the harvest that followed and the same feature repeated in every other Country where American surplus arms and produce found and easy engineered outlet aggravating the gulf between the few and the many. Despite initial denials it has now come to light, and the American Government is brazen enough to declare in the open, that American supply of arms has continued and will continue despite the dismay of India and the ridicule of the wide world to the pranks of this runway administration. USSR is on the fence. But one cannot quite predict how she will act. The Middle Eastern countries, whether Iran, Turkey or others continue supplying massive arms to the Army Junta of West Pakistan. They are utterly indifferent to the fact that West Pakistan is using all these to suppress the natural urges of a predominant Muslim population in Bangladesh which holds the major populations of the erstwhile country known as Pakistan. The conclusion seems irrefutable that all these actions are being dictated by arbitrary powers to foster and perpetuate arbitrary authority based on the Army and the monopoly capitalists in Pakistan.

It will be appropriate here to analyze how and why all this should have happened in a part of the erstwhile United India when the other part-the India Union with nearly four times the population of Pakistan -can forge ahead with the struggles for a democratic way of life for her future. The British colonial power took over the reigns of India in the late 18th century from a decayed, fragmented Mughal Empire. The British Bolstered up the Hindus at the virtue of the Muslima. A new spurt of life and a renaissance followed amongst the Hindus by virtue of the preferential treatment meted out by the ruling power. The Hindu revolt began towards the end of the 19th century. The Imperial policy changed to convert Hindus and Muslims who had begum to live as common citizens of a common land during Akbar's regime, as rivals to each other. Gandhiji managed to weld all the communities of India under one banner for national crusade against colonial domination. After a series of engineered communal flare ups in the country Jinnah was put up as the ideal instrument for dividing the Hindus and Muslims in the infamous theory of Hindus and Muslims being two nations. Left to themselves the political differences would have been resolved in time. But The leaders at the helm of the movement had already been tired out. They also had some taste of power. The Colonial British power had been weakened beyond any hope of recovery after World war II. The opportunity was seized by the leaders to secure Independence from the British power which was only too eager to get out from what they fore saw would soon follow if they did not. To the consternation of Jinnah India was divided into Pakistan and India. Union despite the helpless cries against it by the Mahatma. The Mahatma paid the price for his acquiescence over this monstrosity. The country saw the giant two-way exodus-an up rooted humanity Muslims towards Pakistan and non-Muslims towards India.

The twenty four years of the existence of Pakistan have had many a lesson to offer to which we could turn a blind eye only to our peril as a nation. The departing British power who partitioned India with the covert objectives of action the umpire between who warring brothers as they did during the late part of British rule, has already Suffered a rude jolt.

The Vacuum created by the British was filled up readily by the American Pakistan and the USSR in India. It must be admitted that Pakistan came into existence because the elite and the neo-elite amongst the Muslims succeeded in marshalling the Muslim masses behind the demand for an Independent Pakistan based on their Poverty and and underdevelopment, by passed as they were, by the modernizing influence which the British injected into this sub-continent Inspite of themselves. No wonder, the elite and the neo-elite having had little share in the national struggle for independence of India, got busy appropriating the major share of the fruit of independence for themselves and their kin. At the critical moment, after the death of jinnah and liaqat Ali the Army came in as the new custodian of power in Pakistan supported by the capitalist business putting the so-called representatives of people in cold-storage. The deprived political representatives dominantly from West Pakistan found new avenues for self-expression in the exploitation of the major share of the loaves and fishes of office whether to the Army or the administration and the butter and cream which flowed from the produce of the agriculturally rich territory to the business interests. Even a blind person could see that religion can not be a binding mortar for a nation today or how else can we explain the continuing wars between Christian nations in Europe and Muslim nations in the Middle East?

Bangladesh is a case apart because it has a people who are totally different whether in ethnology, language, tradition, culture or ecology from those that inhabit West Pakistan separated by a thousand miles from East Pakistan. The music and literature loving people of Bangladesh raised their banner of revolt for power to mould their own destiny according to their will. Meanwhile demands for self rule rather than Army rule also began to find expression in a chorus in West Pakistan it self. Yahya khan agreed to constitution making in favor of 'power to the people'. His advisers were obviously out of touch totally with what was going on in the mind of the people whether in West Pakistan or in erstwhile East Pakistan. Totally contrary to the calculation of the ruling group, the elections threw up the Awami League headed by Sheikh Mujibur Rahman as the unquestioned major party in Pakistan as a whole and with a virtual monopoly in the State legislature. The Sheikh acted the true Ganhian and made co-existence with India the neighbor as the background of his six-point programme on which he won the Army or in Industries and Commerce which ruled over the people of Pakistan from West Punjab. Yahya Khan acted the tool of destiny in the inevitable dismemberment of the unnatural state of Pakistan.

The world as it stands today has three major powers- the U. S., USSR and Mainland China. These three powers do not want a fourth power to raise its head in the world. The smaller powers, whether in Europe or elsewhere would dread the prospect of a fourth power equally. The only way India could be prevented from occupying the position which belongs to her by right based on her massive population, her wealth above and below the earth she occupies; is to have a powerful Pakistan checkmating this potential colossus. The shock of the world, whether of the big brothers or the middle or miner ones over the impending disintegration of Pakistan heralded by Yahya Khan and his associates should be seen on this perspective as also the continuance of support through Military

and economic aid by big powers and middle powers and the mute Character of their reaction to happenings in Bangladesh.

The world had been waiting for Yahya Khan's expected broadcast on political settlement with the people he had lately been talking of. India was waiting with bated breath, for apart from the unbearable burden thrust on her by nearly seven million refugees and What further still threatens round the corner, Pakistan with which we agreed to part under compulsion of history, going up in flames is sure to involve the sub-continent as a whole in the conflagration. The world is replee with example, of political upheavals being phenomena which are indivisible. The long awaited declaration of Yahya Khan is now out of the bag. The Army junta bolstered up by the big powers seems determined like Duryodhan of the Mahabharaata days of old, not giving an inch of ground even if it means annihilation of West Pakistan herself. The flam therefore must spread, Nature is working its inexorable logic out. By now our emissaries, both official and non- official, have completed a survey of the world. We Must now be convinced that the world is a sleep and even those who are awake are unwilling to be disturbed unduly and would acquiesce in the statuesque or fair accompli, Whatever the case may be, India cannot wait any longer for others to pull the chestnut out of the fire for us. Being direct neighbors we are directly involved. We cannot afford out get ourselves swallowed by the flame which is spreading if we wish to survive as a nation. Even our honest wishes to the people of Pakistan to co-exist in peace with us demand some action from us as the direct neighbors today and common citizens of same country Yesterday.

The British power avowedly divided India to let the people of the Subcontinent co-exist at peace. Our acquiescence even though under duress was based on the assumption that the people of Pakistan would mould their life according to the will of their people. The past twenty four years of Pakistan history culminated in the anti-climax since 25th of March this year, has confirmed beyond dispute that it is not Bangladesh with a population of 75 million which is seceding from West Pakistan with a people of 65 million. The majority does not and can not secede. It is the majority which is seceding. What is worse, an Army Junta backed by monopoly capital with an engineered backing of a minority is suppressing the win of a majority. Communist powers are ready to come to the rescue of their brothers in difficulty in whatever part of the globe they mat the, Cuba for example. Democracy has on chance for survival unless people in a Democracy can assert themselves collectively and on free volition to come to the rescue of their brothers where freedom has been threatened. America could provide on justification for going into the First or the Second World War, to cite by way of an example, but for this basic consideration which prompted their action. Even if we have on other nation in the World coming to our side we are massive enough as a people and have a oral obligation to come to the aid of the major population in Pakistan Who have declared their independence by having a provisional Government, no matter where that Government is located and what the extent of the territory under its present control may be. The first pre-requisite therefore is the recognition of the rights of power to the people in Bangladesh and as logical corollary the recognition of the provisional Bangladesh and as logical corollary the recognition of the provisional Bangladesh Government and facilitate this Government securing such assistance from India or from elsewhere as can enable the 75 million people of Bangladesh to overpower the tyranny that has been unleashed on

them.

If India can act on this moral plan there is no reason to suspect that the world as a whale will be dead to what basically right for survival of the human race in decency and freedom. Others are bound to join us. Even if no one joins and if for instance Pakistan declares war on India it is an obligation of this massive population of 550 million to face it with all that it may involve. The world by now will know, the war was not of our seeking. Therefore the patience we have shown till now and will know, the pains we have from to awaken the world will not have gone in vain. Looking at it purely from the Indian angle the opportunity is a rare one in history to vindicate the will of the people, grid up the lions, cut across the fissiparous pulls within us, which dissipate our major energies today and prevent us from growing to be a nations that belongs to us by right and is we are to earn the wherewithal for Survival in history. It is blood, sweat and tears alone, since the very dawn of history that that has provided the mortal for the build up of a nation. The games in which we have dissipated ourselves over recent years has been a journey in the reverse direction with investment of national energies almost all of which has ended in smoke. When shall we learn to be a manly people to reflect manliness in our Government and our community. The Nation has to be awakened to the reality of the jungle world we live in and the implications of our nationhood. This is not a task which will be undertaken by Government or by political parties structured and arrayed as they are today. The people must assert in every nook and corner of the Country. Those who have had satiety with the play of partisan politics or who have seen enough of its pranks must wake up and assert till the echoes of their voice grow into a thunder to convince the powers that be, of the will of the people and their impatience with our present sugarcoated patience with ourselves.

SUPPORT

ACTION COMMITTEE 'BANGLADESH'

Please pass the Resolution in the facing page and send a copy to the prime Minister of India and another to the Action Committee 'Bangladesh' Lajpat Bhavan, New Delhi-24

RESOLUTION

This meeting of the.. hereby

Places on record its deep sympathy and support for the people of Bangladesh in their hour of trial and agony;

Condemns unequivocally the inhuman atrocities and genocide perpetrated by the military regime on the unarmed men, women and children of Bangladesh resulting in the exodus of millions Bangalees to India indicting an unprecedented burden - political, economic and social- on this conutry;

Deplores the suppression of democratic urges of the people of Bangladesh and their duly elected representatives by the Army Junta of West Pakistan in utter violation of the U. N. Charter and the Human Rights Declaration;

Appeals to the Government of India to recognize the provisional Government of Bangladesh formed in accordance with the verdict of the people, and extend to it all possible more and material aid so that favorable conditions are created for the return of the refugees to Bangladesh;

Appeals to all fellow citizen in the country to promote national awareness and solidarity in the present crisis and sustain communal peace and harmony in the spirit of our secular traditions despite any provocation;

Appeals to he people of the world to extend their sympathy and support to the people of Bangladesh and call upon the people of such countries, as may still be supplying arms to West Pakistan, to prevent their Government from adding fuel to the fire of Pakistani aggression; and

Pledges all Support and cooperation to the Government of India in pursuance of the objectives outlined above.

Printed and published by Shri S. D. Sharma, Joint Convener, Action Committee Bangladesh Lajpat Bhavan, New Delhi and printed at Naya Hindustan Press, Chandi Chowk, Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘মুজিব নিহত হলে ভারত দায়ী হবে’ মিঃ রাজনারায়ণের মন্তব্য	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

IF MUJIB IS KILLED. INDIA IS TO BLAME; RAJ NARAIN
(From our Special Correspondent)

NEW DELHI, SEPT. 1 - Mr Raj Narain M.P., yesterday called upon the Government of India to tell the people what information if had about the fate of the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman.

In a talk with mews men, he said, many people feared that Sheikh Mujib had already been executed.

He felt that the Government of India is to blame if Sheikh Mujib has already been done to death by the Pakistanis. For he added, Sheikh Mujib's trial would become an international issue if the Government of India had accorded recognition to the Bangladesh Government.

While Welcoming reports that there was a possibility of a dialogue between India and china. Mr Raj Narain spelt out three pre-conditions for it.

He said China should accept the Macmahon Line as the boundary between India and Tibet, Should agree of Tibet's Independence and also should recognize independent Bangladesh.

He also felt that Mr. Swarar Singh should have resigned as External Affairs minister after the induction of Mr. D. P. Dhar for the purpose of drawing up foreign policy plans.

Mr. Raj Narain said that the decision of Mr. S. N. Dwivedy,s decision for it was" the first time in his political career that his profession and action are in mutual harmony'.

Mr. Dwivedy, it may be recalled, has resigned from the national as Hoc Committee of the newly formed Socialist Party and the Orissa PSP, which decided to retain its separate identity, has entered into an agreement with the Congress (R)

He said, he would like all socialist Party Committees, formed or yet to be formed, to draw most members from backward communities.

In case any committee has been formed with on backward community members, some members should resign to make room for them, he added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নজরুলের পুত্র কর্তৃক কবিকে দেয়া পাকিস্তান সরকারের ভাতা প্রত্যাখ্যান	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

YAHYA'S MONEY UNTOUCHABLE: NAZRUL'S DON

(From our Special Correspondent)

NEW DELHI SEPT. 3 - Kazi Sabyashachi, son of kazi Nazrul Islam, out right rejected today Pakistan's offer to renew payment of monthly allowance to the poet.

He said, they would not touch the blood-stained money of Pakistan.

Kazi Sabyashachi, now here on a personal visit, said in a statement: I am surprised at the audacity of Pakistan proposing to renew payment of monthly allowance to my father, who has been in sick bed for the last so many years.

"It is known to all that in poems, songs and others writings, Nazrul Islam has been the embodiment of Bengal's Cultural and revolutionary spirit, sought to be crushed today by the barbarous Army of Pakistan in Bangladesh. Whatever difficulties we may have to face, we shall not touch any of Pakistan's money stained with the blood of innocent Millions."

Radio Pakistan reported yesterday, quoting an official spokesman in Islamabad, payment of monthly allowance to the poet "had been resumed through Pakistan High Commission in New Delhi."

When Pakistan stopped the allowance, the Government of Bangladesh announced an allowance to the ailing poet. The Government of West Bengal has for a long time been giving a pension to the poet.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা অভিযাত্রার আয়োজন করবে	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

'FREEDOM MARCH ' TO BANGLADESH
(Express News Service)

CALCUTTA , Sept.,-7-A" freedom march" East Bengal sometime in October is being organized by the Gandhi peace Foundation.

At least a lakh of Bangladesh evacuees, living in different camps, will return to their homes in batches of a thousand and live there as citizens of independence Bangladesh.

They will not co- operate with the Pakistan Government and organize their own administration in their areas.

The peach corpse, as they are called will move into Bangladesh by main roads openly.

Peace workers of different countries are expected to join the march. Two Americans, Mr. Charle Walker and Mr. Alexander paul, who resisted the loading of the Pakistani ship "Padma" with war materials, have already arrived in India. Workers of the "Operation Omega" are also likely to join the march.

The foundation has already selected 50 young men each of whom will lead a group of 1,000 evacuees.

At a convention here today various aspects of the "march" including what the marchers will do in the event of the Pak Army blocking their way, were discussed.

Besides an "Omega" representative, Mr. Walker, an American pacifist will join them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দাবী	দৈনিক 'কালান্তর'	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অবিলম্বে বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাই

জামশেদপুরের জনসভায় বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দাবি

জামশেদপুর, ১৫ই সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)- সম্প্রতি জামশেদপুরে জনসভায় বিশ্ব শান্তি সংসদের ইতালীর কমিউনিষ্ট নেতা ও সংসদ সদস্য শ্রী আন্তোনীলো ট্রম্বোদরী এবং লেবাননের জননেতা মহম্মদ টোবেবা তাঁদের ভাষণে অবিলম্বে বাংলাদেশে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবি করেন। স্থানীয় সাকচী বেঙ্গল ক্লাবে বাংলাদেশ সংহতি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক নেতা শ্রী বারীন দে।

শ্রী ট্রম্বোদরী পাকিস্তান ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন। বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যে ব্যাপক গণহত্যা ও চণ্ডনীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে তিনি ধিক্কার জানান। শ্রী ট্রম্বোদরী বলেন, যদি ইয়াহিয়া খাঁ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে মুসোলিনীর অবস্থাই হবে। তিনি দাবী করেন, অবিলম্বেই শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দিয়ে জাতীয় পরিষদের। নির্বাচিত সদ্যেসের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকে সহায়তা করার জন্য তিনি ভারত সরকারের প্রশংসা করেন।

মহম্মদ টোব্বো সভায় ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য তাঁরা বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত করবেন। তিনি মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের উপর বিশেষ জোর দেন।

বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারন সম্পাদক জনাব আলি আকসাদ তাঁর ভাষণে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের পটভুমি বর্ণনা করেন। মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য ভারত সহ বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের কাছে তিনি তাঁর ভাষণে আহবান জানান।

উল্লেখযোগ্য ঐ সভায় জামশেদপুর ''বাংলাশেদ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির'' সাভাপতি ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখার্জি জনাব আলি আকসাদের হাতে এক হাজার টাকার একটি চেক মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্যের জন্য প্রদান করেন।

সভায় বিশ্ব শান্তি সংসদের ঐ দুই নেতার আগমন উপলক্ষে স্থানীয় ষ্টেশনে তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। তাঁরা সভাশেষে কয়েকটি আলোচান সভায়ও যোগ দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অবিলম্বে মুজিবকে মুক্ত করার দাবী	'অমৃতবাজার পত্রিকা'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

E.B TRDGEDY

NATIONS SHOCKED, ANGRY

Call to set Mujib free at once

NEW DELHI, Sept. 18. - The world's sorrow and anger over the events in Bangladesh were voiced by delegates from 24 countries at an international conference today with a powerful demand for "immediate and unconditional release" of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The three- day conference voiced the demand in a resolution sponsored by Sarvodaya leader Jayaprakash Narayan, who presided over the inaugural session and adopted by the conference with all the delegates standing up in support.

It was also condemned the secret trial of the Sheikh and appealed to world Governments to bring pressure on the military regime of Pakistan to desist from this grave violation off all canons and law governing civil liberties and human freedom recognized in all civilized communities.

Messages from president V.V. Giri, fromer French Prime Minister Mendes-France and intellectual Andre Malraux, musician Yehudi, Meuhin, Senator Edward Kennedy of the United states and from a large number of Indian leaders were received wishing success to the conference and the people of Bangladesh.

The first to address the conference after the Chairman Bangladesh representative and former Chittagong University Vice-Chancellor A. R. Mallick who narrated the harrowing chain of events before the nightmare of March 25-26, leading to the annihilation of a million of Bengalis and rendering homeless of more than eight million who had to cross into India to save their lives.

He was followed by Ceylon's Senarat Gunwardane who, in an impassioned speech said, " The people of Bangladesh had exercised their right to self determination as no nation had ever done in the past, and it was the duty of the international community to ensure that they got their legitimate right".

Nepal's former Prime Minister B.P Koirala warned, if the lights go out in Bangladesh, the lights in many more parts of the world would go out .'

Nazi Way

French League of Human Rights President Monsieur Daniel Mayer sawier the happenings of Bangladesh a ghastly tragedy akin to the Nazi purge of the Jews.

Former Indonesian Foreign Minister Mohammad Roem asked; Are we to concern ourselves only with the result- refugees - and not the cause?"

Dr. Roem, in direct opposition to his country's stand, said the Bangladesh issue could not be considered an internal issue as it was a threat to world peace.

He also emphasized that the first issue was the release of Sheikh Mujibur Rahman. He said, "One Sheikh Mujibur Rahman dead is more dangerous than a thousand Sheikhs alive."

Professor Stanley Plastrick of New York said that as far as the Americans were concerned "one Vietnam was more than enough for a century. They do not want a second Vietnam."

He regretted that despite protest and pressure from all sections of U.S opinion, the administration had placed the United states in a position where " apart from the military rulers of Pakistan, the U.S bears the responsibility of all that has happened in Bangladesh.

Polls will tell

Prof. Plastrick said in the next year's Presidential election, the administration was sure to get a surprise at the hands of the shocked people of the United states.

British House of Commons Socialist member Fred Evans finished his pungent hard- hitting speech with " joy Bangla: Joy Freedom Fighter."

MR. Gani Fawehinmi of the Nigerian Lawyers Association said, "We will not allow the millions of people of Bengal to be crushed.

He called upon the world community to ensure that bombs, guns and death did not succeed in crushing the aspirations of the people of Bangladesh who, he said, were the victims of continued exploitation and were now demanding what was just.

Vice President of the War on Want Sir George Catlin of the United Kingdom said the conference should press the United Nations to take effective measures that the democratic wishes of the people of Bangladesh were fulfilled and an end put to their unparalleled misery.

Prof. Tsuyoshi Nara of Japan, who had come to the conference despite a protest by the Pakistani ambassador in Japan called for ways and measures for ensure that the Bangladesh problem did not erupt into a major Asian war decided by world powers.

Mr. Clovis Maksoud of Egypt also speaking for Libya and Sudan, said the problem of Bangladesh must not be made a part of the Indo Pakistan dispute.

In an impassioned speech he said the release of Sheikh Mujibur Rahman was the concern of all humanity; Mr. Maksoud said denying justice to the people of East Bengal was perpetrating a racialist policy.

Mr. Maksoud said the Arabs thought that election would mean an end to the denial of equality and dignity to the Bengalis.

He said he had come to see to himself along with other representatives of the Arab world the real state of affairs. The Arabs were not "as totally informed as they should be silence they were deeply involved the crises in their homelands.

The World Federalists through their two representatives Mr. Nelison of Denmark and Mrs Sigrid Hannisdahl of Norway joined in Expressing concern over denial of the right to self -determination to the people of East Bengal.

Afghan Support

Mr. Q. Herdad of the afghan Millet of Kabul assured the Bengalis of the solidarity of the Afghan people. He said the Afghans fully supported the desire of the East Bengalis to shed the shackles of exploitation.

Dr. Honer A. Jack, General Secretary of the world conference of Religions for Peace narrated horrowing incidents of unparalleled cruelty which he came to know of during his Stay in Bangladesh.

Prof. John Dunham of Australia repeated the demand made by more than 400 leading intellectuals, politicians and socialites of his country that Mujibur Rahman should be immediately released and all arms and material aid to Pakistan stopped.

Regretting the Australian Government's "Unfortunate ostrich- like attitude," he said that non-Government organizations in his country had begun a systemtic campaign to enlighten public opinion to the political problem of Bangladesh so that pressure of public opinion to the political problem of Bangladesh so that pressure of public opinion may force the Government to change its attitude.

Mr. Pavie jevermovic of the Yugoslavian league for peace also said that the people of Bangladesh must be granted the right to fulfill for self determinations, which they had already exercised.

The Sapru Hall, Where the inaugural Session was held, was packed to capacity with a distinguished gathering of foreign and Indian delegates, special invites diplomats, Party leaders, journalists and other eminent people.

About 140 delegates of whom about nearly 70 came from 23 foreign countries spread over five continents-the largest contingents coming from UK and USA attended the morning session.

Among prominent persons present at the conference were Mrs, Vijaylakshmi pandit, Acharya J.B Kriplani and Mrs Sucheta Kripalani, Mrs Kamala Devi chattopadhyaya, Messers M.C Chagla, R.R Diwakar, J.J Singh Bhimsen Sachar, N.G Ranga, M.L Sondhi, Sadio Ali, S.N Mishra, L.M Singhvi, Samar Guha, Sibbanlal Saxena, Shah Nawaz Khan, Sheikh Muhammad Abdullha and others.

Among the political parties in India, the congress (R) and the CPI did not formally participate in the Conference.

The historical conference stared with a welcome speech by the Secretary of the conference, Mr. Radhakrishna.

The proceedings commenced with the observance of silence for two minutes as mark of homage to the people of Bangladesh who laid down their lives for liberation of their country.

Main Agenda

The main agenda and themes for consideration of the conference relate to (1) Case for Bangladesh, (2) support to the freedom struggle and the Government of Bangaldesh, and (3) Obligations of the international Community governmental and non-governmental.

These issues will be discussed threadbare in three separate commissions of the conference. On the concluding day of the of the conference the reports of the three commissions and resolutions will be discussed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীর আন্তজার্তিক সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিশ্ববাহিনী গঠনের আহবান	দৈনিক 'যুগান্তর'	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

দিল্লী সম্মেলনে

বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব

(বিশেষ সংবাদদাতা)

নয়াদিল্লী, ১৮সেপ্টেম্বর- আজ এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে মুক্তিবাহিনীর হাতে হাত মিলিয়ে জংগীশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিগ্রেড গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ ও নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি. পি কৈরালা এ প্রস্তাব করেন।

শ্রী কৈরালা বলেন, প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে না। ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরোর অভিমত সমর্পণ করে তিনি বলেন যে, এই সময় বাংলাদেশের জনগন সবচেয়ে জরুরী যা দরকার, তা হচ্ছে কার্যকর সাহায্য। শ্রী মালরো সম্প্রতি এক চিঠিতে বাংলাদেশে সামরিক কমাণ্ড-এর ভার নিতে চেয়েছেন। শ্রী কৈরালা বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হলে বিশ্বের এই অংশের সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রামও র্ব্যথ হবে।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমবেত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিকরা বাংলাদেশের ব্যাপক নরহত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং সেখানকার মানুষের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সমর্থন করেন। তারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে আধুনিক ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডের আর কোন তুলনা নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে গৃহীত এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে মুজিবুরের গোপন বিচারের নিন্দা করা হয় এবং এর থেকে বিরত রাখতে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রগোষ্ঠীয় কাছে আবেদন জানানো হয়। প্রতিনিধিরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন জানান।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্য রক্ষায় যারা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'মিনিট নীরবতা পালন করে সম্মেলনের সূচনা করা হয়।

২৪টি দেশের প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী অধিবেশনের উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় যেমন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের মুক্তির জন্য সে রকম একটা সশস্ত্র আন্তর্জাতিক বিগ্রেড গড়ে তোলার প্রশ্ন ভেবে দেখতে সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশজী আজ আহবান জানান।

তিনি মনে করেন, প্রতিটি পাকিস্তানী সৈন্য বাংলাদেশ থেকে সরে না গেলে এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শরণার্থী দেশে ফিরে যাবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী নারায়ণ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন, ফরাসী বুদ্ধিজীবি আঁদ্রে মালরো বাঙালী গেরিলাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে হবে। আঁদ্রে মালরো শুধু একজন বিশিষ্ট লেখকই নন- তিনি স্পেনের যুদ্ধে একজন গেরিলা নেতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে বিরোধী নেতা ছিলেন।

সামরিক শাসনের অবসানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সোচ্চার দাবির উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য যিনি প্রেঃ ইয়াহিয়া খানের চেয়ে কোন মতেই কমদায়ী নন, সেই ভুট্টোও আজ ওই দাবী জোর গলায় তুলেছেন। তিনি আরও বলেনঃ বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধুর মত ছোট ছোট প্রদেশও এখন ব্যাপক অসন্তোষ।

তিনি বলেনঃ পূর্ব বাংলা নিছক এ উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। নানা কারণে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক ও অসামরিক অফিসারের একটা ক্ষুদ্র অংশে সেখানকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সব সময় ভোগ করে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর এবং তাঁর দল কখনো পাকিস্তান থেকে রেরিয়ে আসার কথা ভাবেনি। বরং মুজিব বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠরা কখনই সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পটভূমিকা বিবৃতি করে শ্রী নারায়ণ বলেন, পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের নেতারা দায়ী নন- দায়ী পাকিস্তানী জংগীশাহী।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী সম্মেলনে বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রচারণার আহ্বান	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২০ সেপ্টেম্বর. ১৯৭১

WORLD ACTION TO END SUFFERING URGED
(Hindustan Times Correspondent)

NEW Delhi, Sept. 19- International campaign in the United Nations through the Commission on Human Rights to alleviate the situation in Bangladesh was advocated by delegates at the international Conference on Bangladesh at its second day of deliberation here today.

On Sept. 20, the foreign delegates to this non-official conference, convened by Gandhian organization, are expected to fly to Calcutta for a "field trip" to see for themselves conditions in the refugee camps on the eastern border.

A suggestion was made that they cross the border into East Bengal to demonstrate "the people's recognition of independent Bangladesh". Considering the obligations of the international community, one of the three commissions appointed by the conference, urged a peace march from Kabul to Rawalpindi.

There was general agreement in all the three commissions that time had come for universal action to alleviate human suffering caused by Pakistan military junta.

It was pointed out by many delegates that the formation of a peace brigade would only amount to a symbolic support for the cause. The full implications of forming an armed international brigade to fight alongside the liberation forces in East Bengal (as had been organized at the time the Spanish Civil War) were discussed.

Other commissions established the case for Bangladesh and urged material support of the Government of Bangladesh in its freedom struggle,

The conference appointed a drafting committee to formulate the various recommendations and present them before the plenary session tomorrow.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লীর আন্তজার্তিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

CONFLICTING VIEWS ON RECOGNITION OF BANGLADESH EXPRESSED
(By a Staff Reporter)

New Delhi, September 19-Conflicting viewpoints were put forward on the desirability of the Government of India according recognition to Bangladesh at the three-day international conference on Bangladesh here today.

The Session which was devoted to "the Obligations of the International Community" towards Bangladesh was marked by exchanges which forced the Chairman, Sir Senarat Gunawardana, to call the participants repeatedly to maintain decorum.

Heat was generated when a suggestion to visit a number of foreign missions in Delhi to prevail upon them to recognize Bangladesh was under consideration. Some participants objected to the inclusion of the India Government in the list.

Another section opposed this view on the ground that the conference "should not embarrass the Government of India." One of the participants even suggested that they should on the contrary, call on the Prime Minister and commend her for the steps taken so far by this country to rehabilitate the refugee from Bangladesh.

Mujib's Release

As the debate become more heated, an agitated L'Abbe Pierre stood up and sought the permission of the chair to say a few words. He said that there was no Government which had moral courage to recognize Bangladesh. Would it not be better in this context to urge the Yahya Khan Government to release Sheikh Mujibur Rhaman and respect the massive electoral mandate given to him and his party in December last? he asked.

Mr. Pierre defended the India Government a second time when the session was considering a suggestion for leading a freedom march to Bangladesh with foreign delegate's participating in it. He said that this march could put the India Government in an "untenable Position as it would start from its territory.

Some other participants had also expressed their doubts about this suggestion. One felt that move should have the blessings of the Government of Bangladesh otherwise it would fail to achieve its purpose.

The suggestion for forming an international brigade on the lines of the one which fought in the Spanish civil war did not find favour as it could lead to complications.

The session agreed that a copy of the resolution asking for the release of Sheikh Mujiber Rahman should be presented to the Pakistan High Commissioner in New Delhi. They decided to do so on Tuesday.

March To Islamabad

The Session also considered a suggestion that an International march to Islamabed from New Delhi or Kabul should be organized to acquaint the West Pakistanis with the facts about what was happening in the eastern wing of their country. At a participants suggestion, Teheran was included as a possible starting point for the march.

A suggestion that participants visiting refugee camps should cross in to Bangladesh as a "symbolic cat" of defying the Yahya regime met with stiff opposition.

The Commission on "support to Bangladesh" debated a number of steps to help the people of East Bengal. Mr. K. Subrahamanyam, Director, Insatiate for Defence Studies and Analyses, said that India should seriously consider creating some sort of a situation preferably short or war, on her western border with Pakistan to deflect attention of General Yahya khan and his hatcher men from Bangladesh to the Western wing of their Country.

More Troops

He said after the rains Pakistani Generals would favour movement of more troops and lethal weapons from the western wing to Bangladesh to deal a hard blow to Bangladesh freedom fighters.

Notwithstanding noteworthy gains made by the freedom fighters, the presence of more enemy troops in Bangladesh was likely to make a difference to the ultimate outcome of their struggle. As such, India should do something before the balance was tilted against the Mukti Bahini.

Explaining American motives for pumping military aid into Pakistan despite wanton killing by its troops in Bangladesh, Mr. subrahmanyam said in the beginning Pakistan was used as a countervailing power to India and also used as a member of U.S sponsored military pacts. Pakistan was also used as a channel of Communication to other Muslim Countries. And now, the Americans had used it as channel of communication with China.

Other speakers at the session, which was presided over by Mr. William Molloy, British M.P., underlined the need for propagating the Bangladesh cause in Australia, Africa and South- East Asian Countries. They said because of the failure of communication colossal ignorance prevailed about the issue in many areas of the world.

Plea for Recognition

Speaker from Bangladesh and several other countries made a fervent plea for recognition of their Government. They Said Bangladesh was a vibrant reality whose frontiers were advancing day by day. It had territory, sovereignty and all other concomitants of a modern State, "By recognizing our Government foreign powers will be greatly extending areas of their influence."

Mrs. Sally Ray from Australia said although wanton destruction of life and property in East Bengal was beyond belief, Bangladesh had not come in Australia an issue of such

topical interest as Viet Nam and Biafra were. It was because people had not been told about the problem. Delegations should be sent there.

Another Australian delegate said: There are many skeletons in our cup-board. For instance, we have been accused for being indifferent to plans for the uplift of our aborigines. We have been accused of denying independence to New-Guinea. But I can assure you all we shall not be found lacking in sympathy and support for the Bangladesh cause. All those who know the issues involved in Bangladesh feel very upset".

The U.S.A., Saudi Arabia, Iran, Turkey and other Arab countries had reportedly offered substantial economic and military aid to Pakistan. The U.S.A attitude was most untenable. That country which held aloft the beacon of liberty and gave the world such slogans as "Give me liberty or give me death" I should now be a party to the complete denial of human rights to people in East Pakistan is most shocking."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহবান	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

NATIONS URGED RECOGNISE BANGLADESH
(From Our Special Correspondent)

New Delhi Sept 20.- The International conference on Bangladesh today called upon Governments of the world to recognize the Bangladesh Government and to stop all military assistance to the West Pakistani regime.

It declared in a resolution that the political struggle of the people of Bangladesh should be viewed by the international community as a national struggle for freedom.

It appealed to Government and people across the world to offer immediate and effective assistance to the Bangladesh Government.

Such assistance the resolution said might mean military aid to some nations and individuals to others this might imply economic and non-violent aid.

Bangladesh had all the characteristics of a sovereign nation and the people's Provisional Government of Bangladesh based on the will of the people could alone speak for them, the resolution said.

It requested members of the United Nations to place the Bangladesh problem before all organs of the international body as a violation of human rights and as a threat to world peace.

More than 150 delegates from 24 countries spread over all the continents assembled for the conference which was the first international gathering in support of the Bangladesh liberation movement.

Among the delegates about 65 were from 23 foreign countries. They included former prime Ministers and Foreign Ministers, members of parliament from several countries, leading intellectuals and distinguished publicists besides men and women dedicated to the cause of peace.

It was obvious at the end of the conference that in spite of minor difference on the nature of assistance that could be extended to the liberation movement all the delegates now have a better appreciation of the problem.

On their return home many of the delegates would plunge themselves into action to organize help for the Bangladesh people and the movement for the liberation of the country from Pakistani repression.

Differences among the delegates about the nature of assistance came to the open at the concluding session.

In the draft resolution Government were asked to offer "immediate an effective military and economic assistance to the Government of Bangladesh."

Several delegates were of the view that it ran countries to the appeal issued by the conferences to different Governments to "stop forthwith the supply of arms, ammunition, spare parts and military facilities to the Government of Pakistan."

Eventually, a compromise between those who were in favour on military aid to Bangladesh and those who wanted such a suggestion to be left ambiguous was arrived at. The amended text it open to the Government and people to decide for themselves whether such aid should be military or should be economic and non-violent.

The resolution also appealed to the UN and other international organizations to channelize aid meant to relieve the sufferings in Bangladesh through the Government of Bangladesh under international supervision in order to ensure that such aid reaches those for whom it is meant.

It recommended the establishment of an international committee of friends of Bangladesh to diseminate information based on authoritative sources to the people's government and non-government agencies with a view to fostering public support for the liberation movement.

The conference expressed its appreciation of the "commendable work done by the Government of India in giving relief to refugees from Bangladesh". It urged the International Red Cross Society to assume direct responsibility for the organization and distribution of relief supplies in Bangladesh.

"In no circumstances", said the resolution "should this be entrusted to the Pakistani martial Law authorities. The participation of the Government of Bangladesh is essential and constant with the terms of Article III of the Fourth Geneva Convention of 1919".

Spelling out the actions that individuals and non-Government bodies could take the conference said a freedom march should be inaugurated with participants from different countries crossing non-violently from India into Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত	দৈনিক স্টেটসম্যান	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

FRIENDS OF BANGLADESH: TO SET UP WORLD BODY

(From our Special Correspondent)

New Delhi, Sept. 21.- Some of the participants in the international conference on Bangladesh today decided to set up an international committee of friends of Bangladesh with its headquarters in London.

Mr. Jayprakash Narayan, who presided over the conference which ended yesterday, was authorized to finalize the composition of the committee.

Mr. Donald Chessworth, one of the British delegates to the conference, was appointed convener to take initial steps to bring the committee into being.

The committee will keep itself in touch with Bangladesh assistance bodies, collect and disseminate information on Bangladesh and coordinate the activities of national committees and others national bodies.

Today's meeting also discussed possibilities of action at the UN and support to the Bangladesh Government's request to the International Red-Cross to take direct responsibility for the Organization and distribution of relief supplies.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদল কর্তৃক বাংলাদেশে প্রবেশের সিদ্ধান্ত বাতিল	হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

DELEGATES DROP PLAN TO CROSS BORDER
(By A staff Report)

Delegates to the recently -concluded International Conference on Bangladesh in Delhi who arrived at Dum Dum airport at 11-35 a.m. on Wednesday dropped their proposed plan to cross into Bangladesh.

It was earlier declared in Delhi that the delegates would cross into Bangladesh to demonstrate that the international community did not recognize the Pakistan occupation of the country.

Thirty-five delegates including three women representing 24 countries has a close door conference immediately after arrival to decide whether they should cross the border.

After the conference Mr. Les Johnson, an Australian MP, declared that the proposal to cross into Bangladesh from Petrapole was cancelled to "avoid giving the impression that any Country other than Bangladesh and Pakistan are involved in the problem."

Explaining the reason for the cancellation, Mr. Johnson said the delegates had come to Calcutta on chartered plane as guests of the India Government. So the proposed crossing into Bangladesh territory might cause misunderstanding. "While expressing our sincere and grave concern over the denial of the sovereign right of the Bangladesh people we think it would be inappropriate to cross the border", he added.

It is learnt the delegates has a hot discussion over the issue of crossing the border when they were on the plane. Some were reported by in favour of crossing the border.

It was decided that some individual members could cross the border on their own. Some members of the Omega peace mission openly declared that they would prevail on some delegates to cross the border within a few days in their individual capacity.

Afterwards the delegates visited the salt Lake Camp where about 232,000 evacuees were sheltered. They were taken to the area in two station-wagons at about 1 p.m. They saw the suffering of people and had talks with them. When the delehates were going round the camp, slogans were raised by evacuees demanding rlease of Mujibur, recognition of the Bangladesh Government by different nations, punishment of president Yahya for the genocide, etc.

Among the delegates were Mr. and Mrs. Hannisdahb of Norway. Mrs. Hannisdahl said she was deeply moved by the sufferings of the evacuees. She herself was a refugee during the last World War. So She had first-hand knowledge of the misery if being a refugee.

She said it was the duty of different nations to drive out the Pakistanis from Bangladesh to ensure the safe return of evacuees.

Mrs.Viviane Gunawardana said when she went back Ceylon she would put pressure on the Prime Minister Mrs. Bandarnaike, to stop the refuelling facilites being given to Pak planes.

Praising India she said considering the immensity of the problem India's performance was really creditable. The only solution to the Bangladesh problem was independence of the country.

Mr. Mohammed Ali Saliah from Sudan said that he favored autonomy and not independence for Bangladesh.

Asked why he did not favour the demand for complete independence he said: "we do not the want disintegration of Pakistan or any country.

Dr. A Soorian Malasian, MP of Malayasia, said that "Bangladesh should be recognized by the nations and India should take the lead in giving recognition to it".

After visiting the Salt Lake camp the delegates came to Hotel Hindustan International for lunch. They called on Mr. Hussain Ali, chife of the Bangladesh Mission in Calcutta, at 5 p.m. and discussed the political situation in Bangladesh with him.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সরকারের ওপর ভারত সরকারের প্রভাবের প্রশ্নে স্বতন্ত্র পার্টির বক্তব্য	'যুগান্তর'	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

স্বতন্ত্র পার্টি জানতে চায়
ভারত কি বাংলাদেশ সরকারকে মস্কোমুখী করছে?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বোম্বোই, ৯ ই অক্টোবর- বাংলাদেশ মুক্তি ফ্রন্টের বিভিন্ন কমিটিকে 'সোভিয়েটের অনুকূল' করে গড়ে তোলার জন্য ভারতে সরকার কি বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন?

স্বতন্ত্র পার্টির সেক্রেটারী শ্রী মধু মেহতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব চেয়েছেন। লন্ডন টাইমস- এর নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা এ সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, শ্রী মেহতার প্রশ্ন সেই রিপোর্ট কেন্দ্র করেই।

টাইমসের সংবাদদাতা পিটার হেজেল হার্স্ট বাংলাদেশ সরকারের খুব একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ভারত সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এমন একটি সংস্থায় পরিণত করতে চেষ্টা করছেন যা শেষ পর্যন্ত মস্কোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হবে।

বাংলাদেশ সরকারের এই সদস্যের মতে, ভারত সরকারের মস্কোমুখী ব্যক্তি বা মুক্তি ফ্রন্টের বিভিন্ন কমিটিকে মস্কোর পক্ষে সুবিধাজনক সংস্থায় পরিণত করার জন্য দু দু-বার বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

টাইমসের সংবাদদাতা পেরিত রিপোর্টে প্রধানত সোভিয়েটপন্থী বাঙালী কম্যুনিস্টদের নিয়ে আওয়ামী লীগ সদস্যদের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, রির্পোটে বলা হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের দু'জন বিশিষ্ট প্রবীণ কর্মকর্তা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক মতামতের ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের নাম করে মস্কোপন্থী অধ্যাপক মুজাফর আহমেদ সমেত তিনজন কম্যুনিস্ট নেতাকে ঐ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রফেসর আহমদ গত ডিসেম্বর নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।

স্বতন্ত্র পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারকে এসব ব্যাপার সম্পর্কে পূর্ণ সত্য জনসমক্ষে উপস্থিত করার দাবি জানিয়েছেন।

মিঃ হেজেল হার্স্ট বলেছেন, রাষ্ট্র সংঘে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধি দল যান প্রধানত শ্রী ডিপি ধরের হস্তক্ষেপেই সে দল থেকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাক আহমেদকে বাদ দেওয়া হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নমনীয় বলে জনসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির অভিযোগ	দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

GOVT. IS PREPARING FOR SELL-OUT OF BANGLADESH, ALLEGES SANGH

["The Times of India" News Service]

Madras, October 10-The central working committee of the Jana Sangh today accused the Union Government of "betraying the cause of Bangladesh" and said that Mr. Swaran Singh's statement in Simla calling far "a political settlement within the framework of Pakistan" was "a shameful let-down."

A resolution adapted by the committee on Bangladesh said that lodged by the touchstone of efficacy in helping to solve the Bangladesh problem, the India-Soviet treaty had proved unhelpful.

Briefing newsmen on today's discussion, Mr. L. K. Advani, a member of the working committee and secretary of the Jana Sangh Parliamentary Party, said for the first time a senior government official-Mr. Swaran Singh-had spoken about a Bangladesh solution within the framework of Pakistan.

Almost all the parties had demanded the recognition of Bangladesh and the Government of India, too, was in agreement though it seemed to have reserved the right to choose the timing, Mr. Advani said.

Mr. Swaran Singh's statement, however, had come as a big surprise to the working committee, he said, "It leaves no doubt in our mind that it has been done to prepare the country for a sell-out of Bangladesh," Mr. Advani said.

Indo-Soviet Treaty

Asked when, according to him the Government's attitude on Bangladesh had started changing, Mr. Advani said that even after the signing of the Indo-Soviet treaty some Government leaders were hopeful of being able to bring round the Soviet Union to the Indian way of thinking. But at Moscow, Mr. Advani said, Mrs. Gandhi realised that Russia was not prepared to budge from its stand.

The Prime Minister, he alleged, had "surrendered" to Soviet pressure when she signed a joint statement which contained phrases like "the entire people of Pakistan" and "within the framework of Pakistan." Mr. Advani said these phrases indicated the mind of bath the Soviet Union and the United States which were committed to the integrity of Pakistan.

The resolution said the Prime Minster had promised the nation the refugees from Bangladesh would return to their health's and homes within six months. But instead of the

refugees returning, more were streaming into India in large numbers. “With the end of the monsoon, Yahya’s tanks will begin fresh atrocities and there will be a heavier influx into this country,” the resolution said.

Recognition Plea

Mr. Advani said the Mukti Bahini was in no position to destroy or dislodge the army. If Bangladesh were to be liberated, India should first recognize the new republic and give all aid, including guns, tanks, planes and ships, on a government to government basis.

The resolution noted then a joint statement issued by the Soviet Union with Algeria on October 9 affirmed “respect for the national unity and integrity of Pakistan” and appeal to India and Pakistan to “find a peaceful settlement for the problem confronting them ..... in the spirit of the Tashkent meeting.”

“The Tashkent in the offering would be a betrayal not only of the brave freedom fighters of Bangladesh and the millions who have laid down their lives for the cause but also of India’s own national interests” the resolution said.

Mr. Advani said the working committee was drawing up details of a national agitation on the Bangladesh issue and the general rise in prices and would be announced by the Sang President, Mr. A.B. Bajpayee, on Tuesday.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রস্তুতির মোকাবেলার প্রশ্নে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস (বার্ষিক) কমিটির প্রস্তাব	দৈনিক হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড	২৪ অক্টোর, ১৯৭১

APCC(R) TAKES SERIOUS NOTE OF PAKISTAN'S WAR PREPARATIONS

(From our Gauhati Office)

October 22.-The Assam Pradesh Congress (R) Committee in a lengthy resolution yesterday took a serious note of the "warlike preparations of the Pakistani forces" and called upon the Government and the people "to become alert and take necessary steps in face the situation with courage and determination."

In the critical situation, it said, the north-eastern region, particularly Assam, "will have to play a major role being in the position of sentinel." The committee presided over by Mr. B.C. Bhagawati, appealed to the people of the region to rise to the occasion as one man, maintain a unity of purpose irrespective of party and other considerations and, in the interest of national security, take all necessary steps in consert with the Government."

The discussion on the resolution proceeded even when secret nothing was going on in an antechamber for elections of the committee's Vice-President and three AICC members.

The resolution moved by the Finance Minister, Mr. K.P. Tripathy, also note the massive anti-India war hysteria whipped up in Pakistan by the military junta headed by Gen. Yahya Khan. The committee viewed, "Only point to the seriousness, and gravity of the situation .... which every citizen of India needs take serious note of".

The committee still hoped that the international community would succeed to create pressure on Pakistan to bring about a political settlement with Bangladesh leaders and ensure the return of about 10 million evacuees with safety and honour.

The committee also feared that the intervention by the world community might not happen "Due to intransigence of the Pakistani military dictator." The committee called upon the Government and the people to organize civil defense including air raid precautions and to be vigilant against "Fifth Column activities of enemy agents and spies-particularly, their attempt at sabotage".

The committee felt that strengthening of the security arrangements, home guards and fire-fighting organizations and building up Shanti Senas and emergency relief committees were immediately necessary.

The Government should see that the supply of essential commodities to this part of the country is maintained, a sufficient reserve built up and controls on the distribution is introduced where necessary.

The people should be prepared to face any situation of depreciations and work for the production aiming at self-sufficiency."

The APCC today also recorded its consensus of no objection to the revised NEC scheme, though no formal resolution was adopted.

Mr. Dharanidhar Basumatari, MP out of three contestants, was elected Vice-President of the APCC. Out of the eight candidates for three vacancies. Mr. Robin Kakoti, MP. Dr. Bhumidhar Barman and Mr. Pradeshkumar Choudhury, were elected to the AICC.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের হুমকি মোকাবেলার ব্যাপারে সরকারের সাথে তিনটি বিরোধী দলের সহযোগিতা	দৈনিক স্টেটসম্যান	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

3 OPPOSITION PARTIES BANK GOVT. IN MEETING PAK CHALLENGE

New Delhi October 24.-The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, is understood to have told some of the Opposition leaders late last night that the Indo-Pakistan border situation continued to be grave and the country should be prepared for all eventualities.

Mrs. Gandhi, who met separately Mr. Bhupesh Gupta (CPI), Mr. S. N. Mishra, (Cong. O) and Mr. Dahyabhai Patel (Swatantra), warned against any complacency that the danger of war had receded.

The Prime Minister assured that the defence forces were in a state of alert and any provocation by Pakistan would be adequately answered. She said she had discussed the whole situation with her senior colleagues who would handle any developments in her absence. If necessary, she would cut short her trip.

Firm Support

Mrs. Gandhi also said that Pakistan had brought about this confrontation of troops of both the countries on the border with a view to Sabotaging her foreign trip.

She had an apprehension that the Yahya regime was particularly concerned about her visit to U.S. and was apprehensive that she might carry conviction with President Nixon and other American leaders on the Bangladesh problem. It was in this context that she had decided to stick to her trip.

All the three leaders declared their firm support to the Government in meeting any challenge from Pakistan.

Mr. Gupta is understood to have and that efforts should be made to avoid a war, though Pakistan seemed to be bent on declaring it. India should not slacken in its support to the liberation forces in Bangladesh.

Referring to the new levies, Mr. Gupta said the Government should have raised the extra money from the richer classes, including the monopolists, India and foreign. There was no need to subject the common man to additional tax burdens.

Mr. S.N. Mishra also said that his party would stand by the Government in the event of any emergency.

Mr. Patel was reported to have criticized the policy of indecision of the Government in regard to the present situation. He pledged his party’s support to any firm action by India against Pakistan. He warned against the possibility of Pakistani saboteurs provoking communal riots in India.

The Swatantra leader presented to Mrs. Gandhi a copy of the report prepared by an all India convention on the plight of East Pakistan minorities in 1964. Mr. Patel said the Government had been faced intermittently with the problem of influx of refugees from East Bengal since partition. He pleaded for a lasting solution to the travails of the monitories in East Bengal.

Mrs. Gandhi told the opposition leaders that she was meeting them separately since no joint meeting could be arranged owing to the illness of the Jana Sangh President, Mr. A. B. Vajpayee. Mrs. Gandhi had met Mr. Vajpayee on Friday --------- UNI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিসমূহের সংকলন	কোয়েস্ট	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১

Jayprakash Narayan

ON BANGLADESH

Few causes have stirred Jayprakash Narayan so deeply and involved him so intensely as the Bangladesh issue. Freedom fighter, founder-secretary of Congress Socialist Party, Sarvodaya leader, founder-member of the Indian Committee for Cultural Freedom, J. P., an ardent Gandhian has been most forthright in his condemnation of the genocide being perpetrated by the hordes of Yahya Khan in Bangladesh. He has been also advocating formal recognition of the people's Government of Bangladesh. More than anyone else, J. P. has succeeded, in rousing public opinion both here and abroad in favour of Bangladesh.

We give below extracts from J. P.'s press statements on Bangladesh (Emphasis added).

New Delhi, March 16, 1971

For fear of being misunderstood I had been hesitant to comment upon the developments in East Pakistan, but after reading Sheikh Mujibur Rahman's appeal to day to freedom fighters the 'world over' I feel impelled to say a few words in response.

First of all, I must express my deep admiration for the extraordinary leadership that the Sheikh has given to the people of Bangladesh.

It would be hard to find another example in all history of a leader who had succeeded in uniting his people behind him in the total manner that Sheikh Mujibur Rahman has done.

It would be harder still to find another example of such over-whelming support being used with so much forbearance and wisdom in the face of so much forbearance and wisdom in the face of so much provocation.

Since Gandhiji it has been given to Sheikh Mujibur Rahman to demonstrate the power of non-violence on such a vast scale....

Let me make it clear that just as I believe in the territorial integrity of my country, I do not wish to see the breakup of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman himself has been asking for nothing more than full autonomy for is state and in spite of acts of genocide on the part of the West Pakistan military rule, he has desisted from taking the last irrevocable step of secession. That is a measure of his statesmanship. The responsibility of pushing him beyond his self-imposed limit would be entirely upon the civil and military powers in West Pakistan. Let us hope that they would be wise enough not to push him that far..................

Sitabdiara, March 27, 1971

In a recent statement I had hoped that the military and bureaucratic leaders of Pakistan world have wisdom enough not to push Sheikh Mujibur Rahman and the people of East Pakistan beyond the point of no-return. Events have belied the hope and President Yahya Khan has ordered what is euphemistically called stringent martial law but what in reality is a military subjugation of a whole people.....

Some aspects of the situation should particularly weigh with democratic peoples and governments of the world, namely that Sheikh Mujibur Rahman having won a majority of the seats in the Pakistan National Assembly and 98.8 percent of the seats in the Easter wing, is by all canons of democracy the rightful ruler of Pakistan and further that since Bangladesh contains 58 per cent of the people of Pakistan it is really a minority in the united Pakistan that is trying to suppress the majority.

The minority must in reality be very small because except for the paranoiac West Punjabi Muslims, the peoples of Sind, North-West Frontier and Baluchistan do not appear to be so united behind the military dictatorship and have themselves, been demanding various degrees o autonomy ......

April 2, 1971

The time has, however, come when it must be realised that not much useful purpose will be served by mere expressions of resolve and promises of sympathy. What the occasion cries for is the immediate implementation of the promises made. Material support in the shape of relief of every kind and the opening of the borders to all those who might cross over has, of course, to be arranged .... But it is as much required to ensure that the struggle for liberation for Bangladesh is not crushed by the Army of West Pakistan. All help required for this purpose should be made available without further delay. What that help could be, what concrete form our active support should take, may best be left to the Government to decide. **I have only to say that my sense of history and knowledge of international affairs tell me that it will not be any violation of international law to accord immediate recognition to Bangladesh**. Eminent international jurists like Mr. Chagla and Mr. Krishna Menon have also taken the same view.

Another factor to be taken into account is the proven fact of legitimacy of Government of Sheikh Mujibur Rahman. **There is no parallel outside of the communist states in which any political party at a free and fair election was able to achieve the kind of near-total victory as the Sheikh's Awami League was able to register. From the democratic standpoint Shiekh Mujibur Rahmna's Government is unquestionably much more legitimate than the military rules of President Yahya Khan, whose only sanction is force. Therefore, those who are supporting West Pakistan in the name of unity and constitutionality are indeed strengthening the causes of social reaction colonialism and militarism.** The countries of the third world, especially of Africa and Asia, who talk so much of revolution and the people are, therefore, on trial today. Will it not be major tragedy of history if this great example of

People's upsurge is crushed by the military, anti-people and anti-democratic junta with the "revolutionaries" champions of the people standing by in obedience to the wishes of that junta? "

J. P. went on an extensive tour of several countries during May-June, 1971 to rouse public opinion abroad on the Bangladesh issue. He visited Cairo, Rome, Belgrade, Moscow, Helsinki, Stockholm, Bonn, Paris, London, Washington, New York, Ottawa, Vancouver, Tokyo, Djakarta, Singapore and Kuala Lumpur. On his return, he issued of peace." We give below extracts from the statement. (Emphasis added)

I had undertaken this mission as a servant of peace on behalf of the sarva Seva Sangh and the Gandhi Peace Foundation. I am very thankful indeed, for all the help, financial and other wise that I received from them.

Equally, I must express my warm appreciation of all the help and hospitality that we received from our country's representatives in all the capital we visited. We are most thankful to them particular and to the Government of India in general for all that they did to make my mission as useful as possible.

It was not to beg for aid for refugee relief or only to talk about human suffering and to arouse the moral conscience of the world that I undertook the arduous trip. Succour for millions of refugees who have fled to India, as well as succour for many millions more subjected to terror in Bangladesh and faced with famine and epidemic there, is of course urgent and I naturally spoke about it. As for the moral conscience of the world or what is left of it, the press everywhere, except for Cairo, has done, and I think is still doing, a wonderful job.

My greater concern was with the political issues involved and the need for their urgent resolution, because as I tried to point out to those whom I met, the refugee problem and the humanitarian problem were only by-products of the underlying political problem.

Thanks to the world press as well as to other sources of information including their own diplomatic channels. I found that governments were fairly well posted in regard to the political aspects of the question. I think it was generally felt that the Government of Pakistan by using its brutal might to suppress the democratic verdict of the people of Bangladesh had put in to jeopardy the very survival of Pakistan as a united nation. Yet, I found the spokesmen of some governments clutching at the straw of hope that some links between the two wings might still be preserved. Therefore, they all seemed to be pressing Pakistan to stop military operations and seek a political accommodation-this was the popular term in Washington-with the leads of Bangladesh. When questioned if they had accommodation with stooges in their mind, they were emphatic in disclaiming any such thought. Again, when confronted with the view that after what the Pakistan army had done in Bangladesh no self-respecting Bengali would accept even a tenuos link" with West Pakistan wishful thinking took the place of hard reason.

The fact of the matter is, and let this be understood clearly in this country, that the great powers are all anxious to preserve the status quo in terms of the balance of power already established in the world. Some of them are particularly keen to preserve the balance in South Asia which has been created by them through a deliberate policy of neutralizing India by bolstering up Pakistan.

In any event, it is India that is immediately concerned and will have to face the consequences of Pakistan's action, and I found no evidence anywhere that anyone was prepared to pull the chestnuts out of the fire for us.

Some of the economic burden of caring after the refugees they may be prepared to share-though our estimate of numbers perhaps appeared exaggerated to them-but it is obvious that the social and political burdens will have to be borne by India alone. And heaven knows these burdens are far heavier than the economic ones.

To sum up the impressions of my tour, **we in India must understand that we cannot expect others to solve our difficulties for us. We have to do that ourselves. Secondly we have to decide if continued suppression of the people of Bangladesh, with all its attendant economic, political and social consequences, will be in our national interest. This is not the same as asking whether a breakup of Pakistan will be in India's national interest. President Yahya Khan and his advisers have already succeeded in breaking up their nation. The question to be answered is whether the attempt by West Pakistan to occupy Bangladesh by force, with all its present and future consequences for us, is a spectacle which we can continue to behold with little more than brave words. For myself I am quite clear in my mind that it would be a grave betrayal of India's national interests to delay action much longer ....**

Everyone I met abroad was full of praise for the Prime Minister's restrain and states-manship in dealing with a difficult crisis. I too admire her for that. But she must decide now if the time for action has not arrived. **Action, not from any altruistic motives of rescuing East Bengalis from Pakistan terror and restoring to them their lost democracy, but to prevent Yahya Khan exporting his internal chaos into this country and achieving a demographic redistribution of his population at our cost, and, above all, to defend our political, economic and social institutions.** In concede that the Prime Minister must choose her time because she alone is in position to know and weigh all the pros and cons involved. But even to private citizen like me the basic considerations are clear and it is on that ground that my plea for action is being advanced.

We give below J. P.'s press statement released on July 27, 1971 from New Delhi. This statement does not seem to have received the wide coverage it deserves. (Emphasis added).

"A dove turned hawk", "a war-monger" -this is how I have been described in a section of the press. Others have pictured me as trying to embarrass or discredit the Prime Minister; and at least one imaginative weekly of Bombay has suggested that by my present Bangladesh stance I am hoping to pressurize Indiraji to make me the next President of India. The Muslim press, barring few exceptions, is particularly on the

offensive against me, As soon as I have a little breathing time, I hope to write more fully about the question of Bangladesh. Here, I only wish to clarify my position and make an earnest appeal.

I deny categorically that I have ever advocated a war with Pakistan. Indeed over since the lie first appeared in the press I have been contradicting it, but as it happens, the mud splashed in headline continues to stick. This is not only grossly unfair to me but also creates confusion in the public mind and thereby weakens the national effort so essential at this critical and fateful moment. The present crisis is so serious that either this nation shall emerge from it as a steeled, united, strong and respected power or as a demoralized, confused and spineless weakling no longer to be taken seriously by the world. Therefore, let no one try to confuse the issues.

What I have been advocating is not war against Pakistan but formal political, recognition of the People's Government of Bangladesh. It is true that when questioned if recognition of the Government and open assistance to the Mukti Bahini may not provoke Pakistan to start a war with India, I have admitted that the rid was certainly there, but it had to be accepted.

If this is tantamount to saying that India should declare war on Pakistan than I am surely a warmonger. But then heaven knows who in this country is not a warmonger. The only difference, as far as I have been able to understand, between people of my way of thinking and the Government of India is that while the latter is waiting for the right moment to arrive when recognition may be given, we are saying that the right moment is now.

As for my wanting to embarrass or discredit the Prime Minister or to force her to give me a job, these are no vile suggestions to be taken notice of. But as they have appeared in print and are likely to confuse the odd reader let me make it clear that have no political axe to grind, nor am I a candidate for any office, and that I have personal affection and regard for the Prime Minister. In fact, "on this question of Bangladesh, my impression is that there is complete understanding between us, and that the public pressure that I am helping to build up in favour of immediate or early recognition can in no way embarrass her.

The appeal that I wish to make is to keep party politics out of the Bangladesh issue. In her very first statement on the subject in the current session of the Lok Sabha, the Prime Minister had emphasised that "this situation cannot be tackled in partisan spirit or in terms of party politics". The unanimous resolution passed by the Lok Sabha was an excellent beginning of this approach. But unfortunately symptoms have appeared recently of a divisive, even partisan, approach. It is understandable that differences between parties, even on such a non-partisan issue as Bangladesh, might arise in course of time, particularly in view of Government's continued hesitation to take effective action. There are two main blocks of opinion. One is represented by the ruling Congress which is not opposed to recognition in principle but wants in practice to leave it to the Prime Minister to those the appropriate though without making it clear what factors would determine the choice of the moment. The other block is constituted of almost the entire opposition

Plus many non-party organizations and individuals like myself who feel that the time for recognition is here and now. Though this unfortunate division of the national mind has been allowed to occur, the difference of opinion is not so great, nor is the issue itself of such a nature, as to permit its partisan exploitation.

While the Congress (R) might wish to mobilise public opinion in favour of its own stand, it must concede the right to others to do the same. The later, however, must present a united front if they mean to be taken seriously. Happily Shri Atal Bihari Vajpayee. President of the Bharatiya Jana Sangh, has agreed to convert his party’s programme scheduled for the 12th August into an all-party or even a non-party affair. I appeal to all the parties and personalities concerned to take advantage of this constructive offer.

At first pan-Arabism’s political goal was freedom within the Ottoman empire, and this seemed possible of attainment with the growing revolutionary movement within Turkey itself, the centre of the empire. Arab nationalists and Turkish reformers co-operated in the Committee of Union and Progress the secret association through which the Young Turks took power in 1908-9 on a liberal programme that promised equality to the various racial, religions, and national groups. But the chauvinism of the Young Turks disillusioned the Arabs, who then adopted autonomy as their political goal. Christian leadership in the nationalist's movement be gain to should with Muslims who were also feeling the influence of new ideologies. Moreover, the illiberal turn of the Young Turks alienated the Moslem Arabs as much as it did the Christians. The Ottomization policy mean the discouragement of Arabic language and literature and the imposition of Turkish in administration and education. These development set the stage for the failure, of the Ottoman effort to defend itself against the allied powers by cooling for a holy war 1914.

Morrore Berger, The Arab World Today, Doubleday & Company

New York 1962, p. 338

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘এ ক্রাই ফর হেল্প-মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ এইড কমিটি আয়োজিত শরণার্থীদের সাহায্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী)	‘এ ক্রাই ফর হেল্প’-পুস্তিকার	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER

In Bangladesh, it is not a small minority which is being terrorized and annihilated, but the vast majority of the people-the people who voted democratically and constitutionally. The sheer number of the refugees calls for a relief operation of unprecedented magnitude.

The world must reinstate the refugees in their homes in the not distant future. In the meantime, the Government and people of India must be united in giving them whatever help we can. Our country has always been a heaven for those escaping persecution in their own countries.

My good wishes to the Bangladesh Aid Committee of Maharashtra.
Bonn (West Germany),
November 11, 1971. Sd/-

(INDIRA GANDHI)

RASHTRAPATI BHAVAN
NEW DELHI-4
October 30, 1971

I am glad to know that the Bangladesh Aid Committee, Maharashtra, is holding a function on the 24th November, 1971. My best wishes for the success of its endeavours.

Sd/- V.V. Giri

Dear Friends:

It was indeed a privilege for me to organize and present "STRINGS & STARS" on behalf of the Bangladesh Aid Committee, Maharashtra in aid of the refugees from Bangladesh. The Bangladesh Aid Committee (Maharashtra) has been playing a significant role in making the people of this State to feel their responsibility towards millions of Bangladesh refugees and in trying to improve their plight. The success of collecting funds depended solely on the help and co-operation of persons like you, and had it not been for your sympathy and interest in this noble cause, I would not definitely have been able to achieve my objective.

I take this opportunity to convey my gratitude to those of my colleagues especially, Waheeda Rahman, R. C. Chowdhury, and Ram Kamlani, who have been in no small measure responsible for the successful presentation of “STRINGS & STARTS.”

May I also take this opportunity to express my sincere thanks to His Excellency, Nawab Ali Yaver Jung, Governor of Maharashtra, who in spite of heavy responsibilities of the State, took keen interest in this work from the very beginning and helped us in various ways.

All this and more has been made possible by the dedicated, hard working members of various committees by their selfless and untiring service for this noble cause.

I am grateful to you all for gracing this occasion by your mass participation here today.

Sd/- ....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ-জয়া প্রকাশ নারায়ণ লিখিত নিবন্ধ	কম্পাস	২৭ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও ভারতের ভবিষ্যৎ

জয়প্রকাশ নারায়ণ

বর্ষার অবসান হতেই ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এবং রীতিমত কলরব শুরু করেছেন। সবচেয়ে সামরিক ঢং-এর কলরব করেছেন আমাদের সুযোগ্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু এর দ্বারা তিনি এদেশের জনসাধারণের বুদ্ধির অবমাননা করেছেন আর নিজেকেও পৃথিবীর লোকের কাছে হাস্যস্পদ করে তুলেছেন। জলন্ধরে তিনি নাকি বলেছেন- 'পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক তো খতম হয়ে গেছে। ভারতের আর লড়াই করবার দরকার নাও হতে পারে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান উপলব্দি করতে শুরু করেছেন বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে চলেছে আর বিশ্বের মতামতও ক্রমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সবচেয়ে বিচিত্র উক্তি হল-'মুক্তি বাহিনী আর একটি মুষ্ঠাঘাত করলেই বাংলাদেশ মুক্তি হয়ে যাবে'।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে শ্রী জগজীবন রাম নিশ্চয়ই অন্যের চাইতে ভাল জানেন। তিনি জানেন বাংলাদেশে গেরিলারা কত সামান্য হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে-তাদের নিয়মিত সংগ্রাম করার বাহিনী কত ছোট, আগ্নেয়াস্ত্রে তাদের কী শোচনীয় স্বল্পতা রয়েছে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী সামরিক সরঞ্জাম তাদের প্রায় কিছুই নেই। এত সামান্য অস্ত্রশক্তি এবং অর্ধশিক্ষা নিয়ে তারা বাংলাদেশে পাকিস্তানের পাঁচ ডিভিসন সৈন্যকে ঘায়েল করতে পারবে এ রকম আশা করা মানে অতিবড় মূর্খের স্বর্গে বাস করা। আরও খারাপ কথা হল- এ দেশের জনসাধারণ যাদের ভাগ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যরূপে বাঁধা হয়ে গেছে, এ ধরনের উক্তি তাদের শোচনীয়রূপে বিভ্রান্ত করবে। আজ যখন জনগণের মধ্যে এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি করা জরুরী প্রয়োজন যাতে সংগ্রামী চেতনায় তারা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের মধ্যেকার সবরকম ভেদাভেদ ভুলে যেতে পারে, কর্মের প্রতিক্ষেত্রে সর্বাদিক উদ্যম নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে, জাতীয় স্বার্থকে এক ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তত হতে হবে, তখন কেউ নয় স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই মারাত্মক আত্ম-সন্তুষ্টির মধ্যে জগৎকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছেন, যে বিনা সাহায্যে বাংলাদেশের সৈন্যরাই কাজ খতম করে দিতে পারবে।

একথা অবশ্যই সত্য বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বাংলাদেশের লোকদেরই লড়াই করতে হবে। কিন্তু যেহেতু বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা সাহসী, সংকল্পবদ্ধ এবং অনন্যনিষ্ঠ, সেইহেতু তারা নিজেরাই পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে এ ধরনের কথা বলে আমাদের নিজেদেরকে এবং বিশ্ববাসীকে প্রতারণা করা নিরর্থক। তাদের সাহায্যে কাউকে আসতে হবে। ভারত ছাড়া সে ক্ষমতা এবং উদ্বেগ আর কার আছে? এটা যদি কেবল আর্ত প্রতিবেশীকে সাহায্য করার প্রশ্ন হত তাহলে এ যুগের জাতি-রাষ্ট্রের অনৈতিক নৈরাশ্যকর ও হৃদয়হীন রীতি অনুসরণ করে নিজের দোরগোড়ার বাইরেই লুটতরাজ, নারীধর্ষণ ও বিধ্বংসী কার্যকলাপ সম্পর্কে চোখ বুজে থাকলেও হয়ত ভারতের পক্ষে তা যুক্তিযুক্ত হত। আমাদের বিবেককে বাঁচাবার জন্য আমরা কানে তুলো দিয়েও থাকতে পারতাম যাতে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের পাপালয়ে বন্দী হতভাগিনী বাঙালি তরুণীদের হৃদয়ভেদী নৈশ আর্তনাদ আমাদের শুনতে না হয়। বাংলাদেশের লোকেদের 'হিন্দুপ্রবণ' সংস্কৃতি ধবংস করে, কি করে খাঁটি মুসলমান হতে হয় তা তাদের শিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশে একটি জারজ জাতি সৃষ্টি করার স্পর্ধিত পাকিস্তানী উক্তি

সম্পর্কেও আমরা বধির থাকতে পারতাম। তাদের পূর্বাংশের উপনিবেশটিকে অমুসলামন বিশেষ করে হিন্দু শূন্য করা, যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙালি মুসলমানকে খুন করে বা বিতাড়িত করে তাদের জায়গায় যথেষ্ট 'অনুগত' পাকিস্তানী আমদানী করে বাঙালি সংখ্যালঘুতে পর্যবসিত করা এবং তার দ্বারা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে নিস্ক্রিয় করে তোলা, মুসলিম জগতের সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক উজ্জীবনকে ব্যর্থ করে দেখা, বাঙালি দেশপ্রেমিকদের কবরে দর্ম নিরপেক্ষতাকে চাপা দেওয়া এবং সর্বশেষ দ্বিজাতিতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা আমাদের মনের দরজায় খিল দিয়ে রাখতেও পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল বাংলাদেশ ভারতের পক্ষেই এক জীবন-মরণের প্রশ্ন। শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটিতে পৌঁছেছে এবং সেই যে অন্যায়জনক পৌনঃপুনিক উক্তি- 'বাংলাদেশে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যাতে শরণার্থীরা নিরাপদে ফিরে যেতে পারে' তা সত্য করে তুলবার জন্য বিশ্বের দুই ভাগ্যবিধাতা রাশিয়া এবং আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে সম্মত করাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কালক্রমে শরণার্থী সংখ্যা আরো এক কোটি কিম্বা বেশি হতে পারে। কিন্তু এ শুধু শরণার্থী বহনের প্রশ্ন নয়। লোকস্ফিত ও দারিদ্র্যপীড়িত আমাদের দেশের ওপর ক্রমাগত এত বেশি শরণার্থীর চাপে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কি পরিণাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে তা অতিবড় নির্বোধও উপলদ্ধি করতে পারে।

সোজাসুজি সমস্যাটির মুখোমুখি হয়ে বুঝতে হবে পৃথিবীর অন্তত মুখ রক্ষার মত সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ভারত টিকে থাকবে কিনা, বাংলাদেশ প্রশ্নটি তার চাইতে কিছু কম নয়। নিক্সন এবং পদগর্নি যদি না-ও জানেন নয়াদিল্লীর এখন জানা উচিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে পরিণত না হলে একজন শরাণার্থীও, অনন্ত একজন অমুসলমান কিম্বা রাজনীতি সচেতন মুসলমানও ফিরে যাবে না। তথাকথিত বিশ্ব সমাজ যতই বুঝান বা চাপ দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তিতে কোন 'রাজনৈতিক সমাধান' ইয়াহিয়া খান মেনে নেবেন কখনও তার কোন সম্ভাবনা নেই। এই ধরনের বুঝানো পড়ানো ও পীড়াপীড়ির ফল কি হয়েছে তা ইয়াহিয়া খান নিজেই তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ১২ই অক্টোবরের বিবৃতিতে বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিয়েছেন। অনুমান রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই রাজনৈতিক সমাধাণের প্রথম ধাপ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবার জন্য পাক প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ দিচ্ছেন। তার উত্তরও ইয়াহিয়া খান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সামরিক ট্রাইব্যুনালের যে প্রহসনটি তিনি খাড়া করেছেন তা যদি শেখ মুজিবকে নির্দোষ না করে তাহলে তিনি একজন দেশদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতেও প্রস্তুত নন। যে মানুষটি অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের নির্বাচনে এক বিস্ময়কর জয়ের গৌরব অর্জন করেছেন এবং সমগ্র পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তাঁর দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিয়েছেন, জনমত যাচাই করে তার ভাগ্য নির্ণয় করা হবে- এ কথা বলতেও ইয়াহিয়া খানের মুখে আটকায়নি। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীরও চেষ্টা চরিত্রের এই হচ্ছে নীট ফল। এই 'রাজনৈতিক সমাধান' বস্তুটিকেও ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে- অবশ্য তার একটি বক্তব্য খুবই স্পষ্ট, সেটি হল অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাধান।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমেরিকাও সংগ্রাম করেছে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা- নিউইয়র্ক বন্দরে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' (স্বাধীনতার মর্মরমূর্তি) ছাড়া সেই উপনিবেশবাদ বিরোধী আদর্শের আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রকৃতপক্ষে আজ আমেরিকা নিজেই একটি বৃহৎ উপনিবেশিক শক্তি। অন্যদিকে রাশিয়া বরাবর ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সমস্ত মুক্তি সংগ্রামে উচ্চকণ্ঠে তার পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসছে বটে কিন্তু তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর ওপর তার দখল শিথিল করবার কোন ইচ্ছাই দেখাচ্ছে না : নিতান্ত ভদ্র ভাষাতেই এগুলো তাঁবেদার, আসলে এই রাষ্ট্রগুলো সেই পুরাতন ঔপনিবেশিরই মতন। এই দুই মহাশক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিশ্বের ভবিতব্যের মুঠি ধরে রয়েছে। এবং তা কোন নৈতিক ক্ষমতায় নয়, সংহারের ভীষণতম হাতিয়ার হাতে থাকার জোরে। বাংলাদেশের পক্ষে নিদারুণ বেদনার যে, পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ সমস্যা' সম্পর্কে এই দুই শক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে-রুশ-ভারত চুক্তি সত্ত্বেও কোন মৌলিক তফাৎ নেই। নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ অনুসারে এই দুই দেশেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন-

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বন্ধন যতই ঢিলে হোক না কেন। কিন্তু বাংলাদেশের বিপর্যয়ের মধ্যে কী কী প্রশ্ন নিহিত রয়েছে অন্তত ভারতের সে বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত ছিল না। ভারতের তো কোন ঔপনিবেশিক উচ্চাশা নেই, আর ভারত সরকারের আজও কিছু সদস্য আছেন যারা নিজেরা এক সময়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। গোড়া থেকেই এটা পরিষ্কার যে, 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রে' যা ঘটেছে তা কোন জাতির বিচ্ছিন্নতা নয়। তা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম। অত্যন্ত বেদনার কথা, অনেক বেশি অস্ত্রশক্তি সম্পন্ন একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে সাত মাসের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পরও, সার্বভৌম স্বাধীনতার কম কোন কিছু তাদের এবং তাদের জনগণের কাছে কদাচ গ্রহণীয় হবে না। বাংলাদেশের ন্যায্য সরকার স্বয়ং বারংবার এই ঘোষণার পরও, ভারতের নেতৃবৃন্দ আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে চলেছেন। এর চেয়ে অন্তঃসারশূন্য আর কিছু কল্পনা করা কঠিন। গত সাত মাসের অভিজ্ঞতার পরও তারা কি করে আশা করতে পারেন যে, পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠীকে তাদের পূর্বাংশের কলোনী হাতছাড়া হওয়ার ক্ষতি স্বীকারে চাপ দিয়ে রাজী করানো যেতে পারে- বিশেষ করে যখন তার কিছু শক্তিশালী বন্ধু জুটেছে? নাকি আমাদের শাসকরা নিজেরাই পাকিস্তানকে অখন্ড রাখার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পোষণ করেন, তা-ই যদি হয়, ঈশ্বর এই দেশকে রক্ষা করুন।

সমস্যাটি যদি শুধু বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়েই হত তাহলে আমরাও বাস্তবতাবর্জিত অপ্রাসঙ্গিক অনেক বুলি আওড়াতে পারতাম। কিন্তু আমাদের মৌলিক জাতীয় স্বার্থ যে কতখানি বিপন্ন তা আমি আমার কতা দিয়ে হয়ত আমাদের শাকদের বোঝাতে পারবো না, তাই প্রধানমন্ত্রীর কিছু উক্তিই উদ্ধৃত করছি (উক্তিগুলো ২৪শে মে ১৯৭১ লোক সভায় প্রদত্ত এবং সরকারীভাবে মুদ্রিত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে): শরণার্থী স্রোতের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ''এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল দেশত্যাগ মানুষের লিখিত ইতিহাসে অভূতপূর্ব। গত আট সপ্তাহের মধ্যে বাঙলাদেশ হতে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ভারতে এসেছে। দেশভাগের পর থেকে উদ্বাস্তু বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি এরা তা নন। এরা যুদ্ধের কবলে পড়েছেন, সীমান্তের ওপারে সামরিক সন্ত্রাস হতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছে।'' এরপর প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, ''শত নয় সহস্র নয় লক্ষ সামরিক সন্ত্রাস হতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছে।'' এরপর প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, ''শত নয় সহস্র নয় লক্ষ লক্ষ নাগরিককে বেয়নেটের মুখে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার অধিকার কি পাকিস্তানের আছে। আমাদের কাছে এ এক অসহ্য অবস্থা।''

তা ছিল মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহ, এখন হচ্ছে অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহ। তখন শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ, এখন ৯৫ লক্ষ। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মতে তখনই যদি অবস্থা 'অসহনীয়' হয়ে থাকে তারপর গত পাঁচ মাসে যে ক্রামগত শরণার্থীদের স্রোত বেড়েই চলেছে তা আমরা কি করে সহ্য করতে পারলাম? সম্ভবতঃ আমাদের প্রিয় আন্তর্জাতিক উপকারীদের বন্ধুসুলভ চাপই আমাদের সহ্যের স্তর উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। জানি না কোনদিনই আমাদের সহ্যের সীমায় আমরা পৌঁছিব কিনা।

একই বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ''ভারতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এবং ভারতেরই মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে তার রাজনৈতিক বা অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে দেয়া যায় না।'' পাকিস্তান কিন্তু ঠিক তাই করে চলেছে, তথাপি তা থামাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী এই মাত্রই তিনি করেছেন তার দূতদের অন্যান্য রাষ্ট্রে পাঠিয়ে তাদের অনুরোধ উপরোধ করেছেন যে কাজ পাকিস্তানকে করতে দেয়া যায় না বলে তিনি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেছেন তা থেকে তাঁরা যেন পাকিস্তানকে বিরত রাখেন। পাকিস্তান অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষতি করে এবং তাদের মাটির উপর দাঁড়িয়ে তো তার সমস্যা সমাধান করতে চায়নি; তাহলে ভারত তার নিজের জাতীয় স্বার্থে করতে প্রস্ততত নয় তা তাদের কেউ করবে- খুন কম করে বললেও এ আত্মবঞ্চনা নয় কি? অন্য কোন রাষ্ট্র যে আমাদের কল্যাণে ভারতকে আর 'অসহ্য' বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার করার জন্য বীর পুঙ্গরবে ভূমিকা নেয়নি তাতে অন্তত আমি তো তাদের দোষ দিতে পারি না। বীর্যবত্তার যুগ যদি কখনও থেকেও থাকে, বহুকাল তা অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন : 'শুধু ভারতেই নয় প্রত্যেক দেশকেই' তার নিজের স্বার্থ দেখতে হয়। ওরা (অর্থাৎ পাকিস্তানীরা) বিশ্ব মানবতার একটি বিরাট ভূখন্ড এই যে ভারত তার শান্তি ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করছে।'' তারপর

ঝঙ্কৃত শব্দে তাঁর বক্তৃতার উপসংহার টেনে প্রধানমন্ত্রী বললেন- বিশ্ব যদি এ অবস্থায় বসে থাকে তাহলে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য এবং আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কাঠামোকে বাঁচানো এবং পরিপুষ্ট করার জন্য বাধ্য হয়েই প্রয়োজনমত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করব। বাংলাদেশ প্রশ্নে দেশের মৌলিক স্বার্থ কিভাবে জড়িয়ে আছে এর চেয়ে স্পষ্টতার ভাষ্য এবং যে কোন অবস্থায় দেশ রক্ষা ও দেশের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সর্বাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে পৃথিবীকে এর চেয়ে পরিষ্কার ও শক্ত হুঁশিয়ারী আর কিছু হতে পারে না।

আজ পাঁচ মাস পরে এই কথাগুলো কত অসার মনে হয়। এই পাঁচ মাসে আমাদের অবস্থা তো কেবলই ঘোরালো হয়েছে। কাজ করার যখন কোন ইচ্ছাই ছিল না তখন এ ধরনের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি করার কি প্রয়োজন ছিল। কথা এবং কাজের এই ব্যবধানই পৃথিবীতে এই দেশের মর্যাদা মারাত্মকরূপে ক্ষুন্ন করেছে, দেশের নেতাদের সম্পর্কে লোকে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। কথা-কথা-কথা কিন্তু কোন কাজ নয়, এর একটি মারাত্মক পরিণাম হল দেশের মধ্যে দিব্বি নিশ্চিন্তার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে, সম্ভাব্য পাকিস্তানী দুষ্কর্মের মোকাবেলা করার মত কোন মানসিক প্রস্তাব নেই। স্বাধীন ভারতের এই সাংঘাতিক সংকটে জাতীয় নেতৃত্বের এর চেয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতা কল্পনা করা কঠিন।

তাঁর সংযম ও 'রাষ্ট্রীক বিচক্ষণতার' জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রাশি রাশি সুপারিশপত্র পাচ্ছেন, কিন্তু তাতে এই দেশ যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বোঝার চাপে আর্তনাদ করছে তা বিন্দুমাত্র হাল্কা হয়নি এবং জাতির অস্তিত্ব যেভাবে বিপন্ন হয়েছে তাকেও ঠেকানো যায়নি। মাসের পর মাস আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমাধানের খোঁজ চলছে, কিন্তু তার এই মাত্র ফল হয়েছে ইয়াহিয়া খান বন্ধু-বান্ধব সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর পথ হতে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন। তা তিনি করতেই পারেন, তাঁর একাধিক শক্তিশালী বন্ধু আছে।

আসলে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চাবিকাঠি কেবল ভারতের হাতেই আছে। আমি এর আগেও বলেছি স্বাধীনতা ছাড়া কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং যার জীবন-মরণের প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত সেই ভারতকেই রাজনৈতিক সমাধানের এই নিষ্ফল সন্ধান বন্ধ করতে হবে এবং সাহস করে বাংলাদেশ ও তার ন্যায়সঙ্গত সরকারকে স্বীকার করে শক্ত হাতে প্রশ্নটিকে চিরদিনের মতো মোকাবেলা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহেই উপযুক্ত কথাই বারবার বলে চলেছেন। ইতিহাস প্রমাণ করবে তিনি ইতিমধ্যেই এ রকম কয়েকটি উপযুক্ত মুহূর্ত হারিয়েছেন।

সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল এপ্রিলের প্রথম পক্ষে, যখন বাংলাদেশের নেতৃবর্গ ও মুক্তিযোদ্ধাগণ সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিলেন, যখন তাঁরা তাঁদের সরকারও প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য পেশ করার জন্য সাহায্যের আশায় দিল্লী ছুটে যাচ্ছিলেন। তখন যদি আমরা সাড়া দিতাম তাহলে পৃথিবীতে যা কিছু শোভন, নীতিসম্মত ও মানসিক তা আমাদের দিকে আসত। তখন আমরা যেতাম বন্ধুদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে, আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে নয়- আর এই সাহায্যের জন্য বারবার অনুরোধ আসছিল বাংলাদেশের সঙ্গত ও সংবিধানিক সরকারের কাছ থেকে, যে সরকারকে জন কয়েক মীরজাফর বাদে সকলেই পূর্ণ সমর্থন করেন। অথচ সেই সুযোগ আমরা বৃথায় যেতে দিয়েছি যে সুযোগ কোন জাতির জীবনে একশ বছরে একবার আসে। তখনকার এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বদনাম দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বীর জোয়ান ও তাদের সুযোগ্য অফিসারদরে সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক অশোভন আর কিছু হতে পারে না। সৈন্যবাহিনীর অপ্রস্তুতি নয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাই এই জন্য দায়ী-আপাতকালের জন্য বিকল্প পরিকল্পনা তাঁরা দিতে পারেননি।

গোপন হলেও এখন একথা প্রায় সকলেই জানে ঢাকাস্থিত আমাদের ডেপুটি হাইকমিশন বারবার সরকারকে সাবধান করেছিলেন যে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা আলেয়া ছাড়া কিছু নয়, পাকিস্তান পূর্ব সীমান্তে সৈন্যসংখ্যা

বাড়াচ্ছে এবং আজ হউক কাল হউক সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্যদিকে একথাও জানা ইসলামাদস্থিত আমাদের হাইকশিন বরাবর অনেক আশার কথা বলেছেন। দু'জনেই সমান যোগ্য প্রতিনিধি, তাঁদের ওপর দোষারোপ করে লাভ নেই। কিন্তু যখন দু'টি সম্ভাবনাই ছিল, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্তব্য ছিল, যে কোন একটি সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত থাকা। আমাদের সুদক্ষ প্রধান সেনাপতিকে যদি অত্যন্ত খারাপ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হত, তাহলে আমি নিশ্চিত জানতাম আমাদের সৈন্যবাহিনীকে দোষ দেবার কোন কারণই থাকত না।

কোন কোন মহলে অনেক করে বলা হয়েছে যে, তেমন কিছু করতে গেলে বাংলাদেশ ব্যাপারটা পাক-ভারত যুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াত। আজ হউক কাল হউক সে ঝুঁকি নিতেই হবে, কেননা আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এপ্রিলের সেই গোড়ার দিকে অবস্থা খুবই অনুকূল ছিল এবং বিশ্বের লোক জেগে উঠবার ও চলতি ধরনে শোরগোল তুলবার আগেই প্রশ্নটির মীমাংস হতে পারত। এই অনৈতিক দোষদর্শী ও হৃদয়হীন পৃথিবীতে কাজ করে ফেললে তবে লোকে তা হিসেবের মধ্যে আনে। আমি একথা বলছি না ভারতের উচিত ছিল বাংলাদেশ দখল করে নেওয়া- কিন্তু তাঁদের সাহায্যে আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত ছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলে দশ-পনের দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা উচিত ছিল। তারপর আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও করতে এবং বাংলাদেশ থেকে সরে আসতে পারতাম যদি না বাংলাদেশ সরকার চাইতেন কোন না কোন ধরনে আমাদের সামরিক সাহায্য বাংলাদেশ আরও কিছুদিন থাকুক, আমাদের আধুনিক সমরাস্ত্র এবং অফিসারগণ বাংলাদেশের নিজস্ব বাহিনী গঠনে কিছুদিন সাহায্য করুক।

মাত্র এই একটি সুযোগই হাতছাড়া হয়নি। কিন্তু সেসব কথা বলতে গেলে তা ক্লান্তিকর হবে। কাজের কথা হলঃ যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে গেলেও এখন পুরোপুরি সাহস করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত এবং তাঁদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। তাতে হয়ত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে, কিন্তু তেমন পরিস্থিতির জন্য যে কোন অবস্থাতেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। শ্রীমতি গান্ধী বারবার জোর দিয়ে বলছেন বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিয়েও স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্ভবমত সমস্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। এ কথা শুধু এ দেশের লোকের চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রচ্ছন্নভাবে কিছু সাহায্য দিচ্ছি। তা আমরা যতই অস্বীকার করি, গত কয়েক মাস ধরেই পৃথিবীর সংবাদপত্র তা নিয়ে লিখছে এবং পৃথিবীর কোন বৈদেশিক দূতাবাসের কাছেই তা গোপন নয়।

আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া এ ধরনের নিরর্থক দোমুখো কাজে কী ফল হচ্ছে? কোন কোন দেশ যদি অভিযোগ করে যে আমরা গোপন সাহায্যের দ্বারা বাংলাদেশে সংঘাত জিইয়ে রাখছি তাহলে সত্যিই কি আমরা তাদের দোষ দিতে পারি? অতএব এখন আর বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি নয় বীরত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজন। আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশ প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধান শুধু ভারতের হাতেই আছে। ভারত যদি এগিয়ে যায়, নিশ্চিতরূপে অন্যরাও তা অনুসরণ করবে। বারত এত বন্ধুহীন নয়। অন্যদের সাহায্য যদি ভারতের প্রয়োজন, ভারতের সাহায্যও অন্যদের কম প্রয়োজন নয়।

শুরুতে ভারতীয় সংসদ পরিষ্কার ভাষায় ও একমত হয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র জাতি এই প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর দ্বিধাগ্রস্থতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, একই সময়ে গরম ও নরম উক্তি জাতির মানসিকতা বিভক্ত ও হীনবল করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা, এত বড় সংকটে- যখন জাতীয় ঐক্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন- তখনও তিনি তাঁর ভাগ করার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, কয়েকটি পার্টির বিরুদ্ধে এই অশোভন অভিযোগ করেছেন যে, তারা শুধু দলের স্বার্থে নয়

সাম্প্রদায়িক স্বার্থেও বর্তমান অবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু কোন পার্টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাবার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছে একথা অসত্য।

প্রধানমন্ত্রীর একজন শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে আমাদের ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে তাঁকে আমার বিনম্র পরামর্শঃ তিনি দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠুন, তাঁর নেতৃত্বে সারাদেশ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, জনগণকে পরিষ্কারভাবে পথ দেখান। এবং তাদের খোলাখুলি বলুন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করতেই হবে। তা যদি তিনি করেন এবং এই জরুরি মুহূর্তে উপর্যুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহলে তাঁর যে ব্যক্তিগত আকর্ষণ আছে, যোগ্যতা আছে, তা দিয়ে জনগণের মহত্তম শক্তিকে তাঁর পশ্চাতে দুর্ভেদ্য ব্যূহের মত সত্য করতে সমর্থ হবেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর প্রীতিবশতই আমি বলছি তিনি আমার এই কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শুনুন। আমি যে সমালোচনা করেছি তা তাঁকে সাহায্য করার জন্য, হেয় করার জন্য নয়। যে রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কারুর সততাই প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু আমার কোন রাজনীতি নেই, যা কিছু আমি বলেছি অন্তরের অন্তরস্থলে থেকে সরাসরি বলেছি, আমার সাধ্যমত সততা ও দেশপ্রেম অন্তরে রেখেই আমি কথাগুলো বলেছি।

(মূল ইংরেজী। অনুবাদ-মনকুমার সেন)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির 'রিপোর্ট' (১৯৭১ সনের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)	পুস্তিকা	ডিসেম্বর, ১৯৭১

CALCUTTA UNIVERSITY
BANGALDESH SAHAYAK SAMITI

President
Prof. S. N. SEN

Vice-Chancellor, Calcutta University

Working President
Prof. P.K. BOSE
Pro-Vice-Chancellor (Academic)
Calcutta University

Treasure

Sri H.M. MAJUMDAR
Pro-Vice-Chancellor (Finance)
Calcutta University

Secretary

Prof. D.K. CHAKRAVARTY

Joint Secretaries

Prof. Ila Mitra

Prof. S.N. Bhattacharya

Prof. S.K. Mitra

Prof. S. Dasgupta

Calcutta University
Senate House, Calcutta
West Bengal, India
The 19th December, 1971

CALCUTTA UNIVERSITY BANGLADESH SAHAYAK SAMITI
AN APPEAL

We hope you are aware that the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti of the teachers, students and others of the University and the Affiliated Colleges, founded in early April, 1971, has already served the cause of the patriots of Bangladesh by publishing a number of booklets and brochures revealing the truth about Bangladesh and circulated them all over the world. The Samiti has collected the biodata of thousands of teachers of Bangladesh to help institutions willing to help them in any way. Moreover the evacuee teachers need immediate financial help for their mere subsistence.

We have already distributed more than a lakh of rupees amongst the displaced teachers and intellectuals from Bangladesh apart from another lakh worth of subsidiary assistance to the Mukti Bahini youths. We have also distributed medicines worth nearly 80,000 rupees amongst the evacuees from Bangladesh sheltered on Indian soil apart from various other types of assistance which we received in kind that have been distributed amongst the people of Bangladesh.

We acknowledge with gratitude the massive contribution received through Dr. P.B. Gajendragadkar, the then Vice-Chancellor of the University of Bombay and Professor Atin Majumdar of the Australian National University amongst others.

Should you suppose that with the recognition of the Bangladesh by the Indian Government, such help is no longer needed? May I stress that it is expected to be a long time before the refugees, in particular the displaced teachers amongst them, are again resettled and found regular employments in their own country. Many have lost their homes and their families in the fighting; and many of their school or college buildings have been damaged or destroyed.

As President of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti I address this appeal to all (3rd in the series) to send their contributions in cash or kind. The alumni of this century old University must be distributed all over India and the world. I am sure, the people will extend their generous help to us to help suffering humanity.

The Government of India has kindly accorded exemption to our donors from the payment of Income Tax to the extent of their donations.

The central office of the Samiti is located at the Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India.

S. N. SEN
Vice-Chancellor,
Calcutta University,
and
President
Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti

Contributions may kindly he sent by cheques issued in favour of "Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti".

April, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti was formed on April 3, 1971, at a meeting of students, employees, officers and teachers of the University, teachers of affiliated colleges and members of different University bodies. The committee has Prof. Satyendranath Sen, Vice-Chancellor, as its President, Prof. P.K. Basu, Pro-Vice-Chancellor for academic Affairs, as Working President and Shri Hirendramohan Majumdar, Pro-Vice-Chancellor for Business Affairs and Finance, as Treasurer.

An initial donation of Rs 5,000 by the Calcutta University formed the nucleus of the committee's fund and the committee started functioning immediately.

Since its inception the committee has been rendering considerable assistance to the war evacuees. Apart from food packets, medicine and first-aid equipment have been sent. Because of the heavy influx of war evacuees-whose number has already crossed fifteen lakhs-we have had to spend several thousands of rupees and considerable energy in this sphere. Sm. Bina Bhowmik (an alumnus of the University) along with a small team of Sm. Kamala Bose, Sm. Mrinmayee Bose, Sm. Meera Sen and others has rendered us considerable assistance in this matter. Teachers and students of schools and college have also lent a ready hand.

Our President sent telegrams to the Prime Minister of India and the Director General, UNESCO, amongst others, on April 5, 1971. In his telegram to the Prime Minister our President drew the attention to the need for giving recognition to Bangladesh. Our President drew the attention of the Director-General, UNESCO to the dastardly attack on Bangladesh and substantial destruction of the Universalities of Dhaka, Rajshahi and Chittagong, including mass murder of teachers and students. He also drew the Director-General's attention to the unabated genocide committed by the Pakistani Army in Bangladesh. The Director-General has sent a telegraphic acknowledgement expressing his sympathies for the victims of genocide. The Prime Minister also has acknowledged the telegram.

One of our aims is to help those teachers of universities and other educational institutions in Bangladesh who have crossed over to India. We have offered and shall continue to offer temporary financial assistance to these teachers and we have opened a register for them. Dr. Aniruddha Roy of Post-Graduate Islamic History and Culture Department, in cooperation with Shri Anil Sarkar of Post-Graduate Commerce and Shri Pijush Das, Shri Angsuman Mallik and Shri Anil Basu, has taken charge of this department. The Syndicate of the Calcutta University has drawn up a scheme for offering visiting Professorships/ lectureships to the scholars from Bangladesh with the concurrence of the University Grants Commission and the Ministry of Education, Government of India, the scheme can be spread over the whole of India. The Scheme can also be extended to cover the schools with the concurrence of the State Government. We have already written to the different State Governments and contacted some of them. We hope that something will come out of these efforts.

In addition to the publication of the present brochure, we have patronized a publication in Bengali dealing with Sheikh Mujib's six-point programme. The task was

undertaken by Shri Ajit Mohan Gupta (an alumnus of the University), proprietor of the Bharat Phototype Studio. Shri Swaraj Bhattacharyya, staff photographer of *Chitrangada* has helped us with many valuable photographs.

Our President has issued an appeal (both in English an Bengali) to the people especially to the alumni of the University, for liberal donations to the fund of the Samiti. The response has been encouraging. The first to donate was our National Professor, Shri Stayendranath Bose. Others to donate in quick succession were Krishnagar Women's College, Sarojini Naidu College, Women's College, Calcutta Lady Brahourne College, Bethune School, Teachers and staff of Dr. B.C. Roy Institute of Basic Medicine, Calcutta University, 61 teachers of the Post-Graduate Departments of the University, students of Economics, Political Science, Islamic History, Modern History and English Department of the University, Bharat Charity Trust through Mr. N.L. Todi, Messrs. Press Agents Pvt. Ltd., Messrs. Allied Agency, Staff of Pasteur, Laboratories. Siddheswar Hisiery Factory, Gokhale Memorial Girl's College, Umesh Chandra College, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Shri H.P. Lohia, The Anglo-India Jute Mill (officers and workers), Shri Ajitkumar Datta, former Advocate-General, Government of West Bengal, Father P. Fallon, S.J., Shri Amitesh Banerji, Principal Nirodkumar Bhattacharyya, Principal Mamata Adhikary and many others from all walks of life. Free gifts of medicine were collected by Shri Utpal Chowdhury and Sm. Soma Chatterjee. University students of all departments are raising funds on behalf of the Samiti. We hope the number of donors will swell daily to help us tackle the gigantic task.

Professors Juanes Patranabis, Jatin chatterji, Dipak Hazra and P. Sensarma have taken overall charge of the office. The office of the Samitti is functioning on the first floor of the Darbhanga Building between 11 a.m. and 5-30 p.m. and at 14, Bidhan Sarani, first floor, between 6 p.m. and 8 p.m.

We need funds to carry on the tasks we have undertaken. Students employees and teachers of educational institutions many kindly decide to make monthly contributions for quite some time to the vice-Chancellor's fund. We also appeal to all others for generous contributions. Cheques may be sent in favour of the Treasurer, Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

May, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti continued its work in support of the cause of Bangladesh. During the period under review the Samiti continued to offer (i) aid to Mukti Fauj by supplementing Civil Supplies, sometimes in cooperation with other Committee with similar objectives, (ii) assistance to teachers and non-teaching staff of educational institutions in Bangladesh, (iii) assistance to Bangladesh Government agencies to coordinate their activities as and when desired by them and in the form and manner outlined by them. The first major publication of the Samiti "Bangladesh-The Truth', with a foreword from our president, the Vice-Chancellor of the Calcutta University, Prof. S.N. Sen, appeared on May 9, 1971, the birthday of poet Tagore. This publication has been sent out to all the world universities, notable elites, Parliamentarians, Newspapers. As far as we are aware this publication has evoked very wide interest amongst the world elites regarding the happenings in Bangladesh.

Two other publications have made its appearance during the period; 'Mukti Yuddhe Bangladesh' by Prof. Asaf-uz-Zaman has been published by the C.U. Bangladesh Sahayak Samiti with the help and assistance of Shri Sudhir Chandra Mukhopadhyay of the Radiant Process. The Radiant Process did the work free of cost. The other publication, also in Bengali, containing the historic call of Sheikh Mujibur Rahman at Dhaka to his countrymen was printed by Shri Ajit Mohan Gupta with a little subvention from the Committee.

Presently two more publications are being processed-(i) two volumes of picture album-one to be proceed by the Bharat Phototype Studio and the other is being processed by the Radiant Process. Both these publications will appear with foreword from Mr. M. Hossain Ali, Head of the Bangladesh Mission in India, Calcutta, (ii) one reproduction in print of the document prepared by Mr. Dorfmam and two others American scholars presenting the case of Bangladesh. This booklet is also being printed at the Radiant Process on our behalf free of charge.

The Samiti has presented several copies of a Bengali text Book on Military training, named "Prathamik Juddhavidya" to several training camps of Bangladesh. This book has helped them to remove a longfelt demand. We received the books as complementary copies from the publisher, Messrs. Naya Prokash and the author.

Our student workers organised several picture exhibitions at the following places on the date mentioned against each:

May 9	- Circus Avenue-visitors, nearly 2,000
May 21, 22 and 23	- Nabin Chand Boral Lane - visited by nearly 4,000 persons
May 25, 26 and 27	- Gobardanga-visitors, nearly 5,000.

During the month teams were sent out to different Mukti Fauj camps. Shrimaati Ipsita Gupta with the help of a team of workers is doing very good work at Berhampore (Murshidabad Dist). We also visited different areas in Tripura State. Prof. P.K. Basu, our working President headed the team in all such visits. We also met the Education Minister, Tripura State and informed him of our experience. A press statement was also issued from Agartala which was carried by some newspapers.

During the period our President, the Vice-Chancellor of the Calcutta University had been to New Delhi to finalize a scheme with the assistance of University Grants Commission, and the Government of India to absorb some teachers from Bangladesh as Visiting Fellows. It was at his initiative that all Vice-chancellors' Committee of all the Vice-Chancellors of West Bengal has been formed with Shri Arun Ray, Registrar, Calcutta University as the Secretary. The Committee is functioning with the objective of absorbing the teachers from Bangladesh on an extra-temporary basis.

A scheme for having Camp Colleges with School section attached to each such is also being finalized. Prof. sourindranath Bhattacharyya, one of our Joint Secretaries had been to Delhi and had some discussions in the matter with responsible persons at Delhi.

Our President is going to Delhi again to take up all these schemes with the U.G.C. and the Government of India.

It was at our initiative that meeting of Bangladesh teachers was convened on May 21 where the Bangladesh Sikshak Samiti has been formed with Dr. A. R. Mullick, Janab Quamaruzzaman and Dr. Anisuzzaman as President, Executive President and General Secretary of the Samiti.

On May 21 we receive a combined Irish-British team who visited this area. Mr. William Barnes, M.P. (.K.) and Mr. Donald Chesworth, Member London county Council and Chairman, War on Want met our President on May 31 at the University premises after a whirlwind tour around Bangladesh. The team held a Press Conference at the Press Club, Calcutta on the same day. Srimati Mrinmoyee Bose arranged part of their programme on behalf of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.

We received contributions during the month from many friends and well wishers. The month started with the laudable promise of contributing full one month's salary, which has since been materialized by Prof. (Dr.) Asima Chatterjee our Dean of the Faculty of Science. We have also received donations from Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samiti, Bangladesh Aid Committee, Bombay, Agra University, Supervisory staff Association, C.D., Egra Sarada Sashibhusan College, Presidency College, Sett Soorajmal Jalan Girl's College; Vidyasagar College for Women, Vivekananda Satabarshiki Mahavidyalaya, Bagnan College, Jogmaya Devi College, R.K.N. College of Commerce, Berhampore, Jangipur College, Karmachari Samiti, Indian Institute of Management Students of P.G. Political Science Department, P.G. Teachers of Zoology, Sewnarian Rameswar Fatepuria College, Prof. Tarun Ray, Shri H.P. Lohia, P.G. Students of the Department of English and many others. Sri Nirodekumar Sen donated water bottles for Mukti Fauj personnel and these were sent to appropriate quarters. Messrs. Dey's Medical Stores and Ciba donated medicines for the same purpose.

We need funds for carrying on the work we have undertaken. We hope funds will flow in to reach our goal.

June, 1971

The month of June witnessed hectic activities on all the four aspects of our programme: (i) Assistance of Mukti Fouz, (ii) Assistance to teachers, (iii) Publications and (iv) Picture Exhibitions.

During the period we continued to offer assistance of a subsidiary nature to Mukti Fouz personnel in the form of medicines, equipping their Red Cross Centre at Krishnagar and also in various other ways.

A joint teachers' team, headed by Dr.A. R. Mullick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President, Bangladesh Sikshak Samiti, went round some of our Universities in Uttar Proadesh and Delhi. The team included, apart from Dr. A.R. Mullick, Dr. Anisuzzaman, Janab Subid Ali, Dr. Aniruddha Ray, Profs. Sourindranath Bhattacharyya, Vishnu Kant Shastri and Anilkumar Sarkar. The joint team of teachers

from Bangladesh and the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti visited Allahabad, Aligarh, Delhi, Agra and Luck now. The entire expenditure was borne by the Samiti. The team created an excellent impression wherever they went, and could create a climate of appreciation of special problems of teachers and intellectual from Bangladesh.

Our Vice-Chancellor, Prof. S. N. Sen and the President of the C.U. Bangladesh Sahayak Samiti had been to Delhi to negotiate with the U.G.C. and the Government of India the question of temporary absorption of teachers from Bangladesh in the Indian Universities. As the Education Minister was away from the country the pending problems could not be straightened and no progress could be achieved on this score. President held a Press Conference at Delhi on June 17 at Banga Bhawan where he laid a special stress on the immediate need for temporary absorption of teachers from Bangladesh, implementation of our Camp-School scheme and other Research Projects which would offer some gainful and useful occupation to the teachers and intellectuals from Bangladesh apart from keeping the teen-agers in the Camps occupied. Dr. S.N. Sen, the President of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti declared in the Press Conference at Delhi which was attended among others by Al-haj Lutful Hup, Sri Chitta Basu and Sri D.L. Sengupta, all M.Ps. that one of our academicians Father P.Fallon S.J., Head of the Department of European Languages could be sent out to meet His Holiness the Pope at the Vatican with our accreditation. The traveling expenses of Father P.Fallon are being borne by the Lord Bishop of Calcutta. Shri N.B. Mukherji of the Radiant Process gave a quiet reception in honour of Father P.Fallon before his departure. It has come out through the All India Radio and also the International Press that Father Fallon met His Holiness the Pope already and apprised him of the situation in Bangladesh and the genocide perpetrated by the Yahya regime.

Mr. V.N. Thiagarajan, Executive Secretary, World University Service, Indian National Committee, called at our office and was highly impressed by our publications already made and also the pending programme of future publications. He also took interest in our Camp School Scheme and assured us his cooperation in these ventures.

A team from International Rescue Committee consisting of Ambassador Angier Biddle Duke, Mr. Morton Hamburg (General Counsel-I.R.C), Mrs. Lee Thaw (Director, IRC), Dr. Daniel L. Wadner (Professor of Surgery, Albert Sinst College of Medicine, N.Y.) and Mr. Thomas W. Phipps (an author) visited our office and discussed our various programmes of which the Camp School scheme attracted their attention. After several discussions they verbally assured financial help of dollars 10,000 per month and have actually handed over dollars 1,000 to the Bangladesh Sikshak Samiti as per our suggestion. With this Bangladesh Sikshak Samiti has actually started seven camp school, Prof. Sourindranath Bhattacharyya, Jt. Secretary and Prof. P. Sensarma represented the Samiti in discussions with the IRC and are still in constant tough with the working of the programme.

Various organizations of different countries have been cooperating with us. Mention must be made of three Universities of Victoria, Australia; the Institute of Ceylonese Studies, Colombo; Friends of Dhaka University, London-a society of eminent scholars and teachers of U.K., the Bangladesh Students Action Council, London.

The students, teachers and staff of Melbourne University, Victoria, Australia have already donated Rs. 13,265.52 as the first installment. Thankful mention in this connection must be made of the efforts of Prof. Atindra Majumdar of that University. The Vice-Chancellor of that University and the Vice-President of the Students Association of the same University have also taken keen interest in Bangladesh affairs.

Shrimati Nimal Perera of the Institute of Ceylonese Studies, Colombo, has informed us that they have taken up a programme, 'OUT TO THE PEOPLE' and could persuade the Venerable Mahanayake (the High Priest) to address a gathering of Buddhist monks with feelings for the cause of Bangladesh.

Prof. Esra Bennathan, Director, Friends of Dacca University, Bristol, has been impressed by the data supplied by us and has assured us cooperation for academic rehabilitation of these teachers.

Besides these organizations, some individuals, as for example, Mr. A.H. Saaduddin of the University of California, Prof. Priyatosh Maitra of Otago University, New Zealand, and Prof. Naresh Nanda of London, have also been cooperating with us actively.

A number of Universities and institutions of India have come forward with extra temporary employment of Bangladesh teachers on the basis of the relevant biodata supplied by us. In this connection thankful mention must be made of the West Bengal College and University Teachers Association (WBCUTA), for their valued cooperation. The University of Kerala have decided to invite some Bangladesh teachers to deliver their Rabindra Lecture this year.

The WBCUTA has also given one type-writer to us on loan for which we record our sincere thanks.

Messrs. Radiant Process should be thanked for printing the 'Conflict in East Pakistan-Background and Prospects' free for cost and also for free engraving of the connected blocks and figures.

Shri Sudhir Mukherji, a Rotarian, deserves our thanks for his active cooperation with us.

Shri Nirode Mukherjee, President, Bangladesh Sangram Sahayak Samiti, Lake Gardens, has contributed Blankets and Waterproofs for Mukti Fouz. We are also thankful to him for this cooperation.

The Samiti has sent three emissaries to various parts of Europe with the complete financial assistance made available by other organizations for apprising the elites of Europe with the latest information about Bangladesh and supporting documents and photographs provided by us. First to leave the country was Father P. Fallon, S.J. about whom mention has been made earlier.

Mr. Justice Arun K. Das, a retired Judge of Calcutta High Court, has gone to London and he will visit other important cities of Europe. Though he himself is bearing all his expenditure yet he will act as our emissary.

Mrs. Ila Mitra, one of our Jt. Secretaries, has flown to Moscow. She may visit other centres in USSR.

During the month of June the Samiti has brought out the following:

1. **Conflict in East Pakistan-Background and Prospects**: written by Profs. Edward S. Mason, Robert Dorffman, Stephen A. Marglin. In fact we have reprinted this paper in the form of booklet in collaboration with the publicity and Information Department of the Government of Bangladesh, and we have circulated this booklet mainly to the countries in the Middle East and Africa.
2. **Bangladesh-Through Lens**: the first picture album.

The following books are in Press and will come out shortly:

1. **Bangladesh-Throes of new life**: edited by Dr. B. Ganguly and Mrs. Meera Ganguly, with a foreword from Shri Chapalkanta Bhattacharyya.
2. **Bangaldesher Mukti Yuddha:** edited by Prof. Jatindranath Chattopadhyay and with a foreword from Shri Annada Shankar Roy.
3. **The second picture album.**
4.

The undersigned along with Shrimati Mrinmoyee Bose of Shantiniketan Ashramik Sangha joined the roving team of Bangaldesh teachers at Delhi, where along with the whole team they met the Prime Minster and apprised her of the problems as also the programme pursued by the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti.We are thankful to Prof. Samar Guha, M.P., convener, National Coordination Committee for Bangladesh, for arranging this meeting Shrimati Padmaja Naidu, ex-Chancellor of the Calcutta University was contacted. She has kindly promised some assistance in the form of baby food and medicines. A Press conference had been held at Delhi on June 17 of which mention has been made earlier. Contacts were also made with the UGC and many other Government officials during the short stay at Delhi.

A team of two, including Shrimati Mrinmoyee Bose of Jodhpur Park Girls' School along with the undesigned, visited Bombay. People from all walks of life could be contacted fruitfully.

Nawab Ali Yaver Jung, Governor of Maharastra and patron, Bangladesh Aid Committee, Bombay, was contacted on 29 and he assured assistance for implementing the Camp School scheme. Mr. Harish Mahindra, Chairman of the Bangladesh Aid Committee, arranged the meeting at Bombay Raj Bhawan.

Shri Salil Chowdhruy, Sm. Sabita Chowdhruy and Shri Manna Dey have donated the Royalty proceeds of one of their records entitled *Bangla, Amar Bangla.*

Fertilizer Corporation of Bombay-officers and workers have promised a handsome donation.

Shri Hrishikesh Mukherjee and Shri Hiten Chowdhury have promised us regular contributions.

Shri C.L. Gheewalla, Secretary, Indian Merchants' Chamber, Bombay, had helped us in contacting people and promised help to our Committee.

It was originally through Shrimati Monobina Roy, wife of Late Bimal Roy, and Dr. Ashoke Majumdar of Bharatiya Vidya Bhawan and Shri Girish Munshi, Advocate, Bombay High Court that we could fruitfully contact so many people at Bomay. Mr. Banshibhai Mehra and his wife Shrimati Sushila Mehta offered us all assistance during our stay at Bombay. Mr. R.C. Javeri also rendered useful assistance to the team.

At the Bombay University, Justice Gajendragadkar, Vice-Chancellor of the Bombay University, has kindly agreed to form a Committee, raise funds and funnel the resources through the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti to pursue the programme we have undertaken. Our heart-felt thanks are due to Prof. Dantwalla, Prof. (Miss) Aloo Dastur, Dr. Usha Mehta and many others of the Bombay University for arranging various programmes for the team while they were at Bombay.

We offer our gratitude to the Films Division, Bombay, for giving us a few excellent photographs for publication in our picture album. It was through Shri Arun Chowdhury of the Films Division that we could get these photographs and through the good offices of Shri P.Pati. Shri W.M. Bhandare of Shantiniketan Ashramik Sangha have promised us the entire sales proceeds of their four day charity function at Bombay in October next. For this we are also grateful to Shri Ksh men Sen of Calcutta for putting the roving team in touch with Shri Bhandare. Mention must also be made of Prof. K.M. Deodhar, Vice-President of AIFUCTO for what he did and promised to do in future, as also to Shri Prabir Sandell, Shri Basanta Banerjee, Mrs. Beena Banerjee, Shrimati Chitra Barua, Mr. Minoo Masani, Mr. S.V. Raju and many others.

Shri S. Ramkrishnan, Secretary, Bharatiya Vidya Bhawan, undertook to arrange variety performances in Bombay in aid of our Samiti.

Contributions were made during the period by Shree Sangha, the organisation of the teachers, ex-students and present students of Shri Shikshayatan, Sewnarain Rameswar Fatephuria College, the Radiant Process, teachers of Raja Peary Mohan College, Amta Balika Vidyalaya, Udbodhan Trust, Secretary T.C. Mugheria Gangadhar Mahavidyalaya, etc.

We need funds and a regular flow of the same. We appeal to all here and elsewhere, in India and abroad, to undertake to funnel enough resources at our disposal so that the Samiti can carry on the laudable tasks for a period of time.

We beg to record our appreciation of the services rendered by Sri Debabrata Mukhopadhyay and Sm. Sipra Aditya for preparing the posters which formed part of the photographic exhibition organised by our Students' unit.

We shall be failing in our duties if we do not place on record the devotion with which Sri Manas Halder, Sri Anil Basu, Sri, Angsuman Mallik and many of our friends from Bangladesh are working for the Samiti.

Mentions should also be made of the voluntary services by the supervisor and other staff of the Calcutta University.

Our Publications:

(1) ৬-দফা দাবী

(2) মুজিবরের ঐহিতাসিক ভাষণ

*(3) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ Re. 1.00

*(4) BANGLADESH: THE TRUTH Re. 100

(5) CONFLICT IN EAST PAKISTAN

(6) BANGLADESH: THROUGH THE LENS

(7) BANGALDESH: THROES OF A NEW LIFE

(8) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(9) Pakistanism and Bengali culture by Osman Jamal Rs. 3.00

*(10) Bleeding Bangladesh (a picture album) Rs. 10.00

AVAILABLE AT

(a) C.U. Sales Counters, College Street.

(b) Forward Publications, College Market.

July, 1971

The month of July was a continuation of our efforts on the four aspects of our programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Assistance to teachers, (3) Publications and (4) Picture exhibitions. Under programme 2 we could extend facilities by supplying teaching equipments to the different Camp Schools which have already been started with financial support from the international Rescue Committee and under the direct supervision of Bangladesh Sikshak Samiti.

During the period we continue to offer assistance of a subsidiary nature to Youth Camps around the border of Bangladesh in the form of medicines, subsidiary food supplies to some camps and also in various other ways. The gradual fading out of the former Chief Minster's Committee which was dong the major work is creating a vacuum which it is difficult for us to fill up due to paucity of funds. Inspite of the hurdles we have to carry on.

Our Vice-Chancellor, Prof. S.N. Sen, the President of the C.U. Bangladesh Sahayak Samiti had been to Delhi but unfortunately the schemes for temporary absorption of Bangladesh teachers in our Universities could not be finalized. The undersigned, the Secretary of the Committee, had been to Delhi to take up with the Government and the UGC the early implementation of the various schemes sent to Delhi for approval. With the help of Shri D.L. Sengupta, M.P. the undersigned met the Prime Minister on July 22 and subsequently met Shri Chavan and Shri Siddhartha Sankar Ray-the Union Ministers. The Prime Minister was informed of the latest situation regarding the Bangladesh evacuees as far as it could be assessed by us with special reference to the teachers. The

Prime Minister was very happy to note our activates and particularly she had a word of praise for our Publications. The Prime Minister advised us to meet Shri Ray-the Union Minister for West Bengal Affairs. The Union Minister for West Bengal Affairs advised the undersigned at Delhi to meet him at Calcutta for a discussion in detail of the problems posed by us. Inspite of our best attempts he could give us no time and only a written note could be handed over to him at the Writers' Building, Calcutta on July 29 last. We sent a copy of the note to the Prime Minster.

Publications

The following books have been published during the period and mailed to various world centre's:

(1) **Bangladesh–Throes of a New Life**–edited byDr.Bangendu Ganguly and Dr. (Mrs) Meera Ganguly

(2) **Bangladesher Muktiyuddh-**edited by Prof. Jatindra Chattopadhyay.

The second one is an anthology of the reports of personal experience of Bangladesh teachers who were the first target of Yahya.

Further, we have received 500 copies of a book 'Bangladesh and International Law' written by Dr. S.K. Mukherjee, Head of the Department of Political Science, Calcutta University and published by West Bengal Political Science Association. We have mailed the book the different world addresses as per our mailing list.

Our second picture album is expected to come out shortly. Our Board of Editors are screening some more manuscripts.

Camp School Programme

This programme is receiving effective support. By now 31 schools have been started at different evacuee camps (in West Bengal alone there are 604 such camps) with the financial assistance received by the Bangladesh Sikshak Samiti from the International Rescue Committee and with the cooperation of the local people and Camp Commandants. From the contributions received from the Melbourne University, Australia, we have distributed slates, exercise books and other materials to the students of these schools. In this connection a thankful mention must be made of Messrs Bharat Stationers of Shyama charan De Street who have kindly supplied the articles on 'no profit' basis.

The Publishers and Book Sellers Association of Bengal, Caclcutta has agreed to supply books either free or at 'not profit' basis to the students of these schools. They are presently deciding the mechanism of distribution of the books by directly negotiating with the Camp School Directorate of Bangladesh Sikshak Samiti.

We are also thankful to the Publishers and Book Sellers Association for kindly making their Hall available to the Camp School Directorate for one day free of cost, Messrs Naya Praksh has very kindly allowed Camp School Directorate to function in one of their offices which is furnished and equipped with telephone.

A team of this Samiti consisting of D.k. Chakravarty, S.N. Bhattacharyya, Jnanes Patranabis and Priyadasan Sen Sarma met His Excellency Nawab ali Yavar Jung, Governor of Maharastra at Raj Bhawan, Calcutta to discuss the Camp School programme in which His Excellency showed a keen interest. According to the desire of His Excellency a scheme for residential school has been prepared by Prof. P. Sen Sarma and sent to him. Shri A.K Roy. Assistant Engineer, P.W.D (West Bengal) has very kindly made the blue print for school and Hostel buildings. He has also made the engineering estimates. This samiti is thankful to him for his cooperation.

We have also approached CASA with the Camp School programme which has caught their imagination. Being invited by CASA we sent Prof. Amiya Chaudhuri to attend a seminar on Bangladesh at Delhi.

Bangladesh Fact Finding Committee

Our Samiti is cooperating with the Bangladesh Fact Finding Committee and has already printed some of their Questionnaires.

We have sent two student representatives- Shri Manash Halder and Gautam Ghosh with the picture exhibition materials to Poona on invitation of Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samiti of Poona. Our exhibition has been appreciated by the Samiti of Poona and they are requesting to send the exhibition to Bombay and other places of Maharastra. These proposals are under consideration.

The samiti proposes to send a team of Bangladesh teachers accompanied some of our representatives to Bombay University very soon on an invitation from Dr. P. B. Gajendragadkar, Vice-Chancellor, Bombay University. The Samiti proposes to send a similar team to Ceylon along with a team of renowned musicians headed by Shrimati Kanika Bandyopadhyay who has kind agreed to go to Ceylon.

The Samiti participated in the protest rally organized by Bangladesh Sikshak Samiti and others against the sham trial of Sheikh Mujibur Rahman.

Relief Work

We received clothes and other garments from Andhra University and Mahila Samiti of Sadharan Brahmo Samaj which we have distributed amongst the evacuees generally, teachers and others .The Sadharan Brahmo Samaj has promised further and continuous assistance. We are thankful to Rector Arun Kumar Sen of the Sadharan Brahmo Samaj for this.

Dr. P.K Chatterji-member of the Academic Council and the Senate is contributing free medicine to us regularly. Dr. Bibek Sengupta-member of the Syndicate, C.U., Dr. P. K. Chatterji and Dr. Probodh Roy have kindly suggested that their help will be available for treatment of serious patient from Bangladesh.

Mr. Kalayan Mukherji and his wife Mrs. Mukherji has undertaken the responsibility of getting some sick or injured Mukti Fouz personnel treated a their cost. We are grateful to them.

Father P. Fallon, S.J. has returned from his European tour and submitted a detailed report to the Committee. He also held a Press Conference on July 19 at the University premises. His report was handed over to the Prime Minister at Delhi on July 22. Copies of the Report was submitted to Shri Swaran Singh and Shri Siddhartha Sankar Ray.

Justice A.K. Das, a retired judge of Calcutta High Court has also returned after touring different centres in Europe as our emissary.

Institute of Ceylonese Studies

The Institute of Ceylonese Studies, Colombo has invited a joint team of teachers from Bangladesh and from us. Prof P.K. Bose, Prof-Vice Chancellor (Academic) will lead the team from our side.

Visitors

Mr. Kan-ichi Nishimura, an M. P. in Japanese Parliament and General-Secretary, Japanese Parliamentary Group for World Government and Honorary Chairman, Council of World Association of World Federalists (WAWF) came to Calcutta on his way to Honefoss, Oslo. Prof. P. Sen Sarma received him at the Dum Dum Airport and presented him a set of English publications of the Samiti. Our books helped Mr. Nishimura to collect facts about Bangladesh.

Profs. Amiya Chaudhuri and P. Sen Sarma also saw him off on July 26 on our behalf. Prof. Setsure Tsurushima, Secretary General, Bangladesh Solidarity Front, Japan, Mr. T. Susuki, an Executive Committee member of Japan-Bangla Friendship Association and Mr. Temisuka, a TV cameraman from Japan called at our office. They were presented with our publications which they would translate into Japanese and publish for campaigning in favor of Bangladesh. They have further agreed to work in close cooperation with our Samiti.

The Samiti has equipped Shri Shayamkant D. More, Secretary, Bangladesh Mukti-sangram Sahayak Samiti, Poona and also an M.L.A of the Maharashtra Assembly with facts and figures regarding Bangladesh, before he left for KUALALAM PUR to attend the International Parliamentary Conference.

World University Service

Mr. Thaiagarajan of the world University Service is in communication with us and we hope to receive his cooperation in implementing our various schemes. Prof. A.L. Basham, the noted historian, presently at Australian National University kindly visited our office and took interest in our activities. He was so impressed that he promised to raise funds and funnel them to our fund.

Mukti Bahini

We have supplied during the month to different Mukti Fouz camps around Bangladesh following:

1. Transistor Radios,

2. Blankets.
3. Water-proofs.
4. Medicines,
5. Chaffed rice.

Financial Contributions

During the period under review we have received donation from the teachers and students of Melbourne University through Prof. Atindra Majundar, Dr. A. Majid Khan of Victoria University, Wellington (NZ) and Prof. Priyatosh Moitra, Department of Economics, Otago University, Dunedin (NZ).

Contributions have also been received from teachers and students of Andhra University, Jawaharlal Nehru University Support Bangladesh Committee, Sri Swapan Bhadra of Fertilizer Corporation of India, Chembur Trombay, Inter State Association for Cultural Integration, Bombay (through Sri Prabir Sandell) Mr. Rooj Ansari, Bombay, Indian Plastic Federation, Sri Barin Mitra of M/S Good Company and Prof. Arun Dasgupta of Uluberia College, Students of Department of Education, C.U and Of Palpara Y. S. College and the Teachers, Council Srikrishna College, Bogula (Nadia) have also come forward with their financial help.

Assistance to creative Artists

Through the ceaseless efforts of Miss Mrinmoyee Bose, a representative of our Samiti, some of the Bangladesh singers have been introduced to AIR Calcutta Station. We thank Shri Biman Ghose of the Air for this.

Income Tax Exemption for Our Donors

We are thankful that it has been possible for the Government of India to exempt the donors to the Samiti to the extent of their donation.

Our Emissary

A team of two, Shri Banshibhai Mehta and Shrimati Sushila Mehta are presently touring Europe as our accredited representatives.

We appeal once again to all concerned to maintain the flow of donations to the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti so that we may carry on the tasks we have undertaken to help the victim of genocide in Bangladesh and also to help the Freedom Fighters.

August, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti carried on its activities on the basis of the four-fold programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Publications, (3) Assistance to teachers and intellectuals and (4) Picture Exhibitions, Added to these we have undertaken the setting up of a News Bank in collaboration with the Advertising Council consisting of the magnates in the Advertising world, Calcutta. The project is being manned by some young boys and girls from Bangladesh.

As usual we are maintaining contact with the different ‘Y’ camps and continuing assistance according to our limited capacity to Mukti Fouz personnel. During the month we could supply a very limited quantity of mosquito nets, boots, etc. for fighters for Liberation. We have requisition for more and attempts are being made to secure resources from other committees. The West Bengal College and University Teachers Association and other public committees with similar objectives have been/are being approached for the purpose. Mr. Kalyan Mukherjee and Mrs. Banee Mukherjee were kind enough to supply a consignment of chaffed rice and sugar which we distributed in three camps in presence of Mr. and Mrs. Mukherjee.

We regret to report that we could not bring out any publication this month but mailling of our already published literature continues as usual. We are, however glad to report that our second picture album, designed on a chrono logical basis is now in the Press and another publication written- by Dr. Ashok Mazumdar of Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay will shortly go to the press.

Camp School Scheme

Till now 31 camp schools have been started-21 in West Bengal-and 10 in Agartala. More than 400 teachers from Bangladesh could be provided hereby. It had been reported in the last meeting that His Excellency Nawab Ali Yavar Jung, Governor of Maharashtra evinced a keen interest in the Camp School Scheme. On his return to Bombay he telegraphically suggested some modifications in the scheme submitted by us which has been done and sent back to him for his consideration. We hope some tangible results in the near future.

Assistance to Teacher

Since the beginning our Vice-Chancellor Prof S.N Sen, the president of the Samiti tried his best to absorb some teachers from Bangladesh on an extra temporary basis. He had fruitful talks with the UGC and also with the Union Education Minister on the issue as early as in May last. Subsequently the undersigned along with others apprised the Prime Minister of the situation in June and July last. The Union Education Minister also kept informed of the gradually deteriorating situation. Several schemes prepared by the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti with the concurrence of the Bangladesh Sikshak Samiti were submitted to the Government for temporary absorption as Visiting Fellows etc. of Bangladesh intellectuals. Unfortunately nothing tangible could be done in the matter till now. It would have been excellent if the idea mooted by the Samiti to absorb temporarily some intellectuals in the top bracket from Bangladesh in our Indian Universities was accepted by the policy framers in our country.

We are, however, glad to note that the Universities of Patiala, Jodhpur, Muzaffarpur, the Indian Institute of Technology, Bombay, the Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta, Indian Statistical Institute Calcutta, Jadavpur University have absorbed some scholars from Bangladesh. Delhi University and Jawaharlal Nehru University, Delhi also kindly offered their cooperation.

We in the circumstance started above, continue to offer financial assistance to the teachers etc. from our own resources. We need continuing flow of funds for the purpose.

Information Bank

We have ventured organizing an Information (News) Bank with cooperation and guidance from Advertising Council started above. Sri Ram Ray of Hindustan Thompson Associates Limited is guiding the project on behalf of publicity magnets of this region; The work centre for the purpose is situated at Netaji Bhawan, Calcutta. The leadership of the Bangladesh Volunteer Service Corps is co-operating with the scheme. They are also manning the Project.

Photographic Exhibition

Shri Manash Halder with our Photographic Exhibition is still touring different parts of Maharashtra as guests of Bangladesh Mukti sangram Sahanayak Samiti, Poona. This has been highly appreciated. Letters of appreciation from S.P College, Poona and from other places are reaching us.

Contacts with Foreign Organizations

We have established contacts with nearly 200 foreign organizations working in support of Bangladesh cause.

Medical Equipments and Medicines

We have received a message from ‘Bangladesh Green Cross-London’ requesting us to be ready to receive a large consignment of medicine and medical equipments:

Appeal for Woolen Garments

The winter is approaching. Already in many open camps the chill is felt. we have sent out an Appeal to all educational intuitions for woolen garments for(1) children (2) olds and (3) Mukti Fouz personnel. Special efforts have to be made to enthuse the Girls and Intuitions.

Miss Marie saton

A complete set of rolls of registered teachers from Bangladesh (from Primary to University) has been sent to Miss Marie Saton on her request. She is organizing the Prime Minister of India’s Relief Fund for Bangladesh.

Kerala Visit

Dr. Mazharul Islam, Head of the department of Bengali, Rajshahi, University Bangladesh is presently touring Kerala on an invitation from the University. He will deliver a course of lectures on Rabindranath in the University and receive an honorarium. This has been sponsored by us.

Registration of the Samiti and exemption of donors from income tax.

During the period we have registered our Samiti under the Registration of Societies Act. We have also secured exemption from the payment of Income tax for our Donors to the extent of the donated amount.

Charity Performance at Rabindra Sadan

Two Cultural shows were held at Rabindra Sadan on August 23 and 24 last. ON August 23 the show was inaugurated by Prof. S.N. Sen- Vice Chancellor Calcutta University and Dr. Azizur Rahman Mullick Vice- Chancellor, Chittagong University and President Bangladesh Sishak Samiti was the Chief Guest. On August 24, Prof. P.K Basu our Working President and the Pro-Vice Chancellor Calcutta University Inaugurated the show and Janab Amirul Islam, M.N.A (Bangladesh) was the Chief Guest. We offer our heartfelt thanks to Nava Nalanda Group and Santiniketan Ashramik Sangh for staging the shows free of any charge on us. We also offer our thanks to the Rabindra Sadan authorities, the generous advertisers Shi Sukumar Das, Shiman B. Chakrabarti, Dr. Shurba Lahiri, Prof. Somen Bose and many others for their kind cooperation.

Tour Projects

We are sponsoring two tour projects—one to Bombay on an invitation from the Bombay University and the other to Coylon on an invitation from the Institute of Ceylonese Studies.

Delhi Seminar

Prof. Amiya Chaudhuri represented the Samiti in a Seminar at New Delhi on Bangladesh.

Financial Contributions

During the period we received contributions from Prof. A. Mazumdar and students of University of Melbourne, Australia, Miss Colletto Dutilla, france Probashi (through Shri K.L. Mukherjee). London, employees of the Calcutta University, Vice-Chancellor, Andhra University, Prof. Hari. Kintar Nandi and other teachers of the Department of Statistics, Calcutta University, Bengali Social and Cultural Association, Prof. Pradip Mittra, Western-Australian Institute of Technology. Mr. K. L. Jaura, President, Punjab University Teachers Association, T. C., Bhawanipore Education Society College, Calcutta.

September and October, 1971

During the months of September and October the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti continued its efforts on the four aspects of our programme: (1) Assistance to Mukti Fouz, (2) Assistance to teachers and intellectuals, (3) Publications and (4) Picture Exhibitions.

During the period we continued to offer assistance of a subsidiary nature to youth camps around the Bangladesh border. Practically all other public committees are fading out and the pressure on us is increasing without our capacity to fulfill the obligations. We are maintaining liaison with shri S. C. Roy, ex-Sheriff of Calcutta who is bearing the major brunt on behalf of the Bangladesh Aid Committee of Shrimati Padmaja Naidu and the National Co-ordination committee for Bangladesh headed by Shri M. C. Chagla with Head quarters at Netaji Bhavan.

We met Shri Siddhartha Sankar Ray, Union Minister for West Bengal Affairs at Calcutta on September 2 and submitted a note which was presented to the Prime Minister. The note contained a reiteration of our earlier submissions regarding assisting the teachers from Bangladesh originally initiated by the President of the Samiti. Until now no official intimation has been received at this end regarding the Government decision.

Camp Schools

The number of Camp Schools have now come to 15 including 10 Tripura. So far 714 teachers have been provided. The Camp Schools are being run in co-operation with Bangladesh Sikshak Samiti and with major financial support from the International Rescue Committee. If more funds are available it is possible to extend the scheme.

General Assistance to Teacher and Intellectuals

Dr. P .B. Gajendragadkar before retiring from Vice-Chancellorship of the Bombay University has handed over to us a donation of Rs.67,000 collected from teachers and students of Bombay. This is the highest contribution made through any University and also from any single source. The second is from the Australian National University with its up-to-date contribution in several installment of Rs.41,000. We are in correspondence with Prof. Top, the present Vice-Chancellor, Bombay University and expect him to take some initiative in offering us continued assistance for aiding the teachers from Bangladesh.

Shir Jayprakash Narayan has handed over a sum of Rs.2 lac to Mr. M. Hussain Ali, High Commissioner for the people' Republic of Bangladesh for rendering financial assistance to the evacuee teachers in consolation with us. A programme has been draw up in consultation with Bangladesh Sikshak Samiti and is awaiting execution.

Information Bank

Work of the Information Bank is progressing steadily and satisfactorily. British Information Services, Calcutta has very kindly contributed copies of three newspapers covering three months each. Other foreign journal and clipping are also trickling in. Now scholars and historians can use the bank for purpose of research. In this connection we must record our gratitude for the service rendered by Mr. Jamil Chowdhury of Dacca University, under whose able guidance and supervision 14 students of Bangladesh are working there very efficiently. Thankful mention must be made of the Press Information Department of the Government of Bangladesh for their co-operation. We are financing the project as usual. Bangladesh Sikshak Samiti is giving us all co-operation in the matter.

Photographic Exhibition

During the Puja Vacation the exhibition was show in Howrah, Murshidabad and other parts of West Bengal.

Contacts with foreign Organizations

Our contacts with various fraternal foreign organizations are only increasing and it is becoming difficult to maintain the contacts effectively as the expenditure on postage has increased.

Foreign tours

Shri Sibnath Banerjee, a former teacher of Maktab-e-Habibia, Kabul in 1922 was sent as our emissary to Afghanistan in October,1971. During his stay there, he met Khan Abdul Gaffar Khan and other Afghan leaders. Shri Banerjee apprised them of the latest position with special reference to the plight of evacuee teachers and intellectuals.

Shri Purnendu Narayan Ray another emissary of ours is presently touring U. S. A. after visiting U. K. and other countries of Europe. Shri Roy has given us many new contacts. A Norwegian team headed by Dr. Ali is presently in Calcutta with Shri Ray's reference. They have expressed a desire to set up a high protein food factory in India for producing protein food at a cheap cost. The team met the Health Ministry, Government of India. We are also taking it up with the Government.

Visitors from foreign Lands

Prof. Knud Nielson, Chairman World Council of World Federalist Association was received by Prof. P. Sen Sarma on our behalf on his arrival at Calcutta. He was taken to some evacuee camps. Prof. Nielson visited our office and had discussion with the Bangladesh intellectuals on their problems. Mr. Jack Laksirch of WSCF-Geneva visited our office and discussed the problem of Bangladesh teachers. He was presented with a set of our publications and appreciated the same.

The under mentioned journalists visited our office and sought our help in ascertaining facts about Bangladesh:

(1) S. A. Nilsson (Stockholm)
(2) A. M. Skipper (Denmark)
(3) V.S.B. Balkert (Denmark)
(4) M. I. Ojha (Sweden).

Medical Unit

Shrimati Mrinmoyee Bose has been put in charge of our Medical Unit. It has been possible to secure a steady supply of medicines under Instructions from Shrimati Padmaja Naidu. The local Red Cross functionaries are giving us all co-operation.

Appeal for woollen garments

Our appeal for woollen garments sent out in September has met with some response. But the resources at our disposal are still very insufficient to cope with the huge problem during the winter. Fresh efforts are being made on this line.

Publications

We have brought out during the period the following priced publication: Pakistanism and Bengali Culture by Osman Jamal of Chittagong University. Shri Barin Mitra of Good Company has printed the Publication free of cost.

National Seminar on Bangladesh

We are organizing a National Seminar on Bangladesh with financial assistance from the University Grants Commission. Teachers and intellectuals from various Indian University will participate in the Seminar. Some noted intellectuals from Bangladesh are also expected to participate. Prof. Jatindra Nath Chattopadhayay is working as the Convener of the Seminar Sub-Committee.

Formation of Bombay Unit of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti

To continue efforts to raise funds and funnel the resources through us some friends in Bombay have formed the Bombay Unit. Shri Navin T. Khandwalla is the Convenor Treasurer and His Excellency Nawab Ali Yavar Jung, Governor of Maharastra has kindly agreed to be the Chief Patron. The Bombay unit is presently organizing some cultural shows to raise funds. The Governor of Maharashtra will inaugurate the shows.

Financial Contributions

During the period under review donations have been received from Prof. K. L. Jaura, president, Punjab University Teachers Association, Prof. S. K. Bishnu, Jt. Secretary and Treasurer, North Bengal University, West Bengal Government College Teachers Association, Krishanagar Unit, Staff, Messrs. Good Company, Sri R. N. Bhattacharyya of London, Prof. Attin Mazumdar, University of Melbourne, Australia, apart from University of Bombay mentioned earlier. We regret to have omitted in our previous report the contribution made by the Calcutta University Supervisory Staff Association.

We need funds to carry forward with the tasks we have voluntarily undertaken and we need the co-operation of all concerned to contribute their mite regularly to our funds.

November and December, 1971

The Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti continued its work as before on the following lines during the months of November and December 1971:

(a) assistance to Mukti Bahini;
(b) assistance to Teachers and Intellectuals;
(c) publications:
(d) information bank; and
(e) Camp schools.

Assistance *to* Mukti Bahini

As is known to all, the liberation struggle was intensified by the death defying youths of the Mukti Bahini and necessarily demands for help for various items form us from the

Various centers also increased. With our very limited financial resources we tried to supply with and have been able to distribute blankets, woollen garments, transistors, books and medicines to the Mukti Bahini camps at various centre's in the districts of Murshidabad, Nadia and 24-Parganas around the districts of Rajshahi, Khulna, Jessore and Kushtia of Bangladesh. We have also sent books, injured in one operation received medical care and treatment through us in different hospitals of Calcutta. Dr. Probodh Ray, a teacher in the Institute of Basic Medicine and the Secretary, Board of Health including his staff gave all necessary help in our tasks.

Assistance to Teachers and Intellectuals

The programme of rendering financial assistance to the evacuee teachers and intellectuals continued during the period. We have received a sum of Rs.1,99,900 through Mr. M. Hossain Ali the High Commissioner for Bangladesh in India form Sri Jaiprakash Narayan. A plan has been chalked out for the distribution of the amount in cooperation with Dr. A. R. Mallick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President of the Bangladesh Sikshak Samiti and also of the Bangladesh Planning Cell operating at Mujibnagar. The money is being distributed to the evacuee teachers with the untiring cooperation of Bangladesh Sikshak Samiti. In this connection thankful mintion must be made of Dr. Ajoykumar Ray, Secretary, Bangladesh Sishak Samiti, Janab Anwarujjaman, Asstt. Secretary, Bangladesh Sikshak Samiti and Sri Nityagopal Saha of the said Samiti.

Publications

During this period we have brought out a photographic document on different phases of liberation struggle of Bangladesh with a brief chronology of events from 1947 to 1971 which led to the emergence of Bangladesh. Dr S. H. Sen, our Vice-Chancellor, and President of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti has written a fore-word of the book, while Janab M. Hossain Ali has given the Preface. The title of the books is "Bleeding Bangladesh". Sri N. B. Mukherjee of Radiant Process has very kindly borne all the financial burden in producing the book. Sm. Sipra Aditya has edited the same and the renowned artist, Sri Debabrata Mukhopadhyay has drawn the sketch appearing in the front page of the book.

We have also published during the period a small booklet in Bengali "Muki Yoddahader Prati". This is actually a collection of messages from leaders of all walks of life of Bangladesh to the valiant fighters. This book has been jointly edited by Prof. Jatidranath Chatterjee of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti and Prof. Sukumar Biswas of Bangladesh Sikshak Samiti.

Though we could not hold any photographic exhibition during these two months collections of photos of different aspects of liberation struggle of Bangladesh and also the liberated areas continued.

Information Bank

During this period work of the bank has progressed satisfactorily under the guidance of Dr. A .Majumdar, Reader in Physics, Dacca University. Some leading newspapers in Calcutta have covered the achievement of the Bank. Sri Durgadas Tarafdar has taken a keen interest in it and given some valuable suggestion for extending its area of activities. Mr. Ram Ray has taken up the responsibility of making photocopies of some important news items. We have already advanced him an amount of Rs.2000 for doing so. As the voluntary workers of the Bank have expressed their desire to take the bank to Dacca for continuing the job there, it has been decided by a meeting attended by Dr. A .K. Ray, Secretary, Bangladesh Sikshak Samiti, Janab Amirul Islam, M.N.A, Chairman, Bangladesh Volunteer Service Corps, Mr. Ram Ray and our representatives that the bank will ultimately be shifted to Dacca under the custody of the Bangladesh Volunteer Service Corps of the Dacca University.

Camp Schools

Camp schools mentioned in the earlier report functioned smoothly during his period. Only during the last part of December when the evacuees started moving inside Bangladesh some of the camp schools also vanished in the process. The International Rescue Committee has spent some sizeable amount of money for purchasing books for the students of these schools. The lists of such books were prepared jointly by the Camp the Schools Directorate and our representative.

In this connection a reference may be made of Senator Edward Kennedy, who, in a letter to us has appreciated the efforts on these lines.

Mr. V. N. Thiagarajan, Executive Secretary, Indian National Committee, World University Service visited some of the camp schools and was very much satisfied with their functioning. He has promised a sizeable financial help for educational programme for Bangladesh pupils.

International Contact

At long last our continuous efforts in course of the last 9 months to awaken the people of Middle East have achieved some initial success. Letters from Kuwait and Afghanistan enquiring about the details regarding Bangladesh have started coming in. Probably in the near future a greater response will be forthcoming, if we continue our efforts of informing them about the reality of Bangladesh and its struggle for liberation.

Our Ceylonese friend, Sun. Nimal Perera, has played a significant role in exposing the despicable role of Sri Tridip Ray, M. N. A. from Chittagong Hill Tract, Bangladesh, while he was on tour as Yahya's representative to Ceylon. Sm. Perera has sent a Buddist hymn of Fourteenth Century wishing the prosperity of Bangladesh to the President and Prime Minister of Bangladesh through us. We have already forwarded the same to prime Minister of Bangladesh.

Mrs. Alvin F. Arnold, and Mr. Trevon J. Walton, Secretary and Vice-Chairman respectively of youth International Committee, New Zealand, visited our office on November 30.

Mr. Evelyn Chaitkin of the Friends of the Bangladesh Movement, Chicago, Ilinois, U. S. A.was taken round some of camp schools. She promised assistance to our Samiti for carrying on our projects.

During the period we met in Calcutta along with Mr. Amirul Islam, MNA and Chairman, Bangladesh Volunteer Service Corps, Mr. John Storehouse, a British M.P. of the War on Want. We discussed with him our future plans for helping Bangladesh. He took a keen interest in our plans.

Omissions in our previous report

In our previous report we omitted inadvertently to mention that a joint tour of Bangladesh teachers and the teachers of the Calcutta University was undertaken in the month of September to Bombay and neighboring areas Dr. A. R. Mullick, Vice-Chancellor, Chittagong University and President Bangladesh Sikshak Samiti, Prof. Ali Ahsan and Prof. Subimal Mukherjee and Dr. Buddhadeb Bhattachayya constituted the team.

We also failed to mention that Dr. Buddhadeb Bhattacharya attended the International Seminar on Bangladesh, organized by Sri Jaiprakash Narayan at Delhi, as a representative of the Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti. All expenses of these tours were born by the Samiti.

Mujibnagar Tour

On recognition of Bangladesh Government by our own Government we sent felicitations to the leaders of Bangladesh through Janab M.Hossain Ali.

On complete liberation of Bangladesh we also sent similar felicitations to Mujibnagar. Probably as a response to this we were hurriedly invited to Mujibnagar and met the leaders of Bangladesh Government. A team formed in haste and composed of Sir N. Bose, Deputy Registrar, Sir G. C. Banerjee, Deputy Controller of Examinations, Sm. M. Bose, Prof. P. Sensarma, Sri Manas Haldar, Sri S. Mukherjee and the undersigned went to felicitate the Bangladesh Government. Syed Nazrul Islam, the Acting President and Janab Tajuddin Ahmed, the Prime Minister, received the team and expressed their sincere thanks to the Samiti for what all we have been doing so long. Syed Nazrul Islam requested the team to convey his feelings of gratitude to the Vice-Chancellor, Calcutta University and to the members of the Samiti. He also said that due to his pressure of work he could not visit the University inspite of his earnest desire to do so. He would surely find some time to do so in the near future when he might be to Calcutta. He felt that as was basically a teacher he had some special relationship with the academicians.

Financial and other contributions

During the period we received contribution from lstari Sat Sangh Sabha of Maharashtra, Mr. Azizur Rahman, Mr. S .R. Paras Raman, Mr. S, Ullah, Mr, S. Prakash Khanna, Mr. Iswarlal Patel, Mr. N. C. De, Mr. Aluddin, Mr. M .A. Chaudhury, Mr. Munir Ali, Mr. Nareschandra Nanda, Mr. Mozaddar Ali of London, Mrs. Neepa Banerjee,

Catholic University Faculty (Mons) of Belgium, Dr. Nihar Sarkar of Bangkok, Mr. Rick Rodgers, Prof. Edgar Lederer of France and Sri Jaiprakash Narayan .

We need even now a continuous flow of funds from national and international sources in order to help the Bangladesh Government to tackle the tremendous task of reconstructing the new socialist democracy.

Foreign Tour

One of our emissaries, Sri P. N. Ray, has just returned after his long tour of Europe and U.S. A. His detailed report is still awaited.

Bombay Unit of the Samiti

The Bombay Unit of Calcutta University Bangladesh Sahayak Samiti is organizing three cultural shows at Bombay from February 12. The Santiniketan Ashramik Sangha, Calcutta Center is going to Bombay to stage the shows. A small team of the Samiti will also proceed to Bombay to help the organizers in Maharashtra.

Surrender of Pak Armed Forces to the Combined Forces of Indian Army and Mukti Bahini

With the complete liberation of Bangladesh some revealing facts about the killing of intellectuals of Bangladesh have been unearthed. This has put heavier responsibility on this Samiti. Incidentally, it can humbly be submitted that our Samiti has earned the confidence of people and leaders of Bangladesh. For this reason requests for additional help for the helpless people of the liberated areas started pouring in. Teams of the Samiti composed of Dr. D.Lahiri, Sm. Mrinmoyee Bose, Prof. A. Chaudhuri, Sri J. Chattopadhyay, Sri Manas Haldar, Sri Anit Bose and the undersigned along with some friends of the Bngladesh Sikshak Samiti composed of Dr.A .K. Ray, Janab A nwaruzzaman, Sri Nitya Gopal Saha, Dr. Anisuzzaman and many others visited the districts of Jessore, Kushtia and Khulna. In these districts we have distributed medicines, blankets, baby food and even occasional financial assistance. We have supplied the up-hostelries for the hurriedly rebuilt circuit house of Kustia. Mr. N. B. Mukherjee has borne the entire expenditure on our behalf. We have contributed financial donations to the Sahid Fund opened in several districts inside Bangladesh. Our representatives collected the first list of the intellectuals through Janab Safiuddin (Babu) Sarwar of Bangladesh killed by the Pak Army just before surrender and we could release the same to the Press here. One of our representatives Prof. V. K. Shastri was sent to Dacca and on his return he has submitted a valuable report to the Samiti about his experience.

Seminar on Bangladesh

The National Seminar on Bangladesh which was to be held in Calcutta from December 21 had to be postponed due to emergency. We now propose to hold the Seminar from April 14, 1972. It is expected that Professor D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission will inaugurate the seminar and some reputed teachers and intellectuals from Bangladesh will participate along with Indian scholars. Dr. A. R. Mallick, Vice-Chancellor, Chittagong University has already accepted our invitation formally.

Programmes for cooperation in rebuilding Bangladesh

According to the Suggestion of Sri A. L. Dias, Governor of West Bengal, we have outlined various programmes where we can contribute effectively to the task of rebuilding Bangladesh. We feel strongly that at least for one academic session we should help Bangladesh to rebuild the academic institutions as also to sustain the families problems of Bangladesh to the under mentioned people and organizations:

(1) Janab Amirul Islam, M. N. A. Chairman, Bangladesh Volunteer Service Corps: On the Problems of armed young boys and relief and rehabilitation.

(2) Planning Cell of the Bangladesh Government:

- (i) On cooperative farming.
- (ii) On education.

Sd/........................
Secretary

ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাজ্যসভায় বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যবর্তী ভাষণ	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৭ মার্চ, ১৯৭১

TEXT OF THE PRIME MINISTER'S INTERVENTION DURING THE

DEBATE IN RAJYA SABHA ON MARCH 27, 1971

The prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, Minister of Planning and Minister for Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi):

Mr. Deputy Chairman, Sir, we have watched the happenings in Pakistan earlier, that is the election in East Bengal, with great admiration and hope that beginning of a new future for the whole country, a future which would make them more united and strong. But as my colleagues Sardar Saheb, has said, far from leading into this brightness they have turned along a dark path, a tragic path, bringing suffering- in fact, perhaps, suffering is too small a word-to an entire people. I am sure hon. Members will appreciate that however heavy our hearts may be, however deeply we may be sharing the agony of the people there, it is not possible for the Government to speak in the same words as hon. members can do. In fact, it is because we are so deeply conscious of the historic importance of this moment that we are, at the same time, aware of seriousness of the situation when a wrong step, a wrong word, can have an effect entirely different from the one which we all just intend.

The House is aware that we have to act within international norms. It is good to see that the parties here have expressed certain views. For instance, the Swatantra Party has expressed admiration for the socialist programme of Shri Mujibur Rahman. The Jan Sangh has supported his secular policy and has also said that the people of East Bengal are their brothers. I hope they will extend the same sympathy to all the people of our own country too. As I said earlier, we are not unaware of what is taking place in East Pakistan and of what it means not only to the people there but the danger that it holds for us, not for anyone part of our country but for the entire country. So we are interested in this matter for many reasons, firstly as one Member has said, that Shri Mujibur Rahman has stood for the values which we ourselves cherish the values of democracy, the values of secularism and the values of socialism. We are also concerned with the truly wonderful and unique way in which the people there had stood behind him and these values. We are no less full of sorrow and grave concern and even agony at what is happening there but I can only appeal to the hon. Members that this is not a moment when the Government can say anything more and whatever the Government may or not be able to do, it would not be wise if this becomes a matter for public debate. I do not think that hon. Members expect us to give replies to various questions that were asked. I

Think the purpose of this discussion was more that we should know their mind and hear their suggestions. As hon. Members known, I held a meeting this morning with the Leaders of the Opposition which I hope to continue. We are as closely in touch with the happenings in East Bengal as is possible in this situation and I hope to keep closely touch with the leaders of the Opposition as well as other Members who would like to come and meet us so that we can know their minds. We cannot always, I must admit, give our mind but we will certainly tell them as is possible in this situation.

SHRI MAHAVIR TYAGI: Can she assure the House that the air spaces of India would not be allowed?

(Interruption)

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I can assure the hon. Member and this House that there is no intention to resume the permission.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কতৃর্ক উত্থাপিত প্রস্তাব	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	৩১ মার্চ, ১৯৭১

No. 8 MARCH 31, 1971

RESOLUTION RE: **RECENT DEVELOPMENTS IN EAST BENGAL**

THE PRIME MINISTER ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINITSER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Chairman Sir, the tragedy which has overtaken our valiant neighbors in East Bengal so soon after their rejoicing over their electoral victory has united us in grief for their suffering, concern for the wanton destruction of their beautiful land and anxiety for their future. I wish to move a Resolution which has been discussed with the leaders of the Opposition and, I am glad to say, approved unanimously.

Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, dispatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine-guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However situated as India is and bound as the peoples of the subcontinent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land one people have condemned in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human right, this House demands immediate cessation of the use of force and the massacre of

defenseless people. This House calls upon all peoples and Government of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India.

The questions was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The Resolution is passed unanimously.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Hearty congratulations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর আগমনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম ও পুনবার্সন মন্ত্রীর বিবৃতি	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪ মে, ১৯৭১

STATEMENT MADE BY THE SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI (LABOUR AND REHABILITATION MINISTER) ON MAY 24, 1971, IN THE RAJYA SABHA IN RESPONSE TO THE CALLING ATTENTION NOTICE, BY SRI D. D. PURI AND OTHERS REGARDING THE GRAVE SITUATION ARISING OUT OF THE HEAVY INFLUX OF REFUGEES FROM EAST BENGAL TO INDIA.

Following the internal strife in East Bengal and the subsequent unspeakable atrocities let loose by the Pakistan Army there from the last week of March, 1971, large numbers of refugees have been entering the border States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. The influx was only nominal up to the middle of April, when it started gathering momentum. The pace at which the influx has built itself up will be evident from the following figures:-

(i)	Week ending	....	17-4-1971	1,19,566 Persons
(ii)	Week ending	....	24-4-1971	5,36,308 Persons
(iii)	Week ending	....	1-5-1971	12,51,544 Persons
(iv)	Week ending	....	7-5-1971	15,72,220 Persons
(v)	Week ending	....	14-5-1971	26,69,226 Persons
(vi)	Week ending	....	21-5-1971	34,35,243 Persons

Up to 21-5-1971, 34, 35 lakh persons have entered India as refugees from East Bengal. Approximately 50 percent of them are staying in relief camps, and the rest outside the camps with their friends and relations.

The Government of India have decided on humanitarian considerations to extend necessary relief assistance to these refugees in the shape of improvised shelter and food. In addition, arrangements have been made to provide medical assistance and steps have been taken to control epidemics. Supply of milk powder has also been arranged for children, pregnant and nursing mothers and the sick. Other essential articles of daily use, e.g. clothes, utensils etc., are also being supplied in deserving cases. The extremely heavy expenditure involved in providing relief assistance to these refugees, whose number is mounting every day, is causing a severe financial strain on India's economy. The Government of India have, therefore, urged the United Nations and Foreign Governments, through Indian Missions abroad, to share the responsibility in tackling this vast refugee problem which should be the concern of the International Community.

The Government of India hope that these refugees will be able to return to their home-land within a period of 6 months or earlier, as soon as favorable conditions are

available in East Bengal. Keeping this in view, the Government of India have prepared an estimate of about Rs. 132 crores which will have to be spent on necessary relief assistance to these refugees for a period of 6 months. These estimates have been conveyed to the UNHRC Delegation, which recently visited India and made an on-the-spot study of the situation by going round the refugee camps in the border States of West Bengal, Assam and Tripura. On the basis of their study and these estimates, the United Nations have already issued an appeal to all Member countries for contributing liberally for relief operations among the refugees from East Bengal. It is hoped that the response will be favorable and other foreign countries will come to India's assistance in tacking this terribly tragic human problem which has assume colossal proportions.

In order to cope with the immense problem of refugee relief, a Branch Secretariat of the Department of Rehabilitation has been set up at Calcutta with an Additional Secretary in charge. The Branch Secretariat is co-ordination the efforts of the border State Governments and stepping up all work in providing relief. The Government of our border States of West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya are all doing their bit and have the assurance of the Government of India of full support in their extremely difficult and taxing relief effort.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবীর প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ মে, ১৯৭১

FOREIGN MINISTER'S REPLY TO THE SHORT DURATION DISCUSSION REGARDING DEMAND FOR RECOGNITION OF BANGLADESH IN RAJYA SABHA ON MAY 25, 1971.

Mr. Deputy Chairman, Sir, the speeches that have been delivered by the hone. Members representing different political parties reflect the general sentiment that prevails in the country. This sentiment is the natural and spontaneous expression of sympathy for those in Bangladesh who have suffered so grievously and have faced the barbarous atrocities and ruthlessness of the military regime. Historically the whole situation has been analyzed in bits by the hone. Member who have participated in this debate.

Here is a situation which has arisen because the Awami League Leadership got such a solid majority. It appears that the fault of the Awami League was their support by the people of Bangladesh and the result of the elections was so solid it confounded the military regime. Although President Yahya Khan initiated some talks.

I agree with the analysis put forward by my esteemed friend, Shri Jain, that it appears, in retrospect, that when these talks were going on, military reinforcements were being moved from West Pakistan to East Pakistan and suddenly the talks were broken off and the military machine with its modern ruthlessness was unleashed against the unarmed people of Bangladesh. The atrocities that have been committed have been testified to not only by the hundreds and thousands of unfortunate people who have sought shelter in India but by independent observers from various countries of the world. Groups of people who happened to be stationed in Bangladesh at the time when the military action against the defenseless peoples started, they have given out their testimony their evidence of the ruthlessness with, which the military machine was swung into action against the people of Bangladesh. Although the foreign correspondents some of whom happened to be stationed in Dacca, were swiftly asked, to leave Bangladesh and Dacca and therefore a veil of secrecy was sought to be maintained by the military regime even then those groups of foreign correspondents who visited Bangladesh several days after the start of the operation that have come out with stories which have rocked the entire world and if I say so, the general public opinion in the world has been more alive and more responsive to the situation then the caution Governments of various countries. I would like to pay a tribute to the independent journalists and several other foreigners who have given faithful accounts of the happenings in Bangladesh. It is because of the manner in which these accounts appeared in the British press, the American press, and the European press and even in several countries of Asia that slowly the reality is coming out and it also would like here to share one piece of information with this hon. House. It is true that many Government leaders have not come out openly in criticism of the action taken by President Yahya Khan's military regime in Bangladesh but it is a fact that a fairly

substantial number of world leader in Government have assured us that they are aware of the happenings in Bangladesh and they have further laid that they are using whatever influence they have with the Pakistan Government to impress upon them the futility of the polity pursued in Bangladesh.

As a matter to fact some of them have gone to the length of remarking that the policy pursued by the military regime of Yahya Khan, if it has achieved anything, has created a situation where Pakistan after his military oppression against of the Bangladesh will never be the same. Pakistan and all these steps are bound to embitter further the feelings of the people of Bangladesh and so amount of suppression and oppression can subdue the will of the people and if the military regime and the Government of President Yahya Khan things that they can for all time suppress the voice of freedom raised by the valiant fighters in Bangladesh them they are sadly mistake. These fires of freedom, these flames, once they are it their intensity might be lowered but they never go off. That is the history of the world and the oppression and suppression undertaken by the military regime is not likely to subdue the forces of freedom and the forces that stand for democracy in Bangladesh. In this situation we are faced with this sad spectacle where, as the Prime Minister pointed out in her statement in this House yesterday, the problem, which was described all the time by Pakistan as an internal affairs of Pakistan has now become our internal problem and it will be naive for anyone to suggest that this problem that is faced by Bangladesh and by India is an internal affair of Pakistan. In the situation in which millions of people have found it necessary to flee from East Bengal for their safety and seek refuge in India for anybody to argue that it still continues to be an internal affair of Pakistan is something which cannot be accepted and we have categorically said so. The Prime Minister has very clearly said in her statement that this is a situation which cannot be tolerated on the ground that it is an internal affair of Pakistan. In this situation where such vast number of evacuees or refugees are in India we cannot accept the Pakistan position acquiesced in and supported by certain other countries and somewhat in a subdued tone that this is an internal affair of Pakistan. This is something which is totally unacceptable to us.

It is in this background that we have clearly taken this matter up with other countries that this is a matter in which they must act in such a manner that Pakistan has the requisite pressure put on her to create conditions in which in the first place this situation of pushing out people comes to an end straightway. Secondly, conditions must be created under which all these people who have left Pakistan should feel secure that they can go back and they can live in that part of the world because they are citizens. Thirdly, we have made it absolutely clear that we cannot and we will not accept this as our permanent responsibility. This is as much the responsibility of the international community, and whole it is true that India on account of its traditions of toleration would be prepared to give temporary succor and relief to these people, the burden must be shared by, the international community because it is an international problem, not a national problem of India. It is in this perspective that we have to view the entire situation.

In the first place it is not customary when we are dealing with such vital problems to disclose or to enunciate all the steps that should be taken if X does not come about or Y

does not come about. It is neither wisdom nor is it practical. If you first say, well, this thing should be done by the international community and if it is not done, then what do I intend to do, even that has been said very clearly but with a great sense of responsibility by the Prime Minister in her statement where she has said that we appeal to the international community to see the reality of the situation that this is a matter which should be the concern of the entire international community, this burden of refugees; that this evacuation must come to an end and conditions must be created where these people can go back in safety but if they do not succeed, then we reserve the right to take whatever action we might consider appropriate, and that is the important part of the Prime Minister's statement. It is very easy and perhaps I would say very catching to ask me as to what I will do or the country do if we do not succeed in that. These matters are not discussed in this open manner and we cannot proceed on this basis that Pakistan will be so intransigent or, if I may use the expression, so unwise that they would ignore easily the will of the international community, provided the international community can be mobilized to realize the seriousness of this problem, and it is in this direction that we have to concentrate our attention.

Mr.Varman with his experience of the functioning of Government and also experience of Parliaments knows full well that no one can say anything about what has happened in the Cabinet, and it is idle for him to expect of me to say what are the opinions expressed in the Cabinet. The parliament should not have any interest in what goes on inside the Cabinet because it is the Government that matters, and whatever may be the individual opinion of any individual member, so long as I say something I speak on behalf of the Government not on my behalf or on behalf of anybody else. But I would at the same time like to take this opportunity to say that any suggestion of the type made by Shri Rajnarain and obliquely referred to by Mr. Varma is totally unfounded.

In this respect all the members of the Government are of one mind and there is no difference of opinion. This is a favorite pastime of some friends who might be friendly to us but obliquely critical of us and also of some others to do some kite flying in the hope that, well; somebody might contradict or confirm it. We do not fall into that trap. Because somebody says something, the responsibility should be cast upon me to either contradict it or confirm it, is a position, which is totally unacceptable to any member of the Government. So long as Government decisions are there, Parliament should not at all be concerned about the discussions, which precede the ultimate evolution of the decisions or the formulation of the final decisions. That should be accepted as Government policy.

I have given a great deal of thought to the problem that has been posed by hon. Members. It is a fact that will of the nation was reflected in the Resolution which was unanimously adopted in both Houses of Parliament in the March Session and thereafter describing the situation, we had pledged our full sympathy and support to the people (Interruptions from Shri Chitta Basu) Mr. Chitta Basu, we should treat this matter a little more seriously.

Do not interrupt please. Have patience.

Now, what is that Resolution? I would like to recall the Resolution because memories are generally short and sometimes we are prone to forget our own resolve. After describing the other things, we say-

"Bearing in mind the permanent interest which India has in peace and committed as we are to uphold and defend human rights, this house demands immediate cessation of the use of force and of the massacre of defenseless people."

This was the unanimous demand of the House-

"This House calls upon all peoples and Governments of the World to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people with which amounts to genocide."

That is, we have called for the cessation of the use of force and have also appealed to all the Governments of the world and to the people of the world. This we have faithfully carried out because we have taken it up with most of the Governments. We have taken it up in the United Nations and in the ECOSOC Social Committee; this matter of violation of the human rights has been taken up with them.

"This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph."

We still continue to stick to this view that it will triumph.

"The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India."

They have undoubtedly received the sympathy and support of the people of India. So, there is no doubt, there should not be any doubt in the mind of anybody, that there has been any slipping on the part either of the Government or the people of India in the resolve unanimously expressed in this Resolution.

On this question of recognition of Bangladesh so much has been argued and argued with a great deal of emotion and some honorable members have marshaled facts. This is a question about which we have not the intention to adopt a purely argumentative style. It is not the intention of the Government to try to reply to the various arguments. That does not mean that there are no counter arguments to some of the points that have been urged by honorable members. But we have to approach this problem from a rather bigger angle and we have already enunciated our position in reply to a question which was tabled in the Lok Sabha and a similar question is coming up for reply in this House tomorrow. We are clarifying our position. Our position in a nutshell is that the situation does continue to be fluid. We continue to give out thought to this aspect from time to time. We are constantly in touch with the situation and there is no fixed position in this regard. And if at any time we feel that it is in the interests of peace, it is in our national interest and it also helps the people who are fighting for their freedom, we will not hesitate to take the step even in regard to recognition. But this is a matter in which we have to take all aspects into consideration and as soon as the Government feels that a

Situation has been reached and a stage has been reached when we should formally recognize the Government, we will not hesitate to do that. There are certain norms that have to be carefully weighed although there are on hard and fast rules even according to international standards. But things like the extent of territory that might be under its control, the extent of support, the quantum of writ that runs, what it actually means, these are all factors which have to be carefully weighed the repercussions of it on our relations with even West Pakistan because we have a long border with them, and if we recognize a part of another country which by the United Nations is accepted as one country. It is quite obvious that that country, whose part is recognized as a sovereign, independent country, will react. It should be quite obvious to us and it need not be spelt out by me. All these are considerations which cannot be lightly brushed aside, however strongly one might feel at an emotional level on an issue of this nature. I would not go into this matter about which we give a great deal of thought from time and if at any stage we feel that a step in the form of formal recognition is necessary, we will not hesitate to take that step. With these words, Mr. Deputy Chairman, I conclude. I do not want to detain this House any longer.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতে পাকিস্তানের বিপ্লবী তারিক আলীর গোপন উপস্থিতি এবং কোলকাতায় তার বক্তৃতার ওপর আলোচনা	রাজ্য সভার কার্য বিবরণী	৩১ মে, ১৯৭১

REFERENCE TO REPORTED SECRET PRESENCE AND STATEMENTS IN CALCUTTA OF MR. TARIQ ALI, A REVOLUTIONARY FROM PAKISTAN

MR. A.G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I was mentioning earlier that a very serious news appeared in the press on 10-5-1971. A similar news was coming from border areas and Bangladesh that the struggle in East Bengal may move close to the Assam border. This is the statement made by the Chief Minister of Assam. I wanted particularly to draw the attention of the Home Minister to a statement of Mr. Tariq Ali who was staying in India, in Calcutta, secretly. He is a revolutionary leader from Pakistan. He stayed in India secretly and he had negotiations with Naxalites. I want to quote what he said. He suggested the creation of a revolutionary front of both East and West Bengal to pave the way for a united socialist Bengal. This news is very damaging to the policies of this Government. Now I want to know from the Government what it is doing in this matter.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal):Mr. Deputy Chairman, this is a matte on which you should direct the Government. An article has appeared the day before yesterday in the Hindustan Standard by Tariq Ali and in that article all these things are said apart from the alleged interview which has been managed by some people. Now Tariq Ali is not an Indian citizen. How did he come to India? Who gave him the visa? How did he seek entry here? Nothing is known although the Government should know it. This is one point. Secondly, I should like to know whether the Government has found out from the British Government as to how Tariq Ali left-he must have left either by sea or by air. That can also be found out from the British Government. It is clear that he has come here with a very disruptive slogan which will harm Bangladesh struggle, which will harm everybody. He stated that Bengal should be a united entity, a socialist republic, and independent. He wants to separate West Bengal from India. This is an utterly disruptive slogan and one should take it extremely seriously. This kind of a slogan today is harmful from the point of view of the struggle for Bangladesh. The Government, in fairness, *suo motu*, should move in this matter. I am very glad that my friend has raised it here. Tariq Ali claims to have been sent here by what is called the Trotskyites International which is well known for disrupting any great struggle. Now he has said, "I have come here with this mission and assignment." Everybody knows that this young chap is a very able man in some respects. He can do quite a lot of mischief. I have read his book on Pakistan and also other material. I do not know what the Central Government is watching. They should take serious note of this because there is something behind it. Just at this moment the raising of the slogan of uniting the two Bengal into a socialist Bengal outside India, as a separate entity altogether is lightly disruptive. I think this should be fought politically and ideologically. The Government should take note of it and keep track of it because Tariq Ali has come here from England. Facilities he must have got. Somebody must have given

him the facilities to come here; otherwise, this man has been watched in England. He has not been allowed to enter France or Germany. How is it that the British Government allowed him to leave from an airport or by ship just at this moment? I am not making any question as to his other bona fides. His politics is bad enough. The Government should deal with this question.

SHRI KRISHAN KANT(Haryana):Sir, this question has been rattling the minds of many people in this country. I am sorry until now there is no statement from the Government whether Tariq Ali even came to India or not. My feeling is that it is a deeply laid Chinese game involving both Mohammad Toha and Tariq Ali in order to weaken both Bangladesh and West Bengal so that the Chinese can fish in the troubled waters in these areas. That is why I said in my speech on the last occasion that Government should take immediate steps for the solution of the Bangladesh problem. In the desire to prolong, the movement in Bangladesh Mohammad Toha and Tariq Ali will weaken the whole of India. I would like to know how Tariq Ali came here and after he came how he went back to write articles.

SHRI BHUPESH GUPTA: Going back is not important,

SARI KRISHAN KANT: The whole operation of coming here, visiting people and going back is important. I would request the home Minister to investigate into this.

SHRI A.G. KULKARNI: The Home Minister is here. He should make a statement. He must say something.

SHRI BHUPESH GUPTA: Trotskyites have sent him. When the Spanish civil war was being fought, Trotskyites disrupted it. The Trotskyites disrupted the United Front in France when they were fighting Fascism and Hitler. The record of Trotskyites is disruption of great mass struggles. This, I fear, is something going to be attempted here in this country.

SHRI KRISHAN KANT: The Minister must come out with a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS SHRI K.C.PANT: We have no information that this matter will be raised. Therefore, I cannot make any statement.

SHRI A.G.KULKARNI: Will you promise any inquiry? I can understand that he has no information. But when Members of Parliament bring this to his notice, he should inquire into this. It is a national demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What would be the attitude of the Government to the points made here? Do you want to make any statement?

SHRI K.C.PANT: There are so many avenues open to Members to put questions, calling attention notices, etc. We do not have any previous intimation that the matter is going to be realized here. We have to be very careful and see that whatever we say here is properly processed and for that purpose we have to come prepared for these things. I would not like to make any impromptu statement. I agree with the sentiments expressed.

by some honorable friends that anything that is said or done which militates against the success of the movement in Bangladesh or which directly or indirectly

seeks to impair the unity of our country is something which is serious and which we have to take serious note of and we shall take serious note of it and whatever steps will be necessary will be taken.

REFERENCE TO WITHHOLDING OF CORRESPONDENCE ADDRESSED TO MEMBERS OF PARLIAMENT.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): This is a point for you to consider as Members of Parliament we do get correspondence from very many people all over the country. Today in the 'Patriot' there is a news that some political workers belonging to tribal community from an Andhra jail had sent me a copy of the memorandum they have submitted to the Prime Minister. A copy had also been sent to General Secretary of our party, Shri Rajesware Rao. I checked up with him. Neither Shri Rajeswara Rao nor I received the said copy of the letter which the prisoners have sent from the jail. It seems that they have stated in this communication that they are supposed to be Naxalites, that they have changed their political views and they have disowned such kind of wrong techniques. This is very important. Now, who has withheld this communication? Surely, it has been withheld by somebody either in the Central Government or the State Government. I would, therefore, request the Home Ministry, through you, that they should intervene in this matter to find out who is responsible for withholding this communication sent by some political prisoners from a jail to the General Secretary of our party and to me as a Member of Parliament. I hope some inquiry will be made.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is lunchtime now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Shall I get the letter? It had been sent to me.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENT AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TEANSPORT SHRI OM MEHTA: I will try.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will continue after lunch. The House stands adjourned till 2:15 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty minutes past one of the clock.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত থাকার ভারতীয় আহবান ব্রিটেন কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের বিবৃতি	রাজ্য সভার কার্যবিবরণী	১ জুন, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Refusal by the Government of U.K. to suspend aid to Pakistan.

SHIR N.R.MUNISWAMY (Tamil Nadu): Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the refusal be the Government of U.K to suspend aid to Pakistan on a suggestion reported to have been made by the Government of India in a view of the Present situation in Bangladesh.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH):

Mr. Chairman, Sir the Government of India has been in constant touch with foreign governments, including the British Government, on the events in East Bengal. One of the points which we have emphasized is that those countries which are in a position to do so should use their influence with the Government of Pakistan to persuade the rulers of Pakistan to stop military action against the unarmed people of East Bengal and to solve the problem politically and not by the use of force. We have also been pointing out that economic help to the rulers of Pakistan to rehabilitate the shattered economy of Pakistan as a result of their military action in East Bengal would, in the circumstances prevailing in Bangladesh, amount to condoning their oppression and will make them more intransigent and enable them to divert economic help for military purposes, thus prolonging the conflict.

It has been stated in the British Parliament that it is the British Government's objective to do 'everything possible to bring about a political solution and that it has been British policy to deal with aid regardless of the political aspects of a country's national life. It also believes that the reconstruction of the Pakistan economy cannot be undertaken till stability has been restored.

SHRI N.R. MUNISWAMY: From the statement I gather this impression that the proposal was sent not only to U.K. but to other world powers also.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Practically this is a refusal by them to accept our proposal. Whether you call it refusal or not, have not conceded to our proposal. Because of this refusal, in one sense the relationship between India and U.K. now recognizes that either side of the Bengal frontier would become one of the world's trouble sports and it might lead to several years for its settlement. If that is so, I would like to bow from the hon. Minister whether instead of going in for a political settlement, any settlement could be arrived at though negotiation

With the permanent members of the Security Council so that some quiet amicable settlement is reached either through the UNO or through other agencies. Lastly I would- like to know whether our government will see that this flow of refugees is arrested by negotiating ourselves with other countries.

SARAR SWARAN SINGH: There is nothing by way of information that the hon. Member has asked. He has given several suggestions. We will give careful consideration to those suggestions and will try to benefit by them.

SHRI N.R. MUNISWAMY: What is the reaction of the Government of India to all the suggestions that I have given?

SARDAR SWARAN SINGEH: Our reaction is that we will give due consideration to his suggestions.

SHRI A.G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, the statement that was made by the Minister is most sad. It is an attempt just to evade the main issue and to digest an insult by not trying to find fault with U.K.

Sir, may I know from the Government particularly this fact, whether they are aware that the attempt by the Government of India to rouse the international community to come to the assistance of the Indian Government in solving the Bangladesh problem is coming to such a grief that no world power is coming to our assistance to the required level? Sir, in Rhodesia or South Africa such killing and such injustices are going on but no world power, for its own national interest, has taken courage to help them. So Sir, I want to know......

SHRI A.D.MANI (Madhya Pradesh): Sir,'.."
SHRI A.G. KULKARNI: What do you want Mr. Mani?
SHRI A.D. MANI: I was rising only to support you.
SHRI A.G. KULKARNI: I do not require you support.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please.

SHRI A.G.KULKARNI: I can support myself very well. Sir, I want to particularly ask whether the Government will agree that the attempt to rouse the world community on this matter is having lukewarm sympathy and particularly the U.K. is at fault and whether the Government is agreeing to my proposal. Sir, very recently I had gone abroad......

SARI BRUPESH GUPTA (West Bengal): Where did you go?

SHRI A.G.KULKARNI: I will tell you afterwards. There I found, Sir, that the U.K. Government is losing interest in the Commonwealth and it is the Commonwealth through which our Indian sub-continent has been linked with the U.K's sphere of influence and that is why they are influencing the Americans and the Americans are going on their line. This is very important Sir, and I would like to know whether 'the Government will make a reappraisal of their attitude to the U.K.

Then, Sir, I want to know whether the Government of India will react strongly towards the U.K. Government because Mr. Wilson has prevented Shri Jay Prakash

Narayan from addressing the World Peace Conference. This is very much insulting and this is something which we cannot digest. They are the culprit and it is because of the imperialistic attitude of the U.K Government, whether they are the Labor Group or the Conservative Group. Sir, my point is that the Government of India has to take certain decisions in this connection to keep up our prestige and also help the Bangladesh people to form a Government of their own.

Then, my third point, Sir.......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think these are enough.

SHRI A.G.KULKARNI: Sir, the last point that I wanted to mention is that the Government will be well aware that up to now it is reported that Rs. 12 crores has been received. I can understand that it is a staggering problem and the amount that is required is a staggering amount. So, will the Government of India take any political decision or will they take any other action to solve this Bangladesh problem? They should do something instead of knocking at the door's of the other countries of the world where there is lukewarm sympathy, where they are trying to pull the chestnuts out of the fire and they are not helping India, in this...... (Interruptions)

SHRI BABUBHAI M.CHINAI (Gujarat): Sir, I am on a point of order. While a Calling Attention Motion is discussed, a Member is allowed to seek clarifications only. Is he allowed to make such long speeches? He says that he is against all monopoly and monopolists. But he is monopolizing the time of the House.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: It is perfectly in order, Sir.
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I do not want Mr. Bhupesh Gupta's ruling; I want your ruling only.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is the ruling only that I am objecting to. I say that it is perfectly in order. If he has said less, it would have been an injustice to the national cause.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please. It will be desirable if the hon. Members do not make long observations and confine themselves to questions only so that we can accommodate a large number of members.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I agree with the hon. Member when he made the observation that the response from the international community has been lukewarm. But I am not quite sure whether his observation that the U.K. is losing interest in the Commonwealth is correct.

SHRI A.G. KULKARNI: Why not?

SARDAR SW ARAN SINGH: I not accept that. Please try to understand. The real point is that the hon. Member is not authorized by the U.K. to say that they have lost interest. We know from informed sources that they continue to have interest.

Then, the second question that is asked is whether the Government is prepared to take some strong action in relation to our attitude to U.K........

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, on a point of order. The hon. Minister should not say this thing... (Interruption). He says that the U.K has not authorized him to say that the U.K. has lost interest in it. Is anybody authorized to say that Islamabad has no faith in democracy.......

(Interruption)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please
SHRI CHITA BASU (West Bengal): Listen to the reply....
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Chitta Basu.

SARDAR SWARAN SINGH: Then, I am constrained to remark that his expression that I should not be guided by South block is unfair to the members of the Foreign Service. And to imagine that the Minister or the Government should not be serviced by their own civil servants or members of the Foreign Service is, I think, an unkind cut. We can take any attitude in Government as we like. But there is no use of having these digs at the members of the Foreign Service. They carry out Government policy and they are responsible for the implementation of these policies.....

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): It is too flattering for the Ministers also.

SARDAR SWARAN SINGH: I don't know: it may be, perhaps, castigating, for the Opposition. Should I take it that way?

Then, he said that we should take some strong action. I don't know what precisely is meant by that....

SHRI A.G. KULKARNI: Take the Bangladesh.....

SARDAR AWARAN SINGH: That has got nothing to do with Bangladesh. You are talking of our attitude towards U.K. We have received some amount. The question is what other steps we should take to solve the problem. Obviously, we have to continue to create consciousness amongst the international community about their responsibility in this respect. It is important that we should try to mobilize international opinion against Pakistan to make them refrain from carrying on their military oppression against the unarmed people and also to take such steps by which a situation is crested so that the refugees who have now come to India should go back. The political situation should be such that should go back and we should not hesitate to mobilize the entire international community in support of this because we are on firm and just ground. Apart from whatever money might be contributed by the international community to look after these refugees, this is the most important part in which we should enlist their support.

Lastly, his question is something which is beyond me. He says that unless this matter is sorted out with the U.K. our problem in Bangladesh cannot be resolved. I do not think that he should feel so helpless that our attitude in relation to Bangladesh and this problem should be totally dependent on the attitude of one country. If the attitude of one country is not favorable, we should try to correct that. But we have got other means of carrying out our policies, and it will be an over-simplification to say that everything is linked with whatever attitude the U.K. may take. I would appeal to the hon. Member that this is not a correct approach.....

(Interruptions)

SHRI A.G. KULKARNI: I would ask the Minister about the attitude of the Government of Mr. Wilson, barring Mr. Jai Pakash Narain from addressing an international gathering. What has the Government to say on that.....

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, we take strong objection to that attitude.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): The facts as they stand and the statement given by the hon. Minister of External Affairs go to prove that Pakistan has been able to successfully sell falsehood abroad, while India has been unable to sell even the truth.

We have not been able to sell the truth abroad while Pakistan has been very successfully in selling untruth and falsehood.

SHRI A.D. MANI: Truth is difficult to sell.

SHRI LOKANATH MISRA: Truth is not difficult to sell. (Interruptions) It may be difficult for Mr. Mani to sell truth, but it is not difficult for a Government to sell the truth.

The point I wanted to stress was that in spite of all efforts, in spite of all our good relationships with the U.K. Government, we have not been able to impress upon the U.K. Government that genocide is being perpetrated in Bangladesh and, therefore, any help that is given to Pakistan now is going further to perpetrate in that area. We have not been able to impress upon them this truth. It may be the deficiency of our High Commission there. It may be the deficiency of the Government's entire publicity media all over the world, and more so I have been convinced of the deficiency of our publicity media because almost all the countries of the world have started disbelieving what we say even if it is the truth. Therefore, all the time, whatever the Swatantra Party has been saying is now going to be proved, namely, that we have no friend in the world that we have lost one by one all the friends that we had.

SHRI A.D. MANI: Except the Swatantra Party.

SHRI LOKANATH MISRA: The Swatantra Party is a friend of the Government, not Mr. Mani, who only tries to speak pleasant words on the floor of the House.

DR.Z.A. AHMAD (Uttar Pradesh): The Swatantra Party has lost all friends.

SHRI LOKANTH MISRA: The Swatantra Party might have lost all friends but Swatantra Party talks as a friend to anybody and everybody. We are not hypocrites.

SHRI BHUPESH GUPTA: The Swatantra Party is losing in both money and friends.

SHRI LOKANTH MISRA: Ultimately you have lost much and you are still losing. Mr. Bhupesh Gupta has very lately realized that he is going to lose both Mrs. Indira Gandhi and her party in the country. He was trying to be very friendly with Mrs. Indira Gandhi's party. Now he has come to realize he is losing both his friend and the money.

Now, as I was asking the question I was saying that the Government has lost all friends in the world so that we have not been able to impress upon the countries of the world even about the truth of the matter as far as Bangladesh is concerned. What is being done particularly to activise the publicity media of the Government?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): Please see the world opinion appearing in the newspapers. Then you will come to know that we have friends also.

SHRI LOKANATH MISRA: Do you understand anything about international affairs or our external affairs? Kindly don't try to get into an arena where you do not understand anything, nor are you understood.

Sir, I was asking the question what specifically is being done by the External Affairs Minister to activise the publicity media? Now he is going round the world and is visiting the capital cities of the important counties. I am happy about it and I hope he would impress upon the Governments and the peoples that he is visiting about the truth of the matter. But his persuasion may not be lasting persuasion. So, our Embassies must be activised so that something concrete is being done and something concrete is being pursued all the time. His visit and his persuasion may be momentary, may have momentary effect. Certainly he would go and try to impress on all those Governments. But what is being done to activise our publicity media so that a lasting impression can be created in those areas where we have some interest?

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): What is your proposal?

SHRI LOKANATH MISRA: The Governments publicity media in those countries should be activised. We have not been able to do it yet. What is wrong in that? Would the hon. Minister kindly try to find out now? After our repeated failures in international relations, would he at least now try to find out as to where the lacuna lies? If our publicity media were weak, what could be done to activise them? Would he kindly do something in the matter?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, what is described by the hon. Member as failure is not a correct description. Failures or setbacks are not always due to lack of publicity: for example, the Swatantra Party has been doing excellent publicity but they failed in the elections. So, publicity does not always produce results. The hon. Member says that we have not been able to sell. The trouble is that for sale both a customer and a seller are required and sometimes if the customer happens to be like my friend opposite it becomes very difficult to sell. For instance, I have been trying to sell this idea that we should have

a national policy in this respect but I have never been able to sell it to my friend there. It is not for any fault of mine; the country supports my policy. So, the question of sale depends not only on the seller but in a very large number of cases, on the customers also, and other Governments have their own policies. I would like to say that we have not failed on the publicity front and the hon. Member who I presume, keeps himself well informed of the general opinion of the world press will agree with me that on the whole, by and large, the press has been reporting Farley well the events in Bangladesh-the actual happening, the atrocities at the hands of the military regime and also the political situation. These have been analyzed in a very fine manner. The main praise is due to our press and also the Press of Western European and the East European countries, notably the Soviet Union; France and Germany. In all these countries generally the press reaction has been quite adequate and has depicted the situation more correctly. There is no need to tell you that the response from Governments has been very tardy. The Governments have been tardy, of course with a few honorable exceptions. In this respect, I would like to acknowledge the very forthright and clear statement made by President Podgorny which he has sent to President Yahya Khan asking him to desist from the pursuit of a policy due to which innocent people were being tortured. The world leaders in the government have been more cautious by saying that their capacity to influence Pakistan is diminished if they make open statements. We have told them that this is incorrect. If anything, if what is being done by the present rules of Pakistan is openly condemned, that itself will have the greater effect of restraining them rather than these hush-hush talks-the policy that they are now accepting in relation to Pakistan. Therefore, there is greater realization about this and we have to perseveres and there is on use of talking of failure in this respect. These ale long-drawn our struggles in which we have to relentlessly pursue our policy to realize the objectives which we have set before us.

শ্রী জগদীশ প্রসাদ মাথুর (রাজস্থান): মাননীয় মন্ত্রী এখন বললেন যে আমাদের প্রতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রতিক্রিয়া অনুকূল। তিনি কেবল রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। কিন্তু রাশিয়ার পরবর্তী স্টেটমেন্ট থেকে মনে হচ্ছে, সেও পাকিস্তানের প্রতি নরম সুরে কথা বলছে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে পৃথিবীর কোন দেশই, কি প্রাচ্যের, কি পাশ্চাত্যের, এ যাবৎ আমাদের নীতি ও প্রস্তাবের সমর্থনে কোন বক্তব্য রাখেনি। ইংল্যান্ড সম্পর্কে আপনি যতদূর বলেছেন, শুধু পার্লামেন্টের ভেতরে যে আলোচনা হয়েছে তারই রেফারেন্স দিয়ে নিজের বক্তব্য জোরালো করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের যে চিঠি লিখেছিলেন তার জবাবে কি তাঁরা লিখিতভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে তা 'হ্যাঁ' বাচক না 'না' বাচক সূচক? মাননীয় মন্ত্রী কি অনুগ্রহপূর্বক সে পত্র সংসদে আনবেন? শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্মানের প্রশ্নে উল্লেখ্য যে, শুধু হেলসিংকীতেই নয়, বরং আরব দেশগুলিতেও তাঁকে অপমান করা হয়েছে। বিশেষ করে, আমাদের একান্ত বন্ধু রাষ্ট্র মিশরের প্রেসিডেন্ট, দু'দিন অপেক্ষা করার পরও নীতিগত কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হননি। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নয় বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও আমাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করছে সেজন্য দায়ী আমাদের নীতি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন, তিনি বলুন, ২৫শে মার্চ, যখন থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধ শুরু হয়েছে পৃথিবীর কোন দেশ-রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা চীন কেউ কি পাকিস্তানকে আর্থিক বা অন্য কোনভাবে সহযোগিতা করে?

SARDAR SWARAN SINGH: I do not agree with the observations made by the Member that subsequent statements by the Russian leaders have in any way been different from the first statement that was publicly made by President Podgorny. I do not accept the Correctness of that observation. The second question was about the letters that

have been written by our Prime Minister. These are letters which have been written by the Prime Minister to the Heads of Governments and some of them have replied. Other replies are awaited and it has never been the practice to publicize such letters to depart from the practice, which is well established, and no copies are proposed to be laid on the Table with regard to this correspondence.

SHRI BHUPESH GUPTA: It has not been the convention. In some cases you had published also. That does not satisfy us.

SARDAR SWARAN SINGH: In this particular case we have no intention to publicize the letters. About the third question. It is true that Shri Jayaprakash Narayan could not get an appointment with President Sadat of UAR. I am sorry for that but we have to view this in the context of the great internal struggle that was going on at that time and the UAR leaders were in the midst of a complete overhaul of their government set-up in which they took action against several high-ranking dignitaries in their government...

SARDAR SWARAN SINGH: That is very much after that. If you look up your files, you will agree that timing was such in which Shri Jayaprakas Narayan was in Cairo at the time when they were in the midst of these changes and they expected difficulties and could not see him.

SHRI AKBAR ALI KHAN: They could have expressed their sympathy and their agony.

SARDAR SWARAN SINGH: I agree with you and will add this voice of yours to my voice which has always been projected to them that they should do something of that type. The last question was if Pakistan, after they started the military action against Bangladesh, got any arms from any country. According to our information, the only source from which they got arms after they started the military action against Bangladesh in from China. We are not aware of their having got arms from any other country. I cannot say anything about economic aid because I cannot really give you any information.

SHRI AKBAR ALI KHAN: What about Turkey and Iran?

SARDAR SWARAN SINGH: I cannot say if they have got any arms aid from Iran and Turkey after they started the military action.

SHRI BHUPESH GUPTA: Nobody here has even remotely suggested that our attitude towards the struggle in Bangladesh should be dependent on the wishes of the government of the U.K. but then, Sir, the attitude which the U.K. has taken towards this great struggle in history is certainly relevant to the relations between India and that U.K. and it is in that context we are asking him questions. What the British Government has done is nothing new. At the time of India-China conflict you will remember Mr. Duncan Sandy's suddenly came to Delhi and Karachi in order to trap Government of India to join with the Government of Pakistan to sign that infamous statement in which we even compromised some of our national positions in regard to Kashmir and various other

things. You will remember that statement. They exploited the situation against India. At the time of the indo-Pakistan war in 1965 again we found the British Government openly coming out against India and takings the initiative in mobilizing world public opinion or at least the Government of the West against our country and this is a well-known fact. In fact we were accused of committing aggression by the so-called Commonwealth friend of India. Now again we find that the British Government of the day is openly backing up Yahya Khan and is giving an anti-India edge to the campaign. What the British papers have written is immaterial: here we are discussing the role of the Government. Even in the Labor Party many people have raised their voice against the slaughter and genocide perpetrated by Yahya Khan. British public opinion is not to be judged only by what the British Government does, but we are concerned with the Government. Our diplomacy with the British Government has completely failed. We may be good sellers but they are the most hopeless, most vicious customers with whom we have to deal. Accordingly, this is what I would suggest. Even in the United States senator Edward Kennedy has said something very strong but not one-man of the ruling party in England not one Minister, has said anything which goes against Yahya Khan or his crime. On the contrary, they are talking of a political solution in order to pressurize other people to surrender to Yahya Khan and to this tactics. That is their idea; they are whipping up certain elements, followers of Yahya Khan, in England against others from the erstwhile East Pakistan. That is also happening. They have decided to give money, when others have stopped Britain has decided to give additional funds in the name, of relief of Yahya Khan so that these funds could be used as a morale booster and also for other purposes by the West Pakistani troops on Bangladesh where they are now in occupation. These are serious matters and the Government has no policy towards them. Where do we stand in regard to our relations with the United Kingdom? That is what we ask. Why should you still continue in the Commonwealth kicks India. Every time we find we have been let down, kicked, attacked and betrayed but yet we continue in the Commonwealth. We are continuing in receive attention: Now I should like to know why the Government is not developing a line of action against the U.K. especially in the context or the relations between the two countries. I think, Sir, in the light of what they are doing we should stop all kinds of visas and other things to the British people coming here except those who are friendly to Indians and proved as such. We should withdraw some of the concessions which Britain is now enjoying.

We should not allow any of their capital to be remitted from here or profits or other things till we have taken up the problem of refugees with West Pakistan which is imposing on us as a part of their diabolic plot against the Bangladesh. We should really ask all such imperialists who are remaining in this country especially from Britain to leave this country when we know that they are sending men like Tariq Ali in order to create difficulties here. These are steps we should take immediately. We should also at the same time take away the resources from the British investors here and utilize them for relief and succor of the refugees who are coming. Every year crores and crores are being remitted by the British coalmines and other British concerns including the oil concerns.

Why should we not take some of these in order in utilize them for the relief and succour of the refugees who have come from Bangladesh? Such steps we can take. We should certainly withdraw from the Secretariat, we should certainly withdraw from the Commonwealth, we should reconsider our entire relations with the United Kingdom. This habit of continuing in the Commonwealth is something which is becoming intolerable from the national point of view.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, I say that the Government should come out not only by saying that we strongly object to it but we should also express national sentiments, national feelings against the British Government's abetment of Yahya Khan in terms of concrete diplomatic, political and economic action. That is what we demand of you. That would be the best way of championing the cause which we are championing. These are some of my suggestions or some of the points made for clarification. The Government should state its position.

SARDAR SWARAN SINGH: I think we should concentrate at the moment on trying to build our energies for resolving the situation that faces us in relation to Bangladesh and should not open other fronts. These are matters which he has suggested but we should not convert our problems in relation to Bangladesh into this type of attitude against one country. That is a separate issue. We should not link it with that.

SHRI BHUPESH GUPTA: They are abetting this murder. The British Government is pursuing this policy ever since the Heath Government was formed. You know they are adopting an anti-Indian attitude, an attitude against Asians, and now they are using this policy with a vengeance in regard to the developments in Bangladesh. They want the people of Bangladesh to be suppressed as a part and parcel of their attack against the Asian people, against the people of India. That is why I think the action is called for.

SARDAR SWARAN SINGH: There is nothing more to add.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Goray.

SHRI BHUPESH GUPTA: No answer? This is the trouble in this Parliament. Whenever the British thing is raised, our Ministers become silent. That is the trouble. I have been seeing this thing in all these ten years. They are heroic when other peoples are mentioned. Whenever Britain is mentioned they are absolutely silent. They evade the thing.

SARDAR SWARANSINGH: I would say that this observation of the hon. Member is very unkind. We have in very unmistakable and clear terms stated our position in relation to important matters where we did not agree with the British attitude in Rhodesia, in supply of arms to South, Africa, on general question of colonialism and it is unkind on particular situation we should concentrate on this problem and I would repeat that we should be careful not to open too many fronts.

DR. BHAI MANAVIR: But what strong action is taken?

SHRI BHUPESH GUPTA: You say a second front is being opened. What is the second front? Are we in World War II to talk of second front?

SHRI N.G.GORAY (Maharashtra): Unless this front is quiet I cannot put my questions.

Sir, this question gas become very important is the light of the news that we have got only today that the Foreign Minister is going to the various capitals, starting from Moscow, when he will go to London, Paris and Washington. I would like to know what is the mission that he has in his mind, because since the 25th March when Yahya Khan marched his army and started liquidating the Bangladesh freedom fighters, two things have happened. One is that no country in the world has shown active sympathy for Bangladesh. So far as words are concerned, they have flown freely, but so far as giving aid to Bangladesh is concerned no country has come forward. That is number one.

The other thing is, when this influx of the refugees started and now they are well above the four million mark-no country has given any massive support no country has come forward with any massive aid Sir, we have been sending our emissaries outside. One of our Ministers is already abroad, and now the Foreign Minister himself is going out. I do not know what is the purpose of these visits. Is it to get more aid for the refugees or is it to step the carnage that Yahya Khan's army is perpetrating in Bangladesh? I would like to know what is the purpose for which the Foreign Minister is undertaking this tour during the Budget Session, which is a very important session, when we have known that repeated attempts have failed to convince people. Somebody pointed out that our publicity media are not working properly. I do not think so. Publicity has done its work. Foreign correspondents have been inside Bangladesh. They have made detailed reports. The whole thing is, whether it is China or Russia or England or An America or France, they have their own national interests to guard, and because it is their policy to safeguard their national interest, to put their national interest above everything else, thought they know that such a crime is being perpetrated on Bangladesh, nobody is ready to get involved in it. Bangladesh is just like Droupadi in the Kaurava Sabha. Everybody knows and is saying that what is happening is bad but nobody is prepared to stop it. I would like to know from the hon. Minister is it not now conclusively proved that in spite of your efforts, nations which want to safeguard their own national interests are not going to fall in line with your plea? They are not going to come forward with any help and if you think that even for the refugees are going to get any massive aid from them, they are not going to do so, and the refugees are going to be our headache for a very long time, and it is only the Indians who will have to deal with the problem.

Sir, reference was made to the letters written by the Prime Minister to the heads of other countries and the Foreign Minister said that it is not customary to publish these letters. I agree with him. But is it not a fact that when the relations between China and India got strained, all the letters between the Prime Minister of China and the Prime Minister of India were published in the form of a White Paper? I would suggest that the time has come.. (Interruptions) No, no, long before the conflict, it took plate in 1962

and the letters were published in 1958. One White Paper after another, three White Papers were published.

Sir, I would suggest: In order to let the people of the world understand what efforts India made to save Bangladesh and what was the attitude of other nations, will the Foreign Minister consider issuing a White Paper on this and bring out all the literature that is being there on our behalf, the correspondence, the case that was pleased by our emissaries abroad including Mr. Jaya Prakash Narain and the reply, the response from them, etc? These are the two or three questions on which I would like the Foreign Minister to throw light.

SADAR SWARAN SINGH: Sir, it is correct that there is a proposal that I should visit some of the capitals, and I know I do not find it easy to be away from Parliament.

But in the overall interest, we thought that it is better that this effort should I be made. But no details have yet been settled and I cannot give at the present stage more concrete information with regard to this. The effort will be to explain the happenings in Pakistan, the political implications and all the facts of the problem. So it wills not the correct to say that it is to achieve one particular thing or another particular thing. It is only to reinforce the efforts that our missions have been making to make the world leaders important leaders of countries, appreciate the true state of affairs there and how the efforts of the international community should be mobilized to rectify the situation, both, as put by the hon. Member, to stop these military actions and to make a move towards normally.

SHRI N.G.GORAY: Will you plead for a political solution.

SARDAR SWARAN SINGH: Do not ask me to say everything that I am going to say. It is not just done.

Then, Sir, he has made a very pertinent remark that other countries will take action in accordance with what they consider to be their best self-interest that is a hard reality of international life. But here is considerable scope even in that because even in assessing their own interests, they may have missed something important which may be vital not only from our point of view or from the point of view of Bangladesh, but also from the point of view of their own self-interest, and it is important that efforts should be made to highlight such aspects. I lastly, I am sorry that I am unable to change the position that I have already mentioned. that we have no intention to publish the letters that our Prime Minister has written or the replies that our Prime Minister has received.

DR. K MATHEW KURIAN (Kerala): Sir, the hon. Minister has said that one of the purposes of his visit is to impress upon the foreign governments the various aspects of the Bangladesh, problem. But he refused to give a straight answer to the concert question whether the Government of India will impress upon the foreign governments to recognize Bangladesh. How can they, because they have themselves not recognize Bangladesh? Will India impress upon the foreign countries to give all material, economic and military aid to Bangladesh revolutionaries? How can they, because they are not themselves doing it? Sir, I would like to know from the Minister how India can suggest to the United

Kingdom Government to suspend aid to Pakistan in view of the fact that the Government of India is increasingly indebted to be the United Kingdom for external aid, for private monopoly capital, and they continue to be an insipid member of the insipid Commonwealth. Secondly I would to know from the Hon. Minister what moral right the Government of India has to ask the United Kingdom Government to suspend aid to Pakistan when the Government of India itself has been giving military aid to the tottering Mrs. Bandaranaike's Government, against the people there who are fighting against that Government. I should make it clear that I am not here taking any particular position regarding the insurgency in Ceylon. Whatever be the character of the insurgency in Ceylon, it is a shame on the part of the Government of India to send military aid to foreign government when they are fighting their own peoples. I would like to know what moral, right his Government has to tell the United Kingdom Government suspend aid to Pakistan when it is going the same with reference to other countries.

SARDAR SWARAN SINGH: I would appeal to the Hon. Member to apply this moral standard to judge the implications of the question that he is raising. There are very unfortunate insinuations that the Hon. Member is making and I would appeal to him and to others of this way of thinking...

DR. K. MATHEW KURIAN: Unfortunate for you.

SARDAR SWARAN SINGH:.... that this approach is very dangerous and it is against national interest. I will request him to desist from this.

DR. K.MATHEW KURIAN: National interest? Whose national interest? The people's national interest?

SARDAR SWARAN SINGH: I would like to make it clear that our attitude both to Bangladesh and Ceylon is identical. In Bangladesh we are supporting the Awami League because they represent the majority. We are supporting Mrs. Bandaranaike's Government because she represents the majority. Our position is absolutely identical. The trouble with gentlemen of his way of thinking is that..(Interruptions) Do not get excited. SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Swaran Singh, this is not a very intelligent argument.

SARDAR SARAN SINGH: Then, let us not enter into an argument. I would like to say that these is no moral right for honorable Members to ask these questions. We are perfectly within our right, both moral and constitutional, to pursue the line that we are pursuing and we will continue to pursue this line.

মিঃ ডেপুটি চেয়ারম্যান, রাজনারায়ণ বাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করুন।

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ): আমি জানতে চাই, ভারত সরকার বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে যেসব চিঠি লিখেছেন সেগুলোতে আমরা অধিকভাবে 'পলিটিক্যাল সল্যুশন' বা 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে কি না? 'সমাচার' পত্রিকার সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে 'রাজনৈতিক সমাধান' করাতে হবে। আমি জানতে চাই যে, এই রাজনৈতিক সমাধানের স্বরূপ কি? রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি? এই রাজনৈতিক সমাধান কি সন্নিবেশ (include) করতে হবে? এর অর্থ কি এই যে, আগ্রাসন অতিসত্বর বন্ধ করতে হবে? স্বাধীন বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী বিদেশী হামলা কি এখানেই শেষ সমস্ত সৈন্য সেখান থেকে অপসারিত হবে আর স্বাধীন বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বাধীনতা নিয়ে চলতে? আমি যা বলছি ভারত

সরকারের রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি এটিই? আর আমি জানতে চাচ্ছি এই 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট' শব্দটি কখন থেকে এসেছে? স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট শব্দটির ব্যবহার প্রথমে ভারত সরকার করেছে, না রাশিয়া, আমেরিকা বা বৃটেন এটি আবিষ্কার করেছে? পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট শব্দটি এরূপ অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত যে এর একটি অর্থ বেরিয়ে আসতে পারে। একটি অর্থ আওয়ামী লীগের ৬ দফা পরিকল্পনায় পৌছতে পারে। এও হতে পারে যে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক রূপে উভয়ের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এজন্য আমি খোলামনে প্রথমে জানতে চাই যে ভারতের সরকারী দফতরে রাজনৈতিক সমাধানের কি ব্যাখ্যা রয়েছে? সরকারের মনোভাব ও একজন ভারতীয় নাগরিকের মনোভাব বি অভিন্ন? স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার মনোভাব হচ্ছে- সেখানে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী শক্তি, আজ যারা সেখানে অবস্থান করেছে, সমস্ত শক্তি সরিয়ে নেবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্ররূপে আপন অস্তিত্বে টিকে থাকবে। দু'জন সোশ্যালিস্ট আছেন। একজন ইন্দিরা গান্ধী, অপরজন বৃটিশ লেবার পার্টি। উভয় সোশ্যালিস্ট আজ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র দাবী রাখার প্রয়াসী। আমি সর্দার শরণ সিং- এর কাছে জানতে চাই, আপনি কেন বিদেশে যান? কি বুঝাবার আছে তাদেরকে? ভারত সরকার অপেক্ষা কেউ কম জানে না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যে, আজ স্বাধীন বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা অবহিত নয়? স্বাধীন বাংলাদেশ সর্ম্পকে সকলে খবর রাখে। জাতীয় স্বার্থেই সকল দেশ নিজেদের কথা ভাববে। তাহলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ কি? আমি বিদেশ মন্ত্রী মহাদয়ের কাছে জানতে চাই, ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় কল্যাণার্থে কি ভাবছেন? স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকা না তার লুপ্ত হওয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পক্ষে? আমি প্রথমে এটিই দেখতে চাই যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভারত সরকার কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখছেন? এই সাথে আমি এও বলতে চাই, যারা কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ বলে চীৎকার করছেন (আমি আগাগোড়াই যার বিরোধী ছিলাম) যতক্ষণ কমনওয়েলথ'র সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীন বিদেশ নীতি হবে না। আমার চোখের সামনে এখন এই পরিস্থিতি। এ সময় বৃটিশ সরকার যা কিছু করেছে, সর্দার শরণ সিংহ হুবহু এখানে ওইসব করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

সর্দার শরণ সিংহ : সম্পূর্ণ ভুল কথা আপনি বলেছেন।

শ্রী রাজনারায়ণ : আমি জানতে চাই, ভারত সরকার আজো এ কথা মানেন কি না যে, হিন্দুস্থান বিভক্ত হলো, এবং ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো, এতে বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা তিন দেশেরই চক্রান্ত ছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের আশংকা বেড়েছিল, এটা ভিন্ন কথা যে মিঃ জিন্নাহ নাছোড় হয়েছিলেন এবং নেহেরুজি বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতালাভের জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, এতদসত্ত্বেও রুশ, আমেরিকা ও বৃটেন এই ত্রিরাষ্ট্রই চাইতো ভারত এক বৃহৎ রাষ্ট্ররূপে যেন না থাকতে পারে এবং দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়, সুতরাং তারা কিভাবে মেনে নেবে যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক যা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্টে সংঘটিত অস্বাভাবিক দেশ বিভাগের বিলুপ্ত ঘটাবে। এজন্য বৃটেন, রুশ, আমেরিকা, এরা সকলে চাইবে যে পাকিস্তানের সাহায্য লাভ অব্যাহত থাকে। বৃটেন স্পষ্টভাবে যা বলেছে আমাদের সর্দার শরণ সিংহ কি তাহা জানেন না- পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থাকে সে ধ্বংস হতে দেবে না? পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখার জন্য বৃটেন পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে। অতএব, আমি জানতে চাই, এই সরকার, আজ স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে কি পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করেছেন? সর্দার শরণ সিংহ কোন রূপরেখা নিয়ে বিদেশে যাবেন? বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের কি কথা বলবেন? এবং স্বাধীন বাংলাদেশে কোন ধরনের সেটেলমেন্ট করানোর জন্য উদ্যোগ নেবেন?

উপ-সভাপতি : আপনার প্রশ্ন শেষ।

শ্রী রাজনারায়ণ : আমি কমনা করি এবং বিদেশ মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তিনি যখন বিদেশে যাবেন তখন কি বলবেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন।

উপ-সভাপতি : মন্তব্যপূর্ণ কথা যা আছে বলুন কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলুন।

শ্রী রাজনারায়ণ : আমি বলতে চাই যে ভারত সরকার কি বিদেশে একথা অকপটে বলবে না যে বাংলাদেশ এখন স্বাধীন, পশ্চিম পাকিস্তান তার উপর চড়াও রয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের হামলা মুক্ত করতে হবে, তার সৈন্য ফিরিয়ে নিতে হবে, এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দেবো...

উপ-সভাপতি : ঠিক আছে, বলুন। পুনরুক্তি হচ্ছে রাজনারায়ণ বাবু।

শ্রী রাজনারায়ণ : এখন বৃটেন, রুশ এবং আমেরিকা মনোভাব জানার জন্য আমরা প্রস্তুত নই, আমরা জানি ভারতের এই অকপট মনোভাব রয়েছে যে স্বাধীন বাংলাদেশকে এ যাবৎ স্বীকৃতি না দিয়ে ভারত সরকার ভুল করেছে। ২৫শে মার্চ হতে আমরা অনাবশ্যক শব্দজাল বিছিয়ে চলছি।

উপ-সভাপতি : ঠিক আছে, রাজনারায়ণ বাবু, আপনি বসে যান।

শ্রী রাজনারায়ণ : জুন মাস এসে গেল। আমি চাই ভারত সরকার আন্তরিকভাবে এসব কথার জবাব দেবেন।

MR. DEPUTY CHAIRMAB: Mr. Swaran Singh, will you reply to the points made?

SARDAR SWARAN SINGH: Please wait. There was some criticism. But I think it was not well informed. Our attitude, when we use an expression of that nature, is that the military action upon which the West Pakistan Army has embarked and the forces of operation and the forces of repression unleashed by the military rulers of Pakistan are not likely to and will not solve the basic problem of Bangla Desh and that they should bend their energies to find a solution of this problem, not by resort to military means. This is the expression used in relation to several other situations in the world also. This is to highlight the futility of continued military action that the expression to that effect has been used and it will not be fair for the hon. Members to read anything more than that, that we are in favor of any particular type pf solution one way or the other. But we have also to keep this in mind that it is essentially a matter between the people of Bangla Desh and the military ruler's with whom they are at present fighting.

শ্রী রাজনারায়ণ: যে কেউ বলতে পারে।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, please let him finish.

SADAR SWARAN SINGH: I would appeal to the hon. Member, to leave this matter to be settled by them and it is not for us to suggest any particular line of action. They have already clarified their position quite well. The Awami League Leaders, Maulana Bhashani and several other leaders of Bangla Desh have clarified their attitude with regard to this and we should add our voice also to this that the military operation should cease and efforts should be made to meet their viewpoint by means of which are non-military and this is perfectly a legitimate stance, legitimate stand, and we should not be apologetic.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): It is our problem also and that must be realized.

SARDAR SWARAN SINGH: So far as our problems are concerned we should be able to settle them. We have not said that we are not going to settle them. In fact, the Prime Minister had, in her statement made on the 24th May, clearly said- I would like to quote:

"If the world does not take heed, we shall be constrained to take all measures as may be necessary to ensure our own security..."

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: How?

SARDAR SWARAN SINGH: "...and the preservation and the development o the structure of our social and economic life."

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: How and when?...

(Interruption)

SARDAR SWARAN SINGH: You ask, how and when?...

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Yes.

SARDAR SWARAN SINGH: How and when? It should be left to us. You are not in any capacity to do that.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: It is your monopoly?....(Interruptions) The Government has absolutely failed. I say it has failed.

SARDAR SWARAN SINGH: I am sorry, I don't agree with your analysis. There is only one other question that the hon. Member has asked, and he has repeated it a number of times as to what the Government is going to say, either here or abroad, on the question of Bangla Desh. Our attitude in this respect...

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Are the Government trying to persuade other Government to agree to the justification of the demand that in view of the infiltration of refugees on such a massive scale, we want living space from the Bangla Desh?

SARDAR SWARAN SINGH: I am not going to discuss this in details. On the question that is asked by Shri Rajnarainji about our attitude in relation to Bangla Desh, I think...

SHRI BHUPESH GUPTA: There cannot be a solution except on the basis of the freedom of the people of Bangla Desh to shape their destiny. Let us not try to indulge in..

SARDAR SWARAN SINGH: Government have clarified their position in relation to Bangla Desh. But, unfortunately, my friend, Shri Rajnarainji, walked out on that day. I would request him to read the proceedings of that day.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনের উপর আলোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি	ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত পুস্তিকা	১৫জুন, ১৯৭১

REFUGEES ARE INTERNATIONAL RESPONSIBILITY

Statement of
Prime Minister Shrimati Indira Gandhi
In Rajya Sabha on June 15, 1971.

Intervening in the discussion on the situation arising out of the influx of millions of refugees from Bangladesh Prime Minister Shrimati Indira Gandhi said in Rajya Sabha on June 15, 1971:

Sir, I had not expected to intervene in this discussion, because we have made our policy very clear. I was rater astonished to hear from one of the members that our policy is not clear. I think our policy is quite clear. I am astonished at the lack of confidence in our people, in our country, which our Members are constantly displaying. Are we citizens of a great country? Are we citizens who have confidence in ourselves or not? Listening to this debate, it seems to me that this is a far more important question than the question of what is happening to the refugees from Bangla Desh. Because, if we have no confidence in ourselves, it doesn't matter what we say, we will not be able to implement it.

I speak here with tremendous confidence in my people and in my Government. I have no doubt at all, that we can face the problem which has come upon us. What does this mean? Does it mean that no refugee will suffer? It cannot possibly mean that. When any country has to face a large influx not an influx over a long period, but a sudden influx within a few weeks, of nearly six million people-it is not a joke; it is not a small thing. I would like to know from hon. Members: Do they know of any country in the world which has faced even one-tenth of this situation before? It is very easy to sit in this House and just criticize and criticize instead of trying to assess the realities of the situation. If even ten thousand refugees arrive in any European country, the whole Continent of Europe will be afire with all the newspapers, the Government and everybody aroused. We are trying to deal with nearly 6 million human beings who have fled from a reign of terror, who have come wounded, with diseases, with illness, hunger and exhaustion. And they have come to our country, which is one of the poorest in the world. We certainly have the fullest sympathy with these war evacuees of refugees, or whatever you would like to call them.

We are going to do our very best to look after them. Even it we have to sacrifice, even we have to go hungry hope the hon. Members will be the first to initiate a movement of missing a meal. But at the same time we have to see that our own poor people do not suffer, do not die. We have a double responsibility to our people and a responsibility to our friends from across the border.

One hon. Member spoke of our taking a begging bowl to other countries. Sir, I am not in the habit of begging. I have never begged. I am not begging now. And I have no intention of begging. If our emissaries go from this country to other countries, they are not speaking with a voice of weakness; they are not begging. We are sending them because this is an international responsibility. And we are not going to let the international community get away with it. They cannot avoid their responsibility. They may give help, or they may not give help. But they will certainly suffer from the consequences of whatever happens in this part of the world. We must put this problem to them in its proper perspective. We certainly want help, and the more help we get, the better we shall be able to look after the refugees. But so far, this help has been pitiable in proportion to what is needed; it is about one-tenth of what is actually needed, so far as we have been able to assess. I hope that this help will increase. This is very important from the point of view of saving lives, of giving better nourishment to children and of giving better treatment to those who are suffering from cholera and other diseases. But the point is not the quantity of help. Our appeal is even more important from the point of view of putting this problem in perspective. What are we concerned about? We are concerned about the lives and the comforts of the refugees, but we are even more concerned about the problem of democracy, the problem of human rights, the problem of human dignity, which have now been brought into focus before us and the whole world in such a poignant and heart ending manner. And, if our representatives have gone, whether they are Members of the Council of Ministers, whether they are non- official people or other people, it is with this end in view, namely that all the countries should be told about the reality of the situation, and I think that our efforts have succeeded in this in some measure. Today, the world press is reacting more sharply and is devoting greater space to this question; I think that we have had something to do with this change of attitude. So we should not sneeze at all the efforts that are being made. As I said on a previous occasion here, I can understand the emotionalism and the sense of sorrow and of helplessness which hon. members and many people outside feel. It is understandable and I sympathies with it. But it should lead us to something more. It should not lead us to a dead end, to a feeling that nothing is being done, that nothing can be done, and that we are going to be engulfed. We are bearing a tremendous burden, and as I said- I do not know whether the world is parliamentary or not; if it is not please strike it out, Sir- as I said in my meetings with the people even in the camps where I had gone, we will have to go through hell to meet this situation. But I have no doubt that we can emerge, and we will. It will hurt us un many ways, economically and in other ways, but we will get thorough if we have the courage, the determination, and the endurance. I personally believe that our people have these qualities, and, therefore, we will be able to handle this situation. But it cannot be done cheaply either as regards financial effort or physical effort. The effort may hurt all sections of the people, all along the line. It may even affect some of our essential programmers. But this is something which we cannot avoid, because, as I have said on an earlier occasion, what happens in Bangladesh will have an impact on India. We are concerned with the general principle of democracy, but we are more concerned here because Bangladesh is so close to our border that its impact will be very much greater than if such a thing had happened in a distant place.

My Colleague just now mentioned the much publicized reception centers opened by the West Pakistan Government in Bangladesh. I do not know what these reception centers are going to do. So far, nobody has returned from any of our refugee camps except a small number-about two thousand-who are reported to have gone back from a part of northern India for various reasons which had nothing to do with the opening of the reception centers in East Bengal.

So far as I remember, it was Shri Goray, or may be one of the other hon. Members-who asked something about what we meant by political settlement.

I think he will excuse me; he has put rather an extraordinary interpretation on that word. Does he for a moment believe that we would accept a political settlement which means the death of Bangladesh, which means the ending of democracy or of those who are fighting for their rights? India could never accept such a state of affairs. When we talked of a political settlement, we meant that a political settlement must be arrived at with those people who are today being suppressed. I am not expressing a view whether such a settlement is possible or not, but clarifying what we have said at an earlier stage. If international pressure through whatever means available to the big powers and to other countries were exerted, I think that a political settlement would have been possible at an earlier stage. Now, of course, with each passing day this possibility becomes more remote.

We are looking after the refugees on a temporary basis. We have no intention of allowing them to settle here, nor can we allow them to go back merely to be butchered.

One hon. Member said something about China having become free after us. I have not quite understood what this means. So far as I know, China has not been under foreign rule in the way that we have been. It has always been a free country. It is true that earlier it did not have a communist government, and now it has one. But it was a free country all along.

There is some confusion in the minds of hon. Members whether refugees are being removed or whether they are to be kept where they are. It is not easy to be clear on this matter because of the magnitude of the problem. Even if we want to remove the refugees, it is physically not possible to do so. Each train carries about 1200 or it may be little more. But, with the best will in the world, we can only move a small portion of them. We are trying to move them especially to land which belongs to the Central Government in different States, but it is not an easy matter to do and however we may try to move them there still will be a tremendous burden on the States where they are today.

We have used trucks; we are using planes; we are using railway trains; we are using goods trains. But with all that-they are six million people-you cannot remove them easily or quickly.

In this country, we have a shortage of practically everything which they need. We have a shortage of tarpaulins; we have a shortage of corrugated iron sheet; we have shortage of every possible thing you can think of. We have tried to round up these items from every part of the country; we are rushing them to the camps. But no matter what we

do-I am sorry so say-we cannot keep the refugees on anything remotely resembling comfort, because of the nature of the problem. And I am glad to say that wherever I have been, the spirit in these camps has really been magnificent. They are living under extremely difficult conditions, but they understand and appreciate our difficulties. So should continue to try and do our best, but we should always keep in view the long-term aspect of the problem, and specially the aspect that it will mean tremendous hardship for all of us and for our people. We must all, as leaders or members of political parties, as citizens of this country, prepare our people for this period of hardship, because without it we can neither help the refugees nor deal with the larger problem.

This House has always a great deal of understanding. I know that it is necessary from time to time to have opportunity to blow off steam and to work off emotions. This is natural and understandable, but when all is said, I am grateful to the House for the understanding it has showed and for the cooperation which it gives.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে সাম্প্রতিক অস্ত্র সরবরাহের রিপোর্টের ওপর আলাচনা	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	২৪ জুন, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Report of Recent shipments of Arms by the U. S. A to Pakistan

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Chairman. Sir I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reports of recent shipments of arms by the USA to Pakistan.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SATDAR SWARAN SINGH): Mr. Chairman Sir Government appreciate and share the concern of all sections of this House about the reported shipment of certain items of military equipment from the United States to Pakistan recently. The New York times report of June 22 about two ships, 'sunderbans and padma' flying the flag of Pakistan having sailed from new York on the 8th of may and 21st of June respectively, with cargo of the United states military equipments seems to be substantially correct. Out Ambassador in Washington took up the matter immediately on receipt of this report with the Under secretary o state on the evening of 22nd June. The matter was also taken up with the U.S embassy in New Delhi on 23rd June. According to the U. S Government no foreign military sales to Pakistan have been authorized or approved since March 25, and no export licenses have been issued for commercial purchases in U.S. since March 25, nor have export licenses been renewed since that date. The U. S Government has further stated that the New York Times article is incorrect in stating that such shipment included 8 aircraft. According to them no air craft are on board these vessels. The U. S Government have however admitted that it is possible that fore3ign military sales items authorized or approved prior to March 25, have been delivered to the dock side since that date and may be aboard the two ships referred to in the New York times. They have further stated that it was also possible that commercially purchased items where export licenses were required and were issued before March 25 may aboard these ships. Further there are some items for which export licenses are not required. So it is possible that some such items are also on the ships. They have stated that it is thus probable that these ships do carry items of military equipment resulting from actions taken prior to March 25.

The Under Secretary of state has appreciated our concern and expressed regret that this loophole regarding past authorizations had not been brought to our notice. He has further explained that full facts regarding what had been covered by export licenses issued in the past the shipments of which have not been effected, were still not known and he could not, therefore say that there would be no further shipments yet to be made. He has however added that up to the moment they had not come to any conclusion on the subject and they were examining the matter.

We have pointed out to the U. S. Government that any accretion of military strength to Pakistan particularly in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the UN armed and defenseless people of Bangladesh would not only pose a threat to the peace and security of this subcontinent but the whole region. What is more it would not only amount to a condo nation of these atrocities but could be construed as and encouragement to their continuation. We have stressed that this in not merely a technical matter but a matter of grave concern involving social economic political and security considerations. We have therefore urged the U. S Government that they should try to stop the two ships which have already sailed. From delivering military stores will be allowed even under Past authorizations. The United States Government have promised to give urgent consideration to this matter and we are awaiting their response.

We hope that the U. S Government which cherishes the principles of democracy and freedom will not encourage the wanton violation of these principles which is taking place in Bangladesh today by the shipment of any kind of military weapon spare parts etc. As long as the military authorities o Pakistan do not stop their military atrocities and come to a peaceful political settlement with the duly elected representatives of Bangladesh and thus bring about a stoppage of the further influx of refugees and the safe and early return under credible guarantees of the large numbers of refugees who have already crossed over in to India.

SHRI CHITA BASU: First of all may I know this from the hon. Minister? He is on record to say only on 22nd of June that supply of arms to military regime of Pakistan would be against a number of assurances given by the USA to India. May I know, what are the specific assurances he has got in his mind and how far they have been violated by the supply of arms?

My second point which is very important is this. Think the hon. Minister has been satisfied with the statement or the information which has been given by the US authorities. But, it appears to me nothing but hoodwinking our Government with regard to the intention of the US authorities in connection with the arms supply to Pakistan. Sir he has agreed in his statement that the supply of arms to Pakistan at this critical stage would naturally intensify the drive for genocide on the defenseless people of Bangladesh today. It would also squeeze out large number of refugees from Bangladesh to come to India. It would also increase the belligerence of Pakistan and there by pose a serious threat to our Security and the integrity of our country. IN view of this, does not the Government consider that this action of the USA in continuing to supply arms to Pakistan continues and unfriendly act on the part to the USA a hostile act on their part which is very harm full to the interests on India herself? In this background has the Government the courage to say to the Government of the USA that these unfriendly and hostile activities of the USA would not be tolerated by the people of India and the Government of India and we are free to take action in the way we like? May I know whether he is going to assure the House in that regard?

In his statement it is also said that the exposure which has made is substantially correct, but would be kind enough to say how much arms have so far been supplied to Pakistan even after the 25th of March when it was said by the USA that there has been an embargo placed on the supply of arms to Pakistan, because I have got in my possession information..........

MR. CHAIRMAN: You have put a number of questions.

SHRI CHITTA BASU: ... that Pakistan has been buying arms and spares in the USA since March which night have already been shipped to Pakistan not only on their ships as has been pointed out here but it has already been reported that the US Air Force alone had sold to Pakistan nearly 48 million worth of goods and the Navy has also supplied arms to Pakistan. Will he be kind enough to let the House know and the countries know what has been the total amount of arms supplied by the USA to Pakistan after the 25th of March when the army cracked down on Bangladesh with its military action?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I would like to say that the House in on doubt aware of the history of the US supply of arms to Pakistan the embargo after the 1965 conflict and the one time exception. I will not repeat that because statement had been made at length on the floor of the House about those aspects. But after the military action in Bangladesh, the US spokesmen had said that further supply of arms to Pakistan was being stopped in view of the situation that had developed in East Pakistan Bangladesh. When I say that this is against the assurance we got the clear assurance from those statements and clear understanding that no further supplies would be made to Pakistan. Therefore when these supplies have now materialized, they are against those assurances.

About we second question, I would like to say that I am not satisfied win what they have said. I have only given for the information of the house and for the information of the country the statements that have been made to us by the US representatives.

And we would not like to leave any impression that the Government is satisfied with the statements. We do continue to hold the view strongly that having made a statement it was their responsibility to ensure that there were no further supplies made by the united states authorities, whether they are the local people or whoever else and we feel that apart from being a negation of the assurance this is also something which certainly we cannot accept as any satisfactory explanation.

Now when I have said that the statement is substantially correct, I have used the world substantially to cover the point that the report that appeared in the American press the New York Times, had mentioned whereas the planes the US authorities have said now that these slips did not carry the places. So whereas the statement is correct that military equipment has gone, I have used the expression substantially correct in order to show that the fact of the military equipment having been shipped from the United States to Pakistan is correct although there is some discrepancy between the press report and what the official spokesmen of US have said.

SHRI CHITTA BASU: Sir, the main point was not answered whether the Government considered it a hostile or unfriendly act of the US Government towards the India

Government and whether they would tell the American Government that we are not agreeable to this kind of action being taken by them and that we are free to take action in any way we like. That is the moot question which he has not agreed to reply.

SARDAR SWARAN SINGH: So far as our right to take any action that we like is concerned we are not subject to any Government either the US Government or any other Government and I do not see why we suffer under this complex. Why should we suffer under this complex that we are to tell another country that we will take whatever action we like? Of course it is for us to decide as to what action we may like to tape or we may not like to take. About describing it as a hostile or an unfriendly act these expressions have certain connotations in international life and we have left and we have left the US authorities in no doubt about our disappointment on this attitude of theirs.

SHRI N. G GORAY (Maharashtra):" Sir, in this connection two things stand out. One is that we must be really grateful to the newspaper people in the United States of America who have on a series of occasion been exposing the activities of their own Government. Sir this was the latest when they told us for the first time that that such ships were proceeding towards Karachi. I would like to know whether the Government has any independent source of authority or information to tell us how many ships like these are likely to sail and what sort of ammunition is being sent to Pakistan. Sir, just now the Foreign Minister said that the government of the United States of America as stated that there are no claims on these ships. But the New York correspondent has very specifically stated that there are some claims. Now I would like to know whether there is any independent source w2hich could verify whether the statement made by the US authorities is correct or whether what the correspondent of the New York Times stated is correct. The planes might be dismantled and they can be shown as spare parts and they can again be resembled on arriving at Karachi. That is quite possible.

The other thing is that they have expressed their dissatisfaction etc. etc. Sir, after the Foreign Minister undertook this strenuous tour as whole balloon of hopes and satisfaction was created. The Government of the US has timed the whole thing in such a way that the balloon was simply pricked and the whole thing has gone off.

And we now find that while the U. S. A is giving us all sorts of assurances in practice it is betraying us. Therefore, sir, I would like to know whether this not which they have sent saying dissatisfied etc. is enough.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): American is giving assurances to India and arm to Pakistan....

SHRI CHAIRMAN: No, please, I shall call you.

SHRI N. G GORAY: .... Whether the Government will have the courage to tell them that these arms........

Mr. CHAIRMAN: Please, let us not waste the time of the House.

SHRI ARJUN ARORA: It is the time of the House.

SHRI N. G GORAY: .... Which are dispatched to Pakistan, it will be perfectly within our right to stop these arms from reaching Bangladesh? Will you intercept them on the

high seas in the Bay of Bengal and see to it that do not reach the shores of Bangladesh? Will you make it explicit to the Government of the U. S. A. that we shall see to it that these arms do not reach the Yahya Government?

SHRI S. D. MISTRA (Uttar Pradesh): If they had that courage they would have recognized the Bangladesh Government much earlier. Not guts.

SARDAR SWARAN SINGH: About the question we have any independent source to come to the conclusion as to whether the U. S. A Government statement is correct or the New York Times report is correct I must say that we have no other independent source which could either confirm the one or the other because this is a matter....

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): You have an Embassy there. They do not seem to know anything. Then why are you spending money over these Embassies?

SHRI A. P CHATTERJEE (West Bengal): They simply know how to dance.

SARDAR SWARAN SINGH: That is a separate matter. When there is no independent source, I cannot say that there is an independent source. For any country to say that any country can find out what is contained in a ship which is sailing or what is contained in the various crates is asking for too much. That is not possible.

Now, Sir, about the other question, I agree with the suggestion made by him....

SHRI BHUPESH GUPTA: what is your Ambassador doing there?

SARDAR SWARAN SINGH: What independent source can he think of in order to see what is contained in the crate? This is not the function of the Ambassador.

SHRI A P CHATTERJEE: They spend their time only in cocktails and dances.

SHRI ARJUN ARORA: He is advising the Government of India to devalue the Rupee.

SARDAR SWARAN SHING: Their object is not to indulge in any espionage activity.

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ): মহোদয়, একটা ব্যবস্থার প্রশ্ন ( ) আছে। মহোদয়, আমি শান্তভাবে বসে আছি।

SARDAR SWARAN SINGH: The only other point.....

শ্রী রাজনারায়ণ মহোদয়, আমি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, ব্যবস্থার প্রশ্ন ( ) আছে।

সভাপতিঃ কি ব্যবস্থার প্রশ্ন?

শ্রী রাজনারায়ণঃ প্রথমে তিনি বসুন। যতক্ষণ মন্ত্রী বসবেন না ততক্ষণ আমি বলব না।

SARDAR SWARAN SINGH: May I ask him to sit down. ......

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, দেখুন মন্ত্রী মহোদয় জবাব দিতে অর্ধেক বললেন, কেউ শুনলেন কি শুনলেন না, তিনি বললেন, অনুসন্ধান করে খবর দেয়া আমাদের বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়।

মহেদয়, তিনি বললেন, এটা আমাদের বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়। তাহলে বিদেশী দূতাবাসের কাজ কি?

MR. CHAIRMAN: This is no point of order.

শ্রী রাজনারায়ণঃ এর চেয়ে বড় বৈধতার প্রশ্ন আর কিছু নেই। মন্ত্রী এরূপ বলতে পারেন না। তবে বিদেশী দূতাবাস কি জন্য? আপনি দয়া করে মন্ত্রীকে বলুন তিনি এই শব্দসমূহ প্রত্যাহার করুন। আমরা জানি বিদেশী দূতাবাসের কি কি কাজ করতে হয়। শুধু নিয়ন্ত্রণ করা, খাওয়া ও নৃত্য করা তাদের কাজ নয়।

SHRI BHUPESH GUPTA: It is very important because our Embassy there is very expensive and we are receiving letters from the Embassy official's saying what kind of things go on there.

শ্রী রাজনারায়ণঃ আমাদের কি এই শুনতে হবে যে এটি বিদেশী দূতাবাসের কাজ নয়। আমি জানি কোন মন্ত্রী কি কাজ করনে। ননসেন্স।

SHRI A. G. KULKARIN (Maharashtra): On a point of order. We have a legitimate point of order. We must be heard. How can you dispose of like this? The demand made by the Opposition is legitimate. The Minister says that the foreign Embassies are not spying. He said we have not got independent source. Is it not the legitimate duty of an Embassy to have an independent wing to find out what is happening in the interest of our country?

How are you, sir, allowing the Minister to get away with the statement that he has no other independent source? This is a rightful demand by the Opposition and I also think that the Government must come out with a statement as to what information they possess what their intelligence source is and so on. How even you say that the Minister can run away with such a reply?

MR. CHAIRMAN: please sit down Mr. Minister.

SARDAR SWARAN SINGH: I think there is some confusion and I would like to clarify.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra pradesh): Sir, I would submit that even if any embassy has got espionage it is not their duty to expose it and tail t in the House.

SOME HON, MEMBERS: NO, no.

(Interruptions)

SHRI A G KULKARNI: It is the duty of the Government to satisfy us. How can you say like that? A shipload of arms is going and you are pleading that he should not give information.

(Interruption)

SHRI SYED AHMED: (Madhya Pradesh): Sir, may I say a word?

SHRI BHUPESH GUPTA: We are not getting any report because Mr. L. K. Jha, the Ambassador, is one of the greatest pro-Americans.....

(Interruptions)

SHRI SYED AHMED: Sir, if the New York Times had not revealed this information about shipment of arms, had the Minister any other means of knowing about it?

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Minister.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, what is your ruling?

Mr. CHAIRMAN: please allow the Minister to speak.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, why are you getting angry? It is a very relevant question as to what our Embassy is doing. (Interruptions). If we are not getting information is it because you have got an American stooge as our Ambassador? He had made a mess of things here.

(Interruptions)

SHRI A G KULKARNI: Sir, it is your duty to ask the Minister.

MR. CHAIRMAN: Have I not asked him to speak?

SHRI BHUPESH GUPTA: The Ambassador should be recalled.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir. I am unable to understand this excitement. The question is simple. If you look up the record, sir and if the House in patient this limited question was asked of me namely whether I have independent method of checking as to which of the two reports - New York Times report that there are planes on the ships, as against the official spokesman's statement that there are on planes- is correct. And I have made a factual statement saying that when the ship has been loaded and it is on the high seas, I have no independent means of checking as to whether the New York Times report is correct....

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): On a point of order.

SARDAR SWARAN SINGH: .... or the other report is correct.

SHRI ARJUN ARORA: On a point of order.

SARDAR SWARAN SHING: Will you not permit me to finish? This is unfair. I do not give in.

MR.CHAIRMAN: Mr. Arora, let the Minister finish. Then if there is anything, I will hear you.

SARDAR SWARAN SHING: Then, on this general question as to what type of work our Ambassador or embassy should do and what type of work they should not do on that also there are certain international conventions and strongly reject as absolutely unfounded the remark made by the communist leader calling our Ambassador a stooge of America.

SHRI BHUPESH GUPTA: Absolutely.

SARDAR SWARAN SHING: Absolutely incorrect and unjustified.

SHRI BHUPESH GUPTA: We know it for a fact.

(Interruption)

SARDAR SWARAN SHING: It is my duty to defend our Ambassador. The remark is absolutely unjustified and I will not accept it.

SHRI C D PANDE: On a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: Let him conclude. I have asked Mr. Arjun Arora also to sit down.

SHRI C. D. PANDE: No, no.

SARDAR SWARAN SHING: I have not finished. I do not give in.

(Interruption)

SHRI C. D. PANDE: Point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: A point of order must relate to the procedure.

SHRI. C. D. PANDE: yes.

MR. CHAIRMAN: What is the procedure involved?

SHRI C. D. PANDE: Sir, the Minister made a statement which undermines the entire foundation of the intelligence department. He said that there is no independent source of knowing.

MR. CHAIRMAN: He has explained it.

(Interruption)

SHRI C. D. PANDE: we are spending crores of money on the Embassy and the minister4 says that the Government has no the means of knowing...

MR. CHAIRMAN: This is no point of order. I overrule this point of order.

SARDAR SWARAN SINGH: About the Embassy's functioning, Let us consider this question calmly.....

SHRI C. D. PANDE: We have secret sources of information. We are speeding so much of money on these sources, and the Minister says he has no sources of information.

MR, CAHIRMAN: There is no point of order in this.

SHRI M. K. MOHTA (Rajasthan): Sir, on a point of order............

SARDAR SWARAN SINGH: According to the well- established conventions...

SHRI C. D. PANDE: Sir, the minister has no right to say he has no source of information.

SHRI M. K. MOHTA: On a point of order.

MR. CHAIRMAN: I overruled the point of order.

SHRI M. K. MOHTA: Sir, I have not even submitted my point of order to you.

MR. CHAIRMAN: But I have not called you also. *(Interruptions)* If you all want to prolong these unnecessary points of order the business cannot go on. Please sit down, Mr. Mohta.

SHRI M. K. MOHTA: I have not even made by submission. How can you say No?

MR. CHAIRMAN: Then I will have to call everybody. These are not points of order one of them.

SHRI M. K. MOHTA: My point of order is this.

MR CHAIRMAN: No, Mr. Mohta, please sit down.

SHRI M. K. MOHTA: Sir, am I not entitled to my point of order? What is this?

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI M. K. MOHTA: My point of order is this. The honorable Minister is stating something which he does.

MR. CHAIRMAN: No. no Mr. Mohta this is no point of order. Please sit down.

SHRI M. K. MOHTA: Let me make my submission. The House is interested is getting the information. We want to know what the information of the Government of India on its own is.

MR. CHAIRMAN: This is no point of order.

SHRI M. K. MOHTA: What is the use of stating what is printed in the New York Times? The House is not interested in second-hand information.

SHRI ARJUN ARORA: At least in the House Mr. Mohta and I are equal. Outside I and Mr. Mohta are unequal in the eyes of the income tax authorities. Sir, my point of order is this the Minster is misleading the House when he says that the ships are on the high seas because senator Church of the United States has pointed out that the ships are going to call at another. u. S port and has suggested that the arms could be of loaded when the ships call at another U S port or even whe3n the ships call at Montreal in Canada. And the Minister says they are on the high seas so nothing can be done. Is he entitled to mislead the House?

SARDAR SWARAN SINGH: Even if they have to touch another port they will pass through the high seas. All that I am saying is they are join the high seas and I do not think electronic and other things can be arranged in such a way that you can look at what is contained in the cases.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): The ships pulled away from the pier after the publication of this report. How can you say they are on the high seas? They are in the harbor.

SARDAR SWARAN SINGH: If they are pulled from the pier, they go into the high seas after three days or so. I think by just questioning on matters of procedure, on matters of machines. We are missing the essential points. I am one with the House and we are registering our protest against this violation for which the United States Government responsible.

SHRIJ A G KULKARNI: What about this?

SARDAR SWARAN SINGH: And about action this is one way of action if we can present our disapproval in a united form. This is one form of action. But if we fritter away our energies and quibble for words. I am sorry that we are missing the essential points. The essential point is in a united manner to register our strong disapproval of their action. This is the main point...

SHRI BHUPESH GUPTA: Under your timid leadership.

SARDAR SWARAN SINGH: Then on the last question that has been asked I would not like to say at the present stage as to whether India would take any action by way of interception of these ships. I would not like to make any statement at this stage with regard to this.

SHRI N G GORAY: I would like to ask only one thing...

Mr. CHIRMAN: Is there anything unanswered?

SHRI N G GORAY: My main point is missed. Supposing you think that the stage is not reached when you can tell the USA that you will intercept the ship, will you at least reserve your right to do that before the arms reach Bangladesh?

SARDAR SWARAN SINGH: I have already mentioned in this statement that we have aske3d the United States Government itself even at this stage to ensure that they themselves intercept these ships and recall them and do not permit these supplies to Pakistan.

SHRI N G GORAY: If they do not do it will you do it? Sir, you must protest us...

Mr. CHIRMAN: Shri Krishan Kant.

SHRI KRISHAN KANT: (Haryana): Sir it is a very interesting situation. The Special Assistant to the Secretary of State was here yesterday and the press report says that he told our Ministry and officials that the reports about two ships coming are wrong and the State Department says that there is something in it. This is how the American Government functions. Not only that can we rely on Government of the United States of American when Senator Church says that the Government says something and later on something else happens. Senator Kennedy says that the Government in indulging in doubts talked duplicity and they are behaving ... (Interruptions). Sir, the New York Times says that it is a Government which has committed breach of faith to the people of American, the press in American and the journalists of American are not with Pentagon. Can you rely on this military junta of Pentagon in the United States of American which is indulging in duplicity, double talk and betrayal on India? Have you told them clearly? The arms you are giving to Pakistan are to be used against us. They are Friends of China. They are meant to be used against India." Have you told American clearly that any arms aid, direct or indirect-direct by themselves and indirect through CENTO and SEATO- will be used for abetting and aiding not only in their activities in Bangladesh but against India as a whole and therefore such arms aid will be considered as a war- like act done by American and we are free to take any action in this matter? I would like to know this.

What the American government has done is deliberate because they do not want the balance of power in Asia to be tilted and they do not want India to grow. They want bases in Asia. That is why they are doing it. I would like to know whether the Government of India is convinced that the United States of American is giving arms aid to Pakistan deliberately knowing that it is in the interests of Pentagon and not in any way in the interest of democracy, freedom and other things. Shri Sadruddin is speaking in the same

language. United Nationals is speaking the same language. The Unites States is speaking the same language. Therefore, it is a conspiracy of Pakistan, United Nations, United States, Britain and all the western powers. In the present situation, I would like to know one thing. When this arms aid is going to Bangladesh, why is the Government hesitating to impose a blockade-naval and air blockade round Bangladesh-so that no military aid reaches Bangladesh? I want to know from the government why they have not done it up till now. The Minister said that they would consider it. May I know from the government another thing in this connection? On the 25th March there were only two divisions in Bangladesh. Now there are five divisions. How were there three divisions transported from West Pakistan to Bangladesh?

Were any big powers helping Pakistan in the movement of these troops and arms? Have they any information? If that information is not there, let us know how they were shipped. What steps are being taken to see that more shipments do not take place?

MR. CHAIRMAN: All right. Yes Mrs. Minister. (Interruptions) Please wait. I am allowing everybody.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, the question that was asked is whether our attitude with regard to the US supply of arms to Pakistan has been expressly and clearly conveyed to the US Government. My reply is in the affirmative. We have been telling the US Government in unmistakable terms that any supply of arms by the United States to Pakistan will increase the military strength of Pakistan and even according to Pakistan, India is their only enemy as they describe India and therefore, any help to Pakistan is something to which we are totally opposed, because this help is directly to be used against us. So, we have not left the United States Government in any doubt and more so, Sir, when any supply of arms at the present stage after the military regime's atrocities in Bangladesh, is a clear condition of the atrocious acts perpetrated by the military regime and also this amounts to creating conditions in which the agony of the people fighting for their rights is prolonged. Therefore, Sir, we have clearly expressed our viewpoint to the Government of the United States.

SHRI JOACHIM ALVA (Maharashtra): Sir, in 1965, the US did not send any shipments to Pakistan. Sir, it is an important point. The Unites States, in 1965, stopped shipments to Pakistan.

SARDAR SWARAN SINGH: Then, Sir, the last two questions that the hon. Member is putting as to whether we should undertake naval blockade and try to stop the movement of either troops or movement of equipment from West Pakistan to East Pakistan are certainly not questions which arise out of the US supply of arms to Pakistan. That is a general question.

(Interruptions)

SHRI KRISHAN KANT: Sir, on a point of order.

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, that is a general question… *(Interruptions)*…. Sir, that is a general question which do not want to answer while answering these questions.

SHRI KRISHAN KANT: Sir, on a point of order. According to the "New York times" report, one ship started on the 8th May and reached Karachi yesterday and that ship, loaded with arms, is going to Bangladesh. That a very relevant question.

MR. CHAIRMAN: He was referring to the questions which you put, namely….

(Interruptions)

SHRI KRISHAN KANT: Yes, Sir,

MR. CHAIRMAN: …….. that transport of these army personnel from…………

SARDAR SWARAN SINGH: From West Pakistan to East Pakistan.

MR. CHAIRMAN: .From West Pakistan to East Pakistan did or did not take place.

(Interruptions)

SHRI KRISHAN KANT: Sir, before that I asked another question. The shipment that has reached Pakistan yesterday is going to be sent to Bangladesh. So, Sir, the hon. Minister is not replying to the question. Earlier troops and equipment went to Bangladesh from West Pakistan. How did they reach there? Have they any information on whether any word powers are helping them?

MR. CHAIRMAN: No, that does not arise.

SHRI KRISHAN KANT: Sir, that is a very relevant question.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI KRISHAN KANT: Sir, the Minister for Foreign Affairs should know.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Minister.

SARDAR SWARAN SINGH: So far as the question of any help being given by the Big Powers to enable Pakistan to move either their army or other equipment to East Pakistan, according to our information, no such help had been given by any of the Big powers in the matter of enabling Pakistan to move either their Army or their Air-Force.

(Interruptions)

SHRI C.D. PANDE: Not even China?

MR. CHAIRMAN: He cannot answer like this. Mr. Pande, you go to your seat.

SHRI A.D. MANI: Sir, he is sitting here.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, if the American action is not instigation to Pakistan to start a war against India. I do not know what it is. American arms are going.

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI BHUPESH GUPTA: Still he says that no world power is helping.

SARDAR SWARAN SINGH: That is a separate issue. The question that was asked (Interruptions)…. The question that was asked.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Bhupesh Gupta.

SARDAR SWARAN SINGH: The question that was asked is whether any of these Big Powers have any help to Pakistan in the matter of transportation of their equipment or men from West to East.

I cannot say about China. The Chinese have been giving all manner of help and equipment, but not is this matter, transport, so much. But there is no doubt that the Chinese have been giving all types of equipment…….

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Pande, you are not the Minister. Let the Minister answer………

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH: This is the answer to the last question.

শ্রী রাজনারায়ণঃ আমাকে আবার বৈধতার প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। আপনি এখানে রুলিং দিয়েছেন আর আমার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ কথা মেনে নিয়েছেন যে এখন থেকে ইষ্ট পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হবে না শুধু বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হবে কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বার বার ইষ্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান বলছেন। একবার যখন বললেন আমি ভাবলাম অসতর্কতাবশতঃ বলে ফেলেছেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সরকার প্রথমে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে পেছনে সরে যাচ্ছেন।আপনি দয়া করে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিন। এই সংসদে এ কথা অনুমোদিত হয়ে গেছে যে ‘ইষ্ট পাকিস্তান’ ও ইষ্ট বাংলা শব্দ দুটি আর ব্যবহার হবে না, তদস্থলে ‘বাংলাদেশ’ বলতে হবে। এর পরও মন্ত্রী ‘ইষ্ট পাকিস্তান’ শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন।

SARDAR SWARAN SINGH: I have nothing more to answer. This is the expression used by the international community.

(Interruptions)

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম। মন্ত্রী তার কি জবাব দিয়েছেন আমি শুনিনি। আমি জানতে চাই সরকারের সঠিক মনোভাব কি? তিনি বাংলাদেশে বিশ্বাসী না ইষ্ট পাকিস্তানে। সরকার সোজা উত্তর দেবেন। এটা কৌতুক নাকি। আমি জিজ্ঞেস করলে তাঁর কুকীর্তি ফাঁস করে দেবো।

সভাপতিঃ এই ষ্টেটমেন্ট তিনি তো বাংলাদেশেই লিখেছেন।

শ্রী রাজনারায়ণঃ ষ্টেটমেন্ট যা লিখা আছে তাই বলুন, যা বলবেন তাই লিখবেন, যা লিখবেন তাই বলবেন।

সভাপতিঃ আপনি বসে পড়ুন।

শ্রী রাজনারায়ণঃ তাহলে আমি বুঝব যে আপনি মন্ত্রীকে আদেশ করছেন যা লিখা হয়েছে তাই বলতে। দেখুন, আমি এসব শব্দের জটিলতায় অনেক পড়েছিলাম।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir I have a submission. Kindly give your ruling that wherever the expression 'East Pakistan' is used it should be expunged from the proceedings or that the proceedings shall never be disgraced by the words 'East Pakistan'. A standing ruling should be there. Wherever the words 'East Pakistan', are used, they shall be expunged and substituted by the expression 'Bangladesh.'

শ্রী রাজনারায়ণঃ সরকারের নির্লজ্জতা দেখুন, এটা নাকি ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেশনে বাংলাদেশ কি অন্তর্লীন হবে।

সভাপতিঃ আচ্ছা, হয়ে গেছে।

শ্রী রাজনারায়ণঃ আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি তাঁকে বলুন। আপনি সত্য বলেছেন যে ষ্টেটমেন্টে বাংলাদেশ লিখা রয়েছে। আমি মনে করেছিলাম মন্ত্রী অজ্ঞতাবশতঃ বা অভ্যাসবশতঃ তা বলছেন কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন যে এটি ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেশন। আমার জানা নেই। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন এই ত্রিশক্তির ষড়যন্ত্রে ভারত-পাকিস্তানের সৃষ্টি। আমাদের মগজে একথা পরিষ্কার আমি সর্দার শরণ সিংহ-এর মত বিদেশে দাওয়াত খেয়ে বেড়াই না আমি আমার নীতি বদলাতে পারি না। তিনি বিদেশে গিয়ে কি কি করলেন পরে প্রকাশ করব। আমার আবেদন এই যে, যেমন ভূপেশ গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, আপনি আদেশ করুন, যেখানে যেখানে ‘ইষ্ট পাকিস্তান’ ব্যবহার করা হয়েছে তা কার্যবিবরণী হতে বাদ যাবে এবং তদস্থলে ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি আসবে যা বিবৃতিতে লিখা আছে।

SHRI KRISHAN KANT: My point of order was this. The hon. Minister in his reply had said that they had asked the American Government to see that these shiploads do not reach Pakistan. Supposing the Government of America does not do that, I had asked the question, how the Government will see that those shiploads do not reach East Pakistan or Bangladesh. That is my simple question.

SARDAR SWARAN SINGH: I would not like to answer as to what will be done under those circumstances. I would not like to say anything at this stage. I have already replied to that question.

MR. CHAIRMAN: Have you anything to say about using the words "Bangladesh"?

SARDAR SWARAN SINGH: I do not know, Sir, if in my absence any other decision was taken. But when I attended the session on the last occasion about a fortnight ago, I did not know of any particular direction in this respect. And I would like to study the record to find out as to how binding is that and I must be quite frank and say that, while talking to other countries, I cannot see how I should be prevented from talking in a language which alone is understood by others. So I would like to study that. I have not taken a final view and I would like to understand what has been the direction of the Chair in this regard.

SHRI BHUPESH GUPTA: You can easily say that before 25th March it was East Pakistan and from 25th March it is Bangladesh.

SHRI A. G. KULKARNI: He should express it is the language of Parliament. He should refer to it as Bangladesh only.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): You can kindly repeat your direction for the information of the hon. Minister

MR. CHAIRMAN: The Deputy Chairman probably gave the direction.

SARDAR SWARAN SINGH: I have already said that I will study what has been the direction.

SARI RAJNARAIN: What is there to study.

SARDAR SWARAN SINGH: I am accustomed to studying.

SHRI RAJNARAIN: The words "Bangladesh" have been used in your Statement itself.

SHRI BHUPESH GUPTA: Nothing is there to be studied. The Prime Minister has been using the words "Bangladesh" frequently now. The Defense Minister has been using the words "Bangladesh". This is our language. It has a political connotation; it has a moral connotation.

SARDAR SWARAN SINGH: The same words have been used in several other replies, as you pointed out, but I would like to study what transpired when I was away and I will certainly abide by whatever convention was adopted.

Mr. CHAIRMAN: I hope, Mr. Minister, you will take note of the wishes of the house Now Mr. Mohta.

SHRI M. K. MOHTA: Sir, the hon. Minister has said that the Government of the USA is hiding behind technicalities when the US Government says that no new authorization has been permitted after the 25th of March. Sir, I accuse the Government of India also of hiding behind technicalities and playing with the lives of the millions of refugees coming from Bangladesh into West Bengal, Assam and other Border States of India. This House is entitled to know what are the reasons why the Government of India would not take steps to intercept the arms supplies to Pakistan which are going to be used against the unarmed people of Bangladesh and also against the people of India. This House is entitled to know the reasons that the Government has in mind. Secondly, Sir, I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that among the shipments from the USA are included the components required by Pakistan to convert their civil planes also into military planes to be used against Bangladesh, whether it is a fact or not, and if it is a fact, whether the Government of India has protested to the US Government against this. Lastly, I would like to know which are the countries that have given arms aid to Pakistan since the conflict in Bangladesh and what is the quantum of such arms.

SARDAR SWARAN SINGH: With regard to the first question, this really depends on the manner in which you deal with this problem Let us be quite clear when we are suggesting these actions like intercepting the movement of supplies of ships. Then these are obvious steps that are taken when the conflict between the two countries is on the point of escalation. That would be a deliberate step rather than in this manner casually saying `you do this or that'. One should carefully weigh as to what will such an action lead to and whether you want to propose to take that action. It will not be wise to make such suggestions in isolation. One has to take a coordinated view and a view of what it leads to and it is only after a deliberate decision is taken that you can take these isolated individual steps. On the second question he said that if the spare parts for civilian planes are there, then they can also be used for military purposes. Yes, they can be. Therefore, any accrual of any economic aid to Pakistan when they are engaged in this bloody action and these atrocities against a people, is something to which we are totally opposed and we have made our position quite clear to the US and to all other countries, whether it is

spare parts for civilian aircraft or in fact any economic aid of any type at the present moment given to Pakistan has the effect of condoning the military atrocities that are being committed by the military regime.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is abetment is 'condoning' the proper word? Somebody is killing, I am giving arms. It is condoning or helping the murder of abetting the murder?

SARDAR SWARAN SINGH: I agree his English is more forceful and more expressive, there is no doubt. This was only one expression. I have also said that it increases the potential of the military regime and enables them to carry on their ruthlessness with even greater ferocity-that is another word for abetment.

SHRI BHUPESH GUPTA: Use that.

SARDAR SWARAN SINGH: I have used that.

SHRI BHUPESH GUPTA: I can supply better language sitting here.

SHRI ARJUN ARORA: Mr. Gupta was in Britain.

SARDAR SWARAN SINGH: Therefore, we always accept his amendment on words. About the arms aid given by other countries to Pakistan after their Bangladesh situation developed, according to our information, besides these pieces equipment that have been shipped from the US, China appears to be the only other country that has given military aid to Pakistan.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): May I ask the Minister whether in view of the fact that the State Department has been completely exposed by the New York Times in regard to its disclosures about the US involvement in Vietnam, there is no ground whatever in our having any credibility in the statements of the US Government? May I ask whether in view of the widespread dissatisfactory in the country over the Government's policy, the Government would at least raise this matter formally in the Security Council to prevent other countries from extending military supplies to Pakistan? We have done it in the case of Rhodesia but not in the case of our own brethren across the border. Why should the Government drag a lame foot in raising this before the Security Council? A question was raised about our Embassy in New York. The Minister knows that we have a delegation at 3, E-64 which is in the Consul General's office. May I know whether after the Bangladesh trouble broke out he has strengthened the staff of the Consul General of whether there is any Military Attaché attached to the Consul General to keep a watch on what is going on? The Consul General is in 3, E-64 and you know about it Sir.

12 Noon

May I know whether this office has been strengthened to find out what is happening in the United States regarding the efforts made by Pakistan to get arms supplies from the country? Thirdly, may I draw the attention of the Minister to a broadcast last night of 'Spotlight' over the All Indio Radio where it is alleged-Some Members told me-that some-body was putting forward the point of view of the State Department, which is certainly involved in this matter, that the administrative machinery of the United States is

of such a character that these thing happen? Why should our government become the apologists of the US State Department? May I ask him whether these broadcasts are cleared by the External Affairs Ministry or put up by the I and B Ministry themselves on their own initiative?

SARDAR SWARAN SINGH: I Know, Sir that the New York Times has also exposed certain volumes which have come into their possession relating to their activities in Vietnam and that is a matter of great interest and debate at the present moment in the United States. In fact, the matter is before the United States courts. The New York Times, I think is doing excellent work throwing open to the public some of things which have remained hidden so far. Now, Sir, regarding his second question on the supply of arms, whether his matter could be raised in the Security Council, this is a matter which requires very careful consideration. I will be quite frank with you. Our experience of the Security Council has not been very happy. There is a great deal of preliminary thinking and preliminary sounding and in the Security Council there might be strong speeches and counter- speeches equally strong. The effectiveness of the Security Council to do anything substantial unfortunately does not at the present moment enjoy any high reputation. His third question is a suggestion that there should be a Military attaché in the Consul General's Office in New York. I cannot say off-hand whether this is feasible or practical or whether there will be any use of it. About the All India Radio's broadcast, I have not heard it and cannot make any comment on it, but, as you know, there is no arrangement for clearing any statements by the External Affairs Ministry. There are some press- people, some non-officials also and there are some important speakers who want to retain their right even not to get their statement cleared. I cannot any comment because I do not know the content of that AIR broadcast. It could not be an official broadcast. It might be the comment of some press person or some political thinker or somebody else. He must have been a non-official.

Now Sir, as the House is no doubt aware, I have to answer a Call Attention Motion in the other House.

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order......

MON. MEMBERRS: No. no.

SHRI BHUPESH GUPTA: The past when Lok Sabha discussed such motions we waited till two o'clock. I think Lok Sabha wait till we have finished this. In the middle of it he should not go away. This is very wrong and improper, putting this House absolutely in a second category in this matter. Therefore, as we have followed, I hope my hon. friends in the Lok Sabha may not mind it. When the Minister had been there we had waited till he came hare, although the motion was a given simultaneously. Under your instructions, he will go there only after we finish this business here.

MR. CHAIRMAN: All right. Mr. Muniswamy.

SHRI N. R. MUNISWAMY (Tamil Nadu): Sir, we all thought that our External Affairs Minister has landed in India in a victorious way. But unfortunately as he landed in India the unwelcome news disclosed by the New York Times has upset our equilibrium in giving encomiums and congratulations to him. I would like to know whether during his

Stay in America this fact of two freighters going to Karachi with military items has been brought to his notice. If that was not brought to his notice whether directly or indirectly what explanation he is going to offer as regards their word and deed so far in dealing with him?

The second question is Pakistan is a member of SEATO and CENTO with other countries and probably is a member of NATO. They are getting all sorts of aid, both economic and military, but we seem to suffer from a lot of disabilities. I think it is better in this context to revise our nonalignment policy, in the context of present changing situation.

The third question is, he has created a very good impression in all those countries where he had gone in explaining our stand and attitude in respect of Bangladesh. Now Mr. Bhutto has started going to all those countries to counterblast all the good impressions created by the External Affairs Minister. I want to know whether he would see to it that whatever impression he had created is not spoiled by this.

So far as America is concerned the administration of the State Department is full of technicalities, and Defense Department carries in its own things merrily in supplying military arms, and the White House seems to support it. These three wings are not working in a coordinated way. I wish to know whether there is any difference of opinion among these there wings of the administration, whether the Pentagon is in favor of Pakistan and the White House also is supporting it. I would like to know in this connection whether he would see that the impression created in the U. S. A is maintained and also that these military items which are sent in two freighters, not only aircraft but several other lethal weapons, are intercepted and recalled to America.

The last and final question is whether we would take adequate steps to meet any contingency in case of war. Are we prepared to meet this contingency?

SARDAR SWARAM SINGH: Sir, about the first question I have nothing more to add except to say that the action has to be in line with whatever are the assurances, and our strongest objection is that this action is not in accordance with the statements and assurances.

In the second question he makes a suggestion that we should revise our of non-alignment. I do not think that while dealing with only a calling attention notice you can go substantively into a long discussion or really discuss in depth about the efficiency of the present policy and if it requires any revision, if so, to what extent and for what reason; that is a bigger issue which cannot be dealt with obviously in this short calling attention notice.

Then the third question he has asked is that Mr. Bhutto is planning visits. He is most welcome to go. It is for us to put across our viewpoint, and if they have anything to tell, they are also entitled to put across their viewpoint. It is just in the international life one has to take the hard facts of life and to try to do one's best. I have no means of ensuring that the effect of anything that is created by my visit is not spoiled. It is beyond me. I will be making a very tall claim if I were to give any impression the contrary. But I have no

doubt that there is at the present moment, Whatever may be our own doubts, a great deal of understanding of the vital issues involved in Bangladesh, and I think that there is much greater support for our viewpoint than what meets the eye. Then the fourth question that he has asked is as to whether the different wings of the US Administration function differently. That is a matter of their functioning. We are concerned with the end-result. We are at the wrong end and therefore it is not our concern to be satisfied that one wing is working or is not working in cooperation with the other wings. And if anything that is prejudicial to our interest takes place, we cannot take any satisfaction from this thought that all their wings are not working in a coordinated manner. It is their concern and it is their responsibility that it they make any statement and not permitted to be whittled away.

Then the last is a general question as to what steps if any, are taken to meet any situation of a war- like nature. My colleague, the Defense Minister, is here, and he has assured the House on Several occasions that if our integrity and sovereignty are in any way threatened, we will give a befitting reply.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, the hon. Minister said that he would take language from me. But he does not suffer on account of language. He has enough in this respect. But he and his Government in this matter, when it comes to the Americans suffer from lack of resolution and lack of decision.

Sir, when the hon. Minister arrived at the Palam Airport from his recent tour, he was confronted by the newspaper-men and they invited his attention to what appeared in the New York Times. He said, according to the Times of India

"I cannot accept the correctness of the report. I got a clear assurance that no US arms will be given to Pakistan."

I do not know whether the Times of India has quoted him correctly. But he seems to have some illusion, even after going through all this process, whether the American would observe their assurance. I am surprised that so easily he makes such a statement. Is it not a fact that even at the time of India? ....

SARDAR SWARAN SINGH: You read out the remaining part of statement.

SHRI BHUPESH GUPTA: I will read out -only two sentences are there:

"I got a clear assurance that no US arms will be given to Pakistan.

You used the words 'clear assurance.' The other sentence is:

"I cannot accept the correctness of the report."

What makes you thing that the New York Times has not reported correctly in such a matter when the experience shows that on several such occasions the New York Times' report has been found to be correct? I would like to know. You will say what you wish to say.

Now, is he aware that even at the times of the Indo-Pak war in 1965 the US declared an embargo on arms sale and supply to Pakistan and yet the supplies continued? Now we find, according to the International Herald Tribune, that the US State Department spokesman Robert McCloskey has said that since 1966-67 the sale of military items to Pakistan had been running just under ten million dollars annually. Now the New York Times has disclosed that between 1967 and April 30, 1970, the flow of military equipment to Pakistan amounted to nearly 42 million dollars. All these facts were known to you, Should have been known to your Ambassador also. What is he doing? I should like to know. In this connection what policy decision is the Government taking? Does he not consider that this is a clear criminal abetment by the US of the genocide perpetrated in Bangladesh by Yahya Khan to suppress the 75 million people, to drown their aspirations in a sea of blood? If this is an abetment we think it is an abetment-he should tell the world, talk to the other countries, that America is guilty of violation of the UN Charter, the UN Human Rights Charter and other international conventions and commitments in so directly and openly abetting a crime like the genocide that is being perpetrated there. This is number one. Does he recognize, in addition, that this arm supply today is a provocation against India and indeed an instigation to Pakistan to prepare for war against India, that with the arms supply coming to Pakistan from the U.S.A tension on the border is mounting, that the West Pakistan troops are mounting up military provocation which indicates that they may even do something worse. Since our national interests are involved, this arms supply to West Pakistan by the U.S.A should be taken as not only an attack on the freedom loving people of Bangladesh but a hostile military action and military action and military preparation against the peace of our own country. If that is so, we are certainly entitled to call the attention of the world and take such action, including not only political but other actions also, to prevent this thing from materializing. Sir, there is no indication at all. He will say the Defense Minister is sitting by his side.

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI BHUPESH GUPTA: His answer would be that the Defense Minister is sitting by his side to answer the question. When the Americans are arming the Yahya regime, the West Pakistan troops against our country apart from the people of Bangladesh, what steps are you going to take to forestall a situation of this kind? I think our answer should be recognition of Bangladesh, open assistance to Bangladesh including military assistance, supply of all types of weapons that are required in order to meet the situation and to intercept the ships on the high seas. Bangladesh certainly to do so. Where are they going to get the weapons from? Where are they going to get aircraft from? That should be though over seriously. In this connection nothing of the kind is being done. And we should take certain other actions also. We should declare on the floor of the House that we should consider the American action as being aimed against India, against our security, our independence, our people, and therefore, we consider this whole action to be hostile to our country. Take action against American business interests. Nationalize the American oil concerns. Seize some of their properties here and then they will understand your language, not the present language of Sardar Swaran Singh. Recall your Ambassador Mr. L. K. Jha..........

MR. CHAIRMAN: That is enough.

SHRI BHUPESH GUPTO: The Indian Embassy in the United States of America has failed in its duty. We are spending lots of money this Embassy. The wives of the officials there indulge in black-marketing and all kinds of things. Mr. L.K. Jha is well known for his sympathy for the Americans. I known from some of the Cabinet Ministers in the past Government how Mr. L.K. Jha functioned the Prime Minister's Secretariat or in the Reserve Bank of India. Such a man is eminently misfit for the job. Replies made by a person, by a political figure who really shares the sentiments of the nation, who has got a different background. I should therefore, like to know what decision is the Government of India going to take. I fell a Parliamentary Commission of good type of people is needed to go into the functioning of the External Affairs Ministry. It has not yet come out of the cobwebs of American influence there. Whenever the question of America comes they use such a language. They should speak a proper language. Therefore, I demand a change in policy towards the Americans in conformity with the reality of the situation and with the situation which the Americans are carting.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, it is very difficult to answer because no questions as such have been posed. He has expressed in a very strong manner his own views as to how we should deal with the situation and perhaps a counter-speech will not be welcome to the House. So, I will, at any rate refrain from doing so. I would, however, like to make very brief comments on some of the points that he raised.

The first point that he raised was that he had noted my statement as reported in the press on my arrival at Palam. Now, I was shown this on arrival that a news items has come and this is what is reported in the New York Times. And I said quite clearly that I would have to check the correctness of this report is correct, then it is contrary to all assurance given to us. So I made the position absolutely clear even at that stage. I was hoping that Mr. Bhupesh Gupta refer to that operative part. Now something is shown to me just on the spot. I cannot proceed on the basis that all that is reported is correct. But even than I said that if this turns out to be correct, it is contrary to all assurances, I do not see what objection can be there to this attitude of mine.

The next point that he has mentioned is the effect of the U.S. supply of arms on the situation in Pakistan, the effect that it has on Bangladesh. Now, I agree with him that any accrual of military strength to Pakistan, from whatever source it may be, is to-day directly opposed to the interests of the people of Bangladesh, and as such, this is the main reason why we have been pressing all the countries.........

SHRI BHUPESH GUPTA: No, no, it is an international crime.

SARDAR SWARAN SINGH: Please I have not finished.

SHRI BHUPESH GUPTA: You use the words, "abetment of an international crime-genocide."

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You cannot prescribe the language to him.

SARDAR SWARAN SINGH: As to what are the appropriate expressions for what is happening there, I myself have used this word " genocide" in places more than one, and

There are even stronger words that can be used for this. But it is not the words; I think everybody in the country now knows and everybody abroad knows that the situation there Bangladesh is such in which the military repression that has been unleashed has created untold miseries to innocent people and, therefore, there is a great deal of sympathy for the sufferings of these people.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, You should have noted that even now he would not use the word "Genocide."

SARDAR SWARAN SINGH: Even now I will prefer my own language. I am not prepared to accept that I should repeat the sentences which Mr. Bhupesh Gupta enunciates for me. I will not accept it. I will use my own language. It may be defective, or you may not like it. But I refuse to be dictated about the use of language.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am stating a fact. I want to know whether you consider it as abetment or not.... (Interruptions)....why not? American dollars are sticking in your throats.

SARDAR SWARAN SINGH: Obviously any accrual of strength further strengthens the military regime and enables them to carry on their ruthlessness with even greater ferocity. These expressions are stronger than abetment. I do not know why he is asking me to confine myself.... (Interruptions).... He cannot say that his choice of words is always the most appropriate. I will use my own words.

SHRI BHUPESH GUPTA: You are the Foreign Minister.

SARDAR SWARAN SINGH: I know my responsibility as Foreign Minister and, therefore, I refuse to be dictated.

SHRI BHUPESH GUPTA: What about the effect on India?

SARDAR SWARAN SINGH: About the effect on India, we have consistently taken the view that it is not linked with this Bangladesh situation, but it is a substantive issue, a separate issue. And we have never left any Government in doubt, whether it is the United States or any other Government who have supplied arms to Pakistan. That it is directly helping them against India because Pakistan does not say that they have got any other country with whom their relations are inimical; I am using the words used by Pakistan itself.

So obviously this is a consistent stand that we have taken with regard to all arms supply to Pakistan from whatever source it may be. Then he has given his own prescription as to what should be the Government's attitude in a situation like this and he has suggested recognition of Bangladesh. These are bigger issues about which the Prime Minister has been keeping the house fully informed and I have no new information to give to the house. Then about the other suggestion that he has made about nationalization of U.S. oil interests or other U.S. interests, those are economic matters which depend upon what attitude we take about nationalization. Depending upon that we will take proper action. But we should not try to mix these issues in this from. I am sorry I very strongly differ from his description of the capacity of our ambassador Jha. I have myself

Visited the United Stated twice when he has been the Ambassador and on all accounts he is doing good work and he is putting across Government of India's view point in proper manner, in an effective manner. And I would appeal to the honorable Member not to indulge in this type of criticism and in the process weaken our instruments through whom we want to put across our viewpoints. It is quite easy for anybody to criticize an Ambassador...............

SHRI BHUPESH GUPTA: Can you not find another person to replace him?

SARDAR SWARAN SINGH:...and in this particular case even the facts on which he is relying are not quite correct. He talks of many years whereas Mr. Jha went there only about a year ago and he was before that Governor of the Reserve Bank. During this period both on the economic side and on the political side he has done good work and I would strongly reject as completely unfounded the insinuations that have been lunched against one of our distinguished Ambassadors......

SHRI BHUPESH GUPTA: He is a stooge, a notorious imperialist stooge.

SARDAR SWARAN SINGH: If he wants me to use that type of language, I will hesitate to use that. I would say that if we come to stooges, we do not know where we end.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, let him tell me who the stooge is. Let him have the courage to say that. I say that. I say Mr. L. k. Jha has been a stooge of Britain and America and you have put him as our Ambassador in America.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): This is the unkindest cut f all.

SARDAR SWARAN SINGH: About the last question in which he has said that there should be a parliamentary commission to go into this aspect of externals affairs, I do not think that parliamentary commissions should be unnecessarily bothered with something which is essentially an administrative matter and they should depend upon those Minister who are responsible to Parliament to carry out the wishes of Parliament.

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi): So far as United States Government is concerned, not all the facile explanations which have been offered now can conceal this fact- Mr. Bhupesh Gupta may call it abetment and may insist on that word; there can be so many words for it-this hard fact that by giving or selling these shiploads of arms to Pakistan at this time the Nixon Government has been guilty of collaborating with the Yahya Khan regime in perpetrating genocide in Bangladesh and which stands condemned before the bar of world opinion on this account. There is no doubt about it. But what I am really surprised at is the abysmal failure of our own mission in Washington to know about this episode. After all there is no justification for this situation that a ship leaves the U.S. shores on the 8th May and we are absolutely ignorant about it till the 23th June and that too only when the New York Times reports about it that we come to know of it. I have nothing to say about Ambassador L.K. Jha. I do not know about him, and what the Minister has said about him and his abilities may be perfectly correct. But I presume and suppose that one of the primary functions of a mission abroad to be posted about all matters and all information that is vital to our interests.

In this particular case, this was a vital bit of information which the New York Times could secure on the basis of dock register and not from any intelligence source. On the basis of dock registers, it was able to find out that on the 8th May a shipload of ammunition and arms was sent to Bangladesh. We were ignorant about this. We did not know about this Even when the hon. Foreign Minister visited Washington or New York, this fact should have been known to him If this fact had been known to him, I am sure that the entire conversation and the entire dialogue with Washington would have centered round this shipload of arms and this could possibly have enabled him to assert our position and perhaps then the second ship might not have left New York. This is the first abysmal and dismal failure for which I would seek an explanation from the Minister as to how it happened. Have we asked for any explanation from our Ambassador? There is no use issuing certificates and chits to our Ambassador there when this is a serious failure, the enormity should be and appreciated by our Missions abroad.

My second question is this: The hon. Minister has said that the U.S. authorities have been asked to intercept both the ships and to call those ships back. I would like to remind him on this occasion that during the war with Pakistan in 1965 some six ships carrying arms for India were halted on the way. They were actually on their way to India. But they were halted just 15 miles from our shore. I have before me the Hindustan Times clipping which quotes Shri. L.N. Mishra as having given this information. I would like to know from the hon. Minister whether this information is correct and whether these six ships carrying arms to India were intercepted by the U.S authorities during the Indo-Pakistani war. The U.S Government at that time gave the explanation that time gave they did not want to add to the tension of the subcontinent and therefore stopped aid both to India and Pakistan. This was the plea they gave at that time on the basis of which these six ships bound for India were halted just 15 miles from our shore and called back. I would like to know whether this fact has been recalled on this occasion and brought to the notice of the U.S authorities.

Lastly, the entire House has pointed out that in the present context these two ships should be intercepted. When Shri Mohta suggested this, the hon. Minister was pleased to say that decisions like this cannot be taken off-hand and they should be taken with due consideration. I think ever since this genocide in Bangladesh has started, we have been listening to this kind of replies on every issue, namely, 'we have to take decisions after due consideration'. I agree that every decision has consequences. When we called upon the Government to recognize Bangladesh, we were conscious of the consequences of that action. When we call for interception of these ships, we are conscious of the consequences. But we think that this present Government on the plea of 'due consideration' is only providing apologies for inaction and doing nothing. What is the Government's stand on this particular issue? Are we going to do nothing about this shipment of arms? If the Government of U.S. agrees to call them back, well and well. Otherwise, are we helpless? Can we do nothing? Are we just to keep quiet and sit back? Is this the Government's stand?

SARDAR SWARAN SINGH: The first question was about our inability to know from the beginning that ship had loaded and sent to Pakistan. I have already replied and I have nothing more to add t it ....

SHRILAL K. ADVANI: You have not replied.......

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH: I have already replied. You know what I have replied.........

(Interruptions)

SHRILAL K. ADVANI: This is no reply.

SARDAR SWARAN SINGH: I have nothing to add to what I have said. You have repeated what others have said ....

(Interruptions)

SHRI LAL K. ADVANI: I said that this is the primary function of our Missions abroad.

SARDAR SWARAN SINGH: I DO NOT KNOW. About primary functions, secondary functions and more important function we can have a separate discussion.

SHRI LAL K. ADVANI: My point is....

SARDAR SWARAN SINGH: If you want a very forthright statement on duty of the Ambassadors and missions, by international conventions they are not expected to do what in normal term is called spying.......

(Interruption)

SHRI LAL K. ADVANI: This is not spying.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): The Minister is again receipting the statement...(Interruptions).....He is making a statement which will make our Ambassadors function most ineffectively.

(Interruption)

SARDAR SWARAN SINGH: Vigilance and intelligence are different. The question of mechanism of vigilance and mechanism of intelligence are never discussed. I do not know why you are repeating it, why you are pressing it again and again.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, it is a relevant question.

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, it is a relevant question....... (Interruption).......What is this, Sir, He should reply.

SARDAR SWARAN SINGH: About the second question, Sir, all that the hon. Member has said is that on an earlier occasion the U.S. Government had stopped the delivery of equipment to Pakistan.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: Never, Never, It is India.

MR. CHAIRMAN: That is right. It is only a ship.

SHRDAR SWARAN SINGH: These were stopped when they were on the high seas. Therefore, even if they decide now, they can stop and there is no doubt about it and there is no question of citing any earlier precedent or not citing any precedent. It is a question of a conscious decision by the Government. I f they now decide which we are pressing them to decide..... (Interruptions)..... it is a substantial thing and that need not be linked with any earlier supplies or stoppage of supplies. We should deal with them as they come rather than try to build up precedents.

শ্রী লাল কে, আডওয়ানী : আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তাদের সংগে আমাদের কথা হয়ে থাকলে তার রেফারেন্স (উদাহরণ) দেয়া হয়েছে কিনা। হতে পারে তিনি তা দেননি, তাহলে বলে দিন আমরা দেইনি পরে দিয়ে দেব।

MR. CHAIRMAN: Yes, please? Anything left unanswered, I will look into.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, he has again repeated the same question of interception of ships. I would like to say that this is not a matter in which the usual tactics of pressuring the Government can be adopted. We refused to submit to those tactics of pressurization. These are decisions which we have to after careful consideration of the implications of anything and everything we do and about the question why is the Government trying not to accept their suggestions on the ground that we want to weigh all aspects, we continue to adopt that attitude, because the responsibility is on us and we want you to appreciate it.

SHRI PITAMBER DAS: Sir.........

MR. CHAIRMAN: Yes what do you want? ....

SHRI PITAMBER DAS: Sir, the question is not of equating it with the stoppage of ships. It is equating it with the reason of it when that was stopped; it was stopped on the plea that it would add to the tension. And now, on the same plea can't you say that it is adding to the tension, therefore, it should be stopped that was the point. We were not equating it with stoppage. We were quoting it with the reason for it.

MR. CHAIRMAN: Pitamber Das, that is quite clear.

SARDAR SWARAN SINGH: I have already said, Sir, we have definitely pointed out that this adds to the military might of the military regime against the innocent people and enables the military regime to carry on atrocities and also adds to the tension between our two countries and strengthens Pakistan against India.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Rajnarain.

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমি আপনার কাছে প্রথমেই অনুরোধ জানাচ্ছি মন্ত্রী মহাশয়কে এ কথা বলে দিতে তিনি যেন না বলেন যে, আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি।

সভাপতিঃ আপনি প্রাসংগিক কথা বলুন এবং অল্প বলুন।

শ্রী রাজনারায়নঃ জাহাজ ভরে যে সামরিক সরঞ্জাম আসছে সে ব্যাপারে সরকার কি আমেরিকার সরকারকে বলেছে তোমারা এটি থামিয়ে দাও, কখনই পাঠাবে না। আরও স্পষ্টভাবে সরকার এ কথা বলেছেন কিনা যে এই সরঞ্জাম পাঠানো হলে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হবে এজন্য সমর সরঞ্জাম পাঠাবে না, থামিয়ে দাও। প্রথম প্রশ্ন।

শ্রী মহাবীর ত্যাগী (উওর প্রদেশ): পাকিস্তান নারাজ হয়ে যাবে ভাই।

শ্রী রাজনারায়ণঃ দ্বিতীয় কথা। মন্ত্রী মহোদয় যখন বিদেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি কি "Civil aggression" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? মাননীয় মন্ত্রী কি "Civil aggression" শব্দ ব্যবহার করেছিলেন আর যেহেতু এটা মিলিটারী এগ্রেশন নয়, সিভিলয়ন এগ্রেশন, তাই আমেরিকা সরকারের কৌতূহল হল যে, যখন মিলিটারী এগ্রেশন এটি নয় বরং সিভিলিয়ান এগ্রেশন তখন আমরা কিছু সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেই।এত বিতর্কের পরও মন্ত্রী মহোদয় কি এখনও এ কথা বিশ্বাস করবেন যে আমাদের বিদেশী দূতাবাসের কর্তব্য হচ্ছে স্বদেশের স্বার্থ রক্ষা করা এবং দেশের কল্যাণার্থে, দেশের স্বার্থে আঘাত আসে এমন ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, সাধারণ অর্থে যা বুঝায় তা আমরা করি না। এ কথা কে বলে যে তারা স্পাই-এর কাজ করবে এটা কেউ বলেনি স্পাই-এর কাজ করা আর সঠিক তথ্য ও তদন্ত করে সরকারকে অবহিত করা এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, the reply it the first question is 'yes'

About the second, I have not used this expression "civilian aggression" in relation to the position in Bangladesh. But I have used some expression to this effect that large influx of refugees into Indian Territory means a sort of aggression action against us in India because this amounts to shaking our socio-economic fabric by the induction of these large numbers. I have used this expression. But I would like to assure the hon. Member that it has got nothing to do with the supply of arms by the U.S.A to Pakistan.

All this took place, the first one, the main ship, that took place long before I went there. In this respect there should not be any confusion in the mind of anybody, and I think the hon. Member is stretching the language too much when he tries to import that aspect here. Now, for once I agree with him that our Embassies, should do everything possible to safeguard and protect our interests being vigilant always, and they are constantly reminded to do so, and vigilance to protect our interests. We should not also try to bring in extraneous considerations like methane from Banaras or things of that nature. These are in the nature of trying to ridicule our institutions which, I think, does not redound to our credit.

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আমি বলেছিলাম, মে মাসে যেসব অস্ত্র সেখান থেকে এসেছিল সে সম্পর্কে ভারত সরকার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা যে এসব অস্ত্র কি জন্য পাঠানো হলো? মে মাসে অস্ত্র পাঠানো, এখন জুন মাস চলেছে, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হতে একটা সুস্পষ্ট উওর চাই যে মে মাসে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল কিনা।

সভাপতিঃ এখন আপনি বসুন।

SARDAR SWARAN SINGH: I have said that we have come to know of it after this 'New York Times' report. I have said that and thereafter; we have taken that the subject vigorously with them.

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো আসেনি।

সভাপতিঃ তাঁর মনে ছিল না।

শ্রী রাজনারায়ণঃ মে মাসে অস্ত্র এলো এটাও জানা ছিল না। এখন আপনারা উপলব্ধি করুন এই সরকার কিভাবে আমাদের দেশ রক্ষা করতে সক্ষম হবে।......

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh): There is some confusion. Mr. Rajnarain has been asking about the shipments made in May, much before the Minister went to New York.

রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমি আরও জানতে চাই , বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব কেন করা হচ্ছে? এই সরকার এ যাবত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেননি। মে মাসে যেখান থেকে অস্ত্র এলো, তার পর থেকে জনতার দাবী, সরকার বাংলাদেশকে সত্বর স্বীকৃতি প্রদান করুক। এই সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললে আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে সাহসী হত না।

সভাপতিঃ এখন আপনার মত জানা হয়ে গেছে। এর জবাব তিনি প্রথমেই দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রী রাজনারায়ণঃ স্বীকৃতির প্রশ্নে।

সভাপতিঃ মন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে বলেছেন আমার আর বলার কিছুই নাই। সরকারের ...... সকলের জানা।

শ্রী রাজনারায়ণঃ প্রধানমন্ত্রী তো পাঁচ দিন পূর্বে বলেছিলেন।

SHRI NIREN GHOSH: Sir, I would like to know what exactly is the assurance that Mr. Swaran Singh got from the U.S.A government because he got an assurance that there would be no arms shipments from U.S.A to Pakistan. But U.S. officials say that they never told anybody that an embargo on all U.S. military sales to Pakistan has been placed or that the licenser have been abrogated. So what is exactly the position, I would like to know.

Did not L. k. Jha apprise him that there were licenses pending with the U.S. Government, that regular shipments have been taking place and that unless an embargo was declared or a ban was imposed the arms shipments would continue to be made? So I would like to know what is the correct position. If L. K. Jha did not care to inform the hon. Minister in this particular respect, I think L.K Jha did not safeguard the interests of India. And so he ought to make this point clear.

Another thing is what according to the Government of India, is the purpose of the U.S. Government in making these arms shipments to Pakistan? Is it to keep both India and West Pakistan in such a state that this Bangladesh affair is prolonged, that both these countries are ruined and they can thoroughly establish their grip over both these countries? What exactly is the purpose? It serves no purpose, saying that it would add to

the agony of Bangladesh that everybody knows. What is the political purpose behind? What is the assessment of Government in this respect? That is also what I would like to know.

Thirdly, the Prime Minister says that India would not participate in any conference on Bangladesh unless the atrocities there are stopped. May I take it that during his visit to the U.S. the U.S Government gave an assurance or whatever it is that they, including other powers, propose to have a conference on Bangladesh and with that assurance he came back very pleased-with the vague assurance that no shipments would be made-whereas no embargo had been declared; that is going on- ? And the Prime Minister thought that the cards were now on her table when she declared that she would not participate in any conference unless the atrocities were stopped there whereas India had been made a game of and has fallen a prey to the designs of the U.S. Government; and we have been brought to this pass with our economy as well as the economy of West Pakistan-I say West Pakistan because I recognize Bangladesh, whether the Government does it or not. I recognize the Government of Bangladesh headed by Tajuddin Ahmed, the Awami League leader-whether the Government recognizes it or not is another thing, That being the position I would like to know whether he would clarify the position-what matters about this conference whether he has got the assurance and what exactly they have said.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ghosh, it is quite clear....... (Interruptions)..... Your question is very clear.

SHRI NIREN GHOSH : And lastly, I would like to know whether in view of the unfriendly and hostile act of the U.S.A. he would take any measure apart from expressing their disappointment or their strong attitude; whether the Government has in view any action so that they could reply to the unfriendly act of the U.S. Government apart from voicing protests and all that; whether you have any action in view, even to call it an unfriendly act, If you call it an unfriendly act , in international affairs it is an action. So I would like to know whether the Government at all has view or is contemplating any such thing or other things like declaring it an.......

MR. CHAIRMAN: That is all right, Mr. Ghosh. Now are repeating it. Please sit down.

SARDAR SWARAN SINGH: The U.S. spokesmen have tried to make a distinction in regard to the actual shipment of that equipment for which licenses for export had been issued prior to their making a statement but we had all along been assured that no further actual physical supplies would be made. So this is the main reason why we have been stressing the importance of implementing the assurances and not tried to take shelter behind this distinction between the issue of an export license because what we are interested in is, these supplies should stop for with. I do not think that in this respect there has been any failure on the part of our Ambassador. The second questions is not easy for me to answer when he asks what is the political purpose of the U.S. Government in the matter of supplying arms to Pakistan. Whether political purpose they have, we have always said that to us any strengthening of Pakistan by military supplies from the U.S.

Also from China, is something to which we are totally opposed and therefore we have been urging on all these Governments to stop such supplies. In fact in this particular case the U.S. Government themselves had said that they are proposing to stop the supply of arms to Pakistan and I cannot therefore spell out the so-called political purpose. Perhaps that type of thesis may have to be extended to the attitudes of certain other countries as well. Thirdly, he has suggested as if there were any proposal for a conference between President Yahaya Khan and our Prime Minister. No such suggestion at any matter having been raised.

SHRI NIREN GHOSH: The Prime Minister said some press conference that India would not participate in any conference on Bangladesh. Who are to be the participants she did not elaborate. That is why I asked whether in the course of the talks with the U.S. Government such a proposal was broached either from your said or their said about the Big powers calling a conference Bangladesh?

SARDAR SWARAN SINGH: The answer is in the negative. About the fourth question, our present attitude in this respect is to ensure that these supplies should stop and no further supplies should be made and it will not be proper or wise for us to widen this thing and try to envelop other things because it must have some objective and our objective at present is to take every possible step to ensure the stoppage of supplies of arms and if the hon. Member has any influence with China, I will request him to ask the Chinese Government also to stop supplies.

SHRI NIREN GHOSH: You have men there and they have their men here. We have no contact with China. Now due to the subservient attitude of Minister to the US Government it tantamount to the betrayal of Bangladesh.......

MR. CHAIRMAN: I am not permitting any other question.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মস্কো, বন, প্যারিস, অটোয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং লন্ডন সফর শেষে প্রত্যাগত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৫ জুন, ১৯৭১

STATEMENT IN THE LOKRAJYA SABHA ON JUNE 25,1971, BY THE FOREIGN MINISTER ON HIS RETURN FROM VISITS TO MOSCOW, BONN, PARIES, OTTAWA, NEW YORK, WASHINGTON D. C. AND LONDON FROM 6TH JUNE TO 22ND JUNE 1971

Between 6th 22nd June, 1971, I visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington and London, in that order; In each of these capitals I had detailed discussions, with the head of Government and the Foreign Minister. At the UN Headquarters I had discussions with the U N Secretary-General U-Thant and his colleagues. I also met in every capital a number of other Government Leaders, Legislators, Editors, Social workers and Leaders of opinion.

In these discussions the focus of attention and emphasis was all along on the grave and serious situation created for India by the influx of 6 million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal.

In Moscow, Bonn, Paris, Washington and London statements were issued at the end of my visits on behalf of the respective Governments, in consolation with us and these indicate the general line of the reaction of host Government. In Ottawa Foreign Minister Mitchell Sherp made a statement in the Canadian House of Commons which indicates their general line.

Copies of all these Statements are being laid on the Table of the House.

As a result of my talks with the Government of countries visited by me, the following areas of agreement emerged:

(i) That there could be no military solution and all military action in East Bengal must stop immediately.

(ii) That the flow of refugees into India from East Bengal must immediately stop.

(iii) That conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in East Bengal.

(iv) That a political solution acceptable to the people of East Bengal was the only way of ensuring a return to normalcy.

(v) That the present situation was grave and fraught with serious dangers for the peace and security of region.

It was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of 6 million refugees into country from East Bengal, a process crowded into just a few weeks, was intolerable, and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind.

I made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially an assistance given to Pakistan, for they are nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their own Government. I also clarified, and it was by and large accepted, that any military assistance to the Military rulers of Pakistan at the juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable actions in East Bengal, so fully and so irrefutably documented by eye-witness accounts which have been appearing in the world press all these weeks. I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian considerations to the victims of oppression in East Bengal under international surveillance would have the effect of maintaining in power the military machine of the minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate farm of interference in their internal affairs.

I found in all these capitals great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was recognized as an unprecedented one in human history, man-made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation, the enormity of the burden-placed on us, for no fault of ours, and the serious repercussions for the people and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognized everywhere.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২ জুলাই, ১৯৭১

DEFENCE MINISTER SHRI JAGJIVAN RAM'S STATEMENT ON JULY 12, 1971

Following are excerpts from Defense Minister Shri Jagjivan Ram's reply to the debate on Budget Demands of the Ministry of Defense, on July 12, 1971.

I was talking about the tragic developments in Bangladesh. The resurgence of sentiment for Bangladesh after the brutal intervention by West Pakistan's military forces has exposed in all its nakedness the colonialist designs of the present regime in West Pakistan. It has further proved that the foot of democracy is too deep and too strong to be snapped by a military rule of nearly a quarter of a century. The people of Bangladesh are manfully resisting the efforts of Pakistan Junta to suppress freedom and democracy. The terror widely has been unleashed on Bangladesh has stirred the conscience of the world. The bravery and heroism of those engaged in this struggle is widely admired and applauded. The House has expressed the support and sympathy for our friends in distress.

A significant percentage of the population of Bangladesh had been forced out and has sought shelter in India. It is clear that the Pakistan Army is engaged in a ruthless genocide of the people of Bangladesh and is, in the process, mounting a threat to our economy, our society, and on the basic principles which our Constitution enshrines. The values we cherish and the commitments we have made for our own social and economic development are in jeopardy. Government is alive to their responsibility to meet this threat.

The House is aware of the intrusions that have been attempted by the Pakistan Army our eastern borders. The House is also aware of the report which have appeared in the Press in regard to the preparations which are being made by Pakistan on our western borders, more particularly across the cease-fire line.

The House is aware of the frantic attempts which are being made by the Pakistani military junta to raise new regiments, to conscript their youth, and to procure military hardware, arms and ammunition stealthily or through the agency of their friends in some countries. All these preparations are being made with a view to extinguish the flame of freedom and democracy on this sub-continent. We hope that those who are helping them in this effort are conscious of their responsibilities, are aware of the purposes for which these death-dealing weapons are being procured.

We have had occasion to discuss these threats to our security in this House. I can only say that we keep reviewing these matters from day to day, and I can assure the House that vigilance has been strengthened all along the eastern and western borders and every precaution has been taken to defeat all possible maneuvers on the part of our

adversaries. Our security forces have instructions to deal firmly with infiltrators and other hostile elements which may attempt to intrude into our territory.

Our people on the borders, whether it is in Kashmir, Jammu, Nagaland, Meghalaya or anywhere else, are conscious of the stakes. The brutal methods employed by the Pakistan Army in Bangladesh have strengthened their determination to resist and defeat Pakistan man oeuvres.

Mukti Fauj

The demand for the early recognition of Bangladesh by Government has been reiterated by various sides of the House. We are aware of the feeling in the country on the question of recognition of Bangladesh. Our Prime Minister has explained Government’s stand on the matter on more than one occasion in the House and outside. There is nothing to add to what the Prime Minister has said on the subject. One thing, however, is clear. The indomitable courage of the freedom fighters of Mukti Fauj will ultimately succeed in establishing Bangladesh. The reports trickling from across the border indicate how manfully freedom fighters are harassing the Pakistan Army. One guerilla, one commando, of the Mukti Fauj is worth many marauders of the imperialist army of Pakistan. With the ever increasing activities of the freedom fighters, it is clear that the military junta will not be permitted to continue their exploitation of the people of Bangladesh and perpetuate their colonial rule there. In their determination to establish a democratic order in Bangladesh, freedom fighters have all our sympathy and support.

Army

There has been insistent demand for improving our defense preparedness. For obvious reasons, caution has to be exercised in disclosing details of our strength and our preparedness. I can, however, safely say that in every arms and in every role, we are more than a match for our adversary. The House has naturally not been apprised of the enormous exertions our armed forces have made to improve their skill in the use of the equipment given to them. Every effort has been made to enhance the mobility of our land forces, to increase the fire power of the infantry and artillery and of our armored units. Our anti-tank capability has been enhanced by the introduction of missile units. New methods of weapon training and battle inoculation have been introduced. Altogether, the defensive capability and striking force of the Indian Army cannot but cause serious concern to our adversaries.

It is true that Pakistan has acquired Mirage-IIIE aircraft. Our Air Force has fully taken into account the increase in Pakistani air power the strength and capability of our holdings are superior to Pakistani acquisitions. Our fighter bomber squadrons have been progressively modernized. We have recently carried our reorganization of Commands in conducted to ensure a state of operational readiness. Heavy repair and depot maintenance facilities have been modernized and augmented. I have every reason to hope that, as a result, the rate of serviceability of our aircraft will improve. The measures which have been taken do not merely increase the striking power of our Air Force they also ensure

the most effective co-ordination of air operations in support of actions on land and on high seas.

Navy

Some concern has been expressed in regard to the strength of our Navy. It is true that Pakistan has acquired new capabilities in the field of submarine warfare. We also have improved our capabilities. Our Navy has now a submarine arm. Its anti-submarine role has been strengthened by acquisition of modern anti-submarine aircraft. The navy also holds and operates missile carrying crafts. The dockyard at Bombay is being modernized. A new dock yard is under construction at Vishakhapatnam. The Navy too has streamlined their provisioning procedures and maintenance facilities. I am sure, our Navy is in a state of readiness to give a good account of itself.

Civil Defense

Our anti-aircraft defenses have been modernized and strengthened. We now have surface-to-air guided weapon complexes installed in vital areas. Steps are also being taken to activate our civil defense measures. The Central Government is meeting the greater part of the expenditure on these measures. A large number of persons has volunteered for manning civil defense services.

Defense Procurements

The possibilities of procurements from abroad are somewhat limited for us. But I would like to assure the House that we are not neglecting these possibilities. Our main reliance, of course, is on ourselves. Our ordnance factories and defense undertaking are working to capacity to meet the requirements of the Services. Several new types of weapons and equipments have been developed and are being manufactured. The Defense Research and Development Organization has made a commendable contribution. Our scientists and their associates in the Defense Research and Development Organizations are making commendable efforts to make us self-reliant in our requirements.

While no country is completely self-sufficient, most advanced countries endeavor to develop a technological viability so that they are able to establish mutually beneficial relationships with other countries. These nations thus acquire a certain freedom of action because of their ability to develop equations and engage in a give and take exercise with other nations. This viability, or to put in other words, this scientific, industrial and technological maturity reinforces self-reliance. We are expecting that such viability or maturity will be achieved by our scientists and technologists, particularly those working on our Defense laboratories and establishments, at not too distant a date. I can only assure the House that we will not allow their work to be hampered for lack of funds.

I would like to remind the House that National security goes beyond development of Armed Forces or preparedness to meet threats to our borders; it is interwoven with our national objectives, our national interests, and our national capacity. In the quest of account. I am sure, our people led by this august House will participate in these efforts and lend their full support to them.

Peaceful Uses of Nuclear Energy

In this connection, I have noted carefully the wish of many Hon'ble Members for our Defense Forces to acquire nuclear capabilities. We have discussed this matter in this House on a number of occasions. Our present policy is to use nuclear energy for peaceful purposes. In our view the possession of nuclear weapons is no substitute for our capability in the use of conventional weapons. I would like to remind the House that our military capabilities must be based on the advances we are able to make in the field of science, technology and industry. The House is aware of the position. India occupies in the field of nuclear science. The House is also aware of the plans and programmes for making further advances in this field. The House I am sure will not wish me to say more on this subject or to lose my sense of perspective in dealing with it.

International Peace-Keeping

Apart from the defense of our borders, our Defense Forces have certain other responsibilities also. The House is aware of the responsibilities discharged by our defense forces in the past in a peacekeeping role assigned to them by the United Nations on a number of occasions.

On April 6, 1971, while we were engrossed in our own problems, we received an urgent request from our friendly neighbor, the Government of Ceylon. Similar request had been made by that Government to other countries. Our response was prompt. We agreed to provide all assistance that was possible within our resources. We made our helicopters available. Our naval ships assisted the Ceylonese Navy in patrolling Ceylon's coasts. Our personnel did not deal with insurgence they provided relief for the Ceylonese personnel and assisted them in surveillance and patrol duties only. With the completion of their task, the small forces made available to the Government of Ceylon were withdrawn.

We have also supplied some items of equipment and stores needed by the Ceylonese Defense Forces. At the request of the Ceylonese Government, we have agreed to provide training facilities to their officers. Our co-operation in this field, the House will be pleased to know, has been mutually satisfactory.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রের অবিরাম সরবরাহ এবং তার ফলশ্রুতির ওপর আলোচনা	রাজ্য সভার কার্যবিবরণী	১৯ জুলাই, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Continued U.S. Arms Supply to Pakistan and Implications thereof

Shri Bhupesh Gupta (West Bengal): Sir, before I take up this thing I should like to have your direction. This question was discussed in the other House during the period when we were not in session as a regular debate. Now, Sir, just a discussion on Calling Attention is not adequate. May I suggest therefore that this Calling attention be transformed into a motion for discussion rather than a mere calling attention? As you know, Sardar Swaran Singh made a statement in this House but we could not discuss it because the same day we adjourned. The other House discussed it and a lot of time was given to it and I do not see why we should not also get an opportunity for a thorough discussion on his statement and subsequent developments. Therefore, my request to you is that this Calling Attention should, as we have done in the past, be transformed into a motion for discussion.

Shri Godey Murahari (Uttar Pradesh): Sir, I also support the contention of Mr. Bhupesh Gupta. Several things have taken place in the last few days; major events have taken place as far as the world is concerned and we should have a full-dress debate on all the issues. As far as the United States and Pakistan are concerned there have been new developments with regard to China also and therefore it would be in the fitness of things that we have a full discussion and not just this Calling Attention.

Mr. Chairman: I follow.

Shri Krishan Kant (Haryana): We should have the Calling Attention plus a debate also. This Calling Attention should be gone through and we should also have a debate.

The minister of state in the Department of Parliamentary affairs and in the minstry of shipping and transport (Shri om mehta): Let his be gone through and then we will try to find some time for a short duration discussion.

Shri Niren Ghosh (West Bengal): 'What is some time?' We must have it today.

Shri Bhupesh Gupta: It is not a question of finding some time; it should be done as soon as possible, today or tomorrow.

Some honourable members: No, no.

Shri Bhupesh Gupta: You see it can be easily done today. The subject of the Calling Attention is the same; it can be converted into a motion for discussion as had been done in the past. Why again go through all this?

Mr. Chairman: I want to take one suggestion. I suggest that after the Bills are disposed of, this may be taken up as a Short Duration Discussion today.

The Minister of External Affairs (Sarar Awaran Singh): I would crave the indulgence of this House because the Demand relating to the Ministry of External Affairs is coming up for discussion in the other House today. These dates are already fixed and both today as well as tomorrow I will be busy in the other House. I do not want to come in the way of your decision for arranging a Short Duration Discussion. But I will not be available today and tomorrow.

Shri Bhupesh Gupta: If he is not here, there is no point. I understand the hon. Minister will not be replying to the debate in the other House today. He will be only listening to the debate. It is important for him to listen to the speeches, I agree...........

Shri Niren Ghosh: The Bills that are there are regarding Gujarat and Punjab.

Shri Bhupesh Gupta: I suggest that this be discussed today as the hon. Minister will not be replying in the other House today.

Shri OM Mehta: It is entirely for the House to decide.

Shri Bhupesh Gupta: The calling attention should come. I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the continued arms supply by the Government of U.S.A. to Pakistan and the implications thereof.

Mr. Chairman: Mr. Gurupadaswamy wants to say something.

The leader of the opposition (Shri M.S. Gurupadaswamy): I just want to say that today may not be utilized for a general debate on this issue. I would like that a separate day may be fixed for this. This motion, as he has started it, may be gone through, but the general question may no be taken up today.

Mr. Chairman: That will be considered. In the meantime this will go on.

Shri Bhupesh Gupta: I have already called his attention.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Sardar Swaran Singh: Sir, I regret to inform the House that since the issue of shipment of American arms to Pakistan was discussed last in this House, there has been no change in U.S. policy. On the contrary, it has come to our notice that U.S. Military equipment still in the pipeline for delivery to Pakistan may be even more than has been publicly admitted by the U.S. Government. While the U.S. State Department spokesman mentioned on July 8th, 1971 that the average approximate annual figure for the last five years of supply of arms to Pakistan has been in the order of $ 10 to 15 million, Senator Church quoted an estimated figure of $ 35 million, in respect of military equipment still in the pipeline. We have reason to believe that his figure is nearer to the correct one. In any case amounts in Dollar alone do not give a correct picture. As we know, Pakistan has been in the past obtaining equipment from certain governmental sources at throw-away prices. Spare parts which may cost very little can reactivate deadly weapons.

I would like to assure the House that our views on the supply of arms to Pakistan have been conveyed in unequivocal terms to the United States Government. We have explained to them the adverse impact it could have on the peace and stability of the sub-continent. It could have an impact on Indo-US bilateral relations as well. It is surprising that the US Government which has been counseling restraint to us should have itself taken a measure which will aggravate the situation.

The supply of arms by any country to Pakistan in the present context amounts to condonation of genocide in Bangladesh and encouragement to the continuation of atrocities by the military rulers of Pakistan. It also amounts to intervention on the side of the military rulers of West Pakistan against the people of Bangladesh.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have been very carefully following the statement made by the hon. Minister apart from what has appeared in the newspaper from the side of the United States of America. I must say that we remain disappointed by the manner in which the hon. Minister has reacted to these things. Sir, first of all, even now he has said that the supply of arms to Pakistan in the present situation is a condonation. He would never use the world abetment. Yet, Sir arms are being supplied for the act of committing the crime of genocide there and the USA is acting as the principal in the second degree in aiding that genocide and still, he says, it is ‘condonation’. I am surprised that the Government does not have the courage to say that it is a direct help and abetment to the criminal act of genocide. It is a violation of the International Convention on Genocide, the UN Charter and the Human Rights Charter, thereby making the US guilty of violation of these International laws. Sir, now what is the assessment of the Government, political, military and otherwise, of the present step by the United States of America of the supply of arms in the present situation to Pakistan? That assessment has not been made. Sir, is it not a fact that since the US-Pak military pact was signed in 1954, just with a view to facilitating the ouster of the Fazlul Haq Government after the East Bengal Elections-a Government of which Sheikh Mujibur Rahman was also a Minister-US military hardware worth about 2500 million dollars nearly Rs. 2000 crores- have been sent to Pakistan?

Is it not a fact that even though there was a so-called embargo at the time of Indo-Pakistan War in 1965 the US were still supplying arms through Iran, Turkey, West Germany and other countries of the CENTO and the NATO in order to replenish the armaments of the Pakistani forces? Sir, in the present situation we find that it has been continuing ever since 1966; now it has been stepped up.

In today’s newspaper we read that the Padma is carrying cannons also, not merely spares and other things. In this connection, I should like to know the policy of the Government. He has said, 35 million dollars in the pipeline, as one of the Senators has stated. It is much more but the significant part of it he has not mentioned. Now, it is known that these things are not part of ‘slippage’ an American expression, or ‘bureaucratic bungling’ another American expression. The supplies are being made on orders from President Nixon himself. This is what has been disclosed in the American Senate by the Senator from Idaho, and it has not been since denied. In fact, the State Department has more or less admitted that President Nixon’s orders are responsible for

the supply of these arms. Arms are being given to Pakistan at throw-away prices. It is no price at all. It is a nominal price. It is like a director getting a salary of Re. 1 per month. It is like that. Arms have been gifted to Pakistan by the Americans. In such a situation, I should like to know what the policy of the Government is. Is it not a fact that it is an abetment of the genocide there and, apart from that, provocation of war against India? And with the supplies of arms arriving at the Bangladesh borders, we find bellicosity on the part of the West Pakistan troops rising every day. I come from Calcutta, everybody is saying that as Pakistan is getting arms from the US the troops on the other side are being more and more bellicose and developing provocative action including shell-fire into our territory. This is happening, Sir, I am a little surprised. Here, the hon. home Minister made a statement in which he has made an assessment of the United States thing. What he has said here is rather interesting-

As a result of my talks with the Government of countries visited by me the following areas of agreement emerged:

"(1) That there could be no Military solution and all Military action in East Bengal must stop immediately".

On your arrival here you told Parliament, we were told, that American is giving more arms for the continuance of the military action.

"(2)That the flow of refugees into India from East Bengal must stop immediately."

The next day the Americans made it known that arms will go and that they were justified in supplying the arms.

That does not stop the flow of refugees. It increases the flow of refugees. Yesterday I found out in Calcutta that the refugees in West Bengal are coming at the rate of 30,000 per day even now.

The third item, according to his statement, is that conditions must be created for the return of refugees. Are the Americans creating conditions for the return of the refugees by giving arms to butcher Yahya Khan's Military junta?

The fourth item in his statement is political solution. The other day a statement was made here in this House and on the 29th June Mr. Yahya Khan made his broadcast and he told the world the kind of solution he wants. I do not wish to go into this thing. Even after that, the Americans made a special point to make it known to the world what kind of things they were supplying to Pakistan. Is that the way a political solution would be found?

The fifth item is that the situation is fraught with grave danger to the peace and security. Now American arms are coming to maintain peace and security here. Now what is the remedy for us? Here is the statement of the Minister made in this House. We will have our full say when a full-dress debate takes place. But the hon'ble Minister was misleading the House. He has no business to tell us that America has come to this kind of agreement. If he has the courage he should declare that he has been bluffed and swindled by the Americans.

Sir, what is more shocking is that along with the statement he made on the 25th of June, the spokesman of the State Department, immediately following their meeting, issued a statement which did not warrant what the Minister said in Parliament here. Therefore, I charge the Government with some kind of connivance, with having no courage to speak to the Americans that they are endangering the peace and security of this region. I should like to know why even now he is not saying that this is an act not only for the suppression of the struggle of the people of Bangladesh, but the arms supplies are meant against India also. It causes war provocation. It is provoking the West Pakistani troops to start military actions. Provocations are coming from the other side of our borders. Therefore, whereas his assessment is neither a political assessment nor an economic assessment, the Americans are giving so much aid. (Time bell rings.) I am finishing.

The Government should rectify its position. I would urge upon the Government to develop a little courage and not just be led by the brief given by Mr. L.K. Jha who is a through unfit as our Ambassador in the United States of America. His performance makes it clear that he has totally failed to serve the national interest there. On the contrary, I believe, Sir, he has been instrumental in misleading the Hon’ble Minister. The Hon’ble Minister is making a statement which he made on his return from the United States of America. What is our Ambassador talking there I should like to know why you are spending so much money in the United States of America. It is to get arms for Pakistan by the Americans and then to be told in this manner that they are helping the cause of peace? Therefore, I take a serious view of this matter. This thing should be discussed. Mr. L.K. Jha, should be recalled straightway for having failed to carry out the limited responsibility expected of him. This is number one.

Number two, the American action should be declared as a hostile act towards India. Our diplomacy and policy have failed. For its warlike actions against India, its hostile action against India, American should be charged in the United Nations and outside of helping the genocide, of violating the Conventions, of violating the U. N. Charter, of violating the Human Rights Charter and creating tension in the Indo-Pak subcontinent. These things should be done-net this kind of wishy-washy, hanky-panky, ridiculous statement that the hon. Minister has made. These are the demands I am making. Besides, I do not know why the American Ambassador was sent to Calcutta to meet the refugees. Sir, I was ashamed when I saw a picture of Mr. Keating meeting the refugees. Who allowed the American Ambassador to go there? They are allowing Americans to take photographs of the Tripura Airport, the Agartala airport and so on. Do I understand that when that country is responsible for helping genocide, the envoy of that country should be sent to the Indian border to meet the refugees? I am surprised. The Ambassador should be kicked out of West Bengal. I would ask the people to kick him out. I would ask the people of West Bengal to kick him out, to kick him in the street, when they have been behaving in this manner.

It is an insult to our people. By supplying arms to Pakistan, they are sending refugees to West Bengal, and they are sending, with the permission of the Central Government the American envoy here, Mr. Keating, to go and put on airs as if he sympathetic to them. This is absolutely double-facedness unworthy of a responsible Government. Ask

Mr. Keating not to go out of Delhi. You can ask him to go back home, but certainly you should not send him to West Bengal to talk to the refugees as if they are being of service to us. Never have I seen such a weak-kneed policy. American is preparing West Pakistani troops for war against India. We are being told that anything may develop. And the people who are supplying arms to West Pakistan are being sent there to our border in order to pretend as if they are our friends. I say, Sir, this policy has got to change. I lodge my strong protest against the manner in which the Government is handling matters with regard to the United States of America. I demand that a Cabinet meeting should be held on this subject. The national sentiment should be taken into account and proper preparation should be made politically and diplomatically to meet the challenge the United States has flung against us. We are being driven to the position of 1965. Pakistan is being egged on to start war against our country. We do not want war. We do not want armed actions by India or military action of this type. But certainly we want all help to be given to the Bangladesh freedom fighters. And recognition must be given to Bangladesh. These two things should be done.

Mr. Deputy Chairman: That will be enough.

Shri Bhupesh Gupta: I am finishing. I shall say more later. There is no suggestion of any concrete action. What prevents them from recognizing Bangladesh and giving massive assistance to the freedom fighters. I should to know. These points should be clarified by the hon. Minister.

Shri niren ghosh: Sir, the Government takes their services, but never listens to their advice.

Sardar Swaran Singh: We also know the contribution of the party to which the hon. Member belongs, the Marxist Communist Party.

Sir, in his characteristic and eloquent manner, Mr. Bhupesh Gupta has unburdened himself of everything that was on his chest during this period when the Rajya Sabha was in recess. In one speech, he has compressed all his ideas, whether they relate to the present Calling Attention Notice or otherwise. And perhaps he has drawn very heavily upon the brief which he has prepared for participating in the general discussion and has made a full-fledged speech.

Shri Bhupesh Gupta: On a point of personal explanation, Sir, I left Calcutta last midnight and this morning I saw the Calling Attention Notice. This is an extempore speech.

Sardar Swaran Singh: You do not require a written speech. It is in your mind all the time.

Shri Niren Ghosh: I can testify to what he said just now because I came in the same plane.

Sardar Swaran Singh: But you did not come from the same place in Calcutta.

Sir, on way of dealing with his speech would be to make a counter-speech I have to resist that temptation. I will, therefore, try to answer specifically some of the suggestions

that he has made because he has not asked anything from me. He has made several suggestions and in a very forceful manner.

Shri A. G. Kulkarni (Maharashtra): Why don’t you send him to America in the place of Mr. L.K. Jha?

Shri Lokanath Misra (Orissa): He has asked for a Cabinet meeting.

Sardar Swaran Singh: I would like to answer his suggestions. First, he says that our Ambassador Jha should be recalled. I am sorry I cannot oblige Mr. Bhupesh Gupta. I must say, and I repeat what I had said on an earlier occasion, that Mr. Jha has done good work there ....

Shri Bhupesh Gupta: I protest against it. What good work has he done producing a statement of this kind?

The only quality of Mr. Jha is that he has accredited himself to the United States.

Sardar Swaran Singh: Whatever may be the country to which an Ambassador is accredited, we cannot always judge his work from the attitude of the host country. If we go into this, then perhaps it will not be the proper way of approach to a matter of this nature. Secondly, he said that we should use a more strong language while describing the action of the U.S. in supplying arms to Pakistan. I think that the language used is pretty strong although it is not as strong as Mr. Bhupesh Gupta’s language.

Shri Bhupesh Gupta: The question is: Does he consider it a violation of the UN Charter? Use any language it is helping genocide and creating of tension in this part of the world in violation of the UN Charter.

Sardar Swaran Singh: In the last paragraph of the statement that I read I have said quite clearly that arms supply to Pakistan in the present context amounts to condo nation of genocide in Bangladesh and encouragement to the continuation of atrocities by the military rulers of Pakistan. If Mr. Bhupesh Gupta has patience and he looks up the dictionary, he will find that abetment means the same thing as encouragement to the continuation of the atrocities in that part of the world. So, he cannot compel me to use a word which he used. He should give me the latitude to select my word.

Shri Bhupesh Gupta: No, it is very important, it is not the same thing. Abetment does mean more than encouragement. I may encourage many things, yet I may not come under the law, the law of mischief. Here the moment you say abetment, he is liable for action under the provisions of the UN Charter.

Sardar Swaran Singh: Then the third question that the asked was why Mr. Keating went to Calcutta or to West Bengal ....

Shri Chitta Basu (West Bengal): And why he should not be kicked.

Sardar Swaran singh: We should be a little more decent than just kicking people. The question that he asked was why he went there to have a look at the refugee

camps. It has been our policy that the representatives of other countries, the Ambassadors of other countries, Members of Parliament from other countries and pressmen should freely go and see the refugees. And I can tell you that any person who has gone, any foreigner who has gone, and has had a look at the refugee camps and seen the misery writ large on the faces of people, has returned a different person altogether, and there is nothing for us to hide there and I do not see why there should be any objection to any Ambassador of any country going to the refugee camps and seeing for himself the plight of refugees and also the tale of woe which they recite and which can also be read from their condition. I strongly reject the suggestion that while dealing with the United States we are adopting another attitude than the one warranted by the circumstances. We have told the United States Government, their representatives at all levels, of the strength of our feeling and we have also pointed out in unmistakable terms that the continued US supply of arms to Pakistan in the present conditions is not only encouraging and helping the military rulers to carry on their atrocities against the unarmed people of Bangladesh, but it also makes Pakistan more intransigent, more bellicose, and as such it affects our security also. We have all along taken this stand that any supply of arms to Pakistan by any country amounts to encouraging Pakistan to carryon Pakistan’s policy of confrontation against India and thus this is a matter which affects our security. This is a perhaps what the honorable Member was suggesting. We have already done that. Then he has made a suggestion that there should be a special Cabinet meeting. I would like to assure Mr. Bhupesh Gupta that Cabinet meetings do take place from time to time and it is hardly a matter in which Parliament as such should make any suggestion. We can always meet at the shortest notice. We have met on several occasions. We have discussed in the Cabinet and in the various sub-committees of the Cabinet this issue almost on a continuous basis I would like to assure Mr. Bhupesh Gupta and the House that this is a matter of the highest importance which is constantly under discussion and under review the Government at all levels.

I would like to assure him that we attach the highest importance to this question.

Lastly he raised the question of recognition. This has got nothing to do with the present Calling Attention.

Shri Lokanath Misra: I am surprised at the suggestion of Shri Bhupesh Gupta. He suggested the recall of our Ambassador in USA. If anybody has failed in his task, it is not the Ambassador, but it is his friend Sardar Swaran Singh.

Sardar Swaran Singh: I am your friend also.

Shri Lokanath Misra: Now this shows where the shoe pinches. I thought that from the public posture shows by Shri Bhupesh Gupta they were not in collusion yet. But by his suggestion to recall the Ambassador, I got the impression that Shri Bhupesh Gupta is still hand in glove with the congress because he does not want any of the Ministers to resign for their failures. He does not want the Prime Minister to resign on this issue. He only wants to recall the Ambassador from Washington.

Sardar Swaran Singh: That is your privilege. You can very irresponsibly ask others to resign. That is the privilege of your Party.

Shri Lokanath Misra: My Party may or may not be able to do anything.

Shri Bhupesh Gupta: My friend is an intelligent man. If I refuse to be stupid, is it a crime?

Shri Lokanath Misra: My party may or may not come to power, when it comes to power, it will shoulder its responsibility. But the fact is that today Sardar Swaran Singh has to shoulder his responsibility. He cannot shir kit. Therefore, if I accused anybody of failure, it will not be Shri L.K. Jha whom shri Bhupesh Gupta wants to recall. I accuse Sardar Swaran Singh. Is it not a fact that Sardar Swaran Singh on his return from his highly talked of tour of eight or nine capitals of the world made a statement in the aerodrome of Delhi that he was assured that the USA would do nothing against the interests of India? He said that he had been assured by the President of the United States that nothing would be done against the interests of India. Now how has failed in his duty. If he had been briefed by Shri L.K. Jha, that I would have taken him to task and asked for his recall from Washington. But the Foreign Minister himself went to the capital and he had personal knowledge of everything. He talked to the President of the USA and carried the impression that nothing would be done by the USA against the interests of India. My first question is whether Sardar Swaran Singh did not mislead the entire country by his wrong statement which he made when be came back from the USA saying that nothing should be done by the USA against the interests of India. Let him answer the question. If he could say that he was cheated, let him frankly say so. I would be happy .... (Interruptions). Shri Bhupesh Gupta took his own time. Now by his interruptions, he is talking part of my time also. Again he will take his own time when we have a debate. Sir, let me put my second question. In the context of the changed circumstances in the international field. we have absolutely no friend, either near about or even far away.

We have none. Is it not a fact that the new association between the United States of American and China, the People’s Republic of China, where Pakistan acted as the priest, as reported in some newspapers.

Shri A.P. Chatterjee (West Bengal): Pakistan acted as what?

Shri Lokanath Misra: Pakistan acted as the priest in the marriage of convenience or in this grand alliance.

An honourable member: In this unholy marriage?

Shri Lokanath Misra: Yes, that is a better phrase. In this unholy marriage in which Pakistan acted as the priest, is it the price that the United States of America is going to pay through supplies of arms and Ammunitions?

Then, Sir, has the External Affairs Minister tried to know something about it, Even during his visit to the USA he did not have any sent of it. His ambassadors in the different countries could not post him with information, up-to date information, so that he could tell us that this is going to happen and that there may be a changed situation in the international field and therefore, India may have to face a new situation. He did not tell us about it any time. Therefore, Sir, he was always back-dated so far as the international

information was concerned and the information supplied to him by our ambassadors was concerned. Now that it has happened, now that it is a matter of fact, I want to ask whether he would try to know whether Pakistan would be getting additional arms and ammunitions as a price for the task that it undertook in bringing both these countries together.

Then, No. 3, Sir, has our Foreign Minister ever attempted to find out what the total quantum of supply of that blessed agreement through which the United States of America was supposed to supply arms and ammunitions to Pakistan? What is the total quantum? Nobody seems to know anything about it.

Shri Bhupesh Gupta: I think it is about 2 billion dollars or something like that.

Shri lokanath misra: I cannot believe that.

Mr. Deputy Chairman: Mr. Misra, you continue.

Shri Lokanath Misra: I can believe what Mr. Swaran Singh says. I do not believe either what the “Pravada” says or the “New York Times” says.

Shri A.P. Chatterjee: You said that he is misleading the entire people.

Shri Lokanath Misra: Till he continues as the External Affairs Minister he is responsible to this House. He has misled the country. Let him mislead the House. Then he can face the consequences.

Shri A.P. Chatterjee: Does misleading lead to real leading?

Shri Lokanath Misra: Sir, Mr. Chatterjee has come to his rescue Now, Sir, you can find a charge in their attitude.

Shri A.P. Chatterjee: I have not come to the help of Mr. Swaran Singh. He is too big a man.

Shri Lokanath Misra: Mr. Chatterjee, you have your opportunity. and then you might put whatever you want to put. Let me have my say. Now, Sir, my third question is.

Sardar Swaran Singh: You have asked four or five questions and still you say; “My third question”.

Shri Lokanath Misra : Sir, I wanted to know the quantum. It should be told to us that this would be the final shipment and nothing beyond, the amount, the quantum that the “Padma” or any other ship carrying arms and ammunitions which would be a part of the agreement which was signed before the 24th April or whatever it is. Therefore, Sir, I think that our External Affairs Minister has that much of intelligence to find out either from the American Ambassador or our Ambassador there what the total quantum was under the agreement. Let us know that and let us also know how much ahs been supplied and how much is left out. Therefore once it is known, we shall be sure that once that is fulfilled, once the commitment is fulfilled, the USA cannot fall back on this particular plea of supplying a part of the agreement which is still left out. Now, Sir .....

Mr. Deputy Chairman: I think that is enough.

Shri Lokanath Misra: Sir, this is the last question, if you allow me. It is all right if you do not allow me. Mr. Bhupesh Gupta is a privileged person, but I am not.

Shri Bhupesh Gupta: He fought for the special privileges of the princes and calls me a privileged person.

Shri Lokanath Misra:I did it on the basis of conscience and you have done it against the consensus and the conscience of the House.

The last question I wanted to ask was whether the USSR was not generous enough to supply spares to Pakistan.

(Interruptions)

Mr. Chitta Basu, I don't think, recently visited Moscow or was brinked by the USSR Ambassador here. Kindly do not say anything about which you do not know anything.

The point is that his particular news-item which appeared in many newspapers in the country is still there.

An Hon. Member: Undenied.

(Interruptions)

Shri Lokanath Misra: I would like Mr. Swaran Singh to deny it. I do not believe in what Moscow says or what Pravda says, or, least of all what Mr. Bhupesh Gupta says ..

(Interruptions)

Shri A.P. Chatterjee: The U.S. President, Mr. Nixon, is going to Peking.

Shri Lokanath Misra: Nixon is running after Chou-En-Lai. There is not doubt about it. ....

Shri Bhupesh Gupta: Now, Sir after the election debacle ....

(Interruptions)

Mr. Deputy Chairman: Please ask your question. There should be no interruptions.

Shri Lokanath Misra: My last question is that the USSR is also guilty of supplying spares to Pakistan, and thus perpetrating the genocide.

The USA is also perpetrating it. Now, in this context may I ask M. Swaran Singh what he is going to do about recognition of Bangladesh? He says that it is neither here nor there. It is not contained in the Calling Attention Motion. So many things are not contained in the Calling Attention Motion. Mr. Swaran Singh's name is not in the calling Attention Motion. All the same, he is replying to it. I would therefore ask him: What is the latest attitude of the Government of India so far as the recognition of Bangladesh is concerned? Unless they recognize it, unless they take a categorical decision in the matter, these things are surely to continue.

Sardar Swaran Singh: Sir, about the first question, I would like the honorable Member to have a second look at my statement about it. He has referred to the statement

that I made to the Press on my arrival at Palam airport after visiting several capitals. He has based his first question on a wrong quotation from my statement. And I am not expected to reply if the statement is read out of context, and also the statement upon which he bases his question is not correct. I never made any statement to mislead anybody, and the charge is absolutely ill-founded and ill-conceived.

In the second question he says that there is a new change in the situation on account of the process of detente that has been started between the People's Republic of China and the USA. It is a very significant development, and I have already made a public statement about this new development. But I do not see as to what connection this has with the US supply of arms. Both the USA and China have been supplying arms to Pakistan even before this process of détente, and I do not see what is the qualitative change, at any rate, in this process of detente. This is a separate, significant development. But at this moment we are discussing the question of arms supply to Pakistan by the USA. The third question he asked was, whether as a result of Pakistan's efforts to serve the United States and China to come closer to each other, is Pakistan likely to get more arms? I cannot reply to this question either in the affirmative or negative. All that I know of is, even without this Pakistan we getting arms and is likely to continue to get arms both from the People's Republic of China and also from the US, then lastly he asked whether I am able to say what is the total quantity involved in these transactions. I have already said that the figure given by Senator Church of 35 million dollars worth of equipment being in the pipeline does appear to be correct. Whether any more arms come or not I cannot say because I cannot fore see or foretell what the future supply is likely to be.

Shri Lokanath Misra: Under the agreement orders mostly have been placed. There must be some figure in the agreement. I went to know whether he knows anything about the figure.

Sardar Swaran Singh: There is not one agreement, Mr. Misra. You should try to understand that they have placed several orders, under that relation of the original ban, which the US Government had placed after the 1965 conflict. There are to separate things. One is exception to supply of non-lethal equipment. I have said that the quantity in the pipeline is likely to be of the value of about 35 million dollars. Whether more will come I cannot speak on behalf of the US Government but perhaps he can, Mr. Misra, notwithstanding his protest to the contrary. Then he asked about the press statement about USSR's supply of spares for military equipment to Pakistan. The USSR Government has very clearly made a statement that after April, 1970 they have not supplied any arms or any spares to Pakistan and I have no information to the contrary. We should accept the word of the Government of USSR when they categorically say that they have not supplied any arms or any equipment or any spares to Pakistan after April, 1970.

Shri Sundar singh bhandari (Rajasthan): Have they included spares?

Sardar swaran singh: Yes.

Shri Lokanath Misra: The US also said specifically.

Sardar Swaran singh: I do not think they have said so specifically. If they have said that have not supplied, I will accept that statement.

SHRI LOKANATH MISRA: They said that they supplied because they have an agreement.

SARDAR SWARAN SING: Mr. Misra, why should you talk on behalf of the US Government.

SHRI BHUPESH GUPTA: The Us is saying that it is supplying ...

SHRI LOKANATH MISRA: When did they say?

(Interruption)

SARDAR SWARAN SINGH: The last question he repeated was about the Government's policy in relation to the recognition of Bangladesh. I have already made a statement and I have said that this matter is under constant review. We are not appropriate and suitable time and we will not hesitate to recognize Bangladesh when we find that it is in our national interests and also in the interests of peace and in the interests of the freedom fighters.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do I take it that in principle it is agreed that Bangladesh should be recognized?

SARDAR SWARAN SINGH: There are Directive Principles in the Constitution it is agreed. Why do you talk of Principles?

ডঃ ভাই মহাবীর (দিল্লী): আমাদের মন্ত্রী আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় নেতাগনণের সংগে দেখা করে এসেছেন আমি জানতে চাই, এসব অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভাষ্য কি? কেন অস্ত্র দেয়া হচ্ছে? পাকিস্তানের ওপর কোন হুমকি আছে নাকি? পাকিস্তান কি কোনভাবে সংকটাপন্ন? নাকি বহিরাক্রমণের ভীতি রয়েছে তার ? আমি আমেরিকার সাম্প্রতিক বক্তব্য সংবাদপত্রে দেখেছি, যার মধ্য তিনি ভিয়েতনাম নীতির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমরা ওখানে রয়েছিঃ "To see that the small country can exercise the right, to choose its own way of life."

তিনি আরো বলেছেনঃ "The U.S Wants nothing but the right of everyone to live and let live." যে সরকার এই দাবী করে তাকে আপনি কি জিজ্ঞেস করেছেন যে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়া right to live and let live.

নীতির মধ্যে পড়ে কি? কোন যুক্তিতে এই অস্ত্র সরবরাহ করা সংগত মনে করা হচ্ছে তা মার্কিন নেতারা আপনাকে বলে থাকলে সেটি কি আমি জানতে চাই।

আপনার বক্তৃতায় আপনি বলেছেনঃ It is a condonation of the genocide being perpetrated........

এর দ্বারা আপনি বুঝিয়েছেন, ইয়হিয়া খান বাংলাদেশের লোকদের ওপর যে আক্রমন চালিয়েছেন আমেরিকা তাতে সমর্থন জানাচ্ছে অস্ত্র সরবরাহের দ্বারা। ঠিক আছে, কিন্তু আপনি এ কথা বলতে সম্মত কি না যে আজ যা ঘটেছে তা আরো গুরুতর।

It is much worse. It amounts to an aggression on this country. Aggression has allready taken place. It is continuously taking place. Civil aggression and economic aggression. আমি বলব, aggression has also the form of something like a germ warfare....

সব শেষে আমি বলব, যে জাহাজটি আমাদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্বেও পাকিস্তানের অস্ত্র বহন করে আনছে তাকে বাধা দেবার জন্য আমাদের সরকার কি পাকিস্তানের ‘নৌ অবরোধ’ করবে সরকার কি এই চেষ্টা

করবে যে, এসব অস্ত্র সেখানে পৌঁছাতে দেয়া যাবে না, নাকি বলা হবে যে ওটা High seas তাদের নিজেদের, International water.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir , so far as information about the supply of arms, their quantum and nature, by the United States to Pakistan in concerned, besides the information to which I have made a reference in my statement, we have information from other sources also. That is why I have said in statement that the figure that is given by Senator Church appears to be nearer the correct figure. This is based on our own sources of information. Then the second question that he asked is. Have the US leaders ever said as to why they are supplying arms to Pakistan? Yes, this question has been asked on several occasions since 1945 when they first started supplying arms to Pakistan. And at that time they were clinging to this argument that this arms are being supplied for -what they described as the containment of communism although we knew that this is an excuse which is totally untenable. We knew that the type of equipment supplied by the United States to Pakistan was meant against India. And from the very beginning we have seen making that position clear.

Then hon. Member has asked as to whether they have been saying that they are supplying arms to Pakistan to win them away from China. Yes they have been using that argument also not in these terms, but somewhat indicating an attitude to that effect because the words that the Hon. Member has used are not quite correct. But there is one over-riding argument that they always use that they are supplying arms in their own international interest that is in the national interest of the United States of America. This again is an argument which is difficult to understand. But in international affairs even if any party wants to put forth an argument, they have the right to do so. You may accept it or you may not accept it.

Then the third question asked is: Have we told them that giving arms to Pakistan by the United States amounts to helping Pakistan in their aggressive actions and aggressive attitudes against India? Yes, we are done so, not only now, but even on earlier occasions.

DR. BHAI MAHAVIR: This is not there in your statement.

SARDAR SWARAN SINGH: Now you are asking the question, I am saying that. I have also said that on several earlier occasions.

Then the fourth question that he asked is this; He agrees with my statement about the proposed or the forthcoming visit of President Nixon to Peking and he says that there is a lesson to be learnt that we should look after our own national interests, Well , I wish the Hon. Member could learn that interests. We always know that we should act in a manner which is in our own national interest and we do not require a sermon from him, we know what our national interests are.

DR. BHAI MAHAVIR: Results belie your claims.

SARDAR SWARAN SINGH: And also he has said that this means that India should be strong. Yes, India should be strong I am not sure whether the Party to which the Hon.

Member belongs always helps India to be strong. The divisive element that they always introduce dose make India weak and I would request the Hon. Member to approach the problems in the correct spirit. That military strength, that capacity to manufacture all the arms that we require in the three wings of our Armed Forces lies in our economic strength in our industrial growth and above all, in the unity of the people and any single formula or prescription that the Hon. Member may put forward does not answer that question. We have to be strong, we should be strong. This means strength on all these fronts rather than packing up one and trying to toe a particular line.

Then, Sir, he has made three suggestions. He asked: In view of the continued US supply of arms to Pakistan, am I prepared to accept the three suggestions that he has made? I will give reply in one sentence: I am sorry, I cannot accept them.

SHRI KRISHAN KANT: From the whole history of nearly twenty year of American behavior, is it not clear that America is interested in creating a certain balance of power in Asia and that is why all the various actions that America has taken have been anti-Indian? Even now through arms supply to Pakistan they are trying to create a certain balance of power in Asia which policy they are pursing. Are they not aware that besides arms supply, American ships have been transporting soldiers to Bangladesh for genocide? Even though America has said that they are not doing it, our information is that American ships have been utilized for transporting soldiers; not only ships but some of the aero planes have also been utilized. It is not also a fact than between 1962 and 1665,after the India -China war the US give arms to Pakistan, which arms would not be utilized either against China or ageist he soviet Union, but world be used only against India? In 1963 a submarine was give to Pakistan by he United state. But that submarine was useless against the Soviet Union or China which was not operating either in the Arabian Sea or in the Bay of Bengal; it was specifically against India. After the India -China war when we wanted certain letha weapons for use against China, we were not give, not even America rifles were given to us. Does that not show the anti-Indian stand of America?

Sir, certain radar sites were set up in Pakistan and they all confronted India. There was a radar site in Multan and that site was utilized for what purpose? For striking down the plane in which the former Chief Minister of Gujarat, Mr. Balwantrai Mehta, was killed. Then when our Minister for External Affairs wants to Washington, They talked sweetly. The president met him. But they kept him completely in the dark and in a dubious way supplied arms to Pakistan. Does that not show the real intention of the United States of America? They have been functioning in a completely anti-India and unfriendly way to us. It is not time that we told them frankly, all your actions all these years have been anti-India and to help a certain power, which is not to the benefit of India?

Sir, when my friend says that Mr. Nixon is going to China, It is not to see either the Cultural Revolution or the Chinese culture. He is going there because China has now got nuclear bombs, because of the eleventh test that they are performing on their nuclear bomb. It is a hard fact which counts.

Mr. Deputy Chairman, how American is behaving is not clear. Even on the 5th July, the state Department spokesman said that they had not till then got the text of Mr. Yahya Khan's speech which he made on the 28th June. With all their communication links, with all their scientific advancement they could not get a text of Mr. Yahya Khan's speech till the 5th of July. So this is how they are function, Mr. deputy Chairman, is it not time that we also function, in this game of balance of power, in order to safeguard our interest? Is it not time that we also have understanding with the various Asian countries. After all, understanding is growing between the Soviet Union, Japan and North Vietnam. Is it not time that we too have a proper understanding to the whole situation and have a dialogue with them? Russia is having a dialogue with Japan. Is it not time for us to have a four-power dialogue between Russia, Japan, North Vietnam and China? That time has come.

Sir, we know that no power in the world functions just on ideology. It functions for a country's real interest. Bangladesh, If it becomes free it will change the balance of power in Asia which American does not want, which the imperialist countries do not want. Therefore, is it not in the interest of India that Bangladesh comes into existence because its very existence is for the existence of India? Mr. Kissinger and Mr. Nixon are not oblivious of this and that is why they are trying to play it up. May I know whether India will look to its own interest? Whatever India does fro Bangladesh today it will be doing for its own self.

(Times-bell rings.)

Mr. Deputy Chairman, it is said that Mr. L.K. Jha is doing good work there. He may be doing good work. But what is the use of keeping him there when the information that he gives is useless? I do not think it is any se keeping him there. Why not get him back because we know America is determined to pursue its policy? Therefore, utilize Mr. L.K. Jha elsewhere. Do not keep him there. It is time that we act and act in our own interest. Bangladesh is going to act as balance of power and the power which America is trying to disturb will be harmful to India. Therefore, India has to stand on its own feel then alone will we achieve a proper solution. Nobody else will come to our support.

SARDAR SWARAN SINGH: I have very carefully noted his views. He has not asked any question. Therefore, there is nothing for me to reply.

SHRI NIREN GHOSH: You answered Mr. Bhupesh Gupta. Why do you not answer him?

SARDAR SWARAN SINGH: It is difficult to understand what you say.

SHRI CHITTA BASU: Mr. Deputy Chairman, I am constrained to say that the statement made by the hon'ble Minister in reply to the Calling Attention does not measure up to the requirements of the situation. On the other hand, the statement is insipid, weak-kneed and capitulating. And the naturally causes anger not only among the Members of this House but it also cause frustration among the people outside.

Sir, may I know from the hon. Minister whether he agrees with me that it has been the constant policy and endeavor of the United States of America to arm Pakistan so that

Pakistan can wage war against India at a time of their choice? It has been the policy of the United States of America to continue to supply arms to Pakistan right from the year 1954 and the money value of the arms so far supplied to Pakistan comes to about two billion dollar. And not only that, some other NATO and CENTO countries have also been obliged as third parties to send arms to Pakistan. Therefore, it has all along been the principle and policy of the United States of America to strengthen Pakistan against India. And it is known to all that all the damages suffered by Pakistan in 1965 have been recouped by the supply of spares and military hardware by the United States of America. To-day it is estimated by all that the striking capacity of Pakistan has far exceeded its 1965 position. In this context, may I know from the hon. Minister whether he agrees with me that this arms supply from the United States of America to Pakistan is perpetuating genocide in Bangladesh and they are perpetuation aggression on Bangladesh and also on our country? Is this not the proper time for us have been victims of common aggression b the United States of America? If so does not the Government consider it appropriate to recognize the sovereign Democratic Republic of Bangladesh and offer them all kinds of military aid so that they can vacate the aggression from the soil of Bangladesh and we can also leisure the security and integrity of our Country? Is it not our own interest that the sovereign Democratic Republic of Bangladesh should be recognized immediately? If so, would the Government consider this the appropriate time, particularly after the continued supply of arms by the United States of America to Pakistan?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister has republic to that question.

SHRI CHITTA BASU: He has not answered this question whether he consider it appropriate to-day to accord recognition to Bangladesh because we have been victims of common aggression by the United States of America. They have committed aggression on our soil and they have also committed aggression on Bangladesh. Are we not prepared to make common cause with the people of Bangladesh so that the aggression by the United States of America can be vacated from the soil of Bangladesh and we can also endure the security and integrity of our country? I would also like to ask whether in the change context of the world situation which has particularly been brought about by the axis being established between the United States of America China and a Pakistan, the requirement has become all the more immediate for the recognition of Bangladesh. May I also know from the Hon, Minister why, even after all these things, the Government does not declare this act of the United States of America as an act of hostility, an unfriendly and warlike action against India? Why is he not plucking up courage to declare it in clear and plain terms? Will the Government say that in retaliation, they are determined to take certain action, namely stopping repayment of loans, stopping all kinds of negotiations with the U.S.A and confiscating all American interests in this country, because America should be told in the language that it understands? Will the Minister clarify all these points?

SARDAR SWARAN SINGH: It is true that from the time in 1954 when the United States started arming Pakistan, Pakistan has already received from the United States military equipment worth between US dollar 2 billion, and this enabled them to have the real basis of their Army, their Navy and their Air Force, and this enabled them to build their war machine. About the question of recognition, he has spent quite a good part of his speech on this. I am sorry I have nothing to add to what I have already stated on the question of recognition. There is no use linking the same question with several other matters. That is the basic, substantive question and we do not do justice to this question by linking it with the United States or with china or with any country supplying arms to Pakistan. That is a separate substantive question about which I have already stated Government's position and I have nothing more to add. Lastly, he asked one specific question as to whether India. I would like to say that this mention US dollar 5 million worth offered to India I have also read in the newspapers and their statements. There, is no truth in this ………..

SHRI CHITTA BASU: Are you going to reject it?

SARDAR SWARAN SINGH: there is no truth in it. What I have to do with resenting? We are not taking anything.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He says "reject "not "resent".

SARDAR SWARAN SINGH: There is nothing, we are not taking anything

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Even if it is.

SHARDAR SWARAN SINGH: What do you mean by "even if it is"? All these are hypothetical things to be answered by the Opposition.

SHRI CHITTA BASU: What about your attitude?

SARDAR SWARAN SINGH: About our attitude with regard to the US supply of arms to Pakistan I have already stated and I would like to repeat that in the present stage this amounts to helping the military rulers of Pakistan to carry on their atrocities against the unarmed people of Bangladesh, and it had always been, and is more so now, a threat to India because of Pakistan's own showing they have no country with any other country except India. So any accrual to the arms strength of Pakistan is directly a threat to use and it is for this reason that we have not left any of these countries, which are supplying arms to Pakistan, in any doubt about the dander that we face on account of any accrual to the military strength of Pakistan.

May I, Mr. Deputy Chairman submit for your consideration that we have heard a fairly large number of observations and that really the same questions are being repeated again and again? I would like the Chair to exercise some discretion and decide as to whether any new question is being asked or whether the same thing is put over and over again.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order please.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: sir much ground has been covered already. I shall be very brief. I want to pose one question to the hon. Minister. Do we or do we not

Understand that the present military aid to the military regime of Pakistan has made all the difference between victory and defeat to the popular forces of Bangladesh? Do we have this basic appreciation of this situation in this light? There is no use beating about the bush. Mr. Swaran Singh has very cleverly, in a subtle manner said that he is not opposed to the recognition, Bangladesh. The question is whether we have not lost the opportunity of recognizing already. That is the issue before us.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) We have lost completely.

SHRI M. S. GURUPAD ASWAMY: I have put it that way. In regard to this particular matter, the military aid by the United States, I only make an observation. I would ask Mr. Swaran sing whether he would share that observation also. The United States has been following a policy which is reminiscent of the attitude of what we find in the story of Dr. Jekyll in some circumstances and the attitude of Mr. Hyde in certain other circumstances. The government there, is plying a dual role , a dual diplomacy—an open diplomacy where they express a lot of sympathy for the refuges, a secret diplomacy where they give all the assistance to the vary Government who created the political brokerage of the Pakistani Government for arranging the meeting of President Nixon and Mr. Chou En-lai some time later? Is it the commission or is it the price for this political mediation?

Sir I would come to the very specific question. It may be too difficult for us accept extreme positions I share the view of the hon. Minister would not be able take a very drastic, draconian action. But I would like to call the bluff the double standard, dual role played by the U.S. on this country. At the other end they want to support the very regime which is creating this problem. To call a halt to this bluff, sir, may I ask Mr. Swaran singh to consider deviously whether we should not stop taking any economic assistance for these refugees? This is very limited step than I am suggesting. Mere presets has no meaning, has no relevance.

But it has got to be accompanied by some action even through it is at our cost. We need assistance for the refugees, there is no denying of that fact, but in the peculiar circumstances, may I ask the Government, if the Government has got a sense of duty to the nation or if the Government has got a certain standards of its own, whether they will say to that Government immediately that they will not accept any economic aid for the refugees? This is my small question.

SARDAR SWARAN SINGH: About the first question, I agreed that continued supply military arms by the US to the Military Rulers does make a very significant difference in the situation in Bangladesh. It heartens them and it gives them the wherewithal. Therefore, from both these angles, this is a situation which is a matter of grave concern to us and to the people of Bangladesh. It also amounts aiming Pakistan against us. For both these reasons, we are totally opposed to the US supply of arms to Pakistan. The second question he asked is whether the US Government is having a dual policy. The Policy is there and you can call it by any expression-Biblical or literary-but the fact is there that

they continue to supply arms to the Military Rules and thus continue to encourage them. The last question that he asked is whether we should step the aid that comes to us from the US in the matter of refugees. Let us try to understand the situation cleanly. The re-fugues in India are, firstly, they are Pakistan's responsibility and we have reserved our right to ask for adequate compensation for looking after the Pakistan citizens in India. In the second place, this is very much the responsibility of the international community. It is no help to India if any country, in response to the call of the UN secretary-General. Contributes to the looking after of the refugees. This in the international responsibility and we should continue to take this attitude that it is for the entire international community to look after the refugees and to bear the expenditure. Let us not mix our sense of pride with this issue which is a hard and necked issue. It is very much international responsibility and it does not do us any good to feel very angry in this matter.

SHRI NIREN GOSH: Just now the Minister has made a very revealing statement or remark. It is this that they are Pakistan citizens-the refuges-and we are reserve our right to claim compensation. The question arises, if we recognize Bangladesh, they will not remain Pakistani refugees and they would have become the citizen of Bangladesh driven by the Pakistani aggressors into our country. The question arises -is it precisely because to avoid that situation, that the Government is not giving recognition to Bangladesh? Though it may not be the case but the way he has put it, the question arises and so I would like a clarification on this.

SARDAR SWARAN SINGH: Why should you make statements which help the other party? Are you helping them or us?

SHRI NIREN GHOSH: Mr. Swarn singh, unfortunately the point of view of the Government and we, on the Opposition, on certain points, differ. Let us remember it .That is not our fault. We wanted to be and with the Government on this question but by way you are tackling this, you have driven us to this position. That is a very unfortunate thing, regrettable thing, but that position exists now. We have no other option.

Secondly, I would like to ask-though he has tied to bypass the question-if the question of recognition and arms supply is not related. Now, after March25 If we had given recognition then we would have given them arms. Of course, after recognition it would have become our commitment. Then if the U.S continued to supply arms to Pakistan, in that case it would have become clear that the USA is supporting Pakistani aggression in Bangladesh and India is actively supporting the freedom struggle by recognizing that country and giving them help. I it because of that you are not in a position to go against America? Is it because you are afraid of that that you do not take up this position? It said in the country that the Government of India cannot do without American aid. If that is the position, If America does not want that recognition should be given to Bangladesh, you are unable to take up a different position.

I would also like to ask another thing. Are you considering any other step except what you say, a strong note? If you are not prepared to precisely define it, at least give us some indication and say whether you are prepared to take any other step to express our

disapproval or whether you are confining yourself merely to that note and nothing else. Pakistan has declared a temporary moratorium on debt payments. It says: our economy is in a crisis and we have no foreign exchange. In view of this crisis they have declared a moratorium. As far as we are concerned, the situation is being accentuated by this arms supply. Some 70 lakes have already crossed over the border, and our economy is cracking. Whether we like it or not, the international community is not given us that help and our exchequer has to hear the burden. I have no worry on that score: we should bear that. There are horrible conditions there and if occasion arises I will tell the House. How it si a disgrace to the Government and how things are being mismanaged; I am not going into all that just now. Since our economy is cricking, because of this arms supply and the influx of refugees, can we not declare a temporary moratorium on our debt payments to America? Can we not recall Mr. L.K jha to express our disapproval, not for Mr. L.K jha's work there: that is another question. We can recall our Ambassador and express our protest in that way. You did recall our Ambassador from Peking. I am not asking you to snap diplomatic relations; I am just asking you to recall our Ambassador to express our disapproval. So I say, do something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:, That is now enough, Mr. Ghosh.

SHRI NIREN GHOSHZ: Is the Government aware that our attitude, our tackling these things, our enunciations are creating a deep suspicion in the minds of the people of India about Government of India, very deep suspicion? Are they aware of it, and will they even now reverse it and proceed boldly to give recognition and give arms supply and let the freedom fighters fight out their struggle? India should act as a true friend in their struggle.

SARDAR SWARAN SINGH: I would like to say that both the premises on which he based his first two questions are completely incorrect. There is no question of India being afraid to the United States or any other country in the matter of taking a decision about the recognition of Bangladesh. That is a question upon which we will take a decision United States opposition to any particular line of action as the reason for Government of India taking a particular attitude is, if I may say so, completely an embroidery of his own imagination and brain, it has no substance at all.

Then he said that Pakistan has declared a moratorium on foreign debts. They have because they were unable to pay any of these debts, and what I think the hon. Member is suggesting is that though India may be able to repay its debts, it should declare a moratorium with a view to showing out anger or displeasure, It is a decision which is taken on economic considerations.

SHRI BHUPESH GUPTA: We can do it for very pragmatic reasons.

SHRI NIREN GHOSH: Why are you crying hoarse? It is a contradictory statement.

(Interruption)

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him.

SARDAR SWARAN SINGH: Luckily for us our economy is not such that we have come to such a stage that we should ask for a moratorium. Our economy is in good shape, and for looking after the refugees we do not require any foreign exchange. we require only our own internal resources to look after their requirements of food, clothing etc. The hon. friend will never believe that I cannot help him if he takes a completely negative attitude. I cannot give him any help. I know that some parties, some friends, do want also to create a situation where they should be able to say that the Indian economy also is in a bad way. It is true that we are facing a great burden on account of these refuges being on our hands, it is a great burden financially, it is a great burden because it causes social and economic tensions and it is a great burden because it takes all our attention.

শিরনাম	সুত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	২১ জুলাই,১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Thereat of the President of Pakistan to Declare War on India

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, with your permission, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reported threat of the President of Pakistan to declare war on India and the reaction of the Government of India thereto.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH): Mr. Chairman, sir President Yahya Khan is reported to have said that "if India made any attempt to seize any part of East Pakistan; he will declare war.

Pakistan has been trying for some time to mislead the world into thinking that the situation in Bangladesh is a matter between Pakistan and India whereas in fact it is a matter between the military rulers of West Pakistan and the people of Bangladesh. It is the Pakistan regime's own actions, and the brutalities committed by the Pakistan Army in Bangladesh, that have landed Pakistan in a morass in Bangladesh. Only a settlement with the already elected representatives of the people of Bangladesh will enable the military rulers of Pakistan to extricate themselves from this morass.

So long as Pakistan does not recognize this, the activities of the Bangladesh freedom fighters will continue and increase. When the freedom fighters succeed in liberating territory in Bangladesh and Pakistan uses it as a pretext for attacking us, them I must make it cleat that we are ready to defend ourselves.

We have no desire to seize any part of Pakistan. President Yahya Khan is either trying to mislead his people and the world at large or preparing them for an aggression against India by making such unwarranted any baseless statements.

SHRI N. G CORAY: Sir, I have raised this question because it comes at a time when we have to rethink about the whole strategy. I would like to point out first that General Yahya Khan has minced no words when he gave the interview to Mr. Neville Maxwell, the author, whom we know very well. He said that if India attempted to step up its interference in East Bangla, he would declare a general war and let the world take note of it. I would like to know from the Minister of External Affairs whether he has tried to understand the implications of this threat. Only a few days back our Defense Minister assured the whole country that so far as weapon-to-weapon is concerned India is very well prepared, but this assurance by him seems to have created no impact or no impression on General Yahya Khan. He has been bold enough to say: "I will declare a general war and he further goes on to point out: "I am not alone".

So he has really served notice not only on us but on the entire world and he is accusing India of interfering in the internal affairs of Bangladesh. So the irony of the whole thing is that what started as a trouble, as a revolt, of the people of Bangladesh has now been made a source of trouble for us, and we are being accused of interfering in the affairs of Pakistan. I would like to know how long this Government will continue this particular posture which is really heaping humiliation on our head. We have to receive all the refugees, and the refugees are coming in such large number that only yesterday the Minister in charge of refugees said that did not know when the influx would stop. Not only that. He said that they had already reached the colossal figure of 70 lakhs. He said that lakhs of refugees are expected because there is likely to be a famine in Bangladesh. So it looks that India will always be at the receiving end. On the top of it, Yahya Khan threatens a general war and he also says that he is not alone. What is the reaction? The reaction is, again he has repeated what he said in the Lok sabha that if we are attacked we will defend ourselves. Is this the postural? Are we not already attacked? This number of 70 lakhs of refugees, he himself said, is a sort of civil invasion. Now, when this invasion country when it continues to a point where the entire economy of this country will be ruined, where this country may be involved in communal strife, where this country will be completely humiliated in the eyes of the internal world, when all this is happening, al that the Foreign Minister has to say in reply in the Lok sabha and even today is that if we are attacked, we shall defend ourselves, When will you give up the defensive position and when will you tell the world frankly and unequivocally that India has reached its limit of patience, we cannot bear any more now, we just cannot tolerate any further civil invasion or any other invasion and we will be within our rights to lake possession of such territory of East Bengal where we can rehabilitate these refugees, and if it means war, we are ready. Instead of that, he goes on saying that we shall defend ourselves, we shall defend ourselves, and Yahya Khan says that he will declare war, I would like to know what posture India will adopt.

SHRI GODEY MURAHARY: (Uttar Pradesh): He will take note of what is happening

SARDAR SWARAN SINGH: I hope he does not expect me to answer his question. So far as our posture is concerned, I have spelt it our very clearly in the statement and i would appeal to the hon. Member not to crate difficulties by verbal presentation which is not in our own interest. T hat is the only appeal that I can make.

SHRI CHITTA BASU: (West Bengal): That has been no answer from the Minister.

SHRI CHITTA BASU: May I know from the hon. Minister whether he has considered that the question of recognizing Bangladesh today has acquired greater and larger urgency in the context of what is happening round the world?

SARDAR SWARAN SINGH: Who do you ask me every day?

SHRI CHITTA BASU: He says that every day the question raised by me. I raise it every day because according to me, if the Government of India is really interested in fulfilling the pledge given by it to the people of this country and to the people of Bangladesh, then there is no other way but to recognizes the free, democratic Republic of Bangladesh. They have been saying that they will consider the question of according recognition at the

appropriate time. They have not ruled it out. If I am incorrect, he is on record to say that we are not opposed to giving recognition to Bangladesh only a few days ago, a day or two before. But the question is not being opposed to recognition, but the question posed is whether we are to give recognition today if not tomorrow in the seem that it has acquired a larger and greater urgency in the charged conditions

My second question is this. Now I am quite in agreement with the Government that we do not want war with Pakistan. But that does not mean that we do not want to help in a material way, the freedom fighters of Bangladesh who are fighting for the liberation for the freedom of their own country. In view of the threat being given by President Yahya Khan, does the Government want to slacken the material aid that they propose to give. In the existing situation they should make it quite clear to the people of the world, to the people of Bangladesh, that the Government of India is determined to give all material help and take all possible steps for the intensification of their liberation struggle in Bangladesh.

My second question is this. Pakistan has now given a threat that they will declare war against India. It is already not a fact that they are waging an undeclared war causing damages to the life and property of Indian nationals? May I know what is the reaction on our Government to this kind of undeclared war now being waged by Pakistan even today?

Again, Mr. Yahya Khan said that he is not alone. What does he mean when he mean when he says that he is not alone? Does our Government not see a deliberate cohesion between Pakistan, the United State of America and China in the matter of suppressing the freedom movement of Pakistan? If that is , may I know what measures the Government have taken in the matter of countering this kind of collision between these three big powers and mobilizing international opinion in favor of India's position and in the matter of strengthening the freedom movement of Bangladesh today?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, he asked me as to whether I can declare today if we are prepared to recognize Bangladesh. I am sorry my reply is in the negative.

SHRI CHITTA BASU: What about tomorrow?

SARDAR SW ARAN SINGH: Not eve tomorrow. Therefore do not ask this question again and again. The second question that is asked is.

SHRI RAJNARAIN: If not tomorrow, then day after tomorrow.

SARDAR SWARAN SINGH: The second question that is asked is about the second question, Parliament has adopted a unanimous Resolution of sympathy and support for the freedom fighters and we are doing everything to implement that Resolution of Parliament.

The third point that he has made is that the Pakistani military regime has already driven on to Indian Territory a large number of refugees which accounts to a sort of civilian aggression. With regard to this question of refugees I have enunciated our position very Cleary in unmistakable terms.

These refugees are with us on a temporary basis. They must return to Bangladesh and it is for this reason that we have been steadfastly adhering to this principle that conditions should be created in Bangladesh which would enable these refugees to return, which means a Government which represent the people, which consist of members already elected by the people of Bangladesh. This is the policy that we have pursued and will continue to pursue. It is true that President Yahya Khan in his statement has said that they will not be alone and the hon. Member wants me to spell out as to who would be those other persons who would be with Pakistan. This is not a matter which we can discuss in this manner. There is no doubt that there are certain countries which have even made open statements that they are likely to be on the side of Pakistan. Pakistan is also a member of certain Alliances. But it does not serve any purpose for us here to enumerate them now. You can go on assessing but there is no use making public statements as to who will be with Pakistan at the time any hostilities star.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kulkarni.

SHRI CHITTA BASU: What steps does the Government propose to take in the matter of mobilizing international opinion in favour of us and against this threat?

Mr. CHAIRMAN: Mr. Please sit down.

SARDAR SWARAN SINGH: We are all ready doing everything possible both by contacting the representatives of foreign Government in Delhi and also by contacting their representatives in the United Nations and also in the Capitals of various countries.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra.): Sir, may I know if the Government is aware that their hope that the international community will react favorably.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI A. G. KULKARNA: Sir, the intention of the Government in inviting the international community for help in solving the Bangladesh issue has fallen flat. I can appreciate the position of the Government when the Minister says that he cannot reply to the straight question whether the Government will take military action immediately. I can appreciate that. But sir, it is a question of humiliation that is uppermost in the mind of every Indian. I want to know whether the Government is aware that the arch enemy in all these affairs in the United States of America. I want to draw the attention of the Government to the attitude of the United state because of which President Yahya Khan, who was defeated in 1965, is taking courage again to talk such nonsense that he will attack India again. The Government must take some courage to show its reaction and recalls our Ambassador in the United States, will not over-estimate its own strength. Secondly, I want know whether the Government will also take note that like the United States, the U.K and the U.S.S.R. also have not done anything to stop the atrocities of Yahya Khan. The U.S.S.R. has not come to our assistance to the extent expected. SO, sir, the Government should review the whole Bangladesh problem and take proper steps. They should recall our Ambassador in the United States. This will create some impact on the minds of the American public and some fruitful dialogue will be started.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think h has already replied to this question about recall of our Ambassador. Let us not repeat the same question to which the hon. Minister has already replied.

SHRI A. G. KULARNI: I have raised it in a different context.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever it is he has replied that the Ambassador will not be recalled.

SHRI A. G. KULKARNI: That question was regarding the dismissal of the Ambassador. I have asked for the recall of the Ambassador temporarily.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I do not think it will be wise to recall our Ambassador. We must not forget that this suggestion generally in made and experience shows that this does not help. We have not recalled our Ambassador-our High Commissioner-even from Pakistan and even in Peking we keep a mission. Therefore, it is not proper for us, merely because we do not agree with the policy of a particular Government, to recall our Ambassador. That is not a very practicable suggestion. That is all that he has asked.

MR. DEPUTY CHARIMAN: Mr. Lokanath Misra.

SHRI BIJU PATNAIK (Orissa): Is the Minister in a position to give an assurance..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Lokanth Misra please.

SHRI BIJU PATNAIK: I was just asking for a clarification...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But I have to follow the list before me.

SHRI BIJU PATNAIK: I am not making a speech. I am just asking for a clarification.

MR. DEPUTY CHAIRAMAN: I think Mr. Misra is also seeking a clarification.

SHRI BIJU PATNAIK: I only wish to know from the Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, please sit down.

SHRI A. D. MANI (Madhya pradesh): Sir, he comes very rarely to the House. You should please allow him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After all, we have to follow the list first.

SHRI V. ANANDAN (Tamil Nadu): It is not a question he is asking. HE is only asking for a clarification and you can allow him.

SHRI BIJU PATNAIK: I wish to know from the Minister if he will kindly clarify.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bangal): On a point of order. I hope my friend will not take it otherwise the practice has been that you call the list first and thereafter the list is exhausted, if anybody else wants to ask for clarifications he can ask. I think the honorable Member there can ask for clarifications. Certainly he is entitled to ask for clarifications.

MR. DEPUTY CHARIMAN: All right, Mr. Patnaik, please sit down. Now Mr. Misra.

SHRI LOKANATH MISRA(Orissa); The United States of America has betrayed all the democracies of the world by chasing after chou-En-Lai's favor who is an aggressor thereby ultimately supporting Yahya Khan, which has given Pakistan, rather which has emboldened Pakistan to throw a challenge to India for war. Our Foreign Minister is very complacent when he says that in case of war we shall take up the challenge, we shall defend ourselves. I do not know how far the gentlemen sitting by the side of the Foreign Minister is in agreement with him even though outside Parliament House he makes all sorts of statements saying that we are prepared to face anything. That s what we were also hearing from. Mr. Krishana Menon before 1962. And since the Minister gets protection from the Chair in regard to our defense preparedness in the garb of national interest, all this is concealed from the House and no Member of the House really knows what the Pandora's box contains in the shape of fence preparedness..

SHRI P.C MITRA (Bihar): You know that India has got no capacity to defend.

SHRI LOKANATH MISRA: Extra smartness of Shri Mitra will carry him nowhere-neither here nor in Pakistan.

Let me go on with my own queries. Pakistan has already given us a warning. This morning during the Question Hour our Foreign Minister said that we have also been served with a warning by China. To that particular warning. I have my greatest of objections. India is not a student in a Chinese class room where the Chinese Government could serve India with a warning. We should have rejected that warning and thrown it in the waste paper basket. That apart, since Yahya Khan has been emboldened to issue this threat, supposing he cooks up a case.

SHRI A.P. JAIN (Uttar Pradesh): That is very hypothetical.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You do not reply to interruptions. You put your question.

SHRI LOKANATH MISRA: I object to shri Ajit prasad Jain's remark. He had the experience of being a Central Minister and still he becomes irresponsible. Therefore, I take objection to that. People of his status should he a little received on matters like this. He should not be flippant like other standing in the queue for Ministership. He should not be that flippant.

SHRI A. P. JAIN: I said it is hypothetical.

SHRI COKANATH MISRA: I should have that reply from Sardar swaran singh and not from shri Ajit Prasad Jain till he becomes a Minister. He does not count now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You put your question.

SHRI LOKANATH MISRA: shri Ajit prasad Jain, so far as government of India is concerned, is insignificant, whatever might be his loyalty for Shrimati Indira Gandhi.

SARDAR SWARAN SINGH: In this respect, you are wrong.

SHRI LOKANATH MISRA: He may be somebody in the Congress Party.

SARDAR SWARAN SINGH: He counts a great deal-much more than you count in your Party.

SHRI LOKANTH MISRA: But so far as this House is concerend, I take mo notice of Shri Ajit Prasad Jain.

SHRI LOKANATH MISRA; that is right is very well put.

Supposing in the guerilla warfare launched by the Bangladesh people, they take possession of some area in Bangladesh and Yahya Khan said that it is because of the interference by the Indian Government and then wages war against India. In that case, would Sardar Swaran Singh give his reaction to such a proposition which is very likely? Probably this appears to be a hypothetical question to Shari Ajit Prasad Jain`s fertile mind.

SHRI A.P.JAIN: Yos said you would not take notioce of me. Why do you take notice of what I said? I thank, I am too much in this head.

SHRI LOKANTH MISRA; In such a situation, what would be the reaction of the Govermen t of India? The Foreign Minister always makes tall statements that we have also some nations on our side. Could he name any such nation or one such nation on our side? I shall be grateful to the Foreign Minister if he could name one such nation which will come trip will prove to be worthwhile.

SARDAR SWARAN SINGH: With regard to the first question. I will refer to kparagraph 3 of my statement which I have already read out. His second question does not arise out of this.

SHRI LOKANTH MISRA: We do not have a copy of his statement. I take objection to this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have heard statement.

SHRI LOKANATH MISRA: How do I know the third paragraph? The statement was dictated and got typed by him.

SARDAR SWARAN SINGH:, I will read it:

“When the freedom fighters succeed in liberating territory in Bangladesh and Pakistan uses it as a pretext for attacking us, then I must make it clear that we are ready to defend ourselves”.

SHRI LOK ANATHMISRA: Is that the reply to all the questions?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What about the second part of the question? Can you name anyone country which will be with India?

SARDAR SWARAN SINGH: That does not arise out of this.

SARDAR LOKANTH MISRA: Suppose there is a threat of war. On a point of order.

SARDER SWARAN SINGH: This cannot go on. I am sorry this has gone on like this. I am not going to enter into such a discussion.

Sir, it is amazing that these things are talked in this light manner. It is not in our public interest.........

(Interruptions)

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, who is this gentleman to say?

(Interruptions)

SARDAR SWARAN SINGH: It is not in our public to disclose those things and I will never disclose them.

SHRI LOKANTH MISRA: Sir who is this gentleman to say that? Sir, he is going beyond his limits.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says that it would not be in our national interest to disclose all those things that you are asking.

SHRI LOKANATH MIRSA: Is it in the public interest not to say that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what he says.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, do you agree on this point? If it is, then what are we here for?

(Interruptions)

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): sir, at least one point very clearly arises. He may not like to give the names. But is he in a position to tell us that we are not alone? Can he tell us this?

SARDAR SWARAN SINGH: I have already said that.

SHRI LOKANATH MISR: How many countries does he think are on his side?

MR.DEPUTY CHAIRMAN: He has said that India is not alone. That is what he has said.

(Interruption)

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) The Minister is not alone. He has so many other Ministers on his side.

SARDAR SWARAN SINGH: Yes, I am not alone. Dr. BHAI Mahavir is with me.

MR.DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr .Bhandari

SARDAR SWARAN SINGH: Really he has not asked me any question except that he has put forward his own thesis of the likely unfolding of warlike activities .You cannot expect any body to answer in public as to what action you take when your own security is threatened . It will be for the experts to decide as to what action, if any, they have to take.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: At least Pakistan is indicating them.

SHRI A. P. CHATTERJEE: We have heard the statement of the hon. Minister for External Affairs. If the statement means this in spite of provocations, we shall not be provoked into sending troops into Bangladesh, our country will not be provoked into sending troops into Bangladesh, Our Party agrees with that proposition. Our party agrees with the proposition that the Indian Government must not send any troops into Bangladesh. But I ask the hon. Minister this question: As far as guerilla warfare is concerned, the guerilla in Bangladesh is concerned, is it a fact that the statement

that all possible help will be given to the guerillas fighting in Bangladesh or for Bangladesh, will be stuck to by this Government?

My second question is this: If that is the position, than is it a fact or not that the guerillas who are going inside Bangladesh, capturing Pakistan army equipment come back near our border, and our Army, our Border Security Force, is confiscating that equipment on the ground that this equipment may fall into the hands of the Communists? Is it a fact or not?

My third question is this: Is it also a fact that the guerillas are going into Bangladesh, capturing Pakistani military equipment, which is being confiscated by this Government and when they again go there this Government is giving them only 203 bullets and ordinary arms, and are not giving these arms which are being confiscated

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): May I appeal to the hon Member to reconsider his question?

SHRI A. P. CHATTERJEE: May I ask: Is this the way the Government is supporting the guerillas fighting for Bangladesh? My last question is this: The hon. Minister has said that if the guerillas...

SHRI A.G. KULKARNI: What is the necessity of this question?

SHRI A. P. CHATTERJEE: I am entitled to ask questions. My last question is this when the guerillas will be able to liberate the territory, if that pretest is made by Pakistan to attack the liberated territory as well as our own country. What steps does the Government propose to take? These are my question.

SARDAR SWARAN SINGH: I am sorry that all the facts that all the facts that he has mentioned are not correct. These are questions which are not based on fact, these are not at all correct. He has based his questions on absolutely wrong premise....... (Interruption) .. Let me answer the questions.

SHRI A. P. CHATTERJEE: That is the allegation against Government of India that the Government is confiscating the equipment which the guerillas are capturing from Pakistan. I have talked to the leader of the guerillas who are actively pursuing the guerilla activities. You are sabotaging the Bangladesh struggle.

SARDAR SWARAN SINGH: I am not generally accustomed to make prophesies but I am sure that the Member has today stated will be quoted against us in the several international forums and I will appeal to him not to indulge in this exercise.

SHRI A. P. CHATTERJEE: On a point of order.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): It is time you desist from diabolical activities.

SARDAR SWARAN SINGH: It is time you desist from fomenting anti national activities.

SHRI A.P. CHATTERJEE: I charge: I charge that Mr. Swaran singh is a person in the pay of the Americans. Therefore he is fighting against Bangladesh.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot make irresponsible statements in this House. It is very wrong to make irresponsible statements.

SHRI A. G. KULKARNI: Anything said against the Minister of External Affairs should be expunged. All the things said about equipments etc. Is a political thing and that should go out of the proceedings. It will be international used against our Indian Government.

(Interruption)

MR. DEPUTY CHSIRMSN: Order Please.

SHRI A. G. KULKARANI: I am on my legs. Let me compete. Mr. Chatterjee has taken this occasion to propagate his pray's views which are akin to the Chinese and Naxalites views. All this has gone into the record. It has to be expunged. Mr Swaran singh has rightly replied to him. All that Mr. Chatterjee said should go out of the record. It should be expunged from the record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down please.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): I want to submit that all of us are very much concerned about this issue but till now we have been debating this issue though critically, but we never took a partisan attitude. All along all the political parties tried to rise above party interests and took into consideration mainly the national interest. Today, I am sorry to say. Mr. Chatterjee indulged in certain things which are not conducive either to help the formulation of a policy or to give a redefinition of our attitude or to project our thinking in the important matter. On the contrary his questioning has exposed us to certain things. I am sure they are not his international but I would appeal to him, as a fellow Member, that on an impotent issue like this, when we are formulating a national approach whatever may be the differences between us and the Government we have differences with them when we are projecting our view, we should, I think, be careful and avoid all reference which may expose us and this country and our people to criticism which will not be good at all and which will jeopardize our interests. Therefore as a Member of the Opposition, I appeal to Mr. Chatterjee to reconsider the whole things and whatever may be truth or otherwise of what he what he said, he should desist from making such statement on the floor of this House.

SHRI A. G. KULKRNI: It should de expunged.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I do not say expunged .Let us not create to controversy over this issue. I would say that he should not press this question further and this does not require any answer from the minister. Whatever may be the differences between us we should confine our remarks within the framework that we have been following all along and I hope and trust that my colleague, Mr Chatterjee, will reconsider this position and realest from the position he has already taken and will not press his question further.

SHRI NIREN GHOSH: sir, may I say.......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH: I have to say something on what he has said just now.

MR .DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Niren Ghosh, please sit doun.

SHRI NIREN GHOSH: Afterwards what? I have to say.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am standing, sit down please.

As suggested by Mr. Gurupadaswamy, we are just trying to evolve a national policy and we must always try and think from this point of view wheter our saying anything or asking any question will serve the national interests or not. If it does any harm to the national interests I would appeal to hon. Members that they should desist from making such observation and from asking in the House.

The hon, member Mr. Chatteree bas also made some very objectionable remarks about Sarder Swaran Sinngh. When we are performing our duties in this House........

SHRI A. P. CHATTERJEE: Iam prepared to withdraw provided he withdraws the word 'anti national'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: .... hon. Member should use responsible language in the House. The paramount consideration in everybody's mind should be that we will not do anything which will do even the slightest harm to our national interests.

Now, Mr Bhupesh Gupta.

SHRI A.G. KULKARNI: What about the records? The records should be corrected.

MR .DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the record and see what can be done.

SHRI NIREN GHOSH: Sir, I do say that it would have been proper for you to make your observations after you have heard me. Upon Mr. Gurupadaswamy's remarks without allowing me to say anything you stood up and from the Chair......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I t is not necessary that every Member should be allowed to say something after one Member has mentioned something.

SHRI NIREN GHOSH: Please let me finish from the Chair you made operation observation and by way of reply and explanation I would like to say that it is quite correct that we should try to evolve a unanimous approach to this question but unfortunately you, as well as the House, and the entire country, know that the Government is not doing so. That is the trouble; that is point of difference. They have succeeded in dividing the country. Now, sir, is in a renowned paper like the statesman with a banner headline that report appeared which was referred to by Mr. Chatterjee, and so far they have not come up with any rejoinder or any denial.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has already denied it today.

SHRI NIREN GHOSH: Today fifteen days back that report appeared with a banner headline and it is not a party paper.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right he has denied it now.

SHRI NIREN GHOSH: We know from experience that we are engaged in divisive activities; the Government of India is engaged in divisive activities harmful to the freedom struggle and is it not the right of Members of parliament to expose it? Would we

not betray the trust that is reposed in us as Members of Parliment if we did not bring it to the notice of the country ? We should always remember that.

SARDAR SWARAN SINGH: I never said you May I clarify?, I never said said that any of the Members is anti national, but I did say that to raise this discussion is not in our national interest.

SHRI NIREN GHOSH: You used the word anti national.

SARDAR SWARAN SINGH: Anything that is not our national interest is anti national.

SHRI NIREN GHOSH: Go through the record

SARDAR SWARIAN: I did not say any Member is anti national, but what he said is anti – national and I repeat that.

SHRI BHUPESH (West Bengal): Yahya Khan’s – I do not call him president nowadays– statement came almost immediately after the announcement from peking and Washington that Mr. Nixon would be visiting China. Therefore, there is some connection between the announcement of the proposed Nixon visit to Chana and Yahya Khan’s statement threaning a general war against our country. It seems that the first contributory act of the proposed Nixon visit to China is the statement of Yahya Khan threatening war against our country and yet we are told that the paking Washington detente would lead to the relaxation of international tension. We are very happy that at least in the Democratic Repubic of Vietnam, the central origin of the working people’s party of Vietnam. "Man Dan" has come out with aqn editorial which was reproduced here yesterday in which the Nixon doctrine has been denounced and the proposed visit has been branded as a move to have some kind of compromise between the big powers at the cost of the small nations and various other things have been said. Weel, Sir, coming from the Democratic Republic of Vietnam such an ofen, frank and forthright castigation of the Nixon policy in relation to the proposed visit to China si cerainly welcome and that only shows that the potential Allies of India are .....

DR. BHAI MAHAVIR: Have these thingh anything to do with this calling Attention motion?

SHRI BHUPESH GUPTA: Please do not disturb me.

MR.DEPUTY CHAIRMAN: Please do not disturb him.

DR. BHAI MAHAVIR: You are not taking on the Calling Attention motion, but.....

SHRI BHUPESH GUPTA: I am talking on the Calling Attention motion, just as you talk. I need not be told how to talk. When you discuss so many things I do not object. The moment I say this thing, my friend gets up.

(Interruptions)

DR. BHAIMAHAVIR: You propagate the point of view of the USSR even on this.

SHIRI BHUPESH GUPTA: This is objectionable. They do not want any friend at. They are intersted in communal riots in our country .This is what I say. If you are interested in friends, then at least try to understand their reaction to the proposed Nixon visit to China

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Do not speak in tone of Yahya Khan.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think you speak in the tone of chenghis Khan. There is visit of Mr. Nixon. Now, in this connection one thing I do not understand. Why should sardar swaran singh say that he welcome the style of Chinese diplomacy? What is the style in it? He welcomes the style, but we would like to have some substance put in. The style, if it at all as Machiaveilism. There is no other style in it all. This kind of style or diplomacy is harmful to the cause of world peace, harmful to the relaxation of international tension and certainly in our context extremely harmful to our national interest also.

Naturally, Sir, nothing is to be welcome. I believe some smart Ics officer ICS officer sitting in the secretariat has coined this phrase, “Style of diplomacy is to be welcomed". This is the sylhrt of the ICS. Sardar swaran singh is a wiser and more mature man. He should not take such things from the secretaries and other people. There is no style in Chinese diplomacy .It is absolutely bed style. As a Communist I feel ashamed that a country with a socialist leadership, which belongs to Communism, should have entered into this kind of gun boat diplomacy with President Nixon whose hands are dripping with the blood of the Vietnam people and who is supplying arms to west Pakistani troops. Therefore I think....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ask your question please.

SHRI BHUPESH GUPTA: The style part is over. I do not blame sardar swaran singh for it very much because I thought that he was trying to use some very smart phrase. He did so-and you also do so and it is wide of the mark.

Now the question arises. My friend has pointed out here. It is a very significant statment that if you try to take any part of territory of East Bangal or East Pakistan, we shall declare general war against you. This is an advance preparation for what in international law is called ‘creations of casus bell’. when the liberation force enter Bangladesh , taking territory ultimately reaching Dacca , even before that , the West Pakistani troops and Islamabad will say that India is taking the territory. Therefore the declaration has to be implmented, a general war against India. That is the motive behind it .It is the preparation.

Now sir, I think here also we should take into account this threat also from his preparing the ground for an attack against our country. We need not be upset by it. I entirely agree with him. We are prepared for it if they do so. They are also trying to restrain by this kind of statement India help to the liberation forces. They want to blackmail India a position of retreat instead of going forward in helping the liberationforces, sir, Bangladesh Bangladesh shall be liberated by the freedom fighters of Bangladesh with the abundant support and good will of the entire people of our country.

1 P.M

I have no doubt about it. We are not for war against Pakistan. We are not for armed intervention against Pakistan. But we are committed as a nation, as a people, as a kith and

kin, to give full support the liberation fighters of Bangladesh, and we shall continue to do so whatever the treat or from wherever the arms may come to Islambad. That is the position and it should be clearly stated.

Sir, this statement is also intended to provoke India and acts of indiscretion .Therefore, I am agreement with sardar swaran singh when he asked us to be restrained because General Yahya khen has some political motives behind making such statements . He thinks that by making such statements he would put our people off the ground and make us say or do something which he may exploit for his own ends. I think we shall not play into play into hands......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is enough.

SHRI BHUPESH GUPTA: Let me finish Mr Yahaya Khan, That is the position. Therefore, in this matter two things clearly stand out. The only lesson we draw from General, Yahya khan's statement is that we should recognize Bangladesh as soon as possible, if possible tomorrow, if possible today. Why I say is because General Yahya Khan is coating legal ground for his action, a fake ground .Certainly, recognition of Bangladesh will create a locus stand for us , to render more help than the Indian are already giving at this time. I am not mentioning the help by Government of India. Therefore recognition is importat. Massive assistance should be given. And why not from this side and from the other side also thousands of people, well- trained, well–equipped, organised into a truly national liberation front march towards the centers of power. We should be interested in that, sir, I think these are the two conclusions that we should draw from the statement......

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be enough.

SHRI BHUPESH GUPTA.............. and we should not allow to be upset or provoked.

Finally, with regard to the appeal. An appeal is not needed here. I entirely agree that we meet the situation only through a united national approach and there cannot, as far as possible , in one voice, act as one man and also stand before the world representing the entire people of our country.

Sir, this matter will not be settled through supplementaries. Such international questions are not decided by asking supplementary or through clarifications put to the Ministers and ans where given by them. Some jof the things we should speak in Parliament. Other things we shall deliberately not speak in Parliament. For them there are other channels communication between the Opposition and the Government. This is what should be done ....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, Sir, This a very critical situation. Chiina the U.S.A .and Pakistan are lined up against us. Do not under– estimate them. Let us not take a despondent view that India does not have friends in the world. We have many more

friends them either the U. S. A. or China or Pakistan all there put together. Let us have that confidence. It will be seen at the testing time who has more friends. We have friends because our stand is honorable and just, because we stand for the United Nations Charter. I am sure the conscience of the world is not lost and they really, nation after nation. Let us not take a roll call of the nations to see as to who is supporting us and who is not supporting us...........

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.That would bd enough.

SHRI BHUPESH GUPTA: Finally, the Government should also seek the opinion of the Opposition constantly, have constant consultations with them because they have grievances and other things. They have suggestions to make so that can be communicated in a manner which would not be needlessly liable to misuse by other or exploited by other. I think the Government should maintain proper initative in this matter. Consultation with the Opposition is very essential at every step with a view to not only arousing the national conscience but also with a view to ensuring that it is implemented. At the same time we should also put our influene..........

MR.DEPUTY CHAIRMAN: That will be enough.

SHIR BHUPESH GUPTA; Please do not disturb me. I am finishing. Weshould give all help to the national liberation forces in the Bangladesh and to the freedom fighters all freedom fighters should unite in a National Liberation Front. That is a precondition for the final dictum.

SARDAR SWARAN SINGH: I am thankful to him for putting several aspects in proper perspective. I have taken a careful note of some suggestions that he has made.

MR.DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Patnaik.

SHRI BIJUPATNAIK (Orissa): I have only one a question to ask.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar): I want to put a question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; I have already called one Member from your party.

SHRI BIJU PATNAIK: I am sorry that the hon'ble Minister made the statement that he will not entertain the question of recognizing Bangladesh today and not even tomorrow. Does he realize that when this statement goes out into the world press and to Pakistan what reaction it would have on the morale of freedom fighters of Bangladesh? The Prime Minister in this House has wisely stated that this refugee influx is only for six months.

She set a time limit and it was said that if is not solved within six months, India would be forced to take certain steps. And to make a further impact on the world conscience, Ministers went round the world. So will not the External Affairs Minister consider revision of at least this statement that is, "I will not recognize Bangladesh today, certainly not tomorrow"? This I think,is going against all the policy statements that he has made so far, all the policy statements that prime Minister has made so far, all the policy statements that the Government of India's Ministers have made so far and the statments the two Houses of Parliament have heard so far. The Prime

Minister said six months. The External Affairs Ministry in its wisdom may extend it by another there months. But to say "not today, not, not tomorrow" is going against the prime Minister's statement and Resolution of Parliament. I would request the hon. Minister to revise that portion of his statement.

SARDAR SWARAN SINGH: May I clarify? I would only appeal to hon. Members that in a matter of that importance, the same things need not be repeated again and again, I would like, however, to clarify that when I say "tomorrow" it does not mean any time in the future. Today is Wednesday, Tomorrow is Thursday. I mean only these two days; because you go on asking me, "Are you prepared to declare it today". I said "no".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has clarified that by "tomorrow", he meant Thursday only.

SHRI GODEY MURAHARI: I think Mr. Swaran Singh is not authorized even to say that tomorrow he will not recognize it. This evening the Cabinet may meet and decide to recognize Bangladesh. How is he suthorised to say "Tomorrow I will not recognize it "? This is acsolutely wrong. He should not make such a statement, He can say, "At the moment, I have no intention of recognisig it" But he cannot pre- suppose that he will not recognise it this evening or tomorrow. The Cabinet may meet the next hour and decide

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Perhaps the hon. Minister knows the mind the Government better.

SARDAR SWARAN SINGH: If that happens, I will come to the House and announce it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr.Rajnarain.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I take that the meaning is that they are going to recognize Bangladesh at the appropriate occasion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain.

শ্রী রাজনারায়ণ: মহোদয়, আমি বিনয়ের সাথে বিশেষভাবে আপনার কাছে নিবেদন করছি একটা প্রস্তাব পাশ করার পর তার ভাষা ও ভাব বিস্মৃত হব এমন কোন কুঅভ্যাস আমরা গড়ে তুলব না। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে ওই প্রস্তাবের একটা অংশ পড়তে চাই যাতে এই পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সরকারী সদস্যগণও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি হৃদয়ঙ্গমকরতঃ ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারিত করেন।

"ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা ও ইতিহাস সংহতি ও ঐতিহ্যের শত শত বর্ষের প্রাচীন সম্পর্কে এই উপমহাদেশের জনগণ আবদ্ধ হওয়ার কারণে এই পরিষদ তার আপন সীমান্তের এত কাছাকাছি ঘটমান ভয়াবহ ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। "

এই একটি মাএ বাক্য যথার্থভাবেই দিকদর্শন করে যে আমরা এবং পূর্ব বাংলার জনগণ, বাংলাদেশের জনগণ এক। আমাদের সংস্কার ও সম্পর্ক শত শত বর্ষের পুরাতন। আমাদের ইতিহাস,আমাদের ভুগোলএই প্রমাণ করে যে, আমরা এক ছিলাম, আমি চাই সর্দার শরণ সিং একথাও হৃদয়ংগম করুন। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুনে যে প্রস্তাব পাশ হবার পর ভারত পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, ওই প্রস্তাবের ভাষা ও আমি এখানে পড়ে শোনাতে চাই। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকে এক অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছে যা অর্জন করতে লক্ষ লক্ষ নরনারী কষ্ট সয়েছে। যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি তাকে ইতিহাস, ভূগোল সমুদ্র ও পাহাড় এক সত্তা বানিয়েছে।

আমি চাই সর্দার শরণ সিং এসব কথা স্মরণ করে জবাব দেবেন এ প্রস্তাব পাশ করার পর সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

উপ সভাপতি : ঠিক আছে এরুপ প্রশ্ন করুন।

শ্রী রাজনারায়ণ : দ্বিতীয় প্রস্তাব শুনুন।

উপ- সভাপতি : প্রস্তাব সকলের জানা আছে।

শ্রী রাজনারায়ণ: এই সভা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জন্য পূর্ববাংলার জনগণের সংগ্রামের প্রতি নিজের গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা ব্যক্ত করেছে একাত্মতা অর্থ ভারত ও স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মা এক স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর হামলা আমরা নিজেদের ওপর হামলা মনে করি এটি ওই প্রস্তাবের ভাষা ও তাৎপর্য। একাত্মতার অন্য কোন অর্থ নেই । একত্মা শব্দটির মানেই এই যে, আমরা ও বাংলাদেশের লোক এক। এই একত্মা শব্দটি নেয়ার পর ও এই সরকার চার মাস পর্যন্ত নিষ্ক্রীয় রয়েছেন এর অর্থ আমি বুঝি না।

দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, প্রস্তাবের শেষাংশে রয়েছে এই সভা তাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে, তাদের সংগ্রামও ত্যাগ ভারতের জনগনের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে। এতদূর সমর্থন দানের প্রস্তাব পাশ করার পর ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে চলেছেন এই সরকার কি ওই প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বস্ত ? আমি চাই, সর্দার শরণ সিং মহাশয়, তাঁর মধ্যে যদি Sense of responsibility অবশিষ্ট থাকে, অকপটে স্বীকার করবেন যে, ভারতের বিধান সভার সদস্যদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সর্দার শরণ সিং কি জানেন উওর প্রদেশ বিহার রাজস্থান যেখানে যেখানে তাঁদের দলের সরকার আছেন তাঁরা প্রস্তাব পাশ করেছেন। স্বীকৃতি দেবার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছেন উওর প্রদেশ, বিহার, বাংলা, রাজস্থান। সে সময় যেখানে যেখানে অধিবেশন বসেছে প্রায় জায়গাতেই প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

উপ- সভাপতি: ঠিক আছে রাজনারায়ণ বাবু এখন শেষ করুন, বসে পড়ুন।

শ্রী রাজনারায়ণ : কিন্তু সরকার এ যাবত তাদের মর্যদা দেননি। তাই আমি বলতে চাই এসব কিছু সত্বেও এই সরকার আজ অবধি স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন না। আজও সর্দার শরণ সিং বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবারের কথা বলেছেন Today day after tomorrow এরুপ বলা কি সর্দারজীর পক্ষে শোভনীয় ? আমি বলি মোটেই না ...... আজ ইয়াহিয়া খাঁ আমেরিকাও চীনের স্তন সর্ম্পকের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করেছেন, মুক্তি সেনারা ও যদি বাংলাদেশের কোন অংশ দখল করে নেয় তাহলে আমরা তাকে হামলা মনে করব এবং সাধারণ আক্রমণ হিসাবে তার জবাব দেব। এত কিছুর পরে সর্দার শরণ সিং এর একথা বলতে কি অসুবিধা যে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণ ভারত তার নিজের ওপর অক্রমণ বলে মনে করে। জার্মানী পোলাণ্ডের ওপর হামলা করল। ইংল্যান্ড বলল, আমরা এটা নিজেদের ওপর হামলা মনে করব। আজ আমাদের প্রতিবেশী দেশ বলছে ভারতের সংগে আমাদের একত্মতা আছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কি বারবার চাইছেন না যে ভারত তাদের কে স্বীকৃতি দিক।

সর্দার শরণ সিং: ইনি তো সবার চেয়ে ওপরে গেলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী (শ্রী জগজীবন রাম): চ্যাটার্জীকে ও মাত করে দিলেন।

শ্রী নবল কিশোর : আমি সব সময় মাত করি।

শ্রী নবল কিশোর: আমি বলেছি যে,পাকিস্তান এরুপ করেছে।

শ্রী নবল কিশোর : আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি আগে আগেই কোন স্ট্রং এ্যাকশন নবেন?

SHRI BHUPESH GUPTA: I entirly agree with him, sir,

SADAR SWARAN SINGH: Sir, donot think that he has asked any question. There is no question that he has asked except that he given certain views.

Sir, I would only like to say one or two things about the questions that he has specifically asked. He has mentioned that there may be an attack by Pakistan against us in the Jammu and Kashmir territory or any other territory. In this respect, the Defense Minisiter has already made clear statement that we are fully prepared to defend our territry and to defend our sovereignty and integrity. You cannot expect either the Defense has to be organized.

SHRIN.G.GORAY: He mentioned the name of one general.

SARDAR SWARAN SINGH: Whether it is one Genral or two Generals it is immaterial.

SHRDR SWARAN: No, he only wanted to know whether you are aware of it.

SARDAR SWARAN SINGH: We are aware of it and we are aware of it much more than he is aware of it.

SHRI N. G. GORAY: Naturally it should be so.

SARDAR SWARAN SINGH: Now, sir, he has raised several questions about the Resolution of Parliment, about the action taken by us ,etc.i would humbly ask him to have a look at the Calling–Attention Notice. This relates to the war threat by President Yahya Khan and this does not at all arise out of the Calling – Attention Notice. So, let us obwerve some rules of relevance any way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nawal Kishore.

SHRI NAWAL KISHORE: Sir before I put any question, I would like to make a small request to you and that too with the best of intentions, to kindly change, if possible, the timing of these calling–Attention Motion, particularly when they are in connection with the External Affairs Ministry. This is just a request to you. Now, so far as the Minister is concerned, may I ask.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDRI: What is the implication of this? We would like to know, Sir.

MR.DEPUTY CHAIRMAN: He has only made a suggestion.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: When he says that this should not be at this time, particularly when he is relating to the External Affairs Ministry, what does he mean by it?

SHRI NAWAL KISHORE (Uttar Pradesh): I made a request to you. That’s all. May I ask the hon .Minister of EXTERNAL AFFAIRS to shed off his indifference to the fast changing events of the world and tell us frankly whether he and his Government would ever act on thieir own, because the story goes round that Indian Government never acts; it only reacts.

Sir, after the declaration of President Nixon’s visit to China, Pakistan has changed its position from being defensive to offensive and has threatened us with general war.And still, Sir, there is no reaction of the Government, except the statement of the External Affairs Minister that we would defend when attacked. May I know: Is there anything in the mind of the Government now start immediately giving military supplies, if not troops, to Bangladesh?

SARDAR SWARAN SINGH: These cliches the Government only reacts but never acts, have become quite old. And for a senior member just to pick up these phrases and frame a question on them does not behave his seniority and signity.

The second question that he asked is: Are we going to change our posture from seing defensive to offensive.......

SARDAR SWARAN SINGH: We should be prepared to defend ourselves. That is the best form of defense.

SARDAR SWARAN SINGH: Then he says that no reaction has come. This is the reaction that I have given to this House. Igave a statement in the other House yesterday .there was a statement by President Yahya khan and there is a statement by me. This is the reaction........

(Interruption)

May I request the & hon.Member to think over, when he goes home, the implications of the question that he has put? I have no doubt that he will agree with me that his question was ill – conceived. You should never put any idea of that nature and you should try to understand the implications when you make a suggestion of that type. I have no doubt that in a calmer moment he will agree with me that this is not the form in which questions should be put or in which the questions should be answered. I will only appeal to him think over this matter once again, and not ask me to spell out any thing. It is unwise to pose a question in that from.

About the third question, I would not like to reply at all.

SHRI MAHITOSH PURAKAYASTA (Assam): May I know from the hon. Minister of External Affairs whether the Government of India’s attention has been drawn to areport published inthe frist page of daily 'Dawn' of Karachi, dated June 9, 1971, on the visit of Dr.Kissinger, President Nixon’s Assistant for National security affairs, I am quoting an extract from that. It reads as follows;

"According to foreign diplomatic circles here ...."

SARDAR SWARAN SINGH: Why should we put in Pakistan’s point of view in our Parliament?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can only ask a question. Why do you read it? You need not read it. Just put your question.

SHRI MAHITOSH PURKY ASTHA: Background is necessary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you want to quote it?

SARDAR SWARAN SINGH: Why do you forward Pakistan's point of view here?

SHRI MAHITOSH PURKAY ASTHA: According to foreigan circles, the U.S. officials, that is, Dr.Kissinger and others, are exploring the possibility of a United Nations force on the border as a check against the possibility of breaking out a conflict between the two countries.

May I know from the External Affairs Minister whether Dr.Kissinger, when he was here, discussed this point with the leaders of our Government and may I further know whether it is to pave the way for posting a United Nations force on the India – Bangladesh broder that General Yahya khan is talking of war ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can such a question be replied to?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে উথ্বাপিত প্রস্তাব এবং তার ওপর আলোচনা	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৩১জুলাই, ১৯৭১

RESOLUTION URGING THE GOVERNMENT OF INDIA TO RECOGNISE THE SOVEREICH DEMOCRATIC REPUBLIC OF BANGLADESH

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE (West Bengal): I beg to move

"That this House urges upon the Government of India to recognize the sovereign Democratic Repulic of Bangladesh, to establish diplomatic relations with it and to make a declaration to that effect before the conclusion of the current sessin of Parliament."

Sir, the content of thsi Resolution is not new. In various forms, through short Duration Discussions, through Calling Attention Motions and in various we discussed the question of recognising the soveeign Democratic Republic of Bangladesh on many occasions in this House. If I remember corrctly, on the 31st of March this year we passed a Resolution unanimously which was moved by the prime Minister herself in which we said in the last part:

"This House records its profound convicton that the historic upsurge of the 75 millin people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India."

The same resolution was passed by the Lok sabha as well 31st march four months have elapswd and now it is high time for us to think what we have done actually for the recognition of Bangladesh, for fulfilling our commitment, for given effect to the pledges we solemnly made in the Solidarity Resolution. We sent our Diplomatic Missions to the various Countries and our Foreign Minister led the Delegations in some of the very important countries as it appears from the statement which laid on the Table on 25th; June, 1971. In the statement he had stated:

"Between 6th and 22nd June, 1971 I visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington, D. C. and London in that order."

What was the actual outcome? he has supplied also along with the statement the joint communiqué issued by the various Foreign Ministers along with Mr. swaran and from the contents of the joint communiqués we find actually what we received for Bangladesh for the evacuees who are coming to our country in hundreds or thousands but in lakhs. In the statement the Minister has stated:

"I alsio clarified and it was by and large accepted that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would havee the effect of encouraging and sustaining tham in thir antipeople activity and any economic assistance to tham would be tantamount to condoning their deplorable action in East Bengla."

This the Minister said on 25th June, 1971, and the joint communiqué was issued along with the Foreign Secretary of the USA on 17th June .He tried to impress upon the Us and other forign Minibter that any military assistance even at this juncture to Pakistan to the military junta of Pakistan would be tantamount to the Violation of the international law and principles of humanity and would help the military junta, the ruling clique of Pakistan to perpetrate their barbarous activities against the civil population of Bangladesh. The tragedy is this. Immediately after this joint communiiqe issued by the Foreign Secretary along with our Foreign Minister, a ship– load of arms in Padma was sent to Pakistan. What was the outcome of the foreign diplomatic missions which he led only the Soviet Government assured the Government of India in the joint communiqué issued by them that they will keep in constant touch with the Government of India and will keep a watchful eye on the happening in Bangladesh.

What have the other Governments stated? What have other Foreign Ministers assured? They have assured their assistance for refugees of Bangladesh. Sir, they talk of political solution; they express their desire that some sort of solution should be found out and the barbarities perpetrated on the civilian population of Bangladesh should come to an end. Thus far and no father. Mr. Chairman, Sir since them, may I ask the hon. Foreign Minister. What they have done to reach a political solution of which they are talking so much? May I know from the Government of India what positive steps, what concrete steps they have taken to see that a real political in accordance with of the people of Bangladesh is evolved and this large influx of which throws a heavy burden on India came to the end? If you look at the course of events the reply will be that the Government of India has done nothing so far. Mr. Chairman, it has been stated that the Government of India will take action at the appropriate time; they recognize the Government of Bangladesh at the appropriate time. What is meant by 'appropriate time'? Which is the appropriate time? When will this appropriate time come? Will it be appropriate time when the 75 million people of Bangladesh are totality liquidated, when the one crore Hindus living in Bangladesh will cross over and to India .When every freedom loving person of Bangladesh, when every politically– conscious young man of Bangladesh, When every vestige of intelligentsia of Bangladesh will be totally liquidated? Then and then only will be the appropriate time for them to accord recognition to Bangladesh? Mr. Chairman. Sir, is it not according to the principles of the United Nations according to the laws established by the international community, high time for the Government of India to India to accord recognition to Bangladesh as a severing democratic republic? Sir, you yourself are an eminent jurist of high standing and you yourself know that according to international law all the conditions have been created for the recognition of the sovereign democratic republic of Bangladesh. It has been pointed out by eminent jurists like Oppenheim add occupies definite portion of them that community is entailed to have recognition as asoverign democratic entity. Mr. Chairman, sir, on 10th April this year a full–fledged Government has been set up under the Presidentship of Mujibur Rahman with an acting President, Mr. Nazrul Islam and that Government is now conducting military operation; it has named its military commandant and it has launched a liberation movement of freedom struggle in Bangladesh. It has been admitted not by the

Indian press alone, not by the Indian politicians alone but it has been admitted by almost all foreign diplomats and by many foreign parliamentary delegations, and foreign journalists who have visited Bangladesh that practically 80 per cent of the territory of Bangladesh inhabited by 75 million people of Bangladesh is under the actual control of the liberation army while the troops of the Pakistan Army are occupying only certain cantonments and certain towns and cities where they are perpetrating all kinds of atrocities on the civilian population. The civil administration is practically run by the sovereign democratic Government of Bangladesh headed by Mujibur Rahman under the chairmanship of Mr. Nazrul Islam.

Therefore, I do not know what prevents the Government of India from giving recognition to the Sovereign Democratic Republic of Bangladesh unilaterally. Are we afraid of the Gobbelsian propaganda of Pakistan? Are we afraid that if we take action to recognize the Sovereign democratic Republic of Bangladesh unilaterally world opinion will go against us? I do not find any reason why the Government of India should be so shaky should be so hesitant, should not speak in unmistakable terms. The Government of India should take a decision not keeping their eyes towards other countries not looking to the Gobbelsian propaganda by the military junta ruling Pakistan.

There has been an attempt to show that what is happening in Bangladesh is the creation of India. Pakistan did that I past. They are doing it in the present and they will do it in the future. You can not stop it .You cannot stop the Goebbelsian propaganda machinery of Pakistan, but what are the facts? Mujibur Rahman himself admitted, when he gave evidence in the Agortola conspiracy case, that it is Mujibur Rahman who was the first signatory for the condemning Indian aggression in 1965 and that communiqué was issued by the Governor of the then East Bengali. Therefore, there is no point in saying that what is happening in Bangladesh is the creation of India. Pakistan many say it and some of the came-followers of Pakistan may believe it but the bulk of the world community and most of the nations will not believe it. They know that Mujibur Rahman’s aims are fixed by the Awami League that the election was fought on that programme and they get the massive mandate of the people of Bangladesh. That is not the certain of India. That is not the creation of Indian Government or of the people here. It is essentially a movement created by the people o Bangladesh. It is essentially a movement which has its origin in the socio-economic conditions of Bangladesh. If we go through the six-point programme on which they fought there election, on which they got massive support from the people, we will find that in the six-point programme there is nothing which is pro-India. In six-point programme on which they got their massive mandate from the 75 million people of Bangladesh there is not a single word which ca be interpreted, which can be accepted as pro-India. These people are not doing anything in favour of India. These people are not doing anything on being instigated by India. The six-point programme is entirely based on the socio-economic problems of Bangladesh. They want to have autonomy. They want to have autonomy. They want to have the right of self-determination. They want to get themselves freed from their economic exploitation. They want to have control over foreign trade. They want to have their own economic rehabilitation. They want to fight out against the exploitation committed by a small section of the West Pakistan people by keeping political power in West Pakistan. They want to have cultural emancipation. Is it wrong? Has it not been

Stated categorically in the Charter of the United Nation in article 1 that every nation, group of people, which has a distinct culture, which has a racial affinity will have the right to propagate its own ideas? They will have the right to resort to all sorts of democratic practice to fulfill their desire. Has it not been stated in the Charter of the United Nations? Article 1(2) says:

"To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace".

It is not a fact that in the Chanter of the United Nations the right of equal right and self-determinations has been accepted? The very principal of the United Nations, the very convention of the world body is that right of self-determination is the most important right. If the 75 million people of Bangladesh want to assert right of self-determination, want to have autonomy, want to control their own fate, want to have mastery over their lot, what stands in the way? How does it become Indian propaganda?

How does it become an aggression by India? How does it become attempt to secede from Pakistan? Mr. Chairman? I do not understand what prevents the Government of India from according recognition to Bangladesh. There are ample instances in the international law. Is it not a fact that in 1903 when Panama seceded from Columbia, within a week the United Stated recognized Panama? Within a week the United States recognized Panama? Within a week the United States recognized Panama and prevented Columbia from asserting its control over panama. Is it not a fact that even before the formal declaration of independence the United Stated broke off from the motherland, the United Kingdom? Then in 1766 within one month of having a separated Stated France recognized United States. Is it not a fact that when Greece declared its independence in 1827, within a week four European States accorded recognition to it? Is it not a fact, Mr. Chairman, that when Rumania, Bulgaria and Serbia seceded from the Ottoman Empire within six weeks of its declaration of independence, they were accorded recognition by the European powers? There are ample examples in the international law. Then I do not understand why recognition should not be given by us to Bangladesh. It is on humanitarian grounds that we should accord recognition to them. Is it not a fact that brutalities, barbarities are being perpetrated on the people of Bangladesh, on the civilian people of Bangladesh? There are ample reasons why the Government of India should come forward and accord recognition on humanitarian grounds. What happened in 1876 when Rumania, Bulgaria and Serbia seceded from the Ottoman Empire? Civilian people were killed, they were butchered, massacre took place. And as a result of that almost the European States took up arms against the Ottoman Empire and they gave recognition to those countries. Therefore I do not find any reason why the Government of India should feel hesitant. I do not know how much time they will require to come to a decision. On other occasions while were having discussions on the refugee influx, it was stated-and the Government refused-that they were not prisoners of indecision. They might have a very clear opinion in their minds. Sardar Swaran Singh may be very clear about the stand taken by the Government of India. The Prime minister may be very clear about the stand taken by the Government. But Mr. Chairman. I frankly admit my shortcomings. I fail to understand any clarity in the policy

of the Government of India. How much time will they take? How much time would they have to wait for before giving recognition to Bangladesh? What conditions have to be fulfilled, according to the Government of India, for determining that unless and until these conditions are fulfilled, we shall not accord recognition? The Foreign Minister should say. The House should be taken into confidence, the people should be taken into confidence, in a democratic country nothing should be done in secret, the people should be taken into confidence and here and now the Foreign Minister should speak to the House as to what conditions should be fulfilled under which the Government of Indian can give recognition to the people of Bangladesh.

Mr. Chairman, I am not talking of intervention is justified according to international law under similar circumstances. I am not saying that the Government of Indian should take up arms and stand up against the Pakistan military people there. I am not talking of that although there are reasons to say that it is high time that the Government of India took up arms and stood up against Pakistan. But I am not talking about that. What I want is, they should give recognition to Bangladesh. Let the people of Bangladesh fight themselves in liberation struggle; let them encounter the military rulers. They are competent enough to do that. But we have to recognize them, we have to give them international status, we have to recognize it as a sovereign democratic republic and we have to give due weight, due consideration to the people there as revealed through the massive mandate in the elections that took place in December. Mr. Chairman, Sir, on many a time on very floor of this house, it has been discussed how many times the intrusions took place on the India Border by Pakistani army.

12 Noon

Only the other day the Home Minister in reply to a question on the floor of this House stated the number of Pak intrusions in West Bengal was 13, Assam 3, Tripura 13, totaling up to 29. The number of firings by Pakistani Army into the India border West Bengal, Assam and Tripura came to 109, 28 and 104 respectively. The number of Indian citizens killed by Pakistani Army was: West Bangal 11, Assam and Meghalaya 31 and Tripura30, totaling up to 77. The number of persons injured was 135. All these intrusions have taken place since May 1971, I am not talking of air intrusions. Is it not sufficient ground for intervention on the plea of self-defense as prescribed by international law? Still Mr. Chairman I am not taking on intervention. My demand is very modest. I am very humble in putting my demand. Let us recognize the Government of sovereign Democratic Republic of Bangladesh gives them assistance and establish full diplomatic relations. Let them conduct their own liberation movement for their freedom. Let us give them international status. That is what we want. Is it too much that I am asking for? Then why did we pass the Solidarity Resolution? What was the need of it? Did we want to hoodwink the real desire of the people of this country represented by this Government? Will we not feel ashamed if the Bangladesh people condemn us? Will they not say, "well we are fighting against the military republic of Pakistan, when we are fighting against one of the most powerful military personnel in the world, we have natural expectations that our

neighboring country with which we have cultural bondage, with which we have racial bondage, will come forward with assistance. Mr. Chairman, if Bangladesh freedom fighter, if any freedom fighter of Bangladesh now feels that the Government of India by its dilly-dallying policy has deliberately forsaken its commitment, what is strange about it? Mr. Chairman, again, I repeat that the Government of Indian is suffering from indecision. They are prisoners of indecision, and sometimes they are taking very wrong decisions. They say that these evacuees will go back if the normal situation is restored. I did not know how this normal situation will come back, how these people will go back. Is it a not fit case for the Government of India to place before the committee of nations the question of these seventy lakh refugees? We are passing Budgets and Supplementary Demands. But what have we done for the refugees, the evacuees of Bangladesh? The basic question remains. If these people have come to country, it is not my fault. They have come to this border not because of our fault. Can we not speak in unmistakable terms, can we not speak to the military rulers of Pakistan that if they propose to send refugees with the idea of destroying our economy, we shall not remain a silent spectator? We must rise to the occasion. Cannot the Government speak in terms?

Mr. Chairman, Sir I am a simple man. I am a very common man. My language may be broken and my voice may be feeble. But why should Government of India speak in a feeble voice and why should the Government of India speak in broken language, in a half-hearted language? Why they cannot speak in unmistakable terms? Since the very day of the Nehru-Liaqat Ali Pact the Government of Pakistan is flouting all sorts of international agreements.

They are perpetrating genocide. They are committing brutalities against the civilian people. At first, they did it on the Hindu population living there. Now they are doing it indiscriminately on Hindus and Muslims. Each and every Bengali is a victim of the military junta's barbarous atrocities in Pakistan. Therefore, Sir, we are disappointed. We feel extremely disappointed. We have doubts that they may forsake their commitment. We are drifting from the commitment that we have made. The hon. Foreign Minister may deny it. He may say that perhaps the Government of India will do nothing. When the emotional stage is over, the people who are now emotionally surcharged may forget it. Mr. Chairman if it continues for days together, for months together, psychologically one is bound to forget it. Perhaps the Government of India is waiting for that moment. As soon as the emotional stage is over, as soon as the people forget it the Government will cast its commitment to the winds. If the Government of India thinks so, if that is what is in the mind of the Government of India. Mr. Chairman, Sir, as a very ordinary, common citizen of the country. I can tell you and through you, this Government, that they are living in a fool's paradise. What is happening in Bangladesh and what is happening in West Bengal and other eastern parts of the country will have a serious repercussion on the economy and politics of this country. We cannot let them loose. We cannot allow them to forget it, we must take a stand and that stand should be clear and it should be clear and it should be spoken in unmistakable terms, in unambiguous terms. Mr. Chairman, Sir, I do not understand what the Government of India will do with this

problem, with these refugees. The Government of India was saying at first that they would go back within three months. Now they have extended the time to six months. Perhaps they will come forward with another extension of time for more than one year. It is not a question of six months, it is a question of how you deal with it. If you are convinced that until and unless there is political solution, until and unless there is a non-communal Government and the people's desire is given effect to by the popular Government these refugees will not go back, what are you doing to get that situation created in Bangladesh? That is my question. And I have failed to get reply to this question as to what the Government of India is going to do to get a climate created in Bangladesh in which these people can go back. The foreign Minister has expressed the hope that these refugees will go back if favorable circumstances are created and normalcy is restored. But who is coming to your help? Who is taking your brief? What are the international organizations doing? (Time bell rings) I am finishing. The United Nations is trying to pose it as a matter between India and Pakistan. It is trying to send observer to both India and Pakistan. What business has the United Nations to send observers here? What was U Thant, the Secretary-General of United Nations, doing when genocide was taking place, when foreign delegations reported on it when the Labor Party leader in House of Commons in the Untied Kingdom described it as one of the most tragic happenings of this century, when the Canadian delegation said that there was hardly any precedent for such blood curdling atrocities committed on the civilian population by the military administration in Pakistan? What was U Thant doing then? Why didn't he convene the general Assembly within 24 hours? If after the nationalization of Suez Canal, if after the developments in Lebanon in 1958, the U.N General Assembly could meet within 24 hours, why did not the General Assembly meet in this case?

Why did not the General assembly meet to pass a resolution condemning the barbarous atrocities of Pakistan? (Time bell rings) Sir, I know my time is limited. I am going to finish. I want to request the honorable Foreign Minister again, let not the policy of the Government of India be limited, let not the policy of the Government of India be delayed, let the Government of India speak here and now in unmistakable terms, in unambiguous terms that we are committed to the people of Bangladesh, not only in the interests of the liberation forces, but in the interests of ourselves.

With these words, Sir, I conclude. Thank you.

The question was proposed.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar): Sir, I move:

1. "That in the Resolution-

for the words, to establish diplomatic relations with it and to make a declaration to that effect before the conclusion of the current session of of Parliament, the words, 'at the appropriate time' be *substituted.*"

SHRI J. P. YADAV (Bihar); Sir, I move:

3."That in the Resolution

after the words, 'to establish diplomatic relations with it', the words to give military and other assistance to it be *inserted*."

The questions were proposed.

SHRI M.C. CHAGLA (Maharashtra):Mr. Chairman, I think it is agreed on all hands that what has been happening in Bangladesh is not only a crime but a tragedy. History has known many dark ages. History is full of deeds which make our blood curdle. But I think what has happened in Bangladesh is practically unprecedented. Every principle of international law, every purpose that is writ large in the United Nations Charter, every convention of human rights has been violated, crushed under feet, deliberately without any compunction, without any justification. I do not think history records in the long period in which history has been written, a spectacle so horrible, so inhuman, so reveling, as the one that we have been witnessing in Bangladesh. And the question I want to ask myself is -- I will try to be brief as possible because I know many want to participate in this debate-how has India reacted to this crime? I will deal with how others have reacted. But our interest and our concern is to find out how India has reacted. When this shaking crack- down as it is called was reported to India the Prime Minister instinctively reacted to it with horror and disgust. I very often found that honorable Prime Minister's first instincts are sound. But then something happens. And in this case the instinct was converted into hard thinking, into considering the pros and the cons, in balancing the interests of our country, the prejudices of other countries, and so on. I say this with respect to my very great friend, the honorable External Affairs Minister. This is what always happens when the External Affairs Ministry gives advice. I know the Minister fairly well and I can say that the officers of that Ministry are loyal, devoted, able and competent. But- and this is an important 'but -the Ministry suffers from the defect which every bureaucracy suffers, and that defect is that they believe in the status quo, they believe in precedents, they believe in pouring over tones of international law, and so on. And they found there was no precedent for what has happened. Sir, how, can there be a precedent of what has happened in Bangladesh? What has happened is that a lawfully constituted Government, a Government elected through the ballot box, has been subverted by a minority by the most violent means that history has ever known.

You will note that this is not a case of secession. If anybody has seceded, it is not Mujibur Rahman, but Yahya Khan because as a result of election Mujibur Rahman would have been the Prime Minister of Pakistan. But Yahya Khan could not brook this. Therefore, the majority was sought to be subverted by a whole- sale massacre or, what is known in the English language, genocide. Even genocide does not fully describe what happened in Bangladesh.

As was pointed out by the mover of the Resolution, the Prime Minister rightly came to this House and the other House and got a Resolution passed unanimously on the 31st March and wanted us to agree with the Government, to sympathize with what is happening there and also to give support, We have given full sympathy. Sympathy does not cost us anything. All over the country, there is a tremendous feeling that we should sympathize with the suffering of the people of Bangladesh. What I want to ask the Government and my friends is. What have you done to support Bangladesh.............

SHRI AW ADHESHWER PRASAD SINHA (Bihar): You do not know that, Shri Chagla?

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

SHIR M. C. CHAGLA: I am sure my hon. friend is wiser than I am.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: You don't know what support we are giving. Being an ex- Foreign Minister, you are supposed to know better. Do not be partisan. Mr. Chagla, You should be impartial so far as facts are concerned.

SHRI M. C. CHAGLA; I do not know way interruption is called for. Have I misstated any fact?

SHRI PITAMBER DAS (Utter Pradesh): some people rush in where angels fear to tread.

SHRI M. C. GHAGLA: The question that I want to ask is this: Either the hon. Minister or other hon. Members will answer that I believe. What have we done to support Bangladesh effectively? The only way to support Bangladesh was to have immediately recognized their Government when it was formed. I say this with deliberation and with a sense of full responsibility that the failure of the Government to recognize Bangladesh at that time is the greatest blunder we have committed. I say history will never forgive us for this.

Recognition of Bangladesh would have meant first of all recognition of a Government (as a neighbor) which was friendly to Indian. In the second place it would have undone much of the harms of partition. In the third place, it would have completely buried once and for all the two-nation theory which is one of the most evil doctrines that has been started before partition and which led to what we all know the breaking up of our motherland. Why was this recognition not given? I want to examine the reasons. First it was said that internationally we could not recognize the government. I Sir, emphatically differ from that view. As far as I know the international law, I do not pretend to be an expert--it is clearly established that whether to recognize a country or not is entirely within the discretion of the country which is to give recognition.

It was within our discretion either to recognize Bangladesh or not. would depend on our national interest. Secondly, Sir, it was said that there was no properly constituted Government or that conditions did not exist with regard to the formation of the Government which would justify the recognition of Bangladesh. There again, Sir, I differ. One of the tests for recognition is legitimacy, A country has to ask itself, "Is the Government I am recognizing legitimate". If it is then that country has every right to recognize the other country.

Now, Sir, I ask this question: "On whose side is legitimacy? Is it on sid of Yahya Khan or is it on the side of Mujibur Rahman?" Sir, what has happened in Bangladesh was not a military coup where a legitimate Government was overthrown and till the Government was properly established and people could give allegiance to it so that some sort of legitimacy is there. But in this case, it is clear beyond doubt that the legitimate Government of Bangladesh, even of Pakistan, was the Government constituted by

Mujibur Rahman through democratic processes: through the ballot box. Yahya Khan was a rebel. Yahya khan had no justification, legal or otherwise to, subvert a legal, democratic Government formed in Bangladesh.

SHRI KALYAN ROY (West Bangal): What about Gen. Franco?

SHRI M. C. CHAGLA: Yes, I would say that it so. But, even in Franco's case, he came as a sort of an outsider. But it is true that he tried to subvert the constitutional Government of Spain in the unfortunate civil war days. Sir, that was not a case again where a majority was trying to keep the minority within its fold, within the fold of the country. As I said before, Yahya Khan is representing a minority and it was the minority that was trying to subvert the majority not by political means, but by the very simple means of massacring as many millions of them as possible so that the majority should become the minority.

Sir, the most important result of recognition of Bangladesh would have been that legally, legitimately and under international law, we could have supplied arms to Bangladesh and if we had supplied arms to Bangladesh, then Bangladesh would have been in a position, if not completely to drive out the Pakistan army, but at least to keep a large part of Bangladesh within its jurisdiction, within its domination, within its control. But, by not giving arms to Bangladesh, by not recognizing Bangladesh, you have permitted a situation to arise in Pakistan which is disastrous for the country. Now what has happened? Sir, the poor Bangladesh has been swept by the Army. Pakistan is in military occupation of that country. These brave, gallant men-and my heart goes out to them and one is moved to tears when one thinks of what Bangladesh is going throug-are crying on guerilla warfare there. But the Government should have foreseen and I accuse them of negligence, grave negligence. They should have foreseen that if they did not resist the Pakistan military machine, not by going there and fighting themselves. I am not suggesting that but by recognizing Bangladesh and giving all arms to Bangladesh, the result would have been that hundreds of thousands of these refugees would have not come to India.

They have come to India. But this Government could have prevented it. I say it could have prevented this. These 6 million refugees would not have been here.

Now, Sir with regard to refugees, I wish to say something. Sir, I pay handsome compliments to the Government for what they done for the refugees. I think we should be proud as a country that we have taken upon ourselves the burden of receiving them, housing them and feeding them. It means a tremendous burden on our economy. Taxation is high enough but I see, my friend, the Finance Minister, is going to ask for Supplementary Grants in the Lok Sabha very soon. But, Sir how long is we going to bear this burden? I wish to assure this house that the international community is not going to help us all the time. A lot of money has been given by some countries.

SHRI KALYAN ROY: Very little.

SHRI M. C. CHAGLA: But this is only for this year. If these refugees continue to come from year to year to year we will not be able to get anything at all and if we have to maintain

these refugees indefinitely, what is going to happen to our economy? Six million people are to be absorbed.

SHRI KALYAN ROY: Nine million people.

SHIR M. C. CHAGLA: Already there are many unemployed people in our country. We do not give them subsidy. It is a shame.

But with regard to these six million people...

AN HON. MEMBER: More than six million. About 8 million refugees are there.

SHRI M. C. CHAGLA: With regard to these 8 million people, we will have to feed every month, we will have to shoulder the burden of everyone. We will have to clothe everyone and how long can India face this? Sir, with great respect to the Prime Minister, she has been saying and I have yet to see-that these refugees will go back. Will the hon. Minister, in heaven's name tell me how they will go back. How is the Prime Minister going to see that the refugees will go back? She cannot drag them out. You are not dragging them out.

SHRI KALYA ROY: After their death, they will go back spiritually.

SHRI M. C. CHAGLA: But six million people take some time to die and they will produce some children also. There is no way. I know that except that I am not going to suggest anything about sending these refugees back to Bangladesh.

Now, Sir we have to be strong. We forget that we are a great nation. We should be one of the big powers. But we act as if we are a second power.

SHRI KALYAN ROY: We are.

SHRI M. C.CHAGLA: I do not agree with that. I do not think so. Our country is the second largest in the world with a large population, with a great history. Why should we be a second class nation? But, Sir, we make ourselves so. I tell you why. We never take the initiative. If a problem arises, we first think what China will do. We think what Pakistan will do, how Russia will act...

AN HON. MEMBER: ...... how Egypt will react.

SHRI M. C. CHAGLA: Yes, we think how Egypt will react. But I want to know whether Pakistan ever thinks how India will react. In this House also what has been troubling the Government, my hon. friend may say it or not, but actually what has been troubling them is they are waiting for somebody to recognize it, they are waiting for Russia to do it for us. Why should Russia do it for us? Why should e want for Russia, Why should we wait for anybody? Sir, in the past, on great many occasions, when Shri Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, he has given the lead to Asia in the world, he has spoken with a voice which has been listened to by the whole world. In every case when liberty was endangered where there was political corruption in the sense that certain important principles were violated, when there was tyranny, when there was injustice, he stood up, he raised his voice-not waiting to see what others will say-and his was the first voice and that voice was listened to and followed by whole Asia.

Sir, this is what we should do. Finally I will say about the ereaction of the world. The resolution says that we should recognize Bangladesh before the end of the session. I say: 'Recognise it now' this minute. It is late, it is very late'. It will be a belated nation but even now we can do something. At least we can tell the world that we are taking the initiative in this matter. About the reaction of the world. I have never been more disillusioned, more disappointed, more disgusted than to see the way the world conscience has reacted to what is happening in Bangladesh. What has happened to the world conscience? It is muted, it is silent or it is dead. What has happened to non-alignment? What has happened to Africa and what happened to the Arab World-Sir, I have stood here as Forign Minister day in and day out and I were attacked for the Government's policy on UAR. I justified it because I said we must support Nasser who stood for secularism against Muslim fanaticism and I think I was right then, but today I am sorry to say that the UAR has beome as communal as fanatical as any other part of Arb World. Sir, I do not want to tax your patience. May I conclude in one sentence? The Government must face the consequences of doing the right thing. If something is in the national interst, it dose not matter what will happen. If Pakistan goes to war, we can take on Pakistan. We have taken her on before an we will take on again and let the Foreign Miniser remember that Pakistan has been and will always be our again and let the Foreign Minister remember that Pakistan has been nd will always be our enemy. China I am not afraid of China will make some noise as she usually does but I am not afraid of attack from China. What the Government needs today is courage, a sense of national interest and I want to assure the Foreign Minister that if he were to take a referendum in India today, 90% will ask fopr the recognition of Bangldesh.

SHRI BIPINPAL DAS (Assam): The Developments i Bangladesh which we have discussed several times in this House have to be recognized not as an internal affair of Pakistan. It has become an international question and therefore we have to examine this question not only on the basis the issues involved in the struggle of the people of Bangladesh but also in the context of the international implications.

[Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

It is absolutely wrong for anybody to believe that Pakistan was created to serve the cause of Islam or the interests of the Muslims. What has happened in Bangladesh in the last four months has proved beyond any shadow of doubt that the life, honour and property of even the Muslims-millions of them have become absolutely insecure in the hands of a Muslim Government, in a country claimed to be governed under Islamic laws. The extent of mass killing and mass murder committed by the Muslim army on the Muslim population in Bangladesh has thrown into pale insignificance the extent of suffering caused to the Arabs by the Jews in West Asia over a period of 20 years of war. Pakistan sometimes-why some times, very often-accuses India of ill-treating the Muslims. It is now for the whole to see which country, whether it is Pakistan or India which guarantees greater security to the life, property and honor of the Muslims. The happenings in Bangladesh have not only exposed the myth of the ocratic State but has also exploded the so-called two nation theory itself.

The fact is that Pakistan was never created for the good of the Muslims. It was creation of Anglo-American conspiracy backed by the capitalist-landlord bureaucratic

combine of Pakistan or a free exploitation of the poor masses of Pakistan on the one hand and to build a military potential against India on the other hand. Neither Britain, nor the USA sincerely wants India to be prosperous or strong and they have always used Pakistan as an instrument to serve their own ends. I do not know if the ruling circles of Great Britain have started doing some kind of rethinking about their attitude towards Pakistan after what has happened in Bangladesh. But let us not forget that it was primarily the British much more than the Muslim League itself which had planned Pakistan and till the other day they have always supported Pakistan as against India. Britain is no longer a great power and therefore the burden of the baby has been safely shifted to the care of the Americans. No other country has been so thoroughly exposed by the developments in Bangladesh than the United States of America. They talk of democracy, of human rights, of human values and so on and so forth, but still most shamelessly they are giving arms aid to Pakistan to continue to commit genocide on the people of Bangladesh The fact has been established beyond any shadow of doubt now that Pakistan is nothing but an American base in the sub-continent and the Pakistani rulers are acting as the agents of Pentagon and CIA in order to serve the interests of imperialist powers and never the interests of their people.

Sir, I am not at all surprised to see China also standing by the side of the military junta of Pakistan as against the people of Bangladesh. Their move for a rapprochement with America makes their international character much more clear. That a communist country professing to stand by the side of the people struggling for freedom and social justice can go to the extent of supporting a regime engaged in acts of exploitation, mass murder, mass raping and even to the extent of moving closer to the greatest imperialist power on earth is scandal of Himalayan magnitude. The real character and intentions of China have been thoroughly exposed today. The Sino-American rapprochement move be an entirely development, but I do not think it is entirely unconnected with the issue of Bangladesh, particularly when Pakistan has successfully played the role of a broker in this nefarious game of great power politics, politics of spheres of influence. It is in this context, Sir that we have to examine the question of Bangladesh and determine our course of action. The first thing that I would suggest is that our foreign policy needs an immediate reorientation, and before we find ourselves entrapped by the policy of encirclement pursue by China, USA and Pakistan combined against our country, we should take steps to that any attempt at encirclement is broken through by countermeasure in the international field. I would strongly suggest that it is time we realized the hard reality of the developing situation and built up much closer and much more intimate relations with Soviet Russia on one hand and Japan on the other in order to safeguard our national interests and national security. The foreign of a country does not depend on the ideals or ideological considerations or on the character of the social systems of different countries. It is based on and must be based on consideration of national self-interest and national security. It is for this reason that I strongly advocate closer relations with Russia and Japan. Such a policy will help not only this country but also the people and the cause of Bangladesh ultimately.

The struggle of Bangladesh is basically a struggle for democracy and human rights. We are not concerned with whether Pakistan remains united as one country or breaks up

into two or more units. That is a question for the people of Pakistan to decide and find out. But we are certainly concerned with the values of democracy, with the values of secularism, with the values of human rights and with values of socialism. It is from that angle, it is from that consideration that we have declared our support and sympathy to the people of Bangladesh in their struggle against the Pakistan junta. The question has been raised: What have you done to translate your resolution into action? I do not think this can be discussed in detail here the public interest. But I am sure that most of the hon. Members are aware of what is actually happening. I believe the Government are doing their best to translate the Resolution into action in the way they have considered fit and proper. Now, Sir, one thing should be.....

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Then, shall we stop the discussion?

SHRI BIPINPAL DAS: I am coming to that. I know you always talk for the American imperialists. One thing must be fully understood. The people must fight out their own war of liberation. Any liberation that is achieved by armed intervention from outside may lead to very dangerous consequences and, therefore, it is for the people of Bangladesh and the Mukti Fouj to fight out their own battle of liberation. In this connection while speaking in the last Session of this House I made one suggestion. Why not pick up at least a lakh of young men from out of the refugees, arm them and help them, so that they can fight out their own battle of liberation against the Pakistan junta? I repeat that suggestion and I have reasons to believe that the suggestion i.e. I made in the last session has not fallen on deaf ears. I cannot discuss the matter in detail here. As I have said, it will not be in the public interest. But what is actually happening in Bangladesh today convinces me that things are going on of the right line in the sense that the Mukti Fouj have been able to step up their operations and have been able to create serious difficulties for the Pakistan Army. It is for this reason that there is now a move for posting UN observers along the India-Pakistan border. It is a move to stifle the activities of the Mukti Fouj or to blunt the operations of the Mukti Fouj. It is a move to transform the whole issue-the issue of the Bangladesh people fighting against the rulers of West Pakistan-into an Indo-Pakistan issue. This move is there only because the Mukti Fouj has been able to step up its operations and create serious difficulties for the Pakistani rulers. We should beware of this. We should be on our guard regarding whatever action we want to pursue. We must not do anything which may cause any harm to the struggle of the Mukti Fouj or give the impression that intimately this is not a question of people of Bangladesh fighting the rulers of Pakistan; but it is an Indo-Pakistan conflict. We must not give that impression. If Pakistan attacks us tomorrow, certainly we shall fight back and defend our country. But I am not in favor of doing anything on our own initiative which might lead to a direct armed confrontation between India and Pakistan.

Therefore our entire policy and approach should be to help those people to help them to fight and fight their own battle to success. I have no doubt in my mind that ultimately the people of Bangladesh will succeed, have no doubt in my mind that ultimately the Mukti Fouj will be able to liberate their country from the hands of the Pakistani Army, and to that end I think we should carry out our policy, pursue our policy in the matter of giving support.

Now, Sir, the question raised by this Resolution which is before this House is about recognition. I do not think there is anybody in this country who is on principle opposed to recognition. If I remember correctly, even the External Affairs Minister said that the Government is not opposed to recognition of Bangladesh, The question is when, We say, people say, many members have said, Mr. Chagla has said, it is already too late. Now, the question of recognition of Bangladesh is a matter which cannot be decided by anybody. It will have to be decided by the Government itself in accordance with their own judgment. They are the best judge of the situation, of the circumstances in which they have to act in this matter. Therefore, I do not think that it will be advisable on our part or appropriate on our part, to try to force the Government regarding the time factor. We may be dissatisfied; we may think that it is too late and that things are developing in a direction which will ultimately harm our own interests. We may suggest, we may advise, we may put pressure, we may say anything. But the ultimate responsibility in this matter lies with the Government. And therefore it is for the Government to decide, it is for them to judge the circumstances, examine the circumstances, and then decide at what point of time they want to recognize the Government of Bangladesh. It is for them to choose the appropriate time for this. Therefore, I repeat that while the policy of helping the Mukti Fouj to continue their war of liberation must be continued, on the question of recognition of Bangladesh, the entire responsibility lies with the Government so far as the choice of the time is concerned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing a Private Member Resolution, a very important Resolution, and naturally many members would like to participate in this discussion. Under the rule, every Member i allowed to speak for fifteen minutes. In view of the large number of Members desiring to participate in the discussion, it will not be possible for me to give any extra time to any individual Member. Therefore, I would like to appeal to the Members to restrict their speeches to 15 minutes.

Mr. Biju Patnaik.

SHRI BIJU PATNAIK (Orissa): We have had many clashes in this House between the very able and adroit Minister of External Affairs and other Members of this House. He is an able Minister, who can also be said as being a master of confusion. It is a credit, not a discredit, to him as Foreign Minister. I would merely restrict myself to certain facts, cold facts, brutal facts, which may raise a controversy, but nevertheless facts to be examined closely. All the statements made in this House from time to time on Bangladesh are well known. The views of this House both from the Treasury Benches and the Opposition in record to this question are identical and well known. The views of the Government appear to this question are identical and well known. The views of the Government appear to change from time to time reasons only known to themselves and that is what has brought him further trouble and further doubt and suspicion in the minds of the Members of this House.

We briefly talk of the word "genocide" the word, "oppression" about the unprecedented massacres, human atrocities, etc. As it was pointed out earlier by some Members, during the partition nearly 6 million Hindus were sent into this country. But during this holocaust the Government record says that as on the 1st of June this year, 7

million people, evacuees from East Bengal have come, of which 6.5 million people happen to be Hindus. When it is stated here in this House by the Government that the Bangladesh question has exposed the hollowness of the two-nation theory, I humbly disagree.

In East Bengal there were about 10 million Hindus before partition. Let us take it that to this figure would have been added another 2 million by now. That means in all 12 million Hindus. Now six million of them came out during the partition. And 6.5 million have come out now. The result is that Mr. Yahaya Khan and the rulers of Pakistan have decided to perpetrate the two-nation theory. We are a secular State who believe and have faith in secularism and make all-out effort to ensure that another secular leader like Mr. Mujibur Rahman or his party like the Awami League is installed in Bangladesh. If the movement of Bangladesh fails, it is not Pakistan which is going to be finished. It is India which is going to be finished. I repeat this with all sincerity, with all conviction that Pakistan will remain as a hundred percent Islamic State. The involvement of the Indian Armed Forces will be on both wings. Then the records will show that of the 65 lakh Hindus that have moved over from East Bengal during this holocaust, women of the age-group of 15-25 are negligible. It is a known fact that during this time lakhs of young women are deported from there they are either being placed at the disposal of the Pakistani Armed Forces or sold abroad in the Middle East. These are known facts of life.

We, Sir, have the habit of closing our eyes like *kabootars* and think that all is well with the world. We only specialize in bluffing ourselves. The world studies India's history. The world has made a deep study of the Indian history. We call ourselves a great nation. We may be a most populous nation.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): We never said that.

SHRI BIJU PATNAIK: We are happy to call ourselves a great nation why do you not admit that? It is a nation, one of the most populous nations, one of the most impoverished nations. Its total striking Power is only 4 million tonnes of steel with 9 million tonnes of capacity.

Japan with one-fifth of our population produces 92 million tonnes of steel, without having any iron or coal. This is the measure of our greatness, this is measure of our great Government, this is the measure of our sovereign Parliament, in terms of international politics. We must admit what we are. But we must try grow out of what we are. To-day I am sure Mr. Foreign Minister, you will admit that we are not even a nation to contend with in Asia, leave alone the world. With the direct link of America a China that is in the offing, with the economic union that is being planned of the South-East Asian countries, India will be relegated to the position of even Nepal in another two years. Comparatively, let us see the status of a little country called Israel. That country also is being ruled by a woman, but what a woman. That country has produced a Defence Minister like Dayan who wiped off the so called Arab forces whom we have been pampering all along and who have dropped us like a hot potato in this great issue which is confronting us. That country wiped off the entire air force of Egypt at the crack of dawn and Egypt could never raise its head afterwards. During 1965 in our confrontation

with Pakistan, the External Affairs Minister would admit, two of our air force bases were wiped off at the crack of dawn-Kalaikunda in the eastern sector and Pathankot in the western sector. They came and wiped off our fighter aircraft and we had no protection. We find the Defense Minister and External Affairs Minister, making statements in season and out of season that we are prepared. How are we prepared, If you are prepared why are you so afraid? A Resolution comes in the House that we should recognize Bangladesh only to be able to give them material support, to help them to fight their own battles legimately, legally. Mr. Mukerjee said that it should be done before this session ends. Mr. Chagla improved on it and said that it should have been done yesterday and if it has not been done it should be done to-day. I wish to go on record in this House Mr. Deputy Chairman, that this Government would never recognize Bangladesh.

SHRI SHEEL BHADRA Y AJEE (Bihar): Question.

SHRI BIJU PATNAIK: I will tell you the reason.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): We are already committed to recognize it.

SHRI BIJU PATNAIK: We will never recognize Bangladesh. The Bangladesh movement of this gallant Mukti Fauj will be scotched and Yahya Khan's military regime will continue not only to-day but for the next 20 years. I wish to record it for historical purposes.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: You are wrong.

SHRI BIJU PATNAIK: I will tell you why. I will tell you my assessment. This Government has developed cold feet. This Parliament of ours sanctions Rs.1,200 crores of expenditure for building up our armed forces, as against Rs. 350 crores of Pakistan. What are we prepared for? What we are frightened about? Our people get shot up on the ground day in and day out; as was read out on the floor of the House, by mortar fire. Yesterday, I was surprised to hear the Minister of State for Home Affairs saying that the BSF as in charge of our border.

The BSF, the Border Security Force, does not have mortars. It does not have ground artillery. How is it responsible for long-range firing on our, side? Who is fooling whom I do not know? Rs. 350 crores as against Rs. 1,200 crores in the direct budget. Apart from this Rs. 1,200 crores, we spend Rs. 300 to Rs. 400 crores in terms of BSF, SSB, Assam Rifles, feeding all the border posts by the Air-Force, building border roads with Rs.500 crores in support of our defence effort. We have divisions as against Pakistan's 9. On 31 March if you had recognized and if you had supplied Bangladesh with arms and ammunition, when Pakistan had only less than 2 divisions and its forces were in total disarray, the thing would have been completed in two days.

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh): Right.

SHRI BIJU PATNAIK: And we allowed the Pakistani military force to go in for four divisions, we allowed them to raise two more divisions during the last six months, we allowed them to get extra divisions from the territorial force, and we have yet not considered it fit in this country to alert our armed forces, resulting in two intrusions and photographing and everything and aircraft encroaching and firing all-round killing our

people even in our said of the country. Therefore, I said 'never' our Government is frightened. Let what I say be recorded, it is frightened to engage Pakistan, it fears the 9- foot Chinese. I would like with all responsibility to state that the armed forces of India are frightened of the Chinese. I would like to say this. One day I shall ask a question in yhis House and the Minister of Defense shall reply: What is the calibre of our armed forces? What is the record in actual warfare of our command men, the Generals, the Commander-in-Chief and otters? The House will be surprised to know the result of that query.

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, it is not fair for a responsible Member to cast aspersions on the army.

SHRI BIJU PATNAIK: I fought for the liberation of this country. I ran an underground movement. I went to British prison for four years. And I have the right to say this.

SHRI BIPINPAL DAS: We also know what Mr. Biju Patnaik did during the chinese attack.

SHRI BIJU PATNAIK: Ask Nehur for my record...

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): On a point of order. Sir, we in this House are discussing a very serious matter.

SHRI RAJNARAIN: Yes.

SHRI KRISHAN KANT: We are discussing it so that we can meet the situation that might arise, whatever situation which might arise. But no Member has got the right to create a situation, to create an atmosphere, in the country of demoralization...

SHRI RAJNARIN: On a point of order...

MR.DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): Sir, you must first hear all the things.

SHRI RAJNARAIN: We want to know everything.

SHRI BIJU PATNAIK: Mr. Krishan Kant, what you are saying is not correct.

MR.DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

শ্রী রাজনারায়ণ : মহোদয়, একটি বৈধতার প্রশ্ন। আমি বলতে চাই, যাদের কারণে ভারতের অংশ দাবী নস্যাৎ হয়েছে, নেফা হারিয়েছে, কাশ্মীর হারিয়েছে তাদের বলার অধিকার আছে। ইনি রাবিশ বলেছেন।

SHRI KRISHAN KANT: No Member has got the right to create an atmosphere of demoralization. The honorable Member...

(Interruptions)

শ্রী রাজনারায়ণ: যারা দেশের স্বাধীনতা বিক্রী করেছে আজ তারা এখানে চীৎকার করছে দালাল কোথাকার।

SHRI KRISHAN KANT: Mr. Deputy Chairman, you are not only the guardian of this House, you are not only the guardian of the voice of this House, but you are the guardian of our national interests as well.

SHRI RAJNARAIN: What do you know of national interests? You have sold the nation.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): May I make a submission?

SHRI KRISHAN KANT: Let me complete first.

SHRI RAJNARAIN: No, no. We are on a point of order....

SHRI BIJU PATNAIK: Mr. Krishan Kant, the nation is bigger than the house.

SHRI KRISHAN KANT: Sir, no speech which denounces our armed forces or the ability of our people should be allowed.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: What is this?

SHRI RAJNARAIN: This Government has corrupted the armed forces

SOME HON: MEMBERS: No. no.

SHOM HONOURABLE MEMBERS: Yes, yes.

(Interruptions)

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Tamil Nadu): On a point of order....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I have called Shri Gurupadaswamy.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I want.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI A. G. KULKARNI: I have got to be called....

(Interruptions)

I have a point of order.

(Interruptions)

Such nonsense cannot go unchallenged.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Your nonsense also go on....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Will you please sit down?

SHRI A. G. KULKARNI: This is against the armed forces of the country.

SHRI L. N. MISHRA. (Bihar): Please be a little generous.

SHRI GURUPADASWAMY: As I understand the hon. Shri Biju Patnaik did not mean to denigrate or run down our Army.

AN HONOURABLE MEMBER: What else has he done?

SHRI BIJU PATNAIK: He said about the Commanders of our Armed Forces.....

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Please sit down.

SHRI A. G. KULKARNI: I can understand what you are talking.

SHRI PAJNARAIN: We have seen the history of Kaul.

SHRI L. N. MISRA: He is no longer there. He has gone away.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): He is a senior politician. I would appeal to him not to say anything against Generals or our military.

SHRI GURUPADASWAMY: Shri Akbar Ali Khan is one of our Vice-Chairmen. He at least should know that he should not speak when I am standing.

Nobody in this House has any intention to denigrate or run down our Army. At the same time, as Member of this responsible House, we should also know the truth and certain things have to be expressed candidly. I take it only in that spirit. Shri Biju Patnaik has expressed certain things about the Commands in the Army....

AN HONOURABLE MEMBER: About the Army.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: If he has mentioned about the Army. I am one with you.

SHRI A. G. KULKARNI: It is the Commander who has to inspire the Army under him. How can you denigrate the Commander?

SHRI KRISHAN KANT; Do not put it in the proceedings....

(Interruption)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY; I would like to know from you whether it is not the patriotic duty of any citizen of India, let alone Members of parliament, to draw the attention of the House and the public at large to the hard realities. If the hon. Member has certain knowledge of the functioning of the Army, he has got a right to say that. He is fulfilling his duty. He is rendering a service. Why should you not take it in that spirit?

SHRI AKBAR ALI KHAN: That can be done by private discussion with the defense Minister instead of saying something here which will go round the whole world....

(Interruption)

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Mere mention of one fact does not mean that he is denigrating the Armed forces.

SHRI R. T. PARTHASARATHY: This kind of talk will ultimately harm the security of our country....

(Interruptions)

SARDER SWARAN SINGH: If I may a suggestion, Shri Biju Patnaik has made a point. The best thing is not to prolong it. Let him move on to the next point.

SHRI BIJU PATNAIK: I must say that the hon. Members should go through the proceedings and see whether I have denigrated the Armed Forces of nation. What I said was that it is necessary for the House to know the record of the Army Commanders who are today in Command.

AN HON. MEMBER: They are among the best in the world.

SHRI BIJU PATNAIK: That is your opinion.

I again say the charge of Command of the Commanders has yet to be proved. They are not like that in Vietnam or like that of Dayan of Israel who have proved in action. What I say is that the Government must put our armed forces to test. What are they fighting for? Why are they fighting? Sir, I say, to go on record.... (Interruptions).. that all our actions, in fact, all our inactions, are guided by sub-conscious lurking fear of the Chinese involvement. I say this to go on record. I say this, Sir, that we have m in the last five years.... (Interruptions).. Please listen to me now. We have, in last five years, developed 9 mountain divisions for protection of all the Himalayan in passes. Is it or it not a fact? If that is so, with merely 13 to 14 divisions covering the area near Tibet, are we to be frightened of these Chinese? If you are frightened sub-consciously about their guided missiles, that atomic war-head. I say, everyone missile that is released on India will lead to a conflagration, to an atomic war in the world and Chinese are not fools and they will not do it. therefore, nine divisions are there, and fourteen divisions it has and against a total of nine divisions of which 50% is nearly in East Pakistan, our policy should not be dictated by a position of fear or non-involvement unless there is no leadership in the Government or there is no leadership in the armed forces to take on a job for upholding the prestige and dignity of the nation which has now suffered bitterly. This is my point.

I would, therefore, want to know why it is that we do not recognize Bangladesh. It only means recognition of this country and legitimate supply of arms and ammunition. If you say that you are giving all that, I say that is not the way of doing it. Why should India, which had at one time had moral influence in the whole world and which has now declined, go in for clandestine methods? This was not taught by Gandhiji or Nehru. Why should you go in for clandestine methods, giving antiquated guns, teaching them guerilla business, and all that?.. (Interruptions).. Mr. Swaran Singh; this is known to everyone in the world. This is entirely childish, if I may say so (Interruptions). It is entirely childish.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BIJU PATNAIK: Let me conclude, Sir.

The world forces know, the world agencies know and all I have to say is.... (Interruptions).... that the House should know, because everybody in the world knows and the only secret is that is that it is kept from this House unfortunately. The only secret is that we have no courage. Then, Sir I should say that guerilla action bas never occupied territories, and guerilla action has never defeated the enemy. In that case, the North Vietnams, who are now fighting the most terrible guerilla warfare in South Vietnam, would have occupied it. It is the most acute, the most intensive, guerilla warfare that the world has ever known and they have not been able to occupy.

SOME HON. MEMBERS: It is the other way about.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I want to correct him.

SHRI BIJU PATNAIK: Yes, I stand corrected.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BIJU PATNAIK: I would take only two minutes.

Therefore, Sir, I say that this Government, by the sub-conscious fear of the Chinese, by lake of leadership, by not executing successfully the struggle, has not only let this country down, but has also demolished the movement in Bangladesh.

And I know that this would continuously be the policy. Today the refugees are seven million. Tomorrow there will there will be famine- I want to go on record for history- and another five or six million will move in.

(Interruptions)

SHRI A. G. KULKARNI: Tax dodger.

(Interruptions)

SHRI BIJU PATNAIK; Now, that is expected from your Ministers; as your Finance Minister.

SHRI A. G. KULKARNI: That was amply brought out in the House.

SHRI BIJU PATNAIK: Many lines have been propagated in this House. Why do you not raise a question of tax while I am here to defend myself?

Therefore, I say this Government Inspite of the resolution passed in this House, in spite of the demand of the situation, in spite of the fact that everyday's delay is reducing its prestige to dust, has done nothing. And the Foreign Minister found out during his world trip that wherever he went he got sympathy; little crumbs; whereas Pakistan has got armaments and support. I say this and I wish to go on record: I shall feel proud to lie prostrate in this House if my prophecy is wrong-that this Government shall not recognize Bangladesh tomorrow during this session or even during next session of this House. I make bold to say so because I know that their mind functions in a tortuous way, that there is no leadership to execute a war if a war come. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think this is a sort of provocation from you to recognize Bangladesh.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Are they at all provoked?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at seventeen minutes past one of the clock.

২ চ.গ.

The House reassembles after lunch at two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE FINANE (NO.2) BILL 1971

SECRETARY: I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha;

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Finance (No.2) Bill, 1971, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 31st July, 1971.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa). Mr. Vice-Chairman, I would rather say that it is unfortunate that we have got this Resolution to discuss before the House. Not only in this House or in the other House but almost all the people living in India are agreed that Bangladesh should be recognized by the Government of India. Now the question is whether it should be immediately done, here and now, as Mr. Chagla has said or, as the Mover of the Resolution says, whether it should be done before the end of this session or whether it should be done at an appropriate time, as the Government says.

So there is no quarrel so far as asking for the recognition of Bangladesh either from this side or that side. Mr. Chagla and other –not only they but even a school –child of the 5th or 6th standard –know the story of Bangladesh –its inception as East Bengal and the gradual development into Bangladesh is a story of misery, horror, of brutality and of fire. So I am not going to cover those things which are already covered and described in detail by my previous speakers.

Sir, the question is the recognition has to be accorded by Government. Now Sir, there is a saying that you cannot conduct a war democratically nor can diplomacy be popular. These are very delicate things. If you want to conduct a war and if you want to deploy your armed forces you cannot take decisions about it in Parliament and say here that this commander should be moved there that battalion should be moved to another place and so on.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Is this a Military decision?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am giving an illustration. In the same way diplomacy cannot be a popular thing. You cannot speak out everything. You cannot keep all your book opens because that is a game to be played with Governments with your own enlightened national interests in view. There are certain people in this country who are saying that immediate recognition should be given to Bangladesh. Sir, I am for recognition because I suffer most when I see that the freedom fighters are suffering. Mr. chagla has said that tears come to his eyes, I would in his position wipe out my tears and with a cool and collected mind view the whole situation and come to a decision . So far as the Government is concerned. Government has always to deal in realities. There can be no question of hypothesis in a Government taking a particular action. In that view I would definitely leave it to the judgment o the Government to do it at the appropriate time.

SHRI RAJNAUAIN: Same thing?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I will justify my case. Not that now –that I am speaking from the Treasury Benches I am supporting the Government. Even if I were a supporter of Rajnarain I would have submitted the same thing because this is not a question of parties; this is a national question. Now, Sir, they say that Government should give immediate recognition and also help them with arms supplies and other things that

are necessary for the freedom fighters and then things will be all right. But I do agree with that point of view. Sir, recognition means, whether you declare war or not, Pakistan is bound to declare war and you have to take the entire burden -Mujibnagar from where the Government is functioning today -on yourself; in that case do you think you will be serving the cause of the freedom fighters there? We will definitely not - be doing a service to them. And what will happen if you get into a war? After the Second World War we know wherever wars have started they have not ended. Even in our confrontation with Pakistan in 1965 what happened? It was a political solution that was reached and that is you Tashkent Agreement. Nowadays wherever wars start in the battle fields it never ends. And any student of international politics knows that now there is a trend of change in the political power pattern in the world. It is not that America is running to Chou out of love; it is because the American Dollar is terrified by the Japanese Yen and the West German Mark. It is to safeguard their own economy and their markets outside. They cannot now compete in the Asian market because Japan is the biggest competitor there and in the European market West Germany is their biggest competitor. The warmongers and the people in the Pentagon think that if there is a world conflagration their production will rise by 300 per cent and out of that if 150 per cent is dumped either in the pacific or in the Atlantic 150 per cent will remain for home consumption. All these merchants of death and destruction will squeeze their blood and also give a little employment to their poor people because America is also suffering from unemployment. The last American Budget was a deficit Budget. So there is no more the question of the Dollar ruling the entire. The Pattern is being changed. I not know whether it will change but the trend has started. In that view and also with our enlightened national interests in view we should consider every situation in the light of the realities of the situation and then come to a decision to take action. In that case I would advise the Government not to rush into things.

Now what is American next game? It is not simply to discover the world, as Mr. Biju Patnaik said, that our Minister of External Affairs went all over the world. He has already discovered the world. It may be that Mr. Biju Patnaik is trying to discover something more. Now, what happens? America is terribly losing in the Vietnam war. They have taken a view of the Chinese market. Secondly, they want to come out of their involvement in Vietnam with grace. They would have done it peacefully, but the mongers of war in the Pentagon will not allow the Nixon administration to keep quiet. They want war somewhere or other. They want to transfer Vietnam into Bangladesh and if we get ourselves entangled in that we will be a party to that war. That war also is not going to end so soon. Therefore, I think that stand taken by the Government is the most correct stand and in steering the ship of state over tidal waters we need not worry about private opinion. Private opinion will not help in running a Government. We have to take things as they are, accept things as they are and act keeping our national interests in view. We must not follow our friend, Mr. Biju Patnaik. Unfortunately, he made a little drama and walked out of the House. He is not here now. He said that during 1962 he gave advice to Mr. Nehru. I would rather say that Mr. Patnaik misguide Mr. Nehru by saying that the Chinese forces on the other side of the border were not adequate and he could take an adventure and the same Mr. Patnaik talks of war and war. Who wants war? The poorman

dose not want war. The socialist, Mr. Rajnarain, does not want war. War is wanted by capitalists, by industrialists, by gangsters, by people who want to make money. I know that Mr. Biju Patnaik's industries are in a very bad condition and if there is war he will ask the Government to give permits and licenses so that he could mint money. That is the interest which will serve Mr. Bhandari or Mr. Biju Patnaik.......

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Is this the way in which you interpret Mr. Biju Patnaik's speech?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: War, whether it is for Bangladesh or anything else is always bad. I am sorry Mr. Patnaik attacked all our Generals. Through you, Sir, from this House I pay glorious tributes to the Indian Armed Forces. I appeal to our Armed Forces to be ready for any eventuality that at any time may come, so that people who talk in America's language, people who talk in Mr. Rajnarain's language will know their place and will know their size. I am proud of our Armed Forces. They have fought well in 1965. They had fought well in his second world war. I am not going to accept that our Generals are not prepared. I know when Mr. Patnaik say that was a freedom fighter and for four years he was in jail, after the attainment of freedom how he cashed in by getting his industries and how many crores he made out of them. Also, in 1965 it was alleged that an airline owned by him, when goods were to be airlifted and dropped to the Jawans, was found to drop goods elsewhere. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): He was in the Congress.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: If he acts against the national interest, I will don't spare him.

শ্রী রাজনায়ণঃ কোন কোন মন্ত্রী কত কামিয়েছেন, কত খেয়েছেন, কত লাইসেন্স নিয়েছেন এখানে কি তার বিবরণ দেয়া হবে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলুন।

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Through you I want to assure Mr. Rajnarain that all my life is an open book. For twenty years I have been in politics, if anybody says or if anybody can prove that I have twenty years I have been in politics. If anybody can prove that I have made even a pie wrongly, not only I will retire from this house but I will retire politics altogether. My life is an open book. Therefore if anybody, even Mr. Om Mehta, does anything wrong tomorrow and if it comes to my notice, I will ask Mr. Om Mehta and then I will also join issue. We have come to a stage in our life, in our country. We are not going to have the old techniques; we want a clean and good and also an efficient Government so that we can proceed with our ambitions. Mr. Biju Patnaik made another allegation that we are training a guerilla.......

শ্রী সুন্দর সিংহ ভান্ডারীঃ এখানে কি বীজু পেটনায়েক - এর যোগ্যতার ওপর বিতর্ক চলছে।

THE VICE- CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You will have your chance later on.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভান্ডারীঃ আপনি যদি বীজু পেটনায়েক-এর ওপর বিতর্ক অনুমোদন করেন তাহলে আমিও তাঁর বিপক্ষে অনেক কথা বলতে পারি।

SHRI BRAHMANNDA PANDA: Mr. Bhandari, you will please bear with me. I am countering his points because they concern the whole debate here. I am not talking

anything irrelevant. He has made another allegation that we are having training camps inside our border and training guerillas and sending them. Sir, it is completely a lie, it is unfounded. There is no camp on our side of the border nor have we directly or indirectly got anything to do with their warfare. It is their fight, they are fighting. If anybody is there who says that there are training camps inside our border and we are sending people there. I may humbly say that he is talking Yahya Khan's words and not reflecting Indian views. I would say that they will have to fight their own battle and they are doing it. It is only we people who are feeling that they are weak.

Sir, some hon. member, pointed out that there is a fear if you recognize, what will china do? If we recognize what will America do? If we recognize what will our country do? I would like to say that we are a nation. We not a small island left out in the entire world. When you come to a decision, it is generally on a balance of fats; you have to know the realities; you must know where to take a decision and how to take a decision. You have to take into account that your enemies are who your friends are, what will be the political aspects and what will happen, and the international complications can never be forgotten. That is why I say to my good friend Mr. Mukherjee, not to be impatient. I know his feelings on Bangladesh. They are deeper. He is more sincere and he feels hurt more than I because he happens to belong to the same culture and language...

SHRI CHITTA BASU (West Bengal); It is not a question of him.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Personally and individually, I would rather give that complement to him. But these are not things to be decided or be decided pr to be talked about or discussed openly on the floor of Parliament. And when such a Resolution comes up. it is natural that there will be a controversy. Some will say in favor of it, some also will speak against it and that will not help the morale of the fighting people there who are now everyday fighting and dying in trenches and in the fields and who are also carrying on all sorts’ guerilla warfare. It will not help their morale. So, let us discuss this and try to know whatever to be got from the Government, but let us leave it to their judgment because I dare say- I do not say that they in the cabinet are better and wiser than Mr. Rajnarain- always a Government is in touch with the realities, more than others. We may know certain facts from newspapers, from some other places, we may come to our conclusion with that analysis but they are the people who are concerned with realities. If at all it is to be decided whether it is war or it is recognition or non- recognitions it is the Government and their agencies who collect material and who are posted with up to date facts tat alone can do it.

SHRI CHITTA BASU: Then Parliament has to be overruled.

SHRI BRAHMANDA PANDA: I do not say that Parliament will be overruled. I am as good a Parliament member as you are.

SHRI KALYAN ROY: You are even better.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: There are many things. I do no want to report.

শ্রী জগদম্বী প্রসাদ যাবদ (বিহার): যখন হতে আপনি সারেন্ডার করেছেন তখন হতে আপনার ভাষা বদলে গেছে।

শ্রী ব্রাহ্মণন্দ পান্ডাঃ ভাষা তো ঠিকই আছে, আপনার দেখা ও শুনার ভুল।

If anybody says that we are having training camps on this side of the border and training guerillas for the Mukti Fouj, I refute that charge.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Thank you.

SHRI BRAHMANAND PANDA: Some friend drew the attention of the House to the history of the past. But for me the future is history and not the past. It is the future history that counts. My friends quote so many things from the history. But I look to the future as history. With our statesmanship and with our wisdom we can bring back glory to this ancient. India is a great country. I never say that we are not a great country. I am proud of it. We are a great country, and we should always look forward to create history and not loopback. We are creating our own history. Let us look at the history with a different angle.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Thank you.

SHRI BARHMANANDA PANDA: Let us read the history in terms of our people and not in terms of capitalists, Maharajahs and Saudagars.

Therefore, Sir as the Government is aware of the sentiments of the country, of both houses of Parliament they should always be in touch with the realities as they are.

Again, before concluding, I would appeal to our Armed Forces, after paying them my glowing tributes, to be ever prepared for any eventuality which may be created at any time because they are the people who will defend our homeland and the borders. They are the real people thank you.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S GURUPADASWAMY): Mr. Chairman, Sir, I have listened carefully to the debate and many points have been made by my friends. In the past also we have had many useful discussions on this issue. I am wondering, Sir, whether there is any change since we debated last, any change in the attitude of the Government. In spite of the fact that there has been considerable shift and change in the material situation in Bangladesh, the Government of India seems to be sitting quiet and on their face I see nothing but inaction. In their outlook I see nothing but chronic complacency. (Interruption).That is what I am seeing. If you see something else you can tell later.

Sir, there are moments in the history of a nation, very rare moments which cannot come back. In my view, Sir, such a moment arose in the month of March, on the 25th of March, when the freedom fighter the leaders of the popular forces, declared their independence. And the Government of India was expected to play a useful role. I for one thought that the Government would play role of helping the construction of a statue liberty in Bangladesh. I for one thought that they would be the architects of the freedom arch in that area. But sadly I find to-day that they seem to be in a desperate mood of writing the epitaph on the funeral structure of Bangladesh. Sir, as I said, rare opportunities come very rarely to a country. And that opportunity has been missed by the

Government of India. If the Government of India had correctly assessed the situation, had the wisdom and the courage and the forethought, it would have been possible for the Government of India to respond to the call of the freedom forces of Bangladesh and the Government of India would have really helped the freedom forces if early recognition had been accorded. Sir, we are as a nation losing that opportunity very fast, a golden opportunity, a rare opportunity now slipping away from our hands, an opportunity which if it had been seized would have brought about a miracle of change, a metamorphosis which would have created a new Government in Bangladesh, a new political reality, which would have enabled these forces to establish a sovereign democratic Government. It is known that without sympathetic external assistance by fraternal Groups and nations, no freedom struggle will be a success in this world. It is so because the other like-minded nations also come min automatically. They have got to play a role; they influence events. I ask this Government most humbly whether they have played their role properly, whether they have conducted themselves well, whether it is not a fact that this rare occasion has been allowed to slip away from our hands. The Government is still harping upon recognition being given late. Mr. Swaran Singh is not opposed to recognition. Neither is he for recognition. This is a very curious position to take. This House is faced with a situation where the Government is neither positive nor negative. I can very well understand if the Government says that says that we are not concerned with Bangladesh and we are not recognition Bangladesh. That is not position of the Government. Not does the Government say that they would accord recognition. Therefore, I say, the Government is paying the typical, classical role of Hamlet. You know, Sir, what Hamlet in the play did. "To do or not to do". The Government of India is in a similar situation today to or not to do. They have got strength. They have got power, I am sure.

SHRI SASANKASEKHR SANYAL (West Bangle): The Government knows very well what to do and what not to do.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: They have got the wherewithal to face the situation, but the tragedy of the Government is there is no awareness on their part, there is no appreciation of the reality. They do not know that the opportunity is slipping from their hands. Do they honestly believe that in a distant future there will be opportunity when they will recognize Bangladesh. Are they honest about it is not a fact that it is their hesitation, their procrastination, their vacillation, looking outside always, not looking to themselves, which has caused a great damage to ourselves and which has caused a great damage to the freedom fighters. The Government started by saying that Bangladesh is not the issue of Bangladesh alone, but that it is also an international issue, there they went wrong. It was primarily their issue and our issue. And having taken that false position, they had to justify themselves, they had to have globe-trotting, they had to send their emissaries. Ministers and others, to other countries. Instead of taking a decision here, they resorted to glob-trotting and travels abroad. They made it an international issue. And with what results? Today because of our own action in trying to make it appear an international issue, we gave opportunity and scope, to other powers, in particular, the United States to twist and change the very character and nature of the struggle. When we said it is an international issue, the other Governments naturally felt happy that they could intervene, that they could suggest many things. Today there is a suggestion that

observers on behalf of the United Nations have got to be there both on the side of Pakistan and India. And we are opposing it. Do they realize that this is also one of the consequences that overflowed from the policy adopted previously? Do they imagine that the international powers, the big powers in particular, will bale us out? The Soviet Union is not interested to change the balance of power in the subcontinent. The United States is not interested to change the balance of power in the sub-continent, nor is China nor is the Arab world, nor is other European countries, nor is Japan. This is the reality. They do not want to change the balance of power and they do not, therefore, want to see that Pakistan is in trouble. They would like to maintain the status quo .Was it not known before? Many of us said on the floor of the House long back that we should not run about like helpless people seeking help and assistance from other countries, My contention is if we had acted long back, three months back, within a fortnight when the Bangladesh struggle began, if we had accorded recognition and if we had accepted the political and military implications of that recognition, the refugees would in have come to India. It is my contention we got the refugees because of our own policy. We expressed sympathy in Lok Sabha, and promised them support. But the result is that the Bangla forces did not get any help and the Pakistan Army became more ruthless because we were no taking any interest excepting expression of sympathy. The consequence was that there was a huge exodus of refugees. Please believe me when I say, if we had accorded recognition to Bangladesh and taken adequate steps to help them, the problem of refugees would not have been there in India. These very refugees would have been converted into solders and fighters. Because of our failure, the have become refugees on our land. This is the tragedy. This is the consequence of inaction. This is the consequence of chronic complacency and this is the consequence of miss-application of judgment or taking wrong judgment. The refugees have to be cared for. The whole nation is undergoing suffering, the whole economy is collapsing and the whole eastern part of India is exposed to danger, for what? For the stupidity of this government. The government has been stupid, Sir, I must say. Their policies have been absurd. If they have not been mentally prepared to support Bangladesh...

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi): Our industry is collapsing and economy is collapsing. Will a war give fillip to industries?

SHRI M.S. GURUPADAWAMY: In my previous speech on Bangladesh I made one observation. I want to repeat that for the benefit for the hon. lady Member. I said on the other occasion that without declaring an open war, Pakistan has imposed on us burdens which are more than war burdens. Is it not a fact? I think declaration of war against Pakistan would have been much better than being inactive. So, without war we are facing war burdens. This is the kind of tragic situation we are in today. Is it not a fact. By sheer helplessness and hopelessness of this government, our country has been dragged into this dangerous economic collapse followed by political instability; there was an opportunity to create an atmosphere of political stability and peace and to bring about development in this area. What is happening today? What will happen tomorrow? My own forecast is I pray that this forecast may not come true-that if this situation is allowed to remain in fluid state, the whole area will be taken over by the extremists-call them by any name you like. The economic burdens caused by refugees will be so immense that the economy

will go out of gear. It has gone already out of gear. Perhaps the Prime Minister and the Government of India may try to find out an alibi for their inaction and to economic collapse. They will say: "Oh"! There; are refugees and therefore we cannot bring about development; we cannot have economic growth". This alibi should not be given by the government. They have no moral authority to give this kind of alibi.

I pose this question. What is the alternative before us? Let us face this squarely. We have 75 lakhs of refugees and it may go up to 10 millions in course of time. Do they want to send these refugees? Do you think they will be able to do that in the immediate future? Is it the contention of the government that the Mukti Fauj forces will be able to establish their authority and take over the country and drive away the military forces of West Pakistan? If that is so. I say I am sorry for this kind of assessment. I for one believe that Yahya Khan's Army is already strong compared to the Mukti Fauj forces. They have got sophisticated equipment. Big powers are involved in this. Sardar Swaran Singh is following a policy of non-involvement. The truth is that there is involvement of big powers in this, including Soviet Union. Soviet Union has not come forward and said that they are in sympathy with the freedom fighters.

SHRI KALYAN ROY: They have.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: They have only condemned genocide. Americans are giving the positive help. China is supplying arms. Several Middle East countries are actively involved in assisting the West Pakistan regime. In this situation, do you expect Bangladesh forces and the freedom fighters will be able to triumph? I do not think so. If you say that they will, it is foolhardy. I am putting this question before the minister. Do you think that the refugees will be going back within six months, one year or two years? If they want to send them back, what measures they are going to adopt? They are harping upon the idea, and they have been telling Members of Parliament, that Bangladesh is not Indo-Pakistani affair. Has it not become an Indo-Pakistani affair? You may repudiate. Are you not criticizing the regime of West Pakistan? Is there no confrontation with Pakistan? The Home Minister said the other day that our forces are posted on the Indo-Pakistan border. They have repeated it *ad nauseum* that Indian forces are ready to meet any contingency and they are going to defend our country and interests. Do you think that Pakistan Army will provoke us to make war against them? It is not in their self-interest. Why should they declare war against .US?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: One clarification.....

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: I do not yield. I am giving my own analysis of the situation. Pakistan is not going to oblige us by declaring war against us. You believe me. There may be skirmishes to a small extent, here and there. Some friends gave the figures of death on the Indian side of the border. But I say there will be no general war. Pakistan will not take initiative in declaring war against India. Why should they? They are having free run i Bangladesh. There is no trouble for the Pakistan Army there. It is said in certain quarters that the Mukti Fauj forces are harassing West Pakistan Army. They have no food supplies. Therefore, they will be starving out of existence. Can believe all these? Can you mouth these? Sir, the Army will have the food supplies first and

foremost. It is always the people who suffer. How long can this harrassment be maintained by the Mukit Fauj? Not for long. Is it contended seriously that the morale of freedom fighters is very high today?

AN HON'BLE MEMBER: It is high.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: May be high fir the time being. I may concede that. But is it so high which will enable them to achieve victory in the end? I do not believe this. Therefore, Sir, the question is this: What is the strategy, what is the policy, what is the attitude that we should adopt? Firstly, to see that the Bangladesh forces are helped and secondly, to see that conditions are created in Bangladesh in such a manner that the refugees we have on hand may go back. But there is no answer to this except the helplessness on the part of the Government.

But the question is this: Where is the alternative for us except to have a confrontation with Pakistan? I am not a warmonger. But where is the alternative for us? Do you mean to say that there will be a peaceful settlement between Went Bengal and Bangladesh? Do you mean to say that the refugees will go back and settle down and will shake hands with us after some time? I do not believe so, Sir, The purpose of this resolution is very clear. The resolution says that we should accord recognition within a short time. And, Sir the time is already late and time is our enemy. We have already missed the opportunity, the occasion, when we had to recognize Bangladesh. I know there is an amendment from a friend on the other side. The amendment says that the Government should recognize Bangladesh at the appropriate moment is already passed and it will never come?

Sir, perhaps Mr. Swaran Singh will recognize Bangladesh after its death.

SHRI KALYAN ROY: He will do the same thing which they did to Czechoslovakia.

SHRI M.S. GURUPADDASWAMY: Yes. Perhaps, after the death of Bangladesh they will recognize and will give recognition, recognition in the sense that we will remember that once upon a time there was a Bangladesh movement and the people of Bangladesh rose in revolt against the atrocities of the Pakistani Army and they died.....

SHRI KALYAN ROY: Heroically....

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: .... heroically, as my friend put it , and we would erect a memorial or write an epitaph on the tomb of Bangladesh. That is what we will do Thank you, Sir.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভান্ডারী (রাজস্থান): উপসভাপতি মহোদয়, শ্রী প্রণব কুমার বাবু একটি বেসরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সংসদে আলোচনার অবকাশ দিয়েছেন। যখন থেকে স্তন লোকসভা গঠন হয়েছে এবং অধিবেশন শুরু হয়েছে তখন হতে বাংলাদেশ প্রশ্নটি আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে। যে প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক আমরা ৩১শে মার্চে করেছিলাম এবং যেটি পাশ হয়েছে ওই প্রস্তাবও সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতি। উভয় বাংলাদেশের প্রশ্নে বিতর্ক উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছিল তখন সরকারের পক্ষ হতে বলা হল যে পৃথক পৃথক প্রস্তাব আনা উচিত হবে না। আমরা

কি একত্রে বসে এ প্রশ্নের একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব আনতে পারি না? এই পারস্পরিক আলোচনার ফলেই উভয় সভায় প্রস্তাব পেশ করার জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ওপর ভারার্পণ করা হয় যাতে এই প্রস্তাব কোন সংশোধন ও বিতর্ক ছাড়াই অবিসম্বাদিতভাবে উভয় সভায় গৃহীত হয়। এই প্রশ্নে আমরা একটি জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছি ভেবে আমি প্রসন্নতা রোধ করি। এটি স্বাভাবিক, ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিলে মিলেমিশে চলতে পারা যেত। এখন একক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর এই আওয়াজ উঠছে যে এরপর সামনে চলার চূড়ান্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র সরকারী পক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হোক, অন্যান্যরা এতে হাত না বাড়াক। সরকার পক্ষই শুধু নয়। সমস্ত সংসদের অনেক সদস্য এব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আগ্রহী আমি এটা বুঝি না। এমন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে না। ৩১শে মার্চে আমরা যে প্রস্তাব নিয়েছি সে মোতাবেক সামনে অগ্রসর হতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সরকারদলীয় একজন সদস্য প্রস্তাবে এই সংশোধন এনেছিলেন যে , স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। বন্ধুবর শ্রী ব্রম্মানন্দ মহাশয় ভাষণ দানকালে বলেছেন, আমরা প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছি, স্বীকৃতি দেয়া হবে কি না এসব ব্যাপারে মীমাংসা সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক।

SHRI BRAHMANANDAPANDA: No, no I did not say like that.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I would like you to look into the record.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I said that recognition at appropriate moment should be left to the Government.

SHRI SUNDAR SINGH BHABDARI: Recognition, or no recognition, that was the word you used. It is good that you take it back.

শ্রী সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারীঃ আপনি হয়ত ভুলে এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন কিন্তু আপনি যা ভুলে বলেছেন সমগ্র দেশের মানুষের মনে আজ তাই আশঙ্কা উদ্রেক করছে। স্বীকৃতি কখন দেয়া হবে আজ এ চিন্তা মানুষের মনে তত বেশি নয় যতটা এই যে, স্বীকৃতি দেয়া হবে কিনা, যেমন জনৈক মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তৃতায় খুব জোরের সাথেই বলেছেন যে, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে সরকার এখন হয়ত পিছুটান দিতে যাচ্ছেন। এ কারণেই এই প্রশ্ন আজ দেশে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এখন এ কথা ও বলা হচ্ছে যে, এই ইস্যুতে দেশ ভাগ করার প্রয়াস চলছে। এত কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে যে রাষ্ট্রীয় ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যা সবার সম্মিলিত প্রস্তাব ছিল সরকার যদি এর আলোকে অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত হন বা পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করেন যার ফলে ওই প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সারা দেশ এর ওপর প্রস্তাব পাশ করে বসে থাকবে এবং অপেক্ষা করা দেশের জন্যও শোভনীয় হবে না। আমরা যদি বাংলাদেশের প্রশ্নে দেশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই তাহলে সরকারকেও তার হঠকারিতা ত্যাগ করতে হবে, দেশের অভ্যন্তরীণ সবকিছু উপেক্ষা করে সরকার সমস্ত দেশের সমস্যা সমাধানের যে ঠিকা নিজের ওপর নিয়েছেন এটা ছাড়তে হবে ভারতের কল্যাণে কি আসবে বাংলাদেশের কল্যাণে কি আসবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিফহাল আপনারা হতে পারেন কিন্তু অবশিষ্ট সকল মানুষ অন্ধকারে আছে, তারা দেশের কল্যান বুঝতেই সক্ষম নয়, সবকিছু উপলব্ধি আপনারাই করতে পারেন আমরা আপনাদের এ অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত নই। এটি একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এদেশের শাসনভার আজ যদি আপনাদের বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়ে থাকে তবে তার অর্থ এই নয় যে, দেশের অন্য সব লোক এর কল্যান সাধন কিংবা এর নীতি নির্ধারণ নিজের চিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছে সকল দায়িত্ব নিজ নিজ সরকারের মনে করা হোক বা ব্যক্তিবিশেষের মনে করা হোক, কিংবা নিজের দলে মনে করা হোক না সে দলের দায়িত্ব ব্যক্তিবিশেষের ওপর- এ সকল দায়িত্ব আপনাদের ঘরের হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে আপনারা সকল দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে এবং অন্যদের অন্ধকারে রেখে এদেশে ঐক্য বজায়

রাখতে পারবেন না। এ ব্যাপারে আমার আশঙ্কা রয়েছে। আমি চাই না, এই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হোক বা মতদ্বৈধতা হোক। কিন্তু এ জন্য শুধু অন্যদের দোষারোপ করলে চলবে না।

এ প্রশ্নে কেন বিলম্ব হচ্ছে সরকার তার কোন কারণ দেখাতে পারছেন না। এই বিলম্বের দরুন যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা দুনিয়া দেখছে, ভারতের প্রতিটি মানুষ দেখছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, অন্ততঃপক্ষে স্বীকৃতিদানের আশ্বাস না দেয়ার দরুন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলছে। কোন ব্যক্তি এজন্য আশ্বস্ত হতে পারছেন না যে স্বীকৃতি দেয়ার পরও দেশে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এইরূপ হতো। আমি বুঝতে পারছি না, যদি সরকার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাহায্য চাইতো তারা সাহায্য করতে তৎপর হতো তবু এই ৮৫ লক্ষ লোক যারা উদ্বাস্তুরূপে এসে পড়েছে তাদের সংখ্যা অনুরূপ হতো। সরকার এখনো বলেছেন, প্রতিদিন ৫০ হাজার লোক আসছে। পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী এই সংখ্যা কোটির কোঠা ছুঁইতে পারে এজন্য আমরা এ প্রশ্নে কোন মীমাংসায় আসতে চাইছি না, আমরা অপেক্ষা করছি আর উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়েই চলছে। আমাদের পদক্ষেপ না নেয়ায় এই সরল পরিণতি আমাদের দেশের ওপর পড়েছে। এটি এরূপ প্রত্যক্ষ যে, যে কেউ এটি দেখতে পারে। বহির্বিশ্বের মতের প্রশ্নে যতদুর বলা যায় আমরা তা অর্জনের চেষ্টা করছি। সরকারের ভাষ্য হচ্ছে , সারা বিশ্বে আমাদের প্রতিনিধি গেছে এবং বার বার এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আমরা আশা করি তারা ভারতের বিষয়টিকে খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তারা যদি বুঝতে আরম্ভ করেন তবে খুব ভাল কথা কিন্তু তারা বহির্বিশ্বে ও জাতিসংগে যে কাজ করেছে তাতে এ কথার পরিপুষ্টি হয় না, জাতিসংগে এ প্রশ্নে। জাতিসংঘের পক্ষ হতে ভারত ও পাকিস্তান পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য আলোচনা ও প্রস্তুতি চলছে। ভারতে পর্যবেক্ষক প্রেরণের বিষয়টি কিভাবে সৃষ্টি হলো। আমি বলছি, আমরা কখনই মেনে নেবো না। কিন্তু এ আলোচনা শুরু হলো কিভাবে? একদিকে আমরা উপলব্ধির কথা বলছি, একদিকে আমরা বলছি যে, বহির্বিশ্ব কর্তৃক এ সমস্যা উপলব্ধির পর আমাদের পক্ষে একটি --- সৃষ্টি হচ্ছে আর অন্যদিকে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাকিস্তানের সংগে সংগে ভারতে পাঠানোর কথা চলছে। এ হচ্ছে যে, বার ও পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান বের করা উচিত। বিশ্বের যে সব রাষ্ট্র রাজনৈতিক সমাধানের কথা চলছে, আমি সরকারের কাছে জানতেচাই, কোন আন্তর্জাতিক শক্তি এ কথা স্পষ্ট করে বলেছে যে ইয়াহিয়া খানের প্রবাসী লোকদের সঙ্গে বসে রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান করার কথা বলে থাকতে এটি তার অন্তর্গত রয়েছে, এরূপ হলে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হোক এবং সরকার এটা পরিস্কারভাবে বলুন। আমি মনে করি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যে আলোচনা চলছে তাতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতকে দুটি পক্ষ ভেবে আসছে। আমরা বাংলাদেশের প্রশ্নটি কিভাবে বুঝিয়েছি, আমরা কি বলতে গিয়েছি এ প্রশ্ন সাম্প্রতিক সফরের কি প্রভাব পড়েছে।

এই সফরের ফলে অবশ্যই মানুষের মধ্যে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কিছুটা সহানুভূতি জেগেছে। তাদের জন্য ঔষধ ও খাদ্য এসেছে এবং বিশ্ববাসীর কাছ হতে আমরা কিছু সাহায্যও পেয়েছি। আর হয়ত এরূপ কিছু সাহায্য আমরা পাব কিংবা সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে কিছু বলা যায় না কিন্তু যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন বিদ্যমান সেখানে রাজনৈতিক সমাধানের কথাবার্তা বিষয়টিকে কোনভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার দরুন বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না।

বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধাবার একটি কারণ সৃষ্টি হবে এই বিতর্ক বারবার উত্থাপন করা হয়। আমি বুঝি না পাকিস্তান আমাদের স্বীকৃতির প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অপক্ষো করছে। পাকিস্তান পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে বাংলাদেশের কোনও অংশ যদি এমন হয়ে যায়, যেখানে পাকিস্তানী সৈন্যের প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে কিংবা কোন অংশ যদি স্বাধীন হয়ে যায় তবে তার দায় দায়িত্বও ভারতের । এই ভিত্তিতে পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণার অধিকারী হয়ে যাবে। এই ঘোষণা সে করে রেখেছে। সুতরাং আমরা যদি স্বীকৃতি না দেই তাহলে পাকিস্তান বুদ্ধ বাধাবে না আর যদি স্বীকৃতি দেই তাহলে যুদ্ধ বাধাবে এমন কোন কথা নেই। আমার জিজ্ঞাসা স্বীকৃতির ব্যাপারে এত বিলম্ব কেন? এটা কি এজন্য যে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

নিজেরাই স্বাধীনতা যুদ্ধ করে নিজেদের বেশ স্বাধীন করবে, কিন্তু এই স্বাধীনতার দায়- দায়িত্ব পাকিস্তান ভারতের ওপর আরোপ করতে চাচ্ছে। পাকিস্তান ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধাবার কোন ছুঁতো পাচ্ছে না। তার জন্য আপনারা কতদূর নিজের দিক রক্ষা করে চলবেন। এখন একটি পথ মাত্র খোলা আছে, মুক্তিযোদ্ধা যাতে পাকিস্তানে কোন এলাকা মুক্ত করতে না পারে, এটা এজন্য যে, ভারত তাকে সে এলাকা মুক্ত করে দিয়েছে এবং যেহেতু ভারত সে এলাকা মুক্ত করে দিয়েছে সেজন্য পাকিস্তান ভারতের সংগে যুদ্ধ করার পূর্ণ অধিকারী পাকিস্তান এই অজুহাত দেখাতে সক্ষম না হয়। আমি মনে করি এরূপ বিতর্কে নেমে আমরা নিজেদেরকেই প্রতারনা করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের প্রশ্ন আমাদের প্রতিবেশীর প্রশ্ন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু আজ ভারতের ভূ-খণ্ডে। তারা কেন ভারতে এসেছে? বাংলাদেশের অন্য প্রান্তে, খুব কাছাকাছি, বার্মায় কেন ঢুকে পড়লো না, ভারতে কেন এল? এটি ইতিহাসের কথা যা বাংলাদেশের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়, এটি পুরাতন ইতিহাস। এটি ১৯৪৭ সাল উত্তর ইতিহাস। পাকিস্তানের অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ ভারতে আসতো। বাংলাদেশের মানুষ অভিনব কিছু করেনি। পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়ে মুক্তিকামী মানুষ বাঁচার সহজ উপায় মনে করে ভারতে এসেছে।

শ্রী চাগলা এখানে বলেছেন বাংলাদেশে প্রতি স্বীকৃতি, বাংলাদেশের স্বাধীনার ব্যাপারে সহানুভূতির অর্থই এই যে, পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের অংগ নিয়ে টিকে থাকবে না, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের বিলোপ ঘটে তবে আমাদের ভয় কিসের। যদি আমি একথা প্রথমেই বলতাম তাহলে আমাকে সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তান বিরোধী বলে অভিহিত করা হত কিন্তু এখানে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাব উত্থাপনকারী শ্রী প্রণব কুমার মুখার্জী বলেছেন, বাংলাদেশের এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান পূর্ব বাংলা হতে প্রতিটি হিন্দুকে বের করে দেয়ার প্রয়াস নিচ্ছে। শ্রী চাগলা সরকারী হিসেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ৭০ লক্ষ রিফিউজীর মধ্যে ৬৫ লক্ষ হিন্দু। আজ এই সত্য কথাটি বললেও সরকারের দিক হতে বলা হবে এই প্রশ্নকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। সত্য ভাষণে সাম্প্রদায়িক মোড় আসে না। হয় আমরা যা ঘটছে তা থেকে নিজেদের চোখ ঢাকি, পাকিস্তানের অভিলাষ কি তা থেকেও আমরা দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখি, নয়ত পাকিস্তান বাংলাদেশে কি করতে চায় তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোন মাথাব্যথাই থাকা উচিত নয়। আমাদের দেশে এই প্রশ্নকে আমরা একটি জাতীয় সমস্যা মনে করি।

...আজ পাকিস্তান সামরিক তৎপরতার মধ্যে বেছে বেছে প্রতিটি হিন্দুকে পূর্ব বাংলা হতে ভারতে বহিষ্কার করে দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে যখন থেকে পাকিস্তান হয়েছে তখন হতে তার এই মনোভাব সক্রিয়। ভারত পাকিস্তান বিভাগের শর্তসমূহ ১৯৪৭ এর ১৪ ই আগষ্ট হতেই মুছে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তান কখনও তার তোয়াক্কা রাখেনি। পাকিস্তান এসব পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে এবং করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিপরীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হ্রাস করতে হবে, ওই নীল নক্সার অন্তর্গত এই শেষোক্ত বিষয়টির বিষয়ক্রিয়া অধিকতর তীব্র। ইহা তাদের নীলনক্সা অনুযায়ী পূর্ণ হচ্ছে। আজ আমরা যদি উদ্বাস্তুদের এই বোঝা হতে আমাদের দেশকে মুক্ত করতে চাই তাহলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এটা তারা নিজেরাই চাচ্ছে, আমরা নিজেদের পক্ষ হতে করছি না, এটা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের লোকেরই বলছে যারা নির্বাচনে বাংলাদেশে প্রায় ৯৮ ভাগ জনসমর্থন পেয়েছে। যে ক্ষমতাসীন দলের সরকার তাকে সেদলই নির্বাচনে নেমে জনগণের ভোট নেয় এটা আমরা দেখে আসছি কিন্তু মিলিটারী জান্তার অধীনে একটি বিরোধীদল ৯৮ ভাগ সমর্থন লাভ করে এটি পৃথিবীতে সম্ভবতঃ নজিরবিহীন আর এই প্রবল জনসমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশে আজকের নবগঠিত সরকার। তারা আবেদন করেছে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে, তাদেরকে সাহায্য করতে। আমরা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মিত্রতালাভ করতে পারি, এই গণহত্যার ইতিহাস ওখানেই থামাতে পারি। গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা তারা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের একটি অন্তর্জালা একটি আকাঙ্খা প্রকট করছেন মাত্র। গেরিলাযুদ্ধ সৈন্যদের হয়রানি করতে পারে, সৈন্যদের দ্বারা কৃত অত্যাচার ঠেকাতে পারে না। যদি

আমরা বাংলাদেশের ওপর নির্যাতন রোধ করাতে চাই, সৈন্যদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা বন্ধ করাতে চাই স্বীকৃতি লাভের পর বাংলাদেশ সরকার আমাদের কাছে এ কাজের জন্যই সাহায্যের আবেদন রেখেছেন অতএব এ প্রশ্নে আমাদের আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

বাবু জয়প্রকাশ নারায়ণও এটি সমর্থন করেছেন। তিনিও বিশ্বসফর করে...তিনি এতদূর বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করবে শুধু এই ভয়ে আমাদের এটি এড়ানো উচিত হবে না। বাংলাদেশের প্রতিও আমাদের একটি কর্তব্য আছে, আমরা তা পালন করব। সরকারের এতে বিলম্ব করে আপন কর্তব্য হতে পেছনে সরে আসছে এতে আমরা ক্ষুব্ধ এবং এ আশঙ্কা সারা দেশে বিস্তারিত হচ্ছে। এ কারণে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে এই অসন্তোষ এখন প্রকট হবে। সরকারকে তার কর্তব্যদের প্রতি সজাগ করার জন্য, সরকারকে তাঁর অবধারিত কর্ম সত্বর বাস্তাবায়ন করানোর জন্য কাল থেকেই আমার পার্টি সত্যগ্রহের ঘোষণা করেছে। আমার নেতা শ্রী পীতাম্বর দাস এই সত্যগ্রহের নেতৃত্ব করেছেন। এটি সরকারের এই কর্তব্যবোধের প্রেক্ষিতে সত্বর মীমাংসা করার জন্য। কিন্তু সরকার যদি কোন পদক্ষেপ না নেন তবে তার ফলে উদ্ভুত পরিস্তিতির কুপরিনতি সারা দেশে দেখা দিতে পারে। এমন এক বিষয় যার ওপর নীতিগত দিক থেকে আমরা সবাই একমনা আমি চাই না, তার ওপর দেশে কোন প্রকার দ্বৈত সৃষ্টি হোক আমরা আজ পর্যন্ত মিলেমিশে একাজ করছি সামনেও একাজ মিলেমিশে করবার অবকাশ আছে। এজন্য এ প্রস্তাবের মাধ্যমে একটি আবেদন করা হয়েছে। ----- সংশোধনের মারফ শ্রী জগদম্বী প্রসাদ যা এনেছেন---- যে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে চলবে না স্বীকৃতির সংগে সংগে তাদেরকে সামরিক তথা অন্য সাহায্য দিতে হবে। এখন একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যাতে এ থেকে পেছনে সরে যাবার কোনঅবকাশ না থাকে। প্রস্তাবক মহোদয় বলেছেন যে, স্বীকৃতি দেয়া হোক, আমরা আরেকটি সংশোধন চাই যে, স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সামরিক সাহায্যও দেয়া হোক। এই সংশোধনীর সংগে প্রস্তাবকেও মেনে নেয়া হোক, আমরা এটাই চাই।

শ্রী শলিভদ্র ইয়াজী (বিহার): উপ-সভাপতি মহোদয়. বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে শ্রী প্রণব কুমার বাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি কিন্তু তিনি যে পার্লামেন্টের এই অধিবেশন চলাকালেই স্বীকৃতি চাচ্ছেন আমি তার বিরোধিতা করি। এই সংগে আমি শ্রী পুরকায়স্থ ও শ্রী সোনারাম কেশরীর সংশোধনী সমর্থন জানাই যাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। --

উপ-সভাপতি মহোদয়, ২৫ মার্চের পর উভয় পরিষদে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করার পর হতে বাংলাদেশে হিটলারশাহী চলছে। যখন প্রস্তাব পাস হয়েছিল তখন বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠছে, স্বীকৃতি দিয়ে যদি সাহায্য দেয়া হয় কিংবা না দিয়েও দেয়া হয়, আমি এর গভীরতায় যেতে চাই না, আমি সরকারের কাছে একটি কথা রাখতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের দেশে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম করছে সেটা কি তাদেরই সংগ্রাম? না। তারা তো সারা বিশ্বের জন্য সংগ্রামরত, ভারতের জন্যও তারা সংগ্রাম করছে।

দোষী কে? মুসলিম লীগ ও কংগেসের নেতারা দেশ ত্যাগ করেছে। দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসীরা গদীতে বসেছে। এ ব্যাপারে জনসাধারণের রায় মোটেই নেয়া হয়নি। দেশ ভাগের পর জনসাধারণ যদি মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইলেকশনে আসতো এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে তার পরে পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার প্রশ্ন কোথা হতে উঠতো। কিন্তু কাইয়ূম খাঁ ও ভুট্টো বলেছেন দুইজন প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং ইয়াহিয়া খাকে প্ররোচনা দিয়েছে যে এমন কোন কিছু হওয়া উচিত নয়। মুজিবুর রহমানের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসনের বাগডোর দেয়া হয়নি। ইয়াহিয়া খাঁ ও টিক্কা খাঁ ডাণ্ডা নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জনগণকে প্রহার করছে। এজন্য আমি বলতে চাই, এ যুদ্ধ শুধু বাংলাদেশেরই নয় ধরে নিন, আমদের দেশেও কোন পাগল

ইয়াহিয়া খাঁ হয়ে গেল, এখনকার সরকারকে জেলে আটক করল এবং জনসাধারণকে প্রহার করা শুরু করে দিল আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করব তখন কিঅবস্থা হবে। আজ বাংলাদেশের সংগ্রাম যারা করছে তারা গণতন্ত্রের জন্য, প্রজাতন্ত্রের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য লড়ছে।

আমার ক্ষোভ রয়েছে রাশিয়া ও আমেরিকার ওপর। তারা জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের ওকালতী করেন, প্রজাতন্ত্রের দোহাই দেন কিন্তু বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন না। চীন নিজেকে জনগণের সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা মনে করে, সেও আজ বাংলাদেশের জনগণকে নির্মূল করতে, তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে এবং বলছে আমরা ইয়াহিয়া খাঁর হিটলারশাহীকে সাহায্য করব। আজ যাঁরা গণতন্ত্রপ্রিয় লোক আছেন, তাঁরা কোথায় চলে গেছেন, বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তা থামানোর চেষ্টা কেন করা হচ্ছে না এবং তার বিরুদ্ধে কেন আওয়াজ তোলা হচ্ছে না? এটি মহাভারতের মত ব্যাপর হয়ে গেছে। যখন দ্রৌপদীর শাড়ী হরণ করা হয়েছিল তখন যত বড় বড় ব্যক্তি ছিলেন ভীষ্ম পিতামহ এবং কৃষ্ণ এরা নিস্ক্রীয়ভাবে তাকিয়ে ছিলেন এবং এরই ফলে তখন মহাভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আজ বাংলাদেশে ৭ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে। দ্রৌপদীর শাড়ী হরণ করা হয়েছিল। তখন মহাভারত যুদ্ধ হয়েছিল আজ এত মানুষ নিহত হয়েছে তবুও ভারতে জনগণ চুপচাপ বসে আছেন। রাবণ সীতাকে লঙ্কা নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে যুদ্ধ হলো এবং রামায়ন রচিত হলো। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ দেশকে বিভক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের জনগণ ভুল করেনি, ভুল করেছিলেন আপনারা যারা দেশ ভাগ করেছিলেন।

জনসাধারণের কোন ভুল ছিল না। আপনাদের দরুণ দেশ ভাগ হয়েছে, যারা ডিক্টেটর যারা সেনা পরিচালক যারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। একথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে যে বাংলাদেশে নারীদের ওপর কি কি অত্যাচার হয়েছে। এসব কথা আমি সংবাদপত্র পড়ে বলছি না, আমি সেখানে যাই, তাদের লোকজনদের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং এই ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, কোন মুর্দা লোকও যদি ওসব কথা শনে তবে তার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে এবং ইচ্ছে হবে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে তাদের হেফাজত করতে। পরিস্থিতি এরূপ কিন্তু আমরা কিছু করছি না। এক কোটি রিফিউজী এসে যাবে, সরকার বলছেন, ৭০ লক্ষ এসে পড়েছে।

শ্রী নাগেরশ্বর প্রসাদ শাহীঃ ৮০ লক্ষ।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজীঃ যখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলছে তখন শরণ সিংহ ভীষ্ম পিতামহের মতন কি বসে থাকবেন, চ্যবন বসে থাকবেন, ইন্দিরা গান্ধী বসে থাকবেন, রাশিয়া বসে থাকবে, চীন বসে থাকবে? আমেরিকাও বলছে যে, আমরা সারা পৃথিবীর গনতন্ত্রের জন্য লড়ছি তাহলে সে কি করছে? ওখানে গণতন্ত্রের কবর হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে যে গণতন্ত্রপ্রিয় লোকেরা ভোট দিয়েছিল তাদেরকে বেছে বেছে মারা হচ্ছে। হিন্দু মুসলিম প্রসংগ আমি তুলছি না, হিন্দুদের মধ্যে একশভাগই তো মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ছিল---

শ্রী যোগ্রেন্দ মিত্র (উত্তর প্রদেশ): আপনার জানা আছে একশ ভাগই ছিল?

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজীঃ আপনি এখানে বসে আছেন, আমি সেখানে যাই মুক্তিফৌজদের সাথে দেখা করে আসি, আপনি শুধু লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যান, আপনি তো শুধু দর্শক।

আমি বলছিলাম গণতন্দ্রের যে সংগ্রাম চলছে তাতে আমাদের করণীয় কি। এখন স্বীকৃতি দেয়া হবে কি না। আমাদের আজাদ হিন্দের সরকার গঠিত হয়েছিল নেতাজীর নেতৃত্বে, কোন সরকার স্বীকৃতি দিল কি দিল না এটাও মানি না। পাকিস্তান আজ বাঙ্গছে ভুট্টোর নির্বুদ্ধিতায়, ইয়াহিয়া খানের ভুলে পাকিস্তান ভাঙ্গনের প্রান্তে এবং চূড়ান্তভাবে ভাঙ্গবে কিন্তু আমাদের সরকার কি ভূমিকা পালন করবে। দ্বিজাতিতত্ত্ব চিরকালে জন্য নির্মূল করবে না কি করবে। সে যদি এখনই কোন পদক্ষেপ না নেয় তবে পূর্ববর্তী বক্তাগণ যেমন বলেছেন, তাদের সাহাযার্থে

অন্য কেউ আসবে, বাংলাদেশের লোক আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে, (বলবে), যতখানি করেছেন ঠিক করেছেন, কিন্তু শুধু বাংলাদেশই নয়, সম্পূর্ণ ইষ্টার্ণ জোন আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, এরূপ ফোর্সেস আছে, আমি আপনাকে সাবধানী দিচ্ছি। সরকার কখন এ্যাকশন নেবেন, কখন কি করবেন, আমি জানি না। কিন্তু সরকার বাংলাদেশে যুদ্ধরত মুক্তিফৌজের সাহায্য করা উচিত এটা নিশ্চিত করুক। অনেকেই একথা তোলেন যে, সাহায্য কিভাবে দেয়া হবে? পাকিস্তান কিভাবে করছে. বিদ্রোহী নাগাদের ট্রেনিং ঢাকাতে হয়, মিজোদের হয়--- তারা বলে না, তারা, কিন্তু আপনি করেননি। আমাদের সরকার কি করেছেন? বিজু পেটনায়েক আশ্চার্য কথা বলেন, তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, মুক্তিপৌজের যুদ্ধ কাগজের যুদ্ধ, তিনি নিজেকে স্ফুটনিক বলেন কিন্তু সৎবুদ্ধি একটুও নেই। তারা কত বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করছে। ফ্রন্টে গিয়ে আপনি তাদের মনোবল দেখুন, আপনি দেখে আশ্চার্য হবেন, নেতাজীর নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করছিল তাদের চেয়ে এদের মনোবল বেশী উঁচু। মুক্তিপৌজে যত যোদ্ধা আছেন কারো স্ত্রী নিহত হয়েছে, কারো কন্যা, কারো অন্য কেউ মারা গেছে কিন্তু তাদের চেহারায় কোন উদাসীন্য নেই। তাদের এই হুশও থাকে না যে তারা খেতে পাবে কি না। আজাদ হিন্দু ফৌজ যোদ্ধাদের স্ত্রী কন্যারা তো নিরাপদ ছিল, তাদের চেয়ে এরূপ অতিরিক্ত কষ্ট সয়ে এরা লড়ছে।

এজন্য সোজা কথায় আমি সরকারকে বলতে চাই যে, সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতি ঘোষণা করুন বা না করুন কিন্তু তাদেরকে সাহায্য দানের ঘোষণা যেন অবশ্যই করেন। রাজনারায়ন বাবু চলেছেন, শুধু পার্লামেন্টের যুদ্ধ ঘোষণা করলে চলেন। কূটনীতিও সংসারে একটি বড় জিনিষ। উক্ত কূটনীতি হচ্ছে, মিথ্যা কত ভাল বলা যায় তা জানা থাকা চাই। উত্তম কূটনীতি অনুসারে আপনার যা করণীয় তা করুন কিন্তু এটা বলবেন না। আমাদের চাণক্য ও কৃষ্ণের নীতি অনুসরণ করা উচিত ''আশ্বত্থামা হতৎ নরো ব কুঞ্জরঃ'' নীতি গ্রহণ করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্যের প্রদর্শিত পথে চলে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। মুক্তিফৌজকে আমাদের সাহায্য করতে হবে এবং আমরা সাহায্যও করছি কিন্তু আমরা কিছু বলব না। এভাবে আদেরকে আরো রশদ () দিয়ে সাহায্য করা আবশ্যক। যেভাবে চলছে সেভাবে কাজ হবে না। এই পেক্ষাপটে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই সংসদেই ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের জন্য ভারবর্ষের লোকদের যদি জাহান্নামে যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। আগেও পাকিস্তান যখন গোলমাল (গড়বড়) করেছিল তখন আমারা লাহোর ও শিয়ালকোট পর্যন্ত গিয়েছিলাম ভবিষ্যতে যদি দরকার হয় আবার আমরা তাই করবো।

শ্রী পীতাম্বর দাসঃ আপনি পরোক্ষভাবে লাহোরকে জাহান্নাম বানিয়ে দিলেন।

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজীঃ এ ব্যাপারে সমাধানের প্রশ্ন যতটুকু তা আর্মিকে করতে হবে আমি তা মানি না। সিভিলিয়ান সরকারই সমাধান করবে। আমাদেরকে অতিসত্বর সমাধানে পৌছতে হবে--- জেনারেল কায়ল () এর কথা আমি সমর্থন করি না। আমার বোঝা হয়ে গেছে আমেরিকা কতখানি গণতন্ত্রপ্রিয়, রাশিয়া কতখানি গণতন্ত্রপ্রিয়, চীন কতখানি গণতন্দ্রপ্রিয় সকলের মুখোশ উন্মোচন হচ্ছে। আজ বাংলাদেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে তা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। ওটি শুধু মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের লড়াই নয়। তাদের থামানোর জন্য সারা বিশ্বের মানুষ উঠে আসতে পারে।

সরকারের কাছে আমার নিবেদন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে আমি রাজনারায়ণ মহাশয়ের সংগে একমত। কিন্তু আমি এও চাই যে, তাদেরকে এমন সাহায্য দেয়া উচিত যা দিয়ে সেখানে যত জুলুম অত্যাচার হচ্ছে সত্বর তার অবসান ঘটে। এভাবে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রচিত হয়েছি সে তত্ত্বের শেষ আপনা আপনি হয়ে যাবে। এর সাথে সাথে সেখানে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঘোষণা হয়েছে, সমাজবাদের নামের ওপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কৃত্রিম প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে তাকে ধুলিসাৎ করতে আমরা সফল হবো। আজ বিশ্বে যখন কোরিয়া ও জার্মানীর একত্রীকরণের কথা হচ্ছে, তখন পাকিস্তানের ব্যাপারে বিশ্বশক্তিসমূহের আপন নীতির ওপর লজ্জা হয় না। বিশ্বশক্তিসমূহ যখন বলছে জার্মানীর একত্রীকরণ হওয়া উচিত, ভিয়েতনামের একত্রীকরণ হওয়া উচিত, তাহলে তাঁরা আজকে বাংলাদেশের ব্যাপারে নীরব কেন? সমাজবাদের নামে অতিসত্ত্বর

আমাদেরকে টু নেশন থিওরী'র বিলোপ ঘটাতে হবে। এরই মধ্যে আমাদের কল্যাণ, আমাদের দেশের কল্যান, বাংলাদেশের কল্যান রয়েছে এবং সারা বিশ্বের যত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আছে তাদেরও কল্যান রয়েছে। এসব কথার সংগে শ্রী মুখার্জী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তাকেও সমর্থন জানাই। সংগে সংগে পুরকায়স্থ মহাশয় ও সীতারাম মহাশয়ের সংশোধনীও আমি সমর্থন করছি। পরিশেষে আমি এই বলে বসে যাচ্ছি যে কচ্ছপগতিতে কাজ চলবে না। আপনাকে আরো দৃড়তার সংগে অগ্রসর হতে হবে। জয় হিন্দু, জয় বাংলাদেশ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR.]

Shri S. G Sardesai (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, the demand for the recognition of the Government of Bangladesh has been placed before this house as well as the other House. And government has often taken the position that they are not opposed to this demand in principle, they accept it in principle, but they would give recognition to the Government of Bangladesh at the appropriate time. But the fact remains that the insistence that this thing must be done immediately without any further remains that the insistence that this thing must be done immediately without any further delay has been growing not only in this house and the other house but all over the country. This is the thing about which government must think today. This insistence is growing within the ruling Party itself. It is not just the questing of opposition Parties. Why is this insistence growing? It is growing for certain patent fact which everybody can see, namely. That if this issue is delayed any longer, then it will bring greatest disaster in future not only for Bangladesh but for our own county. Government very often comes forward and says that they have been giving certain assistance to the freedom fighters of Bangladesh. That need not be denied. It is also a fact that the Mukti Forces inside Bangladesh are getting better organized and their actions are more effective and are carried at in a Co-ordinate way.

But the other side of the picture is there and it is that which causes us concern namely, that despite all these activities, week after week and month after month, this government is being forced into a defensive position. It is being concerned, it is being outmaneuvered and it is being put in a position where the final victory for which we are fighting becomes difficult. Taka the very recent period. It Refugees are growing in number. We go no saying that the number was 3.50 million till a few weeks ago- and which was a staggering Figure- and now it is 8 million. One does not know where it is going to end. Only a few months ago Yahya Khan said that he wants no war with India and he is convinced that the Indian Prime Minister wants no war. This very Yahya Khan now threatens India with War. Even when the Foreign Minister was touring the United States, he was assured that no further supply of arms will be made to Pakistan by them. Now not only has that been accepted, but openly they say that they are going to continue supply of arms to Pakistan. The idea which was first floated by Prince Sadruddin is now taken up by the Secretary General of the United Nations and is now openly being pressed for by its meaning? Its meaning is very simple, namely, that the Western powers, the United States and China in its own fashion want to continue to arm Pakistanis military junta to enable it to butcher and massacre the people of Bangladesh and to drive millions and millions of them into India and to go no viding us all sorts of sermons and on the top of that they want to send these observers to India to gag us hand and foot so that we are not

able to support and help Bangladesh. This is happening day after day. If there is any objectivity or any judgment based on facts, I want to tell the Foreign Minister that the taste of the pudding is in the eating I want to ask him: Is our policy yielding the result which we want? If not, it is no use going on saying that you have good intentions. It is said in the Bible also, and not in an ironical since, that the path of heaven is also paved with food intentions. The question is this: What is that actual, Concrete, total result of this policy? What is the total result after four months? Our aim is to strengthen India, strengthen the freedom fighters for Bangladesh to fight Pakistan, to defeat the regime and to establish a free government of Bangladesh, which is the only way on the basis of which the refugees will go back. And, if the reply is that we are not in a position to do it and then would be where we were in the earlier period. That is why a distinctly new thinking is needed; that is why courageous steps must be taken; and that is precisely why we have come to a stage where the recognition of the Bangladesh Government has become a vital issue, has become something which you cannot bypass.

Sir, this Government has been saying all the time in the past that this issue is between the people of Bangladesh and the rulers of Pakistan and that this is not an Indo-Pak issue. Sir, I want to ask this Government and I want to ask the Foreign Minister to give me a very clear reply. Who are the people of Bangladesh? Are they like the Indian Brahma' which is supposed to be here and there, but which has no shape, no form, Nirakar Niguna"? The People of Bangladesh are a corporate reality, and it can have only one meaning and that is the elected representatives of the People who have formed a Government of Bangladesh. The Government of Bangladesh means the people of Bangladesh and if we do not say so clearly then we will b e sinking deeper and deeper into the mire, Sir what is the latest conspiracy of the United States and the Pakistani rulers? The latest conspiracy is, not be sure, but defect, no overnight, but step by step, to compel this government to come to a position when it will be said that the issue is between India and Pakistan. We have been protesting against it. This is not an Indo- Pak issue; it is an issue of the people of Bangladesh and Pakistan. But you have been driven to it and you are being driven to it more and more. The only thing is to declare to the whole world that we recognize this Bangladesh Government. We have got to recognize it. We have to say that no other settlement will be acceptable to this country expecting the one which is arrived at between Mujiber Rahman, the Awami League leaders and Pakistani rulers. Unless you make it absolutely clear, our position is going to worsen from day to day.

Sir I can tell you other things; I can tell you other facts. In this very parliament we have unanimously passed a resulting to support the struggle. That was done unanimously. In a subsequent statement in this very Parliament, the Prime Minister also said that we cannot allow the Pakistani rulers to settle their internal problems at the cost of India and on the Indian soil. Subsequently, she said that India would have to pass through a hellfire if we have to settle this question. It was also said later on that if the international community does not take cognizance of the political aspect of this question, which is the basic aspect, India will be compelled to take unilateral action. This was stated in the House, that India will have to take unilateral action. But nobody knows what is meant by this unilateral action. I do not say that we want the armed forces of India to

be moved to Pakistan. But unilateral action must mean something and it must begin somewhere. In this connection, whenever the External Affairs Minister has been asked, "Why don't you send stronger notes? You were openly told that the US arms will not be governed to Pakistan but that was a lie and it was exposed. Why don't you say U.S. help to Pakistan is an abetment of Pakistan, and that it is an unfriendly act" then you are told that it has got diplomatic implications. It should have diplomatic implications. Why not? We are not pushing the army there. Nobody pushes the army there. But if you want the world to understand it. You must send stronger notes. This is the kind of insult that they heap on us, the Pakistani rulers are driving the people into India and now they have got the temerity to say that they would send the overseers there, So, These notes have to become stronger.

But you do not send stronger sots. Implications! What conclusion will they have? The one conclusion they are drawing and they have already drawn is that India is not going to act further. That is why the question of recognition of Bangladesh is a practical, vital question. It is not a doctrinaire question, it would not do any Longer to say that we accept it in principle but we will think when the time comes. The time is there. In this connection the time is short- certain references will have to be made. My friend, Mr. Yajee, said national interests" I want to understand this thing. How do you equate the position of the Soviet Union and the USA from the point of view of our own national interest? My Friend is always talking of national interest. On behalf of the Soviet Government it was categorically stated that for the whole of 1970-71 they had not supplied arms to Pakistan. They have made this thing clear. They have categorically asked not only for the ending of the genocide but also for the recognition of the people of Bangladesh and to come to settlement with them. The GDR also has come out with these very words. Bulgaria has come out with this point. So many socialist countries have come out with that. May I ask the Government whether in such a situation they expect the Soviet Union to take the next step? We are the people involved; it is our problem; it is our brothers who are fighting. Let us go one step further; they have gone as far as they have gone. Settle with the elected representatives of the people. That is what they have also said. We would not move an inch further and expect them to take further steps.

My friend, Mr. Yajee, will say this and that. Today the responsibility of taking the next step lies with us and I have not the remotest doubt that if this country takes the next step, these sympathetic countries old support it. But we cannot expect them to pull our chestnuts out of the fire. It is wrong. It is our responsibility, our right; this is what we ought to do. If you recognize Bangladesh, it has one clear meaning we declare to the whole world not only politically, no only emotionally but also constitutionally and juridical that India does not consider this as a conflict between our country and Pakistan but India considers this as a conflict between the people of Bangladesh and the rulers and what is most important, India will not accept any solution to the problem which is not acceptable to the leaders of the Awami League, This has to be the public declaration to the whole world. As soon as we do it, so May advantages will follow, this question of separating his refugee problem from the freedom of Bangladesh, the military problem from the diplomatic aspect and all those things ell come to an end the moment we say that this is the Government we recognize. They will settle it with Mujibur Rahman and

the refugee problem will be solved. You are not going to separate the refugee problem from the problem of recognition because the basic saluting is the same. That is why this Government must realize that any further delay is going to be disastrous and this country is definitely not going to accept any U.N. observers. We are waiting for time like Micawber for something to, turn up. But nothing is going to turn up. It is our action which will decide these things, on this question there are no, other factors, It cannot be "their interests and our interests" and our interests" May I know what are the interest? What are the interest which are delaying the matter? On the contrary, any further delay would take India not a worse and worse position and we might find ourselves in a position where India will be compelled finally to accept these observers. Please take may words it will not come in a fortnight; in am month' but if you continue like this, a day will come when it will be impossible for you not to accept the U.N observers. They are great maneuvers they know how to do things. They do not it overnight; gradually they will bring in the idea and then, they will push forward, Already Pakistan is doing it. They say Why Do you not Accept the observers; you have something to hide" Of course, we have nothing to hide. We cannot go on telling indefinitely this and that. That is why let us look at time. I am not raising the question only from the emotional point of view or from the moral point of view on which we are all agreed.

I am raising this question this question form the extremely pragmatic, practical and immediate point of view of what must be done here and now. Recognize it. It has been said and very correctly said about aid. Everybody knows that the Government of India is helping them but the fact is. If you want to help them more effectively, you have to recognize that Government otherwise you have to got about it in a stealthy and clandestine fashion. The whole world knows it. Do it more effectively, once you recognize the Government, then you can come up and say: These guerillas are fighting and we are going to help, Then Thousands of Indian Volunteers Can go. What did North Vietnam do? Everybody knows that North Vietnam gave full support and North Vietnam never pushed its army but they openly declared; they are our brothers, we are helping them. We will fight for them, So Let us recognize it Tomorrow the Indian youths and the Government can say, We are helping them. Before the Indian Army went to Goa; we were going there as satyagrahis with the full help of the Government. Nehru was saying, we are not intervening in Goa, Goa saying likes that. If you want them to be effective, without recognition it cannot be done Tinkering with the problem will lead nowhere. I do not agree with Mr. Biju Patnaik when said that the guerillas cannot Liberate Whole areas. Actually whole areas have been liberated in South Vietnam by the guerillas. The North Vietnam airplanes did not go there; their tanks did not go there. Nobody said that the North Vietnams tanks were there. So all this can be done. In is one thing to say that we do not want war, it is another thing not to go full steam with, political and diplomatic decisions and such decisions as regards material help which are the immediate need. Let us do this within the next 2 or 3 months. After that we will judge the situation again. Give them recognition. Strengthen the guerillas. Diplomatically tell the whole world. Settle with Mujeeb. India refuses to negotiate whether in the U. S or anywhere else. We refuse just to negotiate the question

of the refugees. You tell them Accept the simple position and settle with Mujeeb, we would not talk about anything else. Then the Government will have the fullest support of all Indians and there is no doubt about it. Would opinion is with us. Do not be worried about it but the moment has come when further hesitation or vacillation will not help. We are not questioning your motives but there are some moments in history when decisions are taken at a given moment. If you fail, history is not going to pardon this government. So deal with the concrete situation and do specific things right now, here and now and in that sense, I agree with Mr. Chagla who said; why at the end of the session, we should recognize this Government today. Do it immediately. All this kind of thing - acceptance in principle, rejection in practice- Please saves us from this situation.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal): Hon. Mr Deputy Chairman, Sir, The official language of my State is also Bengali. I, therefore, would like to speak in that language when Bangladesh issue is being discussed in the House.

SOME HONBL'E MEMBERS: He shall not follow you.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, we also do not follow many things here. This is function of Interpreter to interpret the speeches. The way he has been received here, I am shocked to see. But the thing is this that we have right to speak in our own language in this House and that has been accepted by the Government and Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody denies that right.

SHARI SASAKASEKHAR SANYAL: Sir I am very much happy to in that my old friend and sister, Shrimati Purabi Mukhopadhyay, has come to my rescue, so I am not afraid of anybody.

Sir, on the 31th march, 1971both houses of Parliament passed a unanimous Resolution on the issue of Bangladesh, at that time the image of India appeared in all her glory of past traditions to the entire would. The people of the world were astonished to find how a few freedom fighters were prepared to sacrifice their lives as they were carrying on a non- violent struggle in east Bengal in order to bring a democratically elected Government into power there. It seemed to us that those freedom fighters must have received the blessing of Gandhiji; they must have been inspired by Gandhijis no- violent struggle. So Gandhiji's Philosophy of no-violent struggle found practical application in East Bengal. The People of the West, who do not understand the effectiveness of non violent struggle, were for some time taken aback by such a non violent struggle in East Bengal. But ultimately, they were moved by it.

What is the condition today after four months? We were all parties to that unanimous resolution passed by Parliament Today the People of India have put the Government of India and Parliament to the dock. They say that we were responsible for generating this hope in their minds that in the near future east Bengal would come out from the clutches of dictatorial rule of Pakistan. On account of that hope the dreamed that two Bengals again would establish cultural links. Two Bengals again would be bound by the ties of

friendship. The refugees, who came to India after the partition of the country, hoped that they would be able to go back to their homeland. The same hope was being harbored by the refugees who are coming at present from Bangladesh to India. But after four months all their hopes are dashed to the ground. Why has it been so? The freedom fighters of Bangladesh now feel that we are not sincere to fulfill the commitments. Made to them. The Military Government of Pakistan has already accused us of interfering into their internal affairs. The government of Pakistan is already displeased with us. We now find ourselves in a very awkward situation. What should be our answer to the People of India when they have already put us to the dock over the question of Bangladesh?

Mr. Deputy Chairman, Sir, during our childhood days we studies appropriate propositioning Rowe and Webb's English Grammar. We have come to know that this recognition will be given at the appropriate time. The appropriate time was when we expressed our solidarity with the freedom struggle in Bangladesh. At that time in our heart of hearts, we recognized the Government of Bangladesh. Therefore, it is now our duty to give formal recognition to that government.

When Parliament passed the unanimous Resolution on Bangladesh on the 31st March, 1971, we felt that Government of India would take another fifteen days to complete certain formalities before giving formal recognition to the Government of Bangladesh. But many months have passed since the date of passing that unanimous Resolution by Parliament. We are still in a dilemma over the question of giving formal recognition to the Government of Bangladesh. We should take into account the merits and demerits of giving formal recognition to the Government of Bangladesh now. If we had given formal recognition to the Government of Bangladesh shortly after the unanimous resolution was pass by Parliament, we would have been able to give all material help to the freedom fighters. We could have induced the refugees from Bangladesh. Including the refugees who came to our country after the partition of the country, to fight in the liberation struggle of Bangladesh after having equipped them with necessary arms and ammunition. We could have told the people of Bangladesh not to come as refugees but to fight for their liberation. They would have certainly listened to us if we had stood behind them with all help. In this manner we could have prevented heavy influx of refugees to our country.

Sir, in March, 1971, the military junta in East Bengal was totally unprepared for any war, if we had given all material help to the freedom fighters at that time, East Bengal would have achieved her independence within fifteen days. Once an independent country. No world power or the world body could have snatched that independence away: of course, some world powers might have raised hue and cry for that independence if Bangladesh becomes an independent country, India can live in friendship with her. We are waiting for that opportunity to come.

Sir, what has actually happened within these four months? Pakistan has increased her military powers as she is receiving arms aid from foreign countries. She is trying to make it appear that the conflict between east Bengal and West Pakistan is actually conflict between India and Pakistan. In Such an effort, She has been Successful to some extent.

Pakistan may start a war against us. Perhaps we are delaying recognition to the Government of Bangladesh in order to avoid a confrontation with Pakistan. But may I know from my friend, Sardar Swaran Singh, that Pakistan will not attack us if we do not recognize that Government of Bangladesh:? Pakistan attacked our country ever when she was comparatively a weak country. She has now become powerful; so she must attack us. In a sense, it is attacking us daily on our borders. If these border attacks become someday widespread, we shall have to counter attack then in self defense. But Pakistan will accuse us of being offensive and that accusation of Pakistan will be accepted by many big powers of the world. In the world body we shall find ourselves in the dock. Therefore, sir, my humble submission is that we must recognize the Government of Bangladesh immediately, although there has been considerable delay to that effect. As one has said delayed is denied" but I will say, Better late than nerve" So we should give immediate recognition to the Government of Bangladesh. It will enable us to send the demoralized refugees back to their homeland. It may save us from further influx of refugees to our country.

War with Pakistan is inevitable. Pakistan will definitely impose war us. In order to save Pakistan from her present difficulties in Bangladesh the United States of America go on America line. Perhaps she desires a war with Pakistan. I may be excused for saying so by my Congress friends. Pakistan now requires a war with India in order to thwart the freedom struggle in Bangladesh. Similarly a war with Pakistan will enable Shrimati India Gandhi to relegate her Pledge of Garibi Hatao" to the back ground. Again by war with Pakistan, the bureaucratic machinery, capitalists and monopolists of our country will be most benefited. Then progressive like Sheel Bhadra Yajee, Arjun Arora and Chandra Shekhar will not be able to guide Shrimati Gandhi, She will then be guided by Bureaucrats and monopolists.

The world powers, for some time past have been hatching a plot to comer India on Bangladesh Issue. Their Conspiracy against India I also meant for the destruction of freedom struggle in Bangladesh, We should not give them further scope for conspiracy against us and the freedom struggle in Bangladesh.

Sir, e should gird up our lions and give a helping hand to the freedom fighters of Bangladesh. Their victory will be our victory; their defeat will be our defeat.

Thank you,

শ্রী সীতারাম কেশরী (বিহার) উপ-সভাপতি মহোদয়, কিছুদিন পূর্বে আমার বন্ধু শ্রী রাজনারায়ণ বাবু বাংলাদেশের ওপর তাঁর ভাষণে বলেছেন ভারত সরকারের কার্যাবলী দেশদ্রোহী। আমি মনে করি এ ধরণের কথা বলে তিনি পাকিস্তানের হাত শক্তিশালী করেছেন। স্বীকৃতি সম্বন্ধে ১৯৭১ সালের ১লা জুনে ভাসানী সাব যে ভাষন দিয়েছিলেন তাতে পরিস্কারভাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত সহানুভূতির স্বাগত জানানো হয়েছে। ভারত সরকার যে এ যাবত স্বীকৃতি দেননি এটা একথাই প্রমাণ করে যে, ওই দেশে সৃষ্ট সংকটে ভারত সরকারের কোন হাত নেই। আমি বলতে চাই, আমার বন্ধু এ অবসরে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছেন তা ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা, বন্ধুবর বলেছেন, ৬৫ লক্ষ হিন্দু ও ৫ লক্ষ মুসলমান এসেছে। আমি তাঁকে বলব, তারা ৭০ লক্ষ হিন্দু হোক বা ৭০ লক্ষ মুসলমান হোক আমাদের কাছে তারা পাকিস্তানী এবং পাকিস্তানের নাগরিক। এ জন্য আমি মনে করি,

হিন্দু ও মুসলমানের নামে এদশে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা কখনই প্রচার করা উচিত হবে না। এর ফলে বাংলাদেশের কাজে অনেক বড় আঘাত আসছে। আমি আরেকটি কথা বলছি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সংকটে নির্বীকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁরা যে রায় প্রদান করেছেন সেজন্য তিনি প্রশংসার পাত্র। এজন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে আমেরিকা আমাদের শত্রুরাষ্ট্র চীনের সাথে হাত মিলিয়ে নীচতাপূর্ণ কাজ করেছে। সে পাকিস্তানকে তার এজেন্ট বানিয়েছে, তেলেসমাতীরূপ কিসিঞ্জারকে চীনে পাঠিয়ে বাংলাদেশের অসহায় জনগণের ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। এটা নিন্দনীয়। আমি আরেকটি কথা বলেছি আমেরিকা কি চায়? চীন কি চায়? এরা উভয়ে চাচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হোক। তারা চায়না বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। তারা চায় সমাজবাদের ভিত্তিতে প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশীল ভারতকে পাকিস্তানের সাথে এভাবে জড়িয়ে দেয়া যায় কিনা যার মধ্যে সে হাবুডবু খায়। এজন্য আমি উভয়কে বলব বাংলাদেশে একটা ক্রান্তি চলছে, আর সে ক্রান্তির পেছনে ওই দেশের মানুষের ভাগ্য নিহিত, এই ক্রান্তির পেছনে ওই দেশের মানুষ অর্থনেতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ইয়াহিয়া সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন চালাচ্ছে, এই আন্দোলনে কোন প্রকার ঘা লাগে আমাদের এমন কোন কথা বলা উচিত হবে না। এজন্য আমি আমার বন্ধুদের বলব......

আমি আরেকটি কথা বলছি। বাংলাদেশে যা ঘটছে সারা বিশ্ব তা জানে। আমাদের দেশের সকল লোক বাংলাদেশের স্বীকৃতি চায়, আমি চাই কিন্তু স্বীকৃতির সময় হতে হবে। অনেক অবস্থা, অনেক ব্যাপার আছে যা স্বীকৃতি দেবার আগে দেখতে হয়। কাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত এমন রাষ্ট্র ক'টি আছে, এমন কত লোক আছে। আমি আরেকটি কথা বলছি, যাঁরা মনে করেন, ভারত বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করবে, তাঁরা ভুল বুঝছেন। এটা বিদেশী লোকদের মন জয় করার জন্য, বিদেশীদের ভাবার জন্য, বিদেশীদের মূল্যায়নের, বিদেশীদের ধারণার একটা রীতি ও অভ্যাস। এটা কথা বলার একটা পদ্ধতি। মীমাংসা আমরা করব, পদক্ষেপ আমরা নেব ইস্পাত দৃঢ় পদক্ষেপ, আমরা সিদ্ধান্ত নেব যুদ্ধ কখন বাধাতে হবে আর কখন নয়। একটা কথা আমি জানাতেচাই। আপনারা জানতে চাচ্ছেন এর পরে কি আছে। প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন, ভারতে আগত শরণার্থীদের ফিরে যেতে হবে। আমি বলব, আপনারা সত্য উপলব্ধির চেষ্টা করুন। এ সত্যের পেছনে কোন দুর্ভাবনা নেই। এই সুচিন্তিত কথার পেছনে কি মস্ত ইস্পাত কঠিন ধারণা আছে নীতির মানদণ্ডে তা ইন্টারপ্রেট্ করুন বিচার রীতি অনুসারে এই বিবৃতির ব্যাখ্যা করুন। যদি আপনারা নিজেদের জন্য নিজেদের ধারনায় ব্যাখ্যা করেন তাহলে সেটি সম্ভব হবে না।

আমি জানি দেশে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। কি সেটা ? নির্বাচনে কিছু লোক হেরে গেছে, কিছু দলের বিলোপ ঘটেছে, তারা চাচ্ছে এ অবস্থার সুযোগ নিতে। কিন্তু আপনারা সুবিধা করতে পারবেন না কেননা ভারতবাসী আপনাদেরকে ভালভাবে চিনে আপনাদের এসব প্রচার ও এরূপ প্রোপাগাণ্ডার পেছনে কি অভিসন্ধি কাজ করছে। আপনি দেখেছেন তারা আন্দোলন চালাচ্ছে না। আপনি দেখেছেন, তরা আপনার পথে চলছে না, আপনাকে জনসাধারণ নির্বাচিত করছে না তাই আপনি হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে কথা বলতে শুরু করেছেন।

শ্রী রাজনারায়নঃ মহোদয়, বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেয়া অমাদের ভুল এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত আমি আরো সুনিশ্চিত যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যত বিলম্ব হবে ততই নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং ভারত প্রতিনিয়ত তার জটাজালে জড়িয়ে পড়বে।

নিত্যদিন আমাদের জটিলতা বাড়তেই থাকবে। এখন যারা তাৎক্ষনিক স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী নন আমি তাঁদের জবাব দিচ্ছি স্বীকৃতি দিতে কেন বিলম্ব হচ্ছে। ৩১শে মার্চ সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করেছে- ‘‘এ মহাদ্বীপের মানুষ বহু শতাব্দী ধরে ভারতে ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে এই সভা তার আপন সীমান্তে এত কাছাকাছি ঘটমান থাকতে পারে না। বর্তমান সময়ে

নিরপরাধ মানুষের ওপর যে নজীরবিহীন উপায়ে অত্যাচার চালানো হচ্ছে আমাদের সারা দেশে জনগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তারা নিন্দা করছে।

এই সভা গণতান্ত্রিক (লোকতন্ত্রাত্মক) জীবন ব্যবস্থার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও একাত্মতা ব্যক্ত জরছে। এই সভা তাদের এই আশ্বাস প্রদান করছে যে তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে।" আমি বলতে চাই যে, এই প্রস্তাবের পরে সাথে সাথে তাঃক্ষণিক স্বীকৃতি প্রদান করা কি আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়নি?

মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এ ব্যাপারে সময় দেয়া উচিত। ১৭ ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপিত হয়েছিল। ১৫ ই মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ ৩.৩ মিনিট ঢাকা চৌছেন। ১৫ই মার্চে মুজিবুর রহমান শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেন এবং নিজেকে এদশের শাসক বলে ঘোষণা করেন। ১৫ই মার্চে তিনি একথা বলেন। ১৫ই মার্চের পর আমি ২৫ শে মার্চের কথায় আসছি না। আমার কথা হচ্ছে ১৫ই মার্চেই ভারত সরকারের মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিল।

আমি বন্ধুবর শ্রী শীলভদ্র ইয়াজীকে বলতে চাই, যারা বলেন স্বীকৃতির প্রশ্নে আমরা একমত কিন্তু এটি সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। তাঁদের আমি বিনয়ের সাথে বলব, তিব্বত সমস্যা কি ভারত সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি? তিব্বত আমাদের ১২টি ডাক বাংলো ছিল, তিব্বতে আমাদের ৩টি সামরিক তথ্যকেন্দ্র (জানকার) ছিল, তিববতে আমাদের ডাকঘর চিঠিঘর এবং টেলিফোনঘর ছিল এবং এভাবে তিব্বত চীনের খুনী কব্জায় চলে গেছে। আমার ভয় হচ্ছে, দালাইলামার নেতৃত্বে এখানে যে ৬১ হাজার তিব্বতী শরণার্থী পড়ে আছে এ সরকার তাদেরকেও আবার চীন সরকারের হাতে সমর্পণ না করেন। আমি এই ভয়ও পাচ্ছি যে বাংলাদেশের শরণার্থী যারা এখানে এসে পড়েছে সরকার তাদেরকেও অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ না করেন। অতএব, আমি বলতে চাই এ বিষয়ে আমার কোনব্যক্তিগত প্রশ্ন নেই, এ প্রশ্ন সারা দেশের , সারা বিশ্বে, সমগ্র মানবের এবং সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার, এ প্রশ্ন কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপ করলে চলবে না।

.....সুতরাং আমি দেশের জনগনের উদ্দেশ্যে বলব, জনগণ উঠুন এবং উঠে এসে সরকারের ওপর প্রচণ্ডভাবে চাপ প্রয়োগ করুন যে আজই এখনই এই অধিবেশন শেষ হতে হতেই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা এবং নৈতিক, বৈষয়িক, সামরিক সর্বপ্রকার সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হোক।

মহোদয়, আমি চাগলা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চাগলা সাহেবের পুরো ভাষণ আমি নিজের ভাষণরূপে মেনে নিতে প্রস্তুত। চাগলা সাহেব বলেছেন, ইয়াহিয়া টু নেশন মত সমর্থক। তিনি ঠিকই চলেছেন, আমিও তাই বলি। ইয়াহিয়া দুই রাষ্ট্রের তত্ত্বের পক্ষে এজন্য তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ হতে ওই লোকদের বের করে দিতে চান যারা ইয়াহিয়ার মত সমর্থন করেন না। তিনি চান সকল ইয়াহিয়া সমর্থক সেখানে থাক, খাটি মুসিলম লীগার ও মুসলিম পুজারীরা সেখানে থাক। চাগলা সাহেব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর বিতর্কে একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এখন আমি বলব স্বীকৃতি দিলে কি লাভ হয়। স্বীকৃতি দিলে শুধু ভারতে অস্ত্রই যাবে না বিশ্বে এরূপ অনেক দেশ আছে যারা, ভারত স্বীকৃতি দিলে, ভারতের দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে অস্ত্র দেবে। তাদের অস্ত্র পাঠাতে কোন অসুবিধা হবে না। স্বীকৃতি দিলে সবচে বড় লাভ হবে এই যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে মেনে নিচ্ছি এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলে তার শক্তিসামর্থ্য বেড়ে যাবে। তাই আমি বুঝতে পারি না আমাদের সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কেন স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। মুজিবুর রহমান মহাশয় বলেছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাঁর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাজুদ্দিন সাহেব বলেছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তাঁদের পরিষদ সদস্য যারা এখানে এসছেন তাঁরা বলেছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন। তারা বলেছেন, পৃথিবীর অন্যদেশ আমাদেরকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক আমরা তো ভারতের

কোলের মধ্যে আছি, তিন দিক হতে আমরা ভারতে দ্বারা বেষ্টিত এ জন্য ভারত আমাদের স্বীকৃতিদিক। এও তাদের বক্তব্য যে ২৩ বছর পূর্বে আমরা এক ছিলাম এবং আমাদের রক্ত এক। তাজুদ্দিন সাহেব এতদুর বলেছেন ভারত সরকার স্বীকৃতি দিতে যত দেরী করেছেন তার ফলে এক একদিনে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানী ঘটছে তাজুদ্দিন সাহেবের এ কথা সত্ত্বেও ভারত সরকার বলেছেন আমরা তোমাদের স্বীকৃতি দেব না।

শ্রী শীল ভদ্র ইয়াজীঃ সরকার কোথায় একথা বলেছেন যে স্বীকৃতি দেব না?

শ্রী রাজনারায়নঃ হ্যাঁ এটিই তো বলেছেন ভারত সরকার। নিজের দেশের স্বার্থে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি হবে তা দেখে, যখন সময় হবে, কখন স্বীকৃতি দেয়ার কথা বিবেচনা করব। যাজী মহাশয়কে বলছি আপনার সংগে আছি। কিন্তু প্রশ্ন এটিই যে, আজ আপনার ৫০ টাকার দরকার হলো, তিনি বলেন, এখন তোমার দরকার নেই, তোমার কখন দরকার হবে সেটা আমি বুঝব। অনুরূপ ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ বলেছে আমাদেরকে অভিলম্বে সাহায্য দিন, এখই স্বীকৃতি দিন, এক এক দিনে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণপাত করতে হচ্ছে। কিন্তু ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি, দৈর্য ধারণ কর, যখন সময় হবে তখন স্বীকৃতি দেব। এখনও ভারত সরকার ভাবছেন যে কখন স্বীকৃতি দেবেন কখন দেবেন না। যেখানে গ্রামের পর গ্রাম সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে গেছে, যেখানে কোন ফসল অবশিষ্ট নেই, যেখানে মানুষের খাবার নেই, সেখানের জন্য ভারত সরকারের বক্তব্য হচেছ স্বীকৃতি দেবার সময় হয়নি। .....যখন পর্যন্ত সরকারের মাথায় এ ধরনের বুদ্ধি থাকবে তখন পর্যন্ত ওই সময় কখনো আসবে না। এ কারণে বুদ্ধি ঠিক করার জন্য আমি ভারতে মানুষের কাছে আহবানজানাব হে ভারতবাসী, ওঠ, ভারত সরকারকে চাপ দাও যাতে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং স্বীকৃতি পেয়ে সে সর্বপ্রকার সহায়তা পায় এবং অন্যরাও তাকে সহায়তা দান করে। আমি আজ আবার একটি পুরাতন বিষয় আপনাদের সামনে রাখতেচাই, হতে পারে সম্মানিত সদস্যগণ বিস্মৃত হয়েছে। আমি ডঃ লোহিয়ার লেখা একটি উদ্ধৃতি করছি। সে সময়ের চিন্তাধারা কি ছিল এবং আমাদের কাছে সময়ের চাহিদা কি আমরা সেটা জানতে পারব। ডঃ লোহিয়া মহোদয় লিখেছেন, একথা ভারতের জন্য প্রযোজ্য হয় না। কেননা ভারতে এমন কোন অংশ নেই যা তার স্বাভাবিক অংগ নয় কিংবা তার থেকে আলাদা নয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের বৃষ্টি সম্পূর্ণ কৃত্রিম, তার দুই অংশের মাঝখানে এক হাজার মাইল ভারতের ভূখণ্ড। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্ক টিকতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তান হয় পশ্চিম পাকিস্তানের দাস হয়ে পড়বে নয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে তার সম্পর্ক শিথিল হতে থাকবে এবং তাকে ভারতের প্রতিবেশীর ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে এমন সামরিক শক্তি নেই যে, সে পূর্ব পাকিস্তাণকে দাসে পরিণত করবে, ...

প্রভাব নিঃসন্দেহে আছে কিন্তু কতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে বলা যায় না। এরূপ দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীনতা চিন্তা ভাল। ইতিহাসের পরিণতি হতে অব্যাহতি নেই। শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী মহাশয়, একটু শুনে রাখুন, ভারত যদি তাকে কোন সাহ য্য নাও করে তথাপি পাকিস্তান সন্দেহ করবে এবং স্বাভাবিকভাবে বিকাশমান স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপরটি ভারতের ওপর চাপাবে। এখনই .....ভাষা ও আমলাতন্ত্র (নওকর শাহী) প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিছুটা বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, আর সামনেও হবে। এসকল বিবাদ বুদ্ধিমত্তার সাথে মীমাংসার পরিবর্তে পাকিস্তান হিন্দু মুসলিম ও হিন্দুস্থান - পাকিস্তানের সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মারাত্মক পন্থা গ্রহণ করেছে।

শ্রী মহাবীর ত্যাগীঃ এটা কে লিখেছেন ?

শ্রী রাজনারায়নঃ ডাঃ লোহিয়া।

জনৈক মাননীয় সদস্যঃ কবে লিখেছেন?

শ্রী রাজনারায়নঃ ১৯৪৮ সালে। আপনি একটু মনোযোগ দিন, এটি ১৯৪৮ সালে লেখা হয়েছে। ১৯৪৮ সালেরই একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি আবার করতে চাই।

মহোদয়, সম্মানিত সদস্যদের আমি একথাও বলব, ডঃ লোহিয়া সেকালেই সাবধানী উচ্চরন করেছিলেন, পূর্ব বাংলা যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম করবে তখন ভারত সরকার তটস্থ থাকতে পারে কিন্তু ভারতে জনগণ যেন কখনই এরূপ অন্যায় না করেন। ডঃ লোহিয়া ভারত সরকার ও ভারতে জনগণকে আলাদ করেছিলেন। তিনি সাবধানী দিয়েছিলেন, ভারত সরকার সরে থাকত পারে কিন্তু হে ভারতবাসী, ভারত সরকার যদি সরে থাকেন তবে আপনারাও অনুরূপ করবেন না। সেটা হবে মহা অন্যায়, স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে আপনারা ত্যাগ স্বীকার করবেন।

মহোদয়, এই নিবন্ধের শেষের দিকে আছে ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের কমাস পরে আমি বলেছিলাম তিনটির মধ্যে কোন একটি কিংবা তিনভাবেই পাকিস্তানের অবসান হবে? আলোচনার মাধ্যমে সংঘীয় ঐক্য, ভারতে সমাজবাদী ক্রান্তি এবং পাকিস্তানের হামলার জবাবে ভারতের আক্রমণ। এই ভাষণে পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ চটে গিয়েছেলেন। মহাত্মা গান্ধীও সে সময় জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে ঐক্যের সমস্ত ক্রম ভেঙ্গে গেছে, এ কারণ ছাড়া আমি এই মত পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করি না। যতটুকু বিলম্ব ঘটছে তার দায়দায়িত্ব কট্টরপন্থী হিন্দুদের ওপর এটি তাঁর মত।

মহোদয়, এখন আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বন্ধু শ্রী শীলভদ্র ইযাজী, সরদার শরণ সিংহ এবং দীক্ষিত মহাশয়কে বলব, ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না। অতীতকে ভুলে যাবেন না। যে প্রস্তাবে দেশ বিভাগ মেনে নেয়া. হয়েছিল তার মধ্যে কি কোন অঙ্গীকার করা হয়েছিল ? ১৪-১৫ জুন, ১৯৪৭ দিল্লী। গান্ধীজী, এ আই সিসি ছিলেন। প্রস্তাবে আছেঃ কংগ্রেস সে কংগ্রেস তো মরে গেছে, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারীতেই ওই কংগ্রেসের মৃত্যু হয়েছে যার নেতা ছিলেন গান্ধীজী কংগ্রেস তার জন্য লগ্ন হতে একটি অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে পেতে লক্ষ লক্ষ নরনারী কষ্ট সয়েছে। আমাদের ভারত যাকে পৃথিবী, যাকে ইতিহাস, যাকে ভূগোল, সমুদ্র, পাহাড়, এক সত্ত্বা বানিয়েছে পৃথিবীর কোন বড় শক্তি তার ভাগ্য প্রতিহত করতে পারবে না। যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি তা সর্বকাল সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও ধ্যানে জাগরুক থাকবে। আমি শরণ সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞেস করব এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, আমাদের ভারতের স্বরূপ তাই হবে আমরা যা অংগীকার করেছিলাম ১৯৪৭ সালে ১৪-১৫ জুনে।......

আমি আবার আপনার মাধ্যমে একথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই, আমাদের সংসদের কেন্দ্রীয় ভবণে রাষ্ট্রীয় সমিতির যে তিনজন প্রতিনিধি এসছিলেন তাঁরা কি একথা বলেননি যে তাঁদের পক্ষে চিরদিনের জন্য পাকিস্তানের সামাধি হয়েছে? সাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন কি একথা বলেন না, আর কোন শক্তি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে এক করতে পারবে না, আগের সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভপর নয়। ইয়াহিয়া খানই পাকিস্তানের সমাধি ঘটিয়েছে। ইয়াহিয়া খাঁর সামরিকশক্তি পাকিস্তানকে খতম করেছে। অতএব আপনারা কেন ভয় পান যে পাকিস্তানের বিলোপ ঘটানোর কথা বললে আমরা কোন বড় পাপ করে ফেলব। আপন মনের দুর্বলতা ঢাকার জন্য, জিনের অকর্মণ্যতা লুকানোর জন্য একথা বলা হয় আমরা তো পাকিস্তানকে মেনে চলি। ওদিকে পাকিস্তান হতে পাখতুনিস্থান চলে যাচ্ছে বেলুচিস্থান চলে যাচ্ছে। সবকিছু আপন আপন স্থানে এসে যাবে, এভাবে ইতিহাসের পরিণতি হতে রেহাই পাওয়া যাবে না।

এ প্রসংগে আজ মুজিবুর রহমানকে শাস্তি দেয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, আমি চাই এই পরিষদ (সদন) একই কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন, সাবধান, তোমরা যদি মুজিবকে শাস্তি দাও ফাঁসি দাও, তবে ভারতে প্রতিটি নাগরিক নিজের ফাঁসি মনে করে সম্মিলিত শক্তিতে সারা বিশ্বে ফাসির কথা ছড়িয়ে দেবে যাতে মুজিবুর রহমান আমাদের মধ্যে হতে হারিয়ে না যায়। মহোদয়, আমি বলতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশকে যদি স্বীকৃতি দিয়ে দেয়া হত তাহলে কি মুজিবের ফাসির কথা উঠতো? কখনো উঠতো না। বাংলাদেশকে এযাবত স্বীকৃতি না দেয়ার পরিণতি আসছে, আজ মুজিবুর রহমানের ফাসি দেয়ার কথা উঠেছে, মামলা চালানোর কথা হচ্ছে। এর দায়- দায়িত্ব ভারত সরকারের। আমি বলতে চাই, স্বাধীন ভারতের শহীদগণের রক্তে কি ভারত সরকারের হাত রঞ্জিত হয়নি।

আপনারা বলছেন, শরণার্থী সমস্যা আছে। শরণার্থী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ভারত সরকার স্বীকৃত না দেয়ার ফলে, কেননা, ২৫ মার্চের পর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত আমি এখানকার লোকদের সংগে আলাপ করেছি- একজন শরণার্থীও আসেনি। ১৭ এপ্রিল মুজিবুর রহমানের সরকার মুজিবনগরে গঠিত হয়, সরকার গঠনের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। আমি ভারত সরকারকে বল্লাম এখনও স্বীকৃতি দিন, আপনারা বলতেন, সরকার কোথায়, কিন্তু সরকার তো এখন গঠিত হয়েছে। ভারত সরকার কোন জবাব দেননি।

মহোদয়, দুঃখের সাথে আমাকে স্যার চার্লস বেলস-এর মন্তব্য পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে। যা ১৯২৪ সালে তিনি চলেছিলেন। আমি আজ এ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যাঁর কথা সরকার উপেক্ষা করছেন। তিনি বলেছিলেন, তিব্বত যদি চীনের কব্জায় চলে যায় তাহলে নেপাল, ভূটান ও সিকিম ভারত হতে মুখ ফিরিয়ে চীনের দিকে তাকাবে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ আজ সংসদে আমাদের সংগে আলোচনা করতে এসেছেন। আজ যদি বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি না দেন এবং বাংলাদেশ ভারত হতে বিমুখ হয় তাহলে নেপাল ভূটান কোথায় যাবে। নেপালের লোকেরা আমাদের সাথে লেখা পড়া করেছে। সেখানে যাঁরা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলে আমাদের সহপাঠী ছিলেন। আন্দোলনে জেলে তাঁরা আমাদের সংগে ছিলেন। তাঁরা সকলে আমাকে বলেন, যখন তোমরা শক্তিশালী হবে, তখনই তো তোমাদের সংগে থাকব। তোমাদের শক্তি নেই, আমরা কোথায় কাদের সংগে থাকব তোমাদের সংগে থাকলে আমাদের স্বার্থরক্ষা কি করে হবে? আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ও সেখানকার নেতা বলেছেন, হে ভারতবাসী, আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে না পেরে তোমরা নিজেদের স্বার্থই ক্ষুন্ন কর। অতএব আমি বিনা দ্বিধায় বলতে চাই বাংলাদেশের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে তা সোজাসুজি। ভারতের ওপরই হয়েছে, ভারতে অকপটে বলা উচিত, এ আক্রমণ ভারতে ওপর হয়েছে। এত সাম্প্রদায়িতকতা কিভাবে আসে?........

মহোদয়, আমি আপনাকে বলতে চাই? স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতে সমস্ত সমাধান বের করেছে তাকে আর নষ্ট হতে দেয়া ঠিক নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মুজিবুর রহমানের আওয়ামী পার্টিই সবচেয়ে বড় পার্টি এবং আমাদের স্বার্থের বড় রক্ষক। বাংলাদেশ মানুষ চীৎকার করে বলছে ধর্ম রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলিম একে অন্যের গলা কাটবে। ভ্রষ্ট ও দুষ্ট মস্তিস্কের হিন্দু হিন্দুর গলা কাটবে এবং মুসলামানেরা গলা কাটবে এক মায়ের পেট হতে জাত দুই সহোদর ভাই একে অন্যের গলা কাটে। বিভিন্ন মায়ের সন্তান পরস্পরকে বধ করে। এজন্য আমি পরিষদের মাধ্যমে ভারতে মুসলমানগনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এখানে যে সাড়ে ছয় কোটি মুসলামান আছে তাঁরা কি ইসলামে বিশ্বাস রাখেন না? ইয়াহিয়া খান সাহেব কি ইসলামে বিশ্বাস রাখেন না? মুজিবুর রহমান সাহেব ইসলাম সমর্থন করেন না? একজন মুসলিম মাতার সন্তানই ইয়াহিয়া খা আরেক মুসলিম মাতার সন্তান মুজিবের গলা কাটছে, ওখানে তারা বলছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী, আর এখানে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান আছে আমার বক্তব্য হল, ইয়হিয়া খাঁর সৈন্যরা আমাদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যাদের ওপর বলাৎকার করছে, দিনে দুপুরে করছে, পথে ঘাটে বলাৎকার করছে, আমি জানতে চাই এরা কি ইসলাম শেখাচ্ছে? ইসলাম বিশ্বাসী।

যারা আজ মুজিবের ওপর আওয়ামী লীগের ওপর, বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর ইয়াহিয়া কর্তৃক ছড়ানো এই গজবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে না তারা মুসলমান নয়। তাদের মুসলমান বলে দাবী করার অধিকার নেই। যদি মুসলমান থাকে তা হলে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানের ইজ্জত আজ বিপজ্জনক হুমকীর সম্মুখীন, তাদের স্ত্রী কন্যা আমাদেরই স্ত্রী কন্যা, তাদের দেশে মুসলমান আমাদেরই মুসলমান, আমি তো মনে করি তারা আমাদেরই। সম্প্রদায়বাদের স্রোতের মধ্যে থেকে তারা স্বীকৃতি দেয়ার বিরোধিতা করছে, স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছে। এজন্য আমি বলব আল্লাহর ওয়াস্তে ঈশ্বরের কন্যা, মানবের জন্য মানবতার জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন।........

এ ব্যাপারে আমি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে, উথান্ট ও সকল বিদেশী দুতাবাসের কাছে, সকল রাজনৈতিক দলে কাছে পত্র লিখেছি।

শ্রী অর্জনু অরোরাঃ একটু পড়ে শোনানো।

শ্রী রাজনারায়নঃ অন্য কোন দিন পড়ে শোনাব। আমি লিখেছি, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আপনাদের সরকার এগিয়ে আসছে না কেন? আপনারা কেন অগ্রবর্তী হচ্ছে না?

মহোদয়, ৯ আগষ্ট, ১৯৪২ আমরা ইংরেজদের স্বীকার নিয়েছিলাম। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানোর জন্য আমরা চিরদিনের জন্য কিতাব বন্দ করে দিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট আমরা ইয়াহিয়া খার... স্বীকার করে নিয়ে সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতায় অনশন করা ঘোষণা দিয়েছি। ......১লা এপ্রিল, ২ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল এমন কোনদিন যায়নি যেদিন আমরা বাংলাদেশের প্রশ্ন তুলিনি। ২রা জুন আমরা সত্যাগ্রহ করেছি। এই সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আমরা যত উপায় ও সাধন ছিল সবই প্রয়োগ করেছি, এখন আপনি বলুন আমরা কি করব। শ্রী শীলভদ্র ইয়াজীর ভাষণে জনগণ এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন যে ভারত সরকারকে আর প্রভাবিত করতে পারেন না, এরূপ একটি বৃহৎ ও সঠিক কার্য করার জন্য আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে, ৯ আগষ্ট আমরা অনশন শুরু করব। আমি বিনয়ের সাথে বলছি যে আমরা কারো সাথে চ্যালেঞ্জ করছি না। আমরা কারো ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য কোন কাজ করি না। আমার পত্রে আমি লিখেছি, প্রধানমন্ত্রীকেও লিখেছি যে আমরা নিজেদের মধ্যে আত্মশক্তি সৃষ্টির জন্য, দেশের নাগরিকদের মধ্যে আত্মশক্তি সৃষ্টির জন্য এই পবিত্র ও পূণ্য কাজ করতে যাচ্ছি। এই পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের মধ্যে যারা সত্যিকারভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পক্ষপাতি, সর্বতোপায়ে তাকে সহায়তাদানের পক্ষপাতি, এবং বাংলাদেশে গণহত্যার ঘটনাবলীতে উদ্বিগ্ন ও সহানুভূতি সম্পন্ন তাঁদের উচিত শুধু মৌখিক সহানুভূতি না দেখিয়ে সক্রিয়ভাবে কিছু করা। ......ভারত সরকার এযাবত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য আমি তাকে ভৎর্সনা করি। তার নিন্দা করি আমি আরো বলব, এই সরকার দেশহিতের ভাবনামুক্ত। আনন্দ স্ফুর্তির জীবন সে যাপন করছে এ জীবন শেষ হয়ে না যায় এই তার চিন্তা। এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি ভারত সরকারের নিন্দা করছি। আজ এই শেষ সময়ে আমি সর্দার শরণ সিংহ মহাশয়ের মুখ থেকে এ বানীই আশা করছি যে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, সর্বপ্রকার সাহায্য করছেন এবং বিশ্বের সকল দেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য আহবান জানাচ্ছেন।

হায়াতুল্লা আনসারীঃ ডেপুট চেয়ারম্যান সাহেব, এখানে একটি কথা এসে গেছে যা আমি আগে ভাবিনি। সেটি হচ্ছে রাজনারায়ন বাবুর মন্তব্য যে মুসলমান সহযোগিতা করবে না।

শ্রী রাজনারায়নঃ আমি বলিনি।

হায়াতুল্লা আনসারীঃ তিনি বলেছেন মুসলমান সহযোগিতা করবে না।

শ্রী রাজনারায়নঃ বৈধতার প্রশ্নে, আমি যখন বলছি যে আমি বলিনি তবুও মাননীয় সদস্য বলে যাচ্ছেন যে, আমি বলেছি। আমি এই বলেছি যে, যে সকল মুসলিম আজ তাদের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয় এবং আজ স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানের ওপর যে অত্যাচার চলছে সে কারণে যে সকল মুসলিমের মনে আগুন জ্বলে না তারা মুসলমান নয়।

হায়াতুল্লা আনসারীঃ আমি রাজনারায়ন বাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এমন কি উপায বের করা যায় যার দ্বারা মুসলমানগণ দেখাতে পারবে বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের ইম্প্রেশন আর সকলের অনুরূপ। দেখুন, এ প্রশ্নে আমরা খুব সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করেছি। আমরা চাই মুসলমানদের একটি মহাসম্মেলন ডাকা হোক।

কিন্তু আমি সেই সাথে চলছি কনভেনশন আয়োজনের মত অর্থ আমাদের কাছে নাই। বাংলাদেশের ব্যাপারে আমরা কারো চেয়ে পেছনে নেই এখানে এটা দেখানোর জন্য মানুষ মাদ্রাস হতে, দক্ষিণ ভারত হতে, বাংলা হতে পায়ে হেঁটেও আসতে পারে। এখানে যে কথা উঠছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনারাই বলুন, কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে দিল্লী বা অন্য কোথাও সারা ভারতের মুসলমানদের সমাবেশ ঘটানো কি উচিত হবে। এ প্রশ্নে আমি সারা জীবন বিরোধিতা করে এসেছি, রাজনৈতিক ইস্যুতে মুসলমানদের ঐক্য হওয়া উচিত নয়। অতএব আমরা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলতে পারি না।

SHIR SUNDAR SINGH BHANDARI: Sir, his speech will remain unfinished, if we adjourn.

SHRI PITAMBER DAS: In case we have to adjourn, let his speech remain unfinished.

Mr. DEPUTY CAIRMAN: If that is the desire of the Hours. I have nothing to say this is a private member's Resolution and we can adjourn for the day. As per the desire of the House, the house stands adjourned till 11.00 A.M. on Monday, the 2nd August, 1971.

The house then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday. the 2nd august. 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এবং প্রাণদণ্ডর হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা এবং প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	রাজ্য সভার কার্যবিবরণী	১২ আগষ্ট ১৯৭১

CALLING ATTEINTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Trial of Sheikh Mujibur Rahman by the military authority of Pakistan

MR. CHAIRMAN: Shri Advani, Not here shri Bhandari, Not here.

SHRI PITAMBER DAS (UTTAR PRADESH) we will take our chance later on. let the atteintion b drawn first.

SHRI LOKANATH MISRA (ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I beg to call the attention of the minister of External affairs to the trial of Sheikh Mujibur Rahman by the military authorities of Pakistan and the threat given by President Yahya Khan that the Sheikh may be executed.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (Shir Surendra Pal Singh) Mr. Chairman, Sir.......

SHRI LOKANATH MISRA: I have my objection. I read in the papers that the External Affairs Minister has left the country today for Indonesia. He must have known that this motion is coming up.............

SHRI JOACHIM ALVA (Nominate): He has not gone on a holiday.

MR. CHAIRMAN: He has informed me, he has written to me------

SHRI LOKANATH MISRA: He has taken your permission?

MR. CHAIRMAN: yea.

SHRI LOKANATH MISRA: Then you should kindly announce that he has taken your permission and in his absence..........

MR. CHAIRMAN: But Mr. Surendra Pal Singh is also a minister.

SHRI LOKANATH MISTRA. I know. I have seen the List of Ministers and I know that he is also a Minister. But I had to record my protest because the Minister of External affairs is not present here.

MR. CHAIRMAN: I also announce that Saturday's debate will be initiated by Mr. Jagjivan Ram, Yes. Mr. Minister.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Sir, according to reports, the trial court martial of Sheikh Mujibur Rahman has started in West Pakistan on the 11th August for "waging war against Pakistan". This trial is being held in camera without allowing any foreign legal assistance to him.

Earlier, in the course of several statements, President Yahya Khan had warned that the punishment could include death penalty and that he could not say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly Meets. Government view with grave concern these developments. President Yahya Khan himself had. In one of his earlier statements, referred to Sheikh Mujibur Rhahman as "the future Prime Minister of Pakistan" As the Leader of the Awami league party with won 167 of the 169 seats to the National Assembly from Bangladesh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman held a unique position as the acknowledged leader not only of Bangladesh but of the whole of Pakistan. What happened after the 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and trampling on the fundamental human rights of the people of Bangladesh stand self condemned. Instead of respecting the verdict of the people and acknowledging Sheik Mujibur Rahman as the elected and undisputed leader of Bangladesh, the Pakistan Government has launched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide. The Like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against sheikh Mujibur Rahman is a gross violation of human rights and deserves to be condemned by the whole world.

We have repeatedly expressed our concern for the safety and welfare of Sheikh Mujibur Rahman and his family who also are under house arrest or in prison. We have conveyed our deep anxiety and concern to the Secretary General of the United Nations and foreign governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard. Should any harm be caused to the person of Sheikh Mujibur Rahman or his family and colleagues, the present situation in Bangladesh will be immeasurably aggravated and the present Pakistani rulers will be solely responsible for the consequences. We share the conscience of humanity to raise its vice against the action that the President of Pakistan is taking. We express our condemnation of the action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, While very much appreciating the concern shown by the Government of India and the letters addressed by the Prime Minister of India to Minister how many countries have indicated khan Over his designs to try Sheikh Mujibur Rahman and to attempt to execute him? I hope the hon. Prime Minister and the External Affairs Minister Would have seen in today's news papers U Thant's statement which is a unique one of its kind. At one place he says that this particular trial would have repercussions outside Pakistan while in the subsequent paragraph he says that it is within the competence of the judicial system of Pakistan. Everybody knows and our government also realizes that it is not confined to the judicial system of Pakistan only. It has its international repercussions and U Thant appreciates it. But he seems to be incapable of doing anything in the matter, even being the Secretary General of the United Nations. Now, the difficulty is, supposing something happens to Sheikh Mujibur Rahman, Thereafter it would be difficult even to control the Bangladesh Mukti Fauz. Supposing Yahya khan does something according to his own whims. Would it not be desirable on the part of the Government of India to give President Yahya khan an

ultimatum, even to U Thant, That if something happens to Sheikh Mujibur Rahman according to the designs of President Yahya Khan, then it would be difficult for India to send back the refugees, because never probably would calm come back to Bangladesh and. therefore, It would be very difficult for the refugees to return to Bangladesh; so in such a case it would be difficult for India to remain a silent spectator to the trial and execution of Sheikh Mujibur Rahman. Has it been indicated to president Yahya khan and U Thant and. if so what is U Thant going to do in the matter? Has the Government of India received any intimation from U Thant?

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Sir, may I take the last question first? It is fair on the part of the hon. Member to say that India is standing completely silent and is a silent spectator to all this. It is not true; it is not borne out by facts. Ever since this matter come to our knowledge, we have done our very best to bring it to the notice of all the friendly countries all over the world; we have brought it to their notice throughout Missions abroad; our special delegations went abroad and they also took up the matter with all the Government, and the hon. Members already know, the Prime Minister herself has addressed two letters to the Heads of Governments. Similarly, our Foreign Minister has written to Secretary-General U Thant.

SHRI LOKANATH MISRA: What is the result?

SHRI SURENDRA PAL SINGH: I will come to the results, Sir we have been assured by all the friendly Governments that they would do their best to impress upon the Pakistan Government to desist from this act. Whatever views they may hold from the political point of view on the question of Bangladesh, on the question of Sheikh Mujibur Rahman's release, looking at it purely from a humanitarian point of view they all expressed their concern and they all wanted that his life should be saved. Now, as to how they should do it and what they have done in this regard. it is very difficult for us to say we have been assured that they would use their influence, and we hope that they have done so. Whether that will have any effect on that Pakistani of Pakistan is very difficult for us to say: it all depends on the sensitivity of the Pakistani regime to the world Public opinion. But if the Past experience is any guide, we are not very hopeful that all these efforts will succeed, but we are hoping and praying that they will.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, I want to put a question.

MR. CHAIRMAN: NO, NO: only one question.

SHRI LOKANATH MISRA: Arising out of this, Sir.

MR. CHAIRMAN: NO. NO: I cannot change the practice.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, you have allowed two questions on calling attention.

MR. CHAIRMAN: No, Never; I cannot change the practice.

SHRI LOKANATH MISRA: Then I might have made a longer question.

MR. CHAIRMAN: You might have done that.

SHRI N. SRI RAMA REDDY (MYSORE): What is the meaning of all nations? All the members of the United Nations? Is it what you mean by all nations?

MR. CHAIRMAN: Please ....

SHRI N. RAMA RADDY: Sir, I must ask for hon. Minister's clarification.

MR. CHAIRMAN: he will give the clarification while replying to another question. Mr. Minister you may do so.

শ্রী রাজনারায়ন (উত্তর প্রদেশ): আমি জানতে চাই, ভারত সরকার কি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের হুমকী। ভারতের জনগণের জীবনের হুমকি বলে মনে করেন? শেক মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর যদি কোন বিপদ আসে তবে ভারত সরকার কি বিশ্বকে এক সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবেন যে আমরা সেটা আমাদের জনগণের জীবনের ওপর বিপদ মনে করব? একে আপনার সত্তার ওপর বিপদ মনে করে এবং অনুরূপভাবে জনসাধারণের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি কি ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক জঙ্গীশাহীর (তানাশাহী) মোকাবেলা করবেন? ভারত সরকার কি কোন সুনির্দিষ্ট , সুসংবদ্ধ পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

শ্রী মহাবীর ত্যাগী (উত্তর প্রদেশ) নিয়েছে। হাউস এ বলেননি। মাফ করবেন। নিয়েছেন।

শ্রী রাজনারায়ণঃ ত্যাগী মহাশয় এমন মানবতার প্রশ্নেও আপনি এরূপ বলেছেন। মহোদয়, যেহেতু এই দুই রাষ্ট্রই কমনওয়েলথ সদস্যভূক্ত তাই ভারত সরকার কি কমনওয়েলথকে জানিয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর কোন বিপদ নেমে আসলে ভারত কমনওয়েলথের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আমি মনে করি, ভারত সরকার সময়মত পদক্ষেপ নিলে হয়ত এ যাবত শেখ মুজিবর রহমানের ওপর এরূপ হামলা চলত না। আজ সকাল মিঃ উত্থান্ট এর ভাষণ আমরা পড়েছি। এ নিয়ে বন্ধুদের সংগে বলে আমরা আলোচনা করছিলাম, উথান্টের এই ভাষণের পড়ে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া কি? উত্থান্ট বলেছেন যে তিনি আইনের সীমিত পরিধির মধ্যে কাজ করছেন, ভারত সরকার বলেছেন তিনি পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের নেতা। তিনি সম্পূর্ণতঃই পাকিস্তানের। আমি সম্পূর্ণ পাকিস্তান শব্দের তাৎপর্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। কেননা আজ মিঃ গ্রোমিকো ও সরদার শরণ সিংহ তথা রুশ সরকার ও ভারত সরকার ও এর যে যুক্ত ইশতেহার (কম্যুনিষ্ট) বেরিয়েছে, সুধীবৃন্দ, আপনারা তা পড়ে থাকবেন, তাতে এক অভিনব কথা বলা হয়েছেঃ Political Settlement for the entire peoples of Pakistan" সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের একটি রাজনৈতিক সমাধান হোক।

মিঃ আকবর আলী খান (অন্ধ্র প্রদেশ): পূর্ব পাকিস্তান।

শ্রী রাজনারায়নঃ সম্পূর্ণ পাকিস্তান। ওটা একটু ভাল করে পড়ুন। আপনি নবাব সাহেব তাই আপনি ওটা গোটা পড়েননি। ওই ইশতিহারে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ পাকিস্তানের জনগণের জন্য রাজনৈতিক সমাধান হোক। এই সমগ্র পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের ইশতেহার কি মুজিবুর রহমানের জীবনের ঝুকি বৃদ্ধি করছে না। আমি সরকারের কাছে সম্পূর্ণ পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি তার সুষ্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী করছি এবং এও বলছি যে এই ইশতেহারও মুজিবুর রহমানের জীবনের ঝুকি বাড়িয়েছে।

মহোদয়, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ থাক বা না থাক (তাতে কিছু যায় আসে না) আমি চাই ভারত সরকার তার জনগণের কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হোন যদি মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর বিপদ এসে পড়ে তবে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের দুর্গতিও অনুরূপ ভাবেই হবে। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ থাকার আর প্রেয়োজন কি, তার মানবাধিকার ঘোষণার মূল্য কি, একদিকে মানবাধিকার ঘোষণা বিদ্যমান অন্যদিকে মুজিবুর রহমানের ফাঁসির মামলা চলছে।

সভাপতিঃ আপনার প্রশ্ন কি। প্রশ্ন করুন।

শ্রী রাজনারায়ণঃ আমি জানতে চাই, ভারত সরকারের মনোভব কি। একটি প্রশ্নের দ্বারা এর উত্ত মিলবে না, এটি সকল মানুষের জীবনের মুল্যের প্রশ্ন তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন, খোদ সরকারী হিসেবে

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৬৯ সীটের মধ্যে ১৬৭ টি সীট লাভ করেছেন, যা শতকরা ৮৯.৮ ভাগ, এবং যিনি প্রায় ৮৪ ভাগ ভোট পেয়েছেন, ওই স্বাধীনতাকামী মানুষ এরূপভাবে ফাঁসীর দণ্ড লাভ করবে তথা আমরা বলব আমরা স্বাধীন।

মহোদয় সরকার কি অবহিত আছেন যে গতকাল এখানেই গান্ধী মাঠের কাছেই এক জনসভায় দেড় লক্ষ জনতার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই যে, মুজিবুর রহমানের জীবন নাশের আশংকা দেখা দিলে সরকার নিজের জনগনের জীবনের ওপর হুমকি মনে করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সরকার এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমরা তাঁর সহযোগিতা করব। সরকার কি এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

শ্রী সুন্দর পাল সিংহঃ সভাপতি মহোদয়, শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বিপদাপন্ন এটা সুনিশ্চিত কিন্তু মাননীয় সংসদ সদস্যের মন্তব্য এ ব্যাপারে আমরা নিরুদ্বিগ্ন ও উদাসীন একথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরও চিন্তা ভাবনা অনেক। তিনি বেঁচে যান আমরা তাই চাই এবং এর জন্য চেষ্টা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন তাঁর জীবন বিপদাপন্ন এবং এরূপ কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে তা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে কিনা, এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে ট্রায়ালের পর যদি তাঁর ফাঁসি হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া অত্যান্ত গুরুতর হবে। সর্বত্রই তার প্রভাব পড়বে, আমাদের দেশেও পড়বে। ....এজন্য আমরা চাই এরূপ ভুল পদক্ষেপ যেন না নেয়া হয়।

এখন মাননীয় সভাপতি প্রশ্ন এই যে, এই কাজ হতে পাকিস্তান সরকারকে কিভাবে বিরত রাখা যায় আমি প্রথমে বলছি, আমরা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি আমাদের দ্বারা যা সম্ভব। অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে আমরা আলোচনা করেছি এ ব্যাপারে আমাদের মত জানিয়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করেছি, অতএব আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কাছেও লিখেছি তাঁরাও একে একে বলেছেন, আমরাও চাই এরূপ ট্রাজেডী না ঘটুক, আর রাজনৈতিক দিক থেকে এর একটা ভাল সমাধান বের হোক। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের প্রশ্নে সকলেই মনে করে এই ট্রায়াল হওয়া উচিত নয়। তাঁর জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন। এখন এ ব্যাপারে তিনি কি করছেন একথা বলা মুশকিল।

সভাপতি মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন, মুক্ত বিবৃতির ফলে তাঁর জীবন নাশের আশংকা আরো বেড়ে গেছে আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই। এ ব্যাপারে আমাদের যা করণীয় আমরা করে যাচ্ছি। আমাদের আরো কি করতে হবে এমন কোন পরামর্শ থাকলে আমরা তা শোনার জন্য প্রস্তুত আছি।

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, My I Clarify? Mr. Bajnarain has accused me that I gave a wrong statement. Here if the newspaper, the words are "East Pakistan" and not the whole of Pakistan" So he is correct.

SHRI PITAMBER DAS: Sir, since the word has become the property of the House whether we agree with the explanation of those words or their interpretation. That is different matter, but the words are there.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But it is in a different context.

SHRI PITAMBER DAS: Sir, I say whether we agree with the interpretation that is placed on the words or do not agree with it, that is a different affair, and in what context they have been used, that is also different affair. But the words are there. The words are there very clearly.

MR. CHAIRMAN: All right

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, if you allow me. I will read.

MR. CHAIRMAN: That is not necessary.

MR. PITAMBER DAS: Although the explanation is given, that the expression "the entire people of Pakistan" does no denote any back living yet the words are there, Sir.

শ্রী রাজনারায়নঃ আমার একটি প্রশ্নের উত্তর পাইনি। মহোদয়, দয়া করে শুনুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভারত সরকার কি কমনওয়েলথকে লিখেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে বিপদ আসলে আমরা কমনওয়েলথ ত্যাগ করব? এর সংগে সংগে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, ভারত সরকার কি একথা বলে দিয়েছেন যে, মুজিবুর রহমানের জীবন বিপদাপন্নহলে জাতিসংঘকেও লীগ অব নেশনস এর পরিণতি বরণ করতে হবে? এর উত্তর মেলেনি। এর সংগে সংগে আমি বলেছি, যে, ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে - ইশতেহার সম্পর্কে আগামী পরশুর বিতর্কে বাকী সব কথা বলব, এখন তার সূচনা করছি মাত্র- ওই ইশতেহার শেখ মুজিবুর রহমানের নাম কেন উল্লেখ হয়নি?

শ্রী সুরেন্দ্রপাল সিংহঃ তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দেব মাননীয় সভাপতি? ......কমনওয়েলথকে জানানো হয়েছে আমি আগেও বলেছি আর (কমনওয়েলথ হতে) আলাদা হয়ে যাবার প্রশ্ন ভিন্ন, মাননীয় সভাপতি। ......

শ্রী রাজনারায়নঃ মহোদয় দেখুন দুইটি প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে। (interrption) যারা হৈ চৈ করছেন আপনি তাঁদের থামাচ্ছেন না। মহোদয়, এখানে কেউ হৈ চৈ করে করে যদি আমাকে আমার শুদ্ধ ও বৈধ প্রশ্ন করতে না দেন তবে এ অবস্থায় কিভাবে কাজ চলবে?

সভাপতিঃ আপনার প্রশ্ন হয়ে গেছে এবং তিনি উত্ত দিয়ে দিয়েছেন।

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): Sir, on a point of order, Sir this is a very important issue, a serious matter, and not a one party issue. Therefore Sir, will you request the hon. Members that while putting questions they should raise the whole level of the Question so that it looks like a national issue? It is not a one party issue.

MR. CHAIRMAN: That is what I expect. I would request the hon. Members to please remember that it should be treated as a national question a very important question which concerns very big issues, and the level of the question must be raised to a national question.

(Shir Rajnarain continued to speak)

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, please sit down now. Do not obstruct the proceedings.

শ্রী রাজনারায়নঃ আমি বসব না আমি করজোড়ে মিনতি করছি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন। আমি ভারতে জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত, আমি ভারতের সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত নই। মজিবুর রহমানের জীবনের প্রশ্ন।

MR. CHAIRMAN: I ask you to withdraw from the House. Now, I have asked the Member not to obstruct the proceedings repeatedly and he is obstructing the proceedings. I ask him to withdraw from the House.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): This fellow has been expellea from his party.

(Interruption)

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain. I am asking you again to withdraw from the House because you are obstructing the proceedings repeatedly.

শ্রী রাজনারায়নঃ মুজিবুর রহমানের প্রাণরক্ষা কর। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।

MR. CHAIRMAN: I named Mr. Rajnarain for continuous obstruction of the Proceedings of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) Sir, I beg to move:-

"The Shri Rajnarain be suspended from the service of the House for the remainder of the session.

The question was proposed.

শ্রী পীতাম্বর দাশঃ ভোট নেয়ার আগে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই। আমি নিবেদন করব, পরিস্থিতির নাজুকতা রাজনারায়ণ বাবুর অনুমান করা উচিত। মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে সকলের ভাবনাচিন্তার অনুরূপ। কিন্তু এখন যে পরিস্থির উদ্ভব হয়েছে তাতে পরিষদের কোন সদস্যই রাজনারায়ন বাবুকে সমর্থন করা ভাল মনে করবেন না। সুতরাং আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে তিনি এ বিষয়কে ভোটাভুটির মধ্যে আনার সুযোগ দিবেন না এবং সভাপতির আদেশ পালন করবেন।

শ্রী রাজনারায়নঃ পীতাম্বর বাবুর বিবেচনা বোধকে আমি মূল্য দেই কিন্তু এই সাথেই আমি বলতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রী মহোদয় এখানেআছে কিন্তু বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে তিনি একটি কথাও বলছেন না। মুজিবুর রহমানের প্রাণ রক্ষার জন্যও কিছু বলছেন না, আমার প্রশ্ন মালার উত্তর দিচ্ছে না।

MR. CHAIRMAN: The question is ....

"That Shri Rajnarain be suspended from the service of the House for the remainder of the session"

The Motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The Member is suspended for the remainder of the session. Mr. Rajnarain, new you should leave the House please.

(Shri Rajnarain Continued to speak)

MR. CHAIRMAN: Otherwise, I will ask the Marshal to take you out of the House.

I hope this House agrees that I call the Marshal to take shri Rajnarain out from the House.

(On Shri Rajnarain's refusal to leave, the Marshal Bodily removed his from the house)

MR. CHAIRMAN: The House will realize that it was painful for me to take this decision. But I had no choice under the circumstances.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (kerala): Yesterday it was decided that he would not bring his stick. He has still brought his stick today.

MR. CHAIRMAN: North more on this. Rules do not permit me to do anything more.

SHRI N.G. GOREY (Maharashtra): Sir, may I explain on behalf of my party that we had nothing to do with this and if you think think that we are responsible for this in any way, I just apologies.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I am very sorry ....

MR. CHAIRMAN: There should be nothing on this.

SHRI A. G. KULKARNI: may I know, Sir, from the Government whether it is a fact that after the approach has been made by the External Affairs Minister to the United Nations, a statement has been made by U Thant? It seems U Thant is under very great pressure to corroborate the facts and take proper action. Our Prime Minister has also written a Letter to the various Prime Ministers of different countries, May I know whether the contents of that letter could be made known to the House? If so, that should be done.

SECONDLY, MR. Yahya Khan is absolutely a maniac. He is not in a position to understand human approach and diplomatic and international Language in this connection. Will he non. Minister or the state Minister say whether there is a statement made today in which Mr. Gromyko has stated that Russia will also use its own goodwill to see that the life of Mujibur Rahman is saved; and whether during the course of discussions between the Prime Minister and the External affairs Minister of our country and Mr. Gromyko there is any indication of the type of action which Mr. Gromyko has suggested in this connection? That is very important, Sir I request you that if there is any information on this point as to how Russia wants to help us, that should be indicated.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Sir, this matter was also raised during our discussions with Mr. Gromyko during his recent visit to Delhi and we have been assured by Mr. Gromyko that when he goes back to Moscow, he will discuss the matter with his Government and he is of the view that the Russian Government will take necessary steps.

SHRI A. G. KULKARNI: What are those necessary steps?

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Well, It is very difficult to explain this. He has assured us that he will do everything within his power to persuade the Pakistan Government to desist from this act and try to save the life of Mujibur Rahman.

As regards the contents of Prime Ministers letter, I am not in a position to disclose the contents. As I have said earlier, the Prime Minister has written to all the heads of Governments all over the world to all friendly countries, drawing their attention to the fact that this matter is of very grave importance and its consequence will be really very dire and it is imperative and desire that they should act in this matter as early as possible and bring about the release of Shaikh Mujibur Rahman as early as possible.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, when I gave this calling attention notice it was not my intention to enter into a controversy with Government or with anybody. But here is an issue which involves our emotions. Many may not share our views with regard to the stand on Bangladesh but many at the same time are in favor of sharing our sentiments over this particular issue of saving the life of a great patriot and a great leader sheikh Mujibur Rahman. I am sorry for what has happened. Now, as I said, I do not want

to seek any clarification so to say. After all, judging by the newspaper reports and also from the information gathered from the various Members on the Government side I have no doubt in my mind personally speaking that the Government and the Prime Minister in particular are doing their best to save Sheikh Mujibur Rahman's Life. I can only express my full solidarity and support with them and their efforts. After all is said and done, We can only express our opinion here at the non-official level and the Government can also express its onion before what is called the world community and speak to the world with anguished heart demanding measures to save his life. Even that I do not know how far we can do and what we can do. Now the best person to do so would be the Prime Minister of India, the head of the Government of Our country, In fact she has been doing it. Therefore, I Leave it to say what she may fell like saying, if she should like to say anything.

But one or two observations I would like to make with regard to this Again, I say it is not that I seek any clarification and Government knows it very well. I share their view and they share our view; there is no disagreement on the matter. But certainly I am not in agreement with the approach the Secretary General has taken by needlessly emphasizing that he was functioning within the judicial system of his own country. Sir, in international law and otherwise also this thing cannot be supported for a variety of reasons into which I need not go. As the Government has very rightly pointed out the same man who is now plotting to murder sheikh Mujibur Rahman had to say that he was the Prime Minister designate of his country, at that time of the united Pakistan. But today he is being charged with treason or with waging war against whom, I do not know, and sought to be slaughtered. I is not even a judicial murder; It is cold - blooded murder amounting to an international offence; nothing short of that, That is what I would like to say, I think the international community would take note of this that it is not even a judicial murder but it is continuation of the slaughter of the 5, 00,000 people and the crowning act of this slaughter by Yahya Khan would be the butchery of this great man. Sir we launch our strongest protest against it and we do hope the world community, the secretary General, United Nations and other people will summoned enough courage to stay the hands of the would be butcher of this great man, As far as other countries are concerned, I am very happy that the Government has addressed letter; the prime Minister personally to the ?Governments of the various countries and this will undoubtedly help the mobilization of world opinion which alone can stay this murder of Sheikh Mujibur Rahman. Therefore I think we should pursue those efforts and I think we should express our statements in the last day of Parliament. I Do not think it is necessary to speak much on this subject, it is well known that the Government and the people are together today in this matter in this country and we do hope that the voice of the 550 million people voiced by the head of the Government will be taken note of by Friends all over the country as indeed by friends in the whole world.

I do hope that by joining our voice with the voice of the Soviet people, the soviet Government, and other peoples also we will be in a position whatever else we may or may not gain- to save that precious life which is a possession of all mankind. Today the life of Mujibur Rahman's a precious possession of all humanity. Therefore, we rise here to express our anguish and concern to save not only a human life, but a tradition, a

cherished possession of mankind and it is the duty of the world to rally behind our nation in order to save that life and to compel, if by nothing else, by the force of world public opinion Madhya Khan not to proceed with his plan of a cold- blooded and deliberate murder of one of the finest creation of modern civilization and human race, This is all that I say. I hope these are the sentiments in the hearts of everybody here and I still expect the Prime Minister on behalf of us, on behalf of the whole country to voice the anguish and concern of the nation and also raise the voice of protest against the calculated plot to murder a great man, a great patriot and a great possession of human society as a whole.

SHRI LOKANATH MISRA: After hearing Mr. Bhupesh Gupta I did not miss the presence of Sarder Swaran Singh.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, allow me to say that a great tragedy is imminent. The tragedy is not only for the 75 million people of Bangladesh but it is also a tragedy for the millions of people of our Country. It is not only a tragedy for us, but it is also tragedy for humanity as a whole. One of the greatest fighters for freedom is steadily going to mount the gallows. No freedom-Fighter in the world can take things lying low. Therefore, the sentiment which has been expressed by many, not only in this house but also outside the House, Should be given proper respect and we and the Government of India should also try effectively to give expression of the people of this country to the international community as a whole. While expressing these sentiments of mine, I would like to know this from the hon. Minister, In this connection, it has been made clear by many outside and even in this house that there are certain countries in the world which still today think that the trial of sheikh Mujibur Rahman's a domestic affair of the Pakistan Government. I do not mention the names. West Pakistan has got no law of its own save the law of the jungle, They have got no court, except the star chamber, If There is any court today particularly in this matter, it is the captive court and the conclusion is foregone, As I mentioned earlier the tragedy is imminent. In this context there is a great role to be played by the great powers. In this connection, our Government has also written to many countries. Particularly may I know what has been the reaction of the United States of America? I mention the United States of America because I am convinced...

AN HONOURABLE MEMBER: China also

SHRI CHITTA BASU: I am coming to that, I am convinced that Yahya khan could not have gone to this length had he not been consistently and persistently supported, aided and abetted by the United States of America. Therefore, if President Yahya Khan is a criminal, allow me to say president Nixon is no less a criminal in that case, Therefore, may I know what has been the response from the United States of America to the appeal made by our Prime Minister? In this connection. I would also like to know whether any letter has been communicated to the Chinese Governments, in this respect. When we have sent letters to all Governments, whether friendly or hostile, on this humanitarian question of saving the life of a great patriot of this age has any such appeal been addressed to the Chinese Government? If so, what has been their reaction to that appeal?

Lastly, in case the world fails, in case the United Nations fails to save the precious life of Sheikh Mujibur Rahman, may I know whether we are in a position to take specific, concrete steps to see that the freedom fighters, cause does not go unheeded, that the voice to the great, valiant freedom fighter does not go unheeded? We as a people who have fought for our freedom who still support freedom fighters the world over, should not fail another great fighter for freedom, and the people of India, lead by the Government of India should stand by those people who are also fighting for their freedom. And in this connection, we should take specific, concrete steps not merely by words or by expression of sympathy, but by action in defense of freedom, in defense of those who fight for the freedom of the people.

Shri Surendra pal singh: Sir, there can be no doubt whatever about the Governments' sympathies for the cause of Bangladesh. It has been expressed on a number of occasions of behalf of the Government that we fully support the movement in Bangladesh, their sentiments and these objectives, and we are doing everything possible within our means to support them in this. Whatever can be done to support their cause, we are doing. Now the hon. member has said that if this present trial which is under way in Pakistan goes through and Sheikh Mujibur Rahman is hanged or executed as a result of it, I will be a great tragedy. I agree with the hon. Member that if this dastardly act is gone through and this heinous crime against humanity is perpetrated by the Pakistan Government, There is no doubt whatever that this will be a greatest tragedy not only for Pakistan or Bangladesh but for India and for the entire world and for the democratic and peace loving people of the world. Sir, as regards showing respect for the sentiments of the people of our country about Bangladesh, the Government has already said on a number of occasions that they are one with the people with everybody here. That we sympathies with them and that e will do everything possible to support their cause.

Then the hon. Member asked about the reaction of the USA and China in this regard. Sir, hon. Members already know the standpoint of the United States of America in this regard, in regard to their supply of arms to Pakistan, etc. That matter has been discussed in this House before.

SHRI N. RAMA REDDY: that is a different matter.

SHIR SURENDRA PAL SINGH: On this Particular humanitarian aspect, I think I am right in saying that they have expressed their concern about the life of sheikh Mujibur Rahman and they have also said that in their own way they will try their best to persuade Pakistan not to go ahead with this action and that his life should be saved.

In regard to China, our standpoint and our policy in regard to Bangladesh has been conveyed to the Chinese Government through our CDA in Peking, But as the hon. Members know, the Chinese viewpoint and stand on this issue is rigid and partisan. China is fully supporting Pakistan in regard to the Bangladesh matters, So I Do not think any useful purpose will be served by addressing a special letter to peeking at this juncture. Before doing such a thing, we have to find out what kind of reception our letter or approach will have and in the present circumstances, I do not think it will serve any useful purpose, But we have kept them fully informed of our view pint and of our stand.

SHRI N. RAMA REDDY: Is it not better that an appeal is made to the Chinese Government to save the life of Bangla Bandhu? Will the Prime Minister consider the question of writing to them?

MR. CHAIRMAN: Mr. Niren Ghosh.

1P.M

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): I agree that it is a grave issue, and when we gave notice of this Calling - Attention Motion we were also not fully informed of the steps that the Government has taken. Today's newspapers give some indication. And naturally it is beside me, it is superfluous to point out that the entire country is united on this issue. And it is also quite clear that it is not a judicial trial. It is a political trial. And if a murder takes place, if he executed, it will be a political murder of the elected leader of the biggest single party of Pakistan of East Pakistan I will not say that now it is a single entity. The Pakistan that was is gone as far as we can see. It is now West Pakistan and Bangladesh. So the concept of Pakistan called Pakistan is already settled by history and it is a thing of the past. There are two countries now, West Pakistan and Bangladesh. Now the question that I would like to ask is whether we can take certain more effective steps to stall the hand of Yahya Khan. What counts is not the mere expression of anguish or sentiment or anything like that, but certain things which can stall his hand, which can force him not to proceed with the trial of Sheikh Mujibur Rahman and in this connection the question arises that certain countries in the world which are powerful countries, they have a voice and that is why I ask: Is it sufficient for the USA to express concern? We how the role it has played and that is condemned by all the parties, by all political elements and the entire people of India, and it is an act of hostility towards us, towards the freedom struggle, the Use has committed. Nevertheless, the question remains whether the USA should be allowed to get away with the fact that it has expressed concern or whether the Governments of the world should not tell Yahya Khan, Don't proceed with the trial. It is a mock trial. It is a political trial. It is not a judicial trial. So you cannot proceed with that." That is the question that I want to ask and I would like to know the reaction of the Government thereto.........

SHRI AKBER ALI KHAN: Including China.

SHRI NIREN GHOSH: Of course including China, We are not in agreement with China on this question. We take our own decision. That is quite another thing go my question is whether Parliament should not address an appeal to all parliaments of the world, to all governments of the world.

AN HONORABLE MEMBER: there is no parliament in china.

SHRI NIREN GHOSH: He does not know, despite his wishes there a parliament in chine

MR. CHAIRMAN: Please do not get disturbed. You proceed with your question.

SHRI NIREN GHOSH: my question is whether the Parliament of India should not address an appeal to all parliaments of the world and to all Governments of the world, whether we should not make a particular point -the USA, China, France, Japan, these are

the countries which count- and if these countries, if these Governments, take a firm stand and tell Yahya Khan not to proceed with the trial of Sheikh Mujibur Rahman, then, Yahya Khan would not have the check to proceed with trial, So, we should put the question point blank. There is no question of evading the issue. That is why on this question I want to know the opinion of the Government. I suppose this is the last day, Lok Sabha is going to adjourn, If an appeal has to be addressed, we have to adopt it today. Tomorrow we cannot.

Secondly, should not this issue be discussed in the United Nations? I do not want to pressurize the Soviet Union. But can they not raise this issue? Is it not possible to get the Security Council to discuss the issue and give some indication of their opinion to Yahya Khan. That will be something authoritative. Somehow or other it is clear, if the Security Council is called into session, it will be very difficult for them to get away from the issue and they will have to express on opinion. Whether it will be suitable or not, whether we can also approach that forum or not an questions that I would like to put to the Government of India, Sands of time are running out Eleventh is already over. Today is 12th everything will be over in a day or two. It may be that they may pass a death sentence. They may or may not execute him. That is not the point. We do not concede the right of Yahya Khan to try Mujibur Rahman. That is the pint and that is the history we have come to. Time is very short. If more effective intervention is needed it will be done swiftly and quickly without any loss of time.

SHRI SURENDRA KPAL SINGH: I agree with the hon. Member when he says that the life of Sheikh Mujibur Rahman is very precious. There is no doubt about that and we feel the same way. We do want to do everything possible to save his life. One way of doing it, as suggested by the hon. Member, is that the bigger powers should take more effective steps to influence Pakistan's thinking on this issue. That is exactly what we are striving for. It is for that reason that the Prime Minister addressed two letters to all the heads to governments including big powers, Except of course China, We are trying our best to activate them to do something more effective and use their influence with Pakistan to save the life of this valiant freedom fighter. This is being done. But as hon. Members know the big powers and all other countries are moving in their own way. We would like them to take effective steps. They have given us assurances. It is very difficult for me to say about what they are doing in the matter or the manner in which they are doing that we hope and pray that they will do something to save his life.

As regards the appeal to be made by the Parliament, I am entirely in the hands of the Parliament and if the Parliament so decide to pass a resolution or make an appeal to all the world parliaments. We will welcome it as that will strengthen the Government's hands.

As regards raising the matter in the United Nations, this matter has been given considerable though by the government and it is still under consideration. We are not opposed to the idea of taking it to the United Nations. But it is a very compels matter. Hon. Members know that a great deal of consultations have to be gone through with the various countries about the matter and it is only when we feel that we have reasonable support of a large number or countries, the time will come for taking it to that forum. This is under consideration.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): I look at this trial not as a trial of an individual, not as a trial of a political leader, not even as a trial of a revolutionary. I look at this trial as a trial of freedom itself. Sir there is no instance in history giving us any information on such trials. I think there is only one instance which happened centuries back. That was the trial of Joan of Arc. Joan of Arc was tried for serving a noble cause; she was tried for waging a war against tyranny.

Sir, the trial of Mujib reminds me of that trial. There is some resemblance, to another trial. That was the trial of Queen Anne Boleyn and she was tried on fictitious charges and she was executed by her husband. Sir, there is nothing comparable to this trial. Mujibur Rahman is being tried on a fictitious charge of waging war against Pakistan. Sir, When the issue of Pakistan itself is in doubt, how can this trial go on? This can be a matter of opinion. Sir my friend, Shri Niren Ghosh, said that the Government of Pakistan has no right to try this revolutionary, this great man. But the trial is being carried on.

Sir, I welcome the steps taken by the Government of India so far. I have also to say that these steps may not be adequate to save him and to save the situation both in Bangladesh and in India. I say this about the situation because the fate of this great man is linked up with the subsequent developments both in Bangladesh and also in India. It will never be an isolated phenomenon and therefore, Sir, I feel that the steps that they have taken, taken by the Prime Minister, though welcome, very much welcome, I feel, there is something still more to be done in this regard. I suggest, Sir that we as Parliament- we are about to adjourn now - should make an appeal to all the countries of the world, to all the Parliaments of the countries in the world, that they should react immediately on this issue.

Secondly, Sir, we should tell the world that the execution of this great man will cause greater booed shed and it will be followed by a greater revolution and it will have its impact on our country also. This we should tell them. You know, Sir, anything that is done against this great man will aggravate the situation. So, Sir, we should spell out as to what will happen. Then sir, I suggest we should take up this matter with the United Nations more. I know that the statement of the Secretary General is not at all satisfactory. I think he seems to be skirting round the issue. He has not understood the implications and I think he has to understand his responsibilities.

Sir, It is the concern of the United Nations to safeguard the liberties of individual as well as communities. And the United Nations has accepted this doctrine. If liberty or freedom is destroyed in any place, It will be destroyed everywhere. That doctrine has freedom anywhere will lead to the destruction of freedom everywhere. That doctrine has been accepted by the United Nations. I think, we as country- Particularly, the Prime Minister - should convince the Secretary General about his duties and responsibilities in this matter. If there is anything done against the life of this great man, we should also hold the United Nations responsible for its inaction. The United Nations has failed and we cannot give another opportunity to it to fail in this regard. It will be a tragedy if this diabolical, crude, brutal perversion will end in the execution of this great man. Therefore, Sir, I would like the Prime Minister not to satisfy herself with what she has done already. I want her to take up this matter seriously in her hands- not merely addressing letters; that

it good enough and also, if need also, if need be, confer personally with some of the great leaders of other countries and in particular the Secretary general of the United Nations. May I expect Sir, in this great hour she would rise above all small things and represent this country and its great people and the Parliament and so that the tragedy that is impending against this great man is averted?

ডঃ ভাই মহাবীর (দিল্লী): মহোদয়, সরকার আসছেন, যা কিছু সম্ভব তা করা হচ্ছে, আর এই পরিষদের সকল দলের প্রতিনিধিগণ বলেছেন, কার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার অধিক থেকে অধিকতর যা কিছু পারেন যেন করেন, আমি মনে করি এখানেই প্রসংগের ইতি টানা উচিত নয়। বিষয়টি আরো এগিয়ে নেয়া আবশ্যক নতুবা এখান থেকে আমরা কাজ সেরে চলে যাব আর ইয়াহিয়া খান ওদিকে তার দুরভিসন্ধি চালিয়ে যাবেন। আমি মন্ত্রী মহোদয়রে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারের ভাষা আরো দৃঢ় হবে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণ রক্ষা ও মুক্তি প্রসংগ অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে উল্লেখিত হবে। মনে হয়, এ প্রসংগে আমাদের সরকারের বক্তব্য আগে যা ছিল তা আরো নরম হয়ে গেছে, হতে পারে, সাংবিধানিক দিক থেকে কোন অপারগতা ছিল, মহোদয়, প্রশ্নটি কোন বিশেষ সাংবিধানিক অপারাগতায় আবদ্ধ থাকার মত নয়, মন্ত্রী বলেছেন, মিঃ গ্রোমিকো দেশে ফিরে গিয়ে তার সরকারের সংগে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার অংগীকার করেছেন। দুদিন আগে সর্দার শরণ সিংহকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মিঃ গ্রোমিকো কি বলেছেন, আশ্বাসের স্বরে তিনি বললেন, গ্রোমিকো অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যে এমনটি হতে পারে না। যদি সত্যি সত্যিই তিনি এরূপ বলে থাকেন তবে আজকে মুক্ত ইশতেহারে তার প্রভাব পড়তো। দুর্ভাগ্য বলতে হবে মিঃ গ্রোমিকো দেশে ফিরে যাবে, তার সরকারের সংগে আলোচনা করনে, তারপর এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা জানা যাবে, এত বেশী সময় আমাদের হাতে নেই। মার্শল ল পদ্ধতিটা সিভিল লিটিগেশন বা সিভিল কেস- এর মত নয়। ইয়াহিয়া খাঁ যখন নিজেই বিচারক সেজে বসেছেন, নিজেই সবকিছু করছেন তবে আর কে কার কাছে অভিযোগ করবে। অতএব মহোদয়, আমি প্রশ্ন করতে চাই, সরকার কি যথাযথভাবে বুঝতে পেছেন যে, সোভিয়েত সংঘ এর বেশী কিছু করতে পারবেন যা তার বক্তব্য হতে পরিস্কারভাবে বোঝা যায়। আমি বুঝি করতে পারে, করতে পারা উচিত ।

মহোদয় আজ, ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে শাস্তি দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, মেখ মুজিব একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে গেছেন তিনি নবগঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, তাঁকে এভাবে হত্যা করার যে প্রয়াস চলচে সেটি আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য অতি বড় কলঙ্ক কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আজ কোন কিছু করতে পারছি না কেননা, আমাদের সরকার এখনো মনে করেন না যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সময় হয়েছে। মহোদয়, আমি প্রস্তাব দিতে চাই যে একটি সময়ে জন্য সরকার প্রতীক্ষারত, ন্যূনপক্ষে এই ট্রায়াল এর ফলেই সেটি আজ সমাগত, সরকার এই সময়কে স্বীকৃতির জন্য নির্ধারিত করুন। এর চেয়ে বিলম্ব করার কোন অবকাশ সম্ভবতঃ আর নেই।

আমার শেষ কথা যা ভূপেশ মহাশয় বলেছেন, আমার মিত্ররাও বলেছেন, বিশ্বজনমত এ ব্যাপারে চাপ প্রযোগ করুক অবশ্য পাকিস্তানে যে ধরনের জংগীশাহী প্রতিষ্ঠিত তার ওপর বিশ্বজনমত কতখানি কার্যকরী হবে আমি জানি না তবু আমি মনে করি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব রয়েছে এবং তারই পাকিস্তানকে বাধ্য করা ও তাকে থামানো উচিত। আমাদের সরকার তাকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিন যে, যুক্তরাষ্ট্র এ যাবত পাকিস্তানকে ওপরে ওঠানোর জন্য এবং তাকে অস্ত্র দিয়ে যা কিছু করেছে তাতে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে শেখ মুজিবুরের বিচার কার্যকরী করতে দিলে অনুরূপ ক্ষতি আমেরিকা আরো সংযোজন করবে, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রকে কি বলে দেয়া হবে যে তাদের সংগে আমাদের বর্তমান সম্পর্ক যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্য আমেরিকা তার হৃদয়ের বন্ধুকে থামাক। আমেরিকা তাকে থামাতে পারে। তারাই পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে। তারাই পাকিস্তানের মস্তিস্ক বিকার ঘটিয়েছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এই ভাষায় জানিয়ে দিয়ে তাকে আসন্ন দুর্ঘটনা থামাতে বাধ্য করি।

MR. CHAIRMAN: Mr. Gorey.

SHRI JOACHIM ALVA: Sir, I want only one minute.

MR. CHAIRMAN: No. No.

SHRI N. G. GOREY- I fully associate myself with what has been said here by my friend Shri Bhupesh Gupta, Mr. Basu and so many other hon. friends. Sir, here is a case where we find that a Government that was rejected by the people is sending to the gallows a man who was crowned by the people. Sir, if at all Mujibur Rahman is put to death, it will not be his death because he will live in history, but it will be the death of Pakistan. Therefore Sir, I am really feeling very sad in my heart that such a great man, whose sacrifice and whose stature cannot be adequately described by all of us with all the words that we can express, is nearing the tragic end; but it may be one of the most glorious.

I still hope that his life would be saved and here, Sir I would like to subscribe to what Mr. Niren Gosh has said that let this Parliament, both the Houses as we did on the occasion of Bangladesh express their solidarity, their sense of sorrow and indignation at what is happening in Islamabad I have no doubt, Sir, that there will not be any dissenting voice in this House or that House if the Government comes forward with a Resolution. That is my first suggestion. The Prime Minister will be the fittest person to do it. Let her rest assured that all of us unanimously will support her.

The other thing that I wanted to know from the Government is whether they could not insist on an Emergency Session of the Security Council, because Sir, the Security Council ought to be informed that this is something that is likely to engulf the whole of this sub-continent in a turmoil which will lead to endless suffering and bloodshed. This is not something that concerns Mujibur Rahman, the individual but it concerns Mujibur Rahman as the representative and the sole representative of 75 million people and, therefore, Sir I would say that let the Prime Minister insist or even other friends like Soviet Russia insists on an Emergency Session of the Security Council.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Not only the people of Bangladesh but majority of the Pakistan people want it.

SHRI N. G. GOREY: Yes. The third suggestion that I would like to make, and I would like to know from the Prime Minister whether she agrees to it, is whether she would not be able to write to U Thant to fly to Islamabad and stop this execution, if at all it is going to take place. This is something for which he should take the trouble to come all the way from the U.N. to Islamabad. If you remember his predecessor, Dag Hammarskjold, lost his life when he was trying to save the situation in Congo. It is something like that it is much worse. Therefore, Sir, is would like to give these suggestions and I would like to know from the Government whether: the Government would accept the same.

THE PRME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, this is one of the occasions when the entire House has one feeling and one voice. I share the agony which honorable Members have expressed and I appreciate the attitude of solidarity which some honorable Members of the Opposition have expressed. We are in a very difficult

Situation. Several suggestions have been made all of which are suggestion to which we have no objection at al. if we have a Resolution or I ask U Thant to go to Islamabad I see no objection in it but the only question that comes to my mind is, will it be effective, what will be the result? As some hon. Members have said there with a military regime which has been acting in the way that we have all seen and heard about, it will only disregard our Resolution or any feelings we may express with impunity. Whether U Thant will be willing to go after the sort of statement which he had issued is another question which comes to mind.

SHRI N. G. GOREY: He has failed to understand the gravity of the situation all along.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): It will build public opinion.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: As said, I have no objection to asking him to go; the o9nly question in my mind is whether it will have any effect whether in fact he will go as a result of my letter. We have also to contend with the fact that whatever we do further irritates the military regime in West Pakistan so that whether we are the best people to be in the forefront of any of his movement is also a question to be considered. This is why if sometimes we have not spoken as loudly or as strongly as hon. Members have wished, it is not because we do not tell about his matter acutely but because of the thought as to what would be the effect. Would it create the opposite effect in the minds of increase certain-I do not want to use the word stubborn-that kind of thing; if these people are saying this that is all the more reason why we shall go ahead with that. It can create that kind of reaction. These are some of the question which we must all consider before we decide what we do. We have not left a single stone unturned in trying to bring to the notice of the World Governments what is happening, the result it can have in this entire area, specially our assessment of the future of that region and that we do think that what has happened in Bangladesh cannot be reversed. Something is happening and we all know from history that the sort of action that the Government of West Pakistan is contemplating will not have the sort of results which they hope it will have; it will have the opposite result. As hon. Member have mentioned here martyrdom does not end something; it begins something. It makes the man immortal and it is always bound to strengthen his cause. These are some of the questions which use and which we must keep in mind. If hon. members of the opposition like we can sit together and further talk about this matter. As I said, I personally, or the Government has no objection to any of the suggestions that have been made here and I would like to share with them the anxiety which arises in my mind.

Now, hon. Members have rightly pointed out that Sheikh Mujibur Rahman today is not just an individual. Whatever his good qualities or otherwise-I do not know him personally-he has become a symbol of the aspirations, he urges and the hopes of the people of Bangladesh. He is the embodiment of the suffering and the spirit of sacrifice of a very long suffering people, a people who are extraordinary gifted, sensitive and who have generally been of a more revolutionary mould than many others. So while we must continue all our efforts, if we can think of anything that will have actual effect then we should certainly do it. Nobody can be satisfied with what is happening.

Now, many Members asked about the replies that we got from the various Governments of the world. Most Governments do not want to say exactly what they are doing. They only give an indication that they have taken up this matter or they want to pursue his matter. For them also it is a question not merely of writing to President Yahya Khan or expressing their views, but of trying to find a way which will be effective. We believe that a large number of Governments have taken up this matter but how effective if is we just do not know. It does not seem to be very effective however much be the pressure. Some Governments are in a position to exert pressure but whether in the present circumstances of Pakistan, the military regime will want to yield to that pressure, whether they can expect them to yield to that pressure, these are also questions which perhaps they will take into account and make up their mind again.

I would like to make only one point to hon. Members-not strictly concerned with Sheikh Mujibur. Rahman or this matter-which is that at all time we should differentiate between the people of Pakistan-Bangladesh, of course people even who live in the different provinces of West Pakistan-with whom we have no quarrel whatsoever and the military regime which is committing the atrocities in Bangladesh and which is also responsible for the suppression of all political rights of the people of West Pakistan. I do not think I can say very much now. We are aware that the United Nations has not done what it could have. We are aware of its many weaknesses not only on this occasion but on many others occasions and in other situations, and at that time we have always said that it is only a weakness. Yet we supported it as a body because it is a forum and perhaps there is no other such forum. These are questions of long term assessment on which views have to be taken. Hon. friend Shri Gurupada-swamy, rightly mentioned Joan of Arc, where after a summary trial of this sort, after her being burnt at the stake, finally she was practically declared a Saint and then definitely a national heroine. I do not think ultimatums or threats would serve any purpose. If they would serve any purpose, we certainly would not heritable to deliver an ultimatum or to threaten anybody; we will do this that and the other, but it is for the House to decide whether an ultimatum will achieve any result whether we could do it to the U.S.A or we could do it to the United Nations or we could do it to the Commonwealth. However strongly, however acutely, however agonizingly we feel over this question, we have to see that it is not one certaly of using any language and it is not a question of having a constitutional or legal telling on this question. The only point is what will be effective in frying to save the life of a person whom we feel is today much more than just an individual, even much more, as has been said, than a revolutionary of a fighter for freedom. He has come to symbolize same thing and the great tragedy of the situation is that it is not merely a tragedy of Bangladesh, which is indeed very grave-the sufferings of the people-but the real tragedy. I think, is the apathy which we see of the other nations to what is happening there. So, I would like to support those Members who have said that on this grave issue we should remain united and have a feeling of solidarity and certainly we should sit together and see if anything more can be done.

MR. CHAIRMAN: I want to say one word. I share the anxiety and the feelings expressed in this House. I need not say that such a trial is unknown to civilization. If it against international law and if punishment is given in such a trial, it will be a crime against humanity.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক অবিরাম শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতির উপর আলোচনা	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Serious Situation arising out of the continued Hostile and Provocative acts by Pakistan Troops on Eastern Borders.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Sir i beg to call the attention of the Minister of Defense to the serious situation arising out of the continued hostile, and provocative acts by Pakistani troops in Tripura, Meghalaya, Assam and West Bengal and their reported shelling of Agartala town in the night of November 15, 1971.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, the Pakistani artillery fired 10 rounds into Agartala town around midnight of 15th/16th November. The shells fell near the Secretariat and Hospital. As a result of the shelling one civilian was killed and three civilians were injured. In reply, our artillery fired on the Pakistani positions and their guns were silenced.

Government is aware of the hostile and provocative acts by Pakistani troops on our Eastern borders: they have indulged in unprovoked shelling across our borders in the States of Tripura. Meghalaya, Assam and West Bengal and there has been loss of life and property caused to our civil population and the refugees from Bangladesh. They have also instigated acts of sabotage in the States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura by infiltrating saboteurs to disrupt our lines of communications in these sensitive areas, and to attempt to create panic in our civil population. We have taken steps to prevent intrusions to create panic in our civil population. We have taken steps to prevent intrusions of Pakistani Armed personnel across our borders as well as to silence the Pakistani guns which fire at us from across our borders. We have also taken steps to prevent incident of sabotage and to protect the lives of our population, and our system of communication in these regions.

Honorable Members might recollect the statement I had made in this House on the 15th of November in which I had pointed out the serious situation that we face along our Eastern borders. Our Armed Forces are fully deployed along these borders and are prepared to meet any situation that may arise.

SHRI A. D. MANI: Sir, I think I have two opportunities to put questions. But I don't want to utilize the second opportunity. As mover of the Calling Attention motion I have two…..

MR. CHAIRMAN: No. no. Only one question, please.

SHRI A. D. MANI: I want to make three points.

The situation is very grave. The Minister knows that the town of Kamalpur in Tripura was shelled for 11 days in succession, not one day. One civilian was killed and five planes were shot down by the Pakistani troops. We do not want to invade any country. May I ask the Minister why can't we take some retaliatory action and destroy the enemy? This is a matter which concerns our security.

My second point is this. The Chief Minister of Assam came to Delhi and requested and Governments to provide him with arrangements for rising Home Guards. How many arrests have been made under the Maintenance of Internal Security Act in regard to the saboteurs in Assam from Pakistan who have come into India and are damaging our railway lines? The third point I would like to ask him is. The Pakistani troops have come even to the 24-Parganas-Alipore as the starting point of the 24-Parganas. They are very near Calcutta. A Pakistani submarine was sighted very near the Bombay harbor only last month, and it was chased by our naval vessel the `Cauvery', and my information is that Pakistan's or Pakistan's friend's submarines are hovering round the Calcutta port. May I ask the Minister, in view of all these things why should the Government hesitate and take up a defensive posture? Why cannot we go forward and destroy its positions? An war in the circumstances may be justified.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, it is not a fact that we have taken only defensive postures. I have explained in this statement and other statements also that whenever we found that there was any offensive in the shape of shelling or otherwise, we have promptly mounted a counter offensive and silenced them and driven out the intruders, and wherever it was necessary, this counteroffensive was mounted, and it was been successful. So, it is not correct to describe our positions as purely defensive positions. Sir, the second question that the hon. Member asked was regarding the Home Guards and the request of the Chief Minister of Assam. This matter has been discussed with the Chief Minister of Assam and satisfactory arrangements have been made in collaboration with the State Government. Sir, the third question was about Pakistan's submarines. It is a fact that the submarines have been moving, but we have taken appropriate action to constrain their activities.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh): Sir, I would like to know from the Minister whether his attention has been drawn to the fact that 76 members of Pakistan's High Commission are leaving today for Karachi by a foreign airline. And it is evident that their Government is preparing for some kind of action. Otherwise, I do not think such a large exodus from their High Commission would take place. Also there is the face that they have been stepping up their shelling activity and sending their aircraft, and the fact that there has been widespread sabotage by Pakistan's agents all over the country. Therefore I would like to know from the Government how long they would pursue the policy of wait and see, because this is costing us too much both in men and material and also in money. Therefore, I would like to know categorically from the Government whether the Government does not feel that it is high time that the Government took some positive action in this regard.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, it is our resolve not to start the war ourselves and, therefore, short of that we are taking all the steps that are necessary to safeguard our integrity and orders and to contain these highly provocative actions by Pakistan's armed forces on our borders. Therefore, Sir, hon. Members will appreciate that with the constrains that we have put on ourselves we have been effectively meeting the challenge and the difficulties that have been created on our borders by the condemnable activities of Pakistan's armed forces. Then, sir, about the exodus of Pakistan's High Commission personnel, we are not the Ministry dealing with it but we keep our information up to date in collaboration with the External Affairs Ministry.

SHRI GODEY MURAHARI: Seventy six of them are leaving today in a foreign plane.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We know. We have studied this situation and we are keeping a very close watch on this.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal) Will the hon. Minister let us know whether the Government is aware of the fact of Pakistani troops coming in the dead of night and raiding the private houses of individuals and assaulting the women? So many things are happening there. In view of this day-to-day shelling, is the Government considering evacuation of the civilian population from these particular regions which are very sensitive, which are regularly being shelled and where strong sabotage activities are going on?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, the population that is living in that border area is facing these difficult times with a great deal of valour and courage and, therefore, I do not think it would be a good idea to evacuate our civilian population from these areas. A population with a high morale, organized discipline and courage is an asset to the defense forces and therefore, I do not think this suggestion of the hon. Member should be implemented. But we are taking steps, whatever are necessary and possible in the circumstances, to safeguard the civilian life and property.

SHRI K. C. PANDA (Orissa): In addition to the report that 12,000 Razakars have entered into Indian border areas, it is also reported that in the Western Sector, near about Shersa-near the base camp-and in Chandigarh, some Pakistanis have already established themselves as sardars having beard and hair just like sardars, even reading Granth Saheb.

SARDAR NARINDAR SI GH BRAR (Punjab): Not only like sardars…..

Interruptions

SHRI K. C. P ANDA: Please here the next part of it. It is also being reported that Indian nationals, that is, sardars, are doing sabotage work. But to my knowledge, those Pakistanis posing themselves as sardars are doing the sabotage work. I want to know whether the Government has been apprised of all these things and what steps the Government is taking for protecting vital installations which may be subjected to sabotage.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We are aware of the efforts that are being made by Pakistan to send in saboteurs and to organize acts of sabotage, and we have been taking

effective action to put them down. I do not think the hon. Members expect us to go into the details of this matter, but I can assure the Mouse that we are vigilant about the danger and we are taking steps to meet it.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal), Sir, I think the shelling by Pakistan is not intermittent but has become a regular and daily feature in particular areas, namely, Nadia and 24-Parganas in West Bengal, Tripura, Meghalaya and Assam. From all these things it appears to me that the Pakistani Army is determined to carry out its attack on the eastern region in order to cut off Assam. Tripura and West Bengal from the country because all these areas are very sensitive like the neck of the body. In view of this, may I know from the hon. Minister what particular steps the G Government has so far taken with regard to meeting this determined aggressive posture and acts of aggression from the side of Pakistan, particularly in this region? Further, I would also like to know whether it is also a fact that there has been continuous shelling for a few days in Boira, a part of 24-Parganas in West Bengal and, for the last few days, people numbering about 10,000, as is reported, have started leaving the particular area? Is the Government aware of the fact and, if so, what particular measures are being taken in those very sensitive areas to build up the morale; of the people, to boost up the morale of the people and to create conditions by which the people of the area could meet the aggressive offensive of Pakistan?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, it is a fact that Pakistan has been regularly shelling certain sectors of our Eastern border, but it is not a fact that the morale of our population is by any standard low as might be implied by the statement and the question of the hon. Minister that there are further efforts needed to boost up the morale. The morale is good and the defensive action that we have taken and the offensive that we have mounted, whenever there was any shelling, has been very effective. We are completely aware of the situation there and, as I said earlier, we have taken the necessary steps that are called for in the situation. I do not think I should go into the details of that, Sir.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I think the hon. Minister was quite balanced in what he spoke. There is a tendency on the part of the people in the Defense Ministry on such occasions to become Napoleons and I am glad that they are not trying to be Napoleons here. Our aim is not to start a war or to invite a war; it is for Pakistan to decide what they are going to do. We have to defend the country; we have no other aim except to defend the country.

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh): Sabotage.

SHRI BHUPESH GUPTA: You may say sabotage; do you want to go to war with Pakistan?

DR. BHAI MAHAVIR: Don't you have any concern for the Bangladesh people?

SHRI BHUPESH GUPTA: Of course we have concern but those who egg on India to go to war with Pakistan are not helping the Bangladesh struggle; they are only sabotaging the Bangladesh struggle. We should support the Bangladesh struggle in every way; we

should recognize them, we should give them every assistance. That is within out rights and if for that Pakistan attacks us it is also within our right to country; with all our strength we should do s. there the matter ends. Now, Sir, I had been to the border areas in Meghalaya and the Assam area and I must say the morale is quite high of the civilians and also of the Armed Forces, but more important; the morale of the civilians was very high. I went almost to the border. I would not say whether I crossed it or not. Mr. Jagjivan Ram would not say many things. I found that our fields are being cultivated. The green fields are being cultivated and the peasants are cultivating. It shows two things. One is the morale of our villagers and the other is the protection the defense forces are giving to them. I think it is very good thing. Our General Secretary went to the western border and visited it for fifteen days. Similarly, he told me that he found in Punjab that the morale was quite high both of the Armed Forces and the people themselves. This is a very good thing. At the same time, is the hon. Minister aware that large contingent, of foreign tourists and hippies are crowding the border area and roaming about freely, especially in the Hussainiwala border area in Ferozepore district? The influx of foreigners from Pakistan to India has increased immensely during the last week. For example, fifty vans are coming daily now, whereas earlier the daily average was only three or four. The number of entrants without vans has also increased. Such visitors are a very potent source and a cover for espionage activities on behalf of the Pakistani military junta. Most of these entrants are US citizens and the big and sudden increase in their number is significant. Now, Sir, I suggest to the Government that this should he stopped. Those who have come should be taken under police escort from the Hussainiwala border and brought to Delhi and properly checked. This should not be allowed. I understand that the Central Government has issued no directive to the local authority which is why they are riot in a position to take action. This should be looked into by the Government. The second point is this. I can say that some of the peasants in the border areas are facing some economic difficulties and gracefully they have accepted them for national defense. Mr. Jagjivan Ram knows very well what he has done. I entirely agree that the morale of our peasants is high, but they have been put to economic hardship, because they cannot cultivate crop in every area. What about paying compensation to the people of the border areas who have had to leave some of their things there in order that you may make convenient preparations? The people are gladly accepting it is Punjab, but their complaints or their needs are not being looked into by the Government. They should be paid compensation. As far as the Tripura border and others are concerned shelling is going on. When I was there shelling was going on. I was waiting for some shell to fall. Mr. Rajnarain would like a shell to fall on.

SHRI RAJNARAIN: No.

SHRI BHUPESH GUPTA: I will be finished with simple shell, but Mr. Rajnarain will require not only a shell, but a bomber also to deal with him. So, I think, if he goes there we shall be inviting the Pakistani bombers. I can be done with by a small gun, but Mr. Rajnarain requires heavy artillery to be dealt with. Do not go to the border.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think our Government while it should not show any aggressive posture, when we are attacked and when we are shelled, should reply effectively and well. When we are hit we should do so to hit the target. This is not our pastime. If Pakistan attacks us, confidence must be given to the people in the manner of the reply that we give without in any way exposing ourselves to the charge that we have got any aggressive designs whatsoever. Nothing of the kind. We shall defend our borders, as I said, to show our strength. Therefore, the arrangement is very good, whenever you hit, you hit properly and well. That is all that I have to say.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): I must thank the hon. Member for portraying a true picture of the morale of our people, whether civilians or Armed Forces, on the borders, on the western or the eastern border, and any suggestion even by implication that steps should be taken to evacuate our population from the b order will not be doing justice to the courage, valour and morale of our people on the border.

SHRI BHUPESH GUPTA: I did not suggest that.

SHRI JAGTIVAN RAM: You did not suggest that. Therefore, I have thanked you for portraying a true picture of the conditions on the border and of the morale of the civilians and the Armed Forces. I have thanked you for that. But at the same time I have said that such a suggestion should not be made by anybody in the House or outside. That will not be doing justice to the morale of our people on the border. You have visited, I have visited the borders, and I have seen agricultural operations been carried on just on the border. I must congratulate our people, we must thank our people for the courage and forbearance that they are showing.

You have rightly pointed out that a large number of foreigners have passed during the past few days through the Hussainiwala and the Fazilka posts. Normally, even in the previous years, this is the time when a large number of foreigners had passed through these posts. But this year, it has been noticed that the number has been slightly more than normal. And we are looking into as to what is the matter, why a large number of people from Western countries are coming. One thing to explain will be that a large number of people are coming to study the situation in Pakistan and India. Quite a large number of travelers have meet me, people who have visited Islamabad and visited Bangladesh, and then they have come to India, to see whether it will be possible for Pakistan to keep Bangladesh or not. Such people are welcome. Let them come and see. They can make an objective study of the situation in Bangladesh and the borders. But as I have said, we are looking into the matter as to what is the reason; why there has been some rise in the number of foreigners passing through Husainiwala. We have introduced certain restrictions on the visit of the foreigners to our forward areas. And there have been complaints. Some journalists and television people have approached us whether certain facilities could be provided to them under certain restrictions so that they could visit the border areas and see the actual position clearly. The Department concerned and the information and Broadcasting Ministry are working out certain arrangements. As suggested by you, we are examining about having such restrictions on the movement of the foreigners as well not affect our security measures in any way in the Border areas.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have had enough discussion, I think.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Not this side.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One from each party. All right. Mr. Parthasarathy.

SHRI R.T. PARTHASARATHY (Tamil Nadu) : Are we not in a position of an undeclared war by Pakistan, the way things are carried on in the east and the west. It is good for our country to keep the Armed Forces in continuous tension on the borders? How are we going to break this and when are we going to break it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKIA: This is a strange question. We have a grave situation existing on our borders and our troops are there to defend our territory and our independence, and it is necessary to keep them; as long as the threat is there, they will stay there and look after our security.

শ্রী রাজনারায়ণঃ মহোদয়, আমাদের দেশের সীমা সরকার কি স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা রাখেন?

উপমন্ত্রী (সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদ): তা আপনিই জানেন।

শ্রী পীতাম্বর দাসঃ দক্ষিণে সমুদ্র।

শ্রী রাজনারায়ণঃ আমি তা জানি। এ জন্য আমি চাই শ্রী জগজীবন বাবু আমার প্রশ্ন ভালভাবে চিন্তা করুন। আমি চাই ভারতবর্ষের সরকার ভারতবর্ষের সীমার বিবরণ দিন। আগে যা পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, ১৫ই মার্চের পর যা স্বাধীন বাংলা হয়ে গেছে তার ভেতরে ভারতের উত্তর সীমান্তে পুরা ১২ মাইল এলাকা এখন মুক্তাঞ্চল বলা হচ্ছে। সেটি আমাদের সীমান্তের কোন পয়েন্ট যেখান থেকে পরিমাপ করা যাবে?

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাঃ ওই ১২ মাইল ভূখন্ড বাংলাদেশের অংশ, বাংলাদেশ সরকারের আধিপত্যে মুক্তি বাহিনীর দখলে আছে। ওই এলাকা তাদেরই। আমরা তাদেরকে যতটা নৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য করতে পারি তা করে যাচ্ছি।

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Sir, I had a opportunity to visit the border recently. I saw at that particular place-it was a market day-that people were crossing from either side very freely and purchases were going on and exchange of money was also going on.

And the exchange of money was going on and there were a number of hippies also. I saw them in Boira. Therefore, I would like to know whether the same situation prevails. It was quite possible that any number of saboteurs could easily come from the other side. They could cross into our country. Particularly I am asking this question because sabotage is taking place all over India. For instance, in Kashmir a post office was burnt. In Bombay a big bomb was discovered and railways are being damaged. Other things are happening in this country, this may work very badly as the tension increases from day to day. I would like to know whether the border is completely sealed for the saboteurs and other people coming over from the side to this country.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have dealt with this question earlier. And I would like to state that we have mounted vigilance on our borders and we are trying to

prevent any saboteurs from coming in, and that effort is continuing, and it is continuing with some success.

ডঃ ভাই মহাবীরঃ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী সরকারের এই প্রত্যয় বারবার পুনরুচ্চার করছেন যে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করব। এ উক্তির ব্যাখ্যায় আমাদের বন্ধু ভুপেশ গুপ্তও বরাবর বলেছেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করব.....

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাঃ আক্রমণ করতে চাই না, লড়াই করতে চাই অবশ্যই।

ডঃ ভাই মহাবীরঃ তা নিজের ভাষ্য ছিল ''we do not want a war but we will defend ourselves.'' অতঃপর এই বলুন আক্রমণও করতে বাই। মহোদয়, একদিকে যখন একলা বলা হচ্ছে তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উক্তি যদি যুদ্ধ বাঁধে তবে পাকিস্তানের ভূখন্ডেই হবে এবং যে পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হব সেখান থেকে আমরা পশ্চাদাপসরণ করব না, আমি মনে করি সারা দেশের জন্য এর চেয়ে বেশী প্রেরণাদায়ক কথা আর হতে পারে না, এবং এজন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু আরেকটি কথা যা বলা হচ্ছে, আমরা শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষা বিধান করব এবং এর অর্থ করা হচ্ছে, আমরা আমাদের দেশ অতিক্রম করব না, আমাদের সীমান্ত ছাড়িয়ে যাব না, তারা যখন লড়তে আসবে আমরা সেখানেই লড়ব, যখন তারা পলায়ন করবে তখন আমাদের সীমান্তের ওপর দিয়ে তাদের নিরাপদে চলে যেতে দেব-এই যদি আমাদের নীতি হয় তবে কিসের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভূখন্ডে যুদ্ধ করার কথা আমরা ভাবছি? ...... ১৯৬৫ সালের যুদ্ধও তো অঘোষিত ছিল। তবে কি চিরদিনের জন্য আমাদের হাত বাঁধা, যতক্ষণ ঘোষণা হবে না ততক্ষণ তারা আমাদের ভূখন্ডে নির্বিঘ্নে এসে পড়বে, যখন চাইবে যুদ্ধ করবে, এবং যখন পালিয়ে যাবে স্বীয় ভূখন্ডে তখন আমরা একপাও অগ্রসর হব না, এই যদি পরিস্থিতি হয় তবে এটি সামরিক ষ্ট্রাটেজীর দিক থেকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

সুতরাং আমি চাই, সরকার তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করুন, আমারা কি নিজেদের প্রতিরক্ষা বলতে শুধু এই বুঝাই যে, তারা যখন আমাদের ভুখন্ডে এসে পড়বে কেবল তখনই আমরা হাতিয়ার তুলে নেব, তার আগে অস্ত্র ধরতে পারি না?......

জেনারেল হরবিন্স সিংহ-এর সেই প্রবন্ধ মন্ত্রী মহোদয়ের জানা থাকতে পারে যার মধ্যে তিনি লিখেছেন, ইনশিয়েটিভ মিলিটারী ষ্ট্রাটেজীর একটি মহান তত্ত্ব। আমরা এই ইনিশিয়েটিভ তাদের হাতেই তুলে দেই, এতে দেশের কল্যাণ হবে না।

শেষ কথা আমি জিজ্ঞেস করব, নিজের দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ ও স্যাবোটাজ হচ্ছে, সরকার এ সম্পর্কে অবহিত কিনা, এসবের পেছনে থাকে পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মচারী বি, অধিকারীর চিন্তা ও পরিকল্পনা। পাকিস্তান হাইকমিশনের অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ঘটে তা কয়েকবার এদেশের মানুষকে বিস্মিতও আশ্চর্যান্বিত করেছে। হাইকমিশনের বাংলাদেশী কর্মচারীদেরকে সেখানে পেটানো হয়। এই ধরণের অপকর্ম রোধের জন্য সরকার সেখানে কোন প্রতিবিধান করছেন কিনা?

পাকিস্তান হাইকমিশনের লোকদের Diplomatic immunity দেয়া হয় যার ফলে আমরা তাদের অপকর্মসমূহ বন্ধ করতে পারি না। আমি জানতে চাই, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানস্থ আমাদের হাইকমিশনে তল্লাশী চালানো হয়েছিল আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরের সত্যতা আছে কি না। যদি থাকে তবে সরকার সে তথ্য কবে পেয়েছিলেন? এ তথ্য কি তখন পাওয়া গেছে যখন এ সম্পর্কে রহস্যোদঘাটন করা হয়েছে? আমি সরকারের কাছ হতে এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাচ্ছি।

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাঃ উপসভাপতি মহাশয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্নসমূহের জবাব সরকার কর্তৃক কয়েকবার সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে, আমি এ পরিষদে সেগুলি আবার পুনরুক্তি করছি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী মহাশয়

এবং অন্যান্য সরকারী মুখপাত্র কয়েকবার পরিস্কারভাবে একথা বলে দিয়েছেন যে আমরা আক্রমণ করব না কিন্তু আমাদের ওপর যদি আক্রমণ হয়, তবে আমরা শুধু প্রতিরক্ষা বিধান করব এমনটি অবশ্যম্ভাবী নয় বরং সীমান্তের ওপারে যেখানেই আমাদের জন্য যথোপযোগী হবে সেখানেই ভালভাবে যুদ্ধ করব যাতে গোটা যুদ্ধ তাদের ভূখন্ডে সংঘটিত হয়, যাতে আমাদের মাটিতে আর কোন প্রকার অনুপ্রবেশ না ঘটে।

ডঃ ভাই মহাবীরঃ এখন যা হচ্ছে তা কি আক্রমণ নয়?

শ্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাঃ আমাদেন নীতি আপনি ভালভাবে উপলব্ধি করুন। আজ যুদ্ধে কোন ঘোষণা নেই।

দ্বিতীয় কথা, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কি পাকিস্তান হাইকমিশন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে যে সব বস্তু এবং যেসব তথ্য আছে তার ভিত্তিতে আমরা ওই প্রকার ঘটনা ঘটতে দেই না, এ ধরণের ঘটনা হতে দেশকে মুক্ত রাখার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে আমি এ সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলতে চাই না।

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন, ১৯৬৫ সালে করাচীতে আমাদের হাইকমিশন তল্লাশী করা হয়েছিল কিনা। এটি বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রাসংগিক প্রশ্ন, তাদের জিজ্ঞেস করলেই এর যথার্থ উত্তর মিলবে।

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Sir, a military regime no being truly representative of the people, they generally tend to create an atmosphere of emergency only with a view to win over the sympathy of their people. It is under these circumstances that the situations are being created in Pakistan. The people of both Bangladesh and West Pakistan do not want to have war with India-that is may feeling. Are Government not aware that the people of both India and Pakistan are mostly unhappy with the hostility that is fast developing between the two countries? In case there evolves a general feeling in both countries for reunification, of both India and Pakistan, if the people as a whole both in India and Pakistan want to reunite again will the Government look into this question with favor?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: In the first question that the hon. Member has asked, I think there is some substance in it. I think people of no country want war because the people are the greatest sufferers in case war breaks out anywhere. The second question that the hon. Member has asked is hypothetical and I do not think I am called upon to reply to it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা	রাজ্যসভার কার্য বিবরণী	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Pro-Pakistani stand taken on the Bangladesh issue by the Chinese representative in the Third Committee of the United Nations.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the reported pro-Pakistani stand taken on the Bangladesh issue by the Chinese Representative in the third Committee of the United Nations and the reaction of the Government of India thereto.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SARDAR SWARAN SINGH): Sir, Government have seen the statement made by the Chinese delegation on the question of Bangladesh refugees, in the course of the debate in the third Committee of the United Nations. A copy of the statement is laid on the Table of the House. [See below] The statement was not unexpected.

The refugee problem has been created a result of the atrocities committed by the West Pakistan military authorities against the people of Bangladesh to suppress their democratic rights and fundamental freedoms. The allegation that this problem has been created by outside intervention is baseless. The solution of the problem can be found if the military rulers of West Pakistan abandon their military approach and make a political settlement with the already elected representatives of the people of Bangladesh. For this reason, we have resisted Pakistan's attempts to divert attention from the main problem by converting it into an Indo-Pak dispute.

India is shouldering an intolerable burden in looking after these millions of refugees and is determined to ensure that they shall return to their homeland in safety and human dignity at the earliest possible date.

The grim tragedy which the millions of refugees represent, and for whom there is deep sympathy and support all over the world, cannot be ignored or evaded. The U. N. itself is directly involved in bringing relief to them. Many nations have responded to the U. N. Secretary-Generals appeal. Attempts to introduce extraneous matters should not lead us away from the main problem. If the problem is considered objectively, no country, guided by considerations of humanity and justice, will allow itself to be side-tracked into extraneous and irrelevant arguments. No purpose will be served by accusations which are unrelated to reality. India has a proud record of non-interference in other country's domestic affairs and categorically rejects any insinuations to the contrary. India hopes that no country of the world and, in particular, no great Power, will add to the already existing tension in this region.

STATEMENT

The representatives of quite a few countries have spoken expressing concern on East Pakistan question. The Chinese Delegation would also like to make a few remarks on this question. The Chinese Government and people have always held that the internal affairs of any country should be settled by the people of that country itself. The position that has arisen is purely Pakistan's internal affairs which could be settled only by Pakistan and no other country has a right to interfere under any pretest. The so-called refugee question came into being and developed to this present stage due to a certain country's intervention in Pakistan internal affairs which has resulted in the present tension in the subcontinent. Recently, Pakistan Government has repeatedly proposed measures for relaxation of tension in the sub-continent and to settle the question of refugees. All these proposals have been rejected by the country concerned. They continued to exploit the question of refugees to interfere in the internal affairs of Pakistan and to carry out subversive activities against her and to obstruct the return of East Pakistan refugees to their homeland making a reasonable settlement impossible. These tactics of interference in the internal affairs are well know to the Chinese Government and the people. In our experience a certain country stepped up subversive activities in Tibet with a rebellion which was smashed by the Chinese people. They encouraged Chinese inhabitants into coming into that country and created the question of Tibetan refugees. We hold that interference in Pakistan's internal affairs should be stopped. Only in this way refugees can be assisted in returning to their homeland. Chinese Government has always abided by the principle of peaceful co-existence and non-interfering in the internal affairs of other countries and is firmly opposed to any country interfering in the internal affairs of a country under the pretext of so-called refugee question. Disputes between States should be settled of people in Pakistan are patriotic and are totally opposed to interference and they will certainly be able to solve their own problems.

SHRI LOKANATH MISRA: I wanted to know the reaction of the Government of India. What the hon. Minister of External Affairs has read in the shape of a statement is something which is being read and re-read in the House, and outside probably for the last three months. So there is nothing new in it at all, after this significant change in the attitude of the Chinese. What I wanted specifically to know is: What is the attitude or reaction of the Government of India to the new attitude shown by the representative of the Communist of the Communist China in the United Nations, particularly when the Government are going out of their way to approach the Chinese with all the tenderness at their command? Now, Sir, I want this specific reaction of the Government of India. And then I will ask some questions.....

SARDAR SWARAN SINGH: I have given very specific reaction that the allegations made in the statement of the Chinese delegation are in some respects baseless as others I have given my comments; this is very clear reaction to that statement.

MR. CHAIRMAN: Mr. Misra. You are entitled to ask the question.

SHRI LOKANATH MISRA: I will ask one question, howsoever long that question may be……….

MR. CHAIRMAN: Ask one question.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir this is for clarification. There is now a proposal of upgrading the diplomatic relations between China and India to the ambassadorial level after we have attained in sufficient amount of normalcy. Sir, in view of this hostile attitude shown by the Communist Chinese Government and their attitude to suppress the Bangladesh movement in spite of our getting serious trouble out of it because of the refugee problem, because of our economy being shattered on account of the expenditure we are incurring on them and all that, and in view of Communist China's direct attempt at suppressing the Bangladesh issue.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): The Bangladesh freedom movement.

SHRI LOKANATH MISRA: Yes the Bangladesh movement. The Bangladesh movement was the culmination of the free and fair franchise in Bangladesh and it is the majority obtained by Sheikh Mujibur Rahman that is being suppressed and for which the Bangladesh movement started. Therefore, I expected that the reaction of the Government of India should have been more categorical and should have been the attitude of a country fighting for the freedom of a people when some other country is standing in the way.

MR. CHAIRMAN: All right. This is a very good question.

SHRI LOKANATH MISRA: This is not the only question, Sir. In Addition to this, Sir, I am told that the Communist Chinese Government are bringing pressure on the Government of India probably to stop aid or at least to bring down the amount of aid given to the Tibetan refugees and to their Dalai Lama. I am told………..

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI LOKANATH MISRA: This a question arising out of that.

MR. CHAIRMAN: No, no, what is your question?

SHRI LOKANATH MISRA: I would like to know whether this is not correct (Interruptions). I would appeal to the Treasury Benches. Let them not be impatient. I am dealing with their leaders, and the tails are at the fag end.

Now, Sir, I would like to know whether this aid is going to be diminished as a result of the pressure from Communist China and whether, in its extra zealousness and extra politeness of Government of India thought it fit to offend another country which is taking Rs. eight crores worth of wagons a year and is supplying foreign exchange to India, that is Taiwan, and asked its diplomatic missions abroad to stop-even giving travel visas to the Taiwanese tourist who are coming here to see probably the Tajmahal, to stop the tourist visas of those Taiwanese citizens. They were not officials. They were not anything else they were comi8ng as tourist. Why the Government in its extra zealousness asked its own diplomatic missions probably to stop those people from coming in even though the Government of India is dealing with Taiwan and getting Rs. eight crores worth of foreign exchange in the public sector?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I must confess that even after very carefully listening to his question it was difficult for me to spot out as to what he is asking me. He has given his own opinion on matters in his characteristic way, but he did not ask any particular or precise question for me to answer. He has made some comments and I would like to make very brief comments on one or two aspects. The first thing is that the attitude of relations, even to improve relations, is something which is worth trying all the time, a particular statement may be categoric on problem which is of great importance to us, but we have to take an overall view. A statement which may not be liked by us is hardly a ground for not going ahead with the process of normalization.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: After the last six years.

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: You have waited for six years.

SARDAR SWARAN SINGH: The other question that he has raised is that we should not stop the issue of tourist visas to certain Taiwanese. If the recent case is in the mind of the hon. Member I want to clarify it. This was a group of Taiwanese who wanted to come here to attend a conference; it was a non-official conference tough. They applied for a visa in that capacity to our Mission in Hong Kong. And according to the standing instruction, that was refused. Then, these people came over to Bangkok and then they recited according to our information erroneously stating that they wanted to go to India as tourists. Then the visa was issued. If they were coming as a delegation to attend a conference here, it was wrong on their part to mislead our Mission and ask for visas as tourists and then come here. They were not just tourist. So, this is our policy and we should adhere to in, and the attitude of the Peoples' Republic of China should not create in our minds any doubts about our policy in relation to Taiwan. I want to say very categorically that we are strongly of the opinion and this has been our view throughout, that there is only on China and the Peoples' Republic of China is the legitimate Government of that China. We do not recognize Taiwan and we cannot accept the two-China theory.

SHRI LOKANATH MISRA: What about the aid to the Tibetan refugees?

SARDAR SWARAN SINGH: There is no question of the Tibetan refugees. For the information of the hon. Member there is no move to cut down the aid to the Tibetan refugees.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): I do not know how this Taiwan thing figures, and in order to put this Calling Attention matter in its proper perspective; I would like to read a few sentences from what the Chinese delegation leader has said actually.

SARDAR SWARAN SINGH: I have placed a copy on the Table.

SHRI N. G. GORAY: But I want to emphasize some of the things. He said that "the so-called refugee question came into being and developed to this present stage--Owe to a

certain country's intervention in Pakistan's internal affairs and resulted in the present tension in the subcontinent. So he has quarrel accused India of being the cause in the present conflict between India and Pakistan. Not only that but also for the tension that prevailed in that particular area. That is number one.

The he goes on to accuse India further. Mr. Fu Hao said "it continued to exploit the question of refugees to interfere in the internal affairs of Pakistan and to carry out subversive activities against it and to obstruct the return of East Pakistan refugees". This is accusation number two, That we are deliberately trying to prevent the refugees from going back.

The third accusation is that so far as the Chinese people were concerned, it was nothing new to them because India had tried to interfere similarly in the Tibetan affairs and it was because of India's interference that relations between China and India got worsened.

These are three well pointed accusations brought against India. Sir, this particular accusation assumes significance in the light of our attempts to normalize our relations with China. We are trying our best and if the prime Minister has been correctly reported she even went to the extent of saying that the assai Chin problem also could be discussed. This is what had papered in the press I do not know whether she was correctly reported. So it means that the Aksai chin problem from which the whole china India conflict started in the days of pundit Nehru that also we are ready to sit at a table and discuss and find out a solution. This is our offer to China. And since we are prepared to come to some normal friendly relations with that country. I would like to ask whether the external affairs Minister has taken note of the implications of all these accusations. Every sentence has a poisoned barb to it. It is very pointed and they want to destroy the image that India has built throughout the last six months. Our effort has been to go and try and convince every country that it is not a question between India and Pakistan but it is really due to the military junta's policy of suppression that this particular affair has come to this pass and that India will be very happy if all the refugees go back and wants that all the refugees should go back until Islamabad military junta changes its attitude Now the Chinese delegation has tried to completely subvert this and they have called India responsible for all that has happened here. In view of all this I would like to know whether the prime minister and the foreign minister will take note of the unchanged attitude that china has maintained during the last so many years and even now. It not only accuses India about this affair but also says that it is in keeping with its policy which was manifest so far as the Tibetan affair was concerned that India has a continuous policy of interfering in the affairs of other countries and trying to get benefit out of that so I would like to know what the specific reasons are and how far this particular observation this accusation in the U.N. which is after all a world forum going to affect our attempts to normalize our relation with China.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, with regard to the three specific point's which the hon. Members has pin- pointer from the statement of the Chinese Delegate before the Third U.N. Committee, there are clear reactions of the Government contained in the Statement that I read out in the beginning and I need not refer to the specific sentences.

But because he has made special references to certain accusations, the reply to the first accusation is that the allegation that the refugee problem has been created by an outside intervention is baseless. The second point is that we are preventing the return of these refugees. The reply is in the third paragraph of the Statement that I read, namely:

India is shouldering an intolerable burden in looking after these millions of refugees and is determined to ensure that they shall return to their homeland is safety and human dignity at the earliest possible date.

The specific reaction to the third point is also contained in the ultimate paragraph in which we have said that we have a proud record of non interference in other countries domestic affairs and we categorically reject any insinuations to the country. So the other reactions to the points about which the hon. Member has made a reference are clear and precise and they are contained in the statements that I have already made. Based on this the hon. Member has asked me if I have taken note of it course we have taken note of it that is why reactions of the Government have also been made clear. Whether it is correct or not....

SHRI N.G. GORAY: It is such a sharp reaction that the friendly relations with China would not be normalized.

SARDAR SWARAN SINGH: If we proceed on this basis that by my making the sharp statement any country can destroy the image that we are building up, we are underestimating both the world and ourselves. We will have countries who will be opposed to our views we will have countries. who will support our views which we do not like. We have to express our view point and this we have done and we will also make a suitable statement, if it has not already been made by our Representative in the U.N. Forum also.

The other point that he has mentioned is about our efforts to normalize relations. I think we should take this point on merits and we should not be too much deflected from the pursuit of that policy merely because on this particular issue the Chinese attitude is against us. That should not be the ground for our not going ahead with our programme and our proposal to normalize relations. As a matter of fact, for all these reasons there appears to be greater reason to believe that the relations should be normalized.

SHRI N. G. GORAY: Have you made any proposal on Aksai Chin?

SARDAR SWARAN SINGH: No we have not made any proposal on Aksai Chin.

রাজ্যসভা ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১

শ্রী সীতারাম কেশরী (বিহার) : উপ-সভাপতি মহাশয়, জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি যে ভাষণ দিয়েছেন যার ভিত্তিতে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তথা আপনার বক্তব্য এসেছে, আমি কি জানতে পারি তাদের ওই বক্তব্য সত্বেও আমরা তাদের সংগে সম্পর্ক নর্মালাইজ করব? চীনা প্রতিনিধি তার ভাষণে কি এ কথাও বলেছেন যে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তারা পাকিস্তাকে সমর্থন করবে? যদি এমন কোন বক্তব্য না দিয়ে থাকেন তবে শুধুমাত্র জাতিসংঘে প্রদত্ত একটি বক্তব্যের দরুন, এবং নিজেদের ভুলকে আমাদের ভুল বলে

অভিহিত করার অর্থাৎ শরনার্থী সমস্যার ব্যাপারে তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং বলেছে, তিববতে যে সব শরনার্থী এসেছিল তাদের নিয়ে ভারত তাই করেছিল যা সে আজ করছে, এর দ্বারা আমি ধরে নেব যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবে আর যদি এমন আভাস পাওয়া না যায় তাহলে চীনের সংগে সুসম্পর্ক গড়ার নীতি অব্যাহত না রাখা কি সমীচীন?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I have placed the actual copy of the statement that was made by the Chinese Delegates on the Table of the House, He has expressed his own view about the situation and he is entitled to save his own view.

শ্রী সীতারাম কেশরী: তাহলে আমি এই সিদ্ধান্ত নেব যে, তার ভাষণে যুদ্ধের কোন প্রকার ইংগিত নেই এবং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা আছে।

SARDAR SWARAN SINGH: I would not like to comment upon that prospect.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: (West Bengal): Sir the Minister in the course of his reply stated that the Government cannot change its attitude towards China merely on their statement in the Third Committee of the United Nations. In view of that may I know from the Minister whether they have found other common points of agreement with China upon which normalization of relationship with China may be developed?

Secondly may I know from the Minister whether they have taken any measure to convince the Chinese Government in various diplomatic ways by sending missions or by using the offices of common friends about the actual position and happenings in Bangladesh and about the real problem of the refugees so that the Chinese may not draw an analogy between Tibetan refugees and these refugees as they seem to have done? In view of this may I know what specific measures they are going to take to apprise the Chinese about the actual situation and the real problem of the Bangladesh freedom struggle that is going on there?

SARDAR SWARAN SINGH: About the last part of his query we have been in touch with the Government representative of the people's Republic of China of the this Bangladesh question. We have explained the position in Peking and also to their representative here in Delhi. We will continue these efforts and now will have contact in New your also. We will explain the position.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: Did the Prime Minister write any letter to Chou En Lai as she wrote to various other Heads of States?

SARDAR SWARAN SINGH: The Prime Minister sent a message to the Minister of the Peoples Republic of China.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: That was congratulation on admission to the U.N. I am asking on this issue of Bangladesh.

SARDAR SWARAN SINGH: There was an earlier letter about Bangladesh also. So this will be a continuous effort. Even if we do not succeed in convincing any country or any representative still our efforts should to be explain our view-point and this we will continue to do.

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore): Sir, we have heard the hon. Minister of External Affairs on Government of India's reaction to the speech made by China in the Third Committee of the U.N. This Committee was said to be a Committee where humanitarian matters were to be considered. The Committee was considering the problems o one core of people who have left their hearths and homes and migrated into India seeking India's protection. We have also declared that is on humanitarian grounds that we are giving succor and help to these refugees. While considering such a vast and massive human problem China makes up political questions and declares that it is an internal affair of Pakistan in which India ought not to have interfered. This is a very serious charge. I cannot take it lying low. Secondly China also says we are doing subversive activities and preventing the refugees from going back to their own territory. At what enormous cost, at what enormous sacrifice we have been doing this job of helping the refugees has not been taken into consideration at all by China and they say it is a subversive act. I think it is time that we took up this matter, not in the form of goody- goody letters. Once we were saying Hindi-Chini Bhai Bhai and what happened? Aksai Chin was occupied and a attack on India was made. We know the behavior of China. It has been very treacherous indeed. I cannot hide my feelings, however much the Government of India is anxious to cultivate China. Probably we cannot cultivate China better than what the late respected Jawaharlal Nehru did. he did everything in his power to cultivate the friendship of China and the return was treachery. We asked for bread and we got stones. This is our experience. This is their very first speech soon after the entry of China into the UN. We did our best. but the result has already started. Is our Government going to be satisfied with merely writing goody good letters? Are they going to take up the matter seriously? Why should not a protest letter go? When the whole world recognizes it as a human problem and the whole world has come forward with aid to the unfortunate refugees numbering not less than one crore. China alone comes forward with such a statement. No even Tunisia which has introduced another resolution has said sol China comes forward with such a statement as this on the very first occasion of its entry into the UN. This is especially a warning. We knew the days of Hindi Chini Bhai Bhai. I thought that soon the days of Hindi Chini Bhai Bhai were going to be revived again. I thought normalization would take place and friendship would soon grow. There has been exchange of good letters between our Minister of External Affairs and his counterpart in China and also between the prime Minister and Mr. Chou En lai. All this led us to believe that we are now treading a different path and it is quite possible to establish friendship with China, but soon after such a situation has come to pass. On the very first day China has said this. It is better that the Government of India should take serious note of the situation, the attitude of China, and send a strong protest saying that India is not engaged in subversive activities. India is engaged only in a humanitarian work. A core of people have left their hearths and homes on account of the goondaism and genocide by the military junta. Let us take it up very seriously. Very serious action must be taken by the Government of India. goody- goody thing will not do.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

SHRI N. SRI RAMA REDDY: Are the Government of India going to be satisfied with merely writing letters or are they going to send a serious protest to China?

SARDAR SWARAN SINGH: There is no need for sending a protest note. I have expressed our view point quite clearly. In the UN forum each country is entitled to press its view point. We will press our view point there is no question of sending protest notes on statements that are made in the UN.

SHRI N. SRI RAMA REDDY: It is a forerunner of the events that are going to follow later on. We are in a serious struggle. We have to take note of every word uttered by China.

SARDAR SWARAN SINGH: Yes, Sir, we have taken note of every word uttered by China and also we have taken serious note of every word uttered by my hon. friend.

SHRI BHUPESH GUPTA: Let China have good relation with America. We are not opposed to that. But it should not be based on anti- Sovietism. Bangladesh is a major issue. It is very important that one cannot oppose Bangladesh struggle and support Yahya Khan and yet play an important role in world politics. This major issue is the test for ones sincerity. I saw in the border areas Chinese automatic rifles seized from the Razakars in Bangladesh by Mukti Bahini. Mao slid that power comes from the barrel of the gun. It now appears that barrel of the gun delivers the power for Yahya Khan to help him retain his power. Even in theory it is not proved in Bangladesh.

If government wants to normalize relations it is good. There is nothing wrong so long as it is based on sound principles. As he suggested. I do not think that we should get provoked. I am in agreement with Sardar Swaran Singh when he said that we should not forget that Yahya Khan is trying to exploit this thing for his design. It is also to be noted that Bhuttos visit to China did not deliver goods as expected and journalists in the world have come out and said that Bhutto did not get anything, not even a proper type of assurance. I would not like to attach much importance to it. But I think that China internally is facing some crisis. We hear about Lin Piao and other internal power conflicts. All these things should be taken into consideration before formulating your policy. My friend was asking government to be provocative without being affected. by and large I support the position the government has taken in regard to this matter and I hope sobriety and wisdom will be maintained and government will not yield to provocation as suggested by my friend. I am a little amazed. My friend wanted friendship with China when Indo Soviet treaty came. Why Soviet Union and why not China? That was the attitude. Today they are saying something else. I do not know what they mean. I consider Sardar Swaran Singh to be a soder man and he has to be given support by the Parliament in a very critical and taxing situation. We should not take3 political advantage out of it. We are passing through a crisis and we should keep that in mind. Interests of the people of Bangladesh and national interests should be the prime consideration in our mind while giving nuances to the foreign policy and working out the details of operations in the world today.

SHRI THILLAI VILLALAN: Sir, I have got only one question to put for clarification. The sharp speech made by the Chinese Representative in the Third Committee of the UN is a deliberate attempt of demolishing the image of our country which we projected for years. My question for clarification is this: what is the impact of this speech on the world

Countries? I want a specific answer as to whether the speech has made any change in the attitude of the countries which were supporting us previously.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, no change in the attitude of any such countries about which the hon. Member has mentioned has come to our notice. None of those countries has said that it has changed its appreciation of the situation or its attitude towards this problem. As a result of this speech no one has communicated to us any change to that effect.

শ্রী পীতাম্বর দাসঃ মহোদয়, একটি ছোট্র কথা আমি জিজ্ঞেস করব। চীন আমাদের প্রতিবেশী, পাকিস্তানও আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সম্পর্ক বজায় রাখা নিজের জন্য লাভজনক হয় এবং সকলেই চায় ভাল সম্পর্ক থাকুক এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দুর্ভাগা প্রতিষ্ঠাকাল হতে পাকিস্তানের সংগে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্বেও সম্পর্ক ভাল হচ্ছে না। পাকিস্তান আমাদেরকে একনম্বর শত্রু বলে অভিহিত করেছে। এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে আমাদের বিরুদ্দে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে। চীনের সংগে আমাদের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল আর এমন দিনও এলো যখন সে সম্পর্ক ছিন্ন হলো। ১৯৬২ সালে আমাদের ওপর যখন আক্রমন করা হয় তখন এই পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে চীনা আক্রমনের কালে পাকিস্তানের সংগে যে কোনভাবে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে রাখা হোক কেননা দুই প্রতিবেশীর সংগে যুগপৎভাবে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেটি কারও কাম্যও নয়। এতদূর পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে যদি পাকিস্তানকে কাশ্মির দিয়েও খুশী করা যায় তবু ভাল কেননা চীনের সংগে বিবাদ আছে। অতঃপর যখন পাকিস্তানের সংগে আমাদের বিসম্বাদ শুরু হল তখন এতদুর বলা হল যে আকসায়ে চীন সম্পর্কেও আলোচনা করা হোক। আমি একথা বলছিনা যে, কেউ চিনকে আকসায়ে চীন দিয়ে দিতে বলছে (I do not go that length) হ্যা, আকসায়ে চীন প্রশ্নে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় যদি কাজ চলে তবে সম্পর্কে পুনরুদ্ধারের জন্য সেটি অত্যন্ত ভাল কাজ হবে। এই পরামর্শ রাখা যায়।

অতএব আমি বলতে চাই, এই দুই প্রতিবেশির মধ্যে চীনের সংগে যখন আমাদের বিরোধ বাধে তখন কিছু না কিছূ নিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সংগে চলুন, আর যখন পাকিস্তানের সংগে বিরোধ আসন্ন তখন চীনের সংগে আপোষ করে সম্পর্ক রেখে চলুন। আমরা যখন এই আবর্তে পরে গেছি। তখন তা থেকে বেরোনোর জন্য আমাদের বিদেশী মন্ত্রী কি ভাবছেন এবং কি তার পরামর্শ?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir it is not our policy that we should surrender any of our vital positions in our effort to improve relations. In fact, relation can be improved and normalized without giving up any position and it is wrong approach.....

SHRI PITAMBER DAS: That would be a matter of opinion.

SARDAR SWARAN SINGH: A matter of decision- decision by Government and by Parliament. Vitality can always be decided by discussion. This is the process of discussion. And it is wrong to suggest that at any time we had ever contemplated or tried to improve our relation with Pakistan by giving up our position on Kashmir. It is absolutely an unjustified suggestion. We never contemplated that. We always regard Kashmir as an integral part of India. There has been no deviation on that issue at all. Even now if we want to improve relations with China people in India want to live in peace and good neighborly relations. Governments have their own attitudes; Government can change their attitude also. But, basically, our attitude or objective in relation to our neighbors, whatever our present difficulties, is clear: this should be to normalize

relations as much as possible and try to hold our position and not get deflected form the pursuit of that policy by immediate difficulties. Those difficulties are very real, and sometimes they are overwhelming, but the fact that a particular situation is of a serious character casts more responsibilities on us to behave in dignified manner and pursue our policy and to be clear about our goals. And it possible to do that without sacrificing our interests.

MR. DEPUTY CHARIMAN: Mr. Puri. Last question.

SHRI DEV DATT PURI (Haryana): First of all, I would request Members not to be so little and very sensitive at a time like this when we have seen some unfortunate statements made by China. And get completely upset about it and talk about our intention to barter away our areas, and so on and so forth. At the same time, Sir, I would like to seek a clear, unambiguous and unequivocal assurance from the Government that their endeavors to isolate Pakistan at any rate at a time like this when they are committing atrocities in Bangladesh. Will continue undeterred and undaunted despite some unfortunate statements made by China or any other country in the United Nations or elsewhere. I want that assurance from the Government. At the same time, I wish to ask them as to whether, having regard to the fact that these Taiwanese obtained their visas on misrepresentation, by dubious methods. And methods which were not straightforward, are the Government feelings so helpless at this time that they cannot undo the wrong that has been done?

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, with regard to the first question. I would like to suggest that the unwise action of the military rulers of Pakistan in unleashing oppression against their own people to suppress democratic rights of the people, is the main reason why Pakistan is isolated today. And the world has understood the situation and therefore, there is very little support to these are being committed and continue to be committed by the Pakistan military regime against the people of Bangladesh. This is the main reason why they are isolated.

And I think that the statements which might be made to support their case are not likely to be received by the international community who have got their independent ways of knowing the facts of the situation, and I think the essentials of the situation in Bangladesh are clear to the international community.

About the Taiwanese having obtained by misrepresentation the visas, it is a matter about which we are not helpless. We could, if we like throw item out but I think the visa period was already expired and they must have already left the country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ওপর আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	দি ইয়ার্স অফ এন্ডিভার	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

UNITED APPROACH

I am not talking about my statement even though that is the main matter under consideration, because most of the Hon. Members who spoke, rightly spoke about the question which was uppermost in my mind when I went abroad. Whatever I have to say about my tour, I have already stated in my statement and I do not think any new questions have arisen on that account. Here in this House I see a basic unity of outlook on this issue and I think there is general support also. I should like to thank the Hon. Members for the manner in which they have spoken. I should specially like to thank my old friend, Shri Badubhai Chinai and Shri Pranab Kumar Mukherjee who spoke just now with such understanding of the situation. Profe. Ruthnaswamy was kind but of course he expressed typical swatantra point of view.

Dr. Bhai Mahavir not unexpectedly made some rather carping remarks is which were typical of him. I seem to irritate President Yahya Khan and who does not even I am not talking of Dr. Mahavir but the other gentleman like to take my name when he refers to me. Dr. Hai Mahavir spoke about my projecting a personal image. Now when one goes abroad, especially as prime minister one goes as a representative of the people any honor that is done to an Indian is an honor to the country and usually another country can only honor a country through somebody whether he is a scientist or even if he is an ordinary citizen. So I do not think that if an honor is done to me or if I have been able to Project an image it is certainly not go a person isolated from a country but as I have said on a previous occasion it is an honors to the country and what they think the country stands for. So, that point of view, any honor I received is as important as paying tribute to the country direct.

Another remark made by Dr. Bhai Mahavir was about our showing restraint at the wrong time. I think some Hon. Members were not listening to him as quietly as they should have and he remarked that they were not being patient when they should be patient and the Government was patient when it should not be patient. I agree with him that Hon. Members could occasionally show greater patience but I think the Government should always show restraint and patience especially a Government which is sure of itself and sure of its people. I do not think that our friends from across the border have gained much by their lack of patience and by the tone of their statements their threats and provocations and I think we have gained a great deal by putting all these threats all these abusive words if I can put it that way in their proper perspective; that is they do not ruffle us they do not divert us from what we are going to do what we think is right for our country and they do not rouse our anger in that sense. Of course one is angry, not

---

From reply to discussion in Rajya Sabha on Prime Ministers Statement on her tour abroad, November 30, 1971.

because of words; one is angry at what is happening in Bangladesh. One is angry because it seems to us such an unnecessary tragedy. It has token the live of millions of people and has uprooted millions of people from their homes. it is not only those who have come to our refugee camps who are uprooted but from what one hears from foreign correspondents and those who have been to Dhaka and other parts of Bangladesh, the entire country is like a refugee camp; that is vast masses of the population are moving from village nobody knows who belongs to which village. When they are harassed in one area and when they see an empty village or part of an empty village they may settle down there or they may find that they cannot live there and they move on. So the conditions there are quite chaotic but I would only like to say that the Jan Sangh has its own manner of functioning. They are welcome to it. They have seen I think in the past whether it has brought them honor or success. We have a different way of functioning and we are going to stick to our way which I think is certainly more dignified and gets us better results also.

Now there was one point. I think it was Prof. Ruthnaswamy who said something about the Indo Soviet Treaty being a handicap in the Prime Minister's baggage. I do not know who is handicapped; it certainly did not handicap me. No foreign official or head of State or Government whom I met even mentioned the Treaty. The question was asked at press conferences. Nobody else was at all concerned. I think they understood the situation; people may use these phrases but I do not think anybody really thinks that India has changed her policy or is going to change her policy. In fact my own guess is part of the reason why we irritate other people so much is just this that they find it irritating that here is a government and people who are not willing to change at their request or at their hint or whatever it is.

Shri Chatterjee spoke of my concentrating on seeking financial aid for the refugees. This also I explained everywhere. I have never asked for financial aid. It was again in reply to questions at press conferences that I have said that the help from the international community has been negligible which it has been and I can hardly not answer a simple question like that I have never asked for help of this kind or another neither have I given any advice to foreign Government. I have said it is for you to decide what is in your national interest; we cannot expect you to decide what is in your national interest; we cannot expect you to do something which is not in your national interests but we think what is happening here on the sub continent and its likely consequences will affect peach in Asia and therefore peach in the world. I think all the countries will be affected by it in the long run and it is better they realized the situation and faced up to it now rather than make changes in their policy later on.

Something else Shri Chatterjee said. I do not know whether I misunderstood him. Did he say that I had said either the Mukti Bahini or those who are fighting were seeking a solution within Pakistan?

My point has been that it is only the people of Bangladesh who have the authority to say what they want: I mean they know what they want. I do not think I have the authority to say on their behalf that this is what should be the solution. So far as I am concerned i can give my view, as I did give my view that they would not now settle for anything less than liberation. I told them very clearly that if any talks are to be held, it should be with

The people who have been elected by the public of Bangladesh. By that I did not mean these new people who have come in unopposed by any means. So, we have all along stressed the main and the basic issues involved and tried to draw people's attention to it. Now, it has been Pakistan's consistent effort to try to internationalize the issues and to try to turn it into an Indo Pak dispute. This is what I had to face everywhere. Everywhere they said If only you will agree to talk to General Yahya Khan if only your Foreign Minister can go or your representative can go, then things will be solved. It is in answer to them that I had to say that they will not be solved because this is not our country and it is only the people of the country who can solve their problems or who can state them. Naturally I had to say that Sheikh Mujibur Rahman is their undisputed leader and he is the person who is the most authorized to speak on their behalf but I did add that in order to voice the opinion of the people of Bangladesh, he must be free. He must be able to know what is happening in Bangladesh. He cannot express his opinion if he has had on knowledge of what has happened and what is happening as is to be the case. So, this attempt to bring the whole matter to the Security Council, I think is part of the same game that is to confuse the realities of the situation, and those who are moving in this direction cannot but be suspect in the eyes of the Indian people.

Kashmir, of course, is as much a part of India as Gujarat or Maharashtra or any other part of the country and any attack there as any attack anywhere else will be repulsed and fought with all the strength at our command. The hon. Member who spoke just before me, has given you, in brief, an account of what happened in the earlier periods that in both the wars which we have had on the borders o Kashmir in 1974 and 1965 we did not have adequate forces there for good reasons. The people the common people the Gujjars, the peasant or the other people stood so solidly with us. They brought the first news, that the people were coming and doing propaganda against us. They gave all this news. They were the first in the line of resistance and we were able to stand up to those invasions which in the beginning were not obvious invasions they were hidden because they were infiltrators. Today also aggression in committed on India. As I said in my speeches there was a new kind of aggression. There Pakistani armies may not have massed on our soil, but it was an invasion when we have such a large proportion of the population of another country coming on to our soil. It is a kind of invasion. Now, many of them are genuine refugees in difficulties.

Nevertheless, the problem that their coming has created does threaten the security of our country and the stability of our country amongst, them are people who are not genuine refugees. So from all these point of view they are threatening our security and, therefore it is a kind of aggression. Now we have remained restrained but we have silenced some Pakistani guns we have dealt with their tanks and we have brought down some of their intruding aircraft. But we have not posed a counter threat in any sense of the word. But we cannot allow the annihilation of the people next door to us. I mean this is what has to be very clearly understood by the world and which I did speak to them. It is not like two equal armies fighting there the Mukti Bahini and the West Pakistan troops. It is a fully equipped army fighting with the people some of whom have been trained in the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment some of whom have trained very quickly in the various camps run by the leaders of these two Para military forces.

But nevertheless, they are not equal in that way to the army and it is not in our national interest that an entire people not just the Mukti Bahini, but the entire unarmed population of Bangladesh should be annihilated. Although the threat is already great anything like this happening or even happening partially would increase the threat to our security immediately and also for the future.

On the western side, our armed forces were deployed some time after the Pakistani troops moved up to our borders. We have not taken any initiative there. But as I said we shall meet any threat to our freedom or our security and of course we feel that the present threat to our freedom or our security and of course we feel that the present threat just is not merely a threat but a threat to the very foundation on which India is built and on which India is surviving.

Now there are suggestions your have heard about the withdrawal of troops. I have already explained in the other forum why we cannot withdraw our troops in the west because our lines of communication, the cantonments and so on are so placed that Pakistan has a very great advantage and having twitch been taken unawares by Pakistan in this very area in Kashmir and so on, we cannot afford that risk But I would certainly welcome the withdrawal of troops and I think the troops that should be withdrawn straightway are the Pakistani troops in Bangladesh. They are far from their homes, they are also suffering and I think that they should be taken back to rejoin their families and friends in West Pakistan. And this would be a positive response from Pakistan to show that they do want a solution in Bangladesh. It would be a gesture for peace. And I do feel that in today's circumstances, the very presence of Pakistani troops in Bangladesh, as I said earlier is a threat to our own security.

I think that I have answered most of the points. So far as the present situation is concerned as you know the Mukti Bahini is facing very courageously. it is a very difficult fight but they are fighting very bravely, and they have our good wishes and they have our supper also. Nobody can predict what the future will bring but as I have are on an earlier occasion, nothing is going to ease the situation immediate. No matter what happens what steps we take the next month will be of very great difficulty to us and also to the people of Bangladesh. I mean we have to know there is no solution, which is a magicabition, which will end the suffering of the refugees or end the burdens on us. This just cannot happen with the best will in the world. I am glad that this unity has been shown. Shri Chatterjee spoke something about our singling out his party and so on. I can assure him that it is not all our intention. But certain things had happened in West Bengal. I am glad that the situation has improved greatly and once there is peace there will be no cause for anybody to be poised against anybody else and this is the time when all parties should unite because as I said the burden on the Indian people is very great and the challenge and the difficulties we face are extremely difficult and they will need all the strength we have all the resources we have and all the unity and determination which we can bring to bear upon. I have full confidence that all parties will respond to this challenge and together we will be able to come out of what is a dark period for us and for the people of Bangladesh. We will come out of it and they will be able to make a new life for themselves.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি	রাজ্যসভার কার্যবিবরনী	০৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

RAJYA SABRY

Saturday, the 4th December, 1971/the 12th Agrahayana, 1893 (Saka)

The **House Met at eleven of the clock.**

[MR. CHAIRMAN in the: Char,]

STATEMENT BY MINISTER REGARDING THE PRESENT SITUATION IN THE COUNTRY

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): This morning according to the news, Government of West Pakistan have declared war upon us.

Last evening the West Pakistan Air Force violated our air space wantonly and attacked a large number of our air fields. Simultaneously, their ground forces shelled our positions along the Western border. Their propaganda media has made totally baseless allegations that India had launched an assault.

The news reached me and Prime Minister as she was leaving Calcutta, immediately on her return we took counsel with our colleagues and with the leaders of the Opposition parties. We were all of one mind united in our resolve that the nations freedom should be defended and unanimous that the aggressor should be beaten back. I am sure that the same sense of solidarity will mark our work in the difficult days ahead. A state of emergency has been proclaimed. We are approaching the House to adopt the Defense of India Bill. Our feeling is one of regret that Pakistan did not desist from the ultimate folly and sorrow that at a time when the greatest need of this subcontinent is development the peoples of India and Pakistan have been pushed into war. We could have lived as good neighbors but the people of West Pakistan have never had a say in their destiny. In this & rave hour, our own dominant emotion is one of confidence and faith.

We meet as a fighting Parliament. A war has been forced upon us; a war did not seek and did our utmost to prevent. The avoidable has happened. West Pakistan has struck with reckless perfidy.

For over nine months, the military regime of West Pakistan has barbarously trampled upon freedom and basic human rights in Bangladesh. The army of occupation has committed heinous crimes unmatched for their vindictive ferocity. Many millions have been uprooted: ten millions have been pushed into our country.

We repeatedly drew the attention of the world in this annihilation of whole people to this menace our security Everywhere the people showed sympathy and understanding for economic and other burdens and the danger to India. But governments seemed.

morally and politically paralyzed. Belated efforts to persuade the Islamabad regime to take some step which would lead to a lasting solution fell on deaf ears.

The wrath of the West Pakistan army has been aroused because the people of Bangladesh have stood and struggled for values which the army is unable to comprehend, and which it has suppress in every province of Pakistan.

As the Mukti Bahini's effectiveness increased the West Pakistan army became more desperate. Our tradition is to stand not with tyrants but with the stand not with tyrants but with the oppressed. And so the anger has been turned upon us. West Pakistan has escalated and enlarged the aggression against Bangladesh into full war against India.

War needs as much patience and self restraint as does peace. Military regime of West Pakistan will go all out to sow suspicion and rumor in the hope of fermenting communal tension and internal trouble. Let us not be taken in by their designs. We must maintain unity and a sense of high purpose.

We should be prepared for a long struggle High production agricultural and industrial is the foundation upon which defense rests. The courage and fighting capability of the Jawans have to be backed by the dedication of the farmer the worker the technician and the trader the business community has a social responsibility to resist the temptation to hoard or to charge higher profit. Artists and writers teachers and students the nation looks to them to defend our ideals and to keep high our morale. To the women of our country, I make a special appeal to save every possible grain and rupee, to avoid waste. The sacrifice of each of us will build the nations strength and enduring power.

The brave japans airmen and sailors and their tough and resourceful officers will do their duty. Let each of us do ours.

We have stood for peace but peace itself has to be defended. Today we are fighting to safeguard our territorial integrity and national honor. Above all we are fighting for the ideals we cherish and the cause of freedom.

MR. CHAIRMAN: I shall call the leaders of the different groups one by one and the speeches should be very brief. Mr. Gurupadaswamy.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY); Mr. Chairman, Sir, this is not the time for us as and they country to waver to hesitate and to falter. This is not the time for recrimination or difference and this is not the time when we are to ask the country what the country will give to us. This is indeed the time when we have to ask ourselves what we have to give to our our country and from this point of view and in this spirit, I look upon the present grave situation that is confronting us.

This is a grave hour and also, I consider a most historic hour to our country Pakistan has attacked us for the third time in the short history of 25 years and this conflict I hope other Members will also share my view is going to be a final conflict to put an end to all conflicts in the future.

If this is a war, this will be a war to end all future wars with Pakistan, I think this conflict, this controfrontation, this war is going to shape our destiny fashion our fate and resolve once and for all the future f this subcontinent. Sir, on this occasion I can only pledge my loyalty, my friendship my co operation and the loyalty friendship and co operation of my party to whatever actions Government is going to take to meet the new challenge posed by Pakistan. Sir we in parliament look at this hour as an hour which will fashion our future relations in this sub continent. In this situation every man and women in this country and every laborer, every manager and every proprietor of any concern and every officer has got to dedicate himself or herself to the supreme task of meeting this challenge. I am sure the country is strong and the people are brave; I am also equally sure that we are united. I am sure that all the parties represented in Parliament today are unanimous in the resolve to help the Government in this supreme task of meeting this grave crisis only I would give a word of caution; we should not at this juncture waver or try to compromise; I do not want my country to have another Tashkent. We do not want advice any intrusions any pressures any persuasion to be brought to bear on us by any outside power We as a nation will wage this war and we have to in this ultimately.

Sir, finally I would say a word about Parliament. I remember the famous words of Churchill during the last Great War.......

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): He did not; it was Chamberlain.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: He said that Parliament is going to be the supreme instrument of war. Parliament of England met all the time during war period. It met in the day it met in the night. Parliament was a powerful bulwark of Government in waging war against the Fascists. Likewise may I appeal to the Government and request my colleagues that Parliament has got to meet from day to day and Parliament has got to work as an ally of Government There is no difference between Parliament and Government there is unanimity and amity between these two wings. May I say through you Mr. Chairman that Parliament has got to meet even if it is for a few hours, every day not to differ from the Government but to seek more and more solidarity with the Government in its tremendous task and objective? May I in the end say again that my party will wholeheartedly pledge our support in all the tasks and the activities of this Government in carrying on this conflict with Pakistan Let us hope and trust that very soon, even before Christmas this year, we will see the emergence of a new independent sovereign Bangladesh. Let us hope and trust also that we will establish permanent peace and stability in this subcontinent.

শ্রী পীতাম্বর দাস (উত্তর প্রদেশ): মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ভারত বর্ষের শান্তিপ্রিয়তা ও সহনশীলতা বিশ্ববিখ্যাত, এবার আমাদের সহনশীলতায় পরাকাষ্ঠা হয়ে গেছে; আমাদের দুর্ভাগ্য পাকিস্তান সব সময় উল্টা বুঝেছে।

It mistook our courtesy for cowardice আমাদের সম্পর্কে এও বলা হয়েছে যে, they take time to hit back, but when hit back, they hit back furiously and I am glad the time has come.

মহোদয়, বিজয়ের প্রশ্নে আমাদের সন্দেহের কোন কারন নেই কেননা, প্রথমতঃ যে জন্য আমরা সর্বদা সংগ্রামরত ও বিবদমান তার নিজস্ব একটা দৃঢ়তা ও সাত্ত্বিকতা আছে। উপরন্ত পাকিস্তান আজ যে শক্তিসমূহের সেবা করছে তাদের অস্ত্র ১৯৬৫ এর যুদ্ধেও তার পক্ষে কাজ করতো। সে সময় পাকিস্তানের দুই বড় ভাই মিলে মিশে কাজ করত আজ পশ্চিম পাকিস্তানের এক পা বাংলাদেশে বাধা পড়েছে, আর সে যে মিত্রদের সেবা করে তাদের মধ্যে একজন রাশিয়ার সংগে জড়িয়ে পড়েছে, অন্যজন আপন রক্ষার জন্য তার সব সময়ের প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সংগে সমঝোতা করতে চলছে। অতএব বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আর এজন্য We must march forward with heart within and God above.

এর সংগে সংগে আমরা অবশ্যই আমাদের ইতিহাস দেখব, প্রাচীন ও পরবর্তীকালের ইতিহাস আমরা দেখব, সংঘর্ষে ভারত কখনো হার মানেনি। সংঘর্ষে আমরা সবসময় বিজয়ী হয়েছি। আমরা হেরে থাকলে আপোষের মধ্যে হেরেছি। সুতরাং বর্তমান ইস্যুতে বৈঠকে বসে আজ আপোষের কোন অবকাশ নেই, প্রধানমন্ত্রীও এ কথাই বলেছে, 'সত্যারূঢ় দলের অন্যান্য লোকেরাও একই কথা বলেছেন We will not allow another Tashkent and to be repeated. আমি একে স্বাগত জানাই। এরূপ দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে আমাদের উপর আরোপিত যুদ্ধের মোকাবিলা করতে আমরা সামনে চলব।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Mr. Chairman Sir, I am grateful to you for allowing me to associate myself with the remarks that have fallen from the lips of the leader of the Opposition and my predecessor. The whole House and the whole country is behind the Government in facing the aggression that has come upon us. This war has not been a war of our seeking. Our Prime Minister made herculean efforts to avoid this and at a serious time when her presence was necessary in this country she took the risk of going abroad and persuading the whole world to see what is happening in this country. We may have differences. We have argued and talked about it in this House so often, but this is not the occasion to talk about these differences Today is the occasion to talk of our unity of our determination to repel the aggressor and as my predecessors have rightly pointed out, let us take this occasion to see that the victory that we achieve the peace that we achiever is a permanent peach and we do not have a recurrence of the previous mistakes or mishaps or misfortunes that have befallen us. Let us play our cards wisely. Let us act wisely and I should like to see that we have peace in this sub continent for many years.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal), Sir, we are once again faced with a cruel challenge and aggression from the Pakistan rulers. We are a peace loving nation and we have sought all these years nothing but friendship from Pakistan. Unfortunately the Pakistani rulers backed by US imperialism have stood in the way of friendship between our two peoples Even at this critical hour we bear no ill will to the people of West Pakistan who themselves are victims of tyranny and treachery by their rulers. This is a war imposed on us simply because we wanted to help and we are helping the glorious liberation struggle of Bangla Desh simply because we have not decided to surrender our principles and our values to the West Pakistani rulers or their imperialist patrons. This war has been let loose upon us because in the battle fields of Bangla Desh the West Pakistani forces are on the retreat. Day by day they are being driven from one position to another and the mighty advance of the Bangla Desh liberation forces has become today irresistible. This action the part of the West Pakistani military rulers is an act of mad

gamble, is an act of desperation; but we know that when they are desperate they know on law, they know on human decency or any such thing. We should be prepared for facing all kinds of attack and treachery by them. The Pakistani military rulers have dared to attack our country because they have got the backing of US imperialism by way of arms and otherwise But for that backing they would not have perhaps plunged into this dangerous war, which does no good. This will immensely harm the cause which the people of Pakistan and we cherish. Our aim is quite clear. In this war that has been imposed upon us we have no other aim except to safeguard our territorial integrity and our territorial integrity shall be defended with all our unity with all our strength and with all our might. If the Pakistani rulers and their imperialist masters think that they can thereby deter us from rendering our help to the Bangladesh liberation struggle by fulfilling the pledge that this nation has given to the noble because they are profoundly mistaken. This act of aggression on the part of the Pakistani rulers will only strengthen our determination to render more help and more assistance for the triumph of the Bangla Desh liberation struggle. We make it absolutely clear. Nothing on earth can stop the triumph of the Bangle dash liberation struggle. In this connection I mention there should be no delay whatsoever in recognizing Bangla Desh taking our responsibility openly and fully All things are gone The Americans and others have been bluffing us. They have been maneuvering now they want to internationalize the bangle Dash issue and turn it into an issue between India and Pakistan and thereby get away with it. That shall not be allowed here on the Indian soil we must defend our soil, there in Bangla Desh we must render every assistance so that Bangla Desh liberation becomes a Living Desh shining reality of victory. That should be our aim.

I need not say very much on this occasion. It is a matter of shame and sorrow that the Chinese Government has lined up behind Pakistan and other imperialists. But then there are the other Socialist countries. There is the Soviet Union our friend who is with us in all difficulties and troubles There are other Socialist countries who would undoubtedly appreciate and understand the situation we are facing the just war we are fighting the cause of human dignity we are upholding by shedding the blood of our awns and our people We expect appreciation by the international community and above all by all freedom and peace loving people.

Finally Sir, before I sit down, I assure our parties support to the Government in all its defense efforts because this is not a partisan issue. This is a national issue and the whole nation must sit and united as never before in meeting the challenged and repulsing the threat. In this hour more than ever before communal peace and harmony are of paramount importance and we must uphold them again with all our moral strength with all our effort this is our motto this is our shield peace among the communities is our shield Unity is our shield. We must not allow anyone to take advantage of the situation to spread communal suspicion and communal distrust. We are all brothers in the common fight in the common struggles members of all religions members of all communities, members of various political and other associations here is solid unity. I think Government can count on this unity. Sir, I do hope that Government at the same time will not allow the reactionary and vested interests to take advantage of the situation. The

democratic rights and liberties of the people must be respected and they should be given full initiative to play their rightful role in meeting this challenging situation, so that this great nation of ours can prove its mettle and worth even in this crisis which has been imposed upon us. We again pledge and express our full solidarity with all those who are standing for the cause of national defense. We send our fervent good wishes to the people of Bangladesh; to the valiant liberation fighters. Our hearts go out to them. Let them strike at the citadels of the Pakistan Army in Bangladesh and storm them till every single West Pakistani troop has been withdrawn from Bangladesh. There shall not be any rest or let-up on our part. This is all I have to say, once again, I say, let us go and meet the challenge with courage, with unity, with resolve and with the faith that with we shall win, our posture will win; so will win the people of Bangladesh.

SHRI N.G. GARAY (Maharashtra). Though there was hardly any time for me to consult my party colleagues on this grave crisis, I can say with the fullest confidence that our party stands solidly behind every effort made to defend the sovereignty and territorial integrity of our motherland. I look upon this occasion as the turning point in the history of India, It is my conviction that out of these fires a new India will be born. We have the on our and privilege of defending not only our values and our freedom but also of helping our valiant neighbor, Bangladesh, to defend its freedom and its values against a common aggressor.

May I make an appeal to all sections of our country, especially the students, the youth, the kissan and the Mazdoor and, last but not the least, the business man and the industrialist to forget their sacrifice knows no limit?

SHRI K.P. SUBRAMANIA MEON (Kerala): Mr. Chairman. Sir, the military clique of Pakistan by its senselous and deliberate attack on our aerodromes and the shelling of our positions along the borders has thrust a war which very few of us wanted on us. But, Sir, this is a sequel to the help, support and participation which our people have been extending to the liberation, struggle of the people of Bangladesh against a callous military junta of Pakistan.

Our party has always said-and I am happy that even in this very House I had yesterday the occasion to reiterate that decision-that if in pursuance of the unanimous desire of our people to help the Bangladesh people in their liberation struggle, we have to face a war from the military clique in Pakistan, then the entire people of this country will stand as one man to defend its sovereignty and territorial integrity. I want to reiterate that position of our party once more in this House.

At the same time, I would take this opportunity to warn against certain dangers inherent in the situation. First of all, let us be clear that we are fighting this war for the Bangladesh people, and it is high time if we are to make our fight any realistic, any sensible, then we should recognize Bangladesh here and now. There should be no delay in that matter. After all, what are we fighting for if we are not fighting for the Bangladesh people? And we have to warn against the danger of any jingoist stand on our part to turn the whole thing down as if it is the Pakistani people whom we are fighting against. In fact

the very act that we are fighting for democracy for human rights in Bangladesh shows that we are also fighting for the human rights and the democracy of the entire Pakistani people against the military junta that has been oppressing them. Therefore, we should not fall into these jingoist stances and we should be clear as to who our enemy is and whom we are fighting.

Thirdly, Sir, there is a danger that certain sections, certain reactionary circles may utilize this opportunity in this country to fan up communal struggle, to fan hatred against the minority community on this count or that count. Sir, our fight for the Bangladesh people, our support to them is the very essence of the fight for democracy, for secularism and for the universality of the Indian people. Therefore, Sir, if in giving support to Bangladesh if we laps into that sort of communal attitude, then we will be defeating the very purpose of our fight and we will be making sacrifices. Which our nation will be making in this fight, in vain. Therefore, we should also warn that we should not lapse into the danger of any communalism any antagonism against minority communities in this country and I am sure this country will stand united in this hour of trail and will make our sacrifices a success.

Thank you.

SHRI KANCHI KALYANSUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Chairman, at this juncture we are in the midst of a serious crisis. It is not the first time that Pakistan has attacked the Indian subcontinent. Pakistan attacked us twice before. In the same manner, the Pakistani warlords have now launched an aggression against us. We have been living peacefully. The Pakistani aggression against us deserves condemnation. This time we should teach Pakistan a lesson so that Pakistan does not dare attack us again. The war which we are fighting now is not only for the purpose of defending our freedom but also for a great cause. We are fighting this war for the purpose of defending the democratic rights of the people of Pakistan. We are not only defending the democratic rights of our country but also defending the democratic rights of the people of Pakistan by fighting this war. We should teach a lesson to the Pakistani warmongers who are now ruling Pakistan. This should be the last war with Pakistan. We should see to it that Pakistan does not dare to attack us again and again by clipping her tail. As long as Pakistan is in the international map we should make them live peacefully with us and we should make Pakistan understand this point at this moment. I feel that this war should be a decisive one, while the war is going on now; we should not allow another 'Tashkent' to take place. We already know what the Tashkent Agreement has done to us. An English proverb means 'Pay the Devil its due'. At this juncture Pakistan will understand only one language and that is force should be met with force.

At this juncture, on behalf of the D. M. K. Party, I join the people of India in offering our whole hearted and unstinted support and also in making sacrifices to maintain the integrity and independence of India.

Thank you.

SHRI B.V ABDULLA KOYA (Kerala): Mr. Chairman. Sir, perhaps as expected, Pakistan has now started aggression on our Indian territory in calculated and dastardly

manner. It is now the sacred duty of every Indian, whether he is a Muslim or a Hindu or a Sikh or a Christian, to dedicate everything he has and to sacrifice to his last drop of blood for the defense of our dear mother-country, India. The war is to be waged till the enemy is crushed for all time and the India borders are safe forever from such aggression in future. I on behalf of myself and on behalf of my party-the Indian Union Muslim League-pledge our whole hearted support to the Government and we are prepared to sacrifice everything for the sake of the safety of this country at this hour of challenge from the unscrupulous Pakistani aggressor.

শ্রী কুম্ভরাম আর্য (রাজস্থান): সভাপতি মহোদয়... এ পর্যায়ে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ভারত তার অখন্ডতা নিয়ে পাকিস্তানকে এমন এক শিক্ষা দিক যে, জীবনে সে আর মাথা ওঠানোর ধৃষ্ঠতা না দেখায়। এজন্য এ দেশের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে যাদের রক্তে তেজ আছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক। তারা ক্ষেতেও কাজ করে এবং যুদ্ধের ময়দানে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্যও কাজ করে কিন্তু এর সাথে তারা এও চায় যে একবার তাদের সম্মুখে বিক্ষেপিত পা কারো কথায়, কারো চাপে, কোন সমঝোতায় আর পেছনে ফিরবে না। এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশ সবসময় শান্তি বজায় রেখে চলেছে সামনেও শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত তার অন্য কোন ইচ্ছা নেই।

এ ক্ষেত্রে আমি শুধু এই বলব আমার ভারতীয় ক্রান্তিদল, আমি এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ সকলে এ দেশের জন্য শুধু সহযোগিতা নয় রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু এই রক্তের বিনিময়ে পরিষদের কাছে শুধু একটি প্রত্যাশা যে স্থানে আমাদের রক্ত বইবে ওই মাটিতে আমাদের অধিকার যাতে স্থায়ী হয় ....

* সরদার নরেন্দর সিংহ বার (পাঞ্জাব): সভাপতি মহোদয়, আমাকে বলার সুযোগ দেয়ায় আমি আনন্দিত। দেশে সামান্য উদ্বিগ্নতা আছে কিন্তু এর মাঝে আমি কিছু প্রসন্নতাও বোধ করছি এই মনে করে যে, জাতি এবার তার শৌর্য দেখাবার এবং শত্রুর দাঁত ভেঙ্গে দেবার একটি সুযোগ পেয়েছে।

যুদ্ধ করার ব্যাপারে, মৃত্যুকে আলিংগন করার ব্যপারে আমার জাতি আপনার সংগে রয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা করবে। (মূল ভাষণ উর্দুতে)।

SHRI I.C. CHAGLA (Maharashtra); Mr. Chairman, Pandit Jawaharlal Nehru used a famous expression when we became independent in 1947 that he was keeping a tryst with destiny. To my mind this is a tryst with our destiny. At that time in 1947, we responded to our destiny by trying to build a new India. In my opinion this time also we will respond to our destiny with courage, unity and solidarity.

Sir, this war is going to affect not only the future of our country but the future of South Asia. There is a saying that those whom God wishes to destroy, he makes them mad first. General Yahya Khan is mad, we all know that. He is on his way to destruction. But I want to emphasize this fact. Let this be the last war in Pakistan. I want to see the destruction of Pakistan. When I say destruction of Pakistan, I say I want to see destruction of Pakistan. When I say destruction of Pakistan has stood for military dictatorship, military tyranny, hostility towards India, two-nation theory, suppression of democratic rights and every Principal which is enshrined in the United Nations Charter.

As against that, we have stood for democracy, for freedom, for neighborliness and for all human rights which we value. So, Sir, this is a fight not only between India and

Pakistan as two territories, but it is a fight between two ideas and I say that unless we destroy the evil for which Pakistan stands, unless we destroy the evil for which Pakistan stands we will not be able to bring peace in this part of the world.

Sir, let us no more talk about a defensive war. We have had enough of it. Now the war with Pakistan is an offensive war. We have always tried to avoid war as far as possible. But, Sir, now the aggression has come and let us goes all out and finish this business once and for all.

Sir, if I might put it, Pakistan was conceived in sin and it is dying in violence. A part o Pakistan is already destroyed. Bangla Desh constitutes the majority of Pakistan, which forms part of Pakistan. But what is left will be destroyed by the action of Yahya Khan. But I will agree with my friend, Mr. Gupta, that the first answer we should give to Pakistan today is to recognize Bangla Desh that should be our first answer and for heaven\s sake, let us know this. I know that international pressures will be put on us. The wise men sitting in New York and in other chancelleries will tell you how we should behave and what w should do. But we know our national interests best. God knows that we have waited long enough, we have put up with insults and we have put up with aggression from Pakistan. The time has now come when he should solemnly be determined not only to put an end to this aggression, but also to see that never in future is there any aggression from that part of the world.

Sir, I want to assure one thing to the Government and Prime Minister. I think this is the time when we should sink all our differences. We should only think of one thing and that is the defense of that our country and defeat of Pakistan. Sir, I want to assure the prime minister that one and all of this will stand behind her as our leader and see to it that she leads us to triumph.

শ্রী গংগা শরণ সিংহ (নাম-নির্দেশিত): প্রিয় সভাপতি মহোদয়, পরস্পরাগতভাবে আমাদের নীতি এই ছিল যে, একবার আমরা আর পেছনে ফিরে আসি না। আমরা আক্রমণ করিনি, অন্যের ভূ-খন্ড দখল করিনি কিন্তু স্বদেশের নিরাপত্তার জন্য আমরা সবসময় সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আর আমি যখন দেশের কথা বলি তখন শুধুমাত্র একটি ভূভাগের ধারণা আমার অন্তরে থাকে না, কিছু ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে সেটি সীমিত থাকে না। আমি আমার দেশকে মানবের উচ্চমত চিন্তাধারা, উচ্চতম দর্শন এবং উচ্চতম নীতির প্রতীক মনে করি। এ প্রতীক আমাদের আদিকাল থেকে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এজন্য আমরা আজ নীতিমালার জন্যও আমরা অস্ত্র ধারণ করি যেগুলোর প্রতীক হচ্ছে আমাদের দেশ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, it is a great moment of history and trial for the nation. And this is because we are in the midst of a war. And this war is not of our choosing: this has been imposed on us. Sir, the nation is called upon, therefore, to meet this challenge of the aggression from the border across. This war is not only for the defense of our sovereignty and freedom and the integration of our country, but this war is for defense of the ideals of our life, in defense for which we have lived and we live today on our soil, that is, the ideals of Democracy, Freedom and Secularism. Therefore, this is a war in defense of our cherished ideals. And for this war there is the necessity of a total

mobilization because it is a total war. This war is not to be fought only by the brave Jawans, by the Defense Forces on the border, but this war is to be fought by the man behind the plough, also by the man in the mill, and also by people of all walks of life. This is a total war; and it needs total mobilization. It has to be borne in mind that this war is not directed against the people of Pakistan, because it is known to the world outside and it should be repeated again and again that we have been forced to take part in this war in defense of our ideals. And the success and the victory, about which I have no doubt, would also bring about the liberation and freedom of the people of Pakistan from the yoke of Yahya's and Bhutto's and will ensure them the freedom of shaping their own destiny in unfettered freedom.

12 noon

In this connection I also want to pledge our wholehearted support to all actions, all efforts of the Government. In that matter, I think all the political parties of the country would sink and shape all their differences and strengthen the defense preparedness of our country.

I also want to address an appeal to all the peace-loving and freedom-loving people of the world to assert themselves and restrain their respective Governments not to feed the warlords of Pakistan and also ensure a climate in which there can be stability and peace in this region.

I once again want to urge upon the Government that the people of Bangla Desh who are fighting valiantly for the freedom of their country should be recognized and the Government of the People's Democratic Republic of Bangladesh also should be recognized without further delay because it is on account of Bangladesh that we have been forced to take up this position. The fitting reply to the greatest warmongers of Pakistan would be to recognize immediately the Government of the People's Democratic Republic of Bangladesh.

Sir, I conclude by once again appealing to the Government to recognize the People's Democratic Republic of Bangladesh.

SHRI B. D KHOBRAGADE (Maharashtra): Sir, since I have been elected as Deputy Chairman of this august House, I have refrained myself from expressing my veiws, during the last two years, on most important subjects that we considered in this House. But in view of the aggression that has been unleashed by Pakistan, I am constrained to express my views. On behalf of my party-the Republication Party of India-I express our solidarity with the Government and the people of this country.

Sir, many spokesmen of different political parties have expressed their views on this solemn occasion. I would like to associate myself with the views that have been expressed by the political leaders of this great nation.

Some of the Members have expressed the view that we should take advantage of this opportunity and should try teach a good lesson to Pakistan. May I remind this House that in 1965 when Pakistan committed aggression against our country, we had taught

Pakistan a good lesson. Perhaps Pakistan has forgotten that lesson, Pakistan has again committed aggression against our country, and I have no doubt in my mind that our Jawans who are fighting on the front will definitely teach a good lesson to Pakistan which can never be forgotten by Pakistan.

Sir, our country has tried to help the liberation struggle in Bangladesh and, therefore, the wrath and fury of the Pakistani military junta have been diverted from Bangladesh to India. We will definitely face heroically the aggression that has been committed against our country and I have no doubt in my mind that the Jawans who are fighting on the front will crush the Pakistani aggression with all the might and force at their command.

I would not like to take much time of the House. I would like to express only one view and that is, we have to face this aggression because of Bangladesh.

There has already been inordinate delay in recognizing Bangladesh. If we have to face this aggression because of Bangladesh, I feel the time has come now when there should be no further delay in recognizing Bangladesh.

I would like to express on this occasion unstinted, unqualified and unconditional support of my Party, the Republican Party of India and the weaker sections and the down-trodden people of this country, whom our Party represents. I may mention that the classed which we represent are poor: perhaps they may not be in a position to donate gold or money, but I can assure you, this House and through you the Prime Minister and the Government of India that our poorer people will shed the last drop of their blood and sacrifice their lives for marinating independence, integrity and unity of this country.

I do not want to recall the experiences of the 1962 and 1965 aggression when the people of down-trodden community had exhibited their bravery and velour and had sacrificed their lives in defending the integrity and independence of this country. Leave apart the experiences of the 1962 and 1965 aggression; if you go through the pages of the history of this country-whether it was during the days of Shivaji or whenever there arose an occasion to defend the independence of this country-our down-trodden people have always sacrificed their lives to maintain and achieve the independence of this country. Therefore, on this solemn occasion, I would like to express on behalf of myself, and army Party our solidarity with the Government and I would like to assure that we prepared to make any sacrifice that will be callused upon us to do to maintain the independence and integrity of this country.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members I wish to add a word in this hour of trial. The whole House and indeed the whole nation is solidly united. In this war which has been thrust upon us, there is no doubt that victory will be ours. Every individual, and every group, I am sure, will strive their utmost and will make their contribution to the achievement of this goal, the victory. Our cause is just. We are fighting for certain ideals and certain principles. The military forces are the military forces of a great nation. They are assured that the whole nation is behind them and there cannot be any doubt that ultimately we shall succeed in preserving our ideals and principles.

RESOLUTION RE. PROCLAMATION OF EMERGENCY UNDER ARTICLE 352 OF THE CONSITUTION

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House approves the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971, under clause (1) of Article 352 of the Constitution."

The question was proposed

THE LEADER OF THE OPPOSTION (SHRI M.S. GURPADASWAMY): Sir, I will be very brief. The time has come to decide whether we should work as a great country or remain small. This is the crucial question before us, whether this country is going to be a country of giants or a country of dwarfs. There are moments in the history of nations when nations have got to achieve their greatness through blood and iron. Many nations have suffered and faced ordeals and they have emerged successful. This grave moment has come to this country and we have to pass through this and achieve success. Sir, I do not want to repeat what I said earlier. On this occasion I only want to say that the minor conflicts that have been between the various parties and groups have to be transformed and transposed into a conflict between India and Pakistan. This is the point I want to drive home to all our friends. Whatever manor differences we had in the past and we are having today, have to be resolved and we have to find a common will of this nation to achieve the goal that we have placed before us. The conflict is not an ordinary conflict and as Mr. Chagla pointed out, it is a conflict between dictatorship and democracy. It is a conflict between militarism and democratic values and in such a conflict every one of us has got to be involved to the best of his capacity to sub serve the interests of the nation. On this occasion every limb of the Government, every instrument of our economy, every agency in our society, has got to work hard. The machines have got to move, the fields have got to be ploughed and the offices have got to function and be awake and it this is achieved, I am sure this emergency that has been created by Pakistan will be over soon. There are friends who have expressed some doubt about this Proclamation. They have pointed out that there is no definite time-limit put on this emergency. I am aware that in the past when emergency was declared, that emergency period continued for years. And I hope and rust that this emergency will not last longer because the situation is different, the goal is very clear, and the whole nation is one. In this takes I am sure not only India but others who believe in democracy and the values of democracy and justice will be with us and I am sure that very soon this emergency will end, and within a view months we will be having a new Bangladesh emerging and India emerging on the face of Asia as a very powerful country indeed., All these years we have been functioning in a manner which has relegated this country to a secondary position and, on the historic occasion we have got an opportunity when we can really transform this country to one of greatness. We have no alternative but to pass through this baptism of fire, we have no alternative but to pass through blood and iron. Many countries have achieved greatness only through this method. I associate myself with those who have said already that the proper answer and the effective answer to Pakistan now is to recognize

Bangladesh, I made this point yesterday and I agree with the Deputy Chairman who said that on account of Bangladesh there has been a conflict, on account of Bangladesh there has been this war and why then should we resist the temptation of according recognition to Bangladesh. What is the rationale behind this restraint, I do not understand. I hope and trust that the Government will take the initiative in this matter. I assure the Government that the whole nation will stand by them and Parliament will be with them if they declare today that they have accorded recognition to Bangladesh. That is the proper and effective reply that we are going to give Pakistan.

One word about defense: I agree with my hon. friend, Mr. Chagla. When he said that their is no scope for a defensive war. There cannot be any restraints in this war, there cannot be any constraints in this conflict. We have got to wage it fully in all its fierceness so that victory may be won quickly. Otherwise I am afraid there may be dragging, there may be delay; there may be postponement in achieving the objective. Therefore, let us make it short and brief. It is for this I say that the country the Government and Parliament have got to move together as one body. And we must have what I call the will, the national will, to liberate Bangladesh. And in this task Sir, any sacrifice any privation, any suffering and any amount of pain and irritation has got to be tolerated by us as a nation. I am sure the nation has got the strength, the strength of will and unity of purpose, and I am also sure that with determination and resolve we will achieve a free Bangladesh before Christmas, and the defeat of the militarism of Pakistan and also before Christmas.

With these remarks Sir, I end my speech

ডঃ ভাই মহাবীর (দিল্লী) ...... মহোদয়, আমার শুধু এই বলার আছে, যে সংকটই আসুন না কেন আমার মনে পড়ছে, যখন বৃটেনের ওপর এরূপ একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি এসেছিল তখন বলা হয়েছিল, বৃটেনের জন্য সেটি ছিল সংকটকাল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, Britain's darkest hour was also its finest hour, এরূপ কোন পরিস্থিতি এসে থাকলে আজ সেটি আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে গণ্য হবে : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যে ভুল হয়েছিল তা ধুয়ে মুছে সমগ্র দেশে আমরা একটি নতুন যুগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব। .... মহোদয়, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে প্রয়াস চলছে নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের মনোভাব কখনো কখনো তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কোন শত্রু যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয় যে, আমরা নিজেদের ঐক্যের কথা ভাবি, ঐক্যের মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহলে তাদের প্ররোচনা আমাদের শোনা উচিত। ভারত আবার এক হয়ে দাঁড়িয়ে নতুন যুগ নির্মাণ করবে। আমাদেরও মতভেদ রয়েছে সত্যারূঢ় দল, প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের সংগে, তা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই ভারত সরকার যখন এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে তখন সবার আগে আমি এসে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবো এবং তাঁদের বলব যে তাঁরা এই দেশকে, ভারত মাতার শিরকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন, এজন্য তারা ধন্যবাদার্হ। এর সংগে আমি অবশ্যই চাইব, অন্যসব দল যেভাবে বিনাশর্তে সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছে সেভাবে সরকারও সবকিছুর উর্ধ্বে একদলীয় সরকারের মত না ভেবে নিজেকে যেন যারা দেশের সরকার মনে করেন।

মহোদয়, আমি আরেকটি মাত্র কথা বলতে চাই, আমি মনে করি এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার সংগে সংগে এই ঘোষণাও আসবে যে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। পরিষদের এই ব্যক্ত ইচ্ছার সংগে আমি সরকার কণ্ঠও মিলাতে চাই। ধন্যবাদ

SHRI M.K. MOHTA (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, at the outset let me reiterate what the Chairman of our party has already stated, namely, that our party pledges it's full

and unreserved support, in this hour of national crisis, to the national defense efforts. Emergency has been proclaimed and the whole world's eyes are on the people of India. We will be judge to what extent we are able to rise to the occasion and work unitedly with courage and fortitude and with purposefulness to meet the crisis fully and successfully. I believe that in an emergency it is necessary that the party differences, based on division among the political parties, should be sunk and at the Centre a National Government should be formed. It should have representation from different parties, from all political parties and all the political parties combined in a National Government should lead the country to victory in this war.

A word about the role of Parliament. Even though a grave emergency is there, it is necessary that Parliament should continue to meet, to be briefed by the Government about the affairs on the borders, the situation prevailing and for the Government to be guided by Parliament about further action that is required to be taken to meet the situation as it arises.

Before I conclude, I would like to say that. in a modern war the strength of a nation is not gauged only by the number of guns employed at the frontier or by the number of men under arms, but by the economic power of the nation. The outcome of any armed conflict will depend on how economically strong we are. Therefore, it is of the utmost importance that all ideology should be forgotten; all matters of detail should be forgotten. The only aim before the country should be how to strengthen the country economically, whether in the fields or in the factories, to achieve more and production. It does not matter who produces the goods and in what manner. What matter is that the goods must be produced; more goods and services must be produced whether in the fields or factories. And therefore I would appeal to the Government through you, Sir, to forget the little considerations that have completely shadowed the thinking of the Government in the past but to direct all the energy of the Government and of the people to increase production of all sorts so that a strong economically we could be strong, so that a strong economy could given the necessary and sufficient support to our armed forces and it may lead us to a victories result.

The last point that I would like to say is that the people of the border areas very rightly and justly expected of the Government to announce emergency risk insurance immediately so that any destruction due to enemy action or sabotage is borne by the entire people of India and the brunt of it is not borne only by the people who reside on the border areas and have properties there. There is an insistent demand from the people of the border areas for quite some time past and now that the emergency has been declared, I hope that the Government would lose no time in announcing emergency risk insurance as was done some time back when a similar emergency arose in the country.

MR. CHAIRMAN; Srdesai.

SHRI DEB DATT PURI (Haryana): Sir, this matter has already been voted upon and one or two speeches..............

(Interruptions)

MR. CHARIMAN: Some members of parties have already spoken.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala): Sir, when you have already allowed some to participate in the discussion, you have got to allow others also to speak. Otherwise you should not have allowed any.

MR. CHAIRMAN: I have not said, I am not 'allowing'. I was asking you to consider the appeal; I am appealing to other Members also. You have got to consider the wishes of other Members. I never said, "I will not allow".

SHRI DEV. DATT PURI: From this tide I appeal to the Members that it is a very solemn occasion.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: I was not certainly replying to you, Sir, but to him.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND INI THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRIOM MEHTA): I will only say that it should be brief.

MR. CHAIRMAN: Do you want to speak, Mr. Sardesai? I have called you.

SHRI S.G. SARDESAI (Maharashtra): I did not hear. Mr. Chairman this House has already expressed its unanimous support to the Government in fighting the war which has been thrust upon us but which having been thrust upon us, we want to fight out till we gain our objectives. With respect to those objectives, also, we have to be absolutely clear. One of the objectives, the first and foremost, is the liberation of Bangla Desh and the second objective is the full-fledged defense of our territorial integrity and security. These are the objectives. I am speaking this because while we must be absolutely firm in regard to our objectives in the coming period, certain ideas may come forward in an incipient form and today we will have to be on our guard precisely because the battle is going to be very difficult. We are sure we are going to fight till the Military Junta in Pakistan is compelled to recognize the liberation and the freedom of Bangladesh. But at this moment, I would also like to utter a word of caution. We are not fighting for the permanent occupation of any part of West Pakistan.

It is very necessary to be clear on this point because, Sir, everyone here has said and I thoroughly agree with that point that we have to maintain communal harmony in our country. Let us not put forward certain kind of ideas which create problems for the maintenance of our harmony also. That is the point which is very important. I do not want to elaborate it just now because we are just at the beginning of this struggle. But even at the beginning certain ideas have to be very clear. There is not going to be any mercy. We are going to fight with an our strength until the military junta is brought to its knees. I have not the remotest doubt about it, and that means our strength.

I would like to mention one or two points because nothing has been said about them. We are all supporting this emergency. When we say that the entire energy of the people has to be mobilized to a noble cause before us, it includes the question of economy the question of keeping production going, the question of distribution of essential commodities. So it is a question of strengthening the rear which is going to be a vital aspect of national defense.

In this respect also I have no doubt and I have no hesitation in stating that the Indian working class has got a role to play and the working class will play that role. I have not the remotest doubt in the matter. But there has been the past experience the precisely when the nation is in danger, when we are in peril, it is not the working class that betrays. Unfortunately, we all know there are the profiteers, the speculators who are the people who hold the economy to ransom to take advantage of it. Now definitely I appeal to the Government to see that they have got to be very firm and, very strong in taking all necessary measures against anyone who exploits this national danger for the purpose of sectional or narrow interest.

I would also like to go a step forward in this respect, and that is with regard to the question of domestic rights of the people. Sometimes a sort of blanket approach is made against whosoever, collects together or whoever holds a meeting because the nation is in danger. That must not be so. I want to make it perfectly clear that all the farces which seriously and sincerely stand for the defense of the country and who want to go out in the country to mobilize the people for the defense of our country should be allowed to do so because plenty of mass education is needed. It is a question of domestic rights. If there is the remotest fear that someone is causing harm to the unity of our people, to communal harmony and similar thing, these elements should be taken care of. But for the rest, the strengthening of democratic rights of the people and the people's active participation in support of this war is definitely going to be helpful, and I do hope and I do appeal to this Government and I want to ask them very strongly that the whole question of economy of keeping it going, the whole question of democratic rights should be approached in such a fashion that our defense is strengthened. Action should be taken against these who weaken our defense. We have to be clear about these two things. I do hope that this thing will be borne in mind.

SHRI THILLAI VILLALAN (Tamil Nadu): Sir, we have already assured our whole-hearted support to this Government on behalf of our party. This is the time for deed, not for words. This is the time when unity is the necessity.

We never go in for war. But when war is declared against us we would not leave it. If we turn our face in frown unitedly that will definitely burn the whole of Pakistan. If we breathe unitedly, that will make a cyclone and that cyclone will threw Pakistan into un-known seas. If we spit unitedly against Pakistan that will definitely cause a flood against Pakistan and there will be no Pakistan on the map of this world. Therefore the necessity for our country at this hour is only unity. Therefore, I appeal to all to unite and fight against Pakistan. With these few words I welcome this Proclamation of Emergency.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: Mr. Chairman, Sir, this is not a time for panic, even though we are in a grave emergency. This is the fourth occasion after independence-three times from Pakistan and once from China-that the country's interests have been imperiled. And as before, I have no doubt that this country will certainly make its resolution determined and action decisive so that we tide ever the emergency in the shortest few months possible.

Sir, Parliament has got a decisive role during the period of the emergency. The Government must see that Parliament is enabled to perform its due functions in the matter of consultations and advice that parliament may have to give in the discharge of the grave functions by the Government. I heard it said from an hon. Member that a national Government is probably a necessity. I do not agree. I do not think, Sir, that there is any emergency of the nature to constitute a national Government, for we have today probably the strongest Central Government after independence and probably the strongest Prime Minister. Therefore, all the more there is absolutely no reason for a national Government to be constituted.

Sir, the Opposition certainly will have its duties and responsibilities. A few minutes back, we saw all sections of the House, all representatives and leaders of political parties, unite and give their support and unstinted cooperation to the Government in the discharge of its duties and responsibilities in the grave hours that are ahead for us. But certainly, Sir, the Opposition has got to discharge its duties and responsibilities in a constructively critical manner. I would, therefore, take this opportunity to warn the Government that if there are mistakes, the Opposition in this country will be frank enough to point out those mistakes to the Government and the Government would have to own up those mistakes, and the Government would have to correct those mistakes. It is not as if a Government can function without any mistakes or oversight. As a constructive Opposition in Parliament and outside, the parties of the Opposition will be able to play their critical role hereafter and see that the Government is corrected, if mistakes are committed by the Government. I would suggest that Parliament should meet more often than previously. I would also suggest that a prominent role should be given particularly to the Consultative Committee on Defense Affairs. I would also suggest that the parliamentary Consultative Committee on Defense Affairs should be immediately reconstituted with leaders of all the political parties in both Houses of Parliament being included in that Committee.

As has been rightly pointed out by the hon. Defense Minister in the statement that he made this morning, we have got to see that production and output are increased during the period of the emergency. We have got to see that prices stabilize themselves instead of rising, during the period of the emergency. For all this, a sincere cooperation on the part of the industrialists and the commercial people in this country is necessary. And the Government on its part would have to take prompt and necessary action to see that prices are not enhanced and production continuous unabated in this country. For even if we win the war with Pakistan,we cannot lose war against poverty that we have been waging inside the country. The Planning Commission, the Planning Ministry and the Planning Minister will have to concentrate in better and more sincere terms hereafter, on the development of this country, the overall build-up of the Plan and the success of the Plan. With this, I extend my cooperation to the work of the Government during the period of the emergency.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shyam Lal Yadav--the last speaker on my list.

শ্রী শ্যামলাল যাদব (উত্তর প্রদেশ): সভাপতি মহোদয়, আজকের সংকটকালে সকল দল সরকারের সংগে রয়েছে। আমাদের দলের সভাপতি, চৌধুরী চরণ সিংহ এর আগে পরিষদের বাইরেও একথা সুস্পষ্টভাবে

বলেছেন যে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমাদের দেশের সৈন্যদের এরূপ প্রস্তুতি রয়েছে যে আমরা পাকিস্তানী আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে পারব। সকল দলের মাননীয় নেতৃবৃন্দ যেমন বলেছেন, আমিও বলতে চাই, সরকারের আর একটি মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। এর ফলে দেশে যে অবস্থা বিরাজ করবে তাতে আমরা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে পারব। আজ সকল বিরোধী দল সরকারের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, আমরা আশা করি, দেশের এই সংকটকালে সরকারও সকল দলের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

HAIRMAN: Mr. Jagjivan Ram, do you wish to say anything?

SHRI JAGJIVAN RAM: I do not have much to say. The House is aware of the circumstances under which this Emergency has been declared. The House, the various political parties and their leaders, and the nation, have indicated their solidarity with the national security. I can only say this much that the entire nation is behind the Armed Forces, gives a new confidence to them, gives a new competence to them, gives a new effectiveness to them, I have no doubt that the Armed Forces will fulfill the expectations of the nation and will teach a lesson to Pakistan which they will remember for all times. So, we have no intention of annexing Pakistan, I would like to make it quite clear...........

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): And no quarrel with the people of Pakistan.

SHRI JAGJIV AN RAM; certainly our objective is the achievement of independence of Bangla Desh. That is the determination and the will of the people of Bangla Desh which they have unmistakably indicated in the last election. And I will again make it clear that we have no intention to annex the territory of Pakistan. ....

DR. BHAIMAHAVIR : Liberation of Kashmir.

SHRI JAGJIVAN RAM: What we want is that Pakistan should live as a friendly neighbor and cherish the values which in modern times are regarded as good human values, the values which are enshrined in the charters of the United Nations and which we ourselves have enshrined in our Constitution, the values of democracy, the values of secularism. That is what we want. The objective of our war will be to defend the cherished values enshrined in our Constitution. And the solidarity which the House has indicated as I have said, will embolden our Armed Forces, will increase their efficiency to achieve their objective.

MR. CHAIRMAN: The question is :

> "That this House approves the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971, under clause (1) of Article 352 of the Constitution".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN; The Resolution is unanimously adopted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	রাজ্যসভার কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Statement by Prime Minister re: Recognition of Bangladesh

The prime minister, minister of atomic energy, minister of home affairs and minister of information and broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): Mr. Chairman, Sir, the valiant struggle of the people of Bangla Desh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements.

Earlier, they had recorded a great democratic victory in their elections and even the President of Pakistan had conceded the right of Sheikh Mujibur Rahman to become Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transform this benevolent mood and realistic approach, if it really was that to deception and the posture of open hatred.

We are told that Sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan. But they were caught unawares and overtaken by a brutal military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment became the Mukti Fauj and later the Mukti Bahini, which was joined by thousands of young East Bengalis determined to sacrifice their lives for freedom and the right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangla Desh is fighting have been recorded by the world Press.

These events on our doorstep and the resulting flood of refugees into our territory could not but have fat-reaching repercussions on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangla Desh in their just struggle. But we did not act precipitously in the matter of recognition; our decisions were not guided merely by emotion but by an assessment of prevailing and future realities.

With the unanimous revolt of the entire people of Bangla Desh and the success of their struggle it has become increasingly apparent that the so-called mother State of Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangla Desh back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangla Desh the whole world is now aware that it reflects the will of the overwhelming majority of the people, which not many governments can claim to represent. In Jefferson's famous words to Governor Morris, the Government of Bangla Desh is supported by the "will of the nation, substantially expressed". Applying this certain, the Military regime in Pakistan whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even in West Pakistan.

Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way of a peaceful solution, on which might be

construed as intervention, has lost significance. The people of Bangla Desh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves parties in the same cause.

I am glad to inform the House that the light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangla Desh, the Government of India have after the most careful consideration, decided to grant recognition to the GANA PRAJATANTRI Bangladesh.

It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the GANA PRAJATANTRI Bangladesh will soon form part of the family of nations.

Our thoughts at this moment are with the father of this new State Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies the Acting President of Bangla Desh and the Prime Minister and to their colleagues our greetings and warm felicitations.

I am placing on the Table of the House copies of the communication which we have received from the Government of Bangla Desh. Hon'ble Members will be glad to know that the Government of Bangla Desh have proclaimed their basic principle of State policy to be democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangla Desh Government have expressed their determination to follow a policy of non-alignment, peaceful co-existence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its manifestations. These are the ideals to which India also is dedicated.

The Bangla Desh Government have reiterated their anxiety to organize the expeditious return of their citizens who have found temporary refuse in our country, and to restore their lands and belongings to them. We shall naturally help in every way in these arrangements.

I am confident that in future the Government and the peoples of India and Bangla Desh, who share common ideals and sacrifices, will forge a relationship based on the principles of mutual respect of each others' sovereignty and territorial integrity, non-interference in internal affairs equally and mutual benefit. Thus working together for freedom and democracy, we shall set an example of good neighborliness which alone can ensure peace, stability and progress in this region. Our good wishes to Bangla Desh.

11 a.m.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): Sir, I look at the statement of the Prime Minister as the Magna Carta of free Bangla Desh. It is the most historic and momentous statement of this year and also of the decade, and this statement ahs got the great potentiality of recreating and refashioning the future destiny of the entire sub-continent. Sir naturally my hearty melts on this occasion, and I have no hesitation in saying that Shrimati Indira Gandhi has emerged in my view for the first time as the living Joan of Arc of the sub-Continent, Joan of Arc suffered death and achieved

Victory. Shrimati Indira Gandhi lives and achieved victory. And this is a moment which has got to be inscribed not only in our sacred memories but also in the annals of our history....

SHRI M.P. SHUKLA (Uttar Pradesh): In letters of gold.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: And this act offers which is bold is nevertheless cautions, and will win acclaim and respect not only of the millions of people living in this land but also the millions of people who have been aspiring for freedom in Asian and African countries. This is an occasion which the world also has to recognize.

Shrimati Indira Gandhi has shown in most unmistakable terms what a democracy has got to do,in ought to do a crisis of this nature. She has also shown the resilience of a democratic country to various pressures to the impulses generated in the neighboring areas.

Without making a long statement may I say, Sir, the statement of the Prime Minister is liked not only by me, by Members of my Party, but all of us here? And now I would only suggest to her, in keeping with the spirit of the statement she has made, she may issue a written appeal to all the Governments of the world to accord recognition to the free Bangladesh Government. I hope and trust she will take this step also. May I congratulate her and the Government of India and the people of India for having achieved this momentous time, a time when we are ushering in a new country, a new State and new people, people who are wedded to freedom, human values and justice?

With these words I share the joy and the jubilation of my colleagues who have assembled here in the great decision that the Prime Minister has taken.

SHRI DAHYABHAI V. PATAL (Gujarat): Mr. Chairman, Sir, I would like to be associated with the remarks of the two previous speakers on this side. We must all congratulate the Prime Minister on this occasion for her wise leadership. I remember on several occasions she was pressed on all sides for early recognition of Bangladesh. She said that this was not the opportune time and she would select an opportune time. She has shown by her action how wisely she can act on occasion. Side by side I must take this opportunity of congratulating our Armed Forces, the leadership of the Armed Forces, the Defense Minister, on the way in which they have faced this situation. A treacherous attack was mounted on us hoping perhaps to catch us unawares. The Defense Minister and his advisers proved to be shrewder and were ready for even a treacherous attack. God has been kind to this country. Let us all stand united, as for his blessings, so that we may overcome such difficulties again and again and stand united in the service of the nation.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) Sir, a historic reality has been recognized by a historic decision at historic moment and it is a privilege for all of us to be a participant in this decision. It has been my privilege over the last twenty years to listen to many important decisions in this House coming from the Prime Minster and others of the Government But rarely can I recall a decision of so great a significance not only for our country but for all mankind. This decision symbolizes the profound human sympathy, great political wisdom, high statesmanship. This decision, if I may say so, transcends

national barriers and projects itself in the wider regions of human society and history. Therefore, the Government of India, and the Prime Minister in particular, deserve the heartiest congratulations not only of all of us in the heartiest congratulations not only of all of us in the House, but of all mankind who cherish freedom and would not tolerate defilement of human dignity. I know that this decision marks the beginning of a golden chapter that is being written in letters of gold with so much sacrifice, so much suffering, so much heroism, on the sub-continent of ours. Sir, this decision guarantees the emergence in Bangladesh from where I hail, where I was born----

SHIRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): Mymensingh.

SHRI BHUPESH GUPTA: Of a secular, democratic, state which the people of Bangladesh and the people of this subcontinent so ardently desire, I see in this decision the rising sum of history of that soil where men and women, having fought against overwhelming edds, are today marching forward with great confidence and courage to the cherished triumph of their goal. I extent to those people in the name of the Indian people our heartiest congratulations and solidarity in this struggle. This decision on the part of the Government is indeed the voice not of the Government alone, is the voice of every India, every patriot, and, if I may say so, every man who believes in freedom and democracy in the world. I do hope the decision that we have taken today will soon be shared by all others who cherish freedom, peace and progress. Once again I wish well of the people of Bangladesh and congratulate all those who made possible the decision of today. I look forward to the advancing forces of history. Yahya Khan as a force of yesterday. He will be force, doomed, to extinction, and we look forward to the forces of tomorrow rising but reseed by the decision in Bangladesh for the sake of the people there and for sake of mankind.

শ্রী রাজনারায়ণ (উত্তর প্রদেশ): মহোদয়, আমি সবার আগে বাংলাদেশের জনসাধারণ আওমীলীগ, শেখ মুজিবুর রহমান, নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন এবং মুক্তিবাহিনীকে আমার মোবারকবাদ জানাব, তাঁরা তাঁদের নিরবছিন্ন চেষ্টা ও বিরামহীন সংগ্রামের দ্বারা আমারদের নিকট হতে স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

মহোদয়, আমি ভারতের জনসাধারণকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভারতের জনগণ আপন নিষ্ঠা এবং তাদের জীবনের সংগ্রামী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। তাঁরাও পৃথিবীর বড় বড় শক্তিকে মোকাবেলা করেছে, ১২ই আগস্টে এই পরিষদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জোর দাবি জানানোর জন্য আমাকে ধাক্কিয়ে বের করে দেয়া হয়, অন্তত:পক্ষে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ভারত সরকার আমার অনুসৃত পথে আসতে বাধ্য হলেন এজন্য আজ আমি সবচেয়ে সুখী ও প্রসন্ন। ......সামনে আমাদের আরো কাজ রয়ে গেছে। আগে যেমন ইঙ্গিত দেয়েছিলাম আজও দিচ্ছি। আমি চাই ভারত এমন কিছু শক্তি অর্জন করুক যাতে আমেরিকা ও বৃটেনের মত সুবিধাবাদী দেশসমূহ বুঝতে পারে যে, ভারত আজ ঐক্যবদ্ধ, ভারত ও পাকিস্তানের একত্রীকরণের জন্য যতদিন ভারত ও পাকিস্তান এক না হবে, যতদিন ভারত ও পাকিস্তান একীভূত না হবে, ততদিন ভারত ও পাকিস্তানে দরিদ্র ও মেহনতী মানুষের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সম্পুর্ণ শক্তি দিয়ে আমাদের জানিয়ে দিতে হবে, আমেরিকা হোক কিংবা বৃটেন-তোমরা যতই সম্পদশালী হও না কেন, আমরাও ৫৫ কোটি মানুষের দেশ, সুতরাং ৫৫ কোটি মানুষের দেশের সংগে আর খেলা নয় তোমরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছ। আমার অনেক বন্ধু যথার্থই বলেছেন যে, আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়ার চক্রান্তে হিন্দুস্থান ভাগ হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে, আমরা এক হিন্দুস্থান গড়তে চাই।

'সারা বিশ্বের সেরা ভারত আমাদের, আমরা বুলবুল, এটি কানন আমাদের' । আমরা সেই ভারত গড়তে চাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই ভারত গড়ার প্রথম সোপান। এজন্য আমাদের লক্ষ্য আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে, ভারত ও পাকিস্তানের একত্রীকরণের লক্ষ্যকে অব্যর্থ রাখতে হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ জুন তারিখে এ, আই, সি, সি (অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কনফারেন্স) দিল্লীর বৈঠকে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহন করেছিল সেটি আবার স্মরণ করুন। দ্বিজাতিতত্ত্ব চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। দ্বিজাতিত্ত্ব নির্মূল হতে চলেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগে সংগে এই তত্ত্বের বিলুপ্তি ঘটেছে। এর জন্য মুজিবর রহমানকে যতই ধন্যবাদ জানান হোক তা নগণ্য হবে।..........

MR, CHAIRMAN: Yes now the CPM. Who will speak? Yes, Mr. Sanyal.

SHRI SASANKA SHEKHAR SANYAL (West Bengal): Mr. Chairman from this side I join the felicitations and congratulations showered upon the Prime Minister and through the Prime Minister I extend all our respect to those who are fighting, those fighting people in our country and in Bangladesh, who have already laid down their lives and who are now prepared to down their lives at any moment.

Sir, excuse me for a little digression, Sir, in 1947, when dear Indiraji's father was the interim Prime Minister, I am was a humble back-bencher in the Congress benches in the Central Legislature when partition was accepted and conceded Sir, I went to the Bhangi Colony to see Mahatma Gandhi, I laid down my 'Khadar' cloth there, came back weeping my 'chadhar' and 'Khadar' coat, saying that the Congress had committed a fraud at the top in Delhi and at the bottom in my Bengal.

Sir, thereafter I was not a very happy man. But, today I thank myself, I congratulate myself that I am living today to see that the Pakistan is now dead. If there is anything now, it is the ghost of Pakistan and if any going is going to be haunted by that ghost, it is neither India nor Bangladesh nor any part of the other Pakistan, but it is the recalcitrant members of the U.N. Council and Assembly. Let them be haunted and haunted. Sir, our freedom will grow from Precedent to Precedent, from precedent, from Bangladesh to Bangladesh and I would expect only this from dear Indiraji-her father was my colleague and her grandfather was my colleague and we worked together-that she should go on from stride to stride and let her see that the toiling people on all sides of the subcontinent really become happy under the flag which is now flashing and which is now waving and which is now flying over the house of Mrs. Indira Gandhi.

SHRI THILLAI VILLALAN (Tamil Nadu): On this day of rejoicing and jubilation, I join the feelings expressed by the leaders of different parties. I am taking this opportunity to congratulate our Prime Minister, Indira Gandhi (Interruptions). She has proved that she is the greatest statesman, and at the same time, the greatest administrator in this world. (Interruptions) By recognizing Bangladesh at the opportune time as she as often stated in this House.

Sir, in the religious field we heard that Shakti is superior and more powerful than Sivan. Here in the political field also, she has proved that Shakti is supreme--- (Interruption). Further, Sir, I want to say in this connection that the hand that rocks the cradle now rocks the cradle of freedom in Bangladesh--- (Interruption). With this hold

decision she has proved that she is the greatest statesman in this world- woman statesman in the world-(Interruptions). Therefore, Sir, I congratulate her on this occasion.

At the same time, I want to assure our whole-hearted support to this Government in all its further actions in the warfare against Pakistan.

Sir, I conclude by saying: Long Live Mujibur Rahman! Long Life Bangladesh! Long Life Freedom Fighters in Bangladesh!

SHRI A.K.A. ABDUL SAMAD (Tamil Nadu): On behalf of my party and my own, I whole-heatedly welcome the decision of the Government to recognize Bangladesh. Our entire nation has been demanding the recognition of Bangladesh for the past several years. But the Government has taken the right decision, at the right time..... (Interruptions). I congratulate the Prime Minister and her Government, and want to reiterate again that the Muslim League is one with the entire nation---(Interruptions) in supporting this noble decision of the Government in this hour of trial.

Thank you.

শ্রী কুম্ভরাম আর্য (রাজস্থান): সভাপতি মহাশয় আজকের ঘোষণার পর হতে আমাদের ওপর বিপদ শুরু হল এবং সর্বাধিক বিপদজনক সময় আমাদের সামনে রয়েছে। এ যাবত আমরা বাংলাদেশের সহায়তাকারী ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম কিন্তু আজ হতে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মিলালাম, আজ হতে তাদের সাথে আমাদের মিত্রতা, তাদের এবং আমাদের কল্যাণ অভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের কোন অনিষ্ট হলে আমাদের দুর্ভোগ হবে, এজন্য বাংলাদেশে যত পাকিস্তানী সৈন্য রয়েছে প্রত্যেককে অতিসত্বর বাংলাদেশ হতে পাঠিয়ে দিতে হবে, এদিকে প্রথমেই দৃষ্টি ফেরানো উচিত। সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যের একদিনের অবস্থান আমাদের দেশ এবং বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর। পশ্চিমের ফ্রন্ট দৃঢ় অবস্থান গ্রহন করে পূর্ব ফ্রন্ট হতে পাকিস্তানী সৈন্য বের করে দেয়াই আমাদের সর্ব প্রথম জরুরী কাজ যাতে একটি সৈন্যও আর অবশিষ্ট না থাকে। এটি হলে বাংলাদেশ ভেতরর দিক থেকে তো সুরক্ষিত আছেই বলে পাকিস্তান বুঝতে পারবে ভুল পন্থা অবলম্বনের পরিণাম কি হয়। ইংগিতস্বরুপ আমি একথা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। আমাদের দেশ এবং এই পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর সংগে আছে, সমসময় থাকবে। আমি আরেকবার প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রী গংগা শরণ সিংহ (নাম-নির্দেশিত): মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। আমি তো মনে করি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আজকের দিনটির মত কোন দিন আর আসেনি।

বাংলাদেশের সরকার একটি সাধারণ সরকার নয়। একটি সাম্প্রদয়িকতার চিতা হতে উদীয়মান একটি সূর্য একে আমরা মেনে নিয়েছি। আমি এও মনে করি যে, বাংলাদেশের সরকার গঠন, বাংলাদেশের স্বীকৃতি শুধু এশিয়ায় নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা । কিন্তু আমাদের সমসময় মনে রাখতে হবে যে এটি প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর যে দায়িত্ব আমাদের উপর আসে তা আমাদের উপলব্দি করতে হবে। বাংলাদেশ আজ আমাদের সহকর্মী ও সহযোগী। তারাও সেই আদর্শ, দর্শন ও নীতি মালার ধারক হয়েছে যা আমরা বহন করছি। এই আদর্শ, দর্শন ও নীতিমালার সংগ্রামে আজ আমরা প্রতিবেশী রুপে লাভ করছি একটি নতুন সংগী। আমি সরকার, প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জনগণকে মোবারকবাদ জানাচ্ছিঃ। আর বাংলাদেশ সরকারকেও আমি অভিনন্দন জানাব যাঁরা এ দুর্ভোগ সত্বেও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন আপন জাতির মান এবং উড্ডীন রেখেছেন তাঁদের পতাকা। সেই পতাকায় আমি প্রণতি জানাই।

SHARI A.D. MANI: Mr. Chairman, Sir may I join my colleagues on this side as well as the other side of the House in felicitating the Prime Minister on the great and historic

decision that she and the Government has taken in recognizing the Government of Bangladesh? I would like to underline the significance of this recognition. For the first time, after the establishment of our Republic, we have taken a most forward step and have shown that our foreign policy is not a academic policy, but it is an active and people of Bangladesh have accepted as a goal of their policy secularism. In other words, the daughter of Shri Jawaharlal Nehru has given a death blow to the two-nation theory and the people of Bangladesh have accepted the3 path of belonging to one human race.

Sir, we have also shown that his country of ours w2ityh 547 million people, whom the New York Times has contemptuously described as miserable in an editorial yesterday, can do much more for peace and justice, than great United Nations or the United States which calls for a free world.

Sir, we have stood for justice and I thank Mrs. Gandhi for ensuring that our children and grandchildren will have peace for at least another 25 years and we will not be harassed by the irritations and hostilities of Pakistan. As a Newspaperman,we are not supposed to indulge in hyperbolic phrases. We are critical of the public affairs but I will never conceal my opinion that when the history of these times come to be written, Mrs. Gandhi will be regarded as one of the greatest leaders of the country.

সর্দার নরেন্দ্রর সিং ব্রার (পাঞ্জাব): মাননীয় সভাপতি, আমি দলের পক্ষ হতে এবং ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথম থেকেই আমাদের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হোক। এর সংগে সংগে এক দেশ ও এক নেতার তত্ত্বটি মেনে নিয়ে আমি বলতে চাই যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর পেছনে আছি। (উর্দু)

On this occasion I also want to congratulate the peo9ple and Government of the Soviet Union for their un-stinted support for the great cause we have taken up. I want to pay my tribute to the countless men and women who have laid down their lives for the cause of the freedom of Bangladesh. Glory to the people of Bangladesh, Glory to the people of India, glory to the freedom fighters of the world. Down with imperialism and down with the military junta.

শ্রী শীলভদ্র ইয়াজী (বিহার): মননীয় সভাপতি, আমি আমার সরকার প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে অল ইন্ডিয়া ইন্দো-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরো মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং এর সাথে সাথে এই আশা করছি যে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও সামাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অনুসরণে খুব সত্বর বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করবেন। জয় হিন্দু, জয় বাংলদেশ।

THE MINISTER OF STAE IN THE MINISTERY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I.K. GUJRAL): It is rather an unusual thing that I am getting up but I would like to share with this house a nostalgic memory that I have. Perhaps I am one of the very few persons-perhaps there is nobody else in this House-that I was present in that Muslim League Session at Lahore in 1940 in 1940 when the Pakistan resolution was adopted and I consider myself lucky that I am witnessing here the dissolution of that theory which was propounded in Lahore.

DR. TRIGUNA SEN (West Bengal): I am perhaps one of the happiest men in this world today. My heart is so full that I do not find any words to express my happiness. I

offer my sincere-most congratulations to our leader. I knew that members of all the parties were pressing the Prime Minister to recognize Bangladesh from the beginning. Also people from outside were putting pressure on her but she knows that from the beginning I was requesting her not to recognize at that moment because I felt that the young men and the peasantry of Bangladesh wanted to fight their won battle to first know problems then it would be difficult for them to tackle. I urged upon her that i have seen the boys and how they were fighting. I have seen the peasantry how they were training their boys and youngsters to fight for their freedom. I can tell hundreds of stories about their gallantry, their enthusiasm etc. So I requested the Prime Minister not to recognize them but to help them to win their own freedom I said: The time will come when you will be surprised when you will see that they are capable of maintaining their own freedman only then you should recognize the. I had my full faith in the leadership of the Prime Minister living today. It is very easy to be a politician. The politicians from all the parties were pressing her hard to recognize. It is early to be a politician but difficult to be a statesmen. I have read the history and the biographies of many statesmen but I have never seen a statesman like the present Prime Minister. I am really very happy today. I congratulate her for this decision but I must want to remind the Members of this House inside Bangladesh now. Thousands of people have been killed, lakhs of women have been raped, houses have been burnt and so many things have been done inside that it will take a long time for them to again rebuild. We have to held them as a friendly brother. We have heard from our Prime Minister that want to that Government has said that they follow the objectives of democratic secularism and so on. It is not only the objectives, it is not only that want that pattern I can say from examples how they practice. I had been to a village in the mountains night in groups. They had a small function and they had invited me because I was instrumental in starting that training came. They had boys who recited from Quran. There was another who recited from Bhagwad Gita.

It was in such beautiful Sanskrit. Later on I asked him where you learned Sanskrit and what is our name. He said, Nurul Islam I said are you a Muslim and he replied I am a Bengali. He protested being called Hindu or Muslim. You will be surprised how the villagers behave, the peasantry behaves. A villager came with boy of 14 years. He said, Sen Sahib, *aapk naam suna*: You take this boy and give him training so that he can go back and kill a Khan. And he himself wanted to go away and I asked him, why are you going He said I am going so that one of their bullets will be spent on me and thus I can save the life of another Young man. The whole people there are enthused. How do they fight Bare-bodied, without any shoes, with only rice to eat and with rifle on their shoulders, We have seen many boys coming from there wit6h bullet wounds asking for a doctor and asking to be bandaged as soon as possible so that they could get inspiration. At the same time I can tell you today; there is no harm because we have recognized it our Jawans military officers who had the opportunity to mix with them said, we are inspired

by them. What our Jawans take four years to learn this boy can learn within two days: They just handle sorts of equipment as if it is mere play. That is the spirit, nobody can kill that spirit. Today we are talking of secularism, democracy and various other things but I must say that the thing uppermost in my mind today is my sincerest congratulation to our leader, the Prime Minister.

STATEMENT BY MINISTRY REGARDING RELEASE OF AKALI DEMOSTRATORS

THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C.PANT): Sir, I rise to respond to the sentiments expressed by the leader of the Akali Dal, Shri Brar. Government has reviewed the cases of Akalis arrested as a result of their agitation over the management of Delhi Gurudwaras. The agitation was unfortunate. Government had made it clear in unmistakable terms that the Delhi Gurudwaras should be managed by the Delhi Sikhas themselves and the present temporary arrangements would be replaced as soon as possible, The necessary legislation is being drafted with the intention of introducing it in the current session of Parliament. In the meanwhile the situation has changed. Pakistan was committed aggression against India. A state of emergency has been declared. At this juncture the country expects all political parties to devote themselves single mindedly to the defense of the country. Like all other parties the Akalis also have a right to play their due rule in this hour of crisis and it is Government's desire that they should not be denied this honor and privilege. It is in this spirit that Government have decided to release immediately all the Akalis arrested as a result of their agitation.

STATEMANT BY PRIME MINISTER RE: RECOGNITION OF BANGLADESH

SHRI B.D. KHORABGADE (Maharashtra): On this happiest occasion I would also like to associate myself with the sentiments and feelings expressed by Members of this House and to congratulate the Prime Minister, Shrimati India Gandhi for her momentous and historic decision in according recognition to Bangladesh. Only the other day I had expressed the desire and appealed to the Prime Minister that in view of the naked aggression perpetrated by Pakistan against our country there should be no further delay in according recognition to Bangladesh. I am happy to note that just after two days the Prime Minister, recognition to Bangladesh, Sir, this bold and historic decision will always continue to be a source of inspiration to the people of different countries for waging a relentless struggle for liberation of their countries. Our country has always fought against imperialism and colonial rule by foreign power and, therefore, as I have said earlier, this bold decision will be source of inspiration to be other countries who are still suffering under serfdom and slavery, and will enable them to liberate their respective countries from foreign rule.

On this occasion I would also like to congratulate, and offer my warm felicitations to the people of Bangladesh for their heroic fight and struggle for liberating their own country. I would like to pay my humble homage to the martyrs of Bangladesh who have sacrificed their lives for liberating their country. Some hon. members have mentioned

that this is just the beginning. I agree with them that this is the beginning I hope it will not be too far. I hope I will be a matter of a few days only when Bangladesh will become completely liberated and it will occupy its place of honor and importance in the comity of nations very soon. We have granted recognition to Bangladesh. I would appeal to the Prime Minister again to take the initiative in this respect and see that such recognition is granted to Bangladesh by other countries also. The other day I have clearly extended our wholehearted and unconditional support, to whatever action the Prime Minister might take during this conflict. Today I would like to reiterate our support to and our solidarity with the policies and actions of the hon. Prime Minister and say that we are prepared to sacrifice everything for the sake of our country and will be solidly behind our Prime Minister. Thank you, Sir.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Sir, if you permit me to speak for one minute, I want to say one thing. I do not want to take much time of the House. I know this is not the occasion when I should request you to give me time, but I want to refer just to a fact.

MR. CHAIRMAN: All right, One minute.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, Just after partition in a talk I had with Maulana Abul Kalam Azad after partition, when to him, I said i would say this in Hindustani.*

*আমাকে বলতে শুরু করলেন, ভাই, যেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রতির জন্য আমি আমার সারাটি জীবন নিবেদিত করেছিলাম আজ তার বিলুপ্তি হলো। আপনি আবুল কালাম আজাদকে দেখছেন, তিনি দৈহিকভাবে বেঁচে আছেন কিন্তু অন্তরে মরে গেছেন। এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা লাভের পর হতে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন এ কথা তিনি নিজস্ব ভংগিতে বারবার বলেছেন। সকলের বিশ্বাস, আজ মুজিবর রহমানের সংগী ও বন্ধুদের চেষ্টায় যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম নিল অবশ্যই সেটি আমাদের নেতৃবৃন্দ ও মাননীয় বিজ্ঞজনদেরকে আন্তরিকভাবে খুশি করবে। আমি চাই আমার পশ্চিমপাকিস্তানী ভাইগণও এই নীতি সমূহ গ্রহন করবেন। আমরা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাতে চাই না। কিন্ত আমার আকাঙ্খা ও আন্তরিক আবেদন, তাঁরাও এ কথা চিন্তা করুন যে মানবতা সমুন্নত হোক, গণতন্ত্র সমুন্নত হোক, সেক্যুলারইজম সমুন্নত হোক এবং এই আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করে তারা সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করুক। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রধানমন্ত্রীকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। (মূল উর্দু হতে অনুদিত)

জনাব সৈয়দ হোসাইন (কাশ্মীর): আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ফলে কাশ্মীরবাসীরা অত্যন্ত খুশী হবেন এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেননা সেটি একটি ব্রাউন-এর মত, 'Secular Character of India' বানান হয়েছে। এজন্যই জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত। জম্মু-কাশ্মীরের লোকেরা ১৯৪৭ সালেই দ্বিজাতিত্ত্বকে অস্বীকার করেছে এখনও সাম্রাজ্যবাদী চক্রে আঘাত লেগেছিল। আজ সাম্রাজ্যবাদীকে সবচেয়ে বেশি নাড়িয়ে দিয়েছে এই বাংলাদেশের স্বীকৃতি। আজ আমি এজন্যই মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সেক্যুলারাইজম, গণতন্ত্র ও সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেরা আজ অনেক শক্তিশালী হয়েছে এবং তাদের প্রত্যয় জন্মেছে যে, আমরা সঠিক পথই বেছে নিয়েছিলাম। আজ স্বীকৃতির পরে জম্মু-কাশ্মীরের লোকেরা যদি অনুমতি পায় তবে ভলান্টিয়ার বাহিনী এসে বাংলাদেশে যুদ্ধ করার জন্য তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। তাদের অনুভূতি এরূপ। (মূল ভাষণ উর্দুতে)

MR. CHAIRMAN: Leader of the House, do you wish to say anything?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT):

Mr. Chairman, Sir, I want to associate myself with the sentiments expressed by every section of the House congratulating the Prime Minister upon the great and historical announcement. It is, I would say, one of the most historical decisions made by the independent, Rep0ublic of India. sir, it is a unique privilege and I regard it is a great day in my life as a Member of Parliament and Leader of the House, and I think every Member of the House will agree with me that is a great day all of us to be associated and to be a witness on this occasion to this great decision. It will have great historical implications and repercussions in future and established Indians' reputation as a county which has stood for human rights, fought for them and supported everyone who has come to it for rescue and help in times of distress. At this time it is a matter of great and deep satisfaction that the entire opposition-except the solitary and unfortunate exception of Mr. Rajnarain who, I believe, represents nobody but himself, except for that member-the entire House has unity on this occasion. And at this time, Sir, my mind goes to the gallant peop0le of Bangladesh fighting for their freedom, and our officers and Jawans fighting them to defeat aggression.

Sir, it is also exceedingly remarkable that the leading Members of the Apposition have not only appreciated and welcomed this decision and the announcement but they have also appreciated, admired and recognized the wisdom of the choice of the time at which this decision has been taken. Sir, this day will go down as a red letter day in our history. Sir, I have no doubt that our officers and our Jawans will make glorious history in day to come. But I would request you, Sir and request all the Members of the House to remember that we have to take our triumphs, our fight and our victories in a spirit of restraint and dignity, though it is time for joy and it is time for congratulations. I think Ganga Babu and some other esteemed Members have pointed out this we have to remember that the fight is still to go on the fight has to end in the upholding of the great traditions and the treat principles for which we have responded, and in the defense of our country which has been attacked by a neighbor so want only and so suddenly.

Sir, on this occasion I completely associate myself on behalf of the Treasury Benches with the unity and solidarity expressed by the Opposition and I think it is a matter for congratulation. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Madame Prime Minister, I also wish to congratulate you on this occasion and I want that we should express our best wishes as I am doing on your behalf, for independent Bangladesh.

The House stands adjourned till 10 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at thirteen minutes past twelve of the clock till ten of the clock on Tuesday, the 7th December, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতির উপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	রাজ্য সভায় কার্যবিবরণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MINISTER ON LATEST SITUATION OF FIGHTING ON EASTERN AND WESTERN SECTORS

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): Sir, the hon., Members will recall the statement I made in this House in the afternoon on December 4th. I had then said that the Pakistan objective of inflicting substantial damage on us through a pre-medicated pre-emptive attack has been frustrated. The Pakistani forces have been making repeated and determined efforts to inflict damage on us and probe for possible weak spots in our defenses. We have been endeavoring to blunt Pakistani's aggressive military machine.

The Pakistani Air Force has been visiting our airfields, but the damage they have been able to inflict has been negligible. We have been able to repair the damage inflicted and our airfields continue to be operational. There has been a gradual decline in the sorties mounted by the Pakistani Air Force. This may be the result of the damage inflicted buy our Air Force on their air installations. So far we have destroyed 52 of Pakistani combat aircraft and 4 more probably damaged. Three Pakistani pilots are in our custody.

Our Air Force has been concentrating for the last two days on air defence of our forward positions and providing close support to ground operations. We have also successfully attempted to dislocate Pakistani lines of communication, supply dumps and oil installations. We have lost 22 aircraft in all.

Pakistan' repeated attacks on Poonch have been beaten back with heavy losses. There has been intense pressure in the Chhamb Sector. We have withdrawn our troops to prepared positions on the river Monavar Tavi. In the fighting that preceded this planned withdrawal, Pakistanis lost 25 tanks and they suffered heavy casualties. We are exercising counter pressure in the area Akhnoor and Shakargarh.

The Pakistan forces have bee3n pushed out of the Dera Baba Nanak Enclave. The bridge across the Ravi is in our position. The attempts on the part of Pakistan forces to infiltrate behind our lines have been frustrated.

In the Amritsar Sector a few Pakistani border posts are now on our occupation. In the ferozepur area, the Pakistani forces have been ejected from the Sejra Enclave.

In the Rajasthan Sector, a Pakistani armored column made a bid for the area around Ramgarh. this column was halted at Langanavala and has been practically decimated. Twenty tanks were definitely destroyed and seven more damaged. In all we have destroyed 96 tanks of Pakistan.

We have succeeded in effecting entry into Sind from two directions. Our troops have advanced around various points and our leading elements are about 10 miles short of Naya Chor. We have also captured Islamgarh.

In the Eastern Sector, our troops are acting in concert with Mukti Bahini Under our pressure; the Pakistani occupying troops are falling back. The Jessore airfield was captured by us this morning. All areas west of Kaliganj have been cleared of Pak troops. The important highway from Meherpur via Ghenela to Goalando Ghat ferry has been cut. In Hilli/Dinajpur area our troops are advancing towards the Rangpur-Bogra highway. Lalmonirhat, with its airfield, has been captured. The area north or Kurigram, Rangpur, Dinajpur is now free of occupying forces.

The hon. Members are aware of the capture of Akhaura two days ago. The strategic centres of Moulvi Bazar and Brahmanbaria are now surrounded. Feni was vacated by Pak troops yesterday: the forward elements of our troops are now racing towards the Chandpur Ferry.

In Bangladesh, the Pak Air Force has been virtually wiped out: our air supremacy in that area is complete. From the sea, installations of military value have been pounded around Chittagong, Chalna, Mangla and Khulna. All maritime connection between the occupying forces and West Pakistan has been severed. The hon. Members are aware of the daring operation carried out by the Indian Navy on the night of 4th and 5th December. Two Pakistan worships have been sunk and one is believed to have been seriously damaged. Our Naval Force penetrated within 15 miles of the Karachi harbor. Their bombardment has inflicted severe damage on the4 harbor installations and oil storage tanks. In the Bay of Bengal, the India Navy was able to sink one Pak. submarine. The Eastern fleet is now operating off the Pak occupied coast in Bangladesh.

The three services are working on a highly integrated joint plain of operations. The efficiency with which these plans have been executed and the mutual support which one arm has provided to the other have been gratifying.

I have another matter to bring to the notice of the House about the transport of some U.N. personnel by a U.N. aircraft. A safe conduct was given to a U.N. aircraft C-130 from 8 a.m. to 10 a. m. on December 6th. This could not be utilized by the U.N. At the request of the U.N Representative in New Delhi, a safe conduct for U.N. aircraft was given for December 7th effective from 7 a. m, to 100 a.m. (IST). There have been no operations over the Dhaka area since 10 p.m. last night.

It has been reported from Dacca that a U.N. aircraft has been damaged over the Dacca airfield. The Air headquarters have confirmed that no Indian aircraft have been operating in that area up to time, The UNO have been advised to investigate in Dhaka in regard to the damage reported to have been inflicted their aircraft.

I would like on behalf of the Members to communicate to the Armed Forces the appreciation of the House for the valiant way in which they are defending the country and defeating the enemy.

ভারত

সংসদীয় দলিলপত্র:

ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৬ মার্চ, ১৯৭১

The Lok Sabha Re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

SHRI R. D. BHANDARE in the Chair
Re: DEVELOPMENTS IN EAST BENGAL

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I want to draw your attention to a very urgent matter. It is also a very important matter. Just now we have heard the radio news that civil war has started in Bangladesh. After landing 60,000 troops from West Pakistan the army has taken position in almost all the big cities and in all key positions.

Yahya Khan declared the Martial Law. His government have promulgated curfew in Dacca and in all other big cities. They have taken possession of the Dacca Betar Kendra. They have issued orders to shot at sight all Bengali people there. Not only so. The East Pakistan Rifle is in the midst of a grim battle with the Pakistani Army there.

My report is that hundreds of people are being butchered and killed. An order has been issued to shoot at sight anybody in the street. There is another report that at the Karachi airport, hundreds and thousands of Bengali people have assembled to have passage to East Pakistan. There also hundreds of people have been killed.

I want to draw the attention of the Government that there is an apprehension that cither Mujibur Rahman and other bit leaders will be shot or they will be immediately arrested and flown to West Pakistan by using Colombo airport. Therefore, my immediate submission to your and through you to the Prime Minister, is that the Government of India should write to the Government of Ceylon that no passage should be given either to the Pakistan Air force place or to Pakistani civilian plane to carry any military personnel from West Pakistan to East Bengal via Ceylon.

There is also another thing. The Dacca Betar Kendra has been forcibly closed. The All-India Radio is the only source of information from the people of Bengal. The All-India Radio should broadcast the news....... *(Interruption).* Let me finish. This is the first time that the Sangram Parishad of Bangladesh has issued an appeal to India and to Ceylon to immediately mobilize international opinion in favor off the Liberation Movement. I would request the Government to raise this matter in the UNO in combination with Asian countries.

I would also request the Government to give facilities for the movement of the Bengalis who have assembled at the Karachi airport.

Lastly, I have already given a Call Attention Notice on the subject and I have also given notice of a short duration discussion on it. The matter is very vital and urgent. I have said many times in this House that the key to the solution of Indo-Pak problems lies in the success of the Liberation Movement of Bangladesh. This is a very vital issue; this

is a very crucial issue. We cannot sit quite. Our Government should take serious note of it and do something in the matter.

SHRI S. BANERJEE (Kanpur): Sir, not only the Martial law has been promulgated but orders have been issued to shoot people at sight. Even the press correspondents who wanted to know something about it have been asked by the army Colonels and Generals not to come out of the hotel and that they will be shot at if they come out. This reign of terror is going on and this conspiracy has been hatched up by all those who are agents of imperialist forces who never wanted Mujibur Rahman to trivet in East Pakistan. The victory of the common people in East Pakistan who defeated the communal forces and other reactionary forces is not to their liking.

The suggestion is this. Democracy is being murdered in East Pakistan by fascists. Let us pledge our support and say that we shall defend the right of the people in other countries also. We also believe in human rights. I would request you and through you the Prime Minister to uphold the banner of democracy and to give more support of Mujibur Rahman. If Mujibur Rahman is dead, naturally, again Yahya Khan Regime, fascist regime, will come into being. We are opposed to this. Let the people of Pakistan know that India stands solidly behind Mujibur Rahman and that we condemn any action of the Yahya Khan.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbor): This is a matter involving the people who are the same flesh and blood. It was the conspiracy of the imperialists that the country was divided. On that pretext, we cannot shut our eyes and adopt an ostrich like policy. What is happening today in East Pakistan? Although we have repeatedly tried to get a statement from this Government about their attitude and policy in regard to that, we have failed in that. Neither the Chair has come forward to get this House this information to-day. After all that has been said on the radio and by different speakers in the House, will you be so good as to direct the Government immediately to make a statement forth with on the floor of the House giving fuller details through their won sources of information and also what they are going to do with regard to this merciless killing of people of Bangladesh?

THE MIONISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SHIPPING-AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): The Government naturally share the feelings of anxiety expressed by members opposite at the happenings in the Bangladesh. We would collect all possible information from our own sources---

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have not so far?

SHRI RAJ BAHADUR: We are collecting and we will collect.

SHRI JOYOTIRMOY BASU: Let us have it.

SHRI RAJ BAHADUR: And we shall be watchful and a statement would be made as and when needed.

SHRI JYOTIRMOY BASU: right now........... *(Interruptions)*..........

SHRI RAJ BAHADUR: At the earliest opportunity.

SHRI SAMAR GUHA: If you do not make a statement forthwith, our solidarity with the Liberation Movement there.........*(Interruptions)*.

SHRI RAJ BAHADUR: I am not yielding. You have interrupted me before I conclude. We shall certainly make a fuller statement at the earliest opportunity.

SHRI JYOTIRMOY BASU: why not to-day?

SHRI RAJ BAHADUR: If it is to-day, then to-day, if it is at this moment, then at this moment...........*(Interruptions)*. We should not act in excitement or in haste. We have to weigh the situation carefully and consciously and then make a statement.

শ্রী ইসহাক সম্ভলী (আমরোহা): চেয়ারম্যান সাহেব, মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে যথাসময়ে সরকার বিবৃতি প্রদান করবেন। আমি জানতে চাই সে সময় কবে হবে।

SHRI JYOTIRMOY BASU: We want our ruling on this, Sir.

MR. CHAIRMAN: I will convey our wish to the Minister

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: আমার আশংকা-যেকোন সময় পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যরা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে পারে।

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat Mr. Sambhali,

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: এসময় বাঙ্গালী নিধনের প্রশ্ন। পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আর বিলম্ব করার অবকাশ নেই।

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, may I add that we have to collect all the facts and unless and until.........

শ্রী ইসহাক সম্ভলী: এর আগেও আমি বাঙ্গালী নিধন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছি। একইভাবে পশ্চিমপাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে অনতিবিলম্বে এই সমস্যা রাষ্ট্রসংঘ তোলা উচিৎ এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্নতা করা প্রয়োজন।

MR. CHAIRMAN: The hon'ble member may kindly resume his seat now.

SHRI SAMR GUHA: I only want to draw to draw your attention to one important matter. The matter is very urgent for the reason that Sheikh Mujibur Rahman may be shot dead any moment. Only international opinion and opinion from the neighboring countries like India and Ceylon can save his life. The matter is very urgent. He may be shot death any moment. I would like to make a submission. Does the Government consider the matter urgent and important or not?

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, you are unfair........

MR. CHAIRMAN: I have always been fair to you. You must be very careful in the use of your words. Don't accuse me that I have not been fair to you.

The Minister of Parliamentary Affairs has already taken notice of it and he will convey the matter to the Minister for Foreign Affairs and the necessary statement will be made in this House either to-day or tomorrow.

SHRI SAMR GUHA: This is a vital matter for Prime Minister also, not only to the External Affairs Minister.

MR. CHAIRMAN: Kindly, resume your seat.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, it is in your hands to direct the Government to make a statement to-day. If they are not in possession of the facts, they are not fit to sit on the Treasury benches.

SHRI RAJ BAHADUR: Even for making a statement, it requires to go before the Cabinet, then the Cabinet meets, considers all the facts and then only a statement can be made.

SHRI JYOTIRMOY BASU: But the House will rise tomorrow.

SHRI SAMAR GUHA: Only remember that life of Sheikh Mujibur Rahman is in the hands of the people of India and Ceylon.

SHRI RAJ BAHADUR: We are second to none in regard to our anxiety about this situation....... (Interruption)**

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Nothing that is being said now will go on record...... (Interruptions)**

The Minister has already taken note of what has been stated. He has told you categorically.

SHRI RAJ BAHADUR: This is a sensitive issue in a sensitive region and for the sake of freedom and democracy; we would to proceed with due care and caution. We will certainly make a statement, after going into all these things.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি এবং বিবৃতির ওপর সদস্যদের আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৭ মার্চ, ১৯৭১

4.00 hrs.

STATEMENT RE: RECENT DEVELOPMENT IN EAST BENGAL

MR. SPEAKER: Shri swaran Singh.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): I wish to rise on a point of order.

MR. SPEAKER: Point of order on what?

SHRI S.M. BANERJEE: You are aware that under the rules the Minister has every right to make a statement *suo motu* on any important matter which he thinks fit. My point of order is this, that Calling Attention Notices were tabled by us.........

SHRI SAMR GUHA (Contai): In the morning there was a meeting of the Opposition leaders, and well all agreed that a statement should be made.

SHRI S.M. BANERJEE: It is an important matter, it is a delicate matter, I know it. But a discussion should be allowed otherwise it becomes a one-way traffic. Government makes a statement and we simply heart it. So, I would request you either to keep the Calling Attention Notices pending-we have not been informed of their disposal-or the Opposition Member who have tabled the Calling Attention Notices should be allowed to say something on this.

SHRI SAMAR GUHA: I want to make this submission. The Prime Minister, I should say, showed wisdom in inviting the leaders of the opposition parties and we had an hour's discussion in the morning. We all agreed that the statement should be made by the Minister of External Affairs. Even the leader of his party was there. This is a solemn occasion; it is an occasion fo0r expression of our firm determination, support and sympathy to the people who are suffering and it is in that light that we should accept this statement.

MR SPEAKER: According to the procedures laid down, all of you are aware that when a Minister makes a statement it cannot be followed by questions.

SHRI PILOO MODY (Godhra).........But buy a discussion.

MR. SPEAKER: You are going to have a general discussion on the President's Address. Ample opportunities are available.

MR. SPEAKER: I do not know how far it will be advisable.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND

BROADCATING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) May I say that since this is a matter on which the whole House feels strongly, we might make an exception and allow the Members to express their opinion.

MR. SPEAKER: I quite appreciate the suggestion made by the Prime Minister; I am prepared to make an exception. I hope you will not repeat it. This is an exceptional exception.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): The Government of India cannot but be gravely concerned at the events taking place so close to our borders. We can, therefore, understand the deep emotions w3hich have been aroused in this House and in the entire country.

Honourable Members are, I am sure fully aware of political developments in Pakistan since November 28, 1969 when the President of Pakistan announced his plan for evolving a democratic constitution and for the transfer of power to the elected representative of the people.

The Government and people of India have always entertained the friendliest of feelings for the people of Pakistan. We had, therefore, hoped that a democratic evolution in Pakistan would follow is natural course and that the elected representative would evolve a Constitution reflecting the urges of the vast majority of the people expressed through the elections held in December last year.

However, events have taken a different and tragic turn. Instead of peaceful evolution there is now a bloody conflict.

According to reports received, the Pakistan Army started taking action on the midnight of 25th and 26th March against units of the East Pakistan Rifles, the provincial police and the people. The reports are that casualties have been heavy. On the morning of March 26th, the Radio Station at Dacca was seized by the Army. Thereafter the Radio Station made an announcement of 15 new Marshal Law. Regulations banning, among other things, all political activities, processions, meetings, speeches and slogans. Complete censorship of all news, Radio and Television programme was imposed.

More than two regular Divisions of the Pakistan Army are deployed in suppressing the people of East Pakistan. Our hearts go out in sympathy to the people who are undergoing great suffering.

We naturally wish and hope that even at this late stage it would be possible to resume democratic processes leading to the fulfillment or the spirations of the vast majority of the people there. We cannot but take note of the fact that such a large segment of humanity is involved in a conflict and that many people are suffering in the process.

Recently when natural disaster overtook East Pakistan, the Government and the people of India along with other members of the international community responded to bring relief to the sufferings of the people there.

We are prepared to make our contributing once again, in concert with the member of the International Community or international humanitarian organizations, concerned with bringing relief to innocent victims of conflict.

SHRI A.K. GOPALAN (Palghat): What is happening in Bangladesh, East Pakistan, is not a civil war in the real sense of a civil war. It is a war between military dictatorship on the one side and the democratic wishes and aspirations of the people of Bangladesh on the other. In the election, the people of Bangladesh voted for the Awami League and its leader, Sheikh Mujibur Rahman, and they fought the election on the basis of full autonomy, leaving one or two subjects-foreign affairs and defence-in charge of the Centre. Instead of accepting the result of the election and the wishes of the people, what Mr. Yahya Khan did was to suppress even the standing of slogans is banned, and hundreds of people are shot dead.

They have also said that Sheikh Mujibur Rahman has declared the independence of Bangladesh and called the people to fight the occupation forces from West Pakistan.

There is another problem also which may face our country. That is, people may come from Bangladesh-East Pakistan-and whether they are Hindu or Muslims, to give shelter to them is also a problem that will face us and I hope an organization has to be formed to see that all help is given to them.

We condemn the brutal onslaught and military massacre on the part of West Pakistan's military forces and wholeheartedly support this struggle of the people of Bangladesh and call upon the people of India and the Indian Government to extend all support that should be rendered to the people of Bangladesh.

Sheikh Mujibur Rahman has sought the help of Asio-African countries, in their struggle or independence, and if this continues, in course of tome, we will have even to think whether we will have to support the independence of Bangladesh and try to see that whatever help is possible is given.

SHRI H.N. MUKHERJEE (Calcutta-North East): Mr. Speaker, Sir, this is as you said, an exceptional occasion when you will perhaps permit the expression of the emotion of our people in regard to something which has happened which goes against the gain of all human decency.

Bangladesh, to which so many of us here in this House also belong, is bleeding in a thousand wounds because the people of East Bengal have risen in a kind of revolution almost without precedent in history and are now being sought to be punished by those who do not know anything but the law of the jungle.

Sir, in East Bengal, what had happened was of a great deal more significance than what the Government's statement seems to make out. In spite of the natural inhibition which must be in whatever Government is functioning in this country, I cannot understand why the wording of the statement is so lifeless and how even the evaluation of what has happened in East is something almost unprecedented in history. It was a revolution by consent. It was as a result of the ballot that a preponderant, overwhelming section of the population, in a measure which has never taken place in the history of elections, expressed themselves in favor of the autonomous rights of that province.

There took place spectacles which at least a country which sweats by the name of Gandhi should salute in the manner that is called for at the present moment of time.

You know how when the hartal took place in Dacca and the rest of East Bengal from the Chief Justice down to the Governor's cook, everyday stopped work. The person who was appointed Military Administrator or in some such comparable position was not given his oath of office, because the Chief Justice refused. We have never seen in history an example of a united people functioning in this manner, determined to go ahead in a peaceful and truly democratic spirit in order to bring about a change in their condition, the condition which they say is one of servitude to West Pakistan.

I am not entering into the merits of the matter, but we should all listen to the cri de Coeur the cry from the heart which comes from East Bengal, the cry of agony. It is not the sort of agony which is weak and humiliating. Sheikh Mujibur Rahman said, Bengalis know how to die like human beings. And, that is why they are fighting back. 70,000 troops are now engaged in the task of crushing the resistance of the people of East Bengal. In this posture of things, when in East Bengal a new precedent has taken place in the history of constitutional progress-You and the Deputy Speaker were talking about new parliamentary perspectives-I hope you and I learn a lesson from East Bengal, where a revolution by consent is sought to be brought about and that revolution by consent is thwarted by interests who are now at the beck and call of people whom we know very well. This sort of things is happening. They want to make our country another battling ground for interests which want of fish in troubled water. Here is East Bengal which wants autonomy. Here is East Bengal which wants an end to the oppression which has been exercised on it by certain interests in West Pakistan. Here is East Bengal which wanted autonomy for itself. It is being crushed. 70 million people are being sought to be crushed and we are here only talking about the embarrassment which might take place on account of something happening in a neighboring country. There is not a word in the Government statement of genuine feeling a regard to people who are our own people. I speak the same language as the language which is spoken in East Bengal, not me alone, but so many of us here. And, we are ashamed that the Government of this country makes a statement which makes no reference to the blood relationship which exists between our two countries. At this rate, this Government would go ahead in such a manner that in the north-eastern parts of our country. I include in it the area where Dr. Swell is resident-things might happen which might create a different sort of history than what is being looked forward to by certain people on the other side.

I wish, therefore, Government takes a more understanding view of the situation. I wish Government says, this kind of genocide against 70 million people will not be permitted. I wish Government to announce here that they would go to the United Nations or whatever other forum their Constitution might provide. Let them tell us that they are going to those forums in order to put up the case of the people of East Bengal and we shall do so because they and we are one. We are one people. Mujibur Rahman has said so many grand things about the normalization of relations and restoration of friendship between India and Pakistan. He did not want the demoralization of Pakistan; he wanted only the arade and other friendly relations between our two countries should be resumed. The blackguards in that part of the country, the perfidious people no conduct negotiations

in Dacca and then from the safety of Karachi declare martial law those perfidious people are now going to do something which, as I said earlier goes against the grain of all human decency.

I was not prepared that so soon after the election, which has given them so much of exuberance and exhilaration, they would forget even to express in a kind of human manner, in a king of reasonable democratic manner, the sympathy of this country for the people of East Bengal. I am very disappointed with the statement. I have no hesitation in saying I am very disappointed with the statement. If what Shri Swran Singh has said is the last word on this subject this Government is making a terrible mistake. I hope the Prime Minister chooses-I do not know her choosing-I hope she chooses at the end of whatever discussion we have had so far, to say something supplement the statement of Sardar Swaran Singh, and say something more concrete, say something about what India is doing or not doing in the international forum about the genocide and the bloody blackguardery which has been practiced by the ruling junta in order to demolish democracy and everything that is human and decent in our country and in our sub-continent.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, this is the most serious moment in the history of India and Pakistan and in fact the whole of South Eastern region. From what has been reported in the newspapers and from the statement of the Foreign Minister we know the immense suffering of the people of Bangladesh and we have to express the deep anguish in our hearts, in the heart of our Prime Minister, our government, all parties here and the whole people of this country. I think the Prime Minister should give a little expression to her anguish when she makes a statement to supplement what the Foreign Minister has stated so that brave fighters of Bangladesh, who are fighting against colonial domination, who are waging one of the biggest battles in Asia's history for upholding human rights and liberty would find a little solace from the anguished heat of our Prime Minister.

I would like to know from the Minister of External Affairs whether there been any appeal from Mujibur Rahman and the brave fighters of Bangladesh for any help from Asian countries, whether any such call has count to on government and whether their emissaries have reached our government. Secondly, is it not a fact that the Mujibur Raman is exercising a moderating influence in Bangladesh and if he is not helped in some way the extremist elements will take over which would not be in the interests of India. I hope the hon. Minister will give a little clarification. Thirdly, will the government see that no further arms go by Indian Ocean and the Indian Navy will take charge of it as our governments have done in the case of over-flights of arms and ammunitions to Bangladesh. Government should make their position clear on this. The people of India would like to know whether in this moment crisis the brave fighters of Bangladesh have sought any assistance and whether this government is going to help them, at least by expressing our sympathy, so that they could carry on this unequal fight against the dictatorship of West Pakistan.

DR.V.K.R. VARADARAJA RAO (Bellary): Sir, as a member of ruling party, I rise to express my sense of great grief at the suppression of democracy which is going on in

East Bengal to-day. Almost for the first time in Indian history, or the history of this sub-continent, a non-violent movement has succeeded beyond all expectations. I would even go to the length of saying it has succeeded beyond what it has in our own beloved country of India. The leader of that no-violent movement was carrying on peaceful negotiations; he was not demanding independence; he was demanding autonomy and the redress of long-standing grievances. That such a demand should have been met the use of brutal force against an unarmed and wholly non-violent people unimaginable. I do not think history has ever seen the Chief Justice of a part of a State refusing to administer the oath of allegiance to the martial law administrator. I do not think any radio station, of its own accord, has ever been taken charge of non-violently by the leaders of the people as in East Bengal. Such things did not happen in our own country during the height of the Gandhi an movement. That such a wholly the non-violent movement for the establishment of democratic rights of the people of East Bengal should have been suppressed by tanks and armed forces brought in within a period of seven days when negotiations were supposed to be going on is something which cannot be imagined.

12.00 hrs.

Whether it is our neighbor or not is not the point. East Bengal is a part of the world and we have proclaimed, as the President was himself pleased to say, that India's voice shall be raised wherever there is injustice, wherever there is oppression. I think, there can be n o more outstanding example of injustice and oppression and the use of violence than what we have seen taking place in East Bengal.

I would like to remind the hon'ble leader of my party that in 1947, when we had not been formed a Government of this country and when her distinguished father was the leader of the so-called interim Government of India, he called an Asian People's Conference. I happened to be at that time. One of the 48 Members of the Indian might be raised on behalf of those people of the world fighting against oppression and tyranny. There can be no better of such a fight against oppression and tyranny than what is taking place across our frontiers of West Bengal. I know the leader of my party and the Prime Minister of India has got at least as much courage, if not more, as that of her father.

I must say, in this connection, that I am very much disappointed at the statement of my hon'ble ex-colleague, the Minister of External Affairs, in attempting to club India's offer of relief for cyclone victims with the relief for the people who are suffering in East Bengal from the armed attacks of tanks, etc. To give relief to whom? To the dead people in East Pakistan? I do not know, I would like to request the hon'ble leader of my party to that the last vestiges of colonialism might be removed from the Asian continent and the people be permitted to live free and self-respecting lives and also be free to frame their future according to their own democratic rights.

SHRI KRISHNA MENON (Trivandrum): Mr. Speaker, Sir, what we say in this House has a much vaster audience than I see in the House and the whole of the country.

There should be no doubt in the minds of the people that we recognize what has happened in East Pakistan is a national revolution a national movement against colonial regime which has been going on for some years.

I do not want to take the little time that you will allow me in description. I want to submit to the Government that we should make it very clear that we shall exercise our utmost obligation to provide the night of asylum to the oppressed people of East Bengal, whether you call them refugees or whatever it is. We should not be merely content with the denial of our air space arising from the skyjacking and the normal reprisal that follow. I hope, the Government will take immediate steps to invoke the Geneva Convention. This country will be responsible, in a large measure, in formulating a convention in view of things, happening there.

So long as our diplomatic representatives remain in Islamabad, we should obtain correct information on which we will be able to argue the case in the United Nations.

It will be a great mistake at this time to be cynical and say, We can do nothing in the United Nations and Parliaments. We have to use every forum of the world. When certainly a large volume of public opinion in this country is exercised about the repression and oppression that goes on in Mozambique and Angola or in other parts of Africa, when most of us are supporting to struggle of the Vietnamese people against imperialism or of the Arab people against another king of imperialism, how an we remain unconcerned about the people who are next door to us? I am not for a moment suggesting that we should in any way violate international laws so long as they exist and we should not promote this revolution. We should not follow the bad example of Pakistan and to what they are doing in Kashmir. This is a spontaneous movement on the part of the people sanctified by the respect of the elections permitted by the ruling party itself. Therefore, while it is a revolution by consent in the classical sense, it is a revolution which has been sanctified by the vote of the people and there an be no two ways about this. And I do hope that the Prime Minister will find her way to enable organizations like the Indian Red Cross to move out, and if the authorities concerned refuse, then other steps should be taken.

Afro-Asian opinion which is exercised by colonial rule persisted in promoting the movements inside international shares to draw attention to the situation where it not the opportunity to govern, it is not the desire for reform like separation of executive forms Judiciary but it is revolution of the people, a revolution demanding independence. I hope the tome will not be far off when this Government will recognize the new Government set up by the people and not make the mistake as in regard to North Vietnam and East Germany. (Interruptions) because delay in these matters makes it difficult. When a government is established, reasonably established, commands habitual obedience of the people and is able to perform its obligations, even under the American law, it ought to be recognized immediately. So, if an application or a request is made by the new Government of East Bengal-I do now call it Bangladesh because there is another Bengal-whatever it is called, we should not tinker about it and take the risk of recognizing that Government.

Finally, I want to say, Mr. Speaker, that we should do everything in our power to prevent imperialist intervention in these troubled waters. The British Government which quit from this part of the world, first from India and afterwards from Ceylon is providing a base for observation if the news is correct. Other Great power of the world fire doing the same. Imperialism has got a habit of fishing in troubled waters and our timely intervention and protect goes a long way because intervention so close to our borders spell nothing but disaster.

I thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to say a few words.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, to-day I am one of the happiest men in this subcontinent because I had the privilege to work with Mujibur Rahman for five years in East Bengal and I was dubbed a mad man for, as far back as 1952, I wrote a book in which I said that independent East Bengal is bound to come due to the internal contr4adictions of the two wings of Pakistan. Thereafter, I wrote several articles and books and every time I was dubbed as nothing but a mad man. But, Sir, the dram of a mad man to-day is being fulfilled and that it why I feel very much happy to-day.

The declaration of independence by Bangladesh is the greatest event after partition of the Indian sub-continent. Perhaps it will give us a momentous occasion, a historic opportunity to undo the misery-I don't mean Partition, but, undo the misery of the Partition. Sir, it is an example of a total revolution by the total peop0le of Bangladesh against the colonial rule of West Pakistan over 75 million of that country.

Mujibur Rahman has shown of the wonderful revolutionary leaderships the world has ever witnessed. We all know when Mr. Bhashani was the leader of the National Awami League he was creating all kinds of troubles with the help of the Chinese. But now all the parties; the National Awami League, the Convention Muslim League, the National League of Pakistan, the Council Muslim League and the Jamiat-ul Ulema, all the parties and organizations are completely unified under the leadership of Mujibur Rahman.

It is a matter of great gratification that now the total civil administration of East Bengal is under the total control of the Awami League and their Sangram Parishad. Only in the cantonment areas and in some other urban areas the 80,000 people of the army of Pakistan have some limited control. May be, with the help of the tanks, with the help of places and machine guns they may cause butchery, they may cause massacre of thousands of those revolutionaries in East Bengal. But ultimately they will have to bow down and surrender to them. Because, these 80,000 people of the army will be squeezed by 7½ crores the people.

Those who have any elementary idea of the geographical situation of Bangladesh know this. There are many rivers there. It is impossi9ble even for logistic reasons to suppress the total revolution of the total population there.

I would remind the Prime Minister that such movements in the life of a nation, in the history of nation, do not come always. It is a decisive time. It is time for decisive action by the leader of the Indian Government. I said on many occasions that real solution of Indo-Pakistan problems does not lie in Kshmir but in revolutionary movement in East

Bengal and in its concept of Swadhin Bengla'. If the revolutionary movement in East Bengal succeeds, which it is bound to, then there will be revolutionary change and political correlation in the entire sub-continent, and in the entire relations between India and Pakistan also.

I do say that immediately the Government should give recognition to independence Republic of Bangladesh. We have to see what are the condition that a nation and people must fulfill to exercise their complete sovereignty and to proclaim their sovereignty. It is to be seen that the Awami League secured 162 Membership, more that the total majority of the membership than represents the Pakistan National assembly.

Therefore, if the internationally accepted democratic principles have meaning, those people of Bangladesh have every right to declare and proclaim themselves as an independent and sovereign State.

They are in physical control of the land of Bangladesh completely. They are in physical control of civil administration having total loyalty of the total population there. They have their own government and own flag. All conditions fulfilling sovereignty are all present there. Therefore, they have every right in the real democratic sense to declare themselves an independent country and India has also a right, according to the International principles to accept and accord recognition to that Independent State of Bangladesh.

This is a delicate matter. I don't say India should jump on East Bengal with her military. Short of military intervention, short of going against international code and diplomatic relations, India should go all out to give all possible help to the people of East Bengal and the revolutionaries there.

I would suggest a few things. India should immediately mobilize world opinion. I would remind the Prime Minister about this. This is the first time the leaders of Bangladesh have requested India, Ceylon and other Asiatic and world countries to extend to them all kind of help. They have declared it openly. Therefore this is not something against the will of the people of Bangladesh. The sovereign of the Independent Govt. of Bangladesh has got to be recognized.

I would also the hon. Prime Minister to take the matter of the genocide of the civilian people and the massacre of thousands of innocent freedom lovers of East Bengal to the UN Human Rights Commission immediately and without any further delay.

I would also request the hon. Prime Minister to request the Government of Ceylon as also the Government of Britain not to allow the Colombo port and the Maldive islands to ferry arms and ammunition and the Military personnel of West Pakistan into East Pakistan. I would request Government to in invite the attention of the other Government to the fact that the Pakistan Navy may not be allowed to operate in the Bay of Bengal and in the Indian Ocean to carry the murderers, the killers and the butchers from West Pakistan to East Bengal.

I would also make one other request I know that thousands of Bengalis of Bangladesh are terrorized, and those terrorized Bengalis have taken shelter near the

Karachi airport. They do not know what will happen to them. They are also being butchered. Therefore, I would request Government to permit them a safe passage through India over-route either by train or otherwise and by giving them all sorts of facilities for going back to their homeland.

In conclusion, I would say that this is a momentous occasions. Let us not fail in this historic moment. Let the Prime Minister act as a courageous daughter of Mother Indian, raise the banner of defending revolution in Bangladesh and act up to the dawn of a future India.

My salute to Bangladesh! Jai Bangla Jai Hind! Mujibur Rahman zindabad, Netaji Zindabad! Netaji is the inspiration of Mujibur Rahman. I personally know that.

SHRI A.K. SEN (Calcutta North East): This is not merely a grave moment but a very proud moment, and we are all happy to see, though very anguished, that an entire nation has risen in revolution, and merely revolt against the oppressors who have been exploiting them for years and decades. Many of the areas which are now crimson red with human blood are known to us personally. There were scenes in them in our struggle for freedom, where thousands of martyrs had shed their blood under the British bullets. Happily again, those are the scenes again where the bullet of West Pakistan have come to now down millions of innocent people who only want to live like decent citizens and want to cherish the great rights to which they are entitled. What have they done?

They have merely voted their leader to power. They have voluntarily given all the authority to that leader. He did not wrest authority by military force like Ayub Khan or Yahya Khan. People gave all authority to him voluntarily, and the consent of the people was writ large everywhere. When these great leaders of the military were these in East Pakistan, they saw with their own eyes the flat of Bangladesh flying aloft every house and every building expert the Government House and the military headquarters, and as a punishment, the military have unleashed the engines of war on an entirely innocent people house number about 70 million. Millions of women have come out into the streets, and we are all proud of them. They are the flesh of our flesh and the blood of our blood. They are people who still speak one of our languages. The songs that they have been singing on the radio have inspired our people for ages. And there are the people to lie who are going butchered by these brigands brought across the seas and armed with foreign arms for the purpose of killing these innocent individuals, men, women and children.

I recall those days when our Prime Minister's great father called the conscience of the world to unite against the Dutch who ferried across the sea their soldiers to suppress the freedom moment in Indonesia. That moment has again arrived. I would appeal to our Prime Minister to take the same leadership.

But this is not the voice of Bangladesh alone. This is not the voice of West Bengal alone. It is not our individual voices, but the voice of Asia, the voice of the colonial world which is speaking out to the whole humanity for succour and help in their hour of distress and their hour of enslavement.

Therefore, the Prime Minister will be giving that leadership, which she has given to the country, to the whole of Asia if she takes courage in her hands and calls for a total human endeavour against this oppression and this conspiracy to enslave an entire people.

This is not a moment for India alone it is moment for the entire free world, and if we rise, then we shall always be remembered as a people who merely not shouted our help to the oppressed but have actually shown how that sentiment can be translated into action. Therefore, the time for action has come not merely extending our sympathy to those related millions across our border. They are closely related to us, they are friendly to us, they need our help, and if we deny that help to them today, we will not be forgotten by these free people in the future.

Let us organize ourselves and give all the he4lp we can unofficially. Let Government as on institution rise up and stop all flow of arms into East Pakistan, blockade, if necessary, those ports and seize those shops which carry lethal weapons for the purpose of butchering an innocent people. That is a duty we owe by reason of our allegiance to the Charter of the UN, by virtue of our protestation in the past and by our being a signatory to the Genocide Convention. That enjoins on us to put a stop to genocide in any part of the world, particularly when it is practiced on a people who are so near and dear to us.

The words of the External Affairs Minister, though very encouraging, though full of sympathy, have frankly disappointed many of us. I share the sentiments of Prof. Mukerjee when he said that a much stronger language is needed, a much more decisive voice was expected to meet a situation which is unparalleled in the history of the world.

I remember when the French Revolution started and the shouts of the Paris mobs reached Versailles the king asked: 'Are the people in revolt? His Minister said, " No, Sir, it is a revolution!' Prof. Mukerjee will remember that.

Therefore, this is not merely a groan and anguish of a people who have been exploited for years, this is the voice of revolution of an entire people which cries out for not merely succour and sympathetic words but positi8ve action so that the conscience of the world awakes and frowns upon and destroys those very people who, armed with foreign arms have descended themselves upon innocent people to butcher them.

SHRI K. MANOHARAN (Madras North): The statement of the Minister of External affairs is not only not convincing but, I am sorry to say, terribly disappointing. The concern and feeling of the House have already been manifested by so many speakers who have preceded me. Shri A.K. Sen who spoke just before me has said that strong language is required to be used. So far as I am concerned, what is required is not strong language, but strong action to be taken, whether it is visible or invisible.

The ballot which has given status, recognition, position and independence to the people of East Bengal has been snatched away and killed by the bullets that have been poured ceaselessly by Islamabad. What is going on in East Bengal is not just a fight between some people in East Bengal and the military regime the entire people of East Bengal in a full, complete, total effort are waging a war against certain military goondas engineered by the President of Pakistan, Yahya Khan.

In this context, what action could the Government of India contemplate? This is the question which must receive the attention of the majority of member here. I want to stress one point very clearly. Already the Government of India has been accused of instigating the people of East Pakistan. By means of an open declaration that we are for the people of East Pakistan. But secretly or otherwise what action the Government could think of taking, we must leave it to the Government of India. Let us not embarrass the Government in that particular position.

So far as political parties in this sub-continent are concerned. I think public opinion can be created against the genocide that is being unleashed in East Pakistan, for which each political party can contribute a lot. All party conventions or all-party meeting can be held and through them we can mobilize public opinion. We can focus the attention of the entire sub-continent people, and we can show our moral sympathy with the people of East Pakistan. As to whether something more than mere moral sympathy can be given, that has to be left to some secret agencies or international agencies.

That does not mean that the Government can keep quiet. It can diplomatically move the issue. Government can raise the issue in the United Nations in the Human Rights Commission or any other forum which is suitable for focusing attention on what is going on in East Pakistan.

We had a meeting in the morning with the Prime Minister. The Prime Minister is much concerned about it, and the External Affairs Minister is equally worried about it, but spite of this, the statement has disappointed us terribly. So I request the Government of India to pay some more consideration, and convey the sentiments expressed by the people and the Members of this entire august body to responsible bodies, specially the Asian-African countries and mobilize world opinion.

While I say this I am not asking the Government to interfere in the internal affairs of any country. Now it has ceased to be an internal affair of Pakistan because lakhs and lakhs of People are being machine-gunned, children have been massacred and ladies are being butchered and molested. We can take it up from the angle of human rights, and on that basis. I think the Government can do a lot for the people of East Pakistan. Let us crate goodwill and thereby let us establish your contacts with East Pakistan and show our sympathy to the People of East Pakistan.

SHRI SAMAR GUHA: No more East Pakistan, but Bangladesh.

SHRI K. MANOHARAN: Mr. Samar Guha has got his association with Rahman, and he has every right to say so, I have no objection to call it Bangladesh or anything, but as it is today let us call it East Pakistan, and let us see that Bangladesh also comes into being to the satisfaction of the entire people of the sub-continent.

SOME HON. MEMBERS rose---

MR. SPEAKER: Only a few Members sought Permission to ask questions or clarifications, but is has developed into a regular debate. That is the difficulty when you make an exception that it develops into a debate.

SHRI P.K. DEO (Kalahandi): It is an important event, and every party should be allowed.

DR. HARI PRASHAD SHARMA (Alwar): The response of this House has been little more acute, we had been a little more emotionally involved then some cold-seasoned diplomats in distant countries. I do not think we need a lot of explaining it. Our response has been so acute because of the attack on our fundamental values. Some of the basic things which we hold in esteem are being attacked. It is not only an attack by the Pakistan military junta against the other Part of the country but the value which we hold basic is also under attack. We have all along championed the cause of the freedom of people all over the world. We have also chosen one definite path of independence which we hold clear and still continue to cherish. The people of East Pakistan have been waging a non-violent disciplined struggle against the oppression by the other part of the country and I think the response which this country ought to hold to our neighbour should be a little more on the positive side.

There will be other problems coming up very soon. Events will be overtaking the if we do not make decisions at the right movement and if we postpone things. May commend to the attention of the Government the proverb that justice delayed is justice denied; delay will be denying justice to the people East Bengal and to their aspirations.

There would be another problem which would be coming up very soon the question of the recognition of the de facto Government of East Bengal. I think the Government should be prepared. We do not want to go into the theoretical discussions on recognition and the requirement that a nation needs for recognition. It can easily be recognized that the four basic norms which are to be fulfilled for recognition are there. The people of East Pakistan have a territory; there is a definite population there; they have a definite ethnic identity and there is the de facto control by the Governments, if I may say so of Mujibur Rahman. Because of normal restraints on Governments, if they feel that they should not say too much it is understandable but I should point out that if w3e do not take steps at the proper time, we shall be betraying not only the interests of our neighbour but we shall also be betraying our own basic, cherished precepts. This is not the first instance. When similar developments took place in Indonesia, we did take positive action. We did not have to send, nor did we in fact sent, any armed forces. There is always another line of action. There was a conference of the international community which was convened in New Delhi. I think the least we can do is to take some steps in that direction. I should only suggest that whatever the Government does should be done recognizing fully the feelings of the entire population of this country and should be such that we might not be ashamed of in years to come.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Mr. Speaker, Sir, I have no hesitation in saying that the statement made by the Government is pale and anaemic. I would even say that it is lifeless and it is particularly amazing that it should be so from a Government which, with all its talk of massive strength behind it.

I would also like to preface my remarks by a few words because here we have been erred lightly on the side of caution. We have never spoken ill of Pakistan. Even today, if

We offer any remarks it is only with a view to getting it out of the trouble in which it has deliberately landed itself. But at the same time, we cannot behave like the French noblemen who, when he was informed that a revolution had broken out, said that he had decided to ignore it. We cannot shut our eyes, as it has been very emphatically pointed out by other Hon'ble Members to the genocide going on our borders to the ruthless suppression of human liberties and democratic urges and aspirations to the ruthless suppression of human liberties and democratic urges and aspirations of the people who were till the other day our kith and kin, the very members of our families.

We cannot also shut our eyes to the clear attempts do unto the democratic elections which had been held recently in that area and particularly to the serious developments into which may have many dimensions on our borders. I do hope that the Government would be keeping a watchful eye not only on our eastern borders but also on our western borders, because it is not a moment only to think about certain developments that are taking place in a particular area but they have a tendency to proliferate and to spread in some other areas in other ramification.

I would also like to hope that the Government would take steps that the outside powers like the CENTO or the SEATO do not intervene in this matter in any way and create an excuse for being on the neighboring soil to the menace of all of us. That is and the thing which the Government will have to keep in mind.

Now, ever we might say either on this side of the house or on the other side of the house must be in such a way that they are not construed to be in anyway pronouncement of a nature which might help the enemies of some of the healthy trends that are under way in Pakistan before the people because we are always painted as a perpetual enemy of Pakistan. And if such things are said here which might be construed both to their advantage, that is, the advantage of the enemies of those healthy trends, then we would not be able to do a distinct service to those democratic urges and aspirations which are unfolding themselves in Pakistan.

Lastly, my party would fell satisfied even though the statement made by the Government is not satisfactory in any manner and we will be satisfied if we have an talking of the fact that the Government has real understanding of the situation in Bangladesh and it is in close touch with the fast developing situation there, because with their real understanding and very real alertness on the part of the Government we hope everything else would not ask the government to say more on this occasion.

Finally, we also cannot relent in our duty to project the fact before the international community that there is now a total ruthless suppression of human liberties and the appropriate manner in which it can be projected before them must be taken recourse to as soon as possible. The Government, I have no doubt, will not despair of the diplomatic moves that may be set in motion on this account, so that the situation there is brought under control and the democratic rights and aspirations of the people are brought to a consummation, as they were trying to do, through the results of the election, without much loss of human life. Let me convey on behalf of my party-now I find there is total solidarity in this House, not only this House but in country outside-too-that the people

are suffering there for having waged a courageous, self-reliant and powerful movement for the expression of the sovereignty of the people. The movement seems to be so powerful and self-reliant that the Government of Pakistan can never have the excuse of saying that it is being backed by outside powers. Rather I am afraid the Government of Pakistan may arm itself with the support of the outside power to suppress them. The movement is bound to be self-propelling and self-relients and ultimately it is my hope that the movement will succeed because of the moral strength that has been built in the people.

SHRI S.A. SHAMIM (Srinagar): Mr. Speaker, my heart bleeds for my brethren in East Pakistan and I share the agony and anxiety of this House with regard to the happenings in East Pakistan. But I must say that I am not carried away by emotion. In this great hour of crisis facing the millions of people in East Pakistan, we must not lose our head; we must not be carried away by emotion. Every word uttered in the House should help to promote the freedom struggle of East Pakistanis, rather than give a handle to men like Zulfiquar Ali Bhutto that destroyer of our Fokker-Friendship that destroyer of Indo-Pak relationship and that destroyer of Pakistan ultimately, to label Mujibur Rahman as an Indian agent, was a witness to the revolution in Pakistan in 1969 when only one charge was leveled against Mujibur Rahman in the Agartala conspiracy case that he is a spy, an agent of India. Our remarks here should not strengthen the hands of Bhutto. *(Interruption)*. Let us not lose sight of the harsh realities. Let us not lose sight of the existing conditions in Pakistan. So far we have got only a port of the report; we have not got the fullest report you to what is happening in East Pakistan, whether that great freedom fighter Mujib is alive or not whether5 he is in the hands of Pakistanies or not. Let us not rush with suggestions that we should recognize East Pakistan. I am giving expression to my views in this case.........

(interruptions)

SHRI SAMAR GUHA: Yours is an isolated voice.

SHRI S.A. SHAMIM: It may be a minority voice. Still let be registered. I have my democratic right to convey my voice of dissent. In the same way as you express your views, I have my basic right to express my view.

Suggestions have been made that the case should be referred to the United Nations. I, as a Kashmiri, know what the United Nations does in situations like this. They make a mess of the whole thing. What have they done in Kashmir? You went to the United Nations and you expected a solution in eight days. Now 24 years have passed and still you have not found any solution.

The people of East Pakistan arte facing aggression. They are facing the imperialist intrigues. This is not the way to rush with suggestions "let us accept" or "let us not accept". At this stage our agony and anger should find restrained expression. I am in full agreement with the government and I appreciate the stand taken by the government I would like to say to the Foreign Minister that the restrained tone of the statement is the need of time.

Mujibur Rahman, who has started the movement, needs the sympathy of all of us. He never started the movement on the understanding that Indian Parliament, Indian Government or the Indian people will rush to his aid with arms. He is a brave individual. From whatever little I know of him, he is brave enough to fight against Pakistani imperialism, to fight against Pakistani army. Our expression of sympathy is there and it is placed on record. I am sure he will draw sustenance from this that the Indian parliament, the representatives of India expressed their sympathy and their agony on what is happening in East Pakistan.

In this hour of crises let us not forget that we have situation in this country which can be exploited buy those whom we are accusing today, in Bengal and in other parts of the country. Are you not aware of the implications of supporting the right of secession to one part of the country or the other? I do not support secession and I do not agree that it should be done .... *(Interruption)*.

SHRI SAMAR GUHA: Seven and a half crore of people are declaring their independence. You have no right to say what you have said ...... *(Interruptions)*.

SHRI S.A. SHAMIM: This Government has recognized the Yahya Government. This Government has not withdrawn its recognition of Yahya Government up to this day. I am speaking consciously and I am speaking with a full sense of responsibility. I for one would not support the right of secession. We have to study the implications, legal and political, of what you are saying. My heart goes to the people of Bengal and I am grieved by what is happening in East Pakistan. But our expression should be a dignified expression; our expression should be a restrained expression. I convey on my behalf that in this battle against Pakistan army, in this battle against Pakistani imperialism, the Indian people, the people of Kashmir in particular are with Mujibur Rahman, that great hero, that great freedom fighter.

SOME HON'BLE MEMBERS. rose........

MR. SPEAKER: This cannot go on indefinitely.

SHRI P.K. DEO: I would like to place before the House the views of my party.

MR. SPEAKER: He forgets that I have allowed all the major parties and also a few important members.

SHRI P. K. DEO: Ours is a national party and we would like our views to be recorded here.

MR. SPEAKER: I will give two minutes to Dr. Melkote and Shri Deo. After that the Prime Minister will be called.

DR. MELKOTE (Hyderabad): We have to understand in the proper perspective that is occurring in East Pakistan. When we consider the developments is East Pakistan we have to remember our own past, when we we3re under colonial rule and the British dominated us and used such force against us as they deemed fit. At that time we expected governments all over the world to come to our support and whenever we read in the papers that such support was forthcoming from some foreign governments in our travail in 1930 and 1942 we felt most happy. At this juncture we shall be failing in our duty if

we do not express our feeling of sympathy and support to their cause. They have democratically shown that they have got a majority and they are fighting a battle in a non-violent manner. It will be a sorry day in India, to whom the whole world looks for guidance, falls to give encouragement and support to the people who are waging a non-violent struggle against a military dictatorship. That is the point that I would like to make before you. It is the duty of the people of India and the Government of India to help the oppressed people of East Bengal where the battle is going on. The Government has failed to express our sentiments adequately. This is an occasion when the support in every possible manner has got to be extended quickly to the people of East Bengal who are raising a battle for independence in a very dignified and nonviolent manner.

I support all the Members who have spoken of this. But I must say that the statement made by the External Affairs Minister is both insufficient and inadequate.

MR. SPEAKER: I have just received the news from the P. T. I., I think; it is coming from our own teleprompter. It says that the East Bengal leader Mujibur Rahman has been arrested. Radio Pakistan announced today *(Interruptions).*

SOME HON'BLE MEMBERS: Shame, Shame!

Mr. SPEAKER: The arrest was made after mid-night last night. Shri P. K. Deo.

SHRI P. K. DEO: Mr. Speaker, Sir, on behalf of the Swatantra Party. I associate myself with the spontaneous and popular upsurge of 75 million people of Bangladesh and support their aspirations for autonomy for which they got a clear mandate in elections of December. I970.

When I speak of Bangladesh, I remember Pakistan which is a geographical absurdity and the partition of the country on the basis of religion which might have been accepted by the Congress to step into the shoes of the Government. But we who surrendered everything. Whatever our fore-father built, at the feet of the mother-land for the integration of the country cannot reconsider ourselves to that situation.

In this grave moment, I remind the Government of India to take a lesson from the follies they have made on the illegal occupation of Tibet by China or on the rape of Hungry or on the aggression of Czechoslovakia, and not to toe the wrongful line that they have taken in the past. They should rise to the occasion and they should fully support the aspirations of the people of Bangladesh.

At this moment, I request the Government on behalf of the Swatantra Party to take the earliest opportunity to raise the question in the Commission on Human Rights at the United Nations and in the Afro-Asian Conference and in all other international forums, and at the same time to send all sorts of relief and medical aid to the people there.

Lastly, I salute those brave martyrs who are laying their lives for their motherland. I have full sympathy with them.

THE PRIME MINSTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA

GANDHI): Mr. Speaker, Sir, first of all if, I may say so. you have the House, some news we have received. . . . . .

MR. SPEAKER: I thought the office had sent it to me to announce it. I do not know.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The point is that this news has come through Radio Pakistan and, therefore, I cannot say whether it is true or not. We should not Automatically take it as true because it could be just propaganda.

Sir, strength does not lie in words. If my colleague Sardar Sahib has not spoken with passion, it is not due to lack of feeling either on his part or on the part of the Government but because of the fact that we are deeply conscious of the historic importance of this movement and the seriousness of the situation.

Something new had happened in East Bengal-a democratic action where an entire people had spoken with almost one voice. We had welcomed this, not because we wanted to interfere in another country's affairs, but, because those were the values, as one of my Hon'ble friends pointed out, for which we have always stood and for which we have always spoken out. And we had hoped that this action would lead to a new situation in. our neighboring country which would help us to get closer, which would help us to serve our own people better and create an entirely new situation in this sub-continent. As our statement has said, this did not happen and a wonderful opportunity for even the strengthening of Pakistan has been lost and has been lost in a manner which is tragic, which is agonizing and about which we cannot find strong, enough words to speak. This again is a new situation but in a different way. It is not merely the suppression of a movement, but it is meeting an unarmed people with tanks. We are in close touch, as close touch with the events as is possible in such a situation.

I am sure Hon'ble Members will understand that it is not possible for the Government to say very much more on this occasion. I would like to assure the Hon'ble Members who asked whether decisions would be taken on time, that obviously that is the most important thing to do. There is no point in taking a decision when the time for it is over. We are fully alive to the situation and we shall keep constantly in touch with what is happening and what we need to do. I agree with him also that we must not take merely a theoretical view. At the same time we have to follow proper international norms. Various other suggestions have been made about genocide and so on, about which we are fully conscious and which we have also discussed with the leaders of the Opposition. At this moment I can only say that we do fully share the agony, the emotions of the House and their deep concern over these developments. We have always believed that freedom is indivisible. We have always raised our voice for those who have suffered, but. in a serious situation like this, the less we, as a Government say, I think the better it is at this moment. I can assure the House that we shall keep in close touch with the situation and also we shall keep in close touch with the leaders of the Opposition so that they can continue to give us their suggestions and we can also give them whatever knowledge we are able to.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৯ মার্চ,১৯৭১

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র) : আমাকে আরেকটি কথা বলতে হচ্ছে। সারা দেশ এবং এই সংসদ বাংলাদেশের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত আছেন। এই সভা কি বাংলাদেশের জনগণের সংগে নিজের সংহতির কথা ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব পাশ করতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রী যা কিছু বললেন বিপক্ষ দলের অন্যান্যরাও সেকথাই বলেছেন। ভারতের পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলার জনগণের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থনী ঘোষণা করেছে এটা আমাদের রেকর্ডে থাকা দরকার। আমি মনে করি, এটা কোন দলীয় ব্যাপার নয়। এখানে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় এবং আমরা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি।

স্পীকারঃ প্রধানমন্ত্রী বিবৃতির ওপর এখানে পর্যাপ্ত বক্তৃতা হয়েছে। বক্তৃতার রূপ ছিল বিতর্কের মতই। এসব বক্তৃতায় যা কিছু বলা হয়েছে, আমি মনে করি, তাতে হাউসের সম্মতি ছিল এবং তাকে প্রস্তাবের সমরূপ মনে করা চলে।

শ্রী সমর গুহ (কন্টাই): এটা বিতর্কের ব্যাপার নয়। ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের গুলিতে ঢাকায়, চট্টগ্রামে এবং অন্যান্য জায়গায় হাজার হাজার মানুষ মরেছে। এই গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কি করেছেন?

What have they done? When the people are dying by thousands, it is not a question of debate. it is not a question of expressing certain pious wishes. What action has the Government taken to protest against this butchery, massacre and genocide?

There is another thing. It has been reported in West Bengal papers that a Dakota carrying Indian passengers from Gauhati to Calcutta has been shot down by Pakistan army and has crashed in Pakistan territory. . .. .

MR. SPEAKER: Will you please sit down? I am not allowing you.

SHRI SAMAR GUHA: This is very relevant. I have put in a Call Attention Notice. The Civil Aviation Minister should make a statement in this House whether this Dakota is still missing. . . .

MR. SPEAKER: I have not permitted you.

SHRI SAMAR GUHA: Our relations are there. They have been killed and butchered. Even Indian nationals have been butchered by Pakistan army. Are we to sit idle here when thousands of people are being killed, when thousands of peoples are being butchered and massacred? Sir, it is not mere expression of sympathy. What solid step has been taken. . . .

MR. SPEAKER: Mr. Samar Guha, I will have to perform a very unpleasant duty if you go on like this?

SHRI SAMAR GUHA: to stop this genocide? That I want to know. I solidly support that this House should express its complete solidarity with the freedom battle of East Bengl. This is a vital kink not only with the........

MR. SPEAKER: Mr. Gopalan.

Mr. Samar Guha, kindly sit down.

SHRI SAMAR GUHA: I am not sitting. My brethren across the borders are being butchered. I come from Dacca my heart is bleeding. I know in the streets of Dacca thousands of people are being killed. Do you want me to sit idle when thousands of my brethren are being butchered and killed?

MR. SPEAKER: Keep your balance please.

SHRI SAMAR GUHA: Mothers, women and children are being killed and we are sitting idle.

MR. SPEAKER: If you go on like this, nothing will go on record, please sit down. The same thing can be said in a better way.

SHRI SAMAR GUHA: If you had only come from Dacca. Your reaction would be different.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Every one of us comes from Dacca. You are not the only person. . *(Interruptions).*

MR. SPEAKER: What is this going on? It does not look nice for me to make a reference about you in others' presence. Mr. Gopalan.

SHRI A. K. GOPALAN (Palghat): Sir, it is true that a statement has been made two days back by the Prime Minister. But, the situation to-day is entirely different from what it was days before. There is a provisional Government set up there and also, as far as the fighting is concerned, it is very terrible. So the Government also might have something to say and the Prime Minister also said that day that after two days, every time when a situation arises. the Prime Minister would say something. So it is time now that we have to say something to show our solidarity with the mighty people of Bangladesh-East Pakistan. It is true that the situation today is different from that existed two days back. So, we request that the Prime Minister would make a statement which will show our solidarity with the fighting people of East Pakistan.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipur) Mr. Speaker, Sir, may I make submission?

As Mr. Gopalan has rightly said, the events are moving with giant stride now. Since you declared in the House which was also approved by the House that the Look Saba will adjourn on the 2nd of April and as there are just four or five days to go, I would make two suggestions for your consideration and the consideration of the House.

First of all, I am in favor of the idea thrown up by my colleague, Shri Vajpayee, that before this House adjourn-at least I think there would be no harm in our adopting unanimously it is not a matter of controversy between this side or that side or any other side-a unanimously approved draft can be prepared in consultation with all sections of this House and only an agreed and unanimous draft resolution can be brought before this House and should, I think be adopted unanimously, giving correct expression to the sentiments which were expressed in this House two days ago.

I think the House will not meet again till the end of May. So, one shudders to think what may happen across the border in this intervening period. Before the curtain falls on these events. let the people of Bangladesh at least know that Parliament of India do unanimously agree on one thing-that we express wholeheartedly our support and solidarity to their struggle. I think there should be no difficulty.

Secondly, I would submit that keeping a very close watch on the development of events during the next 3-4 days, if it is necessary, on the 2nd, before this House adjourns, you would be kind enough to give us another opportunity to have a discussion because in the next 3-4 days something may take place which will be quite different from what it is today. We do not know. I do not want to anticipate events. It is very difficult to judge which report that is appearing is correct, authentic or not authentic. So in three or four days' time a totally different picture may emerge. So, I would request you to keep a close watch on these things and to enable us, before the House adjourns, to have another discussion sometime so that we may express our views. And, in the meantime, this resolution idea may be thought of. I think there is no difficulty in working out an appropriate text which could be unanimously agreed to and would give proper expression to the feelings of the people of our country through this Parliament.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I have to make one submission. I was just saying that what I promised to the House was not that I would make another statement but that I would be consulting the leaders of the opposition groups and I think we might meet on this issue which they have raised here. I have no objection to a resolution, but we could sit together and see what can be done.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: May I make this submission. Mr. Speaker? I want to say this in this very contest; since you are now closing the chapter about the adjournment of the House on the 2nd May I submit that this is a fast-developing situation? If this fast-developing situation requires that the House be called in session soon after, then, for us to meet by the end of May will be too late. Will you kindly consider that? What is the difficulty about having another discussion on this?

MR. SPEAKER: We are calling the meeting of the leaders. These things can be discussed there.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: We have not been called for the last few days. Two 3 days have passed.

AN HON’BLE MEMBER: It is not necessary to call the meeting every day.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ ঘটনাবলীর ওপর প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাব	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৩১ মার্চ,১৯৭১

Resolution Re: Recent Development in East Bengal

MR. SPEAKER: Before we take up the calling attention motion, the Prime Minister will move a Resolution on Bangladesh. There will be no discussion and it will be adopted.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, the tragedy which has overtaken our valiant neighbors in East Bengal so soon after their rejoining over their electoral victory has united us all in grief for their suffering, concern for the wanton destruction of their beautiful land and anxiety for their future. I wish to move a Resolution which has been discussed with the Leaders of the Opposition and I am glad to say approved unanimously.

I beg to move the following Resolution: "This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, dispatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

2. Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December I970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

3. The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightfully and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

4. The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However, situated as India is and bound as the peoples of the subcontinent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an un-precedented scale upon an unarmed and innocent people.

5. This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

6. Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights. This house demands immediate cessation of the use of force and of the massacre of defense less people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to genocide.

7. This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India.

SHRI K. MANOHARAN (Madras/North): Even though no discussion is allowed, is there no scope for appreciation by the member of opposition as well as the ruling party?

MR. SPEAKER: No.

SHRI C.C. DESAI (Sabarkantha): Why is the Minister of External Affairs not Present here? Does it mean that he does not agree with the resolution?

MR. SPEAKER: The question is:

"This Houses expresses it deep anguish and grave concern at the recent development in East Bengal. A massive attack by armed forces. dispatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppression their urges and aspirations.

2. Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December I970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

3. The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has arbitrarily prevented National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

4. The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. However, situated as India is and bounds as the peoples of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned, in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

5. This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life

6. Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and of massacre of defense-less people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail up to the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic delimation of people which amounts to genocide.

7. This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal with triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive wholehearted sympathy and support of the people of India.

MR. SPEAKER: There is not ever a single ‘No.’ So, the resolution is adopted unanimously.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা সম্পর্কে বিতর্ক	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৪ মে,১৯৭১

ORAL ANSWER TO QUESTION

Heavy Movement and Concentration of Pakistani forces on Indo-Pakistan Borders.
l. SHRI R. .S. PANDEY:

SHRI S. M. KRISHNA:

Will the RAKSHA MANTRI be pleased to state:

(a) Whether there has been heavy movement and concentration of Pakistan forces on different sectors of the Indo-Pakistan border during recent past;

(b) Whether Pakistani Forces are indulging in provocative actions and making Intrusions into the Indian Territory; and

(c) If so, the details thereof and whether necessary steps have been taken by Government to meet the situation created by Pakistan on the border?

RAKSHA MANTRI (SHRI JAGITWAN RAM): (a) to (c): No abnormal movement or concentration of Pakistani troops has been noticed along the Indo-Pakistan border. Unusual activity by West Pakistani troops has, however, been noticed along some sectors of the border with East Bengal. Pakistani forces have intruded into Indian Territory on 7 occasions since 25th March in the Eastern Sectors. There have been 43 incidents of firing across the border and 3 cases of kidnapping. There have also been l6 air violations by Pakistani aircrafts. 19 protests have been lodged with the Government of Pakistan on these incidents. Our Security Forces are maintaining constant vigil on the borders and have instructions to take appropriate action against Pakistani intrusions.

শ্রী রাম সহায় পান্ডেঃ মাননীয় স্পীকার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর জবাবে পাকিস্তানের দ্বারা সংঘঠিত আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি জানতে চাই, পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনী আমাদের পূর্বক্ষেত্রে সাতবার আক্রমণ চালিয়েছে আমরা তার কী জবাব দিয়েছি? এটা কি আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বরখেলাপ নয়? এটা কি ভারতীয় সার্বভৌম সত্তার অবমাননা নয়? এসব যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা সামরিক ব্যবস্থা কি নিয়েছি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি অভিযোগ করেছি এবং আমি এও জানতে চাই যদি এ রকম আক্রমণ অব্যাহত থাকে তবে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে কি? যদি না হয় তাহলে...... পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনীর বিপরীতে আমরা নিজেদের নিয়মিত বাহিনী সমাবেশ করব না? না করলে তা কি কারণে?

শ্রী জগজীবন রামঃ সদস্য মহোদয়ের প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর মূল জবাবের মধ্যেই সন্নিহিত রয়েছে। একথা আমি অবশ্যই বলব যে, আমাদের পূর্ব সীমান্তে যা কিছু ঘটছে তাকে পূর্ব বাংলা কিংবা বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা চাই, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা ওই প্রশ্নকে দেখতে পারি না। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য পণ করেছে সংসদ তা জ্ঞাত আছে। এ কথাও সংসদের জানা আছে যে, যখন সেখানকার জনগণ নিজেদের সংকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল তখন পাকিস্তানী হামলা চলল এবং সেখানে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ

পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরোধিতা করল, মোকাবেলা করল, সংঘর্ষ হলো, যুদ্ধ হলো। এ কথাও সত্যি যে পাকিস্তানী শক্তি বহুদিন যাবত এদেরকে দাবিয়ে রাখার ফলে এরা সফল হতে পারেনি। তারা কিছুটা পিছিয়ে পড়ে এবং সৈন্যদের দ্বারা যখন তাদের ওপর বর্বরতাপূর্ণ হামলা হল তখন আমাদের দেশে আরও শরণার্থী আশ্রয় নিল। এরূপ অবস্থাতেও তাদের ওপর গুলি চলল। কিছু লোক পালিয়ে এসে পড়ল এখানে। আমি বলেছি আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী এর প্রতিবাদ পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। সংসদকে আমি প্রত্যায়িত করতে চাই সীমান্তে আমাদের যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রয়েছে তারা আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত এবং যখনই প্রয়োজন হবে তারা অনুপ্রবেশ রুখবার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

শ্রী রাম সহায় পান্ডেঃ আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা তাঁর দৃষ্টি কি-না, বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, করিমগঞ্জ সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যের বিরাট সমাবেশ হচ্ছে। সৈন্য সমাবেশের ফলে সেখানে যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেদিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। এসব যদি সত্য হয় তবে ওই প্রশ্নই আমি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে চাই যে রক্ষী বাহিনীর স্থলে আপনি কি নিয়মিত বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রী জগজীবন রামঃ আমি বলেছি গত পরশু আমি নিজে করিমগঞ্জে ছিলাম সেখানে আগত শরণার্থীদের অবস্থা দেখবার জন্য আমি সেখানে গিয়েছিলাম।... পাকিস্তান বাহিনী সীমান্ত ফাঁড়িতে কিছু সৈন্য রাখছে। সীমান্ত ফাঁড়িতে সৈন্য রাখতে হলে অল্প সৈন্য রাখা যায় না। কমপক্ষে হলেও তাদেরকে এক কোম্পানী কিংবা তার কাছাকাছি সংখ্যায় রাখতে হবে কেননা, আগাগোড়াই তাদের সামনে এই বিপদ লেগে রয়েছে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক লোকেরা তাদের প্রতিরোধ করতে থাকবে। এজন্য পাকিস্তান সীমান্ত ফাঁড়িতে সৈন্য রাখতে গেলেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাখে। তার সার্বক্ষণিক আশঙ্কা হচ্ছে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় তারা চুপ মেরে বসে থাকবে না। আমি বলেছি, আমাদের সীমান্তের অপর দিকের কয়েকটি বিরোধী দেশের সৈন্যদের তৎপরতা চলছে সেদিকে সর্বক্ষণ আমার দৃষ্টি রয়েছে আর আমাদের সীমান্তের এদিকে আমি জরুরী ব্যবস্থা নিচ্ছি।

SHRI S. M. KRISHNA : Sir, the Hon'ble Defense Minister has grudgingly conceded that feverish activities, almost on a war footing, are taking place on our borders. I would like to know from the Hon'ble Minister if it has come to the notice of the Ministry that the regular Pakistani army have replaced the Pakistani Rangers who were on the borders.

Secondly, the digging of trenches and construction of bunkers have been going on a war footing on the eastern sector. And added to it, there is the recent pronouncement of the Martial Law Administration, clamping night curfew in a five-mile belt all along the border, compelling the civilians to evacuate, so that army personnel could take over those areas. So, in view of all these activities, I would like to have an assurance from the Hon’ble Defense Minister, to the nation, that the borders would be adequately taken care of and all those activities would be met with equally forceful activities from our armed forces.

SHRI JAGIIVVAN RAM: I have nothing new to add. As I have said, so far as the western sector of Pakistan is concerned, there has been no unusual movement on that side. When the Pakistan armies are posted near the border, in the normal course, there are certain movements; there are certain repairs of their bunkers or roads on that side of the border. That does not cause much anxiety. So far as the eastern border is concerned, there has been concentration of Pakistani army there and on the eastern border, as the House is aware, East Pakistan Rifles were guarding the border between India and East Bengal.

And naturally, when the fight for freedom started there, the spearhead of that freedom Fight was the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment. Naturally, Pakistan has replaced the East Pakistan Rifles with regular army of Pakistan. That fact is known to us, and as I have said, further movements of the army of that country taking place across the border are taken note of and necessary capabilities are created on this side of the border.

SOME HON’BLE MEMBERS rose-

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI K. BALAKRISHNAN: Sir, I raise a point of order. Is there any Parliament in the world where defense matters are discussed like this? (interruption)

MR. SPEAKER: I have seen so many Parliaments; I have not seen a Member asking a question like this.

DR. RANEN SEN: Sir, may I know from the Hon'ble Defense Minister whether it is a fact that incessant violations of our territory and invasion inside the territory of India are taking place? It should be recalled that Pakistani forces invaded and came inside the Indian territory of Boyra, is situated in my constituency, and killed five persons.

MR. SPEAKER: Order, order.

DR. RANEN SEN: Just one minute. On the l9th of May, they bombarded the check-post of Bongaon-Petrapole, May I know in spite of all this, what is the Government order to our army men-whether it is an order to retaliate or to repulse these attacks or just to send notes from the city of New Delhi? I want to know the answer from the Hon'ble Defense Minister.

SHRI I AGJ IWAN RAM: If the Hon'ble Member has listened to the original answer, he will find that in the last sentence. I have said that our security forces have instructions to deal with the intrusions. (Interruptions)

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী.............

শ্রী জগজীবন রামঃ আমি আমার জবাবে এটাই পড়েছিলাম।

"Our security forces have instructions to take appropriate action against Pakistani intrusions."

It clearly means that if there is an intrusion, the intruders have to be thrown out of our territory. If there are intrusions by aircraft and if they do not respond and return back, they have to be shot down. That is quite clear.

Recognition of Bangladesh Government

3. SHRI SARIOO PANDEY:
SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the VIDESH MANTRI be pleased to state:

(a) Whether Government have taken any steps to recognize Bangladesh Government; and

(b) if not, the steps proposed to be taken in the matter?

VIDESH MANTRI (SHRI SWARAN SINGH): (a) and (b). The question of India recognizing the Government of the Republic of Bangladesh is constantly under review.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED INTRUSIONS OF PAKISTAN ARMY INTO INDIAN TERRITORY ON THE EAST BENGAL BORDER

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Sir, I call the attention of the Grih Mantri to the Following matter of urgent public important and I request that she may make a statement thereon:

"The reported intrusions of Pakistan Army into Indian territory on the East Bengal border, killing of large number Indian citizens including some border Security Force personnel, large-scale destruction of property and violations Indian air space by Pakistani aircraft that sector."

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Mr. Speaker Sir, this House had in the last Session passed a unanimous resolution expressing our people full sympathy and support to the people of East Bengal. The House is aware of the tragic developments that have taken place in East Bengal in the past few weeks. The Pakistani war machine has moved down innocent men, women and children in its insensate campaign to stamp out a popular democratic movement. The ruthless repression of the duly elected representatives who are trying to give shape and form to the aspirations and mandate of people to establish a popular and democratic Government has shocked the world.

The Pakistani Army in its attempt to extend itself up to the Indo-East Bengal Border has intruded into Indian Territory seven times and resorted to firing across the border into our territory on 43 occasions. BSF patrols on border duty have been attacked and in all, four members of the Force have been killed, 21 others injured, and 5 kidnapped; 16 civilians have been killed and 105 injured in these incidents. A number of huts and houses on Indian territory have been burnt or damaged. Two BSF border posts and one Railway station have been damaged. Some other property and cattle have also been destroyed. Even the evacuees, who had been forced out of East Bengal as a result of the repression there, have not been spared. 14 of them having been killed and 67 injured in these incidents. Strong protests have been lodged with the Pakistan authorities and we have claimed the right to demand compensation.

Since 30-3-1971 there have been eleven violations of Indian air space in the Eastern Sector by Pakistani aircraft. In respect of seven of these incidents protests have already been lodged while in respect of the others they are being lodged shortly.

Our security forces charged with the policing of India's international border with East Bengal have dealt with all such situations with great firmness and determination and have promptly thrown back the intruders. However, the continuance of such attacks on and intrusions into Indian territory and violations of our air space do certainly pose a serious threat to peace in this region. Even the enormous influx of refugees from East Bengal on to our territory, which we had to deal with on humanitarian grounds, is a direct result of

Pakistani atrocities in East Bengal and has created a grave situation for us endangering the place and security of this area besides imposing a tremendously heavy strain on our whole economy and resources. We are exploring all available avenues to secure the safe return of all these refuges to their own homes. In the face of such grave facts the claim of normalcy by Pakistan is an absurdity.

Our security forces are fully alive to their responsibility and are keeping constant vigil along the borders. I would like to assure the House that we are carefully watching all these developments and will not hesitate to take such steps as may become necessary to preserve the integrity of our territory and safe-guard the interests of our people.

SHRI P.K. DEO: Sir, by a unanimous resolution passed in this House on the 31st of March. we expressed our anguish and concern at the genocide that is taking place in East Bengal and, at the same time, made the suggestion that all governments of the world may be approached to take constructive steps for the restoration of democracy in that part of the world and for the transfer of power to the real representatives of the people, fifty-five days have passed. During these Fifty-five days of complacency except the sabre-rattling statements of some of the Ministers and of the Prime Minister nothing concrete has been done. This intervening period has exposed the bankruptcy of Indian diplomacy. No step has been taken to raise this question in the Human Rights Commission of the United Nations or in any other international forum. On the other hand we find that Pakistan has stolen a march on this country and has secured the support of China, Turkey, Iran and Saudi Arabia. Even our friend, the United Arab Republic, did not grant an interview to Jaya Prakash Narayan when he visited that country on that mission.

In the mean time more than 3 million refugees have come here. That has posed a very big problem to the economy of this country. The harder has been highly sensitive and combustible. The statement made by the Home Minister has made a very painful reading.

Having failed to suppress the mass upsurge in East Bengal, Pakistan may be taking resort to these provocative measures just to provoke this country for a military showdown as the only means to unite these two regions on the basis of hatred towards India as Pakistan had been born out of hatred for India. That might be the reason. We should not fall a prey to this kind of a military showdown where not only will we be a party but the big powers are also likely to be sucked in and this country is likely to become a second Vietnam.

Taking into consideration all these factors, when defector Bangladesh is emerging out of the pangs of birth as an independent nation, our de jure recognition may not have any substance to it, but taking into consideration the security of this country there are only three alternatives which are open to us. Firstly, the border skirmishes may be localized and dealt with firmly. Secondly, the Government should be prepared for a major military conflict if they cannot stop these intrusions and air space violations. At that time we have to consider our defense preparedness. We should not make the same Don Quixotic statement that pandit Jawaharlal Nehru made while going to Ceylon that the Chinese would be thrown out. The scar of humiliation has not yet been wiped out from our faces. We do not want a repetition of that. The third alternative is to arouse the world

conscience so that it may have some effect and may put pressure on Pakistan. Or, why They continue with this dilly-daily method I would like to have a categorical answer from the Government regarding the step that they would like to take in this regard, is a matter I of concern to the entire country.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It is not correct to say that Government has been complacent in this matter. We are in touch with world Governments. The UN Secretary-General has also issued an appeal for sending assistance to deal with the refugee problem that has been created. The representative of the UN Commission for Refugees was also here for making an on-the-spot survey. We are in touch with all the world powers and are putting our point of view across to them. So, there is no question of any complacency on the part of Government in this respect.

As regards any provocation that Pakistan might provide. I can categorically say that we will not give in to any provocation coming from any quarter but would deal with the situation with firmness and determination which we have been doing up till now. We have given clear instructions to our security forces on the border to deal very firmly with all intrusions and other similar things that happen there. One can feel assured that everything possible will be done to meet the situation as and when it develops.

SHRI P. K. DEO: It is a very unsatisfactory reply.

SHRI INDRAIIT GUPTA: Sir, my question to the Government is whether in dealing with all these intrusions into our territory, violations of air-space, in regard to killing of our citizens or other type of military or diplomatic provocations by Pakistan, the Government of India still adheres to the principle of reciprocity or whether this principle has been given up? That is all I want to know.

For example, there are the ground rules. As far as I know them, the ground rules that, have been existing during normal peace time between India and Pakistan are that the regular armed forces of both the sides have to keep away at a distance of 5 Km. from the international border-there is a kind of no-man's land by mutual agreement which can only be patrolled by the Border Security Force on our side and the corresponding formation on the other side. The regular army is not supposed to go within 5 Km. of the international border on either side.

Now, my first question in this As the Hon'ble Defense Minister in his statement revealed a little while ago, the Pakistani armed forces are violating these ground rules and in very many places, all along our border, they have come absolutely to the international borderland have established their posts there. My question to the Government is whether in view of this, the principle of reciprocity has been given up by the Government of India or whether they are trying to adhere to it so that unilaterally while the Pakistani army can come right up to the international border, our principle of allowing only the Border Security Force to stay there is being followed with some very dangerous consequences which have already taken place.

My second question is this. In the light of the principle of reciprocity, I want to know what is the reason for continuing to have our Deputy High Commissioner accredited to

Dacca. What is the reason? He is not accepted to the Dacca regime. They have turned him out. Of course, you cannot get him back here. That is a different matter. He is interned there. Still you are continuing to accredit him to Dacca. Whereas the Deputy High Commissioner of Pakistan in West Bengal has already declared his allegiance to the Bangladesh. He no longer represents the Pakistan Government. But Mr. Masud who was sent from Islamabad as a new Deputy High Commissioner to replace Mr. Hussain Ali in Calcutta was treated as a V. I. P. whom nobody in Calcutta wanted. He was turned out in the hotel in which he was staying. The waiters refused to serve him. He ran about like an absconder from place to place in Calcutta. But he was given VIP treatment by this Government. Masood is treated here as a VIP. This is the position about the Deputy High Commissioner of Islamabad to West Bengal, whereas our Deputy High Commissioner in Dacca who has been turned out by them saying 'We don't want you here', is located in Dacca. We have not said that we are recalling him. Are we going to put a new Deputy High Commissioner in his place? The Deputy High Commissioner of Pakistan in West Bengal has announced his non-allegiance to them and has declared his allegiance to Bangladesh. I do not know what kind of principle is being followed in all these matters. Is there any principle of reciprocity? Why does not Government tell that they are withdrawing our Deputy High Commissioner from Dacca? I do not know why the Border Security Force could not act in time. I do not know what their instructions are. This happened in Benapole and Petrapole and this has been published in all the papers. They said the Border Security Forces did not open fire although Pakistani troops were on the Railway line adjacent to customs out-post.

Therefore, I want to know: What principle of reciprocity are you trying to follow? What is it that you are going to do in respect of Pakistani violation of these ground rules? Are you going to unilaterally adhere to these rules.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: As regards ground rules, these are the rules regulating movement of security forces on both sides of the border. The ground rules Themselves provide the way of resolving disputes or in case conflicts arise and violations take place. Actually lot of violations of these ground rules has taken place. We have lodged protests. We have had meetings for resolving disputes. But, I may say, actually, things have gone much beyond the violation of ground rules.

These ground rules are actually meant to provide only for normal matters incidents which take place in patrolling on the border, etc. But the situation, as it exists on the border now, is much more serious than can be tackled under the ground rules.

SHRI INDRAJ IT GUPTA: Are we still unilaterally adhering to those ground rules. He may say yes or no. If not why?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I have said about that. . . . . .

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: There is no question of unilaterally violating or adhering to ground rules. Ground rules are a set of principles for dealing with a situation in normal times. Things have gone much beyond the point where the normal ground rules would apply. As regards their violations, we have given clear instructions to security forces to repel and meet them with as much force as the situation demands.

VIDESH MANTRI (SHRI SWARAN SINGH): About our Mission in Dacca and Pakistani Deputy High Commission Mission in Calcutta, I hope the House is no doubt aware that a decision has been taken to close down both these Missions. We have decided to close down our Mission in Dacca. Pakistan has been asked to close down their Mission in Calcutta. As a matter of fact, these officers and their staff in Dacca and Calcutta are awaiting agreement about their repatriation and about their being taken back to their respective countries.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): We have heard the replies to this question during the Question Hour and also the reply of the Hon'ble Minister to the calling attention notice. The matters is rather serious. When we hear of these border intrusions and air violations of our territory, blood trickles down from our eyes. I am sure the replies of the Hon'ble Minister have not satisfied any Member of the House. There have been as many as 43 cases of intrusion and l6 air violations. As the Hon'ble Minister himself has admitted, there have been all air violations on our Bengal border. He has also said that he will not hesitate to take strong steps to keep intact the integrity of this country. But I would submit that whatever the Hon'ble Minister has said has not brought out the facts. To substantiate my points, I would only draw your attention to the news appearing in The Pakistan Times of April l2th.

They have said;

"Two Indian BSF companies wiped out in Jessore District. . . . .

Captured Sepoys reveal facts.

Two companies of the Indian border security force operating well within Pakistan territory were wiped out by the Pakistan Army during an action yesterday in the Benapole area of Iessore District. . . . "

SHRI S. M. BANERJEE: This is false.

SHRI N. K. SANGHI: The report further says:

" . . . . Two men of the Indian border security force were captured alive. .

And they have also given the names of the two captured sepoys as Mohan Lal and Pancha.

SANSADIYA KARYA TATHA NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRI (SHRI RAJ BAHADUR): Nobody believes this abroad; nobody believes this in other countries, and nobody believes in it here. So, why should this be quoted here? It is all their propaganda. Why should the Hon'ble Member believe this propaganda? *(Interruptions).*

SHRI N. K. SANGHI: They have also given the photographs of these people in their newspapers. I would only like to submit that there is no need to be agitated over this. It is something which has appeared in their press I do not for a moment accept that what they have said is true. We are used to the Goebbels lies, and so we take them at that. But, certainly, when doubt are created about our border security forces, we should have some answer from the Hon’ble Minister, since we are discussing this very question now.

SHRI RAJ BAHADUR: Why should it be quoted here?

SHRI N. K. SANGHI: I want to know whether it is a fact that these people had been captured. . . .

MR. SPEAKER: The Hon'ble Member may kindly sit down. I am going to allow him. . . .

SHRI K. N. TIWARI (Bettiah): The whole thing should be expunged.

SHRI N. K. SANGHI: I would not mind if Hon'ble Members do not want me to quote from it. But I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to the fact the questions of the intrusion by the Pakistan forces is a very serious matter. It is not that they have killed only four members of our border security forces. . . . . . .

SHRI K. N. TIWARY: I would submit that things of this kind should b expunged from the record.

SHRI N. K. SANGHI: I amjust coming to my question.

MR. SPEAKER: The Hon'ble Member should take my permission to quote from it.

SHRI N. K. SANGHI: If there is objection I would not quote further from it. But the point is that the minds of the Members are very much agitated over this matter that there have been serious intrusions and violations of our territory by the Pakistan forces, and the Hon'ble Minister had admitted the fact that there have been such violations, but we have not been able to talk any action yet; we have not been able to shoot down even one plane; we have not been able to capture any of the Pakistan forces people, although they have entered our territory. This is really a very serious matter. We certainly do not want to go into their territory, but when they come into our territory, I feel that we should except our border security forces to take them to task. This is a matter which is agitating the minds of our people. If we cannot really take them to task, there is no sense in keeping our border security forces. May I ask the Hon’ble Minister whether he would take a decision to keep our Army on the East Bengal border so that we can take them to task when they intrude, because our border security force has failed in taking them to task? We find that on the 30th April, the whole population of Cooch Behar was evacuated and they filed away because of these attacks. May I know whether Government would pay any compensation to the Indian citizens who are staying in the border and who have suffered colossal losses of their houses and homes and their families, and take care of them? May I also know whether Government would remove the border security force and replace them by the Army as early as possible? I would like a categorical answer.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র): মাননীয় স্পীকার, মন্ত্রী মহোদয় যে জবাব দিয়েছেন তা শুধু নৈরাশ্যজনক নয় লজ্জাজনকও বটে। এই অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংকল্প ব্যক্ত করেছিল সেটি ছিল এই যে, আমরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত পূর্ব বাংলার বীর জনতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করব, তাদেরকে সমর্থন দেব, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের সহায়তা করা তো দূরের কথা আমরা নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করতে পারছি না। আমরা পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ রুখতে পারছি না। আমরা নিজেদের আকাশ সীমা লজ্ঘনের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে পারছি না। বহু লোক আমাদের সীমান্তে ঢুকে পড়ে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকজনদের ধরে নিয়ে গেছে, তারা আমাদের দু’জন পত্রবাহককে বন্দী করে রেখেছে, তারা ৪৭ বার সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় সরকার বলুন, যখন পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে এসেছিল

আমরা কি তাদের মধ্যে কোন একজনকেও গ্রেফতার করেছি? .... সৈন্যকেও গ্রেফতার করতে পারিনি, আমরা একটি পাকিস্তানী বিমানকে ভূপাতিত করতে পারিনি। সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত এ কথা যথেষ্ট নয়। ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হলে তা দেখানোও চাই।

আমার প্রশ্ন এই যে, সরকার কি মনে করেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এসব পাকিস্তানী হামলার জবাব দিতে সমর্থ! সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ভাল কাজ করছে, আমি সীমান্তে দেখে এসেছি, কিন্তু যখন পাকিস্তান তার নিজ সৈন্যবাহিনী সীমান্তে নিয়ে এসেছে তখন সৈন্যের সঙ্গে কেবল সৈন্যই তো বুঝতে পারে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পক্ষে সৈন্যের মোকাবিলা করা কঠিন হবে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কাছে আমরা এটা আশা করতে পারি না যে তারা পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত করবে, তাদের কাছে Anti-Aircraft Gun নেই। যখন পাকিস্তান নিজ সৈন্য আমাদের মাটির ওপর নিয়ে এসেছে তখন সীমান্ত অতিক্রম করার জবাব দেবার জন্য আমাদেরকেও কি সৈন্য সীমান্তে নিয়ে যেতে হবে না? সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক তৎপরতার দাঁতভাংগা জবাব দেবার জন্য কি সুস্পষ্ট আদেশ দেয়া হয়নি? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহকে সে ব্যাপারে কিছু করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের দেশ নিজে কি করছে যা আমরা অন্য দেশসমূহের নিকট হতে আশা করছি। বাংলাদেশের প্রশ্নে আমরা যদি এগিয়ে না আসি তথা বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি তাহলে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমরা কর্তব্য সম্পাদন করতে পরব না।

আমার প্রশ্ন ছিল স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে, কিন্তু তা দেয়া হয়নি। আমি কর্মবিরতির প্রস্তাবসমূহের তথ্য জানিয়েছি...

শ্রী এস এন ব্যানার্জীঃ আমরাও জানিয়েছি।

স্পীকারঃ সেটা আমরা পরে দেখব।

শ্রী রাম নিবাস মির্ধাঃ সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর প্রশ্নে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় কিছু পূর্বেই সংসদকে অবহিত করেছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সক্ষম কিনা এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি যে তারা সর্বতোভাবে সক্ষম। আজও সীমান্তের যে অবস্থা, তারা তার মোকাবিলা করতে পারবে, যদি দরকার হয় তাহলে সেখানে সৈন্যও পাঠানো যেতে পারে তথা অধিকতর কার্যব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে বর্তমানে যে কাজ অর্পন করা হয়েছে তা করতে সক্ষম নয় একথা বলা অনুচিত হবে।

RD: MOTIONS FOR ADJOURNMENT

১২.৪০ ঘৎং.

MR. SPEAKER: Shri Hanumanthaiya

SHRI JUOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We have given an Adjournment motion.

MR. SPEAKER: Will you please sit down?

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I have also given notice of an Adjournment Motion.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ এখন আপনার কাছে আবেদন করার সুযোগ এসে গেছে। আমি জানতে পেরেছি যে আপনি বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে আমাদের মূলতবি প্রস্তাব অনুমোদন করা সংগত মনে করেননি। আমি আবেদন জানাচ্ছি আপনি নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্নিবেচনা করুন। এটি খুব গুরুতর প্রশ্ন। অধিবেশন একটি সংকল্প ব্যক্ত করেছিল। সরকার তদনুযায়ী আচরণ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের ৩৩ লক্ষ অধিবাসী

আমাদের দেশে এসে পড়েছে। পাকিস্তান বিনা উস্কানীতে হামলা শুরু করে দিয়েছে। আমি চাই আপনি আমার কর্মবিরতি প্রস্তাব মেনে নিন এবং আমাকে সরকারের নিন্দা করার সুযোগ দিন।

MIR. SPEAKER : May I request you to kindly resume your seats? An adjournment Motion is always admitted on the failure of actins or duties which are enjoined by the Constitution and the law. Here in this case, no recognition is not part of the duty. It is part of their discretion, Of course, when you met me, (Interruption)

I explained to you the whole position that I myself wished that there should be some discussion, and I am prepared to allow any discussion today or tomorrow, anytime you like, but not through the Adjournment Motion, because an Adjournment Motion is meant only for discussion on the failure of the Government for which it is charged. (Interruption) Failure of the Government to perform its duties. (Interruption) Will you please sit down? Failure of the Government to perform the duties which are enjoined by the Constitution and the law. Here, it is not a failure, because recognizing is not part of the duty enjoined by the Constitution, (Interruption) I am prepared to allow a discussion. (Interruption)

AN HON. MEMBER: Adjournment Motion.

MR. SPEAKER: I am not prepared.

SHRI IYOTIRMOY BOSU: I request you once again to admit the Adjournment Motion, if not today, another day.

MR. SPEAKER: No, no, It is not admissible, Under the rules, it is not admissible, (Interruption) If you like, we can fix a time for discussion of this subject anytime you like. (Interruption)

SANSADIYA DARYA TATHA NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRI (SHRI RAJ HAHADUR): The Prime Minister is going to make a statement on this subject at 3 P. M. today. We are agreeable to a discussion on this subject (Interruption) on the situation in East Pakistan, Bangladesh, (Interruption) as it affects us.

SHRI IYOTIRMOY BOSU: It is just hoodwinking.

SHRI RAJ BAHADUR: There is on question of hoodwinking.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is not just a matter of debate;

SHRI RAIBAHADUR: On this they also were agreeable, Sir (Interruption).

MR. SPEAKER: No, please, Do not interrupt him.

SHRI RAJ BAHADUR: We are agreeable; we accept the challenge of Shri Jyotirmoy Bosu to have a discussion on this matter here in this House today or tomorrow.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ আমার একটি আবেদন আছে। এই প্রশ্নেও আপনি এমন কোন রুলিং দেবেন না যা আমাদের মুলতবী প্রস্তাব আনার অধিকারকে খর্ব করবে। আপনি আমাদের মুলতবী প্রস্তাব শুনুন। তার ভাষা এই যে 'implement the resolution adopted by the Lok Sabha on the 31st March.' যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমারা তার ওপর আলোচনা করতে চাই, স্বীকৃতি না দেয়ার যে অবস্থা উদ্ভব হয়েছে তার ওপর আলোচনা করতে চাই। মুলতবী প্রস্তাব এখানে না আসলে আর কোথায় আসবে?

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) 1 I draw your attention to the rule

MR. SPEAKER: I am not going to have any reconsideration of what I have given.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why do you say, ‘If you like’, because the rules say

MR. SPEAKER 2 If you like, I can all time for discussion today or tomorrow, anything you like, but not through the Adjournment Motion. An Adjournment Motion is a permissible in this matter..

SHRI INDRAJIT GUPTA 1 Under rule 56

MR. SPEAKER: I have seen rule 56

SHRI INDRAJIT GUPTA 1 It is an urgent matter of public importance. Discussion of this subject may not be an obligation under the Constitution.

‘...a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made

MR. SPEAKER: There are rulings on the I have examined it thoroughly and I have not additted it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We are entitled to get your consent under Rule 56.

MR. SPEAKER: I am prepared to allow a discussion on it any time, today, tomorrow or any time.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ মুলতবী প্রস্তাব অন্য জিনিস। আমরা সরকারের নিন্দা করতে চাই।

স্পীকারঃ সেখানেও করতে পারেন।

SHRI INDAJIT GUPTA: Provided the motion has adequate support, I do not see any reason for not admitting it.

MR. SPEAKER: As I have said, I have no objection for a discussion any time. (Interruptions).

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ মুলতবী প্রস্তাব আনা আমাদের অধিকার। আমরা আপনার সঙ্গে একমত নই। নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য আমরা ওয়াক আউট করতে চাই।

SHRI NIDRAJIT GUPTA: We are also walking out in protest.

Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Indrajit Gupta and some other hon. Members then left the House.

শ্রী জে, বি, ধৌতে (নাগপুর): ....

MR SPEAKER: The member took oath just two hours back and he is admonishing me! Please sit down. I have not admitted it.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৪ মে,১৯৭১

STATEMENT RE. SITUATION IN BANGLADESH

PRADHAN MANTRI, PARMANU UR] A MANTRI, GRIH MANTRI TATHA SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRI (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Deputy Speaker, Sir, in the seven weeks since Parliament recessed, the attention of the entire country has been focused on the continuing tragedy in Bangladesh. Hon'ble Members will recall the atmosphere of hope, in which we met in March. We all fell that our country was poised for rapid, economic advance and a more determined attack on the age-old poverty of our people. Even as we were settling down to these new tasks, we have been engulfed by a new and gigantic problem, not of our making.

On the 15th and 16th May, I visited Assam, Tripura and West Bengal, to share the suffering of the refugees from Bangladesh, to convey to them the sympathy and support of this House and the people of India and to see for myself the arrangements which are being made for their care. I am sorry it was not possible to visit other camps this time. Every available building, including schools and training institution, has been requisitioned. Thousands of tents have been pitched and temporary shelters are being constructed as quickly as possible in the 335 camps which have been established so far, in spite of our best efforts, we have not been able to provide shelter to all those who have come across, and many are still in the open. The district authorities are under severe strain. Before they can cope with those, who are already here, 60,000 more are coming across every day.

So massive a migration, in so short a time, is unprecedented in record history. About three and a half million people have come into India from Bangladesh during the last eight weeks. They belong to every religious persuasion-Hindu, Muslim, Buddhist and Christian. They come from every social class and age group. They are not refugees in the sense we have understood this word since partition. They are victims of war who have sought refugee from the military terror across our frontier.

Many refugees are wounded and need urgent medical attention. I saw some of them in the hospitals I visited in Tripura and West Bengal. Medical facilities in all our border States have been stretched to, breaking point. Equipment for l,l00 new hospital beds has been rushed to these States, including a 400 bed mobile hospital, generously donated by the Government of Rajasthan. Special teams of surgeons, physicians, nurses and public health experts have been deputed to the major camps. Special water supply schemes are executed on the highest priority and preventive health measures are being undertaken on large scale.

In our sensitive Border States, which are facing the brunt, the, attention of the local administration has been diverted from normal and development work to problems of camp administration, civil supplies and security. But our people have put the hardships of the refugees above their own, and have stood firm against the attempts of Pakistani agent-provocateurs to cause communal strife. I am sure this fine spirit will be maintained.

On present estimates, the cost to the Central Exchequer on relief alone may exceed Rs. I80 crores for a period of six months. All this, as Honorable Members will appreciate, has imposed an unexpected burden on us.

I was heartened by the fortitude with which these people of Bangladesh have borne tribulation, and by the hope which they have for their future. It is mischieveous to suggest that India has had anything to do with what happened in Bangladesh. This is an insult to the aspirations and spontaneous sacrifices of the people of Bangladesh, and a calculated attempt by the rulers of Pakistan to make India a scapegoat for their own misdeeds. It is also a crude attempt to deceive the world community. The world press has seen through Pakistan's deception. The majority of these so-called Indian infiltrators are women, children and the aged.

This House has considered many national and international issues of vital importance to our country. But none of them has touched us so deeply as the events in Bangladesh. When faced a situation of such gravity, it is especially important to weigh every word in acquainting this House, and our entire people with the issues involved and the responsibilities which now devolve on us all.

These twenty-three years and more, we have never tried to interfere with the internal affairs of Pakistan. even though they have not exercised similar restraint. And even now we do not seek to interfere in any way. But what has actually happened? What was claimed to be an internal problem of Pakistan has also become an internal problem for India. We are, therefore, entitled to ask Pakistan to desist immediately from all actions which it is taking in the name of domestic jurisdiction, and which vitally affect the peace and well-being of millions of our own citizens. Pakistan cannot be allowed to seek a solution of its political or other problems at the expense of India and on Indian soil.

Has Pakistan the right to compel at bayonet-point not hundreds, not hundreds of thousands but millions of its citizens to flee their home? For us it is an intolerable situation. The fact that we are compelled to give refuge and succour to these unfortunate millions cannot be used as an excuse to push more and more people across our border.

We are proud of our tradition of tolerance. We have always felt contrite and ashamed of our moments of intolerance. Our nation, our people are dedicated to peace and are given to talking in terms of war. But I should like to caution our people that we may be called upon to bear still heavier burdens.

The problems which confront us are not confined to Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. They are national, problems. Indeed the basic problem is an international one.

We have sought to awaken the conscience of the world through our representatives abroad and the representatives of foreign Governments in India. We have appealed to the United Nations, and, at long last, the true dimensions of the problem seem to be making themselves felt in some of the sensitive chanceries of the world. However, I must share with the House, our disappointment at the unconscionably long time which the world is taking to react to this stark tragedy.

Not only India but every country has to consider its interests. I think I am expressing the sentiments of this august House and of our people when I raise my voice against the wanton destruction of peace. Good neighborliness and elementary principles of humanity by the insensate action of the military rule of Pakistan. They are threatening the peace and stability of the vast segment of humanity represented by India.

We welcome Secretary General, U Thant public appeal. We are glad that a number of States have either responded or are in the process of doing so. But time is the essence of the matter. Also the question of giving relief to these millions of people is only pan of the problem. Relief cannot be perpetual of permanent; and we do not wish it to be so. Condition must be created to stop any further influx of refugees and to ensure their early return under credible guarantees for their future safety and well-being. I say with all sense of responsibility that unless this happens, there can be no lasting stability or peace on this sub-continent. We have pleaded with other Powers to recognize this. If the world does not take head. we shall be constrained to take all measures as may be necessary to ensure our own security and the preservation and development of the structure of our social and economic life.

We are convinced that there can be no military solution to the problem of East Bengal. A political solution must be brought about by those who have the power to do so. World opinion is a great force. It can influence even the most powerful. The Great power have a special responsibility. If they exercise their power rightly and expeditiously then only we can look forward to durable peace on our sub-continent. But if they fail and I sincerely hope that they will not-then this suppression of human rights, the uprooting of people, and the continued homeless of vast numbers of human beings will threaten peace.

This situation cannot be tackled in partisan spirit or in terms of party politics. The issue involved concerned every citizen. I hope that this Parliament, our country and our people will be ready to accept the necessary hardship so that can discharge our responsibilities to our own people as well as to the millions who have ï¬‚ed from a reign of terror to take temporary refugee here.

All this impose on us heavy obligation and the need for stern national discipline. We shall have to make sacrifices. Our factories and farms must produce more. Our railway and our entire transport and interplay of regional or sectional interests. Everything must be subordinated to sustain our economic, social and political fabric and to reinforce national solidarity. I appeal to every citizen, every man. Women and child to be imbued with the spirit of service and scarifies of which, this nation is capable.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): All the opposition leaders met the Speaker in the morning when we pressed for the admission of our adjustment motion. The Speaker told us that he would allow some discussion on the issue of Bangladesh. Then we were informed that the Prime Minister would make a statement. I want to know whether there will be a discussion on the basis of the statement.

NIR. DEPUTY SPEAKER: You know the rules. If you want discussion and the Speaker has agreed, you send a notice.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): He said today or tomorrow.

SHRI P.K. DEO (Kalahandi): The statement may be circulated.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৪ মে,১৯৭১

12.01 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE PAKISTANI MILITARY SHELLING ON THE EASTERN BORDER

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Rohtak): I call the attention of the Minister of HOME AFFAIRS (GRIT-I MANTRI) to the following matter of urgent public importance and Irequest that he may make a Statement thereon;

The reported heavy shelling by Pakistani soldiers in Dalu Sector of Megha1aya’s Garo Hills District on 25-5-1971 as a result of which 22 persons including 9 Indian Border Security Force personnel were killed.

THE MINISTER OF STATE IN TI-IE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SI-IRI K. C. PANT): Mr. Speaker. Sir.

On 25th May, 1971, at 4.30 A.M. Pakistani troops in strength supported by heavy mortar attacked the BSF CHECK POST at Kilapara situated about 500 yards away from Dalu. The Border Security Force detachment fought back the attack gallantly but they were over-whe1med by the superior numbers of the Pakistani troops and the post was over-run.

I regret to inform the House that as a result of this attack, 9 BSF personnel were killed and 2 are missing. According to the information received from the Assam Government, 13 civilians were also killed and 11 injured in this attack.

However, the Border Security Force contingent at Dalu stemmed the advance of the Pakistan troops and beat them back from Indian territory.

শ্রী মুখতিয়ার সিংহ মালিকঃ স্পীকার মহোদয়, আমাদের ১৩ জন লোক অব্যাহতভাবে ৪ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন নিহত হয় এবং ৬/৭ জন আহত হয়। যুদ্ধের সময় তারা অতিরিক্ত সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদেরকে সাহায্যকারী পাঠানো হয়নি। এই দুর্বলতার পরিণামে বেসামরিক লোকজনও মারা গেছে এবং রক্ষী বাহিনীর ৯ জন সদস্যও নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু’জন নিখোঁজ রয়েছে।

স্পীকার মহোদয়, এই দুর্বলতা না দেখানো হলে এবং আমাদের সরকার এরূপ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে না থাকলে এই পরিণতি হত না। আমাদের সীমান্তে আজ যেসব ঘটনা ঘটছে তার বর্ণনা এই সংসদে নিত্যদিন হচ্ছে, কিন্তু কোন সমুচিত ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত এই সরকার গ্রহণ করেননি।

আমাদের সরকারী মুখপাত্র বলেছেন পাকিস্তানীরা গ্রাউন্ড রুলস-এর কোন তোয়াক্কা করে না যখন আমরা তা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতে চাই। এমতাবস্থায় আমাদের সরকার কি এরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, আগামীতে বিএসএফ-এর সাহায্যের জন্য নিজেদের সৈন্যও সামাবেশ করা হবে এবং যখনই দরকার হবে আমাদের সৈন্য তাদের মুকাবেলা করবে, পাকিস্তানের ভূ-খন্ডে গিয়ে তাদের ধাওয়া করে তাদেরকে সেভাবেই জবাব দেবে যেভাবে আজ তারা আমাদের সঙ্গে আচরণ করছে।

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পনতঃ স্পীকার মহোদয়, আমি প্রশ্ন করিনি, আমি জবাব দেব। মাননীয় সদস্য একটু আগে বললেন, সৈন্যসাহায্যে (reinforcement) সেখানে পৌঁছেনি। আমি বলতে চাই সূত্রখণ্ডীতে সৈন্যসাহায্যে পৌছেছিল, ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক (Commandant) যিনি ছিলেন তিনি স্বয়ং সৈন্য সাহায্যে সমভিব্যাহারে সেখানে পৌঁছে উদ্ভূত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। তারপর তাদের প্রতি counter offensive আরম্ভ হয়। ফলে রক্ষীবাহিনী ওই সীমান্ত ফাঁড়ি পুনর্দখল করে নেয়। পাকিস্তান আর্মির একজন কনস্টেবলকেও তারা গ্রেফতার করে। সুতরাং এতে দুর্বলতার বা Complacency-র কোন কিছু নেই।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I do not know when the present timid posture of the Government of the India against persistent Pak aggression will end because I do not know when the mouthing of the virtuous platitudes of peace, patience and tolerance against Pak aggression will come to a stop. It is really a sickening scene for a nation of 55 core to witness the ritual of sending bundles of protest notes to Pakistan and of issuing flamboyant warnings by our Defense Minister. . . . .

MR. SPEAKER: It appears he is setting himself for a long speech. I wanted him to be precise and concise in his question.

SHRI SAMAR GUHA : Please be a bit tolerant to me. I do not know if you are a bit allergic to me.

MR. SPEAKER: Not every day, sometimes he might do it.

SHRI SAMAR GUHA: It is really a sicking scene for a nation of 55 crores to see that it has almost become a ritual to send bundles of protest notes to Pakistan and to witness our Defense Minister issuing flamboyant statements giving warnings to Pakistan that serious consequences would follow if Pak aggression or incursion into our borders continued. These warnings are being answered not only by repeated aggression but by fresh aggression the next day.

These border incidents should be viewed not as isolated border skirmishes but as part of a pattern of Pakistan aggression against Bangladesh as well as India. I do not know who was the official who was responsible for briefing the press yesterday when referring to this border incursion he said that the influx of refugees had diminished by 10,000, that is, from 60,000, it had come down 50,000 a day. That gentleman does not know the pattern of Pakistani atrocities; they are creating trouble and killing people with the result that millions are on the run, both minorities as well as those belonging to the Awami League. They are preventing these people from crossing the border; as soon as they get an opportunity to do so, they will enter India in millions again.

In view of these facts, will Government take a total perspective of the pattern of Pakistani aggression or incursions against our border, and call it aggression by Pakistan against our security? If so, despite continued and calculated violation of the ground rules by the Pak army, why are our defense forces observing these rules unilaterally?

Secondly, instead of entrusting the task of meeting the regular Pak army to the BSF, which is equipped with only limited supplies' of live arms for a limited purpose and therefore cannot adequately meet the Pak army equipped with much superior equipment and superior fire-power, will the regular Indian army be asked to meet the aggression of the regular Pak army? If not, why not?

Lastly, will Government issue a time bound ultimatum to the Government of Pakistan, as was done by the late Pandit Nehru in 1950 in a situation of much lesser danger, to stop killing of the Indian citizens in Bangladesh, stop the brutal uprooting of the people of Bangladesh and pushing them to India and also to stop the barbarous genocide of the people of Bangladesh, and, failing that, whether the Government of India will undertake direct action against the Pak army to defend Indian national security and save the lives, honor and properties of the Bangalis in Bangladesh; if not, what are the alternative means of the Government to defend Indian national security as also the lives and properties of the people of Bangladesh?

SHRI K. C. PANT: There were two questions raised by the hon. Member, One was why the BSF is only there and why they have only light arms. The BSF is there because of the arrangements that were made and have persisted over a number of years, by which the BSF is on the border and the Army is a little behind. My hon. friend knows this arrangement.

SHRI INDRAI IT GUPTA (Alipore) 1 that is to be unilaterally observed by us only?

SHRI K. C. PANT: In this case they are armed with ammunition and mortars. So, the remarks that they were left here without adequate arms is not correct. and that is why in spite of the strength of the Pakistani forces, which according to my information as much more than the BSF, the BSF was able to halt them and repulse them electively and send them back. I would request him not to question me too closely and draw his conclusions from the result.

Secondly he asked whether we would be prepared to use the Army in case our security needs it. Naturally, depending on the nature of the situation we face on the border, by the Pakistan Army.

SHRI SAMAR GUHA: I wanted to know about the ground rules, why our border forces are observing unilaterally the ground rules when they are being persistently violated by the Pakistan Army.

MR. SPEAKER: You take him to the Control Room sometime.

SHRI SAMAR GUHA: That is a very important question because a ten mile gap has been maintained between our security forces and their security forces, and they are persistently violating' the ground rules. I want to know why no steps have been taken by our Government. That is an important question and it should be replied.

MR. SPEAKER: That was asked yesterday also.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The question was asked yesterday also, but he avoided answering it.

SHRI K. C. PANT: If my hon. friend gives some thought to the matter. He will realize that his question is better upon.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ সংরক্ষিত লোকসভার কার্যবিবরণী জারিকৃত কপি অস্পষ্ট। সেটি পড়া সম্ভব হয়নি বলে এখানে তার অনুবাদ সন্নিবেশ করা গেল না ।

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র পনতঃ মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমার বিবৃতিতে একথা বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান আর্মি এই চেকপোস্ট অতিক্রম (overrun) করেছে। আমি আবার উল্লেখ করতে চাই, এই ফাঁড়ির চেকপোস্টে মাত্র ১১ জন লোক ছিল এবং যেসব শরণার্থী আসছে তাদের জন্য ওই চেকপোস্ট খোলা রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ৫০০গজ দূরে ঢালুতে আমাদের বড় চেকপোস্ট ছিল। আক্রমণকারীর ৫০০ গজ দূরত্বের কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারেনি। ওই চেকপোস্ট যেখানে মাত্র ১১ জন লোক ছিল পাকিস্তানী সৈন্য তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের ছাড়িয়ে যায়। যেহেতু হামলাকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল তাই চেকপোস্টের ১১ জন লোকের পক্ষে তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব ছিল না। আমি মনে করি, তারা সৈন্য কিংবা সীমান্ত রক্ষীবাহিনী যাই হত না কেন, মাত্র ১১ জন এত বেশি সংখ্যার হামলাকারীদের বাধা দিতে পারত না। তা সত্ত্বেও যে বীরত্বের সংগে তারা যুদ্ধ করেছে সেজন্য আমি তাদের প্রশংসা করি ও অভিনন্দন জানাই। তাদের পেছনে ঢালুতে অবস্থানরত সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কন্টিনজেন্ট (contingent) হামলাকারীদের ৫০০ গজের মধ্যেও আসতে দেয়নি এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের ভারতীয় সীমান্তের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রাউন্ড রুলস-এর প্রশ্নে- আজ যে পরিস্থিতি, এমতাবস্থায় যদি আমাদের ওপর আক্রমণ হয় এবং কোথাও আমাদের সৈন্য পাঠানো জরুরি মনে করা হয় তবে সেখানে কোন পদ্ধতিগত বিষয় বাধা হবে না। পরিস্থিতি যে রূপই নিক না কেন আমাদেরকে তা এভাবেই মুকাবিলা করতে হবে। ভারতের এক এক ইঞ্চি জমির প্রতি আমাদের বাজপেয়ী মহাশয়ের যদি ভালবাসা থাকে তবে আমি এ কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, আমরাও নিজের দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি জমির প্রতি ভালবাসা তাঁর চেয়ে কম নয়, ... হৈ-চৈ....।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Do Government feel that these are only border skirmishes and tactics adopted by Pakistan to mislead world opinion that they are in complete possession of Bangla Desh or it is a large-scale war attempted by violating our international border? If so, is Government aware of the fact that the Pakistan Government is massing its troops on troops on the 620 mile border between Bangla Desh and our country? Will Government treat this matter seriously and see that our troops are moved to the borders of Assam, Meghalaya and Tripura?

SHRI K. C. PANT: I cannot say definitely that Pakistani troops are massing on the border. The Defense Ministry may be in a better position to give information on that. But I do not know generally speaking that because of the activities of the Mukti Fauj, inside Bangla Desh, it is not easy for the Pakistani Army to disperse its troops in small numbers. When they move they move in large columns. It is difficult for them to spread themselves all over the border. That is the general position. About the specific question, I cannot give the answer.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসংগে বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব বিতর্ক	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৮ জুন,১৯৭১

16. 59 hrs.

RESOLUTION RE: RECOGNITION TO BANGLADESH

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I beg to move:

"This House resolves that in view of our national commitment to the sacred principles of freedom, democracy and socialism and for bringing an end to the savage genocide of the people of Bangladesh by the Pakistani Army and efficaciously dealing with the vast problems of millions of the uprooted refugees and for eventual ushering in a new era of peace, progress and prosperity in the sub-continent, the Government of India should give immediate recognition to the Government of the people's Republic of Bangladesh and offer all assistance necessary for early consolidation of their national freedom."

17. 00 hrs.

I consider myself fortunate for getting this opportunity to move this momentous resolution in this House today. It is a coincidence that a similar resolution is now being moved in the British Parliament by the leader of the British Labor Party and is supported by 122 other Members. In the United States Senate also another similar resolution is being moved by Senator Kennedy, the youngest brother of late President Kennedy, to give recognition to Bangladesh.

It is to be remembered that the revolution that is taking place in Bangladesh is not an accident of history but the logical end process of the internal contradictions that were inherent in the very entity of Pakistan. In 1933 when a young student of Cambridge, Rahmatullah, who was inspired by the conservative elements, first profounded the idea of Pakistan and when that idea was brought to the notice of Mr. Zafarullah Khan who was a British Official at that time, he immediately rejected that idea and said that the whole idea a 'political chimera.' This political chimera came into existence and as such internal contradictions started from the day of the origin of Pakistan on l4th August, 1947 at dead of night.

I was then in Dacca. I left Dacca in 1951 and came to Calcutta.

I hope you will allow me a little digression. I wrote twenty articles in a Calcutta weekly called Juguvani where my whole thesis was that independent East Bengal was bound to emerge and that could be the solution not only to the problem of minorities but also to the Indo-Pakistan problems. I was ridiculed by many friends for such fantastic idea at that time. But then I continued writing one book, another book and many books on East Bengal issues. In I964 after the great killings in Dacca many people tried to interpret it as communal events. I met Shastriji then. I was not a Member of Parliament then. He

wanted me to put everything in writing and within a few days, I did that in the form of a book. About the solution; how we can solve the problems of minorities, the first point suggested in this book was; "all possible help should be given to the independent East Bengal movement of the Bengali people."

Then again after the Indo-Pakistan war in I965, I wrote another book; “Independent East Bengal." This book sold like hot-cake among the students of East Bengal. It was banned by Pakistan Government. It was after the Indo-Pakistan conflict that there was a radical transformation in the whole political outlook of the Bengalis in East Bengal. Again in 1967 after the six point decision was taken by the Awami League, I wrote another book not in my own name. I was told by friends to write in a pseudo name and I used that. I request you to allow me this digression only because I want to say that the evolution in Bangladesh is not a mere historical accident. It was inevitable. This explosion was the inevitable result of the internal contradictions of Pakistan itself. That is why I wanted to draw your attention to the fact that although the problems of Bangladesh refugees are so much connected with the national revolution in Bangladesh, but that is not the major point under consideration. I should say that the freedom of Bangladesh by itself is not the whole crux of the problem. What was happened in Bangladesh is a historic and revolutionary event. It has immense revolutionary potentiality to change the socio-political matrixs of the whole of this sub-continents of India Khyber to Kohima.

Sir, if Bangladesh's freedom were to become a settled fact, it will bring about a qualitative change in the character of political correlations among the peoples and among the two powers of the divided sub-continent. If you look in to the whole problem of Bangladesh. from this fundamental perspective, then you will realize the importance of it, the momentous character of it, the revolutionary character of it as also the historic call that the millions of Bangladesh martyrs with their blood have given to you, first, to the Indian people and then to humanity at large. That is the reasons why I want to ask whether the Government is alive to this immense revolutionary potentiality that is before us today as generated by the national revolution in Bangladesh.

A few days before, the Prime Minister said in the Rajya Sabha that “we will be through hell to meet the situation arising out of the revolution in Bangladesh. Well, the people of India will readily, gladly go through hell and will undergo all sufferings, provided this Government has the these courage, has the gut, has the determination to take positive action, to take firm decision firstly in giving recognition to Bangladesh and thus facilitating the process of completed the national revolution of Bangladesh its thereafter consolidating it. If the Government takes that positive action, I have no doubt that the whole of the Indian people will rise as one man to support the Government, stand behind it and today through all the suffering, even to hell.

Two months and a half have passed but what is the attitude of the Government? The people of India are feeling that the Government at the moment is pursuing a policy of drift and dodgery with the issue that is facing Bangladesh today. Therefore, it is our apprehension: yes: we are ready to go through hell, but our country is not ready to go into hell. but to get out of it. By their callousness, I should say, the Government has allowed the situation to develop which was the crisis of Pakistan into a disaster for India.

With this preamble about the basic nature of the problems facing us today, I want to draw your attention to the fact that our Government, the Prime Minister and other Ministers on more than one occasion said that the issue of recognition of Bangladesh is under their active consideration and constant review. This means evidently that our Government does not deny the claim bf legitimacy of the sovereignty of Bangladesh. With them, it is a question of expediency; it is question of time; when and how this recognition will be given.

A few days before, the Prime Minister said that recognition will be given. And a right decision about recognition will be taken at the right time. Well. The government has not made any clarification as to what is the right time. What are the circumstantial factors that will ripen the situation or when the situation will mature for them to take a decision at the right moment? The Government is maintaining strict silence about it. Not only that; they are even refusing to share the reasoning with the Members of Parliament as to what are the factors, the circumstantial factors, that will determine the right time for taking a right decision in regard to Bangladesh.

But what is the will of the people? Most of the State legislatures in India have passed unanimous resolutions and all Congress members subscribing to it and asking the Central Government to give immediate recognition to Bangladesh. Some of the Cabinet ministers and very important leaders of the Ruling Congress have publicly. Stated that Government should given immediate recognition to Bangladesh. All the opposition parties in the Parliament except the Muslim League, were unanimous that it is the right time for recognition. "Eminent jurists who have the capacity to go into international laws about sovereignty, from Mr. Chagla to Mr. Setalvad. have unanimously said that Government should give immediate recognition to Bangladesh. At innumerable public meetings people have demanded the immediate recognition of Bangladesh. A few days ago, when the Bangladesh parliamentary delegation addressed members of both Houses in the Central Hall, when they appealed to you to give immediate recognition to Bangladesh, there was a thundering cheer from all sides. both from Lok Sabha and Rajya Sabha members. What do these facts indicate? It indicates very largely that the national consensus is in favor of giving immediate recognition to Bangladesh. But our Government is either isolated from the will of the people, or the will of the people is isolated from our Government. A big hiatus has developed between the Government and the people. The Government claims the monopoly of wisdom to decide right moment for a right decision, whereas all sections of our people have given the verdict that already the right time has passed; and urged the Government not to miss the bus again and again.

Government want to wait for the right time. It means, we want time. Naturally as a corollary, it means, you want to give Pakistan time also. Pakistan is more willy, more conspiratorial than you can imagine to be. They will go to the lowest levels. which you cannot think of. They will utilize this time for consolidation of their military force, to crush the revolutionary movement, to create quislings and puppets there, to unleash the war of communalism for perpetuation of political theocracy in Bangladesh, to drive out the Hindus to create communal trouble in India and to create international complications. On your part, you also want time. Do you think the millions of refugees are nothing but a

mass of inert matter? They are also susceptible to anger and anxiety. You cannot expect to control them by your dictates from New Delhi. Already so many social, economic and political problems have been created. There is the problem of law and order. There is tension between the local people and the refugees. These things are bound to happen. It will create colossal problems for you. Therefore, this time factor will react more on you than it will affect Pakistan. It will give an opportunity to Pakistan to create more conspiracy and to put you in more troubles.

What to speak of acting, our Government has not even reacted to the different Political moves of Pakistan, from genocides at the beginning, now on the communal war. This communal war is the last attempt, I should say, on the part of Pakistan to sabotage the freedom movement there, and you have not even reacted.

The only one step that the Government has taken" is that they have sent Shri Swaran Singh and some other Ministers to the countries abroad for rousing world conscience. Would it not have been the strategy the real politic if you had first given recognition and then went to the different countries of the world, to create opinion in favor of recognition of Bangladesh? That would have perhaps set a process of re-thinking in the minds of many of the world powers. Our government knows it very well that no power in the world wants that the existence of Pakistan should no longer be. They want to create conflict and keep the balance between India and Pakistan. What about the United States of America? Even today you would have found the news of their pressing India for having restraint. They have asked both, India and Pakistan to be restrained. Pakistan, the killer, the murderer. the butcher who committed genocide, those who have killed thousands of mothers and sisters of Bangladesh, those who have kidnapped many mothers and sisters, the U.S. Government want to equate that criminal Pakistan with India.

Because you have not given them recognition. So when Shri Swaran Singh goes to countries he cannot advocate recognition; he can only speak about the refugee problem; no basic issue can be raised and no question of rousing world opinion about genocide could be broached. You cannot even advocate for the democratic right of the people of Bangladesh. You have only one thing, begging, begging of the world, wailing before the world that the whole of our country is going to be swamped by the refugees.

You have adopted a wrong strategy. If on the contrary, your representations had gone with a firm decision, -you know in the world today a right decision, a firm decision has its own logic, its own action and reaction-that would have, at least compelled countries like Yugoslavia and others to follow India in giving recognition to Bangladesh.

There has been another wrong choice. It is known to everyday that Shri Swaran Singh was opposed not only to recognition but even to taking any position action on Bangladesh. What is the result? When this gentleman has gone abroad as the Spokesman of the Indian Government, naturally his subjective predilections will play a major part and it has already done so. Now, what is it that he has talked? What right has Shri Swaran Singh to "talk about political solution, political settlement within the framework of Pakistan, when the Mukti Fouz and the Awami League say that there is no power on

earth to resurrect Pakistan in Bangladesh? I should say that the government ‘Spokesman who has come to act this way-it will be a very strong word, if I use it ; I do not want to complete it; I should say the spokesman acted like an imperialist power in canvassing a political solution within the framework of Pakistan.

The Prime Minister that day told the House that our government is not going to accept the death of Bangladesh. These are her words. But I should say that in political diplomacy India has got into the trap of international cliques, international intrigues and international pressure tactics and we have got involved in their ways of bringing about a political solution for Bangladesh. The Prime Minister said that he will not accept the death of Bangladesh. But I should say with regret that by the political utterances, the political dialogues, the communiqué issued from the different State capitals of the world, Shri Swaran Singh has prepared the ground for writing the document of death warrant for Bangladesh.

The Mukti Fouz and the Awami League have categorically stated that there is only one political solution and that solution is the immediate withdrawal of the Pakistan army of occupation from Bangladesh and allowing the elected representatives of the people of Bangladesh to have their own Sovereign Constituent Assembly to draw up their own National Constitution for Bangladesh. That is the only solution. There is no other solution. There cannot be any solution whatsoever within the framework of Pakistan. I warn you about this from my personal experience. I have had many dialogues with the freedom fighters. You must remember", these freedom fighters are not members of the Awami League. They are not members of any political party. They have been recruited from the East Bengal Regiment, former East Pakistan Rifles. Ansars and ordinary police ranks. You should also remember that 50 per cent members of the East Bengal Regiment had been killed on the 25th night; SO per cent of the East Pakistan Rifles has been butchered and machine gunned. None of you has gone to border area and met them and felt the depth of their anger, agony and hatred against the Pakistan Army. Some of the Bangladesh Government officers, who have lost their parents and near and dear ones, said, “If any Government had any understanding with Pakistan or any political solution within the framework or Pakistan, we tell you that party will be thrown out. The people or the Mukti Fouj are not going to tolerate any kind of a political settlement within the framework of Pakistan. Pakistan is dead or us. Bangladesh is our land. Freedom for Bangladesh is an absolute reality.”

Today we find that in our country a feeling is developing that our Government from exuberant initial enthusiasm are now showing a strange attitude of indecision and bewilderment. Our Government's attitude can be described as one of hesitation to Vacillation, from vacillation to indecision, from indecision to prevarication, from prevarication to quandary and then, in the ultimate stage, of a stance of complete emasculation. They are only using brave, courageous words, I think, to keep up some sentiment alive in the country and among the people of Bangladesh.

This is a pathetic scene. Why it is so, I do not know. May be, our Government is not getting the green signal from somewhere else, although they boast of always pursuing an independent policy.

There are other dangerous things. I was feeling hesitant I should raise this matter in this House. Among the people not only rumors but gossip and talks are going on**

I want to remind the Government that in I950 I was the first man to escape from Dacca. I came straight here and met Panditji. **

But I think, in their apprehension it may be a political camouflage-these gossips and rumors have been set to roll. **

MR. CHAIRMAN: Mr. Samar Guha, you are giving certain facts. But you must apply your mind how it will be used.

SHRI SAMAR GUHA: That is why I have not said it categorically, I have said that gossip is going on. The Government should clarify it. It may not be a camouflage for inaction of political elements.**

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, may I make a submission?_ I fully appreciate the sentiments of Mr. Samar Guha. He has said something out of emotion. In my opinion, it should not go to the press, about the Army Chief, etc.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): I go a step further than Mr. Benerjee. Let this thing not go on record, * *

At least, that was unknown to me.

SHRI SAMAR GUHA: It was known to everybody.

SHRI INDRAI IT GUPTA: I do not know whether it is a historical fact also.

SHRI SAMAR GUHA: Without waiting for protocol, immediately Mr. Liaqut Ali was flown from Karachi to Delhi. I know that.

SHRI S. M. BANERIEE: In 1950, Panditji had always believed in good relations with Pakistan. The entire, world knows it. This should not go on record.

MR. CHAIRMAN: Mr. Samar Guha, we all agree that we want to serve the cause of Bangladesh and want to do no harm to the nation. This is the purpose. But if I allow that on record, we do not know how it will be used. I think, you will not mind if I remove it from the record.

SHRI SAMAR GUHA: I will not claim my individual wisdom to prevail upon others. If the House thinks so, I quite agree. Neither our armed forces should be unjustly blamed. But I should say only that our political leaders should clarify the position as to why they are not taking action. What will be the criteria, what will be the circumstantial conditions which they will consider as sufficiently mature for taking a right moment?

My apprehension is that the Government is hesitating because a feeling has developed in the minds of the Government that if recognition is given to Bangladesh, it will inevitably learn to an armed conflict with Pakistan. I do not know how this will follow. There are many instances where a neighboring country has given recognition to other national emerging country. But that did not follow an armed conflict with the other country. Even if it follows, even if there is an armed conflict between India and Pakistan,

I do not know what can be the more opportune occasion, opportune moment, to courageously handle the situation in Bangladesh. Because the Pakistan Government, I should say, have failed to have their military balance. They have shifted 21/2 divisions from West Pakistan to Bangladesh. There is the military imbalance in the disposition of Pak army. You know the economic crisis developing in Pakistan. You know the world pressure is growing against them. Therefore, there is the least chance of having an armed conflict with Pakistan. Even if Pakistan undertakes any misadventure against India, it will prove fatal to Pakistan and not to India.

There is another apprehension. One thing I should say. Propaganda is being made in this country as if the economic crisis developing in Pakistan will being about the structural collapse of the political edifice of Pakistan from within. It is absolutely a wrong speculation.

SHRI S. M. BANERJEE: As long as America is helping that will not happen.

SHRI SAMAR GUHA: Not only America, UK and others are there, who want the Pakistan should exist in its present form. They will not allow Pakistan to collapse from within due to economic reason.

There is another apprehension in the mind of our Government that if there is an armed conflict between India and Pakistan as a result of giving recognition to Bangladesh. China may come in. Sir, I should say one thing. Our Government is making a costly mistake. They have sent emissaries to almost all the countries of the world-big and small. I do not understand why our Government do not try to open a dialogue with China on the issue of Bangladesh. At least, we have a weapon an ideological weapon, to use against China. China, for the last, I should say 25 years, has been carrying on propaganda day in and day out that they are helping the world by spreading and aiding national liberation movements. Taking advantage of their own commitment to national liberation movement, our Government should have approached China and opened a dialogue with them about the national liberation movement in Bangladesh. We should also take notice of one thing. China has not categorically mentioned anything about Bangladesh. They are maintaining scrupulous silence about Bangladesh. They have not uttered a word in support of Pakistan against Bangladesh. They have said something in favor of Pakistan, but categorically, they have not said anything yet about Bangladesh.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY. (Nizamabad): They said that they would maintain the integrity of Pakistan.

SHRI SAMAR GUHA: At least I have not seen so far the official communique. When the C-in-C and the Defence Minister of Pakistan went to China and met Chou En Lai, certain statement was made. They said that China would help Pakistan and will be with Pakistan on Kashmir issue. They have not mentioned a single word about Bangladesh.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): They have supplied them gun-boats.

SHRI SAMAR GUHA: That they will do. All the big powers are doing that from America to Russia. Eyen Russia is giving them electronic equipment to be sent to

Chittagong for setting up a new factory there. And the gun-boats that Pakistan is using in Bangladesh are supplied by USA. by France and other countries, not by China alone.

I should also like to draw the attention of the House to the volte face of the politics of China in regard to her post-War world diplomacy.

After 1950, America was the inveterate imperialist enemy of China. But now China is trying to get into the UNO through the window of Washington.

SHRI S. M. BANERIEE: Ping-pong diplomacy.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, you should remember China is a very seasoned, conservative country, diplomatically very conservative in its outlook. It does not easily change its policy. This we should remember. This radical change in the diplomatic posture of China vis-â-vis U.S is not a casual political game in the international field. It is a calculated move to get a seat in the UNO and to get other economic benefits from U.S.A. Do you think that, China is interested in Vietnam, Laos or Cambodia? Nowhere they are physically involved, directly involved. They have given help to them. They may give help to Pakistan too in the eventuality of a conflict between India and Pakistan but there is no possibility that China will sacrifice her own national interest and the new stance of rapprochement between China and USA is just to help Pakistan and jump into East Bengal. The apprehension that China will directly get us involved in any operational commitment between India and Pakistan is a wrong apprehension. Even for diplomatic reasons. We should try to enter into dialogue with China.

Immediate recognition should be given to Bangladesh. That is the only way you can help. There will be no necessity for arms even, but they want this help from you, of recognition. If you go to border areas you find hundreds and thousands of university and college boys willing to die for their liberty and freedom. Their Mukti Fouz is fighting the Pakistan army very well. What they are fighting with? Meagre food, meagre clothing, meagre bedding, no amenities for them. Your recognition will bring about a qualitative change in the national revolution in Bangladesh; it will galvanize them and there will be confidence in the heart and minds of the people of Bangladesh. It will help them to consolidate themselves; to liberate and have consolidation of their freedom and liquidate the army of Pakistan. The Mukti Fouz has made the Pakistan army demoralized. So many reports have come in the Press. These are correct reports. They are penetrating inside, even inside Dhaka. They have attacked Dhaka aerodrome; they have blasted the powerhouse inside Dhaka. These young men have such a fine spirit but we are not helping these fine, dedicated souls, to achieve and consolidate their freedom.

The Prime Minister had the image that she successfully projected before the people of India which shot her into a summit of absolute power. That image was an image of courage, confidence and decision.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): What is the image now?

SHRI SAMAR GUHA: I do not want to belittle her because I am very conscious of the reality that we, in the Opposition, may create public pressure, public opinion, we may

exert all our might, but nevertheless, ultimately, the decision has to be taken by her. At this critical moment I do not want to denigrate her. But may I remind my friends, those who are with her: You are getting isolated from the will of the people; you are getting isolated from the conscience of the people. The Prime Minister's image is changing. It is now appearing as an image of a prisoner of indecision and timidity.

AN HON. MEMBER: Vajpayeeji has provoked him.

SHRI SAMAR GUHA : This revolutionary opportunity is not only involved with the fate of the refugees of Bangladesh, not even with the fate of the freedom of Bangladesh alone, but is an opportunity which will radically change the whole character of our sub- continent. As soon as Bangladesh becomes independent. that will bring about a radical change in West Pakistan, a revolutionary change-a new era. A new milieu will start maturing in this sub-continent of India. A new outlook and mentality will develop and envelope the whole of the Indian sub-continent. You should seize this revolutionary opportunity. You talk of revolution; you talk of socialism; this revolutionary opportunity, if seized upon, will bring about a radical transformation. a qualitative reorientation in the lives of the whole people of our sub-continent-from I Khyber to Kohima. Can you rise to the occasion and seize this opportunity to resolve for good the post-Partition tragedies and miseries that have taken the toll of millions of lives. That has produced tears in the eyes of millions of our mothers, sisters and parents? This is a unique revolutionary opportunity. Either the Government will seize this. Or as the Prime Minister inadvertently expressed they will go through hell; I say, no, they will not be able to go through hell, but they will get into the hell; that will be the fate of our country. if our Government continues its policy of drift and dodgery about Bangladesh.

MR. CHAIRMAN: There are some amendments to the resolution. Hon. Members who wish to move them may do so now.

SHRI S. M. BANERJEE: I beg to move:

"That in the resolution, for ‘give immediate recognition to the Government of the People's Republic of Bangladesh and offer all assistance necessary for early consideration of their national freedom’, substitute ‘recognize the People's Republic of Bangladesh before 3O-6-I971 and offer all assistance to them."

The resolution as moved by Shri Samar Guha says ‘give immediate recognition’ The word ‘immediate’ may mean today or it may mean after three months. So, my substitute amendment is that it should be recognized before 30th June, l97l. I want that a definite date should be fixed, so that by 1st July, we shall be able to offer all assistance. I hope my hon. friend would accept this amendment, because he wants immediate recognition of Bangla Desh.

শ্রী বিভূতি মিশ্র (মোতিহারী): সিদ্ধান্তের শেষে এটি জুড়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তাব করছিঃ

“এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছে, এই কামনা করছে যে, তারা যেন শীঘ্রই নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে। তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছে এবং আশা করছে যে বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ তাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দেবে এবং সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সে যেন প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।”

MR. CHAIRIVIAN: These amendments are now before the House.

SHRI KRISHNA HALDER (Ausgram) : Mr. Chairman, Sir, I want to speak today in my mother-tongue Bengali.

*Mr. Chairman. Sir, I want to speak today in my mother tongue. Bengali. Sir, it is a matter of great regret to people of India, a great shame to the Government of India that a non-official resolution had to be brought forward in this House pleading for the recognition of Bangladesh. It is known to the entire world what happened in Bangladesh before the present liberation struggle started there. In the present Bangladesh-previously known as East Pakistan-6O per cent of the total population of Pakistan live there and it is the biggest unit of Pakistan. It is also known to everybody that the people of Bangladesh had to resort to a serious agitation in order to get official recognition for their mother tongue. They demanded that their language should be given official status and it should be used in official work.

The military rulers of Pakistan were earning foreign exchange worth crores of rupees from the Jute grown in East Bengal. So long the people of East Bengal had been subject to economic exploitation by the military rulers of West Pakistan. The people there were deprived of their constitution and democratic rights. The protest against economic exploitation and political domination by West Pakistan found its first expression in the language agitation. But reactionary rulers of West Pakistan tried to suppress that language movement through brute force and the soil of Bangladesh was drenched with the blood of many martyrs.

After the downfall of Ayub Khan, the military rulers again tried to deprive the people of Bangladesh of their constitutional and democratic rights. Even the minimum basic human rights were denied to them; so they again struggled against military authorities through constitutional means in order to establish their human rights. When the people of Bangladesh saw hope in getting back their constitutional and democratic rights after their massive victory in the election, the Pakistani rulers again tried to suppress their democratic aspirations with the help of an organised and mechanized army. It was an attempt to suppress the democratic aspirations of the people through brute force, Sir, it is known to everybody that since Bangabandhu Mujibur Rahman stood against the military rulers of Pakistan for democratic rights of his people. He was arrested on false and imaginary charges and now he is passing his days in detention without trial.

Sir, the people of Bangladesh have sacrificed their blood in order to secure their democratic rights from the military rulers of Pakistan. Many of them have already become martyrs. It is known to the entire world that after undergoing so much sacrifice and suffering the people of Bangladesh have been able to secure their rights from the military rulers of Pakistan. They have proved to the world that military might is not the most important factor in human affairs. If a nation, though unarmed, fights united with determination and sacrifice for their democratic rights. There is no power on earth which can subjugate that nation. When Ayub Khan wanted to suppress the democratic movement in Bangladesh how much blood the people of present Bangladesh shed for achieving their rights, is known to everybody. After so much struggle and sacrifice the

people of Bangladesh got their democratic rights in spite of resistance from the West Pakistan rulers. The people of Bangladesh gave their electoral verdict in favor of democracy. The verdict in the election, given by the people of Bangladesh, has no parallel in the history of world. In this election the Awami League Party, under the leadership of Bangabandhu Mujibur Rahman, got absolute majority not only in East Bengal but also in entire Pakistan. Mujibur Rahman and the people of Bangladesh fought for their democratic rights in the election on the basis of 6-point programmers. They did not demand separation from Pakistan. They fought for self-government. They wanted to put an end to economic exploitation of which they became a victim for a long time. The wealth that was being produced by the peasants of Bangladesh through their hard labor, a major portion of that was always taken away by the West Pakistani rulers for their own benefit. The people of Bangladesh were denied their legitimate share in the wealth that was produced by their hard labor. So East Bengal was turned into a colony of West Pakistan and was a victim of constant economic exploitation by the West Pakistani rulers. That is why the people of Bangladesh raised their voice against the economic exploitation of West Pakistan. Their demand was that except for defense and foreign affairs the people of Bangladesh will have control over the entire administrative matters. But this demand of the people for democratic rights was suppressed through treachery. Taking advantage of the political dialogue which was going on between Yahya Khan and Mujibur Rahman, the West Pakistani rulers brought thousands of soldiers from West Pakistan. After the Army was fully reinforced, the Pakistan soldiers, equipped with all modem weapons, jumped over the unarmed people of Bangladesh. So democratic aspirations of the people were throttled down by using brute force. Already, more than five lakhs people have become martyrs. The parallel or such a treachery we do not rind in the history of any part of the world, except perhaps in Vietnam.

Sir, my party, C.P.M., believes that danger to parliamentary democracy does not come from the general masses; it comes from the ruling party. When the ruling party finds that parliamentary democracy is not going to serve its vested interests, it tries to destroy it. The same thing happened in the case of Bangladesh. When the military rulers found that with the establishment of parliamentary democracy in Pakistan it would not be possible to exploit any more the people of Bangladesh, they were out to destroy the yet- born parliamentary democracy there. Therefore, when the interests of the ruling class is in conflict with the parliamentary democracy, the ruling party does not hesitate to destroy the sacred entity of parliamentary democracy in order to safeguard its vested interests.

The resolution that was passed in Parliament in support of Bangladesh was due to the pressure exerted by the entire opposition parties upon the Government. The Government of India had to bow down before the wishes of the entire opposition parties. When the resolution was adopted in Parliament, the entire opposition parties demanded full support to the cause of Bangladesh. But at that time only partial support was shown to the independence movement in Bangladesh. We hoped that the Government of India would bring forward some proposal for the full support to the Bangladesh Government. But after 25th March two and a half months have passed and yet nothing has been done by our Government. The Government of India have rather made an appeal to other countries of the world for giving recognition to the Bangladesh Government in spite of our full

support to the freedom struggle there. Even we have gone to other countries of the world with begging bowls for solving the refugee problem. If the Government of India is really interested to solve the refugee problem, it must give immediate recognition to the Bangladesh Government as it will inspire the refugees to go back to their homes with confidence. As the freedom struggle in Bangladesh will take a new turn, the refugees, if they go back to their homes, will come forward to participate in the liberation struggle. So there is no alternative way to solve the problems of Bangladesh refugees excepting this one of course, the Government may try to solve the refugees problem otherwise. It is the opinion of many people that 55 to 65 lakhs refugees have already come to India. In order to solve the refugee problem completely, the only way. I feel, is to recognize the provisional Government of Bangladesh immediately. We have got blood relationship with the people of Bangladesh. I am not saying this on account of my being a Bengali. You know Sir, that the people of both the countries fought together against the British imperialist powers for long to achieve their independence. But it is a matter of great regret that because of the weakness of national movement India was partitioned. The British imperialist power wanted that both India and Pakistan should fight each other continuously as that would serve their vested interests. The British imperialist power wanted to play this game of treachery with India and Pakistan always out of imperialist interest. Sir, lakhs of people in Bangladesh have already sacrificed their blood as they understood the conspiracy of the British imperialist power and rose against it. They are continuing their freedom struggle. They are fighting against the vested interests of the imperialist forces.

18 . 00 hrs.

Sir, a similar struggle is going on in West Bengal. The people of West Bengal are fighting for their democratic rights. The Central Government is treading a dangerous path there. They want to crush the constitutional rights of the people of West Bengal. In the entire State section 144 of the IPC has been imposed. People are being detained on false charges under the prevention Detention Act. The CRP and military personnel have been deployed there. People are receiving in human treatment in the hands of CRP men. Therefore, if the Government really wants to support the cause of Bangladesh then the people of West Bengal Should be given to enjoy freedom and their constitutional rights, they should save them from the torture of CRP and military personnel. But, alas! the Government is determined to pass the Maintenance of internal security Ordinance. By passing this legislation, the Central Government wants to turn the State of West Bengal into a Police State. Sir, before the present resolution was taken up for consideration, another resolution was discussed by the House and the subject matter of that resolution was related to the Centre-States relationship. That resolution was an important one. Our party has already demanded that in order to establish true democracy in the country all the States should be given more autonomy. Not only this. The State Government should be given more financial powers. If this demand is not accepted by the Central Government, what course future history of India will take is not known to anyone. Even nobody in this House can predict it.

At the end I would say that immediate recognition may be given to the Bangladesh Government. I would also appeal to the socialist Countries and Afro-Asian countries

to come forward in recognizing the Government of Bangladesh. I would also appeal to the progressive forces of the world to assist the freedom fighters in Bangladesh by recognizing an international brigade as it was done to fight the Fascist forces in Spain.

Sir, lakhs of refugees are living in camps and now they have become victims of cholera epidemic. We are not concerned with what other countries have done for the refugees or for the "freedom movement in Bangladesh. But we are surely concerned with the freedom movement in Bangladesh because of our blood relationship with the people there. Not only this, we fought together against the British properialist power for our independence.

Sir, India claims to be the biggest democracy in the world. In order to justify that and the Government of India should recognize immediately the Government of Bangladesh as that Government is fighting for the establishment of democracy there. By recognizing the Government of Bangladesh the Government of India will set an example before other nations of the world. I know that because of the pressure of American imperialists the Government of India is hesitating to give recognition to the Bangladesh Government. I demand that the provisional Government of Bangladesh be recognized immediately, This demand has also been made by crores of people of India. So acceptance of my demand means the acceptance of people's demand. By giving recognition to the Bangladesh the Government of India will definitely do justice to the people of Bangladesh who are struggling hard for their independence. With these words, I conclude my speech. Thank you.

শ্রী বিভূতি মিশ্রঃ আমাদের সরকার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এইটে আমি চাই। আমাদের Legislatres যে প্রস্তাব পাশ করেছেন তাতে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। এ ব্যাপারে দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কারো প্ররোচনায় পড়ে কারো প্রভাবে এসে কোন পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়।..........

আমি সরকারের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করছি, সরকার ভেবেচিন্তে অগ্রসর হোন, কেননা এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে আমাদেরকে। যাঁরা সামনে বসে আছেন, তাঁরা যদি আজ ক্ষমতায় চলে আসেন তবে তাদের কথাও বদলে যাবে। তাঁরা যদি ক্ষমতায় থাকতেন তবে অন্য কথা বলতেন। যেহেতু বিরোধী দলে আছেন তাই এরূপ ভাষা ব্যবহার করছেন। কংগ্রেস সমর্থকরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছেন এজন্য আমরা স্বাধীনতার মূল্য জানি এবং অন্যের স্বাধীনতার মূল্য বুঝি। সুতরাং ভেবেচিন্তে অগ্রসর হওয়া চাই, রাজা-মহারাজাদের খপ্পরে আসা উচিত নয়।

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ আমি শ্রী সমর গুহকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি বাংলাদেশ প্রসংগে প্রস্তাব এনে এই সংসদকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাব সরকারকেও নতুন পরিস্থিতির ওপর তার নীতি ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছেন।..........

স্পীকার মহাশয়, যখন থেকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ্যান্থনী মাসকোরেনহাস-এস বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবেদন ছাপিয়েছে, একটি অদ্ভুত অস্থিরতায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে। আমি এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসকে ধন্যবাদ জানাই।... ম্যাসকোরেনহাস-এর মূল বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের দুটি বিকল্প রয়েছে : এক, গণহত্যা দুই, উপনিবেশিকীকরণ। আমি তাঁর লিখা হতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে চাই।

"The Government’s policy for East Bengal was spelled out to me in the Eastern Command Headquarters at Dacca. lt has elements :-

(l) The Bangalees will have proved themselves “unreliable” and must be ruled by West Pakistanis;

(2) The Bengalees will have to be reeducated along proper lines. The "Islamisation of the masses"-this is the official jargon-is intended to eliminate secessionist tendencies and provide a strong religious bond with West Pakistan; and

(3) When the Hindus have been eliminated by death and fight, their property will be used as a golden carrot to win over the underprivileged Muslim middle-class. This will provide the base for erecting administrative and political structures in the future."

"When are the Bengalis? I had asked my escorts in the strangely empty streets of Dacca a few days earlier. "They have gone to the village was the stock reply. Now, in the country side. There were still no Bengalees. Comilla town, like Dacca was heavily shuttered. And in ten miles on the road to Laksham, part silent villages, the peasants I saw could have been counted by the figure of both hands."

"Discussing the problem in his plush air-conditioned office in Karachi recently. the Chairman of the Agricultural Development Bank, Mr. Qurni, said bluntly: The famine is the result of their acts of sabotage. So, let them die. Perhaps, the Bengalis will come to their senses."

আমরা পূর্ব বাংলায় সহায়তা করতে চাই। তার পক্ষে আমরা সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। রাজ্যসমূহের বিধানসভাগুলোও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহবান জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ আজ দেশকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এটা সুস্পষ্ট নয়। যে রাজনৈতিক সামধানের কথা আমরা আলোচনা করছি সেজন্য কি সময় পাওয়া যাবে? পাকিস্তানী শাসকরা কি তা মেনে নেবে? আমার বন্ধু শ্রী সমর গুহ বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ, সেইটে মানবে না। এত অত্যাচারের পর আবার পাকিস্তানের অংগ রূপে শোভা পাবার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। আমি সে বিষয়ে বলছি না। পাকিস্তানী শাসকদের কি পথে আনা গেছে? বিশ্বজনমত কি পাকিস্তানের শসকদের প্রভাবিত করতে পেরেছে? আমি জানতে চাই, নয়াদিল্লী হতে যে মন্ত্রীপ্রতিনিধি দল বাইরে গিয়েছিলেন তাঁরা কি নিয়ে ফিরেছেন? বিশ্ব রাজধানীসমূহের প্রতিক্রিয়া কি? বড়জোর তারা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য অর্থ দিতে প্রস্তত আছে কিংবা মৌখিক সহানুভূতি জাহির করতে তৈরি আছে। যে রাজনৈতিক সমাধানের কথ আমরা আলোচনা করছি- যার অর্থ এই যে, বাংলাদেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশ উপনিবেশ থাকবে না, বাংলাদেশ হতে যত শরণার্থী এসেছে সকলে ফিরে যেতে পারবে, তাদের জান মাল ও সম্মান নিরাপদ থাকবে, এই সমাধানের জন্য কি বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ আমাদের সহায্য করবে আমি তার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য কি আমি তাই শুনব।

হত্যাযজ্ঞ চলছে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গণহত্যার বিষয়টি কি জাতিসংঘে উত্থাপন করা যেত না? ভারত সরকার তা উত্থাপন করে দেখতে পারে। বিশ্বের সমর্থন পেতেই হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু তা করা হলে আমাদের ভূমিকায় আত্মতৃপ্তি থাকত, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর কোন দেশ কত গভীর পানিতে অবস্থান করছে তা পরিস্কার হত। তারপর আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে সুবিধা হত। নীতি একটিই হতে পারে এবং সেটি হচ্ছে একটি প্রতিজ্ঞা- আজকের বাস্তব অবস্থার সংগে কোন আপস নেই। বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি

করতে হবে যাতে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে। তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য যুদ্ধ ছাড়া যদি কোন উপায় না থাকে তবে ভারতের যুদ্ধ করার জন্যও তৈরী থাকতে হবে।

প্রথমেই আমরা দেরী করে ফেলেছি। সরকারের যদি কোন পরিস্কার ধারণ থাকত এবং ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা অত্যাচার শুরু করেছিল তখনই যদি আমরা নিজেদের নীতি নিধারণ করতাম তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি হয়ত অন্যরূপ হত।

আমরা ভুল করেছি। কিন্তু যেটুকু বিলম্ব হয়েছে এখনও আমরা নিজেরা তা শোধরাতে পারি। আমি বিশ্বজনমত জাগ্রত করার বিরোধী নেই, সে কাজ চলতে থাকুক কিন্তু নয়াদিল্লীর ধারণা পরিষ্কার থাকা দরকার। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ হতে আগত উদ্ধাস্তুদের ভাগ্য বিধান ওয়াশিংটন, লন্ডন, বন বা মস্কোতে হবে না, নয়াদিল্লীতে হবে এবং নয়াদিল্লী সাহসের সংগে চললে এক নতুন ইতিহাস লিখা যেতে পারে। আজ আমাদের দেখতে হবে সরকার নতুন ইতিহাস রচনার যোগ্যতা রাখে কিনা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র বিবৃতির উপর বিতর্ক	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৪ জুন, ১৯৭১

16.15 hrs.

CALLING ARRENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CARRYING OF AMERICAN ARMS TO PAKISTAN BY TO PAKISTANI SHIPS

শ্রী আর, বি, বড়ে (খরগোন): স্পীকার মহোদয়, আমি নিম্নলিখিত জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি বিদেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রার্থনা করছি যে, এই বিষয়ে তিনি একটি বিবৃতি দেবেনঃ

গত মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সুন্দর বন এবং পদ্মা নামের দুটি পাকিস্তানি সমুদ্র জাহাজ যেগুলি যথাক্রমে ৮ মে এবং ২১ জুন, ১৯৭১ তারিখে আমেরিকা হতে অস্ত্র নিয়ে রওয়ানা হয় সে সম্পর্কিত সংবাদ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Government appreciates and share the concern of all sections of this House about the reported shipment of certain items of military equipment from the United States to Pakistan recently. The New York Times report of June 22 about two ships, “Sunderbans” and “Padma” flying the flag of Pakistan, having sailed from New York on the 8th May and 2lst of June respectively, with cargo of the United States military equipment seems to be substantially correct. Some Hon. Members: Shame, Shame! Our Ambassador in Washington took up the matter immediately on receipt of this report with the Under Secretary of State on the evening of 22nd June. The matter was also taken up with the U.S. Embassy in New Delhi on 23rd June. According to the U.S. Government, no foreign military sales to Pakistan have been authorized or approved since March 25; and no export licences have been issued for commercial purchases in U.S. since March 25; nor have export licences been renewed since that date. The U.S. Government has further stated that the New York Times article is incorrect in stating that such shipments included 8 aircraft. According to them, no aircraft are on board these vessels. The U.S. Government have, however admitted that it is possible that foreign military sales items authorized or approved prior to March 25, have been delivered to the dock-side since that date and may be abroad the two ships referred to in the New York Times. They have further stated that it was also possible that commercially purchased items where export licenses were required and were issued before March 25, may be abroad these ships. Further, there are some items for which export licenses are not required. So it is possible that some such items are also the ships. They have stated that it is thus probable that these ships do carry items of military equipment resulting from actions taken prior to March 25.

The Under Secretary of State has appreciate our concern and expressed regret that this loophole regarding past authorization had not been brought to our notice. He has

further explained that full facts regarding what had been covered by export licenses issued in the past. The shipments of which have not been effected, were still not known and be could not, therefore, say that there would be no further shipments yet to be made. He has however added that up to the moment they had not come to any conclusion on this subject and they were examining the matter.

We have pointed out to the U.S. Government that any accretion of military strength to Pakistan, particularly in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the un-armed and defenseless people of Bangladesh. Would not only pose a. threat to the peace and security of this sub-continent but the whole region. What is more, it would not only amount to a condonation of these atrocities, but could be construed as an encouragement to their continuation. We have stressed that this is not merely a technical matter. But a matter of grave concern involving social, economic, political and security considerations.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): We expect more from you. We have heard more from the U.S. Embassy yesterday. What about these two ships?

(Interruptions)

SHRI SWARAN SINGH: You intervened at a wrong moment. You hear the next sentence,

SHRI S.M. BANERJEE: What about the future? What is your view?

SHRI SWARAN SINGH: I am stating the position. Why don't you have patience?

We have, therefore, urged the U.S. Government that they should try to stop the two ships which have already sailed, from delivering military items to Pakistan and, in any case, to give an assurance that no further shipments of military stores will be allowed even under "past authorizations". The United States Government has promised to give urgent consideration to this matter and we are awaiting their response.

We hope that the U.S. Government which cherishes............Some Hon. Members: Shame! Shame!

SHRI S.M. BANERJEE: It is shame on you. They are butchering the people of Bangladesh. You only hope. We expect something more from you.... (Interruptions).

SHRI SWARAN SINGH: You cannot deny me the right to make my statement. I do not think you can control my statement. You may go on shouting. But you cannot control my statement. It is my statement, not yours. You can put any questions you like.

SHRI SWARAN SINGH: We hope that the U.S. Government which cherishes the principle of democracy and freedom. Will not encourage the wanton violation of these principle of democracy and freedom. Will not encourage the wanton violation of these principle which is taking place in Bangladesh today by the shipment of any kind of military weapon. Spare parts, etc. as long as the military authorities of Pakistan do not stop their military atrocities and come to a peaceful political settlement with the duly elected representatives of Bangladesh and thus bring about a stoppage of the further influx of refugees and the safe and early return, under credible guarantees. Of the large numbers of refugees who have already crossed over into India.

শ্রী আর, বি, বড়েঃ স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেছেন-

We have pointed out to the U.S. Government that any accretion of military strength to Pakistan, particularly in the present circumstances when military oppression and atrocities are being let loose on the unarmed and defenseless people of Bangladesh.....

-আমি জানতে চাই, আপনি 'জেনোসাইড শব্দ কেন ব্যবহার করেননি? জেনোসাইড' শব্দের পরিবর্তে আপনি এ্যাট্রোসিটিস শব্দ ব্যবহার করেছেন, এতে বাইরের দেশসমূহের উপর কোন ভাল প্রভাব পড়েনি। পার্লামেন্টের বিবৃতিতে 'জেনোসাইড' শব্দ থাকা উচিত ছিল।

দ্বিতীয় কথা- পাকিস্তানী জাহাজসমূহ হয়ে গেল, আমেরিকা তাদেরকে কেন থামোলো না? আপনি আপনার বিবৃতিতে পাকিস্তানী জাহাজগুলোকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমেরিকার সংগে কথা বলেছেন কিনা একথা উল্লেখ করেননি?

তৃতীয় কথা- ঐ জাহাজগুলোতে কি ধরনের মালপত্র ছিল এ সম্পর্কে আমেরিকার দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই ঐ জাহাজসমূহে কি কি মাল ছিল তা আপনার বিবৃতিতে বলা হয়নি।

চতুর্থ কথা- আপনি বলেছেন, তাদেরকে সামরিক সরঞ্জাম দেয়া উচিত নয়, কিন্তু আপনি কি তাদের উপর আর্থিক সাহায্য না দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন? নিউইয়র্ক টাইমস খবর ছেপেছে-পাকিস্তানের ওই জাহাজগুলোতে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে। তারা আমেরিকার অর্থ সাহায্যও পাচ্ছে। এরূপ অগণতান্ত্রিক দেশকে এ ধরনের আর্থিক সাহায্য দেয়া উচিত নয়- এ বিষয়ে কি আপনি আমেরিকাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন?

পঞ্চম কথা- যখন আপনি পালাম বিমানবন্দরে নামলেন তখন একেবারে বলেই দিলেন

I can not accept the correctness of the report

এর অর্থ কি?.....

শ্রী শরণ সিং : আপনি আমার পুরো বিবৃতি পড়েননি, শুধু এই ছত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

শ্রী আর, বি, বড়েঃ আমার মনে হয়, আমাদের দূতাবাস নিজেদের কাজে ক্ষিপ্র নয় অথবা যা কিছু সেখানে প্রকাশিত হয় যেমন, নিউইয়র্ক টাইমসের খবর, সে সব তথ্য আমাদের রাষ্ট্রদূত পান না। এ কারণেই যখন আপনি বিমান বন্দরে আসলেন এবং নিউইয়র্ক টাইম-এর সংবাদ আপনার সামনে রাখা হল, তখন আপনি বললেন

I can not accept the correctness of the report.

আমি এ কথাও বলতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের সংগে Secret dealings করছে, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ-এর বক্তৃতা, ১৭ জুনে তিনি অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে, যার উত্তর নিক্সন সরকার এ যাবতও দেননি। আপনি যখন আমেরিকা গিয়েছিলেন তখন আমাদের দূতাবাস আপনাকে এই তথ্য দিয়েছিল কিনা?............

SHRI SWARAN SINGH: I shall try to be brief in my replies. I am prepared to use the word ‘genocide’; we have used it in other international forums. If that pleases my hon. friend, I am prepared to use it, but the expressions that I have used are not in way less stringent or less full of condemnation of what is happening in Bangladesh.

About the second question that he has asked, namely why the U.S. Government has not stopped the movement of these ships, I would like to submit that this is precisely what we are asking them to do. This is our demand that they should stop these ships and should ensure that deliveries are not made to Pakistan.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What was their reaction?

SHRI SWARAN SINGH: I have replied in my statement already that we have not yet got any. My hon. friend has also reinforced us by his demonstration, and we appreciate that.

His third question was about the list of equipment. I am sorry that we are unable

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ স্পীকার মহোদয়, বক্তার তালিকায় আমার নাম নেই, আমি জোর করে বলতে চাই না, মন্ত্রী মহাশয়ের হয়ত মনে আছে, ১৯৬৫ সালে আমেরিকার কয়েকটি জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসছিল। সেগুলি ভারতীয় সীমান্তের ১৫ মাইলের প্রান্তে থেমে ছিল সেগুলিকে থামান হয়েছিল। আমেরিকা যদি চায় তাহলে জাহাজ থামিয়ে দিতে পারে।

SHRI SWARAN SINGH 1 I agree that if the United States wants and they decide. They can stop; there is no doubt about it. We are not asking them to do something which is impossible. We are asking them to do what they should do. And this is precisely what we are doing.....

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Can they stop the Pakistani ships? I do not know how he readily agreed.

SHRI SWARAN SINGH: I do not know how he appears to be so diffident.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Let him take some other effective steps.

SHRI SWARAN SINGH: About the list of equipment. I am sorry that we have not got any list of equipment that might be on those ships which are Pakistani ships.

As regards the fourth question, it is correct that we have been urging very strongly the various Governments who are giving economic aid to Pakistan to stop giving that economic aid until they reverse the present trends in Bangladesh, stop atrocities. Facilitate the return of refugees and make a settlement with the elected representatives of Bangladesh.

His fifth point was the criticism of the statement which I made on arrival at Palam. I would like to explain that there was a telegram, that is, a typed copy of a telegram which was shown to me and I was told that this was a news item which had been received from the United States, and I was asked whether that news was correct and what my reaction was. I said that I could not say whether that news was correct and that I would have to check up, but if that news was correct then it was against all assurances. And we were totally opposed to it. That was the second part of my statement which I wanted the hon. Member to read.

The sixth point that he has made is that it appears that there were secret dealings between Pakistan and the United States. We had been assured in the matter of arms

supply that after this outbreak of trouble or the outbreak of the atrocities and he starting of military action by the military regime against the people of Bangladesh they had stopped supplies of all military equipment to Pakistan, and it is for this reason that we strongly object that this is against the assurances and against what was mentioned to us.

As regard the last question, I think it was so ridiculous that I need not reply to it. I think all his criticisms can be described perhaps as mara chuha.

SHRI R. V. BADE: Has he received information that one Senator has written to the American Government that there are secret dealings between the US and Pakistan?

SHRI SWARAN SINGH: I also had this information. We are grateful to those American Senators and the press people who are trying to elicit all possible information and to expose some of these dealings.

শ্রী কমল মিশ্র মধুকর (কেসরিয়া): স্পীকার মহোদয়, এই বিবৃতি শুনে মনে হয় যে, এটি কোন আত্মসম্মান সম্পন্ন দেশের বিদেশ মন্ত্রীর বিবৃতি নয়। মনে হয় এটি একটি অধীন সরকারের বিবৃতি যা আমেরিকা মহাপ্রভুর সামনে বলার সাহস রাখে না কিংবা তাঁর এই উপলব্ধি নেই যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম, ইসরাইল, আরব রাষ্ট্র অথবা দক্ষিণ আমেরিকা বিশ্বের সর্বত্রই গণহত্যা চাপিয়েছে এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। সেই সরকার সম্পর্কে আপনি নিজ বিবৃতিতে বলছেন যে, আমাদের প্রত্যাশা, গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে বিশ্বাসী যুক্তরাষ্ট্র সরকার........ আমি মনে করি বিদেশ মন্ত্রীর এই বিবৃতি মার্কিন সরকারের সঠিক চিত্র প্রতিফলিত করে না। আপনি এলেন এবং বিমান বন্দরে বিবৃতি দিলেন, তার পরেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, আমেরিকা হতে পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসছে। এর অর্থ এই যে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল কিংবা স্পষ্ট ভাষায় বলার সাহস আপনার নেই। এই বিবৃতিতে আপনি কোথাও তাদের নিন্দা করেননি। কোন কঠিন শব্দ প্রয়োগও তাতে করা হয়নি........ এতদিন পরে আপনার বক্তব্যে এসেছে ২৫শে মার্চের পরে সেখানে পাকিস্তানের সংগে তাদের কোন নতুন সমঝোতা হয়নি, পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের কোন লাইসেন্স দেয়া হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে জাহাজ রওয়ানা হয়ে গেছে, তাহলে আপনার দূতাবাস কর্মকর্তারা কি কানে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছিল কিংবা আমেরিকার নাইট ক্লাবসমূহে ঘুমিয়েছিল? তারা কোথায় ছিল যে আপনাকে এ খবর দিতে পারেনি? যদি না দিতে পারে তবে দূতাবাস রেখে কি লাভ?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, এভাবে যে অস্ত্র আসছে তা রুখবার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সে কথা পরিস্কারভাবে বলেননি। আপনি প্রতিবাদ নোট পাঠিয়েছেন কিন্তু অস্ত্র সরবরাহ করা না হোক এ ব্যাপারে কি করেছেন।

একদিকে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র দেয়া হচ্ছে, আপনাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে আপনাকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রলোভন দেয়া হচ্ছে। এই দুমুখো নীতি চলছে আপনার বলা উচিত, এরূপ অপমানজনক সহায়তা আমরা নিতে চাই না, হয় এই দেশের শান্তি এবং বিশ্ব শান্তির জন্য বিপদ ডেকে আনে, আমরা এই প্রকার সাহায্যদানের ঘোর বিরোধী, এ কথা দৃঢ়তার সংগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বলা উচিত।

আপনাকে বলতে হবে, যে পত্র আপনি নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দিয়েছেন তার প্রতি ঐ সরকারের আচরণ কি।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিবৃতিতে সত্যতা থাকে না। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলেছিল যে, পাকিস্তান যে অস্ত্র দেয়া হচ্ছে তা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নড়বার জন্য দেয়া হচ্ছে কিন্তু তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত

হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশকে কোন রাজনৈতিক সমাধান চায় তাহলে তার ভুমিকা কি এই হবে যে সে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিবে? এতে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? একদিকে আপনি বলছেন যে তাকেই সাহায্য করবেন, অন্যদিকে তার সমস্যাবলীর অপেক্ষা আমাদের দেশের জন্যই মাথাব্যথা বেড়ে গেছে, এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত আপনার সিদ্ধান্ত কি, কিভাবে তাদেরকে সহায়তা করতে চান এ কথা কেন স্পষ্ট করে বলছেন না। আমার মতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথক ভাবে তাকে সাহায্য দেয়াই বেশী ভাল।

এসব বিষয়ে আমি সরকারের ব্যাখ্যা চাইছি।

SHRI SWARAN SINGH: I would like to assure the hon. Member, if any assurance is required, that he should not have any complex that we are afraid of any country, whether it is the United States or any other country. We have our own policy and we say clearly what we feel about the attitude of any country. We must refuse to accept the dictation of foreign countries but I do not accept the phraseology coined by my friend opposite in order to express my disapproval of any action that might be taken by them.

Some of the questions that he has asked are just parts of a speech, but still I have carefully tried to find out if he is making many enquiries from me. I would try to confine myself only to the points about which he is asking me to give any information.

He has asked why our Embassy was unable to get this information before it appeared in the U. S. newspapers. It should be appreciated that in a vast country like the United States, to keep track of all shipments at all places is, on any consideration, too large a task to expect any Embassy to perform.

SHRI JYOTIRMUY BOSU: They do it here successfully.

SHRI SWARAN SINGH: You may have better means of intelligence.

SHRI IYOTIRMOY BOSU: I said "they". The United States have a network of intelligence in our country.

SHRI SWARAN SINGH: You may be right. There may be other countries also, and we also try to get as much information as we can.

We also exercise vigilance to the extent that we can.

AN HON. MEMBER: But you get nothing.

SHRI SWARAN SINGH: Lots of things which are not known to the hon. Members, which we probably may not like to tell them. (Interruptions) About that you do also. We have that information, we may not be using that information.

The next point that he asked is if the United States does not stop the ships, what do we do. We at the present moment have asked them that they should stop them, and you cannot expect me to answer a hypothetical question. The next question that was asked was. What was the reply of the United States to our demands? I have said in my reply that this was only two days old and we were awaiting the reply.

The last question was about the policy regarding Bangladesh. I think the Prime Minister has from time to time enunciated clearly our sympathy and support for the people of Bangladesh. That has got nothing to do with this question which we are trying to tackle in this call attention notice.

SHRI N. K. SANGHI (lalore) : The dispatch of arms and ammunition by SS PADMA and SS SUNDARBANS is like adding salt to the wounds of millions of people in India. Even as we offered our congratulations tour Foreign Minister on his marathon to our visiting so many countries where a lot of spade work had been done to explain the reality of the Bangladesh and the genocide that goes on there and the difficulties that have been created in our country, unfortunately within I8 hours of his return to India we got the news from the New York Times of Arms shipment. Just now the hon. Minister has said that he has also received a telegram confirming the news published in the New York Times. I am only sorry that till now our diplomatic headquarters in America have not sent us any authentic news on this subject. This is not an isolated instance of American policy towards India. To understand it better we may have to go a little backward. At the time of the late John Foster Dulles he enunciated a new policy that those who were not allies of America were against America. That was the reason why he started shipping lethal weapons, arms and ammunition to countries like Pakistan so that India could be kept at bay.

Coming to the events in Bangladesh after 25th March. when the trouble started America gave a clear assurance that no arms and ammunition would be sent to Pakistan. Robert McLasky of the U.S. States Department said on April l6 that no arms would be sent to Pakistan and there was no supply on the conduit pipe. He said that no arms would be he sent to Pakistan even if they were lying in the docks. But what do we see now Shiploads have been sent. East West Shipping Agency of America has clearly stated that a number of visits have been made by these two ships between America and Pakistan carrying arms and ammunition. Many other ships have also left after March 25 carrying arms and ammunition. You will appreciate that during the India-Pakistan conflict logistic experts had given an assessment that in case war had continued for another ten days Pakistan would have been left without ammunition. They did not have enough supplies. Now it is more than three month. More than 90 days have passed since fighting broke out and we find that Pakistan has got four divisions in Bangladesh to continue its war. Naturally it has got all its supplies from China, America and other countries. Pakistan lobby has been much stranger in other countries than our diplomatic missions. This has been very clear by the recent statement of the Ex-Prime Minister Mr. Harold Wilson who says that he was misguided by his officials during the Indo- Pakistan conflict. Seen in that background we have to come to some conclusion. What should be our attitude in this matter when we find that promises and assurances that the American Government had given to us are being flouted regularly? After 1965 they said that it was to wean Pakistan away from China, later on they said that it was a onetime exception. We find again that in spite of the categorical assurance given to us that they would not supply arms to Pakistan. They still continue to supply arms. How far can we believe them? Any how I would ask two categorical questions on this matter. Will the Government decide here and now to give an ultimatum to the United Nations Organisation giving them a specific

period to act, say 15 days, beyond which India would be left free to take any course of action without referring to them and do whatever is necessary to safeguard the interests of the country? Secondly, in view of the present circumstances will the Government consider refusing aid and relief from the United States Agencies which is like adding insult to injury and humiliation of this country?

SHRI SWARAN SINGH: Sir. I broadly agree with the analysis and the assessment that he has made in the earlier part of his statement. His statement was coupled with questions, and I fully agree with his analysis. But I am sorry that about the two suggestions that he has made, it will not be wise either to give an ultimatum of the type that he has mentioned or to refuse economic aid.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কয়েকটি দেশে সফর প্রসংগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিবৃতি ও তার ওপর আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্য বিবরণী	২৫ জুন, ১৯৭১

STATEMENT RE: VISIT BY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO CERTAIN COUNTRIES

MR. SPEAKER: Shri Swaran Singh to Make a statement.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, before he makes a statement, I would only request you that he should also make a statement whether the reported news of the third ship going to Pakistan is true. We are all worried about it. We have written it to you also. (Interruption)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Between fifth and 22nd June, 1971, I visited Moscow, Bonn, Paris, Ottawa, New York, Washington and London, in that order. In each of these capitals I had detailed discussions, with the head of Government and the Foreign Minister. At the U.N. Headquarters I had discussions with the U.N. Secretary General U Thant and his colleagues. I also met in every capital a number of other Government leaders, legislators, editors; social workers and leaders of public opinion.

SOME HON. MEMBERS: Bangladesh.

In these discussions the focus of attention and emphasis all was along on the grave and serious situation created for India by the influx of 6 million refugees from East Bengal and the continuing crisis caused in our region due to the massive killings by the West Pakistani military machine in East Bengal.

In Moscow, Bonn, Paris, Washington and London statement were issued at the end of my visits, on behalf of the respective Governments in consultation with us and these indicate the general line of the reaction of host Governments. In Ottawa, Foreign Minister Mitchell Sharp made a Statement in the Canadian House of Commons which indicates their general line.

Copies of all these Statements are being laid on the Table of the House. [Placed in Library. See N0. LT-538/71].

As a result of my talks with the Governments of countries visited by me, the following areas of agreement emerged:-

(i) That there could be no military solution and all military action in East Bengal must stop immediately.

(ii) That the flow of refugees into India from East Bengal must immediately stop;

(iii) That conditions must be created enabling the refugees to return to their homes in peace and security, and that this could happen only if the refugees could be assured of a secure future in their respective homes in East Bengal;

(iv) That a political solution acceptable to the people of East Bengal was the only way of ensuring a return to normalcy;

(v) That the present situation was grave and fight with serious dangers for the peace and security of the region.

It was generally agreed that the burden placed upon the resources of the Government of India by this massive influx of 6 million refugees into this country from East Bengal, a process crowded into just a few weeks, was intolerable, and that the international community must give assistance in this effort, both in cash and in kind.

I made it clear in each capital that any assistance to the refugees from East Bengal was essentially an assistance given to Pakistan, for they are nationals of that country, uprooted through deliberate and wanton action on the part of their own Government. I also clarified, and it was by and large accepted that any military assistance to the military rulers of Pakistan at this juncture would have the effect of encouraging and sustaining them in their anti-people activity; and any economic assistance to them would be tantamount to condoning their deplorable actions in East Bengal. . . . .

SOME HON. MEMBERS: Bangladesh (Interruptions).

SHRI SAMAR GUHA (Contai): In Rajya Sabha the Chairman has given a ruling East Bengal should be referred to as Bangladesh.

SHRI SWARAN SINGH: So fully and so irrefutably documented by eyewitness accounts which have been appearing in the world press all these weeks. I pointed out also that, in fact, any economic assistance, excepting that given on humanitarian considerations to the victims of oppression in Bangla Desh under international surveillance, would have the effect of maintaining in power the military machine of the Minority now engaged in oppressing the majority of the people of that country, and thus would constitute an unfortunate form of interference in their internal affairs.

I found in all these capital great appreciation for the generosity displayed by the Government and people of India in looking after this large influx of refugees, which was recognized as an unprecedented one in human history, a man made calamity for the people of East Bengal, and also for this country. The gravity of the situation. The enormity of the burden-placed on us, for no fault of ours, and the serious repercussions for the peace and security of this entire region if the present situation was not brought under control speedily, was recognized everywhere.

SHRI S. M. BANERJEE: I am not asking questions which my leader will ask. But I want to know one thing. Yesterday is made statement. To-day it has come in the papers that a third ship also has left American ports with military hardware for Pakistan. Tomorrow we are not meeting as also the day after. . . .

MR. SPEAKER: No please.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, this is of vital importance... *(Interruptions)*

SHRI PRIYA RAN] AN DAS MUNSI (Calcutta South): Sir, it is more important that we have a discussion on this subject. *(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I am not prepared for the repetition of what you do every day. If you don't want it, we can take it up some other time. . . . (Interruptions)

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly hear me for a minute.

MR. SPEAKER: The statement is before you.

SHRI S. M. BANERIEE: I am not asking for the statement.

MR. SPEAKER: Sorry please. I am not allowing you.

SOME HON. MEMBERS rose- (Interruptions) *

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. I am not allowing anybody. Will all of you please sit down? So far as the present item is concerned, the Statement has been made by the Minister. As settled yesterday, the party leaders will ask questions. If you i want any discussion, that can be raised at another time, but not when the Minister has made a Statement, which is now under consideration before the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : Mr. Speaker, Sir with your permission, let me first of all assure all sections of the House that there is no desire to inhibit discussion on this question. (Interruption). Let me have my say. The Minister has made a statement. You decided yesterday on certain procedure concerning this with the leaders of the Opposition. You have just now told us that you want to go by that. If they want to have a discussion that can be considered separately.

I shall bow down to your ruling but I would only say that we shall be agreeable to whatever you decide in this matter.

SHRI S. M. BANERIEE: What about the third ship?

SHRI BHAGWAT I HA AZAD (Bhagalpur): We want to know Government's opinion.

SHRI RA] BAHADUR: As I have said, we are not inhibiting the discussion.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Since Government agree to the discussion, there is Ino need for putting any questions now.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : In view of the unanimous demand, we should have I the discussion immediately. (Interruptions).

MR. SPEAKER: I have not allowed anybody. But if hon. Members keep on speaking simultaneously, we shall not reach anywhere. If all Members speak simultaneously, how can I listen to them?

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of order.. . . .

MR. SPEAKER: I am speaking now, there is no point of order now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): A third ship has been sent by America.

MR. SPEAKER: Let us re-examine it. Hon. Members had agreed the day before yesterday in the House, including all the leaders of the Opposition parties and also the

Treasury Benches that the hon. Minister will make a statement on Friday and the leaders of the groups will be allowed to ask questions. (Interruptions) I know that hon. Members want a debate So far as the questions to be asked today are concerned. .

SHRI SWARAN SINGH: They are not pressing. So, let us drop them. Hon. Members are not interested in putting questions, So, let us drop them, we shall have a separate discussion. I have no objection to that. (Interruptions). Let me clarify the position in response to the desire expressed in the House and the desire expressed by you. Mr. Speaker this statement has been made about the tour. It appears that hon. Members attach and I am also at one, with them in this, greater importance to the questions of the supply of arms. So, if they do not want to ask questions on this, let us drop it. And there may be a separate discussion on the supply of arms.

SHRI BHAGWAT IHA AZAD: We specifically demand a discussion not on the statement but about the shipment of American arms to Pakistan. We want discussion on that aspect, which the statement does not cover.

SHRI SWARAN SINGH: Let us have a discussion on Monday or some other time. By that time. We shall have more material also.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We would like to have a discussion on Bangladesh also. The discussion should not be confined only to the shipment of arms, but should extend to Bangladesh also. The whole attitude of Government has to be discussed.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta-north East): My submission is that when the Minister makes a statement, it becomes the possession of the House. As a Member of the house, my first reaction is that in a very peculiar way, it is backsliding on foreign policy statements in regard to Bangladesh made earlier in this House.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta-North East): My submission is that when the Minister makes a statement, it becomes the possession of the House. As a Member of the House, my first reaction is that in a very peculiar way, it is backsliding on foreign policy statements in regard to Bangladesh made earlier in this House. The statement he has made in the garb of a very summarized report of his tour has implications of that sort. That requires a discussion in this house straightway. That being so, the earlier arrangement about questions being asked by individual members does not stand and it is now very incumbent to have a discussion because the statement implies a backsliding from statements in regard to Bangladesh and Government’s policy in regard thereto. Therefore, a larger discussion is necessitated and that discussion should be held at once because, as I said, an impression has been created outside that there has been a backsliding from the announced Government policy.

SHRI S. M. BANERJEE: On a point of order. Refer to rule 376(2):

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment".

The business before the House is a statement made by the Minister. On that you are allowing us to ask a few questions. The motion is there. I wish to move under rule 340 which says:

"At any time after a motion has been made a member may move that the debate on the motion be adjourned".

The motion has been moved by Shri Swaran Singh.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): There is no motion before the House.

SHRI S.M. BANERJEE: The motion is there and now we have to ask questions.

I move that the debate on this be now adjourned and that a full-fledged discussion be held.

MR. SPEAKER: No motion, no debate.

SHRI S. M. BANERJEE: The US is supplying arms to Pakistan. Now a third ship is coming. Yesterday in his statement unfortunately, the Minister of External Affairs, instead of condemning the brutal and criminal activities of the US imperialists, gave them a certificate. Let him praise the US imperialists but we in this House want to condemn them for their brutality against our brethren in Bangladesh. We want to condemn them here and now.

AN HON. MEMBER: Let Government move a Resolution.

SHRI SAMAR BAHADUR: The position has been made clear by my senior colleague the Minister of External Affairs. He made a statement yesterday on the shipment of arms. Now there is report about a third ship on the way. Today's statement contains a report about his visit to some foreign capitals. All these things are there. We agree to any discussion that the House may like to have. You may fix up the time for that. We shall agree to that.

SHRI SABIAR GUHA-rose-

MR. SPEAKER: Every time he is getting up. How to deal with these gentlemen *(Interruptions).*

SHRI SAMAR GUI-LA: On a point of order.

MR. SPEAKER: Unless I declare it a point of order, it will not go on record.

SHRI SAMAR GUHA: * *

MR. SPEAKER: It is not a point of order; it will not be recorded. *(interruptions)* We are just discovering many people.

The position comes to this: we do not stand by the previous program of allowing questions after the statement which has been made. You want a discussion. The Minister has no objection to it.

What should be the scope of the discussion? *(Interruptions).*

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Please do not restrict the scope of the discussion, because the statement covers everything, shipment of arms, the attitude of the Government towards Bangladesh, everything is covered.

MR. SPEAKER: The scope of the discussion is very wide as the statement covers so many points.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Under rule 184.....

MR. SPEAKER: Whatever be the rule. . . .

SHRI BHAGWAT IHA AZAD: I move under rule 184 that we may be allowed to have discussion.

MR. SPEAKER: I am fixing it. Please sit down.

SHRI BHAGWAT IHA AZAD: You are dealing with us very objectionably. You have invited suggestions. I am suggesting that under rule 184 we can discuss the statement.

MR. SPEAKER: What a difference between your being on this side and being on that side!

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: What a difference between your being the Speaker of the last Lok Sabha and this Lok Sabha. You are stifling us every moment. I have been in the Lok Sabha since 1952 when you were not here.

MR. SPEAKER: You know we have been fixing discussion in this House. .

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: You wanted a suggestion. How to give it?

I am giving a suggestion under rule 184. I am very sorry you are taking it otherwise. I am surprised.

MR. SPEAKER: We will have a discussion, but for how much time?

SHRI RA] BAHADUR: Two hours should be sufficient, as otherwise we will have to disrupt the whole programme.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Six hours.

MR. SPEAKER: Today is a non-official day. We do not want to take it up on a non- official day. We have this discussion on Monday, the hole day.

SHRI SAMAR GUHA: Then, the whole impact will be lost. The matter is very serious.

SHRI IYOTIRMOY BOSU: Let us begin today starting at 3.30 and continue on Monday, because this matter has got urgency. We cannot sit over it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিরণী	২ জুলাই, ১৯৭১

RESOLUTION RE. RECOGNITION T O BANGLADESH

MR. DEPUTY SPEAKER: Now we take up further discussion of the resolution moved by Shri Samar Guha. Two hours were allotted for this. One hour and thirty minutes have already been taken. So, only 30 minutes remain.

SHRI S. M. BANERIEE (Kanpur): I have an amendment which is just a formal one. I have given the date as 30th June 1971 thinking that the discussion would be concluded that day. Unfortunately, the discussion was not over. So my amendment that 30th June 1971 be substituted by 15th July l97l. It was circulated.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think that is clerical. You have a fresh amendment?

SHRI S. M. BANERJEE: I have tabled an amendment to my amendment 15.00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER: You have another amendment, No. 5. Are you moving it?

SHRI S. M. BANERJEE: Yes, I am moving.

I beg to move:

That in the amendment moved by Shri S. M. Banerjee, printed as No. 2 in List No. l of amendments,-

for "30-6-1971"

substitute "15- 7-1971"

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): First we have to ask ourselves what is it that Government means when Government spokesmen keep on saying that the refugees who have come into India will have to be sent back, that they must go back, etc. How exactly do they propose to achieve this? Do they have in mind that they will have some kind of a political settlement? This can only mean a settlement between the Government of Pakistan with Mujibur Rahman and his followers. Unless there is a settlement between these two, the establishment of some form of Government and administration which will inspire confidence in those who have come into India there can be no question of their going back. Because, it is quite obvious, we can send them back only when we are satisfied that they can live there in safety. What are the chances of such a political settlement? Who has implemented this idea of a political settlement? The world powers talk of it. it has been mentioned in the statement issued by them, that they would prefer a political settlement. Why is it that we ourselves are lending our support to such a proposition? Is it because we are satisfied that such a settlement is a practical possibility?

We have two alternatives. Either there is some settlement of this kind which they refer to, which will create confidence in the minds of refugees, or we shall go our own

way, we shall take unilateral action. Now, what action is contemplated. we cannot understand. Why is this not made clear? Is it military action? If not what else have the Government in mind? . . . .

I am afraid that it seems to me that the only action we could take is that we could give concrete shape to what we are saying, namely that we shall act alone. Let the world powers also begin to believe that we mean business. And begin to believe that a point will come, and it will come fairly soon, when we shall act militarily, not because we want it. Because nobody would be anxious for a war but because we have no alternative; and it will be a war on both fronts, inevitably. But what other alternative have we?

If recognition of Bangladesh is suggested or proposed here it can only be as a first step: It can only be as a step whereby we can say that we do recognize the existence of a government which even if it is not actually in charge of the territory is a government which is recognized by the people who raised in that territory and who have been driven out of that territory; that recognition may give us a convenient handle in order to say that we shall act. But this can only be a prelude, a preliminary step to military action. Unless we have in mind some such determined action, there would be very little point in merely giving recognition.

When the Prime Minister moved in the House a resolution which was passed unanimously, what moved both the Government and the Members of this House to accept that resolution unanimously? It was only this, namely a generous feeling towards people who were being mercilessly treated because they had given expression to their feelings and to their views in a free election, and because we felt that by all democratic standards they were the people who should have formed a government. But they were being forcefully suppressed, and we felt that we should by them; but it has turned out to be a hollow standing by them. How do we propose to follow that up? At that stage, it may be that we thought that merely an expression, of moral support might be enough. But when the refugees began to come in their borders, it was obvious to everybody that it was no longer an internal problem of Pakistan, even if one wanted to be highly legalistic. It became an international problem and India was affected and India had to act.

It was suggested by many that we should have closed our Frontiers. How could we close our frontiers except by ourselves acting in the same brutal manner as Pakistan was acting? Since we did not propose to act in that manner, we received them. But having received them, we also accepted the further responsibility for seeing either that we should keep them here permanently or that they should be re-established in their country in conditions which would ensure their safety. The only way in which we could ensure their safety in their country is either by the establishment of a government led by Sheikh Mujibur Rahman and his followers or by military action. Which of this is a practical proposition? This suggestion that we recognize Bangladesh is and should be the first step, but it should be accepted as the first step, recognizing that a military action is inevitable and must follow the recognition as quickly as possible.

MR. DEPUTY SPEAKER: There are still quite 21 good number of Members who would like to participate in this debate and the hon. Minister has to reply and the hon.

Mover of the resolution has to reply to the debate. It would not be possible to contain all this in 20 minutes which is the time that we have still left for this resolution. So, I would like to take the sense of the House in regard to this matter.

We have taken a decision to extend up to 5.25. Let us see what happens.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): We may ask the Mover how much time he will require to reply as also the Minister. The remaining time can be given to the discussion.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): I will take about l5 minutes.

SHRI S. M. BANERIEE: We agree to 5.25. He is going to take only 15 minutes, He is going to say nothing about it. Let him at least make some statement on the recent statement of Yahya Khan. He is keeping mum on that.

SHRI SAMAR GUHA: I will require 25 minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister and the Mover together will take 40 minutes. We have to adjust the debate in the light of this.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMY (Gauhati): The issue of Bangladesh is in the mind of every citizen in the country. Even in this House we found expression of various moods-moods of hope, anger, despair, frustration, indignation and what not. There has also been a feeling in this House-if I have been able to sense it correctly-that as the world powers have not come forward in the anticipated manner it is time that we take some drastic action unilaterally ourselves. I feel that such an approach will really frustrate very purpose for which we are fighting.

Since 1953 there has been confrontation between the democratic forces and the totalitarian forces in Bangladesh. These forces were evenly balanced. It is with the aid and assistance of the western powers that the totalitarian forces always crushed the democratic forces. It is because of this fact that in 1954 the political parties of East Pakistan adopted a resolution to do away with the alignment with the West so far as the foreign policy was concerned advocate a policy of non-alignment. The western Powers have realized that if the freedom fighters of Bangladesh are allowed to have their way, western dominance in that part of the country will come to an end. Therefore, in their own self-interest they are pursuing a policy which is not to our liking. It is because of this that even the British Government is saying that it is an internal affair of Bangladesh.

Because of this reaction of the western Powers it will be a completely wrong approach to say that we should leave our efforts to have negotiations with the western Powers.

Because of the various moods and feelings some wrong approaches have also taken place. The first such approach on ‘the issue of Bangladesh’ some of us feel-is that a solution of the problem in its economic aspect will be a solution of the political problem of Bangladesh. Secondly, there has also been a feeling current in this country that in

regard to Bangladesh problem we should take drastic feeling measures without taking into account how those measures are going to be accepted by Mujibur Rahman. There has also been a feeling that recognition is the only solution. So far as the first two approaches are concerned, if we feel that the solution of the refugee problem is by itself the solution of the problem of Bangladesh, it is a completely wrong approach. That is why our Foreign Minister is asserting every time that we should try for a political solution of the Bangladesh problem.

What is meant by political solution? A solution acceptable to Mujib and his followers. The third question is the one with which we are probably concerned in this debate. That question is whether we should grant recognition to the provisional Government of Bangladesh? I am aware that recognition is not a matter governed by law, it is more a question of policy. It is also urged that recognition is the result of decision taken, not in the execution of legal duty, but in pursuance of the exigencies of national interest. But though it is a matter of policy, yet it cannot be gainsaid that international law lays down certain conditions upon which the grant of recognition can be based. These conditions are, firstly, an independent government; secondly, the effective authority of that Government, enjoying positive obedience of the bulk of the population. Thirdly, defined territory. To put it shortly, external independence and an effective internal government with a reasonably well-defined territory are essential.

Unless these conditions are present, or in other words, if a community claiming recognition fails to fulfill these conditions of permanency and political cohesion, it is generally recognized in international law that premature recognition is more than an unfriendly act. It is even an act of intervention, sometime international delinquency.

Therefore, when we take a decision on the recognition, we must see that the primary factors which are necessary for recognition are present. Premature recognition will only give a handle of Pakistan to away the importance of the problem of the freedom-fighters of Pakistan in an unwanted direction. By that, I do not mean that I am completely opposed to recognition, because I feel that if we are to grant recognition three purposes will have to be served. Firstly, it is to our national interests that we should put a stamp of legality on Mujibur Rahman and his party so that the undemocratic forces, internal and external, in Bangladesh may be isolated. Secondly I am aware that the question of recognition will give a morale booster to the freedom-fighters. Also, it will to a great extent, directly and indirectly, blockade the deliberate design of Yahya Khan to set up an undemocratic regime in Bangladesh.

So before we grant recognition, we must see that the conditions precedent for granting recognition are present,-and therefore, if they are not present, and as I feel that all the conditions are not present today-I consider that the time is not opportune to grant recognition. But we should try to create conditions so that these requirements may be fulfilled and our effort should be directed at those things.

With these words, I oppose this resolution.

SHRI INDRAJ IT GUPTA (Alipore): Mr. Deputy Speaker, Sir.

First of all, I would just like to remind the External Affairs Minister that while we are very much benefited. of course, by this kind of reminders that one Member of his party has just given us-that there are certain technical norms which are generally accepted in the international community as the criterion for determining whether a particular government is worthy of recognition or not-we are not now at this stage nor are we in a mood when we would like this thing to be repeated ad nauseam. I am sorry to have to say this. But if one seeks to base one's argument on the standards and accepted canons of international behavior, then the hon. Minister knows very well that actually the world does not move like that. A country which is smaller than Pakistan, Israel, has been asked by a unanimous resolution of the United Nations Security Council long ago to vacate the territories which they occupied by military action. But Israel has not taken the slightest step to carry out that decision of the United Nations Security Council. Has the world been able to do anything about it?

The UN has more than once recommended that nobody should sell arms to South Africa. The UK Government goes on blatantly selling arms to South Africa. Can you do anything about it? So, let us be realistic and see the world we live in. It is no use trotting out hypothetical and theoretical canons and conditions to be fulfilled before you dare to give recognition. The world is not a place like that. You have to act according to your own national self-interest. It is not an act of generosity towards the people of Bangladesh. I do not want you to look it from that point of view. I want you to look at it from the point of view of our own national interest. That is the only criterion and that is what our Government spokesmen keep on telling us. When we say that they act under pressures, they say indignantly, "We are never pressurized. We act according to our national self- interest". Now is the testing time for it. We want to see what they will do now.

Conditions have changed since last Monday. Two factors have emerged on the scene which have changed completely the line of thinking which the Government was pursuing so long. One is Yahya Khan’s broadcast. I need not go into the details of it. So long, the line of thinking was, we must strive to bring about political settlement, rouse international public opinion and put pressure on other Governments, so that Yahya Khan is forced to come to a political settlement. Now he has given his reply to that in his broadcast. For an indefinite time, the military regime will continue. Martial Law will continue. East Pakistan will be colonized. No political settlement of any kind is visualized by them. The general elections are practically going to be nullified. All Awami League people who have been elected are going to be disqualified and bye-elections are going to be held. The Awami League will continue to be prescribed and banned. In all this business, there is not a single word-I regret to say in Sardar Swaran Singh's statement also which he made last Friday, there is not a single word-about the release of Mujibur Rahman. All this slogan of political settlement is dead as a dodo now. Please do not go on repeating it. Yahya Khan has told you bluntly in so many words that is not the way he is going to go.

Secondly, almost before our Minister had set his foot on his native soil, the United States Government has come out openly in the last few days with repeated statements issued in America that they have not the slightest intention of stopping or restricting

economic, military or any other aid to Pakistan. Why should not Yahya Khan take this stand? China is supporting him. The United States Government is supporting him. Sir, there is not much time and I want to ask just one or two questions. Our borders are being violated every day both by incursions by the Pakistani army and by this new type of violation of our borders. This is also a form of aggression, because the Pakistani army is driving an entire nation before its guns and bayonets by the millions into our territory. This is not going to stop in the foreseeable future. What do they propose to do about it? How do we guard the security of our borders? That is the first question I want to ask. The Minister has gone round telling the world that if the other nations do not do something about this, we will be forced to act on our own Brave words! Please spell out now before your own Parliament whether that time to act has come or not and what you mean by this action. All this time we have been patting ourselves on the back because so many nations congratulated us for our policy of restraint.

I want to say, Sir, that now after Yahya Khan's broadcast continued non-recognition of Bangladesh as a sovereign entity amounts in practice to recognizing the authority of Yahya Khan over East Pakistan. You can continue to non-recognizes Bangladesh, but it means, in effect, before the eyes of the world that you are declaring that the authority of Islamabad over East Pakistan is recognized by us and will continue to be recognized. Are you willing to take this odium? I say, all this business of their not having any territory where their writ runs and so on and so forth is besides the point.

Here is a Government which represents the elected representatives of the People of Bangladesh. That is the moral strength that we have got on our side. They won 98 % of the seats in the elections. That Government even it does not have square foot of territory under its permanent stable control is nevertheless the Government which represents the elected people of the country, but you continue to recognize the military regime which has no sanction behind it and which is now being exposed by the world press everywhere. Two days ago, the Guardian, writing editorially has posed more sharply a question which our Government refuses to answer.

I am quoting:

"And nowhere, in all the intellectual wasteland of Yahiya’s Master Plan, is the central question asked? Does Pakistan exist any longer? Does unity matter any longer? What precisely have the Punjabi legions achieved? Too much blood, too many refugees have flowed since Mujib disappeared for Pakistan to be magically put back together again".

This myth about Pakistan being one State and this being their internal affair. which is a theory peddled in many countries abroad and, therefore, we must continue to give recognition to the military regime and accept its authority in Bangla Desh is something which cannot be stomached now. I hope after Yahya Khan's broadcast there may be some shifts in the thinking of some other countries too, who were probably deluding themselves about the possibilities of political settlement I do not know.

I read yesterday in papers that Dr. Karan Singh had a talk in Sophia with the Prime Minister of Bulgaria. I do not know if he has been reported correctly. He has been

reported having said that this can no longer be considered as an internal matter of Pakistan. If he has really said so, I take it to be perhaps a straw in the wind but even a drowning man has to clutch on a straw. I hope our Government which has now landed itself in a situation, cannot even protect our own borders, cannot stop the flow of refugees, cannot stop American arms going to Pakistan and cannot even the any effective steps by which we are able to save our own territory and our own economy and our own borders, will now think again. And Sir, as many responsible people have told them, the time for action has come. Therefore, I request him to please declare in this House today that the Government of Bangla Desh which represents the elected will of the people and has been recognized as such morally by the entire international community should be recognized and you should made clear that the authority of military regime over East Pakistan is not recognized by us any longer and we will not recognized that. After the way may be opened to take such type of action as would enable us to go ahead.

MR. DEPUTY SPEAKER: This is a subject on which every Member feels legitimately involved. Unless Members cooperate by taking only five minutes, it would not be possible to keep to the time that we decided just now. So I would request Members to be brief.

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): Mr. Deputy Speaker, Sir, as if anticipating my arguments in today's debate on the subject, the Times of India has printed a few lines from Goldsmith, which I would like to quote:

"True generosity does not consist in obeying every impulse of humanity in following life passion for our guideline and impairing our circumstances by present benefactors so as to render us incapable of future ones".

The question of the recognition of Bangla Desh is not one which can be solved immediately. It is the government alone which has enough accurate information to decide the right time at which this can be done.

SHRI S. M. BANERJEE: What right time?

SHRI NIMBALKAR: It is for the government to decide. In fact, I would say that the visits that our Ministers made abroad to the different capitals will enable us to reach that time as early as possible.

Here I would like to refer to two Members of Parliament who where once sitting on the Treasury Benches. One of them, the former Minister of Foreign Affairs, Shri Dinesh Singh. and that the government lost a chance which it had, and I think he meant that our government should have acted on the 25th of March. Well, I am afraid, I do not agree with this view. Firstly because if we had acted the way Shri Dinesh Singh wanted-actually, he did not spell out what we should have done-then it would have become a conflict. not between the West Pakistan army and the people of Bangladesh but between Pakistan and India. and that is exactly what we wanted to avoid. If only we had done that and if Pakistan had gone to the Security Council asking that India be branded as aggressor. it would not have been difficult at all for Pakistan to achieve its object and that would not have been in the interests of India. I do not understand how Ministers, who are

So responsible while in office. The minute the Ministry is taken away from them. Start behaving in this manner.

The second ex-Minister whom I want to refer is Shri Kristina Menon. Any person who has stayed in London before independence of India or immediately after it will not cease to have respect for Shri Krishna Menon. I want to say. however, that Shri Krishna Mcnon sometimes comes to conclusions too early and then. being a very able lawyer finds ways and means and arguments to justify those conclusions.

SFIRI SAMAR GUHA: We are discussing a very vital matter in which the whole nation is concerned. If the members of the treasury benches start attacking the opposition members and their views. I think they are doing a disservice not only to the government but even to the country, I would say.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think the submission is very valid. It is a question in which we are all involved. There should not be any mutual criticism.

SHRI NIMBALKAR: The journeys which our Ministers have undertaken are slowly bringing in a certain amount of success for us.

[SHRI K. N. TWVARI *in the Chair*]

PROF. MADI-TU DANDAVATE (Rajapur'): Mr. Deputy Speaker. Sir, there are moments in the life of a nation when the sovereign Parliament has to rise above the parties and partisan politics and project the conscience of nation. That is what we did during the Chinese aggression and repeated the same during the Pakistan aggression. Today is the occasion when that history must repeat itself and the Bangla Desh issue must not be talked about in terms of party politics but looked of from the national perspective without any mudslinging either on the Treasury or Opposition benches. Let us make it explicitly clear, that the issue of Bangladesh recognition has become more sharpened and has been focused to a very great extent especially after the recent arms aid that has been given by the United States of America to Pakistan at a time when Bangla Desh involved in a grim struggle against Pakistan. Here again it is not an isolated event and I would like the House to realize that it is the outcome of the politics of the world powers to see that the balance of power in Asia is maintained. That is their ‘Asian strategy.’ It is for this reason that America wants that there should not be an open war between Pakistan and India but continuing tension between them.

It is for this very reason that America does not desire the dynamic and virulent nation like Bangla Desh to come up. Bangla Desh is a potential ally of secular India and if Bangla Desh and secular India become allies, the entire balance of power in Asian politics is likely to be completely destroyed. It is this balance of power that they want to restore.

And it is not merely the strategy of America. There was a time when Soviet Russia gave strong support to India on the Kashmir issue. But when it realized that the sympathies of Pakistan were being monopolized by America only, they gradually adopted a non-aligned attitude on the Kashmir issue and at a certain stage extended economic aid

to Pakistan. In I969 USSR also extended arms aid to Pakistan. That is how the policy of USSR was reframed.

That being the general pattern of the politics of world powers, we cannot expect that the world powers will take up an attitude of sympathy as far as this problem of Bangla Desh recognition is concerned. From the point of view their Asian strategy the entire policy regarding Bangla Desh has been projected by the world powers. As far as the United States of America and Pakistan are concerned, their policies and relations have been clear right from the beginning.

Unfortunately, it is a fact that our country has _miserably failed to mobilize international public opinion in favour of Bangla Desh. Our embassies have failed of course. there is one man who has put in a Herculean task and that is Iaya Prakash Narayan. He has remained not the ambassador of the Government of India but an ambassador of our people who are in favour of recognition of Bangla Desh. Tremendous effort has been put in by Jaya Prakash Narayan. We must try to appreciate the work done by him.

So far as the world powers are concerned, let us not take an attitude that unless some world power recognizes Bangla Desh, we will not take that step. I can very well understand the position of our Government. Probably the Government must be frightened that if no world power comes forward to recognizes Bangla Desh and only India does it unilaterally and further if China throws her lot on the side of Pakistan, in the event of a confrontation with Pakistan, with all the world powers. Including America, remaining aloof in the face of the combination of Pakistan and China there will be a great disaster. Perhaps that feeling of fear might be lurking in the mind of the Government.

I will conclude merely by saying that at a time when Yahya Khan has threatened that he is going to impose his puppet regime. At this particular juncture we must recognizes Bangladesh. We must take a risk. No doubt, there are risks but the Prime Minister of our country has our sharp image. In internal politics the image of our Prime Minister is the image of a ‘successful political gambler’. I would like her to retain that image in international politics also. Gamble with international politics; take calculated risks; recognize Bangladesh; generate new forces on the issue of Bangladesh and create a new atmosphere of secularism in India. This combination of Bangladesh and India will tilt the balance of power in Asian countries and the imperialists will not be able to use Asian land as a pawn for their international conflicts and power politics. That is the approach that has to be adopted and this risk has to be taken. I hope that attitude will be adopted and Bangladesh will be recognized.

SHRI B. K. DAS CHOWDHURY (Coochbehar): Mr. Chairman, Sir the spontaneous, massive and nation-wide demand for recognition of Bangladesh has its own logic considering India's past tradition.

The matter has been placed before the House and the arguments have been advanced that there are certain basic criteria to consider recognition of any particular State. The logistic view and the theoretical interpretation does not make a State. One Hon’ble Member from this side of the House clearly said that there are certain pre-conditions to recognize a country.

I would like to reply to those points first. He said that there must be it Government, there must be a territory and there must be viability. I would request the Hon'ble Member to consider these three aspects in their true and proper perspective. The emergence of Bangladesh as a sovereign independent republic is a fact and that has definitely and undoubtedly brought about a qualitative change in the annals of history of international politics. And it simply implies that it has given a serious bow to Pakistan in its known form based on its two-nation theory. It also shows that Pakistan in its known form of its two-nation theory has met its own death in East Pakistan which is now Bangladesh.

Out of these three conditions nothing is lacking in Bangladesh. That there is a Government, and this Government receives habitual obedience from the majority of 90 per cent of the people of Bangladesh, in that case how one can say it does not satisfy the conditions necessary for recognition. Then, there is a question of territory. It is known to the world that at least a smaller portion of the territory is still under the control and guidance of Bangladesh freedom movement and the ‘Mukti Fauj’.

What about other consideration? The other consideration is whether it is viable. It is true, if Bangladesh comes into being today, as the other Hon’ble Member just now said, if Bangladesh is recognized the relationship between India and the Government of Bangladesh will create such a power which will daintily one day balance the world power politics.

Considering all this, I cannot understand why these sort of arrangements are being advanced.

Another Hon'ble Member advanced an argument that it is for the Government to decide. I would like to ask the Hon'ble Member to consider this fact. We are living in a democratic institution. I would ask him to consider whether it is the monopoly of the Government consider in their opinion or whether it is the duty of the Government, its democratic institution, to consider the consensus the Members of Parliament, the views of the Members of Parliament and also the views of the Indian people at large.

In regard to the international laws, that argument was also advanced. I would ask the Hon'ble Member to consider and study those international laws.

Is there any basic framework of international laws? Is there any basic law which is always static? In the field of international laws, what we find is that in the exigencies of the circumstances, considering certain views and certain developments, the international laws and conventions are going to be accepted by certain political powers. On the contrary, there are certain laws and conventions which have been accepted as dogmatic norms. If that be so, if that is the case, I would appeal to the Government at least to consider, even in the eyes of international law, even in the eyes of the logistic views or theoretical views, there is no bar to the immediate recognition of Bangladesh.

Not only that. In the past history, in I903, Panama was recognized by U.S.A. even before an inch of the territory was under the control of the liberation forces of Panama. It was recognized by U.S.A. Even after the first World War, several other countries in similar situations were recognized. After the Second World War, some of the

Governments in exile were recognized. What was the view expressed by the Government under the leadership of Norodom in the case of Indonesia? It is quite clear.

So, considering all these aspects, that West Pakistani military wants to place Bangladesh is a colony for several years to come, it should be the duty of this Government to recognize Bangladesh immediately.-And remember that, while you are committed to give all solidarity, all support, to the cause of Bangladesh movement, your immediate recognition to Bangladesh will not only give certain relief but it will be an achievement of the freedom movement. I would appeal to this Government that it is high time that this Government recognize Bangladesh. At least for the moment, of the Government do not like to go, in for any drastic action which the Government will have to do in future, immediate recognition should be accorded as a step towards that end. . . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Krishna Menon, SHRI B. K. DAS CHOWDHURY: If this Government fails to do that in time, assurances will turn to hypocrisy and failures will follow. . . .

MR. CHAIRMAN: Now, please take your seat.

SHRI KRISHNA MENON (Trivandrum): It is my intention to confine my observations within the short time there is, to the restricted question of the imperative necessity of this country recognizing Bangladesh. And this, as so many have said, is not a Party question.

If I may say so. even if it was so some days ago it cannot lie the point of view of the Treasury Benches today that reorganization has become substantial matter in the problem. It is now 80 or 90 days since the war began and if Government thinks that time stands still, it will be a great mistake.

There have been observations on various other aspects foreign policy both this afternoon and in the previous debate. I do not propose to touch upon them. There may will be an opportunity. I am telling the Foreign Minister now, that I propose to intervene in the Foreign Affairs debate on estimates if the Speaker allows me. That, perhaps is the appropriate occasion for me to say what I have to say in regard to the foreign policy. The moment, my position with regard to other matters does not come in.

It is imperative that we should recognize Bangladesh, especially after the last shot has been fired by the President of Pakistan when he said, ‘I will call together whom I like to be his Constituent Assembly or whether’. A command performance. Well, when even ISO Members of the Labor Party in the British Parliament can call for recognition, does it not look and sound odd incongruous that those opposite, which speak loud about Socialism and want to be thought they are Socialist Party, comprises at least some who join in the demand to recognize Bangladesh? And now recognition does not necessarily mean sending out an ambassador. In this particular matter anyhow it does not necessarily mean sending out an Ambassador. That may well not arise in this matter. It is not a question of sending an envoy. It is a question of recognizing the personality of a Nation that has proclaimed itself so and is one. One-tenth of the people of East Bengal are in our country at the present time.

What are we doing in order to enable them, what do we do to assist them, that they may perform their duties and tasks when they go back? I don't say that we should smuggle arms in to Bangladesh but we must help the Bangladesh refugees to use the opportunities to enable them to meet the onslaughts of Pakistan aggression. I would not and do not say anything in the way of suggesting that we should wage war against Pakistan or in Bangladesh.

I have heard a great deal in this House from the Treasury Benches about the question being one of an internal affairs of Pakistan. I have heard the Foreign Minister say that or similar things on many occasions. Now, even if we say that Pakistani actions may be or may not be an "internal affairs," can the question of our recognizing a nation whom we deem to be such be an external affairs? Is it some external authority that should tell us? Should we reconcile ourselves to the position that other countries must tell us? I submit, Mr. Chairman that it is our own decision, our own decision alone and. no country can. therefore, have the right to threaten reprisals, or war. No time can be lost in this matter because, as situations develop new positions arise. There would be set up other “governments” in the area. I want to say deliberately, and whatever some people may say about my thinking, after I speak, I will and want to say, that our Government is laying the foundations for imperial interests seeking to convert East Bengal into another Vietnam. When I stated this on the first occasion when the matter of Bangladesh was raised in the Chamber, many eyebrows were raised. I say frankly, that the United States pumping in arms into Pakistan not only when our Foreign Minister was there in the United States but even after he quits and continuously is blatant evidence of American intervention.

An HON'BLE MEMBER: Can you restrain China?

MR. CHAIRMAN: No interference please.

SHRI KRISHNA MENON: When arms which are not available to Pakistan's militarists otherwise, personnel which are not available to them otherwise. when they are made available for suppressing a government then there develops a situation same as in Indo-China. We are gradually drifting towards that. This country at present and fore few year now,-I say this with all sense of responsibility has had no foreign policy worth mentioning. We drift from day to day into greater armless ness and peril. We seek to find out as to what is our position in this affair. We are neither for recognition of Bangladesh nor non-intervention like Britain in the Spanish Civil War, holding the ring for the aggressor. But our policy or the back of helps and abets the aggressor. Therefore. I appeal to this Government not to be imprisoned by its own folly. That is to say because they have said repeatedly by that they will not give reorganization. It is not that they say that they will not recognize, but that "the time has not come or is not appropriate." To the Government time is not by the clock; time is not by the event; then what is time by? It is only to be measured by the pace of the drift, which appears to be the policy.

16. 00 hrs.

One-tenth of the population of Pakistan-as Shri Indrajit Gupta has said,-has been pushed out of Pakistan. This is an indirect form of aggression. When a State does not allow people to live in its own home territory but pushes them out into another in this

way Pakistan does, what is it? If the people of East Bengal came when there were no difficulties there, we could have pushed them back or put them in jail here or whatever we do in those circumstances. But, we don't and cannot do that, because the internal circumstances on their homeland are such, the happenings in Pakistan are such that she created a situation where people flee from terror with a momentum that is ever growing.

Before I sit down, Mr. Chairman, I want to say this; that the large numbers of people who have come into this country should not be treated a member of a concentration camp of a nursing home or anything of that kind. They should be enabled to attain political, physical and other qualities which would enable them to return and resist the invaders. Resistance armies can be and have been built inside refugee (and even concentration) camps and can be done without our interfering with them. There is no reason why these able bodied people, people who have abilities, intellectuals and ex-soldiers who have come over should not themselves me largely responsible for the organization of these forces. So that when they are able to move out. to go out they will do so as a force of liberation.

We constantly hear words and expressions used such as 'conditions must be created for them to return.' Who is going to create those conditions? Will it be the Government of Pakistan or the Imperialist powers of the world or the United Nations, which had made a mess of a similar matter in the Congo? What I say does not mean that the machinery of international cooperation should not be used. The personnel that has come over from East Bengal should be treated in such a way that politically mentally and in physical strength, they will be able to go back in order to add to the forces of resistance. That is what the position is which I would like to take at the present time. I do not wish to elaborate this further.

And, if this is done, he would have contributed somewhat to the victory of the forces for liberation.

I also want to say that we are debating a Private Member's Motion. Nobody would have thought we are going to say anything wonderful or new today. The fact is this that even once we discussed this issue 3 or 4 days ago, new circumstances have arisen! We have also had visitors from other countries who have returned here from East Bengal. I believe the Prime Minister herself has also said. Directly, or indirectly, there is no question of anybody thinking that Pakistan can go back to East Bengal. If they can say that Pakistan cannot go back, that is to say. They think that Pakistan Government will not be there, again, that is the objection and what is the impediment to recognition of the revolutionary authority that is there? A vacuum has been created by our diplomats being displaced by Pakistan. It is not right that whatever is there, by way of factual existence should be recognized. Recognition is only of what in fact exists.

It is pathetic that far more information of a factual character has been published in the British. American or French papers than ours. The Government relies on these newspaper items themselves and when they don't want to pursue the implications of the Reports they put a mystery around the whole issue and say this may not say anything about it for Government are doing. . . .. . etc.

Finally, I repeat that this debate is on a Private Members Motion. I hope the Minister for Parliamentary Affairs who is the chief whip of the ruling party would think it right not to put the whips on. The present issue is a matter wherein members should exercise their conscience and allow their votes be cast accordingly. This is far too important a matter to be ruled by party decisions alone. There is nothing lost, because Government is not going to fall even if this motion is carried. So, I appeal to Government not to put the whips on. Let there be a free vote so that the world might know what people in India think.

Let our friends opposite belong to the class of people about whom a seventeenth century philosopher said:

"Ignorance leadeth a man into a party;

Shame preventeth him from leaving it."

Let that not be the position.

SHRI INDRAI IT GUPTA: Not only ignorance.

SHRI KRISHNA MENON: Therefore, I hope, in this Parliament, with its traditions, it is possible on an occasion of this kind, where the vote is only a recommendation, it may express its will unhampered by a whip. I do hope that whips will not be put on and a free vote will be allowed. That would itself be a proclamation of the support of our democracy.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South): The discussion on the resolution on Bangladesh has already reached a mature stage after the expression of views by many Members of the House. Many peculiar ideas also have been expressed by Members of our party and also by Members from the other side. But I do not like to go into the details of those ideas.

I would like to express my views on two main aspects. The Government of India have already denounced the military junta and the military government headed by Yahya Khan. Thereby we have shown enough courage and to the world that we are not relying on any atomic power or military power but on the power of humanity. If we have had the courage and capacity to denounce and condemn the action of Yahya Khan Junta on the patriotic people of Bangla Desh and we have also had the capacity to denounce the Nixon Government for the arms shipments that they have made to Pakistan. have surely we must have the courage based on humanity and we must have the capacity immediately to recognize or accept Sheikh Mujibur Rahman as the unquestioned leader of Bangla Desh and the head of government of the people of Bangla Desh.

Many Members have somewhat tried to confuse the issue. I have been seeing this for a long time. Many members have urged the sitting of the criteria of international law first so that we may decide whether it is fit and whether the time has matured to recognize Bangla Desh or not. I do not know why we should go in for those criteria. So far as I am concerned, I submit that democracy stands only on the people's verdict or the verdict of the electorate and on the choice of the representatives of the people by the people. 98 percent of the representatives of the people of Bangla Desh have been returned in the elections not because of any favor of Yahya Khan or any other source of international

power but through the expressed will of the people of Bangla Desh at the time of elections. Therefore. what is the harm in our recognizing Bangla Desh immediately? We should recognize them immediately.

If India has the courage still to stand on the power of humanity, let alone the question of international support coming in or not coming in, India should recognize Bangla Desh in spite of all the difficulties, and for this decision, the people of India would all be responsible. If Government are not able to recognize Bangla Desh, they should categorically come forward and say to the international powers that they are not able to do so. What is the point in going on prolonging the consideration for a long time? What is the point merely expressing sympathy and support to the struggle, sympathy to the evacuees and having discussions with international powers? After all, what have we got from the International powers? After the visit of our great Foreign Minister to the USA. how has the USA acted? Without realizing the gravity and the reality of the problem of Bangla Desh, the US Government has gone on sending shipments of military hardware to Pakistan. Again, what is the attitude that the UK Government which is the head of the communal power has taken? Have they made any single political statement on the reality of the problem? Apart from sending a delegation of British Members of Permanent, have they expressed anything on the political aspect of the matter? Again take the USSR? Of course they are sending some aid and other things. but are they taking any serious step on the political objectives? I am sorry to say that even a progressive State like the Soviet Union has not yet taken any political step in regard to the reality the problem of Bangla Desh. In the statement to the 24th Congress of the Soviet Union, I was trying to find a single line which would be in sympathetic tune with the aspiration of the people of Bangla Desh, but I could not see any. All the international powers, are only wanting to see how India is dancing in which direction it is moving its steps. If India dances towards Kashmir, they will say that the danger of America is there. If India dances towards NEFA, they will say that the danger of China is there. But I find that both America and that this should be India's own problem and India should die in it. If we have the capacity in this crisis of history, let the Government of India and the Members of this House commit themselves to this point. Either we stand by the China have already made a trap in the Bangla Desh problem and they want power of humanity and recognize the electorate and the people of Bangla Desh or we categorically say that we are not doing it because still, in spite of the Non-aligned forces, we are bunkering for something from America or the USSR.

So, I support the resolution because the time is ripe for recognition. If we fail to grant it. The younger generation of Bangladesh, those who are spending their time in the evacuee camps will curse the history of India, the black pages that are being written to carve their fate. They are not ready to tolerate it, they are not ready to carry the black pages of Indian history with the glorious fate and commitment of their people.

শ্রী জাম্বুবেন্ত ঘোটে (নাগাপুর): স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের সমস্যা আজ শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের নয়, আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবিকতার কারণে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। মানবিকতার কারণে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করা উচিত, এটাই আমাদের দেশের ভূমিকা ছিল। এই ভুমিকায় বাংলাদেশের প্রশ্নে দেশ ঐক্যবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় আমাদের এটাই

পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরী যে, আমাদের বিদেশ নীতি কি এবং আজ আমাদের বিদেশ নীতি কোন দিকে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের বিদেশ নীতি দেউলিয়াত্বে পৌছে গেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদেরকে বলতে হচ্ছে, বিশ্বে আজ আমাদের কোন বন্ধু নেই। .... দূরের কথা থাক, নেপালও আজ আমাদের বন্ধু নয়। বার্মাও আমাদের কাছের মিত্র নয়। শুধু এই নয় বরং আমাদের দেশেও এমন কতকগুলো শক্তি আছে যারা আমাদের পক্ষে নেই। এ অবস্থায় আমাদের বিদেশনীতি কোনদিকে যাচ্ছে, কোন গর্তে আমরা নিপতিত হচ্ছি, এটাও আমাদের দেখা উচিত। পাকিস্তানের সংগে আমরা আজ অবধি কথা বলে আসছি, চীনের সংগে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শতাব্দীকাল ধরে চীন ও ভারত দুটি বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ছিল, কিন্তু আজ এমন অবস্থা এসেছে যে আবার আমাদেরকে বাংলাদেশ প্রশ্নে চীনের সংগে আলোচনা করতে হবে। বিশ্বের বহু দেশেই তো আমাদের প্রতিনিধি গেছেন, আজ চীনের সংগে আলোচনার জন্যও আমাদেরকে অবশ্যই তৈরী থাকতে হবে, যাতে বাংলাদেশ প্রশ্নে চীন আমাদের প্রশ্নে চীন আমাদের সংগে একমত হতে পারে। আজ বাংলাদেশ যে বর্বরতাপূর্ণ হামলা হচ্ছে যেখানে মানবতাকে পদদলিত করা হয়েছে, শিশুদের পিষে মেরে ফেলা হচ্ছে, এমতাবস্থায় আমরা বাংলাদেশের পিছনে দাঁড়িয়েছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির পিছনে সারা দেশ এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি মশাল হাতে সামনে এগুচ্ছেন-এরুপ দৃশ্যকল্প আমরা সামনে রেখেছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এখন কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, সামান্য সময় অপচয় করাও সমীচীন নয়, কেননা এখন আমাদের ওপর এমন সময় এসে পড়েছে যে, পরে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, বাকী থাকবে শুধু পরিতাপ।

শ্রী শশীভূষণ (দক্ষিণ দিল্লী): স্পীকার মহোদয়, যে পরিস্থিতি আমাদের দেশ অতিবাহিত করছে তাতে আমাদের সদস্যগণের খুব সংযত ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপিত করা উচিত। কিছু লোক আছেন, দিনের আলোতেও তারা অন্ধকার দেখেন, চারিদিকে শুধু নিরাশাই চোখে পড়ে, বিশ্বে তাঁদের কেউ নেই, তাঁরা একেবারে তলিয়ে যান কিন্তু আমি মনে করি যে, যখন আমরা কোন ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎপর হই তখন এরকম হতাশার কথা বলা দেশকে ঠেলে দেবার নামান্তর। বিশ্বে আমাদের সহযোগী নেই একথা আমার কাছে দুর্বোধ্য। পৃথিবীর যেখানেই প্রগতিশীল শক্তি আছে যারা সমাজবাদের জন্য যুদ্ধ করছে, তারা আমাদের সংগে আছে, বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের সংগে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে আমার যাবার সুযোগ হয়েছে। সেখানকার জনগণ সহযোগিতা করেছে এবং সেখানকার সরকারও সমর্থন দিয়েছে। দু'তিন মাসের মধ্যে কোন পরিবর্তনকে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়ে দেবে এটা কখনও হয় না। আমরাও স্বাধিনতা যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু বিশ্ব কতদিন পরে স্বীকৃতি দিয়েছে? ভিয়েতনামের স্বীকৃতি মিলেছে তিন বছর। সুতরাং বিশ্ব আমাদের স্বপক্ষে নেই আমি এ কথা মানি না। .... আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, যদি আমরা বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা না করতাম, তারা দশটি দিনও টিকতে পারত না। কারো ওপর যদি তাদের বিশ্বাস থাকে তবে সেটিও হচ্ছে এই মহান দেশ কেননা এদেশের ৫০ কোটি জনসাধারণ আন্তরিকভাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের কোন দেশ এতবড় আন্তরিক স্বীকৃতি কখনও পায়নি, এখন সরকারের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমি এ কথার পক্ষপাতী যে, বাংলাদেশের জনগণ যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, তাদেরও নিজ শক্তিতে সামনে চলা উচিত এবং আমাদের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, ৯ই আগষ্ট সামনে আসছে, তখন পর্যন্ত যদি আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে না পারি তবে সংসদকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে আমরণ অনশন করতে হবে, সেদিন সমগ্র দেশের যুবকরা বাংলাদেশের স্বাধিনতার ব্রত গ্রহণ করবে। ব্যাস, আমি এটুকুই বলতে চাই।

শ্রী ফুলচন্দ্র বর্মা (উজ্জয়ন): বাংলাদেশে আজ যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেটি শতাব্দির সর্ববৃহৎ গণহত্যা। সত্তর-আশি লাখের মত লোক আমাদের এখানে এসে পড়েছে। তাদের আগমনের ফলে আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে, আমাদের সমাজে ভাংগন ধরছে, একই সংগে তারা আমাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে কেননা বাংলাদেশ হতে আগত লোকদের সংগে অনেক চরও ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, বৃটিশ পার্লামেন্টের ২১৬ জন সম্মানিত সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আমার দুঃখ হয়, আমাদের সরকার কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অগ্রসর হচ্ছে না।.......... আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই আবেদন করছি যে, সময় এসে গেছে, মোটেই বিলম্ব না করে আমাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত।

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South): Mr. Chairman, Sir, I consider that we have lost in what which we did not fight. It is an unsought war India has lost to Pakistan. Otherwise, how can we explain the terrific burden of eight million refugees on us. As Mr. Krishna Menon has pointed out, one-tenth of the population of East Pakistan is living with us. Now, we are holding the baby without our knowing how it came about. We never expected such a situation when this rising passed a resolution in support of the up- House in East Bengal. We were in jubilant mood then. We thought Bangladesh would be a reality sooner than later. But we failed to know than was happening in Bangladesh. We failed to give advice in time to our friends in Bangladesh. We failed to guide even the Indian newspapers and Indian public opinion because in their over enthusiasm they published encouraging news.

Six days after the start of the genocide, our Parliament passed a unanimous resolution in support of the historic upsurge of the 75 million people of Bangladesh, but still we are to recognize it. Whatever it may be, we could have changed the history of this subcontinent. We could have saved millions of lives and homes. We did not do what was wanted. "Masterly inactivity" would be the correct expression to describe our attitude.

Finally, we felt the pinch of it with the onward march of the refugees. When we felt that we could not carry on without sufficient strain on our economy, we are sending one after another to all world capitals. There was a time when the entire world was looking to New Delhi for leadership. Then we were the leader of non-aligned group. Now we have lost that initiative, derive and leadership. As Mr. Menon pointed out, what is wanted now is a foreign policy. Our virile foreign policy is as dead as the students of the Dacca University. The touch stone of a foreign policy is to find out whether it would help our national interest.

How are we going to solve the refugees problem? What happened to the refugees of Palestine? Still that problem could not be solved. The question asked by the common man in street is how are you going to solve the refugee problem? The common man in the street tells us, "If you do not have a Bangladesh, if Bangladesh does not have a geographic territory, then it is duty of India to create one." Israel marched up to the desert of Senai. China is still occupying thousands of square miles of our territory. The super powers will understand only if we speak in language which is understood by them. President Nixon and Mr. Rogers are not prepared to call murder by its proper name. When Tajuddin Ahmed declared the independence of Bangladesh, he said:

"Every day this recognition and assistance is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed."

Not only the interests of Bangladesh but the interests of India will be affected. We do not want war. But events may derive us to that. That is what Shri Jayaprakash Narain said

in America. The option of choosing the time and place will be left to our enemy. That is a pitiable situation. Today's Indian Express carries news item saying that Mujibur Rahman is critically ill at a hospital in Rawalpindi. Tomorrow a news may come from the army headquarters of Pakistan that Mujibur Rahman is improving. Day after tomorrow. another news will come that suddenly he developed heart attack and lost his life. That was what happened to Lumumba in Congo. The same thing may be repeated and Mujibur Rahman may be killed. The Government should do what all it can to save his life. Mr. Rogers is coming. Before that. Government should act. Recognition alone will not solve the problem. What is important is the follow-up action after recognition. I hope the Government will spell out its programme today.

শ্রী রাম নারায়ণ শর্মা (ধন্যবাদ): স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের সমস্যা আজ আমাদের সামনে একটা জীবন-মরণ প্রশ্ন। জীবন-মরণ প্রশ্ন এজন্য বলছি যে এই সমস্যার প্রথম পর্যায়ে আমরা ওই দেশের শতকরা দশ ভাগ লোককে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, জানি না আরও কত পারসেন্ট লোক আসবে। এমতাবস্থায় আমরা যা ব্যয় করছি, অন্য দেশের প্রতিও এই আশা রাখছি যে তারাও আমাদের সাহায্য করবে। তবে যেভাবে সাহায্য আসছে তা একেবারে না আসারই মত। কিন্তু আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি দেখছি যে আমাদের দেশে আগত এই সত্তর লক্ষ লোকের জন্য মাথাপিছু চার-পাঁচ টাকা করে ব্যয় করলেও দৈনিক তিন কোটি টাকা খরচ হয়। যদি বছরের হিসাব ধরা হয় তাহলে তা সহস্র কোটি টাকায় পৌছে। এভাবে আরও আসতে থাকলে আমাদের ব্যয় আরও বাড়বে। আমাদের দেশের সমগ্র প্রচেষ্টা সে দিকেই নিবদ্ধ। সকল নেতার মনযোগ সেদিকেই বাঁধা, সারা দেশের দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট। এই সমস্যা আরো কত প্রকট হতে পারে তার কোন পরিমাপ নেই।

আমার তুচ্ছ অভিমতে এর সমাধান একটিই রয়েছে। এখন আপনার অন্য দেশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। এখন আপনাকে একাই চলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তারা যদি এগিয়ে আসে তবে ভাল কথা। যদি না আসে তবে আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে নিজেই নিতে হবে। ওই সিদ্ধান্ত শুধু স্বীকৃতি দেয়ারই নয় বরং বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা যেন বাংলাদেশবাসীরই হাতে আসে, বাইরের আধিপত্য যেন শেষ হয়ে যায়। এজন্য আপনাকে সেখান থেকে আগত লোকদের শুধু ট্রেনিং দিয়েই নয়, যদি দরকার হয়, নিজ দেশের সৈন্য পাঠিয়েও বাংলাদেশের লোকদের মুক্ত করতে হবে। স্পীকার মহাশয়, আমার পরামর্শ, সরকার বর্ডার সীল করে দিন। আজও যেভাবে হাজার হাজার লোক আসছে তাদেরকে আসতে না দিয়ে আমরা অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দেব। শুধু অস্ত্রই নয় যদি দরকার হয়, তবে রসদপত্র দিয়েও তাদেরকে সাহায্য করব।

সুতরাং মাননীয় স্পীকার, আমি বলব, আমার মতে এই সমস্যার সমাধান একটিই। যদি এরূপ ঢিমে-তেতলা নীতি নিয়ে আমরা চলি তাহলে আমাদের ব্যয় আরো বেড়ে যাবে, আমরা আমাদের ওপর বিপদ ডেকে আনব, এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে আমাদের যে অবস্থান, তা হারাব। এ জন্য আমি সরকারকে এ বিষয়ে খুব সত্বর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj): Sir, I have very great respect for our Prime Minister. She is known for her bravery and quick decision. But on his occasion her indecision and inaction has pained me very greatly. She missed the bus in the 1st week of April. At that time about a million people had been killed from 25th March to 1st April and the entire international press community which had been repelled from Dacca just then, had condemned the killings. If only we had then extended recognition to Bangladesh and sent our troops on. a mission of mercy into that country, all this subsequent tragedy could have been avoided. Pakistani troops were then small in number

and could have been easily defeated at that time. In that case today there would have been a Sovereign Independent Republic of Bangladesh with full authority and there would have been no problem. But we missed the bus at that time.

Now we are trying our best move the world conscience. But we have not succeeded. Everybody is selfish. After the broadcast by Yahya khan, I hope our Prime Minister will not allow the name of country to be besmirches like that, be it China, Pakistan or any other power. We have showed our strength during the Pakistan conflict. I hope our government will immediately send our troops on a mission of mercy to stop the genocide and the daily massacre in Bangladesh. We should not be afraid of China and Pakistan whom we defeated in 1965. Then there are millions of brave Patriotic young men among refugees from Bangladesh. We have train these young men and send them to fight their country by giving them arms. I am sure victory shall be ours and then everybody will support us, because nobody supports a coward nation. I, therefore, hope that we shall not be put in the list of cowards. The time has come to act and there is no other way. The Members on the Congress side are also of this opinion. I hope, the whole nation is of this very opinion. Therefore, I wish the Prime Minister to take courage and to announce the decision that we are going to recognize Bangladesh.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): I am very sorry that this Government has miserably failed to do its duty. On 31st March this House had passed a unanimous Resolution asking this Government to act quickly. But it has failed. It has no right to rule this country. One Member was saying because there was no territory or population so we cannot recognize. If that is the position then why then this Government mention Bangladesh instead of East Pakistan. This Government has no business to call it Bangladesh. When it calls Bangladesh then it is its duty to recognize. Sir, only then we act when we are strong. Had we acted quickly. Given military aid or sent our military to Bangladesh then the whole world would have recognized that country. There is a saying: nothing succeeds like success. It is most unfortunate. The Foreign Minister happens to be a Sardar. He must be bold enough. Being a Sardar he could have taken the decision. We must take the decision here and now that we are going to recognize Bangladesh otherwise all the opposition parties are going to give a call to the Indian people not to recognize this Government. I request to Sardar Swaran Singh to recognize Bangladesh immediately otherwise you will be creating so many problems for us. We are going to spend crores of rupees on these people when we are not in a position to feed our own people. Please at least consider this matter and recognize Bangladesh. Not only recognize Bangladesh but send our Army there to rehabilitate the victims of this genocide.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, on an issue like this, this type of statement to say the least does not become the opposition. On an issue like this I do not want to enter into a debate of the type by giving reasons as to why as the present stage it is not possible for us to recognize Bangladesh. We have stated this position quite clearly and I would request the hon. Members that they should also exercise some restrain in a matter like this.

So far as international affairs are concerned that is a different matter altogether. But this is an internal matter and we should not cause greater complications in this matter of

international importance. If you do not want to exercise restraint, I can only say that this is not in our overall national interest. I am fully convinced of that.

SHRI INDRAJIT GUPTA: You do not admit any change in the circumstances after President Yahya Khan's broadcast?

SHRI SWARAN SINGH: I will give my comments upon President Yahya Khan's statement and will also touch upon other aspects.

SHRI S. M. BANERJEE: Why should he sermonize?

SHRI SWARAN SINGH: I am not sermonizing but, if I may ask in all humility and earnestness, why is he asking me to do or not to do a particular thing? I do not want to sermonize; this is not my way. But I would like hon. Members to think seriously that the type of consensus that we have been trying to build on an issue like this for realizing our national objective should not be spoiled by indulging in this type of an attitude which does not at all help the cause for the realization of which all of us should be united. If you use this type of an argument and try to start with calling upon me to do or not to do a thing of that nature, I am sure that you are logging the concentrated attention which all of us devote for realizing that objective and we are unnecessarily wasting our energy on something which to my mind is peripheral.

The main objective which we have set before us is contained in our Resolution which we all unanimously adopted, in which we said that we support and have every sympathy for the cause of freedom in which the people of Bangladesh are engaged. We are also unanimously pledged to support that cause. As to what should be done in pursuance of that Resolution, is a matter about which there can be a difference of opinion. But we should try to resolve that and should try to concentrate our attention for realizing that objective, rather than on insisting that a particular step at a particular stage is the only way to resolve that problem. This is the crux of the entire matter.

Coming to the statement that President Yahya Khan has made, to a certain extended had already touched upon certain features which I suspected might be contained in the statement that was expected to be mud by President Yahya Khan. But I must say clearly that the statement that President Yahya Khan has made has created a situation where this action of President Yahya Khan alone will be mainly responsible for strengthening the resolve of the people of Bangladesh to carry on their determined struggle for their freedom and for getting rid of the military strangle-hold which the military regime of Pakistan had been trying to perpetuate.

PROF. S. L. SAKSENA: Without your help?

SHRI SWARAN SINGH: If you examine that statement, the conclusion is irresistible that for all times to come he has negative any chance of reversion to the democratic way of life. Instead of the elected members of the Pakistan National Assembly being entrusted with the task of framing the Constitution, some experts will frame the Constitution. There are also several other highly obnoxious features in that statement which clearly show that a determined bid has been made by the military regime to perpetuate their own hold and

the process of democratic emergence upon which the country, it appeared, had embarked after the last elections, which gave such outstanding victory to the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman, has been completely negative by the statement that President Yahya Khan has made.

The entire philosophy behind the election to the Constituent Assembly was that the elected representatives will have the right to frame their Constitution. Now, that is taken away from them. Then. again. what is most surprising is that the military regime will decide as to who loses the elective post. It is most surprising that the administration has arrogated to themselves the right to declare that a particular party or a particular individual has indulged in such activity which in their judgment has created a situation where the party would lose its recognition or the elected member will lose his seat. There cannot be any more cruel joke to their profession of still reverting to a democratic way of life if this power is sought to be assumed, as President Yahya Khan has tried to assume, by marketing the statement that the administration will decide as to who will remain a member or who will lose his membership because. They say, if any party is guilty of what they describe as indulging secessionist activity. Then they will decide as to whether they still retain the right to be the members of the National Assembly.

This is, to say the least, the complete negation of the democratic idea. There is another highly unsatisfactory feature of the statement according to which it is said that regional parties as such may be called upon not to participate in the process of Constitution making or even in the matter of political functioning unless they are patties which have got branches all over the country. This is something which, I think, cuts at the root of any democratic process. There are far-reaching implications of this not only for Bangladesh but even for different constituents in West Pakistan itself. This might mean that a party, for instance, consisting of Baluchis to respond to the aspirations of Balushi people or a party which might try to project the aspirations of the people of North West Frontier Province can also, on this basis, be said to be not national parties but regional parties which can be suppressed and their political activities curbed by depriving them of the right to contest National Assembly seats.

These are some of the features which are so patently objectionable judged by the standards of democratic ideals that any hope still left that there could be a possibility of the restoration of democratic rights of the people which, according to us, means entrusting the responsibility of administration to the elected representatives led by Sheikh Mujibur Rahman, has been dashed to the ground.

SHRI S. M. BANERJEE: What are you going to do now?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Have all your hopes gone now? Have you still any hope of a political solution?

SHRI SWARAN SIN GH: I never entertain the type of hope which he wants me to say that I have got them.

SHRI INDRAJ IT GUPTA: You tell us what are your hopes.

SHRI SWARAN SINGH: We have to realize the implications of it. This means that this will be a long fierce struggle in which the people of Bangladesh will have to carryon

their fight and, in this struggle. According to the revolution unanimously adopted by Parliament, we are pledged to extend all possible sympathy and support to them.

So far the question of recognition is concerned, I would like to say that this is a proposition about which we do not take a negative view. We have always said that we are not opposed to recognition. This is a matter which is constantly under review.

DR. RANEN SEN (Barasat): How long?

SHRI SWARAN SINGH: And I would like to say that at the appropriate time if we find it is necessary to recognize. we will certainly recognize Bangladesh. So at the present stage, I would appeal to the Hon'ble Members that some new factors have also been introduced and we have to review our attitude in view of the completely negative statement that has been made by President Yahya Khan. . .. *(Interruptions)*. It will not be proper to hustle us to take a view. When we say that we are not opposed to recognition, it will not be quite proper for those who may feel strongly about our going ahead now and here with recognition to hustle us. They should realize that this is something upon which we do not take a negative attitude. We can certainly examine it, re-examine it and keep the position under review. So far as our efforts to help or support those who are engaged in the struggle, that is already contained in the resolution which has been unanimously adopted by this House.

SHRI INDRAJIT GUPTA: So, the only positive thing that remains is your continued recognition of Yahya Khan’s authority in Bangladesh. Bangladesh means you are recognizing them. You are recognizing everything that they are doing there.

SHRI SWARAN SING: Don't ask me to make a categorical statement which may not turn out to be. . . .

SHRI INDRAI IT GUPTA: Why not?

SHRI S. M. BANERJEE: Let the people of this country know what you are.

MR. CHAIRMAN: No person aspersions please. . . . . ..*(Interruption)*

SHRI S. M. BANERJEE: I have nothing against him personally, sir. . . . . *(Interruptions).*

SHRI SWARAN SINGH: I would only s-ay that this type of thing does not at all appeal to me and it does not move me either. I don’t agree with that type of shouting.

SHRI S. M. BANERIEEH: We don't care for you. You are Mr. Bhutto's friend. You are Yahya Khan's friend. . . .

MR. CHAIRMAN: Nothing of what Mr. Banerjee says will go on record. I appeal to you not to interfere. . . . You are a very old parliamentarian.. You should not interfere like this so often.

SHRI SWARAN SINGH: Sir, I won't like to prolong the debate. I want to say very clearly that at the present stage the stand of the Government-it is not my personal stand-

---

* Not recorded

is that the conditions are not at the moment either proper or-wise for granting recognition. We will keep this matter under review and we will take a decision at the appropriate time. This is our stand and I hope it will be appreciated and I request Mr. Samar Guha not to divide the House and the country on this issue because there is no disagreement on the substance and it should not be lost is these slogans and counter slogans in which I have a fear that the real problem will miss to and we will be involved in this type of slinging match which I do not want to participate in because I know more than the Hon'ble Members the vital issues involved, the delicacy and also the risk. . . . . .*(Interruption)*. It is, therefore, our responsibility. . . .

SHRI S. M. BANERJEE: Say something about America. Why don't you say against your masters?

SHRI SWARAN SINGH; Let us not confuse one issue with the other.

So far as the question of arms supply is concerned, (Interruptions). I have already registered my strongest protest. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I will not allow anybody to get up as he likes. I am permitting Hon'ble Mr. Indrajit Gupta to put a question. Mr. Bade. I am not allowing you. This is not the way of conducting the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Before the Hon'ble Minister sits down, I would like to ask him to tell us, to give us, an assurance that this kind of reply which he is giving whether we consider it rightly or wrongly is thoroughly evasive, is not being influenced by the fact that President Nixon's envoy. Special envoy. Mr. Kissinger, is about to descend upon us. We should not be influenced by his visits. We should speak out boldly, in the interest of our country.

SHRI KRISHNA MENON: Before the Minister concludes his reply, would he say about this? He said, we should not be divided by slogans. Is the matter of recognition merely a slogan and not a matter of substance? Demands for international recognition is not a matter of slogan.

SHRI MURASOLI MARAN: We have read in the papers that Shri Mujibur Rahman is critically ill. . . .

MR. CHAIRMAN: N o more questions.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Shri Mujibur Rahman is reported to be critically ill. This is their usual practice. Whenever they want to do away with the life of a certain leader they may do this. Today it is said, Mujibur Rahman is ill. Tomorrow they may say, he is in critical condition. Day after tomorrow it may be reported that he is dead. I want to know what Government is doing in this regard.

SHRI SWARAN SINGH: I would like to say that this is the policy which we have been following which I have just outlined and we have all along kept the House informed both here and also in the course of the informal discussions with the leaders of the Opposition. I think it is not proper to suggest that this has got anything to do with the visit to India of the Advisor to President Nixon. That has nothing to do with this. There is

no relation whatsoever. I would request the Hon'ble Member not to see things which may not be there at all. I do not know what Mr. Krishna Menon wanted when he said he wanted to distinguish the slogan from the substance.

SHRI KRISHNA MENON: I said; you say the demand is one of slogan. I wanted to know whether you consider the demand for recognition as slogan or a vital matter which you have to consider. That is all I asked.

SHRI SWARAN SINGH: On that I think I made the position quite clear and that is the Government position, that we are not opposed to recognition; therefore, on this substantive question there is no difference. The difference is to the timing of it, when it should be done. So far as the question of recognition is concerned, it is not a question of slogan. What I said was with respect to the slinging match that was going on. The difference is only of timing when the circumstances are ripe for it. It is a substantive question. Therefore, I said, when there is hardly any difference between the two points, the House should not be divided on an issue like this when there is so little difference of opinion on the substantive question. That is what I wanted to convey.

About the last question, I fully share the concern expressed about the health of Sheikh Mujibur Rahman. In fact, on this issue Prime Minister herself and all of us have been impressing upon the Governments that they should take it up very strongly with Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman is an outstanding leader who has won such outstanding victory and who commands the obedience and respect and confidence of such vast numbers of people in Pakistan. In fact he commands the majority if we take Pakistan as a whole. He is such an outstanding leader. We have said that every effort should be made by the international community, by the Governments and by others. to ensure about the safety of Sheikh Mujibur Rahman. Only this morning it is said that he is critically ill. Some days back it was reported that he was keeping indifferent health. This is one of the important points we have been highlighting with all Governments that they should specially urge and impress upon the military rulers of Pakistan that the safety of a leader of this stature and of the popularity and type of confidence that he commands. as Sheikh Mujibur Rahman, should be ensured. In fact, we have also suggested that every effort should be made to see that he is released. Some Hon'ble Member had said that we had not said that he should be released. I would like to submit that in fact I had gone much further and said that a Government which was headed or controlled by or which had the support of Sheikh Mujibur Rahman was the one condition which would create the type of atmosphere in which the refugees could go back, because he had the majority support behind him. So, we have always been in favor of Sheikh Mujibur Rahman being released. and we have urged all Governments.

17.00 hrs.

SHRI INDRAI IT GUPTA: Does he know where actually he is being kept?

SHRI SWARAN SINGH: Our information is that he is still in West Pakistan.

SHRI INDRAJ IT GUPTA: In jail?

SHRI S. M. BANERJEE: In which jail in West Pakistan is a big place. I know West Pakistan. In which jail is he being kept?

SHRI SAMAR GUHA: It is not proper to point it out at this stage.

SHRI SWARAN SINGH: Therefore, the question of Sheikh Mujibur Rahman's safety and the steps being taken to ensure that the military regime treats him well and releases him as soon as possible and starts further processes which should lead to the emergence of a democratic set up-these are the very points that we have been urging, and in the light of what I have said, I would request the hon. Mover not to press this resolution for a vote, because we should not divide on an issue like this.

DR. RANEN SEN: Absolutely hopeless statement.

SHRI SWARAN SINGH: I know I cannot please him.

SHRI S. BANERJEE: He cannot please anyone in India.

SHRI SAMAR GUHA: Our Minister of External Affairs has said that Government have not taken a negative attitude in regard to the immediate recognition of Bangladesh, but unfortunately. they have not still indicated the positive attitude towards the question. Perhaps. Government did not expect that so soon and so crudely their pet hope of a political solution on which a lot of speculation was going on would be exploded by Yahya Khan. I do not know whether our Government still would like to continue to hibernate in a cozy bed of super-inaction. I do not know whether they will take any positive action. But I am really surprised to find that our Government have become a more knowledgeable expert on not only the question of Bangladesh but on the interests of Bangladesh when they claim that it will be unhelpful or harmful or it would not be pooper to give the Bangladesh Government recognition at the moment. When all the people of Bangladesh, their leader, their provisional government, and their Mukti Fauj and all their political leaders, not once or twice but repeatedly have been pleading not only with India but with the whole world that their government should be immediately recognized, I do not know how Government say that it will not be to their benefit or it will be unhelpful to them or that it will be harmful to them. I do not know whether our Government knows more about their interests than they themselves know.

I do not know whether I should use any adjective for our Minister of External Affairs. If he does not mind it, I may say he is really a misleading Foreign Minister, because he has misled us to believe on several occasions that if India gives recognition to Bangladesh, no other country is going to follow us. But Shri Iaya Prakash Narayan who was not bridled by any diplomatic inhibitions and who has had a free and frank talk with almost all the important leaders of 20 countries of the world during his 48-day tour of the world has made it clear in a public statement that if India took courage to give recognition, it will be followed by several other countries; at least four or five countries will immediately give recognition, if India gives recognition. Only a few days before we have seen Z16 British Members of Parliament issuing a statement in which they have said that their Government should also give recognition to the Bangladesh Government.

I do not know what more the Government expects about mobilization of world opinion. Perhaps at no time, on no particular issue, has the whole world opinion, the press and public opinion been so unanimous as in the expressions of their condemnation of

Yahya Khan's regime and in support of people of Bangladesh and their aspiration for freedom. I do not know how long the Government will go on sending missions abroad to mobilize world opinion.

One very important factor is the attitude of our friend, Soviet Russia, in regard to the issue of recognition. If we have a barometer to see the mind of Moscow in our country. That barometer is the opinion of our CPI friend in India. We find them so vigorously vocal in urging the Government to give immediate recognition to Bangladesh. It would have been possible if Russia was not willing to support the recognition of Bangladesh. Want to know from the Government whether it is a fact that our Moscow Mission informed Delhi that Russia had come to the conclusion that Bangladesh had come to stay. If that is so, what is the political implication of this? The political implication of this is that if our Government takes a bold step to give immediate recognition to Bangladesh. Russia will not oppose it. They will within a month or two also support India and give recognition to Bangladesh.

I want to warn the Government that time is the most deciding factor in ultimately determining the fate of the people of Bangladesh as also the fate of the seven million refugees as also the fate of India. I want to warn the Government that time is our enemy now and it is the best friend of Pakistan. We have already wasted very valuable initial time. For two weeks after the fateful day of 25th March, Pakistan did not dare to ship even one battalion of his army from West Pakistan to East Pakistan to crush the revolution of Bangladesh because they were terribly afraid that if they shipped their army from West Pakistan, it would create a serious defense imbalance in the Western sector. After waiting for two weeks, when they found that India was not going to do anything, they shifted 2½ divisions of their army and that enabled Pakistan to crush the Bangladesh revolution and killed ten lakhs of patriots there.

I also want to draw the attention of the Government to the fact that China did not uttar a single word till 12th April. They were watching the reaction of India. Russia also initially took a very strict attitude because President Podgorny wrote a strong letter to Yahya Khan. Why was it not followed up? The reason lies not in Moscow, but in Delhi. Delhi did not react in time, properly, adequately and effectively.

I also want to draw your attention to the fact that the USA, UK, France and all other world powers kept completely silent after 25th March for about two weeks. What is the reason? They are carefully watching the reaction and action of India, whether India was going to take any positive action. As India failed to take any positive action. according to diplomatic practice, they did not want to annoy Pakistan unnecessarily.

Time is in favor of Pakistan and it is against us. We have made many assumptions. Our first assumption was that Pakistan would not dare to shift their army from the western to the eastern sector. It was on this assumption that we thought that the Bangladesh revolution would be able to achieve its objective. That was proved wrong. Our second assumption was that not more than two million refugees would cross over to India. In one of the meetings in which the Foreign Minister was present the Prime Minister told us that about 15 lakhs of refugees came. Mr. Chavan was also present. The

Defense Minister was sitting by my side and when I said that India should lost in a mood of temporary torpor. It was Lord Krishna who lifted him up out of it. I do not know, there is no Krishna here to tell the Minister to act. You must act.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : Before he concludes, I would like to say one thing. Enough time has been allowed and the subject has been sufficiently debated. My esteemed colleague, the Minister of External Affairs, has said that the matter will be kept under study. Therefore, under rule 340 of the Rules of Procedure, I move that the debate on the question may now be adjourned sine die.

SHRI S. M. BANERIEE; Read rule 3rd (1) if you want to abuse the rule.

SHRI RAJ BAHADUR: I am not abusing the rule. I have made my request on two grounds namely that the Minister of external Affairs has already stated position. It is a developing situation. We cannot take a decision all of a sudden; that is any sort of a snap decision. Since the situation is a developing one it will be kept under review. We also have to study the implication and the repercussion of the statement or the declaration made by President Yahya Khan. I would therefore, request that the debate may be adjourned sine die.

MR. CHAIRMAN: There is no abuse of the rules. (Interruption) The debate is adjourned sine die. Shri A. K. Gopalon.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, since the debate is adjourned sine die, the resolution will remain alive. I do not want to divide the House. If there was no bar from the side of the Government, I have no doubt that this resolution would have been adopted by an overwhelming majority, but I do not want to divide the House; I want to create a national consensus, and not divide the House. I therefore agree for the adjournment of this debate on my resolution.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the debate be adjourned sine die”.

The motion was adopted.

SHRI S. M. BANERIEE: On a point of order, Sir, Before getting the vote of the House, you declared that the debate is adjourned sine die.

MR. CHAIRMAN.: After that, I have taken the vote of the House also.

Lastly, Pakistan is utilizing the time to get money from oil-rich Middle East countries and also other countries.

That is why I say that time is now the best friend of Pakistan and the greatest enemy of India. I am sorry that the Government do not know how to deal with a dynamic situation of revolutionary national upsurge. I ask the Defence Minister to go through the history of Russian Revolution. Trotsky, who was the architect of that revolution, says that the success of a revolution depends on determining the mood and spontaneity of the people. You must not forget that the Bangladesh people had started the fighting one

month earlier. For one month, there was the non-co-operation movement. And then after one month, for three months they have been fighting. It is four months now. Is it possible that the national upsurge, the energy and the mood of the people will remain as before? That is why I say that recognition of this movement is absolutely necessary; it will act also as a shot in their arm; it will change their whole outlook and it will renew their faith in themselves, and create a new confidence in themselves and it would energies them to fresh action, a brilliant action.

If you really want to see that, you will find that during the monsoon the Bangladesh fighters are fighting like lions. Wherever I have gone, I have seen their base of operations. The first question they used to ask us was, "When will you give us recognition?” Recognition means they will have their political freedom for developing their own struggle. Recognition means that it will give us the freedom for helping them; no diplomatic bar will stand in our way.

I want to warn the Government. I am not in favour of those who advocate war with Pakistan. I feel that recognition is the only remaining alternative, at the moment. To war with Pakistan. Otherwise already war-cries have started, and many Members in this House have started talking about the struggle in Bangladesh. About freeing Bangladesh. What does it mean? It means war. There is no necessity for the Indian army to fight. Bangladesh will have their liberation army; their guerilla fighters: they will be able to achieve their whole objective. If you give them arms and weapons, that will strengthen them and give them the diplomatic liberty to go along with the world. That will strengthen them. There is the only alternative to avoid a war with Pakistan; that is, to give immediate recognition to them. Then, on the basis of independent nations, on the basis of mutual relations, you can give arms to them; give them training, and give them everything they want; also give them the freedom to go round the world. That is what I would say. That is the only means to help Bangladesh.

Before I conclude, I just say one word. What happened at the critical moment at Kurukshetra, as giving to us in the Mahabharatha? Arjun was prepared to receive 80 lakhs, the Defence Minister ridiculed me that I was childish and I was saving something alarmist. He said not more than 20 lakhs would come. Now what is the position? Your second assumption has proved wholly incorrect.

Their third assumption is still going on. They assume that Pakistan will collapse from within due to economic crisis. Nowadays no country collapse from within due to economic difficulties. There are the Middle Eastern countries, oil-rich countries. Even the consortium may refuse to give aid to Pakistan not for political reasons because they are afraid that their loan may not be repaid and if they made additional payments of loans that will be lost. So only on economic grounds they are withholding aid to Pakistan. Perhaps Pakistan will get time to have unilateral discussions with foreign powers to get more aid.

If you give time to Pakistan what does it mean? I shall enumerate the consequences. Firstly, it will get an opportunity to raise and equip two new divisions of army with Chinese military hard wares. For finishing the task in the shortest possible time, Pakistan

is making these divisions mixed ones, with 1/3rd of trained soldiers, l/3rd with reserves and l/3rd with new recruits. Secondly, Pakistan is getting two squadrons of fighter bombers from France in the shortest possible time. Thirdly, Pakistan is soon getting her fourth submarine. Fourthly, Pakistan is getting an opportunity to complete its shopping for arms and spare parts from the NATO market, USA, China, Iran and Turkey within the next two months. Fifthly, Pakistan is getting time quickly to replace Bengali personnel in her Air Force and Navy. These people constitute about 20 per cent of these forces and most of them are technical personnel. Navigators etc. In the navy they were holding very key positions. Now they have given an advertisement in West Pakistan for recruitment of West Pakistanis in place of the East Bengalis. You are allowing them time to do so. It means that now their Air Force and Navy is short of trained personnel by 20 to 25 per cent and by allowing them time you are enabling them to make up this deficiency.

Sixthly. Pakistan is utilizing time for raising armed militia, para militia, police force and counter guerilla forces from among the non-Bengali elements in Bangladesh. Seventhly, at present the water ways are the main supply and communications lines for Pakistan Army in Bangladesh. They are making frantic efforts for restoring railway and land communications and if you give them time they will do it. Eighthly, Pakistan is getting time to bring Chinese gun-boats and coal from China. Ninthly, Pakistan is using the time politically also in mobilising the Muslim League, Jamaite-Islami and other puppets and quislings to support them Bangladesh. Tenthly, the increasing food shortage and near famine condition in Bangladesh is giving opportunity to Pindi rulers to squeeze out more people from Bangladesh into India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১২ জুলাই, ১৯৭১

17.02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Report US decision to supply Arms to Pakistan

শ্রী জ্ঞানেশ্বর প্রসাদ যাদব (কাটিহার): স্পীকার মহোদয়, আমি নিম্নলিখিত জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিদেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি প্রদানের জন্যঃ

“প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ব্যক্তিগত আদেশে পাকিস্তানকে সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সিদ্ধান্ত।”

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Government have seen the text of the statement made by Senator Church on July 7, l971. That an estimated $35 million worth of military equipment is still in the arms pipeline for delivery to Pakistan. On 8th July, l97l, a State Department Spokesman stated that "the average approximate figure over the last five fiscal years has been in the order of $10 to l5 million a year."

Senator Church is a well informed Senator and has been taking great interest in the question of arms supply by USA to different countries. It is possible that his figure may not be far from correct. In any case, amounts in dollars do not give a clear indication of the nature and quantum of military equipment involved. Equipment purchased from certain Governmental sources is valued much below the normal market price. All spare parts which may cost very little can reactivate deadly weapons.

Government shares the concern of all sections of the House about the continued supply of military equipment by USA to Pakistan. I would like to assure the House that our views on the subject have been conveyed in unequivocal terms to the US Government.

Government feel that supply of arms to Pakistan by any country in the present context amounts to condonation of genocide in Bangladesh and encouragement to the continuation of the atrocities by the military rulers of Pakistan. It also amounts to an intervention on the side of the military rulers of West Pakistan against the people of Bangladesh. We have left US Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangladesh and on the peace and stability of the sub-continent and the region as a whole.

শ্রী জ্ঞানেশ্বর প্রসাদ যাদবঃ স্পীকার মহোদয়, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করার পশ্চাদে সব সময় এই অজুহাত দেখিয়েছে যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য এবং সম্প্রসারণবাদী চীনের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার জন্যই তারা তা করছে কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে

বলতে হচ্ছে, বাংলাশের ক্ষেত্রে এই তিনটি ফ্যাক্টরই বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা সেখানে কিছু করছে না। সেখানে গণহত্যা চলছে, পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী মনোভাবের দারুন, তাদের অত্যাধিক শোষণে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় রচিত হয়েছে এবং সেখানকার সাত কোটি জনতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকা আমাদেরকে প্রতিরক্ষায় লাঘব করার উপদেশ দিচ্ছে, অন্যদিকে সে পাকিস্তানকে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি আমাদের বিদেশ মন্ত্রী আমেরিকা গিয়ে ভারতের মনোভাব, ভারত সরকারকে নীতি তাদেরকে অবহিত করানোর চেষ্টা করেছে। এতে কোন লাভ হয়েছে কিনা, তবে মার্কিন সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ এ কথার রহস্য উদঘাটন করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের আদেশের ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ১৯৭২ অর্থ বছরে আমেরিকা অন্যান্য দেশে অস্ত্র সহায়তা কিংবা এ জাতীয় সহায়তাদানের যে পরিকল্পনা তৈরী করেছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ, -প্রায় ৫২ কোটি ডলারের সমরোপকরণ পাকিস্তানকে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হেনরী কিসিঞ্জার ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে কি আলোচনা করেছেন? মার্কিন দূতের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদ এবং সমগ্র দেশকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে- তিনি কি ভারত সরকারকে কোন প্রকার আশ্বাস দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে এরূপ কিছু করা হবে না কিংবা বাংলাদেশের স্বাধিনতা সংগ্রামের অনুকূলে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হবে? এরূপ কোন কথা কি তিনি বলেছেন ?....

SHRI SWARAN SINGH: I agree with the first part of his speech in which he has analyzed the situation and voiced the concern of the country and of the House about the continued supply of arms by the US Government to Pakistan. At the end, he has asked two or three specific questions to which I will confine my replies.

First of all, he asked whether any assurance that the US would not supply arms to Pakistan was given by Dr. Kissinger when he was here in Delhi. I would like to say that Dr. Kissinger was on a fact-finding mission and he did not give any assurance of that type.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Did he ask for any such assurance?

SHRI SWARAN SINGH: We have asked at a level much higher than Dr Kissinger’s for such an assurance, but it is not forthcoming.

SHRI INDRAJ IT GUPTA: What kind of facts did he find out here?

SHRI SWARAN SINGH: It is for him to answer, not from me.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Did the Minister acquaint the House with the dialogue?

SHRI SWARAN SINGH: The second question was whether Dr. Kissinger had said that he would exercise any pressure on Pakistan to discontinue the military action in Bangladesh.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Is the Minister satisfied?

SHRI SWARAN SINGH; I am not satisfied at all.

This matter had been taken up very strongly by us with the US Government in Washington, and thy have been saying that they would take the matter up with Pakistan, but we will not accept it unless there is any result. On the other hand, the atrocities in

Bangladesh continue and as I told Shri P. K. Deo, I am not at all satisfied with whatever action might have been taken in this respect by the US Government.

SHRI SAMAR GUHA: Are you satisfied with your own action, the action you are taking about Bangladesh?

MR. SPEAKER: I do not like such interruptions.

SHRI SWARAN SINGH: We can defer that. What we are discussing today is something different.

MR. SPEAKER: The hon. Minister need not pay attention to him.

SHRI SWARAN SINGH: I agree that the US policy to arm Pakistan dating back to the year 1954 is the main source of building up the military potential of Pakistan. From 1954 to 1965, military equipment worth 1,700 to 2,000 million dollars has reached Pakistan from US sources. That has enabled her to build up her military potential, and the constitution of the current supply, particularly after the military action in Bangladesh, is something which is of great concern to us, in view of the fact that several countries have stopped the supply of all arms to Pakistan after events in Bangladesh took the turn they have.

We have, therefore, been constantly pressing the United States Government to give up their plan of continued supply of arms to Pakistan even though the licenses for these might have been issued earlier to 25th March when the military action in Pakistan started, but we have not succeeded.

About the statement by Senator Tunney to which the hon. Member referred we have been informed by U.S Embassy today that no U.S. flag ship was carrying Pakistani troops. This is what they have told us today.

AN HON. MEMBER: They may deny to tomorrow.

SHRI SWARAN SINGH : If they deny it tomorrow. I will make that known tomorrow. This is the statement they make now.

শ্রী জগন্নাথ রাও জোশী (শাজাপুর): স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য-বাক্য আমার মনে পড়ে গেলঃ

‘‘We read the world wrong and say that it deceives us.”

বস্তুতঃ আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক, কিংবা অন্য বৃহৎ শক্তি হোক, নিজ দেশের ব্যাপারে তাদের কৌশল কারো অজানা নয়। আমেরিকায় গণতন্ত্র আছে বলে সিনেটররা বলতে পারেন। রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র না থাকার কারণে লুকিয়ে ছাপিয়ে কি হয় তা জানা যায় না। ১৯৫৪ সনে যখন আমেরিকা SEATO ও SENTO-র সদস্য হিসাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন অন্ততঃ একটা অজুহাত ছিল।

It is a sort of a fig-leaf to oppose communism.

১৯৫৪ সনে অন্ততঃ এই কথা বলা যেতে পারত কিন্তু ১৯৬৫ সনের পর থেকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীন রাশিয়া, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীন পাকিস্তানকে সাহায্য দিচ্ছে এবং আমেরিকার অস্ত্র প্রয়োগ ভারতের বিরুদ্ধে হয়েছে তখন সেই অজুহাত আর থাকে না। সকল দেশ পাকিস্তানকে অস্ত্র দিচ্ছে এবং মন্ত্রী মহোদয় ও জয়প্রকাশ

নারায়ণ যাঁরা বিদেশ ঘুরে এসেছেন- উভয়েরই সারকথা হলঃ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন্, ইত্যাদি, কোন দেশই বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে ভারতে আগত শরণার্থীদের ফিরে যাবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় সহায়তা দান তো দূরের কথাঃ “They are exacerbating the situation,”

এইটে স্বয়ং মার্কিন সিনেটরের কথা। এই পুরো বিবৃতিটির সার কথা এই-ই হল যেঃ

“We have left the United States Government in no doubt about the dangerous implications of such a policy on the situation in Bangladesh.”

But the Minister has left us also in doubt about the explosive situation.

অর্থাৎ শরণার্থীদের ফিরে যাবার ব্যাপারে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও সাহায্যদানের জন্য আমাদের পরামর্শ আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের চাপ সৃষ্টি করে শরণাথীদের ফিরে যাবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার ইচ্ছাও তাদের নেই। শুধু তাই নয়, দশ দিন পূর্বে আমার কাছে চিঠি এসেছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ৮/৯ বছরের কিশোর-কিশোরীরা ভুখা মিছিলে অংশ নিচ্ছে এবং স্থানে স্থানে গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করছে। সেই চাঁদার সমস্ত অর্থ এই ধারণায় লাহোরে পাঠানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে পরিস্থীতির উদ্ভব ঘটিয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাই শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্য আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে এবং সেই অর্থ সেখানে যাচ্ছে্ আমি জানতে চাই, এ তথ্য কি সরকারের জানা আছে?

আমেরিকা কৌশল প্রত্যক্ষ করার পর আমি বলতে চাই I will not do simply to express our concern.

এসব কিছু ঘটার পর আমরা কি করব? পাকিস্তানের পরিস্থিতি কিভাবে স্বাভাবিক হবে যাতে শরণার্থীরা ফিরে যেতে পারবে এ ব্যাপেরে আমাদের পরামর্শ যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এ আলোকে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ কি হবে।

SHRI SWARAN SINGH: Sir, in the first part of his opening statement, he tried to equate the United States and the USSR in the matter of supply of arms. I would like to say categorically that he cannot do that, because, whereas the United States Government have clearly said that they are not stopping the supply of arms of Pakistan even after the happenings in Bangladesh, the USSR Government and their spokesmen have made clear statements that they have not supplied any arms or even spares to Pakistan particularly after April, 1970. That is the latest statement that they have made.

SHRI JAGANNATH RAO JOSH: They are treating India and Pakistan on the same footing. It has appeared even in today’s papers.

SHRI SWARAN SINGH: How is that on the same footing in the matter on supply of arms? (Interruption).

His second question also suffers from a somewhat similar complex because he has tried to say that perhaps in 1954, the United States had some excuse to supply arms to Pakistan on the ground that it was mint to check communism. He might have been taken in by that, but we had never been taken in by that argument, because we knew fully well that the tanks and several other types of equipment that the United States was supplying to Pakistan could never be used against communism. We knew that the only place where they could be used was perhaps the Indo-Gangetic plain against India. So we had never

any doubt, and I do not see as to why the hon. Member has labored this point and said that this was perhaps an excuse in 1954 which apparently he appears to gulp. I would warm him that he should not adopt that attitude. We knew that in 1954, these arms were supplied to Pakistan against us, and the same policy continues. So, there was no question of any valid excuse in 1954, as there is none today, except their own desire, as they say, to continue to give support to Pakistan in the matter of military equipment.

He has ultimately asked as to what are our plans in relation to Bangladesh. This question relates to the supply of arms. We had a whole day's debate on Bangladesh and I do not intend to repeat my speech.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র): স্পীকার মহোদয়, আমাদের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আসার পর থেকে প্রতিদিন মার্কিন সরকারের নীতি সম্পর্কে এমন সব তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে যা ভারতের জন্য হুমকীস্বরুপ। আমি একথা বলব না যে, এটি বিদেশ মন্ত্রীর সফরের ফল কিন্তু একথা অবশ্যই বলব যে, তিনি ওয়াশিংটনকে প্রভাবিত করতে ব্যার্থ হয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে পালাম বিমান বন্দরে তাঁকে খুশি দেখাচ্ছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, মার্কিন নীতির পরিবর্তন হয়েছে, তারপরে জানা গেল যে, জাহাজ যাচ্ছে। প্রথমে দুটি জাহাজ আবার তিন জাহাজ, আবার পাঁচটি জাহাজ। এখন বলা হচ্ছে, পাইপ লাইনের সকল সাহায্য পৌছানো হবে। পাইপ লাইন কত দীর্ঘ কে জানে। এও জানা সম্ভব হচ্ছে না যে, তার ভেতরে কত অস্ত্র রয়েছে, কত যন্ত্রাংশ রয়েছে। মার্কিন সিনেটরদের কথাবার্তায় এসব জানা যাচ্ছে এবং এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত তবে এর সঙ্গে সঙ্গে নিজ দূতাবাসকেও আমাদের অধিক সক্রিয় করে তোলা আবশ্যক। সিনেটর চার্চ যা বলেছেন, ‘‘ নিউইয়র্ক টাইমস’’ সেটি সমর্থন করেছে। আমি বিদেশ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছি, একথা কি সত্য যে, আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্টকে সুপারিশ করেছিলেন, এ সময়ে পাকিস্তানকে কোন অস্ত্র না দিতে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজ ক্ষমতাবলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আমেরিকা অস্ত্র যাবে। আমি জানতে চাই, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের বক্তব্য কি। ...আমি জানতে চাই, মার্কিন সরকারের কৌশল ও মনোভাব সম্পর্কে তাঁদের অভিমত কি? বিদেশ মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, এই অস্ত্র বাংলাদেশে গণহত্যা আরো বৃদ্ধি করবে। এতে আমি একমত। তবে আমি আরেক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশ গণহত্যা চালানোর মত পর্যাপ্ত অস্ত্র পাকিস্তানের আগে থেকেই রয়েছে, এ সব অস্ত্র আসছে যে কোন সময় ভারতের ওপর পাকিস্তানের আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ আক্রমণ যে কোন স্থানে হতে পারে। জম্মু-কাশ্মিরে, রাজস্থানে, গুজরাটেও হতে পারে নচেৎ এ সময় অস্ত্র প্রেরণের কি উদ্দেশ্য? আমেরিকার মনোভাব কি? বিদেশ মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন, রাশিয়া ও আমেরিকাকে আমাদের এক সারিতে দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকের সংবাদপত্রে ইজভেস্তিয়ার খবর ছাপা হয়েছে-রাশিয়ার নেতা আমাদেরকেও বলছেন, ধৈর্য্য ধর, পাকিস্তানকেও বলছেন, ধৈর্য্য ধর। এইটে কি ভারত ও পাকিস্তানকে একই সারিতে রাখা হচ্ছে না? এখন আমি দুতিনটি প্রশ্ন করতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, সরকার কি আমেরিকাকে এ যাবত কোন প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন। কূটনৈতিক পর্যায়ে লিখিত প্রতিবাদের গুরুত্ব ভিন্নতরই হয়।

ডঃ কিসিঞ্জার এখানে এসেছিলেন। তাঁর কাজ পরামর্শ দেয়া। ভুল পরামর্শও তিনি দিতে পারেন। তিনি পরামর্শ দেবেন সেখানে আর এখানে তিনি তথ্য উদ্ধার করবেন। আমি জানতে চাই আমরা কি তাঁকে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে একটু পরিদর্শন করে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি? এটা করা হলেইতো তিনি তথ্য পেয়ে যেতেন। আগত লোকদের চেহারায় ভয় ও আতংকের যে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তিনি তা পড়ে নিতে পারতেন আর মন্ত্রী মহোদয়ের প্রয়োজন হত না তাকে বুঝাবার। আমরা তাঁকে কোন শরণার্থী শিবিরে না পাঠালে কি কারণে পাঠাইনি?

আমেরিকা শরণার্থীদের জন্য আমাদেরকে সাহায্য দিচ্ছে আর পাকিস্তানকে দিচ্ছে অস্ত্র। এক আমেরিকার দুটি রূপ। আমি জানতে চাই, আমেরিকার কৌশলের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বিদেশ মন্ত্রী কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? বিদেশ মন্ত্রী কি এই ঘোষণা দিতে প্রস্তুত আছেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়া বন্ধ না করলে উদ্বাস্তুদের জন্য সে যত সাহায্য দিতে তৈরী থাক না কেন আমরা তা গ্রহণ করব না, আমরা তা ফেরত দেব? হামাগুড়ি দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে চলার চেয়ে নিজ পায়ের ওপর ভর করে লড়তে লড়তে মরে যাওয়াই বেশী ভাল।

SHRI SWARAN SINGH: The reply to the first question is ‘yes’. To the second question also the answer is ‘yes’. Dr. Kissinger said that he was too busy and that he cannot go to see the refugee camps. Regarding his third question, rather suggestion, that in view of the continued policy of the United States Government regarding supply of arms to Pakistan whether I can now declare that I will not accept any aid for refugees, I am sorry, I cannot make such a declaration at the present moment.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ আমেরিকা লিখিত প্রতিবাদপত্র দেয়া হলে তার প্রকৃতি কি এবং কবে দেয়া হয়েছে?

SHRI SEARAN SINGH : Yes, this was given on the 27th June 1971.

শ্রী ফুলচন্দ্র বর্মাঃ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ওপর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ধরে আলোচনা হওয়া দরকার। এটি আমাদের দেশের একটি জীবন-মরণ সমস্যা। সংসদের সকলে চায় এর ওপর দুই ঘণ্টা ধরে আলোচনা হোক।

MR. SPEAKER: If the rules permit it. I have no objection to allowing it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার হুমকি প্রসংগে আলোচনা	ভারতের লোকসভায় কার্যবিবরণী	৪, ৯ ও ১২ আগষ্ট, ১৯৭১

12.10 hrs

RE. PAK MILITARY REGIMEN'S THREAT TO EXECUTE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

MR. SPEAKER: Mr. F. A. Ahmed.

SHRI SAMAR GUI-IA (Contai): I want to draw your attention to a vital and urgent matter.

MR. SPEAKER: I am not allowing you. You have come determined. I am sorry I cannot accept it.

SHRI SAMAR GUHA: Unless and until you throw me out of this House. I will go on continuing to raise a matter about Bangladesh and bring it to the attention of the House and through this House to the country at large, especially when the military regime there is threatening the Banga Bandhu, Sheikh Mujibur Rahnian. that he would be executed before October next. Unless and until you throw me out of this House. I am not going out. Let me see. (Interruption).

MR. Speaker: He says that unless I throw him out the House he will not stop. *(Interruption).*

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র): স্পীকার মহোদয়, আমার নিবেদন এই যে, শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে পুরো সংসদের মনোভাব এটিই আর আমাদের বঙ্গবন্দু শ্রী সমরগুহ বাংলাদেশ সমস্যা না তুলে থাকতেই পারেন না। আপনি তাঁকে বলতে পারেন যে, আপনি এ সমস্যা নিয়ে ভাবছেন এবং এভাবে এই সমস্যা এড়াতে পারেন।

স্পীকার মহোদয়ঃ এরূপ দু'তিন দিন তো আমি চিন্তা-ভাবনার কথা বলে কাটিয়েছি। আর কতদুর এভাবে চলবে।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar) : He is not standing alone. I am sure the entire House is in sympathy with him. The question is not of Shri Samar Guha. The entire House. I do not know why the entire ruling party is silent on this issue.

SHRI H. N. MUKHERJEE (Calcutta North-East): The hon. Member has raised a certain question which is agitating the House. The Government is represented by some Ministers, footling or not I do not know, but they do not respond. It is always incumbent on the House to bring such matters to the notice of everybody and for Government to give some kind of response. I have found the Chair always asking the Government to make note of the observations and respond in whichever manner they think fit. I cannot expect the Chair to take sides or make a pronouncement, but the Government does not say anything. The Leader of the House, the Prime Minister, is not here. I don not know what those Ministers are doing. They ought to respond.

MR. SPEAKER : When there was nothing on the agenda, why should they be here? The Rajya Sabha is also there, The Ministers are divided. Some of them go to the other House, some of them come to this House.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ স্পীকার মহাশয়, আমি যা বলেছি, তার অর্থ এই নয় যে, মাননীয় সমর গুহ যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হেসে উড়িয়ে দিতে হবে, আমি তো আপনার ও তাঁর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়েছি মাত্র। আপনি এটা গ্রহণ করতে পারেন।

স্পীকার মহোদয়ঃ কিভাবে নিতে পারি।

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ স্পীকার মহাশয়, দৃষ্টি আকর্ষণ (Call attention)- এর মধ্যে আপনি এটি নিতে পারেন।

MR. SPEAKER: I only tell you I cannot be forced like this, I cannot be cowed down like this. There is a way of putting a question, not in this manner. A Member goes on defying the Chair, and then you say that I should agree. No, I am not going to agree.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ স্পীকার মহাশয়, আমি এর ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ (Call attention) দিয়েছি।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I remember that when this question was raised, you were kind on enough to ask Shri Swaran Singh to say something about it. It has come in the newspapers. Let him make a statement.

THE MINISTER OE DEFENCE (SHRI JAG] IVAN RAM): The Government is as much worried and exercised as the House is over what has been stated by the military junta of Pakistan about Sheikh Mujibur Rahman, the uncrowned leader of Bangladesh. As the House is aware, we have approached the Government of various states to exercise pressure on the Government of Pakistan to see that no harm is done to Sheikh Mujibur Rahman.

SHRI S. M. BANERIEE: Let us pass a Resolution demanding the release of Sheikh Mujibur Rahman. The House can pass it.

SHRI JAGJIVAN RAM : I think the Minister of external Affairs informed the House that the matter has been taken up at the diplomatic level with various States to see that justice is done to Sheikh Mujibur Rahman and a political settlement is arrived at which will be to the satisfaction of the elected representatives of Bangladesh. That is what the Government wants.

12.00 hrs.

৯ আগষ্ট, ১৯৭১

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STATEMENT BY PRESIDENT YAHYA KHAN OF PAKISTAN TO EXECUTE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

SHRI SAMAR GUHA (Contain): I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement hereon:

The reported statement by President Yahya Khan of Pakistan that Sheikh Mujibur Rahman may be executed.

THE MINISTER OP EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): Government view with grave concern press reports of President Yahya Khan's statement that Sheikh Mujibur Rahman would be "court martialled" and that he could not say whether or not the Sheikh would be alive when the so-called Pakistan National Assembly meets. President Yahya Khan himself had, in one of his earlier statements referred to Sheikh Mujibur Rahman as "the future Prime Minister of Pakistan". As the leader of the Awami League Party which won 167 of the 169 seats to the National Assembly from Bangla Desh and thus had a clear majority of votes in the National Assembly of Pakistan, Sheikh Mujibur Rahman held a unique position as the acknowledged leader not only of East Pakistan, but of the whole of Pakistan. What happened after the 25th of March this year is known to the whole world. The denial of the verdict of the people and letting loose of military oppression and trampling on the fundamental human rights of the people of Bangla Desh stand self-condemned. Instead of respecting the verdict of the people and acknowledging Sheikh Mujibur Rahman as the elected and undisputed leader of Bangla Desh, the Pakistan Government has launched a reign of terror and carried out a calculated plan of genocide, the like of which has not been seen in recent times. To stage a farcical trial against Sheikh Mujibur Rahman is a gross violation of rights and deserves to be condemned by the whole world.

We have repeatedly expressed our concern for the safety and welfare of Sheikh Mujibur Rahman and his family who also are under house arrest or in prison. We have conveyed our concern to foreign governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard. Should any harm be caused to the person of Sheikh Mujibur Rahman or his family and colleagues, the present situation in Bangla Desh will be immeasurably aggravated and the present Pakistani rulers will be solely responsible for the consequences. We share the concem expressed by about 500 Members of Parliament in this regard. We appeal to the conscience of humanity to raise their voice against the action that the President of Pakistan proposes to take. We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences.

SHRI SAMAR GUHA: The Members of the Lok Sabha and the Raj ya Sabha have in their deepest anxiety sent a memorandum to U. Thant for rousing the world conscience and also to take immediate steps for stopping the trial against Sheikh Mujibur Rahman and also for his unconditional and immediate release. Now it is the turn of the Government. What effective measures have they taken for early release of Sheikh Mujibur Rahman and also for ensuring his personal safety and security. It is not a mere question of just appealing to international community to rouse world conscience; that alone cannot save the life of Banga Bandhu. To me the most effective measure is to recognize Sheikh Mujibur Rahman as the President of the People's Republic of Banga Desh by giving immediate recognition to Bangla Desh. This diplomatic role has a meaning which even the bedlamite chieftain of Pindi Junta-may be he represents the mad house of the political lunatics of Pindi should realize; even the bedlamite chieftain of

Pindi will realize the international implication and also the legal implications of making an attempt to try in a military court the President of an independent sovereign State. If there is any question for ensuring the security of the life of Sheikh Mujibur Rahman and for effecting his immediate release, recognition is the first and foremost issue that our Government should decide and decide immediately.

Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman is not merely leader of 75 million people of Bangla Desh; he is not only the President of the People's Republic of Bangla Desh; he is much more than that. He is the emblem of the highest value of democracy in the world today. I again use the word Banga Bandhu; he is really the Bandhu of values –praja tantric ideal. I want to remind the House that nowhere and at no time in the annals of the world history no leader commanded the total loyalty of the total population of a country as Sheikh Mujibur Rahman does today. In no democratic multi-party system of elections ever held in any pan of the world has emerged a leader like him who could secure with his party 98.9 per cent of the representation of the people. No military, fascist or any type of totalitarian regime has ever succeeded in resurrecting the sovereign will of the people, lost in the abyss of ruthless totalitarian authority as he has done. And it must be remembered that the elections were held under the military regime of Pakistan. In those conditions, he made a tremendous success in resurrecting the sovereign will of the people. It is to be recorded in the august House or biggest democracy in the world that no democratic leader of any country in the world had ever succeeded in raising the banner of democracy to the highest summit as has been done by Sheikh Mujibur Rahman.

We are proud of our Gandhian legacy. Mahatma Gandhi is the father of the technique of non-violent non-cooperation movement. I should humbly say that Sheikh Mujibur Rahman excelled in applying the technique of national liberation much more than Gandhiji himself. The total people of Bangla Desh had complete faith in him and before the 25th of March no writ of Yahya Khan had any sway either in the public life or in public administration. It is on record that it had never happened in any part of the world that the Chief Justice of the High Court refused to administer the oath of office to the Governor-designate Mr. Tikka Khan.

Mr. Yahya Khan has claimed that he is a descendent of Nadir Shah. He has made that claim. In the right style of Nadir Shah, he has taken the decision to try Sheikh Mujibur Rahman-who, as I said, is the greatest emblem of democracy today-in camera. He has also threatened in advance to prejudice the proceedings of the court by saying that he might be executed before the sitting of the so-called, fake National Assembly of Pakistan in coming October.

I want to warn Pakistan that if they try. . . . *(Interruptions)* This is a warning-there will be unprecedented repercussions, terrible repercussions in Bangladesh. Mr. Yahya Khan should know that the lives of forty lakhs of West Pakistan people who are living in Bangla Desh and the 51/2 divisions of the Pakistan army will be endangered, if he dare touch Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman. If Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman is executed not a single soldier of the Pakistan Army nor any other elements of West Pakistan will have the chance of crossing the shores of the Bay of Bengal. So, ever for the security and safety of the life of his own people, who are more or less potential

hostages in the hands of the people of Bangla Desh, Yahya Khan should not do this. That spirit should not be there but I am telling the terrible truth. If they touch Sheikh Mujibur Rahman an unprecedented thing will happen. Terrible reaction will sweep the whole of Bangla Desh and those helpless and in some way innocent people of West Pakistan who are not in Bangla Desh will have to suffer for it Yahya Khan should also have to bear that in mind.

The Prime Minister is not here. I was have reminded her of the role played by the late Pandit Jawaharlal Nehru, his fractic efforts to save the life of the Congo leader Lumumba. I appeal to the Prime Minister, the daughter of Pandit Nehru that he should not leave any unturned for ensuring the personal safety and security of Sheikh Mujibur Rahman and to effect his early release.

I want to know from the Government whether the Government of India is going to recognize Sheikh Mujibur Rahman as the President of the People's Republic of Bangla Desh by giving immediate recognition to Bangla Desh. In my opinion, I have already said that it is the best step, best measure for ensuring the security of the life of Rahman and also for effecting the release of Sheikh Mujibur Rahman.

Secondly, I want to know whether this Parliament, the biggest bastion of democracy will pass a unanimous resolution demanding the safety arc security of the life of Sheikh Mujibur Rahman and also his early release and making an appeal to the conscience of the world community to exercise all their influence and pressure on the Government of Pakistan so that they dare not touch Sheikh Mujibur Rahman.

Thirdly, I would make an appeal to the Speaker is the Chairman of the Indian Parliamentary Union, to send delegation of Members of Parliament-I do not want a delegation from the government-to the different countries of the World so as to take up the cause of Mujibur Rahman and arouse world conscience. Fourthly the government is going to make an announcement in this House of having their defence alliance with Russia. I want to know from the government whether our friend, Mr. Gromyko. . . (interruptions) Yes, I call him a friend, because a friend in need is friend indeed. I want to know from the government whether they have taken up the cause of the personal safety and security of Sheikh Mujibur Rahman and his early release with Mr. Gromyko. Lastly, I want to know from the Government whether they are going to take up the matter. If necessary, in the forum of the United Nations.

SHRI SWARAN SINGH: Sir, I am in agreement when he pays high tribute to the outstanding democratic leader, Sheikh Mujibur Rahman who won not only such outstanding victory in the elections but who now commands total respect from the people of Bangla Desh and, if I may add, of all freedom-loving people the world over. It is for this reason that we expressed our anguish at this report and we have condemned in no uncertain terms the attitude that President Yahya Khan is adopting in the matter of the farce of a trial which may lead to very disquieting results. But some of the remedies that the hon. Member has suggested are not related to this question. For example, He has referred to the question of recognition.

SHRI SAMAR GUHA: Then we can establish diplomatic relations and he will be the President of a sovereign independent republic. That will give him the greatest legal security.

SI-IRI SWARAN SINGH: That it is a separate issue. Let us not, by this attitude, give the impression of softening of our attitude to this immediate question of the release of Sheikh Mujibur Rahman. Whatever may be the circumstances, the entire international community should concentrate on securing his release and saving him from the farcical trial, the intention of starting which has been indicated by President Yahya Khan.

Then he referred to the question of a resolution by this august House. Well I would welcome it if there is any such resolution. I would be in favor of that in fact, I think the way this entire House is responding to this suggestion is the clearest form of our expression of sympathy for Sheikh Mujibur Rahman in this situation, and all of us are united in suggesting that the military rulers, in their own interest, will be doing a good turn if they were to release him and start talks with him for finding out whatever may be the solution to this problem.

About the appeal to the Speaker, the hon. Speaker is the best person to decide it.

MR. SPEAKER: What do you advise me? What should I do?

SHRI SWARAN SINGH: About the other question, I would like to say that the Government of India has already taken it up with all friendly countries, including the USSR Government, that they should exercise their influence with the military rulers of Pakistan to bring about a situation where these military atrocities stop there and the military rulers start negotiation with the elected representatives for finding a satisfactory solution.

SHRI ATAL BIHARI VAIPAYEE (Gwalior): What is their reaction?

SHRI SWARAN SINGH: Most of the governments have promised that they will take this matter up with President Yahya Khan.

Then, Sir, about the last question the hon. Member has already said that they have sent a memorandum to the Secretary General and I am sure that this will have effect not only in the United Nations circles but also in other countries of the world. As to whether it can be taken in any formal form at the U.N. is a matter which requires careful consideration. I agree with the hon. Member but as to whether it can be taken up as an item is a matter which requires careful consideration.

MR. SPEAKER: This is first time that a Calling attention question is also addressed to the Speaker. I have taken a due note of it. If Dr. Karan Singh is prepared to lend me two Jumbo Jets, the whole Parliament will be sent abroad.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) I am entirely in your hands.

MR. SPEAKER: All right. He is entirely in my hands. So, I will try if you can have some excursions but also do something there and not confine yourself to one thing. For

your information our Parliamentary Group has already sent a very well drafted resolution agreed to by all the Groups in the Executive Committee to the next Conference of Inter-Parliamentary Unit to be held at Paris.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Speaker". Sir, I want to make a submission in this regard. This was not an occasion when light-hearted remarks should have been made.

MR. SPEAKER: We have sent a very well drafted resolution to the IPI. I think in future no Question should be addressed to the Speaker.

SHRI S.M. BANERIEE (Kanpur): Sir, I am somewhat encouraged to read the last sentence of the statement that the hon. Minister of External Affairs has said:

"We express our condemnation of the proposed action and warn the Government of Pakistan of its serious consequences".

This is the first time that we have not only expressed our surprise and regret or condemned this particular action of Yahya Khan but also warned them of the serious consequences. We know the character of this military dictator and their master, the United States Imperialist and we know that Yahya Khan today is a great puppet in the hands of U.S. Imperialist. So, the question is whet: appealed to the conscience of other nations we should have the sad experience of the pas: Some of the organizations of the entire world demanded execution of Rosenberg should be stopped. But what happened? They were executed. I know what happened to Patrice Lumumba. How he was murdered. We are also aware as to what happened to Martin Luther King when he was murdered. I am not surprised when the people fight against the military tyranny sometimes they are murdered, sometimes they are butchered and that is why we say paths of glory lead to the grave. But my only anxiety is that ii is not only question of execution of Mujibur Rahman by the military court after the farcical trial but this will be the crucifixion of humanity, parliamentary democracy and last but not the least, secularism in Bangla Desh.

I know, as long as even a child is alive in Bangla Desh Mujibur Rahman cannot be executed by this military power. I still have faith in the people ho have fought. Six lakhs of them became victims of military bullets. They are still fighting. The Mukti Fouj is gaining ground and they are growing stronger.

What I expect from my own Government is that apart from condemning it and appealing to the conscience of the entire world, apart from warning the Pakistan Government of serious consequences, the question of recognition should also be settled.

How are the people of India reacting to this? Yesterday it was really a lesson to me when I was attending a particular function and the famous exponent of Tagore music. M. N. Kumar Mukherjee, was singing the national anthem of Bangla Desh.

Everyone knows, including the Cabinet Ministers: we know in our heart of hearts that Bangla Desh is a settled fact. So, I would request the hon. Minister to consider today on this historic day of 9th August, when the people of this country fought against the British

imperialists-that was the greatest battle of the national liberation movement-whether a time has come now when to save life of Mujibur Rahman, to save democracy and secularism in Bangla Desh that Government should be recognized.

The hon. Minister will immediately say that this is not connected with this question. But how can you possibly save by merely appealing? The American imperialists will never allow anything to be done. Yahya Khan, that mini-dictator of Pakistan is under their heel. I am sure, by any means they will try to liquidate Mujibur Rahman because that is what dictators always feel that by liquidating a particular person, they will be able to liquidate a particular principle or ideology I know that he will never succeed but still he will try to do it.

So, my question to the hon. Minister is whether, in view of the present situation in Bangla Desh. Government would reconsider or make up its mind finally and firmly about the recognition of Bangla Desh.

I am so happy, I am encouraged, to know-I am yet to know the full facts about it-that there is an agreement reached yesterday and today between the Foreign Minister of USSR, Mr. Gromyko, and our Government on India’s defense against the grand alliance between the USA, Pakistan and China. I hail it and I want to give a standing ovation to this historic day. But I would like to know whether after this agreement, after these assurances India will get courage and conviction to recognize Bangla Desh without fearing attacks either from Pakistan or from China. I am sure, no attack will come. Once it is recognized, we can save the life of Mujibur Rahman and save democracy and secularism in Bangla Desh.

With these words, I appeal to you, and through you, to the hon. Minister to throw some more light than he has done in the statement. I am happy that they have warned Pakistan of serious consequences. But what can be the consequences? They have to be spelt out. It should not be left in the hands of Pakistan and World opinion. We have got friends. A socialist power, the USSR, is with us. It has been proved that our friends in the imperialist countries supply arms to Pakistan and wheat to us but our real friendship lies in USSR. And that has been strengthened. They should have courage and conviction to recognize Bangla Desh. I appeal to the Government and the world at large to see Sheikh Mujibur Rahman is released soon.

SHRI SWARAN SINGH: On the question of recognition, the Government's stand has been explained from time to time and this is not the occasion to reiterate that. So, I do not want to make any elaborate statement on the question of recognition. On the second question, that the consequences should be spelt out. I think, wisdom requires that we should not spelt out consequences.

SHRI S. M. BANERJEE: My question has not been replied to fully. What about the agreement? (Interruptions) They have come to an agreement (Interruptions).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We know nothing about the agreement.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to know whether there is an Agreement and if so, what is the Agreement.

MR. SPEAKER: The Minister is yet to make a statement on Agreement.

SHRI ATAL BIHARI VAIPAYEE: We do not know anything about it.

MR. SPEAKER: He will make a statement later on. (Interruptions)

SHRI S. M. BANERJEE: There is so much demonstration outside about Bangla Desh. He cannot answer about recognition of Bangla Desh. This is something surprising, (Interruptions)

MR. SPEAKER: Order, order Shri H. M. Patel.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): After the hon. Minister's statement and the subsequent clarification which he gave in reply to Mr. Samar Guha's speech, I do not see much need for further clarification. It is clear that the Government is not at this stage prepared to make any statement about recognition which many of us feel should be done. But I would like to ask him whether he cannot move a formal Resolution expressing the unanimously view of this House that it is deeply concerned about it. It seems to me that if such a Resolution is passed, it would have some weight. What worth it will have is doubtful because it is quite evident that Pakistan and President Yahya Khan are almost insulated against any reasonable suggestion. Nevertheless, perhaps a formal Resolution adopted in this House may have some effect.

SHRI SWARAN SINGH: I presume from the way the various parties represented in this honorable House are reacting to the statement that I have made, that there is general support for the attitude we have adopted. There appears to be unanimous support for this. As I have already said, I would welcome it if the House adopted a Resolution supporting the stand.

SHRI S. M. BANERJEE: Do it. You can move a Resolution? (Interruptions)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We have already passed a unanimous Resolution. What has the Government done about it so far? What is the idea in passing another Resolution? (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee. don't get tip every time. This is very bad. Shri P. R. Das Munsi.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta South): So far as the statement of the hon. Minister is concerned, I am really happy that the Government have at the right time conveyed their concern to foreign Governments.

In this context, I remember the past glorious history of our country. when, in I924, a great leader Netaji Subhash Chandra Bose who was in the Calcutta Corporation then, was arrested, at that time, Shri C. R. Das, another great leader quoted very beautiful words that, if the law of freedom for the country was a crime, then he was a criminal.

This is absolutely the right time for the people of India and also millions of people outside who believe in democracy and freedom to feel about it and. in the context of Sheikh Mujibur Rahman, utter the same tune and spirit like that of Shri C. R. Das. There is no doubt that we are acting according to facts and feelings.

In view of the fact in the statement that we have conveyed our concern to foreign Governments and asked them to exercise their influence on the Government of Pakistan in this regard. I would like to ask one question from the hon. minister.

We have seen that two political conspiracies, the drama of Political conspiracy has been staged, one in Peking by Kissinger and Chou En Lai and another by Yahya Khan who is Kissinger in Islamabad. In that aspect after the drama was end. Is the Government aware of this fact that the conspiracy has the significance of Yahya Khan's threat to execute Sheikh Mujibur Rahman immediately after Kissinger-Chou meeting and the ominous chance of the Nixon administration on this extremely grave issue. I do not understand. What Yahya Khan is speaking is absolutely on the strength of the people of West Pakistan but Yahya Khan absolutely has been the adopted son of Nixon. As Yahya advises, Nixon acts, I believe that.

I would like to have an answer, not a circuitous answer, from the Minister in charge of External Affairs as to what the reaction of the Government of India is in regard to the ominous silence of the Nixon administration.

Next, I would like to submit my point which is very specific. We have already said and we place our condemnation and probably warned the Government of Pakistan of the serious consequences. I believe that the act, particularly, the statement of Yahya Khan to execute Mujibur Rahman is an of belligerency against Bangla Desh and I believe it will be an act of belligerency not only against the people of Bangla Desh but also it will be an act of belligerency against the people of India as we share our sentiments with the people of Bangla Desh. Whether the Foreign Minister is aware that if Yahya Khan tries to hit Mujibur Rahman in any case, will the Government call the people of India, particularly, the young people to immediately join the Liberation movement and the Mukti Fauj to stand up to Yahya Khan's naked oppression against the people of Bangla Desh.

These two categorical answers I want to know from the Minister of External affairs.

SHRI SWARAN SINGH: About the attitude of the United States Government in the matter of continued supply of arms to Pakistan and their general support to the Pakistani posture in the context of the refugees and UN circles we have expressed our total opposition to the stand taken by the United States Government. This I have stated also on the floor of the house on earlier occasions.

About the second question, that he had asked, that is a suggestion calling upon the people of India to join the Mukti Fauj, that is the operative part of his suggestion. This is more for a political rather than governmental action.

SHRI P. VENKATASUBBALAH: The memorandum submitted by the members of Parliament is the symbol of the nations' aguish and concern at the manner in which Yahya Khan, the modern Nadir Shah, is behaving and his hand is dripped with the blood of innocent people of the Bangla Desh. May I know from the hon. Foreign Minister that he has in his statement stated that he has sounded many foreign countries to help in bringing pressure on Yahya Khan not to resort to inhuman acts. Whether the hon. Foreign Minister is aware that the Prime Minister of UK has said that he will not interfere in the internal affairs in intervening with the regard to barbarity that is going to be perpetrated by Yahya Khan. Quite recently Tunku Abdur Rahman who was our guest made a

statement in Kualalampur as if he was averse in bringing pressure on Yahya Khan and he is in a way conniving at the act of Yahya Khan in his genocide and carnage. Whether the Foreign Minister is aware that Yahya Khan at this juncture when he has acted as a broker between Peking and USA is demanding his first installment of the brokerage and he has been emboldened to come out with this statement and a country like the USA which proclaims and boasts itself of equality and fraternity has been an active accomplice in this heinous crime by not stopping aid to Pakistan in spite of the resistance made in the House of Representatives by an eminent Senator like Edward Kennedy. In this regard I want to know whether the Foreign Minister is still sure that he will be able to bring round the super-powers that they will be able to bring pressure. The facts have amply proved that these super-powers are acting only in their own enlightened self-interest oblivious of the fact that there is human carnage going on in this part of the world. In that case, I want to know whether the Foreign Minister, having friendly countries like USSR who stood by us in all critical junctures of our relation with other countries will be able to bring this matter before the United Nations and before the Human Rights Commission, to see that Yahya Khan is prevented from committing this barbarous act.

SHRI SWARAN SINGH: The hon. member has rightly mentioned the attitude that has been adopted by the Governmental representatives of several countries. I would be quite frank in saying that even those countries whose Governmental representatives say that they would try to use their good offices in persuading the military rulers not go to ahead with their atrocities are reluctant to say so openly, except in the case of the USSR President Mr. Podgorney, and some others hon'ble exceptions.

SI-IRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What are the other exceptions?

SI-IRI PILOO MODY (Godhra): And how honorable are they?

SHRI SWARAN SINGH: There are other socialist countries also. But, we have to continue our efforts to persuade these countries to use whatever influence they may have with President Yahya Khan not to go ahead with this mad policy upon which he has already embarked. .

In the operative part of the question the hon. Member asked as to whether the question will be raised in the Human Rights Commission and the United Nations. Surely, it can be raised and it is our intension to raise it in some appropriate form in the UN or in the Human Rights Commission.

19:13 hrs.

১২ আগষ্ট, ১৯৭১

STATEMENT RE: REPORTED TRIAL OF SHEIKH MUJIBUR RAHMAN BY THE

MILITARY REGIME OF PAKISTAN

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir. in the morning, I requested. Through you, the Prime Minister to say something about Shri Mujibur Rahman and his safety. I know that a resolution cannot be moved at the far end of the day. But since the Prime Minister is here and she has also issued a statement appealing to all the countries to come to the rescue and see that the execution of Shri Mujibur Rahman is halted, I would request her, through you, Sir, to say some good word so that the world may know that this Parliament

is equally concerned with it and that the execution with the help of the American impetiZ1liStS by Yahya regime is stopped. With the death of Shri Mujibur Rahman, it might be the death of the Parliamentary democracy and secularism in Bangla Desh. I would request the Prime Minister to say something about that.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OE INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Mr. Speaker, Sir, I can fully appreciate the deep concern, anxiety and, indeed, agony of the mind of the hon. Members with regard to the news which has been coming across from West Pakistan.

I can only say that the Government shares this agony and anxiety. I do not agree with the last sentence of the hon. Member that the freedom Movement in Bangla Desh will die. Because we all. Know that martyrdom gives immortality. We all know, that far from weakening a movement. it strengthens it. Everywhere in the world, freedom struggles have gone from strength to strength, the more the authority has tried to suppress them.

Sir. we have tried to get some news. This is from the United Press International-the hon. Members can take it or leave it.

"But the Pakistani officials to-day refused to say whether the trial of the Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman started on schedule yesterday."

There has been no other news. No mention on any of the Pakistan Radio Broadcasts.

Just now we have been discussing the natural calamities of drought and floods which cause hardship and suffering to our people year after year. But here there is a calamity of great magnitude, not caused by nature but by man and one which is quite unnecessary. AsI have said on previous occasions, we are concerned not only because of the ideals of freedom and human dignity and human suffering but also because this tragedy has a direct effect and impact on our own country.

I can understand the desire of the Members for greater effort on our part. Many members have sent telegrams to various organizations and Parliaments abroad. The Government of India also has approached the Secretary-General of the U. N., U Thant. I myself have written on more than one occasion the Heads of States and Prime Ministers to try their best to save the life of Sheikh Mujibur Rahman. I know that there is a feeling in Parliament that Parliament itself should move a resolution. I have no objection to such a resolution, but I feel that it would not serve much purpose except to reiterate our own strong feelings. We know that the sort of military regime which exists in Pakistan is not going to pay any heed to our resolution or even to the opinion of other peoples of the world. Perhaps it could be pressurized by certain Governments and we are doing our best that such pressure should be exercised.

We have also to take into account the fact that anything we do could harm the cause. We know that there is an effort on the part of the military regime to propagate the view that Sheikh Mujibur Rahrnan's actions are activated by India and that India is encouraging him. All kinds of other allegations which have no foundation whatsoever are being made. In fact. . . .

SHRI S. M. BANERJEE: It is all lies.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: They are lies, but we should not do anything which could encourage this propaganda and might go against him.

One more point I should like to make to the hon. Members. Sometimes in our speeches, we tend to talk about West Pakistan. At all times we should make a distinction between the people of West Pakistan with whom we have no quarrel whatsoever... (Interruption) and the military regime which is responsible for the atrocities in Bangla Desh and which is suppressing the legitimate political rights of the people even in the different provinces of West Pakistan. Now we come to the end of the session. As we do so, we reiterate our strong feelings about Sheikh Mujibur Rahman and all that is happening to the long-suffering people of the Bangladesh. They are a gifted people who have perhaps given more revolutionaries in this sub-continent than any other part of the region. To-day they are undergoing great hardship.

As I said earlier, Sheikh Mujib is not just an individual. We should be concerned about the liberty and the rights even of an individual and a revolutionary. But, to-day, he has became the embodiment... (Interruptions) of the aspirations and urges of the people of Bangla Desh and of the suffering and spirit of sacrifice which they are enduring with such courage and fortitude.

This is a good note on which to end the session. It is a very sad note but such are the circumstances of the situation...

SHRI SHYAMNANDAN MISRA (Begumsarai): What are the reactions of other countries to your approach to the trial of Sheikh Mujibur Rahman?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Several have written to us that they are taken up the matter or that they have taken up the matter.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: U Thant has no initiative in this matter so far?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The hon. Member must have seen the statement issued by U Thant. It appeared in the morning papers. I don't know whether it is the full statement or not. But, that it will give the Hon'ble Members some idea of the difficulties of the situation. We are aware of the weaknesses of the U. N. which have been obvious in other situation also.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): In-built weaknesses.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Another question is what will help Sheikh Mujibur Rahman at this particular moment. I am glad that the House has shown such unity and solidarity in this matter, because, this is a source of strength to us in this situation. We are interested not merely because of our opinion about Sheikh Mujibur Rahman but because we think that the action proposed by the military regime of West Pakistan will have an impact, not only on Bangla Desh and on our country, but we feel, that will have a much wider impact all over the world. Nor will it help even those countries who think they are helping the military Government of West Pakistan. Even that end will not be served.

MR. SPEAKER: Now the House stands adjourned sine die. Wish we you very comfortable and happy vacation; we will meet again sometime in November.

19.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned sine die.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের সীমান্ত পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি এবং আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Concentration of Pakistani forces on Indian borders.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I call the attention of the Minister of Defense to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Reported concentration of Pakistani forces on Indian borders, loss of Indian life and property owing to Pakistani shelling and repeated violation of Indian air space by Pakistani aircraft."

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): Mr. Speaker, Sir, the genesis of the tense situation on our borders we with Pakistan lies in the confrontation between the military rulers and the people of Bangla Desh.

The House is aware of the terrible crack down by the Pak Army on Bangla Desh on the fateful night of 25th/26th March 1971. In an election held earlier for the first time after a decade, the people of Bangla Desh, gave their confidence to the Awami League and voted for its six point programme of autonomy. The military rulers of Pakistan instead of honoring the result of the election hurled defiance at the people of Bangla Desh and unleashed a terror, like of which has not been seen or heard before, on the fateful night of March 25th/26th.

In the process, unprecedented atrocities have been perpetrated; hundreds of thousands of people have been done to death in cold blood; villages have been burnt; women have been dishonored, and children maimed. The University of Dacca was a particular target for attack; the armed forces concentrated on the intelligential, the youth and the minorities. Modern weapons of warfare, including tanks, armored cars, even artillery and aircrafts have been used. This House has already extended its sympathies to the victims of this terror.

The people of Bangla Desh rose to a man in revolt. The East Bengal Regiments and the East Pakistan Rifles offered resistance, with many members of the armed police joining them whilst seemingly engaged in negotiations with the Awami League, the military rulers had already brought nearly two Divisions of Pakistani troops into East Bengal. When they met with determined resistance large scale reinforcements were quickly brought in by air and sea. Later, large Para-military forces, called the East Pakistan Civil Armed Force and Razakars have also been organized and are wreaking havoc in the country-side.

Men, women and children, Muslims, Hindus, Christians and Budhists, fled from this unparalleled terror in an unending stream to seek shelter in India. The terror continues unabated; so does the stream of refugees. It has reached the staggering figure of nearly 10 million people.

The genocide practiced by Pakistan, the cruel attempt to destroy the culture and identity of the people of Bangla Desh, has evoked the sympathy of the entire world. The forcible expulsion of millions of men and women. of all creeds and ages. in a state of utter helplessness and exhaustion, constitutes, so far as we are concerned. a new kind of aggression. We could not but give them shelter and succour. Their continued stay in our country imposes intolerable strains on us; threatens the stability of our economy, jeopardizes many of the fundamental values enshrined in our Constitution and has engendered social, economic, and political tensions. It is our wish that these refugees from terror return to their homes in honor, in dignity and in full safety.

The military rulers have so far done nothing to put an end to the terror or to create conditions in which the refugees could return to their homes. The efforts made by the people, the press, the governments of many nations have so far proved unavailing.

The people of Bangladesh have been making their own efforts to make it impossible for the Pak Army to continue its reign of terror. A powerful resistance movement has grown around the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles. Angry young men have joined in large numbers. The resistance offered by them has unnerved the Pak Army. Their successes have made them hopeful of early deliverance.

The military rulers have for the past many months been trying to divert the attention of the world from their misdemeanors and mistakes by fastening and foisting the blame on India. We are guilty only of sympathizing and supporting people in dire distress. The President of Pakistan, however, threatens to wreak vengeance upon us. if the Mukti Bahini succeeds in liberating their land from the clutches of Pakistani hordes who are perpetrating rape and rapine in Bangla Desh on a scale unprecedented in the recorded annals of history. On 30th July, l97l, President Yahya Khan threatened us with total war. On October l2th, in his address to the nation, the threat was renewed. In between. the armed might of Pakistan has been significantly reinforced and strengthened. War hysteria has been whipped up. A poster campaign to "Crush India" and "Conquer India” has been launched. The cry of Jehad has been raised.

To back up his threat of total war against India President Yahya Khan ordered large- scale movement of troops all along the Western Indo-Pak border. Opposite Rajasthan, Gujarat and East Punjab, Pakistan has moved its troops close to our border. Special attention has been paid to the Cease Fire Line in violation of the terms of the Karachi Agreement. Additional POK battalions have been raised, Frontier Corps troops have been brought in; a large number of Mujahids has been activated, and an additional wing of Karakorarn Scouts has been organized. All along the western border and the Cease Fire Line, enormous quantities of defense stores and ammunition have been piled up. Close to the troops locations. By the middle of October, almost the entire military might of Pakistan had been deployed, away from their cantonments, along our frontiers, in

operational readiness. Since then the Pakistani forces have indulged in a series of provocative acts. There has been a large number of border violations, on land and also in the air. There has been extensive shelling of Indian territory by Pakistanis on our eastern borders resulting in considerable damage to property and also in loss of life and injury to a number of our own citizens and also to many refugees seeking shelter on our soil. Fire has been exchanged along the Cease Fire Line. Many acts of sabotage have been committed along our eastern frontiers in an attempt to disrupt our lines of communication.

I do not, Sir, wish to exaggerate but the situation on our borders is very serious indeed. The Pak forces have the advantage of nearer interior lines. Their Armoured Divisions which have been put into a full state of readiness, are posed to act in full concert. The reports received by us indicate preemptive strikes on our airfields as part of their plans.

In such a situation, we have no alternative but to move our forces to our Western border. Today our Defense Forces are deployed along the eastern and western borders in a full state of readiness to meet all eventualities. The morale of our Jawan is very high. The morale of the people in the border districts is high: they have lent their whole-hearted support to the Defense Forces in organizing our defense all along the border. Steps have also been taken to guard vital points and installations against sabotage and against air attacks. We are determined to defeat any attack on our territory and to carry the war, if need be. to the soil of the aggressor.

I trust our vigilance and preparedness will deter the military rulers of Pakistan from carrying out their threats to make war upon us for a third time. We do not propose to relax our vigilance or withdraw our troops from the borders, until a satisfactory solution is found to the situation in Bangla Desh which shall induce and enable the Refugees to return to their homeland. I wish the futility of military suppressing the people of Bangla Desh dawns on Islamabad and men in position of authority and influence heed the lessons of history and listen attentively to saner counsels. I fervently hope that Pakistani rulers persuade themselves to abandon the course on which they have embarked, to retract their threats to us and to find a political solution to Bangla Desh which will be acceptable to the already elected representatives of the people under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. This is the only course which will ensure democratic freedoms to all people on this sub-continent providing them an opportunity to devote themselves to the peaceful tasks of economic and social progress.

SHRI S. M. BANERJEE: I fully agree with the Minister when he says that the genesis of the tense situation on our borders with Pakistan is the confrontation between the military rulers and the people of Bangla Desh. I am aware that with the intensification of the liberation movement in Bangla Desh by the brave and undaunted Mukti Bahini, the dictator of the military regime in Pakistan has completely lost his mental balance. Now they want to provoke our country for a war because they know that a solution lies only in internationalizing the situation and taking it into the doors or lap of the UNO and having observers sent here so that the liberation movement in Bangla Desh is stopped. Here I must take the opportunity to congratulate our brothers and sisters of the Mukti Bahini

who are fighting relentlessly, and am so happy to know that certain areas have been out of the hands of Yahya Khan's regime and are controlled by the Mukti Bahini. I expected that during the beginning of the session we will definitely hear from the Prime Minister about the recognition of Bangladesh especially after her visit abroad. I am sorry that even today the Hon. Prime Minister has not made any such statement.

To refresh our memory, may I say there that even today Pakistan violates our air space. I read in the newspaper Patriot that Pakistan Air Force Planes committed three violations of Indian space in Chamb within l5 minutes of November 14th, and a mirage intruded into Indian space at 1.25 p.m.

I vividly remember the valiant role played by our Jawans and officers during the 1962 and 1965 conflict and I am sure they will reply any aggressions in the future also. But the fact remains that we did not shoot down their aero planes when they intruded into our territory. Their planes came to Punjab, to Chamb and certain other places. Even Dum Dum can be bombarded from Jessore within three minutes by a jet. So, we want to know whether instructions have been issued to our Jawans to shoot down their planes and, if so, how they have missed the mark. Why did we allow those planes, which came for a purpose which is known to the Defense Minister and to the entire country, to go back so merrily. I would like to have an answer to this question. Here I should like to make it very clear that I and my party are not advocating a war. We are not war mongers and we do not want to create a war psychosis. It is good that we have issued instructions to our Jawans not to cross the border. But at the same time, what steps have been taken to protect our border and create conditions in which their Jawans are not able to cross our border and, in case they cross, they are shoot down. I do not want the Minister to divulge any secrets and I am sure our Jawans must be doing their duty. But the fact remains that on our borders in Tripura, in West Bengal, in Assam, in Kashmir and other places there is constant shelling by Pakistani troops with the result that the people living on our borders are in constant fear of death. People who have migrated from Comilla and have settled down in Agartala want the victory of the Mukti Bahini and they are prepared to make any sacrifices for that. The hon. Minister says that we are fully prepared to meet any eventuality which may develop from this explosive situation, and the situation according to him is quite serious. What steps have been taken to meet this challenge? On this particular issue the entire House would support this Government. We want to know whether the life and property of those who are living in the border areas will be made safe by creating conditions in which the Pakistani forces are not able to cross the border and shoot down the innocent people of our country. I want the Defense Minister to answer these two pertinent questions.

I have read the entire statement of the Defense Minister and I must thank him for that. While the Mukti Bahini is fighting there, we on our part should see that our borders are properly protected. Last but not the least I would like to know one thing from the Defense Minister. If he is unable to answer that question, let the Prime Minister answer it. When we wish the success of the Mukti Bahini, when we wish the success of the Bangladesh against Yahya regime, when we are trying to mobilize world public opinion in favor of Bangladesh and the people who are dying and prepared to die for a sovereign

Bangladesh. what are we going to do towards this end? Are we still silent spectators of their sorrow or are we going to recognize Bangladesh?

SHRI IAGIIVAN RAM: The two previous supplementary questions are already covered by the reply that I have given. There is no doubt that there had been air violations, as I have stated in the statement, and hon. friends might have read in the newspapers that our aircraft had chased the Pakistani aircraft.

SHRI S. M. BANERJEE: But they missed their mark. That was also there.

SHRI JAGIIVAN RAM: You can draw your inference. But he wanted to know the instructions. It is obvious that the instruction is that if there is any intrusion, they should be chased away. . . . *(Interruption).*

SHRI ATAL BIHARI VAIPAYEE (Gwalior): Or shot down?

SHRI J AG] IVAN RAM: So far as shelling on the eastern border in Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal is concerned, I have stated that there had been shelling. But I may assure the House that no Pakistan armed forces personnel has had the courage to come to or to cross the border. If they cross the border, they will be thrown out into Pakistan. . . . *(Interruption)*. That is what the instruction is. The instruction is to silence the guns, I am sure, our Jawans will do that. They have done that. But there is still, I repeat, instruction not to cross the border. As I have stated in the statement just now, if hostility breaks out and if aggression is committed, the instruction is to carry the war into Pakistan's soil.

So far as the question of recognition is concerned, it will be done at the appropriate time.

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East): It has been stated by the Defence Minister that if they enter our territory, our army will cross the border to push them out. But I want to state certain facts and also seek clarification from the Defence Minister.

The shelling of mortars and other fire has become a constant feature in the entire Tripura border. Practically not a single night passed without any shelling, Particularly in Belonia, Sonamura, Agartala and Kamalpur towns. Three of these towns have been completely deserted by our people. Only the officials, who have been instructed not to leave the station, are staying there. Others are bound to shift because every day there is shelling. Very recently one very powerful mortar was fired at Agartala town itself where we lost six lives and 20 people were seriously wounded. They are staying in the hospital even now.

Not only in these four headquarter towns but in the entire border area every day we are receiving these bullets and people are injured and killed. At Kamalpur town itself, more than 50 people have already been killed during this month. At Kamalsagar, which is not a town but a border area, in Simna-Sidhai area, we lost 50 lives and many were injured. Due to the Pakistani shelling in the border area, huge damage has been done to crops, houses, cattle, etc., and the people have to shift from there.

So, when the Defense Minister says that our Jawans are ready to keep the border secure, I want to know from him what steps the Government is taking to provide relief to Indian nationals on the border area who have become almost refugees and have to shift to other places. What is the Government doing to provide relief to all these people who have been uprooted from there? If the matter is not settled, it is not possible for them to go back to their own places.

Secondly, the Defense Minister says that recognition of Bangladesh will be done at an appropriate time. I do not know when this appropriate time will come. The Pakistani army who are concentrated on the border area are constantly shelling and causing casualties of Indian nationals. If you recognize Bangladesh Government and if you help them materially, then the fighting potentiality of the Mukti Bahini will be strengthened and they will be able to push them out not only from the Indian border but also crush them within Bangladesh itself.

I want to know from the Defense Minister how long this Government will be a prisoner of indecision regarding the Bangladesh issue. When will the Government recognize the Bangladesh Government?

SHRI JAGJIVAN RAM: About the question of shelling on Tripura border, and the Hon'ble Member has specially mentioned Kamalpur and Belonia. I would draw his attention, because he comes from that area, to what the brave fighters of Mukti Bahini have done across Kamalpur and Belonia. He should not forget that. In that area, the Mukti Bahini has done wonderfully well and has pushed aside Pakistani forces and occupied the area. I know in the border towns and border villages, a risk is involved. The local administration concerned will take all the requisite steps to relieve the hardships of the people in the border towns and villages.

So far as recognition is concerned, it is not on account of any indecision but it is a decision and the decision is that recognition will be given at the appropriate time. What will be the appropriate time will have to be judged in the context of many things.

As far as the Mukti Bahini’s functioning is concerned. the House is aware of the activities of the Mukti Bahini in the land of Bangladesh. in the sea and to some extent in the air, and the Mukti Bahini is getting all their requirements from a large number of citizens of Bangladesh who are abroad, in Europe and in America. Who have raised large funds and are helping the Mukti Bahini and the Bangladesh Government with military hardware.

SHRIMATI MUKUL BANERJI (New Delhi): First of all, I would take this opportunity to congratulate our Defense Minister for making such a good defense preparedness and making all necessary arrangements in the border areas. I would also like to congratulate the Prime Minister for explaining to the other countries of the world about the real conditions of Bangladesh. But, as we have seen in many cases some countries which have never sided with us whenever in the past we had differences or bad relations with our neighbor, Pakistan even those countries are siding with us because of the good diplomacy and the ableness of our leaders and also for the first time, our foreign policy has proved so successful throughout the world. But, in spite of that, if this

Continuous shelling and continuous intrusion goes on our borders, I would like to know- though we are exercising restraint and in spite of so many provocations, the people are also maintaining great restraint-how long will the people be able to tolerate this?

I would also like to know from the Hon'ble Defence Minister whether the Hon’ble Minister is aware that there is a small station, Radhikapur, which is the last station in West Dinajpur, which is being continuously shelled and the people are a little bit disturbed and many innocent civilians have been killed. What action is being taken in that place. I would also like to know this from the Hon’ble Minister in Cachar and other districts of Assam a lot of sabotage is going on and in some places some political leaders are also giving protection to the saboteurs. So, what action is being taken to stop this sort of sabotage in the border areas?

SHRI IAGIIVAN RAM: I have said that on the villages and areas on the borders this shelling is occasionally going on and our forces are behaving with the utmost restraint in the face of these uncalled for provocations and we will continue to be so. We will behave with restraint. We do not want to be provoked into a war. If war comes; no doubt our Jawans will face it and will face it manfully.

We have also taken steps as far as spies and saboteurs are concerned. In a situation like this, it usually happens that the hostile country sends a large number of spies and saboteurs. It is for our intelligence agencies to be wide awake and see that such nefarious elements are not in a position to commit undesirable activities. Our intelligence agencies are quite aware of this situation and they are active and a large number of spies and saboteurs have been detected and arrested.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাঁর ভাষনে য বলেছেন তার পরেও অনেক প্রশ্ন নিরুত্তর রয়ে গেছে। তার বক্তব্য পড়ার পর কখনো কখনো মনে হয় সরকার পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে, পকিস্তান প্রায় এক কোটি লোককে আমাদের দেশে ঠেলে দিয়ে এক নতুন ধরনের আক্রমণ পন্থা গ্রহণ করেছে। তিনি একথাও মেনে নিয়েছেন যে, আমি তাঁরই বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

‘The reports received by us indicate preemptive strikes on our air-fields as part of their plans.’

পাকিস্তান হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে আমাদের এয়ার ফোর্সকে বে-কায়দায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে, পাকিস্তান অব্যাহতভাবে সীমান্তে গুলিবর্ষণ করছে, আমাদের জওয়ান নিহত হচ্ছে। বেসামরিক লোকেরা মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এরপরও তিনি বলেন, পাকিস্তান হামলা করলে আমাদের জওয়ান তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে এবং যুদ্ধকে আমরা শত্রুর ভূ-খন্ডে নিয়ো যাবো। এর অর্থ কি এই যে, আমরা কোন নতুন আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষারত? এক কোটি লোককে ভারতে ঠেলে দেয়া-যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে- এটা কি আক্রমণ নয়? একদিকে বলা হচ্ছে আমরা যুদ্ধ শত্রুর ভূ-খন্ডে নিয়ে যাব, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় একথাও সমর্থন করেন যে, আমি জওয়ানদের বলে দিয়েছি, তারা যেন নিজ সীমান্ত অতিক্রম না করেন। আমি জানতে চাই, আপনি কোনটা হামলা মনে করেন? শরণার্থী ঠেলে দেয়া হামলা নয়? প্রতিদিন আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হামলা নয়? প্রতিদিন গুলিবর্ষণ করা হামলা নয়? যে ভূ-খন্ড হতে বোমা বা গুলিবর্ষণ করে তারা আমাদের নাগরিক হতাহত করছে, আমাদের সম্পদ বিনষ্ট করছে, যে শরণার্থী মৃত্যুর হাতে বাঁচবার জন্য আমাদের আশ্রয়ে এসেছে তাদেরকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে- তাদের দেশে ঢুকে পড়ে তাদের আড্ডা ভেঙে দেয়ার

অধিকার আমাদের সৈন্যরা পাবে না কেন? সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কবে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কোন সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন? এ যাবত যা হয়েছে, তা যদি হামলা হয়, তবে কোন নতুন হামলার প্রতীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।..........

আগে বলা হয়েছিল, পাকিস্তান বিমান ফেলে দেয়া হবে। এখন বলা হচ্ছে পাকিস্তানের বিমান তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমরা এ যাবত তাদের একটি বিমানও ফেলতে পারিনি। তারা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বিমান ধাওয়া করেছে। গুজরাটের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বলবন্ত রায় মেহতা কোন পরিস্থিতিতে নিহত হয়েছিলেন তা এই সংসদ এবং এই দেশ ভুলতে পারে না। আমরা কতদিন পর্যন্ত আমাদের আকাশ সীমার অবিরাম লঙ্ঘন বরদাশত করব? পাকিস্তানের একটি বিমানও ফেলে দেবার মত অবস্থা আমাদের পক্ষে নেই, আমি একথা মানতে রাজি নই। সম্ভবতঃ বিমান বাহিনীকে বিমান নামানোর আদেশ দেয়া হয়নি। ...তিনি আমাদের স্থল বাহিনীর সৈন্যদের শত্রুর সীমাতে চলে যাওয়ার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, তাও ফিরিয়ে নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। শত্রু নিজ ভূ-খন্ড হতে অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকলে আমাদের সেনাবাহিনী তাদের সীমায় ঢুকে, যেখান থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়, সেখানে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করার অধিকার থাকতে হবে। আমি যখন আক্রমণের কথা বলি আত্মরক্ষার জন্য বলি। আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে আক্রমণ চালাতে হতে পারে।

আরেকটা প্রশ্ন আছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, আমাদের সেনাবাহিনী সীমান্ত হতে তখনই চলে যাবে যখন কোন সমাধান বের হবে, বাংলাদেশ সমস্যার এরূপ সমাধান হতে হবে যা পূর্বের নির্বাচিত লোকেরা মেনে নেবেন। যাঁরা প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু কারারুদ্ধ আছেন, কিছু গোপনে আছেন। তাদের স্থলে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ নতুন লোক নির্বাচন করছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনে যারা হেরে গিয়েছিলেন তারা পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আছেন। সেখানে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্টা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় যারা আগে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে, নিঃসঙ্কোচে, নিজেদের কথা বলতে পারবেন কি? বিশ্ব মতের ভরসায়, বিশ্বের সহানুভূতির আশায় আমরা কি নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ বলি দিতে যাচ্ছি? আমি জানি না শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে আছেন কি-না। আগামিতে ইয়াহিয়া খাঁ তাঁকে ছেড়ে দেবার নাটক রচনা করতে পারেন। দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। যে এক কোটি লোক এখানে এসেছে, এখন তাদের কি দশা হবে?

....ভারত সরকারের কোন মুখপাত্র কি একথা বলতে রাজি আছেন- আমি প্রতিরক্ষা প্রশ্ন করছি-যখন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে, এবং স্বাধীন বাংলাদেশ একটি অসম্প্রদায়িক সেক্যুলার সরকার প্রতিষ্ঠা না হবে, তখন পর্যন্ত শরণার্থীদের ফিরে যাবার কোন আশা করা যায় না?

রাজনৈতিক সমাধানের ডাক উঠেছে। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ চাইবে না পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক। কিন্তু পাকিস্তানের সৈন্য যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে শরণার্থী কি ফিরে যাবে? বিগত ২৪ বছরে যারা এসেছে তাদের মধ্যে কেউ কি ফিরে গেছে? শরণার্থী মাঝে আমারও যাবার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের অংশ থাকে, শরণার্থীদের ওপর অশেষ নির্যাতনকারী পাক সেনা যদি সেখানে থাকে, তবে শরণার্থী ফিরে যাবে না। সে সময় আমরা এমন রাজনৈতিক সমাধান কিভাবে আনব যার ফলে শরণার্থী ফিরে যেতে পারে?

মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে না। আমি জানতে চাই, ভারত সরকার কি পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে এই Ultimatm দিতে রাজি আছে যে, সাত দিনের মধ্যে আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে, নচেৎ ভারতের জন্য এখন রাস্তা খোলা আছে। এটি পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রশ্ন নয়, বরং যে হামলা ইতিমধ্যে হয়েছে তার জবাব দেবার প্রশ্ন। এবং এই সরকার জবাব দিতে প্রস্তুত আছে কিনা আমি এটাই জানতে চাই। ....

শ্রী জাগজীবন রামঃ শ্রী বাজপেয়ী বিমান দ্বারা আমাদের আকাশসীমা অতিক্রমের প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন যে, পাকিস্তানী বিমান প্রবেশ করার পর আমাদের antiaircraft guns চালানো হয়েছে। আমি সংসদের অন্য হাউস-এ বলেছিলাম আর এখানেও তা পুনরায় বলতে চাই যে, কোন পাকিস্তানী বিমান প্রবেশ করলেই তাকে ভূপাতিত করা হবে এই মর্মে আমাদের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

আমাদের সীমান্তে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ হচ্ছে এ কথা স্বয়ং বলেছি। আমি এও বলেছি যে এক কোটি শরণার্থী এ দেশে পাঠিয়ে দেয়া একটা জঘন্য আক্রমণ। আমি এও বলেছি যে, আমাদে কে উস্কানী দেবার জন্য যত গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে আমরা তা নীরবে সহ্য করছি, কেননা আমরা সত্বরই এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আসতে চাই না যা এটি যুদ্ধের রূপ নেবে। আমি আগে বলেছি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা আবার বলতে চাই যে, পাকিস্তানের একটি সৈন্যও যদি আমাদের সীমান্তের কাছে আসে তবে আমাদের সৈন্য তাকে তাড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেবে। কিন্তু পাকিস্তানের এ আচরণ আমি এভাবে নিতে চাই না। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, লক্ষ্যও সুস্পষ্ট এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তও পরিচ্ছন্ন। এমনিতেই পাকিস্তানের একটি বিমানও যদি চলে আসে তবে আমরা তাকে হস্তক্ষেপ (interference) বা অনুপ্রবেশ (Intrusion) বলে উল্লেখ করে আক্রমন বলতে পারি। আমাদের সীমান্তের কাছে একটি গুলিও ছোড়া হলে আমারা তাতে আক্রমণ বলতে পারি, এবং আমরা তা বলেছিও। কিন্তু আমরা যে অর্থে আক্রমণের কথা বলেছি সেটি হলো এই যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্য যদি আমাদের সীমান্তের নিকটবর্তী হয় তাহলে আমাদের জওয়ান তাদেরকে সীমান্তের ওপারে ছুড়ে দেবে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে এ ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা নেই। আমরা সিদ্ধান্তহীনভাবে কাজ করছি না, বরং আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েই কাজ করছি।

আমাদের আরও দৃঢ় বিশ্বাস, যেসব লোককে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হবে তাদেরকে নিজ দেশে ফিরে যেতেই হবে। তারা সেরূপ পরিস্থিতিতে যেতে পারে যখন তাদের এই আস্থা হবে যে তারা সম্মানের সঙ্গে নিরাপত্তার সঙ্গে যেতে পারবে। সেই অবস্থা কখন সৃষ্টি হবে তা আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান শুধু তাই হতে পারে যা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণীয়। তাদের কাছে কোনটা গ্রহণীয় তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন এবং আমি আশা করি শ্রী বাজপেয়ী সেটি পড়েছেন। তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে কম কোন রাজনৈতিক সমাধান তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা এ কথারও পুনরুক্তি করেছেন যে, তারা বাংলাদেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছেন।

শ্রী বাজপেয়ী উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা সেখানে পুনরায় নির্বাচন করিয়েছে। এটি বিশ্ব ইতিহাসের কোন নতুন ব্যাপার নয়। যখনই কোন সামরিক শাসনের শক্তি কমে আসে, যখন তাদের চেতনা হয় যে তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন তারা এই প্রকার শিখন্ডীদের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। এরূপ পরিস্থিতিতে বশংবদ মন্ত্রী সভা গঠন করা হয়, বিশ্ব ইতিহাসে এরূপ নজীর মেলে। ইতিহাসে এরূপ বশংবদ মন্ত্রী সভার যে পরিনতি হয়ে থাকে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠীর দ্বারা যে প্রয়াস নেয়া হয়েছে তার পরিণতিও একই হবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এ ব্যাপারেও আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের তরুণরা যারা নিজেদের মাতা-ভগ্নিদের অপমানিত হতে দেখেছেন, যারা নিকট আত্মীয়দেরকে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছেন, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কোন বিকল্প যে নেই, একথা তারা কখনো বিস্মৃত হতে পারবে না। সংসদকে আমার বলার এই-ই আছে। এর বেশি বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT PRIME MINISTER'S VISIT ABROAD

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I have just returned from at tour of Belgium, Austria, the United Kingdom, the United States of America, France and the Federal Republic of Germany.

The decision to pay official visits to these countries was taken much earlier in response to repeated invitations and in consonance with the practice of reciprocity. The House will remember that President Nixon and Prime Minister, Heath and visited our country in 1970, Chancellor Kiesinger in 1969 and President Pompido when he was Prime Minister. But owing to our general elections, my visit had to be postponed.

In spite of the grave situation in Bangladesh and along our borders in the West Pakistan, I undertook this visit as an earnest of our desire to leave nothing unexplored which might lead to an easing of the burdens imposed upon us and to discourage those who are bent upon finding excuses to threaten our security. It is the complete self assurance of our people and the unity of all our parties which gave me the confidence to undertake the visit at a time of national danger.

My visit enabled me to exchange ideas with the Heads or governments and leaders of public opinion at a point of time when important changes were taking place in the world and to put across to them our point of view on matters of world interest, bilateral relations, and more especially on situation in Bangladesh and the threat it is posing to our social, political and economic structure and to peace in this region.

Our discussions help to remove certain misgivings and to focus attention on the root cause of the problem that is the refusal of the Pakistan military regime to respect the verdict of their own people, the reign of terror let loose by them in Bangladesh and the consequent influx of refugees into India. I think that these countries as well as others realize that it will not help to deal with peripheral problems without finding a political solution in Bangladesh through negotiations with the already elected leader of the people of East Bengal and in accordance with their legitimate wishes. Most countries also realize that the release of Sheikh Mujibur Rahman is essential and intend to impress this upon the military regime of Pakistan.

After a long period of tragic indifference and sheltering behind the thinly disguised legalistic formulation that it was merely an internal, affair of Pakistan, there is now a growing sense of urgency seeking a solution.

Pakistan's efforts to side-track and cloud the basic issue by seeking to involve the United Nations and to transform the struggle of the people of Bangladesh into Pakistan.

Confrontation and conflict have been exposed. It is now well understood that India will not be misled by Pakistan's moves and that the military Junta in Pakistan must come to terms with the people whom they have treated with such injustice and cruelty. It is also widely appreciated that no country has any right to impose a solution on the people of East Bengal and that force could not suppress the spirit of freedom and nationalism with which they are inspired.

During my visit to the United States I was informed that a decision had been taken to stop further shipment of arms to Pakistan. A formal announcement has since been made. I was given to understand that no arms are being supplied, from the U.K. France and the F.R.G.

It is my earnest hope that joint or several efforts of the statesmen whom I met will make the military regime in Pakistan relies that no good can come of saber-rattling or by forcing a military conflict n India. I hope it is not too late for sane counsel to prevail for one cannot go on ignoring hard facts. The just and legitimate aspiration of the people of Bangladesh, indeed of West Pakistan also cannot be ignored and trampled upon.

There was general sympathy for the manner in which we are bearing the heavy burden of looking after over nine million refugees. There have been indications of additions to the funds for giving relief to the refugees. All these countries agree that conditions must be created inside East Bengal to stop the further influx of refugees and to facilitate the return to their homeland in safety and human dignity of those in India.

Having said this I must make it clear that we cannot depend of the international community, or even the countries which I visited, to solve our problems for us. We appreciate their sympathy and moral and political support, but the brunt of the burden has to be borne by us and by the people of Bangladesh who have our fullest sympathy and support.

So far as the threat to our security is concerned, we must be prepared-and we, re prepared-to the last man and women, to safeguard our freedom and territorial integrity. Obviously we cannot take risks such as the withdrawal of our forces from the border unless the situation in Bangladesh is resolved satisfactorily as it poses a serious threat to our security.

Solutions have been found or initiated even to seemingly insoluble problems as for instance in Europe and between the United States and China-by a wise impulse in men of wisdom and vision. But these developments should not lull us into complacency or wishful thinking.

In Europe there is a welcome spirit of détente. Which we hope will soon lead to stable security in that continent. This should have a stabilizing influence in Asia and other parts or the world. There was a realization that political détente should be combined with outward-looking economic policies, especially in regard to the needs of the developing world.

Bilateral economic relations were also discussed with countries. There was a sympathetic response. Belgium, France and the FRG have shown understanding that there

Should be a broad outlook in approaching the relations between India and European Economic Community. There are new possibilities of our collaboration in the industrial, technological and scientific fields.

In brief, these are the impressions which I should like to share with honorable Members. I am deliberately not mentioning the leaders of individual countries by name because they were all full of sympathy and friendship for India.

I think my visit also helped to restore our relations with Britain which had suffered a serious setback in 1965.

I should also like to express, on behalf of the Governments and the people of India, my sincere thanks to the Governments and peoples of the countries I visited for the warm and friendly reception I received everywhere. I should further record my appreciation of the world Press which, by and large, has given a fair and objective account of the events in Bangladesh, of the inexpressible horror let loose upon the people, of the herolestruggles which they are waging in defence of the most elementary democratic right and liberties.

May I take this opportunity of thanking my people and all the political parties who have shown wisdom and restraint and kept the nation united against any external threat?

Mr. Deputy Speaker, I conclude this statement with a reminder that in the community of nations our country symbolizes the urge for peace, freedom and justice. There was a time shen ours was a lone voice in a world which was in the grip of the cold war. Even in the midst of the grave crisis which the military rulers of Pakistan have created for us, our people, our country, and this great Parliament of the largest democracy in the world have maintained the spirit of peace and of self-restraint. We have refused to be excited by threat or provocation from across our borders. Let us then continue to conduct ourselves with quiet confidence in ourselves s that the world should see and know that India strength go together. India is calm and we are capable of taking decision in defence of our security and stability.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : Sir, We want a discussion on this.

MR. DEPUTY SPEAKER: He can give notice of a motion for that.

SHRI S. M. BANERJEE: In should also be circulated.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I had a meeting with the leaders of groups this morning. It has been agreed that we will have a discussion. It is for your and the Business Advisory Committee to fix the date.

MR. DEPUTY SPEAKER: Then it is only a question of time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি এবংতিনটি অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমান সম্পর্কে আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

RE. DEVELOPMENT ON INDO-PAK-BORDER AND STATEMENT

RE. SHOOTING DOWN OF THREE INTRUDING PAKISTANI SABRES NEAR BOYRA, NORTH-EAST OF CALCUTTA.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র): স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার ও সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পার্লামেন্ট অদিবেশন ১৫ তারিখে আরম্ভ হয়েছে। সেদিন একটি Call Attention Motion ছিল। জবাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সীমান্ত পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। আজ ২৩ তারিখ এসে গেছে। সীমান্তে অবিরাম পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক গতিবিধ চলছে। আমাদের আকাশ সীমা অতিক্রম করা হচ্ছে। কাল তো পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জাহাজ ভারতীয় সীমান্তের ৬৫ মাইল ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং আমাদের জেট বিমানগুলো তাকে ধাওয়া করেছে। আমাদের জওয়ান মারা যাচ্ছে, নিরপরাধ নাগরিক মৃত্যুর দুয়ারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেশে একটা অঘোষিত যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। খুব আশ্চর্যের কথা, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদকে বিশ্বাস করা হয়নি। আমরা যা কিছু জানি তা কেবল সংবাদপত্র মাধ্যমে। যে কথা সংবাদপত্রগুলোকে জানানো যায় সে ব্যাপারে এই সংসদেক কি বিশ্বাস করা যায় না? সংসদকে অন্ধাকারে রেখে কি যুদ্ধ করা যাবে? আপনার কাছে আমার আবেদন, আপনি মন্ত্রী মহদোয়কে, প্রধানমন্ত্রীকে বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সীমান্তের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দিন। যদি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত না থাকেন, আমাদের প্রশ্নমালা হতে সরে থাকতে চান, তাহলে স্বয়ং এসে তিনি বিবৃতি দিতে পারেন, এবং আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা চাইতে পারি, কিন্তু সংসদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা না সংসদের মর্যাদার অনুকূল, না এই সংকটের সময়ে দেশের মনোবল অটুট রাখার সহায়ক। সংসদকে আমাদের সমানে রাখতে হবে। যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই, সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গে নয়।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): We tabled a calling-attention motion on this.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I have written to you on the same subject and I think, you will permit me also to say something about it. I want to add only one point.

It has been admitted by Ally India radio that yesterday there was a tank battle somewhere in Nadia and five medium-sized Pakistani tanks were knocked down. Almost very day we are getting from Radio Pakistan that there was a tank battle in Jessore sector and a number o Indians were captured. The Pakistan Radio is broadcasting not only the names of the officer-arrested but the live voice of some of the officers arrested has also been recorded. I have also given several calling-attention motions. Over a hundred refugees have been killed.

MR. SPEAKER: Not each and everything; only one thing you mention. I am allowing only that and not all the subjects that you want to bring in.

SHRI SAMAR GUHA: Shelling is going on daily as a result of which 100 refugees just near the border area have been killed and a few of thousand wounded. Within the range of five miles of Bangladesh 90 lakhs refugees are there. I request that this House

should be taken into confidence as to what is happening and what is our position. Either the Government should make a statement or you should permit us to raise some sort of a discussion in this House.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): It is not correct to say that we are in a state of undeclared war with Pakistan or that there is a state of hostilities between India and Pakistan (Interruption). This is exactly what Pakistan is trying to say in various world capitals and in the UN that there is some kind of a war between India and Pakistan, some kind of hostilities between India and Pakistan, which is absolutely incorrect. There is no state of undeclared war or anything like that. Whatever war is going on is between the rules of West Pakistan and the people of Bangladesh.

That is the only thing. Pakistan is trying to internationalize that conflict in impressing upon the world capitals and others that there is an undeclared war between India and Pakistan and, therefore, U.N. and other bodies should come and intervene in this matter. I would on request the hon. Members not to fall prey to such kind of Pakistani propaganda. There is a propaganda and canard which is being carried on by Pakistan. (Interruption).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I take objection to this. We are not fall prey to any Pakistani propaganda. He has no business to impute motives.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am not imputing any motive. I am on warning that nobody should be taken in prey of such propaganda. I emphatically deny that there is any undeclared war between India and Pakistan. This is absolutely in corrected to say. Nobody should ever say such things because it is Pakistan’s attempt to internationalize that whole situation.

As regards giving information, we do brief the press from time to time about whatever happens on the borders. Our forces are there. Whenever incursions are made by Pakistani armed forces, we throw them back. If they fire artillery, we reply and silence their guns. These king of things are happening. From time we brief the press so that the people and the nation get informed about these matters.

SHRI INDRAJIT GUATA: (Alipur) Why don’t you brief the Parliament?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am coming to that. There are thing happenings inside Bangladesh. We get information from communiqués issued from time to time in Bangladesh about such things. We have also own sources of information. We will not hesitate for a moment to come before Parliament and give information whenever anything of importance or anything which deserves the attention of Parliament happens on our border. There is an official brief about these things which are happening, shelling here or an incursion there which is effectively replied to. If we come daily and give statements about these things, I do not think we shall be setting up a good precedent. If there is anything of importance or anything which is really worth the attention of Parliament, as soon as it comes to our notice, we shall surely inform the House about it. Now, with your permission, Sir, I would like to make a statement.

The hon. Member are aware of the air intrusions that took place yesterday in the afternoon near Boyra about 30 miles North-East of Calcutta.

Here, the hon. Member mentioned that the planes intruded 30 miles inside. It is not 30 miles they did not intrude 30 miles inside our territory. They came about a few kilometers. This incident took place 30 miles away from Calcutta.

The details of the interception action taken by our Air Force are now available. Four Pakistani Sabres were seen approaching our border at about 14.49 hours. A mission of four Gnats was ordered to intercept them. The Pakistani aircraft intruded about 5 kilometers into Indian air space. They were successfully intercepted at 14.59 hour and chased away. In the engagement that took place, three of the four Sabres have been shot down. The Pakistani pilots baled out. Two of them, Flight-Lieut. Parvez Mehdi and Flg. Officer Khalil Ahmed are in our custody. Our Gnats sustained no damage and returned safely to their bases.

The I.A.F. pilots who shot down these Sabres Fl.-Lt. Massey, Fl.-Lt. M A Ganapathi and Flying Officer Lazarus.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ এর পরেও পাকিস্তানের সঙ্গে hostilities নেই একথা বলা হাস্যস্পদ। আমি বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ দিতে চাই এজন্য যে তারা একটা কিছু করেছে। *(interruption)*

MR. SPEAKER: I want to make a remark off the record.....

SHRI S. M. BANERJEE: We are not after war, Sir. That was made very clear.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I want to appeal to the House that we should not say anything here which, even by implication, would support Pakistan's propaganda. We should be very careful about it. This is an appeal I want to make to the House.

MR. SPEAKER: Now, after lunch we will take up the discussion on cyclone havoc in Orissa. I have received a number of names and I assure them that they will all get their Chance to speak for a few minutes and we should not finish the debate until the list is exhausted. I hope all of you will operate in giving them enough time.

SHRI S. M. BANERJEE: Supposing in any Party there is no Member from Orissa, other should be give time.

MR. SPEAKER: We adjourn now and re-assemble at 2.30.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, today the hon. Minister has really made a statement which we all applaud. But he should have made it *suo motu*.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT
RE. DECLARATION OF EMERGENCY IN PAKISTAN AND SITUATION ON INDIA PAKISTAN BORDER

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): The House is aware of the announcement made by president Yahya Khan Yesterday declaring a State of Emergency throughout Pakistan. This declaration is the climax of his efforts to divert the attention of the world from Bangladesh and to put the blame on us for a situation which he himself has created. Such a declaration by a military regime, which has been waging war on the people of Bangladesh for the last 8 months and has been threatening us with total war for the last 3 to 4 months, has no meaning except to deceive his own people and the world at large.

President Yahya Khan's Id message had crated the impression that he was at least heeding the advice of a number of world leaders to abandon the military approach and to seek a political solution. We hope that the declaration of Emergency is not a device to get out of the compulsion of seeking a political solution.

Since the recession of the monsoon, the successes of the Mukti bahini have apparently upset the plan of the military regime. The Liberation forces of Bangladesh, with the full support of their entire people, have taken a heavy toll of Pakistan's armed forces and have freed large parts of their home-land.

At great cost to ourselves, we have been shouldering an intolerable burden of looking after nearly 10 million terror-stricken men, women and children, who have fled from Pakistani oppression. The refugees want to return to their homes under credible guarantees of safety and human dignity. We are determined to ensure that they are enabled to do so as soon as possible.

Pakistan's armed forces have been shelling our border areas inflicting damage on life and property. Their air force has want only violated our air space several times and once came right up to Srinagar. Spies and saboteurs have been blowing up trains and bridges. Since March 1971, we have lodged 66 protects for border violations covering 890 incidents. For air violations we have lodged 17 protest covering 50 incidents. However, these protests have had no effect and to cover up their incessant violations, Pakistani Propaganda, media have been putting out the story that we are engaged in an undeclared war and have mounted massive attacks with tanks and troops. This is wholly untrue. In fact, it was Pakistan which threatened total war and moved its entire armed strength into operational positions on our borders and launched a massive hate-India campaign with the slogans "Conquer India." We had, therefore, to take appropriate

measures and move our forces to defensive position in order to protect the integrity of our country and the lives and properties of our citizens. It has never been our intention to escalate the situation or to start a conflict. To this end, we have instructed our troops not to cross the borders except in self-defense. We cannot ignore our experience of 1947-48, January 1965 and of August-September 1965.

On November 21, Pakistani infantry, supported by tanks and artillery launched as offensive on the Mukti Bahini who were holding the liberated the liberated area around Boyra, five miles from our eastern border, Pakistani armour, under heavy artillery cover, advanced to our border threatening our defensive positions. Their shells fell in our territory wounding a number of our men. The local Indian military Commander took appropriate action to repulse the Pakistani attack. Is this action 13 Pakistani Chafee tanks were destroyed.

On November 22, the Pakistani force called up an air strike of four Sabre jets on our positions. These were intercepted within Indian territory by our Gnats who destroyed three Sabre jets. Two of the Pakistani Pilot who baled our, were captured on our territory. We regard this as a purely local action.

Even though Pakistan has declared an Emergency, we shall refrain from taking a similar step, unless further aggressive action by Pakistan compels us to do so in the interest of national security. In the meantime, the country should remain unruffled. Our brave armed forces and our people will ensure that any adventurism on the part of the military regime of Pakistan meets with adequate rebuff. The rulers of Pakistan must realise that the path of peace of peaceful negotiation and reconciliation- is more rewarding than that of war and the suppression of liberty and democracy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের উপর আক্রমনের পরিপেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং তার ওপর আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

The Lok Sabha met at Eleven of the Clok
[MR. SPEAKER in the Chair]

STATEMENT RE. ATTACK BY PAKISTAN

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Speaker, Sir this morning, according to the news, the Government of West Pakistan has declared war upon us. Last evening the West Pakistan Air Force violated our air space wantonly and attacked a large number of our air fields. Simultaneously their ground force shelled our positions along the western border. Their propaganda media has made a totally baseless allegation that India had launched an attack and assault.

The news reached me just as I was leaving Calcutta, Immediately on my return I took counsel with my colleagues and with the Leaders of the Opposition Parties. We were all of one mind, united in our resolve that the nation's freedom should be defended and unanimous that the aggressor should be beaten back. I am sure the same sense of solidarity will mark our work in the difficult days ahead. A state of Emergency has been Proclaimed.

I lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 1789 Published in Gazette of India dated the 3rd December, 1971 under sub-clause (b) of clause (2) of article 352 of Constitution, publishing the Proclamation of Emergency issued by the President on the 3rd December, 1971 under clause (1) of the said article. [Place in Library. See No. LT- 1219/71.]

We are approaching the House to adopt the Defense of India Bill.

Our feeling is one of regret that Pakistan did not desist from the ultimate folly and sorrow that at a time when the greatest need of this sub-continent is development; the peoples of India and Pakistan have been pushed into war. We could have lived as good neighbors by the people of West Pakistan have never had a say in their destiny. In this grave hour our own dominant emotion is one of confidence and faith.

For over nine months the military regime of West Pakistan has barbarously trampled upon freedom and basic human rights in Bangladesh. The Army of occupation has committed heinous crimes unmatched for their vindictive ferocity. Many millions have been uprooted, ten million have been pushed into our country.

We repeatedly drew the attention of the world to this annihilation of a whole people, to this menace to our security. Everywhere the people showed sympathy and

understanding for the economic and other burdens and the danger to India. But Government secured morally and politically paralyzed. Belated efforts to persuade the Islamabad regime to take some step which would lead to a lasting solution fell on deaf ears.

The wrath of the West Pakistan Army has been aroused because the people of Bangladesh have stood and struggled for values which the Army is unable to comprehend and which it has suppressed in every province of Pakistan.

As the Mukti Bahini's effectiveness increased the West Pakistan Army became more desperate. Our tradition is to stand not with tyrants, but with the oppressed and so the anger has been turned upon us.

West Pakistan has escalated and enlarged the aggression against Bangla Desh into full war against India. War needs as much patience and self-restraint as does peace. Military regime of West Pakistan will go all out to sow suspicion and rumour in the hope of fomenting communal tension and internal trouble. Let us not be taken in by their designs. We must maintain unity and a sense of high purpose.

We should be prepared for a long struggle. High production, agricultural and industrial is the foundation upon which defence rests. The courage and fighting capability of the jawans have to be backed by the dedication of the farmer, the worker, the technician and the trader. The business community has a special responsibility to resist the temptation to heard or to charge higher profit. Artists and writers, teachers and students-the nation looks to them to defend our ideals and to keep high our morale. To the women of our country I make special appeal to save every possible grain and rupee and to avoid waste. The sacrifice of each of us will build the nation's strength and enduring power.

We have stood for peace, but peace itself has to be defended. Today we are fighting to safeguard our territorial integration and national honour. Above all, we are fighting for the ideals we cherish and the cause of peace.

11. 06 hrs.

RESOLUTION

RE. PROCLAMATION OF EMERGENCY

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): I beg to move:

"That the House approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971."

MR. SPEAKER: Resolution moved:

"That the House approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971."

SHRI A. K. GOPALAN (Palaghat): By its large-scale air-raids and shelling on various sectors yesterday, the military junta of Pakistan has confronted this country with a full-

fledged war. This has come because of the support India has given to the liberation struggle of the people of Bangla Desh, and our Party has always stated that in case of such a development, the nation will rally to a men to defeat the military junta's aggression, because it is essential for the victory of the Bangla Desh struggle, to defeat the game of imperialism in the sub-continent and to strength democracy not only in Bangla Desh but also in West Pakistan. We reiterate this stand of our party. We would appeal to the Government of India to end all hesitation, resist all pressures and accord immediate recognition to Bangla Desh because we are fighting for Bangla Desh, and today formally we have to recognize Bangla Desh.

We would also like to warn, however, that there are reactionary elements in the country which will strive to work up chauvinism and whip up communal tension. We should firmly fight these reactionary attempts and tell our people that this is a war to help the victory of Bangla Desh people. We should tell them not to become victims of any anti-Pakistan hysteria that is worked up.

As far as the Proclamation of Emergency is concerned, we are of the opinion that because the whole country is behind the Government, formal Proclamation of Emergency was not necessary now, but it has been done. We have nothing to say about it. We confirm that we will be supporting whole-heartedly that struggle for Bangla Desh and against Pakistan.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): on behalf of our party we pledge our total and utmost to the support to the supreme national task which devolves upon us at this hour of defending our territorial integrity against our country.

Since last night a great and historic mission has fallen to the lot of our armed forces. It is not only to defend our territorial integrity. The enslaved people, the tortured people of Bangla Desh are looking to us since last night to wield the sword of retributive justice on their behalf. Let that sword be wielded with courage and determination. At the same time, I would request the Government to make it clear beyond any shadow of doubt that we harbour no ambitions of territorial aggrandizement against Pakistan. We have no quarrel with the common people of Pakistan, with whom we have always wanted, and hope one day we shall be able to live as peaceful and friendly neighbors.

Our struggle is against the military junta of Islamabad, which has brought such indescribable suffering and sorrow to the peoples of Bangla Desh. So, I would request the Government to lose no opportunity in declaring before the world in clear terms what our war aims are, so that communal and chauvinistic forces are not allowed to get the upper hand. Also, now the time has come when we must boldly declare our recognition of Bangla Desh and the Government which represents the people of Bangla Desh.

We are going shortly to pass the Defence of India Bill and rules will be framed there under. This will arm the Government with practically omnipotent powers. In the interests of the country and its defense, the Prime Minister has spoken about maximizing production. We are one with her. The working class will play its part in this. But you must see, with the powers you will now get at your command, that the owners of

industry, the employers, are not permitted to close down production units and to retrench the workers at their own sweet will. Your must see to it that over 3000 industrial units which are lying closed in the country today are made to open and resume production, so that the full capacity of our resources can be brought into play.

Just as we are all resolved to defend our country against aggression, so the Government must see to it that the people are defended also in the near against any unscrupulous profiteers hoarders or speculators, who might try to take advantage of the abnormal situation, with we are now confronted.

I do not wish to take more time now. Our thoughts today are primarily with the gallant men of our armed forces and also with the heroes of Mukti Bahini, but for whose epic resistance during the last eight months, I think, there would have been nothing left of Bangladesh. Had they succumbed, had they surrendered and given away, we would have been faced with a very different situation. But hope is the light today and by the sacrifices that the people of Bangla Desh and Mukti Bahini have undergone, they have kept the flame of liberty and revolt aloft. And today, when the desperate junta at Islamabad is trying to make its final bid to suppress the people in blood, we should be proud of the fact that history has intertwined inextricably our struggle for national defense and the struggle, of the people of Bangla Desh for their liberation. We are living through a courage, determination and resoluteness, we must go ahead, but keeping true to the traditions of our great country, we should make a declaration: We were always a peace-living country. We have only gone to war when it has been thrust upon us. We do not wish to annex anybody else’s territory. We wish to defend our soil: and to help the people of Bangla Desh to achieve their liberation, so that they may live freely as they wish to live under a Government of their own choice.

SHRI SEZHIY AN (Kumbakonam): Mr. Speaker, on behalf of the DMK, I rise to support the Proclamation and also to express our solidarity with the Government. We did not want war, but war has been thrust on us and we take up the challenge to see that our democracy is defended and our territorial rights are preserved. If the military regime in Pakistan feels that they can paralyze our Government by show of arms, we on this side and also the people of Bangla Desh who have based their conviction and their entire living on democratic rights shall take up the challenge. United we stand; united we shall win!

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীঃ স্পীকার মহাশয়, একটি জাতীয় সংকটের মধ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি। পাকিস্তান আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত সাফল্যে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরানোর জন্য এবং এই ভূখন্ডে আন্তর্জাতিক চাপ ডেকে আনার জন্য পাকিস্তান আমাদের নিরাপত্তা, অখন্ডতা এবং আমাদের স্বাধীনতার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। .....

আজ আমি দলীয় প্লাটফরম থেকে বলতে আসিনি। এখন সমগ্র দেশই একটি দল। রাজনৈতিক মতানৈক্য বিস্মৃত হয়ে; ছোটখাটো ব্যাপারসমূহ শিকেয় তুলে রেখে, সমগ্র দেশকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে বিজয়ের্ জন্য সামনে অগ্রসর হতে হবে। এই যুদ্ধ যত ত্যাগ চাইবে, তা প্রদান করা হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে জাতীয় সংকল্প অপরিহার্য হয়ে ওঠে, এই সংকটকালে আমরা সেই সংকল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাব না এমন ভাববার কোন কারণ নেই।

স্পীকার মহোদয়, মায়েরা যে দিনের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ করে আজ সেদিন সমাগত । বোনেরা যেদিনের জন্য ভাইদের হাতে রাখী বেঁধে দেয় সেদিন এসে গেছে। পাকিস্তান যদি এই ভেবে থাকে যে সে প্রতারণা করে আক্রমণ চালিয়ে অসতর্কভাবে আমাদের কাবু করে ফেলবে তবে সেটি তার ভুল হবে। বিশ্ব দেখেছে আক্রমণকারী কে এবং আক্রমণকারীকে আমাদের সেনাবাহিনী দাঁতভাংগা জবাব দিচ্ছে।

আমরা আশা করব, ইতিহাস পরিবর্তনের জন্য মুহূর্তের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যাস্ত, এবং প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই সংকটকালে দেশের নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে আসছে, আমাদের কামনা, এই দেশ জয়যুক্ত হোক এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দেই।

স্পীকার মহাশয়, আমি চাই এই আক্রমণের সময়ে এই সংসদকে ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাকিস্তানে পার্লামেন্ট নেই। পাকিস্তান সরকারের জনসমর্থন নেই। এখানে জনপ্রতিধিরা উপবিষ্ট আছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ দেখছে, এবং ভাবিষ্যতেও দেখবে, সংকটের সময় এক হয়ে প্রত্যুত্তর দেবার সামর্থ্য এই দেশের আছে।

আমি এও প্রত্যাশা করব যে, যুদ্ধ তৎপরতায় সকলকে সহগামী করে তোলার জন্য পরিকল্পনা তৈরী করা হোক, পৃথকভাবে কাজ ভাগ করে দেয়া হোকে, এবং দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক যাতে এই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হতে পারব।

আজ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, আমি এটা সমর্থন করি একথা বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে আমি বন্ধু, গোপালনের সঙ্গে একমত নই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষাণা করেছে, পাকিস্তান হঠাৎ আক্রমণ করেছে। এ সময়ে আমরা কোনরূপ শিথিল নীতি দেখাব সে প্রশ্নই উঠতে পারে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, সংসদ তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও দেশের নিরাপত্তার ব্যাপার যে সব পদক্ষেপ নেয়া হবে, এই সংসদ তা সমর্থন করবে। সমগ্র দেশ এক ব্যক্তি রূপে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সক্ষম হবে।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begumsarai): Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party I am here to say today that we are one, unbreakably one, as a nation against the aggressor. Today we recognize no differences amongst ourselves, except the differences against the aggressor and his allies. We might have had some difference in the past but they not only pale into insignificance now but disappear completely for the moment.

Today to my mind there is only one task before the nation and that is to meet effectively the challenge of the aggressor. And there is only one away of doing it, namely, complete and unshakable unity under one leader. There is only one way of sustaining and maintaining it, namely, to steer clear of all narrownesses and petinesses at the moment.

Sir, this is going to be a cold and calculated war so far as the aggressor is concerned. The aggressor had given us ten-day notice. I think, President Yahya Khan has been as true as his word.

He had told his country that in ten days time he would be off to a front. Now let me say on behalf of this country that today the whole nation is in the battledress against the aggressor.

If President Yahya Khan thinks that he had been a general and our Prime Minister has not been a general, I must say that the Prime Minister does not only represent the velvet in the nation but also steel and the granite in it and she would be action like Durga on our behalf there is a general from that side.

We have been brought up in the peaceful traditions bequeathed to us by Mahatma Gandhi. We had never thought that we would be aggressors at any time. We had never conceived our role as an aggressor at any time but we have been victim of aggression perhaps for the fourth time by Pakistan. All the aggressions in the past had been repulsed by India but let me hope that this aggressions in the past had been repulsed by India but let me hope that this aggression would be more decisively repulsed so that the aggressor does not have the courage to do it again in future.

Let us also be aware that the international community also must be fully ready with battery of steps that it might take. Some other important countries to might be ready with many good offices that they might like to offer. With full awareness of all this I have no doubt that our country will face up to this task with determination undiminished by any circumstances, and the Government will face up to this task with faith, confidence and fortitude of which the Prime Minister spoke in her broadcast last night.

I have no doubt that the whole country, in whatever sections of the community we might be divided for other purposes, is going to rise as one man today and whatever tasks are assigned to us would be accomplished with perfection. We would not be satisfied with anything less perfection in every field of life.

With these words, Mr. Speaker, I assure the Government of full support and cooperation on behalf of my party. In fact, it would sound trite but it is indeed important to emphasize that we are going to do all the best we can in the effort that would be required to mobilize the country against the aggressor.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated-Anglo-Indians): Mr. Speaker, Sir I have the privilege to associate the Members of the United Independent Group with the sentiments that have fallen from the spokesmen of the other Groups.

Only the other day, at the lunch you gave I told Senator Frank Church of America that I expected the Pakistan military junta to attack us in a few days. He asked me my reasons and I told him that the unspeakable atrocities of the Islamabad but other were coming home to roost and that he must have realized that he and his mercenaries could not hold on in Bangla Desh but that like every military dictator he had to save face and he could only save face by attacking us. And it has come.

The spokesmen and representatives of every Party and Group in this House have pledged their unwavering, unstinted support to the Prime Minister and the Government in this hour of national crisis. But I think we are also at one on this that this time there cannot be and there just not be another Tashkent.

The Security Council, the Governments of leading nations have looked on mutely with almost cynical inhumanity while the Islamabad butcher and his mercenaries were massacring more than a million innocent men, women and children, and committing mounting aggression against India by driving out over 10 million people on to our territory.

Indeed, some Governments seem to have the temerity to tell us not even to defend our borders but to withdraw our troops while they were, in fact, abetting in word and deed this greatest genocide in history. I believe but for the abetment of genocide that even

the Islamabad butcher would not have dared to declare a full scale war on India as he has done. The world knows the restraint that India has exercised. It knows that the Prime Minster had the capacity and strength to keep India on the leash for a considerable time in spite of all this mounting aggression.

For the nation and indeed, for every Indian, this war will be a test of character. It may be a long war; the sacrifice and suffering, as in every war, will be great. But we are fortified in the knowledge that we are fighting an evil military directorship whose hands are dripping with innocent blood and above all, we are fortified in the knowledge that we are fighting not only for our country but for a supremely worthwhile war of life for democracy and speculating while will be demonstrated by every Indian, irrespective of caste, creed and community, standing shoulder to shoulder in order to defeat the blood drenched militarist madmen of Islamabad.

SHRI P.K.DEO (Kalahandi): Mr. Speaker, Sir, I deem it a proud privilege to speak on this momentous occasion in India's history. I support the Proclamation of Emergency and condemn the unprovoked, shameless, blatant, naked, Pakistani aggression on India in bombing and trafing on our civilian population.

This will go down in the history of the world as the aggression of the worst king on a peace-loving people. The action taken by Pakistan brings into insignificance even the unprovoked Japanese attack on the Pearl Harbor.

We mean all well to the people of Pakistan. It is the desperate military clique led by Yahya Khan which does not understand the democratic values and committed genocide on its own people that has waged war and India.

If India has done anything, it is that India has saved the life and has given shelter on humanitarian and compassionate grounds to ten million destitute of Bangla Desh.

On this occasion, the country will rise to the occasion and will stand as one man behind the Prime Minister. The Swatantra Party pledges its full support and solidarity to the Government and appeals to the people to temper their spirit as steel and to be prepared to give sweat and blood and be prepared for the supreme sacrifice for the preservation of freedom and national honor of the country.

I appeal to the Government not to repeat the folly of 1949 or 1965 of a cease-fire but to be properly insulated against all sorts of pressure and bring this conflict to its logical conclusion will be nothing but victory.

Sir, truth and righteousness is on our side. God is on the side of truth and righteousness. We have got the best of the fighting men and material which any country could be proud of. So, victory will be on sour side.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): The bedlamites military dictator of Pakistan has thrown challenge before our nation. It is a challenge to defend our national honour, to defend our national security, to defend all the cherished values for which our freedom is today.

Sir , I have no doubt that the whole nation today will not only accept this challenge but will accept it as a crusade in the defence of the highest values, the values of freedom and democracy which we cherish so high but which are denied to the people of Pakistan.

Sir, in this hour of discharging our supreme task, I on behalf of the socialist party of India, Place myself and my Party totally to this supreme task of defending our national honour and national security.

It will go down in history that the treacherous aggression committed by Yahya khan has in a sense raised the soul of India to a new height. It is that India, India of Mahatma Gandhi, India of Pandit Jawaharalal Nehru, India of Netaji Subhash Chander Bose, that India which can even take the risk of the whole nation, the risk of immense sacrifices, of immense suffering and risk of undergoing immense loss in defence of freedom and democracy, whatever it may be endangered, and it has been endangered in a part which by the historic bond and heritage of three thousand years of Indian civilization was a part and parcel of our nation, was a part and parcel of our old-self. Therefore, if we have to take the risk and risk our all in defence of freedom and democracy of Bangladesh when today the imperialist power the colonialist power of the world are completely submerged in their old power politics and in their old parochial and narrow 'isms', the future history of the world, the future history of humanity will say that here was nation which stood for defence of freedom and democracy of a part of a people where a military dictator wanted to butcher and wanted to butcher and wanted to commit one of the heinous crimes that world history had ever seen.

Today, the freedom struggle of Bangladesh has become the freedom struggle of India also. Today , let our friends in Bangladesh know that now it is not the freedom struggle of 7.5 crores of Bengalis only but of the 55 crores of Indians also. The Yahya regime should know that it is a joint struggle in defence of the highest values of freedom and democracy of these 63 crores of people.

Already my hon. friends have paid a glowing tribute to the freedom-fighters of Bangladesh. I need not add more because I know that this whole House, the whole Parliament and the whole Indian nation today is one inpaying glowing tribute to the freedom-fighters of Bangladesh, is one in committing ourselves to their highest cause and to their destiny.

I would like to add only one more words for the Prime Minister. Today, she is not an individual; she is not the leader of a party only; she is not even the prime Minister of India only; she is the flaming sword of the national, personality of our country today. The whole nation will do everything possible to see that this flaming sword of the Mahashakit-the people of India believe in the cult of Mahashakit-will not remain content merely with repelling Pak aggression, will not remain content merely with defending our national border only, but for good and forever crush the machinery, that war machinery, that barbarous savage machinery of the Pak dictatorship which is geared to crush the freedom and democracy of the people of Bangla Desh.

A snake half-beaten is dangerous. A snake is to be beaten and is to be beaten completely and for good, and we want that the snake of Yahya Khan should be beaten and beaten completely.

I want to conclude with this observation. In this supreme hour, let us take the pledge that was taken by Netaji Subhas Chandra Bose during the freedom struggle of India, he raised three basic mantrams for the freedom fighters in those days. He used the words. Unity, Faith and sacrifice, unity of the people, faith in our highest values and supreme sacrifice to fulfill those two objectives.

My other friends who spoke have put the argument: let Bangladesh be recognized. By recognizing Bangladesh , let the world know it definitely that we the Indian people, are ready to risk everything in defense of freedom and democracy.

SHRI EBERAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode); Mr. Speaker, Sir, at this momentous hour, I rise in this House to very unequivocally condemn the unprovoked naked, Pakistani aggression against our sacred country. I also support the proclamation of Emergency be the President of my motherland.

Sir, today the country is passing through a very critical period in its history. At this critical juncture, let me declare in very clear terms to be understood by everybody inside my country and outside that the Muscleman's of this country, 8 crores of them, are prepared of fight and even sacrifice their lives, standing shoulder to shoulder with their brethren for the security, honour and integrity of integrity of the mother country.

Sir, in the past our country has passed through oceans of blood and fire. Today also such a situation has come, and God willing, we will come out with flying colours, in the present struggle also,

I say all this not because of fear from any quarter, not because I want favour from anybody, but because love of our country, defence of our country, is an article of faith as far as the Mussalmans are concerned. Therefore, let me agree with my respected colleague in Parliament, the leader of the Jan Sangh, Shri Vajpayee, that today we have no party differences. Today we have one party, the Indian Nation, and one leader, Shrimati Indiara Gandhi, the Prime Minister of India.

On behalf of my Party, the Indian Union Muslim League, I pledge full support to my country, my Government and my people. I also wish all success to the fighting forces of my country.

শ্রী এস,এ , শামীম (শ্রনগর):ঃ স্পীকার মহোদয়, এই সংসদ এবং এই দেশ গত ২৫ বছরে খুব নাজুক ও ঐতিহাসিক সিধান্ত গ্রহন করেছে। কিন্তু আজকের মুহূর্ত সম্ভবতঃ এ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী নাজুক এবং সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে আমরা যুদ্ধ করেছি নিজ দেশ রক্ষার জন্য, নিজেদের নিরপত্তার জন্য, কিন্তু আজকের যুদ্ধের তাৎপর্য ভিন্নতর। আজ আমরা শুধু নিজ দেশ রক্ষার জন্যই লরাই করছি না, আমরা বাংলাদেশের জন্যও লড়ছি। আমরা শুধু নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই করছি না, বরং পশ্চিম পাকিস্তানের পরাধীন জনগনের স্বাধীনতার লড়াইও লড়ছি। বিশ্বাস করুন এ যুদ্ধে শুধু ভারতের ৫৫ কোটি লোকই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বমানব এবং বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপীড়িত জনতাও আপনাদের সঙ্গে রয়েছে যারা বিগত ২৫ বছর ধরে ইয়াহিয়া খান ও আইয়ুব খানের মিলিটারী শসন যন্ত্রে নিস্পেষিত হচ্ছে।

* মূল উর্দু হইতে অনূদিত

সুতরাং আমি মনে করি, আজকের যুদ্ধ শুধু সীমান্ত রক্ষার যুদ্ধ নয়। আজকের যুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী,জওয়াহেরলাল নেহেরু এবং মর্টিন লথার কিং প্রমুখেরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেসব স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সীমারেখা ফাজেলকায় শেষ হয় না,কাশ্মীরে শেষ হয় না এর সীমরেখা আপনি ভিয়েতনামের সঙ্গে মিলিত দেখতে পাবেন। রোডেশিয়ার জনগনের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের মধ্য গভীর পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আমি আশা করি, দেশের জনগণ এ যুদ্ধের গুরত্ব বুঝবে।

সংসদের সামনে আমি এই বিশেষ দিক থেকে বলতে চাই যে, দেশের সেই রাজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যার ওপর পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টি বিগত ২৫ বছর ধরে লেগে আছে।... আমি এই সংসদকে,এই দেশকে এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে যারা, যেকোন স্থান থেকেই হোক না কেন; অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে-প্রত্যায়িত করতে চাই যে, যেভাবে কাশ্মীরের জনগন অতীতে পাকিস্তানি আক্রমণের এবং পাকিস্তানী হীন ষরযন্ত্রের মোকাবিলা করছে, এই গুরত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুদ্ধে কাশ্মীরের বাহাদুর ও দুর্ধর্ষ জনগন শুধু পাকিস্তান সামরিক জামত কেই নয় বরং পাকিস্তানের আদর্শকেও টলিয়ে দেবে।..

MR. SPEAKER: Many other Hon'ble Members are very keen to speak and they are sending me so many chits. I would request them to take one or two minutes. Enough has been said already on it.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampore): Mr. Speaker, I join my voice to the unanimous declaration of support that has been expressed in this House today on this historic-occasion for the proclamation of national emergency and the declaration of national determination to fight a war that has been forced on us , up to the last.

This is a moment, not of words but of action. So, I do not want to inflict a long speech in this House. But I would be failing in my duty if I do not utter a word of caution to the Government and the Leader of the country today. Shrimati Indira Gandhi that this is a war, not only to safeguard the security and territorial integrity of India, this war has inescapably become merged with the war of Independence of Bangladesh. We stand on the threshold of historic decisions. The world has refused to recognize Bangladesh. The world has refused to see the basic problems of Bangladesh. Let us also realise that the world has failed, to see or understand the problems that India is faced with because of the explosion in Bangladesh. That is why the time has come when Bangladesh must not only be recognized by India, given diploma recognition, but at the same time, the world must be told that this is not a war between India and Pakistan. They must also be told in the clearst possible terms that there is another war, the war of the people of Bangladesh, the war of the People's Republic of Bangladesh against the military occupation regime of West Pakistan, and that war also must be fought to the finish, and that India is within her rights to help that war, to help the people of Bangladesh to wine that war.

With these words, I again support the Proclamation of Emergency.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Pakistan has posed a great challenge before our nation, and it is now up to every Indian citizen to tighten his belt and project a united image before not only Pakistan and the enemy, but the world also. Pakistan, precipitating this war, has precipitated the recognition of Bangladesh, and I have no doubt that in a very short while Bangladesh will be recognized and Pakistan will financially destroy itself, as a result of its own act of aggression and I can only hope that out of the wreck

and ruin of Pakistan will emerge as loose-knit confederation of democratic secular States in this region in which India can take the lead.

I would like to say this much that many of us young Members of Parliament are desirous of serving to the lest of our ability the defence of our country. It was one of my dreams almost 30 years ago in the World War to join the Air Force, and I would like to offer my services to the prime Minister to join the Fighter Command of I.A.F.

I find that al Hon'ble Members of the House from different parts have offered their unstinted support to the Hon'ble prime Minister, and all of us Independents also do likewise, and I sincerely hope that the . Prime Minister would also in her wisdom consider the formation of a national Government for the duration of the emergency.

I think you for giving me time to speak. I would only like to say this much that the speeches of my Hon'ble friend Mr. Shamim and other Muslim friends have convinced the world of what the great Gandhiji and the great Jawaharlal Nehru used to say that Indira was a secular nation. They have proved that India indeed is a secular nation.

SHRI V. K. KRISHNA MENON (Trivendrum): The unanimity of the sentiments expressed in this House is not only a proclamation to Pakistan, but to the world, and particularly to that part of the world whose weapons have always been used against us. These expressions have been inspired by sentiments which may appear in the surface to be emotional, but this emotion is a reflection of the frim and resolute will of this nation. If the Prime Minister at any time wanted proof of this, she has had It from the lips of people who, not as professionals but as part of their duty, criticies her in this House.

12.00 hrs.

There are one or two matters to which I would like to refer at this moment. I do not say my word is the last on this subject. The cease-fire line in Kashmir no longer exists. The cease-fire agreement is dead by the act of aggression. I hope it is for the Government to decide-it is not for us individuals to lay it down-to hand over the exit permits to the members of the UN Observation Commission, Because their capacity will now be not to supervise the cease-fire line objectively, but to be the allies of the forces that resist us. In the least, these observers are very much in the way and they might get killed. So, we have a great responsibility. So, we shall ask them to go away or send them away to our guest houses, because there is a tremendous international responsibility. The life of one of these international observers will emotionally surcharge the UN in a way that it forgets all other matters.

Secondly, I heard the Prime Minister say -my hearing is still very good-that Pakistan has declared war against us. I beg of her of verify the statement with great accuracy, because if Pakistan has declared war against us, it is one matter. But if Pakistan has simply said, it has declared a state of war, it is a different matter. Declaration of a state of war is a statement made be the state of Pakistan to its own people and is still undeclared war. But so far as we are concerned, war exists. This is the occasion to hand over the exist permit to the High Commissioner of Pakistan here, which takes away whatever inhibitions there may have been in the way of the recognition of Bangladesh. That is to

Say, Pakistan State is no longer a recognized State so far as we are concerned. Of course, if they have declared war against us, there is the end of it. That is to say, there is nothing standing in the way. But this matter must be cleared, because in the eminent position the Prime Minister occupies, If she says in the House that Pakistan has declared war against us, international opinion will turn round and say, this is an exaggeration. Now , it is no exaggeration in fact, but we should not put ourselves in the wrong in this matter. If it is not declared war, it is undeclared war and what is known as pre-emptive war. Pre-emptive war is the most sinful of all things. The decision who to hit and where to hit must remain with the Government and not with the Generals. War is to serious a matter to be entrusted to Generals. Therefore, I have no doubt that the Defence Minister who is otherwise pre-occupied will see to it that where and in which terms to hit is left to be decided by Government and nobody else.

I do hope that today, tomorrow or whenever, it is, Bangladesh should be recognized because that would be a fitting answer to Pakistan, almost as powerful as the lethal blows that we may deliver.

I want to conclude by saying, this is a sorry business. War is a gruesome affair, especially in a population of our size without the necessary equipment for shelters and things of that character, with a nation that has not seen a war on its own soil since the battle of Wandiwash. That is to say, our people, our professional soldiers, have fought in other fields of battle with glory, but on this soil, we have not seen a war, War is a gruesome business with the blackouts, the fear of bombing etc. It is a gruesome business. so, there may be competition amongst us as to who makes the most extreme speeches because that this nobody. I want to assure the Prime Minister that I belong to on party. Apart from that, there are no differences here; we ate one nation .

Philip of Spain thought in the 16th century because Mary Queen of Scotland, was executed the Catholics would support him when he invaded Britain. But it is the same as what you have heard from the representative of the Muslim League. This is one country and one nation and I have no hesitation in saying that today we are under one leader irrespective of her ideologies, I do not believe she would bring socialism to this country. I want to say this quite frankly because you cannot jump into a ditch and then leap. But that is another matter which we will deal with afterwards. There will be neither socialism nor any ism unless this nation survives. the survival of this nation is the most important thing.

Coming to war, this country nerve wanted to wage a war. But when our frontiers beyond the cease-fire line are unfortunately compromised by the action of another country, when another country, when another country decides to indulge in border violation and things of that kind I think a new situation arises. Therefore, while we believe in peace at any price we are in the position of an old American President who is reported to have said. "I am a man of peace at any price but the present price is war. But, in the present case, we do not have to make a choice; the enemy has made the choice War action has taken place by the bombing of our air-field for the crippling of our Jawans, not of our striking power. And I have no doubt that in the operations which we are forced to undertake, as Shri Indrajit Gupta has righty pointed out, we have no quarrel with the people of Pakistan and we do

not propose to indulge in, we will make sure that we do not propose to indulge in, the Nazi from of war, the war of exterminating peaceful population. It is only in the extreme circumstances. Where military target are bombed-and our firing will never fail-that people will be put to hardship, and that we will not use those deadly weapons called napalm bombs and things like that which cripple young people. If you see people who have been affected by that you would never allow them to be used. These are thing which at this time and on this occasions we should not forget in the enthusiasm of crushing the enemy. I know that the enemy can never be crushed; if he is crushed he will rise again but we have to pull out those fangs that try to kill us.

I want to say one word about the proclamation of emergency. There is no doubt that a proclamation of emergency is necessary for many legal reasons. Otherwise. Government would be faced with very much delay and inconvenience, even though they can indemnity the officials later. But I am sure the Prime Minister will bear in mind a great saying which is said about a great empire and which I say about a great cause: great empires and little minds go together and generosity is seldom the least virtue. Therefore, we should not forget all that. We should go forwards, not only the opposition but Members of Parliament belonging to all parties, the entier nation has to go forward together I do not talk of a national government because, after all, the government is a national government. What else is it, except for some of us outside? Therefore, we should not have to spend our time fighting or the policemen guarding our houses or beating young people. These are things which can wait and especially when the war is long-drawn out the government has to consider these things.

Finally, I hope the Prime Minister will at no time heed the counsel of unwisdom which says the Parliament must go. That proceeds on the assumption that parliament is a luxury which we tolerate. That is not so. Parliament is a necessary establishment, in order that in case there would be reverses and there is no doubt about it that there would be reverse; there can be no war without reverses except in the thinking of people sometimes-the Parliament can act as the safety valve on such occasions. so, this parliament has to sit. When bombs were raining over London the British Parliament had midnight sessions and two bombs actually struck the House when they were sitting. This is the thing which shook Hitler that people do not go away even when bombs are showered. Our people are also the same. We have passion for defending this country. When we could shake a mighty empire to its foundations, so we can shake the might empire that support the aggressor when aggression takes place and we should warn the world that any assistance given to the aggression in India is an act of aggression against India itself.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Mr. Speaker, sir the need of the hour is not making speech but only action. We will have to make sacrifices. On behalf of the Telanagana Praja samithi I would like to assure the Prime Minister that the whole nation is behind her. Let us forget our petty problems. There are no problems expect the one problem as to how to drive out this aggressor who is coming to our country.

I will request the prime Minister to assign some work at least to some of our young members here. We know that our soldiers are not only fighting but are laying down their

Lives there. We must also go there and do something. At least let us create some confidence among our soldiers that not only the whole nation is with them but, that we are also doing something. I hope, the prime Minister will do something about this problem.

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh): Sir, I am associating myself with the sentiments expressed in the house, on behalf of the Vishal Haryana Party on this occasion last evening I feel proud and important as an ex-soldier. And I am not a very old soldier either; today I feel even younger. I want to assure the prime Minister that millions of our ex-soldiers and ex-officers in this nation of soldiers are today behind her. They would like to be assigned the most difficult role to defend our country. I have no doubt that India would come out victorious because ours is a noble and a just case. I am sure that in this late twentieth century when those countries, which were so far professing to be champions of human rights, have failed humanity. India would emerge as the new champion of human rights and individual freedom in the world.

Sir, I must speak a few words on your behalf since you are sitting in the Speaker's chair.

MR. SPEAKER: You have already spoken as an ex-soldier on my behalf.

SHRI BIRENDER SINGH RAO: Last night your district was bombarded. The people along our borders in Punjab and Rajasthan have proved to be as brave as the people of West Bengal and Assam phoned a few friends this morning at Amritsar and suggested that they might send their children over to Delhi so that we might be prepared at our borders to teach a very lasting and unforgettable lesson to Pakistan; they all refused. They said, Amritsar was not going to be vacated; they were going to stay there to the last minute. I congratulate you, Sir, that you represent that district, and the people on our borders in Punjab and Rajasthan who are so brave.

DR. G. S. MELKOTE (Hyderabad): Sir, I rise to support the Proclamation of Emergency. May I say that the country has heard the clarion call of our leader? On this occasion the national defence workers have asked me to tell this house on their behalf that during the past two aggressions they had been working 24 hours round the clock but the management of the different industrial factories gave them one holiday in a fortnight. They complained and asked why this holiday was given. The management replied that it was not because of human failure; the machine had broken down but the man had not broken sown; therefore, a holiday was necessary. At this juncture we would like to assure the leader that in every possible manner we will out do what we did last time and help our Jawans at the front

With these word I give support to the Proclamation of Emergency.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapare): Mr. speaker, Sir, on behalf of the Utkal congress and the United Independent Group which I have the honour to represent in this house. I would like to associate myself with the support given to the Proclamation of Emergency which has been moved by the Prime Minister and pledge our support to it

In this hour of trial. There is no question of waging war or not waging it. When the battle is called we must join it and make ourselves oblations to that holy flame. But I would only urge upon the Prime Minister to see that the quality of free society is not impaired in the name of Emergency.

Before, I conclude, I would like to support what my esteemed friend, Shri Krishan Menon, has sad that Parliament must not be off. The Parliament should continue to function in this hour of trial so that it keeps up the image of confidence and cool courage of our country.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Speaker. Sir, as the President of the All-India Defence Employees Federation, I assure my full support to the prime Minister and to the Defence Minister and I also assure that, as in 1962 and 1965, the Defence employees will rise like one man today and will sacrifice even more to see that the naked aggression of Pakistan is repelled with all force. They will help the army both in the front and also preparing everything in the rear and help this Government in this hour of trial.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the house approves the Proclamation of Emergency issued under article 352 of the Constitution by the President on the 3rd December, 1971".

The motion was adopted

MR. SPEAKER: This Resolution is carried unanimously. I am very proud to be the speaker of this house which has shown so much unity and demonstrated so much determination at this grave hour. We all pray that the nation stands all united as one man whit one determination and with one leader. May God be with us.

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমরে পর যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভায় কার্যাবিবরণী	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

17.40 hrs .

STATEMENT ON THE SITUATION
RE: ATTACK BY PAKISTAN ON INDIA

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): you are aware that Pakistan has thrust a war upon us.

The Pakistan Air Force launched pre-emptive air strikes on our airfields from 5.45 p.m. Yesterday Pakistan aircraft have attacked 12 of our airfields. namely Amritsar, Pathankot, Srinagar, Faridjot, Halwara, Ambala , Agra, Uttarlai, Jodhpur, Jamnagar, Sarsa and Sarsawa. The railway junction of Godra road, Jammu and Barmer were also attacked. Four of the attacking aircraft have been shot down. some of our runways were slightly damaged; no aircraft on the ground was affected; in one area the installation was slightly damaged. All our airfields are fully operational. The Pakistani objective of inflicting substantial damage through a pre-medicated per-emptive attack has been frustrated.

The Indian Air Force responded with retaliatory attacks on Pakistan airfields, the first strike materializing last night at 11.50 p.m. Chanderi, Sherkot, Sargodha, Murid, Mianwali, Musroor(near Rawalpindi) and Change Manga (near Lahore) have been attacked. The crew have reported to have achieved good results. They hit a number of Pak aircraft on the ground and petrol tanks were set on fire. Sargodha airfields has been damaged. The radar station in Badin (kutch) has also been damaged. All our aircraft except one Hunter one HF-24 and one sukoi have returned to the base.

Since 6 p.m. Yesterday, the Pak Army has been shelling our positions in Poonch, Chhamb jaurian, Amritsar, Fazilka and Pathonkot. The ground attacks by Pakistan forces have been repelled in all sectors. Some of our B.S. forces in Ajnala who were across the river Ravi have however been withdrawn. Pakistan has effected similar withdrawal of their forces on our side of the river. In poonch, we have taken 5 prisoners belonging to No. 26 PDK Battalion. At Chhamb Jaurian the Pak troops while retreating have left one dead and one wounded soldier, both belonging to No. 43 Battalion of the Punjab Regiment.

In the early hours of December 4th, our troops captured a Pak picquet 5 miles south-east of Tithwal. A hill feature between Uri and Hajipur has been captured. Our troops also captured 13 prisoners including one JCO.

Pak troops in great strength supported by armour and artillery are engaged in severe fighting 30 miles west of Akhnur. We have already inflicted have casualties including 6 enemy tanks which were seen burning.

In Ferozepore sector, approximately one brigade of Pak troops supported by air, armour and artillery are attacking our troops in area of Hussainiwala and Ferozepore. Our troops have repulsed all attacks inflicting heavy casualties on the enemy. We have also had casualties and lost some ground. The Hussainiwala bridge has been damaged.

The Indian Farces have moved into Bangladesh at several points and are acting in concert with Mukti Bahini. Our troops in concert, with the liberation forces have taken shameshernagar including the airfield in the Tripura and Cachar sector. Fierce fighting is still going on in the area around Akhaura. Our troops captured Saigon and Majlispur in the Comilla sector. Thakurgaon, Darsana and Gazipur are now under our control. 42 prisoners including one JCO and one Havildar-Major belonging to 26 Frontier Force Rifles Battalion have been captured in Phulbari.

The Indian Air Force has carried out air strikes on the airfields controlled by the Pakistan Air Force in Bangladesh. So far, 8 Pakistani Sabre jets have been shot down, four near Dacca and 3 near jessore. We lost 2 hunters.

The Western and Eastern Fleets of the Indian navy are now out on their mission to seek and destroy enemy warships and to cut the maritime lines of communication between West Pakistan and Bangladesh and to deny to West Pakistan Forces of occupation support from the sea. A Pakistani merchant ship was captured by one of our destroyers this morning. A party of Naval personnel has boarded the ship which has been ordered to proceed to the nearest harbour.

Units of the Eastern Fleet have also struck at Cox's Bazar. The attack resulted in the destruction of the installations at the airfield.

The Indian Navy has instituted contraband control in respect of supplies intended for Pakistan ports. The ports in occupation of Pakistan in Bangladesh have been blocked.

17.47 hrs.

The Lok sabha then adjourned till Ten of the Clock on Monday, December 6, 1971 Agrahayana 15, 1893(Saka).

শিরোনাম	সুত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং তার ওপর আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর , ১৯৭১

STATEMENT
RE: RECOGNITION TO BANGLADESH

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTIN (SHRIMATI INDIRA GANDHI): The valiant struggle of the people of Bangladesh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements.

Earlier, they had recorded a great democratic victory in their elections and even the President of Pakistan had conceded the right of sheikh Mujibur Rahman to become Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transform the benevolent mood and realistic approach, if it really was that , to deception and the posture of open hatred.

We are told that sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan. But they were caught unawares and overtaken by a brutal military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment became the Mukti Fauj and later the Mukti Bahini, which was Joined by thousands of young East Bengalis, determined to sacrifice their lives for freedom, and the right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangladesh is fighting have been recorded by the world Press.

These events on our doorstep and the resulting flood of refugees into our territory could not but have far-reaching repercussion on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangladesh in their just struggle. But we did not act precipitately in the matter of recognition. Our decisions were not guided merely by emotion but by an assessment of prevailing and future realities.

With the unanimous revolt of entire people of Bangladesh and the success of their struggle it has become increasingly apparent that so-called mother State of Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangladesh back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangladesh, The whole world is now aware that it reflects the will of the overwhelming majority of the people, which not many government of Bangladesh is supported by the "will of the nation, substantially expressed". Applying this criterion, the Military regime in Pakistan, whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even in West Pakistan.

Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way of a peaceful situation, or which might be

construed as intervention, has lost significance. The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause.

I am glad to inform the House that in light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangladesh, the Government of India have after the most careful consideration, decided to grant recognition to the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH.

It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the GANA PRAJATANTRI BANGLADESH will soon from part of the family of nations.

Our thoughts at this moment are with the father of this new State Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies the Acting President of Bangladesh and the Prime minister and to their colleagues, our greetings and warm felicitations.

I am placing on the Table of the House copies of the communications which we have received from the Government of Bangladesh. Hon'ble Members will be glad to know that the Government of Bangladesh have proclaimed their basic principles of State policy to be democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangladesh Government have expressed their determination to follow a policy of non-alignment peaceful co-existence and apposition to colonialism, racialism and imperialism in all its manifestations. These are the ideals to which India also in dedicated.

The Bangladesh Government have reiterated their anxiety to organize the expeditious return of their citizens who have found temporary refugee in our country, and to restore their lands and belongings to them. we shall naturally help in every way in these arrangements.

I am confident that in future the Governments and the people of India and Bangladesh, who share common ideals and sacrifices, will forge a relationship based on the principles of mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and mutual benefit. Thus working together for freedom and democracy, we shall set an example of good neighborliness which alone can ensure peace, stability and progress in this region. Our good wishes to Bangladesh.

---

*See at the end of the statement

Letter from Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh to the President of the Republic of India dated 24.4.7.

Syed Nazrul Islam,
Acting President of the People's Republic of Bangladesh

Mujibanagar
April 24, 1971.

To
The President of the Republic of India.
New Delhi.

Excellency,

Upon the proclamation of the sovereign independent People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971 a Government with Sheikh Mujibur Rahman at its head has been established.

A copy of the proclamation of independence, Laws continuance Enforcement Order and a list of Cabinet members are enclosed and marked with letters 'A', 'B',& C', respectively for favour of your perusal.

The Government of Bangladesh is exercising full sovereignty and lawful authority within the territories known as East Pakistan prior to March 26, 1971 and has taken all appropriate measures to conduct the business of State in accordance with custom, usage and recognized principles of international Law.

In view of the friendly relations that traditionally exist between the fraternal people of Bangladesh and that of India, I request your Excellency's Government to accord immediate recognition to the People's Republic of Bangladesh. The Government of Bangladesh will be pleased to establish normal diplomatic relations and exchange envoys with a view to further strengthening the ties of friendship between our two countries.

Please accept, Excellency, the assurance of our highest consideration.

Sd/- (Syed Nazrul Islam)
Acting President.

(Seal of the Bangladesh Government)

Sd/-(Khandakar Moshtaque Ahmed)
Foreign Minister.

A. THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibnagar. Bangladesh
Bated 10th day of April, 1971.

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution.

AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd march, 1971, for the purpose of framing a Constitution.

AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period,

AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangladesh, in due fulfillment right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honor and integrity of Bangladesh,

AND

WHEREAS in the conduct of ruthless and savage war the Pakistan authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

WHEREAS the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and

Having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahmahn shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice president of the Republic, and that the President shall be the supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a prime Minister and such other Minister as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies, shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred of the President.

WE further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of United Nations.

WE further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

WE further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. M. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

Signed:
M. Yusuf Ali
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority
Of the Constituent
Assembly of Bangladesh

B. LAWS CONTITUANCE ENFORCEMENT ORDER

MUJIBNAGAR,
Dated 10th day of April, 9171.

I, Syed Nazrul Islam, the Vice President and Acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the Proclamation of Independence dated tenth day of April, 1971, do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March. 1971, shall subject to the Proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary n account of the creation of the sovereign independent Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all government officials-civil, military, Judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all government officials within their Jurisdiction.

This order shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

Signed :-Syed Nazrul Islam,
Acting President

C. THE GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Member of the Cabinet

President : ...	..	Sheikh Mujibur Rahman
Vice-President : ...	..	Syed Nazrul Islam
Prime Minster: ...	..	Mr. Tajuddin Ahmad
Minister, In-Charge of Foreign Affairs, Law Parliamentary Affairs:	..	Khandaker Moshtaque Ahmed
Minister, In-Charge of Finance, Commerce & Industries:	..	Mr. M. Monsoor Ali
Minister, In-Charge of Interior, Supply, Relief & Rehabilitation:	..	Mr. A.H.M. Kamruzzaman

Letter

from Govt. of the People's Republic of Bangladesh

to Prime Minster of India. dated 15-10-9171

Seal of the Bangladesh Government

Mujibnagar,

15th October, 1971

Excellency,

We write in continuation of the letter dated April 24, 1971, addressed to His Excellency the President of India, and the subsequent communications and personal discussions. Excellency, you are aware of the proclamation of Independence on the 10th of April by the Constituent Assembly of the duly elected members of the National and Provincial Legislatures representing the will of the 75 million people of Bangladesh. This declaration followed the unilateral, arbitrary and brutal denial of the verdict of the people and the suppression of their democratic liberties and fundamental human rights by the military regime of Pakistan since the 25th of March, 1971.

2. It is well known that the people of Bangladesh were subjected to a long period of ruthless colonial domination, systematic economic exploitation and gross political and cultural discrimination by the successive regimes dominated by the ruling circles of West Pakistan. The letter of April the 24th, 1971, informed you of the formation of the Government of the People's Republic of Bangladesh under the Presidency of Sheikh Mujibur Rahman and the Action Presidency of Syed Nazrul Islam.

3. Over the last several years our people had waged a peaceful and non-violent struggle for the attainment of our basic rights. Even After the successive postponements of the convening of the National Assembly by the military regime of Pakistan, we did not resort to violence but continued our non-violent struggle. The military rulers of Pakistan took advantage of this to gain time by employing the ruse of so called negotiations till the night of 24th of March, 1971, while they were augmenting their military strength.

4. Their plans became visible to the whole world on the black night of March the 25th when they let loose their Army under a pre-mediated plan on the innocent and defenceless men, women and children of our country. They made a special target of the intellectuals, the elite of the youth and the leaders of the workers, peasants and students. This left us with no alternative but to resort to arms.

5. Since the formal proclamation of our Independence on April 10, our struggle for liberation has gained increased momentum and strength, Nearly 60,000 members of the former East Bengal Regt., East Pakistan Rifles and other para-military formations identified themselves with the struggle of the 75 million people of Bangladesh and took up arms in defence of our motherland. They were joined by hundreds of thousands of young men whom they trained to defend the sovereignty and independence of their homeland, and to release it from the bonds of colonial oppression.

6. The policy of repression has continued with increasing brutality in the vain hope of liquidating the leadership and reducing the majority of the Bengali speaking people to a terror. As a result of this policy of genocide, rape, arson and loot, nearly nine million of our men, women and children have been driven out in terror and have taken shelter in your country, and the exodus still continues.

7. Sheikh Mujibur Rahman, our undisputed leader and President, has been subjected to a secret military trial and has been reportedly condemned to death. The Awami League has been banned which had won an unparalleled victory in the national elections held last December. The military regime of Pakistan has disqualified 79 duly elected representatives of the people and has imposed a so-called civilian regime consisting of defeated candidates and quislings which is now supported by the might of the military machine of Pakistan. These gestures have not deceived the 75 million people of Bangladesh. They have only exposed the deception and insincerity of the military oppressors. All this has only made us more determined than ever to liberate Bangladesh.

8. We are glad to inform you, Excellency, that this struggle has borne fruit. The liberation army of the People’s Republic of Bangladesh, the Mukti Bahini, are in full control of half the territory of Bangladesh. We also confirm that the Bangladesh Government has established effective civil administration over this area which is functioning smoothly. This development has not merely been welcomed by the broad masses of the people but the efforts of our Government have found spontaneous and overwhelming support in the areas under its control.

9. May we, therefore, in the light of these developments request your Excellency for a positive response to the message of 24th of April, 1971, requesting for recognition to the free and duly constituted Government of Bangladesh. Such a response on your part would give a tremendous impetus to the struggle being waged by the people and Government of People’s Republic of Bangladesh for their liberation. It would also generate an international response which would promote the cause of freedom, peace and stability in this part of the world. May, we therefore, request Your Excellency for an early response to this communication.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest esteem.

Sd/-
(Syed Nazrul Islam)
Seal of the Govt. of the Peoples’
Republic of Bangladesh.

Sd/- (Tajuddin Ahmed)
October 15, 1971

Her Excellency Mrs. Indira Gandhi,
Prime Minister of India
New Delhi.

Letter from Govt. of the People's Republic of Bangladesh to Prime Minister of India dated 23-11-71.

(Seal of Bangla Desh Government)

Mujibnagar
November 23, 1971

Excellency,

May we invite your kind attention to our letter of the 15th of October written to you on the eve of your departure for Europe and in the United States of America? Our hope was that, apart from giving consideration to our basic request for the recognition of the People's Republic of Bangladesh and its government, our letter would also assist you in conveying the depth of our feelings and the increasing momentum of our struggle for freedom to the world leaders whom you were to meet. The reports that we received about your discussions had created the hope that the statement whom you met, would be able to persuade President Yahya Khan to evolve a political solution to the problem of Bangladesh, in consultation with our undisputed leader, Sheikh Mujibur Rahman and our already elected representatives.

2. Even while you were abroad describing the realities of the situation and emphasizing the imperative necessity of a political solution according to the declared wishes of the people of Bangladesh, we received definite indications that the military rulers of West Pakistan remain determined to continue their policy of repression and brutality against our people. President Yahya Khan's statement of the 12th of October, the increased activities of the West Pakistani army against the civilian population in Bangladesh and his rebuffs to various overtures made by the statesmen of the world urging a rational political solution on him, confirmed our assessment.

3. Developments specially over the last two weeks clearly show that the military rulers of Pakistan are not open to persuasion to return to the path of reason and face the realities of the situation. Meanwhile, the exodus of our countrymen into India continues unabated, which is a direct consequence of the continuing repression of our people by the West Pakistani Army. The oppression of our people is accompanied by a deceitful policy of so-called normalization undertaken by the military junta of West Pakistan. The defeated candidates and quislings who constitute the so-called civilian government of East Pakistan are sustained by a repressive martial law regime universally hated by the people of Bangladesh. Their atrocities have reached new and unimaginable dimensions in terrorizing and decimating our people in recent days. You must have seen reports about curfews and arrests, exercises in scorched earth and mass extermination undertaken by the West Pakistani Army in Bangladesh over the last fortnight. Entire villages have been razed to the ground and their.

populations liquidated. The West Pakistani Army has acted such systematic brutality that millions of our countrymen wander without shelter and good within Bangladesh. According to our assessment, nearly five million citizens of Bangladesh are in this tragic and heartrending predicament with no succour or relief. This is apart from the ten million

citizens of Bangladesh who have already gone to India and whose number is increasing every day. The aforesaid facts lead us to the unmistakable conclusion that the military regime of Pakistan has embarked on a pre-meditated and planned extermination of our race.

4. The military regime of West Pakistan still refuses negotiations with Sheikh Mujibur Rahman and the Government of Bangladesh. This has resulted in the alienation not only of the people of Bangladesh from the military regime of President Yahya Khan but also of the peoples in other parts of Pakistan. The people of the North West Frontier Province and Baluchistan have expressed their dissatisfaction in a manner which has now compelled the Government of West Pakistan to ban the National Awami Party which had won a majority in the provincial elections in there provinces of West Pakistan.

5. All this only confirms our original assessment that the people of West Pakistan were never a party to the conspiracy of military oppression undertaken by President Yahya Khan in conjunction with a small coterie of Generals. President Yahya Khan’s pronouncements and activities over the last month gave a clear indication of his determination to suppress the democratic aspirations not only of the people of Bangladesh, but also of the people all over Pakistan.

6. As we had informed you in our letter of the 15th of October, the operations of the Mukti Bahini, have been gathering momentum. The Mukti Bahini, with the universal support of the people of Bangladesh, has achieved signal successes in regaining effective Administrative control over large areas of our motherland, against the military oppressor. We had informed you of our being in control of half the territory of Bangladesh in our letter of the 15th of October. We have great pleasure in informing you now that our effective jurisdiction extends to two thirds of the total area of the country. We have not only liberated this area, but also consolidated our authority and established increasingly effective civil administration in areas under our control. Even in the remaining areas, the freedom struggle with popular support has reached a stage that it has compelled the West Pakistani troops to confine themselves to a limited number of fortified positions. Our successes as well as the events in West Pakistan, of the legitimacy of our cause. The intransigence of the military regime of West Pakistan and the programs being carried out by them against our people are indicative of the vain hope which President Yahya Khan entertains of retaining control over Bangladesh by coercive authority. This has only strengthened our determination to liberate our motherland completely and we are confident of achieving our objectives. We have become better organized and our Armed forces are acting with discipline and determination. The ranks of the Mukti Bahini have swelled with thousands of patriotic young men, dedicated to remove the colonial bondage of the people of Bangladesh once and for all. It is our unalterable intention to remove the root cause of the tragedy which we have undergone-the oppression that we have suffered our nearly two decades, and culminating in the holocause on Marcy 25 and the events following it. This is a just struggle on an enslaved people against their exploiters.

7. It was our hope that our struggle would find immediate and tangible support from the international community, particularly from our great neighbor India. Our

expectations had some basis in the eloquent resolution passed by the Parliament of India on the 31st of March, 1971, which expressed sympathy for and solidarity with the people of Bangladesh in their struggle for a democratic way of life. Already, eight months have gone by Neither international pressure nor counsels of reason from the statesmen of the world have succeeded in persuading the military regime of West Pakistan to negotiate a political settlement with the people of Bangladesh through their already elected and acknowledged leaders led by the President of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. Nor has your tolerance and restraint made any constructive impact on the rulers of West violation of human rights and repression, the military regime of West Parisian has sought to divert the attention of the world from the root cause of the problem by attempting to internationalize the issue by projecting it as an Indo-Pakistan dispute. We are aware of the consistent efforts that your Government has made to explain the problem in its correct perspective and to direct the attention of the international community to the realities of the situation. These attempts at a peaceful statement of the dispute between the people of Bangladesh and the military rulers of West Pakistan have failed, and the recent pronouncements and activities of President Yahya Khan provide little hope for a political solution. In this context it has surprised and even perturbed us that India should continue a policy of f caution and restraint against the oppressive military regime of West Pakistan.

7. The people of Bangladesh are conscious of the leading role that India played in creating the evil of colonialism from the Afro-Asian region. It was India's eloquent advocacy and consistent stand in favour of the oppressed peoples of the world which made it the leading political force accelerating the process of decolonization. Your Government and your people have always raised their voice where human dignity was in danger and liberties and freedoms of peoples threatened. Your consistent support to the just struggles for liberation and freedom movements of the oppressed people of the world is well-known. India has been a leading exponent of the cause of freedom and upholder of liberty for those who are oppressed and deprived of their fundamental rights. You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy. The proclamation of Independence of the People's Republic of Bangladesh and subsequent pronouncements by the Government of our country have given clear indication that we share these ideals and aspirations. We should like to reiterate here what we have already proclaimed at the basic principles of our state policy, i.e., democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society, where there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In our foreign relations, we are determined to follow a policy of nonalignment, peaceful coexistence and opposition of colonism, racialism and imperialism in all its forms and manifestations. Against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the Government of India have not yet responded to our plea for recognition.

9. On a more practical plane, we are conscious of the burdens imposed on your country by the massive influx of the citizens of Bangladesh in the face of the terror which they face in their own country. We share your anxiety regarding the tensions which the

presence of millions of our countrymen on your territory can generate. The economic burden and the socio-political tensions which the large number of Bangla Desh refugees in India, can create, are and should be the common concern of both Governments of India and Bangla Desh. With our effective control over our territory and with the establishment of organized civil administration, we are anxious that all our fellow citizens who were forced to leave their hearths and homes after the 25th of March, 1971, and who are now living in your country in adverse conditions despite your generosity, return to their homeland at the earliest possible date. We are also now in a position to resettle and rehabilitate them in their own homes in conditions of safety, dignity and honour. In view of the onset of winter, time is of essence in this matter. The health and welfare, especially of the women, children and the aged, can be safeguarded only if the arrangements for their return to Bangla Desh are expedited. We would like to assure you of our Governments' full cooperation in organizing the expeditious return of the refugees back to their home. Let it not be said that we failed them in their hour of need.

10. Your extending recognition to the Government of Bangladesh seems an imperative requisite to us to relieve the tensions and strains which the people of Bangla Desh and India had to bear over the last eight months. The early achievement of our common objectives would also depend on your giving not only political and moral support to us, but also all essential material aid to the freedom struggle. We are convinced that your according recognitions to us and giving substantive content to this recognition by cooperation in all aspects of our mutual relations would expedite a lasting solution to the problem of Bangla Desh.

11. We are grateful for the cont the efforts at you have given to our cause and the efforts you have made on this behalf with the international community. We feel it is now necessary to give formal political content to your support, in order that our struggle is rewarded with speedy success and our existence as a free society is recognized by the world at large. Recognition by you would give an impetus to and would be an acknowledgement of our aspirations and free existence. It is also our considered assessment that the granting of recognition by the Government of India to the People's Republic of Bangladesh is a most necessary and important step not only to stabilize the situation on the sub-continent but also to ensure peace, progress and stability to South East Asia. May we, therefore, reiterate the request which we made in our letter of 15th October that you accord immediate recognition to the sovereign People's Republic of Bangladesh.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest esteem.

Sd. (Syed Nazrul Islam) Sd. (Tajuddin Ahmad)

Her Excellency Mrs. Indira Gandhi
Prime Minister of India
New Delhi.

Letter dated 4.12.71 from Govt. of the People's Republic of Bangla Desh to Prime Minister of India

(Seal of the Govt. of the People's Republic of Bangladesh)

From

Syed Nazrul Islam,
Acting President of the People's Republic of Bangladesh,
and Tajuddin Ahmad,
Prime Minister of the People's Republic of Bangla Desh.

To

Her Excellency Madame Indira Gandhi,
Prime Minister of India, New Delhi.

Your Excellency,

We have just learnt with deep shock of the deadly attack launched against your country by the military junta of Pakistan on the afternoon of the 3rd of December. This latest manifestation of Yahya Khan's reckless violation of covenants is the final proof of his determination to subject the countries of this sub-continent to tensions, destructions and socio-economic ferment, the people of Bangla Desh were conscious of the above inclinations of the Government of West Pakistan and they launched their struggle for freedom nearly nine months ago. We had sent communications to your Excellency on the 15th of October and 23rd of November explaining the realities of the situation and our determination to fight the military junta of Pakistan till the complete defeat of the occupation forces is accomplished. The aggression committed by Yahya and his Generals on your country make it all the more necessary that the people of India and the people of Bangladesh stand shoulder 'to repel the aggressors and fight for democracy and freedom and the values we cherish in common.

Madame Prime Minister, we have the honour to inform you that in view of the direct aggression committed by Pakistan against your country on the 3rd of December, the freedom forces of Bangla Desh are ready to fight the aggressive forces of Pakistan in Bangla Desh in any sector or in any front. Our joint stand against military machinations of Pakistan would be further facilitated, if we enter into formal diplomatic relations with each other. May we, therefore, repeat our request to Your Excellency that the Government of India accord immediate recognition to our country and our Government. We should like to take this opportunity to assure Your Excellency that the Government and the people of Bangla Desh stand solidly with you n this hour of peril and danger to both countries. It is our earnest hope that our Joint resistance to the nefarious plans and intentions of President Yahya Khan will be brought to a successful conclusion.

We assure Your Excellency of our Government's full support in your just struggle against the aggressor.

Renewing Your Excellency the assurances of our highest esteem.

December 4, 1971.

SHRI MALLIKARJUN (Medak): I congratulate the Prime Minster of this holly country. I see her as an absolute incarnation of incorporeal and divine India. God will bless this country with all efficiency and we shall always remain victories. Jai Bangla Desh.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond-Harbour): On behalf of my party may we say how very glad we are to welcome this day. This is really a day of days, since 1947.

SHRI H.N. MUKHERJEE (Calcutta North-East): Words fail us on this occasion. We have been waiting for months for the time when this country would associate itself entirely with the tremendous movement for liberation which has begun in Bangla Desh.

I do not know if nay speech is necessary on this occasion; our hearts are full. We say it to the Prime Minister that she has done her duty at historic moment. There is no doubt about it. We shall go ahead in this part of the world and entirely on a global basis. The struggle which is going on against that ghastly junta of military autocrats, the crazy power hungry people in Islamabad, that struggle would succeed and freedom would flourish in our part of the world, in the rest of humanity.

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী (গোয়ালিয়র):ঃ স্পীকার মহাশয়, দেরিতেই হোক না কেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করছি। নিয়তি এই সংসদ, এই দেশকে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাল-পর্যায়ে এসে উপস্থিত করেছে যখন আমরা মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী লোকদের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করছি, আমরা কিন্তু ইহিতাসের গতির নতুন দিকনির্দেশের জন্যও সচেষ্ট রয়েছি। আজ বাংলাদেশে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত লোকদের এবং ভারতীয় সৈন্যদের শিকারে পরিণত হবে না। বাংলাদেশের মুক্তি এখন ঘনিয়ে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সেনাবাহিনী এখন ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যাচ্ছে। ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে শুধু মুক্তি সংগ্রামেরই সহায়তা করেনি, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এখন সে নিরাপত্তা পরিষদে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাবে, এজন্য এ সময় তাকে আমাদের স্বীকৃতি দান আরো অর্থপূর্ণ হল।

আমি মনে করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সত্যিই ধন্যবাদের পাত্রী। নিত্যদিন আমি এরূপ আরো খবরের প্রত্যাশা করতে থাকব।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): This is a historic day when free Bangladesh is recognized by India. Our greetings to the Bangladesh and its heroic people. May I request you, on behalf of my party and on behalf of this House to convey our greetings and best wishes to the Bangladesh people and the Bangladesh Government. We are one with them in wining freedom and preserving democracy. The fight that is now going on is not between Islamabad and Delhi or between Islamabad and Bangladesh; it is a fight between military might and democratic rights. Democratic rights will every succeed, as history has shown. A new history is being written in Bangladesh.

শ্রী শ্যামনন্দন মিশ্র (বেগুসরায়): স্পীকার মহোদয়, এই অবসরে আমরা প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া এবং সেনাবাহিনী যেভাবে দেশের বিশ্বাস অটুট রেখেছেন সে বিশ্বাস তাঁরা ভবিষ্যতেও রাখবেন এবং বহু জটিলতা নিয়ে যেসব দিন আসছে সেগুলিতেও পূর্ণ আস্থা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করবেন। আমি উপলব্ধি করছি, এ যাবত আমরা যতদূর সফল হয়েছি

তাতে আমাদের সাহস বেড়েছে, আমাদের দেশের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের অনেক স্থানে এ সম্পর্কে যেসব কথা হচ্ছে তাতেও অনেক কিছুর মূল্যায়ন অন্য দেশের লোকদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তারা অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ভারতের অবস্থান আজ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ দিনেই, আজ আমরা যখন একত্রিত হচ্ছি, আমি মনে করি, বিশ্বে যে নানারকম কথাবার্তা উঠছে, সে সব কথা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুফলপ্রদ মোড় নেবে।

আমি বেশি সময় না নিয়ে শুধু এই বলব, এখনই আমাদের দেশবাসী যেসন একথা মনে না করে যে, আমাদের সফলতা শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, আমাদেরকে অনেক কোরবানী দিতে হবে, অনেক চিন্তা-ভাবনা, আস্থা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে চলতে হবে।

SHRI P.K. DEO (Kalahandi): I congratulate the Prime Minister from the core of my heart for her bold decision. She has taken a very bold step, though belated.

AN HON. MEMBER: At the right time.

SHRI P.K. DEO: My party is fully with her. That Pakistan is a geographical absurdity has been proved today. We hope that the damage done by partition would be repaired, and we fully hope that it will open a golden chapter in the history of the sub-continent. This bold decision is really very courageous and has injected new spirit into the Indian nation and at the same time into freedom fighters and I salute the freedom fighters, our soldiers and the martyrs who have laid down their lives for Bangla Desh.

SHRI TRIDIB CHAUDHURY (Berhampore): This is, as everybody has said, really a historic occasion, a great occasion, and long speeches are not need. Even then, we are reminded of the day when the Indian nation really came into its own, when on the banks of the Ravi, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. We took the solemn vow of independence. Similarly on the 264th March this year, on the banks of the Buri Ganga, Free Bangladesh was born, and Sheikh Mujibur Rahman Father of the Nation of Bangladesh, took the vow of an independent Bangladesh and declared the independence of Bangladesh. The Government and the Prime Minister have never been in more intimate communion with the national spirit, than today. In thank her and the Government sincerely from the core of my heart.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, the late Pandit Jawaharlal Nehru once said that freedom, like peace, is indivisible and a threat to freedom in one part of the world constitutes a threat to freedom elsewhere. I am glad the Prime Minister has listened to the voice of her father and in resounding terms, has accepted the freedom of Bangla Desh, which is in consonance with the freedom of our country. Today the freedom fighters and martyrs of Bangla Desh must have felt that their martyrdom has not gone in vain. They must have realised that the recognition of Bangladesh will not come at the diplomatic table, but it will emerge through the fire of revolution and struggle. And that way, the recognition of Bangla Desh by India has come. For that reason, I congratulate the Prime Minister and also the country.

I do not wish to take much time. Today the martyrs and the freedom fighters of Bangla Desh must be remembering the words of the great Poet who said:

“Oh! Liberty – Can man resign thee

Once having felt thy generous flame?

Can dungeon, bolts or bars confine three or whip thy noble spirit tame?”

These were the words which illumined the path of many freedom fighters the world over. These are the words which will enliven and illumine the life and dedication of the freedom fighters of Bangla Desh. I am glad the forces of freedom in India and in Bangla Desh have turned themselves in unison. That will be the picture of the world we will like to dream of and India will always stand for all these who are struggling for freedom. Our armies will never march on any country to conquer the land; our armies will always march to defend and uphold the freedom of and land. That is the tradition of our great country.

SHRI S.A. SHAMIM (Srinagar): So, recognition delayed is not recognition denied. I congratulate the Prime Minister for taking the right decision at the right moment in the right forum. But in this excitement, may I remained the House, that the real significance of this battle should not be forgotten? The real significance is that the armies of Bangla Desh and India-Muslims and-Hindus are fighting shoulder to shoulder, defeating the military junta of Pakistan. That is the essence of the struggle. Pakistan was created in 1947 on the basis of religious being different and religions demarcating the boundaries. In Bangla Desh today a Muslim Commander, Gen. Osmani, is commanding the forces, forgetting what religion is, remembering only one thing that human and democratic values are supreme. That is the essence of the freedom fight in Bangladesh. I am sure all those who are upholding the cause of Bangla Desh, whether Mr. Vajpayee or anybody else, will try to implement the significance of this in our daily life and in the political pattern in this country as a whole.

SHRIMATI M. GODFREY (Nominated-Anglo-Indians): Sir, words cannot express our admiration for our beloved Prime Minister. It is only God who has steered her through the difficult days that we have been passing through, God has given her also understating and proper judgment to judge that today is the right day to declare the freedom of Bangla Desh. I know the times are very difficult for us to interfere in other's internal affair. But our Prime Minister has steered us through these difficult days. I think today was the right time for the liberation of Bangla Desh. So, we all join in one voice to thank her for having taken this historic decision on this historic day. This will go down in the annals of history. Once more, I congratulate her and pray that God may always guide her to do the right things, which she has always been doing through all these days of struggled in this country of ours.

SHRI S.B. GIRI (Warangal): Sir, ultimately the democratic will of the people of Bangladesh and also the will of the people of this country has triumphed and recognition has been granted to Bangladesh. On behalf of the Telangana Praja Samiti. I congratulate the Prime Minister for recognizing Bangladesh. I hope other Countries will follow suit. I hope those who talk of people's democratic rights and the biggest democracy-America-will follow suit and recognize Bangladesh.

* শ্রী ইসহাক সম্ভলী (আমরোহা)ঃ স্পীকার মহোদয়, আমাদের সবচাইতে বেশী অভিনন্দন জানাতে হবে বাংলাদেশের যোদ্ধাদের, যাঁরা স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারইজম-এর জন্য লড়াই করছে। তারা নিজেদের সরকার গঠন করে নিয়েছে। আমি আনন্দিত এবং আমি ধন্যবাদ জানাই ভারতের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রীকে যাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। সেটি এক ধর্মমতাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেক্যুলারইজম-এর আদর্শ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, বিশ্বের কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতার যুগ এই কাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং তারা প্রতিটি পরাধীন অঞ্চল স্বাধীন করতে সক্ষম হবে।

এসব কথার দ্বারা আমি বাংলাদেশকে এবং এই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

MR. SPEAKER: I think there should be more speeches now. I also join in congratulating, the Prime Minister. All the parties have spoken. On behalf of these persons who do not belong to any party, who are non-controversial and who belong to both the Treasury Benches and the Opposition, on behalf of all the free people and on behalf of the whole House, I congratulate the Prime Minister. For the first time in my life as Speaker, today I joined in thumping the table thumped my own table. I think this declaration made by the Prime Minister will go down in history as a demonstration of the great cooperation and alignment we have with the freedom loving people of Bangla Desh. On behalf of all those people and on behalf of all of you, I wish to congratulate the Government of Bangla Desh for the momentous and great declaration laying the foundation of their State on democracy, secularism, socialism, world peace and human rights.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের আক্রমণের পর সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT
RE: LEAST POSITION ABOUT
PAKISTAN AGGRESSION ON INDIA

The Minister of Defence (SHRI JAGJIVAN RAM): The Hon'ble Members will recall the statement I made in the House in the afternoon on December 4th. I had then said that the Pakistani objective of inflicting substantial damage on us through a pre-mediated pre-emptive attack has been frustrated. The Pak forces have been making repeated and determined efforts to inflict damage on us and probe for possible weak spots in our defenses. We have been endeavoring to blunt Pakistan's aggressive military Machine.

The Pakistani Air Force has been visiting our airfields, but the damage they have been able to inflict has been negotiable. We have been able to repair the damage inflicted and our airfields continue to be operational. There has been a gradual decline in the sorties mounted by the Pakistani Air Force. This may be the result of the damage inflicted by our Air Force on their air installations and airfields. So far, we have destroyed 52 of Pakistani combat aircraft and 4 more probably damaged. 3 Pakistani pilots are in our custody.

Our air Force has been concentrating for the last two days on air defense of our forward positions and providing close support to ground operations. We have also successfully attempted to dislocate Pakistani lines of communication, supply dumps and oil installations. We have lost 22 aircraft in all.

Pakistan's repeated attacks on Poonch have been beaten back with heavy losses. There has been intense pressure in the Chhamb Sector. We have withdrawn our troops to prepared positions on the river Monavar Tavi. In the fighting that preceded this planned withdrawal, Pakistanis lost 25 tanks and they suffered heavy casualties. We are exercising counter pressure in the area Akhnoor and Shakargarh.

The Pakistani forces have been pushed out of the Dera Baba Nanak Enclave. The bridge across the Ravi is in our possession. The attempts on the part of Pak forces to infiltrate behind our lines have been frustrate.

Inthe Amritsar Sector, a few Pakistani border posts are now in our occupation. In the Ferozepore area, the Pakistani forces have ejected from the Sejra Enclave.

In the Rajasthan Sector, a Pakistani armored column made a bid for the area around Ramgarh. This column was held at Longanavala and has been practically decimated. Twenty tanks were definitely destroyed and seven more damaged. We have succeeded in effecting entry into Sind from two directions. Our troops have advanced around various points and our leading clements are-about 10 miles short of Naya Chor. We have also captured Islamgarh. Our forces have been able to destroy 96 of Pakistani tanks so far.

In the Eastern Sector, our troops are acting in concert with Mukti Bahini. Under our pressure, the Pakistani occupying troops are falling back. The Jessore airfield was captured by us this morning. All areas west of Kaliganj have been completely cleared of Pak troops. The important highway from Meherpur via Jhenida to Goalandoghat ferry has been cut. In Hilli/Dinajpur area our troops are advancing towards the Rangpur-Bogra highway. Lalmonirhat, with its airfield has been captured. The area north of Kurigram, Rangpur, Dinajpur is now free of occupying forces.

The hon'ble Members are aware of the capture of Akhaura two days ago. The strategic centres of Maulvi Bazar and Brahmanbaria are now surrounded. Feni was vacated by Pak troops yesterday; the forward elements of our troops are now racing towards the Chandpur Ferry.

In Bangladesh, the Pak Air Force has been virtually wiped out; our air supremacy in that area is complete. From the sea, installations of military value have been pounded around Chittagong, Chalna, Mongla and Khulna. All maritime connection between the occupying forces and West Pakistan has been completely severed.

The hon'ble Members are aware of the daring operation carried out by the Indian Navy on the night of 4/5th December. Two Pakistani warships have been sunk and one is believed to have been seriously damaged. Our Naval Fore penetrated to within 15 miles of the Karachi harbour. Their bombardment has inflicted severe damage on the harbour installation and oil storage tanks. In the Bay of Bengal, the Indian Navy was able to sink one Pakistani submarine. The Eastern fleet is now operating off the Pak occupied coast in Bangladesh.

The three services are working on a highly integrated point plan of operations. The efficiency with which these plans have been executive and the mutual support which one arm has provided to the other have been gratifying.

About the U.N., I have to inform the House that a safe conduct was given to a U.N. Aircraft C-130 from 8 a.m. to 10 a.m. on December 6th. This could not be utilized by the U.N. At the request of the U.N. Representative in New Delhi, a safe conduct for U.N. aircraft was given for December 7th effective from 7 a.m. to 11 a.m. (IST). There have been no operations over the Dacca area since 10 p.m. last night.

It has been reported from Dacca that a U. N. aircraft has been damaged over the Dacca airfield. The Air Headquarters have confirmed that no Indian aircraft have been operating in that area up to this time. The U. N. have been advised to investigate in Dacca with regard to the damage reported to have been inflicted on the aircraft.

I would like, on behalf of the Members, to communicate to the Armed Forces the appreciation of the House for the valiant way in which they are defending the country and defeating the enemy.

13.20 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Wednesday, December 8, 1971/ Agrahayana 17, 1893 (Saka)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা	ভারতের লোকসভার কার্যবিবরণী	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*)

SHRI JYOTIRMOY BASU. (Diamond Harbour): Sir, I have given notice of an adjournment motion on the treat posed to India by the reported arrival of the US Seventh fleet.

RE: MOVEMENT OF THE US SEVENTH FLEET INTO THE INDIAN OCEAN

Mr. Speaker: He is a parliamentarian. An adjournment motion is on a subject which is within the cognizance and control of the Government. Are the Government cognizant of this?

SHRI JYOTIRMOY BASU: It is not a motion for censure.

MR. SPEAKER: Please sit down.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Government could make a statement. I have given notice of a Calling Attention also.

MR. SPEAKER: I will look into that.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Now that you have given a little time, let me make my submission. This is not with the object of censuring the Government. But we want the House to adjourn to take up the discussion on this issue which is very important.

MR. SPEAKER: Please do not give a new definition to adjournment motion.

SHRI S.A. SHAMIM (Srinagar): Adjournment motion is not necessarily a censure motion. I am only clarifying.

MR. SPEAKER: Do not give a new definition to adjournment motion.

SHRI H.N. MUKHERJEE (Calcutta, North-East): Sir, I want with your permission to refer to this report about the movement of the Seventh Fleet of the United States into the Indian Ocean and also the report that a United States spokesman has not contradicted the report but, on the contrary, has said that contingent arrangements are being made by the United States' fleet in order to secure the evacuation of US personnel in Dacca. Now, this is a new war-like variety of the gunboat diplomacy of the old days, this application of blackmail and pressure on India, and this is something which goes against the grain and India cannot possibly support it. So, what I wish to request the Government through you, Sir, is that government comes forward without delay to tell the country about the situation and to secure from Parliament, which is assembled here as the representative of

the nation, a fortification of its position that no threats will cow it down. The United States which has been whipped like a cur in

Vietnam and is now crawling before China, is trying to intimidate us, and if we take it lying down it would be terrible. I do not say that government is going to take it lying down; I do have better expectations of my country. That is why I wish the government to come and tell this Parliament, take the country into its confidence about what measures it is going to take in order to answer this challenge which has been thrown up by the United States in the most insolent and arrogant manner.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Sir, this is a mischievous and designing move adopted by President Nixon of U.S.A. in that he has ordered the nuclear powered aircraft carrier Enterprise to sail to the Strait of Malacca off Singapore to await final instructions to proceed to Bay of Bengal under the pretext of rescuing of U.S. citizens in Dacca. It is not only the nuclear powered aircraft carrier Enterprise but it also includes a task force of several amphibious ships and destroyers which actually left Saigon waters on Friday and which are heading full steam towards its destination. Enterprise is a 99000 tonnes vessel excluding its escorts and is the largest aircraft carrier in the USA and the only nuclear powered one. She carries 100 fighter bombers, reconnaissance aircrafts, fighters and helicopters. It is a part of the US 7th fleet. It is a very serious matter and positive threat to India's security. Therefore, the matter needs to be discussed on the floor of the House.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I do not want to add much to what Prof. R.N. Mukherjee has said. I would like to mention here that this is a new move by the American imperialists to help Pakistani forces who are surrendering every day. An announcement was made by the Pakistan Radio, specially by the Lahore Radio, yesterday morning, giving a message to their soldiers, to their officers, in Bangladesh that the American Government has promised to move their 7th fleet in support of their fight against the Indian soldiers. So, this is a new move, a very sinister plan, by the American imperialists and this is a war threatening move against India.

I know our Prime Minister and the Government of India will not be cowed down by this. Even if they dare to touch our land with the 7th fleet, they are going to meet the same fate as they met In North Korea and Viet Nam. I know this is going to be the Waterloo of the American imperialists in India if they want to attack us. We know barking dogs seldom bite. But let us see that the dog does not bark any more. We are prepared to fight for our sacred soil.

MR. SPEAKER: Now, papers to be laid.

STATEMENT RE: LATEST POSITION WITH REGARD TO PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

THE MINISTER DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): Mr. Deputy Speaker, Sir this is the eleventh day of the war forced on us by Pakistan. The enemy has failed almost completely to achieve the aim of his pre-emptive attack. In this process, Pakistani forces have suffered grievous losses which can be made good only by large scale inductions from foreign sources. I shall attempt to give you a broad picture of the fighting on various fronts.

In the Kargil and Tithwal sector, a number of posts have been captured. As a result, it has been possible to ensure that the enemy does pot dominate our road communications in this area.

In this Uri, Poonch, Rajauri and Naushera sectors, attempts on the part of the enemy to infiltrate behind our lines or to break through our defences have been frustrated and the pressure from the Pakistani forces the cease-fire line has swindled. A number of raids were carried out of enemy posts, some of which were captured. Our tactical position is now much better and superior.

The House is aware of the development in the Chhamb sector. The enemy at one stage pushed forward to the eastern bank of Munnawar Tawi. The enemy was forced out of the eastern bank. The enemy is, however, still present on the west of Munnawar Tawi. His repeated attempts to penetrate our defenses on the east bank have been foiled. Our forces are now well entrenched on the east bank of the river and are able to mount patrols on its west bank. In the Samba-Pathankot sector, our probing movements have substantially improved our tactical position and our vital road communications in the rear are now more secure.

In the Punjab sector, the enemy made repeated attempts to secure lodgments on our territory. In the result, such side has occupied the other side's enclaves on either side of the Ravi. Our defensive position is consequently much stronger. For the last few days, there has, however, been a lull in this sector.

The hon. members are aware of the determined attach that had been made by the enemy to penetrate the Ramgarh area of the Jaisalmer sector in strength. This attempt has been finally frustrated with heavy losses to the enemy. The enemy has been forced out of our territory and we have now advanced a few miles into his territory. Further south in the Barmaer sector, the battle for Naya Chor is now raging. the enemy has reinforced his positions and is giving a stiff fight. I can inform the house that the immediate threat to the Rajasthan boarder has been eliminated.

In the Kutch sector, our forces have captured the important town of Virawah and are in occupation of the Nagarparkar area. Our forces now command nearly a thousand square kilometers of the province of Sind. Arrangements have been made to take care of civil affairs in the occupied area.

Now, I come to the eastern front. The hon. members are aware that our forces in Concert with the Mukti Bahini hae succeeded in liberating large areas of Bangladesh. The major towns of Noakhali, Laksham, Chandpur, Feni, Comilla, Gaibandha, Sylhet, Mymensingh, Jamalpur, Kushtia, Jessore and Hilli have fallen before the combined attack of the two forces. Some of the Pakistani garrisons are now preferring to surrender.

In its hasty retreat, the enemy is trying to delay our advance by destroying bridges and damaging riverside installations. The Mukti Bahini and the freedom fighters have been helping our forces to ford rivers and to ferry our troops across. We have used helicopters to land our troops behind enemy lines. Airborne paratroopers have already been dropped in the area north of Dacca and they have linked up with the Mutki Bahini and our ground forces.

Our forces are now closing in around Dacca from different directions. Parts of Dacca are within the range of our artillery. Since the two messages previously sent by our Chief of the Army Staff to Pakistani forces elicited no response, he addressed a third message yesterday to General Rao Farman Ali or any other officer who may be commanding the Dacca Garrison. He has referred in it to "the duty of all concerned to prevent the useless shedding of innocent blood". He has appealed to the Commander of the occupying forces to cooperate with him in ensuring that his humane responsibility is fully discharged by all concerned. He has urged that in case the Dacca Garrison, decides to continue to offer resistance, all civilians and foreign nationals should be removed to a safe distance from the area of conflict. I do trust that at least at this late stage General Manekshaw's advice will be heeded and wiser counsels will prevail in Dacca.

We have been deeply aware of our responsibility to the civilian population in the area of conflict. It has been agreed with the Government of Bangladesh that protection should be provided against mob violence or any kind of maltreatment to the entire civilian population, including those who hail from outside Bangladesh.

We have gone out of our way to make it possible for stranded foreign nationals to be evacuated from Karachi, Islamabad and Dacca. Our Air Force has refrained, during periods notified in advance, from striking at the air-fields near these towns to facilitate such evacuation. Similarly, the Indian Navy was able to re-arrange its operations so as to allow time for neutral ships to leave the Pakistani and Pak occupied harbours. The United Nations and a number of foreign governments have expressed their appreciation for the exceptional efforts made by our Defence Services in this direction. The enemy is, however, known to have abused the temporary suspension of our air and naval operations to land on his airfields war materials from broad and to mine the waters around his harbours.

The Pakistan Air Force mounted preemptive attacks on our airfield in an attempt to destroy aircraft on the ground and render our installations and runways unserviceable. The House will be gratified to hear that they succeeded in destroying only one aircraft on the ground and all our airfields have, with the exception of short periods, remained operational throughout. On the other hand our retaliatory attacks have inflicted substantial damage of Pakistani signal units, runways and other installations. In consequence, daylight attacks by the enemy are now few and far between. At night however, enemy activity continues, though at a diminished level. The Pak Air Force has been providing valuable support to Pakistani ground operations in some areas. The Indian Air Force has been concentrating on dislocating the logistics of the Pakistani forces and breaking up their armoured formations and troop concentrations.

The operations of our Air Force have been of very material help to our land forces in effecting a rapid advance in Bangladesh and in frustrating Pakistani design on our Western borders.

Recently Pakistani bombing has become more haphazard and less accurate. It is possible that they are now deliberately attacking some civilian targets. Three days ago some villages near Jullundur were bombed with the result that civilian population

suffered as many 100 casualties. A civil hospital in Jaurjan was also attacked. Some civilian areas in Srinagar received Pakistan Air Force attention. Our Air Force has, however, continued to hit only on military targets and avoid civil areas. The House is by now aware of the truth in regard to the attack by a Pakistani aircraft on the orphanage at Dacca and blaming us for the destruction of that orphanage.

The House is aware of the daring operations mounted by the Indian Navy which succeeded in penetrating the defences of Karachi harbour and bombarding the Pakistani Naval installations from Gwadar to Karachi. In consequence, a part of the Pakistani fleet has been destroyed, the maritime connection between West Pakistan and Bangladesh has been severed, and supplies by sea to Karachi and to Pak-occupied ports in Bangladesh have been prevented. In addition, the Navy has been able to enforce the contraband control with discretion and flexibility. A number of Pakistani ships and a fair amount of Pakistani cargo have been impounded. The difficulties initially experienced by some natural shipping lines with our contraband control have been resolved to their satisfaction. Neutral ships have been provided with adequate opportunity to move away from the area of conflict.

The Pakistani Navy has failed to interfere with our merchant ships. Our ports are in full working order. In all these naval operations, we have lost only one small frigate.

The House is naturally anxious to have full details of the casualties suffered by us in the severe fighting which has taken place over the last ten days. I have had all the information available till 6 P.M. yesterday tabulated. The Indian Army suffered the following casualties:

Killed	1,978
Wounded	5,025
Missing	1,662

The Pakistani casualties are much higher. I do not, obviously, have accurate figures. I know, however, that so far 4,102 officers and men from Pakistani regular forces and 4,066 officers and men from their paramilitary forces are under our custody.

We have accounted for as many as 175 Pakistani tanks of far: this includes 18 numbers captured by us in running order. Our total losses in tanks amount to only 61.

Nine Pilots and 3 Navigator of the Indian Air Force are known to have lost their lives, 36 Pilots and 3 Navigators are missing. We have lost 41 planes, including one naval aircraft.

We do not have figures of the losses of Pakistani pilots and navigators. The Pakistan Air Force is, however, known to have lost as many as 83 aircraft.

The Pak Navy has suffered grievous losses which include 2 Destroyers, 2 Minesweepers, 2 Submarines, 16 Gun Boats and 12 miscellaneous craft. The number of officers and men lost by the Pak Navy is not known to us.

The House knows that we lost only one frigate in our extensive naval operations. 18 officers and 173 sailors are still missing from INS KHUKRI; 6 officers and 91 sailors have been rescued.

The House will, I am sure, wish me to convey its deepest sympathies to the next of kin of the gallant officers and men who have lost their lives in defending our motherland.

The House will also wish to join me in expressing our gratitude to the Defence Services for their magnificent performance in ensuring that the major part of fighting takes place on the enemy soil that he is kept at a safe distance for our western borders and that a very substantial damage is inflicted in the process on his forces and sophisticated equipment.

A special word of praise is due to the Mukti Bahini of the government of Bangladesh their regular force are fighting shoulder to shoulder with our Army The dedication keenness energy and initiative of freedom fighters have been largely responsible or creating condition which have compelled the occupying forces to vacate the areas occupied by them It is our hope that through the joint operation of Bangladesh and the Indian Forces the process of liberating Bangladesh will soon be completed.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 10 A.M.

STATEMENT RE: UNCONDITIONAL SURRENDER OF WEST PAKISTASN FORCES IN BANGLADESH

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Mr. Speaker, if I have an announcement to make, which I think the House has been waiting for some time. The West Pakistan forces have unconditionally surrendered in Bangladesh. The instrument on behalf of the Pakistan Eastern Command, Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora GOC-in C of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre accepted the surrender, Dacca is now the free capital of a free country.

This House and the entire nation rejoice to the historic event, we hail the people of Bangladesh in their hour of triumph. We hail the brave young men and boys of the Mukti Bahini for their valour and dedication. We are proud of our own Army, Navy, Air Force and the Border Security Force, who have so magnificently demonstrated their quality and capacity. Their discipline and devotion to duty are well known. India will remember with gratitude the sacrifices of those who have laid down their lives and our thoughts are with their families.

Our Armed Forces are under strict orders to treat Pakistani prisoners of war in accordance with the Geneva Convention and to deal with all sections of the population of Bangladesh in a humane manner. The Commanders of the Mukti Bahini have issued similar orders to their forces. Although the Government of Bangladesh have not yet been given an opportunity to sign the Geneva Convention, they also have declare that they will fully abide by it. It will be the responsibility of the Government of Bangladesh, the Mukti Bahini and the India Armed forces to prevent any reprisals.

Our objectives were limited-to assist the gallant people of Bangladesh and their Mukti Bahini to liberate their country from a reign of terror and to resist aggression on

our own land. Indian Armed Forces will not remain in Bangladesh any longer then is necessary.

The millions who were driven our of their homes across our borders have already begun trekking back. The rehabilitation of this war-torn land calls for dedicated team work by its Government and people.

We hope and trust that the Father of this new nation. Sheikh Mujibur Rahman will take his rightful place among his own people and lead Bangladesh to peace, progress and prosperity. The time has come when they can together look forward to a meaningful future in their Sonar Bangla. They have our good wishes.

The triumph is not theirs alone. All nations who value the human spirit, will recognize it as a significant milestone in man’s quest for liberty.

SEVERAL HON. MEMBERS: Indira Gandhi Zindabad,

SHRI SAMAR GHA (Contai): The name of the Prime Minister will go down in history as the golden sword of liberation of Bangladesh.

নির্ঘন্ট

অ
অমলাশংর ৩১৩
অরোরা, জগজিৎ সিং ৩১
অসহযোগ আন্দোলন ২৪৩-৪৫, ২৪৮

আ
আওয়ামী লীগ ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৪-৪৫, ২৬৭, ২৭৫, ২৭৬, ২৮০, ৩৭৯, ৪১৫-১৬, ৪৪৭, ৫৫৪, ৬৭৫, ৭৫৩, ৮৯৬
আগাশাহী ৭৯, ২৬৭, ৬৭৪
আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৫৫
আডওয়ানী, লাল কে ৫৮৬
আদি কংগ্রেস ১২
আনসারী, মহঃ রউফ ২২৫
আনসারী, হায়াতুল্লা ৬৮৯
আবেদনী, জয়নাল (ডঃ) ২২৫, ২২৮, ২৫৪, ২৬১-৬৪, ২৮৩, ২৮৬-৮৭
আব্রাহাম লিঙ্কন ২৪১
আমিন, মহম্মদ ২৭৪-৭৫
আমিন, নূরুল ২৩৪,
আরএসপি ১২, ৩০৮
আরব লীগ ৩৭৪
আর্য, কুম্ভরাম ৭৩৯, ৭৫৫
আলম, সফিউল ৪৩৫
আলসামারায়ে, আবদুল্লা সালেমুস ১০৫
আলাউদ্দীন, মতিন ৪১৫
আলী আকসাদ ৪৬৪
আলী, তারিক ৫৩৮-৪০
আলী হোসেন ৩১৭
আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৪৮৩-৮৪
আহমেদ, মুজাফফর (অধ্যাপক) ৪১৫, ৪৮০
আহমেদ, মোস্তাক ৪৮০
আহমেদ, সামসুদ্দিন ২৪৪

ই
ইউ-টি-ইউ-সি ৩০৮
ইউনাইটেড কিষাণ সভা ৩০৮
ইউপি সিটিজেনস কাউন্সিল ২৮৪
ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান এ্যান্ড আফ্রিকান রিলেশনস্ ৩১২
ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অব মুসলিম লীগ ২৭৩
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ৩১২
ইন্দো-নেপাল যুক্ত ইশতেহার ৭৭-৭৮
ইসমাইল, মহম্মদ ১১
ইসলাম, নজরুল ৭৫৩
ইসাক, এ, কে, এম ৩৩১
ইয়াজী, শীলভদ্র ৬৭৩-৭৫, ৬৮৪-৮৬, ৭৫৬

উ
উইলসন, হ্যারল্ড ৩৮৭
উ থান্ট ৩০৯, ৩৪৪
উদয় শংকর ৩১৩
এম এস পি ১২
এস ইউ সি ২২৮, ৩০৮

ক
কংগ্রেস (ভারতীয়) ২২৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৪, ২৫৮,
২৫৯, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ৩৮৭, ৩৮৯, ৬৯৬
কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি (ভারতীয়) ৫৬, ৬৭৩
কম্পাস, ৪২৭, ৪৪৬, ৪৯৫
কমিউনিস্ট পার্টি (ভারতীয়) ৪১০-১১, ৪৪০
কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-ভারতীয়) ৪৪৫
কর, সুবোধ ৩০২
করিম, এস, এ ৭৯-৮০
কল, টি, এন ৭৯-৮০
কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন ৩১২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ৩৫১-৬৫, ৪৪৪, ৫০১-২৬
কলিতা, ধীরেশ্বর ৪১৯
কাউল (জেনারেল) ৪৩৬-৩৭
কাজী নজরুল (বিদ্রোহী কবি) ২৯৭
কাদের, গোলাম আহমেদ ৩৬৮
কামরাজ, ২৫০
কিশোর, নবল ৬৩৫
কিসিঞ্জার ৬৮৯
কুন্ডু, ভোলা ৪৩৫
কৃষ্ণ ৬৭৩, ৬৭৫
কৃষ্ণমেনন ১৯
কৃষ্ণণ, এন ৫৭
কৃষ্ণমেনন, ভি, কে ৩৭৩
কেশরী, সীতারাম ৬৮২-৮৫, ৭২২, ৭২৩
কৈরালা, পি, ভি ৪৬৯
কোঙার, হরেকৃষ্ণ ২২৮, ২৬৮-৭০, ২৭৪, ৩০২
কোয়েস্ট ৪৮৭
ক্যালকাটা প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৩০৮
ক্রিশ্চান ডেমোক্রাট পার্টি ৩৮৭

খ

খাদিলকার ২৩৭

খান, ইয়াহিয়া ৩, ৫০-৫১, ৯৩, ১৭৫, ২৩৩, ২৩৯, ২৪০, ২৪৪-৪৫, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৫-৬৭, ২৭১, ২৭২, ২৭৪-৭৮, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১,৩০২, ৩১৩, ৩১৫-১৭, ৩১৯, ৩৩১, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৮৯,৩৯০, ৪১৫, ৪২২, ৪২৫, ৪৩৮,৪৪৭, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৯৬, ৬১০, ৪৭৩, ৬৮৩, ৬৮৬-৮৮, ৬৯০-৭০৭, ৯১৪

খান, আকবর আলী ৬৯৩, ৭৫৯

খান, আতাউর রহমান ২৪৫-৪৬

খান আবদুল গফফার খান ২৪৫-৪৬

খাঁ, কাইউম ৬৭৩

খান জুলফিকর আলী ৩৩১

খান, মোহাম্মদ আইউব ২৪৫-৪৬, ২৫৯, ৯১৪

খান, শাহ নওয়াজ ৪৪৭

খাঁ, টিক্কা ৬৭৩

গ

গণআন্দোলন ২৪৪-৪৮

গণহত্যা ২৪৮-৪৯, ৩০৫

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ৩১৬

গাঙ্গুলী অজিত কুমার ২৭২-৭৩

গাঙ্গুলী, অমল ৩৬৮

গান্ধী, ইন্দিরা ১১-১২, ১৯, ২০, ২১-২৪, ২৮, ৩০-৩১, ৪৪, ৪৭-৪৮, ৫৬, ৬৬-৬৯, ৭৪-৭৬, ৮২, ৯৪-৯৯, ১০৬, ১০৮, ১৫২-৫৮, ১৬১-৬২, ১৬৩-৬৪, ১৬৫-৭২, ১৭৫-৮১, ২৩৭, ২৪৩, ২৫০-৫২, ২৬০, ২৭৬-৭৭, ২৮৩, ২৮৬, ৩০১, ৩১৮, ৩১৯, ৩৬৯, ৩৮৯, ৪২৮, ৪৮০, ৪৯৯-৫০০, ৫২৭-৩০, ৫৫৪, ৬৭৪, ৭৫-৬০, ৮৫৬, ৮৯৮-৯০০, ৯০৪-৯২০, ৯২৩-৪০

গান্ধী, মোহনচাঁদ করমচাঁদ (মহাত্মা) ২৫২, ৬৮৬, ৯১৪

গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন ৩৩২, ৩৭১-৭২, ৪৬৩

গিরি ভি, ভি ১০৫

গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ ১২

গুপ্ত, বি, আর ২৮৮

গুপ্ত, ভূপেশ ৭১৪

গুপ্ত, রঞ্জিত ২৮৮

গুপ্ত, শৈবাল ২৮২,

গুহ, রণজিৎ ২৯৫

গু, সমর ৩৪০, ৩৭৭-৮১, ৪২৫-২৬, ৭৮৭, ৮২৫

গোপালন, এ, ক, ১২

গোরে, এন, জি ১২

গোর্খা লীগ ২৫৩

গোস্বামী, বিশ্ব ৪১৯

গোস্বামী, রঞ্জন ২৯৭

গোস্বামী, ক্ষিতি ৪৩৫

ঘ

ঘোটে ৮৫৬

ঘোষ, গৌরকিশোর ২৯৬

ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশ ৩১৩

ঘোষ, তুষারকান্তি ২৮২

ঘোষ, শঙ্কর ২৪৮-৪৯

ঘোষ, শিবদাস ২৬৮

ঘোষ, সন্তোষকুমার ২২৫, ২৮২, ২৯৬, ৩১৩

ঘোষ, সুজিত ২৯৭

ঘোষাল, অরবিন্দ ৩০২

ঘোষাল, সুরঞ্জিত ৩১৬

চ

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্র নাথ ২৯৬, ৩১৩

চক্রবর্তী, রঘুবীর ২৮২

চক্রবর্তী, শ্যামল ৩১৬

চক্রবর্তী, সুভাষ ৩১৬, ৪৩৫

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ২৮২

চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র ২৯৬

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ২৬৮

চাগলা, এম, সি ৩৭৩, ৩৯৭-৯৮, ৬৭২, ৬৮৪

চানক্য ৬৭৫

চার্চ, ফ্রাঙ্ক ৮৭১

চেংগিস খান ৪২০

চীনের ভূমিকা ৩৮০-৮১, ৪৪৫, ৭১৭-২৭

চে গুয়েভারা ২৬৮

চৌধুরী ত্রিদিব ১২

চৌধুরী, মহেন্দ্রমোহন ২৮৩

চৌধুরী, রণদেব ২৯৮

চৌধুরী, রমা (শ্রীমতি) ২৮২

চ্যবন, ওয়াই, বি ১২, ১১৭-১৯, ৬৭৪

চ্যাটার্জি, রাম ২৪৯-৫০, ২৭৯, ৩০২

ছ

ছয় দফা দাবী ২৫৭, ২৬৭, ৪৪৭, ৫১০, ৫৫৪

ছাত্র পরিষদ ২৯৫, ২৯৭

ছাত্র ফেডারেশন ২৯৫

ছাত্র ব্লক ৪৩৫

জ

জনসংঘ ২৯৭, ২৯৮

জমিয়ত উলামা ৪৪৬-৪৭

জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসনী) ৪১৫
জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মুজাফফর) ৪১৫
জাফর, আবদুল ৪১৫
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী ২৫২
জোশী, জগন্নাথ রাও ৮৭৩
জ্যোতিপাল মহাস্থবির ৩৪৪

ট
টাইমস্‌ অফ ইন্ডিয়া ৮১, ৩৭১, ৪০০, ৪০২, ৪০৪ ৪৮১
টোব্বো, মহম্মদ ৪৬৪
ট্রটস্কি ২৬৮
ট্রাম্বোদরী, আন্তোনীলা ৪৬৪

ঠ
ঠাকুর, কর্পুরী ২৮৩, ২৯৮, ৪২৮
ঠাকুর, শর্মিলা (শ্রীমতী) ৩৩০

ড
ডায়াস, এ, এল ২৮৮
ডি, এস, কে ১২
ডি-এস-ও ৩০৮
ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন ২৭৪

ত
তালুকদার, রথীন ২২৫
তাহের উদ্দিন, মোহাম্মদ ৩১২
তাহের, মওলানা মোহাম্মদ ৪৪৬
তোহা, মহম্মদ ৪১৫
ত্যাগী, মহাবীর ৫৮৬, ৬৮৬, ৬৯৩
ত্রিপাঠী, রামনারায়ণ ২৮৪

দ
দত্ত, অজিত ৩১৩
দত্ত, অম্লান ২৯৬
দত্ত মজুমদার, এন ২৮২
দত্ত, সুরেশ্বর ৩০২
দফতরী, সি, কে ৩৭৩
দাশ, দিলীপ ৩০২
দাশগুপ্ত, জ্যোতি ৩১৩
দাশগুপ্ত, পান্নালাল ৩৪০
দাশগুপ্ত, শান্তি ২২৫
দাস, অধিক্রম ২৯৭
দাস, ঘনশ্যাম ৪১৯
দাস, দিলীপকুমার ২৯৭
দাস, টুকুরাণী ২৯৭
দাস, ত্রিবিক্রম ২৯৭
দাস, পীতাম্বর ৬৫৩, ৬৭৫, ৬৯৬, ৭১৪, ৭২৫, ৭৩৪-৩৫
দাস, বীরবিক্রম ২৯৭
দাস, শক্তিশেখর, ২৯৮
দাস, সুবিক্রম ২৯৭
দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৪৬৫-৬৮, ৪৭১, ৪৭২-৭৯
দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান ৩৪৪
দে, নির্মল কৃষ্ণ ২৯৭
দে, ফটিক, ২৯৭
দে, বিষ্ণু ২৯৬, ৩১৬
দৈনিক অমৃতবাজার ৩, ৩১৬, ৩২৫-৩২৮, ৩৮৪, ৪৬৫
দৈনিক আনন্দবাজার ৪, ৮, ৯, ১১, ১৯, ৫০, ৭৯, ১০৪, ২২২, ২২৮, ২৭০, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ৩০১, ৩০৯, ৩৩০, ৩৩৯, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪,৪২৫, ৪৩৮, ৪৪৫
দৈনিক কালান্তর ২৮, ৩০, ৫৬, ৩৮২, ৪১০, ৪৬৪
দৈনিক যুগান্তর ২, ৫, ৪৯, ৯২, ১০৫, ১৭৩,২২৫, ২৭০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৫-৯৭, ৩০০, ৩০৬, ৩১১, ৩১৩, ৩১৫-১৭, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৭, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯১, ৪৩৫, ৪৮০
দৈনিক স্টেটসম্যান ১০, ২০, ৪৪-৪৭, ৮২, ১১০, ১৭৬, ৪৮৫
দৈনিক হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড ২৯, ৫৪, ৫৮, ২৭০,২৮৯, ২৯৩, ৩২২, ৩৭৫, ৩৮৩, ৩৯৯, ৪০৭,৪০৮, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৬১-৬৩, ৪৭১-৭২, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৩
দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস, ২২৩
দ্য গল (জেনারেল) ২৬৮
দ্বিজাতি তত্ত্ব ২৭৬-৭৭
দ্রৌপদী ৬৭৩

ধ
ধর, ডি, পি, ৪৮০
ধর্মাধার মহাস্থবির ৩৪৪
ধাওয়ান, শান্তিস্বরূপ ২২৮
ধাড়া, সুশীল কুমার ২৫১-৫২, ৩৩৯, ৪১১
ধৌতে, জে, বি ৮০৪

ন
নজরুল ইসলাম (কবি) ৫৬২
নাধানী, দুর্গাপ্রসাদ ২৯৮
নারায়ণ, জয়প্রকাশ ৩৬৭, ৩৭৪, ৩৮৭-৮৮, ৩৯১, ৪০২-০৩, ৪০৮-০৯, ৪১২-৪১৪, ৪২২-২৩,৪২৫, ৪২৭-২৯, ৪৬৯-৭০, ৪৮৭-৮৮, ৪৯৫-৫০০, ৫৪৭, ৬৭৩, ৮৭৩
নাহাতা, অমৃত ১৯

নাহার, বিজয় সিংহ ২৮৩, ২৮৫-৮৬, ৩০০
নিউইয়র্ক টাইমস ৯৪, ১৯৭, ৮৭৪
নিক্সন ২০০-০২, ২৬০, ৮৭০-৭১
নিখিল-বঙ্গ মহিলা সংঘ ৩০৮
নির্বাচনের ফলাফল (১৯৭১) ৩৭৮
নীরো ৩০৯
নে-উইন ৩০৯
নেহেরু, জওয়াহের লাল ৯১৪

প
পদগরনি (সোভিয়েত) ২৫১
পন্থ, কে, সি ৩০, ৮০৯, ৮১১
পশ্চিমবঙ্গ নার্সেস ক্যাডার্স এসোসিয়েশন ৩০০
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ৩০৮
পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ প্রশ্নে ৫৪১-৫৬, ৫৬১-৯০, ৫৯৭-৬১৮
পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের প্রশ্ন ৫০-৫১
পাঁজা, অজিত ২২৫, ৩৬৮
পাণ্ডা, ব্রহ্মানন্দ ৬৬৫
পাণ্ডে, রাম সহায় ৭৯৩, ৭৯৪
পি-এস-ইউ ৩০৮
পি, এস, এস, পি, ১২
পুরোকায়েত (পুরস্কারস্থ), প্রবোধ চন্দ্র ৫৬
পূর্ণানন্দ মহাস্থবির ৩৪৪
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ২৪৫-৪৭
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ৪৩৯
পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কস লেনিনিস্ট) ৪১৫-১৬
পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি ৪১৫
পেজ, ভি, এস ২২২

ফ
ফরোয়ার্ড ব্লক ১২, ২৭৬-৭৭, ২৯৮, ৩০৮

ব
বংগীর প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মী এসোসিয়েশন ৩১২
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ৩১৬
বড়ুয়া, দেবকান্ত ৪২৮
বড়ুয়া, নিরুপমা (শ্রীমতী) ৩৪৪
বড়ে, আর, বি ৮২৭-২৯
বন্দরনায়ক (শ্রীমতী) ২৬৮, ৩০৯
বন্দোপাধ্যায়, অশোক তরু ৪৩৯
বন্দোপাধ্যায়, কবি ৩৩০
বন্দোপাধ্যায়, দীপক ৩১৬
বন্দোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র নাথ ১৩
বন্দোপাধ্যায়, তারাশংকর ২৮২, ২৯৬, ৩১৩, ৪৩৮
বন্দোপাধ্যায়, শঙ্কর ৩০২
বর্গানু ২৬৮
বর্মা, ফুলচন্দ্র ৮৫৭, ৮৭৫
বরা, ফনী ৪১৯
বসু, গোপাল ২৮০
বসু, চিত্ত ১২
বসু, জ্যোতি ২৩২-৩৮, ২৪০, ২৪৪-৪৫, ২৫১, ২৬৫-৬৬, ২৬৮, ২৭০, ২৭২-৭৫, ২৭৯, ৩০১-০২
বসু, দক্ষিণারঞ্জন ২২৫, ৩১৩, ৩৪০
বসু, দেবীপ্রসাদ ২৫৩, ২৫৪
বসু, বিষ্ণু ২৯৭
বসু প্রসাদ, ৩১
বসু, বুদ্ধদেব ২৯৬
বসু, মনোজ ২২৫, ২৮২, ৩১৩
বসু, মল্লিক, পি ২৮২
বসু, লীলা (শ্রীমতী) ২৯৭
বসু, সুপ্রিয় ৩৩০
বাংলা জাতীয় দল (ভারতীয়) ২৯৮
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ৪১৬
বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটি ৩৩৯-৪০
বাংলাদেশের নির্বাচন ২৩৬-৩৭, ২৩৯, ২৪৪-৪৬, ২৪৮
বাংলাদেশ সংগ্রাম সমিতি ৩৯১
বাংলাদেশ সংহতি কমিটি (বোম্বে) ২৯৯, ৪৬৪
বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি (বোম্বাই) ৩৩০
বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি ৩১৩-১৪
বাকর, এস ৩৬৮
বাজপেয়ী, অটল বিহারী ১২, ৭৮৭, ৭৯৬, ৮০২-৮০৪, ৮১১, ৮২৫-২৬, ৮২৯, ৮৭৩-৭৭, ৮৯৫-৯৭, ৯০১, ৯০৩, ৯০৯-১০, ৯৩৭-৩৮
ব্যানার্জী, জ্ঞান ২৯৮
বাম ছাত্র ফেডারেশন ৪৩৫
বার, সর্দার নরেন্দ্রর সিংহ ৭৩৯, ৭৫৬
বিনোবা, আচার্য ৩৩৪-৩৬
বিদ্রোহী পি-এস-পি ৩০৮
বিপ্লবী যুব সংস্থা ৩০৮
বিশ্বশান্তি কংগ্রেস ১৯
বিশ্বশান্তি পরিষদ ৭৪-৭৬
বিশ্বশান্তি সম্মেলন ৪৬৪
বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ৩৮২
বিশাল, রামগোবিন্দ ২৫৪-৬১
বিশ্বাস, আনন্দমোহন ২৮৬-৮৭
বিশ্বাস, মনীন্দ্রলাল ৩১৩

বিশ্বাস, মুহম্মদ শামন ২৩৪-৩৫
বিশ্বাস, সঞ্জিত ৪৩৫
বিশ্বাস, সাময়ুন ২৭৩
বিশ্বাস, সুকুমার ৩৪০
বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ২২৫, ২৮২, ২৯৬, ৩০৫, ৩১৩-১৫, ৩১৭-১৯, ৩৩৯-৪০, ৩৪১-৪৩, ৩৫১-৬৫, ৩৭৩, ৩৮২, ৫০১-২৬
বেগম মহবুব নসরুল্লা ৩৩০
বেরা, সুধীরচন্দ্র ২৭৭-৭৮
বিলস, স্যার চার্লস ৬৮৭
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা ৩৪৪
বৌদ্ধ সমপ্রদায়ের ভূমিকা ৩৪৪-৪৫
ব্যানার্জী, এস ২৮২
ব্যানার্জী, সুবোধ ২২৮, ২৩১, ২৩৫, ২৪০-৪৪, ২৫১-৫২, ২৫৫, ২৬৮, ২৮০
ব্রান্ট, উইলি (চ্যান্সেলর) ৩৮৭

ভ
ভবানী ৪১০
ভট্টাচার্য, আশুতোষ ২২৫
ভট্টাচার্য, জ্যোতি ৩০২
ভট্টাচার্য, নির্মল ২৮২
ভট্টাচার্য, নেপাল ৩০২
ভট্টাচার্য, বিজন বিহারী (ডঃ) ২২৫
ভট্টাচার্য, যুদ্ধদেব ৩১৬
ভট্টাচার্য, মৃন্ময় ৩৮২
ভাদুড়ি, তিমির বরণ ২৭৬-৭৭
ভন্ডারি, সুন্দর সিংহ ৬৬৩, ৬৬৯-৭৪
ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের চুক্তি ৬৩-৬৫
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ৮৪-৯১
ভারত-জার্মান যুক্ত ইশতেহার ১০০-০৩
ভারতী, হরিপদ ২৯৭-৯৮, ৩৩৯
ভারতীয় বলশেভিক পার্টি ৩০৮
ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ ২৯৯
ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ৩০৮
ভাষা আন্দোলন ২৪৪-৪৬, ২৫১-৫২
ভাসানী, আবদুল হামিদ খান ২৪৫-৪৬, ৪১৫
ভীস্ম ৬৭৩
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ২৪৪-৪৫, ২৭৬, ৩১৭, ৪৭০, ৬৭৩-৭৪
ভৌমিক, বীণা ৩৪৪-৪৫

ম
মধুকর, কমল মিশ্র ৮৩০
মজলিস-ই-মাসারওয়াত ৪২৫
মজুমদার, অমর ৩০২
মজুমদার, দীনেশ ৩১৬
মজুমদার রমেশ চন্দ্র (ডঃ) ৩৩৯
মতিসাগর (লেঃ জেনারেল) ২৮৮
মনহরণ, কে ১২
মনিকুমার (নায়েক) ৮
মন্ডল, গোবিন্দ চন্দ্র ২৫৩, ২৫৪
মন্ডল, প্রয়াগ ২৭১
মল্লিক, এ, আর ৪২৮
মহাবীর, ভাই (ডঃ) ৬০৯-১০, ৭০৪-০৫, ৭১৪-১৬, ৭৪৪
মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ এইড কমিটি ৪৯৩-৯৪
মহীউদ্দিন, গোলাম ৩৩১
মহীন্দ্র, হরিশ ৩৩০
মাও-সে-তুং ২৬৮
মাওবাদ ৪১৫, ৪১৭
মাথুর, জগদীশ প্রসাদ ৫৪৭-৪৮
মাদানী, সৈয়দ আসাদ ৪৪৭
মান্না, অনিল কুমার ২৭০-০১
মালাদ নাগরিক বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ৪৪১-৪৩
মালরো, আঁদ্রে ৪৬৯-৭০
মালিক, মুখতিয়ার সিংহ ৮০৮
মার্কস, কার্ল ২৩৫, ২৬৮
মার্টিন লুথার কিং ৯১৪
মাসানী ৬৮২
মির্ধা, রামনিবাস ৮০৩
মিত্র, এস, পি ২৮২
মিত্র, তৃপ্তি ২৯৬
মিত্র, প্রেমেন্দ্র ৩১৩
মিত্র, শঙ্করপ্রসাদ ৩৩৯
মিত্র, শম্ভু ২৯৬, ৩১৩
মিত্র, সুচিত্রা ৩১৩, ৩৩৯
মিশ্র এস, এস ১২
মিশ্র, বিভূতি ৮২১, ৮২৫
মিশ্র, শ্যামনন্দন ৯৩৮
মীনাকুমারী (শ্রীমতী) ৩৩০
মীরজাফর ২৪৯
মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক সমিতি ২৮২
মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি ৩১১-১২
মুখার্জি, বিশ্বনাথ ২২৮, ২৫০-৫২
মুখার্জি, সত্যেশ্বর ৩৪০
মুখার্জি অজয় কুমার, ২২৮, ২৩০-৩২, ২৪৪-৪৫, ২৮২-৮৭, ৩০০, ৩১১
মুখার্জি, গীতা ২৫৪

মুখার্জি, দ্বিজেন ৪৩৯
মুখার্জি, প্রণব কুমার ৬৭২
মুখার্জি, বিষ্ণুপদ ৪৬৪
মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ২৯৬
মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ ২৮২, ৩১৩, ৩১৭-১৯
মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ ২৯৮
মুখোপাধ্যায়, সুব্রত ২৩৬, ২৫৩
মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ৩১৩
মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ ৩১৩
মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ৪৯৯
মুন্সী, নীহার কুমার ৩১৩
মুর্মু, শ্যামাচরণ ২৫২-৫৩
মুসলিম লীগ (পাকিস্তান) ২৪৫-৪৬, ২৪৯
মুসলিম লীগ (ভারতীয়) ১১, ২৩৫, ২৫৩, ২৫৪, ২৭৪-৭৭, ৪২৫, ৬৭৩
মেনন, রাশেদ খান ৪১৫
মেহতা বলবন্ত রায়, ৮৯৬
মেহতা, মধু ৪৮০
মৈত্রেয়ী দেবী ২৯৬, ৩৪০
ম্যাসকারেনহাস, এ্যান্থনী ৮২৫

য
যাদব, জগদম্বী প্রসাদ ৬৬৪, ৬৭৩
যাদব, জ্ঞানেশ্বর প্রসাদ ৮৭০
যাদব, শ্যামলাল ৭৪৮
যুব কংগ্রেস ২৯৭, ৩০৭, ৩০৮
যুক্তফ্রন্ট ২৪৫-৪৬, ২৪৮, ২৭৩

র
রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বকবি) ২৬৯-৭০, ২৯৭, ৩১৪, ৪৪৬
রহমান, ওয়াহিদা (শ্রীমতী) ৩৩০
রহমান, শেখ মুজিবুর ৬৯-৭০, ১৭৫, ২৩১, ২৩৯, ২৪৪-৪৫, ২৪৮, ২৫২-৫৩, ২৬৫-৬৭, ২৭৫, ২৮০, ২৮২, ২৯৫-৯৭, ৩০১, ৩০৭, ৩৬৫, ৪১৫, ৪১৬, ৪৩৮-৪০, ৪৪৭, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৯৬, ৫৫৭-৬০, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৮৪, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৯০-৭০৭, ৭৫৩-৫৪, ৭৫৯, ৮৭৬-৮৮, ৮৯৬
রাউৎ, পরিমল ২৯৫
রাও, ভি, এন, ভূষণ ২৯৯
রাও, রাজেশ্বর ৩৯৯, ৪১০
রাজনারায়ণ ৪৬১, ৫৫৩-৫৬, ৫৬৫-৬৬, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৮৬-৮৮, ৬৩৪-৩৫, ৬৫৬, ৬৮৩-৮৯,৬৯২, ৬৯৪-৯৬, ৭১৪, ৭৫৩-৫৪
রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নে ৩২-৩৩, ৭৯, ৪৯৫-৫০০, ৫৫৩-৫৫
রাজী, ইলিয়াস ২৬৫-৬৭
রাধাকৃষ্ণ (সম্পাদক, গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন) ৩৩২
রাম, কে, কে ৩১২
রাম, জগজীবন ৭, ৪৯, ৫৮, ৯২-৯৩, ১০৪, ১০৯, ৩১৮-১৯, ৪২৬, ৬৩৫, ৭৯৩-৯৪, ৭৯৬, ৮১১
রায়, অন্নদাশংকর ৩১৩
রায়, কৃষ্ণপদ ৩৯২
রায়, গৌতম ২৯৭
রায়, দিলীপ কুমার ২৭৬-৭৭
রায়, প্রফুল্ল ৩০২
রায়, বীরেন্দ্র নারায়ণ ২৫৩
রায়, মন্থথ ৩১৩
রায়, মনিন্দ্র ৩১৩
রায়, শ্রীধন ৩৪৪-৪৫
রায়, সত্যজিৎ ২৯৬
রায়, সন্তোষ ২৭৬-৭৭, ২৮৩
রায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর ৩১, ২৮৮
রায়, সুকুমার ৩০২
রায়, সুশীল ২৮২
রায় মুখার্জি, অজিত ২৮২
রাষ্ট্রীয় লোকসেনা (বোম্বে) ২৯৯
রাহা, অমর ৪৪৬-৪৭
রেডডী, নাগী ৫৬
রোসেনারা বেগম ২৫২, ৩১৪

ল
লন্ডন টাইমস ৪৮০
লালজান (জনাব) ৩৪০
লেনিন ২৬৮
লোহিয়া (ডঃ) ৬৮৬
শ
শরণার্থী সমস্যা ২৮, ৩০-৩১, ৪৪, ৫০-৫১, ২২৬-২৭, ২২৮, ২৩১-৩২, ২৮৩-৮৪, ৩৭৫-৭৬, ৩৭৯, ৩৯৯, ৫৩১-৩২, ৫৫৭-৬০, ৮০৫-০৭
শর্মা, দেবেন্দ্র ৪১৯
শর্মা, রাজনারায়ণ ৮৫৭-৫৮
শর্মা, রামপ্রসাদ ৩০২
শশীভূষণ ৮৫৬-৫৭
শামীম এস, এ, ৯১৪
শাস্ত্রী, লালবাহাদুর ২৬৮
শাহজাহান, মহম্মদ ৪১৬
শাহা, ও, পি, ২৮২
শাহী, নাগেশ্বর প্রসাদ ৬৭৪
শিকাগো সান টাইমস ৩০৩
শিখ সম্প্রদায়ের ভূমিকা ৩২৪
শিহানুক (প্রিন্স) ৪৪৫

শীতলবাদ (অ্যাটর্নি জেনারেল) ৩৭৩
শুক্লা, বিদ্যাচরণ ৯৩, ১০৪, ৭১৪-১৬
শেখ মুজিবের বিচার ৬৯, ৭০
শেখ মুজিবের মুক্তি ৪৩৮-৪০
শেখ সাদী ৪৪৬
শেঠ, সরদিন্দু ৩০২
শ্রীমহাজন ৫৬
শ্যানবার্গ, সিডনী এইচ ৯৪-৯৬

ষ
দি স্টেটসম্যান ১৬১, ২২৬, ২২৯, ৩৩৩, ৪০৬, ৪২৪
ষ্টালিন ২৬৮, ৩০৯

স
সংমা, ইলিয়মসন ২৮৩
সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ২৮২, ৩৩০
সম্ভলী, ইসহাক ৭৬৭, ৯৪০
সমাচার (পত্রিকা) ৫৫৩
সরকার, প্রফুল্ল কুমার ২৭৫-৭৬
সরকার, বিনয় ২২৫, ২৮২
সরকার, সুবীর ২৯৭
সরকার, সুশোভন ২৯৬, ৩১৩
সর্দার, আমজাদ................
আলী ৩০২
সর্ব আসাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ৪১৯-২১
সরযুবালা দেবী ৩১৩
সমাজকর্মী সংঘ ৩০৮
সাত্তার, আবদুল ২৩৮-৪০
সাদাত, আনোয়ার (প্রেসিডেন্ট) ২৯
সান্যাল, প্রবোধকুমার ২৮২
সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ৩০৮
স্বায়ত্তশাসন ২৩১, ২৫৭, ২৫৯, ২৭৫, ২৯৫
সি, পি, আই ১২, ৩০৮
সি, পি, এম ১২, ২৭৪, ৩০২-০৩, ৩০৮
সিং, করান (ডঃ), এন ১১
সিং টি এন, ৬৩৫
সিং, দিনেশ ৩৮৪-৮৬
সিং, বাহাদুর ৩৭৪
সিং, সর্দার শরণ ৩২-৪৩, ৫০-৫১, ৫৪, ৫৫, ১৯৭-৯৮, ১৯৯, ২০৩-২১০, ৩১৮, ৩১৯, ৩৯০, ৫৪১-৫৬, ৬১৯-৩৮, ৬৮৬, ৬৮৯, ৮২৯
সিংহ, গংগা শরণ ৭৪০, ৭৫৫
সিংহ, শচীন্দ্রলাল ২৮৩
সিংহ, শরৎ ৪১৯
সিংহ, সুরেন্দ্রপাল ৬৯৪, ৬৯৫
সিংহ, হরবিন্স ৭১৫
সিংভী, এল, এম (ডঃ) ৩৭৩
সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ ৭১৪
সীমান্তে হামলা ৪, ৮, ৯, ৯৭-৯৯, ১০৯, ১৭৩, ২৮৮, ৭০৮-১৬, ৮০৮-১১
সিলভা, কোটশা ২৬৮
স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন ৬-৭, ১২, ২১, ২৩-২৫, ২২৩-২৪, ২৩০-৮১, ৩০১-০২, ৩০৯-১০, ৩১৭-১৯, ৩৩৯-৪০, ৩৪৬-৪৮, ৩৬৭-৭০, ৩৩৭, ৩৭৭-৮১, ৩৮৯-৯০, ৪০৪-০৫, ৪০৬, ৪২৪-২৬, ৪৩৫, ৪৭২-৭৬, ৫৩৩-৩৭, ৬৩৯-৮৯, ৭৫০-৬০, ৮১২-২৬, ৮৪১-৬৯, ৯২৩-৪০
সুখদেব, এস ৩৩০
সুধীন কুমার ২২৮, ২৪৪-৪৮, ৩০২
সুন্দরায়া ৪৪৫
সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) ২৫৫, ২৬৭, ৩৭৯, ৬৭৪
সেন উৎপলা, ৪৪০
সেন এস এন ২৮২
সেন, প্রফুল্ল চন্দ্র ৩৩৯
সেন, প্রবোধচন্দ্র ২৯৬
সেন, মনকুমার ৪৯৫-৫০০
সেন, রঞ্জিত ২২৫
সেন, সত্যেন (ডঃ) ৩৩০
সেন, সমর ১৩-১৮
সেনগুপ্ত, এন, সি ২৮৮
সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (ভারতীয়) ৪১৫-১৮
সোয়াঙ্গা, ভারনন জনসন ৮০

হ
হক, ফজলুল ২৪৫-৪৬
হাবিবুল্লা, মনসুর ২৫৪
হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ৪৪৬
হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন ৩০৮
হাজরা, মাতঙ্গিনী (কৃষক নেত্রী) ২৫১-৫২
হালদার, গোপাল ৩১৩
হাসুনা (ডঃ) ৩৭৪
হিটলার ৪২০, ৪২৮, ৬৭৩
হিন্দু মহাসভা ২৫৪
হেজেলহার্স্ট, পিটার ৪৮০
হোসাইন, সৈয়দ ৭৫৯

INDEX

A
Abdullah, Sheikh (Kashmir) 157, 334, 467
Abedin, Jainal 23-24
Abidi, S.A.H. 341
Abraham, Thomas 77
Acharya, Binasyak 292
Action Committee Bangladesh 459-60
Adikary, Mamata 364, 504
Aditya, Sipra 510, 522
Advani, L. K. 481, 584-86, 690
Agartala Conspiracy Case 355-56, 641, 783
Agha Shani 14
Ahad, Ali 215
Ahmad, Maqbool 341
Ahmad Z.A 546
Ahamed, Fakhruddin Ali 350, 408-09, 876, 877
Ahamed, Iqbal 402-03
Ahmed, Khandakar Moshtaque 925, 929
Ahmed, Maulvi Farid 211
Ahmed, Rais 341
Ahmed, Syed 567
Ahmed, GTajuddin 214, 453, 524, 589,857, 929, 931, 936
Ahsan, Ali 523
Akbar (Maughal Emperor) 456
Alauddin (Mr.) 524
Ali, Amzad, 333
Ali, Hossain 442, 479, 505, 519, 521, 522,799
Ali, Mahmud 83
Ali, Mansoor 929
Ali, Mozadar 524
Ali, Munir 524
Ali, Sondhi sadio 467
Ali, Sudid 506
Ali, Tariq 538-40, 549
Ali, Yusuf 928
Alkazi, E. 342
All India Civil Liberaties Council 328
All India Congress Committee Session 84-91
All India Defence Employees Federation 920
All India Maulana Azad Social Welfare Mission 326
All India Newspapers Employees Federation 440
All India Panchyat Parisad 430, 432
All India Prohibition Council 430, 432
All India Trade Union 383
Allem, Abdul 341
Alva, Joachim 572, 690, 705
American War of Independence 351-52
Amin, Nurul 208, 215, 220
Ananda Marga 325
Anand, Mulk Raj 343
Anandan, V 623
Anisuzzaman (Dr.) 506, 525-26
Ansari, Rooj 515
Anthony, Farnk 350, 911-13
Anwarujjaman (Mr.) 522, 525-26
Arnold, Alvin F. 523
Arora, Arjun 564-65, 567, 570, 576, 734
Asaf-uz-Zaman (Prof.) 505
Ashraf, Mohammad 213
Assam Pradesh Congress (R) Committee 483-84
Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) 430, 432
Autonomy, 36, 39, 354-58
Awami Legue 3, 16, 32, 36, 38, 44, 139, 161, 165, 184, 204, 213-16, 335, 337, 356, 384, 452, 455, 457, 488, 533, 556, 677, 750, 776, 813, 815, 816, 845, 889, 923
The Azad (Dacca) 220
Azad, Bhagwat Jha 837, 839, 840
Azad, Maulana Abul Kalam 759
B
Bade, R. V. 830
Baghdad Pacts 217, 218
Bahadur Singh, I. J 29
Baksh, Pir Elahi 218
Balasubramaninam, A. 405
Balkert, V.S.B 520
Bandarnaike (Mrs.) 479, 553
Bandhyopadya, Tara Shankar 322, 327
Bandyopadhyay, Kanika 513
Banerjee, Basanta 510
Banerjee, Bina 510
Banerjee, Neepa 524
Banerjee, Sibnath 519
Banerjee, Subodh 229, 279, 383
Banerji, Amitesh 364, 504
Banerji, S.K. 98
Banerji, Mukul 894-95
Banerjee, S.M. 350, 766, 769, 788, 807, 817-21, 828-29, 835, 837-39, 841, 843, 460-62, 864, 867, 877, 881-84, 886, 888, 889, 892, 900, 901, 903, 920, 944

Bangladesh Aid Committee of Maharastra 493-94
Bangladesh Assistance Committee 227
Bangladesh Fact Finding Committee 513
Bangladesh Sikshak Samiti 503, 517-18, 522, 523, 525-26
Brar, Sardar Narindar singh 710
Barman, Bhumidhar 484
Barnes, william 506
Barua, Chitra 510
Basham, A. L 514
Basic Democracy 355-56
Basu, Anil 363, 503, 510
Basu, Chitta 507, 535, 563, 603, 607, 613-14, 620-22, 664, 699-700, 710-11, 740-41
basu, Gopal 279
Basu, Jyoti 229, 329, 405
Basu, Jyotirmoy 767, 768, 803-04, 831, 840, 937, 943, 944
Basu, Sudhansu Kumar 322
Basumatari, Dharanidhar 484
Batelle, Andre 343
Bengal National Lengue (Ahad Group) 215
Bennathan, Esra 508
Berger, Morrore 487-92
Besterwitch, A. H. 278-79
Bhadra, Swapan 515
Hhagawati, B.C. 483
Bhandare, R.D. 765
Bhandare, W.M. 510
Bhandray, Sundar Singh 609, 614, 626, 627, 636, 656, 657, 658, 660, 661, 670, 689, 690
Bhandary. B.R. 77
Bharat-Bangladesh Friendship Society 337-38
Bharati, Haripada 333
Bharatiya Mazdoor Sangh 333
Bhashani, A. Hamid Khan 556, 776
Bhattacharjee, Nirmal Chiandro 322, 327
Bhattacharyya, Buddhadev 523
Bhattacharyya, Chapalakanta 509
Bhattacharya, Nirod Kum 364, 504
Bhattacharyya, R.N. 521
Bhattacharyya, Sourindranath 501, 505-07, 512
Bhattacharyya, Swaraj 504
Bhowmicl, Bina (Smt.) 320, 363
Bhowmick, Dhiren 337-38
Bhutto, Z.A. 161, 203, 208, 212-16, 337, 356, 397, 452, 578, 579, 783
Bishnu, S.K. (Prof.) 521
Bista, Kirti Nidhi, 77
Biswas, Ananda Mohan 226-27
Biswas, Sukumar 522
Bizenjo, Mir Ghaus Bux 216
Blazevic, Andijelko 100
Bose, Kamala 363
Bose, Maitryee 383
Bose, Manoj 322, 327
Bose, Mrinmayee 363, 503, 506, 509, 515, 520, 525-26
Bose, N. 524
Bose, P.K. 322, 327, 333, 501, 503, 505, 514, 517
Bose, Satyendranath 343, 364, 504
Bose, Somen (Prof.) 517
Bose, Subhash Chandra (netaji) 885, 913, 914
The Bosten Globe 152
Brandt, Willy 90, 162
Browne, Malcom W. 448
Buddha 335

C
Calcutta Motor Dealers Association 325
Calcutta University Bangladesh Shayak Samiti 351-65, 444, 501-26
Catholic Relief Organization 16
Catlin, George 466
CENTO 199, 571, 578, 599, 613, 783, 873
Central Action Committee on Bangladesh 430-34
Chagle, M.C. 320, 342, 397-98, 467, 488, 518, 646-50, 653, 661, 739-40, 814
Chaitanya 335
Chaitkin, Evelyn 523
Chakrabarti, B. 517
Chakravarty, Dilip 320, 501, 512
Chakravarty, Jatin 383
Chakravarty, Sukhmal 342
Chandra, Romesh 333
Chandrasekharan, K. 697, 745-48
Chatterjee, A.P. 565, 605-07, 624, 627-29
Chatterjee, Soma 364-504
Chatterjee, Sunil Kumar 322
Chatterjee, Suniti Kumar 342

Chatterjee Jatin, 364, 504
Chatterji, P.K. 513
Chattopadhaya, Debi Prasad 343
Chattopadhaya, Jatindranath 509, 512, 520, 522, 525-26
Chattopadhayaya, Kamala Devi 467
Chavn (Mr.) 350, 424, 511, 866
Chaudhuri, Amiya 513, 514, 518
Chaudhuri, Tridib 915, 938
Chaudhury, M.A. 524, 525-26
Chengis Khan 351, 398, 431
Chessworth, Donald 477, 506
Chinai, Babaubhai, M. 543, 728
Chow-En-Lai, 98, 126, 245, 624, 818, 885
Choudhury, Ghulam Abbas 218
Choudhury, Mahendra Mohan 293
Choudhury, Arun 510
Choudhury, Hiten 509
Choudhury, Jamil 519
Choudhury Moinul Huq 45-46
Choudhury, Pradesh Kumar 484
Choudhury, Roma 322, 327
Choudhury, R.C. 493
Choudhury, Sabita 16, 509
Choudhury, Safique 342
Choudhury, Salil 509
Choudhury, Utpal 364, 504
Church, Frank 911
Communist Party of India (CPI) 406, 440, 467
Congress (N) 224, 303-04
Congress (O) 485
Congress (R) 461, 467, 483-84, 492
Convention Muslim League 776
Council Muslim League 776
Cross, Manfred 60

D

Daily Ittefaq (Dacca) 218, 219
The Daily Telegraph 360, 448
Dalwai, Hamid 441
Dandavate, Madhu 848-50, 938-39
Dange, S.A. 383
Santwalla (Prof.) 510
Das, Arun K. 508, 513
Das, Bipinpal 650-53, 655, 656
Das, Biswanath 291, 292
Das C.R. 985
Das Chowdhury, B.K. 850
Das Munshi, Priya Ranjan 837, 854-56, 885-86
Das, Pijush 363, 503
Das, Pitamber 586, 647, 689, 690, 694, 695, 725
Das, Sukumar 517
Dasgupta, Arun 515
Dasgupta, Pannalal 320
Dasgupta, S. (Prof.) 501
Dastur, Aloo (Prof.) 510
Daultana, Mian Mumtaz Mohammad Khan 215, 217
Datta, Ajit Kumar 364, 504
The Dawn (Karachi) 211, 213-16, 219, 220
De, J. C. 23-24
De, N. C. 524
De, S. K. 430, 432
De Gaulle (General) 159
Deb, Dasaratha 893-94
Delhi Sarvodaya Mandal 430, 432
Democratic Coalition 229
Democratic Stadents Organisation 23-24
Democratic Youth Organisation 23-24
Deo, P.K. 781, 785, 786, 797-99, 807, 818, 837, 872, 938
Deodhar, K. M. 510
Desai, C. C. 791-92
Desai, Mahesh 383
Deshmukh, C. D. 372
Dey, Manna 509
Dhar, D.P. 461
Dhara, Sushil 320
Dias, A.L. 525-26
Dikshit, U.S. 3, 760
Diwakar, R. R. 467
Dorfman (Mr.) 505, 509
Drig Simon 360, 448
Dubey, C. 343
Dugonjic, Rato 100
Duke, Augier Biddle 507
Dunham, John 467
Duryodhan 458
Dutilla, Colletto (Miss) 518
Dutt. V. P 343
Dwivedy, S.N. 461

E
Economic Disparity 352-54, 449
The Ehasn (Lahore) 217
Eight Piont Declaration 404, 405
Election Result (1970) 38, 138-39, 155 165
Evans Fred 466

F
FFallon, P. 364, 504, 507, 508, 513
Fawehinmi, Gani 466
Federation of Associations of Small Industries of India 325
Fernedes, George 383
France, Mendes 465
Frederick, Pauline 152, 156
Franch Leagae of Human Rights 465
French Fevolation 780
Friends of Bangladesh 477
Frontier Gandhi 178
On frontier problem 708-16, 808-11

G
Gajendragadkar, P.B. (Dr,) 342, 502, 510, 513, 518
Gallagher cornelius E, 36, 60
Gandhi, Indira 1, 3, 10, 20-25, 29, 35, 44, 47, 48, 52, 60, 66-68, 69, 74-76, 78, 82, 94-96, 97-99, 103, 106, 108, 12-13, 114, 115-16, 119-72, 176-77, 150-96, 200-02, 209, 211, 292, 293, 303, 349-50, 371, 395-96, 481, 485, 486, 487, 493, 494, 527-530, 557-560, 682, 706-07, 728-31, 750-60, 770, 786, 789, 790-92, 805-07, 886-88, 898-900, 904-05, 906-20, 923-40, 948-40
Gandhi, M.K. 456, 680, 754, 911, 912
Gandhi Peace Foundation 371-72, 430, 432, 463, 489
Gandhi, Samrak Nidhi 430, 432
Gandhi, Seva Sangh 371
Ganguli, Bangendu (Dr.) 352, 512, 509
Ganguli, Mira (Dr.) 352, 509, 512
Ganguly, T.A. 376
Garib, Sardar Mehar Suigh 324
Geneva Convention 15
Genocide 60, 358-62, 448, 765-68
Gheewalla, C.L. 509
Ghose, Biman 515
Ghosh, Gautam 513
Ghosh, Niren 570, 588-90, 597-98, 602, 609, 613, 616-18, 628-30, 701-02
Ghosh, Santosh Kumar 323
Ghosh, Sookamar Kanti 322
Ghosh, Tarun Kanti 226
Ghosh, Tushar Kanti 322, 327
Giri, S. B. 939-40
Giri, V. V 100-03, 465
Godfrey, M. 939
Gonsalves, E. 71
Gopal, S. 342
Gopalan, A. K. 350, 771, 788, 867, 908
Goray, N. G. 350, 551-52, 564, 565, 570 571, 619, 636, 697, 705, 076, 720-22, 737
Goswamy, Dinesh Chandra 843
Gromyko, A. 63-65, 880
Guha, Samar (Contai) 320, 350, 467, 509, 765-66, 768, 769, 776-78, 781, 783, 784, 787, 788, 803, 807, 809-10, 811, 812, 820-21, 836, 839, 840-41, 843, 848, 862, 864, 865-76, 871, 872, 876, 879, 880, 900, 901-02, 913-14, 949
Gujral, K. 756
Gunwardana 465, 472
Gunawardana, Viviane (Mrs.) 479
Gupta, Ajit Mohan 364, 504, 505
Gupta, Bhupesh 485, 538-40, 542, 544, 546, 548-51, 553, 556, 565, 567, 568, 570, 573, 574, 575, 576, 577-78, 579-83, 586, 597, 598, 599-602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 618, 629, 630, 631, 632, 633-34, 635, 659, 698-99, 711-13, 725, 735-37, 752-53
Gupta, Devendra Kumar 334-36
Gupta, Indrajit 350, 788, 799, 804, 810, 811, 817, 844-47, 852, 854, 859, 861, 862, 864, 871, 908
Gupta, Saibal 322, 327
Gurapadaswamy, M.S. 598, 615, 628-29, 656, 657, 658, 665-66, 667-69, 703-04, 733-34, 742-44, 751-52

H
Haldar, Krishna 821-25
Halder, Manas 510, 513, 516, 524, 525-26
Hamburg, Morton 507
Hannisdahb (Mr. & Mrs.) 478

Hannisdahl, Singrid 467
Harison, Selig 152, 153, 157
Hasan, S. Nurul 341
Hazelhurst, Puter 448-53
Hazra, Dipak 364, 504
Heath, Edward 402
Hidayathullah, Mohammae 342
Hillaly, Age 449
Hind Majdoor Panchayet 383
Hindustan Times 471
Hitler 318, 351, 398, 423
Horney, Werner 401
Hossain, Shah Moazzam 397, 398
Huq, Al-Haj Lutful 507
Huq, A. K. Fazlul 337, 599
Husain, S. Abid 328
Hussain, M.F. 343
Hussain, Saleha Abid (Mrs.) 328
Hyde (Mr.) 615

I
India-G.D.R. Joint Statement 52-53
India-Indonesia Joint Communique 71-73
India League (London) 119-23
The India Weekly 122
Indian Federation of Work-in-ournalists 440
Indian National Congress 35
Indian Union Muslim Legue 224, 914
Indo-Nepal Joint Communique 77-78
Indo-Pak Friendship Society 337-38
Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation 63-65, 71, 74-76, 84-85, 98, 126, 146-47, 171-72, 481, 729
Indo-Yugoslay Joint Communique 100-03
International Commission of Jurists 15-16
International Conference on Bangladesh 465-79
International Rescue Committee 507
Ishaque, A. K. M. 333
Ismail, Mohammed 349-50
Islam, Amirul 522, 523, 525-26
Islam, Mazharul (Dr.) 517
Islam, Syed Nazrul 453, 524, 640, 641, 925-28, 929, 931, 936
Jack Homer A. 467
Jaimacson, Thomas 61
Jain, A.P. 624, 625
Jaipal, R. 101
Jamat-e-Islami Party 211, 212, 214, 869
Jamiat-ul-Ulema 736
Jammu and Kashmir Liberation League 213
Jammu and Kashmir Muslim Conference 218
Jammu and Kashmir National Liberation Front 213
Jana Sangh 349, 424, 481-82, 527, 729
Jana Sangh Parliamentary Party 383, 481
The Jang (Karachi) 215
Janra, K. L. 518, 521
The Jasarat (Karachi) 215
Javeri, R. C. 510
Jaycees Bangladesh 450-54
Jefferson 134
Jekyll (Dr.) 615
Jevremovic, Pavie 467
Jha, L.K. 581, 584, 588, 601, 605, 612,617
Jhabvala, Darius 152, 153, 155, 157
Jinat Begum 453
Jinnah, Fatima Mis.) 219
Jinnah, M. A. 217, 456
John, V.V 343
Joshi, Jagannath Rao 873
Johnson, Les 478
The Jugvani 812
Jung, Nawab Ali Yaver 494, 509, 512, 516, 520-21

K
Kabir, Jahangir 320
Kahoti, Robin 484
Kalyavasundaram, Kauchi 738
Kamruzzaman, A.H.M. 220, 929
Kardar, Abdul Hafij 213
Karki, Gyandendra Bahadur 77
Kasavubu (President) 347
Kashmir Problem 209-10, 218, 219-20
Kaul, T.N. 101, 436-37
Kazi Sabyashachi 462
Keating, Ken 42-43, 328, 601-02
Kennedy, Edward 454, 465, 486, 523, 549, 812
Kesri, Sitaram 634, 645
Khadikar, R.K. 26-27, 227, 350

Khalsa Panth 324
Khan, A. Majid (Dr.) 514
Khan, Abdul Ghaffar Khan 178, 334, 335, 519
Khan Abdul Samad, 178
Khan, Akbar Ali 546, 566, 627, 658, 660, 663, 665, 694, 701, 706, 759
Khan, Ayub 218, 355-56, 778, 821, 822
Khan, Liaquat Ali 217, 457
Khan, Mohammad Zafarullah 217
Khan, Nur (Air Marshal) 215
Khan, Rashiuddin 343
Khan, Sadrauddin Agha (Prince) 60, 571
Khan, Sardar Abdul Qayyum 211, 212, 220
Khan, Shah Nawaz 467
Khan, Tikka 879
Khan, Waheeduddin 342
Khan, Yahya 15, 29, 48, 69, 81, 88, 94, 103, 110, 131, 154-56, 164, 198, 201,203, 211, 216, 290, 303, 333, 337, 346, 356-59, 371, 397, 408, 413, 422, 423, 437,440, 441, 452, 453, 455, 457, 473, 481, 483, 488, 490, 507, 533, 534, 547, 549-51,580, 589, 600, 612, 619-25, 632, 633, 636,638, 646-48, 655, 664, 676, 690-707, 739, 753, 765, 766, 778, 822, 843, 845, 846, 849, 854, 855, 860-62, 865-67, 878-80, 885-86, 891, 904, 910, 912, 932, 93, 936
Khan, Zafarullah 812
Khaudwalla, Navin T. 520
Khanua, Parkash S. 524
Khobragade, B. D. 741-42, 758-59
Khusro, A.M. 342
Kishore, Nawal 636-37
Kissinger, H. 612, 639, 102, 862, 871, 885
kljun, milos 100
The Kohistan (Lahore) 216
Kohij, I. S. N. 58
Koirala. B. P. 465
Kothari, D. S. 342, 525-26
Kothari, Rajini 342
Koya, B. V. Abdulla 768
Kripalini, A. J. B. 467
Kripalini, Sucheta (Mrs.) 667
Krishan Kant, 539, 571, 572, 573, 574, 597, 612, 656, 657, 658, 695
Krishna Menon, V.K. 436, 488, 624, 774-76, 848, 850, 851-54, 863, 916-18
Krishna, S. M. 793
Krishnan, N. 57, 333
Kulkarani, A. G. 538-39, 542-45, 566-67, 570, 603, 622-23, 627-29, 657, 658, 660, 695, 697, 713
Kunzru, K. M. 400-10
Kurian, K. Mathew 552-53

L

Lahiri, Dhurba (Dr.) 517
Lahore Resolution (1940) 353
Lakkapa, K. 796
Laksircl, Juck 808
Lal, H. 101
Le Figro (Paris) 211
The Leader (Karachi) 218
Leaderer, Edgar 524
Legal Framework Order 356
Let Pakistan Speak For Herself 211-20
Lincon 134
Lohi, H. P. 364, 504, 506
Loktantra Raksha Parisad 430, 432
Lubis, A. B. 71
Lusaka Sumit 71, 102
Luthra, R. N. 401

M

Macmohan line 461
Mahavir, Bhai 544, 586, 611, 626, 631, 711, 728, 749
Mahindra, Harish 509
Mahmood, Maulana Mufti 212
Majumdar, Ashoke 510, 516
Majumdar, Atindra (Prof.) 502, 508, 514, 518, 521, 522
Majumdar, Hirendramohan 363, 501, 503
Maitra, Priyatosh (Prof.) 508
Maksoud, Clovis 466-67
Malad Nagarik Bangladesh Sahayak Samiti 441-43
Malik Adam 71
Malik, Mukhtiar Singh 796, 808
Mallick, A. R. 465, 506, 517, 523, 525-26
Mallik, Angsuman 363, 503, 510
Mallikarjun (Shri) 937
Malraux, Andre 465
Main, A. D. 542, 545, 573, 576-77, 615, 623, 654, 800, 708-09, 749, 753, 756
Manohjaran (Mr.) 349, 350

Mao-Se-Tung 465
Marak, Grohonsing A. 396
Marak, Modi K. 396
Maran, Marasoli 857, 863
Margliu, Stephen A. 509
Martin Luthar King 881-82
The Mashriq (Karachi) 216, 219
Masani, Minoo 510
Mason, Eswad S. 509
Masud, S. A. 322, 327, 799
Maudoodi, Maulana Syed Abdul Ala 214
Maxwell, Nevill 619
Mayer, Deniel 465
Mazumdar, Phani Bhushau 397
McMohon (Australian Prime Minister) 144
Mehta, Banshibhai 510, 515
Mehta Balwantrai, 612
Mehta, Om 3, 350, 540, 597, 598, 663, 696, 747
Mehta, Sushila 515
Mehta, Usha 510
Melkote, G. S. (Dr.) 985, 919-20
Melovski, Milos 100
Menon, K. P. S. 101, 342, 737-38
Menon, N. B. 71
Menon, P. N. 71, 77, 101
Mirdha, Ram Niwaz 796
Mirajkar, S. S 383
Misra, Lokanath 545, 546, 575, 584, 603, 604-08, 623-26, 652, 657, 690, 691-761, 699, 717, 720
Misra, Shymnandan 782-83, 789, 830, 988, 910-11
Misra, S. D. 565
Mishra, S. N. 467
Mishra, S. N. 485
Mitra, Barin 515, 520
Mitra, Ila 501, 508
Mitra, S. K. 501
Mitra, P. C 624
Mitra, Sankar Prasad 322, 327
Mittra, Pradip 518
Mobutu (General) 347
Mody, Pilloo 769, 886
Han Lal 800
Mohanty, Surendra 920
Mohiuddin, Ghulam 333
Mohta, M. K. 569, 570, 575, 744-45
Moitra, K. K. 223, 328
Moitra, Priyatosh 514
Molloy, William 473
Monoharan, K. 780-81
Moraes, Frank 342
More, Shayamkant D. 514
The Morning News 213
Mujib, M. 342
Mukherjee, Bani 515
Bukherjee, Biswanath 229
Mukherjee, Hrishikesh 509
Mukhirjee, H. N. 771-73, 838, 876, 877, 937, 943-44
Mukherjee, K. L. 518
Mukherjee, M. N. Kumar 818-82
Mukherjee, Nirode 508
Mukherjee, Pranab Kumer 639, 723, 728
Mukherjee, Subimal 523
Mukherjee, Subrata 322
Mukherjee, S. 524
Mukherjee, S. K. 512
Mukherjee, Vivekananda 322
Mukherji, Ajoy 21, 26, 229, 280-81, 322, 324
Mukherji, Kalyan 513, 515
Mukherji, N. B. 507, 522, 525-26
Mukherji, Sudhir 508
Mukhopadhyay, Debabrata 510, 522
Mukhopdhyay, Purabi 680
Mukhopadbya, Subhas 343
Mukhopadhyay, Sudhir Chandra 505
Mukti Fouz, 58, 81, 99, 177, 194, 326, 337, 338, 473, 485, 502, 504, 506, 513, 515, 517, 518, 521, 594, 652-55, 729, 730, 733, 750, 811, 815, 816, 819, 820, 886, 890, 894, 904, 907, 923, 930, 933, 945, 948
Muniswamy, N. R. 541-42, 578
Munshi, Girish 510
Murahari, Godey 588, 597, 620, 634, 709, 710
Murshed, Noorjehan 397, 398, 404
Murshid, D. H. 212
Muslim League 218, 354, 355, 869, 917
Muslim League (Indian) 195, 229, 349
Muslim Reforms Committee 441

The Mussalman (Karachi) 217
Mussolini 218
Myrdal, Gunner 302

N
Nadir Shah 398
Nag, Bhajan 407
Nahar, Bijay Singh 21
The Nai Roshni 218
Naidu, Padmaia (Miss) 21, 23-24, 509, 518, 520
Nair, Sreekant 383
Nanda, Nares Chandra 508, 524
Nandi Hari Kintar, 518
Nara, Tsuyeshi (Prof.) 466
Narayan, Jayaprakash 47, 371-72, 402-03, 408-09, 412-14, 422-23, 430, 432, 433-34, 477, 487-92, 519, 522-24, 542, 798, 849, 857, 865
Nasser 650
National Aid Body for Bangladesh 320-21
National League of Pakistan 776
NATO 578, 599, 613, 869
Nayak, Brundaban 291
The Nawai Waqt (Lahore) 216
Nazrul Islam (Poet) 462
Nehru, J. L. 180, 217, 436, 649, 662, 721, 739, 798, 879, 913
Neilson 467
The Newyork times 61, 94, 152, 448, 567, 571, 578, 827, 832
Nielson Kund 520
Nigam, Savitri (Mrs) 430
Nigerian Lawyers Associagtion 466
Nilsson, S. A. 520
Nimbalkar (Shri) 847, 848
Nishimura, (Kan-ichi) 514
Nishtar, Sardar Abdur Rob 217, 218
Nixon (President) 36, 37, 134, 135, 144, 157, 161, 200-02, 422, 485, 600, 607, 612, 631, 632, 854, 857, 862, 885
Non-Cooperation movement 357-58
Noon, Malik Firoz khan 218
Nurmathias (Mr.) 71

O
The Observer (British Sunday Paper) 112
Ojha, M. I. 520

P
Pakistan Christian Democratic Council 212
Pakistan Democractic Party 211
Pakistan National Awami Party (Wali group) 216
The Pakistan Observer 212, 214, 220
Pakistan People's Party 213, 214, 215, 356
The Pakistan Times 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 800
Pancha 800
Panda, Brahmananda 661-65, 668, 670
Panda, K. C. 710
Pande, C. D. 567-69, 573
Pandey, R. S. 793
Pandey, Sarjoo 796
Pande, Sardar Bhim Bahadur 77
Pandit, Vijaylakshmi 467
Panigrahi, Chintamani 773-74
Paja, Ajit Kumar 280
Pant, K. C. 294, 539, 758, 808, 810, 811
Parthasarathi, G. 342
Parthasarathy, R. T. 657, 658, 714
Patel, Dahyabhaiv 485, 486, 735, 752
Patel, H. M. 841-43, 884
Patel, Iswarlal 524
Patel, Santi 383
Patel, P. 510
Patnaik, Biju 623, 624, 634, 653-60, 662, 663
Patranabis, Jnanes 364
Patras, N. 212-13
Paul, Alexander 463
Perera, Nimal 508, 523
Phipps, Thomas W. 507
Picachy, L. T. 373-74
Picrre (Mr.) 472
Plastrick, Stanley 466
Podgorny 422, 866, 896
Policy of non-alignment 113, 126
Political Solution 32-43, 44, 54-55, 97, 108, 201, 202, 842, 843-44
Proclamation of Teheran on Human Rights 13-14
Punniah, Basava 405
Purakayasta, Mohitosh 637-38
Puri, Dev Datt 531-32, 725-27, 745

Q
Quamaruzzaman (Mr.) 506
Qurni (Mr.) 825

R
Radha Krishan 468
Rahman, Anisur 362
Rahman, Azizur 524
Rahman, Obaidur 397, 398
Rahman, Sheikh Mujibur 16, 23-24, 32, 34, 44, 58, 61, 69, 70, 87, 101, 102, 115, 140, 148, 155, 157, 161, 165, 170, 171-72, 185, 200-01, 203, 204, 206-11, 213, 214, 215, 216, 329, 334, 335, 336, 337, 355-59, 364, 365, 383, 384, 397, 398, 404, 408, 423, 431, 440, 441, 452, 453, 457, 461, 465-68, 472-73, 478, 487, 488, 503, 505, 513, 527, 599, 641, 647, 677, 690-707, 730, 750, 751, 755, 760, 773, 774, 776, 778, 783, 784, 785, 822, 841, 843, 845, 846, 854, 857, 863, 864, 876-88, 898, 923, 925, 926, 929, 930, 932, 934
Rahman, S.R. Paras 524
Rahman, Waheeda 493
Rahmatullah 812
Raj Bahadur (Mr.) 350, 767, 768, 800-01, 804, 837, 839, 840, 843, 867
Raj Narain 461, 575, 621, 655, 657, 661, 663, 664, 695, 696, 711, 712
Rajacic, Ilija 100
Rajkapoor (Mr.) 342
Raju, S. V. 510
Ram, Jogjivan 26, 58, 81, 110-11, 350, 593-96, 713, 732-49, 761-62, 793, 795, 877, 889-97, 921-22, 941-42, 944-48
Ramamurthy, P. 383, 404-05
Ramani, K. 405
Ranadive, B. T. 406
Ranga, N.G. 467
Rao, Birender 919
Rao, C. Rajeswar 399
Rao, M. Satyanarayan 859, 919
Rao, Rajeswar 540
Rao, V. K. R. V. 342, 774
Roy, Ajay Kumar (Dr.) 522
Roy, Nihar Ranjan 343
Ray, Purnendu Narayan 519, 524
Ray, Ram 516, 522
Ray, Tridib 523
Ray, Sally 474
Ray, Siddhartha Sankar 21, 511, 513, 518
Ray, Chaudhury, Tapan 343
On Recognition Question 66, 67, 223-24, 230-81, 346-48, 349-50, 385-86, 404-05, 406, 424, 472-76, 533-37, 639-89, 750-60, 812-26, 841-69, 923-40
Reddy, M. Ram Gopal 818
Reddy, N. Sri Rama 699, 700, 701, 714, 723-24
Refugee and relief 17, 22-27, 33-34, 37-38, 44, 57, 59-60, 66-68, 89, 112, 120-21, 149-50, 163, 166, 207, 226-27, 289, 290-92, 350, 360-62, 375-76, 399, 489, 531-32, 557-60, 805-07
Release of Sheikh Mujibur Rahman 208
Report of the Commission on Human Rights 13-18
Rhode, John 360
Riad (Mr. 29
Rodgers, Rick 524, 857
Roem, Mohammad 466
Rogers, William 161
Rohina Begum 453
Role of China 717-27
Role of Indian Intelligentsia 322-23, 327-29, 341-43, 351-65, 501-26
Role of the Muslim of India 326, 328-29, 331, 333
Romanov, Boris 328
Rosenthal, A. M. 152, 153, 156
Roy, Aniruddha 363, 503, 506
Ray, Arun 505
Roy, A. K. 512, 522, 525-26
Roy, Bimal 510
Roy, Jamini 324
Roy, Kalyan 648, 649, 664, 668, 669
Roy, Monobina 510
Roy, Monoranjan 383
Roy, Probodh 513
Roy, Santosh 20
Roy, S. C. 518
Roy, Tarun 506
Round Table Conference 355-56
Saduddin, A. H. 508

Sachar, Bhimsen 467
Sadat, Anwar (President) 29
Sadiq, Ghulam Mohammad 48, 195
Saha, Nityagopal 522
Sait, Ebrahim Sulaiman 914
Saiyadain, K. G. 328, 342
Saksena, Shibben Lal 223, 858-60
Saliah, Mohammad Ali 479
Samad, A.K.A. 755
Samvadi Congress Party 223
Samuel, Baba 212
Sandell, Prabir 510, 515
The Asngbad (Dhaka) 218, 219
Sanghi, N.K. 800, 801-02, 832-34
Sangma, A Ibinstone M. 396
Sangma, Singian D. 396
Sangma, Williarmson 395
Sangrami Swadhin Bangladesh
Sahayak Samiti 322-23
Sanyal, Probodh Kumar 322, 327
Sanyal, Sasanka Sekhar 666, 679-82, 754
Sardar, Amiad Ali 320
Sardar, Rahamatullah 219
Sardesai, S.G. 676-80
Sarfraz, Malik Hamid 215
Sarkar, Anil 363, 503, 506
Sarkar, Asoke Kumar 322
Sarkar, Nihar 524
Sarva Sava Sangh 430, 432, 489
Sarvaday Sammelan 372
Sarwar, Safinddin (Babu) 525-26
Sat Sangh Sabha (Maharastra) 524
Sathe, R. D. 71, 101
Saton, Marie 517
Satpathy, Nandini 293
Satvagraha on the Bangladesh issue 66-67
Saxeva, Sibbanlal 467
Schanberg, Sydey H. 95-96
SEATO 217, 578, 783, 873
Sen, A.K. 513, 778-80
Sen, Kishmcn 510
Sen, Meera 363, 503
Sen, Mihir 333, 392-94, 407
Sen, Nirode Kumar 506
Sen, Ranen 795, 862, 864
Sen, Samar 13-18, 83
Sen, Sarma, P. 364, 504, 512, 514
Sen, Satyendra Nath 322, 327, 351-52, 363, 444, 501, 502, 503, 504, 507, 511, 516, 517
Sen, S.H. 522
Sen, Triguna 757-58
Sengupta, D.L. 507, 511, 719, 720
Sarvants of India Society 400-01
Servants of the People Society 430, 432
Setalvad, M.C. 10, 814
Sethi, P.C. 294
Sezhiyan (Shri) 863, 909, 938
Shahi, Nageshwar Prasad 663
Shamim, S.A. 783-84, 876, 939, 943
Shantiniketan Ashramik Sangha 509, 510, 517, 524
Sharma, A.P. 383
Sharma, B.L. 346-48
Sharma, Hari Prasad 781-82
Sharma, S.D. 430, 432, 455-60
Shashi Bhushan 224
Shastri, Vishnu Kant 506, 525-26, 813
Shukla, Krishna Kumar 320
Shukal, Vidya Charan 708
Singh, Dinesh 384-86, 847, 848
Singh, J.J. 467
Singh, Karan (Dr.) 52-53, 100, 409, 847, 980, 915-16
Singh, Karui 349-50
Singh, L.P. 77
Singh, Sardar Swaran 32-43, 54-55, 63-65, 70, 71, 77-78, 84-91, 100, 107, 197-98, 199, 203-04, 206-10, 303, 350, 481, 513, 533-37, 541-56, 561-90, 591-92, 598-99, 602-06, 608-38, 642, 658, 666, 717-27, 769-86, 796, 800, 815, 827-40, 843, 859-65, 870-75, 878, 880, 882-83, 884, 886
Singh, Sarup 342
Singh, Surendra Pal 100, 690, 691, 696-98, 700-03
Singhvi, L.M. 467
Siuho, Awadheswer Prasad 646
sinst, Albert 507
Sircar, Benoy 323
Six-point Programme 33, 36, 165, 170-72, 356, 364, 384, 397, 457, 503, 822
Skipper, A.M. 520

Soorian, A. 479
Spanish Civil war 472, 852
Spivak Lawrence E. 152, 155, 157, 158
Sri Guru Singh Sabha 324
State language movement 354-55, 360
The Statesman (Calcutta) 362
Stonehouse, John 523
Stoph, Willi 52, 409
Subramanyans, K. 473
Sudhin Kumar 279
Suhrawardy, H. S. 218
Sukhadia, Mohanlal 320-21
Sundarayya, P. 405
Susuki, T. 514
Swell (Dr.) 773

T
Tagore 335, 361
Talwar, G.P. 343
Tara Chand (Dr.) 343
Tashing, Her 71
Taskhent Agreement 738
Temisuka (Mr.) 514
Thajeb, Ismael 71
Thakur, Karpuri 320
Thapar, Romila (Dr.) 342
Thaw, Lee 507
Thayeb, Sjarif 71
Thiagarajan, V.N 507, 514, 523
Thompson, Edward 217
The Time Magazin 211
The Times of India 481, 579
Tito, Josp Broz (Mashal) 98, 100-03
Tiwary, K. N. 801
Todi, N.L. 364, 504
Toha, Mohammad 539
On trial of Sheik Mujibur Rahman 69, 70, 690-707
Tripathi Kamlapati 3, 289-90, 483
Tsurushima, Setsure 514
Tully, Mark 124-33
Tunneky (Senator) 872
Two Nations Theory 217, 398
Tyabji, Bad-ud-din 342
Tyagi, Mahavir 528, 530, 556, 631, 644, 655, 716

U
U Thant 70, 155, 156, 216, 448, 645, 706, 807, 887
Ullah, S. 524
Umanath (Mr.) 405
On U.S. arms of Pakistan 541-56, 551-90, 597-618, 827-34, 870-75

V
Vijpayee, (Bajpayee) Atal Behari 349, 350, 424, 482, 486, 492, 789, 820, 829, 838, 839, 880, 884, 886, 892, 902
Varma (Mr.) 535
Vasisht Kumari Shanta 667
Vasu Mallick, Prabir 322, 327
Venkataraman, S. 77, 343
Venkatasubbaish, P. 811, 880, 886, 888
Venkateswaran, A. P. 101
Villalan, Thillai 725, 747, 754-55
Vinobaji, A. 334-36
Vratusa, Anton 100
Vrhunec, Mar Ko 100

W
Wadner, Daniel L. 507
Waldheim (Ambassador) 210
Walker, Charle 463
Walton, Trevon J. 523
War on Want 466
The Washington Post 152
West Bengal Jana Sangha 333
West Bengal Mutwallis Conference 326
Wilson, Harold 832
Winzer, Otto 409
World Association of World Federation (WAWF) 514
World Council of Churches 376
World Peace Council 74-76

Y
Yadav, J, P. 645
Yajee, Sheel Bhadra 546, 655, 678
Youth for Bangladesh 392-94, 407
Yusuf, Mohammad (Big) 211

Z
Zaheer, S. Husain (Dr.) 341
The Zamindar (Lahore) 217

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খন্ড

বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ত্রয়োদশ খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-13

Published by : Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র''। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালযে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'' গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)’’ পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্ সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বসত্ম

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুলস্নাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ক্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া " জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা য়ায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :

ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ বিদেশী প্রতিক্রিয়া-জাতিসংঘ ও অন্যান্য রাষ্ট্র

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ত্রয়োদশ খন্ডে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত উক্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন বির্তক ও প্রস্তাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রাতক্রিয়া সংক্রান্ত দলিলসমূহ অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে।

দলিলের প্রাপ্যতা অন্যান্য খন্ডের বিভাজন এবং সন্নিবেশের কাজকে প্রভাবিত করেছে। তবে ত্রয়োদশ খন্ডে এই সমস্যা ছিল অন্যরূপ। এখানে বিশাল এবং বিরাট সংগ্রহ থেকে দলিল বাছাই করাই ছিল প্রধান সমস্যা। অতএব সম্পাদনা এবং নির্বাচন দুরূহ ছিল।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা সংগঠন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি যে বলিষ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছিল, তার একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরাই এ খন্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে যাবতীয় দলিল নির্বাচিত ও উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিক্রিয়াও এতে সংযোজিত করা হয়েছে।

মূল বিভাজনগুলোর ভিত্তি হচ্ছে, ব্যক্তি বা সংগঠনের ভূমিকা এবং গুরুত্ব। যে সকল রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কোনো মূল বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি সেগুলো একত্রিত করা হয়েছে একটি আলাদা বিভাজনে।

মূল বিভাজনগুলো হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামেঃ

(ক) যুক্তরাজ্যের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৯৮ পর্যমত

(খ) মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ২০১ থেকে ৫৫৪ পর্যন্ত

(গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা- পৃষ্ঠা ৫৫৭ থেকে ৫৮২ পর্যন্ত

(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা - পৃষ্ঠা ৫৮৫ থেকে ৬০৮ পর্যন্ত

(ঙ) অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের ভূমিকা ও বিবৃতি- পৃষ্ঠা ৬১১ থেকে ৬৯৮ পর্যন্ত

(চ) জাতিসংঘ- পৃষ্ঠা ৭২১ থেকে ৯৬৮ পর্যন্ত

যুক্তরাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী ভূমিকা এসেছে কমন্স সভার কার্যবিবরণী, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এবং নেতৃবর্গের বিবৃতি ও তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। পাশাপাশি এসেছে রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবসমূহ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ পাওয়া যাবে কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, নেতৃবর্গের বিবৃতি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রচারকার্য এবং মার্কিন নাগরিকদের কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত দলিলপত্রে। এছাড়া কংগ্রেস সদস্যদের কাছে লিখিত বা তাদের দ্বারা লিখিত চিঠিপত্রও সংযোজিত করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে সরকারী দলিলপত্রের মাধ্যমে। এই ভূমিকার পরিচিতি এসেছে নেতৃবর্গের বিবৃতি এবং রাষ্ট্রীয় দলিলে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের দলিলপত্র সর্বশেষ উপস্থিত করা হয়েছে। এই অংশে আছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদের বির্তক ও প্রস্তাব, মহাসচিবের আবেদন এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের বক্তব্য , বিবৃতি ও কার্যবিবরণী।

সামগ্রিকভাবে এই খন্ডে প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সারা বিশ্বে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তারই একটি প্রতীকী চিত্র উপস্থিত করা ।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্তরাজ্যেও ভূমিকা

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
১।	বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডগলাস হিউম-এর মন্তব্য ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক	১
২।	বাংলাদেশে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সমালোচনাঃ পররাষ্ট্র সচিব হিউমের বিবৃতি	৪
৩।	পাকিস্তানকে সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী প্রদান সম্পর্কে বিতর্ক	৭
৪।	বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক	৯
৫।	পাকিস্তানকে প্রদত্ত বৃটিশ সাহায্য প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	১২
৬।	পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য দান সম্পর্কে বিতর্ক	১৩
৭।	ত্রাণ সাহায্য প্রদান ও পররাষ্ট্র সচিব ইউমের বিবৃতি	১৪
৮।	বাংলাদেশ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী এম, পি,দের বিবরণ ও কমন্স সভার প্রস্তাব	১৮
৯।	পাকিস্তানকে সাহায্য দান ও শরণার্থী ত্রাণ সম্পর্কিত পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি ও এ সংক্রান্ত বিতর্ক	৮০
১০।	ত্রাণ সাহায্য ও সংকট সমাধানে বৃটিশ সরকারের ভূমিকাঃ পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য	৮৩
১১।	বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	৯৩
১২।	বাংলাদেশের শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি ও বিতর্ক	৯৫
১৩।	বৃটিশ ত্রাণতৎপরতা সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য	১০০
১৪।	উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিবের মন্তব্য	১০১
১৫।	পাক-ভারত পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	১০৩
১৬।	পাক-ভারত যুদ্ধঃ বৃটিশ কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	১০৫
	স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে বৃটিশ জনগণের ভূমিকা	
১৭।	বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কমন্স সভার সদস্য রাসেল জন স্টোন-এর বক্তব্য	১০৯
১৮।	বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবীতে লর্ড সভার সদস্য লর্ড ব্রকওয়ের ভাষণ	১১০
১৯।	বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আশংকাঃ অক্সফাম ও 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' সংস্থার রিপোর্ট	১১১
২০।	পূর্ববংগে গণহত্যা সম্পর্কে শ্রমিক দলীয় সদস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান-এর বক্তব্য	১১৬
২১।	মি: ডগলাস ম্যান কর্তৃক পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবী	১১৮
২২।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর জন স্টোনহাউসের সাক্ষাৎকার	১২০
২৩।	পাকিস্তানে প্রেরিত বৃটিশ পণ্যসমগ্রীর বীমা সুবিধা বিলোপ	১২১
২৪	পাকিস্তানে বৃটিশ সাহায্য বন্ধের দাবী	১২২
২৫	বাংলাদেশে নির্যাতনের উপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পুনঃপ্রচার	১২৪
২৬	পূর্ববাংলা ট্রাজেডীর প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক দলীয় এম,পি, মিঃ মাইকেল বার্নস এবং ওয়ার অন ওয়ান্ট সভাপতি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ-এর বিবৃতি	১২৬

ষোল

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৭।	১২০ জন শ্রমিক দলীয় এম,পি, কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী	১২৮
২৮।	বাংলাদেশে গণহত্যাঃ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব	১৩০
২৯।	বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্বঃ চারজন বৃটিশ এম,পি-র ঘটনা বর্ণনা	১৩১
৩০।	শরণার্থীদের দুর্দশা সম্পর্কে 'দি টাইমস' সম্পাদকের কাছে লেডি আলেকজান্দ্রা মেট কাফ-এর চিঠি	১৩৩
৩১।	এম, পি, মিঃ আর্থার বটমলে ও টবী জেসেল-এর বক্তব্য	১৩৪
৩২।	শ্রমিক দলের কমিটিতে পাকিস্তান পরিস্থিতি আলোচনা	১৩৫
৩৩।	পাকিস্তান ও ভারত সফর শেষে বৃটিশ এম,পি-র বিবৃতি	১৩৭
৩৪।	বাংলাদেশে গণহত্যাঃ দুইজন আইরিশ এম,পির বিবৃতি	১৪০
৩৫।	বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর অপারেশন ওমেগার প্রচারপত্র	১৪২
৩৬।	এ্যাকশন বাংলাদেশের ভূমিকা ও কর্মসূচী	১৪৪
৩৭।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর তিনজন এম,পি-র বক্তব্য	১৪৭
৩৮।	এম,পি, মিঃ আর্থার বটমলের বক্তব্য	১৪৮
৩৯।	বৃটিশ এম,পি, পিটার শোর-এর বক্তব্য	১৪৯
৪০।	বৃটিশ এম,পি, বার্নার্ড ব্রেইন-এর বিবৃতি	১৫০
৪১।	পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত নয়ঃ বৃটিশ এম,পি, পিটার শোর-এর বক্তব্য	১৫৩
৪২।	অক্সফামের পরিচালক মিঃ কার্কলের বিবৃতি	১৫৪
৪৩।	কুয়ালালামপুর কমনওয়েলথ সম্মেলনে মিঃ আর্থার বটমলের বক্তৃতা	১৫৫
৪৪।	বৃটিশ ওভারসীস সোশ্যালিস্টি ফেলোশীপ-এর সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ	১৫৬
৪৫।	লেবার পার্টি কর্তৃক পাকিস্তানের সমালোচনা	১৫৭
৪৬।	ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস-এর আবেদন	১৫৯
৪৭।	স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে বৃটিশ শ্রমিক দলের সমর্থন জানিয়ে হেরল্ড উইলসনের পক্ষে লিখিত চিঠি	১৬১
৪৮।	স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে লেবার পার্টির সমর্থনসূচক এম,পি মিকার্ডোর চিঠি	১৬২
৪৯।	বাংলাদেশের উপর ষাট ব্যক্তির প্রতিবেদন	১৬৩
৫০।	অধিকৃত বাংলাদেশের ত্রাণকর্মরত অপারেশন ওমেগা কর্মীর কারাবরণ	১৯৬
৫১।	ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের যুক্তরাজ্য কমিটির আবেদন	১৯৭
	স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভূমিকা	
৫২।	যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর মুখপাত্রের বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিবৃতি	২০১
৫৩।	সিনেটর বায়ার্ডকে লিখিত পররাষ্ট্র কর্মকর্তার চিঠি	২০৫
৫৪।	সিনেটর জে ডাবলু ফুলব্রাইটকে লিখিত পররাষ্ট্র কর্মকর্তার পত্রগুচ্ছ	২০৭
৫৫।	মার্কিন সরকারের শরণার্থী ত্রাণ সংক্রান্ত বিবৃতি	২১২
৫৬।	ডঃ গ্রীনোর উদ্দেশে পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তার চিঠি	২১৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
৫৭।	সিনেটর কেনেডীর কাছে লিখিত পররাষ্ট্র দফতরের পত্রগুচ্ছ	২১৭
৫৮।	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর রিপোর্ট (অংশ)	২২৪
৫৯।	পররাষ্ট্র দফতর কর্তৃক পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্য মাইকেল হ্যারিংটনের পত্রের জবাব ও বিবৃতি	২২৬
৬০।	প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাংবাদিক সম্মেলন	২২৮
৬১।	মার্কিন আন্তঃএজেন্সী কমিটির শরণার্থী ত্রাণ সম্পর্কিত রিপোর্ট	২২৯
৬২।	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর রিপোর্ট (অংশ)	২৩১
৬৩।	কংগ্রেসের নিকট অতিরিক্ত অর্থ আবেদনকালে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সন	২৩৪
৬৪।	পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তা কর্তৃক সিনেটর বার্চ বের পত্রের জবাব	২৩৫
৬৫।	পাক-ভারত সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সব কিছু করবেঃ রজার্স	২৩৮
৬৬।	হেনরী কিসিঞ্জারের ৭ই ডিসেম্বর ’৭১-এর সাংবাদিক সম্মেলন	২৩৯
৬৭।	ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপ বৈঠকের কার্যবিবরণী	২৫১
৬৮।	ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের ৮ ডিসেম্বর, ’৭১-এর বৈঠকের কার্যবিবরণী	২৬৪
৬৯।	পরিশিষ্ট-কঃ পাক-মার্কিন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি	২৭০
৭০।	পরিশিষ্ট-খ	২৭৪
	যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের দলিলপত্র	
৭১।	বাংলাদেশের শোকাবহ ঘটনা সম্পর্কে সিনেটর হ্যারিসের মন্তব্য	২৭৭
৭২।	বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিনেটর কেনেডী	২৭৯
৭৩।	কংগ্রেস সদস্য হলপার্ন-এর বক্তব্য	২৮০
৭৪।	মার্কিন সামরিক সাহায্য কর্মসূচীর পুনঃপর্যালোচনা দাবী	২৮১
৭৫।	বাংলাদেশের প্রশ্নে সিনেটর মাস্কি	২৮৪
৭৬।	পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের জন্য সিনেটর মন্ডেল, সিনেটর কেস-এর প্রস্তাব-২১	২৮৫
৭৭।	সিনেটর প্রক্সমায়ার-এর বিবৃতি	২৮৭
৭৮।	কংগ্রেস সদস্য মিঃ শিউয়ের-এর বিবৃতি	২৮৯
৭৯।	বাংলাদেশ থেকে ডঃ জন রোড কর্তৃক সিনেটর স্যাক্সবীকে লিখিত চিঠি	২৯১
৮০।	বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের হুমকি মোকাবিলায় কেনেডীর আহবান	২৯৪
৮১।	কংগ্রেস সদস্য ওয়াল্ড-এর বক্তব্য ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিবাদ	২৯৬
৮২।	বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে সিনেটর পীল-এর মন্তব্য	২৯৯
৮৩।	সিনেটর মন্ডেল-এর বিবৃতি ও টেলিগ্রাম	৩০০
৮৪।	কংগ্রেস সদস্য ম্যাকেভিটকে লিখিত শ্যামেল পরিবারের চিঠি	৩০২
৮৫।	প্রতিনিধি পরিষদে ই, গালাঘের-এর বক্তৃতা	৩০৪
৮৬।	পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য স্থগিতকরণে সিনেট পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির রিপোর্ট	৩০৭
৮৭।	প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৩	৩১৫
৮৮।	প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৪	৩১৬

আঠার

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
৮৯।	অস্ত্র প্রেরণ অবশ্যই বন্ধ করতে হবেঃ সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা	৩১৭
৯০।	প্রতিনিধি পরিষদ পররাষ্ট্র উপ-কমিটি গৃহীত শুনানিঃ রবার্ট ডর্ফম্যান-এর বিবৃতি	৩২১
৯১।	ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীঃ কেনেডীর বক্তৃতা ও চিঠি	৩২৯
৯২।	শরণার্থী শিবির পরিদর্শনঃ ই, গালাঘের-এর বিবৃতি	৩৩২
৯৩।	সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা ও বৈদেশিক সাহায্য বিধি বিলে স্যাক্সবী-চার্চ সংশোধনী	৩৩৪
৯৪।	পাকিস্তান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গালাঘের-এর বক্তৃতা	৩৩৬
৯৫।	‘পাকিস্তানে সর্বপ্রকার মার্কিন সাহায্য বন্ধ করতে হবে’ঃ ই, গালাঘের	৩৪৪
৯৬।	আমেরিকার পাকিস্তান নীতির সমালোচনা	৩৪৭
৯৭।	পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যঃ সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা ও প্রাসঙ্গিক দলিল উদ্ধৃতি	৩৪৯
৯৮।	পাকিস্তানে অস্ত্রের নতুন চালানঃ সিনেটর হার্টের মন্তব্য	৩৫৬
৯৯।	প্রস্তাব নয়, আইনের মাধ্যমে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করতে হবেঃ সিনেটর সিমিংটন	৩৫৭
১০০।	মিঃ প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিঃ সিনেটর টানি	৩৫৮
১০১।	অস্ত্রের চালান পাঠানো একটি মারাত্মক ভুলঃ সিনেটর স্যাক্সবীর বক্তৃতা	৩৬২
১০২	ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকগণের পত্র	৩৬৫
১০৩।	বাংলাদেশের ঘটনার প্রতি সিনেটর স্যাক্সবীর দৃষ্টি আকর্ষণ	৩৬৭
১০৪।	সিনেটর ম্যাকগভার্ন-এর ভাষণ	৩৭১
১০৫।	বাংলাদেশ আজ গণহত্যার দৃষ্টান্ত: সিনেটর প্রক্সমায়ার	৩৭৩
১০৬।	সিনেটর ফুলব্রাইটের ভাষণ	৩৭৪
১০৭।	মন্ডেল-ফ্রেজার যৌথ প্রস্তাব	৩৭৬
১০৮।	বাংলাদেশে বায়াফ্রার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছেঃ সিনেটর পিয়ার্সনের ভাষণ	৩৭৮
১০৯।	সিনেটর স্যাক্সবীর আবারও ভাষণ	৩৮০
১১০।	কংগ্রেস সদস্য রায়ান-এর বক্তৃতা	৩৮১
১১১।	আমেরিকার জাতীয় প্রেসক্লাবে কেনেডীর বক্তৃতা	৩৮৪
১১২।	ম্যাসাচুটস আইন সভার প্রস্তাব	৩৯১
১১৩।	বাংলাদেশে শরণার্থী ত্রাণে অতিরিক্ত বরাদ্দের বিলঃ সিনেটর কেনেডী	৩৯৩
১১৪।	কংগ্রেস সদস্য ফ্রিলিংঘুসেন-এর সমীক্ষা	৩৯৫
১১৫।	বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়া সংকটের অবসান নাইঃ রোজেনথল	৩৯৭
১১৬।	বাংলাদেশের শরণার্থীঃ সিনেটর পার্সির বক্তৃতা	৩৯৯
১১৭।	সিনেটর হ্যারিসের প্রস্তাব ও বিবৃতি	৪০০
১১৮।	পাকিস্তানে সমরসম্ভার প্রেরণ বন্ধে কেনেডীর সন্তোষ	৪০২
১১৯।	সিনেটর এ্যালেন-এর বক্তৃতা	৪০৪
১২০।	সংকট গভীরতম হচ্ছেঃ ফ্রিলিংঘুসেন	৪০৬
১২১।	সিনেটের প্রস্তাব-২০৭, সিনেটর হ্যারিসের বক্তৃতা ও নিক্সনের উদ্দেশে সিনেটরদের পত্র	৪০৭
১২২।	বাংলাদেশের প্রতি ভারতের স্বীকৃতিতে সিনেটর বায়ার্ড	৪১২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
১২৩।	শরণার্থীরা স্বগৃহে না ফেরা পর্যন্ত সংঘর্ষ থামবে নাঃ সিনেটর কুপার	৪১৩
১২৪।	নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ভেটোঃ কংগ্রেস সদস্য রেকিক ও ফোর্ড-এর মন্তব্য	৪১৫
১২৫।	ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্য মিঃ সাইক্স	৪১৭
১২৬।	ভারতের প্রতি মার্কিন মনোভাবের সমালোচনা	৪১৮
১২৭।	সিনেটর কেনেডীর মক্তৃতা	৪২০
১২৮।	সিনেটর মাক্সির ৪-দফা প্রস্তাব	৪২৬
১২৯।	উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ই, গালাঘের-এর বক্তৃতা	৪২৮
১৩০।	বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবেঃ ম্যাকক্লসকি	৪৩৩
১৩১।	যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বাংলাদেশকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়াঃ হেলস্টস্কির বক্তৃতা ও প্রস্তাব	৪৩৪
১৩২	দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতি সম্পর্কে কেনেডীর ভাষণ	৪৩৭
১৩৩।	পাকিস্তানের জন্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজঃ সিনেটর স্টিভেনশন-এর বিবৃতি	৪৪২
১৩৪।	এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরে কেন? সিনেটর ইগলটন-এর বক্তৃতা	৪৪৪
১৩৫।	ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্য ফ্রিলিংঘুসেন	৪৪৬
১৩৬।	রেরকি কর্তৃক জাতিসংঘের সমালোচনা	৪৪৭
১৩৭।	যুক্তরাষ্ট্র ও পাক-ভারত যুদ্ধঃ ফ্যাসেল-এর বক্তৃতা	৪৪৮
১৩৮।	পল ম্যাকক্লস্কির ৩ দফা	৪৫০
১৩৯।	বিটলস সঙ্গীতানুষ্ঠানে বাংলাদেশে শান্তির আবেদন	৪৫১
১৪০।	বাংলাদেশ একটি নতুন জাতিঃ সনেটর চার্চ	৪৫২
	স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে আমেরিকার জনগণের ভূমিকা	
১৪১।	পাকিস্তান সংকটের পটভূমি	৪৫৫
১৪২।	‘পূর্ব পাকিস্তান বায়াফ্রা নয়’	৪৬১
১৪৩।	এনো ব্রাউন টেলার-এর প্রতিবেদন	৪৬৩
১৪৪।	‘আমেরিকান ফ্রেন্ডস অন পাকিস্তান’-এর প্রতিবাদ	৪৬৫
১৪৫।	যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত পাকিস্তানের সমরাস্ত্র সম্পর্কে চেস্টার বাউয়েলস-এর বিবৃতি	৪৬৬
১৪৬।	পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব	৪৬৮
১৪৭।	সনেটর জন পেস্টোর-এর চিঠি	৪৬৯
১৪৮।	বাঙালী বুদ্ধিজীবি হত্যার প্রতিবাদ	৪৭০
১৪৯।	সনেটর ম্যাস্কির চিঠি	৪৭৫
১৫০।	মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্সকে লিখিত গ্রীনোর চিঠি	৪৭৬
১৫১।	ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ	৪৭৯
১৫২।	পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের আহবান	৪৮০
১৫৩।	নিউইর্ক টাইমস প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে জন রোডের চিঠি	৪৮১
১৫৪।	যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতি পরিবর্তনের আহবানঃ এ, ডি, এ, কনভেনশন	৪৮৩
১৫৫।	মিসেস নিক্সনকে লিখিত ডানহাম-এর চিঠি	৪৮৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
১৫৬।	ডঃ নালিনকে লিখিত সিনেটর কেনেডীর চিঠি	৪৮৭
১৫৭।	পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের চেষ্টায় সিনেটর মন্ডেল	৪৮৮
১৫৮।	মার্কিন পররাষ্ট্র উপ-সচিবকে লিখিত গ্রীনোর চিঠি	৪৮৯
১৫৯।	বাঙালীদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ায় সুপারিশ	৪৯২
১৬০।	পাকিস্তান সংকটে মার্কিন সাহায্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা	৪৯৩
১৬১।	পাকিস্তানে সাহায্য স্থগিতের প্রস্তাবে হিউজেস-এর সমর্থন	৪৯৭
১৬২।	'ইস্ট পাকিস্তান নিলিফ ফান্ড'-এর আবেদন	৪৯৮
১৬৩।	পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থনে বিক্ষোভে যোগদানের আহবান	৪৯৯
১৬৪।	সমরাস্ত্রবাহী পাকিস্তানী জাহাজের প্রতি বিক্ষোভ	৫০১
১৬৫।	শেখ মুজিবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য কংগ্রেস সদস্য মর্স-এর চিঠি	৫০৪
১৬৬।	বাংলাদেশের জন্য তহবিল গঠনের আবেদনঃ মুহিতকে লিখিত এফ, বি, মালিক-এর চিঠি	৫০৫
১৬৭।	মার্কিন নাগরিক কর্তৃক সামরিক সাহায্যবাহী জাহাজ অবরোধ	৫০৬
১৬৮।	'ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল'-এর ভূমিকা	৫১২
১৬৯।	শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে ডঃ টেইলর-এর প্রতিবেদন	৫১৪
১৭০।	অক্সফাম আমেরিকার চাঁদা সংগ্রহ	৫১৬
১৭১।	দক্ষিণ এশীয় কানাডা সম্মেলনে মার্কিন নাগরিকদের বিবৃতি	৫১৭
১৭২।	বাংলাদেশ সমর্থক আমেরিকানদের তৎপরতা	৫১৮
১৭৩।	উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নিক্সনকে লিখিত খোলা চিঠি	৫২২
১৭৪।	বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির নির্দেশনাবলী	৫২৭
১৭৫।	'বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার'-হএর তৎপরতা	৫৩০
১৭৬।	হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভে অংশগ্রহণের আহবান	৫৩৫
১৭৭।	বিশ্বব্যাংক স্থপতির অসহযোগ ঘোষণা	৫৩৬
১৭৮।	পাইপের শহরে দশদিন	৫৩৮
১৭৯।	বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ	৫৩৯
১৮০।	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহীত চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৫৪৩
১৮১।	নিক্সনের কাছে মার্কিন বুদ্ধিজীবি মহলের আবেদন	৫৪৫
১৮২।	শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৫৪৭
১৮৩।	বাংলাদেশের সমর্থনে কবিতা পাঠের আসর	৫৫১
১৮৪।	ডঃ কিসিঞ্জারের মন্তব্যের ওপর প্রতিবেদন	৫৫২
	স্বাধীন বাংলাদেশের সগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা	
১৮৫।	ইয়াহিয়ার কাছে পদগোর্নির বার্তা	৫৫৭
১৮৬।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে উদ্বেগঃ কোসিগিনের বক্তৃতা	৫৫৮
১৮৭।	সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি	৫৫৯
১৮৮	সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাষণ	৫৬১
১৮৯	সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি	৫৬২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
১৯০।	নয়াদিল্লীতে পদগোর্নির ভাষণ	৫৬৬
১৯১।	পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত নারী কমিটির বিবৃতি	৫৬৭
১৯২।	সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ	৫৬৮
১৯৩।	উপমহাদেশীয় অবস্থা সম্পর্কে ‘তাস’	৫৬৯
১৯৪।	সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহবানঃ ব্রেজনেভ-এর বক্তৃতা	৫৭১
১৯৫।	বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা	৫৭২
১৯৬।	সংঘাত নিরসনে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহঃ পদগোর্নির বক্তৃতা	৫৭৪
১৯৭।	সোভিয়েত পররাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি	৫৭৫
১৯৮।	সোভিয়েত গণসংগঠনসমূহের বিবৃতি	৫৭৭
১৯৯।	বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের জন্য সোভিয়েত শ্রমিকদের দাবী	৫৮০
	স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের ভূমিকা	
২০০।	পিপলস্ ডেইলীর ভাষ্য	৫৮৫
২০১।	পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় চীনা সমর্থনের আশ্বাস	৫৮৭
২০২	ভুট্টোর সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা	৫৮৮
২০৩	বাংলাদেশ প্রশ্নে চীন	৫৮৯
২০৪।	পাকিস্তানের প্রতি চীনের পরামর্শ	৫৯১
২০৫।	জাতিসংঘ শরণার্থী কমিটিতে গণচীনের প্রতিনিধির বক্তৃতা	৫৯২
২০৬।	উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে গণচীনের প্রতিনিধি	৫৯৩
২০৭।	বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধি	৫৯৪
২০৮।	উপমহাদেশীয় যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবেঃ চীনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা	৫৯৬
২০৯।	নিরাপত্তা পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধির বক্তৃতা	৫৯৮
২১০।	পাক-ভারত যুদ্ধ প্রশ্নে চীনের ভাষ্য	৫৯৯
২১১।	গণচীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতা	৬০২
২১২।	পাক-ভারত যুদ্ধ প্রশ্নে সোভিয়েত ভেটোর সমালোচনা	৬০৩
২১৩।	পাক-ভারত যুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী সম্পর্কে চীন সরকারের বিবৃতি	৬০৫
	স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা	
২১৪।	যুগোশ্লাভ লীগ ফর পীস-এর বিবৃতি	৬১১
২১৫।	ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল-এর বিবৃতি	৬১২
২১৬।	বুদাপেষ্ট বিশ্বশান্তি পরিষদ-এর প্রস্তাব	৬১৫
২১৭।	হেলসিংকী সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনের প্রস্তাব	৬১৭
২১৮।	আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার আহবান	৬১৮
২১৯।	আর্জেন্টিনীয় বুদ্ধিজীবীদের আহবান	৬১৯
২২০।	‘লীগ অব রেডক্রস সোসাইটির’ উদ্বেগ	৬২১
২২১।	‘ফ্রেঞ্চ এপিসকপেট’-এর বিবৃতি	৬২২
২২২।	আফ্রো-এশীয় গণসংহতির প্রস্তাব	৬২৩
২২৩।	ভেনেজুয়েলান বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার পরিষদ-এর বিবৃতি	৬২৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২২৪।	আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ পরিষদ-এর বিবৃতি	৬২৫
২২৫।	বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিবেদন	৬২৬
২২৬।	আন্তর্জাতিক বিষয়ক চার্চ কমিশনের বিবৃতি	৬৪৭
২২৭।	ভেনেজুয়েলার শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের আবেদন	৬৪৯
২২৮।	ফিলিপাইনীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আবেদন	৬৫১
২২৯।	নরওয়ের ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট সংস্থার প্রস্তাব	৬৫৩
২৩০।	রেডক্রস লীগের ত্রাণ তৎপরতা	৬৫৪
২৩১।	বাংলাদেশ সংহতি কমিটি সিলোন-এর প্রতিবাদলিপি	৬৫৫
২৩২।	ল্যাটিন আমেরিকান পার্লামেন্টের প্রস্তাব	৬৫৬
২৩৩।	পাগওয়াশ সম্মেলনের বাংলাদেশ বিষয়ক কমিটির বিবৃতি	৬৫৭
২৩৪।	৫৯তম প্যারিস আন্তপার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	৬৫৮
২৩৫।	‘বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি অব কোরিয়া’-র সাধারণ সম্পাদকের চিঠি	৬৬৩
২৩৬।	লন্ডন সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর বিবৃতি	৬৬৫
২৩৭।	কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে প্রতিনিধিদের বক্তব্য	৬৬৬
২৩৮	দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব ও প্রতিনিধিবৃন্দের ভাষণ	৬৬৮
২৩৯।	বাংলাদেশ প্রশ্নে ফিনল্যান্ডের ছাত্র সমাজ	৬৯১
২৪০।	স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক প্রধানের আবেদন	৬৯২
২৪১।	ফ্রান্সের বাংলাদেশ সংহতি কমিটির মেনিফেস্টো	৬৯৪
২৪২।	হাঙ্গেরীয় শান্তি পরিষদ প্রধান-এর বিবৃতি	৬৯৬
	বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতৃবর্গ	
২৪৩।	বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতৃবর্গের বিবৃতসমূহ	৭০১
২৪৪।	ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	৭২১
২৪৫।	জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশনার-এর বিবৃতি	৭২৩
২৪৬।	মানবাধিকার কমিশন প্রতিবেদনের ওপর জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের বিবৃতি	৭২৮
২৪৭।	জাতিসংঘ আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল-এর সোশ্যাল কমিটিতে নিউজল্যান্ড প্রতিনিধির বিবৃতি	৭৩২
২৪৮।	জাতিসংঘ মহাসচিব-এর আবেদন	৭৩৩
২৪৯।	জাতিসংঘ মহাসচিব-এর আবেদন	৭৩৫
২৫০।	জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশনারের সাংবাদিক সম্মেলনের রেকর্ড	৭৩৭
২৫১।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি	৭৪৩
২৫২।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে শরণার্থী হাই কমিশনারের বিবৃতি	৭৪৪
২৫৩।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে ভারতীয় পর্যবেক্ষক দল নেতার বিবৃতি	৭৪৫
২৫৪।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে ইন্টার-এজেন্সী বিষয়ক কর্মকর্তার বিবৃতি	৭৪৬
২৫৫।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে যুগোশ্লাভ প্রতিনিধির বিবৃতি	৭৫০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৫৬।	আর্থ-সামাজিক কাউন্সিল অধিবেশনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধির বিবৃতি	৭৫২
২৫৭।	জাতিসংঘ মহাসচিবের শরণার্থী ত্রাণ-সংক্রান্ত স্মারক	৭৫৫
২৫৮।	জাতিসংঘ উপসংস্থার কাছে বেসরকারী বিশ্ব সংস্থাসমূহের আবেদন	৭৫৬
২৫৯।	জাতিসংঘ মহাসচিবের ত্রাণ সংক্রান্ত স্মারকের প্রতি ভারত সরকারের জবাব	৭৫৮
২৬০।	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত আন্তর্জাতিক জুরি কমিশনের টেলিগ্রামের অনুলিপি	৭৬২
২৬১।	আন্তর্জাতিক জুরি কমিশন প্রতিনিধি সালবার্গ-এর বিবৃতি	৭৬৩
২৬২।	ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত আন্তর্জাতিক জুরি কমিশনের তারবার্তা	৭৬৯
২৬৩।	জাতিসংঘ শরণার্থী হাই-কমিশন-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান-এর বিবৃতি	৭৭০
২৬৪।	জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন-এর কার্যনির্বাহী কমিটি অধিবেশনে ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিবের বিবৃতি	৭৭৪
২৬৫।	জেনেভায় জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশনার-এর সাংবাদিক সম্মেলন	৭৭৮
২৬৬।	সাধারণ পরিষদ-এর তৃতীয় কমিটিতে প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি	৭৮০
২৬৭।	ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেনের বিবৃতি	৭৮৭
২৬৮।	জাতিসংঘ শরণার্থী ত্রাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার সারাংশ	৭৯৪
২৬৯।	সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে নেদারল্যান্ডস ও নিউজিল্যান্ডের সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব	৮০২
২৭০।	সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব	৮০৪
২৭১।	তৃতীয় কমিটির প্রতিবেদনের ওপর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব	৮০৫
	বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ	
২৭২।	নিরাপত্তা পরিষদ প্রেসিডেন্ট সমীপে উ-থান্ট-এর স্মারকলিপি	৮০৯
২৭৩।	পূর্ববাংলা পরিস্থিতি ব্যাপারে জাতিসংঘ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাসচিবের মুখবন্ধ (অংশ)	৮১২
২৭৪।	প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রদত্ত উ-থান্ট-এর পত্র	৮১৬
২৭৫।	জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জবাব	৮১৭
২৭৬।	জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জবাব	৮১৮
২৭৭।	নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ববাংলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন	৮২০
২৭৮।	নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন	৮৩০
২৭৯।	নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব	৮৩২
২৮০।	সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব	৮৩৮
২৮১।	সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব	৮৪১
২৮২।	ঢাকা থেকে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গকে স্থানান্তর করা সম্পর্কে উ-থান্ট-এর প্রতিবেদন	৮৪৩
২৮৩।	জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত আগাশাহীর পত্র	৮৪৭
২৮৪।	জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত সমর সেনের পত্র	৮৪৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠ
২৮৫।	নিরাপত্তা পরিষদ প্রেসিডেন্ট সমীপে জর্জ বুশ এর পত্র	৮৫৩
২৮৬।	নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব ও সংশোধনী	৮৫৪
২৮৭।	বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ পরিষদ বিতর্কের সারাংশ	৮৬৬
২৮৮।	সাধারণ পরিষদে সর্দার শরণ সিং-এর বিবৃতি (অংশ)	৮৬৮
২৮৯।	সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর বিবৃতি	৮৭২
২৯০।	সাধারণ পরিষদে মাহমুদ আলীর বিবৃতি (অংশ)	৮৮০
২৯১।	পাকিস্তানী বিবৃতির জবাবে সমর সেন	৮৮৭
২৯২।	ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন-এর বিবৃতি	৮৯০
২৯৩।	জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে আগাশাহীর বিবৃতি	৮৯৫
২৯৪।	জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ : পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	৯০০
২৯৫।	ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	৯১৫
২৯৬।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ-এর বিবৃতি	৯২৩
২৯৭।	ফরাসী প্রতিনিধি মিঃ মরিজ-এর বিবৃতি	৯২৭
২৯৮।	চীনা প্রতিনিধি মিঃ হুয়াং হুয়ার বিবৃতি	৯২৯
২৯৯।	সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	৯৩০
৩০০।	যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি স্যার কলিন ক্রোর বিবৃতি	৯৩৭
৩০১।	ফরাসী প্রতিনিধি মিঃ মরিজ-এর বিবৃতি	৯৩৮
৩০২।	সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	৯৪৩
৩০৩।	ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	৯৪৪
৩০৪।	পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	৯৫১
৩০৫।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ-এর বিবৃতি	৯৫৭
৩০৬।	পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	৯৬০
৩০৭।	ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	৯৬৩
৩০৮।	ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	৯৬৪
৩০৯।	সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	৯৬৭
	বিভিন্ন প্রতিনিধির বক্তব্য	
৩১০।	সাধারণ পরিষদে বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার	৯৬৯
৩১১।	নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার	৯৭৭
	সংযোজন	
৩১২।	বাংলাদেশে জাতিসংঘ তৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র	৯৭৮
৩১৩।	নির্ঘন্ট	৯৮১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েথ বিষয়ক সচিব স্যার ডগলাস হিউম-এর মন্তব্য এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	২৯ মার্চ, ১৯৭১

PAKISTAN

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec Douglas -Home): With your permission, Mr. Speaker, and that of the House, I should like to make a statement on the situation in Pakistan.

The whole House will join me in regretting the loss of life in Pakistan, a fellow member of the Commonwealth and in hoping for a restoration of normal conditions. As the House will appreciate this is an internal matter affecting relations between two parts of a sovereign country, and I will not be expected to speculate on political matters which are the concern of the Pakistan Government. Her Majesty's Government are, however, watching the situation very closely, and we remain in constant touch with the Pakistan authorities.

A fortnight ago, on the advice of the Deputy High Commissioner in Dacca, some 200United Kingdom and Commonwealth women and children were evacuated from East Pakistan. In the past few days of disturbances, we have had no reports of any injury to members of the British Community in East Pakistan, who now number about 700. The British Council offices and library in Dacca were attacked in the course of operations on the night of 25th March in the area of the university; the damage cannot yet be properly assessed, but no member of the Council Staff was hurt. There are no other reports of damage to British property, but, as communications from East Pakistan have been restricted and communications between Dacca and other parts of the Province disrupted, the House will appreciate that our information may not be complete. I shall keep the House informed.

Mr. Healey: I thank the Foreign Secretary for that report. The whole House shares hit deep sorrow at recent events in Pakistan. We recognize that at the moment information must necessarily be incomplete, and we welcome the Right Hon. Gentleman's assurance that he will make another statement when more information is available.

The House will be particularly concerned for the safety of British lives and property, and in this connection I should like the Right Hon. Gentleman to answer two questions. First, does he know who was responsible for the attack on the British Council offices in Dacca, and are steps being taken to obtain compensation for any damage caused? Second, has he an assurance from the authorities in East Pakistan that all assistance will be given should it be necessary to evacuate further British personnel?

Sir Alec Douglas-Home: The answer to the Right Hon. Gentleman's last question is, "Yes", although the Deputy High Commissioner, as we understand it, does not advise further evacuation at this time. The Army was responsible, as we understand it, for the

attack, on the British Council offices. We have brought the matter to the notice of the Pakistan authorities and we shall in due course ask for compensation.

Mr. Thorpe: We share the sadness which the Foreign Secretary has expressed about these events in a Commonwealth country with which we showed our solidarity at the time of the floods.

In view of the unhappy experience of this country's involvement in another Commonwealth civil war, namely, in Nigeria, will the Foreign Secretary confirm that, apart from offering our good offices if they should be required, there will be no further involvement, and, in particular, there will be no question of supplying arms to either side?

Sir Alec Douglas-Home: I have said that we have no intention of getting involved in this matter, which is a civil matter for the authorities in Pakistan. As regards arms, no new-contracts have been entered into with Pakistan for a good many months now. I shall review this question, but I think that nothing imminent arises.

Sir F. Bennett: I am delighted to learn that Her Majesty's Government have no intention or thought of intervening in an internal matter, which could only make things a great deal worse, but could my Right Hon. Friend tell us whether the same restraint is being exercised elsewhere, since what is already a horrible matter could become a great deal worse if any other outside Power-quite apart from Great Britain-intervened?

Sir Alec Douglas-Home: I have not heard that any outside Power is intervening or intends to intervene.

Mr. Shore: These are deplorable events. Will the Foreign Secretary impress upon the Pakistan Government the abhorrence felt by very many people in this country at the brutal and repressive measures which they are taking against the East Bengal people, and will be impress upon them also that we are most concerned that their troops should be withdrawn, that the killing should stop, and that Sheikh Mujib and his followers should not be the victims of repression? Further, will the Right Hon. Gentleman do everything in his power to impress upon the Pakistan Government that the people of Bengal have the right to decide their own future, and, if need be, to decide on a separate future for themselves?

Sir Alec Douglas-Home: I do not think that it would be helpful for me to comment on those matters at this time. Everyone abhors violence. The President of Pakistan, as we understand it, was faced with a situation in which his country might have been divided in half. We must allow the Pakistan authorities to deal with this matter without our intervention.

Mr.Wilkinson: I associate myself with the expressions of deep regret at the tragic events which have be fallen Pakistan, a Commonwealth partner with which we have personal as well as historic links. When my Right Hon. Friend speaks of a British community of about 700 in Pakistan, does that include Pakistanis of British citizenship who have gone on short trips to East Pakistan, or does he mean British people only? Further, will my Right Hon. Friend, through the usual diplomatic channels, try to obtain information about the relatives of East Pakistani citizens who have connections in this country who might be affected by the troubles?

Sir Alec Douglas-Home: The figure of 700 does not include Pakistanis. At the time when we brought out the 200 United Kingdom citizens, the Deputy High Commissioner was in touch with most of the families in Pakistan. Everyone understands how difficult it is to get communication with those up-country, but at that time we took out all who wanted to come. At the moment, the Deputy High Commissioner, as we understand it-although communications are difficult-does not advise further evacuation, but plans are laid should people wish to have.

Mr. Alexander W. Lyon: May I press the Foreign Secretary on the questions of arms? There appear to be considerable differences between the situation and the Baiafran situation. It is recognized that we do not supply arms at the moment. Will the Foreign Secretary give an undertaking that, if the Pakistan Government did ask for arms, he would make a statement to the House before coming to any decision about it?

Sir Alec Douglas -Home: That is a hypothetical situation which we had better leave at present.

Mr. Judd: I agree with the Right Hon. Gentleman that we must be careful not to intervene in what is essentially an internal affair, but would he not agree that one of the causes of frustration in Pakistan is the disproportionate amount of economic assistance going to West Pakistan as compared with East Pakistan, and will he assure the House that, in the aftermath of this unfortunate incident, we shall do everything possible within the aid consortium to encourage full economic assistance to the eastern half of Pakistan?

Sir Alec Douglas-Home: The ironic aspect of this situation was that for the first time it was possible for an East Pakistani to be Prime Minister of a united Pakistan, and this opportunity has slipped.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে সাময়িক শক্তি প্রয়োগের সমালোচনাঃ পররাষ্ট্র সচিব হিউম-এর বিবৃতি ও বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	৫ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec Douglas-Home): With your permission, Mr. Speaker, and that of the House, I wish to make a further statement about the situation in Pakistan.

Since I last reported to the House, the conflict in East Pakistan has continued. Our information about what has taken place is still not complete, but there can be no doubt that many lives have been lost. The whole House and country will join me in urging an end to the strife, a start on reconciliation and on the task of bringing relief to the injured and the homeless.

Over the past weeks, we followed with anxiety the course of political negotiations in Pakistan, and my Right Hon. Friend the Prime Minister had expressed to President Yahya Khan his concern that political differences should be settled by agreement. We were aware of the endeavors of the President to achieve this end, and we hoped that he would be successful. We feared that violence would do permanent damage to the constitutional fabric of Pakistan. To our great regret, negotiations collapsed and military force was used.

We are deeply concerned at the loss of life and suffering of all sections of the Pakistan community and welcome the President's statement that his aim remains the transfer of power to the elected representatives of the people. It is our earnest hope that this objective will be achieved.

Her Majesty's Government have no intention of interfering in Pakistan's internal affairs, and I wish again to emphasize that this is our position. It is the people of Pakistan themselves who must decide their own destinies, and intervention from outside will only complicate a very difficult and distressing situation.

The British Government and public gave dramatic evidence of their deep compassion for the East Pakistanis who suffered in the cyclone last year. We again stand ready to play our part in an international effort to help in mitigating suffering in East Pakistan, should we be asked to do so.

The House will wish to know that we have still received no report of injury or damage to British subjects or property in East Pakistan, apart from the attack on the British Council premises in Dacca which I reported in my earlier statement. It has, however, not been possible to contact some British subjects known to be in outlying areas. In these circumstances the Deputy High Commissioner advised that women and children and those

Whose presence was not essential should leave the country if, in their judgment, they could make the journey to Dacca in safety. As a result, about 100 United Kingdom nationals have left Dacca by air, by Royal Air Force and civil aircraft, since my last statement; and about 40 have left Chittagong by sea.

I should like to express my gratitude to the Deputy High Commissioner Mr. Sergeant and his staff in Dacca, to the members of the British *community* in East Pakistan, and to the members of the Royal Air Force and the Merchant Marine, who have been cool, resourceful, and effective in a very difficult and dangerous situation.

Mr. Healey: The House will welcome what the Right Hon. Gentleman said about the Government's intention to give material aid to those who are suffering in the present situation, and also what the Right Hon. Gentleman said about the evacuation already carried out of British subjects. We join in the tribute he has paid to those responsible for carrying out that evacuation so competently in such difficult circumstances.

In view of the very convincing reports of indiscriminate bloodshed in East Pakistan and the patent risk of external intervention in these events, may I underline to the Right Hon. Gentleman the importance of Her Majesty's Government using any influence they can bring to bear on the two issues to which the Right Hon. Gentleman has himself referred? These are, first, that there should be an immediate end to the bloodshed and, secondly, that there should be a peaceful solution of the political problems of East Pakistan in accordance with the wishes of the people of that territory, expressed with such remarkable unanimity in the recent elections.

All of us in this House will, I am sure, be deeply concerned about the physical safety of Sheikh Mujibur Rahman and the other leaders of the people in East Pakistan. Has the Right Hon. Gentleman any information to give the House about their present whereabouts and situation? Can he assure the House that he will express to the Pakistan Government the desire of all of us on both sides of the House that people so recently elected with such an overwhelming vote should be treated with the respect they deserve in a democracy?

Sir Alec Douglas-Home: We will certainly use any influence we have to make clear that we hope that bloodshed will be ended as soon as possible. There have been elections quite lately and there was the intention of calling together the Assembly to frame a constitution. We hope that these processes can be resumed. Certainly, too, we are interested in clemency and justice, but the Right Hon. Gentleman will not ask me to make a judgment about the internal affairs of Pakistan.

Mr. Braine: While it is right that there should be no intervention in the internal affairs of a friendly Commonwealth country, is my Right Hon. Friend aware that the basic problem facing Pakistan is the sharp economic disparity between the two wings of the country? Is he further aware that the Select Committee Sub-Committee which went to Pakistan at the end of 1969 came away convinced that substantial outside help from the world community would be necessary if that disparity was to be corrected? Will Her Majesty's Government take any initiative in calling an early meeting with, or having discussions with, the World Bank and the Pakistan Consortium to see whether some definite and positive move could be made in this direction?

Sir Alec Douglas-Home: I have long been convinced, as everyone has, that a programme of economic development in necessary for East Pakistan. We are willing to play any part in an international organization which would contribute to that end. The first thing, however, is to end the fighting and get back to some kind of political stability in the country.

Mr. Shore: We welcome what the Right Hon. Gentleman has said about ending the strife and the need for reconciliation. Will he add something more about the safety of Sheikh Mujibur Rahman and impress upon the Pakistan Government how essential it is to release the leaders of this freely elected Democratic Party so that the political process can be resumed?

Sir Alec Douglas-Home: I do not think that I can go further than to say that in our view there will have to be a political settlement. For that purpose there must be political talks. 1 cannot as a member of the British Government possibly dictate to anyone in Pakistan what form those talks should take.

Mr. St. John-Steavas: While fully supporting my Right Hon. Friend's declaration of neutrality and non-interference, may I ask him to use his influence to impress upon neighboring states, including India, the necessity to follow a similar policy?

Sir Alec Douglas-Home: As 1 understands it, the Prime Minister of India has said that India has no intention of intervening in the internal affairs of Pakistan and has cautioned people against creating new difficulties by talking of it.

Mr. Thorpe: All of us would agree that we should not interfere in the internal affairs of Pakistan, but while accepting that the Commonwealth Study Group-for reasons I will not go into-is not exactly a happy precedent, may I ask the Right Hon. Gentleman whether he would not nevertheless approach the Commonwealth Secretary-General to see whether there could not be some Commonwealth initiative for a form of mediation which would bring the two sides together?

Sir Alec Douglas-Home: This must be a matter for the Government of Pakistan if they want any assistance.

Mr. Douglas Mann: Is the Right Hon. Gentleman aware of the widespread feeling that Pakistan, after the events of the last few weeks, can never again be one country? Is he further aware that to take the view that this is an internal matter of a Commonwealth country-which is most circumstances would be perfectly proper and appropriate-is not in this context the right one, and that the British Government do have influence and should be using it to secure a cease-fire? Is the Right Hon. Gentleman further aware that there is a widespread opinion on both sides of this House-an all-party Motion to this effect secured over one hundred signatures today-that the Right Hon. Gentleman should use the significant influence he can exercise to ensure that the fighting in Pakistan ceases as soon as possible?

Sir Alec Douglas-Home: Certainly I respond to the Hon. Gentleman's request. We will use all the influence we can. We are deeply concerned about the division of Pakistan. We believe that the division should be ended. I do not believe that it will be ended by external intervention, although it may be helped by private advice.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রি প্রদান সম্পর্কে বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN

36. **Mr. Prentice** asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs if he will make a statement on future aid talks with Pakistan; and whether he will consult with other aid donors so as to make further aid dependent upon a cease-fire in East Pakistan.

Mr. Wood: We should normally have had talks with the Pakistan Government and other aid donors at a meeting of the Pakistan Consortium in July. As it is, we shall have consultations with other donors before then, and the conditions for further aid will certainly be considered.

Mr. Prentice: Is the Minister aware that many Hon. Members would normally oppose the use of our aid programme to impose political conditions upon a recipient country? Nevertheless, if the conditions in East Pakistan are so appalling, this is an exceptional case. In view of the thousands of people who have been slaughtered and the imminent threat of famine in East Pakistan, will the Government consider consulting the other aid donors to impose some basis minimum conditions on the Pakistan Government before fresh aid pledges are made?

Mr. Wood: As my Right Hon. Friend the Foreign Secretary has announced, we ready to participate in any international effort for relief in East Pakistan if asked to do so. As I have already said this afternoon, we are ready, and, indeed, we have plans, to consult the other donors about conditions of future aid as soon as we can.

Mr. Wilkinson: Will my Right Hon. Friend inform me whether the aid programme was maintained throughout the period of the Nigerian Civil War? If so, as I believe, surely it is appropriate, in view of the necessity for rehabilitation in the eastern wing of Pakistan and the severe overstrain on the economy of West Pakistan to maintain the aid programme?

Mr. Wood: We are anxious to maintain the aid programme if we can, but the conditions on which we do so must be resolved.

Mr. Shore: Does the Minister agree that there is a distinction between a relief programme to deal with famine and other consequences which no one would wish to interrupt or interfere with, and the more normal economic investment programme which in this case is probably a suitable vehicle for making it clear to the Pakistan Government that we want to see proper changes in East Bengal and in the political situation there as a condition for continuing it?

Mr. Wood: I appreciate the distinction between relief and other programmes. We have a programme which we were in the process of implementing in East Pakistan, and I should like to continue that programme in conjunction with other donors and the World Bank as soon as possible.

Mrs. Hart: Will the Minister consider two points? The first is that there is probably an urgent need for relief in India where the refugees from East Pakistan have been going so recently. Will he therefore, consider the need for an immediate relief operation there? Secondly, will he give details, perhaps in the OFFICIAL REPORT, of the precise projects at present under way in East and West Pakistan respectively, because in the light of the very much lower standard of living and G.N.P. in East Pakistan there are many on this side of the House who would wish us to concentrate on projects in East Pakistan?

Mr. Wood: I shall certainly do my best to provide the information for which the Right Hon. Lady has asked.

41. **Mr. Barnes** asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what is the result of his review of the question of arms contracts with Pakistan.

Sir Alec Douglas-Home: I have reviewed the position, which is as I informed the House on 29th March. No contracts have been signed since 1967 with the exception of one for refitting a naval vessel and another for radar equipment. There is none in prospect.

-[Vol.814, c. 1149.]

Mr. Barnes: Although Britain is a small supplier of arms to Pakistan, does not the Right Hon. Gentleman agree that when a Government use arms that they have acquired from other nations for external defence in the appalling way in which the Government of Pakistan did against their own people, surely it is the concern of all nations in the arms-supplying business? Does not the Right Hon. Gentleman agree that Britain should have reacted immediately in for stronger terms to what happened in East Pakistan than she did?

Sir Alec Douglas-Home: We reacted very quickly to the horrible events that took place in Pakistan-but these events do take place in civil wars. As for the Hon. Member's Question, I have reviewed the position. There are not outstanding contracts of any significance. I shall keep the matter under review, but I sec no reason to alter Her Majesty's Government's policy now.

Mr. Wilkinson: Has my Right Hon. Friend been in contact with the military or Ministerial representatives of Pakistan in the course of the present S.E.A.T.O. conference? As Pakistan is a S.E.A.T.O. ally of ours, will may Right Hon. Friend ensure that the military capability of Pakistan, which is a linchpin of that alliance, is maintained as far as possible?

Sir Alec Douglas-Home: Pakistan is a S.E.A.T.O. ally, as my Hon. Friend says. The Question referred to whether I have reviewed the questions of arms contracts to Pakistan. The answer is "Yes", and I am satisfied that we need not change our policy now.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রতি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভংগির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	৪ মে, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN
(MEETING)

Q6. **Mr. Barnes** asked the Prime Minister when he next plans to seek an official meeting with President Yahya Khan.

The Prime Minister: I met President Yahya Khan in Islamabad in January. There are at present no plans for a further meeting, but I have since kept in touch with the President through diplomatic channels. In addition, I had a meeting a week ago with Mr. Arshad Husain, the President's special envoy.

Mr. Barnes: Does the Right Hon. Gentleman accept that if a country is involved with another country's affairs, either by supplying arms or by supplying aid that gives that country the right to speak up when events happen as they did in Pakistan? Is the Prime Minister prepared to say to President Yahya Khan that Britain will not enter into any new aid commitments for Pakistan so long as East Bengal is held down by military oppression?

The Prime Minister: There are two aspects to this very difficult question. I would agree with the Hon. Gentleman that it is right that we should use all our influence in these circumstances to secure that the President himself has publicly said is his objective, and that is a political solution to the difficulties confronting Pakistan. But the Hon. Gentleman will recall, on further reflection, that British policy on aid has on the whole been to proceed regardless of certain political aspects of a country's national life. I would not, on this occasion, like to say that, that is a principle which should immediately be overthrown.

Mr. Braine: In view of what my Right Hon. Friend has said about aid, is he aware that there are now over 1 million refugees from East Pakistan in West Bengal, Tripura and Assam, and that the Indian authorities are encountering increasing difficulty in providing food, shelter and medical supplies? Is there any step he can take to speed international relief to deal with what appears to be an increasingly tragic situation?

The Prime Minister: There are, alas, many hundreds of thousands of refugees in West Bengal. The last figure we were given was 600,000 but it may well now be more. We understood that the numbers were increasing at the rate of about 20,000 a day. As to the specific point raised by my Hon. Friend, we are in contact with the private charitable organizations which are arranging the transport of relief Supplies to West Bengal to help the refugees from East Pakistan. Our understanding is that they are hoping to get the first flight-loads away in two days' time.

Mr. Shore: In view of the many allegations of very brutal repression in East Bengal, has the Right Hon. Gentleman pressed upon the Pakistan President or the Government the desirability of introducing observers into that country to see whether these grave allegations are correct, and, if they are, to exercise a restraining influence?

The Prime Minister: The Right Hon. Gentleman will not expect me to reveal the contents of confidential exchanges that we have had. I would agree with him that where there are allegations and misrepresentations of a situation the healthiest way of dealing with it is to have observers, under an international organisation or from certain countries or from the Press, who can see the situation for themselves.

Mr. Hugh Fraser: While I am sure the House is grateful to my Right Hon. Friend for the action that he has taken, may I ask him whether there is any chance of getting international relief organizations to operate in East Pakistan? Up till now, although many are waiting to go, none has been allowed to get in. This is a very urgent matter, and I wonder whether my Right Hon. Friend can tell us anything about the talks that he is having with the Pakistan Government on this point?

The Prime Minister: I know that the international relief organizations are in many cases prepared to help in this very difficult situation. We are in contact with those organizations which have approached us in this country I hope that in the course of the next 48 hours they will be able to render help. There have also been talks with the international organizations, but I cannot at this moment give my Right Hon. Friend any firm details as to when it will be possible for them to render assistance.

Mr. John Mendelson: In view of this serious situation, would the Prime Minister agree that it might be time to use the medium of the Commonwealth or perhaps a group of Commonwealth Prime Ministers to make a joint approach? Would it not also have the advantage of avoiding any further sharpening of the disagreement between India and Pakistan?

The Prime Minister: If I thought there was any reasonable prospect at all of that being a helpful move I would not hesitate for one moment to take it, but the Hon. Gentleman and the House will realize that certain frictions exist between Commonwealth countries over this problem and I am not sure that it would be helpful at this moment to bring them together about it.

Mr. Biggs-Davison: Do not some of the questions asked by Hon. Gentlemen opposite on this question reveal the impression that some of them have not got used to the idea that Britain is no longer the imperial Power in the Indo-Pakistan sub-continent?

The Prime Minister: I agree with my Hon. Friend that we have to respect the territorial integrity of Pakistan and its sovereignty as a State. I have always made absolutely plain to the President of Pakistan that this is the position of the British Government. At the same time, there is deep feeling in this country and the House about the problems which exist. This was shown in the different situation which arose when part of East Pakistan was hit by the hurricane and there was an upsurge of voluntary effort

which amazed the world, as J know from my own contacts. There is similarly today a very deep feeling about the situation I think it is quite natural that many in this country and the House would want to help.

Mr. Daly ell: Is it not a cause of some concern that many of the weapons that have been used in East Bengal were provided for very different purposes by members of CENTO, including this country?

The Prime Minister: It is always a difficult circumstance when there is internal strife in a country which is a member of an alliance. On the other hand, many of the weapons which the Pakistan Government had at their disposal were secured from sources quite other than CENTO and the British Government.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে প্রদত্ত বৃটিশ সাহায্য প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	৬ মে, ১৯৭১

PAKISTAN (AID)

Mr. Stonehouse asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what proportion of aid provided to Pakistan in each of the past five years has been spent in East Pakistan.

Mr. Wood: It is not possible to say what proportion of British aid in any one year is spent in East Pakistan, because disbursements are recorded only for the whole of Pakistan. New commitments of project aid for East and West Pakistan during the last five years were as follows:

East Pakistan			£ Million
1966-67	...	...	3.4
1967-68	...	...	4.2
1968-69	...	...	1.0
1969-70	...	...	0.4
1970-71	...	...	0.122
West Pakistan			£ Million
1966-67	...	...	1.9
1967-68	...	...	1.6
1968-69	...	...	2.5
1969-70	...	...	3.6
1970-71	...	...	1.6

New commitments of non-project aid during the same period have totaled £ 28.8 millions but no figures are available of the division of non-project aid between the Provinces.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য দান সম্পর্কে বিতর্ক	কমনস্‌ সভার কার্যবিবরণী	৭ মে, ১৯৭১

FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS
Pakistan

Mr. Stonehouse asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what is the amount of United Kingdom aid per capita spent in East Pakistan and West Pakistan, respectively, during the period since independence.

Mr. Wood: From the financial year 1951-52, when Britain first provided aid to Pakistan, until 1969-70, the total disbursements of British aid to Pakistan were £104 million. It is not possible to provide separate per capita figures for British aid to East Pakistan and West Pakistan as aid has been provided to the Central Government.

Mr. Wilkinson asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what further steps he is now taking in concert with other nations to provide special aid for Pakistan.

Mr. Wood: At a recent meeting of aid donors, the British delegation and others expressed their willingness to participate in an international programme of relief in East Pakistan. The Pakistan Government has not yet asked for any relief aid, but I understand that it has the matter under consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ত্রাণ সাহায্য প্রদান ও সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র সচিব হিউম-এর বিবৃতি ও এ সংক্রান্ত বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	১১ মে, ১৯৭১

PAKISTAN

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec Douglas-Home) : Last Thursday, during business questions, the Leader of the House was asked by the Leader of the Opposition whether I could make a statement about the situation in Pakistan which might assist Hon. members in the debate which is to take place on Friday. With your permission, Mr. Speaker, and that of the House, I should now like to do so.

In previous statements to the House I have expressed Her Majesty's Government's concern about the situation in East Pakistan and our wish to assist in alleviating the suffering and stress.

Within East Pakistan Communications have been disrupted as a consequence of the recent strife and there may well be food shortages later this year, particularly in areas already affected by last year's cyclone. I repeat that Her Majesty's Government stand ready to play a part in any international relief effort, and that it is our view that this can best be organized through the United Nations.

After consultation with the American Secretary of State, I recently sent an agreed message to the Secretary-General of the United Nations in which we suggested that he should approach the Government of Pakistan to renew his offer of international humanitarian assistance. U. Thant is in touch with the Pakistan Government on the problems of relief.

I hope that they will be ready to allow a team of experts to make an objective appraisal of what is needed and that they will be prepared to accept assistance. If that is judged to be needed, on an international basis. Clearly any relief effort must be made with the agreement and co-operation of the Government of Pakistan. We are, of course, ourselves in close touch with President Yahya Khan about the situation.

There is the separate problem of aid and assistance to the Pakistan economy in general. Pakistan faces serious economic difficulties, including shortage of foreign exchange. Consultations about these problems are proceeding within the framework of the aid consortium under the chairmanship of the World Bank, and decisions about future action must await the result of these consultations.

There is, finally, the problem of the very considerable number of refugees who have crossed from East Pakistan into India. Already a consortium of British charities had decided to offer assistance. They asked for Government assistance to transport supplies

necessary for health and shelter. I decided that Her Majesty's Government should make an immediate contribution, and this has been done. Supplementary provision for approximately £18,000 will be sought in due course and, if necessary, an advance will be made in the meantime from the Civil Contingency Fund.

The Indian Government have since approached the United Nations for assistance over the refugees, and a United Nations team is now in India to assess the need for international help. As with the other two problem which I have mentioned, I consider that this matter is best handled by international organizations.

Mr. Healey: I thank the Foreign Secretary for the statement, which will be useful in our debate on Friday. I am sure that Hon. Members on both sides of the House agree with the advantage of involving the United Nations in this problem. Indeed, some of the dangers in prospect might well justify the United Nations concerning itself with some of the political aspects of the problem, no less than with the relief aspects.

Does the Right Hon. Gentleman agree that the bald terms of his statement conceal a human tragedy which has few precedents in recent history? Is it not a fact that there are already 1½ million refugees in West Bengal who, according to Indian Government estimates, will require £25 million per month to feed? Is it not a fact that even more people require assistance in East Pakistan itself?

Is the Right Hon. Gentleman satisfied that aid is now getting through to those in need in East Pakistan? Is he aware that a Red Cross aero plane loaded with medical supplies was refused permission to land and that there are well authenticated reports that a large volume of stores is already stocked in Chittagong, but that permission has not yet been given for these goods to be distributed to those in need?

Does he agree that little can be achieved to relieve the suffering in this area or, indeed, to aid the economy of Pakistan unless there is a rapid movement towards a political settlement of the problem, in conformity with the wishes of the people of East Pakistan, as recently expressed in democratic elections?

As he promised when I last questioned him on this matter that he would make a statement, would the Right Hon. Gentlemen tell us whether Sheikh Mujibur Rahman is in prison in West Pakistan awaiting trial? Does he agree that if Pakistan is left without democratic leadership, other forces may take over and that this could be a disaster not only for Pakistan, but for the whole of the subcontinent. .

Sir Alec Douglas-Home: As the Right Hon. Gentleman says, this is, of course, a very real human tragedy. The scale of it, considering the number of refugees in India and the possible problem of the relief that may be necessary later in the year, is very great and. therefore, it justifies bringing in the United Nations, which is perhaps the only body that can handle it, and that, I hope, will be done.

The answer to the Right Hon. Gentleman's question about a political settlement is that this must be for the people of Pakistan. Nobody from outside can dictate it. As I have said.

We have been in constant touch with the President of Pakistan about the need for a political settlement. That is the only way, in the end, to solve the problem. But this must be for the President and the people of Pakistan.

Mr. Healey: Would the Foreign Secretary answer the specific question that I asked? Has he any information about the refusal by the authorities in East Pakistan to allow distribution of medical supplies and other assistance already available?

Sir Alec Douglas-Home: One consignment from the Red Cross was refused entry by the Government of Pakistan. The difficulty, so we understand, of distributing the food which is at present there in sufficient quantities is one of communications, and the distribution, according to our information, has to be done at present by the Pakistan Army, and this in itself present difficulties. That is why I urge that the team should go in as quickly as possible to assess the need and to see how food can be got to the people. The other problem does not arise at the moment.

Mr. Woodhouse: Is my Right Hon. Friend aware that the Charity Commissioners in this country have ruled that money in the Pakistan Flood Relief Fund may not be used for relief in the present calamity? If the objection to that is purely of a technical character, would my Right Hon. Friend indicate whether it may be possible to remove it?

Sir Alec Douglas-Home: We have looked at this matter. It would be very difficult to remove it after the conditions applied. One of the areas worst affected is, in fact, the cyclone area, and if we can get the food moving, certainly the money subscribed for that purpose can be used.

Mr. Thorpe: Is the Foreign Secretary aware that we welcome his recognition of the importance of the United Nations as the appropriate agency for relief? Further, is he aware that reports of appalling atrocities are still coming out from East Pakistan? Can he say whether Her Majesty's Government can take some further initiative, either through the Commonwealth Secretariat or through the United Nations for a team of observers either to establish or to disprove these disquieting allegations?

Sir Alec Douglas-Home: At present, I do not think that it would be helpful to ask that observers should be admitted to Pakistan. We have no reason to believe that they would be accepted. As the Right Hon. Gentleman probably knows, six international journalists are being let in this week, so more information will come from the country.

Sir F. Bennett: All other considerations apart, would the Foreign Secretary agree that the precedents show without any doubt, that however well-meaning an attempt to interfere politically in the affairs of another Government may be, the result is counter-productive for the people themselves?

Sir Alec Douglas-Home: Without generalizing, in this particular case that I am dealing with private representations are certainly better than any public statements.

Mr. Shore: Can the Foreign Secretary clear up this matter and say whether relief and aid personnel have free movement in East Pakistan at present? What response has he had

from the Pakistan Government to the representations which we hope he has made about a political settlement and respect for democratic decencies in Pakistan?

Sir Alec Douglas-Home: The response that we have had is the desire and wish, as expressed by the President, that there should be a political settlement and that talks should be resumed between representatives of East Pakistan and the President. We must hope that this will take place. As for the introduction of aid into East Pakistan now, the great trouble is the lack of communications, which have been almost totally disrupted in the last three months. When they are restored, aid will begin to flow.......

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উাংলাদেশ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শি এম,পি'দের বিবরণ ও বিবৃতির ভিত্তিতে বিতর্ক এবং কমনস্ সভার প্রস্তাব	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	১৪ মে, ১৯৭১

HOUSE OF COMMONS

Friday, 14th May, 1971

EAST PAKISTAN

11: 5 a.m.

Mr. Bruce Douglas-Mann (Kensington, North): I beg to move,

That this House, deeply concerned by the killing and destruction which has taken place in East Pakistan, and the possible threat of food shortages later this year, calls upon Her Majesty's Government to use their influence to secure an end to the strife, the admission of United Nations or other international relief organizations, and the achievement of a political settlement which will respect the democratic rights of the people of Pakistan.

This Motion is a little more specific than Early Day Motion No. 509 which I tabled, calling on the Government to use all their influence to secure a cease-fire in East Pakistan. That Motion has been signed by 300 Hon. Members, which I believe is a record for this Parliament, and it reflects the concern felt in the House and the country about the situation in East Pakistan. I hope that the change in the wording of the Motion will not detract from the support which that previous Motion gained. This second Motion only spells out in more detail what is implicit in the first-that there is a tragic situation in East Bengal, over which the British Government can and should exert some influence.

The nature and extent of the tragedy are well-known. Estimates of the numbers who have died vary widely. The official estimate of the West Pakistan Government is that only 15,000 have died, but the lowest independent estimates start at 100,000, and many estimates are that over a million have died already. But whatever the numbers who have died, what is certain is that over 2 million people have thought that the situation in their country was so terrifying, that they have left their homes and taken refuge in India in absolutely appealing conditions.

On 22nd April. I and my Right Hon. Friend the Member for Wednesbury (Mr. Stonehouse) visited a number of the refugee camps in West Bengal. The camps were appallingly overcrowded. They consisted of roofs of tarpaulins slung on poles, with corrugated iron laid on the ground and a straw mat on the top. The space allocation at that time was 10ft. by 10 ft. per family. The camps are nearly all situated in flat, low-lying ground, and at the time that I was there the rain were just starting. Immediately one stepped off the corrugated iron? one was in soft mud.

The fact that thousands of families have been compelled to take up their residence here with the monsoon now starting, in circumstances in which the space where the camps are situated is likely to be flooded in the near future if it is not flooded already-so that there will' be barely enough standing room on dry ground for the numbers there, reflects the conditions from which the families fled.

The food in the camps was adequate, but that food is costing the Indian Government one rupee per head per day-about 6 new pence. When one reflects that over 200 million Indian citizens are living well below the standard of one rupee per head per day, one can appreciate that this is a "strain which the Indian Government cannot possibly continue to bear by themselves for very long. It is essential that international aid be provided to help deal with the problem of the refugees, which is imposing a tremendous social and political problem on India, as well as a financial problem.

But, apart from the problem for the refugees in India, we can only speculate about the conditions of those still in East Pakistan. I made a brief visit into East Pakistan on 24th April, without the knowledge or approval of the Indian Government, as they had told me that they would be concerned for my safety if I went inside. I was anxious to see what I could of the areas held by the Bangla Desh.

I wanted, first, to get the story from the refugees, and the Right Hon. Member for Wednesbury and I spoke to a number of them in the camps. The stories they told were all extremely similar. I assure Hon. Members that we were careful not to make stories from those who pushed themselves forward to tell us of the atrocities that had occurred. We went to speak with families who were sitting by themselves disconsolately, and we asked them why they had left their villages.

Time and again we were told the same story: troops of the West I Pakistan military authorities had entered the village, which had not then been defended, had shot the men in the fields and killed the women and children and then, having killed a great number of people from the village, had burnt it down and left.

Inside Bangla Desh territory I met more refugees, who told me more or less the same story. These people were heading towards the Indian frontier. Their village, which was about four miles away from the point at which I met them, had been burnt down that morning. The refugees told us that crops were not being planted and that in the villages through which they had passed on their way to the Indian frontier, crops were not being planted, either. Only in areas controlled by the Bangladesh was any planting going on.

It was abundantly clear that the hatred of the Punjabis, which has been generated in the last six weeks among the people of East Pakistan, who are overwhelmingly Bengali, is now so deep that it is quite impossible that Pakistan can ever again be one country.

There have, no doubt, been atrocities on both sides. War is a foul business and killing begets more killing. We have heard conflicting reports from many sources, and particularly from the British Press, of the nature of the atrocities. On 2nd May the *Sunday Times* carried an account which appeared to present the entire situation as one in which all the atrocities

had been committed by Bengalis and it blamed the whole tragedy on a planned Bengali mutiny.

Whether that account was true-it was regrettable that a paper of the statute of the Sunday Times did not make it clear that the reporter who had presented the account was not only a West Pakistan national but the news editor of the Karachi News, which is controlled and owned by the West Pakistan Government National Press Trust-or whether the accounts of other, more independent. Western journalists are true, it is clear from all accounts and from the public relations statements which Hon. Members will have received from the High Commission of West Pakistan, that the killing was started by West Pakistan forces, whether or not to prevent a possible mutiny.

That is the first point that is clear. The second is that fresh victories are being claimed with each day's handout. I received a release this morning, from which it appears that serious fighting, is still going on. The third point is that the scale of the killing and of the hatred is such that Pakistan as a single State is now dead. In the words of Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of independent Bangladesh :

"Pakistan is dead and buried under a mountain of corpses".

It is possible to hold East Pakistan down only by large military forces.

I met the Prime Minister of independent Bangladesh at an army camp inside East Pakistan. From the talks, I had with him, and the second in command of the Bangladesh Army. Major Osman, certain things became clear in my mind. The first is that the war will continue until West Pakistan is forced out. The second is that there is a capacity on the part, of the Bangladesh forces and the Awami League to organise and continue the guerrilla war, remembering that, according to what we have been told, the rural areas are still largely under the control of the Bangladesh forces.

It is, of course, true that West Pakistan forces, with better equipment and superior fire power, can force a way through any area in which it chooses to take that course, as long as the bridges are not blown up. This country is dependent on bridges for it communications, and without bridges over the waterways progress would be difficult.

Basically, the administration in the rural areas is carried on by the Bangladesh Army. They have substantial support from the population, which is overwhelmingly hostile to the West Pakistan forces. Indeed, it would be impossible for West Pakistan to administer this State in a satisfactory fashion.

The point stressed to me by the Prime Minister of independent Bangladesh is that he is more worried by the threat of Starvation and disease for the people of East Pakistan than he is by the military situation. He told me that approximately one-third of the country is not being planted and that the proportion is higher in the rice-growing areas, which are principally relied on for the food crop.

In any normal year East Pakistan imports between 2 million and 3 million tons of food-grains. This year the West Pakistan authorities are not allowing in any imports. There

has been destruction of stocks of grain, particularly rice, and there was the appalling damage caused by the cyclone last November.

The independent Bangladesh Government are extremely aware of the danger of starvation that exists for millions of their people. They are trying to ensure that crops are planted, at least in the areas which they control, but many areas are far too dangerous for men to be willing to work the fields.

The next point which the Prime Minister of Bangladesh impressed on me was that the Bengali people are deeply aggrieved at the fact that the rest of the world should be treating this situation as part of the internal affairs of Pakistan, and it was in this connection that I was reminded of the history of the establishment of Pakistan-of the Mountbatten proposals and so on.

The House will recall that originally there was a proposal that there should be a federation of three States. West Pakistan, East Pakistan and Assam, and then the rest of India. That was rejected, and then the Mountbatten proposals were put forward in 1947; for the legislative assemblies in each area to make a decision. In some areas there were referenda, but in East Bengal it was a voluntary decision of the Legislative Assembly to associate with West Pakistan in one country. It is that decision which the East Bengali people are now trying to rescind.

I was also reminded of the economic exploitation of East Pakistan by West Pakistan that has continued since Pakistan was set up. The information I now give the House is derived not from the Prime Minister of Bangladesh but from independent sources, and I would refer in particular to an article in the Financial Times on 29th March.

In 1947 the per capita income of East Pakistan and West Pakistan were approximately equal. However, as a result of discrimination in the spending of aid, in the collection and spending of taxes, discrimination in jobs, with job preference for Punjabis, and the ban on trade between East Pakistan and India, which has resulted in East Pakistan losing its natural trading partner in West Bengal and West Bengal losing its natural market in East Pakistan, enormous economic hardship has been inflicted on the people of East Pakistan. Whereas prior to partition the per capita incomes were about equal last year the per capita income of West Pakistan was 47 per cent higher than that of East Pakistan.

It is not surprising that in the elections last year the Awami League, which had of programme for the economic autonomy of East Pakistan but within the State of Pakistan, gained 167 of the 169 seats, gaining 80 per cent of the popular vote. As a result of this overwhelming victory, the Awami League is entitled to be regarded as the Government of the whole of Pakistan. It is not claiming that. However, as a result of what has happened-of the declaration of war at 11 p.m. on 25th March-it is claiming the right to represent the people of its own country-the people who over whelmingly elected it.

The Prime Minister was anxious to see that his Government was recognized by other Governments and above all, because of the historical relationship, by Britain. I explained to him-and I think that he accepted and appreciated this- the difficulty of granting that

recognition particularly since, unless and until the Bangladesh forces control a large part of East Bengal, it may be necessary, in order to provide aid to the people of East Pakistan, for foreign Governments to work with the military Government of West Pakistan. They are desperately anxious that as the elected Government of their country they should be recognized as such. I was impressed by the caliber of those I met. The members of the Government were overwhelmingly liberal social democrats and I believe that I could match them person to person with Members in this House.

They are aware of the difficulties facing them in fighting a guerrilla war and retaining their social democratic ideals. It is difficult to be a guerrilla and a liberal at the same time. I came away convinced that a long guerrilla war is inevitable. At the worst, if the West Pakistan authorities are more successful than they have hitherto been it will be a guerrilla war conducted largely from bases inside India.

The Indian Government's attitude is a very correct one. I spoke to the Foreign Secretary and other Ministers in Delhi and they impressed upon me that they were aware of the dangers of getting into a conflict with West Pakistan and of subsequent involvement with China. Nevertheless, Indian public opinion would not permit the Indian Government, however much it might wish to do so-and I do not think it does-to seal the frontier.

Consequently it is inevitable that the refugee camps will become the bases from which guerrilla activity begins. That is liable to lead to a good many border incidents which could escalate dangerously, possibly into war. The fact that the Bangladesh forces are pushed back to the frontier, will mean that the incidents will occur at the border and there will be a greater danger of the war being conducted from bases inside West Bengal. Unless action is taken this situation will result in a long and tragic war, with millions of deaths. However, it is a war which could be prevented. It is one in which economic sanctions might seriously and rapidly affect West Pakistan. West Pakistan has a large import bill. Its overseas debts are estimated at about £1,800 million. At the beginning of the war its reserves were about £35 million and it has already repudiated its liability for debt repayments of about £80 million due in May, postponing them until November, when even then it seems unlikely that it will be able to meet them.

Today's Times reports yet again on the acute financial crisis in West Pakistan. The article in this week's issue of News-week discusses this as did yesterday's Financial Times. The economy of West Pakistan is bankrupt, on the point of ruin. The war is costing the West Pakistan Government nearly £1 million a day. In these circumstances the rest of the world has a good deal of influence to exert. I urge that we should suspend all payments of aid while West Pakistan is fighting a war of this kind against East Pakistan. In any event, we should certainly not enter into any new aid commitments and we should appropriate installments on existing debt commitments to the servicing of existing loans.

I hope that the British Government will press the aid consortium to apply similar sanctions to West Pakistan to suspend aid payments while the war continues. I hope that will use our influence with the World Bank and the International Monetary Fund to ensure that they do not provide assistance to West Pakistan to fight what is clearly and undoubtedly an aggressive war against East Pakistan. We should end all military assistance

and cease to provide any spare parts or ammunition, following the example of the United States Government. I hope that at the United Nations we will be joining with other countries in pressing for the admission of relief organisations and for the organisation of international funds to help with this relief problem and to ensure proper distribution. The relief handled by the West Pakistan Government and its military forces is likely to be used to feed the forces to help them kill more people rather than feed those who are starving.

Above all, we should be using whatever international pressure we can exert to compel West Pakistan to withdraw its troops from East Pakistan, to allow the Government of Bangladesh, the Awami League, to take over the administration of East Pakistan. There is still a good chance of securing an independent East Pakistan under a moderate and responsible leadership. It will still be one of the poorest countries in the world but it will benefit enormously from freedom to trade with India. The goods and products for West Bengal are exactly those which East Bengal needs.

The desperate poverty in two of the poorest regions of the world would be alleviated at one stroke if East Bengal were free to trade. The longer the war continues the greater the poverty, the greater the distress, the smaller the chance of moderate and democratic leadership surviving and the greater will be the number of people who will die.

Mr. Speaker: A great many Hon. and Right Hon. Members wish to speak. 1 hope that those who do catch my eye will be reasonably brief.

11.27 a.m.

The Minister for Overseas Development (Mr. Richard Wood): The Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) has touched on a great many aspects of the recent wretched events in Pakistan. I hope that the House of Commons will forgive me for rising very early in this debate to join him in expressing the concern that we all feel at the suffering which, not tens or hundreds of thousands, but literally millions of human beings have undergone as a result of these recent events. I think that there will be general agreement today that we must try to do all we can to alleviate this human distress and to bring about the return of political and economic stability.

This House is naturally, and rightly, reluctant to debate the internal affairs of other countries, but in my opinion it is necessary to try to understand, the background of the present situation to decide what our attitude should be. Anyone who travels from East to West Pakistan, or in the other direction, must be struck by the utter dissimilarity of the two parts of that country. It is a country which geographically, seems to be unique. On the other hand, if those two parts are visited. As I visited them during the Fast of Ramadan, I think it is equally evident how close the ties were between the two in the Muslim religion. Pakistan was founded on the establishment of an Islamic homeland for 100 million Muslims in the areas where they were clearly in the majority. Many Hon. Member who have seen it for themselves would agree that it would be hard to exaggerate the difficulties inherent in the government of a nation divided into two parts at least 1,000 miles apart from one another. But these inherent geographical difficulties are only too well known and so, in the House, is the short history of independent Pakistan.

After the Presidency of President Ayub Khan, Martial Law was again declared by the present President when he came to power in March, 1969. But the declared aim of President Yahya Khan has been the early (transfer of power to a civilian democratic regime.

Last November I had the opportunity of meeting the President during the visit I paid to Pakistan immediately after the cyclone in the Ganges delta, and my Right Hon. Friend the Prime Minister, as the House Knows, held discussions with him during his visit to Pakistan last January. I was convinced then-and I remain convinced today-that the President was wholly sincere in his desire to establish a civilian democratic government.

But the President insisted then, and has insisted since, that it was essential to maintain the unitary Islamic State of Pakistan. The results of the elections, which were the first in Pakistan to be based on universal suffrage, were clear-cut. Sheikh Mujibur Rahman's Awami League won an overwhelming victory in East Pakistan and an overall majority in the Constituent Assembly. Sheikh Mujib and the League had long campaigned on the basis of a programme calling among other things, for a large degree of autonomy in East Pakistan with a relatively weak central government controlling only defense and foreign affairs.

As the House knows, after those elections there were preliminary talks between the President, Sheikh Mujib and Mr. Bhutto, the leader of the majority party in West Pakistan. As the House also knows, agreement unfortunately could not be reached, and after a long series of talks in Dacca, the President look military action towards the end of March.

As the Hon. Member pointed out, there have been acts of brutality in East Pakistan committed-as he rightly said-by both sides in this dispute. This is the basis of our deep concern today at the loss of life and suffering in all sections of the East Pakistan community, in a country with which Britain and many people who live here have a great many ties, a country which is a fellow member of the Commonwealth and a country from which a great many people have come to live in Britain. It is because of these close ties, both past and present, that we tend to be more concerned with a country such as Pakistan than with other parts of the world.

In the disturbed situation that existed at the end of March and the beginning of April, it became necessary for us to help our own nationals resident in East Pakistan to leave the country if they thought it necessary to do so on the ground of safety. About 800 British citizens left the country under these arrangements.

The Right Hon. Member for Leeds. East (Mr. Healey) this week asked my Right Hon. Friend the Foreign Secretary about the safety of Sheikh Mujib, and my Right Hon. Friend omitted to answer and has asked me to apologies to the Right Hon. Gentleman and to do so. This question, among a great many others, is a matter about which he has been in touch with the President of Pakistan, and our latest information is that the Sheikh is in custody in West Pakistan and that it is likely that he will be brought to trial, but we have no confirmation of reports that he has been flown back to East Pakistan.

I doubt whether there will be any substantial difference among us today about what is the immediate necessity in Pakistan, although I am perfectly clear that there will probably

be deep differences upon the means by which that objective could be achieved. The only sensible objective is the re-creation of peace and stability in that country. We have made our interest perfectly clear to the Government of Pakistan, and that Government have made perfectly clear to us that they are wholly committed to this objective.

But for Her Majesty's Government, and for other Governments outside Pakistan, there seem to be three separate problems. The first is that of relieving distress and possible food shortage within East Pakistan; the second, as the Hon. Member mentioned, is the problem of relieving suffering among the refugees who have crossed from East Pakistan into India end the third problem is one of long-term development aid.

In his statement here on 11th April, my Right Hon. Friend the Foreign Secretary repeated the readiness of Her Majesty's Government to play a part in any international relief effort, and he said on 11th May, after consultation with the American Secretary of State, that in our view this could best be organized through the United Nations. Therefore, a message was sent to U Thant suggesting that he should renew his offer of international assistance. U Thant is in touch with the Pakistan Government about the problems of relief with a view to their allowing a team of experts to make an objective appraisal of what is needed and accepting any assistance needed, on an international basis.

The second question to which the Hon. Member devoted much of his speech is that of the very considerable number of refugees now in India. I am aware of the deep concern of the Indian Government about this matter, and I can express this Government's deep concern that the situation should be dealt with. The Indian High Commissioner discussed the situation with me only two days ago, and again the problem is to be quite sure about the actual needs that we must try internationally to resolve.

As the first step, as my Hon. Friend has told the House, we made an immediate contribution by offering assistance to certain British charities to enable them to fly out relief supplies on 6th May. We are very glad that the charitable organizations have taken these steps, and I hope that that will continue. I understand that representatives of the charities-perhaps the Right Hon. Member for Wednesbury (Mr. Stonehouse) and other Hon. Members may be able to comment upon this-are now in India appraising the situation. I also understand that the Indian Government have approached the United Nations for assistance, and that a team from the United Nations High Commission for Refugees is also now in India. We shall await its report also with great interest. An international relief effort is clearly required. In our view, it must be handled by the United Nations in co-operation with the Indian Government.

The third problem I mentioned was the separate problem of the difficulties facing the economy of Pakistan and the aid which may be required to meet them. This is a matter which we are discussing with the World Bank and the other members of the Pakistan Aid Consortium to try to establish the conditions under which such aid might be more effectively provided.

I also discussed this recently with Mr. McNamara of the World Bank. It is clear to me that the other donors share all our anxieties and agree with us that the donor countries and

institutions must act together. We are therefore hoping that a consortium meeting on Pakistan will before long be arranged, at which it may be possible to reach decisions on further aid.

When she intervened on Tuesday the Right Hon. Lady the Member for Lanark (Mrs. Hart) mentioned the inequality between East and West Pakistan. The Hon. Gentleman referred to this matter this morning. We and the other members of the consortium are very conscious of this and we had been laying plans long before these tragic events took place to spend the greater part of our aid in East Pakistan. It is not only we who reached this conclusion. When I was in Islamabad before I set foot in East Pakistan 1st November, I was made perfectly well aware of the intention of the Pakistan Government that the imbalance that had created in the past, and which they recognize, should be redressed in the future. I remember that the phrase that was continually put before me was-"the necessary transfer of resources from West to East". Therefore, this is not something which we have thought up on our own; it has the support of the Pakistan Government.

Our aid was to be directed particularly, as the Right Hon. Lady knows, into the Action Programme for Water and Agriculture Development which the World Bank had prepared last July. This is, as the Right Hon. Lady well knows, a very large and ambitious programme for irrigation and flood control throughout the country of a kind which is bound to be needed as a basis for any economic development.

After I returned from East Pakistan last autumn, we went some way in agreeing with the Pakistan Government what from our own British contribution to the Action Programme should take. We discussed various possibilities. Some were getting under way; but as the House will be well aware, all this has now come to a halt. Our experts and consultants have had to be withdrawn from East Pakistan and the supply of British goods under out loans has been interrupted.

Hon. Members may have seen that the Export Credits Guarantee Department has been obliged to cease covering further export transactions to Pakistan. I am told that this is a step which has been taken with the greatest reluctance, but. given the Department's obligations to operate on a self-supporting basis, it is inevitable in the light of present economic conditions in Pakistan. Not only has the internal business of the country been disrupted by the disturbances but, much more serious, future export earnings are likely to be severely reduced. All this, coming on top of the strain of the earlier floods on an already delicate economy, must raise the gravest doubts about Pakistan's ability to continue to service her existing burden of foreign debt.

This existing economic difficulty which I have mentioned brings into focus a controversy which is likely to loom large in this debate. Her Majesty's Government are anxious, as I hope that I have already made clear, to resume, when it can be resumed, development aid to Pakistan. The Hon. Gentleman argued, as no doubt other Hon. Members will argue during the debate, that we should give no further aid to Pakistan unless President Yahya Khan agrees to certain specific action. Although aid may play apart in a general solution of problems. I profoundly disagree that it can be used as a lever to enforce a particular solution which observers here, thousands of miles from Dacca or Islamabad, with knowledge that must be incomplete, may wrongly think will contribute to peace.

Therefore, I would prefer to solve this dilemma in what I consider to be a more positive way. We are ready. I repeat, to resume aid for development, but we can clearly do so only if conditions are restored in which that aid could be effectively deployed. Therefore, it remains the view of Her Majesty's Government that a political solution in East Pakistan is necessary and that this must be a matter for the Pakistan Government and people to achieve. My Right Hon. Friend the Prime Minister has been in touch with the President on a personal and confidential basis, asking him to work towards such a settlement. I am aware that the President intends to do so. My Right Hon. Friend the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs has expressed our concern at the suffering in East Pakistan, which I hope I have adequately underlined this morning, and our hope that a settlement to the dispute will be achieved as soon as possible on a basis acceptable to all the parties to it.

I hope that it is clear from what I have said that I am not in any way giving advice to the House to take the step, which I think would be wrong, of voting against the Motion, which has given us an opportunity to have what I hope will be a useful and constructive discussion. The Government are aware of the concern of the House and especially the concern of a great many Hon. Members who may have constituents with personal and economic ties with Pakistan. This is a concern which we fully share, and we intend to continue to work for a solution which will enable us to go on playing the part which we should like to play in the future development in the whole of Pakistan. 11.47 a. m.

Mr. Michael Stewart (Fulham) - We are all grateful to my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann), who raised this subject and who spoke so movingly and moderately about it. We are obliged to the Minister for Overseas Development for intervening early in the debate. We were glad to hear of the steps the Government have already taken with regard to the possibility of relief in the future-the discussions they have had with the Secretary General of the United Nations and with the charitable organizations.

There will remain, and it will become increasingly acute with every week that passes, the question of what will be the attitude of those, who may happen to posses power in the afflicted areas-be they the authorities of West Pakistan of Bangladesh-towards the getting in and the administration of relief.

Similarly, as the Minister said, if aid is to be resumed and if it is to show that leaning towards the needs of East Pakistan which he described, the turning of these policies into realities will depend upon the reaching of a political solution in East Pakistan. We are therefore obliged to consider that aspect.

I know as well as anyone here the difficulties that beset a Government in that situation. There are many dissimilarities between this conflict and that in Nigeria, but there is one formal and legal similarity which has some importance. It is that in both cases this is a civil war in a Commonwealth country. I realize that the problem facing the United Kingdom Government is-how can we do anything useful without simply being subjected to the charge by Pakistan that we are interfering in its internal affairs and possibly finding that anything we do is counterproductive?

I believe that there is one answer to that which I hoped that the Minister would give. It is to try to act through a Commonwealth framework. For Britain alone to try to act in a matter like this is to arouse all the suspicions that we are trying to be the imperial power again.

One of the reasons for building up the whole idea of the Commonwealth and for creating the Commonwealth Secretariat was that the Commonwealth nations can be in touch with one another in a way that ought not to provoke hostility or accusations of interference. I do not say this merely as a general or theoretical principle. Here is an instance where the Nigerian parallel is of some importance. I remember that early in 1969, at the time of the Commonwealth Prime Ministers Conference, Chief Awolowo was here in this country representing the Nigerian Government. There were also in London representatives of the secessionist regime. The British Government were able, against the background of the Commonwealth Conference, to get Chief Awolowo to agree to meet representatives of the secessionist regime under, in effect. Commonwealth auspices. It was very unfortunate that those representatives refused that opportunity. In that case, the country that was saying 4This is our internal affair" as none the less prepared in a Commonwealth framework to discuss the possibilities of a settlement. I wonder whether the Government could not do a bit more than they have in trying to use the Commonwealth framework to promote a political settlement in this appalling dispute.

We should also remember that the Nigerian Government, despite their undoubted status as a sovereign state, were willing to have international observers accompanying their forces actually to watch bow they behaved and to report to the world. They did not think it beneath their dignity as a sovereign State that should be done. I do not know what might be the attitude of the Pakistan Government. But, in view of the example set by Nigeria, in view of the undoubted concern of people the World over at the fearful slaughter in Pakistan, I believe that this is something that they ought to be invited to consider.

I will not say more than this as I know that many others wish to take part in the debate. I suggest as moderately as I can that we thank the Government for what they have done so for about relief. I believe they may be assured of the full support of the House in any further steps which they may take to that end. I want only to suggest, in addition, that there is one line of political approach that perhaps has not been used as much as it might have been and that might possibly be fruitful. 11.52 a.m.

Mr. Hugh Fraser (Stafford and Stone): I too wish to congratulate the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas Mann) who opened the debate in such a reasonable and statesmanlike way. I also wish to congratulate my Right Hon. Friend the Minister for Overseas Development on what he has said in what inevitably had to be an extremely guarded speech. I think it is fair to draw the conclusion from what he said that the influence which we have will be brought to bear to see that a solution can be found.

It is with some emotion that I follow the Right Hon. Member for fulham (Mr. Michael Stewart), after the times when we were in conflict over the Nigerian civil war. I, too, in a short speech would like to join with him in suggesting that there are other means whereby

more can be achieved than merely through the United Nations or by this country acting alone.

There is no question that the present horrors in East Pakistan present a real problem which affects not merely the moral sense of the House but the whole question of stability in that part of the world. As the Hon. member for Kensington, North made clear, there are other forces trying to batten on the misery of people so as to disturb an area where absence of strife is essential for world peace. I regard this as a matter of real concern, not just because of the feeling we have for these people who are suffering-and many of us have friends in Pakistan-but because of the real danger that this could create to the stability of Asia. Therefore, just to rely on the United Nations to produce an improved situation is, alas, not enough. With our experience from the past, this effort would have to be on a larger and far more profound scale than has so far been envisaged by Her Majesty's Government.

Here I immediately join forces with the Right Hon. Member for Fulham. I believe that the Commonwealth Secretariat would have a real part to play, and I think that, that should be invoked. But there are two other areas outside the United Nations where pressure could be brought and help could be made available to deal with the immediate problem of food distribution. I believe that under the CENTO pact-which, after all, is of great importance to Pakistan, and of which we and Turkey, among others are members-a proposal should be made that engineering troops should be made available to deal with those problems which are essentially of an engineering nature and which are clearly beyond the possibility of the Pakistan Army to deal with. I believe also, as has been suggested by the Right Hon. Member for Fulham, that it should be put to the Pakistan Government that observers should be allowed to see that the food which is available is getting in and is being delivered.

Lastly, I believe that we have a position of responsibility and of importance, which has been touched on by my Right Hon. Friend, and that we should make it clear that it is impossible to extend aid until such time as the infrastructure is there for the reception of aid. I do not believe this is a threat. This is a matter of reality, and my Right Hon. Friend touched on it with a great sense of responsibility and of not pushing the point too far.

Quite apart from any humanitarian matter-and that affects us all as individuals-but as a House of Commons bringing influence to bear on our Government. We suggest that this country and our Government should not be timid in what they attempt to do. As a leading member of the Commonwealth, as a leading economic power and as possibly the most important and dynamic member of the CENTO pact, we have the opportunity of seeing that this terrible situation is controlled and does not become, as it so easily could, a menace to the peace of the world.

11.59 a.m.

Mr. Peter Shore (Stepney):I join Right Hon. and Hon. Members in congratulating my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) on bringing his Motion before the House. I express thanks to him. also, and to other Right Hon. and Hon. Members who have been to East Pakistan so far as they were able to do so, and who have come back with first-hand accounts of what they found there. I pay that tribute for the

simple reason that one of our great problems in assessing the situation is the "iron curtain" which has descended over East Pakistan for the greater part of the past six weeks.

We knew in detail the events which immediately preceded the seizure of power or the occupation of the various centers in East Bengal by the Pakistan army. We knew about events until then, and we knew, incidentally that it was not a situation in which the leading political figures in East Bengal had declared independence but was one in which they were still insisting upon a political programme which they had put to the people in their own country and, indeed, to all- Pakistan elections.

Since then, however, and within a few days of the army's moves and attack in East Bengal, we have been deprived of systematic and continuing information. Correspondents were brought together and dispatched from the country at the earliest possible moment. Now, five or six weeks later, we are beginning to receive further reports as a number of correspondents, in tightly controlled conditions, have been allowed by the Pakistan army to see some part of what is happening.

I turn for a moment to the report which appeared in the Financial Times of Wednesday, 12th May, sent from Dacca the previous day by Mr. Harvey Stockwin. He wrote:

"All reliable and impartial sources are definite that the dead run into hundreds of thousands". and he reports that.

"De-urbanization is continuing on a wide scale: the majority of workers continue to be absent from factories and peasants from their fields."

In addition to these reports such as they are, from inside East Bengal, we know of the great flood of human beings who have been driven to cross the frontier into West Bengal and into India.

Clearly, we are witnessing a catastrophe, and I have the unhappy feeling that the scale of it is much greater than we have yet begun to understand or believe. We have to ask ourselves, therefore, the difficult question-always difficult for a British Government in relation to what have previously been the affairs of not only a friendly country but a fellow member of the Commonwealth: what are our duties and obligations in respect of these events?

I have never been one who would lightly urge that we should, as it were, as a first priority in order in some sense to satisfy our own inner anxieties, act in any way which did not objectively help the true situation. In this case, however, after hearing several statements from the Foreign Secretary, and knowing that he has made private representations to the Pakistan Government, though believing, unhappily, that those private representations have had very small effect, at best. I feel that we are right to speak out, and plainly, about what is happening.

When I say "we", I mean virtually all Members of Parliament, and I hope, also, that the Government themselves, though perhaps not in quite such strong language, will see fit to express their views unmistakably, and in public.

This brings me to one part of the Minister's analysis of the events which led up to this tragedy with which I cannot agree. Very rightly, the Right Hon. Gentleman drew attention to the extra ordinary construction of the State of Pakistan. So far as I am aware, no other State in the world has ever been divided in this way, one part separated from the other by over 1,000 miles. Such a State can be held together only by some strong common impulse.

That strong common impulse was there in 1947 and was represented by the Muslim faith. The truth now, after the 20 years or so which have elapsed since then, is that common impulse has weakened and no new bonds of common purpose have been forged to take its place.

A State of this kind cannot be held together unless there is a will in both areas to keep it as one. That will, it seems to me, has been broken and is unlikely to arise again.

The point in the Right Hon. Gentleman's account at which he lost my assent and sympathy came when he told us of how negotiations had gone on. He said that President Yahya Khan had been interested at one stage in carrying out a transfer of power to a civilian democracy, and that is what he had wanted to do. Perhaps that is so. But at the very moment when that democracy emerged, the very moment when it appeared to have a will different from his own, he smashed it. That is his crime, his offence. He broke it. He could not stand the result and implication of what the people themselves wanted. It was as though, on 18th June last year, as we watched the numbers changing, we decided that we did not like the results of the General Election and called out the troops to make sure that the Right Hon. Gentleman did not have his present place on the Government Front Bench.

That is a crime, a crime against democracy. Let us state it clearly. I do not want to decide, any more than the Right Hon. Gentleman does, the future of that country, and whether it is to be two or one. What I want is that the people should decide, but they have been deprived of that right of decision by the action, the brutal action, of the Pakistan Army.

Having said that-I am amazed at my own moderation, for it is a horrible sequence of events which has taken place-I turn for a moment to consider the aims of our policy and what we can do. I fully understand what the Minister said about the use of our aid programmes, and I see the implications of his remarks. While accepting that aid programmes must not, as it were, simply be carried along by political judgments, he is saying that there can be no possibility of aid being resumed while the political infrastructure, as the Right Hon. Member for Stafford and Stone (Mr. Hugh Fraser) pointed out, makes any kind of serious economic aid impossible to support. That must be so, and it is right that the Pakistan Government should understand it. As regards sending in aid for relief purposes, I agree that we must mobilize all the agencies and forces available to us. I warmly support the initiative taken with the United Nations, and I very much hope that it will succeed.

I also attach enormous importance-as, I believe, do the Right Hon. Member for Stafford and Stone and my Right Hon. Friend the Member for Fulham (Mr. Michael

Stewart)-to the question of getting observers of one kind or another into the country. The pressure, the influence and the restraining effect that people who are free to move and witness events can have upon a Government, however insensitive it may be to internal opinion, can be very great. Indeed, the precedent established, as my Right Hon. Friend the Member for Fulham reminded us, in the case of the Nigerian civil war was extremely important and one Which, I hope, will be urged strongly upon the Pakistan Government to adopt.

Finally, I come to the question of what we can do and whom we can bring into this to bring, as it were, further pressure to bear in the right direction. The right direction must be a political solution-of that I have no doubt-and a political solution must, in the end, be one that the majority of the people themselves desire.

It should not be beyond the possibilities of vigorous diplomacy, looking now not only to the Commonwealth forum, not only to the forum of CENTO, in which we are both strongly based, but thinking also of the known views of so many of the great Powers, including the United States, the Soviet Union and India as an important neighboring country, to find ways and means of bringing international pressure to bear, as diplomatically as any Right Hon. Gentleman wishes, with the purpose and aim of achieving peace, an end of the carnage and the restoration of the rights of the people of that land.

12.12 p.m.

Sir Frederic Bennett (Torquay): Having listened to your reminder, Mr. Speaker, that we should try to keep our speeches short. I hope that I may be forgiven if I do not refer to the remarks of the Right Hon. Member for Stepney (Mr. Shore) but revert to the opening speech of the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann), to whom we all owe a debt of gratitude for moving his Motion today.

Having listened to the Hon. Member, there are only three points that I wish to make The first-and I can understand how this happened is that when the Motion refers to a cease-fire, although there may well be sporadic fighting, my) information differs from that of the Hon. Member in that I believe that to a large extent the active fighting on any scale has now died down, if it has not ceased altogether, in East Pakistan.

My second point is that with a nation of 60 million or more people-I am referring to East Pakistan-however many troops the West Pakistan Government can send, in the last resort it will be impossible to hold that country together by military force alone. Therefore, if it is to survive, as, I am sure, most of us at least would wish, we cannot do anything other than harm by urging that any future rejoining of the two halves is out of the question. The political consequences, which have already been mentioned, are all too clear for anyone who wants to see: namely, that the creation of an impoverished and stricken East Pakistan as a separate nation State today-let us not forget that it has no wish to go to India, even though it may not currently have any wish to go to West Pakistan- would be a sore which had repercussions for outside its borders.

We do not need to look far to think of the countries which would immediately take advantage of such a situation. Incidentally, India would be one of the first losers from the

standpoint of her own stability. Therefore, even with all the difficulties, our aim should be to try to heal the wounds and keep Pakistan all together, if possible, rather than face a fail accompli that the damage is already irrevocable.

My only other remark in this context is that I deplore the suggestion, which I find wholly illogical, that we should suspend all aid to Pakistan. That would be the converse of what Hon. Members are trying to achieve, because facts are facts and the only effective way at present to get aid to East Pakistan is with the concurrence of the West Pakistan authorities. They are in charge in Dacca, Chittagong and the other ports and the airfields.

Therefore, if we were to use a form of indirect sanctions by cutting down aid to Pakistan as a whole, and West Pakistan had to tighten its belt even further, there would be even less aid available for East Pakistan. Rather should we be bending our efforts-this was why I listened with respect to my Right Hon. Friend to increase the aid from international and other sources to West Pakistan by doing our level best to ensure that a right and fair proportion goes for the benefit of East Pakistan. That is the way to tackle the situation rather than to threaten to withdraw aid, which would certainly not have the effects that some would wish.

This is as tragic an occasion for me as it is for anyone else, because no one in the House has closer personal ties than I have with Pakistan, dating back over more than one generation as regards the Muslim community in the subcontinent, which I remember from childhood from my father, who was a great personal friend of Jinnah.

I do not think that we do a service by twisting the history of Pakistan and forgetting two factors. The first is that this country, and all parties in it, bears a great responsibility for the creation of Pakistan. To talk now about its absurdity is to forget that, to a large extent. Britain was responsible for creating his State. Having said that, however, it should be added that it was also in accord with the wishes of the people. One must go back for further in history to understand what might seem to be a ridiculous thought geographically that the two main Islam communities on the Indian subcontinent .wanted to come together, as they did. To do that-and I have no wish to raise the temperature about Indian history-one must go back scores, sometimes hundreds, of years to appreciate the tensions between Hindu and Muslim. These are facts of history.

In what is now East Pakistan, there was a great feeling that the people wanted to become part of an Islam Muslim community and escape the previous economic domination of the Hindus. This is a historic fact which led to the demand for Pakistan to be equally strong from the east as it was from the west at the time of its creation. The fact that since then there have been undoubted faults and mistakes-which, I must admit, I have always found West Pakistanis ready to admit-in which the greater amount of concentration of economic progress has come to the West, is undeniable. To say that, however, is no excuse for saying that because of that we should not try to reach a reasonable solution, in which obviously West Pakistan will have learned its lesson in this respect as well as anyone else.

As the Right Hon. Member for Stepney gave a little of his interpretation of recent constitutional history, I have decided that it is fair to put on record exactly what happened

that led up in a constitutional sense to the appalling tragedies that we have been witnessing. Sheikh Mujib himself agreed to a legal framework before the elections were held. It was the framework which he and the Awami League accepted unanimously and without question as the basis on which they would fight the election.

I shall quote only one sentence from that framework:

"The Federal Government shall have adequate powers, including legislative, administrative and financial powers, to discharge its responsibility in relation to external and internal affairs and to preserve the independence and territorial integrity of the whole country."

Sheikh Mujib's party having won a decisive victory at the election, I should like to mention one or two of the points in the programme which he then put forward.

On a national currency, he said that there might be two freely convertible separate currencies, or possibly one currency for the whole could be maintained. That is not very serious. A separate banking preserve was to be made for East Pakistan. There was to be a separate fiscal and monetary policy for East Pakistan. On taxation, the federating state should have exclusive authority to levy all taxes and duties within the area. The Federal Government would have no tax levying authority. In regard to external trade, everything to do with it including drawing up trade treaties and the maintenance of overseas trade missions was to be in separate hands.

Does that really accord with the legal framework for maintaining the integrity of the country? Could any sovereign state accept that as forming the foundation of a separate State? That list shows the compelling reasons why, when these points were put forward, General Yahya and his advisers decided that the legal framework upon which the elections had been fought had been abandoned. Although it has been said that he made no attempt, even then, to reach agreement, I was glad that my Right Hon. Friend paid tribute to the serious way in which he tried to reach a compromise. When Sheikh Mujib refused to go to the Federal capital to discuss matters, General Yahya flew to Dacca to try to persuade him on the spot to co-operate. No head of State could have gone further. Instead of summoning Sheikh Mujib to the capital, he made two separate lights to East Pakistan. It was only when he became convinced that there was no intention to maintain the unity of the State, on which the elections had been fought by mutual agreement, that the war broke out.

Mr. Julius Silverman (Birmingham, Aston): But did not Sheikh Mujib succeed in getting not only an overwhelming majority of the people of East Pakistan to support him, but also an overall majority in the whole Legislative Assembly?

Sir F. Bennett: I think that that intervention shows how unwise it is to give way to an Hon. Member when one is making a reasoned case. I did not say that. I said that Sheikh Mujib fought the election on a previously agreed legal framework to which he showed subsequently that he was not prepared to adhere. He won the election in his half of the country decisively, and it is true, because there are more voters in East Pakistan, that he had a majority in the whole of Pakistan. But the situation cannot be compared with similar circumstances in the United Kingdom. The Awami League did not win one single seat in the whole of West Pakistan, and the only way that the country could be kept together was

on the basis either of fighting it out or of accepting the legal framework and reaching a compromise.

The people of Pakistan are intensely proud. They are well aware that theirs is a wholly independent country in the Commonwealth. They are also aware that their difficulties have been caused in part by Britain, which was responsible for the creation of the country. We must be extremely careful not to make the situation worse by attempting to bring influence to bear, or even, however well meaningly, moralizing in this House.

I want to try to end the misery, and not merely make points blaming one side or the other. I have sedulously avoided doing that. Immediately the Government of one State appears to interfere in the affairs of another nation State, the result is nearly always counterproductive. A Pakistani asked me the other day how we in this House would feel if one of the first debates in the newly-elected Pakistan legislature were aimed at using its best influences to end the trouble in Northern Ireland. That may not seem to be a parallel to us, but it does to the Pakistanis. The same would apply to the French in Canada. The Federal Government in Canada are always careful to rebut outside influence. We saw what happened with General de-Gaulle's interference, and the trouble that that caused in Quebec. If we want to help, we must not take up sides. We must concentrate on giving the maximum aid. If any initiative of ours suggests in any way that we are trying to interfere, we shall make matters worse.

I understand that there is a real prospect if the present increasing calm develops in East Pakistan, that the President of Pakistan seems to be inclined to call together the provincial assemblies of both the East and the West. If and when that moment arrives, it seems to be well on the cards that there will be no need for fresh elections but that the points in the legal framework will be carried out and maintained by the members who were elected for the Awami League in the provincial assembly. If that happens, it will be a good start to the restoration of normality in the country.

I have already said what we can do to help. The way to do it is not by cutting aid or by any form of sanctions. We must increase our aid and ensure that it goes in full measure to East Pakistan. I welcome the idea of an initiative by the Commonwealth Secretariat, because that was a chance of doing what no independent country in the Commonwealth could achieve. I hope that we shall support that concept.

I can see a very good case, too, for British Members of Parliament who are genuinely interested in the situation going there. There are grounds for thinking that Pakistan has it in mind to encourage such a visit from this country before long on a non-party basis. However, if that initiative should come about, the worst possible move would be for the visiting Members of Parliament to go first to India and then to East Pakistan. In view of the undoubted tensions over Kashmir, and so on, any visit to India must be a separate initiative. The same group of Members of Parliament must not first visit India and then cross to East Pakistan. If that were to happen, any positive good would be undone.

The events in East Pakistan arc appalling. I am passionately convinced that the more that we try to heal the wounds, not deliver strictures, the greater the service that we shall do not only to East Pakistan but to the security of Asia as a whole.

12.29 p.m.

Mr. Denis Healey (Leeds, East): The whole House is grateful to my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) for opening this debate and for the moving and well-informed speech that he made. Hon. Members taking part in the debate have followed the lead that my Hon. Friend set in that respect.

The Pakistan disaster has two aspects. The first, and the one which is most fresh in our minds is a colossal human tragedy, and the second is a tremendous political danger. The world is still so stunned by the human tragedy not yet to be fully alert to some of the long-term political dangers, which could bring even greater human tragedies than we see today.

The scale of the human tragedies we cannot yet fully appreciate. We know the scale of the refugee problem in India. Over two million people-roughly the population of New Zealand or of Israel-have moved away from their homes and out of their country in the last few weeks to live in what they regard as greater security. The cost of looking after these refugees is estimated by the Indian Government at about £140, million a year. Yet the refugees are still said to be leaving East Pakistan at the rate of about 60,000 a day. The Indian Government have estimated that the number could reach five million, unless the flow stops in the near future or is reversed.

We have very few details so far about the scale and nature of the problem inside East Pakistan because administration and communications have pretty well collapsed throughout that territory. But we know that there are large areas of chaos outside the cities and that some cities, have become largely depopulated as a result of recent events. We have heard terrifying stories of communal violence. There have been appalling massacres-by no means carried out by one community only. We know that fear is the dominant factor in society throughout the territory. The result is a risk of widespread famine affecting 70 million or 75 million people and accompanying disease. This is the human problem.

I think that all Right Hon. and Hon. Members in this House recognize that the immediate problem is relief of this human suffering. We all agree with the Government that relief is far too big a problem for one country alone, or even for one group of countries. The only agency which can hope to collect and administer relief on the scale required by the tragedy is the United Nations. We welcome the fact that the Government have already asked the Secretary-General to intervene, and so, I understand, here the Indian Government, concerning the problem in West Bengal. Immediate action by the United Nations in West Bengal could be effective. The Indian Government have said that they want United Nations help and that they are capable of helping to administer any relief supplies which are sent.

East Pakistan is still a bit of a mystery. I think that the Minister said that the Secretary-General was in touch with President Yahya Khan, but, as I understood him, no agreement has yet been reached about the reception of a United Nations team. The tragedy in East Pakistan is that, even if the Pakistan Government are willing to receive United Nations aid, the physical problem of distributing it is likely to be appallingly difficult.

We know, for example, that in that part of East Pakistan which is still suffering from the disastrous floods of last November the lives of 4.50 million people depend on relief supplies from outside. Yet 150,000 tons of those supplies are at this moment held up in Chittagong and there appeals to be no way of getting them to those in need.

We also know that when the International Red Cross sought to send an aircraft to Dacca immediately the scale of the current tragedy became known, the Pakistan Government refused to allow it to land. The United Nations must have, an immediate chance to evaluate the problem and to make recommendations on how\to meet it. We would all wish the Government to use their influence on President Yahya Khan to reach agreement on this in the near future.

Several Hon. Members have speculated about the proper role of the United Kingdom in these events. The Minister said that we have an historic connection with Pakistan; we have many human ties. We were responsible for the 1947 settlement which brought Pakistan into being. My Right Hon. Friend the Member for Stepney (Mr. Shore) was not historically accurate when he said that it is impossible for a State whose components are separated by 1,000 miles to survive.

Mr. Shore: 1 did not say that.

Mr. Healey: It is possible for this to happen. It happens in the case of Malaysia and the United States, where Hawaii and Alaska are States separated by large distances. We all hope it will happen with the United Arab Republic. But we know from our own history that if a State has components widely separated, it is vitally important that the Government responsible should show the same respect for the interests and aspirations of the distant component as for those nearer at hand. We learned this problem the hard way in the 18th century, or the United States of America would not exist.

We are also an ally of Pakistan in S.E.A.T.O. and CENTO. I hope that the Minister will give an assurance that we are not sending any arms to Pakistan and would not propose to do so until we are satisfied that this tragedy is moving towards a solution.

As has been said by several Hon. Members, Britain, as the ex-Imperial Power, is in a difficult position. We have no right to decide what the Pakistan Government should do. Any advice we give may perhaps often be less welcome than advice which comes from others. As the Hon. Member for Torquay (Sir F. Bennett) said, our experience in Northern Ireland shows that even with good will and Government power it is not always easy to solve a problem which derives from communal and religious differences. Certainly a nation which produced Lord North has no right to pride itself on a unique political wisdom in dealing with this type of problem.

Nevertheless, while we recognize that the Government must inevitably in some areas confine themselves, as the Foreign Secretary said the other day, to private representations, the nature of our connections with East Pakistan and our responsibility there give Hon. Members who are not members of the Government both the right and the duty to express their concern a little more directly.

The central problem, identified by several Hon. Members, is that there is no possibility of distributing relief on the scale required and of giving effective economic aid to Pakistan unless that country is moving towards a political settlement of the problems in East Pakistan. 1 confess that I believe that the re-establishment of what

might be described as normal administration in East Pakistan will be slow and difficult, even after a political settlement.

There is one issue on which I disagree with my Hon. Friend the Member for Kensington, North. I think that he exaggerates the ability of even an independent Government in East Pakistan to cope with the administrative and social problems which it is certain to inherit. One central fact about the way that this tragedy came about is that the Awami League which, as has been rightly said, received overwhelming support-167 out of 169 seats- was neither politically nor administratively prepared for secession or for independence. Indeed, if it had been, as General Chaudhuri, writing as a disinterested Indian observer, wrote the other day, the course of events might have been very different indeed.

The situation which any Government would inherit now-a situation in which a large part of the police, a large part of the army, and a large number of civil servants in East Pakistan, have been killed-is one which is bound to tax the abilities even of groups of people far more experienced, skilled and prepared than the political leaders in East Pakistan are likely to be. Nevertheless, it seems to me that the central point is that the people of East Pakistan gave an overwhelming vote of confidence to the Awami League in the recent elections, and this cannot, and must not, be ignored by anyone concerned with a political settlement.

I hope very much that the Pakistan Government will not put Sheikh Mujibur Rahman on trial. It seems to me that if they were to do that they would make any political settlement totally impossible. Worse than that, other leaders of the communities in East Pakistan would be bound to appear. Indeed, the destruction of the existing political elite in that territory would make any sort of peaceful settlement absolutely impossible. I hope that the Government will do what they can to present those considerations to the Pakistan Government. It seems to me that if there is to be progress, a far better act would be to release Sheikh Rahman and to invite him to accept responsibility for helping to solve the problem.

My second point is that if there is not rapid progress towards a political settlement, the overwhelming probability is the collapse, for a very long time, of any sort of organized government and, indeed, in many respects, of organized society in East Pakistan. The anarchy that would attend such a collapse would be profoundly tragic and dangerous, not only for the people of East Pakistan or, indeed, of East and West Pakistan, but for the whole of the sub-continent. We know that stability is fragile in West Bengal, and one shudders to think of how infection might spread throughout that part of the world if there were a total collapse of government in East Pakistan.

That leads me to my third point, which is the threat to peace. I do not think it can be denied that if there is not a rapid and early movement towards a re-stabilization of the

situation based on a political settlement in conformity with the known wishes of the people, there will be a real risk of further clashes there have been one or two clashes between the Armed Forces of India and Pakistan-and certainly the tragedy of communal strife will continue. If the present sanitation continues, there is a risk, not just of the Indian and Pakistan Governments becoming directly involved in a conflict with one another, but with Russia and China having taken sides on the issue-China supporting the Pakistan Government, and Russia supporting the Indian Government and criticizing the Pakistan Government-of a real threat to stability in the whole of Southern Asia.

Against that background, I should like to say a few words on the problems in order of priority. First, there is the problem of relief. I hope we all agree and perhaps the Minister will say something about this if he seeks leave to speak again-that the critical thing is to get the United Nations aid moving and to persuade the Pakistan Government to accept the Secretary-General's offer.

I hope that the British Government will make a generous contribution to United Nations aid, and so set an example to the rest of the world. I know the Minister would not claim that the £18,000 already given is anything like commensurate with the scale of the problem, and again I hope that, as the country which has some historical responsibility for, and close human ties with, Pakistan, we shall set an example which is commensurate not only with the scale of the problem but with what we hope others in the world will give.

There is something in the idea put forward by the Hon. Member for Torquay that a parliamentary delegation might be sent to that area. I should not care to say whether it should be the same delegation that visits both West Bengal and Pakistan, but it seems to me that not only should we inform ourselves better as a Parliament if we were able to send an all-party delegation, but that those who go might be able, on their return, to generate more public interest in the problem of relief and in the problem of a settlement.

The next problem, beyond the immediate problem of relief, is that of aid. I fully accept what the Minister said. We cannot dictate the nature of a settlement, but I think that we can, and must, insist on visible progress towards a settlement as a condition of effective aid. After all, as has been said, the E.C.G.D. has already been compelled, by its own charter, to refuse to guarantee credits for Pakistan because the physical conditions do not exist which would justify that, and I think I am right in saying that the International Bank and the International Monetary Fund are both differently bound by the statutes which set them up to insist on certain conditions as justification for aid. This is not a question of political strings in the vulgar sense. It is a question of institutions which are spending the money of their taxpayers all over the world in giving aid having to insist, in duty to those who contribute the funds, that the situation in the recipient country exists which will allow aid to be used effectively, and there is no question but that we have the right, and the duty, to insist at least on that.

I disagree with my Hon. Friend the Member for Kensington, North about cutting off aid altogether. I hope that I interpreted the Minister correctly when he said that the bulk of aid now given by Britain is being concentrated on projects in East Pakistan. In the light of

the two tremendous hammer blows which that territory' had suffered first the Hoods last year, and now this tragedy- we should insist that aid which is given, either by ourselves or by international organizations to which we contribute, is concentrated largely in East Pakistan.

Mr. Wood: I should not like the House to be under any misapprehension. That is our firm intention, and in that we are supported by the Government of Pakistan, but, as the Right Hon. Gentleman is explaining, and as I tried to explain, until condition in East Pakistan are restored to relative tranquility, it will be impossible for us to make progress with our programme.

Mr. Healey: I accept that, and if my Right Hon. Friend the Member for Lanark (Mrs. Hart) takes part in the debate perhaps she will follow that up.

The next matter is the critical importance of United Nations involvement. I agree with my Right Hon. Friend the Member for Fulham (Mr. M. Stewart), that the Commonwealth Secretariat might well have a useful role to play, but there could be special difficulties in involving the Commonwealth, because the largest Commonwealth country in the area is India, and it could be that on this issue the United Nations has a better chance of obtaining acceptance than a Commonwealth organisation, but it is worth trying.

Given the scale of the problem, the human problem, and the nature of the political dangers which could follow if there is not rapid progress towards a settlement, it seems to me that the involvement of the United Nations is vital. This is the only way, in the short run, of alleviating the suffering caused by the recent tragedy. I believe that the involvement of the United Nations is the best hope of preventing the present tragedy from developing into an international conflict and so threatening the peace of the world. The involvement of the United Nations might help to create conditions for more rapid progress towards a political settlement.

In this respect, the precedent is not so much Nigeria as the Congo, Indeed, the more one thinks about the Congo problem, the closer the analogies appear. The big difference, of course, is that the Congo tragedy was caused by the abdication of an imperial power; while the tragedy in East Pakistan is caused by the collapse of a post-imperial settlement for which we in Britain had a major responsibility. This, if nothing else, justifies the concern which all of us are showing in this tragedy. 12.51 p.m.

Sir Richard Thompson (Croydon. South): Like all other speakers in this debate, I congratulate the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas Mann) on the terms in which he moved his Motion and on the opportunity which he has provided for us of discussing this vitally important matter.

For me, this is a moving debate, because I have, by birth and association, long been involved in the affairs of the sub-continent, particularly Bengal. More than a quarter of my life has been spent in that part of the world. I was born there, I have earned my living there. The earliest tongue I learned, other than my own, was Bengali: although I would not choose to be cross-examined in it now-it is very rusty-it has given me a deep personal

concern with this part of the world, where, if I were not in my own country. I would feel more at home than anywhere else I know.

There was a follow-up to this, because, in a previous incarnation, when I was for a time Under-Secretary of State for Commonwealth Relations, I was involved in the signing of the Indus Basin Agreement with India, Pakistan and other countries and the World Bank, which I believe to have been the most fruitful single act of co-operation between those two countries-India and Pakistan-which has ever been contrived since their independence, and from which those of us who signed it hoped would spring a new era of co-operation and mutual trust.

I said that I have the deepest sympathy with the people of East Pakistan in the terrible dilemma and the appalling catastrophe in which they now find themselves. Equally, I can see that the Government of West Pakistan, faced with the imminent threat, and fact, of an attempt at secession, had to act drastically at the time-I do not condone the excesses which we believe have occurred-if they were not to be overwhelmed and faced with a hopeless long war of recon quest or a *fait accompli*.

It is a thousand pities that Sheikh Mujibur Rahman felt himself unable to accept the new constitutional arrangements which were the basis of the general election which he so handsomely and overwhelmingly won in his own province. This was an end to the long period of martial law which was the only administration known to Pakistan. There was no constitution. The whole object of holding this general election for a constituent assembly was to make it possible, at long last, on a one-man, one-vote basis which we can understand and applaud, to set up a genuinely democratic constitution, with five provinces, of which East Pakistan would be one. and with the old discrimination against East Pakistan, which have been the subject of a number of speeches today and which I fully accept existed, removed. If only he had been content to go ahead with this, he could well have become the first Prime Minister of a democratically elected Pakistani Government. Indeed, the President of Pakistan is on record as having said that he foresaw this possibility.

But the chance was cast away, for reasons which are perhaps not our concern. Rahman chose to opt for U.D.I, by putting forward conditions which went beyond those on which the general election had been fought, including the demand for virtual secession, which was certainly not put to the people of East Pakistan in the election, and which went so far that no central government could accept it.

I agree with my Hon. Friend the Member for Torquay (Sir F. Bennett) that a de facto cease-fire has already occurred. This is not to say that sporadic fighting, shooting, looting, border incidents, and the like do not go on, but I believe that the army is in pretty firm control of the situation.

Despite reports to the contrary, I believe that things are beginning to return to normal. Chittagong port and its installations are operative again, which means that exports are now beginning to leave the country. People are trickling back to the town, work is restarting and, contrary to what has been said in this debate, I believe that the effect on the rural

population and the cultivation of their land which is so vital to the food supply has not been as catastrophic as appeared. I believe that cultivation is going on.

Nevertheless, although the formal war-if we are right to call it that-may be over, despite the desperate efforts of émigré groups and various individuals to maintain that it is still going on, an appalling problem of rehabilitation and political settlement remains.

We must turn our minds to the future. Pacification, if it can be achieved, and a return to normality will take time. These wounds will not be healed readily, but two great tasks lie ahead. The first, clearly, is relief and rehabilitation, and the second is a political settlement, which has some hope of enduring.

On the first, the main problem is the restoration of communications, which is much more accrue and urgent than the actual question of the availability of food and medical supplies-important though that is. The West Pakistan Government have said that the food supply position is not yet critical, but the distribution is.

Therefore, I hope that the Government of Pakistan will be more flexible than they have been up to now in allowing in relief teams through whichever agency the United Nations, the Commonwealth or CENTO. All sorts of suggestions have been made along these lines. I like the CENTO suggestion, because, unlike ourselves, the powers involved are basically Muslim powers, and this could count in dealing with a highly emotional situation like this.

But I hope that the Pakistan Government can be more flexible in the way in which they would be prepared to deal with possible teams of observers, in order to ensure that the supplies diverted for this purpose were properly and promptly distributed and to the right sort of recipients. I would urge them to consider this very seriously. I know that matters of national pride are at stake here and how prickly we can all be about them, but the important thing is to get the relief going and doing the task that it is intended for.

As the Right Hon. Member for Leeds, East (Mr. Healey) said, if aid is being provided from international sources on a very large scale, it is reasonable and proper that those who supply that aid should be satisfied that the proper and intended use is being made of it. If I am right in thinking, and I am sure I am. that the immediate requirement is to get communications going again, then this means the provision of, for example, cement, railway lines and flat-bottomed boats, which are particularly useful on the myriad of creeks and rivers which are characteristic of the country, and we should not waste resources by supplying things that are not needed.

In the recent hurricane, disaster on the coast of East Pakistan an enormous consignment of babies' milk bottles was included in the aid, teats and all. Everyone knows that every child in Pakistan is breast-fed. The recipients of these bottles did not know what to do with them. I accept that this was a well-intentioned mistake. However, it is important to see that the right kind of aid goes in, and initially it must be designed to restore communications, rebuild railways, culverts, and bridges and so on.

As for a political settlement, I am firmly on the side of those who say that there is no conceivable viability in an independent East Pakistan. [*Interruption.*] The idea of a

separatist Muslim group, starting with no resources, with minimal means of administration and surrounded by the India from which 25 years ago they were so anxious to be separated, does not make any sense at all.

The whole historical reasons for East Pakistan's existence, and this is still true, is the traditional fear of continued domination by a Muslim community; by an enormous surrounding Hindu majority. A quarter of a century has elapsed since Pakistan was set up, but in my experience, which is considerable, nothing that I have heard or seen or have learned from friends and official and unofficial sources suggests that there is any real fundamental change of attitude in that state of affairs. I wish there were.

Mr. Julius Silverman: Is it not a fact that there are today in India 60 million Muslims who prefer to remain in that country, in addition to the hundreds of thousands of Muslim refugees who are now pouring into India? Does not that contradict the Hon. Gentleman's statement?

Sir R. Thompson: Not at all. There has always been a very large resident Muslim minority in India. It was there long before partition and independence. Those people have their roots firmly established there and nothing is likely to change that position.

However, in East Pakistan we have a homogeneous group of Muslims, over 80 million of them, and one of the most difficult points to overcome in the past, when the independence of India was being hammered out, was the absolute insistence, in which the Bengali Muslims were pre-eminent, that they should have their own enclave and be linked politically to their Islamic brothers in the West. Although time may change these things, it will need a great deal of time. A quarter of a century has proved to be nothing like enough.

This fear remains and I am sure that total independence for East Pakistan which is advocated by some people, would undo at a stroke the whole bedrock and reasoning behind the setting up of the original Muslim State. There is no economic or strategic basis on which such a State could conceivably prosper. Although we are conscious of the fact that East Pakistan has been under-privileged and neglected, this neglect and poverty does not stem from independence.

For centuries East Pakistan has been traditionally poor, backward and mainly agrarian. We used to say that they grew the jute while Calcutta reaped the profits. That is still true. The industrial complex around Calcutta has profited from industrialization and, on the whole, West Pakistan has profited while the illiterate peasants in the East have continued to live at subsistence levels.

Mr. Sydney Bidwell (South all): The House has enormous respect for the Hon. Gentleman's experience in this part of the world. Is it not a fact that West Pakistan has continued to treat East Pakistan as some sort of poor relation? Is it not also a fact that a political solution is virtually impossible while the economic resources, in so far as they exist, in East Pakistan continue to be used for the profit and benefit of West Pakistan-in other words, while the West continues to treat the East as a sort of colony?

Sir R. Thompson: I am familiar with that argument. I am saying that the poverty in East Pakistan vis-a-vis the rest is not wholly attributable to the setting up of Pakistan as an independent country. It goes back much further.

It has often been urged that one of the reasons for the difficulty is the economic disparity between the two. I am satisfied that the Pakistan Government have at last hoisted this one in. Certainly in seeking to set up a democratic constitution and in accepting that the results of a general election could mean East Pakistan having a majority of elected representatives over the whole country

Mr. Bidwell: What about the suppression?

Sir R. Thompson: This was the safeguard that would have redressed that position and if it had been given a chance to work I am certain that, in the end, it would have redressed it.

Mr. Bidwell: Redressed bloody military suppression?

Sir R. Thompson: The Hon. Gentleman is entitled to his views on this subject. This is not a new problem. It started with the independence of Pakistan as a whole. We have realized for a long time that East Pakistan was not getting the full benefit from the export of jute, on which the economy of that area is dependent.

It was intended that this should be redressed, but a chance has not been given for that to happen because of this rebellion. However, it can still happen. I am hopeful that if the Government will now permit the rehabilitation and aid programme to get under way and will turn to the elected representatives of East Pakistan-many of whom survive; some of them are moving to co-operate with the Government in reforming and setting up the administration-the future can still be fair.

The proposals outlined in the legal framework of the Order for the new Constitution include the concept of one man one vote, a wide devolution of authority to five provinces and the realization by the Government that East Pakistan has had less than its share of public works and expenditure. I believe that the balance can be redressed and a reasonably satisfactory outcome secured, with a new constitution being drawn up to replace the old martial law. This is the best prospect of reconciliation and eventual stability for Pakistan, and I conclude by quoting some words of the President, who said-and I am sure that he was being absolutely sincere-on 25th March of this year:

"Let me assure you that my main aim remains the same-namely, the transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as the situation permits, I will take fresh steps towards the achievement of this objective."

1.10p.m.

Mr. John Pardoe (Cornwall, North): I, too, would like to add my congratulations to the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) on introducing this debate, and to extend my gratitude to him. I join with him in expressing the horror which all Hon.

Members share at what has happened, what is happening and what will happen if nothing is done. I was particularly grateful to him for pointing out earlier that this was a somewhat unfamiliar situation, since, if we are faced with any kind of revolution at all, it is not a Marxist or Socialist revolution, but a good old-fashioned 19th century Liberal revolution. Perhaps we have lost the knack of dealing with it.

There is a grave danger that this debate will be simply an expression of horror, simply a matter of saying, "Well, there is nothing concrete we can do". There has been running through some of the speeches, and, before the debate, through some of the reactions to this event, even a feeling that there is nothing we should do, that we are no longer an Imperial Power, that *pax Britannica* is dead, if it ever existed-which is somewhat doubtful-and that therefore we should stay out of it, with due expressions of horror, alarm and agony.

I do not believe that the fact that we are a post-Imperial Power means that we must spend our days continually passing by on the other side. If we can act, we have a moral duty to do so, and our desire and determination to do so is an honorable reaction and not just a post-Imperial twitch. The Pakistan situation is important, not only in human terms and because it raises immense human sympathies, but because it is a microcosm of the problems faced by the world. These are problems of over-population, hideous poverty, starvation the continuance of community violence and the tremendous problem of what exactly we mean by self-determination.

As has been said, anyone who looks at the map of Pakistan can see that the country has inherent geographical contradictions. It is perhaps not geographically unique because there are other countries which have at least as wide a spread between their component parts. When looking at a country as geographically divided as this, all history cries out that it is impossible for the two parts to hang together simply through religion alone. There must be a community of interest and I do not think that it is an over-Marxist interpretation of history to say that there has to be, first and foremost, an economic community of interest.

There is not, and there has not been for some years, in the Pakistan situation that kind of community of interest between the two component parts. The State depended for its foundation and existence on a fear, even a hatred, of India. East Bengal has for obvious reasons no great interest in such fear or haired now. The Hon. Member for Croydon, South (Sir R. Thompson) raised the point that 25 years ago it was different. Of course it was. But one of the factors in that difference was-and this is my reading of our imperial history, if it is not his -that we used the religious division between these communities to divide and rule the whole of the Indian sub-continent. To a large extent we whipped up, just as we have done in Ireland over the years, for our own imperial reasons the division between the two communities.

Sir R. Thompson: I can assure the Hon. Gentleman he is quite wrong. We wanted the unitary state in the Indian sub-continent. We jolly nearly got it, and it was only because we were at a state of total deadlock where we could not withdraw from the sub-continent, without leaving some effective government behind that we had to settle, against our better judgment, but because it was the best thing 'that could be achieved, on the division of the country into two groups, one of them religious.

Mr. Pardoe: Of course we wanted a unitary state when the Labor Government tried to create one. I am not denying that. My point was that a long time before this, throughout our Imperial past in the Indian sub-continent, there is a great deal of evidence that we used these two communities for our own ends.

The Hon. Gentleman said that a separate Bangladesh would not be economically viable. I do not believe this and nor does the Awami League. If he takes into account that over the last two decades or so about 70 per cent of all investment has been in the West, about three quarters of all Government revenue has been spent in the West, about 80 per cent of all foreign aid has gone to the West, and that many economists estimate that £3,000 million worth of real resources have been transferred from East to West since independence, he will see that these figures make a complete nonsense of any suggestion that Bangladesh would not be economically viable.

They also show that it is entirely natural that the people of East Pakistan should demand autonomy, if not total independence. They would not need to be raging nationalists to do so in the light of those figures and the treatment meted out of them. They sought to gain that autonomy-and this is the important point-in precisely the same way that we Western- Liberals are always telling the under-developed countries of the world to seek it, through the ballot box. We told them. "Do it democratically". They did it, correctly, according to the Western rule book. If we deny their right now, what do we mean by the words in the United Nations Charter?

"The right to self-determination of peoples."

This was, of course, the first general election that had been held in free conditions. The league won a complete majority. There was no doubt about its policy. It was a clear vote for autonomy and even, perhaps, for independence. It could well have been interpreted that way. Why should they not have it? I believe that the West Pakistan Government were taken by surprise by the tremendous size of the Awami League vote. That vote showed their total lack of comprehension of the feelings of the East Bengalis before the election.

Whatever the dictates of democratic theory and logic, no one recognized Bangladesh and no one has forcibly advocated that anyone should do so. This means that we are back to the age-old method of deciding international foundries-conflict and bloodshed. I suppose it is true that, historically, countries exist within minimum lines of defense and perhaps it was overoptimistic of us to suppose that any new, more civilized methods, would prevail in future. Nevertheless, some of us did hope that. Yet we have the situation in which the Commonwealth, this country and the United Nations seem to be important and incapable of exercising their normal authority-important and incapable more by their lack of will than by any practicalities in the situation. Pakistan needs us, Pakistan as a whole is heavily dependent on other countries, and these countries have a duty to use all their influence to enforce the democratic choice and right of the East.

Of course we have to deal with the problem of feeding and distributing the food. It is an immense problem, far greater than we have tackled before. We should do this, but it is not only a question of feeding; it is the aims and aspirations of the East Bengalis that we should

seek to support and not just their bellies. Frankly, I doubt, in spite of many things that I welcomed in the Right Hon. Gentleman's speech, the efficiency of our position as a country on this issue, just as I doubted it over Biafra. Then we were told by the Labor Government what we are now being told by the Conservative Government, that we must preserve our influence for moderation. But what moderation do we preserve? The aid and arms that we give do not give us any influence. Indeed, there is an argument for saying that they give the receivers the wherewithal to ignore our influence. We give them the wherewithal to prolong their oppression just as we did in Biafra.

We have to do as much as we can to help East Bengal, but we cannot guarantee that aid given to the West Pakistan government for distribution to East Pakistan will arrive there. I think that the Right Hon. Gentleman has admitted that, although he wishes to do as, much as he can to ensure that it does arrive. In other words, we cannot guarantee that our aid will fill East Pakistan bellies rather than West Pakistan rifles, which is what I fear.

The Government have to be very much tougher than they have been. Non-intervention in the affairs of another country is a splendidly convenient principle for any Government. It was the principle that Gladstone had to fight in his Midlothian election campaign. It was a splendidly convenient principle when adopted by Pontius Pilate. But it is no basis for improving the state of the world. I urge the Government not to cling to that principle at the expense of our honor.

1.20 p.m.

Mr. John Biggs-Davison (Chigwell**):** The agony of East Pakistan is grievous to everyone, especially, perhaps, to those like my self-if the House will forgive a personal note-who, having served in administrative and other capacities in both wings of Pakistan and having been invited by the successor Government in Pakistan to help build the new state in the very early, difficult and bloody days, now see the threat of its disastrous dissolution. I welcome, therefore, the speech of my Right Hon. Friend the Minister and applaud the resolve of Her Majesty's Government-supported, as I understood it, by the Right Hon. Member who formerly held office as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs not to intervene in any way in Pakistan's internal affairs.

I applaud that policy because it will make it easier for Britain to render assistance, as she did generously at the time of the cyclone, whether that assistance be given through the Commonwealth, as the Right Hon. Member for Fulham (Mr. Michael Stewart) suggested, or through CENTO, as my Right Hon. Friend the Member for Stafford and Stone (Mr. Hugh Fraser) suggested, with the support of my Hon. Friend the Member for Croydon, South (Sir R. Thompson), or otherwise.

The task of giving aid will be made much more difficult if we appear to be laying down the law about what should now happen in Pakistan. I was not quite sure, when the Right Hon. Member for Leeds, East (Mr. Healey) was speaking about aid through the United Nations, whether he was aware of the report, which Hon. Members will have read today, that President Yahya Khan has written to U Thant to say that Pakistan would welcome aid

from the United Nations and its specialized agencies. There were some qualifications in that letter, but as the Right Hon. Gentleman did not refer to it. I was not sure whether he was aware of that message.

I am convinced that it will make it much more difficult to bring relief if we prejudge the political outcome in East Pakistan, as was done from the Liberal bench by the Hon. Member for Cornwall, North (Mr. Pardoe). The Right Hon. Member for Leeds, East was right. East Pakistan is a bit of amystery. Partly because journalists have not been allowed in-I welcome the suggestion that Members of Parliament should visit the country and because no news is coming out, it is unknown exactly what the situation is. But it would be very wrong of us to assume that secession is the only solution.

We are indebted to the Hon. Member for Kensington, North. (Mr. Douglas Mann) for enabling us to debate this subject, which, although not the responsibility of this Parliament, is of deep concern to it. I thought that he prejudged the matter very much when he spoke of the "Bangladesh Prime Minister", and spoke of the Pakistan Army as the "West Pakistan Army".

Of course, East Pakistan is a political curiosity. It has been described as unique. East Pakistan is utterly different from West Pakistan. But it is not true to suggest that the people of East Pakistan have little or nothing in common with their fellow citizens a thousand miles away. The two wings are utterly different. One might describe West Pakistan as an extension of the Middle East. It is very dry. In West Pakistan, the camel; in East Pakistan, the water buffalo. Bangla is dominated by sun and monsoon, feeds on rice and travels by water. It is a land of paradox of softness and violence, passion and passivity. Yet with all these differences between the two wings, Pakistan is more homogenous than is India. East Pakistan resembles Sind or West Punjab more than Kerala resembles Uttar Pradesh.

My Right Hon. Friend the Minister was right to emphasize the bond of Islam which was underestimated by the Hon. Member for Cornwall, North-Hinduism in India, or wherever it exists, is an amorphous religion. It embraces many beliefs and even contradictory beliefs. Hinduism therefore divides man from man, whereas Islam is a unifying and equalizing faith. For various reasons, perhaps propaganda or ignorance, people have tried to suggest that there is something rather skin deep about Islam in East Pakistan. A former colleague of ours. Mr. Woodrow Wyatt, has written that the East Pakistani Muslims were forcibly converted to Islam. I am not sure that that is true. What happened was that in East Pakistan people of the low castes, whose zeal for Hinduism was understandably lukewarm, embraced Islam readily because Islam rejected caste and racial criteria-like the early days of Christianity, where many converts were made among slaves to a Church where there was neither Jew nor Gentile, bond nor free". So one hears the suggestion that Islam is not so important, and it would be quite natural for a Bangladesh sovereign independent republic to link itself with India.

Of course there should be more intercourse between East Pakistan and India. There ought to be more trade. It is not the fault of the Pakistan State that trade is so impossible between East Pakistan and India. This arises from the dissensions between India and

Pakistan arising largely from the Kashmir dispute.

It is very difficult to understand the situation if one does not study the history of it. Before the Muslim conquest of Bengal it was the higher Hindu classes which despised the vernacular. Not for them the language of the people, but Sanskrit, the language of the gods. It was Islam that enabled Bangla to take literary shape and it was under tolerant Muslim rulers that Bengal poetry reached an apex. Later the British domination, through the East India Company, reduced the status of the Muslims of Bengal. Then the higher class Hindus affected to despise the Muslims and the higher class Muslims took to the Urdu language. A sense of being socially and economically oppressed, which made the" Muslim League a popular move, despite allegations that it was nothing but a stooge of British imperialism, was keenly felt in Bengal perhaps more than anywhere.

It was in great measure to deliver, or attempt to deliver, the Muslims of Bengal from the economic stranglehold of Hindu financiers that the first partition of the old single-Bengal was carried out in 1905 by Curzon, although it was not initiated by him. The second partition of Bengal in 1947 brought East Pakistan into being. I freely admit that no part of Bengal was included in Mohamed Iqbal's first outline of Pakistan; but the closing events, errors, and misunderstandings of British rule over undivided India made essential its inclusion in Pakistan.

No one in the House has sought to deny the exploitation of East Pakistan by West Pakistan. East Pakistan has been treated as a milch cow by a Pakistan State which has hitherto been dominated by Westerners. It is fair to add however, that the holding of so many high administrative positions in East Pakistan by Westerners was due to the immigration of Hindu officials at partition.

No one can dispute that the distribution of funds, revenues and resources has been inequitable, although I think that attempts to put this right began a little earlier than some Hon. Members have suggested. It is also worth mentioning that even before 1968 three out of six Prime Ministers of Pakistan came from East Pakistan.

President Yahya Khan has been described in an American document which has been circulated to Hon. Members by the Bangladesh Association as "mad" and "power drunk". Anyone who knows General Yahya Khan would not recognize him from that description. I suggest to the advocates of the Bangladesh cause that, if they wish to make an impression upon rational minds in this country they had better not employ language of this kind. There is no doubt that General Yahya Khan, a professional soldier who served with distinction in the Second World War under the British flag, is concerned to get rid of his political responsibilities and to hand over to elected civilian government. He has also been concerned to redress the imbalance, the inequities, the injustices, between the two wings of Pakistan.

The elections took place. No one denies that the elections were fairly conducted. All the parties-not just the Awami League of Sheikh Mujib Rahman, but all the parties in East Pakistan and West Pakistan alike-wanted provincial autonomy. We hear most about the desire for autonomy in the East, but the provinces in the West wanted autonomy and the

parties in the West wanted provincial autonomy. Provincial autonomy was defined in the legal framework order which was endorsed by Sheikh Mujib Rahman and his League when they decided to contest the election. I do not know whether that is denied by the Hon. Member for Kensington, North or anybody else who takes his point of view.

Not in any contentious spirit, but seeking enlightenment because it is so difficult to get reliable information, I ask the Hon. Gentleman whether he accepts the statement of General Yahya Khan that he was assured by Sheikh Mujib Rahman that the constitution that the latter has in mind would not only be concerned with putting right legitimate grievances, but would also retain the integrity, the independence and the solidarity of Pakistan as a whole. I have not seen that rebutted and I think that it is a very important point.

Mr. Douglas-Mann: I accept, as the Hon. Gentleman requests me to, that it was part of the original intention of Sheik Mujib that East Pakistan should remain as part of a State of Pakistan as a whole, but that it should have economic autonomy was clearly part of the election programme of the Awami Leaguer; and it was the insistence on economic autonomy after the Awami League had gained its electoral victory, the extent of which came as a surprise no doubt to Sheik Mujib as it did to the President, which caused the war to be initiated. I hope that the Hon. Gentleman will also accept that the war was initiated by the President and that it is not American professors who used the phrase "mad and power drunk" and that the action to start the killing was initiated by the Pakistan military authorities.

Mr. Biggs-Davison: It is difficult to unravel all these intricate events. What seems to have happened is that a decision was made by Sheikh Mujib Rahman not to take advantage of the election and become Prime Minister of a single State but to concentrate on the secession of East Pakistan. This is my impression.

The House has been deeply concerned at the terrible atrocities reported from East Pakistan. I am glad that the Hon. Member for Kensington, North said that not the all atrocities were on one side and not all were committed by the Pakistan armed forces. I thought that S. R. Ghaunri's report from Dacca in The Guardian of 10th May was impressive, when he said this:

"Inevitably, the central figure in this bloody drama is the poor Bihari ….clinging fast to the moorings of Pakistan, hugging the ideology which gave birth to this country and even appointing himself as its custodian, its interpreter, and its operator. The Bihari has the distressing record of becoming a refugee twice in 23 years…….Pakistan is his passion and his refuge."

The Bihari community may have been a little forgotten by some people in this tragic affair.

It is now becoming clear that many of the worst stories have been exaggerations. I am not surprised at this. When I was serving in West Pakistan and was engaged in the defense of the Hindu and Sikh minorities against hordes of Muslims who were bent on their murder and I had occasion to order fire to opened, the number of casualties could have been counted on one hand, but by the evening the report running through the entire district was

that thousands had been killed. This is what one expects in such situations.

I am very glad that the professors of Dacca University who were reported to have been "exterminated" are alive and that the Bengal poetess Begum Sofia Kamal is not dead, as was reported by India Radio.

I question many of the reports, although the killing was terrible enough in all conscience. I even doubt whether the figure of refugees is 2 million. As I attempted to say when my Right Hon. Friend the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs mad his statement earlier this week, there has been always in times of trouble and times of scarcity a movement across that frontier, and I very much hope that as conditions become more normal-my Hon. Friend the Member for Croydon, South, has given reason for us to hope that they are becoming more normal-there will be a movement back into the territory of East Pakistan.

The Hon. Member for Kensington, North was gloomy. He said that the war would continue. I hope that General Chaudhuri of the Indian Army is right and that the war is over. A guerrilla conflict may flicker. Bengal is no stranger to terror and political assassination. It was widespread at the time of the agitation during the first partition in 1905, which was ended in 1911, and also in the days of civil disobedience. But there are signs of normality. There are signs of Bengali leaders coming forward to co-operate with the authorities and trying to reach a political situation. Jute is being loaded at Chalna and Chittagong. I do not see a political solution in secession. But, of course, the political solution is for the Pakistanis. I accept the sincerity of General Yahya Khan's promise that he will, as soon as the situation permits, take fresh steps towards the achievement of his object, namely the transfer of power to the elected representatives of the people. As a military man, he knows better than anyone that you cannot sit for ever on bayonets.

May T finally refer to the British interest in this matter. Surely our interest is in the peace and stability of a Commonwealth State allied with us in CENTO and S.E.A.T.O. If there be secession that may not be the end of it. The secession of East Pakistan would give a fillip to the movement of those who want Paktoonistan and even other secessions in Pakistan. It is not surprising that India, with all her problems, with the linguistic provinces-India which holds Kashmir with its Muslim majority-has been cautious, and Her Majesty's Government are right to be no less prudent, for disintegration is the present threat to the whole sub-continent, and not just Pakistan; while China, installed and present on the frontiers and passes, is waiting.

Mr. Deputy Speaker (Sir Robert Grant-Ferris): Before I call the Right Hon. Member for Wednesbury (Mr. Stonehouse), I think it will be for the assistance of the House if I say that if Hon. Members restrict themselves from now on to an average of 12 minutes each, everyone who wants to participate in the debate will be able to do so, leaving enough time for the Right Hon. Lady the Member for Lanark (Mrs. Hait) and the Minister to wind up the debate.

1 .42 p.m.

Mr. John Stonehouse (Wednesbury): The House is grateful to my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) for initiating the debate and for the moderate way in which he introduced the subject.

I wish to deal with some of the observations which were made by the Hon. Member for Croydon, South (Sir R. Thompson) and to deal with some of the political points which were raised by the Hon. Member for Chigwell (Mr. Biggs Davison). I shall be delighted in that part of my speech to support almost everything that the Hon. Member for Cornwall, North (Mr. Pardoe) said.

First, I think the House must agree that it is a matter of great concern that we have had to wait nearly seven weeks for this debate and have had to depend on the food fortune of my Hon. Friend the Member for Kensington, North in winning a ballot. It is rather depressing that our parliamentary procedures do not allow for Government or Opposition to allocate time to discuss a subject which is of overwhelming world concern. However, we are having the debate today and I am glad that we have this chance. It is proving a most important and historic debate. The contributions from both sides have been extremely interesting, many of them coming from a great depth of experience.

I want first to speak of my recent association with the relief organizations and my visit to India and the West Bengal-East Bengal border some three weeks ago, and tell the House, in confirmation of what my Hon. Friend the Member for Kensington, North said, about the conditions in the camps as I saw them. The conditions at that time were appallgin-refugees pouring over the frontier at the rate of tens of thousands a day. The interesting fact then-I am sure it has been Confirmed since that the overwhelming majority of the refugees were Muslim and not Hindu. This is quite different from the situation that applied at the time of partition and has applied since partition when there have been several waves of people fleeing from the East. The situation was that the majority were Hindu, if not all Hindu, fleeing from a Muslim State where they feared that they would be repressed. The situation now is that the overwhelming majority of the refugees are Muslim fleeing from a Muslim State where they were then majority of the population.

In these circumstances, it is wholly to the credit of the Indian Government and the Indian authorities that they have freely accepted these hundreds of thousands, if not millions, of people into their already overcrowded country and, without any hesitation, have provided them with comfort and food to the best of their resources. The Indian authorities deserve to be congratulated on this humanitarian act. It would have been so easy for them to have sealed off the frontier, and to have said, "This is not our problem".

Prime Minister Nehru, at the time of partition, had given a guarantee that any member of a minority community in Pakistan would have the right to go to India. Clearly that guarantee did not apply to the members of the majority community in East Bengal. India would, indeed, have been within her rights to seal off the frontier and to prevent the influx of refugees who not only added to the economic problems in over-populated West Bengal but could have given cause for great communal unrest, as the Hindu majority in the area

felt that the Muslims fleeing across were given better conditions than they themselves enjoyed. This is one of the dangerous aspects of the situation, that with the refugees coming over and constituting half the total population in a particular district, other interested infiltrators, perhaps in the pay of the West Pakistan Administration, will try to whip up communal disorder on the Indian side in order to try to divert attention from the situation in East Bengal.

I was appalled by the stories that I heard. I do not want to go over the stories which were reported in the Press-we have read them-but I must tell the House that the stories that I heard at first hand from refugees to whom I spoke were really horrifying. I spoke to a group of young wives holding their children. They were weeping as their stories unfolded. They told how their husbands, peaceful farmers, not leaders of the Awami League by any means-supporters, perhaps-had been taken out of their homes by the West Pakistani troops when the villages in which they lived were entered by the army platoons, made to sit on the road outside and then shot in cold blood.

The refugees themselves had seen the West Pakistan Army killing peasants in the fields indiscriminately. They told of the atrocities committed by Biharis against Bengalis, the Biharis behaving with complete abandon because they were protected by the army. I do not dispute that there were also atrocities on the other side, and they are to be regretted equally. There have been atrocities against Biharis by Bengalis. But all this has come about because the West Pakistan Government have failed to maintain the movement towards the expressions of the democratic will in the elections last year.

It is clear to me, having been to the camps that those thousands of people would not flee from their own homes to India, which is not exactly a place to which Muslims would wish to flee, having been subjected over the years to propaganda against Hindu, or allegedly Hindu, India, unless they felt that their hopes and aspirations in East Bengal had been obliterated by the actions of the West Pakistan forces.

Not only to me but to other observers who have been there, people have described in graphic detail some of the lawful events of the past few weeks. Plainly, there has been a massacre of extraordinary proportions. It is inconceivable that this vast number of people would have fled across the border unless a massacre had been taking place.

Those who wish to find a solution to this problem must condemn the brutalities and excesses of those who have held military power. It is not good enough to gloss over the situation by saying that there has been atrocity on the other side as well. I agree that there probably has, but we must recognize that the major atrocity has been committed by the military power which the West Pakistanis brought into the territory secretly over weeks during the period when the negotiations were in progress. The situation becomes even more frightening when one considers the danger of famine in East Bengal in the months ahead. At present, in many areas, there is a shortage of food because of bad distribution and lack of communications. The roads and railways have been cut. There is no doubt about that. The report in the *Financial Times* two days ago by Mr. Harvey Stock win has confirmed it. But the danger of starvation within the next few weeks, with which, of course, we must concern ourselves, pales into insignificance against the threat of

mass famine which will assuredly come in a few months if the major rice crop, the so-called Aman crop, is not planted during the pre monsoon period. This crop is responsible for 60 to 70 per cent, of the total rice produced in East Bengal and, if it is not planted, it cannot be harvested towards October and November. The famine which would then come would probably be equal in its disastrous effects to the famine which took place in 1943.

We should concern ourselves with several aspects of the problem. The first requirement is to give massive aid to assist the refugee camps set up by the Indian authorities. Here, I wish to say how much the relief organizations have appreciated the sympathetic and understanding way in which the Foreign Secretary responded to the appeal for aid which we made to him. As a result of his warmth of response and speed of re-action, we were able to send a plane-load of supplies out donated mainly by War on Want, Oxfam and Christian Aid. But that aid, although it is appreciated, is but a drop in the ocean of what is required to deal with the millions who have crossed the border.

I received to-day a telegram sent from Calcutta yesterday by the Rev. John Hastings, a minister in Calcutta who has been devoting himself for many years to relief work in Calcutta itself and who is now concerned with assisting in the camps. He says:

"Everybody most grateful to donors and Foreign Secretary for consignment of tents and supplies. Official refugee count is West Bengal 1.8 million; India as a whole 2.5 million. Shelter for well over 1 million is still highest priority".

He points out that, although the refugee problem has to be dealt with, we should concern ourselves also with the problem in East Bengal:

"We shall be suspected of avoiding the real issue if we stop at refugee service."

First, then, the refugee camps: there must be massive assistance. Here, the United Nations intervention, although a little slow in coming, is to be welcomed. Let the United Nations set up a £100 million fund not only to provide aid specifically for the refugees in the camps but also for their resettlement across the border as soon as that can be done. As for the situation in East Bengal itself and the prospect of famine in a few months, let the United Nations agencies now begin contingency planning to enable the world to act if disaster threatens in that way.

I come now to some of the political points which have been raised in the debate, and I take issue immediately with some of the remarks of the Hon. Member for Torquay (Sir F. Bennett) and his Hon. Friend the Member for Croydon, South. The Hon. Member for Torquay said that Sheikh Mujib Rahman had accepted during the election that there were certain legal requirements for the continuation of a united country, and it was only after the election that he went on to promote a separatist philosophy. The Hon. Gentleman asserted that the six points were not in line with the legal framework which Sheikh Mujib Rahman agreed before the election.

The Hon. Gentleman is completely wrong in what he said. I have here an extract from ***Keesing's Contemporary,*** Archives for 6th February which shows that the Awami League

fought the election on the basis of the six-point programme for autonomy for East Pakistan put forward by Sheikh Mujib Rahman in 1966. This is no new programme; it is something for which the Awami League has worked for many years. The six points are set out. Several of them are points which the Hon. Member for Torquay quoted as being points which Sheikh Mujib Rahman had indicated after the election he would want to follow.

In fact, hardly ever in human history' has a clearer election programme been put before a people in a democratic election on the basis of one man one vote, or a clearer decision made. Here we have all the six points. There was no question during the election that they would not be within the legal framework of Pakistan an one country. There was no objection from Yahya Khan and his associates to this programme being put forward, because, of course, they did not expect it to be supported in East Bengal to the extent it was. Only after the election, when 98 per cent of the seats in East Bengal were won on such a programme, did the objections begin to be raised.

We now lace deep philosophical and constitutional problems. I was speaking about these matters the other day to an Hon. Member and his comment was: "They fought for their independence. Once we have given it to them, it is up to them to stew in their own juice. They are a sovereign nation. We cannot interfere. The" must learn the hard way". I cannot agree with that attitude at all. I agree with the Hon. Member for Cornwall, North. In honor, we have a duty to take an interest in what goes on in other countries, particularly when the genocide, for that is what it was, and the denial of democratic aspirations, for that is what it was, are on the scale which we all know in our hearts to be true.

Now, the functions of the United Nations. I agree that the United Nations agencies must promote relief, take in aid and be concerned with avoiding famine. But the United Nations should not concern itself only with that. Article 1 of the Charter tens us that the first purpose of the United Nations is :

To maintain peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to peace"

Everybody acknowledges that this is a treat to peace, with China playing with one side and the U.S.S.R. possibly playing with another.

Article 1 continues:

"for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace".

This has been an act of aggression, one of the worst disasters during the last 20 years, with the Pakistan Army, as we know from evidence that we have heard, attacking innocent people and murdering them in the way they ,have been doing.

Next,

"to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which

might lead to a breach of the peace".

There is nothing in that about its being confined to sovereign States' relations with other sovereign States. If a breach of the people is taking place within a sovereign State that will affect the peace of the world, the United Nations should act. Article I goes on to say in paragraph 2 that there is a right of "self-determination of peoples". If that, in all honesty, is to apply, surely it must apply to the people of East Bengal, who by this overwhelming majority voted for the six points of the Awami League and have shown overwhelmingly that they want some form of government that they can trust in East Bengal.

I agree with those Hon. Members who have said that the situation is clearly that a united Pakistan cannot survive and that a Bangladesh government will certainly emerge. These 75 million people have by democratic vote already decided that that should be the situation.

However, the United Nations may not itself be fully charged with that decision, and I would like to suggest action that it should take. Article 33 of the Charter states that:

"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, inquiry "

"The Security Council"

-states Article 34-

"may investigate any dispute to determine whether the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security."

I think that every Hon. Member who has spoken in this debate has agreed that that situation applies. Therefore, not only should the United Nations be concerned with relief work-that is important-but it should also be concerned with the application of these articles of the Charter.

Unfortunately, the United Nations has in recent years become a club for the big Powers. It is a club to which only sovereign States are admitted. Humanity cannot appeal to the United Nations unless it is represented by a sovereign State. That is a regrettable state of affairs and I hope that, sometime, something will be done to enable repressed humanity to appeal without having a sovereign State to go to. I believe that that is already the case with certain agencies with the Trusteeship Council, and so on. There should be an opportunity for a situation like that which has existed in East Bengal in recent weeks to be drawn to the attention of the Security Council so that action can be taken on Articles 33 and 34 without having to wait for a major Power, or even a small Power, to initiate the request.

If a sovereign country now makes such an approach, perhaps the United Nations can begin to act in the situation on the following lines. After calling for a cease-fire and making sure that famine and disease are being controlled by giving assistance in maintaining good communications and providing good administration, the United Nations could supervise a referendum in East Pakistan so that it can clarify beyond any shadow of doubt whether the

people there want an independent Bangladesh or whether they want to remain united in some state with the West.

I believe that there is no doubt about what their decision would be, because the decision has already been made. If, however, the United Nations cannot act on a decision of an election last year, I believe that there may be a new procedure-namely, a referendum-which would help it to do so.

The Hon. Member for Chigwell referred to some extravagant statements, as he called them, in a circular put out by supporters of Bangladesh. He referred to General Yahya Khan as being power-drunk and mad. I wonder whether the Hon. Member would also criticize a document that came to my hand two days ago, sent by His Excellency the High Commissioner for Pakistan, Mr. Salman A. Ali in that document, we read something like this:

"Those the Awami League failed to win over by persuasion it sought to line up through Nazi-style tactics. A reign of terror was unleashed and unmentionable atrocities committed. The true dimensions of the killings directed and carried out by Fascist elements of the Awami League are now becoming clear. "

The Hon. Member condemns the excesses on the other side. I hope that he will condemn these excesses as well.

I refer to that to demonstrate that home really damning things are being said by both sides in the dispute. I do not believe that it is to our advantage, or the advantage of finding a solution, that we should go into all the allegations and the counter-allegations that are being made. In the fullness of time, there will be full reports about the deaths which have occurred, but our object today should be to apply ourselves not to an inquest, and not to trying to apportion blame, but to condemning any continuing excesses to which the telegram from Calcutta of which I have spoken refers as still continuing, in the hope that we can bring them to an end and find a solution which is based on all fours with the democratic aspirations of the people of East Bengal.

Mr. Biggs-Davison: The Hon. Member has addressed himself to me. I do not think that the two statements are comparable. One is an allegation of atrocities against the Awami League, the other is an attack on the personality and integrity of an individual. I dispute the latter very much. The two are not comparable.

Mr. Stonehouse: I believe that the situation points towards the Bangladesh regime achieving its independence within the foreseeable future. It may take many months, it may take years, but I think it is impossible for West Pakistan to impose its rule on a country over 1,000 miles away and with a population of 75 million, almost all of whom would now be opposed to it, apart from the Bihari minority.

In this situation, the East Bengalese are bound to win in the long run. I believe, therefore, that we must not encourage the West Pakistanis into imagining that they can return to a "normal" situation which means that they can continue their rule over this part of the country. I believe that Bangladesh will emerge and I believe it to be in the interests of

its people, as in the interests of world peace, that they should be given support in achieving this.

2. 10 p.m.

Rev. Ian Paisley (Antrim, North): Like other Right Hon. and Hon. Members, I want to congratulate the mover of this Motion, the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann). Anything that focuses attention on the tragedy of East Pakistan is to be welcomed.

However, there is another tragedy, and it is that in many circles there is apathy, a lack of concern and even indifference towards this vital matter. Because of interests concerned with self and world defense, there is a tendency not to speak out loud and clear against events which should be totally condemned. We live in an. age when we have become conditioned to outrage, violence, bloodshed, anarchy and lawlessness. There is not the deep concern that there should be across the nation. If any debate should stir this nation of ours, it is this one.

I welcome the concern expressed by all Right Hon. and Hon. Members who have contributed to the debate. However, the lack of interest across the nation demonstrates the way in which the permissive society has caused a corroding of our moral fiber. There is not the deep-hearted concern that there should be.

East Pakistan had its twilight in the cyclone. It is now having its midnight, and what a midnight it is. Even if reports have been exaggerated, there is no doubt that there has been awful slaughter in East Pakistan. An Hon. Member on this side of the House referred to a speech made by the President of Pakistan on 25th March. That was an unfortunate speech, because it was on the evening of that day that the Army of Pakistan swept into East Pakistan, and there is no doubt that there was terrible slaughter. There is no doubt either that awful atrocities were committed. I believe that atrocities were committed on both sides. However, it is right to say that some of them came out of despair and a sense of deep frustration, while others were the result of the might of brutal military strength.

We in this House must be universal in our condemnation of that brutal military strength. Homes have been blasted, families have been murdered and cities have been raped. Tens of thousands have been slaughtered and hundreds of thousands made homeless.

I welcome this Motion. I welcome it first in the name of humanity. The voices of the dead and dying should not fall on deaf ears. The outrages, the bloodshed and our brothers' blood crying to us from the ground should arouse the Government and the country to take a strong line. This is not a day when any Government can afford to drag their feet on an issue of such proportions and such tragedy as that which we are discussing.

I also welcome the Motion in the name of democracy, for there is no doubt that the majority of the people in East Pakistan made a definite decision. There has been an attempt to draw a parallel between the situation in East Pakistan and that in my own country. However, Hon. Members must be aware that the vast majority of people in Northern

Ireland want to remain part and parcel of the United Kingdom, whereas the outcome of the election which took place in East Pakistan demonstrated that the vast majority wanted autonomy and the right govern themselves. The situations are not parallel.

In this House we hear from time to time that the rights of all minorities should be guarded. What is in question in East Pakistan is the right of a majority of the people to say what sort of country they want to live in and under what sort of constitution they want to work. Surely they have the right to be heard in the name of democracy.

If this House is to maintain any credibility among world leaders, if people are to look to this House as the defender of rights of both majorities and minorities, surely the Government must take some of the steps proposed by Hon. Members today and show by their attitude that they intend to move in the right direction, in the direction which will help these people in their time of deep and terrible crisis and awful agony.

2. 16 p.m.

Mr. Julius Silverman (Birmingham, Aston): May I add my voice to the congratulations which have been extended to my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) on raising this important subject? It is one which should concern every Member of this House and everyone in the country. Even if one understands the reluctance of the Government to make any decision condemning another Government, with all the international implications involved, it is important at any rate that this House should express its view on the matter.

In this case, the facts about what has happened are stark and clear. A nation of 75 million people has expressed its desire for autonomy, not even for independence or secession. The people have not only expressed their opinion. They did so clearly in an election commonly agreed on both sides to have been a fair one. Probably it did not produce the result that was expected, but it is common ground that it was a fair election. In East Bengal it resulted in an overwhelming decision in favor of autonomy.

Immediately there were negotiations. They broke down. But even before they had broken down, the Pakistan Army, consisting almost entirely of West Pakistanis, stepped in and acted in brutal suppression of the party which had only very recently been declared by the people to be their representatives.

It may be that there have been exaggerations in the stories which have been told about villages being burnt down and about wholesale massacres. But I should have thought that there is sufficient evidence for us to know that, if even half of what is said is true, what is happening in East Pakistan cannot possibly be forgiven.

We have heard reports about the movement of two million people from their homesteads, The Hon. Member for Chigwell (Mr. Biggs-Davison) says that the figure may not be correct. In any event, there is no doubt that a vast number of refugees, most of them Muslims, have poured out from these villages, from the lands and the homes to which they are attached, into an alien country which for many years they have regarded as their enemy. Obviously, this movement would not have taken place without a terrible driving force. That, at any rate, must support a large part of the dreadful stories which we hear about what

is happening in East Pakistan.

One or two Hon. Members have suggested that because Sheik Mujibur Rahman demanded secession, President Yahya Khan was entitled to break the negotiations and to send in his military forces. I do not know the justification for that suggestion. If a nation of 75 million people desires to be independent, why should it not have the right of self-determination? What right has this General-incidentally, a man who has no constitutional position; he arrived at his position not by any constitutional method of nomination and election, but by a military coup not long ago-to repudiate the wishes, freely and electorally expressed, of 75 million people for self-determination? In fact, they did not go so far. They demanded economic autonomy. In view of the history of these countries, I should think that they were entitled to do so.

There is good reason to suspect the bona fides of General Yahya Khan. The trouble is that, whilst these negotiations were taking place, the warships with the troops were sailing round the Indian Peninsula. One wonders whether these negotiations were simply a time-saving device or were genuine in the first place. But, whether they were genuine or not, the intervention of the Pakistan Army cannot, in any circumstances, be either condoned or mitigated in world opinion.

The facts are stark and clear. I do not know how any long history or constitutional niceties can possibly obliterate or take away from the stark nature of those facts.

What can we do about the situation? It may be, as some Hon. Members have said, that if the Government express an opinion, it may be counter-productive. None the less, I hope that the United Nations will take cognizance of the matter and express a view about it. I join those who have expressed the hope that the Government will do their utmost concerning relief and helping the unfortunate victims of this disaster. I am sure that the Minister will agree that the money which has so far been donated, £18,000, is inadequate. It is a fleabite. I hope that it is a mere beginning. Vast sums will be required from the Government and, I should think, from other industrialized nations of the world. It is unfair that India, a poor country with few resources, should have to bear this burden because of its geographical proximity to the scene of this disaster. This burden ought to be borne by all the nations of the world.

I do not think that the problem can be dealt with by the voluntary organizations because it is too vast. Representatives of voluntary organizations have already said that it is far beyond their capacity to deal with the problem. It must, therefore, be dealt with by Governments. Whilst one welcomes the introduction of the United Nations, obviously its agencies do not have the resources to deal with the problem without calling in the assistance of Governments as Governments. I express the hope that the Government will respond very generously and, indeed, will take the initiative in responding because of our special and historical connection with the Indian sub-continent.

It may be some time before relief assistance can usefully be given to East Bengal I understand that there is suspicion among some of the East Bengalis that such assistance, if given via the Pakistan Government, may be used for the purpose of continuing to enforce their control-buying rifles and other weapons rather than for their relief. Therefore, if and

when such assistance becomes possible, I hope that the Government and the United Nations agencies will exert the strongest possible control and supervision over it. We must make sure that assistance given for humanitarian purposes is not used for others.

I am sure that the whole House hopes that the Government will be generous in dealing with the situation, especially the immediate problem of the vast refugee camps in India.

2.27 p.m.

Mr. Bernard Braine (Essex, South-East): The debate poses an acute dilemma for all Right Hon. and Hon. Members. On the one hand, there cannot be indifference to what is happening to the people of East Pakistan. Every speech to which I have listened has made that plain. We share a common interest in what has been happening and a common desire to do something practical about it.

On the other hand, Pakistan is a sovereign State with which he have had long, close and cordial relations. It is also a country which, for some years, has been faced with acute economic difficulties. Truet, we in company with other nations, have been helping in that country's economic development, but clearly, because Pakistan is an independent sovereign and proud nation, we have to weigh our words and to plan our actions in this situation with great care if what we say and do is not to be counter-productive.

It is necessary to recognize, as some of us had to say repeatedly during the tragic Nigerian civil war, that we no longer administer independent Commonwealth countries. Our writ no longer runs there. Often there is much resentment-understandably so-at any- moralizing or interference from former Imperial Powers. Independence means not merely the freedom to manage one's own affairs, but also to make one's own mistakes.

Yet, having said that, it is clear that we cannot leave the matter there. There are, after all, deep bonds of affection between the people of this country and all the peoples of the Indian sub-continent. We cannot erase three centuries of close association between ourselves and the peoples of Indian Empire, as it was, and of India and Pakistan as they are now, because this is part of our history; the association runs too deep. There are close personal ties between many of us here and our friends in India and Pakistan. There are, too close ties of commercial interest, and, morally, as a number of Hon. Members have said, we have some share of responsibility for the way in which the Indian sub-continent was divided.

Moreover, in company with others, we have for some years assumed a responsibility for providing aid for the economies of both India and Pakistan, and we are therefore deeply involved in the orderly development of both countries. There is no greater British interest than the spreading of tranquility across the world with successfully prosecuting war against want, disease and illiteracy. This is a situation which opens up a new era of opportunity for Britain. People talk about British influence, and in this field, at any rate, it can be very great.

I shall not say anything about the actions of the Pakistan Army, I do not have access to

the information which so many correspondents and, indeed, some Hon. Members seem to have. I have no doubt that what has happened in East Pakistan is frightful. There is nothing more tragic than a civil war, and clearly unpleasant things have been happening on both sides. But we should be concerned with the situation which led up to this unhappy state of affairs, the way in which that situation developed, and what are the chances of rescuing something from the ruins.

I had the good fortune, together with the Hon. Member for Ports mount, West (Mr. Judd), as a member of the Select Committee, to visit both India and Pakistan not much more than a year ago to look at the way in which the British aid programme was working out. In general, the picture that we had of our performance was reasonably satisfactory, and I was proud to see what we were able to do in so many different respects in both countries.

In the present situation, there are two separate but related problems. There is, first, the situation in East Pakistan itself, and then there is the growing refugee problem over the border in India. As to the situation in East Pakistan, it serves no useful purpose to moralize about how things went wrong after the recent elections, or whether the Awami League's bid for secession was wise, or whether the central Government of Pakistan are responsible for grave injustice and oppression. What is clear to me now-and what was clear to my colleagues and me when we went to India and Pakistan-is that both problems are too big to be solved by those countries alone. If the debate serves any useful purpose, it will be to make the point that the situation with which these countries are grappling is too big for them to solve by themselves. This is no reflection on either country. It is just an unhappy fact.

To those who have gone there in recent years, Pakistan presents a strange contradiction. West Pakistan is one of the successes of the developing world. It has made notable economic progress, and has achieved a real breakthrough in the production of food and an improvement in the standard of living. On the other hand, we could not fail to notice that East Pakistan was heading for sheer economic disaster.

Mr. Frank Judd (Portsmouth, West): Hear, hear,

Mr Braine: One must make this absolutely plain. In East Pakistan some 70 million people are crammed into 56000 square miles. The rate of population growth is such that these numbers will double, unless by some miracle they are checked, within the next 30 years.

West Pakistan has space, it has potential, and it has hope. Flying over East Pakistan, however, one could not see an inch of uncultivated or empty land. The average size of a holding was one to one and a half acres. Unemployment and under employment had reached massive proportions. I am talking about the situation which existed 18 months before the present disturbances. Malnutrition was widespread. I have never seen such appalling poverty. I shall never forget the feverish-eyed, undernourished ricketlegged children holding out their begging bowls. I have never seen anything like that in Africa or elsewhere.

That is why I say that Pakistan is faced with problems that are too big for it to solve alone, and if this debate serves any useful purpose at all it is to show that we are willing to

play our part in any international rescue operation that may be necessary. In short, the situation that we saw was crying for redress long before the elections of last year, the disturbances which have followed since, and the actions of the Pakistan Army.

What action has been taken in the past year by the international consortium to which this country subscribes? Such a body, headed as it is by the World Bank, is the only one that can ensure that the economic imbalance is redressed between East and West Pakistan. The figures are quite striking. In the period of the third five-year plan, 1966-70, only 36 per cent of development finance went to West Pakistan, as against the 52 per cent originally allocated. It was not so much that the will to do the right thing by East Pakistan was lacking. It was that circumstances did not exist which would enable the Pakistan Government to do the things that they were planning to do. Nevertheless the fact remains that East Pakistan is now poorer than she was at the time of partition.

I mentioned the progress being made in West Pakistan. By contrast, in the East there was a critical shortage of irrigation, finance and skill. Seasonal floods and droughts make agricultural development impossible without heavy investment in flood control and water distribution, which is the subject of continual bickering between India and Pakistan. Only help from outside can bring order into this chaotic situation, and that is why I ask what action the consortium has taken. What is it doing, for example, in providing debt relief?

One is glad that the President of Pakistan has appealed to the United Nations agencies for help. I hope that we shall speed up every possible contribution that we can make to the efforts of the United Nations. I agree with those Hon. Members who have said that this is not a matter that can be left to the private relief agencies. The problem is too vast. The Indian Government's requirements alone are massive if relief is to be brought to the million or more refugees already in their territory.

There are, therefore, two problems-the problem of short-term relief to deal with the refugee situation, in respect of which I hope that the Government will bring the maximum help to hear-and the problem of long-term development in order to redress the imbalance between East and West Pakistan. I hope that may Right Hon. Friend will be able to say that practical help is under way in regard to the solution of both problems.

As 1 have said, the debate will have served a useful purpose if it demonstrates that the British Parliament is deeply disturbed by what has happened, is anxious to give all reasonable and practical help that our Government are ready to respond.

2.40 p.m.

Mr. Michael Barnes (Brantford and Chiswick): This is the second time in recent years that we have debated this sort of situation. My Right Hon. Friend the Member for Fulham (Mr. Michael Stewart), making a point about one similarity between the situation in Pakistan and in Nigeria, emphasized the many dissimilarities between the two situations. There are dissimilarities, but there are also many similarities, especially in the kind of reactions that follow events of this kind.

When something like this happens a cry goes up from the area of the country

concerned, against which the central Government of that country is proceeding with the use of force-a cry to the rest of the world. "Don't you understand what is happening here? Can't you do anything about it?" Throughout the world, people of good will ask. "What can we in the West do about it?" Governments make traditional statements, and Ministers make statements at the Dispatch Box about the security of British nationals and say that it is an internal affair, and if any protests are made they are too timid, and they come too late to have any effect.

Can we in Britain leave it there? What has happened in Pakistan is that arms acquired by the Government of that country for its external defense have been used-with far greater fire power than could ever have been needed-against their own people.

The countries that are involved in supplying arms or aid to other nations-and this is especially the case with the sale of arms-must realize that with those sales and aid go heavy responsibilities. Aid also inevitably involves the donor country in the affairs of the country to which that aid is given. That is not to say that aid should be given with political strings. Many Hon. Members who have spoken today have made the point that it would be a bad principle if donor countries were to give aid to which political srings were attached.

But the events in Pakistan are so momentous-one of the six journalists admitted to East Bengal has estimated that over 30,000 have lost their lives, and my Hon. Friend the Member for Kensington. North (Mr. Douglas-Mann) indicated that the true figure could be much higher-as to go beyond any situation in which one could describe the taking of political attitudes by the donor aid countries as pulling political strings.

Since this is the second time in recent years in which the world has been faced with this situation, it is clear that countries supplying arms or aid should work but a code of practice which will govern their attitude and actions when these situations arise. Such a code should involve the arms suppliers writing into arms contracts clauses giving them the right to make immediate representations and to suspend existing contracts and reduce the supply of spares if arms are used in any major operation against a country's own population.

Many difficulties would arise in framing such a code. There is the black market in selling arms throughout the world, and on top of that there are political difficulties, In that countries like China and Russia adopt different attitudes. But the object would be to establish a framework in which it would be possible for the countries supplying arms or aid to react immediately, rather than to feel in an isolated position, in which they could be accused of interfering in a country's internal affairs. The object would be to make Governments like the Government of Pakistan think seriously about the consequences before they embark on the arms build-up that went on in the 10 days before 25th march, leading to the military solution then put into effect.

I agree with my Right Hon. Friend the Member for Leeds. Hast (Mr. Healey) that it would be wrong to suspend existing aid commitments, but I should have thought that aid consortia could establish a code of practice which would make it clear to recipient countries what would be the likely consequences, in terms of their aid programme, if they acted as the Government of Pakistan has done in this case.

I understood the Minister to say that the British Government took the view that they would embark on new aid commitments with the Government of Pakistan only if the aid could be effectively deployed. He said that, that meant that, there would have to be a political settlement, and that, that was a matter for the Pakistan Government and people to achieve. But how can we link, in the same phrase, the Government and people of Pakistan? What chance have the people of East Pakistan to achieve a political solution so long as they are held down by military occupation? Hopes have been expressed by Hon. Members about a political settlement. To me, those hopes seem incredibly optimistic. If it is left to the Government of Pakistan, I should have thought that there would be no political settlement in East Pakistan for a long time.

Mr. James Kilfedder (Down, North): I am sure that the Hon. Gentleman would like to give credit where it is due. Does not he agree that the President and the Government of Pakistan showed considerable concern for having a democratic civilian Government in their country by holding elections when they did and ensuring that they were fair elections. We know that where military personnel control the country elections can be rigged, but that accusation has not been made in respect of the Pakistan elections. It has not been made against the President or the Government of Pakistan.

Mr. Barnes: I agree with what the Hon. Member says, but I am talking about the situation that exists now-after 25th March. 1 say that what happened then and in the subsequent weeks means that there is no chance of a political settlement in Pakistan for a long time, unless political pressures arc applied on the Pakistan Government by the rest of the world.

When the cry for self-determination goes up from 21 distinctly defined area of a larger country-whether it be East Bengal or Eastern Nigeria-the world must consider its own involvement in the matter. However distasteful it is for countries to attempt to apply political pressure through their aid commitments, it may be the only way in which they can help to bring about conditions which my Right Hon. Friend is hoping will exist before long. Politics is a very rough business. Sophisticated politicians in Western countries must not shrink from using crude political pressure when justice and humanity demand it.

I welcome the efforts which the Government have made to get the international relief operation going, but I urge the Minister to continue to give maximum support to our own voluntary relief organizations, because international operations can take a long time to get under way. Our own organizations have a great deal or experience in this kind of matter and in diagnosing the immediate requirements. They can move fast and can do a great deal if they get the right backing from their Government.

I should like the Minister to clarify what representations the British Government have actually made to the Government of Pakistan about getting relief into East Pakistan-both about international relief through the United Nations and also about our own voluntary organizations. The Foreign Secretary was questioned about this on Tuesday, but his answers were not completely clear. He spoke of communications difficulties and the fact that relief in East Pakistan had to be distributed by the Pakistan Army. I would ask the

Right Hon. Gentleman to make further representations to the Pakistan Government to find out precisely what these difficulties are. If the relief organizations had the right backing and equipment, surely they could overcome these difficulties.

In this kind of situation, it is very unsatisfactory for food to be distributed by an army of occupation. This was very clear though the Nigerian conflict. One cannot convince the civilian population that the food is not going disproportionately to the troops. One of the difficulties is that this kind of allegation, which was made in the Nigerian conflict, will be made here. Another thing which one cannot convince the civilian population of-however unreasonable their attitude may seem to us-is that, if the food is being distributed by the army of occupation, it is not being interfered with.

I congratulate my Hon. Friend on making this debate possible today, but we should not be too pleased about our own attitude in this debate. This is the second time in recent years that the Commonwealth and the United Nations have failed to restrain a Commonwealth country from seeking a military solution to a purely political problem. If the United Nations and the Commonwealth want to have any reputation as effective political instruments, they must find ways of strengthening their institutions so that they can deal with this tragic phenomenon which we saw in Biafra and have now seen in East Bengal.

It has been brought to my attention, on Very good authority, that requests have been made by the Pakistan High Commission in this country to the British Government that the British Government s security services in this country should find out as much information as possible about those involved in this country, both Pakistanis and English people, in the various protest groups which have grown up.

It is a common experience of quite a few people involved in these protest groups in recent weeks to have been interviewed by a whole host of people, including people who were obviously Special Branch officers. One understands the paranoia of the security services, one is aware of it and accepts it. I am not complaining that our security people should be interrogating members of Action Bangladesh or whatever it is, because they have to do something. That is what they are paid to do: it is regrettable, but it is inevitable, if one has security services, that they will occupy themselves in that kind of way.

But the much more serious allegation which has been made, and which I refer today only because it has been brought to my notice on good authority, is that there have been requests for this information by the Pakistan High Commission and that the information is actually being passed to the Pakistan High Commission. I would ask the Minister whether these inquiries have been carried out, why they have been earned out, whether requests have been received from the High Commission and whether information has been passed to it.

2.55 p.m.

Mr. John H. Osborn (Sheffield. Hallam): Our dilemma in this debate is that an independent country has taken a certain course. In this House and elsewhere, we feel that we have a moral obligation to do something about the situation, and we are groping to decide among ourselves what we can do. We are asking ourselves what power we have to

do anything, because we are no longer an imperial Power and there is a difference between preserving law and order-friendly Governments have had to do this-and suppressing the democratic processes. The extreme differences are obvious, but, sometimes, the borderline is difficult to ascertain.

I have been involved, as other Hon. Members have, in the last six months in the discussions about what has really happened in Pakistan. In this House, we are trying to act as judges, trying to find a solution. If this debate were taking place within the Inter-Parliamentary Union, where Members of Parliament from many different Countries come together, or within the United Nations, there would be a much bigger divergence of view. That is why the correct line of action by the United Nations in a situation like this is difficult to define.

But there is agreement that there have been serious human tragedies of unprecedented proportions in East Pakistan. If there has been genocide, it must be condemned. It could well be that the Punjabis, the West Pakistanis, have ruled and dominated the Bengalis in East Pakistan to an excessive extent. A series of regimes in Pakistan based on military rule may have lacked that political sensitivity which is so necessary to avoid the strife which we have been discussing. But it would be wrong to condemn President Yahya Khan as it Would be wrong completely to condemn. Sheikh Mujibur Rahman.

We have been made aware of the Awami declaration and the results of the recent elections. I support my Hon. Friends in genuinely believing that President Yahya Khan has tried to hand over military government to democratic processes and that he is sincere in his pronouncements on this subject. Those who know him better are even more convinced than I am on this score. I regret that Sheikh Mujibur Rahman did not use his power, having won the elections, to reach some sort of compromise after the discussions of the last two years.

There has been discussion about the so-called "six points". One is that the Federal Government will deal with defense and foreign affairs. Another is that the constitution should provide for a federation. Recently there have been additions to these. The question of the withdrawal of military law and of sending the troops back to barracks has also been discussed in recent months.

It should be remembered that there could have been a misunderstanding on the part of the electorate in the recent elections. The results on those elections do not, therefore, mean that the voters thought they were voting for complete autonomy in the sense of having two separate nations. East Pakistan and West Pakistan. How many of them thought they were only voting for, for example, a separate province as part of a federal system?

Bangladesh has described this as a war between two nations, and we could argue for a long time about whether this is a civil war or a war of independence. Whatever it is, it is to be regretted and we must condemn what should be condemned. For 25 years since partition there has been discussion of the best solution for Pakistan, both as a whole and separately. Today Bangladesh has popular sympathy.

Having said that, I agree that Bangladesh appears now to be the underdog. The Hon. Member for Cornwall, North (Mr. Pardoe) referred to what was happening as a "Liberal

evolution". I appreciate what is meant by those who say that the claim of East Pakistan, East Bengal, for independence arouses the same sympathies as were aroused over Biafra. Indeed, these are the very sympathies that have given momentum to the Scottish Nationalist and Independent Welsh causes.

The Right Hon. Member for Fullham (Mr. Michael Stewart) referred to the similarity between this problem and Nigeria. However, we really do not know exactly what has happened. For example, reference was made to an article in the Sunday Times by Anthony Mascarenhas. He undoubtedly implied that the first shots were fired by the rebels, the Bengalis. But the truth is hard to discern from the welter of reports that have reached this country.

The Conservative Government in Britain have taken a similar line to a that adopted by the United States Government. The Soviet Union have urged a political settlement and we gather that China has offered support to Pakistan. However, it is India that has the refugee problem on a big scale. Several Hon. Members have described the conditions in the refugee camps. They, of course, must seem to be appalling. This always happens in cases of this kind. We learn that if the ranks of refugees continue to swell at their present rate, within a few Weeks there will be between 2 million and 3 million refugees. It is interesting to note that they are not all Muslims.

There have been charges and countercharges by India and Pakistan in connection with border incidents. We in Britain must have a clear appreciation of what is our business and where we should mind our own business. Certainly from our personal friendships, directly and indirectly, with leaders in both India and Pakistan we should do all we can to bring about understanding. There is a bond of understanding in the Commonwealth and this may help in this regard. The United Nations may also be of assistance.

The Motion calls for a cease-fire. What can we do to bring it about? It also calls for an end to the strife. We are anxious that that should happen, but what can we do to help? It has been suggested that the West Pakistan Administration should be allowed to go bankrupt, and I have heard appeals from Bangladesh supporters and spokesmen and others that no further aid should be sent to West Pakistan. It would be nonsense to deny assistance to West Pakistan but give help to East Pakistan. It should not be our task to wreck a nation; our policies should bring about aid and reconstruction.

I welcome the intention of the Government that the aid programme should continue and in particular that it should be concentrated on East Pakistan. Outside pressures, such as the report of the Select Committee and other reports, have pointed out to the administration in Pakistan that much more needs to be done for East Pakistan. Inevitably, continued assistance will be difficult but it is right that the E.C.G.D. should be careful about placing further insurance on exports beyond existing commitments. This will present problems to Pakistan, and is sympathetic of the economic crisis it faces.

In the Sheffield area, as well as in Bradford and London, I have met many who have come from East Pakistan and who do not know what had happened to their families and relatives. This morning I read a letter from one person, enclosing an article from the

Sheffield Morning Telegraph by Mort Rosenblum, entitled "Vultures over Bangladesh". Most of this constituent's family had been left behind in Pakistan and are dead. This is the tragedy that motivates us all.

Can we necessarily put the blame on the West Pakistan regime for this? There has been a failure of communication. The Pakistan regime must put its case to the people of this country. The problem facing the Federal Government of Nigeria was that for weeks and months we heard only the Biafran story. The reporters have brought back tales which concern us all. Some endeavor must be made to let us know the truth, and put to the people the constructive attitude of the Pakistan Government.

Great Britain is no longer a world power, but it can exert a moral influence and can wield moral pressure to achieve a solution. The ultimate solution must rest in Pakistan. A continuing aid programme must be mounted, but it must be properly administered-and that will be difficult, because I can well understand the position of the regime, which will want to administer that programme itself. These are the same problems that we had in Nigeria. The free world has not taken kindly to the situation which has arisen in the Indian continent between East and West Pakistan. We want the right measures to be taken, but this, can come about only by an understanding of the problems involved. We have a moral obligation to use our influence to bring about peace between the parties in conflict. I very much hope that as a result of the debate the Government will have some success in bringing about talks and an understanding between those who now do not wish to talk to each other, and in a situation where hatred is replacing understanding.

3. 8 p.m.

Mr. Frank Judd (Portsmouth, West): I join those who have congratulated my Hon. Friend the Member for Kensington. North (Mr. Douglas-Mann) on the way in which he introduced this vital debate. 1 also join those who, although expressing certain reservations about what the Minister had to say, recorded their support for the good news about progress at the United Nations on international action and progress among the various relief organizations trying to organise a concerted drive to bring succor to those in immediate need.

I have a specific question to put to the Minister. Can he give an assurance that the Government will not allow any students from East Pakistan studying in this country, who find themselves destitute as a result of developments in their country', to be forced to finish their studies unnaturally early? If the Government find any students in that predicament. I hope that they will ensure that their studies can be completed.

At this stage we ought to beware of any ill-founded complacency arising from the apparent calm after the peak of the storm. Just because there are today no stories of fighting and slaughter on the scale on which that took place in the early stages, there is no reason for us to relax. In this apparent calm we should ask ourselves what are the brutal techniques upon which the calm is based. If the Pakistan military regime has nothing to fear or to hide, it should be eager to co-operate with the international community by allowing international observers to be there, so that its reputation can be protected.

It is not only a matter of the presence of international observers to see what is happening now but, in the name of the integrity of the military regime in Pakistan, there ought to be a full and speedy international inquiry into the earlier events of March, because the accusations are so serious and far reaching that I am certain that the regime would not wish to see them going uninvestigated. The stories of deliberate intimadation and slaughter of a wide cross-section of the community must be examined so that the world can be re- assured and the name of Pakistan rehabilitated.

We have been concentrating on the immediate situation. What makes matters worse, as the Hon. Member for Essex, South-East (Mr. Braine) said, is to look at the situation in the context of the on-going social, economic and political history of East Pakistan. I had the good fortune to be with the Hon. Gentleman in both West and Fast Pakistan when I was a member of the sub-committee of the Select Committee on Overseas Aid about 18 months ago. As we saw East Pakistan, it was a sorry story-a land area of 55,000 square miles, with 70 million people, with a 3l/z per cent, per annum population rise. The population will be about 100 million by 1980 and possibly 140 million by 1990. It is a country in which disease is widespread. We saw evidence of smallpox, dysentery, typhoid, tuberculosis, blindness and cholera.

In East Pakistan the average per capita income 18 months ago, before the latest crisis, was only about 60 United States dollars per year. This was about 50 per cent, below the average per capita income in West Pakistan.

I do not know whether I would carry the Hon. Member for Essex, South-East with me in this, but I was disconcerted at the evidence of a totally disproportionate use of resources provided for aid in West Pakistan when compared with East Pakistan. It was distressing to be shown by the Pakistan Government, with great pride on their part, sophisticated railway electrification schemes and massive prestige dam projects, and then to compare those with the abject poverty of people in East Pakistan. It seems unfortunate that in the work of the aid consortium, priorities were not more balanced in the years before the latest disaster.

There is also the problem of military expenditure. This has been estimated as in excess of 60 per cent, of the Pakistan budget. One of the justifications advanced for this is the tension with India and the problems of Kashmir problems and tensions which, at the time of our visit, were causing a good deal of fairly overt irritation and criticism in East Pakistan because the people there saw how these resources could be used. They also saw in East Pakistan that, as a result of the tension, they were being denied their more obvious trading relationships with India. They were, for example, having to import coal from China instead of from 30 miles across the Indian frontier, which would have made much more economic sense.

The other point which has come out in the debate and which needs a little more emphasis before the debate concludes is the whole issue of intervention and non-intervention in the internal affairs of a sovereign State. I am underlining some of the arguments which have already been adduced when I say that it is not an argument about intervention or non-intervention. It is an argument about the form of intervention.

The very fact that a country has an aid relationship with a developing country means that the donor country is intervening in the developing country's affairs, because it is supporting economic and social priorities laid down by the Government of that country. The fact that one country has military co-operation with a sovereign country means that it has intervened, because the second's defence policy depends upon the collaboration of the first country'.

If the House accepts this, the question we must ask ourselves is whether there is a need to change the form of intervention on which we have embarked in Pakistan. I would argue that there is a need to change it. To be successful, aid must be a partnership. A healthy partnership means that all the partners feel free to speak out and to state their terms. I cannot go home to my constituents and justify the use of their taxes to support a regime which I find a totally unjustifiable and deplorable regime in any area of the world. We have a right to say so in forming a partnership, if it is to bet by definition, a genuine partnership.

I believe that with the whole transformation from Empire to Commonwealth we have embarked upon a new relationship of partnership within the Commonwealth. Although I understand the sensitivities which are there because of a mood of post-imperialism, a feeling of our impotence in this post-imperial era. it is nonsense to suggest, now that we are free of the inhibitions of imperial responsibility, that we should not speak out openly and freely as partners, as equals, of countries such as Pakistan when we are confronted with the situation we now see. Not to do so is to embark upon a sort of inverted snobbery of the worst kind.

Next, it seems to me that what has happened in Pakistan demonstrates clearly the essential interdependence of the world community. We have seen that the refugee problem has immediately become in reality an international problem. The refugees are there in India. This presents not only a social and economic problem for India, but also a strategic problem, because India may find it difficult to remain immune from the conflict because of guerrilla activities which may be based upon the refugee camps. Therefore, it is an international problem.

We also know-my Right Hon. Friend the Member for Leeds, East (Mr. Healey) made this very clear-that basically there is another international dimension to the problem, because with the possibility of increase tension between India and Pakistan as a result of the deplorable events in Pakistan, we must take into account the possibility that Russia and China, waiting in the wings, may become parties to any further escalation, with very significant results for all of us, not only those in the immediate area.

Therefore, I believe that we should talk forthrightly to the military regime in Pakistan and make it plain that, if we are to continue with any aid and development relationship with that regime, we cannot underwrite policies on its part which amount to the ruthless and autocratic suppression of the people of East Pakistan. We should be prepared to say to that regime that it seems clear to us that the only viable future for a united Pakistan is one which is based on the good will and voluntary co-operation of the two parts, and that the suppression of one part by the other will guarantee the inevitable disintegration of a united Pakistan.

I should like to refer to one point in the Minister's speech. He said that he hoped that if the conditions became right, it would be possible for us to put more emphasis, in the context of the consortium, on assistance and aid to East Pakistan, and I am sure that everyone would welcome that development if it proved possible. However, as somebody who has tried to follow aid and development matters very closely for some years, I have come to the conclusion that the most crucial factor in any developmental situation in the style, commitment and effectiveness of the Government of that territory- It is absurd to become involved in technical assistance or capital aid programmes to a country where the Government, by their political style, are countering genuine economic and social progress in that country. It. therefore, seems to me that it is not possible to say that just because law and order in their most negative sense have been reestablished in East Pakistan we can somehow become involved in an aid relationship. We have to look at the way in which the law and order are restored and we have to look at the political context of the situation.

We must be prepared to be more honest with ourselves. One has heard the argument, not in this debate but elsewhere in recent weeks, that one of the considerations on the part of our Government has been that, looking at the Pakistan situation in the context of international defense commitments, the military regime is a safe and reliable ally, and East Pakistan would be weak in the defense system. If this view is being advocated, I think it is nonsense. If the military regime can extend control to East Pakistan only on the basis of suppression and the use of great amounts of its military resources in keeping down the people of East Pakistan, not only does East Pakistan become a weak link in the defense system, but the military regime and the central Government of Pakistan itself becomes a weak link.

3.23 p.m.

Mr. W. Benyon (Buckingham): One of the main points which have emerged from this debate is how difficult it is to dis9uss this matter thousands of miles away and subject to a considerable news blackout. That is the reason for the apparent disinterest that we see in this question, and not the point raised by the Hon. Member for Antrim, North (Rev. Ian Paisley), which was something to do with the permissive society. The reason is this complete divorce that we feel in discussing this matter.

It is quite apparent from what has been said today that we are all agreed on two points: we want to see a halt to the bloodshed that is going on and we want to see relief of those who are suffering carried through as quickly as possible. I pay tribute to the action that has been taken by Her Majesty's Government so far, and I was very glad to hear of the further measures which were proposed by my Right Hon. Friend today.

It is not for us to apportion blame. It seems to me that people who do that in this matter jeopardize their own case. We all appreciate that this is a very confused situation and that its origins are by no means clear. It is also apparent that the fault is not only one on side. Really terrible things have been done by troops and irregulars of both East and West. But it is also clear that East Pakistan in totally and absolutely shattered. Its economy is at a standstill and famine and disease are very real threats indeed. I was glad that the Right Hon. Member for Leeds, East (Mr. Healey) mentioned the recent cyclone and the fact that 4'/2

million people are still living on imported supplies. I welcome the assurance that this matter is well understood and that we shall play our part with the United Nations in relief measures.

I come now to the political aspects of the problem which faces us. As has been said many times, Pakistan is a free, independent nation and also a member of the Commonwealth. I am sure that what she requires from us is the attitude of a true friend, a friend who does not hesitate to speak his mind fearlessly and honestly and who seeks not to dominate but to help in this situation. We all know that there are others not similarly motivated. There are political vultures circling the disaster, knowing only too well that out of tragedy comes political opportunity and seeking to exploit weakness, not to help.

The solution must be found within the borders of East Pakistan itself. The real tragedy was that before 25th March Pakistan was close to producing a solution which made sense in political terms.

A solution cannot be imposed from outside, however much some people may think that it should be. I always feel that those who argue in that way are people who want to interfere in countries and regimes which they do not like and not in those which they do like, even though the same conditions of bloodshed and suffering may equally prevail.

The essence of any solution is long-term stability, for without long-term stability there will not be economic growth or alleviation of the plight of the citizens of East Pakistan, which was so movingly described by my Hon. Friend the Member for Essex, South-East (Mr. Braine).

It is no good talking in this context in terms of democracy, self-determination and so on if that means the poor people concerned accepting one tyranny for another. My own view accords to a certain extent with that of the Hon. Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) to whom we are indebted for this debate, that eventually some form of separate political development must come, whether in a federal set-up or not. I pay tribute and give my support to the objects set out in the Hon. Gentlemen's Motion, the halting of killing and the relief of suffering. That is what we must work for: that must be our first priority, in conceit with the other nations of the Commonwealth and the world.

3.27 p.m.

Mrs. Judith Hart (Lanark): At this point in the day, all those Right Hon. and Hon. Members who have already expressed gratitude to my Hon. Friend the Member for Kensington, North (Mr. Douglas-Mann) should be even more grateful because the quality of the debate has well justified his success.

I have heard most of the speeches, and it seems to me that Right Hon. and Hon. Members find it impossible to exaggerate the degree of tragedy in the present situation in Hast Pakistan. In terms of human suffering, the destruction of life and the disintegration of society there, no one is sure that the horror revealed by the figures we have thus far may not be exceeded when the full facts and figures are known. It is a sobering reflection that what man has done to man in East Pakistan seems to have exceeded what natural disaster did to man last autumn.

In considering how we can help and what we can do, I shall touch, first, on the problems now facing India, and then turn to the general question of aid to Pakistan and the degree of pressure, if any, which would be brought to bear upon Pakistan.

India has asked that the United Nations take full responsibility for the financial burden of the refugees now in West Bengal and the other states near the border. I am sure that she is right to do that. I am glad to hear from the Minister that teams are now there, both from our own charity organizations and from the United Nations High Commissioner for Refugees. Can the Right Hon. Gentleman say how quickly they are expected to report? I ask that because delay could very much add to the seriousness of the problem which the Indians are having to meet. Mr. Khadilkar, the Indian Rehabilitation Minister, has already said that refugees are pouring in at the rate of 70,000 a day, that two million refugees are there already, that £ 5Yi million has been spent and that the bill may well move up to £ 25 million a month. That is what he is quoted as saying.

A relevant point which arises on this is to intensify the need to promote a disaster agency at the United Nations. I was glad to see what has been submitted by the Foreign and Commonwealth Secretary to the United Nations about this, because when situations such as this arise one realizes that delay is so harmful to people and that absolutely ready organisation and finance are needed.

I would mention one further point concerning India. All those of us who know Calcutta and its problems will have been aghast to discover that some of the refugees now crowding in from East Pakistan are already within 40 miles of Calcutta. The prospect of any more thousands of refugees from East Bengal crowding the already tragically overcrowded areas of Calcutta is unthinkable. This both lends added urgency to the question of helping the Indians with the refugees and brings again to the limelight the need for long-term international planning on the future of Calcutta and what international help can be given to India in this direction.

To turn to the whole question of the economic position in Pakistan, what cannot be over-emphasized is the highly critical nature of the Pakistan economy. This is a relevant factor in terms of the kind of discussion that we have had this afternoon. As we know, a key factor in the Pakistani crisis is that of foreign exchange. There have been rumors and there has been discussion of possible devaluation. We are aware that the problem of foreign exchange has been greatly intensified by the disruption of the economy in East Pakistan during the last two months. We are told that the decline in the reserves probably amounts to 575 million rupees between last July and February this year compared with only about 145 million rupees in the same period of the previous year. This is an extremely steep decline.

It is in that situation that the world Bank is today reported in The Times to be facing what The Times calls.

"perhaps the most serious crisis in its history over loans to Pakistan, where the central Government is trying to reassert its authority in East Bengal."

The World Bank is in the great difficulty whether to continue to disburse money and to agree to a rescheduling of debts.

Certainly, at this stage we understand that the World Bank report on Pakistan's debt crisis is said to be complete. It is said to have been sent to Britain to be in the hands, no doubt, of the Minister, as of other members of the aid consortium. We know that the rescheduling of debts is being sought by Pakistan. We know that the aid consortium has been meeting in Paris and that its pledging session is scheduled for next month. We are a so aware that foreign aid has been financing nearly 40 per cent of Pakistan's gross investment during the 1960s. It has been a little less recently, but on the whole that is the figure.

If we consider who gave so much of the aid, the figures are extremely relevant to this debate. For the record, I give them. From 1967 to 1969, which are the latest figures available from the Development Assistance Committee of O.E.C.D., the total average aid given to Pakistan from bilateral donors and multilateral agencies was £ 195 million, of which about £ 156 million was bilateral and the rest multilateral. Among the bilateral donors in 1969 were the United States with £ 50 million, Britain with nearly £ 9 million and Canada with £ 11 million providing almost half of the bilateral aid flowing to Pakistan. I have no doubt that another major contributor was the Federal Republic of Germany, although I do not have the precise figure.

In any consideration of the conditions necessary for the flow of aid to Pakistan, especially to East Pakistan, it is highly relevant that the discussion should take place, as it must, in the World Bank, in the Aid Consortium and among other bilateral donors, against the background of such a catastrophic economic crisis. While I do not go quite as far as The Guardian, which says that perhaps the greatest hope for the people of East Pakistan lies in the desperate economic plight of West Pakistan, clearly it is a highly relevant factor.

I do not believe that we need to enter into the theology of cutting off aid in these circumstances. As a principle, I have always believed that this has serious defects. In practice, it can and would defeat one's purpose in a situation where we want to get help into East Pakistan if there is a way of doing it. On the other hand, I do not agree entirely with the Minister's strong disapproval of the rod "leverage", which has become almost a naughty word since Teresa Hyter used it recently. When leverage by aid donors is exercised on the basis of international agreements in the interests of social justice and humanity and for peace, it can be legitimate. It seems to me that these are the circumstances that confront us.

As the Minister rightly said, a political solution is necessary. But a political solution surely can be broken down into two aspects. The first is that there must be an end to the killing and suffering. There must be conditions of peace and the co-operation without which peace is not meaningful. That is a matter which must be of direct concern to those who are helping to contribute towards reconstruction in East Pakistan and towards building up a sound basis for the economies of both East and West Pakistan.

The second aspect of a political solution is what is to be the eventual future of the relationship between East and West Pakistan. That is not a matter of direct concern to those who supply the aid. Therefore one can regard it as proper to say that, as an international community seeking to provide practical economic and financial help, we must do all that we can to promote the conditions of peace, tolerance and co-operation which are necessary for an effective aid programme.

Views have been expressed about the long-term political solutions, and it is right that individual Members should express their views clearly. But the Minister and the Government must divide the matter into these two roles.

I conclude with a comment on the need for the concentration of aid in East Pakistan. I was glad to hear the Hon. Member for Essex, South-East (Mr. Braine), my Hon. Friend the Member for Portsmouth, West (Mr. Judd) and others emphasize this so strongly. Perhaps, to underline what Hon. Members said from their intimate and moving personal observations. 1 should add a couple of figures. The per capita income in Karachi is almost 60 per cent above the per capita income of East Pakistan, The per capita income in West Pakistan, rural areas is 25 per cent above that in East Pakistan's rural areas. However, it is fair to say that the figures showed a narrowing of the gap between West and East Pakistan during the 1960s. There was some effort to correct disparities in comparatively recent years. What went wrong was the period of desperately poor harvests in East Pakistan, but they were beginning to catch up with this setback.

My Right Hon. Friend the Member for East Ham. North (Mr. Prentice) elicited a reply from the Minister at the beginning of this month which indicated for this, both he and I take our share of responsibility-that of British aid under way this year only one-fifth was taking place in East Pakistan, and most of that had begun in 1970. We are, therefore, bound to be the more pleased that, during the last year, we initiated the programme, which the Minister is continuing, of irrigation and agriculture in East Pakistan. I hope that an agreement will be resolved very quickly as to the best way we can make our contribution to this large scheme.

What is required, whether in relation to the need to help India with her problems, the need to get as rapid a programme of relief through the United Nations into East Pakistan, or the need to use what I have called legitimate leverage to create peaceful conditions in which aid can again be meaningful in Pakistan, is for the Government to be inspired with some sense of acute anxiety, which has been shared by all who have spoken today, and to spread that sense of anxiety and urgency within the aid consortium and within the United Nations.

3.43 p.m.

Mr. Wood: If the House is prepared to give me leave, there are a number of questions which I should like to try to answer.

A good deal has been said about the various political issues involved and the basis of the election of the Awami League in December. There is probably little for me to say about that. My Right Hon. Friend the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs gave a cautious reply to the Hon. Member for Kensington. North (Mr. Douglas-Mann) when he asked a Question on Tuesday. The only observation I should add, which I have made from time to time elsewhere in politics, is that occasionally problems either appear or are presented as more simple than most of us in our hearts know them to be. This is a problem, which I find extremely difficult.

On the political relationship between the Pakistan Government and other governments, when the Right Hon. Member for Wednesbury (Mr. Stonehouse) was giving his opinions

about the United Nations and the possibility of intervention, he did not mention Article 2(7), which I should have expected. That Article deals directly with non-intervention in the internal affairs of member states.

The only other political comment I should like to make is that the relationship between Great Britain and Pakistan is very close. That has been recognized by all who have spoken in the debate. Our relationship with India is also very close.

Mr. Stonehouse: Does the Right Hon. Gentleman agree that the interpretation of Article 2 could well lead one to believe that it is open to the United Nations to intervene in the internal affairs of a member State, but that it is not open to individual sovereign States to do so?

Mr. Wood: If we began arguing about the United Nations Charter, we should probably reach four o'clock without my having covered any of the other matters which I should like to answer. The Right Hon. Gentleman will recognize that the United Nations would probably take the view in this case, in the light of Article 2(7), that intervention in internal affairs here would be improper. I think that I must continue, because I have been asked many questions, and I should like to try to answer them.

I have already expressed sympathy with the Indian Government in their genuine concern-which the Indian High Commissioner has expressed to me-over the consequences of the events that have taken place in East Pakistan. The Indian Government know of our willingness to join in an international effort to relieve the grievous burdens which are now added to the heavy load which they are already carrying.

Many Hon. Members have referred to the provision of relief. On the question of relief in India, I have already explained twice what I understand the position to be. I am grateful to the Right Hon. Member for Wednesbury-perhaps we shall now see eye to eye-for the gratitude that he expressed to my Right Hon. Friend for the contribution that has been made. The answer to the Hon. Member who asked is that of course £ 18,000 is not the extent of our willingness to help if there were mounted an international effort, to which we should certainly make a contribution.

We are awaiting reports from the charitable societies and from the United Nations High Commission. The Right Hon. Lady the Member for Lanark (Mrs. Hart) asked when we shall get the reports. I understand that Brigadier Blackman of Oxfam has returned from Bengal this weekend, and that the resident representative of Oxfam is visiting other camps. That explains that side of the reporting. The United Nations High Commission is still visiting the camps. I do not know when its report will be received", but I understand that the Commission is likely to return to Delhi next week and I hope, therefore, that it will not be long after that before we receive a report.

The Right Hon. Member for Leeds, East (Mr. Healey) was particularly concerned, very naturally, with the provision of relief and rehabilitation in East Pakistan itself. U Thant has made two proposals-first, that the Pakistan Government should accept an international basis for the provision of relief and, second, that they should be willing to accept a team of

assessors to find out what is necessary. Apart from U Thant's approach, we have urged on the Pakistan Government the desirability of international action.

One of the difficulties here, which I think the Right Hon. Member for Wednesbury will appreciate, arises in connection with tractors which, as the Right Hon. Gentleman is aware, were landed at Chittagong, and we accepted an undertaking from the Pakistan Government that they would be used for rehabilitation purposes in the cyclone-affected areas. If we are to get in relief and equipment that can bring relief, in advance of international organizations, we must accept the opinion and the undertaking of the Pakistan Government that they will be used as we would want them to be used, but it does not alter my wish, which I hope the House shares, that we can get this on an international basis, and that is the direction in which we are working.

The Right Hon. Member for Fulham (Mr. M. Stewart), and others, suggested the possibility of some Commonwealth action. I think that my Right Hon. Friend the Member for Stafford and Stone (Mr. Hugh Fraser) mentioned the possibility of acting through CENTO. The position is that, apart from the observation which the Right Hon. Member for Leeds, East has offered, which I think occurs to many of us, about the difficulty that has arisen between India and Pakistan, we should be anxious to try to make progress through any organisation, whether it is the Commonwealth itself, CENTO, or the United Nations. We should obviously concentrate on the organisation that we thought would be most acceptable to the Pakistan' Government. The Right Hon. Gentleman inclined, as I do, towards the involvement of the United Nations, but my Right Hon. Friend the Foreign and Commonwealth Secretary would not disregard the suggestion-particularly coming from the Right Hon. Gentleman-lhat we should examine the possibility of acting in one of the other ways.

The Right Hon. Member for Leeds. Hast referred to the question of arms supplies. My Right Hon. Friend has reviewed the question. The only significant arms transactions which have taken place since 1967 have been an agreement for the refitting of a naval vessel and a contract for radar equipment. There have been no major arms deals between the United Kingdom and Pakistan since 1967. My Right Hon. Friend is quite satisfied that he should not change the policy now, and I do not think that anything would be gained from our taking any initiative in the matter.

The Hon. Member for Brantford and Chiswick (Mr. Barnes) asked about inquiries by the Pakistan High Commission into the activities of Pakistani citizens in this county. It is quite clear from what I have been told that no such information has been requested of the Foreign Office by the Pakistan High Commission.

The debate has largely centered on the question of the ability of this country to resume the provision of aid to help to ensure that the economic life particularly of Hast Pakistan is effectively resumed. Apart from the welcome given to the provision of relief in East Pakistan and India, the suggestion has been welcomed know that some Hon. Members have expressed reservations-that as soon as possible we should resume our aid to East Pakistan in order to fill some of the obvious gaps that we were anxious to fill before. It has also been generally agreed that we cannot expect to resume that programme unless political stability can be recreated.

There has also been general agreement that there should be an emphasis on aid to East Pakistan in the future. The Right Hon. Lady has just given that her full support. I repeat that, right from the time I was in Pakistan last November, that opinion has been fully shared by the Pakistan Government.

My Hon. Friend the Member for Essex, South-East (Mr. Braine) asked about the consortium. The meeting that he had in mind took place very soon after the change of Government here-in July, 1970. At that time the World Bank produced its action programme. The sums pledged at the meeting for the ensuing year amounted 376 million dollars. With his mathematical skill my Hon. Friend will be able quickly to translate that sum. The greater part of the aid was agreed to go to Pakistan for the action programme. When the emergency broke out we were well advanced in the discussion of three major consultancies and one capital project which we are to undertake under the aid programme. The consortium has met since then, particularly in relation to the most recent difficulties in Pakistan and to consider the situation now facing Pakistan. My Hon. Friend probably also had that fact in mind. At the moment, I am afraid, there is very little that I can report to him. A meeting took place and consultations are now taking; place between the donors and the Pakistan Government. There will be another meeting at which I hope that it will be possible to make progress.

The Hon. Member for Portsmouth, West (Mr. Judd), who was kind enough to tell me that he would have to leave early, asked me about East Pakistani students who might have to terminate their studies. I have made certain that no East Pakistani student will have to terminate his studies prematurely because of lack of funds in view of the emergency. I give that assurance to the Hon. Gentleman.

We have listened to a number of speeches, some of which have actually supported the possibility of secession by East Pakistan. Others, although they did not give any support to this possibility, doubted the ability of the two halves of Pakistan peacefully and constructively to reunite. There is little value in speculation of this kind. I remain at the conclusion which I expressed earlier, that the objective which I suggested was desirable: the re-creation of peace and stability through the whole of Pakistan, East and West, still seems so overwhelmingly desirable, if it can be attained, that I give the undertaking that we shall continue to use all our efforts and any influence which we can command in order to try to assist the Government of Pakistan to obtain this objective.

Question put and agreed to.

Resolved,

That this House, deeply concerned by the killing and destruction which has taken place in East Pakistan, and the possible threat of food shortages later this year, calls upon Her Majesty's Government to use their influence to secure an end to the strife, the admission of United Nations or other international relief organisations, and the achievement of a political settlement which will respect the democratic rights of the people of Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানকে সাহায্য দান ও শরণার্থী ত্রাণ সামগ্রি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি ও এ সংক্রান্ত বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	১৭ মে, ১৯৭১

PAKISTAN

2. **Mr. Shore** asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what relief supplies from the United Kingdom are now reaching the people of East Bengal; and whether the relief organizations there are able to supervise their distribution.

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec-Douglas-Home): I would refer the Right Hon. Gentleman to the statement I made in the House on 11th May and to the speech of my Right Hon. Friend on the debate on 14th May.-[Vol. 817. C. 206-213; Vol. 817, C. 761-767.]

Mr. Shore: The Right Hon. Gentleman will recall that he submitted to U Thant that he should make further representations to the Pakistan Government about getting in an international team to assess the needs there. Has U Thant had any response from the Pakistan Government? Is the Right Hon. Gentleman aware that the exchange of letters, published on the 13th, indicates a deplorable lack of a sense of urgency on the part of the Pakistan. Government?

Sir Alec Douglas-Home: I have stressed the urgency of this many times. The United Nations and the World Bank are now in touch with the Government of Pakistan. I cannot report anything fresh today, except to say that they are in touch and are, I think, seized of the urgency of the matter.

Mr. Healey: Can the Secretary of State confirm or deny-I appreciate the difficulty of commenting on Press reports-reports that have appeared in the Press about the Pakistan Government having rejected U Thant's request that the United Nations should distribute aid in East Bengal? Have Her Majesty's Government made any representations on this matter, assuming that these reports are true?

Sir Alec Douglas-Home: There are two distinct matters. There is the aid that might now be distributed, and in that respect the refugee camps in India are perhaps the first priority. There is then, later, the aid that may be needed if there is severe famine in Pakistan. For the present, the Pakistan Government say that the only distribution of food that may be needed in East Pakistan must be distributed by the army. As for a United Nations team or United Nations distribution, this is still being discussed between U Thant and representatives of the Pakistan Government.

Mr. Healey: It is universally agreed-the Minister for Overseas Development accepted this on Friday-that there are 4 million people at this time in East Bengal suffering from the disasters caused by the floods last year and liable to die of famine unless stores which are

already available in Chittagong are rapidly distributed. Is any progress being made in this matter?

Sir Alec Douglas-Home: A United Nations representative is now in India considering this matter, at the request of the Indian Government, and I hope that we shall get a recommendation from him quite soon. If necessary we could, of course, always take further action over the transport of supplies, but this should really be under an international umbrella now, and the right one is the United Nations.

28. **Mr. Greville Janner** asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs whether he will make a further statement about the safety of British subjects in East Pakistan.

Sir Alec Douglas-Home: There have been no confirmed reports of injur)' to any United Kingdom nations in East Pakistan. There was one report of a United Kingdom national said to have been injured whilst crossing the frontier into India but despite investigations there is no confirmation of this.

Mr. Janner: Is the Right Hon. Gentleman aware that there are many thousands of people in this country with relatives in East Pakistan who are unable to find out whether those relatives are alive or dead? Will he set up some system whereby people who are living here, whether British subjects or not, can ascertain whether their families are alive and in good health?

Sir Alec Dougals-Home: That is one reason for the existence of the Pakistan High Commission in London. Relatives should go to the Pakistan High Commissioner and ask him for advice and advice and information.

Mr. George Cunningham: will the Secretary of Slate acknowledge that in present circumstances it is quite impossible for people from East Bengal to go to the Pakistan High Commission and make inquiries about their relatives? Will he confirm that the services of British diplomatic missions are available to United Kingdom citizens for this purpose and that they will be available to residents in this country who tire not United Kingdom citizens?

Sir Alec Douglas-Home: There should be no difficulty whatever about people from East Pakistan going to the High Commission to inquire whether it has any information about their relatives. I should have thought that it was obvious to Hon. Members that the High Commission is much more likely to have it than we are. If people have any difficulty and we can supply information, we shall do so. But the High Commission is the obvious place to go to for this purpose.

Sir. F. Bennett: Are not the remarks of Hon. Members opposite an unwarranted implied slur on the Pakistan High Commissioner? Is it not a fact that the Deputy High Commissioner is a Bengali from East Pakistan?

Sir. Alec Douglas-Home: Yes. I should have thought that the High Commissioner and his staff would do everything they possibly could to try to help Pakistani citizens with

information about their relatives. At present, information is extremely difficult to get, by anyone.

31. **Mr. Judd** asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what proposals he has submitted to the Pakistan Aid Consortium for a reassessment of the aid programme to Pakistan following the outbreak of civil war in East Pakistan.

The Minister for Overseas Development (Mr. Richard Wood): I am not yet in a position to make proposals. Our decisions must await the outcome of consultations now taking place within the framework of the consortium.

Mr. Judd: While thanking the Right Hon. Gentleman for that reply, may I ask him if he would be prepared to take the initiative in calling for a review by the consortium to ensure that the international aid programmes to Pakistan are not underwriting the suppression of the people of East Pakistan?

Mr. Wood: I am very anxious that the consortium should reach an agreed view about this, and that is why I am very carefully considering the position we should take before the next meeting of the consortium.

Mr. Tilney: Would not my Right Hon. Friend bear in mind the urgent need which has lasted for many years now to build up funds against flood and storm?

Mr. Wood: I am taking note of that.

Mrs. Hart: Will the Right Hon. Gentleman confirm that the pledging meeting of the aid consortium is scheduled for June ? In the debate we had in the House last Friday many views were expressed on this question. Will the Right Hon. Gentleman undertake to keep the House fully informed about the progress of negotiations, not only about our offer but the general negotiations of the consortium?

Mr. Wood: I think I can give the Right Hon. Lady entire satisfaction on both points.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ত্রাণ সাহায্য ও সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের ভূমিকাঃ পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য ও তৎসংক্রান্ত বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	৮ জুন, ১৯৭১

EAST PAKISTAN

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec Douglas-Home): With your permission, Mr. Speaker, and that of the House, I should like to make a statement.

Since the House debated the situation in Pakistan there has been a serious deterioration due to the flow of refugees from East Pakistan into India. The number is now estimated as upwards of 4 million.

It was clear in April that events in East Pakistan could be followed by the gravest consequences, particularly in relation to food supplies. That is why, when the American Secretary of State was here for the South-East Asia Treaty Organisation meeting, we jointly approached the Secretary-General of the United Nations and urged him to establish a United Nations team in East Pakistan so as to estimate future needs and to organise international relief on an adequate scale.

To the first appeal for money issued by U Thant in relation to the refugees in India, Her Majesty's Government subscribed £1 million on the following day, the money to be used for that relief which seemed to those on the spot to be most urgent. In addition, we have pledged £750,000 worth of food. Of the contributions made in the two weeks following the appeal, Her Majesty's Government's represented 30 to 40 per cent of the total subscribed. Other countries have subscribed direct to the Indian Government and I am glad to say that more are now subscribing to the United Nations relief effort, but much more is required if the secretary-Generals target of 175 million dollars is to be reached.

We have also promised to give more when we are told by those working on the spot what assistance is more urgently required. We made this immediate grant to ensure that the United Nations would not be short of funds and that essential needs would be met while the necessary international organisation was being set up to co-ordinate relief.

With the increasing flood of refugees and the declaration by the Indian Government of a cholera epidemic on 4th June certain priorities can now be identified shelter, medical supplies, transport and food.

To help towards the first, the British charities sent tents out as early as 6th may in transport for which Her Majesty's Government have paid. We are now arranging to send large tents from Singapore. As I announced yesterday, we are prepared to pay for cholera vaccine, syringes and saline fluid, so that finance need cause no delay. Two mass injectors, over one million doses of vaccine and a mobile hospital have been dispatched by the

British charities. We have made available the transport necessary to make sure that the supplies arrive and we will continue to do this as necessary. I have told U Thant that we are ready to supply medical and qualified administrative staff. As far as food is concerned, our pledged aid will be channeled through the United Nations.

The response of the British charities to the challenge has been magnificent, but the size of this problem requires co-ordination and direction by a central body. The Indian Government have responded with generosity and resource but clearly the burden is such that it must not rest solely on them. Her Majesty's Government believe therefore that the responsibility must be assumed by the United Nations.

U Thant has appointed the United Nations High Commissioner for Refugees as coordinator. The High Commissioner himself is now in Pakistan and has representatives on the ground in West Bengal and in East Pakistan.

I have told U Thant that we are ready to make further contributions in money and kind as the situation demands and that I hope the coordinator will ensure that all the help from public bodies and private sources will be applied to the best advantage.

There are three problems which are inter-related. The first is that of the refugees. To halt the flow and to arrange their return to Pakistan requires the restoration of confidence in East Pakistan which in turn depends upon a political settlement. Secondly there is the ability of the Pakistan economy to sustain life throughout the whole country. No new aid is being supplied, but to stop development schemes already under way would throw thousands out of work and simply add new areas of misery to an already heart-rending situation.

There is, finally, the possibility of widespread starvation later in the year in East Pakistan by reason of the disruption of communications and of a short-fall in the rice harvest. Plans must be made by the Pakistan Government in cooperation with the United Nations coordinator urgently to anticipate this need.

I will keep the House informed as the situation develops.

Mrs. Judith Hart: I thank the Right Hon. Gentleman for that statement and very much share his own appreciation of the efforts of the British voluntary aid organisation. May I put three questions to him?

First, given the sheer scale of suffering and need, will he not consider giving substantially more now to assist the relief operations, both to U Thant's United Nations fund and directly to India, having regard to the fact that up to £2 million even with the promise of more to come, is not a sufficient immediate measure of present British concern about the problem?

Second, as to the future aid programme to Pakistan, will the Right Hon. Gentleman confirm that, at the forthcoming meeting of the Pakistan aid consortium, against the background of the extremely serious foreign exchange and economic crisis in Pakistan, the Government will, as they have said, regard a peaceful political settlement as essential for any resumed or future aid programme?

Third, given chat the effects of this conflict- a conflict which began within Pakistan-have now extended beyond the borders of Pakistan and constitute a very real threat to international peace and security in Asia, will the Right Hon. Gentleman agree that the matter can no longer be regarded as one of purely internal concern within Pakistan? Will he consider raising it as a matter of urgency within the Security Council or within some other suitable international body?

Sir Alec Douglas-Home: The answer to the Right Hon. Lady's question about more money being made available now is that we will certainly consider whether that should be done. We have had no direct request from the Indian Government, though there will be a meeting of the Indian consortium on 17th June. I would rather wait to see if there is an Indian request, as we anticipate, at that time.

The Pakistan consortium on aid will meet before long. All the members of the consortium have made it clear to the Pakistan Government that there must be a proper political framework within which aid can be injected.

The answer to the Right Hon. Lady's final point about this not being an internal matter for Pakistan or India any longer, and about it being raised at the Security Council, is that this must be an issue first for Pakistan or India, and neither proposes taking such action at present.

Mr. Harold Wilson: Is the Right Hon. Gentleman aware that the whole House and, I believe, all our constituents throughout the country, regard this in terms of sheer scale as the worst human tragedy that the world has known since the war, apart from war itself?

While certainly not at this stage wishing to approach this matter in anything of a censorious way, may I ask the Right Hon. Gentleman if he is aware that there is some feeling in the country that there seem to have been a lack of urgency over this matter? [HON. MEMBERS: "Nonsense."] If hon. Gentlemen opposite insist on interrupting, I must repeat what I said, which is that there is a feeling that there has been rather too much concern with "protocolaire" questions rather than getting on with the job of getting aid through.

Is the Foreign Secretary aware, for example, that it is several weeks since the Prime Minister asked me not to press him on a matter of urgency and importance and that the House has not had a report from him on that question in the weeks that have elapsed?

The Right Hon. Gentleman is now talking about waiting, on an important aspect of this, until 17th June. Will he make urgent representations preferably here and now from the Government Dispatch Box, to the Leader of the House to discuss through the usual channels within a matter of hours whether the House can be given an opportunity to debate this urgent subject tomorrow? [HON. MEMBERS: "There will be a debate."] I said that we should debate this urgent matter. The aid debate tomorrow will be constrictive in terms of all the various aspects that Hon. Members on both sides may wish to raise. It would be unfair if in a general aid debate most of the speeches were about Pakistan.

Will the Right Hon. Gentleman therefore urge his Right Hon. Friend to rearrange the business of the House-we do not want the Government to lose time-to make a debate on

this important subject possible, perhaps by making the aid debate longer? This is one of the most urgent human problems we have ever had to face. We would be guilty of showing a lack of urgency if we did not arrange to debate this matter tomorrow.

Sir Alec Douglas-Home: This is, of course, one of the most terrible tragedies we have seen for many a day: and nobody has ever sought to disguise that. The Right Hon. Gentleman spoke of urgency. Perhaps he did not hear what J, said which was that 40 per cent of the help that had been given in this past week or so had come from the United Kingdom.

As for the date, to which I referred, of 17th June, that was mentioned because the Right Hon. Lady the Member for Lanark (Mrs. Hart) had asked me about a request from India. I understand that that is the date on which such a request is likely to be made by India in the consortium which will be meeting them. If between now and then anything extra is sought, we will supply it.

I hope that instead of concentrating on criticism of this country, which is not justified-*(Interruption.)*-the Right Hon. Gentleman will use his influence to help other people to subscribe to this international effort.

Mr. Boyd-Carpenter: While applauding the vigorous lead from the point of view of aid which has been given by Her Majesty's Government and which has been an example to the world, may I ask my Right Hon. Friend whether, through the Pakistan Government or through our Deputy High Commissioner at Dacca, he has been able to ascertain what are the factors which are causing this immense number of human beings to flee from their homes to a foreign country, whether these factors still continue and whether they can be reversed?

Sir Alee Douglas-Horne: The overriding influence on these people is fear. They fled because they felt that the Pakistan Army was using measures to suppress the population which were intolerable to them. They have, therefore, fled over the Indian frontier. The only way to get these refugees back is for a political settlement to be contrived which will give them the necessary confidence to return to their homes. I have seen the Pakistan High Commissioner frequently. We have impressed on the President of Pakistan the need for such a political settlement. He says that it is his intention to try to contrive this as soon as he possibly can. When that happens we will find some of the refugees returning, but I am afraid that they will not return until that happens.

Mr. Michacl Stewart: Can the Right Hon. Gentleman explain why at this stage, it is apparently proposed to withdraw Her Majesty's representative in Dacca; and what arrangements are being made to replace him?

Sir Alec Douglas-Home: He is being withdrawn because he has been under severe strain and must have a short rest. We are replacing him now.

Mr. Dodds-Parker: To what extent are the facilities, personnel and supplies in Singapore proving useful in this eventuality?

Sir Alec Douglas-Home: We have been able to use aircraft from Singapore and we

have been able to supply between 30 and 40 large marquees, as well as other forms of shelter, from Singapore. This has been a useful place, therefore, and we have used it as much as possible.

Mr. David Steel: Were the Government aware of the report of the coordinator of the British charities dated 7th April, three months ago, forecasting the indescribably desperate situation which, alas, has occurred? If so, is the Right Hon. Gentleman satisfied that there has been enough co-ordination between his Department and the Ministry of Defense and between the British Government and other Governments about the use of military aircraft to speed up the delivery of urgently required supplies to this area?

Sir Alec Douglas-Home: I think it is true to say that all the transport that is required can be provided and that there is some to spare if further requests are made in the next few days or weeks.

Sir H. Legge-Bourke: Is my Right Hon. Friend aware that the prompt action which Her Majesty's Government have taken in this matter and the measure of what they have done well expresses the feelings of the whole nation over this issue?

Will my Right Hon. Friend give particular consideration to a problem which seems to be arising in the acutest possible form, namely, the need to prevent these refugees from getting into Calcutta? Is he aware that this prevention may have to take priority over cure from the cholera point of view? This being so, will he give as full consideration as possible to any request that he may receive from the Indian Government for Commonwealth co-operation to help to provide physical strength on the ground to prevent the refugees from getting to Calcutta?

Sir Alec Doglas-Home: I understand that the Indian Government feel that they have this matter under control. However, if they want any help they have only to ask for it.

Mr. Douglas-Mann: I appreciate what the Foreign Secretary has said about the necessity to achieve a political solution if the refugees are to return home. Is he ruling out not only the suspension of development aid, to which he referred in his statement, but a restriction on credit, in view of the fact that the Pakistan authorities will not be able to continue with this war unless the rest of the world provides them with the finance? Will he seek to ensure not only that we but other international organizations are not providing the money with which Pakistan can continue this war?

Sir Alec Douglas-Home: We are not providing money for Pakistan to continue the war. The aid that we are giving to Pakistan is strictly related to development projects; these provide employment, and I have pointed out that it this were stopped serious misery would be caused. I see no point in doing that and thereby adding another area of misery to that which already exists. However, the consortium will give careful consideration to the conditions under which aid should go to Pakistan.

Sir F. Bennett: Recent reports suggest that the refugees are increasingly and predominantly Hindu. Can my Right Hon. Friend confirm or deny these reports? It is obvious, looking back to 1947, that a different situation now arises. If they are leaving on

communal religious grounds, then the question of fear being removed-my Right Hon. Friend referred to this in answer to an earlier supplementary question-would not seem to have any effect, because the bulk of those who went out of India into Pakistan and out of Pakistan into India never in fact returned to their homes.

Sir Alec Doglas-Home: I think that fear is the overriding influence.

Mr. Alfred Morris: Does the Right Hon. Gentleman recall his reply of 24th November about my proposal for a world disaster stockpile, a suggestion which I made at the I.P.U. Conference at the Hague? Does he recall using the word "urgency" and saying that he would act urgently in the matter? Could not this have been the subject of an important British initiative?

Sir Alec Douglas-Home: I hope the Hon. Gentleman will not accuse me of dragging my feet, as I think he did yesterday, after I tell him what I did. I wrote then to the Secretary-General of the United Nations. He setup machinery to examine the possibility of a permanent body to try to use preventive action so that we could anticipate the worst dangers in advance of such tragedies. The report is corning out in a month's time. If that report can be expedited, I will ask the Secretary-General to do so, but he has given very full consideration to these possibilities.

Sir R. Thompson: Is my Right Hon. Friend satisfied with the arrangements in hand for the co-ordination of the flow of foreign aid to this disaster? Is he aware that all kinds of aid from voluntary and governmental sources will converge on to an area where administration is virtually collapsing? Does he think that the United Nations will have the necessary resources to inject personnel capable of dealing with this, and might it not be wiser to ask the Indian Government to devote additional personnel to handle this, which is their problem on their own ground '?

Sir Alec Douglas-Home: I do not think that the administration is in a state of collapse. The Indian Government are doing a great deal, and it is for them to judge whether they can do more. What is wanted is co-ordination of all the supplies of aid which are coming from overseas. This cannot be put on the shoulders of the Indian Government alone, but must be undertaken by the United Nations coordinator. He and his team are now on the spot. We have offered U Thant help and administrative personnel, and we will send them if he requires them.

Mr. Shore: I welcome the aid which has been given and the further aid pledged by the Foreign Secretary to help the refugees, but is not the heart of the matter the policy of the Pakistan Government in East Bengal which is continuing to cause the efflux of refugees across the border? Has the Foreign Secretary any suggestions or proposals to make to ease the situation and help to bring forward the political settlement which he rightly believes is the only possible answer?

Sir Alec Douglas-Home: The first thing to do is to carry conviction with the President of Pakistan that such a settlement is absolutely necessary if this country is to be reunited. I

think that the President of Pakistan is convinced of this. He tells us that he is busily engaged in trying to create the political structure on the ground in East Pakistan which will give the necessary confidence to the refugees to return. I gather that he has acquainted the High Commissioner for Refugees with the prospect of some political settlement in East Pakistan which may give confidence to some of the refugees to return. I do not think that we can do anything more at the moment, but I am naturally keeping a very close eye on this.

Mr. Longden: While welcoming what my Right Hon. Friend has said, and in no way criticizing Her Majesty's Government for what they have done, may I revert to the future? Why is it that there are inevitably these endless, unconscionable delays between the happening of an international catastrophe and the world's waking up to do something about it? Why has not the United Nations long since set up this central body on a permanent basis?

Sir Alec Douglas-Home: This is a matter for the United Nations. I told the Hon. Member for Manchester, Wythenshawe (Mr. Alfred Morris) of the initiative I took following the proposal he had made. I hope that the examination by U Thant will reveal that it is possible to set up such a body, so that we can lay hands on medical supplies and personnel as required and in good time, not missing the vital days so often missed when emergencies take place. The report, as I say, is coming out shortly.

Mr. Cater-Jones: I thank the Right Hon. Gentleman for his statement about the help which has already been given to India, but do not his figures reveal that the amount of aid required is out of all proportion to the amount of aid already given, and that what is needed is a massive demonstration of what can be done for these suffering millions now?

Sir Alec Douglas-Home: I am sure that there will be enough money. What is wanted now on the ground is organisation and administration, in the hope that the cholera epidemic can be checked. The equipment is there, the vaccine is there and there is enough saline there, and one hopes that the epidemic will be controlled.

Mr. Tom King: I appreciate the short-term concern about this urgent problem, but does not my Right Hon. Friend agree that East Pakistan is the dearest warning of what the population explosion problem will present to the world? Does he not recognize the need for Her Majesty's Government to give greater urgency to world discussion of this problem?

Sir Alec Douglas-Howe: The Indian Government have taken an initiative in this matter, and certainly Her Majesty's Government arc interested in the point my Hon. Friend has raised.

Mr. John Mendelson: With reference to an earlier reply made by the Foreign Secretary to my Right Hon. Friend the Leader of the Opposition, my experience, which must have been that of other Hon. Members during the last few days, is that when I have deliberately quoted all that Her Majesty's Government are already doing many constituents of all political and religious persuasions have asked whether there could not be more urgency and whether there has not been too much delay. It is the duty of Hon. Members to raise this matter here and the Foreign Secretary should welcome the opportunity to reply

and not be irritable about it. (HON. MEMBERS: "Oh."] I knew this would be controversial, but the Right Hon. Gentleman should welcome the opportunity to reply to questions genuinely raised. Has not the time now come to go beyond relief and ask the President of Pakistan to accept a United Nations Commission in East Pakistan so that the people who are afraid to return or to stay could have international supervision to make them feel more secure?

Sir Alec Douglas-Home: There is now an international team in Pakistan assessing the need for aid. I must remind the Hon. Gentleman that Pakistan is all independent country and we cannot dictate a political settlement. I hope that I showed no irritation at the Right Hon. Gentleman, but I think I am justified in asking the House when we have done so much to recognize that and perhaps urge other people to do more.

Mr. Braine: My Right Hon. Friend has indicated this afternoon that a catastrophe of even greater proportions will loom ahead in East Pakistan as result of the failure of crops and the break-down of communications. In view of the slowness of the United Nations to respond to this terrible situation, will my Right Hon. Friend say whether there could be preliminary talks with the food-producing Commonwealth countries-Canada, Australia and New Zealand in particular-about stock-piling against the day when food on a. massive scale may be required?

Sir Alec Douglas-Home: This is why the American Secretary of State and I took the initiative we did in April. Now there is a United Nations team on the spot which should be able to assess quickly what the needs may be in September, October and November I will certainly press for that estimate and if we can Assist by alerting Commonwealth countries to the possible need to supply food and keep it in reserve, I will do so.

Mr. Stonehouse: Is the Foreign Secretary aware that there is widespread appreciation among the charities in Britain of the humane and sympathetic way in which he responded to their requests? Reverting to the earlier answer he gave about approaches to the United Nations, does not he appreciate that there are special reasons why India has not asked for this to be raised? India does not wish to be accused of trying to stir up trouble in East Bengal, and has been meticulous about that. If the Foreign Secretary will discuss this question with the Indian Foreign Minister when he arrives next week and if the Indians feel that they would like this to be raised in the Security Council, will the Foreign Secretary do so on behalf of Her Majesty's Government and of the world community who are now utterly disgusted that a military regime is suppressing the population of East Bengal in the way the Foreign Secretary revealed in answer to the question raised by Right Hon. Friend the Member for Kingston-upon-Thames (Mr. Boyd-Carpenter)?

Sir Alec Douglas-Home: Of course I will talk over all these matters with the Indian Foreign Minister. If the Indian Government make a direct request to us for assistance we shall of course consider it favorably. I hope I made it clear to the Right Hon. Lady and others that we accept no limit to the additional money we could give. We want to see what is needed, and we will give more money if it is required. The question of the Security Council must be for the Indian Government.

Mr. Harold Wilson: Will the Foreign Secretary or, if he prefers, his Right Hon. Friend the Leader of the House, now say whether be is prepared to have discussions through the usual channels so that there can be an urgent debate? It would not be the intention of anyone in the House to make it a debate in which there would be a vote, but the concern shown by the whole House on the problem, both national and international, surely justifies a debate. May I further ask the Right Hon. Gentleman, or whoever answers, if he is aware that there will naturally be a desire for a Standing Order No. 9 Adjournment debate, which might be difficult because of the aid debate. The aid debate is not the right way for this subject to be handled, because many of the questions put to the Right Hon. Gentleman, and many of his answers, go far wider than would be in order in a debate on aid.

The Lord President of the Council and Leader of the House of Commons (Mr. William Whitelaw): I am grateful to the Right Hon. Gentleman, I fully appreciate the concern of the House in this matter, Tomorrow, as the Right Hon. Gentleman knows, it has been planned to have a debate on aid on the Motion for the Adjournment of the House. What is raised on the Motion for the Adjournment is not for us but will naturally range widely. Of course, I am prepared to discuss through the usual channels the possibility of seeing whether today and tomorrow might be split between these two subjects, or some similar arrangement. I am very ready to have discussions through the usual channels.

Mr. Harold Wilson: I thank the Right Hon. Gentleman for his ready response. We shall be ready to co-operate in such a way that the Government do not lose Government time: for instance, by having a debate until 7 o'clock or 8 o'clock on the problem of India and Pakistan and then, if the House is agree able, extending the period so that there could still be a reasonably full debate thereafter on all other aid aspects.

Mr. Barnes: I beg to ask leave to move the Adjournment of the House under Standing Order No. 9 for the purpose of discussing a specific and important matter that should have urgent consideration namely.

"the need for the British Government to increase greatly their contribution towards
providing for the refugees who have come from East Pakistan to India, and at the same time to clarify their policy towards Pakistan."

I realize that there is an overseas aid debate tomorrow, but the question of 'Britain's contribution is so urgent and so specific that it would be entirely wrong for it to become submerged in a general overseas aid debate. Secondly, it should be known in this House that there is considerable confusion in India and also in the British High Commission about exactly where Britain stands on the question of coming to the rescue of the Pakistan economy which is a totally separate question from the overseas aid commitments referred to by the Foreign Secretary and which are to be debated tomorrow.

For these reasons and in view of the great concern both in the country at large and in the Press, I beg to suggest that this is a fit subject to be debated specifically on its own as an emergency tomorrow.

Mr. Speaker: The Hon. Member asks leave to move the Adjournment of the House under Standing Order No. 9 for the purpose of discussing a specific and urgent matter of public importance, namely,

"the need for the British Government to increase greatly their contribution towards providing for the refugees who have come from East Pakistan to India, and at the same time to clarify their policy towards Pakistan."

Under Standing Order No. 9, Mr. Speaker is assumed to take account of the factors set out in the Standing Order and also, I think, to take note of what takes place on the Floor of the House. Having regard to these matters, I have considered the Hon. Member's application, of which the Hon. Member was kind enough to give me notice, but I am afraid that I cannot accede to his request.

Later-

Mr. Whitelaw: In view of the exchanges I had with the Leader of the Opposition, it might be helpful for the House to know that discussions have already taken place through the usual channels. It is proposed that tomorrow's debate on the Adjournment-the situation in Pakistan-should continue till about eight o'clock and that the debate on aid should start thereafter, with a suspension of the Rule for one hour for that debate till about eleven o'clock. The Orders of the Day will be taken thereafter. I hope that this arrangement will be considered satisfactory to the house and that at the same time it will be thought that adequate notice has been given to the House of the change in tomorrow's business.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অবশ্যই করতে হবেঃ কমনস্‌ সভার পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	কমনস্‌ সভার কার্যবিবরণী	২৩ জুন, ১৯৭১

Extracts from statement by Sir Alec Douglas-Home, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Government of the United Kingdom in the House of Commons on June 23, 1971

My Right Hon. Friend the Prime Minister and I both had discussion on Monday, 21st June with Mr. Swaran Singh, the Indian Minister of External Affairs, during which he made clear to us the concern which his Government feel about the situation in East Pakistan and the very great burden and the danger to stability created by the massive influx of refugees into India.

Following the recent meeting in the India Aid Consortium, Her Majesty's Government are now making available a further £5 million in cash or in kind to relieve the economic burden on the Government of India of supporting the refugees. Like other members of the Consortium, we are giving this contribution over and above our normal development aid to India. In addition, a further £1 million will be made available by Her Majesty's Government to U Thant's appeal for the direct relief of refugees in India. The total amount of assistance made available by Her Majesty's Government for relief and rehabilitation in India will thus be increased to over £8 million. This is a humanitarian task having no relation to politics, in which I hope very many members of the United Nations will participate. About 23 have so far done so.

An informal meeting of members of the Pakistan Aid Consortium on 21st June considered reports from the World Bank and the International Monetary Fund representatives who had been visiting East Pakistan and had held discussions with the Government in Islamabad. No commitments of new aid of any kind were called for, nor were any given, though all expressed their willingness to contribute to humanitarian relief in East Pakistan under the effective surveillance of the United Nations. Her Majesty's Government's policy remains that projects already in hand in Pakistan must continue, in so far as this is possible, but that there can be no question of new British aid to Pakistan until we have firm evidence that real progress is made towards a political solution.

Conditions in East Pakistan continue to be disturbed. It is with great regret that I have to inform the House that two British subjects, Mr. P. J. Chalmers and Mr. J. Y. Boyd, both of whom were working on tea-planting estates in the Sylhet district, have been reported missing. Despite attempts by British representatives both in East Pakistan and in India, and inquiries made through the Pakistan Martial Law Administration and the Indian Government, we have been unable to obtain any definite news of them. In the circumstances there must be grave fear for their safety and I would express the sympathy of Her Majesty's Government, and 1 am sure of the whole House, to their relatives in this country at this anxious time.

The President of Pakistan has reiterated his Government's hope that those who have fled across the border to India will return to their homes, and has under taken that they will have no cause to fear should they do so. Her Majesty's Government have represented to him the importance of restoring peaceful conditions in which confidence can once again take root and normal political life can be resumed.

* * * * *

I thank the Right Hon. Gentleman for his general welcome for the statement I have made. On the political point, of what is to be the political future of Pakistan and the political structure, it would not be helpful for me to make suggestions at this moment in public. We have made many suggestions in private The President is making a statement on 28th June. One would hope-and we have expressed this hope to him-that he will be able to bring together with West Pakistan the elected representatives from the East. We think that this is essential.

* * * * *

No, Sir I would not give that undertaking to take it to the Security Council. The Indian Government has made no such proposal, and I think that, therefore, we had better consider for the future, and after the President of Pakistan has made his statement, what the chances are of large numbers of refugees going back to East Pakistan, It would certainly be premature to involve the United Nations in that respect.

* * * * *

There must be a political Settlement. There must be a civilian Government installed. It must be for that Government's administration to assess the situation. The Hon. Member will recognize that only the army at the moment can deal with the distribution of food.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি ও এ সংক্রান্ত বিতর্ক	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

HOUSE OF COMMONS
Thursday, 23rd September 1971
EAST BENGAL

Mr. Healey (by Private Notice) asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs if he will make a further statement on the policy of Her Majesty's Government regarding the situation in East Bengal.

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Sir Alec Douglas-Home): The situation in East Bengal still causes us deep concern.

Since my statement to the House on 23rd June there have been a number of developments in East Pakistan. President Yahya Khan has put forward proposals for the return to civil administration and Government. A civilian governor has been appointed and has now named a number of civilian Ministers; President Yahya Khan has declared his intention to hold fresh elections and to establish elected Assemblies. An amnesty has been declared in respect of incidents between 1st March and 5th September, 1971. Many of those who could benefit from this may have fled to India.

We should like to see an ordered return to normal life in East Pakistan and welcome these developments as a step in the direction of the restoration of an elected civilian Government.

The situation in East Pakistan nevertheless still gives grave cause for concern. The flow of refugees to India continues unabated and the Indian Government now give the total figure as well over 8 million. This places an enormous harden on the economy and resources of India, and I should like to express my admiration for the manner in which the Indian Government have continued to cope with this unprecedented influx of people. It is not, however, a burden that India should bear alone. Her majesty's Government have already contributed over £ 8 million in cash and lind for relief and rehabilitation in India. We have also contributed £1 million to U Thant's appeal for relief in East Pakistan. We hope that other members of the United Nations will also respond generously to the appeals of U Thant. We ourselves stand ready to make further contributions, as I have earlier told the House.

The House will, I am sure, share my deep concern at the reports of impending food shortages, infant mortality and disease both in East Pakistan and amongst the refugees in India. It is our firm view that the United Nations are best able to co-ordinate the international relief effort and that it is only through them that international relief can be made available on the scale required to avert a further major human tragedy. We shall

support all efforts to increase the scope of the United Nations relief operations and I shall be having talks about this with the Secretary-General of the United Nations in New York next week. Our aim is to play our full part with the international community in bringing an end to suffering and the return of normal conditions to this troubled part of the subcontinent, including making it possible for the return of the refugees to their homes.

Mr. Healey: First may I thank the Foreign Secretary for his statement, and particularly for the tone in which it was made. May I say that all of us on this side of the House recognize that Her Majesty's Government have an exceptionally good record in regard to this tragic problem; but, as he himself said, the scale of the problem is far beyond the capability of Britain or India or any other" single country or group of countries.

Is the Right Hon. Gentleman aware that there is widespread concern throughout this country and the world at the possibility that millions, and perhaps tens of millions, of human beings may die before Christmas unless more effective action is taken by the United Nations organisation?

Is the Right Hon. Gentleman further aware of a point that I raised with him a month ago, namely, that when the monsoon ends there is great danger of war arising out of the situation in Hast Bengal-a war which might not be confined to the sub-continent itself ? Will he, therefore, when he goes to the United Nations next week, take an initiative to ensure that the United Nations charges itself with control not only of the relief aspects of this problem but also the very serious and dangerous political aspects as well ?

Sir Alec Douglas-Home: I am grateful to the Right Hon. Gentleman for what he said. This is a problem which daunts us all and, as he said it is of an enormous scale. I think that the immediate danger is famine in East Pakistan in the months to come. Although it is difficult for us to obtain accurate information, the reports are that the food supplies are, on the whole, reasonably available but communications present a tremendous problem. One of the problems, therefore for the United Nations is how to get communications going so that the food can go into the areas where it is most needed.

About all these matters I shall be talking to U Thant next week, and talking also, of course, to the American Secretary of State and others who are interested in the relief and human side of the problem.

On the political side, a settlement is necessary in order to secure the willingness of refugees to come back into Pakistan from India. This is a more difficult matter, and the United Nations cannot act without the consent of both parties. As I understand it, so far Pakistan has assented to any number of United Nations personnel on its side of the frontier to receive refugees. India has so far said that she could not have United Nations Personnel to help the refugees, so to speak, to go back from India to Pakistan.

Mr. Healey: I recognize, as the Foreign Secretary does, that it is difficult for the United Nations to act in this problem without the consent of both India and Pakistan, but will he recognize also that there is grave danger to peace as well as to the lives of millions of human being if the United Nations does not act along the lines already suggested by its own Secretary-General? Therefore, when the Right Hon. Gentleman is at the United

Nations next week, if it is impossible to get India and Pakistan to reach agreement on how- it should be handled, will the Right Hon. Gentleman consider whether there should be a full discussion of the matter in the Security Council?

Sir Alec Douglas-Home: In New York, I shall see the Indian Foreign Minister also, and I hope to discuss this matter with him. I do not know that a meeting of the Security Council would help in this case; but I am quite sure that it is necessary for both India and Pakistan to co-operate with the United Nations. Otherwise, as the Right Hon. Gentleman says, this could end in war.

Mr. Braine: It is not often the case in famine situations that there may be plenty of food within reach but famine takes place because the food cannot be adequately distributed? Is my Right Hon. Friend aware that field workers from East Pakistan say that there will be a disaster of unimaginable proportions unless a major United Nations operation is mounted, and, if such a disaster does take place, the flow of refugees in India will increase, since hungry people do not stand still? May I, therefore, urge my Right Hon. Friend-from what he said today. I feel sure that he will do it-to take the initiative next week at the United Nations to draw attention to the pitifully inadequate response which other Governments have so far made to U Thant's appeals not merely for humanitarian relief in East Pakistan but for the support of India in facing the intolerable burden of caring for the refugees on her territory?

Sir Alec Douglas-Home: I certainly respond to my Hon. Friend's appeal. I shall not only be seeing U Thant but I shall deal with these matters to some extent in a speech which I shall make to the Assembly. The important needs to secure the co-operation of Pakistan and India to try to solve this problem. If one stands aside, it cannot be solved.

Mr. Stonehouse: Will the Foreign Secretary take it that there is widespread appreciation on this side of the House as well as on his own for the humanitarian and sympathetic way in which he has responded to this problem? In addition to what he has said already about what he will do, will the Right Hon. Gentleman consider referring to this awful subject in his speech to the General Assembly and calling for a major United Nations initiative even going beyond co-operating with the Pakistan authorities, since the situation in East Bengal is confused by the civil war which goes on and since the writ of the Pakistan Army does not run throughout East Bengal and a large part is controlled by Bangladesh? Will the Right Hon. Gentleman do that, and, further, in the light of what he said about a political solution, will he accept that this will be impossible unless Sheikh Mujib is released and is enabled to take part in the negotiations? Will the Foreign Secretary press, and ask the United States to press, Yahya Khan for Sheikh Mujib to be released?

Sir Alec Douglas-Home: As the Right Hon. Gentleman knows. I think, we have made appeals to the President of Pakistan for clemency in the trial now going on. We cannot, I think, go further than, that, but we have made very positive approaches. I shall take into account all that the Right Hon. Gentleman said when I see U Thant and when I deal with this matter at the United Nations, and I hope to report to the House after I come back.

Mr. Pardoe: I thank the Right Hon. Gentleman for what he said about the help which the British Government have given. Could he tell the House what his latest information is

about the condition and health of Sheikh Mujib and the course of the trial, and give us any information he has about his likely release, since no progress towards normal conditions can be maintained unless Sheikh Mujib is released? Also, will the Foreign Secretary tell us what consultations he has had with other Commonwealth countries with a view to bringing joint pressure on Pakistan?

Sir Alec Douglas-Home: Many countries have approached the President of Pakistan. That I know. Beyond that, I think, it is not right to go in any public statement.

Mr. Biggs-Davison: Is not the movement of supplies within East Pakistan all important for avoiding or diminishing the effects of famine? The Pakistan Government were having some difficulty in purchasing vehicles, and some orders were being frustrated. Will my Right Hon. Friend look into that and see what can be done, if necessary?

Sir Alec Douglas-Home: We have supplied certain shallow boats to help the distribution in particular areas, and we shall supply anything which is requested which we are able to supply; but my Hon. Friend is right in suggesting that communications will be the main problem, not the supplies of food.

Mr. Paget: Will the Foreign Secretary agree that, while refugees and famine are the immediate issue, the fundamental issue is that the majority in East Pakistan can probably never again accept the ruler ship of the minority in West Pakistan after the conduct of the West Pakistan army? Can we have any permanent solution here which does not involve the breaking of this quite unnatural union of two nations 1,500 miles apart?

Sir Alec Douglas-Home: I do not know that it would be any contribution to peace if the two parts of Pakistan were to be permanently separated. I believe that a great many people would look upon that prospect with some apprehension. President Yahya Khan has declared his intention to hold fresh elections and to establish elected assemblies. I think that a great deal depends on the speed with which he can carry out this intention.

Mr. Molloy: I join my Right Hon. Friend the Member for Wednesbury (Mr. Stonehouse) in thanking the Foreign Secretary for his very prompt and humanitarian action in this sad situation, but is the Right Hon. Gentleman aware that the offer by President Yahya Khan for people to come and talk about a democratic solution can hardly be encouraging to those who my wish to do so inasmuch as the crime of Sheikh Mujibur Rahman and the reason for his incarceration is that he indulged in a democratic election and won it? Further will the Right Hon. Gentleman take into account that many voluntary organizations which are eager and ready to offer succour and relief to those who are suffering in Bangladesh are not allowed to do so-in particular, organizations like War on Want-because of the actions of the West Pakistan Army? Will the Right Hon. Gentleman endeavor to make representations so as to allow these organisation to offer that aid?

Sir Alec Douglas-Home: I gather that the Pakistan Government are very willing to see the voluntary organizations operate, but they think that they can most effectively operate in the area which has recently been affected by floods. What I am certain of is that the United Nations organisation must oversee the whole relief effort. Otherwise, there will be confusion. But I hope that the voluntary organizations will be used.

Mrs. Hart: From what the Right Hon. Gentleman has just said, may I take it that he agrees that a substantial international presence would be required, first, to define where the food needs are and, second, to distribute food without creating a system which could be used for military purposes?

Second, is the Right Hon. Gentleman completely aware of the great concern about the question that has been shown in various meetings this week amongst the aid agencies in Britain?

Third, while he is in the United States, will the Right Hon. Gentleman take the opportunity to talk with the World Bank Chairman of the Pakistan Aid Consortium both about the general effort that could be made to urge further upon Yahya Khan the need for a genuine political settlement rather than an artificial political settlement, and to discuss with him the problem of the need for considerable extra economic assistance to India?

Sir Alec Douglas-Home: I think that a substantial international presence will be necessary. There are 40 personnel now operating in East Pakistan, and I should think that many more are necessary, particularly those with expert knowledge of transport and communications. I am seeing the voluntary agencies tomorrow, and I will take up with them the question raised by the Right Hon. Lady and see how they think they can best help. I do not know whether I shall be able to see the World Bank Chairman, although I will try. As to aid to Pakistan in general, the Consortium must look ahead to a development plan for the whole of Pakistan. I think that the Right Hon. Lady knows that, with the consent of the Pakistan Government, the unanimous feeling in the Consortium was that the great majority of aid for the future must be centered on East Pakistan, but that that depends on getting a political structure there which will lead to political stability.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ ত্রাণ তৎপরতা সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য	কমনস্‌ সভার কার্যবিবরণী	১৮ই অক্টোবর, ১৯৭১

Statement by Sir Alec Douglas-Home, U.K. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, in the British House of Commons
October 18, 1971.

MR. CORMACK (Cannock, C) asked the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, what assistance had been and was being given by HM Government to the refugees from East Pakistan.

SIR ALEC DOUGLAS-HOME-I have repeatedly expressed the view that the responsibility for a political settlement in East Pakistan lies with the Pakistan Government and people. The humanitarian aspects arc indeed a matter of international concern, and I am pleased to be able to announce that in response to U Thant's recent appeals, and to Prince Sadruddin Khan's appeal of October 11, HM Government are making available a further £ 7.5m for relief among the refugees in India and a further £ lm for relief in East Pakistan.

This brings our total contributions to over £ 14,750,000 for relief among the refugees, and £ 2m for relief in East Pakistan. I hope that other nations will also respond generously to U Thant's appeals. (Cheers.)

MR. PRENTICE (East Ham. North, Lab)- Would the Foreign Secretary agree with the estimate that the cost of keeping the refugees alive is now running at something over £ lm a day and the cost of the last six months is more than twice as much as all the aid received from the whole world.

Even larger figures than this are going to be required in the near future from Britain and other countries.

SIR A. DOUGLAS-HOME-We shall do what we can but I think other nations might match our effort.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনস্‌ সভায় পররাষ্ট্র সচিবের মন্তব্য	কমনস্‌ সভার কার্যবিবরণী	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

Statement by Sir Alec Douglas-Home, U.K. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, in the British House of Commons
November 4, 1971

To come to the sub-continent of India, two great countries-members of the Commonwealth, whose friendship we value-now find themselves drawn as if in some Greek tragedy into a rising spiral of tensions with a risk of war. The human misery, which exists here on a massive scale, is a terrible reminder of the failure of human beings to learn that the peoples of this world want bread more than politics, and peace more than war. My Right Hon. friend the Prime Minister and I had discussions with Mrs. Gandhi when she was in London earlier this week. I am sure that the House will understand that the matters which we discussed are confidential and that 1 cannot give a full account of them. We have also been kept informed by the Government of Pakistan of how they see these matters.

In this emergency situation, caused by the flood of refugees into India-we should understand the disruption of Indian life which this situation has caused in many ways-the policies of the Government have been directed towards two aims.

First is the relief of the suffering, which is pitiful and widespread. We have contributed £15 million to the refugees in India and £2 million in relief to Hast Pakistan. Having done this, I think that we are justified in urging other countries to join us in this humanitarian effort to a greater extent than they have done up to now.

Second is the politics of the situation. The danger of a warlike confrontation between these two countries is dire and real. In this situation, our first duty is to urge moderation on all concerned, using such influence as we can. I have repeatedly expressed my view that real progress towards a lessening of tension, and the return of refugees, can only come through a political settlement within Pakistan as a whole! But, having said that, I must add that no one else can lay down the constitutional pattern for the future except the Pakistanis themselves. Unless it is done by the Pakistanis, no solution will stick.

After the convulsion of civil war, harmony is difficult to restore,. President Yabya Khan has appointed a civil governor. He has proposed by-elections in December, and announced 27th December as the date for the meeting of the new National Assembly. He has arranged an amnesty. He has accepted United Nations reception centers for refugees returning from India. I state these as facts. I cannot say whether these moves will be sufficient to result in a situation of confidence in which the refugees will wish to return to Pakistan from India. But that must be the end for which everyone of us must work. The return of the refugees is of mutual interest to both India and Pakistan. In the meantime, we will continue to urge both Pakistan and India not to take any action which could threaten the peace of the sub-continent. To compound the existing misery with war would surely be the ultimate disaster.

Certain offers have lately been made by Pakistan which could help to relieve the situation. The first is that the armies should withdraw to a specified distance from the frontier. The second is their willingness to receive United Nations personnel on the spot, first, to observe and, second, to receive returning refugees and see them back to their homes. I am not sure that this is understood in the refugee areas of India. But India feels that action of the kind, which I have mentioned will have no effect as long as the flow of refugees continues out of Pakistan. There is conflicting evidence of how many refugees are now moving out of Pakistan into India. I have asked the Secretary-General of the United Nations whether he can discover the truth of the matter, because it is essential to know whether the flow has stopped or is continuing at this level before other countries can contrive coherent policies.

Once again, the most promising area here is to explore the possibilities of dialogue between those in west Pakistan who hold the power now and those who can command confidence in East Pakistan, and also dialogue between India and Pakistan. If we can do anything to help the dialogue between India and Pakistan we will gladly do it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনস্ সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	দি টাইমস	৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

Statement by Sir Alec Douglas-Home, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, at the British House of Commons
December 6, 1971

The outbreak of hostilities between India and Pakistan is a matter of deep concern to H.M. Government and to all members of the House. We have watched with growing apprehension over the past months the deterioration in relations between the two countries, stemming from the situation in East Pakistan.

In spite of our efforts and those of other powers, India and Pakistan have been driven to the calamity of war. Our immediate concern must now be to try to stop the fighting and to contribute to a sane and civilized solution that takes account of the wishes of the peoples affected.

When we heard the first reports of attacks and fighting on the borders of India and West Pakistan on December 3, the Prime Minister appealed to President Yahya Khan and Mrs. Gandhi to do all within their power to prevent the spread of conflict. We are also in touch with other governments.

Confused Reports

Reports on the military situation are confused. It is clear that extensive fighting is taking place within East Pakistan and on the borders of West Pakistan and India, and that the navies and air forces of both countries are engaged.

To the extent that it is possible in modern warfare, it appears that the civilian population has not been the object of attack from the air.

The House will know that the Security Council met on December 4 and again yesterday to consider the situation. It was clear from the start that any resolution calling for a cease-fire and the withdrawal of forces would attract a Russian veto.

For their part, H. M. Government have taken the view that there is nothing to be gained by prematurely attempting to introduce abortive resolutions which are bound to be voted by one country or another. We are doing all we can to look for ways of overcoming these difficulties and of finding a solution to the desperately complicated issues which gave rise to the outbreak of war.

These efforts have Rot so far been successful, but we shall continue them. The United Nations must have a role to play not only in the search for ways to stop to fighting, but also in the immense task of reconstruction that will follow.

There have been no reports of injury to United Kingdom nationals or damage to United Kingdom property in either India or Pakistan although damage to tea gardens may be inevitable. On November 23, the High Commissioner at Islamabad advised United Kingdom nationals in the border districts of Pakistan to consider moving to safer areas while this was possible.

Since the outbreak of the fighting he has taken account of the air raids, the restrictions on movements and the suspension of civil air flights and has advised United Kingdom nationals to stay where they are. No evacuation from Pakistan or India is contemplated at present. I am however keeping the situation under review and will take any action necessary.

War can only be a tragedy for all the people of the sub-continent. I can assure the House that we shall do all within our power to persuade those concerned of this view and of the need to tackle the task of reconciliation.

(THE TIMES, London- December 7, 1971).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনস্ সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি	কমনস্ সভার কার্যবিবরণী	১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

Statement by Sir Alec Douglas-Home Foreign and Commonwealth Secretary in the British House of Commons December 13,1971

The hostilities between India and Pakistan continue. Indian forces have advanced deep into East Pakistan, have captured the town of Jessore and have now virtually surrounded Dacca. Fighting is also continuing on the border between India and West Pakistan particularly in the Chhamb area where Pakistani forces have penetrated into Indian territory.

As the House is aware, seven British subjects were killed and six injured when a British ship was attacked in Karachi harbour on December 9. In a message to the Prime Minister, the Indian Prime Minister has expressed great regret for this attack and we are seeking compensation. Apart from this tragic incident, we are not so far aware that any other British lives have been lost.

Airlift

I am happy to say that the airlift of British subjects and other foreign nationals from Karachi, Islamabad and Dacca is now complete. This means that, with the exception of a small number of United Kingdom nationals in Khulna and Chittagong and elsewhere about whom urgent enquiries are being made, some of whom appear to have taken the decision to remain; all those British subjects wishing to leave Pakistan have now done so. Over 1,300 persons were airlifted out of Pakistan by the Royal Air. Force in three days. This Was no easy task and in the case of Dacca in particular it was carried out in circumstances of considerable difficulty and danger. I am sure the House will wish to join me in expressing congratulations and thanks to all those in the Services and in our posts in the sub-continent who were involved in this achievement. Our Deputy High Commissioner and a residual staff remain in Dacca.

Arms Sales

Since the fighting broke out, we have reviewed our policy on arms sales and, as I promised the House on December 6, we have been in touch with the Governments of countries who have been main suppliers to India and Pakistan. I must report that as a result of these contacts there is no prospect of any general embargo on the sale of arms. That being so, I have considered what our own attitude should be.

There is, as the House knows, no military aid to India. As for sales, the Indian Government have a number of long-term contracts with commercial firms for the supply of military equipment. These are subject to export license, the grant of which is being kept under constant review, in the light of the existing circumstances, including the state of

hostilities in the sub-continent, the situation at the United Nations and the attitudes of the alternative suppliers. As far as Pakistan is concerned, we have not been a regular supplier of arms for Pakistan for some years. Therefore, there are no similar contracts. The same supervision would be given to any orders from Pakistan which may be placed here.

Efforts for Cease-fire

The House will be aware that there have been a number of efforts to bring about a cease-fire as a prelude to a political settlement. All resolutions in the Security Council however were vetoed; and a resolution calling for an immediate cease-fire and the withdrawal of the forces of both India and Pakistan to their own territories, which was adopted by the General Assembly of the United Nations on December 7, has proved ineffective.

For their part, Her Majesty's Government believe that it is necessary to seek practical means of bringing the fighting to an end which take account of the realities of the situation and the attitudes of the parties. We are, therefore, in touch with other members of the Security Council to see how we can best assist in bringing about the earliest possible end to the fighting and the institution of constructive discussions.

যুক্তরাজ্য
বেসরকারী দলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে
বৃটিশ জনগণের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যুক্তরাজ্য কমনস্ সভার সদস্য মিঃ রাসেল জনস্টোন-এর বক্তব্য	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্	৩১ মার্চ, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. RUSSEL JOHNSTON, MEMBER, HOUSE OF COMMONS, U. K., ON MARCH 31,1971

We have watched with horror the development of the political crisis in East Pakistan. Reports are still not clear and at times contradicted but two things are now undeniable.

Firstly, there is clear majority demand for independence in East Pakistan.

Secondly, the Pakistan Government's reaction to this has been to send in troops and engage on repressive measures which, according to eye-witness reports, have been savage and indiscriminate and have resulted in the widespread slaughter of civilians.

In addition, it is not long since the floods in East Pakistan aroused the sympathy of the World and the plight of the victims may be intolerable if the flow of aid cannot be maintained in the present situation.

I do not believe that Britain can stand by on the argument that it is an internal matter. We are witnessing what at worst is an act of intolerable brutality and at best a grave political miscalculation which has got completely out of hand. As a senior member of the Commonwealth Britain has a responsibility to take every action open to her to bring peace and achieve settlement.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবীতে লর্ড সভার সদস্য লর্ড ফেনার ব্রকওয়ের ভাষণ	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

SPEECH MADE BY LORD FENNER BROCKWAY, MEMBER OF HOUSE OF LORDS, U. K., AT A PUBLIC MEETING ON APRIL 4,1971.

Lord Fenner Brockway, Member of the House of Lords and the guiding spirit behind the British Movement for colonial Freedom, said that he had spent- his childhood in Bengal and that was why he had always identified himself as a friend of Bengal. Going into the history of the creation of Pakistan, he said that it was perhaps never the intention of the British to have East Bengal ruled "autocratically" from West Pakistan. He demanded an immediate ending of terrible human disaster in East Bengal. The following demands were made by him:-

(a) Immediate dispatch of effective relief to the sufferers in East Bengal.
(b) Release of all political prisoners.
(c) Pakistan Army should be ordered to stop firing and withdraw from East Bengal.

(d) National Assembly should be convened immediately to allow the representatives of the people to decide freely the future of the people.

(e) He called for urgent U. N. intervention justifying that the situation in East Bengal was a threat to international peace.

(f) He affirmed that Pakistan had required the ideals of freedom enshrined in the Singapore Declaration adopted at the Commonwealth Conference held in January, 1971, and demanded of the senior Commonwealth Governments like Britain, India or Canada that they should urge the Commonwealth through its Secretariat to send a fact-finding mission to East Bengal.

Lord Brockway strongly urged that India's proposal for a Security Council Meeting on the situation in East Bengal should be supported.

Martin Adeney, correspondent of the Guardian, who was in Dacca on March 25, gave a grim account of what he saw.

Peter Shore M.P. (Labor) and a former Minister in Labor Government, strongly repudiated the argument that the brutal armed suppression of democracy in East Bengal was an internal matter of Pakistan and urged the British Government to sit up and take notice of the happenings there. He appealed to the British Government to bring pressure to bear on President Yahya Khan to stop bloodshed in East Bengal. He demanded that the future of East Bengal should be decided by the people themselves and not by the army of West Pakistan. He disclosed that the British Labor Party shall put all pressure at its command on the Government to take a positive step on the East Bengal situation during the Commons debate on April 5.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আশংকাঃ অক্সফাম ও ওয়ার অন্ ওয়ান্ট সংস্থার রির্পোট	অক্সফাম ও ওয়ার অন্ ওয়ান্ট-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

PRESS RELEASE
Issued by OXFAM and WAR ON WANT.

Re: East Pakistan Famine.

The whole population of East Pakistan faces a famine of immeasurable extent. This is stressed by Oxfam and War on Want, as the inescapable conclusion reached if the fatal inevitability of the following points is considered:

(1) The loss of food-grain owing to last November's cyclone led to the need for vastly increased imports of grains, which have not been stopped.

(2) The available stocks of food, equivalent to about two months supplementary supply in mid-March, were concentrated in storage centers at Chittagong docks and other sites. It is unlikely that they can have been distributed, and some loss can be assumed.

(3) The war will interrupt the harvesting of the present minor rice crop, will hinder the full planting of the spring crop and, thereafter, that of the main monsoon crop, by disrupting supplies of seed fertilizers and fuel, and the movement of labor for harvesting. "It is our opinion that the famine can only be mitigated if there is a coordinated effort by Governments, United Nations and other international organizations, and other agencies, to co-operate with the Pakistan Government in establishing supply channels into the cyclone affected areas firstly and, thereafter, the rest of the country, before the monsoon rains in June substantially hinder all forms of transport. We are, therefore, calling on the British Government to initiate such a coordinated effort."

OXFAM
WAR ON WANT.

Oxfam-War on Want Memorandum

Brief Assessment of the present situation in East Pakistan in relation to future relief and rehabilitation work.

1. The present army moves in East Pakistan (since 25th March), follow logically on an intensive military build-up from 30,000 to 70,000 men since early March, undertaken in apparently almost total secrecy. The aim of the army action is to crush all Bengali nationalist organization and destroy all existing and potential leaders in a ruthless, speedy operation, designed to take control of, and now, the whole country.

2. The original aim of the army has not been achieved. From all reports, it would seem that although control was achieved in Dacca fairly quickly, it was not so in Chittagong and some other smaller towns, and has not yet been affected at all in most of the rural areas. Apparently, the West Pakistan outspoken contempt of the Bengalis led them into underestimating the strength of the Bengali nationalist movement. Nevertheless, the army has probably killed relatively large numbers of potential and actual leaders and crushed the bulk of the initial resistance.

3. The attitude of foreign governments has been of crucial importance, and their generally negative attitudes has contributed substantially to the initial ruthless success of the army. The U. K. has considerable investment in West Pakistan, and since the cyclone, the High Commission has been carefully discouraging relief organizations from committing themselves too excessively in cyclone affected areas, on the grounds that it would be dangerous. It is now reasonable to assume that the High Commission had at least knowledge of the intended army action long before the army strength was sufficient to activate these plans. The U. S. has not been so deliberately cautious, but, like the U. K. has appreciable investment in West Pakistan and is clearly not anxious to do anything other than give tacit support to the Central Government. China has permitted the army to overfly its territory both during the military build-up and since the 25 March, and this must have been noted in East Pakistan. However, there are precedents for anticipating the possibility of a complete volte-face by China at a time when she judges the condition of the Bengalis to be at their most desperate and thus their most grateful for outside support. Russia has already gone on record as the only country, which has officially mouthed disapproval of the army's action and she could be preparing to give support to a largely defeated, leaderless Bangali movement before the Chinese could do so, thus gaining considerable political advantage and undermining the pro-Chinese elements in Bengal. India has shown significant interest in, and emotional support for, the East Bengalis, even though an independent East Bengal would not be to her own best long term advantage, in view of its probable effects on the politics of West Bengal. Nevertheless, India will be liable to become progressively more interested and concerned, the longer the army operations have to continue and the more severe arc the privations of the populace of East Bengal. Recognition of East Bengal is not a relevant issue at present, but could become so if the military operations have to be continued at length in circumstances akin to those in Vietnam.

4. There are three possible outcomes at present:-

(a) The army wins outright control-this is highly unlikely, and would probably have to be achieved by the end of April to be effective.

(b) The Bengalis win outright control-this is as unlikely in view of the present lack of outside help from any source,

(c) A military stalemate with the army in charge of the main towns, ports, airports and some surrounding areas and with no effective control, except through disrupted communications, of the remainder of the country.

5. If possibility a. is considered, there would be a situation in which the bulk of the populace would feel defeated and sullen, and this would undoubtedly cause increased support to be given to the Naxalites, Maoists and generally anti-western, ultra-left wing factions owing to the lack of western governments' pressure on West Pakistan. Nevertheless, there will have been considerable damage to the means of communications (roads, bridges, vehicles, boats, railways) to hospitals and other buildings, as well as dislocation of food supplies, internal and imported, and all this will require emergency relief assistance. However, the army government would have to be willing to admit the local needs and permit outsiders to assist in supplying these needs.

6. If possibility b. is considered, then the remnants of the Awami League would be in loose control in a situation where most of the leaders had been shot by the army and this would give rise to an highly confused, structure less situation for some considerable time, giving considerable opportunity to the same radical and ultra radical factions as were outlined above. (5) However, the general populace would be politically euphoric at their succe and could blame all problems and difficulties on the Punjabi army and would, therefore, be probably more receptive to foreign assistance from all sources who were not identified too closely in the past with either the West Pakistan Government or foreign governments which had failed to use available opportunities to being pressure to bear on the West Pakistan Government. One can fore see in this situation, short term relief opportunities to meet the gigantic problems that can be anticipated, with long term opportunities depending entirely on the outcome of the internal Bengali political struggle. In such a situation, the basis of the CBC approach, (of short term intensive training and self-replacement), will probably be much more tolerated than long term, indefinite, approaches.

7. If possibility c. is considered, and this is by far the most likely eventuality, then the stalemate will continue until the rains come in force in May or June, whereupon the supply situation for the army and the general populace will become progressively intolerable. This worsening logistics situation would tend to lead to an intimate Bengali success over the following four months only if substantial outside assistance was received, particularly from India, and through India. In any event, the situation will lead to wide-spread hunger and malnutrition among the population which the army will not consider itself called upon to mitigate in any way, and the plight of the mass of the people in the rural areas, and particularly the one and a half million in the worst affected cyclone damaged areas, will be indescribably desperate.

8. It is now possible to assess what forms the needs of the people will take, both as a result of the cyclone and military action taken by the army :-

(a) Food supplies will have been destroyed and/or delayed for all parts of the country. Once the rains commence, it will be almost impossible to ship substantial or significant quantities of more food supplies into the cyclone affected areas. Estimating the Chittagong dock-side storage capacity to be 150,000 tons (or approximately 15,000,000 man months) and knowing that this was full in the middle of March, then it could be reasonably guessed that at that time there was sufficient supplementary food-grains available to carry the whole country for up to two months, approximately. Unknown amount of damage was inflicted on the dock side area, and little more grain has been imported since that time (18/3/71). Further, the harvesting of the secondary rice crop of the year (the winter, irrigated "boro" crop) should be commencing in April, and will probably not be fully harvested as it depends on locally imported casual labor which will not be generally available.

(b) Communications-the following summarizes what can be anticipated: vehicles-many destroyed or damaged roads, bridges-many destroyed or damaged rail lines and rolling stock-cut in many places and stock damaged, destroyed, river boats-some have been destroyed, many probably damaged, and river trade has not recovered from the cyclone air-probably non-existent.

(c) Future agricultural production-the import of oxen into the affected areas will have been stopped, and the illegal import from India will also have largely ceased. Further, many will doubtless be slaughtered for army food supplies, if necessary. Supplies of seeds will be endangered (utilized for food) and fertilizer supplies will be interrupted throughout the country)

(d) Farming mechanization-the time available for cultivation will have been appreciable reduced, and fuel supplies will be in extremely short supply. (Consequently, the spraying of non-polluting week killer on paddy fields to permit planting of the crop with a minimum of tillage or no tillage at all, could then be considered as a more practicable, emergency proposition, though still an extremely expensive one, costing nearly £ 300 per 100 acres.)

(e) Medical-it can be assumed that medical facilities and supplies will have been largely commandeered by the army and there will be an appreciable need for genuine First Aid medical relief Work in a way that never really existed after the cyclone.

(f) Buildings and housing-the season is already so far advanced that not much more permanent building materials could have been shipped into the cyclone affected areas, however, it is likely that some of the material stockpiled and awaiting internal shopment will have been dispersed or destroyed and there will be a need for planning general support for a building programme for all community service buildings to be erected from autumn 1971 onwards.

(g) Cyclonc warning and defense system-the warning system will be non-operative, repair work on the damaged embankments will have ceased, and the statistical high likelihood of a cyclone occurring in May or October would find a totally unprepared populate, utterly defenseless, and the resulting damage would be disproportionately high.

9. From the above, it can be seen that sometime over the next few months, an opportunity will arise, probably suddenly, wherein enormous needs will be presented to relief organizations and agencies in a situation of total confusion and it will be left to those agencies to decide whether or not they are prepared to accept the challenge of this opportunity and prepare for it, or to give in to the difficulties created by the governments concerned, both inside and outside Pakistan, and permit the continuation throughout next winter of appalling misery among the people of all parts of East Pakistan, but especially in the cyclone affected areas. It is not difficult to foresee a repetition of the 1942 Bengali famine, as dependant on human achievement as that one was. Today's attitude of the press and B.B.C. broadcasts has been to ignore the effects of the army's actions on the basic needs of the bulk of the people of that country.

-April 7, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ববংগে গণহত্যা সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান-এর বক্তব্য	আনন্দবাজার	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

ভিয়েতনামে 'মাইলাই' একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পূর্ববঙ্গই মাইলাই

-ডগলাস ম্যান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল-ব্রিটিশ পার্লামেন্টর শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ ব্রুস ডগলাস ম্যান আজ এখানে বলেন যে, ভিয়েতনামে মার্কিন ফৌজ সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, ইয়াহিয়াশাহীর বর্বরতা তাকেও হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, ভিয়েতনামে মাইলাই একটি ব্যতিক্রম, আর গোটা পূর্ববঙ্গই মাইলাই।

আজ সকালে কলকাতা প্রেসক্লাবে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গে নরহত্যা অভিযান বন্ধ করার জন্য, পাকিস্তান সরকারকে যুক্তির পথে চলতে বাধ্য করার জন্য সারা বিশ্বকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতবর্ষ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে মিঃ ম্যান বলেন, এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছে। যথেচ্ছ নরহত্যাকে তিনি কোনমতেই একটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন না।

কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশন যেভাবে আনুগত্য পরিবর্তন করেছে, ইংল্যান্ডে সেই রকম কিছু হলে আপনি কি করতে বলতেন?- এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ ম্যান বলেন, তিনি একজন আইনজীবী। আইনের কথাই তিনি ভাবতেন। কেউ বাড়ী জবরদখল করেছে মনে হলে ইংল্যান্ডেও আইনের আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র পথ।

তিনি জানান, বৃটিশ পার্লামেন্টের ২২০ জন সদস্য পূর্ববঙ্গে যুদ্ধবিরতির দাবী জানিয়ে পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনিই প্রথম স্বাক্ষরকারী। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের জন্য যে সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছে, মিঃ ডগলাস ম্যান তার চেয়ারম্যান।

তাঁর ধারণা, ইংল্যান্ডের সরকারের মনোভাব পাল্টে গেছে। ওখানকার সংবাদপত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানী বর্বরতার নিন্দা করেছে। হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এই হত্যা বন্ধ করার জন্য বৃটিশ এবং অন্যান্য সরকারকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। মিঃ ম্যান অনেকগুলি উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসেছেন। শিবিরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন।

ইংল্যান্ড কি বাঙালীদের সাময়িক সাহায্য দেবে? না। তবে কেউ দিলে বাধাও দেবে না।

পরে মিঃ ম্যান বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনে গিয়ে হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে আর্তত্রাণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হয়।

তিনি বলেন, ভারতের পক্ষে একক এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সারা বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। মিঃ ম্যান বলেন, মিঃ স্টোনহাউস এই সাহায্য সংগঠনের জন্যই এসেছেন।

মিঃ ম্যান যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই যশোর জেলা থেকে এসেছেন। এদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, পাঞ্জাবী মিলিটারী দিয়ে পরিকল্পিতভাবে মানুষ খতম করা হচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম লোক নেই, জল নেই। মাঠে শস্য নেই, থাকলেও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, যুদ্ধপরিস্থিতি বাঙালীদের পক্ষে নৈরাশ্যজনক নয়। আবার ভারতীয় সংবাদপত্রের যেমন দেখান হচ্ছে, তেমন আশাব্যঞ্জকও নয়। অতিরিক্ত আশাবাদী চিত্র একে ভারতীয় সংবাদপত্র মুক্তিকামী বাঙালীদের ক্ষতি করবেন বলে তিনি মনে করেন।

বৃটিশ সরকার নতুন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নে নেতৃত্ব দেবে বলে তিনি মনে করেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধি মিঃ ডগলাস ম্যান কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবী	আনন্দবাজার	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

আক্রমণকারী পঃ পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে হবে
বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধির দাবী
\ বিশেষ প্রতিনিধি \

বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের প্রতিনিধি শ্রী বি ডগলাস ম্যান শুক্রবার প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশ 'আক্রমণ' করেছে। সেখানে জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ওখানে যুদ্ধবিরতি করতে পশ্চিম পাকিস্তান যাতে বাধ্য হয়, তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও কমনওয়েলথের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে হবে।

বাংলাদেশের জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে শ্রী ম্যান বাংলাদেশ সীমান্তে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি অভিভূত কণ্ঠে বলেন, শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলে পাক সৈন্যদের মর্মান্তিক হিংস্রতার তিনি যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছেন। নির্বিচারে মানুষকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। চারদিকে একটা আতঙ্কের আবহাওয়া। এর পিছনে উদ্দেশ্য কি তিনি জানেন না। তবে তিনি এটা বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। যা হয়েছে তা 'আক্রমণ'- পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ। আন্তর্জাতিকভাবে একটা আক্রমণের ঘটনা হিসাবে এটিকে সকলের গ্রহণ করা উচিত। গোলাপী শংকটের সঙ্গে অক্সফোর্ড টাই পরা কেনলিংটনের এই তরুণ সুদর্শন এম-পি সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ববঙ্গে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেনের সংসদ সদস্যরা উদ্যোগী হয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির তিনি একজন সদস্য।

সীমান্তের অভিজ্ঞতা

শ্রী ম্যান বলেন, সীমান্তের শরণার্থীরা আমাকে বলেছেন পাঞ্জাবী সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে এসে নির্বিচার হত্যাকান্ড চালিয়েছে। বাড়ী-ঘর-দোরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। অত্যাচারের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি খুবই স্পষ্ট। তবে এই ব্যাপক নির্বিচারে হত্যাকান্ড বাঙালীদের তাড়ানোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে কিনা, তা তিনি বলতে পারেনা।

শ্রী ম্যান মনে করছেন, পূর্ববঙ্গে যে সব মানুষ এখনও আছেন, তাঁরা না খেয়ে মরবেন। কারণ বীজ বোনা হয়নি। চাষবাস বন্ধ। এর ফলাফল হবে মর্মন্তুদ। আরও উদ্বাস্তু আসতে থাকবেন। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে অবিলম্বে যুদ্ধপীড়িত মানুষদের উদ্ধার করা দরকার।

বায়াফ্রার সঙ্গে তুলনা হয় না

বাংলাদেশের অবস্থাকে অনেকে বায়াফ্রার সঙ্গে তুলনা করছেন, কিন্তু শ্রী ম্যানের মতে, বায়াফ্রার সঙ্গে এখানকার পরিস্থিতির তুলনাই হয় না। বায়াফ্রাতে পূর্ববাংলার মত একটা নির্বাচন হয়নি। তাছাড়া ফেডারেল সরকারের সঙ্গে বায়াফ্রা এমন ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্নও ছিল না।

তবু বায়াফ্রার কথা মনে করে অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু এটি ‘বাজে তুলনা’। শ্রী ম্যান কদাচ মনে করেন না যে, বাংলাদেশে আজ যা হচ্ছে, তা শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা।

শ্রী ম্যানের বিশ্বাস, পৃথিবীর লোকেরা ভাল করে জানে না, পূর্ববঙ্গে কী হচ্ছে। এমনকি তাঁর নিজের দেশের সরকার ও জনগণও বিশদ খবরাখবর জানেন না। বৃটিশ সরকার এই জন্যই চুপ করে আছেন বলে শ্রী ম্যান মনে করেন।

প্রশ্নঃ আপনি কেন বৃটিশ হাইকমিশনারকে অনুরোধ করছেন না, ঘুরে সব দেখে গিয়ে সরকারকে জানাতে?

উত্তরঃ আমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। দেখলাম তিনি আমার চেয়েও বেশী খবর রাখেন।

প্রশ্নঃ বৃটিশ সংবাদ পত্রগুলি কি পূর্ববঙ্গের এই যুদ্ধের খবর ছেপে দিচ্ছেন?

উত্তরঃ সিরিয়াস কাগজগুলি ভাল খবরই দিচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় আমাদের পপুলার খবরের কাগজগুলি ভালভাবে কভারেজ দিচ্ছে না।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা আছে?

উত্তরঃ দেখুন, ভারত যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে চীন এগিয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার নয়।

প্রশ্নঃ আপনি তো সব দেখে গেলেন, আপনার কি মনে হল ভারত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে?

শ্রী ম্যানের সঙ্গে সঙ্গে জবাবঃ আমি ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি যে, ভারত এমন কিছু করছে না, যেটি অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেনঃ আচ্ছা মিঃ ম্যান, পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ মোহাম্মদ মাসুদ কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশনের খবর নিতে এসেছেন। সরকারের বদলে আপনারা এমন একটা অবস্থায় পড়লে কি করতেন?

শ্রী ম্যানঃ আমরা ব্যাপারটা আদালতের ওপরেই ছেড়ে দিতাম। আমি একজন আইন ব্যবসায়ী। আমি বুঝি এটি সম্পূর্ণ আইনের এক্তিয়ার।

পূর্ববঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কমিটি

বৃটেনে পূর্ববঙ্গে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কমিটি-‘জাসটিস ফর ইষ্টবেঙ্গল কমিটি’র অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন জন হ্যানাম (কনজারভেটিভ এম-পি), জন পারদো (লিবারেল এম-পি)। কমিটিতে আরও দুজন সদস্য আছেন, তাঁরা কেউ এমপি নন। শ্রী ম্যান এই কটিমির অবস্থায়ী চেয়ারম্যান। কমিটির ছয় দফা উদ্দেশ্যঃ (১) হত্যা ও যুদ্ধ বন্ধ করা, (২) আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া, (৩) যতদিন পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ধবংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবেন, ততদিন পাকিস্তানে উন্নয়নমূলক সাহায্য বন্ধ রাখা, (৪) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, (৫) শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ (৬) সিংহলে পাকিস্তানের সামরিক দ্রব্যাদি নামানোর অধিকারের অবসান।

কমিটি তাঁদের কার্যবিবরণীর এই খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তান কথাটাই ব্যবহার করেছেন- বাংলাদেশ নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বি বি সি গৃহীত জন স্টোনহাউসের সাক্ষাৎকার	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

JOHN STONEHOUSE S INTERVIEW WITH BBC ON APRIL 27, 1971

On his return to London, John Stonehouse was interviewed on the Today Programme of B.B.C. on April 27, Stonehouse said chat "terrible" things had happened in East Bengal, things which have not been seen since the last war. Describing it further stonehouse said that what had happened in East Bengal "makes Vietnam look like a tea-party." He talked in particular of the incident at Dacca University on March 25, when staff and students were "rounded up and shot in cold-blood." He expressed great regret that a "98 per cent" vote for a democratically held election had not only been refused it’s just deserts but had been subjected to a policy of repression by the military junta. "We must be concerned about this; we can't wash out hands off this," said John Stonehouse.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে প্রেরিত বৃটিশ পণ্যসামগ্রীর বীমা সুবিধা বিলোপ	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১৪ মে, ১৯৭১

BRITAIN SUSPENDS INSURANCE COVER ON EXPORTS TO PAKISTAN

By J. D. SINGH

"The 'Times of India" News Service

LONDON, May 14.

Britain's Export Credits Guarantee Department has suspended further insurance cover on exports to Pakistan.

It will honor the existing commitments on British exports to Pakistan but will not insure further export credits.

British exporters are being advised to insist on cash payment before delivering goods to Pakistan. Ordinarily the department insures exporters against non-payment for goods shipped.

A spokesman of the department said: "We regret this move but we are obliged to pay our way and this is a commercial judgment"

The decision has been influenced by the political and economic crisis in East Bengal and the department's assessment of Pakistan's future foreign exchange earnings and its ability to pay its way.

The East Bengal crisis has held up all just shipments thereby depriving the country of its major source of foreign exchange. British exports to Pakistan last year were worth more than Rs. 900 million.

The suspension of insurance cover is likely to make British exports of capital goods to Pakistan exceedingly difficult.

The decision comes at a time when Pakistan is seeking a moratorium on repayment of its official debts to western creditors. The case for a moratorium is being considered by the World Bank. A decision on it is expected at the next meeting of the Aid Pakistan Consortium scheduled to be held in Paris early next month.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে বৃটিশ সাহায্য বন্ধ করার জন্য বৃটিশ এমপিদের দাবী	দি স্টেটসম্যান	১৫ মে, ১৯৭১

DEMAND IN U.K. TO STOP AID TO PAKISTAN

London, May. 14. Rejecting the British Government's stand that the Bangladesh situation is Pakistan's internal problem, a group of over 200 British M.Ps., educationists, reporters and businessmen yesterday renewed the call for suspension of all aid to Islamabad until troops were withdrawn from Bangladesh, says PTI.

Through an advertisement in The Times yesterday, they also urged the British Government to take the initiative in mounting massive international relief efforts all over Bangladesh.

Pakistan is the moment to show that man is more than an internal problem; the life and death of millions is everyone's problem", said the slogan at the top of the advertisement which occupied three-quarters of an inside page of this national newspaper. Half of the space was taken by a photograph showing the body of a middle-age Bengali victim of the Pakistani troops in a village in East Bengal.

Sponsored by the "Action Bangladesh", the advertisement was timed to appear on the eve of today's House of Common's discussion on the Labor Mr. Bruce Douglas-Mann's motion seeking an end to the British passivity on the Bangladesh situation and carried 203 signatories including that of Lord Fenner Brockway. The noted West Indian author. Mr. V. S. Naipaul, was also among the signatories.

The advertisement read: "On the 25th of March, the Pakistani Army began a systematic and brutal killing of the people of East Bengal whose only offence was to win the majority in the country's nakshal election.

The Army's suppression has not only left thousands dead from the bodies massacre, but by disrupting clanting, parvesting and food imports, it had also threatened millions more with starvation.

When the British Government says that this is an internal problem of Pakistan they are saying in effect that the Government has the right to murder and starve its own citizens when they vote in a wrong way.

"We the undersigned call upon the British Government to suspend all aid to West Pakistan until its rulers remove their troops from East Bengal. We further call upon the British Government to join with other nations in mounting massive international relief efforts to reach all the areas of East Pakistan".

Reuter adds: The chairman of Britain's Young Liberals, Mr. Peter Hain, said today that Britain should suspend all aid to West Pakistan until she withdrew troops from the country's eastern wing.

In a letter to The Times, he said: "With a parliamentary debate this week focusing public attention on the crisis in Pakistan perhaps, the British Government will now shake itself out of its criminal complacency over the massacre of the people of Bangladesh by West Pakistan".

AP adds from Washington: The Washington Daily News has advised President Nixon to withhold aid to Pakistan until he is sure that it will be shared with the people of East Bengal.

In an editorial, the paper said, "An emissary of the Pakistani military regime is in the USA seeking hundreds of millions of dollars in aid to stave off his country's financial collapse. President Nixon should consider most carefully before giving any help to the Pakistani Central Government. As far as we can see its sole distinction was its brutal if not genocidal attack on the Bengali people of East Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে নির্যাতনের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিক প্রতিবেদনের পুণঃপ্রচার	এ্যাকশান বাংলাদেশ; উদ্ধৃতিঃ দি গার্ডিয়ান	২৭ মে, ১৯৭১

REPRINTED FROM THE GUARDIAN, MAY 27, 1971 BY ACTION BANGLADESH, 34, STRATFORD VILLAS, LONDON, N.W-1.

East Bengal atrocities

Sir,-We are not reporters with little time to spare looking for the best stories. We have each lived in West Bengal for most of 20 years and we have talked at random with hundreds of refugees in the course of our relief work among them. The total picture of what has been happening in East Bengal is clear to us without any shadow of doubt.

There are scores of survivors of firing-squard line-ups. Hundreds of witnesses to the machine-gunning of political leaders, professors, doctors, teacher and students.

Villages have been surrounded, at any time of day or night, and the frightened villagers have fled where they could, or been slaughtered where they have been found, or enticed out to the fields and mown down in heaps. Women have been raped, girls carried off to barracks, unarmed peasants battered or bayoneted by the thousands.

The pattern, after seven weeks, is still the same. Even the least credible stories, of babies thrown up to be caught on bayonets, of women stripped and bayoneted vertically, or of children sticed up like meat, are credible not only because they are told by so many people, but because they are told by people without sufficient sophistication to make 'up such stories for political motives.

We saw the amputation of a mother's arm and a child's foot. These were too far from the border, and gangrene developed from their bullet-wounds. Many saw their daughters raped, and the heads of their children smashed in. Some watched their husbands, sons, and grandsons tied up at the wrists and shot in more selective male elimination.

No sedative will calm a girl now in Bongaon Hospital-she is in a permanent delirium crying "They will kill us all, they will kill us all " Next to her is a girl still trembling from day-long raping and a vaginal bayonet wound.

About 400 were killed at Jhaudanga while on their way to India, surrounded and massacred. Why? Lest they take tales to India? Or because choosing a certain democratic system under Sheikh Mujib means forfeiting the right to live in any country?

Most vicious of all perhaps was the attempted annihilation of the East Bengal regiment. Few of the 1st Battalion escaped through a curtain of bullets fired by those who the previous day were their mates in the mess. It was symbolic of the betrayal of the whole of the eastern province.

The insensate furry follows the contempt of years: exploitation had been chronic-rice had become double the price it sold for in the western province. Mujib's men were ready to reestablish justice democratically and peacefully, and gained an overwhelming mandate from the people in the December elections 167 out of 169 seats. But Yahya Khan's military junta and Mr. Bhutto could not stomach the humiliation implied.

Is this to be regarded as India's problem? It should be no more hers than any other countries. What is the West doing? The big event is over, the heavy print of Pakistan receds, the tragedy is stale, who will fund the relief operations? Who will campaign for tills?

Are the political complexities so much a gag? Has no government or people the voice that can sound out with the authentic ring of passion in support of the victims? Is there no consensus out of which can be heard a creative answer?

(Rev) John Hastings,
(Rev.) John Clapham,
Sudder Street Methodist Church, Calcutta.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব-বাংলা ট্রাজেডির প্রত্যক্ষদর্শী বৃটেনের শ্রমিক দলের এম.পি. মিঃ মাইকেল বার্নস এবং 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' সভাপতি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ-এর বিবৃতি	ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	২ জুন, ১৯৭১

STATEMENTS BY Mr. MICHAEL BARNES, BRITISH LABOUR M.P., AND Mr. DONALD CHESWORTH, CHAIRMAN OF THE WAR ON WANT

Calcutta, June 1 : Mr. Micheal Barnes, British Labour M.P. who is on a visit to see the victims of the liberation was in Bangladesh said here yesterday "the world must help to find a solution to the tragedy."

He said it was "nonsense" to call what had happened in East Bengal was an internal affair of Pakistan. He promised to take it up with his Government to raise issue before the United Nations.

Mr. Barnes and Mr. Donald Chesworth, Chairman of the War on Want, a charitable organisation of Britain, who have visited a number of camps on the borders, said the world community must come forward immediately with all possible aid.

They suggested that the U.K. should forthwith raise its contribution to £ 10 million from £ 1 million. According to Mr. Chesworth, a substantial portion of the money raised for cyclone relief in East Bengal would be released for aid to the evacuees from the cyclone-affected areas.

Mr. Chesworth said the British Overseas Minister should pay a personal visit here as the dimensions of the problem were so great that London, Washington and Moscow were probably finding it difficult to assess. He added; "What is taking place here is a potential threat to world peace".

They said people were fleeing Bangladesh because of the army action. The evacuees had carried tales of woes and extreme sufferings.

Mr. Barnes said a number of people had told him that the army was pushing people out to "change the political complexion" of East Bengal as the Chinese had done in Tibet.

In the view of Mr. Barnes, every country in the world that had supplied arms as well as development aid to Pakistan was involved in the present tragedy in East Bengal because Pakistan had used the power built up with arms and aid supplied by them against its own people.

Mr. Barnes thought that the donor countries should now work out a set of conditions through the U.N. for countries receiving arms or development so that governments like the Government of Pakistan realize what would be the attitude of the donor countries, if they were engaged in military operations against their own people using that aid.

If a long term solution was to be found in East Bengal, Mr. Barnes said the world community must bring economic pressure on the Government of Pakistan to withdraw troops from East Bengal and come to a genuine democratic agreement with the people.

In this context both Mr. Chesworth and Mr. Barnes said there was no evidence to suggest that Britain was at the moment out of line with the other nations of the international community on the need for economic pressure.

Mr. Barnes said: "If Britain and America and the whole of the international community pursue this line and remain united on this question, there will in the long run be a genuine and democratic solution in East Bengal". He said on his return, he would pressurize the British Government to stand committed to this line.

When his attention was drawn to Mr. Heath's "no" to Mrs. Indira Gandhi's call for suspension of aid to Pakistan, Mr. Barnes said Britain would not suspend the existing economic aid to Pakistan. But it would not enter into any new aid commitment unless Pakistan accepted a settlement in East Bengal.

Explaining further, Mr. Chesworth said no aid was going from Britain to Pakistan at the moment. This was the period in which aid programmes were wound up and only some technical assistance like aid to students were continuing.

Both Mr. Barnes and Mr. Chesworth took pain, to explain that what was important was the Consortium aid for the next year. When the Consortium countries met a few days back, they adjourned till July before approving plans for expenditure. That would be a vital meeting and Britain, they asserted, had "no conceivable reason" to back up a colonial regime in East Bengal.

Mr. Chesworth said the reaction in Britain to the East Bengal tragedy was one of "shock". For people in the U.K., it was hardly comprehensible that such brutalities could really occur.

He said his organisation, War on Want-had no hesitation to accept the Bangladesh Government as the real representative of the people and have dealings with it in distribution of relief. At the same time, he added that it would be wrong to entrust supplies exclusively to the military regime in Pakistan for distribution.

At the end, Mr. Chesworth feared a "massive" famine in East Bengal because over greater parts of the country seeds had not been sown.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০ জন শ্রমিক দলীয় এম,পি, কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর দাবী	দি স্টেটসম্যান	১৭ জুন, ১৯৭১

120 Labor M.P.S Demand Bangladesh Recognition
From S. NIHAL SINGH

LONDON, June 16.-one hundred and twenty Labor M.P.s last night demanded the recognition of the Provisional Government of Bangladesh in a resolution tabled in the House of Commons. Among those who have tabled the motion is Mr. Ian Mikardo, Chairman of the Labor Party, and its principal sponsor is Mr. John Stonehouse who visited West Bengal last April. The motion follows the Commons debate last week, but goes further in demanding recognition for Bangladesh.

It says that by the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale, the Pakistani Army has forfeited all rights to rule in East Bengal. Therefore, the motion calls for a meeting of the U.N. Security Council to consider the situation both a threat to international peace and a contravention of the Genocide Convention. Further it says that until order is restored under U.N. supervision, the Provisional Government of Bangladesh should be recognized as the vehicle for the expression of self-determination by the people of East Bengal.

Two factors appear to be responsible for the forthright nature of the resolution. There is perhaps a feeling of guilt in Labor circles over the empty Opposition benches during the debate on Pakistan demanded by Mr. Harold Wilson. Secondly, it is becoming increasingly clear that the Government's approach to the problem, while full of sympathy for the relief of the refugees, is tilting towards rescuing Pakistan's economy, once the Yahya regime has done the necessary window dressing in East Bengal.

The Labor Party's decision to take a bolder approach to the Bangladesh problem is also apparent from two resolutions passed by its national executive. The main resolution asks the British Government to raise the question in the Security Council, substantially to increase Britain's contribution to U Thant's relief fund and give generous assistance to India for the care of the refugees. It says that with the collapse of political institutions in Hast Bengal, aid cannot be meaningful. Therefore the Government should restrict aid to Pakistan to help relieve suffering and urge this view upon members of the Aid Pakistan Consortium. The second resolution calls for the immediate setting up of a disaster relief commission.

While the people of Bangladesh have won a more forthright ally in the British Labor Party, it seems doubtful that the British Government will be swaved by it-and everybody in Britain has really more interested in the Common Market.

PTI adds: European nations, including Sweden, Holland, Italy, Austria and Hungary, have agreed that Pakistan cannot impose a "unilateral" solution on East Bengal

and they will, in conjunction with friendly countries, impress this upon President Yahya Khan.

This was the impression that Government leaders of these countries gave to Mr. Moinul Huq Choudhuri, Minister of Industrial Development, who toured these countries recently as the personal envoy of the Prime Minister, Mrs. Gandhi. He is the first of the four Cabinet Ministers to return from abroad after talks on Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যাঃ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব	ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ	২৫ জুন, ১৯৭১

Resolution on Genocide in Bangladesh

At a public meeting in Conway Hall organized by the International Friends of Bangladesh on Friday, June 25th under the Chairmanship of Lady Gifford, the following resolution was moved by Mr. John Platts-Mills, Q.C., and supported amongst others by Mr. Asoke Sen., Barrister-at-Law (ex-Cabinet Minister for Law of the Government of India) Mr. Justice Abu S. Chowdhury, Vice-Chancellor of the Dacca University and special Envoy of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Shakwat Hussain, Barrister-at Law and Lord Gifford, Barrister-at-Law and passed unanimously:-

This public meeting resolves to require its conveners to take immediate steps to set up a preparatory Committee with the Genocide convention to ask the Security Council to establish an International War Crimes Tribunal to inquire into the conduct of the Pakistan Government in Islamabad and its military regime established in Dacca and military leaders serving them and try and punish those who may have committed crimes, in violation of the Genocide Convention.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করছেঃ চারজন বৃটিশ এম.পি'র ঘটনা বর্ণনা	দি স্টেটসম্যান	২৯ জুন, ১৯৭১

REIGN OF TERROR PERSISTS IN E. BENGAL, SAYS BRITISH M P.
By a Staff Reporter

The four British M. P.'s came to Calcutta by air from Dacca on Monday afternoon. Their observations on the present situation in East Bengal, pieced together, lead to the following conclusions; an atmosphere of terror is pervading. Army-ruled East Bengal; people are still fighting in a "complex situation"; people with "hands chopped off with bullet wounds" were seen; the university campuses bore "marks of a struggle", and the situation in East Bengal was far from normal.

The M.P.'s who came by a special RAF plane were Mr. Arthur Bottemley (Lab), Mr. Reg Prentice (Lab) both of whom were former Overseas Development Ministers, Mr. James Ramsden, former Conservative Secretary of State for War and Mr. Toby Jessel (Conservative). They were received by Mr. Ashok Roy, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, the British Deputy High Commissioner in Calcutta, Mr. F. S. Miles, and senior Government officials. They are 'staying at Raj Bhavan.

Earlier, addressing a Press conference in Dacca, Mr. Toby Jessel said he had evidence of continuing large-scale persecution of Hindus in East Pakistan, "You cannot impose a reign of terror and expect the country to flourish economically" he added.

The Conservative M.P., said; "Continued sackings of villages and disappearance of local people add to fear. The Pakistani Army must stop trigger-happy and arbitrary units".

Mr. Reg Prentice did not think that the evacuees should go back to East Bengal under the present situation as "an atmosphere of fear" was persisting there. He said that there was complete Army rule there and that the people "are basically afraid of the military rule". He said that some sort of terror complex was prevalent in the eastern sector of East Bengal.

The team, which stayed in East Bengal for four days, visited Chuadanga. Rajshahi, Chittagong, Sylhet, Barisal, Dacca and Mymensingh by plane or by helicopter. Describing the tour, Mr. Arther Bottomley said that "we had a pretty wide journey in a helicopter flying low so that we could see everything". Mr Toby Jessel said that they saw few people in some places and some villages with demolished houses. Mr. Jessel said that they were to have visited a village today but "we could not go there as the village had been completely sacked by the Pakistani Army and all sorts of obstacles were put to prevent our visit there".

Asked whether he thought there could by any political settlement in East Bengal, Mr. Ramsden said that restoration of normal conditions was more pressing than a political settlement.

About the return of evacuees, Mr. Jessel said that the Pakistan Government was disappointed with too small a number of refugees returning to the reception centers in East Bengal. He said that the Pakistan Government was expecting about 500 evacuees to return to the newly set up Chuadanga reception centre every day, but they saw only 200 refugees, including two Hindus, there.

Replying to a reporter, Mr. Ramsden said that "parts of Dacca appeared to be normal but it could not be said there was normalcy there". Rail and steamer services in the country, he said, operated in limited areas.

Replying to a question whether he had seen any sign of persecution in East Bengal, Mr. Bottomley said; "I would not like to use the word 'persecution'. The fact is that it happened and it must be stopped. We saw people with hands chopped off, with bullet wounds and still suffering."

The M.P.s will submit their reports to their respective party leaders on their return to England.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের দুর্দশা সম্পর্কে ‘দি টাইমস’-এর সম্পাদকের কাছে লিখিত লেডি আলেকজান্দ্রা মেটকাফ-এর চিঠি	দি টাইমস	৫ জুলাই, ১৯৭১

REFUGEES IN WEST BENGAL
Letter to the Editor

From Lady Alexandra Metcalfe

Sir, I have just returned from spending some time in the refugee camps in West Bengal. The conditions which have been described in the press and on television and radio are in no way exaggerated. Due to the magnitude of the problem they are the most appalling and harrowing. I have yet seen in many visits to disasters.

Giving shelter and food to over five million totally destitute human beings, and more are steaming over daily, is beyond the capacity of the Indian Government. Their efforts are impressive and praiseworthy. The cases of serious malnutrition among the babies is enormous. The "Save the Children Fund" have hundreds through their hospital in Kalyani, for many it is too late, others are being saved.

The point I would like to stress is that in the coming two to three months due to living conditions in the camps made more intolerable by the monsoon. The shortage of food and other essentials, the situation is going to deteriorate rapidly, epidemics of all sorts will spread like wild fire, and hundreds of thousands more will die. It would be wrong to imagine that because the cholera scare has been checked the most serious problem is over, it has yet to come.

Relief must continue to flow and in no way diminish.

Yours sincerely.

ALEXANDRA METCALFE, Vice-Chairman, "Save the Children Fund". 6S Eaton Place SW1.

July 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ এম.পি. মিঃ আর্থার বটম্‌ লে ও টবী জেসেল-এর বক্তব্য	দি স্টেটসম্যান	৫ জুলাই, ১৯৭১

STATEMENTS BY Mr. ARTHUR BOTTOMLEY AND Mr. TOBY JESSEL, BRITISH M.P.s.

Representatives of Bangladesh gave flowers to Mr. Toby Jessel, one of the three British Parliamentarians who returned home yesterday from their tour of India and Pakistan.

Mr. Jessel (Conservative), who has been the most forthright member of the four-man delegation in calling a spade a spade, told reporters at London airport that he had asked Pakistani refugees in India two questions in camps. He had asked them: "Will you go back?" The answer was: "Not till it is safe".

Mr. Jessel's second question was: "When will you go back?" The answer: "If Sheikh Mujibur Rahman asks us to go back, we shall".

Mr. Reginald Prentice (Labor) was asked by a Pakistani correspondent whether it was a good policy to use aid as a lever. He said he had only recently seen reports of the proceedings of the U.S. Senate on this question, in 99 cases out of 100 he would be against using aid as a lever, but in the present case in Pakistan it was justified.

Three aspects

Mr. Arthur Bottomley earlier made an agreed statement on behalf of the four-member delegation. He emphasized three aspects of the situation: the element of fear existing in East Bengal, the continuing atrocities there' and the need for further assistance to the refugees.

Mr. Bottomley said this had been the most harrowing mission he had undertaken in his entire public life. He found President Yahya Khan an honorable man who did not seem to know what was happening in East Bengal.

But General Tikka Khan, he felt, was the wrong man in Dhaka who had no knowledge of or concern for the economic and social aspects of the situation. The army had not only perpetrated atrocities in East Bengal but was continuing to do so.

He said the mission went everywhere it wanted to in East Bengal except in one instance in which he was satisfied with the Pakistani explanation.

Mr. Bottomley paid tribute to Mrs. Gandhi who, he said, was not only a great Prime Minister but was behaving like a great statesman. In his view she was handling the enormous problems with compassion and wisdom and deserved every support.

He appealed to the British Government and people to give succour to the refugees and assured them that the money was well spent, with Indian administrators doing a magnificent job.

Asked whether India was obstructing the return of refugees home, Mr. Bottomley said "Why should it?" The refugees, he said, were creating inevitable problems for India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটিতে পাকিস্তান পরিস্থিতি আলোচনা	লেবার পার্টি তথ্য বিভাগ	৮ জুলাই, ১৯৭১

NEWS RELEASE
Issued by the Labor Party Information Department
PAKISTAN

The Pakistan situation was discussed at today's meeting of the Labor Party International Committee and the following resolutions were adopted.

1. "The N.E.C., deeply concerned about the present human crisis in West and East Bengal, believes that the dangers of the present conflict within Pakistan are a threat to international peace and security; that only a satisfactory political solution to the conflict within Pakistan can restore stability and end the threat to peace; and that the urgency and scale of the present human suffering among the refugees, and the dangers of early famine demand an unsparing response from Britain. It therefore, urges H.M Government to take the following immediate steps:-

(a) To raise the conflict in Pakistan in the Security Council as an urgent question threatening peace and endangering the security of others;
(b) To increase substantially the present British contribution to U Thant's Relief Fund and to make an immediate bilateral offer of generous additional aid to India to assist her in the costs of meeting the refugee problem.

The N.E.C. further believes that in this situation it is right that the British people should know what approach H.M. Government is proposing to take in the forthcoming early meeting of the Pakistan Aid Consortium, which will consider the very serious economic crisis facing Pakistan.

The N.E.C., believes that in a situation in which political institutions in East Pakistan have collapsed, aid for development cannot be meaningful. It therefore calls upon H.M. Government to urge at the forthcoming meeting of the Consortium that, until a peaceful settlement has been achieved in East Pakistan, aid to Pakistan should be limited to the relief and prevention of actual disease and distress, bearing in mind that many of those who most need aid are no longer in Pakistan."

2. "In view of the obvious failure to get adequate relief to India and Pakistan and similar technical problems during other recent catastrophes, this Committee urges H.M. Government to propose the establishment of an international Relief Commission. This Commission should be set up immediately and be composed of those with experience of relief, transportation and the management of large scale organisation. In circumstances such as now existing in Pakistan the Commission would meet continuously and report on what measures would be necessary on a world scale for implementation by the United Nations. The Commission would establish permanent machinery to provide immediate

relief in natural and man-made disasters, to save life, furnish essential medical supplies and if necessary take control of the situation until longer term measures can be brought into effect. In proposing the establishment of this Commission, H.M. Government should pledge full British participation and financial support." June 8, 1971

STATEMENT OF THE NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE ON PAKISTAN

Conference expresses its honor and concern at the terrible human tragedy now taking place in Bengal. It believes that the Pakistan Government must take full responsibility for the terrible suffering endured by the people of East Bengal and Conference condemns the Government of Pakistan for its totally unjustified use of military force against the people and democratically elected leaders of East Bengal.

Refugees

Conference expresses its grave concern at the totally inadequate response of the World Community to the vast refugee problem. The Government of India has carried a disproportionate share of this burden and Conference urges the establishment of a United Nations Disaster Relief Agency to take full responsibility for refugee aid. Conference urges the British Government to pledge full support for such an agency and meantime to substantially increase its bilateral aid to India to enable the Indian Government to cope with the urgent and immediate problems of relief.

Aid

Without a satisfactory political solution long-term aid to Pakistan would mean subsidizing a discredited military regime. Conference, therefore urges all countries and in particular the members of the Pakistan Aid Consortium to with-hold all but urgent humanitarian aid until a satisfactory political solution has been agreed .to by the people of East Bengal.

Political Solution

Conference believes that a political solution can only be reached after:-

(1) Military repression in East Bengal has ceased;
(2) The political leaders of East Bengal and in particular Sheikh Mujibur Rahman, have been released.

Any political solution should be negotiated with the democratically elected leaders of East Bengal and be acceptable to the people of the region.

Threat to Peace

Conference believes that the present situation on the Indian sub-continent constitutes a threat to World Peace. The United Nations should, therefore, involve itself directly in working for a political solution which is in accordance with the will of the people of East Bengal. Conference urges the British Government to raise this matter at the current session of the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান ও ভারত সফর শেষে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ রেগিন্যাল্ড প্রেনটিস-এর বিবৃতি	সানডে টাইমস	১১ জুলাই, ১৯৭১

"THE REPRESSION OF BENGAL" BY MR. REGINALD PRENTICE, A MEMBER OF THE BRITISH PARLIAMENTARY DELEGATION WHICH VISITED PAKISTAN AND INDIA, IN "SUNDAY TIMES", LONDON, DATED JULY 11, 1971

IN THE ABSENCE of a political solution, the crisis thrown up by the events in East Pakistan can only get worse. This applies to both Pakistan and India. In East Pakistan there is bound to be continuing repression, using the most brutal methods, simply because this is the only way in which a few thousand troops can maintain power over 70 million hostile people. The troops are heavily out-numbered. Their supplies and reinforcements have to travel 3,000 miles round the south of India. Parts of the country are very good territory for guerrilla forces. The guerrillas can take shelter in India and will be re-inforced by recruits from among the refugees. More than one observer has predicted an escalation of the fighting into a Vietnam type of situation.

From the Indian side the prospect is equally depressing. In the border states the local officials, doctors and nurses are doing a wonderful job in keeping most of the refugees alive. But this is happening in a country which is desperately poor and most of it is happening in West Bengal, which is one of the poorest and overcrowded areas in the world. The local administration is observed with the refugee problem at the expense of other duties; local development projects are postponed; schools are closed to the children because they are packed with refugees. An explosive situation may well develop in the refugee camps as a result of months of enforce idleness. An equally tense situation may develop among the local people, who see the refugees getting more food than themselves and getting it free-although they do a full week's work. But this cannot be solved by letting the refugees work, because there is already very high unemployment.

The world must take a larger share of this burden. So far the total aid committed from the rest of the world amounts to well under half the estimated cost to India for a six-month period. All countries must commit much larger sums of aid and recognize that this may have to continue for a very long time. But however large the aid contributions, India will inevitably pay an enormous price and this will become much greater as time goes on.

This downward spiral can only be reversed by a political solution acceptable to the people of East Pakistan. In practice this must mean a solution acceptable to Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League. The pattern is the familiar one of a colonial situation breaking up, in which the only people who can make an effective settlement are the leaders of the political party which has the confidence of the population. Yahya Khan must either accept this, or continue with his policy of suppression-a policy which is bound to fail sooner or later.

Supposing that Sheikh Mujib were released from prison, the Awami League recognized again and genuine discussions were held, what would be the outcome?' The six-point program on which the Awami League won the election last autumn provided for East Bengal to be self-governing for most purposes, but with the central Government controlling foreign affairs and defense. The idea of one Pakistan would be preserved, but the provincial Government in the East would have effective control over its own destiny.

It is very doubtful whether this solution is still possible. There has been too much bloodshed and bitterness in recent months. The essential point is surely this: whether the settlement is to be some kind of loose federation, or whether (more probably) it is to be complete independence for Bangladesh, will have to be decided by the Awami League, as the only credible representatives of the people of East Bengal. They must make the decision and the military rulers of West Pakistan must accept that decision.

At present the military rulers are in no mood to do anything of the kind. They persist with their threadbare claims. They repeat that the Army had to restore "law and order"; that the remaining trouble is caused by a few miscreants aided by the Indians; that the refugees would like to return home but are forcibly prevented by the Indians; that life in the east wing is returning to "normalcy", that the world should not be misled by India lies, etc., etc.

The real hope of a change must rest on two factors-their continuous failure to pacify East Bengal and the growing economic cost. Pakistan is a poor country to start with. It is now suffering a heavy loss of export earnings from East Bengal, where the economy is badly disrupted and is showing few signs of recovery, despite the claims about "a return to normalcy". (East Pakistan, so much poorer than the West has always earned the larger share of foreign exchange.)

There will be a serious food shortage in the East later this year, perhaps of famine' proportions, owing to the disruption in the sowing of the crop due to be harvested in a few months' time. This will be aggravated by the breakdown of the transport system. Meanwhile drought conditions have caused a poor harvest in the West which normally makes up part of the grain deficiency in the East.

On top of all these difficulties, the consortium of Western aid donors has decided not to make fresh pledges of economic aid to Pakistan for the new financial year which started on July 1. Existing projects will be completed, but this decision, provided the Western powers persist with it, will mean a rundown of overseas aid and a deepening foreign exchange crisis in the coming months. Even in normal circumstances, this would have been a very serious blow to the Pakistan economy. The group of generals who run Pakistan know very little about economics, but sooner or later the hard facts of the situation may compel them to change course. It is our only hope.

I believe that there are three ways in which pressure can be maintained in favor of a political solution. First, the Western Powers must stand firmly by the decision not to renew economic aid (apart from relief aid, properly supervised by the U.N. for the victims of the likely famine in East Pakistan). There are powerful arguments against using aid as a political lever in most cases, but this is a very exceptional situation, Quite apart from the

political circumstances, effective development projects could not be carried out in East Pakistan in the foreseeable future, so that any economic aid to the country would be channeled into projects in West Pakistan alone. This would have the effect of easing the economic situation and releasing resources for the suppression of the East. Speaking from my experience as a former Minister of Overseas Development, I believe it is wrong to attach political conditions to aid in 99 cases out of a 100-but this is the 100th case. Any power lever must be used which might help to bring about a political settlement.

Second, there should be an immediate end to the shipment of arms from the U.S.A. to Pakistan. World opinion should back those senators and congressmen in Washington who have urged the Administration to reverse its policy. That the United States should line up with China in supplying the armed forces of Pakistan at the moment is something that defies any rational explanation.

Third, there should be the most explicit condemnation from governments, parliaments and influential commentators of all kinds. It must be made clear that the governments and peoples of the world identify themselves with the aspirations of the people of Bangladesh, and that we are united in demanding a shift of policy by the Government of West Pakistan.

We may not have decisive power to enforce a peaceful solution, but such power as we have must be used to the full. This is not a time for diplomatic niceties. It is a time to stand up and be counted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে গণহত্যা প্রশ্নে দুইজন আইরিশ এম,পি'র বিবৃতি	দি স্টেটসম্যান	১৫ জুলাই, ১৯৭১

GENOCIDE IN BANGLADESH.
SAYS IRISH M. P.
By a Staff Reporter

Sir Anthony Esmonde and Mr. William Loughnane, Irish M.P.s, said a Press conference in Calcutta on Wednesday that the influx of seven million refugees from Bangladesh was a "disastrous invasion on India's economy". Dr Loughnane said he was convinced from his talks with refugees that Sheikh Mujibur Rahman still continued to have a big influence and a call from him would undoubtedly take the millions of refugees back to Bangladesh.

The two Irish M.P.s said the situation was extremely difficult for India and would get worse unless an early political solution was found Dr Loughnane said any "future by-election in East Bengal without the participation of voters who are now refugees in India" would be entirely unacceptable to democratic opinion. On the other hand "one could not brush aside the representatives already elected by the people of Bangladesh". Dr. Loughnane said answering a question.

Dr. Loughnane' an M.P. of the ruling Fianna Fail, said there had been genocide in Bangladesh. Sir Anthony, an M.P. of the Opposition Fine Cael was not sure if genocide was an issue that could be brought within the purview of International Law.

The two M.P.s who visited earlier on Wednesday the Sahara Camp and that in the Salt Lake area, were not in a position to offer any concrete suggestions on the. political solution to the Bangladesh issue. As a first step they advocated bilateral talks between the political leaders of West Pakistan, including Mr. Bhutto and the political leaders of East Bengal.

Answering a question. Sir Anthony said President Yahya Khan's recent statement had many "contradictions" Asked if there was scope for intervention in Bangladesh he said "no international body could intervene in a another country's internal matter".

The two M.P.s. said they were greatly impressed by the management of the camps in India.

Our Staff Correspondent from Dum Dum adds that two Irish M.P.s Sir Anthony Charles Esmonde and Dr William A. Loughnane-told reporters on their arrival at Calcutta Airport from Delhi on Wednesday that they would visit Pakistan and try to meet President Yahya Khan. The M.P.s said that they would possibly return to Delhi after completion of their on-the spot-study of the conditions of the refugees who had come to West Bengal

from East Bengal. From there they would go to Pakistan. Ireland was eager to help reach a solution concerning India and Pakistan, the M.Ps. said.

Replying to a reporter's question, the M.Ps. said that from their discussions with the Prime Minister Mrs. Gandhi it appeared that the arrival of a large number of evacuees from East Bengal was a big problem for India. They said that they would try to raise a proposal for mediation during their expected meeting with the Pakistani President. During their three day stay in Calcutta, the M.Ps. are scheduled to visit reception camps set up for the evacuees from Bangladesh in different parts of 24-Parganas and Nadia.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর অপারেশান ওমেগার প্রচারপত্র	অপারেশান ওমেগা	৩০ জুলাই, ১৯৭১

OPERATION OMEGA
3, Caledonian Road, London, N.1.

"No boundary is legitimate which attempts to separate those in pain from those who can help. Human beings do not need permission to aid those threatened with death."

PRESS STATEMENT 30-7-71.

OPERATION OMEGA IN BANGLADESH

In Bangladesh a people against its will is being suppressed and terrorized by an army from West Pakistan. The world seems incapable of stopping this tyranny, and the 75 million people of Bangladesh have been isolated. The world waits for them either to be eliminated, or for them to become sufficiently strong to force the West Pakistan army to retreat.

Meanwhile, reliable and independent reports make it clear that masses of people inside Bangladesh are facing acute shortages of food and medicine.

OPERATION OMEGA has no choice as a humanitarian other than to cross the border into Bangladesh. In the first instance we have to show the victims and the rest of the world that there are human beings who refuse to let them be isolated, and in the second instance to get relief assistance to those in need.

THE INTENT OF OPERATION OMEGA IS EXPRESSED AS FOLLOWS;

Our intention is to take food and medical supplies into Bangladesh and distribute them ourselves to civilians in need.

The Pakistan government has been told of OMEGA'S intent, and governments throughout the world will be told. But no permission will be sought for OMEGA to enter Bangladesh. We do not recognize Pakistan's authority over Bangladesh.

We are ordinary people, convinced that the world's humanitarian aid must not be used for its own political ends by the Pakistan regime, and that no barrier must be allowed to exist between those who suffer and those who seek help.

The Method of Operation Omega is as Follows:

The team will fly to India and meet up with our Inkman and the members of the OMEGA ONE team now in India. Thereafter everyone in India will work I together.

They will purchase relief supplies and medicines in India, and attempt to locate two vehicles for the first border crossing. The OMEGA ONE vehicle will be driven to Calcutta as soon as is possible after its arrival in Bombay and thereafter will be put to whatever use is most effective.

Entry into Bangladesh will be made by two vehicles together. In case of any incident immobilizing the first team, the second team will attend and help, and also send back word to the border contact. He in turn will immediately alert the communications network. For the purposes of communication and support, there will be at least one OMEGA volunteer at the border and one in Calcutta whenever this is necessary for maintaining effective contact with London.

OPERATION OMEGA to Bangladesh could mark the beginning of a new era: an era in which governments will have to deal directly with the "human Factor". No longer will they have the luxury of ignoring letters, petitions, resolutions and crises at a distance, instead they will have to deal with the stubborn flesh and blood of those who are compelled to act by their very definition of what it is to be human.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এ্যাকশান বাংলাদেশ-এর ভূমিকা ও কর্মসূচী	এ্যাকশান বাংলাদেশ-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি	... জুলাই, ১৯৭১

ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas.
LONDON N W I

ACTION BANGLADESH, a British group, was set up on April 20, 1971 at a meeting attended by representatives of Peace News, International Conscience in Action, Peace Pledge Union, Third World Review, Young Liberals, Bangladesh Students Action Committee, Bangladesh Newsletter, and Friends Peace Committee, together with other concerned individuals.

Its purpose was to provide information for members of the public, press and other organizations as to what they could do to help 'GET THE TROOPS OUT OF EAST BENGAL AND RELIEF IN."

DIARY:

April 28 :

Co-sponsored the demonstration outside the English Speaking Union, which had organized a reception for the Pakistan Cricket XI. "Don't Start Play-Stop the War!"

May 13

Ran a 3/4 page advertisement in THE TIMES ('THIS IS THE MOMENT TO SHOW THAT MAN IS MORE THAN AN 'INTERNAL PROBLEM'") This was signed and paid for by 206 people from all walks of life, and ran the day before the House of Commons debate of May 14.

Co-sponsored with the Birmingham Relief and Action Committee a candieelight vigil on the Albert Embankment opposite the House of Commons: "M.Ps SHOW YOU CARE !"

May 25 :

Launched the 'BREAK THE BLOCKADE RESOLUTION : a world-wide effort to locate support for the idea of running food and medicines into Bangladesh.

June 3 :

Sponsored and organized a reception for the distinguished disciple of Gandhi, JAYAPRAKASH NARAYAN, at the De Vere Hotel in Kensington, with-the object of escalating British action on this issue.

June 7:

Launched with War Resistors International, Community Research and Action Group, Manchester, and Peace News: OPERATION .OMEGA. This is an attempt to get food and medical help directly to the people of Bangladesh, without asking the 'permission' of the 'Pakistan authorities.'

June 10:

Joined with the Bangladesh community of the London area (Bangladesh Students Action Committee, Bangladesh Womens Association in G.B., B.D. Juba Sangha. B.D. Action Committee-Streatham. Action Committee for B.D. (N, and N.W. Loodon), Bangladesh Relief Fund and the Steering Committee) to launch the "Stop Aid to Pakistan Campaign."

June 11 :

Co-sponsored 1/4 page advertisement in THE GUARDIAN, on OPERATION OMEGA.

June 14-18:

"Stop Aid to Pakistan Campaign" organized 10 demonstrations in 5 days outside the London embassies of the 10 countries in the Pakistan Aid Consortium. "FINANCIAL AID FOR PAKISTAN MEANS GENOCIDE FOR THE PEOPLE OF BANGLADESH !" At each embassy a delegation handed over a letter for the respective Head of State.

June 15 :

Two representatives of the "Stop Aid to Pakistan Campaign" were sent to Paris to escalate French concern on this issue before the meeting of the Pakistan Aid Consortium in Paris on June 21.

June 18 :

Sponsored 1/4 page advertisement in the NEW STATESMAN: "Action Bangladesh. "

June 19 :

6 more representatives of the "Stop Aid to Pakistan Campaign" were sent to Paris, including 3 recently returned eye-witnesses from Bangladesh.

June 21 :

PARIS: 11 .00 a.m. Co-sponsored demonstration outside World Bank building where the Pakistan Aid Consortium was discussing fresh aid proposals to Pakistan. About 150 Bengalis came from Britain to support the demonstration 2 coaches came from Birmingham and another from London. Both Reuters and A.P. carried reports of the demonstration.

PARIS: 4.00 p.m. Held press conference at which the three eye-witnesses from Bangladesh gave an account of what they saw, before they escaped from Bangladesh, to the French press. The French newspaper COMBAT carried a full account of their testimony on June 22.

June 25 :

Sponsored advertisement in THE TRIBUNE: "Action Bangladesh".

June 30:

Sponsored full-page advertisement in THE TIMES (page 3): "GENOCIDE IN EAST BENGAL AND THE RECOGNITION OF BANGLADESH." This consisted of the resolution before the House of Commons which has been signed by 210 M.P's including 11 Privy Councilors and over 30 former Ministers.

July 1 :

OPERATION OMEGA'S first team and vehicle-OMEGA ONE-left Trafalgar Square at 12 noon, bound for Bangladesh.

FUTURE ACTIVITIES:

OMEGA 2, OMEGA 3, etc........................

TRAFALGAR SQUARE RALLY 2.00 - 6.00 p.m. SUNDAY AUGUST 1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর তিনজন এম,পি’র বক্তব্য	মান্থলী কনটেম্পারারী ও হিন্দুস্তান টাইমস	৫ ও ৬ আগস্ট, ১৯৭১

Lord Fenner Brockway, *London., August 6.*

From a political view point the military intervention in the province (East Bengal), was the most ruthless denial of democracy since Hitler. It is a cause of shame that the richer nations of the world did not act earlier and do more to meet the human suffering. Tragedy in East Bengal is the greatest in suffering since Bomb fell on Hiroshima.

Mr. Reginald Prentice, *Labor M.P., London, August 5.*

Britain and other countries should make new pledges to help India cope with over seven million refugees from East Bengal. This is necessary both on humanitarian grounds and to prevent a possible military solution. The sheer size and scale of this tragedy is something difficult to envisage. Having seen something it at first hand, I can say that I have never known anything so terrible and I hope that I never have experience like it again.

Mukti Fouj guerillas in the area are having growing success, getting recruits from among the refugees. I think bulk of the population is on their side. The Pakistan situation is a threat to peace that can have the most appalling consequences for the whole of mankind.

Mr. Donald Chesworth, *Labor M.P., New Delhi, August 6.*

(in an interview with Shri Prithvis Chakravarty & reported in "The Hindustan Times" of August 7).

A sovereign, independent Bangladesh is inevitable. Pakistan military leaders showed no signs of any understanding of the problems they are up against. Army atrocities had only one result; they helped the guerillas to develop an unshakable determination to fight, the morale of Mukti Fouz fighters is very high: I think the level of the Mukti Fouj operations is higher and more effective that what I had seen in Algerian guerilla war against the French. The Pakistan army's capacity for repairing damages inflicted by the guerillas is much lower than that of the French army in Algeria. The utter dislocation of the railway system produces a glaring example.

The prospects of a political compromise between the Islamabad military junta and the Bangladesh leaders, are long past. The brutalities which still continue have only hardened the determination of the people of Bangladesh to free themselves from the West Pakistan shackles.

I do not quite see how Pakistan leaders hope to get any particular advantage out of war with India. World opinions, I believe, will not accept any Pakistani attempt to justify an over military action against India on the plea that India helped Mukti Fauj. Anyone can see that Mukti Fauj operations are taking place well inside Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বৃটিশ এম,পি মিঃ আর্থার বটম্ লের বক্তব্য	মান্থলী কনটেম্পারারী	২৮ আগস্ট, ১৯৭১

YAHYA KHAN ADAMANT
Mr. Arthur Bottomley,

Labor M.P., Aug. 28.

I want Pakistan and India to come closer. I hope these two countries will become one again. But that will be my hope lest I shall be mistaken for interfering in their internal affairs. I do not want further fragmentation of the Indian sub-continent, because it is culturally great and has high standards in physics and mathematics, so necessary for the development in the modern world. Further fragmentation will prevent these assets from being employed. But Pakistan will be divided if the military is allowed to control the situation there. To avoid this the administration of East Bengal should be handed over to the civilian authorities under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. I had also talked about this when I met Gen. Yahya Khan during my visit to Pakistan, but the general's response to my suggestion was not very favorable. In fact, I told him also that he should learn a lesson from the British; that those whom we imprisoned became leaders of the nation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীর উপর বৃটিশ এম,পি মিঃ পিটার শোর-এর বক্তব্য	মান্থলী কনটেম্পারারী	৩১ আগস্ট, ১৯৭১

'Death Throes and Birth Pangs'

The happenings in Bangladesh are the death throes of an old nation (Pakistan) and birth pangs of a new nation (Bangladesh).

The only real solution of the Bangladesh problem lies in the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and negotiations with the elected representatives of the people of East Bengal.

During my talks with leaders of the Bangladesh Government that nothing short of total independence could bring about normalcy in East Bengal.

On my return to Britain I will meet the British Foreign Minister and leaders of the Labor Party to impress upon them the need for a total halt of economic aid to Pakistan as a first step to force it to come to senses.

The US should stop all aid to the military regime of Pakistan till it agrees to end the brutal suppression of the democratic movement in Bangladesh.

Mr. Peter Shore, British M.P.
Aug. 31, New Delhi.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির ওপর বৃটিশ এম,পি, বার্নার্ড ব্রেইন-এর বিবৃতি	দি টাইমস	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Statement by Mr. Bernard Braine, British M.P., on East Pakistan

As sure as night follows day, there will be an appalling famine in East Pakistan by October unless the international community intervenes now. That was the sombre conclusion reached by a non-governmental conference of South Asia experts which met in Toronto last week under arrangements made by Oxfam of Canada.

Last month, a World Bank mission which had visited East Pakistan reported that they saw no signs of return to normal conditions. The people remained frightened and untrusting. Many workers and civil servants were failing to report for duty. Communications were completely disrupted.

As the weeks have slipped by, the situation has continued to deteriorate. There are now over 7.5 million refugees in India and their numbers increase daily. Their appalling physical condition is proof enough of the plight of those left behind. Insurgency continues. Far from any return to civil administration, Sheikh Mujibur Rahman, the elected leader of the province, now faces trial before a secret military tribunal.

What is the basis for believing that the still greater disaster of famine now looms ahead for East Pakistan?

First, it should be recognized that in spite of the abundant rainfall and rich soil of the province, hunger and malnutrition are endemic. The basic diet consists of rice supplemented by vegetables, fish and lentils. Meat and dairy products are rare luxuries. According to a World Bank report, the average per capita per day cereal consumption last year was 16.1 ounces. This provided only 1,700 calories compared with the North American and West European, average of 2,700 calories. Indeed, a Pakistan Government nutrition survey conducted in 1964 showed that even then the average protein intake of people in the East wing was inadequate in 85 per cent of the rural population and over half the children were on the borderline of malnutrition. The death-rate among all live born children was 26 per cent before their fifth birth day. compared with a European average of 2.4 per cent.

The implications of all this were spelt out at the Toronto conference, by Dr. Jon Rohde of the Harvard Medical School who has recently returned from East Pakistan. His key point was that a people, whose diet and well being are highly marginal in "normal" times, become dangerously vulnerable even if, there is only a marginal shortfall in traditional food supplies. If however, there is a major shortfall, then massive famine is inevitable and millions arc condemned to die.

What are the facts about the shortfall? From 1966 to 1970, East Pakistan produced an average of 10.8 million tons of grain a year, but still had to import 1.2 million tons a year to

offset continuing deficits. The Fourth Five-Year Plan envisaged a substantial increase in domestic production by 1975, but, even if this could have been achieved, imports would still have been necessary because of rapid population growth.

Unfortunately, far from increasing, production has fallen catastrophically. According to figures quoted by Dr. Rohde, based on recent estimates made by the United States Administration for International Development, domestic production in the coming year is likely to be 2.28 million tons below what was estimated before the present troubles. In short, East Pakistan faces its largest food deficit since the Bengal famine of 1943. Some idea of what is involved may be grasped by recalling that three million people are believed to have perished in that famine.

It is not difficult to enumerate the causes of this alarming situation. Hundreds of thousands of farmers have fled to India and are still fleeing. The agricultural credit system has totally collapsed. Public works programmes and private business activities have virtually ceased, and throughout the province there is an acute shortage of cash. Hoarding is taking place and the price of rice has risen sharply.

Dr. Rohde quoted United States AID estimates that some 2.9 million tons of grain imports; will be needed to supplement domestic production merely to ensure an average daily consumption of 15 ounces (1,600 calories) a head. That is an absolute minimum, since even a sedentary adult requires 1,600 to 1,900 calories to maintain reasonable health. But, since the maximum import of food grains in any normal year up till now was 1 .5 million tons in 1970, the prospect of importing and distributing nearly twice this amount in present circumstances is poor.

Even if the requisite quantities of food could be shipped and off-loaded, the ability to move them to deficit areas is severely limited. Chittagong and other ports are operating well below capacity, because so many port workers have fled. Military operations by the army and sabotage by the insurgents have severely disrupted road and rail communications.

About 90 per cent of the population live in the rural areas, and the proportion is now probably higher because half of the urban population has fled. But it is here, where the need is greatest, that the Pakistan Army's hold is most tenuous. Thus, there is real fear that if food distribution is left solely to the military they will give first priority to the restoration of order and will not hesitate to use food as a political weapon. If this happens, the insurgents can be expected to disrupt the process.

Dr. Rohde told the Toronto Conference that against this background, there were three urgent requirements. First, that international opinion should demand that the opposing parties in East Pakistan permit sufficient food to reach the affected areas regardless of whether these are under the control of the army or the insurgents. Second, the only way of ensuring that the food reaches the people in direct need was to persuade the Pakistan Government to accept that distribution should be under the supervision and administration of a greatly augmented U.N. staff. Third, that an international team of experts should be permitted to enter East Pakistan without delay. Its tasks would be to determine here are the

areas of greatest need, to assess, current food stocks and to decide on the quantities and type of relief supplies needed, to evaluate the extent of damage and to supervise the repair of communication and transportation facilities for non-military purposes only, to establish food distribution centers accessible to air and water transport and to formulate equitable procedures of rationing and distribution.

Given these requirements, and given them quickly, there is a reasonable chance that an effective relief operation can be mounted. To cover immediate needs, emergency food supplies should be flown in. To avoid congestion in the ports, and to overcome the breakdown in road and rail communications ships should be used to stand off the coast and transfer supplies to an armada of small craft which can use the extensive waterways system to reach regional centers.

But time is desperately short. The world community must act now or be prepared to witness a human disaster of unimaginable proportions.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দেয়া উচিত নয়ঃ বৃটিশ এমপি মিঃ পিটার শোর-এর বক্তব্য	সানডে টাইমস	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Statement by Mr. Peter Shore, British M.P.
September 2, 1971.

Following is a report on the statement:

The British Government should not resume consortia aid or economic aid to West Pakistan in the view of Mr. Peter Shore, Labor MP for Stepney.

Mr. Shore, who has just returned from a week's visit to Delhi and West Pakistan with the Right Rev. Trevor Huddleston, B shop of Stepney, has put this proposal to Sir Alec Douglas-Home, the Foreign Secretary, in order to persuade the West Pakistan Government to recognize that its bonds with East Pakistan are shattered and to start to disengage from power there.

Mr. Shore said yesterday (September 2) "The British Government has taken a satisfactory line so far, but decision is coming up in October about whether consortia aid should be resumed.

"The West Pakistan Government is going through an elaborate window-dressing operation in East Bengal to try to make a case for the resumption of aid. We have to make sure that nobody is taken ill by it".

"We must work closely with the American Government which has a considerable influence with the West Pakistan Government. The American Government's policy is uncertain, though they are under pressure from their own Congress".

"This has grown since the visit of Senator Kennedy to India, and I hope that American opinion will be moving in the same way that opinion is moving in Britain".

The stark truth, said Mr. Shore, is that Pakistan has broken up. "From the start they were separated by 1,000 miles geographically", he said. "Now they are separated by an equal distance in terms of their political goals and their sense of common purpose. The bonds have been broken and shattered.

"Against the background of the extraordinary outpouring of people from East Bengal, still going on at a rate of over a million every month, I do not see that it is possible under any conceivable degree of pressure, indeed tyranny, from the West Pakistan Government to bring these two disparate parts of Pakistan together into a single political community".

Mr. Shore, who had a talk with Tajuddin Ahmed, the "Prime Minister of Bangladesh", during his visit, said that if the West Pakistan Government did not now start a disengagement from power in East Bengal "another bitter and uncontrolled civil war would ensure in which other nations could be involved".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকায় লিখিত অক্সফামের পরিচালক মিঃ কার্কলের বিবৃতি	দি টাইমস, লন্ডন	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Letter of Mr. H. L. Kirkley, Director, Oxfam,
in THE TIMES, London
September 3, 1971

Sir, I feel compelled to reinforce Bernard Braine's plea (article, September 1) that "the international community intervenes now" to avert total famine in East Pakistan.

This situation is clearly beyond the control of individuals and private agencies, but there is a role for lesser groups to continue pressure for governmental and international action which could stave off famine now.

People must care sufficiently to supply their governments with the will to spend the people's money in the common cause of fighting famine, no matter in what land that ugly specter launches its bitterest attack.

The food situation in East Pakistan is already precarious. One family, visited by an Oxfam representative, was sheltering 81 displaced persons-within East Pakistan itself, let it be clear.

The danger is further aggravated by floods, high tides, and also by the fact that the British Parliament is not in session, for this is a most important forum in maintaining public awareness and goading action at highest levels.

Indeed, the greatest problem is not the material shortage, which this technological generation could adequately combat, but the twin problems of starting up the lumbering machine of international compassion and then maintaining public and government interest. Refugees who are hungry today are likely to be hungry every day for a long time. Public response is inclined to be in the form of one instinctive donation and then forgetfulness.

Since July 26. tractors of the consortium of British charities-Christian Aid, Oxfam. and War on Want-have been ploughing land in East Pakistan to help boost the flagging harvest. Is it too much to expect that now at this late hour the "international community" might be expected to step in with aid not tailored to the dictum "how much can we afford?" but related to the positive "How much is needed?"

In today's narrowing world, none of us can wash his hands of the hunger pangs of the starving children and old people in East Pakistan, whatever our views of the political situation there. And the world has only a week or two left in which to act.

Yours, etc.,
H. L. KIRKLEY, Director, Oxfam,
274, Banbury Road, Oxford,
September 2.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কুয়ালালামপুর কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে মিঃ আর্থার বটম্ লের বক্তৃতা	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Statement by Mr. Arthur Bottomley (U.K.) at the Commonwealth Parliamentary Conference, Kuala Lumpur
September 13, 1971

....But I think, where things went wrong again was because of simple circumstances. When the Army came in, the first thing they did was to go to Dhaka, the capital of East Pakistan, and approach the Police Station. Now, the official story is when the Police Station was approached, the Police started firing the soldiers. But I heard a second story which was that one of these military leaders, arrogant, bombastic, demanded the Police lay down their arms, and the Chief of Police said. "On whose authority?". Whereupon there was again another demand. "The arms are to be returned forthwith, if no, we fire." And firing opened up. The police in the main, East Pakistanis, and the troops in the main, West Pakistanis, thought that the troops from West Pakistan were going to mow them all down. And so, we have the situation where these men lost faith in the President of the country. And there is no doubt at all they created a situation where there was a breakdown of law and order. But instead of having a civil administrator, who could tackle this difficult political, social and economic situation, a Military Commander was put in, a man, whom I am very glad to say, has since been removed, General Tikka Khan. When I met General Tikka Khan, he told me that if anybody did anything to upset this troops, then the order would be given immediately to shoot them down. I pleaded with him not to follow this policy. And it was because of this policy that the troops in the towns and the villages, knowing that there was this kind of leadership, behaving in the way went wild, and thousands and thousands of villagers terrorized, fled from the country. Moslems went first, followed by Hindus. Hindus understandably because they have been through this kind of circumstances before. And so you have a situation where millions of refugees had come across from East Pakistan to India. India through no cause of her own has probably one of the greatest problems any country has to handle. I saw the refugee camps, I saw the wonderful work being done by these Indian Administrators. They are short of food and equipment. It is true that the world is giving help, but not enough. My own country, for example, has given £8 million of aid to India and a million pounds to Pakistan, and I can confidently say we are going to give more. This problem in India is one that ought to be shared by all the Commonwealth countries, and all the Commonwealth countries should in turn be putting the pressure to bear upon the United nations as a whole.....

....I would say finally, Mr. President, this: that the only way in which we can bring about peace and security in that part of the world is by recognition by the President of Pakistan that the democratically elected leader of East Pakistan, Sheikh Mujib, is the one who could speak for the people. I said to the President personally and I repeat it here: one should learn by British history. We put a man prison one day and the next day he was the leader of his nation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বৃটিশ ওভারসীস সোশ্যালিস্ট ফেলোশীপ সমিতি আয়োজিত সভায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রশ্নে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণপত্র	লেবার পার্টি	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE LABOUR PARTY

29th September 1971

Mr. Justice Chowdhury,
Bangladesh Office,
11 Goring Street,
London, E.C.3.

Dear Sir,

BRITISH OVERSEAS SOCIALIST FELLOWSHIP

1 am writing to you to confirm the arrangement you made in a telephone conversation with Mr. Daljit Sehbai. Vice-Chairman of this organisation, to speak at a meeting organized jointly by the British Overseas Socialist Fellowship and Mr. Peter Shore, M.P. on Bangladesh at 5.15 p.m. on Tuesday. October 5th, at the Brighton Labor Club, Lewes Road, Brighton, I understand that you want to observe the Labor Party Conference, and accommodation has been booked for you at the Bedford Hotel, Kings Road, Brighton, for the nights of October 3rd, 4th and 5th.

The British Overseas Socialist Fellowship was established by the National Executive Committee of the Labor Party with the original intention of working for better contacts between members of the Labor Party and the immigrant communities in Britain, and in recent years has concentrated on informing Labor Party members about aspects of foreign affairs. The Chairman of the Fellowship is Miss Joan Lestor, M.P. a member of the National Executive Committee and a member of the Labor Government.

I shall be in Brighton on Tuesday, and I look forward to meeting you.

Yours faithfully,
Tim Ridoutt
Secretary.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
লেবার পার্টি কর্তৃক পাকিস্তানের ভূমিকার সমালোচনা	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

LABOUR EXECUTIVE INDICTS PAKISTAN
Countries Urged To Withhold Aid

BRIGHTON, Oct. 4.-The national executive committee of the Labor Party today formally presented to its national conference a statement indicting Pakistan for the happenings in East Bengal, reports PTI. The statement has been marked down for consideration and, as generally expected, adoption by the conference on Thursday.

THE statement called upon the United Nations to involve itself directly in working out a political solution based on the will of the people and acceptable to them. Such a solution could be reached, it asserted, only after the cessation of the current repression in the area and the release of political leaders of East Bengal, especially Sheik Mujibur Rahman, and through negotiations with them.

The statement urged all countries, members of the Aid-Pakistan Consortium, in particular, to withhold all but urgent humanitarian aid since without a satisfactory political solution" long-term aid to Pakistan would mean subsidizing a discredited military regime".

As for relief to the refugees, it said that the response from the world community had been "totally inadequate" and India had had to carry a disproportionate share of this burden.. It asked the British Government to increase substantially its contribution in this regard.

Our special representative adds: Bangladesh volunteers stood outside the conference hall this morning to distribute an appeal to the delegates. The appeal made five points; withdrawal of the West Pakistani army from Bangladesh; Britain and others should raise the Bangladesh issue at the U.N. under the Genocide Convention; Britain should not resume economic aid to West Pakistan until the Army withdraws from East Bengal; other countries, particularly the USA. should be persuaded not to give military assistance to West Pakistan; and lastly, Britain and other "civilized countries" should be asked to recognize Bangladesh.

Renter and AFP add: A Dominican priest, Father Jean-Yves Jolip, said in Paris today after an eight-day visit to India and East Bengal that he was convinced that there could only be a military solution to the Bangladesh problem. Gen. Yahya Khan was forcing a military solution by insisting on the unity of Pakistan and refusing to negotiate with Bangladesh leaders, he remarked.

Father Jolip, who undertook his trip under the auspices of the National Council for Peace Movement, said that the majority of East Bengalis supported the Bangladesh movement. The Bangladesh authorities were creating an Army and had opened recruiting

office in all refugees camps. Youths were being equipped with uniforms and arms taken from West Pakistani soldiers. The liberation forces, he added, had taken over two zones north-west of the Indian border-one of 1,360 sq. km. with a population of 85.000 and another, 65 km to the west of the same size.

The United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, said in Geneva today that more funds were urgently needed to tackle "the gigantic and cruel problem" of Bangladesh refugees.

He told delegates from 31 countries at the opening session of a 10-day meeting of the executive committee of the U.N. Refugee Programme that over the past year the world refugee situation had become worse and increasingly explosive.

"While it is heartening to note that the response from the international community to this (Bangladesh) refugee problem has been of unprecedented magnitude-with contributions in cash and kind amounting to some $ 115 million-I must emphasize that much more is still required. I intend making available shortly to all Governments a detailed account of the priority needs for their immediate attention."

"The situation remains very grim indeed and demands much greater efforts and more generosity on the part of the international community, Interest must not slacken and apathy should not set in. The recent floods have had a devastating effect on the camps and distribution problems have added a new dimension to the tragedy. The fragile health of the young and the old will be further affected.," the Prince added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস-এর প্রস্তাব এবং একটি আবেদন	ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

NATIONAL UNION OF STUDENTS
Of the Universities and Colleges of the United Kingdom
3 End sleigh Street, London

11th October 1971

The Executive of the National Union passed the following resolution at its meeting of 10th October:

"The National Executive, taking note of:

1. The desperate situation facing millions of Bengal refugees who have entered India from Pakistan and who are facing disease and starvation;
2. The enormous shortfall in crops that is forecast for East Pakistan;
3. The numerous appeals for money and other assistance received from Bengal organizations and other groups, (such as OXFAM) working to provide relief;
4. The absence of any conference policy concerning the situation;

RESOLVES:

1. To refer all appeals for help to specific COs which make it known to NUS that they wish to be, or are, actively involved in relief work for Bengal;
2. To request through Main Mail that such COs contact the International Department;
3. To continue to call for donations to be sent to the NUS Bengal Disaster Fund;
4. To allocate money received from that fund on the basis of IPG recommendations to be made to the executive meeting on 12th December;
5. To refer all requests for assistance received in NUS to the International Department; and
6. To publicize this resolution via the Student Press Service and the Main Mail. "

APPEAL

Seventy five million people of East Bengal are today the victims of an organized genocide by the military junta which rules Pakistan. Hundreds of thousands have been exterminated. More than 6 million have been forced out of their homes to seek refuge in India. Those who have stayed back live in the company death.

When elections were held a few months ago, it was hoped that a new era had dawned. The people of East Bengal voted as one man for the Awami League and for greater autonomy. But the people's verdict has been brushed aside. The party which won an absolute majority of seats in the national parliament of Pakistan has been outlawed; the parliament itself has been suppressed. Guns have been turned on those who asked for human rights. In the true manner of a totalitarian army of occupation, the Pakistan army has directed all its wrath against political and professional leaders, teachers, students and writers.

What is happening in East Bengal is not an internal matter of Pakistan but a matter of international conscience. Can the world community be silent witness to this butchery?

We, therefore, appeal to men arid women of goodwill the world over to raise their voice, and to an governments to use their influence, to demand.

* an immediate end to military repression.
* a political settlement acceptable to the people of East Bengal.
* establishment of conditions in which the refugees can return to their homeland to live in security and with honor.
* cessation of all aid which may augment the resources of the military regime and thus delay political settlement.

We also appeal to governments and people of all lands to realize the international responsibility for the welfare of the refugees and rush immediate help to India to save them from hunger and disease and to provide them with shelter against the rigours of monsoon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে বৃটিশ শ্রমিক দলের সমর্থন জানিয়ে মিঃ হেরাল্ড উইলসনের পক্ষে লিখিত একটি চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠি	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

HOUSE OF COMMONS
London, SW 1.

11 October 1971

Dear Mr. Ali,

I am writing on behalf of Mr. Wilson to thank you for your letter of the 29 September.

As you must know, Mr. Wilson is immensely distressed by the tragic situation in East Pakistan. Mr. Wilson has asked me to apologies to you for the delay, in replying to your letter, but as I am sure you will understand, the pressure of work has been very great recently.

When Sir Alec Douglas-Home made his statement on the subject of aid to East Pakistan last June, the Rt Hon. Denis Healey, speaking for the Opposition, welcomed the fact that an additional 5 million direct aid had been given to the Indian Government on top of the existing aid ceiling, and also in addition to the £ 1 million to U Thant's appeal. Mr Healey also agreed strongly with the decision not to give any further aid to Pakistan until there was convincing progress towards a political settlement. He recommended that the best way to achieve such progress would be to release Sheikh Mujibur Rahman and to negotiate with him.

As you will know, it was on Mr. Wilson's insistence that there was a special debate on East Pakistan in the House of Commons on 9 June, and that he stressed the urgency of the matter and reproached the Government that in spite of pressure by Mr. Wilson during several preceding weeks they had made no report on the situation. In this debate the position of the Opposition was presented by the Rt Hon George Thomson who also urged the need for a political settlement and that Sheikh Mujib should be involved in this effort. A settlement in our view would have to be acceptable to the majority of the people of East Pakistan.

I am enclosing a copy of a resolution passed by the International Committee of the Labor Party in June, expressing the concern of the National Executive Committee, also a resolution passed by the Labor Party Conference last week.

When Sir, Alec .Douglas-Home made a further statement in response to a request from the Opposition, The Rt Hon Denis Healey specifically asked the Foreign Secretary to take the initiative to ensure that the United Nations charges itself with control of the relief and political aspects of the situation in Pakistan.

I hope you will agree that the Labor Opposition has made its position clear. Again, thank you for writing

Yours sincerely,

Sd/-
Research Assistant,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে লেবার পার্টির সমর্থনের আভাস দিয়ে বৃটিশ এমপি মিঃ মিকার্ডো'র চিঠি	ব্যক্তিগত চিঠি	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

HOUSE OF COMMONS

Palace Chambers
Bridge Street London SW 1A 2JX

Mr. M A H Miah B. Com.
37 Biscott House
Devas Street
London
E3 3LZ

13 October 1971

Dear Mr. Miah.: I now have an opportunity, on my return from the Labor Party Conference, of thanking you for four letter of the 3rd. I am sure you will have read of the resolution, which was put to Conference by the National Executive Committee, and unanimously accepted; and also of the speeches made both in Conference and in meetings outside in the evenings. There is a considerable volume of support for your cause within the Labor Party.

Yours sincerely,
Sd/-

Dictated by Mr. Mikardo
and signed in his absence.

from: Ian Mikardo, M. P.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর ষাট ব্যক্তির প্রতিবেদন	অক্সফাম রিপোর্ট	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

THE TESTIMONY OF 60 ON THE CRISIS IN BENGAL

(Compiled by H. Leslie Kirkley, C.B.E., Director, Oxfam, Oxford, October 21,1971).

Sixty men and women have been to, seen and lived in a situation which has been referred to as "defying description'. This is their attempt to describe it. It is their record, their voice, their testimony of a tragedy.

Senator Edward Kennedy and Mother Teresa are known to the world. Others are international journalists testifying specially for this document Michael Brunson (ITN) Clare Hollingworth (Daily Telegraph), Claude Mosse (Radio Suisse), Frederick Nassall (Toronto Telegram), John Pilger (Daily Mirror), Nicholas Tomalin (Sunday Times). Yet others are experienced relief workers from British, European, North American and Indian organizations. All have freely and generously given their time and their energy.

They are eyewitnesses, and the story they tell is horrifying. It is a story of millions hounded, homeless, and dying. It is too a story of the world community engaged in a communal ostrich act.

Perhaps it is that the world does not know. Then let the facts speak. Perhaps it is that we just cannot comprehend the extent of the disaster. A population the size of Sweden and New Zealand together have already fled from their homeland. Millions more who remain now face famine. It does not bear thinking about. But we must. If a small girl can write to Oxfam and say "We decided to help. We raised altogether £56.15. We are all about 9'/2", then surely to God world governments can think in the terms necessary. In the name of the hundreds of thousands who have given and will go on giving through Oxfam and similar agencies throughout the world, I put forward the following appeal with all my heart:

Of the British Government -I ask for an immediate new sum of £25 million for refugee relief. Britain has given, but nowhere near the scale the situation warrants. A further £25 million would mean that Britain had covered about one month's refugee costs. It is the least we can do as a nation.

Of the world community-I ask that the United Nations General Assembly, now meeting, should immediately appoint a special executive group of five, under the personal chairmanship of the Secretary-General, with authority to ensure the urgent funding and implementation of the relief programmes for India and East Pakistan. I further plead that every Government freely contributes all appropriate resources at its disposal to this vital humanitarian operation.

Of the Pakistan authorities and the Mukti Bahini-I ask for their full acceptance and encouragement of a comprehensive UN famine-relief programme and the creation of conditions genuinely compatible with the return of refugees to their homes.

Of people-ordinary people-I ask that they continue to care and give. I ask that they refuse to accept that even one life is dispensable.

It is, to me, inconceivable that we should do less.

Brief background to the crisis-At Independence, in 1947, "British India" was divided into four parts: India, Burma, and East and West Pakistan; the latter united as one country by Mohammedanism but separated by a thousand miles, a different language and even a different script. It is as though Greece and Britain were one country, united by Christianity.

For many years, the conflicting regionalism within Pakistan-the Bengalis in the East, the Pathans, the Punjabis, the Baluchis in the West-were held together by a tough military dictatorship. Power was held in few hands. Twenty-two families owned over half the industrial wealth of the country.

For some years, the East has been getting a rough economic deal. In 1968, 55% of exports came from the East; yet 70 % of imports went to the West. Jute, providing 40% of the country's exports, comes almost entirely from the East. In the third five-year plan (1966-70), 52 % of the finance was allocated to the East: only 36% was spent there.

In March 1969 Ayub Khan resigned and was succeeded by General Yahya Khan, who was determined to hand over to civilian rule. Poignantly, it was the first step to democracy-the general election of December 1970-which started the crisis. In this election, Sheikh Mujibur Rahman, leader of the East Pakistan based Awami League, gained 167 out of the 169 seats in the Eastern Assembly and thereby control of the 313 seats in the National Assembly. His programme stopped only just short of secession for the East.

In the West, Z. A. Bhutto of the People's Party won, and he boycotted the first meeting of the National Assembly, arranged for 3rd March 1971. Yahya Khan postponed the Assembly indefinitely. Murder and looting broke out in Dacca together with calls for independence for the East.

On March 25th , West Pakistani troops brought into the East struck to control Dacca and Chittagong. in anticipation of a Bengali mutiny. A bloodbath followed, of hideous proportions. Women and children were machine-gunned and raped. The army killed Bengalis indiscriminately. The Bengalis killed non-Bengalis. By early May hordes of refugees, 65% of them Hindu, were pouring across the borders of India; mute testimony to the massacres behind them.

By mid June, 5 million had gathered: the largest exodus of people since the SS stalked Europe. The Indian Government set up camps to feed them, but there was a desperate lack of sanitation, shelter and fresh water. Cholera broke out. Then the monsoon came. And all the time more refugees, until the numbers reached their present level of nine million; and still they come, 15-40,000 a day.

A call for assistance to Pakistan by Pope Paul-"Millions of human, beings are in conditions of extreme want. One disaster after another has struck those people who are extremely poor. There is no lack of news and the facts are frightening, revealing a

disturbing disparity between the help required and the means actually available. To save innumerable lives people must awake to the need. Public and private aid, including our own contribution, is being offered but it is not nearly enough. It is not too much to hope that the world will be touched by the plight of these people and send the things that are essential: food, clothing, medicine and money."

The money needed-The refugee programme is the biggest that has ever been mounted this century. The programme is currently running at $350 million for six months-over £1 million a day.

The United Nations High Commissioner for Refugees called for funds to meet India's burden: so far only $114 million has been pledged, $70 million of which has been contributed by one country: America.

The British Government's contribution has been £8 million to India and £1 million to Pakistan. In addition to this British charities have spent another £1 million on their own programmes.

To get some kind of scale to the sum Leslie Kirkley asks of the British Government, two facts should be borne in mind.

International aid to Pakistan from 1950 to 1969 amounted to an astronomical $6,033 million: or over $300 million a year. Since the present crisis, new aid to Pakistan has been postponed by the major donor countries-with considerable savings to the British Government (last year, Britain's aid to Pakistan was £9'/2 million).

2. President Nixon is currently asking Congress for an additional $250 million.

(Acknowledgements Oxfam thanks those who made the Testimony of Sixty possible. The contributors make their testimony in their own words, photographs or sketches. Their views do not necessarily coincide with those of Oxfam; nor are they bound by their statements to Oxfam's policy. We thank Clare Holling worth, Nicholas Tomallin and Martin Woollacott who gave their time for the main articles; the Daily Telegraph, the Sunday Times and the Guardian who released them; Romagno Cagnoni, Alan Leather and Donald McCullin for their photographs, Dennis O'Dair of the Observer for his design; all the eye-witnesses for the trouble and expense they took to get their statements in on time for the publication; finally to Gerald Scarfe, whom we rang for an eye-witness statement, but said " I'm not a man of words" and gave these drawings.)

SENATOR EDWARD KENNEDY

Mosaic of misery

This stark tragedy is not yet understood by the world. I can tell you that not until you see it first-hand can you begin to understand its immensity. For only by being there can you sense the feelings and understand the plight of the people, and the forces of violence which continue to create refugees and increase the toll of civilian casualties.

In India I visited refugee areas along the entire border of East Bengal-from Calcutta and West Bengal in the west-to the Jalpaiguri and Darjeeling districts in the north-to

Agartala in the State of Tripura in the east. I listened to scores of refugees as they crowded into camps, struggling to survive in makeshift shelters in open fields or behind public buildings-or trudging down the roads of West Bengal from days and even weeks of desperate flight. Their faces and their stories etch a saga of shame which should overwhelm the moral sensitivities of people throughout the world.

I found that conditions varied widely from one refugee camp to another. But many defy description. Those refugees who suffer most from the congestion, the lack of adequate supplies and the frightful conditions of sanitation are the very young-the children under five-and the very old. The estimates of their numbers run as high as fifty per cent of all the refugees. Many of these infants and aged already have died. And it is possible-as you pick your steps among others to identify those who will be dead within hours, or whose sufferings surely will end in a matter of days.

You see infants with their skin hanging loosely in folds from their tiny bones-lacking the strength even to lift their heads. You see children with legs and feet swollen with edema and malnutrition, limp in the arms of their mothers. You see babies going blind for lack of vitamins, or covered with sores that will not heal. You see in the eyes of their parents the despair of ever having their children well again. And, most difficult of all, you see the corpse of the child who died just the night before.

The story is the same in camp after camp. And it is complicated by the continually growing number of civilian causalities overburdening an already limited hospital system. Most of these casualties have been brought across the border by their fellow refugees. Yet there are also large numbers of Indian whose border villages have been subjected to shelling from Pakistani troops. In addition, there are the untold numbers of victims who remain uncounted and unattended in the rural areas of East Bengal.

The government of India, as it first saw this tide of human misery begin to flow across its borders, cold have cordoned off its land and refused entry, But, to its everlasting credit. India chose-the way of compassion. The Indian Government has made Herculean efforts to assist and accommodate the refugees-efforts which history will record and remember. And while the magnitude of the problem staggers the imagination, the individual accounts of the people who have fled' East Bengal tear at your heart.

A 55-year-old railway employee-he was a Muslim civil servant with 35 years' service-told me of an unexplained noontime attack by the Pakistani army on his railroad station. "I do not know why they shot me," he said. "I don't belong to any political party, I was just a railway clerk." Now he sits idly in an Indian refugee camp, financially crippled, and with no prospect of returning to receive his long-earned government pension that was to begin next month.

Even more tragic are the experiences of the innocent and uneducated villagers. You can piece together the mosaic of misery from dozens of interviews among new refugees on the Boyra-Bongaon Road north of Calcutta.

On the day we traveled this 20-mile road, at least 7,000 new refugees were streaming along the banks of the border river crossing near Boyra. Nearly all were peasant farmers.

Most were Hindus, from the Khulna and Barisal districts south of Dacca-on the fringe of the area affected by last fall's cyclone.

The very young and very old were exhausted from many days and nights in flight-usually on foot. Many were in a visible state of shock, sitting aimlessly by the roadside or wandering aimlessly toward an unknown fate. They told stories of atrocities, of slaughter, of looting and burning, of harassment and abuse by West Pakistan soldiers and collaborators. Many children were dying along the way, their parents pleading and begging for help. Monsoon rains were drenching the countryside, adding to the depression and despair on their faces. To those of us who went out that day. the rains meant no more than a change of clothes, but to these people it meant still another night without rest, food, or shelter.

It is difficult to erase from your mind the look on the face of a child paralyzed from the waist down, never to walk again; or a child quivering in fear on a mat in a small tent still in shock from seeing his parents, his brothers and his sisters executed before his eyes; or the anxiety of a 10-year-old girl out foraging for something to cover the body of her baby brother who had died of cholera a few moments before our arrival. When I asked one refugee camp director what he would describe as his greatest need, his answer was "a crematorium". He was in charge of one of the largest refugee camps in the world. It was originally designed to provide low income and middle income housing, and has now become the home for 170,000 refugees.

The tragedy of East Bengal is not only a tragedy for Pakistan. It is not only a tragedy for India. It is a tragedy for the entire world community, and it is the responsibility of that community to act together to ease the crisis.

Simple humanity demands that America and the United Nations must accept the truth that this heavy burden should be borne by the entire international community, and not by India alone.

MOTHER TERESA

(Mother Teresa is the founder of "The Missionaries of Charity" Last year she received the Pope's Prize. She has been working amongst the dying and destitute in Calcutta since 1948. Her Order is one of the few Catholic Orders with no shortage of novitiates. She has 700 nuns and postulants. They live in the slums, sworn to total poverty, eating the same food as the poor.)

We are trying to make the problem of Indian the problem of the world.

India has been wonderful in accepting and taking care of the millions of Pakistan refugees and India will continue to take care of them. In opening the door to them, the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi, has done a wonderful, a Christ-like thing.

Let us remember this: the people of Pakistan, the people of India, the people of Vietnam, all people wherever they may be, are the children of God, all created by the same hand. Today, the Pakistan people belong especially to us. They are part of the family of God in all the world.

This problem is not only India's problem, it is the world's problem. The burden must be carried by the world, the answer must be given by the world.

For us in India, good has come from the problem because our people have made considerable sacrifices and will continue to make them.

But the entire world must, I repeat must become concerned. Let us all, wherever we are, realize that we have millions of children suffering from malnutrition and starvation, and there are other difficulties, the enormity of which people find it hard to appreciate. Here again unless the world comes in with food and proteins and those other things the children need just to lead ordinary, healthy lives, these children will die-and the world will have to answer for their death.

I have been working among the refugees for five or six months. I have seen these children, and the adults, dying. That is why I can assure the world how grave the situation is and how urgently it must help.

The appeal is to the world-and the world must answer.

NICOLAS TOMALIN

When the newsmen crack up

("The rest of us who watch it find it more and more impossible to know what to do as individuals." Nicholas Tomalin of The Sunday Times writes an exclusive report on the worsening plight of the refugees in India.)

The Pakistan crisis is the worst disaster that has faced the world for the past 30 years. It is also morally the most simple. The villains, those Pakistani generals who ordered a military attack on their own countrymen last March 25th, are more obviously in the wrong than any military aggressors since the Hitler war.

The victims, nine million refugees in India, sixty-five million Bengalis left behind in East Pakistan, are more innocent, more suffering and more numerous than any we can remember. The circumstances combining war, famine, cyclone, gross injustice and apparent apathy on the part of people and governments elsewhere throughout the world, are terrible in a way that clearly exceeds the horror of Vietnam, Biafra, or any of the bloody African conflicts of the past 15 years. All that this huge melodramatic tragedy lacks is a hero and a solution.

As the weeks go by and more people die-some say it is two or three thousand a week-the rest of us who watch it going on find it more and more impossible to know what to do as individuals. We are helpless.

Some of us salve our consciences by sending in cheques to charitable funds, some organise concerts or protest meetings in faraway cities, some campaign for an independent Bangladesh. A few come to India and try to feed or nurse a hundred or so of those nine million.

Relief agencies like Oxfam can lessen the suffering and delay the final catastrophe but none of them have enough money, people or power to solve the real problem. Only

governments, the most powerful ones acting together, can do that. They must take ruthless and skilful political action to force Yahya Khan and his Pakistan Government to admit that their present policy is criminal and stupid and must stop. Then they must force him or his successors to remove virtually all his troops from East Pakistan and guarantee the safety of those refugees who want to return there. Then they must persuade Indira Gandhi and her Indian Government to accept and support those refugees who do not want to return. Then they must payout money, hundreds of millions of pounds of it, to save people from death by starvation, disease and exposure.

If all these things are done quickly there might not be a catastrophe. East Pakistan, in fact Bengal in general, would still be a disaster area. But that is by contrast a happy prospect.

I am writing down these apocalyptic thoughts about a week after going to see some of the refugee camps that have been set up around Calcutta. I am lying on a soft mattress beside the large swimming-pool of the Grand Hotel in the centre of the city, drinking many bottles of cold beer, munching peanuts and occasionally breaking off to read a grubbily printed paper called "I love you" comic about a boy and girl skiing down a hill, while the girl says, "I love Steve, but what will he do when he learns my secret? Can he forget my past ?"

I swim a lot, eat strange bitter curries and try not to be irritated with Bengali liftboys who fuss over me like some parading Maharajah, in the hope of a large tip.

I do all this because it is taking a long time to get unjittery again after seeing what is happening to the refugees. My newspaper colleagues seem the same. I mention this because in all other situations they have always been able to watch the most appalling events and experience unbearable human misery and remain unaffected in themselves.

I have seen them in Vietnam, back from Biafra, or in the Bengal cyclone. They were concerned, not without compassion, but able to cope with their emotions. This time they cannot cope.

One colleague who has had an operation for throat cancer is already back on seventy cigarettes a day. The gathered newspapermen arm themselves with a specially virulent form of cynical self-protection.

Looking at a picture of an emaciated little Bengali girl admiring herself in a fragment of mirror, someone says: "Preparing to be an Oxfam poster," and everyone giggles.

"I got a wonderful picture today," says one photographer. "Two babies dying together in the mud."

"I did better than that," says another, "I got them to hold hands."

Everyone else in Calcutta is equally emotional. A local diplomat, who looks as if he would remain perfectly urban throughout the second coming, is talking passionately about war. He thinks there will be one between India and Pakistan, this November, or if not this November next November. India, he argues, will simply not be able to bear the economic burden of the nine million starving, non-productive new inhabitants.

Already there are riots in Assam where the hill people dislike the Bengalis from the plains, who have fled to their mountains, Already there are continual fights and quarrels, even in the camps around Calcutta. The Indian peasants welcomed their suffering brothers at first. Now, as they see the strangers take their jobs at starvation wages, despoil their field, and steal their goods and women, the hostilities grow.

Therefore, argues this diplomat, India will very soon be forced into a desperate military offensive against East Pakistan, gambling on clearing out Yahya Khan's troops (with the support of the local Bengalis) within a week. Then she will ship all the refugees back to East Pakistan. Then she will decide whether or not to make East Pakistan a province of India. It has to happen in November because snow blocks the mountain passes and prevents China attacking from the north.

This man has been in India for many years: he loves Bengal and even loves Calcutta. Until this summer he believed that India's terrible problems of recurrent crisis, famine and war were coming to an end with a new strong central government. He thought the country, at last, would being to be peaceful united and prosperous. Now this.

"I am more depressed than I can tell you." he says, "I cannot see any way out. I cannot see any solution. Death and ruination everywhere, that's all I can see."

My friend the Indian Army general has bags two inches deep beneath each eye. He seldom sleeps at night. 'I don't know if they're going to attack or where or how. I can no longer understand these Pakistani soldiers' minds," he says. "Really, I think they've gone mad. They see the total collapse of their policy in East Pakistan, but it only seems to encourage them in their folly. They suffer from that tragic warrior's blindness: the more terrible, hopeless and unjust their cause, the more noble it seems to them. The more their actions threaten to annihilate everyone, the more they brandish their swords.

'Honestly, I think the Islamabad government is going to make a supreme gesture and go down fighting. If they do that they'll bring down the whole subcontinent with them, not to mention the refugees and our own Bengali people. Then may be China will join in, then Russia, then the Americans and yourselves, then we have a Third World War."

Meanwhile the luxurious swimming-pool has ceased to be the haven it seemed. A soft Plopping noise announces the arrival of a dead rat dropped carelessly from the beak of a carrion crow. It stains the tiling round the diving board.

Perhaps what makes all of us around the swimming-pool so neurotic and jittery is the unremitting ness of the disasters in this part of the world. They never stop. I do not mean by this the repetitive history of conquest and reconquest, when wave after wave of warriors reduced the once dazzling prosperous area of Bengal to the poorest part of the world, aided by centuries of natural disasters.

It was, of course, the East Bengalis' special bad luck that the Moghul emperors decided to forcibly convert them to Mohammedanism when they swept in from Persia and the West, Mohammedanism does not suit excitable and intellectual Bengalis, and had they remained Hindus there would have been no partition riots there, no religious problem in

Bengal, and most important of all, no splitting off of the nonsense province of Hast Pakistan, They would all have been part of India, which is the only geographical arrangement which makes economic sense.

What really hurts is the recent history. Misfortune created poverty which created greater misfortune which could not withstand further natural disasters, exploitation, internal corruption, religious bigotry and political inflammability. In such a hopeless, messy place, how could the disciplined Punjabi rulers of Pakistan creater any order and prosperity? How could they stop their brisk merchants from exploiting the place? How could they defy Muslim principles and start a proper birth control programme to reduce the bursting population?

How understandable that East Pakistan became in essence a colony of West Pakistan with racial hostility between the tall brown unemotional Westerners and the small dark excitable talented Easterners. The Punjabis and Biharis thought of Bengalis as little better than poor grubbly monkeys and uncontrollable. And in their own terms the situation seemed to justify that belief.

The Bengalis saw the Western army rulers, merchants, and money lenders as worse than the British imperialists, less benevolent, less understanding of their special sensitiveness and talents for self expression. No wonder that hostilities built up so fiercely that just before the blow-up last March the Bengalis had been demonstrating, ferociously and killing Western 'foreigners' in their country. Because they had lived such doomed lives for so long, such atrocities (which have long been a part of violent tradition in the subcontinent) were entirely understandable. And no wonder, finally, that East Pakistan, after a million of its inhabitants were reportedly drowned and killed in the cyclone disaster last year, finally voted almost unanimously for their own Awami League and against Isla- mabad domination.

What was criminal and stupid in this situation was General Yahya Khan's decision that the simple military solution was the only one possible. He should have known that no military solution could cope with such hostility, that it was not only obviously unjust and illegal to take the action he did, but bound to fall.

In the months that followed the March attack, everything happened that Yahya should have been able to predict. The country grew not less but more hostile. The Bengali guerillas destroyed all communications. And where they failed the Army's counter-attacks succeeded. The food harvesting in this naturally fertile area was largely disrupted. The hostility and killing began to be increasingly religious as well as racial. There were about ten million Hindus living amongst the Moslems in East Pakistan. As soon as it became clear that the Pakistani army was killing Hindus indiscriminately, nearly all of them fled into India. With them came Moslem Bengali Nationalists. Awami League supporters and people who merely wished to escape the fighting. As the fighting and chaos grew, it became self-perpetuating. The Army would be attacked by guerillas from over the Indian border and would retaliate against the local population. Then irregular Moslem volunteers were recruited to help the Army hold down the Bengalis, and it is these recruits, or razacars, a bunch of Moslem fanatics, hoodlums, time servers, who are now doing most of

the killing. It is because of them that the present numbers of refugees are coming across the border, despite the monsoon rains.

When the rains cease the situation will change. The country may settle down as the Army is better able to control the roads and the border. Things may get worse as more people can travel and decide to kill each other. Some Indian authorities predict a new flood of refugees, perhaps another four million. Others predict that a quarter to a half of the refugees now in India will drift back into Pakistan.

However, here they now are, these refugees huddled into camps in India with insufficient food, nothing to do, no proper place to live. The spectacle of the typical starving Pakistan refugee is by now familiar to anyone able to read or even just to use his eyes. It forces itself on all of us from the newspapers, television and advertising hoardings.

After such a bombardment, to see them in actuality is in some ways an anticlimax. A sense of occasion interferes with one's compassion. As a long anticipated cathedral or ancient castle is often not up to the evocation photographs, so some of the refugees in the camps near Calcutta seem surprisingly normal.

Some of them are cheerful. A few are almost fat. Some have work to do. Some live better than they did in their own villages back in East Pakistan. Some, but most do not, million do not, and as one travels along the roads by the border and sees camp after camp, hundreds of thousands of tents put up beside the road in trees, on plies of bricks, anywhere possible in the crowded land, it is the numbers of them that are so terrible.

After a while, grown expert in the suffering of such people, it is clear their situation is incomprehensible because it is so terrible. I spent only two days driving round the refugee camps and one night sleeping in a relatively well organized one. At first, as I have explained, they did not seem to be too badly off along the road which leads to the border at Hasnabad. In a suburb of Calcutta, Salt Lake City, 250,000 lived in a reasonable state. There was food just sufficient. There were three or four special hospitals set up by foreign relief agencies. There was even some form of policing, thanks to the nearness of Calcutta. But even here it was the children who looked the worst.

It takes some nutritional knowledge to realize how badly they are suffering. A child needs lots of protein if he has trekked several hundreds of miles and now is living, permanently diseased, on food which is different from that he is used to. He needs specially large amounts. But the Indian authorities at present hand out only 400 grams of rice per person, plus some rations of vegetables, cooking oil, cereals. Distribution problems have cut these down to 200 grams per person, in many cases, and children get only half this, 100 grams of rice a day. That's about as much as you could hold in your hand.

According to medical experts-both foreign and Indian-those children will certainly die unless they are given additional protein feeding. Three quarters of them will be dead within nine months. A million children.

Therefore, slowly, laboriously, special feeding centers for children are being .set up where they get milk and high protein food called Balahar. As yet most of these feeding

centers merely hand the food to the children who return to their families, where by old tradition much of it is taken from them and shared round the ciders. The child therefore is still likely to die by the time this article is published.

May be a million children won't die. They will continue to live, nearly live, without hope or education or function, surrounded by the other seven million, the adults, also with nothing to do and no hope, with only the ferocious rhetoric of Bangladesh revolutionaries to occupy them and the forlorn hope of reinvading their own country, vanquishing Pakistani tanks, to sustain them.

It is a frightful and dangerous prospect. No wonder everyone is neurotic, jittery, depressed, without solutions.

Add to this, impressionistic moments around the camps. The old woman walking through the flood carrying two buckets of rice, the water up to her shoulders, buckets held just above it. Most of the time tiny clusters of tents, all that is left of some camps, reached by narrow bridges made of bamboo. Whole families permanently covered in mud and their own   which never finally washes off, having to struggle through the water to feeding centers, cut off from medicine.

There was one camp called Deara, where 30,000 people in their neat tents, all well housed and settled, were overnight submerged in flood water. They lost most of their belongings and all their shelter and gathered on the high ground nearby there. For the third or fourth time they began to try and collect their lives again.

There was the reception centre at Hasnabad Railway station, a night mare throng of desperate people waiting to be registered for their food ration. The old men and women so exhausted they couldn't move, the young with bulging eyes, while flakey stuff like dandruff on their skin from malnutrition, and every imaginable disease, perhaps from simple tiredness. Dead children, their teeth unnaturally prominent in shrunken faces. The stronger adults unable to do anything but crouch in their tents, occasionally haggling with local peasants for special food, spending their last few rupees.

These sights are everywhere: one could list them endlessly. What is more important however is to try and imagine what is going to happen now the floods are receding. The worst prospect is political trouble between the refugees and the displaced Indian peasants who are also starving, and winter in Bengal. This doesn't matter too much, it is always warm, but in the North in Sylhet, in Assam, it is already very chilly. In two months it will be snowing, freezing, continual cold.

The Bengali refugees have no clothes, no blankets, few proper tents. Three million blankets are needed immediately for these people, and clothes and tenting to match.

So these nine million refugees have suffered political injustice, then a cyclone, then a war, then displacement, hunger, disease, and all the ills of refugees in a land which cannot afford them, then flood and now they face the prospect of winter.

It is, as I have said, the worst disaster that has struck the world for 30 years. It is also, as I have tried to describe, a catastrophe so terrible one cannot respond to it in proper

reasonable terms. The journalists in Calcutta all know, as do Oxfam and other relief workers, that this is to big a problem for us. This is no longer a case for simple compassion or simple charity. After all, the world has already responded charitably. We all poured out money in a surge of pity last May when the reports of a cholera epidemic began, so the world has virtually exhausted its effective pity. Therefore the real charity must be shown in ruthless political action, in sanctions that make it absolutely clear to the Pakistani Government, which exists only because of international financial and military aid, that it will be worse off if it continues its present policies than if it abandons them. The political moves should be directed at the Army officers who still bolster Yahya Khan.

If they can be persuaded to discard him, use him as a scapegoat for past mistakes, there is a chance of a new policy of reconciliation. That is the first essential action. What happens afterwards is not so clear. There might be an independent Bangladesh but that would create many problems. There might be a new constitution of Pakistan which allowed the East to be linked federally with the West, or, ultimately, a new racial state of Bengal might come into existence, made up of half Moslems, half Hindus, and sliced out of both India and Pakistan. All of these possibilities are dangerous. None of them is as dangerous as allowing things to go on as they are.

The great powers must inspire themselves with the political will to change things and do it soon. They must also give money, food and equipment on a scale far bigger than anyone has imagined as yet: enough to re-establish the refugees properly in East Pakistan or subsidies them in India.

If they choose to stay, this means hundreds of millions of pounds, channeled probably through United Nations agencies. Unless this happens the luxurious figures round the Grand Hotel swimming-pool will continue to be jittery, neurotic and depressed. The local diplomats and generals will continue to talk apocalyptically and not sleep at night. The million children will die. So will thousands of adults. And the consequences for the hundreds of millions who live in the Indian sub-continent will dwarf even these disasters.

CLARE HOLLINGWORTH

The Long Road to India

(Clare Hollingworth of the Daily Telegraph. There is famine in East Pakistan. 8 million people are homeless refugees in their own land, wandering, looking for India.)

There are today over eight million displaced people inside East Pakistan-men, women and children hungry and homeless, "refugees" in their own country.

Groups of villagers are wandering around looking for India, often going in the wrong direction, in a stunned and vague manner. But there is little doubt that a large proportion of these miserable people will cross the border in the hope of obtaining food and shelter in a refugee camp.

The vast majority left their homes in a blind panic when they heard gunfire or saw the next house or the next village set alight by West Pakistan soldiers as a reprisal for an act to terrorism by the Mukti Fouj-Bangladesh liberation army.

Some of the women instinctively picked up a few pots and pans or a bag of rice as they rushed into the protective marshland. With luck some of the men had few coins in their pockets, which were quickly spent. These roaming people keep well away from the main routes frequented by the army. Indeed the sound of an army jeep causes all the able bodied to dive into the nearest undergrowth. Sometimes the wanderers take possession of an uninhabited village but they are too frightened to appeal to the local authorities for food. They believe with some reason that it is the army that has the real power and requests for help will merely cause the arrest of some of the younger men and women.

Owing to floods, a chronic shortage of boats, and the havoc the Mukti Fouj have caused to the railways and roads, these pathetic groups of wanderers are not easy to trace except in those areas where there are Christian missions or European workers.

It is difficult to say how many of them die on their way to India but at least, according to some doctors, one fifth. The groups I have seen certainly showed advanced signs of malnutrition.

These displaced wanderers urgently need clothes and medical services but it is difficult to know how this can be arranged until they arrive in India except by sending supplies to those few missions still working in East Pakistan and urging the United Nations to put pressure on the Pakistan Government to allow relief workers to distribute food. At present the Pakistan Government have agreed to allow a totally inadequate handful of observers to see that the gift food reaches the right mouths. Food is a political weapon and as it grows more scarce the "good guys" who are members of the peace committees set up by the Pakistan army are likely to feed their political supporters.

The "bad guys" who have not demonstrated in favor of a united Pakistan and are therefore believed to have some sympathy with Bangladesh can count on rough treatment except in whose limited areas where the army has established an efficient civil administration.

Many hundreds of thousands of people are already suffering from the pangs of hunger in their own homes when there is still plenty of rice in the nearby village market; but they have no purchasing power owning to the breakdown of economic life. Growers have not been able to sell their jute and men have been "laid off' work on development projects as a result of the civil war. Again, the impartial distribution of relief is urgent, otherwise hundreds of thousands more miserable people will leave the familiar shelter they have and take the road to India.

The only way to save thousands, perhaps millions, of lives is to begin the relief operation. Famine cannot be avoided when the autumn rice crops have been consumed as the population will eat two million more tons of rice and grain each month than the amount now available. The problem is largely one of transport for at present food stocks arc building up at the major ports and there are no trains and far too few vessels and lorries to distribute it. What is urgently needed are powered river boats and trucks with the authority to use them to carry grain to those areas not on the well-known main routes from the capital.

At the moment the Pakistan army has absolute priority and lorry loads of grain can be kept waiting at one of the many ferries for hours. It is only fair to add that every terrorist act of the Mukti Fouj causes additional dislocation and suffering for the Bengalis.

Dramatic measures such as air lifts or air drops of food may be essential in an urgent action to save life when the famine begins towards the end of this year but this is not a realistic manner to feed some fifty to seventy million people.

Unhappily too many families are split and the man who is forced to keep his shop open in Dacca or Chittagong has frequently sent his wife and children off to relations in the country little realizing the greater danger there. Indeed it is estimated that the urban population has been reduced by more than a half.

But this is not a question of figures. I recall in a flooded area only ten miles away from Dacca seeing a queue of half naked people waiting outside a reed hut to obtain clothes and a ticket for a daily rice ration from a Catholic priest. I talked with one woman who had five small hungry children. She told me her husband had been killed earlier in the fighting. Her Basha-reed home-had been suddenly burnt by the Pakistan soldiers. She only had time to pick up the sleeping children before the flames enveloped their home. That is why she had no clothes, nothing. Her story could be repeated thousands of times.

There was no Pakistan Government assistance or help available even though a railway line was functioning within a mile of this spot and had it not been for the priest, the widow and her five children would have died.

Urgent relief is also required by the thirty thousand people who escaped from East Pakistan over the frontier into Burma. No foreign visitors have been allowed to visit them but Burmese doctors told me their plight was appalling.

MARTIN WOOLLACOTT

The price of disaster

(Martin Woollacott of the Guardian on Indiana's dilemma. "By helping the refugees now she will have to cut development and pay the price in future deaths of her own children.")

It would be wrong to paint a picture of budgetary panic in New Delhi, of an administration near collapse in West Bengal, or of new development programmes cancelled. But the money being spent by India will at least delay development and the Indian people will eventually pay a price in lives for their aid to the refugees, unless the West-and the Soviet Union-pays now. India to her credit has not tried to pretend that the cost of looking after the refugees from Hast Bengal has pushed the country to the verge of bankruptcy. If India were to get into serious difficulties directly attributable to the refugees, or was able to point to the actual abandonment of key development projects, it would be a lot easier to get funds.

India has a long history of successfully coping with disasters, even when there seemed all too little room for extra spending, particularly unproductive spending. To put the

refugee problem into perspective, the estimated cost for the financial year 1971-1972 has now been put at 650 to 700 million dollars. That is, ironically enough, about equal to the amount by which it had been hoped, given luck, to increase development spending in 1971-1972. To use another kind of comparison, the refugee cost is about equal to one third of the 1970-71 military budget.

Indian's Labor and Rehabilitation Minister. Mr. Khadilkr, said recently that India had had to curtail development programmes because of the cost of paying for the refugees. In fact the spending for the refugees has gone on the budget deficit. The curtailment takes a rather more generalized but equally serious form First of all, the extra funds which central and state finance ministries had hope to dole out this year to development projects are not now going to be forthcoming.

Secondly, as one official told me; we're determined not to cut anything. But we are reviewing everything to find economies." On the ground this can mean anything from a cut in the books and stationer)' budget of a new agricultural school to a slow-down in rural electrification with a concomitant slow-down in the extension of pump-operated irrigation works necessary for the spread of "green revolution" wheat and rice. It can mean cuts in the rural unemployment programme, so that many peasants will not get the jobs. And that not only means that there will be so many less new ditches, roads, or bridges but that the already dreadfully low standards of some rural poor will be further depressed.

Within North-eastern India, the refugees are now on the labour market. That means the depression of local wage rates, and a vast expansion of the already huge ranks of the unemployed, which could be explosive, and, as one West Bengal administrator said "It's not quantifiable, but as long as these people are here, they represent an extra strain."

The limited number of local administrators have been almost entirely diverted from their normal tasks, and the results of their inevitable neglect of other matters are bound to show sooner or later. Many have hardly opened their local files for four or five months.

The rich nations have contributed rather less than a third of what will be the 1971-1972 cost of sustaining the refugees. There has been little compensation on the normal aid front. One Indian official put it like this: "of course we can manage. We always have in the past. But what the West has to think about is what does 'managing' mean? It means a slow-down of all the programmes through which India is trying to create a better future for her people. And time is precious here."

Governments have made contributions in kind-sometimes putting a cash value on them that is to say the least disputable-or they have tied purchase to a particular kind of goods or, worse, still, they have tied the money to purchases in their own countries.

This is naturally quite infuriating to the Indians. The burden can be eased by making purchases of the necessary food and materials in India. But the quality of aid is a secondary problem. What matters most is the quantity.

The Indian Government is constrained to act as if the refugees are to be on Indian soil for only a brief period, so this question has not been raised in its sharpest form. Yet even if we assume Bangladesh independence within the next couple of years-which is going well beyond what India is prepared to talk about-there are many who believe that large numbers of the refugees will never go back. Perhaps fifty per cent are landless peasants with absolutely nothing to go back to. The more enterprising are already trying to obtain Indian documentation which will enable them to pose as Indian citizens.

If the costs of the refugee operation could genuinely be regarded as a once and for all expenditure, the wealthy countries might allow themselves, without too bad a conscience, to contribute only a fifth or a quarter. But this is not a problem which will be liquidated by Bangladesh independence or by a political settlement in East Bengal.

Before the influx of refugees started, many observers felt reasonably sanguine about India's short term economic prospects. Food output has gone up, thanks to the green revolution. National income has been growing by about five percent a year, industrial production has also been creeping up, and foreign exchange reserves are in a reasonably healthy state.

Making India at once more productive, more profitable, and more labour-intensive should be the first aim, India needs to create millions of new jobs. And even in the short term, the diversion of resources by the refugee costs amounts to a dangerous juggling with lives. What has been gained if East Bengali refugee children are kept alive by Indian efforts, when the diversion of resources may well mean, indirectly and over a period of time, the deaths of children elsewhere in India?

We have seen

(These are the testimonies of people, drawn from many nations, from journalists, relief workers, and Members of Parliament. All are eye-witnesses to the situation in India or Pakistan. With one accord, they plead for action.)

JOHN PILGER, DAILY MIRROR

The life, or death, of Bangladesh is the single most important issue the world has had to face since the decision to use nuclear weaponry as a means of political blackmail. It is that, because never before have the world's poor confronted the world's rich with such a mighty mirror of Man's Inhumanity.

Usually we in the West, who are the rich, can dismiss or rationalize famine, unexpected disaster and even mass extermination by simply nothing that the poor, who are characterized by the people of Bangladesh, are numerous and ought to be pruned. If only, we say, they could organize their own resources and subscribe to decent, Western politics. Surely they are expendable. We even allow ourselves a good snigger at places crying out against odds we cannot comprehend places like the Congo and the ravaged republics of the Americans. None has followed the Western wisdom of democracy, and so they must suffer. A pity.

Bangladesh has called our bluff. The people of what was East Pakistan, who represented the majority of the State of Pakistan, voted to be a democracy and to be led by moderate middle-class Western-styled politicians. Foolishly perhaps, they chose our way in their pursuit of freedom, in spite of problems we have never had to face.

And for this reason alone, they are being exterminated and enslaved in a manner reminiscent of Adolf Hitler, over whom the world went to war. But, of course, he was exterminating Europeans.

We in the West have no intention of going to war over Bangladesh. Instead, through our elected government, we have contributed what amounts to one week's survival pocket money to the refugees of Bangladesh, now petrified in India must provide the rest.

It is a cliche but it remains the truth of today: that there will be peace and civilization and "progress" throughout the planet only when the rich minority us-begin to close the gap between ourselves and the poor majority. We have the opportunity of beginning to do that in Bangladesh; for this is a cause in which we may locate our lost twentieth century soul. Oh yes, and save, some human lives.

DR. R. C. HICKMAN, MRCP, SAVE THE CHILDREN FUND, BENGAL

Tens of thousands of children have already died in the refugee camps in the Indian border area. I saw worse malnutrition in these camps than in former Biafra. Several hundred thousand children now urgently need supplementary high protein food. They seem unlikely to receive help in time to save their lives.

PETER DUNN, PHOTOGRAPHER, SUNDAY TLMES

I was overwhelmed. I, who have travelled the disaster spots of the world for many years-I was completely overwhelmed.

press photographer can usually tell himself that he is doing some good no matter how gruesome the photograph he is taking. But in Bengal this panacea was denied me. I felt completely and utterly inadequate. In fact, whenever I had any free time I went out with the War on Want team helping them to inject people against cholera.

BRUCE DOUGLAS MANN, MEMBER OF PARLIAMENT

The situation in Bengal is possibly the greatest threat to peace in the world today; it has certainly created the greatest concentration of human misery. The millions of deaths, which are likely to occur in the coming months, both among the 8 million refugees in India and the 79 million people still in East Bengal, are not inevitable. Money and aid, which the rich countries of the world can easily afford, would save lives on an enormous scale; but only the withdrawal of the West Pakistan army will end the murder, terror and oppression and enable normal conditions to be restored. Until world influence is exerted to compel that withdrawal the refugees will not return and war and oppression in Bengal will continue.

ALEXE HENDRY, FINANCIAL TIMES

The plump nocturnal rats that scampered around the door at Dacca International Hotel looked better fed and healthier than most of the stricken delta people in the first few weeks

after the floods.

At that time many of the survivors were clamoring and fighting over supplies that would not have ranked as bargains at a suburban jumble sale. Some relief workers found themselves in the ridiculous position of having to fend off the very people they had come to help. It was a miserable experience for them but emphasized the difference between long term, professional relief work and the massive emotional response the disaster touched off through the world.

There was a lot that was wrong with that first effort. But it saved lives, reduced suffering and brought hope to hundreds of thousands who had been left with only hunger.

There is still room for individual effort. But the scale of the tragedy needs government help. Not faceless bureaucrats distributing public funds but nations offering surplus wealth to prevent a tragedy.

The cost per head amongst the developed countries would be quite small. As one relief worker said to me when we were in the disaster area "Lives are cheap here-you can save them for a few shillings a week".

It hardly seems worth the trouble of not bothering to help.

ROLF RANGE, NORWEGIAN CHURCH RELIEF

We were a group of Norwegians visiting Cooch Behar in the northern part of India to get an impression of the refugee situation. One TV reporter, two cameramen and I, previously a journalist, at present Information Officer in Norwegian Church Relief. Our first impression: too much propaganda. We did not see many refugees, and as a journalist, I did not have confidence in the newspapers available. To me it appeared as pure propaganda all these stories about burning villages, massacres and raping.

When we told people about our opinion they replied: Wait, you will see things yourself at the boundary!

An early morning in May we approached the border to East Pakistan. The sun had just risen, the dew drops were glittering and the landscape was idyllic. Vast green rice fields and small cluttering of palms. After a half hour of waiting we saw people coming up the road.

They were refugees-an endless stream of people. We counted five hundred ox-carts and on both sides of the vehicles walked people. Seven or eight men abreast. Young and old. They started to walk faster, raised their hands and started to yell. They appeared to be very eager to tell us of their plight.

The people up in front started running toward us, yelling and pointing in the direction from where they had come. None of us spoke Bengali, but it was not difficult to understand.

The village which they had been forced to leave was burning. An old white haired man lifted his hands towards heaven and cried out his grief. With gestures he told us that all his

eight children had been killed. A finger across the throat told the story. The refugees were so eager to tell their story that they in fact did not discover we did not know the language.

A man caught my arm with a strong grip. lie carried a little girl on his arm. He pointed at the girl and I grasped that he wanted to tell me something about the mother of the little girl, his daughter. Something horrible had happened to her-some place inside East Pakistan. Twice he tried to tell me his story. Each, time he swallowed and started to open his mouth. And each time he burst into helpless crying. He held my arm and cried out his sorrow.

A woman looked at me without saying-a word. Tears trickled down her cheeks. The children got frightened seeing their parents crying so openly and started to shriek out, Several of the grown-ups put up their hands to hide their faces and passed us without saying anything. We were now in the middle of the refugee stream, a tremendous river of people.

On both sides people were passing us with faces wet with tears, on the oxcarts people lay outstretched, some wounded. A man went by hitting and hitting the oxcart with his bare fist. Others looked ahead with frozen faces, stiffened by sorrow.

I threw a look at the cameraman, and discovered he had trouble in filming. He kept drying his eyes all the time to get rid of the tears. He fought with himself to look into the camera, but his crying intensified. At last he helplessly threw out his hands. He could not take it. The TV reporter from Norwegian Broadcasting Corporation had been talking all the time. I heard him saying: "Something terrible has happened. These people are coming from a burning village. There has been shooting and many people have been killed. They tell us that I cannot tell you more. We will make the pictures speak."

And then I discovered he was unable to speak. He also was crying. Then I couldn't take any more. Tears came bursting, and we all left the road and went aside, letting the refugees pass.

Four tough men not being tough at all

FREDERICK NOSSAL, TORONTO TELEGRAM

I visited several refugee camps near Calcutta in June 1971. Despite tremendous efforts by the Governments of India and of West Bengal, conditions were simply terrible. Particularly young children and old people were dying by the score from cholera, malnutrition and diseases connected with food deficiency. Makeshift canvas shelters let through the rain, and thousands lay or slept on damp straw mats and even on the wet ground. They were too weak to move. Those who found shelter in steel and concrete pipes at construction sites considered themselves lucky. At least they were dry.

Conditions seemed worse than during the 1967 famine in Bihar, which I also witnessed, mainly because of the number of East Bengali refugees involved. Hospitals were so overcrowded; patients were accommodated on the floor and in the corridors. Many children and infants were only skin and bones, and obviously dying from dysentery, cholera and malnutrition, and perhaps a combination of different diseases. There was a

shortage of doctors and nurses. Refugees waited patiently in line for many hours for their meager daily rations, often in pouring rain.

Since June conditions have worsened in many camps, and unless a concerted global effort is mounted, thousands more will die.

Thomas Jamieson, Unher

After three prolonged visits to India and to all of the refugee areas, 1 have the following vivid reactions. The Government of India has been faced with one of the greatest exoduses in history. The refugees are to be found not only on the Calcutta area, but also in Tripura, Assam and Megalaya. The Government of India has made a magnificent effort against all odds, including the worst monsoon in recent history.

To get the impact of the problem, one could mention that Tripura, which before March of this year had a population of 1,400,000, now has in addition 1,500,000 refugees. It was fortunate indeed that in all the affected areas the Government had buffer stocks in store which they normally have against the monsoon period. Thus from the first day, refugees were able to receive a modest ration. Whilst much of the problem beggars description, it is stimulating to see the local workers and volunteers, sometimes in a sea of mud, continuing the ration distribution and completing the rather flimsy but important shelter arrangements. Medical clinics have also been established. The containment of the cholera epidemic was little short of a miracle.

One of the great problems concerning this particular refugee situation has been that it has changed in magnitude almost every day, and so far no-one clearly sees the end and how- it will be possible for the people to return home. We therefore have merely a massive relief operation without any aspect of solution whatsoever."

James Cameron, Journalist

For six months we have stood by in shocked surprise and watched disaster grow into catastrophe and hourly nearer to tragedy-and we still stand by and watch. I just cannot understand how rich and powerful nations, who interfere so readily with poor ones when they are not wanted, can look straight through them when the want is so desperate-and the time so short. Twenty-four years ago Britain drew that Bengal frontier in blood and pain. Did that let us out politically forever?

The Reverend Alan Stephens, Methodist Missionary

HOPE? A crowd gathers to watch a group of young girls, members of a volunteer corps, perform a stick dance. The "stage" is a dry open space in a camp-very difficult to find in the heavy monsoon. The "costumes" are dull and drab and some of the girls are embarrassed because they have no blouse to wear under their saris. But there is strength in their voices as they sing and firmness in their step as they dance and innate grace in every movement they make. They give pleasure to those who watch, and help them to forget for a time the emptiness and weariness of their day to day subsistence.

But for how long can morale be maintained, how long can they be saved from despair and hopelessness?

John Stonehouse, Member of Parliament

The horror of Bengal is one of the greatest man-made disasters in this half century. To see the pathetic refugee camps is to marvel that human beings can survive such terrible conditions after many of them had walked over one hundred miles from the insane brutality of the Pakistan army. It is frightful that the world community has done so little to help. The crisis which now threatens is likely to be many times worse than the horrors of the last six months, for with the continuing chaos in East Bengal a famine is coming which could lead to ten million deaths.

The appeals to the President of Pakistan might well have been made to a deaf and blind man. This however, is no excuse for the world community failing to act. It must act soon.

Dr. R. B. M'Clure, Ex-Moderator, United Church of Canada

It was raining and the man came to me clad only in a worn breech-clout. He begged me to come over to Hut No. 85 to see a woman and four boys. We sloshed through the mud and jumped the ditch surrounding the "long house", and there was the remnant of a family. Mother was huddled under some old sacking and around her, three boys aged from 4-8 years. In her lap was one about 3 years of age. The children looked exhausted, their eyes shining in fever reddened faces.

I knelt down to take their pulse and feel their foreheads and pat their abdomens. The four boys had typhoid fever and the youngest one nestled against his mother probably would not make it through the night. The others had a chance. Under the sacking I asked mother if she was ill. She said: "I don't know. You feel me and see." I felt her forehead and she had no fever, her abdomen was soft and her pulse not too strong. She was confused mentally, and who would not be? The man was her uncle. Her husband has disappeared at the border-been led off, shot or conscripted as a coolie and never to be heard from again.

Why was she under the sacking? Well, when you come on a trip like this you don't have any spare saris and the youngest boy had soiled her only sari. She had washed it and hung it out to dry.

It was a wet day, and would take a long time to dry. She was under the sacking until she could wear it again. One Canadian dollar would give her a sari.

James Ramsden, Member of Parliament

In June I visited India and Pakistan as one of a delegation of British MP's. We spent one of our days being shown the condition of the refugees in the neighborhood of Calcutta.

One’s first impression is of the sheer tragedy of so many helpless and homeless human

beings. Then one comes to look beyond the horror, and appreciate the immense additional strain on the financial and administrative resources of Government of India.

Where are they to find temporary accommodation in a countryside which is usually wet and low-lying and already intensively farmed? Where are they to get even the simplest materials to make shelter? How are they to, are they to organize rudimentary standards of hygiene and keep disease at bay? How do they make available large quantities of additional food, and having got it how are they to organise its distribution along few and desperately overcrowded roads?

How do they reconcile the existing population, already crowded enough, to the presence of large extra numbers? How are they to keep the normal administrative machine running as well as coping with the abnormal?

The local administration and the additional officers made available by the Central Government of India are doing wonders, but the fact remains that an unexpected transfer of population on this scale would strain the internal resources of any state, and the world should continue to look with sympathy and generosity at any request for help which the Government of India puts forward. "

Tobias Iveland, Den Norske Santalmisjon

"It is a tragedy, a very, very great tragedy and we like to do whatever we can to help to solve this problem It is a tremendous task you have taken up God's blessing."

Dr. Christine Pickard, War On Want Volunteer.

"I expected the pain and the suffering; as a doctor used to the awful details of disease I knew how to cope with that side of things, even though it was worse than anything I had ever seen before. It is not the quality but the quantity of the problem that is so appalling. For the first time I felt swamped by the magnitude of a situation where I could see no light at all. As a result my sympathies had to be drawn by the rebels, the political agitators. For in the end the solution to the problem must be a political one.

I arrived in India as a new journalist, but, willy nilly, I was drawn into politics while living there.

Why on earth anyone was ever mad enough to expect two such different groups of people as those living in East and West Pakistan to exist happily as one nationality was suddenly beyond me : though I had accepted it without a murmur before.

In a situation the size of this, answers rather than questions are very elusive. But I became sure of one thing. We must not only send money, we must really set our minds to trying to find some long-term solution, and I mean long-term, even at the expense of short-term gain. This might involve a lot of rethinking on our own part and it could be uncomfortable but we must make the effort; after all, so much of the blame can be laid directly at our door."

Trevor Huddleston, Bishop Of Stepney

I have stood on the frontier between India and Pakistan. I have seen the flood of human suffering at full tide flowing over into the already crowded villages of Bengal. I have seen the camps and the efforts being made there to bring relief.

The enemy is TIME For God's sake get the world aware of its responsibility to humanity quickly. Only a massive swift magnanimous response can be effective. Delay must mean death to millions of our brethren.

Mathew Salisbury, United Relief Service

Eight million refugees and more coming. Then floods rendering areas of West Bengal inaccessible by road for nearly two months: then a typhoon ripping apart the "homes'[1] of flood victims and evacuees.

I have to walk ahead of a Land-Rover, removing from the middle of the road those few meagre possessions salvaged from the flood, because the only dry space for shelter was the road itself. Tube-wells were often sub-merged; floods were the only drinking water, adding further to the death roll.

Governments abroad may not be able to ease the administrative burden, but at least they can mitigate the effects of the financial load. But even the colossal aid to India which world governments could mobilize can only buy time. It cannot build here, where there is no community to build on. For Government, relief workers and evacuees, the only end can be a political solution which will give security to the evacuees-inside East Bengal.

Both massive increased aid and solution are vital to India. There is a limit to her endurance.

Julian Francis, UNA Volunteer, Bihar

There are no walls to keep the rain from blowing in, nor any partitions except lines of washing to separate one family from the next. The thatched roof seems to sweat smoke, but just as the smoke drifts out the rain comes in at every pore, and the mud floor which is their bed gets damp and slimy.

Regularly each hut disgorges a hundred refugees or more who form queues for their government rations, queues for the wells, queues for a place at the trench latrines. Those with dysentery seldom make it to the queue. The children form lines for their daily dollop of special nutritious food.

This is the totality of life for nine million refugees-there is no work, there is no money. They knew what they were coming to. They knew, that despite everything, it was better than what they were leaving, for here there is a chance of physical survival.

We shall go on trying to help them survive here. Please do not give up at your end. But above all, please push, press and persuade everyone with influence until the refugees are

safe again. Get them out of these monstrous camps.

Stanley Burke, Canadian Journalist

A man-made disaster of almost unimaginable proportions is unfolding in East Pakistan and in India. Millions are already suffering and millions more are threatened by hunger and famine. And yet the world stand by almost indifferent. Why ?

Governments are caught up by the international power game and are fearful that social strife, if not suppressed, may spread. The United Nations is crippled by the attitudes of its member governments and, by the existing code of international conduct. Churches feel restrained, fearing that their world-wide interest may be jeopardized if they take actions which are offensive to governments. Even relief agencies dedicated to the relief of human suffering fear to act without governmental consent.

Why? Why do people keep saying "we mustn't get involved in politics"? The answer seems to be that we have an almost instinctive fear or power which makes us hesitate to cry out. Governments feel that they are fellow members of a club and that they must help one another out. Organizations feel that any authority is better than no authority. Whatever the explanations, the fact is that the world stands by and allows the tragedy to grow.' Here then is the moment when private organizations and private individuals, if they have courage, must stand up and protest. They must show their outrage that this totally unnecessary tragedy was allowed to happen and is allowed to continue.

But protest is not enough. In a complex power-dominated world it is no longer effective to pass plaintive resolutions or to write isolated letters to editors. Power for good must be effectively and massively organized and courageously advanced. Already the citizens' fight to save the environment, has shown the effectiveness of private protest.

Over Pakistan they must demand an answer to one basic question: Are there limits to the right of a Government to use force against people it claims as its own in order to perpetuate a political system? The question cries out for attention. It is thought-provoking to realize that in the First World War people were horrified by the sinking of the Lusitania with the loss of a few hundred lives. In the Second World War people were shocked by the bombing of Hiroshima at a cost of 150,000 lives. Today the world is indifferent to a tragedy affecting millions.

Vincent Philippe Fenille D’avis De Lausanne

I have just left one of the innumerable refugee camps which border the Indo-Pakistan frontier. A small camp, it has 6,000 people (Salt Lake camp has 300,000): an "acceptable" camp. I use this shocking word for nothing is really "acceptable" in saying that misery is well organized. I saw what the Indian Government is doing to give at least shelter and something to alleviate famine. I saw, too, the efforts made by several foreign and international charities: may be a ray of hope, but a ray only, because the situation is getting worse. The mass of refugees is growing quickly. Tomorrow, their emotion being over, their conscience being relieved, the rich countries will forget Bengal, whereas it needs help more than ever.

It seems to me that in the face of such a dramatic situation, private and charitable giving is not enough. Only a huge and concerted action by governments can put an end to the tragedy.

Monseigneur Bruce Kent War On Want

It was a Saturday and with the monsoon starting, heavy rain had fallen for nearly five hours. There was a little, almost unofficial camp, not far away from our hospital-perhaps a thousand people huddling in shelters on the roadside or even without shelter at all. In a few large bamboo type huts a number of families had crowded-perhaps 12 families to a hut.

But the huts had been built below flood level and the water had risen in the huts to a depth of about two feet. A crowd stood around one in particular. With the endless rain the roof had given way. Most of the people had got out. But a baby, knocked on to the ground had either drowned or suffocated and its little body was held by a weeping mother. Guilty of nothing, life was suddenly over. I could not look at the parents who had come so far only to find this extra tragedy at the end of a road of tears.

Kevin Rafferty, Financial Times

The biggest tragedy is the meanness of the rich nation "friends" of the refugees. If one creams off the layer of self-interested businessmen and politicians, who have dealt too much with men from the power blocks of the West, whose concern is with money, the people of India and Pakistan are simple and poor-but hospitable and loving. When I first went to India a complete stranger in Delhi offered me his room in his 3 roomed house, fed me and looked after me when I was ill and would not take anything in return. I found the same warmth in East Pakistan and was always greeted with a smile and a ready offer of a cup of tea.

Yet we Christians !-cannot cough up even half a percent of our annual defence budget to rescue these poor people. Their plight is not their own fault. Ironically it is the fault of men of their own country who have dedicated themselves firstly to pursuing Western inculcated ideas of wealth and power.

Romano Cagnoni, Photographer

I was in Biafra for six months. I hoped I would never see a tragedy on that scale again. The situation in Bengal in it beginning is worse than Biafra at the end of the war.

Dr. Meyer Caritas

So many marasmic children are seen suck the breast and looking like wizened old men, that the mothers get used to the idea of having a very thin child and do not become unduly alarmed at the sight. In fact, they would rather leave the child alone than coax him to take any extra rice or dahl if the child refused to take anything at all-even fluids.

Malnutrition claims a considerable number of lives a day in each camp. To counter-net this menace. Operation Lifeline has been inaugurated under the Red Cross Umbrella and supported by Government of India. Each participating voluntary agency retains its own autonomy and identity.

What are the reasons for this acute incidence of marasmus and kwashiorkor? Change of dietary constituents is not the only factor, as the refugees have been living under more severe conditions before coming to Salt Lake camp. In peace time, fish comprised a large part of their diet and now it is unavailable, except for a small quantity which the refugees sell themselves ill the local shops they have constructed along the roads into the camps.

Protein deficiency becomes inevitable. Other factors are dysentery, worm infestations, measles, and chest and skin infections which interfere with the child's appetite and cause loss of weight. Once the child has reached the crucial point of being 60% below his normal standard of weight, there is very little hope of recovery by maternal care alone.

Doug Attwood, Bob Sweeney, Care

Considering the sea of mud that surrounds us it is astonishing to find people actually still washing their saris and dhotis and trying to keep their children slightly clean-often in the largest puddle around us or in a small pond some yards away. They do have some sense of sanitation involved but almost no means of coping with the necessities. From here I look into some of these tent-like structures. I hear the babies crying, I see people sitting there, many of them quit languidly, many of them of course old but still others passing in and out trying to gather water, trying to find the children, really almost nothing left for them to do here. They don'ts know how long they can be here, no-one is able to tell them. They know that they do get rations and they do have some sort of shelter over their heads but from day to day they don't have very much to look forward to.

Iohn Saar, Life Magazine

In the village of Kanthali, a tubby, globe faced man named Nalini Mohan Biswas, welcomed 125 cholera victims into the courtyard of his home when they collapsed while passing through town, Biswas himself was unprotected by a vaccination. Even so, he nursed the stricken refugees so conscientiously that only four died.

But such rare and extraordinary efforts are only pinpoints in a vast tragedy. Narayan Desai, secretary of a national volunteer group, has no doubts about the gravity and explosiveness of the refugee issue: "I see a series of calamities, beginning with huge health problems. I imagine that thousands will die every day."

Anthony Mascarenhas, Journalist

When I visited East Bengal I was also appalled by the extraordinary hostility of non-Bengali officials to the local population.

For example, when I talked about the impending famine to a senior agricultural official, he bluntly told me: "The famine is the result of their acts of sabotage. So let them die. Perhaps then the Bengalis will come of their senses."

This statement and others have convinced me that food is being used as an instrument of politics.

It is essential that any international relief, to be effective. Must be internationally, supervised to ensure it reaches the right places, otherwise it will be wasted.

Florence Priest, Church Missionary Society

For four months we worked as a medical team serving live camps in North Bengal. Each day we held dispensaries for the sick. We always found a long queue and it was seldom that we were able to reach the end of the queue. It was heartbreaking work as we watched families get smaller as one child after another died, and then came the cholera to take its great toll. Although so much was done and every day there were long queues for rations which were given without fail, conditions were appalling and almost my last glimpse of a camp was of men and women pulling up the bamboos that supported the small tarpaulin which had been "home", as the flood waters reached the camp and once again they were on the move. It was not difficult to move, they had few possessions.

Philip Jackson, Oxfam

It becomes quickly apparent in West Bengal that all government officials social and relief workers, are totally preoccupied with the refugee" Invasion". Their figures are struck bravely into the dyke and it is incredible that the dyke has not yet burst beyond repair. It is tragic to see how other work so desperately needed in this part of India, has had to be disrupted. How long, one wonders, will the poor of India stand for it?

Marilyn Silverstone, Magnum

At one crossing point in West Bengal, a slippery track through flooded fields, in mud and pouring rain we counted refugees passing at the rate of 70 a minute in a continuous stream. That is over 30,000 a day from this one point alone, day after day. It is difficult for a western mind to conceive the enormity of these numbers. Many had walked for four or more days. Saddest of all are the old people.

David Loshak, Daily Telegraph

Salt Lake Camp, on the edge of Calcutta, is very convenient for visiting VIPs. It's near the airport and near the Grand Hotel, and they can come and tut-tut before swiftly moving on. It's pitiably different for the refugees, more than a quarter of a million souls-a population as large as Leicester's, living, barely existing, in an area the size of St. James Park. They are there not because it's convenient, and it's Certainly no park. There is a life of unremitting material deprivation, sapping physical hardship and, worse by far of all, moral desolation and hopelessness. And Salt Lake is only one of more than 900 camps for the refugees of East Pakistan. However successfully they may be kept from starving, or dying from the ever-present threats of epidemic or exposure, their fate is so desperate that many of the millions still living quite simply envy the dead. Saddest of all are the children, condemned to lives of endless uncertainties except the certainty of despair. Condemned by

the facts of poverty to have weakened stunted bodies and physically shriveled minds. But they are remote and to many of us seem, if not undeserving, at any rate, unappealing objects of our charity or even our concern. Our compassion is not a limitless commodity. Yet, the tormented refugees, their wretched old and bewildered young, are on no island. Not to realize that we in our affluence depend as much on them as they on us is to ignore the realities of the present and future world. It is not only compassion and conscience that cry out for our concern and charity, but simple common sence.

BERNARD LLEWELLYN, OXFAM

Back-in England three days after my visit to the frontier, they details are already blurring. I see the old grandmother asleep or dying in the station yard her bony buttocks sticking out of the rag she wore; the mother who collapsed in the camp hospital and the thud as her baby's head hit the floor; the father searching for his lost child in a thickening crowd.

But I have forgotten their faces and the look in their eyes. It is more bearable that way!

CLAUDE AZOULAY, PARIS MATCH

The whole world stands accused of inaction while seven million people are in danger of death. A graveyard of children. This is the scat which is in danger of marking forever the generation of man which for the First time, has stepped on the surface of the moon. In an age when an innocent by stander unable to swim can be thrown into prison for not having gone to the rescue of an imprudent swimmer in danger of drowning, in Bengal two million children are dying, killed by hunger, and we remain idle and no sanctions will be imposed on us except may be-oh so remote-that of guilt.

Why the apathy? How has our civilization reached this height of barbarism?

JIM HOWARD, OXFAM

The people of East Pakistan are the people who do not move easily, whose only survival is to stay where they were born. Nothing has moved them: through the yearly floods and cyclones and then the great cyclone disaster last year they have remained tenaciously on their land so there is something, some great power that is moving them now. That power is fear, the fear of death.

My great concern at the moment apart from danger to India's development programme is that the world will regard these people as expendable. They are not. They must survive, they must not only be helped to survive, but finally they must be allowed to go back to their homes.

BERNARD BRAINE, MEMBER OF PARLIAMENT

What is so unforgiveable about the tragic situation in Bengal is that month after month we have seen it moving towards catastrophe, with hardly anyone lifting a finger to stop it. It

is manifestly clear that neither India, burdened with a huge and growing army of refugees nor Pakistan herself faced with the prospect of massive famine, can cope without outside support. Yet so far the response to U Than's appeal for- help has been pitifully inadequate. The world, community must act now or be prepared to witness a human disaster of unimaginable proportions.

MARK EDWARDS, KEYSTONE PRESS AGENCY

Almost total lethargy has overtaken the adult refugees. How long this will last before political agitators start to rouse them to action, even possibly violent action, is anyone's guess. Rut it is one of the dangers of leaving this problem unsolved.

TIGER STACK, OXFAM

Coming back to this country from working in the utter human degradation and suffering of the refugee camps, the thing that hits one is the indifference of people here .... their total preoccupation with home affairs.

ERNEST HILLEN, WEEKEND MAGAZINE (CANADA)

Thus far the attitude of governments and people-including us in Canada-to the continuing East Pakistan disaster has been mostly one of indifference. And this is hard to understand. Standing in the rain in one of the hundreds of miserable refugee camps that crowd East Pakistan's border, it is beyond comprehension. Unprecedented numbers of people are suffering and dying, and the numbers are growing, there is widespread famine, and there is the very real threat of war.

The blame for the catastrophe rightly enough belongs to the men who run the West Pakistan Government. The shame belongs to all of us. Almost from the start, the world community could have stopped it. And it must be stopped now-by whatever manner or means. Our children will inherit enough shame.

DR. TIM LUSTY, VOLUNTEER DOCTOR

I remember one evening walking through a refugee camp in Couch Behar, 700 miles north of Calcutta. Our progress was interrupted several times by sick and dying children who had been laid on mats in our path. I asked the camp's director, a Norwegian, whether general malnutrition was improving or getting worse. "Definitely worse", he replied.

Within days Oxfam had Indian medical teams working in the area; but there is a limit to what private charities can do. That limit is set by the degree of concern shown by more fortunate people.

DAVID HART, SCF VOLUNTEER

I spent fourteen years in the East as a Tea Planter so I know something about conditions out there. I saw the plight of the East Pakistanis after the Cyclone which hit them last November and the misery and suffering that followed. But nothing I have seen

before compares with the tragedy which I witnessed in the Refugee Camps in India recently. Mile after mile, camp after camp, it was - the same. Millions of human beings somehow existing in conditions that we in England would not allow our animals to endure. Within two short months, from June to August, I saw the situation deteriorate very badly. The effect, too, on the morale of the refugees was alarming. Not only had they lost their homes and their possessions, they began to lose dignity and feeling. Faced with an inhuman environment, they became withdrawn and apathetic. They appeared to be unmoved by the sight of a dead child lying in the rain, it's arm and legs gnawed off by dogs, it's eyes pecked out by crows. I could afford my emotion-I would be going home to my pleasant house in the country, my warm comfortable bed. For me it was a nightmare, for them a reality.

FATHER D'SOUZA, CATHOLIC CHURCH, BONGAON

Now that the area is flooded; 29, out of 32 camps are under water and it is very sad to see the people crowded on the road, with no proper shelter, just jute canes over their heads.

The Government is trying its best with the help of different organizations, but there is need of much help in this colossal work, because in Bongaon sub-division there are over 450,000 refugees. And now that the roads are blocked it is difficult for the Government to carry foodstuffs.

After the floods, I expect the medical condition in the camps to be very bad because of the large expanses of stagnant water. The Government will have to do something in the line of disinfecting the areas, giving cholera injections again, because the refugees are going to have a very hard time in the winter, and if disease start will make thing must worse.

JOHN DREWERY, CANADIAN BROADCASTING CORP.

I found it impossible to shut away the memories of what I saw, in the refugee camps of West Bengal and along the trails leading out of East Pakistan, in that corner of my mind reserved for other horrors I witnessed during wars I covered in Korea, the Congo, Egypt, Vietnam, and Biafra. It is not that the brutalization of the people of East Pakistan is worse than what has happened to countless others throughout history. The effect of sword, fire, and starvation differ very little in degree on the individual body and spirit.

It is simply that the magnitude of the tragedy is so immense, so overwhelming, it overshadows all other things. The cry for help coming out of in and East Pakistan is echoing all around the world. If we ignore it we are killing our future too.

MONA MOLLERUP, DANISM CHURCH AID

The Government of India and the voluntary agencies are doing a great deal to house, feed and provide medical care for the evacuees. We can never do enough for this tide of humanity.

The creeping malnutrition among the infants and children in the camps is frightening.

MR. J. BANERJI, GOBARDANGA SOCIAL WELFARE SOCIETY

Imagine the whole population of Scotland trekking south, bag and baggage leaving their country hearth and home with a basket on their heads. leading their old parents by the hand and ailing children on their-heads in, continuous streams day after day and Finally taking shelter under improvised sheds, only God looking after them. Imagine heavy rains, cholera, and deaths 011 the roadside. This is the picture. How will England or the world accept the situation?

We want every citizen of the world to come to the aid of these refugees.

REG PRENTICE, MEMBER OF PARLIAMENT

The situation I saw in the refugee camps in July was the most terrible that I have ever seen-both in its degree of individual suffering and in its size. Since then it has become Much worse. In the next few months, it will become much worse still. Millions will die unless we act in time.

In West Bengal and the other boarder states, the local officials and doctors are doing a first-class job. They are working on behalf of the rest of the human family. We should all recognize this and insist that the government of our country, and all countries, take over a fair share of the burden that is falling on India. The impending famine within East Bengal adds a terrible new dimension to the tragedy. We must respond urgently to this threat as well. Time is not on anyone's side.

NARAYAN DESAI, GANDHI PEACE FOUNDATION

Like an octopus, the problem is clutching the situation from a number of directions.

When approaching a refugee camp the problem that stares' at you is that of accommodation. Twenty-three persons living in a tent measuring 12 feet by 9 feet. Sixteen living on a raised 8 feet square platform of bamboo chips avoiding direct contact with knee-deep water. This is the rule, rather than the caption.

Going a little closer, you see a number of other problems. Thousands of women with just half a piece of cloth to wrap their bodies, thousands suffering from gastro-enteritis cholera, dysentery and diarrhea hundreds of thousands of children slowly succumbing to malnutrition, millions dreading the advent of winter winds along with pneumonia.

Moving right among them you realize the more subtle problems: 9 million pairs of hands remaining idle result in frustration: every story -of atrocity across the border-thousands of women molested, almost half a million killed-bring with it bitterness, anger and contempt.

MICHAEL BLACKMAN, OXFAM

It took the bogy of cholera to stir the conscience of the world, but even this killer came and went. It left behind what was there before, suffering and despair-no homes, little or no

food, insufficient medical supplies-and worst of all, no hope.

MISS PAT BENNETT, CHURCH MISSIONARY SOCIETY

You know how bright children normally are. Well, some of the children we treated in the camps were just little lifeless bodies, hardly able to move in their mothers' arms, let alone to smile. The reports of malnutrition have certainly not been exaggerated at all, in spite of the fact that the Indian Government has been doing the most tremendous job. Nevertheless, the need for outside help is essential and is growing all the time, particularly for the children.

ALAN HART, BBC PANORAMA

They'd been hacked to death with knives and clubs. Twelve bodies. From some of their wounds the blood was still gushing. And when you thought they were dead and finished-they weren't. They went on twitching, some of these bodies, for several minutes.

These are the images that I captured for my first film report from inside East Pakistan during the opening weeks of the war. I shall never be able to wash that scene from my mind, yet strangely enough it disturbed and angered me much less than another incident I saw several months later.

I was watching a young girl dying of starvation. I who held by her eyes. They were accusing me "You don't care do you" they were saying I knelt down beside her and took her hand. I wanted to tell her that we really did care all those of us in the outside world. I opened my mouth to speak. But I couldn't tell her something that was untrue.

MICHEL BRUNSON, ITN NEWS

Things do not usually happen just as television reporters want them to happen. So the tragedy of West Bengal is that you only have to get the cameras out of the cases to get the evidence of death, of starvation, of disease and of suffering on record. Imagine Britain from the Highlands to Cornwall with columns of refugees on many of the roads, a refugee camp in most of the villages. That's what it's like around the border of East Pakistan. Only two things-thousands of deaths and thousands of pounds worth if of money or medical supplies-are in the end going to let us put our cameras back in their cases.

CLAUDE MOSSE, RADIO SUISSE ROMANDE

Between 1942 and 1944, there were ten million deaths in the concentration camps of Nazi Germany. A quarter of a century later this memory is still in our minds. There are ten million refugees in East Bengal and apart from some news especially in the Anglo-Saxon press, the whole world accepts with complete apathy the slow agony of these human beings whose horizon was limited by the muddy marshes of the Ganges valley. The Indian Government has already withdrawn one billion Swiss francs from its investments to save these ten million living skeletons. Now India is exhausted. Without immediate and continuous international help we will have to resign ourselves to the fact that two million children under eight will die of hunger and cold. They turn their eyes in our direction. They ask for nothing. Their acceptance of a tragic destiny which has made of them our shame

must force a reaction from what remains of our conscience. It is not too late, but there isn't a minute to lose.

The long lines of bamboo huts flattened by rain become longer every day. In these hovels people sleep on the ground, defecate along the paths and giant crows hover above. Fifty children fight over an egg we had given because we didn't have the courage to eat it in front of them. In the milk queue a child vomits and collapses. In the mud a woman heaves, groans, and gives birth. The poorest of Norwegian lumberjacks, the most deprived Welsh miner, is a thousand times, ten thousand times richer than the happiest of the ten million refugees. If we can accept the potential death of these ten million refugees it means that we can accept the ten million deaths of Auschwitz. The powers which united to give freedom to the oppressed people in 1944 cannot fail to unite today to save the innocent victims of this tragedy. Their destiny is linked with ours. If we let them die it means, our civilization is already dead.

What is needed today is a permanent airlift to take supplies into India, but above, all, blankets because it will soon be cold, very cold, and death through cold is as terrible as that through hunger.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অধিকৃত বাংলাদেশে ত্রাণকর্মরত অপারেশন ওমেগা কর্মীর কারাবরণ	বাংলাদেশ নিউজলেটার	১০ নভেম্বর, ১৯৭১

MONSTROUS PUNISHMENT

Two workers of the Operation Omega, an international relief mission with headquarters in England, have recently been arrested by the occupation army of West Pakistan for "illegally" distributing relief supplies inside the occupied Bangladesh. They were charged with "smuggling" and sentenced by a military court to two years in prison.

Ellen Langle Connett, 27, of Dumont, New Jersey and another volunteer. Gordon Slaven, a British citizen, were distributing clothes and medicine about 10 miles inside the occupied Bangladesh when they were arrested on Oct, 4.

Mrs. Connett was the second U. S. relief volunteer to be tried for illegally distributing relief supplies in Bangladesh, but the first to be given a prison sentence. Daniol Due, of San Francisco, also of Operation Omega, was tried last September and deported.

According to the officials of Operation Omega, the two volunteers are being treated as "class C" prisoners, the status given to common criminals, and denied an American lawyer.

In an editorial under the caption "Monstrous Punishment" British daily Observer (Oct. 17) wrote:

"Two young relief workers have been sentenced to two years imprisonment by the Pakistan courts. The aim of their exercise was to demonstrate that the claims of charity should have priority over political reasons of state. They therefore illegally entered East Pakistan to try to help those suffering there from hunger and disease.

"The Pakistan authorities used a big stick and imprisoned them. This has secured publicity and support for their aims from people all over' the world............ A two year sentence is monstrously excessive and must bring discredit on the regime"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের যুক্তরাজ্য কমিটির আবেদন	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

Appeal by the U.K. (Refugee) Committee for the Prime Minister of India's National Relief Fund
November 30, 1971

The following is a letter to the Editor published in The Guardian, London, November 30. 1971 :

Sir,-The newspapers are now full of the war danger resulting from the nightmare situation in East Bengal, but we mustn't forget that the refugees nearly ten million of them-are still in India, or that the burden of keeping them fed and sheltered is still very largely being borne by the Indian Government.

This would be a big enough humanitarian task even if India were one of the world's richest nations, but for a nation struggling to conquer mass poverty, it is really a stupendous effort. And the Indian people share the credit with their Government, because India is a free country whose rulers are chosen by, and responsive to the people. Without popular support Mrs. Gandhi would have been unable to admit the refugees in the first place, let alone keep them for so long and at. such vast expense on Indian soil.

The British Committee of the Prime Minister of India's Relief Fund has been raising money here for direct transmission to Mrs. Gandhi. Under her auspices it is then used for the benefit of the refugees for buying medicines and medical equipment, clothing-both winter and summer-blankets and bedding, tents and lanterns, baby food, hand tools, shovels, etc.

Cheques can be made out simply to INR and sent either to me or to the Fund Account No. 1561146, Llyods Bank Ltd., 6 Pall Mall, London. SW I. I urge everyone to give as much as they can afford for this supremely deserving and urgent cause.

Yours very sincerely,

SYBIL TIIORNDTKE CASSON

The U.K. (Refugee) Committee for the Prime Minister of India's National Relief Fund.

যুক্তরাষ্ট্র

সরকারী ও কংগ্রেসের দলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর মুখপাত্রের বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিবৃতি (সংকলিত)	পররাষ্ট্র দপ্তর	মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭১

THE CRISIS IN EAST PAKISTAN
STATEMENTS BY THE DEPARTMENT OF STATE PRESS SPOKESMEN

March 26:

"We are watching development closely with concern."

March 31:

"A ranking officer of the Embassy in Islamabad expressed our concern to a ranking official of the Ministry of Foreign Affairs...that while we recognized that there was censorship in effect; we felt that the legitimate news gathering functions of American journalists had been unduly restricted."

April 2:

"We are naturally concerned at the reported loss of life, damage, and hardship suffered by the people of Pakistan."

"Now in this respect we have noted the statement yesterday by the UN Secretary General. And in this connection we would, of course, give sympathetic consideration to any international humanitarian efforts to assist that might be requested by the Government of Pakistan in line with the Secretary General's statement."

"We view what is going on in Pakistan as an internal matter."

April 5:

"It is our hope that peaceful conditions can be re-established."

"We are naturally concerned at the reported loss of life, damage and hardship suffered by the people of Pakistan. We have noted U Thant's statement of March 31 and said that we would, of course, give sympathetic consideration to any international humanitarian efforts to assist that might be requested by the Government of Pakistan in line with the secretary General's statement."

April 6:

"Naturally, as a general proposition we would be concerned if American weapons were used in circumstances such as these."

MAIN DEPARTMENT STATEMENT

April 7:

"Since the beginning of the present crisis, we have on several occasions expressed concern over the loss of life and damage which have occurred in East Pakistan, and we have expressed the hope that peaceful conditions will be restored.

While we have pointed out the difficulty of obtaining reliable information on the situation, it is increasingly clear that there have been substantial casualties and damage, although we still have no way of estimating the extent of the casualties and damage with any precision;

Our sympathy goes out to the victims of recent events. Normal life in East Pakistan has been seriously disrupted. We continue to believe it is important and that every feasible step be taken to end the conflict and achieve a peaceful accommodation.

We hope that it will be possible soon to alleviate the suffering caused by recent events. In this connection, we also hope the Government of Pakistan will avail itself of offers of assistance from the international community. The United States is prepared to assist in any international humanitarian efforts of this kind. We have discussed these matters with the Government of Pakistan and we will continue to do so."

"I do not believe that there has been a request for international relief assistance from the Government of Pakistan to any patty we continue to hope that the Government of Pakistan will avail itself of the offers that are and may be forthcoming."

"We expressed shortly after the newsman were expelled our deep concern that their legitimate news-gathering functions had been inhibited and that their cameras, notes, etc., had been taken from them. We asked that this personal property be returned."

April 12:

"We do not have, as some accounts have suggested, a large on-going military assistance program with Pakistan. There has been an embargo since 1965. The one-time exception announced last October is still under discussion in terms of specifications and prices.

There is no--repeat-no equipment in the pipeline and none has been delivered under that exception. Indeed, technical talks on this subject have not been held for some six weeks.

We have had a modest program of sales, predominantly cash, to Pakistan, for non-lethal military equipment, spare parts for equipment already in Pakistani hands and some ammunition.

The agreements under which this program was worked out were arrived at well before the beginning of the present crisis, and I am not aware of any new arrangements with the Pakistan Government since the crisis began. Insofar as shipments under these agreements are concerned, we have this matter under review.

In brief, the nation that we have a 'substantial military assistance program with Pakistan is erroneous."

April 13:

"The over-all food supply in East Pakistan appears to be adequate now. Obviously, one cannot be sure there are no local shortages, but as a general proposition, we feel safe in

saying there is no widespread famine. Stocks presently 700,000 tons, or 4 months supply at normal rates. Additionally, 200,000 tons on the water, much of that in East Pakistan ports. Further, 300,000 tons of U. S. grain has been authorized and will move as soon as delivery can be made. If future needs prove to be greater than this, we would, of course, consider additional PL-480 shipments. And we are in a position to move promptly if it proves necessary.

Now, the Department of Agriculture yesterday said we were advising the Government of Pakistan that we are anxious to resume shipments at the earliest possible time that port congestion in East Pakistan is eased and off-loading and distribution arranged. All this by way of saying that the problem is not supply, but off-loading facilities and distribution in East Pakistan, because rail, boat and road transport have been disrupted, and labor at the docks is largely unavailable.

Now, we have stressed to the Government of Pakistan the importance of resolving distribution problems, and we have also continued to emphasize we are prepared to support any international humanitarian efforts to provide assistance to East Pakistan."
April 15:

"We have been struck by the fact that some reporting on Pakistan continues to assert that U. S. arms are flowing into Pakistan, and that U. S. food assistance is being cut off. These assertions are not true.

First, there is no widespread famine in East Pakistan, based on the best information available to us, although local shortage may exist. The problem is not supply, it is distribution and port congestion. We have taken up with the Government of Pakistan a number of times the urgent need to resolve these problems. 900,000 tons of grain, including large quantities of U. S. PL-480 wheat are either in government stocks in East Pakistan or at its ports or on the high seas. 300,000 additional tons of U. S. grain have been authorized and will move as soon as deliveries can be made, and the United States will act promptly if more is needed. We have said, and repeated our willingness to support any additional international humanitarian relief effort, and the Government of Pakistan is fully aware of our readiness to do so.

On the question of U. S. arms, the embargo has been in effect since 1965. With regard to the one-time exception announced last October, no arms have been delivered and none are in the pipeline. Since 1966-67, under the foreign military sales agreement with Pakistan, a very modest quantity of such items as communications, medical and transport equipment as well as spare parts and ammunition for arms provided prior to the 1965 embargo, have gone to Pakistan. With respect to the question of ammunition, no more than 10 or 15 per cent of the total material has been ammunition We have been informed by the Department of Defense that none of these items have been provided to the Pakistan Government of its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan, March 25-26, and nothing is now scheduled for such delivery. In short, no arms have been provided to the Government of Pakistan since the beginning of this crisis, and the question of deliveries will be kept under review in light of developments."

Refugee Problem

April 27:

"We have had a number of conversations with the India Government on this subject, both here and in New Delhi, and we will be moving as promptly as we can within the framework of some form of international effort, perhaps under the United Nations, perhaps the International Red Cross. The details are not settled.

I do understand that three-and may be more, but I know of only three-voluntary agencies-Catholic Relief Service, or Service; Church World Service; and CARE-which have humanitarian programs in India. are, with our consent, diverting some of the commodities which they use in their normal programs to establish refugee relief programs in West Bengal, which I believe will take care of roughly 150,000 refugees in West Bengal for several weeks."

"I have seen figures, with an Indian source, which suggest that there may be on the order of half a million refugees in the States of West Bengal and Assam. But I stress that we have no independent figure of our own."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর রবার্ট সি বায়ার্ডকে লিখিত পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তার চিঠি	পররাষ্ট্র দপ্তর	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

DEPARTMENT OF STATE
Washington, D. C. 20510.

April 21, 1971

Honourable Robert C. Byrd
United States Senate
Washington, D. C. 20520
Dear Senator Byrd:

I have received your inquiry dated March 30, conveying Mr. and Mrs. Fred Stottlemyer's views on East Pakistan.

As former Peace Corps Volunteers in East Pakistan, the Stottlemyers' concern over the tragic developments there, and especially the use of U. S.-supplied arms, is understandable. The fact is that Department of State spokesmen have repeatedly addressed these matters in official statements over the past several weeks. These statements, however, have not received all the publicity which we feel they have deserved.

We have expressed concern over the loss of life and damage which have occurred in East Pakistan and the hope that peaceful conditions will be restored there. We have extended our sympathy to the victims of these events. We have stated our belief that it is important that every feasible step be taken to end the conflict and achieve a peaceful accommodation. We have emphasized our willingness to support any international humanitarian relief effort to alleviate the suffering caused by these events. We have also discussed these matters with the Government of Pakistan and will continue to do so.

As for the particular points raised by Mr. and Mrs. Stottlemyer, I wish to assure you that such views are being seriously considered by the Department. Our spokesmen have specifically stated our concern when American weapons are used in such situations. The Department has announced that no arms have been provided to the Government of Pakistan since this crisis began and that the question of military sales shipments to Pakistan is being reviewed. The question of recognition of an independent Government in East Pakistan has not arisen since the United States has not received such a request.

According to the best available information there is no imminent threat of famine in Hast Pakistan although local food shortages may exist. We understand that about 900,000 tons of food grain, including large quantities of U.S. PL-480 wheat, are either in Government stocks in East Pakistan, at ports or on the way there. An additional 300,000 tons of U. S. food grain have been authorized and will move forward to East Pakistan as soon as deliveries can be made. We have taken up with the Government of Pakistan the

urgent need to resolve the present problems of port congestion and distribution of food to people throughout East Pakistan and we will continue to address this problem on a priority basis.

I enclose for your reference a compilation of statements on the East Pakistan situation made by the Department's spokesmen over 'the past three weeks. I hope this information will be helpful to you in replying to Mr. and Mrs. Stottlemyer. Please continue to call on me whenever you believe we might be of assistance.

Sincerely yours,
Sd/-
David M. Abshire
Assistant Secretary for
Congressional Relations.

Enclosures:
1. Compilation of statements.
2. Correspondence returned.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর জে ডাবলু ফুলব্রাইটকে লিখিত পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তার পত্রগুচ্ছ	সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির রিপোর্টঃ পরিশিষ্ট	১৩ মে, ১৯৭১

(Senate Foreign Relation Committee Report Appendix-May 13, 1971, calling for the suspension of military assistance to Pakistan)

Department of State
Washington, D.C., April 23, 1971.

Hon. J. W. Fulbright,
Chairman, Committee on Foreign Relations,
U. S. Senate.

Dear Mr. Chairman: The Secretary has asked me to reply to your letter of April 6, 1971 indicating your concern over the situation in East Pakistan and requesting information on the use of U. S. supplied military grant assistance in East Pakistan and the -current status of discussions with the Government of Pakistan for the sale of military equipment and the status of any current shipments.

We share your concern that U. S. equipment has been used in this situation and have not been silent on the matter. Since the military action began on March 25, the Department's spokesman has expressed our concern over the reported use of American weapons, and we have done so privately to the Pakistan as well. The reports which we have received indicate that some M-24 tanks and F-86 aircraft have been observed in use in East Pakistan in recent weeks. It also seems likely that military equipment supplied to Pakistan by a number of other countries, including China, the Soviet Union and Western European countries, has 'also been used. Our information is fragmentary and is largely confined to first-hand reports from the cities of Dacca and Chittagong.

This U. S. origin equipment would have been provided in the late 1950's under our Military Assistance Program with Pakistan. That program, as you may know, specifically permitted the use of our assistance for the maintenance of internal security, and in the case of a 1959' agreement for the preservation of national independence and integrity, as well as for external defense. We provided equipment for Pakistan Army units only in West Pakistan since the threat was perceived to be from the north-west of that province. No equipment was supplied for the Army division in East Pakistan. However, there was no obligation on the part of the Government of Pakistan to consult with us if it in. wished to transfer equipment from one wing of the country to the other. Although we were not informed, it would appear that some U. S. supplied equipment was sent from West to East Pakistan, especially older items replaced by newer equipment in the West, as in the case of M-24 tanks.

Since we terminated MAP grant assistance and suspended military sales to Pakistan and India in 1965, we have supplied no lethal end-items to Pakistan. After resuming a

limited military sales program to both countries in 1966-67, we have sold to Pakistan, pronominal for cash, only non-lethal equipment and spare pans and ammunition for arms previously supplied by us. Non-lethal items have included trainer land transport aircraft: transport equipment such as trucks and jeeps; and communications, medical engineering equipment. Ammunition in various calibers for weapons supplied prior to the enlarge in 1965 has comprised less than 15 per cent of the total sales program since 1966. We have continued to sell spare pans and ammunition in order to keep previously supplied U.S. equipment operational, in the belief that to allow this equipment to become inoperative would compel Pakistan to purchase more expensive and modem replacements, diverting resources from economic development to defense and fueling an arms race in the Subcontinent.

We have been informed by the Department of Defense that no military items have been provided to the Government of Pakistan or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25 and nothing is now scheduled for such delivery. We are urgently reviewing this military sales program.

As you know, last October we announced a one-time exception to our military supply policy to sell Pakistan a limited quantity of arms including same armoured personnel carriers, a few replacement interceptor and bomber aircraft, and several maritime patrol aircraft. Nothing has been delivered following this decision, nothing is in the pipeline, and technical talks on this subject have not been held during the past six weeks. This matter is also being kept under review.

We are very much aware that some members of the Senate are concerned about our military supply policy toward Pakistan. Department officers are prepared to brief you and other Senators on this subject and to answer any further questions you may have.

I am enclosing a compilation of recent statements made by Department spokesmen on the situation in East Pakistan. They include several statements specifically on military supply as well as statements of official concern over the loss of life and damage, sympathy for the victims of these events, information on the food situation and expressions of hope that peaceful conditions can be restored and a peaceful accommodation achieved.

Sincerely yours,

David M. Abshire,
Assistant Secretary for Congressional Relations

Department of State,
Washington, D. C., April 29, 1971.

Hon. J. W. Fulbright,
Chairman, Committee on Foreign Relations,
U.S. Senate.

Dear Mr. Chairman: The Acting Secretary asked me to reply to your letter of April 23, 1971, requesting reports received from posts in West and East Pakistan regarding the current crisis in that country. We have given the most careful consideration to your latter. I hope you will understand that the Department is unable to accede to your request without departing from established practice as mentioned in my letter to you of September 28, 1970, in regard to Under Secretary Irwin's appearance on Chile.

Consistent therewith and with the Administration's policy of cooperating with the Congress in providing information on foreign policy developments. Deputy Assistant Secretary Van Hollen is prepared to testify tomorrow in executive session on the situation in Pakistan. 1 trust Mr. Van Hollen's testimony can satisfy the Committee's need for information.

Sincerely yours,

David M. Abshire,
Assistant Secretary for Congressional Relations.

Department of State,
Washington, D. C., April 29, 1971.

Hon. J. W. Fulbright,
Chairman, Committee on Foreign Relations,
U.S. Senate.

Dear Mr. Chairman: The Secretary has asked to reply to your letter of April 19 requesting coordinated Executive Branch comments on S. Cen. Res. 21, concurrent resolution calling for suspension of all American military assistance and all licenses for military sales to Pakistan "until the conflict in East Pakistan is resolved."

First let me assure you that we share the Committee's regret over the conflict which has arisen in East 'Pakistan and over the bloodshed in a country with which we have maintained longstanding friendly relations. As I mentioned to you in my letter of April 22, the Department's spokesman has noted publicly the concern felt over the involvement of American weapons and we have privately called this concern to the attention of the

Government of Pakistan as well.

As I pointed out in my letter of April 22, however, our Military Assistance Programme (MAP) with Pakistan specifically acknowledged the right of that country to use equipment provided under MAP to maintain its internal security as well as its external defense. This position as contained in our 1954 bilateral Mutual Defense Assistance Agreement with the Government of Pakistan was based an provisions of Congressional legislation.

Much has already been done, however, that parallels the basic concern expressed in the concurrent resolution. As you know, we terminated all grant military assistance to Pakistan and India, as a consequence of the 1965 Indo Pakistan war. We have provided no weapons to either country since then. The only measure of grant military assistance which we have reinstituted since 1965 has been a modest program of military training, running at about $.200,000 annually for each country. We believe this program serves a useful and constructive purpose in maintaining liaison and friendly ties between the armed forces of the United States and Pakistan, offering the latter a continuing avenue of contract with the West and exposure to western ideas. We would, hope this activity could continue and we would regret its suspension or termination.

With respect to military supply, as the Department's spokesman announce on April 15, the Department of Defense has informed us that no military sales items 'including spare parts and ammunition have been provided to the Government of Pakistan or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan on March 25. In short, no arms have been provided since the beginning of the crisis and the question of deliveries is under review.

Thus an absolute suspension, regardless of developing circumstance, would not significantly affect the military situation in East Pakistan and could have a strongly adverse political impact on our relations with Pakistan. Thus we believe same flexibility is desirable in our military supply program, in the light of developments, to permit us to preserve a viable relationship with the Government of Pakistan that will be essential if we are to help in providing assistance to those whose lives have been disrupted in the recent fighting and in rebuilding normal patterns of life.

It would, therefore, appear desirable far the U.S. to be able to continue to supply limited quantities of military items to Pakistan to enable us bath to maintain a constructive bilateral political dialogue and to help ensure that Pakistan is not compelled to rely increasingly on other sources of supply.

Finally, I would like to express our view that the time frame within which the resolution has been drafted-"until the conflict in East Pakistan is resolved" -is so imprecise as to render its application difficult if not impossible. The conflict in East Pakistan in terms of an active resistance movement appears already to have largely subsided as the Government of Pakistan has succeeded in extending its control over the chief population centers and much of the countryside of East Pakistan. The present official position of the Government of Pakistan is that the armed conflict in East Pakistan has actually ended and that economic rehabilitation and political accommodation are to be undertaken President Yahya Khan has reiterated his intention to restore Government to the elected

representatives of the people as soon as circumstances permit. The difficulty in this situation would be how to determine precisely when the conflict in East Pakistan has actually been resolved.

I hope these Executive Branch comments will be helpful to you and the Committee in deciding what action to take on S. Con. Res. 21 which we hope you will reconsider in the light of the points set forth above.

The Office of Management and Budget advises that from the standpoint of the Administration's program there is no objection to the submission of this report.

Sincerely,

DAVID M. ABSHIRE,
Assistant Secretary for Congressional Relations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন সরকারের শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিবৃতি	পররাষ্ট্র দপ্তর	১৮ মে, ১৯৭১

STATEMENT ON HUMANITARIAN ANI) REFUGEES RELIEF EFFORTS IN EAST PAKISTAN AND INDIA

May 18,1971

The United States Government continues to be seriously concerned about the suffering and hardship which have arisen from the civil disturbances in East Pakistan. Two aspects of this problem have engaged our particular attention. The first is the re-establishment of conditions that will permit restoration of transportation, administration and more normal economic activity so that food distribution and other essential services can be resumed. The second is the care of refugees who have gone to India from East Pakistan.

We have publicly and privately expressed our concern for an early peaceful accommodation that would permit life to return to normal in East Pakistan and the refugees to return to their homes.

We have discussed humanitarian relief efforts with the Governments of Pakistan and India and we have urged international organizations and other interested countries to undertake appropriate contingency planning. We recognize that the problem is basically one for the Governments and people immediately concerned to solve. Their efforts are essential; but the international community can be of great assistance in supporting their efforts and supplementing their resources.

We have associated ourselves, both publicly and privately, with UN Secretary General U Thant's April 1, offer of international humanitarian relief for East Pakistan. We have repeatedly discussed this matter with the Government of Pakistan. Secretary Rogers joined the British Foreign 'Secretary in a message to the Secretary General April 27. Suggesting that he renew his offer of humanitarian assistance. We have indicated our willingness to support such an effort when requested by Pakistan. Meanwhile, we are actively moving forward with contingency planning within the U.S. Government.

We are now encouraged to note that the President of Pakistan, in a letter of May 3, to Secretary General U'Thant released by the UN on May, 12, has welcomed the Secretary General's offer to provide relief assistance to East Pakistan through the UN and its specialized agencies President Yahya I stated that, while adequate supplies are presently available, his Government is assessing its possible requirements for present and future international assistance.

We have also indicated that as soon as the local situation permits we are ready to resume rehabilitation projects in the cyclone disaster area along the East Pakistan coast where there is an especially urgent need for food supplies. For this purpose, we can draw

on the $7.5 million allocation and over $100 million in US-owned Pakistani currency made available by Congress for rehabilitation projects. We can move forward with an agreement to provide a further 150,000 tons of food grains for rehabilitation in the cyclone disaster area. We have also held in readiness a further 170,000 tons of wheat, the balance from an earlier agreement for East Pakistan as a whole, to be shipped as soon as port and distribution facilities permit.

Large numbers of refugees have gone to India from East Pakistan. The Government of India has already requested international assistance and he sought bilateral assistance from several countries to supplement its own very considerable efforts to help the refugees. We have taken the lead in supporting the international relief effort which is being organized by the UN High Commissioner for Refugees. We have been working closely with the World Food Program which will also be cooperating with the UN High Commissioner in the relief effort.

As soon as the refugee flow became substantial, we began a program of feeding the steadily growing number of refugees through US voluntary agencies in India. By the end of this week, we anticipate that CARE, Catholic Relief Services, Church World Service and the Lutheran World Federation will be Feeding as many as 300,000 refugees using PL-480 Title II food. For this and other relief purposes we have authorized up to $2.5 million in food and other assistance as our initial contribution to enable urgent relief activities to get under way while the international relief effort is being organized. A UNHCR team is currently in India assessing relief needs. We will consider what types of additional contributions we might make when this team has reported its findings.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডঃ গ্রীনোর উদ্দেশে পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তার চিঠি	পররাষ্ট্র দপ্তর	২৬ মে, ১৯৭১

DEPARTMENT OF STATE
Washington. D.C. 20520

May 26, 1971

Dr. William B. Greenough. Ill
Chief, Infectious Diseases Division
School of Medicine
The Johns Hopkins University Hospital
Baltimore, Maryland 21205

Dear Dr. Greenough:

Secretary Rogers has asked me to reply to your letter of May 6, forwarded to him by Dr. Milton Eisenhower, in which you have expressed your views on various aspects of the situation in East Pakistan.

First, let me assure you that we have read your thoughtful and articulate letter with sincere interest and appreciation. We greatly value receiving from private American citizens assessments of this sort of important aspects of our foreign relations.

Your expression of profound concern over the recent tragic developments in East Pakistan is certainly understandable, particularly in light of the first hand information you have received from your colleagues who have been involved in medical research land training activities in Dacca and Calcutta in recent years. The Department of State has shared this concern and has not been inactive or silent on the subject since the civil strife began in East Pakistan in March. Our spokesmen have addressed various aspects of this subject repeatedly in official statements over the past several weeks. Since these statements have not received all the publicity which we feel they have deserved, it might be useful for me to summarize them for you.

Immediately after the outbreak of civil strife, we expressed concern over the loss of life and damage which have occurred in East Pakistan and the hope that peaceful conditions will be restored there. We extended our sympathy to the victims of these events. We emphasized our belief that it is important that every feasible step be taken by the Pakistan Government to end the conflict and achieve a peaceful accommodation. We declared our willingness to support any international humanitarian relief effort to alleviate the suffering caused by these events. We are already extending substantial relief assistance to many refugees from East Pakistan in India and are prepared to provide emergency aid to the people in East Pakistan when requested. We have also discussed these matters fully with the Government of Pakistan and continue to do so.

With respect to particular points raised in your letter, I wish to assure you that reasoned views of this sort are given serious consideration by the Department. I believe the most useful way I can respond is to explain to you the positions which we have considered appropriate to take on various aspects of this complex and difficult problem in our foreign relations, and to mention some of the steps we are taking to meet it.

We are, of course, fully cognizant of the political, military and economic difficulties and dangers inherent in this situation, to which you have referred. As a Government, however, we have to be careful to avoid interfering in the domestic concerns of others just as we would not want them to interfere in ours. The U. S. Government, as you know, maintains diplomatic relations with the Government of Pakistan which exercises de jure and de facto control over both wings of the country. We have therefore, regarded the recent developments in East Pakistan as essentially an internal affair for the Pakistanis to work out for themselves. It is our earnest hope that we can, through our policies and actions, be helpful to all concerned in alleviating human suffering and contributing to a peaceful solution in so far as possible within normal diplomatic practice. Tragic as the loss of human life and destruction has been on both sides of this conflict, I agree with you that we must now focus on what can be done to help improve the situation in the months ahead.

With respect to economic assistance, our programs are designed to accomplish specific development objectives for the benefit of the people of recipient countries. They are not to be extended, or withheld for the purpose of exerting political pressure on other Governments. We regret that many of our aid activities have had to be curtailed in East Pakistan because of conditions there, and we hope to resume them as soon or, circumstances permit. While we are carrying on existing programs where feasible in Pakistan, we are reviewing them to insure that established development criteria are being met. To the best of our knowledge, our economic aid has not been used to support the military actions of either side in the East Pakistan civil strife.

I agree with you that the highest priority must now be given to relief efforts in East Pakistan to alleviate human distress, avert the possibility of famine and create a climate in which peaceful conditions can be restored and progress resumed toward a political settlement. I can assure you that the U. S. Government has been active in promoting such a relief program. We promptly associated ourselves with the offer of international humanitarian assistance made by the Secretary General of the United Nations last month. We have urged the Government of Pakistan to accept offers of assistance from the international community. We are encouraged that President Yahya has informed Secretary General U Thant that he would welcome assistance from the international community and is currently assessing the needs in East Pakistan. We are following this matter closely, and on a contingency basis are inventorying resources which we might provide for such an international relief effort.

According to the best available information, food stocks in East Pakistan are adequate to meet expected needs for several months and additional supplies can be shipped as soon as port and inland distribution facilities permit. We are preparing with other interested countries to do what we can to help resolve the port and distribution problems so that food can be brought to the people who need it.

We are also doing our best to provide assistance for the many refugees who have crossed into Indian territory. To meet immediate needs we have authorized three American voluntary agencies in India to draw on PL-480 Title II stocks in that country to help feed some, 300,000 of these refugees. We are also preparing to participate in an international relief effort being organized by the U.N. High Commissioner for Refugees.

As you have indicated, we have a continuing special interest in the relief and rehabilitation of the coastal areas of East Pakistan which were devastated by the cyclonic storm last November. In addition to our substantial PL-480 food grain assistance, much of which is still to be delivered, AID and a number of American voluntary agencies have extended help of various types for the rehabilitation of the cyclone affected area. Many of the programs contemplated were not able to get underway before civil strife broke out in East Pakistan. As soon as access can be gained to that area, we hope to resume the relief and rehabilitation programs already launched. We also hope to draw upon dollar and rupee funds that have been made available to initiate further programs in the area, on which negotiations have not yet been completed with the Government. Meanwhile, we are directing special attention toward getting food to the cyclone area as soon as the international relief effort in East Pakistan is launched.

Regarding military supply, our spokesmen have expressed our concern over the reported use of some American weapons in East Pakistan and we have done so privately to the Pakistanis as well. We have not funded the supply of arms to Pakistan since our military assistance program was terminated in 1965 and we have not sold any weapons to Pakistan since then. We have had a limited military sales program with Pakistan since 1967 for the supply of non-lethal equipment, and ammunition and spare parts for equipment previously supplied. We have been informed by the Department of Defense that no items under this sales program have been provided since the crisis began and that the question of military sales deliveries to Pakistan is being reviewed.

I enclose for your reference a compilation of statements on the East Pakistan situation made by the Department's spokesmen over the past two months. Also enclosed is a statement on the humanitarian relief efforts we are making, and are preparing to make, to assist the refugees from East Pakistan in India and the people in East Pakistan itself. I hope this information will be useful to you in understanding our position and the actions we have taken and plan to take with respect to the situation in East Pakistan.

Sincerely,
Christopher Van Hollen
Deputy Assistant Secretary
Bureau of Near Eastern and
South Asian Affairs.

Enclosures:

1. Compilation of statements
2. Statement on humanitarian relief efforts.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর কেনেডীর কাছে লিখিত পররাষ্ট্র দপ্তরের পত্রগুচ্ছ	সিনেট জুডিশিয়ারী কমিটির শরণার্থী উপকমিটির রিপোর্টঃ পরিশিষ্ট-৪	২৮ জুন, ১৯৭১

(Senate Judiciary Refugees Subcommittee Report Relief problems in East Pakistan and India: Appendix IV, June 28, 1971)

DEPARTMENT OF STATE,
Washington, D. C., April 20, 1971.

Hon. EDWARD M. KENNEDY, *Chairman,*
Sub-committee on Refugees
Committee on the Judiciary
U. S. Senate
Washington D. C.

DEAR SENATOR KENNEDY: The Secretary has asked me to reply to your letter of April 6, 1971 concerning the civil strife in East Pakistan and expressing your views on the position which the U. S. Government should assume toward the situation there.

We are prepared to share fully with you our information on the situation in East Pakistan. In that connection I am pleased that Deputy Assistant Secretary Christopher Van Hollen accompanied by Mr. Herbirt Rees of AID and Mr. Cleve Fuller of the Department discussed many aspects of the East Pakistan situation last week with Mr. Dale de Hanii and Mr. Jerry Tinker of the Committee staff. Assistant Secretary Sisco will be glad to give you any additional information you may desire.

As Mr. Van Hollen emphasized during that meeting, we share your concern about East Pakistan and have not been silent about the situation there. On a number of occasions since the military action began on March 25, the Department of State spokesman has underscored our concern about the death and destruction in the area, our willingness to assist the Government of Pakistan as part of an international humanitarian effort, and our hope for a political accommodation.

We have also expressed our concern over the use of American arms in East Pakistan, although, I should add, our information on the use of such arms is quite limited. It seems likely that arms acquired from a number of countries, including China the USSR, and the UK, also have been used. Since we placed an overall embargo on Map assistance to Pakistan in 1965, we have supplied no lethal end-items of military equipment to Pakistan. Last October we announced a onetime exception to sell to Pakistan a limited quantity of lethal arms. Nothing has been delivered following this decision nor is anything in the pipeline under this decision. Technical talks on the subject have not been held during the past six weeks. The matter is being kept under review.

In addition, we have a modest program of cash and credit sales to Pakistan of non-lethal military end-items as well as some spare parts and ammunition. We have been informed by the Department of Defense that none of these items has been provided to the

Pakistan Government or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25, 26, and nothing is presently scheduled for such delivery.

Like you, we have noted reports of imminent food shortages in East Pakistan and possible famine. We are watching this potential problem very closely. At last account, Pakistan Government stocks stood at 700,000 tons of food grains. or four months supply for the urban areas at normal rates of off take. Over 200,000 tons is enroute from various countries, including the U.S. A further 300,000 tons for U.S. grain has been authorized and will move as soon as conditions are created in East Pakistan where unloading and the movement of grains can take place. The problem at the moment is not supply but distribution. We, therefore, have been urging the Government of Pakistan to make every effort to the unloading of the grains and to open up distribution channels so that the food can be distributed promptly and equitably throughout East Pakistan. If future needs require, we would of course immediately consider additional PL-480 shipments.

At the time of Mr. Van Hollen's meeting, our information was that there had not been any substantial flow or refugees from East Pakistan into India. Since then, press reports indicate that the Pakistan Army has consolidated its position and moved closer to the Indian border. As a consequence, there has been an increased flow of refugees into India. We have asked the Government of India to give us up-to-date information about the situation and have reiterated our willingness to support any necessary relief effort on the part of international organizations such as the U.N. High Commissioner for Refugees, the League of Red Cross Societies, and the World Food Program.

In light of the possibly serious situation that may be developing in respect to a food shortage and also refugee requirements, there is an active and continuous inter-agency review of the need for relief in East Pakistan and for refugees. We are inventorying resources which we and other nations might draw on to meet these needs.

We have provided members of your staff with a compilation of the Department of State's Statements on East Pakistan a copy of which is enclosed. These relate to our concern over the situation there, our hope that the Pakistan Government will avail itself of international humanitarian offers of assistance, and our concern over the use of U.S. arms. We have also conveyed these concerns privately to the Government of Pakistan on a number of occasions, both here and in Islamabad, and will continue to do so.

We will give the East Pakistan situation our very closest attention and will also continue to remain in close touch with members of your staff on aspects of the situation in which you and your staff are interested.

Sincerely yours,

DAVID M. ABSHIRE.
Assistant Secretary for Congressional Relations.

Enclosure:
Press Spokesmen's Statements.

Department of State
Washington, D. C., May 10. 1971

Hon. Edward M. Kenedy.
Chairman, Subcommittee on Refugees
Committee on the Judiciary
U. S. Senate
Washington, D. C.

DEAR MR. CHAIRMAN: I want to bring you up to date on developments since my letter of April 20 which affect our mutual interest in helping to meet the humanitarian needs produced by the situation in East Pakistan. I am focusing primarily on emergency relief efforts for the growing number of refugees from East Pakistan in India.

East Pakistani Refugees in India

The refugee flow from East Pakistan to India has increased substantially in the past three weeks. The Government of India says the total is now 1.8 million. Although we have no exact figures, at least 526,000 are said to be in camps-most of them in West Bengal.

In a letter from India's UN Ambassador Sen to UN Secretary General U Thant. India on April 23 formally requested UN assistance for the refugees. The Secretary General has referred this request to the UN High Commissioner for Refugees Prince Sadruddin Aga Khan, who had sent a special three-man team to New Delhi May 5 to assess needs and develop a plan of international action. We have formally told both the Government of India and the High Commissioner that we will participate in an international relief effort for these refugees. We believe this relief effort should be truly international and non-political, with the international and voluntary agencies involved given facilities to make objective assessments of needs and reasonable inspections of the use of the relief supplies.

While this UNHCR effort is being organized, we have concurrently begun to provide emergency food assistance for 217,000 refugees in West Bengal. This assistance is being distributed by three American voluntary agencies already operating in India-CARE, Catholic Relief Services and Church World Service/Lutheran World Relief. These voluntary agencies are drawing on existing PL-150 Title II stocks in India, which are being replenished. Food will likely continue to be the most useful item we can supply in this situation, and we are taking steps to assure that additional food is available to meet expected requirements. All this food assistance will be provided as a part of the international relief program organized by the UN High Commissioner for Refugees. We have informed the Pakistan Government of the Title II assistance to the refugees and it has expressed no objection to American voluntary agencies engaging in the distribution of relief supplies to the refugees.

To date we have authorized up to $25 million in food and other assistance as our initial contribution to the international relief effort.

Representatives of American voluntary agencies who have visited some of the refugee camps report no serious food shortages as of that time, and no unusual evidence of disease.

such as cholera or smallpox. The flow of additional refugees may continue high, however, at least until the beginning of the monsoon in a few weeks, when both military operations and travel will become more difficult. For this reason, we have urged both the UNHCR and the Government of India to mount the international relief effort as quickly as possible. The World Food Program has responded by authorizing release to the Government of India for refugee feeding all their stocks in, India of non-fat dry milk and edible oil. With respect to wheat and rice, the Government has said that their stocks arc adequate and will be made available for the refugees, with the expectation that the supply will be replenished through the World Food Program.

Relief in East Pakistan

W[r]e continue to be seriously concerned about the situation arising from the civil disturbances and general disruption of life in East Pakistan. As you are aware, we have expressed this concern publicity on a number of occasions and privately to the Government of Pakistan, the United Nations, the governments of other interested countries, and American and international relief organizations. We have discussed humanitarian relief efforts with them all and have undertaken appropriate contingency planning.

In taking these initiatives and preparing contingency programs, we recognize that the problem is basically that of the Governments and people immediately concerned. Unless their resources are mobilized, those of the international community alone cannot meet the need.

To recapitulate what we have done to date, we have:

associated the U.S. Government with UN Secretary General U Thant's April 1 offer of international humanitarian relief for East Pakistan if requested by the Government of Pakistan.

expressed hope that the Government of Pakistan will avail itself of offers of assistance from the international community.

reviewed the food grain situation and future needs in East Pakistan and confirmed the assessment by the Pakistani authorities that the main short-term problem is improved internal distribution: alleviating port congestion; reestablishing inland transportation; and reviving public works projects to increase purchasing power.

conferred with the Pakistan central and provincial governments on how to overcome these distribution problems and how the U.S. Government, in concert with others, might be helpful.

indicated that we are ready to move, as soon as the local situation permits, to resume rehabilitation projects in the cyclone disaster area along the East Pakistan coast, where there is an especially urgent need for food supplies. We can draw on the $7.5 million in dollars and over $ 100 million in US-owned Pakistani currency made available by Congress for rehabilitation projects. We can also move forward an agreement to provide 150,000 tons of foodgrains for rehabilitation purposes in the cyclone disaster area.

Also held in readiness a further 170,000 tons of wheat, the balance from an earlier agreement for East Pakistan as a whole, to be shipped as soon as port and distribution facilities permit.

Though to date there has been no specific request from the Government of Pakistan for international relief assistance in East Pakistan, we have been informed that the Government would welcome such assistance. It is now in the process of compiling lists of supplies that may be needed in East Pakistan, and intends to approach friendly governments, in due course.

We will continue to keep in close touch with you and with your staff on the situation in East Pakistan and on the refugee problem.

Sincerely yours,

DAVID M. ABSHIRE,
Assistant Secretary, Congressional Relations.

DEPARTMENT OF STATE.
WASHINGTON D. C. JUNE 15, 1971.

HON. EDWARD M. KENNEDY, Chairman,
Subcommittee on Refugees
Committee on the Judiciary U. S. Senate.

DEAR MR CHAIRMAN: Thank you for your further letter, dated May 27, on the situation in East Pakistan and the heavy flow of refugees into India, and for the suggestions you have made for U. S. bilateral and multi-lateral action on these very pressing and serious problems.

At the out set, I wish to reassure you that the United States Government views, with the same compassion you do, the plight of the people in East Pakistan and the refugees in India. We have responded directly and in cooperation with other countries to the requirements of peace and humanitarian relief in this area. We shall continue to do so.

I am enclosing a Department of State Press Release of June 12 which sets forth our recent actions to support relief efforts for East Pakistan and for the refugees in India and which also describes the three basic elements of U. S. policy regarding the East Pakistan situation. It demonstrates that we have responded promptly and positively to the emergency needs of both countries when requested. The following additional comments bring our actions up to date and respond to specific points you have raised.

In your letter you speak first of the need for individual governments and the United Nations to encourage and facilitate a political accommodation in East Pakistan. We have been urging such an accommodation publicly, and privately in discussions with the Government of Pakistan and have noted that President Yahya, in his May 24 press conference in Karachi, affirmed his intention to return power to the elected representatives. While the United Nations, as you know cannot intervene in the political aspects of this

situation, its participation in the humanitarian relief efforts both in East Pakistan and in India could be helpful in promoting peace and conciliation in the area.

We also recognize the imperative need to them the flight of refugees into India and facilitate the return of those who have already fled from East Pakistan. We have discussed these issues as well with the Government of Pakistan and have been encouraged to note that it has publicly welcomed the return of the refugees has offered an amnesty, and is setting up reception centers along the border for the returnees. We are also pleased to note that, Prince Sadruddin Aga Khan the United Nations High Commissioner for Refugees, is visiting both Pakistan and India and that there are reports that first groups of refugees are returning to East Pakistan.

In the meantime we are giving high priority to emergency relief efforts in East Pakistan which you cite as your second suggestion. We agree that such a program is a necessary prelude for normalization of general economicassistance. Pakistan has sought assistance, as you state, in the form of food grains and water transport. Pending the launching of a coordinated international relief program under United Nations auspices, we have taken direct action relevant to these requirements as described in the enclosure. No request has yet been received from the Pakistan Government for medical supplies.

Thirdly you refer to diplomatic action to ameliorate the escalation of tensions between Pakistan and India. We have made and continue to make appropriate diplomatic representations to both the Governments, Urging them to exercise restraint towards each other in the present tense atmosphere.

Finally, with regard to the refugee relief problem in India, we have been responding promptly to meet the needs as they develop. There have been no delays in, our efforts which have been initiated within the framework of international assistance effort but on a preliminary basis while the effort was being formally organized. In the interim, we released Title II food stocks to various voluntary agencies operating in India for refugee feeding in mid-April. We have since extended our assistance to provide enough food to feed 1,250,000 refugees daily. Similarly, we have sent four C-130 aircraft to airlift refugees from Tripura to Assam and to bring relief supplies from Assam to Tripura in response to an Indian request which came to us through the United Nations High Commissioner for Refugees. The plains carried 1,000,000 doses of U. S. produced cholera vaccine to help combat the epidemic that has broken out among the refugees. In recognition of the continuing emergency. We have now authorized a further allocation for food and cash aid of $15 million bringing our total assistance to $17.5 million.

As you know, $500,000 of the $2.5 million initially allocated by the U. S. Government for refugee relief in India was allocated to the UNHCR immediately after the UN Secretary General's appeal was made. We will continue to assist the High Commissioner in funding some of his organization's activities and expenses but we will also continue to extend relief directly through U. S. voluntary agencies within the framework of the international program.

Likewise, in East Pakistan, we are extending assistance bilaterally, pending the organization of an international relief operation. Most importantly, we have offered the Government of Pakistan a grant of SI million to finance the chartering of coastal and river vessels to carry needed food and other relief supplies from the ports to inland distribution points. And we are prepared to move ahead quickly with more shipments of food grains when they can be received at the ports and utilized.

Responsive to the Pakistan Government's formal request to the U.N. for relief assistance on May 22, the Secretary General has sent a special envoy to Islamabad to arrange for the international effort. We understand that the necessary arrangements have been made and that a special U. N. representative is being stationed in Dacca to plan and coordinate international relief assistance.

Our purposes, like yours, arc to ensure effective relief for both the people of East Pakistan and the refugees who have fled to India. I wish to assure you that the United States Government is actively moving to employ all appropriate resources, both bilaterally and through international organizations to achieve these humanitarian purposes.

Recognizing your understandable and real interest in the refugee and relief situation in South Asia. We will continue to keep you advised of significant developments as .they occur.

Please continue to call on me whenever you believe we might be of assistance.

Sincerely yours,

DAVID M. ABSHIRS.
Assistant Secretary for Congressional Relations

Enclosure.
Press Release dated June 12.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সির রিপোর্ট (অংশ)	পররাষ্ট্র দপ্তর	২০ জুলাই, ১৯৭১

DEPARTMENT OF STATE
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Washington D.C. 20523

Disaster Memo. Number Three July 20, 1971

East Pakistan-Civil Strife and Cyclone Victims.

SITUATION IN EAST PAKISTAN

General. Pakistan refugees are reported crossing the border into India at a rate of about 50,000 per day. Total in India as of July 14, is approximately 6. 8 million. The return flow so far has been small about 50,000.

In his speech of June 28, President Yahya Khan of Pakistan reviewed the steps the GOP has planned designed to end the refugee flow and to encourage Pakistanis now in India to return: grant of amnesty; establishment of reception centers; guarantees for restitution of property; assurances of protection for returning Hindus (the vast majority of the refugees); agreement to UN presence; forthcoming appointment of senior civilian officials for refugee and relief programs.

North-western East Pakistan. A survey team report on a recent visit to the northwestern part of East Pakistan disclosed much dislocation of people had occurred as a result of villages having been burned and towns damaged. Acute depopulation was in evidence in Pabna, Bogra, Dinajpur and Paksi. An exception, however, was Rangpur, which had remained stable and had suffered little damage. Lack of authority at the local level in some of these towns has allowed traditional conflicts among groups with opposing political and religious views still to erupt. Almost none of the refugees who left this region have returned to their former homes. Normal rail and road transport routes are still disrupted. The important aman rice crop to be harvested in October/November is not expected to approach former productivity. If a large number of the displaced people do return, the food problem could become even more serious. The question has been raised, according to reports, whether insurgent groups might resist efforts to bring in food and make agricultural inputs that would normalize the situation in northwestern East Pakistan.

Schools for the most part have not been operating in the area and attendance was estimated at 5 to 10 per cent of normal. Few people were seen working in the fields. The restoration of rail and road routes are particularly important in northwestern East Pakistan where: many places are not accessible by river.

With regard to agricultural production, Dinajpur, Rangpur, Rajshahi, and Bogra are normally surplus areas. Pabna and Kushtia are normally deficit. Because the area normally surplus is now under populated, famine conditions are not expected to develop in this area, but the anticipated lower production will affect the total production levels in East Pakistan as a whole. Among the reasons for anticipated lower agriculture production are the in- ability to transport and distribute production inputs such as water, seeds, fertilizers and pesticides, and disruption of labor and credit. Following is the outlook for fall harvest by crops:

Aman-in Dinajpur may be as low as 10% of normal; in Rangpur it is expected to be about 80% of normal.

Jute-down 15%.

Boro (water-planted rice)-about normal.

Sugar-good but the ability of mills to process is in doubt due to labor shortages and destruction of one mill.

Russell S. McClure
Disaster Relief Coordinator

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্য মাইকেল হ্যারিংটনের পত্রের জবাব ও এতদসংক্রান্ত বিবৃতি	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	২৬ জুলাই, ১৯৭১

American Arms Shipments To Pakistan
DEPARTMENT OF STATE
Washington. D. C, July 21, 1971.

Hon. Michaej J. Harrington.
House of Representatives.
Washington. D. C.

Dear Mr. Harrington: The Secretary has asked me to reply to your letter of June 29 requesting a statement of our military supply policy toward Pakistan.

In view of the considerable public interest in this matter, and with the object of clarifying misunderstandings which have arisen, we have prepared the enclosed full statement of our, policy, including an explanation of the actions we have taken as a result of the outbreak of civil strife in East Pakistan. I wish to point out that our earlier statement on military supply policy referred to the suspension of deliveries by the Department of Defense after March 25, 1971, of military equipment from its stocks under the Foreign Military Sales program. While this covered many important supply items from a military point of view, including ammunition, it did not take account of FMS and commercially supplied items previously licensed and still in the pipeline. I wish to assure you, however, that there was no intention on the Department's part deliberately to conceal or mislead.

The enclosed statement provides a complete explanation of our position on this matter. I hope this information is helpful to you. Please continue to call on me whenever you believe we might be of assistance.

Sincerely yours,
David M. Abshire.
Assistant Secretary for congressional Relations.

Enclosure: Statement on Military Supply Policy.

July 1, 1971-Statement on U. S. Military Supply Policy for Pakistan

In 1965 when hostilities broke out between India and Pakistan, the United States placed an embargo on the supply of all military equipment to both countries. All grant assistance was terminated and none has been resumed except for modest military training programs.

In 1966 the embargo was modified to permit the sale to both countries of non-lethal and-items such as communications, medical and transportation equipment.

In 1967 the policy was further modified to permit the sale of ammunition and spare parts for those items of military equipment, such as aircraft and tanks, provided by the United States prior to the 1965 Indo-Pakistan conflict.. A one-time exception to the continuing embargo on lethal equipment was announced in October, 1970. This authorized the sale to Pakistan of 300 armored personnel carriers and about 20 aircraft.

This policy on military supply to Pakistan has been based on the judgment that it is desirable for the United States to continue to supply limited quantities of military items to Pakistan to enable us to maintain a constructive political relationship. We have also wanted to ensure that Pakistan is not compelled to rely exclusively on other sources of supply.

The Government of Pakistan purchases Munitions List items either through the Foreign Military Sales (FMS) program or commercially from the manufacturer or distributor. Items under the FMS program arc purchased either from stocks which are under direct Department of Defense control or from the Defense Department's commercial contractors. All equipment either obtained commercially or delivered under the FMS program to Pakistan Government representatives in the United States must be licensed for export by the State Department's Office of Munitions Control before it may be exported.

There are also items which are common to military as well as civilian use (such as certain automobile and truck spare parts) which are not on the Munitions List, but which may require a Department of Commerce license.

In light of the outbreak of fighting in East Pakistan on March 25-26, we have taken certain interim actions with regard to military supply for Pakistan. While no formal embargo was imposed, the following interim actions were taken in early April:

(A) A hold was put on delivery of FMS items from Department of Defense stocks; no such items have been released to Pakistan since then.

(B) The Department of State's Office of Munitions Control has suspended the issuance of new licenses and renewal of expired licenses (valid for one year) for items on the Munitions List-for either FMS or commercial sales.

(C) We have held in abeyance any action on the one-time exception arms supply offer announced last October; no item in that offer has been delivered to Pakistan or its agents, and nothing is scheduled for delivery.

By early April, when these interim actions were taken, the Government of Pakistan or its agents had obtained legal title to, and were in possession of, some items still physically in the United States. In addition DOD commercial contractors under the FMS program, and other commercial suppliers, continued to utilize valid licenses issued before the actions taken in early April. Some of these items, legally the property of the Government of Pakistan, have been shipped to Pakistan from U. S. ports and it is likely that additional military supplies, under valid licenses, will be shipped in the future.

Our overall military supply policy toward Pakistan continues under close review.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাংবাদিক সম্মেলন	সিনেটের কার্যবিবরণী	৫ আগস্ট, ১৯৭১

[President Nixons News Conference]

[From the New York Times, Aug. 5, 1971].

Washington, August 4- Following is the transcript of President Nixon's news conference today:

OPENING STATEMENT

Ladies and Gentlemen, I wanted to begin this with a brief resume of the conversation I have just had with the Secretary of State, because I know the subject will probably come up in any event.

This is regard to the Pakistan refugee situation, to recap what we have done. Insofar as the refugees, who are in India, are concerned, we have provided $70-million to date for the refugees, and we are prepared to provide more. That, incidentally, is more than all the rest of the nations of the world put together, so it is a substantial amount.

As far as those in East Pakistan themselves are concerned, whereas you know there are prospects of famine, in the event that the crop reports are as bad as they seem to be, at this time we have 360,000 tons of grain ready for shipment there. We have also allotted $3-million for the chartering ships for the purpose of getting the grain into the overcrowded ports.

As a further step, the Secretary of State has worked out, with my very strong approval, a plan to go to the United Nations next week to talk to the responsible and appropriate members of the United Nations, including the U. N. High Commissioner in that office, to see what additional steps can be taken on both fronts to help the refugees in India from East Pakistan, and also to help those who are in East Pakistan and are presently confronting famine situations.

With regard to a problem that was addressed by the House yesterday, we do not favor the idea that the United States should cut off economic assistance to Pakistan. To do so would simply aggravate the refugee problem because it would mean that the ability of the Government of Pakistan to work with the U. N., as it presently has indicated it is willing to do so in distributing the food supplies-its ability to create some stability would be seriously jeopardized.

We feel that the most constructive role we can play is to continue our economic assistance to west Pakistan and, thereby, to be able to influence the course of events in a way that will deal with the problem of hunger in East Pakistan, which would reduce the refugee flow into India and which will, we trust, in the future look toward a viable political settlement.

We are not going to engage in public pressure on the Government of West Pakistan. That would be totally counterproductive. These are matters that we will discuss only in private channels.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন আন্তঃএজেন্সী কমিটির শরণার্থী ত্রাণ সম্পর্কিত রিপোর্ট	পররাষ্ট্র দপ্তর	১৭ আগস্ট, ১৯৭১

INTER-AGENCY COMMITTEE ON PAKISTANI-REFUGEE RELIEF

Situation Report 10 August 17, 1971.

U. S. Voluntary: Agencies in Action

"Only one in ten or twenty families have a sleeping mat with them and one in thirty seem to have a metal tool of any kind. As though they were in permanent shock and walked out of a village to visit a neighbor and kept on going."

Thus an official of **Church World Service** described the condition of refugees he saw- arriving in India from Pakistan. The refugees now number more than 7.5 million. The Church World Service official was there to see how his group could help. Church World Service is one of 17 American voluntary' agencies which have committed $2.5 million in money, material or both to the world-wide effort to help the refugees.

Different relief agencies have focused on various needs. **CARE**, for example, has directed its efforts to food, shelter and sanitation. **CARE** quickly made available $ 480,000 to buy 12.000 tarpaulins-enough to shelter 180,000 people. CARE has also worked closely with the Indian Government's Ministry of Rehabilitation to distribute wheat and other foods.

The International Rescue Committee pays expenses so refugee doctors and teachers can assist other refugees in the camps. It is also assisting refugee artists and writers.

Three teams of **Medical Mission Sisters** work in the area near Rajibpur.

Catholic Relief Services (CRS) works through its counterpart and is providing food, medicines, medical equipment, and baby foods to care for well over 500,000 children and adults.

Church World Service, at the time of the epidemic, sent cholera vaccine, syringes for inoculations, water purification tablets, and money to buy tarpaulins for shelter. It is also helping to feed refugees and is supporting, along with the **Mennonite Central Committee** and **Lutheran World Relief**, the Christian Agency for Social Action (CASA) in India.

Lutheran World Relief is working with CASA in feeding and providing medical care and other refugee services. The Cooch Behar Refugee Service works directly with the Government of India and is supported by the Lutheran World Federation and other national Lutheran organizations.

The World Vision Relief Organization has begun several projects such as care for orphans, providing milk-saline solution to fight cholera, and giving tarpaulins for shelter.

Many other American agencies have also acted and all seventeen, with contribution totals and addresses, are listed at the end of this report.

The United States Government, through its Interagency Committee on Pakistani Refugee Relief, is working closely with the voluntary agencies. Six of these agencies American National Red Cross, CARE, Catholic Relief Services, Church World Service, Lutheran World Relief, Mennonite Central Committee are allowed duty-free entry for their goods into India under the Indo-American Agreement of 1951 and several other American voluntary agencies have sent their contributions through the facilities of these six.

The United States Government, through Title II of Public Law 480, is providing most of the foods distributed by the voluntary agencies. The initial feeding efforts of the refugees by the agencies began last Spring with PL 480 foods which the agencies had stocked in India for their school feeding, food for work and other on-going programs. These stocks are being depleted by the massive influx of refugees but will be replenished with new shipments by the United States Government.

Mr. Frank L. Kellogg, who, as Chairman of the Inter-agency Committee, coordinates the U.S. Government's relief effort for the refugees, has said of the voluntary groups; "Their efforts and their personal knowledge of conditions in India have made an invaluable contribution to this fight against famine, malnutrition and sickness. They add sickness. They add so the relief effort a personal, human touch for which there is no substitute in Government. "

Mr. Kollogg realizes that many Americans would like to help the refugees and suggests that the voluntary agencies are an excellent channel. Those who wish to help the East Pakistani refugees in India can best do so by sending cash contributions through one of the voluntary agencies listed below. Contributions are tax deductible.

American voluntary efforts are, of course, just a part of the world-wide effort to help the refugees. Total contributions from governments and private agencies are now about $151,000,000 of this, $70.5 million is from the U. S. Government. Still, the cost of caring for the refugees is estimated at $350 to $400 million for a six month period-with some $200 million expended so far. The major burden, in money and personnel effort, has fallen on India through its government and private agencies.

Frank L. Kellogg:
Chairman, Interagency Committee
on Pakistani Refugee Relief.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর রিপোর্ট (অংশ)	পররাষ্ট্র দপ্তর	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

DEPARTMENT OF STATE
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Washington D.C. 20523

August 23, 1971

Disaster Memo. Number Four
East Pakistan-Civil Strife and Cyclone Victims.

SITUATION SUMMARY

UN Relief Operations Role.

As reported previously, the Government of Pakistan on May 22, 1971, requested the United Nations to coordinate international relief in East Pakistan. The UN agreed to accept this responsibility and sent a special envoy, Ismat Kittani, to Pakistan to work out the framework for an international relief effort in cooperation with the Pakistan Government.

During the month of June, the UN assigned la number of personnel to help plan an effective UN-guided relief program. These included the appointments of Mr. Bahgat El- Tawil as special representative in charge of relief coordination in Dacca. Mr. Stephen R. Tripp as special headquarters coordinator to work with Mr. Kittani in New, York and Geneva, and Mr. Glen Haydon to work in Dacca for several weeks assisting Mr. El - Tawil in surveying relief requirements. It also included special teams from the World Health Organization, Food and Agriculture Organization, and the World Food Program to determine health and food needs. At the same time, UNICEF was formulating a special feeding program for mothers and children with Pakistan authorities, WFP. and WHO.

On July, 15, 1971, the UN issued a press release on its first comprehensive survey of initial relief requirements in East Pakistan. These are covered in a special section below. On August 11, the UN reported that it had completed its organizational staffing plan and that it was in the process of implementing Phase 1 of the plan. Phase 1 called for sending 38 people to work in East Pakistan. The UN indicated some of these people had already arrived and some were on the way.The rest of the positions were expected to be filled by the end of the month. This group of personnel included increased staffing for the Office of the Secretary-General's Representative in Dacca; an advisory team on agriculture, ports and water transport management, health and general relief problems; an operations unit, including four area coordinators; and an administrative unit, including finance, transport, and communications personnel.

The U.S. Government has pledged its full cooperation and support to the UN coordination of relief operations in East Pakistan.

Identification of Major Problems.

The most critical problem hampering the delivery of food and other supplies to disaster victims is 'that of the breakdown of transportation. This is the result of a severe shortage of coastal and river vessels and the destruction of rail and road facilities. There are additional problems to be solved. There is a great need (1) to improve the nutritional value of imported food, (2) to restore purchasing power in rural areas by reactivating the Taccaviloan system, cooperatives, and other work projects, (3) to increase input of seeds, fertilizers and equipment, and (4) to improve irrigation with emphasis on increasing the average area irrigated per pump. It has been estimated that for every ton of fertilizer not made available now, five tons of food-grain will have to be transported later.

Transport and Distribution-Recent Breakthroughs.

On July 26, it was reported that the Government of East Pakistan had submitted a utilization plan for coastal vessels. On July 28, information was received that the Governor had appointed a coordination committee for inland water transport. The purpose of this committee is to maximize the use of available water transport facilities of East Pakistan. The GOEP has established a headquarters station for water transport functions at Narayanganj with a regional office at Chittagong. These actions are expected to aid in the proper use and coordination of chartered foreign vessels and "minibulkers" for which the use has contributed $4 million under three agreements with the Government of Pakistan. Arrangements have already been made for leasing of 26 coasters exhausting this total of $4 million provided under these three agreements. The first coaster arrived in East Pakistan to begin relief operations on August 1, and eight others are scheduled to arrive before October 1. Total capacity of these nine vessels is 6,300 tons, and it is expected they will have 3 turn-rounds per month.

UNICEF reported that 24 of its vehicles had been returned the later pan of July in good condition. They had been commandeered by the Pakistan Army.

Refugees.

As of August 6, the Government of Pakistan estimated 107,098 refugees had returned from India to Pakistan. Of this number 25,006 returned through refugee reception centers and 82,092 through "unrecognized" routes. Of the total, some 35,000 are said to be non-Muslims. Since June 10, 29 refugee centers have been established in East Pakistan by the Government.

Economy.

The economy is recovering slowly from the effects of the civil strife which started March 11 and began subsiding in June. Most factories and mills have reopened but only about 50 per cent of the labor force has returned to work. Production stands at about 40 per cent of normal. In large cities about one-third of the commerce has been resumed. Agricultural yields are expected to decrease between 10-15 per cent. The entire economy is suffering from the breakdown of the transportation and communication systems. Until there is improvement in these areas the economy will remain strapped.

Agriculture.

Hundreds of thousands of farmers have left their lands, seriously disrupting farming operations in East Pakistan. This exodus of farmers has affected all border areas and even some internal areas, especially Khulna, Dinajpur. and. Rajshahi Districts.

A July 1971 USAID forecast on rice production for Fiscal Year 1972 is 9. 64 million tons 12 per cent below the record crop in FY 1970. Average grain production is 11 million tons per year. In addition an estimated 1.5 to 2 million tons should be imported to achieve 'normal" consumption levels. Because of the dislocation of the entire economy, production shortfall is expected to be 1.5 million tons, thus increasing the need for import to an estimated 3 million tons. The maximum import of food grains in any previous year was about 1.5 million tons in FY 1970.

It will take heroic, efforts to get that much moved through the system in FY 1972, considering the problems of transportation and distribution, but highest priority must be given to this task if severe food shortages are to be averted.

Special Report on the Situation on Bhola Island.

Subsequent to the above agricultural projection, two USAID representatives on July 24, reviewed agriculture and food distribution on Bhola Island. They found food distribution to be about half of the requirement but improving. They reported that prospects for rice production were better than expected because a large acreage (about 125,000 acres) of Aus rice had been planted and was now being harvested. The USAID representatives commented that although the food situation on Bhola appeared to be recovering from the effects of the November cyclone and March disturbances, it could not be assumed that the same conditions prevailed in other cyclone-affected areas. Bhola is more accessible in the monsoon season than other areas such as Manpura or other Islands.

*　　　*　　　*　　　*

Russell S. McClure
Disaster Relief Coordinator.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংগ্রেসের নিকট অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের আবেদনকারী বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সন	সিনেটের কার্যবিরণী	৬ অক্টোবর, ১৯৭১

OCTOBER 6,1971 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE S 16007

Presidential Statement.

1 am today requesting the Congress to appropriate additional funds to meet human needs in South Asia. The United States has been deeply concerned over the situation in South Asia both on humanitarian grounds and because of the implications for peace.

Recent events in East Pakistan, compounding the destruction from natural disasters, have led to widespread human suffering. Unchecked this situation could drift toward greater disaster in the form of famine or even war. It is a primary objective of the Administration to relieve suffering and help avert such a situation.

Acting on its mandate as the conscience of the world community, the United Nation, under the leadership of the Secretary General, has focused concern on the plight of those who are caught in this situation. Through its special missions in Dacca and New Delhi, the United Nations has also provided the operational framework for channeling relief supplies to the millions who need them both in India and in East Pakistan.

Many countries and private donors are responding to this enormous challenge. The United States has already provided substantial amounts of food and foreign exchange to support the programs of the United Nations in aid of the millions of refugees in India and the millions who could face starvation in East Pakistan.

But more needs to be done-by the United States and by other donors. The costs of dealing with this problem through this fiscal year are expected to be over a billion dollars, far beyond the means of India and Pakistan. The House of Representatives early recognized the need for unusual humanitarian relief for South Asia and on August 3, 1971, authorized $100 million in additional funds under the Foreign Assistance Act, that we be able to play our proper role. Since that time, however the magnitude of the need has ground. It is also important that we be able to play our proper role promptly if contingency in the relief operation arise.

I, therefore, urge that in addition to completing action on the House initiative, the Congress authorize and appropriate an additional sum of SI50 million for the relief and rehabilitation of refugees from East Pakistan and for humanitarian relief in East Pakistan under the Foreign Assistance Act. Together with food supplied under Public Law 480, these funds will enable us to do our share in mitigating the effects of this human crisis, and thus help avert the deeper tragedies that all too easily could follow.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র দপ্তর কর্মকর্তা কর্তৃক সিনেটর বার্চ বে'র পত্রের জবাব	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

S 16924 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE OCTOBER 27.1971

DEPARTMENT OF STATE

Washington, D. C., August 26, 1971.
Hon. Birch Bayh,
U.S. Senate,
Washington, D.C.

Dear Senator Bayh: The Secretary has asked me to reply to your letter of August 12 concerning United States policy in the current crisis in East Pakistan.

Your letter touches on numerous aspects of the crisis. The questions you raise are difficult ones reflecting the exceedingly complex and serious policy issues that are involved. I think you will agree that the answers are also difficult, for all of us, as this Government seeks to pursue policies that will preserve both our own interests and help make a contribution toward relieving the great humanitarian aspects of the crisis.

Our approach to this difficult situation from the outset has been essentially threefold. First, to alleviate the suffering of the millions of people caught up in this great human tragedy, we have been in the forefront of humanitarian relief efforts, on both sides of the border. We intend to continue that role. Secondly, because of the obvious dangers of conflict between India and Pakistan which would so drastically worsen this crisis, we have counseled restraint with both countries. We are continuing to do so. Thirdly, recognizing the essential need to focus on the root cause of the problem, we have urged the Government of Pakistan to move as quickly as it can with steps that will begin the urgent talk of a peaceful political accommodation. To the extent we can meaningfully contribute to this process, we will continue this effort.

We believe that this policy is the right one under the circumstances. We intend to persevere in the various efforts that make up this policy, conscious in doing so of both the limitations on what any outside power can do to influence the actions of sovereign powers in such a crisis and of the compulsions that rest on the entire world community to be responsive in a tragedy of such proportions and potential.

Let me now respond to your questions about the various elements that go into our policy.

There has been a widespread and erroneous belief that the United States has been a major supplier of arms to Pakistan since the critical days of March 1971. In fact, we have provided no lethal end-items of military equipment since our grant military program in

Pakistan was suspended (later terminated) in September 1965. Since that time Pakistan has obtained equipment from several suppliers, including China, the USSR, and France. We must assume that some of this equipment has been used in East Pakistan, as well as equipment that we previously supplied, but we have no way of knowing the proportions of use in the present crisis. We regret that U.S. equipment has been so used and have so advised the Government of Pakistan, which however sees itself as within its sovereign right in using its military forces to preserve its internal security as it sees best.

What we have sold to Pakistan since 1965 has been limited to a very large degree to such end items as transport and communications equipment and spare parts for previously supplied U.S. equipment. Some ammunition was also sold. After Fighting broke out in East Pakistan in late March of this year, we took action to suspend all further sale-except for those items in the pipeline where valid licenses were outstanding. What has gone to Pakistan since that time, under those valid licenses, has been almost entirely spare parts and, because many of the licenses either expired or were not utilized, has totaled no more than $3 to $4 million. No military ammunition has been involved. As of the present time what remains of the pipeline represents a Figure considerably less than $4 million, and this figure will continue to decline as the few remaining licenses are utilized or expire.

Thus what we are talking about is not only a small figure but one with little real military consequence in East Pakistan. We have not felt we should apply a full embargo on these remaining shipments because of our wish to avoid arbitrary actions with the Government of Pakistan that could limit the role we may be able to play in helping to restore peaceful conditions.

We have been similarly guided in our approach to economic aid. We have not provided any new bilateral economic aid (except for humanitarian assistance) since the fighting began, but we have felt that formally to terminate existing projects would not only be counterproductive for the flexibility we seek to retain in our overall relationship with Pakistan but would in the final analysis be detrimental to the people of Pakistan. This is the position of most, if not all, other aid donors to Pakistan As for the future we have said that we look forward to resuming our support for what was a promising development effort prior to the events in March, but that we could do so only in the context of a revised national development plan encompassing both wings. Any such revision by the Pakistan must obviously take full account of the current political situation. We do not believe this position differs materially from that of most other donors.

You refer to our role in humanitarian relief. There our purpose is clear and, we hope, unquestioned-to support as effectively and strongly as we can the efforts of the international community led by the United Nations to relieve human suffering and to prevent future famine. Both the President and the Secretary of State have made clear our determination to provide all-out support for this effort. In doing so it would be difficult to guarantee particularly under present conditions in East Pakistan, that our relief contributions will in every case be fully and effectively utilized, but we are reasonably confident that our contributions and those of others are in fact reaching the people concerned. That confidence will be strengthened as the United Nations establishes itself on the ground in East Pakistan an operation to which we are giving full and material support.

It is our strong hope and belief that as this U.N. led effort of relief and rehabilitation gets underway in East Pakistan it will help restore confidence among the people of East Pakistan, which in turn should contribute to conditions that will encourage a return flow of those refugees now in India. We are under no illusions on this score, however, since we recognize full well that there can be no significant return of the millions of refugees until there are political, economic and social condition in East Pakistan that will inspire confidence among the refugees themselves.

All of these issues relate to the two clearly fundamental points you raise in your letter, that is, the part we might be able to play to encourage reconciliation between the two wings of Pakistan and to contribute to the outlook for peace among the countries of South Asia. These purposes are fundamental to our policies in South Asia. We believe that any progress toward their accomplishment requires that we seek actively to maintain co-operative relationships with both India and Pakistan. We cannot dictate to either how they should solve their problems and we must recognize the limits on our influence. But we believe it is only through keeping a substantive relationship with each of them that we can be effective in counseling restraint and encouraging resolution of the great problems that have so often divided these two countries and endangered peace in the subcontinent.

I know that officers of the Department directly concerned would be happy to meet with you or your staff if you would want elaboration on any, of these points. Please feel free to call on us to this effect whenever the Department can be of help.

Sincerely yours,
Harrison M. Symmes,
Acting Assistant Secretary for
Congressional Relations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পাক-ভারত সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সবকিছু করবে’. রজার্স	দি স্টেটস্ ম্যান	১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

INDO-PAK WAR THREAT

U. S. A. WELL DO EVERYTHING TO STAY OUT: ROGERS

WASHINGTON, Nov. 13-The U. Secretary of State. Mr. William Rogers, said yesterday that in the event of hostilities between India and Pakistan the USA "will do everything we can to stay out", report AP and Reuter.

He told an annual meeting of the National Journalism Society that the USA has "no intention to get into any other war".

He said the USA had asked both sides to exercise maximum restraint. The USA was very concerned about the build-up of Military forces in the border areas in India and Pakistan, he added

................"We are apprehensive that these clashes (at the borders) might lead to the outbreak of hostilities in days ahead"

.... Mr. Rogers said that in 1965 the USA had not provided any substantial military assistance to either side. The USA was not supplying arms to either side now, he added.

He said that active consultations were under way with both countries at the present time.

Announcing the suspension of the sale of military spare parts to Pakistan, Mr. Rogers said the USA had explained previously to the Pakistan Government that such minor sales were causing serious problems here because of misunderstandings in India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট নিক্সন- এর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারের ৭ই ডিসেম্বর '৭১-এর সাংবাদিক সম্মেলন	সিনেটর কার্যবিবরণী	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

S 21012 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** December 9, 1971

[*Following are excerpts from* a background briefing for a news conference given on 7 December by Henry Kissinger, President Nixon's adviser on national security. Senator Barry Goldwater of Arizona obtained the transcript from the White House and inserted it in the Congressional Record on 9 December.]

INDIA-PAKISTAN

(Background briefing with Henry A. Kissinger)

.... Dr. Kissinger. I thought I would talk to you about how we have approached the problem in South Asia: What we have done and what has led to the number of pronouncements that have been made by official spokesmen at the U.N. in recent days.

I do not have any organized notes, so I am going to speak to you extemporaneously, and I may refer to an occasional paper just for accuracy in the question period.

First of all, let us get a number of things straight. There have been some comments that the administration is anti-Indian. This is totally inaccurate. India is a great country. It is the most populous free country. It is governed by democratic procedure.

Americans through all Administrations in the postwar period have felt a commitment to the progress and development of India, and the American people have contributed to this to the extent of $10 billion. Last year, in this Administration, India received from all sources $1.2 billion for development assistance, economic assistance, of which $700 million came from the United States in various forms. Therefore, we have a commitment to the progress and to the future of India, and we have always recognized that the success of India, and the Indian democratic experiment, would be of profound significance to many of the countries in the underdeveloped world.

Therefore, when we have differed with India, as we have in recent weeks we do so with great sadness and with great disappointments.

Now let me describe the situation as we saw it going back to March 25th . March 25th is, of course, the day when the central government of Pakistan decided to establish military rule in East Bengal and started the process which has led to the present situation.

The United States has never supported the particular action that let to this tragic series of events, and the United States has always recognized that this action had consequences which had a considerable impact on India. We have always recognized that the influx of refugees into India produced the danger of communal strife in a country always

precariously poised on the edge of communal strife. We have known that it is a strain on the already scarce economic resources of a country in the process of development.

Therefore, from the beginning the United States has played a very active role in attempting to ease the suffering of the refugees and the impact on India of the large influx of unexpected people. The United States position has been to attempt two efforts simultaneously: One, to ease the human suffering and to bring about the return of the refugees; and secondly, we have attempted to bring about a political resolution of the conflict which generated the refugees in the first place.

One of the difficulties has been that the time required to bring about a political evolution is somewhat longer than what is needed to be done immediately to bring about and easing of human suffering.

There were two aspects to the refugee problem; One, taking care of the refugees that were inside India; and secondly, to avert condition inside East Pakistan that would generate more refugees, particularly to ease famine conditions. We committed $90 million for the support of the refugees in India and $155 million to avert famine in East Pakistan, which is more than the rest of, the world has done combined.

I might add that the some; that have been devoted to averting famine in East Pakistan have been contributed at the specific request of the Indian Government, which was concerned that there would be another major outflow of refugees which would make their problem totally unmanageable.

The President has requested Congress, in the present AID appropriation, for an additional $250 million to continue this work, and this is in addition to food shipments which we were prepared to make. In other words, the United States has contributed $500 million for the relief of refugees and to ease suffering in India, and to prevent more refugees from coming into India.

The United States also financed the chartering of 26 vessels to increase their capacity to transport grain from ocean ports into the interior of East Pakistan........

Now, the United States did not condone what happened in March 1971: on the contrary, the United States has made no new development loans to Pakistan since March 1971.

Secondly, there has been a great deal of talk about military supplies to Pakistan. The fact of the matter is that immediately after the actions in East Pakistan at the end of March of this past Year, the United States suspended any new licenses. It stepped the shipment of all military supplies out of American depots or that were under American governmental control. The only arms that were continued to be shipped to Pakistan were arms on old licenses in commercial channels, and those were spare parts. There were no lethal end-items involved.

To give you a sense of the magnitude, the United States cut off $35 million worth of arms at the end of March of this year, or early April of this year, immediately after the actions in East Bengal, and continued to ship something less than $5 million worth; whereupon, all the remainder on the pipeline was cut off In other words, when one is

reading some of the commentaries, the impression is created that we were equipping four armored divisions. The fact of the matter is that $35 million worth of arms were cut off immediately, and the only thing that was continued to be shipped was something less than $5 million-I don't have the precise figure; I think it is between $4 and $5 million-of spare parts that were in commercial channels under existing licenses.

So I behave it is correct to say that the United States, by its actions, took a stand, staring in March of this year; and that the United States did indicate, through its performance, what evolution it wanted to take that the United States has made a greater contribution than the rest of the world combined to ease the suffering in India and Pakistan, but especially the suffering generated by the actions of the end of March.

Now, then, we come to the problem of political evolution. What has the United States done in this respect?

It is true the United States did not make any public declarations on its views of the evolution, because the United States wanted to use its influence with both Delhi and Islamabad to bring about a political settlement that would enable the refugees to return. At the request of the President, this was explained by me to the Indian Foreign Minister and to the Indian Prime Minister when I was in New Delhi in early July, and both indicated that they understood our decision in this respect and made no criticism of our decision.

They did make a criticism of the arms shipments. Secondly, we consistently used our influence that we gained in this manner to urge the Government of Pakistan in the direction of a political evolution. We urged the Government of Pakistan and they agreed that relief supplies be distributed by international agencies, in order to take away the criticism in East Pakistan that they might be used to strengthen the central authority, and the Government agreed that a timetable be established for returning Pakistan to civilian rule. That was supposed to be done by the end of December.

We urged a mutual withdrawal of troops from the border, and when India rejected this, we urged a unilateral withdrawal of Pakistan troops from the border, and that was accepted by Pakistan and never replied to by India.

We urged an amnesty for all refugees, and that was accepted.

Q. By whom ?

DR. KISSINGER. By Pakistan. There are no refugees from India in Pakistan.

We urged Pakistan to extend an amnesty to all refugees so that they could return without fear of reprisals.

We went further. We established contact with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year no fewer than eight such contacts took place.

We approached President Yahya Khan three times in order to begin negotiations with the Bangladesh people in Calcutta. The Government of Pakistan accepted. We were told by our contacts in Calcutta that the Indian Government discouraged such negotiations. In

other words, we attempted to promote a political settlement, and if I can sum up the difference that may have existed between us and the Government of India, it was this:

We told the Government of India on many occasions-the Secretary of State saw the Indian Ambassador 18 times; I saw him seven times since the end of August on behalf of the President. We all said that political autonomy for East Bengal was the inevitable outcome of a political evolution, and that we favoured it. The difference may have been that the Government of India wanted things so rapidly that it was no longer talking about political evolution, but about political collapse.

Without attempting to speculate on the motives of the Indian Government, the fact of the matter, as they presented themselves to us was as follows; We told the Indian Prime Minister when she was here of the Pakistan offer to withdraw their troops unilaterally from the border. There was no response.

We told the Indian Prime Minister when she was here that we would try to arrange negotiations between the Pakistanis and members of the Awami League, specifically approved by Mujibur, who is in prison. We told the Indian Ambassador shortly before his return to India that we were prepared even to discuss with them a political timetable, a precise timetable for the establishment of political autonomy in East Bengal. That conversation was held on November 19th . On November 22nd , military action started in East Bengal.

We told the Pakistan Foreign Secretary when he was here that it was desirable on November 15th; that we thought it was time for Pakistan to develop a maximum program. He said he could not give us an answer until the week of November 22nd when he would return to his country. He also pointed out to us that there would be a return to civilian rule at the end of December, at which time it might be easier to bring about such matters as the release of Mujibur, whose imprisonment had occurred under military rule.

This information was transmitted, and military action, nevertheless, started during the week of November 22nd . So when we say that there was no need for military action, we do not say that India did not suffer. We do not say that we are unsympathetic to India's problems or that we do not value India.

This country, which in many respects has had a love affair with India, can only, with enormous pain, accept the fact that military action was taken in our view without adequate cause, and if we express this opinion in the United Nations, we do not do so because: we want to support one particular point of view on the subcontinent, or because we want to forego our friendship with what will always be one of the great countries in the world; but because we believe that if, as some of the phrases go, the right of military attack is determined by arithmetic, if political wisdom consists of saying the attacker has 500 million, and the defender has 100 million, and, therefore, the United States must always be on the side of the numerically stronger, then we are creating a situation where, in the foreseeable future, we will have international anarchy, and where the period of peace, which is the greatest desire for the President to establish, will be jeopardized; not at first for Americans, necessarily, but for peoples all over the world.

I have taken the liberty of coming in here to explain our point of view. You can see the necessity for a background basis, because there have been misconceptions of what we have done and of our motives. I have given you extemporaneously this brief sketch, and now I will be glad to answer any questions, or to go into more detail.

Q. Why was the first semi-public explanation of the American position one of condemning India, and why this belated explanation that you are now giving? The perception of the world is that the United States regards India as an aggressor; that it is anti-India, and you make a fairly persuasive case here that that is not the case. So why this late date?

DR. KISSINGER. This is the highest praise I have ever had from Peter Lisagor. (Laughter)

We were reluctant to believe for a long time that the matter had come down to a naked recourse to force, and we were attempting for the first two weeks of the military operations to see what could be done to quiet it through personal diplomacy conducted by the Department of State.

We made two appeals to the Indian Prime Minister. We appealed also to the Pakistan President, and we appealed also to the Soviet Union!

Now, then, on Friday the situation burst into full-blown war and it was decided to put the facts before the public. Now, I cannot, of course, accept the characterization that you made of the way these facts were put forward; that, they were put forward as anti-Indian.

Q. I said the perception of the world public was that the United States was anti-Indian because of the nature of that first background briefing at the State Department on Friday.

DR. KISSINGER. We are opposed to the use of military force in this crisis, and we do not believe that it was necessary to engage in military action. We believe that what started as a tragedy in East Bengal is now becoming an attempt to dismember a sovereign state and a member of the United Nations.

So the view that was expressed on Saturday is not inconsistent with the view that is expressed today. What was done today is an explanation of the background that led to the statement on Saturday, and it might have been better if we had put the whole case forward.

Q. If I understand what you said, you said prior to the outbreak of full-scale hostilities between India and Pakistan that the Pakistani Government had assured the United States that it was going to take a number of steps, including return to civilian rule by the end of this month, to enter into negotiations with the Bangladesh representatives operating in Calcutta, to withdraw its troops from the borders unilaterally. Do you know at this point whether any of those commitments by the Pakistani Government still stand? If the war can be stopped some way, are they still willing to do all those things?

DR. KISSINGER. In fairness, let me put these into perspective these various things.

The unilateral withdrawal, that was without any qualifications. The willingness to talk to the Bangladesh people involved a disagreement between the Indians and the Bangladesh on the one side, and the Pakistanis on the other. The Indians took the view that the negotiations had to begin with Mujibur, who was in prison.

What we attempted to promote was a negotiation with Bangladesh people who were not in prison, and who were in Calcutta. The Pakistanis said they would talk only to those Bangladesh people who were not charged with any particular crime in Pakistan, and I don't know whom that would have excluded.

But I think that part, of it wa£ not the breakdown. What created the major difference between us-not us so much, because we were not a party; we were just transmitting information-between those who wanted to get negotiations started and the Indian side, was that the Indians took the view that the negotiations had to begin with Mujibur.

Let me go off the record here for a minute.

We took the view that once negotiations started, the release of Mujibur would be an inevitable consequence after some period of time, and, therefore, we felt that the most important thing was to get the negotiations started.

This part I consider off the record. It is supply for your understanding. I think it is safe to say the Indian side wanted a maximum of rapidity, and perhaps more speed than the Pakistan political process would stand. We were urging movement at the greatest speed that the Pakistan political process could stand. We felt that one way to resolve this would be for the Indians to give us a time-table of what they would consider a reasonable time-table, and this was raised fust when I was there in the summer, and received no clear reply. It was raised again with the Indian Ambassador just before he left, and it was not answered.

So wc never got a concrete expression of what the difference in time was. They knew that we believed that political autonomy was the logical outcome of a negotiation. Do these offers still stand? I don'ts know,. (End off the record.)

We would be prepared, certainly from our side, if the fighting stopped and there were a withdrawal of forces, if anything, to redouble our efforts to move matters in the direction in which I have indicated.

Q. Is it a fact that two other factors that you did not deal with in your opening remarks here were also major causes in your and the President accepting India as an aggressor-that is, accusing India as an aggressor-the fact that (1) to do otherwise might lead to a collapse of the President's trip to China and the often stated in print personal preference of the President and you for General Khan over what were considered to be the unrealistic leaders in New Delhi?

DR. KISSINGER. With respect to the first question, we do not have the impression that the Peoples Republic of China considers agreement with us a prerequisite for a successful visit on other issues in the United Nations, and, therefore, we do not consider that the People Republic of China has a veto over our policies.

In short, our policy has been consistent. We have told the Indian Government all summer long that we want or favored political evolution leading toward autonomy; and secondly, that we were opposed to the use of military force, and we did this quite independent of what the Chinese views might be. We had no advance information of what position the Chinese would take at the United Nations, and we operated quite independently.

Secondly, speaking first about myself, the first time I visited the Indian subcontinent I was the subject, in 1962, as can easily be checked in newspaper files, to the most violent newspaper criticisms in Pakistan' for my allegedly Harvard produced preference for Indians, and so much so that I even suggested that I might cancel my visit to Pakistan.

There is no personal preference on my part for Pakistan, and the views that I expressed at the beginning, of the American position-that is, about the crucial importance of India as a country in the world and in the subcontinent-have always been strongly held by me, and I, therefore, enthusiastically support those as an expression of bipartisan American policy in the postwar period.

As for the President, I was not aware of his preference for Pakistan leaders over Indian leaders, and I, therefore, asked him this morning what this might be based on. He pointed out-as you know, I was not acquainted with the President before his present position-but he pointed out to me that on his trip in 1967, he was received very warmly by the Prime Minister and by the President of India; that the reports that he was snubbed at any point are without any foundation, and that in any event, the warmth of the reception that we extended to the Indian Prime Minister two weeks before the attacks on Pakistan started should make clear what enormous value we attach to Indian friendship.

While I can understand that there can be sincere differences of opinion about the wise course to take. I do not think we do ourselves any justice if we ascribe policies to the personal pique of individuals. Besides, the charge of aggression was not made in this building in the first place.

Q. Was there a failure of understanding between the President and the Prime Minister when she was here last month; a failure of understanding of what this country wanted and what she was planning to do?

Dr. KISSINGER. We explained to the Indian leaders, the President did and so did the Secretary of State, exactly what our position was. We pointed out the offers that had been made. We were not given any reply to the offers, and we were not given the slightest inkling that such a military operation was in any way imminent; indeed, in the interval between her departure and the beginning of military operations, we did three things:

One, we attempted to promote these negotiations between the government in Islamabad and Bangladesh representatives approved by Mujibur. We did not get the agreement of the government in Islamabad, at the time the war had broken out, to that procedure. I am just saying what we were trying to do.

Secondly, we urged very strenuously on the Pakistan Foreign Secretary when he was here that the greatest possible number of concessions that could be make were urgently

required and we were promised an answer, as it turned out, for the week that the military attacks took place.

Thirdly, and I did not mention this before, we had the approval of the Government of Pakistan to establish contact with Mujibur through his defense lawyer. All of these facts were communicated to the Indian Government, and nevertheless, military attacks took place.

Q. Dr. Kissinger, I would like to ask you a clarifying question about some thing you said just a moment ago.

You said that the charge of aggression was not made in this building. Two questions about that. One,—

Dr. KISSINGER. We do not disagree with it, but it was in reference to a point that the President and I have an anti-Indian bias.

Q. Does this carry the implication that you are putting the responsibility for that original charge of aggression on the State Department? That is my first question.

Dr. KISSINGER. No. There is a united governmental view on it.

Q. Secondly, I am still trying to clarify the question in Mr. Lisagor's mind and others, Mr. Ziegler did say in Florida on Saturday that India had engaged in a massive military action and he used the word "massive" which sounds like this building to us.

Dr. KISSINGER. Sounds like a what?

Q. Like a charge of aggression from this building, to me, at least.

Dr. KISSINGER. We don't disagree with it. I was trying to explain that this was not a personal idiosyncrasy. The phrase "massive military action" that Ron Ziegler used was a quote from an official Indian statement saying, that massive military operations have begun in East Pakistan and Ron was simply referring to the quote from the Indian officials' statement.

Q. Dr. Kissinger, would you clarify the situation on the negotiations between the Islamabad Government and Bangladesh? How much did they agree to do? I seem to be totally confused on what you said. Did the Government agree to negotiate with Bangladesh representatives approved by Mujibur?

Dr. KISSINGER. No. That was a point which we were still trying to get accomplished. They had said they would consider it. They had agreed to talk to Bangladesh representatives.

Q. Why, then, were you so certain that the results of these negotiations for which apparently you had no assurances would end in autonomy?

Dr. KISSINGER. Wait a minute. We had assurances for negotiations between the Bangladesh people and Islamabad. We did not have assurances yet that Mujibur would select the negotiator.

Q. What, then, was the basis of your belief that the result of these negotiations would in fact be autonomy for East Pakistan?

Dr. KISSINGER. I did not say that this would in fact be the case. I said that we had said we would support this, that we would use our influence in Pakistan to help bring this about and that we were willing to listen to a specific time-table.

Q. I thought you said that-

Dr. KISSINGER. I said it was our personal judgment; that could not be proved, and it was off the record, that it was likely that once negotiations started and were showing some progress that it would lead to the release of Mujibur, but we don't insist on this.

Q. I thought you said it was inevitable.

Dr. KISSINGER. I said off the record, that it was our judgment that the inevitable outcome would be political autonomy for East Pakistan and we had talked in this sense to the Government of Pakistan and they had in fact proclaimed that they were prepared to grant political autonomy for everything but foreign policy, defense, and currency, I believe.

Q. We have been very much involved in the negotiations, from what you say.

Dr. KISSINGER. Not on substance.

Q. Not on substance? Autonomy for East Pakistan, *et cetra?*

Dr. KISSINGER. Well, the negotiations had never, in fact, started.

Q. Well, in arranging them. The question I really have is: Today there is a report that Yahya Khan has called for assistance from East Pakistan in forming a coalition government. Is this in accordance with the path we were following and our goals? Did we approve this and is it encouraging in any way?

Dr. KISSINGER. We cannot accept the position that we are responsible for every detail of this negotiation. We, in general, have encouraged the return to civilian government. I do not want to go into the details of the political moves that are now being made. We were not in the position where we were taking responsibility, as a country, for every move in this negotiation. I was simply trying to explain; one, that we did show humanitarian concern, two, that we did take action at the end of March with respect to the East Bengal situation, three, that we did try to bring about the political conditions in East Pakistan that would make it possible for refugees to return.

The details of the negotiations would have had to be between Islamabad and the Bangladesh and whether one particular government or another is the right mix is a detail into which we cannot go, particularly since I have not studied this now.

Q. May I follow that up? Were we then actually attempting to play the same role in South Asia as we have attempted to play in the Middle East, that of an honest broker? Is that what you are telling us?

Dr. KISSINGER. We were attempting to promote a political evolution which would make recourse to war unnecessary. We recognized that India had a major problem. We recognized that the conditions in East Bengal made it difficult for the refugees to return and we tried for humanitarian and other reasons and in order to preserve the peace, to bring about a humane and peaceful solution.

What we are saying now and whit we said on Saturday was that the peaceful means had not been exhausted and that in the circumstances that existed on November 22 and November 29, the use of military force was not justified. That is the basis for our position and that has nothing to do with any preference for one country or another. It has to do with the impact on the peace of the world of such matters.

Q. Is it your judgment that the Indians were never interested solely in political autonomy for Bangladesh, but wanted this—

Dr. KISSINGER. I cannot speculate on this. We have certainly told them from the beginning what we were willing to do and I don't want to speculate on that.

Q. Regardless of who was to blame for the breakdown in negotiations you referred to, do you and the President feel personally that India is the sole aggressor in the current outbreak of hostilities?

Dr. KISSINGER. I can only repeat-I don't want to use emotionally charged words-we are saying that military action was not justified. We are saying that there should be a cease-fire and a withdrawal of forces, after which the political evolution which we have described should be addressed with even greater vigor than before.

Q. Henry, what explanation, if any, have we received in the United States from India as to why it did resort to military action?

Dr. KISSINGER. We have received no explanation.

Q. Henry, in the beginning you talked about using our political influence with the Pakistanis as one of the reasons why we did not do anything in public; we were working privately. Can you give us any concrete illustration of where that private political influence was successful, other than promises which were either not kept or impossible to keep because of the problem that occurred subsequently?

Dr. KISSINGER. Now, wait a minute, we are not talking about promises that We..... kept. Let me mention a few of the ... that had been accomplished since May, ... The fact that all of the relief supplies, the relief supplies in East Pakistan, were distributed through international agencies; the announcement of a time-table for the return to civilian rule; the replacement of the military governor who had been in charge at the time that the Pakistan Army moved in at the end of March; the replacement of that military governor in East Pakistan and the establishment of a civilian governor; the declaration of amnesty; the willingness to talk to Bangladesh representative, even if there might have been some dispute about who they were, it never even reached that point because the thing aborted before candidates for the negotiations were ever presented by the Bangladesh people or rejected by the Pakistanis. They never rejected anybody. The

willingness to let us establish contact with Mujibur by talking to his defense attorney; the indication that substantial political autonomy would be granted to East Pakistan- all of these, I am not saying they did them only because we urged them, but it is true that they were always done after we urged them.

But I don't want to speak for the Pakistan Government and claim that everything they did was as a result of our urging, but all of these action I have mentioned occurred after we recommended them.

Q. Do you feel that Madam Gandhi betrayed us?

Dr. KISSINGER I would not use such words.

Q. Did she give any indication that she would seek a peaceful solution and instead do something else?

Dr. KISSINGER. All I can say is we had no reason to believe that military action was that imminent and that we did not have some time to begin to work on a peaceful resolution.

Let me make it clear, we recognize that there was not an unlimited period of time, but it seemed to us that either they could have given us a timetable or one could have waited for the return to civilian rule which was only three week away, to see whether that would bring about a change in the situation by bringing to the forefront individuals less intimately connected with the events that brought about the difficulties.

Q. Henry, you said earlier that we have had contact with the Soviet Union, consultations with them on the problems there. Were they aware of our actions and the progress and the hopeful circumstances as time went along, from March up until the shooting started Friday?

Dr. KISSINGER. I think they were generally aware.

Q. Were they kept aware?

Dr. KISSINGER. Well, maybe not of every last move, but I think they were aware of our general approach.

Q. What was their attitude as far as it was given to us, can you tell us?

Dr. KISSINGER. They took a formal "hands-off' attitude which may or may not have had the practical consequence of at least not discouraging what happened.

Q. What impact do you think the crisis will have on our relations with the Soviet Union now? Do you think it might have an impact on the President's trip to Moscow, for example?

Dr. KISSINGER. We believe that the basis of a peaceful evolution with the Soviet Union requires that both countries exercise great restraint in the many crisis areas around the world and that they both subordinate short-term advantages to the long-term interests of peace.

We certainly are making a great effort. We may not always succeed but we are making an effort to approach problems everywhere, including in South Asia, with this attitude. As I have pointed out in innumerable backgrounders, the attempt to achieve unilateral advantage sooner or later will lead to an escalation of tensions which must jeopardize the prospects of relaxation. We hope that the Soviet Union will use its undoubted influence to approach problems in the sub-continent in the same spirit and not to jeopardize the very hopeful evolution that has started by a short-term approach, but we are still waiting to see. We have no judgment yet.

Q. Is it a proper role for a great nation which has maintained a posture of impartiality in South Asia for about 25 years now to take a side or to appear to take a side in this present crisis?

Dr. KISSINGER. Well, we have attempted to alleviate the suffering and we have attempted to be true to our principles of giving people an opportunity to determine their political future, but we have not done it in a pressing way. We have done it in an attempt to preserve the peace with the approval of both sides. With respect to the immediate issue which is before the United Nations, we have an obligation to make clear for the sake of peace that we do not favor recourse to military forces as a member of the United Nations, and as one of the principal countries in the world.

So, you have to separate, Peter, our attitude towards the overall problem from our attitude towards the immediate problem. On the immediate problem the facts are that, one, the vote in the Security Council has been 11 to 2. There were only two countries against our position-the Soviet Union and Poland. Eleven other countries supported our position. It is not our position. It is not a quarrel between us and India. It is our attempt to make clear to the world community that we do stand for a peaceful resolution of disputes, and it would be wrong to say one side hits 600 million, and whoever has the power to settle disputes by force should do it. That would lead to international anarchy.

So what was said on Saturday refers to the military actions that are no taking place, and what was said today was to put our overall attitude in its right perspective...

The Press, thank you.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশান গ্রুপের ৩,৪ ও ৬ ডিসেম্বর '৭১-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণী	নিউইয়র্ক টাইমস্‌	৫-৬ জানুয়ারি, ১৯৭২

TEXT OF SECRET DOCUMENTS ON TOP-LEVEL US DISCUSSIONS OF INDIAN-PAKISTANI WAR 1971.

Special to The New York Times.

WASHINGTON, Jan.-Following are the texts of three secret documents made public today by the columnist Jack Anderson describing meetings of the national Security Council's Washington Special Action Group on the crisis between India and Pakistan:

MEMO ON DEC. 3 MEETING
Secret Sensitive.
Assistant Secretary of Defense.

WASHINGTON, DC 20301.

International Security Affairs.
Refer to: 1-29643/71 Memorandum for Record.

SUBJECT
WSAG meeting on India/Pakistan.

PARTICIPANTS

Assistant to the President for national security affairs- Henry A. Kissinger.
Under Secretary of State John N. Irwin.
Deputy Secretary of Defense- David Packard.
Director-General Intelligence Agency- Richard M. Helms.
Deputy Administrator (AID)- Maurice J. Williams.
Chairman, Joint Chiefs of Staff- Adm. Thomas H. Moorer.
Assistant Secretary of State (NEEAR)- Jesoph J. Sisco.
Assistant Secretary of Defense (ISA)-G. Warren Nutter.
Principal Deputy Assistant Secretary of Defense (ISA)- Armistead I, Selden Jr. Assistant Administrator (AID)/NESA)- Donald G. MacDonald.

TIME AND PLACE

3 December 1971, 1100 hours. Situation Room, White House.

Summery

Received conflicting reports about major actions in the west wing. CIA we are not being tough enough on India. He has just called me again. He, The President orders hold on issuance of additional irrevocable letters or credit involving $99 million, and a hold on further action implementing the $72 million PL 480 credit. Convening of Security Council meeting planned contingent on discussion with Pak Ambassador this afternoon plus further clarification of actual situation in West Pakistan. Kissinger asked for clarification of secret special interpretation of March, 1959, bilateral US agreement with Pakistan.

Kissinger: I am getting hell every half-hour from the President that we are not being tough enough on India. He has just called me again. He does not believe we are carrying out his wishes. He wants to tilt in favor of Pakistan. He feels everything we do comes out otherwise.

Helms: Concerning the reported action in the West Wing, there are conflicting reports from both sides and the only common ground is the Pak attacks on the Amritsar, Pathankot and Srinagar airports. The Pak say the Indian are attacking all along the border; but the Indian officials say this is a lie. In the East wing the action is becoming larger and the Paks claim there are now seven separate fronts involved.

Kissinger: Are the Indian seizing territory?

Helms: Yes, small bits of territory, definitely.

Sisco: It would help if you would provide a map with a shading of the areas occupied by India. What is happening in the West. Is a full-scale attack likely?

Moorer: The present pattern is puzzling in that the Paks have only struck at three small airfields which do not house significant numbers of Indian combat aircraft.

Helms: Mrs. Gandhi's speech at 1. 30 may well announce recognition of Bangladesh.

Moorer: The Pak attack is not credible. It has been made during late afternoon, which doesn't make sense. We do not seem to have sufficient facts on this yet.

Kissinger: Is it possible that the Indians attacked first and the Paks simply did what they could before dark in response?

Moorer: This is certainly possible.

Kissinger: The President wants no more irrevocable letters of credit issued under the $ 99 million credit. He wants the $ 72 million PL-480 credit also held.

Williams: World will soon get around when we do this. Does the President understand that?

Kissinger: That is his order, but I will check with the President again. If asked, we can say we are reviewing our whole economic programme and that the granting of fresh aid is being suspended in view of conditions on the subcontinent. The next issue is the UN.

Irwin: The Secretary is calling in the Pak Ambassador this afternoon, and the Secretary leans toward making a US move in the UN soon.

Kissinger: The President is in favor of this as soon as we have some confirmation of this large-scale new action. If the UN can't operate in this kind of situation effectively, its utility has come to an end and it is useless to think of UN guarantees in the Middle East

.

Sisco: We will have a recommendation for you this afternoon, after the meeting with the Ambassador. In order to give the Ambassador time to wire home, we could tentatively plan to convene the Security Council tomorrow.

Kissinger: We have to take action. The President is blaming me, but you, people are in the clear.

Sisco: That's ideal!

Kissinger: The earlier draft for Bush is too even-handed.

Sisco: To recapitulate, after we have seen the Pak Ambassador, the Secretary will report to you. We will update the draft speech for Bush.

Kissinger: We can say we favor political accommodation but the real job of the Security Council is to prevent military action.

Sisco: We have never had a reply either from Kosygin or Mrs. Gandhi.

Williams: Are we to take economic steps with Pakistan also?

Kissinger: Wait until I talk with the President. He hasn't addressed this problem in connection with Pakistan yet.

Sisco: If we act on the Indian side, we can say we are keeping the Pakistan situation under review.

Kissinger: It's hard to till toward Pakistan if we have to match every Indian step with a Pakistan step If you wait until Monday, I can get a Presidential decision.

Packard: It should be easy for us to inform the banks involved to defer action inasmuch as we are so near the weekend.

Kissinger: We need a WSAG in the morning. We need to think about our treaty obligations. I remember a letter or memo interpreting our existing treaty with a special India tilt when I visited Pakistan in January 19621 was briefed on a secret document or oral understanding about contingencies arising in other than the SEATO context. Perhaps it was a Presidential letter. This was a special interpretation of the March 1959 bilateral agreement.

Prepared by:
(Signed initials).
James M. Noyes.
Deputy Assistant Secretary for Near Eastern, African and South
Asigan Affairs Approved:
(Illegible signature).

For G. Warren Nutter, Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs.

Distribution: Secdef, Depsecdef, CJCS, ASD (ISA), PDASD (ISA), DASD: NEASA & PPNSCA, Dep Dir: NSCC & PPNSCA, CSD files, R & C files, NESA.

ACCOUNT OF DEC. 4 MEETING
Covering Memorandum.
THE JOINT CHIEFS OF

STAFF WASHINGTON. DC 20301.
Secret Sensitive.

Memorandum for:
Chief of Staff, US Army.
Chief of Staff, US Air Force.
Chief of Naval Operations.
Commandant of the Marine Corps.

SUBJECT
Washington Special Action Group meeting on Indo/Pakistan hostilities;
4 December 1971.

1. Attached for your information is a memorandum for record concerning subject meeting.
2. In view of the sensitivity of information in the NSC system and the detailed nature of this memorandum, it is requested that access to it be limited to a strict need-to-know basis.

For the Chairman, JCS:
A. K. Knoizen
Captain, US Navy.

Executive assistant to the Chairman, Joint Chiefs of Staff.
REPORT ON THE MEETING

Secret Sensitive.

THE JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, DC 20301.

5 December 1971.
SUBJECT

Washington Special Action Group meeting on Indo-Pakistan hostilities; 4 December 1971.

1. The NSC Washington Special Action Group met in the Situation Room, the White House, at 1100, Saturday, 4 December, to consider the Indo-Pakistan situation. The meeting was chaired by Dr. Kissinger.

2. Attendees

A. Principals:
Dr. Henry Kissinger
Dr. John Hannah, AID
Mr. Richard Helms, CIA
Dr. G. Warrant Nutter, Defense Admiral Elmo Zumwelt, JCS
Mr. Christopher Van Hollen, State

B. Others:
Mr. James Noyes, Defense
Mr. Armistead Selden, Defense
Rear Adm. Robert Welander OJCS
Capt. Howard Kay, OJCS
Mr. Harold Saunders, NSC
Col. Richard Kennedy, NSC
Mr. Samuel Hoskanson, NSC
Mr. Sonald MacDonald. AID
Mr. John Waller, CIA
Mr. Sameul De Palma, State
Mr. David Schneider, State

3. Summary. It was decided that the US would request an immediate meeting of the Security Council. The US resolution would be introduced in a speech by Ambassador Bush as soon as possible. The USG-UN approach would be lilted toward the Paks, Economic aid for Pakistan currently in effect will not be terminated. No requirements were levied on the JSC.

4. Mr. Helms opened the meeting by indicating that the Indians were currently engaged in a no holds barred attack of East Pakistan and that they had crossed the border on all sides this morning. While Indian had attacked eight Pak airfields there were still no indications of any ground attacks in the West Although not decreeing a formal declaration of war President Yahya has stated that 'the final war with India is upon us lo which Mrs. Gandhi

has responded that the Pak announcement of war constituted the ultimate folly. The Indians, however, had made it a point not to declare war. The Indian attacks have hit a major POL area in Karachi resulting in a major fire which will likely be blazing for a considerable length of time thus providing a fine target for the India air force. Mr. Helms indicated that the Soviet assessment is that there is not much chance of a great power confrontation in the current crisis.

5. Dr. Kissinger remarked that if the Indians have announced a full scale invasion this fact must be reflected in our UN statement.

6. Mr. Helms indicated that we do not know who started the current action nor do we know why the Paks hit the four small airfields yesterday.

7. Dr. Kissinger requested that by Monday the CIA prepare account of who did what to whom and when.

8. Mr. De Palma suggested that if we refer to the India declaration in our discussion in the UN that we almost certainly will have to refer to remarks by Yahya.

9. Dr. Kissinger replied that he was under specific instructions from the President and either someone in the bureaucracy would have to prepare statement along the lines indicated of that it would be done in the White House.

10. Mr. Helms referred to the 'no holds barred' remark in the official India statement and similar remarks that were being made from the Pak side.

11. Dr. Kissinger asked whether the Indians have stated anything to the effect that they were in an all-out war.

12. Mr. Helms said that the terminology was 'no holds barred'.

13. Dr. Kissinger asked what the Paks have said. Mr. Helms said the terminology was 'final war with India'. Dr. Kissinger suggested this was not an objectionable term. It did not seem outrageous to say that they (the Paks) were trying to defend themselves.

14. Dr. Kissinger then asked what was happening in the UN to which Mr. De Palma responded that the UK, Belgium, Japan and possibly France were joining for a call for a Security Council meeting. The Japanese preferred a blander formulation. We have not however reacted to the Japanese.

15. Dr. Kissinger asked to see the letter and requested that it be formulated in announcing our move in the UN to which Mr. De Palma responded affirmatively.

16. Dr: Kissinger stated that while he had no strong view on the letter our position must be clearly stated in the announcement.

17. Dr. Kissinger stated he did not care how third parties might react so long as Ambassador Bush understands what he should say.

18. Dr. Kissinger said that whoever was putting out background information relative to the current situation is provoking. Presidential wrath. The President is under the illusion'

that he is giving instructions; not that he is merely being kept apprised of affairs as they progress. Dr. Kissinger asked that this be kept in mind.

19. Mr. De Palma indicated that he did not yet know whether the Security Council would be convened in the afternoon or evening (this date). However, the first statements at the meeting would likely be those by the Indians and Paks. He suggested that Ambassador Bush should be one of the first speakers immediately following the presentation by the two contesting nations. He felt that the impact of our statement would be clearer if it were made early. Dr. Kissinger voiced no objections.

20. Mr. De Palma asked whether we wanted to get others lined up with our resolution before we introduced it. This, however, would take time. Dr. Kissinger suggested rather than follow this course, we had better submit the resolution as quickly as possible, alone if necessary. According to Dr. Kissinger the only move left for us at the present time is to make clear our position relative to our greater strategy. Everyone knows how all this will came out and everyone knows that Indian will ultimately occupy East Pakistan. We must, therefore, make clear our position, table our resolution. We want a resolution which will be introduced with a speech by Ambassador Bush. If others desire to come along with us, fine; but in any event we will table the resolution with a speech by Ambassador Bush.

21. Dr. Kissinger continued that it was important that we register our position. The exercise in the UN is likely to be an exercise in futility, inasmuch as the Soviets can be expected to veto. The UN itself will, in all probability, do little to terminate the war. He summarized the foregoing by saying that he assumed that our resolution in the UN will be introduced by a speech and there will be no delay. We will go along in general terms with reference to' political accommodation in East Pakistan but we will certainly not imply or suggest any specifics, such as the release of Mujib.

22. Dr. Kissinger asked how long the Indians Could delay action in the Council? Mr. De Palma said they could make long speeches of question our purpose. Mr. Van Hollen said that they would draw out as long as possible which would allow them to concentrate on the situation in East Pakistan. Mr. De Palma said that they could shilly-shally for three or four days which, Mr. Helms stated, would be long enough for them to occupy East Pakistan. Mr. De Palma stated that we could always try to force a vote. Dr. Kissinger reiterated that there was no chance in getting anything useful in the UN.

23. Mr. De Palma suggested that in all likelihood one side or the other will vote.

24. Concerning the matter of economic aid, Dr. Kissinger stated that the President had directed that cutoff was to be directed at India only. He indicated, however, that he wanted to read the announcement to the President, so that the latter would know exactly what he might be getting into. At this point Mr. Williams asked whether some mention should be made in the statement explaining why aid for Pakistan is not being cut off. Dr. Kissinger said that information would be kept for background only.

25. Mr. Williams said that the Department of Agriculture indicated that the price of

vegetable oil was weakening in the United States; this cutting off this PI.-480 commodity to India could have repercussions on the domestic market. He asked, therefore, whether oil could be shipped in place of wheat. Dr. Kissinger said that he will have the answer to that by the opening of business Monday.

26. Dr. Kissinger then asked for a brief rundown on the military situation. Admiral Zumwalt responded that he thought the Paks could hold the line in East Pakistan for approximately one or two weeks before the logistics problems became overriding. He expected the Soviets to cement their position in India and to push for permanent usage of the naval base at Visag. He anticipated that the Soviets' immediate short range objective would be to gain military advantage through their current relationship with India.

27. Dr. Kissinger indicated that the next meeting will convene Monday morning (Dec. 6).

(Signed) H. N. Kay
Captain, USN
South Asia/MAP Branch, J5 Extension 72400

MEMO ON DEC. 6 MEETING

THE JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, DC 20301

6 December 1971
MEMORANDUM FOR RECORD
SUBJECT

Washington Special: Action Group meeting on Indo-Pakistan hostilities; 6 December 1971.

1. The NSC Washington Special Action Group met in the Situation Room, the White House, at 1100, Monday, 6 December, to consider the Indo-Pakistan situation. The meeting was chaired by Dr. Kissinger.

2. Attendees

A. Principals:
Dr. Henny Kissinger
Mr. David Packard, Defense
Ambassador U. Alexis Johnson, State
General William Westmoreland, JCS
Mr. Richard Helms, CIA
Mr. Donald MacDonald AID
B. Others: Mr. Christopher Van Hollen, State
Mr. Samuel De Palma, State
Mr. Bruce Langigen, State

Mr. Joseph Sisco, State
Mr. Armistead Selden, Defense
Mr. James Noyes, Defense,
Mr. John Waller, CIA
Mr. Samuel Hoskanson, NSC
Col. Richard Kenndey, NSC
Mr. Harold Saunders, NSC
Rear Adm. Robert Velander, OJCS
Capt. Howard Kay, OJCS
Mr. Maurice Williams, AID

3. Summary. Discussion was devoted to the massive problems facing Bangladesh as a nation. Dr. Kissinger indicated that the problem should be studied now. The subject of possible military aid to Pakistan is also to be examined, but on a very close hold basis. The matter of Indian redeployment from East to West was considered as was the legality of the current sea 'blockade' by India.

4. Mr. Helms opened the meeting by briefing the current situation. He stated that the Indians had recognized Bangladesh and the Paks had broken diplomatic ties with India. Major fighting continued in the East but India is engaged in a holding action in the West. Mr. Helms felt that the Indians will attempt to force, a decision in East within the next 10 days. The India have almost total air superiority now in the East where they can employ approximately a hundred of their aircraft against Pak ground forces and logistic areas. The Indians, however, have not yet broken through on the ground in East Pakistan. Major thrust of the Indian effort in East Pakistan is in the north-west corner of the province. The airfield at Dacca is all but closed. The Indians are registering only minor gains in the Jessore area, but they claim to have taken Kamalpur. In the West, Indian activity is essentially limited to air attacks. The Paks appear to be on the offensive on the ground and have launched air strikes in Punjab. Overall, the Paks claim 61 Indian aircraft destroyed; the Indians claim 47 Pak planes. In naval action one Pak destroyer has been sunk by the Indians and another claimed sunked (sic). The Indian also claim the sinking of one Pak submarine in eastern waters. Moscow is increasingly vocal in its support of India and is not supporting any UN moves to halt the fighting. The Chinese press made its strongest attack on the Indian this morning.

5. Dr. Kissinger then asked for a military assessment, questioning how long the Paks might be able to hold out in the East. General Westmoreland responded that it might be as much as three weeks.

6. Dr. Kissinger asked what is to be done with Bangladesh. Mr. Helms stated that for: all practical purposes it is now an independent country recognized by India.

7.Ambassador Johnson suggested that the Pak armed forces now in East Pakistan could be held hostage. General Westmoreland reinforced this by nothing there was no means of evacuating West Pak forces from the East wing, particularly in view of Indian

naval superiority.

8. Dr. Kissinger stated that the next state of play will involve determining our attitude toward the state of Bangladesh.

9. Mr. Williams referred to the one and a half million Urdu speaking (Bihari) people in East Pakistan who could also be held hostage.

10. Dr. Kissinger asked if there had already been some massacre of these people. Mr. Williams said that he certainly thinks there will be. Dr. Kissinger asked if we could do anything, to which Mr. Williams stated that perhaps an international humanitarian effort could be launched on their behalf. Dr. Kissinger asked whether we should be calling attention to the plight of these people now. Mr. Williams said that most of these people were, in fact, centered around the rail centers; that they are urban dwellers and that some efforts on their behalf might well be started through the UN. Dr. Kissinger suggested that this be done quickly in order to prevent a bloodbath. Mr. Sisco stated while the UN cannot do anything on the ground at this time, public attention could be focused on this situation through the General Assembly.

11. Mr. Williams referred to the 300,000 Bengalis in West Pakistan, and that they too were in some jeopardy. Mr. Sisco said that this humanitarian issue could be a very attractive one for the General Assembly and that we would begin to focus on Assembly action.

Mr. MacDonald cited as a possible precedent the mass movement of population from North Vietnam in 1954.

12. Returning to the military picture, Mr. Williams stated that he felt that the primary trust of the Indian Army would be to interdict Chittagong and cut off any supply capability still existing for the Pales in the East. He said that he felt that the major thrust of the Indian Army in the East would be to destroy the Pak regular forces. He felt that a major job would be to restore order within the East inasmuch as it will be faced with a massacre as great as any we have faced in 'the 20th century.

13. General Westmoreland suggested that the Indians would probably need three or four divisions to continue to work with the Mukti Bahini; the remainder could be pulled out to assist the Indian forces in the West.

14. Mr. Sisco opinion that the Indians would pull out most of their troops once the Pak forces are disarmed, inasmuch as the Indians will be working with a very friendly population; thus, they will turn the military efforts over to the Mukti Bahini as quickly as possible. He felt that they might take as much as a month to move all or most of the Indian forces from the East to the West.

15. In response to a question, General Westmoreland stated that Indian transportation capabilities were limited from West to East, and that it would probably take at least a week to move one infantry division. It might take as much as a month to move all or most of the Indian forces the East to the West.

16. Mr. Sisco said that the long term presence of Indian forces in Bangladesh would have to be addressed. Mr. Van Hollen remarked that should the Indian Army remain more than two or three weeks after the situation in East Pakistan is wrapped up they would, in fact, become a Hindu Army of occupation in the eyes of the Bengalis.

17. Mr. Van Hollen raised the problem of the return of the refugees from India. In as much as Bangladesh is predominantly Moslem, the return of 10 million refugees, most of whom are Hindus, would present another critical problem.

18. General Westmoreland suggested that the Indian position in the West was not un-advantageous. He briefly discussed the order of battle in West Pakistan and suggested that the Indians were in relatively good shape. He said that the expected the major Pak effort to be toward Kashmir and the Punjab. The Indians, he, felt, will be striking toward Hyderarabad so as to cut the main LOC to Karachi. He did not think that the Indians necessarily plan to drive all the way to Karachi. He also suggested that the current Indian move in that direction could very well be diversionary in' order to force the Paks to pull reserves back from the Kashmir area.

19. Mr. Packard asked about the POL supply situation, for Pakistan. Mr. Helms said that at the present time it looked very bad. The overland LOCs from Iran, for example, were very tenuous.

20. Mr. Williams suggested that the reason for the Indian thrust to the south was essentially political. Inasmuch as the Indians do not want to fight on the border they will have to give ground in Kashmir. In order to ward off parliamentary criticism, Mrs. Gandhi may be going for some Pak real estate in the south.

21. Dr. Kissinger then asked about UN initiatives. Mr. Sisco said that we are now reviewing the situation with Ambassador Bush. Two Security Council resolutions have been voted by the Soviets. However, there is a ground-swell building in New York for an emergency session by the General Assembly to be convened under the provisions of the 'threat to peace' mechanism. The crisis could be moved into the Assembly through a simple majority vote.

22. Dr. Kissinger and Mr. Sisco agreed that any resolution introduced into the General Assembly must retain two key elements; Ceasefire and withdrawal of military forces. Dr. Kissinger agreed that our UN delegation has handled the situation extremely well to date. Mr. Sisco said that although it is very likely that the crisis will be introduced in the General Assembly, we must remember that there are 136 countries represented therein and we can expect all sorts of pressure to be generated. Mr. De Palma suggested that when the resolution is introduced in the Assembly there will be a new twist, i.e., the Indians will be no longer terribly interested in political accommodation. By that time that issue will have ceased to be a problem.

23. Mr. De Palma said that a Council meeting was scheduled for 3.30 today and at that time we could try to get the Council to let go of the issue in order to transfer it to the Assembly, it being quite obvious that we are not going to get a cease-fire through Security Council.

24. Dr. Kissinger asked if we could expect the General Assembly to gel the issue by the end of the day, to which Mr. De Palma replied that hopefully this was the case.

25. Dr. Kissinger said that we will go with essentially the same speech in the General Assembly as was made in the Security Council, but he would like something put in about refugees and the text of our resolution.

26. Dr. Kissinger also directed that henceforth we show a certain coolness to the Indian Ambassador, is not to be treated at too high a level.

27. Dr. Kissinger then asked about a legal position concerning the current Indian naval 'blockade'. Mr. Sisco stated that we have protested both incidents in which American ships have been involved. However, no formal proclamation apparently has been made in terms of a declaration of a war, that it is essentially still an undeclared war, with the Indians claiming power to exercise their rights of belligerency. State would, however, prepare a paper on the legal aspects of the issue. Ambassador Johnson said, that so far as he was concerned the Indians had no legal position to assert a blockade.

28. Dr. Kissinger asked that a draft protest be drawn up. If we considered it illegal, we will make a formal diplomatic protest. Mr. Sisco said that he would prepare such a protest.

29. Dr. Kissinger then asked whether we have the right to authorize Jordan or Saudi Arabia to transfer military equipment to Pakistan. Mr. Van Hollen stated the United States cannot permit a third country to transfer arms which we have provided them when we. ourselves, do not authorize sale direct to the ultimate recipient, such as Pakistan. As of last January we made a legislative decision not to sell to Pakistan. Mr. Sisco said that the Jordanians would be weakening their own position by such a transfer and would probably be grateful if we could get them off the hook. Mr. Sisco went on to say that as the Pak increasingly feel the heat we will be getting emergency requests from them.

30. Dr. Kissinger said that the President may want to honor those requests. The matter has not been brought to Presidential attention but it is quite obvious that the President is not inclined to let the Paks be defeated. Mr. Packard then said that we should look at what could be done. Mr. Sisco agreed but said it should be done very quietly. Dr. Kissinger indicated he would like a paper by tomorrow :(7 Dec).

31. Mr. Sisco suggested that what we are really interested in are what supplies and equipment could be made available, and the modes of delivery of this equipment. He stated that from a political point of view our efforts would have to be directed at keeping the Indians from 'extinguishing' West Pakistan.

32. Dr. Kissinger turned to the matter of aid and requested that hence forth letters of credit not be made irrevocable. Mr. Williams stated that we have suspended general economic aid, not formally committed to India, which reduces the level to $10 million. He suggested that what we have done for Pakistan as the Indians are now mobilizing all development and for use in the same category does not become contentions inasmuch as the Indians are now mobilizing all development aid for use in the war effort, where as remaining aid for East Pakistan is essentially earmarked for fertilizer and humanitarian

relief. A case can be made technically, politically and legally that there is a difference between the aid given India and that given to Pakistan.

33. Dr. Kissinger said to make sure that when talking about cut off of aid for India to emphasize what is cut off and not on what is being continued.

34. Dr. Kissinger then asked about evacuation. Mr. Sisco said that the Dacca evacuation had been aborted.

35. Dr. Kissinger inquired about a possible famine in East Pakistan. Mr. William said that we will not have a massive problem at this time, but by next spring this will quite likely be the case. Dr. Kissinger asked whether we will be appealed to bailout Bangladesh. Mr. Williams said that the problem would not be terribly great if we could continue to funnel 140 tons of food a month through Chittagong, but at this time nothing is moving. He further suggested that Bangladesh will need all kinds of help in the future, to which Ambassador Johnson added that Bangladesh will be an 'international basket case'. Dr. Kissinger said, however, it will not necessarily be our basket case. Mr. Williams said there is going to be need of massive assistance and resettling of refugees, transfers of population and feeding the population. Dr. Kissinger suggested that we ought to start studying this problem right now.

36. Mr. William suggested that the Indians had consistently requested refugee aid in cash. The Indians in turn will provide the food and support for the refugees. This has provided India with a reservoir of foreign currency. Dr. Kissinger also asked that this problem be looked at by tomorrow to determine whether we could provide commodities in lieu of cash. We do not want to cut off humanitarian aid. We would like to provide material rather than cash.

37. The meeting was then adjourned.
(Signed) H. N. Kay
Captain, USN
South Asia/MAP Branch, J5
Extension 72400

-The New York Times-
Thursday, 6 January, 1972.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের ৮ ডিসেম্বর’৭১-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্য বিবরণী	নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন; উদ্ধৃতিঃ রবার্ট জ্যাকশন লিখিত ‘সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস’	১৫ জানুয়ারী, ১৯৭২

MEMO ON 8 DECEMBER MEETING
Secret Sensitive
The Joint Staff
The Joint Chiefs of Staff
Washington, D. C. 20301

8 December, 1971

MEMORANDUM FOR RECORD

Subject: Washington Special Action Group meeting on Indo-Pakistan hostilities; 8 December 1971.

1. The N.S.C. Washington Special Action Group met in the Situation Room, the White House, at 11-00, Wednesday 8 December to consider the Indo-Pakistan situation. The meeting was chaired by Dr. Kissinger.

2. Attendees.

A. Principals: Dr. Henry Kissinger, Mr. Richard Helms, C. L A., Gen. John Ryan, J.C.S., Mr. Donald MacDonald, A.I.D., Mr. David Packard, Defense, Ambassador U. Alexis Johnson, State.

B. Others: Mr. Maurice Williams, A.I.D., Mr. John Waller, C.I.A., Col. Richard Kennedy, N.S.C., Mr. Samuel Hoskanson, N.S.C., Mr. Harold Saunders, N.S.C,. Mr. Armistead Selden, Defense, Mr. James Noyes, Defense, Mr. Christopher Van Hollen, State. Mr. Samuel De Palma, State, Mr. Bruce Lanigen, State, Mr. David Schneider, State, Mr. Joseph Sisco, State, Rear Adm. Robert Welander, O.J.C.S., Capt. Howard Kay, O.J.C.S.

3.Summary: Dr. Kissinger suggested that India might be attempting, through calculated destruction of Pak armored and air forces, to render Pakistan impotent. He requested that the Jordanian interest in assisting Pakistan not be turned off, but rather kept in a holding pattern. He asked that Pak capabilities in Kashmir be assessed.

4. Mr. Helms opened the meeting by briefing the current situation. In the East, the Indians have broken the line at Comilla. Only major river crossings prevent them from investing Dacca. The Indians are advancing rapidly throughout East Pakistan. All major Pak L.O.C's in the East are now vulnerable. In the West the Paks are now claiming Poonch, inside the Indian border. However, the Paks are admitting fairly heavy casualties in the

fighting. Tank battles are apparently taking place in the Sind/Rajasthan area. Mrs. Gandhi has indicated that before hedding a U.N. call for cease-fire, she intends to straighten out the southern border of Azad Kashmir. It is reported that, prior to terminating present hostilities, Mrs. Gandhi intends to attempt to eliminate Pakistan's armor and air force capabilities. Thus for only India and Bhutan have recognized Bangladesh. It is believed that the Soviets have held off recognition primarily so as not to rupture relations with the Paks. Soviet action on the matter of recognition, however, may be forthcoming in, the near future.

5. Mr. Sisco inquired how long the Paks might be expected to hold out in East Pakistan, to which Mr. Helms replied 48 to 72 hours. The time to reach the ultimate climax is probably a function of the difficulties encountered in river crossings.

6. Assessing the situation in the West, General Ryan indicated that he did not see the Indians pushing too hard at this time, rather they seem content with a holding action.

7. Dr. Kissinger asked how long it would take to shift Indian forces from East to West. General Ryan said it might take a reasonably long time to move all the forces, but that the airborne brigade could be moved quickly, probably within a matter of five or six days.

8. Dr. Kissinger inquired about refugee aid. After a discussion with Mr. Williams it was determined that only a very small number of U.S. dollars earmarked for refugee relief was actually entering the Indian economy. Contrary to the sense of the last meeting, the Indians have actually lost foreign exchange in the process of carrying for refugees. In any event, the entire relief effort is currently suspended in both India and Pakistan.

9. Dr. Kissinger then emphasized that the President has made it clear that no further foreign exchange, PL-480 commodities, or development loans could be assigned to India without approval of the White House. Mr. Williams stated there was no problem of anything sliding through.

10. Dr. Kissinger inquired what the next turn of the screw might be Mr. Williams said that the only other possible option was taking a position concerning aid material currently under contract. This however would be a very messy problem inasmuch as we would be dealing with irrevocable letters of credit. Mr. Williams further stated that we would have to take possession of material that was being consigned to the Indians be U.S. contractors and thus would be compelled to pay U.S. suppliers, resulting in claims against the U.S.G.

Mr. Packard said that all of this could be done, but agreed that it would be a very laborious and difficult problem. He further elaborated that all the items involved would have to be located, the United States, would have to take ownership, settle with suppliers, locate warehousing, etc. Nevertheless if such was desired it could be done. Mr. Williams said that in a very limited way this type of action had been taken against some Mid-East countries, but that it had taken years to settle the claims.

12. Dr. Kissinger asked how India was handling next year's development loan program, to which Mr. Williams responded that nothing was under negotiation at the present time.

13. Dr. Kissinger inquired about next year's [A.I.D.] budget. Mr. Williams stated that what goes into the budget did not represent a commitment. Dr. Kissinger stated that current orders are not to put anything into the budget for A.I.D. to India. It was not to be leaked that A.I.D. had put money in the budget for India, only to have the wicked White House take it out.

14. Dr. Kissinger suggested that the key issue if the Indians turn on West Pakistan is Azad Kashmir. If the Indians smash the Pak air force and the armored forces we would have a deliberate Indian attempt to force the disintegration of Pakistan. The elimination of the Pak armored and air forces would make the Paks defenseless. It would turn West Pakistan into a client state. The possibility elicits a number of questions. Can we allow a U. S. ally to go down completely while we participate in a blockade? Can we allow the Indians to scare as of, believing that if U.S. supplies are needed they will not be provided?

15. Mr. Sisco stated that if the situation were to evolve as Dr. Kissinger had indicated then, of course, there was serious risk to the ability of West Pakistan. Mr. Sisco doubted, however, that the Indians had this as their objective. He indicated that foreign Minister Singh told Ambassador Keating that India had no intention of taking any Pak territory- Mr. Sisco said it must also be kept in mind that Kashmir is really disputed territory.

16. Mr. Helms then stated that earlier he had omitted mentioning that Madam Gandhi, whom referring to China, expressed the hope that there would be no Chinese intervention in the West. She said that the Soviets had cautioned her that the Chinese might rattle the sword in Ladakh but that the Soviets have promised to take appropriate counter-action if this should occur. Mr. Helms indicated that there was no Chinese built-up at this time but, nevertheless, even without a build-up they could "make motions and rattle the sword'.

17. Turning then to the question of military support of Pakistan, Dr. Kissinger referred to an expression of interest by King Hussein relative to the provision of F 104s to Pakistan, and asked how we could get Jordan into a holding pattern to allow the President time to consider the issue Dr. Kissinger also asked whether we should attempt to convey to the Indians and the press that a major attack on West Pakistan would be considered in a very serious light by this country.

18. Mr. Packard explained that we could not authorize the Jordanians to do anything that the U.S.G. could not do. If the U. S. G. could not give the 104's to Pakistan, we could not allow Jordan to do so. If third country had material that the U. S. G. did not have, that was one thing, but we could not allow Jordan to transfer the 104's unless we make a finding that the Paks, themselves, were eligible to purchase them from us directly.

19. Dr. Kissinger suggested that If we had not cut the sale of arms to Pakistan the current problem would not exist. Mr. Packard agreed.

20. Dr. Kissinger suggested that perhaps we never really analyzed what the real danger

was when we were turning off the arms to Pakistan.

21. Mr. Packard suggested that another consideration in the Jordan issue is that if Jordan delivers this equipment we would be expected to replace it. Ambassador Johnson stated we do not have any more M.A.P. left.

22. Dr. Kissinger states that what we may be witnessing is a situation wherein a country equipped and supported by the Soviets may be turning half of Pakistan in an impotent state and the other half into a vassel. We must consider what other countries may be thinking of our action.

23. Mr. Helms asked about our CENTO relationships with Pakistan. Ambassador Johnson stated we had no legal obligations towards Pakistan in the CENTO context. Dr. Kissinger agreed but added that neither did we have legal obligations toward India in 1962 when we formulated the air defense agreement. We must consider what would be the impact of the current situation in the larger complex of world affairs.

24. Dr. Kissinger said that we must look at the problem in terms of Security Council guarantees in the Mid-East and impact on other areas. We must look at the military supply situation. One could make a case, he argued, that we have done everything two weeks too late in the current situation.

25. Mr. Packard stated that perhaps the only satisfactory outcome would be for us to stand fast, with the expectation that the West Paks could hold their own.

26. Ambassador Johnson said that we must examine the possible effects that additional supplies for Pakistan might have. It could be that eight F 104's might not make any deference once the real war in the West starts they could be considered only as a token. If in fact, we were to move in West Pakistan we would be in a new ball game.

27. Ambassador Johnson said that one possibility would be our reply to Foreign Minister Singh, in which we could acknowledge the Indian pledge that they do not have territorial designs. He also stated we must also consider the fact that the Paks may themselves be trying to take Kashmir.

28. After discussing various possible commitments to both Pakistan and India, Mr. Packard stated that the overriding consideration is the practical problem of either doing something effective or doing nothing. If you don't win, don't get involved. If we were to attempt something it would have to be with a certainty that it would affect the outcome. Let's not get in if we know we are going to lose. Find some way to stay out.

29. Mr. Williams suggested that we might now focus efforts for a cease-fire in West Pakistan. Ambassador Johnson stated this might, however, stop the Paks from moving into Kashmir.

30. Dr. Kissinger asked for an assessment of the Pak capabilities and prospects in Kashmir. He asked C.I.A. to prepare an assessment of the international implications of Mrs. Gandhi's current moves. He indicated that we should develop an initial stand on the military supply question. He reiterated that he desired to keep Hussein in a 'holding pattern'

Relative to the letter's expression of support for Pakistan and that be should not be turned off. The U.S.G. should indicate to Hussein that we do not consider trivial his feelings in this matter.

31. Turning to the question of the blockade. Ambassador Johnson said that both India and Pakistan have taken blockade action, even though the Pak blockade is essentially a paper blockade. Dr Kissinger said that we should also protest to the Paks. Ambassador Johnson indicates we do not have a legal case to protest the blockade. The belligerent nations have a right to blockade when a state of war exists. We may think it unwise and we may question how it is carried out. We have, in fact, normally expressed our concern. On the other hand we have no problem in protesting the incident of the S.S. *Buckeye State.*

32. Dr. Kissinger said that we are not trying to be even-handed. There can be no doubt what the president wants. The President does not want to be even-handed. The President believes that India is the attacker. We are trying to get across the idea that India has jeopardized relations with the United States. Dr. Kissinger said that we cannot afford to ease India's state of mind. The Lady's is cold-blooded and tough and will not turn a Soviet satellite merely because of pique. We should not ease her mind. He invited anyone who objected to this approach to take his case to the President. Ambassador Keating, he suggested, is offering enough reassurance on his own.

33. Addressing briefly the question of communal strife in East Pakistan, Br. Kissinger asker whether anyone would be in a position to know that massacres were occurring at the time when they took place. Mr. Helms indicated that we might not know immediately, but we certainly would know after a massacre occurred.

34. The meeting was adjourned at 12:10.

S/H. N. KAY
H. N. KAY
Captain, U. S. N.
South Asia/M. A. P. Branch, J5
Extension 72400

Source: *New York Herald Tribune,* Paris edition, 15 January 1972
Note:

Terms used in the Text

A.I.D. Agency for International Development.
A.S.D. (I.S.A) Assistant Secretary of Defense, International Security Affairs.
Azad Kashir, free Kashmir name of the Pakistani-heald parts of Kashmir.
CENTO Central Treaty Organization.

C.I.A. Central Intelligence Agency.

C.J.C.S. Chairman. Joint Chiefs of Staff.

D.A.S.D..NE.A.S A. & P.P.N.S.CA. Deputy Assistant Secretary of Defense. Near Eastern. African and South Asian Affairs: Deputy Assistant Secretary of Defense. Policy plans and National Security Council Affairs.

Dep. Dir.. N.S.C.C & P.P.N.S.CA. Deputy Director. Policy Plans and National Security Council Affairs.

Depsecdef Deputy Secretary of Defense.

F-104 Star fighter jei aircraft.

I.S.A. International Security Affairs of Defense Department.

J.C.S. Joint Chiefs of Staff.

L.O.C. Line(s) of communication.

M.A.P. Military Assistance Program.

N.F.A. Near Eastern Affairs. Section of State Department.

N.E.S.A. Near East and South Asia.

N.S.C. National Security Council.

O. J.C.S. Office of Joint Chiefs of Staff.

Paks Pakistanis.

PL 480 Public Law 480, governing surplus sent abroad as aid.

P.D.A.S.D. (I.S.A.) Principal Deputy Assistant of Defense. International Security Affairs.

P.O.L. Petroleum, oil, and lubricants.

P.L. Public Law.

R & C Files Records and Control Files

Secdef Secretary of Defense.

S.S. Buckekeye State American vessel strafed in a Pakistani port.

U.S G. United States Government.

W.S.A.G. Washington Special Action Group, arm of National Security Council.

(পরিশিষ্ট-ক)

পার্ক মার্কিন পারসম্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি

সূত্রঃ শ্লোসিংগার সম্পাদিত
'দি ডাইনামিক্স অব
ওয়ার্ল্ড পাওয়ার
(পৃষ্ঠা ৭৩৬-৭৪০)

MILITARY AID TO PAKISTAN

Mutual Defense Assistance Agreement between the United States and Pakistan.'

The Government of United States of America and the Government of Pakistan.

Desiring to foster international peace and security within the framework of the Charter of the United Nations through measures which will further the ability of nations dedicated to the purposes and principles of the Charter to participate effectively in arrangements for individual and collective self defense in support of those purposes and principles;

Reaffirming their determination to give their full co-operation to the efforts to provide the United Nations with armed forces as contemplated by the Charter and to participate in United Nation& collective defense arrangement and measures and to obtain agreement on universal regulation and reduction of agreement on universal regulation and reduction of armaments under a adequate guarantee against violation or evasion;

Taking into consideration the support which the Government of the United States has brought to these principles by enacting the mutual defense assistance Act of 1949 as amended, and mutual security Act of 1951, as amended; Desiring to set forth the conditions which will govern the furnishing of such assistance;

Have agreed;

'Article I'

1. The Government of United States will make available to the Government of Pakistan such equipment, materials services or other assistance as the Government of United States may authorize in accordance with such terms and conditions as may be agreed. The furnishing and use of such assistance shall be consistent with the Charter of the United Nations. Such assistance as may be made available by the Government of the United States pursuant to this agreement will be furnished under the provisions and subjects to all the terms, conditions and termination provisions of the Mutual Defense Assistance Act of 1949 and the Mutual Security Act of 1951, acts amendatory or supplementary thereto, appropriation acts there under, or any other applicable legislative provisions.

The two Governments will from time to time, negotiate detailed arrangements

---

• American Foreign Policy. 1950-1955:
Basic Documents. PP 2194-98

necessary to carry out the provisions of this paragraph.

2. The Government of Pakistan will use this assistance exclusively to maintain its internal security, its legitimate self-defense, or to permit it to participate in the defense of the area, or in United Nations collective Security arrangements and measures and Pakistan will not undertake any act of aggression against any other nation. The Government of Pakistan will not, without the prior agreement of the Government of the United States devote such assistance to purposes other than those for which it was furnished.

3. Agreements will be entered into under which equipment and materials furnished pursuant to this agreement and no longer required or used exclusively for the purposes for which originally made available will be offered for return to the Government of the United States.

4. The Government of Pakistan will not transfer to any person not an officer or agent of that Government, or to any other nation title to or possession of any equipment, materials, property, information, or services received under this agreement, without the prior consent of the Government of the United States.

5. The Government of Pakistan will take such security measures as may be agreed in each case between the two Governments in order to prevent the disclosure or compromise of classified military articles, services, or information furnished pursuant to this Agreement.

6. Each Government will take appropriate measures consistent with security to keep the public informed of operations under this Agreement.

7. The two Governments will establish procedures whereby the Government of Pakistan will so deposit, segregate or assure title to all funds allocated to or derived from any programme of assistance undertaken by the Government of the United States so that such funds shall not except as may otherwise be mutually agreed, be subject to garnishment; attachment, seizure or other legal process by any person, farm, agency, corporation, organization or Government.

'Article II

The two Government will, upon request of either of them, negotiate appropriate arrangements between them relating to the exchange of patent rights and technical information for defense which will expedite such exchanges and at the same time protect private interests and maintain necessary security safeguards.

'Article-Ill'

1. The Government of Pakistan will make available to the Government of United States rupees for the use of the latter Government for its administrative and operating expenditures in connection with carrying out the purposes of these agreement. The two Government will forthwith initiate discussions with a view to determining the amount of such rupees and agreeing upon arrangements for the furnishing of such funds.

2. The Government of Pakistan will except as may otherwise, be mutually agreed, grant duty free treatment on importation or exportation and exemption from internal taxation upon products, properly, materials or equipment imported into its territory in connection with this agreement or any similar agreement between the Government of United States and the Government of any other country receiving military assistance.

3. Tax relief will be accorded to all, expenditures in Pakistan by or on behalf of the Government of the United States for the common defense effort, including expenditure for any foreign aid programe of the United States, The Government of Pakistan will establish procedures satisfactory to both Governments so that such expenditures will be net of Taxes.

'Article-IV'

1. The Government of Pakistan will receive personnel of the Government of the United States who will discharge in its territory the responsibilities of the Government of the United States under this agreement and who will be accorded facilities and authority to observe the progress, of the assistance furnished pursuant to this agreement, Such personnel who are United States nationals, including personnel temporarily assigned, will in their relations with the Government of Pakistan, operate as part of the Embassy of the United States of America under the direction and control of the chief of the diplomatic Mission and will have the same privileges and immunities as are accorded other personnel with corresponding rank of the Embassy of the United States who are united States nationals. Upon appropriate notification by the Government of the United States the Government of Pakistan will grant full diplomatic, to the senior military member assigned under this article and the senior Army, Navy and Air Force Officers and their respective immediate deputies.

2. The Government of Pakistan will grant exemption from import and export duties on, personal property imported for the personal use of such personnel or of their families and will take reasonable administrative measures to facilitate and expedite the importation and exportation of the personal property of such personnel and their families.

'Article-V'

1. The Government of Pakistan will:

(a) Join in promoting international understanding and goodwill and maintaining world peace;

(b) Take such action as may be mutually agreed upon to eliminate causes of international tension;

(c) Make consistent with its political and economic stability, the full contribution permitted by its manpower, resources, facilities and general economic conditions to the development and maintenance of its own defensive strength and the defensive strength of the free world;

(d) Take all reasonable measures which may be needed to develop its defense capacities; and

(e) Take appropriate steps to insure the effective utilization of the economic arid military assistance provided by the United States.

2. (a) The Government of Pakistan will, consistent with the Charter of the United. Nations, furnish to the Government of the United States or to such other Government as the parties hereto may in each case agree upon, such equipment, materials, services or other assistance as may be agreed upon in order to increase their capacity for individual and collective self defense and to facilitate their effective participation in the United Nations system for collective Security.

(b) In conformity with the principle of mutual aid, the Government of Pakistan will facilitate the production and transfer to the Government of the United States, for such period of time, in such quantities and upon such terms and conditions as may be agreed upon, or raw and semi processed materials required by the United States as a result of deficiencies or potential deficiencies in its own resources, and which may be available in Pakistan. Arrangements for such transfer shall give due regard to reasonable requirements of Pakistan for domestic use and commercial export.

'Article-VI'

In the interest of their mutual security the Governments of Pakistan will co-operate with the Government of the United States in taking measures designed to control trade with nations which threaten the maintenance of world peace.

'Article-VI'

1. This agreement shall enter into force on the date of signature and will continue irt. force until one year after the receipt by either party of written notice of the intention of the other party to terminate it, except that the provisions of Article-I, paragraph 2 and 4, and arrangements entered into under Article-I, paragraph 3, 5 and 7, and under Article II, shall remain in force unless otherwise agreed by the two Governments.

2. The two Governments will, upon the request of either of them, consult regarding any matter relating to the application or-amendment of this agreement.

3. This agreement shall be registered with the secretariat of the United Nations.

Done in two copies at Karachi the 19th day of May one thousand nine hundred and fifty four.

Note:

THE DYNAMICS OF WORLD POWER:
A DOCUMENTARY HISTORY OF UNITED STATES FOREIGN
POLICY 1945-1973.
VOL.-IV
Page-736-740.

Edited by A. M. Schlesinger, 1973, New York, Chelsea House Publishers.

পরিশিষ্ট-খ

STATEMENT BY U. N AMBASSADOR

GOLDBERG ON ARMS SHIPMENTS

TO INDIA AND PAKISTAN *

(Extract)

September 17.1965

* * * * *

The United States enjoys and hopes to continue to enjoy friendly relations with both India and Pakistan I should like to emphasize that we have suspended arms shipments to both countries, since we want, in support of the Security Council's resolutions calling for a cease-fire, to help bring about an end to, this conflict and not to escalate it. It is the sense of the Security Council's resolutions that there be a prompt end and not an intensification of hostilities.

We deplore the use of arms supplied by us in this conflict in contravention of solemn agreements.

* * * * *

---

* American foreign Policy,: current Documents 1965, PP, 804-05, (Page: 753)

যুক্তরাষ্ট্র

কংগ্রেসের দলিলপত্র

সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানে শোকাবহ ঘটনা ঘটছেঃ সিনেটর হ্যারিস-এর মন্তব্য ও পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম, রজার্স-এর লিখিত চিঠি	সিনেটের কার্যবিবরণী	১লা এপ্রিল, ১৯৭২

APRIL 1, 1971 CONGRESSIONAL RECORD—SENATE S 4387

APPALLING TRAGEDY IN EAST PAKISTAN

Mr. HARRIS. Mr. President, an appalling tragedy is taking place in East Pakistan about which the world remains ignorant because West Pakistani authorities have cynically expelled foreign journalists. It would appear that only in this way may their soldiers kill in peace.

The New York Times, March 31, cites "unimpeachable independent sources" in New Delhi who claim that the Pakistani soldiers have been dragging political leaders in East Pakistan into the streets where they are summarily shot. There are reports, unconfirmed that execution squads led by informers are now systematically tracking down and killing East Pakistani intellectual leaders so that the people of that region will forever remain without a voice.

These outrages reportedly are being committed in the name "of God and a united Pakistan."

Some reports may be sensationalized accounts of isolated crimes. Because of the Pakistani Government's policy of excluding the press, we do not know. But the unwillingness of the Pakistani authorities to admit foreign newsmen must cause us to conclude that at least some of the reports are true.

The world must end its silence. At this point only the Indian Government has gone on record in condemnation of current events in Pakistan. But Indian protests can only be marginal in effectiveness and subject to misinterpretation in purpose because of the long hatred between the two countries. It is sad to report that because of the vast human destruction brought about by our involvement in Vietnam, the United States is also not in a position to take a moral lead.

We do not however, have to remain inactive. We should pointedly announce that we are halting all military and economic aid to Pakistan for the time being. Meanwhile, we can urge others, particularly countries in Asia, to take the moral lead in such forums as the United Nations.

I urge other Senators to join me in asking the administration to give the situation in Pakistan the highest priority. We cannot sit with our hands folded as a generation of leaders in East Pakistan may be on the way to final destruction..........

U. S. SENATE,
COMMITTEEONGOVERNMENTOPERATIONS.
***Washington*, D. C.. April 1, 1971.**

HON WILLIAM P. ROGERS,
Secretary of State,
Department of State,
Washington, D. C.

DEAR MR. SECRETARY: I am alarmed as I am sure you must be about reports of mass executions and indiscriminate slaughter of civilians in East Pakistan.

The New York Times March 31 cites "unimpeachable independent sources" in New Delhi who claim that Pakistani soldiers have been dragging political leaders in East Pakistan into the streets where they are summarily shot. There are reports, unconfirmed that execution squads led by informers are systematically tracking down and killing East Pakistani intellectual leaders so that the people of that region will forever remain without a voice.

Because of the Pakistani Government's policy of excluding foreign newsmen from East Pakistan, it is impossible for Members of Congress and the world at large to know with certainty what is happening. But it would seem that if the Pakistani authorities had a better story to tell the world, they would admit foreign journalists who could tell it.

Until it is clear from public accounts that reports of summary executions and indiscriminate warfare against civilians in East Pakistan are in accurate, I wish to urge that our Government immediately end all military and economic assistance to Pakistan. I do not believe we should allow it to be said that American funds and arms contributed to the destruction of a generation of East Pakistani leaders.

Because of the world's reaction to our involvement in Vietnam, it is not practicable in my opinion for the United States to take the moral lead in condemning Pakistani actions in world forums like the United Nations. But I do believe that we should encourage others to speak out, particularly Asian countries, and agree to support them.

I would appreciate at the earliest opportunity your assessment of the United States policy towards Pakistan in light of current events there.

Sincerely yours,
FRED R. H RRIS,
U. S. Senate.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিনেটর কেনেডী	সিনেটের কার্যবিবরণী	১লা এপ্রিল, ১৯৭১

COMMENTS BY SENATOR KENNEDY ON SITUATION IN EAST PAKISTAN

Mr. KENNEDY. Mr. President, reports from East Pakistan tell of a heavy toll being paid by the civilian population as a result of the current conflict. It is a story of indiscriminate killing, the execution of dissident Political leaders and students, and thousands of civilians suffering and dying every hour of the day. It is a story of dislocation and loss of home. It is a story of little food and water. And coming in the aftermath of tragedy by natural disaster, the current violence and near total disruption of government services in East Pakistan is compounding an already difficult situation. It threatens near famine for millions-and the spread of epidemics and disease.

I do not speak today to blame or condemn, or to offer any magic solution for meeting the political and humanitarian problems in East Pakistan. But as chairman of the Judiciary Subcommittee on Refugees, I do wish to express a deep personal concern over the plight of the people in East Pakistan, which seems to be just another link in a chain of war ravaged populations stretching around the world in recent Years.

Inevitably, the situation of civilians in East Pakistan is taking second place to the political issues at stake-and to the interests of those who have much to lose, or to gain, by the outcome of the battle. But the people of Dacca, of Chittagong, and of the villages and towns throughout the area also have interests. For many, apparently it is mere survival. The situation in East Pakistan should be particularly distressing to Americans; for it is our military hardware-our guns and tanks and aircraft-which is contributing much to the suffering. And this is being done, apparently, in violation of negotiated agreements on the use of American military aid to the central Pakistan Government.

Mr. President, I fully appreciate the immense difficulties in the East Pakistan issue. It is a complex matter for diplomats and humanitarians alike. But should not our Government condemn the killing? Should we not be more concerned about the fate of millions of civilians who are caught in the crunch of this conflict? Should we not offer our good services to stop the violence-or at least encourage and support others in such an effort?

It is to be hoped that our Government will give some evidence to reflect a growing concern among many American over recent developments in East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্নে আমেরিকার করণীয় সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্য হলপার্নে-এর বক্তব্য	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

H 2624 CONGRESSIONAL RECORD HOUSE

APRIL 7, 1971

TIIE NEED TO CLARIFY THE PAKISTANI QUESTION

Mr. HALPERN. Mr. Speaker, I am sure that everyone who has been reading the newspapers and listening or watching media presentations of the civil war now raging in Pakistan has been left with a feeling that we are not getting the whole story about that conflict. All that we seem to get is that thousands of people are being killed in a conflict that does not make a lot of sense

It is becoming very clear to me that the United States cannot afford to become involved in this conflict. It should be easy to say that the present government of Pakistan has been our and we will stand by that government as it attempts to put down the insurgents from East Pakistan. Such a policy, I believe, would be a tragic mistake.

We should stop all U. S. military commitments and assistance to Pakistan and we should carefully assess other nonmilitary assistance to ensure that it does not result in giving West Pakistan a more favorable status in the present conflict. For example, we should explore the possibility of providing our promised wheat shipments for the Pakistani flood victims through CARE supervision rather than the Pakistani Government.

Above all, our's should be a policy of noninvolvement in the present conflict in Pakistan. Such a policy. I believe, will improve our relations with a number of Asian and Middle Eastern nations.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন সামরিক সাহায্য কর্মসূচির পুন: আলোচনা দাবীঃ সিনেটর মন্ডেল-এর বিবৃতি ও চিঠি	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৮ই এপ্রিল, ১৯৭১

WASHINGTON, D. C., April 8-Senator Walter F. Mondale (D-Minn.) commenting on the civil strife in East Pakistan, called today for a re-examination of the United States' "entire military aid program."

"We may well discover that most of our military aid is not only a waste of the taxpayer's money, but does more harm than good," Mondale said in a statement released from his office, 'The events in East Pakistan are one more compelling reason why the Congress must reexamine our entire military aid program."

In a related action, Mondale and Senators Muskie, Brooke and Hatfield sent a letter to Secretary of state William P. Rogers expressing their concern, over the recent bloodshed in East Pakistan and asking him to detail "the extent, magnitude and timing" of all U. S. aid to Pakistan.

Here is the text of Mondale's statement, followed by the letter to Rogers:

"Like so many civil wars, the conflict in East Pakistan is a complex tragedy."

If we are not to repeat; costly mistakes of the past, the United states must refrain from any judgments or intervention with regard to the two sides in this strife. For that reason, I strongly support the stated policy of the Administration that the United States will not interfere in the political or military aspects of the quarrel

But non-interference must be more than diplomatic rhetoric. There is something very wrong when guns, tanks, and planes supplied by the United States are used against the very people they are supposed to protect. There is something very wrong with a military aid policy which lends itself to this travesty in so many countries around the world.

It is one thing for the state Department to declare our neutrality. But if you are a Bengali, a Greek or a Brazilian being fire at by an American weapon or strafed by an American jet, the united states has already very much intervened in your life.

We should ask why this happened in Pakistan. But frankly, there is little our Government can do now to prevent American weapons from being used as they now are being used in that country.

We can take steps, however, to prevent the future use of American supplied weapons in such situations.

We should look again at the whole range of our military aid programs. We should ask whether they are really serving the interests of U. S. security are they instead merely being used by one faction or another in internal disputes which do not, affect our security.

We may well discover that most of our military aid is not only a waste of the taxpayer's money, but does more harm than good. The events in East Pakistan are one more compelling reason why the congress must re-examine our entire military aid program.

Finally, it is inexcusable that the United States has been so long in expressing its concern to the Government of Pakistan over the hideous loss of civilian life in the East.

A nation founded on the basis of decent humanitarian principles should express such concern as a matter of course. But when weapons supplied by that nation are being used to kill and main-by either side in an internal conflict-then that nation has an inescapable responsibility to speak out.

When bureaucratic inertia or political equivocation silence basic humanitarian concern, we lose what could be best and most honest about America's foreign policy."

*   *   *   *   *

Dear Mr. Secretary,

We are deeply disturbed over the recent bloodshed in East Pakistan. Journalists and other eyewitnesses report much indiscriminate Killing of unarmed civilians.

In the interest of genuine non-interference by the United States in these political and military developments, it seems to us very important that any American involvement or responsibility in the civil strife in Pakistan-even the most indirect-be clarified and detailed as thoroughly as possible. We would therefore appreciate your response to the following questions:

1.What is the extent, magnitude and timing of our military aid commitments to Pakistan in the current and upcoming fiscal years, including grants and sales, both lethal and nonlethal spares, and regular military shipments? Have American arms been used against unarmed civilians in the current Pakistani civil strife? What would be our response if the Government of Pakistan asked us for additional military assistance?

2. What is the extent, magnitude and timing of our bilateral economic aid to Pakistan (exclusive of shipments under PL. 480 and cyclone reconstruction aid) in the current and upcoming fiscal years? What is the magnitude of our aid to Pakistan through multilateral organizations? Has this aid, directly or indirectly, been used in support of military actions by either side in the Pakistani civil strife? Could it be so used?

3. What is the extent, magnitude and timing of our economic aid to Pakistan under each title of PL. 480 in the current and upcoming fiscal years? Again, do we have any evidence that this aid is being used, or could be used, directly or indirectly in support of military actions in the Pakistani civil strife?

4. With regard to our commitment of relief for cyclone victims in East Pakistan, can we expect that this relief will continue to reach those- in need under the current circumstances?

Is it practical to make this cyclone aid available directly to the victims through a recognized international agency, such as the Red Cross or Care?

These questions, of course, reflect our concern for the most scrupulous observance of our state policy of non-interference in this conflict. We have no intention of prejudging the issues between East and West Pakistan.

We look forward to your reply.

Sincerely,
/SI

Edward W. Brook
Mark O. Hatfield.

Walter F. Mondale
Edmund S. Muskie.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রশ্নে সিনেটর মাস্কি	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১

CONGRESSIONAL RECORD-SENATE, APRIL 14, 1971, S 4790
EAST PAKISTAN

Mr. MUSKIE. Mr. President. I have been reading with growing concern and apprehension the daily press reports on the tragic events now taking place in East Pakistan. This is the second major loss of life in recent months in that unhappy region. While the picture is not absolutely clear. I believe that there is enough information on the dimensions of the tragedy to make it clear that concerned Americans should speak out.

The relation between our economic aid and the recent political and military developments in Pakistan is a matter of concern to me. Last week in this connection, I joined the Senator from Minnesota (Mr. MONDALE), the Senator from Massachusetts (Mr. Brooke), and the Senator from Oregon (Mr. Hatfield) in sending a letter to the Secretary of Slate. In that letter we requested a clarification of the extent of American involvement, direct and indirect, in the civil strife and bloodshed in Pakistan. We are now awaiting a reply.

I also support the resolution regarding U. S. military assistance to Pakistan proposed by the distinguished senior Senator from New Jersey (Mr. Case).

The U. S. Government has been the principal supplier of arms to Pakistan since the middle of the 1950's. There are reports that American-supplied planes, tanks, weapons, arid other materials are being used by the central government forces in both the cities and the countryside of East Pakistan.

Mr. President, the time has arrived for America unequivocally and immediately to cancel any plan which would supply weapons of destruction to the Government of Pakistan under these circumstances-weapons which can only further exacerbate the tensions and bloodshed. There should be an immediate suspension of all military assistance to the Pakistani Government. The "one-time exception" to our 1965 embargo on the sale of lethal and items to India and Pakistan, agreed to in October 1970. proposed the supply of armored personnel carriers. Star fire jets, and B57 bombers. These deliveries should not be carried out.

We have a responsibility to do all we can to reduce tensions and conflict in the world. As we seek to disengage ourselves from the conflicts of Indochina, can we allow our military support to be used to magnify tensions in South Asia?

I say we should not. I urge support of the Case resolution and I am proud to join in cosponsoring it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য বন্ধের জন্য সিনেটর মন্ডেল ও সিনেটর কেস-এর প্রস্তাব-২১	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৫ই এপ্রিল, ১৯৭১

CONGRESSIONAL RECORD-SENATE, 15 APRIL, 1971, S 4919

SENATE CONCURRENT RESOLUTION 21-SUBMISSION OF A CONCURRENT RESOLUTION CALLING FOR SUSPENSION OF MILITARY ASSISTANCE TO PAKISTAN

Mr. CASE. Mr. President, Senator Mondale and I are today introducing a concurrent resolution that calls for the suspension of military sales and military aid to Pakistan until she conflict in East Pakistan is resolved. Joining us as cosponsors are Senators Bayh, Mcgovern, Muskie, and Sanbe.

We strongly regret the tragedy of the present conflict in East Pakistan, and we support the stated policy of the administration not to interfere in the political or military aspects of the quarrel. But we feel that the United States must be neutral in deed as well as word.

We are deeply disturbed by the prospect of American arms or other military material being used in the strife, and we feel this is inconsistent with our policy of noninvolvement. There is obviously little the United States can do to prevent American weapons already in the hands of the Pakistanis from being used, but we can make perfectly clear that no more military supplies will be forthcoming.

The United States is currently selling Pakistan replacement parts for lethal and nonlethal military equipment. This includes ammunition. Moreover, in October 1970 the administration announced a "one shot" sale of military equipment to the Pakistani Government which involved armored personnel carriers, modified patrol aircraft, fighter planes- F-104's-and bombers-B-57's. None of this equipment has yet been delivered, but our offer to sell it has not been rescinded although we reportedly are not presently talking to the Pakistanis about deliver)'.

The only military assistance currently being granted to Pakistan is a training program for Pakistani officers in the United States.............

The concurrent resolution (S. Con. Res 21), which reads as follows, was referred to the Committee on Foreign Relations:

S. Con. Res. 21

Whereas the Congress of the United States deeply regrets the conflict that has occurred in East Pakistan; and

Whereas the Congress of the 'United States opposes the use of American military material to increase the level of violence in East Pakistan.

Be it resolved by the Senate (the House of Representatives concurring),

That-

(1) All American military assistance to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved :

(2) All licenses for military sales to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর প্রক্সমায়ার-এর বিবৃতি	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

Senator William Proxmire (D-Wis.) said in a statement Saturday night that "the bloody civil war in East Pakistan is just one more reason why we should remove the 'secret stamp' from the amount of foreign military aid we send to Pakistan, India and other countries."

Proxmire is Chairman of the Senate Appropriations Subcommittee on foreign operations which has Jurisdiction over military aid request. Proxmire said:

"In Pakistan, American arms and ammunition are now being used to stamp out the Bengali secessionist movement. Instead of using the aid to defend themselves against a Russian or Chinese threat, the Pakistanis are using it against their own people. In the past, the Indian and Pakistanis have used our military aid to beat each other over the head.

"For Years, the amounts of military aid we send to India, Pakistan, and Nepal in Asia, and to Israel, Jordan, Lebanon, and Saudi Arabia in the Near East have been classified secret on a permanent basis. Amounts sent to them since 1950 have never officially been made public. In addition, the secret stamp is also used for the amounts we propose to send to other countries each year and is not lifted until a year after the funds are budgeted.

"As Chairman of the Foreign Operations Subcommittee, I Intend to do everything I can to end this practice whoa no overriding issue of American security is involved.

"This is a mischievous practice for which there is no justification.

The Pakistani War is just the most recent example why the practice is wrong historically and is wrong today. Much of the arms, equipment, and ammunition sent abroad is used for internecine warfare and not to defend against a Communist threat.

"But the arms are paid for by the American taxpayer. He has a right to know who gets what. It is a proper issue for public debate and public decision. If we get the information out in the open, the American people may decide we shouldn't be doing it at all. At the least, our disastrous experience in Vietnam proves that these decisions should not be made behind closed doors.

The arguments used to justify the secret stamps are not only specious but in my view, make peace harder to achieve. It is claimed that if the facts were published, it might 'embarrass' a foreign country. It is said the embarrassment would arise if one country got more than another or if Congress cut the amounts proposed for one country more than it cut the funds for its traditional rival.

"Such arguments cannot stand public examination. Similar arguments were used or years to keep Senators' and Congressmen's payrolls secret. But now that they have been made public, the Congress is better off for having done it.

"If Publishing the figures proposed for military aid to Africa, the Near East, Latin America, and other nations is embarrassing to them, let them turn it down. That would not only save the American taxpayers billions of dollars but would probably lead to a mere peaceful world as well.

"We make our own military budget public in voluminous detail. There is no reason to routinely classify the amounts we send to other countries !"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংগ্রেস সদস্য মি. শিউয়ের-এর বিবৃত্তি ও প্রস্তাব	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	২১ই এপ্রিল, ১৯৭১

APRIL 21, 1971-CONGRESSIONAL RECORD-Extensions of Remarks E 3321

THE CIVIL WAR IN PAKISTAN

In The House of Representatives

Mr. SCHEUER. Mr. Speaker, the citizens of East Pakistan are now engaged in a bitter, bloody struggle for those human rights that all men are entitled to by birth. Their desire for a representative government and freedom from the shackles of a colonial-like existence with the ruling West have resulted in wide scale oppression and suffering at the hands of a military regime that is perpetrating a senseless massacre of defenseless citizens, unparalleled in recent history.

The nature of this conflict is civil war, and no doubt, we should allow the Pakistani people to resolve their own political questions. However, we can, indeed, we should provide active leadership in all efforts designed to lessen the plight of the sick, and the suffering, and the dying of East Pakistan, not because of any political preference or considerations, but because it is the right, the proper, and the humanitarian course for this Nation to follow.

On April 2 of this year, a plane carrying food and medical supplies-under the aegis of the International Red Cross, sought entry to East Pakistan on a mission of unquestionably nonpartisan good will. The West Pakistan Government denied entry to this Red Cross mission. In discussions with Mr. S. N. Qutb, press attaché for the Pakistani Embassy in Washington. I have learned that the West Pakistani Government considered those Red Cross supplies delivered in the aftermath of Pakistan's recent cyclone disaster to be sufficient to cover their current needs. They also felt that they did not have at this time the administrative capacity to handle increased Red Cross aid or that of individual nations.

When dealing with questions of human survival, answers such as these are clearly unacceptable. I cannot help being reminded of the thousands of Biafran men, women, and children who died of disease and starvation as the United States and much of the world sat and watched the Nigerian Government isolate these people from essential foods and medicines.

We cannot, profess to be a humanitarian people and allow the horror or of Biafra to repeat itself in East Pakistan.

It is with this in mind that I today introduce a resolution that would call upon the President of the United States to :

First, urge the West Pakistan Government out of concern and respect or the lives of all men, to allow the International Red Cross, Or any such of organization or Government

concerned with welfare and not politics, to immediately ship food and medical supplier to those people of East Pakistan, who require such assistance;

Second, offer to provide the food and medicines required for any such relief effort as a gesture of international goodwill.

It is my hope that my colleagues in this House would support such resolution and also that a way might soon be found to end this latest struggle between a people striving for justice, and a government unwilling to respond to their pleas.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ থেকে ডঃ জন ই, রোড কর্তৃক সিনেটর উইলিয়াম বি, স্যাক্সবীকে লিখিত চিঠি	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৯ই এপ্রিল, ১৯৭১

S 5810 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE April 29,1971
RECENT EVENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. SAXBB. Mr. President, 1 recently received a letter from a physician who worked in East Pakistan under USAID. He gives a good account of the recent events in East Pakistan. As you know, I objected last year to the sale of SI5,000.000 worth of military equipment to Pakistan because I feared the tragic consequences of this action. I have just co-sponsored Senate Concurrent Resolution 21 which urges the suspension of our military assistance to Pakistan until the conflict is resolved.

I ask unanimous consent to have printed in the RECORD the letter from Dr. John E.Rohde because I feel that Senators should have the benefit of his insight.

HUDSON. OHIO. April 17, 1971.

Hon. WILLIAM B. SAXBE.
New Senate Office Building,
Washington, D. C.

DEAR SENATOR SAXBE: Two days ago my wife and I were evacuated from Dacca, East Pakistan where I have been posted for the past three years as a physician under USAID. I am certain that you are aware of the political events preceding the army crackdown on March 25th. As a result of complete censorship and the expulsion of journalists, banning of the major political party in Pakistan, and repressed information about the military campaign against the civilians of East Pakistan, it must have been difficult to obtain a clear picture of events since that date. From the outset of the army action, the American Consul General and his staff in Dacca, have continued to send detailed factual accounts enumerating first hand reports of the situation. These reports have been carefully collected and verified before transmission to the State Department. 'Publicly the State Department claims they do not have enough facts; but I have seen the factual reports sent daily from Dacca. The American Consul in Karachi stated to me that they only recently began to receive the accounts about the situation in Hast Pakistan, when the Consulate in Dacca has been transmitting information from the very start of the action.

Although Connul Blood's reports contain a more detailed account of the current situation. I wish to bring to your attention the observations. I have made in the past weeks in Dacca. My wife and I watched from our roof the night of March 25th as tanks rolled out of the Cantonment illuminated by the flares and the red glow of fires as the city-was shelled by artillery, and mortars were fired into crowded slums and bazaars. After two days of loud explosions and the continual chatter of machine guns we look advantage of a Break in the

curfew to drive through the city. Driving past streams of refugees, we saw burned out shacks of families living by the railroad tracks coming from Gulshan to Mohakhali crossing. A Bengali friend living close by had watched the army set fire to the bovica, and as the families ran out, he saw them shot down "like dogs' He accepted our offer to take him and his family of twelve into our home. In the old city we walked through the remains of Nayer Bazaar, where Moslem and Hindu wood cutters had worked, now only a tangle of iron, and sheet and smouldering ruins. The Hindu shopkeepers and craftsmen still alive in the bombed ruins of Shankari Bazaar, begged me to help them only hours after the army had moved in with the intention to kill all inhabitants. One man had been shot in the abdomen and killed only one half-hour before we arrived. Others were lying in the streets rotting. The day before we were evacuated. I saw Moslem names in Urdu, on. the remains of houses in Shankari Bazaar, previously a totally Hindu area. On the 29th we stood at Ramna Kali Bari, an ancient Hindu village of about two hundred fifty people in the Center of Dacca Ramna Race Course, and witnessed the stacks of machine-gunned, burning remains of men, women and children butchered in the early morning hours of March 29th I photographed the scene hours later.

Sadarghat, Shakaripatti, Raycr Bazaar, Nayer Bazaar, Pailpara and Thatari Bazaar arc a few of the places where the homes of the thousands are razed to the grounds.

At the university area on the 29th, we walked through Jagannath Hall and Iqbal Hall, two of the student dormitories at Dacca University shelled by army tanks. All inmates were slaughtered. We saw the breach in the wall where the tank broke through, the tank tracks and the mass grave in front of the hall. A man who was forced to drag the bodies outside, counted one hundred three of the Hindu students buried there. Outside were the massive holes in the walls of the dormitory, while inside were the smoking remains of the rooms and the heavily blood-stained floors. We also saw evidence of tank attack at Iqbal Hall where bodies were still unburied.

The two ensuing weeks have documented the planned killing of much of the intellectual community, including the majority of professors of Dacca University. These include: Professor G. C. Dev. Head of the Philosophy Department; Professor :Moniruzzaman, Head of the Department of Statistic; Professor Jotirmoy Guhathakurta, Head of the English Department; Dr. Naqvi and Dr. Ali, Head of the Department of History; Professor Innasali, Head of the Physics Department and Professor Dr. M. N. Huda, Head of the Economics Department, former Governor and Finance Minister were shot in their quarters, injured and left for dead. Many families of these professors were shot as well. Full documentation of the people is difficult due to the army's thorough search leaving Dacca. Complete censorship was facilitated when three prominent mass circulation dailies were burned: The People, The Ittefaq and The Sangbad.

Military action continued after the attack of the first two days. We listened as the early morning of April first was wracked for two hours by artillery pounding Jinjira, a town across the Buriganga 'from Dacca, that had swollen in size with an estimated one hundred thousand civilians fleeing terrorized Dacca. Radio Pakistan continued to broadcast that life in Dacca had returned to normal but we witnessed a nearly a deserted city.

In Gulshan, one of the suburban area of Dacca, where we lived, we witnessed the disarming of the East Pakistan Rifles, stationed in the Children's Park across the street, the

army looting the food supplies from the market nearby, and finally the execution of several EPR as they were forced by Punjabi soldiers onto a truck to be "taken away". The mass execution of several thousands of Bengali policemen and East Pakistan Rifles is already documented. We also witnessed from a neighbor's house, army personnel fire three shots across Gulshan Lake at several little boys who were swimming. Nearly every night there was sporadic gun-fire near our home adding to the fear of twenty-six refugees staying with us. During the day Pakistan planes flew overhead to their bombing missions.

It would be possible for me to chronicle many specific atrocities, but we have left close friends behind whose lives might be more endangered. It is clear that the law of the juggle prevails in East Pakistan where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentsia, and the annihilation of the Hindu population is in progress.

The reports of Consul Blood, available to you as a Congressmen, contains a mare detailed and complete account of the situation. In addition, he has submitted concrete-proposals for constructive moves our government can make. While in no way suggesting that we interfere with Pakistan's internal affairs he asserts, and we support him, that the United States must not continue to condone the military action with official silence. We also urge you to read the Dacca official community's open cable to the State Department. It is for unlimited distribution and states the facts about the situation in East Pakistan..

By not making a statement, the State Department appears to support the clearly immoral action of the West Pakistani army, navy, and air force against the Bengali people.

We were evacuated by Pakistan's Commercial airline. We were loaded on planes that had just disembarked full loads of Pakistani troops and military supplies. American AID dollars are providing support of military action. In Teheran, due to local support of Pakistan, I was unable to wire you the information I am writing.

Fully recognizing the inability of our government to oppose actively or intervene in this desperate oppression of the Bengalies. I urge you to seek and support a condemnation by Congress and the President of the United States of the in-human treatment being accorded the seventy-five million people of East Pakistan.

No political consideration can outweigh the importance of a humanitarian stand, reiterating the American belief in the value of individual lives and a democratic process of government. The action of President Yahya banning the democratically elected majority party, who had ninety-eight percent of the East Wings electorate backing them, ought to arouse a country, which prides itself on the democratic process.

We urge you to speak out actively against the tragic massacre of civilians in East Pakistan.

Sincerely yours,
JON E. ROHDE. M.D.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের হুমকি মোকাবেলার জন্য সিনেটর কেনেডীর আহবান	সিনেটের কার্যবিবরণী	৩ মে, ১৯৭১

May 3,1971 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE S 6089
CONCERN OVER DEVELOPMENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. KENNEDY. Mr. President, on April 1,1 spoke in the Chamber to express my deep concern over developments in East Pakistan.

Suppressed reports to ours Government were telling of a heavy toll being paid by the civilian population as a result of the violence. It was a story of indiscriminate killing, the execution of students and dissident political elements, and the suffering of tens of thousands of innocent civilians. It was a story of families dislocated and homes lost. It was a story of little food and water. And coming in the aftermath of tragedy by natural disaster, the outbreak of violence and the near total disruption of government services were compounding an already difficult situation. Conditions were threatening famine for millions-and the spread of epidemic and disease.

Over the last month I have communicated my concern in this matter to officials in the Department of State and elsewhere, in an effort to encourage and support reasonable initiatives by our Government and the international community to help meet the urgent political and humanitarian problems of East Pakistan.

Regrettably, the record will show that little has been done. And so the plight of the people in East Pakistan is rapidly deteriorating into a nightmare of more suffering and death for millions.

Although reports suggest that violence has subsided considerably, reports also indicate that feelings are tense between the people and the army of the central government. The great bulk of the population is alienated as a result of the army's violent repression-which, as events in Dacca last week underscore, continues sporadically.

Moreover, reports also indicate that the army effectively controls little ground-and that except for Dacca, and Jessore, and the area immediately surrounding these cities, government services and administration are practically nonexistent. The transportation and distribution of available food stocks and medical supplies is at a standstill-even in the area ravaged by last fall's natural disaster, where conservative estimates say a million persons are solely dependent for an effective relief survival operations. The tragedy of the Bengali people in East Pakistan has now spilled over into India, which so far has found it necessary to give asylum to well over a million refugees.

Mr. President, hundreds of thousands of people in Hast Pakistan-perhaps millions of people-are slowly reaching the point of starvation and death.

We are conditioned in the world we have created, to accept such suffering and injustice-especially in our time when violent conflict and oppression are active in so many

areas. But-the newer world we seek will not evolve if we ignore these challenges to leadership, and lake comfortable refuge in the mundane patterns and attitudes of the past.

In the ease of East Pakistan-in the effort to help her people caught in the passion of conflict-I cannot believe that our Government and the international community stand paralyzed in face of great tragedy. The situation can no longer be ignored. At stake are human lives-innocent lives-Pakistani lives thousands, even millions of lives-whose destruction will burden the conscience of all mankind, unless something more is done to save them.

It is easy to deplore the repression and political disorganization in East Pakistan. It is easy to deplore the deteriorating conditions of the people. It is easy to proclaim a policy of concern. It is easy to advocate meaningful steps to ameliorate the conflict and bring relief to the people.

But such rhetoric is no alternative to action. And I strongly feel that whatever our own Government has done on the humanitarian needs in East Pakistan, has fallen short of what should have been done and, like so much of our moral and humanitarian leadership in recent years, has been done without a sense of urgency, creativity, and deep compassion for those in dire need.

And so today, as an American concerned about the dignity and preservation of the ultimate resource on our planet, I appeal for immediate action by the United Nations, which so far has chosen silence over leadership. I appeal to the leaders of Pakistan, to the leaders of other countries, and to our own Government, to support a mercy mission and airlift into areas in need. And, hopefully, the appeal of the Indian Government for assistance to meet refugee needs within her borders, will receive a sympathetic response by all concerned.

Let us leave no stone unturned in accomplishing this objective. But let us do so with meaningful action to meet immediate needs, and with the urgency a serious crisis of people demands.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে সংগঠিত নৃশংসতাঃ কংগ্রেস সদস্য ওয়াল্ডি-এর মন্তব্য ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিবাদ	কংগ্রেসের কার্যবিবরণী	৫ মে, ১৯৭১

BRUTAL SUPPRESSION IN EAST PAKISTAN IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

Mr. WALDIE. Mr. Speaker, I have been shocked and saddened by recent newspaper reports which describe the treatment of the people of East Pakistan by the Pakistan Army since the recent uprising.

I have received a petition from members of the faculty, staff, and student body of the University of California at Berkeley, protesting this treatment and suggesting a course of action for our Government.

I believe this petition is worthy of the attention of this body.

The petition and signatures follow :

A PETITION OF PROTEST REGARDING THE TREATMENT OF THE PEOPLE OF EAST PAKISTAN

We, the undersigned members of the faculty, staff, and students associated with South and South-east Asia Studies at the University of California at Berkeley, wish to protest strongly against the massacres which have been carried out against the people of East Bengal by the Pakistan Army since March 25, 1971. Not content with simply reasserting its authority over the region, the regime of Yahya Khan has embarked on a policy of systematically murdering all Bengali military officers, students, and intellectuals and civil servants who might have provided some leadership for Bengal in the future. They appear in particular to have singled out for destruction all the Bengali professors and heads of departments at Dacca and other East Bengali universities. This policy can only have at its result the reduction of East Pakistan to a wasteland inhabited by a cowed and subjugated people. Such a policy, horrible enough when applied to a small village or remote tribal area, is unspeakably evil when directed to sustaining the rule of a distant military regime over a vast unarmed populace which only three months before had overwhelmingly voiced its desire for a measure of richly deserved regional autonomy.

We therefore urge the Government of the United States to join the Governments of India and the Soviet Union in publicly expressing its outrage at the course of events in East Pakistan; and to carry into effect itself the following, measures:

(1) to halt at once all military aid to Pakistan, whether of ammunition spare parts or equipment; and to maintain this embargo until a government responsive to the will of the people of East Pakistan has been restored to that province;

(2) to suspend economic aid to Pakistan at least until such time as news reporters and scholars are permitted free entry into the major cities of East Bengal to verify for themselves the truth or falsehood of the stories 'put out by the Government of Pakistan about the events of March and April 1971; and

(3) when economic aid is resumed, to direct the overwhelming bulk of such assistance to the relief and rehabilitation of the distressed people of East Bengal. The channeling of emergency relief should take first priority, followed by a wide range of programs aimed at encouraging the growth of a self-reliant progressive Bengali economy.

SIGNATURES OF A PETI TION OF PROTEST REGARDING THE TREATMENT OF TIIE PEOPLE OF EAST PAKISTAN

James N. Anderson, Professor of Anthropology.

Gerald D. Berreman, Professor of Anthropology.

J. Das Gupta, Professor of political Science.

Joseph Fischer, Indonesian Social Science Project.

William Geoghegan, Professor of Anthropology.

Ellen M. Gurnperz, Lecturer in Social Sciences Integrated.

John J. Gumperz, Professor of Anthropology.

Alice S. Ilchman, Lecturer in Education.

Warren Ilchman, Professor of Political Science.

James Matisoff, Professor of Linguistics.

Thomas R. Metcalf, Professor of History.

Leonard Nathan, Chairman, Department of Rhetoric.

Bruce Pray, Professor of South Asian Languages.

Gordon C. Roadarmel, professor of South Asian Languages and Literature.

Leo Rose. Professor of Political Science.

James Schubert, Professor of South Asian Languages.

J. Frits Staal, Professor of Philosophy and South Asian Languages and Literature.

Peter Ananda. Librarian.

Dora Austin-Doughty, Staff.

Susan Bradford, Student.

Hannah S. Branstetter, Staff.

Kenneth Bryant, Student.

Lee Ann Bryant, Student.

John V. Cepelak, Student.

Betsy M. Cobb, Student.

Dorothea Gielow, Student.

Yvonne Kinns, Staff.

Kenneth Logan, Librarian.

Michael Metclits, Student.

William Rosoff, Student.

Lenneth Shivers, Student.

Craig Stark, Student.

Livia Stein, Student.

S. George Vincentnathan, Student.

Mary Patricia Williams, Student.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে সিনেটর পীল-এর মন্তব্য	সিনেটের কার্যবিবরণী	৬ মে, ১৯৭১

S 6350 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE May 6,1971
TRAGIC EVENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. PELL. Mr. President. I have been following closely for the past several weeks the news accounts of the tragic events in East Pakistan. In addition, I have received personal eyewitness reports of those events from constituents. From all of these accounts there seems little doubt that what has occurred is nothing short of a horrifying slaughter.

The world is too small, Mr. President, to dismiss human slaughter on this scale as merely the internal affairs of another country-affairs with which we should not concern ourselves. And yet our Government, in effect, has maintained silence in the face of these events. Whatever the diplomatic reasoning may be, the silence of the administration now is being interpreted to mean that our Government and our people have little regard for the lives of the thousands of the residents of East Pakistan.

I hope the administration will soon find the words and actions to express to all of the world the deep concern that Americans feel.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের বিপর্যয়কর পরিস্থিতিঃ সিনেটর মন্ডেল-এর বিবৃতি ও পররাষ্ট্র সচিব রজার্সকে প্রেরিত টেলিগ্রাম	সিনেটের কার্যবিবরণী	৬ মে, ১৯৭১

May 6,1971 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE S 6383
DISASTER IN EAST PAKISTAN

Mr. MONDAL. Mr. President, the people of East Pakistan-already ravaged by cyclone and civil war-are now threatened by a new disaster of incredible magnitude.

Only the most urgent action by the United States and other governments can save millions from dying of starvation.

The evidence of gathering tragedy was summarized in a letter printed by the New York Times, May 2.

Over 35 million Bengalis depend on imported food to maintain a precarious balance between life and death.

Food imports have been interrupted since February. Internal distribution has stopped.

History has given us the clearest warning of tragedy. In 1943, when the food shortage in the area was one-third what it is now, a similar break-down of food shipments meant the death of over a million people-

Famine will not wait on publicity or bureaucratic inertia. A massive relief effort must be mounted now to revive the distribution system and reach the needy before meager food reserves are gone.

By the time we see the pictures of starving children, it will be too late to save them.

, Yet, in the face of this horror, the U. S. Government has stood by in unconscionable negligence.

We have made a vague, general offer of help, but failed to press the Government of Pakistan in any way to undertake the necessary relief effort.

We were silent when International Red Cross observers-whose impartial humanitarian mission is recognized by world community-were recently denied entry into East Pakistan.

The Department of State's "Pakistan Working Group", created when the civil, war broke out, has been disbanded now that the fighting has subsided. Apparently the danger of millions starving was not deemed an occasion for a "special effort" by this Government.

But something can be done.

The consortium of Governments giving economic aid to Pakistan are now in the process of meeting. They are being asked for considerable financial aid to bail Pakistan out of an acute foreign exchange crisis.

Joined by a bipartisan group of Senators, 1 yesterday wired Secretary Rogers to make clear that the United States will not meet that request, and will ask other donors to refuse likewise, unless, first, the Pakistan authorities undertake an emergency relief effort equal to the crisis in East Pakistan, and second, representatives of the International Red Cross are granted prompt entry to East Pakistan to plan a coordinated international food distribution and medical relief effort with Pakistani authorities.

I would hope the Secretary would also make clear the readiness of the U.S. Government to make available a generous share of emergency food aid and vehicles for distribution, including helicopters and transport aircraft to be loaned to Pakistani relief authorities or the International Red Cross.

Unbelievably, we seem on the verge of another Biafra-another combination of rationalized inaction and moral insensitivity which could cost millions of lives.

If America's claim to moral and humane values means anything, if the Government of Pakistan deserves to be recognized as the responsible authority in East Pakistan, the only course for both governments is the strongest humanitarian action now-before we watch the burial of another generation of babies.

I ask unanimously that a telegram to Secretary Rogers be printed in the RECORD.

MAY 4, 1971.

Hon. WILLIAM P, ROGERS.

U. S. Secretary of State, U. S. Interests Section, care of Spanish Embassy, Cairo United Arab Republic.

Dear Mr. SECRETARY: Tens of millions face starvation in East Pakistan without emergency efforts to restore full supply and distribution of food imports.

We urge you to instruct U. S. Rep. at Pakistan Consortium Talks to refuse further foreign exchange assistance, and ask other donors to refuse likewise, unless Government of Pakistan (1) mounts immediate emergency relief effort in east commensurate with potential need, and (2) grants ICRC observers entry to East to plan coordinated international food distribution and medical relief efforts with Pakistani authorities.

We recognize these are extraordinary actions but feel they are compelled by horrible prospects of millions starving in East Pakistan while governments have means to prevent it.

Sincerely,

Walter F. Mondale, Clifford P. Case, Fred R. Harris, Thorns F. Eagleton, George McGovern, Wimam Proxmire, Harold E. Hughes. Hubert H. Humphrey, Birch Bayh, and Edmund S. Muskie.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংগ্রেস সদস্য ম্যাকেভিটকে লিখিত শ্যামেল পরিবারের চিঠি	কংগ্রেস-এর কার্যবিবরণী	১২ মে, ১৯৭১

May 12, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD**-*Extensions of Remark*
4245

A LETTER WRITTEN BY AN AMERICAN FAMILY EVACUATED FROM EAST PAKISTAN
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
May 11, 1971

Mr. MCKEVITT. Mr. Speaker, among the Americans who were evacuated from East Pakistan were Mr. and Mrs. Edward Sammel, of Denver. The Sammels and their five children arrived in Dacca, East Pakistan, last November where Mr. Sammel was with the U.S. AID Mission.

I would like to share with the House a letter written by Mrs. Sammel which was published in the Denver Post on April 18 :

To The Denver Post:

You've no doubt heard the news that Americans were evacuated from East Pakistan.. and we were among them.

Most of us have a deep concern and sympathy for the people of East Pakistan-the Bengalis-and for Bangladesh-their country.

We are also concerned that the United States hasn't issued a statement condemning the slaughter of unarmed civilians and the suppression of a democratically elected majority.

We have been witness to what amounts to genocide. The West Pakistan army used tanks, heavy artillery and machine guns on unarmed civilians killed 1,600 police while sleeping in their barracks (thus eliminating the only source of armed resistance), demolished the student dormitories at Dacca University and excavated a mass grave for the thousands of students; they've systematically eliminated the intelligentsia of the country, wiped out entire villages-I could go on and on. It's hard to believe it happened.

The only way I can draw an analogy is to ask you to imagine that after the last election-after Nixon was elected-Johnson postponed the inauguration, went out for "talks" with Nixon in California, then during the next three weeks moved almost the entire army out there. Then' in a lightning move arrested Nixon, outlawed the Republican party and eliminated the Republican party leaders. Then went on a killing and burning spree.

I'm spending my first days in Tehran in a frenzy of letter writing, asking people to write, wire or phone President Nixon and congressmen asking that the United States issue a statement.

Russia has, and although this seems hypocritical, they at least acknowledged it was happening. The United States has not. Perhaps our reluctance stems from our embarrassment at My Lai and Lieutenant Calley

Mrs. EDWARD "PAT" SAMMEL.
TEHRAN, IRAN.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিনিধি পরিষদে ই, গ্যালাঘের-এর বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি	কংগ্রেস-এর কার্যবিবরণী	১৩ মে, ১৯৭১

E 4354 CONGRESSIONAL, RECORD-Extensions of Remarks May 13, 1971
VULTURES TOO FULL TO FLY
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
May 12, 1971

Mr. GALLAGHER. Mr. Speaker, I rise today to comment briefly on the situation in East Pakistan or Bangladesh as the Bengalis and their supporters prefer it to be called. On May 11, my Foreign Affairs' Subcommittee on Asian and Pacific Affairs held a hearing on this matter. We were scheduled to meet May 13 to hear the witnesses from the Department of State and the Agency for International Development in executive session and Professor Robert Dorfman of Harvard University in open session. Unfortunately, that day of hearing must now be postponed and it will be rescheduled as soon as possible.

Whatever the politics involved in this region. I firmly believe that one of the great human tragedies of modern times may be in the process of being created. As additional background material for the continuing debate over the American role and the role of the world community in mounting a humanitarian assistance program. I would like to call my colleagues attention to the testimony of Senator EDWARD M. KENNEDY before my sub- committee yesterday, a position paper of the Ripon Society dated April 3, and a news dispatch from the Washington Star of May 12.

The phrase in the news dispatch about "vultures too full to fly" may be regarded as vulgar by many people unfamiliar with the history and the potential for tragedy in his region. However, it does graphically reflect the position of many who are intimately familiar with past events and with informed future predictions.

[From the Washington Evening Star. May 12, 1971]
VULTURES TOO FULL TO FLY-EAST PAKISTANI
CALAMITY DEFIES BELIEF.
(By Moit Rosenblum)

DACCA, EAST PAKISTAN-Vultures too full fly perch along the Ganges River in grim contentment. They have fed on perhaps more than a half million bodies since March.

Civil war flamed through Pakistan's eastern wing on March 25, pushing the bankrupt nation to the edge of ruin. The killing and devastation defy belief.

From a well at Natore, fetid geses bubble up around bones and rotting flesh.

A tiny child gazes at a break in the lavender carpet of water hyacinths in a nearby pond where his parents' bodies were dumped.

TOLL COULD BE MILLION

No one knows how many Bengali families the army machine gunned or how many migrant settlers Bengali secessionists slashed to death. But estimates of the total dead start at six figures and range to over a million.

In the port city of Chittagong, a blood splattered doll lies in a heap of clothing and excrement in a jute mill recreation club where Bengalis butchered 180 women and children.

Along the road to the mill, entire blocks of Bengali homes and shops were blasted and burned to the ground by the revenging Pakistani army.

Reporters were banned from East Pakistan from March 26, when 40 newsmen were bundled out and stripped of their notes and film, until the government escorted in a party of six on a conducted tour may 6-11.

From visible evidence and eyewitnesses questioned out of official earshot the following account emerged:

Throughout March, Sheikh Mujibur Rahman's Bengali dominated Awami League harassed the military government with a non-cooperation campaign demanding autonomy and more benefits from West Pakistan.

Bengalis killed some West Pakistanis in flurries of chauvinism.

Mujib's party had won a majority in the National Assembly elections and he was Pakistan's major political figure. But negotiations in Dacca with President Agha Mohammed Yahya Khan broke dean and Yahya flow back to West Pakistan March 25. That night the army roared out of its barracks, and East Pakistan was aflame.

PROFESSORS EXECUTED

Soldiers assaulted two dormitories at Dacca University where radical Bangali students made their headquarters. They used recoilless rifles, then automatic weapons and bayonets.

They broke into selected professors' and students' quarters. They executed some 14 faculty members, at least one by mistake. Altogether, more than 200 students were killed.

Army units shelled and set fire to two newspaper offices, then set upon the Bangali population in general. More than a dozen markets were set afire and at least 25- blocks were devastated in Dacca.

Hindu Bengali jewellery shops in the Shakari patti quarter were blown apart. Two Hindu villages inside the Dacca race course were attacked with almost holy war fury by the Moslem troops.

Accounts, projected from body counts at mass graves indicate above 10,000 persons were shot to death or burned to death the first few nights in Dacca.

Official spokesmen contended that the army went into action to stop a rebellion planned for 3 o'clock the next morning. They insisted that the army killed no one but those who fired at the soldiers.

But other officers said the rebellion plot was only an assumption.

Eye-witnesses said at least hundreds of the victims were women and thousands were unarmed civilians gunned down indiscriminately.

I took firm action to prevent heavy casualties later," said the martial law governor, Lt. Gen. Tikka Khan.

Dacca was brought under army control quickly, but word of the army action flashed through the province of 58,000 square miles and 75 million inhabitants, one of the world's most densely populated areas.

Thousands of Bengalis in the army, police, militia and border forces revolted. Under the banner of Bangladesh, the independent Bengali state, the deserters and armed volunteers fought back, seizing wide areas of the provinces before the 11,000 West Pakistani regulars could occupy them.

Bengali civilians and "liberation troops" began a mass slaughter of Mohajirs-Indian migrants from the 1947 partition-and West Pakistanis.

They raced through market places and settlements, stabbing, shooting and burning, sometimes stopping to rape and loot.

The army shelled towns and fired at anything that moved. The army action was far more brutal than anything seen in the Nigerian civil war.

Europeans likened the damage to that of the hardest hit the eaters of World War II.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য স্থগিত করণ প্রশ্নে সিনেট পররাষ্ট্র সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৩ মে, ১৯৭১

SUSPENSION OF MILITARY ASSISTANCE TO, PAKISTAN
MAY 13, 1971.

Mr. MANSFIELD (for Mr. FULBRIGHT), from the Committee on Foreign Relations, submitted the following

REPORT

[To accompany S. Con. Res. 21)

The Committee on Foreign Relations, to which was referred the concurrent resolution (S. Con. Res. 21) calling for the suspension of military assistance to Pakistan, having considered the same, reports favorably thereon with amendments and recommends that the concurrent resolution as amended do pass.'

PURPOSE

The purpose of S. Con. Res. 21, as amended, is to express the sense of the Congress that all American, military assistance and licenses for military sales to Pakistan should be suspended until the conflict ill East Pakistan is resolved and the distribution of relief supplies in that area is undertaken.

BACKGROUND

As a result of long standing differences between political factions in West and East Pakistan, the Pakistan army took control of Dacca, the, capital of East Pakistan on March 25, 1971. Although all foreign news correspondents were expelled from East Pakistan, reports received from various sources indicated that the Pakistan army was engaged in indiscriminate killing of civilians with military equipment furnished by the United States Publicly, at the, outset at least. State Department spokesmen said they were unable to confirm that U.S. military' equipment was being used to kill East 'Pakistanis. It was not until 1971, almost a month after the Pakistan army took control in East Pakistan that a letter was received from the Department in response to a Committee inquiry stating that reports had been received indicating that M-24 tanks and F-85 aircraft have been observed in use in East Pakistan in recent weeks"This was the first official communication on the subject which was received by the Committee on Foreign Relations. The correspondence referred to is reprinted in the appendix to this report.

U.S. MILITARY ASSISTANCE PROGRAM

With very few exceptions, the types and. amounts of military assistance which the United States has furnished to the Government of Pakistan are classified. Nevertheless, it

can be said that prior to the war between India and Pakistan in 1965, American grant military aid to Pakistan, including military training for thousands of Pakistanis, amounted to hundreds of millions of dollars. As a result of the India-Pakistan conflict, in September 1965 the United States placed an embargo on further shipments of military equipment to both countries. Since that time, however, although the Communist Chinese have been the main source of arms supplies for Pakistan, the Unified States has also furnished certain military equipment to the Pakistanis. For example, in the letter dated April 23, referred to above, it is stated.

Since we terminated MAP grant assistance and suspended military sales to Pakistan and India in 1965, we have supplied no lethal end-items to Pakistan. After resuming a limited military sales program to both countries in 1966-67, we have sold to Pakistan, predominantly for cash, only non lethal equipment and spare parts and ammunition for arms previously supplied by us. Non-lethal items have included trainer and transport aircraft; transport equipment such as trucks and jeeps and communications, medical and engineering equipment. Ammunition in various calibres for weapons supplied prior to the embargo in 1965 has comprised less than 15 percent of the total sales program since 1966. We have continued to sell spare parts and ammunition in order to keep previously supplied U. S. equipment operational, in the belief that to allow this equipment to become inoperative would compel Pakistan to purchase more expensive and modem replacements, diverting resources from economic development to defense and fueling an arms race in the Subcontinent.

The April 23 letter also states that in October 1970 the Administration announced a "one-time exception to our military supply policy to sell Pakistan a limited quantity of arms." As Senator Case pointed out when he introduced S. Con. Res. 21, the equipment involved consists of armored personnel carriers, modified patrol aircraft, fighter planes (F-104's) and bombers (B-57's). None of these items have been delivered and nothing is in the pipeline. It should be noted, however, that although U. S. officials have suspended discussions on these sales, the offer to sell the equipment has not been resinded.

INACCESSIBILITY OF INFORMATION

Wafaturately because the State Department refused to furnish curtained developments the Committee has had to rely on unofficial sources for information relating to developments in East Pakistan. In this connection, the Committee received a letter (dated April 9, 1971) written by Mr. Jon E. Rhode, an employee of the United States Public Health Service, which states in Part as follows:

আমেরিকান সরকারী দলিল পত্র অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

*** As a result of complete press censorship and expulsion of journalist banning of the major political party in Pakistan, and repressed information about the military campaign against the civilians of East Pakistan, it probably has been difficult for you to obtain a clear picture of events since that date. From the outset of the army action, the American Consul General. Mr. Archer Blood, and his staff in Dacca have continued to send detailed factual accounts enumerating first hand reports of the situation. These reports have been carefully collected and verified before transmission to the State Department.

* * * * *

The reports of the American Consul, Mr. Blood (available to Senators and Congressmen), contain a more detailed, and complete account of the situation. In addition, he has submitted concrete proposals for constructive moves our government can make. While in no way suggesting that we interfere with Pakistan's internal affairs, Mr. Blood asserts, and we support him, that the U. S. must not continue to condone the military action with official silence. We also urge you read the Dacca official community's open cable to the State Department. It is for unlimited distribution and states the facts about the situation in East Pakistan. By not making a statement, the State Department supports the clearly immoral action of the West Pakistani army, navy and air force against the Bengali people.

In view of the foregoing, and contrary to the assumption of the correspondent, Mr. Rhode, that Senators and Congressmen had these reports, the Committee asked the Department of State to furnish it with reports it had received from its posts in West and East Pakistan, as well as the "open cable" sent by the official community of Dacca. The Department replied that it was unable to accede to the request "without departing from established practice." (The exchange of correspondence is appended to this report.) This refusal is contrary to past practice. There have been a number of occasions when classified reports and messages have been shown to Committee members in the past, especially when it has served the interests of the Department of State to do so.

In the Committee's view, if it does not have access to the type of information requested, it has no basis upon which to exercise independent judgment and therefore is not in a position to carry out its constitutional foreign policy responsibilities. This practice of the State Department in denying information has serious implications, not only for the .Senate as a whole, but for the people the Members of that body were elected to represent. Accordingly, the Committee cannot acquire in this practice of denying information to the Committee. In the absence of increased, cooperation in the future, the Committee will find it necessary to develop to appropriate measures to rectify the situation.

COMMITTEE ACTION

S. Con. Res. 21 was introduced by Senator Case (for himself, and Senators Bayh, McGovern. Mondale, Muskie and Saxbe), on April 15, 1971, and was referred to the Department of State for comment on April 21. Subsequently, the following Senators co-sponsored the resolution: Senators Brooke, Church, Eagleton, Hartke, Hatfield, Hughes, Javits, Kennedy, Pearson, Pell, Proxmire, Ribicoff, and Stevenson.

The resolution was discussed briefly during an executive session held on April 30, when Deputy Assistant Secretary of State Christopher Van Hollen and Deputy Assistant Secretary of Defense James Noye tesified on the situation in Pakistan. At that time, Mr. Van Hollen informed the Committee that the Executive Branch had not formulated a position on the resolution. The Committee met in executive session on May 6, and by a voice vote ordered S. Con. Res. 21 reported favorably to the Senate with amendments. Comments on the resolution were received from the Department of State Shortly before the Committee acted.

Distribution of Relief .Supplies

The Committee added an amendment to S. Con. Res. 21 which is designed to encourage the administration to take such measures as may be appropriate to expedite the distribution of relief supplies in East Pakistan. According to the Department of State, adequate food supplies are available. However, unless facilities and other channels of distribution are cleared, there is a potential danger that a serious food shortage could develop and result in a famine.

Executive Branch Position

The department of State is opposed to the enactment of S. Con. Res. 21. In a letter dated May 6, 1971, the Department points out that "Much has already been done *** that parallels the basic concern expressed in the concurrent resolution." In addition, the Department states that it would appear desirable to continue to supply military items to Pakistan in order to "maintain a constructive bilateral political dialogue and to help ensure that Pakistan is not compelled to rely increasingly on other sources of supply." The State Department letter is incorporated in the appendix to this report.

Conclusions and Recommendations

Pursuant to the provisions of Chapter 2 of the Foreign Assistance Act of 1961. as amended, military assistance is authorized to be furnished to foreign countries for the purpose of strengthening the security of the United States and promoting world peace (Sec. 503). In addition Section (a) (1) (C) of the Act provides that "no defense articles shall be furnished to any country on a grant basis unless it shall be agreed that it will not * use or permit the use of such articles for purposes other than those for which furnished." Moreover, sub-section (d) of Section 505 provides as follows.

> (d) Any country which hereafter uses defense articles or defense services furnished such country under this Act, the mutual Security Act of 1954, as amended, or any predecessor foreign assistance Act, in substantial violation of the provisions of this chapter or any agreements entered into pursuant to any of such Acts shall be immediately ineligible for further assistance.

One of the justifications for furnishing military assistance to Pakistan is to enable that country to combat the external threat of Communist aggression and to prevent internal communist infiltration and subversion.

By no stretch of the imagination, however, was it intended that such assistance would be used for the purpose of suppressing freely elected representatives of the people and killing innocent civilians. In the words of Senator Mondale.

There is something very wrong when guns, tanks, and planes supplied by the United States are used against the very people they are supposed to protect.

In the Committee's view, the manner in which U. S. military equipment was used in East Pakistan is in "substantial violation" of Chapter 2 of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and it recommends that the Senate approved S. Con. Res. 21 without delay.

APPENDIX

April 6,1971.

Hon. WILLIAM P. ROGERS,
Secretary of state,
Washington, D.C.

DEAR MR. SECRETARY: In view of disturbing reports from East Pakistan of seeming military excesses. I would appreciate receiving urgently a full account of the extent to which United States supplied Military grant assistance has been used in Pakistan.

I have particularly in mind the provisions of Chapter II, Part II, of the Foreign Assistance Act which define the purposes for which military assistance is granted to a country and the accountability of recipients for the use of such equipment.

In addition, I would like to know the current status of discussion with Pakistan concerning the proposed sale of military equipment to Pakistan by the United States. I would be helpful, if, in your reply you could also include the state of any current shipments of U. S. military parts, supplies or equipment, lethal or otherwise, to Pakistan.

Sincerely yours.
J. W. FULBRIGHT, Chairman.

Hon. WILLIAM P. ROGERS, *April 23, 1971.*
Secretary of State,
Washington, D.C.

DEAR MR. SECRETARY: In preparation for an executive hearing which the Committee on Foreign Relations expects to schedule next week, it is requested that the Department of State furnish the committee with those reports (including cables and telegrams) which it has received from Posts in West and East Pakistan regarding the current crisis in that country. In addition, I am informed that the official community of Dacca sent an open cable to the State Department earlier this month. It would be appreciated if this cable could also be made available to the committee.

I would be grateful if you could comply with these requests at the earliest practicable date.

Sincerely yours.
J. W. FULBR1GHT, Chairman.

Barrington, Rl, April 15, 1971.

Senator J. W. FULBRIGHT,
Chairman Committee on Foreign Relations,
U. S. Senate, Washington, D.C.

DEAR SENATOR FULBRIGHT: As Chairman of the Committee on Foreign Relation of the Senate, I know you must be deeply concerned about the civil war that has been raging in East Pakistan since March 25th. My husband and I have recently returned to the United States after a five-week visit with my son who has been living in Dacca for the past three Years. Although we left before the outbreak of hostilities, we were fully aware of the strained political relations that had developed following the elections of last December. We have just received a letter from my son, Jon, who was evacuated to Tehran, Iran along with many other Americans on April 7th. He has asked me to forward the attached letter to you as well as to other members of the Foreign Relations Committee. The letter speaks for itself, but I would like to quote one paragraph (page three) with which my husband and I are in complete agreement.

"Fully recognizing the inability of our Government to oppose actively or to intervene in this desperate oppression of the of the Bengalis, urge you to seek and support a condemnation by congress and the President of the United States of the inhuman treatment being accorded the 75 million people of East Pakistan. The silence of our government is being widely regarded as tacit approval of the action being taken by the Pakistan Military."

Sincerely yours,
EDGAR F. ROHDE.

AMERICAN EMBASSY
APO New York, N. Y. April 9, 1971.

Two days ago my wife and I were evacuated from Dacca, East Pakistan where I have been posted for the past three years under a L". S. AID program. I am certain that you are aware of the political events preceding the army crackdown on March 25th. As a result of complete press censorship and expulsion of journalists banning of the major political party in Pakistan, and repressed information about the military complain against the civilians of East Pakistan, it probably has been difficult for you to obtain a clear picture of events since that date. From the outset of the army action the American Consul General Mr. Archer Blood and his staff in Dacca have continued to send detailed factual accounts enumerating first hand reports of the situation. These reports have been carefully connected and verified before transmission to the State Department. Publicity the State Department claims they do not have enough facts; but I have been the facts sent at length daily from Dhaka. The American Consul in Karachi also stated to me that only recently had he begun to receive the accounts about the situation in East Pakistan, when the Consulate in Dacca has been transmitting information from the start of the action.

Although Consul Blood's reports contain a more. Detailed account of the current situation, I wish to bring to your attention the observations I have made in the past weeks in

Dacca. My wife and I watched from our roof the night of March 25th as tanks rolled out of the Cantonment illuminated by the flares and the red glow of fires as the city was shelled by artillery and mortars were fired into overcrowded slums and bazaars. After some days of loud explosions and the ceaseless chatter of machine gun we took advantage of a break in the curfew to drive through the city. Driving past streams of refugees. We saw burned out shacks of the families living by the rail-road tracks. A Bengali friend living close by had watched the army set fire to the hovels, and as the families ran out, he saw them shot "like dogs". He accepted our offer to take him and his family of 12 into our home. In the Old City of Dhaka, we walked through the remains of Nayer Bazaar. Where Moslem and Hindu woodcutters and worked, now only a tangle of iron sheet and smoldering ruins. The Hindu shopkeepers and craftsmen still alive in the bombed ruins of Shankari Bazaar begged me to help them only hours after the army had moved in to kill all the inhabitants. On the 29th of March at Ramna Kali Bari, an ancient Hindu village of 200-300 people in the center of the Dacca Ramna Race Course, we saw the stacks of machine-gunned, burning remains of man, women and children butchered in the early morning hours of the day. I photographed the scene hours later, although the following day three British citizens suspected of photographing a church were set against a wall after grilling by an Army officer and were saved from execution by the timely arrival of the British Consul.

At the Dacca University area on the 29th, we walked through Jagannath Hall and Iqbal Hall, two of the student dormitories, which had been shelled by army tanks and all residents were slaughtered. We saw the breach in the wall where the tank broke through, the mass grave in front of the hall where one man who was forced by the army to help drag the bodies outside, counted 103 of the Hindu students buried there. We saw the massive holes in the walls of the dormitory, the smoking remains of the rooms, and the heavily blood stained floors.

The two ensuing weeks have documented the planned killing of much of the intellectual community, including a majority of the professors at Dacca University and many families of these professors were shoot as well. Full documentation of the names of people killed is difficult due to the army's thorough search of people leaving Dacca. Complete censorship was facilitated when three prominent mass circulation daily newspapers were burned: *The people, The Ittefaq*, and *the Sangbad*. While Radio Pakistan continued to broadcast that life had returned to normal, we witnessed the daily movement of thousands of civilians fleeing the terrorized city.

In Gulshan, one of the suburbs of Dacca where we lived, we witnessed the disarming of the East Pakistan Rifles stationed in the Children's Park across the street, the army looting the food supplies from the market nearly, and finally the execution of several EPR as they were forced by Punjabi soldiers onto a truck to be "taken away." The mass execution of several thousands of Bengali policemen and the EPR is already documented. We also witnessed from a neighbor's house, army personnel fire three shots across Gulshan Lake at several little boys who were swimming. Almost every night there was sporadic gunfire near our home, adding to the fear of the 26 refugees staying with us.

It would be possible for me to chronicle many specific atrocities, but we have left close friends behind whose lives might be more endangered. It is clear that the law of the jungle

prevails in Hast Pakistan where the mass killing of unarmed civilians, the systematic elimination of the intelligentia, and the annihilation of the Hindu population is in progress.

The reports of the American Consul, Mr. Blood (available to Senators and Congressmen) contain a more detailed and complete account of the situation. In addition, he has submitted concrete proposals for constructive moves our Government can make. While in no way suggesting that we interfere with Pakistanis internal affairs. Mr. Blood asserts, and we support him, that the U.S. must not continue to condone the military action with official silence. We also urge you to read the Dacca official community's open cable to the State Department. It is for unlimited distribution and states the facts about the situation in East Pakistan. By not making a statement, the State Department supports the clearly immoral action of the West Pakistani army, navy and air force against the Bengali people.

Fully recognizing the inability of our government to oppose actively or to intervene in this oppression of the Bengalis. I urge you to seek and support a condemnation by Congress and the President of the United States of the inhuman treatment being accorded the 75 million people of East Pakistan. The silence of our government is being widely regarded as tacit approval of the action being taken by the Pakistan military. No political consideration can outweigh the importance of a humanitarian stand reiterating the American brief in the value of individual lives and a democratic process of government. The action of President Yahya banning the democratically elected majority party who had 98 % of the East Wing's electorate backing them, ought to arouse a response from a country who prides itself on the democratic process.

We urge you to speak out actively against the tragic massacre of civilians and take the humanitarian stand which must override any consideration of power politics.

JON E. ROHDE.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৩	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১২ মে, ১৯৭১

92D CONGRESS 1st Session
H. CON. RES. 303
In The House of Representatives
May 17, 1971

Mr. Gross submitted the following concurrent resolution, which was referred to the Committee on Foreign Affairs.

CONCURRENT RESOLUTION

Whereas the Congress of the United States deeply regrets the conflict that has occurred in East Pakistan; and

Whereas the Congress of the United States opposes the use of American military material in East Pakistan: Now, therefore, be it

Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That-

(1) All-American military and economic assistance to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved and the distribution of relief supplies is undertaken.

(2)All licenses for military and other sales to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved and the distribution of relief supplies is undertaken..

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য বন্ধের জন্য প্রতিনিধি পরিষদের প্রস্তাব-৩০৪	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৭ মে, ১৯৭১

92D CONGRESS 1st Session
H. CON. RES. 304
In The House of Representatives
May 17,1971

Mr. Halpern (for himself, Mrs. Abzug, Mr. Badillo, Mr. Bingham, Mr. Burke of Massachusetts, Mr. Burton, Mr. Coughlin, Mr. Dellums Mr. Drinan, Mr. Gude, Mr. Harrington, Mr. Koch, Mr. Mikva, Mr. Mitcheill, Mr. Morse, Mr. Moss, Mr. Rangel, Mr. Riegle, Mr. Rosenthal, and Mr. Ryan) submitted the following concurrent resolution; which was referred to the Committee on Foreign Affairs.

CONCURRENT RESOLUTION

Whereas the Congress of the United States deeply regrets the conflict that has occurred in East Pakistan; and

Whereas the Congress of the United States opposes the use of American military material in East Pakistan: Now, therefore, be it

Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring). That-

(1) Ail-American military assistance to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved and the distribution of relief supplies is undertaken.

(2) All licenses for military sales to Pakistan should be suspended until the conflict in East Pakistan is resolved and the distribution of relief supplies is undertaken.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ অবশ্যই বন্ধ করতে হবেঃ সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৮ মে, ১৯৭১

S 7128 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE May 18, 1971

WE MUST STOP SENDING ARMS TO PAKISTAN
BLOODBATH IN EAST PAKISTAN

Mr. CHURCH, Mr. President, I speak today in Support of Senate Concurrent Resolution 21. What has taken place in East Pakistan since the night of March 25, 1971, when a bloodletting of untold proportions began, is hard to comprehend. We know that the Pakistan army, equipped mostly with American arms and led by U. S. trained officers, let loose a massive burst of violence on fellow Muslims. After the first week of the civil strife, the normally calm France newspaper, Lc Monde, headlined events in Pakistan as "The Week of the Bloodbath." The Chicago Sun-times, after running a series of eye-witness descriptions, labeled the affair. "The Pakistan Pogrom." And Lt. Gen. Tikka Khan, the present martial law administrator of East Pakistan, admitted on May 6 that there had been "quite a lot of massacre" during the current conflict.

On-the-spot accounts reaching Washington on a continuing basis from Americans, Europeans, and subcontinents have confirmed the charge that killings have been widespread and sadistic. Such an account came from Peggy Durdin in the New York Times. After an extensive stay in East Pakistan, she wrote on May 2 of the wholesale slaughter that had taken place in Dacca and other urban centers following the breakdown of talks between Pakistan President Yahya Khan and Sheik Mujibur Rahman, the duly elected leader of the Awami League. This Bengali political party had just won an overwhelming mandate: One hundred and sixty-seven out of a possible 100 seats assigned to East Pakistan in the 313-seat National Assembly, on a Platform advocating greater political autonomy for the East, Mrs. Durdin observed that-

The freedom the Bengalis were determined to achieve and the concealona he vested interests of the West and Pakistan's military dictator-president were prepared to give finally culminated in one of the bloodiest slaughters of modern times, as Pakistan's armed forces moved with total ruthlessness to reassert Islamabad's authority.

As more and more facts are collected and analyzed, there is evidence to suggest not only that mass killings took place, but also that Bengali leadership groups may have been selected out by the central government for annihilation. Thousands of Bengali civilians-professors, elected leaders, businessmen, lawyers, engineers, politicians, civil servants, doctors, workers, students, farmers, women, children-together with many of the men who made up the East Pakistan Rifles and the Pakistan Border Security Forces, plus local policemen, are said to have been exterminated. Reports T. J. S. George in the Far Eastern Economic Review:

Should East Pakistan be handed over to local political parity tomorrow, there simply will not be many leaders or intellectuals of the Awarni League brand to take over responsibility. In one murderous week the army wrought a vacuum which it will take a generation or more to fill

U.S. INVOLVEMENT

Mr. CHURCH. Mr. President, what has been America's involvement in these startling events? When did it begin? How should it be altered?

For its savage crackdown on the Bengalis, the Pakistan Army used imported guns, automatic weapons, mortars, artillery, trucks, armored personnel carriers, tanks, airplanes, and ammunition. The Officers in charge were men trained in the United States or Great Britain. Most of the ordnance and supplies came from the United States, acquired over the years through our lavish grants of military assistance and subsidized arms sale programs. The Bengalis, on the other hand, have literally used bows and arrows, knives, rocks, homemade bombs, and captured hand weapons to resist.

Starting in 1954, When Secretary of State John Foster Dunes negotiated a large arms agreement with Pakistan, the U. S. Government developed a special relationship with the ruling feudal oligarchy of West Pakistan-the generals, the handful of landowning families who control 80 per cent of the wealth and the civil servants. We furnished immense quantities of arms, and more than $4 billion worth of economic and food assistance, the bulk of which was channeled into West Pakistan.

The military largesse, costing the United States nearly S2 billion in arms, was perenially justified to Congress and the American people as a shield to protect the Pakistan is and the United States-against Communist aggression. Pakistan joined SEATO and CENTO; in turn, the United States built a communications and air base complex at Peshawar to gather intelligence data from Central Asia, Far from containing the Russian bear or the Chinese dragon, however Pakistan has used its American. Furnished military equipment first against Indian in 1969 and now against the won people. Indeed, in 1969, Pakistan unabashedly closed down our electronic listening post at Peshawar in order to placate Russian and Chinese feelings. By all standards then, our military assistance policy has proved a failure-but it has been kept alive by the persistence of our arms bureaucracy and the insistence of the Pakistan junta.

In October, 1970, the United States lifted its embargo on lethal arms to Pakistan that had been imposed "after the 1965 Indo-Pakistan war. When this policy turnabout was announced, I warned in the Senate, as I had in the early 1960's, against fueling the Pakistan-Indian rivalry, that trouble and violence would be the end product. "It could be," I said on October 14 of last year, "only a matter of time before recent history repeats itself-and the United States is burned again." This has happened, but in another, unforeseen way.

When a policy goes sour but is not changed, the results are sordid. New public information reveals this about the Pakistan case. In April 1967, the United States altered its arms embargo to case military transactions. We permitted commercial sales of what could

be termed "nonlethal end-items" and this was interpreted here and internationally as communications and transportation equipment, Now it has come to light that our sales to Pakistan were averaging 310 million per year and of that amount, the State Department confessed a month ago, £2.5 million went for ammunition. Our arms surveyors reasoned that ammunition, though lethal was not an "end-item."

After hedging for more than a month, the State Department acknowledged on May 5, 1971, that the Pakistan Government was using U. S. supplied tanks and jet fighters in imposing military rule upon the majority of its population which lives in East Pakistan. In a recent letter that I have received from Dacca, an American observer writes that the success of the Pakistan Army to date in occupying key towns "is heavily related to the use of C-130's to move" men and material. Before he and other foreign correspondents were expelled at gunpoint from East Pakistan. Selig S. Harrison of the Washington Post noted the disturbing fact that:

The universal attitude expressed in Dacca by representative Bengalis from Sheikh Mujibur Rahman down to the street vendor is that the United States has willingly or otherwise made it possible for West Pakistan to ride roughshod over the East through its military assistance to the Punjabi-dominated army and an economic aid approach reflecting the bias of the largely West Pakistani bureaucracy.

In regard to our military involvement, the St. Louis Post-Dispatch concluded that "the United States must share the guilt in this atrocity." In sum, our military ties with Pakistan has implemented and made possible the carnage...............

CHANGING U. S. POLICY

Mr. CHURCH: Mr. President, how can we change the present course?

The lessons learned here are obvious, or should be. First, we should admit that to take a truly "neutral position" in the civil conflict, we must stop favoring West Pakistan over the east with military weapons and economic aid. This process can begin by all earring our arms arrangement as the Case-Mondale resolution proposes. We should stop pretending that Pakistan must be treated as an "ally" because of its SEATO and CENTO membership; Pakistan's participation over the last 10 years has been no more than ritualistic. The fact of the matter is that, diplomatically, Pakistan has elasped hands with Peking. The Chinese currently are providing Islamabad with millions of dollars of arms. Including AK-47 automatic rifles and Mik-17 aircraft, and have promised $20 million in grant aid.

Second, we should reject the Pakistani military government's contention that the slaughter of elected leaders and repression of the majority of its population in the east is not a proper matter of concern for the international community. Close to 3 million refugees are now in India. As the killing or threat of violence continues, there will be more. Victims of the fighting still in East Pakistan plus refugees need care; the food crisis worsens; disease and epidemics spread, even across borders into India. International action is essential in rehabilitating and reconstructing the devastated area of Bengal, one of the most densely populated regions of the world.

Senator EDWARD M. KENNEDY: Chairman of the Senate Subcommittee on Refugees has spoken on this subject.........

Mr. CHURCH: Then, too, the Pakistan Government, in constantly blaming India for its troubles, has internationalized the issue, thus aggravating the danger of spreading the war. A New York Times editorial on April 21 stated this danger well:

There is ample evidence to justify a strong plea by the world community for an immediate end to the bloodshed and for the admission of international relief agencies into East Pakistan.

The Pakistani Government itself has made this conflict an International issue by attempting to place the blame for Bengali resistance on neighboring India. If deep-rooted-and now profoundly aggravated-Bengali grievances are allowed to fester, mounting tensions between India and Pakistan could explode into a war that might quickly involve one or more of the major powers. The United Nations Security Council and its member states have not only the right but the responsibility to do all that is in their power to try to forestall such a development.

A particularly heavy burden of responsibility falls on the United States Government since Washington's arms provide the principal muscle of West Pakistan's military power and American economic aid will become increasingly eructed for the Pakistan Governments survival. Washington has the leverage to support democratic and peaceful development in Pakistan. Continued bilad backing for the military regime in Islamabad can only lead to disaster for this country's substantial interests on the Indian subcontinent.

Third, our military assistance program has exacerbated trouble some situations before. The pages of recent history are full of the well-known role American arms have played in fueling existing tensions between Greece and Turkey, Jourdan and Israel, Honduras and EL Salvador, Iran and Iraq, India and Pakistan, Franch and Algeria, Portugal and its African colonies, to mentions a few. "Guns provided others." editorialized the Baltimore Sun, "will in all probability be discharged, but not necessarily discharged against the target of your prescriptions." This is the reason Congress needs to alter drastically the export of American arms in the future. Certainly the Pakistan example is a flagrant case in point. I plan to offer such legislation later this year, in the hope that the United States will end its addiction to arsenal diplomacy, and stop pressing armaments on other nations through grants.

For, now, however, adoption of the pending resolution is a place to start.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রতিনিধি পরিষদ পররাষ্ট্রের উপকমিটি কর্তৃক গৃহিত শুনানিঃ রবার্ট ডর্ফম্যান-এর বিবৃতি	প্রতিনিধি পরিষদ পররাষ্ট্র উপকমিটির রিপোর্ট	২৫ মে, ১৯৭১

CRISIS IN EAST PAKISTAN

TUESDAY, MAY 25, 1971
HOUSE OF REPRESENTATIVES,
COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS,
SUBCOMMITTEE ON ASIAN AND PACIFIC AFFAIRS.

The subcommittee met at 3:20 p.m., in room 2200, Rayburn House Office Building, Hon, Cornelius E. Gallagher (Chairman of the sub-committee) presiding.

STATEMENT OF REPORT OF ROBBERT DORFMAN, PROFESSOR
OF ECONOMICS, HARVARD UNIVERSITY

Mr. DORFMAN. Thank you for giving me an opportunity to come here. My remarks will concern a somewhat different matter from what I gather you have been hearing in the previous testimony, but there is a close and tragic connection.

Senator Kennedy and the others have already called your attention to the terrible problems of feeding and earring for the millions of refugees, both in Pakistan and in West Bengal. I have nothing to add to that, except my personal sympathy and concern. But the distress of those millions of persons is just one aspect of the civil war that's now going on, and I want to devote my few minutes to America s role and attitude in that war.

Let me qualify myself. My name is Robert Dorfman. I am professor of economics at Harvard, a member of the Council of the American Economic Association, former President of the Institute of Management Sciences, and so forth. I have published a number of books, and I have all the usual academic credentials. I have been concerned professionally with the economics of the less developed countries, including Pakistan, for the last dozen years. My interest began in I960 when I had the honor of serving as a member of a panel appointed by President Kennedy to advice the Government of Pakistan about the serious problems in the Indus Basin. I flatter myself that this Presidential panel made a substantial contribution to reversing the down-ward course of agriculture in that region. We proposed a sensible plan for increasing the yields of irrigated agriculture, while arresting the ominos progress of environmental decay, building on much excellent work that the Pakistanis had already done. That plan, together with the introduction of high-yield Mexican wheat a few years later and with some essential economic reforms, laid the foundation for the so-called green revolution, which brought to communities where there had been only despair.

Subsequent to that work I retained my interest in Pakistan in various capacities, serving as a consultant for the Agency for International Development, the Development Advisory Service of Harvard University and most recently the Word Bank.

In order to dispel any suspicion that I am biased in the current conflict between East and West Pakistan. I should mention that virtually a my entire association with that country has been concentrated on the problems and development of West Pakistan. When I have occasion to criticize the policies that foster the economics of West Pakistan to the neglect of the problems of the East, I am criticizing myself among others. I was a party, a small party, to those policies. My attitude was typical of many others.

As an economist, I can speak to really only about the economic aspects of the current crisis. But the economic aspects arc peculiarly important, as is indicated by the fact that there of the six points in the program of the Awami League, which won a 10 to 1 majority in the recent elections in East Pakistan-half of their program as I said, is devoted to economic and fiscal reforms. The current crisis, then, is largely economic in its genesis. economic in its objectives, and its resolution too will depend largely on economic factors. I should like to address my remarks first to the economic circumstances that lie behind the uprising and then to the economic factors that will determine its outcome. These latter factors are of a, special concern to this subcommittee because, unfortunately, they imply that the attitude and actions of the United States will have a significant and perhaps decisive effect on the struggle. So our country has an inescapable though unwelcome responsibility in the matter. I believe also that our national interests are involved.

There are a few crucial facts I am anxious to put before you, mostly relating to the poverty of East Pakistan and to the problem of income disparity between East and West Pakistan. The poverty of East Pakistan is so appalling that may sound facetious. From an economic point of view East Pakistan is simply a mistake. There are more than 70 million people trying to wrest a living from about 22 million acres and very little else by way of natural recourses. That works out to about an acre and a half per farm family, which is approximately one half of 1 per cent of the average size of an American farm. On top of that they have the cyclones, the floods, and the droughts.

Last year's cyclone which killed at least 300,000 people and devastated hundreds of thousands of acres was only an especially bad instance of a periodic catastrophe. The floods are not as lethal, but arc more crippling economically. In each annual monsoon, approximately one-third of the land area of East Pakistan is inundated and its crops lost or severely damaged. Between the monsoons, in much of the land there is not enough rain to grow crops without irrigation, for which facilities are lacking. Farm yields and incomes are as low as this recital of difficulties would lead you to expect, and this is particularly grim in a country where about 60 per cent of all income is derived from farming. The result is a per capita income of not much more than $45 a year which is a figure so far below our experience that it is meaningless.

West Pakistan is poor also. Per capita income there is about $ 75 a year, but low as that is, it is at least 60 per cent higher than per capita income in the east. This great gap between tile levels of income in the two parts of the country or better, the degrees of poverty-is one

of the main, longstanding economic problems of Pakistan as well as the principal underlying cause of the current crisis. The stated official policy of Pakistan has been to annihilate this gap and to achieve income equality, but absolutely no progress has been made in executing this policy. On the contrary, the discrepancy has been growing. Over the last decade, total national income in West Pakistan rose by about 6 per cent per year while in East Pakistan income increased by only 4 per cent a year, most of which was eaten up by population growth.

One of the most bitterly contended issues in Pakistan is whether the official policy of eliminating the income disparity has been implemented sincerely. No one contests that the policy has been completely frustrated. There are instances and shreds of evidence on both sides of the debate and I cannot resolve it in the few moments available to me. The best indication, in my view, is the allocation of investment between East and West Pakistan, because public investment is directly controlled by the Government while private investment is indirectly controlled by the systems of industrial licensing and foreign exchange allocation. Public investment in East Pakistan has never been as great as in West Pakistan, though 55 per cent of the people live in the East. In the past half-dozen years public investment in East Pakistan has climbed from about half of what it is in West Pakistan to approximately 90 per cent of the amount in the West. Private investment is even more disproportionate; it is about three times as great in West Pakistan as in East Pakistan. So all together more than 60 per cent of investment occurs in West Pakistan where only 45 per cent of the people live.

This distribution of investment appeals to me as a strong indication that the day-to-day activities and programes of the Government have not implemented the announced policy of closing the income gap. There are other indications too, as well as some contrary ones. At any rate, the East Pakistanis find the results disheartening and are convinced that the great preponderance of Government programs favor the West and at their expense, almost as-if they were an economic colony. I have to say that I personally agree with them.

It should be mentioned in extenuation of the foregoing data that the bulk of promising investment opportunities, both public and private, are located in West Pakistan. The United States and other donor nations have tended to allocate their funds in accordance with the normally sound principle of supporting the projects which promised to contribute most to economic development. So West Pakistan received a disproportionate share of foreign aid. We rarely asked whose economic development the projects contributed to, But that is a critical question in a bifurcated country such as Pakistan since projects in one part of the country make virtually no contribution to the advancement of the other part. By following this normally sound principle, we have contributed to the economic deprivation of East Pakistan. We can sec now that that policy was a grievous mistake and bears some of the responsibility for the current crisis-so much for history.

I mentioned in my opening paragraph that we cannot avoid heavy responsibility for the course and outcome of the current struggle. In principle, of course, this is an internal Pakistani affair and the United States ought to try to avoid intervening, however we may feel about the rights and wrongs. The problem is that we are so heavily involved already in the economy of Pakistan that whatever we do in our efforts to maintain neutrality will

affect the balance of forces to a significant degree. To make this clear, I have to digress from economics for a moment to summarize the current state of military affairs.

The pitched battles are now over for a while, and West Pakistan's tanks, planes, artillery and disciplined soldiers have won all of them. The troops now occupy Dacca, Chittagong and all the principal cities and towns, and all they now have to do is subjugate the rest of the countryside where most of the people live. But we know that can be quite a task. It requires them to maintain an expeditionary force of upwards of 50,000 troops at the end of a supply line 3,000 miles long and they are already a poor country in deep financial difficulties. In the past year, their foreign exchange reserves have been drawn down from over $ 300 million to less than $ 170 million. Their annual foreign trade deficit, even without the expenses and disruptions of warfare, is $ over 500 million, so that their current reserves are less than a third of their annual requirements or scarcely an adequate working balance. In fact, at the moment it appears that Pakistan is desperately seeking a moratorium on its debt installments that fall due this month. This means that if the war is to go on for more than a few months and essential imports are to be procured, outsiders are going to have to provide the resources, and the United States is the principal traditional source of external funds for Pakistan. By and large, American grants and loans have amounted to about $ 250 million a year, not counting our contributions to IDA and UNDP. This covers about half of Pakistan's adverse balance of trade. Therefore, the continued flow of American grant and loans is the most important immediate objective in West Pakistans strategy, more important by far than any military operation.

So part of America's dilemma in this tragic moment is how to follow a neutral course, when continuing the flow of aid dispersements will provide indispensable support to the suppressive efforts of the Government of Pakistan, while discontinuing the flow will interrupt a traditional relationship on which the Government of Pakistan has come to rely. Since either policy is consequential we are involved inexorably no matter how earnestly we wish we could stand apart. Besides, our own national interests are engaged.

East Pakistan is in the comer of the Indian-subcontinent and what goes on there is of vital concern to Pakistan, India, mainland China, and Burma at least. It affects political alignments and the balance of power throughout South Asia. Our national interest in South Asia is principally to maintain peace and tranquility. I don't say that out of high-minded or of humanitarian motives. A protracted struggle in East Pakistan will engage the attentions of both India and Pakistan, will weaken both of them, will inflame their animosities to a dangerous degree, and will divert their energies from the peaceful solution of their political and economic problems. It will in short, endanger the stability of the whole subcontinent with consequences that cannot be foretold.

Second, the longer the struggle goes on the more likely it is that it will take a sinister as well as a tragic turn. At the moment, the movement toward autonomy in East Pakistan is led by a Western-educated, Western-oriented middle-class. It is confined to a sectional struggle with only slight ideological overtones. But experience teaches that it is very hard for moderates with democratic aspirations to keep control of an inflammatory, hate-breeding struggle. In such struggles, the leadership tends to gravitate into the hands of extremist factions who fed no constraint against exploiting the hatreds that the struggle

enganders. Such factions are already present in East Pakistan, notably certain elements of the National Awami Party and the "Naxalites", an illegal West Bengali party with Maoist connections. The danger that these elements will take control of the rebellion if it continues unresolved for very long is much more than 50-50. You can picture for yourself the implications of a Maoist-led rebellion in East Pakistan.

So America's overwhelming concern must be to restore peace in East Pakistan as promptly as possible. We cannot intervene nor should we even want to. But we have already seen that we are in a position in which we cannot avoid influencing the course of events. We should use our influence to work toward a compromise rather than military suppression. We can do this by refusing to finance the military operations.

I do not believe that neutrality obliges us to make our funds and resources available for prosecuting an internal war, funds and resources that can be used properly only for fostering economic development and defending the country against external aggressors. We ought to make it perfectly clear that our policy is that no American funds should be diverted from development purposes to military purposes. To this end we should attach effective safeguards to all future American disbursements in order to assure that they will not be used directly or indirectly to further the war effort. In addition, of course, we should discontinue military assistance forthwith. Of course we should nonetheless stand ready to provide food and medical relief to East Pakistan, where the disruption is virtually certain to cause a famine of serious proportions. Such relief also should be safeguarded against diversion to military purposes.

Those are the objectives that I strongly recommend that we pursue. I have not thought through the ways and means for attaining them. They probably entail a virtual cessation of commodity and program aid to Pakistan and a substantial restriction of project aid. The crucial difficulty is that almost any commodities or funds that we might provide to Pakistan for development purposes can be used to meet requirements for military support that otherwise would have to be met by foreign exchange purchases. So, in effect, giving development aid in such forms is an indirect way to finance the war effort. Any substantial reduction in development support would have unfortunate consequences, but continued development aid would be largely fruitless anyhow until a political settlement is reached and attention can once more be concentrated on economic development.

I believe that if this policy is followed the Government of Pakistan will be under irresistible pressure to seek a political settlement, and one that will assure to East Pakistan genuine equity in the pursuit of democracy and economic development. It would contribute to the stability of the entire continent, and be in everyone's interest.

I want to thank you for the opportunity to express my views

Mr. GALLAGHER. Thank you very much, Dr. Dorfman, for a splendid statement, and for coming here today.

What kind of a political settlement do you visualize would be acceptable to the Government and to the people in East Pakistan?

Mr. DORFMAN. I think that both contending parties will have to do very unwelcome things from their point of view, but I should think that the East Bengali could be persuaded to remain legally part of a united Pakistan, provided that they are given the substance of the demands of six points of the Awami League, and that the West Pakistani troops are withdrawn.

I think in West Pakistan the strains of continuing the conflict will be so severe that they could reconcile themselves to almost any settlement that leaves the East part of the country. The think they have to avoid is separation.

Mr. GALLAGHER. Do you feel that it is in the interest of both wings of Pakistan to have a political settlement and remain a viable nation?

Mr. DORFMAN. I don't know how long a political settlement would stick. The hatreds that have grown up are substantial. The countries, of course, were widely separated geographically, culturally, ethnically, even by language previously, so that people have long been predicting that the union would fall apart sooner or later. How violently, I suppose no one anticipated. But I think under the circumstances, rather than have a fight to the finish now, they should try for a compromise and try to make it work.

Mr. GALLAGHER. Do you see any possibility of it working, in view of your long experience?

Mr. DORFMAN. Yes I do, though it will require more good will on both sides than they have displayed so far. There is no conflict of interest. If the West were able to allow the East to follow an economic policy that was not in the West's favor but in the East's and if the other nations repented, as I am sure we do, of their excessive obsession with West Pakistan, I am sure they could stay together.

Mr. GALLAGHER. I note in your statement that "nevertheless we should stand ready to provide food and medical relief to East Pakistan." How do you feel the distribution should be made?

Mr. DORFMAN. In East Pakistan at present?

Mr. GALLAGHER. I mean should the Government of the United States make that distribution bilaterally into East Pakistan?

Mr. DORFMAN. I think we should not. Supervisory administration by the U.N. or the International Red Cross would be needed.

Mr. GALLAGHER. Wouldn't that be the only real effective way of doing it?

Mr. DORFMAN. That way, plus an informal recognition that relief supplies sent to the nearby regions of India are likely to leak across the border also. It is quite a long and open border.

Mr. GALLAHER. How would distribution be made, if we did it in that way?

Mr. DORFMAN. Very little information-

Mr. GALLAGHER. Is not one of the real problems now that the channels of distribution are disrupted?

Mr. DORFMAN. I believe the autonomous regime does have something like a government structure in large areas of the India border regions.

Mr. GALLAGHER. Do you think it would be feasible for the United States to deal with East Pakistan?

Mr. DORFMAN. Not officially.

Mr. GALLAGHER. But if we deal directly with them, would we not be doing the opposite of what you feel should happen in a political accommodation between both?

Mr. DORFMAN. I would not deal directly with them, no.

Mr. GALLAGHER. If there were a real separation, do you feel, with its limitations of resources that it would be economically possible for East Pakistan or Bangladesh to survive economically?

Mr. DORFMAN. I am engaged in studies of the economic future of East Pakistan right now. You must understand that their affiliation with West Pakistan has not helped make them a viable country in the past. On the contrary, they have been probably contributing capital to West Pakistan. So they would be better off than they are now. Whether they are viable or not is another matter.

In my testimony, I said they are a mistake, and in a sense they are. How that country can support so many people is very hard to conceive. But separation in the form of either an autonomous economy or a legal separation would do no harm.

Mr. GALLAGHER. Mr. Bingham?

Mr. BINGHAM. Thank you, Mr. Chairman. You have actually covered most of the questions I had in mind. But I do have one other question.

You mentioned that if the unity is to continue, a political settlement had to be arrived at between East and West Pakistan; that West Pakistan should discontinue an economic policy in East Pakistan that works in favor of West Pakistan and not in the interest of East Pakistan. Would you develop that a little further? What are the specific things that illustrate this point?

Mr. DORFMAN. One of the specific types of measure I mentioned in my prepared statement is the allocation of both public and private investment in Pakistan, which up to the present has been controlled in West Pakistan by the central government. That certainly should be decentralized so that a reasonable allocation of foreign recourses is made to East Pakistan and the administration is done by the Government of East Pakistan, either independently or as a component of the whole Pakistani Government.

The licensing procedures now are centralized 1,000 air miles and at the moment 3,000 air miles from East Pakistan. The structure of tariffs and subsidies which, again, is part of

the central government program, has been very heavily slanted in the direction of protecting local manufacturing, nearly all of which is concentrated in West Pakistan, and has required he East Pakistanis, in effect, to purchase from West Pakistan rather than from the outside world, a policy that we encountered in our own history before the War of Independence, when we had similar ties with the manufacturing in Great Britain, and with many of the same results, both economic and as to our feelings.

East Pakistan should probably be permitted to import what it needs from the outside world under the most favorable terms, whether it comes from West Pakistan or from Hong Kong or elsewhere. That would relieve them of a substantial burden.

There are a number of other detailed economic policies. The result seems to be something that is very hard to pin down exactly, because the West Pakistani Government is discreet enough not to publish all the figures you want. But it does appear that about $90 million a year has been transferred from the dreadfully poor East Pakistanis to the not-so-poor West Pakistanis as a result of these policies, a substantial drain.

Mr. BINGHAM. That certainly is a very striking statement. Without that element, I am not totally impressed with the statement by itself, that public investment has been disproportionate in West Pakistan over East Pakistan because that might have come from West Pakistan resources. If the investment comes from West Pakistan resources, then you can't criticize it too much if it is allocated in that proportion.

But if it comes from the transfer of capital resources, that is a very different matter. What is the nature of those transfers? "What resources are there in East Pakistan that are capable of being transferred? Is it tax moneys?

Mr. DORFMAN; Partly taxes, partly profits on this kind of trade that we have mentioned. Those are the two main machineries. And partly also some repatriation of profit from industries that are located in East Pakistan and owned in West Pakistan.

It is a very peculiar situation that most of the foreign exchange that Pakistan as a whole earns comes either from jute in raw form or jute in manufactured from. Both of those originate in East Pakistan rather than in West Pakistan, so that the poorer part of the country is also the larger foreign exchange earner. It is this transfer of funds that has put the jute earnings at the disposal of West Pakistan.

Mr. BINGHAM. These factors, then, would tend to explain why the Government of Pakistan is so determined to hold on to East Pakistan; is that right?

Mr. DORFMAN. Partly, yes. And partly also, I think, it is the natural obligation of all governments' not to see part of their provinces taken away. You know what Churchill said, and every responsible government leader feels the same way, not wanting to see the country dismembered.

Mr. BINGHAM. Thank you.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের বাংলাদেশের শরনার্থীঃ কেনেডীর বক্তৃতা ও চিঠি	সিনেটের কাযবিবরণীকা	২ জুন, ১৯৭১

June 2, 1971 S. 8001

CONGRESSIONAL RECORD-SENATE
PAKISTANI REFUGEES IN INDIA

Mr. KENNEDY. Mr. President, the number of East Pakistan refugees in India is now over 4,000.000-and the influx continues upward to 100,000 per day. Same 3,000,000 of these refugees are concentrated in the area of Calcutta in the State of West Bengal. The rest are found in other Indian areas bordering East Pakistan, with most of them in the west of Tripura-whose normal population of some 1,500,000 has been increased by at least one-third.

Some of the refugees are being welcomed into the homes of relatives. But the bulk of them are found in makeshift camps near the border, in public buildings such as schools, or in open fields. Reports indicate that some 70 percent of the refugees are women and small children. Conditions among the refugees are grim. Their need for food, shelter, clothing, and medical care is great. And the prospect of their repatriation is not in sight.

The estimated cost of caring for these refugees varies with the source and the standards used.

The Indian Government puts the cost of feeding 4,000,000 refugees for 3 months at some $40,000,000 to $45,000,000-or some $78,000,000 to $92,000,000 for 6 months. This estimate is based on a daily diet of over 2.000 calories per refugee.

The world Food Program puts the cost at some $32,000,000 to $36,000,000 for 3 months-or $65,000,000 to $ 72,000,000 for 6 months. This estimate is based on a daily diet of over 1,600 calories per refugee.

Our own Government, using a daily diet of 1,600 calories per refugee, is estimating it will cost some $30 million to feed 4 million refugees for 3 months-and some $60 million for 6 months. The State Department informs me that our own Government is prepared to carry up to 50 per cent of this estimated cost. To date, however, only $2.5 million has been allocated. In this connection, U.S. voluntary agencies-including CARE, Catholic Relief Services, and Church World Services/Lutheran World. Federation-are currently feeding some 280,500 refugees under aid authorization. Subject to the availability of food, however, these agencies have a capacity to feed some 1.5 million persons.

On April 23, the Government of India appealed to the United Nations for international humanitarian assistance. Today, nearly 6 weeks later, international relief operations are not underway-and. regrettably, in response to inquiries neither the United Nations nor our own Government is willing to say when these operations will begin. Meanwhile, the Indian

Government is doing what it can to meet the humanitarian needs of the refugees with the limited resources available and with the help of the private voluntary agencies.

Mr. President, it is clearer everyday that a massive human tragedy is developing, as a result of unrest and conflict in East Pakistan. How much longer will the world stand idle while the region plunges toward the brink of disaster? How much longer will the United Nations study the problem, when humanitarian needs are so clearly evident?

How much longer will our Government point with satisfaction to the meager efforts it is making and to an international relief program that so far remains on paper? How much longer will we temporize in responding to India's appeals for relief supplies, such as tents, and for logistical support, such as C-130's and helicopters-when massive stocks are available from U.S. sources throughout Southeast Asia?

And how much longer will the Government of Pakistan claim that conditions are "normal" in East Pakistan, when each day sees tens of thousands of its citizens fleeing across the border into India?

The alarming situation, Mr. President, has prompted me to write Secretary of State’s Rogres, to urge again that our Government view the plight of the people in East Pakistan and the refugees in India with deep compassion-and that, with a strong sense of urgency, we join with others in responding immediately to the requirements of peace and relief throughout the entire area. I ask unanimous consent that the text of this letter, dated May 27. be made a part of my remarks at this point in the Record.

May 27.1971

HON. WILLIAM P. ROGERS.

Secretary of State,

Department of State,

Washington, D.C.

DEAR MR. SECRETARY: Congressional and public concern continues over the situation in East Pakistan and the heavy flow of refugees into India! As you know, I share this concern, and since the early days of the tragedy I have strongly advocated and supported efforts by our government and others to ameliorate political tensions in the area and to initiate emergency relief operations under international auspices, preferably the United Nations.

The record indicates that little substantive progress has been made. The situation continues to deteriorate. Nearly all reports, including those to our government, tell of growing human need, sporadic military conflict, lack of government services, and deepening divisions between the central government and the people of East Pakistan. Political tensions between the governments of India and Pakistan escalate daily, and threatens the peace and stability of the area, and Great Power confrontation. The flow of refugees into India reportedly continues at a rate approaching 100,000 persons a day. The cumulative total already exceeds 3,500,000. India's appeal on April 23 for international humanitarian assistance has received only a token response, as individual governments and the United Nations stand immobilized in the face of great tragedy.

Steps are urgently needed on at least four fronts.

First, stronger efforts must be made by individual governments and the United Nations to encourage and facilitate political accommodations between the central Pakistan government and political forces within East Pakistan, so as to stop the flow of refugees into India and facilitate the return of those who have already fled the civil conflict.

Secondly, our government must place higher priority on urgently needed emergency relief operations within East Pakistan, as a condition for any normalization of general American economic assistance to the central government. In this connection, our government should immediately respond to Pakistan's stated need for food and medical supplies and water transport for the distribution of relief commodities by Pakistani authorities and international personnel.

Thirdly, immediate initiatives by our government and others must be taken through appropriate diplomatic channels to ameliorate the escalating tensions between Pakistan and India-tensions which threaten the peace and stability of the region and needless Great Power confrontation in South Asia.

And fourthly, our government must not stand idle because of the United Nations continuing immobilization in responding substantially to India's appeal for international assistance on April 23rd. As of today, no United Nations relief operation is being implemented in India. Until this is done, our government should respons to India's appeal on a bilateral basis. India has stated its requirements to meet human need, and our allocation of funds to an immobilized international organization, only aggravates the immediate crisis of people conforn-ting the Indian government.

I am extremely hopeful that our government will view the plight of the people in East Pakistan and the refugees in India with deep compassion, and, with a strong sense of urgency, will join with others in responding immediately to the requirements of peace and relief throughout the entire area.

Sincerely,

EDWARD M. KENNEDY,

Chairman, Subcommittee on Refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরনার্থী শিবির পরিদর্শনান্তে ই গালাঘের-এর বিবৃত্তি	প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ প্রতিনিধি পরিষদ পররাষ্ট্র কমিটি	৯ জুন, ১৯৭১

COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS

June 9, 1971

FROM: CONGRESSMAN CORNELIUS E. GALLAGHER. (C.N.J.)Chairman. Subcommittee on Asian and Pacific Affairs Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives

"ECONOMIC AND MILITARY AID TO PAKISTAN MUST REMAIN SUSPENDED,"
Gallagher SAYS ON HIS RETURN FROM EAST PAKISTAN REFUGEE CAMPS IN INDIA

"Any aid to the Government of Pakistan at this time would be subsidizing slaughter and spreading pestilence," Congressman Cornelius E. Gallagher Chairman of the Asian and Pacific Affairs Subcommittee said today. He had just returned from a tour of the East Pakistani refugee camps in India, which now contain 5 million people driven from their homes by the crisis in East Pakistan. Gallagher had held two days of hearings during May on the crisis and had spent two days touring the camps early in June.

"Two simple facts speak for themselves: (1) The sheer number of refugees is irrefutable evidence of the brutal policies pursued by the Government of Pakistan to crush the people who won the election; and (2) the increase of Hindu refugees within the last weeks discloses the undertaking of a 'holy war,' "Chairman Gallagher said "We must never forget that the leaders and supporters of the Awami League successfully worked within the system by gaining an absolute majority in the election for a Constitutional Assembly for both wings of Pakistan in the December election. Therefore, they should not now be regarded as secessionists or rebels, in the usual sense of those terms."

In a speech prepared for delivery on the Floor of the House, Gallagher told his colleagues of examples of "indescribable horror-children with their amis ripped off' and told of the findings based on hundreds of personal interviews he had held with a cross section of the refugees. "They all told a common story: the attempted destruction of the intellectual life of the Bengali community by the killing of professors and students by the Army. This, in my judgment, gives credence to the charge of genocide. In addition, the majority of the refugees now pouring by the thousands into India are Hindus, who have been the innocent victims of a calculated reign of terror by the Army to inspire and inflame
Communal tensions.

"Based on my personal experiences in India and the evidence presented to my subcommittee, I believe American policy must not in any way subsidize the actions of the Government of Pakistan in East Pakistan. Our policy must now be to insist on international relief efforts, closely supervised and rigidly inspected. Prior American aid-nearly $5 billion-has contributed to the unspeakable agonies in East Pakistan and

any resumption of our aid to the Military Government would only subsidize slaughter and spread pestilence.

Gallagher said that the cholera epidemic, now sweeping through the camps and threatening Calcutta and India citizens, came from East Pakistan along with the refugees. He explained that hundreds of bodies of people killed in the communal violence and by the Army of Pakistan have fouled much of the drinking water inside East Pakistan. "India is now unwillingly a partner in this tragedy and the world community must assume some obligation to assist India in meeting this influx of refugees," Gallagher said.

'The argument has been advanced that we must continue our ordinary policies at this time because the crisis is an 'internal matter of Pakistan.' This overlooks the international implications of the refugees and it is a fact that internal Pakistan is divided. The boundaries of East and West Pakistan are not only physically some 1100 miles apart but their intellectual and cultural lives are worlds apart. Testimony before my Subcommittee revealed the economic exploitation and the unequal distribution of American aid. Now, we see American boats supplied last winter to ease the suffering during the hurricane and flood are presently being used to carry troops on murderous raids throughout the countryside."

Gallagher also pointed out that while the Army may be in control of large population centers-described in report from East Pakistan as being virtual "ghost towns"-the countryside of East Pakistan is ideal territory for insurgency. "Giving aid in any form now to the Military Government of Pakistan, thus assisting in its thwarting of the will of the majority in East Pakistan, would undoubtedly cause communist inspired groups to gain adherents. From what I have learned of the leadership of the Awami League, they are moderate, and they scored electoral success on a program of a fair share of economic resources and political power between the two wings of Pakistan. The military Government of Pakistan showed during its inadequate attempts to alleviate, suffering caused by the flood and hurricane, and proved conclusively by its bloody policy of destruction after March 25, 1971, that they should not be permitted control over relief supplies. To allow American aid to be utilized by the intransigent Military Government would merely exacerbate passions and probably assure the end of any opportunity for people friendly to the West to exercise their electoral mandate."

Gallagher said that we must funnel our assistance through the United Nations and the World Bank. In addition, he called on a massive influx of money and supplies for India to meet the problems in the refugee camps, particularly in light of the cholera epidemic.

"Even in the best of times, life in the region of India surrounding East Pakistan is difficult. The coming of the monsoons, the five million refugees which is expanding every day, and the outbreak of the dreaded cholera makes this not only the worst of times for that trouble-prone area; it may well make it the worst possible time for peace in the whole subcontinent. American policy must be neutrality in deed as well as world," "Chairman Gallagher concluded.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর চার্চ-এর বক্তৃতা ও বৈদেশিক সাহায্য বিধি সংক্রান্ত বিলে স্যাক্সবী চার্চ সংশোধনী	সিনেটের কার্যবিবরণী	১০ জুন, ১৯৭১

$8836 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** June 10, 1971.

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE ACT OF 1971-AMENDMENT

Amendment No. 150

Mr. SAXBE (for himself and Mr. CHURCH) submitted an amendment intended to be proposed by them, joints to S. 1657, a bill to consolidate and to revise the Foreign Assistance Act of 1961 as amended, and other legislation relating to international security assistance and for other purposes, which was ordered to be printed and referred to the Committee on Foreign Relations.

AID TO PAKISTAN SUSPENDED

Mr. CHURCH. Mr. President, my distinguished colleague from Ohio (Mr. SAXBE) and myself submit today an amendment to the International Security bill, S. 1657, which would suspend U.S. military and economic aid to Pakistan until food and medical relief, supervised by an international agency such as the United Nations, is instituted on the regular basis throughout East Bengal and the majority of Pakistani refugees now in India are repatriated.

The people of East Pakistan, larger in number than the whole population of West Pakistan, have been hard-hit by two calamities in less than a year-the cyclone-tidal wave disaster and a savage civil war in which an estimated half million have been killed, and millions more driven from their homes. Food, medical supplies, clothing, and other essential are desperately needed. A full-scale international relief operation is mandatory.

There are now close to 5 million Bengali refugees in neighboring India, with approximately 40,000 more arriving each day. The economic and social disruption resulting from such a massive influx of people imposes an unbearable burden upon India itself. More dangerous to the outside world, however, is the serious threat the refugees pose to peace between India and Pakistan.

The creation of another refugee problem along the Indian border, like that which plagues the Middle East, would be alarming in its implications for the future.

Under these circumstances, the United States must apply such leverage as it can to alleviate this human tragedy through the implementation of essential international relief and the speedy repatriation of refugees. Such is the purpose of our amendment.

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES

June 10, 1971

AMENDMENT

Intended to be proposed by Mr. SAXBE (for himself and Mr. CHURCH) to S. 1657. A bill to consolidate and revise the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and other legislation relating to international security assistance, and for other purposes, viz: At the end of the bill add the following new section:

Sec. All military and economic assistance, and all sales of military equipment and weapons, whether for cash, credit, or any other means, to Pakistan, authorized or appropriated pursuant to this or any other Act, and all licenses for military sales, shall be immediately suspended and no commitments or expenditures, including the provision of debt relief, shall be undertaken or made, until distribution of food and other relief measures, supervised by international agencies, take place on a regular bais throughout East Pakistan and the majority of refugees in India are repatriated to East Pakistan: Provided, however. That these provisions shall not prohibit expenditures of previously appropriated funds pursuant to binding written agreements between the Government of Pakistan and the Agency for International Development in force on or prior to June 8, 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধি পরিষদে ই গালাঘের-এর বক্তৃতা	প্রতিনিধি পরিষদ-এর কার্যবিবরণী	১০ জুন, ১৯৭১

JUNE 11, 1971 CONGRESSIONAL RECORD-Extensions of Remarks E 5749
AN AMERICAN RESPONSE TO THE PAKISTAN CRISIS

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

June 10. 1971

Hon'ble Cornelius E. Gallagher,-Mr. Speaker, I rise today to discuss the situation in East Pakistan generally and to report specifically on my recent trip to view the refugee camps in India.

Let me say that the situation is the worst I have seen abroad during my 12 years of service on the House Committee on Foreign Affairs. My Subcommittee on Asian and Pacific Affairs held 2 days of hearings into the situation during May and I must confess that I had felt the reports of genocide, brutality, and unparalleled human misery were overstated.

I can now report to my colleagues that, if anything, these reports were understated. I do not believe I could be called a "bleeding heart" or a "professional dogooder," and I share the reluctance of many of my fellow House Members to embrace eagerly every cause which promises "instant celebrity" for its leaders and "instant humanitarianism", for its adherents. I have learned to distrust sweeping generalizations and to discount inflated rhetoric.

The crisis in East Pakistan, as disastrous and as horrifying as it is, is not a matter solely for the Government of the United States to solve. But neither is it solely an internal matter of Pakistan. It now threatens tin; peace of the Indian Subcontinent, provides a rich and fertile breeding ground for communist inspired movements, challenges whatever is good in human nature, and poses a dreadful moral choice for mankind.

However, a simplistic search for heroes and villains in creating the torrent of tragedy sweeping over the 75 million inhabitants of Bast Pakistan is doomed to failure. Much of my speech today will be critical of the actions undertaken by the army of Pakistan after its initial actions on the evening of March 25, 1971. But it is true that supporters of the Awami League promoted work stoppages earlier it cannot be denied that Bengalis themselves butchered members of other populations within East Pakistan: and the world community has not enabled itself by its response.

While I hesitate to repeat what I regard in other contexts as a mind-numbering cliche, in a very real sense we are all guilty of promoting the climate of unconcern and in.

acquiescing in policies which, given the crystal clarity of the vision of hindsight, led inexorably to the truly appalling situation now confronting East Pakistan, West Pakistan, and India. And the United Nations, the United States, and virtually every other nation in the world is either an active or reluctant partner.

Background

Let me try to briefly sketch the political background. East and West Pakistan are divided by some 1,100 miles of Indian territory and we now know that they are socially, intellectually, and spiritually worlds apart. The Awami League in East Pakistan was the clear winner in the elections held last December for a National Constituent Assembly to write the constitution which would provide for non-military rule. The Awami League captured 167 seats of the 169 contested in East Pakistan and this gave them an absolute majority of the seats contested in both wings. Candidates of the Awami League won at least 80 per cent of the popular vote in East Pakistan in an election which was run by the Military Government of Pakistan.

We must never forget that the leaders and supporters of the Awami League successfully worked within the system by gaining an absolute majority in both wings of Pakistan. Therefore, they should not now be regarded as secessionists or rebels in the usual sense of those terms.

Indeed, because of the victory of the Awami League, the leader of the league and a man who President Yahya once said was the next Premier of all of Pakistan, could have established a government immediately after the election in December. It is a fact he did not: it is a fact that he depended on the word of President Yahya to effect an orderly transfer of power; and it is a fact that he never spoke of secession, only of democratic autonomy within a loose federation of all of Pakistan. Perhaps the world will never know the exact reasons for the breakdown in the talks in which the Awami League placed such faith, but the facts just cited show that the leaders did not insist upon "Bangladesh" until after the army took its action.

Testimony before the Asian and Pacific Affairs by Dr. Robert Dorfman of Harvard University is very revealing about the economic background. He points out the disparities in resource allotment and in economic development between the two wings and he testifies, in a very graceful manner, to the widely shared but tragically short-sighted attitude that West Pakistan provided the most promising opportunities for investment, including American aid. East Pakistan came to regard itself as a colony of West Pakistan, further exacerbating tensions.

Actions of Unprecedented violence

Spokesmen for the Central Government of Pakistan claim that the army sweep of March 25 was necessary to restore law and order and that it was a quick, clean, almost surgical incision. They claim that all that remains now is for the East to again return to its normal place in a united Pakistan.

Two simple facts speak powerfully against that argument. First, the sheer number of refugees is irrefutable evidence of the brutal policies pursued by the Government of Pakistan to crush the people who won the election; and second, the sharp increase in Hindu refugees in the past weeks shows the undertaking of a "Holy War". There are now some 5 million refugees in India with-thousands more crossing the border each day. Based on interviews I conducted with a cross-section of the refugees. I now believe that a calculated attempt to crush the intellectual life of the Bengali community occurred because of mass killings of professors, students and everyone of any distinction by the Army. This, in my judgment, gives credence to the charge of genocide.

In addition, the sudden emergence of a majority of Hindu refugees has resulted from a calculated reign of terror by the army to inspire and inflame communal tensions. These tensions naturally existed, because the 10 million Hindus in East Pakistan were a small minority and it would be foolish to contend that Bengalis took no action themselves against non-Bengalis in the region. However, I believe that the long stored passions were ignited by the thwarting of the will of the people and as terrible as the stores of Bengali violence may be, they cannot be used to justify any action of the central government.

An Internal Matter of Mankind

The argument has been advanced that the world community cannot and should not take action to alleviate the suffering, because it is an internal matter of Pakistan.

At the risk of repetitiveness, let me again refer to the refugees. The latest reports from Indian sources, the only sources who can really speak with any authority, the figure has now reached at least 5 million. It cannot be argued that a policy which generates sufficient terror to cause 5 million people to flee into a neighboring country is strictly an internal matter. It is semantic nonsense to call a policy internal only which continues to create refugees at the figure of some 100,000 a day. It cannot be argued that the incredible strain this situation puts on India is not the legitimate concern of the world.

Quite obviously, Mr. Speaker, the situation in East Pakistan is not an internal matter of Pakistan.

In addition, let me quote the testimony of Senator Edward Kennedy before the Asian and Pacific Affairs Subcommittee on May 11. We had asked Senator Kennedy to appear, because of the outstanding work being done by his Subcommittee on Refugees of the Senate Committee on the judiciary' in describing the impact of policy on people and in disclosing the humanitarian demands of people living in areas where wars have been conducted. The Senator testified:

In the name of neutrality, some in our government say we must not be involved in East Pakistan today. But we are involved. Our weapons have been involved in the violence. Our aid has contributed to West Pakistan's development for more than a decade. And today our government, at the highest level, is involved in discussions for even more aid. So we are involved.

Since the Senator's statement the conflict has spilled over the borders of East Pakistan into India by the 5 million refugees now there. Testimony before my Subcommittee revealed that American aid had assisted in the economic exploitation of the West by the East. Our aid-some $ 5 billion-has contributed to the unspeakable agonies now occurring in the region.

For example, American boats supplied last winter to bring relief supplies to the victims of the hurricane and flood, are presently being used to carry troops on murderous raids throughout the countryside.

I contend that these and many other facts demolish the concept that it is solely an internal matter of Pakistan. Rather, it has now become an internal matter for mankind, and the world community must not retreat behind queasy legalisms.

All American Aid to the Military Government must stop

Mr. Speaker, in light of the dimensions of the tragedy, it may appear heartless and cruel to insist on no more American aid to the military government. Many informed and concerned people are fully aware of the unspeakable agonies in East Pakistan and their natural response is to continue and expand economic aid to the central government. It is, after all, still the legal government of sovereign nation and while it is understandable to castigate that favorite whipping boy by calling for a continued and absolute suspension of military aid, economic aid and even food assistance is not seen in the same light.

But the war being waged in the East is costing the central government some $ 2 million a day. They do not have adequate foreign reserves even in the best of times and. therefore, economic aid from America or from the World Bank is essential for the continuation of the slaughter. General Yahya has been making some conciliatory statements recently and I understand he is inviting the United Nations to assist. However, we must be neutral in deed as well as in word and we cannot finance or subsidize the action of the military in East Pakistan. American aid, according to Professor Dorfman's informed testimony before my subcommittee, is a prerequisite for any continuation of military activity. It must, therefore, slop and remain stopped until independent outside observers confirm a change in policy by the central government. This has, as yet, not occurred.

Cholera epidemic spreading

The cholera epidemic now sweeping through the Indian refugee camps came to India along with the refugees. The bodies of thousands of people killed in the violence were thrown into rivers and thus fouled much of the drinking water and created cholera.

And now that dreaded disease is spreading even to the native Indian population living near the refugee camps. Quite understandably, but very horribly. Indian natives are becoming fearful of the refugees. I refer to a report in the Washington Star of June 8, 1971. It says, in part:

"India's West Bengal State is short of police because so many are guarding the rivers to keep the bodies of cholera victims from being thrown in."

The Star report from Krishnanagar, India, continues with these omnious paragraphs:

Rumours spread daily that Pakistani agents from across the border 20 miles away are emptying bottles of cholera germs into local water supplies to make the epidemic spread faster.

A crowd of 500 persons beat a Moslem to death yesterday at the Krishnanagar railway station after a report that he had emptied a small bottle into a roadside well.

Mr. Speaker, I doubt if those rumours are true, but the point is that they exist and are undoubtedly believed on the scene. It is, however, an undeniable fact that cholera is increasing and so we must not only help to combat the disease, but we must do all we can to pacify the source of the disease and allow the refugees to return to their homes.

This, of course, cannot be done unilaterally by the United States, but it is further evidence against the resumption of any form of American aid to the Government of Pakistan. Rather than diminishing, the numbers of refugees are increasing, offering a powerful counter-argument to claims that the situation in East Pakistan is returning to normal.

Further, it must be recognized that the size of the cholera epidemic inside East Pakistan must be immense. I believe we are only seeing the tip of the iceberg when we see the cholera in India.

The worst may be yet to come

But East Pakistan simply must return to some stability or else the worst is yet to come. I speak of the distinct possibility of famine, a famine unimagined in modem times. Should the flow of refugees continue, it will be extremely expensive for the world community to feed them. For not only must food be provided, but also housing, jobs, sanitary facilities, and some basic amenities.

However, if food could be gotten to the people inside East Pakistan, relief efforts would not be as expensive. That is, unfortunately, a very real consideration and, in my judgment, is yet another reason for mounting an extensive effort controlled by international agencies.

The specter of famine and the death of as many as 30 million people from starvation hangs heavy over the region and virtually compels the prompt resumption of normal life in East Pakistan.

In addition, Mr. Speaker, we must consider what the political climate inside East Pakistan would be if the normal flow of life does not return. Obviously, the army is now in control of the population centers-described in reports from East Pakistan as being virtual "ghost towns"-but the countryside is ideal territory for insurgency. Any sort of aid

in any form now to the military government of Pakistan would be seen as assisting if in its thwarting of the will of the majority in East Pakistan. This would undoubtedly cause Communist inspired groups already existing in East Pakistan to gain adherents.

From what I have learned of the leadership of the Awami League, it is moderate, and they scored electoral success on a program of gaining a fair share of economic resources arid political power. They made democracy work.

The military government of Pakistan showed during its inadequate attempts to alleviate suffering caused by the flood and cyclone, and proved conclusively by its bloody policy of destruction after March 25. 1971, that it is not to be trusted with control over relief supplies.

To allow American aid to be utilized by the still intransigent military government would merely exacerbate passions and probably assure the end of any opportunity for people who cherish democracy and who are friendly to the free countries of the world to exercise their electoral mandate.

Indian response has been magnificent

Mr. Speaker, the response of the Indian Government to the crisis created by the actions of the Government of Pakistan has been magnificent. They have demonstrated almost unbelievable restraint in view of the provocative effects of the army's brutal sweep and they have shown inspiring compassion to the refugees. If it can ever be said that any government is truly moral and humanitarian, the Government of Prime Minister Indira Gandhi has earned that distinction in the weeks since the first refugee crossed her border.

But India obviously cannot continue to accept 100,000 refugees each day. The regions of India surrounding East Pakistan, particularly West Bengal, are not richly endowed with resources or with wealth. The indigenous Indians have little to call their own and, while they have shared what little they have with some of the refugees, it cannot be expected that any human being would not begin to resent massive waves of foreigners. Coupled with the fact that there are no jobs for the refugees, we also now understand that cholera is being brought in by those forced to flee East Pakistan. I have learned that for the past several days there has been a 5-mile-long line of refugees waiting to cross the border.

Of course, the United States is correct to radically increase its aid to these refugees but even the recently announced $ 15 million will only feed these people for 3 or 4 days. To avoid a wholly understandable reaction by India to these incredible facts, the situation must return to normal inside East Pakistan as soon as possible.

What is really happening inside East Pakistan

Mr. Speaker. I have tried to indicate what must be occurring inside East Pakistan today. One bread ran through the hundreds of interviews I held with all types of refugees- rich. poor, educated, ignorant, heavily, mutilated. The common story was something like this:

The "peace committee" came, they poured petrol on our homes, and when we ran out they robbed us of our valuables and, if we resisted further, we were shot by the Punjabi soldiers.

What is the "Peace Committee"? Apparently, these are bands of local hoodlums which are sent by the army as an advance guard to bum and loot. The Government of Pakistan has said it was necessary to take action against "miscreants," yet it seems that the army is encouraging the worst elements in each community to be shock troops.

Arguing further against the stated resumption of normal life in East Pakistan is the fact that the new wave of refugees is almost entirely Hindus. Here again we find it difficult to avoid using the term "genocide," for once the army established what it has told the world is "law and order" it then selected the Hindus for extinction or for expulsion.

When one speaks of the eventual normalization of East Pakistan, I trust we do not intend to be deluded by the facade of a "Quisling" government. A government established must truly represent the people of the region and must be responsive to their wishes. The Awami League is now outlawed, and one can only urge the Government of Pakistan to allow that duly elected party to take its electorally mandated control.

Frankly, Mr. Speaker, it does not appear within the range of rational hope that a reversal of the bloody policies of the past months will occur. As a brief example of the cast of mind of the army, consider Martial Law 148-the text of which appeared in the pro-government newspaper, Pakistan Observer, of April 27. A brief excerpt follows:

MLO 148. Death Penalty for damage to Government Property

1. Any person or groups of persons causing damage, tampering with or interfering with working of the roads, railways, canals, aerodromes, telegraph, telephone, wireless installations or with any government property will be liable to legal action under MLR- 1414, which prescribes the maximum punishment of death.

2. ....Inhabitants of the surrounding area of all or any such affected place or places will render themselves liable to punitive action collectively ....

Mr. Speaker, such collective responsibility for actions against the government troops is all too reminiscent of similar tragedies in Europe. It is hard not to say that the Government of Pakistan has tried to create a desert so they can call it peace.

Is it any wonder that he control over the distribution of food in East Pakistan must also be severely questioned and in my judgment, must be done exclusively by international agencies? The calculated reign of terror destroyed the civil government inside East Pakistan and it is unlikely that the army could, or would, distribute food on an equitable basis. Indeed, there is considerable doubt in my mind whether he terrorized populace inside East Pakistan would accept food if it were offered by the army. After the devastating flood and cyclone last November, there were reports that Bengalis would not

take relief from the army. A recent private report, dated May 24, 1971, contains this quote by a Bengali.

Please do not have your country send any aid to this country, not even food. The food will only go to the Army and prolong our agony.

Based on the interviews I had with the refugees and he discussions I have had here in America with people familiar with East Pakistan, I am very afraid that that attitude is widely shared by the people of East Pakistan.

Conclusion

Mr. Speaker, the nations of the worlds must make a great esort to avert other great tragedies from being piled on top of the flood and cyclone and the barbarity which has already occurred in East Pakistan. 1 am convinced that all of our aid should be through international agencies and that we must do nothing at this point to provide economic assistance to the Government of West Pakistan. There are now reports that West Pakistan is feeling the effect of its barbarous policy in the East wing and if we were to alleviate the problems in the West we would intensify the problems in the East. It is as simple, and as complex, as that.

I will introduce legislation to put those principles into policy. At this point, however, I would implore those in our Government who have the responsibility to shape our response not to yield to ordinary solutions which will in my judgment, have extraordinarily disastrous results. I would urge that every single dollar which could now go to the Government of Pakistan be diverted to international agencies. I would urge the people of the world to insist that their government do the same. Any other course, in my judgment, would subsidize slaughter and spread pestilence.

This may well be an ultimate testing ground for world responsibility, humane belief, and international effectiveness in dealing with crisis. I hope and pray that we can, collectively, have an enobling action rather than one which could only debase us as fellow members of mankind's fragile community.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে সর্বপ্রকার মার্কিন সাহায্য বন্ধ করতে হবে : ই গালাঘের-এর বক্তৃতা ও প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেশিক সাহায্য বিধি-১৯৬১ সংশোধনী বিল	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৭ জুন, ১৯৭১

E 6122 **CONGRESSIONAL RECORD**—*Extensions of Remarks*
June 17. 1971

ALL AMERICAN AID TO PAKISTAN MUST CEASE
In the House of Representatives

Mr. Gallalher. Mr. Speaker, the Government Pakistan has created a situation of unparallel tragedy in East Pakistan by its military actions undertaken on March 25, 1971, and, according to all eyewitness reports, continuing to this day. The flood of refugees forced to flee to India-now some 5.7 million is irrefutable proof of these actions, as I saw when I inspected refugee camps early in June.

It should not be forgotten that the leaders and supporters of the Awami League won the election in December. They won 167 of the 169 seats contested in East Pakistan, an absolute majority in the full country' in an election everyone concedes was fair.

The sheer number of refugees threatens the stability of India, poses a threat to peace on the subcontinent and, in my opinion, compels a formal change in U. S. policy. If we assist the Government of Pakistan in any way in its effort to thwart the will of the majority, Communist-inspired group's may well replace the moderate leaders who won the election.

I believe the United States must suspend all military, economic, and food assistance to the Government of Pakistan. According to all reports, the Army has flagrantly misused American aid in the past: for example, boats provided to alleviate the suffering caused by the flood and cyclone in November are now being used to transport troops on their raids throughout the countryside of East Pakistan. There is considerable doubt in my mind whether the populace in the East wing can recover sufficiently from its long-term distrust and recently created fear of the Army to accept aid administered solely by the military forces. According to testimony before my subcommittee, American and World Bank economic aid is all that keeps Pakistan from bankruptcy and it certainly allows the Army to finance its adventures in the East-now costing some S2 million each day.

Mr. Speaker, this afternoon I had the distinct pleasure of hearing speech at the National Press Club by the Foreign Minister of India the honorable Sardar Swaran Singh. He spoke eloquently and persuasbly on the problems created for his government by the military adventures of the Government of Pakistan in East Pakistan and he stated many reasons which, in my judgment, argue for the adaptation of the House of my amendment to the Foreign Assistance, Act of 1961.

My amendment, introduced in bill form on Tuesday, June 15, as H. R. 9160 would suspend all aid to the Government of Pakistan until international inspection teams have ascertained that Pakistan is co-operating in allowing the situation to return to reasonable stability in East Pakistan and that, as far as feasible, refugees are being allowed to return from India to reclaim their lands and properties.

In the Congressional Record of June 11 page E5749 I discussed the many ramifications to world peace this situation poses. I spoke of the incredible flow of refugees and I would now like to report to my colleagues the most recent figures. The total number as of June 12 was 5, 765,000, comprising 3,067,000 males and 2,698,000 females. This includes 907,000-children under 8 years of age. During April, immediately after the brutal actions of the Army inside East Pakistan, 56,000 each day came into India. During May and until the 5th of June the figure rose to 100,000 each day. Finally, from the 6th to the 12th of June the figure was 124,000 each day.

Any policy which generates this number of refugees-a number which is increasing rather, than diminishing-must be the concern of all mankind. Aside from the obvious human misery which has been so compellingly documented in many photographs and descriptions in our press, it is also irrefutable evidence that the situation inside East Pakistan has not returned to normal. I think that H. R. 9160 would strengthen the hand of this administration in its desire to see stability returned to the area, for it would insist that all aid be channeled through international agencies and that our tax dollars would no longer contribute to the agonies and the clear threat to peace.

The Government of Pakistan must be made to fully and honestly co-operate in a normalization process. H. R. 9160 would suspend our bilateral aid and would make a powerful statement to the nations of the world that the idealism and the sincere desire of America to be truly humanitarian has not vanished. I urge my colleagues to join me in cosponsoring my bill when I reintroduce it early next week

H. R. 9160

A bill to amend the Foreign Assistance Act of 1961 to suspend all assistance to the Government of Pakistan

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled. That section 620 of chapter 2 of part III of the Foreign Assistance Act of 1961, relating to prohibitions against furnishing assistance is amended by adding at the end there of the following new subsection:

"(V)(l) All military, economic, or other assistance to the Government of Pakistan, all sales of military equipment, and all sales of agricultural commodities (whether for cash, credit, or by other means), under this or any other Act, shall be suspended on the date of enactment of this subsection.

"(2) The President shall take measures as may be necessary to assure that no military equipment provided by the United States to any other country shall be transferred to the

Government of Pakistan. If the President determines that any such transfer has been made after the date of enactment of this subsection, he shall suspend all assistance under this or any other Act to the country making the transfer and shall suspend all sales of military equipment under the Foreign Military Sales Act to such country.

"(3) The provisions of this subsection shall cease to apply when the President reports to the Congress that international inspection teams have ascertained that the Government of Pakistan is cooperating fully in allowing the situation in East Pakistan to return to reasonable stability and that refugees from East Pakistan in India have been allowed, to the extent feasible, to return to their homes and to reclaim their lands and properties.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর কেনেডী কর্তৃক আমেরিকার পাকিস্তান নীতির সমালোচনা	সিনেটের কার্যবিবরণী	২২ জুন, ১৯৭১

S9640 **CONGRESSIONAL RECORD—SENATE** *June 22, 1971*

U.S. POLICY TOWARD PAKISTAN

Mr. KENNEDY. Mr. President, the American people and Congress have been misled again-this time on the question of U.S. policy toward Pakistan.

Since very early in April, I have been assured repeatedly-in private conversations and official correspondence-that our Government was not supplying arms to Pakistan. I know that other Senators have had similar assurances. In a letter to me on April 20, for example, the State Department said:

Since we placed an overall embargo on map assistance to Pakistan in 1965, we have supplied no lethal end-items of military equipment to Pakistan. Last October we announced a one-time exception to sell to Pakistan a limited quantity of lethal arms. Nothing has been delivered following this decision nor is anything in the pipeline under this decision. Technical talks on this subject have not been held during the past 6 weeks. The matter is being kept under review.

In addition, we have a modest program of cash and credit sales to Pakistan of non-lethal military end-items as well as some spare parts and ammunition. We have been informed by the Department of Defense that none of these items has been provided to the Pakistan Government or its agencies since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25-26. and nothing is presently scheduled for such delivery.

Now we learn from press reports, Mr. President, that a Pakistani ship the Padma, sailed last night from New York to Karachi with American military supplies sold to Pakistan under the Foreign Military' Sales Act. Apparently this is not the first violation of officially stated policy, and according to some sources, it is not to be the last.

Whether it is double talk, incompetence or both, the shipment of U.S. arms to Pakistan is a violation of policy. And even worse, it will continue to fuel military actions which have already been the primary cause of over 6 million refugees and countless civilian dead. Last Friday, I expressed, again, my dismay over our Government's silence and apparent indifference over the actions of the heavily American supplied Pakistan Army toward the people of East Bengal. Today we find it is not just silence and indifference, but a degree of complicity, which is unconscionable.

But saddest of all, Mr. President, is the fact that our great Nation is more efficient in moving military hardware than in arranging humanitarian relief. A ship left last night

laden with military goods for Pakistan while very urgently needed relief operations-in both East Pakistan and India-lie in a morass of procrastination and red tape.

When will we begin to attach the same degree of priority-the same sense of urgency-in moving food to aid the victims of war that we apparently attach to the guns that create those victims?

And, more importantly, when will we begin to attach priority to concerted diplomatic initiatives to restrain the forces that generate conflict resulting in such massive human tragedy?

Mr. President, if Congress can no longer believe the word of the executive branch if their promises and assurances are so easily violated by their own actions then we must reluctantly conclude that Congress must write those promises and assurances into law, which cannot be so easily violated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য : সিনেটর ফ্র্যাংক চার্চ-এর বক্তৃতা ও প্রাসংগিক দলিল উদ্ধৃত্তি	সিনেটের কার্যবিবরণী	২২ জুন, ১৯৭১

June 22, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD—SENATE** S9724

ARMS TO PAKISTAN: a report from frank church

[On April 23, 1971-at the height of the fighting between Pakistani government troops from West Pakistan and Bengali citizens of East Pakistan seeking autonomy - the State Department advised the Senate Foreign Relations Committee that as official policy, the United States had halted shipments of military items to Pakistan. The State Department said, *"we have been informed by the Department of Defense that no military items have been provided to the Government of Pakistan or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan on March 25 and nothing is now scheduled for such delivery. "*

On June 22, Senator Frank Church revealed in the United States that such shipments have, in fact, taken place, despite official U.S. policy. Church submitted copies of Bills of Landing and official deck receipts to show that military items were shipped aboard the Pakistani ships Sunderbans and Padma, which sailed from New York Harbor on May 8 and June 22, respectively.

Reprinted below, from the Congressional Record on June 22, is the text of the Senator's remarks in the Senate, together with supporting documents.]

ARMS TO PAKISTAN REVEALED

Mr. CHURCH. Mr. President, in the New York Times this morning, there is a disturbing report that U.S. military equipment is being shipped to Pakistan in violation of the administration's officially proclaimed ban on such shipments.

I have seen the bills of lading and Air Force delivery listings covering these shipments, and I can personally affirm the accuracy of the Times article.

I have today called upon the President of the United States to direct appropriate U.S. agencies and officials to take prompt action to halt this shipment of military items which still remain within our reach by intercepting and removing them. The Pakistani ship Padma left New York harbor this afternoon and is due, I am informed, to dock in Montreal tomorrow.

If the Coast Guard is unable to intercept the Padma in American waters, then we should solicit the co-operation of the Canadian Government in recovering these forbidden shipments.

The seriousness of the disclosures by Mr. Tad Szulc of the New York Times cannot be over emphasized. These shipments of arms to the Government of Pakistan are in direct violation of U.S. policy, as declared and defined by the Nixon administration.

In a letter to the chairman of the Senate Foreign Relations Committee on April 23, 1971, the Department of State explicitly stated that—

We have been informed by the Department of Defense that no military items have been provided to the Government of Pakistan or its agents since the out-break of fighting in East Pakistan on March 25 and nothing is now scheduled for such delivery.

Mr. Szulc's revelation contradicts the State Department's official statement of American policy, raising new questions about the credibility of this administration.

At this point, Mr. President, I ask unanimous consent that the following documents be printed in the Record:

First, Mr. Szulc's article from the New York Times.

Second, A bill of lading from the National Shipping Corp. of Karachi, sent to the Embassy in Pakistan, dated April 8, 1971, covering shipment of military goods aboard the Pakistani ship Sunderbans, which sailed from New York on May 8.

Third, A similar bill of lading, from the same corporation, covering shipments of additional military items on the Sunderbans, dated April 16.

Fourth, A copy of the deck receipt, from East-West Shipping Agencies, Inc., to the Defense Procurement Division of the Embassy of Pakistan, dated May 21, listing military items received for shipment to Pakistan, apparently on the Padma.

Fifth, A copy of a letter I today sent to President Nixon, requesting that he take necessary steps to enforce his declared policy.

[From the New York Times, June 22,1971]

U.S. MILITARY GOODS SENT TO PAKISTAN DESPITE BAN

(By Tad Szulc)

WASHINGTON, June 21.-A freighter flying the flag of Pakistan was preparing today to sail from New York for Karachi with a cargo of United States military equipment for Pakistan, apparently in violation of the Administration's officially proclaimed ban on such shipments.

Senior State Department officials, in response to inquiries, acknowledged that at least one other ship was now on the way from the United States to Pakistan carrying what they described as "foreign military sales" items.

These items, they indicated, came from excess Defense Department stocks and apparently were shipped as a result of confusion within the Administration as to how the three-month-old ban on shipments of military equipment to Pakistan should be applied.

"There has evidently been some kind of slippage here," an official said.

To Karachi in August

The Padma, the ship that was preparing to sail from New York, in scheduled to arrive in Karachi in Mid-August with a cargo that is said to include eight aircraft, parachutes and hundreds of thousands of pounds of spare parts and accessories for place and military vehicles.

The Sunderbans, another ship of Pakistani registry', sailed from New York on May 8 with other items of military equipment, for Pakistan, including pans for armored personnel carriers, according to the ship's manifesto and the accompanying State Department export license. She is due to arrive in Karachi Wednesday.

All this equipment has been sold to Pakistan by the United States Air force under provisions of the Foreign Military Sales Act.

After troops of the Pakistani Army, mainly West Pakistanis, were ordered to crush the liberation movements in East Pakistan last March 25, the State Department announced that all sales of military equipment to Pakistan had been suspended and that the program, initiated in 1967, had been placed "under review."

Today, Slate Department officials, responding to queries about the sailings of the Padma and the Sunderbans, said that it retained the official policy of the Administration that sales of all types of military equipment to Pakistan were prohibited under the ban imposed shortly after the severe repression of the East Pakistani independence movement began early in the spring. The State Department estimates that at least 200,000 East Pakistanis have died in the subsequent fighting and that about six million refugees have fled to India.

Senior State Department officials said in interviews today that they were not aware of shipments of military equipment to Pakistan after March 25.

They acknowledged that such shipments would constitute a violation of the proclaimed policy.

The State Department officials said they had been informed by the Defense Department that no military equipment under the foreign sales program had been delivered "to the Government of Pakistan or agents of the Government of Pakistan" since March 25.

No Explanation Offered

They said the Defense Department "reaffirmed" this policy today in discussions with the State Department. They could not explain how this Pentagon statement could be reconciled with the fact that, according to the bills of lading submitted to the Pakistani Embassy here, the equipment to be loaded on the *Sunderbans* was received at the dock in New York on April 23 and the equipment for the *Padma* on May 21.

A communication from the shippers to Lieut. Col. M. Amram Raja at the defense procurement division of the Pakistan Embassy covering the dock receipts for the two ships was sent on May 21.

The defense Department, asked about the shipments last Saturday and again today referred all inquiries to the State Department. Officials appeared to be at a loss for an explanation of the shipments.

State Department sources quoted the Defense Department as saying that no sales or deliveries to Pakistan had been authorized since March 25 and that the equipment aboard the two freighters had been purchased prior to the official prohibition.

Inquiry by Senator Church

But they offered no comment as to why the dockside deliveries and actual shipments had been made after March 25.

The State Department has not yet replied to a letter sent on June 17, by Senator Frank Church, Democrat of Idaho, to Secretary of State William P. Rogers requesting information about "certain items of military equipment" being shipped to Pakistan under State Department licenses.

Senator Church who is a member of the Senate Foreign Relations Committee, advised Mr. Rogers that he understood that the State Department had issued License' No. 19242 for some of this equipment.

A check of the bills of lading of the cargo aboard the Sunderbans showed that this license covered an item described as "28 skids parts," weighing 11,895 pounds. No further description of these items was available.

But another license issued by the State Department for the Sunderban's cargo specified "parts and accessories for military vehicles." The Sunderbans carries a total of 21 items, according to the dockside delivery listings, identified on these documents only as cases and cartons of "auto parts and accessories," "skids and parts," "boxes" and "parts."

Planes and Parachutes Listed

The dockside delivery listings for the Padma include two entries of "four aircraft" each, 113 parachutes and parts, and auto parts, accessories, skids and "wooden boxes."

An item described as "crates, bundles and parts" is listed as weighing 14,133 pounds.

The program of military sales to Pakistan, begun in 1967, had been running at nearly $10 million a year, according to Robert J. McCloskey, the State Department spokesman. The United States agreed in that year to sell "nonlethal" equipment to both Pakistan and India, lifting in part the embargo placed on military deliveries after the 1965 Indian- Pakistani war.

In October, 1970, the Administration agreed, as an "exception," to sell Pakistan an undisclosed number of F-104 fighter planes, B-57 bombers and armoured personnel carriers. However, the State Department said today that none of this "exception" equipment had been delivered.

But authoritative sources here, who cannot be identified, said that the flow of military equipment to Pakistan from Air Force sales alone had reached $47,944,781 between 1967 and April 30, 1970.

A communication sent on May 28 to the defense procurement division of the Pakistani Embassy by the headquarters of the Air Force accounting and finance centre in Denver enclosed a "status report listing all your open foreign military sales cases, showing case value, amounts collected, delivered and undelivered."

The letter-signed by Elaine B. Loventhal. chief foreign military sales branch comptroller at the Denver headquarters-was headed: USAF statement of military sales transactions and detail delivery listings."

The "status report" noted that previous charges on Pakistani military purchases were $25,679,654.10, that undelivered items totaled $21,730,740.07 and that "cash received to date" was S24,342,782.37.

State Department officials were unable to say precisely what period this report covered.

The Air Force report said, however, that the Pakistani Government had to remit "on or before 31 May, 1971" the sum of $3,376,253.51 for further "total cash requirements."

A notation on the report showed that a check from Pakistan for $404,116.49 had been received "in May, 1971."

Authoritative sources here said that "in all likelihood" additional sales to Pakistan might have been made by the Army and the Navy.

Spokesmen for the East-West Shipping Agency, the New York agents for the Padma and the Sunderbans, indicated that the Padma had carried military equipment to Pakistan on a number of recent voyages, most recently delivering it in Karachi on March 22, three days before the troop action in East Pakistan.

The voyage for which the Padma is now preparing is her first to Karachi carrying military equipment since the ban was imposed after March 25. The current trip by the Sunderbans is also her first with such equipment since the ban. But authoritative sources said that other ships with military equipment for Pakistan might have sailed since March 25 from East and West Coast ports.

Bill of Lading

Forwarding agent-shipper's references: Ref. Exp: 63942MVF Inter-Maritime Forwarding Co., Inc.. 30 Church St., N.Y.

Shipper: Embassy of Pakistan (Defense Procurement Div.), Washington, D.C.

Consigned to order of: C/O Embarkation Headquarters, Karachi. Pakistan.

Address arrival notice to: Commandant Officer, Central MT Stores Depot Golra. C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.

Also notify: None.

Vessel: S.S. Sunderbans (National Shipping Corp.).

Pier: No. 36 East River.

Port of loading: New York, N.Y.

Mark and numbers: EXP: 63942 ; BAC-1/19, BAF-I/8, BAD-1. Number of packages: 28.

Description of packages and goods: Skids, parts and accessories for military vehicles (claw screw can control).

Gross weight in pounds: 11,895.

Dated at New York: 4-8-71.

BILL OF LADING

Forwarding agent-shipper's reference:

Ref Exp: 53950 MVP, Inter-Maritime Forwarding Co., Inc., 30 Church St., N. Y.

Shipper: Embassy of Pakistan (Defense Procurement Division),Washington, D. C.

Consigned to order of: C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.

Address arrival notice to: Commandant Officer, Central MT Stores Depot Golra, C/O Embarkation Headquarters, Karachi, Pakistan.

Also notify: None.

Vessel: SS. Sunderbans (National Shipping Corp.)

Pler: No. 36 East River.

Port of loading: New York.

Marks and numbers: EXP: 63950, BAG-1/9, UNI-I/13, BAD-I.

Number of packages: 23

Description of packages and goods: Pieces (22 skids, Ictn.), parts and accessories for military vehicles (shaft, screw, mount knob).

Gross weight in pounds: 18, 171.

Dated at New York: 4/16/71.

East West Shipping Agencies, Inc.,

New York. N. Y.

Embassy of Pakistan, Washington D C. Attention: Lt. Col. M. Akram Raja. Attache

(D. P.) Defense Pres. Division

Dear Sir: We arc pleased to forward copies of dock receipts together with a list covering that merchandise received for the past week. May 21, 1971,

Trusting you find the above in order, we remain. Very truly yours.

East West Shipping Agencies. Inc.

United States Senate.

Washington D. C.. June 22. 1971.

The President.

The White House.

Washington D. C

Dear Mr. President: It has come to my attention that the Pakistan ship Padma, that left New York harbor this afternoon bound for Montreal, is carrying a load of United States supplied arms, weapons, and related spare parts which is in violation of our officially proclaimed policy banning all arms and weapons to the Government of Pakistan at this time.

I take the utmost objection at the failure of the United States to prevent these arms from being loaded on the Padma. Certainly we should be able to enforce the publicly declared policy of the government

It is reported that the *Padma* will dock in Montreal before proceeding further If the Coast Guard is unable to intercept the ship in American waters, then I urge you to solicit the co-operation of the Canadian Government in recovering these forbidden shipments.

I hope you will take prompt and necessary measures to sec that American arms are removed from the *Padma*

Very truly yours,
Frank Church.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে অস্ত্রের নতুন চালানঃ সিনেটর হার্টের মন্তব্য	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৩ জুন, ১৯৭১

S 9764 CONGRESSIONAL RECORD—SENATE Jun, 23, 1971

Renewed U. S. Aid to Pakistan

Mr. Hart. Mr. President, I am appalled to read in today's press that the administration has given approval to renew shipment of U. S. military equipment to Pakistan.

In the face of eye-witness accounts that wholesale slaughter is being inflicted on the people of East Pakistan, it is inconceivable to me that our Government would place additional military material in the hands of the Government of Pakistan.

Mr. President, this is not a time or a place for "business as usual." It is dismaying to me that our Government has not yet perceived that the overwhelming majority of the American people are sickened by U. S. involvement in mass killing. Surely this is a situation where restraint on our part would be not only the humane thing to do, but might also serve as a turnabout step away from world chaos and toward world peace.

Equally alarming is the State Department's apparent lack of candor in its repeated insistence that "no military items have been provided to the Government of Pakistan or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25 and nothing is now scheduled for such delivery."

Certainly in the past week, the grave dangers of such lack of candor and misleading statements of official policy have been highlighted all too vividly. It appears that the Departments of State and Defense, knowing full well the thrust of public and congressional inquiries about continued military assistance to Pakistan, either attempted simply to ignore the stated official position of our Government or employed very questionable criteria in permitting the shipment.

Either explanation raises grave questions about the executive department's reliability in its dealing with the Congress and the public-at a time when it is asking for the utmost trust and reliance upon its disclosure policy.

I commend the Senator from Idaho for his discussion of this matter on the Senate floor yesterday and join him in asking that the executive branch provide a full explanation of this disturbing incident.

Specifically, I request an explanation of what criteria were used in reaching the conclusion that the State Department could represent that no arms had been "provided'" since March 25, and that no shipments were "scheduled."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রস্তাব নয়, আইনের মাধ্যমে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করতে হবে : সিনেটর সিমিংটন	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৪ জুন, ১৯৭১

June 24, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** S 9889

U. S. MILI TARY GOODS SENT TO PAKISTAN DESPITE BAN

Mr. Symington, Mr. President, the article entitled, "U. S. Military Goods Sent to Pakistan Despite Ban," written by Tad Szulc, presents at the least an incomprehensible picture of insensitivity and bureaucratic inefficiency.

It is also once again a story of the executive branch telling the Congress and the people that it is doing one thing, then we find that something quite different occurred.

Mr. Szulc reports in the New York Times that State Department officials confirm that at least one ship is on its way to Pakistan carrying military equipment while another is preparing to sail with a cargo of aircraft, parachutes, and spare parts for planes and military vehicles.

These shipments are being made despite the State Department statement, reproduced in the committee report on Senate Resolution 21, that no U. S. arms-

Have been provided to the Pakistan Government or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan, March 25-26, and that nothing is now scheduled for such delivery.

In addition, the fact that these shipments have gone forward indicates that the State Department either did not know what was going on, or else misled Congress when Assistant Secretary Abshire, writing to the chairman of the Foreign Relations Committee on April 23, said with regard to military shipments to Pakistan that—

Nothing is in the pipeline

According to Mr. Szulc, even State Department officials now acknowledge that these shipments constitute a violation of the proclaimed policy, but they offer no explanation for the contradiction between the policy and the facts.

As Charmin of the Near Eastern and South Asian Affairs Sub-committee of the Committee on Foreign Relations, I requested yesterday by telephone a full explanation from the Secretaries of State and Defense; and will report to the Senate when these explanations are received. Pending their receipts, let us reserve final judgment; but it would appear that we should begin to give thought to steps which might be taken by Congress by means of law, rather than by the passage of resolutions, so as to insure that the executive branch's stated policy is carried out.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মিঃ প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছি : সিনেটর টানি	সিনেটের কার্যবিবরণী	৭ জুলাই, ১৯৭১

July 7,1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** SI0541

THE WAR IN EAST PAKISTAN

Mr. Tunney. Mr. President, we are at war in East Pakistan. We have not declared war, and we have no troops in Pakistan, but we are, nonetheless, in the eyes of the East Pakistanis and Indians, at war. It is our won grain ships that are carrying Pakistani troops to the East. It is our planes that are searching out the ragged, desperate, ill-armed Bangladesh, and then, finally, it is our guns, rifles, and ammunition that cut them down- wholesale and indiscriminately. Without our help, the Pakistanis would be severely hampered in their war making powers and because that is so, because we are effectively allying ourselves with one belligerent in a civil war, we ourselves are belligerents and our actions become all the more describable.

There is only one position for the United States in this situation and that is as an advocate of peace. A relentless advocate for sick and hungry people. In order to place this country in a position to pursue this policy, I have cosponsored the Saxbe-Church amendment to the Foreign Assistance Act. This amendment would terminate all military and economic assistance to Pakistan, until such time as effective internationally supervised relief measures are instituted in East Pakistan. This, Mr. President, is intervention for peace and not war. It is intervention for life and not death, and it is intervention with food and medicines, not guns and planes. I do not see how it is possible to act for peace in the area while we are still actively engaged in providing to wherewithal for war. I believe that cutting off aid to force relief measures would be the most justified, indeed the required, use of our ability to pressure the Pakistan Government.

But there is yet another dimension to the problem.

On Monday, July 5, an editorial appeared in the Washington Post concerning our trade record with Pakistan. The editorial was entitled "U. S. Arms for Pakistan: A Shameful Record." The editorial retraces how what we all were told over a period of days by the State Department. The editorial also describes the consequent shifts in the State Department line. It is by now, to many of us, an old story.

The other day the President's special assistant; Dr. Henry Kissinger, met a not so cordial welcome at the New Delhi Airport. The reasons are as good as they are obvious. India and Pakistan are trading the thinnest of wires between war and peace and at the same time we are continuing to supply arms to the Pakistanis. Our relationship with India is rapidly deteriorating, while at the same time we are providing the wherewithal for the slaughter of millions of East Pakistanis. Who is gaining by this? Certainly not war- ravaged West Pakistan. Was no lesson learned from the Biafran tragedy? Will we sit by.

not idly, but as undeclared belligerents, aiding in the misery and death of millions of East Pakistanis?

In Pakistan after consistently being told that no arms were being shipped, we find more and more appearing. What right have we to equip the West Pakistanis to fight the Bangladesh? What right have we to intervene in a civil war for any reason other than humanitarian relief and rescue? If the State Department can answer these questions, I am sure we would all be very interested. But even if the State Department could provide answers, why should we expect that the American people would listen? Why should we think we are hearing the truth? The raw facts are, Mr. President, that either the State Department has no control over the foreign activities of this Nation, or else they choose to exercise that control with one hand while dishing out public information with the other.

We have, due to the inexcusable bungling of the State Department, backed ourselves into a corner in our relationship with India. At the same time that Mrs. Gandhi is resisting the urging of some of her countrymen to go to war, we are supplying the weapons to Pakistan that exacerbate the situation. I simply do not understand, Mr. President, whose interests we are serving by our actions in that area. We enable Pakistan to continue waging war, which in turn causes India to move closer and closer to a state of war, and all the while millions of East Pakistan's are dying or being made refugees. It is not a role that we should be proud of.

Mr. President. I ask unanimous consent that the Post editorial be printed in Record.

U. S. ARMS FOR PAKISTAN; A SHAMEFUL RECORD.

The Pakistani army undertook to crush the autonomy movement in East Pakistan on March 25. Soon after, as word of the army's appalling and indiscriminate slaughter began to seep out, the question was asked in Washington whether arms sold or given by the United States were being used and. further, whether the supply of these arms was continuing. Here is the record of the answers given in Washington.

April 2: The State Department said it could neither confirm nor deny reports from the scene that American equipment was being used.

On April 20, the fact no longer deniable, the Department informed Senator Kennedy that it had "expressed our concern over the use of American arms in East Pakistan"; it added that "arms acquired from a number of countries, including China, the U. S. S. R. and the U. K., also have been used."

Three days later: The Department specifically acknowledged to Senator Fulbright that "some M-24 tanks and F-86 aircraft have been observed in use East Pakistan in recent weeks." It did not acknowledge that these tanks and planes had been employed against ragged desperate men armed with little more than rifles, if that.

April 6: Mr. Fulbright had asked Secretary of State Rogers for information on the "status of any current shipments" of military equipment to Pakistan. The following week

a department spokesman, speaking to reporters, denied that the United States has "a large on-going military assistance program with Pakistan" and declared, "There is no-repeat-no equipment in the pipeline and none has been delivered" under a one-shot October, 1970, arms deal. Referring to a "modest" sales program dating from 1967 for "non-lethal military equipment, spare parts for equipment already in Pakistan hands and some ammunition," he said: "Insofar as shipments under these agreements are concerned, we have this matter under review."

April 14: An un-attributed report appeared in The Washington Post saying that arms shipments were continuing but with minimum publicity. The next day, however, a department spokesman concluded a review of the subject this way: In short, no arms have been provided to the Government of Pakistan since the beginning of this crisis, and the question of deliveries will be kept under review in light of developments."

April 20: The department told Senator Kennedy: "................................none of there items [on the 1967 'non-lethal' list, including ammunition] has been provided to the Pakistan Government or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25-26, and nothing is presently scheduled for such delivery."

May 6: Senator Fulbright was told: "In short, no arms have been provided since the beginning of the crisis and the question of deliveries is under review."

May 8: The Sonderbans, a Pakistani ship carrying arms to Pakistan, sailed from New York, without public announcement or public knowledge.

June 17: The State Department told reporters, as reported in this newspaper the next day, that "no deliveries of military equipment has been made to Pakistan since March 25, when the fighting began."

June 22: The department, responding to a story in the New York Times, acknowledged that two shiploads of arms were going to Pakistan and explained that they had been licensed before March 25. The same day the second ship, the Padma, sailed.

Six days later: The administration said it would allow further shipments of military material if licensed before March 25. The first reason cited was to apply "leverage" to induce the Pakistan Government (1) to bring about a political accommodation in East Pakistan (it has yet to do so) and (2) to take back the six million refugees who had fled to India (the flight continues, according to report, at a 40,000-a-day rate). The second reason cited by the administration-which had earlier downgraded use of American arms in the carnage by a saying Soviet, Chinese and British arms also were use-was to discourage Pakistan from shifting to other arms suppliers.

June 29: It was revealed that four or five more arms ships were scheduled. The Kaptai sailed July 2.

This is, we submit, an astonishing and shameful record, with two meanings. The first is that, for the shabbiest of political reasons, the United States is supplying military equipment to a brutal regime that has killed an estimated 200,000 its citizens and

driven me six million others out of their country. The second meaning must be read in the context of the current controversy over the Pentagon Papers, which turns on the public right to know and the government's right to conceal. Here we have a classic example of how the System really works; hidden from public scrutiny, administration officials have been supplying arms to Pakistan while plainly and persistently telling the public that such supplies were cutoff. We assume that this deception is due to a combination of organizational confusion and bureaucratic dissimulation and not to deliberate deceit. The fact is: arms ships still sail. It is up to the President to stop them-assuming the government is serious about its proclaimed policy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ত্রের চালান পাঠানো একটি মারাত্মক ভূলঃ সিনেটর স্যাক্সবীর বক্তৃতা	সিনেটের কার্যবিবরণী	১২ জুলাই, ১৯৭১

July 12,1971 CONCESSIONAL RECORD-SENATE S 10727
DETERIORATION OF EVENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. SAXBE. Mr. President, invite the attention of Senators to recent developments in regard to the further deterioration of events in East Pakistan.

On Saturday the Washington Post reported that the World Bank barred distribution of the Cargill report, because the report was a scathing indictment of Pakistani President Yahya Khan's regime. The report was said to have made the following points:

A continuing reign of terror exists in East Pakistan enforced by Yahya's West Pakistani troops; urban life in the east wing of the country has been shattered and the economy paralyzed; active guerrilla resistance to Yahya's regime continues; widespread famine is likely this fall, and Yahya's administration is in ignorance of world opinion and the state of affairs in East Pakistan.

Both Reuters News Service, in the Washington Post, and the Washington Star reported on Sunday that the World, Bank finally distributed the Cargill report after vainly trying to suppress the document. I commend it for distribution of this document to the II-nation Pakistan Aid Consortium and call upon the World Bank to make copies of its report available to the Congress.

This report is necessary in light of our Government's continued aid to Pakistan since the terrible events following the Army's actions on the night of March 25. Further, the Foreign Operations Sub-committee of the Senate Appropriations Committee reports that the administration has requested that the military and economic supporting assistance will increase tenfold, from $500,000 to $5,500,000. This breaks down to $5 million for credit sales under the foreign military sales and $250,000 for police training.

Last week the Senator from Idaho (Mr. CHURCH), in an eloquent speech, reported that $35 million worth of military' equipment was still in the "pipeline" for delivery to Pakistan. This speech has received considerable attention in the news media. In light of the military aid in the pipeline, plus the request for fiscal year 1972, I think the Cargill report from the World Bank would be of great assistance to the Congress in our further deliberations.

Mr. President, I would stress one particular item of the World Bank reporl-the prospect of famine. It has been reported to me by high Government sources that there will be a short fall of 3-1/2 million tons of feed grain. Further, if the food were delivered, there is no effective organization to distribute it-even if President Yahya were willing to do so.

Mr. President, I hope that Henry Kissinger can dissuade President Yahya from his present course or, as an alternative, help change the course of American policy of continued commitment to the Yahya regime's reign of terror. Mr. President, let us recognize Yahya's policy for what it is-the most brutal and deliberate genocide since Adolph Hitler.

Anthony Lewis in today's New York Times raises this ugly comparison and says:

This time there can be no excuse for any informed person failing to understand what is happening, contemporary accounts leave little to the imagination. And yet, some responsible men do not see. But the American interest goes beyond realism. We can no longer have any illusions about our ability to make unpleasant governments around the world behave well, but there does come a point at which self-respect requires us to stop helping them.

Our policy of continued shipments of arms is wrong. It is a terrible mistake. We seem to be trying to placate both India and Pakistan since the Soviet Union is siding with India and China with Pakistan. As Flora Lewis said in the Washington Post:

It courts disaster, not only for India and Pakistan. And it is more likely to wind up with a spread of Communist control into truly strategic areas than would the collapse of South Vietnam. For once grand strategy, national interest, and urgent human needs are on the same side. Why isn't the United States on that side with its main allies?

I believe that the Pakistan strife may provide an opportunity for the United States, Soviet Union, and Peoples Republic of China to attempt to reconcile a most difficult problem and thereby strengthen their common efforts at international cooperation. The President may wish to call for an international conference to discuss this problem.

Last Thursday, July 1, Canada blocked a shipment of weapons, to Pakistan. Customs officials there said the order blocked the loading of 46 crates of parts for F-86 Sabre jets, Even if we have provided by license or other means arms, for Pakistan which have not left the United States, why cannot we prohibit their shipment? There is no principle in law which says that we must continue. For example, we could follow Canada's lead by asserting that our public policy overrides all contract law. A license is always subject to being withdrawn when it is contrary to public policy, for example, the license to practice law and the license to practice medicine.

We are being told today by some that the rule of law has returned to Pakistan. If that is the case, why was Sydney H. Schanberg, the New York Times correspondent, expelled from East Pakistan Wednesday, June 30? If the rule of law has returned, why did a Pakistani army platoon smash into the Hindu section of Boliadi shooting men, ransacking homes, and burning the village market.

Mr. President, the time has come for legislative action. I invite the attention of Senators to the Saxbe-Church amendment No. 159 to S. 1657, the Foreign Assistance Act. It was submitted on June 10, 1971, and at present being considered by the Foreign

Relations Committee. We have 29 cosponsors for our amendment. I ask unanimous consent that the following Senators be added as cosponsors of amendment No. 159 to S. 1657: SCOTT, TUNNEY, CASE, PASTORE, BENNETT, PELL, BELLMON, HART, ROTH, BAYH, BOGGS, CHANSTON, BROOKE, METCALF, GURNEY, MCGOVERN, EAGLETON, STEVENSON, MOSS, MONDALE, HUGHES, HARTKE, MUSK1E, PROXMIRE, HUMPHREY, MAGNUSON, WILLIAMS, RANDOLPH, and RIBICOFF.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনায় শোকাভিভূত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অধ্যাপকের পত্র	সিনেটের কার্যবিবরণী	২০ জুলাই, ১৯৭১

July 20. 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** **S 11611**

TRAGEDY IN PAKISTAN

Mr. CRANSTON. Mr. President, the tragedy in Pakistan worsens each day. Millions of people are homeless and hungry as a result of the unfortunate warfare that has erupted between East and West Pakistan.

Several Americans who have worked and lived in Pakistan inform me that the best way to end this situation is to make certain that our aid is funneled to that nation in a fair and equitable manner for the benefit of all those in need. To that end. I have cosponsored amendment No. 159, submitted by the Senator from Ohio (Mr. SAXBE) and the Senator from Idaho (Mr. CHURCH).

I ask unanimous consent to have printed in the record a letter to the editor of the Los, Angeles Times concerning the situation in Pakistan. The letter was written by a group of Asian studies scholars on the faculty of UCLA. It deserves our full attention.

University of California.
Los Angeles, Calif., May 17, 1971.

The Editor,
Los Angeles Times.

DEAR SIR: We, the under signed scholars of Asian Studies on the faculty of UCLA write to express our profound sense of anguish and shock at the news we have read and personally received of the brutal and protracted massacres of Bengali civilians by West Pakistan's armed forces since March 25, 1971. From every creditable report we have seen it appears that General Yahya Khan's Army directed the full strength of its fire power at such bastions of "resistance" to his military dictatorship as the unarmed camp of Dacca University, where no less than five department chairman were murdered, together with as yet unaccounted numbers of their research assistants, students, staff, and families.

Unless or until West Pakistan's regime permits the Red Cross or the United Nations, or some other impartial international agency, to send its representatives to the now ravaged region of East Pakistan (which the overwhelming majority of the Bengali-speaking populace now prefer to call the "Country of Bengal," Bangladesh it will be impossible accurately to assess the dimensions of this South Asian massacre. From what we already know, however, it seems painfully clear that whatever the precise total in Bengali dead, wounded, and terrorized may be, a new record in martial fire power mortality may possibly have been set by West Pakistan's forces during the past six weeks.

Since 1954 our Nation has supplied approximately two billion dollars worth of military "aid" to Pakistan, including tanks, planes, and artillery. That aid was offered to Pakistan when it became a member of SEATO, in order to "bolster" South Asia's Northern perimeter against possible Communist invasion. The only use, however, which Pakistan made of American military supplies prior to last month's massacre was during the Indo-Pak War over Kashmir in 1965. After the latter, our government placed an embargo on military shipments to Pakistan, but in October of 1970 that embargo was lifted, and we have now promised to ship another 300 armed personnel carriers, lour maritime reconnaissance planes, six F-104 jet fighters, and seven 13-57 bombers to West Pakistan's regime.

We most strongly urge our government, which has reimposed a limited embargo on arms shipments to Pakistan to extend and maintain a total embargo for the indefinite future, and further request that all economic aid which may directly or indirectly provide foreign exchange to General Khans administration, which may be used to purchase military equipment elsewhere, be suspended at least until an impartial international Commission has been able to satisfy the American people that the slaughter of Bengali civilians has been halted, and that West Pakistani troops responsible for the Dacca and other Bangladesh massacres have been withdrawn from that region.

We fear that there is little hope of our protests influencing the minds of West Pakistan's military leadership, but trust that by taking the course we recommend our nation will at least clear America's conscience of all stigma of possible continued support for the murder of Bengali civilians.

Sincerely

Stanley A. Welpert, Professor of Indian History; D. R. Sar Desai, Professor of Southeast Asian History; J. Richard Sisson. Professor of Indian Politics: Rupert Emerson, Visiting Professor of Asian Politics; Hans H. Baerwald. Professor of Japanese Politics; Fred G. Notchelfer, Professor of Japanese History; J. LeRoy Davidson, Professor of Indian Art; David M. Parquhar, Professor of Chinese History; Robert A. Wilson, Professor of Japanese History.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে মর্মান্তিক ঘটনার প্রতি সিনেট সদস্য স্যাক্সবীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উল্লেখ	সিনেটের কার্যবিবরণী	২০ জুলাই, ১৯৭১

July 20, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD—SENATE** S 11591

TRAGIC INCIDENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. Saxbe. Mr. President, I invite the attention of Senators to further events and accounts relating to the tragic incidents in East Pakistan. A lengthy speech is not necessary. The articles speak for themselves. I merely wish to repeat that the Saxbe-Church amendment suspending aid to Pakistan has 31 cosponsors. These cosponsors, plus the Senator from Idaho (Mr. Church) and myself represent one-third of the U.S. Senate. Tomorrow at least one more Senator will add his name to the growing list of cosponsors. We merely wish to prevent the United States from being dragged into another civil war.

Mr. President, I ask unanimous consent that a number of articles on Pakistan be printed in the Record.

[From the Boston Sunday Globe, July 11, 1971]

EAST PAKISTAN-A MOUNTING CRISIS-WITNESS REPORTS ON DEATH, DESTRUCTION

An eyewitness account of the devastations left by West Pakistani troops, fanning out along the river leading from Dacca to the Bay of Bengal, is told in the following experts from a tape letter recorded in the area in late May.

William H. Ellis, a Canadian engineer working on coastal embankments near the Bay of Bengal, recorded his comments on an unofficial and highly dangerous survey of the area in which he worked. The message was sent to Dr. John Rohde, formerly of the Cholera Research Laboratory in Dacca and now resident at Children's Hospital in Boston.

Ellis, who holds a master's degree in hydrology from McGill University, has now left Pakistan.

Ellis left Narayanganj on a shipping corporation coaster headed for Chittagong and stopping at Barisal. The tape letter:

Ship was carrying may be 600 people. They were everywhere, under the lifeboats, in the lifeboats, on top of the cabins, between the decks, in the holds, companion ways, just everywhere. I tried to make my way to the engine room, but I just couldn't make it without chucking my biscuits so I came back up on deck.

We met two coasters coming up the river, both of which were loaded with military vehicles,. One tanker was lying at anchor off Chungport. Further there were a dozen of the larger carrying cargo country boats.

Executions

There's practically no activity along the river banks: only an occasional person standing, watching the boats go by, nothing doing in the fields, no tilling, cattle are out grazing with herdsmen but that's about all.

Barisal was completely deserted, only the dogs on the streets although it was still an hour and a half before curfew.

Once I got down there I discovered why they didn't want me down there. Every day for the last few weeks they have been executing 10 to 20 people a day. This I got from the people who lived in the area. Every afternoon at 4 o'clock there would be 10-20 single, spaced shots fired and they would later see the bodies in the khal.

The executions apparently stopped a week or so ago, at least the Firing stopped, but still discovered there were more bodies and it seems they are still executing prisoners (by bayonet.)

I saw evidences of the anti-hindu operations in the form of a poster (on gutted shops) stating "under marshal law authority", I asked by native guide on what hops they were placed and he said they were Hindu shops. The operations had been going on in the area for two or three weeks now

Like Animals

There are now almost columns of Hindus in flight in the area. They have nowhere to go. They cannot get across the border to India they flee in one direction, find there is a Army blocking their way and flee another. They're being hunted down like animals.

Families in the area are housing 15 to 20 people per house, and there is barely enough ……….food there is description after description of where the Muslims have covered up, have hidden Hindus, and taken great risks personally in one village they called out the Muslim head man and asked where the Hindus were.

He refused so the army wrapped him up in jute and set fire to him... . papers are full of requests for factory hands to-come back, civil servants to return to their duties but everyone knows if you come back to work you're likely to get shot.

……It was made clear the army was hunting for three elements which they would eliminate in this order: first, saboteurs and Hindus from India; second, all members of the Awami League; third, guerrillas and other "antisocial" elements.

Constant Burning

They have nowhere to flee but southward towards the sea. They are caught between the sea and the advancing army.

From Barisal, I took the mail boat to Khulna. The land is deceivingly peaceful. It is so green, so lush, but there is so little activity. From time to time we would see bodies

floating in the river other times we could smell but not pick them out from amongst the water hyacinths that are moving down as the water picks up

......We passed villages that were in flames. This went on for miles. The jungle is so dense that you cannot see beyond the foreshore but in the sky all over on both sides we could see smoke in the sky occasionally a search light would pick out the naked figures of persons who were fleeing along the riverbanks They carried their few meager belongings on their head.

Later while I was sitting on the top-level of the boat a crew member a sidled up to me and told me that this burning had been going on for the last two weeks, every night......

Even in this area, unaffected by the cyclone (of November, 1970) there will be perhaps only 10 per cent of the normal crop-so many people had to flee or have been murdered......

We reached Koona? At the next morning-here the activity is a fraction of what it used to be...

In this area, conditions are closer to sheer chaos this is because the Koona area is next to the border and the influence of large number of even for those who would like to return to work it is practically impossible.

There is much looting and burning going on because there is no law and order.............10 to 20 people are knifed there every day in broad daylight. A man and his son were knifed while I was there ....

When the army arrives the Muslim league informs on the Awami league and the Hindus. The army comes to wipe out the Awami league and Hindus.... In the villages of……the government employees do not go to their offices for fear of being killed; their army is too busy killing Hindus...............

I traveled to Jessore...........a road that I have traveled many times before.......... I know it well, I know the activity and I know the village..................................... with.........comparison with before it is deserted.

Villages on both sides of the road have been burnt. We cannot see where the villages were ....looking at the palm trees you can see where the palm fronds are all scorched and the trunks are blackened..............Some villages remarkably have been spared and they have a few people listlessly watching you as you go by................

Usually when the mills are working it is belching black smoke; we saw only one mil with smoke coming out.............there are many brickyards along the way; ever)' one was deserted.

As before, there was practically no activity in the field........... the only signs of farming were the cattle out grazing.

When you board a plane (at Jessore) it is interesting.............your baggage is unpacked, searched piece by piece; you are given a complete physical search............ they found my pocket knife and took it away from me................. when you board the plane you find two armed guards.

I could see very plainly the area around there had been flattened. Most of the houses are like boxes without roofs..................

Nothing Moving

What was still very clear from 10,000 feet was that there is no traffic at all on the rivers or roads or paths, Nothing moving, not any boats to be seen tied up along the banks.

As we crossed the Ganges west of Dacca there were just a few of the cargo boats, may be five or six where normally you would see dozens. As we got lower things looked relatively normal in the villages until we got close to Dacca and then I could see the pattern of boxes without tops, where roofs had been burnt off.............and still the predominant feature of no activity.

Back to Dacca. It is clear the situation is entering a new phase where the Army has gained control of the towns, the land transportation routes, and is now fanning out on this massive operation to wipe out the Hindus...................the regime which is running the country, the cabal of generals, has become so engorged with their own propaganda that they honestly believe that there is an Indian infiltrator behind every tree, and that every Hindu is suspect and to be shot on the spot.

As was pointed out to me, there is not a family in this whole country that has not been affected-that has not lost members that have been shot, or not looted, or had their women raped, or young girls taken away.

And yet in spite of this, or perhaps because of this, the regime has absolutely no support from the common people.

Everyone knows what they read in the Pakistan papers is a pack of lies and they know from experience that what they hear is true on All India Radio.

It is remarkable how they find out what goes on in every village.

It is clear that things here in Dacca are more normal than they are everywhere else, and that word normal has become a standing joke with everyone in East Pakistan..........But even in Dacca they are already bold enough to strike in broad daylight.

Monday last at about 1 o'clock they threw hand grenades and the damage that was done to the bank looked like a grenade.

Anyway, about 1 they struck at seven places in Dacca ....and so already they are striking back even here in Dacca, which supposedly is the normal place in this country.

The other thing I mentioned before, that Bengali men, have time and again said to me, "please do not have your country send any aid to this country, even "food.........." the food will only go to the Army and prolong our agony." More than one man said to me "I'd rather die by starvation than go on with the agoney that is going on now."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অস্ত্রের জোরে ক্ষমতাসীন সরকারকে মদদ যোগানোর বিলাসিতা আমাদের সাজেনাঃ সিনেটর ম্যাকগভার্ন	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৩ জুলাই, ১৯৭১

July 23,1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** ***S 11945***

THE SITUATION IN EAST PAKISTAN

Mr. McGOVERN. Mr. President, the present situation of bloodshed and repression in East Pakistan should concern us all. After the cyclone disaster of last year, this devastated land has been victimized by official violence. One need only read the report of the mission of the World Bank to be moved by the sufferings of the Bengalis, For example, in the town of Jessore, where 80,000 lived a few months ago, only 15,000 to 20,000 people remained; 20,000 have been killed and the rest of the population has fled into the countryside.

As we have learned in Southeast Asia, however, this Nation should maintain official neutrality during internal conflict and civil strife. But neutrality does not mean we must support the unjust policies of West Pakistan with further shipments of aid.

At this time, American aid to Pakistan, which goes to West Pakistan, is continuing. This month the Pakistani freighter Padma is carrying 2 million of American military equipment back to Karachi. This Nation cannot afford the luxury of subsidizing a government which holds power through the use of force to suppress the majority of its population.

In addition, as the World Bank mission reported earlier this months the economic disruption in East Pakistan has been such that economic assistance to this region is bound to be ineffective. This Nation should follow the lead of the Bank and discontinue aid payments until the situation is stabilized. The damage wrought in East Pakistan by civil war cannot be healed by financial aid which will be diverted to the West.

However, two emergency situations in the area demand immediate attention. The present chaotic state of East Pakistan, where much of the population is in hiding in the countryside and where over 7 million people have fled the country* raises the very real possibility of famine. Crops have been left untended and the commercial life of the nation has been devastated. Communications and transportation are haphazard. The most appropriate American response would be shipments of medical supplies, grain and other foodstuffs to the Bengalis under the auspices of the Red Cross, or some other international organization, not a continuation of financial aid. This would guarantee that American assistance would only be granted to those suffering under the heel of Pakistani repression, and would hopefully avert at least-one tragedy for the Bengalis.

The refugee situation in neighboring India also requires action by this country. The large-scale influx of refugees has surely taxed the resources of India. We should extend support to India for her humanitarian efforts to assist the fleeting Bengalis. We must maintain our neutrality in an internal conflict of this sort, but neutrality can never bar assistance to the victims of repression and exploitation. Food and medical shipments and funds earmarked for refugee relief should be granted the Indians to deal with the grave situation they face.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ আজ গণহত্যার দৃষ্টান্তঃ সিনেটর প্রক্সমায়ার	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৭ জুলাই, ১৯৭১

S12198 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *July 27,1971*

EAST PAKISTAN EXAMPLE OF GENOCIDE TODAY

Mr. PROXM1RE. Mr. President, those who delay the ratification of the Genocide Treaty cannot ignore the tragedy taking place 8.000 miles from our shore in East Pakistan. Since March, the Pakistan Army apparently has been ravishing the country, massacring thousands of men, women, and children whose only crime is being Hindu.

Through the eyes of journalists leaving that country we have seen the slaughter of old men and infants, poor peasants, people who have never had any connection with the rebel army. I quote an article published in the London Sunday Times, June 13:

West Pakistan's Army has been systematically massacring thousands of civilians in East Pakistan since the end of March. This is the horrifying reality behind the news blackout imposed by President Yahya Khan's government since the end of March. This is the reason why more than five million refugees have streamed out of East Pakistan into India, risking cholera and famine.

Mr. President, this article is entitled simply "Genocide." That word describes what is taking place in East Pakistan.

I quote again from an article entitled "Why the Refugees Fled." also published in the London Sunday Times of June 13:

The bone-crushing military operation has two distinctive features. One is what the authorities like to call the "cleansing operation": a euphemism for massacre. The other is the "rehabilitation effort" This is a way of describing the moves to turn East Pakistan into a docile colony of West Pakistan. These commonly used expressions and the repeated official references to "miscreants" and "infiltrators" are part of the charade which is being enacted for the benefit of the world. Strip away the propaganda, and the reality is colonization-and killing.

Genocide is not a thing of the past. Just look at what is happening right now in Pakistan. How much longer can we delay in acting on the genocide convention?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের পরিস্থিতিঃ সিনেটর ফুলব্রাইটের ভাষণ	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৮ জুলাই, ১৯৭১

July 28, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** S 12381

EAST PAKISTAN

Mr. FULBRIGHT. The cataclysmic chain of events in East Pakistan not only points up the egregious misuses to which U.S. military and economic assistance can be put. It also illustrates the insensitivity of U.S. policy to changing events and the seemingly inevitable reaction to defend the status quo regardless of the context.

U.S. military assistance was furnished Pakistan to defend against communism. It was used instead to wage war on India, the world's largest democracy, and subsequently to suppress the feeble steps toward democracy taken in Pakistan itself. Despite this perversion of U.S. largess, we have now been astonished to learn that shipments of military goods are continuing, apparently in pursuit of illusory influence or "leverage" with the Pakistan Army. The shock is compounded in view of the fact that the Foreign Relations Committee had been assured by the administration that no military items had been furnished Pakistan since March 25 and none were scheduled for delivery. This is another sad case of private executive foreign policy decision-making taken without the benefit of, indeed in strict isolation from, public discussion and debate.

Economic assistance provided by the United States was misused by the Pakistan Government to subsidize unbalanced development favoring West Pakistan at the expense of the East, which in the process exacerbated the problems which have now been so graphically revealed. Yet we support the Pakistan Government, economically and militarily, despite its destruction of emerging representative government and in the face of a ruthless military campaign, largely directed against Hindus and the intellectual and leadership elements among the Bengalis, which has resulted in the deaths of hundreds of thousands of people. This support continues in the face of a recommendation by the World Bank against further aid and in the face of contrary attitudes on the part of other aid-giving nations of the world.

It is said that we must not intervene in the internal affairs of other countries-a principle which should have been better understood in 1964, or since 1949 in China for that matter-and that we should not use economic aid for political purposes. However, supporting a government engaged in civil war with economic assistance is as much an intervention as helping the other side. It is distressing to see that, through continuation of assistance to Islamabad, the United States again finds itself actively aliened with a military dictatorship pursuing policies diametrically opposed to those to which we say we are committed.

Unfortunately the implications of this civil strife arc not confined to Pakistan. The refugees created by the Pakistani military actions have been driven into India where they

pose a grave problem, and, indeed, it is not an overstatement to suggest that they constitute a potential danger to world peace equivalent to that created over 20 years ago in Palestine. These helpless Bengali refugees are pressed into an area of India where insurrection and instability are already widespread and the problem of grinding poverty is most acute. India simply cannot bear the burdens, in terms of good, housing, employment, and health measures, which the refugees have thrust upon it. The situation could easily lead to renewed communal rioting, accelerated revolutionary activity-which could threaten the future of India itself-or another Indo-Pakistan war.

In this situation the administration says that it is privately urging the Pakistanis to find a political solution in East Pakistan. However, the subsidy of the Pakistan dictatorship continues. AID announced on June 10 that it "was providing $1 million for Pakistan to charter vessels for the purpose of distributing food in the East, a worthy purpose. On analysis, however, there are some serious questions. Earlier Pakistan was supplied with similar vessels for cyclone relief and she is reported to be using them for military purposes.

In this context, is not the $1 million for new boats simply a means of permitting Pakistan to use its existing vessels to pursue military objectives?

And what assurances do we have that Pakistan will not divert to military purposes the vessels which they will charter with the 1 million we are giving them now?

The situation in East Pakistan is intolerable, as is a foreign policy which in practice reinforces the status quo there. The United States should instead use all the influence, limited though it may be, which it can bring to bear. In this connection, steps should be taken to insure that military' goods, including spare parts, are not shipped to Pakistan and the offer of F-104's, B-57's, patrol aircraft, and armored personnel carries made last fall should be immediately rescinded. Economic assistance should be suspended until the Pakistanis, both East and West, agree upon a satisfactory political solution and until steps are taken to repatriate the refugees now in India. If the administration does not abandon its fruitless status quo course, I will support congressional action to achieve that objective.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মন্ডেল-ফ্রেজার যৌথ প্রস্তাব	সিনেটের কার্যবিবরণী	৩০ জুলাই, ১৯৭১

S12610 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** July 30, 1971

By Mr. MONDALE.

S. J. Res. 143. A joint resolution relating to peace for Pakistan. Referred to the Committee on Foreign Relations.

Mr. MONDALE. Mr. President, even in a world numbered by mass death and suffering, the horror in East Pakistan seems without parallel. Hundreds of thousands have died from disease, starvation, and brutal military repression. According to an authoritative report by the World Bank, even the most immediate efforts will not save hundreds of thousands more from dying of starvation.

And now more than 7 million people are crowded in the hopelessness and squalor of refugee camps in India.

It is as if the population of two States the size of Minnesota had been driven from their homes to an impoverished and disease-ridden exile in a foreign land-or as if the majority of the people in Minneapolis St. Paul or St. Louis or Denver or San Francisco, had been killed or were about to die.

I think most of us find it very difficult to grasp the sheer magnitude of this tragedy, to understand to almost endless individual tragedies-the loved ones lost, the life work destroyed-which are the life and blood reality of the great statistical disaster.

But I think the American people are coming to understand clearly one element of this tragedy-the unconscionable neglect our own Government has shown for any real effort to alleviate it.

There is no need to recount here the long string of misrepresentations and empty assurances which the United States has made while it went on arming a repressive regime in East Pakistan and maintaining callous silence though millions were in torment.

But it is not too late to summon statesmanship in this ghastly problem. It is not too late to make real the rhetoric we hear so often about this Nation's concern for human life and for a generation of peace.

Congressman FRASER and I are introducing jointly in the House and Senate a resolution declaring that it is the sense of the Congress that the President should move immediately to seek the cooperation of the Soviet Union and the Peoples' Republic of China to work to stop the fighting and dying in East Pakistan.

S. J. Res. 143

Whereas the civil strife in East Pakistan has brought the death of hundreds of thousands and great human suffering to millions; and

Whereas the persistence of that strife is a clear and present threat to the peace of the area and thus a potential threat to the peace of the entire world; and

Whereas the President has stated his intention to seek the cooperation of the USSR and the Peoples' Republic of China in building a generation of peace for all mankind;

Now, therefore, be it

Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

That it is the sense of the Congress that the U.S. should urgently seek the diplomatic cooperation of the USSR and the Peoples' Republic of China in a joint effort to enable the Government of Pakistan to take whatever steps may be necessary to end the civil strife in East Pakistan; to return to the area a legally and democratically elected government without prejudice to the policy that government may follow once in power; to facilitate the rapid and unhindered return to their homes and property, without reprisal, of all refugees driven from East Pakistan as a result of the civil strife; and to re-establish, to the extent feasible, conditions affording a prompt resumption of commerce and economic development in East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে বায়াফ্রার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছেঃ সিনেটর পিয়ার্সনের ভাষন	সিনেটের কার্যবিবরণী	৩০ জুলাই, ১৯৭১

S12624 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *July 30. 1971*

EAST PAKISTAN : BIAFRA REVISITED

Mr. Pearson. Mr. President, continuing disorders in Pakistan have left an estimated 200,000 people dead, created more than 6 million refugees, and severely reduced the prospects for a fall harvest adequate to meet the needs of the people of Fast Pakistan. The spectre of a mass starvation in East Pakistan, far exceeding the death toll of Biafra may become a grim reality this fall. This massive loss of life is made all the more tragic because it can be prevented. In a world with surplus food, death by starvation due to political disputes is the ultimate obscenity perpetrated by man upon man.

Although the need for swift action is readily apparent, the distribution of emergency food supplies is not simply a matter of transporting food from Americans to Pakistanis. In order to get the food to the people, normal channels for the distribution of food in affected areas must be reestablished. These channels will not be restored until a series of political accommodations between the Government of Pakistan and dissident elements in the East are reached. Our Government must, in good conscience attempt to use every legitimate means at its disposal to facilitate a political settlement and restore the means to transport available-relief supplies to the people of East Pakistan.

The United States is in a moral political dilemma similar to the one encountered during the civil war in Nigeria. On the one hand, it is morally unacceptable for Americans to stand idly by while thousands of people die horrible needless deaths by starvation. On the other hand, we must recognize that exerting pressure on the Government of Pakistan to reach accommodation with opposition forces in the East is direct interference in the internal affairs of a sovereign nation.

Mow, then, do we balance our concern for the people of Pakistan with our desire to refrain from political intervention in the internal affairs of nations around the world?

As a general principle of our foreign policy, non-interference in the internal affairs of sovereign nations is founded upon two basic ideas. First, Americans are rarely directly affected by internal politics of sovereign nation States. Second, Americans now recognize that their nation's power to intervene around the world is finite; the United States cannot be the arbiter of the disputes of all mankind.

In the case of the situation in Pakistan, however, neither of these general principles is valid. The futile deaths by starvation in East Pakistan do have a direct impact upon Americans, perhaps more of an impact than spectacular Byzantine, violent changes of government which occupy the time and energies of diplomats. Each American who is

aware of the situation in East Pakistan dies a little each day his Government fails to do its utmost to alleviate the suffering in that area.

As for the second principle, in this case, at this time, the United States and other donor nations do have a good deal of influence over the Government of Pakistan. That Government is dependent upon the capital and commodity flows from the members of the aid consortium headed by the World Bank, which supplies foreign assistance. Surely the taxpayers of the United States and other consortium members cannot condone that continuation of economic and certainly not military, assistance to a Government which systematically excludes a part of its population from sharing in the benefits of that assistance, or worse yet kills them with it. It would seem that the Government of the United States, following the lead of the consortium, should make clear to the Government of Pakistan that continuation of aid is dependent upon an end to the killing of civilians in the east wing and the distribution of adequate food supplies to all people of the East, without regard to religion or political affiliation.

Mr. President, should the State Department fail to impress upon the Pakistanis that many Americans cannot condone the unnecessary starvation and brutal killing of fellow human beings. Congress may find it necessary to suspend, by law, economic and military assistance to Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতির ক্রমাবনতিঃ সিনেটর স্যাক্সবীর আবারও ভাষণ	সিনেটের কার্যবিবরণী	২ আগষ্ট, ১৯৭১

S12786 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *August 2, 1971*

DETERIORATION OF EVENTS IN EAST PAKISTAN

Mr. Saxbe. Mr. President, the rapidly deteriorating events in East Pakistan are continuing their downward spiral to epidemics, communal violence, and war. Refugees are pouring across the border at a rate of 40,000 to 50,000 a day with an imminent total of

7,35,000 refugees in India.

Yahya Khan, President of Pakistan, says:

We are very near to war with India. Let me warn them (India) and the world, it means total war.

Indeed, this may be correct. C.L. Sulzeburger wrote in the New York Times on July 18:

The Kissinger trip produced an impression that the greatest immediate danger to peace lies in steadily worsening India-Pakistan relations and a possibility that war might explode between these South Asian neighbors, respectively supported by Russia and China. This would destroy Washington's effort to create a new international equilibrium improving relations with Moscow while developing fresh contact with Peking.

Yet, why should Yahya threaten war? Abul Maal A. Muhit, economic adviser to the Pakistan Embassy and former Deputy Secretary to the Yahya cabinet, defected here in New York maintaining that the Yahya regime has "lost all claim to legitimacy." He predicted that up to 15 million East Pakistanis might die of starvation in the next 3 months. India has accepted 7 million refugees from Yahya's reign of terror. Yet, Yahya says there is a limit to his patience." What patience?

I am pleased that the United Nations may send to East Pakistan a team of 156 civilian relief and rehabilitation experts and that the United Nations Children's Fund is opening 1,000 centers in Eastern India on August 15 to distribute high protein foods.

The New York Times editorial yesterday stated:

It is time all American aid to the Yahya regime, excepting relief assistance, was unequivocally stopped. The reported American-backed plan to station United Nations observers in East Pakistan could help ease the plight of the Bengalis, but it falls far short of the political accommodation that is needed to head off an explosion on the Indian subcontinent that could precipitate an American-Chinese-Soviet confrontation in the Himalayas.

Now is the time to turn our policy around. I urge the House to approve the language of its Committee on Foreign Affairs suspending aid to Pakistan and the Senate to adopt the Saxbe-Church amendment of a similar nature.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এক নতুন নামঃ কংগ্রেস সদস্য রায়ান	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৩ আগষ্ট, ১৯৭১

H 7820 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** August 3, 1971

BANGLADESH

Mr. Ryan. Mr. Speaker, the name "Bangladesh" is a new one in the world community. Bangladesh-East Pakistan-is a land where a massive tragedy continues, despite the world community's horror at what is happening in Asia.

East Pakistan is today, according to all accounts, a disaster area. The Pakistani Army-or more accurately, the West Pakistani Army-has levied a virtual pogrom against the people of East Pakistan. Towns have been leveled, children and women have been slaughtered. The enormity of the cruelty almost escapes comprehension.

It is estimated that more than 250,000 East Pakistanis, or Bengalis, have died. More than 7 million have fled as refugees to India, which simply does not have the resources to aid them. Some understanding of the tragedy in East Pakistan is provided by a quotation from the August 2, 1971, issue of Newsweek magazine:

It seemed a routine request. Assembling the young men of the village of Haluaghat in East Pakistan, a Pakistani Army major informed them that his wounded soldiers urgently needed blood. Would they be donors? The young men lay down on makeshift cots, needles were inserted in their veins-and then slowly the blood was drained from their bodies until they died.

This illustrates the planned action which is being undertaken.

There is very little dispute any more. The Government of Pakistan-the government dominated by West Pakistanis-is converting what has hitherto been its economic and political stepchild-East Pakistan an economic and political activity. In doing so, no act has been too helpless. Violence and brutality have supplanted reason.

In undertaking this course, the official Pakistani Government has sought to justify its initial actions by the claim that East Pakistan intended to dissolve the union between the western and eastern halves of Pakistan. To the contrary, the evidence shows that in the national parliamentary elections held prior to the disaster, which has now been visited up-on East Pakistan, the East Pakistanis achieved what would have been a majority control of the government. This is in fact what apparently inspired the subsequently.

Thus, East Pakistan is becoming a wasteland. This situation holds little promise of improving. Famine threatens in East Pakistan. According to Mr. Abulmal A. Muhith economic-adviser to the Pakistani Embassy here and former Deputy Secretary to President Yahya Khan's Cabinet-who has defected and joined the forces of Bangladesh, up to 15 million Bengalis may die of starvation in the next 3 months. Meanwhile, India is being overwhelmed by refugees, and this refugee population may be expected to grow.

At the same time, tensions between India and Pakistan continue to mount, and these two traditionally hostile neighbors may well reach a point of outright war. The ominous implications for the great powers in such a development are frightening.

The horror of Bangladesh must not be permitted to continue. Some affirmative steps have apparently been taken by the administration, and I commend them. On Sunday, August 1, it was announced that an international group of 156 civilians constituting a relief and rehabilitation force were to be sent to East Pakistan under United Nations auspices.

This group will include 73 monitors to be stationed at four area offices in Dacca. Chittagong, Rajshahi, Khulna, and 69 other locations. Their purpose will be to report on local conditions. Hopefully, their presence will help abate the violence and reprisals. In addition, the United Nations sponsored force will concern itself with helping the Pakistani authorities alleviate the threat of starvation and disease, and with rehabilitating homes and shelter for the millions who are now homeless. Insofar as the U. S. Government has been instrumental in launching this effort. I believe it has acted wisely and properly.

However, other actions by the administration cannot be countenanced.

The administration has failed to halt arms shipments to Pakistan, and it apparently has sought to deceived the American public concerning its actions. On April 12, a Department of State spokesman claimed that there had been "an embargo since 1965" on military assistance to Pakistan, and a follow up statement of April 15 by a Department spokesman said:

In short, no arms have been provided to the Government of Pakistan since the beginning of this crisis, and the question of deliveries will be kept under review in light of developments.

On April 23, Assistant Secretary of State David. Abshire wrote the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, Senator FULBRIGHT, and stated:

We have been informed by the Department of Defense that no military items had been provided to the Government of Pakistan or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan on March 25 and nothing is now scheduled for delivery.

On May 6, Assistant Secretary Abshire wrote again to the chairman of the Senate Foreign Relations Committee claiming:

As you know, we terminated all grant military assistance to Pakistan and India, as consequence of the 1965 Indo-Pakistan war. We have provided no weapons to either country since then. The only measure of grant military assistance which we have reinstituted since 1965 has been a modest program of military training. With respect to military supply, as the Department's spokesman announced of on April 15, the Department of Defense has informed us that no spare parts and ammunition have been provided since the beginning of the crisis and the question of deliveries is under review.

Yet, at the same time that the State Department was claiming that no arms were being shipped to Pakistan, that is, the West Pakistan Government, arms were in fact being

shipped. And, in fact, it is now acknowledged that future shipments will be made, supposedly because the agreement to provide the arms being sent was made prior to March 25, the day fighting broke out.

Thus, while the State Department was denying that there was military assistance to the West Pakistan Government arms were on their way.

Once again, military assistance is being provided by the United States to support repression and violence. Once again, political expediency-and I take it that that is what in fact is motivating this administration, since clearly humanitarianism cannot, justify its actions-is the prevailing basis for policy.

These shipments must immediately be halted. No paper agreement, arrived at some magic date prior to March 25, can justify the supply of arms, many of which no doubt will be used to continue the violence leveled at East Pakistan.

To achieve this end, I have joined in cosponsoring House Joint Resolution 765, which calls for the suspension of "all military assistance, and all sales and deliveries of military equipment and weapons." to Pakistan, as well as the suspension of "all licenses for military sales including those already approved" for a period of 365 days "unless the President determines that such assistance, sales, or deliveries are required for reasons of overriding national interest and so reports to the Congress." This bill deserves immediate passage.

I am pleased to note that the Foreign Assistance Act of 1971, H. R. 9910, does in fact suspend aid to Pakistan. This is an extremely important action by the House Foreign Affairs Committee. I would have only hoped that the language of the bill could have been stronger, inasmuch as it now has language allowing abrogation of the suspension of East Pakistani refugees have been allowed, "to the extent feasible." to return to their homes and to reclaim their lands and properties. However, even with this caveat, this provision still provides excellent opportunity for the Congress to accomplish what the administration has failed to do.

I would also note that the Foreign Assistance Act of 1971. H. R. 9910, authorizes 100 million for relief for East Pakistani refugees, and this is particularly commendable. Other steps, as well, must be taken. The U. S. Government must clearly express its abhorrence of the actions taken by the Pakistani Government. It must clearly articulate our discountenance of the abrogation of the elections which occurred earlier this year. It must encourage a massive relief effort by the United Nations, and support that effort.

An article by Lee Leascze, published in the July 24, 1971, edition of the Washington Post and entitled "U. S. Arms Aid to Pakistan Bewilders Fearful Bengalis," quoted a Bengali as stating that—

The cradle of democracy .... is against us.

All too sadly, that is not an inaccurate assessment of the public posture the Administration has assumed, Ambivalence in the face of the human horror of Bangladesh is the present position of the U. S. Government. That must be changed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আমেরিকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সিনেটর কেনেডীর বক্তৃতা	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	২৬ আগষ্ট, ১৯৭১

FROM THE OFFICE OF SENATOR EDWARD M. KENNEDY OF MASSACHUSETTS

Address by Senator Edward M. Kennedy to the National Press Club

August 26, 1971

I am grateful for this chance to speak to the members of the National Press Club and to share with you my experiences during a week-long visit to the refugee camps of India... to a scene which only can be described as the most appalling tide of human misery in modern times.

In just a few months, since early April, the civil war in East Bengal has driven nearly 8,000,000 men, women and children into India to escape conditions in their homeland. Unnumbered thousands of others have been slaughtered in the civil strife, or displaced within their country. Millions more in East Bengal face continued terror, disease and starvation, unless they receive immediate relief.

This stark tragedy is not yet understood by the world. And although it has been a source of urgent concern to me and the Senate Subcommittee on Refugees from the outset, I can tell you that not until you see it first-hand can you begin to understand its immensity. For only by being there can you sense the feelings and understand the plight of the people, and the forces of violence which continue to create refugees and increase the toll of civilian casualties.

In India I visited refugee areas along the entire border of East Bengal from Calcutta and West Bengal in the west... to the Jalpaiguri and Daijeeling districts in the north... to Agartala in the State of Tripura in the east. I listened to scores of refugees as they crowded into camps, struggling to survive in makeshift shelters in open fields or behind public buildings... or trudging down the roads of West Bengal from days and even weeks of desperate flight. Their faces and their stories etch a sage of shame which should overwhelm the moral sensitivities of people throughout the world.

I found that conditions varied widely from one refugee camp to another. But many defy description. Those refugees who suffer most from the congestion, the lack of adequate supplies and the frightful conditions of sanitation are the very young... the children under five... and the very old. The estimates of their numbers run as high as fifty per cent of all the refugees. Many of these infants and aged already have died. And it is possible... as you pick your steps among others... to identify those who will be dead within hours, or whose sufferings surely will end in a matter of days.

You see infants with their skin hanging loosely in folds from their tiny bones... lacking the strength even to lift their heads. You see children with legs and feet swollen

with edema and malnutrition, limp in the arms of their mothers. You see babies going blind for lack of vitamins, or covered with sores that will not heal. You see in the eyes of their parents the despair of ever having their children well again. And most difficult of all, you see the corpse of the child who died just the night before.

The story is the same in camp after camp. And it is complicated by the continually growing number of civilian casualties overburdening an already limited hospital system. Most of these casualties have been brought across the border by their fellow refugees. Yet there also are large numbers of Indians whose border villages have been subjected to shelling from Pakistani troops. In addition, there are the untold numbers of victims who remain uncounted and unattended in the rural areas of East Bengal.

The government of India, as it first saw this tide of human misery begin to flow across its borders, could have cordoned off its land and refused entry. But, to its everlasting credit, India chose the way of compassion. The Indian Government has made Herculean efforts to assist and accommodate the refugees., efforts which history will record and remember.

But even this noble work is being defeated by the sheer numbers involved in this calamity. At peak periods two months ago, refugees were arriving in India at the rate of 150,000 a day. Today they still arrive at the rate of 25,000 a day.

And while the magnitude of the problem staggers the imagination, the individual accounts of the people who have fled East Bengal tear at your heart.

A 55 year old railway employee... he was a Muslim civil servant with 35 years of service... told me of an unexplained noontime attack by the Pakistani army on his railroad station. "I do not know why they shot me." he said. "I don't belong to any political party. I was just a railway clerk." Now he sits idly in an Indian refugee camp, financially crippled, and with no prospect of returning to receive his long-earned government pension that was to begin next month.

Even more tragic are the experiences of the innocent and uneducated villagers. You can piece together the mosaic of misery from dozens of interviews among new refugees on the Boyra-Bongaon Road north of Calcutta.

On the day we travelled this 20-mile road, at least 7,000 new refugees were streaming along the banks of the border river crossing near Boyra. Nearly all were peasant farmers. Most were Hindus, from the Khulna and Barisal district south of Dacca ... on the fringe of the area affected by last fall's cyclone.

The very young and the very old were exhausted from many days and nights in flight., usually on foot. Many were in a visible state of shock, sitting listless by the roadside or wandering aimlessly toward an unknown fate. They told stories of atrocities, of slaughter, of looting, and burning of harassment and abuse by West Pakistani soldiers and collaborators. Many children were dying along the way, their parents pleading and begging for help. Monsoon rains were drenching the countryside, adding to the depression and despair on their faces. To those of us who went out that day, the rains meant no

more than a change of clothes. But to these people it meant still another night without rest, food, or shelter.

It is difficult to erase from your mind the look on the face of a child paralyzed from the waist down, never to walk again, or a child quivering in fear on a mat in a small tent still in shock from seeing his parents, his brothers and his sisters executed before his eyes, or the anxiety of a 10 year-old girl out foraging for something to cover the body of her baby brother who had died of cholera a few moments before our arrival. When I asked one refugee camp director what he would describe as his greatest need, his answer was "a crematorium." He was in charge of one of the largest refugee camps in the world. It was originally designed to provide low income and middle income housing, and has now become the home for Some 170,000 refugees.

It is time... it is past time... for Americans to understand what has produced this massive human tragedy, and-to recognize the bankrupt response by our own nation.

The issue from the beginning in East Bengal has been self-determination and democratic principle. After years of political and economic domination by West Pakistan... after years of martial law and unfulfilled election promises... a free election finally was conducted throughout Pakistan last December 7th. The election was administered under martial law and, at the time, loudly proclaimed fair by the government of President Yahya Khan. It produced in East Bengal an overwhelming mandate almost 80% of the vote-for the Awami League party and its leader, Sheikh Mujibur Rahman.

The Awami League was thus given a majority in the forthcoming Pakistan National Assembly charged with drafting a new constitution for returning the nation to civilian, democratic rule. But what happened next formed a pattern of delay and deception, followed by the invocation of martial law once more. Negotiations between Sheikh Mujib and President Yahya over the party s six-point proposal for regional autonomy dragged on and deteriorated... erupting in tenor and bloodshed suddenly on the night of March 25th.

While the East Bengalis negotiated for democracy and autonomy, the West Pakistan army prepared for systematic repression and organized terror. Countless thousands were butchered during the days that followed March 25th, and many millions more were dislocated within East Bengal. What I saw last week in India was the human debris from that night of terror and from the subsequent weeks of violence. Martial law remains, as does the military's violence. "Collective responsibility"... a policy of destroying whole villages on the suspicion that they harbor Awami Leaguers or Bengali guerillas....is now sanctioned by martial law, and it is reflected in the continuing flow of refugees.

Unfortunately, the face of America today in South Asia is not much different from its image over the past years in Southeast Asia. It is the image of an America that supports military repression and fuels military violence. It is the image of an America comfortably consorting with an authoritarian regime. It is the image of an America citing its revolutionary past and crowing about its commitment to self-determination, while it ser- vices military juntas that suppress change and ignore a people's aspirations.

The situation in East Bengal should particularly distress Americans, since it is our military hardware........... our guns and tanks and aircraft delivered over a decade.......... which are contributing substantially to the suffering. And even more shocking is the fact that these military supplies continue to flow......... apparently under instructions from the highest officials of our land. Pakistani ships loaded with U. S. military supplies continue to leave American harbors bound for West Pakistan troops. And it is all so shameful and so sad. For they could be halted with a simple stroke of a pen.

It is argued that the continuation of military aid to West Pakistan somehow gives us "leverage" to constructively influence the Pakistan military's policy in East Bengal. Well, where is that leverage? Where is the leverage to stop the use of U. S. arms which produce the refugees and civilian victims that we then must help support in India? Where is the leverage to halt the secret trial of Sheikh Mujib whose only crime is that he won a free election? Where is the leverage to prevent our humanitarian aid from being turned into military equipment, when American relief boats are transformed into American gun boats? Why, if we have the leverage to influence the government of Pakistan, must our great nation assist in this shabby and shameful enterprise?

It is time for Americans to ask their leaders: "Just what kind of government is it that we seek to influence........ and for what purpose?"

For over ten tragic years, Americans have been asked to sacrifice nearly $100 billion and 45,000 lives to uphold the concept of self-determination and democratic principles in a land 10,000 miles from our beaches. Today,.........in a land 12,000 miles away and with 5 times the population........ America is being asked by its leadership to support the repression of self-determination....... to cooperate in a conspiracy against the results of a free election.

Consider another pitiful parallel: after all our sacrifice and our effort in South Vietnam, we are confronted with a so-called "democracy" that is ruled by a military elite which still cannot conduct a free election"-which calls an election "free" when it eliminates all significant opposition. Meanwhile, in East Bengal-less than 2000 miles from Saigon-we ignore the results of a free election only to help a group of generals suppress an electoral mandate and, in the process, to subvert all the principles for which we have sacrificed so much for so long.

You may say that we have no business getting involved...that we cannot police the world. That may be true. But the cold fact is that we already are involved in East Bengal. Our guns are involved, our money.............. invested over two decades of economic assistance...is involved. It is not a question of whether we should be involved but, rather how we should be involved. It is not a question of whether we should spend funds but rather, how are we spending funds. Whether we supply more guns, or invest in the humanitarian programs to bring peace and relief to a desperately troubled area.

There is irony in the voices of the leaders of East Bengal with whom I talked and who now constitute themselves as the Government of Bangladesh. These leaders will not come to America to ask for assistance. As one Awami League official said: "Many nations and people come to America to ask for billions of U. S. dollars for more guns.

more supplied. We Bengalis ask only that you provide nothing...no guns, no money to either side...that you simple remain neutral" To me this seems both sound from a political as well as moral view. Neutrality, rather than the mindless and fruitless practice of following old habits in our dealings with military cliques in South Asia, may provide us with leverage which is real and effective.

The nations of that region are struggling today against heavy odds to achieve democratic government. We in America do not fully realize how the spirit of democracy flourishes there. India a few months ago held, for the fourth time, the largest free election in the world. For Pakistan it has taken a longer period to arrange free election. But the significance of last December's vote was not missed even by the marital law authorities in West Pakistan. They proudly and rightly, proclaimed it as a milestone in Pakistan's history. It had presented Pakistan with its first real opportunity to bridge its regional division and develop democratic institutions.

So it was that civilian leadership emerged in Pakistan, capable of pulling together the forces of history............of preserving the unity of Pakistan and the stability of the region. The full folly of the West Pakistan army's bid to undo what a whole people had set in motion........... to suppress its best hope for unity...can only be understood in this context.

If some political solution is not found soon...if some mechanism is not established for cooling tempers and furnishing relief... the situation in East Bengal threatens to develop into terminal cancer both for Pakistan and Eastern India. For no issue has had more disruptive impact on the subcontinent since partition in 1947.

The implications for American foreign policy are clear.

First, we must arouse America to the real human tragedy now taking place in Pakistan and India. The tragedy of East Bengal is not only a tragedy for Pakistan. It is not only a tragedy for India. It is a tragedy for the entire world community, and it is the responsibility of that community to act together to ease the crisis. If America is to fulfill its role as the leading humanitarian nation of the world community, than America must take the lead in bringing international aid and relief to the million of refugees and other victims of this international conflict.

We know, however, that the response of the United States and the international community has been far short of the need. To date, the United Nations has given less than $ 150 million for relief. Of this total, the United States has pledged about 880 million.

To be sure, as the Administration pointed out with pride, we have pledged a larger share of the total than the rest of the world combined. But the pride is quickly dispelled by the vastly greater burden now being carried single-handedly by the government and the people of India. When we realize that India herself faces the prospect of a budget for refugee relief of $500 million to $1 billion in the next year alone, we realize how little the outside world is really doing, and how paltry the American contribution really is.

Simple humanity demands that America and the United Nations must accept the truth that this heavy burden should be borne by the entire international community, and not by

India alone. Consistent with the financial support we have traditionally given to United Nations aid and relief activities in the past, as well as with the level of support we are currently giving as a member of the international consortium for aid to that part of the world, the United States must be prepared to contribute at least 30 to 40% of the relief effort for East Bengal. If a billion dollars is needed through the United Nations, then America must have the courage not only to demand that the U. N. meet the need, but also to provide the $300 to $400 million that will be required as the American contribution to the effort. When Congress returns in September, I intend to offer appropriate legislation to achieve this goal.

Second, we must do an about-face in our relations with the nations in the area. Most important, our government must stop preaching "restraint" to India and start showing "restraint" ourselves toward Pakistan. We must end immediately all further U. S. arms shipments to West Pakistan. We must end all other economic support of a regime that continues to violate the most basic principles of humanity. We must demonstrate to the generals of West Pakistan and to the peoples of the world that the United states has a deep and abiding revulsion of the monumental slaughter that has ravaged East Bengal.

My experience in the field last week has strengthened these views immensely. No American who has seen the faces of children too weak to cry, too tired to live, too shocked to care, could settle for less. No American would recommend less against a government that tries a political leader in secret........... and, as many fear, may put him to death... for the crime of winning a free election.

No American would support a regime that is alien to the principles for which so many of his fellow citizens have given their lives in virtually every corner of the world.

I do not, at this time, suggest a break in our diplomatic relations with Pakistan. Let us continue to talk urgently. Let us express our candid views. Let President Nixon make personal representations to President Yahya Khan about every aspect of the crisis. To the beleaguered Government of India let us reaffirm our faith in the ability of men of good will everywhere to work together to end the crisis.

Third, I believe that the United States should work strongly within the framework of the South East Asia Treaty Organization to bring as much pressure as possible to bear on the Government of West Pakistan to modify its cruel policy of repression toward East Bengal. If no alleviation of these policies is immediately forthcoming, the United States should lead the other SEATO nations in seeking to terminate the participation of Pakistan in the organization.

Similarly, we should re-examine every other bilateral and multilateral relationship we have with Pakistan. No forum of this nation, no forum of the world community, should hesitate to focus the bright light of informed opinion on the nightmare of terror and inhumanity now being perpetrated in South Asia.

As Chairman of the Senate Subcommittee on Refugees, I plan to file a formal report on the findings of my recent field investigation. Our Subcommittee will conduct further hearings at the end of September. These hearings will be an effort to document what our

government is doing, what it is prepared to do, and what it is capable of doing to provide the leadership necessary to bring peace and relief to South Asia.

The prayers and dreams of people like those in East Bengal were stated eloquently a generation ago in the magnificent verse of Tagore, Bengal's greatest poet and philosopher. As Tagore wrote in an immortal ode to peace and freedom in words that could describe the aspirations of East Bengal today,

"Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free;

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls...

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

With words like these as our inspiration, America can find the will to help these dreams come true.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ম্যাসচুসেটস আইন সভার প্রস্তাব	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Sept. 9, 1971- **CONGRESSIONAL RECORD-** *Extensions of Remarks* - E 9327

RESOLUTION OF THE MASSACHUSETTS LEGISLATURE

In the House of Representatives- September 8, 1971

Mr. HARRINGTION. Mr. Speaker, on August 11 the Massachusetts, Senate and on August 23 the Massachusetts House of Representatives, adopted resolutions calling for the immediate cessation of all economic and military aid to the Government of Pakistan for the duration of its civil war. It is essential that public officials speak out against the atrocities being committed in Bengal with American arms, and I praise the Massachusetts Legislature for the wisdom and compassion of its action.

With this in mind, I include the texts of the resolutions:

Resolutions urging the President of the United States, the Congress and the Citizens of the Commonwealth to take any action appropriate to effect the Suspension of Economic and Military Aid and sales to Pakistan, with the exception of Relief, Supplies, for the Duration of its Civil war.

Whereas, the people of the commonwealth are gravely concerned about the tragedy East Pakistan and the military action of the Pakistan army which has killed an unknown number of civilians and driven more than seven million refugees to India; and

Whereas, The United States government is continuing to ship ammunition and military equipment to Pakistan for use by its army against its own civilian population and is requesting the Congress of the United States to appropriate one hundred thirty one million dollars for aid to Pakistan; and

Whereas, in providing military and economic aid to the Pakistan government when all other major aid-giving nations, except China, have temporarily suspended aid, the United States is, in effect, supporting the repressive action of the Pakistan army and its persistent brutality against a majority of that country's population; and

Whereas, in providing military and economic aid to the Pakistan government when all other major aid-giving nations, except China, have temporarily suspended aid, the United States is, in effect, supporting the repressive action of the Pakistan army and its persistent brutality against a majority of that country's population; and

Whereas American interest and the real interests of Pakistan cannot be served by continuing to assist a regime which savagely suppresses its own people, flaunts the democratic processes demonstrated in the elections of December, 1970, causes a flood of refugees to a neighboring state and threatens the peace and security of the entire Indo Pakistan subcontinent; now therefore, be it.

Resolved, that the Massachusetts Senate urges the citizens of the commonwealth and all firms, unions and other organizations operating therein to oppose any further military aid or sales to Pakistan and to oppose further economic aid, other than food and other relief assistance distributed and monitored under international auspices, until military action ends in East Pakistan, civilian rule is restored and a majority of the refugees are able to return to their homes; and be it further.

Resolved, That the Massachusetts Senate respectfully, urges the President and Congress of the United states to take any action which may be necessary to immediately suspend military and economic sale to Pakistan for the reasons hereinbefore stated; and be it further.

Resolved, That copies of these resolutions be sent forthwith by the Secrecy of the Commonwealth to the President of the United States, to the presiding officer of each branch of Congress and to each member thereof from the Commonwealth.

Resolutions Urging the President of the United States, the Congress and the Citizens of the Commonwealth to take any action appropriate to effect the Suspension of Economic and Military aid and Sales to Pakistan with the exception of Relief Supplies, for the duration of Its civil war.

Whereas, The Commonwealth of Massachusetts is concerned about the tragedy in East Pakistan and the military action of the Pakistan army which has killed an unknown number of civilians and driven more than seven million refugees to India; and

Whereas, The United States government is continuing to ship ammunition and military equipment to Pakistan for use by the army against its own civilian population and is requesting Congress to appropriate one hundred thirty one million dollars for aid to Pakistan; and

Whereas, in providing military and economic aid to the Pakistan Government when all other major aid-giving nations, except China, have temporarily suspended aid, the United States is in effect, supporting the repressive action of the Pakistan army and its persistent brutality against a majority of that country's population; and

Whereas, American interest and the real interests of Pakistan cannot be served by continuing to assist a regime which savagely suppresses its own people, flaunts the democratic processes demonstrated in the elections of December, 1970, causes a flood of refugees to a neighboring state and threatens the peace and security of the entire Indo-Pakistan subcontinent; therefore be it

Resolved, That the Massachusetts House of Representatives urges the citizens of the Commonwealth and all firms, unions and other organizations operating here to oppose any further military aid or sales to Pakistan and to oppose further economic aid, other than food and other relief assistance distributed and monitored under international auspices, until military action ends in East Pakistan, civilian rule is restored and a majority of the refugees are able to return to their homes; and be it further

Resolved, that the Massachusetts House of Representatives memorializes the President and Congress of the United States to suspend military and economic sales on the basis as stated above; and be it further

Resolved, that copies of this resolution be sent forthwith by the Secretary of the Commonwealth to the President of the United States, to the presiding officer of each branch of Congress and to each member thereof from the Commonwealth.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে শরনার্থী ত্রাণে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য বিলঃ সিনেটর কেনেডী	সিনেটর কার্যবিবরণী	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

S 14876 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE-** *September 20, 1971*

By Mr. KENNEDY:

S. 2568. A bill to authorize appropriations for the relief of Pakistani refugees in India. Referred to the Committee on Foreign Relations.

Mr. KENNEDY. Mr. President reports from India continue to tell of a stream of human misery flowing from East Pakistan.

In fact, in the month since I returned from visiting scores of refugee camps all along the border of East Pakistan in India, nearly a million more East Bengalis has found it necessary to flee inhuman conditions and truly genocidal acts of their government.

The story of East Bengal will surely be written as one of the greatest nightmares of modern times. The situation, as I saw it for myself, defies description. And each day the misery grows.

A report in the New York Times this morning, as well as other information available to the subcommittee on refugees, which I serve as chairman, says-

That the Pakistani army and its civilian collaborators are continuing to kill, loot, and burn despite the central government's public avowals that it is bent on restoring normalcy and winning the confidence of the Bengali people.

Mr. President there is nothing new in such reports. I heard them from countless refugees during my interviews in India.

How much longer will our Government-and the President himself-sweep this time under the rug, with the justification that our silence affords leverage. Where is our leverage? Where are the results of our leverage?

But more importantly, where is our sense of values? Where is our compassion for millions of suffering refugees?

When will our government finally choose leadership over silence, in helping to ameliorate a situation which is fast pushing South Asia over the brink of disaster?

When will we cease the shipment of arms to an inflamed area and provide instead the humanitarian relief urgently needed?

Without this, Mr. President, the human costs will continue to rise.

Each day brings flew misery and more, death. And each day increases the terrible burden India is being forced to carry-without the measure of support by our own

government and the international community, commensurate with the truly vast need in the field.

New estimates of our Government now put the cost to India, of caring for the refugee, at the staggering total of $830,000,000 during the current fiscal year-a cost equal to the annual contribution of the aid consortium for India's economic development. Simple humanity demands that we and the international community must face the simple truth that this refugee burden cannot be borne by India alone.

To this end, I am introducing today a bill to authorize $400,000,000 to assist the International Refugee Relief Effort in India. This figure is consistent with the percentage of financial support we have traditionally given to many international agencies. It is similar, in fact, to the level of support we are currently giving as a member of the international development consortium for India.

To further explore the massive human tragedy in South Asia-and to document what our Government is now doing and what it is prepared to do in the future to help in this problem-I am announcing today that further hearings by the Subcommittee on Refugees will begin next week.

Mr. President, I ask unanimous consent to have printed at this point in the Record the text of the bill I introduced today.

S. 2568

Be it enacted by the Senate and House of Representative of the United States of America in Congress assembled. That section 302 of the Foreign Assistance Act of 1961 is amended by adding at the end thereof the following new subsection:

"(f) There is authorized to be appropriated to the President, for the fiscal year 1972, not to exceed $400,000,000 for use by the President in providing assistance for the relief and rehabilitation of Pakistani refugee who left Pakistan on or after March 25, 1971, and went to India".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত ও বাংলাদেশ সফলঃ কংগ্রেস সদস্য ফ্রিলিংঘুসেন-এর সমীক্ষা	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	২৩ অক্টোম্বর, ১৯৭১

SUMMARY OF STATEMENT BY PETER H. B. FRELINGHUYSEN

October 13, 1971

Observations on 12 day trip to Pakistan and India.

Purpose was to have a firsthand look- at the humanitarian relief problems created- both in East Pakistan and in India-by the civil strife in East Pakistan, and to examine the political situation in the area.

1. The continuation of substantial humanitarian assistance to both India and East Pakistan is critical importance. It is crucial to the prevention of famine and the development of stable conditions in East Pakistan. Increased relief aid for refugees is also needed to relieve an intolerable economic burden on India. Flood relief for areas seriously affected by the recent monsoons will also be needed.

The magnitude of the refugee problem is staggering. The Indians have kept records of incoming refugees, and are providing them with shelter and food, and I have no basis for challenging their estimates that some 9,000,000 refugees are being cared for.

2. I trust congress will act favorably on President Nixon's recent request for S250 million in emergency humanitarian relief to India and East Pakistan. However, such a large appropriation will compete with domestic needs and Congress will want assurance that other countries are contributing adequately to this emergency. So far the United States has contributed $89 million, almost half of a total of S186 million pledged or given by the international community to India for refugee relief. Relief on the scale which will probably be necessary will raise also the question of reasonable accountability for the funds contributed.

Although India is at present reluctant even to consider any role for the United Nations in coordinating the relief effort and perhaps also in reducing the number of incidents along the border between India and East Pakistan. I personally still hope that a way can be found to increase the usefulness and good offices of the U. N.

3. The danger of war between India and Pakistan is real, and quite possibly increasing. By accident or by a deliberate move, armed conflict could easily begin. For that reason, utmost restraint by both countries is of extreme importance. War would be the ultimate traged, solving nothing, but inevitably inflicting still greater tragedy on an area which has already suffered enormously.

4. It is essential that some concrete progress be made and made soon-toward a political settlement. The participation of Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistan

leader, if it could be achieved-and this unhappily may not develop in view of past events-could be a key element in this process.

In any event, no stone should be left unturned in efforts to move promptly. Much will depend on the efforts not only of India and Pakistan, but of the international community.

Finally, I believe all further American military aid to Pakistan-whether in the pipeline or not-must be stopped. The amount of equipment actually delivered to Pakistan since the embargo has been insignificant in terms of dollar value and of military value to Pakistan, and it has adversely affected relations between India and the United States.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলার জনগনকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না দেওয়া পর্যন্ত সংকট অবসানের আশা নাইঃ রোজেনথল	কংগ্রেসের কার্যবিবরণী	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

Oct. 14, 1971 **CONGRESSIONAL KECORD-** *Exiensions of Remarks* ***E 10915***

STATUS REPORT ON PAKISTAN

In the House of Representatives

Mr. ROSENTHAL. Mr. Speaker, more than 6 months have elapsed since the West Pakistani Army began its fierce attack against East Bengal. By now the American public has been satiated with a stream of reports describing a tale of terror. The rape, torture, looting, killing, starving, and systematic burning of villages have continued unabated since March 25.

No end is in sight. The number of refugees who have fled across the border now totals 9 million and relief workers in India are bracing themselves for an additional 3 to 11 million others who are expected to arrive before the end of the year. By all accounts this constitutes the largest mass exodus of human beithe in modern history.

Unlike last winter's natural disasters which took a toll of a half million lives, the present holocaust has taken twice as many lives and is entirely man made.

East Bengal's leader, Sheikh Mujibur Rahman-whose party received 95 per cent of the seats at stake in the cast in the December 1970 election-is now secretly imprisoned in the western sector and is being tried for his life by the military government. Until he is released and until the people of East Bengal Bangladesh-are allowed self-determination, there will be no hope of ending the suffering.

The U.S. Government maintains that Pakistan's current difficulties are an "internal" matter and that the goal of U.S. policy is to exert "leverage" upon the Pakistani Government in order to stave off a disastrous cimax. Behind this cloak of impartiality however, lies an entirely different story: U.S. arms, military equipment, and economic assistance continue to flow to West Pakistan, providing the major financial backing for General Yahya Khan's program of suppression. Some sources estimate that as many as 80 per cent of the weapons being used by the West Pakistani Army in Bengal are of American origin.

At his August 4 press conference. President Nixon clarified his administration's policy with a brief statement:

We feel that the most constructive role we can play is to continue our economic assistance of Pakistan............We are not going to engage in public pressure on the Government of Pakistan. That would be totally counter-productive. These are matters that we will discuss only in private channels.

Why does the President insist on covering up Pakistan's ruthless and premeditated campaign of genocide when the rest of the world is crying out with horror? The 11 member nations of the aid to-Pakistan consortium agreed to cut off all aid to Pakistan after a World Bank delegation saw at first hand the destruction perpetrated by Yahya Khan's soldiers. The United States alone intends to continue feeding the Pakistani war machine.

Any end to the suffering in Bangladesh requires a realistic political solution in addition to a rapid distribution of relief equipment and food. Indeed, under the present circumstances the provision of food grains by itself may actually serve to retard any potential resolution. In the past, 95,000 tons of Public Law 480 food grains presented for relief use in the east have been diverted to the west by the Central Government of Pakistan and 24 U.N. vehicles intended to be used for distribution of humanitarian supplies have been commandeered by the Pakistani generals and used instead to transport troops into battle.

What assurances are there that the 200 jeeps, 26 coastal vessels and nine minibulkers recently given to the United Nation will not be similarly commandeered? How can the 70 U.N. observers-all of whom are presently huddled together in the sanctuary of the Capital City, Dacca-prevent misuse of funds, food, and medicine by the Pakistan Army? It is foolish to think that that army-a foreign force occupying a distant land and speaking a strange language-will suddenly stop gunning down Bengalis to graciously offer them the needed supplies. In a war of genocide food is often just as deadly a weapon as bullets. Until the people of East Bengal can determine their political future the torment will continue, the refugees will flee in ever greater numbers and the Indian subcontinent will remain a powder keg only waiting to explode.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরনার্থীঃ সিনেটর পার্সির বক্তৃতা ও উদ্ধৃত্তি	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

S17040 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** October 28, 1971

The Pakistani Refugees

Mr. PERCY. Mr. President, the heavy influx of refugees from East Pakistan has sorely taxed the already overburdened resources of India. Because-the refugee population has now reached 9 million pressures are mounting in India to take military action against East Pakistan to stem the tide of refugees. Indeed, the threat of war hangs heavy over India and Pakistan. The New York Times, in an article written by Malcolm Browne and published on October 26, 1971, reports that "501 enemy troops defined as Indians and Indian agents" were killed by West Pakistan forces. In fact, the Times further reported that "these statistics indicate that the fighting had reached its greatest intensity since the brief Indo-Pakistani conflict in 1965."

It is all too apparent that the mobilization of forces along the Indo-Pakistani frontiers, is intensifying the threat of war. In the Washington Post of October 17, 1971, it is stated:

It is believed that neither side want to go to war. The chief danger is seen as coming from accidental escalation along the East Pakistan border.

The ever-increasing total of Pakistani refugees in India complicates the matter greatly. Sydney H. Schanberg, in an article published in the New York Times of October 10, 1971, writes that-

India's willingness to absorb the refugee pressure is not limitless-that there is a breaking point and that it could come soon.

I have recently been to both East Pakistan and India and witnessed first-hand in eight different camps the despair and tragedy of the refugees. As Malcolm Browne notes in the New York Times of October 14-

. . .. the chances of reversing the tide of millions of destitute refugees who have fled to India seem remote.

It is obvious that the situation is deteriorating. In these circumstances, all interested nations should be exploring, by diplomatic means, the possibilities of solutions which would maintain the peace between India and Pakistan, and lead to the return of the Pakistani refugees to East Bengal as soon as their security can be assured. Our own Stale Department is working toward this objective.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটর হ্যারিসের প্রস্তাব ও বিবৃতি	সিনেটের কার্যবিবরণী	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

S17656 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE**
November 5,1971

Senate Resolution 190-Submission of a Resolution to Authorize an Emergency Session of the Security Council

(Referred to the Committee on Foreign Relations.)

Mr. Mansfield. Mr. President, by request I submit a resolution on behalf of the senior Senator from Oklahoma (Mr. Harris) and ask unanimous consent that it be printed together with his statement.

The resolution is as follows:

S. Res. 190

Whereas in recent weeks there have been numerous reports from South Asia suggesting that a conflict between the Governments of India and Pakistan could erupt at any moment; and

Whereas a conflict between these two populous countries would be a major disaster for world peace and could involve outside powers; and

Whereas the People's Republic of China, the Union of Soviet Socialist Republic and the United States of America have all expressed concern at the heightening tension in South Asia; and

Whereas in the past the absence of the People's Republic of China from the United Nations has made it difficult for all parties interested in peace and stability in South Asia to communicate their views freely among one another; and

Whereas the People's Republic of China is now ready to assume its seat on the United Nations Security Council; and

Whereas an immediate exchange of views in the Security Council by parties directly or indirectly involved in the menacing conflict in South Asia could improve the prospects for peace in that area: Now, therefore be it.

Resolved, That it is the sense of the Senate that the United States should instruct its delegation at the United Nations to propose the formal inscription on the agenda of the Security Council of an item entitled "The Threat to Peace in South Asia" and that the United States delegation should call for an emergency session of the Security Council on this subject at the earliest possible date.

The statement of Mr. Harris is as follows:

Mr. Harris Mr. President, with the admission of the People's Republic of China into the United Nations, the world is entering a new diplomatic era.

The People's Republic of China, by sheer weight of population and by geographic size, has always had a profound effect on other nations' policies. But so long as it remained in isolation, it did not engage in an open and free exchange of views with others on international crises.

The result was often the delay of political settlement. This was true in Korea. It has been true in Vietnam. And today it is particularly true in South Asia.

The smouldering conflict there between India and Pakistan may be the greatest threat to world peace since World War II. For not only would a war between these two states involve two enormous population masses, untold casualties and a possible religious war. There would also be the grave danger that concerned outside powers, in particular China, the Soviet Union and the United States, might at some point be drawn in. In that event the world would face the possibility of a war involving 51 % of the entire population on the globe, a catastrophe on a scale with World War II.

From the beginning we have known that a political settlement between India and ' Pakistan would be difficult. The reason is clear. At stake is not simply the future but the political survival of two major world states. But what the states directly involved would have found difficult in any case, the People's Republic of China, the Soviet Union and the United States have made impossible. Both by their actions of support for one side against the other as well as by their failure to consult with one another about a political solution, they have delayed, not facilitated a political settlement.

I believe we can wait no longer for political discussions leading to an end to this menace to world peace. Both the powers directly involve, India and Pakistan, and those major powers indirectly involved must participate. And there is only one body where these discussion can be held, the UN Security Council.

We must end the practice of making the United Nations the court of no resort. Many experienced observers believe the world may literally be standing edge of the final precipice. Now is not the time to neglect the only world forum which brings together all interested parties without cost in prestige or position to any.

Today I am therefore introducing a resolution which declares it to be the sense of the Senate of the United States should instruct its delegation at the United Nations to propose the formal inscription on the agenda of the Security Council of the item "The Threat to Peace in South Asia" and that the United States delegation should at the same time call for an emergency session of the Security Council on this subject.

I urge support for this resolution so that the world may understand the danger-it faces and take steps towards its elimination. I urge that we not pass up the unique diplomatic opportunity to move towards peace in South Asia which I believe we all can agree China's entry into the United Nations may present.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে সমরসম্ভার প্রেরণ বন্ধে সিনেটর কেনেডীর সন্তোষ ও চার দফা কর্মসূচী প্রদান	সিনেটের কার্যবিবরণী	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

S 17821 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE *November 8. 1971*

Halt in shipment of military supplies to Pakistan.

Mr. Kennedy. Mr. President, the State Department has just confirmed to me this morning's news reports that the administration is halting the shipment of military supplies to Pakistan. I understand that this order involves the revocation of some $ 3,600.000 worth of outstanding shipping licenses-as well as some $ 10 million worth of potential licenses authorized by 24 "offer and acceptance contracts" negotiated by the Department of Defense with the Embassy of Pakistan after March 25. The order excludes, however, some $ 160,000 worth of items already cleared by customs in New York, and waiting for shipment to Pakistan. I also understand the that official estimate on the value of military supplies sent to Pakistan since late March approximates some $ 5 million.

Mr. President, I want to take this opportunity to commend the administration for this positive step in our national policy toward South Asia. For nothing has symbolized more the heavy measure of support we have been giving to the military regime in Pakistan, than the continued shipment of American military supplies-and nothing has symbolized more the bankruptcy of our approach to the crisis in South Asia-carried out in the name of leverage-than the continuing repression in East Bengal and the flow of refugees into India.

But-even at this late stage-the action announced today by the Department of State is a welcome first step in what I hope will be a redirecting of our policy in South Asia. There are a.......of other things our country should do, as well. Some of these additional steps were outlined in a report I issued last week. The report is based on my recent visit to the refugee areas in India, and hearings before the Subcommittee on Refugees, which I serve as chairman.

One of the more important steps which should be taken is for our Government to facilitate an immediate visit with Sheikh Mujibur Rahman by representatives of the International Committee of the Red Cross Mission in Pakistan. Such a visit falls within the expressed mandate of the mission's program currently underway in Pakistan and East Bengal. Positive information relating to the welfare and fate of Sheikh Mujib-and the many others held in detention-will contribute to a reduction of tension throughout the area. Sheikh Mujib's only crime was the winning of a free election sponsored by a military regime that later refused to abide by the election's mandate. Sheikh Mujib's symbolic leadership of political forces opposing the present government in Islamabad, makes his just treatment and personal safety a matter of greatest importance in any efforts to encourage and accomplish a political settlement between Islamabad and its Bengali opposition.

Second, our Government, in cooperation with others, should encourage current initiatives to include the tragedy of East Bengal in the debate of the Third Committee of the United Nations General Assembly. America's representatives at the United Nation should 'participate in this debate; and actively support reporting to the floor of the General Assembly a resolution noting the tragedy in East Bengal, calling on all' parties concerned to seek a political settlement, and calling on the international community to" contribute generously for the relief of the millions of men, women, and children in need.

Simultaneously, our Government should support the efforts of the Secretary General in bringing to bear the peace keeping machinery of the United Nations on the threat to peace posed by the actions of the Pakistan Army in East Bengal, and the resulting confrontation between India and Pakistan. In a definitive memorandum or July 20, the Secretary General sought the involvement of the Security Council, saying:

The United Nation with its long experience in peace keeping and with its varied resources for conciliation and persuasion must and should now play a more forthright role in attempting both to mitigate the human tragedy which has already taken place and to avert the further deterioration of the situation.

The time is long overdue for our Government, in cooperation with others, to respond positively to the Secretary General's recommendation to activate the peace keeping function of the United Nations. Over 3 months have passed since this appeal, and time is not on the side of peace in South Asia today.

Third-to emphasize the urgency of our Government's concern over the deteriorating situation in East Bengal and South Asia-the President should appoint a special representative to communicate with the President of Pakistan, and other parties in the area. Given the long friendship between the United States and Pakistan, and the every substantial diplomatic and material support we have given to Pakistan, our country has a unique opportunity for offering leadership to help encourage the attitudes needed for achieving a political settlement between Islamabad and its Bengali opposition, and for bringing peace and relief to a troubled area.

Finally, we must move through the legislative process-as soon as possible--reasonable appropriations for relief needs among the refugees in India and the famine-threatened people of East Bengal.

Mr. President, South Asia today is on the brink of war and even greater human tragedy. I share the view of many Americans that our Government's policy toward the area has borne a special responsibility in bringing about this situation; for our past policy has encouraged Pakistan intransigency and fed frustrations in India and East Bengal. Today's announcement by the Department of State must be followed up with additional steps to rescue our foreign policy from a course that has been disastrous both to our best traditions and interests in South Asia.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত সংঘাতে আমেরিকা যেন অবশ্যই না জড়ায়ঃ সিনেটর এ্যালেন	সিনেটের কার্যবিবরণী	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

S19668 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *November 29, 1971*

The Tragic Conflict Between India and Pakistan

Mr. Allen. Mr. President, the human tragedy that is taking place in Asia, where India and Pakistan have renewed their border fighting and threaten all out war, must not engulf the United States. This is not the first time that these giant countries have squared off against one another, but unless the leaders of those two countries come to their senses, the skirmishes now taking place may well be the forerunner of a bloodbath egged on by increasing enmities between Communist China and communist Russia.

Red China is backing Pakistan in this fight, while Russia and India just last AprN signed a treaty of cooperation.

Americans cannot be accused of being callous to the human suffering that is taking place in this subcontinent occupied by Pakistan and India.

During the past 25 years the United States has given India more than $8 billion in aid, more than any other country in the world has received except for South Korea and South Vietnam where we still have military forces. During this same period, we have provided aid to Pakistan totaling almost $ 4.5 billion. These figures do not include the $ 414 million earmarked for India and $ 220 million for Pakistan under the 1972 foreign economic assistance package which was passed in the Senate last month. Nor do they include the millions of dollars in private donations by Americans for relief in last year's tragic typhoon and to the almost 10 million refugees in India from Pakistan.

Despite these humanitarian efforts by the United States to help the 550 million people of India and 110 million people of Pakistan, we now find that those countries have alined themselves with Communist Russia and Red China. That is the kind of appreciation we have received from our assistance programs.

The tragic insistence of India and Pakistan to go to war simply adds further proof of the bankruptcy of the United Nations which was supposedly formed to maintain international peace and security. The Security Council has complete authority to use its influence and the power of the United Nations whenever there is a threat to peace.

But the record clearly and unmistakably portrays the failure of the U.N. as a world peace keeping organization. Since 1947, just I year after the U.N. was created, there have been 73 wars or civil conflicts throughout the world. But on only 10 occasions has the Security Council provided peace keeping forces or observer teams, and the United States provided the bulk of the support in most of those. Even those few actions are marred by failures, such as the abrupt withdrawal of U.N. forces along the Suez Canal in 1967 resulting in the so-called 6-day war between Israel and the Arab States, a war that

threatens to resume at any time. And the U.N. now stands on the sidelines watching this new India-Pakistan war.

The United States continues to place unjustified faith in the U.N. but no other country in the world is so willing to settle its international disputes by peaceful means. While millions of their people live constantly on the edge of starvation the Governments of India and Pakistan are more interested in spending money for war than they are in developing their agricultural economies to feed their teeming millions or in helping develop an economy that would provide jobs and a decent living for their people.

We have absolutely nothing to gain and everything to lose if we try once again to intervene and take sides in foreign conflicts. Recently, under pressure from Congress, the President very properly cut off deliveries of military supplies for Pakistan, and I hope that he will exert every other precaution to keep the United States out of this unsolvable mess.

While I am saddened at human suffering wherever it may be, I am unalterably "opposed to the United States getting involved in the growing conflict between India and Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংকট গভীরতম হচ্ছেঃ ফ্রিলিংঘুসেন	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Dee ember 2, 1971 **CON GRESSIONAL RECORD-HOUSE** H 11739

A Deeping Crisis

Mr. Frelinghuysen. Mr. Speaker, we all know that our Government yesterday suspended the issuance of licenses for arms shipments to India. Quite understandably, this decision made headlines here in this country. It is to be hoped that it has an impact also on India.

In my opinion, this move was timely and appropriate. India's recent intrusions into East Pakistan are raising a serious threat to peace. Although there is no way to check the accuracy of recent reports from this area, India herself admits to penetrations of her forces of up to 5 miles. It is obvious she is using her military superiority over Pakistan to achieve her own objectives.

This decision is regrettable and fraught with danger. There is no telling what the future may hold. To me at least, it appears a ominous development. Mr. Speaker, that Mrs. Gandhi has gone so far as to challenge the Pakistanis' right to station troops on their own territory.

The Acting Ambassador of India, Mr. Maharajkrishna Rasgoptra is reported to regret out move as he feels "it will not solve anything, nor move any of us closer to a political solution in Bengal".

Unquestionably, Mr. Speaker, our Government's decision will not provide a "solution" to this situation. But it must be obvious that the United States, above all else, wants a political solution. Regrettably, it is not within our power to bring this about.

The problem is that India is acting as if she had decided that she must seek a military solution. If this is the case, we recognize that we cannot force her to change her mind. By its suspension of armed shipment to India, the U.S. Government is expressing our distress over the course which India appears to be taking. Military adventurism by India could provoke a major catastrophe yet all-out war is an increasing possibility unless, even at this stage, restraint is shown.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সিনেটের প্রস্তাব-২০৭, সিনেটর হ্যারিসের বক্তৃতা এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উদ্দেশে সিনেটরদের পত্র	সিনেটের কার্যবিবরণী	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

S20580 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** December 4, 1971

SENATE RESOLUTION 207-SUBMISSION OF A RESOLUTION RELATING TO THE THREAT TO PEACE IN SOUTH ASIA

(Referred to the Committee on Foreign Relations.)

Mr. HARRIS. Mr. President, the chapter of this administration's foreign policy historians are most likely to remember probably is being written this week in South Asia. Long after the pres blitz about the President's trip to the Great wall is forgotten, people will recall that in the last months of 1971 the Nixon administration stood by while an international disaster occurred which was totally unnecessary had commonsense and national interest been heeded.

For months both the friends and critics of this administration have pointed out that the new crisis center of danger to world peace was now South Asia. They warned that America's whole political future in Asia now hangs in the balance. For by our totally indefensible policy we have managed to offend both parties to the conflict. We offended Pakistan by not doing enough to aid it in its hour of need, for we could not without outraging our own people. Yet we also insulted India by our total disregard for its appeals that we at least halt military shipments to a Pakistani Army slaughtering innocent victims in East Pakistan.

In April, I called for an end to economic and military assistance to Pakistan. I discussed that view in very strong terms with Assistant Secretary of State Sisco, personally, all to no avail.

All in all, it was a remarkable performance. In defiance of national interest, pleas of allies, and dictates of commonsense, this administration methodically continued a bankrupt, immoral policy until yesterday the ultimate reality-full scale war between India and Pakistan-struck. Only at the last possible minute did the United States act to halt the further delivery of arms to Pakistan. And then as if to provide a belated and spiteful balance to its policy, this week it announced that it would no longer continue military shipments to India, which long ago owing to American folly had turned to the Soviet Union as its main arms supplier.

Mr. President, the record of the past several months proves one thing. Supposed grasp of grand strategy is no substitute for commonsense and compassion. Dr. Kissinger is acknowledged to be a brilliant man and President Nixon asks to be remembered for his accomplishments in foreign policy. But while the President and his advisers have spent

weeks worrying about the protocol of a symbolic trip to Peking, they apparently could not spare the lime to understand the human drama unfolding in South Asia.

And I believe that however symbolic that trip-which I myself approve-its results can scarcely offset the tragic setback for our nation and world peace which his administration's neglect of the India-Pakistan crisis has brought about. If the President had to visit China because some 750 million people live there, by similar reasoning he should not ignore South Asia since 690 million live in that region.

But now that war has broken out. what is to be done? Now that the mistake has been made and a whole generation of Indians and Pakistanis taught to mistrust us?

I say, let us begin with at last grappling with the realities of the crisis.

The first reality is that Pakistan in its previous form is dead. The date of death is not precise but it occurred sometime this summer as Pakistan continued on with the bloody suppression of the East, driven by its own intransigence and by the unwise counsel of friends like Communist China and the United States.

But the second reality is that Pakistan's separate parts continue to live. It may still not be clear how these two pails will evolve. They may move on to separate and independent status. Or despite rivers of blood, they may yet be able to come together under a new form of association which at last grants the East the freedom and self-determination ii has sought for so many years.

My personal opinion is that an independent Bangladesh is inevitable. But Pakistan should be given a last, peaceful chance to return to its former status of potential greatness.

The third reality in South Asia is that the cause of peace is not served by the international conspiracy to avoid U.N. involvement in this crisis. There is always one virtue of public debate. It places nations in a position where they must defend policies that in the full glare of publicity may prove to be indefensible.

By the international agreement to silence on the India-Pakistan crisis, it is safe to say that the conduct of virtually every interested party has been worse than it otherwise would have been.

Had the Security Council taken up the crisis at an early date. Pakistan would have been forced to defend large-scale crimes.

Had the U.N. debated this issue early, India-for which otherwise one has only sympathy-could not have continued so easily its seemingly callous game of exploiting the tragedy to weaken its hated opponent.

Had the United Nations seized the initiative, Communist China would have been compelled to explain how it squared its well-publicized support for the impoverished masses of the world with a policy of backing the brutal suppression of East Pakistan.

Had the world body demanded a public accounting, the United States and the Soviet Union would have been under an obligation to defend their immoral decision to continue

big power politics as usual in the face of one of the greatest human tragedies of this century or any other.

Mr. President, writing in his diary of the Kennedy years and our policy in Vietnam and elsewhere, a great American. Chester Bowles, noted his fears that officials who downgrade morality in politics may find themselves without a directional compass in a period of fast breaking events. In such a situation, information is always partial so that one is forced to take action at least in pari on the basis of moral principal or political instinct. And he worried that the devotees of power politics, whose political instincts told them that considerations of morality were irrelevant, would lose their way.

Nowhere is Ambassador Bowles' observation more relevant than with regard to American policy toward this crisis. Both the President and his trusted advisers these past months have retreated to the clouds of global strategy while the human reality was millions in flight and hundreds of thousands dead.

As decent men, and I know they are, they should have listened to what their own moral sense told them. But they did not. And now they have brought lasting permitted U.S. participation in one of the American Nation. They have indirectly permitted U.S. participation in one of the worst crimes of this century and they have not achieved peace. Instead they have helped to bring on a war, whose ultimate course no one in this Chamber can predict.

I am a strong believer, however in the view that it is never too late to do light. Let us at last take this issue to the U.N. Security Council, as I and others urged weeks ago. There, all the interested great powers are now able to participate for the first time in the postwar period.

Without ruling on the merits of an independent Bangladesh, let us call for its representatives to participate. On this score we simply must not allow events again to overtake us with tragic consequences for ourselves and the people directly involved in the conflict.

Finally, let us force every one, ourselves included. 10 be honest about the bankrupt policies we have all been following.

Today, Mr. President, I am submitting a resolution, with Senators BAYH. CRANSTON. HART, HATFIELD. HUMPHREY. MGOVERN, MONDALE. TUNNEY. And WILLIAMS, which would declare it to be the sense of the Senate that the United States follow precisely this course.........................

Mr. President, it is time that Members of this body and of the administration speak for the conscience of America in this hour of crisis

S. RES. 207

Whereas a fullscale war between the Governments of India and Pakistan has developed out of the current hostilities on the sub-continent; and

Whereas a prolonged conflict between those two populous countries would be a major disaster for world peace and could involve outside powers; and

Whereas an immediate exchange of views in the Security Council by parties directly or indirectly involved in the menacing conflict in South Asia could improve the prospects for peace in that area; and

Whereas the continued political and military struggle in East Pakistan demonstrates that a state of civil war exists in that region; and

Whereas in the Security Council deliberations all parties to the conflict should be represented; and

Whereas the People's Republic of China, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America are all gravely concerned at the heightening tension in South Asia: Now therefore be it

Resolved. That it is the sense of the Senate that (a) the United States delegation at the United Nations should propose the formal inscription on the agenda of the Security Council of an item entitled "The Threat to Peace in South Asia".

(b)the United States Delegation should at the same time call for an emergency session of the Security Council on the subject at the earliest possible date.

(c)the United States delegation should propose the formal participation in the Security Council debate of representatives of the Bangladesh, and

(d)although the first order of business for the Security Council must be the cessation of hostilities between India and Pakistan, the United States delegation should press for rapid Security Council consideration of steps including the negotiated release of Sheikh Mujibur Rahman which will permit the vast majority of East Pakistani refugees now in India to return to their homes in East Pakistan in the very near future.

THE PRESIDENT,

The White House.

Washington D. C.

The pending war between India and Pakistan may be the greatest threat to world peace since World War II. For not only would a war between these two states involve two enormous population masses, untold casualties and a possible religious and communal war; but there would also be grave danger that concerned, outside Powers-in particular China, the Soviet Union and the United States-might at some point be dragged in.

We, the undersigned Members of the Senate, strongly believe the world can no longer wait for conventional diplomatic discussions leading to an end to this menace to world peace. Both the powers directly involved, India and Pakistan, and those major powers indirectly involved must participate, and there is only one body where these discussions can be held rapidly and without loss of face for the parties concerned. That body is the United Nations Security Council.

Because the root cause of the conflict between India and Pakistan is the continued suppression of popular will in East Pakistan, the resulting flow of millions of refugees into India and the enormous burden which this had placed on that nation, we also believe that the Security Council should invite for participation representatives of Bangladesh.

With these points in mind, we respectfully urge you to instruct the U. S. delegation at the United Nations formally to inscribe the item "the threat to peace in South Asia" on the agenda of the United Nations Security Council and at the same time to call for an emergency session of the Security Council on this subject.

The first order of business in the Security Council debate necessarily must be cessation of hostilities between India and Pakistan. But because the refugee problem lies at the heart of the tension between the two countries, we also urge the U. S. delegation immediately to press for rapid Security Council consideration of measures which will permit the vast majority of these refugees to return to their homes in East Pakistan in the very near future.

A war involving India, Pakistan and the three major powers concerned would affect more than 50 per cent of the entire population of the globe. Whatever one's views on the likelihood of this possibility, the magnitude of such a catastrophe is so awesome that we firmly believe the United States must leave no door to peace untried at this crucial moment.

Walter F. Mondale, Bob Packwood.
Frank E. Moss, Lee Misalf.
Birch Bayh, Philip A. Hart, Fred.
R. Harris, Alan Cranston,
William proxmire, John V. Tunney,
Hubert H. Humphrey.

U. S. Senators.

	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের প্রতি ভারতের স্বীকৃতি যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগাবেঃ সিনেটর বায়ার্ড	সিনেটের কার্যবিবরণী	৬ তারিখ, ১৯৭১

December 6. 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** S 20621

The U. N. Security Council veto by the Soviet Union

Mr. Byrd of West Virginia. Mr. President, last Wednesday, December 1,1 expressed apprehension that the India-Pakistan quarrel seemed to be headed in the direction of all- out war, and I called for positive action by the United Nations to avert what promised to be a bloodbath.

Though reports from India and Pakistan are still conflicting, it seems certain that my worst fears have been realized and caution on both sides has been thrown to the winds. According to radio reports this morning, the Government of India has officially recognized the Bangladesh as the government of East Pakistan-a move certain to infuriate the Pakistans and add fuel to the fires of war.

The attempt last night by the Security Council of the United Nations to adopt a resolution calling for u cease-fire was vetoed by the Soviet Union. While it is by no means certain that India and Pakistan would have heeded such a resolution, it seems to me unforgivable and reprehensible that the Soviet Union should use the veto to ruin whatever chance there was of ending the hostilities.

I can only express the hope, Mr. President, that this negative action by the Russians will be regarded by the world body as the obstructionism that it is and that further efforts will be made to persuade India and Pakistan to slop the bloodletting and settle their differences by intelligent negotiation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সংঘর্ষ থামবে নাঃ সিনেটর কুপার	সিনেটের কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

S 20686 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *December* 6. 1971

War between- India and Pakistan

As in legislative session.

Mr. Cooper. Mr. President, a full scale war has broken out between India and Pakistan-a war caused by the internal conflict in East Pakistan and Pakistan and the flight of 9 to 10 million refugees to India. There are already reports of mounting casualties on both sides, as the armies of India and Pakistan go into battle against each other armed with modern weapons of war.

This is the third time since the independence of India and Pakistan that a war has broken out. The war between India and Pakistan is the final step in the series of devastating human tragedies in Hast Pakistan. It is my view that an end to the present conflict between India and Pakistan will not take place until a settlement is reached which will assure that the 9 to 10 million refugees now in India will be able to return in safely to Pakistan, from which they fled, because of the repressive action of the Government of Pakistan.

I support the President's efforts to secure action by the Security Council of the United Nations, which it is hoped, will bring the war in the Indian subcontinent to an end.

The primary purpose of the Security Council is to take action for the "maintenance of international peace and security."

The Charter of the United Nations, provides under article 33 that, upon the request of any member of the United Nations in the event of war, "the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security," shall first of all, "seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice."

It is my hope that the Security Council will act, and the Governments of India and Pakistan will accept the good offices of the Security Council, and the United Nations as a whole, to bring the war to a quick end.

The United Nations was created to provide a way for the nations of the world to resolve their disputes peacefully, and to prevent disputes between nations from developing into war. It has this responsibility which it should assume, if it is to maintain the faith of peoples through the world-this is the central issue, rather than the problem and interests of the Soviet Union, the United States, or the Peoples Republic of China.

The United States should continue to urge the United Nations to carry out its great responsibility in the Security Council if possible, and in the General Assembly if efforts in the Security Council fail.

I repeat what I said a minute ago. I have kept up with the problems of India and Pakistan. I have said that the cause of the flight of the refugees to India is the result of the Government of Pakistan's repression in East Pakistan. But now that they are at war, the real question is whether the United Nations will undertake the responsibility which belongs to that body. I hope very much that it will do so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ভেটোঃ কংগ্রেস সদস্য বেরিক এবং জেরাল্ড ফোর্ড- এর মন্তব্য	প্রতিনিধি পরিষদ কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 6, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE H 11789**

Another spike in the U. N. Coffin

Mr. Rarick, Mr. Speaker, the weekend activity in the United Nations Security Council should offer a disenchanting eye opener to those adherents who somehow believe that the United Nations is an instrument of World peace.

Russia, in twice vetoing cease-fire resolutions, has again proven to the world that he does not believe in peace when she or her pawns are winning. Quite noteworthy, her veto of the U. S. middle-of-the-road resolution, which simply called for a cease-fire by both India and Pakistan and a return to their frontiers, is exactly the opposite of the Russian position in the Middle East.

The real peacemaker in the U. N.-thwarted action was the United States, who in trying to favor neither side lost both and is now being linked with Pakistan on the strange rationale that we do not support India. The Soviets' siding with India in this aggressive issue should surprise no one since the Soviets always back the side with the largest population and for some reason the minority-conscious media goes out of its way to throw the U. S. support behind the nation with the least number of people.

But the big loser was the United Nations, which has become but a debating society for the major Communist parties to harangue over dialectic issues while innocent people are again victimized by the ravages of war.

I feel the American people support the President's reported position that as a sovereign nation we do everything in our power, first, to stay out of the war, and second, to employ every diplomatic pressure to stop the conflict.

With the United Nations again proving to be a failure, the United States will find that it can accomplish more on its own than could ever be accomplished through the U. N. bureaucracy.

India-Pakistan Cease-fire Resolution

Mr. Gerald R. Ford. Mr. Speaker, tragically, the fighting between India and Pakistan intensifies while efforts to bring about a cease-fire and a mutual troop pullback are blocked in the United Nations Security Council by the Soviet Union.

Mr. Speaker, it is imperative that the United States take the lead in shifting the India- Pakistan cease-fire resolution away from the Security Council and placing it before the General Assembly. Only there can the peace-loving nations of the world work their will.

If this tragic war is to be ended, it is clear that there must be a withdrawal of Indian and Pakistani troops to their own territories. In short, we must implement the provisions of the U. S. resolutions introduced in the United Nations. The Soviet veto does not alter the facts of the situation. Any political settlement between India and Pakistan can only come about after the fighting stops.

Mr. Speaker, there is 84,350,000 in economic assistance for India in the pending foreign aid bill. I am sure India will appeal to the United States for aid in dealing with problems she herself is now creating. I do not believe that the American public and its representatives in the Congress will be receptive to such appeals should India continue to employ her troops in efforts to take over Pakistani territory. In other words any nation that refuses to cooperate with the U. N. in its peace-keeping efforts should not expect a receptive atmosphere in the Congress or by the American people.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সদস্য মিঃ সাইকস	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 6, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** H11889

India's Naked Aggression Against Pakistan

Mr. Sikes. Mr. Speaker, I am certain that America and the world are shocked by India's naked aggression against Pakistan. The open invasion of East Pakistan by India's military forces has destroyed efforts by our country and others to maintain Peace in that part of the world and to restore order and sound government to East Pakistan. Short of the examples of communist aggression in Korea and Indochina this open act of war by India is the most flagrant example of the violation of another nation's neutrality that we have seen in recent years.

We are observing the process of the setting up by armed force of a new nation which is to be a satellite of India and Russia. Pakistan does not have the armed strength or the resources to prevent it. The United Nations is going to do nothing as is its wont. The United States cannot be expected to take a hand military. However, it will be noted that there was scheduled for inclusion in the current foreign aid bill about S400 million of additional U.S. aid for India. It is well to remember that in the past quarter century our Nation has given $8 billion of the taxpayers' money from the American treasury to India. This has freed Indian funds for the creation of military might and the purchase of modern weapons principally from Russia. It is no secret except to the American people that the Russian fleet enjoys special privileges in Indian ports in its move toward the domination of the Indian Ocean. The very least we in the Congress can do is to express our disapproval of these tactics by cutting off aid to India.

I believe we in the Congress should forthwith take steps to assure the world that U.S. foreign aid is not going to be used flagrantly, either directly or indirectly, for the enslavement of other peoples and for unjustifiable acts of war. Language has been written into the foreign aid appropriation bill which is intended to bring about a suspension of aid other than for refugee relief and rehabilitation and humanitarian assistance while India and Pakistan are involved in armed conflict with each other. This will accomplish the purpose but possibly not in terms as strong as are justified.

In view of these facts, I do not consider that it is proper to mute the obvious fact that India is an aggressor and that Pakistan has been invaded or that India's objective apparently is the dismemberment of the Pakistani Republic. This should be spelled out and impressed on the American public.

The reporting on this deplorable situation and the events leading up to it has been biased and has served to disguise the step-by-step approach by India to open warfare I without provocation against her neighbor. Now the facts are clear and at the very least, they should serve to prevent further waste of American funds in assistance to India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের প্রতি মার্কিন মনোভাবের সমালোচনাঃ মিঃ হেলসটস্কির বিবৃতি	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

E 13040 **CONGRESSIONAL-RECORD** *Extensions of Remarks- December* 6, 1971

Prime Minister Gandhi's Statement Concerning War

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, DECEMBER 6, 1971

Mr. Helstoski. Mr. Speaker, war has broken out between India and Pakistan for the third time in 25 years. We must all deplore this tragic development; enough suffering has already occurred in South Asia without a major war further contributing to the bloodshed and destruction.

However, despite my disappointment that American peace-making efforts failed, I am appalled by the vindictive attitude taken by the State Department toward the government of India. Statements issued by that agency over the weekend would have us believe that India is guilty of unprovoked aggression.

As is to be expected in light of our past efforts in south Asia, the State Department's attitude is myopic and heavily slanted in favor of the Pakistani dictatorship. A brief of the facts will show that complete blame for the outbreak of hostilities can in no way be laid on India's doorstep.

The current crisis in the Indian subcontinent was initiated last March by the brutal attack on the civilian population of East Pakistan by Pakistani dictator Yahya Khan. Seeking to suppress the popularly elected Awami League, the Pakistan Government has, since March 25, been conducting a genocidal war against the Bengalis which has driven over 10 million refugees into India. Led by the United States, the developed countries have poured millions of dollars worth of refugee aid into the region. Despite this, the strain of 10 million refugees on the Indian economy and the region around Calcutta has been intolerable.

Mrs. Gandhi has been warning the world for months that India could not be expected to tolerate this threat to her internal security. Only an equitable settlement of the Pakistani Civil War, enabling the refugees to leave India, could avert extreme Indian action to relieve this intolerable strain on her resources.

The United States, in response, has failed to alter its friendly policy toward the Pakistani government. We have taken no concrete action which would end the suffering in Bangladesh and relieve the strain on India's economy. Why should the State Department then be shocked and hurt that India has rejected its eleventh hour mediation efforts? The administration's bias in favor of the Yahya Khan regime and its ambivalent

attitude toward the genocidal rampage underway in East Pakistan are plain for all to see. The State Department cannot regain its credibility in South Asia until it ceases to embrace the Pakistani dictatorship and takes a strong and morally correct stand against the bloodshed in Bangladesh.

Mr. Speaker. Prime Minister Gandhi outlined over the weekend to her parliament the issues and causes of the current war as India sees them. As we review the State Department's morally outraged statements on the South Asian crisis we would do well to keep Mrs. Gandhi's eloquent speech in mind.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংঘর্ষের মূল কারণ প্রশাসনকে অবশ্যই উপলব্ধি হবেঃ সিনেটর কেনেডী	সিনেটের কার্যবিবরণী	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 7, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-*Senate*** S 20721

U.S. POLICY TOWARD THE CRISIS IN SOUTH ASIA

Mr. Kennedy. Mr. President, the administration's policy toward the crisis in South Asia defies understanding.

After 8 months of escalating violence and military repression-after hundreds of thousands of civilians have been killed in East Bengal and 10 million refugees have fled into India-suddenly our national leadership recognizes that war has swept over South Asia. But when did this war begin? Who started it? What should be condemned? And what should we and the international community do about it?

Perhaps in the mind of many Americans is the thought that India has created this crisis. But the facts, Mr. President, show that this war began not last week with renewed military border crossings, nor last month with the escalating crossfire of artillery between India and Pakistan: this war began on the bloody night of March 25 with the brutal suppression by the Pakistan army of the free election it held in East Bengal. A review of events since March 25-a quick jostling of out memory-reminds us that the problem in South Asia is today, and has been from the very beginning, a political problem between the ruling military elite in West Pakistan and the Bengali opposition elected in East Bengal.

The facts documenting the beginning of this war, and who started it, are too grim and well reported to be in doubt, even by an administration that attempts to ignore them. Hundreds in articles have now been written and thousands of pictures have been taken by countless eye witness foreign observers testifying to the bloody terror that has swept over East Bengal since March 25. Indeed, suppressed field cables to the Department of State in the beginning characterized the actions of the Pakistan army as "genocide." Foreign journalists were expelled by military authorities lest they record the holocaust, and film of foreign cameramen was confiscated.

It was only after refugees began to pour out of East Bengal in April that the story of repression could be slowly pleased together. Even now, the full dimension of the tragedy is not really known. Nevertheless, as troops descended upon Dacca at night, they indiscriminately shelled residential areas, attacked the university's student hostels, and imprisoned or executed all suspected Awami Leaguers they could round up. Thousands of East Bengalis have simply disappeared and never been heard of again. Thousands died and many Thousands more sought refuge in the countryside. Dacca became a ghost town in less than 24 hours, and remained subdued and empty for weeks thereafter.

The Pakistan army followed the people into the countryside. Systematically, troops began-according to a Pakistani journalist loyal to the Yahya regime-to liquidate the

Awami League's "insurgency" and to crush the Awami League militants throughout East Bengal.

As the Pakistan army moved out into the countryside to crush the Awami League, all evidence-including the simple fact that the bulk of the refugees in India are Hindu-suggest this objective was coupled with a policy of terror directed primarily at the minority Hindu population.

In some areas, according to eye-witness reports in late summer. Pakistan troops were painting large yellow "H" signs on Hindu shops, so as to identify the property of the minority which had become a special target. To show they were not Hindus, members of the Muslim majority-although not fully exempt from the army's terror-were painting signs saying "All Muslim House" on their homes and shops. In turn, the small community of Christians were putting crosses on their doors and stitching crosses in red thread on their clothes. Not since Nazi Germany were so many citizens of a country publicly marked with religious labels and symbols.

Fear has gripped East Bengal since the devastating night of March 25. The World Bank mission, after spending several days traveling throughout East Bengal in early June, was forced to conclude:

Perhaps most important of all, peoples fear to venture forth and, as a result, commerce has virtually ceased and economic activity generally is at a very ebb.

Clearly, despite improvements in some areas and taking the province as a whole, widespread fear among the population has persisted beyond the initial phase of heavy fighting. It appears that this is not just a concomitant of the army extending its control into the countryside and the villages off the main highways, although at this stage the mere appearance of military units often suffices to engender fear. However, there is also no question that punitive measures by the military are continuing; even if directed at particular elements (such as known or suspected Awami Leagues, students, or Hindus). These have the effect of fostering fear among the population at large.

Report after report over the summer months echoed the findings of the world bank report-as did hundreds of interviews with refugees in India, including new arrivals- interviewed by myself and members of the field team of the Sub-committee on Refugees this past August.

Throughout this period our national leadership watched this tragedy in silence, at no time has any official of our Government, including the President, condemned the brutal and systematic-repression of East Bengal by the Pakistan army-a repression carried out in part with American guns and bullets and aircraft. And even in the last few weeks, as the Pakistan army dramatically escalated its terror and repression, our Nations sat in numbed silence.

Now the administration tells us-8 months after March 25-that we should condemned, not the repression of the Pakistan army, but the response of India towards an increasingly desperate situation on its eastern borders-a situation which our Nation calculatedly ignored. Certainly, condemnation is justified; but what should we condemn?

We should condemn. Mr. President, the silence of our leadership. Are we so insensitive to what our country stands for that our Government can actually support as well as apologize for a military regime's brutal suppression of democracy? Are we so blind that we can ignore a government that jails a political leader whose only crime was the wining of a free election?

Mr. President, we should also condemn the world's silence and apathy towards the massive human suffering caused by the refugee flow into India. From the beginning, the international community's response has been unconscionably lethargic and wholly inadequate. It has been characterized by little sense of urgency and a low priority of concern for a tide of human misery unequaled in modern times. By ignoring the needs of the refugees we have also alienated the people of India, endangering the economic stability and well-being of the world's largest democracy.

We should also condemn the neglect and insensitivity that is causing the death each day of 4,300 refugee children for the lack of food and shelter. We should condemn the circumstances that have caused the death and suffering of millions more because insufficient funds have been made available to relief agencies in India.

Mr. President, the administration has justified its refusal to condemn Pakistan in the name of keeping leverage with Islamabad. Over and over again-in hearings before the Subcommittee on Refugees, and elsewhere-Congress and the American people were told to be patient while our leverage and diplomacy took effect. Regrettably, there is little on the record-publicly or otherwise-to indicate that many "levers" were pulled. And in the case of a notable exception the revocation of licenses for the shipment of American military supplies-the lever was pulled belatedly just a month ago. but only in full agreement with Islamabad.

And so the record is clear that-over the months of growing crisis-our Government was supporting a regime that not only suppressed an election but destroyed in the process all the principles for which our country sacrificed so much for so long only 2,000 miles away in Vietnam. Perhaps the only difference between Vietnam and Pakistan is that in Pakistan we have made no pretense of acting in support of principles-so that, in effect, no principles can be violated.

And now-in sharp contrast to our deference to Pakistani sensibilities over these past months of violence in East Bengal-our national leadership suddenly denounces India. We have made her the scapegoat of our frustrations and failures, and of the bankruptcy of our policy toward Pakistan. We have not only cut off military aid to India-over which no one will quarrel-but we are threatening to cut off economic and humanitarian aid as well.

In fact, yesterday our Government suspended some S87.6 million in development loans, in what can only be interpreted as a punitive gesture.

This administration has rightly taken pride in its effort to re-establish contact with one-fifth of mankind's population in China. But are we going to simultaneously alienate one-sixth of mankind in India-a democratic nation with whom we have had years of productive relations?

Mr. President over the weekend the administration has belatedly turned to the United Nations, asking it to implement its peace-keeping machinery-an initiative many of us supported months ago. All of us hope that our country will finally do whatever it can to help bring peace and relief to South Asia.

Mr. President, I ask why we were not going in the United Nations at the time these refugees were being created. Why were we not going to the United Nations at a time when there was systematic repression and persecution of a people within East Bengal? Why did we not bring this up and pursue it with all the kinds of statements we have seen over the period of the last 36 hours, in the third committee of the United Nations? Why did we not identify ourselves at that time with the humanitarian needs of the Bengali people? Why were we not at that time condemning the repression that meant many- hundreds of thousands of more people killed or executed? Where were we at that time? Now we go to the United Nations in terms of condemning the actions of India.

These ends we seek are not being served by the resolutions we have supported in the Security Council. None of these resolutions-including the one is sponsored by our Government-dealt with the causes of the refugee movement, nor with the kinds of things necessary for their voluntary repatriation from India.

That is the basis for the conflict that exists now-the reason for the creation of 10 million refugees, the tremendous burden the refugees present in terms of diverting funds for economic purposes in that part of the world, as well as the social and political problems that are involved. Not one word was uttered with respect to the reasons behind this massive refugee flow. That is the basis of this problem. In our resolution before the United Nations, there was not one word about how the refugees were created.

The problem is that none of the resolutions we have supported recognize the root of the crisis, the interests of the Bangladesh forces, or the urgent, need for a negotiated political settlement between Islamabad and its Bengali opposition. In the main the resolutions have merely appealed for a cessation of hostilities between India and Pakistan, with the inevitable result that the war continues-that the source of the conflict still festers.

It is such a cruel irony that we talk about self-determination in Southeast Asia and in Vietnam. We have lost some 55,000 Americans who have been killed there because we want the people in South Vietnam to be able to decide their own future.

We know that the people of East Bengal went to the polls. The election was held under martial law, Sheikh Mujib and the Awami League won 167 out of the 169 seats. It was a democratically held election, with a mandate sufficient to elect him as the Prime Minister of all Pakistan. Yet, what happened? He was thrown into jail because he won the election. Now we are identifying ourselves with the military rulers who put him in jail, 55,000 Americans went to their deaths in Vietnam to secure such a free election there. Yet we are now identifying ourselves with a regime that has put a duly elected official in jail without any pretense of a civil trial or without any recognition of his success at the polls.

Mr. President, our Government and the United Nations must come to understand that the actions of the Pakistan Army on the night of March 25 unleashed the forces in South Asia that have led to war.

No observer of the situation in South Asia today can come away without the impression that these forces-nationalism and self-determination-can ever be successfully resisted by the force of arms. The right of self-determination for East Bengal for-which the East Bengalis elected Sheikh Mujibur Rahman, and for which they now fight and die- will no doubt be attained eventually. Only the form and the circumstances remain in doubt.

As early as last May, official reports to our Government said that the great bulk of the population of East Bengal had been alienated, perhaps forever, from the central government in West Pakistan. Events since then have more than confirmed the accuracy of these early reports. And because so much blood has been shed, there can be little doubt that the people and leadership of East Bengal will never accept again the political system that prevailed before March 25.

It is time for all of us to recognize the fact that "Bangladesh" now exists, not only in the minds of the majority of the Bengali people, but in the reality of current events.

If we truly recognize this fact-and if we are to avoid escalating vast-human suffering and a bloodbath of reprisals throughout East Bengal-the requirements for peace and relief must include the following interrelated steps.

First, we must seek an immediate standstill cease fire on all fronts sanctioned and supervised under international auspices. A time limit of 15 to 30 days should provide the "cooling off" period necessary to undertake the other diplomatic initiatives necessary to settle the outstanding issues among all parties involved.

Second, we must seek immediate and simultaneous negotiations between India and Pakistan, and between West Pakistan and its Bengali opposition within East Bengal-led by Sheikh Mujibur Rahman.

The purpose of the Indo-Pakistan negotiations should be to restore the 1965 Cease- fire agreements on the western front, and to resolve the new issues resulting generally from the current military confrontation. The purpose of the West Pakistani-Bengali negotiations should be to determine the future status of East Bengal, and the circumstances which will permit the voluntary repatriations of the 10 million East Bengali refugees in India.

And let me stress here, Mr. President, that whatever the future status of East Bengali- whether it be some form of independence or autonomy-it is critical that agreement should be reached between all parties during negotiations for the voluntary repatriation of all opposition political forces. There are "hostages" caught on all sides of this conflict. The Pakistan Army now holds in East Bengali under its control countless Bengali guerrillas and elected Awami League officials. In turn, it is conceivable that the Bengali guerrillas may soon hold within their control elements of the Pakistan Army. In addition,

7 to 8 million members of the minority Bihari Muslim community remain in East Bengal, while, approximately 10 million Bengalis, including, of course. Sheikh Mujib in West Pakistan.

If a terrible, mindless bloodbath of reprisals and communal-religious violence is to be avoided, all parties in this conflict must protect these "hostages" of the conflict and abide by the Geneva Conventions and the wisdom of compassion and restraint. The Government of India has made a first step in this direction by announcing it recognizes the applicability of all Geneva Conventions.

Third, we must urge the immediate revival of the United Nations relief mission in East Bengal for the sake of the hapiest millions threatened by famine or displaced by war.

The international relief effort in East Bengal has always been more a hope and aspiration than a functioning field operation. The urgent need to changc this will only come when peace has been restored to the Bengali countryside.

Nonetheless, our Nation and the international community must now recognize our responsibility to help in the reconstruction of East Bengal by beginning to think now of the coming problems of rehabilitation and relief. At a time when our Government seems more interested in condemning and cutting off economic aid to South Asia. I hope we will have the foresight to understand that our national interest will soon find the future development and economic stability or all nations in the region an important factor in our foreign policy and in our humanitarian concerns.

Mr. President, for 8 long months our national leadership stood silent and almost idle as the apectre of human deprivation and violence stalked South Asia. It is now a late stage in the crisis-with even more refugees now fleeing because of the escalated violence throughout the area-but I feel the opportunity still exist for our Government to make a positive contribution to the peace and relief of the area. And so I urge the administration to turn its policy around. They must consider the source of the violence, and move toward a fundamental political settlement in East Bengal. Anything short of that means more war, more refugees, more senseless death.............

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্নই আসল সমস্যা। সিনেটর মস্কির ৪ দফা প্রস্তাব	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December7, 1971

MUSKIE URGES 4-POINT PROGRAM TO END INDIA-PAKISTAN WAR

Senator Edmund S. Muskie (D-Me) today (December 7) issued the following statement on the India-Pakistan conflict.

This is not the time for the United States to sit in judgment to the war between India and Pakistan. This is the time for the United States to contribute to an end to the fighting, to help end the suffering of the people of East Bengal, and to help establish conditions for a lasting and just peace among the peoples of that troubled region.

Therefore, I urge our government to join other countries at the United Nations in proposing:

(1)An immediate ceasefire on all fronts and withdrawal of all Indian and Pakistani forces from the western front to their own territories.

(2)Withdrawal of all Indian and West Pakistani forces from East Bengal and their replacement by a United Nations peacekeeping force to maintain order, to supervise the immediate return of the East Bengali refugees from India, and to provide relief supplies to those who have suffered from this war.

(3)Release of Sheikh Mujibur Rahman by the West Pakistan authorities and the establishment of a provisional East Bengal leadership group consisting of East Bengali representatives elected to the Constituent Assembly in December, 1970, and other appropriate representatives.

(4) Negotiations between representatives of East Bengal and the West Pakistan government, on an equal footing, with regard to the future relationship between the two entities. A final political settlement must be achieved without interference by outside powers.

"President Nixon appears to be claiming a policy of 'absolute neutrality' when he continued for too long to ship arms to Pakistan in spite of West Pakistani repression in East Bengal.

War it 'absolute neutrality' when we failed to end economic assistance to Pakistan in spite of the massacre of East Bengalis and the actions that drove almost ten million refugees into India?

"Was it 'absolute neutrality for a State Department spokesman to brand India as an aggressor?

"Is it 'absolute neutrality' in the wake or those actions to withdraw economic aid commitments to India without ending similar aid to Pakistan?

"Is it 'absolute neutrality' when we simply call for a cease-fire which would leave in place the Pakistani troops that have oppressed the people of East Bengal?

"The essential problem is the future of East Bengal. There will be no lasting end to the fighting until the people of East Bengal can see for themselves a more certain and just future. It is not for us to determine that future, but we can help set the stage for the people of that area to work out their problems peacefully."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশের পরিস্থিতি সর্ম্পকে কংগেস সদস্য মিঃ ই. গালাঘের- এর বক্তৃতা	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 8, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** H 12039

The Situation on the Indian Subcontinent

Mr. GALLAGHER. Mr. Speaker. I rise at this point to respond to certain remarks made by some of my colleagues earlier in the Foreign Aid debate about the blame for the crisis now gripping the Indian subcontinent. In May of this year, I held the first congressional hearings on the crisis in East Pakistan. I was the first Member of the Congress to view the refugee camps in India, and I authorized the House-passed restrictions on all aid to the Government of Pakistan. I have kept myself constantly informed on developments there. I think I speak now with some credentials on this matter and with special knowledge about the Indian sub-continent. Nothing could be further from the truth than to say that the fault in any possible degree belongs to India. And nothing could be contrary to India's national interest than the present tragedy of the dismemberment of Pakistan.

BACKGROUND

Since the army of Pakistan began its brutal sweep to overturn the result of a free and fair election inside East Pakistan-an election in which the Awami league won control of both wings of Pakistan by gaining 167 of the 313 seats contested nation-wide-the root of the problem and the heart of the solution has been inside East Pakistan. India was drawn into the problem because refugees, now numbering 10 million, tied across her borders.

What I saw when I visited the refugee camps cannot be understood simply through debate. The excellent coverage in newspapers, magazines, and recently on television speaks far more powerfully about the brutality and the wretched conditions of those who were forced to flee. India had no way in the world to close that border between herself and East Pakistan Except to fire into the refugees fleeing into her country. Certainly, no civilized people could exercise that option. These refugees were helpless, terrified people, some of whom. walked over 250 miles to escape the Pakistan soldiers who were murdering, looting, and raping innocent civilians who were their own countrymen. The territory of India completely surrounds East Pakistan, and in many places there is no way to determine where Pakistani territory ends and Indian territory begins.

The only alternative to accepting these peoples would have been to immediately move machine guns into position along the border and annihilated, perhaps, 4 or 5 million of these refugees. But India, thank God is not that kind of country and she took the terrorized, starving Bengalis into her country.

When I first requested information about the evolving tragedy which I said on May 11 in the opening statement to my Asian and Pacific Affairs Sub-committee "combined

the worst features of Vietnam and Biafra, "1 was told that the Congress of the United States should do nothing because we would be exploiting the Sino-Soviet lift and the Indian subcontinent was so overcrowded that another 10 million people would make no difference to India. This last point was well expressed in a letter to me from a leader in the population control movement. Prof. Garrett Hardin, and my response, I believe, deals usefully with both points. I shall insert this exchange of letters released on July 18 at the end of my remarks.

India: The Victim of Civilian Aggression

Mr. Speaker, the population of East Pakistani refugees in the refugee camps inside India is greater than the population of 58 countries of the world. It is the largest population shift in a short time in the entire history of mankind. India accepted the refugees not because she wanted them or encouraged them. India took the refugees because she had no choice.

Perhaps the saddest thing about the entire situation is that the Government of Prime Minister Gandhi won a smashing victory at the polls and was beginning to make significant strides toward meeting her nation's massive economic and social problems. But the expense of caring for and feeding the refugees blunted Indian's progress toward meeting the needs of her own people.

So we see the result of Pakistani Government policy-terrorized Bengalis being driven across an international border by the murderous army of Pakistan-posed a grave threat to the stability of India.

And yet, Mr. Speaker India look no action against Pakistan for 8 months. The refugees continued, President Yahya offered certain cosmetic measures to hide the true a situation inside East Pakistan, the Government of the United States said nothing critical of the Army's sweep and, in my view, quite probably emboldened President Yahya by allowing the impression of strong support to remain due to continued shipments of arms. Still. India did nothing, but care for the refugees, even though her Government received an entirely false view of American arms policy. I myself, along with many other Members of the Congress received the same erroneous information, and whether or not it was deliberately misinformation, the point is that shipments of arms to the Government of Pakistan continued until quite recently.

And we must never forget that India is the largest country in the world with a democratic tradition. Prime Minister Gandhi's electoral victory gave her nation new hope and new faith in India's hard-won traditions of democracy. Would it not then be wise for America to be very careful in its dealings with India? For the sake of our own oft- expressed traditions, should we not be disposed to consider India's position with sympathy and understanding? We did not do this, Mr. speaker, and American relations with the Government of India are now at an all time low. I strongly suspect that this loss of Indian respect and regard may be the greatest long-term loss to the United States in this tragic situation. She is the world's largest experiment with democratic government. If developing countries are to find a viable alternative to communism and fascism it will be

because democracy really worked, not in the United States or Great Britain, but that it really worked in India under the most appalling conditions possible. And it is working. This tragedy sets back India's progress and it is totally disruptive of all its domestic policies that were just beginning to show results. Results that were necessary if democracy is to succeed in India. This is the tragedy within the tragedy.

INDIAN ARMY VIEWED AS LIBERATORS INSIDE BANGLADESH

After exercising 8 months of incredible compassion, restraint, and patience, India finally sent her troops into Bangladesh in support of the Bengalis. The people of East Pakistan who won the election on a basis of regional autonomy-correcting years of economic exploitation by the West Wing-and who only began to work toward total independence after the army swept through on March 25 are welcoming the Indian Army as liberators. Indian troops are co-operating closely with the vast majority of the people of Bangladesh, and they are acting in coordination with the Mukti Bahini, the liberation fighters.

In my view, India moved because she could see no possible way for the refugees ever to return home unless strong action was taken. Let me say, Mr. Speaker, that I regret that India viewed her own national security in a manner that convinced her that military action was essential. No one welcome this war, and probably no one is more distressed about its necessity than Indian leaders themselves. Certainly this war is anathema to Prime Minister Gandhi.

India has enough land and enough people, she does not need or want more. An independent Bangladesh could well cause grave problems within India because other national groups in certain territories may want to move toward the same thing, particularly in the strife ridden Indian state of West Bengal, where the vast majority of the refugees now are.

I repeat: India moved into East Pakistan because it was the only way she could see to have the refugees stop their incredible drain on her economy and her very future.

THE SIN OF THE BENGALIS WAS TO WIN AN ELECTION

Mr. Speaker, we must wonder why, if this entire war is a cynical master exercise in global politics and directed solely at the breakup of the state of Pakistan, the Indian Army is being hailed at every town and village as liberators. If the Government of Pakistan is indeed the offended party in this matter, why flowers, for invaders; why cheers for violators of the sacred soil of Pakistan? Why, Mr. Speaker?

Quite simply, in my view, because India is working closely with the legitimate government of Bangladesh. The Awami League won 167 of the 169 seats contested in East Pakistan in the December election and this gave them a majority of the whole country. I am somewhat astounded that some of my colleagues in the Congress should so casually dismiss an election victory of such an overwhelming magnitude. I am puzzled that those of us who depend on the will of the people can overlook the fantastic impact this win had on the people of East Pakistan.

The murder, rape, looting, burning, and genocide practiced against those whose only sin was to win a fair and free election and which caused 10 million Bengalis to flee to India totally removes this question, in my view, from the queasy legalism of "an internal matter of Pakistan." Not only are the refugees not "an internal matter of mankind," not only are the forces of Bangladesh fighting to capture what they had won by voting, but the Indian Army is being supported by the overwhelming majority of the Bengalis who make up the population of East Pakistan.

President Yahya Khan took a number of measures which he hoped would be designed to lure the Bengalis back into supporting, if they ever really did, the cause of a united Pakistan. But at each step of the way he was violently opposed by the Bengalis. He appointed several East Pakistanis to the regional assembly and to the national assembly. Many of these people, most of whom were resoundingly defeated by Awami League candidates in the general election, were promptly assassinated by the Mukti Bahini. In spite of some assurances of trying to deal with the real leaders of the Awami League, the only legitimate spokesman for Bangladesh, the real leader, Sheikh Mujib still languishes in prison on trial for high crimes against the State of Pakistan. Appeals from all over the world to release Sheikh Mujib have gone unheeded by President Yahya. Yet we are told that India is the aggressor.

One Overlooked Point

Mr. Speaker, I do not want to discuss in any length today American responsibility for the tragedy in Bangladesh. The record is not a creditable one, but is especially lacking when compared to the restraint, compassion, patience, and statesmanship of the Government of India. There is enough blame to go around to all the nations of the world. And some of this blame surely should find its way to the People's Republic of China.

U. S. aid to the Government of Pakistan is but a fraction of that received from the People's Republic, particularly arms, and this aid is being used in an attempt to crush the Bengalis. And what is the struggle for Bangladesh, which began immediately after the Pakistani Army's sweep of March 25. It is "a war of national liberation," Mr. Speaker, and the major source of support for those trying to crush it comes from the People's Republic of China.

Conclusion

Let me conclude by reviewing the points I have made.

First. The crisis began when President Yahya ordered his troops to overturn the results of a free and fair election, by an attempt to literally exterminate the winners and their supporters.

Second. Ten million refugees fled to India and the only way she could have stopped the flow would be by a slaughter at the border equal to the slaughter inside East Pakistan.

Third. The security and stability of India itself was threatened by the civilian aggression" and by her massive and continuing humanitarian efforts to care for the

refugees, while the U. N. and its members ignored the terrible slaughter and the refugees which resulted.

Fourth. India exercised great restraint for 8 months in the face of continued provocations, that few people would even acknowledge were really happening.

Fifth. President Yahya gave no indication of releasing Sheikh Mujib who Yahya himself said was elected to be the Prime Minister of all of Pakistan, and his efforts at conciliation were totally rejected by the Bengali people and seen as merely "cosmetic" measures by informed observers around the world.

Sixth. India whose appeals for help were ignored, therefore acted in the only way possible to rid herself of the intolerable burden of the refugees and to save the lives of those Bengalis remaining inside Bangladesh, for there is no cessation of the murder of the Bengali people by the army. The victims continue to be referred to as citizens of Pakistan by President Yahya, yet he has unleashed genocide on people he claims to be his own.

Seventh. The Indian soldiers are being welcomed as liberators by the people of Bangladesh.

Mr. Speaker, no effective case can be made that stands up under informed scrutiny which places the blame on India for creating this crisis. To try to make such a case only intensifies the loss of Indian respect and regard for the United States and nourishes the roots of continued tragedy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নতুন জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবেঃ ম্যাকক্লসকি	প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

NEWS FROM:
REP. PAUL N. McCLOSKEY, JR.

December 9, 1971

Congressman Paul N. McCloskey (Rep-Calif.) said today that "the United States, it appears to me, must ultimately recognize Bangladesh as a new nation."

In a statement issued from his Washington office, McCloskey said he had "only one reservation" about U. S. recognition of Bangladesh.

"That reservation is whether there are enough survivors of the 167 delegates chosen in their free elections last year to run a government.

"If there are, then it seems to me this nation should follow its anticolonial heritage and recognize Bangladesh as a new nation.

"It appears impossible for West and East Pakistan to be ever remitted given the actions of the West Pakistan army against the Bengalis," Mcclo skey said. "Estimates of those killed by the Pakistan army over the past eight months range between 200,000 and one million people. There appears to have been a systematic attempt to wipe out the Awami League party which won an overwhelming victory in the elections of December, 1970.

"We should also be preparing a massive U.S. relief effort to supplement United Nations relief programs, not only for the 10 million refugees now living along the Indian border, but also for the nearly 70 million people remaining in East Pakistan. Over 4,000 children per day are estimated to be dying of malnutrition and disease in the refugees camps alone."

In a letter to colleagues, McCloskey asked for their participation in a "People to People" effort-33 a day, $ 10 a month contribution-for 10 million Americans to help keep 10 million Pakistanis alive until the current crisis eases.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্রের উচিত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করাঃ হেরসটাস্কির বক্তৃতা ও প্রস্তাব	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

H 12202 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** *December* 9, 1971

New Nation of Bangladesh

Mr. Helstoski. Mr. Speaker, I am today introducing a simple House resolution calling on the administration to extend full diplomatic recognition to the new nation of Bangladesh.

My resolution the test of which I shall include in the RECORD at the conclusion of my remarks, speaks for itself. The Government of Pakistan, through its heinous repression of the Awami League and the civilian population of East Bengal has forfeited any claim to the allegiance of the citizens of that region. The civil war which was initiated by Yahya Khan on March 25 and the recent outbreak of hostilities between India and Pakistan have sealed the fate of Pakistan as a unified nation.

Mr. Speaker it is only a matter of time before Bangladesh is an independent country. This morning's reports from that region indicate that Indian forces and the Mukti Bahini have surrounded and nearly defeated the Pakistani Army in what was once East Pakistan. I see no reason why victory will not be in the hands of these forces very shortly.

The United States if acting only from realism should take note of these recent developments and extend diplomatic recognition to this new nation of Bangladesh. But reasons more compelling than international political pragmatism should prompt our Government to reverse its callous policy of support for the repressive Yahya regime and face up to the facts of life in South Asia.

Since March 25, our Government has, through its policy of silence, countenanced the genocide! attack which the West Pakistani Government launched against the - East. India's vehement protests that this civil war, which had driven 10 million refugees into the environs of Calcutta, must be ended through international pressure on Yahya Khan fell on deaf ears in the White House and Foggy Botton. The unresponsiveness of our Government and its addiction to cold-war attitudes which required continued support of the Yahya government, served only to heighten tensions in South Asia and drive India to a friendship pact with the Soviet Union. The bankruptcy of our Government's ambivalent policy toward the tragedy of Bangladesh is no better exemplified than by the administrations allowing arms shipment to continue to Pakistan for 8 months after the outbreak of the civil war.

Our policy of equivocation and appeasement of the Pakistani Government must end if the United States is to regain its good name in South Asia and hope for any measure of influence there in the decades ahead. Unfortunately, even in light of the rapidly changing

political and military situation surrounding Bangladesh, the U. S. Government fails to divorce itself from the Yahya dictatorship.

American policy in South Asia, thus, must be modified. The resolution I am introducing today provides us with a broad, new South Asian policy framework which would serve the interests of the United States and the peoples of South Asia well.

Apart from granting belated American recognition to the valiant independence efforts of the people of Bangladesh my resolution calls for an immediate cease-fire coupled with withdrawal of all foreign troops from all sectors of South Asia. This would mean, among other things, withdrawal of Indian troops from Bangladesh and a Pakistani withdrawal from Kashmir. We must not ignore, as well, the plight of West Pakistani troops now surrounded in Bangladesh. In light of the atrocities perpetrated by the Pakistani Government in the past 9 months, it is not surprising that revenge might be wreaked on these survivors by elements in Bangladesh. However, simple morality and respect for international law requires that no reprisals be undertaken. Accordingly, my resolution calls for prompt-and safe repatriation of these West Pakistani troops we must also press for similar treatment of Bengalis now in West Pakistan.

And of course, my resolution recognizes that immediate efforts must be made to repatriate the millions of homeless refugees now in India. Our traditional American policy of giving succor to the suffering of the world dictates that we take the lead among developed nations in providing funds and material for this repatriation effort.

Mr. Speaker, I am convinced that time and a sense of belated concern for the masses in East Pakistan will require eventual recognition of Bangladesh. Why not initiate such a policy now before the people of that new nation are totally alienated from the United States as well as from their former government in Islamabad? We must recover our sense of justice and morality in the field of foreign affairs. A start can be made by undertaking this long-overdue revision of our policy toward the people of South Asia.

RESOLUTION

Expressing the sense of the House of Representatives relative to the crisis in South Asia.

Whereas the people of East Bengal voted overwhelmingly last year for self-determination and autonomy, and

Whereas the government of Pakistan has engaged in a ruthless suppression of the civilian population of that region, has slaughtered hundreds of thousands and has driven 10 million refugees into India, and

Whereas the government of Pakistan has thereby forfeited any moral authority over East Bengal and has permanently and totally alienated the population of that region, and

Whereas the government of the United States has consistently failed to take note of the moral imperatives for ceasing support of the brutal and anti-democratic government of Pakistan, and

Whereas the current crisis has been aggravated by hostilities between India and Pakistan: Now, therefore, be it

Resolved, that it is the scene of the House that:

(1)The United States government should immediately take steps to modify significantly its policy in South Asia, especially with respect to the serious deterioration of its relations with the Government of India,

(2)The current embargo on arms shipments to both India and Pakistan should be extended indefinitely, and the United States should scrupulously, avoid any military involvement in South Asia,

(3)The President should extend full diplomatic recognition to Bangladesh as a free and independent nation,

(4)The government of the United States should press for a total ceasefire in South Asia, coupled with complete withdrawal of all foreign troops from Bangladesh, Pakistan and India, including Kashmir,

(5)There should be a swift respiration of all captives and refugees and full compliance with international law governing the treatment of prisoners and the conduct of war,

(6)There should be held, as soon as peace is restored, free elections in Bangladesh to establish a provisional government, and

(7)The United States government should undertake maximum diplomatic efforts and should provide full economic and humanitarian relief assistance to aid in the attainment of the goals of this resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
দক্ষিণ এশিয়ায় অনুসৃত মার্কিন নীতিঃ সিনেটর কেনেডির ভাষণ	সিনেটের কার্যবিবরণী	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 11,1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** S 21451

FAILURE OF U.S. POLICY IN SOUTH ASIA

Mr. Kennedy. Mr. President, a tragic and senseless war-a war as unnecessary and as senseless as all wars-continues to spread today across South Asia. There has been during the last few days a great deal of handwriting and rationalizing over why and how this war came, who is responsible for it, and what can be done about it.

Over just the last 3 days there has been an unusual flurry of briefings by nameless high-level spokesmen within both the Department of State and the White House attempting to clarify this administration's policy toward the crisis in South Asia-a policy which still, to many Americans, defies understanding.

For despite these briefings, and counter briefings, and off-the-record statements, our Nation's policy toward the 8-month-old crisis in East Bengal remains as unclear and as contradictory as it has from the beginning.

During these 8 long months of bloodshed and tragedy in East Bengal our Government has placed out foreign policy toward Pakistan on an alter of leverage, insisting that silence could bring influence-that by avoiding the condemnation of genocidal acts by the West Pakistan Army against the people of East Bengal, it would somehow stop that genocide-that by continuing the shipment of American military equipment to the Pakistan army, the army would somehow stop using it to suppress East Bengal. But surely there is no more specious an argument than this, which says that to have leverage we must contribute to, and support, the very problem we seek to address.

As outlined this week by anonymous White House spokesmen, the United States over the last several weeks has engaged, in what they call "A Hectic Race Against Time" to achieve a solution that would avoid war. But, Mr. President, it is fair of us to ask when, if ever, this "race against time" began.

Did it begin, for instance, in mid-July? Certainly, the situation then in South Asia was not basically different than it is now or has been from the beginning. And between July 7 to the 14th our Government had a peculiar opportunity to influence events on the subcontinent.

To refresh our memories, the situation at that time in East Bengal was that the Pakistan Army was touring the countryside killing members of the banned Awami League Party, and slaughtering in the process thousands of innocent men, women, and children. Over 7 million refugees found it necessary to flee to India in order to escape the bloody terror of repression-some 45, 000 were fleeing each day. The freely elected

leader of East Bengal Sheikh Mujibur Rahman, was still in jail. In West Pakistan, President Yahya Khan was vowing to condemn Sheikh Mujib for treason and sought to normalize the situation in East Bengal by forming a puppet government of politicians sympathetic to the military regime. Martial law was tightening is grip on the cities, and the threat of famine stalked the land.

In India, relief workers were struggling to deal with the largest human tide of refugees in modern history: Attempting-but not succeeding-in providing minimal shelter, food and medicine to a hopeless people dying by the thousands under the monsoon rains. As India strained under the refugee burden a cost which has totaled more than all the funds it has received in foreign aid for economic development this year-Indian leaders complained that they could not withstand the pressure much longer, that the refugee flow must be stopped, that it would be cheaper to go to war than suffer this intolerable drain on its society.

Such, then, was the desperate situation in South Asia last July, when Mr. Henry Kissinger travelled to India and Pakistan while on a world tour. He was, we were told, the President's Personal representative to speak to the leaders of India and Pakistan about the conflict in East Bengal, and its repercussions on the stability of the region. Many Americans were gratified that the intensifying conflict in South Asia was finally receiving the attention and the priority it deserved by the highest officials of our Government. Until then, many of us in congress had worried over the silence and inaction that had characterized our Government's policy toward the crisis-a silence and a lethargy made clear to me during hearings on June 28 of the Subcommittee on Refugees, for which I serve as chairman.

When Mr. Kissinger disappeared for several days from public view while visiting President Yahya khan in Islamabad, many speculated-and all of us hopped-that he was secretly trying to get at the root of the problem in South Asia by visiting Sheikh Mujib, jailed in secret, near Islamabad.

But as we now know, Mr. Kssinger was neither negotiating nor primarily concerned about the root cause of the conflict in South Asia, but rather about America's policy toward China.

Mr. President, if we have been in such a "race against time" for peace in South Asia, as White House spokesman now tell us then where was the President's representative racing off to last July? Certainly not toward a peaceful resolution of the conflict ranging in East Bengal-a conflict that was then already 4 months old. Rather he had headed toward Peking and more substantive negotiations unrelated to the refugee tragedy which he refused to see firsthand in South Asia.

Mr. President, as I said in this Chamber just 3 days ago, this administration has rightly taken pride in its efforts to reestablish contract with one-fifth of mankind's population in China. But are we at the same time-by neglect, by wrong-headed, short-sighted policies-going to allow one-sixth of mankind, located in India, the world’s largest democracy, to become permanently alienated from the United States? In our rush to place

a new priority on China, arc we going to simultaneously relegate India-a nation with which we have had 25 years of productive relations-to a new low in our priority?

The fact is that throughout the past 8 months of crisis, our Government has consistently sought to minimize the seriousness of the situation in South Asia. At the very beginning of the crisis-during the days immediately following the bloody night of March 25, and after our Government knew of the situation from secret cables sent from Dacca by our Consul General-the Department of State refused to be candid, publicly or otherwise, even in announcing the emergency evacuation of American personnel and dependents. Instead of calling it an evacuation-which would have implicitly confirmed the reports of violence and repression, which the Pakistan Government was explicitly denying at the time-the State Department reached into its bag of euphemisms and called the exodus of U.S. personnel a simple thinning out of Americans.

My concern over these early signs of disaster in East Bengal, and over our Government's inaction, were first stated on the Senate floor last April 1.I reiterated these views on April 6 in a letter to Secretary of State Rogers. My letter said in part:

Reports from East Pakistan continue to tell of human tragedy as a result of the current civil war. Indications last week of indiscriminate killing and the threat of famine prompted me to express my deep concern over this situation on the Senate floor. The latest evidence from the field services to confirm my worst fears.

Frankly it distresses me that our Government should be so silent-both privately and publicly-on the disaster overtaking Pakistan.

I fully appreciate the immense difficulties involved in the East Pakistan issue. However. I believe our Government should protest actions that involve the widespread and indiscriminate shootings of civilians, particularly when American arms are being used. More importantly, we should do what we can to encourage an end to the violence, directly or through others. We should actively support and contribute to a relief program to help meet the humanitarian needs produced by the conflict. It would be reassuring to me and to many Americans, if we could be informed of our Government's active concern in these matters.

Subsequently, our Government down-played the threat of food shortages and famine in East Bengal, and understated the role of American arms in our relations with the Yahya regime. These facts, Mr. President, are well documented in the hearing of the Subcommittee on Refugees and arc outlined in my November 1 report to the subcommittee. I ask unanimous consent that these excerpts from my report be printed in the RECORD at the conclusion of my remarks.

Mr. President, we find that after 8 months of calculated indifference to the escalating tragedy in East Bengal-after months of silence in the face of massive human tragedy-the highest officials of this administration now tell us that they were in a "race against time" to preserve peace. But it is apparent that this "race" began only a few weeks ago-and far too late to be effective or even relevant.

American officials over the weekend condemned India because-to use the words, of one unnamed State Department source-'India wanted to move too rapidly for the process of political evolution in East Pakistan which the United States was promoting." What is too rapid in a crisis that has festered 8 long months-where in refugee camps children are dying at the rate of 4,300 each day, and countless thousands more go without food or shelter. Perhaps if Americans were faced with starving and wounded refugees pouring over our borders at the rate of 45,000 each day, we, too, might then move rapidly.

Although the resort to armed force to settle international disputes can never, of course, be condoned, we cannot but be dismayed that the situation in South Asia has been neglected to the point where both Pakistan's and India's armed forces are now involved in the fighting launched by President Yahya Khan attack on the night of March 25. But to now assign "blame", in the way that this administration has, is not only counter- productive, but dishonest.

The rationalizations stated this week by White House spokesmen leave several erroneous impressions, Mr. President, as well as deliberately misrepresent certain facts. For example, the assertion that the Government of Pakistan agreed "in principle to negotiations with Bangladesh representatives, and, that the United States offered a "plan' to India to avoid war and provide negotiations.

Well, the facts are now coming out, and they document that the scenario of events was far more complicated than these spokesmen would have us believe and the so-called plan for negotiations was something less than concrete. In fact, official reports from the field indicate that at no time did President Yahya Khan ever agree, without many qualifications, to a pledge to undertake negotiations with high-level Bangladesh representatives. More importantly, at no time has President Yahya Khan agreed to release or even to directly negotiate with Sheikh Mujib-the man who remains at the heart of the East Bengal crisis.

More distressing still, Mr. President, is the evidence of Pakistani intransigency reported this week by the distinguished senior Senator from Ohio, who recently returned from a visit to both India and Pakistan. In reporting on his visit, Senator SAXBE states, and I quote:

I suggested to President Yahya that he proceed with granting at least a degree of autonomy to East Pakistan. He told me he was willing to do this and he seemed very sincere. But 10 hours later, Pakistani planes bombed six military airfields inside India and this, in turn, triggered a land invasion by India.

Yahya Khan lied to me. He had planned that bombing mission at the time he talked to me. I believe the shooting war could have been averted and India could have been kept from launching an invasion if Pakistan had granted autonomy to East Pakistan.

Equally as disturbing, Mr. President, are reports yesterday from officials in the field that indicate that as long ago as the middle of October, the U.S. Ambassador to India was instructed to call upon the Indian Foreign Minister in new Delhi to warn India that American sources predicted that Pakistan planned to escalate tensions along the western

borders of India if the Bengali guerrillas, the Mukti Bahini, intensified their activities along the eastern borders in East Bengal. Indian leaders were officially warned that such an escalation, even if undertaken by Pakistan, would have "serious effects on Indo-American relations." There was little suggestion that such a development would affect United States Pakistani relations. No plan for peace or direct negotiations involving Sheikh Mujib was reportedly offered-just warning that if India did not curtail its Support of the Bengali guerrillas then war would be inevitable or so predicted American officials in October-2 months ago-without any meaningful alternative offered to India by U.S. officials.

Mr. President, as our national leadership has been incredibly silent during the past 8 months, the specter of human deprivation and violence has engulfed South Asia. It is now a late stage in the crisis, but the opportunity still exists, I believe, for our Government and the international community to make a positive contribution toward the peace and relief of the area.

By ourselves we cannot solve the crisis, and by no means should we become directly involved in it. But to a degree we are already "involved"-our guns and equipment are involved, our economic aid, and our diplomacy-so it is not a question whether we should become involved, but how we should become involved, but how we should use our present involvement.

As Prime Minister Indira Gandhi wrote in a letter to our Government just a few weeks ago:

I hope that the vast prestige of the United States and its wisdom......... will be used to find a political solution acceptable to the elected representatives of East Bengal and their leader Sheikh Mujibur Rahman. On my part I shall make every effort to urge patience on our people. However, I would be less than honest if I were not to repeat that the situation in which we find and ourselves has long been an unbearable one.

Mr. President, for the international community to help resolve this crisis we must press for a standstill cease-fire that will provide the "cooling off' period necessary to begin immediate and simultaneous negotiations between India and Pakistan-and between Islamabad and its Bengali opposition under the leadership of Sheikh Mujib. The purpose of the Indo-Pakistan talks would be to restore the 1965 cease-fire along the western borders, while the Islamabad-Bengali negotiations would determine the future status of East Bengal.

Anything short of this will mean the continuation of the war and even greater tragedy. And so I urge again that our Government must turn its policy around-to begin to consider the source of the violence, not just the manifestations of it-and move on a political settlement in East Bengal....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের জন্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজঃ সিনেটর স্টিভেনশন-এর বিবৃতি	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৪ ডিসেম্পর, ১৯৭১

December 14, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** S 21629

U. S. Naval Ships for Pakistan

Mr. STEVENSON. Mr. President, in the name of neutrality toward India and Pakistan, the administration has called for a cease-fire accompanied by withdrawal of military forces from foreign territory.

It is a strange brand of neutrality that favors one party more than the other. The Bengali victims of a new wave of West Pakistani genocide will not view our policy as neutrality. If the birth of a new nation is aborted, those who have fought and bled for the creation of that nation will not view our policy as one of neutrality. A policy which thwarts self-determination and alienates the largest democratic nation in the world is not neutral, it is utterly wrong.

Others have catalogued a variety of ways in which we have been neutral in favor of Pakistan.

Our professed neutrality is made even more doubtful by the fact that two U.S. Navy vessels are serving with the Pakistani Navy at the present time. One of these vessels, an attack submarine, is on loan without the loan agreement required by congressional legislation.

They are the Diablo, a 311-foot. 2,400-ton attack submarine, with 10 torpedo tubes; and the Mission Santa Clara, a 530-foot, 16,650-ton capacity, 160-man crew naval cargo ship. The Pakistanis have rechristened them as the Ghazi and the Dacca respectively.

These ships were provided to Pakistan under the ship-loan programs of the U.S. Government, through which 295 U.S. Navy vessels are now on loan to 37 nations.

In the case of Pakistan, it is difficult to understand how the loan of these vessels could have been justified, even assuming that it is sound to attempt to counter Chinese and Soviet influence in South Asia by providing Pakistan with military support. The fact is that these vessels were given to a nation which does not share navigable waters with China or the Soviet Union, but does share them with India. The result is not a lessening of Soviet influence in South Asia-quite the contrary. By providing Pakistan with ships, tanks, and other military equipment which can be used only in conflict with India, we enhance Soviet influence in India and create a situation in which the superpowers engage in a vicarious arms race on the subcontinent. As we have seen in recent weeks, it is the innocent people of India and Pakistan who ultimately pay the price.

The loan of ships to Pakistan underscores a serious defect in our entire ship loan program. If ships owned by the United States are loaned to another nation and

subsequently used by that nation in a military conflict, the appearance of U.S. complicity is greater than it would be if the ships had been sold or granted outright.

The countervailing advantage of a loan program is that at a later date we can get the ship back. In practice, however, this advantage turns out to be a theoretical one. Once the recipient nation goes to the expense of refurbishing or reequipping a vessel, it is unlikely that we would insist on the return of the vessel. Even when the legislation authorizing the loan expires, as it has in the case of ships loaned to Chile, Peru, and Pakistan, we have not pressed for the return of the vessels.

We gain nothing by making loans which are not really loans, and there is much to lose. By permitting nations to keep vessels even after the authorizing legislation has expired, we encourage them to disregard other legal obligations to the United States. By retaining ownership but not control, we leave ourselves open to embarrassing incidents. It is not in the interests of the United States for Ecuadorians to seize U.S. fishing boats with U.S.-owned naval vessels, or for the Pakistani to have U.S.-owned vessels at its disposal for possible use against India.

For all of these reasons, the ship loan program should be subjected to a searching reexamination, with a view toward phasing it out at an early date.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরে কেন? সিনেটর ইগলটন- এর বক্তৃতা	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

S 21694 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE *December* 15, 1971

U.S. Intervention in Indo-Pak War?

Mr. EAGLETON. Mr. President, why is the U.S. carrier Enterprise in the Bay of Bengal? Why is an American task force reportedly steaming toward Asia's newest shooting war?

The fact that the Enterprise is in the Bay of Bengal seems indisputable. Marvin Kalb of CBS, so reported this morning. The administration's official comment remains "no comment," and under the circumstances this can only be taken as confirmation.

Secretary Laird, in his Monday statement that he would not comment on ship movements, did allude to "certain contingency plans that would cover evacuation situations." At first reading, one would normally take this to mean evacuation of Americans, and no one disputes the President's established right of rescue.

The Americans remaining in Dacca, however, apparently are there voluntarily. This morning's New York Times reports that-

Forty-seven Americans were among the foreign nationals who had chosen to remain in Dacca instead of joining air evacuation of foreigners from the beseiged East Pakistan capital.

Perhaps there are other Americans elsewhere in East Pakistan who might need to be rescued.

But could the Secretary have had reference to the evacuation of other American citizens? Is the Enterprise steaming toward East Pakistan with contingency plans for the rescue, for example, of West Pakistani troops?

This might sound like an act of mercy at first blush, although one could ask where the administration's mercy was when these same soldiers were butchering Bengalis in East Pakistan. Actually intervention to rescue Pakistani soldiers would be an act of war against India, which doubtless wants to hold as many captives as possible as a pawn for later negotiations.

Whatever the Pentagon's intentions regarding the rescue of Pakistani soldiers. Mr. President, I would like to point out that the Pakistani high command undoubtedly thinks and hopes the presence of the Enterprise will somehow relieve its garrisons in East Pakistan-which means that these garrisons will be ordered to hold out-which means that there is certain to be more killing than necessary. Would it not have been more humane to stay out of this situation completely, and press the Indians to accept the good offices of the Red Cross for the protection of any and all Pakistani prisoners they may capture?

Let us ask a further question: Is the Enterprise in the Bay of Bengal to "show the flag" to offset the increasing Soviet influence in India? If this is what the Commander in Chief has in mind, how far is he willing to go?-to enter the war against India?-to attack Russian ships in the area? If not, are we not engaged in an exercise in paper-tigerism?

Mr. President, I should like to point out that increasing Russian influence in India stems from an Indo-Soviet friendship treaty signed last summer when this administration had persistently refused to address itself to the situation in East Pakistan. Eight to 10 million refugees have fled to India, placing an insupportable burden on her scant resources. Did the President not have enough influence with his friends in West Pakistan to impress upon them the futility of their repression? If we had strongly condemned Pakistan's actions rather than standing silent, could we not have helped forestall the present conflict?

When India needed friends, the Russians were there and we were not. As war on the Indian subcontinent became more and more inevitable, we took no significant steps to prevent it.

Mr. President, it appears that we are taking actions which at best can only prolong the agony of East Pakistan and which at worst may involve Americans in a further shooting war in Asia.

We have acted too late to do the people of East Pakistan any good-too late to help preserve the peace-but just in time to risk turning a local war in Asia into a big-power confrontation.

It is hard, I admit, to imagine that we might now become involved, even peripherally, in another Asian war. It would be inconsistent with the President's Guam doctrine and with his hopes for a "generation of peace." I still cannot believe that the administration wants to become involved. I am relieved that there has been no effort to invoke our treaty relationships with Pakistan, which would, in any case, require congressional approval.

But as I have watched our policy toward Pakistan and India ricochet from mistake to mistake, I have to wonder if we have the skill to avoid an accidental involvement.

The President obviously takes the Soviet role in South Asia most seriously-seriously enough so that "a high White House official" has raised the possibility the President might cancel his cherished trip to Moscow. Moreover, the dispatch of the Enterprise is a most serious step, whatever the motivation.

So my purpose today is to raise some warning flags before Members of Congress and before the American people-before we once again find that it is too late.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্য ফ্রিলিংঘুসের	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 15, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** H 12641

India Opens a Pandora's Box

Mr. Frelinghuysen. Mr. Speaker, it is impossible not view the continuing military activity of India against Pakistan with alarm. What is being attempted, apparently with success, is the deliberate dismemberment of one country by its neighbor India, of course, is much the bigger country and with far greater military strength, so the developments are not surprising.

It is most disheartening, however-indeed astonishing-that the world just stands by and watches this process. Although an overwhelming majority of the member nations of the U N are understandably opposed to this use of military force and seek a cease-fire and mutual troop withdrawal, it has not yet been possible even to get a statement of policy adopted by the U N Security Council.

Some argue, Mr. Speaker, that since it is inevitable that East Pakistan will become independent eventually, that India should be excused for hastening this process. I for one cannot accept this reasoning. To me India's actions are clearly aggressive in nature. They should not be condoned. By her decision to use force against her traditional enemy she has opened up a Pandora's box of troubles, for herself and the community of nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংগ্রেস সদস্য মিঃ রেরিক কর্তৃক জাতিসংগের সমালোচনা	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 15, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-** *Extension$ of Remarks*
E13507

U. N. Peacekeeping: Only to Advance International communism
In The House of Representatives

December 14. 1971

Mr. Rarick. Mr. Speaker, again and again we see evidence appearing indicating the futility of the United Nations as a peacekeeping organization.

The United Nations Organization is not now, and never has been, an organization capable of keeping peace. The only evident facts of history indicate otherwise-both Korea and Vietnam were and are U N. wars.

The solution, Mr. Speaker, is not a reduction of U. S. contributions to this international sinkhole-it is absolute and total withdrawal from this Communist-dominated organization. Three times the U. S. Government has offered resolutions calling for a cease-fire in the India-Pakistan conflict; three times this resolution has been vetoed by Soviet Russia.

Certainly the implication is clear. Now that Red China occupies a seat on the Security Council, we can expect that one or the other of the two Communist powers will veto U. S. resolutions-unless we ourselves submit to their control and offer resolutions in keeping with their avowed drive for Communist world domination.

No, Mr. Speaker, the answer is not a reduction in U. S. appropriations to the U. N. It is total and complete withdrawal from (he U. N. and its related agencies.

I say again lo our colleagues, this can be accomplished by signing discharge petition No. 10, which I have at the Speaker s desk, calling H. R. 2632 from the consideration of the House Committee on the Judiciary and forcing a floor vote on continued U. S. membership in this international Communist debating society.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাক-ভারত যুদ্ধঃ কংগ্রেস সদস্য ফ্যাসেল-এর বক্তৃতা	পতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 17, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-HOUSE** H 12733

The United States and The India-Pakistan War

Mr. Fascell. Mr. Speaker, words are inadequate to describe the war which continues between two of the world's largest a nations despite the surrender of Pakistan forces in the East. Every effort must be made to halt the fighting between India and Pakistan as soon as possible.

Where is the United States in all of this? I agree totally that we must avoid getting involved in the fighting. But while we cannot decisively affect the course of events we do retain great influence. To date that influence has not been used as it should have been used. From the beginning of the present crisis a year ago the United States has turned a totally deaf ear to the pleas of the people of Hast Pakistan who, having gone to the polls in a free election; saw the results of that election overturned and a regime of terror and oppression instituted.

President Khan has been a faithfully. For that we are grateful. And I am sure we will continue to honor our commitments to Pakistan when they can be fulfilled but not in the context of the war.

While it may be wrong that Indians resorted to arms to halt the flow of refugees and perhaps to right old wrongs under a cloak of humanitarianism, we in the United States must ask ourselves what did this Nations do to give India hope of a peaceful alternative? What did we really do to prevent this war?

As in other areas of the world it appears that the United States had no real overall policy forged to meet the realities of 1971 on the subcontinent. It seems we have reacted to a new set of circumstances based on worn-out old premises. Hence our almost total support for Pakistan.

It seems to me that our policy has been wrong not just on the merits of the case but on the basis of our own self-interest. But now is not the time to debate the rights or wrongs of that policy. The situation is rapidly deteriorating in East Pakistan. It is time for the United States to act to prevent needless bloodshed in the wake on of an apparent Indian victory. From the movements of U. S. naval vessels reported in the press this morning and from the apparent warning issued yesterday to Moscow at an anonymous White House briefing yesterday, it would appear that the President is contemplating some kind of action on the subcontinent. If he is, I hope he will take the Congress into his confidence and not await our adjournment to take any action with such a possible profound implications.

Mr. Speaker, while I would not necessarily be opposed to the use of U. S. helicopters
to prevent slaughter of the survivors and to save U. S. citizens from danger, such a serious step should be taken only if—

First, it is essential for humanitarian purposes;

Second, Congress is as fully consulted as possible; and

Third, every attempt is made to gain the concurrence of the Indian Government in any humanitarian efforts we may make.

I remain totally and unequivocally opposed to the use of any U. S. military forces for other than totally defensive or humanitarian purposes until and unless Congress has been consulted.

If any action is contemplated, I hope the President will avail himself of this opportunity to carry out his often expressed desire to keep the Congress fully advised on major world developments.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কংগ্রেস সদস্য পল ম্যাকক্লস্কির ৩ দফা	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

December 17, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD**-*Extensions of Remarks*
E13714

Congress Enacted Aid to India and Pakistan

Mr. McCloskey. Mr. Speaker, today, as our last act in 1971, the Congress has enacted an appropriation bill for the assistance of refugees in India and Pakistan.

In view of the fact that the Nixon administration today is continuing to pursue power politics in the Bay of Bengal, and particularly in view of the administration's deliberate concealment over the past 9 months of the facts surrounding the systematic execution of East Pakistani political leaders, I think it incumbent upon us to recommend a change of direction in U. S. foreign policy to accompany this appropriation.

I would, therefore, recommend a three point U. S. Christmas program for the people of East Pakistan.

First. We should recognize the new nation of Bangladesh, with the hope that the survivors of the freely elected East Pakistani leaders of year ago can continue with their announced program of creating a democratic government for the new nation.

Second. Instead of sending a task force to the Bay of Bengal, we should be sending in food and hospital ships to assist the people of Bangladesh. At the present time, the hospital ship, U. S. S, *Sanctuary*, is berthed at Mare Island in California awaiting overhaul. I suggest that we send the *Sanctuary* to Bangladesh to replace the nuclear carrier Enterprise and the other ships of its strike force.

Third. We should exert all possible pressure on Pakistan to release Sheik Mujib and other East Pakistani leaders in return for the repatriation of the West Pakistani troops who have just surrendered.

Instead of complaining about Indian aggression in a war in which our own silent acquiescence in savage repression and genocide by West Pakistan helped initiate, we should be trying to support a new democratic government and the exchange of all prisoners on both sides without further bloodshed. Instead of sending warships, we should be sending food and medical supplies and facilities, particularly in view of the Christmas season where we in America-.have such immense affluence for which to give thanks.

Finally, we should advise the administration that the Congress will no longer a acquiesce in the administration's concealment of factual information which is necessary to our own congressional responsibility under the Constitution. The continued refusal of the State Department to provide Congress with the responsibility under the Constitution. The genocide which started in East Pakistan last March caused a tragic delay in the change of a U. S. policy which was and is indefensible.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিটলস সংগীতানুষ্ঠানে বাংলাদেশে শান্তির জন্য ৫ সহস্রাধিক মার্কিন নাগরিকের যে আবেদনটি প্রচার করা হয়েছিলঃ কংগ্রেস সদস্য বিংহ্যাম	প্রতিনিধি পরিষদের কার্যবিবরণী	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Dec. 17, 1971 **CONGRESSIONAL RECORD-** *Extensions of Remarks* **E 13791**

PETITION FOR PEACE IN EAST BENGAL

Mr. BINGHAM. Mr. Speaker, on Sunday, August I, 1971, 40,000 people packed Madison Square Garden in New York city to hear concerts by two members of the original Beatles rock group and other entertainers. The proceeds were donated to the United Nations to be used for the relief of the millions of suffering refugees in Hast Bengal.

At the concert, a petition was circulated and signed by more than 5,000 people. The petition urges the U. S. Government lo protest the atrocities being committed at that time by the military Government of West Pakistan and to stop all U. S. aid to that government. I introduced the petition under clause 1 of House rule XII for reference to the appropriate committee of the House, the committee on Foreign affairs.

A great deal has happened in East Bengal, of course since this petition was circulated. Peace has been largely achieved. But the refugee problem, to which the petition is also addressed, remains to be solved.

The text of the petition and the names of all who signed it follow:

PETITION

In the name of humanity-Peace must be restored in East Bengal immediately Harassment and murder of defenseless civilians must stop and satisfactory conditions created for repatriation of refugees.

United States Government must-Protest Pakistan's military atrocities; stop support to Pakistan's junta; and Stop military and economic aid to Pakistan. East Bengal's agony must be alleviated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ একটি নতুন জাতিঃ সিনেটর চার্চ	সিনেটের কার্যবিবরণী	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

S 1860 **CONGRESSIONAL RECORD-SENATE** *December 17.1971*

BANGLADESH: BIRTH OF A NATION

Mr. CHURCH. Mr. President, the new nation of Bangladesh, pursuing its war for independence successfully, with the help of India, is coming into being. By all reports, its concept of government will be social democracy; the future of its economy is uncertain; however, according to one western observer, "economically Bangladesh will be better off than it ever was as part of West Pakistan."

____

যুক্তরাষ্ট্র

বেসরকারী দিলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে
আমেরিকার জনগণের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পোকিস্তান সংকটের পটভূমিকা	রিপন সোসাইটি	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

PAKISTAN: BACKGROUND TO A CRISIS
A Ripon Society Position Paper
April 3, 1971

This paper was reviewed for the Ripon Society by a committee consisting of:

J. Lee Auspitz
President
Ripon Society

Stephen A. Marglin
Professor of Economics
Harvard University

Custav F. Papenek
Lecturer on Economics and
former Director, Development Advisory Service
Harvard University.

HISTORY OF ECONOMIC AND POLITICAL DOMINATION OF EAST PAKISTAN

In many ways East and West Pakistan have never been one country. Even at its strongest, the bond between East and West Pakistan was somewhat tenuous. They are physically more than 1,000 miles apart, the people speak different languages, have different cultures and different economics. They have in common religion, a short history, and the same Central Government.

Since the formation of the state of Pakistan 24 years back, the East Bengalis have derived little benefit from the association other than a limited sense of security that the Hindu landlords would not be able to returns and repossess the land.

It has become increasingly apparent that the economic and political interests of the East Pakistanis have been systematically subordinated to those of West Pakistan. Even the Central Government's highest planning authority was forced to take official notice of the widening economic disparities between the two regions. A recent report by a panel of experts to the Planning Commission of the Government of Pakistan showed that, while average (per capita) income in the West was 32% higher than in the East in 1959-60, the disparity had almost doubled to 61% ten years later in 1969-70[2].

The Central Government's instruments of tariffs, import controls, industrial licensing, foreign aid budgeting, and investment allocation have been used to direct investment and imports to develop high-cost[3] industries in West Pakistan whose profitability is

guaranteed by an East Pakistan market held captive behind tariff walls and import quotas. Though 56% of all Pakistanis live in the East, its share of Central Government Development expenditure has been as, fluctuated between as low of 20% during 1950/ 51-1954/55, and realized of 36% in the period 1965/66 - 1969-704 East Pakistan's share of private investment has averaged less than 25%. Historically, 50% to 70% of Pakistan's-export earnings have been earned by East Pakistan's products, mainly jute, hides and skin. Yet its share of foreign imports (which are financed by export earnings and foreign aid) has remained between 25% and 35%.[2] Basically, the East's balance of payments surplus has been used to help finance the West's deficit on foreign account leading to a net transfer of resources, estimated by an official report[6] to be approximately $ 2.6 billion over the period 1948/49 to 1968/69.

The subordination of the East s economic interests has been accomplished by the overwhelming concentration of Governmental authority in the hands of West Pakistanis.

After the military regime of Ayub Khan took power in 1958, the East has had little political representation in the Centre. Only co-operative Bengalis were appointed to political office, and in the powerful Civil Service, Bengalis held Only a small fraction of the positions. Under-representation of Bengalis in the army was even more severe, believed to be 10% or less. Ayub Khan, against whom the Bengalis had voted heavily in 1965, was forced to resign because of widespread unrest in both East and West, culminating in demonstrations and strikes in 1969. Since taking power in the Spring of 1969, Yahya Khan's Martial Law regime has always spoken of itself as an interim Government to be replaced after popular elections. In the economic and social spheres, the army made no innovations. However, the military did take one positive step: they held free and fair elections in December of 1970, both for a Constituent Assembly and for Provincial Assemblies.

These elections were based on "one man, one vote;" this meant that in the Constituent Assembly the East was allotted roughly 55 per cent of the seats. Two parties dominated the elections. In the East, Sheikh Mujibur Rahman's Party, the Awami League, won 167 out of 169 seats for the Constituent Assembly; in the West, Zulfikar Ali Bhutto's party won approximately 80 out of 140 seats. The Awami League actually had sufficient seats to be a majority in the Constituent Assembly.

The Awami League ran on a single issue, autonomy[7] for East Pakistan. Until the shooting began on March 25, they did not seek independence but a loose union with the West. While on paper they had the votes to dominate a strong Central Government they presumably felt they could not, in fact, dominate, given that the military, the civil service, and the large businesses were all in the hands of West Pakistanis. Therefore, they opted for a form of Government which would give them control over what they considered their essential interests. The established interest groups in the West, particularly the military whose budget was threatened and large businesses who stood both to lose markets and the foreign exchange earnings of the East, opposed autonomy for the East.

When it was clear that the East would not compromise on its demand for autonomy, President Yahya Khan postponed the Constituent Assembly scheduled for March 3,

resulting in demonstrations in which hundreds of people died in army firing on March 1. Despite this provocation. Sheikh Mujib kept the door for negotiations open. General Yahya Khan appeared to respond by holding talks for two weeks with the Awami League leadership. In retrospect, this appears to have been a ploy, to buy time for reinforcing the West Pakistani armed forces in the East. On March 25, the military authority outlawed the Awami League, arrested its leaders, and opened fire with tanks, artillery, and automatic weapons (much of it supplied by the U. S.) on the defenseless and unarmed civilians.[9]

The military's approach appears to be to intimidate the urban population through a reign of terror. Killing and destruction apparently have been indiscriminate. Reports on the number killed in the first three days ranged from 15,000 up.

In the short run the army can intimidate the people of the major cities. But it cannot even now control any substantial part of the countryside. In the long run the military position is untenable. In a hostile environment and given the logistical problems, maintaining even the 60,000 West Pakistani troops now in the East, will be difficult. Moreover, the military cannot possibly guard the borders or prevent the Bengalis from acquiring arms with which to resist.

The Bengalis have now declared themselves independent and have the will to fight. In the end, they will win; the only question is time, how many deaths, and how much destruction must take place before they achieve their independence.

The recent elections provided East Pakistan with a political party capable of governing. Rather than a civil war, the present action is more of an invasion of one state by the military of another, with the aim of over throwing a duly elected Government and subjugating the people.

II
AN INDEPENDENT EAST PAKISTAN IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY

Bangladesh, the name chosen by East Pakistanis for their desired nation, is bound to establish good relations with India. Apart from the cultural bonds of a common Language-Bengali-between East Pakistan and the state of West Bengal in India, interest in strong economic ties coincides. The industrialization of East Pakistan would be greatly facilitated by the nearby supply of coal and iron ore in West Bengal. Even for agricultural growth, much of the investment to improve water control would have to be undertaken in India, presumably as cooperative ventures, likely with World Bank support. India would benefit not only from water control but also from direct access to the East Pakistan market, and incidentally by the improvement of access to Assam. Historically, in spite of evident mutual interest in regularizing cultural and trade relationships between India and East Pakistan, such a development was consistently discouraged and resisted by the West Pakistani-dominated Government. Specifically, the West Pakistanis believed that, short of war and victory, they have no other lever to force a settlement of the Kashmir claim but the economic interest of India in resuming trade in the East.

An independent Bangladesh may set up minor economic ties with China, but these are likely to be much less than the current scale of trade and aid between China and Pakistan. The chance of international links between China and Bangladesh are likely to increase the longer the independence struggle takes to achieve its goal, since its control may, over time, slip from moderate Awami League leadership to more militant, and leftist elements such as the National Awami Party (which did not contest the December elections).

In recent years, U. S. S. R. has competed with China for influence over the West Pakistani-dominated Central Government, using the levers of economic and military aid. In its newly established relationship, the Soviet Union's contacts have been confined to the military regime in West Pakistan. Though it is hard to predict the Soviet attitude towards an independent Bangladesh, ties with the Soviet Union are unlikely to be any stronger than with China.

III

UNITED STATES POLICY: PAST AND FUTURE

The likely pattern of United States relations with Bangladesh depends crucially on U. S. policy in the current crisis particularly with regard to the decisions on economic and arms aid to the Central Government in West Pakistan. To appreciate possibilities for U. S. policy, a little history is helpful.

Since the early 1950's when Pakistan joined mutual security pacts of SEATO and CENTO, she has received massive economic and military aid from the United States. By 1969 economic aid amounted to about S 3 billion and military aid, a classified number, has been estimated to have been between $1.5 and 52 billion. This assistance has included F-I04 Star fighters, F-84 Sabre jets, C-130 transports, Patton tanks, armored personnel carriers, heavy artillery, and automatic weapons. This arsenal of sophisticated equipment was explicitly intended for defense, and in terms of the context in which they were provided, the Communist Bloc was seen as the potential aggressor. After the 1965 Indo-Pakistan border war, when the U. S. imposed an arms embargo on both countries, the Pakistan Government turned for support to another adversary of India, i.e., the People's Republic of China.

The Pakistani initiative was sympathetically received by China, presumably not so much because of the Sino-Indian conflict but because it represented a breach in SEATO and CENTO. The growth of Chinese military and economic aid spurred similar offers from the Soviet Union, anxious to get into the act of weaning Pakistan away from its military alliances with the Western powers. Perhaps because the United States still believed it could compete for influence with Pakistan through arms sales, or perhaps due to the sheer momentum of long and close ties between the Pentagon and the military superstructure in Pakistan, attempts to circumvent the arms embargo gathered strength in 1967. Attempts were made to persuade "third countries" West Germany and Turkey to sell arms previously provided by the U. S. to Pakistan for nominal prices, with the assurance that the U. S. would replace these weapons with newer equipment.[10] Though

this particular move of the Johnson Administration was frustrated by the unwillingness of any suitably equipped third country to go along with the arrangements, in October, 1970 the Nixon administration offered to self Pakistan certain items including a squadron of F-104 Star fighters, a squadron of B-57 bombers,[11] and about 300 armored personnel carriers.

Viewed from the United States, the emergencies of an independent Bangladesh friendly to India is likely to aid the long-terms U. S. foreign policy goal of reducing conflict and tension on the Indian sub-continent. The issue of Kashmir, a matter on which East Pakistan has never been aroused, will continue to divide India and West Pakistan. But as a separate entity, West Pakistan is unlikely to have the capacity to continue the long and costly confrontation with India, which has sapped the scarce resources of both these poor countries.

An independent East Pakistan will probably follow a moderately pro-Western policy, which may be consolidated with the provision of aid by U.S. and multilateral agencies. But if the struggle for independence is prolonged by the continuation of U. S. aid to the Pakistan government, the damage to the United States image and the rise to power of leftist elements in the independence movement will both frustrate the development of friendly relations with the U. S. Eye-witness reports in the Washington Post and New **York Times** confirm that American arms are now being used, along with Russian and Chinese, to establish a reign of terror in East Pakistan. The American Government must not be party to the killing of defenseless civilians or the forcible repression of the struggle by East Pakistanis for control over their own lives. Since the agreements under which the arms were given limit their use for defensive purposes, the U. S. certainly has a basis to protest their use for massacring unarmed civilians.

Continuing military and economic aid 15 not neutrality in this matter. In the current situation, all aid is bound to flow 10 the government in West Pakistan. At the very least, the United States should prevent deliveries under the October 1970 arms offer, avoid all further arms deals, and cut off economic aid to Pakistan. Such action, together with moral and diplomatic pressure, could bring an end to hostilities and lead to early institution of democratic government.

NOTES

1. **Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1970-75,** Vol. I, Planning Commission, Government of Pakistan, July, 1970.
2. Planning Commission, **op. cit,** p. 2.
3. Soligo. R. and Stern, J. J., "Tariff Protection, Import Substitution, and Investment Efficiency." **Pakistan Development Review**, Summer 1965. This demonstrates the inefficiency of nearly all industries.
4. Planning Commission, op. cit., p. 6.
5. **Foreign Trade statistics,** various issues, Central Statistical Office, Government of Pakistan.

6. Planning Commission, **op. cit**. Appendix III.

7. The Six-Point autonomy program of the Awami League is-

(1) Establishment of a federation "on the basis of the Lahore Resolution and the Parliamentary framework of government with supremacy of legislature directly elected on the basis of adult franchise."

(2) Federal government shall deal with only two subjects; that is defense and foreign affairs and all other residuary subjects should rest in the federating states.

(3) There should be either two separate but freely convertible currencies for the two wings or one currency for the whole country, provided that effective constitutional provisions were made to stop the flight of capital from East to West Pakistan. There should be separate banking reserves and a separate fiscal and monetary policy for East Pakistan.

(4) It denies the centre the right of taxation and vests it in the hands of the federating states with the centre receiving a fixed share.

(5) Foreign trade: Five steps

(a) There shall be two separate accounts for foreign exchange earnings.

(b) Earnings of East Pakistan shall be under the control of East Pakistan and the same for West Pakistan.

(c) Foreign exchange requirements of the federal government shall be met by the two wings cither equally or in a ratio to be fixed.

(d) Indigenous products shall move free of duty within the wings.

(e) The constitution shall empower the unit governments to establish trade and commercial relations with, set up trade missions in, and enter into agreements with foreign countries.

(6) Setting up a militia or para-military force by East Pakistan.

8. Papanek, **G. F. Pakistan's Development: Social Goals and** Private Incentives, Harvard University Press, 1967.

9. The Washington Post, March 30, gives a graphic account of the massacres committed
with the use of armored units in Dacca, the regional capital of East Pakistan.

10. Bowles, Chester, **Promises to Keep: My Years in Public Life 1941-1969,** p. 521, Harper and Row, 1971.

11. Bowles, **op cit**., p. 522.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পুর্ব পাকিস্তান বায়াফ্রা নয়’	গুস্তাভ এফ, পাপানেক, জান, ডব্লিউ টমাস	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

EAST PAKISTAN IS NOT BIAFRA

The current struggle for independence in East Pakistan (or Bangladesh as its people now call it) is often evaluated in terms of the abortive secessionist movement of Biafra, in which the Federal Government of Nigeria ultimately prevailed. To base policy and predictions about events in East Pakistan on the Biafra model would be the diplomatic equivalent of the classic military error of preparing for the next war by being ready to fight the last one over again. There are six major differences between the two situations which suggest that sooner or later the independence movement will succeed in East Pakistan.

First, in Pakistan it is a majority of the nation's populace, which seeks independence. The 75 million East Pakistanis, who gave about 85 per cent of their votes to pro- autonomy parties, constitute about 55 per cent of the population in Pakistan; in Nigeria the Ibos, the only major supporters of Biafra did not constitute even 20 per cent of the population.

Second, the 60,000 troops from West Pakistan fighting in East Pakistan are separated from their logistical base in the West wing by 3,000 miles of an air/sea supply route. In normal times the two wings arc separated by 1,000 miles of Indian territory. With the Indian government's ban on Pakistani over flights, West Pakistan has to detour around the southern trip of India to fly supplies into East Pakistan. In Nigeria the Federal government could move troops and supplies overland with no major natural obstacle separating the front from the supply base.

Third, there is in fact no "front" in the accepted sense of the term. The front is everywhere, and cities with military bases are islands in a sea of hostile peasants. At the time this is being written, the military controls only the major cities, which in predominantly agricultural East Pakistan include less than 10 per cent of the population. Attempts to control the countryside by relying on bombing and strafing have been ineffective up to now, and. cannot hope to succeed any more than American air power has been successful in controlling the countryside of Vietnam.

Fourth, in the absence of an external threat, the Nigerian federal government could devote all its military resources to the suppression of the Biafran secession. In contrast, the military in Pakistan deems it necessary to keep the majority of the army in West Pakistan to guard the frontiers against a hostile India.

Fifth, the Biafran military resistance was ultimately crippled by the absence of a significant supply of externally provided arms. East Pakistan's 1,000 mile long border with India runs through marshes, hills and jungles, which for all practical purposes render

the border unnoticeable. Even if the Indian government earnestly attempted to seal off the border to the inflow of arms, it could not do so. Given the immense sympathy for the East Pakistani independence movement amongst fellow Bengalis residing on the Indian side of the border, there will be no dearth of private gun-runners-whatever the official Indian attitude.

Finally, the Pakistan economy, and hence the government's ability to finance a long military conflict, is much more vulnerable to conditions in East Pakistan than was Nigeria to Biafra's. East Pakistan's jute exports account for 45 per cent of Pakistan's limited foreign exchange earnings. With little jute likely to be planted in East Pakistan this year, the Pakistan government will be hard pressed to finance the foreign exchange requirements of both West Pakistani industry and the military. (The need for imports of aviation fuel is already soaring.) At the present moment Pakistan's foreign exchange reserves are precariously low, and the Pakistan government will not be able to prosecute the war without foreign aid to shore up its economy.

Taken together these factors point towards the ultimate success of the independence movement in East Pakistan. Historically, Pakistan's attempt to forge a successful nation out of two distant areas was a noble experiment, for which millions in both East and West Pakistan sacrificed much. But after the bloodshed of the last two weeks it is difficult to believe that East Pakistan would willingly remain part of Pakistan and, for the reasons listed, it is doubtful that it can long be forced to do so. The longer the struggle the more East and West Pakistan will be impoverished and the more blood will be shed. In this context it is worth stressing that the continuance of U.S. aid to the Pakistan government is not neutrality. It is taking sides just as much as would direct assistance to the independence movement.

Analogy is always a poor substitute for analysis. But Americans who insist on fitting the Pakistan conflict into a familiar mould would find our own independence movement a more helpful analogy than Biafra's.

April 8, 1971

Gustav F. Papanek
John W. Thomas.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান সংকট-ঘটনা ও পরিনতিঃ এনো ব্রাউন টেলর-এর প্রতিবেদন	বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

CRISIS IN PAKISTAN: FACTS AND CONSEQUENCES
Anna Braun Taylor
Bangladesh (the Bengali Nation) Organization

April 11, 1971.

State Department spokesman Robert J. McClosky said that it was "impossible to estimate a reliable set of facts regarding recent events (in East Pakistan) and to assess their consequences."

This is not true. We may not be getting an accurate "body count", but we are getting a horrifyingly graphic "set of facts". Europeans and Americans evacuated-from Dacca and Chittagong are giving eye-witness reports of mass killings and atrocities. So arc reporters who managed to sneak in over the Indian border or to stay on in Dacca after the army expelled the press. In the name of Allah, integrity and national unity. West Pakistani soldiers in Chittagong have hanged Bengali by their wrists from trees and left them to die of exposure, have forced Dacca University students to dig their own graves and then shot them, have burnt down whole shanty towns. . . . Sen. Edward Kennedy's sub-committee on refugees has received reports of "indiscriminate killing, the execution of dissident political leaders and students and thousands of civilians suffering and dying every hour of the day."

Since the founding of Pakistan in 1947, the East has always been oppressed by the West wing. Separated by 1,100 miles of Indian territory, by language, culture and customs, the East has simply been a colony-a source of raw material (jute) and a captive market for West Pakistani goods. All positions of power in the government and the army were held by West Pakistanis. A disproportionate amount of American aid and foreign revenue found its way into the pockets of ruling West Pakistani families. The attitude of most West Pakistanis towards Bengalis was colonial, too -- a mixture of ignorance and contempt.

This contempt was expressed in the brutality with which the West Pakistani army crushed the democratic machinery of the East, jailed and murdered its elected representatives, and is now exterminating its people. The ignorance of the West is likely to show in the long run. Ultimately, it cannot win. East Bengal is ideal guerrilla territory and hell for a conventional army. There are hardly any passable roads and during monsoon, every meadow and rice paddy becomes a lake. The West Pakistani army cannot paralyze the East by bombing its industrial centers for the simple reason that they are all in the West. Nor can they demoralize it by razing the towns of Dacca or Jessore. There is no way of bombing a village that covers 55,120 sq. miles, and that is what East

Bengal is, actually. Resentment and hatred for the West are universal. Blowing up Dacca airport could virtually maroon the West Pakistani army in a sea of hostility.

America's present posture of neutrality and non-interference is a sham. It has tremendous power in Pakistan—about $ 5 billion's worth, to be exact. (By 1969, Pakistan had received about $ 3 billion in industrial aid and about $ 2 billion in military aid). Last October, the U.S. negotiated a sale of over $10 million dollars worth of arms. This shipment is due soon. Simply by putting an embargo on arms and aid, the U.S. stymied the Indo-Pakistani war of 1965. If America stops its aid now and the World Bank presses for payment of debts due June 30, Pakistan can become bankrupt within 2½ months (*Washington Post*, April 11). In short, all America has to do is to be neutral in deed as well as word.

And it can have its cake and eat it. It can stop the slaughter-and not lose West Pakistan to China. It didn't in 1965. China just could not aid Pakistan in the style to which it had become accustomed. Besides, China's flirtation with West Pakistan puts it in the awkward position of opposing a popular revolt in favor of "capitalist oppressors."

On the other hand, America has much to lose if, once again, in its myopic fearfulness, it backs the short-term winner-and long-term loser-by allying itself, tacitly or openly, with the West. It can create another Vietnam. Sheik Mujibur Rahman, head of the Awami League which won almost 98% of East Bengali votes in the recent election, is a pro-Western moderate. His Six Point plan would have redressed some of the political and economic wrongs suffered by the East, while preserving "the integrity and unity of the nation'1 so dear to the West. East Bengalis so far have been suspicious of communists: the leftist National Awami Party won very little support in the election and the Mao Naxalites of West Bengal have made no headway in the East. But failure and frustration can only radicalize the moderates. Mujibur Rahman jailed and martyred may well become another Ho Chi Minh.

These are some of the facts and consequences that Mr. McClosky and the State Department should consider-soon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-এর কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তান	ওয়াশিংটন পোস্ট	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

AN APPEAL TO PRESIDENT OF PAKISTAN BY 'AMERICAN FRIENDS OF PAKISTAN', PUBLISHED ON APRIL 12,1971

Your Excellency:

Reports that have reached this country leave no room to doubt that the Government of Pakistan has abandoned peaceful negotiations and democratic procedures in East Pakistan and is seeking to subjugate a majority of its own citizens by military force. To this end, it has loosed the terrors of modern warfare, including tanks, planes, and artillery, against unarmed people, killing literally thousands.

Outsiders can sympathies with the grave troubles and concerns of the Government of Pakistan, but they cannot remain silent when it is making war on its own people. We believe that no government has right to impose its will by force of arms on a populace that has spoken so unanimously as the people of East Pakistan and whose aspirations are so reasonable.

All of us have been actively concerned for many years with the problems faced by Pakistan and with the struggle of its people, in both the West and the East, for a better life. We have been heartened by the progress that was being made toward, a more ample life and toward democracy. But we fear that the present course of the Government of Pakistan can lead only to disaster. We urge you, in the name of humanity and out of love for your country, to arrange for a truce before all is lost, and to restore legitimate and responsive government in East Pakistan with all possible haste.

Dr Frank, C. Child.
Dr.Edwin H. Clark II.
Dr.Paul G. Clark
Dr.James Coleman
Dr.Edward C.Dimock, Jr.
Dr.Robert Dorfman.
Dr.Walter P.Falcon
Dr.John C.H. Fei.
Dr.Richard W.Gable
Dr.Robert Gomer
Dr.Gary Hufbauer
Dr.John Isaacs
Dr.Kiromitsu Kaneda
Dr.Mauric D.Kilbridge
Dr.Stephen R.Lewis,Jr.
Dr.Edward S. Mason
Mr.John W.Mellor
Dr.Gustav F. Papanak.
Dr.Hanna Papanak.
Dr.Stefan H.Robock.
Dr.Peter Rogers.
Dr.James A.F.Stoner.
Dr.John W. Thomas.
Dr.D.Wynne Thome.
Dr.Barbara Ward (Lady Jackson).
Dr.Stanislaw Wellisz
Dr.Winston W.Wetzel
Dr.Jerome B.Wiesner
Dr.Wayne Wilcox.

For inquiries, endorsements, contributions write to AMERICAN FRIENDS OF PAKISTAN. 81, Kiburn Road. Belmont, Mass 02178

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত পাকিস্তানের সমরাস্ত্র সম্পর্কে মিঃ চেস্টার বাউলস-এর বিবৃতি	নিউইয়র্ক টাইমস	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

"PAKISTAN'S MADE IN-USA ARMS" BY MR. CHESTER BOWLES
New York Times, April 18,1971

ESSEX, Conn.-The appalling struggle now going on in East Pakistan is a further testimony to the folly of doling out arms to "friendly government's" with little regard for whom they are to be used against or for what reasons.

The billion dollar military equipment program for the Government of Pakistan (meaning West Pakistan) between 1954 and 1965 enabled and encouraged the Pakistanis to attack India in 1965. Now (along with some Soviet and Chinese equipment) it is being used by the West Pakistan Government to beat down their fellow countrymen in East Pakistan who recently voted overwhelmingly for greater independence.

It is a particularly shoddy spectacle because there is no indication that our Government feels the slightest responsibility for how our weapons are being used. Indeed it has done its best to sweep the whole situation under the rug.

Even when the International Red Cross was refused entry into East Pakistan, when all foreign correspondents had been hurriedly ushered out of the country, and when daily on- the-spot reports from our Consulate General in Dacca had described in detail the massive military action by the West Pakistan Army against East Pakistan civilians, our Government persisted in saying it did not know what was going on and therefore was in no position to comment.

It was only when some 500 American refugees from East Pakistan began to give accounts to the press that our Government offered even a mild protest to the West Pakistan Government.

Two actions' it seems to me, should be taken at once. First, we should lodge a strong protest with the West Pakistan Government over the misuse of U.S. military equipment and all aid except medical supplies and food should promptly be stopped. Second, we should call for a meeting of the Security Council of the United Nations to consider appropriate steps to deal with the threat to the peace of Asia which this conflict clearly has become. U.S. Government spokesmen have already ignored the first suggestion and rejected the second on the ground that the Fighting in East Pakistan is an "internal question" in which we have no right to interfere. *But what about U. S. action in the Congo? What about South Africa, Southern Rhodesia, Cyprus?*

When peace is threatened on such a massive scale the United Nations has an overriding obligation to do everything possible to settle the conflict before it gets out of control. This obligation is particularly clear when the "internal problem" is created by the

efforts of a well armed minority to subdue the overwhelming majority constituting more than one-half of a divided country, separated by more than 1,000 miles of alien territory, speaking different languages and with deep built-in-cultural conflicts and differing economic interests.

If " we assume leadership in mustering world opinion to stop the fighting, the Soviet Union, which has limited its reaction to a mild plea for restraint, will almost certainly support our position. This is particularly so since China has seized upon the situation to stir up trouble between India and Pakistan even though this puts them in bed with the rightist military dictatorship of West Pakistan. "

The upheaval in East Pakistan came at a moment when there was new hope for political stability and economic progress in South Asia. In December, the overwhelming victory of Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League in the first free election ever held in Pakistan had opened the door not only for the first genuinely democratic government but for greatly expanded trade with India and the easing of the conflict between the two nations.

Two months later, Mrs. Gandhi's landslide election in India provided her with a mandate not only for an all out effort to ease the poverty of the Indian masses but also to improve India's relations with its neighbors.

Tragically, the action of the West Pakistan Government has destroyed for some time to come the hope for a politically stable, united Pakistan living at peace with its neighbors. In all likelihood, the West Pakistani forces in East Pakistan ultimately will be driven out. Although their military superiority is substantial, the movement of food and military supplies in the coming monsoon through the aroused countryside will be extremely difficult. An independent East Pakistan appears to be in the cards.

But if the United States and the U.N. combine to look the other way and the present struggle is allowed to continue to its inevitable bloody climax. East Pakistan will become a political vacuum with 70-million embittered people convinced that the only hope for support is from the most extreme elements in India. This is particularly likely if, as many observers believe. Sheikh Mujibur Rahman, who has been deeply committed to the democratic process, is already dead.

As this danger grows, Mrs. Gandhi's Government will be increasingly diverted from its programs of economic development to raise the living standards of the Indian people, instead turning to the political and military problems of securing its northern and eastern borders.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
‘পূর্বপাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব’	ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

EAST PAKISTAN CAN BE SAVED

American money and arms are being used by the West Pakistani army to massacre East Pakistanis and their democratically elected leaders.

The State Department must put an embargo on arms and aid to Pakistan as it did during the Indo-Pakistani war. That embargo stopped the war. It can now stop the frantic and atrocious killing of civilians in East Pakistan.

What you can Do: For only 90 % you can send a Public Opinion telegram of 15 words; for $2.55 you can send a Night Letter of 100 words. Just tell the operator the name of the Senator or congressman-no address needed. Urge them to STOP SENDING MONEY AND ARMS TO PAKISTAN

WE MUST ACT NOW: Thousands of East Pakistanis are being slaughtered daily in a Gestapo-like orgy of killing. This disaster follows on the heels of the cyclone. The rice harvest is being neglected in the chaos of war and millions may die of starvation. Help us Avoid another Biafra, another Vietnam. Write that telegram and get your friends to write, too.

Friends of Bangladesh, the Bengali Nation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাঙালীদের প্রতি অমানবিক আচরণের বিরোধিতায় সিনেটর জন পেস্টোর	সিনেটরদের পত্রাবলী	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

CONGRESS OF THE UNITED STATES
Joint Committee on Atomic Energy
Washington, D. C. 20510

April 20, 1971

Mrs. Edgar F. Rohde
30 Apple Tree Lane
Barrington, Rhode Island 02806
Dear Mrs. Rohde:

Thank you for your letter of April 17. Coincidentally, Dr. William B. Greenough, III, Chief of Infectious Diseases Division of Johns Hopkins University, called at my office at the same moment that your letter was delivered.

Dr. Greenough told my staff that he was a close friend of your son, Jon, and the reason he called at my office was to advise me of the tragic conditions in Pakistan. My staff showed your letter to Dr. Greenough and he endorsed your son's comments and conclusions.

I merely want to tell you that I will do everything I can in opposition to the inhuman treatment and oppression of the Bengalis. I have been contacted by Senator Case concerning his concurrent resolution to stop arms shipments to Pakistan and I expect to co-sponsor this resolution. I am also awaiting advice from Senator Harris concerning his proposal and I am keeping your letter and your son's memorandum as well as the material provided to me by Dr. Greenough available for use when the Senate takes these resolutions under consideration.

I am in complete sympathy with your views and thank you for sharing your son's observations with me.

Sincerely yours,
Sd/-
John O. Pastore
United States Senator

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাঙালী বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রতিবাদে আই.সি.ইউ.ই	ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি ইউনিভার্সিটি ইমার্জেন্সি	২২ এপ্রিল, ১৯৭১

DETAIL PREMEDITATED MASSACRE OF SCHOLARS BY PAKISTANI ARMY

Dacca Affair Termed "Genocide", Scholars of 10 Countries, through ICUE, Seek to Forestall Further "Systematic Extermination"

New York, April 22- The Pakistan Army was charged today with the "premeditated massacre" of most of the leading professors, their families, and many students at the University of Dacca on the night of March 25-26.

Scholars from ten countries who raised the charge of genocide declared: "Having organized to defend the life of scholarship, we cannot remain silent when the very lives and minds of scholars are shattered in bloody massacre, and their distinctive culture threatened with obliteration."

The International Committee on the University Emergency, which provided first details of the massacre from an eye-witness, called upon their countries "to express their horror at this systematic extermination of scholars."

The ICUE stated that the Pakistani forces, acting from lists said to have been prepared last fall, brought senior professors out on campus and shot them, along with their wives and children. The scholars, Bengalis of East Pakistan, were apparently presumed by the West Pakistan forces to favor Bengali nationalism.

The eye-witness professor, returned of the United States after fleeing from East Pakistan and refuses to Identify himself for publication. He was interviewed extensively this week by Dr. Paul Seabury, Professor of political science at the University of California, Berkeley, a founder of the ICUE.

Prof. Seabury is also a member of the Board of Trustees of Freedom House whose executive committee yesterday associated itself fully with the ICUE's expression of horror at the massacre.

The ICUE, sponsored by Freedom House at its inception last fall, is composed of about 1(X) leading scholars, including seven Nobel laureates, in ten countries- Australia Belgium, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom and the United States.

(Note: The printed list of ICUE members is attached; to it should be added Thorsten Husen, Teachers College, Stockholm; Oscar Handlin, Harvard; Werner Heisenberg, Nobel laureate. University of Munich; and Tsung-Dao Lee, Nobel laureate. Columbia).

The ICUE's steering committee which issued today's statement is composed of the following professors: Francois Bourricaud, Paris; Richard Lowthal, Berlin ; Donald MacRae. London; Giovanni Sartori Florence; Charles Frankcl, New York; Seymour Martin Lipset, Cambridge, Mass; Paul Seabury, Berkeley; and Edward Shils, Chicago. The full test of today's ICUE statement follows:

The Massacre of Scholars at Dacca
Statement by the Steering Committee of the
International Committee on the University Emergency

We speak as representatives of the community of scholars* who came together last fall to defend academic freedom and maintain the integrity of scholarship in our ten countries on four continents.

Having organized to defend the life of scholarship, we cannot remain silent when the very lives and minds of scholars are shattered in bloody massacre, and their distinctive culture threatened with obliteration.

A professor of the University of Dacca in East Pakistan who last week fled in terror has described to us the systematic extermination of scholars on March 25-26 by units of the Pakistani military force. According to this eyewitness, the army attacked on the night of March 25th. By one o'clock the next morning the university was blaze. Shooting continued for 36 hours. This professor made his way into the streets when the curfew was briefly lifted on the 27th. Screaming people were all about. The University looked like a graveyard with thousands of dead bodies in view. Freshly dug graves pockmarked the campus.

It was obvious that the university had been a major target. A premeditated massacre appears to have been conducted from a master list of victims prepared possibly as early as last fall. That list presumably contained the names and addresses of leading teachers and students as well as artists, musicians and writers associated with Bengali literature and culture.

The mass murder apparently proceeded on schedule; senior professors were brought out in the open and shot. Their families, including women and children, were also killed. The sudden attack obviously sought the extermination of the intellectual class, particularly the bearers of Bengali culture and a large part of its audience.

Shot and killed were the chairmen of the following departments: Philosophy, G. C. Deb; statistics, Dr. Maniruzzaman; history. Dr. M. Kabir; English, Dr. Guha-Thakurta; political science, Muzaffar Hussain; and the head of the Bengali Academy, Kabir Chaudhri. Many more senior professors, dorm proctors, lecturers and others were either killed or left injured in the campus area. Members of their families were not spared.

The eyewitness estimates that a high proportion of the Bengalis among the faculty and students and nearly all the senior professors were either killed or injured.

We do not presume to judge any aspect of the Bengali secession issue.

As human beings and as scholars, however, we call upon our respective countries to express their horror at this systematic extermination of scholars. It cannot be justified by any precedent of international or civil conflict. This was not death stemming from guerrilla action by civilians; this was unprovoked assault on the bodies and minds of individuals who convey the culture of a distinct people. This was genocide in its cruelest and most abject sense.

Though our governments may believe themselves limited in actions they can take, there should be no further delay in public recognition than an inhuman deed was panned and executed at Dacca. Full opprobrium should be directed at those responsible. Though our governments may remain silent, we, as scholars, cannot. For whether or not the East Pakistani matter is a civil conflict, it remains our duty to fallen colleagues to express our sense of horror and perhaps, thereby, forestall a continuation or repetition of the ghastly affair.

----

*The (CUE'S Steering Committee includes Francois Bourricaud, Paris; Richard Lowenthal. Berlin; Donald MacRae, London; Giovanni Sartor, Florence; Charles Frankel, New York; Seymour Martin Lipset. Cambridge, Mass. ; Paul Seabury, Berkeley; and Edward Shils, Chicago. The 100 charter members of the group include scholars in Australia. Belgium, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, the United States, and the United Kingdom.

April 22, 1971

Issued by the International Committee on the University Emergency 20 West 40th Street, New York, New York 10018-LQ 5-3344

Signatures of the ICUE Statement:

John W. Aldridge, English, Univ. of Michigan; David Armstrong, Philosophy, Sydney Univ.; David T. Bazelon, Policy Sciences, SUNY, Buffalo; Daniel Bell, Sociology, Harvard Univ.; Saul Bellow, Social Thought, Univ. of Chicago; Ronald Berman, English, Univ. of California, San Diego; Hans A. Bethe, Physics (Nobel Laureate), Cornell Univ.; Alexander M. Bickel, Law, Yale Univ.; Daniel Boorstin, Director, Museum of History and Technology, Smithsonian Institution; Franciois Bourricaud, Sociology, Univ. of Paris; Vittore Branca, Literature, Univ. of Padova; Robert Brustein, Drama, Yale Univ.; Zbigniew Brzezinski, Director, Research Inst, on Communist Affairs, Columbia Univ.; Jean-Claude Casanova, Political Economy, Univ. of Paris: Wolfgang Clemen, Literature, Univ. of Munich; John Compton, Philosophy, Vanderbitlt Univ.;

Also, Sergio Cotta, Law, Univ. of Rome; Nicos Devletoglou, Economics, London School of Economics; Merle Fainsod, Government, Harvard Univ.; Jacob Joel Finkelstcin, Ancient Literature, Yale Univ.; Luigi Firpo, Political Theory, Univ. of Torino; Wolfram Fischer, History, Free Univ. of Berlin; Franklin L. Ford, Arts and Sciences, Harvard Univ.; Charles Frankel, Philosophy and Public Affairs Columbia Univ.; Jhon Hope Franklin, History, Univ. of Chicago; Frank B. Freidel, Jr., History, Harvard Univ.; Milton Friedman, Economics, Univ. of Chicago; Paul A. Freund, Law, Harvard Univ.;

Also, Richard N. Gardner, Law, Columbia Univ.; Theodor H. Gaster, Religion, Barnard College; Harry D. Gideonse, Economics, New School for Social Research; Harry Girvetz, Philosophy, Univ. of California, Santa Barbara; Nathan Glazer, Education, Harvard Univ.; Hermann Hartmann, Chemistry, Univ. of Frankfurt; Wilhelm Hennis, Political Science, Univ. of Freiburg; Robert Hollander, Romance Languages, Princeton; Sidnye Hook, Philosophy, New York University;

Also, H. Stuart Hughes, History, Harvard Univ.; Arturo Carlo Iemolo, Ecclesiastical Law, Univ. of Rome; Henri Janne, Hon. Rector, Univ. of Brussels; Harry G. Johnson, Economics, London School of Economics; Jascha Kessler, English Literature, Univ. of California, Los Angeles; William R. Kintener, Director, Foreign Policy Research Institute, Univ. of Pennsylvania; Irving Kristol, Urban Values, New York Univ.; Helmut Kuhn, Philosophy, Univ. of Munich; Paul Kurtz, Philosophy, State Univ. of New York, Buffalo; David Landes, History, Harvard Univ.; Harold D. Lasswell, Law and Political Science, Yale Univ.; William E. Leuchtenburg. History, Columbia Univ.; Aaron Levenstein, Management, Baruch College, CUNY; Gunther Lewy, Government, Univ. of Massachusetts; Seymour Martin Lipest, Government and sociology. Harvard Univ. ; William W. Lockwood, Politics and International Affairs, Princeton Univ. ; Richard Lowenthal, International Relations, Free Univ. of Berlin;

Also, Herman Luibbe, Philosophy, Univ. of Bieloefeled; Donald MacRae, Sociology, London School of Economics; Yoichi Maeda, French, Univ. of Tokyo; Hans Maier, Political Science, Univ. of Munich; Martin E. Malia, History, Univ. of California, Berkeley (now at Paris); Nicola Matteucci, History, Univ. of Bologna; James McAuley, English, Univ. of Tasmania; Giuseppe-Moruzzi, Physiology, Univ. of Pisa ; Philip E. Moseley, Director, European Institute, Columbia Univ.; Ernest Nagel, Philosophy, Columbia Univ. ; A. E. Keir Nash, Sociology, Univ. of California, Santa Barbara; Robert A. Nisbet, Sociology, Univ. of California, Riverside;

Also, Ernst Nolte, Modem History, Univ. of Marburg; Heninz Dietrich Ortlieb, Economics, Univ. of Hamburg; Robert R. Palmer, History, Yale Univ.; Henri Peyre, French, Yale Univ.; Giampietro Puppi, Chairman, National Committee of Physics, Univ. of Bologna; Lucian Pye, Political Science, Mass. Institute of Technology; Isdor Issaac Rabi, Physics (Noble Laureate), Columbia Univ. ; Paul Ramsey, Religion, Princeton Univ. ; Edwin O. Reschauer, History, Harvard Univ.; John P. Roche, Politics, Brandeis Univ.; Roisario Romeo, Modern History, Univ. of Rome; George K. Romoser, Political Science Univ. of New Hampshire; Henry Rosovsky, Economics, Harvard Univ. ; Walter H. Ruegg, Sociology, Univ. of Frankfurt;

Also, Aldo Sandulli, Law, Univ. of Rome; Giovanni Sartori, Political Science, Univ. of Florence; Leonard Schaprio, Political Science, Univ. of London; Erwin K. Scheduch. Sociology, Univ. of Cologne; Paul Seabury, Political Science, Univ. of California, Berkeley; Edward Shils, Sociology, Univ. of Chicago; Jhn R. Silber, Arts and Sciences, Univ. of Texas; Fritz Stern, History, Columbia Univ. ; Gerd Tellenbach, History. German History Institute, Rome; Freiendrich H. Tenbruck, Sociology, Univ. of Tubingen; Helmut Thielicke, Theology, Univ. of Hamburg; Charles Townes, Physics, (Nobel Laureate),

Univ. of California, Berkeley; Harold C. Urey, Chemistry (Nobel Laureate), Univ. of California, Berkeley; Ernst H. Vander Beugel, Law, Leiden Univ.;

Also N. E. H. van Esveld, Law, Leiden University; Eugene P. Wigner, Physics (Nobel Laureate), Princeton Univ. ; Peter John de la Fosse Wiles, Russian Studies, Univ. of London; David A. Wilson, Political Science, Univ. of California, Los Angeles; James Q. Wilson, Government, Harvard Univ. ; William Barry Wood, Jr., Medicine, H Johns Hopkins Univ.; C. Vann Woodward, History, Yale Univ. ; and Gordon Wright. History, Univ. of Stanford.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে আমেরিকার সামরিক সাহায্য স্থগিত প্রস্তাব সম্পর্কে সিনেটর এডমন্ড মাস্কির চিঠি	সিনেটরদের পত্রাবলী	৩০ এপ্রিল, ১৯৭১

UNITED STATES SENATE
Washington. D. C. 20510
April 30, 1971

Mrs. Edgar F. Rohde
30 Apple Tree Lane
Barrington, Rhode Island 02806.

Dear Mrs. Rohde:

Thank you for expressing your views with regard to the current situation in East Pakistan. I appreciate hearing from you on this matter.

I shaie your concern over the tragic events which have occurred in East Pakistan in recent weeks. You may be interested to know that I have joined in co-sponsoring a resolution which would suspend all U. S. Military Assistance to Pakistan until the conflict there is resolved. I am enclosing a copy of recent statement I have made on this subject which I hope will be of interest to you.

With best wishes.

Sincerely,

Edman S. Muskie
United States Senator

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সকে লিখিত মিঃ উইলিয়াম গ্রীনোর চিঠি	উইলিয়াম বি, গ্রীনো, জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়	৬ মে, ১৯৭১

THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
School of Medicine
6 May. 1971

The Honorable William Rogers
Secretary of State
The United States of America
Department of State
Washington, D. C.

Sir,

The current situation in East Pakistan has been brought to my attention because of the involvement of several members of the faculty of the Johns Hopkins School of Medicine and hygiene who have been involved in research and training projects located in both Calcutta and Dacca over the past ten years.

First hand information from these individuals through their contacts in these areas amply documents the well-planned and executed operation by the army of West Pakistan which has resulted in major damage to the physical plants of the major universities by bombing and artillery fire. Of greater concern, however, has been the systematic killing of professors and students. I believe you have rather complete documentation of this from Mr. Archer Blood, the American Consul General in Dacca. His information is believed to be entirely accurate and is well supported by independent observers reaching England and the United States.

Although the incredible wastage due to the slaughter of the limited educated population with leadership ability so necessary in a country like East Pakistan (much trained in the U. S. at the expense of U. S. dollars) is obvious and to be decried, the longer term issues are those on which we must now focus. I believe our own self interest dictates a realistic appraisal of the situation and a decision not to commit our resources to a losing cause regardless of prior commitments. The ingredients that would seem to indicate that East Bengal cannot be operated by the West Pakistan army as a foreign occupation force is as follows :

(1) Before the present attack which has served to consolidate public opinion of Bengalis against the domination of West Pakistan a free election already indicated that

80% of the populace strongly favored the leadership of Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League. This majority is now increased and has crystalized in its attitude of non- cooperation and growing active resistance.

(2) The long border with India has never been closed and cannot be sealed with any reasonable number of soldiers. India is happy to provide sanctuary. Hence, around the entire per meter of the country lies training sanctuaries for guerillas who can operate on hit and run basis without fear of reprisal.

(3) Recent evidence indicates that the army only controls the now- deserted urban centers and may of the roads and railroads but has no control and no functional administrative machinery in the remainder of the countryside. This means not only sanctuary for guerillas within all pans of the countryside but also no possibility of establishing a viable economy in the foreseeable future.

(4) Failure of the economy of East Pakistan means and immediate loss of 50% of the foreign exchange which has been available to support the economy of West Pakistan and the army. This means a massive infusion of outside aid would be required just to maintain the previous status-quo. The additional economic infusion needed for the current Military operation if it is to be even superficially successful would be enormous.

(5) There is an organizing provisional government of Bangladesh which is in increasing contact with the rural leaders who have escaped the army and who are committed now to the goal of a free Bengal. Diplomats and trained educated technical personal overseas are presently defecting to the aegis of this provisional government. The representatives of this government are both able and dedicated. Mr. Rahman Subhan, a chief advisor to Sheikh Mujibur Rahman, is currently in this country and should be given an opportunity to give his information to persons at the highest level of our government.

(6) Food supplies are running short. Evidence from the experience with relief funds after the cyclone in 1970 indicate that there was a considerable diversion of foreign exchange to Islamabad. At present there has been no food for those people in the cyclone affected area for more than a month. Grain stores distained for these areas are being held in Chittagong to feed the army. The stage is clearly set for a devastating famine that cannot but avoid catching worldwide attention with an anticipated loss of life that will make the toll of the cyclone appear trivial.

Without the foreign exchange generated by the contributions of the United States directly to-Islamabad or indirectly through the World Bank or the aid consortium the current expenditure of the army would soon be intolerable and negotiations would be precipitated at an early date. This approach was soon to be highly effective in the Indo- Pakistan War in 1965.

The fear that China may replace our position with respect to West Pakistan is valid, but this would represent a colossal political and tactical blunder on her part and would for the first time find the U. S. in the position of supporting the aspirations of over 200 million Bengali people against a repressive military regime that cannot in the long term win. The implications of the stand are valid and important.

The leadership of this country to precipitate negotiations and permit the early access to East Pakistan by international organizations will at least blunt the full weight of famine and avert the commitment of the entire population to a radical guerilla warfare allied with powers which would be hostile to ourselves.

The information on which these statements are made is extensive, first hand and current. Some of the source material is enclosed for your perusal. Although I doubt that it will add to what you already have at hand from Consul Blood.

I hope you will be able to give this your closest attention as it clearly involves the balance of power between countries and peoples which represent in the aggregate the second largest in the world. The loss of millions of lives in a famine will inevitably focus world attention in this area. Immediate steps are needed to avert this and a wait-and-see attitude will lead to disaster the track record of the West Pakistan Government after the cyclone and their current performance indicate that any aid given by this route will not be affective. International action seems mandatory.

Sincerely,
William B. Greenough, III, M. D.
Chief,
Infectious Diseases Division.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ওয়াশিংটনে পাকিস্তান চ্যান্সারির সম্মুখে অনুষ্ঠিতব্য বিক্ষোভের সংসাদ	ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ	৬ মে, ১৯৭১

490 Franklin Street,
Cambridge, Mass. 02139
May 6, 1971

THE EDITOR, CITY DESK :

The enclosed material will explain the background of a demonstration to be held opposite the Pakistan Chancery at Sheridan circle, Mass. Ave., Washington, D.C., starting may 9 at 10 a.m.

The purpose of the demonstration is to protest the inaction of the U. S. Government in the face of the military carnage and atrocities committed with the help of American arms and aid money and the impending famine in East Pakistan (Bangladesh).

A fast and vigil of mourning will be led by Mrs. Anna Braun Taylor, a survivor of Belsen Burgen concentration camp, who spent three years in Pakistan and is now coordinator of "Friends of Bangladesh". The fast and vigil will last 10-15 days.

For further information, you can contact her at the YWCA on 17th Street in Washington or call Dr. David Nalin at 617-492-2445 or 424-5325 (Harvard Medical Service, Boston City Hospital).

Friends of Bangladesh
Boston.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডঃ নালিন ও মিসেস এ.বি. টেইলর কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের আহবান	ডঃ নালিন, মিসেস এনা ব্রাউন টেইলর (হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল)	৮ মে, ১৯৭১

HARVARD MEDICAL SCHOOL-DEPARTMENT OF MEDICINE
BOSTON CITY HOSPITAL

818 Harrison Avenue
Boston, Massachusetts 02118
Area code 617
424

May 8, 1971

The President of the United States,
Richard M. Nixon,
The White House,
Washington, D. C.

Dear Mr. President,

American aid money and arms are being used by the West Pakistani army to massacre East Pakistanis and their democratically elected leaders and, in the process to destroy a billion dollar U. S. aid program. Death through famine now threatens the millions who survive the military carnage.

We appeal to you:

(1) To rescue democracy in Pakistan by putting an official embargo on all arms and aid as we did during the Indo-Pakistani war of 1965. That embargo stopped the war. It can now stop the frantic and atrocious killing of civilians.

(2) To avert famine by using American political and economic pressure to force distribution of available grain, Red Cross and Care supplies to cyclone victims and refugees.

(3) To initiate a discussion of the crisis in the U. N. We thank you respectfully for your attention to our plea.

Sd/-
Dr. David R. Nalin
Sd/-
Mrs. Anna Braun Taylor

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিনিধি সিডনী সেনাবার্গকে লিখিত মিঃ জন রোডের চিঠি	------	১১ মে, ১৯৭১

4005 Everett St.
Kensington. Maryland
20795
May 11,1971

Mr. Sydney Schanberg
New York Times
Dehli

Dear Sydney,

This seems a hell of a time to be writing in thanks for sending me your articles of last December on Manpura after the cyclone. You have the notoriety of being the only Journalist who kept his word to us during that relief effort. The December 30 article will appear in tomorrow's congressional Record as part of my testimony before the Foreign Relations Committee on the East Pak situation.

My reason for writing amidst these perfectly hectic times is to inform you of the impact of your current excellent journalism and to encourage you to keep sending all you can. You note the juxta sition of your writing next to maleolm Brown in NYT June 9. To our dismay there have been, of late almost no factual presentations of the real situation among the refugees and an absolute ZERO about East Pakistan situation. In Congress, people point to the line Browne is fed by the paks and tell us the thing is all over. As you probably know, there is almost no one here to speak the truth on the Hill all Govt. employees, have been told to keep still and that leaves very few of us who actually witnessed anything. Guys like Scott Butcher, who you talked with on the 25th are in no position to say anything on the Hill. Congress looks very closely at your reporting and that is one reason. I included your Dec. 30 article in my testimony in trying to prove that the paks cannot and DID not even give aid properly back then. My wife and I are pushing hard but it is a small lobby indeed. We have succeeded in getting legislation before both senate and House in the form of amendment to Foreign Assistance Act with bipartisan saxbe (R-Ohio) and Church (D-Idaho) sponsorship, but to our dismay the times did not even note the introduction of this legislation which will suspend all assistance to Pak until international relief EFFECTIVELY Working throughout E. pak and Majority of refugees repatriated. We need the press badly, Browne reporting the garbage of pak govt. is no help.

We are getting a lot of first hand stuff out of Bengal and it has been helpful in getting our lobby this far but it needs general publication for impact. We figure we have less than a month to get ahead or a huge famine. I sincerely hope you will continue to send, frequently, graphic descriptions of the refugees and their reports of Army action in E. Pak that the Congress may at least be informed if the US then continues. Clearly it only takes

seeing to react, for Congressman Gallaghor just went to West Bengal over June 2 and came back horrified at what held learned and seen and is working hard to get the US to take a stand. Unfortunately, the statements of this, the only US elected official to visit the area yet were not picked up and published although they were printed on the Router tape and a press release came out of his offices with a graphic story.

As at the time of the cyclone, your reporting can play a major role in the lives of the millions of East Bengal. I would only encourage you to continue the work you have done and realize that although you and I are fully aware of the tragic situation continuing there and even worsening that the Congress and public would just as soon not be reminded. Only by daily reporting will they begin to realize the extent of the problem and will find their way into Americas key role in trying to mitigate the tragedy so well under way already.

Candy and I send regards and hope that we can soon take you up on the offer of a visit with you in Dehli. Till then.

Regards,

Jon Rohde.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের আহবান জানিয়ে এ.ডি.এ কনভেনশন	আমেরিকানস ফর ডেমোক্রেটিকে একশন	১৫ মে, ১৯৭১

No. 362

1971 ADA Convention
Americans for Democratic Action
1424 16th Street, N.W.
Washington, D. C. 20036

To: CONVENTION
From: Foreign and Military Policy Commission
Subject: PAKISTAN CIVIL WAR

Whereas, because the tragic situation in East Pakistan is till marked by Violence, martial law, and the systematic elimination of Bengali leaders;

Whereas, peace is threatened on such a massive scale in the Indian subcontinent involving Pakistan, India, China, the Soviet Union, and the United States; And whereas, the United Nations has an overriding obligation to do everything possible to settle the bloody conflict in East Pakistan;

Now, therefore, ADA urges the United States Government to alter its involvement in the Pakistan Civil war by immediately making several policy changes:

1. Stop completely all military assistance and sales, lethal and non-lethal, to the Pakistan Government, and do what is feasible to stop arms transfers from other Governments and sources;

2. Suspend all economic assistance, bilateral and multilateral, to the Pakistan Government, necessary because foreign assistance enables the Pakistan Government to conduct its present military operations in the East. When the violence and destruction have ceased and the Pakistan Army has returned to its pre-November 21, 1970, positions in East and West Pakistan, and duly and freely elected leaders of the East, such as Sheik Mujibur Rahman and his Awami League party have returned to Dacca to set up civilian rule and the National Assembly has met in the national capital of Islamabad, then the United States Government should reconsider and revaluate its economic assistance program to Pakistan, especially its humanitarian programs such as food deliveries and medical research and supplies;

3. Provide aid and comfort to those Bengali people who presently reside in America and who one day will safely return to participate actively in the affairs of their homeland;

4. Propose to the Secretary General that he establish a U.N. fact-finding team to go to the urban and rural area of East Pakistan to find out the extent of the damage, destruction, and violence which have occurred and report to the General Assembly on what they have observed.

(Representation of Japan, Indonesia, and Mauritius or other suitable parties should make up the team, led by the party of the groups' own choosing.)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের আবেদনঃ মিসেস নিক্সনকে লিখিত এম. এফ. ডানহাম-এর চিঠি	-----	২৪ মে, ১৯৭১

Mary Frances Dunham
520 East 86th Street
New York, New York 10028

May 24, 1971

Mrs. Richard S. Nixon
The White House
Washington, D.C.

Dear Mrs. Nixon:

Like funerals, the recent disasters in East Pakistan {the cyclone and revolution) have brought together Americans who once lived and worked there. Wc arc deeply concerned that our country not repeat past mistakes and that we act more wisely and more firmly than we have in the past in view of the present tragedy.

Widely scattered geographically, informally silenced by organizations for whom we work, it has been especially difficult to make ourselves heard. Yet we have insights and information which only persons who have lived for some length of time in Bengal can have. We are educated and intelligent Americans, former employees of the U. S. Government, of International agencies, of a wide variety of missions, private foundations and companies-professors, doctors, specialists. Some of us have been taking time from our work and risking our chances of ever returning to Pakistan in our efforts to counter- balance the readily accessible representatives of West Pakistan in Washington. Bengalis themselves are not permitted to speak through official channels. Most official Americans who are specialists in Pakistan are, in effect, specialists in West Pakistan and ill-informed on the vastly divergent Eastern province. We who have lived in there have witnessed the chronic misunderstanding between the West and East Pakistanis and the over-simplified aid pattern from America which only encouraged an economic rift between them. We were not heeded in Pakistan, and we desperately want to be heeded now. The lives of many million people and one of the world's richest cultures hang in the balance.

Today, thanks to press coverage of the present tragedies, Bengal has appeared on the horizon of informed Americans. However, there very few foreigner who know this region well and still many who have difficulty in understanding the Pakistan consists of two different countries. Americans in charge of apportioning funds were generally stationed in Washington or in West Pakistan. They visited the East infrequently and briefly, and were generally unaware or misinformed about conditions there which are too complex to appreciate in a short stay. Policies involving millions of dollars were formed in

Washington or Islamabad on the basis of these brief and infrequent visits to the East. It has been obvious to us for the years in East Pakistan and to most others stationed there that this, misguided use of aid was contributing to the forces leading to the present conflict and that we would be in part responsible for the eruption that was bound, sooner or later to take place.

It is understandable that America may wish to return to the apparent stability that was superficially evident before March. Recognizing that our past mistakes and ignorance have contributed to the present troubles, we should realize that a restoration of those policies-even in the name of peace and humanity-will only prolong the basic conflict. No matter how much America may, desire to restore the deceptively simple aid pattern that preceded the present conflict, it will no longer be possible. Considerable knowledge and imagination will be required to develop a more productive policy. We would like the Bengalis themselves and those Americans who know the region best to be heard before decisions of the government become final. So often in the past decisions have been made for political and "economic" reasons in ignorance of the social and cultural factors. But these factors are vital components of an effective aid policy for Pakistan.

Now there is no way to revive the rickshawala who died on his gaily painted ricksha, who could sing some of the most beautiful songs to be found anywhere. We cannot revive the students who gave us their sweetest thoughts, their longings to see the outside world some day, their eagerness to acquaint us with their own country. It is too late to save the professors chosen for execution who contributed their wit and individualism to the university communities in Pakistan and abroad.

Peace and universal love have been a tradition in Bengali culture from high to low, from great poets and philosophers to illiterate boatmen. The tremendous loses which East Bengal has suffered, is suffering, and will suffer for a long time are a loss to the world at large of a highly cultivated people. There are few areas that can boast the level of culture we are now in danger of losing even before it has been properly recorded.

We hope that the tragedies that the Bengalis have had trust upon them in the last months, sacrifices which have brought the condition of Bengal before the notice of the world, will not be brushed aside for temporarily expedient solutions. The concern that was exhibited by America generally and by people like yourself and the President after the tragic storm of November is once again required to mitigate the effects of the current complex situation. We feel sure that the U. S. will not regret a through and more realistic look at the problems of East Pakistan.

Until now the administration and its agencies have been extremely difficult for our group to reach directly. I make this personal appeal to you and your husband in your capacities as prime representatives of this country abroad. We were grateful to you for your cyclone relief and I take advantage of this previous expression of sympathy to make this further appeal to change our policies. Without wisdom our generosity will be misued again.

The enclosed book, a guide book of Dacca, was compiled in 1963 by U.S.A.I.D. wives (p. 185). It has since undergone two more editions. It may give you an idea of East

Pakistan's capital as it was before the present conflict. We tried to present a brief picture of Bengali culture. This had to be done with some delicacy since the Hindu and Buddhist (pre-Pakistan) aspects of Bengali culture were not conforming to the state Islamization of the province. Nevertheless, you may be able to read between the lines enough to see that the heritage of the East Bengalis is rich and very different from that of West Pakistan. If nothing else, you may be interested in the book as an effort by American women to introduce new foreigners to their adopted city.

Sincerely yours,

Mary Frances Dunham.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার পাকিস্তান ণতির ওপর নজর রাকার আশ্বাসঃ ডঃ নালিনকে লিখিত সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর চিঠি	সিনেটরদের পত্রাবলী	২৬ মে, ১৯৭১

EDWARD M. KENNEDY
Massachusetts.

UNITED STATES SENATE
Washington, D. C. 20510

May 26, 1971

Dr. David R. Nalin
Harvard Medical Unit
Boston City Hospital
818 Harrison Avenue
Boston, Massachusetts 02118

Dear Doctor Nalin :

Thank you for your thoughtful letter on the tragedy that has overtaken East Pakistan.

As Chairman of the Judiciary Subcommittee on Refugees. I have repeatedly addressed myself to the urgent humanitarian needs generated by the civil strife in East Pakistan. I very much share your concern and I can assure you that neither I nor the Subcommittee have said our last, on this growing problem.

I appreciate your forwarding the background materials on the situation in East Pakistan. We will continue to investigate the circumstances and nature of American involvement in Pakistan.

Again, many thanks for writing. For your background information, I have asked my secretary to enclose copies of my statements on the East Pakistan problem.

Enclosures.

Sincerely,
Edward M. Kennedy

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের প্রচেষ্টায় সিনেটর ডব্লিউ. এফ. মন্ডেল	সিনেটরদের পত্রাবলী	৩ জুন, ১৯৭১

WALTER F MONDALE
Minnesota

UNITED STATES SENATE
Washington, D. C. 20510

June 3. 1971

Dr. D. Nalin
Harvard Medical College
Cambridge. Massachusetts

Dear Dr. Nalin:

Thank you very much for your letter regarding the tragedy in East Pakistan.

I am hopeful that there will be an early vote on the Resolution I introduced to bar further U. S. arms shipments to Pakistan until the conflict is resolved.

Equally urgent, however, is an emergency effort to forestall the still greater horror of mass famine in Bengal. I am shocked by the neglect of this problem, and am urging the administration to take immediate and strong measures to mount the necessary relief effort.

Thank you again for your expression of concern and support. I will be doing all 1 can in the months ahead to avert further catastrophe in East Pakistan.

With warmest regards.

Sincerely.

Walter F. Mondale

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র বিভাগের উপসচিবকে লিখিত মিঃ উইলিয়াম বি. গ্রীনোর চিঠিঃ পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির অসারতা ব্যাখ্যা	জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়	৩ জুন ১৯৭১

THE JOHN HOPKINS UNIVERSITY
School of Medicine

3 June, 1971

Mr. Christopher Van Hollen
Deputy Assistant Secretary
Bureau of Near Eastern and
South Asian Affairs
Department of State
Washington, D. C. 20520

Dear Mr. Van Hollen:

I very much appreciate the trouble you have taken to answer my letter to Secretary Rogers with regard to the situation in East Pakistan. It is encouraging to know that you have personally taken considerable time not only to respond to my assessment but also to listen to the appraisals given by several others of those associated with the Cholera Research Laboratory, in particular Drs. Lincoln Chen and George Curlin.

First, let me be sure you realize that I am fully aware of the fact that you are in possession of virtually all of the information which I have at my disposal through your daily direct communications with Dacca. Hence with any factual or eye-witness information at my disposal, 1 am not pretending to convey any novel data to you. I, of course, as a layman cannot understand what has dictated your restricting access to this very comprehensive material that you have been receiving. In particular, 1 do not understand why you are not even permitting the use of this information for Congressional briefings. This is particularly worrisome to me since the bulk of information for our own legislators as to the actual situation in East Pakistan has come only through the many informal sources which we as private, and concerned citizens I have been able to muster. Fortunately these sources are multiple, accurate and confirm each other and are thus persuasive. I am not at all clear as to how our elected lawmakers can function in any sort of a responsible fashion without access to the facts available to our own Government. Perhaps you can clarify this for me.

With regard to the statements issued by the Department of State, of course everyone would have "hopes", "concerns”, and "wishes" for a peaceful solution and expect that "discussions" would be in progress. This, however, is not news that has much clout when one looks at our actual involvement. The U. S. C-130 military transport aircraft (granted from Turkey) which provide the backbone of the logistics for supply of the army operations in East Pakistan and the modern Huey Cobra jungle warfare helicopters (latest

U. S. equipment) which have been provided to the West Pakistan Army via Italy trough Iran speak more loudly than hopes and wishes for peace. Our direct involvement is so very obvious at every turn and so one-sided it is hard to understand any statement that suggests that we are not directly intervening, specifically on one side in this violent civil war. A simple rerouting of military assistance does not in any way reduce our responsibility.

There is of course no question that the Central Government of Pakistan experts De Jure control; however, there is an enormous body of data that suggests De Facto control is entirely moot. Why are truckloads of dead West Pakistan Army troops still rolling back to Dacca under the cover of darkness? How can the most established and safest of the large river steam-ships be taken over by the Bangladesh fighters, and last week shipments of Jute destroyed on the main waterways? Why in over two months hasn't any shipment of food grain arrived in the entire area affected by the cyclone of last November? Why is nothing moving through the main port city of Chittagong? Why can't the Army drive vehicles from Dacca to Chittagong? Why everyday are villages being burned and their occupants killed if control is a fact?

Particularly malignant in this chaotic picture is the emergence of an openly avowed policy of disposing of all "Hindu miscreants". Isn't it clear that if such a policy persists that India will have to intervene if are unable to take a decisive stand? Do we really want to foster a war between India and Pakistan? These are clearly not times for "normal" diplomatic practices when these practices by default seem to be leading inexorably toward famine and a major war on the Indian subcontinent.

It is of course a totally inaccurate statement to say that economic aid does not support the military activities in freeing funds which would otherwise have to be used for civil needs, as you are very well aware. It is also public knowledge that there has been major diversion of humanitarian relief goods to military purposes. You know that the 50 assault craft that were to be used for relief of the cyclone-devastated areas are being used for military purposes. The Government of West Pakistan doesn't think this diversion important enough not to publish pictures of these boats in their newspapers showing Punjabi soldiers out to punish "Hindu miscreants".

With regard to humanitarian and relief activities, the testimony of USAID officials before the House of Representatives last week acknowledged that even with full international action now there will be one million starvation deaths within East Pakistan. People familiar with the patterns of behavior in times of famine know that starving masses move toward food. Deaths along the roads during such movements characterized the Bengal famine of 1943. If the proposed infusion of aid to be thrust in on the Indian side of the border is carried out, in addition to the hundreds of thousands of Bengalis fleeing from the onslaughts of the army, later will come millions seeking food. India cannot and will not stand this for very sound reasons. This then seems a dangerous and unworkable solution. It makes little sense from any point of view to be on the one hand supporting the systematic annihilation of the 10 million "Hindu miscreants" within East Pakistan, while on the other hand offering "humanitarian" assistance to those shocked and battered survivors that make it across the border to India. It is obvious that with the

support of The United States' "normal" diplomatic practices and infusions of economic and military assistance (via CENTO), the military regime of West Pakistan using the power of the gun and famine may indeed succeed in disposing of nearly 10 to 15 million Bengalis and by this stirring communal rioting and finally stimulating India as a last resort to enter a bloody and destructive war. This scene seems abnormal enough to dictate use of more than the usual diplomatic maroeuvres. I believe that if the Department of State and the Executive Branch are not able to meet the evolving situation in the Ganges River Delta with less than armaments for West Pakistan and more than hopes and wishes for East Pakistan that Congress will have to take the initiative and legislate specific measures in the area of our relationships with these countries. If this is necessary, the results may not be as timely or well turned as might be achieved with decisive action from your Department.

I have already commented in detail on some points raised by the statements of the Department of Stale in a prior communication to Senator J. Glenn Beall, Jr., from Mr. David M. Abshire which covers most of the topics in the material enclosed with your letter. I enclose this correspondence and you will recognize why the communications from the Department of State and the Embassy I of Pakistan have been seen in such a poor light beside the copious firsthand accounts which have appeared in ihe Congressional Record and the press. I sincerely hope that further communications with Congress would take the form of transmitting more of the excellent factual information in your possession with some evidence of a candid "hardheaded" analysis of the options.

Finally, I would utter a question which I recognize seems entirely to lack any force in determining our national policies yet perhaps viewed over the stretch of the last twenty or more years of our foreign policy has been an important cause of repeated debacles, such as Vietnam-why must we, a democratic country founded on the principles of individual rights and liberties, always back the force in other countries which are military, dictatorial and in the current case of Pakistan are carrying on policies totally antithetical to any of our own espoused-if not practiced-beliefs? Must we give tacit assent to genocide by famine and the sword of an innocent people? You and your superiors known this is indeed the current law of the land in East Pakistan? What is the nature of the myopia that prevents the many talented embers of the Executive Branch of our Government from seeing our best interests over a longer sweep of history than the chaotic days we immediately must face?

I believe there is a growing forum which may dictate a change in our policies. I see this in taking with the elected representatives of our great nation. This forces me and others who know Bengal to speak out and, I hope in some small way, catalyze this badly needed change in course which is so clearly highlighted as the strife in East Pakistan pursues an apparently inexorable course toward greater tragedy.

Respectfully yours,
William B. Greenough, III, M. D.
Chief, Infectious Diseases Division.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাঙালীদের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার সুপারিশঃ সিনেটর এইচ. এইচ. হামফ্রের চিঠি	সিনেটরদের পত্রাবলী	৪ জুন, ১৯৭১

HUBERT H. HUMPHREY
MINNESOTA

UNITED STATES SENATE
Washington, D .C. 20510

June 4, 1971

Dr. David R. Nalin
872 Mass. Ave.
Cambridge, Mass. 02139

Dear Dr. Nalin :

I, too, am deeply disturbed by the latest events in East Pakistan. While I am only one man and not the Government of the United States, I feel the same as any sensitive human being to the injustices being committed to the Bengali people. I have expressed my deep concern to the Secretary of State and other officials in Government circles with the hope that the United States can use its good offices to reach an equitable solution which recognizes the rights of the Bengali people, affirmed in recent elections. I also have made some suggestions to these people to be taken as a guideline of what constructive action can be taken. I await the Secretary's reply.

Every day that is expended means a tremendous loss of human life. I pray that an end is in sight. Thank you for contacting me and sharing your thoughts on this tragic situation.

Sincerely,
Hurbert H. Humphery.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান সংকটে আমেরিকান সাহায্যের ভূমিকাঃ এনা ব্রাউন টেইলর-এর একটি প্রতিবেদন	এনা ব্রাউন টেইলর	১৪ জুন, ১৯৭১

THE EFFECT OF AID ON THE PAKISTAN CRISIS.

Economic and humanitarian considerations cannot be separated from political considerations. The United States and the Consortium countries should review the whole situation and all its implications before granting aid of any kind to Pakistan.

Politically, Pakistan is now a totally non-viable country. Not only are the two wings separated by 1,000 miles of hostile Indian territory, by different culture, language and customs, but now fear and hatred are added to the add mistrust between East and West.

There is trouble in the West wing, too, where political dissention and economic discontent are gathering force. Although government bulletins reiterate with monotonous regularity and lack of imagination that "things are going back to normal," the opposite is true according to letters we have received from Americans still in East Pakistan and Bengalis who just escaped via Karachi, were they had contracts. They corroborate the news that there is trouble in Baluchistan, the Sind and the North-West Frontier Province, some of whose leaders were recently jailed. (It should be remembered that Tikka Khan was known as the "Butcher of Baluchistan" before he made a name for himself in Bengal). Hospitals in Pindi and Lahore are filled with wounded soldiers. The businessmen and industrialists who supported the generals are now angry and desperate as the country hurtles towards bankruptcy.

The attitude of the West wing towards the East has always been characterized by a mixture of ignorance and contempt. This contempt burgeoned into the monstrous brutality with which the army crushed the democratic machinery of the East, jailed and murdered its elected representatives, and is now exterminating its people. The ignorance showed itself in a series of colossal miscalculations:

The military would never have countenanced a democratic election if they had been able to predict Sheik Mujibur Rahman's overwhelming victory in the East, which gave him a decisive majority in the National Assembly. They were taken completely by surprise because they had no idea of the obvious prevalence and force of the resentment towards the West wing after 24 years of exploitation.

They then thought that they could terrorize. East Bengal into submission in a blitzkrieg of murder and atrocity. (Yahya Khan is said to have given Tikka Khan permission to use any method, as long as he brought the East wing to heel within 48 hours). This time, the military underestimated the resistance, the logistic problems and the cost of such a war. East Bengal is ideal guerrilla territory and hell for a conventional army. There are hardly any passable roads, and during monsoon every field and rice

paddy becomes a lake. Bombing is not an effective tactic since there are no industrial centres and the few towns are not essential to the survival of a country which is one huge village covering 55,126 sq. miles. According to our sources, sabotage and guerrilla activities are increasing. Blowing up Dacca airport could virtually maroon the army in a sea of hostility.

It would seem then that the military leadership has given ample proof of its criminal brutality and stupidity. The Consortium countries and the United States now have the power to perpetuate this leadership, to give them the impunity they gave their own murderous soldiery.

The answer we are given to this charge is that the only aid contemplated is supervised aid. This reads very well on paper but is rather hard to put into practice. What does "supervised aid" really mean? It means this: a handful of foreigners, diplomats and technical experts, will be sent to Dacca; they will be quartered at the Intercontinental Hotel where they will be pleasantly wined and dined; they will speak no Bengali; they will be wholly dependent on the army for transportation and protection from Bengali guerrillas, who will obviously consider them allies of the Punjabis.

Even with the presence of intelligent, well meaning foreign supervisors, aid cannot be effective as long as the army remains in East Bengal. It is enough to remember how callous the West wing was to the suffering of the cyclone victims last November to realize how Punjabis feel about Bengalis at the best of times. One can imagine how likely it is for Tikka Khan to turn suddenly into Florence Nightingale-for soldiers who just spent nine weeks butchering people to now minister to these people's needs. If only commodity aid is granted, this is still tantamount to financing and perpetuating the slaughter. Commodity aid will simply enable the West to use its dwindling funds on arms. Even food will become a lethal weapon in these circumstances-a way of cowing people into submission with the threat of starvation. A letter we got from an American in East Bengal quotes a West Pakistani officer who said: We'll do what the British did. We'll just starve the bastards to death." The East Bengalis realize this will happen and have repeatedly begged our American source to urge the United States and the Consortium countries not to send any aid-not even food-because they prefer starvation to the perpetuation of the nightmare of terror in which they live.

After all, it was aid, hedged about by all sorts of conditions, and entrusted to these same military leaders that made this holocaust possible. Surely this experience should make the donors pause and reconsider their methods of ensuring the welfare of the poor in developing countries. The tragedy of this catastrophe will be horribly compounded if the Western countries fail to learn anything from this experience and proceed to commit the same mistakes again.

One of the conditions always put on aid since the days of Foster Dulles has been that military aid could only be used against outside communist aggression. Between 1956 and 1965, Pakistan received approximately 2 billion dollars in military aid. The only use it has made of this aid has been in the war with India in 1965 and now against 75 million

Bengalis and their democratically elected leaders. West Pakistan is on friendly terms with China, and when America's electronic surveillance station became an embarrassment to the latter in 1968, the Americans were thrown out of their Pakistani based installation.

It is commonly acknowledged that a disproportionate amount of aid and foreign revenue found its way into the pockets of West Pakistan's ruling families. The theory was that this was all right because they would plough the money back into their business and it would thus eventually percolate down to the level of the needy. The theory did not work, and the gains were ploughed instead into Swiss Banks and the shops of Hong Kong. After receiving about three billion dollars in economic aid over an eleven year period, the average West Pakistani enjoys a per capita annual income of approximately $ 75 and his East Pakistani counterpart an annual income of approximately S 45, according to Professor Dorfman of Harvard: Perhaps the time has come to reconsider the whole issue of aid to Pakistan and its effectiveness.

In 1965, the U. S ., the World Bank and the Consortium countries put an embargo on arms and aid and brought the Indo-Pakistan war to a halt in a matter of days. Pakistan is on the verge of bankruptcy now. If America and the Consortium countries suspend all aid, and the World Bank presses for payment of debts due June 30, the slaughter will end, the army will be forced to leave Bengal, the exodus of refugees will cease, and a political settlement will become possible.

And there seems little danger of losing West Pakistan to China. After all, it did not happen in 1965. China has made extravagant omises to help Pakistan before with only token payment. It cannot afford to keep Pakistan in the style to which Western aid has accustomed it.

On the other hand, we have much to lose if, in myopic fearfulness, we back the short- term winner and the long-term loser by allying ourselves, tacitly or openly, with the blundering and brutal military leaders of West Pakistan simply out of habit. It can create another Vietnam. Sheik Mujibur Rahman, head of the Awami League which won 98% of East Bengali votes in the recent election, is a pro-Western, moderate. His Six Point plan would have redressed some of the political and economic wrongs suffered by the East, while preserving the "integrity and unity of the nation" so dear to the West wing. East Bengalis so far have been suspicious of communists: the leftist National Awami Party won very little support in the election, and the Mao Naxalites of West Bengal have made no headway in the East. But the slaughter of Awami League representatives leaves room for more extreme elements to take over and failure and frustration can only radicalize the moderates.

If the Consortium countries and the United States shore up the West Pakistan economy now and enable the army to remain in East Bengal, the exodus of refugees will continue. There are already 6 million of them in India, and they are arriving at the rate of 100.000 a day (which makes West Pakistan claims that "everything is going back to normal" sound rather hollow). India can hardly afford the financial drain or the population increase. So far, it has behaved with admirable political restraint. But

unofficially, Indians in Washington say that if the West doesn't put a brake on Pakistan, it may be financially and politically imperative for India to march into East Bengal. This in turn may draw China, the United States, and Russia into the foray. If would then take extraordinary wisdom and restraint to avoid that great holocaust which hangs over all of us as the ultimate threat.

It seems to us so much easier and safer to use a modicum of wisdom and restraint now to remain neutral in deed as well as in word and simply to suspend aid, as we did so effectively in 1965.

A Braun Taylor
Cambridge, Mass., June 14.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য স্থগিত প্রস্তাবের সমর্থনে সিনেটর হ্যারল্ড হিউজেস	সিনেটরদের পত্রাবলী	২৪ জুন, ১৯৭১

UNITED STATES SENATE
Committee on Armed Services
Washington, D.C. 20510

June 24, 1971

David R. Nalin, M.D.
Miss Anna Braun Taylor
James O. Taylor, M.D.
818 Harrison Avenue
Boston, Massachusetts 02118

Dear Friends:

Thank you for your recent letter on East Pakistan. I share your concern about developments there and have co-sponsored legislation to stop American military and economic aid until the situation is resolved and adequate relief provisions are made.

It is tragic that our government has paid so little attention to this problem and that it prides itself in giving relief supplies which amount to only about half of what we spend each day on the war in Vietnam. When any of the legislation I have co-sponsored or any other related measures come before the Senate, you can be sure that I shall keep your views in mind.

With sincere best wishes,
HAROLD E. HUGHES

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুর্ব পাকিস্তানীদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের আবেদন	ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ	জুন, ১৯৭১

AN APPEAL

Much is still confused and uncertain about recent events in East Pakistan. But several points seem clear to most observers in the United States.

1. In the 1971 Pakistan election the great majority of East Pakistanis voted for candidates favoring much greater autonomy for East Pakistan.

2. The Government of Pakistan, largely controlled by West Pakistan military officers, refused to accept the implications of the election and instead used force to subdue the growing movement for autonomy in East Pakistan. American equipment unfortunately played an important part in this military action.

3.Great devastation has resulted in East Pakistan with many lives lost, much destruction of property, and considerable displacement of persons from cities to countryside and from East Pakistan to eastern India. East Pakistan was already one of the poorest areas in the world, and its southern districts were only beginning to recover from a disastrous cyclone in 1970. This new man-made destruction promises suffering and perhaps starvation for many of East Pakistan's 70 million persons.

This is an appeal for funds to be used to provide food, medicine, and other non-military supplies for East Pakistani victims of this latest disaster. Money collected will be kept in an American bank until it is practical to channel it through a legitimate and effective relief organization to East Pakistanis in need. No money will be used for weapons, and no money will be sent directly to the government of Pakistan or to any other government directly involved in the conflict. We expect to use organizations like the Red Cross, the American Friends Service Committee, or other neutral groups.

The need is great. Please send your donation to the East Pakistan Relief Fund, Ann Arbor Bank, South University Branch. Contributions are tax deductible.

Howard Schuman
Chairman,
East Pakistan Relief Fund.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পুর্ব বাংলার জনগনের সমর্থনে বিক্ষোভে যোগদানের আহবান	সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি	জুন, ১৯৭১

MASSACRE—GENOCIDE—BLOODBATH—TERROR
AND NOW
STARVATION
'ALL PART OF A GAME'
THE TRAGEDY OF EAST PAKISTAN
(BANGLADESH)

As a result of devastation and dislocations caused by war, floods, cyclones, in-addition to the persistent food shortages between 10 & 30 million of East Pakistan's 75 million inhabitants face starvation within the next few months. Contrary to bland assurances which continue to emanate from West Pakistan spokesmen, **the situation is unquestionably desperate and will require a large-scale international relief effort, if a tragedy of major proportion is to be averted.**

The months required to return the system to normal would probably exceed the time during which the food reserves could sustain the population. The factors that determine mass famine are irreversible after a certain point. When the first stories and photographs of starving families are published, it will be too late to protect thousands of others. **International action, immediate and strong, is perhaps the only defense the people of East Bengal now have.**

On May 12, President Yahya Khan of Pakistan refused U. N. Secretary-General's offer of aid for East Pakistan.

After having unleashed one of the most brutal bloodbaths in all history, he is now planning to starve out the resistance.

In November it was a cyclone that took a tool of lives. That was nature. In March Bangladesh was hit by another disaster, systematically eliminating the country of its young men, intelligentsia and millions of innocent victims. This time the perpetrator is YAHYA KHAN.

BANGLADESH NEEDS OUR HELP RALLY: SATURDAY, JUNE 12.

Meet at noon at Columbus Circle March to Pakistan Consulate on 2E/65 St. then on Madison Ave, 42 St. to UN Plaza at 1st Avenue, and 47 Street.

Speakers: Congressmen and other leading citizens.

BANGLADESH NEEDS YOUR HELP MEETING: Thursday, June 10 at 8 p.m. Community Church, 40E/35 St.

Speaker :- Jay Prakash Narayan

Subject :-Moral and Human Aspects of Struggle in Bangladesh.

Write to your Congressman, Senators and the President to help Bangladesh. Ask suspension of military and economic assistance to Pakistan until the terrorized and starved people of Bangladesh get relief and freedom.

Your donation will help East Pakistan. It is tax deductible. Please make check payable to East Pakistan League of America. With your name and address, mail the check to: Save East Bengal Committee 3J. 50 Kenilworth Place, Brooklyn, New York, NY 11210.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী সমরাস্ত্রবাহী জাহাজের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শ্রমিকদের অসহযোগের সংবাদ	...	১৬ জুলাই, ১৯৭১

'ARMS SHIP' PROTESTS SET IN BALTIMORE

Baltimore (AP)-Demonstrations were to continue today to try to stop the docking in Baltimore of the Padma, a Pakistani freighter alleged to be carrying arms and other cargo to its war-torn homeland.

Police arrested six persons last night as they attempted to block the arrival of the ship using three canoes and a kayak.

All were charged with obstructing the free navigation of a vessel, an officer said. He added that "they were arrested more for their own safety."

Meanwhile, the debate continued on whether cargo scheduled to be loaded on the Padma here would be placed aboard.

The International Longshoremen's Association reportedly ordered its Baltimore local not to load the freighter, which protesters claim is carrying U.S. military equipment to Pakistan despite a bean on such shipments.

An official of the ship's U.S. agents, East-West Shipping denied that any military cargo was to go aboard. **[WASHINGTON STAR,** *Friday, July 16, 1971]*

DOCK UNION REFUSES TO LOAD ARMS-LADEN PAKISTANI SHIP

By Antero Pietila

The Pakistani freighter Padma is expectcd to leave Baltimore for Mobile, Ala., today after longshoremen here refused to load the ship, which is carrying an arms shipment to its homeland.

Members of Local 829 of the International Longshoremen's Association were instructed not to work on the ship at Port Covington by Thomas G. Gleason, the union president, who said the union wants to stay "neutral" on the Pakistani civil war.

That war, according to the State Department estimates, has caused the deaths of at least 200,000 East Pakistanis, while six million refugees have fled to India.

In Washington, the East-West Shipping Agency, the United States agents for the National Shipping Company of Karachi, Pakistan, sent a telegram to the Federal Maritime Commission, charging that the longshoremen's action constituted "direct interference with the commerce of the United States."

The telegram asked Mrs. Halen Delich Bcntely, the commission's chairman to intervene in the dispute.

A spokesman said, however that the commission would not take any action immediately but would study the situation.

In its communication to the regulatory agency, the shipping agency said the Padma's cargo includes the following shipments by the Agency for International Development: pharmaceutical supplies, pesticides, firefighting equipment, and electric generators.

The State Department, however, confirmed that the cargo included an arms shipment for which an export license was issued before the March 25 ban on such shipments for Pakistan became effective.

The following is an enumeration and valuation of the military shipments in the Padma's cargo as given by the State Department: aircraft spare parts S924,329 spare parts for military vehicles, $184, 187; electronic spare parts, $25, 417; spare parts for vessels, $45, 117 and artillery spare parts, $2, 830.

All the military material, which included 2, 200 rounds of 22-caliber ammunition as part of the artillery supplies, was loaded on the Padma in New York late last month, the State Department said.

The ship then sailed for Montreal, where it was to receive 46 crates of spare parts for the United States-supplied Sabre jets. The loading of the crates was prevented by the Canadian government.

In Baltimore the Padma, which is riding high and appears half-empty, was scheduled to load non-military goods, its shipping agents said.

These goods included an unknown amount of electrolytic tinplates, which now stand in a warehouse on the pier bearing the familiar AID symbol of crossed hands on their packages.

Another shipment of steel products awaits the ship in Mobile, maritime sources said.

About 30 members and sympathizers of the Philadelphia-based Friends of East Bengal yesterday continued their protest of the arms shipment, picketing the gate of Port Covington and holding their signs from a small flotilla of canoes near the ship.

Night In Jail

When the Padma-the name means "lotus" in Urdu-arrived at Port Covington Wednesday night, city police in two boats arrested three canoes full of demonstrators.

After spending the night in a Southern district lockup, six of them-all of Philadelphia-received probation without verdict for interfering with naval passage and disobeying a policeman's order. One other demonstrator was not charged.

In a press conference near the gate to Port Covington yesterday, the demonstrators said they were planning to extend their protest action.

(The Bultimore Sun, July 16, 1971)

6 FREED IN BLOCKING OF SHIP FOR PAKISTAN

Balitimore-Six Philadelphians, arrested here after they used canoes and kayaks to block the loading of a cargo ship with arms for Pakistan, were released with a warning yesterday.

Dr. Charles Khan, a teacher at the University of Pennsylvania and leader of the group, said his followers would try again to prevent the loading of the ship, Padma. When it arrives in Philadelphia.

The other Philadelphians arrested with Dr. Khan Tuesday were Richard Taylor, of Sedgwisk st. near Green Malcolm Scot, of Hortier stt. near Pelhham; Sally Willough by and Stephanie Hollyman. of Pine st. near 44th; Charles Goodwin, of Willows are ave. near 50th, and Wayne Lauser of Media. They were held in jail overnight.

[THE EVENING BULLETIN. Philadelphia-Friday. July 16, 1971]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পররাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য যৌথ আবেদনের আহবানঃ কংগ্রেস সদস্য মিঃ ব্রেডফোর্ড মর্স-এর চিঠি	প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের পত্রাবলী	২৩ জুলাই, ১৯৭১

CONGRESS OF THE UNITED STATES
HOUSE OF REPRESENTATIVES

Washington. D. C. 20515
July 27,1971

Dear Colleague:

The Pakistan government will shortly place the East Bengali leader. Sheik Mujibur Rahman, on trial, according to news accounts which citc a rcccnt interview with President Yahya Khan. A military court will reportedly meet in secret to pass sentence on a charge which will carry the death penalty.

Attached is a letter to the .Secretary of State asking that he express to the Pakistan government the hope of members of Congress that compassion will be shown in the thai of Sheik Mujibur.

If you would like to join with me in sending this letter to Secretary Roger, I would appreciate your contacting Bill Maync in my office by Friday. July 30 (ext. 53411).

Sincerely.
F. Bradford Morse
Member of Congress

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জন্য তহবিল গঠন ও চাঁদা আদায়ের আহবান : বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষে জনাব মুহিতকে লিখিত এফ.বি. মালিক-এর চিঠি	...	২৬ জুলাই, ১৯৭১

INDIANA UNIVERSITY
Department of Physics
Swain Hall, West 117
Bloomington, Indiana 47401

July 26, 1971 Tel. No. 812-337-3709

Dear Muhith,

You are undoubtedly aware of the incredible things happening in East Pakistan. Literally millions have been driven away from homes and thousands of villages have been razed to the ground. There are over seven million refugees in India, many of them have already died of cholera. Ten to thirty millions are facing starvation. Even this quiet mid-western community has become very concerned and a local committee which includes the chancellor, a number of deans and three or four departmental chairmen has lunched a large scale drive to raise money from the community, the students and the faculty. Our appeal letter and the format of our newspaper advertisement are enclosed. Newspapers have donated space.

I wonder if it would be possible to organize a similar committee and a fund raising drive in your community. It is essential to raise enormous amounts of money for food and clothing and to stop this famine of colossal magnitude. If you want to help please organize a similar thing and feel free to use our appeal letter and solicit funds through the mail, newspapers and church organizations. The Bangladesh Association is a completely non-profit organization registered with the Internal Revenue Service of the U. S. government. It has direct contact with

(i) Oxfam, the British relief organization

(ii) the government of India

(iii) the provisional government of Bangladesh which is exploring the means of directly sending aids within East Pakistan. Its account is legally open for inspection.

If you can organize a fund raising campaign, this association would supply with an appropriate receipt book. I personally know this organization very well.

Sincerely yours,

Sd/-
F. Bary Malik

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কিছুসংখ্যক মার্কিন নাগরিক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যবাহী জাহাজ অবরোধের উপর প্রতিবেদন	রিচার্ড টেইলর, দি প্রগ্রেসিভ	জুলাই, ১৯৭১

BLOCKADING FOR BANGLADESH

Richard Taylor

"What can I do?" Expresses the common lament of countless citizens who recoil from the magnitude or bad news but feel helpless to "do something." In this article Richard Taylor tells how he and a few likeminded citizens fought non-violently and defeated official armed forces that towered above them in an episode of world significance. Mr. Taylor is a former member of the national staff of the Southern Cristian Leadership Conference and is now working with the Movement for a New Society. He is co-author of a forthcoming book, "Revolution: A Quaker Prescription for a Sick Society."

—The Editors

———

For most Americans the India-Pakistan conflict is 12,000 miles away, but for a small group of us it was as close as a canoe bobbing in the Baltimore harbor, a sewer pipe refugees camp across from the White House, and the Niami convention of the International Longshoremen's Association.

Before last summer, we hardly knew where Pakistan was, much less what was happening there. But July 14 found us spending a warm evening carrying No ARMS TO PAKISTAN signs and paddling a fleet of canoes and kyacks through the murky waters of Baltimore's harbor. Our goal: to try to block the docking of the Padma, a Pakistani ship which had been thwarted in picking up jet fighter parts in Montreal, and which was now bearing down on us led by police and Coast Guard cutters.

"For your own safety, we're ordering you to get out of the way," shouted a police sergeant, leaning over the rail of a large police boat named Intrepid. "The wakes of these freighters are enormous-you can be flipped over and chopped up by their propellers."

"You have to do what you have to do," we shouted back, paddling toward the docking pier, "but we're here to block the Padma. We're concerned about the lives of twenty million Pakistanis who may die if we don't do something," we yelled, paddling ahead doggedly and making the Intrepid gun its engine and come about.

Looking beyond the police boat and over the harbor waters, we could see silhouetters of freighters, docks, and cranes against the far shore and, just to their left, the smaller outline of the *Padma* and its escort steaming up the channel. Across the oil slicks in the other direction stroked the determined bunch who made up the fleet we had dubbed "The Francis Scott Key Armada," in honor of the Star Spangled Banner's author, who panned

the anthem more than a century ago on the deck of a British ship in this same harbor. Just around the corner was the famous Fort McHenry which, since it was after seven p. m.. would soon be bathed in "the twilight's last gleaming." School employees, several teenagers, a doctor, a draft resister about to go to jail, a peace worker, a college student- we all wanted the United States to end its support of the Pakistani military dictatorship.

"You're violating harbor regulations by blocking a shipping lane," came a more impatient bullhorn voice. "You'll be arrested if you don't get out of the way."

A large white yacht, loaded with reporters and television cameras, roared up. A smaller inboard, steered by a television reporter with her camera crew in the back, sped in for a closer look. A second police boat closed in and two Coast Guard thirty-footers edged between us and the Padma, which had now moved to within 200 yards. The freighter's horn let loose a deafening blast and its tugboats added some piercing whistles of their own.

When a voice said, "0. K., arrest'em," we knew that we wouldn't be able to accomplish the goal, but we kept threading our way between the boats, shouting things like; "We appeal to you to help prevent the death of millions of Pakistanis." Skillful Coast Guard piloting and the use of grappling hooks, however, soon had all of us loaded aboard the larger boats.

A city policeman politely but firmly escorted us into the front cabin of one of the craft, and we watched the Padma, now towering above us, slip into Pier 8. In the hot and crowded cabin, our only consolation came from the young Coast Guard steersman, who leaned over to whisper, "We have to do this job, but we're with you 100 per cent. You're doing the right thing." Soon we found ourselves in the Baltimore city jail, sharing narrow wooden bunks and reflecting on how we had gotten into this situation.

Many of us had spent the spring and early summer of 1971 working with peace activities in the Philadelphia area to help form a new organization called "The Movement for a New Society" (MNS). It is similar to the "New American Movement," recently described in these pages (Jeremy Rifkin, "The Red, White, and Blue Left," The Progressive. November, 1971), but with a more explicit emphasis on the role of nonviolent direct action in building a movement for fundamental change in the United States.

One MNS effort was a small study-action team called the "Overseas Impact Group," whose members tried to understand the actual effect on other nations of U.S. Government policies and business relationships. Toward the middle of the summer we began reading newspaper accounts of massacres in East Pakistan and the large-scale exodus of refugees into India. Knowing almost nothing about Pakistan, we began to study the country and the role of the United States in its development.

A popular American college text (Loucks and whiteby's comparative *Economic Systems*. Harper, 1969) describes Pakistan as "one of the primary capitalist countries of the world," praises its "democratic political system," and concludes that its economic development has been "remarkably successful." Other accounts, however, showed

Pakistan ruled by a military dictatorship {with General Yahya Khan at the helm), that West Pakistan treats East Pakistan as a colony, and that capitalist-oriented development has created an immensely wealthy ownership class, while leaving the majority of the population in poverty.

Contemporary events seemed to cut through at least some of these contradictory descriptions. The facade of Pakistani "democracy" came apart when General Khan, in response to the popular election won by East Pakistan's Awami League, ordered the military suppression of the East. The shockingly brutal military action which followed sent millions of refugees fleeing in terror to India.

With increasing study, the complicity of the United States in Pakistani events became evident. This was not simply a tragedy far from our shores in which we had no involvement, but one that our own Government was helping to create.

Although some of the Pakistani army's military equipment came from other countries, a major percentage came from the more than $ I billion of U. S. military aid-Sabrejet fighters, light tanks, bombers, C-130 transport planes, guns and ammunition- supplied to Pakistan since 1955. An arms embargo was imposed on both Pakistan and India from 1965 to 1967, because of Indo-Pakistan border conflict, but many millions of dollars more of U. S. military aid were sent after the embargo was cased.

U.S. economic assistance was also abundant, amounting to more than $4 billion since 1954. The yearly total of U. S. economic aid (about $200 million) provided roughly half of the country's total foreign aid, including that which was channeled through a ten- nation World Bank development consortium. The United States, reported The New York Times (May 30, 1971), is heavily committed to every phase of Pakistan's development, "as well as sustaining the nation's budget and currency."

Even after the facts of West Pakistani military suppression and terrorism were well known in Washington, military and economic aid continued. At first, the Stale Department tried to obscure the fact of continuing shipments, but when the sustained aid flow was documented in Congress and the press, the Government began to talk about the need to continued aid so as to apply "leverage" to the Pakistani government. In April, the State Department admitted that U. S. tanks and F-86 fighters were being used in East Pakistan; it became clear that U. S. arms were helping to crush the Bengalis and that U. S. assistance would continue to flow, if at a somewhat reduced rate.

The "send aid to apply leverage" argument sounded like the line taken by our Government in relation to Greece, and we suspected that it would have about as much impact in Pakistan, particularly since no one in the Executive branch was saying anything publicly to suggest criticism or disapproval of what was happening. But what could be done by ordinary citizens to counter such a policy?

Newspapers and contacts with Congressional offices indicated that Pakistani ships were plying our East Coast, picking up shipments of military and economic goods. One way to express our concern and to put the spotlight of publicity on the situation, we reasoned, would be to attempt to block these ships as they landed to pick up the material.

Knowing that some Philadelphians were already concerned about Pakistan, we joined a local group called the Friends of East Bengal and became its Direct Action Committee. We were completely ignorant of port operations, but library research and telephone calls soon gave us a picture of the key sources of shipping information. In time we had a complete "intelligence apparatus," involving a nun who kept watch on newspaper reports of ship arrivals, sympathetic workers at the Longshorement's and Bay Pilots' Associations, and, when necessary, spotters, with binoculars along shipping lanes. (The veil of secrecy which suddenly closed over both governmental and private sources of information on the movements of Pakistani ships is another story, too long to recount here.)

On July 8 we heard that the *Padma* had attempted to pick up spare parts for jet fighters in Montreal. *The Montreal Star* (June 28-30) reported that the shippers claimed only cobalt and foodstuffs were to be loaded, but, when demonstrators insisted that the cargo be inspected, forty-six crates of Sabrejet spare parts were discovered. The Canadian government suspended the shipper's license arid the Padma headed for Baltimore, minus the jet parts Thus the project, "The Pursuit of the *Padma*," which led to a night in Baltimore's jail and a sentence of thirty days probation on charges of "disorderly conduct" and "unlawfully casting loose setting adrift or placing an object, to wit: a canoe, by obstructing navigation of the S.5. *Padma*."

Our discouragement at not being able to prevent docking of the Padma was more than counterbalanced by the elation we felt at the excellent nation-wide coverage of the blockade on television, radio, and in the press. When the House Foreign Affairs Committee reported out a bill cutting off aid to Greece and Pakistan, a Congressional source and a well-known *New York Times* reporter told us that our Baltimore action was a major factor influencing the Committee to take this unprecedented action.

The need to work closely with the longshoremen was underscored by the Baltimore union's decision to load the ship, in spite of our appeals to the contrary. We therefore put together a team of two Bengalis and two Americans and rushed to the International Longshoremen's Association convention at Miaami's DiLido hotel. There we explained our position to members of the ILA and, after meetings with top leaders and a speech on the convention floor, received a commitment that the ILA would not load military equipment bound for Pakistan.

Our most significant contact, it turned out, was Richard Askew, president of Philadelphia's ILA Local 1291. He expressed immediate sympathy for the Bengalis and stated his conviction that a small group was trying to suppress the majority. As a black leader, he understood the plight of downtrodden people who are victimized for simply trying to express their democratic rights. Whereas the International ILA promised not to load *military* materiel for Pakistan, Askew indicated that his Local might not load economic aid as well, in the belief that any support for the dictatorship would only increase the amount of suffering in East Bengal.

While the small team worked in Miami, the rest of the Direct Action Committee urged groups in other port cities to encourage blockades there, and also began marches and picketing at the offices of the Philadelphia agents for Pakistani ships.

In early August, we learned that another Pakistani ship, the *Al Ahmadi*, was headed for Philadelphia. On August 12 we set up a blockade at Philadelphia's Pier 80 to meet it, but it turned around in the Delaware River and went to Baltimore. We chased it there and met it with pickets on land and water, then found that it was heading back for Philadelphia.

On August 17 we arose at four in the morning to get our boats in the Delaware in time to meet the *Al Ahmadi*, which was expected at seven a.m. Four canoes and one kyack paddled about three miles to Pier 80 while thirty pickets formed in front of the gigantic warehouse on the dock side. We erected a thirty-foot mural depicting. U.S. arms being shipped to Pakistan, and soon were embroiled in intense discussions and negotiations with longshoremen, teamsters (whose trucks were backed up by our pickets), and officials of the shipping company, who complained that we were shutting down their entire operation and causing the man to lose their pay. We finally agreed to leave one gate (where a Japanese ship was moored) free of pickets.

The tiny nonviolent fleet looked like five slivers of darkness on the glistening water, bouncing 200 yards away at the riverside entrance to the dock. Several police boats kept a close watch. The warehouse blocked the picketers' view down-river, but they knew that the confrontation was imminent when they saw two of the canoeists suddenly raise cardboard signs above their heads and point them in the direction of the outgoing tide.

In a few moments the enormous prow of the *Al Ahmadi* edged past the warehouse, nudged by two large tugs. Our small boats paddled straight for the bow, but the police, apparently with orders not to make arrests, pulled alongside, grabbed them, and dragged them across the mouth of the ship and out of the way. As soon as they released us, however, we paddled right back, fighting through tugboat wakes and turbulence to get in the freighter's path. For a good twenty minutes the fleet charged and was dragged back, while longshoremen, teamsters, demonstrator, newspaper reporters, television cameramen, and Pakistani crewmen leaning over the rail watched transfixedly. Finally, the *Al Ahmadi* was able to snag a hawser on the dock's mooring.

The longshoremen held the final card; we were in suspense to see if they would load or not. None had crossed the picket lines so far, and the next work gang was scheduled to pass through the gates at one p.m. At 12:30 they started coming and the picketing was intensified. At 12:45, Richard Askew drove a large black car into the middle of the growing crowd in front of the warehouse gate. He got out slowly and was immediately besieged with microphones and questions by reporters.

Speaking deliberately, he said: "I'm not here to tell the men what to do. I think they've already decided what to do. I'm here to express my own convictions. This company should be ashamed to have this ship then up at its dock. West Pakistan is committing genocide on East Pakistan/' If we load this ship, it would be as though we were helping to commit genocide.

A reporter asked the question that had been thrown at the demonstrators all morning: "Mr. Askew, aren your men losing money by not loading this ship?"

….."these actions made an important contribution to public knowledge about the U. S. role in Pakistan. They also provided an example of how ordinary citizens can move beyond a sense of helplessness and into meaningful action ..."

Without the slightest hesitation he replied: "If 1 know in my heart that the money I am earning is blood money, then 1 don't want to have anything to do with it," and he piled back into his car and drove off.

Not a single longshoreman crossed the picket line, either then or during the next twenty- eight hours, during which time a continuous day and night demonstration was organized. Fewer and fewer longshoremen responded to the shipping company's repeated calls for work crews, and the next after no on the *Al Ahmadi* sailed away, leaving more than a thousand tons of equipment on the dock.

Apparently, this action completely closed the port of Philadelphia to Pakistani shops, for later the Direct Action Committee received calls from a manufacturer and a lawyer, asking that the action be stopped so that they could make shipments to Pakistan. A group in Boston also organized a nonviolent fleet and discouraged a scheduled Pakistani ship from using the harbor.

In October, we built eight replicas of sewer pipes (similar to those used for housing by Bengali refugees in India) and placed them in Lafayette Park, across from the White House. A team from the Direct Action Committee lived in them for more than a week, fasting or eating the meager diet of Bengali expatriates, to represent the plight of the refugees. From this lase we organized a march on the Pakistan Embassy, a lobbying day on Capital Hill, an inter-faith religious service attended by Bangladesh representatives to the United Nations, and a refugee meal for Government employees.

Because of the effective mass media coverage, these actions made an important contribution to public knowledge about the U. S. role in Pakistan. They also provided an example of how ordinary citizens can move beyond a sense of helplessness and into meaningful action to counter an obvious evil.

Contacts in India told us that actions such as these were thoroughly described in the Indian press and were much appreciated as signs that, although the U. S. Government was unsympathetic, some American people were willing to take steps to protest against support for mass murder. Indian and U. S. delegates in the United Nations not now on speaking terms might well remember the moment on Pier 80 when longshoremen and demonstrators joined forces and removed their own support for dictatorship and massacre on the other side of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে ‘ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল’-এর ভূমিকা	ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল	জুলাই, ১৯৭১

FRIENDS OF EAST BENGAL
General Information

Purpose: The Friends of East Bengal has been established as a non profit organization dedicated.

(1)To help relieve the immense suffering imposed by military action against the people of East Bengal,

(2)To further the freedom and political self-determination of the people of East Bengal,

(3)To exert influence on the U. S. government to direct its policies toward these goals.

Activities to date: Lobbying in Congress-Members of the group have visited the U.S. Congress in Washington to see many Senators and Congressmen, The lobbying effort has been directed primarily toward the Gallagher Amendment in the House and the Church-Saxbe Amendment in the Senate. Both amendments would suspend economic and military aid to Pakistan until the repression of East Bengalis by the Pakistan government is stopped.

Demonstrations-Because the U. S. Government is allowing the shipment of arms licensed before the war of repression began, there have been several demonstrations designed to stop the shipment of arms to Pakistan. The demonstrations were at Pakistani ships loading at U. S. ports and have stopped or delayed some of the ships' loading. In some ports longshoremen have agreed not to load ships.

Public Opinion-The organization has prepared several leaflets and news sheets about the tragic events in East Pakistan and the work of groups in this country. These leaflets have been distributed at places like the University of Pennsylvania campus and the Temple University Music Festival. A larger packet of information is being prepared as an information source, containing news articles, editorials, etc.

Fund Raising-Montes required by these activities have come from the sale of buttons and posters and from small donations. While not a relief agency itself, the Friends of East Bengal has investigated the agencies that are seeking donations to directly aid the East Pakistanis. A list of several agencies has been drawn up and the checking is continuing.

Future Activities: Lobbying-Because the Church-Saxbe Amendment has yet to come before the Senate, lobbying will continue. In addition, the need for government-sponsored relief is great.

Demonstration-More ships are scheduled to carry arms and other goods to Pakistan; demonstrations are planned for these.

Teach-in and Speakers Bureau-A teach-in is planned for the University of Pennsylvania for September and other schools will follow. While some speakers are already available, future efforts will include setting up a speakers bureau to provide programs for organizations and other pubic groups.

Information contact: Dr. C. H. Kahn, 4621 Larchwood Ave., Phila. Pa., GR 2-3969. Judith Beinstein, 345 S. 18th St., Phila. Pa., K15- 1907.

Chuck Goodwin, 5001 Willowns Ave., Phila. Pa., GR 6-4437.

Dick Taylor, 4719 Cedar St.. Phila. Pa., SA 4-7398.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থী সমস্যার ওপর ডঃ কার্ল ই. টেইলর-এর প্রতিবেদন	ডঃ কার্ল ই. টেইলর	জুলাই, ১৯৭১

STATEMENT BY DR. CARL E. TAYLOR ON...

At the suggestion of Dr. William Greenough I am writing a brief report on a recent trip to India to work with our research projects. I was born in India and have spent approximately half of my life there, mostly in research, teaching and service in the villages. On this trip I was immediately caught up in a wave of discussion built on long and intimate friendships with many officials at all levels.

I have never seen the intensity of anti-American antagonism that we have now-generated. Even more than usual, the highest officials are trying to be polite in order not to aggravate an already explosive situation. I admire the caution and considered restraint which the Indian government is maintaining in the face of growing pressures from the people and the parliament and in spite of what seems to them to be callousness and misunderstanding from abroad.

It is my considered judgment that present U. S. policy is dangerous and short-sighted. We are contributing to producing another chronically ulcerating center of war and disruption in Asia. United States military and economic support for Pakistan is pushing India into some sort of military action. It is obvious that direct military invasion of Bangladesh would make India subject to international blame for having accelerated the splitting of Pakistan. The hattred of West Pakistan among Bengali Pakistanis is matched only by their terror of the ruthless "burn and kill" activities of the Army. Official Pakistan policy is to shift the blame for the present trouble to India and the 10 million Hindus in East Pakistan even though the now outlawed Awami League was Muslim led and gained over 98% of the elected positions in the winter elections. If Pakistani officials succeed in shifting the blame this will provide a rallying point to prevent the breaking up of the provinces of West Pakistan. Since Indian officials seem wise enough not to be seduced into direct military action, they are forced into indirect measures to relieve the present intolerable situation. A sticking feature of the refugee camps is that they contain mostly older people, women and children. The implications for prolonged guerrilla warfare are staggering. Because of Chinese commitments to Pakistan for once the USA cold have been on the side of freedom rather than supporting the status quo of a military oligarchy.

Most resented in Delhi is the hypocrisy of the present U.S. posture. They ask bluntly how we think we can fool both sides by declaring a ban and then continuing arms shipments. When the $ 70,000,000 emergency relief grant for refugees in India was announced the day after the news broke on the sailing of the first two ships loaded with munitions, the general reaction was "do they think they can buy us off?" Then quickly they presented simple arithmetic of the inadequacy of our relief gesture. Indian officials estimate that just feeding the 6 plus million refugees is costing at least $1^{1/4}$ - million dollars

a day. This means feeding a family of five for a dollar a day. If all of the $70,000,000 was used for food, rather than just the S 20,000,000 portion now allocated, it would still feed the refugees for less than two months. In addition, of course, there is the total social and economic disruption that is being caused by efforts to resettle these numbers. The average daily wage has fallen in some areas from 3 rupees to 1 rupee a day (13 cents a day). Having to cope with these new numbers represents a total disaster for the gradual but encouraging movement of economic development on the Indian subcontinent.

More than anything else, the resentment rises from the blatant genocide of the 10 million Hindus who were in East Pakistan. How long officials will be able to hold off retaliation against the much larger numbers of Muslims in India is somewhat doubtful. What hurts most is the obvious callousness and unconcern of the rest of the world to a tragedy involving much larger numbers of people than even the Nazi "final solution." Americans must be made aware of both the realities and their own responsibilities to help, if possible, but at least not to aggravate tensions and prolong the crisis by supporting a repressive military regime.

CET: ckc
July, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য অক্সফাম আমেরিকার চাঁদা সংগ্রহের প্রচারপত্র	অক্সফাম আমেরিকা	১২ আগস্ট, ১৯৭১

OXFRAM AMERICA
Incorporated

August 12, 1971

1028 Connecticut Ave.
N.W.
Suite 509
Washington, D.C.
20036

Dear Friend,

Suppose you and 7 million other Americans (almost a whole New York City) suddenly had to flee across the border into Mexico, with no possessions but the clothes on your back. Could you stay alive without help? And would you expect Mexico to be able to take care of you and the others?

Just such a situation exists today among the East Pakistani refugees in India. The Indian Government is doing its best to handle the burden that has been thrust upon it of providing food, shelter, and emergency medical care to this desperately needy group, but it cannot do the job alone.

We in the richer nations are the only hope of keeping thousands of innocent children and adults from dying of starvation of disease. Many Americans, Canadians and Britons already have rushed their contributions through the efficient channels of OXFAM A nonpolitical organization which has helped disaster victims since 1942, OXFAM will see to it that your dollars do the maximum good in this crisis.

Please send your cheque-which is tax-deductible-to OXFAM-America, Suite 509, 1028 Connecticut Avenue, N. W., Washington, D.C. 20036.

You literally hold the power of life and death in your hand-take your pen and write a vote for life!

Yours sincerely,
Sd/
Theodora C. Foster
Executive Director

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কানাডায় অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে মার্কিন নাগরিকদের বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২১ আগস্ট, ১৯৭১

STATEMENT BY AMERICAN CITIZENS ATTENDING THE SOUTH ASIA CONFERENCE IN TORONTO, CANADA-AUGUST 21, 1971

We, the undersigned citizens of the United States in attendance at the South Asia Conference in Toronto (August 19 to 21, 1971), condemn the United States Government for its continuing deliver)' of military arms and related spare parts, along with economic assistance, to the Pakistan Government. This aid only contributes to further violence in South Asia. It contradicts American national interest. It violates world morality.

We urge our Government to alter its present course and to follow the recommendations of the Toronto Declaration of Concern-

Signatories.—

Mr. Thomas A. Dine, Executive Assistant to U.S. Senator Frank Church.

Prof. Robert Dorfman, Harvard University.

Dr. John Rohde, Harvard Medical School.

Mrs. Cornelia F. Rohde, International Rescue Commission.

Dr. Hannah Papanek, Harvard University.

Prof. Stanely Wolpert, University of California.

Prof. Gustav Papanek, Harvard University.

Mr. Homer Jack, Secretary, International Religions for Peace.

Mr. Horman Dahl of Ford Foundation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সমর্থক আমেরিকানদের তৎপরতা	বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ	আগস্ট, ১৯৭১

OHIO: FRIENDS OF EAST BENGAL

B. Chandrasekaran reports from Ohio:

We are proud to report to you the starting of an organization in Columbus called The Friends of East Bengal'.

About 15 interested persons, mainly students and faculty members of the Ohio State University, got together the 29th of July to discuss our responses to the tragedy in Bangladesh. We had a larger meeting organized as a result of our decisions at this first meeting. The second meeting, which was actually the charter meeting of the Group, had an attendance of more than 60 people, this time representing a larger cross-section of the Community and was held on 5 August. We were fortunate in having as our main speaker Dr. J. K.- Bhattacharjee of Oxford, Ohio who has been very active for the cause of Bangladesh, and has been in contact with many similar organizations. The meeting was a great success, in the sense most of the attendees have agreed to serve on one committee or another as volunteers.

We have already organized sign campaigns for petitions to Congressmen and the President to end military and economic aid to W. Pakistan. As a result of our appeals to the local Unitarian and Catholic churches, over 100 telegrams were sent over the last weekend, urging local Congressmen to vote in support of the Gallagher Amendment. Displays and information boths in many centers in Columbus are planned. We are planning to concentrate on the local church groups in the beginning for collecting funds for refugee relief. Public service sports on television and radio for this purpose are also planned.

At the moment, there are three major committees in operation:

1. relief 2. publicity and information and 3. Organization of charity shows, large meetings, etc.

The address of the group is:

Friends of East Bengal

P.O. Box 3035

Columbus, Ohio 43210

Arizona: Friends of East Bengal

Jon Markoulis writes from Arizona:

We have started a “Friends of East Bengal” group in Tempe, Ariz. So far we have called a press conference and held a vigil in front of the Federal Building in Phoenix. The

object was to educate the public in this area because the local papers are not carrying the story. The TV coverage we got was not very good. As a group we asked that the US stop aid to West Pakistan and use its troops in Asia to get food and medical supplies to the people in need, in East Bengal. So far we have collected about $100 which we gave to UNICEF.

The peace centers in Tempe and Phoenix, The Catholic center for peace and Justice, WILPF and UNICEF make up our group. In September we are going to hold a panel discussion on the situation in East Bengal. The address of the group: Friends of East Bengal 1414 S. McAllister Tempe, Arizona.

Milwaukee

August 12, 1971

Ron DeNicola writes from Milwaukee Peace Action Committee: The meeting Tuesday night was relatively a success. Twenty people showed up including several Marquette Indian students from the International student Club.

We split the group into two caucuses, one on relief and the larger on political action and education. Next Tuesday at 8-00 p.m. we will have our second meeting which basically will deal with an internal workshop. This meeting will be most important as its objectives are to educate ourselves to the utmost. I hope you or a BDL representative can attend.

Wednesday we had our press conference in which we made a public statement to the effect that relief and educational efforts on East Pakistan will be centered at the PAC in Milwaukee and asking the community for support. There was good coverage on only one TV station, channel 6.

Bangladesh Association of Canada

Toronto

'Crisis in Bangladesh' was the theme of a symposium held on August 5, 1971 at 7-30 p.m. in the University of Toronto campus under the auspices of the Bangladesh Association, University of Toronto. The following were the speakers:

1. Mr. Andrew Brewin, Member of Canadian Parliament,
2. Mr. Frederick Nossal, Associate Editor of Toronto Telegram,
3. Mr. Paul Ignatieff, Director of UNICEF, Toronto,
4. Mr. Leslie Smith of Food and Drug Directorate, Department of National Health and Welfare.

Mr. Brewing was one of the three members of the Canadian Parliamentary Delegation which, on the invitation of the Governments of India and Pakistan, visited recently the refugee camps in India and also Bangladesh. He reiterated his earlier stand that any political solution in East Bengal must reflect the wishes of the people expressed in the last December election.

Mr. Ignatieff emphasized the need of a massive relief for the refugees in India which he called 'a crisis inside a crisis'. Mr. Smith gave his eye-witness accounts of the difficult situations the refugees are passing through. A documentary film which Mr. Smith took was also shown.

California:
Joan Baez Benefit Concert

Famous folk singer Joan Baez gave a concert on July 24, at the Stanford University campus for the benefit of the 7 million refugees of Bangladesh. The concert was attended by over 12,OCX) persons from the San Francisco Bay area. It was organized by Mrs. Ranu Basu and others from the Stanford India Association. The members of the American League for Bangladesh, the peoples Union and the Institute for the Study of Nonviolence helped tremendously in publicizing and staging the concert.

At the concert, members of the American League for Bangladesh and of the Stanford India Student Association distributed over 8,(XX) leaflets which exposed the U.S. complicity in the genocide in Bangladesh. The leaflet pointed out recent U.S. shipment of arms to the brutal Pakistan Military Junta and the Administration's declared policy of continuing to do so. Mrs. Joan Baez Harris condemned the Administration's immoral and shameful policy and asked the 12,000 member audience to sign a petition which urged the U.S. Government to stop all aid to the repressive regime in Islamabad. Several thousand of the audience signed the petition.

New York: Friends of East Bengal

The Friends of East Bengal (New York) held a mass rally in New York on August, 14, in co-operation with the Bangladesh League of America. About 500 people participated in the rally that took place at the U.N. Plaza from mid-day to about 3 p.m. The rally was addressed by Dr. Alamgir of the Bangladesh Leauge, Dr. Eqbal Ahmad and Ejaj Ahmad two noted scholars from W. Pakistan, and by Mr. S. J. Avery of the Quaker project.

The speeches were followed by several small workshops on the Bangladesh crisis.

An eighty-page booklet containing a historical summary of the Pak-Bangladesh conflict since 1947 put together by the Friends of East Bengal was distributed at the rally together with many other pamphlets. The address of the Friends of East Bengal (New York) is: 13 E. 17th St., 6th Floor, N. Y., N. Y. Phone (212) 741-0750.

Announcements:

(1) We are enclosing the Bangladesh Emergency Welfare Appeal brochure with this newsletter as a specimen copy. Please let us know how many you want to distribute to prospective donors in your area.

(2) Those of you who have requested us for (he "Why Bangladesh" booklet. Please allow us another week before we can mail them to you

(3) Please send us a report of your group activities for publication in our newsletter. Send us paper clippings too from your local newspapers.

(4) We have reprinted a large number of bumper-stickers: "Stop Pakistan Genocide in Bangladesh." We will supply them to Bangladesh groups at cost.

Issued by: Bangladesh Defense League, 5245 South Kenwood Avenue, Chicago, Illinois. 60615.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লিখিত খোলা চিঠি	ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কালচারাল অরগানাইজেশান	আগস্ট, ১৯৭১

AN OPEN LETTER
TO
PRESIDENT NIXON
International Students Cultural Organisation

By your statement of August 4, defending continued aid to Pakistan, you not only challenged the recent decision of the House of Representatives and the strong protest against that aid by the group of Pakistan diplomats who had just resigned in disgust with the Islamabad junta s reign of terror, but also the rising tide moral revulsion in this country and around the world.

This raises the question of the sincerity of the Administration's position in this matter, in that you had not arranged to have a single defender of your stand on aid to Pakistan, even from your own party, rise to oppose the stopping of that aid, when the House debated the Foreign Assistance Bill the previous day. Was this an admission that continuation of such aid is so indefensible that public debate by the people's representatives was avoided, with the intention of getting the unsavory job done by Executive action?

Least appeal be made to Executive omniscience as justification for Executive omnipotence let us go into the merits of the case. This is by no means as simple a matter to decide as your summary public treatment of it assumes, nor should we be content to leave it to Mr. Kissinger's inscrutable wisdom. America's and the worlds conscience has been outraged in East Bengal, and we must have an open trial of the case. Too much is at stake for the human family to acquiesce in furtive maneuvers and bureaucratic blunders as excuses for further arms shipments to that brutal regime.

The massive moral issue apart, your statement that the suspension of aid is likely to aggravate the problem of relief for Pakistan refugees, hampering Pakistan's ability to work with the United Nations, "as it presently has indicated it is willing to do in distributing the food supplies," and that the aid to Pakistan is "the way to influence the course of events in the Indian subcontinent" is fallacious.

There is no solution to the refugee problem so long as we try to bypass the problem of the political settlement in East Bengal. And there can be no political settlement which is not based on the fact that it has become psychologically, morally and practically impossible for East Bengalis to go on tolerating the blatant fiction of the alleged unity between themselves and their genocidal tyrants and exploiters. East and West Pakistan, two distinct peoples with entirely different cultures-once a thousand miles apart and now unthinkably far!

As Tajuddin Ahmed, Prime Minister of the provisional government of Bangladesh, said in his appeal "To the People of the World" on April 17, "Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses. The hundreds and thousands of people murdered by the army in Bangladesh will act as an impenetrable barrier between West Pakistan and the People of Bangladesh. By resorting to pre-planned genocide Yahya must have known that he was himself digging Pakistan's grave. The subsequent massacres perpetrated 011 his orders by his licensed killers on the people were not ‘designed to preserve the unity of a nation. They were acts of racial hatred and sadism devoid of even the elements of humanity. Professional soldiers, on orders, violated their code of military honor and were seen as beast of prey who indulged in an orgy of murder, rape, loot, arson and destruction unequalled in the annals of civilization. These acts indicate that the concept of two countries is already rooted deeply in the minds of Yahya and his associates who would not dare to commit such atrocities on their own countrymen."

Mr. President, do you not see how morally obtuse it is to go on pretending and presuming that, after what these people have been through, they are to go back and put themselves in those bloody hands transiting themselves to the tender mercies of those who have treated them with studied brutality and have never shown the least sign of a change of heart? And it is four and one half months since the reign of terror began; As the defecting diplomats have declared, with their intimate and through knowledge of the whole situation, far greater than yours or mine. "There absolutely cannot be any question of economic or military assistance to West Pakistan now. Such assistance will only have the effect of perpetuating genocide."

For us who have been brought up to applaud Patrick Henry's 'Give me liberty or give me death," is it unconceivable that those who have seen their fathers and sons slaughtered, their daughters mass-raped, their homes looted and put to the torch, their industries and services destroyed, their educated leaders systematically killed off, should prefer death to tyrant-governed relief, even if overseen by a handful of UN observers? Have you the audacity to ask them to return to such a regime?

Dare we go on acting as if an American military ally must never be disowned, no matter what unspeakable atrocities he commits? You say, "We are not going to engage in Public pressure on the Government of West Pakistan." (Does this expression mean that, although you do not recognize Bangladesh, you do. at least unconsciously, recognize that the government is now that of West Pakistan?) You add, "That would be counter- productive. These are matters that we will discuss only in private channels."

So, regardless of the fact that this ally has engaged in tops of thousands of the most offensive public acts against human decency against civilization itself, we must avoid any public wounding or his sensibilities! After all, the reasoning goes, he might favor China, instead of us, with his readiness to accept such tokens as of undying friendship and loyalty as tanks, jets, flame throwers, machine guns, and be no longer a staunch ally and bulwark against Communism!

Speaking of staunchness, Mr. President, have you really been using your influence with the genocidal tyrant, "through private channels," as you insist, the past four months?

If so, you can see by now how effective such considerate methods are! It would be difficult to imagine, considering the catalogue of attested crimes against humanity in the Yahya Khan, Tikka Khan recording during this very period, how the conduct of this regime could have been worse? Better try another method of persuasion, Mr. Nixon;

Unless you do, your foreign policy may reach its nadir over your wrong relation to Bangladesh, with is extraordinary moral and humanitarian significance. What then becomes of your dream of being remembered as a creative peacemaker? Has the time not come, in light of Bangladesh, for a foreign policy with a human face? Is it not time to turn away from the professional power politics chessboard? Ego-blindness is the archenemy of world peace. The Pentagon Papers disclosures were a timely warning against those who do not hesitate to master-mind the lives and destinies, of others, who form brain-trust coteries and pay with global chessboards. How often Life laughs at their clever stumbles! Too often, they are so knowledgeable, so full of information, that there is no room left for wisdom. There is a canny instinct in the people's distrust of brain-thrusters.

Public confidence in a government in the only justification for its existence. By this test Yahya Khan, Tikka Khan, their junta and their minions have forfeited any further right to be in East Bengal. And if you, Mr. President, incredible as it is, have uttered no word of public criticism of that regime during all these months of its terror and, on the contrary have come to its defense-and action in harmony with it, despite Congressional criticism are you not adding dangerously to the growing credibility gap in these stormy times? What will our new 18-25 voters think of all this?

And now comes tyrant Yahya Khan's amazing announcement to the world that is was the slaughter of 100,000 of their fellow-citizens by the Bangladesh Awami League and their followers that forced him to declare martial law to put down the bloody rebellion! The refutation of this grant lie is simple. How is it that the many foreign and Pakistani reporters in East Pakistan before the reign of terror that began at midnight on March 25, failed to report this horrible news, and that Yahya himself, far from telling the world this story, gave every appearance, until that date, of negotiating in good faith with Mujibur Rahman leader of the Awami League, having publicly referred to him as the "coming Prime Minister of Pakistan?" We know now that Yahya's negotiations were a blind for the army's preparations for the genocidal eruption-and so soon after Pakistan had solemnly signed the Universal Declaration of Human Rights!

A piece of this deceit was Pakistan's twice (in 1948 and 1965) attacking India with armament obtained under the assurance that it was for her own defense only, especially against any Communist aggression. Can this kind of ally contribute to America's or the "Free World's" security? If ever a regime has murdered a people, betraying democracy, and violating all criteria or humanity, it is the regime you, Mr. Nixon, are trying to defend and support. If a ruler grossly misgoverns his own people and, refusing to be their protector, becomes their torturing dictator, dare you, even then support him on the grounds that he is "essential to America's security?"

Apart from the moral issue, as we consider the vast changes in armament and all the other developments in such military alliances as SEATO since they were formed, is it not wise, at a time like this, to face afresh the question: Is the Administration simply repeating an old stance? Is Pakistan really so important to the USA as to justify paying any such price as you would pay for its professions of allegiance, at the risk of alienating Bangladesh's 75,000,000 and India's 550,000,000, and American and world moral standards? What does "a decent respect for the opinions of mankind" dictate in such a case? And what does the faithfulness to one's vows and standards as a Christian require in such a situation if one is to have more than a political membership?

One more major question, Mr. President. Both you and Prime Minister Indira Gandhi give us the impression that fear of what China may do in the Bangladesh situation weighs heavily with you, not so? You assume that if, for example, in the absence of any other valid solution, India were to be driven to go to the rescue of Bangladesh, having declared is as her strictly limited purpose to make it possible for the Bangladesh people to create their own government and enable the millions of miserable escapees to return home as free me China might intervene.

Evidently you and Mr. Kissinger, despite his scholarly expertise in other directions, share the general dangerous misconception of the nature of the Peking regime. It is widely assumed that Mao's regime has followed the Russian, even the Stalinist pattern of readiness for ruthless repression, even invasion.

But there is abundant documentation for the following understanding of Mao's way: Since the beginning of his movement in the 1920's, culminating in the Cultural Revolution, and emerging into the world's consciousness in the present new diplomacy, Mao has thoroughly taught all his people that, on the one hand, they may need to deal with regimes with which they differ, however strongly this being a matter of temporary tactics-while, on the other hand, "whoever opposes imperialism or makes revolution has out support," as Peking declared in its editorial on Army Day, August 1.

Red China has a massive record of standing for the liberation of struggling peoples, but by measures short of invasions, despite her entering North Korea when she felt her own borders threatened and her later taking possession of certain disputed areas on her borders with India. Concerning her attitude to the Pakistan-India-Bangladesh tangle, while China, by virtually warning India, "Hands off East Bengal," to this extent supports Yahya Khan against India, she could not go much further in abetting a tyrannical Right reactionary regime without committing ideological, moral, political suicide. We need therefore not fear a Chinese invasion of the South Asian subcontinent. But Mao's tactical stance in the present situation means that he wants to war off India from going to the rescue of Bangladesh so that not only East Bengal but West Bengal will become desperate and deteriorate into another Vietnam, for which the stage is all set, as the writer has developed the picture in "China's Strategy, a New Vietnam."

When that Bangladesh desperation comes-and both Washington's pro-Pakistan stance and Delhi's dangerously delaying Bangladesh policy directly contribute to it-the well prepared and powerful pro-China Communists of West Bengal, expert in

capitalizing on chaos, and other elements of that "Northeast Volcano" will find Red China supporting them as they have massively supported the Vietnam struggle, and Mao will then repudiate Yahya and Co.

Enough of this point for now. but Mr. President, you and Mr. Kissinger had better go deeper in your China study and see that you are now on the wrong track, so far as your South Asia chessboard goes, definitely backing the very wrong horse. What a price a "lift" to Peking for Henry? If by your present course you weaken the Bangladesh cause and tempt China to encourage and support a new and far worse Vietnam, with another quarter of the human race, in South Asia, at stake, will that not give a serious setback to our hopes of seeing the real China in the United Nations as a responsible member of the world family?

As for the justification for India's going to Bangladesh's rescue, she would only be responding, at long last, after dangerous delay, to the horrible and massive aggression of Pakistan's reign of terror regime against the people of Bangladesh, who will form the eighth largest nation of the world: aggression also against India, far more serious than an ordinary violation of a border or most of the other accepted causes of war, historically. Above all, this deliberate genocidal aggression has been a gross attack on the very fabric of civilization, of decent and human and trustable human relations, a return to far worse than the law of the jungle.

The Humpty-Dumpty that was Pakistan-the weird political contrivance for two very different peoples, a thousand miles apart and supposed to be united only by a common religion, a relationship that has given the majority the 75,000,000 of East Pakistan a far worse colonial status than ever they had under the British—this put Humpty-Dumpty together again-not even with the aid of the Pentagon and the State Department.

No, you cannot solve the refugee or aid problem without solving the political problem. This is the basic stubborn fact from which true statesmanship must fashion a new policy.

Jay Holmes Smith

INTERNATIONAL STUDENTS CULTURAL ORGANIZATION
Room 411 Easkell Hall
605 West 115th Street
New York. New York 10025

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টিকারী মহলের উদ্দেশে নির্দেশাবলী	ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

HINTS FOR LOBBYISTS (Revised 9/16/71)

1. The following materials are available for your use in the office in preparing for Hill encounters:

a. Card file summarizing our contacts with each member of the House and Senate to date.

b. Profile of their voting records on certain indicative issues.

c. Pamphlet for lobbyists put out by Quakers.

d. List of Congressmen alphabetically including state, party, office room number and telephone (see also July newsletter).

e. Text and list of co-sponsors of Saxbe-Church Amendment (Senate) and Gallagher Amendment (House) to the Foreign Assistance Act.

f. Congressional Directory (biographies, committees, etc. etc.)

g. Press file containing editorials, letters to the editor, news stories, etc., hopefully from your congressman's district

h. Reprints of materials useful for your information and for handouts to Congressmen's offices.

2. Plan your schedule with some thought to building locations (the numerous office building are large!).

3. Punctuality within five to ten minutes of the time set is expected. Should you be delayed, a prompt explanation (preferably by phone in advance of the appointment but as soon thereafter as possible) will be more warmly received than a later personal appearance. You can reschedule at the time of your phone call.

ASK FIRST to see the Congressman or Senator about the situation in East Pakistan and about the Saxbe-Church (Gallagher) Amendment to the Foreign Aid bill; if he is unable to see you, TIIEN ASK to speak to the PERSON WHO HANDLES THE CONGRESSMAN'S LEGISLATION ON FOREIGN AFFAIRS.

5. Obtain the name (do not be shy to ask for spelling) and position of the person you see and include this information in your report (questionnaire) to us so that we can build continuity.

6. Introduce yourself to your contact briefly clear name, where in the U. S. you come from and what you are doing (e. g. teaching in a university) reside vote in a

Congressman's district or Senator cate, make his point clear (he will realize you can in. .. ... voters).

7. Ask the staff member how familiar he and/or the Congressman is with the situation in Hast Pakistan and with the saxbe-church (Gallagher) Amendment to Foreign Assistance bill. Conscientious offices welcome the opportunity to learn from sincere, informed, concise persons to the extent they have time available. Staff are often overworked, so that lobbyists are valuable sources of information to them often the only sources consulted Thus when you exchange information you are rendering them a service, not asking a favor. After determining his depth of knowledge, explain why it is important the U. S. assume a neutral position in the Pakistan "civil war."

8. Ask if the Senator (Congressman supports the Saxbe-Church (Gallagher) Amendment-not "will he support" because this asks him to commit himself in the future when circumstances might have changed. Most people are sympathetic to the suffering of the Bengali people; however, they may feel they must vote against the bill for other reasons. If the person opposes or is non-committal, ASK WHY. This is **not an embarrassing question**, since Members of Congress and their staffs always expect to explain their positions on critical issues. You can be most persuasive when you understand their reservations.

We need to know what positions has been taken so we know if we must do further work. Let us know the areas of disagreement or concern so we can approach him the next time prepared. (Note these on questionnaire. Your recollections are................... shdst if noted briefly before continuing on to your next appointment.) Any material you can supply verbally or written to inform and persuade your contacts will be most valuable.

9. Be sure to differentiate between aid's opinions and Congressman's position.

10. While feeling sympathy for the Bengal tragedy, many members feel an obligation always to support the Administration position on foreign/security matters or may have reservations on other issues of substance. Explaining some of the following points may have an impact in such situations:

a. The intent of House and Senate legislation proposed is to keep the U. S. from favoring one side over another in yet another Asian civil war (disengage from our aid involvement in another potential Viet men), especially where the separation of the country is now regarded as inevitable by knowledgeable observers in and out of the government.

b. The bureaucracy has urged the President to follow the above policy-for example, Assistant Secretary of State Sisco told the Foreign Relations Committee that Pakistan has less than a 50% chance of surviving as a unified nation. However, the President rejected that position because of his use of Pakistan as a conduit for Kissinger to fly to Peking-yet we could use other avenues to Peking (e. g., we've used Warsaw for years, Rumania is another possibility, as are Hong Kong or San Francisco;).

c.The only ones to gain in the present can....................... are Mao tse-Tung and chaos- whereas......osers will be U.S., India, Russia, and moderate democratic Awami League leaders.

d. The conditions which force out millions of refugees fuel the war machines of India and Pakistan; chances of another needless Indian-Pakistan war are high.

e. Withdrawing aid-especially including economic aid-will make continued occupation of the East extremely difficult financially for the West.

f. It is dubious how "friendly'1 an ally Pak has ever been or how much "leverage" American aid has ever bought us with Pakistan (for example, they kicked us out of Peshawar intelligence base in 1969); Chinese potential is overrated, as has been shown by their promise of small amounts of aid, and their inability to afford giving very much (e. g. gave very little to North Vietnam). West Pakistan is likely to follow its own interests, not China's, as it has in the past.

g. Pakistan defaulted this summer on its repayment of debts to us for past aid loans. It seeks further relief permitting rescheduling payments due October 31 and beyond. Stress that this form of economic assistance underwrites its occupation of terror in Bangladesh, and that as a matter of good economics we shouldn't stand for this threat to our aid program's viability.

h. Relief: UN supervisory prospects and State Department assurances are totally inadequate to prevent misuse of food as a weapon while the present military and civilian regime continues. Until a genuinely representative political settlement is achieved, nothing short of an airlift is likely to reach villagers impartially and effectively. Over 10% of the population has fled to India, hopefully somewhat reducing demand. Need is likely to be greatest in province adjacent to India due to the Pak army military measures there. It is essential we offer PL 480 food shipments to India for refugees, and these supplies could possibly spill over the border.

11. If an aid Congressman wants more particular information on legislation or the Pakistan situation which you are. unable to provide, let us know both verbally and on the questionnaire so that appropriate follow-up can be expedited. If at all possible obtain the information yourself and see that it reaches the person who asked for it.

12. Please send us copies of any material you feel is useful in responding to the concerns of Hill offices.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশকে সমর্থনদানের কারণ ব্যাখ্যা : বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন	বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SEVEN REASONS FOR SUPPORTING BANGLADESH

The gruesome terrorism which the West Pakistani Army has been practicing against the mass of the East Pakistan population since March is now fairly well known-

According to the U. N. High Commissioner for Refugees, the number of Chose who have fled East Pakistan for India has reached nine million. Whether we believe the number of Bengalis killed so far to be 50.000 or 2 million, the holocaust is of a scale which calls for comparisons with Vietnam and with the Indonesian massacres of 1965-66.

Public figures here and abroad have coodemned the West Pakistanis, many have demanded that they exercise restraint henceforth, and some that they should create conditions which would make it possible for the refugees to return. The World Bank team which visited East Pakistan in early June reported that the situation there would not return to normal "until there is a drastic reduction in the visibility and preferably even the presence" of the West Pakistan Army. But the ease for an independent state of Bangladesh has hardly been considered.

As I see it. there are seven major reasons why the cause of an independent Bangladesh deserves support.

Firstly, and of central importance is that continuing attempts to suppress the Bangladesh movement are likely to be as futile as they are Woody. T1* men who lead this movement were shown to have overwhelming support in East Pakistan last December when the Awami League obtained 160 of the area's 162 seals in a free and fully contested election. And the attempt to break the back of the movement by what was hopefully intended as a short sharp crackdown has signally failed, with the Bengali units in the armed forces mutinying almost to a man. Since then Yahya Khan has repeatedly incited elected M. Ps of the banned Awami League to associate themselves with his regime by agreeing to take up their seats in the Pakistan Parliament, but only 22 of the 160 have accepted his offer.

The reports of the few independent observers who have been allowed into East Bengal in the last few months agree that the military rulers of the area are continuing to find it necessary to act with the greatest harshness. In the words of Sydney Schanberg of the New York Times, who was in Fast Pakistan at the end of last month, they arc trying to make their occupation stick "in spite of the region's crippled economy, the collapse of the Government administration, intensifying guerilla activity by Bengali separatists. mounting Army casualties and an alienated sullen population." In these circumstances

assurances by the Pakistani military authorities that they are seeking ways of making it possible for the refugees to return to East Bengal can only be regarded as either wishful thinking or window dressing of the most hypocritical kind. (See the New York Times, September 23. 1971)

Secondly, the cause of an independent state in East Bengal makes good historical sense. The circumstances which led to the creation of Pakistan in 1947- essentially the widespread fear in the Muslim communities of British India that they would suffer discrimination and persecution in a Hindu-dominated independent India-did not necessarily point to the establishment of a single Muslim state. The famous Lahore Resolution of 1940, in which the All India Muslim League committed itself to the idea that the sub-continent should undergo partition, did not in fact call for a single state of Pakistan, demanding rather that the "North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States'. But the Muslim League's leaders, mainly Westerners, were able to use the intensity of anti-Hindu feeling which Prevailed in East Bengal in the following years to win the adherence of some crucial Bengalis for the idea of a single Muslim state, and it was to this demand that Britain finally acceded in 1947.

There were, however, vast contrasts in historical experience and cultural disposition between the two halves of the new country, the one half oriented to the Middle East, the other thoroughly Indie in basic culture and finding its inspiration as much in the Hindu Bengali poet Tagore as in the writings of the great Muslims. The power of Islam to create a sense of common identity between them waned quickly once Pakistan had actually come into being, and it was not long before many Eastern leaders realized that they had been led into a tragic mistake.

The dominance of Westerners in the newly formed Pakistan Army combined with the shortage of senior administrators in East Bengal (this latter mainly a product of the partition time emigration of Hindus), combined to make it possible for West Pakistanis to assume a role of political dominance in the Eastern province soon after independence, and this situation remained essentially unchanged until early this year. Not only have central governments been dominated by Westerners since 1947, but the same has been true in large measure of the higher civil service in East Bengal and this despite the fact that there are 75 million people in the Eastern region and only 58 million in the Western.

One consequence has been a massive shift in the economic balance between the two halves. Foreign exchange from East Pakistan's raw materials exports, especially jute, has been used to buy capital goods and consumer items for the West, and the West has received almost 70% of Pakistan's overseas aid. Largely as a result of this, economic growth has been more rapid in West Pakistan, and East Bengal's sense of cultural distinctness and political subordinacy has been compounded by a sharp sense of economic grievance.

Thirdly, an independent Bangladesh state would meet most tests of viability. It would certainly need international aid in generous quantities to repair the terrible devastation of the last several months. But in the long run it would be able to meet a large

part of its import requirements from the foreign exchange earned by its jute and tea exports. It would benefit markedly from expansion of its trade with India, trade which would be on terms more favorable than those which have prevailed between East and West Pakistan. And it would draw considerable strength from its cultural homogeneity.

A fourth argument for an independent Bangladesh is that in East Pakistan, unlike almost every other area claimed by a secessionist movement, a break could easily be "clean." Because the Eastern and Western parts of today's Pakistan are separated by more than 1,000 miles, there would be no doubt about where the lines of a new partition would run. This is in sharp contrast to the situation posed by the breakaway movement of Biafra.

Fifthly, the success of secessionism in East Pakistan would not be internationally disruptive. It would indeed be the first major case in any of the new states which have emerged from colonial rule since World War II where a secessionist movement has succeeded in changing territorial boundaries. But the likelihood that this would activate currently dormant secessionism elsewhere is not great- again in contrast with the case of Biafra. This is partly because political boundaries correspond better to ethnic and cultural configurations in Asia than in Africa. And it is also because the Bangladesh movement is unique among would-be breakaway movements in newly independent states in speaking for an area which is situated far away from its metropolitan "mother country." It is indeed an anti-colonial movement in every major sense (except is not being directed against a European power.)

Sixthly, the destabilizing consequences for India would be far smaller than if Bangladesh remains a guerilla cause. The successful establishment of a sovereign Bangladesh would certainly lead some groups of West Bengalis to hope that their province would one day merge with Bangladesh to form a greater Bengal state. But the great political heterogeneity of West Bengal and the important rules which millions of West Bengalis play in the economic, social and political life of other provinces of India make it unlikely that West Bengali pressures for secession from India would ever be very powerful.

In Bangladesh itself, there is no indication of any political move for a greater Bengal. The origins of East Bengali nationalism have their roots in the resistance to Calcutta's hegemony over Bengal and there is no basis for believing that the 75 million people of Bangladesh who have sacrificed so many lives to establish their national identity would wish to merge it with West Bengal inspite of the universal urge for closer cultural and economic ties. It should indeed be noted that Bangladesh is one of the few countries whose nationalism is territorially defined in its national flag.

Conversely, the present situation is a major threat to the stability of India. The refugees are not only a heavy burden on India's economic resources. They are also a source of acute social and political tensions, locally and nationally. And it is quite fanciful to suggest that even a significant minority of them will return to their East Bengal homes while the Pakistan Army is .there. So long as Indian nationalist passions

are inflamed by Pakistani oppression of Bengalis (and the singling out of Hindus as special targets of persecution) it is most unlikely that Mrs. Gandhi's government will be able to concentrate on the domestic programs for which its recent electoral victory was achieved.

Finally, West Pakistan itself would certainly be better off once it had divested itself of the burden of the rebellious East-despite the economic advantages which it has derived from its over lordship there. This is not only because it would not have to bear the costs of a long-sustained military operation against the Bangladesh nationalists but also because it would be markedly easier to maintain stability in the new rump state than in Pakistan as it has been constituted to date.

It is true that any settlement in which Bangladesh independence was conceded would leave Pakistan weakened vis a vis India. But this would not threaten the rump state's survival, for which it could safely rely on the strength of its armed forces. And Pakistan can surely afford some weakening in its position vis a vis India at the present time. The announcement of President Nixon's visit to Peking has after all given it windfall advantages in that relationship.

Options For The World

There is in fact no real alternative to Bangladesh. It is surely a fate akin to that of Vietnam, an ultimately impossible attempt to maintain rule by naked violence in a country where hardly one political leader of stature will compromise himself by association with the governing power. Will it take five or ten years of terrorism from above and below, with great powers fishing in troubled waters, before the attempt is abandoned? Such senseless violence is surety avoidable if the outside world is prepared to press Yahya hard now.

International pressure could well be effective in forcing the Yahya government to a complete withdrawal from the East. With the East Bengal economy in ruins, and huge resources required for the military campaign, the Islamabad government is in desperate need of economic support from the outside world. If such support is consistently refused, Islamabad may well agree to abandon the Eastern area.

Islamabad's initial responses to western pressure of this kind are likely to be extremely hostile, involving more threats of Pakistan's moving into closer alliance with China. But the aid which China can give, over and above what it is currently providing, is very limited. As for concern lest western humiliation of the Yahya government should expand the Chinese sphere of influence, it is surely likely that Peking would draw greater benefit from a long war between the West Pakistan government and the Bangladesh guerillas, inasmuch as this could lead to the Bangladesh cause becoming much more radicalized. In any case the social character of the Yahya regime sets limits to the extent to which Peking will support West Pakistan. It is unlikely that they will over-commit themselves to a regime dominated by generals, landlords, bureaucrats and plutocrats when the potential for influence is so much more attractive in the East.

The Islamabad government could be made to cut its losses, possibly quite soon, if the pressure of world opinion is persistent and if it is radically skeptical of Yahya's window-dressing arrangements.

West Pakistani leaders have known for a long time that their rule is hated in the East. The idea that it might be sensible to allow the unappreciative Bengalis to go their own way is by no means a new one.

And there are of course precedents. The Dutch gave up their control of Indonesia in 1949 in roughly similar circumstances. In December 1948 they had made a desperate attempt to strike a knockout blow against the Indonesian Republic. By the following March it was clear that they had failed to break the Indonesian nationalists' spirit and the U. N. then insisted that they disengage completely rather than fight a long war against determined guerillas. Ten years later France withdrew from Algeria when it became clear that its military might would never prevail against Algerian nationalism It did so despite the fact that a million of its citizens lived there and despite the long-proclaimed contention that Algeria was part of France. And it is not difficult to see analogies with the way in which the U. S. is being forced to swallow its pride in Indo-China today.

International pressure could be effective in moving the Yahya Khan government, particularly if it is pressure for the actual relinquishment of the Eastern area. But let it lie stressed that it is not enough for outside powers to advise the West Pakistan authorities to move towards the restoration of democracy and civilian government in the East. That may well lead simply to more window-dressing there.

The hard fact is that, for a government whose hold on power is as tenuous as that of Islamabad in post-March 1971 East Bengal, the only alternatives are more of live massive repression being perpetrated today and complete disengagement.

Bangladesh Information Center
418. Seward Square. S. E
Washington. D. C. 20003
(202)547-194.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হোয়াইট হাউসের সামনে পূর্ব বাংলার পাকিস্তানী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভে অংশগ্রহণের আহবান	বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

BANGLADESH INFORMATION CENTER
418 SEWARD SQUARE
WASH., D. C. 20003
TELE. 547-3194

Protest Against Pakistani Campaign of Terror in East Bengal

Thursday, October 7, 1971

A refugee camp similar to the ones in India-where nine million Bengali refugees are now subsisting-will be set up in Washington, D. C. from October 14-24 to bring home to the American Public the plight of the people of Bengal.

A core group of Bengali and American sympathizers will live in the camp (which will be constructed out or drainage pipes) and will eat subsistence rice died.

Every weekday during the ten-day period delegates will be sent from the camp site to the east gate of the white House where they will ask to speak to the president.

A large rally and march from the derange pipe location to the Pakistan embassy is planned for Saturday, October 16 to protest the Pakistan governments of channeling of U. S. aid funds into the military occupation of East Bengal.

A religious memorial service, led by notable bishops, rabbis and priests will be held on Sunday, October 17th. The following day a group will march to the Senate office buildings and will appeal to their legislators to support the pending amendment to the Foreign Assistance act which would cut off all aid to Pakistan.

All who are outraged by the Pakistan government's premeditated campaign of extermination and the use of U.S. arms and aid in the current struggle arc invited to participate.

The Philadelphia Friends of East Bengal is currently negotiating with the national parks police for use of the southern edge of Lafayette park facing the White House as the site of the camp.

We cannot allow the U.S. government to continue shipping arms and aid to the ruthless military junta in Pakistan. The mistakes of Vietnam will be repeated on a much larger scale if we do not act immediately. We need your help.

For more information contact: Dick Taylor, Bangladesh Information Center.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলায় ‘ফ্যাসিস্ট সামরিক শাসকের’ অধীনে কাজ করতে বিশ্বব্যাংক স্থপতির অসহযোগ ঘোষণা	বাংলাদেশ নিউজ লেটার	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

WORLD BANK ARCHITECT REFUSES TO WORK FOR PAKISTANI REGIME

Stanley Tiger man, 40, a Chicago architect assigned by the World Bank to work on its projects in East Bengal declared on Sept. 28 that he could no longer work under "fascist military rulers" of Pakistan. Full text of the architect's statement at a press conference is given below:

I am an architect. I am not a political person.

Five years ago, in 1966, the Government of Pakistan in cooperation with the World Bank commissioned me to design five polytechnic institutes at Barisal, Bogra, Pabna, Rangpur and Sylhet in what was then East Pakistan. In order to rationally establish design criteria (which was not available at that time) my firm developed an extensive master plan organizing data on climatology, sociology, meteorology, seismology. Natural resources, construction methods, building codes and standards, labor and material rates, etc. Thus I came to know the country very well. Over this five years in conjunction with my work, I made sixteen trips to Dacca and other parts of the country, developing many lasting friendships with the people of the country.

As of March, 1971 all five projects were substantially under construction. The events of March 25th and subsequent to that time caused me to have personal doubts as to my continued involvement with the work. I conveyed these doubts to the World Bank. However, I wished to witness, first hand, the conditions to properly assess whether or not I could continue. Since I felt it necessary, I went to Dacca Sept. 18th and spent one week reviewing the conditions and attendant problems to the Development of the polytechnics. Dacca is not the same city I knew it to be. There is a level of fear that makes it difficult to discuss even the most mundane technical problems. The martial Law authorities have created an atmosphere through threats searches and check points, that, in combination with the presence everywhere of police and the army, is tantamount to a "police state."

The polytechnic projects are very dear to me. Nonetheless, it seems to me that some level of moral judgment must be exercised with respect to offering my professional services to a government that forces people to work by threatening them that they will be an enemy of the government, with its attendant implications, if they do not work. This is not my idea of "normalcy."

I have, this day, cabled the government of Pakistan and the World Bank that, under the terms of my contract, I am exercising the termination clause therein. I do not wish.

nor have I the right to ask people to supervise and engage in the construction of building I am responsible for and risk their physical well being, indeed their very lives in the process.

I have no intention of working for a military government with its attached Implications. Moreover, I will never again travel to East Pakistan. Lastly, when the country is free and self-deterring I would wish to visit and hopefully work in Bangladesh for I have come to love these people and their country very much.

I am an architect. I am also a human being.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাইপের শহরে দশ দিন	বাংলাদেশ নিউজ লেটার	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

TEN DAYS IN PIPE-CITY

Lafayette Park in Washington D. C. has got an opportunity to experience a mock-up of the greatest misery of our century. A miniature refugee city has sprung up in the Park to offer the citizens of Washington a closer view of the refugee camps in India. Organized by the Philadelphia Friends of East Bengal and supported by a number of Bangladesh groups in the region, a series of drain-pipe shelters have been set up for a period of ten days beginning form Oct. 14. This dramatization of the refugee situation has attracted the attention of public and the press in Washington. Scores of volunteers from New York, Philadelphia, Baltimore and Boston have arrived in Washington to join the participants in this ten-day program.

The program includes a March to the Pakistan Embassy on Saturday (Oct. 16.), a religious memorial service on Sunday and a mass lobbying in the Senate on Monday.

This ten-day "refugee camp" is run by 'camp director" Dick Taylor who organized the "naval blockade" of the arms carrying Pakistani ship PADMA. Dick Taylor is assisted by David Hartsough and Bill Moyer.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের ওপর একটি প্রতিবেদন	ইস্ট পাকস্তান ইমার্জেন্সী রিফিউজী ফান্ড	১ নভেম্বর, ১৯৭১

November 1, 1971

East Pakistan Emergency Refugee Fund
3308 S. Cedar Street - Suite 12 B.
Lansing, Michigan 48910
(517) 393-7666
Person to contact: Mr. Kamlesh Parekh

Progress on National Fund raising Drive for Pakistani Refugees Announced

The East Pakistan Emergency Refugee Fund is making progress towards raising substantial sums in private donations to aid the more than nine million East Pakistani refugees, it was announced here today by Mr. Shrikumar Poddar, Chairman of the organization.

Every major relief agency aiding the homeless in India and East Pakistan has been invited to join the effort. Three major groups - CARE, UNICEF, and International Rescue Committee-have already named their representatives to the planned National Advisory Board of one hundred members.

Funds will be distributed through these internationally recognized organizations in addition to such other agencies as American Red Cross, Church world Service, Catholic Relief Services, and the Prime Minister's (Indira Gandhi's) Relief Fund.

Other sponsors of the new group include:

1. Hon. Chester Bowles, former Ambassador to India
2. Rep. Drinan, Massachusetts
3. Rev. Homer Jack, World Conference of Religion for Peace
4. Mr. Henry Niles, Chairman, Baltimore Life Insurance Company
5. Mr. William Plymat, Chairman, Preferred Risk Insurance Company of Des Moines, Iowa
6. Mr. Morris Dees, a Montgomery, Alabama attorney
7. Mr. Maxwell Dane of Doyle Dane Bernbach, a New York advertising agency
8. Mr. Thomas Collins of Rapp & Collins, a New York direct response advertising agency
9. Prof. Noam Chomsky of MIT University

Over $300,000 has poured into a bank account in Washington in response to a mailing to individuals across the country. Money is still coming in at the rate of several thousand dollars each day.

Individuals and groups wishing to make a contribution should send it directly to the Fund's bank. Checks should be made payable to the **East Pakistan Emergency Refugee Fund, Post Office Box 1776, Washington D. C.20013.**

New direct mail appeals are being sent to schools and higher education officials, organization leaders, charitable and civic groups, as well as individuals asking them to lead the fund raising, drive in their communities. But what can we do that will achieve this goal when the best brains in the world have not been able to figure out a solution?

Our approach to this problem is public education in the United States which will be a by-product of our campaign to reach 10 million Americans who will make the commitment of saving one refugee child or mother or father, which is the least we can do to keep Bengali people alive and in the process learn something more about the Bengali people, their culture and their land.

In addition to this campaign, we are considering endorsing the idea of a national fast every Wednesday sponsored by project Relief and Oxfam America, which is becoming popular on college campuses and high schools.

There is no reason why American families, everywhere could not fast every Wednesday and donate $1 each week which will feed up to 10 Bengali refugees.

Imagine if 200 million Americans were to give up just one meal once we could feed 10 million refugees for 200 days or 6 months.

The personal involvement of the idea of the fast is so very important that if we can get only a million people to participate, its effect in terms of public education can for out-weight any other public project.

With just the above two concepts, we can advance the goal of immediately ending the agony of 75 million people of Bangladesh and thus truly launch the greatest rescue operation in human history.

Therefore, I am asking your own personal commitment for both the sacrifice of S10 a month for at least the next 6 months and fasting every week for just one meal on Wednesday for the beautiful people of Bangladesh, some of whom we have had the privilege of knowing personally.

I hope you will drop me a note to let me know of your decision.

Cordially Yours,
Shrikumar Poddar, Chairman
East Pakistan Emergency Refugee Fund

SP: km

P. S. You may give your contribution to any relief organization you think meets your personal requirements for reaching the people it is intended for.

This organization does not have any field operations in India or in Bangladesh, but channels funds through internationally recognized relief organization mentioned in our news release or Prime Minister Indira Gandhi's Relief Fund, which has been the largest recipient of our funds $100,000,)

The Finance Committee announced its first cash grants of $100,000 allocated as follows:

1. $20,000 to UNICEF
2. $20,000 to CARE, Inc.
3. $20,000 to International Committee
4. $10,000 to American Red Cross
5. $10,000 to Church World Service
6. $10,000 to Catholic Relief Services Rescue
7. $10,000 to Prime Minister's Relief Fund

An outstanding New York advertising agency, Doyle Dane Bernbach, has prepared a public service campaign for radio, television, newspapers and magazines.

The campaign is being presented to network and magazine representatives across the country. The organization is asking for sustained coverage over a thirteen week period on all media.

Refugees continue to pour into India at the rate of 30,000 each day. Unless relief is provided for them on a massive scale, hundreds of thousands will die of starvation and disease.

For only 33c a day, it is possible to pick up one Bengali child, give him food and cholera vaccine, carry him to high ground and assure his survival.

This amounts to only $10 a month, for the next six months.

During this period, it is expected that a peaceful solution will be reached which allows the refugees to return in safety to their homeland.

"We want to develop a people-to-people campaign." Mr. Poddar stated. "If we can find at least one American family to make a commitment to care for just one Bengali baby, or child, or mother, or father, it will be the greatest rescue operation in human history."

Concerned citizens should organize fund raising efforts in their local areas. They can begin by calling a meeting of prominent church, civic, and educational groups to form the leadership for a community-wide drive. Individuals should contact their local media to request free time and space for the national media campaign.

The national headquarters in Lansing can furnish individuals and groups with the names of key supporters in their area, as well as professionally prepared materials to assist local fundraising efforts.

Important Information

Q. Is the contribution tax deductible?

A. Yes. Save your cancelled check as your receipt.

Q. Who determines the allocation of funds?

A. A Finance Committee consisting of Mr. Bowles. Rep. Drinan, Rev. Jack, Mr. Plymat, and Mr. Poddar allocates funds according to need and capability of use.

Q. What are the administrative expenses and cost of raising funds?

A. Administrative overhead is less than 2% of Funds raised. The national headquarters in Lansing is staffed largely by volunteers and the total cost of raising funds is kept under 10%.

Q. With certified financial statements be made available?

A. Yes. Any contributor of $25 or over can request a copy of a certified financial statement.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের অভ্যন্তর গুহীত চলচ্চিত্রের উপর একটি প্রতিবেদন	এন.বি.সি নিউজ	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

NBC NEWS

[Press Department/National Broadcasting Company/30 Rockefeller Plaza/ New York, N. Y. 10020/**Broadcastings Largest News Organization]**

November 8, 1971

Comprehensive Film Report On Man-Made Disaster In East Pakistan Will Be Presented By NBC News' "Chronolog" Nov. 26

The first comprehensive film report on just what is going on in East Pakistan-and why-will be presented by NBC News' "Chronolog" Friday, Nov. 26 (8-30-10-30 p.m. NYT, in color) on the NBC Television Network.

Bob Rogers, who produced the report, spent nearly two months in India and Pakistan filming the story.

"What began as a political crisis in East Pakistan last March has escalated into a major human tragedy," Mr. Rogers said. "East Pakistan has historically been the scene of natural disasters-floods, cyclones and famine. This time the disaster is strictly man-made and it is likely to surpass all of nature's efforts in the magnitude of death, distruction and human suffering."

Mr. Rogers filmed the refugee camps in India, where more than nine million Bengali citizens of East Pakistan are reported to have fled from the Pakistani army, which is made up mostly of West Pakistanis.

"We also slipped across the border and accompanied a column of several hundred refugees on their risky flight to India, "Mr. Rogers Said. "By boat and foot, we made another clandestine entry into East Pakistan and obtained an exclusive film report on the Mukti Fauj, the guerrilla army of the Bengali independence movement. We spent four days with a battalion-sized guerrilla force which is controlling a large area of East Pakistan, despite the efforts of the West Pakistani army to drive them out.

On a separate trip to East Pakistan, Mr. Rogers and his film crew covered the efforts of the West Pakistani army to "restore normality" in the country, visiting troop installations and accompanying troops in the field "Despite the denials of atrocities by the army, we also managed to film Bengali villages that had been freshly destroyed by the army," he said.

The report also traces the events which led to the present tragedy.

"In ten years of covering the violent side of international affairs, "Mr. Rogers said, "this is the most gruesome situation I have encountered. And the saddest part is the world seems to be just sitting back and letting it happen.

Bob Rogers has produced a succession of highly-acclaimed reports' for "First Tuesday" (now "Chronolog "), including stories on the Israeli Air Force, the Soviet buildup of Egyptian air defenses, the international weapons trade, and Castro's Cuba.

Additional stories will be announced for the Nov. 26 edition of "Chronology." NBC News correspondent Garrick Utley is the program's anchorman Eliot Frankel is the executive producer.

NBC-New York, 11-8-71

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলের আবেদন	বাংলাদেশ ডকুমেন্ট	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

AMERICAN ACADEMIC COMMUNITY'S APPEAL TO PRESIDENT NIXON TO WITHDRAW U. S. SUPPORT FROM PAKISTAN
November 12,1971

Following is the appeal from hundreds of members of the American academic community in more than twenty Universities across the country:

Singers included Nobel Prize winners Paul Samuelson and Salvador Luria of M.I.T. and Simon Kuznetz of Harvard; major academic specialists Gabriel Al Mond (Stanford),James Tobin (Yale), Talcott Parsons, Wassily Leontief, Daniel Bell, Seymour Lipset (Harvard), George Rathjens, Franco Modigliani and Robert Solow (M.I.T.); prominent Asian specialist Henry Rosovsky, John Montgomery, Benjamin Schwartz (Harvard), Lucian Pye. Myron Weiner, Harold Isaacs, Paul Rosenstein Rodan (M.I.T.). Alex Inkeles, John W. Lewis, Robert C. North (Stanford), Richard L. Park (Michigan), David Mandelbaum, Leo Rose, Gerald Berreman, Ralph Retzlaff (Berkeley), and others.

To President Richard M. Nixon, Secretary of State William P. Rogers, and Members of the Congress of the United States:

The civil war in Pakistan and the threat of War between India and Pakistan impose a heavy responsibility on the United Suites. Last March, the Pakistani army began a massive attack on the population of East Bengal which only a few months earlier had overwhelmingly supported a political party favoring regional autonomy within Pakistan. Some 300,000 Bengalis have been killed. Some nine million East Bengali refugees have been forced to flee across the borders into India. The refugee flow continues at the rate of about 30,000 a day. It lays an impossible burden on India which cannot afford to feed, clothe, and keep such a huge influx of helpless people. The Indian government has shown the utmost restraint in its effort to deal with this crisis thrust upon it by West Pakistan's attack on East Pakistan. It is West Pakistan which now threatens the peace of South Asia and war in South Asia threatens to involve not only India and Pakistan, but China, the Soviet Union and the United States.

The United States is a military ally of Pakistan and the United States has followed a policy of supporting the military-led government of Pakistan. We continue to provide economic assistance to Pakistan. Despite an announced embargo, we continue to supply military aid. This policy has been justified by the argument that only in this way could we influence Pakistan and restore peace. But this policy has served only to alienate India and the people of Bangladesh and it has not succeeded in inducing the Pakistan Government to cease its campaign of terror and to seek a political settlement. This policy places the

United States on the side of a government which is deliberately flouting the results of a national election, denying East Bengal the most elementary rights of self-determination, and committing wanton massacres against an unarmed people. Nor can U.S. policy be justified on the grounds of hard national interests. It is utter folly to support an authoritarian military regime in a brutal and bitter struggle against the majority of its own people, a struggle it cannot win. Every consideration of justice, humanity, and national interest plainly calls in this case for another application of the demonstrated capacity of the United States Government to be flexible in the making of radical shifts in policy.

We propose that the United States Government;

I. Inform the Pakistan Government that the United States will not provide military or economic assistance, will not continue aid currently in the pipeline, nor postpone debt repayment, until there is a political settlement with the elected Awami League leadership of East Bengal.

2 Transfer such aid as would have been given to Pakistan to East Bengal refugees now in India until such time as the refugees are able to return to East Bengal and significantly increase aid to India to provide for the cost of refugee relief.

3. Provide economic assistance to the people of East Bengal under the auspices of the United Nations.

4. Inform Pakistan that in the event of a war with India. Pakistan should not assume that the United States would necessarily suspend assistance to India as we did in the 1965 war.

5. Indicate to concerned Muslim-majority states, especially Indonesia. Malaysia. Iran and Turkey that we would welcome any effort on their part to encourage the Pakistan Government to negotiate a political settlement with Awami League leadership of East Bengal.

Both our political self-interest and our moral concern should lead us to deny support to the military-led Government of Pakistan, demonstrate our appreciation of the Bengali claim, and assist India on a far larger scale than we have thus far to handle the refugee burden. The United States is now engaged in an historic process of re-arranging our relations with China. Conditions also demand that we re-examine and revise our current policies in South Asia where an immediate threat to peace now confronts us.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উপর আরেকটি প্রতিবেদন	ইস্ট পাকিস্তান ইমার্জেন্সী রিফিউজী ফান্ড	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

EAST PAKISTAN EMERGENCY REFUGEE FUND

SOUTH POINTE PLAZA, LANSING, MICHIGAN

November 23, 1971

You are invited to attend

Urgent Strategy Session of National People- To-People Campaign

Almost 4,000 children, mostly babies, died today in refugee camps in India. (Source: Senator Kennedy's Speech, November, 4th).

Less than $30 million of actual aid has reached India from all the nations of the world out of a total of $ 135 million pledged according to Mrs. Gandhi's speech in Brussels on October, 26th. India has already spent an estimated $350 million and will have to spend an additional $500 million by next March.

It is questionable if the Malnutritioned and exhausted children of Bengal will survive while the House Ok's the Senate's $ 250 million refugee relief bill and the administration decides to send cash to Relieve the Bengali lives in Time.

While we must seek for substantial and immediate release of the above funds for aiding the refugees in India and uncontested area of Bangladesh, we cannot look the other way while millions of our fellow human Family members are in such anguish and dying a slow death.

Therefore your participation in this nation-wide people-to-people campaign strategy session is vital if we are to avert a major disaster of catastrophic Proportion.

Bengalis have already paid far too great a price in first the worst cyclone of the century last year and then the man-made disaster which superseded it in its toll of over one million innocent lives.

People-to-People campaign is being launched with the co-operation of several Groups and thousands of individuals in America with the sole objective of helping to end the terrible agony of the people of Bangladesh.

We want to call an urgent meeting with all the active individuals and organizations to discuss our national strategy and launch this campaign.

The goal of this campaign is to find 10 million Americans who will agree to give 33c/day for the next six months or $ 10/Month for six months.

Imagine if we could only find 5% of the total U. S. population of over 200 million to "Adopt" one refugee child, mother or father and make the commitment to save just one life. We could launch the greatest rescue operation in human history.

"For five bucks you can Disprove the Myth that Americans don't care if Asians live or Die."

We do not underestimate the sacrifice this will mean for many families, but we feel that at least 5 % of the people will respond to this campaign.

Families, church groups, students in colleges and high schools can fast every Wednesday (or any other day) and donate their lunch money for "Wednesday's People" - The people of Bangladesh.

This campaign translates the enormous human tragedy (with which most people can sympathize but do not feel they can do much because it is so massive) to the level where an average person can do something. He can identify with one child.

The idea of a fast gets the individual involved in a personal way and in the process he can enrich himself by learning something about Bengali culture and life.

You can play an important and crucial role in this campaign at the local and national level.

The steering committee of the national People-to-People campaign would like to discuss with you the strategy of spreading this idea all across the country and seek your guidance, assistance and co-operation.

The enclosed agenda gives you an idea of what ideas you can come up with and what you may find useful for your local community effort.

We expect to have literature, slides, movies, posters, Bangladesh Christmas cards, books, etc., available in quantity. But please bring along any materials that you may have

Please confirm your attendance no later than Wednesday. December 1st.

-E. P. Emergency Refugee Fund

Other sponsoring organizations:

Bewa, Project Relief. BDL. Oxfam, BIC.

Directions for coining to lansing :

From Detroit Metro Airport.- By car I hour and 15 minutes. Take E. Lansing. Mich. State Univ., Trowbridge Rd. Exit. Turn left at first light. Turn left into shopping center and go right to church parking lot in back.

Also try Commuter airlines Air Michigan and Trans Michigan from Chicago and Detroit.

AGENDA

Friday, December 3rd

9A.M.-12A.M **Registration**
12A.M.-1P.M. **Luncheon :** Welcome Speech, Report on Current Situation.
1.30-3.30P.M. Group Discussion: Topics to be covered .

1.U.N.'s role
2.Relief effort
3.War
4.Will refugees go back ?
5.U.S.Policy
6.Famine in B. D.
7.Future of B. D. and Mukti Bahini

4-5P.M. **Reports of Group Discussion :** Summary of Activity in U S
7-9P.M. **Strategy of people- to -people campaign and Wednesday's Fast:**
S. Poddar --Chm. of E.P.ER.F
Sheila Doam and Ron Inden- National Fast Committee
Discussion, Question - Answers.

Saturday . December 4th

9-10 A.M. **Implementation of national campaign ^specific projects**
10: 30- 12: 30 P.M. **Workshops: Media. Youth , Public Education. Lobbying, Fund -raising techniques.**
1: 30- 3 : 00 P. M. **Workshop reports and Discussions**
3: 00- 5 : 00 P. M **Assignment of Responsibility : Time table .Coordination of National campaign**

7: 30-9: 30 P.M. **Bangladesh Night:** Cultural entertainment program-

Sunday , December 5th

10 A. M.-12 P M . **Open session**

Some of the Invitees Are as Follows:

Senator Edward Kennedy

Mr. K. Ahuja . Consul General of India . N. Y.

Mr. M K . Rasgotra. Minister of Political Affairs. Indian Embassy

Mr. M. S. Siddiqui. Bangladesh's Ambassador to the U. S.

Mr. Chester Bowles . Former Ambassador to India

Honorable Robert Dirinan, U. S. Congressman-Mass.
Dr. Homer Jack , World Conference of Religion for Peace
Mr. William Plymat, Chairman. Preferred Risk Life Insurance Co.
Mr. George Wald, Nobel Prize Winner, Harvard University
Mr. Henri Niles, Chairman, Baltimore Life Insurance Co.
Mr. Thomas Collins, Executive Vice President, Rapp & Collins
Mr. Maxwell Dane, President, Doyle, Dane & Bembach
Mr. Robert Rees, Doyle, Dane & Bembach
Mr. Eqbal Ahmed
Mr. Kenneth Smith, Legal Advisor, East Pakistan Emergency Refugee Fund, Inc.
Mr. Stanley Burke, OXFAM-Canada
Mr. Robert Fink, OXFAM-America
Miss Shiela Dahm, Project Relief
Mr. Richard Fernandez, Clergy & Laymen Concerned about Vietnam
Dr. W. B. Greenough, Dr. Lincoln Chen, & Mr. David Weisbraod, Bangladesh Information Center
Mr. Ron Inden, Bangladesh Emergency Welfare Appeal
Mr. Richard Weiner, Richard Weiner, Inc.
Rev. W. J. Day, Chairman, Lansing Area Emergency Refugee Fund
Mr. Islam Tarafdar, Bangladesh Emergency Welfare Appeal
Mr. Tinoo Puri
Mr. Subrata Ghosh
Mr. Haque
Mr. Shamsul Bari, Bangladesh Defense League
UNICEF
CARE
American Red Cross
International Rescue Committee
Catholic Relief Service
Church World Service
Americans for Children's Relief
Save the Children Federation Emergency Fund

Place: United Ministry on Higher Education
1118 S, Harrison Rd., East Lansing, Mich. 48823

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সমর্থনে কবিতা পাঠের আসর	বাংলাদেশ নিউজ লেটার	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

POETRY READING BY GINSBERG, ANDREI VOZNESENSKY

New York: For the first time, Allen Ginsberg and Andrei Voznesensky, the distinguished Russian poet, will give a poetry reading together. The reading to be held on Saturday, November 20th, at 7 p. m., at St George's Church, 207 E. 16th Street, is intended to raise the public level of consciousness about the problem of Bangladesh and what the American people can do to alleviate it.

To quote Mr. Ginsberg, who has recently returned from a tour of the refugee camps in India:

Millions of brothers in woe,
Millions of sisters nowhere to go,
Millions of children in the rain..
Millions of mothers in pain-
September flood over Jessore road.

Joining them will be Kenneth Koch, Ed Sanders, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Anne Waldman, Michael Brownstein, Dick Gallup, and Ron Padgett.

The reading is sponsored by Americans for Bangladesh, a group of concerned citizens working to educate the public about Bangladesh and to raise relief funds for Bangladesh.

POETRY READING IN ENGLAND

Glenda Jackson, the actress, read a Bengali poem as well as passages from Shakespeare and Yeats at a Sadlers wells Theatre concert on Nov 14,71 to raise funds for refugees from Bangladesh. Bengali artists included well known folk singers and Birender Shankar, nephew of Ravi Shankar, the celebrated sitar player.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের মন্তব্যের উপর একটি প্রতিবেদন	বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH INFORMATION CENTER
423-Sth Street, S.E., Washington, D.C. 20003. 202-547-3873

Washington. December 13. 1971-The Bangladesh Information Center, representing a group of Americans concerned about the crisis in South Asia, issued the following statement in response to Dr. Henry Kissinger's December 7th White House press briefing. (The entire text of Dr. Kissinger's briefing was placed in the December 9th Congressional Record by Senator Barry Gold water.)

Presidential adviser Henry Kissinger at a December 7th press briefing presented for the first time the White House version of the role played by the United States in the South Asia crisis.

The Kissinger statement came in the wake of two previous State Department announcements charging that India "bears the major responsibility" and is the "main aggressor" in the current conflict on the Indian subcontinent. It demonstrates the Nixon Administration’s refusal to perceive the flight of 10 million refugees and the Pakistan Army massacre of a repotted I million civilians inside East Bengal as the root causes of the war.

In pointing to seven "accomplishments" which he claims the U. S. involvement helped bring about. Kissinger displays not only a shocking misunderstanding of the facts of the crisis but reveals the shortsighted bias of the United States' diplomatic effort on the subcontinent.

Kissinger claimed that U.S. involvement helped achieve the following results:

KISSINGER CLAIM: All of the relief supplies in East Pakistan were distributed through international agencies.

REALITY: As of the middle of November and less than one week before its entire force was withdrawn from East Pakistan, the United Nations East Pakistan Relief Operation (UNEPRO) had not yet even started any actual distribution of relief supplies, according to a press release issued by the U. N. on November I9th.

Most of the aid contributed by the United States was in the form of PL 480 food grains. **Sold** to the Government of Pakistan which in turn distributed the grains mainly to those loyal to die martial law regime. (Sec **New York Times.** November 17th and 20th. **Baltimore Sun.** Nov. 11)

No food grains or other assistance was distributed in areas controlled by the Mukti Bahini freedom fighters.

KISSINGER CLAIM 2: The Government of Pakistan announced a time table for the return to civilian rule.

REALITY: In the new "election" scheduled for late a majority of seats won by the Awami Leauge in the December, election was declared invalid because the holders were charged with treason against the Government of Pakistan. John E. Woodruff of the Baltimore Sun reported from Gopalganj, East Pakistan on November 12, that of the 78 National Assembly seats that were to be at state "only about 20 will probably be decided in voting contests".

A coalition of six right-wing splinter groups was planning to divide among itself all of the remaining seats by uniting on the candidacy of one man in each district who would then run unopposed.

KISSINGER CLAIM 3: The Government of Pakistan agreed to replace the military governor in East Pakistan with a civilian governor.

REALITY: Tikka Khan, military governor of East Pakistan from March through September, earned the title "butcher of Baluchistan" for his ruthless suppression of popular demonstrations in the Baluchistan province of West Pakistan.

Khan was replaced in September by the Bengali civilian’s governor Dr. A.M. Malik but this cannot be interpreted as a softening of the Pakistani stance since the army campaign of terror did not subside and conditions within East Bengal continued to deteriorate as witnessed by the incessant flight of thousands of refugees each day from the province.

Although Dr. Malik did not have the fear-inspiring reputation of his predecessor, he possessed few qualifications for holding office in a democratic society:. Dr. Malik, (a) had never hold an elected office in his life, (b) was hand-chosen by Yahya Khan, (c) was governing East Bengal under martial law and (d) was denounced by his own daughter as a traitor to this Bengali countrymen.

KISSINGER CLAIM 4: The Government of Pakistan announced a declaration of amnesty.

REALITY: In the continuing atmosphere of terror the announcement of amnesty was an empty gesture which inspired few, if any, refugees to return and contributed nothing toward casing the tensions inside East Bengal. Pakistan Army soldiers did not cease burning villages and committing the innumerable atrocities which by now have been exhaustively documented by the world press.

KISSINGER CLAIM 5: The Government of Pakistan was willing to talk to Bangladesh representatives "even if there might have been some dispute about who they were".

REALITY: The Government of Pakistan, despite what now seems to have been considerable U.S. prodding, at no point agreed to negotiate with any Bangladesh government representatives. Although Dr. Kissinger first notes in his brief...............that the Government of, Pakistan "accepted' the U.S. suggested negotiations with Bangladesh representatives, he later qualifies that by a saying that the Government of Pakistan agreed

to "talk only to those Bangladesh people who were not charged with any particular crime". By this definition all of the Bangladesh Government leaders, including Sayed Nazrul Islam, the acting President and Tajuddin Ahmed, the Prime Minister, would be excluded.

Later in the briefing Kissinger contradicts all of this by noting: "we did not get the agreement of the Government of Pakistan.............I am just saying what we were trying to do".

KISSINGER CLAIM 6: The Government of Pakistan allowed the U.S. to establish contact with Mujibur by talking to his defense attorney.

REALITY: Rather than a concrete accomplishment of U.S. diplomacy this point indicates a resounding failure.

After continuing to send military equipment to the Pakistan Army in order not to lose its leverage, and after strictly maintaining a posture of public silence in the face of untold barbarism, it is a commentary that United States representatives were still refused permission to confer with Mujib.

Our diplomatic efforts have therefore failed to produce even fragmentary evidence as to whether Mujib is now dead or alive.

KISSINGER CLAIM 7: The Government of Pakistan indicated that substantial political autonomy would be granted to East Pakistan.

REALITY: This claim demonstrates not only a deep misunderstanding of the crisis but an inability to appreciate how a nation will respond to the kind of butchery imposed by the Pakistan Army.

Kissinger places the blame for the breakdown of" the President's negotiation scheme on the Indian government which "wanted things so rapidly that it was no longer taking about political evolution but about political collapse."

For so fine a master of real politic, it is surprising that Kissinger did not realize that the collapse of Pakistan was already sealed when the Army unleashed its fury its own people.

Dr. Kissinger's failure to understand this in April or May can perhaps be explained as human shortcoming; his refusal to visit the refugee camps during his trip to India in June at a time when 4 million refugees had already crossed the border, demonstrates a more serious recalcitrance; but his continuing to respond in the same fashion after eight months when no signs of the abatement of Pakistan terror were forthcoming and after repeated Congressional and public warnings, is entirely inexcusable.

Up until General Yahya Khan unilaterally ended the negotiations with Mujib last March an agreement between the East and the West on the basis of autonomy could still have been reached.

But once the troops moved, once the army was released to begin its work of destruction and the genocide began, all hopes of a united Pakistan were crushed.

After March 25, there was never any doubt that independence and not autonomy was the issue.

সোভিয়েত ইউনিয়ন

সরকারী ও বেসরকারী দলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বল প্রয়োগে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া। ইয়াহিয়ার কাছে সুপ্রীম সোভিয়েত সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নির বার্তা	প্রভাদা উদ্ধৃতি : সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা- ‘বাংলাদেশের সংগ্রাম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সেভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কানের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠিয়েছেন

‘‘মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহায়শয়, ঢাকার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক বলপ্রয়োগ করেছেন- এই মর্মে খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।

‘‘এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখকষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দী করায় এবং নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। এইসব নেতারা হালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলেন। সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই পাকিস্তানের মানুষের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের জটিল সমস্যার সামাধানের তাদের সফলতায় আনন্দিত হয়েছে।

‘‘পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসাবে আমরা দু-একটি কতা না বলে পারি না। আমরা বিস্বাস করি যে পাকিস্তানে বর্তমানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বলপ্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে, তার সামাধান করা যায় এবং করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতি এবং রক্তপাত যদি চলতে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধান আরো কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাতে পাকিস্তানের সমস্ত মৌল স্বার্থেরই বিরাট ক্ষতি হবে।

‘‘প্রেসিডেন্ট মহাশয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ কারার জন্য, সেখানকার মানুষের নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের স্বার্থ এবং সে অঞ্চলের শান্তিরক্ষার স্বার্থ এর ফলে রক্ষিত হবে।

‘‘উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।’’

আপনাকে আবেদন জানাবার সময়ে আমরা মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় লিপিবদ্ধ সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতির দ্বারা এবং পাকিস্তানের বন্ধু জনগণের কল্যাণের জন্য উদ্বেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি।

‘‘প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমরা কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, আশা করি আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। আমাদের একান্ত কামনা অবলিম্বে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।’’

ক্রেমলিন, মস্কো, ২ এপ্রিল ১৯৭১

প্রাভদা, ৪ এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে উদ্বেগ প্রকাশ : সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের বক্তৃতা	প্রাভদা উদ্ধৃতি : বাংলাদেশ ডকুমেন্টাস	১০ জুন, ১৯৭১

Extracts from Prime Minister Kosygin 'selection speech delivered on the eve of elections to the Supreme Soviet of U. S. S. R.

Kosygin noted the favorable development or relations of the Soviet Union with its great southern neighbor, India.

The Slate of Indian-Pakistani relations means a great deal for peace in South Asia. The increase of tension in the relations between these countries, due to the known events in East Pakistan, evokes the anxiety of the Soviet government. The situation in East Pakistan has forced millions of people to leave their land, homes and property and seek refuge in neighboring India. The masses of refugees, despite the aid given them are in an extremely grave position.

These events evoke profound alarm of the world public. All who treasure the principles of humanism must demand that conditions be created for the refugees returning to their homes, that their personal safety and opportunity to live and work calmly in East Pakistan be guaranteed. It is our opinion that such measures must be immediately taken by the Pakistani authorities.

As in the Past we come out for the peaceful solution of all problems arising in the relations between India and Pakistan and are convinced that such a policy would be in accord with the national interests of the peoples of India and Pakistan and the cause of preserving peace on the Hindustan peninsula. A different development of events would play into the hands of those internal and external forces which operate to the detriment of the interests of both India and Pakistan and pursue their own selfish aims.

(PRAVDA-June 10, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরশেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-ভারত যুদ্ধ বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১২ আগস্ট, ১৯৭১

Indo-Soviet Joint Statement at the conclusion of U.S.S.R. Foreign Minister Mr. A. A. Gromyko's visit to India
August 12, 1971

On the invitation of the Government of India, the Minister of Foreign Affairs of the U.S.S.R., His Excellency Mr. A. A Gromyko, paid an official visit to India from the 8th to 12th August. 1971.

During his stay in New Delhi, the Minister of Foreign Affairs of the U.S.S.R. called on the President of India, Shri V. V. Giri, and was received by the Prime Minister of India. Shrimati Indira Gandhi. He also met the Food & Agriculture Minister. Shri Fakhruddin Ali Ahmed, the Finance Minister. Shri Y. B Chavan and the Defense Minister, Shn Jagjivan Ram. He had several meetings and talks with Sardar Swaran Sinh. Minister of External Affairs of India.

The meetings and talks were held in an atmosphere of warm friendship and cordiality. It was noted with deep satisfaction that the friendly relations and fruitful cooperation between the Soviet Union and India in the political, economic, cultural, technical and scientific fields are developing successfully and hold great promise for further expansion. The political and legal basis for this cooperation is further strengthened by the Treaty of Peace. Friendship and Cooperation between the U S S R. and India, which was signed in New Delhi by Mr Swaran Singh. Minister of External Affairs of India and Mr. A. A. Gromyko. Minister of Foreign Affairs of the U.S.S.R.

Both sides consider that the conclusion of the Treaty is an outstanding historic event for their two countries. The Treaty is a logical outcome of the relations of sincere friendship, respect mutual trust and the varies ties which have been established between the Soviet Union and India in the course of many years and have stood the test of time. It corresponds to the basic interests of the Indian and Soviet peoples and opens up wide prospects for raising the fruitful co-operation between the U.S.S.R. and India to a higher level. Alongside other provisions concerning bilateral Soviet-Indian relations, the Treaty provides for the two sides maintaining regular contacts with each other on major international problems and holding mutual consultations with a view to taking appropriate effective measures to safeguard the peace and security of their countries.

The Treaty between the U.S.S.R. and India is a real act of peace, expressing the community of policy and aspirations of the U.S.S.R. and India in the struggle to strengthen peace in Asia and throughout the world and for safeguarding international security. All provisions of the Treaty serve these purposes. The Treaty is not directed

against anyone; it is meant to be a factor in developing friendship and good-neighborliness, in keeping with the principles of the U.N. Charter.

The Governments of India and the U.S.S.R. are confident that the conclusion of the Treaty of Peace, Friendship and Co-operation will meet with complete approval on the part of all those who are really interested in the preservation of peace in Asia and throughout the world and on the part of the Governments of all peace-loving States.

In the course of the meetings and talks, both sides noted with satisfaction, that their positions on various problems discussed were identical or very close. The Minister of External Affairs of India explained the heavy burden placed on India's resources due to over 7 million refugees who had entered India. Both sides, after a detailed discussion, reiterated their firm conviction that there can be no military solution and considered it necessary that urgent steps be taken in East Pakistan for the achievement of a political solution and for the creation of conditions of safety for the return of the refugees to their homes which alone would answer the interests of the entire people of Pakistan and the cause of the preservation of peace in the area.

The Indian side expressed its gratitude for the understanding of the problem shown by the Soviet Union as was evident from the Appeal addressed on 2nd April, 1971, to the President of Pakistan by the Chairman of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. Mr. N. V. Podgorny.

Both sides held the view that outside interference in the affairs of lndo-China should immediately cease. They consider that it will be futile to attempt to impose any settlement not acceptable to the peoples of the area. They welcomed the recent 7-point proposal of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam as a concrete step forward which could form the basis of a peaceful political settlement.

On West Asia, both sides were convinced of the urgent need for the implementation of the Resolution of the Security Council of November 22, 1967, so that the consequences of aggression are liquidated.

Both sides considered that all international problems, including border disputes must be settled by peaceful negotiations and that the use of force or the threat of use of force is impermissible for their settlement.

Both sides declare that they are strongly in favor of an early agreement on general and complete disarmament, including both nuclear and conventional weapons, under effective international control.

The Minister of Foreign Affairs of the U.S.S.R. expressed his gratitude for the cordial reception given to him by the Government of India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ সভায় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণ	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১৯৭১, ২৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬শ অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এ. গ্রোমিকোর ভাষণ থেকে

"...ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণ ঘোরালো হয়েছে। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার গতিতে ভারতের উৎকণ্ঠা প্রকাশের কারণ আছে। ভারতে শরণার্থীর স্রোত গুরুতর অসুবিধা ও সমস্যার জন্ম দিয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি শুধু অর্থনৈতিক নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, পাকিস্তানে উদ্ভূত প্রশ্নাদির রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমেই সেই শুধু এই এলাকায় সমগ্রভাবে উত্তেজনার প্রশমন ঘটানো যায়। আর সেখানে অবস্থিত সমস্ত রাষ্ট্রেরই এতে আগ্রহী হওয়া উচিত। শরণার্থীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র সেখানে তাঁদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর। বর্তমানে এই অঞ্চলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ আর এটা শুধুমাত্র একটা অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়। সোভিয়েত সরকার এই আশা প্রকাশ করতে চায় যে, ব্যাপারটা সামরিক সংঘাত পর্যন্ত গড়াবে না এবং সংযম ও যুক্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।..."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি (মস্কো থেকে প্রকাশিত)	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

At the invitation of the Government of the Union of Soviet Socialist Republics. Shrimati Indira Gandhi. Prime Minister of the Republic of India, paid a state visit to the U.S.S.R. from September 27 to 29, 1971.

The Head of the Government of friendly India and her party were accorded a warm welcome testifying to the profound feelings of sincere friendship and respect of the Soviet people towards the great Indian people and India's leaders.

During her stay in Moscow, the Prime Minister laid wreaths at the Mausoleum of V.I. Lenin and the Tomb of Unknown Soldier.

At a solemn meeting of Indo-Soviet Friendship, the Soviet public warmly greeted the Head of the Indian Government. The Lomonosov State University of Moscow conferred on Shrimati Indira Gandhi the Degree of Doctor of Science, Honoris Causa.

The Prime Minister of India. Shrimati Indira Gandhi, had talks and discussions with the General-Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, L.I. Brezhnev, the Chairman of the Supreme Soviet of the U.S.S.R., N. V. Podgorny and the Chairman of the Council of Ministers, A. N. Kosygin.

Taking pan in the talks were:

On the Soviet side: N. S. Patolichev, S. A. Skachkov. V. V. Kuznetzov. N. P. Firyubin. N. M. Pegov and A. A. Fomin.

On the Indian side: D. P. Dhar, T. N. Kaul, K. S. Shelvankar, R. D. Sathe. K. P. S. Menon. A. P. Vcnkatcswaran. A. K. Damodaran. K. K. Bharagava. S. V. Purushottam and M. M. Malhoutra.

The Talks, which were held in an atmosphere of cordiality and mutual understanding, covered a wide range of subjects of Soviet-Indian bilateral relations as well as important- current international problems of mutual interest.

Both sides expressed their profound satisfaction at the successful development of relations of friendship and fruitful co-operation between the Soviet Union and India in the political, economic, trade, scientific, technical, cultural and other fields.

They declared their conviction that this co-operation acquires still more firm political and legal basis in the Treaty of Peace. Friendship and Co-operation between the U.S.S.R. and India, signed in New Delhi on August 9. 1971.

The two sides fully agreed that the conclusion of the Treaty is an event of outstanding and historic importance for both countries, and 1MS further strengthened the relations of sincere friendship respect, mutual confidence and good-neighborly co-operation

existing between the Soviet Union and India. The conclusion of the Treaty reaffirms that Soviet-Indian friendship is based not on any transient factors, but on long-term vital interests of the peoples of both countries and their desire to develop to the utmost many- sided co-operation with each other for the purpose of economic and social progress, for safeguarding peace as well as the security of both countries.

Both sides declared their firm determination to be guided by the letter and spirit of the Treaty in regard to the further development of Soviet-Indian relations.

They noted with satisfaction the successful development of mutually beneficial economic and technical co-operation between the two countries and emphasized the fact that there are favorable prospects for the further expansion and deepening of such co- operation, particularly in the fields of iron and steel industry, including special steel alloys and non-ferrous metallurgy, survey, exploration and refining of oil and natural gas and in the field of petro-chemical industry.

The two sides expressed satisfaction at the recent steps taken by them to identify new forms of mutual co-operation in the economic and technical fields including such spheres as space research, utilization of nuclear energy for peaceful purposes productive co- operation between industrial enterprises of both countries, etc. They consider it necessary to identify additional new fields in which such mutual co-operation could be expanded.

In this connection, agreement was reached that experts of both countries would meet and work out specific proposals on the above-mentioned questions.

The two sides decided to set up an inter-Governmental Commission on economic, scientific and technical co-operation.

Both sides recognized the need, in accordance with the Treaty, to develop contracts and ties at different levels, to enlarge and to make more comprehensive the exchange of views between the Governments of the U.S.S.R. and India in major international problems.

They expressed their satisfaction at the fact that the Treaty has met with the full and unreserved support of the peoples of the Soviet Union and India and has been widely welcomed throughout the world.

The Soviet side expressed its respect for India's policy of non-alignment aimed at lessening tensions in Asia and throughout the world and for strengthening peace and international co-operation.

The Indian side expressed its respect for the Soviet Union's peaceful foreign policy aimed at strengthening peace, friendship and international co-operation.

The exchange of views on current international problems revealed identity or proximity of the stands of the U.S.S.R. and India in regard to them.

The two sides paid primary attention to the development of the situation in Asia, to the hotbeds of tensions and military conflicts existing there, to the discussion of ways to stop and prevent the acts of aggression and to consolidate the foundations of peace on the Asian continent.

The two sides expressed their concern over the grave situation when has arisen on the Indian sub-continent as a result of the recent events in East Bengal and declared their determination to continue efforts aimed at the preservation of peace in that region.

The Prime Minister of India informed the Soviet side that the presence in India of over nine million refugees from East Bengal had engendered serious social and political tensions and economic strains in India. This has caused a considerable setback to the socio-economic programmes of India.

The Soviet side highly appreciated India's humane approach to the problems created by the influx of these refugees from East Bengal and expressed its understanding of the difficulties confronting friendly India in connection with the mass inflow of refugees.

The Soviet side took into account the statement by the Prime Minister that the Government of India is fully determined to take all necessary measures to stop the inflow of refugees from East Bengal to India and to ensure that those refugees who are already in India return to their homeland without delay.

The Soviet side reaffirmed its position regarding the problem of refugees and other questions which have arisen as a result of the events in East Bengal as laid down in the appeal of the Chairman of the Presidium of the U.S.S.R. Supreme Soviet, N. V. Podgorny to the President of Pakistan, Yahya Khan, on the 2nd of April, 1971.

Taking note of the developments in East Bengal since 25th March, 1971, both sides consider that the interests of the preservation of peace demand that urgent measures should be taken to reach a political solution of the problems which have arisen there paying regard to the wishes, the inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal as well as for the speediest and safe return of the refugees to their homeland in conditions safeguarding their honor and dignity.

Taking into account the seriousness of the situation which has developed in the Indian sub-continent, the two sides agreed to maintain further mutual contacts and to continue to exchange views on the questions arising in this connection.

The two sides expressed their profound concern over the situation in South-East Asia and pronounced themselves in favor of the necessity to withdraw all foreign troops from Indo-China in order to ensure peace and security for the peoples of that region, the realization of their legitimate rights to shape their own future in accordance with their national interests and without any foreign interference.

They welcomed the recent 7-point proposal by the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam as an important step towards the creation of basis for a peaceful political settlement and declared their support for these proposals.

The two sides expressed their serious concern over the tense situation in the Middle East. They stressed the need for all states concerned to make efforts with a view to achieve a lasting, stable and just peace on the basis of the full implementation of the U.N. Security Council Resolution of 22nd November, 1967.

Desirous of contributing to the improvement of the international situation, the Government of India highly appreciates the proposal to convene an All-European

Conference on the questions of security and co-operation as an important step aimed at the relaxation of tensions not only on the European continent but throughout the world.

Both sides believe that the cessation of the arms race and the achievement of general and complete disarmament, covering both nuclear and conventional types of weapons, under strict and effective international control, are of primary importance for the preservation and strengthening of peace and security. In the opinion of the two sides, the convening of a World Disarmament Conference with the participation of all countries for achieving practicable and generally acceptable ways for solving pressing disarmament problems could be of great importance. The two sides consider it important to achieve in the near future an agreement on the prohibition of the development, production and stockpiling of biological weapons and toxins and on their destruction, as the first step on the way to the complete prohibition of chemical and biological methods of warfare.

The Prime Minister of India reaffirmed that the Indian Ocean area should be made a zone of peace. The Soviet side expressed its readiness to study this question and to solve it together with other powers on an equal basis.

The Soviet Union and India call for the speedy and complete elimination of the vestiges of colonialism, and an unqualified implementation of the U.N. Declaration on the Granting of Independence to Colonial countries and Peoples. They unequivocally condemn racism and apartheid in all forms and manifestations.

The two sides reaffirmed their adherence to the principles of peaceful co-existence among Slates with different social systems and pronounced themselves in favor of all questions at issue in relations between countries being solved by peaceful means.

The Soviet Union and India attach great importance to the United Nations. Both sides confirmed their determination to seek the strengthening of the U.N. and the enhancing of its effectiveness in maintaining universal peace and security in accordance with the U. N. Charter.

Both sides expressed their confidence that the visit of the Prime Minister of India to the Soviet Union and the talks and discussions which were held with Soviet leaders during the visit, will promote the further development of friendly co-operation between the two countries and the strengthening of peace and international security.

The Prime Minister of India extended a cordial invitation to the General Secretary of the Central Committee of the C.P.S.U., L.I. Brezhnev, and the Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R., A. N .Kosygin, to visit India. The invitations were accepted with thanks.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি এন, ভি, পদগোর্নির ভাষণ	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	১ অক্টোবর, ১৯৭১

১৯৭১, ১ অক্টোবর তারিখে নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি এন. ভি. পদগোর্নির ভাষণ থেকে

“... সোভিয়েত জনগণ হিন্দুস্থান উপমহাদেশে কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করছেন। আমরা মনে করি যে সামরিক সংঘর্ষের দিকে পরিস্থিতি আরও গড়িয়ে যাওয়াকে অবশ্যই ঠেকাতে হবে এবং সেই অঞ্চলের জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থকে যথোপযুক্ত বিবেচনার মধ্যে রেখে একটি ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে সেখানে উত্তেজনাকে অপসারিত করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দিক থেকে ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চেতনায় এরূপ একটি মীমাংসায় উপনীত হবার ব্যাপারে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহায়তা দান করতে চায়...।”

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত নারী কমিটির বিবৃতি	প্রাভদা। উদ্ধৃতি : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

The Soviet Women's Committee has made a statement expressing deep concern and alarm over the developments on Pakistan:

Reprisals, suppression of human rights and violation of elementary principles of democracy forced nine million people in East Pakistan to leave their country. Huge masses of refugees, homeless and having no means of subsistence, are driven to despair in face of the danger of dying from starvation and epidemics. Reprisals are taken against many progressives in East Pakistan.

Soviet women appeal to the Pakistani authorities to hearken to the voice of millions of people in different countries and end reprisals against the Chairman of the All Pakistan People s League, M. Rahman, and other progressives in Pakistan, and take urgent steps to achieve a political settlement of the problems that have arisen, with due account taken of the will, rights and legitimate interest of the people of East Pakistan, as well as to relate conditions for the earliest return of the refugees to their homeland.

(PRAVDA, Moscow-October 4, 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার উপর সাংবাদিক প্রতিবেদন	বাংলাদেশ টুডে	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

PROTEST MEETINGS IN SOVIET UNION
Growing Press Criticism of Yahya's Repression

The Soviet Press sharpened its attacks on Pakistan and reported, widespread protest meetings in the Soviet Union against "the wholesale repression launched by the Pakistani authorities against the civilian population and political and public leaders of East Pakistan."

The official Soviet news agency Tass reported that protest meetings had been held in Moscow, Leningrad.

Minsk, Riga and other cities.

There has been a marked increase in Soviet press criticism of Pakistan since last months visit to Moscow by the Indian Premier, Mrs. Indira Gandhi.

On September 29 the Soviet Union and India issued a joint appeal for urgent steps to promote a political solution in East Pakistan to protest the "inalienable rights" of the East Bengalis.

The Soviet Communist Party newspaper, "Pravda," today called on Pakistan to take immediate measures to permit the return of refugees from India.

The newspaper said the Soviet Government would give refugee aid, and added that "millions of refugees from East Pakistan are experiencing a real drama."

"The tragic lot of these people cannot but cause the concern of the progressive world public," it said.

"The actions of the Pakistani authorities, compelling millions of civilians to leave their property and seek refuge in a neighboring country evoke universal indignation."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশীয় অবস্থা সম্পর্কে 'তাস'-এর বিবৃতি	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

তাস-এর বিবৃতি

হিন্দুস্থান উপদ্বীপে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাস-প্রচারিত বিবৃতির পূর্ণ পাঠ নিচে দেওয়া হল : হিন্দুস্থান উপদ্বীপে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির খবর আসছে। ৩রা ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেকগুলো শহরে পাকিস্তানী বিমানবহর বোমা ফেলে ও গোলাবর্ষণ করে। ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করায় উক্ত অঞ্চলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিই সম্প্রতি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রধান কারণ।

সম্প্রতিকালে স্বশাসন, প্রাথমিক নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এক গণআন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৭০ সালে আইন-সভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানে স্বশাসনের বিষয় বিবেচনার জন্য ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

কিন্তু কোনরকম ফয়সালা করার আগ্রহ না দেখিয়ে পাকিস্তান সরকার হঠাৎ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ, সমস্ত আলাপ-আলোচনা ভেঙে দেন। মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের বন্দী করা হয় এবং তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তারপরই শুরু হয় জনগণের ওপর নিষ্ঠুর পীড়ন। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রাণভয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে পালিয়ে আসেন। পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সন্ত্রাস ও অরাজকতার রাজত্ব শুরু হয়।

ব্যাপক সন্ত্রাস ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতিরোধ যখন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠল তখন পাকিস্তান সরকার এই অবস্থার জন্য ভারতের কাঁধে দোষ চাপাল এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটাল।

শান্তি রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে সোভিয়েত সরকার বার বার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে হিন্দুস্থান উপদ্বীপের পরিস্থিতির জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অত্যাচার ও উৎপীড়নের নীতি গ্রহণের জন্য নিন্দা করে পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সোভিয়েত পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয় সোভিয়েত সরকারের স্থির বিশ্বাস যে উৎপীড়নের নীতি ত্যাগ করে, মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে, এবং ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রকাশিত মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সমাধানের জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা আবার শুরু করা উচিত। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দেশে ফিরে যাওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

এই সব বিচার বিবেচনার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সোভিয়েত সরকার মানবিক নীতি অনুযায়ী কাজ করেছে এবং দেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের জনগণের সাফল্য কামনা করেছে।

যেহেতু পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করল না, এবং ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে গেল, সেইজন্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দেন যে, যে কোনো অজুহাতে ভারতের উপর পাকিস্তানের সশস্ত্র আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কঠোরভাবে নিন্দা করবে।

এই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন উদাসীন থাকতে পারে না কারণে এই সব ঘটনা ঘটছে সোভিয়েত সীমান্তের নিকটবর্তী এক অঞ্চলে এবং সেই জন্য তার নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িয়ে।

হিন্দুস্থান উপদ্বীপে শান্তি রক্ষার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে সুস্পষ্টভাবে তাদের এই বিপজ্জনক পথে চলার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে।

বর্তমানে হিন্দুস্থানে যে সামরিক বিপদ দেখা দিয়েছে- যে সামরিক বিপদের দিকে কোন শান্তিকামী দেশই উদাসীন থাকতে পারে না- সেই বিপদের মুখে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে এই রক্তক্ষয় বন্ধের জন্য, এবং আইনসঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে এবং সে দেশের জনগণের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহবান জানিয়েছে।

সোভিয়েত সরকার এ কথাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সব দেশের সরকারেরই এই বিরোধের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত হওয়া থেকে- যা হিন্দুস্থান উপদ্বীপের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে- বিরত থাকা উচিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাক-ভারত সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহবান: পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি ষষ্ঠ কংগ্রেসে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের বক্তৃতা	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

Mr. LEONID BREZHNEV’S SPEECH TO THE SIXTH CONGRESS OF THE POLISH COMMUNIST PARTY, WARSAW
December 7, 1971

The Societ party leader, Mr .Leonid Brezhnev, today (December 7) called for a peaceful settlement of the Indo-Pakistani Conflict "without any intervention of external forces," reports Reuter.

Mr. Brezhnev made the call in a prepared speech to the Sixth Congress of the Polish Communist Party.

"The Soviet Union firmly speaks in favor of ceasing the bloodshed, a peaceful settlement of the existing problems with respect for just rights of the nations without any intervention of external forces, in favor of creating conditions for a lasting and just peace in this region, he said.

Mr. Brezhnev said: "We received with deep regret, like all the supporters of peace and freedom of nations, the news of the 'Awas' which broke out a few days ago between two neighboring States in Asia" adds AP.

He said the 'Awas' a result of the 'bloody' suppression of the basic rights and clearly expressed will of the population of East Pakistan and the tragedy of millions of refugees....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন : সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা	আনন্দবাজার পত্রিকা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

রাশিয়ার প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা
বাংলাদেশের সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
(দিল্লী অফিস থেকে)

৯ই নভেম্বর- ভারত সফররত সোভিয়েত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী ভি কুদরিয়াভেৎসেভ আজ এখানে বলেন, বাংলাদেশে যে সংগ্রাম চলছে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং তার মধ্যে গৃহযুদ্ধের উপাদান রয়েছে।...

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভের উক্তিতেই প্রথম একজন সোভিয়েত নেতার কাছ থেকে বাংলাদেশের আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করল। শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভের মন্তব্য এই কারণে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি শুধু একজন সফররত সংসদীয় হিসেবে এ কথা বলেননি, বলেছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও তার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে।

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে কোনো সমাধানের সম্ভাবনা বাতিল করে দেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে সমাধানই নির্ণয় করা হোক না কেন তা করতে হবে জনগণের ইচ্ছা, তাদের আইনসঙ্গত অধিকার ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে।

তাঁর ধারণা, এই উপমহাদেশের ঘটনাবলীর প্রতি চীন এক অযৌক্তিক মনোভাব গ্রহণ করেছে। তবে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক বিষয়ে তিনি আশা করেন, চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়ায় এই সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক হবে।

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ তাঁর পূর্ব মন্তব্য সত্ত্বেও আশা করেন যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী দু'দেশের মধ্যে কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ ডেকে আনবে না। তবে সংঘর্ষ হবে কি না তা তিনি বলতে পারেন না। তাঁর মতে, ভিয়েতনাম আর মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা এখনও বিস্ফোরণের মুখে থাকায় পৃথিবী তৃতীয় একটা সংঘর্ষের বিলাসিতায় মাততে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, একবার সংঘর্ষ শুরু হলে অধিক থেকে অধিকতর দেশ তাতে জড়িয়ে পড়তে চায়। তাঁর এই মন্তব্য চীনকে উপলক্ষ করে কিনা তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ আশা করেন, পাকিস্তান বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করবে এবং একটা সমাধানে উপনীত হবে ও সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে, যাতে উদ্বাস্তুরা আস্থা অর্জন করে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। তবে কী সেটা করা যেতে পারে তা তিনি বলিতে পারেন না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোনো দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সমাধান নির্ণয় করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আর বাংলাদেশের নেতাদের।

তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমস্ত রকম সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেছে, তবু তার সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্ক বজায় আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বৃদ্ধি না পেলেও চলছে। ...

তিনি আরও বলেন, কথায় কিছু যায় আসে না, আসল জিনিস হচ্ছে কাজ।

শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ ভারতের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাদের শান্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু তাই বলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবহেলা করা ঠিক হবে না। সকল অবস্থাতেই প্রতিরক্ষা জোরদার করতে হবে।

আগ্রা থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন : শ্রী কুদরিয়াভেৎসেভ গতকাল সেখানে ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বলেন যে, ভারত যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তাঁর দেশ তাকে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেন, তাঁর দেশ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে চান।

তিনি এই বলে সতর্ক করে দেন যে, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি', যতো ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বন্ধুত্বে ভীত হয়ে পড়েছে, তারা সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানী শাসকদের যুদ্ধংদেহি মনোভাবের দরুন ভারতের অখন্ডতা যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখনই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংঘাত নিরসনে কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ : আফগানিস্তানের রাজার সম্মানার্থে প্রদত্ত ভোজসভায় সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নির বক্তৃতা	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৯৭১, ১৪ ডিসেম্বর মস্কোতে আফগানিস্তানের রাজা মহম্মদ জহীর শাহ-এর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় সোভিয়েত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর সভাপতি এন. ভি. পদগোর্নির ভাষণ থেকে

‘‘এশীয় উপমহাদেশে সম্প্রতি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় জনসাধারণ অতিমাত্রায় আতঙ্কিত। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসমষ্টির মৌল অধিকারসমূহের ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার দমন দেশের সেই অংশে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়েছে। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এশিয়ার দু’টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠেছে।’’

‘‘সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছি রক্তপাত বন্ধ করার পক্ষে, বাইরের শক্তিগুলির কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনসাধারণের আইনসম্মত অধিকারসমূহ বিবেচনার মধ্যে রেখে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার পক্ষে। সেই এলাকায় স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন চাপ দিচ্ছে।’’

‘‘আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধবিরতির প্রশ্নটিকে যে সব কারণ হিন্দুস্থান উপমহাদেশে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে সেগুলি দূর করার বৈপ্লবিক উপায় হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।’’

পদগোর্নি বলেন : ‘‘আমাদের গতকালের কথাবার্তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে বর্তমান সংঘর্ষের এলাকার একেবারে সন্নিকটবর্তী হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তান এই সংঘর্ষের মূলোচ্ছেদের সবচেয়ে কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণে গভীরভাবে আগ্রহী।

পদগোর্নি বলেন : ‘‘জটিল আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহের সমাধানের প্রতি আফগানিস্তান কান্ডজ্ঞানপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে বলে, এশিয়া মহাদেশে উদ্ভূত সমস্যাদির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কামনা দেখিয়েছে বলে আমরা আনন্দিত।’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশে শান্তি পুনঃস্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা : ১৮ ডিসেম্বর তারিখে পররাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৯৭১, ১৮ ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত সোভিয়েত পররাষ্ট্র বিভাগের বিবৃতি

হিন্দুস্থান উপদ্বীপে বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিভাগকে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে :

অন্যান্য শান্তিকামী দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নও পাক-ভারত উপমহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ও মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে যে পররাষ্ট্র নীতি পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে নিষ্ঠার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে ১৯৭০ সারের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যক্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুযায়ী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

এই পরিস্থিতিতে যে সংঘর্ষ ও রক্তপাত শুরু হল সেই সংঘর্ষ ও রক্তপাত বন্ধের জন্য, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে শান্তি স্থাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই নীতি ও মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং জাতিসংঘের সংগঠন মারফত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শান্তি স্থাপনের এই প্রচেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদে কয়েকটি দেশের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সোভিয়েত ইউনিযন নিষ্ঠার সঙ্গে তার অবস্থানের প্রতি অবিচল থেকেছে যা পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করতে সক্ষম এবং যা ন্যায়সঙ্গত এবং কার্যকরভাবে অবিলম্বে এই সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব করে তুলবে।

তথাপি শান্তির দিক থেকে বিচার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে কোনোরকম শৈথিল্য দেখায়নি। বর্তমানে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উত্তেজনা হ্রাসের দিকে একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ বছর ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। তার ফলে ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেইদিনই ভারত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে এবং ১৯৬৫ সালে নির্ধারিত কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি সীমান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে অন্য দেশের ভূখন্ড অধিকার করার কোনো অভিপ্রায় ভারতের নেই। শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ভারত যে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে স্বাগত জানায়। ভারতের গঠনমূলক এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান সরকার ১৭ই ডিসেম্বর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিরতির যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতেও সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

এভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে সশস্ত্র সংঘর্ষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধের এবং যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে সেই সংঘর্ষের সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান উপযোগী পরিবেশ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বন্ধ হলে সেই অঞ্চলের জনগণের মূল স্বার্থ রক্ষিত হবে, তার ফলে জাতীয়

বিকাশের এবং অগ্রগতির পথে তাদের এগিয়ে যডাওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং চরম উত্তেজনার যে স্থানটিতে সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ তা দূরীভূত হবে।

পাক-ভারত উপমহাদেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশকে সর্বপ্রকার সহায়তা করতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আহবান জানিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত গণসংগঠনসমূহের বিবৃতি	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	...

(১) সোভিয়েত শান্তি কমিটির বিবৃতি

পাকিস্তানের বিখ্যাত প্রগতিশীল নেতা ও আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ও মৃত্যুদন্ডের আশঙ্কা সম্পর্কে সোভিয়েত শান্তি-সংগ্রামীরা গুরুতর উদ্বেগ পোষণ করেন। এই আওয়ামী লীগই সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এই নির্বাচনের অনতিকাল পরেই, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর ব্যাপারে মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং এখন তিনি সামরিক আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষের অধিবেশনে বিচারাধীন।

মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাদের উপর নির্যাতনে সোভিয়েত জনগণ ক্ষুব্ধ। পৃথিবীর সংবাদপত্রের খবরে জানা যায়, মুজিবুর রহামনের সামনে এখন মৃত্যুদন্ডের বিপদ উপস্থিত। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাজকর্মকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের আইনসঙ্গত মানবিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানী জনগণের সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইচ্ছাকে অস্বীকার করা বলেই গণ্য করা যায়।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও জননেতাদের নির্যাতন এবং জনসাধারণের উপর নিপীড়নের ফলে লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ নিজেদের দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের বিরাট স্রোত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছে: আর এই শরণার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাহার আর মহামারীর প্রকোপ।

সোভিয়েত শান্তি কমিটি ঘোষণা করছেন যে এশিয়ার শান্তিরক্ষার স্বার্থে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ভূত সমস্যাবলীর রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণের পক্ষ থেকে আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা যেন মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জননেতার বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ব্যবস্থা বন্ধ করেন এবং এমন ব্যবস্থা পালন করেন যা এই অঞ্চলে শান্তিকে শক্তিশালী করবে।

(২) সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিবৃতি

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং কারখানা ও অফিস কর্মীরা অধুনা নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘটনা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন! এই আওয়ামী লীগই সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় এসেম্বলিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের সমর্থনপুষ্ট মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জনগণের আইনসঙ্গত নির্বাচিত নেতা হিসাবে, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত। মুজিবুর রহমানের বিচার এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে প্রস্তুতি চলেছে, তা কেবলমাত্র দেশের উক্ত অংশের এবং তার সীমান্তের পরিস্থিতিই জটিল করে তুলবে।

‘‘পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের জন্য, উপনিবেশবাদীদের জোয়ালের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এবং সমাজ প্রগতির জন্য তাদের সংগ্রামের আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতি বিশ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সর্বদাই পাকিস্তানের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ নিয়েছেন।’’

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এবং নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর, এবং শরণার্থীদের তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টির দাবি সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ জানাচ্ছে।’’

(৩) সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির বিবৃতি

সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতনের অবসান ঘটানোর, মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিচাপরের প্রহসন বন্ধ করার এবং শরণার্থীদের তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টির ও তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার এবং শান্তিতে জীবনযাপনের ও কাজ করার গ্যারান্টির ব্যবস্থা করার দাবি আমরা জানাচ্ছি।’’

বিবৃতিতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান হয়েছে যে, ‘‘বিশ্ব জনমতের প্রতি কর্ণপাত করার এবং পূর্ব পাকিস্তান জনগণের ইচ্ছা, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক উপায়ে সমস্যাটির একটি ন্যায্য সমাধানের সম্ভাবনা খুঁজে বার করতে হবে, আর সেটাই হবে আফ্রো-এশীয় সংহতির উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।’’

বিবৃতিতে কমিটি জোর দিয়ে বলেছে যে, ‘‘যে সব জাতি ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং শান্তি ও প্রগতির পরিস্থিতির মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য সংগ্রাম করছে, সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল ও থাকবে।’’

(৪) সোভিয়েত সাংবাদিকদের ইউনিয়নের বিবৃতি

সোভিয়েত সাংবাদিকদের ইউনিয়নও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে ‘‘পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর এবং মুজিবুর রহমানকে বিচারের নামে হত্যা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার’’ দাবি জানিয়েছেন।

(৫) সোভিয়েত রেডক্রসের বিবৃতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সমিতিসমূহের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সোভিয়েত রেডক্রস মানবিক নীতিসমূহ অনুসরণ করে ক্রমাগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ও মানবিক নৈতিকতার সর্বজনস্বীকৃত মানগুলিকে নগ্নভাবে লংঘন করার জন্য ক্ষুব্ধ ঘৃণা প্রকাশ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সমিতিসমূহের লক্ষ লক্ষ সদস্যের পক্ষ থেকে কার্যনির্বাহক কমিটি দৃঢ়ভাবে এই দাবি করছেন যে দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বন্ধ করুন, রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার ও আইনানুগতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অসামরিক জনসমষ্টির কষ্ট লাঘব করুন।

(৬) সোভিয়েত যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির বিবৃতি

সোভিয়েত জাতিসংঘের যুব সংগঠনগুলির কমিটি এবং ছাত্র পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, সোভিয়েত যুব ও ছাত্রসমাজ আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস ও হিংসার পরিবেশে জনগণের আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবুর রহমানকে শেষ করে দিতে চাইছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বীকৃত নেতা, সমগ্র পাকিস্তানী জনগণের অতি জরুরী স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত যোদ্ধা মুজিবুর রহমানের লজ্জাজনক বিচার পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার উপর আঘাত হানছে, দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনাকে আরও ঘোরালো করে তুলছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সমস্যার সমাধানের পথে ও দেশে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পক্ষে অতিরিক্ত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও যুবসমাজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও হিংসার এইসব কাজ সম্পর্কে সোভিয়েত যুব ও ছাত্রসমাজ ক্রোধ প্রকাশ করছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিকামী জনগণের, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একযোগে আমরা দাবি করছি, মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ করা হোক, পূর্ব পাকিস্তানী দেশভক্তদের মুক্তি দেওয়া হোক ও তাদের উপরনির্যাতন বন্ধ করা হোক এবং শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা হোক।

আইনসম্মত অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ও যুবসমাজের সঙ্গে আমরা সংহতি জ্ঞাপন করছি।

(৭) সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ সমিতির বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও জননেতা, আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ সমর্থনকারী ও তাঁদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রবক্তা অন্যান্য প্রগতিশীল নেতাকে কারারুদ্ধ করায় সোভিয়েত জাতিসংঘের রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ক সমিতি গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্রের মানবিক মূলনীতি দ্বারা চালিত হয়ে সোভিয়েত জাতিসংঘের রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ক সমিতি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ঘোষণাপত্রের মূলনীতিগুরির স্থূল লংঘনের তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং দাবি করছে যে মুজিবুর রহমানের ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রগতিশীল নেতার বিচার বন্ধ করা হোক এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, অলংঘনীয় অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে বিদ্যমান সমস্যাদির রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানী শরণার্থীদের দ্রুত ও নিরাপদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপযোগী অবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হোক।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের উপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত শ্রমিকদের দাবি	সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা	...

দমন-পীড়নের অবসানের জন্য সোভিয়েত শ্রমিকদের দাবি

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ঢালাও উৎপীড়নে সোভিয়েত জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে তাঁরা যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার আহবান জানিয়েছেন।

মস্কো বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণ কারখানা 'ডায়নামো'র শ্রমিকদের এক সভায় ফিটার আলেকজান্দার কারিশেভ বলেন, ''আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি, তাঁরা যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করে দেশে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আইনসঙ্গত স্বার্থকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।''

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে : ''পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাজকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মৌলিক মানবিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে মনে করি।'' সভায় অংশগ্রহণকারীরা পূর্ব পাকিস্তানে ঢালাও উৎপীড়নের অবসান দাবি করেন এবং শরণার্থীদের যথাশীঘ্র সম্ভব স্বদেশে ফেরার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে বলেন।

মস্কোর লিখাচেভ অটো ওয়ার্কসে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ফিটার বোরিস কোরনেভ উপস্থিত সকলের মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও জননেতাদের উপর নির্যাতনের খবর জেনেছি। আমরা জানতে পেরেছি যে সামরিক ট্রাইব্যুনাল আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমানের বিচারের আয়োজন করছেন। এই বিশিষ্ট প্রগতিশীল নেতা পাকিস্তানী জনগণ কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি যে আওয়ামী লীগের সভাপতি, গত বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেই আওয়ামী লীগই দেশের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিধান পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছিল।

তরুণ শ্রমিক ভিকতর ফাদেয়েভ বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

সভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন, ''পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর ঢালাও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। দেশে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সমস্ত শরণার্থী যাতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।''

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায় সমিতিগুরির ৬ কোটি সদস্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের পর্ষদ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমানের লজ্জাজনক বিচার বন্ধ করার দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সমবায় সমিতিগুরির সদস্যরা পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে আহবান জানাচ্ছেন, তাঁরা যেন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের অধিকার রক্ষার সপক্ষে এগিয়ে আসেন।

মস্কোর তিউরুপ ময়দা কলের শত শত শ্রমিক-কর্মচারী এক সভায় রিপেয়ার শপের শ্রমিক এ. ভি. দুদোভ বলেন : ‘‘আমরা সোভিয়েত জনগণ উদ্বেগের সঙ্গে পাকিস্তানের বিয়োগান্তক ঘটনাবলী লক্ষ্য করছি। সেদেশে পাইকারী পীড়ন, গণতন্ত্রের প্রাথমিক নীতিগুলি লঙ্ঘন পূর্ব পাকিস্তানের নিযুক্ত মানুষকে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আমরা দাবি করছি অবস্থা স্বাভাবিক করা হোক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল নেতাদের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন বন্ধ করা হোক।’’

লেনিনগ্রাদ ক্রাসলেগভার্দেয়েৎস ফার্মের শ্রমিকদের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে : ‘‘আমরা দাবি করছি যে পাকিস্তান সরকার অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করুক, নিযুত নিযুত শরণার্থীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করুক।’’

শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের নির্মম মনোভাবের বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানান সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর দলনেতা ভি. ভি. পেদ্রোভ, ফিটার ভি. এ. বুকানোভ, ফার্মের কমসোমল কমিটিরসদস্য আনাতোলি উসানস্কিক, এসেম্বলী শপের ভি. ভি. বিস্ত্রোভা ও ইঞ্জিনিয়ার ভি. এ. মিখাইলোভা।

ভোইকভ ঢালাই লোহা ফাউন্ড্রির প্রতিটি শপ, বিভাগ ও সার্ভিসের প্রতিনিধিদের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তানে গণপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। সভার উদ্বোধন করেন ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এ. বেস্পালোভ। ফিটার এস. গুমেনি, টেকনিক্যাল রেটিং ব্যুরোর প্রধান আই. পোরপেস্কিন, ইলেট্রিক্যাল শপের শ্রমিক ও যুব কমিউনিস্ট লীগের কমিটির সদস্য জি. জাইৎসেভা প্রমুখ বক্তারা পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও দমন-পীড়ন বন্ধ করার এবং উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

তাশখন্দের অক্টোবর বিপ্লব আশঙ্কিত ডিজেল ইঞ্জিন ও গাড়ি সারাই কারখানায় এক বিরাট সভায় শ্রমিকরা পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ জনসমষ্টির উপর পাইকারী দমনপীড়নে এবং দেশ ভক্তদের উপর নির্যাতনে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মিনস্ক মোটর কারখানায় শ্রমিকদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দেশের জনগণের দাবিতে কর্ণপাত করতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা, অধিকার ও আইনসম্মত স্বার্থকে যথোপযুক্ত বিবেচনার মধ্যে রেখে সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহবান জানানো হয়েছে।

কুইবিশেভে চতুর্থ কেয়ারিং কারখানায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দমন পীড়ন বন্ধ করার জন্য এবং পাকিস্তান প্রগতিশীল নেতাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবি জানান হয়।

আলসা আতা ফাউন্ড্রি ও মেশিন শপের এক সভায় শ্রমিকরা পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে দেশে ন্যায় বিচার পুনঃপ্র তিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ জরুরী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

চীন

সরকারী দলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে
চীন সরকারের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে ভারতীয় ভূমিকা সম্পর্কে পিপলস ডেইলীর ভাষ্য	পিপলস ডেইলি উদ্ধৃতি : চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ- আর.কে. জৈন	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

"WHAT ARK INDIAN EXPANSIONISTS TRYING TO DO?"
ARTICLE BY *People's Daily* Commentator, 11 April, 1971

Of late, the Indian Government has redoubled its efforts to interfere in Pakistan's internal affairs in disregard of the repeated stern protests of the Pakistan Government. This overbearing action of the Indian Government cannot but arouse the indignation of all justice-upholding countries.

The relevant measures taken by President Yahya khan in connection with the present situation in Pakistan are internal affairs of Pakistan, in which no country should or has the right to interfere. But the Indian reactionaries came forward in a great hurry to openly interfere in the internal affairs of Pakistan certain bigwigs in the Indian government ranging from the Prime Minister, the Minister of External Affairs, to members of Parliament and chief ministers of states raised a hue and cry for fanatic interference in Pakistan's internal affairs. The Indian Parliament and the Indian National Congress openly discussed and adopted resolutions interfering in the internal affairs of Pakistan. The Indian Government was busily plotting for international intervention in league with the two superpowers. Meanwhile, the Indian reactionaries have set their entire propaganda machine in motion to fan up anti-Pakistan chauvinist sentiments. All these frenzied acts are a new exposure of the expansionist features of the Indian reactionaries.

To create pretexts for meddling in the internal affairs of a neighboring country, the Indian reactionaries insisted that changes in the internal situation of Pakistan "cannot but prejudice India's own security." It may be asked: Is it Pakistan that "threatens" India's security, or is it the Indian expansionists that threaten Pakistan's security. While the Indian reactionaries were making inflammatory remarks over the Pakistan situation, the Indian Government massed troops along the East Pakistan border, and even instigated armed plainclothes men to infiltrate into Pakistan territory for disruption and harassment. Does this flagrant threat of force not seriously prejudice the security of Pakistan?

The Indian reactionaries also claimed that "geography makes it impossible" for India to "view" the situation in Pakistan "as simply an internal matter for Pakistan," Such argument is extremely preposterous. With a definite place in geography, every country has neighbors. If this "theory" of the Indian expansionists can stand, then countries with expansionist and aggressive ambitions may willfully interfere in the internal affairs of their neighboring countries for geographical reasons. Under such circumstances, what normal relations can there be between nations?

It is worth noting that the two superpowers, working in close co-ordination with the Indian reactionaries, crudely interfere in the internal affairs of Pakistan. The U. S. State Department issued a statement in an effort to poke its nose in to Pakistan's internal affairs, while the Soviet Government acted more blatantly. In his message to President Yahya Khan, President of the Presidium of the Supreme Soviet of the U. S. S. R. Podgorny made no mention of the Indian reactionary's threat to Pakistan, but on the contrary impudently criticized the Pakistan Government. They posed themselves as "friends" and hypocritically expressed concern for "the interests of the people of Pakistan." As known to all, if the independence, sovereignty, unification and territorial integrity of a country are encroached upon, then what is left of the interests of the people? Judging by what had been done by the Soviet Union in Czechoslovakia, it is not hard to see what the Soviet leadership supports, what it opposes, and on whose side after all it stands.

The great leader Chairman Mao has pointed out: "We firmly maintain that all nations should practice the well-known Five Principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence." This is the criterion for handling relations among nations. Anyone who interferes in the internal affairs of other countries in an attempt to achieve one's ulterior motives will never come to a good end.

The Pakistan people have the revolutionary tradition of opposing imperialism and colonialism and have waged unyielding struggles against aggressors and interventionists from outside. The Chinese Government and people will, as always, resolutely support the Pakistan Government and people in their just struggle for safeguarding national independence and state sovereignty and against foreign aggression and interference.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় চীনা সমর্থনের আশ্বাস : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান-এর কাছে প্রেরিত প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর বার্তা	পাকিস্তান হরাইজন। উদ্ধৃতি : সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস-রবার্ট জ্যাকসন	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

CHOU EN-LAI's MESSAGE TO YAHYA KHAN, 12 APRIL 1971

I have read Your Excellency's letter and Ambassador Chang Tung's report on your Excellency's conversation with him. I am grateful to Your Excellency for your trust in the Chinese Government.

China and Pakistan are friendly neighbors. The Chinese Government and people are following with close concern the development of the present situation of Pakistan. Your Excellency and leaders of various quarters in Pakistan have done a lot of useful work to uphold the unification of Pakistan and to prevent it from moving towards a split.

We believe that through the wise consultations and efforts of Your Excellency and leaders of various quarters in Pakistan, the situation in Pakistan will certainly be restored to normal.

In our opinion, the unification of Pakistan and the unity of the people of East and West Pakistan are the basic guarantees for Pakistan to attain prosperity and strength.

Here it is most important to differentiate the broad masses of the people from a handful of persons who want to sabotage the unification of Pakistan.

As a genuine friend of Pakistan, we would like to present these views for Your Excellency's reference.

At the same time, we have noted that of late the Indian Government has been carrying out gross interference in the internal affairs of Pakistan by exploiting the internal problems of your country. And the Soviet Union and the United States are doing the same one after the other.

The Chinese Press is carrying reports to expose such unreasonable interference and has published Your Excellency's letter of reply to Podgorny.

The Chinese Government holds that what is happening in Pakistan at present is purely the internal affair of Pakistan, which can only be settled by the Pakistan people themselves and which brooks no foreign interference whatsoever.

Your Excellency may rest assured that should the Indian expansionists dare to launch aggression against Pakistan the Chinese Government and people will, as always, firmly support the Pakistan Government and people in their just struggle to safeguard state sovereignty and national independence.

-Pakistan Horizon,

XXIV No.2, pp 153-54

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পাকিস্তানের প্রতি সংহতি প্রকাশ : ভূট্টোর সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভার গণচীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফি'র বক্তৃতা	পাকিস্তানস হরাইজন উদ্ধৃতি : সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস- রবার্ট জ্যাকসন	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

CHI PENG-FEI'S SPEECH AT THE BANQUET GIVEN IN HONOUR OF BHUTTO, 7 NOVEMBER, 1971

In order to defend their state sovereignty, territorial integrity and national independence, they the Pakistani people have waged unremitting struggles against foreign aggressors, interventionists and domestic secessionists. The Pakistan Government has adhered to its foreign policy of independence and contributed to the defense of peace in Asia and the promotion of Afro-Asian solidarity.

Of late, the Indian Government has crudely interfered in Pakistan's internal affairs, carried out subversive activities and military threats against Pakistan by continuing to exploit the East Pakistan question. The Chinese Government and people are greatly concerned over the present tension in the Subcontinent. We maintain that the internal affairs of any country must be handled by its own people. The East Pakistan question is the internal affair of Pakistan and a reasonable settlement should be sought by the Pakistan people themselves, and it is absolutely impermissible for any foreign country to any out interference and subversion under any pretext. Consistently abiding by the Five Principles of Peaceful Coexistence, the Chinese Government never interferes in the internal affairs of other countries and firmly opposes any country interfering in the internal affairs of other country. This is our firm and unshakable stand. We believe that the broad masses of the Pakistan people are patriotic and they want to safeguard national unity and unification of the country, oppose internal split and outside interference. It is our hope that the Pakistan people will strengthen their unity and make joint efforts to overcome difficulties and solve their own problems. We have noted that certain persons are truculently exerting pressure on Pakistan by exploiting tension in the Subcontinent, in a wild attempt to realize their ulterior motives. The Chinese Government and people have always held that disputes between states should be settled by the two sides concerned through consultations and not by resorting to force. The reasonable proposal put forward recently by President Yahya Khan for the armed forces of India and Pakistan to withdraw from the border respectively and disengage is helpful to easing tension in the Subcontinent and should be received with welcome. Our Pakistan friends may rest assured that should Pakistan be subjected to foreign aggression, the Chinese Government and people will, as always, resolutely support the Pakistan Government and people in their just struggle to defend their state sovereignty and national independence.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে চীন 'ন্যায়সঙ্গত সমাধান' চায়	স্টেটসম্যান	৭ নভেম্বর, ১৯৭১

Bangladesh Issue
CHINA URGES 'REASONABLE SETTLEMENT'
Indo-Pak Talks On Border Suggested

Peking, Nov. 7-China today appalled to India and Pakistan to hold consultations to reduce tension on their borders. It has also asked Pakistan to seek a "reasonable settlement" on the Bangladesh Issue, say AFP and Reuter.

Mr. Cheng Peng-fei, Acting Chinese Foreign Minister, addressing a banquet in honor of the top-level Pakistani delegation now in Peking, urged Islamabad to resolve the Bangladesh problem on its own. He said this could be done within the framework of Pakistan, keeping in view the solidarity and integrity of the country.

Mr. Cheng came out in support of what he called the "reasonable proposal" of President Yahya Khan for troop withdrawals to a "reasonable distance" from their borders. "The dispute between the States should be settled by the two sides concerned through consultations and not by resorting to loree" he said.

Radio Pakistan reporting the speech claimed however, that China had reiterated its support to Pakistan in the event of "any foreign invasion" adds UNI from Delhi.

The radio said Mr. Cheng alleged that India was interfering in 'Pakistan's internal affairs. Mr. Cheng was also quoted as saying that China "itself has not interfered in any country's internal affairs and it was also opposed to other's interference".

He justified President Yahya Khan's proposal for the withdraw of troops from the borders by both India and Pakistan and said this was for bringing peace in the subcontinent. China was deeply concerned over the situation, he added.

According to the radio, Mr. Cheng said that "India was taking undue advantage" of the situation in East Bengal. The Chinese leader, however did not indicate the type of support China would live to Pakistan.

The Chinese *Prime Minister*, Mr. Chou En-lai was also present at the banquet.

Mr. Z. A. Bhutto, who is leading the Pakistan delegation, in reply expressed Pakistan's gratitude for the relation of Chinese support.

On the third day of his stay in Peking today, Mr. Bhutto was stated to have had a series of meetings with Mr. Chou En-lai.

The three Service chiefs of Pakistan in the delegation had a separate meeting with their Chinese counterparts.

Later at a Press conference Mr. Bhutto was asked about the result of his visit and Chinese aid to Pakistan. Refusing to "reveal our hand" Mr. Bhutto said: "We have taken all measures. We feel extremely reassured that we have completely taken all the contingencies into account'. However, he appeared to rule out the eventuality of a direct Chinese commitment in the event of a conflict by stressing that any decision would be "our own effort".

Mr. Bhutto claimed that his delegation which is due to leave Peking early tomorrow, had reached a "complete identity of views" with the Chinese leaders.

He also claimed that the visit "has made substantial contribution to deterring aggressive intentions' against Pakistan. No communiqué would be published at the end of the visit because Mr. Bhutto said:

"We don't find the need for a communiqué. There is no need for a treaty".

Mr. Bhutto also volunteered what he called was his "personal opinion" that it would be premature to seek "in a panic" a solution from the U.N. Security Council. "A solution can be found outside the U.N." he added.

He said Pakistan hoped to "open a new chapter" in relations with India and claimed that Pakistan did not want an armed conflict and sought "de-escalation" while India "believes in a foreign policy of terrorism, chauvinism and interference".

He declared Pakistan's willingness to solve the East Bengal problem "in sanity, sobriety and calmly". Referring to the Prime Minister Mrs. Gandhi's current foreign tour he said: "India is consulting her friends. We are consulting ours. We attach supreme importance to our relations with the People's Republic of China".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য পাকিস্তানের প্রতি চীনের পরামর্শ	স্টেটসম্যান	১২ নভেম্বর, ১৯৭১

CHINA ADVISED PAKISTAN TO FIND POLITICAL SOLUTION

New Delhi, Nov. 12-China has advised Pakistan to act with restraint and try for a political settlement of the East Bengal problem the Rawalpindi correspondent of the Times, London, says, reports UNI.

The Chinese have said that Pakistan in no case should attack India and have observed that the time was not appropriate to raise the issue in the Security Council, the BBC quoting the correspondent said.

The Daily Telegraph has published a report from its Dacca correspondent saying that there were signs that the morale of the 6,000 West Punjabi policemen in East Bengal was sagging. They were brought to East Bengal to replace the Bengali policemen who had gone over to the Bangladesh cause. The correspondent says the West Pakistani policemen were brought to East Bengal on the promise that they would be sent back in September. They were now demanding that a pucca date be given to them about their return.

In London, the visiting Australian Prime Minister. Mr. William McMahan had a one-hour meeting with the British Foreign Secretary Mr. Douglas-Home. The subjects discussed included the problem of the Indian subcontinent, the broadcast added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পাকিস্তানী শরণার্থী বিষয়ক কমিটিতে গণচীনের প্রতিনিধি ফু হাও-এর বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ	১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

SPEECH OF CHINESE DELEGATE FU HAO IN THE THIRD COMMITTEE OF THE UN GENERAL ASSEMBLY ON PAKISTANI REFUGEES IN INDIA, 19 NOVEMBER, 1971

The Chinese Government and people have always held that the internal affairs of any country should be settled by the people of the country themselves. The question that has arisen in East Pakistan is purely Pakistan's internal affairs which can only be settled by the Pakistan people themselves, and no country has the right to interfere in it under any pretex.

The so-called question of refugees from East Pakistan came into being and developed to its present state due to a certain country's intervention in Pakistan's internal affairs, which has resulted in the present tension on the Subcontinent. Recently the Pakistan Government has repeatedly proposed relaxing the tension on the Subcontinent and settling the refugee question. But all these proposals have been rejected by the country concerned. It continues to exploit the question of refugees from East Pakistan to interfere in the internal affairs of Pakistan, to carry out subversive activities against her and obstruct the return of the East Pakistan refugees to their homeland, making it impossible to reach a reasonable settlement of the question of the East Pakistan refugees. These a tactics of interference in the internal affairs of other countries are well known to the Chinese Government and people. In our experience, a certain neighboring country plotted a rebellion in the Tibetan region of our country and carried out subversive activities. When the rebellion it plotted was smashed by the Chinese people, it coerced tens of thousands of Chinese inhabitants into going to its country, creating a question of so-called Tibetan refugees, in wild opposition to china. We hold that in order to attain a reasonable settlement of the question of refugees from East Pakistan, interference in* Pakistan's internal affairs must first of all be stopped. Only in this way can the East Pakistan refugees truly be assisted in returning to their homeland.

The Chinese Government has always abide by the Five Principles of Peaceful Coexistence, never interfered in the internal affairs of other countries, and is firmly opposed to any country interfering in the internal affairs of others countries, under the pretext of a so-called 'refugee question' or anything else. As for disputes between states, we have always held that they should be settled through consultation between the countries concerned. We believe that the broad masses of the Pakistan people arc patriotic, are opposed to foreign interference, and they will certainly be able to solve their own problems.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আলবেনীয় সম্বর্ধনা সভায় উপমহাদেশীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে গণ-চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লী শিয়েন নিয়েন-এর বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY TIIE CHINESE VICE-PREMIER LI HSIEN-NIEN AT THE ALBANIAN RECEPTION, 29 NOVEMBER, 1971

In the past few days, because the Indian Government, supported and encouraged by social-imperialism, has been carrying out subversive activities and military provocations against East Pakistan, the tension on the Subcontinent has been aggravated. The Chinese Government and people are greatly concerned over the present India-Pakistan situation. We maintain that disputes between slates should be settled by the two parties concerned through peaceful consultations and absolutely not by resorting to force, it is all the more impermissible for a country, under any pretext, to employ large numbers of armed troops to willfully cross its own border and invade and occupy another country's territory. The Chinese Government and people resolutely support the Pakistan Government and people in their just struggle against foreign aggression and in defense of their state sovereignty and national independence. In order to ease the present tension, we hold that serious consideration should be given to President Yahya Khan's reasonable proposal for the armed forces of India and Pakistan to withdraw respectively from the border and disengage.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধি মিঃ হুয়াং হুয়ার ভাষণ	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE CHINESE REPRESENTATIVE HUANG HUA IN THE UN SECURITY COUNCIL, DECEMBER, 1971

Of late, the Indian Government has openly sent troops to invade East Pakistan and provoked large-scale armed conflicts, thus aggravating tension in the India-Pakistan Subcontinent and Asia. The Chinese Government and people express serious concern over this and are closely following the development of the situation.

1. The question of East Pakistan is purely the internal affair of Pakistan, in which no one has any right to interfere. It is impermissible for the Indian Government to commit armed aggression against Pakistan by using the question of East Pakistan as a pretext.

2. The Indian Government asserts that it has sent troops to East Pakistan for the purpose of 'self-defense.' This is sheer gangster logic. The facts show that it is a India which has committed aggression against Pakistan and not Pakistan which has 'menanced' the security of India. According to the logic of the Indian Government, anyone can use the pretext of 'self-defense' for invading other countries. In that case, what guarantee is there for the sovereignty and territorial integrity of various countries?

3. The Indian Government asserts that the purpose for its sending troops to invade East Pakistan is to help the refugees of East Pakistan to return to their homeland. This is utterly untenable. At present, there are in India large numbers of so called 'refugees' from Tibet, China, the Indian Government is also grooming Dalai Lama, the chieftain of the Tibetan counter-revolutionary rebellion. According to the Indian Government's assertion, are you going to use this also as a basis for aggression against China?

4. The Pakistan Government has proposed that the armed forces of the two sides withdraw from the border respectively and disengage and that the question of the refugees of East Pakistan be settled through negotiations between the two Governments. This is entirely reasonable. However, the Indian Government has unwarrantedly rejected it. This shows that the Indian Government has no intention at all to settle the question of the refugees of East Pakistan but want to capitalize on this question as a pretext for further subversion and aggression against Pakistan.

The Chinese Delegation maintains that according to the United Nations Charter, the Security Council should strongly condemn the aggressive acts of the Indian Government

and demand that the Indian Government immediately and unconditionally withdraw all the Indian armed forces from Pakistan.

Finally, on behalf of the Chinese Government, I wish to state that the Chinese Government and people firmly support the Pakistan Government and people in their just struggle against Indian aggression. Here I would like to point out to the Security Council, the United Nations and the people of the world that the Indian Government's current acts of aggression have been perpetrated with the support of the social-imperialism. This is borne out by an abundance of facts. I reserve the right to speak further on this matter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
উপমহাদেশীয় যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থন দান করবে। বৃটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চীনা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য	ষ্টেটসম্যান	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

CIIOU PLEDGES ' FIRM SUPPORT" TO PAKISTAN
From S. Nihal Singh

LONDON. Dec. 4-China's attitude to an Indo-Pakistani war, spelled out for the first lime by Mr. Chou En-lai, stopped short of any public commitment to supply Pakistan with money and munitions.

In an interview granted by the Chinese Premier to a British journalist, Mr. Neville Maxwell, being published by the Sunday Times tomorrow, Mr. Chou promises only his country's "firm support" to Pakistan in the event of a war on the subcontinent.

What this firm support will amount to is left unsaid, but Mr. Chou goes a long way in blaming India for the situation, suggests that the East Bengal problem was a "time bomb" left by Lord Mountbatten and prophesizes a continuing period of instability for the subcontinent even after a war.

Mr. Chou further seeks to find a parallel between the problem of East Pakistani refugees and Tibetan refugees who had fled to India. He says that the Soviets hastily signed the Indo-Soviet treaty, which had been ready for two years, after President Nixon's visit to China was announced and blames Russia in part for the 1962 Sino-Indian conflict. According to Mr. Chou the Russians had told India in 1962 that China would not fight back.

While this interview serves to underline China's reversion to supporting Pakistan against India but retaining for itself a large field for man oeuvre, the Western world's reaction to the fighting on the sub-continent has been a compound of sorrow mixed with concern over war having broken out in all but name.

The British Prime Minister is reported to have sent messages to Mrs. Gandhi and President Yahya Khan urging moderation and restraint. But it still seems to be Whitehall's efforts to avoid making a public move in the crisis in view of the realization that Britain's influence with both India and Pakistan is strictly limited.

INDIANS ABROAD

The Indian community in Britain has acted promptly in offering to return home to fight for the country and the Indian High Commission has been besieged with telephone calls.

A point made in several reports in the British Press today was that India was taken unawares by the Pakistani air attacks yesterday on the Indian airports in the west. But there was a tendency, exemplified in The Times leader, not to jump to the conclusion that a full-scale war had actually broken out.

The Guardian, on the other hand, which has been taking a somewhat emotional attitude to events on the subcontinent, sees a Yahya- Mrs. Gandhi meeting as the only way to stop a full-scale war. For the Daily Telegraph, the Pakistani air attacks on Indian airports yesterday could perhaps be meant as a warning to Mrs. Gandhi. But the paper suggests in an editorial that it is still not too late for President Yahya to release Sheikh Mujib and seek a political solution in East Pakistan.

PTI, quoting NONA, adds: China accused India tonight of having expansionist ambitions denounced the Soviet Union for supporting India, and promised firm support for Pakistan's "just struggle".

The official New China News Agency said the acting Foreign Minister, Mr. Chi Peng-fei, made the statements in a speech at a reception given by the Mauritanian Ambassador. Mr. Mohamed Quid Sidi Aly, to mark Mauritania's 11th anniversary of independence.

. "An Indian leader has openly made the truculent demand for Pakistani troops to withdraw from East Pakistan". Mr. Chi said. "Is this not a brazen demand for Pakistan to give in its own territory, to be occupied by Indian troops"? He asked. "This clamour of the Indian leader has completely revealed India's expansionist ambitions", Mr. Chi declared.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত খসড়া প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় গণচীনের প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE CHINESE REPRESENTATIVE HUANG HUA IN THE UN SECURITY COUNCIL, 5 DECEMBER 1971

The Chinese delegation has presented a draft resolution (S/10421) to the Security Council on the question for consideration of the members of this Council. Now I should like to make some explanation briefly with regard to this draft resolution. An argument has been raised to the effect that a request can first be made for a cease-fire by both India and Pakistan and the cessation of all military actions, although the question of withdrawal of military forces can be deferred to a later date. That is an argument to which we definitely cannot agree because the present objective situation is that the Indian Government has brazenly carried out subversion and aggression against Pakistan and flagrantly sent troops to invade Pakistan territory. In these circumstances the key to the realization of peace and security on the sub-continent is that the Indian Government's subversion and aggression must be immediately stopped. Indian troops must withdraw from Pakistan territory immediately, unconditionally and completely.

The demand for only a cease-fire in place by the two sides, without a demand for withdrawal of Indian troops is in effect tantamount to conniving at and encouraging aggression and to recognizing the Indian aggressor troops remaining in Pakistan territory as legal. To do so would be of no help whatsoever to the settlement of the arms conflict between India and Pakistan or the relaxation of tension in that area. On the contrary, it would only bring extremely grave and dangerous results. Just as the representative of Somalia said yesterday, have not the resolutions passed by the United Nations on the question of the Middle East that failed to demand the immediate withdrawal of Israeli aggressor troops from Arab territory but only called for a cease-fire in place, resulted in legalizing the fruits of aggression and imposing them on the Arab countries and people and in creating in the Middle East the danger of aggression and war on a still larger scale?

The United Nations should in no way repeat time and again such a grave error of principle. Should it do so, the people throughout the world who uphold justice will have every reason to accuse the Security Council of being an accomplice in the scheme of India and her behind-the-scenes boss, Soviet social-imperialism, to invade and occupy Pakistan territory and to dismember the State of Pakistan. We sincerely call upon the sponsor States to give serious consideration to such evil consequences. Therefore, we propose that clauses strongly condemning Indian armed aggression against Pakistan and demanding immediate and unconditional withdrawal of all Indian armed personnel that have invaded Pakistan territory be added to the draft resolution under consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ প্রশ্নে চীনের ভাষ্য : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধি চিয়াও কুয়ান হুয়ার বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE CHINESE REPRESENTATIVE CHAIO KUAN-HUA IN THE UN GENERAL ASSEMBLY, 7 DECEMBER, 1971

India and Pakistan are both close neighbors of China. The Chinese Government and people are seriously concerned over the armed conflict between India and Pakistan. The Chinese Delegation would like to make a few remarks on this question.

1. The Indian Government is an outright aggressor.

Our Colleagues here all know well how the war between India and Pakistan was started. The Indian Government has been saying again and again that it was the question of the East Pakistan refugees that has put it in a position in which it has no alternative but to send troops to invade Pakistan. This is indeed absurd to the extreme. The Indian ruling circles had also some time ago forcibly coerced several tens of thousands of the inhabitants of China's Tibet into going to India and set up a so-called government in exile headed by the Chinese traitor Dalai Lama. To agree that the Indian Government is justified to use the so-called refugee question as a pretext for invading Pakistan is tantamount to agreeing that the Indian Government will be justified to use the question of the so-called "Tibetan refugees" as a pretext for invading China. Is not this kind of pretext utterly ridiculous?

Supported by a certain big power, the Indian Government has become most arrogant and rampant. It openly clamours that since Pakistan is a neighbor of India, the existence of Pakistan troops in East Pakistan constitutes in itself a threat to India. This is sheer fascist nonsense. India is also a neighbor of China, does the existence of Indian troops in India then constitute a threat to China?

Indian ruling circles claim that India is a country that loves democracy, freedom and peace. This can only deceive or hoodwink those who are not familiar with the facts. In the world today, only in India can one find several tens of millions of untouchables. Among the new, independent countries in Asia and Africa, only India has a "protectorate". Almost all the neighbors of India have been bullied by it at one time or another. What kind of democracy is this? What kind of freedom is this? And what kind of peace is this?

India's expansionism had a long history. In his book The Discovery of India, Nehru openly proclaimed that the South Asian Subcontinent and the Indian Ocean is the sphere of influence of India. For years the Indian ruling circles have never given up their ambitious attempt to become a "superpower" or a "semi-superpower." Their present aggression against Pakistan is the inevitable outcome of the implementation of such an expansionist policy.

2. The Soviet Government is the boss behind the Indian aggressors.

The Indian expansionist usually do not have much guts. Why have they become so flagrant now? The reason is that a super power, Soviet Social-imperialism, is backing them up. As I said earlier, the so-called Soviet Indian Treaty of Peace. Friendship and Co-operation is in effect a treaty of military alliance. Since the conclusion of that treaty, the Indian Government has become all the more flagrant, carrying out subversion and aggression against Pakistan without any scruples. On December 5, TASS published a statement which is full of the smell of gunpowder. It clamours that the tension between India and Pakistan has threatened the so-called interests of the security of the Soviet Union and that it cannot remain indifferent. This is blackmail and is a menace to China as well as all the neighboring countries of India and Pakistan. Distinguished Soviet representative, what exactly are you planning to do? You might as well tell us here.

In the Security Council meeting of December 4, 5, 6, Soviet representative Mr. Malik and the Indian representative echoing each other, insisted on imposing the representatives of the so-called "Bangladesh" on the Security Council. The Soviet representative vetoed two draft resolutions which were supported by the majority of Council members. He unwarrantably assailed at will all those representatives who differed with him. He openly declared that he would veto all draft resolutions other than his own. This is indeed arrogant and crude to the extreme. I can hardly find the proper words to describe his behavior.

It is not at all surprising that the Soviet leading clique is giving such naked support to the Indian aggressors. Ever since the Soviet leading clique betrayed Marxism-Leninism and embarked on the road of revisionism, it has been pursuing a policy of social- imperialism. It has carried out every where aggression, subversion, control and interference against other countries. In 1968, it flagrantly sent troops to invade and occupy Czechoslovakia. This year it went so far as to attempt overtly to subvert the legal government of an African country. The facts are well-known to many of our colleagues here. Let me put it bluntly. Making use of the ambition of the Indian expansionists, the Soviet leading clique is supporting India's armed aggression against Pakistan with the purpose of further controlling India and as the next controlling the whole of the Indo- Pakistan Subcontinent and the Indian Ocean in order to contend with another superpower for world hegemony.

3. The United Nations should not repeat the mistakes of the League of Nations.

The current Indo-Pakistan situation cannot but remind us of the situation during the 30s. In 1931, the Japanese militarists unleashed a war of aggression against China by invading and occupying our three north-eastern provinces, and set up a so-called "Manchukuo." The German and Italian fascists closely co-ordinated with them by giving "recognition" to that puppet regime. The League of Nations which was then under the control of Britain, France and other powers did not distinguish between right and wrong between the aggressor and the victim of aggression and, therefore, became helpless and permitted Japan to have its own way in its aggression against China. This was in effect an encouragement to aggression. It was in these circumstances that Japan further expanded

its war of aggression against China, the Italian facists unleashed their war of aggression against Ethiopia and Hitler's Germany annexed one European country after another. In the end that led to the; outbreak of world War II and the League of Nations collapsed thereafter.

Historical lessons merit attention. The United Nations is now facing a situation similar to that of the 30s. The flames of the war of aggression launched by India are spreading, meanacint the peace of Asia and the world. The United Nations must overcome the obstructions by the Soviet Union and speedily adopt measures to hold back this dangerous situation. First of all, it must draw a clear line of distinction between the aggressor and the victim of aggression, strongly condemn the aggressor and must give firm support to the victim of aggression. It should not take an ambiguous stand still less should it abet and shield the aggressor. Under the manipulation of the one or two superpowers, the United Nations made in the past quite a few mistakes in this respect in contravention of the majority of member-states. The United Nations must learn from the lessons of history and must in no way embark on the old path of the League of Nations.

4. China maintains that the United Nations:

(1)Must strongly condemn India's aggression against Pakistan and thoroughly expose the shameless support given by the Soviet social-imperialists to the Indian aggressors;

(2)Must call upon all countries to support the Pakistan Government and people in their just struggle against Indian aggression;

(3)Must call upon the Indian Government to withdraw immediately and unconditionally from Pakistan territory the armed forces and armed personnel sent by it and call upon the Pakistan Government to withdraw the armed forces which it sent into Indian territory for counter-attack;

(4)Calls upon both India and Pakistan to cease-fire immediately on the basis of the withdrawal of the armed forces of each side from the territory of the other;

(5)Recommends that the armed forces of the two sides withdraw respectively from the border between India and Pakistan and disengage from each other so as to create conditions for a peaceful settlement of the disputes between India and Pakistan.

Mr. President,

Fundamentally speaking, the dispute between India and Pakistan is a legacy of the British imperialist rule in the Indian Subcontinent. The Chinese Government has consistently held that the new independent Afro-Asian countries should resolve their disputes in a friendly way through consultation on an equal basis. They must not be taken in by the imperialists. This remains our stand today. Should the Indian Government obdurately cling to its course, it will only eat the bitter fruits of its own making. If the Soviet Government acts in the same fashion, it will come to no good end either.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গণচীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চী-পেং ফেই-এর বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SPEECH OF CHI PENG-FEI, 9 December, 1971

The situation in the South Asian Sub-continent has further deteriorated in the past few days. The Indian Government has launched all-round armed aggression against Pakistan and hastily and flagrantly given so-called 'Bangladesh' which was engineered by it single-handedly. The doings of the Indian Government have completely laid bare its wild expansionist ambition of annexing East Pakistan. The Indian Government's aggressive arrogance has swelled to such an extent because it has the energetic support and co-ordination of social-imperialism in the political, economic and military fields. Social-imperialism has undisguised assumed the role of the protector of the Indian expansionists and acting in a truculent and irascible manner. It has put up a varied shameless show in the United Nations fully revealing its ugly features of big-power chauvinism and of practicing despotism. But in spite of obstruction by social-imperialism and Indian expansionism, the U. N. General Assembly eventually adopted by an overwhelming majority a resolution calling for cease-fire and troop withdrawal by the Indian and Pakistan sides. The fact that an absolute majority of countries uphold right and justice has landed social-imperialism and Indian expansionism in unprecedented isolation. This represents the general trend and popular sentiment in the world today.

The Chinese Government and people sternly condemn the Indian Government for its criminal acts of expansionism and armed aggression and firmly oppose the power-politics and despotism practiced by social-imperialism. The Indian Government must at once stop its aggression against Pakistan and withdraw immediately, unconditionally and totally, its aggression troops from Pakistan territory. We believe that the Pakistan Government will certainly withdraw its armed forces, who have entered Indian territory for the purpose of counter-attack, back to their own country. Together with the peace-loving countries and people of the world, the Chinese Government and people will firmly make their contribution to the defense of international peace and justice.

We should like to advise the Indian Government that it had better honestly accept the resolution of the U. N. General Assembly and not alienate itself from the people of the world. If it should willfully persist in its unscrupulous and perverse course, it will in the end certainly eat the bitter fruit of its own making.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ প্রশ্নে ভেটোর সমালোচনা : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গণচীনের প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার বক্তৃতা	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE CHINESE REPRESENTATIVE HUANG HUA IN THE UN SECURITY COUNCIL, 15 December 1971

This is the first time that the Chinese delegation takes part in the work of the United Nations. The Soviet representative has three times flagrantly abused the veto power in disregard of all consequences, with the obvious aim of marking time so as to shield India in its occupation of East Pakistan. We are deeply shocked by such things which we did not expect when we first took part in the work of the United Nations. This cannot but make people think. How can a super-Power defy the opinion of well over 100 countries and behave so arrogantly and truculently? This cannot but make people think. How can a super-Power, which has given such undisguised support to Indian aggression against Pakistan, truly and really help the Arab people in the Middle East in opposing the aggression committed by the Israeli Zionists with the support of United States imperialism? This cannot but make people think, since a super-Power can give such undisguised abetment and support to a country in interfering in the internal affairs of another country and violating its territorial integrity, then how many countries in the world can possibly be exempt from the present sufferings of Pakistan?

In a speech of 13 December, the Soviet representative attacked the leaders of China with slanderous language, accusing China as attempting to exploit the India-Pakistan situation for expansion. This indeed is not worth refuting. The facts speak louder than words. China has no military bases and not a single soldier on foreign soil. Who committed armed invasion and occupation of Czechoslovakia? Who has station large numbers of armed forces on foreign soil? Who is establishing military bases everywhere? Who is controlling it’s on allies? Who has been subverting the legal Governments of Afro- Asian countries? Is it not the Soviet revisionist renegade clique which as betrayed Marxism-Leninism, betrayed the Soviet people and the people of the whole world?

Here I deem it necessary to mention the Polish draft resolution (S/10453/ Rev. 1). This is a draft resolution to dismember Pakistan and legalize the dismemberment. This is a draft resolution to involve the Security Council directly in the dismemberment of Pakistan. China firmy opposes this draft resolution. This draft resolution certainly cannot represent the polish people, because they cannot possibly forget the sad history of their own mother- land which was partitioned on many occasions, nor can they forget the un- pleasantness of Poland today. To put it bluntly, this is not a Polish draft resolution but a Soviet draft resolution.

During the debate, Britain and France assumed an attitude which is seemingly impartial, but fails to distinguish between the right and wrong on the major question concerning the Soviet Government's support for Indian aggression and the

dismemberment of Pakistan. This has inflated the aggressor's arrogance of the Soviet Union and India.

This reminds us of the League of Nations during the thirties. The United Nations is now standing at the crossroad of history. Whether the United Nations? This is a question which gives much food for deep thought by all the countries and peoples who love peace and uphold justice.

In defiance of world opinion and in disregard of all the consequences, the Soviet leading clique is shetting. encouraging and supporting India in its aggression against Pakistan. Its purpose is to make use of the wild ambitions of the Indian expansionist^ to control the Indo-Pakistan subcontinent and the Indian Ocean and to gain superiority on the subcontinent as a flanking movement to affect the situation in the Middle East, to strengthen its position in its confrontation with another super-Power in the Middle East and other parts of the world and to wage an even fiercer struggle for world hegemonywith another super-Power.

But the Soviet revisionist social imperialists and the Indian expansionists should not become overjoyed too early. The question is far from being finished. The Indian ruling clique has let a wolf into its own house, and the Indian people will be the first to suffer. It will not be too long before India itself will suffer the grave consequences of dismembering another country. In. acting so truculently, the Soviet leading clique will only enable the Afro-Asian people and the people of the whole world to see ever more clearly its true features of social imperialism and further raise their political consciousness and thus it will only accelerate the doom of the new stars who stop at nothing in doing evils.

China is following with deep and great concern the development of the India-Pakistan situation. No matter what happens in the India-Pakistan subcontinent, the Chinese Government and people will firmly support the Pakistan Government and people in their just struggle against foreign aggression and in defense of national independence and unity. We are deeply convinced that no matter how many difficulties and twists and turns may still occur, the Pakistan people, persevering in the struggle, win surely in final victory.

The Chinese delegation has consistently held that the United Nations and the Security Council must respect the sovereignty, independence, national unity and territorial integrity of Pakistan. In order to put a quick end to Indian aggression the Chinese delegation will not oppose a draft resolution calling for an immediate cease-fire by India and Pakistan followed by the withdrawal of their troops from the territory of the other side, but the draft resolutions now under consultation have failed to reflect the just will of the 104 countries in the plenary meeting of the General Assembly. On the contrary they contain provisions which seriously contravene the principles of the United Nations Charter and which are partial to the aggressors. The Chinese delegation declares that, should any draft resolution contain provisions which interfere in the internal affairs of Pakistan, disrupt the national unity of Pakistan and support the puppet regime, the so-called "Bangladesh," China will have no part in it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের বিবৃতি	চায়না, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ- আর. কে. জইন সম্পাদিত	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES OF CHINA, 16 DECEMBER 1971

A large-scale war of aggression against Pakistan was brazenly launched by the Indian Government on November 21, 1971 with the active encouragement and energetic support of the Government of the Soviet Union. This has gravely disrupted peace on the South Asian subcontinent, given a tremendous shock and caused serious anxiety to the people throughout the world. On December 7, the United Nations General Assembly adopted by the overwhelming majority of 104 to 11 with 10 abstentions a most urgent resolution which, being very magnanimous to India, calls upon India and Pakistan to bring about a cease-fire and withdraw their armed forces to their own side of the India-Pakistan borders. This resolution reflects the common desire of the people of the whole world and all the countries which love peace and uphold justice to oppose aggression and interference, be concerned for the security of nations and safeguard the independence, sovereignty and territorial integrity of the countries of the world.

After its adoption, the resolution of the U.N. General Assembly was immediately accepted by the Pakistan Government but categorically rejected by the Indian Government. Who wants peace and who wants war? Who is acting in self-defence and who is committing aggression? Is all this not crystal clear? Ignoring the opposition of the overwhelming majority of the countries of the world, the Indian Government is continuing to expand its war of aggression, moving massive troops to press on the capital of East Pakistan, Dacca, blockading the ports and sea lanes in East and West Pakistan with its naval forces, and carrying out continuous wanton bombings with its air force against East and West Pakistan, stopping at nothing in committing most brutal atrocities. These acts have completely laid bare the wild ambitions of the Indian expansionists. Cherishing the pipe dream of a Greater Indian Empire, they want not only to swallow up East Pakistan, but also to destroy Pakistan as a whole. If a timely stop is not put to such aggression committed by the Indian Government, Pakistan will not be the only country to fall victim, inevitably other countries neighboring on India will also be endangered. Such a state of affairs is absolutely impermissible, whether from the point of view of the United Nations Charter, of the Five Principles of Peaceful Coexistence initiated by China and India, or of ten Principles of the Asian-African Bandung Conference.

The Indian Government asserts that it has launched the war in order to realize the national aspirations of the people in East Pakistan and bring about the return of East Pakistan refugees to their homeland. This assertion is indeed absurd to the extreme. Many countries in the world have nationality problems, which need to be solved properly and reasonably in conformity with the desire and interests of the people, but these are the

internal affairs of the respective countries, which can be solved only by their own governments and people, and in which no foreign country has the right to interfere. The Pakistan Government has repeatedly expressed its willingness to seek a political solution to the East Pakistan question in a spirit of understanding and cooperation. What right has India to take the affairs of others into its own hands, flagrantly interfere in Pakistan's internal affairs, and even employ powerful armed forces to invade and occupy East Pakistan? It is known to all that India too has its own nationality problems, whose complexity and acuteness are rarely seen elsewhere in the world. It may be asked how India would react if other countries should deal with India in the same way that India is today dealing with Pakistan and use armed force against India. The Indian Government has shown such "thoughtful concern" for the so-called realization of the aspirations of the people in East Pakistan as expressed in the 1970 elections. But people s memories are not so short as to forget that India and Pakistan agreed long ago to hold a plebiscite in Kashmir to decide its ownership but that both the Governments of Nehru the father and of his daughter have gone back on their word and refused to do so. Why is it then the Indian Government is so indifferent to the national aspirations of the Kashmiri people?

As for the question of the return of the East Pakistan refugees to their homeland, it should, and can only, be settled by India and Pakistan through consultation, and it is absolutely unjustifiable to resort to force. Has there not been much interflow of refugees between India and Pakistan over the past two decades and more since the India-Pakistan partition? Because of this, conflicts have often occurred on the India-Pakistan borders. All these sufferings of the Indian and Pakistan peoples stem from the roots of trouble left over by the British Empire in carrying out India-Pakistan partition after World War II. Colonialism has brought calamities on us Afro-Asian peoples. Should this bitter lesion not be enough to arouse us to concentrating our national hatred on imperialism? Should we instead slaughter one another? However, India has now used armed force in a big way and spread the flames of its war of aggression throughout East Pakistan. As a result, it is not only turning all the 75 million people in East Pakistan into refugees but has brought was disaster upon both the Indian and Pakistan peoples. The Indian Government has single handedly manufactured a so-called "Bangladesh" and inserted it into East Pakistan by armed force. The Indian Minister for External Affairs Suaran Singh has said that the Indian armed forces will remain in Pakistan territory for as long as this regime requires them. This proves that it is a puppet regime, which can hardly exist without the protection of Indian bayonets. In this sense, it is exactly the same stuff as the so called "Manchukuo" of the 30s and 40s, which was under the aegis of Japanese militarism.

The Soviet Government has played a shameful role in this war of aggression launched by India against Pakistan. The whole world has seen clearly that it is the back-stage manager of the Indian expansionists. For many years, the Soviet Government has been energetically fostering the Indian reactionaries and abetting India in its outward expansion. In last August the Soviet Union and India signed a treaty which is labeled as one of "peace, friendship and co-operation" but is in substance a treaty of military alliance. They claimed that this treaty was not directed against any country, but actually it is precisely under their joint conspiracy that the subversion, interference and aggression against Pakistan have been intensified. Since the outbreak of the war of aggression, the

Soviet Union has stepped up its efforts in pouring a steady stream of arms and equipment into India to bolster and pep up the Indian aggressors. What makes people particularly indignant is that the representative of the Soviet Government in the U.N. Security Council has time and again used the veto to obstruct the cease-fire and troop withdrawal which are desired by the overwhelming majority to countries and the people all over the world. The Soviet Government has wantonly vilified China, alleging that it is China that has stirred up the conflict between India and Pakistan and "set Asians to fight Asians." Actually, it is the Soviet Government itself that has really and truly "set Asians to fight Asians.1 The purpose of the Soviet Unions in so doing is known to all, that is, to further strengthen its control over India and thereby proceed to contend with the other superpower for hegemony in the whole of the South Asian subcontinent and the Indian Ocean and at the same time to foster India and turn it into a sub-superpower on the South Asian subcontinent as its assistant and partner in committing aggression against Asia. The present sudden invasion of Pakistan by India with the support of the Soviet Union is precisely a repetition on the South Asian subcontinent of the 1968 Soviet invasion, and occupation of Czechoslovakia. The acts of the Soviet Government have once again revealed its hideous features as social-imperialism and its expansionist ambition. We must for ever maintain high vigilance against imperialism and expansionism, and we would here advise our friendly countries on the South Asian subcontinent as well as all the countries in the world which are subjected to injury and threat by superpowers of sub- superpowers that they should by no means relax their vigilance but should continuously strengthen their defense capabilities and be ready at all times to hit back at the enemy who may seek every opportunity to attack them.

The Chinese Government and people consistently oppose imperialism, expansionism, colonialism and neo-colonialism and firmly support the people of all countries in their just struggle in defense of their state sovereignty and territorial integrity and against foreign aggression, subversion, interference, control and bullying. The war between India and Pakistan is a struggle between aggression and anti-aggression, between division and anti-division, and between subversion and anti-subversion. Under the leadership of President Yahya Khan, the people and armed forces of Pakistan have displayed an admirable spirit of heroism in this struggle. The Chinese Government and people firmly support the Pakistan Government and people in their struggle against aggression, division and subversion; we not only are doing this politically, but will continue to give them material assistance. The Chinese Government firmly maintains that the December 7, 1971 resolution of the U.N. General Assembly must be carried out immediately. We hold that there can be no neutrality on the question of aggression versus anti-aggression, of division versus anti-division, and of subversion versus anti-subversion. Certain big powers making no distinction between right and wrong and remaining inactive and silent, have all along condoned and allowed the aggressor to grow through appeasement. The result can only be a tread again on the wrong path of Munich and the former League of Nations.

History has repeatedly proved that no aggressor comes to a good end. Relying on the support of Soviet revisionist social-imperialism, the Indian expansionists have now invaded and occupied large tracts of Pakistan territory and arc acting truculently in a wild

attempt to lord it over the subcontinent, fancying that they will get their way. However, contrary to the subjective wishes of the Indian Government, its crimes of aggression will certainly arouse even stronger dissatisfaction and resistance on the part of the Pakistan people and the other peoples of the South Asian subcontinent, the Indian people included, and henceforth there will be no tranquility for it on the South Asian subcontinent. He who plays with fire will be consumed by fire. The Indian expansionists and their backstage manager will surely eat the bitter fruit of their own making. Victory surely belongs to the great Pakistan people fighting against aggression! Victory surely belongs to the great peoples of India and the other South Asian counties, who love independence, peace and freedom! Victory surely belongs to all the peoples of the world that love peace and uphold justice!

আন্তর্জাতিক দলিলপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে
আন্তর্জাতিক
বেসরকারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়া উচিত : যুগোশ্লাভ লীগ ফর পীস, ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড ইকুয়ালিটি অব পিপলস-এর বিবৃতি	যুগোশ্লাভ লীগ উদ্ধৃতি : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

TEXT OF THE STATEMENT ISSUED BY THE YUGOSLAV LEAGUE FOR PEACE, INDEPENDENCE AND EQUALITY OF PEOPLES, ON APRIL 13,1971

Following is the full text of the statement issued by the Yugoslav League for peace. Independence and Equality of Peoples on April 13, on the situation in East Pakistan.

After the expulsion of all foreign journalists and the introduction of strict censorship, the official statements made by the Pakistani Government claim that the situation in East Pakistan has come back to normal.

However, the reports of world news agencies and press team with news based on statements made by eye-witnesses, to the effect that a civil war is still going on, that the sufferings of the civilian population increase with each day, that the violence of the Pakistan Army persists and that the mass killing of East Pakistan people has not stopped.

At the recently held elections, the people of East Pakistan expressed, with an absolute majority of votes and unequivocally, their will to settle their relations with West Pakistan in a democratic manner, on the basis of autonomy and full equality of the two parts of Pakistan.

The situation created in East Pakistan by proclaiming a state of emergency and by the attempts of the army to prevent the people from realizing their aspirations for autonomy, causes serious concern in the world.

Military force has never succeeded in solving difficult economic, political and social problems, but has always made them worse. Violence in East Pakistan provokes new hatred, deepens the chasm and makes impossible a peaceful solution of the problems of relations between the peoples of West and East Pakistan.

Supporting the right of every nation to self-determination the Yugoslav League for Peace, Independence and Equality of Peoples considers that this right should be recognized to the people of East Pakistan, the more so, as the attempts to settle the problem of relations between the peoples of Pakistan by military force cannot lead to a lasting and stable settlement, but embodies a danger of graver complications which may jeopardize peace in that part of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ : 'ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল'-এর ঘোষণাপত্র	ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল-এর বিজ্ঞপ্তি	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

DECLARATION OF THE FOURTH INTERNATIONAL ON THE STRUGGLE IN BENGAL

As the Pakistani armies continue their effort to crush the independence movement of the people of Eastern Bengal, it becomes clear that the Yahya military clique failed to secure the quick victory it sought. Despite the brutalities and the mass killings, it has been unable to terrorise the Bengali people into submission.

Incensed by the wholesale slaughter of unarmed people, the Bengali masses are certain to continue their resistance against the colonial regime ruling their country. But the whole question of revolutionary leadership and revolutionary strategy is posed with the utmost sharpness. The Bengali people are united as never in the past. However their current leadership is completely inadequate. Far from preparing the workers and peasants for the decisive prolonged struggle for independence. Sheikh Mujibur Rahman did all in his power to arrive at a compromise with Yahya Khan. The Awami League opposed independence and set its sights instead on autonomy. Mujibur engaged in discussions with Yahya Khan while the dictator placed his military forces in position. The Mujibur leadership now flounders and hopes for help from the United Nation and the international bourgeoisie, starting with the Indian capitalists. Its real line was clearly expressed in Sheikh Mujibur Rahman's declaration to the *Agence France Press*:

"Is the West Pakistan government not aware that 1 am the only one able to save East Pakistan from communism? If they take the decision to fight I shall be pushed out of power and the Naxalites will intervene in my name. If I make too many concessions, I shall lose my authority I am in a very difficult position." (*Le. Monde,* March 31, 1971)

The Fourth International, while declaring its complete, solidarity with the struggle of the Bengali masses against national oppression reaffirms its view that the development of a revolutionary leadership is essential to win the struggle. This victory will only be achieved by the Bengali workers, peasants and students organized and led by a revolutionary proletarian leadership. This party will have the task of continuing the revolutionary struggle by all means necessary and thus begin the task of smashing the old structures of the Bengali countryside and cities and laying the basis to establish a workers and peasants government, which will start building a socialist society. This task can only be impeded by any intervention of the India bourgeoisie; which is interested only in preserving the status quo and preventing the struggle in Bangladesh from overflowing into West Bengal. The Fourth International is opposed to intervention by the Indian bourgeoisie which would be designed to hinder the development of the Bengali struggle rather than to help it. Once more the counter revolutionary nature of Indira Gandhi's

policies and of the bourgeois state of India has been confirmed by her government's aid, side by side with the Yahya Khan clique, to the Ceylon Army's repression of the revolutionary forces in that country.

The Fourth International condemns the treachery of the Maoist government in publicly supporting the Yahya dictatorship and thus helping it to maintain its ruthless exploitation and oppression of the Bengali people. In the guise of combatting Indira Gandhi's

"interference", the Mao regime stands today as a direct accomplice to the massacre. Chouen Lai's message to Yahya Khan on April 12th is a brazen attempt to cover up Peking's approval of the massacre of the Bengalis:

"We believe that through consultations and the efforts of Your Excellency and leaders of various quarters in Pakistan. Pakistan will certainly be restored to normal. In our opinion, unification of Pakistan and unity of the peoples of East and West Pakistan are basic guarantees for Pakistan to attain prosperity and strength."

Mao's subsequent personal message to Yahya Khan repeats the same idea in even stronger language. The "unity", of Pakistan is the "unity" of a monstrosity sponsored by British and world imperialism against the unity of the workers and peasants of the Indian sub-continent. It is a "unity" that strengthens the grip of a tiny group of semi-feudal land- lords, comprador capitalists and Generals over millions of super-exploited and starving peasants, agricultural and industrial workers. It is a "unity" that showed callousness to the most elementary needs of the Bengali people by failing to take precautionary measures in advance of last year’s tornado and by doing nothing for the victims afterwards. It is a fundamental revision of the elementary principles of Marxism-Leminism to speak about the Pakistani "state" and the Pakistan Army without clearly specifying its class character: a state defending the interests of a coalition of semi-feudal landlords, rapacious compradorst and monopoly capitalists (22 families of robber barons control two-thirds of the industrial assets of the country). The army is a reactionary bourgeois army formed and trained by imperialism and ready to join similar armies Iran and Afghanistan in forming an anti-communist cordon sanitaria in Central Asia in the direct service of world imperialism. These are the forces approved by Mao to preserve "unity".

The support given to Yahya Khan by the Chinese bureaucracy represents an open betrayal of the class interests of the workers and poor peasants who have died in the struggle for national self-determination, who are struggling today against the Pakistan Army and who will tomorrow continue the struggle for a socialist Bengal. It is obvious that the Maoist leaders, far from learning the lessons of the Indonesian defeat or the lessons of their unprincipled support for Yahya's predecessor. Ayub Khan, continue on the same opportunist road. Their course weakens the socialist forces in Bangladesh and strengthens right wing elements that utilise Peking's support of Yahya to discredit "communism". Mao's support to Yahya Khan weakens and harms the advance of the Chinese Revolution: the only substantial bulwark against the threat of imperialist aggression from the Indian peninsula against the People's Republic of China is a strong and powerful revolutionary mass movement moving towards the overthrow of the reactionary states of India and Pakistan, towards a victorious workers and peasants

revolution in the whole sub-continents. If the mass uprising in East Bengal is smashed this will strengthen reaction in the whole peninsula and the very same reactionary army that Mao and Chou flatter today, would be ready tomorrow to support aggression against the Chinese Revolution.

Those communists on a world scale who have been to support the Chinese leadership in the south Soviet dispute on the grounds that it acts in a more revolutionary and military way against imperialism must by today where they stand on this issue. Silence would amount to complicity.

The various Western imperialist power have, while deploring the mass slaughter, supported in various ways the masque. The United States in particular has maintained the distribution of its stocks of food to favor Yahya Khan, knowing full well that starvation is a key weapon in his armory. Moreover, most of the arms used by Yahya were supplied by the pentagon and will be replaced from the same source as they are used up in putting down the population.

The Fourth international appeals to the international workers movement to render all possible assistance to the freedom fighters of Bangladesh to carry out solidarity actions with the Bengali masses and to demonstrate unconditional support of the Bengali struggle for national self-determination. The Fourth Intentional calls upon all socialists to oppose any interference by capitalism and imperialist forces designed to maintain neo- colonialism's grip on the whole Indian subcontinent. In particular military aid and especially assistance to Yahya Khan's forces in transit must be opposed by all means necessary. Revolutionaries should put the maximum pressure on the Maoist leadership to end its shameful support to Yahya Khan's dictatorship. It is also a vital task to expose the Soviet military aid which helped build up the West Pakistan counter-revolutionary army. The left should be on its guard against the possibility of a massive intervention sponsored by U. S. imperialism to prevent any spread of the revolutionary struggle in Asia. The Fourth International calls upon the workers, peasants, students and revolutionary intellectuals in West Pakistan to break with all chauvinistic anti-Bengali sentiments, to understand that the murderous Generals now trying to smother the uprising of the Bengali people in a bloodbath are their old oppressors. The struggle against the colonial war unleashed by Yahya Khan Eastern Bengal is not only their internationalist duty but is also in their own class interests. To defeat the West Pakistani army tauarmy in Bengal will speed the liberation of the West Pakistani masses from the yoke of their exploiters.

The Fourth International is confident that despite temporary setbacks, the Bengali masses will finally triumph over the armed might of West Pakistani capital and thus pave the way for a united socialist Bengal which in turn will give powerful impetus to the liberation of the entire sub-continent from the yoke of imperialism and landlordism.

Victory to Bangladesh!
For a Socialist Bangladesh!
For a United Socialist Bengal!
18 April, 1971

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বুদাপেস্ট বিশ্বশান্তি পরিষদ সভার প্রস্তাব	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১০ মে, ১৯৭১

RESOLUTION ON COLONIALISM AND RACIAL DISCRIMINATION ADOPTED BY THE ASSEMBLY OF THE WORLD PEACE COUNCIL IN BUDAPEST ON MAY 10,1971

The large scale massacres and acts of mass killings perpetuated by the Pakistan armed forces against the unarmed civilian population of East Pakistan is among the gravest and most tragic developments recently:

The 75 million people of East Pakistan constituting 56 per cent of the entire population of Pakistan have been fighting for many years against gross injustice, national and linguistic suppression and humiliation and near colonel economic exploitation in the hands of a military dictatorship and monopolist business houses, all belonging to the other wing of the country over 1,200 miles away.

When general elections were held last December for the National and Provincial Assemblies the Awami League representing the people of East Pakistan won almost all the seats from East Pakistan as well as an absolute majority in the National Assembly on the basis of an election programme demanding autonomy for East Pakistan and ending Pakistan's participation in imperialist military alliances.

Instead of transferring power to the elected representatives for framing the constitution the military dictatorship created a deadlock and long-drawn negotiations were begun.

In the end when agreement was apparently in sight the military junta suddenly banned the Awami League outright and let loose a process of mass killing against the entire population. In spite of this cruel attack the people have stood together and declared themselves as the people of their new state of Bangladesh.

Massive military actions using tanks, artillery, aerial strafing and incendiary bombs are being taken by Pakistan forces against Bangladesh and the country has been closed to the World Press and even the International Red Cross. Meanwhile over two million refugees have been forced to flee in to India from across the border.

World public opinion and the forces of peace everywhere should act immediately to put a stop to this blood-batch. International relief must be rushed both to Bangladesh as well as to India which cannot met the requirements of the vast number of refugees alone from its resources.

International intervention can and must succeed in making the Pakistan Government allow the Red Cross and other international relief organizations to rush aid to the victims

in Bangladesh. The lives of the leaders of the Awami League and the elected representatives of the people, especially Sheikh Mujibur Rahman, the universally acclaimed elected leader of Bangladesh now in the custody of the Pakistan Government must be safeguarded and no harm must come to them.

The scorched-earth denial policy now being followed by the Pakistan Government devastating vast areas of Bangladesh must be put to an immediate stop. The forces of peace world over must succeed in putting an end to Pakistan's massive war against the people of Bangladesh and the refugees now in India must be enabled to return to the homes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী নির্যাতনের দুঃখজনক পরিণতি হতে বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষার আহবান : হেলসিংকী সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল কনফারেন্স-এর প্রস্তাব	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ মে, ১৯৭১

RESOLUTION PASSED BY SOCIALIST INTERNATIONAL COUNCIL CONFERENCE IN HELSINKI ON MAY 27, 1971.

Socialist International Council Conference in Helsinki on May 27, passed a resolution on Pakistan which reads as follows:

"The Socialist International expresses its profound concern about the present tragic situation in Pakistan. It calls for an immediate cease-fire and for the commencement of negotiations which would achieve a settlement taking fully into account the views of the people of both East and West Pakistan as freely expressed in the recent general elections. The Socialist International wishes to register its concern about the fate of political prisoners including Sheikh Mujibur Rahman. The Socialist International urges its members parties to exert pressure on their governments to use their influence with the Government of Pakistan to bring about a speedy end to all fighting and to ensure that all possible help be offered in order to alleviate the immediate misery and suffering of the people of East Pakistan and the longer term economic and social consequences of the conflict. The Socialist International notes the tremendous burden now falling on the Indian Government as a result of this conflict and urges the United Nations to launch immediately an international appeal to raise funds from member governments to enable the international community to share the burden which is now carried by India alone."

The Conference was attended by the Chancellor of West Germany, the Prime Ministers of Sweden, Norway and Israel, and leading socialists from various West European countries, U.S.A. Canada, countries in Africa and Asia, as well as Mr. Harold Wilson and Mr. Denis Healey.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার আহবান	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অরগানাইজেশন	৯ জুন, ১৯৭১

INTERNATIONAL ISLAMIC ORGANISATION CALLS UPON MUSLIM COUNTRIES TO HELP EAST BENGAL REFUGEES: STATEMENT, DATED JUNE 9,1971.

Mr. H. H. Marzuki Jatim, Secretary-General of International Islamic Organisation, has called on the Indonesian Government to help in providing relief to East Pakistani refugees in India. In the statement issued in Djakarta on June 9, 1971, Mr. Jatim urged the Indonesian Government to give particularly medicines to East Pakistani evacuees most of whom are now infected with Cholera. Mr. Jatim also urged the various national groups of the International Islamic Organization in different countries, specially, the Indonesian National Group, to suggest to Muslims in their respective countries to extend material assistance to evacuees into India from East Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য আর্জেন্টিনীয় বুদ্ধিজীবী মহলের আহবান	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১১ জুন, ১৯৭১

ARGENTINE INTELLECTUALS URGE GOVERNMENT TO RUSH AID TO EAST BENGAL REFUGEES: MEMORANDUM-DATED, JUNE 11,1971

A delegation representing well-known Argentine intellectuals called on the Argentine Foreign Minister, Mr. Luis Maria de Pablo Pardo on June 11, 1971, and presented a memorandum requesting urgent relief assistance to the East Bengal refugees who have come to India. The memorandum was signed by leading Argentine writers, academicians, painters, jurists and other intellectuals of national and international standing, including the eminent authors, Madame Victoria Ocampo and Jorge Luis Berges, and the Reverend Father Ismael Quiles, Vice-Chancellor of El Salvador University.

Following is the text of the memorandum which was prominently published in the Argentine Press:

"As a result of the recent tragic events in East Bengal, an enormous number of people-men, women and children-have fled the country to neighboring India creating a gigantic human problem. Loyal to her own traditions. India dedicated as she is to peace, co-existence and spreading of understanding among.

Refugees-is struggling hard to feed, clothe and shelter these unfortunate refugees who are said to be already four million. The task is, however, of such a magnitude that India cannot be expected to shoulder this alone particularly when she is fully engaged in her own nation-building efforts.

INTERNATIONAL PROBLEM

"Human tragedy should know no national barriers; suffering, death and destitution anywhere in the world should be the concern of entire humanity. Yet it is unfortunate that international conscience does not seem to have awakened sufficiently to the happenings in East Bengal. Nor has there been enough response to help India in the solution of a humanitarian problem created by occurrences elsewhere over which India had no say or control. She has to meet the demands of these helpless refugees and has to do it risking her own development needs. It is true that some international organizations and some Governments have a certain amount of help but the magnitude of the situation demands the assistance of humanity as a whole to solve a problem which is neither caused by India nor belongs entirely to her because it is an international and not national problem.

In this particular case, the answer cannot be merely academic solidarity or a simple testimony of admiration, it has to be positive and direct help either in cash or goods not

excluding a contribution to the formation of an international awareness of the obligation to help with a sense of common responsibility.

"It is to be hoped that our Government-faithful to her own universalism and solidarity tradition-will respond to the maximum extent possible and with an urgency that the situation demands to solve the predicament that circumstances have imposed on the Republic of India".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে 'লীগ অব রেডক্রস সোসাইটি'র উদ্বেগ প্রকাশ	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৮ জুন, ১৯৭১

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES EXPRESSES GRAVE CONCERN FOR HEALTH OF REFUGEES IN WEST BENGAL: NEWS RELEASE DATED JUNE 18, 1971.

Following is the text of a news release, dated June 18, 1971, issued by League of Red Cross Societies.

A medical expert sent to India by the League of Red Cross Societies, Dr. Lars Troell of the Swedish Red Cross has expressed his grave concern with the health situation among the Pakistan refugees in West Bengal.

Dr. Troell reported back to the League headquarters in Geneva today after a two week mission to India during which he visited refugees camps in West Bengal and had discussions with the Indian Red Cross, Government Health Department and World Health Organisation officials, and representatives of relief agencies, particularly the office of the United Nations High Commissioner for Refugees.

Dr. Troell reported that while the Indian health authorities seconded by the Red Cross and other agencies, appeared to be keeping pace with outbreaks in fight against cholera and other diseases such as typhus and typhoid, the situation remained grave because of the very bad sanitary conditions in the camps, the continuing influx of refugees and the onset of the monsoon rains.

First class job

The Indian doctors and nurses working against the refugees were doing a first class job, but were strained to the limits, he said. There is a continuing need for medicaments and medical equipment, for example, tubes for oral giving of rehydration fluid, and special needles for injections of fluid into child cholera victima.

Dr. Troell pointed out that while the Indian health authorities were very experienced in fighting cholera, there was a definite need for continuing shipments of medicaments, as production capacities in the country would no longer keep up with the demand.

He also said there was a need to create more hospital facilities in the refugee camps.

On the basis of Dr. TroelFs report, the League is studying how best the Red Cross can contribute to improving the health situation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের সম্পর্কে 'ফ্রেঞ্চ এপিসকপেট'-এর বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২২ জুন, ১৯৭১

The Permanent Board of French Episcopate which met in Paris on Tuesday, June 22, 1971, published on the same day a statement on refugees of East Bengal.

Following is the full text of the statement which was carried by the Catholic daily "La Croix" on June 24.

"Local problems must not let us forget the situation of our distant brothers. There is a region in the world which is at the moment being particularly tried East Bengal the province of East Bengal. After a deadly cyclone a civil war caused an exodus of six million refugees to India. A cholera epidemic, the prospect of long months ahead which will have to be faced without a sufficient stock of food places this region in a very critical situation. At the same time every man's right to justice and freedom is flouted. In some areas repression assumes the aspect of a massacre. Numerous Bengali Muslim cadres were executed or forced to flee their country.

The Permanent Board of French Bishops considers it its duty to alert Christians. In the immediate, it is necessary to make an exceptional effort to aid the millions of victims and refugees. However, it will not be possible to content oneself with sending assistance. The amplitude of this tragedy calls for political solutions. This is an appeal to the different nations to involve themselves with determination in this problem. It is a matter of restoring such conditions that will make it possible for the refugees to return. This demands respect for the lives of all the citizens of East Bengal and for their fundamental rights.

It is a hardship for us to think that the arms sold by various nations including France to Pakistan perhaps contributes towards a violent repression.

It is the duty of the French citizens, whatever their political beliefs, to inform themselves to become aware of what is involved, to feel themselves bound to the people afflicted by this tragedy and to collective by seek an acceptable issue."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থীদের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক সমাধানের জন্য আফ্রো-এশীয় গণ-সংগতি সংস্থার প্রস্তাব	এ.এ.পি.এস.ও	২৩-২৪ জুন, ১৯৭১

RESOLUTION OF EAST PAKISTAN ADOPTED BY TENTH EXECUTIVE COMMITTEE SESSION OF AFRO-ASIAN PEOPLE'S SOLIDARITY ORGANISATION HELD IN DAMASCUS (SYRIA) ON JUNE 23-24,1971

The Executive Committee of A.A.P.S.O. in its tenth session held from 23rd and 24th June, 1971, in Damascus having considered the situation in East Pakistan and the regrettable problem of refugees:

-being aware of the significance of the struggle of the Afro-Asian, peoples against imperialism and exploitation.

-Deploring the great human calamities that colonialism, neo-colonialism and imperialism are inflicting to the militant peoples of the Third World.

Calls for the realization of the following:-

1. That a just and human solution be found to the problem of refugees so that they can return to their homeland as soon as possible in order to enable the whole people of Pakistan to fight unitedly against colonialism, imperialism.

2. That the Secretary-General of A.A.P.S.O. be requested to follow up the development of the situation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের নিন্দাঃ ভেনেজুয়েলান বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার পরিষদ-এর বিবৃতি	ভেনেজুয়েলান কাউন্সিল ফর ওয়ার্ল্ড পীস এন্ড হিউম্যান রাইটস	২৪ জুন, ১৯৭১

DEMAND TO END GENOCIDE IN EAST PAKISTAN BY VENEZUELAN COUNCIL FOR WORLD PEACE AND HUMAN RIGHTS: STATEMENT, DATED JUNE 24,1971

In a Press Declaration on June 24, 1971, the Secretary-General Dr. Ricardo Molina Maiti, on behalf of the Venezuelan Council for World Peace and Human Rights, condemned "Massacres Perpetrated in East Pakistan" and accused "Reactionary Circles and Militarists of West Pakistan" of genocide through "Fascist forces sent across".

The Council reiterated sympathy for victims end demanded and to imperialists genocide.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক সমাজ কল্যাণ পরিষদ-এর বিবৃতি	ভারত সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৭ জুলাই, ১৯৭১

INTERNATIONAL SOCIAL WELFARE COUNCIL EXPRESSES SHOCK AT REFUGEES' PLIGHT

In the course of a statement issued on the conclusion of its regional meeting held recently in Singapore, the International Council of Social Welfare has expressed its "deep shock and anguish" at the plight of the refugees who have crossed over to India from East Bengal. The statement had described them as "victims of widespread bloodshed in the area".

The Council has referred to "this unfortunate episode in Pakistan" and has said that it was very difficult for anyone to remain "unstirred by this tragedy and loss of human life". It has appealed to its various committees for help in terms of clothing, medicine and food for the refugees.

The countries which attended the regional meeting of the Council at Singapore were Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines, Malaysia, Australia, Korea and India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন	বিশ্বব্যাংক-এর দক্ষিণ এশীয় দপ্তর	৮ জুলাই, ১৯৭১

REPORT OF THE WORLD BANK MISSION TO EAST PAKISTAN
(Prepared by the World Bank, South Asia Department, July 8,1971)
FOREWORD

(i) This report is based upon information gathered during a twelve-day visit to East Pakistan in early June by a World Bank Mission consisting of the following members (length of stay in brackets):

I.P.M. Cargill, Director, South Asia Department, IBRD (June 6-10), John W. Gunter, Acting Director, Middle Eastern Department. IMF (June 6-10), Manfred G. Blobel, Chief Economist, South Asia Department, IBRD (June 5-10), William H. Ediwards, Agriculture Specialist, Islamabad Office, IBRD (May 30-June 11), Douglas H. Keare, Economist, Dacca Office, IBRD (May 30-June 11), Shigemitsu Kuriyama, Asst. Resident Representative, Dacca Office, EBRD (May 31-June 10)

J. Hanns Pichler, Economist, Islamabad Office, IBRD (May 30-June 10), John W. Rose, Economist, IMF (May 31-June 10), Hendrik van der Heijden, Economist, Pakistan Division, IBRD (May 31-June 10), Michael H. Wiehen, Chief, Pakistan Division, IBRD (May 31-June 10).

(ii) During our visit we spent some time in Dacca holding discussions with officials, travelled frequently, in the immediate vicinity of Dacca and, in parties of one to three, visited twelve of the nineteen administrative districts of East Pakistan-some of them more than once. With one important exception-an intended trip to the cyclone disaster area (Noakhali and Patuakhali) which had to be cancelled due to monsoon weather-the list of places visited was constrained only by the time available. The Government was most cooperative in accommodating our requests for trips within the Province and visits within each district and in arranging transport-including use of the Governor's plane.

(iii) The information for this report was obtained, though not in normal circumstances, in more-or-less the normal way-that is, by travelling, observing, asking questions, filtering answers and figures obtained and evaluating the information obtained for accuracy and consistency. This was, of course a more difficult task than is confronted by most Bank Missions and it should be said that, in the absence of hard facts, we have had to draw frequently upon general impressions of the situation. Some information (for instance, that concerning actions by the Army and the extent of insurgent activity) is technically hearsay in that it was not contained in official statements or reports made available to us: however, some treatment of these matters is necessary in order to round out a description of the situation in East Pakistan, and we have included only information that we have seen (or heard) for ourselves and which appears consistent with the position we have noted and, observed ourselves.

(iv) The overall assessment of the situation at which the mission arrived is not encouraging. Above all, the mission found it difficult to discern in the present situation the basis for rapid economic recovery in the Province. As it saw the situation at the time of its visit, the obstacles in the way to normalization appeared overwhelming-essential elements in the Province's infrastructure were severely damaged, including in particular the transport and communications system, and retained vulnerable to further destruction; there was little understanding among the authorities concerned of the complexity of the problem of economic revival and consequently neither a program to aid recovery nor effective management; and there was all-pervasive fear as a major inhibiting factor. Reinforcing each other, these factors together appeared to the mission to amount to a formidable problem that would defy early resolution.

(v)While this is the judgment the mission reached after extensive travel in the Province and after thorough deliberation, it also needs to be said that the factors that entered into its judgment formed a highly unstable combination. Just as at the time of the mission's visit all the major elements in the situation appeared to reinforce each other in making early normalization impossible to envisage, it is conceivable that a major improvement in one of them may have a "snowball" effect. Thus, it is possible that the railway will function better than the mission thought likely and that, if in addition the carrying capacity of the coastal fleet is increased considerably and the country boats reappear, the physical constraints to recovery could be reduced considerably, and thus incentives for renewed economic activity be strengthened to the point where the psychological constraints lose some of their power. Similarly, everybody familiar with war-torn economies is aware that the problems of physical destruction are less of an obstable than they may at first glance appear to be if there is confidence and the determination to make things work among the populace and if there is purposeful direction. Thus, if somehow the element of fear, distrust and uncertainty were removed from the scence and if conditions were created that allowed the administration to function effectively, then it may turn out that the physical constraints are less formidable than they now appear to be. Yet, at the time of the mission's visit, there was no concrete evidence that improvements of the kind mentioned were about to happen; hence the mission found itself unable to come to a more encouraging view of the outlook for rapid economic recovery.

I. THE CURRENT SITUATION

A. Major Economic Impacts of the Conflict

1. The Mission noted four principal impacts of the conflict whose inhibiting effects upon the functioning of the economy are evident at present. The first is the general destruction of property in cities, towns and villages. This was inflicted in small part-and selectively-by the insurgents during the period in which-they remained in control of certain areas, but was largely the result of military activity in the major cities and towns and along the major road arteries between them. The second is the major damage to the transport and communications networks, inflicted by the insurgents during the early days

of the conflict. The third is the loss of vessels and vehicles to the economy, which occurred in a number of ways. The fourth is the general atmosphere of fear and uncertainty which persists as peace has not yet returned to the Province.

2. Most cities and major towns have sizable pockets of destruction where market places, small shops and workers' housing once stood, and, in some, the damage has been severe; unauthorized homes and shops along roads and railway rights-of-way have been obliterated both within towns and along major arteries between towns; and numerous villages have suffered heavy destruction, particularly to market places and bazars. The extent of damage and destruction varies greatly both between and within districts; however, few areas have escaped altogether. In all cities visited there are areas that have been razed; and in all districts visited there are villages which have simply ceased to exist.

3. Damage to the transport and communications network was Widespread and severe. Ten major road and thirteen major railway bridges were blown up with varying, but generally considerable, degrees of success; scores of smaller bridges and culverts were also destroyed or damaged; and rails, ties and footplates have disappeared all over the province. In addition, during the fighting, some damage occurred to locomotives and railway rolling stock, ferries and vessels; the telecommunications system was severely disrupted and railway telecommunications were put out of commission entirely.

4. The loss to the economy of vessels and vehicles occurred in a number of ways. Substantial numbers were damaged or destroyed. Others were taken across the borders by the insurgents. Some were abandoned by owners who have fled, gone underground, or are simply too frightened to venture out. Probably the largest number, particularly of trucks and land-rovers, was commandeered by the Military. This holds true particularly of the districts North and West of Dacca, where the combination of heavy fighting and disruption of transport preventing the shipment of military vehicles up from Chittagong prompted the Army to seize virtually all vehicles. "Requisitioning" occurred, also, however, in areas such as Chittagong. There, contractors' new vehicles were taken from the port and, as elsewhere in the province. Jeeps and LCTs intended for relief work in the cyclone-affected areas were also commandeered. At present, in Chittagong, while scores of Army jeeps and trucks wait for the road and railway links to be opened so they can be sent North, requisitioned vehicles have still not been returned to their owners.

5. Perhaps most important of all, people fear to venture forth and, as a result, commerce has virtually ceased and economic activity generally is at a very low ebb. Clearly, despite improvements in some areas and taking the Province as a whole, widespread fear among the population has persisted beyond the initial phase of heavy fighting. It appears that this is not just a concomitant of the Army extending its control into the countryside and the villages off the main highways, although at this stage the mere appearance of military units often suffices to engender fear. However, there is also no question that punitive measures by the Military are continuing: even if directed at particular elements (such as known or suspected Awami Leguers, students or Hindus), these have the effect of fostering fear among the population at large. At the same time, insurgent activity is continuing. This is not only disruptive in itself, but also often leads to

massive Army retaliation. In short, the general atmosphere remains every tense and incompatible with the resumption of normal activities in the Province as a whole.

B. Results

6. The first thing that strikes one-whether in Dacca or travelling in the countryside-is that there seems to be very few people about. The situation varies greatly from Dacca, where our collective impression is that no more than 50 per cent of the usual population is in evidence during the day; to Chittagong, where only a third of the population appears, and these feel it necessary to indicate their "loyalty" by displaying Pakistani flags on their vehicles or their persons; to Kushtia, where no more than 10 per cent of the normal population remains; to Bhola, where virtually the total population seems to be in place. One ominous development is that the population is reliably reported to have doubled in areas of Patuakhali and other parts of the coastal region where the food situation is already critical and there is serious doubt that even the normal population can be supplied with adequate food grains over the coming months.

7. This is the impression one gains by day. After dark the situation is more unusual still. Most areas have curfews. In Sylhet it is 7:30 P.M. to 5:00 A.M; in Chittagong 10:00 P.M. to 6:00 A.M; in Dacca curfew abolished on the 11th of June. Whatever the curfew hours, the streets begin to clear in mid-afternoon and are completely deserted by dark.

8. What this situation means for East Pakistan's subsistence economy where normally the scores of thousands of small pockets (extended family, village, union, etc.) of more-or-less self-sufficient mini-economies are loosely linked together over extremely difficult terrain by a costly transport and commercial network-is that the links have been completely broken and the economy not only stopped temporarily but fundamentally dislocated. For almost three months there was virtually no movement of jute, tea or other exports from farm to factory or port, and very little from port abroad; severely limited movement of food grains into the country and to the Dacca area, and practically none within the province-either from central storage deports or between surplus and deficit areas. In general, intra-provincial, inter-wing and international trade ceased for a period and have so far barely begun to function again. The mini-economies have in general gone on at a reduced level however, the setbacks to agriculture-to rice production in particular-as well as the virtual cessation of food movements for three months, mean that additional food import and distribution requirements must be imposed upon a crippled transport, commercial and administrative system that was not all that sturdy in normal times. At the same time, demands may be placed upon the system to try to move larger than normal quantities of jute, tea, etc., in an attempt to make up for the past few months.

9. Though the last large pockets of "organized resistance" were eliminated by early May, and the population centers of the Province have been under firm Martial Law Administration since then, the disruption of communications has persisted. Telecommunications and mail services have been partially restored to most areas, but people aren't travelling-except within urban areas-and goods are not moving even there. Our estimates for Dacca are that perhaps half the rickshaws and one-third of the mini-

taxis, cars and buses are back on the roads; while no more than 15 per cent of the carts and trucks are back to moving goods. Everywhere else the figures are lower, but the phenomenon is particularly marked between population centers. Nowhere is vehicular traffic along the roads at more than 5 to 10 per cent of normal levels. And, except for some fishing activity, the waterways appear deserted. The country boats have disappeared.

10. The disruption of commerce was just as complete and fundamental and there is, as yet, no sign of recovery. During the period of conflict, many village markets were destroyed and economically important groups within the population-such as beparis, or up-country jute traders-have virtually disappeared. During and since the conflict there has been widespread looting, and so far traders have been reluctant to return to work. In this situation, a jute buyer, who was trying hard to get jute moving again, felt compelled to carry Rs. 500,000 (in Rs. 10 and Rs. 50 notes) up-country very recently in his quest for traders with jute to sell.

11. It was difficult to obtain figures about banking; however, it is known that there were substantial withdrawals in March and some looting and loss of staff from late March to late April. Since then, most bank branches in the cities and probably more than half of those in outlying areas have been "opened" but deposits of the system have not been restored to prior levels and activity has remained very low.

12. In all spheres the severity of the disruption and its persistence are due much more to psychological than to physical factors. This is nowhere more true than in industry. With very few exceptions-a couple of jute warehouses burnt in Chittagong, one tea factory in Sylhet, one tea chest factory in Chittagong, the paper mill at Tongi-the damage to physical plant of large factories has been slight. In fact, most of that which has occurred since 25 March has been inadvertent: many electric motors were burnt out by unusually severe voltage fluctuations during the early weeks, the rayon plant at Kamaphuli Paper Mill was badly damaged by sulphuric acid left in the system for several days and several plants have suffered from reduced or faulty maintenance. Damage and destruction of smaller industrial enterprises such as sawmills, brick kilns and handlooms- particularly around Narsingdi and Northwest Bengal-was probably more significant, but detailed information is not available. In any case, the major factors affecting industry now, and likely to persist for some time to come, are loss of management and labor, financial problems, the inability to obtain supplies, and the inability to sell and transport finished product.

13. Managerial staff and labor who have fled to the villages have been now to return. They are probably intimidated both by the continuing presence and actions of the Army and by threats from the insurgents that they should not support the latter's cause by returning to work. Those who have returned remain frightened; and the appearance of threatening posters put up by the insurgents has caused serious setbacks to recruiting efforts, e.g., in Ghorasal and Chittagong, and reportedly also elsewhere in the Province. In some instances, management and technical personnel-especially non-Bengalis and Hindus-were killed, with the result that many others have left Hast Pakistan and in part at least are unlikely to return.

14. In these circumstances, the failure of the administration to function properly is understandable. Most Class I and II officers are back on the job; and the continued absence in Most areas of perhaps half the Class III and IV officers is unlikely to be a serious impediment to effective administration. However, for a number of reasons, most of the officers who are back are functioning perfunctorily at best. Among the senior officials the mission met, none have travelled extensively in the Province to see for themselves what the situation was in their particular area of responsibility. Communication between offices below the level of the Provincial Government hardly exists. Few officers at the district and thana level are veneuresome enough to leave their offices, and people are afraid to come to town. At the same time, the inevitable military intervention in matters normally dealt with by the civil administration and the continued dominant presence of the military are inhibiting factors; in addition, the appointment of several West Pakistanis to important posts in the provincial administration, the drastic curtailment of the development program, and the fact that most important decisions, including in particular those pertaining to the management of the economy, are being taken without their involvement have tended to reduce interest.

15. The nature and course of the fighting varied greatly from one part of the province to another, and there have been associated differences in the persistence of insurgency and economic inactivity. The border is more-or-less open along its entire length and adjacent areas are therefore particularly vulnerable. Most of the early damage occurred and much of the continuing insurgency is taking place in the crescent from Ramgarh to Srimangal along the eastern border and in the inaccessible area along both sides of the Mymensingha /Sylhet division. The heaviest fighting and greatest destruction by the Army took place West of the Jamuna /Padma-with the trail of devastation running from Khulna to Jessore to Kushtia to Padma. Bogra, Rangpur and Dinajpur. This is the area of greatest population loss at present and where agriculture has been most retarded and activity most disrupted. Least affected apparently were the southern and coastal areas of Noakhali, Bakerganj and Patuakhali. Though the fighting started there Dacca, as the capital city and administrative center, is probably closest to "normal" at present; however, one similarity for all districts is that all remained very far from normal up to the time of our departure from East Pakistan on June 11.

C. Effects On the Major Economic Sectors

16. (i) *Agriculture.-Although* the Mission did not observe major physical damage to this sector, it is clear that agriculture has suffered badly as a result of the conflict. Many farmers have fled others have been killed: all farmers have lost some time in the fields: and in all areas there have been in all farm operations delays, neglect and a lack of inputs.

17. In the case of rice, the boro crop (which last year accounted for about 16% of production) was very good-up about 15 %, on average, over last year. There is, however, some late boro still in the ground and, with the early rains and disappearance of many farmers, it is not certain that all of this will be harvested. The aus crop is generally much later planted than in normal years weeding has been neglected in areas where farmers have been harassed or have fled, and there is much yellowing, probably due to shortage

of fertilizer. According to field staff of the ADC and Department of Agriculture and our own observations, the acreage planted is some 15% below normal and the average yield on this reduced acreage is also likely to be down by a minimum of 15%. This works out to a minimum drop in production of 28%.

18. More seriously, present indications are that the important aman crop may also be considerably affected. If this is to be avoided, severe problems of delay, lack of seed and difficulty in providing inputs will have to be overcome. In general, the entire process of aman planting appears to be seriously behind schedule. For highest yields transplanting from mid-July to mid-August-but preferably in mid-July- is recommended. Allowing for one month in the nurseries, this means that seedlings should have gone into the nurseries by mid-June: however, very little preparation of fields or nursery beds was observed during our various tours of the Province. An additional factor is that, owing to heavy early rains, late transplanting has been attempted on much of the aus acreage and this late aus is not likely to be off the fields before late August. This means, as a minimum, that aman planting may be further postponed and yields correspondingly reduced. In some areas, the planting of aman may be precluded altogether.

19. For a variety of reasons-the tiring of farmers' houses and market places. Army "requisition", the flight of refugees who have taken seed stock with them for food, etc. much aman seed appears to have been lost throughout the Province. And given the disruption of administration and the transport and distribution system, it is difficult to see how all the lost seed can be replaced or sufficient seed be supplied to areas, that are normally in deficit, in time for the aman planting. Though fertilizer is available in the Province, point-of-use storage is in most cases adequate for only a few days requirements during the growing season. As the entire process depends so critically upon the transport and distribution system, it appears most unlikely that fertilizer will be available in all the right places at the right times. Timely pesticide application, which is difficult in normal times, can hardly be expected.

20. Areas where the situation is particularly serious are the cyclone disaster area and the western border areas. In the former area, the supply of draft animals for land preparation remains drastically below requirements, while people are already going hungry and unless and effective relief operation is mounted immediately are likely to turn to seed stocks for food. In the latter area, cultivation is being considerably reduced by the absence of many farmers and the continuing harassment by both sides of those remaining. If conditions conducive to normal pursuit of agricultural activities were restored promptly, and all efforts made to supply farmers with the necessary inputs, the adverse effects of the present situations on the aman crop could perhaps be contained. However, on the basis of present conditions. It is the Mission's estimate that total aman acreage may be 20-30% below normal and that some drop in the yield is also likely. All factors considered, the overall drop in agricultural production may well be of the order of 30%.

21. Obviously, this assessment must be regarded as tentative, particularly as it applies to aman, the largest crop, where it is still too easy in the season to make definitive judgments and where prompt remedial action could still be effective in improving crop

prospects. However, if this assessment turns out to be correct, then the total net quantity of food grains available in the province will be million tons less than in 1970/71 and 3 million tons less than in 1969/70. Two conclusions follow: First, and of immediate operational significance, 2 million tons of food grains will have to be imported in the period July—December 1971, including a carry-over of some 550.000 tons from 1970/71. If a daily supply of 15.4 oz. per person is to be maintained and total stocks kept at a reasonable level. Internal distribution of such a quantity will make extraordinary demands on the transport system and the administrative capacity of the province. Second given the possibility that imports of another 2 million tons may be required in the second half of 1971/72, a continuous watch will have to be kept over progress of the aman crop.

22. The picture who respect to jute varies considerably from district to district: however, acreage is widely reported to be down substantially. In addition during the fighting and the ensuing period of fear and uncertainty, weeding and thinning operations in many of the fields have been neglected. Fertilizer application, if it has occurred at all, has been minimal and cultivation has been spares. In many areas, the heavy early rains and neglect have led to considerable weed growth-and, in some areas (notably Mymensingh District), unusually heavy rains have caused water-logging and further reduction of yields. Our overall judgment is that acreage is down by some 20% while the yield on that acreage will be down by a minimum of 10%. Applied to the 1970/71 target figure of 6.9 million bales, this composite reduction of 28% gives a crop of 5 million bales. Since there is no guarantee that cultivation will proceed normally from this point or that adequate labor will be available for harvesting and retting, this figure must be regarded as a maximum for raw jute. Even then, it is by no means certain that all of this reduced crop can be moved by the crippled transport system to mills and ports.

23. Until quite recently the situation in the tea gardens appeared to be surprisingly good. There was virtually no plucking during April and May-the first two months in the tea year-and that tea which was plucked was either not processed or badly processed. However, despite the surrounding border, the heavy fighting that has occurred in the area and the very high proportion of Hindus in the labor force, the bulk of the population appeared to be in place at the time of our visit and approximately two thirds of estate labor was present. Only half of field, factory and office staff were available for work by the first week of June while management (including assistant managers) was still largely absent but beginning to return in large numbers.

24. During the first ten days of June, however, two expatriate lea planters disappeared, and the second is reliably reported to have been murdered by the insurgents as part of a beginning campaign to dissuade expatriates-as well as locals-from collaborating with the present Government in its efforts to restore "normalcy". As a result, and on the advice of the UK High Commission, those expatriate planters who were working in the gardens have now left Sylhet.

25.Without qualified management, it is most unlikely that tea production can go on efficiently. Probably it cannot occur at all. At the very least, therefore, production for April through July-or about 40 per cent of the normal annual output-will be substantially or completely lost. What happens thereafter will depend, firstly, upon whether security

can be restored sufficiently to persuade management to return and labor to remain on the job. Even if this can be accomplished fairly soon, formidable start-up problems will have to be overcome. The labor force will have to be re-organized and the backlog of weeding and pruning which also have been largely neglected since March 25th-will have to be eliminated before production can start. Perhaps the most optimistic outcome would be that half the normal output for the remainder of the year could be achieved-which would give a total of some 20 million pounds, as opposed to 69 million pounds last year. Less optimistically, it remains possible that substantially the whole year's output will be lost and that, for want of pruning, the productivity of the plants will be reduced for subsequent years as well.

26. (ii) Transport.-This is probably the most affected and therefore the most important sector. As the major dislocations to the system have been discussed in general terms in the introduction, the analysis here will be by mode.

27. Facilities at the two major ports of Chittagong and Chalna were not damaged in the fighting: however, they operated at only 40 percent normal during March, and virtually not at all during April. During April administration of the ports was taken over by the Military and, in May, operations returned to about 10% normal and a portion of the backlog of work and blockage of godowns and the port areas was cleared up so that ports are now in a position to operate more efficiently. At present the ports are operating with about 15% of normal labor supply. The navy administrators claim that more labor is available, but is not needed-that, with their superior management, they can operate more efficiently and handle normal workloads with the reduced labor force. This is probably true to some extent: however, it should be said that these "ports under new management" with their partly new and inexperienced labor forces have not yet been put to the test, as ships are not yet calling at the ports with anything approaching normal frequency.

28. What can be said at this juncture is that the ports are probably capable of operating at up to two-thirds of normal capacity and do not, therefore, constitute a bottleneck in the system-nor will they until such time as the internal transport system is able to accommodate something approaching normal volume. A few qualifications are called for in the case of Chittagong. Firstly, in connection with foodgrain imports, all incoming vessels for both Chalna and Chittagong must be lightered at Chittagong-and, for this, the same "coasters" (or coastal steamers) and "bay-crossing" barges that are used for movement to inland ports are required. Secondly, the efficiency of use of these coasters and barges is limited by the fact that only one of three gantries at the Chittagong silo is operating. Thirdly, at present only 40% of port handling machinery is operating, probably due mainly to the continuing absence of trained operators and mechanics. Fourthly, and most important, imports cannot really be brought into Chittagong port at a faster rate than they can be taken off by the combined modes of internal transport, for additional storage space is not available, and in any event the goods are needed in the interior and not in the port area.

29. So far as internal movement to and from the ports is concerned, both the railway and road transport are in very poor shape-placing at present, an impossible burden on water transport Except for limited lightering capacity and the strong possibility that

lightered goods may pile up and create an added bottleneck at Chittagong as a result of the inability to move them up-country, the situation at Chalna port is probably manageable-or will be in the fairly near future. Here-as opposed to Chittagong-thc imbalance between imports and exports is not extreme, the traditional role of water as the mode of internal transport is relatively more important and the connecting railway and roads suffered less damage and will probably remain less vulnerable to insurgent activity in the future. At Chittagong, however, the situation is much less promising. This is almost exclusively an "imports" port, relying in normal times upon the vital Chittagong-Dacca road and rail links to move perhaps three-fourths of all cargo up-country to Dacca and other points. Until these two vital links have been restored and something approaching normal traffic is moving over them, the port cannot operate at anything approaching normal capacity, even if the coastal fleet is increased considerably as an emergency measure.

30. In all, 13 major railway bridges were damaged. Most of these have been repaired or are expected to be by the end of June. One notable exception is the bridge near Fenchuganj in Sylhet on which work as not yet commenced. Girders must be moved by rail and the railway is still inoperative over the entire Chittagong-Sylhet line. In addition, the vital Feni River Bridge remains a substantial question-mark; the truss has been jacked up but not yet repaired, and it remains likely that-once repaired-it will again become a target of the insurgents. Numerous small bridges and culverts have also been knocked out and are being knocked out every week. These are being repaired with bundles of rails in order to conserve girders; however, rails too continue to disappear all over the province.

31. Even on sections where the line is intact, the PER is confronted with formidable obstacles preventing the operation of trains with normal frequencies, at normal speeds and carrying normal loads. In the first place, the repairs which have taken place are temporary measures only, and in most cases trains will be able to operate over these bridges and culverts only at reduced speeds and loads. Secondly, there is the problem of security. It is almost certain that small bridges will continue to be blown up, leading to interruption of service over the section in question for varying-periods of time; that rails will continue to disappear throughout the province, forcing operation at reduced speeds; and that operations over sections running close to the border will be difficult if possible. So long as operations are confined to daylight hours, the capacity of the system by this one fact alone is reduced to less than one-half normal. In addition, the destruction of the railway's telecommunication system-now reported to be half repaired-reduces capacity by perhaps as much as half again by restricting the speeds at which trains can operate.

32. On the whole, it is our assessment that there are no operations over about one-third of the PER track age. While operations over the remainder are at no more than 15 percent of normal. This means that the PER is presently performing at 10 percent of capacity at best, and this capacity is not necessarily in the right places or being used to move goods. Of greatest importance, the railway will not be able to begin to perform its normal function until such time as the vital Chittagong-Dacca link has been physically restored and something approaching normal operations over the line has been achieved; fulfillment of this objective is not presently in sight.

33. In the case of roads, the damage to the system was similar to that to the railways. Ten major bridges and numerous minor bridges and culverts were blown up-and, being mainly of reinforced concrete, these cannot be repaired quickly. Instead, diversions in the form of Bailey Bridges, pontoons or ferries must be installed. These will force some restrictions on speeds and reductions of loads. In addition, at least one ferry was lost and several were damaged. While these are now partly back in operation, the damage to the engine rooms and steering of some was extensive and will take several months to repair. It is therefore likely that overall ferry capacity will remain at reduced levels at most crossings. However, the major problem with road transport is that most of the trucks in the Province have been withdrawn from commercial use. Disregarding total interruption of operations over certain sectors, it is our observation that trucking operations throughout the Province as a whole are currently at a level no higher than 5% to 10% of normal.

34. Water transport is the surface mode least affected by the conflict. Of the 24 coastal vessels which provide year-round connections between Chittagong and the river port, one was apparently sunk. Minor damage was suffered by a few other vessels, which may account for the fact that only 16 are presently in operating condition; though officials insisted repeatedly that it is normal for approximately one-quarter of the fleet to be out of operation at any time. Initially the entire motor-powered inland fleet was commandeered by the military; however, about half the operating vessels are now available for commercial use. During the conflict, country boats virtually disappeared from East Pakistan's waterways, and very few of these have returned. All told, the inland fleet may be operating currently at about 50 percent normal for cargo carrying.

35. PIA has escaped destruction and damage entirely; however, its operations are limited to a handful of major towns. Domestic service is being operated with high load factors on a considerably reduced schedule (about 30 per cent normal) from Dacca to Chittagong, Jessore, Sylhet, Ishurdi and Comilla. This low service level is not explained by any loss of aircraft, nor is it commensurate with the 65-70 percent of employees reportedly back to work. Probably it is explained by the reduction of hours to avoid any operations after dark, the limited supply of mechanics and a military requirement to maintain some "slack" in the event of urgent need. Even this reduced schedule is occasionally interrupted in order to use the Fokkers and STOL planes in support of military operations-as occurred once during our stay. And, as a security precaution, the commercial flights are not permitted to carry cargo.

36. In sum, as of June 10, our assessment is that provincial cargo-caring capacity is at present no more than one-fourth normal. And, because this capacity is badly placed in relation to demand and not properly integrated, it is not all being use. Furthermore, even if the program of bridge repairs is completed more-or-less on schedule, cargo capacity might be raised to one-third by July and-even with substantial foreign assistance-to no more than two-thirds by the end of the year. The reason for this pessimistic judgment is that, although restoration of the physical road and rail networks is a relatively simple technical matter-and is, in fact, well underway-it will continue to be extremely difficult to operate available capacity efficiently, except within the framework of an integrated

operational program for this system as a whole, and such a program does not yet exist. Most, repairs and diversions which have been carried out thus far are temporary in nature and cannot be completed until after the monsoon at the earliest or, in some areas, until security situation has improved; and insurgent activity is continuing with at least minor disruptions to the physical network in several areas. More important, operations over the physical network will continue to be constrained by the security situation and the absence of vehicles and vessels. Even if the Military should decide to return all vehicles and vessels to fulltime commercial use-which it has not yet done-it will be unable to restore those that have been destroyed or seriously damaged, taken over the border or rendered unserviceable by intensive use without maintenance by the Military: nor is it likely to experience success in finding all the owners who are capable of maintaining those still available in operating condition. Finally, expansion of the water transport system, which will be needed to compensate for the reduction inland transport capacity, will require comprehensive planning and-for at least some vital components-time-consuming procurement procedures.

37. (iii) Commerce-Very little hard evidence about the commercial sector was obtainable during our visit: however, along with the sectors concerned with commodities and their transportation, the financial and trading sectors have also suffered severe physical and, particularly, psychological dislocation, with serious implications for the pace of economic recovery. This dislocation is observable at the level of the local retail and wholesale establishment: in the rupture of normal relationships in internal, inter-wing and external trade; and in the banking system and the realm of financial transactions generally.

38. The destruction of bazaars, shops and village markets-with their stocks-has been recorded: as a result of this and for other reasons, many small traders have fleet. This disruption of the internal disruptive trade has persisted, as is evidenced in the towns by the large proportion of retail stores and business premises which still remain shuttered. In most places visited to appeared to the Mission members that less than half those establishments left standing were open for business, and those that were open seemed to be conducting very little business.

39. One result of the severe psychological impact of the conflict is a general loss of confidence which affects both trading and financial relationships. Numerous traders have disappeared, at least temporarily; but, even for those who have remained, trading links and concomitant extension of credit facilities between importers, manufacturers; distributors and retailers have been disrupted; in circumstances where the settling of outstanding commitments has been prejudiced, creditors are unable or reluctant to extend new facilities. This has repercussions also on inter-wing and external trade relations. Apart from transport problems, trade with the West wing has been affected by the uncertainties (especially of West Pakistan exporters) over credit risks; similarly, some foreign exporters are presently requiring special payment guarantees for shipments to East Pakistan.

40. The extent of damage to trading links has not yet been tested because so far the disruption of transport has been the principal factor inhibiting the movement of goods,

and demand has been very low. But trading links between jute farmers, the intermediate markets, domestic jute manufacturers and jute shippers will be put to a test in the near future, with serious implications if they should prove to be inadequate.

41. At the center of the credit system, the posture of the banks is vital. The banking system was seriously disrupted during the first week of March and again in the period after March 25; though it is now functioning in the main urban areas, the country branch network is still far from restored as a result of absence of staff, damage to property and records and lack of communication and-depending upon the bank-20 to more than 50% of branches are still not functioning. While the banks may be expected to restore their services and facilities within a reasonable period, the full restoration of the trading structure probably involving the mobilization of new traders with financial resources, will no doubt be a longer process.

42. Any tendency for the economy of East Pakistan to recover is likely to be constrained, possibly seriously, by a lack of liquidity. Banking statistics for East Pakistan separately are not available: however, deposits declined substantially during the first quarter and have not been fully restored. The position of Pakistani banks remains depressed: and Karachi-based banks indicated that, for the time being, their operations in the East would have to rely entirely upon the local deposit base, which has been always insufficient. Furthermore, it is not clear that in present circumstances the banks are willing to provide much credit. The recent "demonetization1' must have aggravated these problems substantially, introducing an added element of uncertainty and drastically reducing currency in circulation. All notes of Rs. 100 and 500 ceased to be legal tender and had to be deposited within three days. There is no basis for estimating how the impact was divided between. East and West Pakistan and illegal holdings abroad. According to the State Bank, demonetization affected more than half of the total currency issue, or Rs. 4,300 million out of Rs. 8,200 million. Roughly a quarter, or about Rs. 1,000 million, was not turned in even allowing for large holdings abroad, this is a large share which probably reflects not only a substantial amount of hot money in the system but also the unsettled conditions in East Pakistan, including the flight of large numbers to India. The Government has now raised the ceiling on deposits redeemable in full from Rs. 1,000 to Rs. 10,000: holders of larger deposits have the option of paying a graduated levy, which on average comes to about 40 per cent, or of having their deposits examined for possible tax evasion;

43. (iv) Industry-Manufacturing in general is in a very bad state. In early March, many plants shut down and others operated at low levels. During April and early May, there was practically no production. Since then, a number of factories have resumed operations however, the regional variation in performance is considerable. In Chittagong and the Tongi industrial area outside Dacca industrial activity is starting up only slowly. In Chittagong less than 25% of factories are open, but far less than that are really operating: at Tongi it is reported that only about 2,000 out of 12,000 workers are back on the job. In the Dacca-Narayanganj area and in Khulna most factories are open. It Jessore, Bogra and Comilla half may be open. It is evident that, of those factories which have resumed production, most are operating at very reduced levels of efficiency and output, many at on 10—20% of their former levels. Only a handful of industries are

working at more than 50% of their previous levels; and these firms, many of which are expatriate-owned and most of which are relatively capital-intensive, are not now selling all of their output, and may be forced to shut down due to insufficient demand and storage space if the dislocation of the economy continues much longer.

44. As stated previously, physical damage was relatively slight and the major problems confronting the industrial sector are those of labor, management, finance, transport and demand. In most factories visited, less than half the labor forced had returned to work. In many cases, the figure was as low as 10 to 15 per cent. Low attendance is further aggravated by the small proportion of trained workers among the returnees. There has been some movement back to the factories during the past few weeks; however the movement has been gradual and sporadic. Hindu workers often constituting a large proportion of the skilled labor force are unlikely to return, and others will be slow to return because of such factors as the destruction of laborers' colonies, the continuing search of workers buses by the Army and the massive presence of the Army near many industrial centers. At the same time, the appearance around factories in recent weeks of posters threatening workers with retaliation by the insurgents if they work too hard and the receipt by employees of letters containing a similar message, have in some areas (e.g., Ghorasal and Chittagong) reversed the flow of workers and reduced still further the productivity of those remaining.

45. In many factories, non-Bengalis have constituted a high proportion of management and supervisory staff. Some of these were killed and many more fled during the disturbances, and are returning only at a slow rate. To find satisfactory replacements for those who have been killed or have chosen not to return will be a very difficult task.

46. Disruption of transport and commerce is affecting most industries and factories by restricting movement of raw materials and supplies as well as finished products.

47. For the jute industry in particular, obstacles to the normal supply of raw jute to the mills do not as yet pose a serious constraint, as the months of April through June normally coincide with the phasing out of the crop year and a seasonal slackening of raw jute movements: furthermore, most mills-except for a few special cases-appear to have sufficient stocks for three to four months' normal operation. Also, with some effort and support by the authorities (which in the case of jute is particularly emphasized), adequate transport facilities can probably be arranged for the small quantities currently being produced. Thus, transport at present does not appear to be a crucial constraint to jute production: it is, however, already a problem for the movement of the remainder of the last jute crop from secondary markets to terminals as well as for exports of raw jute and jute goods. The outlook for the coming season (to start in July/August) is not encouraging and the lack of transport may well pose a serious problem for the jute industry as a whole in the period ahead.

48. For the tea industry, transport is already a serious problem. In the event that plucking is resumed on any scale. POL will be needed for internal movement on the estates and to operate the factories. This is now in short supply, and resupply is a serious problem. Sylhet is virtually isolated so far as land transport is concerned. Both the

railway and the only road connection pass close to the border at many points, have suffered heavy damage and are likely to remain subject to frequent harassment. As a result, both POL supply and the shipment of processed tea are in doubt: one further factor is that capacity for making tea chests is currently down to one-half normal with the destruction of one factory of four and the flight of management from one other.

49. Several large factories, though producing only at reduced rates, have very large stocks of finished goods on hand with no possibility of lifting them soon: Chattack Cement and Fenchugonj Fertilizer have merely exhausted their storage facilities, and soon may have to reduce production further. Eight EPIDC sugar mills have very large stocks which they can't move despite shortages and demand all over the Province Without sales. EPIDC cannot pay farmers in full for their cane and will soon be unable to meet payrolls. Until its labor scare during the week of 7th June, the steel mill in Chittagong was operating at about 20 percent of capacity, producing forever increasing stocks of raw steel, while re-rolling mills in Khulna remain closed due to non-receipt of billets from Chittagong. Pakistan Tobacco is one of the few factories operating at a respectable level in Chittagong, while the cigarette factory in Jessore reports a severe shortage of paper. And there are countless other examples of problems caused for industry by the disruption of the transport network.

50. Considering that many factories apparently have been "encouraged" to reopen irrespective of economic and financial considerations, there are two additional effects of the disturbances which have not had a great impact as yet, but are likely to assume major proportions in the near future. These arc the disruption of short-term credit facilities and the certainty that-at presently reduced levels of production, reduced productivity and restricted sales-many companies which are attempting to operate will do so only with heavy losses and even greater negative cash, flows. As a result, they will be unable to meet payrolls, taxes and debt service payments.

51. (v) Other Sectors.-The major utilities appear to be functioning satisfactorily; however, they are not yet under any pressure to produce in large quantities due to reduced demand and have not yet been operating long enough to run into the maintenance problems which will eventually arise due to absence of key staff and inability to obtain necessary materials and spares due to the disruption of transport. The supply of power and gas was interrupted in many cases, but supply of gas now seems to have been restored fully; and, with some exceptions, present demands for power (totaling on 40 per cent of demand six months ago) are being met. Water supplies, at least in Dacca and Chittagong are functioning adequately.

52. Communications other than transport were also severely disrupted, and have not yet been fully restored. Telecommunications are reported to have been restored to all but one district and to all but 6 of 60 subdivisions; however, service levels over these main lines-never high in the best of circumstances-are now very low, and service within districts and subdivisions remains largely disrupted. Mail service was completely disrupted and is being restored only gradually. Communication with most villages, especially in the cyclone disaster area, remains difficult.

53.The contracting industry lost the major portion of the construction season, many trucks and some other equipment. Its financial position, always precarious, is now critical and most firms are unable to establish contract even with their normal work force. Thoroughly demoralized and afraid, the firms appear unable to return to work and, with a few exceptions; they are unwilling to even think in these terms as yet.

54. Primary and secondary schools are now open in most areas, but attendance is very low. Most college and university teachers had returned, as requested, by early June, but they are demoralized and afraid and no one is predicting that the students will return in large numbers for the scheduled reopening on 2nd August.

D. Public Revenue and Investment

55. Current Situation-Natural calamities coupled with political uncertainties which ultimately climaxed in the recent conflict have severely affected the provincial resource position and the pace of public investments throughout this fiscal year.

56. Provincial tax revenues are likely to amount to only about 50% of budget estimates (down from Rs. 380 million to some 190 million), and may still fall below that. Receipts other than taxes are also reduced considerably. The most drastic setback has been registered in land revenue, the most important single tax: collections by mid-May amounted to no more than Rs. 23 million and for the fiscal year as a whole may, at best, yield some Rs. 40 to 50 million, compared to Rs. 150 million budgeted. This particularly poor record reflects the fact that there was considerable agitation against the present land revenue system during the election campaign so that the difficulties of collection began long before March 25.

57. Tax collections generally came to a halt in early March. They have only gradually been resumed at a much reduced scale in parts of the Province since the second half of May. Apart from provincial taxes, this disruption of tax collections-closely linked with the general disruption of the overall administrative system-has further affected the generation of centrally collected taxes with direct repercussions on public resources at the national level. Preliminary estimates indicate that provincial generation of central taxes this year is less by at least some 40 per cent than in 1969/70; this is reflected in turn in a reduction in the share of central taxes for the Province.

58. As a consequence of these developments, the current surplus originally budgeted for the Province has turned into a sizable deficit on the order of Rs. 200 million. In addition, the financial position of the railways and other public entities (such as EPWAPDA, EPIDC, EPADC, 1WTA, EPSIC, EPRTC, etc.)-notoriously precarious in any case-has been severely affected. Their combined current deficits are now expected to be well above Rs. 300 million, this adding further to the stringent resource position of the Province.

59. In these circumstances, the public investment program could not remain unaffected-quite apart from other factors which have hampered, physically or otherwise, the execution of projects. As a result, this year's development program (including flood control) now stands reduced by about one-fourth-down from around Rs. 3400 (after

allowing for budgeted shortfalls) to Rs. 2600 million. After deducting another Rs. 580 million for liabilities of autonomous bodies vis a vis the Government (largely for debt service but also for other claims) which due to lack of own resources tend to be financed, through the budget mechanism, out of investment allocations, actual net investments come down to a level not higher than Rs. 2000 million: and this may yet turn out to be an optimistic estimate for this fiscal year.

60. The outlook-Prospects for the coming fiscal year are shrouded with many uncertainties. There can be little doubt, however, that present conditions do not augur well for a rapid recovery' in fiscal performance, unsatisfactory as it was even under normal circumstances.

61. Preliminary budget estimates of the Government for 1971/72 suggest a recovery in provincial revenues (taxes and other) to somewhat above this year's original budget estimates. While taxes proper arc projected slightly lower, other revenue receipts are expected to exceed the 1970/71 budget level. By all indication, such estimates appear to be highly unrealistic. They imply that total revenues in 1971/72 will be nearly 50% higher than the amount actually collected in 1970/71. Clearly they suggest an almost miraculous pace of economic revival throughout the Province, assumed that the basis of taxation as well as capacity to pay revenues has been left more or less unimpaired, and furthermore, presuppose normal functioning of the entire tax administration and collection system.

62. The Mission found no evidence to support the assumption that such conditions are likely to prevail in die near future. It is thus difficult to accept the above estimates. Merely as a rough guess, even a recover)' in provincial revenue performance to about two-thirds of the 1970/71 budget estimates would in our present judgment still imply a commendable effort based on fairly rapid economic recovery and by no means pessimistic assumptions. It may indeed be too optimistic and makes no allowance for tax relief measures which in the circumstances may well be required' to aid economic recovery.

63. According to estimates of the Central Government, adjusted for the built-in liabilities of autonomous bodies, revenues collected in the Province, allocation of certain centrally collected taxes and central loans and grants will provide East Pakistan in 1971/72 with rupee resources amounting to Rs. 2,160 million to finance public programs. This compares with estimated actual resources of Rs. 2,260 million in 1970/71. The Government expects that of this amount. Rs. 1,220 million will be required for non- development expenditures (Rs. 920 million in 1970/71) leaving Rs. 1,040 million for development, rehabilitation of physical assets destroyed in the recent events, and cyclone reconstruction, as compared to Rs. 1,340 million in 1970/71. On the assumption that the Province will be able to absorb Rs. 570 million of project aid, as against Rs. 250 million in 1970/71, the Central Government puts the 1971/72 development program (including rehabilitation and reconstruction as mentioned above) for East Pakistan at Rs. 1,610 million, or roughly the same amount as is now estimated for 1970/71. These estimates call for comment in respect of the resource projection and the use of resources.

64. As regards the resource projection, the Mission arrived at a very much lower estimate of the rupee resources likely to be available. It thought that the amount available to East Pakistan might be as low as Rs. 1,550 million, in contrast to the Government's estimate of Rs. 2,160 million and an actual availability of about Rs. 2,260 million in 1970/71. About half the difference between the Mission's and the Government's estimates is in respect of provincial revenues and stems from the reasons given in paragraphs 61 and 62 above. The other half is in respect of transfers, in various forms, from the Center. The mission has difficulty seeing the Center collect about 10 percent more in taxes on the basis of existing rates than in 1970/71, as the official estimates assume. This is because the Mission cannot see how the assumptions underlying the Government's projections regarding expansion in taxable economic activity in West Pakistan and the associated level of imports can be realized unless it proves possible for Pakistan to obtain considerably more commodity-type assistance from abroad than it actually received in recent years.

65. It is difficult to see how East Pakistan's public administration in its present state as described above could be able in 1971/72 to handle effectively any sizeable expansion in activity. There is also the question how meaningful it is in the circumstances likely to prevail in 1971/72 to think of Government activity, beyond routine administration, as being directed towards development in the normal sense and in the framework of the usual development program and thus concerned primarily with the continuation of projects already underway, as the fiscal program available at the time of the Mission's visit seemed to suggest. Yet, this having been said, there is no question that the task of resuscitating the economy of East Pakistan will make very substantial demands on public resources. Some of these will not require large administrative inputs, an example being free distribution rather than sale of food grains which may well be necessary on a large scale because purchasing power is likely to be very low in the Province. Others, such as a comprehensive program of rehabilitation and reconstruction in the public sector and of providing financial and other assistance to the private sector for the same purposes, will pose major problems of planning, organization and execution. Unfortunately, except for some Rs. 300 million included in the estimates for rehabilitation in the public sector, a program designed to provide maximum Government support for the vital task of economic recovery does not yet exist, even in rudimentary form. Preparation of such a program obviously should command first priority. However, it is also clear that the rupee resources which the Mission sees in prospect for East Pakistan would be totally inadequate to meet the needs for the situation and that the Central Government must give urgent consideration to ways and means of ensuring that economic recovery in East Pakistan is not held back by insufficient public resources.

II.

A. The Near Term Outlook

66. All this amounts to a situation that is far from normal and that is notable for the absence of any forces that might be relied upon by themselves to generate a strong momentum towards normalization. Such forces, however, might become operative if it

were possible to remove two formidable constraints and if the Government launched a comprehensive economic program designed actively to aid the recovery of the economy.

67. *(i) The General Sense of Fear and Lack of Confidence on the Part of Most of the Population*-The immediate manifestations of this fear and absence of confidence are the persistent failure or refusal to report for duty, which is particularly prevalent among the lower grades of civil servants and workers but is far from absent at the higher levels and the general hesitation of those who have returned to expose themselves either physically or in the realm of policies and ideas. Few are functioning properly. Officers are not in proper contact with those at the next higher or lower level of the administration and are not thinking imaginatively about, or working effectively to solve, the numerous serious problems confronting the economy. The effects are evident throughout the administration and the private sector, as, well as in the (lack of) interaction between the two and the result is recorded in the non-resumption of normal activity throughout the economy.

68. Furthermore, there are no signs that the situation will improve significantly or rapidly. Two dates-April 21 and June 15-were set by the Government for all workers to return to their jobs without prejudice. The second date has now passed, but people remain afraid and untrusting and it is most unlikely that economic pressures can or will be generated which are sufficiently strong to overcome this reserve. The normal urban/rural ratio in East Pakistan is such that those who have left the cities and towns and so far stayed away can be rather easily absorbed in the countryside, and there is no strong "pull" to entice low-wage and low salary workers back to the cities and towns-particularly to areas where large concentrations of the military exist. In addition, for many workers (e.g.) household servants and those engaged in the service trades) the demand has largely evaporated for the time being.

69. The only incentives which might come to bear with sufficient force are negative ones which may operate to reduce greatly the relative attractions of the rural areas. If the condition of fear in the countryside should come to exceed that in the cities or if there should be a general failure to solve the food problem, resulting in widespread starvation, workers and people generally might be forced back into the cities and towns in large numbers. But neither of these solutions is in any way desirable.

70. (ii) The Complete Dislocation of the Communications System.-This has been discussed at some length above. Its major manifestation is the almost complete absence of movement of people (except within towns) and of the exchange of goods between regions and sectors anywhere within the province. So long as it continues, this situation will exert a strong negative effect upon all efforts to revive the economy and to meet the basic needs of the population including, in particular, their food requirements.

B. *Minimum Remedial Measures*

71. In setting the goals for normalization, the first objective must obviously be to avoid a catastrophe-large-scale hunger and starvation within East Pakistan and further massive movement of people out of the Province into India. The second objective must be to reactivate the economy on a comprehensive and sustainable basis. The question is how this process of normalization might be set in motion. As President Yahya Khan said in his speech on June 28. " normalcy in its accepted meaning can never return to

a country without full participation of the people in its administration. The very process of bringing back normalcy requires the active interest of people in the process and this can happen only when the representatives of the people assume responsibility for administration of the country. However, in the same speech the President also explained that it would be "a matter of four months or so" before he would be able to put his "plan of transfer of power into operation." The question then is by what action the Government of Pakistan might in the meantime initiate the process of normalization.

72. The most difficult aspect of this question obviously relates to steps and measures affecting the general atmosphere in the Province. Specific suggestions in this area are outside the Mission's competence. However, it would appear that any interim program would have to include, as essential elements, arrangements that would reduce the visibility of the Army so as to reduce the major source of fear among the people and that would create conditions under which Fast Pakistan's civil administration can function normally. Progress in the latter direction might be facilitated by the Central Government posting a high level administrator in East Pakistan to serve, during the interim period, as the head of the civil administration.

73.The food problem has both short-run and long-term aspects. On both fronts, resolute action is urgently required: still, even if appropriate measures are introduced immediately, it may already be too late to prevent starvation in all areas of the Province. The short-run problem is essentially a distribution problem: and the minimum elements of a solution will include programming the large imports which will be required over the next six to twelve months and, by some combination of permanent and temporary measures, managing the crippled and constrained transport system with utmost efficiency. The longer run problem is one of reviving agriculture and rebuilding and strengthening the transport system on a more permanent basis.

74. Detailed and comprehensive analysis and planning are absolutely essential if the Government is to be able to deal effectively with both the short and the long-run problems, particularly and to begin with those of transport and distribution. However, they will not by themselves produce solutions to all problems, because the physical and managerial capacity now available is insufficient to meet all demands at the same time. Therefore, the Government must also establish a clear order of economic priorities- beginning with food-and prepare an integrated program for transport (by modes) and distribution. Attention should be given as well to the modalities of distribution, including the almost certain need to provide food free in large areas for a substantial period.

75. The integrated transport program (for the formulation and operation of which it may prove necessary to employ the services of expatriate experts in systems and transport), must determine all transport requirements and arrange for the optimal use-defined as first making a maximum contribution to the requirements for food grain distribution-of all existing facilities. In addressing itself to the longer-run problems, it should also prepare for the repair of all damaged facilities, determine the remaining transport "gaps" and specify the requirements for additional facilities-both temporary and permanent.

76. Finally, any remaining financial and administrative resources must be directed

first to rehabilitation and reconstruction, and to breaking the most important and persistent physical and organizational bottlenecks impeding efforts to revive economic activity. It is clear from the earlier analysis that important problems must be overcome in all major sectors. In agriculture, once security is restored in the countryside, the vital factors are likely to be seed production and distribution; the distribution of other inputs, particularly fertilizer; and the ample provision of credit for the purchase of draught animals and equipment. Once the security situation has improved to the point that most workers have returned to their jobs, re-activation of industry and trade will probably require special supporting measures directly in the form of special credit facilities, deferral of debt service payments, and tax relief; indirectly through the restoration of purchasing power and reconstruction of workers' housing.

77. Because the Mission was pre-occupied during its short stay in East Pakistan with gathering facts about the existing situation and with problems of immediate urgency, it is unable to suggest concretely by what programs and measures the Government could be most helpful in stimulating and aiding economic recovery in the Province, beyond ensuring that adequate food supplies are available at prices people can afford, that available transport capacity is used efficiently, and that the Province's infrastructure is restored to working order. To identify such programs and measures and to translate them into workable schemes is obviously an urgent next step for the Government to take. Similarly, while the Mission regards it as impractical, at least for 1971/72, to think in terms of the usual development program and resumption of developmental activity over the full range, there are obviously areas of very high priority where everything possible should be done to carryon. A list of such areas would almost certainly include: rice research, juts (market) research and promotion, seed production and improvement (rice and jute), food storage and distribution, and rural infrastructure including the rural works, than a irrigation and integrated rural development programs. However, here too, an operational program needs to be prepared and to the extent that there are conflicts, priorities established between the development and economic recovery programs. Secondly, a realistic fiscal program needs to be prepared, comprising both the generation of public resources and their regional allocation, to ensure that the pace of economic recovery in East Pakistan is not held back by lack of adequate rupee resources.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
আন্তর্জাতিক বিষয়ক চার্চ কমিশন-এর বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৯-১২ জুলাই, ১৯৭১

STATEMENT ON PAKISTAN BY COMMISSION OF THE CHURCHES ON INTERNATIONAL AFFAIRS, APPROVED BY EXECUTIVE COMMITTEE MEETING ON JULY 9-12, 1971

The plight of the Pakistani people has been a major concern of the Executive Committee of the Commission of the Churches of International Affairs during its twenty-sixth session held in Geneva, 9-12 July, 1971, and ours is a reflection of the deep concern of the member churches of the World Council of Churches especially those of India and Pakistan. The appalling loss of lives, the full extent of which may never be known; the continued suffering of refugees and others whose lives have been disrupted are but one tragic manifestation of the violence of inherent in the poverty which the Pakistani people share with their neighbors of the subcontinent.

It is an obligation laid upon Christians to stand alongside the poor and oppressed. Therefore our concerns lie with those whose brothers and sisters have died, with those who have been driven from their homes, with those whose undeterminable future will be spent in make shift refugee camps in a foreign land, and with those who have remained to a face increased poverty and a struggle for minimal existence.

We would appeal for responsible actions by the Pakistani authorities, by the nations who have the power and resources to act and by the churches to minimize and eventually bring an end to the part of the suffering which is still reparable. It is urgent that continuing repression in East Pakistan cease as a precondition for repairing the damage wrought and for allowing refugees to return to their homes. This must be done by those now in power in Pakistan, and we urge them to do so.

This will necessarily be a long process and it behaves those who can to provide much greater assistance than they have up to now, through the United Nations and other responsible agencies, to relieve the suffering of the refugees in India. The churches have been called upon to bear their part of this load, and we urge them to respond generously.

Emergency relief does not stop with the hoped-for return of refugees to the homes in a land, of peace. It must continue when it is possible to contribute to the eradication of misery and its causes. It is clear that aid must be given on a long term basis in the form of grants. This is a responsibility of those who have funds to give. They ought not take advantage of this tragedy as an occasion to exercise political or economic pressure in order that their own ends might be achieved.

Recognizing the responsibility of the government of Pakistan for its internal affairs, we believe that there are important international implications in the present crisis and we strongly insist that the people should be free to determine the destiny of their nation. We believe that the Government of Pakistan should demonstrate its often-stated willingness

to return this right to its people. At the same time, the elected leaders of the people must take seriously their responsibility to the whole nation, especially to those citizens in both East West seeking to provide for all their most basic right to a decent human standard of living.

Accordingly, the Commission of the Churches on International Affairs;

Calls upon Christian churches everywhere to give their moral support to the right of the Pakistan refugees to return to their homeland with guarantee, against recrimination or imprisonment for political dissent.

Appeals to the Churches to respond generously to the appeal already made by the Commission of Inter-church Aid, Refugee and World Service for aid to alleviate the suffering of the refugees in India and those left food or shelter in Pakistan.

Urges its national constituents to influence their own governments to press the Government of Pakistan to negotiate a just political settlement with the leaders of East Pakistan including guarantees against future victimization; and to press their governments to contribute generously to the reconstruction of the devastated areas and the development of new economic opportunities in East Pakistan when that political settlement has been reached.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যার্থে ভেনেজুয়েলার শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের আবেদন	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৪ জুলাই, ১৯৭১

HUMAN TRAGEDY OF EAST PAKISTAN MUST CONCERN HUMANITY: APPEAL BY 29 INTELLECTUALS AND ARTISTS OF VENEZUELA, PUBLISHED ON JULY 14,1971

The following is the text of an appeal by 29 intellectuals and artists which appeared in the daily La Religion on July 14, 1971:

Time marches on and the hardships of millions of refugees from East Pakistan recur, multiply and aggravate. Thousands of doctors and nurses are Fighting a daily battle, without repose, in trying to check epidemics, stop the death of thousands and thousands of old men, women and children. Problems of all types-housing, food, transport etc. become every hour more overwhelming and to resolve them neither are sufficient the efforts of a few governments and international organizations nor the traditional human solidarity of the land of Gandhi, the Jesus-like man of non-violence, applauded and blessed by all, whose memory makes in these painful circumstances, his mission and message more vivid than ever before.

In Venezuela our Cardinal Jose Humbeito Quintero has already raised his vibrant voice as have done in the sister Argentine Republic, the intellectuals and artists headed by Victoria Ocampo, Jorge Lysis Bogrges, Eduardo Mai lea Ernesto Sabato, Fryda Schuktz de Montovani Hector Basaldua, Adolfo de Obieta, etc. to underline that human tragedy must have no frontiers and that suffering, death and insecurity in any part of the world must concern humanity.

But it is really inconceivable that the universal conscience has not yet reached, with unanimity and with the most honorable and benevolent intention towards the heart- rending events of East Bengal and that it has not yet given to India, at such a critical juncture, a massive, ample, human, manly support that the magnitude of the problem requires with the most anguishing urgency. It is necessary to remember always that here we do not deal with a specific problem of India, but a humanitarian problem of International character and that this problem has nothing to do with spiritualist and materialists fields but with human beings, just as one does not deal in romantic declarations or contriving superfluous formulae but in forming a strong and straightforward international conscience face to face with the unflinching duty of struggling concretely for the refugees from East Pakistan, guided by the sentiment of democratic unity and common responsibility.

We remain confident that the Government of the Republic, in consideration of the firm expressions of opinion and sensibilities of the Venezuelan individual and true to the Bolivarian international policy of solidarity, justice and peace, will not limit itself only to

giving material aid but would obtain from the United Nations through its delegation, not only a manifestation of the existence of human values but a resolute and cooperate unity for an immediate and steady economic and protective action, really vast, persistent and progressive. The United Nation which cannot absolve it self from its high duties and dignity must lead this crusade of the XX century in India, a crusade not of war, not with egoist or dark zeal but one of generosity to urge the people of the world to rescue from sickness and death millions of needy refugees who see their historic destiny frustrated.

A profound consciousness of International responsibility demands real and total aid to India, to this India, leader of humanitarianism in the plenitude of her pritual, strength which has raised her sacred voice and her most noble ideas of justice in the midst of most extraordinary difficulties and has put her entire heart and stretched her hands with the greatest affection and respect towards the millions of East Pakistanis, famished without clothes, without roofs and without bread, prematurely grown old, who weep without consolation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিপাইনীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আবেদন	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৬ জুলাই, ১৯৭১

PHILIPPINES CATHOLICS APPEAL FOR RESTORATION OF PEACE IN EAST BENGAL : STATEMENT RELEASED ON JULY 16,1971

The following statement was released to the Press in Manila on July 16, 1971, by the Catholic Bishops Conference of Philippines which represents thirty-one million Catholics:

*   *   *   *   *

We, the Catholic bishops of the Philippines representing nearly 31 million Catholics, have heard the two fervent appeals made by the Holy Father urging aid to the six million East Bengali refugees driven out of their homes by violence and internecine conflict, who are presently being sheltered in India. We have also taken note of the appeal made by Archbishop L. T. Picachy, the Archbishop of Calcutta on behalf of the Asian brothers and sisters. We, the bishops, have also taken note of the appeal to the international community made by the Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi, and the fervent public statement and appeal made by His Excellency Mr. Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines., as well as, the statements made by His Excellency U-Thant, Secretary-General of the United Nations, by His Excellency Prince Saruddin Aga Khan, the United Nations High Commissioner for refugees and by His Excellency Mr. Willy Brandt the Chancellor of the Federal Republic of Germany.

"Deeply moved by the terrible sufferings of the six million East Bengali refugees many of them wounded, starving without shelter during these torrential monsoons and now ravaged by a raging cholera. We also note with deepest sorrow the tragid death of thousands in East Bengal, the victims including several priests. While expressing commiseration we pray to the Almighty God asking for eternal peace for these unfortunate victims.

"It is clear that: humanitarian aid to the refugees, although most welcome, is not a complete solution. It is also clear that a peaceful settlement between the opposing parties is essential and indispensable for the restoration of peaceful conditions for security without fear of molestation, persecution and death.

"This desideratum has been aptly and clearly expressed in the words of the Holy Father as follows:

'We appeal for love and peace particularly to those who hold public power so that the refugees can return to their homes and live in peace in an atmosphere of understanding and co-operation without hostility and suspicion. In the name of humanity, in the name of democracy, in the name of our Lord Jesus Christ, we reiterate the appeal and prayer His

Holiness Pope Paul VI and urge upon the leaders of nations who have within their competence the power to, avert disaster to restore peace and order in East Pakistan."

"As a token of our fraternal concern and sympathy we are asking our people of the Philippines to make voluntary contributions to help alleviate the miseries of their brothers in East Pakistan. In fine we the Catholic bishops of the Philippines also call on all their brethren and on all men of goodwill in the international community to use all their influence and persuasion for the restoration of peace."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব-বাংলার সংকট সমাধানের জন্য নরওয়ের ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট সংস্থার প্রস্তাব	এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিস্ট, নরওয়ে	৮ আগস্ট, ১৯৭১

RESOLUTION ADOPTED BY THE ASSOCIATION OF WORLD FEDERALISTS AT HONKFOOS, NORWAY, AUGUST 8, 1971

The Crisis in East Pakistan

Alarmed by the terrible suffering of the refugees from the area of East Bengal (East Pakistan) who have been driven into India, and by the terror inflicted on those who still remain;

Concerned by the heavy economic burden these refugees have put upon India which has so generously received them unmindful of the international complications and power conflicts involved, and the threat of war which is inherent in this tragedy of East Pakistan;

Convinced that any solution of the crisis in East Pakistan must be based on the free choice of the people of East Pakistan regarding the legal and political status of East Pakistan in the future;

THE COUNCIL OF AWF hails the initiative of Secretary-General U-Thant in calling the crisis to the attention of the Security Council as "a threat to international peace and security”;

Calls upon the United Nations to accept on behalf of the world community the responsibility for responding fully to this human catstrophe and war danger;

Appeals to the Security Council and other appropriate U.N. organs to act without further delay to:

Calls upon all Governments, Members and non-Members of the U.N. to halt the shipment of arms and all military aid to the Government in West Pakistan, as long as that Government continues to carry out acts of suppression and terrorism in East Pakistan,

Calls upon the authorities in West Pakistan to cease all acts of terrorism and repression and to seek immediately a negotiated political solution to the crisis,

Calls upon all Governments to come fully to the aid of India which has so generously undertaken the overwhelming and constantly increasing burden of caring for the refugees from East Pakistan and also to make available increased resources for humanitarian aid and relief to the distressed peoples in East Pakistan under strict U.N. control.

Asks the U.N. to undertake planning now for the rehabilitation of the refugees presently in India and the displaced peoples in East Pakistan, as well as for economic aid for reconstruction in the divested areas.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য রেডক্রস লীগের ত্রাণ তৎপরতা	রেডক্রসের তথ্যবিবরণী	৯ আগস্ট, ১৯৭১

Red Cross news and features
Issued Monday, 9 August, 1971

RED CROSS FIGHTS MALNUTRITION AMONGST REFUGEE CHILDREN IN INDIA

The dramatic upsurge in the numbers of case of malnutrition among small children in the camps for East Pakistani refugees in India is a new challenge for the Red Cross.

Already operating more than 800 milk stations in the camps, the Indian Red Cross, in close co-operation with UNICEF and the Indian authorities, is accelerating its supplementary' feeding and medical programme to fight inadequate nutrition and the diseases it causes among children under seven and pregnant and lactating mothers. It is intended to reach two million beneficiaries with milk, high protein foods, vitamins and appropriate medical care for the sick-Malnutrition-caused diseases are already estimated to have affected some 200,000.

By mid-August, the Indian Red Cross expected to be running some 1,200 centers for a total of one million beneficiaries, so present plans mean these will have to be doubled in capacity and new centers will have to be opened. UNICEF is providing equipment, financial and logistic support for the programme. In its all-out effort to provide relief for the refugees, who now number more than seven million, the Indian Red Cross has 5,000 workers in the field. Through the League of Red Cross Societies, National Societies of 43 countries have provided close to 20 million Swiss francs worth of assistance for the operations. These include running 38 mobile medical teams and three field hospitals, in addition to the milk stations. Red Cross volunteer doctors and nurse have vaccinated some 600,000 persons against cholera and other diseases.

Among the contributions from sister Societies are 80 ambulances, tents and Plastic sheeting to shelter 30,000 people, milk powder, baby food, anti-cholera vaccines, medicaments, multivitamin tablets blankets and clothing, and cash for local purchases, operational expenses and transport, including an airlift from Calcutta to other points around the East Pakistan border where refugees have congregated.

____

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রদত্ত বাংলাদেশ সংহতি কমিটি সিলোন-এর প্রতিবাদলিপি	সিলোন কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ বাংলাদেশ	১৭ আগস্ট, ১৯৭১

PROTEST NOTE SENT TO THE GOVERNMENT OF PAKISTAN BY THE CEYLON COMMITTEE FOR SOLIDARITY WITH BANGLADESH
AUGUST 17,1971

Having murdered Pakistan and democracy and committed genocide against an entire nation the military junta under the leadership of Yahya Khan is staging a farcical trial of the undisputed leader of the Soverign and Independent People's Republic of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, which is a gross violation of the norms of international law and common humanity. While vehemently protesting against this barbaric action and calling upon the military junta to withdraw the occupation forces from the territory of the People's Republic of Bangladesh and to hand over power to the elected representatives in West Pakistan, we warn that the actions of the military junta are a continuing threat not only to the supremacy of the people's will in that country but also to peace in our region.

The people of Ceylon are deeply angered by the crimes of Yahya Khan and military junta and demand an immediate end to them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকার পার্লামেন্টের প্রস্তাব	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৭ আগস্ট, ১৯৭১

RESOLUTION UNANIMOUSLY PASSED BY THE LATIN AMERICAN PARLIAMENT AT CARACAS, VENEZUELA-AUGUST 27,1971

The Latin American Parliament

Taking into account the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the principles and purposes of the Charter of the United Nations and the International Convention on Genocide;

Conscious that human solidarity transcends barriers of race, religion, language, geography and ideology;

Condemns the brutal suppression of human rights, the massive genocide, the deliberate liquidation of politically conscious elements and of intellectuals and the imposition of a reign of terror in East Bengal by the Pakistan Army which has caused the exodus of more than 7½, millions of refugees to India-an exodus which continues and which has produced dangerous tensions in the area:

Calls upon the Government of Pakistan to desist from committing further violation of human rights and of law and justice, stop military repression, respect the life of the leader Mujibur Rahman, presently under military trial, and enter into immediate negotiations with the already elected representatives of the people with the object of achieving a political solution of the problem acceptable to East Bengal, in the faith that such a solution cannot be achieved by military means and that it is a minimum essential condition for the return of refugees to their motherland, with sufficient guarantees of their security;

Urges the international community to extend aid, directly as well as through international organizations, to the refugees sheltered by India in a spirit of humanitarianism and to the suffering people of East Bengal and to excise all their influence over the Government of Pakistan with the object of achieving a rapid political solution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাগওয়াশ সম্মেলনের বাংলাদেশ বিষয়ক কমিটির বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	২৬-৩১ আগস্ট, ১৯৭১

STATEMENT BY THE COMMITTEE ON EAST PAKISTAN AT THE 21ST PUGWASH CONFERENCE ON SCIENCE AND WORLD AFFAIRS HELD AT SINAI A, RUMANIA-AUGUST 26 TO 31,1971

Following is the statement approved by the Continuing Committee on the Problem of East Pakistan:

Recent events in East Pakistan have caused unprecedented human suffering and created a grave situation in the sub-continent. There has been loss of life on a mass scale and millions have been forced to abandon their homes and seek refuge in India. The resulting tensions in the region threaten international peace, and therefore demand the urgent attention of the U.N. The Continuing Committee of the Pugwash Conference appeals;

To the Government of Pakistan to promote speedily a peaceful political settlement, refrain from actions which make such settlement more difficult to achieve, create conditions for the safe return of the refugees to their homes and lands, and make possible the effective operation of International relief agencies among the affected population;

To all governments to exert their influence on Pakistan to advance towards a peaceful political settlement;

To all Governments, the United Nations and other International Organizations and World Public opinion to recognize that the relief and welfare of the refugees in India is an international responsibility and that they should, therefore, assume immediately the bulk' of the financial burden; and

To all outside countries to avoid any steps which might further aggravate the situation and in particular to refrain from supplying arms to Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্যারিসে অনুষ্ঠিত উনষাটতম আন্তঃ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের কার্যবিবরণী	আন্তঃ পার্লামেন্টারী সম্মেলনের কার্যবিবরণী	৩-১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

59th Inter-Parliamentary Conference
Paris-September. 1971.

Excerpts from Summary Record No.2
Opening Session
Friday, September 3, Morning.

VOTE ON THE ACCEPTANCE OF SUPPLEMENTARY ITEMS FOR CONSIDERATION

The President of the Conference said that the Indian Group had requested the acceptance of a supplementary item on the subject of Bangladesh. He pointed out that acceptance of such a request required a two-thirds majority by the Conference.

Mr. G.S. Dhillon (India), proposing the supplementary item, explained that East and West Pakistan were separated by more than 1.100 miles and that there were cultural, racial and language differences between the two parts of the country. Since partition in 1947. there had been differences of opinion between the people of East Pakistan on a many issues. Indeed, a few years ago there had been a struggle over language because the people of East Pakistan had not wished to adopt the language of West Pakistan. About 56 percent of the country’s total population lived in East Pakistan.

Following several years of military rule, elections had been held to the National and Provincial assemblies. In East Pakistan, 167 out of 169 seats in the National Assembly had been won by the Awami League Party, while in the Provincial Assembly of East Pakistan, 288 of the 300 scats had been won by the Awami League.

Before Parliament could be summoned in March, the President of Pakistan had moved troops into East Pakistan and suspended the Assembly. In the military operations over half a million people were killed, and refugees lied across the border into India in terror at a rate of 50,000 a week until at present 8 5 million refugees were living in refugee camps in India. In some States, the number of refugees exceeded the number of the local population.

First, this was a humanitarian problem and it had been estimated that India would need at least 600 million dollars to cope with it for six months. She had been able so far to get only 150 million dollars from International Organizations and other sources. He urged delegates to recognize that this was a world problem and that India alone, could not solve it. No country could carry such a heavy burden without serious disruption to its economy.

The only permanent solution was for the refugees to return to their own country. To achieve this, the Pakistan Government must create conditions to make their return possible. There must therefore be some settlement which met the wishes of the people of Bangladesh before the refugees would feel confident that they could return home

M. Ahmed Chtourou (Tunisia) opposed the discussion of the supplementary item on the ground that it would represent an interference in the internal affairs of Pakistan. While he had great sympathy with the refugees, he pointed out that similar events were occurring in other parts of the world and that if they were all to be discussed, there would be no time for other subjects Many organizations were attempting to ease the problems of the refugees and to bring about reconciliation in Pakistan, and it was better that their efforts should not be hampered by a discussion at the I.P.U...

A vote by roll call resulted as follows:

Number of votes cast	572
Two-thirds majority	380
Ayes	498
Noes	74
Abstentions	195

The President of the Conference declared that the required majority had been attained and the additional item had been accepted. It would be subject to preliminary discussion within the General Debate and more thorough discussion in the Economic and Social Committee. Amendments could be tabled until 10 a.m. on Wednesday. September 8, and the final vote would be taken by the Conference on the afternoon of Friday, September 10

The President of the Conference said that a mistake had been made in announcing the result of the roll-call vote on the Indian Group's request for an additional item to the-

Agenda on the subject of East Pakistan. The correct result was:

Number of votes cast	767
Two-thirds majority5	10
Ayes	498
Noes	74
Abstentions	195

Consequently, a two-thirds majority had not been attained, and so the Conference had not accepted the additional item

Excerpts from Summary Record No. 4.
FOURTH PLENARY SESSION
Saturday, September 4, morning

The sitting was opened at 10.20 a.m. with Mr. Achille Peretti, President of the Conference, in the Chair.

VOTE ON THE ACCEPTANCE OF SUPPLEMENTARY ITEMS FOR CONSIDERATION

The President of the Conference referred to the result announced the previous morning of the roll-call vote taken on the resolution presented by the Indian Delegation on the subject of international cooperation on behalf of refugees from East Pakistan He said that it had first been announced that the two-thirds majority had been obtained for acceptance of the supplementary item for inclusion in the Agenda, but it had later been discovered that the required number of votes for such a majority had been miscalculated and that the abstentions should have been taken into account for that purpose, so that on that basis the proposal had not been accepted. Later Mr. Dhillon (India) had protested and asked that the first decision should be maintained.

It appeared that certain delegates had not been sufficiently instructed about the possible consequences of the way in which they voted. Therefore, he proposed to put the matter to the Conference again for a simple majority vote on whether the original roll-call vote should be considered null and void. If it was considered null and void by the Conference, a new vote would be taken on the Indian request, and in that case it should be borne in mind that the required majority must be calculated on the basis of all those present and voting, including abstentions. He added that the new rules of the Union would take account of what had happened.

The President of the Conference declared that the required absolute majority had been obtained. The vote taken on the previous day was therefore null and void. The Conference would therefore be asked to vote again on the question whether the item proposed by the Indian Delegation should be added to the Agenda. In this vole a two-thirds majority was required, and the calculations would include the abstentions.

A Vote by roll call resulted as follows:

Number of votes cast	758
Ayes	640
Noes	83
Abstentions	35
Absolute majority required	380

The President of the Conference declared that the required absolute majority had been obtained. The vote taken on the previous day was therefore null and void. The Conference would therefore be asked to vote again on the question whether the item proposed by the Indian Delegation should be added to the Agenda. In this vote a two- thirds majority was required, and the calculations would include the abstentions.

A vote by roll call on whether the Indian Delegation's proposal should be accepted for inclusion In the Agenda resulted as follows:

Number of votes cast	775
Ayes	627
Noes	59
Abstentions	89
Two-thirds majority	516

The President of the Conference declared that the required majority had been obtained and that the item requested by the Indian Delegation would be accepted for inclusion in the Agenda. The procedure for dealing with it would be as he had announced on Friday morning…..

Mr. Rimawi (Jordan)…. supported the Indian Delegation on the Pakistan refugee problem because of its experience over the Palestine refugee problem..........

Excerpts from Summary Record No. 6.

SIXTH PLENARY SESSION

Saturday, September 4, evening

The sitting was opened at 9.5 p.m., with Mr. Makadi (UAR) (a Vice-President of the Conference) in the Chair….

Mr. Dhillon (India) said that India was opposed to anyone making the Indian Ocean an area of tension. She wished it to be a nuclear-free zone and an area of peace and co- operation. Unfortunately, in East Bengal there was a holocaust of genocide and, in addition, there were repeated threats by the President of Pakistan of total war against India

Mr. Navaratnam (Ceylon) remarked that if the Inter-Parliamentary Union had examined the situation in Vietnam and the Middle East before it got out of control the world would have been spared much fighting and misery and destruction of life and property. The Union should examine events in Pakistan. If it did not seek a solution to the problem it would fall in its duty to the world community. The situation in East Pakistan had not gone beyond the stage when a solution was possible. If the Union did not intervene, the situation would deteriorate and what was now described as a civil war might result in an armed conflict and a situation much worse than that in Vietnam or the Middle East. The Union should intervene at once for the release of Sheik Mujibur Rahman, who might have been the chief executive of all Pakistan if power had been transferred from the military regime to the elected representatives of the people after the 1970 general elections….

Mr. De Niet (Netherlands) stated that the Netherlands delegation was firmly opposed to the procedure which had been adopted in respect of the draft resolution proposed by Mr. Dhillon about East Pakistan. It had been decided to put the resolution to the Conference a second time-and this here regarded as a very dangerous precedent; although on both occasions his delegation had voted in favor of the resolution being added to the Agenda. Secondly, that draft resolution should be adopted but restricted to the title accepted for the item-international co-operation in favor of the population and refugees of East Pakistan….

Mr. Rashti (Iran) explained that the Iranian Parliament had passed laws implementing recommendations of the United Nations and the IPU in respect of peaceful uses of the sea had and hijacking. Heavy penalties had been provided for hijacking.

In spite of the cease fire in the Middle East, there was no true peace in which all the States in the area could live in security. As long as the present occupation continued, a genuine peace in Palestine could not be achieved. The continued occupation was the sole cause of the deadlock in the United Nations peace negotiations. In seeking a solution in East Pakistan, member Groups must not embark on action which might be interpreted as interference in the domestic jurisdiction of others.

RESOLUTION ADOPTED BY THE 59TH INTER-PARLIAMENTARY CONFERENCE AT PARIS

September 10. 1971

The 59th Inter-Parliamentary Conference

Concerned at the unfortunate happenings and disastrous situation in East Pakistan which has been described by the Secretary-General of the United Nations as " a very terrible blot on the page of human history";

Also concerned at the resultant exodus of millions of people into India, at the continuing increase in the number of refugees and at the destitution of an even greater number of people in East Pakistan:

Declares that the fate of these people, who have fled East Pakistan and have sought refuge in India, is a source of pre-occupation to the whole world, and that this sentiment should be fully shared by all countries in order to relieve the distress and suffering of these refugees;

Welcomes the international effort already undertaken, and urges Governments and other public or private agencies to contribute generously to the refugee relief effort and the East Pakistan relief programme;

Urges the Government of Pakistan kindly to continue to offer every facility to the United Nations and the International Committee of the Red Cross for the development of the action they are undertaking in East Pakistan:

Likewise urges all National Groups and their Governments to encourage the steps required to create the political, economic and social conditions for the safe return of the refugees to their homeland, and to inform them that the necessary conditions guaranteeing them an adequate livelihood and security in freedom exist.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কোরিয়া টাইমস সম্পাদকের নিকট 'বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি অফ কোরিয়া'-এর সাধারণ সম্পাদকের চিঠি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Mr. HONG SOOK-JA, SECRETARY-GENERAL, BANGLADESH RELIEF COMMITTEE OF KOREA, PUBLISHED ON September 9, 1971

I have read with interest the recent letters in your paper concerning the tragic happenings in East Pakistan (Bangladesh) and the Korean response thereto. It has become incumbent on me to remove some of the misunderstandings, as the Secretary-General of the Bangladesh Relief Committee of Korea.

I agree with Mr. Kim Mu-Chang (*Letter September* 5) that the root cause of the brutal repression let loose in East Pakistan (Bangladesh) is political and economic in nature. Ever since Pakistan came into existence in 1947, the East Pakistan region (Bangladesh) which is separated from West Pakistan by a stretch of about 1,200 miles-has been treated as a colony by West Pakistan.

This has been despite the fact that the Eastern region has more population than the Western part of the country. As a specific example, 60 to 70 per cent of foreign exchange earnings of Pakistan have always come from products of East Pakistan (Bangladesh) in terms of items of jute and tea, etc., but they have been continuously spent on setting up industries in West Pakistan.

The same has been the case in the field of aid received from abroad, with most of it being spent unjustly in West Pakistan and only crumbs being left for the East region. It has been stated that no more than 20 families in West Pakistan controlled the whole economy of over 75 million people of East Pakistan (Bangladesh)!

Thus it is indeed a truism that East Pakistan (Bangladesh) has been suffering from economic exploitation for about a quarter of a century now and the fact that they can bear this no longer is quite understandable.

In the political field, it is a fact that no democratic elections on the basis of adult franchise were held in Pakistan till December last year. In December 1970, for the first time, democratic elections on the basis of adult suffrage were held in which the Awami League Party of Sheikh Mujibur Rahman, belonging to East Pakistan (Bangladesh), obtained an overwhelming majority and won no less than 167 out of 169 seats provided for the Eastern region. With 167 member of the National Assembly behind him Sheikh Mujibur Rahman, according to accepted democratic principles, had the right to be the Prime Minister of the whole of Pakistan and not only of the Eastern region.

The six-point program of the Awami League demanding autonomy for their region was an open document well known to the military rulers of West Pakistan and millions of

copies of their election manifesto must have been distributed during the election campaign.

Thus, the demand for autonomy of the Awami League after the recent elections was neither a sudden development nor any secret move. What happened was that the military rulers of Pakistan under-estimated the popularity of Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League in the Eastern region, and with his overwhelming victory got so panicky that they could not think of anything but repression of the popular forces.

This was not a statesman-like response and after having started the insane massacre from the night of March 25, 1971, onwards, the military rulers of West Pakistan now find themselves on a suicidal path resulting in the break-up of the country.

These developments in East Pakistan (Bangladesh) have resulted in an unprecedented flow of refugees into neighboring India with about 8 million refugees having already crossed over. Come to think of it, the number of these refugees is more than the total population of Switzerland and New Zealand put together!

The arrival of such a vast number of refugees in India threatens the social, political and economic fabric of that country. This is a terrible thing. Also, India cannot be expected to provide food, shelter and medical facilities for such a vast number of refugees for an indefinite period.

Some international help (including some from the United States) has been extended but so far the amount of assistance received in this gigantic task is a pittance as compared to the expense and efforts required.

It is bearing the above facts in mind that we in Korea decided to organize a Bangladesh Relief Committee, with the hope that a poor man's penny is worth more than a rich man's pound. We are conscious of our limitations but we must help even if we happen to be comparatively poor....

A few months back, it was the 167 elected members of Eastern region of Pakistan who declared that henceforth their area would be known as " Bangladesh ". Therefore, it is only proper for us to respect the wishes of the democratically elected representatives of that area.

It is relevant to recall that during the Japanese occupation of our country, Koreans were referred to as " Japanese from the peninsula" and in the same way people of Taiwan were referred to as "Japanese from the island". I remember how happy we used to feel when outsiders would refer to us as Koreans and not as " Japanese from the peninsula, etc." We have not forgotten those days.

The least that we can do for the freedom-fighters of East Pakistan (Bangladesh) is to call them by the name that they want to be known by.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সমাধানের আহবানঃ লন্ডন সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE BUREAU OF THE SOCIALIST INTERNATIONAL IN LONDON
September 11, 1971

The Bureau of the Socialist International expresses its profound concern at the terrible human tragedy which has resulted from the political crisis in Pakistan. The stream of refugees from East Pakistan into India, which continue unabated, is placing a tremendous burden on the Government of India.

The Bureau of the International declares that there must be a political solution to this tragedy, and condemns this violation of human rights by the Pakistan military regime The Bureau of the Socialist International calls for—

1. An immediate end to military repression in East Pakistan.

2. The immediate and unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and the other democratically-elected representatives of East Pakistan.

The Bureau of the Socialist International believes that the situation in the Indian sub- continent constitutes a threat to peace as defined by the U.N. Charter.

The Socialist International deeply regrets that the world community has not responded with sufficient urgency to this crisis and urges:

1. That the U.N. should involve itself directly in working for a political solution which is in accordance with the Will of the people of East Pakistan.

2. That the U.N. should assume full responsibility for the refugee aid programme through a U-N.-ad ministered Relief Agency, and in the meantime calls on all Governments to share the burden presently being carried by India alone; and

3. All countries, and in particular the members of the Pakistan Aid Consortium to refuse economic and military aid to Pakistan until a satisfactory political solution has been agreed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সম্মেলনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি এইচ. সি. টেম্পল্টন এবং গায়ানা প্রতিনিধি মিঃ বিসেম্বর-এর বক্তব্য	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. H.C. TEMPLETON (NEW ZEALAND), AT THE COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE, KUALA LUMPUR
September 13,1971

We ourselves, as a country, have emphasized that we believe that the Commonwealth and the United Nations must assist the Indian and Pakistani people in solving this problem. We have raised this directly with the Pakistan Government. The Prime Minister of New Zealand has written to the President to emphasize the rights of the people of East Pakistan. We believe that he and his government must come to terms with the elected representatives of East Pakistan, and that they must call off the mockery of a trial of the elected leader of East Pakistan: they must recognize his rights. We must all call for this shift in policy.

STATEMENT BY MR. BISSEMBER (GUYANA), AT THE COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE, KUALA LUMPUR
September 13,1971

I do not believe, I do not disbelieve rather, the international norm that we must not interfere in the internal affairs of another independent territory, but what I do submit, Mr. Chairman, and distinguished Delegates, is that where there is human suffering, where there is human degradation, and where there is a renunciation of all the rules of public morality, and of all the rules of international justice, it is the right and duty of every Commonwealth Parliamentarian to air their views at a conference of this nature. I submit that the happenings in India and Pakistan are of tremendous importance not only to us in the Commonwealth but to all those who believe in international justice and the rule of law in the world

........I thought that Mr. Zafar (Pakistan's Minister of Law some years earlier), and those who live in that great country of Pakistan, believe in parliamentary democracy, that is why they were trying to host the conference there. Mr. Chairman, with the greatest respect for those who live there, how could we think of having a conference in Pakistan when they themselves called elections-and Sheikh Mujibur Rahman won those elections, they won the elections but they were not allowed to form a government in Pakistan.

Mr. Chairman, I mentioned that because a certain colleague of mine said that the elections were not conducted properly, but Mr. Chairman, the fact of the matter is just as

Red China exists and must be seated in the United Nations, the same fact exists that East Pakistan entered into the elections, they won by a majority and they got majority seats, therefore they should run the country, the same way Red China must be seated in the United Nations. We cannot sit in Kuala Lumpur and tell the man in Colombo how to put his furniture in his house, it is none of our business, but what we can say is this; that if we find that things have been taking place which are against the international norms, international policies of the rule of law, etc., it is our right as parliamentarians to say and to condemn here and ask our respective Governments to speak at the United Nations, for there is no greater tragedy in the world today than what is happening in India and Pakistan.. . .

.... I, therefore, feel, Mr. Chairman, that we assembled here in this August body, a body which represents over 30 independent nations I am told, should spare no means whatsoever in condemning atrocities, in condemning violation of the democratic principles and in condemning all those who try to wreck constitutions and who try to bring disaster to the people of this world, as the disaster and atrocities are being brought on the people of India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে দিল্লী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের ভাষণ	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিবেদন উদ্ধৃতিঃ ওয়ার্ল্ড মীট অন বাংলাদেশ	১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

RESOLUTION ADOPTED BY THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANGLADESH HELD IN NEW DELHI
September 18 to 20,1971

The International Conference on Bangladesh, consisting of more than one hundred and fifty delegates from all continents and 24 countries, met in New Delhi on September 18-20, 1971, to consider the recent events in Bangladesh which have resulted in one of the major disasters in human history, and to suggest effective action for a satisfactory solution.

2. The International Conference wholeheartedly supports the struggle of the people of Bangladesh against West Pakistani dominance. The Conference feels deeply shocked at the ruthless military campaign of wanton destruction, amounting to genocide, directed against the people of Bangladesh, especially against the Awami League which won an overwhelming popular mandate on the December, 1970 General Elections to the Pakistan National Assembly, the intellectuals and the minorities. This has resulted in the death of million and in the exodus of over eight million refugees into India-an exodus which still continues and has placed tremendous economic and social burdens on India.

3.The Conference expresses appreciation of the commendable work done by the Government and people of India in giving relief to the refugees from Bangladesh and of the assistance offered by the international community for this deeply humanitarian work.

4. The Conference declares that the political struggle of the people of Bangladesh should be viewed by the international community as a national struggle for freedom.

5.The Conference especially condemns the gross violation of human rights in Pakistan which continues to this day and urges upon the members of the United Nations to place this problem before all organs of the United Nations as a violation of human rights and as a threat to the peace of the world.

6. The Conference affirms that a political settlement acceptable to the people and Government of Bangladesh as now constituted under the president ship of Sheikh Mujibur Rahman is an urgent necessity. The Conference further affirms that the return of the refugees to their homeland in safety and confidence depends on such a settlement and is an essential pre-condition for a solution of the present crisis.

7. The Conference recommends that the Government of Bangladesh be recognized by the Governments of the world, as Bangladesh has all the geographic, historical, ethnic and linguistic characteristics of a sovereign nation.

8. The Conference recognizes that there is moral support for -the freedom struggle of Bangladesh in many parts of the world. However, in order that this moral support may be translated into effective action, the Conference appeals to the Governments of the world to stop forthwith the supply of arms, ammunition, spare parts, and all military facilities to the Government of Pakistan. The Conference also, appeals to the governments of the world, international finance institutions and aid agencies to stop forthwith all kinds of economic aid to the Government of Pakistan.

9. The Conference further appeals to the Governments and peoples of the world to offer immediate and effective assistance to the Government of Bangladesh: for some, this may include military assistance; for others, it may mean economic and other kinds of assistance including non-violent action.

10. The Conference appeals to the United Nations and to all international organizations to channel aid meant for relieving suffering in Bangladesh-through the Government of Bangla Desh under international supervision in order to ensure that such aid reaches those for whom it is meant.

11. The Conference requests the International Committee of the Red Cross to take an immediate initiative, under Article III of the Fourth Geneva Convention of 1949, which is fully binding in the present circumstances, to take direct responsibility for the organization and distribution of relief supplies in Bangladesh. The participation of the Government of Bangladesh is essential and consistent with the terms of this Convention. In no circumstances should this task be entrusted to the Pakistani Martial Law Authorities.

12. The Conference urges that all governments, inter- governmental agencies, and non-governmental organizations waive all restrictions as far as the life and health of the children of Bangladesh is concerned, and, where difficult choices must be made between national liberation and human survival, to protect in every way the lives of children as the most precious legacy for the future of Bangladesh and the world. In this regard, the Conference suggests the possible creation of internationally-controlled emergency sanctuaries for children inside Bangladesh.

13. The Conference recommends the establishment of an International Committee of Friends of Bangladesh to disseminate information based on authoritative sources to peoples, governments, and non-governmental agencies and to take other effective measures with a view to fostering public support to the liberation movement in Bangladesh.

THE VOICE OF THE COMITY OF NATIONS'

Qudratullah Hadad
Afghanistan

Let mc express sincere thanks on behalf of my organisation-the Afghan Social Democrat-for your invitation to take part in the discussions in regard to the problem of Bangladesh. Our organisation and many people in Afghanistan have great sympathy with the struggle of the people of Bangladesh.

Our organisation, the Afghan Social Democrat, depends on the national culture, national economy, national heritage and. national history and the united feelings of Pashtoon for great historical glory of Afghanistan in the heart of Asia. It continues to struggle against imperialism and feudalism with the sole objective of keeping Afghanistan for the Afghans.

We believe that after achieving national democracy and national economy, we will continue our struggle against exploitation and capitalism in order to establish a real dynamic national Afghan society.

Our aim is not only to fight against foreign imperialism but also against internal exploitation.

We believe that we will shed our blood for every inch of great and historical Afghanistan and we will strive for a national state and national revolution.

Our great nation for more than 100 years waged a struggle against British and other intruders. Our national leader late Amanullah. 50 years ago when signing the 1921 treaty of independence with the British in Kabul, stated to the British Mission: "In general we are in favor of independence of all nations and we always express our concern at the loss of liberty of any nation".

Since the aim and policy of our organisation and the feelings of Afghanistan are for the liberty and self-determination of people everywhere, we naturally support the struggle of the people of Bangladesh and we will continue to follow this policy because this is a traditional view of the Afghan nation to fight imperialism and exploitation.

On the other hand, there is a similarity of views between the problems of Pashtoonistan and Bangladesh. Pashtoonistan too like Bangladesh, without much difference, is under exploitation and suppression of a few families in Punjab Today the people of Bangladesh are suffering because of atrocities occurring there. As in the past, the Pashtoon and Baluchs also suffer because of their just struggle for self-determination although it is not easy to impose any kind of foreign will on the twenty million armed Pashtoons.

We also pay attention to the question of Bangladesh because it is an international problem, it is a Moslem problem, it is a humanitarian problem as well as a problem linked closely with the peace and security of this area.

* Speeches delivered at the plenary session on September IB. 1971.

We will never forget that three years ago, the nationalists of Bangladesh in the central part of Pashtoonistan in the city of Peshwar stated that "the people of Bengal consider the revolutionary land of the Pashtoons because of their struggle as their second "Mecca" (which is the Holy City of the Moslems) and we always get inspiration from the spirit of resistance of Pashtoon people. "

From the 19th century when the British by military intervention separated the Pashtoonistan area from their fatherland, their struggle was continued just like that of the people of Bengal today as a minority within Pakistan. They always dream to join their fatherland in order to represent a greater Pashtoon State to play the proper political and economic role in Asia.

It is worth mentioning that on 16th April, 1971, in Waziristan-the home place of the late Faqir of Ippi (Mirza Ali Khan) in a meeting of fifty thousand representatives of free tribal area the question of definite independence of Pashtoonistan was raised with the aim of supporting greater Afghanistan.

It was possible for the people of Bengal to achieve democracy and self-determination in a peaceful way because the geographical, cultural and economic requirements have no similarity with West Pakistan; but unfortunately they were unable to achieve this through the election of last December and they were faced with brutal suppression by army, which the people of Afghanistan view with great anxiety and condemnation.

Our newspaper-the Afghan Millat and other papers representing the sentiments of the Afghan nation support the struggle of the people of Bangladesh for self-determination. In many demonstrations, which took place in support of Bangladesh in Kabul and Jalalabad our people expressed their warm sympathies.

In conclusion our advice to the Military Government of Pakistan is to end this tragedy in East Pakistan and recognize the right of Pashtoons, Baluchs as well as the people of Bengal.

We assure the people of Bangladesh that the sentiments of the whole world are with them and we assure that the victory is within their reach and we also believe that their brethren and sisters who have fled to India because of suppression will return to their homeland.

B.P. Koirala
Nepal

We are meeting today under the shadow of a great tragedy, enacted in Bangladesh. Seventy five million people of Bangladesh, unarmed or poorly armed, are being gunned down by a brutal military machine and are being subjected to all kinds of indignities and humiliations by the occupation forces. About eight million Bangladesh people have been driven out from their hearths and homes and made to take shelter in India. It is a great tragedy indeed.

But there is a heroic aspect also of the struggle of the people of Bangladesh who are facing the mighty military regime of Pakistan. It is this aspect which should concern us

now. How are we going to help them? It is not enough to pass resolutions showing concern over the calamity. We should do something more. If it were merely a question of eight million people taking shelter in India as refugees we could wash our hands of it and say it is for India to make her mind and act the way she likes. If it were merely the question of East Bengal fighting for some constitutional gain, then it would be of no concern to us. It is the people of Bangladesh fighting to uphold a principle, to uphold the dignity of man, to uphold the democratic way of life. They are in a way fighting for us also.

It is because of this that we in Nepal reacted spontaneously to the events in Bangladesh. Whatever may be the altitude of the Government, the people as a whole have enthusiastically supported the cause of Bangladesh. Why is it so? Because if the people of Bangladesh go down fighting and if the light is extinguished there, our light in Nepal will also go out. Even in India, which is a democracy, I may warn my Indian friends that if the light goes out in Bangladesh some of their lights will also be knocked out. The brightness of democracy and the way of life of the Indian people will also be affected. It is from this point of view that we have got to face the problem. It is not merely a question of refugees who have taken shelter in India.

The hope that the dictators will respond to the appeals or diplomatic pressure of big powers or listen to their advice is a fond delusion. I can speak with knowledge when I say that dictators will not listen to any pressure except the pressure of arms. They know the language of arms. I will be deeply interested to see what this conference does for the people of Bangladesh materially.

I fully endorse whatever the Chairman has said. I do not think the case of Bangladesh can be better presented than the way he has done. I am looking forward to the decisions this Conference will take. If we take concrete steps to help the people of Bangladesh, then we will have done something for them. I would like to repeat that if Bangladesh is lost, then the people's fight for the democratic way of life will also be lost elsewhere. We in Napal know that if the Bangladesh people win, half of our struggle will have been won already.

Knud Neilsen
Denmark

It is indeed a great honor for me to be allowed to speak on behalf of the whole of Scandinavia. It is a big responsibility. I am also speaking in a different capacity in which I am here, that is, as Chairman of the Council of World Association of World Federalists. The World organization was very much concerned with the crisis in Bangladesh. The United Nations is a place where this crisis should be placed, it being the concern of the world community. Article 21 refers to national sovereignty. This is a right which the United Nations should defend. Every nation, every culture should thrive through its own inner freedom.

What can we do with the present United Nations? What is the present international society? We can use the United Nations as an instrument where we can hammer out

agreements at best and channel our influence and that is what I would like to happen. Now that have we done? We are one of the great organizations of the world, 22 organizations, among these my own, have already taken it up in the United Nations. Just a week ago the case was presented on behalf of these organizations to the Human Rights Commission. There was an exchange of hot words between some countries but the issue was placed on the agenda. It is there.

Secondly, the World Federalists themselves at the Council meeting last month's issued an appeal where they called upon all the world to come to the help of India and share the burden of the 9 million refugees. The World Bank has just issued an economic report showing the scope and overwhelming burden of feeding and sheltering nine million refugees. We have called upon the world governments to exercise pressure on West Pakistan and to stop supply of arms and war equipment to her. Finally, we have called upon the agencies of the United Nations for relief to the displaced persons who have come to India and also in East Bengal.

Any solution of the crisis in East Pakistan must be based on the free choice of the people of East Pakistan regarding religion and political status of that area in the future. Some of the organizations, including my own, are in an advisory capacity in the United Nations. The Federalists have a voice there. We will continue, I promise you, to exert pressure. We have parliamentary groups of the Federation and we have instructed our representatives at the United Nations to see that their ambassadors are there and they sit together and create an atmosphere for positive support to the people of Bangladesh for their right of freedom, freedom from suppression. They can create a psychological background at the United States. Can it be done? I do not know. In the next general elections there will be a discussion on the United Nations future. We will wait for it.

Homer A. Jack

United States of America

I have probably the dubious distinction among all those present in this room of having been in Dacca, in Karachi and on the Calcuta border in the past six days. I have traveled almost 10,000 miles in doing so and I won't take time to tell you my insights. However, I would like to relate just one story. On the last night of my stay in Dacca in the Intercontinental Hotel, which was burnt, as some of you know, on March 25, there was a knock on the door. An anonymous person was at the door who gave me a type-written message in English and this was addressed to a woman in Calcutta. They knew I was going and, it said, "we regret to inform you that your son was shot, was cut down in cold blood by the Police in Chittagong, not on March 25th but on September 2nd. It concluded, " please accept our regrets and convey our regrets also to his wife and two children". It was signed anonymously 'friends.' I was glad to be able to transmit that letter to the mother when I came to the Indian side two days ago. Just one terrible brutality, not only in the past but it is continuing. I wish I had time to tell you of the continued insensitivity of the intellectuals of the community in Karachi as I met them a few days

ago. I wish I had time to tell you of the sufferings which I saw yesterday on the Jessore Calcutta border of 600,000 refugees just in that one sector. As if it was not enough to have refugees from political oppression, there were terrible floods. In Dacca a week ago when I was told in detail the crimes against humanity in Noakhali, I remembered the words of Gandhiji in that very region during the twilight of his life. I would like to think of the Hindu-Muslim unity for which Gandhiji worked and for which he died. This dream of humanity is not dead, and in that spirit of the words of Gandhi and Sheikh Mujibur Rahman we have come together in this international conference with great expectations and yet also with great humanity.

Tsuyoshi Nara

Japan

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen:

This is my second visit to this great country. I have this time two definite purposes; one is of course to attend this Conference in order to apprise myself of the present situation. It is useful to listen to the opinions of the people of other countries on the solution of the refugee problem and the restoration of peaceful conditions in the East Bengal region which otherwise may lead to a conflict not only between India and Pakistan but also in the Asian world supported by other big powers.

The other purpose of my visit is to inspect the camps and visit the border to witness as a whole the incoming refugees from East Pakistan and hear what the evacuees, the Bangla Mission and the Indian people have to say about this problem. All the experience that I have obtained during my short stay in India this time may provide sufficient data which enables me and the Japan-Bengal Friendship Association to take what further action is needed to help the affected people. In Japan I have heard a lot of pathetic stories about the people of Bangladesh. It is most cowardly and uncivilized for anyone or any nation to use military measures against unarmed civilians just because they have a different opinion or demand human rights in a democratic way. But at the same time I do hope and believe that this Conference is not meant to create hatred among the people of the world against the people of West Pakistan. It should remind the leaders of West Pakistan of the need to respect human rights and to arouse the world opinion to take practical measures for helping the suffering people of Bangladesh so that real prosperity and permanent peace is established very soon in Asia which had been perpetually suffering from exploitation and conflict. It is very significant that this Conference is sponsored by the Gandhi Peace Foundation. What I did first when I come here was to visit Rajghat and pay my homage to Gandhi.

Recognition of Bangladesh must also be studied from this viewpoint, of human rights and dignity. I think I have already succeeded in focusing Japan's attention on this Conference because the Pakistan Embassy in Tokyo has protested to the Japanese government regarding my coming here.

Clovis Maksoud*

U.A.R.

Mr. Chairman and Friends :

This Conference which has been called by the Gandhi Peace Foundation was overdue if I may so so. Of course the human dimensions of the tragedy of nearly 8 million East Bengalis who have taken refuge in hospitable India has become widespread and to that extent shaken mankind. Stories have been related of the brutality, of the Pakistani authorities against the East Bengalis. All of us who have listened to and witnessed a part of this tragedy identify ourselves with the sufferings of the East Bengalis. It becomes imperative that we accelerate the peace of amelioration of the conditions of the East Bengal people.

Yet in identifying ourselves with the humanistic aspect we are only making a projection of an elementary call of duty. An elementary call of duty in these circumstances is not sufficient. The Palestinian refugees are suffering the brutality of Israel and the Jordanians in a similar manner as the people of Bangladesh. For a long time in East Bengal freedom has been deliberately denied. They are being denied their right and urge for full participation in the political, cultural, social and economic uplift of their country. Such a situation must be rectified. We must emphasize that the state of East Bengal is not and cannot and should not be a part of the India-Pakistan dispute. If unity is to be preserved, it must be on the basis of secularism. To that extent we fully appreciate the urges of the people of Bangladesh that they should be free.

We must equally be concerned about 75 million people of Asia being denied human dignity. This is not on internal matter. It is a matter for the human conscience of the people of the world as a whole. It is true that there has been a struggle and the Bengali people must have freedom as well as equality Sheikh Mujibur Rahman should therefore be released. It is not a political cause but a human cause. In March when free elections took place in both wings of Pakistan many people viewed this development as a purifying process for Pakistan. It was a historic moment. Parliamentary democracy was being established in Ceylon, India and Pakistan on the basis of secularism. We welcomed this development in Pakistan as Bengalis had been discriminated against for many years. A new Pakistan was born after the elections. I think the dignity and equality of Bangalis remains the primary concern of their struggle. It is only in this context that we fight for the right of people to equality in all matters. Friends, we have come here to learn more about this and as I said in the beginning we want to understand. Perhaps our understanding has not been as total as it should be. Our most positive contribution should be that dignity returns to the 8'/2 million people of East Bengal who have been driven out of their homes.

Rev. Fr. Ismail Quiles

Argentina

* Attended the conference as observer.

It is an honor to me to talk here in the name of Latin America and Argentina. I would only repeat the words of President Giri that it is a colossal human problem. It is not really a problem of Bangladesh alone but a problem of the whole humanity because the freedom of humanity means the freedom of all nations. How can this problem be solved? This conference will have to apply its mind to it. It must arouse the conscience of the world, of the United Nations about Bangladesh. I cannot do better than quote from Gandhiji's commentary on Bhagavad Gita. He said we have to follow truth, follow reality. But that is not to prevent us from fighting for human dignity. Therefore I think we can help the people of Bangladesh by arousing international conscience and then we can be sure that truth will be sustained. In the words of Mrs. Gandhi, world opinion is so forceful that it can influence even the most powerful. So from this conference we can move the world opinion.

Senarat Gunawardena

Ceylon

Mr. Chairman and Fellow Delegates:

I am grateful to the organizers of the conference for giving me the opportunity to express the view point of a vast number of people in Ceylon, your neighbor. A committee for the human rights of the people of Hast Bengal has been set up and this committee has on it representatives of all political parties, trade organizations, and religious bodies. I happen to be the chairman of the committee and have been deputed to attend this unofficial conference.

One important point that I would like to emphasize is that the freedom of the peoples of the world depends on world public opinion exercised in the right way. That the story of 8 million refugees coming to this country is a matter of internal concern of Pakistan is do more tenable in this century. It would not do to say that it is as much an internal matter as was in the case of Algeria, Indonesia or anything like that. I reject it. The right of self- determination has been enshrined in the United Nations.

It is a sacred principle. I particularly refer to the question of Hungry. It was not an internal matter. So I refuse to accept the position that Bangladesh is an internal question. It is proper to have it included in the agenda of the United Nations. Bangladesh has exercised its right to self determination in no unmistakable manner.

It is a humanitarian question. One million people have sacrificed themselves for the cause and 8.6 million had to flee from their homeland. Surely it is a tragedy of the first magnitude. There are many aspects of the question which I cannot deal with in a short time. Suffice it to say that we must see that this question is brought before the United Nations. In point of fact, I do not see any reason why, irrespective of the attitude of 'the Government of India, this International Conference should not have a team of observers to see that the item is properly thrashed out in the United Nations and all support and assistance is given to the nations that are prepared to support the cause. It is an extremely important matter. We also must demand that every soldier should be withdrawn from East Bengal. Their leader. Sheikh Mujibur Rahman, should be released immediately. Unless and until the military occupation ends, there can be no peace. No military solution

of the problem is possible. Even for a political solution, I am afraid, it is far too late in the day. There should be nothing short of independence of Bangladesh and I strongly appeal to all sections to support this as it would be a victor)' for morality, for decency and for civilization.

Sigrid Hannisdahl

Norway

Mr. President, Ladies and Gentlemen:

It is a privilege to be here and have the opportunity to try to contribute in the solution of the immense problems of Bangladesh. I am the Chairman of the World Association of World Federalists INGO Committee, Oslo. We in our country, as people in all countries of the world, are deeply concerned about the unbelievable tragedies we daily hear from the newspapers, radio and television. As Chairman of the INGO Committee, I think our immediate task will be to work hard through non-governmental organizations to create public opinion and pressure groups strong enough to influence the political decision- makers. And last, but not the least, I challenge the women in the world: Let us not any longer be pessimists. Let us step forward and cry out a "NO" to all the ever, increasing aggression on our planet. We have the most glorious example in this country of what can be accomplished by the ability and will-power of a woman. Let your Prime Minister be the guiding star in the freedom fight of Bangladesh.

John Dunham

Australia

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen:

1 will make my remarks very short partly because Australia's contribution is not always important in proportion to the size of the Bangladesh problem and partly because of the potentialities of Australia. I have to emphasize this very much. As Australians we want to learn from this Conference just precisely what action should be taken and in which way we can rightly coordinate with those who are interested in this problem. The Australians have unfortunately taken a rather ostrich-like attitude, which the Chairman has referred to, in his opening address. Our government has insisted, as many other governments, that this is an internal matter of Pakistan. It has made some contribution towards the relief of refugees. The Prime Minister in reply to a question in Parliament has said that he has written several times to Yahya Khan appealing for the release of Sheikh Mujibur Rahman and setting out his ideas or some terms for a political settlement. A much brighter picture, however, exists at the non-official level and there are the beginnings of systematic campaigns in support of Bangladesh. In some states of Australia committees have been formed in support of Bangladesh and they are working primarily to publish information for the benefit of the Australian public to involve Australia more actively in the political rather than the obvious humanitarian aspect of the problem.

Australia needs much more information and communication with the Bangladesh Provisional Government. The newspapers face a problem because Australia has no permanent newspaper representative in India. These Committees are thinking in terms of

sending newspaper reporters to India and are organizing dissemination of information in Australia in support of Bangladesh. I would close this very brief report with reference to an appeal that was signed by more than 400 academicians and other professional men and politicians.

Fred Kvans

Britain

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen:

It is true that I am a Member of Parliament from the United Kingdom-a Socialist Member-but I would like to emphasize that I am not here as a Member of Parliament. I am glad that this is a non-official Conference. I am here as a representation of the Bangladesh organisation in my own small part of Great Britain, a very small part of it known as Wales. It should be, I think, known in the world, in your country and in many other countries in the developing world because Wales is known for its hospitality. It is known for so many other things. There is complete absence of racialism. It is a country which I must say is almost a classless country. The people there are also conscious of their colonial history. It is a country which is known for its distinguished culture all over the world. It is known for its music also.

We have formed in Wales a Bangladesh Organisation which includes all the political parties in Wales and incidentally we have a nationalist party in Wales. The aim of this party is to obtain separation from England. I am a socialist and the freedom and equality of man to me are indivisible as world peace is indivisible. There is a great tragedy in Bangladesh today. I tried sometimes to understand the psychology of this. The scale of the tragedy is so immense that the people there cannot dare to think of it. I have watched some of the scenes in East Bengal or East Pakistan. Sometimes their emotions are so worn away that there is lesser and lesser reaction. We must face the facts. We must awaken the conscience of the people in the world and certainly in my own country every determined effort will be made to do it. I can only speak for my own country from this rostrum. As you know, the British have always been insular, not only geographically but possibly because of geography in some other things too, about the rest of the world, Because of this insularity it is often very difficult to get across ideas to the general public in my country with such force that they will feel driven to act. But what the British Government has done is to condemn in quite unequivocal terms all that has been happening-I mean the great tragedy in Bangladesh. We have had the Parliamentary delegations like the one led by my colleague Mr. Arthur Bottomley. You recently have had a visit from another colleague of mine Mr. Peter Shore. We have also passed in the House of Commons a resolution like the one you passed early this morning calling for the release of Sheikh Mujibur Rahman in the interest of national justice and for the recognition of an Independent Bangladesh.

All these are general steps and my own party could not press for more in the House of Commons. There seems to have been some difficulty in making declarations of this kind. A settlement of this terrible problem can only be brought about with the cooperation of the people of Bangladesh. As you know only a couple of days ago Mr.

Bottomley spoke so strongly at the meeting of the Commonwealth Parliamentary Association that he has aroused their of Yahya Khan who is now saying that the CPA has been interfering in the internal affairs of a sovereign state. The point was made very well this morning that if we are going to achieve the preservation of equal rights and equal justice for all citizens all over the world, if we are going to talk in terms of world-wide recognition of basic rights and justice, than any talk in terms of national sovereignty is a contradiction. At almost every point world recognition is bound to impinge all ideas of sovereignty and indeed there would often be conflict between these two points. Therefore, I am happy to accept in this situation that the argument adduced in the early stages in the House of Commons that the British Government could not interfere with the action of a sovereign state is one which can never be recognized as valid.

I would only say that the magnitude of the problem will be realized and there will be stirrings of the conscience among the ordinary people. I am certain that the organizations working to relieve the sufferings of the refugees are doing very good work, and 1 hope the day is not far off when we can say not "Joy Bangladesh" but "Joy Freedom Fighters" all over the world and "Joy Universal Peace".

Stanley Plastrik

U. S. A.

Respected Chairman and Yellow Delegates:

I have come here from New York together with Mr. Michael Harrington, who is Chairman of the American Socialist Party, on a mission of education, I would say our self-education through participation in this Conference. We expect our education will be successful. We have a lot to learn, and we have already learnt a lot. When the Conference is over I plan to go to Calcutta and visit some of the camps for a short period. I am a little hesitant about that because I feel that by now the refugees in the camps have perhaps had more than enough of people from foreign lands walking around and seeing the misery and sufferings in which they dwell. My friends in the States and in New York have asked me to go there.

I come from a country which, perhaps next to the military junta of West Pakistan, is most responsible for what is happening in Bangladesh. I say that in full realization of the fact that as an American, when I go out, I am not supposed to criticize my country. However, I would take the risk, and it does not matter who hears me here, but we, the American people, have a very heavy responsibility which we cannot shuffle off. When first the tragedy began in March there was immediate recognition that this was the beginning of a big disaster for the human race and that unless some immediate changes were made many of the people of the United States would be held responsible for it. We know nothing can be done without public opinion, without organisation, public demonstrations and so on. So we went up to the authorities in Washington, Mr. Kissinger, whom we could contact, some Senators and others, and urged on them that we should act on humanitarian grounds and from our Government some kind of a general declaration of sympathy for the people of Bangladesh should be made. Besides, we should prevent any kind of military aid to the Pakistan regime. As everybody knows, the response was unfortunately negative. It is not that the United States has been adhering to military ideas,

but if you examine it objectively it does not amount to very much, which I believe is true. It has perhaps more symbolic than military significance. But the position is that anybody who speaks such a thing will reject it fortuitous and hypocritical. If this aid is symbolic then it will be even a more symbolic and significant act of war. You are all familiar with the story and you know that some of our leading authorities, like the Secretary of state, can be charged, if one should want to do, with concealment of truth. But as an American I am aware of the fact that credibility has become as issue in American life and in the American system.

The story of Vietnam and the story of Bangladesh-these are the illustrations. There has never been from the present administration or any leading spokesman any statement condemning or even hinting at condemnation of what has taken place or even an expression, a clear-cut expression of sympathy for the Bengali refugees and the people of East Bengal. Unless I am mistaken, under the present administration there never will be such a declaration of such a statement, unless, of course; the public opinion in America is so strengthened, so organized and so expressed as to change that policy. Being a realist, I am convinced that at the present time this is not likely.

However, I would not give the impression that indifference on the part of most Americans to the events in East Bengal during the first three or four months has continued. There has been a distinct and decided change which came about under rather curious and strange circumstances. Believe it or not, perhaps the one thing that brought home to the American people that something was happening which concerned them and which they ought to know was through a concert given in New York Madison Square by a member of the former Beatle group, George Harrison. This brought together fifty to sixty thousand people, young Americans, students and youths who up to that point were unaware of and lacked in understanding as to what was going on. Out of this concert, as you know, this song Bangladesh came which has become a popular hit in the United States. I have brought a record with me thinking that possibly it was not known here, which I will be glad to turn over to the Secretary.

At the same time, the popular media like Newsweek and Time Magazines featured stories and overnight the atmosphere with respect to Bangladesh changed. At that point the question was how this could be channeled into some tangible form or some expression which would materially affect and influence the withholding of war aid, symbolic or otherwise, and some expression of our deep seated anxiety and condemnation of what has been done. At this point, once again the administration had another-opportunity to show some initiative. It rejected this opportunity also.

I would say that only on the question of release of Mujibur Rahman will the administration be able to achieve some concrete and specific result. The highest circles of American authority did express to the Pakistan regime their desire that either the trial should not be held and if it were to be held, there should be no death sentence or execution of Sheikh Mujibur Rahman. Otherwise this would create even a more dangerous situation. That is the only specific result that has been obtained.

In the United States any successful influencing of the administration and of those who make decisions can at this point come only through the American Congress. There

exists a sizable bloc of Senators and Congressmen who are less known to you but who have already expressed themselves either individually or in the form of their action where in the last session of Congress they struck off Pakistan from the list of those who would receive aid in future. This is a tangible and concrete action, the only one that I can cite, of any significance, up to the present time.

The new session of Congress is now meeting and we have agreed among ourselves to work for the adoption of resolutions and above all for refusal to vote monies which would be used for aid to Pakistan. Whether we shall be successful remains to be seen. It is very difficult to predict.

In spite of anything which you may have heard, the American public opinion is overwhelmingly against the Pakistanis. If you have heard to the contrary, I am here to tell you that this is not so. The intellectuals, students, youths and others unquestionably know what is happening to the people of Bangladesh. Had it not been for public opinion, it would have been completely a different story.

Finally, a word of caution. You must understand that the American people are now at the fag end of a very bitter and negative experience-the Vietnam story. They have reasons to believe or to hope that it will soon be over. Whether they are deceiving themselves once more or not, we cannot say. They certainly want it to be over. They want to see that it is over with the complete withdrawal of the American forces from Vietnam. Now this has its effect so far as Bangladesh is concerned and I think you can understand that. One Vietnam is more than enough-more than enough not in a decade but in a century so that when any question of conceivable or possible involvement in some other international sphere arises the reaction is one of withdrawal, of anxiety and of a wish, a conscious wish, not to have anything to do with it. I know and you know that there is no comparison between the Vietnam experience of America and what is going on in Bangladesh. That is true. But the mass of people cannot think on these lines and if they are approached in the wrong way and in any way that they feel can conceivably lead to some kind of a new military adventure they react very strongly against that. And I hope that is understood by all.

But leaving that aside, I want to say again-this would be my last word-make no mistake about it. The American people have absolutely no sympathy for the Rawalpindi Regime. None at all. Any possible sympathy that Pakistan may have had in the United States was long since lost when the Generals and the leaders of that country persisted in insensible genocide. Nobody supports them as far as the general people are concerned. If the administration pursues the policy that it has pursued up to this time it is for other and completely different reasons-reasons which are alleged to be of strategic importance. The administration is trying to work out a fresh approach towards China. But you see, this split between public opinion not yet properly organized or mobilized, and the administration on political matters is a bogey which some of us realize in our own area. If those of us who are working for the Bangladesh cause succeed, and let us hope that we will succeed, the result would be that public opinion will once again assume the upper hand. That is what the issue in the future will be-particularly in next year's Presidential campaign. I cannot predict the outcome. I can only say that here is a growing number of

people in the States who understand what the issues are and who will do everything that they possibly can to see that the outcome is favorable. I am personally convinced that once the American strategy becomes what it ought to have been from the very beginning, the days of this criminal regime in West Pakistan will be numbered.

Mohammed Roem*

Indonesia

Mr. Chairman and Distinguished Delegates:

I came here in my personal capacity. I know the man who is at the head of the Committee and who issued the invitation and I could not refuse. What I am going to say is strictly my personal opinion. I hope it will contribute to the solution of the very grave problem with which this conference is faced. The identity of East Pakistan is of much interest to many Indonesian circles. But I myself was attracted when you came to Jakarta and addressed the Foreign Relations Association on the question of East Pakistan, and what you said, Mr. Chairman, at that meeting impressed us very much. You had said, "Friends of Pakistan are friends of India. And Indonesians are friends of Pakistan and friends of India." We had in mind the undivided Pakistan.

If one hopes to solve this problem he must participate in seeking the solution. And, therefore, we have supported wholeheartedly that the Conference come out with a solution. At one time there was a talk in Jakarta between two friends-one Indonesian and the other from West Pakistan. The Indonesian said that the most dangerous thing was the arrest of Sheikh Mujibur Rahman. The Pakistani friend agreed.

Mr. Chairman, I do not agree that Bangladesh is a domestic problem of Pakistan. If that as the theory, Indonesia would not have come into being.

I want to tell you a story which is now history. And sometimes this is also called one of the very few successes of the United Nations. It is the story of the successful U.N. intervention in the problem of Indonesia. U.N. intervention can take the form of good offices, not necessarily mediation which has the deciding power. Good offices bring with it more power and are supported by public opinion of the world. I think this is one of the ways we have to pursue. There was a conflict between the Dutch and the Republic of Indonesia. May be that conflict was in a sense different from the tragedy in East Pakistan. But I think in the long run it is the same thing. If a situation in some country is a threat to international peace, it cannot remain an internal problem. It is clear that the situation in East Pakistan is a threat to international peace. It can develop into much graver things. There is no reason why the United Nations and Security Council should not interfere. In Indonesia's case the Dutch claimed that it was an internal question of the Dutch Empire but the Security Council was not of the same opinion and it appointed a Committee of good offices. The presence of the Committee in our country at that time was very useful. So I would submit this idea to the conference. I think that in this case India is not the proper country to bring the issue before the United Nations. There will be many sympathetic countries who would be willing to do this job.

* Attended the Conference as Observer.

Dentel Mayer

France

Mr. President and Delegates:

You will kindly excuse me if I speak in French. What we must first do is to explain to the public that there is no conflict between Pakistan and India. No country should give any more arms to Pakistan which is committing homicide and genocide. We must also give relief to the refugees not only in Indian territory but also in Bangladesh. Let us not go to war because war will solve nothing but increase the plight of the unfortunate refugees.

It was a great pleasure to be welcomed here by young girls, almost children. What this means as far as I am concerned is that we must take responsibility on the human plane and leave it to the Bengali people to organise their political life. We should convey to the Pakistan Government our disgust against its brutalities and urge it to release Sheikh Mujibur Rahman or hold a public trial. We must know that he is alive. It is the duty of the Western democracies to defend the elections fought by the Bengali people on the issue of autonomy.

Pavle Jevremovic

Yugoslavia

About the recent events in Bangladesh we can say without exaggeration that they have taken back the human civilization thousands of years. Why did the refugees leave their homes? I think they simply wanted to live in a democratic society which would enable them to utilise the resources of their country to get rid of their backwardness. Instead of that, the people of Bangladesh are facing a cruel war. One cannot believe that mass killing on such a scale is possible, Millions of innocent people have been killed. The constant stream of refugees is causing great concern in my country and I think, to people in other countries as well. There are two separate points-one is purely humanitarian. For refugees in India we can do more than has already been done. The International Organizations and the United Nations particularly should take some more concrete steps. I think we can come together and do something but this cannot lead to a permanent solution. It will not bring homes to the homeless. We should create conditions for their return. I would like to discuss the political aspect leaving aside legal theories. The basic principle of self-determination should not be denied to the people of Bangladesh and the opinion of the people cannot be suppressed by military repression. The Government of Pakistan should realize this.

We cannot say what developments will follow. It depends on many unpredictable things what will happen in Pakistan and in Bangladesh itself. But sooner or later the rights of the elected representatives of the people, I think, must be restored without any discrimination. We have already made a public statement in Yugoslavia about the trial of Mujibur Rahman. We cannot be spectators and in this conference we may consider some joint action. Definitely this action will differ from one country to another.

Rishikesh Shah

Nepal

We have set up a Committee in Kathrnandu to help the cause of Bangladesh and the refugees from there who have made their way to India. Speaking in physical and geographical terms, I think Nepal is closer to Bangladesh than any country other than India. Let me tell this international gathering that the events in East Bengal have aroused the conscience of the Nepalese people. We in Nepal have asked for the unconditional release of the unquestioned leader of East Bengal, or for that matter the whole of Pakistan, Rahman because we have felt that his release alone will help the political settlement of the question of East Bengal.

I do not think it is not a matter within the jurisdiction of the U.N. Charter. It has been my opinion for a long time that in a question concerning the natural rights of man himself, if we are not prepared to look at it in the proper perspective, we certainly cannot find fault with other countries like South Africa for denying human rights to certain sections of their population. I am sure this Conference will look at this problem in this perspective.

Our Committee has sent several representatives to this Conference and I assure you on behalf of every one of them that we shall do everything possible to help the cause of East Bengal. Of course, we are a non-official body. The least we can do is to make an appeal to all members of the United Nations to extend recognition to the new Government of Bangladesh.

V. David

Malaysia

Mr. Chairman and Fellow Delegates:

I bring the warmest getting’s from the people of Malaysia to this International Conference on Bangladesh. We have come here to show our feelings and express our solidarity with the just struggle of the people of Bangladesh. We are here to be with you, to sharpe your views and express our concern at the horror and massacre in Bangladesh during March 1971. At this juncture I am sure my colleague will share with me the feeling that never was much information regarding Bangladesh available in Malaysia. Our Government has been absolutely silent on this issue. But the people are concerned. They want to see freedom flourish in Bangladesh. There have been many schools of thought. Some believe that it is a war between Pakistan and India. Others believe that in Bangladesh the people are fighting for freedom. If we respect the right of self- determination then no nation and no people can remain silent on the rights of the people of Bangladesh. Secondly, if at all there is a leader with whom anyone would like to talk about Bangladesh, he is the rightful and popularly elected democratic leader, Sheikh Mujibur Rahman. If peace and prosperity is to be preserved in Asia, then he should be immediately released and any talks that arc to be conducted should be conducted by any power with him

We in Malaysia are perturbed and disturbed at the manner the United States has been behaving. Though the people of the United States on many occasions during the last few months have expressed support to the people of Bangladesh, the Nixon Administration has been playing a very cunning role and this exposes beyond any doubt all talk of the right of self-determination in the United States. So long as it suits its purpose it is prepared to come forward. Here the basic issue is humanism. This butchery and massacre of the people and this horrible situation need to be condemned and we people from Malaysia will stand with the people of Bangladesh in their just and fair struggle to live as a free people.

Mr. Soorian

Malaysia

We in the Democratic Action Party Malaysia are a little surprised that our Government leaders think that the Bangladesh affair is still an internal problem of Pakistan.

Bangladesh, having declared independence, is no longer a part of Pakistan. Bangladesh complies with all international norms and conditions in the set-up of its independence. It has all the requirements of sovereignty that a country requires for such a start.

It has well defined boundaries and commands absolute loyalty of its population. It has its own national flag and national government over all branches of civil administration. It has linguistic and racial homogeneity. In the recent election, Sheikh Mujibur Rahman of the Awami League won 167 of 169 seats for the Constituent Assembly-which is about 99 %.

The birth of Bangladesh was formally aptised at Mujibnagar in Fast Bengal on 17th April 1971 by the nation-nouveaux's acting President Sayed Nazrul Islam. History was made with the unfurling of the Bangladesh flag to the accompaniment of Tagore's "Amar Sonar Bangla". The acting President pointed out that the function was designed to show to all and sundry that the provisional Government did not exist on paper.

This ritual was attended by officials of the Government, including members of the National Assembly, T.V. cameramen and foreign correspondents and over 10,000 freedom fighters,

Article 20(3) of the Universal Declaration of Human Rights says that the "will of the people shall be the basis of the authority of Government; this will shall be expressed with periodic and genuine elections and shall be held by secret vote or by equivalent voting procedure". But unfortunately the will of the people, which should be the basis of the Government, was not respected. Instead, military might was unleashed to crush the aspirations of the people, but what Yahya Khan and Co overlooked is the fact that although you may kill some people you cannot kill the will of self-assertion and self- respect. Exterminating the dissenters does not solve the problem. For every Sheikh Mujibur Rahman that is imprisoned there are 10 others to take his place and fight the cause just the same.

The sub-paragraph in the preamble of the Article 20 (3) of the Universal Declaration of Human Rights, which speaks about equal rights of.. . . men and women also reaffirms "faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human persons". The Universal Declaration of Human Rights also lays down in its preamble that member- States have pledged themselves to achieve "the promotion of universal respect for an observance of human rights and fundamental freedom". Therefore, the saga of Bangladesh is not and cannot be construed as an internal matter. Racialism was being practiced and fundamental human rights were being denied. This matter is of international concern. If the United Nations was entitled to intervene in South Africa, then intervention in East Bengal could have been equally, if not more, justified. It is ironical that Mr. Bhutto who was shouting at the top of his head at the United Nations against repression of the African majorities who are seeking liberation in Rhodesia and South Africa, is pursuing methods which are no different from those of Ian Smith and John Vorster. This is a case of the kette calling the pot black. Can it be regarded that the systematic annihilation and terrorization of defenseless civilian population of Bangladesh by the West Pakistan junta fall exclusively within the internal jurisdiction of Pakistan, so that the other nations of the world have no moral or legal obligation to check these excesses?

It is difficult to be a passive spectator to the outrageous and macabre inflictions imposed on one race by another as is going on in Bangladesh. What in actual effect Yahya Khan is practicing is genocide, which has been declared a crime under International Law. The UN General Assembly in 1948 laid down that genocide is a crime and persons responsible for it are punishable under International Law. If Pakistan has any international obligation to observe human rights, any breach of such an obligation cannot be dismissed simply as an internal problem.

The West Pakistan action constitutes a threat to international peace and security. Under Article 39, Chapter VII of the Charter, the UN has a direct obligation to determine the existence of any such breach of the peace and has equally an obligation to decide what measures it should take in accordance with Articles 41 and 42 to maintain or restore international peace and security. This part of the world has now become another Vietnam and that it is ironical again that West Pakistan which has been eloquent in denouncing the killing in Vietnam, should mow down by machine-gun fire in four days more civilians than have been killed in four years in Vietnam.

The holocaust in Bangladesh has cost the inevitable spill-over of refugees into India. Over 8 million have fled to India. This number is increasing at the rate of about 40,000 daily a poor country and the refugee problem, should be tackled by the nations of the world in a concerted manner. It is gratifying to note that the Scandinavian countries have offered money to the refugees but this is not enough. The floods in West Bengal have aggravated the situation.

It is hoped that our meeting would be fruitful and not an exercise in futility. We want to see result-tangible results.

We recommend:

1. The immediate unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman,

2. The withdrawal of all Yahya's troops from Bangladesh.

3. The recognition of Bangladesh as a separate foreign sovereign State. To this end, we urge—

(A) Application of pressure on Ceylon and UK to stop the use of Colombo and Maladive Islands for the ferrying of troops to Bangladesh.

(B) Mass media of India should be turned on full blast to play Bengali sentimental songs to the freedom fighters of Bangladesh.

All India Radio should broadcast intermittent statements on current developments on the border so as to give further moral support.

(C) The super-powers should be actively persuaded to try initially the gentle art of persuasion on Yahya Khan and his henchmen to stop insensate killing.

(D) The Scandinavian countries have given money to help the refugees. Please of help should also be made to the Red Cross and other International Bodies for similar monetary and medical aid.

M. Basavapunniah*

India

Let me, at the outset, thank you on behalf of the Communist Party of India (Marxist) for the kind invitation extended to us for participating in this non-official International Conference on Bangladesh.

This Conference is the first of its kind on the important and burning international issue of Bangladesh, and thus its special significance is shaiply emphasised. I assure the Conference of our Party's full support and wholehearted co-operation to the great cause of Bangladesh, and all the secular, democratic and freedom loving aspirations this cause has come to symbolize.

It is by now full six months that a reign of armed terror is let loose and genocide is practised on the seventy-five million people of East Bengal by the military Junta of General Yahya Khan which is heading the Government West Pakistan. Men and women, in tens of thousands, are being arrested, tortured, maimed and shot dead. More than eight million people are uprooted from their hearths and homes and are driven out of Bangladesh into Indian Union across the international frontier as helpless refugees. The entire Bangladesh is now reduced to an occupied territory by the military rulers of West Pakistan who represent none except the rapacious capitalists and landlords of West Pakistan and who do not hesitate to perpetrate any bestial crime on the different nationalities of Pakistan in order to perpetrate their savage rule of pillage and plunder.

A fortnight ago our Party's Central Committee discussed the issue of Bangladesh and adopted a resolution on the same. It explains our stand on a number of points connected with the issue of Bangladesh.

* Text of the statement made by Mr. M. Basavapunniah as member, Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist).

The Secretary- of the Preparatory Committee in his circular letter dated 10th September 1971, after detailing the atrocities committed by the Yahya regime in Bangladesh, observes: "Yet, the world has failed to respond adequately to the cry of the suffering people of Bangladesh for sympathy and support to their struggle for existence with dignity and honor'; and "it is hard to understand the inordinate cynicism and indifference of the world governments towards such a grim human tragedy".

I do share these feelings and only add that it is not at all surprising certain Governments and parties who believe in varied forms of colonialism and its perpetuation do not and cannot extend their sympathy and support to the struggle of Bangladesh. What is regrettably shocking is that several Governments and political parties which openly proclaim their support to the cause of oppressed nations and nationalities and their struggles for national liberation are either lukewarm in their response to the Bangladesh struggle or in some cases even hostile. It may not be, relevant that I attempt here the possible reasons for this sad state of affairs.

However, it is extremely heartening to note that all the democratic and progressive forces in our country-and in fact the entire people-have magnificently responded to the cause of Bangladesh and its suffering and fighting people. It is this massive popular support and sympathy that pressurized the Government of India to openly associate itself with the cause of Bangladesh, and the unanimous resolution adopted by the Indian Parliament is a proof positive of the same. I am of the firm opinion that the measure of success we achieve in securing the ever increasing sympathy and support of the international community depends, first and foremost, on the tenacity of the armed resistance of the freedom fighters of Bangladesh and on the solid and united sympathy and support provided to this smuggle by the democratic forces in our country. It is again this that can prevent the frequently found vacillation and hesitation on the part of the Indian Government, the vacillation and hesitation which, in the present context, may prove disastrous to the whole cause which we all hold dear, unless it is arrested in time.

In order to secure ever wider mobilization of our people in support of this great cause of Bangladesh it is not enough to have a mere sentimental approach to the issue, an approach which plays on the crimes and horrors of Yahya's militarist regime. Nor is it sufficient to highlight the problem of refugees and its socio-economic consequences on the Indian Union.

However important all these are by themselves, they are not sufficient to deepen the mass political understanding on the question of Bangladesh and the democratic values this struggle upholds. I am of the view that very few people in our country, even the newspaper reading public, are clearly aware of the well-known six-point programme set forth by the Awami League, as early as 1966, even though it is vaguely talked about. In the absence of a conceited campaign regarding this six-point programme and its rejection by the then Ayub Khan regime and subsequently by the Yahya Khan Junta, despite the massive electoral verdict in its favor in the elections of 1970, the Government of Pakistan, in some measure, may succeed in confusing the public opinion in India as well as in the world outside. The mischievous campaign that Indian support is motivated by its

antipathy to Islam, that it is "interference in the 'internal affairs' of Pakistan", and that it is aimed at disintegrating a 'strong and united Muslim Homeland' etc., should be counteracted effectively from a fully democratic and secular angle. I hope different democratic and progressive parties and groups which proudly associate themselves with the cause of Bangladesh would give serious thought to this aspect and do the needful.

We, very often, hear of the slogan of political settlement of the Issue of Bangladesh. I am afraid that quarters which seriously project this slogan either do not realize that now there is no other political settlement except to concede a free and independent Bangladesh, or indulge in such delightfully vague talk so as not to offend the militarist rulers of West Pakistan.

The Awami League secured massive electoral mandate for its six-point programme and it was this that was sought to be trampled underfoot by the dictators of West Pakistan. The demand for equality, autonomy and democracy is met with genocide by the West Pakistan military regime. It is anybody's guess, what sort of political settlement there can be now, short of independent Bangladesh, and how else conditions are created for the return of the eight million refugees and other political emigrants?

This struggle for Bangladesh is bound to be very stubborn and probably prolonged. The parties, class and mass organizations, enlightened individuals and Governments which throw their weight in genuine defense of Bangladesh and its courageous freedom fighters must be prepared for such a sustained and prolonged struggle.

I, once again, assure you that our Party will strive its utmost to faithfully discharge its commitments on this issue, and thus fulfill its cause as well as national duty in meeting this challenge, no matter how our familiar opponents malign us.

Raj Narain

India

Whether we are socialists or not, we want the release of Mujibur Rahman. History, geography, entity, culture, and above all popular support-these are the most important things' that will determine the issue. Please have a look at West Pakistan and also at Bangladesh and you will see that from the point of view of history, geography, language, script, culture, economic affairs, the two are entirely different. Above all, the main thing is when democratic elections took place in Bangladesh, 167 seats were secured by the Awami League out of 169 and out of the total votes polled, Sheikh Mujibur Rahman's party secured 85%. After that there can be no question of discussion whether recognition is an issue or not. Recognition will have to be given and we must accept the popular verdict and recognize Bangladesh. If we do not do so then our declarations of socialism, democracy, anti-colonialism have no meaning at all.

M. L. Sondhi

India

I feel is to be of the essence at this stage in the plenary session to have made the basis on which the massive popular support exists in India for Bangladesh. To my mind as

follows from three basic points. One, Indo-Muslim unity which is of very great importance for our country and for our part of the world. The second is the Asian contex of Bangladesh. A manifestation of Asian nationalism has been seen by the people of the world and we know that nationalism has asserted itself and no force on earth can check this nationalism in Asia. The third aspect of interest from the point of view of popular support in our country is the capacity of the people, their Government, that is the Government of Bangladesh and the people of Bangladesh, to assert themselves and to make it clear to the people of the world and to the people of our region that they intend to follow the course of independence of action to secure political rights in the family of nations. In other words, it is not Indian aggrandizement or Indian expansionism that is to be seen in the present political support of the Indian people. What is to be seen is the effort of the Indian people to delink the problem of Bangladesh from the super power context, because once this problem begins to be dealt with by the super powers it loses its significance. This is an international conference, but at the same time we cannot ignore the Indians, the Chinese, the Indonesians, who make up the bulk of the population of Asia. Therefore, in this context Asian sentiment must express itself in all the commissions of this conference.

Dauji Gupta

India

Much has been said regarding the problem of Bangladesh. It is true that the military rulers of West Pakistan are committing wanton acts of murder in Bangladesh. Writers, poets, intellectuals and humanists throughout the world are condemning these acts. But one thing I want to say is that the military leaders of West Pakistan do not represent the people of Pakistan at all, not even the people of West Pakistan. I had the opportunity to meet a few intellectuals from West Pakistan and they were saying that the founder of Pakistan was not Quade Azam Jinnah but Katie Azam Jinnah. So this kind of feeling is growing there. The killing of people must stop immediately.

At the same time we must think of the causes and the basic elements that give rise to such situations in the world, whether in Biafra, Vietnam or Bangladesh. . Everywhere we find that there are forces behind the acts of murder. I will not forget to mention here the problem of Czechoslovakia, Hungary and Poland. I would request the delegates who have come from abroad that when they go back they should persuade their countrymen to compel their Governments not to manufacture arms and ammunition and supply it to any part of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ফিনল্যান্ডের ছাত্র সমাজ	'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

Finland Students for Bangladesh Freedom

Mujibnagar, October, 4: The Students' National Union in Finland has said that the only way to ensure safe return of the Bangladesh refugees from India was 1 the establishment of an independent republic of Bangladesh.

The union at its recent executive board meeting condemned the "brutal slaughter" of thousands of innocent people by the "fascist Yahya regime" and said it was the main cause of the flow of eight million refugees into India, according to a Bangladesh students' union Press release issued here today.

The union said: "It has been established that the sanguinary repression of the struggle for democracy, violation of political rights, throwing the country into economic chaos and letting loose the most inhuman and brutal reign of terror left no alternative to the people of East Bengal but to declare independence and start an armed struggle to gain the same".

It called upon the students of Bangladesh to join the cadres of the freedom fighters. "This is the only possibility left to you", it added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল প্রধানের আবেদন	আই.সি.ভি.এ'র প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

INTERNATIONAL COUNCIL OF VOLUNTARY AGENCIES
11th October, 1971

To member agencies of ICVA

Dear Colleagues,

Through the mass media and through your own constituency and field workers you will have followed with the greatest attention and concern the dramatic and catastrophic situations in East Pakistan and in India that have developed in recent months. On the one hand succeeding natural and man-made disasters in East Pakistan have devastated the country-side, and uprooted and impoverished whole populations. On the other hand India has had to cope with an influx of refugees now totaling 9 million, a predicament leading to health, nutrition, population, social and other problems of a magnitude unprecedented in our history. The fabric of society in East Pakistan may run the risk of collapse while at the same time its neighbor, the second most-populous country in the world, is having its forward movement in the fields of economic and social development jeopardized by the enormous burdens the country has to bear in caring for these refugees.

Men of goodwill everywhere have risen to this challenge. The United Nations and other multilateral governmental institutions have reacted, notably through the establishment, on the one hand, of the United Nations East Pakistan relief operation, and on the other hand by the coordinated efforts of the United Nations High Commissioner for Refugees as the Focal Point for assistance to the refugees in India.

For both categories of need a number of governments have been extremely generous either through multilateral channels or through bilateral activities. The voluntary agencies for their apart, many of whom have worked in these countries for many years, have redoubled their efforts and have contributed exceptional amounts of aid in cash and in kind. Governmental and voluntary bodies have also appealed to the conscience of the world to respond to the needs.

And yet we all know that in this situation of unprecedented deprivation, the amount remaining to be done in the humanitarian field surpasses what has already been achieved. Both in East Pakistan and in India the extent of the needs by far outstrips what the voluntary sector can do, and yet we must do more. I therefore appeal to you all both as international and national agencies to once more examine your resources and appeal to your constituencies for further humanitarian assistance in favor of the population of East Pakistan and the refugees in India. I further suggest that we all use every avenue open to us to influence governments to be much more generous than, they have yet been in

responding to these needs. It is not too much to say that the future economic and social development of the entire sub-continent depends upon the alleviation, to the greatest extent possible, of the massive stresses and strains end engered by the present situation. All efforts that you can make to keep this in the forefront of the attention of governments and the public will be of immense importance. Please redouble the pressure that you are able to exert nationally and internationally to this end.

As far as concerns ICVA as a collective voice of voluntary agencies in addition to regular contact with the international governmental and other bodies engaged in these programmes of humanitarian assistance, we have recognized a responsibility to demonstrate our collective concern to the governments concerned. The officers of ICVA have therefore agreed that advantage should be taken of the presence at the UN General Assembly in New York the representatives of all member governments and of a host of other institutions to press in the strongest possible terms:

(a) for greatly increased humanitarian action and contributions for Pakistan refugees in India and rehabilitation needs in Pakistan;

(b) for a meaningful General Assembly Resolution on this subject leading to further humanitarian action.

In implementation of this we were glad that the Chairman of one of ICVA's member agencies, Mr. Micheal Rowntree of Oxfam, was able on our behalf to spend some time in New York shortly after the opening of the General Assembly. To carry on from this beginning, the Executive Director of ICVA, Mr. Cyril Ritchie, will be going to New York this week to maintain liaison with Assembly participants. Subsequent to that, Mr. Jacques Beaumont of IRFED and IORD, will canyon the mission, and will be followed by Mr. Leslie Kirkley, Director of OXFAM. Mr. Beaumont is currently a Vice-President of the ICVA General Conference, and Mr. Kirkely was of course President of the 1971 ICVA Conference. We hope to continue this mission until the end of November with the same, or with other representatives. While we cannot claim in advance that the influence we shall exert will be decisive, nevertheless we feel that to do any less would be in some way failing in our duty to the millions enveloped in the tragedy that has unfolded on the Indian sub-continent.

I appeal to those of you who have your own NGO representation at the United Nations General Assembly to give every assistance possible to the members of the ICVA mission. I also ask you to have your own representation accord the highest priority to pressure for humanitarian action on the scale I have described.

Yours sincerely,

James E. Edgar
Chairman, Governing Board.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফ্রান্সের বাংলাদেশ সংহতি কমিটির ম্যানিফেস্টো	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	অক্টোবর, ১৯৭১

MANIFESTO ISSUED BY THE FRENCH COMMITTEE OF SOLIDARITY WITH BANGLADESH-OCTOBER, 1971

Before the immense distress of East Bengal and the tragic situation which will only get worse in the coming months, particularly on account of the ruin of agriculture, the French Committee of Solidarity with Bangladesh appeals to French public opinion to take note of the following facts:

The Bengali people, maintained in a situation of colonial type by West Pakistan since the creation in 1947 of Pakistan, almost unanimously pronounced itself, during the first free elections based on universal suffrage organized in the country, for a very wide regional autonomy. This autonomy had been provided for as early as 1940 by the founders of Pakistan (Resolution of Lahore).

In its electoral programme, the Awami League resumed this claim for autonomy. On the basis of this legally defended platform, it won 167 seats out of 169 in East Bengal and ensured itself an absolute majority within the new Constituent Assembly for the whole of Pakistan, with 167 scats out of 313. In front of the transformation of the demographic majority of 75 million Bengalis-as against 55 million West Pakistanis-into a democratic and parliamentary majority, the military Government of Islamabad reacted by trying to drown in blood this majority's determination for autonomy. In fact, it only succeeded in transforming it into a determination for Bengali national independence which expressed itself by a refusal to co-operate, by the constitution of the Provisional Government of Bangladesh, and by the guerrilla which has been a proof for the last six months of the implacable determination of the Bengali people.

The savage repression being continued by the Pakistan Army since 25th March, 1971, has already caused several hundreds of thousands of deaths. It provokes misery and famine entailing an exodus of 9 million Bengalis to India. The flow of refugees still amounts even now to several tens of thousands per day.

These facts constitute a deliberate and continued violation of exceptional gravity and scope by the Pakistani Government, and in particular of:

1. The Universal Declaration of the Rights of Man, Article 21;

2. The Charter of the United Nations, Articles 1 and 25 of the International Pact concerning political and civil rights;

3. The Convention for the Prevention and Repression of the Crime of Genocide (ratified by the General Assembly of the United Nations on 9th December, 1948, and coming into vigor on 1st December, 1951).

In fact all the accounts prove that there is a systematic elimination of the elite and leaders of the Bengali people and decimation of the population throughout the whole country.

The fate of tens of millions of men is at stake, just as essential principles and values are involved. A nation is deprived by force and repression of its right to dispose of itself. It is no longer possible to take refuge behind the alibi of an internal affair of a single State. The very dimensions of this tragedy makes of it an international matter. The official silence of most of the Governments makes it our duty to speak out and act. Our action must particularly be exerted in the following directions:

1.*The despatch of help*. The sums allotted so far our Government are out of proportion with the needs and only supply a trifling part of international aid, which itself only represents 10 per cent of what has been spent by India for the survival of the refugees. Our country is in a position to do more and to do it quickly. As regards the assistance to be sent to the population of East Bengal, it would be advisable to guarantee that it will not be diverted and used as a means of political pressure by the Pakistani authorities.

2. *The pursuit of a political solution*. This will necessarily be through a negotiation with the authentic and admitted representatives of the Bengali people. It implies the liberation of Sheikh Mujibur Rahman. The freely consented return of the refugees will have to prove that a satisfying settlement has been reached.

3. *Suspension of deliveries of arms.* Our country is one of the principal suppliers to the Pakistani army. The last agreement concluded involved several dozens of "Mirages". We learn from foreign sources that our Government would have undertaken not to deliver these arms and not to conclude these contracts. The stake would certainly merit an official declaration from our Government on this subject. We consider that the embargo ought to be decreed on all deliveries of arms, munitions and spare parts to Pakistan as long as the military operations in East Bengal are carried out.

4. *The suppression of economic aid.* France, member of the International Aid Consortium to Pakistan, should propose maintaining the suspension effected in the Consortium's aid as well as the discontinuance of the bilateral aid allocated to Islamabad as long as the Pakistani Government continues to want to impose itself by force on the Bengali people.

The French Committee of Solidarity with Bangladesh intends to encourage the adoption of the measures advocated above, to inform French public opinion on the situation in East Bengal and ensure a liaison between all those who refuse to succumb too easily to a feeling of powerlessness.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশের শরণার্থী প্রশ্নে হাঙ্গেরীয় শান্তি পরিষদ প্রধানের বিবৃতি	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	১১ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE HUNGARIAN PEACE COUNCIL-NOVEMBER 11, 1971

The following is a statement issued by Lenin Peace Prize Laureate Dr. Endre Sik, former Minister of Foreign Affairs of Hungary and President of the Hungarian Peace Council, on the problems and consequences of the exodus of East Bengal refugees to India:

We are deeply concerned by the fact that the situation on the Indo-Pakistani border is growing worse and worse. In the present circumstances, there is no single spot in the world, however for it may be, where if a warlike conflicts breaks out, we could afford to be indifferent. The peoples of the Indo-Pakistani sub-continent are especially near to us. The traditional cultural relations, marked by names such as Sandor Korosi Csoma, Anrel Stein and Ervin Baktai, have still further been strengthened in recent years by a multitude of political and trade relations, not only with India but also with Pakistan. India and also Pakistan are good friends of the Hungarian people and in the trenches on both sides of the border there now lie people whose lives are dear to us.

We are also aware of the fact that in to days world there are no guarantees that wars will remain local. Dangerous, narrow-minded interests can easily escalate into continental, and even more dangerous dimensions, conflicts which appear to be of a ,local nature. We can follow closely the development of the tension. *We are aware of what happened in Pakistan last year and specially in the spring of this year when the legally elected representatives of the people of East Pakistan were arrested, carried off and murdered. We are informed of the horrible massacre unleashed in Dacca at the end of March after which hundreds of thousands of people fled to India.* We are deeply moved by this human suffering-the spread of epidemics in the refugee’s camps and the hunger and the misery of the millions of people leaving behind their country and their homes. The great concern of our people manifested itself in the fact that, through the representative of the Hungarian Peace Council, we sent 85,000 doses of cholera-vaccines to the refugee camps. Already a Hungarian peace delegation is in India and it has brought with it blood plasma, medicines and blankets for the refugees. The entire population of our country is not more than the number of refugees staying in India. We are aware of what an immense burden this means for India and that is why, according to our modest abilities, we make every effort to help.

The peoples of both India and Pakistan are our friends. Their efforts for national independence, economic self-reliance and for full self-determination are evoking sympathy in us and we are standing side by side with them. But we cannot hide our conviction that the source of the present tension is in Pakistan. Pakistan has to find a solution: not for their relations with India-this in our judgment is only a secondly

question-but first of all for overcoming its own internal crisis. Pakistan cannot remain indifferent to the destiny of the millions of people who have fled to India. There will be no tranquility in the sub-continent as long as they do not find a possibility to settle the matter in dispute, on the basis of respect for the rights of the peoples, with the legally elected leaders of East Pakistan-first of all Sheikh Mujibur Rahman. If the Government of Pakistan takes the bold step-reconsidering its policy followed since March-if it opens the road towards settlement, if it releases the representatives of the people of Pakistan and start negotiations with them, the whole world would look at them with respect and honor. The question of East Pakistan has to be solved, the refugees have to receive the guarantees to dare to return home-that is the only possibility to avoid war.

We are conscious that being a small country and a small nation, our wards cannot solve such a grave conflict between nations. But in the present critical situation it is not only the right but also the duty of each man to take up a position. The word, the standpoint of the Hungarian Peace Council, represents the opinion of ten million Hungarians.

This opinion is absolutely unequivocal: it desires a political settlement of the issue, for without it the relaxation, the dissolving of the tension in the sub-continent cannot be imagined. We are in the eleventh hour, but the outbreak of war can still be prevented through soberness, through high statesmanship.

আন্তর্জাতিক দলিলপত্র
বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতৃবর্গের বিবৃতি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নেতৃবর্গের বিবৃতি	‘বাংলাদেশ ডকুমেন্টস’	এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. WILLIAM McMOHAN, PRIME MINISTER OF AUSTRALIA, IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, CANBERRA ON APRIL 22,1971

In the House on April 22, Prime Minister replied as follows to question from Mr. Bryant as to why he had made no public protest at slaughter of people of East Pakistan by military Government of West Pakistan:

Of course, we regret the loss of life, and I can make it known here in the House just how much we regret that there should be bloodshed, particularly because as we have pointed out, recently there had been an election in both East and West Pakistan and the Awami League had received strong approval from the people of East Pakistan. We also welcome the statement by the President of Pakistan that he will try to ensure that civil power is resumed as soon as possible. We hope that he can very quickly put his statement into practice and, above all, express the view that there should be no more loss of life and that the leaders of the Awami League should be given full authority, civilly to represent their people in the Constituent Assembly of Pakistan.

STATEMENT BY PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND ON MAY 24, 1971

The following is a report on the statement made by the Rt. Hon. Sir Keith Halyorke, Prime Minister of New Zealand on May 24, 1971:—

"New, Zealand has been neither silent nor indifferent to the tragedy in East Pakistan", said the Prime Minister.

Sir Keith had been asked to comment or remarks made by the leader of the Opposition when he was in Singapore on his way back to New Zealand. Mr. Kirk was reported to have said that "by not taking any public stand, we can only blame ourselves if people think our silence is a wall of indifference."

When he made his remarks, Mr. Kirk was apparently not aware that on 14th April the Acting Prime Minister issued a public statement expressing the Government's concern at the suffering and loss of life that has accompanied the civil strife in East Pakistan. Stressing the human aspect of the situation, Mr. Marshall called for an early end of the bloodshed and for the renewal of attempts by Pakistan's political and military leaders to reach agreement by negotiation and compromise.

"Mr. Marshall's statement received widespread publicity", the Prime Minister went on. "It was also drawn to the attention of the Pakistan Government through its High Commission in Canberra.

Sir. Keith added that New Zealand had supported the right of India to raise the question at the recent session of the United Nations Economic and Social Council. On 7th May the New Zealand Permanent Representative reiterated to the Council's Social Committee the deep concern felt in New Zealand about events in East Pakistan. "It is the human aspect of the situation, the bloodshed and suffering, that has distressed New Zealanders most" said Mr. Scott, "but we are also increasingly worried about its implications for the peace of the sub-continent."

"The Government has not only made clear the concern felt in this country about the situation in East Pakistan" said the Prime Minister, "we have also recognized that international action is required. There are now three million refugees from East Pakistan in neighboring parts of India and their needs cannot be met without large-scale assistance from abroad. I understand a public appeal is now being considered within New Zealand; the Government is prepared to lend its support to this humanitarian effort and to contribute whatever it can."

THE HOLY FATHER'S APPEAL FOR EAST PAKISTAN ON JUNE 2, 1971

During the general audience held on June 2, 1971, after having spoken on the economy of salvation. Paul VI had drawn the attention of the faithful to the sad conditions existing in East Pakistan, upset by the war. The following are the words of the Holy Father:

Permit us now to say a word on another topic.

Among the trials that afflict us now during this period there is that of the sad situation of the population of East Pakistan. The causes of this are known and it is not for us to judge its political value. We look at the condition of the region already terribly tried last year by the devastating floods of the Ganges for which even we tried to render some assistance and invoked the help of the Church all over the world. It was then that the charity of the Catholic Brethren and Catholic aid institutions came forward immediately with their generous proof of solidarity towards Pakistan hit by the serious calamity. We too, while on our way to the Philippines last November, decided to make a short night stop at Dacca in order to bring testimony to the Authorities and the population of our special interest. A few months later, another and still more serious disturbance has upset the eastern region of the country, stirring up a civil conflict of no small proportions. Two, painful phenomenon call for the solicitudes of the good; the phenomenon of the fleeing of a large number of the inhabitants they say some two or three million of the poor people who are now in a very pitiful condition. The other phenomenon concerns those who have

remained in its own territory, and of whose difficult and grave situation the public opinion, during recent weeks, has been sufficiently informed and pained (Lit. painfully hit). We know that from various parts attempts have already been made to send assistance, both to the multitude of refugees and to the population that has remained in its own territory. Human solidarity, once again, shows itself to be provident and generous; and we encourage it as well with our means notwithstanding the fact that it may not be adequate to meet the great needs, and still more, by our exhortation.

But what is more necessary is peace, and we shall pray that peace may be quickly reestablished and defended from the dangers of wider conflicts in the best manner possible taking into account the particular conditions of the population and the common necessity of preventing Asia from being disturbed by new and dangerous conflicts, and (so) that Asia may rather be preserved in its free concord and in its original evolution towards its modern civilization.

L. OSSERVATORE ROMANO - June 3, 1971)

TEXT OF STATEMENT BY FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE CONCLUSION OF FOREIGN MINISTER'S VISIT TO BONN. DATED JUNE 14, 1971

On the invitation of the Federal Government, Foreign Minister of India, Mr. Swaran Singh visited the Federal Republic of Germany on 9th and 10th June 1971 in the course of his world tour.

On 10th June, the Foreign Minister had talks with the Federal Chancellor, the Federal Minister for Foreign Affairs and the State Secretary Doctor Frank.

On 9th June, the Minister was received by the Government of North Rhine Westphalia and in the afternoon had the occasion to meet the representatives of relief organizations and the representatives of press and television. In the evening he had an opportunity of talks with the Speaker of the Parliament (Herr Von Hassel), Minister of Economic Co-operation (Herr Eppler) the Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Parliament (Doctor Schroeder) and other distinguished personalities.

In talks with the Federal Foreign Minister, subjects of mutual interest were discussed. The Indian Foreign Minister expressed great concern of his Government about the huge influx of refugees into India, numbering about 5 million in a matter of few weeks, as a result of the developments in East Pakistan. The Minister pointed out that this had not only imposed heavy financial burdens on the Government of India but that it had also created socio-economic tensions and posed a threat to the peace and security of the region.

The Indian Foreign Minister thanked the Federal Government for all official and private assistance which was being offered in the context of refugee relief and for the

understanding and concern displayed by the Government of the Federal Republic of Germany for the difficult situation created in India. The German side expressed interest of the Federal Government in peace and stability in the sub-continent and slated that it followed the developments with great concern and was aware of the dangers to the security of the region. There was agreement that India alone has not in a position to solve the enormous task of caring for the refugees. The German side pointed out that the Federal government in response to the appeal by the Secretary of the United Nations had already made available first contribution to the UN High Commissioner for Refugees and that the Federal Cabinet was going to consider the question of more assistance for the refugees at its meeting on 10th June.

The two Foreign Ministers agreed that an early political solution of the problem was essential for the return of the refugees to their homes.

The Federal Minister for Foreign Affairs explained to his Indian guest the present, state of the problem of Germany and Berlin and German relations with the countries of the East and West Europe.

The Indian Foreign Minister conveyed high appreciation of the Government of India for the initiative undertaken by the leadership of the Federal Republic in the interest of detente rapprochement and co-operation in Europe.

The discussions took place in a spirit of friendship and understanding which characterize the relations between the Federal Republic of Germany and India.[1]

STATEMENT BY FERDINAND E. MARCOS, PRESIDENT OF THE PHILIPPINES, ON JUNE 15, 1971

Following is the text of the letter from the Foreign Minister of the Philippines. Honorable Carlos P. Romulo, to the Indian Ambassador, Shri Deva Rao. "I have the honor to inform you that in response to the letter of Her Excellency the Prime Minister of India, dated May 18, 1971, addressed to the President of the Philippines, on June 15, the President issued the following statement to the press.

"The Government and the people of the Philippines wish to express their deep concern for the plight of the Bengali people adversely affected by the conflict, in East Pakistan.

"Although initially a political problem of internal governance in Pakistan - in which the Philippines does not wish to be a party - it is now a humanitarian problem involving the suffering, mounting daily in its intensity, of millions of Bengalis. To date the movement of refugees out of East Bengal to the West Bengal region of India has reached tidal proportions, close to five million and a raging cholera epidemic is wrecking havoc among them.

"In the face of this situation the Philippines feels that swift and substantial succor must immediately be mobilized by all. The nations concerned including the Pakistan

authorities, the Government of India which has jurisdiction over West Bengal, and all the members of the United Nations.

"In the name of humanity, the Philippines joins the Secretary-General U Thant and his Holiness Pope Paul VI in an appeal for a concerted action to alleviate the misery of the Bengali people and to help bring back the necessary conditions for peace in the 'area if disaster is to be averted.

"In token of its concern the Philippine Government, through the Philippine National Red Cross, is sending a shipload of commodities, principally one thousand tons of sugar, to be placed at the disposal of the Indian Government through the Indian Red Cross, for emergency relief work, among the refugees in West Bengal".

EXTRACTS FROM STATEMENT BY MR. MITCHELL SHARP, SECRETARY OF STATE FOR EXTERNAL AFFAIRS, CANADA, IN THE HOUSE OF COMMONS, ON JUNE 16, 1971

Mr. Speaker, all of us are pressing for a political solution. It is the only possible way of dealing with the present situation. Unless there is a political settlement in Pakistan the refugees are going to remain in India and continue to be a thorn in the side of peace, if I may put in that way. Therefore we are all working with everything at our command and using every possible means of impressing on the Pakistan Government the need for a settlement, one that is democratic and made under civilian control.

Yes, Mr. Speaker, we are studying this question now. There is a meeting of the Aid Consortium on Pakistan at the beginning of next week. I hope that by about next Wednesday I will be able to make a statement on matters including the one raised by the Hon. Member Perhaps I might also add that today the Minister of National Defense has offered two Hercules Planes for the immediate transport of supplies including some of the ambulances which have been donated by the Ontario Government. These Hercules Planes will be leaving tomorrow morning directly for Pakistan.

* * * *

Mr. Speaker, if you will permit a short answer, the preferred settlement, of course, would be one in which those individuals who have been elected pursuant to the recent election in Pakistan should be given the responsibility of governing Pakistan, particularly East Pakistan.

(Extracts from HANSARD-June 16, 1971)

YUGOSLAV OFFICIAL SPOKESMAN'S STATEMENT ON INFLUX OF REFUGEES FROM EAST PAKISTAN ON JUNE 17, 1971

Following is Yugoslav Official Spokesman's statement at a weekly press conference held on June 17, 1971.

"Yugoslav Government and public are following with great concern the hardships of millions of refugees from East Pakistan in India and therefore we have understanding for the problems and anxiety of the friendly India. In this connection we have noted the statement of Prime Minister, Indira Gandhi. We feel that measures should be taken urgently to prevent further exodus and create conditions for the return of refugees to their homes."

Finding of political solution in the interest of people of Pakistan would undoubtedly, help to normalize the situation in East Pakistan and eliminate difficulties concerning refugees. Similarly, we feel it is duty of the international community to offer urgent and adequate help for settling this difficult problem. Yugoslav Red Cross has already sent certain aid to the refugees and has issued appeal to public for fresh aid".

STATEMENT BY MR. ABBA EBAN, ISRAELI FOREIGN MINISTER, IN THE KNESSET, TEL AVIV-JUNE 23,1971

I welcome the initiative of members of the Knesset to bring to full expression Israel's deep shock at the terrible acts perpetrated by Pakistani Army in East Bengal. It is important and necessary that we should express our sympathy for the sorrows and tribulations of the people of East Bengal and the refugees escaping, hungry and sick, across the Indian border. I welcome this initiative on this important problem. It is difficult to measure precisely the size of the catastrophe which has swept that country, but there is no doubt that this is the largest and most terrible human spectacle on earth at this time. The regime of Yahya Khan has so far prevented foreign observers and journalists from investigating the true situation freely or reporting upon it in public. News of events in East Bengal are therefore drawn largely from eye-witnesses and the stories of refugees, and while the full details of facts are not known, the general picture is as clear as it is terrible. There is a dark and cruel tale of death and destruction, persecution and torture, which has overtaken young and old, men and women.

Without elaborating of the long and sorry background to these events, I would not only that ever since Pakistan was established, inhabitants of the Eastern wing have felt discriminated against. The feelings of bitterness and frustration which this maltreatment caused over a long while found expression in the results of the recent elections. The Awami league, the national Party of East Bengal, won a majority. In defiance of generally accepted principles of democratic society. President Yahya Khan rejected the demands of the leader of the Awami League to consider the result of the elections when establishing the Government and determining the internal regime of the Province. In the face of this refusal, the Awami League declared the independence of Bangladesh. The Pakistani Government replied immediately and harshly. Its army, well equipped with

took over the disputed area and the rebel fighters, inexperienced and unequipped, were unable to stand up against the regular army of West Pakistan, which did not shrink at using any means of terror in order to put down the Bengali population.

At this point I do not wish to refer to the constitutional solutions of this problem. That does not mean to say that Israel will not refer to the matter in the proper contest. I support the approach of Member of Parliament Horowitz who spoke before me and who suggested that the major problem today is not the structure of the State of Pakistan but the silence of the world in the face of the terrors and fears and the immediate need that Israel too should be represented both in awakening the conscience of the world and in granting measures to alleviate this distress.

According to all information, we are witness to a human tragedy amounting to genocide. Warriors who know no bounds have murdered defenseless civilians, have violated women, tortured old men and children and turned many millions into helpless refugees. These poor people torn from their land by no fault of their own, are now reaching refugee camps in India, weak having lost all, destined for hunger and disease. The cholert epidemic which has swept through the East Bengal refugees has already killed thousands. Conditions of living sanitation and food in these camps are terrible. The monsoon adds to the severity of the situation. There is therefore a real danger that the number of casualties will grow.

The Government of India 'is making all possible efforts to alleviate the bitter sorrow of the refugees, to give food, to inoculate them against diseases and to improve, even marginally, their living conditions. But the resources of India are insufficient and alone she cannot withstand the mounting wave of destitute refugees seeking shelter on her territory. Only if the world will come forward to offer immediate and large-scale help, can a most terrible calamity be averted. The Jewish people, which has suffered much sorrow and misery in its history, must be specially aware of and sympathetic to human suffering wherever it may be, and the State of Israel cannot stand aside inactive, when faced with a disaster engulfing masses of humanity. The Government of Israel have already transferred \ through the Red Shield of David Society to the Indian Red Cross a large quantity of anti-cholera vaccine and the General Federation of Labor (Histadrut) has answered the call of help by sending a large consignment of medicine. . ..

CHILEAN PRESIDENT'S LETTER TO U. N. SECRETARY GENERAL RELEASED ON JUNE 26, 1971

The following is the text of a message from the President of Chile to the United Nations Secretary-General regarding East Bengal refugees, as released by the Permanent Mission of Chile to the United Nations on June 26, 1971:

The Ambassador Permanent Representative of Chile to the United Nations Dr. Humberto Diaz Casanova has transmitted a message by the President of Chile, Dr. Salvador Allende.

The President of Chile expressed to U Thant his preoccupation and sorrow over the terrible sufferings of the Pakistanis who fled to India, thus creating dramatic refugees problems for this country as well as for the hardship the people of East Pakistan are going through yesterday because of the natural phenomena and today on account of the disturbances widely deployed. In Chile, U Thant's various messages were received with deep satisfaction. The United Nations is fulfilling its humanitarian mission by doing every effort to intensify its presence in this region and channel the reliefs which are now being dispatched from all parts of the world. President Allende hopes that East Pakistan will again enjoy security, peace and stability so that the Pakistani refugees could return to their homeland and social harmony be reestablished in this region. The President of Chile does not conceal his concern that this situation might become even worse and increase tensions to the extent of endangering peace in this region. He states that the Chilean people are very sensitive regarding human sufferings and express their solidarity with all peoples, especially those of the Third World affected by misery and helplessness. Distance is no excuse to feel unconcerned. Chile, said President Allende, is ready to co- operate within the United Nations with a view to finding a solution that would alleviate a situation that should be considered a universal catastrophe and a tragedy for all mankind.

Ambassador Diaz Casanueva stated that the Chilean Government has offered contribution according to its possibilities in money or in kind. .

FEDERAL CHANCELLOR WILLY BRANDT'S STATEMENT AT A PRESS CONFERENCE ON JULY 23, 1971

During a Press conference in Bonn on July 23, 1971, Federal Chancellor Willy Brandt made the following statement in response to a newsman's question:

"We have approved an additional 10 Million Marks (Rs. 2 crores) and humanitarian relief organizations have by now, contributed from 15 to 20 Million Marks (Rs. 3-4 crores). All of this amounts to little. I don't want to appear presumptions enough to sketch out a plan here in Bonn for this especially difficult subject and then say, 'now we Germans know exactly how to cope with this difficult matter'. We have expressed our interest in the appropriate form. After my meeting with the Foreign Minister of India, last month, I discussed the subject with the American President and the U. N. Secretary- General and I notified Prime Minister Indira Gandhi of this and of my opinion. I have also had direct contacts with the President of Pakistan and recently wrote him again.

I should like to say this frankly: A satisfactory solution is possible only when the refugees have the possibility of returning to their country. Otherwise, this problem cannot be solved in areas that are already overpopulated."

Asked whether this implied a political solution, the Chancellor replied in the affirmative.

POPE PAUL'S STATEMENT IN THE VATICAN CITY
OCTOBER 10, 1971

The following is a report on the statement:

To help East Bengal means to contribute to genuine peace. Pope Paul VI declared here yesterday (Vatican City, October 10) reports DPA.

He said this in a brief address on the occasion of the day of prayer, fasting and collections for refugees from East Bengal and the people in distress there.

The holy father voiced his satisfaction over the large number of people following his appeal to help Bangladesh. The appeal was still in force, he added.

Distress in East Bengal had possibly no parallel in world history, the Pope said.

STATEMENT BY DR. BRUNO KREISKY, AUSTRIAN CHANCELLOR
OCTOBER 27, 1971

Following is a report on the statement; made in Vienna:

The Austrian Chancellor, Dr. Kreisky, said today (October 27) he would write or convey to President Yahya Khan his own views on the Bangladesh crisis which, he added, was extremely complicated and posed the danger of a military confrontation between India and Pakistan.

Dr. Kreisky told Indian journalists accompanying Mrs. Gandhi that it was the right of the Bangladesh refugees now in India to return with the guarantee of their safety.

He admitted that a communication he had received from President Yahya Khan made a "controversial presentation of 'the problem".

STATEMENT BY MR. WILLIAM McMOHAN, PRIME MINISTER OF AUSTRALIA, AT NATIONAL PRESS CLUB, WASHINGTON
NOVEMBER 3, 1971

I don't think that either the Government of India or the Government of Pakistan want war. The real danger arises from the fact that the people of East Pakistan are being trained in guerrilla warfare, and by accident it could so happen that armed attack might occur either from the Pakistan army or the freedom-fighters in East Pakistan itself. No one, I believe, can tell you what the prospects are likely to be. What we must all do, and I will certainly be playing my part, I will have the good fortune to talk to Mrs. Gandhi tomorrow, is to press with her and to press with the President Yahya Khan that war must not take place. It can't benefit India, it can't benefit Pakistan and, above all, it cannot

benefit any of the people of these two countries. Those of us who feel we can play a part, however humble it might be, have got to bring home to everyone the lesson that war will benefit no one. The sooner we can persuade the Pakistanis to permit democracy or democratic regime to be established under the Awami League in East Pakistan as part of a total Pakistan solution, the better it will be. He has made his promise. I only hope he will be able to live up to it.

STATEMENT BY MR. LEE KUAN YEW, PRIME MINISTER OF SINGAPORE

NOVEMBER 3, 1971.

Following is a Reuter Report on the statement:

The Singapore Prime Minister, Mr. Lee Kuan Yew, said in London yesterday (November 3) he believed India did not want a war with Pakistan.

Mr. Lee, who was answering questions at a diplomatic and commonwealth writers' luncheon, said: "1 think the Indian people themselves believe their Government missed a chance early in the year when they could have whacked the Pakistanis. I believe now that the Indians do not want to whack the Pakistanis as they have, held back so long."

Exchange Unlikely

Mr. Lee, who had talks earlier with the Foreign Secretary, Sir Alec Douglas-Home, said he was due to be in India on November 21 and he hoped it would be peaceful.

Mr. Lee, who, according to informed sources, discussed the situation in the Indian sub-continent at his one-hour meeting with Sir Alec, ridiculed suggestions of an Indian "take-over" of East Bengal.

"The Indians have had so much trouble by admitting nine million refugees. Why should they want to take 70 million people?” he asked, adding: "It does not make sense".

SPEECH OF CHANCELLOR WDLLY BRANDT OF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AT A DINNER GIVEN IN HONOUR OF PRIME MINISTER INDIRA GANDHI

NOVEMBER 10, 1971

It gives my wife and me great pleasure to welcome you, Dear Mrs. Gandhi, and the members of your party to Germany.

You know our country from previous visits. In July 1956, you came here with your father, whose memory is cherished in the Federal Republic of Germany. Your last visit of any length was in 1960.

I also remember with pleasure our meeting in new Delhi in March 1959 when you had just been elected chairman of the Congress Party, and your stopover in Frankfurt in

September 1968. This time we have an opportunity to discuss in detail the problems which are of concern to both our countries.

To begin with let me say that we in Germany follow with great sympathy developments in your sub-continent. They feel us all with deep concern.

We share India's view that the conflict in East Pakistan is primarily Pakistan's affair and that any effort to find a solution must consequently be made for the most part in Pakistan.

But, of course, we also know that this internal conflict has caused millions of refugees to flow into India, thereby causing not only much human suffering but, in addition, a dangerous state of tension.

It is certain that it will not be possible for these refugees to retum-and this is surely the most crucial and immediate problem for India-until they can be persuaded that they can do so without fear for their lives.

It seems to me that it is necessary in the interest of peace to establish a procedure for an objective discussion of the possibilities and conditions for their return.

We Germans know of the distress of refugees, so there has never been any question about our willingness to help. The spontaneous expression of public sympathy in this country for the suffering of the refugees is manifest not the least in the donations which enable humanitarian organizations to do their useful work.

All the same, we realize that the main burden rests on India. Whilst encouraging the Indian Government to continue their circumspect policy, it is only right that, together with others, we should also help to make the burden, which India has taken upon herself, a little easier to bear.

But above all, we address an urgent appeal to all those in position of responsibility in your part of the world to quell the dangers of military conflict and seek ways and means of reaching understanding, both internally and externally.

Here in Europe, we are trying in our own way to remove sources of tension and to pursue a policy of reason. You yourself, and on other occasions your Foreign Minister also, have spoken with warmth and appreciation of our efforts to bring about detente in Europe. We value that highly, and are grateful for the understanding and support we have received from India. This policy, I feel, is also beneficial to others, not only in the general sense that we are rendering a contribution to the organization of peace, but also in the particular sense that we find solutions capable of avoiding burdens for India and other countries.

Political relations between India and the Federal Republic of Germany are, I am happy to say, not under the constant pressure of complex, unresolved problems. We are gratified to note an identity of views both as regards our aim and our methods of achieving them. We seek to devote our energies to the cause of peace.

India has made great progress in many fields of modern life and especially so in the time since you, Madam, became her leader in 1966. We congratulate you on your achievements.

There were many who, only a few years ago, thought it impossible that India would today have achieved her aim of producing enough food herself to feed her population. Industrial production has been increased further still India's successful foreign trade policy is reflected in her increasing foreign exchange reserves. We share your satisfaction at these favorable results.

I feel sure that on this basis the economic partnership between Germany and India will continue to develop favorably. Mutual visits by delegation from trade and industry promise fruitful co-operation. And I hope that exchanges in the cultural, scientific and technological spheres will also continue to increase.

In the past, we have allocated a considerable proportion of our public aid to development projects in India. We shall continue, both on a bilateral basis and as partners in multilateral projects, to do all we possibly can to support your Government's development policy oriented as it is to progress and stability.

In this way, we wish to render a contribution, beyond the bounds of our continent, to the establishment of a lasting peace system. If you're and our efforts meet with success then this will benefit not only our two countries but the family of nations as a whole.

The bonds of friendship between India and the Federal Republic of Germany are firmly established. Our intention is that it remains so.

I now raise my glass and drink a toast to you, Madam Prime Minister, and to India's happy future.

STATEMENT BY SIR KEITH HOLYOAKE, PRLME MINISTER OF NEW ZEALAND— NOVEMBER 25, 1971

The Resolution and the Joint Statement the (U. N.) Third Committee have adopted on the East Pakistan refugee problem are a timely reiteration of the conditions that need to be created in the area for the early and safe return of the refugee to their homeland

This result, although limited only to a consideration of the humanitarian aspects of the refugee problem, has taken us some weeks of close consultation with other interested delegations. The discussions in New York revealed again, as we found earlier this year in ECOSOC that few others are prepared to take a stand on this sensitive issue, however simple it may seem to some New Zealanders. What we and the Netherlands (later joined by Sweden) co-sponsored was what we regarded as a minimum humanitarian appeal to those directly concerned. Even in that form, it encountered opposition, from various quarters. In, particular, it aroused suspicion of those elements in it designed to place the refugee question, as a humanitarian issue, in its political context. There was even a

concerted move made by some to prevent the adoption of any resolution at all. In the end, New Zealand and the other co-sponsors reluctantly accepted a number of modifications proposed during the debate. These had the effect of making the resolution less specific in its terms and its application. In that more genera form its acceptance became possible.

The Third Committee has provided the only setting for a full discussion within the current General Assembly of the refugee problem. Out of a deep concern for the refugee themselves, the New Zealand delegation asked at the outset for adequate time to discuss their plight. We called for reports by the High Commissioner for Refugees and by the Secretary-General. And we sought to ensure that the Third Committee's response to the very disturbing reports they presented to the Committee should provide a useful basis for subsequent action by the Secretary General and the Security Council. In view of the latest serious deterioration in the situation, the action taken by the Third Committee, and the part our representatives played in company with the Dutch, was both timely and well- conceived to indicate once more the urgent need for a reduction of tensions and the beginning of consultations by the Pakistan authorities towards a realistic political settlement within East Pakistan. The initiative has at very least had the virtue of bringing the membership of the United Nations at large, for the first time, to acknowledge that it has responsibilities towards this vast human tragedy.

EXCERPTS FROM POLICY STATEMENT MADE BY MR. WILLI STOPH, CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE GDR, BEFORE THE PEOPLE'S CHAMBER— NOVEMBER 29, 1971

The Government of the GDR will continue to devote great attention to developing and deepening friendly relations with the anti-imperialist countries of Asia, Africa and Latin America. The joint tasks and joint responsibility in the anti-imperialist struggle form the basis on which the collaboration of the GDR with these countries will develop further.

Conscious of this joint responsibility, the Government of the German Democratic Republic is following with great attention and concern the threatening situation which has arisen in East Pakistan and on the Indian sub-continent. A further aggravation of the situation would be useful only to the forces of imperialism and neo-colonialism which want to hold up the consolidation of national independence and the social progress of the peoples.

The Government of the GDR holds that a peaceful political settlement of the problems which have arisen in East Pakistan should be brought about in agreement with the will of the people of East Pakistan and their elected representative to ensure the speedy and safe return of the refugees to their homeland and to prevent military conflicts between Pakistan and India.

The Government of the GDR will continue to support the initiatives of all responsible forces directed at maintaining peace on the Indian sub-continent....

STATEMENT BY MR. NIGEL H. BOWEN, AUSTRALIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS-DECEMBER 5, 1971

Following is a report on the Statement:

The Minister for Foreign Affairs, Mr. Bowen, announced Australia's neutrality in the conflict between India and Pakistan last night (December 5), and will make a report, to Federal Cabinet in Sydney today (.......... December 6)

Mr. Bowen said in a statement issued in Canberra last night that the Australian Government was "gravely concerned" at the outbreak of full scale war between India and Pakistan.

He said that although it appeared that neither Government had made a formal declaration of war on the other, both parties had now made clear that a state of war existed between them.

Mr. Bowen said that in recent weeks, as at earlier stages of the crisis over East Pakistan, Australia had been in close touch with both parties and with other interested governments, in efforts to reduce tension and promote a political settlement.

The Government deeply regretted the turn that events had now taken but would continue to do whatever it could to help end the fighting.

Mr. Bowen noted that the Security Council was at present meeting in emergency session to consider the situation.

The statement was issued before the Soviet veto in the Security Council.

Australia would not supply arms or warlike stores to cither party but would maintain its humanitarian and economic aid within the physical limits set by the fighting and subject to necessary security precautions.

Australia had good relations with both India and Pakistan, which were fellow members of the Commonwealth, and we were engaged in programs of economic and technical assistance to both countries.

Mr. Bowen said the Government was in close and constant communication with the Australian High Commissions in Islamabad and New Delhi about the development of the situation and the safety of Australian citizens.

(THE CANBERRA TIMES, Sydney - December 6, 1971)

APPEAL ISSUED BY THE FOREIGN MINISTRY OF SUDAN DECEMBER 5, 1971

The Foreign Ministry has issued a statement about the war between India and Pakistan. The statement conveyed that the Democratic Republic of the Sudan made a warm and brotherly appeal to India and Pakistan to do their utmost for cease-fire and for withdrawal of their forces to inside borders, and to adhere to the solid fundamentals agreed by the world community, i.e., respect for the sovereignty of states and unity of their land and people, and to keep the way of peaceful solutions of any conflict.

The statement confirmed that the Democratic Republic of the Sudan respect the unity of Pakistan and the sovereignty of its people over its land, and decides that whatever happens inside the territory of Pakistan and amongst the people of Pakistan, is their internal matter concerned to the Pakistani peoples only.

The statement stipulates that the Government of the Republic of the Sudan has asked her Permanent Representative in the United Nations to invest his utmost efforts and associate with the friendly States in the Society for creation of the best ways for halting those armed conflicts.

(AL-AYYAM. Khartoum-December 6.1971)

STATEMENT BY MR. EDWARD GEEREK, FIRST SECRETARY OF THE POLISH UNITED WORKERS' PARTY, AT THE SIXTH CONGRESS OF THE PARTY
December 6, 1971

In view of our feelings of deep sympathy towards both India and Pakistan, we are distressed by the new armed conflict in the Indian sub-continent. Many times we have expressed our concern over the situation which after the December, 1970, elections developed in East Pakistan forcing 10 million people to leave their homeland and to seek refuge in the territory of India, placing a great responsibility and economic burden on that country. Inevitably, this was bound to lead to dangerous social and political tensions in that region. We continue to be convinced that only a political settlement in East Pakistan, which meets the aspirations and the will of the population of that country and brings about the return of the refugees could lead to the cessation of the present tragic bloodshed, to the end of the conflict that causes an increase in international tension.

THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC ON THE DEVELOPMENT ON THE INDIAN SUB-CONTINENT-DECEMBER 6, 1971

On December 6, 1971, the GDR news agency ADN released the following statement on the events on the Indian sub-continent:

With great concern for the cause of peace and the peaceful development of the peoples on the Indian sub-continent, the people of the German Democratic Republic have learnt that the Pakistani armed forces, by launching air raids on Indian towns and operations of their ground forces, have triggered off fighting all along the Indian-Pakistani borders. The people of India and Pakistan suffer heavy and bloody losses.

The foreign policy of the German Democratic Republic pursues the aim of maintaining international peace, of contributing to international detente, and of eliminating the causes of conflicts and tension. Therefore, it was and is not indifferent to the situation on the Indian sub-continent.

On 29 November, 1971, Willi Stoph Chairman of the GDR Council of ministers, in his policy statement, pointed to the necessity of preventing a military conflict between Pakistan and India. On behalf of the GDR Government, the came out for bringing about a peaceful political settlement of the problems on East Pakistan in accordance with the will on the people of East Pakistan and their elected representatives so as to permit a speedy and an absolutely safe return of the refugees to their home country.

There were enough examples of responsible government interested in world peace which appealed to Pakistan to guarantee a political settlement in East Pakistan. The Soviet Government in this spirit again and again appealed to the Pakistani Government. The Indian Government repeatedly has made proposals for a peaceful, political settlement.

Regrettably the Pakistani military authorities have refused a political settlement of the East Pakistani problems, they intensified tension with India and actively prepared war against India.

In view of the imperialist maneuvers to veil and to distort the real reasons for the outbreak of armed actions on the Indian sub-continent, it must be stated that the main reason for the military conflict is the policy of the Pakistani military regime vis-a-vis East Pakistan.

It is known that the Awami League of East Pakistan gained an overwhelming victory in the first general parliamentary elections of the country in December, 1970- This party's election program envisaged far-reaching autonomy for East Pakistan, progressive socio- economic reforms and Pakistan's withdrawal from the imperialist military pacts SEATO and CENTO. The Pakistani military authorities brutally ignored the election returns, prevented the convocation of parliament and banned the Awami League on 25th March, 1971. West Pakistan military units brutally suppressed the population of East Pakistan. The Leader of the Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, was arrested.

Nearly 10 million people-about 13 per cent of the East Pakistani population-fled to India from the outrages by the West Pakistani Army. The provision of accommodation and food for them is an almost unsolvable economic and social problem for India. The creation of conditions enabling the return of the refugees to East Pakistan is one of the key problems for relaxing this situation on the Indian sub-continent.

A political settlement of the problems of East Pakistan is doubtlessly only possible on the basis of the interests and justified demands of the 75 million inhabitants or East Pakistan and by negotiations with their elected representatives.

In order to secure the Indian and Pakistani peoples a peaceful and independent development, the bloodshed on the Indian sub-continent must be halted immediately and political settlement reached on the problems which have arisen in East Pakistan.

STATEMENT BY PRESIDENT SOEHARTO OF INDONESIA, DJAKARTA

December 7, 1971

Following is a report on the Statement:

President Soeharto said yesterday (December 7, 1971) Indonesia is ready to act as mediator in the Indo-Pakistan conflict if the two warring parties request it.

The President made this statement in yesterday's limited cabinet meeting at the Bina Graha building in relation to the current crisis between India and Pakistan.

Indonesia, being friendly to both India and Pakistan, is always following with great concern the India-Pakistani relations.

"The concern has grown greater with the open war flaring between the two countries at present", President Soeharto stated. Indonesia, through its development process also faced various problems such as rebellions and separatist movements, has realized that war is not the only way to achieve the solution, the Head of State said. War obviously will bring about victims and greater misery to the people, he added.

The Indonesian Government, therefore expects the two waning countries to realize the results of war and will seek efforts to find a peaceful settlement.

(THE DJAKARTA TIMES-December 8, 1971)

STATEMENT BY Mr. LEE KUAN YEW, PRIME MINISTER OF SINGAPORE AT THE 17th CONGRESS OF PEOPLE'S ACTION PARTY, SINGAPORE

December 19, 1971

Making the first public pronouncement on the issue, Mr. Lee said although West and East Pakistanis belonged to one religion, "they are different peoples with different cultures and the unequal treatment of one part led to the final tragedy".

Departing from his prepared text at the 17th Congress of the ruling people's Action Party, of which he is Secretary-General, Mr. Lee emphasized the need for tolerance in multi-racial societies inhabited by different peoples as in Singapore.

The Foreign Minister, Mr. S. Rajaratnam, said the conflict in Bangladesh was the most recent illustration of how domestic conflicts could become cold war conflicts.

He said during the voting in the U. N. General assembly on the cease-fire resolution, it was cold war realities that determined the line-up, "not the concern for the sufferings of the people of East Bengal, nor considerations of right or wrong".

That was why Singapore abstained, he added.

(THE STATESMAN, New Delhi — December 20, 1971)

জাতিসংঘ দলিলপত্র

বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের

বিভিন্ন কর্মকর্তা, কমিটি ও উপসংস্থা

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানে বিশেষ আদালত গঠনের বিরোধীতায় জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদের (ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট) সংবাদ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি	জাতিসংঘ ডকুমেন্ট	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

COPY OF PRESS RELEASE OF INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, GENEVA

Dated April 14,1971, regarding ICJ's opposition to special tribunals in Pakistan

The international Commission of jurists yesterday sent a telegram to President Yahya Khan of Pakistan in the following terms:

"Further my telegram 2 April International Commission of Jurists deplores reported intention establish special Military Tribunals to try Awami League Leaders. Respectfully urge proceedings before normal civilian courts will alone satisfy International opinion that rule of law observed".

MACDERMOT,
Secretary-General.

The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of special tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier than to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the independence the respect for legal principles of a properly constituted court of legally trained judges. If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League Leaders have committed any offence under the law of Pakistan there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country.

The above telegram is a follow-up to a telegram sent to the President on April 2, reading as follows :

The above telegram is a follow-up to a telegram seat to the President on April 2, reading as follows :

"International Commission of Jurists deeply anxious about tragic events East Pakistan. Request all possible steps to reduce death toll and urge moderation and respect for Law in treatment political prisoners".

MACDERMOT,

Secretary-General.

The international Commission of Jurists, whose headquarters in Geneva, is a non-governmental organisation having consultative status with the United Nations Economic and Social Council, UNESCO, and the council of Europe. It is on the International Labor Organization’s Special List of N. G. Os. Essentially, its task is to defend the Rule

of Law throughout the world and to work towards the full observance of the provisions in the Universal Declaration of Human Rights. It is a strictly non-political organisation and has carried out its work, for more than fifteen years, in complete independence and impartiality. It is supported by jurists from all continents and has built-up an authority which has gained recognition and respect in legal and international circles.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনেভায় সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সম্বন্ধে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ মে, ১৯৭১

Statement by United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, about refugees from East Pakistan, at a Press Conference in Geneva, on May 5,1971

Now, I am sure you must all be extremely interested in the recent developments in that part of the world, and I can tell you that following the influx of uprooted people from East Pakistan into India, which has been widely reported in the press and which believe, was mentioned *inter alia* by the Secretary-General when he met you a few days ago during his visit to Geneva, we received a request from the Government of India transmitted through the Ministry of Rehabilitation, asking my Office to promote and organize assistance to help these people who have been displaced and who find themselves now in India. In the light of this I immediately decided to send a mission after assessing the request very carefully and discussing it with other UN colleagues, particularly the Secretary-General himself. This mission is leaving to night for New Delhi headed by the Deputy High Commissioner, Mr. Charles Mace, and composed of Mr. Jamleson my Director of Operations who has been to India before quite frequently to deal with the Tibetan refugees, and of my Legal Consultant, Dr. Weis. They will be discussing the problem in Delhi with the Indian authorities to see in what way the Office might be instrumental in seeking some kind of permanent solution in due course to the problem of the uprooted who find themselves in India. I want to stress here, that as in all previous requests and as in all previous action this Office will be stressing very much once more the humanitarian non-political role of UNHCR. This may be a political problem, but the role of my Office here, and I believe I can say this also or the other United Nations humanitarian agencies like Food and Agricultural Organisation, the World Food Programme UNICEF, the World Health Organisation, all these agencies will be dealing with the problem in a humanitarian and non-political spirit. There is a need for coordination here obviously, we know how any kind of relief operation depends largely on co-ordination. We have seen how in countries like Nigeria or even recently in East Pakistan with the natural disaster of the cyclone, lack of co-ordination can be extremely counterproductive and what I hope very much to achieve by sending this team to New Delhi, is better co-ordination of the United Nations system, to try to see what the others are doing and what we can do and assess the problem in a very precise way. We also will be, of course, extremely interested in trying to do what we have always done in any problems of uprooted peoples, i.e. to promote Voluntary repatriation. My Office tries to look towards permanent solutions. We cannot afford to just set up huge feeling programmes and temporary housing which tend to become permanent. We have seen what this has produced another parts of the world. We have to find out quickly what the ultimate solutions will be, and no one has to be a prophet to see that the best solution would be to help these people to return to their homes if and when the situation allows

this to take place. It seems to me that the various sources of good-will should try to initiate measures which provide people with an incentive to return to their homes rather than to suffer all the terrible tragedy of being permanently uprooted living in temporary housing, make-shift arrangements, camps or what have you, for too long. There is a demographic problem on both sides of that border and if people can return home then that should certainly be encouraged. My Office can play a role here as we have in so many other situations, like in the case of the return of the Nigerians particularly the Nigerian children after the end of the conflict in Nigeria. The role of the Office would be here most valuable in trying to initiate a dialogue, to be an intermediary of good-will. We should try to encourage conditions in East Pakistan to return to normal, possibly initiate some sort of arrangement where people who want to come home can do so and be received in such a way that they are given the necessary relief that they require, even in their own homeland. These are all measures which obviously can only be assessed on the spot. Now I am in very close contact with both Governments concerned here and certainly with all my other UN colleagues, executive heads of the various agencies, and I will certainly keep you informed of the results of this mission. These are the main points which I wanted to raise with you today and once more I would like to thank you for your understanding and your constant support in a job which could not be done if you did not assist us in getting public opinion to understand the problem and help us to solve it. I would like now to open the floor to discussions.

Voice of America: Have you an idea of how many refugees there are? What sort of coordinating role will you be playing?

High Commissioner: Well, first of all in answer to the first point, I think in any refugee problem, whether it happens to be in this situation or in any other situation like those we faced in Africa, it is extremely hard to have a very precise estimate of the figures involved. I know that the Indian authorities are now in the process of distributing identity cards to people; that presumably is going to give them a chance to have more of a precise census. One also has to be extremely careful 1 think, to distinguish what particular groups we speak of when we say refugees. You know that there has always been a huge problem of displaced persons in both India and Pakistan, going back to the days of partition of India when Britain granted Independence to the sub-continent. The refugees are something that both countries have learned to live with now for more than 2 decades and therefore when we speak of refugees we must find out whether we mean people who came a long time ago, people who came during all the disturbances during the recent elections, people who came since the developments in March. It is very difficult to establish a head count because most people are living in the same areas and anybody who had been to India and particularly to the area of Calcutta, will know that many people there are still refugees in the sense that they have not been permanently resettled. The question is, when did they come? So I think in terms of the figure, I have heard many different estimates, the one you referred to, the one mentioned on the BBC, I think yesterday which was 600,000. It is very hard to assess and especially from Geneva. This is way I am sending a mission to India. Now, on the second point, I know through this coordination which has been established, that the Indian Government has appealed to individual U.N. agencies. The Food and Agricultural Organization, the World Food Programme, have been approached. I know that IJNICEF has an office in Delhi, and they

have also been in contact and some supplies are already in the process of being sent, some have already been sent, some food stocks which were available locally are being made available on an emergency basis. I know that there has been some bilateral assistance both offered and provided from Governments including the United States. I know that some private agencies which have considerable resources have made themselves available but in all this I think the Indian authorities are very anxious to establish their own effective co-ordination and to have all these various offers very carefully discussed and coordinated with them which is perfectly natural. I think Pakistan would feel the same way for relief in Fast Pakistan. I think this a tendency which is developing. You all recall the difficult situation in the Nigerian crisis, where the problem of the many agencies, too many operational volunteer groups, too many people running around the country created problems, sometimes problems for the efficiency and the distribution of relief, and political problems. So I think we must be aware of this and if funds or supplies are provided I am quite sure that it will have to be coordinated very carefully with the Governments of the countries where help it required.

Voice of America: What would be the budget implications for your Office?

H.C.: We have an emergency fund of S 500,000 in my Office; it is small in relation to that kind of problem and obviously it would not go a very long way, but this is the only amount we have which is available for emergency situations. In Delhi my team will be able to assess what proportion we can provide and what the United Nations contribution as a whole will be. You know that U-Thant has been approached directly by the Indian Government, before UNHCR was it was an appeal addressed by the Ambassador of India in New York, so it clear that the UN Family, will have a role to play in this.

Finnish Radio: Sir, I have been doing some additions and I want you to confirm whether two and two really make four. I am referring to your recent trip to India and Pakistan.

High Commissioner: I think it is very early to say, quite frankly. My team is leaving tonight, they will have substantial talks in New Delhi and it will be there presumably that we shall be able to assess what everybody's role will be. As far as the United Nations is concerned, we are keeping each other informed. Most people realize that this is a problem of displaced persons so they get in touch with us to tell us what they are doing or ask us for our advice as to what they should be doing.

Finnish Radio: Asks whether UNHCR will be coordinator.

High Commissioner: I think it is premature to define our "good offices" as the role of coordinator. First of all what do we mean by coordinator exactly. I think we have to find out what the Indian Government really wants. This has not yet been very clearly established and I think that can only be done in New Delhi.

Austrian Radio: Asks how the distinction can be made between refugees and others.

High Commissioner: I am very glad that you asked that question George, because it is very fundamental. It may be difficult to assess precisely what made these people leave. There may be people who are fleeing because they are afraid of famine. Right now, the situation in that part of the world becomes very difficult with the monsoon. Many people

are afraid for their lives, always for political reasons. Now obviously for this reason the office cannot and will not proceed on the basis of individual eligibility to decide whether a man is a refugee under the UNHCR mandate or not. With these numbers of people, with the distances involved, it would be absolutely futile to try to determine whether or not people left because of well founded fear of persecution and therefore come under the mandate. This is a purely humanitarian "good offices" action. The League of Red Cross Societies has also sent a fact-finding mission. As you know they announced it in a Press release. We are going to go to see what the United Nations can do just as the League has gone to see what the League can do. It is not going to be on the basis of deciding exactly what categories these people belong to, it is a basically humanitarian approach.

O. Clobo, Rio de Janeiro: Asks whether the High Commissioner has been in touch with the Pakistan authorities.

High Commissioner: Once again it would seem to me that one of the most satisfactory solutions from every point of view would be for people to go home, if they want to go homeland if they can go home. That obviously means that we have to be in touch with the Pakistan authorities. My office has always been very anxious to maintain the best relations with all governments, governments of the countries from where the refugees come and the governments of the countries where the refugees go. This is essential if you want to play a role, a really humanitarian role, to try to facilitate repatriation if it is possible. Now I am very much in touch with the Pakistan Government and always available to send either a personal representative there or to go myself. This will be vital if we can effectively assist in promoting conditions for people to go home.

O. Clobo, Rio de Janeiro: Asks a question about the role of the Red Cross.

High Commissioner: The International Committee tried at one point as you know to send a plane at the beginning of the outbreak of unrest to East Pakistan and the plane came back. Now the League of course, will be active if the Indian Red Cross requests the League for an important programme, but so far I think their mission to New Delhi is largely a fact finding mission. They want to find out what the Indian Red Cross expects from them. This is a very large problem, and I think it is a very difficult for the Red Cross alone to deal with it. Since Indian Government has appealed to the Secretary-General and to other agencies including mine, we at least have to see precisely what they expect from us and what we can provide. I think our partnership with the League of Red Cross Societies will continue in this situation as in many other parts of the world.

Agence France Presse: If my information’s are correct, I believe you have waited for a week to send this mission?

High Commissioner: The Secretary-General has communicated a week ago to us, to AAC in Berne, the request of the Ambassador Sen who represents India in New York and who had sent a letter to U Thant after meeting him and had with him preliminary talks, requesting him to promote and encourage and aid on behalf of the family of the United Nations. In that letter it was also mentioned about us. That letter was sent to the Secretary-General. Firstly, this had taken place a week ago. Secondly we have an office in Delhi with a representative who is in touch with the Indian Government and who had

talks with the Ministry of Rehabilitation, which looks after the co-ordination of aid to the uprooted people who are in India and those contacts have always been preparatory contacts, requests of clarification about what we were able to do. That had never been really a formal request. That formal request had come only to us two days ago and that request should have been examined, I should have spoken about it with the Secretary- General to see to what extent he was going to proceed with his own effort. I would like to know that other specialized institutions are doing and to what extent we are able to coordinate our efforts. Regarding their immediate assistance the Indian Government has assumed full responsibility in the immediate future. The various means which were available in India and probably a bilateral aid, had afforded to give an immediate aid to those who came. I believe that they will continue to do that. I believe that this is an operation which will remain an operation of the Government of India. It is quite normal the Government would like certainly to remain in the control of all operations. 'We are there to assist to the extent where we are able to make respond to its request but till now all the operations were conducted and coordinated by the Indian authorities.

Figaro: Have you any contacts with Pakistan?

High Commissioner: My contacts with the Pakistan Government have always been constant. I had never taken initiative, especially revolutionary, since I was there myself some few weeks ago. We have spoken about this problem all the time. I continue to have contacts and I am convinced that the only solution is to arrive in facilitating the repatriation of the people. There was even an article in the Herald Tribune noting a statement of Madam Gandhi. I do not know whether you have read it. The Prime Minister of India hopes that is a temporary problem. She hopes also that the people will return home.

Finnish Radio: Remarks that UNHCR appears to have taken the lead.

High Commissioner: Because, it is a situation of displaced persons. You see everybody has been talking about a refugee problem so people think of this Office. It is perfectly normal. But we have to find out first of all what the Indian Government wants, and I certainly do not want to speak of our Office as a coordinating point until we know exactly. That the situation is and what the Indian Government wants. As far as the United Nations is concerned, certainly, people have been keeping us informed and we have been an ad hoc way as a kind of focal point.

A Correspondent: Asks whether other members of the United Nations Family will take part in the discussions in New Delhi.

High Commissioner: As far as I know, most of them are represented in New Delhi. UNDP has a resident representative there, Mr. Mc. Diarmid, who represents the specialized agencies. Some specialized agencies have people there.

I know, that WFP, UNICEF have people there. I do not know whether they intend to send separate teams or whether they went to handle it with their local staff taking advantage of the visit of my team, to join in on talks with the Indian authorities. This is a matter for them to decide, but I think that it is probably the case.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সামাজিক সমিতির আলোচ্য সূচী ৫(ক)ঃ মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন-এর উপর জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১২ মে, ১৯৭১

Statement by Ambassador Mr. Samar Sen, Permanent Representative of India to the United Nations in the Social Committee of the Economic and Social Council on Agenda item 5 (a) Report of the Commission on Human Rights on May 12,1971

Mr. Chairman,

My delegation considers it appropriate to participate in the discussion on this important subject. The current report of the Commission indicates in a most explicit manner that the problem of adequate protection of all human rights is still a serious one. Indeed, the report reflects the concern expressed in paragraph 8 of the Commemorative Declaration adopted at the 25th Session of the General Assembly. The relevant sentence reads: "Although some progress has been achieved, serious violations of human rights are still being committed against individuals and groups in several regions of the world. We pledge ourselves to a continued and determined struggle against all violations of the rights and fundamental freedoms of human beings, by eliminating the basic cause of such violations, by promoting universal respect for the dignity of all people without regard to race, color, sex, language or religion, and in particular through greater use of the facilities provided by the United Nations in accordance with the Charter".

The Charter itself, in Articles 1 (3), 55 (c) and 56, speaks of international co-operation for ensuring greater exercise of human rights. In 1968, which was declared as the International Year for Human Rights, the United Nations published a booklet entitled "Human Rights, A Compilation of International Instruments of the United Nations". In the last page of this booklet is given a list of 34 instruments dealing with Human Rights. Apart from this list during the last three years various other documents, declarations, and resolutions have also been adopted. For instance, I should mention the Declaration of Social Progress and Development adopted in 1969, the Declaration of the 25th session to which I have already referred the Declaration of principles of International Law concerning Friendly Relations and co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations-all there were adopted about only six months ago. Furthermore, the Proclamation of Teheran on Human Rights is also relevant. So also is the Geneva Convention of 1949 relative to the protection of civilian persons in times of war. In addition, the General Assembly adopted last year four resolutions, 2674, 2675, 2676 and 2677, all of them dealing with the question of human rights in armed conflicts. India has been a member of the human rights Commission all throughout the Commission's existence and has expressed concern to the Commission and to the other appropriate forums of the United Nations about all large-scale and organized violations of human rights. All the instruments I have cited make provisions for discussing the

violations of human rights wherever they may occur. The Proclamation of Teheran, adopted unanimously in May 1968, in paragraph 5 says:

"The primary aim of the United Nations in the sphere of the human rights is the achievement by each individual of the maximum freedom and dignity. For the Realization of this objective, the laws of every country should grant each individual, irrespective of race, language, religion, or political belief, freedom of expression, of information, of conscience and of religion, as well as the right to participate in the political, economic, cultural, and social life of his country."

Unless, therefore, the international community is prepared to examine violations of such obligations undertaken by states and take whatever remedial measures may be necessary, all that we have said for the protection of human rights and fundamental freedoms becomes a mockery. This view has repeatedly been expressed in different forums of the United Nations on many occasions and I am particularly glad to see that Pakistan, through its distinguished representative Ambassador Agha Shahi, while speaking on violations of human rights in colonial Africa and Palestine, Stated on this very item of the agenda at the meeting of the Social Committee held on May 20, 1970:

"There would be and have been other situations in which massive violations of human rights take place which call for examination, investigation and report, if the obligatory provisions of the Character of the United Nations in regard to human rights and fundamental freedoms are not to become a subject of mockery and purely of academic debate."

"There would be and have been other situations in which massive violations of human rights take place which call for examination, investigation and report, if the obligatory provisions of the Character of the united Nations in regard to human rights and fundamental freedoms are not to become a subject of mockery and purely of academic debate."

It is in this context and with the greatest anguish the Government of India wish to bring to your attention a current example of violation of human rights on an unprecedented scale in our age of many millions of people. In bringing this to your notice, the foremost consideration which my country has in mind is the need for urgent humanitarian relief measures for these millions of people-many of whom have been coming into India in ever-growing numbers as refugees. The problem has assumed such proportions and the sufferings of these people have been so enormous that it cannot but be a matter of international concern.

In order to understand this tragic human problem it is necessary to explain its causes. This will make it possible for the world community to appreciate the consequences that have followed and to consider urgent measures in order to reduce, if not remove, the suffering of millions of people.

The Government of Pakistan have accepted or supported most of the Declarations, Resolutions and Conventions on human Rights and it must be a matter of deep concern to the international community that in recent weeks these international obligations have been breached as a result of massive military actions taken in East Bengal. I do not consider it necessary, at this stage at any rate, to analyze in depth and detail, the unfortunate events that have taken place in that region. The facts are well-known, and basically it is the accumulated frustration of the East Bengalis and the inequalities which they have suffered over the years that have brought about a most tragic situation. These frustration

and injustices, which by themselves could constitute major violations of the many documents. I have cited, have led to the present chain of gruesome events in East Bengal. Until late in March this year our hope was that these man-made difficulties would be removed by taking into account the freely expressed wishes of the East Bengalis. But this was not to be the entire democratic process was reversed and a military campaign was launched to wipe out the political consciousness and activities in East Bengal. In a broadcast statement on March 26 the President of Pakistan said among other things:

"I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completely banned as a political party. I have also decided to impose a complete press censorship. Martial law regulations will very shortly be issued in pursuance of these decisions."

In this context I should like to draw the attention of the Committee to the main provisions of the Declaration of Human Rights; a document fully accepted by Pakistan. Article 3 of this Declaration reads: "Everyone has a right to life, liberty and security of person". The repressive measures adopted in East Bengal have denied this right. Article 5 reads: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". The reports which have appeared in the international press prove conclusively that this right has been flouted. Provisions of articles 7, 8,9; 12, 13, 17, 18, 19,20 and 21 have similarly been brushed aside. I could, Mr. Chairman, select any document relating to Human Rights to which Pakistan has given its support in different degrees and show without a shadow of doubt that almost all its principal provisions have been broken.

The wild destruction of life and property of the people of Fast Bengal who belong to different ethnic, linguistic and cultural background, by the West Pakistani army has been in contravention of Article 2 of the Convention approved and proposed for signature and ratification by the General Assembly on 9th December 1948 [Resolution 260-A-(III)]. Pakistan is a party to this Convention without reservations. Similarly the declaration of Martial Law, with its most stringent regulations which would inflict death penalty almost on any Hast Bengali who does not strictly adhere to their draconian severity, has extinguished freedom of opinion, freedom of association and other freedom which have been considered fundamental by the United Nations.

Article 3 of the Geneva Convention of August 12, 1949 deals with protection of civilian life in conflicts not of international character. It specifically prohibits violence to life of any person in particular, murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture. It also forbids outrage of personal dignity in particular inhuman and degrading treatment. It further bans "the passing of sentences and the carrying out executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensible by civilized peoples". All these provisions of the convention have been callously violated. It is strange that the Government of Pakistan have not even paid the slightest heed the appeal made in this regard by the International Commission of jurist. I should like to read to the Committee texts of their telegrams. The telegram of April 2, 1971 states:

"The International Commission of Jurists deeply anxious about the tragic events in East Pakistan. Request all possible steps to reduce death toll and urge moderation and the respect for law in the treatment of political prisoners.

The telegram of April 15 states:

"Further to (our) telegram of the 2nd April, the International Commission of Jurists deplores the reported intention to establish special military tribunals, to try the Awami League leaders. Respectfully urge that proceedings before the normal civilian courts will alone satisfy international opinion that the rule of law is observed.

The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishment of special tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier than to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the independence and respect for legal principles of a properly constituted court of legally trained judges. If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League leaders have committed any offence under the law of Pakistan, there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country".

In these circumstances we consider that international opinion, which has already been incensed and shocked, should be expressed in no uncertain manner through this Committee, as the Economic and Social Council is the properly constituted organ of the United Nations concerned with human rights and fundamental freedoms. The large-scale massacre, senseless killings of unarmed civilians, including women and children, brutalities and atrocities committed on a massive scale, widespread burning and destruction of property and the multitude of indignities inflicted on the people of East Bengal constitute a problem of such magnitude that international conscience must be roused and international effort must be made to restore some semblance of civilized existence in this part of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর সোশ্যাল কমিটিতে নিউজিল্যান্ড ডেলিগেট মিঃ জে, ভি, স্কট-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৭ মে, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. J. V. SCOTT, NEW ZEALAND DELEGATE, IN THE SOCIAL COMMITTEE OF ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, ON MAY 17, 1971

"In the report before us there are a number of matters which are of deep concern to my Government. However, the New Zealand delegation to the recent session of the Human Rights Commission set out our attitude to them on that occasion and I would not wish to take the time of the Council in covering the same ground. I wish instead to refer briefly to one subject which is not in the Report but which has been raised under this item by the distinguished Observer of India.

There is no doubt that the events referred to by the Observer of India concerned fundamental human rights. It has been New Zealand's consistent policy that violations of human rights wherever they occur on a scale that could call into question the obligations of Member States under the Charter may be discussed in the relevant United Nations bodies. In the view of my Government, it is not inappropriate for the humanitarian aspects of the situation in East Pakistan to be raised in this forum in relation to Articles 55 and 56 of the Charter.

Events in East Pakistan during recent weeks have aroused deep concern in New Zealand as they have in other countries. It is the human aspect of the situation, the bloodshed and suffering, that has distressed New Zealanders most, but we are also increasingly worried about its implications for the peace of the sub-continent.

In a statement issued on 14 April, the Acting Prime Minister of New Zealand, Rt. Hon. J. R. Marshall, expressed New Zealand's concern at the situation. Recalling that New Zealand and Pakistan have long enjoyed a friendly relationship as fellow members of the Commonwealth, SEATO and the Colombo Plan, he said that we have followed with interest and sympathy the efforts made in Pakistan to establish and sustain a unified nation on a democratic basis. We had, therefore, been grieved to learn of the violent conflict in East Pakistan and of the toll it is taking.

This toll so far in lives, in widespread distress and destruction has been an immense one. And recent reports indicate that the amount of human misery caused by the conflict is still not fully known. Because of our concern for the human suffering we would be prepared to take a sympathetic view of calls for assistance made both on the United Nations system and on Member States,"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থীদিগকে জরুরী সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের আবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৯ মে, ১৯৭১

U.N. SECRETARY-GENERAL'S APPEAL FOR EMERGENCY HELP TO REFUGEES FROM EAST BENGAL ON MAY 19,1971

The following is the text of the appeal of U.N. Secretary-General U-Thant for emergency assistance to refugees from East Bengal in India released on May 19, 1971.

*   *   *   *

The international community has been seriously concerned at the plight of the sizable and continuing influx of refugees including a large proportion of women and children from East Pakistan into adjacent states of India. I fully share this concern. Mindful that one of the purposes of the United Nations is to achieve international co-operation in solving international problems of a humanitarian character, I am convinced that the United Nations and its family of Organizations have an important role to play in alleviating the serious hardship and suffering which these refugees are undergoing.

In order to ensure a speedy and coordinated response to appeals for assistance addressed by the Government of India to me and to various United Nations Agencies, I decided following discussions with the Executive heads of the various agencies and programes within the United Nations system that the United Nations High Commissioner for Refugees dispatched a three-man team led by his deputy in order to assess the nature and magnitude of the needs of these refugees and to discuss with the Indian Government the modalities of assistance from the United Nations system. The High Commissioner also established standing consultative machinery comprising his office and the United Nations agencies and programmes directly concerned in order to assist him in these tasks.

While in view of the fluid situation, it is not possible at this stage to assess with accuracy the total number of refugees involved there is conclusive evidence of the presence of very large numbers of people from East Pakistan in the neighboring states of India who are in immediate need of assistance. 1 earnestly hope that these unfortunate people will be voluntarily repatriated at the earliest possible time. It is evident, however, that pending such repatriation massive external assistance will be required on an emergency basis. The Indian Government's preliminary estimates indicate that such assistance might be of the order of Dollars 175 million for the next six months for food, clothing, shelter, medical supplies and other essential relief items.

Several organizations of the United Nations system have already initiated action within their limited resources to provide all possible emergency relief for the afflicted people. At the same time it is clear that these resources will fall far short of the level and scope of the needs to be met.

On behalf of the entire United Nations family. I therefore, earnestly appeal to governments, intergovernmental and non-governmental organizations, as well as private sources to help meet the urgent needs for humanitarian assistance in the present tragic situation. I am certain that in responding positively and generously to this humanitarian appeal for contributions in cash and kind, donors, governmental and non-governmental alike, will make use to the greatest extent possible of the established channels and procedures of the United Nations family, in particular, the office of the United Nations High Commissioner for refugees, the World Food Programme, the United Nations Children's Fund and the World Health Organisation. I also hope that they will keep the office of the High Commissioner for refugees informed of all action thus taken or contemplated and will utilise the arrangements made by him to ensure the co-ordination to maximize the impact of external assistance.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলায় সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের আবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ জুন, ১৯৭১

U. N. SECRETARY-GENERAL's APPEAL FOR ASSISTANCE TO EAST BENGAL ON JUNE 16,1971

The following is the text of the appeal of the U.N. Secretary-General. U-Thant on assistance to East Pakistan released on June 16, 1971:

It will be recalled that on 22nd April, I addressed a letter to President Yahya Khan expressing my great concern at the situation in East Pakistan and that on purely humanitarian grounds I offered on behalf of the United Nations Family of Organizations all possible assistance to help his Government in its task of bringing urgently needed relief for the plight of the population of East Pakistan. President Yahya Khan in a letter to me dated 3 May 1971 stated that he was touched by my concern for the well being of Pakistan and added that whilst the existing situation was that adequate supplies of medicines foodstuffs and other daily necessities of life were available, an assessment of future possible international assistance which might eventually be required was under preparation. On 17 May, the Economic Adviser to the President called on me to explain the extent of relief requirements which were subsequently set out in a communication from the Permanent Representative of Pakistan dated 22nd May.

In the meantime and reflecting the serious concern of the International Community at the hardship of the sizeable and continuing influx of refugees including a large preparation of women and children from East Pakistan into adjacent States of India. I appealed to the Governments, the Inter-Governmental and Non-Governmental Organizations, as well as private sources, to help supply the urgent humanitarian assistance which was needed to alleviate that tragic situation. I also decided that the United Nations High Commissioner for Refugees should act as the focal point for the coordination of assistance from the Organizations and Programmes of the United Nations System. I much appreciate the very positive and generous response that my appeal has evoked and I am satisfied that the arrangements made to channel the assistance given by the International Community are proving effective. As soon as I received the letter of 22 May from the Permanent Representative of Pakistan. I asked the Assistant Secretary General for Inter-Agency Affairs to travel to Pakistan to discuss with the Government authorities the modalities of relief assistance to East Pakistan from and through the United Nations. He was received by President Yahya Khan and held discussions with senior authorities of the Government both in Islamabad and in Dacca. There was full agreement on the manner in which the operation should be organized and the President shares my concern that the United Nations must be in a position to assure the International Community and the donors in particular that all relief assistance will reach its intended destination-the people of East Pakistan. The President welcome the arrangements envisaged by the United Nations for the operation and I have appointed a

Representative in East Pakistan to act as the focal point for ensuring proper co-ordination of the work of the Agencies and Programmes of the United Nations. The President of Pakistan has conveyed to me the readiness of this Government to extend full cooperation at all levels to the United Nations personnel who will be associated in the planning and implementation of the relief operations.

The assessment of assistance requirements contained in the letter from the Permanent Representative of Pakistan and further appraisals of such needs currently being conducted by the Government of Pakistan and the United Nations Agencies concerned point to the urgency of mobilising substantial external resources notably food and transport for relief action. Although this is a separate operation from the programme of assistance to refugees from East Pakistan in India for which the High Commissioner for Refugees is acting as a focal point, the two operations are of course related to the extent that as conditions in East Pakistan are improved there will be a better possibility of arresting and reversing the flow of refugees.

I am sure that Governments, Inter-Governmental and Non-Governmental Organizations and private institution and sources are conscious of the need to alleviate the suffering which has be fallen the population of East Pakistan and I, therefore appeal to them to contribute in cash and in kind to this challenging humanitarian effort. I hope that donors will avail themselves for this purpose to the largest extent possible of the established procedures of The United Nations Family, particularly those of the World Food Programme and UNICEF, whose association in the planning and organisation of the task of relief has been expressly welcomed by the Government of Pakistan. I trust that the World Community will once again rise to the occasion in a manner consistent with the Principles of Human Solidarity and International Co-operation embodied in the Charter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার-এর সাংবাদিক সম্মেলনের রেকর্ড	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২৩ জুন, ১৯৭১

RECORD OF PRESS CONFERENCE OF U. N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES HELD AT U.N. ON JUNE 23,1971

Following is the record of the press conference held by Prince Sadruddin Aga Khan on June 23, 1971, at U.N. on his mission to India and Pakistan:

"In an opening statement the UNHCR said he welcomed the meeting with the press because it was absolutely fundamental to enlist the support of the mass media on any refugee question. Efficient relief needed the understanding of public opinion which affected the generosity of Governments and the vast network of voluntary bodies and agencies.

The problem regarding the Pakistani refugees was one of colossal magnitude and a challenge to the U.N. system. He wished to speak to the Press because he wanted to avoid any misunderstanding about his role and that of the U.N. in the great human tragedy involved.

He said India had appealed for assistance to the Secretary-General. This request had been discussed by the ACC in Berne and he had been designated as the focal point regarding all relief emanating through the U.N. system. A three man mission had gone to India to make an assessment and had visited the areas of the refugees and had reported to him who in turn had reported to the Secretary-General. The mission had received the initial requirements for six months from the Indian Government which were now being revised because of the further influx of refugees. There did not appear to be any immediate prospects of a solution to the problem.

A standing body had been created in Geneva which covered all the U.N. agencies involved in relief in order to avoid any overlapping in channeling the assistance. He felt that this was the first time in U.N. history that those involved humanitarian project had worked together in such close harmony. He felt this was appreciated by the Indian Government which insisted that it should be in full control of co-ordination of international relief. India's resources and administration had been taxed to deal with the great problems of the refugees. However, India had insisted that it was its responsibility that was involved primarily through the Ministry of Rehabilitation. The focal point representative in Delhi Mr. Jamieson was in daily contact with the Indian Government and also with all U.N. partners representatives in Delhi.

Prince Sadruddin recalled that the President of Pakistan had in May said that all *bonafide* Pakistanis could return to Pakistan. He himself had felt in essential that he goes to Pakistan to discuss Pakistani intentions in the light of that statement. Pakistan had invited him to go and he had substantial' discussions with the Government and had met the

President. He had discussed Pakistan's intended decisions on the return of the refugees and how these could be implemented.

He had then gone to Dacca where he had seen the East Pakistani authorities. He had gone to the east and west borders and seen some of the reception centers and had assessed the chances of people returning and the role of the High Commissioner for Refugees regarding voluntary repatriation.

The High Commissioner stressed this word "voluntary". He said it was fundamental to the role of his office that no refugee should be returned to a country from which he had tied or where he feared any persecution. Repatriation had to be free and voluntary. He said he felt very strongly as did the Indian Government and the International Community that the best solution was return of the people to their homes provided conditions allowed this to take place.

Prince Sadruddin said the Indian Government had stressed that the refugees could not stay in India. The generous assistance was being given on a temporary basis. There was no question however of their rehabilitation in India and they could not be considered people who would remain in Indian territory.

Therefore he continued he had had to examine purely on a humanitarian basis with Pakistan the modalities of the return of the refugees. He had received the full co-operation of the East Pakistan authorities.

He said that in the Helicopter in which he had travelled over the area he had been able to ask the Pilot to change course frequently and to go to areas not in the original plan. The helicopter had been Hedgehopping and he had been able to see people cultivating their paddies and in the markets people were selling and buying products. In these parts he could see that life was slowly returning to normal. However he said he could not vouch for all parts of Pakistan since he did not go to all parts.

He said that he had also seen villages in which houses had been burnt and traces of the unheaval. He did not see large deployment of troops or concentrations of people moving in any direction. He had travelled in a helicopter which was clearly marked as being belonging to the Pakistan army. Villagers came out to wave and had not scattered at their approach. Children came out and waved to the helicopter as they would do anywhere.

The High Commissioner said he could not however claim to give any guarantee for the overall situation in East Pakistan. He could say that the reception centre he saw were well equipped and staffed by Civilians with medical supplies and there seemed to be a well organized infra structure to prepare for the voluntary return of the Refugees.

However while the building of Reception Centers the Declaration of an Amnesty an appeal by the Pakistan President for return were excellent these were not enough perse to bring about the return of refugees. In all cases of refugees he said what brought people back was a political solution. He was certain that Pakistan would also agree that this was the case.

There wore he said of course different interpretations of what was a political solution. It would have to be one which gave confidence and faith in the future and this was the only real incentive for the return of refugees.

He said he had made this very clear while emphasizing his purely humanitarian role while in Pakistan.

Prince Sadruddin said he had gone directly from Pakistan to Delhi at the invitation of the Indian Government. There he had discussed the whole question of relief the need for more assistance by the International community his role as focal point for U.N. assistance the need to improve and streamline the delivery of assistance and the problems relative to needs in cash and or in kind.

He had stressed that his mission was purely humanitarian with nothing to do with the political aspects except that of course uprooting was closely correlated to the need for a political solution.

He said he was not responsible for the press which in India was very free and active. He had seen headlines that he had been on a peace bid and his aim was to mediate in the problem. He said he did not know what he was supposed to mediate and he saw no need for a mediator between Islamabad and East Pakistan and Islamabad and Delhi.

He said he had been deeply shocked by the refugee problem in India. He had never seen one of this magnitude which was occurring in an areas which already felt the worst possible demographic explosion. There was a need for constant relief and there was the constant threat of cholera, gastroenteritis and malaria.

Of course relief depended on the generosity of U.N. member Governments. The U.N. could have an efficient working machinery but it could not supply goods unless they were given.

In the short time since the Secretary-General's appeal he said he had found the results quite encouraging and this was recognized by the Government of India. Some dollars 45 million in assistance had come to the focal point and there was another dollars 30 million worth of assistance in associated relief. (He hoped that the U.N.'s Role in India and Pakistan would ultimately be conducive to creating peace and security in an explosive situation.)

Prince Sadruddin then answered questions.

A correspondent said the High Commissioner said he had seen evidence that life was returning to normal. Yet he said close to a Mission further refugees had been moved out by the army since the High Commissioner had left East Pakistan. He asked why the army was still pushing the refugees into India at the rate of 575,000 between 5 and 12 June and 400,000 between 12 and 19 June.

Prince Sadruddin said he had these figures and his office had to rely on figures given by both sides. He said that when fear had been installed it took a long time for normalcy to return. The situation had not returned to normal. He had not said the situation was

normal in the whole country. He had said that in areas he had seen at the time he had seen them the situation appeared to be slowly returning to normal.

"I deplore any further action which would create more refugees. How, can the High Commissioner for Refugees be happy at the creation of refugees?" The situation had to be watched closely. Help had to be given to India and a political solution regarding the refugees was necessary.

Asked to give details of his visit to East Pakistan he said he had been there on 11, 12, 13 June. He had gone from Dacca to the western border to the centre at Chuadanga where he saw the centers to Jessore and to Benapol. After returning to Dacca the next day he had gone to Comilla to Feni and Noakhali.

A correspondent said that a Reuters dispatch from Dacca yesterday had said that civil war was continuing in Comilla and that foreign diplomats were saying the situation was still one of civil war. Prince Sadruddin said the situation might change one day to another. He could only say what the situation was in Comilla when he was there.

Asked if there had been eight bombing incidents while he was in Dacca the High Commissioner said there had been a curfew in Dacca but it had been lifted while he was there. There was still problem in Dacca linked to what had happened on 25 March. His feeling was while he was there that the situation in Dacca had not returned to normal and that a proportion of the population was not in the capital. But this city looked very much affected by events.

A correspondent asked if he had seen any bombing while he had been in Dacca and if he had contacted the diplomatic community, he said he had heard what certainly was a bombing on one occasion. There had been rumors of other incidents. The local authorities said these were cause by elements who had broken out of Jail during the troubles. He reported that the curfew had been lifted while he was in Dacca. He said he had met some members of the diplomatic community and all representative of U.N. Bodies. However, he had only been in East Pakistan for three days and for two to the days he had been in the country on his helicopter trip.

He was asked what was the evidence of the diplomats he said that their points of view varied. Some felt that the situation was becoming normal others felt the situation remained very tense. They had different assessments about the events of 25 March. All however agreed that a political solution was essential.

Asked how long the Dollars 45 million given to the focal point would last he said it was all now used up having arrived in India or being in the pipeline. The amount was well below what India needed.

Asked for an estimate of the needs he said India had mentioned an initial requirement for six months of Dollars 175 million. This assessment had been made when there were far fever refugees and in any case the six-month period was rapidly coming to an end. The new requirements were being discussed in Delhi. India said that more than 5 million refugees were involved.

Asked how many victims of cholera there had been he said that while he had been there India had said the numbers ran into the thousands.

He was asked if Pakistan acknowledged the danger of cholera. He said Pakistan did and was very much concerned about the matter. Cholera vaccines were available at reception centers. Asked if there was cholera in Pakistan, he said Pakistan had not said so. He was asked if he had asked Pakistan about cholera in Pakistan. He said the matter had been discussed but no precise estimate of cholera in Pakistan had been given to him.

A correspondent said it was clear that cholera had come from Pakistan. Prince Sadruddin said it was his job to look after relief in India. There was no significant repatriation of refugees to Pakistan. His office was facing an emergency in India. He had discussed what was necessary if the refugees were to return. The question of cholera had been discussed but not in detail. If there was cholera in Pakistan that was a problem for Pakistan not for the High Commissioner for Refugees.

A correspondent said that one U.S. assessment was a minimum requirement of 50 per cent for each refugee a day. This would amount to Dollars 90 million on a month regarding the refugees in India. Was there any hope of such aid? Prince Sadruddin said this depended on the response of the international community. The figures pointed out again the need to have a solution involving return of the refugees.

The High Commissioner was asked where the refugees were coming from if he had not seen any displacement. Prince Sadruddin said he would have wanted to visit all refugee areas not just West Bengal but he did not have the time. He hoped to be able to return to the area. It was quite possible that the movement of refugees was in parts he had not seen. He did not contest that there had been further movements of refugees. He could only say that in the limited areas he saw he did not see any new influx that Day. He was however quite certain that the situation was unstable and movement of refugees was taking place.

A correspondent said that East Bengalis in London had accused the High Commissioner of partiality since he and his family had large investments in Pakistan. Would he care to comment. He said he was an international civil servant. He hoped his role would be objectively assessed by the international community. He had been involved in refugee work for 10 years and had been High Commissioner for five years. Three General Assemblies had adopted resolutions on the work the High Commission for refugees by acclamation. He had been elected and re-elected unanimously. He said his record must speak for itself. There had not at any time any questioning of his objectivity regarding refugees from Nigeria, Czechoslovakia, the Sudan, Ethiopia, Portuguese territories and elsewhere. He said his family and his community had interests in both India and Pakistan. Those interests might even be greater in India. He was not a Pakistani but an Iranian. He said his brother had served as Pakistani's permanent representative in New York. But when there were many Indian and Pakistan Ambassadors and other Senior Officials who are brothers or relatives. This was a consequence of the partition of the sub-continent he said, "I am not pro Pakistan not pro- India I am pro-refugees..................... ....my constituents are the refugees and..............

A correspondent said that the High Commissioner had said the amount 75 million in assistance was encouraging. However given the magnitude of the problem were not the figures for assistance the very reverse? Prince Sadruddin said he was going to Washington tomorrow and other capitals next week to try to get more assistance. But the machinery moved slowly and contributions often came under pressure of public opinion. He was encouraged that so much had been given after less than one month had gone by since the Secretary-General's appeal. But in relation to the problem the assistance was certainly not enough.

Prince Sadruddin was asked if after talking to the President of Pakistan he thought it was realistic to expect a political solution. He said that depended on what was meant by a political solution. Asked how soon he thought the refugees would get back he said he personally felt that Pakistan was trying its best within the possibilities but the situation was highly complex. The President of Pakistan was to make a declaration on 28th June. He hoped the President at that time would sketch out some kind of political solution. The refugees would only return if there was a political solution creating confidence.

Asked if the U.N. would contribute to a political solution he said the Secretary - General was very concerned precisely with this problem. It was however, a small step in the right direction that the Pakistan authorities had accepted a representative from his office. There had been no obligation on Pakistan to do this. He hoped that this would contribute to a feeling that there was a U.N. presence and may be that presence could be increased. This might encourage people to return home.

Asked what would happen if the assistance did not come, Prince Sadruddin said there would be untold misery for missions and this might escalate an already dangerous situation.

He was asked if the President of Pakistan had expressed sorrow that 5 million of his countrymen had found it necessary to leave Pakistan the High Commissioner said that nobody could be pleased by this or ignore it. He had a very clear impression that what had happened in Hast Pakistan and the refugees exodus had created a major burden on the President and the Government and they were trying their level best."

On another matter Prince Sadruddin was asked if he wanted to be the Secretary - General he suggested that not everything be believed that was read in the Press. He had neither directly not indirectly at any time hinted at his candidacy. He would like to continue to serve the U.N. under U-Thant.

He was asked if he would accept the Office of Secretary-General if invited by the Major powers. He said his answer would have to be what he had just stated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের ৫১তম অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ জুলাই, ১৯৭১

U.N. SECRETARY-GENERAL'S STATEMENT AT 51ST SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL ON JULY 5,1971

Following is excerpt from statement of Secretary-General U.N. on July 5. 1971 at ECOSOC (51st Session) relating to East Pakistan refugees made under reference to focal point in the secretariat concerning co-ordination of international assistance in connection with national disasters and similar emergency situations.

Nevertheless recent disasters have revealed a growing sense of frustration in an international community anxious to help and a sense too that international efforts at the time of such catastrophies fell considerably short of the needs. These concerns have been actually intensified by the tragic and unprecedented situation stemming from the sizeable influx of refugees from East Pakistan into the adjacent States of India and from the need to alleviate the plight of the population of East Pakistan itself. There is thus no doubt as to the necessity for a major strengthening of existing arrangements within the UN system and for ensuring that international action in emergency situations measures up to the resources and technical capabilities of modern society. Indeed the Council may wish to consider whether these considerations do not call for an upward revision of the very-modest proposals contained in my report.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ জুলাই, ১৯৭১

TEXT OF THE STATEMENT OF PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES IN ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 51st SESSION. ON JULY 5,1971

Mr. President, as you can well imagine, I have listened to all intervention with very great attention. There is it seems to me, a clear procedural problem here which has been referred to by a number of speakers. The outline of the decisions taken by the economic and social council in 1969 has been stressed here and the High Commissioner, of course, remains responsible under that decision to what I consider to be one of the most important Legislative organs of the United Nations. If the High Commissioner is called upon to comment on his report or answer any question which may be directed to him on the basis of the report, he can appear in front of the economic and social council. I did so, in fact, since this decision was taken in 1969 by going into some details about a specific problem of refugees in Africa. However, as far as the procedural question is concerned, raised by the distinguished representative of Pakistan which clearly outlined the role entrusted to me as focal point by the Secretary-General following his appeal issued to the International Community on 19th May, this particular function is simply not reported at all in the document before you first of all, because that was not undertaken, strictly speaking, under the usual terms of reference of the High Commissioner for refugees but as the channel for all United Nations components channeling aid to India and secondly because this particular crisis's erupted as was rightly indicated by other speakers, after the end of the particular period covered by the report. Therefore, Mr. President, though I would very much like to contribute in a very concrete way to the progress and the development of your debates here this afternoon. The fact of the matter is that, as far as the procedural aspect of the problem is concerned, I am in the hands of the economic and social council. I am of course, prepared and quite willing to report to you on any aspect of my functions either under my mandate and statute or under my good offices but for this I have to get clearance on the procedural aspect of the problem from the economic and social council which is a sovereign body.

Thank you, Mr. President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে ভারতীয় পর্যবেক্ষক দলের নেতা রাষ্ট্রদূত এন. কৃষ্ণন-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৯ জুলাই, ১৯৭১

EXTRACTS FROM THE STATEMENT BY AMBASSADOR N. KRISHNAN, LEADER OF THE INDIAN OBSERVER DELEGATION TO THE 51ST SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, ON JULY 9,1971

With these promising growth trends characterizing the Indian scene during the last few years the country was poised for a breakthrough in several new directions leading to sustained and substantial progress. Indeed after the General Elections which took place in February this year, my Government was getting ready of a determined attack on our economic and social problems. Our plans for continuing an accelerated tempo of development in the economic and social fields have however, received a severe jolt due to the tragic turn of events in East Bengal which have resulted in a massive influx of refugees from there into India. The influx still continues unabated and has already reached a phenomenal figure of 6.3 million by the end of June. It is clear that the task of providing food, shelter and medicines to them must receive high priority. Even the token provision of 80 million in our budget for the current year for this purpose has meant an additional tax burden of 30 per cent on our people. We are therefore appreciative of the sympathetic response of the world-community in sharing this burden with us and the efforts of the UN system to channel this assistance. However, much still remains to be done to cope with the gigantic relief needs of the ever increasing number of refugees. At the same time, relief efforts, even on an expanded and accelerated scale, could at best be only a temporary palliative. The real and truly humanitarian solution, as the international community has come to recognize and accept, lies in stopping the flow of refugees and in expediting their return to their homeland, in conditions which would assure them full freedom and security and create in them confidence and faith for the future.

My delegation is grateful for the initiative taken by Yugoslavia and New Zealand in asking for a discussion on this item during the current session of the Council and the support expressed in their statements by the delegations of the Soviet Union, U.K.. Hungry, Norway, and others. We await with interest the statement which the U.N. High Commissioner for refugees is expected to make before the Council next week. We are confident that the discussion will highlight the need to mobilize further assistance on a substantial scale to meet the pressing relief needs of these unfortunate refugees and focus attention also on the urgency of their speedy and voluntary repatriation. We do hope the ECOSOC during its deliberations will consider the problem in its overall perspective and endorse a viable and lasting solution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে ইন্টার এজেন্সী এ্যাফেয়ার্সের সহকারী মহাসচিব মিঃ ইসমত টি, কিত্তানীর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ জুলাই, ১৯৭১

STATEMENT MADE BY MR. ISMAT T. KITTANI, ASSISTANT SECRETARY-GENERAL FOR INTER-AGENCY AFFAIRS, AT THE FIFTY-FIRST SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL ON JULY 16,1971

Mr. President,

Thank you very much for giving me this opportunity to inform the Council of the efforts of the Secretary-General and the United Nations system to provide humanitarian assistance to East Pakistan.

It may be useful at the outset for me to outline very briefly the background of this endeavor, in which a number of organizations and programmers are working in a concerted manner. On 22, April the Secretary-General addressed a letter to President Yahya Khan expressing its great concern at the situation in East Pakistan and offering, on behalf of the United Nations family of organizations, and on purely humanitarian, grounds all possible assistance to help the Government of Pakistan in its task of bringing urgently needed relief to the population of East Pakistan. The President of Pakistan responded to the Secretary-General's expression of concern for the well-being of Pakistan stating in a letter received on 3rd May that an assessment of possible future needs for international assistance was under way (released on 12th May). Subsequently, on 17th May, the Economic Adviser to the President of Pakistan called on the Secretary-General and, having formally accepted his offer of assistance, explained the extend of the relief requirements. These were set out in more detail in a communication from the Permanent Representative of Pakistan to the United Nations, dated 22nd May (released on 26th May). In the same letter the Government of Pakistan informed the Secretary-General that foreign and United Nations experts and project personnel who had left East Pakistan could return to continue their work.

It may be relevant to note that in the meantime-that is, on 19th May-the Secretary General had made an appeal for international assistance to alleviate the serious hardships and suffering of the sizeable and continuing influx of refugees from East Pakistan into adjacent States of India. Although that is a separate operation these two efforts of International assistance are, of course, related to the extent that as conditions in East Pakistan are improved, there will be a better possibility of arresting and reversing the flow of refugees.

Following consultations with the Permanent Representative of Pakistan in New York, the. Secretary-General decided that I should travel to Pakistan for consultations with

officials of the Government concerning the modalities of international humanitarian help to East Pakistan. I arrived in Islamabad in the afternoon of 3rd June and the following morning I was received by President Yahya Khan. There was full agreement on the manner in which the relief operation, should be organized and the President asked me to convey to the Secretary-General that he shared the Secretary General's concern that the United Nations should be in a position to assure the international community as a whole, and the donors in particular, that all relief assistance from and through the United Nations system would reach its intended destination-the people of East Pakistan.

In accordance with this agreement and as a first step in the planning of relief operations the Secretary -General designated a Representative in East Pakistan who forthwith travelled to Dacca to take up his responsibilities. His main function is to act as the focal point for ensuring co-ordination of the work of the agencies and programmes of the United Nations family which will provide assistance in their respective fields. At the same time, a counterpart Pakistani Government inter departmental committee comprising senior officials of the Central and Provincial Government was established, and the two groups have thereafter been working closely together in planning and organizing the relief operations. A direct and reliable communications link was established between the Secretary General's Representative in Dacca and the United Nations in New York and Geneva. On 18th June the Secretary-General appointed a Headquarters Coordinator who exercises his functions within the framework of the office for Inter-Agency Affairs. Since the end of June he has been operating here in Geneva. An inter-agency working group has been set up with a similar structure as that of the standing inter-agency consultation unit.

On 16 June the Secretary-General issued an appeal to all Governments, inter-Governmental and non-Governmental organizations, and to private institutions and donors, to alleviate the suffering which had be fallen the population of East Pakistan by making contributions in cash or in kind. He expressed the hope that donors would avail themselves to the largest extent possible of the established procedures of the United Nations family, particularly those of the World Food Programme and UNICEF. And stressed his belief that the international community would once again adhere to the spirit of human solidarity and international co-operation which arc enshrined in the Charter.

The basic framework for the provision of relief assistance from and through the United Nations has thus been established and in the month that has elapsed since the Secretary-General issued his appeal a sustained effort has been made in co-operation with the Government, to evaluate and assess the nature and extent of humanitarian assistance required. The information gathered regarding the food, transportation and health conditions prevailing in East Pakistan and indication of the assistance needed to alleviate the hardship of the people there, are contained in a report which is being released today. The Secretary-General has availed himself of this opportunity to renew his urgent appeal to contribute to this humanitarian endeavor that constitutes one of the major challenges that the United Nations system of organizations and programmes has faced.

Inasmuch as the afore-mentioned report is now available. I need not got into any detail about food, transportation, and health conditions in East Pakistan and the magnitude

of assistance requirements. A few points, however, merit special attention and I should like to take a few minutes to refer to them.

The people of East Pakistan have been affected by a major cyclone and floods that hit the delta area on 11th and 12th November 1970 and by the hardships resulting from the civil disturbances beginning in March 1971. Reports from the Secretary-General's Representative in East Pakistan indicate that there has been considerable movement of population to rural areas causing incalculable loss of crops and purchasing power as well as disruption of transportation. These situations will complicate food and relief operations now and in the near future but no mass concentration of displaced person has been reported.

Preliminary assessments of the conditions suggest that the problem is primarily one of distribution of food and other relief supplies. Such distribution has traditionally been made through food stores and ration shops of which there are over 360 located in East Pakistan. The Government of Pakistan counterpart committee has informed the Secretary-General's Representative that the Government of Pakistan is undertaking major efforts to make the port at Chittagong fully operational and efficient. However, railway and road transportation capacities have been considerably reduced and it is clear that reliance must be placed on water transport for food and relief supplies.

The Secretary-General's Representative in East Pakistan and representatives of the Food and Agriculture Organization, the World Food Programme, the World Health Organization and UNICEF, are working with the Pakistani Government counterpart committee to further plan and organise the establishment of a large scale international humanitarian effort in East Pakistan. The United Nations estimate of food stocks and funding required as a first step in providing such assistance indicate that an initial sum of $ 28,200,000 is required at this time.

The Executive Director of the World Food Programme is awaiting information from the FAOAVFP team now in East Pakistan before deciding whether to recommend to the Director-General of FAO that further emergency food aid be approved for East Pakistan. The FAO senior agricultural economist deputed to Dacca has made a few preliminary observations after visiting the port of Chittagong and its storage facilities. According to him disruption of transportation is still a limiting factor and crop estimates are difficult because of uncertainties about harvest and delivery. There are great fears for nutrition and resulting health problems. A more comprehensive report is excerpted from him after he has completed his assignment.

Together with East Pakistani health authorities a World Health Organization survey team, sent by Dr. Candau, Director-General of WHO at of the request of the Secretary- General, completed an initial survey of current and anticipated medical problems between 29th June and 9th July. Specific plans have been drawn up for the initial phase of a programme to cope with major disease prevention, medical care and sanitation problems, including assistance in coping with the major anticipated infectious disease problems and in countering nutritional problems to the extent possible. In cooperation with the Government longer-term plans and estimates of needs are now being elaborated.

In response to a specific invitation of the Government, the UNICEF office in Dacca has studied the possibilities of organizing and providing supplies for a food distribution for pre-school and young school children. The Government proposed to use schools as feeding centers and it indicated that although existing staff would be able to handle the operation, there would be need for transport and special food supplies an initial period of one year the proposed programme in which UNICEF would be involved aims to reach preschool and school age children through at least 25 per cent of all primary schools. It is hoped to reach about 1,200,000 young children and to provide a supplementary ration of about 100 grams per day of pre-cooked, high-protein children's food. The feeding programme would eventually have a nutrition education component and it is hoped would led to a longer-term plan which could be maintained by the Government and non-UNICEF sources after the initial emergency period is over. Concurrently with the special feeding programme, UNICEF has agreed to accelerate currently aided projects in East Pakistan, particularly in the fields of health, rural water supplies and education. Additional assistance may also be required for the displaced persons in the country and, at a later stage, for returning refugees from India, if, as it is hoped, the number increases and the recently established reception centers need to be strengthened and expanded.

Other efforts include those of private organizations such as the League of Red Cross Societies, which sent two representatives to East Pakistan to make a survey with the Pakistan Red Cross Society on the conditions under which their cyclone disaster projects could be resumed. CARE aid programme continue to function in East Pakistan and are picking up momentum. A number of other private institutions have continued existing projects or initiated new programmes of assistance.

This, Mr. President, is a brief review of the humanitarian relief operations under way in East Pakistan. As I said, earlier, further details about condition and needs as well as about contributions and pledges thus far received from individual Governments and institutions, are contained in the report which is being issued today. May I only underline that this operation is still largely at the assessment and planning stage. All estimates of assistance requirements, however, point to the urgency of mobilizing substantial external resources for relief action.

In conclusion I wish to convey to the Council the deep gratification and appreciation of the Secretary-General on the splendid manner in which all United Nations Programmes and Agencies have responded to this challenge and acted smoothly and in concert.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি মিঃ এল. মেঝব-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ জুলাই, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. L. MOJSOV, YUGOSLAV DELEGATE AT THE 51st SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL ON JULY 16,1971

Mr. Chairman,

The High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Aga Khan, has described in his impressive and comprehensive statement the difficult situation in which millions of Pakistani refugees now find themselves in India and the measures he had undertaken on behalf of the United Nations to offer effective assistance to them. The HCR has described "a situation of stark tragedy effecting an immense number of human beings". The sudden influx of so many people-in such a brief period of time is virtually without precedent in the recent past. The number of refugees already exceeds six million and may, unfortunately, even rise further. The expenses of the most basic accommodation, food and preventive health measures are huge and certainly cannot be borne by the Indian states bordering on East Pakistan. The enormous material outlays which India has been forced to make, naturally to the detriment of other programmes and priorities in its social and economic development, cannot satisfy the requirements of these unfortunate people. Furthermore, local and other authorities in India could not possibly have been prepared for such an influx, nor could they have anticipated that such dislocations would occur as would generate social problem of no mean proportions in their country. And while the material expenses could be compensated to some extent by the engagement of the entire international community the question remains as to how to resolve or ameliorate the social and even the political consequences which are almost inevitable in such circumstances, having in mind, above all, the humanitarian aspect of this complex problem. And what are we to say of the tragic fate of those people, among whom there are many women and children who, by force of circumstances, find themselves in a situation in which they cannot provide even the basic necessities for themselves and whose lives are endangered by extremely poor conditions of health and sanitation.

For this reason, the Yugoslav Government and people, motivated by humanitarian considerations, have been following with feelings of great anxiety the drama unfolding on the Indian sub-continent and the evils that have be fallen millions of men. women and children. We share the view of many international spokesmen that it is imperative to find such a solution as will enable the refugees to return to their homes, as this would be the most humane and normal approach to the problems of these people, and at the same time in the long term interests of both India and Pakistan.

The President of Yugoslavia, Josip Broz Tito, moved by the same considerations, has just expressed concern for the fate of the refugees from East Pakistan in messages sent

recently to the President of Pakistan, Yahya Khan, and the Prime Minister of India, Indira Gandhi.

As the High Commissioner for Refugees acts as the focal point for the coordination of assistance from the organizations and programmes if the United Nations system, we expect that he will utilize his great experience and authority to find lasting, long-term solutions, taking account in the first place of the express wishes of the refugees themselves and of their interests. His contacts and talks with responsible persons in Pakistan and India make it justified to hope that this problem, whose gravity weights upon the international community and burdens the relations between the neighboring countries involved, will ultimately be solved in a positive way. It is the duty both of the international community and of all those concerned to do everything in their power to enable the refugees to return to their homes. The successful implementation of this action would simultaneously mean the creation of conditions which would lead to a cessation of further inflows of refugees and to their voluntary repatriation.

For its part, the Yugoslav Government has approved the extending of assistance to the refugees, to the limits of its possibilities. This help has already been sent to India through the Office of the U.N. High Commissioner for Refugees. The Yugoslav Red Cross has also issued an appeal for the collection of help which will be forwarded later The Yugoslav Government is ready to give the High Commissioner the necessary support and help in his efforts coordinate assistance by the U.N. system to the millions of refugees in the territory of India. We also endores the activities undertaken so far along these lines by the High Commissioner. We are deeply impressed by his words that the relief action for the refugees from East Pakistan represents "one of the largest and most difficult actions of our time" and we are confident that in organizing this large and complex action the HCR deserves the full endorsement of the ECOSOC.

The favorable reaction of countries members of the UN. system, of non governmental institutions and private organizations and individuals to the urgent appeal sent out by the UN. Secretary-General U Thant, holds out the hope that the humanitarian action will terminate in success and thus help create the appropriate conditions for a lasting solution to the problem of refugees. In this regard, we also express our gratitude to the representative of the Secretary-General, Mr. Kitani, for his contribution in initiating the relief action and for his excellent report to the Council.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইকনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর ৫১তম অধিবেশনে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি মিঃ জে. ভি. স্কটের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ জুলাই, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. J. V. SCOTT, NEW ZEALAND DELEGATE, IN THE 51st SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, ON JULY 16,1971

We have heard with interest and appreciation the comprehensive statement of the High Commissioner for Refugees on his role as the focal point for international assistance to the refugees from East Pakistan now in India.

We must all have been deeply impressed by the magnitude of the task he has described and with the tremendous burden that the sudden influx of nearly seven millions of refugees has cast upon the Government of India. We wish to acknowledge again the value of his interventions on behalf of the refugees and pay tribute to the response of the Indian authorities, of non-governmental and inter governmental organizations, and of private citizens to the stark challenge of this incomparable human tragedy.

We are grateful to the High Commissioner for providing such a clear and detailed picture of the scope of the relief operations for which he is the focal point and for responding to the questions which my delegation asked some days ago. We can take confidence from his statement in his actions to bring about co-ordination of international relief activities. We can feel assurance that within the limits of his resources and abilities no effort is being spared to cope with the pressing requirements of the situation-a situation, in his words, created by the massive overwhelming arrival of millions of people in a state of destitution and physical exhaustion, a situation of great human misery. We were particularly pleased to hear his remarks about the climate of genuine co-operation and the feeling of common undertaking that exists among the United Nations agencies concerned.

But if much has already been accomplished much more still remains to be done.

We are all faced with the urgent need for additional assistance, for mere adequate accommodation and shelter for transport, food and medical supplies to match the revised estimates of the needs of this growing human flood. The dangers are all too clear of the rapid spreading of epidemics and infectious diseases brought on by inadequate sanitation, malnutrition, the lack of clean water and of medical supplies and facilities. In this connection the actions of the specialized agencies, the WHO, UNICEF, FAO, the World Food Programme and the non-governmental organizations in conjunction with the Government of India are commendable in helping to meet this emergency situation.

The High Commissioner's statement sheds new light on the extent of the human misery that has been caused. The need for urgent assistance remains and, if insufficient is done, is certain to last for a very long time. The amount of help required has increased

with the continuing flow of refugees across the border into India. This is not a situation from which the international community dare turn away their eyes.

The High Commissioner's responsibilities are crucial in channeling aid to alleviate the human misery that has undoubtedly been caused. All that he has said discloses the need for compassion and effort on the part of others in a situation fraught with great danger. His influence has been a restraining one in dealing with issues that have aroused the most intense feelings on either side. We hope that, with the encouragement of this Council, the High Commissioner's efforts will further promote an international atmosphere in which the problems that have given rise to the refugee crisis, and which have so far kept it from solution, can be dealt with.

I said in my general debate speech on 8 July that "It will not be fruitful to consider the reasons why this situation has arisen, nor is it necessary to consider in this Council the political conditions that need to exist before the refugees will be content to return to their homes". The need to avoid any action which would impair an already difficult situation is obvious. New Zealand itself has no wish to become involved in the internal affairs of either India or Pakistan.

New Zealanders, nevertheless, arc deeply distressed at the suffering and loss of life caused by the refugee crisis and are conscious of its implications for the stability of the region. It seems clear to us that very little beyond immediate hand-to-mouth relief of the refugees can be achieved without the establishment of a climate of confidence in East Pakistan which will allay the fears of those who are at present taking refuge in India. The dictates of humanitarianism do not cease with the provision of food and shelter-and there remains enough to be done even in that sphere. They extend to the long-term future of the unfortunate refugees and particularly their right to return of their own free will to their homes in conditions which promise them a normal life as citizens participating fully in their society. This simple message a message of humane concern not a blueprint for a solution which does not lie within the Council's competence is the one which my delegation hopes will emerge from the discussion in this Council.

The High Commissioner towards the end of his statement touched upon this crucial and central factor when he spoke of the urgency of voluntary repatriation of the refugees. He said and I quote.

"I have noted in this connection that the Government of India has stressed the urgency of an early return, as the refugees cannot be permanently settled in India. I have also noted the Government of Pakistan's position that the refugees should repatriate. I would like to assure the Council that I stand ready to facilitate, in any way possible, the voluntary repatriation of the refugees. That, indeed, must remain the humanitarian goal that guides our endeavors. I am only too aware of the complexities of the situation. The need above all is to ensure a climate of confidence, one in which the refugee himself will voluntarily wish to repatriate."

We endorse his view of the critical importance of voluntary repatriation as the best solution to the problem.

The fulfillment of this humanitarian purpose is itself dependent on the reduction of tension between India and Pakistan. We appreciate that in the present circumstances the creation of an atmosphere of compromise and negotiation's made especially difficult.

We all readily appreciate that the essential problems at the heart of the refugee crisis are not easy to solve, and have been made incomparably more difficult by the events which have marked recent months. None of us outside the region is in a position to offer suggestions on the nature of a solution. What can be done, however, through the Council is to focus attention on the need, for an atmosphere of negotiation and compromise and for a longer-term settlement. The problem is already of unprecedented magnitude. If the international community do not face up to it now they will have to do so latter when its dimensions are greater and more serious.

It is with that fundamental requirement in mind that I especially commend the efforts of the High Commissioner for Refugees. 1 can assure him of or full support in his continuing endeavors to attain the welfare and rehabilitation of the East Pakistan refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত সরকার কর্তৃক জাতিসংঘ মহাসচিবের ত্রাণ সংক্রান্ত স্মারকের জবাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৯ জুলাই, ১৯৭১

U.N. SECRETARY GENERAL'S AID MEMOIRE OF JULY 19, 1971, TO GOVERNMENTS OF INDIA AND PAKISTAN

The repatriation of the refugees from East Pakistan now in India is a matter of the utmost concern and urgency. The Secretary is anxious to do everything possible, in cooperation with the Governments concerned and complementary to their own efforts, to facilitate the voluntary repatriation of the refugees in a secure and orderly manner which takes due account of their welfare. One possible method doing this might be to establish a limited representation of the High Commissioner for Refugees on both sides of the border. The High Commissioner for Refugees is already acting as a focal point for the United Nations effort on behalf of these refugees. The representatives of the High Commissioner would be stationed at collecting points on the Indian side, at border crossing points on both sides, and in reception centers on the Pakistan side. It is the feeling of the Secretary-General that before attempting to make such an arrangements on a large scale, it would be desirable to test it in a limited way in order to ascertain whether in practice it would serve a useful purpose in facilitating the process or repatriation.

The Secretary-General therefore wishes to suggest to both Governments concerned that representatives of the High Commissioner for Refugees be accepted in two or three selected areas on both sides of the border, the areas to be suggested by the Governments in consultation with the High Commissioner. Were this arrangement to prove useful, it would then be possible to expand it gradually to include most, or all, of the repatriation points.

The Secretary-General expresses the hope that the Government of India will be prepared to give the necessary co-operation to make this initial endeavor possible. A similar suggestion has been made to the Permanent Representative of Pakistan on 19th July. 1971.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ উপসংস্থার (ইউ-এন সাব কমিশন) কাছে বেসরকারী বিশ্বসংস্থাসমূহের আবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২০ জুলাই, ১৯৭১

NON-GOVERNMENTAL WORLD BODIES' APPEAL TO U.N. SUB-COMMISSION ON JULY 20,1971

Twenty-two international non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council of the U.N. petitioned the United Nations Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, to take constructive action at its 24th session which commenced on August 2, 1971, "concerning the reports of gross violations of human rights and fundamental freedoms occurring in East Pakistan".

In a statement released in New York on July 20, 1971, the organizations said that they were alarmed by these reports. In a reference to U- Thant's statement describing recent events leading to the flight of millions of refugees from East Bengal to India as "one of the most tragic episodes in human history", the statement expressed the "grave concern" of the organizations that no organ or agency of the United Nations "has pronounced itself on the implications of the events in the area for the human rights of the affected peoples."

The statement added that the organizations were convinced that the United Nations bore the responsibility to ascertain the facts of the situation "with the object of safeguarding the human rights of the population of East Pakistan including returning refugees", and called upon the Sub-Commission at the opening of its 24th session to :

(1)""Express its deep concern regarding the human rights implications of events in the affected areas with a view to assuring observance of the rights, the personal safety and the freedom of the people in the area;

(2) Examine all available information regarding the allegations of the violation of human rights and fundamental freedoms in East Pakistan;

(3) Recommend to the Commission on human rights measures which might be taken to protect the human rights and fundamental freedoms of the peoples of East Pakistan;

(4) Appoint the Working Group provided for under Economic and Social Council resolution and instruct it to keep under review communications on human rights regarding the situation in East Bengal; and

(5) Consider the extent to which events in the affected areas might be relevant to the contemplated studies of the Sub-Commission on minorities, indigenous populations and genocide."

The Sub-Commission has a membership of 26 including Pakistan. The other members include USA, UK, USSR, Canada, France, Philippines, Yugoslavia, Sudan, Romania, Nigeria, Kenya, UAR, Tanzania and Austria.

The organizations include the International Commission of Jurists, International Federation for the Rights of Man, Women's International League for Peace and Freedom, World Student Christian Federation, World Union of Catholic Women's Organizations, International Federation of Women Lawyers and International Catholic Union of the Press.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারত সরকার কর্তৃক জাতিসংঘ মহাসচিবের ত্রাণ সংক্রান্ত স্মারকের জবাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২ আগস্ট, ১৯৭১

INDIA'S REPLY TO U.N. SECRETARY-GENERAL'S AIDE MEMOIRE, DELIVERED ON AUGUST 2,1971

Government of India share the view of the Secretary-General that the repatriation of the refugees from East Pakistan, now in India, is a matter of utmost concern and urgency. Of even greater concern and urgency is the need to stop military atrocities in East Pakistan and the consequent daily flow of refugees into India at the rate of 40,000 to 50,000 a day. The refugees already in India are unlikely to return as long as this further exodus continues. Government of India have noted with infinite dismay and grave concern that far from encouraging return of refugees or stopping or reducing the further flow of refugees from East Pakistan to India, their number has increased by nearly four million since President Yahya Khan made his statement on the 25th May that he would agree to allow the Pakistani citizens to return to their own country.

2. The root cause of the inflow of over seven million refugees into India and the daily exodus that still continues can only be explained by the total absence of such conditions in East Pakistan as would encourage or enable the refugees return to their homes. The chaos and the systematic military repression and the decimation of the Bengali-speaking people in East Pakistan continue unabated, as indeed is clear to any objective reader of the international Press. This has been further corroborated by the recent reports of the World Bank and the public statements made by independent foreign observers who have visited East Pakistan and heard the tales of woe from refugees themselves in their camps in India.

3. The burden on the Government of India in looking after millions of refugees, whose number is still increasing every day, has been recognized by all. It has equally been recognized that in Pakistan efforts to cope with the results of two successive disasters, one of them natural and the other man-made, are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards political reconciliation and consequent effect on law and order and public administration in East Pakistan. An improved political atmosphere in East Pakistan is an indispensable pre-requisite for the return of the refugees from India. The conflict between the principles of territorial integrity of States and self-determination is particularly relevant in the situation prevailing in East Pakistan where the majority of the population is being suppressed by a minority military regime which has refused to recognize the results of the elections held by them only in December last year and had launched a campaign of massacre, genocide and cultural suppression of an ethnic group, comprising 75 million people. Unless this basic cause for the influx of refugees into India is removed, all attempts to solve this problem by unrealistic experiments are bound to fail. Not only will they fall but they will tend to divert attention from the main issue and so encourage the continuation of military repression undertaken in so wide and horrifying a manner as in East Bengal.

4. Prince Sadruddin told the Prime Minister of India in New Delhi some time ago that the process and organisation of repatriation would be hampered by posting a number of personnel drawn from different parts of the world speaking various languages with diverse backgrounds and following an assortment of techniques. UNHCR made no suggestion in the ECOSOC meeting held in Geneva on 16th July that the establishment of a limited representation of High Commissioner for Refugees on both sides of the border would in any way encourage the return of refugees to their homes in East Pakistan.

5. In these circumstances, the Government of India are unable to understand what purpose the posting of a few men on the Indian side of the border will fulfil. Our conviction is that they can in no way help or encourage the refugees to return home and face indiscriminate and deliberate massacre by the West Pakistan military authorities. By attempting to subdue, through brute force, 75 million people of East Pakistan and by refusing to recognize political, economic, social and administrative realities of the situation prevailing there, Pakistan Government has not only made it impossible for the refugees already in India to return, but is deliberately forcing further inflow of refugees into India.

6. India has no desire to prevent the refugees from returning to their homeland, indeed we are most anxious that they should go back as soon as possible and as a first step, conditions must be created in East Pakistan to prevent the further arrival of refugees into India. In this context, the Secretary-General must have seen the report and statement of 30th June by the UNHCR refuting Pakistani allegation that India is obstructing the return of refugees. Prince Sadruddin is further reported to have said there was absolutely no evidence for the host Government having obstructed the refugees if they wanted to go. Again in Paris on 10th July the Prince in reply to a question said that it would not be logical to say that India was in any way holding back their return. On July 19, at Kathmandu, two volunteers of the British organisation "War on Want" described as "rubbish" Pakistani allegation that India was holding refugees and preventing their return. At Calcutta on July 22, Mr. Manfred Cross, an Australian MP, described as "impossible" the Pakistani propaganda that refugees are being prevented in returning to Bangladesh. Hon'ble Mr. Cornelius E. Gallagher, Member of the US House of Representatives, made a statement on the 10th of July in the House stating that "the response of the Indian Government to the crisis created by the action of the Government of Pakistan has been magnificent. They have demonstrated almost unbelievable restraint in view of the provocative effects of the army's brutal sweep, and they have shown inspiring compassion to the refugees. If it can ever be said that any Government is truly moral and humanitarian, the Government of Prime Minister Indira Gandhi has earned that distinction in the weeks since the first refugee crossed her border. The sheer number of refugees is irrefutable evidence of the brutal policies pursued by the Government of Pakistan to crush the people who won the election. Based on interviews I conducted with a cross-section of the refugees, I now believe that a calculated attempt to crush the intellectual life of the Bengali community occurred because of mass killings of professors, students, and everyone of any distraction by the army. This, in my judgment, gives credence to the charge of genocide". Apart from these and many other statements of this nature, not even a single responsible and reputable report has ever indicated that

the return of refugees or their continued inflow is due to any other cause except the intolerable and tragic conditions prevailing in East Bengal.

7. In this background, Government of India must express their total opposition to the suggestion for the induction of a "limited representation of the. High Commissioner for Refugees on both sides" and must categorically state that they resent any insinuation that they are preventing the refugees from returning to East Bengal. They allowed them to enter India purely on humanitarian grounds in spite of the most serious impact on her social, political, and economic structure. Government of India is anxious that they return as soon as possible. The presence of the United Nations or UNHCR representatives cannot help in this. On the other hand, it would only provide a facade of action to divert world attention from the root cause of the problem that is the continuation of military Atrocities, leading to further influx of refugees and absence of political settlement acceptable to the people of East Pakistan and their already elected leaders.

8.The UNHCR has a fairly strong team of senior officers located in Delhi and they have been given every facility to visit refugee camps. In fact, Mr. Thomas Jaimeson, Director of Operations of the UNHCR who is the Chief Representative of the UNHCR's office in India, has recently returned from a second tour of the refugee camps. He was allowed access to all the refugee camps and was given facilities to visit these camps including those in the border areas. Apart from this 1,000 foreign observers have visited these refugee camps and most of them have publicly stated that the refugees have taken shelter in India from the military oppression in Bangladesh and are not willing to return unless suitable conditions are created ensuring their safe return through a political settlement with the Sheikh Mujibur Rahman, the acknowledged leader of East Pakistan and his already elected colleagues. In the light of the information available to Government of India and to the interested Governments and organizations, they have painfully come to the conclusion, that the time is past when international community can continue to stand by, watching the situation deteriorate and merely hoping that the relief programmes, humanitarian efforts, posting of a few people here and there, and good intentions would be enough to turn the tide of human misery and potential disaster.

9. While therefore, the Government of India have no wish to lend their support to any proposal which will deflect attention from the basic problem or diffuse concern from the fate of the unfortunate refugees, they would welcome any action by the United Nations which would ensure and guarantee, under adequate international supervision, that the refugees lands, houses and property will be returned to them in East Pakistan and that conditions are created there to ensure the safe return under credible international guarantees without threat of reprisal or other measures of repression from the military authorities of West Pakistan. It is painful to note that even the handful of refugees who ventured to return to East Bengal have not only been not allowed to go back to their homes and villages but have been subjected to endless indignities and inequities and even made to do forced labor and face many other difficulties. Government of India should like to draw the Secretary-General's attention in this context to the New York Times report and photographs published on the 27th July, 1971. In these circumstances, it is unrealistic to hope that these circumstances will begin to be changed by the posting of

any personnel on the Indian side of the border. The Government of India cannot support such a facade of action in the full knowledge that it is unrealistic. Unhelpful and even dangerous. They find therefore the proposal totally unacceptable.

10. The crux of the problem is the situation inside East Bengal where an army from a distant territory is exercising control by sheer force and brutality. If the international community is serious about the need for return of refugees to East Bengal the first step that has to be taken is to restore conditions of normalcy inside East Pakistan through a political settlement acceptable to the people of East Bengal and their already elected leaders, and take such internationally credible measures as would assure the refugerous their safe return without reprisals, etc.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস্ কর্তৃক প্রদত্ত টেলিগ্রামের অনুলিপি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১০ আগস্ট, ১৯৭১

COPY OF A TELEGRAM DATED AUGUST 10, 1971 FROM INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, GENEVA, TO PRESIDENT YAHYA KHAN

August 10, 1971
Ref. 2/103/2
NMD/ks

President Yahya Khan,
President's House,
Rawalpindi,
Pakistan.

International Commission of Jurists protests against secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman. Justice has nothing to hide.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধে গঠিত উপসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্টস্ কমিশন-এর প্রতিনিধি মিঃ জন সাল্ জবার্গের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ আগস্ট, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. JOHN SALZBERG REPRESENTATIVE FOR THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, TO THE SUB-COMMISSION ON THE PREVENTION OF DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MINORITIES, DATED AUGUST 16, 1971.

Following is text of statement delivered on August 16, 1971, by Mr. John Salzberg, representative for the International Commission of Jurists to the U. N. Sub-Commission on the prevention of Discrimination and protection of minorities. The Sub-Commission met at the U. N. Headquarters in New York. The statement was made on behalf of 22 international non-governmental organizations in consultative status with the U. N. which has submitted a statement (U.N. Document No. E/CN. 4 SUB. 2/NGO, 46 dated July 23, 1971), Urging the Sub-Commission to consider the reports of violation of human rights in East Pakistan.

Mr. Chairman, I would like to take this opportunity to introduce the document submitted to the sub-commission by twenty-two international non-governmental organizations in consultative status with the economic and social council. (Document E/CN.4/SUB.2/NGO 46). The international non-governmental organizations submitting this document constitute a variety of religious, legal, educational, civic, and social organization with affiliates throughout the world. My own organization, the international commission of jurists seeks to promote the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms in all parts of the world and has national sections and affiliated groups in more than sixty countries.

The subject of the non-Governmental organisation statement concerns a most grave and urgent matter: The tragic developments in Hast Pakistan which are reported to have resulted in death of perhaps as many as 200,000 persons, the destructions of countless homes and villages, and the creation of more than six million refugees. The Secretary- General has referred to the situation as "one of the most tragic episodes in human history". Only last week the Secretary General stated that the efforts to cope with the relief problem". Are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards a political reconciliation and the consequent effect on law, order and public administration in East Pakistan the situation is one in which political, economic and social factors have produced a serious of vicious circles which largely frustrate the efforts of the authorities concerned and of the international community to deal with the vast humanitarian problems involved, these human tragedies have consequences in a far wider sphere. The violent emotions aroused could have repercussions on the relations of religious and ethnic groups in the sub-continent as a whole and the relationship of the Governments of India

and Pakistan is also a major component of the problem". (U.N. PRESS RELEASE, SG/SM 15162, August 1971).

The Secretary-General concludes that "The time is past when the international community can continue to stand by, watching the situation deteriorate and hoping that relief programmes, humanitarian efforts and good intentions will be enough to turn the tide of human misery and potential disaster. I am deeply concerned about the possible consequences of the present situation not only in the humanitarian sense, but also as a potential threat to peace and security and for its bearing on the future of the United Nations as an effective instrument for international co-operation and action. It seems to me that the present tragic situation, in which humanitarian, economic and political problems are mixed in such a way as almost to defy any distinction between them, presents a challenge to the United Nations as a whole which must be met. Other situations of this kind may well occur in the future. If the organization faces up to such a situation now, it may be able to develop the new skin and the new strength required to face future situations of this kind".

How can the submission on the prevention of discrimination and protection of minorities respond to the Secretary-General's urgent appeal? The Secretary-General has referred to the inter-relationship between the humanitarian, economic and political problems of the situation. I believe that none of these problems can be successfully resolved without the respect for the human rights and fundamental freedoms of the peoples of East Pakistan.

The sub-commission is to be commended for establishing a working group to review communications sent by individuals and groups to the U. N. alleging the violation of human rights, and for drafting the rules of admissibility of communications. This historic step will remove a serious deficiency in the United Nations machinery for the protection of human rights which has existed ever since its founding in the future persons with valid grievances against their governments will have an effective right of petition to the U. N. This machinery for the review of communications, however, will not become operative until the summer of 1972 just prior to the next session of the sub-commission. The urgency of the situation in East Pakistan as was expressed so clearly by the secretary- General requires the sub-commission to take action at this session.

The sub-commission can act at this session under authority granted to it by its parent organs, the commission on human rights and the economic and social council. The commission on human rights in resolution 8 (XXIII) of 16th March 1967 invited the sub- commission "To bring to the attention of the commission any situation which it has reasonable cause to believe reveals a consistent pattern of violations of human rights and fundamental freedoms, in "any country, including policies of racial discrimination, segregation and apartheid, with particular reference to colonial and other dependent territories. "Furthermore, in the same resolution, the commission authorized the sub- commission in making such a recommendation to prepare a report "containing information on violations of human rights and fundamental freedoms from all available sources." The economic and social council approved these decisions by the commission in resolution 1235 (XLII) of 6th June 1967 and in addition, authorized the commission to

make a thorough study of situations revealing a consistent pattern of violations of human rights and to report, with recommendations thereon, to the economic and social council.

What information is there available to support the allegations of violations of human rights in East Pakistan? The members of the sub-commission have access to the communications on human rights sent to the U. N. by persons who allege they have been victims of violations. The members also have available to them press repons authored by journalists who were eyewitnesses to certain atrocities or were told of such incidents by eyewitnesses non-governmental as well as inter-governmental organizations have prepared reports on the situation on the basis of field investigation finally, the Pakistan Government has issued a white paper alleging certain violations of human rights. These sources of information might not in every instance, or in most instances, be acceptable in a court of law, but the sub-commission is not a court nor is it responsible for making a final judgment on the situation. The sub-commission is only authorized to report that a situation appears to reveal a consistent pattern of violations of human rights on the basis of available information. Clearly there is sufficient information available for the sub- commission to investigate the situation and make recommendations for action.

What are the violations of human rights which are alleged to have occurred in East Pakistan and to which the members of this sub-commission should consider? Reports indicate that the following violations have occurred, killing and torture, mistreatment of women and children, mistreatment of civilians in armed conflict, religious discrimination, arbitrary arrest and detention, arbitrary deprivation of property, suppression of the freedom of speech, the press and assembly, suppression of political rights, and suppression of the right of emigration.

A report by a mission of the International Bank for reconstruction and development, excerpts of which appeared in the July 13th edition of the New York Times, described the punitive action taken by the West Pakistan army against the civilian population. The World Bank report stated, for instance, that in the town of Jessore the population was down from 80,000 to 15,000- 20,000. Twenty thousand people were killed. The report stated that "The Army terrorizes the population, particularly aiming at the Hindus and suspected members of the Awami League."

Another authoritative report is presented by Mr. Anthony Mascarenhas in the Sunday Times of London, June 13, 1971. Mr. Mascarenhas was one of eight Pakistani journalists invited by the Pakistan Government to fly to East Pakistan and observe firsthand the developments in the area. Mr. Mascarenhas has been a Pakistan citizen since the founding of that country in 1947. He has been a leading Pakistani journalist, at the time he wrote the account of his trip to East Pakistan he was the Assistant Editor of the Morning News of Karachi. The Sunday Times checked the veracity of his account with refugees in a position to have had a wide knowledge of events in East Pakistan as well as with objective diplomatic sources. I would like to quote one passage from Mascarenhas' report which is representative of the killings and other inhuman acts which he observed committed by the Pakistan Army against the civilian population.

"For six days as I travelled with the officers of the 9th division head-quarters at Comilla I witnessed at close quarters the extent of the killing. I saw Hindus, hunted from

village to village and door to door, shot offhand after a cursory" "short arm inspection" showed they were uncircumcised. I have heard the screams of men bludgeoned to death in the compound of the circuit house (Civil administrative headquarters) in Comilla. I have seen truckloads of other human targets and those who had the humanity to try to help them hauled off "for disposal" under the cover of darkness and curfew. 1 have witnessed the brutality of " kill and burn missions" as the-Army units, after clearing out the rebels, pursued the pogrom in the towns and the villages."

"I have seen whole villages devastated by "Punitive Action" and in the officers mess at night I have listened incredulously as otherwise brave and honorable men proudly chewed over the day's kill".

"How many did you get?"

"The answers are seared in my memory".

Mr. Mascarenhas, as well as other responsible journalists, have asserted that the Government of Pakistan is pursuing a policy of genocide against the Hindu population as well as against university students and faculty and members of the Awami League. Recently fourteen diplomats resigned from the Pakistan Embassy in Washington DC and the Pakistan Mission to the United Nations asserting that their Government "violates elementary norms of civilized conduct and commits crimes against humanity". Many other eyewitness accounts are available to the sub-commission which indicate that a consistent pattern of violations of human rights is occurring in East Pakistan.

The white paper issued by the Pakistan Government alleges that "the Awami League reign of terror, unleashed from 1st March onwards claimed the lives of a hundred thousand men, women and children besides causing incalculable damage to public and private buildings, transport and communications and industrial establishments. Unmentionable brutalities were committed, with the active assistance of Indian Armed infiltrators.

A campaign of intimidation was unleashed against the Central Government personnel and institutions. Awami League militants went on the rampage in almost every city of the province. The raided fire arms shops and looted them. The laboratories of educational institutions were also looted and acids, chemicals and explosives appropriated. Attacks on Government property especially of Central Government, and communications centers became the order of the day. Trains were derailed and passengers pulled out and killed violent mobs.

Led by Awami League storm troopers attacked and burned down entire colonies of nonconformist together with hundreds of inmates. "I want to make it clear that all reports and allegations of the violations of human rights in East Pakistan should be investigated by the Sub-Commission.

There are some who may argue before this sub-commission that this organ should not discuss the situation in East Pakistan.

They may assert that no violations of human rights have occurred - That the killings that did occur were necessary to maintain law and order. However, even the Government

of Pakistan has asserted that 1,00,000 were killed, in this case by forces opposing the Government. Those who oppose the Sub-Commission's consideration of this situation may argue that human rights matters are matters of domestic jurisdiction and therefore outside the jurisdiction of the United Nations. The General Assembly, however, in Resolution 2144 (XXI) of 26 October 1966 called upon the economic and Social Council and the Commission on human rights "To give urgent consideration to ways and means of improving the capacity of the United Nations to put a stop to violations of human rights wherever they may occur", and the Sub-Commission at this very session has adopted procedures for reviewing communications on human rights in conjunction with its mandate to report situations which reveal a consistent pattern of violations of human rights.

The United Nations has clearly established that situations which reveal a consistent pattern of violations of human rights are not exclusively within the domestic jurisdiction of a member state, but are also within the jurisdiction of the United Nations.

We believe that the reports of violations of human rights in East Pakistan requires this Sub-Commission to exercise its authority regarding situations which appear to reveal a consistent pattern of violations of human rights. The Sub-Commission should set up a committee of inquiry to review the various reports of violations of human rights in East Pakistan or it should recommend to the Commission on human rights that it establish an investigatory- body Mr. Mohamed Khalifa, the distinguished member of the sub- commission from the United Arab Republic, delivered at this session a very eloquent and moving statement which the sub-commission members might wish to bear in mind in considering this question. In commenting on this agenda item on the violation of human rights and fundamental freedoms Mr. Khalifa stated that the discussion of this item "had reminded the members of the sub-commission of their fundamental responsibilities, which were the prevention of discrimination and the protection of minorities. The safe guarding of individuals and the principle of human dignity were inseparable. Individuals could not be considered to be Government property. Yet they were defenseless in the face of authority and sometimes their only recourse was to appeal to the conscience of mankind. Although the principle of noninterference in the domestic affairs of states limited the possibilities for intervention on behalf of petitioners the United Nations could at least listen to them and given them its moral support which, in the last analysis, might be the only way of educating world opinion and causing Governments to hesitate before adopting inhuman discriminatory policies based on religious prejudice or on nations of racial superiority."

The International Commission of Jurists has already expressed its view on certain developments in East Pakistan. In our telegram of April 15th, the International Commission of Jurists stated that it "Deplores the reported intention to establish special military tribunals to try the Awami League leaders respectfully urge that proceedings before the normal civilian courts will alone satisfy international opinion that the rule of law is observed. The International Commission of Jurists has always disapproved of the establishments of special tribunals to try political opponents for alleged political offences. There is nothing easier than to give a semblance of legality to the assassination of political opponents by having them condemned by special tribunals which lack the

independence and respect for legal principles of a properly constituted court of legally trained judges. If Sheikh Mujibur Rahman or other Awami League Leaders have committed any offence under the Law of Pakistan, there is no reason why they should not be brought before the internationally respected civilian courts of the country".

The International Commission of Jurists protests the Pakistan Government's decision to try Sheikh Mujibur Rahman before a secret Military Court for "waging war against Pakistan " and other offences. The International Commission of Jurists urgently appeals to the Pakistan Government to discontinue the military trial of Sheikh Rahman and recommends to this Sub-Commission that it makes a similar appeal. The Secretary- General of the United Nations has already expressed his own deep concern with respect to this trial and its effect on the possibility for peace in the area.

The International Commission of Jurists and the other twenty-one international non- governmental organizations who have co-sponsored the statement before this Sub-Commission urgently appeal that this organ take constructive action at this session on the question of the respect for human rights in East Pakistan".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত আন্তর্জাতিক জুরি কমিশনের তারবার্তা	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৭ আগস্ট, ১৯৭১

TELEGRAM FROM THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, GENEVA, TO PRESIDENT YAHYA KHAN
AUGUST 17,1971

President Yahya Khan,
President's House,
Rawalpindi.

World opinion is most apprehensive that military tribunal will sentence Sheikh Mujibur to death. Should this happen. International Commission of Jurists respectfully urges your Excellency to show clemency, strength and wisdom by commuting sentence to prevent further escalations of violence, terror and suffering.

MACDERMOT,
Secretary-General.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনেভায় অনুষ্ঠিত ‘ইউ-এন-এইচ-সি-আর’ এর একজিকিউটিভ কমিটির সভায় জাতিসংঘে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT OF PRINCE SADRUDDIN AGA KHAN, UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, AT THE MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF UNHCR HELD IN GENEVA"
October 4, 1971

Mr. Chairman, half a century after the inception of International refugee work by Fridtj of Nansen, and twenty years after my office embarked upon a challenging task of solving refugee problem, it is painful for me to have to report that the world refugee situation has, if anything, become grimmer and increasingly explosive. Year after year, we have lived with the idealistic hope that the humanitarian work of UNHCR would cure the disease of refugee problems. It is symptomatic that this year when observing our twentieth anniversary, present events reminds us of the harsh and sad realities of a world in turmoil that is far from meeting our hopes. The plight of vast masses of refugees is not past history; it remains very much a current phenomenon.

While the basic structure of UNHCR has remained the same, the problem of uprooted people throughout the world has greatly developed in dimensions and in variety. As a result of the ever-changing nature of the situation of displaced persons, my office has been called upon increasingly to perform functions not foreseen when its original mandate was evolved. The use of UNHCR's "Good offices" role is a natural by-product of this evolution. By striving to promote rapid solutions to refugee problems, UNHCR surely contributes to the lessening of tensions between states. The more a situation is complex and loaded with political overtones, the more we are required to be flexible in our work and diplomatic in our approach. While determination of refugee status remains a matter for the host country to decide upon, we must spare no effort to alleviate human suffering.

Although it is heartening to recall such highly successful operations as the repatriation of Nigerian children or the usual work carried out in delicate political, social and economic conditions in African countries and many others in various parts of the world, it is nonetheless both alarming and tragic to note that these successes are dwarfed by a challenge of unprecedented magnitude that this year has brought with it for the international community and which preoccupies you all as much, I am sure, as it preoccupies me: I am now thinking of the gigantic and cruel problem of displaced persons from East Pakistan in India and other neighboring states.

After the events of last March in East Pakistan, the Government of India, faced with a sudden and most serious influx of East Pakistanis into its territory, requested the Secretary-General on April 23, 1971, to make available necessary assistance from the

United Nations in order to alleviate the suffering of this mass of refugees and to ease the burden on the Indian economy which their presence inevitably carried in its wake. This request was brought to the attention of all Heads of United Nations Agencies and Programmes at a meeting of the administrative committee on coordination presided by U-Thant at Berne on April 26 and 27. It was clear during this meeting that a problem of this magnitude required a concerned and coordinated effort of all members of the United Nations system. The varied and colossal nature of immediate relief measures-be it food, shelter or medical care-was such that it was far beyond the financial or technical means of UNHCR alone. The Secretary-General was therefore convinced of the need to step up a mechanism of co-ordination without delay. His decision was also in line with the thinking of the Government of India which, in its request, addressed itself to the whole United Nations system. After consultations with all executive heads, the Secretary-General decided on April 29 that the High Commissioner for Refugees should act as the Focal Point for the co-ordination of assistance from the United Nations. By then, the increasingly large numbers of refugees were already imposing great sacrifices on India and its administration, and many more were yet to come.

Immediately after assuming these additional functions, I sent to India a team of three senior staff members headed by the Deputy High Commissioner to investigate and assess the situation. A succinct report of the findings of this mission was made available to Governments. An analysis of the situation and of the views of the two Governments principally concerned, that is to say India and Pakistan, made it clear from the beginning that the United Nations action was to concentrate upon two things: First, urgent relief measures for refugees in India and whenever possible, promotion of their voluntary repatriation, which was generally agreed to be the only lasting solution to the problem. Consequently, on May 19, 1971, the Secretary-General launched an appeal for assistance to East Pakistani refugees. While emphasizing his deep concern for their plight. U-Thant expressed the hope that these refugees would be " voluntarily repatriated at the earliest possible time"., I indicated that, "pending such repatriation, massive external assistance will be required on an emergency basis" and appealed "to governments, inter- governmental and non-governmental organizations, as well as private sources, to help meet the urgent needs".

I have actively followed up this appeal, and I am gratified to say that the response of the international community has been generous though it may yet seem inadequate in relation to India's needs. I should like to avail myself of this opportunity to express my gratitude and appreciation of all donor governments and non-governmental organizations and voluntary organizations which, so speedily, made available contributions in cash and kind. While it is heartening to note that the response of the international community to this refugee problem has been of unprecedented magnitude-with contributions in cash and in kind amounting to date to some 115 million dollars-I must emphasize that much more is still required. I intend making available shortly to all governments a detailed account of priority needs for their immediate attention.

As for the actual mechanism of the Focal Point, immediately after assuming these responsibilities I set up in Geneva a standing inter-agency consultation unit. Its task is.

first to mobilize and secure international support and contributions; second to arrange for the procurement of supplies in a coordinated manner and to deliver the supplies in India; third to maintain close liaison with the Government of India. Parallel to this consultation unit, the Government of India has set up in Delhi a coordinating committee where all operational Ministries of the Central Government as well as the United Nations Agencies directly interested are represented. This double mechanism, in Geneva and in Delhi, for consultation on and co-ordination of all activities is yielding positive results to the satisfaction of all concerned. I wish here to extend my warmest appreciation to the specialized agencies of the United Nations system for their immediate response and effective co- operation.

I should like to stress, for better understanding of the combined efforts in this situation, that this new United Nations role is not an operational one. We have subscribed to the express wishes of the Government of India and left the operational responsibility to the authorities. The Focal Point, consequently, does not have any operational staff in the field. My representative in India, Mr. Jamieson, who is well known to you, and his focal point team, act essentially as a liaison and co-ordination link and their duty station is Delhi, though they frequently visit the States where the refugees are concentrated. The responsibility of the United Nations system is restricted to taking action at international level for raising funds for assistance and contributions in kind; to channel these to the Government of India and to co-ordinate activities as regards their use in order that the Focal Point may be able, with the help of the Government of India, to give a satisfactory account of the use of their contributions to the donors. The most significant characteristic of this non-operational role is that it goes against the danger of the institutionalization of refugee camps and limits the threat of this United Nations operation becoming yet another permanent political and economic burden on the international community. The principal incentive must remain the promoting of conditions leading rapidly to a permanent solution. Being non-operational on the other hand, it is relatively less easy to report on and have readily available all details relevant to the assistance measures taken. It is difficult to neglect his aspect of the work in view of the natural desire of donors to receive full satisfaction that their contributions have been used to the maximum benefit of recipient. This being said, I cannot express sufficient admiration for the countless men and women of India who are joining together against frightening odds to bring succour to the refugees.

As for the overall assessment of the situation, I need hardly point out, particularly to this committee, that relief measures now being provided in India will never be a solution in itself. What is eventually going to happen to these suffering masses of displaced persons'? As is already recognized, it is the expressed wish of both the Government of India and the Government of Pakistan that these refugees be repatriated. You are aware that in refugee situations voluntary repatriation has traditionally served as the best solution. UNHCR has had recourse to this in many countries all over the world. I should point out, however, that UNHCR achieved results because there was a consensus of opinion between the host country and the country of origin and both sides agreed not only on the solution but also on modalities leading to this solution. In our past experience, if and when a settlement had occurred in the country of origin, a system of mutual co-

operation and help was established with the active participation of UNHCR which facilitated repatriation. Until this stage is reached, substantial and well-organized repatriation cannot be a success and the trend is difficult to reverse. It is with this in mind that I established contact with the Government of Pakistan at a very early stage. The Government extended full co-operation and agreed to the stationing of a UNIICR representative in East Pakistan who is now working and has a small team of field assistants. His activities are closely coordinated with the United Nations East Pakistan relief operation. The Government of Pakistan has set up reception centers in order to receive refugees and facilitate their return to their homesteads and those are visited regularly by UNHCR.

Mr. Chairman, I have had myself occasion to visit both India and Pakistan in order to make a personal assessment on the spot and to consult with the two Governments regarding the situation which is causing so much concern not only to both of them but also to the whole international community. I proceeded not only to the two capitals and had discussions at the highest level but also saw the border areas on both sides. In India, I visited some refugee camps and in Pakistan, some reception centers.

The situation remains very grim indeed and demands much greater effort and more generosity on the part of the international community. Interest must not slacken and apathy should not set in. The recent floods have had a devastating effect on the camps, and distribution problems as a result of the floods have added a new dimension to this tragedy. The fragile health of the young and old will be further affected.

I have given a very limited account of UNHCR's role as Focal Point and of the magnitude of the task which confronts us. The information paper which is being made available will give you the updated details. Whilst no solution is yet in sight for this refugee problem, we must clearly not allow it to detract or monopolize our attention from other refugees in other parts of the world, and particularly in Africa where progress has been achieved.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'ইউ-এন-এইচ-সি-আর' এর একজিকিউটিভ কমিটির ২২তম অধিবেশনে ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব শ্রী জি. এস. কাহলন-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY SHRI G. S. KAHLON, REHABILITATION SECRETARY, GOVERNMENT OF INDIA, IN THE 22nd SESSION OF TIIE EXECUTIVE COMMITTEE OF UNHCR HELD IN GENEVA
OCTOBER 5, 1971

Mr. Chairman, I would like to thank you and members of your Committee for providing me with this opportunity to address you. May I, Sir, begin by extending to you my Delegation's and my own warmest congratulations on your election as Chairman of this Committee? You, Sir, and your country have taken such deep interest in refugee problems and have great knowledge of humanitarian issues involved therein. I wish you and your colleagues, the Vice-Chairman and the Rapporteur, every success, and extend to you our fullest co-operation in discharge of your onerous responsibilities.

May I also take this opportunity to join all other delegations in congratulating The High Commissioner, Prince Sadruddin Agha Khan, for his most interesting and informative statement. He and members of his staff have difficult and demanding task to perform all over the world, and we in India, in our present position, would like to express our appreciation to them for prompt and efficient assistance they have kindly given so ungrudgingly.

Your present meeting has historical significance, since it coincides with 20th anniversary of setting up of Office of UNHCR. However, it is unfortunate that world should today be faced with tremendous tragedy of human situation involving over 9 million of people who have had to flee their hearths and homes and seek refuge in another country, and whose hardship we are all trying to mitigate. As the distinguished High Commissioner himself had pointed out in his statement yesterday. "The common objective-inside and outside the United Nations should be to seek ways and means to eradicate the cause of refugee problems and to solve political, social and economic ills which trigger off all large movements of population". It is only through eradication of these causes that solution of this complex problem can be found; only then can any voluntary repatriation of refugees, like those who have crossed into India in millions, be brought about

As you know. Sir, India is so vitally and extensively concerned with current problem of influx of refugees from East Pakistan that I feel it is necessary to apprise this Committee of some essential details of problem that India has had, and is still facing, in this context, and manner in which she is tackling it, with assistance of course from international community.

Unfortunate and unparalleled circumstances leading to enormous human suffering that caused this exodus of vast numbers from East Pakistan from end of March. 1971, onwards are well-known already. In these most distressing circumstances, India had to extend, on purely humanitarian grounds, shelter and relief to millions who crossed over into border States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura from East Pakistan. Influx was so sudden and so rapid that India had to strain her economic and administrative resources to very great extent from very beginning. Thus, beginning from end of March, within a couple of months total influx of refugees into India had gone up to nearly four million, and today it has crossed 9 million already, without any signs of them returning to East Pakistan at all. Average inflow per day still continues to be between 30,000 to 50,000 persons, and if this rate continues at this scale we may well have not less than 12 million refugees on our hands by end of this year.

For organizing gigantic programme of providing relief to such phenomenal number of refugees, Government of India has had to establish special Branch Secretariat in Calcutta under a very senior officer. This Secretariat is intended to be the executive outpost of the Central Rehabilitation Department, and has been given necessary financial and other requisite powers for undertaking and executing on-the-spot decisions with regard to relief measures, by setting up camps providing food and other necessary supplies, including medical supplies and for organizing co-ordination with different State Governments as well as other voluntary agencies concerned. Also at Centre in Delhi, a Department has been established with a Central Co-ordination Committee for providing liaison, advice and assistance in implementation of Government's policies as well as various international agencies' efforts in this behalf.

The Government of India has made provision of Rs. 260 crores (US dollars 360 million) for all this relief work up to end of December 1971. This includes expected amount of Rs. 50 crores (US dollars 69 million) in foreign aid. However, now for 8 million refugees in camps (which, it is considered, will be the figure shortly because of increased inflow, as well as demand of those who had come to friends and relatives to be helped by Government now) it is estimated that for a period of six months we would require Rs. 419 crores or US dollars 558 million, Grand total is Rs. 4,187.89 million or say Rs! 4,188 million. This is equivalent to 558 million US dollars.

Details of these calculations have been worked out carefully in Government of India and have also been duly communicated lately to Focal Point at Delhi.

It has been necessary to ease pressure in area where it had become unbearable, and so Government of India has had to disperse three million refugees to central camps into interior where properly organized arrangements under direct supervision of Centre are being run.

Even with enormous influx into India, we have tried our best to provide some shelter at least to refugees in whatever way we possibly could. In this, we have had very significant assistance from U.N. Focal Point in procuring requisite shelter material. As a result, 50 per cent of families will be accommodated in improvised huts, and rest will get tents, tarpaulins, polythene sheets, etc.

Adequate medical and public health facilities have also been organised from the very beginning. Therefore, we were able to cope with outbreak of cholera in summer months when widespread infection had been brought in by refugees with them in large numbers, and it threatened to spread all over the countryside too. UP to September 20, 1971. 46,752 cases of Cholera were reported, and of these, 5,834 persons died in hospitals, health centers and camps. In this effort too we greatly appreciate the help of all the international agencies who rendered every possible assistance most urgently.

The Government of India have alto been specially concerned over incidence of malnutrition among very young children in the camps. So a team of top grade medical experts, under chairmanship of Director of All India Institute of Medical Sciences, had been set up to survey the problem and suggest a programme for coping with it effectively. UNICEF organizations were also requested to suggest programme of supplementary feeding. Total proposals in this context have already been finally approved by Government of India and "Operation Lifeline" has been started. It will look after over two million children and will cost about Rs. 3 crores (US dollars 4.1 million). Both preventive and clinical requirements of the situation have been fully kept in view while devising total programme. For all medical and para-medical requirements, we have had good, all round response in the country itself, from technical personnel from all over India. That is why we have had to gratefully decline some very generous offers from outside agencies in this behalf, although we do so appreciate the spirit behind it.

For feeding refugees. Government of India have fixed scales of rations for adults and children according to advice of its nutritional experts. Thus, every adult gets 300 grams of rice, 100 grams of wheat flour, 100 grams of pulses, 25 grams of edible oil and 25 grams of sugar per head per day; and every child between the age of 1 year and 8 years gets 150 grams of rice, 50 grams of wheat flour, 50 grams of pulses, 12 grams of edible oil and 15 grams of sugar per head per day. Apart from this, a small amount is also provided for each refugee in cash per head per day for the purpose of buying vegetables, spices, fuel, washing soap, etc. Similarly, for clothes, deserving people in camps are being given these-cotton or woolen. With coming of winter now there is urgent requirement of woolen blankets for which we have requested Focal Point specially.

Arrangements have also been made within these camps for providing basic education to children through refugee teachers who are given token honorarium for this work. Adult education through audio-visual methods is also organized in settled camps. However, no institutionalized form of education has been organized in view of fact that these refugees (all registered as foreigners) have to be soon returning to their homes. Refugees themselves are being encouraged to carry out recreational and welfare activities within camps on self-help basis. Unattached women's homes and orphanages have also been established near these relief camps so as to keep these women and children in their own environment and in context of their kinship and culture.

We in India are deeply appreciative of efforts so far made by several Governments, combined U.N. Agencies and other voluntary organizations for providing relief assistance to refugees. At the moment, according to latest figures, total amount committed is approximately 154 million US dollars. This, however, as Committee itself will

appreciate, and the distinguished High Commissioner pointed out in his statement yesterday, is not at all adequate to the needs which today amount to 558 million US dollars. Even out of this committed amount of 154 million dollars, we have so far physically received only about Rs. 25 crores (US dollars 347 millions).

Sir, I have described briefly about the organisation which Government of India has had to lay on for coping with the enormous problem that just descended on it suddenly. India has had to take on this stupendous task on purely humanitarian basis in trust for international community whose responsibility really these refugees are. But the strain- economic, social and administrative-that this serious emergency has put on India, and her finances, and general development, I am sure it will be appreciated, is of colossal magnitude. We trust, therefore, that through your good offices, international community will duly realize the gravity of the situation. Of course, ultimate real remedy for total situation lies not only in providing temporary relief, on howsoever extensive scale it may be, for these millions of refugees, but in finding permanent solution for enabling them to go back to their homes in conditions of security, peace and political satisfaction. For this. Sir. conscience and conscious effort of the world community will have to bestir themselves most urgently, lest this highly explosive situation gets further worse and goes the irreversible way.

With your permission then, Mr. Chairman, may I request this august body to appeal to the world at large to take in hand its responsibilities to meet this grave situation by providing enlarged relief assistance as required, and to urge upon the Government of Pakistan to take all necessary measures for creating a climate of confidence to encourage voluntary repatriation of these millions of unfortunate people so that they can return to their hearths and homes in peace and security.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জেনেভায় শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের সাংবাদিক সম্মেলন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESS CONFERENCE HELD BY PRINCE SADRUDDIN AGHA KHAN
U.N.H.C.R., IN GENEVA
October 13,1971

The United Nations High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Agha Khan, accompanied by Mr. Thomas Jamieson, Chief of the Focal Point operations in New Delhi, held a press conference at the Palais Des Nations in Geneva on October 13, regarding the activities of his office as the Focal Point of United Nations assistance to East Pakistani refugees.

He said that he had to make a strong and urgent appeal to the international community for urgent and substantial contributions essentially from Governments, since the inflow of cash and kind had tended to dry up during the last few weeks.

"We have to fight against apathy which is beginning to set in," he stated. For the last fortnight, there had been no new funds to make allocations for purchasing much needed commodities. All the goods were now in the pipeline, but if no further contributions were received there would be a risk of a gap in supplies in two months' time and "the situation might become extremely dramatic."

The last allocation made from funds available had been used for the first purchasing order for clothing and blankets to the value of dollars 4,800,000 to the UNICEF and dollars 480.000 to the Government of India for the purchase of straw mats.

All Governments were now being given detailed information supplied by the Government of India concerning future needs. Dollars 558 million was the total amount estimated to assist 8 million refugees in camps for six months.

The High Commissioner stressed the impact on India's economy, of the Government having to devote energy, time and goods to relief work. He hoped that Governments would realize the value of assisting the relief work, which, from a humane point of view, was urgent but was also an element of reducing tensions in the area. He insisted on the fact that relief by itself was not a solution, underlined the stand-points of both the Indian and Pakistani Governments that the solution was voluntary repatriation, and said that the UNHCR was available to assist this voluntary repatriation in every possible way.

He referred to the presence of UNHCR officers in East Pakistan as part of the UNHCR's function to help returnees.

The High Commissioner then outlined the various ways in which nations could help. It was particularly important that substantial cash contributions are made, as this afforded

great flexibility in the acquisition of commodities. Quite a few of these could be found in India itself. Furthermore, the Focal Point would be able, through the UNICEF, the World Food Programme, and the World Health Organisation to purchase throughout the world, on the most economic terms, goods needed by the Indian Government to assist the refugees.

Regarding the immensity of task, it was necessary to mobilize public opinion and appeal to all voluntary organizations to co-operate. The League of Red Cross Societies was already closely associated with the work of the Focal Point. It was already giving logistical support to the Indian Red Cross.

Mr. Jamieson said that the Government of India had made arrangement whereby voluntary organizations established in India could associate themselves with the relief work, and that there were regular joint meetings with them and the Indian Red Cross and the Government of India representatives in Calcutta.

The High Commissioner explained that the Government of India had advised him that there was no need for helpers from abroad as enough qualified personnel had come forward from India. The UNHCR, as the Focal Point, was ready, as in the past, to transfer to India donations from the private sector.

Both the High Commissioner and Mr. Jamieson explained the working of the Focal Point in Geneva as the coordinator of United Nations action and, in India, as the link with the Government of India and the United Nations Agencies. The ad hoc arrangements worked smoothly.

In reply to questions, it was stated that, of dollars 115 million contributed to the Focal Point, dollars 11.7 million in cash had been transmitted to the Government of India, dollars 24.5 million worth of goods had been delivered, and the rest were on the high seas, being loaded or brought, and would all be delivered before the end of the year.

As for future requirements, attention was drawn to priority items such as clothing and blankets for 6.5 million adults and 2 million children to the amount of dollars 15.5 million.

In this connection, the High Commissioner mentioned that he had just been informed by the Netherlands Committee for Aid to Refugees that they had allotted dollars 1,929,000 for purchasing clothing of 600,000 adults and 300,000 children in the Northern part of West Bengal, Assam and Meghalaya. In addition to clothing, shelter material for 4 million persons was needed on the priority list in an amount of dollars 43 million, as was the support to be given to "Operation Lifeline," which required some 92,500 metric tons of protein rich food.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

PRINCE SADRUDDIN AGHA KHAN'S STATEMENT IN THE THIRD COMMITTEE OF THE U. N. GENERAL ASSEMBLY
November 18,1971

Madam Chairman, when I spoke to this committee earlier, it was the sixth report that I presented to this distinguished form on the regular work of my office since my election as High Commissioner for Refugees. Each year, I have pointed to the changes in the refugee situation and our efforts to deal with them. Whilst new and serious problems have arisen in the course of these years, I have been immensely grateful for the growing support and understanding of the international community. It has helped immeasurably in facing the situation effectively and with courage, and in fostering permanent solutions which remain the constant objective of my office. Today, unfortunately, I speak with urgency of an overwhelming problem. A problem that has grown in dimension and anguish, almost beyond comprehension and endurance. That this should coincide with the Twentieth Anniversary of UNHCR, when we had been appealing for, and working towards, an end to the refugee problem, is the starkest commentary on the times in which we live. Four months ago, on July 16, informed the Economic and Social Council of the humanitarian efforts of the U. N. system to alleviate the suffering of East Pakistani refugees in India. Early in October, I spoke to the Executive Committee of my regular programme of the situation as it then existed. But this is a situation that has relentlessly grown more tragic from day to day. The suffering is not over, but continues; the number has not lessened, but has increased; the gap between needs and resources, which has consistently been adverse, threatens catastrophically to become a chasm. And all this, despite a truly remarkable relief effort being made the Government and people of India and an unparalleled response by the international community. Where will this deteriorating spiral end?

If I have, at the very outset of my statement, shoulded a voice of deepest concern, it is because that indeed is what the situation demands. It is not for me; today, to analyze the complexities of the political, economic and social factors that are responsible for this situation. The analysis of the United Nations is clearly expressed by the Secretary- General in the introduction to his report on the work of the organisation (document A/8401/Add. 1 of 17 September, 1971). What I shall speak of is the purely humanitarian task entrusted to me on behalf of the United Nations. It is a task in which I seek your assistance as never before, for it touches the life of many millions of refugees-upon the fate of whom depends the restoration of tranquility in a sub-continent. I could do no less for the refugees. They would expect no less from us, here in the United Nations. It has been quite evident since April 23, when the Government of India requested the Secretary-General for assistance from the United Nations, to alleviate the suffering of the

refugees and to ease the burden on India that their presence entailed, that this was a problem the magnitude of which required exceptional measures of the U. N. system. The varied and colossal nature of immediate relief requirements-whether for food, shelter, medical care or logistical support-was far beyond the financial or technical means of UNHCR alone. Accordingly, following consultations in a meeting of the administrative committee of co-ordination, the Secretary-General decided, on April 29, that the High Commissioner for Refugees should act as the Focal Point for the co-ordination of assistance from the U. N. system. This decision was also in line with the thinking of the Government of India which, in its request, addressed itself to the whole U. N. system. Immediately after assuming these additional functions, I sent to India a team headed by the Deputy High Commissioner to study and assess the situation. A succinct report of the team's findings was made available to Governments. An analysis of the situation and of the views of the two Governments principally concerned, namely India and Pakistan, made it clear that United Nations action had to concentrate on two objectives: First, urgent relief measures for the refugees in India; second the promotion of their voluntary repatriation-it was generally agreed that only this could provide a lasting solution to the problem. Consequently, on May 19, 1971, the Secretary General whilst expressing deep concern for the plight of the refugees, expressed the hope that they would be "voluntarily repatriated at the earliest possible time". He further indicated that, "pending such reparation, massive external assistance will be required on an emergency basis" and he appealed "to governments, inter-governmental and non-governmental organizations, as well as private sources, to help meet the urgent needs. At that time, it was estimated by the Government of India that some dollars 175 million would be required to meet the minimum needs of three million refugees for a period of six months. Neither needs, nor numbers, have stood still since, and our efforts have had to race against them and time. On June 26, 1971, the Government of India indicated that the requirements would be dollars 400 million for six million refugees for six months. Subsequently, on October 1, 1971, and essentially as an illustration for the broad order of magnitude, we received from the Government of India a calculation estimating that dollars 558 million would be required in expenditure to care for eight million refugees for six months. More recently, a special meeting of the consortium of Governments and institutions interested in India's economic development was held in Paris on October 26, 1971, under the Chairmanship of the World Bank. According to the announcement issued, the meeting "discussed the impact on the economy of the recent large and continuing influx of refugees from East Pakistan and assessed the cost relief at dollars 700 million in the financial year ending March,1972’’

I quoted this from the actual announcement of the World Bank; the consortium had before it a report on the cost of refugee relief prepared by the World Bank, which worked on an estimated 9 million refugees in camps by December 31, 1971. The precise costs will naturally be proportionate to the caseload of the refugees who are in camps by that date. The direct costs of refugee relief are governed, broadly, by three considerations: first, the number of refugees involved; second, the length of time over which relief is provided; and third, the norms of assistance. As regards the first and second of these factors, we have been kept informed continuously by the Government of India of the position as they have registered it, over the past seven months. As of November 12, the

Indian authorities indicated that the number of refugees is 9,744,404. Members of this committee are also aware that the Government of Pakistan has informed the Secretary- General on September 2, 1971, that it estimated the number of persons displaced from East Pakistan to be 2,002,623. I shall not endeavor here an independent projection of numbers into the future, since clearly there are far too many conjectural elements involved. In particular, I would not do so because of the ever present hope that the uprooted people may soon be able to return to their homes. Nevertheless, there can be no preparedness without working hypotheses, and I wish to assure this committee that we are conscious of the contingent. Turning to the third factor, i.e., the norms of assistance, these are well known to us. They comprise the base and the common element in each of the calculations that have been made of anticipated costs, calculations to which I have referred earlier. Broadly, these norms draw a distinction between recurring costs (such as food, medicines, salaries for relief personnel, maintenance of facilities, etc.) and non- recurring costs (such as shelter, medical and other equipment, vehicles, etc.). For the purpose of all the calculations made so far, the non-recurring costs have naturally been treated as one-time expenditure. However, should the problem continue for any length of time, certain of these costs would need to repeated-for example, on some of the polythene flown out as shelter material. As regards the norms themselves, they are modest indeed. They have been worked out in close consultation with the Focal Point and the staff of the other U. N. Agencies associated with this effort treating, as already indicated, non-recurring cost as one time, it has been calculated that average relief expenditure amounts at present to Rs. 2.74 per capita per day (or less than 37 US Cents).

Such, briefly, are the direct costs of the relief programme with which we in the Focal Point are concerned. There are other indirect costs, that have a widespread effect on the Indian economy. These have been discussed, inter alia in the recent meeting of the India consortium at which my office was represented. I wish to make it quite clear, however, that consideration of these indirect costs and the long term economic repercussions of the refugee influx go beyond the concern of the Focal Point. Here, I wish to address myself strictly to the direct costs of the emergency relief operation. And these direct costs, a based on the three criteria 1 mentioned earlier, namely the numbers reported, the period for which assistance is provided and the norms of assistance, lead to the staggering requirement that I have referred to earlier. It is not hard to conclude from this that the expenditure involved in sheltering, feeding and treating this mass of several million refugees is already far in excess of the international assistance pledged or delivered. Turning now to the response of the international community, may I say once again, that it is unparalleled in U. N. experience and I cannot sufficiently express my gratitude for it. Till November 16, 1971, the Focal Point had received pledges totaling dollar 161,412,986.84 in kind. Of this amount, dollars 89,261,753 were pledged in cash and dollars 72,151,233.49 in kind. Lists of these contributions are annexed to an information paper that I have made available to this committee. The paper, in essence, recapitulates and brings up-to-date information that I provided to my executive committee in Geneva last month. Also contained in this paper is breakdown of the actual and prospective deliveries by the U. N. system to India, as of October 31, 1971. I wish to thank most sincerely all these Governments, non-governmental organizations, and private individuals who have channeled their help through the U. N. system.

I would also like to mention our deep appreciation of those who have contributed bilaterally or directly. This is clearly a situation that calls for universal response and the greater the universal effort the better. Taken together, all pledges from external sources now total an estimated dollars 247.6 million. Need I amplify on the gap? Seeing how patent it is, and after a summer of following up on the Secretary-General's May 19 appeal, I addressed a comprehensive aide-memoire to Governments again on October 11 and appealed on Television and Radio for further generosity. In particular, I stressed the need for un-earmarked cash contributions to allow the greatest flexibility. I further pointed out that whilst some of the requirements could be met expeditiously in kind (e.g. Rice, Pulses, Sugar), the Focal Point, in line with the express wishes of the Government of India, would welcome contribution in cash to enable the purchase of as many commodities in India as possible. By mid-October, practically all the aid, whether in cash or kind that had been pledged to the U. N. system had either been transmitted to the Government of India or was in the pipeline for delivery before the end of this year. It had been committed for the purchase and movement of shelter material, medicines, food supplies, blankets and clothing and for the provision of logistical support.

In consequence, the flow of material and financial resources was in imminent danger of interruption. Since this latest appeal, there have been further generous contributions, but the position remains exceedingly grave. Without wishing to belabour this committee with the details of the operation, which can be gleaned from the information paper, permit me to illustrate the dimensions of the effort, with a few vivid examples of the response through the U. N. systemi: Food: nearly 142,000 MT of rice have been pledged and 62,671 tons delivered; transport over 2,200 vehicles have been ordered of which over two-thirds have been delivered; shelter: polythene sheeting, providing roofing for over 3 million refugees, has reached from abroad; blankets: about three million have so far been located and are being transported after a world-wise search; medicines: in one of the longest humanitarian airlifts ever, over 700 tons of medicines and medical supplies have been flown to India; health: provision is being made to combat malnutrition in its early stages and to cure it when it exists in camps scattered along the length of the border. None of this would have been possible without the excellent cooperation and coordination that has grown between my office and the other members of the U. N. system principally concerned. Which leads me to the actual mechanism of the Focal Point. Immediately after assuming this responsibility, I set up in Geneva a standing inter-agency consultation unit. Its task is, first to mobilize and secure international support and contributions; second to arrange for the procurement of supplies in a coordinated manner and to deliver the supplies to India; third to maintain close liaison with the Government of India. Parallel to this consultation unit, the Government of India has set up in Delhi a coordinating committee where all the ministries concerned of the Central Government as well as the U. N. Focal Point and the U. N. Agencies directly interested are represented.

This double mechanism, in Geneva and in Delhi, is yielding most positive results to the satisfaction of all concerned. I wish to extend my warmest appreciation to the specialized agencies of the United Nations for their immediate response and effective cooperation. It is important, too, that I should clarify for a better understanding of the combined efforts in this situation, that the role of the United Nations is not an operational

one. Subscribing to the express wishes of the Government of India, we have left the operational responsibility to the authorities. My representative and his Focal Point team act essentially as a liaison and coordinating link and their duty stations is Delhi. From there, they frequently travel to the States where the refugees are concentrated and they have visited numerous camps in each of the States. Additionally, staff members of UNICEF, WFP and WHO have undertaken missions to the refugee areas. UNICEF also having an office in Calcutta and Liaison Officers in the States of West Bengal. Assam. Meghalaya and Tripura. The responsibility of the United Nations system is essentially to take action at the international level to raise contributions, to channel these to the Government of India and to co-ordinate activities in regard to their use in order that the Focal Point may be able, with the help of the Government of India, to give a satisfactory account of the use of their contributions to the donors. Additionally, the team in Delhi is associated with the planning of needs and priorities, particularly in regard to items that have to be obtained from abroad or for which financing from the Focal Point is feasible. The utility of the Focal Point mechanism is being proved by the results obtained. A centre exists within the United Nations system to coordinate information and activity. This facilitates contacts both with Governments and non-governmental organizations and is convenient for all concerned. Additionally, the United Nations system has been especially suited to offshore procurement of items, such as shelter material, vehicles, blankets, etc. I believe this has been of real assistance in the emergency. The mechanism has also enabled flexibility in seeking commodities at the most economic world prices and has thereby assured an optimum use of aid for the cash pledged. With all these advantages. I think it is important to stress that the United Nations does not have the means to operate itself a relief programme of such magnitude for an indefinite period of time. This is all to the good, for to try to do so would be to run the risk of institutionalizing and perpetuating a situation that no one desires, least of all the host country. It would also expose the international community to an economic and political burden without end. affect the morale of the refugees and become a confession of hopelessness. The principal objective must, therefore, categorically remain the promoting of conditions leading rapidly to voluntary operation. On the other hand being non- operational. it is relatively less easy to report on and have readily available all details relevant to the assistance measures taken, For obvious reasons it is essential not to neglect this aspect of the work in view of the natural desire of donors to receive full satisfaction that their contributions have been used to the maximum benefit of recipients. In this regard. I am sure I can count on the full co-operation of the Government of India. I cannot express sufficient admiration for the countless men and women of India who are joining together against frightening odds to bring succor to the refugees. You have heard at length of the relief operation, of the funds needed and contributed and of our efforts to be of assistance. Critically, important as this is-and it is clear we need to more than double our efforts-the only viable and lasting solution lies, as obviously, in another direction.

This is the terrible paradox of the situation. We all know and agree that this cruel and gigantic problem can only be resolved by the repatriation of the refugees; the question is, how can this best be achieved, particularly, since it is the expressed wish of both the Governments principally concerned that the refugees be repatriated. The life of the

uprooted refugee is a tragic one Undoubtedly, the best solution for u refugee lies, whenever it is possible, in voluntary repatriation back to his home, where he can live again a normal life among his own people. This has been the experience of my office throughout its twenty years of work all over the world and was indeed reiterated yesterday by many speakers in the Third Committee. In our past experience if and when a settlement had occurred in the country of origin a system of mutual co-operation was established with the active participation of UNHCR which facilitated repatriation. Until this stage is reached, substantial and will organized repatriation cannot be a success and the trend is difficult to reverse I should point out additionally that UNHCR has achieved results only when there has been a consensus of opinion between the host country and the country of origin leading to voluntary' repatriation. This consensus must apply not only to the solution, but also to the timing and modalities. It has been with this in mind, and to further the two objectives of our effort to which I referred earlier, that I have travelled twice to India and to Pakistan in the last six months, my latter journey just being completed last week. In India. I had all opportunity of seeing for myself refugee camps in northern West Bengal and in the State of Meghalaya. In the latter, I particularly saw the way in which refugees are methodically registered and issued ration cards and I witnessed the distribution of rations. I then proceeded to Delhi for useful and productive talks with the foreign Minister and his colleagues. I also held detailed technical discussion with senior officials of the Government in regard to the assistance programme. I wish to thank the Indian authorities for the full co-operation they have extended to my representatives in India and to me personally. In Pakistan. I called on the President and met once again with the senior officials concerned. As you know, the Government extended full co-operation in the stationing of my representative in Dacca. He is now working there with a small team of field assistants. During my latest visit. I was informed by my representative that returnees who are seen coming back are sent to forward reception centers some miles inland where they are registered and inoculated. After a-day or two, they are given a bus ticket to their village, clothing if need be, food for fifteen days and five rupees each. I was also informed that they are given a note for the village authorities, asking that every help be given to them for their rehabilitation. The Government of Pakistan has informed us that so far 200.000 refugees, of whom 30 per cent belong to the minority community, have returned to East Pakistan, some 64.000 through the reception centers and the rest on their own When considering my annual report, this committee reacted once again yesterday with understanding of and support for the functions of my office. It was with good reason indeed that the General Assembly, in drafting the statute of my office, called upon the work of the High Commissioner to be purely humanitarian. I must respect this obligation as you would wish me to. Till such time as the refugees return, and they will only repatriate in significant number when here, as elsewhere in the world, they are convinced that real peace and security prevail, I would appeal to Governments and the people of the world to assist them generously. Away from their homes, living in an accumulation of despair that can destroy the fiber of the strongest, these people have suffered many times more than is inherent in normal human false. Words without generosity and generality without a permanent solution that would apply to all of them will make a mockery of their hopes. Need I add that the challenger is

immense, and that we must pursue every worthwhile lead to meet it. I wish I could say today that a solution to this vexed problem is imminent and that we are moving with certainty in the right direction. But 1 cannot say so as yet. This does not mean that there shall be no change. Peace and the suffering of millions demand it. "For peace", as Auden has written in his hymn to the United Nations, ' means to change at the right time". I would hope that this change comes soon, for it certainly would be. calamitous if it came too late.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর প্রতিবেদনের উপর ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY THE INDIAN DELEGATE, MR. SAMAR SEN, ON UNHCR'S REPORT IN THE THIRD COMMITTEE OF THE U.N. GENERAL ASSEMBLY - November 18,1971

We have followed with great interest the statement of the distinguished High Commissioner for Refugees on the latest situation of the East Pakistani refugees in India. It is particularly gratifying to us that the High Commissioner has, in spite of his remarkable diplomatic sweep and skill, confirmed in every important particular the account we have been giving of all aspects to this formidable problem. He has just returned from India where he visited some refugee camps of his choice and was given all facilities to put his understandably limited time to the best use. On several occasions, we have expressed our appreciation for the work being done by prince Sadruddin Agha Khan. His statement here has confirmed once again the full co-operation that he and his representatives in India have been receiving from the Government of India in carrying out their duties. We should not like to recall the tragic course of events in East Bengal which forced the massive number of Pakistani citizens to leave their homes and come and live in India in most difficult conditions. Nor is it our wish to speak about the efforts made by India to deal with the intolerable burdens imposed on us by the actions of Pakistani military junta. A detailed account of these efforts was placed before the recent meeting of UNHCR's executive committee in Geneva. At present, we shall focus our attention mainly on steps to be taken to relieve the misery of the refugees, to the extent possible, through the United Nations.

The tragedy and the immensity of the problem can be described in the High Commissioner's words. At the ECOSOC meeting in July this year he said:

"There is no doubt, therefore, that we are confronted with one of the major population movements of modern history, with all the tragic aspects of human misery and sufferings that such movements entail."

Reporting to his executive committee three months later in October he described it as a:

"Challenge of unprecedented magnitude".

And this month he said in a broadcast message over All India Radio,

"I have no doubt that the influx of refugees from East Pakistan into India, since six months, in terms of its magnitude is the worst problem of uprooted people that the world has ever faced."

It should be dear to all, who rave any feelings or objectivity, that never before have so many people fled across an international frontier in such a short period or in such distressing conditions. When we first approached the United Nations on April 23, 1971, for assistance to meet die needs of the refugees, they already totaled half a million. This number continued to increase as Pakistani military regime carried on with murder, loot, rape and other unspeakable atrocities.

On October 26, the Special Consortium of the World Bank meeting in Paris announced that "more than 9.5 million refugees have entered India by now and the influx is continuing". The latest figure is 9,608,901 on November 5, the daily average influx in September was 27,000 and in October 17,000.

This meeting in Paris was held to discuss the impact on the Indian economy of this large and continuing influx of refugees from East Pakistan. With your permission, I should like to read the communiqué issued, it is not long.

"A special meeting of the consortium of Governments and institutions interested in India's economic development was held in Paris on October 26, 1971, under the Chairmanship of the World Bank. It discussed the impact on the Indian economy of the recent large and continuing influx of refugees from East Pakistan, and assessed the cost of relief at dollars, 700 million in the financial year ending March, 1972. The meeting was attended by representatives of the Governments of Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Federal Republic of Germany, India, Italy, Japan, the Netherlands. Norway, Sweden, the United Kingdom and the United States, and by representatives of the International Monetary Fund (IFM), the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Representatives of the Governments of Australia and New Zealand attended the meeting as observers.

The meeting heard statements by I. G. Patel, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, and by Charies Mace, Deputy United Nations High Commissioner for Refugees, and considered a report on the cost of refugee relief prepared by the World Bank. More than 9.5 million refugees have entered India by now, and the influx is continuing. Delegates expressed deep concern about the situation and its serious consequences for the economic development of India and unanimously recognized the need for special assistance to offset the burden of refugee relief. Members emphasized that assistance for refugee relief should be additional to normal development assistance. Considering the nature of the problem, this assistance should preferably be in the form of grants. To prevent drastic cutbacks of development expenditures in India, commitments of special assistance arc required urgently and should be in a form which would provide immediate support to the budget of the Indian Government and the Indian economy generally.

It was the sense of the meeting that the problem of refugees in India was an international responsibility. The meeting noted that world-wide contributions pledged to date came to over dollars 2(H) million. Delegations urged the UNHCR as the Focal Point

of the whole United Nations system to continue his efforts to seek contributions from the international community to cover the cost of relief estimated at dollars 700 million. Countries represented at the meeting agreed because of their special interest in India, that they would make efforts to meet a substantial part of the total need."

We in India deeply appreciate the offers of help from wherever they come and I should like to thank all Government international agencies, nongovernmental organizations., voluntary agencies and private individuals-all of whom have done so much to help. But this response, generous as it is, takes care of only a small part of our needs. Between the requirements as assessed by the World Bank and the pledges so far made, the difference is nearly dollars 500 million. The actual gap is even wider since all the promises of help have not yet been fully kept.

The presence of millions of refugees has brought grievous impact on the economic, social and political life in India and is a continuing threat to India's stability and security. We wonder how many States in the world can receive nearly ten million refugees, with more coming every day, and still survive for six months. The driving of millions over millions of people into neighboring country in a manner and in such conditions as would endanger the existence of the receiving state is nothing but a civil invasion and an intolerable interference in its domestic affairs.

That is what we are facing today and India has become a victim of a new kind of aggression by the military regime of Pakistan. The High Commissioner has spoken of two principal fields of action: first, urgent relief measures for refugees in India, and secondly, the promotion of their voluntary repatriation. The action so far taken for relief measures has been described fully in the statement of the High Commissioner himself. Voluntary' repatriation is the only lasting solution to the problem. We emphasize that this is not only the best but an imperative solution. And that must come soon. The international community as a whole is responsible for carting for the refugees, and if today India is looking after the massive millions of Pakistani refugees, she is doing so as a trustee on behalf of the international community and strictly for the shortest time possible. Conditions which will persuade them to return home must be created without further delay. We cannot and do not accept their indefinite presence in India. We agree with the High Commissioner that the relief operation should not become yet another permanent political and economic burden on the international community. Since most of the burden has to be borne by India, what the High Commissioner has said is much more true for India herself.

In the introduction to his annual report, the Secretary-General stated that "efforts to bring about the repatriation of refugees have so far been unavailing. Since President Yahya Khan announced his agreement to allow the East Pakistan refugees to return on May 25, the total number of refugees in India has steadily increased. The crux of the matter is that international and Government efforts in East Pakistan are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards a political reconciliation".

To this reason for the lack of progress in repatriation, must be added another and more basic explanation of why the influx has continued over these six months. It has been described indeed as a hemorrhage. Unless we can diagnose the disease, we cannot

provide any effective cure. Volume of reports from impartial international observers which explain the causes exists, but we do not have time to discuss all the details; chiefly, the basic cause of this unprecedented movement of people is to be found in the massive, systematic and continued violation of the most fundamental human rights, including the right of life itself. It amounts to a genocidal punishment to 75 million people. Seldom before, and certainly never after the U.N. Charter was promulgated, have human rights and fundamental freedoms been violated on such a vast scale and with so many brutalities and with such cynicism as has taken place this year in East Pakistan. This latter half of the 20th century, when man is striving to conquer space and time we have had the misfortune to see a gigantic operation of medieval leutchery. There has been an attempt to crush and humiliate a people simply in an attempt to suppress their freely and democratically expressed will. I do not wish to recount the events that led to this grim drama staged in East Pakistan since the mid-night of March 25; although we can easily and readily place before this committee unassailable facts of the entire situation as it unfolded from day to day. But we must emphasize that no solution to the problem of East Pakistan refugees in India can be found without discussing the nature and extent of massive violation of human rights in East Pakistan.

Ever since the tragedy started, there have been attempts to mislead and confuse the basic and root cause of this unprecedented movement of population. We understand these attempts by desperate and unwise men. and we cannot and will not sympathies with them. At first, all was sought to be hidden and protested by citing domestic jurisdiction and internal affairs. Subsequently, persistent efforts have been made to present the problem inside East Pakistan as an India-Pakistan dispute. Yet another argument is that India is preventing the return of the refugees, as if India could afford, under any circumstances, to feed or look after nearly ten million refugees for any length of time, and now established facts are perversely challenged in the hope that impact of public condemnation will be diffused, and so, reduced. But truth is hard to conceal; Pakistan's propaganda figures for refugees have been contradicted by President Yahya Khan himself who the other day, when discussing the question, said: "two or three million, there may even be four million." The President is obviously in doubt and is aware of the canard whose only purpose is to involve India in a process which has never been followed in any refugee problem, and yet his delegation continues to give figures as if they are based on anything except political imagination. It would indeed be a remarkable feat to count absent people. It is also noteworthy that Pakistan's figure of 200,000 refugees having returned to their homes has remained unchanged over the last three months. And then the figure is nicely divided and rounded up to 140,000 Muslims and 60,000 Hindus, at the same time as the High Commissioner has been informed that 640,001 passed through reception centers and 136,000 came back on their own. Here again is another instance of counting people who, no one knows, how they came; but then people, who first described all the refugees as "criminals", who define all free voters as "anti-state" elements, who call all freedom- fighters as "miscreants" or now "Indian infiltrators", cannot be expected to be too scrupulous about facts.

To discuss the mechanics of repatriation before creating the basic conditions for making repatriation possible and practicable, is unrealistic and inaffective for facilitating

the repatriation of the refugees, the High Commissioner made a pertinent comment to his executive committee in Geneva last month. He repeated the same comment today when he said: "In our past experience, if and when a settlement had occurred in the country of origin, a system of mutual co-operation and help was established with the active participation of UNHCR which facilitated repatriation. Until this stage is reached, substantial and well organized repatriation cannot make any sense and the trend is difficult to reverse."

We return once again, therefore, to the fundamental cause of the crisis in East Pakistan and the ceaseless flow of refugees. "The basic problem", writes the Secretary-General, "can be solved only if a political solution based in the reconciliation and the respect of humanitarian principles is achieved". The international community is entitled to ask if any solution to the basic issues which accompanied this man-made disaster, is being worked for. We see no effective attempt being made in that direction; on the contrary, much evidence is available that sophistry and confusion between great right and great wrong are being encouraged to conceal a lack of courage and to justify inaction. Events of the past months with the understandable popular resistance to the discredited regime and its methods which is increasing steadily inside East Pakistan, should now make it clear that a climate of confidence can be created in East Pakistan only through reconciliation with the already elected and accepted leaders of the people of East Bengal. It is less than a year back that the East Pakistanis voted almost to a man for a certain leadership and a well defined programme, and they are 75 million of them-the majority of the population of the whole of Pakistan. Regrettably, the only attempts which have been made by the Government of Pakistan in this direction are propaganda measures to beguile increased international concern for a political solution. This concern was widely and unmistakably expressed during the General Debate of the Assembly. At the same time, military repression continues with the burning of whole villages as reprisals and on wrong information even in areas next to the capital of East Pakistan, and other brutalities are periodically and frequently reported in the Foreign Press.

Diverting attention from this main cause of the trouble will not solve the problem before us. To hurl accusations against India and deliberately to create tension through military concentration on the Indian borders, are totally negative and dangerous policies. We deplore these as much as the violation of human rights in East Pakistan.

We agree with every word of the distinguished Foreign Minister of Denmark when he said on November 16, 1971, before the first committee: "The Danish Government appeals, as others have done, to the Government of Pakistan for moderation and restraint with a view to bringing to an end the violence in East Pakistan. Only a political settlement based on respect for human rights and the freely expressed will of the people can solve the problem of East Pakistan." Can such an expression of view in the larger interests of the Sub-continent and the world be termed as an act of non-co-operation or of political motivation? No propaganda can change a problem, which is wholly and essentially a problem between the Government of Pakistan and the people of East Pakistan, into one of a dispute between India and Pakistan. The basic problem lies inside East Pakistan and must be solved there itself so that the refugees can go back under credible guarantees for safety of life, property and honor.

My delegation has also noted with deep interest the statement on the activities being undertaken by UNEPRO - United Nations East Pakistan Relief Operation.

Suffering people are everywhere the same-refugees who seek shelter in a foreign land on the victims of the man-made disaster in their own country. But I should like to make, very briefly, one or two points regarding UNEPRO. First of all, certain circles in East Pakistan have expressed concern that the U.N. relief operations there might inadvertently assist the military regime. For example, let me refer to a report by Mr. Browne of The New York Times written from East Pakistan that appeared in its issue of November 17: '..once the supplies reach the final depots the responsibility of foreign relief organizations ends and distribution is handled by the army or its politically reliable 'peace committees', subject only to occasional spot checks by United Nations official. It is widely charged that the army is using the aid more as a political lever than for genuinely humanitarian purposes, with holding it from rebel areas…"

Mr. Browne also noted: "The problem of helping feed the East Pakistanis was underscored by a foreign relief worker recently visiting the northern district of Rangpur, where pockets of near famine have been reported, due largely to lack of transportation.

“We had to stop at a bridge to wait for a column of trucks to pass from the other direction', he related. These trucks were headed south, away from Rangpur, and they were loaded with Basmati Rice.

“Although East Pakistan always has a rice deficit, the province grows this very high quality Basmati rice which enjoys a good market abroad, ordinarily, Pakistan exports this rice and sells it for hard currency, importing cheap rice from China and elsewhere for its own consumption.

“But now it certainly does not look very good for donor nations to be struggling at great cost to bring rice into East Pakistan so that the Islamabad Government can go on making a profit on home grown rice.

“Although East Pakistan always has a rice deficit, the province grows this very high quality Basmati rice which enjoys a good market abroad, ordinarily, Pakistan exports this rice and sells it for hard currency, importing cheap rice from China and elsewhere for its own consumption.

“But now it certainly does not look very good for donor nations to be struggling at great cost to bring rice into East Pakistan so that the Islamabad Government can go on making a profit on home grown rice.

“Bengalis argue, in fact, that continued food grain and other assistance to the Government is nearly as much resented as the recently discontinued United States policy of providing Pakistan with the spare parts needed to maintain her military air-lifts from West to East."

These aspects of the operation have to be constantly watched and reviewed. We are glad that the representative of the UNEPRO in his statement has given recognition to some of these important problems. The news coming from East Pakistan is however not at an reassuring.

Secondly, we doubt if the present impression of relationship that exists between the UNHCR operation in India and the UNEPRO is altogether relevant or wise. The Secretary- General launched UNEPRO as a humanitarian operation and this was never intended to be. nor can it ever be, a substitute for the political solution inside East Pakistan. Should the donor countries come to consider that the UNEPRO is a way of solving the refugee problem in India it would be both unrealistic and unfortunate. This committee will, I am

sure, avoid such an impression. Even if East Pakistan was over-flowing with rice and other foods, people will continue to take refuge outside it and refuse to return to their homeland as long as political persecution continues. People have fled to India because they have been terrorized and are full of fear of being killed and maimed and humiliated in a variety of ways.

To sum up, Madam Chairman, the burden on India imposed by the political refugees from East Pakistan continues to grow and is becoming intolerable. We all know the reasons for this most massive movement of population if human history in such a short time, and judging from the statements made by the numerous delegations in the General Assembly during its 26th Session, it would appear that our organisation as a whole is clear on the steps that should be taken by the Government of Pakistan to reverse the present trends. There is, however, deep disappointment that neither the United Nations nor individual States have yet been able to persuade that Government to take steps towards a solution. We in India, who are facing the most vicious impact of the problem created by another country, have tried to deal with it as humanely as possible, and at a great cost to ourselves. It is not by skirting round the problem, not by expressing sympathies alone, not by rendering financial or other assistance however urgent such assistance certainly is and not by evading the responsibility for taking forthright decisions that the international community can act justly towards 10 million helpless and unfortunate refugees taking temporary shelter in India. It is by clear reasoning, a clear grasp of the basic causes of the problem and by a determined effort to make the Government of Pakistan see reason and act in conformity with the acknowledged principles of human right and fundamental freedoms, that this committee, or for that matter the U. N. can truly discharge their responsibility towards suffering millions of East Pakistanis. Before I conclude, I repeat that all the causes of the crisis lie in East Pakistan, and it can be solved only in co-operation with the elected and accepted leaders of people of East Pakistan and in accordance with their freely expressed will. Meanwhile as long as we eat, the refugee will eat also.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের ত্রাণ সাহায্যে জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত ইউ.এন.এইচ.সি.আর প্রতিবেদনের উপর আলোচনার সারাংশ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৮-১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

SUMMARY OF DISCUSSIONS ON THE REPORT SUBMITTED BY THE U.N.H.C.R. AS U.N. FOCAL POINT FOR RELIEF ASSISTANCE TO EAST BENGAL REFUGEES IN INDIA, IN THE THIRD COMMITTEE OF THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
November 18 and 19,1971

The problem of East Pakistan refugees was debated in the Third Committee on November 18 and 19, 1971. Thirty-one countries participated in the debate including India and Pakistan. India spoke twice, as also U.K., France and Tunisia. Salient points made by various delegations who spoke in the debate are given below:

1. U.S.A.-Ambassador W. Tapley Bennett: In the matter of the refugees we recognize that it is India which has borne the heavy load. Considering the vast challenge, the lack of existing facilities and the initial need to improvise in the face of unforeseen emergency, the Indian effort in caring for the refugees deserves great praise. We are mindful of the serious impact of this new refugee problem on India's economy and on its programme for economic development. The cost of caring for the refugees through March 31, 1971; it has been estimated by the World Bank, will reach the equivalent of dollars 700 million. United States believes it is the responsibility of the international community to make a massive effort to help India meet this cost. Conscience and awareness of the vast human need permit no other course. President Nixon has asked Congress to appropriate another dollars 250 million for assistance to refugees in India and for relief assistance in East Pakistan. In the face of this unparalleled human emergency, my country will not be found wanting. We agree that the total contributions as compared with the need are disappointing. Until the refugees have been repatriated, there can be no slackening of international financial and material support. We also note the efforts of the Government of Pakistan to facilitate, the return of refugees by establishing 25 special camps where returnees are fed, clothed and generally assisted to resettle. The UNEPRO activity is a most encouraging example of innovative response for the international community to the challenge of a major human tragedy. The Secretary- General still requires major support for this effort. The solution to this humanitarian problem lies in the return of the refugees to their homes. We hope conditions will be established to make return and resettlement possible. Until a solution is reached, my delegation appeals to the Governments of India and Pakistan to take all possible measures to facilitate the role of the U.N. in its efforts to provide relief assistance to the refugees in India and to the displaced and needy persons in East Pakistan. May we continue to witness an outpouring of human concern among people throughout the world for those unfortunate refugees.

2. U.S.S.R-Ambassador V. S. Safronchuk: Noting the complex internal problems had arisen in Pakistan by not following peaceful political means without use of force, repressive measures against the people will not solve any political problem. India had reason for concern since the flow of refugees across the border had caused serious economic and other problems. In East Pakistan repression against people should be ended and a political solution must be found in the interest of the whole Pakistani people. Urgent measures for achieving political solution by granting the inalienable rights of East Pakistan should be adopted. Refugees can return only when security is guaranteed. We hope that restraint and reason would prevail in the area and that an armed conflict would not threaten peace of the region. Soviet Union would do everything possible to assist in a solution of the problem.

3. U.K.-The Earl of Gowrie: Spoke twice: The humanitarian issues are clearly the responsibility of the Third Committee, though obviously we all recognize only too clearly the problems of a political nature which lie behind this present situation. Political solution must be found if the refugees problem is to be ended, if voluntary repatriation is to be achieved and the hunger and misery are to be removed. But the question of how a political solution is to be achieved is not a matter for this Committee. It is, therefore, to the humanitarian aspects that my remarks are directed. Misery fell on innocent people and the Committee faced the responsibility of caring for those peoples. United Kingdom had given a total of £ 14. 75 million to assist East Pakistani refugees in India and £ 2 million for aid in East Pakistan. The need was gigantic and the response must be of the same dimensions. We extend deep appreciation to UNEPRO for coping with disrupted patterns of life in East Pakistan. It was a question of relief to the population in sensitive areas susceptible to border problems. His Government urged that full co-operation and aid be given to UNEPRO in its work.

4. FRANCE-Mon. J. Kosciusko Morizet, M.P: Spoke twice: He shared the concern of India on the intolerable burdens faced by her by the influx of refugees into India and appealed for humanitarian assistance to India sharing the concern expressed by the High Commissioner over the Pakistani refugees in India. As regards assistance to the population in East Pakistan, it was unfortunate that UNEPRO was experiencing difficulties and even danger in the efforts to render help. He called on the international community to heed the warning that there could be conditions which would make it impossible to get it to the people. He declared that the future is dark and we must heed the warning. We must observe that although the international community has sympathy for East Pakistan, there are limits to the humanitarian aid we can give in the immediate future. He appealed to all concerned for a peaceful and generous solution which will end this ordeal.

5. POLAND-Mr. W. Neneman: A dramatic humanitarian problem on an unprecedented scale had been created. Aid could limit suffering but it could not solve a problem which could only be ended by the return of the refugees. The only permanent solution is the return of refugees in safety. We hope that the Government of Pakistan would find a political solution in East Pakistan to enable refugees to go back. That would be in the best interests of peace.

6. NETHERLANDS-Ambassador R. Fack: Realizing that the world has been confronted with the staggering problem of the refugees of East Pakistan on Indian soil, and deeply moved by the miserable' plight of these millions. I have been authorized today to announce that my Government will make available a further gift of 10 million Guilders (about 3 million dollars) for the refugees in India and a further gift of 10 million Guilders (of which half will be in food aid) for the population of East Pakistan. The world's assistance has not been sufficient. What can this Committee and the General Assembly do to help find or promote a solution of a humanitarian problem of unprecedented scope which is putting an enormous strain on India, and at the same time on the relations between India and Pakistan. The Indian Government deserves the world's gratitude for this speedy and generous response. Both India and Pakistan seem to share the view of the international community that voluntary repatriation of the refugees is the only solution to this problem. As there are no signs of an impending large scale return, the world community faces two problems, namely, an immediate need for increased international aid to relieve the sufferings of the refugee and of those living in object circumstances in East Pakistan, and secondly the urgency of promoting a solution by means of voluntary repatriation. The Committee should lend its Wright to previous appeals for massive aid and assistance and at the same time bear in mind that it should be commensurate with the world community's willingness to indicate and promote a solution, as world s interest in specific refugee problems tends to flag if allowed to drag on unresolved: and the longer they last, it becomes difficult to raise funds and their mere presence becomes an international liability. Therefore, this, Committee and the General, Assembly, in the interests of the refugees and in accordance with the declared views of the Governments of India and Pakistan, tackle the two aspects of the question at the same time. To this end. the Netherlands delegation and the delegation of New Zealand have drafted a resolution. The tragedy of the sub-continent was caused by mortal fear-often understandable, sometimes perhaps irrational but still mortal fear The co-sponsors regard the draft as entirely non-controversial. The appeals to the two Governments are strictly in conformity with the declared intentions of these Governments.

7. NEW ZEALAND-Ambassador J. V. Scott. The refugee problem has worsened with refugees continuing to cross the border into India. Greater international efforts were required to provide for the refugees and the people of East Pakistan. They would like to see that the ECOSOC review the situation when next in session. India could not be expected to bear the burden of the refugees indefinitely. The only satisfactory solution to the problem is for the refugees to return in safety and confidence to their country. Conditions must be created in East Pakistan which would encourage the refugees to return to their homes and take part in the development of the country. That was the only way to achieve a durable solution. So far, relatively few refugees have returned to their homes, and in the last few weeks security conditions in East Pakistan had deteriorated, border clashes have become more frequent, and tension had risen to a point where there was a serious danger of war between India and Pakistan. At the heart of the problem was the desire of the people of East Pakistan for greater control of their own affairs. Thus the problem could only be solved by negotiations between the Government of Pakistan and the freely elected representatives of the people of East Pakistan. The resources available were still far from adequate to meet the needs of the situation. In the belief that the

General Assembly could address itself to the humanitarian aspects of the problem, his delegation has co-sponsored the draft resolution. The purpose of the draft was humanitarian, prompted by deep concern and focusing attention on means to alleviate the distress of those affected by the upheaval in East Pakistan.

8. YUGOSLAVIA-Mr., B. Osolnik, M.P.: The international community could not reduce its involvement merely to material assistance, for political conditions must be created for an early return of the refugees to their homeland. It was clear that the refugees could not be supported by assistance indefinitely. A political climate acceptable to repatriation must be achieved.

9. SWEDEN-Ambassador O. Bydbck: The refugee population in India is now greater than the population of most Member States of the U.N. Both qualitatively and quantitatively, the refugee problem is successively growing into disastrous proportions. All nations should contribute to the relief activities in relation to their economic strength. We have admiration for the efforts to alleviate the plight of the refugees undertaken by the Government of India and the Indian people. Never before has a poor and developing country been faced with such a gigantic task which cannot but have serious consequences in terms of internal, social and economic conditions. The humanitarian situation which we are considering is of gigantic proportions. It can only be solved if conditions are created which make voluntary repatriation of the refugees possible. Quoting from the statement of the Foreign Minister of Sweden on 28th September the Ambassador said "The Swedish Government joins those who appeal to the Government of Pakistan to show moderation and restraint in order to bring an end to the violence in East Pakistan. Only a political solution based on respect for human rights and the will of the people as expressed through the ballot can solve the problem of East Pakistan". We hold the same view today. We therefore, support the initiative of the Netherlands and New Zealand delegation and become a co-sponsor of the draft resolution.

10. CYPRUS-Mr. C. Papademas: The Committee was entrusted with the humanitarian aspect of the tragedy of the refugees and there has to be some way of translating humanitarianism into action. The refugees fled to India because of fear of their lives. The 9 million refugees presented an overwhelming number that each country could realize by comparison to the size of their own population. His country sympathizes with India and its people, for India is doing a noble task to give shelter to this vast mass of people. This is a man-made tragedy of proportions exceeding the imagination of man.

11. BHUTAN-Mr. A. N. Ram: The central issue before the Committee was the presence of more than 9 million refugees who had left East Pakistan to enter India. A grave sense of fear and insecurity has led those people to abandon their homes and they must return as soon as adequate conditions are created for their safe return. These conditions could be created only if the Government of Pakistan enter into a dialogue with the representative of the people of East Pakistan in an attempt to reach a political solution. The General Assembly must address itself to the root cause of the problem to assist in the achievement of a political solution.

12. CANADA-Mon. P. Gerin Lajoie: President of the Canadian International Development Agency: I had led a Canadian fact-finding team to India and Pakistan and

the impressions were deep and sombre. The massive influx of millions of refugees from East Pakistan to India has greatly increased tensions in the sub-continent, and as the number of refugees grow, it is evident that even India's herculean efforts to provide food, shelter and medical care, must be supplemented. The care of refugees had placed a serious burden on India's limited resources and threatened to undermine its own plans for social and economic development. Clearly, voluntary return of the refugees was the ultimate solution to be reached. The Canadian Government appeals to India and Pakistan to solve the problem and reduce the tensions, adding that war would cause untold physical destruction and severe dislocation of the economies of these countries.

13. JAPAN-Miss C. Sanyo: She expressed the hope that the great Asian nations would come to an agreement through the office of UNHCR.

14. EGYPT-Mr. A. M. Moussa: The refugee question required the concerted assistance and efforts of the international community until voluntary repatriation could be achieved. The co-operation of India and Pakistan, referred to by the High Commissioner, was appreciated by his Government which also agreed that the influx of refugees has placed immense burden on India. Quoting an earlier statement by the Egyptian Ambassador, he urged a solution by Pakistan which would safeguard its unity.

15. UGANDA-Mr. P. J. Okia : It is most unfortunate that we should have added to the already explosive refugee problem of about 8 million people which has taken place in the continent of Asia. Indeed the people and the Government of India have borne a burden unparalleled before in the history of refugees. We hope that this heavy burden will be lifted from the hands of the Government of India by an early repatriation of these refugees. My delegation does not intend to enter into political as well as economic factors, which have caused this untold suffering. We feel that this is a problem to be settled by India and Pakistan, but this does not stop us from making an appeal to the two countries to resolve their differences quickly. In the case of Pakistani refugees, and those in the Middle East, we hope that a lasting political settlement will be arrived at as soon as possible.

16. HUNGARY-Mr. G. Badi: His delegation believed human wisdom would prevail leading to the voluntary repatriation of the refugees.

17. GREECE-Mrs. E. A. Daes: We spoke about the Pakistani refugees in the last ECOSOC meeting and expressed the hope that it would be for a temporary period of time. Since then, we have been informed that millions of refugees have left their homes in East Pakistan under the most tragic conditions and have fled to India, and recently the number has not lessened but has increased. My delegation has been very much concerned with the humanitarian reasons of the flight of people into India as refugees, and for contributing to the alleviation of their suffering.

18. TUNISIA-Ambassador R. Driss: The draft resolution of the Netherlands and New Zealand presented a disagreeable choice between the friendship of India and that of Pakistan, while the important factor was a reconciliation between the two nations. A recommendation should be made to the President of the Assembly to launch an appeal calling in particular on the authorities concerned to manifest a spirit of co-operation and

understanding, which alone would lessen tensions, and that they intensify efforts to establish a climate of confidence favoring the voluntary return of the refugees to their homes. Speaking again, the Ambassador said that he would prefer that no vote be taken on his recommendation, but rather a consensus result with ensuing unanimity. He was aware of the seriousness of the problem facing the U. N. Delegations must reach an agreement and introduce an element of harmony, and not confrontation. A solution could not be found by words. The only document existing was the Secretary-General's appeal. The president of ECOSOC had found it difficult to convince both sides that it was in their best interests to have a document concentrating on the humanitarian aspects of the problem. Now it is up to the international community to assume its responsibility. To this end, he urged the three co-sponsors of the draft resolution to withdraw it so that all together can draft a recommendation in the humanitarian spirit and cooperation that all seak.

19. BURUNDI-Mr. A. Nyankiye: His country was sympathetic to the people suffering in India and in East Pakistan, for it too had experienced refugee situation. He expressed the hope that India and Pakistan could solve the situation peacefully. A political solution is possible between the two Governments, and they must make an effort for instilling mutual confidence. "Let us not seek the origin of this disaster but simply help the victims of it."

20. AUSTRIA-Mr. S. Ermacora : The problem cannot be solved in a humanitarian angle only but the tragedy had roots in highly political events. He expressed the hope that a political solution would be found adding that the purely human problems would also have to be solved. The debate should not be controversial, but he considered that Tunisian initiative represents an acceptable compromise.

21. LIBYA-Mr. I. Babaa: Only through the respect of the national unity and territorial integrity of Pakistan could the return of refugees become a reality. He would support the recommendations proposed by Tunisia.

22. NIGERIA-Mr. A. Mohammed : He viewed the refugee problem in an entirely and absolutely humanitarian way, and urged that political interventions should be omitted. Outlining the matters that must be taken into account were Pakistan was a sovereign State and that Pakistan had internal problems. Also that the refugee problem in India was the biggest and worst ever in the world. "We could not engage in any political discussion of the problem as it was to be dealt with by the Security Council under Chapter VI of the Charter. We recommend that all States should endeavor to contribute even more to held India, but in the problems between India and Pakistan we do not need any international action. The problem between the two countries were not caused by the refugees, but began with the partition of India. Even if the United Nations were able to solve the refugee problem, there would be other bones of contention between the two countries, such as religious ones, Hyderabad, Indus, Kashmir, Junagarh, etc. So long as we respect the sovereignty of any country, all internal problems within it are not the business of the United Nations". He proposed that-

(a) the Committee discuss the problem and leave no record, i.e., no summation;

(b) the Chairman should make summary of discussion on a kind of consensus;

(c) the Tunisian proposal should be considered; and

(d) the Three-Power draft resolution should be so amended as to delete operative paragraph 3 which was highly political and amend operative paragraph 4 to appeal to the Governments of India and Pakistan to continue to promote an atmosphere which would encourage the speedy return of the refugees to their homes.

23. IRELAND-Mr. T. Corcoran: His Government had viewed with great concern the desperate plight of 7 million men, women and children (exceeding the population of Eire) rendered homeless and prey to hunger, disease and death. It was one of the greatest human disasters that had occurred in this century and also it could not fail to arouse the profound sympathy of the world community; sympathy was not enough. A political solution based on reconciliation can be realized which will be the permanent solution. His delegation supported the Three-Power draft resolution.

24. ALGERIA-Miss S. Senami: The refugee situation was rapidly degenerating into a conflict between the two Governments and the hostility and suspicion which hurt all concerned. Her country's friendship with both Governments had led it to be hopeful of a quick return of refugees, the effective humanitarian aid and national reconciliation within Pakistan. She supported the Tunisian recommendation and hoped that it would be unanimously adopted.

25. GHANA-Mr. K. Sekyiamah: The situation in India had been compounded by the suddenness and magnitude of the refugee influx. Whether the Pakistani or the Indian figures were accepted, the situation is no less grim or disturbing. We strongly supported measures which would assure voluntary repatriation and called on the two Governments to cooperate in establishing a climate which will promote this voluntary repatriation.

26. ITALY-Mr. Di Bernardo: The present situation showed no signs of improvement and the social and human pre-occupation that prompted the Three-Power draft resolution reflected the opinion that efforts must be made to assist the refugees in returning to their homes. Any further initiative to alleviate the distress of millions and to hasten the return home should be taken without delay.

27. MOROCCO-Mrs. H. Warazazi: The Committee should formulate positive proposals which must achieve unanimous support though the elimination of political elements. The Three-Power draft resolution contains certain basic political elements which made it unacceptable to both India and Pakistan. Humanitarian solution should be found, but allusions to a political solution were out of place in the Third Committee which had no need to draw the attention of Pakistan to the need to create conditions permitting a return of the refugees.

28. KUWAIT—Mr. K. Al Babtin: Noted that Pakistan had offered assurances as to the return of the refugees. India had shown great restraint in dealing with the problem. The alleviation of suffering was vital, but a formula must be found to give those refugees hope.

29. AUSTRALIA-Mr. R. A. Peachey: The numbers of people involved were so staggering that at times there might have been a tendency to think of them as masses of people rather than as millions of individuals. The refugees must be free to return to their families and their friends, to their houses and communities which were left behind. Expressed the hope that enmities should be set aside in the face of tragic situation, and that strenuous efforts would be made by those in authority to being about an early solution.

30. PHILIPPINES-Mr. H. J. Prilliantes: There was creeping into the subject an element of politics which is unhealthy. The Three-Power draft resolution should be withdrawn. Instead, the Chairman must make a summation for the record leaving it to the President of the General Assembly to endorse that summation.

31. NEPAL-Mr. J. Jlia: This humanitarian problem contained a seed of a major conflict in the region. Therefore, it was very properly the concern of the international community. The international assistance, although unprecedented, was obviously inadequate. There was a clear need of more generous assistance. The only solution to the problem lay in the voluntary repatriation of the refugees and to that end the General Assembly should appeal for the promotion of conditions to allow them. Any appeal would be effective only when the parties to which it was addressed feel inclined to heed it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে নেদারল্যান্ডস্ ও নিউজিল্যান্ডের সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

REVISED DRAFT RESOLUTION IN THIRD COMMITTEE OF THE U. N. GENERAL ASSEMBLY SUBMITTED BY THE NETHERLANDS AND NEW ZEALAND

November 18,1971

THE GENERAL ASSEMBLY,

NOTING the report made by the United Nations High Commissioner for Refugees on his activities in coordinating international relief assistance for refugees from East Pakistan in India:

NOTING also the report made by the Secretary-General on the United Nations Programme of Relief Assistance to the people of East Pakistan:

WISHING to pay tribute to the Secretary-General and the High Commissioner for Refugees, and their staff, for the work they have done in difficult conditions:

DEEPLY CONCERNED at the magnitude of the human suffering to which the crisis in East Pakistan has given rise, and at its possible consequences:

CONCERNED ALSO at the heavy burden imposed on India, and at the disturbing influence of the general situation on the process of economic and social development in the area:

NOTING with appreciation the prompt and generous response of the international community to the needs that have arisen from the crisis, including the efforts of non- governmental organizations, to raise funds for the relief of the suffering:

RECOGNISING that voluntary repatriation is the only satisfactory solutions to the refugee problem, and that this is fully accepted by all concerned:

BELIEVING that the voluntary repatriation of the refugees can be brought about only if a climate of confidence is created:

CONVINCED that further large-scale international assistance is required to meet the needs of the refugees in India and of the people- of East Pakistan:

1 . Expresses its profound sympathy with those who have suffered from the situation in the area.

2. Appeals to all Governments, inter-governmental agencies and nongovernmental organizations to intensify their efforts to assist, directly or indirectly, in relieving the suffering of the refugees and of the people of East Pakistan.

3. Appeals to the Government of Pakistan to create conditions which would restore the climate of confidence indispensable for the promotion of voluntary repatriation.

4. Appeals to the Government of India to promote an atmosphere of good-neighborliness which would diminish tension in the area and encourage the refugees to return to their homes.

5. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees to continue their efforts to co-ordinate international assistance and to ensure that it is used to the maximum advantage to relieve the suffering of the refugees in India and of the people of East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

U.N. RESOLUTION UNANIMOUSLY ADOPTED BY THE THIRD COMMITTEE OE THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY NOVEMBER 22,1971

THE THIRD COMMITTEE,

HAVING listened attentively to the report of the United Nations High Commissioner for Refugees, His Highness Prince Sadruddin Agha Khan, on the activities of the coordination centre, and the report of Mr. Paul Mare Henry, representative of the Secretary- General, on the United Nations East Pakistan Relief Operation (UNEPRO):

RECOGNIZING the large-scale efforts undertaken for humanitarian reasons to meet the unprecedented problems confronting the international community:

AWARE of the urgency and extreme seriousness of the situation of the refugees which is assuming dangerous proportions:

RECOMMENDS that the President of the General Assembly should make a statement in the following terms:

1. The concern of the international community, which has seldom been confronted with a refugee problem of such enormous dimensions as that of the refugees from East Pakistan in India.

2. That the voluntary participation of Governments and private organizations should be continued and intensified with a view to assisting the Secretary-General and his representative. The High Commissioner for Refugees, acting as Focal Point, in their meritorious humanitarian action for the relief of the suffering of the refugees and of the population of East Pakistan.

3. That the only solution to this great refugee problem is the safe return of the refugees to their homes, and that this requires a favorable climate which all persons of good will should work to bring about in a spirit of respect for the principles of the Chatter of the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
তৃতীয় কমিটির প্রতিবেদনের উপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

RESOLUTION ADOPTED BY THE U. N. GENERAL ASSEMBLY ON THE REPORT OF THE THIRD COMMITTEE DECEMBER 6, 1971

United Nations assistance to East Pakistan refugees through the United Nations Focal Point and United Nations humanitarian assistance to East Pakistan

THE GENERAL ASSEMBLY,

NOTING the report of the United Nations High Commissioner for Refugees on his activities as the Focal Point in coordinating international relief assistance for" refugees from East Pakistan in India:

NOTING also the report of the Secretary-General on the United Nations programme of relief assistance to the people of East Pakistan:

WISHING to pay a tribute to the Secretary-General and the High Commissioner, and to their staff, for the work they have done in difficult conditions:

DEEPLY CONCERNED at the magnitude of the human suffering to which the crisis in East Pakistan has given rise and at its possible consequences:

CONCERNED ALSO at the heavy burden imposed on India and at the disturbing influence of the general situation on the process of economic and social development in the area:

NOTING with appreciation the prompt and generous response of the international community to the needs that have arisen from the crisis, including the efforts of non-governmental organizations to raise funds for the relief of the suffering:

RECOGNIZING that voluntary repatriation is the only satisfactory solution to the refugee problem and that this is fully accepted by all concerned:

BELIEVING that the voluntary repatriation of the refugees can be brought about only if a climate of confidence is created:

CONVINCED that further large-scale international assistance is required to meet the needs of the refugees in India and of the people of East Pakistan:

1. *Expresses* its profound sympathy with those who have suffered from the situation in the area.

2. *Endorses* the designation by the Secretary-General of the United Nations High Commissioner for Refugees to be the Focal Point for the co-ordination of assistance to

East Pakistan refugees in India, from and through the United Nations system, as well as the Secretary-General's initiative in establishing the United Nations East Pakistan Relief Operation.

3. Requests the Secretary-General and the High Commissioner to continue their efforts to coordinate international assistance and to ensure that it is used to the maximum advantage to relieve the suffering of the refugees in India and of the people of East Pakistan.

4. Appeals to Governments, inter-governmental agencies and non-governmental organizations to intensify their efforts to assist directly or indirectly, with the collaboration of the Governments concerned, in relieving the sufferings of the refugees in India and of the people of East Pakistan.

5. Urges all Member Slates in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations to intensify their efforts to bring about conditions necessary for the speedy and voluntary repatriation of the refugees to their homes.

RECOGNIZING the large-scale efforts undertaken for humanitarian reasons to meet the unprecedented problems confronting the international community.

AWARE of the urgency and extreme seriousness of the situation of the refugees, which is assuming dangerous proportions.

RECOMMENDS that the President of the General Assembly should make a statement indicating :

(a) The concern of the international community, which has seldom been confronted with a refugee problem of such enormous dimensions as that of the refugees from East Pakistan in India:

(b) That the voluntary participation of Governments and organizations should be continued and intensified with a view to assisting the Secretary-General and his representative, and the United Nations High Commissioner for Refugees acting as the Focal Point, in their meritorious humanitarian action for the relief of the suffering of the refugees and of the population of East Pakistan;

(c) That the only solution to this grave refugee problem is the safe return of the refugees to their homes and that this requires a favorable climate which all persons of goodwill should work to bring about in a spirit of respect for the principles of the Clutter of the United Nations

---

জাতিসংঘ দলিলপত্র

বাংলাদেশ প্রশ্নে

জাতিসংঘ সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট-এর কাছে জাতিসংঘের মহাসচিব উ-থান্ট-এর স্মারকলিপি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৯ জুলাই, ১৯৭১

7. U THANT'S MEMORANDUM TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL, 19 July. 1971

For some months now members of the Security Council and many other members of the United Nations have been deeply preoccupied with developments in East Pakistan and adjacent Indian Suites and their consequences or possible consequences. I. myself, expressed my concern over the situation to President Yahya Khan shortly after the events of March. 1971 and have been in continuous touch with the Governments of Pakistan and India, both through their Permanent Representatives at the United Nations and through other contacts. In these exchanges I have been acutely aware of the dual responsibility of the United Nations, including the Secretary-General under the Charter, both to observe the provisions of article 2, paragraph 7 and to work within the framework of international economic and social cooperation to help promote and ensure human well-being and 'humanitarian principles.

It was with this latter responsibility in mind that I appealed for assistance both for refugees from East Pakistan now in India and for the population of East Pakistan. In order to channel assistance given in response to those appeals. I designated the United Nations High Commissioner for Refugees as focal point for assistance to refugees in India and appointed with the agreement of the Government of Pakistan, a Representative in Dacca in order to make as effective use as possible of international assistance made available for relief of the population of East Pakistan Both of these humanitarian efforts have been reported upon in detail elsewhere and the Economic and Social Council held a full discussion on both operations on 16 July. 1971. Based on statements to the Council by the United Nations High Commissioner for Refugees and the Assistant Secretary-General for Inter-Agency affairs I lake this opportunity to express my warm gratitude to the Governments. United Nations Agencies and programmes and to the voluntary organizations which have responded generously to my appeals. I also wish to express my: appreciation to the Governments of India and Pakistan for their co-ordination with my representatives in the field.

As weeks have passed since last March. I have become increasingly uneasy and apprehensive at the steady deterioration of the situation in the region in almost all its aspects. In spite of the generous response of the international community to my appeals for assistance for refugees from East Pakistan now in India, the money and supplies made available are still nowhere near sufficient and the Indian Government still faces the appalling and disruptive problem of caring for an unforeseeable period of time for millions of refugees whose number is still increasing. In East Pakistan international and governmental efforts to cope with results of two successive disasters, one of them natural.

are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards a political reconciliation and the consequent effect on law, order and public administration in East Pakistan. There is a danger that serious food shortages and even famine could soon add to the suffering of the population unless conditions can be improved to the point where a large scale relief programme can be effective. Equally serious is the undoubted fact that reconciliation, an improved political atmosphere and success of relief efforts are indispensable prerequisites for the return of any large proportion of the refugees now in India. The situation is one in which political, economic and social factors have produced a series of vicious circles which largely frustrate efforts of the authorities concerned and of international community of deal with the vast humanitarian problems involved.

These human tragedies have consequences in a far wider sphere. Violent emotions aroused could have repercussions on the relations of religious and ethnic groups in the subcontinent as a whole and relationship of the Government of India and Pakistan, is also a major component of the problem. Conflict between principles of the territorial integrity s States and of self-determination has often before in history given rise to fratricidal strife and has provoked in recent years highly emotional reactions in the international community. In the present case there is an additional element of danger, for the crisis is unfolding in the context of long standing and unresolved differences between India and Pakistan, differences which gave rise to open warfare only six years ago, although there can be no question of deep desire of both Governments for peace, tension between them shows no sign of subsiding. The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appear to be becoming more frequent and this is all the more serious since refugees must cross this disturbed border, if repatriation is to become a reality. Nor can any of us here in the United Nations afford to forget that a major conflict in the subcontinent could all too easily expand.

In the tragic circumstances such as those prevailing in the sub-continent, it is all too easy to make moral judgments. It is far more difficult to face up to political and human realities of the situation and to help the peoples concerned to find a way out of their enormous difficulties. It is this latter course which in my view the United Nations must follow.

I do not think I have pained too dark a picture of the present situation and of its possible consequences. In the light information available to me I have reluctantly come to the conclusion that the time is past when the international community can continue to stand by watching the, situation deteriorate and hoping that relief programmes, humanitarian efforts and good intentions will be enough to turn the tide of human misery and potential disaster. I am deeply concerned about the possible consequences of the present situation not only in the humanitarian sense but also as a potential threat to peace and security and for its bearing on the future of the United Nations as an effective instrument for international co-operation and action. It seems to me that the present tragic situation, in which humanitarian, economic and political problems are mixed in such a way as almost to defy any distinction between the, presents a challenge to the United Nations as a whole which must be met. Other situations of this kind may well occur in the future. If the Organization faces up to such a situation now it may be able to develop new skill and new strength required to face future situation of this kind.

It is for these reasons that I am taking the unusual step of reporting to the President of the Council on a question which has not been inscribed on the Council's agenda. The political aspects of this matter are of such far-reaching importance that the Secretary General is not in a position to suggest precise courses of action before members of the Security Council have taken note of the problem. I believe, however, that the United Nations with its long experience in peace-keeping and with its varied resources for conciliation and persuasion, must, and should now play a more forthright role in attempting both to mitigate human tragedy which has already taken place and to avert further deterioration of the situation.

The Security Council, the world's highest body for the maintenance of international peace and security, is in a position to consider with the utmost attention and concern, the present situation and to reach some agreed conclusions as to the measures which might be taken. Naturally it is for members of the Council themselves to decide whether such consideration should take place formally or informally, in public or in private. My primary purpose at this stage is to provide a basis and an opportunity for such discussions to take place and to express my grave concern that all possible ways and means should be explored which might help to resolve this tragic situation.

The suggestion is simply that a small number of representatives of the High Commissioner might take to field with strictly limited terms of reference and on an experimental basis. The area in which these representatives might operate would be decided upon by the Governments concerned in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees. This suggestion was made with the sole aim of facilitating, if possible, repatriation of refugees.

The other document (the memorandum by U Thant to the President of the Security Council) deals with a far-reaching political matter relating to international peace and security and is primarily within the competence of the Security Council, apart from the Secretary-General's competence under the Charter in such matters. I recall that at its 1329th meeting on 2 December 1966. Members of the Security Council unanimously endorsed a statement that they fully respect his-the Secretary-General's position and his action in bringing basic issues confronting the Organisation and disturbing developments in many parts of the world to their notice.

The memorandum is not an official document of the Security Council and was intended to record my own deep concern with the wider potential dangers of the situation in the region and to provide an opportunity for an exchange of views among members of the Security Council on the potentially very grave situation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের কার্যধারার উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনে মহাসচিবের মুখ বন্ধের অংশবিশেষ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM U. N. SECRETARY-GENERAL S INTRODUCTION TO THE ANNUAL REPORT ON THE WORK OF THE U. N. ORGANISATION RELATING TO THE SITUATION. IN EAST BENGAL SEPTEMBER 17,1971

The civil strife which erupted in East Pakistan in March 1971. 'and its aftermath, are matters of deep concern to me as Secretary-General of the United Nations. While the civil strife in itself is an internal affair of Pakistan, some of the problems generated by it are necessarily of concern to the international community. The recent events in East Pakistan, following on the cyclone disaster of last November, have resulted in extensive loss of life, destruction and disruption. The plight of much of the population is serious, and millions of people have fled to the adjacent states of India, bringing to the Indian authorities overwhelming health and relief problem and imposing an intolerable burden upon their already strained resources. International assistance on an unprecedented scale was urgently needed both for the relief of the distressed people in East Pakistan and for aid to the East Pakistan refugees in India.

I expressed my concern over this situation to President Agha Mohammed Yahya Khan shortly after the events of Match. 1971, and have been in continuous touch with the Governments of Pakistan and India, both through their Permanent Representatives at the United Nations and through other contacts. In these exchanges I have been acutely aware of the dual responsibility of the United Nations, including the Secretary-General, under the Charter both to observe the provision of Article 2, paragraph 7. and to work, within the framework of international economic and social co operation, to help, promote and ensure human well-being and humanitarian principles.

It was with this latter responsibility in mind that I appealed for assistance both for the East Pakistan refugees in India and for the population of East Pakistan. In order to channel the assistance given in response to those appeals. I designated the United Nations High Commissioner for Refugees as the Focal Point for assistance to the refugees in India and assigned, with the agreement of the Government of Pakistan, a representative in Dacca in order to make as effective use as possible of the international assistance made available for the relief of the population of East Pakistan. In addition to those two emergency relief operations, the High Commissioner has initiated, with my full concurrence, an effort to facilitate the voluntary repatriation of the refugees now in India.

At its meeting on 16th July, 1971, the Economic and Social Council held a lull discussion of these operations, based on the statements made in the Council by the High Commissioner and the Assistant Secretary-General for Inter-Agency Affairs. At the

conclusion of this discussion, the President of the Council expressed full support for the action taken by the Secretary-General.

Substantial contributions have been promptly offered in response to my appeal for the refugees in India. However, the money and supplies made available are not nearly sufficient, and the Indian Government still faces the appalling and disruptive problem of caring for millions of refugees in its territory for an unforeseeable period of time.

The response to my appeal for the relief operation in East Pakistan, particularly in its initial phase, has been far from sufficient or adequate to the magnitude of the task. In this connexion, I should mention that in my dealings with the Government of Pakistan, as well as in the organisation of the relief effort in East Pakistan, I have been at pains to emphasize the necessity of being able to give to the donor countries appropriate assurances that their contributions will reach their intended destination-the people of East Pakistan.

Efforts to bring about the repatriation of refugees have so far been unavailing. Since President Yahya Khan announced his agreement to allow the East Pakistan refugees to return on 25th May, only an insignificant number of refugees have done' so, and, according to Indian and other sources, the total number of the refugees in India has steadily increased.

The crux of the matter is that international and government efforts in East Pakistan are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards a political reconciliation and the consequent effect on law, order and public administration in the region. There is a danger that serious food shortages, and even famine, could soon add to the sufferings of the population unless conditions can be improved to the point where a large-scale relief programme can be effective. Equally serious is the undoubted fact that reconciliation, an improved political atmosphere and the success of relief efforts are indispensable prerequisites for the return of any of the refugees now in India. The situation is one in which political, economic and social factors have produced a series of vicious circle which largely frustrate the efforts of the authorities concerned and of the international community to deal with the vast humanitarian problems involved.

These human tragedies have consequences in a far wider sphere. The violent emotions aroused could have repercussions on the relations of religious and ethnic group on the sub-continent as a whole. The relations between the Governments of India and Pakistan are also a major component of the problem. The conflict between the principles of the territorial integrity of States and self-determination has often before in history given rise to fratricidal strife and, in recent years, has provoked highly emotional reactions in the international community. In the present case, there is an additional element of danger for the crisis is unfolding in the context of the long-standing and unresolved difficulties between India and Pakistan, difficulties which gave rise to open warfare only six years ago. Although there can be no question of the deep desire of both Governments for peace, tension between them shows no sign of subsiding. The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appear to be becoming more frequent, and this is all the more

serious since refugees must cross this disturbed border' if repatriation is to become a reality. Nor can any of us in the United Nations afford to forget that a major conflict on the sub-continent could all too easily expand.

In tragic circumstances such as these, it is all too easy to make moral Judgments. It is far more difficult to race up to the political and human realities of the situation and to help the people find a way out of their difficulties. It is the latter course which, in my view the United Nations must follow.

In the light of the information available to me, I reluctantly came to the conclusion, by mid-July, that, the time was past when the international community could continue to stand by, watching the situation deteriorate and hoping that relief programmes, humanitarian efforts and good intentions would be enough to turn the tide of human misery and potential disaster. I was deeply concerned about the possible consequences of this situation, not only its humanitarian aspect, but also the potential threat to international peace and security and the bearing it might have on the future of the United Nations as an effective instrument for international co-operation and action. It seemed to me that the tragic situation arising from these events, in which humanitarian, economic and political problems were mixed in such a way as almost to defy distinction, presented a challenge to the United Nations as a whole which must be met.

For these reasons, I felt it was my duty, as Secretary-General, to bring this problem to the attention of the Security Council. I did so on 20th July by means of a memorandum to the President of the Council. In the memorandum, after outlining the considerations set forth above, I stated that the political aspects of this matter were of such far-reaching importance that the Secretary-General was not in a position to suggest precise courses of action before the members of the Security Council had taken note of the problem. I believed, however, that the United Nations-with its long experience in peacekeeping and with its varied resources for conciliation and persuasion must and should play a more forthright role in attempting both to mitigate the human tragedy and to avert a further deterioration of the situation. I expressed the view that the Security Council, the world's highest body for the maintenance of international peace and security, was in a position to consider, with the utmost attention and concern, the situation on the sub-continent and to reach some agreed conclusions as to measures which might be taken. My primary purpose was to provide the basis and opportunity for such discussion to take place and to express my grave concern that all possible means should be explored to resolve this tragic situation.

At about the same time as I submitted this memorandum, which is related to a concern for international peace and security, I made a humanitarian proposal, also in the exercise of my responsibilities and within my competence as Secretary-General, aimed at facilitating the process of voluntary repatriation of refugees by establishing on both sides of the border a limited representation of the United Nations High Commissioner for Refugees. As an initial step, I suggested that such representatives should be stationed in two or three areas to be selected by the two Governments, in consultation with him. The Government of Pakistan accepted my suggestion, but the Government of India did not on the grounds that it was not preventing the refugees from returning to East Pakistan.

Recently, I also took an initiative for the strengthening of the United Nations relief operation in East Pakistan. On the recommendation of my representative in Dacca, I approved a plan to increase considerably the United Nations personnel for this operation, thus greatly improving its effectiveness. This would also put the Organisation in a better position to assure the international community, and donors in particular, that all supplies reach their destination-the people of East Pakistan. It is my hope that with this strengthening of the United Nations operation, more contributions will be obtained for the relief and rehabilitation that are so urgently needed in East Pakistan.

In a disaster of such vast proportions, the international community has a clear obligations to help the Governments and peoples concerned in every possible way. But as I have indicated, the basic problem can be solved only if a political solution based on reconciliation and the respect of humanitarian principles is achieved.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রদত্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের পত্র	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

U. N. SECRETARY-GENERAL'S LETTER TO PRIME MINISTER INDIRA GANDHI AND PRESIDENT YAHYA KHAN
OCTOBER 20,1971

On 19th July, 1971, as Your Excellency will recall, I addressed a memorandum to the President of the Security Council concerning the situation in East Pakistan and the adjacent Indian states. In that Memorandum, I expressed my concern at the possible consequences for international peace and security of the situation in that area of the world.

Recent developments have only served to increase my anxiety that this situation could all too easily give rise to open hostilities which would not only be disastrous for the two countries principally concerned, but might also constitute a major threat to the wider peace. I have in mind both recent indications of a worsening situation on the borders of East Pakistan and reports of growing tension on the border between West Pakistan and India and on the cease-fire line in Jammu and Kashmir.

I wish to emphasize that have full confidence in the sincere desire of both Governments to avoid a senseless and destructive war. I have noted the efforts of the leaders on both sides have made, in spite of the severe pressures on them, to discourage developments which might lead to open conflict. In the prevailing circumstances, however, where feelings run high and where both Governments are under exceptional stress and strain, a small and unintentional incident could all too easily lead to more widespread conflict.

The Chief Military Observer of UNMOGIP, with my full backing is doing all that he can on the cease-fire line in Jammu and Kashmir to ease tensions, to avert misunderstandings, to prevent military escalation and to avoid confrontations that might lead to open hostilities. On the borders of East Pakistan and on the international frontier between India and West Pakistan there is, of course, no comparable U. N. mechanism.

In this potentiality very dangerous situation. I feel that it is my duty as Secretary-General to do all that I can to assist the Governments immediately concerned in avoiding any development which might lead to disaster. I wish your Excellency to know, therefore, that my good offices are entirely at your disposal if you believe that they could be helpful at any time. Naturally, the Chief military Observer of UNMOGIP will continue to do his utmost to assist in maintaining the peace in the area and of his responsibility.

I have addressed similar communication to the President of Pakistan/ Prime Minister of India.

I take this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জবাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

PRESIDENT YAHYA KHAN S REPLY, DATED OCTOBER 22,1971, TO U. N. SECRETARY-GENERAL'S LETTER OF OCTOBER 20,1971

I have today received your message of October 20, 1971, through my Ambassador.

I fully agree with your appreciation of the gravity of situation which is worsening rapidly on Indo-Pakistan borders. I also fully share your concern for preservation of place and prevention of a disastrous situation developing for both the countries which could only result in suffering for millions of people. Already, as a result of shelling of border village on our side, hundreds of men, women and children have been killed and wounded and large numbers rendered homeless.

It is a pity that at a press Conference in New Delhi on October 19, 1971, the Indian Prime Minister has summarily rejected the proposal for withdrawal of forces of both countries from borders. The reason advanced for this is that Pakistan's lines of communications to borders are shorter than those of India. I do not wish to enter into a controversy on this point and would suggest that withdrawals of men-power along with armour and artillery may take place all along the Indo-Pakistan international frontiers both in East and West, if not to peace time stations, then at least to a mutually agreed safe distance on either side of the border to provide a sense of security on both sides. At the same time, armed infiltration and shelling into our borders in East Pakistan should cease.

I further recommend that U. N. observers on both sides of borders should oversee the withdrawal and supervise the maintenance of peace. Only the recognized border security and police forces should then remain at border posts which they have traditionally occupied.

I also welcome the offer you have made for making your good offices available and very much hope that you can pay an immediate visit to India and Pakistan to discuss the ways and means of withdrawal of forces. This, I am sure, will have a salutary and desirable effect, and further the cause of peace.

In view of the urgency and gravity of the situation, confirmed by Indian leaders on October 19th last, threatening to occupy and hold border cities of Lahore and Sialkot, a public declaration by you of your intention to visit India and Pakistan to seek a settlement of differences would be most desirable.

In conclusion, I assure you of full co-operation on the part of my country in all your efforts directed towards the preservation of peace.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জবাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

PRIME MINISTER INDIRA GANDHI S REPLY, DATED NOVEMBER 16, 1971, TO U.N. SECRETARY-GENERAL'S LETTER OF OCTOBER 20, 1971

Your letter of the 20th October was received two days before my departure on a long tour abroad. It was not possible to reply until my return to Delhi. My trip gave me the opportunity of discussing the crisis in Pakistan with a number of leaders in different countries.

2. We have avoided any hasty reaction to the recent events in Pakistan which have naturally caused you and us great concern. I am sure you will appreciate our anxiety as the military authorities in Pakistan continue to pursue a deliberate policy of suppressing the fundamental freedom and human rights of the people in East Bengal and driving out millions of their citizens into India, thus placing intolerable political, social and economic burdens on us. In spite of the repeated declarations of "amnesty" and "invitations" for the return of the refugees and claims regarding the return of "normal" conditions in East Bengal made by the military regime of Pakistan, the flight of the people of East Bengal into India has not stopped and provides tragic testimony to the continuing military repression and denial of basic human rights in East Bengal. The consequences of the activities of the military regime of Pakistan threaten and distort the entire fabric of our national life and pose a serious threat to our security.

3. Consistent attempts have been made by the Government of Pakistan to divert attention from the prevailing situation inside East Bengal and its own refusal to reach a settlement with the People of East Bengal and their representatives, who were elected in a fair and free election held by the present Government of Pakistan, by projecting the issue as an Indo-Pakistan dispute. The most recent manifestation of this policy is the movement of Pakistani troops and armour to our borders, threatening India with total war, and simultaneously launching a vicious "Crush and Conquer India" campaign. These steps confirm our belief that Pakistan is seriously preparing to launch a large-scale armed conflict with India and that we have therefore to take all necessary defensive measures.

4. I should like to assure you. Excellency, that We have no desire to provoke an armed conflict with Pakistan. Such measures as we have taken are entirely defensive. We have been constrained to take them because of the movement and positioning for offensive combat of the Pakistani military machine. We have had to bear in mind that Pakistan has moved here forces right up to the border although the cantonments where they are normally based are only a few hours distance from the border, while the bases of our own troops are located at several days distance. Indeed, we waited long enough before we moved our troops to the frontiers.

5. The root of the problem is the fate of the seventy-five million people of East Bengal and their inalienable rights. This is what must be kept in mind, instead of the present attempt to save the military regime. To side track this main problem, and to convert it into an Indo-Pakistan dispute, can only aggravate tensions.

6. During these difficult months, we have taken every opportunity to advocate strongly that the problem of East Bengal can be solved only by peaceful negotiations between the military rulers of West Pakistan and the elected and accepted leaders of East Bengal. A first step towards the opening of such negotiations is the release of Sheikh Mujibur Rahman, as demanded by the people of East Bengal and their elected representatives. Instead, there is an attempt to establish phantom governments and legislatures. Indeed I learn that fifty-five persons have been declared elected "unopposed'. Such undemocratic and entirely indefensible action cannot but increase bitterness. This farcical re-election should be stopped.

7. If the military regime in Pakistan persists in its policies, the situation in East Bengal is bound to deteriorate. Yet, there is no evidence of the wisdom or the desire necessary to seek a political solution of the problem. I believe that statesman of goodwill all over the world are convinced that only such a solution could bring normalcy to that tormented region, stop the further influx of refugees and enable those now in India to return. You yourself have made several statements emphasizing the need for such a settlement. It is tragic that the Pakistan Government have turned a deaf ear to all such appeals. Your offer of good offices could play a significant role in this situation.

8. It is always a pleasure to meet you and to exchange views. Whatever efforts you can make to bring about a political settlement in East Bengal, which meets the declared wishes of the people there, will be welcome, and if you are prepared to view the problem in perspective, you will have our support in your initiatives.

9. I have stated my views frankly. It would not be fair to you not to do so, for I know how anxious you are to prevent the aggravation of the grim tragedy of East Bengal. I had hoped to discuss this matter with you in New York, but was very sorry to learn of your illness. I hope 'that you are quite well again.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসবিচের প্রতিবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

REPORT OF U.N. SECRETARY GENERAL, RELATING TO SITUATION IN EAST BENGAL TO TIIE SECURITY COUNCIL S/10410 December 3,1971

Recent reports received by the secretary-General from various sources indicate that there has been a further grave deterioration in the situation along the borders of East Pakistan and elsewhere in the sub-continent. In view of this conviction that this convention constitutes a threat to the maintenance of international peace and security, the Secretary-General feels that he should report to the Security Council on the efforts he has made so far in regard to this problem. The Secretary-General has kept the President of the Security Council informed of these efforts under the broad terms of Article 99 of the United Nations Charter, which provides that "The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security". The Secretary-General feels that an initiative on this matter in the Council can best be taken by the parties themselves or by the members of the Security Council.

2. The present report does not cover the humanitarian efforts already launched by the Secretary-General to assist both the East Pakistan refugees in India and the distressed people of East Pakistan. Information on this effort was submitted to the Economic and Social council in July, 1971, and to the General Assembly (Third Committee) in November 1971. On 22nd November the Third Committee unanimously approved a draft resolution where by the General Assembly would endorse the initiatives of the Secretary- General and request the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees to continue their efforts to co-ordinate international assistance and to ensure that it is used to the maximum advantage to relieve the suffering of the refugees in India and of the people of East Pakistan. At the time of writing, the General Assembly has not yet considered the draft resolution recommended by the Third Committee.

3. On 20th July, 1971, the Secretary-General submitted the following memorandum to the President of the Security Council:-

"(a) For some months now, the Members of the Security Council, and many other Members of the United Nations, have been deeply preoccupied with developments in East Pakistan and the adjacent Indian States and their consequences, or possible consequences. I myself expressed my concern over the situation to President Yahya Khan shortly after the events of March, 1971, and have been in continuous touch with the Government of Pakistan and India, both through their Permanent Representatives at the United Nations and through other contacts. In these exchanges I have been acutely aware of the dual responsibility of the United Nations, including the Secretary-General, under the Charier, both to observe the provisions of its Article 2, paragraph 7, and to work.

within the framework of international economic and social co-operation, to help promote and ensure human well-being and humanitarian principles.

"(b) It was with this latter responsibility in mind that I appealed for assistance both for the refugees from East Pakistan in India and for the population of East Pakistan. In order to channel the assistance given in response to those appeals, I designated the United Nations High Commissioner for Refugees as the Focal point for assistance to the refugees in India and appointed, with the agreement of the Government of Pakistan, a representative in Dacca, in order to make as effective use as possible of the international assistance made available for the relief of the population of East Pakistan. Both of these humanitarian efforts have been reported upon in detail elsewhere, and the Economic and Social Council held a full discussion on both operations on 16th July, 1971, based on statements to the Council by the United Nations High Commissioner for Refugees and the Assistant Secretary-General for Inter-Agency Affairs. I take this opportunity to express my warm gratitude to the Governments, the United Nations Agencies and programmes, and to the voluntary organizations which have responded generously to my appeals. I also wish to express my appreciation to the Governments of India and Pakistan for their co-operation with my representatives in the field.

"(c) As the weeks have passed since last March, I have become increasingly uneasy and apprehensive at the steady deterioration of the situation in the region in almost all its aspects. In spite of the generous response of the international community to my appeals for assistance for the refugees from East Pakistan now in India, the money and supplies made available are still nowhere near sufficient and the Indian Government still faces the appalling and disruptive problem of carrying, for an unforeseeable period of time, for millions of refugees, whose number is still increasing. In East Pakistan, international and governmental efforts to cope with the results of two successive disasters, one of them natural, are increasingly hampered by the lack of substantial progress towards a political reconciliation and the consequent effect on law, order and public administration in East Pakistan.

There is a danger that serious food shortages, and even famines could soon add to the sufferings of the population, unless conditions can be improved to the point where a large-scale relief programme can be effective. Equally serious is the undoubted fact that reconciliation, and improved political atmosphere and the success of relief efforts are indispensable prerequisites for the return of any large proportion of the refugees now in India. The situation is one in which political, economic and social factors have produced a series of vicious circles which largely frustrate the efforts of the authorities concerned and of the international community to deal with the vast humanitarian problems involved.

"(d) These human tragedies have consequences in a far wider sphere. The violent emotions aroused could have repercussions on the relations of religious and ethnic groups in the sub-continent as a whole, and the relationship of the Governments of India and Pakistan is also a major component of the problem. The conflict between the principles of the territorial integrity of States and of self-determination has often before in history given rise to fratricidal strife and has provoked in recent years highly emotional reactions in the international community. In the present case, there is an additional element of

danger, for the crisis is unfolding in context of the long-standing, and unresolved, differences between India and Pakistan differences which gave rise to open warfare only six years ago. Although there can be no question of the deep desire of both Governments for peace, tension between them shows no sign of subsiding. The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appear to be becoming more frequent, and this is all the more serious since refugees must cross this disturbed border if repatriation is to become a reality. Nor can any of us here in the United Nations afford to forget that a major conflict in the sub- continent could all too easily expand.

"(e) In tragic circumstances such as those prevailing in the sub-continent, it is all too easy to make moral judgments. It is far more difficult to face up to the political and human realities of the situation and to help the peoples concerned to find a way out of their enormous difficulties. It is this latter course which, in my view, the United Nations must follow.

"(f) I do not think that I have painted too dark a picture of the present situation and of its possible consequences. In the light of the information available to me, I have reluctantly come to the conclusion that the time is past when the international community can continue to stand by, watching the situation deteriorate and hoping that relief programmes, humanitarian efforts and good intentions will be enough to turn the tide of human misery and potential disaster. I am deeply concerned about the possible consequences of the present situation, not only in the humanitarian sense bul also as a potential threat to peace and security and for its bearing on the future of the United Nations as an effective instrument for international co-operation and action. It seems to me that the present tragic situation in which humanitarian, economic and political problems are mixed in such a way as almost to defy any distinction between them, presents a challenge to the United Nations as a whole which must be met. Other situations of this kind may well occur in the future. If the Organization faces up to such a situation now, it may be able to develop the new skill and the new strength required to face future situations of this kind.

"(g) It is for these reasons that I am taking the unusual step of reporting to the President of the Security Council on a question which has not been inscribed on the Council's agenda. The political aspects of this matter are of such far-reaching importance that Secretary-General is not in a position to suggest precise courses of action before the members of the Security Council have taken note of the problem. I believe, however, that the United Nations, with its long experience in peace keeping and with its varied resources for conciliation and persuasion, must, and should, now play a more forthright role in attempting both to mitigate the human tragedy which has already taken place and to avert the further deterioration of the situation.

"(h) The Security Council, the world's highest body for the maintenance of international peace and security, is in a position to consider, with the utmost attention and concern, the present situation and to reach some agreed conclusions as to measures which might be taken. Naturally, it is for the members of the Council themselves to decide whether such consideration should take place formally or informally, in public or in

private. My primary purpose at this stage in to provide a basis and an opportunity for such discussions to take place and to express my grave concern that all possible ways and means should be explored which might help to resolve this tragic situation".

4. On 17th September, 1971, in the Introduction to my Annual Report to the twenty-sixth session of the General Assembly, I brought this problem in all its aspects to the Assembly's attention. I concluded my report with the following observation :-

"In a disaster of such vast proportions, the international community has a clear obligations to help the Governments and peoples concerned in every possible way. But, as I have indicated, the basic problem can be solved only if a political solution based on reconciliation and the respect of humanitarian principles is achieved."

With this end in view, I have used my good offices in various way ever since the events of March in East Pakistan. For obvious, I did this with complete lack of publicity. Because of the special importance of the problem, I made an exception to this rule with regard to the case of Sheikh Mujibur Rahman, in connexion with which I had the following statement issued on 10th August, 1971 :

"The Secretary-General feels that it is an extremely sensitive and delicate matter which falls within the competence of the judicial system of a Member State-in this case, Pakistan. It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from a humanitarian as well as from a political point of view. The Secretary-General has received and is still receiving almost every day expression of serious concern from representatives of Government about the situation in East Pakistan, and there is a general feeling that the restoration of peace and normalcy in the region is remote unless some kind of accommodation is reached. The Secretary-General shares the feeling of many representatives that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan."

I had previously addressed a letter to the President of Pakistan on this subject.

5. On 22nd October, the Secretary-General, having in mind the possible usefulness of comprehensive discussions will the heads of the Governments of India and Pakistan on all the aspects of the problem as set forth in his memorandum of 20th July (see para 3 above), addressed identical messages to the Prime Minister of India and the Present of Pakistan. The text of these messages reads as follows:

(Given earlier in this chapter on page 322.)

6. On 22nd October, the President of Pakistan replied to the Secretary-General's message of 20th October, as follows:

(Given earlier in this chapter on page 322-323.)

7. On 16th November, the Primed Minister of India addressed the following reply to the Secretary-General's message of 20th October:

(Given earlier in this chapter on page 323-324.)

8. On 22nd November, the Secretary-General sent the following message to the

Prime minister of India in reply to her letter of 16th November:

"I have the honor to acknowledge receipt of your letter of 16th November, 1971, in which you send me your reply to my letter of 20th October, 1971. I appreciate the thoughtful and detailed exposition of the views of Your Excellency's Government concerning the situation which gave rise to my offer of good offices, and. in particular, Your Excellency's statement that your Government has no desire to provoke an armed conflict with Pakistan.

"I am, however, puzzled by the reference in paragraph 5 of Your Excellency's letter to 'the present attempt to save the military regime of Pakistan and by the statement that To side-track this main problem and to convert it into an Indo-Pakistan dispute can only aggravate tensions, I am also puzzled by the statement in paragraph 8 that if I am prepared to ‘view the problem in perspective’ I shall have the support of the Indian Government.

"In view of these statements, I feel obliged to make clear to Your Excellency my intention in offering my good offices. My letter of 20th October was deliberately written in the Context of my memorandum of 20th July, 1971, addressed to the President of the Security Council which took into account those aspects of situation which Your Excellency intentions in your letter. In act, I had intended that this memorandum would serve as the term of reference *for* the exercise of my good offices.

"I had naturally intended to view this very serious situation in the broadest possible perspective and had hoped to have the opportunity to review it with the leaders of both Government. It was not my intention to side track any of the main issues, nor to confine the problem to any single particular issue, although naturally, as Secretary-General, I cannot under the Charter ignore a potential threat to international peace and security such as now seems to exist in the sub-continent.

"As Your Excellency knows, the exercise of good offices requires the assent and co-operation of all the parties concerned. Under the present circumstances, much to my regret, there does not Seem to be a basis for the exercise of the Secretary-General's good offices in this infinitely serious and complicated problem."

9. On 23rd November, the Secretary-General received a further letter from the President of Pakistan as follows:

"I am addressing this message to you with a deep sense of urgency in view of the grave situation which has arisen in my country as a result of unprovoked and large-scale by attack by Indian armed force on various parts of Pakistan.

"(b) On 21st November, an Indian army brigade group supported by armed helicopters entered Chittagong Hill Tracts, overran our border outposts and penetrated approximately 10 miles into our territory. The same day another brigade group of the 23rd Indian Division, supported by the rest of the division, launched an attack in the Belonia salient of Noakhali District, pushing eight miles deep into Pakistan territory. In the Brahmanbaria subdivision also, attacks were launched by a battalion group each from the 57th Division against two of our border posts at Mukandpur and Saldanadi which

were overrun. In Sylhet District Maulvi Bazaar subdivision, two battalion groups attacked and overran border outposts at Dhalai, Athgram and Zakiganj. The battalion groups included two companies of Gurkhas. Another attack was launched in Rangpur District in the Bhurangamari salient were an Indian brigade group penetrated 15 miles into Pakistan territory up to Nageshwari. In Jessore District, a major offensive was launched by a brigade group of the 9th Indian Division, supported by armour and air cover opposite Chaugacha. Indian tanks penetrated about eight miles into Pakistan territory.

An Indian air attack was challenged by the Pakistan Air Force. One Indian aircraft was destroyed and we lost two. Six Indian tanks were destroyed in the engagement and eight of ours were disabled.

Intermittent shelling of Jessore air field continues.

In Mymensingh District, repeated attacks against our border outposts at Karitola have been repulsed.

"(c) As many as 12 Indian Divisions have been deployed around East Pakistan. In addition, there are 38 battalions of the Indian Border Security Force. The 2nd and 5th Indian Mountain Division which were previously deployed on the borders with China have also been moved towards East Pakistan. The 8th Mountain Division (of six brigades) has also been moved to the East Pakistan border towards Sylhet from Nagaland were only one brigade is now left.

Twelve squadrons of the Indian Air Force are now placed around East Pakistan. A sizable Indian Naval Force comprising an aircraft carrier, frigates, landing ships and two submarines, is standing by, near Vizagapattam, in the Bay of Bengal posing an amphibious threat to Chittagong and Chalna ports. The approaches to Chalna port have" been mined by the Indian forces with the result that two merchant ships chartered for carrying food grains and other essential supplies have been damaged. This will seriously disrupt food supplies to East Pakistan.

"(d) As Your Excellency is aware, Indian armed forces in the last few months have maintained pressure all along Pakistan's eastern borders. Apart from training and equipping rebels and launching their attacks supported by Indian Border Security Forces personnel into Pakistan territory, Indian artillery units have been constantly shelling areas in East Pakistan. But, as I have pointed out above, in the last three or four days, the Indian armed forces have turned from localized attacks to open and large-scale warfare on several fronts. They have further escalated the conflict by introducing armour and air force. Pakistan Army and Air Force units in East Pakistan have been under strict orders not to cross the frontiers, and to exercise the utmost restraint in the face of continued grave provocations.

The present situation, however, is such that the offensive launched by the Indian armed forces must be met by us with all the force at our command in the defense of our territorial integrity.

"(e) We were assured from time to time that India did not intend to launch open and large-scale warfare against Pakistan. It is now evident that, far from exercising restraint, India has chosen the path of unabashed and unprovoked aggression. India continues to harp on the theme that the inroads into the Pakistan are being made by the so-called 'Mukti Bahini'-a rebel force created, maintained and sustained by India. No one will be deceived by the Indian claim which stands disproved by the scale of present operations and by the equipment, including armour and air force elements, now being used.

"(f) Your Excellency will recall that on 20th July last you addressed an informal and confidential memorandum to the President of the Security Council informing him of the steady deterioration of the situation on the borders of East Pakistan and drawing attention to the possibility of a major conflict in the sub-continent. I welcomed your initiative and agreed to accept the representative of the United Nations High Commissioner for Refugees to supervise the return of East Pakistani displaced persons to East Pakistan. Since then, Pakistan has also sought the establishment of a good offices committee of the Security Council to defuse the prevailing tension in the sub-continent. I agreed at a subsequent date to a mutual withdrawal of forces from borders, but the proposal was summarily rejected by the Indian Prime Minister on 19th October, 1971. More recently, I responded positively to your letter of 20th October, in which you made a realistic assessment of the current Indo-Pakistan situation and expressed your concern at the prospect of a senseless and destructive war. At that time, you offered your good offices 'to assist the Government immediately concerned in avoiding any development which might lead to disaster and you stated that your good offices were entirely at our disposal if we believed that they could be helpful any time. I was happy to welcome this offer and to invite you to visit India and Pakistan to discuss ways and means of securing peace in the region.

"(g) You will see that Pakistan has consistently expressed her willingness to accept the assistance of the United Nations in the solution of the present crisis in the sub-continent and India has consistently rejected it. Our position continues to be the same, but I fear India is not interested in a peaceful settlement. The developing situation, as I have described, is fast reaching a point of no return. At this juncture, your personal initiative could still avert a catastrophe.

"(h) Conscious of your continuing concern for the well being of the peoples of India and Pakistan and the preservation of peace and stability in the sub-continent, I await you good counsel".

10. On 26th November, the Secretary-General replied to the President of Pakistan as follows:

"I wish to thank you for your letters of 22nd October and 23rd November, 1971. I have noted with appreciation your prompt response to my offer of good offices, as well as to the suggestions which I made previously. I have also noted with great interest the suggestions in your letter of 22nd October concerning other actions which might be taken to reduce tension and the threat to peace and security in the sub-continent.

My letter of 20th October was written in the context of my memorandum of 20th July, 1971, addressed to the President of the Security Council. Within this broad perspective, I had hoped to have the opportunity to review the whole situation with the leaders of both Governments in an effort to find ways in which solutions to some of the pressing and critical problems, which both Governments face, could be found.

"As your Excellency knows, the exercise of good offices requires the assent and co-operation of all parties concerned. Under the present circumstances, to my regret, there does not seem to be a basis for the exercise of the Secretary-General's good offices. Nonetheless, I am still anxious to be of whatever assistance the parties may find useful.

"I have read with deep concern the description of the situation contained in your letter of 23rd November. I most earnestly hope that the United Nations will prove able to be of assistance to both Governments in avoiding a further escalation of violence into a senseless and destructive war.

"I note Your Excellency's statement that a personal initiative by me could still avert a catastrophe. While I am deeply anxious to do anything that I can to avert a further catastrophe, I have been obliged to conclude that I have gone, for the moment, as far as my authority under the Charter permits me, usefully and meaningfully, to go in the present circumstances. As Your Excellency mentioned in your letter of 23rd November, I have brought this situation to the attention of the Members of the Security Council, both in July, through my memorandum to the President of the Security Council, and in October, when I offered my good offices. I will, of course, remain in touch with the Representatives of both Pakistan and India concerning ways in which the United Nations may prove able to assist both in attempting to preserve international peace and security and in working out a peaceful and lasting solution to the fundamental problems which underline the present tragic situation"

11. The President of the Security Council, was kept continuously informed of the action of the Secretary-General relating to his offer of good offices. Copies of all the messages addressed by the Secretary-General in this regard to the Prime Minister of India or the President of Pakistan were immediately communicated to the president of the Security Council for his information.

12. On 29th November, the Permanent Representative of Pakistan conveyed to the Secretary-General a message from the President of Pakistan as follows:

"I have the honor to convey the following message from the President of Pakistan to Your Excellency. This message was received yesterday and was orally conveyed to Under Secretary-General Roberto Guyer at 9.pm. last night:

Begins:
Excellency,

As you will have seen from my letter of 23rd November, a grave situation prevails at present on the borders of East Pakistan as a result of unprovoked and large-scale attacks by the Indian armed forces. As Your Excellency is aware, while accepting your offer of

good offices I had proposed a simultaneous withdrawal of Indian and Pakistani forces and suggested that this may be supervised by UN observers. India unfortunately did not accept the proposal. In order to obviate a threat to peace and to arrest the deteriorating situation, I now request Your Excellency to consider stationing a force of U.N. observers on our side of the East Pakistan border, immediately, to observe and report upon violations of our territory.

GENERAL AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN
President of Pakistan.

Ends"

13. With regard to the President of Pakistan's letter of 29th November, the Secretary-General addressed on the same day the following message to the President of the Security Council.

" As I have been keeping the President of the Security Council continuously informed of my exchanges of communications with the Governments of India and Pakistan concerning the situation in the sub-continent I am sending Your Excellency a copy of a message which I have today received from President Yahya Khan of Pakistan. You will observe that this message contains a request to me to consider stationing a force of United Nations observers on the Pakistan side of the East Pakistan border immediately.

"In my memorandum of 20th July, 1971, to the President of the Security Council I wrote that the political aspects of this matter are of such far reaching importance that the Secretary-General is not in a position to suggest precise courses of action before the Members of the Security Council have taken note of the problem'. In the context of the present military conflict, the stationing of observers by the United Nations on the territory of a sovereign State, even at the request, of that state, is obviously an action for which the authority of the Security Council should be obtained. I believe therefore that the Members of the Security Council should be informed, in whatever manner Your Excellency as President might deem desirable of the request of President Yahya Khan for the stationing of United Nations observers.

"I also feel that, in the light of its primary responsibility under the Charter for the maintenance of international peace and security the Security Council should give serious consideration to the situation prevailing in the sub-continent. In this connexion, I would wish to add that I have been obliged to conclude that in this matter, I have gone, for the moment, as far as the Secretary-General may usefully and meaningfully go in the present circumstances".

14. At the same time, the Secretary-General sent the following letter to the Permanent Representative of Pakistan:

"I have the honor to acknowledge receipt of your letter of 29th November, 1971, in which you convey to me a message from His Excellency General Agha Muhammad Yahya Khan, President of Pakistan. I should be grateful if you would inform His

Excellency the President of Pakistan that I am giving careful consideration to his message, which relates to a situation of the gravest concern to me.

"I enclose, for your information, a copy of a letter which I have today addressed to the President of the Security Council on the subject of President Yahya Khan's message. Since this letter states clearly my position concerning the request which President Yahya Khan has made, I should be grateful if you would convey the substance of it to your Government".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

REPORT OF U. N. SECRETARY-GENERAL TO THE SECURITY COUNCIL
S/10410/Add. 1, December 4, 1971
ADDENDUM

Since the completion of the report of the Secretary-General, dated 3rd December, 1971, (S/10410), two messages have been received by the Secretary-General, one from the Prime Minister of India and the other from the President of Pakistan.

2. The message from the Prime Minister of India, which was orally delivered on the afternoon of 3rd December, is as follows:

"(a) Subsequent to Pakistani air attacks on Pathankot, Srinagar and Amritsar in the afternoon of 2nd December, there were three further Pakistani air attacks on the morning of 3rd December on Faridkot (Punjab), Jaisalmer (Rajasthan) and Jodhpur (Rajasthan).

"(b) A special session of the Indian Parliament has been convened for 4th December".

"(c) The Prime Minister is broadcasting to the nation at midnight tonight.

"(d) Pakistani sources have reported that India has launched an attack on West Pakistan. This is totally false".

3. The letter from the President of Pakistan, dated 3rd December, was transmitted to the Secretary-General by the Permanent Representative of Pakistan on 4th December. It reads as follows:

"(a) I draw your attention to the following grave situation which has arisen between India and Pakistan. Today, between 1530 and 1600 hours West Pakistan Standard Time, Indian army launched simultaneous attacks on Sialkot and an area between Jessar bridge and Lahore and on the Rajasthan front opposite Rahim Yar Khan in West Pakistan, and on Chhamb in Jammu and Kashmir. The Indian ground force attackers were supported by the Indian air force. These attacks were preceded for the last three or four days by aggressive reconnaissance carried out by Indian aircraft over West Pakistan territory.

"(b) The Pakistan forces are taking necessary counter-measures.

"(c) The Pakistan air force late this evening took defensive measures against some of the forward airfields close to the Pakistan borders at Srinagar and Avantipur in Indian- occupied Kashmir and Pathankot and Amritsar.

"(d) Considerable Indian military activity has also been noticed in the Poonch and Uri sectors in Indian-occupied Kashmir.

"(e) Excellency, as you are aware I have done everything possible to avoid an extension of the conflict between India and Pakistan in spite of grave provocations. For weeks, the situation in East Pakistan has been a matter of deep concern. Due to open Indian aggression along the borders of East Pakistan and intrusion into our territory at several points, it has been a state of virtual war. But we have tried to contain the situation and defuse the mounting tensions as much as possible. My efforts in this direction are within Your Excellency's knowledge, the latest being my proposal for the stationing of United Nations observers, within East Pakistan a borders to observe and report upon violations of our territory.

"(f) Now that Indian aggression has resulted in a conflagration which can have incalculable dimensions, the international community must take note of the situation. Otherwise, it can only result in disastrous consequences for peace and stability of the entire region.

"(g) In bringing this situation to Your Excellency's notice, it is my earnest hope that the international community will exert itself on the side of justice and peace and uphold the sacred principles enshrined in the Charter of the United Nations which safeguards the territorial integrity and sovereignty of all nations, big and small, and which forbids the use of force by one nation against another".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

DRAFT RESOLUTION BY U. S. A. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10416, December 4,1971

THE SECURITY COUNCIL,

HAVING HEARD the statements of the Representatives of India and Pakistan,

CONVINCED that hostilities along the India-Pakistan border constitute an immediate threat to international peace and security,

1. *Calls upon* the Governments of India and Pakistan to take all steps required for an immediate cessation of hostilities;

2. *Calls for* an immediate withdrawal of armed personnel present on the territory of the other to their own sides of the India-Pakistan borders;

3. *Authorizes* the Secretary General, at the request of the Government of India or Pakistan, to place observers along the India-Pakistan borders to report on the implementation of the cease-fire and troop withdrawals, drawing as necessary on UNMOGIP personnel;

4. *Calls* upon the Governments of India and Pakistan and others concerned to exert their best efforts toward the creation of a climate conducive to the voluntary return of refugees to East Pakistan;

5. *Calls* upon all States to refrain from any action that would endanger the peace in the area;

6. *Invites* the Governments of India and Pakistan to respond affirmatively to the proposal of the Secretary-General offering good offices to secure and maintain peace in the sub-continent;

7. *Requests* the Secretary-General to report to the Security Council as soon as possible on the implementation of this resolution.

DRAFT RESOLUTION BY BELGIUM, ITALY AND JAPAN IN THE SECURITY
COUNCIL, S/10417. DECEMBER 4, 1971

THE SECURITY COUNCIL,

NOTING the report of the Secretary-General (S/1Q410 and Add. 1 and S/10412) of 3rd and 4th December, 1971,

HAVING HEARD the statement of the representatives of India and Pakistan,

GRAVELY CONCERNED that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security,

MINDFUL of its responsibility under the relevant provisions of the Charter of the United Nations,

1. *Calls upon* the Governments concerned forthwith, as a first step, for an immediate cease-fire and for a cessation of all military activities;

2. *Urges* the Governments concerned, in accordance with the principles envisaged in the United Nations Charter, to intensify their efforts to bring about conditions necessary for the speedy and voluntary repatriation of the millions of refugees to their homes;

3. *Calls* for the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. *Requests* the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed on the situation;

5. *Decides* to follow closely the situation and to meet again as soon as necessary.

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.S.R. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10418, DECEMBER 4, 1971

THE SECURITY COUNCIL,

HAVING CONSIDERED the letter pf nine Members of the Security Council (S/10411)
and the report or the Secretary-General (S/10410).

Calls for a political settlement in East Pakistan which would inevitably result in a cessation of hostilities;

Calls upon the Government of Pakistan to take measures to cease all acts of violence by Pakistani forces in East Pakistan which have led to deterioration of the situation.

DRAFT RESOLUTION BY ARGENTINA, NICARAGUA, SIERRA LEONE, AND SOMALIA IN THE SECURITY COUNCIL

S/10419, December 4, 1971

THE SECURITY COUNCIL

NOTING the report of the Secretary-General of 3rd December, 1971, (S/10410, S/10410/Add.1).

HAVING HEARD the statement of the Representatives of India and Pakistan.

GRAVELY CONCERNED at the outbreak of hostilities along the borders of India and Pakistan.

CONVINCED that Hostilities along the India-Pakistan border constitute an immediate threat to international peace and security.

RECOGNIZING the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter, with the issues which have given rise to the hostilities.

RECOGNIZING FURTHER the need to take preliminary measures to bring about an immediate cessation of hostilities and effect a withdrawal of armed forces to their own side of the India-Pakistan borders.

1. Calls upon the Governments of India and Pakistan to take forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India-Pakistan border;

2. Requests the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed on the situation.

DRAFT RESOLUTION BY ARGENTINA, BELGIUM, BURUNDI, ITALY, JAPAN, NICARAGUA, SIERRA LEONE AND SOMALIA IN THE SECURITY COUNCIL
S/10423, December 5, 1971

THE SECURITY COUNCIL

NOTING the reports of the Secretary-General (S/10410 and Add. 1 and S/10412) of 3rd and 4th December, 1971.

HAVING HEARD the statements of the Representatives of India and Pakistan.

GRAVELY CONCERNED that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

RECOGNIZING the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities.

CONVINCED that an early political solution would the necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

MINDFUL of the provisions of the Charter of the United Nations, in particular of Article 2, paragraph 4.

RECALLING the Declaration on the Strengthening of International Security, particularly paragraphs 4, 5 and 6.

RECOGNIZING FURTHER the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities and effect a withdrawal of armed forces to their own side the India-Pakistan borders.

MINDFUL of its responsibility under the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

1. Calls upon the Governments of India and Pakistan to take forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India-Pakistan borders;

2. Urges that efforts be intensified in order to bring about, speedily and in accordance with the principles of the Charter, conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

3. Calls for the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. Requests the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed on the implementation of this resolution;

5. Decides to follow the situation closely and to meet again as soon as necessary.

DRAFT RESOLUTION BY CHINA IN THE SECURITY COUNCIL
S/10421, December 5, 1971

THE SECURITY COUNCIL

Having Heard the statements of the Representatives of Pakistan and India.

Noting In Particular that India has launched large-scale attacks on Pakistan, thus gravely undermining the peace in the Indo-Pakistan sub-continent.

Strongly Condemning the Indian Government's acts of creating a so-called "Bangladesh" and of subverting, dismembering and committing aggression against Pakistan.

Calls upon the Government of India to withdraw its armed forces and armed personnel sent by it from Pakistan territory immediately and unconditionally and calls upon the Government of Pakistan to withdraw the armed forces which it has sent into Indian territory for counter-attacks.

Calls upon India and Pakistan to cease hostilities and to withdraw respectively from the international border between India and Pakistan and to disengage from each other so as to create conditions for a peaceful settlement of the disputes between India and Pakistan.

Calls upon all States to support the Pakistan people in their just struggle to resist Indian aggression.

Request the Secretary-General to submit as early as possible a report to the Security Council on the implementation of this resolution.

DRAFT RESOLUTION BY BELGIUM, ITALY, JAPAN, NICARAGUA, SIERRA LEONE AND TUNISIA IN THE SECURITY COUNCIL
S/10425, December 5, 1971

THE SECURITY COUNCIL

Gravely Concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security

1. **Calls upon** the Governments concerned forthwith, as a first step, for an immediate cease-fire;

2. **Requests** the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed of the implementation of this resolution;

3. **Decides** to continue to discuss the further measures to be taken in order to restore peace in the area.

AMENDMENT BY TIIE U.S.S.R. TO DRAFT RESOLUTION S/10425 IN THE SECURITY COUNCIL
8/10426 DECEMBER 6, 1971

In operative paragraph 1, **replace** the words "the Governments concerned" by the words "all parties concerned"; at the end of the same paragraph, add the words "and cessation of all military operations".

2. Between operative paragraphs 1 and 2, insert the following as operative paragraphs 2 and 3 :

"(2) Calls upon the Government of Pakistan simultaneously to take effective action towards a political settlement in East Pakistan, giving immediate recognition to the will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December, 1970;

"(3) Declares that the provisions of operative paragraphs 1 and 2 of this resolution constitute a single whole";

3. Renumber the remaining operative paragraphs accordingly.

REVISED AMENDMENT BY THE U.S.S.R. TO DRAFT RESOLUTION 8/10425 IN THE SECURITY COUNCIL
S/10426, REV. 1. DECEMBER 6, 1971

1. In operative paragraph 1, replace the words "the Governments concerned" by the words "all parties concerned"; at the end of the same paragraph, add the words "and cessation of all hostilities".

2. Between operative paragraphs I and 2, insert the following as operative paragraphs 2 and 3 :

"(2) **Calls upon** the Government of Pakistan simultaneously to take effective action towards a political settlement in East Pakistan, giving immediate recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December. 1970 ;

"(3) **Declares** that the provisions of operative paragraphs 1 and 2 of this resolution constitute a single whole";

3. Renumber the remaining operative paragraphs accordingly.

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.S.R. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10428, December 6, 1971

THE SECURITY COUNCIL

Gravely Concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security-

1.**Calls upon** all parties concerned forthwith as a first step, for an immediate cease-fire and cessation of all hostilities;

2. **Calls upon** the Government of Pakistan simultaneously to take effective action towards a political settlement in East Pakistan giving immediate recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December, 1970;

3. **Declares** that the provisions of operative paragraphs 1 and 2 of this resolution constitute a single whole;

4.**Requests the** Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed of the implementation of this resolution;

5.**Decides to** continue to discuss the further measures to be taken in order to restore peace in the area.

DRAFT RESOLUTION BY ARGENTINA, BURUNDI, JAPAN, NICARAGUA, SIERRA LEONE AND SOMALIA IN THE SECURITY COUNCIL
S/10429, December 6, 1971

THE SECURITY COUNCIL

Having Considered the item on its agenda as contained in document S/Agenda/1606.

Taking Into Account that the lack of unanimity of its Permanent Members at the 1606th and 1607th meetings of the Security Council has prevented it from exercising its primary responsibility for the maintenance of international peace and security.

Decides to refer the question contained in document S/Agenda/1606 to the twenty-sixth session of the General Assembly, as provided for in General Assembly resolution 377-A (V) of 3rd November, 1950.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

DRAFT RESOLUTION BY ARGENTINA, BURUNDI, CAMEROON, GHANA, HONDURAS, INDONESIA, ITALY, JAPAN, NICARAGUA, SIERRA LEONE, SOMALIA, SPAIN, SUDAN AND TUNISIA IN THE GENERAL ASSEMBLY A/L- 647, DECEMBER 7,1971

THE GENERAL ASSEMBLY

Noting the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and the letter from the President of the Security Council transmitting the text of Council resolution 303 (1971) of 6th December, 1971.

Gravely Concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities.

Convinced that an early political solution would be necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

Mindful of the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4.

Recalling the Declaration on the Strengthening of International Security, particularly paragraphs 4, 5 and 6.

Recognizing Further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities between India and Pakistan and effect a withdrawal of their armed forces to their own side of the India Pakistan borders,

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the General Assembly's responsibilities under the relevant provisions of the Charter and of Assembly resolution 377-A (V) of 3rd November, 1950

1. **Calls upon** the Governments of India and Pakistan to take forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India-Pakistan borders;

2. **Urges** that efforts be intensified in order to bring about, speedily and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

3. **Calls for** the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. **Request** the Secretary-General to keep the General Assembly and the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

5. **Decides** to follow the question closely and to meet again should the solution to demand;

6. **Calls upon** the Security Council to take appropriate action in the light of the present resolution;

Revised Draft Resolution by Algeria, Argentina, Brazil, Burundi, Cameroon, Chad, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesia, Italy, Ivory Coast, Japan, Jordan, Liberia, Libyan Arab Republic, Morocco, Netherlands, Nicaragua, Panama, Paraguay, Sierra Leone, Somalia, Spain, Sudan, Tunisia, Uruguay, Yemen, Zaire and Zambia in the General Assembly

A/L. 647/Rev. 1, December 7, 1971

THE GENERAL ASSEMBLY

Noting the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and the letter from the President of the Security Council transmitting the text of Council resolution 303 (1971) of 6th December, 1971.

Gravely Concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities.

Convinced (hat an early political solution would be necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

Mindful of the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4.

Recalling the Declaration on the Strengthening of International Security, particularly paragraph 4, 5 and 6.

Recognizing Further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities between India and Pakistan and effect a withdrawal of their armed forces to their own side of the India Pakistan borders.

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the General Assembly's responsibilities under the relevant provisions of the Charter and of Assembly resolution 377-A(V) of 3rd November, 1950.

1. **Calls upon** the Governments of India and Pakistan to lake forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India-Pakistan borders;

2. **Urges** that efforts be intensified in order to bring about, speedily and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, conditions necessary for the Voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

3. **Calls for** the full co-operation of all Stales with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. **Urges** that every effort to made to safeguard the lives and well-being of the civilian population in the area of conflict;

5. **Requests** the Secretary-General to keep the General Assembly and the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

6. **Decides** to follow the question closely and to meet again should the situation so demand;

7. **Calls upon** the Security Council to take appropriate action in the light of the present resolution.

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.S.R. IN THE GENERAL ASSEMBLY

A/L. 648, December 7,1971

THE GENERAL ASSEMBLY

Gravely Concerned that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security-

1. **Calls upon** all parties concerned forthwith, as a first step, for an immediate cease- fire and cessation of all hostilities;

2. **Calls upon** the Government of Pakistan simultaneously to take effective action towards a political settlement in East Pakistan, giving immediate recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December, 1970 ;

3. **Declares** that the provisions of operative paragraphs 1 and 2 of this resolution constitute a single whole;

4. **Requests** the Secretary-General to keep the Security Council and the General Assembly promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

5. **Calls upon** the Security Council to take appropriate measures in the light of the present resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
A/RES/2793 (XXVI), December 7, 1971
THE GENERAL ASSEMBLY

Noting the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and the letter from the President of the Security Council transmitting the text of Council resolution 303 (1971) of 6th December, 1971.

Gravely Concerned that hostilities has broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities.

Convinced that an early political solution would be necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

Mindful of the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4.

Recalling the Declaration on the Strengthening of International Security, particularly paragraphs 4, 5 and 6.

Recognizing Further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities between India and Pakistan and effect a withdrawal of their armed forces to their own side of the India- Pakistan borders.

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the General Assembly's responsibilities under the relevant provisions of the Charter and of Assembly resolution 377-A (V) of 3rd November, 1950

1. **Calls upon** the Governments of India and Pakistan to take forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India-Pakistan borders;

2. **Urges** that efforts be intensified in order to bring about, speedily and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

3. **Calls for** the full co-operation of all States with the Sectary- General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. **Urges** that every effort be made to safeguard the lives and well being of the civilian population in the area of conflict;

5. **Requests** the Secretary-General to keep the General Assembly and the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

6. **Decides** to follow the question closely and to meet again should the situation so demand;

7. **Calls upon** the Security Council to take appropriate action in the light of the present resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘের ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য স্বীয় প্রচেষ্টার উপর মহাসচিবের প্রতিবেদন	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	ডিসেম্বর ৭, ১৯৭১

REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL ON HIS EFFORTS TO EVACUATE THE UNITED NATIONS AND OTHER INTERNATIONAL PERSONNEL FROM DACCA
S/10433, December 7,1971

The following report concerning the Secretary-General's efforts to evacuate the staff of the United Nations East Pakistan Relief Operation (UNEPRO) and other international personnel from Dacca is submitted to the General Assembly and the Security Council because of the Secretary-General's concern about the safety of these personnel and the importance he attaches to this question. The evacuation operation affects some 240 international personnel, including 46 United Nations personnel, now stranded in Dacca.

2. During the later part of November, 1971, it was decided to continue the activities of UNEPRO as long as to the extent possible despite the continuing deterioration of the situation in East Pakistan. Non-essential personnel of UNEPRO were evacuated to Bangkok and to Singapore, which was established as a staging area for the operation, or to other neighboring safe havens, but 47 officials remained, all of them concentrated in Dacca.

3. On 3rd December, when a further grave deterioration of the situation in East Pakistan took place including air attacks on its main cities, it became obvious that UNEPRO was no longer in a position to undertake any useful activities under its mandate for the time being, and it was decided to evacuate 46 United Nations personnel. The forty-seventh, an official of the International Labor Office who is a resident of East Pakistan, was designated as custodian for all UNEPRO and UNICEF premises and equipment during the temporary absence of the staff (see A/PV. 2001).

4. Arrangements for the evacuation of these personnel were initiated by the Secretary-General at United Nations Headquarters in New York, with the assistance of United Nations representatives In Dacca, New Delhi and Bangkok. For some time already all road and river connexions with Dacca had been severed and the only outlet was by air. But evacuation by air presented great difficulties as well. Dacca airport had recently been attacked by the Indian Air Force and the two UNEPRO planes there were disabled. All commercial flights to and from Dacca had been cancelled and, understandably, air companies were reluctant to arrange charter flights.

5. On 4th the December, Canadian Government agreed to make available to the United Nations for the evacuation operation a C-130 aircraft, which was standing by at Bangkok, two and a half hours flying time from Dacca. It was decided to undertake the evacuation operation on 5th December. In view of the special circumstances, it was

necessary to obtain, in addition to the usual clearance from the Pakistan authorities, the agreement of both the Governments of India and Pakistan for a cease-fire, including a complete cessation of air activity in, above and around the Dacca airport area, as well as the Bangkok Dacca air corridor. The Secretary-General initially requested the cease-fire for the period from 1030 to 1830 EPT on 5th December, with a view to making possible the unimpeded and safe arrival, loading and take-off of the aircraft.

6.By the evening of 4th December, the Pakistan Government had agreed to the Secretary-General's request, but the Indian Government was not able to make the necessary arrangements in lime. It was therefore necessary to postpone the evacuation operation by 24 hours.

7.Meanwhile, the Assistant Secretary-General in charge of UNEPRO, who was among the personnel stranded in Dacca, had received numerous requests from the various Consulates to assist them in the evacuation of their officials and other nationals, including women and children. The Assistant Secretary-General, with the full approval of the Secretary-General, decided to grant their request. Thus, in addition to the 46 United Nations personnel, four officials of the International Red Cross, and 87 persons sponsored by various Consulates, as well as 80 dependent women and children, were included in the evacuation plan on 5th December. The total number of the personnel to be evacuated later increased to around 240. The enlarged group includes nationals of Austria, Belgium, Canada, the Federal Republic of Germany, France, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Nepal. Romania. Singapore, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, the United Republic of Tanzania, the United States of America and Yugoslavia. To accommodate the increased passenger load, the United Nation chartered an additional aircraft, a Boeing 707, from Pan American Airways. This second aircraft was scheduled to proceed to Dacca on 7th December.

8.On the evening of 5th December, the Secretary-General was informed that the Indian authorities had agreed to the requested cease-fire arrangements, but for a shorter period, that is, from 1030 hours to 1230 hours EPT on 6th December. Immediately, instructions were given to the Canadian C-130 to proceed with the evacuation operation, which would take place during the period indicated by the Indian authorities.

9. On 6th December, UNEPRO in Dacca reported to the Secretary-General that when the Canadian C-130 was 70 miles (within 10 minutes flying time) from Dacca the airport was attacked by the India Air Force and the airport defences opened intensive anti air- craft fire. At that moment, bus loads of personnel to be evacuated were approaching the airfield, and the passengers in the lead bus, most of whom were women and children, had to seek shelter in nearby trenches. At Bomb exploded about 25 meters from them, but fortunately there were no casualties. The Canadian aircraft was ordered by the Control Tower to turn away from the airport, and it flew back toward Bangkok.

10. The following details are from a report submitted on this incident by the UNEPRO Air Adviser:

"(a) On 6th December, 1971,1 was at Dacca Civil Airport expecting the arrival of the Canadian C-130 305, flight number 501, which was on its way to Dacca from Bangkok

on an evacuation mission. The object of the flight was the evacuation of women, children, United Nations staff and as many as possible members of other missions.

(b) The time of clearance obtained from the Indian authorities and the authorities of Pakistan was 1030 hours local time Dacca.

(c) The aircraft was in contact with Dacca approach control about 45 minutes before reaching it. The time of arrival, given by the Captain, was 1050 local time. The first attack on the airfield, by the Indian Air Force, began at 0930 LT and ended 0942 LT. The second attack lasted for 7 minutes. The bombs were dropped on the runway, hitting it at three points. At 1041 LT, during another attack, the aircraft was told by the Regional Controller of Civil Aviation that the attack was in full force and that the airfield was being bombed. The aircraft was told by him to return to base in Bangkok.

(d) The first attack ended with the runway damaged by the bombs only... The craters were caused by bombs, presumably of the deep penetration type and with delayed fuses. I heard the delayed explosions occurring some time after the impact of the bombs and after the aircraft were clear of the airport.

(e) The second bombing attack which did damage to the runway occurred at 1310 LT".

11. Representations were immediately made on behalf of the Secretary-General to the Indian Permanent Mission to the United Nations. The Secretary-General also decided to make new arrangements for the evacuation of the stranded personnel on 7th December using both the Canadian C-130 and the Pan American Boeing 707 aircraft. A cease-fire in and around Dacca from 0830 to 1230 hours EPT and guarantees for the safe flight of the two aircraft in the air corridor .from Dacca to Bangkok were requested and obtained from both the Government of India and Pakistan.

12. On 7th December, having 'been informed by UNEPRO in Dacca that there were reasons to believe that the Dacca airport runway could be made sufficiently serviceable for the landing of both aircraft by 0930 hours EPI\ instructions were issued by United Nations Headquarters to proceed with the new evacuation plan. The C-130 aircraft was to proceed first to Dacca and thus would have an opportunity to check the state of the runway before the arrival of the Boeing 707.

13. The C-130 aircraft left Bangkok at 0645 hours local time (2345 hrs. GMT) but had. turn back before reaching Dacca. The report of the aircraft commander may be summarized as follows:

(a) The aircraft left Bangkok airport at 2345 GMT and proceeded according to the plan agreed upon by the United Nations. When in the Rangoon area, it was informed by Dacca air control that it would not be permitted to land at Dacca because the runway was not available. After orbiting Rangoon for one hour and twenty-six minutes, permission was finally granted for the aircraft to over-fly Dacca airport to make a visual inspection of the runway but not to land.

(b) The aircraft resumed agreed upon course. At 0345 GMT when the aircraft was 21.05° north and 91.15° east at an altitude of 20,000 feet, the aircraft commander sighted an aircraft carrier and two escorts heading in a north-easterly direction. He noticed a fighter aircraft flying along the carrier and assumed that it was taking off to escort the Canadian aircraft. He also noticed a second aircraft approaching the stern of the carrier and at the same time the carrier began to smoke. By the time second aircraft had passed over the carrier, large clouds of black smoke were visible.

(c) The commander next noticed an anti-aircraft burst well below to the left of the aircraft which appeared to be directed at the aircraft. He heard external explosions which he concluded were directed at the aircraft. He then broadcast "May Day" and distress signals and altered the aircraft's course for Bangkok.

(d) At the same time, the commander received a call from Bangkok Radio relaying a message from the Air Transport Command Operations Centre ordering the aircraft to return to Bangkok immediately. The aircraft returned to Bangkok without further incidents, landing at 0615 GMT. A cursor)' examination reveals no damage.

14. It is relevant to note that when the incident just mentioned took place, the C-130 aircraft was well within the agreed air corridor between Dacca and Bangkok. With the recall of this aircraft it was decided to cancel the projected flight of the Boeing 707.

15. The possibility of a further attempt at air evacuation is now being actively explored. The Secretary-General is maintaining close contact with the International Committee of the Red Cross and has instructed his Representative in Dacca to examine urgently, in full co-operation with the International Committee, what practical measures can be taken for the protection of the United Nations and other international personnel there.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির পত্র	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LETTER FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF PAKISTAN TO THE U. N., TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE U.N.
A/8567 S/10440, December 9,1971

Under instructions of my Government, I have the honor to state that even though resolution 2793 (XXVI) adopted by the General Assembly on 7th December, 1971, fails to take note of Indian aggression against Pakistan (which has been admitted by India) the Government of Pakistan has decided to accept the call for an immediate cease-fire and withdrawal of troops contained in that resolution. Inasmuch as the resolution provides for an immediate withdrawal of the troops of each party to its town side of the border, and thus to stop bloodshed, Pakistan is willing to overlook its inadequacies at that time. The Government of Pakistan attaches due importance to the fifth and sixth preambular paragraphs of the resolution, which, besides reaffirming the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4, recall paragraphs 4, 5 and 6 of the Declaration on the Strengthening of International Security which read:

THE GENERAL ASSEMBLY.

*　　　*　　　*　　　*

4. **SOLEMNLY REAFFIRMS** that States must fully respect the sovereignty of other States and the right of peoples to determine their own destinies free of external intervention, coercion or constraint, especially involving the threat or use of force, overt or covert, and refrain from any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country;

5. **SOLEMNLY REAFFIRMS** that every State has the duty to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any other State and that the territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of Charter, that the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force, that no territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal and that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State;

6. **URGES** Member States to make full use and seek improved implementation of the means and methods provided for in the Charter for the exclusively peaceful settlement of any dispute or any situation, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, including negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or

arrangements, good offices including those of the Secretary-General, or other peaceful means of their own choice, it being understood that the Security Council in dealing with such disputes or situations should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

It is the hope of the Government of Pakistan that strengthened by a pronouncement unmistakably supported by the overwhelming majority of its membership, the United Nations will now decide upon concrete and binding measures to secure and maintain the cessation of hostilities with immediate effect, the withdrawal of all armed personnel and the stationing of United Nations observers on both sides of the border to supervise the cease-fire and to oversee the withdrawal of forces.

I shall be grateful if this letter is immediately circulated as a document of both the General Assembly and the Security Council.

(Sd.) A. SHAHI

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রদত্ত জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধির পত্র	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LETTER FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF INDIA TO THE U.N., TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE U.N.
A/8580 S/10445, December 12,1971

The General Assembly adopted resolution 2793 (XXVI) entitled "Question considered by the Security Council at its 1606th, 1607th and 1608th meetings, on 4th, 5th and 6th December, 1971", on 7th December, 1971. This was telegraphically forwarded to the Government of India direct by the Secretary-General. I have now been instructed to send the reply of the Government of India in the following terms:

"Excellency,

India's dedication to the purposes and principles of the Charter is well known. It is borne out by our record over the last twenty-six years. India has not been content merely by giving verbal or moral support to the United Nations but has been in the forefront of a selfless struggle in the defense of peace, against colonialism, imperialism and racialism. Indian soldiers have sacrificed their lives in carrying out missions of peace in Korea, the Congo and West Asia.

Decisions of the United Nations and resolutions adopted by its various organs and agencies have always received our most earnest and careful consideration. Consequently, the Government of India has studied with great care the resolution adopted by the General Assembly on 8th December, 1971, on the present grave situation in the Indian sub-continent.

We are glad to note the resolution acknowledges the crucial importance of the voluntary return of the refugees to their homes. It may be worthwhile to recall briefly the circumstances in which these millions of refugees were driven out of their homeland.

On 25th March, 1971, the Government of Pakistan launched an assault on the people of their Eastern Province, whose only crime was that they had voted democratically. Millions of innocent, unarmed citizens were uprooted from their homes, and hundreds of thousands were killed or maimed. However great our concern for justice and sympathy for human suffering, we could perhaps have taken a detached view, had these terrible events not occurred along the borders of several of our eastern States. More than 10 million people have so far sought shelter in our territory to escape death and dishonor at the hands of the West Pakistan army. The burden of taking care of such a large influx in so short a time has been a crushing one. Our entire administration in the eastern region is at a standstill and the daily life of the people dislocated, because of schools, hospitals and other public buildings being occupied by the refugees.

Social and political tensions have been generated throughout the country and our economy has been disrupted, adversely affecting our growth. Even more serious, our security has been imperiled. Has the United Nations considered the unprecedented situation created by one Member of the United Nations for another Member?

India has always stood for total non-interference by one State into the domestic affairs of another State. However, if one state deliberately drives millions of its citizens across the territory of another State and casts upon the receiving State unconscionable burdens, what remedies are open to the receiving State which has become a victim of domestic policies of a Member State of the United Nations?

Has any country faced such a gigantic problem for no fault of its own? For nine long month. India staggered under this load and exercised the utmost self-restraint. Even if other countries were not moved by the agony of the people of East Bengal or the difficulties created for India, we had hoped that their desire to preserve peace in this area would lead them to take some steps to reduce the tension.

However, India's efforts were in vain. The military rulers of Pakistan have not been able to comprehend the forces of history and the people's deep desire for justice and democratic rights. The military rulers are impervious to the fact that through their callous policies they have irrevocably alienated the people of East Bengal.

Pakistan has based its propaganda on two points:

First, it is alleged that the entire trouble is of Indian instigation. This allegation has been proved false by the democratic elections in which the Awami League won 167 out of 169 seats and by the many Dacca based foreign correspondents who have been sending eye-witness reports of what is happening there. Secondly, the whole question is projected as one of religion. It is relevant to remember that the bulk of the people of East Bengal, who have revolted against the military Government of West Pakistan, are of the Islamic faith and no less devoted Muslims. In fact, the majority of the total population of both wings of Pakistan lived in its Eastern Province.

Despite the Pakistan Government's effort to explain away their predicament as the result of alleged interference, India on her part did everything to prevent the issue from becoming internationalized, and consistently advocated a political solution between the Government of Pakistan and the genuinely elected leaders of East Bengal. If the world were anxious to treat this as an internal question of Pakistan, if should have ensured that such vast proportions of the population of East Bengal were not driven out of their homes and their homeland into our country.

When nations have talked to us of peace, they have overlooked the slaughter men, women and children; they have forgotten the fate of 10 million refugees and thus totally ignored the moral and legal responsibility of the rulers of Pakistan. A call to cease-fire coupled with expressions of hope that the refugees would voluntarily, return appears to India to have no purpose other than to cover up the annihilation of an entire nation. How can foundations of peace be built on such a basis? India cannot be a party to the violent suppression of the rights of the aggrieved people of Bangladesh. If the United Nations is

interested in the whole truth, the representatives of the Bangladesh Government should be heard. Why should it depart from this tradition?

Any objective consideration would show that the conditions necessary for the restoration of peace and the return of millions of refugees can be created only through the withdrawal of West Pakistan forces. It is cruel to expect that these refugees who have suffered so much at the hands of the West Pakistani forces should contemplate return to their homeland while it is still under their occupation. So far as the armed forces of India are concerned, there can be a cease-fire and withdrawal of India's forces to its own territory, if the rulers of West Pakistan would withdraw their own forces from Bangladesh and reach a peaceful settlement with those who were until recently their fellow-citizens, but now owe allegiance to the Government of Bangladesh which has been duly constituted by the representatives chosen freely in the elections held in December, 1970. Merely to express a wish for the return of the refugees without taking into account the necessary pre-conditions is to show a callous disregard for the immense suffering which these people have endured.

The Government of India is prepared to consider the call for cease-fire. Indeed, India concluded cease-fire agreements with Pakistan in 1948 and 1965. Neither gave assurance of continued peace. The last one of 1965, which was followed by a solemn Inter-State agreement signed at Tashkent, failed to bring about the peaceful relations we so ardently desire.

India feels legitimately aggrieved that in calling for a cease-fire, the United Nations makes no distinction between the aggressor and its victims. It is, therefore, necessary to restate the facts.

On 3rd December, 1971, when Prime Minister of India was in Calcutta, the Defense Minister in Patna and the Finance Minister in Bombay, Pakistan's armed forces launched aggression against India. On that day, around 5-30 p.m., the Air Force of Pakistan made simultaneous attacks on India's airfields in the following towns: Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala, and Agra. The West Pakistan army opened an attack by continuous shelling of our defensive positions on a wide front including Sulaimanki, Khem Karan, Poonch and other sector. The Government of West Pakistan has alleged that India had attacked at 12 noon, but since there was no basis whatever for their allegation they could obviously not mention the places. There are uncontested facts. India, which is exercising the inherent right of self-defense, cannot be equated with Pakistan. India is a victim of yet another unprovoked Pakistani aggression and is engaged in defending its national sovereignty and territorial integrity in the exercise of its legitimate right of self-defense.

There is one other consideration of fundamental importance which India would like to urge: International Law recognizes that where a mother-State has irrevocably lost allegiance of such a large section of its people as represented by Bangladesh and cannot bring them under its sway, conditions for the separate existence of such a State comes into being. It is India's assessment that this is precisely what has happened in Bangladesh. The overwhelming majority of the elected representatives of Bangladesh have

irrevocably declare themselves in favor of separation from the mother-State of Pakistan and have set up a new State of Bangladesh. India has recognized this new State. The armed forces of the new State have long been engaged in a struggle against the forces of West Pakistan in Bangladesh. In these circumstances, is it realistic to call upon India to cease-fire without, at the same time, giving a hearing to the representatives of Bangladesh whose armed forces are engaged against the forces of West Pakistan?

India earnestly hopes that in the light of the facts set out above, the United Nations will consider once again the realities of the situation, so that the basic causes of the conflict are removed and peace is restored. Given an assurance of a desire to examine these basic causes with objectivity, India will not be found wanting in offering its utmost co-operation."

Sd/- SAMAR SEN.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে প্রদত্ত জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধির পত্র	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

LETTER FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF U.S.A. TO THE U.N., TO TIIE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
S/10444, December 12, 1971

The war on the Indian sub-continent continues to rage unabated. Urgent efforts by the Security Council to effect a cease-fire and withdrawal at its 1606th, 1607th and 1608th meetings failed, thus necessitating immediate referral of the crisis to the General Assembly under the "Uniting for Peace" procedure. The General Assembly considered this grave situation at its 2002nd and 2003rd meetings and on December 7, and by a vote of 104 to 11 with 10 abstentions adopted resolution 2793 (XXVI) which inter alia called on India and Pakistan to institute a cease-fire and to withdraw troops from each other's territories.

One of the parties, Pakistan, has accepted the resolution. The other part)', India, has not yet done so.

The United States believes that the Security Council has an obligation to end this threat to world peace on a most urgent basis.

On instructions from my Government. I request that you convene a meeting the Security Council immediately.

(Sd.) GEORGE BUSH

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব ও সংশোধনী	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১২-২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.A. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10446, December 12, 1971

The Security Council,

Noting the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and Security Council Resolution 303, (1971) of 6th December, 1971,

Noting General Assembly resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971, adopted by a Vote of 104-11-10,

Noting Further that the Government of Pakistan has accepted a cease-fire and withdrawal of armed forces as set forth in General Assembly resolution 2793 (XXVI), and India's failure to do so.

Gravely Concerned that hostilities continue between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given as to the hostilities,

Convinced that an early political solution would be necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

Mindful of the provisions of the Charter in particular of Article 2, paragraph 4,

Recalling the Declaration on the Strengthening of International Security, particularly paragraphs 4, 5 and 6,

Recognizing further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities between India and Pakistan and effect a withdrawal of their armed forces to their own side of the India-Pakistan borders.

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the Security Council's responsibilities under the relevant provisions of the Charter,

1. **Calls upon,** the Government of India forthwith to accept a cease-fire and withdrawal of armed forces as set forth in General Assembly resolution 2793 (XXVI);

2. **Calls upon** the Government of India and Pakistan to take forthwith all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the other to their own side of the India-Pakistan borders;

3.**Urges** that efforts be intensified in order to bring about, speedily and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

4.**Calls for** the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

5.**Calls upon** all parties concerned to take all possible measures and precautions to safeguard the lives and well-being of the civilian population in the area;

6.**Requests** the Secretary-General to keep the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

7.**Decides** to remain seized of the matter and to meet again as circumstances warrant.

REVISED DRAFT RESOLUTION BY THE U. S. A. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10446/Rev. 1, December 13,1971

The Security Council,

Noting the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and Security Council resolution 303 (1971) of 6th December, 1971,

Noting General Assembly resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971, adopted by a vote of 104-11-10,

Noting further that the Government of Pakistan has accepted a cease-fire and withdrawal of armed forces as set forth in General Assembly resolution 2793 (XXVI) and the Government of India's letter in document S/10445,

Regretting that the Government of India has not yet accepted an unconditional and immediate cease-fire and withdrawal as set forth in General Assembly resolution 2793 (XXVI),

Gravely Concerned that hostilities continue between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security,

Recognizing the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities,

Convinced that an early political solution would be necessary for the restoration of conditions of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

Mindful of the provisions of the Charter, in particular of Article 2, paragraph 4,

Recalling the declaration of the strengthening of international security, particularly paragraphs 4, 5 and 6,

Recognizing further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities between India and Pakistan and effect a withdrawal of their armed forces to their own side of the India-Pakistan borders,

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the Security Council's responsibilities under the relevant provisions of the Charter,

1. **Calls upon** the Governments of India and Pakistan to take forth with all measures for an immediate cease-fire and withdrawal of their armed forces on the territory of the other to their own side of the India. Pakistan borders;

2. **Urges** that efforts be intensified in order to bring about speedily and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homes;

3. **Calls for** the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of those refugees;

4. **Calls upon** all parties concerned to take all possible measures and precautions to safeguard the lives and well-being of the civilian population in the area;

5. **Requests** the Secretary-General to keep the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution;

6. **Decides** to remain seized of the matter and to meet again as circumstances warrant.

DRAFT RESOLUTION BY ITALY AND JAPAN IN THE SECURITY COUNCIL
S/l0451/Rev. 1, December, 13,1971

The Security Council,

Noting the reports of the .Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971, and Security Council Resolution 303 (1971) of 6th December, 1971,

Mindful of the purposes and principles of the Charter and of the Security Council's responsibilities under the relevant provisions of the Charter,

Noting General Assembly Resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971,

Noting with Appreciation the reply of the Government of Pakistan in the letter of the Secretary-General concerning General Assembly Resolution 2793 (XXVI) contained
in document S/10440.

Noting Further the reply of the Government of India, contained in document S/10445,

Gravely Concerned that hostilities continue between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

Recognizing the need to deal also, within the framework of the Charter of the United Nations, with the issues which have given rise to the hostilities,

Recognizing that a lasting solution must be based on a political settlement in Pakistan which respects the rights and interests of its people.

Recalling the declaration on the strengthening of international security particularly paragraphs 4, 5 and 6,

Recognizing Further the need to take immediate measures to bring about an immediate cessation of hostilities and withdrawal of all armed forces,

1. **Calls upon** all Member states, in conformity with their obligations under the Charter of the United Nations, to refrain from any action or threat of action likely to worsen the situation in the Indo-Pakistan subcontinent or to endanger international peace;

2. **Calls upon** all parties concerned to take forthwith, as a first step, all measures to bring about an immediate cease-fire and cessation of all hostilities;

3. **Urges** India and Pakistan both to carry on operations of disengagement and withdrawal so as to bring about the end of confrontation and the return to normalcy in the area of conflict;

4. **Calls for** immediate steps aimed at achieving a comprehensive political settlement;

5. **Calls for** the full co-operation of all States with the Secretary-General for rendering assistance to and relieving the distress of the East Pakistan refugees;

6. **Calls upon** all parties concerned to take all possible measures and precautions to safeguard the lives and well-being of the civilian population in the area and to ensure the full observation of all the Geneva Conventions;

7. **Decides** to appoint, with the consent of India and Pakistan, a Committee composed of three Members of the Security Council to assist them in their efforts to bring about normalcy in the area of conflict, as well as to achieve reconciliation in accordance with the principles of the Charter and in keeping with the aforesaid resolutions and to report to the Council;

8. **Requests** the Secretary-General to keep the Security Council promptly and currently informed on the implementation of the present resolution ;

9. **Decides** to remain seized of the matter and to meet again if circumstances warrant.

DRAFT RESOLUTION BY POLAND IN THE SECURITY COUNCIL
S/10453, December 14,1971

THE SECURITY COUNCIL,

Gravely Concerned over the military conflict on the Indian sub-continent, which constitutes an immediate threat to international peace and security.

Having heard the statements by the Foreign Minister of India and the Deputy Prime Minister of Pakistan.

Decides that;

1. In the eastern theatre of conflict, the power will be peacefully transferred to the lawfully elected representatives of the people headed by Sheikh Mujibur Rahman, who would immediately be released;

2. Immediately after the beginning of the process of power transfer, the military actions in all the areas will be ceased and an initial cease-fire will start for a period of 72 hours;

3. After the immediate commencement of the initial period of cease-fire, the Pakistan armed forces will start withdrawal to the pre-set locations in the eastern theatre of conflict with a view to evacuation from the eastern theatre of conflict;

4. Similarly, the entire West Pakistan civilian personnel and other persons willing to return to West Pakistan, as well as the entire East Pakistan civilian personnel and other persons in West Pakistan willing to return home, will be given an opportunity to do so under the supervision of the United Nations, with the guarantees on the part of all appropriate authorities concerned that nobody will be subjected to repressions;

5. As soon as within the period of 72 hours the withdrawal of the Pakistan troops and their concentration for that purpose will have started, the cease-fire will become permanent. As soon as the evacuation of the West Pakistan armed forces will have started, the Indian armed forces will start their withdrawal from the eastern theatre of military operations. Such withdrawal of troops will begin actually upon consultations with the newly established authorities organized as a result of the transfer of power to the lawfully elected representatives of the people headed by Sheikh Mujibur Rahman;

6. Recognizing the principle according to which territorial acquisitions made through the use of force will not be retained by either party to the conflict,- the Governments of India and Pakistan will immediately begin negotiations through appropriate representatives of their armed forces with a view to the speediest possible implementation of this principle in the western theatre of military operations.

REVISED DRAFT RESOLUTION BY POLAND IN THE SECURITY COUNCIL
S/I0453/Rev. 1, December 15,1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED over the military conflict on the Indian subcontinent, which constitutes an immediate threat to international peace and security.

HAVING HEARD the statements by the Foreign Minister of India and the Deputy Prime Minister of Pakistan.

DECIDES that:

1. In the eastern theatre of conflict, the power will be peacefully transferred to the representatives of the people, lawfully elected in December, 1970 ;

2. Immediately after the beginning of the process of power transfer, the military actions in all the areas will be eased and an initial cease-fire will start for a period of 72 hours;

3. After the immediate commencement of the initial period of cease-fire, the Pakistan armed forces will start withdrawal to the pre-set locations in the eastern theatre of conflict with a view to evacuation from the eastern theatre of conflict;

4. Similarly, the entire West Pakistan civilian personnel and other persons willing to return to West Pakistan, as well as the entire East Pakistan civilian personnel and other persons in West Pakistan willing to return home, will be given an opportunity to do so under the supervision of the United Nations, with the guarantees on the part of all appropriate authorities concerned that nobody will be subjected to repressions;

5. As soon as within the period of 72 hours the withdrawal of the Pakistan troops and their concentration for that purpose will have started, the cease-fire will become permanent. The Indian armed forces will be withdrawn from East Pakistan. Such withdrawal of troops will begin upon consultations with the newly established authorities organized as a result of the transfer of power to the lawfully elected representatives of the people;

6. Recognizing the principle, according to which territorial acquisitions made through the use of force will not be retained by either party to the conflict, the Governments of India and Pakistan will immediately begin negotiations through appropriate representatives of their armed forces with a view to the speediest possible implementation of this principle in the western theatre of military operation.

DRAFT RESOLUTION BY FRANCE AND THE U. K. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10455, December 15,1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED at the situation in South Asia, which constitute a threat to international peace and security,

MINDFUL of its responsibilities under the relevant provisions of the Charter of the United Nations,

RECOGNIZING the urgent need to deal effectively with the basic causes of the present conflict,

RECOGNIZING FURTHER that any lasting solution must include a political settlement which respects the fundamental rights and interests of the people,

DEEPLY DISTRESSED at the enormity of human suffering that has occurred in the area in recent months and resulted in the wholesale displacement of millions of people from East Pakistan,

GRAVELY CONCERNED that all necessary measures should be taken for the preservation of human life and the observance of the Geneva Conventions of 1949,

1. **Calls upon** the Governments of India and Pakistan to institute forthwith an immediate and durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict in the western theatre and similarly calls for an immediate and durable cease-fire and cessation of all hostilities by all forces in East Pakistan, to remain in effect until operations of disengagement leading to withdrawal have taken place in both theatres;

2. **Calls for** the urgent conclusion of a comprehensive political settlement in accordance with the wishes of the people concerned as declared through their elected and acknowledged representatives and in conformity with the purposes and principles of the United Nations Charter;

3. **Calls upon** all Member States to refrain from any action which may aggravate the situation in the sub-continent or endanger international peace;

4. **Calls upon** all those concerned to take all measures necessary to preserve human life and for the observance of the Geneva Conventions of 1949 and to apply fully their provisions as regards the protection of wounded and sick, prisoners of war and civilian population;

5. **Calls for** full international assistance in the relief of suffering and the rehabilitation of refugees and their return in safety and dignity to their homes;

6. Invites the Secretary-General to appoint a special representative to lend his good offices in particular for the solution of humanitarian problems;

7. **Requests** the Secretary-General to report to the Security Council as soon as possible on the implementation of this resolution.

DRAFT RESOLUTION BY SYRIA IN THE SECURITY COUNCIL
S/ l0456, December 15, 1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED with the situation in the India-Pakistan sub continent, which constitutes an immediate threat to peace,

NOTING General Assembly Resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971,

1. **Urges** the Government of Pakistan to immediately release all political prisoners so that the elected representatives of East Pakistan resume their mandate;

2. **Decides:**

(a) An immediate cease-fire on all fronts;

(b) A disengagement of all those engaged in hostilities, including the withdrawal of the armed forces under the respective command of India and Pakistan to their own side of the border and the ceasefire line in Jammu and Kashmir;

3.**Requests the** Secretary-General to appoint a special representative with a view to:

(a) Supervising the orderly process of the above-mentioned operations;

(b) Assisting the elected representatives of East Pakistan and the Government of Pakistan to reach a comprehensive settlement, compatible with the principles of the Charter;

(c) Establishing the proportions conditions for the voluntary return of the refugees;

(d) Normalizing the relations between India and Pakistan;

4.**Requests the** Secretary-General to keep the Council constantly in forced of the implementation of this resolution.

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.S.R. IN THE SECURITY COUNCIL
S/l0457, December 15,1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED by the conflict in the Indo-Pakistan subcontinent, which constitutes an immediate threat to international peace and security,

1.**Calls upon** all the parties concerned to take steps for bringing about immediate cease-fire and cessation of all hostilities on the eastern and western fronts;

2.**Calls for** the simultaneous conclusion of a political settlement in accordance with the wishes of the people of East Pakistan as declared through their already elected representatives;

3.**Calls upon** all those concerned to take all measures necessary to preserve human 'life and to observe the Geneva Conventions of 1949;

4.**Requests** the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed of the implementation of this resolution;

5.**Decides** to continue to discuss the further measures to be taken in order to restore peace in the whole area.

DRAFT RESOLUTION BY JAPAN AND THE U.S.A. IN THE SECURITY COUNCIL
S/l0450, December 16,1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED with the situation in the India-Pakistan sub-continent which constitutes an immediate threat to international peace and security,

NOTING General Assembly Resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971,

TAKING NOTE of the statement made at the 1617th meeting of the Security Council by the Foreign Minister of India, that his country has no territorial ambitions,

1. **Demands** that a durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict be strictly observed and remain in effect until operations of disengagement take place, leading to prompt withdrawal of the armed forces from all the occupied territories;

2. **Calls upon** all Member States to refrain from any action which may aggravate the situation in the sub-continent or endanger international peace;

3. **Calls upon** all those concerned to take all measures necessary to preserve human life and for the observance of the Geneva Conventions of 1949 and to apply in full their provisions as regards the protection of wounded and sick prisoners of war and civilian population;

4. **Calls for** international assistance in the relief of suffering and the rehabilitation of refugees and their return in safety and dignity to their homes and for full co-operation with the Secretary-General to that effect;

5. **Requests** the Secretary-General to strengthen as appropriate the staff of UNEPRO. headed by his special representative, in order to provide all possible assistance for the solution of humanitarian problems;

6. **Requests** the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed on the implementation of this resolution;

7. **Decides** to continue to discuss the further measures to be taken in order to restore peace in the whole area.

DRAFT RESOLUTION BY THE U.S.S.R. IN THE SECURITY COUNCIL
S/l 0458, December 16,1971

THE SECURITY COUNCIL,

For the purpose of restoration of peace on the Indo Pakistan sub-continent,

1.***Welcomes*** the cessation of hostilities in East Pakistan and expresses the hope that the state of cease-fire will be observed by both sides, which would guarantee, without delay, unimpeded transfer of power to the lawful representatives of the people elected in December, 1970, and appropriate settlement of problems related to the conflict in this area;

2. ***Calls for*** immediate cease-fire and cessation of all other military actions along the entire border between India and West Pakistan and along the cease-fire line of 1965 in Jammu and Kashmir. Welcoming in this connection the statement of the Government of India about their decision to cease-fire unilaterally and cease all other military actions in this area beginning from 1430 hours GTM on 17th December, 1971, urgently calls upon the Government of Pakistan to take an identical decision without delay;

3. ***Calls upon*** all Member States of the United Nations to render comprehensive assistance for the speediest cessation of military actions and to refrain from any steps which could impede normalization of the situation on the Indo Pakistan sub-continent.

REVISED DRAFT RESOLUTION BY JAPAN AND THE U. S. A. IN THE SECURITY COUNCIL
S/10459/Rev. 1, December 16,1971

THE SECURITY COUNCIL,

GRAVELY CONCERNED with the situation in the India-Pakistan subcontinent which constitutes an immediate threat to international peace and security.

NOTING General Assembly Resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971 ,

TAKING NOTE of the statement made at the 1617th meeting of the Security Council by the Foreign Minister of India, that his country has no territorial ambitions.

1. *Demands* that an immediate and durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict be strictly observed and remain in effect until operations of disengagement take place, leading to prompt withdrawal of the armed forces from all the occupied territories;

2. *Calls* upon all Member States to refrain from any action which may aggravate the situation in the sub-continent or endanger international peace;

3. *Calls* upon all those concerned to take all measures necessary to preserve human life and for the observance of the Geneva Conventions of 1949 and to apply in full their

provisions as regards the protection of wounded and sick, prisoners of war and civilian population;

4. ***Calls* for** international assistance in the relief of suffering and the rehabilitation of refugees and their return in safety and dignity to their homes and for full cooperation with the Secretary-General to that effect;

5. ***Invites*** the Secretary-General to appoint a special representative to lend his good offices in particular for the solution of humanitarian problems;

6. ***Requests*** the Secretary-General to keep the Council promptly and currently informed on the implementation of this resolution;

7. ***Decides*** to continue to discuss the further measures to be taken in order to restore . peace in the whole area.

DRAFT RESOLUTION BY ARGENTINA, BURUNDI, JAPAN, NICARAGUA SIERRA LEONE AND SOMALIA IN THE SECURITY COUNCIL

S/l0465, December 21, 1971

THE SECURITY COUNCIL,

HAVING DISCUSSED the grave situation in the sub-continent which remains a threat to international peace and security,

NOTING General Assembly Resolution 2793 (XXVI) of 7th December, 1971,

NOTING the reply of the Government of Pakistan on 9th December, 1971 (document, S/10440),

NOTING the reply of the Government of India on 12th December, 1971 (document 8/10445),

HAVING HEARD the statements of the Deputy prime Minister of Pakistan and the Foreign Minister of India,

NOTING FURTHER the statement made at the 1617th meeting of the Security Council by the Foreign Minister of India containing unilateral declaration of a cease-fire in the Western theatre,

NOTING Pakistan's agreement to the cease-fire in the western theatre with effect from 17th December, 1971,

NOTING that consequently a cease-fire and a cessation of hostilities prevail,

1. *Demands* that a durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict be strictly observed and remain in effect until withdrawals take place, as soon as practicable, of all armed forces to their respective territories and to positions which fully respect the cease-fire Line in Jammu and Kashmir supervised by the United Nations Military Observation Group for India and Pakistan;

2. *Calls* upon all Member States to refrain from any action which may aggravate the situation in the sub-continent or endanger international peace;

3. *Calls* upon all those concerned to take ail measures necessary to preserve human life and for the observance of the Geneva Conventions of 1949 and to apply in full their provisions as regards the protection of wounded and sick, prisoners of war and civilian population;

4. *Calls* for international assistance in the relief of suffering and the rehabilitation of refugees and their return in safety and dignity to their homes and for full co-operation with the Secretary-General to that effect;

5. *Authorizes* the Secretary-General to appoint if necessary a special representative to lend his good offices for the solution of humanitarian problems;

6.*Requests* the Secretary-General to keep the Council informed without delay on developments relating to the implements of this resolution;

7. *decides* to remain seized of the matter and to keep it under active consideration.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিতর্কের সারাংশ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১

REFERENCES TO BANGLADESH-SUMMARY

In the U.N. General Assembly, 117 countries participated in the General Debate, out of which 55 countries excluding India and Pakistan referred to Bangladesh in their statements. These references can be classified under the following six categories:-

(i) Twenty-four countries stated that the problem should be tackled from the humanitarian point of view and made no reference to political aspect of the problem :-

Argentina, Australia, Chile, China (Taiwan), Egypt, Ghana, Jamaica, Japan, Laos, Liberia, Libya, Mexico, Madagascar, the Netherlands, Nicaragua, Syria, Thailand, Tanzania, Turkey, Uganda, Uruguay, Yemen (Aden), Yemen (Sanaa) and Zambia.

(ii) Eight countries stated that the primary concern should be from the humanitarian point of view and called for the restoration of normalcy in East Bengal as a pre-requisite for the return of refugees, etc :

Afghanistan, Ceylon (" accelerated democratic and constitutional procedures"), Ecuador Finland, Italy, Nepal, the U.K. ("a return to Civil Government") and Yugoslavia.

(iii)Fourteen countries, part fifteen expressing humanitarian Concern specifically stated that a Political solution should be evolved to meet the situation in East Bengal :-

Austria, Belgium (also added to category iv), Cyprus ("humanitarian problem has roots in political situation and the Secretary-General has put the proper emphasis on this issue"), France, Guyana, Ireland, Malta (referred to a solution "based essentially on political accommodation"), Mongolia (" situation in East Pakistan should be settled by political means in accordance with the interests of its Population), New Zealand ("durable, political settlement"). Norway, Poland (called upon Pakistan adopt measures, "to reach an appropriate political settlement of the crisis situation in East Pakistan"), Sweden, U.S. A. and the U.S.S.R.

(iv) Five countries, while acknowledging the humanitarian aspect of the problem, stated that it should be settled between India and Pakistan with or without the assistance of the U.N.:

Algeria, Indonesia, Iran, Lebanon, Sierra Leone, and Belgium (Primarily added in category iii).

(v) Saudi Arabia took a pro-Pakistani stand.

(vi) Three countries made only a passing reference:- Ethiopia, Iceland and Israel.

Ten countries specifically stated that the situation in East Bengal involved human rights of took the line that the political solution in East Bengal should be reached in consultation with the elected representatives of the people. Such statements can be classified in the following two categories :

(a) Eight countries specifically stated that East Bengal situation involved human rights :-

Belgium, Equador ("protest against massacres in East Pakistan which are a violation of the sacred nature of human life..."), Ireland, Malta (The refugees are camps "the direct result of political and military action" and the refugees "have their inalienable human rights"), Madagascar (called for "humaneness in the conduct of reprehensive operation "), New Zealand, Sweden and Uruguay.

(b) Four countries specifically stated that a political solution should be reached *in consultation with the elected representatives of the people*:-

France ("political solution based on the consent of the Pakistani People"), Mongolia (" settlement by political means in accordance with the interests of its people "), New Zealand and Sweden ("political solution based on the will of the people as expressed through the ballot").

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিংহর বিবৃতির অংশবিশেষ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM THE STATEMENT OF FOREIGN MINISTER SARDAR SWARAN SINGH IN THE 11N. GENERAL ASSEMBLY
September 27,1971

For India, the year 1971 opened with many promises. The economy was poised for a high rate of growth. In March, we had our general elections. Prime Minister Indira Gandhi was returned to power with an overwhelming majority. Her success reflected the solid support of our people for a concerted programme for socio-economic progress. Externally, we had trial to establish warmer relations with all countries, particularly with our neighbors. The fact that Pakistan had a little earlier, in December, 1970, held its first-ever general elections was welcomed in India. The introduction of a democratic process in Pakistan would, we hoped, bring about improved relations with this important neighbor of ours. Yet the entire picture was changed overnight when the events in the eastern wing of Pakistan took a catastrophic course. An international problem of utmost gravity and concern was created. Several Governments and international authorities have recognized the true character of this problem. The Secretary-General, U Thant. not only has brought the situation to the attention of the Members of the Security Council, but has included his views in the introduction to his annual report. The Assembly has already heard the concern which the outgoing President, Ambassador Hambro, expressed in his speech on 21st September.

By the middle of April, it had become clear that Pakistan had no intention of abandoning its military methods, and that we would be faced with an unprecedented flow of Pakistani refugees into our country. Refugee camps had to be speedily organized, and the systematic and detailed registration of the large number of foreigners had to be undertaken. Ration cards and temporary permits for stay in India had to be issued, transport and food supplies had to be organized and medical attention had to be provided These relief measures could, however, meet only a fraction of the needs of the refugees. We asked the international community for help, and although the response to the Secretary-General's appeal has been warm, it is but a very small part of what is actually needed. By far the largest contribution towards the upkeep of the refugees has had to be made by India from its badly needed resources. We are sheltering and looking after the refugees on behalf of the international community. We simply do not have the capacity and resources to bear this burden. While we gave them-on purely humanitarian grounds- shelter and refugee when they were fleeing for their lives, we have made it repeatedly clear that they are with us only temporarily and must return home. This has been accepted and endorsed by the world community. It has been impossible to make any firm estimates of what it would cost us in the coming months, but on the basis of the present figure the total cost may well be more than $800 million by the end of next March.

The consequences of this massive influx-some have called it a civilian invasion-of refugees into India cannot be determined in terms of money alone. We are facing grave social, economic and political consequences. In the areas where the refugees are now living in difficult conditions in camps, all of our schools have had to be closed find shelter for them.

All of our hospitals in these areas have had to tend to the urgent needs of the refugees, rather than to the normal needs of the local inhabitants. Prices are rising as a result of a higher demand for essential commodities. Wages are falling. Crimes of various kinds are on the increase. Local friction and tensions are not unknown. Our local administration has had to be diverted, to the work of looking after the refugees and that in turn has further affected adversely all our development projects. The fear of epidemics is ever present, even though the outbreak of cholera has been controlled.

The refugees must go back. The question simply is : How? Can anyone reasonably expect them to go back when thousands and thousands are daily fleeing from the same area? Pointless declarations and exhortations will not make them go back. On 21st May, President Yahya Khan called upon the refugees to go back, and yet, since then, more than 5 million have come into India. They will go back only when they are sure themselves that they can live in their own homeland in safety and freedom, when they are allowed to work as they wish, and when they are assured that their properties will be returned, their jobs recorded and their daily lives not interfered with.

To appreciate and understand the background to this unprecedented influx, it is necessary to recall the conditions prevailing in East Pakistan throughout Pakistan's existence. Pakistan is a unique country, in the sense that two parts of it the separated by distance of 1,000 miles of Indian territory. The majority of the people-75 million-live in the East and the West has a total population of less than 60 million. Nonetheless, political, military and economic power was concentrated in the West, while the East continued to produce basic raw materials such as jute and tea, and provided the largest source of foreign exchange for Pakistan. Even the Government of Pakistan has acknowledged that persistent discrimination and exploitation of East Pakistan by West Pakistan has taken place ever since the country became independent.

Just to give one example, in the entire civil service and in the armed forces of Pakistan, the Bengalis did not have a share exceeding 10 per cent. The East Pakistanis continued to protest and agitate against that discrimination and exploitation, and, for want of any effective remedy, their grievances accumulated.

However, after the fall of President Ayub Khan in the middle of 1969, a new situation arose. Another General-President Yahya Khan-took over, and declared that he would hold general elections for first time, on adult franchise with representation to both wings, proportionate to their population. For the first time, the people of Pakistan saw in that democratic process a possible rectification of the injustices from which East Pakistan had suffered all those years.

The elections were held in December, 1970, after being postponed twice. The results of the elections were greeted in Pakistan as a success of democracy as indeed it was. The

broad results of the elections are worth noting. Out of a total of 313 seats, 169 had been allotted to East Pakistan. Of those 169 seats, the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won as many as 167. Winning 98 per cent of the seats in East Pakistan, Mujibur Rahman gained an absolute majority in the National Assembly and would, in normal circumstances, have been in a position to form the Government and become the Prime Minister of Pakistan. For the elections, the Awami League had adopted a six-point programme to obtain specifically a greater degree of autonomy for East Pakistan with a view to putting an end to discrimination and exploitation

Apparently, the results of the election so startled the rulers of Pakistan that they saw in them a risk to their economic, military and political domination over the Eastern Wing; this explains their swift action and their desire to continue military rule. So, on the fateful night of 25th and 26th March, the armed forces set out to crush the verdict of the 75 million Bengalies

Before, however the army was given the signal to let loose the reign of terror, protracted negotiations started; in the meantime, the strength of the armed forces in East Bengal was considerably increased

What the army did, and is continuing to do, in its massive assault on the civilian population is now well known, and I do not wish to take up the time of the Assembly in describing the innumerable instances of killings and atrocities. A reign of terror prevailed, and still prevails. The leader of the Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, was arrested and is still in prison. He is now being secretly tried in military court on a charge which carries the death penalty. The freedom of the press and civil liberties were totally suppressed, and the foreign journalists were expelled. The International Red Cross was not allowed to visit the area, and all attempts were made, not always successfully, to conceal what was happening in that part of the world. Killing, raping, burning and looting became widespread. The inevitable consequences followed: the people fled from terror and violence to India, leaving behind all they had. Their number rose from less than a million, at the end of April, to nearly 4 million at the end of May, crossed the 6-million mark before June was over, and has been rising steadily. Their number now exceeds 9 million, and the exodus still continues. This is an exodus of refugees unprecedented in history, across any international frontier.

Pakistan's military action and the snuffing-out of an human rights, and the reign of terror, which still continues, have shocked the conscience of mankind. There is a popular revolt against these actions. Some have fled from the terror, while the others are resisting it as best they can. The hard core of this resistance was provided by thousands of men who had defected from the army and the police and various para-military organizations at the time of the military crackdown. They have been joined in ever-increasing numbers by people of all ages.

The Pakistani authorities have torn up solemn declarations and conventions to which Pakistan had subscribed. Pakistan has desperately tried to divert attention from its outrageous actions. Its actions have made so many serious inroads into much that our Charter stands for, that it would indeed be a travesty of international law and a mockery of international justice to suggest that what is involved is an internal issue. It is eveness-

an internal issue when one keeps in mind that other nations are having to support the enormous cost of the massive exodus of Pakistani citizens into India.

Apart from accusing others for their own most unwise and deadly activities, the rulers of Pakistan have taken u number of measures which are no more than an eye-wash How- unrealistic these measures are can be judged from the impact they had on the flow of refugees. The President of Pakistan has from time to time called upon the refugees to go hack; yet, the flow continues in ever-increasing numbers into India A so-called civilian government has been formed in East Pakistan which consists of men who have no representative character whatever and who are mere figureheads, obliged to take orders from their military commanders. An amnesty is proclaimed, but Mujibur Rahman and other elected representatives are at the same lime treated and tried as traitors. We witness the strange spectacle in which the party, which would have been, by right, the Government of Pakistan, has been banned and disqualified from political activities. Half the elected representatives have been disqualified from sitting in the National Assembly. In our view, the flow of refugees will not stop, nor will the refugees already in India begin to go buck, until a political solution acceptable to the elected representatives of the people has been found. Secretary-General U Thant, and many other distinguished statesmen, politicians and leaders of public opinion, have consistently maintained that the problem is essentially political As a first step towards a political solution. Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League, should be set at liberty without delay, and negotiations should be started with him. It has been proved beyond doubt that he alone can speak on behalf of the people of East Bengal. He. and he alone, symbolizes and represents aspiration and will of the people of East Pakistan. Apart from these actions, which the Pakistanis themselves can take, what can the international community do in these circumstances? The first and foremost action which this Assembly, and all other international organs within or without the United Nations system, can take is to impress on the military regime of Islamabad the fact that force will not succeed, and that, therefore, a political settlement between the military regime and the already elected leaders is essential We consider it wholly shortsighted to wait until worse crises have arisen. Bilaterally, all Governments can do their utmost lo ensure, by whatever means are available to them, that the military regime stops its repression, enters into negotiations with the elected leaders to achieve a political settlement with their consent, and sends the army back to the barracks Only by these measures will the flow of refugees be stopped, and refuges already in India be able to return home. Our only fault has been that we gave temporary shelter to millions of refugees-homeless, foodless. without clothing; sick and aged, men and women, helpless children and dying infants-who were ftceing from terror, many of whom bore marks of recent army brutality. Only by the measures I have suggested can the threat of famine be alleviated and normal Conditions restored. If these measures are not taken, and if attempts are made to divert attention by false analysis or wrong accusations, then the prospect is indeed gloomy. We here in this Assembly may argue in a sophisticated manner as long as we like, but those who have been the victims of aggression, and who are fleeing from terror and massacre will not have such a tolerant outlook They will not forgive us or those who did not stand by them in their hour of trial.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিঃ মাহমুদ আলীর (পাকিস্তান) বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. MAHMUD ALI (PAKISTAN) IN THE U. N. GENERAL ASSEMBLY
September 27,1971

My Delegation was compelled this morning to raise a point of order in the course of the statement made by the honorable Foreign Minister of India. The greater portion of his speech was concerned with matters which lie entirely within the domestic jurisdiction of my country. In raising objection to this open intervention in Pakistan's affairs, my Delegation was guided by the principle which is stated in categorical terms in Article 2. operative paragraph 7. of the United Nations Charter, namely that the international Organization will not intervene in the internal affairs of Member States.

This is a principle which is unanimously accepted, and is to be found also in the Charter of the Organization of African Unity and of the Organization of American States, as well as other international forums, such as the Non-Aligned Conference and the Afro- Asian Conference. We ask that this principle be upheld-not, as was insinuated, because Pakistan has something to conceal-but because the precedent set this morning by the Representative of India will make it difficult, if not impossible, to conduct international relations in an orderly and effective manner.

India has intervened in the internal affairs of Pakistan, in violation of all norms of international behavior, international law and the Charter of the United Nations. International law places a clear obligation on all States to respect the territorial jurisdiction of other States. In December, 1965, the United Nations General Assembly adopted a resolution, with only one vote against, entitled "Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of State and the Protection of their Independence and.............. Sovereignty".

Operative paragraph 1 states:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reasons whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic or cultural element are condemned".

Operative paragraph 2 reads:

" ......no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State".

Finally, operative paragraph 4 states:

"4. The strict observance of these obligations is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violate the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security. [Resolution 2131 (XX)].

It is noteworthy that India was a member of the Committee which prepared the Declaration.

I am sure that all the Representatives present here are not unaware of the complexity of the issues to which we are trying to find a solution in Pakistan. The problems of reconciling conflicting economic, political, cultural and regional claims within the borders of a country are not unique to Pakistan. They are present in all multilingual, multicultural and multiracial States. Such problems are endemic in India itself, although the Foreign Minister of India has seen fit to speak of social, political and cultural conditions in my country. I do not propose to speak here of what has been going on in his country, not that there is not much to talk about. We all know, and the world knows, what has been happening to the Mizos and the Nagas in India. We all know the state of turmoil and civil strife in the Indian State of West Bengal, where it has not been possible for a democratic Government to function during the last four years. We all know of the demands for recognition of their rights in South India and in the Punjab. But I have no intention here to delive into these matters, and I certainly do not propose to use the forum of this august Assembly to make propaganda against my neighbor as, unfortunately, the Foreign Minister of India saw fit to do.

The basic factors of the prevailing situation in Pakistan are, I am sure, not unknown to the distinguished representatives here. Although these have been clouded by the storm of propaganda and vituperation of which we heard an example this morning.

The cardinal fact is that general elections were held throughout Pakistan in December last. These election were held on the basis of adult franchise. What happened thereafter was that the legitimate aspirations of the people of Pakistan for a democratic and federal type of Constitution, which would have give a full measure of autonomy to the units, were escalated into a move inspired and organized from outside for breaking up the country. Violence was let loose in East Pakistan. Massacres were perpetrated, and the lives and honor not only of those who opposed secession but of ordinary citizens were placed in jeopardy.

The President of Pakistan pursued his search for a negotiated settlement among the political parties concerned until the very last moment when the refusal of the leader of the political party, which had won the majority of seats in the National Assembly, to participate in the work of the Assembly made it clear that the objective was not frame a Constitution for Pakistan, but to engineer secession by violent means.

It is in these circumstances that President Yahya Khan, who had held elections in the country, was compelled to order the armed forces to do their duty, namely, to preserve

the solidarity and integrity of Pakistan. We found that the reaction in India was almost instantaneous. There was at the time no problem of refugees, which the Foreign Minister of India has put forward this morning as an excuse for meddling in Pakistan's internal affairs.

The Indian Parliament adopted a resolution, moved by the Indian Prime Minister herself, declaring support for the so-called Bangladesh. A vast and orchestrated campaign was set in motion radiating falsehoods, half-truths, and calumnies fabricated in Calcutta and other places in India. Accounts were published of pitched battles in East Pakistan. Tales were told of arbitrary executions and large-scale killings, and so on. It was said that University of Dacca was razed to the ground, that intellectuals had been singled out and put to death before the eyes of their families that the port of Chittagong was in shambles.

Let me quote the opinion of an Indian newspaper on the subject.

The Statesman of Delhi wrote on 4th April. 1971 that many of the claims maintained a measure of exaggeration, if not outright invention, that much have been clear even when they were made. Subsequent reports have shown that there was much wishful thinking, both among those who made those claims and among the listeners in India who accepted them without reservation.

The curfew was completely lifted in the city of Dacca within less than a week after the army initiated action. The University of Dacca, parts of which had been used by the secessionist elements as an arsenal for storing weapons and explosives received from outside the country, nevertheless stands intact and has been functioning normally. The intellectuals who were reported as killed by Indian publicity media are alive and leading normal lives as was stated in an advertisement which was published in The New York Times some months ago.

The objective behind the Indian agitation over the events in Pakistan is transparent and, indeed, self-confessed. The Washington Post of 2nd April quoted an Indian officials as saying that had not been reporting, it had been psychological warfare.

A foreign observer, Mr. Bruno D. Hammel, wrote in the London Times of 17th April that the Indian Press:

"...seems to have lost all sense of responsibility. Wanting news, one got instead a mass of hysterical rumours. Statements of fact proved, nine times out of ten, to be unconfirmed and contradictory. Any report of atrocities, so long as it was inflammatory and without evidence, was sure of space".

The Foreign Minister of India spoke of the great burden his country is bearing in having to feed the Pakistan refugees. He mentioned the number as being over 9 million. He stated that they are still continuing to cross the borders in the thousands. He asked for some $ 800 million as the cost of their upkeep during the coming six months. This figure is astounding in itself, even if one were not to question the figure of 9 million refugees put forward by India, because, if I am not wrong, the total budget of the Government of India for the current year, for running a country of 500 million people, amounts to S 4,000 million.

It has become imperative as a preliminary to arranging for their return to carry out an impartial and accurate count of the number of people who left their homes in Pakistan and are now living in refugee camps in India. My Government has carried out a careful count, and has found that, as on 1st September, 1971, the number of Pakistanis who had left totaled 2,002,623. We are not asking that our count be taken on trust. On the contrary, we have requested the Secretary-General of the United Nations to nominate any impartial agency to verify this figure. We are prepared to give such an agency every facility for carrying out a check on the spot. I should be glad to hear the Foreign Minister of India giving a similar assurance on his Government's behalf. It would also be possible for such an impartial agency to observe for itself whether the movement of displaced persons is continuing at the rate alleged by India, or whether it is continuing at all. In asking for an independent verification of the exact number of refugees, it is by no means my intention to minimize the seriousness of the human problem which a large-scale movement people involves. It is tragic, but unavoidable, that people residing in those areas which are or may be the scene of a conflict will leave their homes to escape death or the effects of the strife. The numbers of those who are so displaced in consequence of the conflict are determined by the density of the population and by the degree of fear which is generated in the minds of the people. Such fear can be generated only when they are constantly told that they will be the victims of a planned massacre.

Such was the reaction of the Indian Prime Minister, to the appeal which President Yahya Khan made to the refugees to return to their homes, that she said, "I will not allow the refugees to go back to be butchered".

The crux of the situation is this. Pakistan is desirous and determined to see that all those who left the country for one reason or another should return as soon as possible to their homes and occupations. Concrete measures have been taken to facilitate their return. In his appeal of 18th June, President Yahya Khan said:

"My appeal was addressed to all Pakistani nationals, irrespective of caste, creed or religion. Members of the minority community should have no hesitation in returning to their homes in East Pakistan. They will be given full protection and every facility. They are equal citizens of Pakistan, and there is no question of any discriminatory treatment. I asked them not to be misled by mischievous propaganda being conducted outside Pakistan. The Government of Pakistan has established twenty-one reception centers along the border to provide relief, supplies and transport to their homes to returning refugees. As a further instance of Pakistan's armistice, a general amnesty was declared for all classes of people, including military deserters, and those who had been detained in Pakistan for involvement in insurgency have been released".

In his address to the nation on 28th June, the President of Pakistan said:

"We shall gladly and gratefully accept any assistance the United Nations can extend in facilitating the move of these displaced persons back to Pakistan".

Consequently, the Government of Pakistan has extended full cooperation to the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Refugees in devising measures for resettling the refugees in their homes. A special committee has been set-up

in East Pakistan to co-ordinate the Administration efforts with those of the United Nations and its Agencies.

The Government of Pakistan accepted within twenty-four hours the Secretary-General's proposal of 19th July for the stationing of representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border to facilitate the repatriation of refugees. It should be noted that India peremptorily rejected this proposal. The Government of Pakistan has also agreed that a number of United Nations personnel should be posted in East Pakistan to assist the Administration in relief and rehabilitation operations.

We have undertaken all these measures for the speedy repatriation of our citizens who are now in India, and it is worth mentioning that to the extent that these measures have become known to the refugees, the refugees are beginning to return to their homes. At the last count, approximately 200,000 had returned. The repatriation of all the refugees would be more speedily accomplished if the necessary co-operation were forthcoming from India.

The Government of Pakistan has invited the competent authorities of the Government of India to a conference where measures could be devised to fulfil this purpose. The President of Pakistan has expressed his willingness to meet the Indian Prime Minister at any time and at any place to discuss the question. However, India has so far refused to co-operate, not only with Pakistan, but also with all impartial efforts, to bring about the return of the refugees. As I have said, India has refused the Secretary-General's proposal to station representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees on both sides of the border, at has not agreed to Pakistan's suggestion that a good-offices committee of the Security Council should be sent to help in reducing tensions between India and Pakistan. It has refused permission to the members of an Islamic Secretariat delegation to tour refugee camps in West Bengal and has refused to meet at the conference table with the representatives of my Government.

It is paradoxical that while Indian Representatives come before this forum to gain the sympathy of Members for the plight of the refugees. India is unwilling to accept any constructive proposal, which would enlist the help of this Organization in ending the suffering of these innocent human beings. Why is it that the Government of India found it impossible to accept the presence of United Nations observers on its side of the border, when Pakistan, which has been accused freely of perpetrating all kinds of horrors against its people, did not hesitate to permit the stationing of United Nations observers on its side of the border?

The reason for India's withholding of co-operation is obvious. India wishes to conceal from world opinion the fact that by its actions it has converted that part of the world into an area of armed conflict. Under the pretext of humanitarian assistance, India is providing arms, training, and assistance to the secessionist forces who have found sanctuary in India. I shall once again cite an Indian, source to explain the paradox. Speaking at a meeting in Delhi on 18th September, 1971, that is about a week ago, no less a person than the Defense Minister of India said that "the refugees could return to their

homeland only when it become an independent nation". He went on to say. "that it was not conceivable that Pakistan would grant independence to Bangladesh, but that we would have to work towards a situation in which Pakistan would be left with no alternative".

If there was any doubt about what the Foreign Minister of India meant this morning when he called for a political solution of the Pakistan crisis, this statement of his colleague of the Defense Ministry has supplied the answer.

Let me say on behalf of my country that we have no intention of allowing anyone to put our independence and integrity into jeopardy. What my country has to face today is not merely the sort invective we heard this morning, but a well-planned military effort to break it asunder. The borders of East Pakistan with West Bengal Assam and are scenes of daily bombardment. On more than one occasion, the regular Indian troops, whose strength in the area was increased even before the crisis broke out and has been augmented to 200,000 since then; the so-called liberation forces have been trained and equipped and paid by the Indian Government.

The New York Times of 29th April, 1971, contained a report which stated:

"The Indian roads leading north from Calcutta to points along the border already look like the supply route. Bengali trucks can be seen heading into Indian town for fresh supplies, carrying empty fuel drums and ammunition boxes. Bengali independence forces have set up camps near the Indian border posts, which probably explains some of the brief shooting incidents recently between Indian and Pakistan troops.

"In Calcutta, capital of the West Bengal State, there are many stories of new instances of Indian military assistance. One report is that Indian ammunition factories are turning out weapons and ammunition without Indian markings. Another is that Indian officers accompanied a large guerrilla force on a raid last week on a Pakistani army garrison".

I do not know whether the Foreign Minister of India will come back to this rostrum to deny these charges. He himself, speaking in the Indian parliament on 20th July, declared: "India is doing everything possible to support the Liberation Army", yet he came here this morning and stated that India does not interfere in the internal affairs of its neighbors and that its actions are inspired only by the most noble and lofty motives. He portrayed India as an innocent, helpless victim of Pakistan's internal difficulties.

I dare say that this Hall of the United Nations has echoed frequently with such preaching’s. Allow me to say that the halo of saintliness with India is trying to hold over our head ill becomes its actual role in the present situation.

It is not humanitarian concern for refugees which has sent Indian emissaries and propagandists all over the world in the last four months. The real motive is India's longstanding and unfulfilled wish to isolate, weaken and if possible, to put an end to Pakistan as a nation. Mr. K. Subramanyam of the Indian Institute of Defense did not mince matters. He said:

"What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our own interest, an opportunity the like of which will never come.

If Pakistan breaks up, and we ensure friendly relations with Bangladesh, it will solve the problem of security for India."

Another Indian political thinker saw in Pakistan's disintegration the road to Great Power status for India in this region.

The Foreign Minister of India spoke in a plaintive tone of the setback that his country's economy has received on account of the influx of refugees. As for Pakistan, let me assure him and the other representatives here that Pakistan is ready, willing, to take everyone of its citizens back. If India wishes to be relieved of the burden and the problem of maintaining them as it ought to-let it give unstinted co-operation to that end.

My Government has said that it is ready to sit down and discuss with India the best manner for bringing the refugees back. My Government has asked the Security Council to assist in the task with a specially designated good offices committee. If the Government of India is unwilling for whatever reason, to sit across the table from Pakistan, let it accept the good offices of the Security Council.

As I have said before the Government of Pakistan is doing everything possible to bring about the repatriation of the refugees to their homes in East Pakistan. It is also fully conscious of the need to restore normalcy in the country in order to ensure the well being of the refugees as well the rest of the people of Pakistan.

The President of Pakistan, in his address to the nation on 28th June, has himself expressed the view that normalcy would not return without the full participation of the people. He has made substantial progress towards ushering in a government representative of the people. As a first step, a civil administration has been installed in East Pakistan which is headed by a prominent East Pakistani and includes permanent members of the former Awami League. By-elections to those seats, whose incumbents were disqualified for involvement in the insurgency and other crimes have been scheduled for the month of November. A provisional constitution is being framed which will attempt to satisfy two basic imperatives: Regional autonomy and preservation of the territorial integrity of Pakistan. The National Assembly will have the power to amend the provisional constitution by a relatively simple procedure. The Foreign Ministry of India described all this as "eye-wash."

If conditions in Pakistan were truly as those described by him, press censorship would not have been removed: foreign observers, United Nations personnel, the International Committee of the Red Cross, would not have been allowed into East Pakistan. If violence is continuing it is the result of India's action in encouraging, awaiting and assisting in sabotage with East Pakistan.

The boarders continue to remain tense and Indian shelling and mortaring are daily occurrences.

The Preservation of orderly conduct of relations among States is based on the strict observance of the principle of respect for territorial integrity of States and reinterference

in the affairs of each other. Indian's current actions violate both the principles. Which among the States represented here is willing to condone external interference in its internal affairs? Which State among this Assembly is willing to overlook such interference when is design is the territorial dismemberment of another country? Is India prepared to submit to such interference in its, internal affairs? Is it to be said that secession is rebellion at home but self-determination abroad?

Let me make it clear on behalf of my Government that Pakistan will take all measures to ensure the return of its displaced citizens to their homes. We are determined to live as a nation one, whole and free, and in peace with other peaceful neighbors. But Pakistan is also determined not to allow anyone to pull in question its territorial and national existence.

If a conflict between India and Pakistan is to be avoided, the international community must impress upon India the serious implication of its policies and call upon it to eschew these policies.

Mr. President, in a press conference on 22nd September, you stated:

"This refugees problem is a humanitarian problem. We must solve it. The entire world must help to solve it. But, if you look at it from a political point of view, if you bring it to a debate, then there will be no end. The question is how to solve it quickly. That is why, in this case, I believe, it is much better that we have behind-the scenes discussions. We must persuade Pakistan and India to get together and see how they can limit the political problems".

It should be apparent, from the willingness, which my Government has shown to cooperate in finding means to reduce the present tensions between India and Pakistan and to bring about the repatriation of refugees, that we fully share your view.

On behalf of my Government, I wish to express Pakistan's readiness to go along with all such reasonable suggestions to solve the question of refugees.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিঃ মাহমুদ আলীর বিবৃতির অংশবিশেষ	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

EXTRACTS FROM STATEMENT OF MR. MAHMUD AL1 (PAKISTAN)
IN THE U.N. GENERAL ASSEMBLY
October 5,1971

At the time of the partition of the sub-continent, we in Pakistan inherited barely one-fifth of the area and were placed at a disadvantage in many other respects. Nevertheless, we accepted an award delimiting the boundaries of Pakistan and India, even though it was unjust to us. We envisaged the closest co-operation with our neighbor. India. Our independence was not more than two months and when India completely violated the basis of partition-the independence settlement of 1947-and sent its army to occupy a Muslim majority area, Jammu and Kashmir, and to crush a popular liberation movement against the despotic ruler of that State. India had been enabled to do so by the departing Imperial Government. It had been provided with its only, and previously unused, passage to Kashmir when some Muslim-majority areas of the district of Gurdaspur in the Punjab were unjustly awarded to it. We protested India's entry into Kashmir which was colonialist in its nature and so repugnant to the spirit and basis of India's independence and our own. We were assured by India that the occupation was temporary, that the accession to India of the ruler of Kashmir, who had been denounced by his people, was provisional, and that the people of Kashmir would be allowed to determine their own future through an impartial plebiscite. Later, when the dispute was brought to the United Nations, this solemn pledge given by India was translated into an international agreement. Both India and Pakistan accepted United Nations resolutions providing for the self-determination of Jammu and Kashmir through a free plebiscite. To this day, that agreement remains unimplemented. To this day, India has not terminated its occupation of the bulk of Jammu and Kashmir. The dispute has twice led hostilities between India and Pakistan. It has caused a strain and a friction in our relations which harm us both. In spite of the heavy toll taken by the dispute, India does not even now agree to resolve it in accordance with the wishes of the people of Kashmir.

In the part of Jammu and Kashmir which is occupies, India maintains a puppet regime and penalizes anyone who demands that the resolutions of the United Nations regarding Jainmu and Kashmir be implemented. The renowned leader of the Kashmiri people. Sheikh Abdullah, was imprisoned for nearly fifteen years and is now barred from entering his homeland. A ban has been imposed on popular parties, including the Plebiscite Front, whose aim is self-determination for Jammu and Kashmir. The torture of political workers, the repeated firing on public assemblies, the constant harassment and victimization of patriotic citizens, are gruesome features of life in Indian-occupied Kashmir. A million refugees have fled the terror and oppression there. India refuses to establish conditions, which would enable them to return.

Another very clear example of this mentality has been furnished by the way India has handled the dispute about the equitable sharing of the waters of the Ganges, which flows through both India and Pakistan, with Pakistan the lower riparian. It has completed the construction of a barrage near a place called Farakka, in the State of West Bengal in India. That project is designed to divert the waters of the mainstream of the river, the Ganges, through a feeder canal to another river flowing entirely through India. The result will be that in the long dry season every year the barrage will have little or no water below Farakka for use in East Pakistan, thereby causing grave and permanent damage to the economy of that region. According to the assessment of our own and international experts, this Indian project will adversely affect the ecology and agriculture of seven districts in East Pakistan involving a total of 3.6 million acres of land. It will seriously affect navigation in the Ganges and its many spill-channels and distributaries. It threatens an inflow of sea-water, thereby reducing agricultural production, municipal supplies and industrial use of water and depleting fisheries and forest resources, especially in the Sundarbans. Moreover, reduced flow in the Ganges in Pakistan, downstream from Farakka, will silt up the river-bed and increase the hazards of flood in the rainy season. All these factors together are expected to affect the livelihood and vital and legitimate interests of as many as 25 million people, or roughly one-third of the population of the eastern wing of Pakistan.

It is ironical, but not surprising, that at the same time that India professes grave concern for the people of East Pakistan, it plans and executes projects aimed at causing their economic ruin. India does offer to negotiate on this issue with Pakistan, as indeed it offers to negotiate on many other issues; but when such negotiations take place, as in this case. India prevaricates and uses various devices to avoid facing the real issue.

I have mentioned these two major causes of the friction between India and Pakistan. Without this friction, and without the pervasive background of India's constant attempts to weaken and isolate Pakistan, the present India-Pakistan situation involving a threat to the peace would be totally incomprehensible. Had Indian rulers not been hostile to Pakistan, would they not find it unnatural and repugnant to try to take advantage of their neighbor’s internal difficulties? Would they not scrupulously refrain from interfering in our affairs? What is happening today on the borders of my country and our neighbor India, is not mere border skirmishes; it is armed intervention by one country, a Member of the United Nations, India, into the territory of another Member of the United Nations, Pakistan.

India has been engaged for the past few months, and is engaged now, in a clandestine war on Pakistan. At a time when, regardless of the nature of the military action taken by the Pakistan Government in its own territory, India could have no conceivable fear of invasion, it has concentrated a large number of its forces, some 200,000, and its machines of destruction on the borders of East and West Pakistan. It has been engaging in incessant shelling and mortar-fire against East Pakistan. It regularly sends its own armed personnel into my country to cause death and destruction. It harbors, trains, ances, equips and encourages-sometimes even forces-the dissidents to undertake acts of sabotage and to cripple the economy of East Pakistan. In short, India is at the moment carrying out acts of

war against my country and the only reason why the situation has not been escalated is that the Government of Pakistan has exercised the utmost restraint.

The resort to selling, mortar firing and other warlike actions against Pakistan have become a regular feature of the tension built up by Indian armed forces along our borders. Let me cite two concrete instances of recent occurrence to give the Assembly an idea of what we are confronted with at present.

Indian artillery fired nearly one thousand shells on five closely-located border villages in Sylhet district on the night of 29th September. The villages battered by Indian shelling were Mantala, Kamalpur, Jaipur, Armnagar and Harashpur. Twenty-eight villagers, including twelve women and eight children, were killed, while thirteen others were wounded. Among the casualties, was a party of Telephone Department employees who were repairing a telecommunication line. Communication lines, it must be mentioned, are particular targets of Indian attacks. After shelling, Indian armed personnel attempted to infiltrate into these areas. The Pakistan Army combed the area and recovered light machine-guns, 145 boxes of small-arms ammunition. 100 steel helmets, 40 mines, some wireless sets and 387 grenades.

India is also trying to create famine conditions in East Pakistan by aiding and encouraging the destruction of lines of supply for transportation of food grains into Pakistan. As a result of operations against saboteurs who damaged the American food-ship Lighting at Chalna anchorage recently, Pakistan authorities have apprehended frogmen trained in India and launched near Chalna and Chittagong ports for sinking ships bringing food grains to East Pakistan. The frogmen were given limpet mines by India and trained in their use. By indulging sabotage of food-ships, India is trying to create conditions of famine for 75 million people of East Pakistan to fulfill its own political objectives. If the international community is genuinely concerned about possible food shortage in East Pakistan, it has an obligation to prevent India from indulging in activities which, if unchecked, cannot but endanger the sustenance for the people of East Pakistan.

It is now for the world community, and for the United Nations in particular, to prevent another conflagration which would be catastrophi for South Asia.

Secretary-General U Thant, on 20th July last, sent a memorandum to the President of the Security Council drawing his attention to the threat to the peace which has arisen in the sub-continent. The Secretary-General, *inter-alia* emphasized that he had become increasingly apprehensive at the steady deterioration of the situation in the region in almost all its aspects. The Secretary-General said:

"In the present case, there is an additional element of danger, for the crisis is unfolding in the context of the long-standing, and unresolved, differences which gave rise to open warfare only six years ago".

About the actual situation on the border, he said:

"The situation on the borders of East Pakistan is particularly disturbing. Border clashes, clandestine raids and acts of sabotage appeal* to be becoming more frequent..."

And he recognized the threat to peace, indeed to world peace, by staling that:

"No one of us here in the United Nations can afford to forget that a major conflict in the sub-continent could all too easily expand".

In short, U Thant has clearly defined the situation as a threat to the peace and urged the Security Council to consider with the utmost attention and concern the present situation and to reach some agreed conclusions as to measures which might be taken.

As I mentioned in my statement in exercise of the right of reply on 29th September, my Government has expressed its readiness to co-operate with the Security Council and has welcomed the proposal for a good offices committee of the Council to help reduce the tension between our two countries. I reiterate that readiness here.

India, of course, takes an opposite view. Its Government contends that it is not an India-Pakistan problem. They would have the world believe that everything that has happened has been due to Pakistan's actions only, and that India has been merely a passive victim, burdened with a huge influx of refugees. But what are the facts? The facts about Indian intervention are patent and I have already mentioned them.

The world has heard a lot about East Pakistan in recent months. Much of what has been said has come from outsiders. Not all of them have to test their statements against realities. Many among them moralize and assume lofty postures. But, if I may strike a personal tone. I come from East Pakistan. Unlike the distinguished Foreign Minister of India, I cannot afford the luxury of misstatements and propaganda. From this Assembly, I will go back to East Pakistan. I have to live and suffer and strive and build among my people there. I do appreciate whatever humane concern, unmixed with sordid political motives, exists anywhere for the people of East Pakistan. At the same time, I deplore that the situation in our homeland has been so distorted in the world's eyes, its causes so misrepresented, the sequence of events so disfigured, that it has been made to appear as if there is a war between East Pakistan and West Pakistan. Let an East Pakistani voice rise from this rostrum reminding the world that the people of East Pakistan and West Pakistan are brethren, joined in an imperishable union, and that when the two undertook together the enterprise of building a federal State, it was an unfettered act of self-determination on the part or each. The people of East Pakistan have not regretted, and do not regret, that choice. True, we have problems relating to regional autonomy, to a distribution of national resources based on justice, to the removal of disparities between the different regions. Which State, which large or multilinguistic or multiracial State, is free from such problems? Let not one such State gloat over the problems of another. We, in Pakistan, have undergone a most traumatic experience. We have endured a situation of extremity. We have gone through an ordeal. But through it all, we have realized that the fragmentation and fission of our Statehood, the break-up of our unity is, and can be, no more a solution for us than it is for others.

It has been a great misfortune that, in our case, these problems led to a violent upheaval. Why this happened cannot be understood without some basic facts about Pakistan's national existence and its relations with India being kept in mind. But it is

fantastic to suppose that the conflict was due to East Pakistan's demand for autonomy being suppressed. Are the people of East Pakistan less than independent in a united Pakistan where they are in a majority, and can dominate the Central Government? A majority has, or can acquire, the power to right wrongs and to correct imbalances. It is unthinkable for a majority to want to secede. By definition, a demand for secession is a minority's demand. Since, I repeat, the people of East Pakistan are not a minority or a small ethnic group within Pakistan, it follows that the secessionists among them do not represent the people at large. Being secessionists, they are a self-confessed minority. Their own position proclaims their isolation from the people. Such isolation can be due either to a total failure of statesmanship, or to a collusion with a foreign power which wishes the disintegration of the State. In the case of the secessionists in East Pakistan, it was due to both.

The relationship between the upheaval in East Pakistan and India's actions is immediate. For months. Indian war material had been steadily passing into East Pakistan from across a border which, traversing rivers, hills, forests and swamps, could not be fully guarded by the limited number of Pakistani troops. When the crisis approached, India sundered the air communications between East and West Pakistan by banning the over flights of Pakistani aircraft across Indian territory. It did so in reprisal against the hijacking of an Indian plane to Pakistan. But, as has been judicially established, this hijacking was engineered by Indian intelligence itself, wanting to create a pretext for India to ban the over flights. The ban is illegal and contrary to India's international obligations. Yet, even now, despite international efforts at conciliation, India refuses to lift it. When the crisis mounted, and Pakistan was passing through its severest test, India massed its troops along our borders, both in East and West Pakistan.

Faced with this threat from outside, combined with an insurgence in the country, the Government of Pakistan had no choice but to use all means to save the country from anarchy dismemberment and inevitable Indian domination. I ask the distinguished Representatives assembled in this hall, faced with similar circumstances, what would any other legal Government do?

Conflicts of the kind which we have suffered in East Pakistan are a supreme tragedy. But world opinion is not yet fully aware of how it has been caused and intensified by foreign interference. Had India's concern with the plight of the displaced persons been purely humanitarian, it would have followed a different line of policy. It would have done its utmost to convey the appeal of the Government of Pakistan to the displaced persons to return to their homes. It would have co-operated with us and with the United Nations in a common effort to accomplish this objective. It would have entered into a neighborly dialogue with Pakistan. Here was a situation where, if no power politics was involved, the interest of both India and Pakistan demanded that the displaced person be enabled to return to their homes.

It therefore causes us the profoundest regret that, both by its incessant propaganda and its action, India is inhibiting the return of the refugees. By engineering border conflicts, mortar-fire and shelling, India makes it impossible for our nationals to cross the

border. It use their presence within its borders for recruiting from among them the so-called volunteers for secessionist forces.

It is this policy of the Government of India which has so far defeated our efforts to bring back the refugees. The declaration of a general amnesty, the repeated appeals of the President of Pakistan, the acceptance of the assistance of the United Nations High Commissioner for Refugees and of the presence of his Representatives in East Pakistan, the establishment of reception centers and the provision of facilities for the re-settlement of the returning refugees-by every feasible means we have demonstrated that we are anxious for our nationals to return. On 19th July, Secretary-General U Thant proposed to both India and Pakistan that a limited number of the Representatives of the U.N.H.C.R. be posted on both sides of the border to facilitate the voluntary repatriation of the refugees. We unhesitatingly accepted this proposal. India however, rejected it.

The ostensible reason which India cites for its refusal to allow the return of the displaced persons is that conditions are not Secure for their return. In the first place, India itself makes the conditions insecure. Secondly, what India means by "secure conditions", as the distinguished Foreign Minister of India made amply clear before this Assembly, is a political solution which would be in accordance with its dictates. The Prime Minister and other leaders of India have publicly declared that they will agree to the return of the displaced persons only when the so-called "Bangladesh" emerges; in other words, when East Pakistan secedes and passes under Indian tutelage.

Could there be a more blatant interference in the internal affairs of one State by another? Only last year, India joined all of us in voting for the Declaration on the Strengthening of International Security which solemnly affirmed the universal and unconditional validity of the purposes and principles of the Charter of the United Nations, including the principles of non-interference as the basis of relations among States, irrespective of their size, geographical location, level of development, or political, economic and social systems, and declared that the breach of these principles cannot be justified in any circumstances whatsoever.

The issue that is posed by India's interference is not of concern of Pakistan alone. If concerns all nations that wish to preserve their sovereign status and territorial integrity. If the principle of non-intervention is set aside or compromised, every nation, smaller or weaker than its neighbor, will be open to the latter's inroads. I therefore appeal to this Assembly to exercise its powers of persuasion on India to desist from its interventionist course. For our part, we are determined to resist India's encroachments and achieve the political solution that we sorely need for our own survival.

Let not India pretend that it has not also created some other problems in the sub-continent. India is engaged in efforts to subjugate the Nagasa proud, non-Indian people who have borne untold hardship during their long resistance to Indian rule. In India's own territory, there are situations which are the direct result of the exploitation and suppression of the smaller linguistic and ethnic groups in India, notably the Dravidians, the Shikhs and the Bengalis, but we do not make them a cause for interfering in India's

affairs. We only wish that India realized, as we do, that anarchy and fragmentation are a danger as much to itself as to us.

If I may sum up the India-Pakistan situation, it is a situation of a patent threat to peace which needs to be removed if the peoples of the two countries are to resume their struggle to achieve higher standards of life in larger freedom. We do not consider the Indian people as our enemy. Indeed, we feel that, by its unrelenting hostility toward Pakistan, by perpetuating a climate of tension in our region, the Indian Government is committing treason against its own people. We wish that the India Government realized that a strong Pakistan is a guarantee of peace in South Asia. Similarly, We wish all the great Powers to recognize that attempts to weaken Pakistan and to isolate it, will undermine the balance of power and stability in the region and will promote a hegemony that will be inimical to peace.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (পাকিস্তানী বিবৃতির জবাব দানে তাঁর অধিকার প্রয়োগে) জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF INDIA TO THE U. N., IN THE U. N. GENERAL ASSEMBLY (IN EXERCISE OF HIS RIGHT TO REPLY TO PAKISTANI STATEMENT)
October 5,1971

On the last day of September, when we could have exercised our right of reply, we did not do so because Pakistan said nothing new except to make yet another attempt to involve India in a problem that is entirely of her making. Today, we are exercising our right of reply merely because this attempt has become desperate and gone further, and many issues with which this Assembly is fully familiar have been revived in order to divert attention from a problem which has aroused international concern and opinion and which has affected the lives of millions of people. We do not believe that this kind of diversion in a tragic situation is either responsible or helpful. The Pakistan Delegation has blamed India for all of Pakistan's woes and difficulties. Let me assure the Assembly that very seldom has Pakistan displayed any candour or any honest desire to solve many of its problems.

I would like, however, to remind the Assembly of our position on two or three important problems to which reference has been made. As regards Kashmir, we have repeatedly stated that the only problem is the question of withdrawal by Pakistan from the occupied part of Kashmir and we are always ready to enter into negotiations with Pakistan to bring this about. As regards Farakka Barrage, not only much negotiation and technical talks have taken place but when we were searching for some agreement, the tragic developments in East Bengal have practically put a stop to these negotiations. However, it is becoming clear now that the whole hue and cry by Pakistan on Farakka Barrage was only to encourage anti-Indian feeling in East Pakistan. This policy too has collapsed. We do not deny that we have law and order problem in our country, but we do not try to solve them by launching genocide.

Many lurid details have been given about border incidents. This morning, the Pakistan Delegation took the trouble to have a Press Conference on the basis of some incident which is reported to have taken place on September 29. At that time, I did not have the details, but I sent a telegram to Delhi and I have their reply. This telegram reads:

"No such incident has taken place on September 29. In fact, it is West Pakistan's armed forces that have been shelling our territory and killing and injuring people on our side over the last several weeks. The allegation made by Mahrnud Ali is obviously an attempt to justify Pakistan's shelling of our territory and an excuse to start an aggressive war against India. India has been exercising the greatest restraint possible in the

circumstances. This has been appreciated throughout the world. It is Pakistan that should be asked to exercise restraint and not to continue indiscriminate massacre of the people of East Bengal."

On the other hand, I can inform the Assembly that we have complained to Pakistan on more than 400 violations of our eastern borders by Pakistan. I was also interested to note that Pakistan Delegation did not care or dare to give the details of the activities of the resistance forces deep inside East Pakistan.

The fact is that it is not India which has had any doubt about the sovereignty and territorial integrity of Pakistan, but it is Pakistanis themselves who have not accepted Pakistan as it is constituted or the policies they have pursued. They failed to keep the many pledges to their own people and they are facing the consequences. There is no use blaming India for this.

We are always willing to co-operate with Pakistan in solving all bilateral problems. Last year, and for many years in this forum, Pakistan has brought up many bilateral issues, but when we suggested bilateral talks there was no respond. Today, Pakistan asks for bilateral negotiations on a problem which is entirely Pakistan's own making and which they rightly claim to be a problem between East and West Pakistan. We do not wish to come into it. We cannot come into it, and we should not come into it. Those who believe that Indian cooperation in this field is necessary, should realize that while cooperation with a neighbor is always to be welcomed, no one can expect India to cooperate with Pakistan in a partnership to continue massacre to tolerate extinction of human rights, to make a mockery of self-determination (of which Pakistan never tires of speaking in relation to Kashmir), and in perpetrating massive brutalities.

What has the Pakistani delegation said here today to encourage the refugees to return home or, more -important, to stop the 33,000 refugees coming to India every day? Nothing. This is a degree of concern for their fellow citizens of which over a million have been massacred in a most atrocious manner. This is in conformity with the concern they showed to the people who died in the cyclone in East Pakistan last year. This callousness of human worth must be in the mind of the many whom Pakistan has tried to dupe by loud proclamations on fundamental rights and value.

The Spokesman for the Pakistani Delegation makes some special claims simply because he happens to come from East Pakistan. I too was born and brought up in East Pakistan. Not only I, but most of his countrymen in East Pakistan, will disagree with him both about his facts and his analysis. However, I should like to leave it to his conscience.

Mr. President, these are not matters for politics or debate. We have no wish to enter into a controversy with Pakistan on these matters. This is an international problem of vast magnitude and anguish. If Pakistan wishes to begin even the beginning of a solution, the first step must be to start negotiations with the elected representatives of the people of East Pakistan and Sheikh Mujibur Rahman. In our view, any attempt to divide the patriotic elements in East Pakistan not only be self-defeating, but will create many more difficult problems. The Pakistan Delegation blames India for all the resistance that the

Bengalis, are putting up against their oppressors. The fact, however, is that this resistance, is organized by the East Pakistanis themselves, and they are determined to fight for their survival and for their human rights. Nothing that the Government of India can or cannot do will change this process. The only way this can be changed is by political accommodation between the oppressor and the oppressed. I regret to say I did not see a single word in the Pakistan delegation's speech to encourage this.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ সমর সেন-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, PERMANENT REPRESENTATIVE OF INDIA TO THE U. N., IN THE U. N. GENERAL ASSEMBLY
October 13, 1971

I was prepared to exercise the right of reply last night, but the hour was late and there were 10 speakers who exercised a similar right.

I spoke briefly on the evening of 5th October. It had taken Pakistan nearly seven days to conceive and deliver its reply. Such a long period of gestation for a reply is unusual, if not unknown, in the plenary sessions of the General Assembly. But then, it was not merely a reply but in many respects a full but stale statement, timed to coincide with what President Yahya Khan had to say yesterday and with various other publicity efforts. I was astonished that so much nervousness should be displayed about facts and so many bald assertions made without foundation. When, on 5th October, I spoke as a Bengali, I was simply sharing impressions on the basis of my experience. I am grateful to the representative of Afghanistan for having demolished some of Pakistan's bald assertions.

In his broadcast yesterday, he (President Yahya Khan) gave some details of his plan, the substance of which he had announced on 21st June. That plan was described by informed opinion as a "pathetic sham".

If General Yahya Khan had any intentions of transferring power to the elected representatives, he could have done so earlier this year, and again he could have done so yesterday.

Air Marshal Asghar Khan of West Pakistan, a most distinguished soldier, has declared that the election results are already pre-determined; and Mr. Miraj Mohd. Khan, a leader of the People's Party led by Mr. Bhutto, has refused to go with his party's delegation to East Bengal for he found that the power there is shared by reactionaries, murderers and people without political support. Of course, given the press censorship, we cannot supply full texts of these statements, but we can draw some conclusions from the nature of Government which has been established in East Pakistan. One gentleman of this Government, known as "Minister", lost the elections by 46,186 votes. His name is Mr. Abul Quasem. Another "Minister", Nawazish Ahmad, lost his election by 96,007 votes. Still another, Mr. Akhtaruddin Ahmad, lost by 39,681 votes. Yet another, Maulana A. K. M. Yusuf, lost by 44,590 votes. Need I go on?

The Representative of Pakistan kindly agreed with me that these tragic problems are not fit for debate or polemics, yet his whole statement was nothing but a series of polemics. He says that the present problem is of recent origin, while the bilateral problems between India and Pakistan have existed for many years. I do not expect that

the international community would be at all unhappy if India and Pakistan solved all their bilateral problems. We offered to do so time and again, but without response. It was not we who brought up Kashmir in the Assembly, but the Representative of Pakistan.

I have already commented on these diversionary tactics Pakistan uses. May I simply say that we should like the well-established principle of the inadmissibility of the acquisition of foreign territory by force to be applied to Kashmir, as much as to any other place.

Pakistan accuses India of creating tension on the border and of supporting the freedom-fighters inside East Bengal. I would, in this context, read out what the Ambassador of Pakistan in Washington had to say on 15th August, 1971, on the A. B. C. Television Network Incidentally, the Ambassador of Pakistan in Washington is the brother of the Representative of Pakistan here. He said:

"There were at least about 160,000 armed personnel who defected on account of Awami League propaganda. The army was asked on the 25th of March to go and deal with these 160,000 armed people. '

Who are those people?

In the same interview, the Pakistan Ambassador answered:

"There were not only East Bengal Regiment; there were East Pakistan Rifles; there was a border military force; there were armed police".

From where did they get their arms?

The Ambassador said:

"These weapons came from looting of armories and government stores and from the armories of reserve police and so on, weapons that had been collected by force, by militant student bands who were going and knocking at the doors of the houses and asking people to deliver their guns and whatever sporting rifles-guns and rifles-they had. These were not collected from the East Pakistan rifles. We wish we had taken the trouble to disarm then before".

That is the reality of resistance within East Pakistan-a resistance inspired by years of discrimination and exploitation, and which was the direct result of ruthless and massive military action with unparalleled atrocities, total extinction of human rights, and a full- fledged campaign of genocide.

I repeat what I said before: we, must not, shall not, and cannot interfere in the internal affairs of Pakistan. At the same time, Pakistan must not interfere in our internal affairs.

What has happened is that by Pakistan's brutal and preposterous actions, India has been faced with a refugee population of 9 million people, with consequences on the social, political, and economic structure, which are well known to the Assembly.

I would have been more comforted, if the United Nations High Commissioner for Refugees had himself given a report on the plight of those refugees and on the alleged

return of some of them to Pakistan. It is extraordinary that the Pakistani reported figure of 200.000 had remained steady for at least one month or more. We are, of course, not privileged to go inside Pakistan and collect statistics, but let not the Representative of Pakistan have any grievances about such authoritative statements as are available to us.

Similarly, it should be easy for Pakistan to say what happened to the 471 complaints we made. We presume they should know. We have replied to all the complaints brought to our notice.

Yesterday, Ambassador Shahi dismissed a Manchester Guardian comment as frivolous. That his privilege, but I shall now supply some figures from the Christian Science Monitor given in its article," The Agony and the Danger of 31st July. It says:

"The estimates of people killed, not counting "-I repeat: not counting-those who died of famine and cholera have ranged up to a million ".

International press estimates of the number of people killed up to mid August by the army varies between a minimum of a quarter million to a maximum of 2 million persons. Is it, therefore, an exaggeration to say that the armed action has resulted in at least a million deaths?

I have already referred to the type of election, which is being worked out for bringing about normalcy in Pakistan. In this contest, a report has been received by Mr. Paul Marc Henri the United Nations Administrator for Relief in East Pakistan, prepared by United States Aid Mission experts. Parts of that report have been made available to the Sunday Times of London; and in its 10th October issue, William Shawcross, describing the conditions in East Pakistan, says, "The infra-structure of the country has totally collapsed".

Mr. Victor Powell, of the Consortium of British Relief Charities, who returned from Dacca last week, has estimated that only 20 to 30 per cent of all industries in East Pakistan are working. "There are still reports from East Pakistan", says Mr. Shawcross. "of how the Government and army commandeer food trucks and boats and use hunger as a political weapon".

If all this is not enough, it has been made clear in the United Nations report that that Government will allow United Nations Agencies to work only on post-cyclone relief projects that were begun before the spring civil war: Officially, they are not allowed to give relief to those affected by the war rather than by the floods.

In the north, there was no flooding and it is there, as a result, that starvation is likely to increase; because, so far, the Pakistan Government has forbidden access, except to permanent missionary bodies.

In addition, the Assembly is aware of the large number of Pakistani diplomats, including several ambassadors, who have defected. The latest is the Pakistan Ambassador to Argentina, Mr. Momin. Are these the kind of people who will be influenced by the bogey of Indian propaganda? No one can be more blind than the man who refuses to see.

Another development in Pakistan, which is of intense international concern, is the reported sentence of death on Sheikh Mujibur Rahman. It would be good to hear a denial of that report. If anyone has seen him during the last six months, we do not know him; all we know is that his British lawyers were not allowed to see him, and we are certain that Pakistan would not have allowed any outside judge-even of the International Court-to be present at the trial. Anyway, newspaper reports indicate that the trial is over.

Pakistan objects that any suggestion of political settlement with the elected leaders in an interference in Pakistan affairs. We in India have been burdened with over 9 million refugees as a direct consequence of Pakistan's military action. Is it, in these, circumstances, unreasonable or illogical to suggest the kind of solution which, in our view, should be arrived at in order to persuade the refugees to go back home?

Is it unreasonable or illogical to recommend a political solution to bring about the kind of confidence that is a pre-requisite for the return of the refugees? Is it illogical or unreasonable to suggest that, unless the refugees have a degree of security and hope for peaceful existence on their return home, they will be reluctant to go back? If these are illogical and unreasonable suggestions, I am glad to see myself in the company of a large number of delegations, foreign Governments and numerous official and non-official organizations. If a country resents this kind of suggestion, how can it in the same breath ask for co-operation in solving a problem which is essentially of its own making?

Besides, what relief can we promise to the East Bengalis when we did nothing when their friends, relatives and fellow citizens were being killed, their women raped, their house smashed, property looted, children burnt, and their crops destroyed?

We have no intention of doing so, in spite of an invitation. All we can say is that this problem can be solved only between the rulers of Pakistan and its elected leaders, and we are disillusioned by the attempts to bring about a so-called normalization.

It was only the other day that two Members of Parliament of the Netherlands had their invitations withdrawn, simply because they would not accept Pakistani figures for refugees. Senator Kennedy's case is much too well known, and I do not wish to dilate on it.

The problem has been created by the campaign of genocide, and Pakistan must settle it in consultation and co-operation with its own people. There is undoubtedly tension in the area, but that too is the direct consequence of Pakistan's actions. Tension will disappear and refugees will go back whenever Pakistan chooses the wise course towards a political settlement. Unless that is done, all this public agitation for Indian co-operation is nothing but mere eyewash.

In fact, in spite of Pakistan apologists, the President of Pakistan has made it quite clear that he would not meet the Indian Prime Minister. Even in these days of permissiveness, I cannot bring myself to repeat the words the President used about our Prime Minister. The curious will find it in Le Figaro of Paris. That particular article was reproduced in The New York Times about two weeks ago. Apart from insulting the

person, whom Pakistan would have us believe the General wishes to meet, he says bluntly: "I will not meet her". So much for seeking co-operation.

There are many instances in history when States have deliberately, and as acts of policy, promoted external tension in order to solve their domestic difficulties. Nothing is easier, and nothing is more dangerous. That is what Pakistan is trying to do today.

A great crisis has overtaken Pakistan as a result of its own acts in using military force and repression against the people of East Pakistan in a situation which called for conciliation and compromise. To deflect the criticism of its own people and of the international community from this crisis, a campaign is being mounted against India. But that will not resolve the crisis.

The solution of the crisis lies between the Government in West Pakistan and the people of East Pakistan. If India advocates this, it is because what has happened in Pakistan is of extreme concern to the international community, and particularly to India. Because of its geographical location, India has to bear a heavy and continuous burden. While we speak of the return of the refugees, would it not be pertinent to ask why more and more of them are still coming? Because the house is on fire, and the fire cannot be put out by bullets. It is not a question of our leaving Pakistan alone, it is the people of Pakistan who are steadily coming towards India.

Before concluding, I should like to take this opportunity to thank the many-Delegations that have spoken with sincerity and sympathy about the grave difficulties which we face. I should like to thank them publicly, and I should also like to state that we have appreciated the concern which they have shown for a problem created by Pakistan, but whose consequences affect us all.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি (পাকিস্তান)	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SIIAHI (PAKISTAN) IN THE U. N. GENERAL ASSEMBLY
October 13,1971

During the general debate, my Delegation has stressed several times that we are not here to match arguments and score debating points. We regard the present India-Pakistan situation as too serious, and the imperative of peace too compelling to allow us exercises in debate.

The reply just made by the Representative of India to what 1 said yesterday, contains several misstatements and repetition of old charges which we have already refuted. No one in the Assembly, I am sure, enjoys a series of replies and counter replies which fail to advance the cause of peace, or to bring about a clearer understanding of a situation which involves a threat to peace. Nevertheless, in view of the earlier intervention of the Representative of India, 1 am duty bound to my Government to make a reasoned and dispassionate presentation to correct the picture that he has painted.

First of all, the Representative of India seemed to be aggrieved that I exercised my right of reply yesterday, that is seven days after his-the Indian-statement of allegation against us. I should like to assure him that we always believe in taking a pause and reflecting on any charges that may be made, so that we do not make impassioned replies, that we do not generate heat, but serve to enlighten this General Assembly. It is for that reason that we thought we should make a considered reply rather than the type of statement that we heard, a moment ago from the Representative of India.

I was also greatly surprised when the Representative of India said that the points that had been made by me in the India-Pakistan exchanges were demolished by the Representative of Afghanistan. I am loath to finer from this that there has been any collusion between India and Afghanistan.

We have heard for the umpteenth time that the Government of India does not wish to interfere in the internal affairs of Pakistan, and yet the Representative of India launched into a veritable tirade over the internal development of Pakistan. He quoted certain political leaders of Pakistan about the nature of the Constitution or the political plan that has been put forward by President Yahya Khan. Is comment of the internal constitutional development of a country not within the exclusive domestic jurisdiction of a State? While he quotes from the Pakistan press about what the political leaders of Pakistan have to say in exercise of the free expression of opinion which obtains in my country, yet he does not give credit to my Government that these critical opinions about the Government-which are not only critical, but very strongly critical-are in fact published. He still derides the situation in my country and states that we do not know that this is all they have said

because there is censorship, in Pakistan. If there were censorship, these critical comments against the Government by the political leaders of Pakistan would not have seen the light of day.

The Representative of India was good enough to inform this General Assembly about the relationship between me and the Pakistani Ambassador in Washington, and to quote from what Ambassador Hilaly stated in a television interview as to how the insurgents and the secessionist elements obtained arms. He was speaking of the situation between 1st and 25th March, 1971, when the loyalty of large sections of the East Pakistani police, the paramilitary forces and the East Pakistani regiments were subverted. The loyalties of these elements of our armed forces from East Pakistan were subverted and they were incited to loot the armouries and the shops which sold arms and ammunition. Obviously, being paramilitary forces and members of the regular armed forces of Pakistan and East Pakistan, they were armed with weapons, and when they defected and rose in rebellion against the Government, they used these weapons against the Government's forces. But that is not the end of the story. There has been infiltration of armed Indian elements into East Pakistan over a long period. The fact that arms and ammunition are being collected and sent by India into Pakistan is a fact of public knowledge. No attempt has been made by the Indian officials over the last few months to deny that they are supplying and arming the guerrillas. Only today, we have had a desptach in the New York Times from Sydney Schanberg, who is the New York Times correspondent based in India, about trainload after trainload of arms going to Calcutta for arming these insurgents so that they can step up their raids into East Pakistan.

I can quote many correspondents from 25th March onwards, correspondents of world famous newspapers-The Times of London, the Daily Telegraph and others-who have sent despatches to their editors about the extent of the involvements of India in the arming and training and unleashing of these insurgents, with the support and with the assistance of the Indian armed forces.

We hear a great deal from Indian Representatives about the need strictly to observe the Principles and purposes of the Charter, the Principles of Strengthening International Security, the Declaration on Principles of Friendly Relations, the Principles on which aggression should be defined, and we know that Indian Representatives have themselves taken an active part in formulating definitions of aggression, not definitions of international conduct, stating that the arming and inciting of guerrillas and sending them across international borders to carry out raids and sabotage are acts of aggression. But this is precisely what they are doing in regard to Pakistan; yet they say that they do not wish to interfere in our internal affairs.

It is always most painful to have to enter into any argument as to the awful arithmetic of death or the number of casualties. The Representative of India has persisted in stating that the casualties number "from a quarter of a million to two million", Now, is it responsible to make such a statement-to take the liberty of giving a margin from a quarter of a million to two million, as if they are just figures or just inanimate units, and not living human beings? If we consider the laws of our own countries, every single death is investigated as the highest crime, and a country is most concerned and exercised over

even a single casualty. But the Representative of India comes here and charges Pakistan with causing by the federal action against secessionist elements the death of between 250,000 and 2,000.000 men, women and children.

What can one say of the requirements of veracity and precision when they make such allegations? Let me say that those figures which are always quoted by India and which have found their way into the world press have all emanated from Indian sources from the secessionist elements that have spread rumors and tried to defame the image of Pakistan. Members are all aware of the cyclone that occurred last November. At that time, certain charges were made by political parties in East Pakistan engaged in elections that the Government of Pakistan had not sufficiently mobilized all the resources to bring help to the survivors of that flood. Those political parties, which made the charges against the Government, did not deflect a single worker of their parties for the sake of humanity and relief to their own kith and kin. They were engaged in electioneering, campaigning and taking out processions, and yet they charged the Federal Government of Pakistan with the responsibility; and let me tell the Assembly that they charged the Government of Pakistan with responsibility for genocide.

Apparently, in this war of words, people have lost their sense of reality, words have lost their meaning. Not a single survivor of that cyclone died as a result of neglect. The casualties that took place were due to the flood; they all happened in the cyclone, within twenty-four hours, and yet the Government of Pakistan was accused by those political parties-which later on betrayed their secessionist colors of genocide.

Let me also tell the Assembly that between 2nd March and 25th March, the Awami League took a series of actions to set up a parallel government and defy the authority of the established Government. They issued directives to Government employees not to attend offices; they raised the flag of rebellion; they gave directions to courts and to commercial houses; they gave directives that no taxes should be paid to the Central Government, and it was they, the secessionist elements, which started the killing of innocent citizens. Those facts have been documented. When the armed forces, which were standing as spectators in order not to be accused of interfering in the political process, were at length ordered to suppress the killings, and when, as a result of their action, not more than two or three dozen people were killed, they were accused of genocide. The cry of genocide against the Government of Pakistan started even before 25th March when the army took action to suppress the killing of innocent people in East Pakistan who were not of the same political persuasion as the secessionist element.

Those are recorded, documented facts, and yet there has been a suppression of information. Those facts have not been allowed to find their way into the world press. Yet the Pakistan Government is accused of censorship and suppression.

However, let me tell you that the figures of death quoted by the Representative of India have all emanated from Indian sources. Those correspondents have been fed with those stories. I do not wish to well upon this further, but if I am challenged 1 am ready to present further evidence before you. I have already stated that the insurgents and the secessionists-apart from those armed elements of our armed forces and paramilitary

forces who stole arms from the armories and who looted arms and ammunition shops- were supplied and armed by India, and I have drawn the Assembly's attention to an article in The New York Times of today.

In regard to the question that the Representative of India has raised about an alleged death sentence having been passed on Sheikh Mujibur Rahman, there is a news item in The New York Times today which states that a diplomatic defector from a Pakistan Mission made this statement on the authority of information that had been given to Pakistan Missions abroad before he defected. Let me here make a categorical statement: neither my Mission nor any such Mission has received any information from my Government about the question of a sentence passed on Sheikh Mujibur Rahman. Therefore, any defector from this Mission, who goes and states to the press that a sentence of death has been executed, is not speaking the truth, and 1 would wish that the Representative of India had exercised due care and caution before he came to fling this charge at us.

I will also tell this Assembly that certain diplomatic defectors have circulated memoranda and letters to the correspondents here saying that Sheikh Mujibur Rahman is dead. What purpose is served by circulating such wrong statements and falsehood is beyond our comprehension, but, at least, we would hope that Representatives of sovereign States would exercise greater responsibility than pamphleteers and propagandists in making charges and innuen does against other Government.

Let me pass from replies to these charges, which are painful to me as to all of you, to something more constructive. Let me avail myself of this opportunity to renew the offers made by the Government of Pakistan to arrest the deterioration of the present India- Pakistan situation and for the creation of a climate of confidence conducive to the return of the displaced persons.

These are our offers:

Firstly, to have the number of persons, who were displaced from East Pakistan and went to India, ascertained by an impartial international agency, so that the controversy regarding the numbers of refugees who have left East Pakistan may be finally laid to rest. Considering the wide disparity existing between the number calculated by us and that alleged by India, only an impartial agency could arrive at an assessment which would be beyond challenge.

Secondly, we offer to arrange the stationing on both sides of the border between East Pakistan and India of Representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees, to facilitate the return and rehabilitation of the displaced persons. That is a proposal which was made by the Secretary-General, and it is clear that a measure of that kind would go a long way in improving the climate and establishing confidence. My Government affords all facilities to Representatives of the United Nations High Commissioner for Refugees to visit areas of East Pakistan where refugees are returning, and to meet them. On the other side of the border, however, a curtain has been drawn which hampers the return of the refugees.

Thirdly, we offer to invite a good offices committee of the Security Council to confer with the Governments of both India and Pakistan regarding how the present tension between the two countries can be dispelled, to bring about the return of the displaced East Pakistanis from India in conditions of full security.

Fourthly, we are ready to work out with India, in bilateral talks at any level ways and means by which the repatriation of the refugees could be accomplished and the threat of an armed conflict removed.

Rather than prolong polemics, which merely add to bitterness, we would hope that the Government of India will not reject these offers. I know that it can say "they have been made before and we have turned them down", but we would appeal to it to reconsider its rejections, because these are constructive offers and could bring about a true amelioration of the situation, so that we can contribute to the minimization of the aims demanded by both humanitarianism and peace, and I appeal again to the Representative of India not to be little these offers.

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
৪ ডিসেম্বর হতে ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ভারত, পাকিস্তান ও স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গের বিবৃতি

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 4,1971

I thank you, Mr. President, and the Members of the Security Council, for inviting the Pakistan Delegation to this Council meeting to be heard.

This meeting of the Security Council is being held in one of the most extraordinary situations in the history of the United Nations. A Member State of the United Nations, India, has not only launched aggression on the territory of another Member State, Pakistan, but has openly demanded that Pakistan dismember itself and give up that part of its territory which contains the majority of its population.

There is not just an allegation that I am making before the Council. The world news about the statement of the Prime Minister of India, made on 1st December, that Pakistan should withdraw its troops from its eastern part. The world also knows that Indian troops entered the territory of Pakistan and have been there since at least 21st November. The two facts are undeniable and are acknowledged by India..

These are the two cardinal facts of the situation on which its consideration by the Security Council has to be based. Nothing like this has happened before in the contemporary age.

There is no other example of a Member State of the United Nations which has recognized and had normal diplomatic relations with another Member State demanding that the latter withdraw its troops from its own territory and thus yield possession and control over it. India has not only made the demand but, in pursuance of it, has escalates its aggressive activities to bring about the disintegration of Pakistan. A challenge was thus hurled at Pakistan, and Pakistan has decided to meet it resolutely.

From this point of view, the situation that has been brought before the Security Council is not one which involves Pakistan alone. It involves every Slate that believes in the principle of territorial integrity of states, which is fundamental to the Charter of the United Nations. It concerns all who are in danger of being overrun by larger, more powerful and predatory neighbors.

As far as Pakistan is concerned, I can pledge that we will not surrender. Whatever tomorrow may bring, it will not be capitulation by Pakistan. Our freedom is too precious

for us to bargain it away. Our stake in our national integrity is so great that we cannot possibly falter or fail. However, should the Security Council temporize with the situation, should it equivocate, should it become paralyzed, should it fail to suppress the aggression, one thing will certainly happen. The Charter of the United Nations will have been shattered. The basic understanding behind the very functioning of the United Nations will have been demolished. A damage will have been done to the international order symbolized by the United Nations which can never be repaired.

Since, it is India which, after having resorted to large-scale use of force against the territorial integrity and political independence of Pakistan in total violation of the United Nations Charter, is now talking of defending itself against Pakistan's full-scale attack, the sequence of events of the past two weeks, since 21st November, needs to be kept clearly in mind.

Pakistan's eastern province has been under a massive attack, since 21st November, by India's regular troops, tanks and aircraft. The attack was launched simultaneously at half a dozen points along three sides of India's land frontier around East Pakistan.

The Indian attack was unprovoked; it was on a large scale; it was co-ordinated; it was preceded by heavy artillery fire; and it was made under air cover. It was definitely not, as the Indians initially tried to maintain, only a stepping up of activity by the secessionist guerrillas. In the engagements that have taken place between the Pakistani and Indian armed forces, several of the Indian army units have been identified through Indian soldiers killed or captured.

On 21st November, the Indian armed forces launched the following attacks: On the south-eastern sector of East Pakistan, an Indian army brigade group supported by armed helicopters, entered the Chittagong Hill Tracts district of East Pakistan, overran our border outposts and penetrated approximately 10 miles into our territory. To the north of this sector, another brigade group of the 23rd Indian Division, supported by the rest of the Division, launched an attack in the Belonia salient of the Noakhali, district of East Pakistan, pushing eight miles deep into Pakistan territory. In the Brahmanbaria sub- division, to the north-west of Belonia. attacks were launched by a battalion each from the 57th Indian Division against two of our border posts at Mukandpur and Saldanadi which were overrun. Further north, on the eastern front of East Pakistan, the Indians made repeated attacks against our border outposts at Karitola in Mymensingh also known as Mominshahi district. These attacks were repulsed. In the northeast corner of East Pakistan, two Indian battalion groups attacked and overran our border outposts at Dhalai, Atgram and Zakiganj in the Maulavi Bazar subdivision of the Sylhet district. These Indian forces included two companies of Gurkhas. In the north-western area of East Pakistan, the Indians launched another attack in the Rangpur district. This was in the Bhurangamari salient, where an Indian brigade group penetrated 15 miles into Pakistan territory up to Nageshwari. In the south-east sector-completing the three-sided front-in the Jessore district, a major offensive was launched by a brigade group of the 9th Indian Division, supported by armour and air cover, opposite Chaugacha. Indian tanks penetrated about eight miles into Pakistan territory. An Indian air attack was challenged by the Pakistan Air Force. One Indian aircraft was destroyed, and we lost two over

Pakistan territory. Six Indian tanks were destroyed in the engagement, and eight of ours were disabled. The Jessore air field was shelled by Indian artillery. All these attacks were synchronized and launched at widely separated parts of the frontier on 21st November last.

As many as 12 Indian divisions were reported on 21st November to have been deployed around East Pakistan. In addition, there were 38 battalions of the Indian Border Security Force. The 2nd and 5th Indian Mountain Divisions, which were previously stationed in India's North-East Frontier Agency, were also moved towards East Pakistan. The 8th Mountain Division, consisting of six brigades, was brought to the East Pakistan border towards Sylhet from Nagaland, where only one brigade was left. Twelve squadrons of the Indian Air Force were placed around East Pakistan. A sizable Indian naval force comprising an aircraft carrier, frigates, landing ships and two submarines was standing by near Vizagapatam, in the Bay of Bengal, posing an amphibious threat to Chittagong and Chalna ports. The approaches to Chalna a port were mined by the Indian forces. As a result, two merchant ships, chartered for carrying food grains and other essential supplies, were damaged, seriously disrupting food supplies to East Pakistan.

That was the position on 21st November. Since then, the Indian armed forces have continued their aggressive actions against Pakistan, including the crossing of our international borders and hostile action on our soil. In the past two weeks, the Pakistan armed forces have continued to resist Indian aggression in all the sectors.

To understand the nature of the present hostilities, it is necessary to bear in mind the details of the fighting that preceded and culminated in the full-scale war on 3rd December.

I shall refer first to the Jessore sector. On this south-western front of East Pakistan, since 21st November, the Indians have used tank and heavy artillery fire. Some of the attacks were in brigade strength. The Indians had some successes against thinly-held Pakistani positions, and captured Chaugacha, six miles inside our territory, and also Jiban Nagar. Their attacks were blunted in the Buinda Simulia, Krishanpur, Jamalpur and Nabagram areas. Indian casualties in the Jessore sector were estimated at about 150 killed and over 500 wounded. Several Indian tanks were destroyed. Units of the Indian armed forces, identified in the Jessore sector, included those belonging to the 14th Punjab Regiment and the 1st Jammu and Kashmir Battalion of the 350th Brigade of the 9th Indian Infantry Division.

In the Dinajpur-Rangpur sector, Indian pressure on this northeastern front was concentrated for several days in the Hilli area of Dinajpur district. Other areas in which fighting took place were Panchagarh, Nageshwari, Aurpara, Bantara and Mirzapur.

Indian tanks and aircraft were used in these attacks. Units of the Indian armed forces identified in the Dinajpur-Rangpur sector included the 165th Mountain Brigade of the 10th Indian Mountain Division, 4th Rajput Regiment- the 7th Marhatta Light Infantry and the 9th Indian Mountain Division.

The Sylhet sector which in the north-east, was subjected to heavy Indian pressure from the very first day of the attack against East Pakistan. Heavy fighting continued near

Atgram two miles inside Pakistan, and at Rakiganj. Radlianagar. Kanairghat, Gauripur, Chanderpur, Lakshmipur, Latumura Shamsher Nagar. Indian casualties were estimated at over 225 dead and a hundred wounded. Indian units identified in the Sylhet sector, included the 4th Kumaon of the 81st Mountain Brigade and the 85th Indian Border Security Force.

In the Comilla sector, the Indians in this part of East Pakistan exerted pressure on Kasba, Akhaura, Angadar Bazar, Phataba Nagar, Gazipur, Chuddagram and Morachale. In one battle alone 197 Indian soldiers, belonging to the 19th Punjab Battalion of the 57th Indian Mountain Division, were killed. Other Indian army units identified in the Comilla sector included a Dogra battalion, raised in Jammu. Elements of a new Indian division have been moving into this sector in the last few days.

In the Mymensingh district, also known as Mominshahi, on the eastern front of East Pakistan, Indian forces, including a battalion of the 13th Guards, fought in the Kamalpur area. Fresh Indian troops arrived in this sector on 2nd December.

In the Chittagong Hill Tracts, which is the south-eastern segment of the East Pakistan front, the fighting has been mainly in the Chota Harina area. The 9th Gurkha Battalion was identified as being in action in this area.

That is a brief record of direct Indian aggression, in the last two weeks, against the eastern part of Pakistan, and of the continued presence of Indian armed forces inside our borders on that front. Thus, the fact is established beyond denial or dispute that the Indian army, backed by its air force, has been committing aggression against Pakistan from at least 21st November. Governments which have their own independent means of information about developments in the India-Pakistan sub-continent have been aware of these unprovoked large-scale armed attacks.

On the afternoon of 3rd December, India opened new fronts, this time against the western part of Pakistan. This action was launched by India's ground forces operating under air cover, and followed four days of aggressive aerial reconnaissance by the Indian air force over West Pakistan. Early in the afternoon, the Indian army moved towards border posts manned by the Pakistan Rangers. On being challenged, the Indians opened fire with small arms, wounding our men. The Rangers fired back on the Indians in self-defense. Incidents took place simultaneously in the Shakargarh salient, Kasur, Hussainiwala, and Rahim Yar Khan, opposite the Rajasthan province of India.

Indians also mounted a military action in the Poonch area in the disputed State of Jammu and Kashmir. Two hours later, the Indians began major attacks with massive artillery support. Those major attacks were directed towards Chhamb in the disputed State of Jammu and Kasmir, and across the international frontier in the Sialkot area, also in an area between Jassar Bridge and Lahore, and on the Rajasthan front opposite Rahim Yar Khan. The Indian army attack was supported by the Indian air force.

In the face of this obviously pre-planned and large-scale offensive along a 500 miles front, the armed forces of Pakistan could not but fight back. The air force, therefore.

struck the forward airfields, close to the Pakistan border, at Srinagar and Avantipur in Indian-occupied Kashmir and at Pathankot and Amritsar.

The perfidious nature of the Indian aggression is clear from the outright and irresponsible falsehood which was perpetrated by India. The falsehood lay in India's denial that its forces were involved in the serious fighting which began in the territory of Pakistan on 21st November. On 22nd November, a spokesman for the Defense Ministry of the Government of India stated: "Our troops are under strict instructions not to cross the border".

That statement was made when those troops had already crossed the border, and when fighting was taking place inside the territory of Pakistan. On 24th November, however, a Reuters dispatch reported as follows:

"An Indian Government spokesman admitted today that Indian tanks had crossed the border into East Pakistan last Sunday (that is, 21st November), when they destroyed 13 Pakistani tanks. The spokesman said that the Indian forces had acted under modified instructions which allowed them to cross the frontiers in self-defense. He confirmed that our (that is Indian) tanks have been in action in self-defense on Sunday. Asked whether they had gone into East Pakistan, he replied, 'Naturally; they had to cross the border".

I would appeal to you, Mr. President, and to the Members of the Security Council to keep this square contradiction between a denial and an admission of the same fact on the part of India clearly in view.

When it had to admit that it was directly participating in the fighting in Pakistan territory, India cited the right of self-defense. But since when is it permissible under the Charter of the United Nations for a Member State which is not attacked to enter the territory of another Member State in the name of self-defense?

It would be fantastic to allege that Pakistan, which is one-fourth India's size, whose armed forces are vastly outnumbered by India's in both man-power and equipment, and which at present is grappling with a severe internal crisis, launched-or even contemplated-an armed attack on India in November. The territory of Pakistan in the east is surrounded on three sides by India and separated by the whole width of northern India from our territory in the west. The direct air link between the two parts of Pakistan was severed in February this year by the Indian Government through an illegal act banning the over flight of Pakistan's aircraft. Moreover, only a small part of our army is stationed in the east. In the face of these facts, what could be more mythical than a plan of armed attack on India by Pakistan in November? Indeed, hardly any situation is conceivable where the plea of self-defense would be more grotesque.

It was, of course, to be expected that India should have contrived an excuse for launching an armed attack on Pakistan by alleging that Pakistan's forces intruded into Indian territory at a certain time and place. When listening to these allegations, regardless of their falsehood, the Security Council has to bear in mind the principle that a State which is the victim in its own territory of subversive and/or terrorist acts by irregular, volunteer or armed bands organized by another State, is entitled to take all reasonable and

adequate steps to safeguard its evidence and its institutions. This principle, recognized in international law, has been well stated by Member States of different continents and political alignment of their proposed definitions of aggression. Pakistan by no means exceeded this right in suppressing armed and terrorist bands which aimed to bring about a dismemberment of the State.

The facts of the situation prior to 3rd December which are beyond controversy are:

Firstly by, Pakistan has been the victim of acts of sabotage, subversion and terrorism committed by armed bands organized by India.

Secondly by, these acts have involved incursions into Pakistan by those bands operating from Indian territory and having their bases in India.

Thirdly by, even the most elementary considerations of internal security for Pakistan demanded the capture or expulsion of those bands from Pakistan.

I can state with a full sense of responsibility that at no time and place did the armed forces of Pakistan stationed in the east take any steps beyond those which were adequate to safeguard the borders of the State and to maintain internal security in Pakistan.

Even if it may be assumed, contrary to the facts, that some excess in the form of a local encroachment across the border might have occurred somewhere, there was no warrant for India's claim that the invasion of Pakistan was justified by recourse to the right of self-defense.

No less frivolous and unwarranted was the Indian claim that Indian attacks on Pakistan were justified because they were in support of insurgent forces in Pakistan. Even if these insurgent forces were not stationed in Indian territory and were not operating from it, the acknowledgement by India that it was giving them arms and other support would amount to an admission not only of interference in the affairs of Pakistan but also of indirect aggression. Since, the incontrovertible fact is that these forces are trained, organized, financed, given arms and equipment and furnished bases by India, and that their operations are directed by India, they are nothing but irregular Indian forces. Their continuing sabotage and incursions, accompanied and supported by the military activity of the regular Indian armed forces, constitute aggression by India as much as does an assault by an unmixed regular Indian force.

I need hardly cite any evidence here of the fact that the insurgent forces are organized, supported and directed by India. The fact is self-admitted. On 20th July, the Foreign Minister of India stated in the Indian Parliament that-

"India is doing everything possible"-I repeat "everything possible

"to support the liberation army".

The situation which has been brought before the Security Council is, as I submitted at the outset, one of a breach of the peace. This is but a culmination of a series of menacing acts of interference in Pakistan's internal affairs committed by India. The nature of Pakistan's internal crisis is outside the Security Council's concern. I shall not walk into

the trap laid by the New Delhi Government, which seeks to justify its interference and aggression by dwelling on Pakistan's internal crisis. I hope and trust that the Security Council will similarly guard against the debate raging over areas outside the jurisdiction of the United Nations. The Security Council is concerned with international peace, not with the internal peace and political life of a Member State. Whatever be the private evaluations of the happenings inside Pakistan, whatever judgment may be made by individuals and groups of the rights and wrongs of the situation in Pakistan, there can be no valid ground for India's interference in it.

One principle is basic to the maintenance of a peaceful world order, and it is that no political, economic, strategically, social or ideological considerations may by invoked by one State to justify its interference in the internal affairs of another State any more than they can be cited as a ground for aggression, direct or indirect. We all know the many Declarations of the General Assembly which have affirmed this principle. I shall not refer to all of them here because recognition of this principle and its incorporation into the law of the United Nations is not dependent on those declarations. It is enough to refer to the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty adopted by the General Assembly in 1965. [General Assembly Resolution 2131 (XX).]

Operative paragraph 1 of that Declaration states:

"No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic, and cultural elements, are condemned."

Operative paragraph 2 states:

" no State shall organize, assist, formant, finance, incite or tolerate subversive,

terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State."

Operative paragraph 4 states:

" the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter of the United Nations but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security."

I may recall here that India was a Member of the Committee which prepared that Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States. It is well-known that India has been prominent at the United Nations for its advocacy of the principle of non-interference. What has motivated this advocacy is ill concealed, and we in Pakistan know it very well. Oblivious of the fact that Jammu and Kashmir is not, and cannot, be recognized as part of India unless an impartial plebiscite in that State returns a verdict in favor of it accession to India, India has vainly sought to close all avenues for Pakistan giving moral and political support to the people of Jammu and Kashmir in their struggle for self-determination. But I shall leave that aside for the moment. What is

interesting is that India's motivation has been strong enough to prevail over its relations even with those Powers with whom it professes to be friendly Speaking at the 1441st meeting of the Security Council on 21st August, 1968 which had developments in Czechoslovakia on its agenda, the India Representative read the statement made that day by the Prime Minister of India. Here is part of that statement:

"Non-interference by one country in the internal affairs of another constituencies the very basis of peaceful co-existence. We have always believed that international relations should be governed by respect for the sovereignty and independence of nations, big and small. We have always stood for the right of every country to develop its personality according to its own traditions aptitudes and genius. India has always raised her voice whenever these principles have been violated".

That was the statement of the Prime Minister of India against interference in the internal affairs of other States.

In startling contrast to those pronouncements, India's interventionist role in Pakistan's affairs has been blatant from the beginning of this year. This role has preceded and caused Pakistan's internal crisis. The object has been nothing else than to ensure that the outcome of political and constitutional developments in Pakistan should be the dismemberment of Pakistan.

To avoid undue length, I shall only briefly list these major acts of interference in the internal affairs of Pakistan by India:

Firstly, even before elections were held in Pakistan in December, 1970, a pipeline for the supply of arms and ammunition by India, to certain elements which were plotting the disintegration of Pakistan had been set up.

Secondly, in February, 1971, India engineered the hijacking to Pakistan of one of its aircraft flying from Jammu and Kashmir. The hijackers were Indian intelligence agents. From this incident, India obtained a pretext to ban the over flights of Pakistani aircraft from West Pakistan to East Pakistan over Indian territory. This ban was totally illegal, but it cut the direct air link between the two parts of Pakistan, Indian official sources even said that the restoration of the air line would be viewed with deep misgivings by the people of East Pakistan.

Thirdly, immediately after the negotiations towards a political consensus in Pakistan with regard to the future constitution of the country broke down, the Indian Parliament adopted a resolution pledging support to one of the parties. I put it to the members of the Security Council here would any of your Governments ever think of such action in relation to an internal crisis in a neighboring country?

Fourthly, the upheaval in East Pakistan was accompanied by, and gained in malignancy from, the propaganda barrage unleashed by India. It was the vastly exaggerated and sensationalized reports published by the Indian press and picked up by foreign news media which produced the panic in East Pakistan that resulted in a large- scale exodus.

Fifthly, India exploited the refugee problem for military, political and diplomatic purposes. Militarily, it created from among the displaced persons an irregular army. Politically, India cultivated the belief among the displaced persons that they would go back not to Pakistan as constituted, but to a new sovereignty in East Pakistan. There are on record numerous statements to this effect made by Ministers of the Indian Central Government. Diplomatically, India made use of the refugee situation for its campaign to secure the stoppage of all economic assistance to Pakistan.

Sixthly, whatever the nature of the crisis in Pakistan, it posed no military threat to India. But India immediately massed a force of over five divisions on or near the borders of East Pakistan soon after the internal crisis broke out. What other motive than that of intimidating Pakistan and encouraging saboteurs and subversionists could have moved India to make this demonstration of its military might at the time that the garrisons in East Pakistan were hard pressed in overcoming armed insurgency?

This is a mere summary of India's interference in Pakistan's internal affairs, which has now culminated in aggression on Pakistan's territory. There is only one result of the internal crisis in Pakistan which is truly international in its nature, and we readily acknowledge it to be so. That is the problem of at large number of people who left East Pakistan and are at present on Indian soil. But this problem, while international in nature, is not political. It would have been a political problem if Pakistan were to deny the right of these uprooted people to return to their homes, to be restored their properties and to live in their own country in perfect security of life and honor. Since, far from denying their right, Pakistan is most anxious to receive them back, since Pakistan has welcomed the assistance of the United Nations in facilitating their voluntary repatriation, since Pakistan is anxious to arrange this rehabilitation as speedily as possible, the problem is purely a humanitarian one. It is a problem which can be solved with compassion and understanding. It is a problem whose solution demands co-operation between India and Pakistan and of both countries with the United Nations. Of all problems, it is the one with which playing politics is totally indefensible.

But that is what India did. In fact, by blocking the return of the displaced persons to Pakistan as constituted, India tried to link the fate of this mass of human beings with the dismemberment of Pakistan.

It is being said that a climate of confidence is necessary for the return of the displaced persons. The statement is unexceptionable, if the phrase "a climate of confidence" is understood in its normal sense. The Government of Pakistan has done its utmost to restore such a climate. Would these efforts not have been much more effective if India also had co-operated? Would India's co-operation with the United Nations not have greatly strengthened the Organisation and its presence in East Pakistan? Would this not have furnished another element of reassurance and thus itself contributed to restoring the climate conductive to the repatriation of the refugees? I leave it to the members of the Security Council to judge how vastly different the present situation would have been but for India's intransigence.

In short, the present situation, now gravely threatening international peace and security, is nothing but an outcome of India's sustained hostility to Pakistan. This hostility

did not begin with Pakistan's internal crisis. It merely found in that crisis a potent means for the execution of its designs, an occasion and opportunity unlike any that had been presented before. The Head of the Indian institute for Defense Studies and Analyses stated

"What India must realize is the fact that the break-up of Pakistan is in our own interests, an opportunity the like of which will never come",

An Indian political publicist, Mr. S. Swamy, wrote in *Motherland*, New Delhi, of 15th June:

"The break-up of Pakistan is not only in our external security interests but also in our internal security interests. India should emerge as a super-power internationally and we have to nationally integrate our citizens for this role. For this, the dismemberment of Pakistan is an essential pre-condition".

Yet another publicist, Mr. J. A. Naik, saw in Pakistan's disintegration the road to great power status for India in the region. The consensus at a political symposium held in New Delhi, as reported in the ***Hindustan*** Times of 1st April-that is, immediately after the outbreak of the internal crisis in Pakistan-was that India must "make best of what was described as the opportunity of the century".

Least it be thought that these are merely the pipedreams of political theoreticians, let me quote here some official pronouncements made from India. Addressing the Rotary Club in New Delhi on 11th August, as reported in *The Statesman* of New Delhi the next- day, Mr. Jagjivan Ram, the Defense Minister of India said:

"Bangladesh has got to become a reality and it will become so, otherwise those would be an imminent danger to India". This clearly means that India considers the preservation of Pakistan's territorial integrity as an "imminent danger" to it. In fact the Prime Minister of India said on 1st December that the presence of Pakistan troops in East Pakistan-that is, in Pakistan territory constituted a threat to India's security.

On 18th September, as reported in The Statesman of 19th September, the Defense Minister of India further said:

"It was inconceivable that Pakistan would grant independence to Bangladesh, but we would have to work towards a situation in which Pakistan will be left with no alternative."

What that situation would be was spelled out by the Indian Institute for Defense Studies and Analysis, to which I referred a moment ago. Its Head, writing in the *Illustrated Weekly* of India of 15th August under the heading "Must we go to war?", stated, "A war with Pakistan would be a brief affair". In the event of such a brief war. The sequence was visualized as follows by the Indian Institute for Defense Studies, and I am sure the quotation will be interesting to *the Members of the Security* Council;

"There is no doubt that the Security Council would meet to call upon both nations to end the fight. Whether the fight should be ended immediately or continued for a period of

time is a matter for India to consider. At this stage, it should be India's endeavour to get Bangladesh as one of the recognized parties to the dispute. In fact, that is the appropriate way to win international recognition for Bangladesh. It should be made clear that the cease-fire cannot be signed in the Bengal sector unless the Bangladesh Commander is recognized as an independent sector commander for the purposes of cease-fire, and the Bangladesh Government is recognized as a party to the dispute as a whole."

The paper from which that quotation was an excerpt was fully reported in The Times of London on 13th July. Again, there is no room for doubt that this thinking was consistent with official policy.

In October, Mr. Jagjivan Ram, the Indian Defense Minister-and I apologize for quoting him and again and again, but though his volubility furnishes some useful material it cannot be supposed that he does not express the thinking of the Government of which he is a prominent member-stated that any war with Pakistan would be fought on its soil and India would not vacate the territory occupied during the conflict. He added, "We shall go right up to Lahore and Sialkot and shall not come back whatever be the consequences".

It is thus clear that it was India's belligerence which gave a dimension to Pakistan's internal crisis that it would never have had otherwise. To say this is not to make light of our domestic situation. The crisis we have faced this year has been a supreme tragedy for our country. But may I not ask this: have not other nations-nations which are models of cohesion now-gone through similar traumatic experiences in the past? One difference is that they escaped the distortions of international publicity to which Pakistan has been a victim. Another and much greater differences that they did not have a hostile and bigger neighbor that had first fomented their civil strife and exacerbated it and then committed aggression, as India has done in our case.

The Secretary-General rightly pointed out in his memorandum of 20th July, to the President of the Security Council that—

" the crisis is unfolding in the context of the long-standing and unresolved differences between India and Pakistan-differences which gave rise to open warfare only six year ago".

The India-Pakistan question has been on the agenda of the Security Council since 1948. The outstanding dispute between the two countries relating to the disposition of the State of Jammu and Kashmir is one which has been discussed at more than a hundred meetings of the Security Council and has been the subject of as many as 22 resolutions and two statement of consensus of the Security Council. Let me make it clear that there will never be real peace between India and Pakistan and I use the word peace in the sense of something more than an absence of fighting-unless this dispute is resolved in accordance not with India's or Pakistan's wishes, not with the interests of any foreign power or group of powers, but with the Will of the people of Jammu and Kashmir. An international agreement exists-concluded under the auspices of the United Nations-that the disposition of the State should be determined by an impartial plebiscite under the

auspices of the United Nations. India has persistently refused to implement that agreement. The strain thus caused in relations between India and Pakistan has never been relaxed during the last 23 years for the simple reason that while the rest of the world may at times forget the Kashmir dispute, neither the people of Kashmir themselves nor their brethren the people of Pakistan can ever be oblivious to it, even if the disputes nothing but a manifestation of India's chauvinism and its refusal to arrive at an equitable settlement with Pakistan that would establish good neighborly relations between the two counties' on a lasting basis.

The root cause of the hostilities between India and Pakistan is therefore not the occurrences of this year, but the policy so far pursued by Indian rulers-the policy of denying Pakistan's international rights and refusing to resolve out-standing issues between the two countries according to the recognized means of pacific settlement. Normalcy in relations between the two neighbors in South Asia will come not by waving a magic wand, nor with declarations, nor with No War pacts, but with the readiness of both parties to resolve situations of friction and to settle disputes in the only way that can be done-namely, employing the means listed in Article 33 of the Charter of the United Nations.

How anxious Pakistan has been to avert the eruption of hostilities is amply borne out by the fact that the Government of Pakistan responded affirmatively to every proposal that would bring about the peaceful resolution of the present India-Pakistan situation. The President of Pakistan some months ago declared his readiness to meet with the Prime Minister of India anywhere anytime. The response from India was totally negative. On 20th November, the President of Pakistan extended his hand of friendship to India. India's answer was the major armed attack on Pakistan launched the next day.

Lastly, the Security Council is aware that on 20th October, the Secretary-General addressed a letter to the President of Pakistan and the Prime Minister of India in which he said:

"In this potentially very dangerous situation, I feel that it is my duty as Secretary-General to do all that I can to assist the Governments immediately concerned in avoiding any development which might led to disaster. I wish Your Excellency to know, therefore, that my good offices are entirely at your disposal if you believe that they could be helpful at any time."

The President of Pakistan promptly welcomed the offer, and invited the Secretary- General to visit India and Pakistan to discuss ways and means for the withdrawal of forces of both sides; from their borders. But what was India's response? The Prime Minister of India answered the Secretary-General's letter on 16th November, 27 days later a situation of daily increasing tension, and in her letter made the allegation that Pakistan was "seriously preparing to launch a large-scale conflict with India".

Now, if that allegation were correct it would have been all the more reason for India to invite the Secretary-General to visit the sub-continent and help to defuse the situation. But the Prime Minister of India laid such conditions on the exercise of his good offices

by the Secretary-General as would make him far exceed his competence. She demanded, politely but unmistakably, that the Secretary-General "view the problem in perspective", and that he interfere in Pakistan's affairs by making "efforts to bring about a political settlement in East Pakistan". Needless to say, the message was that the Secretary-General is welcome if he executes India's political designs; otherwise, not.

For some weeks, the refrain in Indian pronouncements was that Pakistan was planning a large-scale conflict with India. But, in October, the President of Pakistan suggested a mutual pull-back of the forces of both countries from their borders. If the Indian leaders believed in their own propaganda, they would have welcomed the offer. But the Prime Minister of India summarily rejected it on the grounds that Pakistan's lines of communication to the borders were shorter than those of India.

Wishing to avoid controversy, the President of Pakistan modified his earlier suggestion and said that if withdrawal to peace-time stations was not possible then at least the troops, along with armor and artillery, could be pulled back to a mutually agreed safe distance on either side of the border to provide a sense of security to both sides.

Could anything be more fair? Could any guarantee better prove Pakistan's desire to avoid war with India? In brief, the present situation confronting the Security Council is one in which one Member State resorted to every means, including the classical form of aggression, namely, an armed attack, to break up another Member State. Since India's aggression could have succeeded unless it was firmly opposed, Pakistan could not abdicate its right to take appropriate counter-measures. It is now for the Security Council to find the means to make India desist from its war of aggression. Only those means devised by the Security Council which are consistent with our independence, sovereignty and territorial integrity, and with the principle of non-intervention in the domestic affairs of Member States, will command my Government's support and co-operation.

Before I end, I feel compelled to make a few observations on the debate which arose in this Council from the proposal of the Representative of the Soviet Union to invite the representatives of a so-called entity. The Representative of India was out of order when he intervened on this question because only Members of the Security Council can participate in a procedural debate. Rule 39 of the rules of procedure was quoted in favor of extending the invitation. But let me remind the Security Council that the rules of procedure must be subordinate and subservient to the Articles of the Charter of the United Nations, and one of the fundamental principles of the Charter is that of the territorial integrity of Member States. Any move under rule 39 of the Council's rules of procedure which runs counter to this fundamental principle of the Charter is outside the competence of the United Nations and of the Security Council, because the Security Council must interpret its rules in consistence with the fundamental provisions of the Charter.

The proposal to invite the so-called delegation in question is only seemingly innocent. We have been told that the Council would benefit from the information that may be given in regard to the deteriorating situation leading to the armed clashes between India and Pakistan.

But with regard to such information, all Members of the Security Council and those of the General Assembly and of the Non-Governmental organizations have been deluged with material submitted by the- so-called representatives of a particular entity, and so much has appeared in the press that no further purpose could be served by giving it official recognition and circulating its documents to the Members of the Security Council.

I said that this proposal is only seemingly innocent, because fundamentally it would mean that at one stroke, by seating such so-called representatives, the Security Council would have struck at the territorial integrity of a Member State, and sought to dismember Pakistan by according this kind of recognition.

What is this entity on behalf of which the Representative of India has circulated a document, and which it now demands be seated at this Council table and be given a hearing? It is a group of men contrived, organized and established by India, a country which has carried out subversion, has aided secession and rebellion against Pakistan, has engaged in aggression against Pakistan, and is now at war with Pakistan. And, this group of men have their seat in Calcutta. We know that right here in New York, there are a number of organizations and entities which claim to speak in the names of certain legitimate Governments, or so-called legitimate Governments, and they deluge us with material and request us to have it circulated as official documents of various organs of the United Nations. Should we begin to adopt this practice of complying with their request in contravention of the principles of the Charter?

It has been contended that the letter of the nine Delegations asking for a meeting of the Security Council refers to " the recent deteriorating situation which has led to armed clashes between Indian and Pakistan" (S/10411). What is the situation which occasioned the request for this meeting by the nine Delegations? The situation in Pakistan was brought to the attention of the Members of the Security Council by the Secretary-General in his memorandum of 20th July, and again in November, the Members of the Security Council refused to meet on the basis of the information that was supplied by the Secretary-General when he was in fact, though not explicitly, exercising his functions under Article 99 of the Charter. For, there is no other provision of the Charter under which the Secretary-General can bring a situation affecting peace and security to the knowledge and attention of the Members of the Security Council. The situation, which occasioned the letter from the nine Delegations, is that which erupted yesterday because of full-scale hostilities between India and Pakistan. I would submit that the Security Council should interpret this document strictly, and not with retrospective effect, because it had not thought it fit to meet to consider the situation when certain aspects were brought before the Members of the Security Council by the Secretary-General.

Finally, we believe that the refugee problem is a humanitarian one. We are ready to do anything that the international community requests us to do on the basis of a humanitarian approach to ensure the repatriation of these refugees in conditions of honor, security of life and restoration of property. And to say now that in a situation in

the sub-continent, when the flames of war threaten to envelop 700 million people, the refugees who are in India should be accorded a kind of representation in and before the Security Council, is something which is so unprecedented that the Security Council would have to ponder deeply the consequences of its actions. I would make an appeal that the Security Council act with every sense of responsibility and respect for the fundamental principles of the Charter. And should a dangerous precedent be set, then Pakistan would have to real praise seriously its co-operation with the Security Council and the United Nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, REPRESENTATIVE OF INDIA
December 4,1971

I am grateful to the Council for the invitation to India to participate in this important debate, but I should like to make it quite clear, at the beginning, that we are not here under Article 31 of the Charter. We are here under rules 37 and 38 of the rules of procedure. This point is most important for us, and I shall elaborate on it somewhat.

We have heard a long statement from the Ambassador of Pakistan, which tells the story from 21st November, and quickly-and I thought rather casually-brushes aside much that has happened before. We do not represent a military regime, and I do not wish to go into many military details now. But I would, however, suggest that it is neither right nor proper that we should start our discussion on any particular date. The history which lies behind, this great tragedy has been reported by many people, but I shall only quote a few paragraphs from the Secretary-General's report, which is part of the agenda item. The Secretary-General says:

"7. It is for these reasons that I am taking the unusual step of reporting to the President of the Security Council on a question which has not been inscribed on the Council's agenda. The political aspects of this matter are of such far-reaching importance that the Secretary-General is not in a position to suggest precise courses of action before the Members of the Security Council have taken note of the problem. I believe, however, that the United Nations, with its long experience in peace-keeping and with its varied resources for conciliation and persuasion, must, and should, now play a more forthright role in attempting both to mitigate the human tragedy which has already taken place and to avert the further deterioration of the situation". **(S/10410)**

Therefore, the first problem we are facing, the particular situation we are confronting today, has a long history behind it. This history is essentially a history between the West Pakistan regime and the people of Bangladesh. Therefore, without the participation of the people of Bangladesh, it would be impossible for us to obtain a proper perspective of the problem.

The Ambassador of Pakistan brushed aside these people as groups of either refugees or rebels. They are nothing of the sort. They are the elected representatives of 75 million people. There is neither normalcy nor peace in East Pakistan, and as a result, we have suffered aggression after aggression. Now, in order to come to a solution which would be acceptable to the Council and acceptable to those who are responsible for running the country, it is essential, in our opinion, that the Representatives of Bangladesh should be present here. I am most grateful to the Representative of Italy for having mentioned that I was perhaps out of order in bringing up this question, but as the Representative of Pakistan has already pointed out, this is a substantive matter.

Now, the Ambassador of Pakistan starts the story from 21 st November. I have here report which has just come in: Security Council document S/10412 of 4th December. Paragraph 4 of that report states the following:

"4. On 3rd December, 1971, the Chief Military Observer, on the basis of reports from United Nations Military Observers, reported as follows (all time indications WPT)"- which I believe is West Pakistan Time-

"(a) Srinagar airfield bombed at 1745 hours on 3rd December.

(b) United Nations Military Observers at Field Station Punch reported at 2020 hours that Pakistan troops has crossed the cease-fire line at the Punch crossing point... at 1910 hours. At 2140 hours, the station reported that shelling had commenced from the India side of the line toward the Pakistan side, and at 2256 hours it reported that the area of Punch was under fire from Pakistan artillery.

(c) Field station Kotli reported at 2145 hours that small-arms fire from Pakistan pickets towards Indian pickets had commenced at 1930 hours and was continuing.

(d) Field Station Jammu reported at 2245 hours that heavy artillery fire from both sides had commenced at 2215 hours and was continuing.

(e) Field station Sialkot reported at 2250 hours that rounds of artillery were landing in their vicinity.

(f) Field station Rajouri reported at 2250 hours that they had been informed by the local military authority that fighting was taking place along the cease-fire line from Punch to Naushera.

(g) The Chief Military Observer considers that hostilities along the cease fire line have commenced, and he will instruct the Military Observers to remain at their stations."

Therefore, to begin with, the whole picture given by the Ambassador of Pakistan is a build-up for military action. Now, he asked the question, why is it necessary for Pakistan to take military action against India, which is so much more powerful, has a more numerous population, and so on? The answer to that question is very simple. Pakistan, for the last 23 years, has not been broken up by India. Pakistan has been ruling its own people by military might, and at one stage, when they had the opportunity to express what kind of government they want, the Pakistan military machine was put into operation to suppress the wishes of the people. So, it is not India that is breaking up Pakistan; it is Pakistan that is breaking up Pakistan itself and, in the process, creating aggression against us.

The first stage of this problem was that when Sheikh Mujibur Rahman, the elected leader of Pakistan, held his election on the basis of a six-point programme, there was not a single complaint, even from the military rulers of Pakistan. They accepted that programme, and, as a basis of it, the elections were held. When the elections were held

and it was found that Sheikh Mujibur's party had won 167 seats out of a total House of 300, what was the response of the Pakistani military rulers? They negotiated all over the place. Nothing was known of these negotiations until Mr. Bhutto produced his book, which is now known as The Great Tragedy.'

I shall not weary the Council by reading this book, but it will so what machinations, what intrigues, had gone on in order to hold East Pakistan by force. We had repeatedly told United Nations Members, bilaterally and in various United Nations forums, that one cannot hold 75 million people by force of arms. Did anybody listen then?

We are most grateful, that the concern of the Council has been shown over the recent events, but it still is a matter of great surprise and infinite regret to us that when so many men, women and children were butchered, raped, massacred, no action was taken. We cannot forget this background, if we are to consider the problem seriously.

After the elections were held, Mujibur Rahman was then described as a future Prime Minister of Pakistan,. Today, he is rotting in goal. No one knows what has happened to him. 1 have not met any man, woman or child who can come here and say" I have seen Mujibur Rahman in person". After that, military repressions were unleashed in a manner and in a way which would shock the conscience of mankind. Villages were burnt, children killed, women raped. And those of you who have seen the films of these incidents can bear testimony to them.

It is not good enough to say that Pakistan has gone through a great tragedy, and, therefore, we must all sympathize with it and forget these incidents. These incidents happened and, as a result, 10 million people came to India as refugees.

Now, was that not a kind of aggression? If aggression to another foreign country means that is stains its social structure, that it ruins its finances, that it has to give up its territory for sheltering the refugees, if it means that all its school have to be closed, that its hospitals have to be closed, that its administration is to be denuded, what is the difference between that kind of aggression and the other type, the more classical type, when someone declares war, or something of that sort? But that is not enough. The Ambassador of Pakistan gives details that we went into Pakistan territory after 21st November. We did; I do not deny it.

We did this because we had no option. The Pakistan army put its cannons on the frontier and started shelling our civilian villages. They have been accustomed to killing their own people. I do not believe that is their privilege. I think this is a barbaric act. But, after having killed their own people, they now turn their guns on us. Eight hundred and ninety complaints of border violations have been made to Pakistan since 25th March. What was the response to these? They rejected them all. They continued to shell our villages, kill our civilians. What is the remedy left to us? To kill their villagers with guns on our side, or to go and silence their guns? We decided to silence their guns, to save our civilians.

Pakistan made a great rhetorical statement that it had not taken any military actions, that President Yahya Khan offered to withdraw, and so on and so forth. What are the

facts? Pakistan moved its troops to the frontier long before we did. We responded by moving our troops. Pakistan declared a national emergency on 23rd November, 1971. We declared it on 3rd December, 1971. Pakistan has launched a campaign of "crush India" "conquer India", and has engaged in a completely orchestrated campaign of war mentality. As a response, we have said that we are not going to start a war; we shall not fight a war; but if anyone starts a war, we shall defend ourselves.

The question arises: Why is Pakistan doing all this? The answer again, as I said, is simple; but I had to give this little background. After having failed totally to suppress the Bengali rebellion, as they call it—the Bengali liberation front, as we call it—they have to find some device to justify their peculiar dilemma. They have sought to justify this dilemma by making rather fantastic proposals for inviting India to join and co-operate with them in repressing and pushing the Bengalis. In other words, we should enter into a partnership with Pakistan for carrying out the unspeakable deeds that they are perpetrating against the Bengali people. Well, we refused. We still refuse.

Then, there was a great hue and cry to internationalize the problem: diplomatic moves, various moves in the United Nations, through these proposals for observers, and this, that and the other all designed to make it into an Indo-Pakistan dispute. Once it is turned into an Indo-Pakistan dispute, people will forget what the Pakistan army is doing in East Pakistan. They can go on burning their villages, raping their women and so on. People will then forget and say that is an Indo-Pakistan dispute. It is extraordinary, therefore, to find that today, when pressure for action is so great in some quarters, this background is forgotten.

Here we have three or four main factors, none of which has been properly considered by the Security Council. What happened to the campaign of genocide? Did the United Nations respond? What happened to the total elimination of all democratic rights? Did the United Nations respond? What happened to the millions of people who had been driven from their homes and who are creating such a burden on India? Was any solution found? After this position has been reached, a large number of appeals are made. All kinds of unreal statements of "normalcy" having return to Pakistan are put out. To what extent normalcy has been restored can be judged by the fate of the United Nations relief programme in East Pakistan itself. Time and again, assurances were given that this relief equipment-trucks, vehicles, boats-would not be used by the Pakistan Army. But, this is precisely what has happened. Time and again, assurances were given that relief operations would reach the victims for whom they were intended. Only the other day, Mr. Paul-Marc Henry explained in great detail before the Third Committee that this was almost impossible. So, there is no normalcy; there is only butchery. As a result of butchery, more people have come over to our areas.

Much has been said about the return of the refugees. It would be interesting to know why the refugees are still coming if such normal, heavenly conditions exist in Pakistan. They are coming because they are being terrorized, they are being butchered. That is why they are coming. And we cannot take any more. We have told the international community time and again that we have come to the end of our tether. The situation is intolerable. We cannot go on paying $3 million a day to look after the refugees. And still

they come-not because we are looking after them well; in fact, we are looking after them extremely badly with our limited resources. There are bad sanitary conditions and many other evils. The refugees are living in most horrible conditions. Nonetheless, they come. Nobody wants to leave his home to live in such conditions unless there are compelling reasons to do so. These compelling reasons are the brutalities of the Pakistan Army, the denial of the rights of 75 million people, the total negation of everything that human life stands for, the deliberate attempt to hold under colonial rule 75 million persons whom they have exploited for 23 years. I have all the statistics here. I shall make a fuller statement to establish all these points. There is complete domination, complete subjugation, complete military butchery. Against that the people revolted.

We hear a great deal about the revolutionary doctrine: peoples' rights. I do not know how these revolutionaries will be have when Bangladesh becomes independent, as it certainly will. It will become independent, not merely because India helps it-India will continue to help it-but because the spirit of man in 75 million persons cannot be crushed. They have tried everything. They have tried military means. They have tried fictitious ad- ministration. They have tried phantom elections. They have put out bulletins, declarations nothing has any effect.

Now, the Security Council is meeting and we are regaled with a long tirade about Indian wickedness for breaking up Pakistan in our selfish interests, to become a great power-quotations from various books and jurists and academicians. They have broken themselves up. We are facing the consequences.

The only question now is: How do we stop this? It is not a Pakistan Representative that we have heard today: it is half a Pakistan Representative that we have heard today. The other half is waiting somewhere in the wings to be called. If the Security Council, in its wisdom, does not do it, the situation will not get better, it will get worse.

Much has been said about a cease-fire. I have looked at some of these experiments floating around about a cease-fire. A cease-fire between whom and whom? Shall we release the Pakistani soldiers by a so-called cease-fire so that they can go on a rampage and kill the civilians in Dacca, in Chittagong, and in other places? Is this the kind of cease-fire we desire? Are the soldiers meant to fight and die for whatever cause they believe in, whether it is the cause of civilization or the cause of darkness, or are they to be relieved from this particular duty for which they have taken an oath so that they can go and butcher women and rape young girls of 19, 17, 15,13, 11 and even less?

I hear some jocular comments from the gallery. Perhaps we are privileged to near this humor, but I do not find it humorous at all. The Pakistani Delegation has probably arranged all this. Thank you.

I do not find it at all humorous that women should be raped. And, this raping is not because of lust, but because of a deliberate campaign to humiliate people. In our part of the world, if a woman is raped it has various social consequences of a most unbearable nature, and many people, rather dramatically perhaps, say that it is better to be killed than to be raped. The Pakistan army knows that, and this campaign of rape is on a systematic basis so that the people of East Pakistan can be humiliated.

This is the situation in which Pakistan finds itself. How to extricate itself? The only way to extricate itself is to involve India, and this has been done, as I said, first through refugee aggression, and now through military aggression. We have suffered at the hands of Pakistan four aggressions, and we are not going to take it any more. I wish to give a very serious warning to the Council that we shall not be a party to any solution that will mean continuation of oppression of East Pakistani people, whatever the pretext, whatever the ground on which this is brought about. So long as we have any light of civilized behavior left in us, we shall protect them. We shall not fight their battle. Nobody can fight other people's battles. There are great powers seated around this table that have found out to their own cost that people cannot fight other peoples, battles, that they have to fight them themselves. But whatever help we can give, whether in the form of aid to the refugees, in the form of medicines, or in any other form, we shall continue to give it. Secondly, we shall continue to save our own national security and sovereignty. If Pakistan, by bombing our villages, by raising a hue and cry of internal interference or crossing the frontier, believes that we shall just quietly and take all these killings, I think they should think again. We will not permit our national security, our safety or our way of life, to be jeopardized by any of these means. Let there be no doubt about that.

I should also make it quite clear that this build-up of military attack has been accompanied by the most absurd statements. Pakistan now comes up and says, "Why do you not shake hands and be friends?" Yet, President Yahya Khan made a statement in Le Monde of Paris in which he described our Prime Minister in such offensive terms that, in spite of all my bad training, I cannot bring myself to say those words. This is the kind of people we are dealing with. They have neither a solid base, nor any civilized standards, nor any political wisdom at all.

Pakistan is saying: "We offered to have observers. We offered withdrawal" and so forth. Why are the situations first created and then all these offers made? But about one thing that they could do, not a word is said. They could come to a political settlement with the elected leaders. That could be quite peaceful. But no, that is not to be done. All our friends tell us that great pressure has been brought to bear on President Yahya Khan to come to a political settlement. And, what is the result? Nil, absolutely nil. The great General does not listen to the other great generals, perhaps.

So, there is no way open for Pakistan now except to heat up the military situation- which it has done, as I explained, first on the eastern front by bombing our villages, and on the western front by a wanton attack on our cities, by suddenly, on the second night, sending several planes. The Ambassador of Pakistan says, "We bombed only a few cities and villages near the frontier" But they came as far and as deep down as Agra-300 miles.

Is that a picture of premeditated armed intervention on the part of India? Would the Prime Minister of India go to Calcutta to see the refugee camps, if she was thinking of launching an attack on Pakistan on that day? If the Security Council believes that, let it believe it, but I would warn again that nothing will stop us from protecting our own territory, integrity and sovereignty, and our national security and our human values.

Without taking too much time, I wish to say that I hope I shall be able to reply to all the little details which the Pakistan Ambassador gave but today, I want to put this broad

picture in front of the Security Council and to hear what the others have to say before I come back again. My purpose is, again, to say that the main parties to this dispute, whether military, politically, civilly or any other way we look at it, are East Pakistan and West Pakistan-East Pakistan as represented by Bangladesh, who were elected, as I said, with the army's full consent.

. Incidentally, the army had the full authority to cancel the Constitution, even after it had been drawn, but then got cold feet, according to Mr. Bhutto. If such a request is made. President Yahya Khan will find it very difficult to reject the proposal.

So, there was no alternative left but to crush. And how was that process of crushing carried out? Negotiations were carried on in Dacca in most extraordinary circumstances, and at the same time, the Pakistan army was reinforcing itself. Today, we are told that some plane which was hijacked was hijacked by Indian agents. If it was done like that, if it was done by Indian agents, why was the hijacking incident, the blowing-up of a plane, greeted with parades in the Lahore streets and televised as if it were some kind of civilized conduct that any State should be proud of? And if anyone knows anything about Pakistan-and I do know a little-none of these things could happen without direct Government approval.

Now again we are told that all these massacres were necessary because something had append before 25th March. If anything did happen, the world did not know about it. Thirty-five foreign correspondents were bundled out, on the night of the 28th from the Lahore Hotel and the Dacca Hotel. They were there, they did not write. They are not worried about reprisals in West Pakistan. In fact nothing of the sort happened. It is one of the many afterthoughts that have been built up on the propaganda front of Pakistan over the last nine months.

Over the last nine months, the struggle of the armless, defenceless people of East Bengal has been going on against the regime of military men in West Pakistan. It is not West Pakistani who are involved; it is the military regime that is doing all this, and there is already a murmur of protest even in West Pakistan, little as they have heard of what has actually gone on. They have little wish to believe all this. They are decent human beings. They do not believe that their own army-of which, I think, they are quite rightly proud-could stoop to these low deeds, these massacre and these barbaric attempts to suppress a population of 75 million people.

Under the resolutions of the United Nations General Assembly, there are certain criteria laid down concerning how and when an area can be regarded as non-self-governing. If we applied those criteria to East Bengal, and if we had a little more morality we could declare East Pakistan a non-self governing territory. Let it not be said that because I talk of morality I am self-righteous-although I think that, as between Pakistan and India, we are so right and they are so wrong that I have every right to be self- righteous. This is treated as if it were some kind of monstrous charge to be right. It is not a monstrous charge to be right. We are glad that we have, on this particular occasion, absolutely nothing but the purest of motives and the purest of intentions: to rescue the people of East Bengal from what they are suffering. If that is a crime, the Security

Council can judge for itself. However, if a crime is to be perpetrated by actions such as some of the proposals for resolutions today envisage, and India is to be made a partner of that crime, we shall resolutely and stoutly say no. No one can remove us from our path by mere resolutions and mere exhortations. The question of a cease-fire, as I have already mentioned, is one not between India and Pakistan, but between the Pakistan army and the Bangladesh people. Therefore, let us hear them before we go further into this debate.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. GEORGE BUSH, REPRESENTATIVE OF THE U.S.A.

December 4, 1971

From reports that we have all received today, it appears that a state of open hostilities exists between India and Pakistan. There is a grave threat to the peace and stability of Asia. This recourse to war by the nations of South Asia is tragic and unnecessary.

In the months since last March, we have all been witnesses to the unfolding of a major tragedy. Coming on the heels of the cyclone last year, one of the greatest natural disasters of modern times, civil strife in East Pakistan has caused untold suffering to millions of people, has created a new and tragic refugee community in India of unparalleled dimensions and has brought India and Pakistan to open hostilities. It is time for the United Nations to act to bring the great moral authority of this body effectively and quickly to bear to preserve the peace between two of its largest Members.

These events of recent months have been profoundly disturbing to the United States. As the President made dear in his report to the Congress earlier this year, our aim in South Asia has been to build a structure of peace and stability within which the great economic and social problems of the region can be addressed. The effectiveness of our efforts in this task is necessarily determined by the ability of the nations of the area to solve their mutual political problems and to build domestic, political and economic systems within which orderly change is feasible. The deteriorating military situation, with which we are now confronted, makes it increasingly impossible for us to contribute to the economic development and political stability of the area, to which we are committed.

My Government is, therefore, deeply concerned buy the hostilities which are now taking place along the borders of India and East Pakistan. Hostilities have intensified in East Pakistan. There have been admitted incursions of Indian troops across the border of East Pakistan. It is now clear that the forces of both countries are involved in military actions along the frontier between West Pakistan and India. It is of the utmost urgency that there be an end to these hostilities which could escalate into all-out conflict.

We are not oblivious to the complex factors which are at the root of this tragic and dangerous situation. But the United States cannot over-emphasize its conviction that nothing can come out of a resort to force except greater tragedy for the peoples of South Asia.

The United States Government has made a major effort in South Asia to ease the human suffering caused by the present crisis, to prevent war and to facilitate a political solution to the problem. The United States early recognized the need to assist refugees in India and to help avert famine in East Pakistan, and promptly responded by providing

major assistance to United Nations efforts in both countries. We have already committed $245 million to these international humanitarian efforts. The danger of

famine has been averted, but large relief requirements remain in both countries. The President, therefore, has requested the Congress to appropriate an additional $250 million, to which would be added further food shipments if necessary.

The United States Government, which values its close relations with both India and Pakistan, has made a vigorous effort to avert war which would increase human suffering and delay return of refugees to their homes. We have called on both India and Pakistan to avoid actions which would increase military tensions. Specifically, the United States Government has proposed that both sides withdraw their military forces from their borders. Pakistan accepted this proposal. Regrettably, India did not. The United States has repeatedly made clear its view that increasing military tensions prevent progress towards resolution of the political problems that caused the refugees to leave their homes and provided the stimulus for guerrilla war. The United States Government has sought to facilitate negotiations leading to a political settlement of the East Pakistan Problem. The United States pointed out to the Indian Government that an increase of military tensions could only stand in the way of necessary progress towards a peaceful political settlement and the return of refugees.

We recognize that a fundamental political accommodation still has not been achieved in East Pakistan. While we continue to feel that the only proper solution is a political one, we do not find justification for the repeated violation of frontiers that has taken place in East Pakistan. The immediate cessation of hostilities and the withdrawal of forces are essential conditions for progress towards a political solution in East Pakistan.

This body cannot accept recourse to force to solve this problem. Indian officials have now announced that regular Indian forces have been instructed for move into East Pakistan in what the Indian Defense Secretary is quoted in the press as calling a "no holds barred" operation. The very purpose which draws us together here-building a peaceful world-will be thwarted if a situation is accepted in which a government intervenes across its borders in the affairs of another with military force in violation of the United Nations Charter.

We ask this world body to join us, now, in calling upon the Governments of India and Pakistan to terminate their military confrontation by agreeing to an immediate cease- fire and to the immediate withdrawal of forces from foreign territories. Surely this Council, in this troubled situation, can ask no less.

The Secretary-General has endeavored on several occasions to impress upon all of us the gravity of the situation in South Asia. He has offered his personal good offices to assist in a solution of these problems. Regrettably, the Government of India has not welcomed his initiatives. Most recently, on 20th October, he, warned, in letters to Prime Minister Gandhi and President Yahya, that "this situation could all too easily be disastrous to the two countries principally concerned, but might also constitute a major threat to the wider peace". While both Governments have professed a continuing

commitment to peace and a determination not to initiative hostilities, the situation has continued to deteriorate until now regular forces are engaged at various points.

It is time all of us heeded the Secretary-General's call. It is time both countries accepted an immediate cease-fire and agreed on immediate steps to withdraw their forces from foreign territory. It is time the Government of India joined the Government of Pakistan in heeding the Secretary-General's offer of his good offices to assist in the process of reconciliation that must then begin.

We have all seen too much of war. We have all seen and heard too much of a reason to force to resolve the problems that divide us. The time is past when any of us could justifiably resort to war to bring about change in a neighboring country that might better suit our national interests as we see them. All of us know-certainly the leaders of India and Pakistan know-that the human needs of our people are not met through the terrible cost of war.

Let us then all, and quickly, agree that a cease-fire in this tragic hour is essential and that a withdrawal of forces from foreign territories must take place without delay so that progress can be made in building the conditions in East Pakistan political, economic and social-in which the refugees will return and in which peace can be ensured. The United States is prepared to support appropriate and effective measures by the Council to bring about a cessation of hostilities and a withdrawal of forces so that conditions may be created for progress towards a political solution conducive to a lasting peace in the area.

In an effort to end the bloodshed, to save lives, to reduce the untold suffering, we are introducing a draft resolution which, if promptly enacted, offers the world a chance to escape another ghastly war. On behalf of my Government, I have the honor to submit this draft resolution which, in our view, meets the requirements of the situation before us. I should like very briefly to read it.

THE SECURITY COUNCIL,

HAVING HEARD the statements of the Representatives of India and Pakistan,

CONVINCED that hostilities along the India-Pakistan border constitute an immediate threat to international peace and security,

1. *Calls* upon the Governments of India and Pakistan to take all steps required for an immediate cessation of hostilities;

2. *Calls* for an immediate withdrawal of armed personnel present on the territory of the other to their own sides of the India-Pakistan borders;

3. *Authorizes* the Secretary-General, at the request of the Government of India or Pakistan, to place observers along the India-Pakistan borders to report on the implementation of the cease-fire and troop withdrawals, drawing as necessary on UNMOGIP personnel;

4. *Calls* upon the Governments of India and Pakistan and others concerned to exert their best efforts toward the creation of a climate conducive to the voluntary return of refugees of East Pakistan.

5. *Calls* upon all States to refrain from any action that would endanger the peace in the area;

6. *Invites the* Governments of India and Pakistan to respond affirmatively to the proposal of the Secretary-General offering good offices to secure and maintain peace in the sub-continent;

7. *Requests the* Secretary-General to report to the Security Council as soon as possible on the implementation of this resolution.”

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফরাসী প্রতিনিধি মিঃ কোশেস্কো মরিজ-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. KOSCIUSKO-MORIZET, REPRESENTATIVE OF FRANCE
December 4,1971

In speaking now, we are discharging a twofold duty: that of contributing as a Permanent Member of the Council to the restoration of peace by every means and that which is dictated to us by the ties of friendship which bind us both with India and Pakistan, by the great esteem which we feel for these two countries and peoples and our desire to see them devote in peace all their resources to development.

No power can itself alone resolve an infinitely serious crisis which the ethnic and political geography of the region renders even more complex. But when war exists-and, tragically, it does exist-it is up to the entire international community, and particularly Security Council and its Members upon whom the Charter confers special duties, to unite so as to shoulder their responsibilities to bring an end to acts of war and to find a basis of understanding between the parties concerned.

The present situation has two aspects: one which is at the origin of the crisis and which is political in nature. If affects relations between the Government of Islamabad and the population of East Pakistan. It is subject to a political solution susceptible of receiving acceptance by both sides. The second aspect is derived from the first, by reason of the influx of refugees to India. It affects relations between that country and Pakistan. It has created a state of tension which after much violence has eventually reached the stage of open acts of hostility. A civil war has thus been transformed into a war between nations.

This dual aspect of the crisis gives rise to a dilemma. If we were to consider only the first aspect of the crisis, our action risks being considered as interference in internal affairs, and we appreciate the fact that Pakistan is attached both to its sovereignty and its integrity. But we if were to consider only the second aspect, our action risks being considered as partial and without going to the root of the matter, and we appreciate the fact that India cannot feel satisfied with superficial solutions when it has millions of refugees under its care.

It is this dilemma which explains the difficulties confronting the United Nations, the warnings of the Secretary-General and the hesitations of the Security Council for three months to be seized of the question. But we think that it is no longer permissible for us to remain in the grip of this dilemma. We consider that the crisis must be given a global approach to which all the parties must contribute. If they do so in this spirit, we feel sure that a just and reasonable solution can be found.

My Government has since the beginning of the crisis and furing the last few days, intensified its efforts to convince those with whom it is dealing on both sides and to avoid a bloody conflict which could only add additional burdens to a population that has already been decimated and severely devastated. With the necessary discretion, we have made suggestions in order to lay the basis for a peaceful settlement, which of necessity must be political and which must be based on the consent of the populations concerned. Other States which share our concern to avoid a catastrophe have acted in the same direction, and we have not ceased to let it be known that we are prepared to join in our efforts to prevent, in the words of our Minister for Foreign Affairs, "the supreme injustice, namely, war, from overtaking millions of people who seem to be the victims of so many cataclysms" .

While these bilateral efforts have not so far brought about the desired results, this now the duty of the international community to issue an appeal to these two powers, our friends, so that arms will be silenced, to that a remedy will be brought to the distressed, so that courageous undertaking of UNEPRO will be continued in order to put an end to the great suffering of the populations.. It is therefore necessary for the solidarity of our community to be affirmed and organized first to put an end to the fighting, but also to meet the most immediate sufferings of the people and to deal with the causes of the crisis, with the consent of the parties, by negotiation, to reach a just and peaceful settlement, because only a generous and peaceful settlement can bring to the expectant populations a response which the latest events have rendered even more urgent, a political response commensurate with the scope and diversity of the problem.

We are deeply convinced that we have to make a great effort ourselves, that peace requires, that divergencies be silenced, because division can only perpetuate the conflict.

For all these reasons, we hope that a substantive draft resolution will be submitted which will be capable of receiving the unanimous support of the Council. It is in this spirit that we shall continue consultations with the various Delegations so as to endeavor to reach a solution. It is with these considerations in mind that we shall pronounce ourselves in due course in the draft resolutions that will be submitted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
চীনা প্রতিনিধি মিঃ হুয়াং হুয়ার বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. HUANG HUA, REPRESENTATIVE OF CHINA DECEMBER 4,1971

Recently, the Government of India openly dispatched troops to invade East Pakistan, thus giving rise to a large-scale armed conflict and thereby aggravating tension in the India-Pakistan sub-continent and in Asia as a whole.

The Chinese Government and people wish to express deep concern over this, and are paying close attention to the development of the situation.

The question of East Pakistan is purely the internal affair of Pakistan. No one has the right to interfere in it. The Government of India, using the question of East Pakistan as a pretext, has committed armed aggression against Pakistan. That is not permissible. The Government of India says its despatch of troops into East Pakistan is purely for purposes of self-defense. That is the law of the jungle. The facts prove that India has committed aggression against Pakistan, not that Pakistan is threatening India's security.

According to the logic of the Indian Government, any country can use self defense as a pretext for invading other countries. What kind of guarantee is there of a State's sovereignty and territorial integrity, then? The Government of India says it is sending troops to invade East Pakistan to help with the repatriation of East Pakistan refugees. That is completely untenable. At present in India, there are a large number of so-called Chinese- Tibetan refugees. The Government of India is grooming the Chieftain of the counter-revolutionary rebels, the Dalai Lama. Using the Indian Government's logic, is it going to use that as a pretext to invade China?

The Government of Pakistan proposed that the armed forces of both sides withdraw from the front, disengage and solve the question of the refugees of East Pakistan through negotiation between both Governments. That is completely reasonable. But the Indian Government has most unreasonably rejected that proposal. That shows that the Government of India has not the least intention to settle the question of the East Pakistan refugees, but intends to capitalize on the question as a pretext for committing further subversion and aggression against Pakistan.

The Chinese Delegation is of the view that, in accordance with the Charter of the United Nations, the Security Council should surely condemn the act of aggression by the Government of India and demand that the Indian Government immediately and unconditionally withdraws all its armed forces from Pakistan.

Lastly, on behalf of the Chinese Government, I should like to state that the Chinese Government and people resolutely support the Government and people of Pakistan and support their just struggle against the Indian Government and its aggression.

I should also like to point out to the Security Council, the United Nations, and the people of the entire world, that this act of aggression of the Indian Government was launched with the support of social imperialism. Countless facts have proved that.

That is all I wish to say now. I reserve my right to say more at a later time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. JACOB MALIK, REPRESENTATIVE OF THE U.S.S.R. DECEMBER 4,1971

We cannot fail to express profound concern and alarm in connexion with the problem which is before the Council at today's meeting and which is the subject of its pre-occupations. We have profound respect for both India and Pakistan. We have developed, we are developing, and we shall continue to develop, friendly relations with both these countries, countries which are worthy of all respect. We are proud that it was precisely the Soviet Union which, some time ago, when in the Indo-Pakistani sub-continent a threat of conflict emerged after a serious clash had arisen between these two countries friendly to us, became the mediator. It was precisely the Soviet Union and the head of the Soviet Government that applied all efforts to see to it that, in Tashkent, an agreement could be achieved between the two parties, thereby averting in the Indian subcontinent the serious threat of war at that time.

We are proud of the fact that the Tashkent spirit has gone into history as one of the noble efforts of the Soviet Union, of the Soviet people, of the Soviet Government, to help find ways to settle the sharp difference that had arisen between the two States of the Indian sub-continent, that could have resulted in an outbreak of war.

In view of those facts, any chatter about social imperialism is playing into the hand only of the imperialists. It is precisely chatter, prattle and demagogy about social imperialism that will defend imperialism and its policy of aggression, that will defend the policy of establishing military aggressive blocs, and drawing numerous countries, including Pakistan, into them. It defends military dictatorship, terror and oppression.

It defends the crushing of democracy and of the forces of democracy. It assists those who are fighting against national liberation movements.

Interested in peace and tranquility throughout the world, including the Indian sub-continent. the Soviet Union has objectively and impartially approached the consideration of the situation that has been produced there. What is the cause of the situation which as I have already pointed out, has been acknowledge by nine Members of the Security Council to be a deteriorating situation? Who would be so bold here at this able to say that the deterioration in the situation occurred only on 3rd December, and that before that everything was good and prosperous? I take it that not a single one among those present here would be so bold as to say precisely that.

That is why the attempt on the part of certain speakers to close their eyes to the past, to what has been taking place since the beginning of this year, specifically since March of

this year, is a policy of the ostrich, a policy of closing one's eyes to reality, a policy of hiding one's head in the sand. We are against such a policy.

It is clear to all of us that the subject of discussion in the Security Council is, as has been pointed out on several occasions, the situation that has been produced in East Pakistan as a result of the actions of the Pakistan military authorities. We must be objective and we must call a spade a spade. We have a right to that. That right is confirmed by history, when we spoke as the impartial mediator between the two parties, a mediator who strove, strives and will continue to strive, to achieve further improvement in relations with these two highly respected States and their peoples.

It was precisely as a result of the application of force and terror against the people of East Pakistan-and this has been so convincingly related to the Council by the Representative of India, Ambassador Sen-that millions of people were compelled to leave their homeland, to forsake their property and land, to flee to a neighboring country, India, and become political refugees.

This is the reality. These are the facts. Whoever wishes to close his eyes to reality will find it very difficult to discover the right way out of that situation. The exacerbation of the tensions in the Indian sub-continent and the events there are well known. It is there that the serious political crisis occurred. The timely elimination of that crisis by peaceful political means would have eliminated the complications in that sub-continent.

It is known that as long ago as December 1970, for the first time in the history of the development of that country, universal elections were held in Pakistan for the National Assembly. Among the political parties in Pakistan that took part in the national elections was the Awami League, headed by an important political figure, Sheikh Mujibur Rahman, who has already been mentioned in the statement by the Representative of India. The Awami League went to the elections with slogans which called for the implementation of a programme of six points, the essence of which was to provide the province of the country political and economic autonomy within the context or framework of the Pakistan State and I wish to emphasize this: within the framework of the Pakistan State. The programme advanced also claims for the implementation in Pakistan of progressive social and economic changes. The foreign policy platform of that League provided for the development of friendly relations of Pakistan with all countries, including the neighboring Indian State. The programme provided for a fight for the withdrawal of Pakistan from the military and aggressive blocs of CENTO and SEATO. This is the kernel of the problem. This is something that no Member of the Security Council can ignore, even those who are trying to divert attention from it.

In the election, that party obtained an absolute majority of the seats-as has already been confirmed by the Representative of India in his statement-167 seats out of 313.

According to the logic of things, it had the right to form a Government. This did not happen. The Pakistan authorities, under various pretexts, prevented the participation of this League in the Government. Moreover, Rahman was arrested on the accusation of having betrayed the interests of the country; his collaborators and the people of the area were subjected to mass repression by the use of a planes, tanks and firearms.

Within the geographical context of East Pakistan, as a result of the repression by the military authorities, a crisis emerged in East Pakistan and this became, as it progressed, a source of tension throughout the whole of the subcontinent. From the very emergence of the serious political crisis in East Pakistan and the subsequent tragic events, the Soviet Union maintained a consistent policy designed to eliminate by political means, without the use of force, the problems that have arisen in East Pakistan. The soviet Union and its Government on several occasions have appealed to the Government of Pakistan to adopt the most immediate measures to put an end to the repression against the population of East Pakistan and to avert any further complication and exacerbation of the situation. The continuation of the repressive actions and bloodshed in East Pakistan, as was to be expected, merely complicated and rendered more difficult the solution of the problems that had emerged there.

In connexion with the events in East Pakistan, the President of the Presidium of the Council of Ministers of the Soviet Union, Mr. Podgorny, addressed to the President of Pakistan, President Yahya Khan, in April of this year, an "earnest appeal to take the most urgent measures to put an end to the bloodshed and repression directed against the population of East Pakistan, and to turn instead to methods of peaceful political settlement". That same letter said:

"We are convinced that this would be in accord with the interests of the entire Pakistani people; that it would promote the cause of the maintenance of peace in that region and would bring a peaceful solution to the most important problems. It would be welcomed with satisfaction by the whole of the Soviet people."

Unfortunately, however, events in East Pakistan took an entirely different turn.

The Government of India, for its part, similarly addressed numerous appeals on various occasions to the United Nations and to different States of the world concerning measures that should be adopted to solve the problem of East Bengal. But in spite of all such appeals, no measures were adopted for resolving this problem. On the contrary, certain allies of Pakistan in their military bloc insisted on placing Pakistan and India on the same footing and viewing them in the same light, insisted on placing equal responsibility on the country where the internal crisis had occurred and on the one which subsequently became the victim of that crisis.

Therein lies the root-cause of the fact that on appropriate measures were undertaken. It was precisely those who approach this problem from that sort of position who prevented the adoption of timely and equitable measures and held back events

The Government of Pakistan, on its part, likewise took no action whatsoever to resolve the problems that had emerged in East Pakistan. As a result, the population of East Pakistan have continued to be persecuted and to live in fear and uncertainty for the future. This can be seen from the continuing flow of East Pakistani refugees into India. At the beginning of this meeting, I called attention, for the benefit of Members of the Council, to this. Let each one of us visualize the position of India onto the territory of which has come this flood of foreigners-10 million people. Ten million people are a whole State. A population was transferred from one State into another, on a gigantic

scale. A whole State, in fact, was so transferred. Why do I compare this in scale with a State? Let us take the United Nations. It has 131 States as Member of the Organization. On the basis of information from the Secretariat, 88 States among them have populations of less than 10 million. There, Members of the Security Council, lies the concrete reality: 88 countries, Members of the United Nations have populations that are numerically smaller than the population that has been transferred as refugees-for certain known reasons-from East Pakistan into the territory of India. I am firmly convinced that not a single Representative here at this table would wish such a calamity ever to be all his own country, a calamity in which 10 million foreigners come and settle on its territory. This is the reality, these are the facts. Or is this social imperialism?

The existence of the serious internal crisis in Pakistan has been acknowledged by our friend the Ambassador of Pakistan, Mr. Shahi. He acknowledged it and he stated in his speech here that there is in Pakistan, a serious internal crisis. That is the first point.

Secondly, in his speech he stated that that crisis has acquired an international character. Thus, the official Representative of Pakistan, in his speech in the security Council, has officially acknowledged these two important and decisive aspects of the case: first, that in his country there is a serious domestic crisis, and second, that that crisis has acquired an international character.

It is true that Ambassador Shahi was not entirely consistent when he asked whether it is conceivable that the Security Council should deal with the root causes of that crisis. He said that would be an interference in Pakistan's internal affairs. That same theory was repeated by another speaker following him. But we all know that under the Charter, the Security Council unquestionably has the right to examine the causes of the emergence of dangerous situation that threaten international peace and security. The Security Council likewise has the right to call upon a Slate or States to take steps to eliminate the causes involved and to adopt measures to prevent such cases from aggravating the international situation and resulting in the threat of direct military conflict.

The deterioration of the situation has officially been recognized in the letter of nine Members of the Security Council. But once you have stated A, you must state B. This they did, and they recognized the deterioration of the situation. But they have not spoken of the cause: and in their proposal, in their statements, and in their draft resolutions, we see dragged in this SEATO and CENTO, and possibly even NATO, idea of placing on an equal footing both of the parties, the country where the crisis originated and the country that has turned out to be the victim of that crisis and of the deterioration in the situation.

This argument has been used on numerous occasions by a certain group of countries when matters are being considered in the Security Council. Yet, the right of the Council to take measures and call upon States for the elimination of factors causing a deterioration of the international situation flows directly from Articles 39, 40 and 41 of the Charter. Article 40 specifically provides that the Security Council,

"In order to prevent an aggravation of the situation may call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable."

In other words, the Security Council has the discrction-in other words, the unlimited possibility-to choose its means for preventing deterioration of an international situation. Thus, the Council has not the right to close its eyes to the cause of the emergence and deterioration of the situation. The events which have been taking place and are taking place in East Pakistan are precisely the ones that have gone outside the national framework and they have complicated the situation in the Indo-Pakistan sub-continent and thereby have acquired an international character, and this now has been acknowledged and recognized by all of us on the basis of the statement of the Pakistan Representative.

The full inconsistency of accusations on the part of Pakistan and its great protectors that India allegedly has inspired the fight of the people of East Pakistan against the Pakistani authorities, is entirely clear. It is entirely clear, after all, that the flow of refugees has been brought about not by any actions of India or its intrigues. Why should India conduct intrigues in order to inherit 10 million foreigners and have so much difficulty with them? It has to clothe and feed them, give them protection against cold and rain and provide shelter for them. I would emphasize this again. Let each Representative visualize his own country in that position. Why does India need such action and thereby bring upon itself such a calamity? It is a calamity. These are the fables about the fact that India has through its machinations produced the situation in East Pakistan. In fact, those inhuman repressions that are being conducted there are the principal cause. They are continuing and they are applied on a mass scale. It is as a result of these that upon the territory of India we now find 10 million East Pakistani refugees, and we seen the emergence of one of the most serious problems, which has no equal, considering the number of victims involved. I have not any information at hand, but even Hitler's aggression did not bring about such a sudden translation of millions of people. Millions of people were in fact transferred, millions perished, but such a sudden transfer of such huge numbers of people did not take place during the Second World War. So, how can we close our eyes to this reality and this actual state of affairs?

The question, naturally, arises as far as those are concerned who wish to close their eyes: has the Council the right to consider and discuss this aspect of the problem, the cause which has brought about such a serious and dangerous situation, or can it consider only part of the problem, starting from, say, yesterday's date? This is the way the question has been put by reality itself. We all know what difficulties were produced for the Government of India by the flow of refugees. It has created a certain serious tension in the social, economic and political life of India, and it has brought about difficulties in the implementation of social and economic programmes which had been elaborated by that country. In this connexion, we cannot fail to mention the fact that it was said here that India had transferred some of its troops to the borders of East Pakistan. What self- respecting State which cares for its security is not going to displace part of its armed forces to the territory where there was this on-rush of 10 million refugees? Such a Government should have been ignoring its most elementary responsibilities. There is no idea what these 10 million foreigners could produce on the territory of that State, and action must be taken accordingly. To accuse India of the fact that it has transferred part of

its armed forces to that place where there were suddenly 10 million foreigners is, to say the least, manufacturing causes for accusing India.

In the course of the present session of the General Assembly, during the discussion of the question of East Pakistan refugees in the Third Committee, the Representatives of numerous countries very highly praised the humane approach of India to the problem of these refugees. They showed understanding when they spoke of the difficulties that have emerged for that country in connexion with the mass flow of refugees. The Indian side on numerous occasions showed its goodwill towards these refugees. I stated its resolve to take all necessary measures to stop their flow into India and to ensure the speedy return to their homeland of those refugees that found themselves upon Indian territory. The leaders of the Indian Government indicated that India cannot bear responsibility for the upkeep of millions of East Pakistani refugees upon its territory and justly called for their speedy return to their homeland, where the refugees must be guaranteed safety and normal living conditions. The objective facts, however, indicate that, in spite of the broadly publicized amnesty in East Pakistan, according to the international press, only a very limited number of people have been released from the prisons. The majority of the active leaders and the Members of the Legislative Assembly of East Pakistan continue to languish in prison, and Rahman is on trial. In these circumstances, upon the territory of East Pakistan, according to the information in the press, great discontent has been brought to the surface among the people. They are trying to defend their rights and human dignity, most elementary rights that are denied to them. These are the facts, and in this light, whoever attempts to place here on the same footing the responsibilities of Pakistan and India for the situation that has been produced, is making a great mistake. It is entirely clear that if the military administration of Pakistan had not interrupted the talks with the lawful representatives of the Pakistani people and had not carried out its mass repressions, the Security Council and the world community would not have to be dealing with consideration of the question of the domestic crisis in East Pakistan and its international consequences.

Much has been said here about who started the military action, and an attempt was made clearly to shift the blame from the guilty party to the innocent party. Some ignore official communications contained in the report of the Secretary-General of 3rd December (S/10412). Apparently, some find it inconvenient to read or to draw attention to those documents. And yet, on page 4, in paragraph 4(b) of the Russian text it is stated quite clearly that:

"United Nations Military Observers at Field Station, Poonch reported at 2020 hours that Pakistan troops had crossed the cease-fire line at the Poonch crossing point (NR °567) at 1910 hours. At 2140 hours, the station reported that shelling has commenced from the India side of the line"- (S/10412) in other words, after Pakistani troops had crossed the cease-fire line.

That is from the official report of the Observer. Whoever does not believe this may perhaps wish to reject it or produce other evidence. This was also referred to by the Representative of India.

There is also the statement by the Prime Minister of India, Madame Indira Gandhi, in Parliament on 4th December. In that statement we read the following:

"This morning (in other words, on the 4th), the Government of West Pakistan has declared a war upon us. Last evening, the West Pakistan Air Force violated our air space wantonly and attacked a large number of our airfields."

It might be said that that statement comes from only one side; but it is officially confirmed by an official document, the report of the Secretary-General, with a reference to the reports of the United Nations Military Observers. These are facts; this is reality.

The dangerous course of events in the Indian sub-continent calls for the speedy attainment of a political settlement in East Pakistan that would take into account the Will and the inalienable rights and lawful interests of its population. It is necessary to achieve such a political settlement as would produce a safe set of circumstances for the return of the refugees to their homes and to the places where they lived, and that would ensure a full guarantee on the part of the Pakistani authorities that the refugees would not be persecuted, that they would be given an opportunity to live and work in East Pakistan, peacefully and in an atmosphere of security.

The Soviet delegation has very carefully listened to the statement of the Representative of the United States. The first thought that emerges after having heard that statement is that it would be well if all, or at least part, of the good wishes and proposals made by the Representative of the United States could be applied in Indo-China-and first and foremost, in regard to the immediate withdrawal of troops.

The Soviet Delegation is studying the draft resolution introduced by the United States Delegation from the standpoint that I mentioned at the beginning of my statement. We will have occasion to make our views known, but our first impression is that it is a one- sided and unacceptable draft, given that approach, which is peculiar to those who are trying to shift responsibility from the guilty to the innocent.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি স্যার কলিন ক্রো'র বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY SIR COLIN CROWE. REPRESENTATIVE OF THE U.K.-DECEMBER 4, 1971

My Delegation is one of the signatories of the letter requesting you, Mr. President, to convene immediately an urgent meeting of the Security Council to consider the recent Deteriorating situation which has led to armed clashes between India and Pakistan. We are grateful to you for having acted so promptly on that request.

We have listened with care to the debate so far, and it is clear that we are nearly all of us inspired by an urgent desire to stop hostilities, to stop the flow of blood. My Delegation's purpose in joining in the request to you to convene this meeting was to ensure that the Security Council became seized of the situation.

Over the last few months, as other Representatives have pointed out, efforts have been made through informal consultations to see if the Security Council could take useful action to avert a crisis, to develop the possibility of a peaceful solution. Similarly, many Governments, including my own have, tried through direct contacts with both sides to achieve the same purpose. Unfortunately, these efforts have all so far failed.

My Delegation realizes that the mere fact that the Security Council has now met and been seized of the matter does not of itself make a solution any easier. It is a complex matter, and for that very reason require a comprehensive solution. This will require careful thought, and we are in no position to apportion blame, to pass quick judgments, on the present or on the past. We must exert every effort to find a satisfactory, peaceful solution in accordance with the Charter. But the recent outbreak of large-scale hostilities has brought us up short.

We cannot evade our responsibilities. What must we do now? Our task, as Members of the highest World Body, charged with responsibility for the maintenance of world peace and security, is to exert our influence to restore peace, to bring the fighting to a stop, and to secure the relief of suffering. My Delegation will be guided by that criterion.

I suggest that any proposal made should be considered in the context of whether or not they are likely to help us towards a satisfactory solution, and in this connexion I share the view of the Representative of France that unanimity is of the essence. It is in this spirit that my Delegation will examine all draft resolutions submitted here.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ফরাসী প্রতিনিধি মিঃ কোশেস্কো মরিজ-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. KOSCIUSKO-MORIZET, REPRESENTATIVE OF FRANCE—DECEMBER 6,1971

As the French Delegation indicated yesterday, we have redoubled our efforts to achieve urgently a solution acceptable to all Members of the Council, at least a solution which would not precipitate any veto. The basis of our effort was the initial draft resolution of our Belgian, Italian and Japanese friends. With our United Kingdom friends, we associated ourselves with them. It was normal, after all, for the Representatives of this old continent of Europe, which is all too familiar with war and which has been able to overcome its age-old hatreds, to make a effort at peace.

We took into consideration not only the initial draft resolution but also the draft resolution of the eight powers and, indeed, all the views, without any exception that have been expressed here by whose who have taken part in our debates. It seemed to us in the present state of affairs that a draft resolution largely based upon previous texts could marshal the greatest support without bringing about any irreducible opposition. We have drawn up a text 'which I am going to read out now, because it is important for it to be set down in the archives of the Council. The Council, as a matter of fact, will recognize passages which are not now. They are paragraphs of previous draft resolutions. Our text reads as follows :

THE SECURITY COUNCIL.

NOTING the reports of the Secretary-General of 3rd and 4th December, 1971.

HAVING HEARD the statements of the Representatives of India and Pakistan.

GRAVELY CONCERNED that hostilities have broken out between India and Pakistan which constitute an immediate threat to international peace and security.

RECOGNIZING the need to deal appropriately at a subsequent stage, within the framework of the Charter, with the issues which have given rise to the hostilities,

CONVINCED that a rapid political solution will be necessary for the restoration of condition of normality in the region of the conflict and for the return of refugees to their

Homes CONSCIOUS of the responsibility incumbent upon it under the pertinent provisions of the Charter of the United Nations,

1. *Calls upon* the governments concerned to order forthwith, as a first step, an immediate cease-fire, the cessation of all military activities and mutual disengagement,

2. *Urges* that efforts be deployed to create the necessary conditions for the voluntary return of refugees from East Pakistan in accordance with the Charter.

3. *Asks* all states to co-operate fully with the Secretary-General with a view to lending assistance to these refugees and alleviating their plight;

4. *Requests* the Secretary-General to keep the Council promptly and regularly informed of the implementation of the present resolution:

5. *Decides* to follow the situation closely and to meet again as soon as necessary.

This draft resolution will not be submitted because the consultations that have been undertaken have convinced us that it would be faced with exceptions and objections. And yet we are not here in order to measure ourselves against each other and to defy each other we are here to assume, under the Charter, our responsibilities for international peace and security. The only victory we wished to achieve was that of peace. It is unfortunately, peace which is today defeated and it is the United Nations perhaps because it has not got the material forces to separate the combatants, which has again failed. Arms will therefore settle a question which we have not been able to solve, and that will add further victims to those which have already aroused indignation throughout the world. We wish on behalf of the French Delegation to say that we shall not associate ourselves with, not be resigned to, this failure.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. JACOB MALIK, REPRESENTATIVE OF THE U.S.S.R.-DECEMBER 6,1971

The Security Council has before it a draft resolution of five powers Members of the Council, which is contained in document S/10425. The Soviet Delegation has no doubt about the good intentions and sincerity of purpose of the cosponsors of this draft resolution, or their desire to contribute to the solution of the problem which the Council has before it. However, this draft, like certain other drafts which have thus far been submitted for the consideration of the Security Council, has one substantive defect; it deals with only one side of the serious problem that has arisen in East Pakistan and its international consequences which have complicated the situation in the Hindustan Peninsula, namely, the cessation of military action undertaken by the Pakistan armed forces against neighboring India.

After an intensive and comprehensive discussion that has lasted for two days, add in view of the information and obvious facts which, as a result of the documents that have been submitted and the discussion of the problem here, are now before the Security Council, there can be no doubt left in anybody's mind that the main cause for the military conflict that has broken out on the territory of the Hindustan Peninsula is a certain series of action of the Government of Pakistan which are directed at the suppression of the lawful demands and aspirations of the East Pakistan population.

The military conflict in that region is the direct consequence of a series of acts of oppression, mass repression and violence conducted over a number of months with the use of the most modern forms of weapons and arm with a view to suppressing the clearly expressed Will of 75 million East Pakistan. The People of East Pakistan was obliged to respond to this and rebuff it by means of armed resistance. Being unable by political means to settle the very acute political crisis in East Pakistan, or to repress by means of violence against the people of that part of the country the political movement that had been set afoot, the Government of Pakistan undertook military action against a neighboring country, and that has led to the emergence of a military conflict and the exacerbation of the situation.

The purpose of that action is entirely clear to all. It consists of placing responsibility for the action of the Pakistan military authorities upon a neighboring country, and attempting to justify the measures of terror and oppression undertaken there, which have acquired such gigantic proportions that they have resulted in the death of thousands upon thousands of peaceful citizens and the flight of virtually 10 million persons to the territory of a neighboring country.

Today, the President of the Security Council, in his introductory statement at the opening of the meeting of the Council, again vividly reminded all of us of the suffering of these many millions of person: Unless that fact is taken into account-as has already been printed out-it is impossible to find the right solution for the problem as it has emerged, it is impossible to find the approach that would settle it.

In view of this reality, the approach that is proposed in the five-power draft resolution is inadequate. It is one-sided and cannot contribute to the restoration of peace and a state of stability in that region. Without the firm, swift and effective elimination of the main cause of the serious tensions on the Hindustan sub-continent, and which finally led to the emergence of an armed conflict that has now acquired an international dimension, the Security Council will be unable to adopt a correct and effective decision.

Hence, it is absolutely essential for the question of a cease-fire to be most closely and indissoluble linked with the requirement of addressing to the Government of Pakistan, simultaneously and without any delay, a call to take action towards a political settlement in East Pakistan, giving recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed quite clearly and definitely in the elections of December, 1970.

The Security Council cannot close its eyes to this political reality which has arisen in that region and attempt to resolve only one side of the conflict, leaving aside the main cause, the primary source of the existence of the serious tension, the primary cause and reason for the conflict, which has now been transformed into an armed clash in the Hindustan Peninsula and become an international problem. If the Security Council were to close its eyes that reality and take a one-sided course, that would merely create an appearance of action but would not be genuine action.

The Security Council, in questions with such political significance, cannot act without taking into account the political reality involved. This is dictated by the United Nations Charter and those Articles that were mentioned by the Soviet Delegation in its statement yesterday. Given the situation, the only correct course which the Council can follow is the adoption of a decision in which both questions-the question of the cease-fire and the question of the recognition by Pakistan of the expressed Will of the East Pakistan population-are organically and inseparably bound together. In other words, the two questions, the question of the cease-fire and the question of the political settlement, must be closely-indeed inseparably bound together.

That is what the Delegation of the Soviet Union has striven for, striving for and will continue to strive for throughout the discussion of the present question. We admit that this approach might not be to the liking of certain parties, but that is up to them, we are deeply and firmly convinced that our approach is correct and just and based upon the real situation that has been produced in the Hindustan sub-continent. Through their elected representatives, the people of East Pakistan are free to decide upon the question of the resumption of talks with the Pakistan Government and relations with it. As we have already pointed out, the defect of the five-power draft resolution is precisely that in it the question of a cease-fire is not correlated with the question of the attainment of a political settlement in East Pakistan. We should take into account the will, the inalienable rights.

and the lawful interests of the population of that part of the country. The Soviet Delegation cannot agree with an approach which does not do that. Certain Delegations, speaking in favor of an immediate cease-fire, at the same time seem to close their eyes, as it were, and disregard the question of the possibility of the continuation of the bloodshed and the repression of the population of East Pakistan by the armed force of Pakistan Government. In other words, they do not bring the matter to the point of the political settlement. The Soviet Union, like any other peace-loving country, cannot remain indifferent to this events which have arisen in the Hindustan Peninsula. As was stressed in the statement of Tass on 5th December of this year:

"The Soviet Union call for a speedy end to the bloodshed and for a political settlement in East Pakistan on the basis of respect for the lawful rights and interests of its people."

It is precisely with this in mind and with this realistic approach that the Soviet Delegation deems it necessary for the Security council swiftly to take appropriate action, taking into account the, real nature and full range of the problem under discussion and all its aspects-first and foremost the two main ones, the political settlement and the cessation of hostilities.

The Council must be realistic. The council must take into account in its decision the organic bound between these to questions which constitute the problem under discussion-I repeat: the organic bond between the question of the cease-fire and question of the political settlement in East Pakistan. We appeal to the Government of Pakistan to take effective action towards a political settlement and immediately to recognize the Will of the East Pakistan population. In the light of this approach and bearing in mind the real situation in East Pakistan and in the Hindustan sub-continent, the Soviet Delegation is introducing amendments to the five-power draft resolution. The first amendment is:

"In operative paragraph 1, replace the words 'the Governments concerned' by the words 'all Parties concerned'; at the end of same paragraph, add the words 'and cessation of all military operations'.

The second amendment is :

"Between operative paragraphs 1 and 2, insert the following as operative paragraph 2and 3

2. Calls upon the Government of Pakistan simultaneously to take effective action towards a political settlement in East Pakistan giving immediate recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December, 1970;

3. Declares that the provisions of operative paragraphs 1 and two of this resolution constitute a single whole'."

There should be a consequential re-numbering of the remaining operative paragraphs.

Those are the amendments which the Soviet Delegation now submits to the draft resolution submitted by five powers. The adoption of that draft resolution with this

amendments might constitute a real and effective step by the Security Council to bring about a cessation of bloodshed and the adoption of measures towards the political settlement of the complex political problem that has arisen in East Pakistan. The Delegation of the U. S. S. R. will vote for that draft resolution with the amendments we have introduced. Without such amendments, the resolution would not achieve the purpose and could not become an effective instrument for the settlement of the conflict in the Hindustan Sub-continent. Without the adoption of the amendments, the Delegation of the U. S. S. R. will be unable to support the five-power draft resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, REPRESENTATIVE OF INDIA
December 6,1971

I think I owe it to the Council to report certain developments which have taken place since we adjourned last night. About an hour and a half after that adjournment, the Prime Minister of India, Mrs. Gandhi, made a statement in our Parliament in New Delhi I think I can do no better to discharge my duty than to read her statement as she delivered it in the Indian Parliament. She said:

"The valiant struggle of the people of Bangladesh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements. Earlier, they had reported a democratic victory in their elections, and even the President of Pakistan had conceded the right of Sheikh Mujibur Rahman to become the Prime Minister of Pakistan. We shall never know what intervened to transform this benevolent mood and realistic approach-if it really was that-to destruction and a posture of open hostilities and repression.

"We are told that Sheikh Mujibur Rahman and his party, the Awami League, had planned a non-violent movement of resistance to the Government of West Pakistan, but were caught unawares and overtaken by a brutal military assault. They had no alternative but to declare for independence. The East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment became Mukti Fauj and latter Mukti Bahini, which was joined by thousands of young East Bengalis determined to sacrifice their lives for their freedom and right to fashion their future. The unity, determination and courage with which the entire population of Bangladesh is fighting have been reported by the world press. These events on our doorstep, and the resulting flood of refugees into our territory, could not but have far reaching repercussions on our country. It was natural that our sympathy should be with the people of Bangladesh in their just struggle, but we did not act precipitately in the matter of recognition. Our decisions were not guided merely by emotion but by assessment of the prevailing and future realities. With the unanimous revolt of the entire people of Bangladesh and the success of the struggle, it has become increasingly apparent that the so-called mother State of Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangladesh, back under its control. As for the legitimacy of the Government of Bangladesh, the whole world is now aware that it reflects the Will of the overwhelming majority of the people which not many governments can claim to represent. In Jeffersons's famous words to Governor Morris, the Government of Bangladesh is supported by 'the will of the nation substantially expressed.'

"Applying this criterion, the military regime in Pakistan, whom some States are so anxious to buttress, is hardly representative of its people even for waging was against India. The normal hesitation on our part not to do anything which could come in the way

of peaceful solution, or which might be construed as an intervention, has lost significance. The people of Bangladesh battling for their very existence and the people of India fighting to defeat aggression now find themselves partisans in the same cause. I am glad to inform the House that in the light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangladesh, the Government of India have, after most peaceful consideration, decided to grant recognition to the People's Republic of Bangladesh. It is our hope that with the passage of time more nations will grant recognition and that the People's Republic of Bangladesh will soon form a part of the family of nations.

"Our thoughts at this moment are with the father of this new State, Sheikh Mujibur Rahman. I am sure that this House would wish me to convey to their Excellencies, the acting President of Bangladesh and the Prime Minister, and their colleagues, our greetings and warm felicitations. I am placing on the table of the House, copies of communications which we have received from the Government of Bangladesh. The honorable members will be glad to know that the Government of Bangladesh have proclaimed their basic principles of State policy to be democracy, socialism, secularism and the establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. With regard to foreign relations the Bangladesh Government have expressed their determination to follow a policy of non- alignment. peaceful co-existence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its manifestations. These arc the ideals to which India also is dedicated. The Bangladesh Government have reiterated their anxiety to organize the expeditious return of the citizens who have found temporary refuge in our country and to restore their lands and belongings to them. We shall naturally help in every way in these arrangements. I am confident that, in future, the Governments and peoples of India and Bangladesh who share common ideals and sacrifices, will forge a relationship based on the principles of mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity, non- interference in internal affairs, equality and mutual benefits. Thus, working together for freedom and democracy, we shall set an example of good-neighborliness which alone can ensure peace and stability and progress in this region. Our good wishes to Bangladesh."

Now, I read this statement in full because I believe it is important enough to be recorded in full, and for people to hear it in full. But more important than that, this recognition of Bangladesh has put the relationship of India to Bangladesh in a completely different legal, political and constitutional context; and I would request the Council to realize this new development before any decision is taken.

Since we have now recognized Bangladesh, I think I should take a few minutes of the Council's time to go back-not too much, but a little bit—into the history. It has been said that the autonomy movement led by Sheikh, Mujibur Rahman soon became a movement for independence, and that this would have brought about the disintegration of Pakistan. May I just read a very short paragraph from Sheikh Mujibur Rahman's presentation of the six-point programme which is the formula for autonomy. This is what he says:

"Sixthly, let me humbly remind my West Pakistani brothers and sisters that when we demanded Bangali to be made one of the two State languages of Pakistan you condemned it as a move to undo Pakistan. When again we demanded a joint electorate, particularly in the context of parity in the presentation demanded by you, you condemned that demand to have been inspired from across the border. Both of these two demands have now been accepted, but there has been no undoing of Pakistan due to their acceptance. Does it not put you to shame that every bit of reasonable demand of East Pakistan has got to be secured from you at tremendous cost and after bitter struggle, as if snatched from unwilling foreign rulers as a reluctant concession? Does it do you any credit? Please put a stop to such attitude once and for all. Please be brothers, instead of rulers."

Now, after the military crackdown, as I pointed out yesterday, independence was suddenly declared. And this is what the Prime Minister of the new State of Bangladesh has to say on that:

"Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses. The hundreds and thousands of people murdered by the army in Bangladesh will act as an impenetrable barrier between West Pakistan and the people of Bangladesh. By resorting to pre-planned genocide, Yahya must have known that he was himself digging Pakistan's grave. The subsequent massacres perpetrated by his orders, by his licensed killers, of the people were not designed to preserve the unity of the nation. They were acts of racial hatred and sadism, devoid of even the elements of humanity. Professional soldiers, on orders, violated their code of military honor and were seen as beasts of prey who indulged in an orgy of murder, rape, loot, arson, destruction, unequalled in the annalls of civilization. These acts indicate that the concept of two countries is already deeply rooted in the minds of Yahya and his associates who would not dare commit such atrocities on their own continent. Yahya's genocide is thus without political purpose. It serves only as the last act in the tragic history of Pakistan which Yahya has chosen to write with the blood of the people of Bangla". The objective is genocide and scorched earth, before his troops are either driven out or perish. In this time, he hopes to liquidate all political leadership, intelligentsia, and administration, to destroy our industries and public amenities. And, as a final act, he intends to raze our cities to the ground. Already, his occupation army, has made substantial progress towards this objective. Bangladesh will be set back 50 years as West Pakistan's parting gift to a people they have exploited 23 years for their own benefit."

This declaration was made on 17th April, 1971.

In this context, I should like to read an article which appeared in the New York Times. Some of the Members may have read it, but perhaps the non-English-speaking Members have not. In order to respect the wishes expressed by the Representative of the United States, I shall leave out from this article all reference to the Nixon Administration, to the President, and so on. I hope, however, he will indulge me if I do include in my reading references to our own Government and to our own Prime Minister, however critical they may be. This is what is said:

"Suppose that Britain, in the 1930s, had responded to Hitler's, savagery by the early threat or use of military force instead of appeasement...."

"So one must think after the American statement over the week-end blaming India for the hostilities with Pakistan. Few things said in the name of the United States lately have been quite so indecent. The anonymous State Department official who made the comment matched Uriah Heep "-I do not know this gentleman-" in sheer oleaginous cynicism about the facts of the situation and about our own moral position" .

"Consider first the immediate origins of this dispute. They are exceptionally clear as international relations go."

May I make a diversion? For nine months now the international community has received a large number of reports written by most distinguished civil servants both of this Organization and of its specialized agencies. If the Council is not even prepared to listen to the Bangladesh Representative because of procedural and other political reasons, which I have not understood and against which I have proposed, surely these reports could have been made available. But no, that will do harm to whatever interest are being served by this debate. Now I continue the quotation:

"The military junta that rules Pakistan under President Yahya Khan held an election. The largest number of seats was own, democratically, by a Bengali party that favored effective self-government for East Pakistan. Yahya thereupon decided to wipe out the result of the election by force".

Now, I should like to call the attention of those gentlemen who still preach democracy to bear this point in mind. I continue reading from The New York Times:

"Last March, West Pakistan troops flew into the East in large numbers and began a policy of slaughter. They murdered selected politicians, intellectuals and professionals, then indiscriminate masses. They burned villages. They held public castrations.

"To compare Yahya Khan with Hitler is of course inexact. Yahya is not a man with a racist mission but a spokesman for xenophobic forces in West Pakistan. But in terms of results-in terms of human beings killed, brutalize or made refugees-Yahya's record compares quite favorably with Hitler1 s early years.

"The West Pakistanis have killed several hundred thousand civilians in the East, and an estimated ten million have fled to India. The oppression has been specifically on lines of race or religion. The, victims are Bengalis or Hindus, not Czechs or Poles or Jews, and perhaps therefore less meaningful to us in the West. But to the victims the crime is the same.

"This record has been no secret to the world."

That is why I refer to the reports which are already available in the United Nations, but which, for some reason, have not seen the light of day.

I continue to read:

".. .The refugees were there in India to be photographed in all their pitiful misery."

I then leave out a sentence, and go on :

". ..not a word about the most appalling refugee situation of modern times Private diplomacy was doubtless going on, but there was no visible sign of American pressure on Yahya Khan for the only step that could conceivably bring the refugees back-a political accommodation with the Bengalis.

"Pakistan's argument was that it was all an internal affair. Yes, like the Nazi's treatment of German Jews. But even if one accepts, as one must, that Pakistan was bound to defend its territorial integrity, this issue had spilled beyond its borders. The refugee impact on India very soon made it clear that the peace of the whole sub-continent was threatened.

"It was as if the entire population of New York City had suddenly been dumped on New Jersey to feed and clothe-only infinitely worse in terms of resources available. Yet when Indira Gandhi went to the capitals of the West for help in arranging a political solution in East Pakistan she got nothing.

"The Indians can be sanctimonious"

I do not mind quoting against my country, my Government or, my Prime Minister from a newspaper of repute.

-"Mrs. Gandhi acts for political reasons, not out or purity of heart. India has helped the Bangladesh guerrillas and, in recent weeks, put provocative pressure on East Pakistan. All true. But given the extent of her interest and the intolerable pressure upon her, India has shown great restraint."

"After all, India has not intervened in a civil conflict thousands of miles from her own border."

I shall skip the rest of that paragraph.

"American policy towards the Indian sub-continent is as much of a disaster by standards of hard-nosed common sense as of compassion. India may be annoying and difficult, but she does happen to be the largest nation in the world following our notions of political freedom. In position and population she is by far the most important country of Asia apart from China. To alienate India-worse yet, to act so as to undermine her political stability-is a policy that defies rational explanation."

It is not my habit to give quotations either from newspapers or anything else, but since: we are coming to the conclusion of the debate, I thought 1 should depend on some other and wiser people and not only on my own statements and conclusions.

Here is Senator Church, who has just come back from India. I shall not read the whole of his statement-which he made only this morning-because it would take rather too much time, but 1 shall read the two brief concluding paragraphs:

"I find it odd to understand why there is such a pro-Pakistani bias in American policies. India's position in the war, which has now broken out, is not only consistent with her professed ideals, but is also the position which is most likely to prevail. By showing such favouritism towards West Pakistan, we side with the probable loser, and

we forfeit the goodwill of the freedom-fighters in East Pakistan, as well as the people of India.

"Unless one believes that West Pakistan represents the wave of the future on the sub-continent, it is impossible to reconcile this Government's bias towards Yahya Khan's Government with the role in regard to the interests of the United States."

Of course, we are not interested in, or even concerned with, the interests of the United States. The United States is quite capable of looking after its own interests in a variety of ways. One of the ways has been to cut off economic aid to India recently-yesterday, I think-but we can live with that. We are not frightened by any threats or cuts. But we have to consider what we should do.

Before the Council proceeds to the vote-and I hope I may have another opportunity to explain a few more details on the various resolutions and put our point of view once again before the Council-at this stage I shall make a few other comments on our attitude to the resolutions.

Firstly, after all we have said, not only now but over the last few months, we cannot expect that any man of reason should equate India with Pakistan in any resolution or decision. We do not expect that, and we certainly do not accept it. We do not expect any reasonable man to do it, and if he does we cannot accept it. We are not in the same category as Pakistan. If, Mr. President, you wish me to elaborate, I can do so; but I think the point is already well known.

Secondly, we think it is wrong, illogical, undesirable—disastrous, even-to have to come to a decision without taking into account the point of view of the Bangladesh

Representatives, the Representatives of the main party involved in these

circumstances. However, it is not the first time that the Security Councilor the United Nations has taken an unrealistic decision simply to show that it is up and alive and can act. We are not letting the Council down. Fair enough. We are all faithful Members of the United Nations and we should uphold the dignity and prestige of all its organs. But let us not say that by passing a purely unrealistic resolution we have done anything except console ourselves. That by itself would not be so bad, but if in the process we give a false hope to the world at large that, I think, will be a disaster.

Thirdly, we shall not, we cannot and we must not accept any resolution or decision which does not go to the root cause of the matter. It is no good saying we think we should cut off a limb here or a limb there to save the life. The fact of the matter is that this body has been rotting for nine months and no one has taken any notice. Now, after all these years, when we come to this extraordinary session of the Council, not to go to the root cause is another shibboleth on which soldid foundation can be built. We are meeting here in an extraordinary session and how extraordinary it is. Pakistan is shrieking and shouting about aggression and so on, and yet it did not ask for a Council meeting. Has any gentleman at this table stopped to think why it has not? Probably they do not have to think. Probably they know. Over the last nine months, how many attempts have been made to bring the question to the Councilor any other United Nations body? All attempts have been frustrated.

My friend and colleague, the Representative of Italy, was President of the Security Council in the months of August, I think. On 20th July, the Secretary. General sent his Memorandum Why was that Memorandum not acted upon? We all know why. In the month of July, the Representative of Pakistan was flying from Geneva to New York to stop any discussions here, to stop any discussions there; and those attempts went on for months. Reports were suppressed; discussions were inhibited; a complete veil of silence and secrecy was thrown over this. Then, suddenly, we come up and say, "The world is in flames. We must do something. But we must not consider any of the vital problems."... That is an approach which we totally deplore and certainly denounce.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AGHA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6,1971

Only yesterday, I quoted, for the second time to the Security Council, excerpts from an important paper, which has been given the most serious consideration by Government circles in India, about India's plan to bring about the dismemberment of Pakistan, and to use the Security Council as an instrument to legitimize the creation of the secessionist Bangladesh State. I am sure that what I quoted must be fresh in the minds of the Members of the Council and I shall refrain from quoting it again.

Only yesterday, and the day before, the Representative of India stated that these were the views of theoreticians and academicians in India, but now it is finally clear that that plan has been followed with meticulous exactitude and the Government of India has announced recognition of Bangladesh.

The Representative of India quoted in *extenso* from Mrs. Gandhi's statement of yesterday giving the reasons for this act of war against Pakistan. She said that it was a valiant struggle which had opened a new chapter in the history of the freedom movement. And let it be noted that this new chapter was inaugurated by subversion and aggression.

If the President of Pakistan did designate Sheikh Mujibur Rahman, as the Leader of the majority party in the National Assembly, as the Prime Minister and, if because of the disagreement of political factions within my country his plan for the transfer of power to Sheikh Mujibur Rahman could not materialize, did it justify a neighboring State's fomenting armed civil strife and launching an armed attack against Pakistan? If a commission is given in a country to the leader of a political party, even a majority party, to form a Government and it is not executed for one reason or another, however right or wrong it may be, does another country embark on aggression and subversion to promote freedom in that country?

Now, we are told that the Mukti Bahini is fighting and that the Security Council must make an assessment of the realities, and the Representative of India talked of the success of the Mukti Bahini. What is the reality? The Mukti Bahini is a mere auxiliary of the 120,000 Indian armed forces which have unleashed armed attacks on Pakistan. It can play only a subsidiary role. It is under the occupation army of India that this Mukti Bahini will function. And it is to that Government, set up by the occupying authority, that this Security Council is expected to extend some kind of" acknowledgement, if not recognition.

We have been told about the high-sounding proclamations of democracy, secularism, freedoms and what-not. We know that words are not tantamount to actions. In how many constitutions, in how many pronouncements and proclamations in every country in the

world are these words not used? Arc we to be guided just by rhetoric and eloquence? In India itself, democracy does not function in several of its provinces; they are under direct Presidential rule. And secularism is honored more in the breach than in the observance. Militant groups let loose murder and slaughter against religious minorities-and we are asked to take the word for the deed.

We were also told about foreign relations of Bangladesh and its policy of non-alignment. The mentor of that government has set the example of non alignment by concluding the Indo-Soviet military alliance.

The Representative of India talks of freedom of Bangladesh. In 1905, that same East Pakistan, which was part of Bengal Province, achieved its emancipation from the economic exploitation and domination of the capitalists and caste Hindus of Calcutta and became a separate province within India-that was done by the British Government in 1905. But those same capitalists, industrialists, the caste Hindus of India, carried on a ceaseless agitation of murder, assassination and terror, and forced the British Government to annul the partition. So, the separation of East Pakistan-which took place in 1905, because it had been exploited for two centuries, both under British rule and subsequently by the privileged classes in India-was annulled and East Pakistan was again made a part of Bengal, so that the rule of the privileged classes was reimposed. It is only the Pakistani people and their strength that stand between that kind of reimposition of domination and the development of the people of East Pakistan in freedom and as the dominant partners and the dominant elements in the political life of Pakistan.

Then, the Representative of India went into the history of the movement for autonomy, talked of the six points and quoted from Sheikh Mujibur Rahman. Well, let me tell you something about the six points.

On 23rd March-two days before the Federal Army had to take action to suppress the massacres of non-Bengali elements that were being perpetrated by the secessionist elements-the leaders of the secessionist movement, or the leaders of the Awami League, presented a draft proclamation to President Yahya Khan saying that it was their lust word and that the President of Pakistan could take it or leave it; in it they also said that Pakistan shall be a confederation-from a federal state, it was to transform itself into a confederation. The other political parties believe that confederation is an association of two sovereign states and not a union of provinces or states into one single whole. Surely, this was a legitimate point of view with which one may agree or not agree, but how does this become the concern of India? In other words, the Pakistan Government was asked to accept an ultimatum to transform Pakistan into a confederation of two sovereign States. And yet, we have a lecture from the Representative of India about how we should conduct ourselves in regard to the ordering of our constitutional and political life. Let him first study his own Constitution and see how much autonomy is given to the provinces. How much autonomy does West Bengal, his own province, have in the Indian federation? To what extent are the resources of Bengal and Assam spent within those provinces?

Then again, in every form the Indian Representatives repeat about the hundreds of thousands of people murdered by the Pakistan armed forces. It is a matter of the deepest

regret that he shows no human feeling in regard to those murdered by the secessionist elements. There were people here in the so-called Delegation of Bangladesh who set up slaughter houses in which thousands of people were massacred before 25th March when the army had to intervene and afterwards. And these people come here to represent Bangladesh. There is living proof of these atrocities, and if Members of the Security Council want to turn away from propaganda and what the columnists write, and want to find out for themselves, we shall provide them the means of doing so.

The Representative of India talked the other day about films shown by his Delegation. We have these films but we have spared your feelings. But, you are welcome to come and see them if you so desire. I can understand his relish that Pakistan is dead and buried. Let me tell him, it lives and will survive, in spite of Indian aggression.

Then, he quotes something from The New York Times. This is an article by the columnist Anthony Lewis. I have read many of his articles before. But, that is the opinion of one individual. Did he go to Pakistan to find out the other side of the picture? Did he take care to inform himself of the real facts before he printed his column in this newspaper which is read by half a million people in the United States? Did he compare notes with other correspondents of equally respectable papers like the Manchester Guardian who have given a different assessment? This is the kind of propaganda to which the Representative of India resorts to divert the attention of the Council from Indian aggression and occupation of our territory. If we begin quoting correspondents, where are we going to end? All right, if you want to quote correspondents, I shall quote James Reston who said in yesterday's New York Times:

"For Prime Minister Gandhi to talk about the ‘wanton and unprovoked aggression’ of Pakistan, when her own Government's troops have been constantly inside East Pakistan and her colleagues have made no secret of their aid to the East Pakistani insurgents or their desire to see East Pakistan separated from West Pakistan, is really an affront to the intelligence of the world."

And the Representative of India considers the intelligence of this distinguished and august gathering so low that he persists in his misrepresentations. I continue the quotation:

"Mrs. Gandhi didn't even consider allowing U.N. observers to see what was going on along the India-Pakistani borders, which is interesting, since she is now defending the war as a moral crusade against the Pakistani aggressors."

The Representative of India cannot resist referring to the Government of Pakistan as a military junta. Several Member States are ruled-and these are not my words, but his words-by military juntas, and he went on to say:

"President Yahya Khan decided to wipe out the results of election by force."

If President Yahya Khan did not wish to promote or restore democracy in Pakistan in the first place, why would he have held elections and why should they have been held in

an atmosphere of freedom which he himself hailed afterwards? Was it not far easier for him to crush the aspirations of the Bengali people before the elections, which would not have caused a whimper in the world? Yet, good and honest intentions, if they are prevented from being realized, are denounced and the most vicious motives are ascribed. And, from whom do they come? From India. We know that we can expect nothing better from India than permanent hostility.

As regards what Senator Church may have said: I regret that Senator Church had nothing to say about subversion and aggression. He expressed himself on a certain aspect of the Pakistan situation, but he chose to remain silent on the very issuses which we are now considering here in the Security Council.

Finally, in reply to the Representative of India, he alleged that Pakistan shouted about aggression and did not ask for a meeting of the Security Council. Ambassador Vinci was the President of the Security Council in August and he knows of the efforts made by me under the instructions of my Government to activate the Security Council to exercise a moderating influence, and to promote a reduction of tension. But why was no Security Council meeting called? Because of the opposition of India and the allies of India. And we know now when we come finally before the Security Council what is the result-a veto, a veto. So therefore let us not talk about coming before the Security Council.

Turning now from the Representative of India to what the Representative of the Soviet Union said yesterday and a little earlier today. I shall, of course, not comment on his amendments, because I believe they are no longer before us, for the draft resolution to which they were submitted as amendments has been withdrawn. We thank the sponsors of that draft resolution for having withdrawn their proposal. But here, with reference to what Ambassador Malik said in explaining his amendments, I cannot allow this opportunity to pass without commenting on one or two points. The Representative of the Soviet Union said that action by the Security Council must be in accordance with the real situation in the Hindustan sub-continent. The real situation in the Hindustan sub- continent now is that brought about by India's subversion support to armed secession, armed intervention and aggression. In other words, is the Security Council going to legitimize this so-called reality, perpetuate occupation and guarantee the fruits of aggression and the illegal use of force?

The Representative of the Soviet Union said that the cessation of hostilities must be organically linked to a political settlement. In other words, the Soviet amendments, as explained by the Representative of the Soviet Union, mean that Pakistan must immediately agree to the secession of East Pakistan and to Pakistan's dismemberment and that war and military occupation must continue until it does so.

I am also constrained to remark that in the statements of the Soviet Representative there is a persistent pre-occupation with the political situation in Pakistan to the conclusion of every other aspect of the situation prevailing today in the sub-continent, and which prevailed in the weeks and months before. And we are most concerned that in addition to the security doctrine to which I referred yesterday, the pronouncements of

Soviet Representative seem to stake a claim to be the arbiter in the internal political and constitutional life of my country.

I shall comment on the draft resolutions later, but I feel I must place on record certain facts. I refrained from doing so yesterday, because I did not wish to prolong the time taken by the Council to get to a vote on the draft resolutions before it. First, I should like to draw the attention of the Security Council to a misstatement of fact by India: as contained in the Secretary-General's report (S/10410/Add.l). According to a message from the Prime Minister of India, which was orally delivered to the Secretary-General, it is claimed therein that Pakistani aircraft attacked the military bases of India at Pathankot and Srinagar-in the disputed territory of Jammu and Kashmir-and at Amritsar on the afternoon of 2nd December. That is totally false. I waited until now to contradict that claim because I was checking the correct facts. On the instructions of my Government, I am now to state that Pakistani aircraft took counter-action against these air-fields on 3rd December, and only after India, six or seven hours earlier, had launched armed attacks against Pakistan along a 500-mile-long front in the west.

I should like also to state on this occasion that I would request Ambassador Malik, when he refers to any remarks I make, kindly to quote them in context. 1 only wish to say that it is regrettable that he again made a statement yesterday which I had corrected the day before. That was in regard to what I said about the existence of an internal crisis in Pakistan. In the political life of States, internal crises are not a rare phenomenon, but it is up to the people of those countries to overcome the crises and not for foreign powers to exacerbate internal divisions, promote secession and armed rebellion and, finally, launch armed attacks and use an internal crisis as justification for interventionist doctrines in the political life of other States.

Further, I should like to bring to the attention of this Council a most deplorable action by India yesterday. On 4th December, the Secretary-General, in an urgent telephonic message to me, expressed his concern for the safety of United Nations personnel in East Pakistan and conveyed his decision to evacuate them to Bangkok. He requested that the Pakistan Government be approached to see if a cease-fire could be arranged in Dacca from 10 a. m. to 6 p.m. East Pakistan Time on 5th December to enable a transport plane to land at the airport and evacuate United Nations personnel to safety. The Secretary- General also intimated that he was making a similar request to the Permanent Representative of India. The Secretary-General's request was conveyed to the Government of Pakistan with all due urgency. It was followed up by the Pakistan Mission with telephonic messages to Islamabad. It is understood that both the Governments of Pakistan and India agreed to a cease-fire in Dacca for a certain length of time to allow for the evacuation of United Nations personnel and foreign diplomats. However, the world now knows that the Indian air force chose precisely the moment of evacuation of United Nations personnel to attack the civilian airport at Dacca. The perfidious nature of this attack needs to be condemned in the strongest possible terms. It shows better than we can say what kind of attitude governs India at present. India's air force launches an attack on the territory of Pakistan at the time when it knows that the valiant forces of Pakistan are committed to observing a cease-fire. The innocent victims in this case are the

international civil servants and diplomats, and it is a fortunate accident that no lives were lost.

Finally, I should like to state that in regard to the question of extending an invitation to a particular entity to come here, I have pointed out that it would be not only a violation of rule 39 of the provisional rules of procedure of the Security Council, but also a violation of the Charter. That has been brought out with sufficient force by the Representative of Argentina, among others. Whatever may have been India’s actions yesterday, that in no wise alters the force of the arguments that have been urged before the Council, and should the Council act in the unlawful manner we should have to consider that to be an unfriendly act towards the Government of Pakistan.

In order not to take the floor another time, I should like briefly to give my views on the draft resolution proposed by the Representative of France with his characteristic eloquence, precision and lucidity.

We are conscious of the concern of his Delegation and the British Delegation that the Council should achieve some result and not be completely paralyzed by vetoes. Therefore, while we appreciate the laudable motives and the concern for peace that have promoted him to put forward a proposal, we are constrained to observe that nothing has been said about the proven fact of aggression and the fact that India has admitted this aggression. Nothing has been said about the cessation of armed rebellion by India. Furthermore, this draft resolution does not provide for withdrawal of armed personnel and forces. In other words, occupation would continue and then, by the time the Security Council were to consider the situation further, Pakistan would be called upon to acquiesce in its own dismemberment.

We note that the draft resolution contemplates that the Council should meet again to consider what further steps within the framework of the Charter could be taken on the issues which have given rise to the hostilities, but we know very well that any proposal for the withdrawal of occupation forces is likely to attract a veto, and the Security Council would not be in a position to deal with the question of withdrawal of forces. By not dealing simultaneously with the question of withdrawal together with that of ceasefire, the Council would legitimize military occupation and perpetuate it.

For these reasons, we would hope that the Council would ponder the considerations I have urged and also be conscious of the fact that while it has a responsibility for peace and security, the United Nations as a whole cannot absolve itself from that responsibility just because a veto power is being arbitrarily exercised.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ-এর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. GEORGE BUSH, REPRESENTATIVE OF THE U.S.A.
December 6,1971

I should like, first, to make a very brief comment regarding the statement by the Ambassador of India. I appreciate his omitting certain passages from the column that he quoted. In all sincerity, I say that this was most considerate and courteous of him. But I do believe that a brief reply is in order.

He insists on deflecting the Security Council's attention from the fire on the sub-continent by using this ageless device of quoting selectively from columns or editorials printed here that are unfavorable to the policy of the United States Government. Let me, here and now, assure this Council that our people-and that is what counts in this country- support what the United States Government has been trying to do, selective columns to the contrary notwithstanding.

Our people, our policy, supported the Secretary-General in his call for help for the refugees, in his call for observers. Where not those efforts by our Secretary-General even-handed? We think they were. Our people supported the massive relief effort for refugees in Pakistan and the massive relief effort for refugees in India. Our people supported the vigorous private diplomacy in which our President engaged in trying to get the forces of both sides to pull back. And our people supported, happily and proudly, the recent visit of the Indian Prime Minister to our soil. I can also assure our colleague that the American people strongly support the United States draft resolution which received such an overwhelming vote in the Security Council, a resolution to stop killing, a resolution for a ceasefire and withdrawal, resolution-and let me quote it very briefly:

".. . . toward the creation of a climate conducive to the voluntary return of refugees to East Pakistan".

Our people support that, as they did a resolution supporting the Secretary General's offer for good offices for peace. That is what we support, selective columns to the contrary notwithstanding.

This is not a one-sided policy. I hope it is a compassionate policy, a compassionate policy towards a continent in flames. 1 wish the draft resolution had garnered even more votes than the overwhelming number it did receive. I wish it had received the unanimous support of the world community.

In summary, we can find voices of dissent on our policy in this country; we can find editorials. But I do not want this Council to be diverted by this device of shifting the focus to our Government by quoting unfavorable domestic sources. No matter from

where those articles come, they will not divert the world's attention from the massive war that has descended upon the sub-continent. And while the war goes on, blame is unimportant. Each of us in this Council can have his views as to who is to blame; and certainly, our colleague from India is entitled to his. But at this critical moment in history, blame is unimportant; stopping the slaughter, stopping the invasion, somehow seems to our people to be desperately important.

At our meeting last night. I noted that the Council had been convened because it was faced with a clear and present threat to the peace of the world, because the area and the scope of the fighting had broadened and had intensified, and because the Council had a responsibility under the Charter to stop the fighting and preserve the territorial integrity of Member States. Eleven Members of this Council-a clear majority-signified on two separate occasions their desire to exercise the responsibilities of the Security Council under the Charter. They voted in favor of two draft resolutions which called upon the Governments of India and Pakistan to take measures forthwith for an immediate cease- fire and withdrawal of their armed forces from the territory of the other to their own side of the borders. They recognized the need to intensify efforts to bring about speedily and in accordance with the principles of the Charter conditions necessary for the voluntary return of the East Pakistan refugees to their homeland.

But unfortunately-as our colleague from Argentina mentioned and as we pointed out last night-one Permanent Member of this Council did not support that approach and exercised, under the rules, its veto over those two draft resolutions. In the midst of this grave situation, the action of that Member has rendered the Council unable to act in order to restore peace and security in South Asia, and we are not able in this crisis even to call for a halt to the fighting and the return of troops to within their own borders. In these circumstances, we are faced with the prospect that the world will conclude that the United Nations is unable to fulfill its Charter obligations to restore international peace and security where they are threatened.

This Council must do all within its power to ensure that this does not happen. It must explore every feasible avenue for action. And, to judge by statements made by most Members at our last meeting, it is also clear that a large majority is agreed that we cannot leave the matter where it is ; the status quo is intolerable. The threat to peace is too real and the plight of the refugees and the civilian population in general is too urgent for us to engage in further demonstrations of the inability of this Council to carry out its duties under the Charter. Fortunately, there are additional steps that we can take to permit the full Membership of the United Nations to examine this urgent question and bring its influence to bear in favor of restoring peace in South Asia.

The "Uniting for Peace" resolution provides that:

" . . .. if the Security Council, because of lack of unanimity of the Permanent Members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security, in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations......

Accordingly, the United States joins the Representatives of Somalia, Argentina, Burundi-and hopefully many more-in supporting the draft resolution which provides for referral of this urgent and important question to the twenty-sixth session of the General Assembly for immediate consideration. We fervently hope that the Assembly will prove itself equal to the task so that the United Nations will have fulfilled these grave responsibilities that it bears under the Charter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঃ আগাশাহীর বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. AG HA SHAHI, REPRESENTATIVE OF PAKISTAN
December 6,1971

It was not my intention to take the floor again, but the Ambassador of the Soviet Union addressed a direct question to me which arises out of the draft resolution contained in document S/10428, which he has circulated. This question was, why are you afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan? I believe that he is entitled to an answer and I shall give him an honest answer, but before I do that, I should like to make a comment or two on his draft resolution as explained by him.

I draw the attention of the Security Council first to the fact that while the Soviet draft resolution attempts to merge the elements of the five-power draft resolution contained in document S/10425, it also changes that draft resolution which has been withdrawn. For example, compare operative paragraph one of the five-power draft resolution with operative paragraph 1 of the Soviet proposal. The five-power draft reads: "Calls upon the Governments concerned forthwith, as a first step, for an immediate cease-fire "The Soviet draft "Calls upon all parties concerned forthwith, as a first step, for an immediate cease- fire and cessation of all hostilities. . . . This is a basic change because, while one request is addressed to "the Governments concerned", the other is addressed to "all parties concerned". Since we know that the secessionist elements are accompanying the Indian invading forces, the Soviet draft resolution would make them a party to this first step, compel us to negotiate with them and straightaway accord them the status of a party. In other words, it would pave the way for recognition. For us, as one of the parties, this is a most fundamental change introduced by the Representative of the Soviet Union.

I shall respond to the appeal of Ambassador Malik to examine his draft resolution in the light of life and in the light of reality as it obtains now. There is an element of internal contradiction in the Soviet draft resolution. Operative paragraph 1 gives status and recognition to the auxiliary secessionist forces accompanying the Indian armed forces by making them a party. Operative paragraph 2 of the Soviet draft resolution calls for a political settlement, "giving immediate recognition to the Will of the East Pakistan population as expressed in the elections of December, 1970". The fact is, the reality is, that the auxiliary secessionist elements accompanying the invading Indian forces have repudiated the mandate. They stand for the creation of an independent Bangladesh State. That was not the Will of the population of East Pakistan as expressed in the- elections of December, 1970. There is a qualitative change in the demand that is now made. Therefore, the Soviet draft resolution on the one hand accords status to the secessionist elements who demand independence and who have repudiated the mandate of the people of East Pakistan as given in the elections, and on the other hand talks of "giving. . . . expression to the Will of the people of East Pakistan". In this situation, it is the auxiliary

armed secessionist elements which will be given a decisive voice by this draft resolution. I point out this internal contradiction.

I earlier expressed the view that the Soviet amendments, on which I commented and which are now part of this Soviet draft resolution, linked a settlement with a cease-fire. That is, Ambassador Malik explained, there is an organic bond between them: that is, until there is a settlement, hostilities must continue; war will continue.

Then, there is an element of political negotiation involved for the Government of Pakistan, under the duress of the presence of the invading Indian armed forces. We have been called upon to negotiate under these circumstances-which has never been the practice of the Security Council or the United Nations.

Whatever the organs of public opinion may say, whatever columnists may say, whatever intellectuals may say-and many of them do not have a high opinion of the United Nations-we all know that many great intellectuals are political innocents. But, here we are working within the framework of the rules and provisions of the Charter, and we have, to act in accordance with those principles. The intellectuals and the columnists and the newspaper editors consider themselves superior; they override the law of the United Nations in molding public opinion. But we have to conform to the Charter.

Therefore, the principle that there can be no political solution to any problem while a country is under invasion and occupation is a fundamental one, and we regret to find that that principle-a United Nations principle-is ignored in the Soviet draft proposal.

Further, I should like to point out that in all the draft resolutions that the United Nations has considered, it is a sacrosanct tractice to couple cease-fire with withdrawal, and we have admired the position of principle of the Soviet Union, until now, that it has always maintained the organic link between withdrawal and cease-fire. But, unfortunately, we do not find a consistent approach by the Soviet Union on the present occasion.

As I have said, East Pakistan is a part of Pakistan recognized as such by all Member States. The armed attacks and invasion of East Pakistan from 21st November constituted an armed attack-an aggression-on all Pakistan.

The Representative of the Soviet Union made the charge that Pakistan started this on 3rd December. But we must go back before that date. I should like to point out that the aggression started on 21st November against Pakistan, which is one single State.

Then, in regard to my remarks, let me make clear what I said about our internal crisis. We do have an internal crisis, which is a political crisis. That political crisis is our internal affair. The international aspects of this crisis are the following: there is the humanitarian aspect-the purely humanitarian aspect-and there is the other international aspect created by Indian subversion, promotion of armed rebellion and secession within East Pakistan, and, finally, the invasion of East Pakistan. I should like to make clear once and for all what are the internal aspects of our crisis and what are the international aspects, so that there will be no misapprehension whatsoever.

Now, coming to the question whether we are afraid of the expression of the Will of the people of East Pakistan, No; it is a great tragedy that that Will could not be given political expression in the meeting of the National Assembly, in which differences between political parties could perhaps have been resolved. But, as a result of a postponement for a short time, the secessionist elements in East Pakistan launched a rebellion involving the non-payment of taxes to the Government, defiance of the authority of the Government, and the release of 18,000 criminals from goals, who were armed and let loose in an orgy of massacre.

That is the truth. If evidence is required, one need only consult the newspapers published in East Pakistan from the time of the crisis-from January and February and on 25th March. That was a notorious fact, which is known not only to Members of the United Nations. Those armed criminal elements thousands of them-were armed and let loose to go and commit massacres; and, regrettably, some of the elected representatives were involved in those crimes. No member of the Assembly has been disqualified for political dissent or for his political views.

There is evidence of the organization of slaughter houses-I do not wish to go into these details-and those responsible were requested to come and clear themselves of the charges. Now in this situation, while an amnesty extends to political offenders, can the international community demand that it should also be extended to those who have organized murder?

Therefore, I should like to point out in regard to the Soviet draft resolution the internal contradiction that the armed secessionist elements are being made a party to certain directives and actions of the Council, and then there is. a demand about recognition of the Will of the population of East Pakistan. If the secessionist elements were to repudiate secessionist aims and abide by the Will of the people of East Pakistan as expressed in those elections, we might perhaps emerge from this dark night and from the gloom which surrounds, us. That is a pertinent question which every Member of the Security Council must ask himself before he exercises his vote on the Soviet draft resolution.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

I. STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, REPRESENTATIVE OF INDIA
December 6,1971

I simply wanted to speak for two minutes in order not to leave an impression on some of the factual matters brought out by the Representative of Pakistan. This impression has been created on the basis of misconception, and I thought I would clear it up straight away. I do not believe it would help our deliberations or profit the Council if I were to reply in detail once again to the many charges he brings up from time to time, charges to which I have replied in detail on previous occasions. All these charges are flung, as I said before, without the slightest iota of evidence or a particle of truth. However, he has mentioned three points in which the United Nations is somehow or other involved and I think it is my duty to inform the Council of the exact position.

First, he talked about this tragic subject of Bangladesh being brought up in the United Nations. Of course, the Security Council is one of the many forums where this could be discussed. He did not explain why other organs could not also be considered. However, two factual points. He said that our memorandum, contained in document S/10410, is not correct and that it contains a misstatement. He says Pakistani sources have reported that India has launched an attack on West Pakistan. I maintain, this is totally false. If there any doubt about that, at least part of the truth is established by the report which is contained in document S/10412, which says in its paragraph 4(a): "Srinagar airfield bombed at 1745 hours on 3rd December". Now, Srinagar is on our side of the frontier and, therefore, it could only be bombed by Pakistani planes. We have suggested the bombing took place at 1730 hours; the United Nations observer reports it was bombed at 1745 hours.

The second point is that he said that we had committed some heinous crime in preventing the evacuation of consular corps and United Nations personnel from Dacca. If anyone has any regard for the truth-and I think the Secretariat can bear me out on this, but I shall not ask them to do so because it would be most embarrassing for them everything was arranged. The plane came from Bangkok and was flying to Dacca. Here is a telegram stating exactly what happened:

"As arranged, Canadian C-13 aircraft came from Bangkok to Dacca this morning. However, when approaching Dacca airport, Dacca control tower did not accept the aircraft and advised it to turn back. Our Calcutta airport control monitored this talk and invited pilot to divert to Calcutta. Pilot acknowledged offer gratefully, but said he was venturing back to Bangkok. The air force authorities confirmed that safe period between 10-30 to 12 noon 1ST promised by us was fully honored. Our air force stopped air activity in Dacca airfield well before such period".

That is the truth.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ সমর সেনের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

2. STATEMENT BY MR. SAMAR SEN, REPRESENTATIVE OF INDIA
December 6,1971

Mr. President, we are coming to the end of the debate, and I am grateful to you and to the Council for this opportunity to make a few comments.

This debate has shown that selectivity is the order of the day. Now, several principles have been quoted by various Delegations: sovereignty, territorial integrity, non-interference in other peoples' affairs, and so on. But I wonder why we should be shy about speaking of Human Rights? What happened to the Convention on Genocide? What happened to the Principle of Self-determination? What happened to all the other social rights and conventions which you have so solemnly accepted? Are we, therefore, to be selective in serving what is known as the motto of our era-peace, progress and justice? What happened to the justice part?

We cannot proceed on this important and very serious matter in that selective way. The Declaration on the Strengthening of International Security has been quoted. What happened to article 22 of that Declaration? What happened to the other articles? According to your views, you can select as you like, but when I select a particular article, then that is being selective.

I should have thought that the normal, civilized course of debate would be for each speaker to support his argument with the best evidence available; and if that is a crime then I have to be taught all the lessons of democracy all over again.

I was also glad to hear that the people of the United States support their Government. I should have thought that in an elected government-one elected for at least four years- that is a self-evident truth. But I was glad to have that confirmation.

Then, I was told that we are here not to apportion blame but to do something to calm down the fire which is raging. I can recall areas not far from India where warfare had been going on for years. I shall leave history to judge how and at what speed human lives are saved and the flames of conflict put out. Did we not then consider justice and the question of blame? I shall leave it at that.

Now, when we started this debate I asked myself and some of my friends what exactly the Council would wish to achieve. When I came here to participate in this important debate, in spite of many reservations-mainly for reasons I will explain briefly in a minute-I had hoped that the council would proceed on the basis of that three-fold motto of peace, progress and justice.

Let me not be soft-mouthed about it: those who cry for peace, progress and justice must realize that these principles apply to all areas-not merely to India and Pakistan, not

merely to this area or that area, but to all areas. We are all committed to them, and we cannot separate these concepts merely because someone feels something ought to be done quickly after having slept on it for nine months.

The second question I asked myself was: can se achieve it? I think we can achieve it. The Security Council has enough power to achieve it, but I rather doubt it will exercise that power. That power could have been exercised a long, long time ago. We are bogged down on the matter of internal jurisdiction, and so on an so forth, and there has been no attempt yet to date to have us look at the problem it its entirety and take suitable decisions. No, we are very anxious to get rid of a resolution somehow or other.

Then I asked myself: how should we achieve it? Now, here is where my hesitation, reservations and protests come in. I should have thought, I repeat that any consideration of the question of cease-fire should require the parties who are fighting. I suppose it is not the intention of the Council that fighting between Pakistani soldiers and the people of East Pakistan should not be halted, and that violent massacres should go on all over the place, and that those who resist those massacres should be blamed for resting them.

I should have thought that the intention of all men of good will would be to put an end to all hostilities. And we have just heard argues that the secessionist movement-I have again and again explained that aspect of the problem, and we do not have to dw2ell on it-that the Pakistani army can take whatever action it likes against helpless women, children and men, but they must not resist because that is immoral.

That is why if wanted Bangladesh people to come and give us their view. But that has not happened. In this system of unrealism, can the Council really expect to come to any sensible decision?

Now, let me explain very briefly what some of these realities are. Refugees are a reality. It is not a question of economic strain alone. I have explained that again and again, so I shall not go into that. But anyway, refugees are a reality. Genocide and oppression are realities. The intense desire of people to live their own lives, in their own ways is an overwhelming reality. There is no hope of Pakistan ever controlling these lives. Total collapse of all the administration of Government is a reality. The extinction of all civil rights is a reality. Armed conflicts of various kinds are realities. Provocation and aggression of various kinds by Pakistan from 25th March onwards is a reality. As a result, retaliation has followed in exercise of the right of self-defence, and we have warned that we shall exercise this right without hesitation. Recognition by India of Bangladesh is a reality. Bangladesh itself is a reality. If those who do not accept these realities of the facts on which these realities are based, they are entitled to do so. We are not here to convinced those who do not wish to be convinced. Those who do not wish to be convinced. Those who do not wish to see facts, nobody can make them see facts. As the saying goes, no one is so blind as the man who refuses see.

If we go against these realities, it is not India which will suffer but, I fear, the entire concept of the United Nations. We thank the Soviet Union, not because of the India-Soviet Treaty, but because it is one of the countries which has accepted these realities as

they are. The realities have also been dawning in various quarters, but much too slowly. After nine months, we are still not anywhere near reality.

Now, much has been said about the India-Soviet peace treaty, that it is a bond of slavery. Now, those who believe that a country like India today can be controlled and ruled by some other power, however powerful it is, are not lacking in erudition. They do not need erudition, but they need attention in some other field. Pakistan continues to represent that the elections and subsequent wiping out of their verdict by force was inevitable and because of the secessionist elements. Again, I shall leave it at that because we know the facts much too. ... I simply wish to make our position quite clear at this stage. We have made it clear before, but again I should read out formally a brief paragraph about our position:

"We have made our position perfectly clear and we shall adhere firmly to it, for what is at stake-perhaps it is difficult for others to" understand it-is our national security, is our entire social and economic fabric, and the complex of life of over 500 million people of India, and many others besides. We have faced aggression from a neighbor four times, and we are threatened again. The sizes of different countries have little relevance, for small powers can have powerful allies, expensive and efficient military machines, and strange ambitions. Added to this, we face the mortal danger through the annihilation of 75 million people at our doorstep. This cannot but fail to overwhelm us and we shall not tolerate it."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোভিয়েত প্রতিনিধি মিঃ জ্যাকব মালিকের বিবৃতি	জাতিসংঘ ডকুমেন্টস	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

STATEMENT BY MR. JACOB MALIK
REPRESENTATIVE OF THE U.S.S.R.
December 6,1971

The Delegation of the Soviet Union does not consider the transfer of the question to the General Assembly to be correct, either in terms of substance or from the procedural standpoint. This is an indication of the wish to avoid a solution on the substance of the matter, and the adoption of measures to eliminate the main source of conflict upon the Hindustan Peninsula. This is apparently something that is needed by those who are attempting, in accordance with their former practice, to utilize the rostrum for various types of insinuations and fabrications against those countries with whose positions they do not happen to agree. But it is entirely clear that the chief purpose is to divert attention from the substance of the problem, from the main cause of the conflict, to muddy the waters, to confuse the United Nations, and to avoid the adoption of a solution to the problem.

Those who support that draft resolution know that General Assembly Resolutions are recommendations, whereas Resolutions of the Security Council are mandatory decisions which, under the Charter, must be implemented by Member States of the United Nations; and, being unwilling to find an effective solution to the question under consideration, those parties are making an attempt to throw this question into the lap of the General Assembly. Well, let them do that. Whoever prefers that course is free to attempt it. Let them try to escape the essence of the problem. The Soviet Delegation continues to consider that only a decision in the direction stated in the draft resolution presented by the Soviet Union could secure an effective settlement of the situation in the Hindustan Peninsula.

As you have stated, Mr. President, the Soviet Delegation does not at the present time press for a vote on its draft resolution. We intend to consult with other Delegation, irrespective of whether this matter is to be handled over to the General Assembly or not. We shall continue this work, and we shall continue to defend the right cause and our just position.

I should like to say a few words in connexion with some of the comments of my very old friend the Representative of Saudi Arabia, Mr. Baroody. He informed the Council that he had been approached by Representatives of the Baltic States on numerous occasions. Do not believe it, Mr. Baroody. They are not Representatives of the Baltic Republics: they are quislings and traitors to the peoples of those Republics. They served Hitler, and now they are serving those who are paying them more. They are serving the various imperialist intelligence agencies. They are being used as a labor force for the

carrying out of the dirtiest tasks against the Soviet Union and the Baltic Republics. Mr. Baroody, so put an end to your friendship with them. They are the dregs.

If you wish to make the acquaintance of the genuine. Representatives of the Baltic Republics, I can be of service in this respect. In the mission of the Soviet Delegation to the twenty-sixth session of the General Assembly, there is a Representative of the Lithuanian people, and I can introduce you to him tomorrow. I might even give you his card today. He is the Deputy Minister for Foreign Affairs of Latvia, and I would be very happy to bring you together and introduce you to each other.

One further item of information. There are 15, not 16, Republics in the Soviet Union.

In conclusion, I should like to say that if Mr. Baroody, with his outstanding erudition and oratorical skill and his ability to present his case and his proposals in such a well argued way, had contributed to convincing certain Delegations to adopt the draft resolution introduced by the Soviet Union, that would have been useful, and it might have been possible to bring to an end the sufferings of the many people to whom he referred here.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সাধারণ পরিষদে বিতর্কের সংক্ষিপ্ত সার	বাংলাদেশ ডকুমেন্টস	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

A SHORT NOTE ON THE DEBATE

The General Assembly on December 7, 1971, adopted a Resolution calling for an immediate cease-fire and withdrawal of troops. The voting was 104 in favor. 11 against and 10 abstentions.

The sizeable majority for the Resolution adopted by the U. N. General Assembly on December 7, 1971 was an acceptance of the standard formula for cease-fire and withdrawals, rather than a refusal to take account of the realities of the situation and of the basic issues involved. This becomes clear from the following points made in the statements of various Delegations during the debate in the General Assembly. Only 58 Delegations made statements during the debate, besides India and Pakistan.

I. Countries which blamed Pakistan for suppression in East Pakistan and for violation of human rights, etc.:—

1. **Bulgaria:**

2. **Cyprus:** India has been under gravest provocation following tragic sequence of events in East Pakistan and the suppression of human rights in that 'country'.

3. **Czechoslovakia:** Pakistan did not lake any measures which might have remedied the situation and brought about a political settlement in East Pakistan.

4. **Greece:** To the absence of effective action within Pakistan for a political settlement, one should add the reticence of the international community which did not encourage any peaceful settlement.

5. **Hungary:**

6. **Mongolia:**

7. **Poland:**

8. **U.S.S.R:**

9. **Yugoslavia:**

II. Countries which spoke of a political settlement in East Pakistan and indicated that the crisis is would not be over till basic cause of the conflict was removed and political settlement reached:

1. Argentina:	
2. Bhutan:	
3. Bulgaria	
4. Canada:	Security Council should be in a position to address itself to the underlying political issues.
5. Ceylon:	Called upon Pakistan to consult with the leaders of East Bengal, but urged that East Bengal leaders must agree to renounce all secessionist demands. Also stated that U. N. if it is asked to intervene and if it has actually to intervene, must treat the problem as a whole. Took the line that the struggle in Bangladesh "is surely not a liberation movement in the classic and universally understood senses of the term. We would be creating a deadly precedent if we regard it as such."
6. Cyprus:	Problems arising out of influx of refugees should have been arrested by a political solution and by the concerted action of the international community through the U N Nothing was done in that direction.
7. Czechoslovakia:	
8. France:	Altitude of the French Government has been guided by the concern to ensure the restoration of peace, to promote a political solution which, with the consent of the people concerned, could and can be the only guarantee of a lasting peace.
9. Gabon:	The U. S. S. R. draft resolution though no« fully agreeable, seems much more desirable as it takes into consideration the need to a reach a political settlement in accordance with the will of the people concerned.
10. Ghana:	
11. Greece:	Criticized the resolution as operative paragraph on conditions for voluntary return of refugees has not been submitted in as clear a way as the

preamble paragraph on political settlement of the problem.

12. Hungary:

13. Iran:

14. Italy:

15. Lebanon: Called for humanitarian solution of the problem of refugees.

16. Mexico Specifically linked the draft resolution with early political solution for the restoration of normalcy in the area of conflict and for the return of the refugees to their homes.

17. Mongolia:

18. Netherlands:

19. Peru "To cope with the effects and ignore the causes is a half—measure" and will not take us very far. Essential "to have a border understanding in order to get down to toot origins of conflict and remove it on hasis of principles of U N Charter".

20. Sweden: Voted for the resolution "in the conviction that U N. has solemn obligations to make every effort towards finding solution to this tragic conflict", "a ceasc-fire does not naturally solve the underlying problems even if it is a pre-condition for a solution. A solution must be found upon the expressed Will of the people of East Pakistan".

21. U.K: The passage of cither resolution would not contribute to a settlement-that is what counts.

22. U.S.S. R: Unless account is taken of the real situation in the Indian sub-continent, it will be impossible for U N to take steps to bring an end to hostilities and to normalize the situation, or to being a political settlement in East Pakistan.

Quoted Brezhnev "The crisis has now gone far beyond the frontiers of East Pakistan and has become an international problem.

23.Yugoslavia: Emphasis on ascertaining the real causes of the crisis and asked for improvements in the draft resolution, which would stress in a more balanced manner the need for an early political solution.

III. Countries which specifically liked the political settlement with cessation of hostilities and withdrawals, etc.:

1. Bhutan:	
2. Bulgaria :	
3. Chik:	Draft resolution should be based on the principles cease-fire, withdrawals, protection of human rights, adoption of immediate measures for the solution of the political problem in the area, non-interference, territorial integrity, active presence of the U N Final draft resolution should be on the basis of consensus.
4. Cyprus:	Resolution not sufficiently balanced since it does no* provide for a political solution and restoration of conditions of normalcy.
5. Czechoslovakia:	
6. Denmark :	The resolution does not deal with the basic political problems in a manner which fully lakes into account the complexity of the problems
7. Gabon:	First draft resolution (A/L647/Rev.1) Mralling only for cease-fire and withdrawal of troops, without laying sufficient stress on the restoration of a climate for a political framework is not likely to encourage refugees to return to their homes, and tended to eliminate only the consequences without dealing with the causes.
8. Hungary:	
9. Madagascar:	"We are only too well aware that we must not interfere in the internal affairs of a Member State: hut, at the same time, we think that it is urgent and necessary to restore, by the appropriate political measures, normal conditions of peace and security in Bengal, and for this purpose we must concede that the principle of self-determination, in this particular case and in the present context, can have only the sense freely given to it by the people concerned."
10. Nepal:	
11. New Zealand:	"Once ware has broken out. the first and most urgent responsibility of the United Nations is to bring if to an end.

		"At the same time, it must be recognized that there can be no lasting peace in the sub-continent until the problem that has given rise to this conflict is solved."
12.	Peru:	First cease-fire and at a subsequent stage adoption of measures to "deal with the question that have led to the outbreak of hostilities Draft resolution inadequate on latter point.
13.	Poland:	
14.	U. K.:	"We should explore possibilities to try to overcome the difficulties, half the fighting and find solutions to the desperately complicated issues which have rise to the outbreak of war."
15.	V. S. S. R.:	There should be simultaneously a cease-fire, end to the bloodshed and hostilities, and the beginning of a political settlement of the problem of East Pakistan on the basis of respect for the lawful rights and interests of its people.
16.	Yugoslavia:	While calling for simultaneous solution of political problem, slated that it depended primarily upon the Government of Pakistan.

IV. Countries which specifically took the line that it was not the time to go into the root cause of the problem:

1.	Algeria:	Called for cease-fire and withdrawals first and then solution of other problem
2.	Brazil:	Resolution is oriented to the concrete solution to the immediate issue before the U. N. It is futile to start discussion of remote causes of present situation.
3.	Canada:	Took particular cognizance of the pre-ambulai para which recognizes the need to deal appropriately at a subsequent stage, with the issues have given rise to the hostilities
4.	Ceylon:	Too late to investigate the origins of the conflict.
5.	Ecuador:	
6.	Fiji:	Cease-fire should be a achieved first, "details of a political settlement could then be worked out",

7.Italy:	Recognizes both the aspects, but cease-fire. etc. is the "immediate task," and the U. N. need consider other aspects of the matter again.
8.Japan:	Draft resolution contains the essential elements which arc the need at this juncture, the problem of East Pakistan should be solved by Pakistan itself.
9.Jordan	
10. Malaysia:	Also hoped for "eventual and peaceful settlement on dispute in all its aspects."
11.Netherlands:	Immediate first steps (cease-fire and withdrawal) should be taken by General Assemble.
12.Uruguay:	The resolution "is not a mutter of underlying a prior examination of questions raised by the parties... Nor is it a search for long-term lasting solution.

V. Countries which laid emphasis on the territorial integrity of Pakistan:

1.	Algeria:	
2.	Argentina:	
3.	Chile:	
4.	Lebanon:	
5.	Nepal:	Also mentioned the principle of non-use of force or threat of force against other States
6.	Tanzania:	
7.	Yugoslavia:	Also mentioned the principle of renunciation of the use of force

VI Countries which specifically stated that they wanted territorial integrity and unity of Pakistan to be maintained.

1. Albania:

2. Ceylon:

3. Chad:

4. Ghana:

5. Indonesia:

6. **Iran:**
7. **Jordan**: Asked the U. N. to defend territorial integrity of Pakistan.
8. Kuwait:

9. **Mauritania:**

10. **Sudan:**

11. **Togo:**

12. **Turkey:**

VII. Countries which emphasized the principle of non-interference in the internal affairs of a country:

1. **Albania**: Called a halt to "imperialist intervention in the internal affairs of sovereign countries and people-.
2. **Algeria:**
3. **Argentina :**
4. **Burundi:** Referred to principle of non-recourse to war so long as peaceful negotiations are possible and of the fundamental human rights of all peoples to the full enjoyment of freedom.
5. **Chad:**
6. **Chile:**
7. **China:**
8. **Ghana:**
9. **Indonesia:**
10. **Iran:**
11. **Kuwait:**
12. **Lebanon:**
13. **Mauritania:**
14. **Nepal:**
15. **Sudan:**
16. **Togo:**
17. **Turkey:**

18. Yugoslavia: Also mentioned the principle of respect for human rights.

VIII. Countries which emphasized the role of the good offices of the U. N. Secretary-General or a third party in dealing with the Indo-Pakistan crisis:

1.	**Argentina:**	Good offices of Secretary-General and need for observers to supervise cease-fire and withdrawals.
2.	**Burundi:**	Good offices of Secretary-General.
3.	**Canndii:**	Cease-fire should be accompanied by specific U.N. arrangements to supervise it.
4.	**Ceylon:**	Secretary-General's good offices.
5.	**Chile:**	
6.	**Iran:**	Called for U-N. Observers mission for supervision of withdrawals.
7.	**Nicaragua:**	Expressed the hope that India and Pakistan would accept peaceful mediation of the U. N.
8.	**U. S. A.:**	Also blamed India for not welcoming Secretary- General's good offices, etc.

However, as the Resolution ignored the necessity of a political solution to the problem according to the wishes of the people of East Bengal and failed to take note of the wanton and unprovoked Pakistani aggression. India opposed it. The Resolution was recommendatory in nature and was not implemented because it was politically unrealistic.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার	বাংলাদেশে ডকুমেন্টস	---------

A SHORT NOTE ON DISCUSSIONS AT THE SECURITY COUNCIL
December 12 to 21,1971

The Security Council considered the situation in the Indian sub-continent again from December 12 to 21, 1971. A draft resolution tabled by the U.S.A. for an immediate cease- fire and withdrawal of armed forces was vetoed by the U.S.S.R. on December 13. 1971. Meanwhile, the situation in the sub-continent changed with the fall of Dacca and India's unilateral declaration of a cease-fire resulting in a better understanding of India's position in the U.N. circles. The recognition of the People's Republic of Bangladesh by India and the unilateral declaration of cease-fire in the western sector, following the unconditional surrender by Pakistani military occupation forces in Dacca on December 16, 1971, confirmed the repeated assurances given by India that it had no territorial designs on Pakistan. Pakistan's attempt to collect signature to take the whole issue back to the General Assembly failed as it was able to collect only 23 signatures out of 104 countries which had earlier voted for the General Assembly Resolution. This was clearly indicative of the understanding of the realities of the situation in Bangladesh by the Members of the United Nations.

The Security Council was eventually able to adopt a Resolution on December 21, 1971 which took note of the unilateral declaration of cease-fire by India in the western sector and Pakistan's agreement there to with effect from December 17, 1971, and demanded that "a durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict be strictly observed and remain in effect until withdrawals take place, as soon as practicable, of all armed forces to their respective territories and to positions which fully respect the cease-fire line Jammu and Kashmir supervised by the United Nations Military Observer Group in Indian and Pakistan." The voting was 13 in favor, none against and 2 abstentions.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বাংলাদেশে জাতিসংঘ তৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র	দি ইউনাইটেড নেশনস ইন বাংলাদেশ : টমাস অলিভার	১ এপ্রিল থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

UNEPRO, UNROD, UNROB
A Chronology'

1971 1 April — Secretary-General publicly offers UN humanitarian assistance to the government of Pakistan.

22 April — Secretary-General makes formal offer of U. N. humanitarian assistance for the relief of suffering in East Pakistan

29 April — Secretary-General designates UNHCR as focal point for U. N. assistance to refugees from East Pakistan.

22May — Pakistan formally accepts the Secretary-General's offer of humanitarian assistance

3 June — Assistant Secretary-General Kittani Visits Pakistan to make arrangements for relief operation.

7 June — Representative of secretary-General. El-Tawil. and small field staff arrive in East Pakistan to coordinate emergency aid.

16 June — Secretary-General appeals for contributions for emergency assistance in East Pakistan.

21June — S. Tripp appointed headquarters coordinator for UN humanitarian assistance to East Pakistan.

16 July — ECOSOC endorses the action taken by the Secretary-General.

20 July — Secretary-General addresses memorandum to the President of the Security Council on the situation in the subcontinent.

13 August — Secretary-General convenes meeting of potential donor governments.

23August — Paul-Marc Henry appointed assistant Secretary-General in-charge of East Pakistan relief operation (UNEPRO) at headquarters

September-October — Contribution beginning to be delivered, including first 100 tracks.

22October — Secretary-General offers his good offices to the governments of India and Pakistan.

15-16 November — Agreement between government of Pakistan and U.N. on conduct of operation.

.

18 November	Paul-Marc Henry report to the Third Committee of the General Assembly on the operation
24 November	Movement of staff and supplies to East Pakistan halted. Supplies diverted to Singapore.
4-6 December	Security Council considers situation in the subcontinent
6 December	General Assembly adopts resolution 2790 (XXVI) endorsing the Secretary-General's initiative in establishing UNEPRO.
7 December	General Assembly adopts resolution 2793 (XXVI) calling for cease-fire.
12-21 December	Security Council again considers situation and adopts resolution 307(1971)
21December	Secretary-General informs General Assembly and Security Council of establishment of UNROD
22December	Evacuation of staff completed, leaving small nucleus in Dacca.
27 December	Toni Hagen arrives in Dacca as officer in charge of UNROD.

নির্ঘণ্ট

অ
অপারেশন ওমেগা ১৪২-৪৩
অক্সফাম ১১১
আ
আওয়ামী লীগ, ১১৮,৫৬৯
আনন্দ বাজার ১১৬,১১৮
আলী, মাহমুদ ৮৭২-৮৭৯, ৮৮০-৮৮৬

ই
ইগল্টন (সিনেটর) ৪৪৪-৪৫
ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ১৩০
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ৬৯১
ইয়াহিয়া শাহী ১১৬

উ
উইলসন, হেরাল্ড ১৬১
উসানস্কিক, আনাতোলি ৫৮১

এ
এ্যালেন (সিনেটর) ৪০৪-০৫
এ্যাকশন বাংলাদেশ ১৪৪-১৪৬

ও
ওয়ার অন ওয়ান্ট ১১১,১২৬
ওয়াল্ড (কংগ্রেস সদস্য) ২৯৬-২৯৮
ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের
বৈঠকের কার্যবিবরণী ২৫১-৬৩,২৬৪-৬৯
ক
কারিশেভ, আলেকজান্দার ৫৮০
কাহলন, জি, এস ৭৭৪-৭৭
কুদরিয়াভেৎসেভ ৫৭২-৭৩
কুপার (সিনেটর) ৪১৩-১৪
কিত্তানী, ইসমত টি ৭৪৬-৪৯
কিসিঞ্জার, হেনরী ২৩৯-৫০,৫৫২-৫৪
কৃষ্ণন, এন ৭৪৫
কেনেডী, এডওয়ার্ড ২৯৪-৯৫, ৩২৯-৩১, ৩৮৪-৯০,
৯৩-৯৪, ৪০২-০৩, ৪২০-২৫,৪৩৭-৪১, ৪৮৭
কেস (সিনেটর) ২৮৫-৮৬
কোরনেভ, বোরিস ৫৮০
কোসিগিন ৫৫৮

ক্রো কলিন ৯৩৭
খ
খান, ইয়াহিয়া ১১৬,৫৫৭,৫৮৭,৭৬২,৭৬৯, ৮১৬,৮১৭
খান, সদরুদ্দিন আগা ৭২৩-২৭, ৭৩৭-৪২
,৭৪৪,৭৭০-৭৩,৭৭৪,৭৭৮-৭৯,৭৮০-৭৮৬

গ
দি গার্ডিয়ান ১২৪
গালাঘের, ই ৩০৪-০৬, ৩৩২-৩৩, ২৩৭-৪৪,
৩৪৪-৩৪৬,৪২৮-৩২
গান্ধী ইন্দিরা ৫৭৫-৭৬, ৮১৬,৮১৮-১৯,
গিরি, ভি, ভি ৫৬৬
গুস্তাভ, এফ পাপানেক ৪৬১-৬২
গ্রীনো, উইলিয়াম, বি (ডঃ) ২১৪-১৬, ৪৭৬-৭৮
৪৮৯-৯১
গ্রোমিকো, এ, এ. ৫৬১

চ
চার্চ, ফ্রাঙ্ক (সিনেটর) ৩১৭-২০, ৩৪৯-৫৫, ৪৫২
চি পেং ফি ৫৮৮,৬০২
চিয়াও কুয়ান হুয়া ৫৯৯-৬০১
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড ১২৬
চৌ-এন লাই ৫৮৭
চৌধুরী, আবু সাঈদ ১৫৬

জ
জনস্টোন, রাসেল ১০৯
জাস্টিস ফর ইস্ট বেঙ্গল কমিটি ১১৯
জেসেল, টবী ১৩৪
জৈন, আর. কে. ৫৮৫,৬০৫
জ্যাকসন রবার্ট ২৫৪,৫৮৮

ট
টমাস, জন ডব্লিউ ৪৬১-৬২
দি টাইমস ১৩৩, ১৫০
টাইমস অব ইন্ডিয়া ১২১,১৫৭, ৫৭১
টানি (সিনেটর) ৩৫৮-৬১
টেইলর, এনা টেইলর ৪৮০,৪৯৩-৪৯৬,৪৯৭
টেইলর, কার্ল ই (ডঃ) ৫১৪-১৫
টেইলর, রিচার্ড ৫০৬-১১

টেম্পলটন, এইচ, সি ৬৬৬
টেলর, এনো ব্রাউন ৪৬৩-৬৪
ড
ডগলাস ম্যান, ব্রুস ১১৬-১৭, ১১৮-১৯
ডগলাস-হিউম, আলেক ১-৬
ডর্ফম্যান, রবার্ট ৩২১
ডানহাম, এম, এফ ৪৮৪-৮৬

ন
নালিন ডেভিড ৪৮০, ৪৮৭, ৪৯৭
নিউইয়র্ক টাইমস ২৫১
নিক্সন (প্রেসিডেন্ট) ২২৮, ২৩৪, ২৩৯,৪০৭-১১
নিক্সন, রিচার্ড (মিসেস) ৪৮৪-৮৬
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস (যুক্তরাজ্য) ১৫৯-৬০

ত
তাস ৫৬৯-৭০

দ
দুদোভ, এ, ভি ৫৮১

ঈ
পদগোর্নি, নিকোলাই ৫৫৭, ৫৬৬, ৫৭৪
পাক-মার্কিন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ২৭০-৭৪
পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে ৩০৭-২০
পারদো, জন ১১৯
পার্সি (সিনেটর) ৩৯৯
পিপলস ডেইলী ৫৮৫-৮৬
পিয়ার্সন (সিনেটর) ৩৭৮-৭৯
পীল (সিনেটর) ২৯৯
পেদ্রোভ, ভি, ভি ৫৮১
পেটো, জন ৪৬৯
প্রক্সমায়ার (সিনেটর) ২৮৭-৮৮, ৩৭৩
প্রাভদা ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৬৮
ফ
ফু-হাও ৫৯২
ফুলব্রাইট, জে, ডব্লিউ ২০৭-১১, ৩৭৪-৭৫
ফোর্ড, জেরাল্ড ৪১৫-১৬
ফ্যাসেল (কংগ্রেস সদস্য) ৪৪৮-৪৯
ফ্রেজার (সিনেটর) ৩৭৬-৭৭
ফ্রিলিংঘুসেন, এইচ, বি (কংগ্রেস সদস্য) ৩৯৫-৯৬, ৪০৬, ৪৪৬
ব
বটমলে, আর্থার ১৩৪,১৪৮,১৫৫
বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ৪৬৩-৬৪
বার্নস, মাইকেল ১২৬-২৭
বায়ার্ড, রবাট, সি ২০৫-০৬, ৪১২
বায়াফ্রা ১১৯, ৩৭৬-৭৭
বিসেম্বর (মিঃ) ৬৬৬-৬৭
বিস্ত্রোভা, ভি, ভি ৫৮১
বুকানোভ, ভি, এ ৫৮১
বুশ, জর্জ, ৯২৩-২৬, ৯৫৭-৫৯
বে, বার্চ ২৩৫-৩৭
ব্রকওয়ে, লর্ড ফেনার ১১০
ব্রেইন, বানার্ড ১৫০-৫২
ব্রেজনেভ, লিওনিদ ৫৭১

ভ
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৫৮৮

ম
মন্ডেল (সিনেটর) ২৮৫-৮৬, ৩০০, ৩৭৬-৩৯
মরিজ, কোশেস্কো ৯২৭-২৮, ৯৩৮-৩৯
মর্স, বেডফোর্ড ৫০৪
মাইলাই হত্যাকান্ড, ভিয়েতনাম ১১৬
মালিক, এফ, বি ৫০৫
মালিক, জ্যাকব ৯৩০-৩৬, ৯৪০-৪৩, ৯৬৭-৬৮
মাস্কি (সিনেটর) ২৮৪, ৪২৬-২৭, ৪৭৫
মিকার্ডা, আয়ান ১৬২
মিখাইলোভা, ভি, এ ৫৮১
মোঝব, এল (মিঃ) ৭৫০-৫১
মেটকাফ, আলেকজান্দ্রা (লেডী) ১৩৩
ম্যাকক্লসকি, পল (কংগ্রেস সদস্য) ৪৩৩, ৪৫০
ম্যাকগভার্ন (সিনেটর) ৩৭১-৭২
ম্যাক্সওয়েল, নেভিল ৫৯৬-৯৭
ম্যাকেভিট ৩০২-০৩
রজার্স, উইলিয়াম ২৩৮, ২৭৭, ৩০০, ৪৭৬-৭৮

র
রহমান, শেখ মুজিবুর ৫৫৭, ৫৬৯-৭০, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮১
রায়ান (কংগ্রেস সদস্য) ৩৮১-৮৩

রিপন সোসাইটি প্রতিবেদন ৪৫৫-৬০
রেরিক(কংগ্রেস সদস্য) ৪১৫-১৬, ৪৪৭
রোজেনথল ৩৯৭-৯৮
রোড, জন ৪৮১-৮২

ল
লী শিয়েন নিয়েন ৫৯৩

শ
শাহী, আগা ৮৯৫-৮৯৯, ৯০০-১৪, ৯৫১-৫৬, ৯৬০-৬২
শিউয়ের (সিনেটর) ২৮৯-৯০
শ্লেসিংগার ২৭০
শোর, পিটার ১৪৯, ১৫৩
শ্রমিক দল ১১৬, ১২৬, ১২৮

স
দি ষ্টেটসম্যান ১২২, ১৩১, ১৪০, ৫৮৯, ৫৯১
স্টোনহাউস, জন ১১৭, ১২০
সংখ্যালঘু ৭৬৩-৬৮
স্কট, জে, ভি ৭৩২, ৭৫২-৫৪
সাইকস (কংগ্রেস সদস্য) ৪১৭
দি সানডে টাইমস ১৩৭, ১৫৩
সালজবার্গ, জন ৭৬৩-৬৮
সিং, সর্দার শরণ ৮৬৮-৭১
সিমিংটন (সিনেটর) ৩৫৭
স্টিভেনশন (সিনেটর) ৪৪২-৪৩
সেন, সমর ৭২৮-৩১, ৭৮৭-৯৩, ৮৮৭-৮৯, ৮৯০-৯৪,৯১৫-৯২২, ৯৪৪-৫০, ৯৬৩-৬৬
সেনবার্গ, সিডনী ৪৮১-৮২
সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি ৫৭৮
সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন ৫৭৭-৭৮
সোভিয়েত নারী কমিটি ৫৬৭
সোভিয়েত রাষ্ট্র সংঘ সমিতি ৫৭৯
সোভিয়েত রেডক্রস ৫৭৮-৭৯
সোভিয়েত শামিত্র কমিটি ৫৭৭
সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়ন ৫৭৮
স্যাক্সবী (সিনেটর) ৩৬৭-৭০, ৩৮০
স্যাক্সবী-চার্চ সংশোধনী ৩৩৪-৩৫

হ
হলপার্নে (কংগ্রেস সদস্য) ২৮০
হাসফ্রে, এইচ, এইচ ৪৯২
হিউজেস, হ্যারল্ড (সিনেটর) ৪৯৭
হুয়াংহুয়া ৫৯৪-৯৫, ৫৯৮, ৬০৩-০৪, ৯২৯
হেলসটস্কি (মিঃ) ৪১৮-১৯, ৪৩৪-৩৬
হ্যানাস, জন ১১৯
হ্যারিংটন, মাইকেল ২২৬
হ্যারিস (সিনেটর) ২৭৭,৪০০-০১, ৪০৭-১১

INDEX

A
Abshire, David M 205-06. 207-11, 217-23, 226.382-83,491
Abzug (Mrs.) 316
Action Bangladesh 122.144-46
Activities of the Red Cross League 654
Adeney, Martin 110
Adolph Hitler 362
the Afgan Millat (Newspaper) 671
Afgan Social Democrat 669-70
Ahmad. Akhtanidcin 890
Ahmad. Ejaj 520-21
Ahmad. Eqbal (Dr.) 520-21,550
Ahmad. Nawazish 890
Ahmad. Fakhruddin Ali 559
Ahmad. Tajuddin 20.153,523. 554
Ahuja. V.K. 549
Akram Raja. M. (Lieut. Col.) 351, 355
AL-Ayyam (Newspaper) 715
Aldridge, John W 472
Algerian guerilla war 147
Ah (Dr.) 292
All Mahammud 872-79, 880-86
Ali M. 56. 161
All-India Muslim League 531
Allende, Salvador 707-08
Allen (Senator) 404-05
Almond, Gabriel 545
Amanullah (Afghanistan) 670
American Friends of Pakistan 465
Americans for democratic Action (ADA)
(ADA) Convention 483
Anauda, Peter 297
Anderson. Jack 251
Anderson. James N. 297
Appeal of the intellectuals and artists of Venezuela 649-50

Appeal of the Philippines Catholics for restoration of peace in East Bengal 651-52
Armstrong, David 472
Attitude of the Government of India 22
Anwood, Dong 188
Auspux. J. Lee 455
Austin-Doughty. Dora 297
Avery. ST. 520-21
Awami League 20. 21. 23. 24. 34, 37-38. 46. 50. 52. 57.66-67, 113.137. 138. 160. 242, 305, 317. 318. 333, 336-37, 340, 341. 368. 369. 386-88.418.420-21.428.430-31,433, 434,437.457,458.464. 477, 483. 495, 514. 524, 529, 530, 546.553, 567.614. 615.658.663, 664.668.684-85. 688. 689, 701, 706.716, 721.730.731. 765. 766. 767. 870. 891.931.944, 952
Awolowo (Chief) 28
Azoulay, Claude 190

B
Babaa. I. 799
Babtin. K.AI 800
Badi. O. 798
Badillo (Mr.) 316
Baez. Joan 519-21
Bakui. Ervin 696
Banerji. J. 193
Bangladesh Defense League 518-21
Bangladesh League of America 520-21
Bangladesh Newsletter 144
Bangladesh Organization 463-64
Bangladesh Recognition Demanded 128-29
Bangladesh Relief Committee of Korea 663-64
Bangladesh Students Action Committee 144. 145
Bari. Samsul 550
Barnes. Michael 8, 9, 62-67,77-78, 91, 126-27
Baroody (Mr.) 967
Basaldua, Fryda 649
Basavapunniah. M. (India) 687-89
Basu. Renu 520-21
Bayh. Birch 235-37, 285, 301, 309, 363-64,409,411
Bazelon, David T. 472
Beall, Glenn. J (Senator) 491
Beaumont, Jacques 693
Beerwald. Haus H. 364
Begum Sufia Kamal (poetess) 50
Beinstein. Judith 513
Bell. Daniel 472. 545
Bellmon (Senator) 461
Bellow. Saul 472
Bennett, Pat (Miss) 193-94
Bennett (Senator) 363-64
Bennett. Sir. F2.16. 32-35, 37-38.41. 53. 81.87
Bennett, W. Tapley 794
Bentely, Halen Delich 501
Benyon. W. 71-73
Bergis, Jorge Luis 619
Berman. Ronald 472
Bernardo, Di 800
Berreman, Gerald D. 297345
Bethe. Haus A. 472
Bharagava. K K 562
Bhattacharjee.J.K.518
Bhutto. Z.A. 24. 125,145.164, 589-90. 686. 890,916
Biafra Incidence 378-79. 461-62
Bickel. Alexander M. 472
Bid well, Sydney 43-44
Biggs Davison. John. 10.47-51. 57. 59. 98
Bingham (Mr.) 316,327-28,451
Birender Shankar551
Busember (Mr) 666-67
Blackman. Michael 193
Blobel, Manfred G. 626
Blood. Archer 309.476
Boggs (Senator) 363-64
Bogrges. Jorge Lysis 649
Boorstin. Daniel 472
The Boston Sunday Globe 367
Bottomley. Arthur 131, 132, 134, 148, 155, 678
Banmeaud. Francois 471,472
Bowen. Nigel H.714
Bowles. Chester 409,460,466-67, 539. 542,549
Boyd-Carpenter S6. 90
Boyd. J, Y 93

Bradford, Susan 297
Braine, Bernard 5,9,59-63,68-69,71-72,77-78 ,90, 150-52, 154, 190
Branca, Vittore 472
Brandt, Willy 651, 708, 710-12
Bransletter, Hannah S. 297
Brewin, Andrew 519
Brezhnev, Li 562, 565. 571
Brrush Daily Observer 1%
British Labor Party 110
Brookway, Lord Fenner 110, 122. 147
Brooke, Edward W, 280-83,284, 309,363-64
Browne, Malcom 399,791-92
Browiistein, Michael 551
Branson,Michael 163, 194
Bruitein, Robert 472
Brzezinski, Zbigniew 472
The Baltimore Sur. 502.552, 553

Burke (Massachusetts) 316
Burke. Stanley 185-86.550
Burton (Mr.) 316
Bush, George 853.923-26.957-59
Bydbek.O. "97
Byrant, Lee Ann 297
Byrant, Kenneth 297
Byrd. Robert C, 205-06,412
C
Cagnoni, Romagro 165,187
Cally (Lieutenant) 302-03
Cameron, James 182
Candau (Dr.) 748
Cargill, L P, M, 626
Caritas, Meyer (Dr.) 187-88
Carter- Jones S9
Casanova. Jean-Claude 472
Case. Clifford P. 284. 285-86. 301.308. 309. 363-64.469
Case-Mondale resolution 319
Cassow, Sybil Thorandike 197
Castro (Cuba) 543
CENTO 11.29-30 . 32. 36-37,42.51.76-77, 267, 318. 319.458.490.716.931.933
Cepelak. John v. 297
Chakfavarty. Sir. Prthvis 147
Chalmers. P.J. 93
Chang Tung Report 587
Chanston (Senator) 363-64
Chaudhun (General) 37-38.51
Chaudhuh Kab:r471
Chavan, Y.B, 559
Chen. Lincoln (Dr.) 489. 550
Cheng Pcng-Fei 589-90
Cheswoith. Donald 126-27. 147
Chi Peng-Fei 588.597.602
Chiao Koan-Hua 599-601
Child. Frank C. 465
Chowsky. Noam 539
Chou En-Lai 587. 589. 596-97.613.614
Choudhuri. Momul Hue 129
Chowdhury. Abu Saeed 130.156
Christian Aid 53
The Christian Science Monitor 892
Chtouron M. Ahmed (Tunisia) 659
Church, Frank (Senator) 309, 317-20. 334-35, 349-55, 362, 365, 367, 452, 948, 954
Church Missionary Society 189.193-94
Clapham, John (Rev.) 125
Clark, Edwin H. (II) 465
Clark, Paul G 465
Clemen, Wolfgang 472
Cobb, Besty M 298
Coleman, James 465
Collins, Thomas 539.550
The Combat (French Newspaper) 146
Commonwealth Study Group 6
Commonwealth Parliamentary Conference 666-67
Communist 310,318, 363-64, 366,447,525

Compton, John 472
Congo Problem 40
Congress party (India) 711
Connett, Fllen Langle (Mrs.) 196
Consul Blood s reports 291-92.313-14
Cooper (Senator) 413-14
Corcoran, T. 799-800
Cormack 100
Corso. Gregory 551
Cotta. Sergio 472
Coughlin (Mr.) 316
Creation of Pakistan 23-24
Cranston, Alan 365, 409, 411

Cross, Manfred 759
Crowe, Colin 937
Csoma, Korosi Sandor 696
Cunningham. George 81
Curlin. George (Dr.) 489
Curzon. Lord 49
D
Daes. E. A. 798
D'Souja (Father) 192
Dahl, Herman 517
Dahm, Shiela 550
The Daily Mirror 163, 178
The Daily Telegraph 163,165, 174,189, 591,597
Dalai Lama 594-95, 599, 929
Dalyell (Mr.) 11
Damodaran, A.K. 562
Dane, Maxwell 539, 550
Danish Church, Aid 192
Das Gupta, J. 297
David V. (Malaysia) 683-85
Davidson J. L, 366
Day, W. J. 550
De-Gaulle (General) 34
De Net (Netherlands) 661
De Palma. Sameul 255, 256, 257, 259, 261, 262, 264
Declaration of the Fourth International on the Struggle in Bangal 612-14
Dees, Morris 539
Dellums (Mr.) 316
Democratic Action Party (Malaysia) 684-85
Desai. D. R. Sar 366
Desai. Narayan 193
Dev. G. C. (professor) 292.471
Devletoglou. Nicos 472
Dhar. D. P. 562
Dhilon G. S. (India) 658-59.660,661
Dimock. Edward C. 465
Dine. Thomas A. 517
The Discovery of India 599
Distribution of Commonwealth mil in between East and West Pakistan (1966-71) 12,13
The Djakarta Times 717
Dodds-Parker (Mr.) 86
Doglas-Mann, Bruce 6, 18-23, 27, 29, 30,32,35,40,44,48, 50, 51, 57, 59,63-64, 68-69, 72-73, 75-76, 87, 122, 179
Dorfman, Robert 304. 321-28. 337,465.517
Douglas-Home Alec 1-6, 8,14-17, 80, 81, 83-90, 93-94, 95-99, 100, 101-02. 103-04, 105-06,161,591,710
Drewery, John 192
Drinan, Robert 316. 539. 542, 549
Driss. R. 798
Dulles, John Foster 318
Dunhan, John 676-77
Dunhum, Mary Frances 484-86
Dunn, Peter 179
Durdin (Mrs) 317
E
Eagletoo, Thomas F. 301, 309, 363-64,444-45
Earl of Gowrie 795
East India Company 49
East Pakistan Awami League 508
East Pakistan league of America 500
Eban, Abba 706-07
Economic Condition of East Pakistan 8, 321-25, 327-28, 455-57,627-44
Economic disparity between East and West Pakistan 21,46,68-70, 164, 171, 321-25, 327-28, 455-457,495, 508
Edgar, James E, 692-93
Edwards, Mark 191
Edwards, William H. 626
El-Tawil. Bahgat 231
Election Result (1970) 21-22, 31,37-38, 49, 66-67, 125, 164, 386,430, 530,615, 663-64, 71, 791, 850, 869-70, 892, 931
Emerson, Rupert 366
Ermacora, S. 799
Esmonde, Anthony 140-41
Esveld, N. E. H. Van 474
Evans, Fred 677-78
The Evening Bulletin 503
Excerpts from summary record of 59th Inter parliamentary Conference. 658-62
F
Fack, R. 795-96
Fainsod, Merle 472

Falcon, Walter P. 465
Famine Situation 53, 111-15, 205, 294-95
The Far Eastern Economic Review 317-18
Fascell (Congress Member) 448-49
Fei, John C H, 465
Fernandez, Richard 550
The Financial Times 21, 22, 30, 53, 179,187
Fink, Robert 550
Finkelstein. Jacob Joel 472
Firpo. Luigi 472
Firyubin. N.P. 562
Fischer. Joseph 297
Ficher. Wolfram 472
Florence. Giovanni Sartori 471.472.
Fomin, A.A. 562
Ford, Franlin L- 472
Ford, Gerald R. 415-16
Foster, Theodora 516
Francis, Julian 185
Frankel Charles 471.472
Frankel, Eliot 544
Franklin, John Hope 472
Fraser. Hugh 10, 29-30, 32,47, 76-77
Fraser (Senator) 376-77
Freidel, Frank B. 472
Frelinghuysen. H. B. 395-9,.406, 446
Freund. Paul A. 472
Friedman, Milton 472
Friends of Bangladesh 468
Friends of East Bengal 512-13. 518-21.527-29
Friends Peace Committee 144
Fu Hao 592
Fulbright. J. W. 207-11,307.311-12,
359. 360, 374-75. 382
Fuller, Cleve 217
G
Gable, Rishard W 465
Gallagher. E. 304-06, 321-28, 332-33,
336-43, 344-46, 428-32,482, 489-91,759
Gallagher Amendment 512, 518. 527. 528
Gallup. Dick 551
Gandhi (Mahatma) 649. 673.674. 675
Gandhi. Indira 101, 103, 127, 129,134,
141, 167,169, 197, 249, 256, 261, 265,
266,267,341,418-19,429,430,441
467. 532. 539. 559. 562. 590. 597. 651.
675.708. 709. 710-12. 816. 818-19.
868. 924.935.944.948.951.953
Gandhi Peace Foundation 193.674
Gardner. Richard N. 473
Caster. Theoder H. 473
Genocide 122. 124-25. 130. 231-32. 164.
166. 180. 291-93. 302-03. 304-06. 313-14.
368-70. 373. 398.470-74. 624.765-66.870-71
Geoghegan, William 297
Geography 23, 33-34, 164, 171, 326
George, T. J. S 317-18
Ghaunn, S. R. 50
Ghosh, Subrata 550
Gideonse, Harry D. 473
Gielow. Dorotha 298
Gierck. Edward 715
Gifford. Lady 130
Gifford. Lord 130
Gimsberg. Allen (Poet) 551
Gin. V.V. 559.675
Girvetz. Harry 473
Glazer, Nathan 473
Gleason, Thomas G. 501
Goldwater. Barry 239. 552
Gomer, Robert 465
Goodwin. Chuck 513
Grant-Ferns, Robert 51
Greenough. William B. (Dr.) 214-16. 469.
476-78.514
Gromyko. A.A. 559-60
Gross (Mr) 315
The Guardian 50. 73-74. 124. 145.165,197

Gude (Mr.) 316
Ouhathakurta, Jotirmoy (Professor) 292.471
Gumperz. John J. 297
Gunter, John W. 626
Gunwardcna. Semarat 675-76
Gupta. Dauji (India) 690
Gumey (Senator) 363-64
Guyer. Robeno 827
H
Hacque 550
Hadad Qudratullah (Afghanistan) 669-71

Hain. Peter 122
Halpern 280
Halyorke. Keith (Prime Minister of New Zealand) 701-02
Hammel, BuroD 874
Handlin. Oscar 470
Hannah. John (Dr.) 255
Hunnisdahl. Signnd 676
Hausard 705
Hanu, Dale de 217
Hardin, Garret (Professor) 429
Harrington, Michael J. 226. 312, 391.678
Harris. Fred R. 277-78. 307.400-01.407-11.469
Harrison, George 679
Harnson. Selig S. 319
Hart. Alan 194
Hart. David 191-92
Hart. Judith (Mrs.) 8, 26, 51,72-76, 76-77, 82, 84-85, 86,99
Hart (Senator) 356, 363-64,409, 411
Hartake (Senator) 309, 363-64
Hotfield, Mark O 280-83, 284, 309,409
Hartmann, Hermann 473
Hurt sough David 538
Hastings, John (Rev.) 54,125
Healy, Darns 1-2, 5, 15, 16,24, 35-40,42, 64-65, 70-72, 76-77, 80, 95-96, 161,617
Heath 127
Heijden. Hendrik Vander 626
Heisenberg. Warner 470
Helms. Richard M. 251-53, 255, 256, 256, 258, 259, 261, 264, 266, 267, 268
Helsinki Socialist International Council Conference resolution 617
Helstoski (Mr.) 418-19, 434-36
Hendry. Alexe 179-80
Hennis, Wilhelm 473
Henri. Paul Marc 892
Hickman. R.C. (Dr.) 179
Hilaly (Ambassador) 896
Hillen. Ernest 191
The Hindustan Times 147. 909
Hitler 947. 967
Ho Chi Minh 464
Hollander,Robert 473
Hollen, Christopher Van 209, 214-16, 217-18, 255, 257,258, 261, 262, 264, 309,489-91
Hollingworth, Clare 163. 165. 174-76
Holyoake. Keith 712-13
Hook. Sidnye 473
Horowitz (Mr.) 707
Hoskanson, Samuel 255. 259. 264
Howard. Juin 190
Huang Hua 594-95, 598,603-04, 929
Huda, M. N. (Dr.) 292
Huddlcston 184-85
Hughes, Harold E. 301, 309, 363-64,497
Hughes. H. Stuart 473
Hulbauer. Gary 465
Humphrey. Hubert H. 301.363-64.409. 411.492
Husain, Arshad 9
Husen, Thorsten 470
Hussain (King) 266
Hussain. Muzaffar 471
Hussain Shakwat 130
Hyter, Teresa. 74-75
I
Iemolo. Aituro Corlo 473
Ignatieff , Paul 519
Ilchman, Alice 297
Ilchman. Warren 297
The Illustrated Weekly 909
Indian. Ron 550
Indian Army 429-30
Indira Gandhi Relief Fund 540-41
Indo-Soviet Joint Statement 559-60
Indo-Soviet Treaty of Peace. Friendship and Co-operation 559-60, 562, 596, 600,965
Indonesian National Group 618
Indus Basm Agreement 41
Inkeles, Akx 545
Innaali (Professor) 292
International Commission of Juris's 721 - 22. 730.757. 762. 767-68. 769
International Committee of the Red Corss Mission in Pakistan 402
International Conscience in Action 144
International Council for Voluntary Agencies 692-93

International Friends of Bangladesh 130
International Longshoremen's
Association 501. 506
International Students Cultural
Organisation 522-26
Irwin, John N 209,251,253
Isaacs, Harold 545
Isaacs, John 465
Islam in Bengal 48-49
Islam, Syed Nazrul 554. 684-85
The Ittefaq (Newspaper) 314
Iveland. Tobias 184
J
Jack. Homer 517. 539. 542. 549.673
Jackson, Glenda 551
jackson, Philip 189
Jafar (Mr.) 666
Jamieson, Thomas 182, 737,760-61, 779
June, Henri 473
Janner, grevile 81
Jatim, H.H. Marzuki 618
Javits (Senator) 309
Jefferson 944
Jessel. Toby 131,132,134
Jevermove. Pa vie 682-83
Jha, J. 800-01
Jinnah, Mahammad Ali 33. 690
Johnson, Alexis 258. 263. 264
Johnson, Harry G. 473
John-Steavas, St, 6
Johnson, Russel 109
Jolip, Jeam-yves 157
Juba Sangha 145
Judd, Frank 3,60-62, 68-71, 74-75,78, 81,82

K
Kabir, M 471
Kahlon, G,S 774-77
Kahn, C,H, (Dr,) 503, 513
Kaneda, Kiromitsu 465
The Karachi News 20
Kaul, T.N 562
Kay, Howard 255, 258, 259, 263, 264, 268
Keare, Douglas H, 626
Keating (Ambassador) 268
Keesings Contemporary 54
Kellogg, Frank L. 229-30
Kennedy (President) 321
Kennedy, Edward (Senator) 163, 165-67. 217-23, 279, 294-95, 304, 309, 320, 322, 329-31, 347-48, 384-90, 393-94,402,403, 420-25,, 437-41,463, 487, 547, 893
Kennedy, Richare, (Col.) 255, 259, 264
Kent, Monseigneur Bruce 187
Kessler, Jascha 473
Khadilkar (mr.) 72-73.,177
Khalifa, Mohamed 767
Khan, Asghar 890
Khan, Ayub 24,164, 456, 613, 688, 869
Khan, Miroj Mohd 890
Kahn, Mirza Ali 670
Khan, Sudruddin Aga 158,219, 222,651, 723-27,737-42,744,758, 770-73, 774, 778-79,780-86
Khan,Tikka 134, 155, 306, 317,493, 523,533

Khan, Yahya 4, 9-11, 14, 24, 27, 31, 34, 36-37,47,49,51, 54, 56, 59,65-67,95, 98, 99, 101, 103, 110, 128, 129, 134, 137, 140, 148, 164, 169, 170, 171, 174, 211, 222, 224, 242, 247, 256, 296,305, 317, 362, 365-66, 373, 380, 382, 386, 390, 397, 398, 418, 429, 431,432,434-35,438,439, 440, 456, 457, 499, 504, 508, 523, 524, 525, 530, 553, 555,666, 568, 585, 586, 588,589, 593, 596, 597,612,613, 614, 655, 677,678, 686, 687,688,691, 706, 709, 721, 758, 762, 789, 809, 812, 816, 817, 827-28, 829, 869, 873, 875, 890, 917, 920,924, 932, 946, 947, 948, 949, 952,953

Kibridge, Mauric D, 465
Ki I t edder, Janmes 63-64
King, Tom 89
Kintener, William R, 473
Kinna, Yvonne 298
Kirk (mr,) 701
Kirklcy, H I., 154, 163, 165,693
Kissinger, Henry 239-50, 251-53, 255-63, 264-68, 358, 380,407,438, 525, 528, 552-54,679
Kittani, Ismat 231,746-49
Knoizen, A.K. 254
Koch Kenneth (Poet) 316, 551

Koirala, B P, (Nepal) 671-72
Kosygin (Prime Minister of U.S.S.R) 558, 565
Kreisky, Bruno 709
Krishnan, N. 745
Kristol, Irving 473
Kuan Yew, Lcc7l0,717
Kuhn, Helmut 473
Kuryama, Shigemitsu 626
Kurtz, Paul 473
Kiizentz, Simon 545
Kuznetzov, V.V. 562
L
L. Osservatore Romano 703
The La Croix (Catholic daily) 622
La Figaro 894
The La Religion (Daily Newspaper) 649
Labor Party 135-36, 157-58
Labor Party International Committee 135-36
Lahore Resolution (1940) 531
Lajoie, Gerin 797
Landes, David 473
Langigen, Bruce 259, 264
Lasswell, Harold D. 473
Le Monde (Franch Newspaper) 317, 614, 920
League of Red Cross Society 621,726
Leather, Alan 165
Lee, Tsung Dao 470
Legal Framework 34
Legge-Bourke, H, 87
Lcontief, Wassity 545
Lenin, V,L 562
Lestor, Joan (Miss) 156
Leuchten burg, William E, 473
Levenstein, Aaron 473
Lewis, Authony 363-64, 953
Lewis, John W, 545
Lewis, Stephen R 465
Lewy, Gunther 473
Li Hsien-Nien 593
Life Magazine 188
Ljpset, Seymour Martin 471,472, 473, 545
Llewellyan, Bernard 190
LOckwood, William W, 473
Logan, Kenneth 298
Longden 88-89
Loshak, David 189-90
Loughnane, Wuham 140-41
Loventhal, Elaine B. 353
Lowthal, Richard 471,472,473
Luibbe, Herman 473
Luria, Herman 545
Luria, Salvador 191
Lusty, Time (Dr,) 3
Lyon, Alexander W
M
M Clure,R.B. (Dr.) 182
Macdermof (Mr.) 721-22, 769
MacDonald, G. Donald 251, 258, 264
MacDonald, Sonald 255
MacRae, Donald 471,472,473
Mace, Charles 723
Maeda, Yoichj 473
Mugunson (Senator) 363-64
Maier, Hans 473
Makadi (UAR) 661
Maksoud, Clovts (U,A.R.) 674-75
Malhoutra, M.M. 562
Malia, Martin E, 473
Malik, A.M. (Dr.) 553
Malik, F. Bary 505
Malik. Jacob 600,930-36, 940-43,954, 955,959-60, 967-68
The Manchester Guardian 892,953
Mandelbaum, David 545
Manifesto of the French Committee of Solidarity with Bangladesh, 694-95
Mansfield (Mr,) 307,400
Mao Tse tung 529, 586, 613,614
Mao & Maoists 113,464,495, 525,613
Marcos, Feidinand F, 651, 704-05
Marg'tn, Stephen A 455
Markoulis, Jou 518
Marshall (Mr,) 701-02
Marti, Ricardo Molina (Dr,) 624
Mascarenhas, Anthony 188-89, 765-66
Mason, Edward S, 465
Matisoff, James 297
Matteucci, Nicola 473
Mayer, Dentel (France) 682
McAuley, James 473

McCloskey, Paul N, 433,450
McCloskcy, Robert J, 352, 463-64
McClure, Russell S, 224-25, 231-33
Mc Culliu, Donald 165
McGovem, George (Senator) 285, 301, 309,363-64, 371-72,409
Mckevitt (Congress member) 302-03
McMohan, Willam (Pnme Minister of Australia) 591. 701. 709-10
Mcnumara (mr.) 26
Mellor. John W. 465
Memorandum of Argentine Intellectuals 620
Meudelson, John 10.89
Mcnon, K.P.S. 562
Mctcalf. Thomas R. 297. 363-64
Metcalfe, Alexandra (Lady) 133
Metelits Michael 298
Miah, M AH, 162
Mikardo, Ian 162
Mikuva (Mr,) 316
Miles, E,S, 131
Military Aid to Pakistan 270-74
Military Assistance Programme 210
Minorities 763-68
Misalf, Lee 411
The Missionaries of Charity 167
Mitcheilli (Mr,) 316
Modigliani, Franco 545
Mohammed, A, 799
Moilcerup, Mona 192
Mojsov, L(Mr,) 750-51
Molloy 98
Momin (Mr,) 892
Mondale, Walter F, 281-83, 284, 285-86,300-01, 309, 311, 363-64,376-77,409, 411,488
Mondale-Fraser Joint resolution 376-77
Moniruzaman (Professor) 292, 471
Monstrous Punishment (Editorial) 196
Montgomery, Jahn 545
the Montreal Star 509
Moorer, Thomas H, 251-53
Morizet J, Kowiusko 795,927-28,938-39
Morniing News (Karachi) 765

Morris,Alfrd 88,944
Morse, F, Bradford 316, 504
Moruzzi, Giuseppe 473
Moseley, Philip E, 473
Moss (Senator) 316, 363-64,411
Mosse, Claude 163, 194-95
Morutbatten Plan 21
Moussa, A,M, 798
Mu-Chang, Kim 665
Muhit. M.A. 380, 382
Mukti Fouz (Mukti Bahini) 147. 164. 175, 176, 260. 430, 431, 434. 440. 543, 549, 552.944. 951
Muskie. Edmound S. 280-83. 284. 285, 301. 309, 363-64.426-27.475
Muslim League 49. 369
My Lai incident 302-03

N
Nagel, Ernest 473
Naik, J, A, 909
Naipaul, V,S, 122
Nalin, David (Dr,) 479,480,487, 488, 492,497
Naqvi (Dr,) 292
Nara, Tsuyoshi (Japan) 673-74
Narain, Raj (India) 689
Nash, A,E. Keir 473
Nathan, Leonard 297
Nation Awami Party 458, 464, 495
Nation council for Peace Movement 157-58
Nation Executive Committee on Pakistan 136
Nation Union Students (United Kingdom)! 59-60
NATO 933
Navaratnam (Ceylon) 661
Nazalites 113,464,495
Nehru, Jawaherlal 52, 599,606
Neilsen, Knud (Denmark) 672-73
Neneman, W, 795
The New Statesman 145
The Newsweek 22, 381,679
New York Herald Tribune 264-68
The New York Times 263, 277-78, 317, 320, 349-55, 357, 360, 363-64, 399,459, 48 L 508, 530, 531,552, 760-61, 791 -92, 887,894,946,95

Nigerian Civil War 7, 28, 29, 32, 60-61, 64-65, 378
Niles, Homer 539, 550
Nisbet, Robert A 473
Nixon (President) 123, 165, 228, 234, 239, 302-03, 349, 390,426,480,522-26, 533, 552, 596, 684-85
Nixon, Richard S, (Mrs,) 484-86
Nolte, Ernst 473
North, Robert C, 545
Nossal, Frederik 163, 181-82, 519
Notchelt'cr, Fted G, 366
Noyes, James M, 254, 255,259, 264
Nutter, G. Wan-en 251,254,255
Nyankiyc, A, 799
O
O'Dair, Dennis 165
Obieta, Adolfo de 649
Ocampo, Victoria (Madam) 619,649,
Okia, PJ, 798
Operation Omega 142-43, 196
Orlovsky, Peter 551
Ortlieb, Hemnz Dietrich 473
Osbom, John H, 65-69
Osman (Major) 20
Osolnik, B 796
Oxfam 53, 111-15, 150,154,159,163-95, 516
Oxfam Report on Bangladesh Situation 163-95
P
Pakard, David 251, 253, 258, 261, 262, 264,266, 267
Pack wood, Bob 411
Paget (Mr,) 98
Padgett, Ron 551
Paisley, Ian, (Rev) 57, 58, 71-72
Pakistan People's Party 890
Palmer, Robert R, 473
Papademas, C, 797
Papanak, Hanna 465,517
Papencx, Gustav F, 455,460, 461-62, 465,517
Pardo, Luis Maria de Pablo 619
Pardoe, John 44-47,48, 51, 66-67, 98
Parekh, Kamlesh 539
Park Richard L, 545
Parquhar, David M, 366
Partition of Bengal (1905) 49, 51, 952
Pastore, John O, 363-64,469
Patohcher, N,S, 562
Peace Committee (Local) 341
Peace Corps Volunteers 205
Peace News 144
Peace Pledge Union 144
Peachey, R,A, 800
Pearson, Talcott (Senator) 309, 378-79,545
Pegov, N M, 562
Pell (Senator) 299, 309, 363-64
The People (Newspaper) 314
People Daily 585-86,
Percy (Senator) 399
Peretti, Achille 660
Peyre, Henri 473
Philppe, vincent 186
Picachy, L,T, (Archbishop) 651
Pichler, Hanns 626
Pickard, Christine 184
Pilger, Jhon 163, 178
Plastrick, Stanely 678-81
Plans-Mills, John 130
Plymat, William 539, 542, 550
Poddar, Shri Kumar 540, 542
Podgomy, N,V, 560, 562, 564, 586,932
Political Solution 5,18,28, 30,43,74-75, 86, 87,94, 136, 137, 139, 161, 214-16, 326-28, 388, 396,425, 591,665,695, 741-42,791, 837, 893,937, 941-43
Pope Paul 165,651,702-03, 705, 709
Powell, Victor 892
Pravda 557,558,568
Pray, Bruce 297
Prentice, Reginald 7, 74-75, 100, 131, 134, 137-139, 147, 193
Pnest, Florence 189
Pnlliantes, HJ, 800
Protest note of the Cylon Committee for Solidarity with Bangladesh 655
Provincial autonomy 49-50, 59, 242, 317, 359, 386,664,716, 884
Proxmire, William (Senator) 287-88, 301, 309,363-64,373,411
Puppi, Giampietro 473

Pri, tinoo 550
Punixhottam, S,V, 562
Pye, Lucian 473, 545
Q
Quasem, Abu I 890
Quiles.Fr. Ismail 619.675
Quinlcro. Humerto Carcnial Jose 649
Qutb. S.N 289
R
Rabi. Islor Issaac 473
Rafferty, Kevin 187
Rahman, Sheikh Mujibur 2, 5, 6, 15, 24, 34, 37-38, 41,49, 50, 54, 59,65-67, 98, 124, 125, 134, 136, 137, 138, 140, 148, 149, 150, 155, 157, 161, 164,242, 247, 249, 305, 317, 319, 386, 387, 396, 397, 402,410,424, 426,431,432,438,440, 441,450, 456-57, 464,477, 495, 504, 524, 554, 567, 614,616, 617, 655,656, 663, 664, 665, 666, 668, 673,676,677,678, 680,683, 384-85, 686,687, 689,695, 697, 716, 721, 731,760-61,762, 767,769, 823, 858, 870, 871, 893, 898,916, 917,931, 944,945,951
Rajaratnam 717
Ram, A,N, 797
Ram, Jagjivan 559,909,910
ramsdeu, James 131, 132, 183-84
ramsey, Paul 473
Randolph (Senator) 363-64
Range, Rolf 180
Range (Mr,) 316
Rao, Sim Dcva 704
Ranck (Congress Member) 415-16, 447
Rasgoptra, Mharajknshna 406, 549
Rashti (Iran) 661-62
Rathjcns, George 545
Ravi Shankar551
Rees, Herbnt 217
Rees, Roben 550
Refugee and Relief 15, 18-19,25, 35-37, 52-53.66-67. 102. 136. 158, 164-65, 166-67. 168-69, 172-76. 177-95. 204. 212-13, 215-16. 228. 229-30. 232. 240. 329-31. 332-33. 337-40. 345. 371-72. 378. 380. 384-86. 393-94. 395-96. 532, 539-42. 547-50,564,625,654,692,706,723-27 734-36, 737-42, 752-54, 755, 756-57, 758-61, 770-73, 774-77,778-79, 780-86, 789-90,794-801, 835, 868-69
Report of the Agency for International Development 224-25,231-33
Report of the World Uangk Mission to East Pakistan 626-46
Reschauer. O. 473
Resolution adopted by the International Conference on Bangladesh 668-90
resolution of the Afro-Asian People's Solidarity Organisation 623
Resolution of the Association of World Federalists (Norway) 653
Resolution of Massachusetts Legislature 391-92
Resolution passed by the Parliament of Latin America (Venzuela) 656
Resolution of the World Peace Council (Budapest) 615-16
Retzlaif, Ralph 545
Rhazacare 171-72
Ribicff (Senator) 309, 363-64
Ridoutt, Tim 156
RifVin, Jeremy 507
Rigle (Mr,) 316
Rimawi (Jordan) 661
Ripon Society 455-60
ntchie, Cynl 693
Roadarmcl, Gordon C, 297
Robers, Bob 543
Robock, Stefan H, 465
Roche, John P, 473
Rodan, Paul Rosenstein 545
Roem, Mohammed (Indonesia) 681-82
Rogers, Peter 465
Rogers, William 238
Rohde, Edgar F, (Mrs,) 469,475, 517
Rohde, John (dr,)lSO-Sl, 291-93, 308, , 311-14, 481-82,517
Role of Intellectuals 465,470-474, 545-46.619-20. 649-50
Romeu. Roisano 473
Romoser. George K. 473
Rose. John W. 626
Rose. Leo 297. 545
Rosebnlum, Mort 67-68

Rosenthal (Mr,) 316, 397-98
Rosoff, William 298
Rosovgky, Henry 473, 545
Roth (Senator) 363-64
Rowntree. Michel 693
Roy. Ashok 131
Ruegg. Walther H. 473
Ryan. John 264, 265. 316. 381-83

S
S R. Ghaunn s Rcpon 50
Saar, John 188
Sabato, Eduardo Mallca Ernesto 649
Safronchuk, V,S 794-95
Salam (Mr,) 56
Salisbury, Mathew 185
Salzberg, John 763-68
Sammel, Edward (Mr, A Mrs,) 302-03
Samuelson, Paul 545
Sanbe (Senator) 285
Sanders, Ed 551
Sandulli, Aldo 473
The Sangbad (Newspaper) 314
Sanyo, C, (Miss) 797
Sartori, Giovanni 473
Sathe, R,D, 562
Saunders, Harold 255, 259, 264
Save the Children Fund 133,179
Save East Bengal Committee 500
Saxbe (Senator) 291-93, 309, 334-35, 362-64, 365, 367-370, 380, 440
Saxbe-Church amendment 334-35, 358, 380,512, 527, 528
Scarfe, Gerald 165
Schenberg, Sydney 481-82, 530, 8%
Schapno, Leonard 473
Scheduch, Erwin K, 473
Scheuer (Senator) 289-90
Schlesinger, A,M, 270-74
Schneider, David 255, 264
Schubert, James 297
Schunian, Howard 498
Schwartz, Benjamin 545
Scott (Senator) 363-64
Scott, J,V, (New Zealand) 732, 752-54, 796 ,
Seabury, Paul 470,471,472,473
SEATO 8, 36-37, 51, 318, 319, 366, 390, 458, 526,716, 931,933
Sehbai, Daljit 156
Sekyiamah. K 800
Scldcn. Armistead I. 251. 255. 259. 264
Select Committee Sub-Committee 5
Sen. Asoke. 130
Sen Samar 728-31.787-93. 849-52. 887-89. 890 894.915-22.944-50.963-66
Senami, S. (Miss) 800
Shah, Rishikesh (Nepal) 683
Shahi, Aga 729,847-48,892, 895-899, 900-914,933, 951-56,960-62
Shakespeare 551
Sharp, Mitchell 705
Shaw Cross, William 892
The Sheffeld Morning Telegraph 67-68
Shelvan Kar, K,S, 562
Shi Is, Edward 472,473
Shivers, Lenneth 298
Shore, (Peter) 2,6,7, 10, 17, 30-32, 36-40,80, 88, 110, 149, 153, 156, 678
Siddiqui, M,S, 549
Sidi Aly, Mohamed Ould 597
Sik, Endre 696
Sikes (Congress Member) 417
Silber, John R, 473
Silverman, Julius 34,43, 58-60
Silverston, Marilyn 189
Singh, J,D, 121
Singh, Nthal 128, 596-97
Singh, Sardar Swaran 93, 344-45, 559, 606, 703,868-71
Sisco, Jesoph J, 251-53, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,407
Sisson, J, Richard 366
Su-points demand 6667, 386, 464, 495,663,689
Skachkov, sa 562
Staven, Gordon 1%
Smith, Ian 686
Smith, Jay Holmes 522-26
Smith, Kenneth 550
Smith, Leslie 519
Soeharto (President) 717
Soligo R, 459
Solow, robert 545

Sondhi M L (India) 690
Sook-Ja Hong 663-64
Soorian M, (Malaysia) 684-87
Soviet Women's Committee 567
On Soviet Veto 415-16
South Asia Conference 517
St, Louis Post-Dispatch 319
Suck Tiger 191
Staal Frits J, 297
Stark Craig 298
Statement of the Commission of the charches on International Affairs 647-4S
Statement of French Episcopate 622
Statement of The Hungarian Peace Council 696-97
Statement of the International Islamic Rogani stat ion 618
Statement of the International Social Welfare Council 625
Statement of the London Socialist International 665
Statement of Pugwash Committee on Sciencc and World affairs 657
Statement of the Venzuelan Council for World Peace and Human Rights 624
The Statman 717,874, 909
Steel David 87
Stein Aurel 696
Stein Livia 298
Stephens Alan (Rev,) 182
Stem Fritz, 473
Stem, J,J, 459
Stevenson (Senator) 309, 363-64,442-43
Stewart, Michael 27-28,29,32, 62-63,66-86
Stockwin, Harvey 30
Stonehouse, John 12,13, 25, 51-57,75-76,90,79, 120, 128, 183
Stoner, James A,F, 465
Stoph, Willi 713,716
Stottlemycr, Fred (Mr, & Mrs,) 205-06
Subramanyam, FC 877-78
Sulzeburger, C,L 380
The Sunday Times 20, 66-67, 163, 165, 179, 369, 765, 892
On Suspension of Military assistance to Pakistan 307-20
Swamy, S 909
Sweeney, Bob 188
Symington (Senator) 357
Symmes, Harrison M, 235-37
Szule, Tad 349-55, 357
T
Tagore, Rabmdra Nalh 390, 531, 684-85
Tarafdar, Islam 550
Taylor, Anna Bruun 463-64,479, 480,493-496, 497
Taylor, Carl E, 514-15
Taylor, Dick 513,535,538
Taylor, Richard 503, 506-11
Tellenhach, Gerd 473
Templeton, H,C, 666
Tenbruck, Fre,endnch H, 473
Teresa (Mother)163, 167-68
Thielicke, Helmut 474
Third World Review 144
Thomas, John W, 463-65,465
Thompson, George 161
Thompson. Richard 40-45. 47. 51. 88
Thorne. D. Wynne 465
Thorpe (Mr.) 2,6. 16
Tiger man. Stanley 536-37
The Times 73-74. 103-04, 122-23, 146. 591,679. 874,910
The Times of India 121
Timely (Mr,) 82
Tinker, Jerry 217
Tito, Josip Broz 750
Tobin, James 545
Tomalin, Nicholas 163, 165, 168-74
Toronto Telegram 163
Troell, Lars (Dr,) 621
Townes, Charles 474
Trevor Huddleston, Reverend 153
Trial ot Sheikh Mujibur Rahman 15, 25, 762, 767-68, 769, 898
Tripp, Stephen R, 231
Tunney, V, (Senator) 358-61, 363-64,409,411
U
U Thant 25,47,76-77, 80, 83, 84, 93, 95, 96, 97, 100,128, 135, 190, 212,215, 220, 651, 653,708, 725, 733-34, 735-36, 742, 743,751,755, 771, 809-11,812-15,816

817, 818-19, 820-829, 830-31,843-46, 868, 871,882-83
On U.S. arms to Pakistan 207.208. 209-II. 217-18. 219-23. 226-27. 240-41. 349-55. 356. 357. 359-61. 362-64.402-03. 442-43. 805-06
U.S. policy towards Pakistan (Criticism) 347-48
United Nations Diaster Relief Agency 136
United Relief Service 185
Urey, Harold C, 474
Ultey, Garrick 544

V
Vander, Ernst H, 474
Velander, Robert 259
Venkateswaran, A,P, 562
Vincentnathan, S, George 298
Vorster, John 686
Voznesensky, Andrei (Russian Poet) 551
Vurtures over Bangladesh (article) 67-68

W
Wald, Geroge 550
Waldie (Congress member) 296-298
Waldman, Anne 551
Waller, John 255, 259, 264
War on Want 53,98,111-15, 126-27, 179, 184, 187
Warazazi, H, (Mrs,) 800
Ward, Barbara 465
The Washington Daily News 123

The Washington Post 319, 362,459,464 ,
Washington Special Action Group meeting 251-263, 264 269
The Washington Star 304,362, 501
Weakened Magazine 191
Weiner, Myron 545, 550
Weis (Dr,) 723
Weisbraod, David 550
Welander, Robert 255, 264
Wellisx, Stanislaw 465
Westmoreland. William 258. 260.261
Wetzel. Winston W. 465
Wiehen, Michael H. 626
Wiesner, Jernome B. 465
Wilcox. Wayne 465
Wiles. Perter John dela Fo&se474
Wilkinson (mr,) 3,7, 8,13
Williams, Mary Patricia 298
Williams, Maurice M, 251-53, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,363 64, 409
Wilson, David A, 474
Wilson, Harold 85-86,90,91, 128, 131, 617
Wilson, James Q, 474
Wilson, Robert A, 366
Winger, Eugene P, 474
Wolport, Stanely 517
Wood, Richard 7, 8, 12, 13,23-27,40, 75-79,82
Wood, William Barry 474
Woodward, C, Vann 474
Woodhouse (Mr,) 16
Woollacott, Mami 165, 176-78
Wright, Gordon 474
Wyatt, Woodrow 48

Y
Yeats 551
Young Liberals 144
Yugoslav League for Peace, Independence
and Equality of Peoples 611
Yusuf, A,K,M 890

Z
Zumwalt (Amiral) 258

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র :চতুর্দশ খন্ড

বিশ্ব জনমত

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-6

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax: (8802) 9662844
E-mail: info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Raod # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December, 2003
Reprint: June, 2009

ISBN: 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : চতুর্দশ খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ’’বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্-সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র’ গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এবং পরে প্রফেসর কে এম মহসীনের তত্ত্বাবধানে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকেতাঁর বিশেষ অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করি ।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলি মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

২৫ জুন,
১৯৮৪।

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রুয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া " জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

আট

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

সংযোজন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের সাবেক পরিচালক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'জন উপসচিব কিছুকাল প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন এবং এরপর পরিচালকের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয় । হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল তবে তিনি চার খন্ডের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পেরেছিলেন আর ছয় খন্ড মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও নিরলস পরিশ্রমের কথা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরন করছি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র সংকলন ও মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন ছিলেন। ফলে হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রকল্পের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়নি। প্রামাণ্যকরণ কমিটির গঠন পূর্বানুরুপ থাকে এবং এই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় পরিবর্তন করা হয়নি।পূর্বে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে এবং কর্মরত গবেষক ও অফিস কর্মচারীদের নিয়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ চলতে থাকে। তবে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সেগুলোর সম্পাদনা যুগপৎভাবে করতে হয়েছে বলে দলিল খন্ডসমূহের ক্রম অনুযায়ী মুদ্রণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। কোন কোন খন্ডের বিষয় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্যপ্রাপ্তির বিলম্বই তার একমাত্র কারণ।

প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভুমিকাটি পরবর্তী খন্ডগুলিতেও অপরিবর্তিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমাদেও মূল লক্ষ্য ছিল সবগুলো দলিলখন্ডের মধ্যে গুণগত ও পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খন্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই দায়িত্ব পালনে আমরা সমর্থ হয়েছি বলে ভাবতে পারব।

কে এম মোহসীন

দলিল প্রসঙ্গ : বিশ্ব জনমত

চতুর্দশ খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা এবং বেতার প্রচারে ব্যাপকভাবে স্থান পায়। বস্তুতঃপক্ষে প্রায় প্রতিদিনের খবরের কাগজে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনার রিপোর্ট বা সম্পাদকীয় মুদ্রিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় সব প্রকাশনাই ছিল বাংলাদেশে আন্দোলনের পক্ষে অথবা সেই সময় এই দেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের ওপর রচিত নিবন্ধ।

এই খন্ড নির্মাণে প্রকল্প দলিলপত্রের ভিত্তিতে কয়েকটি দেশ ভিত্তিক বিভাজন করেছেন। সমগ্র গ্রন্থ ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃষ্ঠা ১-৩১৪, দ্বিতীয় অধ্যায়, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা ৩১৭-৪৬১ তৃতীয় অধ্যায়, বিবিসি, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৫৫৮; চতুর্থ অধ্যায়, বিশ্ব-রাষ্ট্র সমুহ, পৃষ্ঠা ৫৬১-৬৬৫; পঞ্চমত অধ্যায়, ভারত, পৃষ্ঠা; ৬৬৯-৯৮০।

গনমাধ্যামের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিবিসি থেকে প্রচারিত সংবাদ ও প্রতিবেদনসমুহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে অন্যান্য বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ ও নিবন্ধসমূহ চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিবিসি এ ব্যাপারে সহযোগিতা দেখায়। এছাড়া এই বেতার কেন্দ্রের খবরসমূহ ছিল পশ্চিমী বেতার কেন্দ্রগুলি কর্তৃক প্রচারিত তথ্যসমুহের প্রতিনিধিমূলক।

মার্কিন পত্র-পত্রিকা থেকে নির্বাচনকালে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন সংবাদের গুরুত্ব এবং প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র উপস্তিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, বাল্টিমোর সান, টাইম ও নিউজউইক ম্যাগাজিন, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল ইত্যাদিতে প্রকাশিত খবরাদিতে প্রধান্য পেয়েছে। কেননা এই পত্রিকাগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত গঠনে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এগুলো ৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিতি কিছু পত্র-পত্রিকার সংবাদ নিবন্ধও সংযোজিত হয়েছে। যেসব প্রতিবেদন সেসময় বাংলাদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল তার বেশ কয়েকটি এই খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নীতিমালা মেনে চলা হয়েছে। তৎকালীন যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম বাংলাদেশের আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্তিত করে। বিবিসি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমুহের মধ্যে একটি ছিল সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমা। এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত প্রভাবশালী পত্রিকা সমূহের সংবাদ ও প্রতিবেদন এবং তাদের ওপর মন্তব্য প্রচার করা হতো। অতএব, এই দুই অধ্যায় একে অন্যের পরিপুরক হিসেবে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় বিন্যাসকালে যতদূর সম্বভ চেষ্টা করা হয়েছে বিশ্বজনমতের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরার। এই উদ্দেশ্যে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকল্পের সংগ্রহে ছিল সেগুলো থেকে যতদূর সম্ভব একটি বিস্তৃত রূপ উপস্থিত করা হয়েছে। কিছু কিছু দেশের অনুপস্থিতির কারণ হচ্ছে আমাদের সংগ্রহের অভাব।

১৯৭১ সালে ভারতের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের সংক্রান্ত সংবাদই সবচেয়ে বেশি প্রধ্যান্য পায়। যেহেতু ভারতের পররাষ্ট্র এবং অভ্যন্তরীণ প্রধান বিষয় ছিল বাংলাদেশ সমস্যা সেহেতু ভারতীয় খবর এবং বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবরের মধ্যে এমন কোন পার্থক্য ছিল না। পঞ্চম খন্ডের এ অধ্যায় সম্পাদনা করতে গিয়ে দলিলের ব্যাপকতাই ছিল আমাদের সামনে এক প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা উত্তরণে প্রকল্প যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে সেই সব সংবাদ নিবন্ধকে স্থান দিতে যেগুলি সরাসরি বাংলাদেশের অবস্থান এবং আন্দোলন সম্পর্কিত। একই সাথে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতীয় নীতি সংক্রান্ত দলিলসমুহও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ভূমিকাও বাদ যায়নি। অর্থাৎ সরকারী কর্মকান্ডের বাইরে যেসব তৎপরতা ছিল সেদিকেও নজর দেয়া হয়েছে।

বার

কেবলমাত্র একটি খন্ডে সমগ্র বিশ্বজনমতের প্রতিচ্ছবি পাঠকের সামনে উপস্থিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রকল্প চেষ্ঠা করেছে তার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরতে। এর মধ্যে কিছু পরিচিতি প্রতিবেদনও হয়ত বাদ পড়তে পারে তবে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতির একটি নির্বাচিত দলিল-সমগ্র নির্মাণ করা।

পাঠকের কাছে কিছু কিছু সংবাদ এবং প্রতিবেদন হয়তো পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ, ঘটনাসমূহ বিভিন্ন সাংবাদিক অবলোকন করেছেন তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষিতে থেকে। তাছাড়া তথ্যেরও কিছু কিছু গরমিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে সময় কোন কেন্দ্রীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি বলা যেতে পারে যে সে অবস্থায় নির্ভূল সংবাদ সংগ্রহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। সংগৃহীত তথ্য এবং অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এইসব রিপোর্ট রচিত হতো। আশা করা যায় এই ধারাটি পাঠক উপলব্ধি করবেন এবং ৭১-এর বাংলাদেশের ঘটনাবলীর একটি সামগ্রিক চিত্র এই খন্ডের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে।

কে এম মোহসীন

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***   ***   ***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:\

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/ (25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh are of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পত্র-পত্রিকা : যুক্তরাষ্ট্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ঢাকায় বিদ্রোহ দমনে কামান ব্যবহার	১
২।	অবস্থা সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে	৪
৩।	সেনাবাহিনী কর্তৃক বিদেশী সাংবাদিক বহিষ্কার	৮
৪।	ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লাঠি	৯
৫।	ইয়াহিয়ার পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ পূর্ব-পরিকল্পিত	১১
৬।	বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান	১৮
৭।	পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনা	১৯
৮।	ট্যাঙ্ক দ্বারা শহর ধ্বংস	২০
৯।	পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সংঘাত	২১
১০।	পাকিস্তানের নামে (সম্পাদকীয়)	২২
১১।	দ্বন্দের মূলে	২৩
১২।	পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর খেলা	২৫
১৩।	পাকিস্তানীরা বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করছে	২৭
১৪।	পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ	২৯
১৫।	পাকিস্তান : পতনের পদধ্বনি	৩৫
১৬।	বাংলায় রক্ত বন্যা	৩৮
১৭।	দেশত্যাগীদের মতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে	৩৯
১৮।	আমরা সবাই বাঙালী	৪২
১৯।	প্রথম রাউন্ডে পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয়	৪৪
২০।	পাকিস্তান : একটি আদর্শের মৃত্যু	৪৬
২১।	হত্যাযজ্ঞের মধ্যে বাঙালীদের মন্ত্রিসভা গঠন	৫০
২২।	পাকিস্তানে বিদ্রোহীরা স্বীকৃতি চায়	৫৩
২৩।	বাঙালী যোদ্ধাদের সঙ্গে	৫৪
২৪।	গুলী না রুটি	৫৭
২৫।	অর্থনৈতিক দুর্যোগ	৫৮
২৬।	পূর্ব-পাকিস্তানের হত্যালীলা (সম্পাদকীয়)	৬০
২৭।	বাঙালী সৈনিকের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা	৬১
২৮।	পাকিস্তানের অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি	৬৪
২৯।	এই যুদ্ধে নারকীয় অবস্থা কেবল এক পক্ষেরই	৬৬
৩০।	কুষ্টিয়ার যুদ্ধ	৬৮
৩১।	একটি মুমূর্ষ আদর্শ	৭০
৩২।	সীমান্তের দিকে চাপ	৭৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৩।	শকুণ আর বুনো কুকুর	৭৬
৩৪।	পাকিস্তান ঃঃ একটি ভগ্নপ্রায় স্বপ্ন	৭৯
৩৫।	পূর্ব-পাকিস্তান দুর্যোগোত্তর যন্ত্রণা	৮০
৩৬।	মৃতের শহর ঢাকা	৮২
৩৭।	পাশবিক হত্যা (সম্পাদকীয়)	৮৪
৩৮।	ঘৃণ্য হত্যাকান্ড	৮৫
৩৯।	একজন মেজরের বিদ্রোহ	৮৭
৪০।	যুদ্ধ না অপমান	৮৯
৪১।	নির্যাতিত বাঙালী (সম্পাদকীয়)	৯১
৪২।	পাকিস্তানের কথা	৯২
৪৩।	বিকল্প চিন্তা	৯৩
৪৪।	পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যা	৯৫
৪৫।	পাকিস্তান : বিনষ্ট ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার প্রয়াস	৯৮
৪৬।	পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য সিনেটরদের বিবৃতি	১০০
৪৭।	অনিশ্চিত আশ্রয়	১০২
৪৮।	পূর্ব-পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ (সম্পাদকীয়)	১০৪
৪৯।	ভয়ঙ্কর দুর্যোগ	১০৫
৫০।	ঘৃণ্য হত্যাকান্ড	১০৬
৫১।	বাঙালী শরনার্থী : দুঃখের শেষ নেই	১০৮
৫২।	নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ	১১১
৫৩।	অস্ত্র যখন ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা	১১৫
৫৪।	পাকিস্তানী সৈন্যদের গ্রাম আক্রমণ	১১৭
৫৫।	টিক্কাখানের পৈশাচিক রক্তস্নান	১১৯
৫৬।	মার্কিন সরকার পাকিস্তানে সাহায্যদান অব্যাহত রাখবে	১২২
৫৭।	পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া কেন?	১২৪
৫৮।	বাঙালী নিধনে সাহায্য	১২৬
৫৯।	পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্র	স১২৭
৬০।	একটি বিদেশী সৈন্য বাহিনীর কর্তৃক আরাপ	১৩০
৬১।	দক্ষিণ এশিয়া : দুযোর্গের পদধ্বনি	১৩৩
৬২।	পাকিস্তানের জন্য মার্কিন অস্ত্র : একটি গ্লানির ইতিহাস	১৩৫
৬৩।	পাকিস্তান	১৩৭
৬৪।	ভারত	১৩৯
৬৫।	পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাঙালী দমন অব্যাহত	১৪১
৬৬।	পাকিস্তানের নিন্দা	১৪৬
৬৭।	পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অস্ত্র ভর্তি জাহাজ প্রতিরোধের কয়েকটি সংবাদ	১৪৭
৬৮।	বাঙালীরা রুখে দাঁড়িয়েছে	১৫৫
৬৯।	একটি বিভক্ত দেশ	১৫৭
৭০।	পাকিস্তানের ওপর একটি প্রস্তাব	১৬৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭১।	যন্ত্রণা এবং বিপদ (সম্পাদকীয়)	১৬৫
৭২।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব	১৬৮
৭৩।	ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত	১৭০
৭৪।	জাতিসংঘের সাহায্য দল	১৭২
৭৫।	একটি জাতিকে হত্যা করা হচ্ছে	১৭৪
৭৬।	সোনার বাংলা ধ্বংস অভিযান	১৮২
৭৭।	পূর্ব পাকিস্তানের বিপর্যস্ত মানুষ	১৯২
৭৮।	কূটনীতিকদের পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ	১৯৪
৭৯।	ভারতের সাথে চুক্তি সোভিয়েতের যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা	১৯৬
৮০।	সিদ্ধান্তের সময়	১৯৯
৮১।	বাংলায় কি ‘চরম’ সিদান্ত নেয়া হচ্ছে?	২০০
৮২।	আমরা সাহায্য করতে পারি তবে অস্ত্র দিয়ে নয়	২০২
৮৩।	মার্কিন বিমানে বাংলায় সৈন্য পাঠানো হচ্ছে	২০৪
৮৪।	ঘনিষ্ঠ বন্ধু	২০৬
৮৫।	শরণার্থীরা বলেন সৈন্যরা হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে	২০৯
৮৬।	পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা	২১১
৮৭।	পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ	২১২
৮৮।	নীরব দর্শকের ভূমিকা	২১৪
৮৯।	তারা কি থাকবে না ফিরে যাবে	২১৫
৯০।	পাকিস্তান-ভারতের উপর যুদ্ধের ছায়া	২১৭
৯১।	পূর্ব পাকিস্তানের বীভৎস অবস্থা সব আশা ধবংস করেছে	২১৯
৯২।	সিনেট কর্তৃক পাকিস্তানে সাহায্য বন্দের প্রস্তাব	২২৪
৯৩।	পাকিস্তানের অবস্থা সংকটজনক	২২৬
৯৪।	বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ	২২৮
৯৫।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট পাকিস্তান ও ভারতকে সংযত হতে বলেছে	২৩০
৯৬।	এশিয়ার নাজুক পরিস্থিতি	২৩২
৯৭।	সাহায্য কমিয়ে দেয়া একটি নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত	২৩৩
৯৮।	পাকিস্তান ও ভারতের সৈন্য মুখোমুখি	২৩৪
৯৯।	গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সৈন্য পিছু হটাবে না	২৩৬
১০০।	শান্তির প্রতি হুমকি	২৩৮
১০১।	সৈন্য প্রত্যাহার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না	২৩৯
১০২।	দক্ষিন এশিয়ার বিপর্যয় এড়ানোর পন্থা	২৪০
১০৩।	যুদ্ধের সম্ভাবনা	২৪৩
১০৪।	বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি	২৪৪
১০৫।	শান্তির প্রতি নতুন হুমকি	২৪৫
১০৬।	যুদ্ধের আলামত	২৪৭
১০৭।	বাংলার যুদ্ধ	২৪৯
১০৮।	বিদেশী সাহায্যের নতুন দিক	২৫১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৯।	পূর্ব পকিস্তানে উপ-নির্বাচন	**২৫৩**
১১০।	যুদ্ধ অত্যাসন্ন	**২৫৫**
১১১।	সন্ত্রাস পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র পরিস্থিতি	**২৫৯**
১১২।	পরাজয়োন্মুখ যুদ্ধ	**২৬০**
১১৩।	পাক সেনার আক্রমণের পর একটি শহর	**২৬৫**
১১৪।	যুদ্ধ না শান্তি	**২৬৬**
১১৫।	উপমহাদেশের জন্য সাহায্য অপ্রতুল	**২৬৭**
১১৬।	মধ্যস্থতার সময় এখনও আছে	**২৬৮**
১১৭।	দক্ষিণ এশিয়া	**২৬৯**
১১৮।	ভারত কখন আক্রমন করবে	**২৭০**
১১৯।	পূর্ব পাকিস্তান : পুনর্দখলকৃত উপনিবেশ	**২৭২**
১২০।	নিরাপত্তা পরিষদের উচিত মূল সমস্যার দিকে তাকানো	**২৭৩**
১২১।	মূল সমস্যার সমাধানকরণ	**২৭৪**
১২২।	পাকিস্তানের হঠকারিতা	**২৭৫**
১২৩।	বাংলায় যুদ্ধ	**২৭৬**
১২৪।	মুক্ত যশোরে বাঙ্গালী	**২৮৬**
১২৫।	হর্ষোৎফুল্ল বাঙ্গালীরা ভারতীয় সৈন্যদের স্বাগত জানাচ্ছে	**২৮৭**
১২৬।	উচ্ছ্বসিত বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা উদযাপন	**২৮৮**
১২৭।	নিক্সন এবং দক্ষিণ এশিয়া	**২৯০**
১২৮।	পশ্চিম বঙ্গের চিঠি	**২৯২**
১২৯।	হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে ভারতীয়দের ঢাকা প্রবেশ	**৩০০**
১৩০।	বিজয়োল্লাস	**৩০৩**
১৩১।	যুদ্ধের গর্ভ থেকে একটি জাতির জন্ম	**৩০৪**
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	পত্র-পত্রিকাঃ যুক্তরাজ্য	
১৩২।	ট্যাঙ্কের দ্বারা বিদ্রোহ দমন	**৩১৭**
১৩৩।	পাকিস্তানের হত্যাকান্ড	**৩২৪**
১৩৪।	বাংলার দুর্যোগ	**৩২৫**
১৩৫।	বাংলার জন্য কাঁদো	৩২৬
১৩৬।	পূর্ব পাকিস্তানে হত্যালীলা	৩২৯
১৩৭।	অস্ত্রের মুখে একতা	৩৩১
১৩৮।	পাকিস্তানের রক্তাক্ত পথ	৩৩৪
১৩৯।	একটি সাহায্যের আবেদন	৩৩৫
১৪০।	ক্ষমতার সীমানা	৩৩৮
১৪১।	পরিকল্পিত হত্যা	৩৪১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪২।	হাজারো সন্ত্রস্ত মানুষ এখনো ঢাকা থেকে পালাচ্ছে	৩৪৫
১৪৩।	বাগাড়ম্বর ও বাস্তব	৩৪৭
১৪৪।	বাংলাদেশের রক্ত	৩৪৯
১৪৫।	হত্যা এবং প্রতিরোধের যুদ্ধ একই সাথে চলছে	৩৫১
১৪৬।	শেখ মুজিবের দল সামরিক প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না	৩৫৫
১৪৭।	বাংলাদেশের স্বপ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে	৩৫৮
১৪৮।	পাকিস্তান : কথা বলার সময় এসেছে	৩৬৫
১৪৯।	বিশ্বের সাম্প্রতিকতম শরনার্থী	৩৬৭
১৫০।	স্তব্ধ বিবেক	৩৬৮
১৫১।	অবিশ্বাস্য দুর্ভোগ	৩৭০
১৫২।	বাংলার পিড়ীত জনগণ	৩৭৩
১৫৩।	কলেরা ‘নিয়ন্ত্রণে বাইরে’	৩৭৪
১৫৪।	গণহত্যা	৩৭৬
১৫৫।	যুদ্ধ এবং শরনার্থী পরিস্থিতি	৩৯৬
১৫৬।	ধর্মান্ধ ও পাষন্ডদের রাজত্ব	৩৯৯
১৫৭।	বাঙ্গালীদের দেশত্যাগ এখনো চলছে	৪০৬
১৫৮।	বাংলায় পাকিস্তানীদের দিন শেষ হয়ে আসছে	৪০৮
১৫৯।	বাংলাদেশর অবস্থা ভাল নয়	৪১০
১৬০।	পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য	৪১১
১৬১।	বাংলাদেশকে স্বাধীন করতেই হবে	৪১৩
১৬২।	আরো শরণার্থী আসতে পারে	৪১৬
১৬৩।	পাকিস্তানীদের প্রতিশোধমূলক হত্যা	৪১৭
১৬৪।	নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত	৪১৮
১৬৫।	গেরিলারা ১২ মাস ব্যাপী যুদ্ধেও লক্ষ্য স্থিও করেছে	৪২০
১৬৬।	গেরিলাবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু করেছে	৪২২
১৬৭।	যে যুদ্ধ বিশ্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ	৪২৩
১৬৮।	অবরুদ্ধ ঢাকা	৪২৫
১৬৯।	জীবিত এবং মুক্ত	৪২৭
১৭০।	বাংলাদেশ মুক্ত	৪৩০
১৭১।	স্বাধীন বাংলা	৪৩২
১৭২।	পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়	৪৩৩
১৭৩।	ঢাকার উপর ছত্রী সেনা	৪৩৫
১৭৪।	পশ্চাদগামী পাকিস্তানীদের প্রতিশোধ	৪৩৬
১৭৫।	ঢাকা কোটি মানুষের যুদ্ধ	৪৩৮
১৭৬।	সাত কোটি মানুষের যুদ্ধ	৪৪১
১৭৭।	গেরিলারা এখন ঢাকার ভিতরে	৪৪৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৮।	ঢাকা ধ্বংসের মুখোমুখি	৪৫০
১৭৯।	স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক যশোরে ক্ষমতা গ্রহণ	৪৫২
১৮০।	বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের পরাজয় অবধারিত	৪৫৪
১৮১।	১।নিয়াজীর প্রসত্মতি ২।ইয়াহিয়ার সৈন্য বাহিনীর লজ্জা	৪৫৫
১৮২।	ঢাকায় সমাপ্তি	৪৫৮
১৮৩।	বর্তমান বাংলাদেশ	৪৫৯
১৮৪।	বাংলাদেশর বিরাট বিজয়	৪৬০
	তৃতীয় অধ্যায় **বিবিসি, লন্ডন**	
১৮৫।	স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর বিবিসি প্রচারিত সংবাদ	৪৬৫
১৮৬।	বিবিসি ‘এশিয়া বিষয়ক আলোচনায়’ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	৪৮৩
১৮৭।	বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবিসি প্রচারিত অনুষ্ঠানমালাঃ ‘সাম্প্রতিক ঘটনাবলী’	৫২৭
১৮৮।	বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর প্রেরিত প্রতিবেদন	৫৩৫
১৮৯।	বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কিত বিবিধ প্রতিবেদন	৫৪৯
	চতুর্থ অধ্যায় পত্র-পত্রিকাঃ বিশ্বরাষ্ট্রসমুহ	
১৯০।	বিশৃংখলার আর্বতে	৫৬১
১৯১।	দুর্যোগের আর্বতে পাকিস্তান	৫৬২
১৯২।	পূর্ব পাকিস্তান	৫৬৩
১৯৩।	বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাক বর্বর অভিযানের ওপর দুটি সোভিয়েত পত্রিকার মন্তব্য	৫৬৪
১৯৪।	পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ওপর চিলি, তুরস্ক এবং অষ্ট্রিয় পত্রিকার মন্তব্য	৫৬৫
১৯৫।	পরিকল্পিত হত্যা	৫৬৬
১৯৬।	বাংলায় গণহত্যা	৫৬৭
১৯৭।	বাংলাদেশের যন্ত্রনা	৫৬৮
১৯৮।	বীরোচিত সংগ্রাম	৫৭০
১৯৯।	এই গনহত্যা বন্ধ কর	৫৭১
২০০।	শরনার্থী সমস্যার সমাধান	৫৭২
২০১।	লাখো গৃহহীন মানুষ	৫৭৩
২০২।	ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা	৫৭৪
২০৩।	বিশ্ব কিছুই করছে না	৫৭৫
২০৪।	‘সাহায্য’	৫৭৬
২০৫।	জাতিসংঘের প্রতি চ্যালেঞ্জ	৫৭৭
২০৬।	একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ	৫৭৮
২০৭।	বাংলায় পীড়ন ও প্রতিক্রিয়া	৫৭৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৮।	পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা	৪৮১
২০৯।	পূর্ব বাংলায় শরনার্থী	৫৮২
২১০।	একটি বিশ্ব সমস্যা	৫৮৩
২১১।	অবর্ণনীয় পরিস্থিতি	৫৮৪
২১২।	মানবতার ধবংসলীলা	৫৮৫
২১৩।	পাকিস্তানের ভবিষ্যত	৫৮৬
২১৪।	বাংলায় বিপর্যয়	৫৮৭
২১৫।	শরনার্থীদের ব্যাপারে আশংকা	৫৮৯
২১৬।	বাংলায় ভয়াবহ অবস্থা	৫৯০
২১৭।	হিংসাত্নক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে	৫৯১
২১৮।	পাকিস্তানের আকাশে বিপর্যয়ের ছায়া	৫৯২
২১৯।	ব্যায়নেটের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থা	৫৯৫
২২০।	সাহায্যের জন্য আর্তনাদ	৫৯৬
২২১।	ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটি বড় বোঝা	৫৯৮
২২২।	কায়হান পত্রিকার কয়েকটি প্রতিবেদন	৫৯৯
২২৩।	অকল্পনীয় বিপর্যয়	৬১৯
২২৪।	শরনার্থীদের নিয়ে ভারতের সমস্যা	৬২০
২২৫।	পূর্ব বাংলার অধিবাসিদের সাহায্য করুন	৬২৩
২২৬।	পাকিস্তানে যা করণীয়	৬২৪
২২৭।	ব্যাপক ব্যবধান ও তীব্র ঘৃণা	৬২৫
২২৮।	ইয়াহিয়ার উভয় সংকট	৬২৮
২২৯।	বাংলার আগুন	৬২৯
২৩০।	বিশ্ব শরনার্থীদের কথা ভুলে গেছে	৬৩১
২৩১।	বাঙালীদের পরিকল্পনা	৬৩৪
২৩২।	অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না	৬৩৬
২৩৩।	পূর্ব-বাংলা শরনার্থীঃ একটি বিশ্ব সমস্যা	৬৩৭
২৩৪।	শরনার্থীদের ফিরে আসার আবেদন	৬৩৮
২৩৫।	ইয়াহিয়া খানের নতুন রাজনীতি	৬৩৯
২৩৬।	জরুরী সমস্যা	৬৪১
২৩৭।	পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কোণঠাসা	৬৪২
২৩৮।	স্বেচ্ছাচারিতার শিকার	৬৪৩
২৩৯।	পরাশক্তিসমূহের দায়িত্ব	৬৪৪
২৪০।	এশিয়া বিস্ফোরণোন্মুখ	৬৪৫
২৪১।	পূর্ববাংলা : সামরিক সমাধানের ব্যর্থতা	৬৪৬
২৪২।	ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত	৬৪৭
২৪৩।	উপমহাদেশের বর্তমান অবস্থা	৬৪৯
২৪৪।	রাজাকারদের নিষ্ঠুরতা	৬৫০
২৪৫।	পাকিস্তানের কার্যাবলী ভীতিপ্রসূত	৬৫১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪৬।	অঘোষিত যুদ্ধ	৬৫২
২৪৭।	ইয়াহিয়ার বোধোদয় ঘটাতে হবে	৬৫৪
২৪৮।	তৃতীয় বিশ্বের জন্য শিক্ষা	৬৫৫
২৪৯।	পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষ	৬৫৬
২৫০।	যে যুদ্ধ কেউ থামাল না	৬৫৭
২৫১।	পাকিস্তান দায়ী	৬৫৮
২৫২।	একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল	৬৫৯
২৫৩।	অবিশ্বাস্য	৬৬০
২৫৪।	বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে	৬৬১
২৫৫।	ইয়াহিয়া খান দায়ী	৬৬২
২৫৬।	যুদ্ধ কেন হলো	৬৬৩
২৫৭।	দায়ী কে?	৬৬৪
২৫৮।	একটি নতুন জাতির জন্ম	৬৬৫
	পঞ্চম অধ্যায়	
	পত্র-পত্রিকাঃ ভারত	
২৫৯।	এক লক্ষ লোক নিহত?	৬৬৯
২৬০।	কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহবান	৬৭৪
২৬১।	সম্পাদকীয়ঃ বাংলাদেশের জন্য আমরা কি করতে পারি	৬৭৬
২৬২।	বাংলাদেশে সার্বভৌম সরকার	৬৭৮
২৬৩।	সম্পাদকীয়ঃ আবেদন গণহত্যা বন্ধ হবে না	৬৭৯
২৬৪।	প্রাক্তন পাক কূটনীতিকরা বলেন: আমরা বাংলাদেশের অনুগত	৬৮১
২৬৫।	ভারত নীরব দর্শক নয়	৬৮২
২৬৬।	মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী পুর্নদখল করেছে	৬৮৩
২৬৭।	বুদ্ধিজীবি নিধন	৬৮৪
২৬৮।	যুদ্ধের ঘনঘটা (সম্পাদকীয়)	৬৮৬
২৬৯।	ক্ষমাহীন অপরাধ (সম্পাদকীয়)	৬৮৮
২৭০।	বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপক নিন্দা	৬৯১
২৭১।	রাজশাহী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা	৬৯২
২৭২।	মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তিন হাজার সৈন্য নিহত	৬৯৫
২৭৩।	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়	৬৯৬
২৭৪।	বাংলাদেশ মিশনের যাত্রা	৬৯৭
২৭৫।	চীনা প্রতিক্রিয়া ভারতের জন্য হুমকি	৬৯৮
২৭৬।	কুমিল্লায় মুক্তিফৌজের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ	৭০০
২৭৭।	তাজউদ্দিন কর্তৃক মুক্ত এলাকা গঠন ও কমান্ডার নিয়োগ	৭০২
২৭৮।	সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ	৭০৪
২৭৯।	স্বাধীন সংগ্রামী বাংলাদেশের পাশে পশ্চিম বাংলা	৭০৬
২৮০।	বাংলাদেশ মিশন স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালাবে	৭০৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮১।	পাকিস্তানের ভরাডুবি (সম্পাদকীয়)	৭১১
২৮২।	পূর্ব-বাংলার ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি	৭১৩
২৮৩।	বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রতারণা	৭১৭
২৮৪।	কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাই কমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে	৭১৯
২৮৫।	ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীরা অন্তরীণ	৭২১
২৮৬।	যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালী কূটনীতিকদেরকে বদলী করা হচ্ছে	৭২২
২৮৭।	সীমান্তের ওপারের জনগণ সক্রিয়	৭২৩
২৮৮।	রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আবেদন	৭২৭
২৮৯।	ইয়াহিয়ার বায়না-বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে গোপন বৈঠক চাই	৭২৮
২৯০।	এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকুল হবে না	৭৩০
২৯১।	পূর্ব বাংলার ঘটনা প্রবাহের ওপর ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার একটি সমীক্ষা	৭৩২
২৯২।	চট্টগ্রামে পাক বর্বরতা	৭৩৫
২৯৩।	দূতাবাস কর্মচারী বিনিময়ে সুইস মধ্যস্থতায় পাক-ভারত সম্মতি	৭৩৬
২৯৪।	শরনার্থী শিবিরে শ্রীমতি গান্ধী	৭৩৮
২৯৫।	দূতাবাস কর্মচারী বিনিময়ে সুইস প্রস্তাব প্রত্যাখাত	৭৪০
২৯৬।	ইয়াহিয়ার সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন	৭৪২
২৯৭।	স্বীকৃতির সময় এখনো আসেনি- প্রধানমন্ত্রী	৭৪৪
২৯৮।	শরণার্থীদের ৬ মাসে সাহায্য দিতে লাগবে ২০০ কোটি টাকা	৭৪৮
২৯৯।	সীমান্ত দেখতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী উদ্ধাস্তমন্ত্রী আসছেন	৭৪৯
৩০০।	ক্ষমতার ভারসাম্য	৭৫০
৩০১।	করিমগঞ্জ সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ	৭৫২
৩০২।	জঙ্গী শাহীর হাতে অন্ততঃ দশ লাখ নিহত	৭৫৩
৩০৩।	একটি নির্ভীক কণ্ঠ	৭৫৪
৩০৪।	১১ জুন দেশের শ্রমিক শ্রেণী ‘বাংলাদেশ দিবস’ পালন করবে	৭৫৬
৩০৫।	নির্যাতনের চিত্র	৭৫৭
৩০৬।	মেঘালয় সীমান্তে বাঙ্গালী নিধন	৭৫৮
৩০৭।	শরনার্থী শিবিরে বাঙালী নিধন	৭৬১
৩০৮।	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভারত সরকারের দ্বিধা কাটেনি	৭৬২
৩০৯।	অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে পৌরসভার প্রস্তাব	৭৬৪
৩১০।	পাকিস্তানে গোপন তথ্য পাচার রাজ্যসভায় সরকারী বিবৃতির দাবী	৭৬৫
৩১১।	বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ ও সুদৃঢ় নীতির দাবীতে	৭৬৬
৩১২।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা	৭৭১
৩১৩।	লোকসভায় কমিউনিষ্ট সদস্যদের পাক ডেপুটি হাইকমিশনার সম্পর্কে ভারতের আচরণের নিন্দা	৭৭৪
৩১৪।	বাংলাদেশে পাক ফৌজী বর্বরতা অবিশ্বাস্য কিন্তু সন্দেহাতীত	৭৭৬
৩১৫।	ভাসানী রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা নাবচ করেছেন	৭৭৭
৩১৬।	বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের হস্তক্ষেপ চাই	৭৭৯
৩১৭।	আশা ও বিভ্রান্তির মাঝখানে	৭৮২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩১৮।	পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার কোন অবকাশ নাই- তাজউদ্দীন	৭৮৫
৩১৯।	স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়	৭৮৭
৩২০।	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভি,সি, কর্তৃক যুব শিবির উদ্বোধন	৭৮৯
৩২১&	স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন	৭৯০
৩২২।	মেহদী মাসুদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপঃ ভারত সরকারের কড়া ব্যবস্থা	৭৯২
৩২৩।	বার্মিংহামে পাক ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিক্ষোভ সমাবেশ	৭৯৩
৩২৪।	দায়িত্ব পালনে মন্ত্রী শ্রী কেন্দ্রের গড়িমসি	৭৯৪
৩২৫।	বাংলাদেশের ব্যাপারে শুধু বিশ্altবিবেক নয় দেশের বিবেকও জাগাতে হবে	৭৯৬
৩২৬।	সোয়েলের কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নটি ভাবাবেগজাতঃ সংখ্যালঘুদের জাতীয় কনভেশনশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।	৭৯৯
৩২৭।	রাজনৈতিক সামাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের চার দফা পূর্বশর্ত	৮০০
৩২৮।	অনাহারে পথশ্রমে অবসন্ন মৃতপ্রায় শরণার্থী দল	৮০২
৩২৯।	চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণের জন্য জরুরি বিমান	৮০৪
৩৩০।	আই,পি, আই বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন উঠতে পারে	৮০৬
৩৩১।	বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাধান	৮০৭
৩৩২।	কলকাতার দূতাবাসগুলিতে বদলী ও নতুন নিয়োগের হিড়িক, কারণ রাজনৈতিক?	৮০৯
৩৩৩।	সাহায্যদাতাদের প্রতি বাংলাদেশের আবেদন	৮১১
৩৩৪।	ভারত ডুবতে বসেছে	৮১২
৩৩৫।	শরনার্থীদের চিকিৎসায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয় দরকার	৮১৫
৩৩৬।	বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করম্নন। ভারতীয় মুসলমান ভাইদের প্রতি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদের আহবান	৮১৬
৩৩৭।	ভারত সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সেভিয়েত বিমানের আগমন	৮১৭
৩৩৮।	ইসলামী দেশ বিপন্ন বলে বাংলাদেশে জাতি হত্যা চাপা দেয়া যাবে না।	৮১৮
৩৩৯।	হিন্দুসত্মান স্টান্ডার্ড পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়	৮১৯
৩৪০।	১৯ জুন ‘বাংলাদেশ’ দিবস পালন করুন	৮২০
৩৪১।	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বনগাঁও সুবৃহৎ সমাবেশ	৮২১
৩৪২।	মুক্তির দূত মুক্তিফৌজ	৮২২
৩৪৩।	বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য ‘মাষ্টার প্লন’ চাই	৮২৩
৩৪৪।	ফুলবাড়ীয়া সীমান্তে পাকবাহিনীর গোলবর্ষণ	৮২৬
৩৪৫।	মার্কিন অস্ত্রে বাংলাদেশে রক্তঝরানো চলবে না	৮২৮
৩৪৬।	মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশল ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম	৮২৯
৩৪৭।	মার্কিন সরকারকে সাফ জবাব দেওয়ার সাহস ভারত সরকারের নেই	৮৩০
৩৪৮।	বিক্ষুব্ধ ভারতের দাবি। মার্কিন অস্ত্র বোঝাই পাক জাহাজ আর যেন না এগোয়	৮৩২
৩৪৯।	ধরা পড়েছে মার্কিন ফাঁকি (সম্পাদকীয়)	৮৩৪
৩৫০।	কোন সামাধান না হলে ভারত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। উর্দু পত্রিকার সম্পাদকদের সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অভিমত	৮৩৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৫১।	একটি রাজনৈতিক সমাধান (সম্পাকীয়)	৮৩৭
৩৫২।	মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত সাড়ে তিন হাজার পাক অফিসারের মৃতদেহ করাচীতে কবরস্থ	৮৩৮
৩৫৩।	পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া না দেওয়া	৮৪০
৩৫৪।	পাকিস্তানী প্রচারণার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী	৮৪২
৩৫৫।	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র দাবি	৮৪৩
৩৫৬।	ব্রিটিশ সংসদীয় দলের বিবৃতি প্রচার করা যাবে না। পাক জঙ্গী সরকারের ফরমান	৮৪৫
৩৫৭।	পাকিস্তানের মিথ্যা কূটনৈতিক প্রচার	৮৪৬
৩৫৮।	পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য বন্ধের জন্য ভারতের দাবি	৮৪৭
৩৫৯।	বাংলাদেশের হৃদয় হতে	৮৪৯
৩৬০।	মার্কিন কনস্যুলেট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ	৮৫১
৩৬১।	কূটনীতিক বিনিময়ের প্রস্ততি	৮৫২
৩৬২।	মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গঠিত	৮৫৩
৩৬৩।	পূর্বাঞ্চলে পাক-বাহিনীর আত্মরক্ষারমূলক তৎপরতা	৮৫৫
৩৬৪।	পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাংলাদেশ মিশন কর্মচারীদের অস্বীকৃতি প্রকাশ	৮৫৭
৩৬৫।	পাক-বাহিনীর দলিলে লুট ও ধর্ষণের প্রমাণ	৮৬০
৩৬৬।	পাকিসত্মানে অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে ছাত্রদের দ্বারা মার্কিন পতাকার অসম্মান	৮৬২
৩৬৭।	পূর্ববাংলার বিপন্ন বৌদ্ধেরা আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদকীয়)	৮৬৩
৩৬৮।	মুজিবের নয়, ইয়াহিয়ার বিচার চাই। (সম্পাদকীয়)	৮৬৪
৩৬৯।	বাংলাদেশ ও জাতিসঙ্ঘ (সম্পাদকীয়)	৮৬৬
৩৭০।	কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম ফুটবল খেলা	৮৬৮
৩৭১।	মুজিবের বিচার শুরু: রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি ভারতের আবেদন	৮৬৯
৩৭২।	বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে গুরুত্ব আরোপ : ভারত- সোভিয়েত যুক্ত বিবৃতি	৮৭৩
৩৭৩।	পাক বাহিনীর কৌশলগত পশ্চাদপসরণ	৮৭৫
৩৭৪।	বিদেশী সত্যাগ্রাহী দল বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন	৮৭৭
৩৭৫।	‘চুক্তির পর’	৮৭৮
৩৭৬।	ইউরোপে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি	৮৮০
৩৭৭।	বাংলাদেশের সরকারের ‘ওয়ার কাউন্সিল’ গঠিত	৮৮৩
৩৭৮।	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	৮৮৫
৩৭৯।	আজ ‘বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক সম্লেলনের উদ্বোধন	৮৮৬
৩৮০।	২৪ জাতি সম্লেলনের আহবান: মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিন	৮৮৮
৩৮১।	বাংলাদেশ এখন একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন	৮৯২
৩৮২।	শরণ সিং কর্তৃক বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবি	৮৯৫
৩৮৩&	বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত মনোভাবে মুজিব নগওে আশার সঞ্চার	৮৯৮
৩৮৪।	ভারত-রুশ চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনঃ চ্যবনের প্রস্তাবে সভায় ঐকমত্য	৮৯৯
৩৮৫।	ইয়াহিয়ার শিখন্ডিরা পূর্ব বাংলার নির্বাচন সম্পর্কে নিশ্চিত নয়	৯০১
৩৮৬।	রাশিয়া-আলজিরিয়া ও বাংলাদেশ (সম্পাদকীয়)	৯০৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮৭।	স্বীকৃতির দাবীতে চাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন (সম্পাদকীয়)	৯০৫
৩৮৮।	'পূর্ব পাকিস্তানে' উপনির্বাচন (সম্পাদকীয়)	৯০৭
৩৮৯।	পাক হাইকমিশনের অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারীর পলায়ন	৯০৮
৩৯০।	পূর্ব বাংলার শিশুদের বিক্ষোভ প্রদর্শন	৯১০
৩৯১।	নিক্সনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নাজুক আলোচনা শুরু	৯১২
৩৯২।	'পশ্চিম পাকিস্তানী' বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মুজিবের মুক্তিদাবী	৯১৪
৩৯৩।	দিল্লীর ছাত্রদের সমাবেশ, আলীর মুক্তি দাবী	৯১৫
৩৯৪।	সামরিক সরবরাহের অসুবিধায় পাক বাহিনী ক্ষতির সম্মুখীন	৯১৭
৩৯৫।	পাক বাহিনীর গুলির আওয়াজ স্তব্ধ করতে সেনাবাহিনীর হিলি, বালুরঘাট সীমান্ত অতিক্রম	৯১৯
৩৯৬।	পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘণীভূত করেছে	৯২২
৩৯৭।	পাকিস্তান ভারতের ওপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী	৯২৪
৩৯৮।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯২৮
৩৯৯।	পূর্ববঙ্গে পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা আমার লক্ষ্য- লেঃ জেঃ অরোরা	৯৩১
৪০০।	নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ভেটোঃ বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী	৯৩৩
৪০১।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খরব	৯৩৫
৪০২।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খরব	৯৩৮
৪০৩।	বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলঃ 'জয় বাংলা'' ধ্বনির মধ্যে লোকসভায় ঘোষণা	৯৪২
৪০৪।	স্বাগত বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের স্বীকৃতির ওপর একটি সম্পাদকীয়	৯৪৩
৪০৫।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৪৫
৪০৬।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৪৯
৪০৭।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৫১
৪০৮।	মুক্তিসংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে	৯৫৪
৪০৯।	পাক-ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৫৬
৪১০।	পালতে দেব না, হুঁশিয়ার-মানেকশা	৯৫৮
৪১১।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৬০
৪১২।	পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	৯৬৩
৪১৩।	সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুরের পথে	৯৬৫
৪১৪।	ঢাকা দখলের লড়াই	৯৬৭
৪১৫।	রাশিয়ার তৃতীয় ভেটো	৯৭২
৪১৬।	বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহর পৌঁছেছে, কুড়িটি রুশ রণতরীও আসছে	৯৭৩
৪১৭।	আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীকে কয়েক ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে	৯৭৫
৪১৮।	ঢাকার ভিতরে ভারতীয় কামান	৯৭৭
৪১৯।	পাকিস্তান হার মানল	৯৭৯
৪২০।	নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ	৯৮০
৪২১।	নির্ঘন্ট	৯৮১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ঢাকায় বিদ্রোহ দমনে কামান ব্যবহার	নিউইয়র্ক টাইমস	২৮ মার্চ, ১৯৭১

NEW YORK TIMES-MARCH 28, 1971

IN DACCA, TROOPS USE ARTILLERY TO HALT REVOLT

Civilians Fired on sections of Dacca are set ablaze

By Sydny H. Schanberg

Mr. Schanberg was one of 35 foreign newsmen expelled Saturday morning from East Pakistan. He cabled this dispatch from Bombay, India.

The Pakistan Army is using artillery and heavy machine guns against unarmed East Pakistani civilians to crush the movement for autonomy in this province of 75-million people.

The attack began late Thursday night without warning. West Pakistani soldiers, who predominate in the army, moved into the streets of Dacca, the provincial capital, to besiege the strongholds of the independence movement, such as the university.

There was no way of knowing how many civilians had been killed or wounded. Neither was any information available on what was happening in the rest of the province, although there had been reports before the Dacca attack of clashes between civilians and West Pakistani soldiers in the interior.

From the hotel which is in North Dacca, huge fires could be seen in various pans of the city, including the university area and the barracks of the East Pakistan Rifles, a paramilitary force made up of Bengalis, the predominant people of East Pakistan.

Some fires were still burning and sporadic shooting was continuing early this morning when the 35 foreign newsmen were expelled from Dacca.

"My God, my God," said a Pakistani student watching from a hotel window, trying to keep back tears, "they're killing them. They're slaughtering them."

Homes set afire

On the ride to the airport in a guarded convoy of military trucks, the newsmen saw troops setting fire to the thatched-roof houses of poor Bengalis who live along the road and who are some of the staunchest supporters of the self-rule movement.

When the military action began on Thursday night, soldiers, shouting victory slogans, set ablaze large areas in many parts of Dacca after first shooting into the buildings with automatic rifles, machine guns and recoilless rifles.

When the foreign newsmen, all of whom were staying at the Inter continental Hotel tried to go outside to find out what was happening they were forced back in by a heavily reinforced army guard and told they would be shot if they tried to step out of the building.

The fire began to increase in the vicinity of the hotel and at 1 A. M. it seemed to became very heavy all over the city.

At 1:25 A. M. the phones at the hotel went dead, shut down by order of the military guard outside. The lights on the telegraph office tower went out at about the same time. Heavy automatic-weapons fire could be heard in the university area and other district.

Attack at Shopping Bazaar

At about 2:15 A. M. a jeep with a mounted machine gun drove by the front of the hotel, turned left on Mymensingh Road and stopped in front of a shopping bazaar with its gun trained on the second floor windows. A dozen soldiers on foot joined those on the jeep, one group carrying some kind of rocket piece.

From the second floor suddenly came cries of "Bengalis, united!" and soldiers opened fire with the machine gun, spraying the building indiscriminately. The soldier then started moving down an alley adjacent to the bazaar, firing into and then overturning cars that were blocking the alley. The scene was lit by the soldier's flashlights, and to the newsmen watching from the 10th floor of the Intercontinental, it was an incredible drama.

As the soldiers were firing down the alley, a group of about 15 or 20 young Bengalis started along the road toward them, from about 200 yards off. They were shouting in defiance at the soldiers, but seemed unarmed and their hands appeared empty.

The machine gun on the jeep swung around toward them and opened fire. Soldiers with automatic rifles joined in. The Bengalis youths scattered into the shadows on both sides of the road. It was impossible to tell whether any had been wounded or killed.

The soldiers then turned their attention back to the alley. They set a spare parts garage on fire and then moved on to what was apparently their main objective the office and press of the People, an English-language daily paper that had strongly supported Sheik Mujib and ridiculed the army.

Shouting in Urdu, the language of West Pakistan, the soldiers warned any persons inside that unless they surrendered they would be shot. There was no answer and no one emerged. The troops then fired a rocket into the building and followed this with small arms fire and machine-guns bursts. Then they set fire to the building and began smashing the press and other equipment.

Moving farther along, they set ablaze all the shops and shacks behind the bazaar and soon the flames were climbing high above the two-storey building.

Shortly after 4 A. M. the shouting eased somewhat, but artillery rounds machine-gun bursts could be heard occasionally. Tracer bullets from a long way off flew by the hotel.

At 4:45 A. M., another big fire blazed, in the direction of the East Pakistan Rifles headquarters.

At 5:45, in the hazy light of dawn six Chinese-made T-51 light tanks soldiers riding on them rumbled into the city and began patrolling main thoroughfares.

The intermittent firing and occasional artillery bursts continued through yesterday and early today, right up to the time the newsmen were expelled.

Helicopters wheeled overhead yesterday morning, apparently on reconnaissance. Four helicopters given to Pakistan by Saudi Arabia for relief work after last November's cyclone and tidal wave in East Pakistan were reported being used for the military operation in the province.

Yahya in West Pakistan

At 7 A.M. the Dacca radio, which had been taken over by the army, announced that President Agha Muhammad Yahya Khan had arrived back in West Pakistan and would address the nation at 8 P.M.

Shortly after 8 A.M., a black 1959 Chevrolet with an armed escort of troops in jeeps and trucks pulled up in front of the hotel. This convoy was to take Zulfikar Ali Bhutto and his party to the airport to fly back to West Pakistan.

Mr. Bhutto, the dominant political leader of West Pakistan, opposed Sheikh Mujib's demands for East Pakistan autonomy.

It is generally accepted that his opposition, supported or engineered by the army and business establishment in West Pakistan, was what forced the crisis. Mr. Bhutto, who is aware that the Bengalis largely blame him for their present troubles, came into the lobby flanked by civilian and army bodyguards with automatic weapons. He looked frightened and brushed off all newsmen's questions with, "I have no comment to make."

At 10 A. M. the radio announced the new martial orders.

Every time newsmen in the hotel asked officers for information, they were rebuffed. All attempts to reach diplomatic missions failed. In one confrontation, a captain grew enraged at a group of newsmen who had walked out the front door to talk to him. He ordered them back into the building and to their retreating backs, he shouted, "I can handle you. If I can kill my own people, I can kill you."

Crisis Reported Controlled

Shortly afterward, the military government sent word to the hotel that foreign newsmen must be ready to leave by 6:15 P.M. The newsmen packed and paid their bills, but it was 8:20, just after President Yahya's speech, before their convoy of five trucks with soldiers in front and back, left for the airport.

Just before leaving, the lieutenant colonel in charge was asked by a newsman why the foreign press had to leave. "We want you to leave because it would be too dangerous for you," he said "It will be too bloody." All the hotel employees and other foreigners in the hotel believed that once the newsmen left, carnage would begin.

"This isn't going to be hotel," said a hotel official, "it is going to be bloody hospital."

At the airport, with firing going on in the distance, the newsmen's luggage was rigidly checked and some television film, particularly that of the British Broadcasting Corporation, was confiscated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অবস্থা সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে	বাল্টিমোর সান	২৮ মার্চ, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN-MARCH 28, 1971

TROOPS TAKE OVER

By John E. Woodruff

In two days of shooting and burning, the West Pakistan Army has abruptly arrested East Pakistan's slide toward independence by turning Dacca into a city of gunfire and flame.

By the time President A. M. Yahya Khan announced last night the end of his cautious, two-year-old experiment in democracy, the Army already had shot its way into control of the East Pakistan capital, leaving huge fires visible in all directions, and reportedly clapped Sheikh Mujibur Rahman, elected leader of East Pakistan's 75 million people, in jail.

In all the rounds of automatic weapons fire only a few shots were heard that seemed clearly to suggest that anyone was returning the army's fire.

In the few incidents witnessed by newsmen, soldiers fired heavy machine guns at empty-handed civilians without warning. Deaths or other casualties could not be confirmed.

The first sign that something more than a breakdown of the talks was taking place came with a report that President Yahya had left the heavily fortified Presidential House in Dacca about 5:45 p.m. An inquiry at the gate about two hours later produced, from the civilian guard in charge of the reduced troop detachments still there, the reply: "This is a very bad time to ask that question (about the President's whereabouts)"

At 11 p.m. soldiers began to round up newsmen on the ground of the Intercontinental Hotel and order them inside with threats to shoot. Automatic weapons fire began in various parts of the city. A telephone call to Sheikh Mujib's house at 12:20 a.m. yesterday was answered by a calm voice that said the Sheikh was in bed.

This morning Karachi radio spoke specifically of the Sheikh's whereabouts for the first time, claiming that he and five of his lieutenants were arrested about an hour and e10 minutes after that phone call. The telephones at the hotel went dead about 10 minutes after the call.

Meanwhile, troops at the hotel tore down the green, red and gold flags of Bangladesh that had been flying nearby and burned piles of them on the lawn.

The first artillery rounds were heard and seen about 1 a. m. Friday, in the direction of the new camps of Dacca University where Bengal student leaders long have been active.

Between 25 and 30 truckloads of troops drove past the hotel towards the campus, about a mile and a half away. Prolonged reports of automatic weapons fire resounded from the campus direction soon after.

A few more artillery rounds landed in that direction around 2 a. m. and by 2:30, two large buildings were in flames, the first huge blaze of the night. Bengali journalists at the hotel identified them from a 10th floor window as Iqbal and Mohsin Halls, regarded as hotbeds of Awami League student activity.

About 2:15 troops from the hotel guard moved across the street to an alley leading to the office of an impecunious but popular English language newspaper. The People, which had been outspoken and often totally irresponsible in its vilification of the government.

Two wrecked cars from a wrecking garage in the alley previously had been dragged into an impromptu barricade, and the troops fired hundreds of rounds into the cars before they moved into remove them. At one point, voices from the seconds floor of the garage shouted "Bengalis unite," and the troops responded with hundreds of rounds of rifle and machinegun fire.

At this point a group of about 15 empty handed students came down the boulevard beside the hotel shouting defiantly.

The soldiers turned the jeep mounted machinegun toward the youths and opened fire. The students scattered and ran away, pursued by several jeep loads of soldiers.

Then the troops returned to the garage from which the unity slogan had come. They tore off the doors and sent a few men inside. When they emerged a few seconds late a small fire was burning near the door. It quickly spread and consumed the garage and all its contents.

The soldiers moved down the alley toward the newspaper office firing all the way. When they reached the entrance, they shouted warnings but they were spoken in Urdu, the language of west Pakistan, which is not widely understood in East Bengal. No one emerged, and the soldiers fired a rocket into building, poured hundreds of rounds into it with automatic weapons and the machine guns.

Tearing off the door they entered for a few seconds then left the office and one next to it in flames. On their way back to the hotel grounds, they shouted "narai takbir" a Muslim shout meaning "Victory for God" that is associated with the Pakistan movement.

They also shouted "We have won the war" in Urdu. Two of them then came inside the hotel about 4 a.m. and got a jug of tea to take out.

By this time, half a dozen large fires blazed in every direction and at about 4:15 a.m. the largest fire of the night broke out in the direction of the cantonment of the East Pakistan Riffles.

This fire burned for hours, and for the first half hour it was punctuated by dozens of large bright flashes and explosions similar to those made by an exploding ammunition dump. At its height, it appeared to cover two acres or more. It sent flame-licking high into the sky for hours, and a column of smoke rose hundreds of feet into the air.

About 5:20 a. m. six Chinese made T-54 tanks rumbled up to the hotel, where they stayed for about 20 minutes. One had its cannon aimed directly at a corner of the hotel the whole time. Soon afterward, a large truck passed, its bed piled several feet deep with American-made carbines and Communist-bloc AK-model automatic rifles.

The heavy weighting of old fashioned American made weapons, from the decade of heavy American military backing for Pakistan that began in 1955, strongly suggested that some less trusted unit such as the ones with heavy Bengali enrollment had been either disarmed or relieved of its spare weapons.

Sporadic firing continued throughout the day, and at dawn, trucks with loudspeakers went through the neighborhoods shouting toward the houses. The occupants hastily scrambled onto their rooftops and hauled down the Bangladesh flags and the black mourning flags they had been displaying for the dead of earlier clashes.

The first broadcast warning of the holocaust was issued by Dacca radio in midmorning yesterday, in a terse announcement that a curfew would be in effect until further notice. An officer said later in the day that loudspeakers had been used throughout the city to warn people to stay in their houses. The night before, no such warning was witnessed during the firing near the hotel.

Mr. Bhutto and his party left the hotel about 8:30 a.m. under their accustomed heavy guard of soldiers and Punjabi civilians carrying Communist-bloc automatic rifles. Mr. Bhutto wore a gray suit and a stern countenance and said twice "I have no comment to make."

A lieutenant colonel came to the hotel in the morning, afternoon and evening and identified himself as commander of a 2 square mile area including the hotel grounds. In the after noon, he told the hotel's managements it would be permitted to have foreigners he repeated that word three times before completing the sentence swim in the pool.

About 6 p.m. correspondents in the hotel started receiving telephone calls advising that Lt. Gen. Tikka Khan, the martial law administrator, suggested that leave. Major Siddiq Salik, the military government's public relations man, told a reporter who inquired about the advisory' nature of the calls: "Some advice is obligatory."

The lieutenant colonel was asked repeatedly why the newsmen had to leave and said, after dodging the question several times: "We want you to leave because it would be too dangerous for you. It will be too bloody."

By 8 p.m. the last newsman of the more than 30 staying at the hotel was loaded into one of the four waiting Dodge army trucks but the procession waited so that the newsmen could listen to President Yahya's speech in which he announced that the Awami League had been banned and accused Sheikh Mujib of treason.

General Yahya praised………..West Pakistani soldiers in East Pakistan and said:

"I am proud of them."

Then the trucks, led and followed by truckloads of rifle-bearing soldiers, moved toward the airport, past overturned barricades of trees clay pipes, and junk, past several burning alleys of squatter shacks, where Sheikh Mujib's picture had been on virtually every wall, and past three truckloads of armed soldiers who sat watching the fires at one village.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সেনাবাহিনী কর্তৃক বিদেশী সাংবাদিক বহিষ্কার	নিউইয়র্ক টাইমস	২৮ মার্চ, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUNDAY, MARCH 28, 1971

ARMY EXPELS 35 FOREIGN NEWSMEN FROM PAKISTAN

By Grace Lichtenstein

Military authorities expelled 35 foreign newsmen from East Pakistan yesterday after confining them to a hotel in Dacca for more than 48 hours.

Soldiers of the Pakistani Army threatened to shoot the newsmen if they left the Intercontinental Hotel in North Dacca, from which they could see troops firing on unarmed civilians who supported the East Pakistani rebels.

Before they were put on a plane to Karachi, the newsmen, including The New York Times correspondent, Sydney H. Schonberg, were searched and their notes, films and files were confiscated.

They represented newspapers and other media in the United States, Australia, Britain, Canada, France, Japan and Russia.

While in Dacca, the newsmen were prevented from filing any dispatches or contacting diplomatic missions.

Mr. Schanberg reported that when the lieutenant colonel in charge of the area around the hotel was asked why the foreign press had to leave, he replied "We don't have to explain. This is our country."

Then as he turned away, smiling contemptuously, he added: "We want you to leave because it would be too dangerous for you. It will be too bloody."

A. M. Rosenthal, managing editor of The Times, protested in a telegram to the Pakistani Government.

The telegram said:

"Stunned by unwarranted and unprecedented expulsion of New York Times correspondent Sydney Schanberg and more than 30 other foreign correspondents from Dacca. Contrary to all principles of international press freedom, Mr. Schanberg and others were confined to the Intercontinental Hotel in Dacca under threat that they would be shot if they left the building in performance of their journalistic duties.

"They were subsequently expelled from the country after confiscation of their papers and film. Can only believe that this must have been error on part of military authorities? Trust that your Government will rectify this situation immediately."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লাঠি	নিউইয়র্ক টাইমস	২৮ মার্চ, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUNDA Y, MARCH 28. 1971

SLICKS AND SPEARS AGAINST TANKS IN EAST PAKISTAN

SLICKS AGAINST TANKS

By Sydney H. Schanberg

Special to The New York Times

New Delhi, March 28- The people of East Pakistan, armed with sticks, spears and homemade rifles, are mounting a resistance movement against a military force from West Pakistan that is armed with planes, bombs, tanks and heavy artillery.

The resistance, which began after a surprise attack on the civilian population by the Government force three nights ago, sprang from a nonviolent drive for provincial autonomy.

The East Pakistanis tried to claim the majority political power they had won in the elections last December, and the army moved to prevent this. Earlier this month, Maj. Siddiq Salik, public relations officer for the martial-law administration in East Pakistan, was telling foreign newsmen about the role of the Pakistani Army in dealing with disobedient civilians.

"Then you call in the army," said the tall West Pakistani officer, "it's a last resort. The army would shoot to kill."

The remark was prophetic. Two weeks later, starting last Thursday night, the Pakistani Army apparently began killing anybody who moved in the streets of Dacca or who shouted defiance from a window. The troops used artillery, machine guns, recoil less rifles and rockets against East Pakistani civilians to crush the Bengali movement for self-rule.

It seems certain that thousands of Bengalis will be killed, but their dedication to the self-rule movement and to their leader. Sheikh Mujibur Rahman, is deep-so deep that it is questionable whether what is virtually a foreign army from a region 1,000 miles away can control 'East Pakis tan indefinitely.

The army comes from the West, big business is concentrated there, the per capita income is higher, prices are lower. Everything is better for the 55 million West Pakistanis than for the 75 million East Pakistanis.

Many Bengalis, as the people of East Pakistan arc known, had fled the city in the last few weeks for home villages in the interior.

Foreign newsmen, including this correspondent, were expelled from East Pakistan on Saturday. Their film and notebooks were confiscated in thorough body and luggage searches.

Most of the East's foreign exchange earning and taxes went for development projects in the West and for the support of the army which consumes more than 60 per cent of the national budget. Fewer than 10 per cent of the troops are Bengalis.

The army has acquired most of its weapons from the United States, the Soviet bloc and Communist China. So far, none of the major powers have criticized the army's action in East Pakistan.

Heavy secrecy surrounded the political talks in Dacca whose breakdown was followed by the army's surprise attack. But the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheik Mujib win a significant measure of autonomy for East Pakistan President. Agha Mohammed, Yahya Khan- whose image as a potentially decent general, sympathetic to the Bengali's grievances, has changed drastically- said that the talks had broken down because Sheikh Mujib refused to let an agreement be negotiated at a session of the newly elected National Assembly. But Sheikh Mujib knew that he had to get an agreement in writing before the Assembly met.

The talks dragged on for 10 days and the Bengali "bush telegraph" said that they were taking too long, that something was wrong.

During this time, Sheikh Mujib and his Awami League defied the martial-law administration by leading a nonviolent movement of non-cooperation with the virtually unanimous support of the population.

Sheikh Mujib's followers took over certain Government agencies, closed others and ignored directives, such as the one that ordered civilian defense employees to report to work or face 10 years "rigorous imprisonment."

The green, red and gold flag of Bangladesh-Bengali for Bengal Nation was unveiled and militant students and workers began demanding complete independence, not simply semi-autonomy

But those buoyant days for the Bengalis ended quickly. After initial reports of progress the talks slowed and fears of an army crackdown revived.

Troops were flown in daily from West Pakistan and many Bengalis began to believe that the negotiations were being deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy reinforcements to the East.

Clashes between civilians erupted in several towns and a number of deaths were reported. Sheikh Mujib denounced what he called "a reign of terror" in a statement distributed last Thursday just before 7 P. M. Four hours later, the troops moved into the streets and began firing.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
ইয়াহিয়ার পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ পূর্ব-পরিকল্পিত	বাল্টিমোর সান	৩০ মার্চ, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, TUESDAY, MARCH 30. 1971

YAHYA PLANNED ATTACK

ON EAST PAKISTAN

A Technicality Does Not Disguise

His Efforts to Snare Mujib

By John E. Woodruff

(Sun Staff Correspondent)

New Delhi, March 29-President A. M. Yahya Khan's West Pakistan military regime is offering the world a legal technicality as the reason for its Army's carefully co- coordinated surprise attack on East Pakistan.

Both President Yahya and key West Pakistani politicians have offered the same reason for their abrupt cancellation of the two weeks of political talks that preceded the Army's crackdown on East Bengal's nonviolent movement.

The reason, as expressed by President Yahya in his radio speech to the nation Friday night, was that Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali leader of East Pakistan, demanded that power be turned over to elected civilians by proclamation before the proposed National Assembly met.

Same Explanation

Omar Kasoury, a member of the West Pakistan-based Pakistan Peoples party's delegation to the negotiations, offered an identical explanation to reporters who spoke with him Friday morning as he left Dacca Intercontinental Hotel under heavy guard with Zulfikar Ali Bhutto, head of the Peoples party.

Such a proclamation. General Yahya told the nation Friday night, "would not have been worth the paper it was written on, and he (Sheikh Mujib) could have done anything with impunity."

He did not explain how much a proclamation would have differed from the "legal-framework order"-a presidential proclamation with a longer title and the sole authority for last December's election and for the National Assembly that the Army never permitted to meet.

Instead, he said he had tentatively accepted the plan despite reservations-but on condition that all West Pakistani politicians give their "unequivocal agreement" to a plan that effectively would have put Sheikh Mujib's Bengali majority in charge of the country.

"Yahya has shown some surprising political naiveté before," one of Pakistan's best- informed foreign newsmen remarked after listening to Friday's radio broadcast in an Army truck that was preparing to take all foreign correspondents in Dacca to the airport for expulsion.

"But that condition is not naive, it's disingenuous. It will make the whole purpose of the talks look like a delaying action while they flew in more troops from West Pakistan."

Plan To Deceive Recalled

The comment was not the first serious suggestion that the talks were a delaying action. One well connected traveler arriving in Dacca from Karachi shocked newsmen a week before the conflagration by reporting that two generals he regarded as highly reliable had told him that the Army's plan was to lull the Bengali leadership into believing the talks could succeed, then to crack down without warning.

No one wrote anything about it at the time, because there was no other equally reliable source to back the suggestion, and no one really wanted to entertain the idea that President Yahya would accept such a course after staking his reputation for two years on a plan to turn the government over to elected civilians.

There still is no way of having ironclad certainty as to the military regime's motives, but no one who witnessed the sequence of last Thursday's events can say with confidence today that it was not all planned in advance.

By the time Sheikh Mujib's statement calling for a general strike on Saturday to protest clashes between troops and civilians in outlying areas was read to the press Thursday night. President Yahya had already left his heavily fortified house. There hardly had been time for him to pack his bags between the end of the last meetings of his and Mr. Bhutto's advisers and the time a Bengali newsman said he saw the president leave.

By 7 P. M., soldiers were going up and down the elevator at the Intercontinental Hotel-to the 11th floor, which Mr. Bhutto had turned into a fortress complete with half a dozen automatic rifles in the lobby-at the rate of two a minute.

This activity continued for almost an hour until a large group of soldiers came down carrying a battered black cardboard suitcase, which was entrusted to a platoon of 20 or so troops who marched from the hotel to the president's house where a few guards were still on duty. What was in the black suitcase remains unknown?

An Inauspicious Time

Asked the whereabouts of the president's press aid, who had always been at the gate to greet correspondents, the guard said: "He is gone somewhere I don't know when he is coming back.' Please go ahead now. You come back 10 o'clock tomorrow."

Back at the hotel, only two blocks from the president's house, the guard appealed to be double its number on any previous night. None of the face that had become familiar since the guard was thrown up Sunday to protect Mr. Bhutto were on duty that night.

The familiar faces were a contingent of East Pakistan Rifles, the Bengali home guard that technically was under Army command but believed sympathetic to the Awami League. The new troops wore uniforms with neither unit, nor other identifying badges-only rank, insignia and battle ribbons. They were tall, like Punjabis, not short, like Bengalis.

Unfamiliar Faces

In front of the hotel a captain said: "My orders for tonight are that if anyone tries to leave the hotel after 11 P.M. we are to shoot them. Please-go inside, I don't want to do anything to you."

Inside the lobby, a sign had been posted saying "Please don't go outside. After a few attempts to talk the captain out of, it, no one went outside.

Then The Firing Began

Within minutes, sporadic automatic weapons fire could be heard all over town. By 1 A. M. heavy machine guns and artillery had opened up, and the first fires were visible. The first night of shooting and burning had begun.

The events could be described only as a cheerfully co-coordinated, premeditated attack on a defenseless population in an attempt to crush a movement whose main tactic had been non-violent non-co-operation.

The attack was launched with no broadcast or published warning, although officers claimed the next day they had used loud-speakers to warn civilian crowds to clear the streets.

The first radio broadcast announcing a curfew was made in mid-morning, eight hours after foreign newsmen watched soldiers turn a jeep-mounted machine gun without warning on 15 empty-handed youths who walked toward them slowly, shouting defiantly.

Ten Hours Later

It was 10 hours after that curfew announcement that President Yahya read his radio speech giving the legal technicality over which the talks broke down and denouncing the man with whom he had been negotiating the previous day for the "treason" of trying to separate East Pakistan from the West.

President Yahya's outline of Sheikh Mujib's bargaining position makes a plausible argument that the Awami League leader had pushed at the end for a degree of autonomy that would virtually have amounted to independence.

Given the pressures put on Sheikh Mujib by student nationalists and other more radical elements, it is possible that he had demanded as much as President Yahya said, though the president carefully avoided listing this as the obstacle that finally stopped the talks.

Not Always So Extreme

Whatever his demands were at the end, they had not always been so extravagant as the president now claims they had become

For five years, the Awami League had put forth only one program: a constitution giving East Pakistan control of its own foreign aid, foreign trade and taxes. That program and the romantic tales of Sheikh Mujib's six imprisonments for his resistance to the country's succession of military dictatorships gave the Awami League enormous popularity throughout East Bengal.

For the appeal fell on political ground fertilized by two decades in which 55 million West Pakistanis had consistently used their control of the Army to dominate the 75 million Bengalis.

Most of the taxes, most of the foreign-exchange earnings, and most of the people came from East Pakistan.

Most of the taxes, most of the foreign-exchange earnings, and most of the foreign aid went into West Pakistan.

60 Percent of Budget

The Army is now trying to bring Bengalis to heel consumes more than 60 per cent of a national budget that is supported mainly with Bengali tax money. It is a point that Bengalis never cease to stress.

Less than 10 per cent of the soldiers-and even fewer officers-are Bengalis, another point the Bengalis make repeatedly.

But the differences between Pakistan's two wings are not altogether economic. The West is dominated by tall Punjabis; who share their wing of the country with many other racial and language groups. The East is almost entirely Bengali in both language and racial stock.

The two ethnic groups have not only different languages but also different foods, different clothing, and strikingly different ways of practicing Islam, the national religion which reason Pakistan was carved out of the British Indian Empire at independence.

Known For His Swagger

A typical Punjabi soldier noticeable on the streets of Dacca by the swaggering way his arms swing as he walks among the shorter, dirtier and less erect Bengalis.

Despite these differences, and despite the racial unity of the Bengalis compared to the racial diversity in the West, the Army seems to have started its cautious moves toward elected civilian rule on the assumption that a united Western electorate could prevail over the multitude of parties with which the East has often been plagued.

"We believed that the old-line politicians in the West would easily carry the day and, whatever their local differences, prevail in the Assembly over a divided East," one key Western politician said two weeks ago.

"Instead, Bhutto, came out of nowhere with a Socialist appeal and beat us all, and Mujib rode that damned cyclone in for a complete sweep in the East."

With the election imminent, not one major figure from the Islamabad government ever showed serious concern the survivors of the cyclone and tidal wave late last fall that killed hundreds of thousands of Bengalis just before the election.

When other nations came flooding in with aid while West Pakistan kept its helicopters at home-in case of war with India, the government said a major political turning point grew out of what might have been just another, though bigger, disaster in an area where disasters are a predictable part of the yearly cycle.

"Mujib had been a power, but the disaster made him unstoppable," an American analyst says. "That was what changed the course."

It Became Clear

When Sheikh Mujib won an absolute majority of the Assembly's seats, while Mr. Bhutto won a majority of the West's seats, the extent of the miscalculation became clear.

It was an understandable miscalculation: Pakistan had never before had a really free election on which to base predictions.

But it left the West in an impossible predicament, for West Pakistan's economy was based largely on its ability to drain profits from the East by various means, and the Awami League program would have put a dead stop to that.

Blamed the Sheikh

Mr. Bhutto threatened to boycott the Assembly and to call a general strike if Sheikh Mujib did not forswear in advance the Awami League's insistence on local control of foreign aid and foreign trade, but the Bengali leader vowed to use his majority to enact the program that helped- elect him.

Faced with a sure fiasco, President Yahya revoked the March 3 date he had set for the Assembly's opening and went on radio March 6 to blame Sheikh Mujib for violence that broke out when the postponement was announced.

There was no evidence in East Bengal to back that charge, though the president, who came to East Pakistan only after nine more days, may have had no way of knowing the truth.

What actually took place in most areas was that police left the streets to the mobs, but Awami League volunteers, armed only with bamboo canes, brought the mobs under control in less than two days with the help of a widely publicized appeal by the Sheikh for nonviolence.

At A Standstill

By March 9, the Sheikh's non-co-operation call-issued in a speech during a massive rally two days earlier-had brought government and other public institutions to a standstill and thus deprived-West Pakistan for the first time in years of its power to govern the East.

Gradually, the Sheikh began to open those offices and institutions that the Awami League high command felt it could control, adequately.

The Awami League's control of many institutions was impressive, but there were those which it never felt sufficiently confident of to open. Schools and courts were among them.

Other basically civilian services-such as immigration and customs-never were seriously threatened, the Awami League never questioned the Army's gunpoint control of the checkpoints.

But Awami League access to closely relate services road and rail transport and stevedores at Chittagong, for example-made the government's control of these customs and immigration checkpoints almost irrelevant:

After a week, the Awami League even started collecting many taxes, although it never got the income tax back into operation.

By the time President Yahya arrived in Dacca for negotiations with Sheikh Mujib- after first spending long hours with Mr. Bhutto in West Pakistan-the government's control was so, thoroughly dissolved that even the new military governor had not been able to find anyone to swear him into office.

The new governor, It. Gen. Tikka Khan, was regarded by Bengalis as a tough-minded hawk. They called him "the butcher of Baluchistan," a reference to his alleged role in suppressing a rebellion by Baluchi citizens of West Pakistan in the 1960's.

The Bengali clandestine radio is now gloating daily over reports, a mob somehow go to General Tikka's house and killed him, but there is no way to know if the report is true unless a replacement is named without further explanation.

Left without a Word

General Tikka's predecessor, a man known among Bengalis for his understanding of their movement, left Dacca and returned to West Pakistan with no public explanation. Bengalis who knew him say he resigned when he was ordered to make preparations for a military crackdown soon after the initial Assembly postponement was announced March 1. None of his assistants was replaced, as would have been done routinely in a normal transfer.

The president himself fared badly when he arrived in Dacca March 15. The normal delegation of top civil servants failed to go to the airport to greet him.

Faster Even Than Mujib

But the movement had also created a force that what was running faster than Sheikh Mujib himself-a true Bengali nationalism such as no movement had ever produced before in East Pakistan.

Bengalis started telling each other to kill the "foreign" soldiers from West Pakistan and even burned the Pakistani flag and the picture of Mohammed Ali Jinnah, the" father of Pakistan," in the streets of Dacca.

On Pakistan Day, they raised the new flag of "Bangladesh" -the Nation of Bengal-everywhere and tore down the Pakistan flag from the pole at the Chinese consulate general.

Even Then, Peace Possible

Yet most Bengalis agreed that Sheikh Mujib would still have been abic to lead the movement back to the broad autonomy he had always demanded-and thus prevent a final split of Pakistan into two countries-if he could get the West to buy his formula.

Whether he could-whether a settlement could be reached on the basic political issues-became an academic question when the Army and Mr. Bhutto decided that the technicality of how power was to be transferred was more important than the substantive political questions.

Now the Army has provided a final answer to the question of how many Pakistan’s.

After the carnage of the last few days, there can be no hope left of ever achieving a truly united Pakistan again.

For the current fighting has only two possible outcomes: One is an independent nation of 75 million East Bengalis. The other is a totally subjected and sullen colony that would be East Pakistan only on maps.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
বিক্ষুদ্ধ পাকিস্তান	বাল্টিমোর সান	৩০ মার্চ, ১৯৭১

THE BALTIMORE, TUESDAY. MARCH 30, 1971

PAKISTAN STORM

Radio Pakistan is nothing if not official, and its claim that the situation in East Pakistan is returning to normal may be noted with that in mind. In fact with the expulsion of foreign reporters from Dacca there is no trustworthy source of present information. The official channels say what they are told to say. A rebel radio speaks of continued fighting in Dacca, Chittagong and else where, but the authority of that source is not established. Intelligence by way of India is in large part rumor.

One thing does seem clear, however. The observations of the foreign reporters before they were expelled give a picture of the late last week quite at variance with the government's picture. The army, which is to say the West Pakistani army, did not act to suppress an uprising. It struck calculatedly, dealing death beyond all immediate provocation.

John E. Woodruff of The Sun, one of the reporters expelled, writes today from New Delhi of earlier rumors, received with some skepticism at the time, that President Yahya Khan's regime was deliberately prolonging the recent Dacca talks, to lull East Bengal into believing a compromise imminent, and then would attack without warning.

True or not, that reading is given credence by the regime's curious explanation that the crisis was brought to a head, and the brutal crackdown justified, on a legal technicality-that Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali leader, had demanded a turn over of power to elected civilians before any meeting of the projected National Assembly. That the Pakistan People's party led by Zulfikar Ali Bhutto offers the same story indeed suggests a scheme and a connivance not of recent date.

If the government's notion of normality is ruthless military oppression, it may be that East Pakistan can be made to appear normal, after a while and for a while. Even that-is doubtful; and it may be taken as certainty that the divisions between the two Pakistan’s have now been widened beyond repair, and that the East Bengalis will not permanently endure physical rule by troops who in looks and habits and language are. after all, Foreign troops.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। পাকিস্তানের মর্মান্তিক ঘটনা	ওয়াশিংটন পোস্ট	৩০ মার্চ, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, MARCH 30, 1971

TRAGEDY IN PAKISTAN

The eastern wing of Pakistan, much the more populous, won national elections last December and began moving peaceably to take over national power. The western wing, which has dominated and exploited the East since Moslem Pakistan was carved out of British India in 1947, correctly perceived the threat and-rather than surrender power- stalled. Talks were begun to see if a constitutional formula could be devised to allow the East autonomy within an all-Pakistan federation. It is not clear whether the power brokers of the West feared that the talks were failing, or succeeding; at any rate, without notice or armed provocation, last Friday they opened fire with machine guns, recoilless rifles and tanks against the largely unarmed-or heavily outgunned-citizenry of East Pakistan. Evidently thousands were killed; the number can only be estimated because the government at once imposed censorship and expelled all foreign correspondents, confiscating their notes and film.

The government of West Pakistan claims control of Dacca in the East; there is no reason to doubt that it does control in a military sense the territory within the firing range of its high-powered guns. However, for it to claim any meaningful measure of political loyalty among the 75 million people of East Pakistan has become absurd. Previously, moderate opinion in Dacca seemed inclined to regional autonomy within a Pakistan federation. Now it appears that moderates have been stilled and political sentiment has swung behind demands for full independence for "Bangladesh"-the words mean Bengal nation. Already separated from the Bengals by a thousand miles of Indian territory and a distinct culture and language, the Punjabis of the West have widened the gulf with blood. At this point the form of Bengali resistance cannot be predicted with any certainty; the fact can.

For outsiders, the spectacle in Pakistan affords further evidence of the essential irrelevance of the anti-Communist impulses which led the United States to arm and aid Pakistan for so many years. Clearly the real threat to such a country lies within: in the ancient antagonisms of its people and in the toils of modernization. American arms are again being used by a recipient government against what it claims to be its own citizens. That is deplorable. But the real tragedy is Pakistan's own.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। ট্যাঙ্ক দ্বারা শহর ধ্বংস	নিউ ইয়র্ক পোস্ট	৩০ মার্চ, ১৯৭১

NEW YORK POST, TUESDA Y, MARCH 30, 1971

HOW ARMY TANKS BLASTED A CITY

By Michel Laurent

Associated Press photographer Michel Laurent was in Dacca, the capital of East Pakistan, when the Pakistani army cracked down on the Bengali independence movement. Newsmen were confined to their hotel. But Laurent evaded the ban and toured devastated areas of the city before being finally deported with other newsmen over the weekend.

Dacca, East Pakistan (AP) -The Pakistani army attacked the Bengali independence movement in Dacca without warning Thursday night and took the people by surprise.

The army's American M24 tanks, artillery and infantry destroyed large pans of East Pakistan's largest city and provincial capital.

The chief targets were the university, the populous Old City where Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League were strongest, and the industrial areas on the outskirts of the city of 1.5 million people.

Perhaps 7000 persons were killed in the provincial capital alone.

Touring the still burning battle areas Saturday, and yesterday, one found the burned bodies of some students still in their dormitory beds.

The tanks had made direct hits on the dormitories.

A mass grave had been hastily filled in at the Jagannath College: 200 students were reported killed in Iqbal Hall. About 20 bodies were still on the ground and in the dormitories.

Troops reportedly fired bazookas into the medical College hospital but the casualty toll there was not known.

Thousands fled the city with only what they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons returned to government jobs despite the orders of the military regime.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সংঘাত	ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর	৩০ মার্চ, ১৯৭১

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, MARCH 30. 1971

CIVIL STRIFE IN EAST PAKISTAN

It is regrettable; indeed, that Pakistan's President Yahya Khan has had to resort to military action against East Pakistan, especially after the majority vote the latter had won in the December elections.

Even though Pakistan is, titularly, a democracy, the military influence in government has always been strong.

Sadly, heavy casualties are reported amongst the unarmed East Pakistani civilian population. The crushing blow which President Yahya has apparently administered may well return a thousand fold in guerrilla-type warfare. The East Pakistanis, fighting in support of their leader, Sheikh Mujibur Rahman, against the West's Soviet tanks and United States planes, are poignantly reminiscent of the Minutemen of the American Revolution.

Though the West has the weaponry advantage, the East Pakistanis possess the knowledge of their terrain, interlaced with rivulets, creeks, swamps, rivers, and bays in which heavy Western equipment would find difficulty in maneuvering.

The logistic and geographic difficulties of operating from West Pakistan bases 1,000 miles away distinguish the Pakistan civil war from that of Nigeria. Humane relief operations may encounter the same harassments they did in Nigeria where humanitarian supplies were often interpreted as aid to the enemy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। পাকিস্তানের নামে (সম্পাদকীয়)	নিউইয়র্ক টাইমস	৩১ মার্চ, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, MARCH 31, 1971

Editorial

IN THE NAME OF PAKISTAN

Acting "in the name of God and a united Pakistan" forces of the West Pakistan-dominated military government of President Yahya Khan have dishonored both by their ruthless crackdown on the Bengali majority seeking a large measure of autonomy for their homeland in the country's eastern region.

Any appearance of "unity" achieved by vicious military attacks on unarmed civilians of the kind described by correspondents and diplomats who were in the East Pakistani capital of Dacca when the crackdown began cannot possibly have real meaning or enduring effect. The brutality of the Western troops toward their "Moslem brothers" in the East tends only to confirm the argument of the outright secessionists in Bengal who argue that differences between East and West Pakistan are irreconcilable.

Although this is a domestic dispute, the struggle in Pakistan could have dangerous international consequences, especially if a prolonged period of guerrilla warfare ensues. The least the world community can do at this stage is to call on President Yahya, in the name of humanity and common sense, to stop the bloodshed and restore Sheikh Mujibur Rahman to his rightful role as elected leader of his people.

The United States, having played a major role in training and equipping Pakistan's armed forces, has a special obligation now to withhold any military aid to the Yahya Government. Economic assistance should be continued only on condition that a major portion be used to help bind up East Pakistan's grievous wounds.

Radio Pakistan is nothing if not official, and its claim that the situation in East Pakistan is returning to normal may be noted with that in mind. In fact with the expulsion of foreign reporters from Dacca there is no trustworthy source of present information. The official channels say what they are told to say. A rebel radio speaks of continued fighting in Dacca, Chittagong and elsewhere, but the authority of that source is not established. Intelligence by way of India is in large part rumor.

One thing does clear, however. The observations of the foreign reporters before they were expelled give a picture of the events of late last week quite at variance with the government's picture. The army, which is to say the West Pakistani army, did not act to suppress an uprising. It struck calculatedly, dealing death beyond all immediate provocation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। দ্বন্দের মূলে	ওয়াশিংটন পোস্ট	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, APRIL 4, 1971

ROOTS OF CONFLICT

By Selig S. Harrison

The full story behind the political deadlock in Dacca last week and the frenzy of Gen. Yahya Khan's military retaliation against the Bengalis is a story of wheels within wheels going far beyond the struggle for autonomy by the 73 million people of Bangladesh.

Gen. Yahya and the dominant leaders of West Pakistan were worried about the possible political impact of surrender to Bengali autonomy demands on the internal balance of power in the western wing that is the base of the presently military regime.

West Pakistan is torn by deep internal divisions between the dominant Punjab Sind provinces, on the one hand, home base of the ruling industrial, military and land aristocracy, and the assertive minority provinces of the North-West Frontier and Baluchistan.

Gen. Yahya was determined to avoid concessions to the Bengalis that would necessitate a comparable measure of autonomy for the 60 million strong western provinces.

The North-West Frontier country, made famous by Kipling in his tales of the Khyber Pass, is Pushtu speaking and has long sought autonomy either as a part of Pakistan or through an independent "Pushtunistan".

Racially kindred to tribal groups in neighboring Afghanistan, the Pushtuns or Pathans have enjoyed intermittent Afghan support in their feuds with successive Pakistan regimes.

Sparsely populated Baluchistan has grown increasingly self conscious in recent years following the discovery of natural gas deposits in what has long been regarded as desert.

Baluchi tribal leaders want some of the gas now channeled to industries in the neighboring Punjab to be utilized for the industrialization of Baluchistan.

In the complex, three-way conflict between Gen. Yahya, Sheikh Mujibur Rahman and the western minority provinces, the pivotal figure last week was former Foreign Minister Zulfiqar All Bhutto, leader of the West Pakistan Peoples Party, which emerged with the single largest bloc of votes in the National Assembly among west wing parties.

Mr. Bhutto wanted Gen. Yahya to transfer power to a single, unified West Pakistan entirely, since a transfer to four separate provinces would have left him with the status of a local leader of the Punjab and Sind.

The minority provinces in the west have long looked to the Bengalis as allies in their struggle against the Punjab and Sind. They wanted Mujibur to insist on the transfer of power to each or four separate provincial Assemblies in the West along with the transfer to the Sheikh's Awami League in the East.

Then they wanted him to use his dominant majority of 167 seats in the 313-member National Assembly to claim the Prime Minister ship in a moderately strong Central Government. This has also been the attitude of trade union and reformist elements in the west fighting for civil liberties, press freedom and labor rights.

For different reasons of his own. Gen. Yahya, too, wanted Mujibur to serve under him as Prime Minister of a strong Central Government still effectively dominated by the Army.

But Mujibur, pulled by a strong separatist under town in Bangladesh, would have committed virtual political suicide by taking office in Rawalpindi.

Seeking to placate the ultras in his ranks. Mujibur insisted that the National Assembly meet initially in two bodies, one for the East and one for the West, with the separate eastern grouping serving as a symbol of Bengali identity in nationalist eyes.

The western minority provinces were as bitterly opposed to this as Gen. Yahya, fearing that Mr. Bhutto would outnumber them and use his majority to deny them separate provincial status.

Linked to the issue of separate initial Assembly sessions in the two wings was the parallel issue of whether Gen. Yahya should accede to Maribor's bid for the transfer of power to provincial regimes forthwith, prior to the inauguration of sessions of the Assembly or Assemblies.

In his broadcast on Friday, Gen. Yahya contended that the proclamation ending martial Law sought by Mujibur" "would not have been worth the paper it was written on" if the Assembly had not been simultaneously called into session to serve as a new base of authority.

Gen. Yahya stated that Mujibur indicated final refusal to alter his stand on the Assembly issue in talks Tuesday night. This is what made him see the Bengali leaders "obduracy and his absolute refusal to talk sense," Gen. Yahya declared, "leading me to conclude that the man and his party are enemies of Pakistan who want East Pakistan to break away completely from the country."

But Mujibur's intimates said as late as Thursday night that the ground rules, established during the talks, provided for a final "summit" meeting between Gen. Yahya and the Sheikh on unresolved issues, including the mechanism for the transfer of power.

West Pakistan sources confirmed the view that Gen. Yahya had entertained little hope of a settlement after his initial talks with Mujibur in Dacca but kept up the pretense of talks to allow time for military preparations.

These sources said that Gen. Yahya was increasingly enraged by Mujibur's posture of serene confidence and his implicit attitude that it would be Gen. Yahya. in the end. Who would have to come to terms?

Mujibur was reportedly ready to concede on the key issue of a transfer of power to the Assembly if Gen. Yahya committed himself publicly in advance to an Assembly resolution setting up immediate governments in the East and West.

He was fearful that the Assembly would become a battleground of officially stimulated factionalism and would never get around to ratifying a formula for the transfer of power.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর খেলা	নিউইয়র্ক টাইমস	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, SUNDAY, APRIL 4, 1971

PAKISTAN: 'ALL PART OF A GAME'—
A GRIM AND DEADLY ONE

New Delhi-"All of it's necessary, absolutely necessary," a West Pakistani stewardess lectured some expelled foreign newsmen about the Pakistani Army's offensive to crush the independence movement in East Pakistan. "If this happened in your country, you'd do the same thing. It's all part of the game."

A game? To foreign newsmen in Dacca, it looked like a surprise attack with tanks, artillery and heavy machine guns against a virtually unarmed population-a population using tactics of nonviolence, mostly strikes and other forms of non-cooperation, to claim the political majority it had won in last December's selections. And by this weekend enough credible reports of indiscriminate killings had filtered out to leave little doubt, even ill the minds of many dispassionate Indian officials and Western diplomats, that the. Army of West Pakistan was under few restraints in putting down East Pakistani thoughts of autonomy.

The attack began on the night of March 25, after 10 days of political negotiations in which the army and the rest of the West Pakistani power establishment had lulled the East Pakistani nationalists into thinking their demands for greater self-rule would be granted.

It is clear now that the West Pakistanis never meant the talks to succeed, that they dragged them out only to buy time to get enough troop reinforcements over from West Pakistan to launch the attack. But while the talks went on, nearly every observer, from newsmen to diplomats, resisted the ugly thought that this might be true. The signs were all there-troops coming in by air and sea, the dismissal of a martial-law administrator who was too lenient and the uncharacteristic silence of the army while the East Pakistanis boycotted the military regime and followed instead the directives of their leader. Sheikh Mujibur Rahman.

The newsmen reported these signs but when talk of "some progress" came out of the negotiations, they grasped upon that, because it was what should happen. They were wrong. Instead, the military mind prevailed.

But in turning to force, die West Pakistani leaders apparently misjudged both its limitations and the depth of feeling of 75 million East Pakistanis.

"They thought that a few bullets would scare the people off," said Ranjit Gupta, the police commissioner in Calcutta, just across the border in India. "It is silly-it shows you how little the West Pakistanis know about East Pakistanis."

Instead of the first shooting spree terrorizing the population into submission, it now seems apparent that while the army may be able initially to establish a hold on the cities and major towns, it will face widespread guerrilla activity in the primitive reverie countryside. This could so undermine the supply lines and mobility of the West Pakistani troops that the independence movement would succeed.

In India, many sympathizers with the East Pakistani cause were quick to compare "rest Pakistani's military actions in East Pakistan with those of Hitler. “Pak Army's Inhuman Torture." was the headline in one Calcutta newspaper. "Butchery," said another, adding: "The vandalism unleashed by the occupying Pakistani army in Bangladesh (Bengal Nation) is darker than even the darkest chapter of Nazi terror." The Indian Parliament has called it "a massacre of defenseless people which amounts to genocide."

Governments Silent

Most of the other governments of the world have remained silent. "Why doesn't your country condemn this outrage?" one official in Calcutta asked an American. "This is no tidal wave, this is no act of nature-it is people slaughtering people."

The Bengalis, as the people of East Pakistan are called, have stepped across a crucial line-a line that separated grumbling about their exploitation to fighting against the exploiters. The line may have been crossed on March 25, the night of the attack. Or perhaps it was crossed earlier, on March 1, when President Yahya Khan. Army Commander in Chief postponed a session of the National Assembly that was to have convened two days later to begin drafting a Constitution returning the nation to civilian rule. That Assembly, elected in December, was dominated by Sheikh Mujib's Awami League party, which wanted a large measure of provincial autonomy-leaving the Central Government with power only over defense and foreign trade and foreign aid.

These terms were anathema to the West Pakistani power establishment-the army, the big-business interests and the politicians. In the political negotiations over the crisis, they started off by making conciliatory sounds and then brought in the monkey wrench, Zulfikar Ali Bhutto, the dominant political leader of West Pakistan. When he objected that the Awami League wanted too much autonomy-'bordering on sovereignty" –the talks began to stall. Then, suddenly, came the army attack.

The morning after the attack, Mr. Bhutto and his aides, under heavy military protection, were flown back to friendly territory in West Pakistan, where the political leader promptly announced. "Pakistan has been saved by the grace of the Almighty."

But it will take more than religious oratory to save Pakistan as a united Moslem country. Religion was the social glue that was supposed to have held the two wings together, but it was never enough.

It may take a long time, but none of the witnesses to the recent-surge of Bengali nationalism and to the barbarism of the army attack doubts that it will happen. In the meantime, as Sheikh Mujib was fond of chanting with the adoring crowds that thronged to his now razed house: "Sangram, Sangram. Cholbey, Cholbey." "The fight will go on. The fight will go on."

-Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। পাকিস্তানীরা বাঙালীদের নিশ্চিহ্ন করছে	বাল্টিমোর সান	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THESUN, BALTIMORE. SUN DA Y, APRIL 4. 1971

PAKISTAN IS EXTERMINATING THE BENGALIS

By John E. Woodruff

Less than four months ago, the West Pakistan Army said it could not send soldiers and helicopters to East Bengal to save survivors of the cyclone that took hundreds of thousands of lives in the mouth of the Ganges. If troops and helicopters were moved from West Pakistan, India might attack, the Army said. By the time the Army Statement was issued, India was increasing its offers of relief aid for the cyclone victims.

Today, that same West Pakistan Army shows every sign of being prepared to send its last soldier to more populous East Bengal, if necessary, in an all-out effort to shoot to death the results of last December's elections.

No room remains for doubt as to the Punjabi-dominated Army's determination to go the whole distance.

For the only justification that could ever emerge for the grisly scenes of a week ago Thursday and Friday would be a total victory of bullets over the nonviolent attempts of the Bengalis to put in power the men they had elected in polling sanctioned by the Army.

Newsmen toured Carnage

Correspondents interned last week at the plush Dacca Intercontinental Hotel could see only fragments of what was talking place outside-a few soldiers shooting into civilian buildings, a machine-gun opening up on a dozen empty handed youths, the Army setting fire to civilian business places.

But two European newsmen evaded the Army and stayed behind a few extra days and they managed to tour some of the carnage before they were found out and expelled.

Their reports have confirmed the worst fears of those who were only able to surmise the meaning of cannon reports and prolonged bursts of machinegun and automatic-rifle fire coming from the new campus of Dacca University, where two burning buildings lighted the sky for hours with their flames.

Slum Residents Killed

Hundreds of students were burned up in their beds and hundreds more were buried in a mass grave, according to reports filed by the two newsmen who said they toured the scene.

They also confirmed previous reliable diplomatic reports that large stretches of bamboo slums were surrounded and set afire, their residents shot when they tried to flee.

The only bond between West Pakistan and East Bengal-other than the West Pakistan Army itself-is the Muslim faith, for which the divided country was created as a haven against Hindu-Muslim religious murders when India was partitioned.

Even today, the Army exercises its authority in the name of "the Islamic state of Pakistan." Yet burning a human being, alive or dead, is unequivocally forbidden by the Mohammedan faith. It is also a favorite crime charged to Hindus by West Pakistani Muslims.

Such attacks upon fellow Muslims in the name of an Islamic slate can be vindicated. even in the eyes of other Mohammedan countries from which West Pakistan is apparently already seeking aid, only by a total military victory. And any military victory will require growing, not diminishing, bloodshed as the Bengalis-unified to a man for the first time in decades-struggle to resist.

Clues as to how coolly the West Pakistanis had calculated their plan to shoot and burn the Bengalis into submission are provided by the personal actions of some West Pakistani politicians at the Hotel Intercontinental on the night the holocaust started.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ	নিউইয়র্ক উইক	৫ এপ্রিল, ১৯৭১

NEWSWEEK, APRIL 5, 1971

PAKISTAN PLUNGES INTO CIVIL WA R

The man and his parry are enemies of Pakistan. This crime will not go unpunished. We will not allow some power-hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

-President Mohammed Yahya Khan

Coyne out of your houses with whatever weapons you have. Resist the enemy forces at any cost until the last enemy soldier is vanquished, and save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis.

-Sheikh Mujibur Rahman

Until the very last moment, it looked as if the two proud men entrusted with Pakistan's destiny might still be able to avert a head-on clash. Prom the East Pakistani capital of Dacca came optimistic reports that President Mohammed Yahya Khan and Mujib as the leader of secessionist-minded East Pakistan is known were about to reach a compromise. But then, with stunning suddenness, the pieces of Pakistan's complicated political puzzle flew apart. In the East Pakistan cities of Rangpur and Chittagong, federal troops poured machine-gun fire into mobs of demonstrating Bengali nationalists. Swiftly. Yahya issued orders to his army to "crush the movement and restore the full authority of the government". In his turn, Mujib proclaimed East Pakistan the "sovereign, independent People's Republic of Bangladesh (Bengali Nation)." And with that. Pakistan was plunged into civil war.

Thus, in the 24th year of Pakistan's existence the bond that had held the eastern and western sectors of the country in tenuous union snapped. Because Pakistan's central government immediately imposed strict censorship on communications in and out of East Pakistan, early reports were sketchy. Still, even the fragmentary dispatches from neighboring India provided a dismal picture of bloody fighting that pitted a modem, professional army against rebels who were often armed with little more than passion and pitchforks. Hopelessly outgunned, the East Pakistani guerrillas reportedly suffered thousands of casualties. But although by the end of the week it appeared that the federal army-largely composed of fierce Punjabis-had dealt its Bengali adversary a devastating blow, few people thought that the widely separated wings of Pakistan could ever be effectively reunited again.

What made the Pakistani upheaval so unexpected was that it occurred even as Yahya and Mujib were in the midst of private negotiations. On hearing the reports of "massacres" in Rangpur and Chittagong, an enraged Mujib accused the army of unleashing a reign of terror. Yahya's response was to quiet the talks in a huff and leave Dacca unannounced to return to West Pakistan. Back in his home region, the President took to national radio to ban Mujib's Awami League, East Pakistan's dominant political organization. Sheikh Mujib's action of starling his non-cooperation movement is "an act of treason" the President declared.

Shortly after Yahya left Dacca the army's tough martial law administrator Lt.-Gen. Tikka Khan slapped tight censorship over East Pakistan. All foreign correspondents were restricted to their hotels and then, after federal troops seized their notes and films, the reporters were expelled from the country. Among the correspondents forced to leave was NEWSWEEK'S Loren Jenkins, who filed this report:

From our windows in Dacca's modern Intercontinental Hotel, we watched a jeep full of soldiers roll up to a shopping centre and taking aim with a heavy machine-gun open fire on a crowd. While the firing was still going on some fifteen young Bengalis appeared in the street about 200 yards away and shouted defiantly at the soldiers. The youths seemed to, be empty-handed, but the soldiers turned the machine-gun on them anyway. Then, the federal soldiers moved down an adjacent alley leading to the office of a pro- Mujib daily newspaper that had strongly denounced the army. The troops shouted in Urdu, a language which few Bengalis understand-warning anyone inside to surrender or be shot. No one emerged. So they blasted the building and set it afire. And when they emerged, they waved their hands in triumph and shouted 'Pakistan Zindabad" (Long Live Pakistan").

By late in the week, firing throughout the city was heavy and flashes of 105-mm. howitzers in the night preceded the heavy crump of incoming shells which seemed to be landing Oil the new campus of Dacca University. I woke up one morning to the sound of six Chinese-made T-54 light tanks clanging down Airport Road. A grey pall of smoke hung low over the muggy sky. Soon new artillery blasts were heard and new fires were seen in the region of old Dacca, a warren of narrow, open-sewered streets where most of the capital's population lives in cramped one room homes.

The West Pakistani troops in Dacca showed all the signs of having the jitters. Many shot off random bursts of automatic weapons fire at the slightest noise. And when some of the reporters in the Intercontinental Hotel ventured outside and asked to tour the city, an army captain stationed in front of the hotel threatened to shoot us. Ordering us back inside, he shouted angrily: "If I can kill my own people, 1 can kill you"

At the outset of the crackdown, the army ordered striking government workers either to return to work or face military trial, and imposed a 24-hour curfew. Meanwhile, a truckload of soldiers moved through the city, stopping in front of any house flying the new green, red and yellow banner of Bangladesh. At every such building, the troops ordered to pull down the flags. In the area around the hotel, their first stop was a three- storey brick house-where a woman in a sari slowly mounted to the roof and. under the menacing gaze of the soldiers, reluctantly lowered the flag.

With Jenkins and other foreign reporters expelled from East Pakistan, the world was left to the mercy of conflicting radio reports for its information. The official government radio in Karachi announced that the army had arrested Mujib. But a clandestine radio in Dacca, identifying itself as the Voice of Independent Bangladesh, proclaimed that Mujib was still safe in his underground headquarters. Under his leadership, said a rebel radio announcer: "The people of Bangladesh will shed more blood...."

If Pakistan was disintegrating in division and violence, it had, in a sense, only moved full circle in its quarter-century history. For Pakistan emerged as a nation in 1947 out of divisions and strife. Propelled by Mohammad Ali Jinnah's driving vision of a Moslem homeland in South Asia, Pakistan was assembled from the predominantly Moslem areas of British India. But the partitioning of India touched off a six-month bloodbath between Hindus and Moslems in which an estimated half million people perished. And it created a Pakistan with two distant wings separated by 1.100 miles of Indian Territory.

This geographical handicap was serious enough. But to further complicate matters, their shared devotion to Islam is virtually all that the two sectors of Pakistan have in common. West Pakistan is a land of desert and mountains and a generally and climate: the far more densely populated eastern wing is a humid land of jungles and alluvial plains. And the differences in racial personality between the Punjabis of West Pakistan and the Bengalis of the East are extreme. Proud, martial person, the Punjab is look down upon the Bengalis and over the years have consistently exploited their countrymen in the east.

Clean Sweep

Ironically, President Yahya was the first West Pakistani leader to openly admit that East Pakistan had never received its fair share of political power and economic resources in the Pakistani union. To rectify matters, Yahya provided Pakistan with its first national elections conducted strictly on a one-man, one-vote basis. But the results of last December's voting turned out to be something of a shocker. In the east, Mujib's Awami League all but swept the boards clean. And because the more populous east had a larger allotment of seats in the National Assembly, Mujib's forces came up with a clear parliamentary majority as well.

During the campaign, Mujib proclaimed a six-point programme aimed at diminishing the powers of Pakistan's central government while granting virtual autonomy to each province. Not surprisingly, it was a plan that the top vote-getting politician in West Pakistan, the mercurial, left leaning ex-Foreign Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, found totally unacceptable. When Bhutto's supporters refused to take part in the new National Assembly, Yahya was forced to postpone its opening. This, in turn, prompted Mujib to launch a civil- disobedience campaign which virtually destroyed federal authority in East Pakistan and made him the region's effective ruler. And in the end that left Yahya no choice but to grant the Bengali demands or to resort to force.

In branding Mujib an outlaw, Yahya slammed shut the door to further negotiations and opted instead for a military solution to his dilemma. But although the federal force in East Pakistan (whose size is variously estimated at anywhere from 20,000 to 70,000 men) was far superior in training and equipment to its enemy, it faced some severe problems. Lacking direct land links between West and East Pakistan, and banned from flying over India, federal army commanders had to move their men the long way around the southern tip of India by way of Ceylon. "For the short term," said a U.S. Analyst "Pakistan's army should be able to tear hell out of the Bengali landscape. But for the long term, they have terrible logistic problems."

Guerrilla Haven

Against the federal forces, the Bengalis could muster barely 15,000 troops, most of them militiamen armed with obsolete World War II weapons. But while the Bengalis were no match for the federal army in the cities, military observers noted that the surrounding countryside, where 90 per cent of East Pakistan's population lives, is a virtual haven for guerrilla warfare. A maze of sunken rice fields, tea plantations, jute fields and banana groves, it is an ideal ambush country reminiscent of South Vietnam's Mekong Delta. As a result, most foreign military analysts believe that prolonged military occupation of the east would put an intolerable strain on the Pakistani Army.

Nonetheless if Yahya chose to indulge in wholesale slaughter, it was probable that he could stamp out the rebellion in East Pakistan, at least for the time being. And if the reports of Mujib's capture proved true, that would surely be a severe blow to the cause of Bangladesh. But no matter how harsh the federal crackdown. Bengali resistance whether in the form of civil disobedience or a Viet Cong-style guerrilla struggle appeared likely to continue. Yahya, in fact, was seemingly faced with the ugly prospect of being a colonial ruler in his own country. For when the federal army opened up with tanks and automatic weapons in Dacca last week, it mortally wounded any remaining chance that the two disparate wings of Pakistan could ever live in harmony again.

A People Apart: The Complex Bengalis

To anyone acquainted with the character of the Bengalis, it seemed almost inevitable that some day they would try to form their own independent nation. Despite their incorporation into India and Pakistan when the British Raj left the subcontinent in 1947, some 120 million Bengalis (70 millions of whom live in East Pakistan and most of the rest in India's West Bengal) still consider themselves a race apart from and above their neighbors. Emotional and talkative the dark-skinned Bengalis have more in common with each other than with their co-religionists, Hindu or Moslem, or with their compatriots, Indian or Pakistani. Says one Western expert: "They consider themselves to be Bengalis first, Moslems or Hindus second, and Pakistanis or Indians a poor third."

Culturally, ethnically, linguistically and spiritually, the Bengalis are different from their countrymen in Pakistan and India. For one thing, as Bengali scholars will inform all who pause to listen, the name Bengal is derived from the ancient kingdom of Bangla, which goes back at least to the third century B.C. One of the oldest literary streams in Asia also flows in Bengal, whose Indo-Aryan language and recorded history date back at least a thousand years. Boastful of this long literary heritage, intellectual Bengalis were most eloquent on the subject of Rabindranath Tagore, their greatest modern literary figure. In his combination of mysticism and lyricism, Tagore may have been the quintessential Bengali poet, novelist and dramatist; he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913.

Talk

If the written language is one of the Bengali's glories, the spoken one is one of its burdens. In the cafes of Calcutta and Dacca, Bengalis palaver endlessly, spinning out airy intellectual concepts and political schemes. An Indian joke goes like this: "Every

committee must have four members: a Mukherjee, Bannerjee, a Chatterjee (all Bengali names) and a Singh." Singh is a Sikh name. The Sikhs, unlike the Bengalis, are noted for their action, and the implication is that alone Sikh is the fellow who will execute the programme.

A people who have suffered hundreds of invasions and conquests, including that of the British in the eighteenth century, the Bengalis long ago learnt to cultivate the arts of accommodation. Unlike the proud Punjabis his opponent in the current strife, the Bengali knew how to bow and scrape. Dressed in his dhoti, spouting flowery language, armed only with an umbrella, the Bengali was regarded by all as a reliable, efficient clerk. Fighting was best left to more martial people.

The other main cliche about the Bengalis portrays them as crafty fellows ready to outsmart you if given half a chance. "Watch it", a merchant might say. "He's a Bengali." The message is that the person in question is not only clever but possibly also capable of a little sharp practice.

And yet, despite their reputation as a guileful, docile people, the Bengalis have more than once demonstrated a dark, explosive side. The most ruthless, dedicated terrorists during the fighting against the British came from Bengal. And since partition the Bengali regions of both India and Pakistan have been the scene of constant political turmoil and near revolution. "They may seem docile." says one American scholar". But they are capable of violence when sparked the wrong way." And then in words that may prove to be all too perceptive, he adds: "There is a side to the Bengali mentality that thrives on chaos."

Poet or Politics

When Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh last week some of his critics declared that he was merely yielding to the pressure of his extremist supporters, seeking to ride the crest of a wave in order to avoid being engulfed by it. But in a sense Mujib's emergence as the embattled leader of a new Bengali "nation" is the logical outcome of a lifetime spent fighting for Bengali nationalism. Although Mujib may be riding the crest of a wave, his presence there is no accident. Born just 51 years ago to well-to-do landowner in a village near Dacca, Mujib went through his early schooling without distinguishing himself by intellectual accomplishment. He was outgoing and popular as a boy, fond of talk and people and sports-and by the time he went to Calcutta's Islamic College for a liberal Arts degree he had come to the attention of his elders as a Muslim League activist. His mentor then was H. S. Suhrawardy, Prime Minister of Bengal under British Raj, who, later, served one year as Prime Minister of Pakistan. Mujib studied law, but unlike Suhrawardy, a moderate, he soon developed a penchant for direct action. In the late '40s both men realized that their native state of Bengal was getting less than its due in the new nation of Pakistan. Suhrawardy, in 1949, founded a new party, the Awami League, dedicated to a united 'Bengal for the Bengalis." Mujib look to the streets and was twice arrested and jailed for leading illegal strike s and demonstrations.

Out of prison, Mujib became Suhrawardy's right-hand man within the Awami League, but then destroyed his leader's efforts to compromise and form a coalition with other parties. Mujib's success enabled the Awami League to form a new East Pakistan Provincial Government in 1956, and he served in it for seven months as a Minister of Commerce and Industry. After Suhrawardy died in 1963, Mujib apparently felt less hampered by the older man's principles of moderation. He revived the Awami League, pursued his "instinctive" style of politics, and demanded internal self-rule. When Mohammed Ayub Khan had him arrested again in 1966, on charges of plotting to make F.ast Pakistan independent. East Pakistan came close to open rebellion, and the turmoil forced Ayub to release Mujib and resign. Mujib emerged as a hero to his people.

Tall for a Bengali (he stands 5 feet 11 inches), with a shock of graying hair, a bushy mustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spell-bound with great rolling waves of emotional rhetoric. "Even when you are talking alone with him," says a diplomat, "he talks like he's addressing 60,000 people." Eloquent in Urdu, Bengali and English, three languages of Pakistan. Mujib does not pretend to be an original thinker. He is a poet of politics, not an engineer, but the Bengalis tend to be more artistic than technical, anyhow, and so his style may be just what was needed to unite all the classes and ideologies of the region.'

A month ago. at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence Mujib privately told NEWS Week’s Loren Jenkins that "there is no hope of salvaging the situation. The country, as we know it, is finished." But he waited for President Mohammad Yahya Khan to make the break. "We are the majority, so we cannot secede. They, the Westerners, are the minority, and it is up to them to secede."

Two weeks later as the crisis deepened, hundreds of Bengalis crowded the yard and hallways of Mujib's home in suburban Dacca, and puffing on a pipe ("the only foreign thing I use"), he cheerfully spoke to them all. After addressing one enthusiastic gathering Sheikh Mujibur Rahman turned to Western newsmen and said: "I have this sort of thing from 5 a.m. on. Do you think anyone can suppress this spirit with machine guns?" A few- days later someone was trying.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। পাকিস্তান : পতনের পদধ্বনি	টাইম	৫ই এপ্রিল, ১৯৭১

TIME MAGAZINE APRIL 5, 1971.

PAKISTAN: TOPPLING OVER THE BRINK

With the awesome fury of a cyclone off the Bay of Bengal, civil war swept across East Pakistan last week. In city after crowded dusty city the army turned its guns on mobs of rioting civilians. Casualties mounted into the thousands. Though the full toll remained uncertain because of censorship and disorganization in the world's most densely populated corner (1,400 people per sq. ml) at week's end some estimates had 2,000 dead. Even if President Agha Mohammad Yahya Khan is prepared to accept casualties of a geometrically greater magnitude, the outcome is likely to be the final breakup of East Pakistan and the painful birth of a new nation named Bangladesh (Bengal State).

The indistinct battle lines reflected the ethnic and cultural divisions that have beset Pakistan since its creation as a Moslem homeland when British India was partitioned in 1947. Two predominantly Moslem areas that used to be part of India became new country-the two part separated by 1,000 miles of Indian territory. Thus though 80.000 West Pakistan soldiers were on hand to keep order in East Pakistan last week, their supply bases were 1,000 miles away and' most food and ammunition had to be carried 3,000 miles around the coast of India. The troops, mostly tall, fierce Punjabis and Pathans were surrounded in East Pakistan by a hostile population of 78 million Bengalis. The civil war and it could be called no less promised to be long and bloody. The Bengalis, armed with a few looted guns, spears and often just bamboo staves, were ill-trained for a guerrilla war. But a resistance movement, once organized, might eventually force the West Pakistanis to depart. In a way the struggle evoked haunting memories of the Nigerian civil was of 1967-70, when the federal regime sought justification in the name of national unity and the Biafrans in the name of self-determination

First Shot

Until last week, Pakistan political leaders seemed on the verge of settling their differences. Then in rapid order, three events carried the nation over the brink of violence. In Chittagong, a mob surrounded West Pakistani troops unloading supply ships. Where the first shots came from is unclear, but when the troops opened fire 35 Bengalis were killed. Their political leader. Sheikh Mujibur Rahman, called a general strike to protest. Then Yahya Khan outlawed Mujib and his Awami League Party as "enemies of Pakistan" and ordered the armed forces to "do their duty".

In Dacca, army tanks and truckloads of troops with fixed bayonets came clattering out of their suburban base, shouting "Victory to Allah," and "Victory to Pakistan." TIME correspondent Dan Coggin, who, along with other newsmen, was subsequently expelled from Pakistan reported: "Before long, howitzer tank, artillery and rocket blasts rocked half a dozen scattered sections of Dacca. Tracers arched over the darkened city. The chatter of automatic weapons was punctuated with grenade explosions, and tall columns of black smoke towered over the city. In the night came the occasional cry of "Joi Bangla (Victory to Bengal)" followed by a burst of machine-gun fire."

The army ordered a strict 24-hour curfew in Dacca, with violators shot on sight. But soon the Free Bengal Revolutionary Radio Centre, probably somewhere in Chittagong. crackled into life. Over the clandestine station, Mujib proclaimed the creation of the "sovereign independent Bengali nation," and called on its people to "resist the enemy forces at all corner of Bangladesh". The defiant words, however, lacked military substance. At 1.30 a.m. the following day, soldiers seized the Sheikh in his home. Meanwhile, scattered rioting broke out in West Pakistan to protest the prospect of prolonged military rule.

The rupture in Pakistan stemmed from the country's first experiment with true democracy. After it was founded in 1947, Pakistan was ruled on the basis of a hand-picked electorate; Martial Law was imposed after an outbreak of rioting in 1969. During those years, Pakistan was divided by more than geography. Physically and psychologically the 58 million tall, light-skinned people of the West identified with the Islamic peoples who inhabit the area of land stretching as far as Turkey. The smaller, darker East Pakistan seemed to belong to the world of South and South East Asia. More divisive yet was the fact that the westerners monopolised the government and the army had dominated the nation's commercial life. The East Pakistanis have over the years, earned the bulk of the country's foreign exchange with their jute exports, yet the majority of schools, roads, new factories and modern government buildings went up in the west.

Eager to relinquish power and return the country to civilian rule, Yahya called elections last December for a National Assembly to write a new constitution. East Pakistanis gave Sheikh Mujib's Awami League 167 of the region's 169 seats and an overall majority in the combined nation's 313 seat assembly chamber. Mujib's platform called for a virtual dismantling of the central government, leaving it in charge of defense and diplomacy and giving the provinces total control of taxes, trade and foreign aid.

Determined to hold the country together, Yahya resisted Mujib's demands for autonomy. Postponing the Constituent Assembly, he flew to Dacca, and in eleven days of meeting with Mujib came almost within sight of a compromise agreement. Yahya, however, demanded that the leader of West Pakistan's majority party, ex-Foreign Minister 'Zulfiqar AU Bhutto, also be a party to the agreement. Bhutto insisted on heading the foreign ministry while Mujib maintained that with an overall majority, he had the right to from a government without Bhutto.

Mendicant Among Nations

If East Pakistan eventually takes its place in the world community as Bangladesh, it will have the world's eighth largest population and lowest per capita income ($ 50 a year). It will, inevitably, became a mendicant among nations, and the U.S. will face the need to increase the $ 150 million a year in foreign aid that it now gives to the combined wings of the country. East Pakistan has little industry to speak of, and the world-demand for jute is gradually dropping. West Pakistan will also be left smaller and poorer, though it now has the beginning of an. industrial base, consisting primarily of textile mills.

If anyone gains from the sorry split, it will be India, which would face a greatly weakened adversary. Mujib has indicated that he would like to establish friendly relations with New Delhi and. particularly, with the Hindu Bengalis just across the border. He does not share West Pakistan's hostility toward India over the disputed territory of Kashmir. West Pakistan left with a smaller economic base and without the East's foreign exchange earnings, could not easily maintain as strong an army as the one thoughtful Indians could not regard their neighbor's troubles with too much satisfaction. India itself is. by no means, immune to the centrifugal forces of tribalism and many of its people remember all too well Nehru's recurring nightmare; a subcontinent alternating between periods of political unity and bloody interludes of division and strife.

"Raise Your Hands And Join Me"

When West Pakistani soldiers arrested Sheikh Mujibur ("Mujib") Rahman last week, they gave him a chance to add to an unenviable record. Mujib has already spent more time in prison than any other major Pakistani politician; nine years and eight months.

What makes the Sheikh so unpopular with West Pakistanis is the fact that for more than 23 years he has been the leading advocate of Purbadesh (regional autonomy) for East Pakistan. In last December's elections, Purbadesh was Mujib's chief issue. After visiting the cyclone, devastated Ganges Delta region just before the general elections, .he declared: "If the polls bring us frustration, we will owe it to the million who have died in the cyclone to make a supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that can live as free people."

Grey-haired, stocky and tall for a Bengali (6ft.) the bespectacled Mujib always wears a loose while shirt with a black, sleeveless, vest like jacket. A moody man. he tends to scold Bengalis like so many children. He was born in the East Bengal village of Tongipara 51 years ago to a middle class landowner {his landlord status accounts for the title of Sheikh). Mujib studied liberal Arts at Calcutta's Islamia College and Law at Dacca University. He lives with his wife Fazilatunnesa, three sons and two daughters in a modest two-storey house in Dacca's well-to-do Dhanmondi section. Except for a brief stint as an insurance salesman, he has devoted most of his time to politics. First he opposed British rule in India. After the subcontinent's partition in 1947, he denounced West Pakistan's dominance of East Pakistan with every bit as much vehemence. "Brothers", he would say to his Bengali followers, "do you know that the streets of Karachi are paved with gold? Do you want to take back that gold? Then raise your hands and join me." He was first jailed in 1948, when he demonstrated against Pakistan Founder Mohammad Ali Jinnah for proclaiming Urdu the new nation's lingua franca.

Yet he has remained, in many respects, a political moderate. He is a social democrat who favors nationalizing major industries, banks and insurance companies. In foreign exchange policy too, he follows a middle course. Where West Pakistan's Zulfiqar Ali Bhutto favors closer ties with China and the Soviet Union and is stridently anti-Indian, Mujib would like to trade with India and is regarded as moderately pro-Western.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। বাংলায় রক্তবন্যা	নিউইয়র্ক টাইমস	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES. APRIL 7, 1971

BLOODBATH IN BENGAL

Washington's persistent silence on recent events in Pakistan becomes increasingly incomprehensible in the light of mounting eyewitness evidence that the Pakistani Army has engaged in indiscriminate slaughter of civilians and the selective elimination of leadership groups in the separatist state of East Bengal.

A State Department spokesman conceded yesterday that "we would be concerned if American weapons were used in circumstances such as these." But he insisted the United States has no first-hand knowledge that such is the case. This is sophistry. Only last month the Secretary of State, ill his annual foreign policy report, noted that this country had agreed to sell additional equipment to the Pakistan is "for their largely U.S. equipped army."

On any basis, the United Stales would have a humanitarian duty to speak out against the bloodbath in Bengal, as the .Soviet Union already has done. Washington, as Pakistan's chief arms supplier, has a double obligation to declare its disapproval of the tactics employed and to make clear that no additional American arms-including spare parts-will be sent to Pakistan until this savage repression in the East is stopped.

America's own interests call for it to do everything possible to help bring a speedy end to a civil conflict that could touch off a chain reaction of communal strife throughout the Indian subcontinent, with grave international implications.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭।৭দেশত্যাগীদের মতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে	নিউইয়র্ক টাইমস	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, APRIL 7, 1971

FOREIGN EVACUEES FROM
EAST PAKISTAN TELL OF GRIM FIGHT

By Sydney H. Schanberg

More than 100 foreign evacuees arrived here today after a 34-hour voyage from Chittagong, East Pakistan's major port bringing the latest eyewitness reports about the Pakistani army's attempt to suppress the independence movement.

"It's a massacre," said John Martinussen, a Danish student.

"We saw the army shooting civilians," said Neil O'Toole, an American from New Rochelle, N.Y. "I don't want to say too much because I'm afraid of reprisals against our organization." He asked that the name of his organization not be mentioned.

The 119 foreigners, who arrived at the Calcutta docks this afternoon aboard a British cargo vessel that had been sitting in Chittagong harbor unable to unload because of the fighting, were of 17 nationalities. The two largest groups were 37 Americans and 33 Britons.

As they came down the gangplank of the vessel, the Clan Mac-Nair, they were met by diplomatic officials and a crowd of Indian and foreign newsmen.

Though some of the evacuees were reluctant to talk, others painted a grim picture of Chittagong, East Pakistan's second-largest city. Until now little has been known of how that city of 400,000 inhabitants has fared in the fighting.

The foreigners said that after several days of fighting, the army-all West Pakistani troops-had pushed the East Pakistani resistance forces out of the city.

But they added, the army's control ends five miles outside the city at the banks of the Karnalphuli River.

Everything from the river south, they said, is in the hands of the "liberation army which consists of civilians and members of the East Pakistani police, the East Pakistani Rifles and the East Bengal Regiment who have come over to the independence movement.

The foreigners said that they could hear shooting on the outskirts of the city even as they were leaving for Calcutta yesterday morning. Most of the residents have fled the city and gone into the countryside, they said.

Army Burns Slums

In the city, where fighting broke out early Friday morning, on March 26, the foreigners said the army had burned to the ground many of the flimsy slums of the poor, the staunchest supporters of independence.

The ashes of the bamboo huts in these neighborhoods were still smoldering, the foreigners said, as they were taken to the docks under military escort yesterday morning to be evacuated.

The Pakistan Radio, speaking for the Pakistan Government, contends that all of East Pakistan is calm and that life is returning to normal.

"Nothing is calm, and nothing has come back to normal," said Mr. Martinussen. Who came to Chittagong seven months ago with his wife Karen to study Pakistani politics as part of his master's degree program at Aarhus University in Denmark?

"They systematically burned down the districts of the poor people, apparently because they felt they couldn't search them thoroughly," he went on. "They seemed to be enjoying killing and destroying everything."

"Many Bengalis have been killed," the 23-year-old student went on. "In the river just four days ago. you could count 400 bodies floating in one area."

Mr. Martinussen, who related several accounts of civilians being gunned down in shops and on the street, forecast eventual victor)' for the 75 million East Pakistanis, who have long protested their exploitation by West Pakistan, which is situated more than 1,000 miles away across Indian territory.

Independence Movement

"So many Bengalis want their Bangladesh," said the slim student, "that I'm sure they will get it."

Bangladesh is Bengali for Bengal nation. It is the independence movement's name for East Pakistan.

His views were echoed by Mr. O’Toole, who is 26 years old. Chittagong is controlled by the army," he said. "It is controlled by brute force and terror. The army kept coming in. They were shooting civilians. We saw dead bodies. We smelled the stench of death.

"There was a lot of harassment and beating," he added, "and there was indiscriminate looting and burning by outsiders.

Vengeance Reported

Mr. O'Toole did not explain what he meant by "outsiders" -but he apparently was talking about West Pakistanis living in East Pakistan.

Other refugees reported that some Bengalis had taken vengeance by killing non-Bengali businessmen.

The foreigners said that a 7 p. m. to 5 a.m. curfew prevails in Chittagong, that electric power, cut for three days, has been restored only in some areas of the city, and that the port was virtually shut down since there were no Bengalis to work there.

Some of the evacuees left their homes during the heavy fighting and took refuge in the Hotel Agrabad, away from the center of action.

They said that soldiers had visited some of their homes while they were away.

"The army was very polite," Edward J. McManus, an American engineer from Montrose, N.Y., said with sarcasm. "They drank all my whisky, but they gave me .all my glasses back. Very honest."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। আমরা সবাই বাঙালী	দি নিউইয়র্ক টাইমস	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUN DA Y, APRIL 11. 1971

WE ARE ALL BENGALIS

The following dispatch was written by an Agence France- Presse correspondent who got into East Pakistan last week.

Calcutta-Crossing the border into "Bangladesh"-"Bengal Nation," as most East Pakistanis now call their region-you feel you're seeing something filmed a long time ago by some newsreel pioneer. The ancient Enfield and Garand rifles in the hands of the overnight revolutionaries, the refugee-laden carts, the bodies lying unnoticed by the roadside -all this could be out of the Spanish Civil War or the Chinese revolution.

A "Liberation Army" lorry with a dozen "freedom fighters" and two or three rifles among them takes you along the road to the Bengalis proudest possession in this part of the region-the city of Jessore, 30 miles from the Indian border, wrested from the Pakistani army in bloody fighting. Before entering Jessore you pass several razed villages. Bodies lie in the charred ruins. The ruins in the heart of Jessore suggest that the West Pakistani air force has not been too careful.

Only a few months ago, people in East Pakistan would complain to visiting journalists of the "dirty and arrogant Hindus." Now they say, "Hindu, Moslem, that does not count any more. We arc all Bengalis." The enemy now is "Punjabi", the most commonly used name for the West Pakistanis.

The villages are plastered with slogans, the quotations from Rabindranath Tagore, the great poet of pre-partition India, sorting oddly with the exhortations of Mao Tse-tung: "Long live the people s war!" "Political power grows out of the barrel of a gun." The Maoists are one of the three organized groups in East Pakistan. They are still only a tiny minority compared to the two dominant groups-the Awami League party of Sheikh Mujib and the Bengali units of the army, totaling about 25,000 men-but their strength is growing. Sheikh Mujib, who is enormously popular (and known for his opposition to violence) is either dead or in jail.

How it Began

No one we talked to seemed to have expected the situation to come to this anachronistic killing of poor people by other poor people united for 20 years by religion and a common national ideal. In Chuadanga, a town 20 miles from the border serving as the "provisional capital of Bangladesh," Maj. M. A. Osman. military commander of the Southwestern Sector, told us how it had begun for him.

On the night of March 24, when the "Punjabi" army cracked down. Major Osman had a discussion with his Punjabi commanding officer, Major Attaquc Shah. "He was extremely polite, and let me keep my jeep, my gun and my driver." Next day Sheikh Mujib appealed to the Bengalis to rise up against the "occupiers," and Attaque Shah had to be arrested and, later on, liquidated."

What will this tragic new enmity-the product of short-sighted refusal of autonomy that can only profit the extremists in both halves of Pakistan-lead to? For a certain Dr. Haque, Major Osman's political deputy, a bearded man in a green sombrero who fondles his two 45 caliber guns as he talks and is almost the perfect caricature of a revolutionary leader, the answer is "very simple."

"There are 72 million inhabitants or more in Bangladesh," he says, "In this human ocean there are still Pakistani pockets. In order to win, since there are less than 100,000 Pakistan soldiers in Bangladesh, each Punjabi would have to kill about 1,000 Bengalis. This is obviously impossible, and therefore our victory is certain."

-Jean Vincent

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। প্রথম রাউন্ডে পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয়	টাইম	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, APRIL 12, 1 971

PAKISTAN: ROUND 1 TO THE WEST.

"There is no doubt" said a foreign diplomat in East Pakistan last Week, "that the word massacre applies to the situation". Said another Western official: "It's a veritable bloodbath. The troops have been utterly merciless".

As Round I of Pakistan's bitter civil war ended last week the winner-predictably was the tough West Pakistan army, which has a powerful force of 80.000 Punjabi and Pakistan soldiers on duty in rebellious East Pakistan. Reports coming out of the East via diplomats, frightened refugees and clandestine broadcasts varied wildly. Estimates of the total dead ran as high as 300,000. A figure of 10,000 to 15,000 is accepted by several Western governments, but no one can be sure of anything except that untold thousands perished.

Mass Graves

Opposed only by bands of Bengali peasants armed with stones and bamboo sticks, tanks rolled through, Dacca, the East's capital, blowing houses to bits. At the University soldiers slaughtered students inside the British Council building. "It was like Chengis Khan," said a shocked Western official who witnessed the scene. Near Dacca's marketplace, Urdu-speaking government soldiers ordered Bengali-speaking townspeople to surrender, then gunned them down when they failed to comply. Bodies lay in mass graves at the University, in the old city, and near the municipal dump.

During rebel attacks on Chittagong, Pakistani naval vessels shelled the port, setting fire to harbor installations At Jessore, in the south-west, angry Bengalis were said to have hacked alleged government spies to death with staves and spears. Journalists at the Petrapole checkpoint on the Indian border found five bodies and a human head near the frontier post-the remains, apparently, of a group of West Pakistanis who had tried to escape. At week's end there were reports that East Bengali rebels were maintaining a precarious hold on Jessore and perhaps Chittagong. But in Dacca and most other cities, the rebels had been routed.

The army's quick victory, however, did not mean that the 58 million West Pakistani could go on nominating the 78 million Bengalis of East Pakistan indefinitely. The second round may well be a different story. It could be fought out' in paddies and jungles and along river banks for months or even years.

Completing the Rupture

The civil war erupted as a result of a victory that was too sweeping, a mandate that was too strong. Four months ago, Pakistan's President Agha Mohammad Yahya Khan, held elections for a Constituent Assembly to end twelve years of Martial Law. Though he

is a Pathan from the West, Yahya was determined to be fair to the Bengalis. He assigned a majority of the assembly seats to Pakistan's more populous eastern wing, which has been separated from the West by 1,000 miles of India since the partitioning of the subcontinent in 1947.

To everyone's astonishment. Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League won 167 of the 169 seats assigned to the Bengalis, a clear majority in the 313 seats assembly. 'I do not want to break Pakistan," Mujib told Time shortly before the final rupture two weeks ago. "But we Bengalis must have autonomy so that we are not treated like a colony of the western wing." Yahya resisted Mujib's demands for regional autonomy and a withdrawal of troops. Mujib responded by insisting on an immediate end to Martial Law. Soon the break was complete. Reportedly seized in his Dacca residence at the outset of fighting and flown to West Pakistan, Mujib will probably be tried for treason.

All Normal

West Pakistan have been told little about the fighting. *All Normal*. In East was a typical newspaper heading in Karachi last week. Still, they seemed solidly behind Yahya's tough stand. "We can't have our flag defiled, our soldiers spat at, our nationality brought into disrepute," said Pakistan Government Information Chief, Khalid Ali. "Mujib, in the end, had no love of Pakistan."

Aware that many foreigners were sympathetic to the Bengalis, Yahya permitted the official news agency to indulge in, an orgy of paranoia. "Western press reports prove that a deep conspiracy has been hatched by the Indo-Israeli axis against the integrity of Pakistan and the Islamic basis of her ideology," said the agency.

The Indian government did in fact, contribute to Pakistan's anxiety. Although New Delhi denied that India was supplying arms to the, Bengali rebels, the Indian Parliament passed a unanimous resolution denouncing the "carnage" in East Pakistan. India's enthusiasm is hardly surprising in view of its long standing feud with the West Pakistanis and the brief but bloody war of 1965 over Kashmir. But Western governments urged New Delhi to restrain itself so as not to provoke West Pakistan into making an impulsive response.

Hit And Run

For the time, being, West Pakistan's army can probably maintain its hold on Dacca and the other cities of the East! But it can hardly hope to control 55,000 sq. ml. of countryside and a hostile population indefinitely. The kind of Bengali terrorism that forced the British Raj to move the capital from Calcutta to Delhi in 1911, any well manifest itself again in a growing war of hit-and-run, sabotage and arson. In modem limes, the East Bengalis have been best known to foreigners as mild-mannered peasants, clerks and shopkeepers, perhaps the least martial people on the subcontinent,' But in their support of an independent Bangladesh (Bengal State), they have displayed a fighting spirit that could spell lasting turmoil for those who want Pakistan to remain united. As Mujib often asked his followers rhetorically: "Can bullets suppress 78 million people?"

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। পাকিস্তান : একটি আদর্শের মৃত্যু	নিউইয়র্ক উইক	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

NEWSWEEK, APRIL 12, 1971

PAKISTAN: DEATH OF AN IDEAL

They were long on defiance and short on firepower, a scraggly band of impoverish Bengali peasants armed mainly with picks, clubs and bamboo sticks. But they claimed that they had trapped a force of more than 1,000 government troops in a cantonment 2 miles north-west of the East Pakistani city of Jessore. And now, the Bengalis swore that they would continue to besiege the encircled federal garrison until the Punjabi soldiers from West Pakistan died from starvation. "We have the soldiers surrounded, and they cannot get .out to get food," one rebel told, Newsweek's Tony Clifton excitedly. "Those bloody buggers are starving and, will surely die. They must die".

That glimpse of the continuing fury and hatred that is racking East Pakistan came last week when Clifton slipped across the Indian border into. East Pakistan for a day's tour of some nearby villages. Otherwise, with East Pakistan clamped under tight censorship and with all foreign correspondents banned, the news blackout on Pakistan's civil war was almost totally effective. And a flood of conflicting and unconfirmed rumors poured into neighboring India to add to the communications confusion.

From all indications, foreign governments were experiencing similar problems in obtaining solid information on the East Pakistan situation. In Washington Sen. Edward Kennedy said that reports received by his refugee subcommittee told of "indiscriminate killing, the execution of dissident' political leaders and students and thousands of civilians suffering and dying every hour of the day". While Kennedy did not identify his source. State Department spokesman Robert J. McCloskey promptly denied that the Nixon Administration was suppressing reports from Dacca and declared that it was "impossible to estimate a reliable set of facts regarding recent events and to assess their consequences". Nonetheless, at the end of the week, the U.S. arranged with Pakistan International Airlines to evacuate, dependents of American diplomatic officials in East Pakistan.

Protest

While the U.S. remained cautiously noncommittal on the events in Pakistan no such restraints were observed in India. There, Prime Minister Mrs. Indira Gandhi condemned the Pakistani army assault on East Bengal as "the systematic decimation of people which amounts to genocide". Day after day Indian newspapers splashed lurid headlines, across their front pages describing fierce battles and bloody atrocities in East Bengal in tern, tire Islamabad government in West Pakistan accused the Indian Government and press of spreading false and baseless news reports, And with officials of the two governments exchanging protest all last week, the long-standing enmity between India and Pakistan was in danger of moderating.

If India reports that 7,00,000 people may have perished in the East Pakistani fighting seemed wildly exaggerated, the Pakistani Government claim that order and calm prevailed throughout East Pakistan seemed equally improbable. From fragmentary reports it appeared that the federal army was, in fact, in command of most major cities, but control of the countryside remained in doubt. "The troops can make sallies from cantonments and they occasionally do because they have concentrated firepower", correspondent Clifton reported. "However they dare not spend much time away from base for fear of ambush and must return before dark. Their policy seems to be to go on short terror raids to cow the population into surrender. The question is whether the rebels can hold out until the monsoon comes in a month or so when the weather will make the roads impassable".

Brooding

The civil strife in East Pakistan meanwhile, seems hardly to have touched the consciousness of Pakistanis in the western sector more that 1,000 miles away across Indian territory. On the surface at least *Newsweek's* Milan J. Kubic found that life in West Pakistan moved along at a business as usual pace. But Kubic also discovered a deep sense of brooding among intellectuals and politicians who saw the end of the ideals upon which Pakistan was founded 23 years ago. "When we were building this country, the only argument, we had for dismembering the Indian subcontinent was our desire to "build a home where all of its Moslems would feel free and equal," an elder statesman in Lahore remarked sadly. " That ideal is now dead, and the Pakistan which we conceived has gone out of existence."

The Awakening of A People

Early last month, when riots erupted in East Pakistan, Newsweek correspondent Loren Jenkins flew to Dacca to 'cover the Bengali struggle for national autonomy. Where civil war flared up and the Pakistani Army put the region under total censorship, Jenkins, along with all other foreign newsmen, was expelled from the country. On his return to Beirut last week, Jenking filed this personal report on East Pakistan's tragic ordeal:

He stood under a hot noon sun, beads of sweat clinging to his forehead around the edge of his slicked-back grey hair. His eyes were red from fatigue, but his face glowed with pride and hope. Only minutes before, a mob of students from the Dacca Medical School' had swirled through the green iron gates into the garden of his modest home in the Dacca suburb of Dhanmondi. The impassioned young people shouted "Joi Bangla". ("Victory to Bengal") to demonstrate their support for Sheikh Mujibur Rahman, 51 year old leader of East Pakistan's 75 million people. His spirits soaring, Mujib (as he is called by everyone in East Pakistan) turned to our group of foreign correspondents in his garden and spoke, with excitement: "My people are united, they cannot be stopped. Do you think machine guns can really extinguish the spirit and the soul of my people?"

Only 36 hours after Mujib uttered those words, Pakistan's army dominated by the Punjabis of West Pakistan, suddenly weighed in with its own ruthless answer, with bloody and sometimes indiscriminate use of its massive firepower the army won the first

round. And with Mujib's fate, in doubt (he was, variously reported to be under army arrest or safe in hiding), East Pakistan's brief, fighting for independence was smashed for the moment at least. But the memory of that experience, the amazing unity of purpose that it forged among Bengalis will linger on, growing apace with the bitter resentment that must inevitably flow from the federal army's outright occupation of East Pakistan. For last month in Bangladesh the "Bengal Nation" as Mujib's supporters renamed East Pakistan, there occurred a strange and powerful awakening of a people who have been exploited, reviled, humiliated and cheated by the Punjabi minority since Pakistan was founded more than 23 years ago.

In a sense, credit for this awakening must go to President Mohammad Yahya Khan, who' forced the showdown by canceling last month's scheduled opening of the newly elected National Assembly, in which Mujib's Awami League had won a majority. Seeing Yahya's sudden action as yet another Punjabi maneuver to deny East Pakistan's aspirations for greater' autonomy, Bengali nationalists clashed with federal troops in, the trappings 0 f an independent state. Overnight, the green and white flag of Pakistan seemed to disappear in Dacca, in its place rose a new Bengali flag, designed' by Dacca University students, a bottle-green banner bearing a red circle and, within the circle a yellow map of East Pakistan.

Compromise

The nerve centre of East- Pakistan's adhoc government was Mujib's home where the pipe-smoking leader met with all comers in his sparsely furnished saloon. Ironically, as independence fever mounted throughout Bangladesh, it was Mujib who sought to moderate the passions. Aware that any unilateral declaration of independence would bring down the, wrath of the army, Mujib desperately sought a compromise that would give Bengal' the autonomy his people demanded while preserving, at least a semblance of 'Pakistani national unity as the army demanded. Though few people said so openly, Mujib was the last hope that Pakistan's two distant and disparate wings might achieve some kind of accommodation.

What finally undid Mujib's efforts was the supercilious attitudes of the West Pakistanis, especially the Punjabis and Pathans who dominate the army and who have been nurtured on impassioned patriotism and cliches about the inferiority of Bengalis. To the West Pakistanis Mujib and the Awami League were in open rebellion, even though Mujib was. in fact, the leader of the nation's majority political party. What mattered above all to the westerners was the preservation of Pakistan's unity and integrity. There are, of course, valid arguments for keeping a nation united; it usually makes economic, diplomatic and military sense. But the enmity between Pakistan's two wings, separated by more than 1,000 miles of Indian territory, had become so virulent as to reduce such notions of unity to mere fiction.

Terror

When the army decided to strike, it attacked without warning. Truckloads of troops spread out through Dacca under the cover of darkness with orders to use maximum force to stamp out all resistance. Houses were machine-gunned at random; tanks firing on the

apparent whim of their commanders, clanged through the streets. It was a blatant exercise in terror and vengeance. There can never be any excuse for the sort of firepower we saw and heard being directed against unarmed civilians. There can be no excuse for t he merciless burning of the shanty homes of some of the world's most impoverished people.

And we had already seen too much to suit the Pakistani Army. "You must pack and be ready to go hi a half hour" Major Siddiq, the army's uninformative Public Relations Officer, told all the foreign correspondents in Dacca. "Are we being expelled?" I asked, "I would not use those words," he replied. "But you are all leaving."

Two hours later, we were herded into four army trucks and taken under guard to Dacca's airport, where we were searched and most of our notes and films confiscated. A Pakistan civilian jetliner flew us to Karachi in West Pakistan, where we were searched again. My type-writer and radio were dismantled and two rolls of film I had hidden in the radio's battery compartment were seized. I was then taken into another room and stripped and a packet of film that I Was carrying in my underwear was taken. "You will have only your memory left", a police official chortled cheerfully.

Unity

That I do have I can still recall the sight of men, women and children hacking down trees and tearing up construction sites to build barricades to hamper the army's movements. Bullets fired into darkened homes were answered with cries of "Bengalis Unite!" And earlier, before the army crackdown, I had visited a village where volunteers, directed by ex-noncoms from the old British Indian Army, were training for guerrilla resistance "We will cut roads, stop ferries, destroy bridges." One resistance leader to Id me, "and we will get guns from our enemy." Perhaps his prophecy will not come true. But if a guerrilla war does engulf the East Pakistan countryside, the struggle for Bangladesh promises to be long and bloody. Whatever happens to Mujib himself, such a conflict will be the final test of his contention that machineguns cannot kill the spirit of his people.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। হত্যাযজ্ঞের মধ্যে বাঙালীদের মন্ত্রিসভা গঠন	নিউইয়র্ক টাইমস	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, APRIL 14, 1971

BENGALIS FORM A CABINET AS THE BLOODSHED GOES ON

The following dispatch is by the New Delhi correspondent of The New York Times, who has just completed a four-day trip through, the border region of India and East Pakistan, as well as inside East Pakistan.

By Sydney H. Schanberg

Special To The New York Times

Agartala, India, April 13-Although large number of East Pakistani secessionist leaders have been reported killed and with wholesale bloodshed continuing, several members of the movement's high command are alive and have formed a cabinet.

They include Tajuddin Ahmed second in command to Sheikh Mujibur Rahman, whose Awami League took the steps for independence, that brought West Pakistan's military crackdown.

In an East Pakistani border area visited by this correspondent, at least six secessionist leaders met to name Mr. Ahmed Prime Minister and Defense Minister of the state they call Bangladesh, or Bengal Nation. They proclaimed Sheikh Mujib their President, although privately the secessionist leaders acknowledged that he was in prison in West Pakistan.

While the central Government, which is dominated by West Pakistan continues to announce that the situation is calm in the East and conditions are returning to normal, a far different picture emerges on the scene.

Daily Battles Reported

Daily battles are reliably reported in many sectors. Hordes of East Pakistanis have fled the cities to seek refuge or join the secessionist army, and thousands of refugees, carrying their meager belongings in cardboard suitcases and sacks, are crossing into India for temporary haven.

This correspondent saw Pakistani soldiers burning villages to deny the resistance forces cover or hiding places. As the smoke from the thatch and bamboo huts billowed up on the outskirts of the city of Comilla, circling vultures descended on the bodies of peasants, already being picked apart by dogs and crows.

There is no way of knowing exactly how many of East Pakistan's '75 million Bengalis the army has killed, but authoritative reports from many sources agree that the figure is at least in the tens of thousands; some, reports put it much higher.

The central Government officially bars all foreign newsmen from East Pakistan. But from the evidence available in secessionist-held rural areas-some of which are occasionally contested by the army-the Pakistani armed forces have killed leaders and potential leaders of East Pakistan and shattered the economic base of the region, in their effort to crush the independence movement.

On orders, the army-now consisting entirely of West Pakistani troops-has killed students, intellectuals, professors, engineers, doctors and others of leadership caliber-whether, they were directly involved with the nationalist movement or not.

Both in military attacks and in executions, the central Government's forces killed East Pakistani Army officers and soldiers who were unable to break out and join the guerrilla forces when the army offensive began on March 25. Most of the officers' families have been killed, only a few escaped into hiding.

With the aid of .air and naval bombardment, the army has destroyed food supplies, tea factories, jute mills and natural-gas fields the economic basis of East Pakistan.

"This has already set the country back 25 years," said a Scottish tea-estate manager who fled to India from his plantation in the northeast. "The liberation army, trying to stop the army, is blowing the railroad lines and roads. Even if they eventually win independence, they'll have to start completely from scratch again."

This man and two other estate managers who escaped with him asked that their names not be used because of their fear of reprisals against British families still in East Pakistan.

Attack on 'Empty' Trucks

The three evacuees reported that a convoy of nine trucks that the Pakistani radio contended had been carrying arms and ammunition from India and had been destroyed by Pakistani planes was in fact a collection of empty trucks in the yard of a tea estate.

Authoritative reports indicate that perhaps 20 to 25 per cent of the people are left in such towns as Dacca, the capital, are Chittagong and Comilla. Smaller centers are also largely deserted. Dacca had a population of about 1.5 million, Chittagong about 400,000 to 500,000 and Comilla about 100,000.

In the eastern part of East Pakistan the thump of artillery fire can be heard every day in virtually every sector. After every guerrilla attack or harassment by the outnumbered and outgunned resistance troops, the Pakistani Army appears to be inflicting reprisals on the civilian population.

"The bloody cowards" said a young Bengali lieutenant who escaped the army attempt to annihilate his battalion of the East Bengal Regiment at Comilla. "We give them fronts to shoot at. We are in uniform. But they attack civilians instead."

The secessionist army is desperately short of trained officers, arms, ammunition, vehicles and basic supplies. Some of the men are barefoot.

The heaviest weapon the secessionists have in any number is the 3-inch mortar, although they have captured a few heavy guns. **The Pakistani military are using jet fighter-bombers, heavy artillery and gun boats-mostly supplied, by the United States, the Soviet Union and Communist China.**

Pakistani charges that the Indian Government has been sending troops and weapons to East Pakistan are not borne out by this reporter's observations. No Indian troops were seen in the East Pakistani units.

Before the political crises began to mount, the Pakistani Army had about 25,000 troops in East Pakistan. Large numbers of reinforcement have been flown over from West Pakistan, which is separated from the Eastern province by over a thousand miles of Indian Territory.

Some estimates put the number of West Pakistani troops in East Pakistan at 60,000 to 80,000, most of them Punjabis and Pathans. The Punjabis in particular have traditionally held the Bengalis in disdain though both are predominantly Moslem.

The Bengalis are bitter about the failure of the United States to take a strong stand against the Pakistani Government; most of the leaders of the independence movement are pro-Western and were hoping for support from Washington. They are even more bitter about the American weapons being used against them.

'We Were Expecting Help'

"Do you know, they arc using your planes, your rockets, your tanks, to kin us?" a Bengali soldier, his voice tense and his eyes narrowed, asked the American correspondent. "We were expecting help, not this." Similar remarks were made repeatedly by others.

The Bengalis are not so surprised by the Chinese weapons the army is using because they apparently expected Peking to support the Government. Some Bengali officers, contending that the army offensive was worked out in advance with the Chinese, insist that the army would never have embarked on such a venture without assurances of full support from Peking.

Even before the offensive, the Bengalis wondered why the Western powers and others did not support their cause. Now their disillusionment is complete.

"This is genocide, and people are just standing by and looking," a Bengali student remarked. "Nobody has spoken out. Has the world no conscience?"

The bitterness does not include India, which has condemned the Pakistani military action and is trying to persuade other governments to put pressure on Pakistan to stop the killing.

Indian civilians and officials in border areas are providing assistance to refugees and others, but this correspondent saw no arms being transported across the border-as the Pakistani Government has charged and New Delhi has repeatedly denied.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। পাকিস্তানে বিদ্রোহীরা স্বীকৃতি চায়	ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

DETROIT FREE PRESS, APRIL 14,1971

PAKISTANI REBELS ASK RECOGNITION

New Delhi-(UPI)- The secessionist government of Bangladesh proclaimed its sovereignty in East Pakistan on Tuesday and appealed to "all democratic countries" for recognition and assistance in the civil war with West Pakistan.

The proclamation, broadcast by the rebel Free Bengal Radio and monitored here said the capital of the Bangladesh (Bengali Nation) government would be Chuadanga, a small town 10 miles from the border with India.

West Pakistani troops reportedly were concentrating on the capture of major urban centers as they continued to crush the rebellion.

A note from communist Chinese Premier Chou En-lai pledging Peking's support to the Pakistan Government of President Agha Mohammed Yahya Khan brought response from Karachi and New Delhi on Tuesday.

In Karachi, seat of Yahya's military government, a source said Chou's message was a direct warning to India to stay out of the civil war in East Pakistan; which is situated along India's eastern border 1,000 miles from West Pakistan.

Indian Prime Minister Indira Gandhi said, however, that Chou's note would have no effect on India's officially announced position of solidarity with the rebels.

Asked if India would recognize the secessionist government of Bangladesh, Mrs. Gandhi said "the matter will receive due consideration".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। বাঙালী যোদ্ধাদের সঙ্গে	নিউইয়র্ক টাইমস	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, APRIL 14, 1971

WITH THE BANGLA FORCES

While the central government, which is dominated by West Pakistan, continues to announce that the situation is calm in the East and conditions are returning to normal, a far different picture emerges on the scene.

Daily battles are reliably reported in many sectors. Hordes of East Pakistanis have fled the cities to seek refuge or join the secessionist army, and thousands of refugees, carrying their meager belongings in cardboard suitcases and sacks, are crossing into India for temporary haven.

The correspondent saw Pakistani soldiers burning villages to deny the resistance forces-cover or hiding places. As the smoke from the thatch and bamboo huts billowed up on the outskirts of the city of Comilla, circling vultures descended and the bodies of peasants, already being picked apart by dogs and crows.

There is no way of knowing exactly how many of East Pakistan's 75 million Bengalis the army has killed, but authoritative reports from army sources agree that the figure is at least in the tens of thousands; some reports put it much higher.

The central Government officially bars all foreign newsmen from East Pakistan. But from the evidence available in secessionist-held rural areas some of which are occasionally contested by the army-the Pakistani armed forces have killed leaders and potential leaders of East Pakistan and shattered the economic base of the region in their effort to crush the independence movement.

On orders, the army-now consisting entirely of West Pakistani troops-has killed students, intellectuals, professors, engineers, doctors and others leadership caliber-whether they were directly involved with the nationalist movement or not.

Both in military attacks and in executions, the central Government's forces killed East Pakistani Army officers and soldiers who were unable to break out and join the guerrilla forces when the army offensive began on March 25. Most of the officers' families have been killed; only a few escaped into hiding.

With the aid of air and naval bombardment, the army has destroyed food supplies, tea factories, jute mills and natural gas fields-the economic basis of East Pakistan.

"This has already set the country back 25 years," said a Scottish tea-estate manager who fled to India from his plantation in the northeast. "The liberation army, trying to stop the army, is blowing the bridges, railroad lines and roads. Even if they eventually win independence, they'll have to start completely from scratch again.

This man and two other estate managers who escaped with him asked that their names not be used because of their fear of reprisal against British families still in East Pakistan.

The three evacuees reported that a Convoy of nine trucks that the Pakistani radio contended had been carrying arms and ammunition from India and Had been destroyed by Pakistani planes was in fact a collection of empty trucks in the yard of a tea estate.

Authoritative reports indicate that perhaps 20 to 25 percent of the people are left in such towns as Dacca, the capital, and Chittagong and Comilla. Smaller centers are also largely deserted. Dacca had a population of about 1.5 million, Chittagong about 400,000 to 500,000 arid Camilla about 100,000.

In the eastern part of East Pakistan the thump of artillery fire can be heard every day in virtually every sector. After every guerrilla attack or harassment by the outnumbered and outgunned resistance troops, the Pakistani Army appears to be inflicting reprisals on the civilian population.

'The bloody cowards!" said a young Bengali lieutenant who escaped the army attempt to annihilate his battalion of the East Bengal Regiment at Comilla. "We give them fronts to shoot at. We are in uniform. But they attack civilians instead."

The secessionist army is desperately short of trained officers, arms, ammunition, vehicles and basic supplies. Some of the men are barefoot.

The heaviest weapon the secessionists have in any numbers is the 3-inch mortar, although they have captured a few heavy guns. The Pakistani military are using jet fighter-bombers, heavy artillery and gunboats-mostly supplied by the United States, the Soviet Union and Communist China.

Pakistani charges that the Indian Government has been sending troops and weapons to East Pakistan are not borne out by, this reporter's observations. No Indian troops were seen in the East Pakistani units.

The basic weapons are old Enfield and Garand rifles and some Chinese-made automatic rifles and machine guns-which the Bengalis have either captured or had brought with them when they escaped from their units.

Fewer than 10 percent of the 300,000 men in the Pakistani armed forces were Bengalis. Nearly all of those who were not killed by the West Pakistani troops in the first days have joined the secessionist army and constitute its only trained elements.

The best available figures indicate that the trained core consists of some 3,000 members of the East Bengal Regiment, which was a regular unit, and some 9,000 members of the East Pakistan Rifles, a paramilitary unit one of whose duties was to man the observation posts on the border with India.

The rest of the secessionist force is made up of armed policemen home guards, other poorly trained local militia and raw recruits.

Before the political crisis began to mount, the Pakistani Army had about 25,000 troops in East Pakistan. Large numbers of reinforcements have been flown over from West Pakistan, which is separated from the Eastern province by over a thousand miles of Indian territory.

Some estimates put the number of West Pakistani troops in East Pakistan at 60,000 to - 80,000, most of them Punjabis and Pathans. The Punjabis in particular have traditionally held the Bengalis in disdain though both are predominantly Moslem.

Though the average amount of ammunition kept by the guerrilla riflemen is 30 to 40 rounds, their determination seems high, fueled many cases by the fact that the Pakistani Army has killed members of their families-and sometimes all of them.

"They have made me an orphan," said one soldier who, like many of his comrades, had glassy eyes and seemed unable to believe what had happened. "My life is unimportant now."

Two days ago West Pakistani troops, as they had been for several says" were burning villages on the outskirts of Comilla less than a mile from the Indian border. Their apparent purpose was to remove all cover within a five-mile radius of the airstrip. Reports indicate they are doing the same all over East Pakistan.

Maj. Khaled Musharrof, the 32-year-old guerrilla commander in the area, sent out a 10-man patrol to harass the Pakistani troops. This correspondent accompanied the patrol, three of whose members had no shoes.

Using rice paddies to advantage, the patrol stalked to within 200 yards of the soldiers, who were throwing phosphorous grenades into thatch huts. The Bengalis, who had some Chinese made automatic weapons, opened fire, which the soldiers immediately returned. The shooting was nearly constant for about 20 minutes, after which the Bengalis came scrambling back to safety over an embankment.

The co-ordination of guerrilla units is poor and in some instances non-existent. The Bengalis are now devoting themselves to guerrilla tactics while the army has gained control of most of the major cities and towns, including the cantonments and airfields.

With their added strength, the troops arc launching forays into the countryside and sending out motorized columns to try to link up the cities they control. A few of the columns have been successful, but not many, because the guerrillas have been able to cut road, water and rail links with some regularity.

-Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। গুলী না রুটি	নিউইয়র্ক টাইমস	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, APRIL 15, 1971

BULLETS OR BREAD?

Washington's pretense of non-intervention in Pakistan's tragic internal conflict has been shattered this week by State Department acknowledgment that the United State has been selling ammunition and other "nonlethal" military equipment to the repressive Pakistani Government and by the Administration's persisting refusal to impose a ban such sales. As long as these sales continue, the United States places itself alongside China on the side of the military regime in Islamabad and, in effect, makes itself a party to the continuing slaughter of Pakistan's Bengali majority and to the suppression of the recently elected majority patty in Pakistan's still uncovered National Assembly.

Three weeks after President Yahya turned loose his army on the mostly unarmed Bengalis, the State Department says it does not know when the last United States arms deliveries were made to Pakistan:, what is now en route or what is being prepared for shipment. Even if this incredible admission of bureaucratic incompetence were true, it would be no excuse for the Administration's failure to order an immediate embargo on all arms shipments to Pakistan in the face of overwhelming evidence of misuse of earlier aid.

In the cruelest blow of all to the miserable Bengalis, Washington has suspended wheat shipments to Pakistan, having determined with remarkable speed that there are already more shipments on hand than can be landed through devastated East Pakistani ports. This may be temporarily true, but surely the need for food relief in East Pakistan in the coming months will be greatly increased. The focus should be on breaking down the logjam caused by the military actions, the incompetence and the indifference of the western-dominated Pakistani Government. **Under on circumstances can neutrality stand as an excuse for failure to make the most vigorous effort to promote humanitarian relief for the victims of conflict regardless of political persuasion?**

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। অর্থনৈতিক দুর্যোগ	নিউইয়র্ক টাইমস	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, APRIL 15, 1971

ECONOMIC HAVOC

Peasants in many areas of East Pakistan are not planting their rice because the daily shooting between the Pakistani Army and the Bengali independence forces has made them afraid to come out in the open.

In West Pakistan, 1,000 miles away across Indian territory' textile mills are turning out cheap cotton goods that have no market other than East Pakistan, but cannot be sold there unless the Pakistani Army crushes the independence movement and ends the war.

These are but marks of the havoc the three-week war has created in the economies of both wings of the country, beyond the loss of life in the East.

Although this correspondent saw no outright starvation in East Pakistan, food stocks in the countryside are low and famine seems a possibility m some areas.

Even in normal times. East Pakistan might be called a hunger area, for it has an annual food-grain deficit of 25 million tons.

With foreign newsmen barred by the Pakistani government from entering East Pakistan, no reports are available from some of the heavily populated islands in East Pakistan's delta on the Bay of Bengal. Several hundred thousand were killed in the delta in November by a cyclone that also destroyed most of last year's rice crop there.

Approximately two million survivors have been living ever since on relief supplies. The political crisis that erupted early in March and the Army attack on the civilian population after that have halted shipments of food to the cyclone affected area.

Foreign diplomats and others fear that the food problem there could become grave a few weeks, with the coming of the monsoon rains, which each year cut off some of the islands from the rest of the country for nearly five months.

Beyond that, it is estimated that 100,000 cyclone survivors are still without houses or shelter. In the monsoon, they will face desperate conditions.

War disruptions are compounding the economic crises. The Pakistani armed forces, composed entirely of West Pakistani troops, are destroying food stocks, tea plantations and jute mills. The resistance troops, adopting guerrilla tactics, are tearing up rail lines, blowing up bridges and demolishing roads to restrict the army's movements and cut its supply routes.

Tea estate and jute-mill managers, mostly foreigner, are abandoning their plantations, leaving them in the hands of Bengali assistants.

There is no money to pay the thousands of tea workers left behind and work has stopped on almost all plantations, most of them in Sylhet district in the northeast. The tea workers are all Hindus and according to the managers who fled, they have already begun migrating across the border to predominantly Hindu India.

The Pakistani Army has reportedly looted banks and shops.

"Their targets are mostly civilian," said Col. M. A. G. Osmany, the commander of the resistance forces, at this base in an eastern border area. "They are trying to terrorise and starve the population."

There are shortages of salt, lentils, mustard oil for cooking, kerosene for lamps and fuel for machines such as those that run village flour mills.

Rice and fish are the staple foods of the Bengalis-the 75 million people of Hast Pakistan-but with rice stocks dwindling they are turning to jackfruit as a new staple. Jackfruit, which can be cooked as a vegetable before it is ripe or eaten as a fruit when it matures, grows plentifully on trees everywhere in East Pakistan, but it has always been a minor part of the Bengals diet.

With nothing moving through East Pakistan's major port, Chittagong, except for the army's military supplies, the Bengalis for now will have to survive on what they can scratch from their own countryside, after centuries of floods, storms disease and the deepest poverty, they have become experts at survival.

Though the war has not touched West Pakistan physically, nearly every economic dislocation it has caused in the East will have an impact in the West.

Jute from the East was the country's largest single export product and foreign-exchange earner. Most of the foreign earnings were spent in West Pakistan to pay for the army and to finance big industries and public works.

This kind of exploitation East Pakistan, which has been going on since the two parts of the country were carved out of the Indian subcontinent in 1947, was the fuel that fired first the East's drive for equal treatment and regional autonomy and finally the movement for independence.

With the East's jute mills shut, West Pakistan's economy is in difficulty.

East Pakistan has always been the major market for West Pakistani manufactured goods, particularly cotton materials for clothing and now this trade has stopped.

The cotton is of such cheap quality that it has no market anywhere in the world; it was sold in the East at a Government fixed inflated price to support the West's textile industry.

With imposition of censorship on all news reports from West Pakistan, it is difficult to tell what stresses the economy there is showing.

How long the Pakistani Government can wage its war against the independence forces in East Pakistan is unsure.

-Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। পূর্ব-পাকিস্তানের হত্যালীলা (সম্পাদকীয়)	ইভনিং স্টার	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

THE EVENING STAR, APRIL 17. 1971

Editorial

DEATH IN EAST PAKISTAN

It is, by every reasonably reliable account, all over in East Pakistan. All over that is, except the agony, the scorched earth policy, the wanton killing, the selective slaughter of potential Bengali leaders and the indestructible dream of independence.

The bid for autonomy has been, for the present, effectively suppressed. Sheikh Mujibur Rahman, the secessionist leader and president of Free Bengal, is reported to be in prison in West Pakistan, awaiting trial for treason. The remnant of the rebel army, short of arms, ammunition, food transportation and shoes, stages progressively weaker guerrilla raids on the well-equipped West Pakistani army of 80,000. In reprisal, the government forces have killed tens of thousands of Bengali civilians-and some reports put the figure in the hundreds of thousands. A New York Times correspondent, who crossed from India into East Pakistan, reported that government troops, acting on orders from Karachi, have killed engineers, doctors,- professors and students in an attempt to eradicate the future Bengali leadership. The army has tried to lay waste the future economy of East Pakistan by destroying the meager physical wealth of the area-food supplies, natural gas fields, jute mills.

Even making generous allowance for the exaggeration that usually accompanies a military defeat, the story from East Pakistan is one of atrocity and heartbreak. No one. however far removed from the devastation, can remain untouched by it.

For East Pakistan, the defeat brings another dimension of horror to a people who have, in recent months, borne the scourge of flood, disease and famine. For West Pakistan, the victory brings with it the" assurance of eventual defeat, for the bloody repression of the secessionists assures the Punjabis and the Pathans of the lasting enmity of the Bengalis.

The government of the United States cans, for the moment play no overt role other than that of anguished spectator. It can and should, however, use the channels of quiet diplomacy to persuade the West Pakistanis to stop the killing, which is approaching the proportions of genocide and it should prepare now for the moment when the fighting ends, the time when supplies of food, clothing and medicine, will be needed in quantity by the destitute survivors of the slaughter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭। বাঙালী সৈনিকের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা	নিউইয়র্ক টাইমস	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES. SATURDAY, APRIL 17, 1971

HOURS OF TERROR **FOR A TRAPPED BENGALI OFFICER**

By Sydney H. Schanberg

Special to The New York Times

Agartala, India, April 13-0n the night of March 25, Dabir recalls, he and the two other East Pakistani officers in the 53d Field Artillery Regiment were standing outside when they heard their commander tell the West Pakistani officers he had summoned to his office:

"All of you go now to the city, and by morning I want to see the whole of Comilla filled with corpses. If any officer hesitates to do so, I'll have no mercy on him."

Late, in the afternoon of March 30, Dabir says, after five days of house arrest for himself and the two other Bengali officers, the West Pakistanis sent an officer to their room to execute them- but Dabir, wounded, escaped by feigning death.

He has now joined the forces fighting for the independence of Bangladesh, or Bengal Nation, as the Bengali population has named East Pakistan.

Killing Their Comrades

Dabir's experience was apparently no exception. All over East Pakistan-according to Western evacuees, and Bengali soldiers and refugees-West Pakistanis, who dominate the armed forces, were killing their East Pakistani comrades in uniform to deny the independence movement a cadre of military leaders. The sources report that the families of many Bengali officers were also rounded up and killed:

The breakdown of the code of the soldier-officers and troops killing men with whom they had fought-perhaps depicts as well as any other facet of this conflict the depth of the racial hatred felt by the West Pakistanis, who are Punjabis and Pathans, for the 75 million Bengalis of East Pakistan.

The killing of Bengali soldiers began on the night that the army launched its effort to try to crush the independence movement.

Dabir, a slightly built second lieutenant who is 20 years old and unmarried, told his story of that night and the days that followed to this correspondent at a post in the eastern sector of East Pakistan.

Dabir is not his real name; he asked that a pseudonym be used on the chance that some members of his family-his parents, a brother and three sisters- might still be alive.

Given Office Duties

Talking in a soft, almost unemotional voice, he gave this account:

After the West Pakistani officers left the commander's office and headed for the armory to get their weapons, the three unarmed Bengali officers were called in and placed under what amounted to house arrest, although the commander said they were being given office duties.

That night, which they were made to spend in the room rtext to the commander's Dabir could not sleep. At 1 a.m. seven or eight shots were fired somewhere in the compound.

During the next three days, as Dabir and the two others, both captains, answered telephones and shuffled papers under the watch of sentries, they heard the sounds of machine-gun, small-arms and artillery fire in the distance.

Through a window they saw the 60 Bengali soldiers of the regiment being taken off behind a building, their hands in the air, by West Pakistani troops. Then the three heard a sustained burst of firing and assumed that the Bengalis had been killed.

All pretense was dropped on March 29 and the three officers were locked in a room together. They passed the night in fear.

On the afternoon of the 30th a West Pakistani officer walked up to the door and broke the glass with the barrel of a sub-machine gun.

One Bengali captain fell to his knees and begged for mercy. The answer was a burst of fire. The West Pakistani then fired a second burst into the other captain.

Dabir pressed himself against the wall next to the door. The West Pakistani tried the locked door, cursed and went away for key.

Dabir threw himself under his cot and covered his head with his hands. The man returned. "I shrieked," Dabir said. "He fired. I felt a bullet hit me. I made a noise as if I was dying. He stopped firing thinking I was dead, and went a way. "

Poked and Prodded

One bullet had struck Dabir's right wrist, another had grazed his cheek and a third had ripped his shirt up the back. He rubbed blood from his wrist over his face and held his breath when other officers returned to make sure all three were dead.

The West Pakistanis poked and prodded until they were satisfied. For the next two and a half hours soldiers kept coming into the room to view the spectacle. A Punjabi sergeant kicked the bodies of the two captains. Each time Dabir desperately held his breath.

"Time passed," Dabir continued. "The blood dried and flies gathered on my wound. The smell was bad."

After seven hours Dabir left by the window and dropped four feet to the ground. A sentry heard him and began firing, but it was dark and the shots went wild. Other soldiers in tjie compound also opened fire, but Dabir made it past the last sentry post, crawled through a rice paddy, swap) across a small river and escaped. The next day a country doctor removed the bullet from his wrist and bandaged him.

Dabir looks like a boy-he weighs only 120 pounds-but his manner leaves no doubt that the is fully grown now, only three months after graduating fourth in his class from the military academy at kabul, in West Pakistan.

Hjs hatred for the West Pakjstanjs is intense but controlled. "Without any reason they have killed us," he said. "They have compelled us to stand against them."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮। পাকিস্তানের অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি	নিউইয়র্ক টাইমস	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, APRIL 18, 1971

PAKISTAN'S MADE-IN-IJ.S.A. ARMS

By Chester Bowles

Essex, Conn.-The appalling struggle now going on in East 'Pakistan is a further testimony to the folly of doling out arms to "friendly government's with little regard for whom they are to be used against or for what reasons.

The billion-dollar military equipment program for the Government of Pakistan (meaning West Pakistan) between 1954 and 1965 enabled and encouraged the Pakistanis to attack India in 1965. Now (along with some Soviet and Chinese equipment) it is being used by the West Pakistan Government to beat down their fellow countrymen in East Pakistan who recently voted overwhelmingly for greater independence.

It is particularly shoddy spectacle because there is no indication that our Government feels the slightest responsibility for how our weapons are being used. Indeed it has done its best to sweep the whole situation under the rug.

Even when the International Red Cross was refused entry into East Pakistan, when all foreign correspondents had been hurriedly ushered out of the country, and when daily on- the-spot reports from our Consulate General in Dacca had described in detail the massive military action by the West Pakistan Army against East Pakistan civilians, our Government persisted in saying it did not know what was going on and therefore was in no position to comment.

It was only when some 500 American refugees from East Pakistan began to give accounts to the press that our Government offered even a mild protest to the West Pakistan Government.

Two actions, it seems to me, should be taken at once. First, we should lodge a strong protest with the West Pakistan Government over the misuse of U.S. military equipment and all aid except medical supplies and food should promptly be stopped. Second, we should call for a meeting of the Security Council of the United Nations to consider appropriate steps to deal with the threat to the peace of Asia which this conflict clearly has become. U.S. Government spokesmen have already ignored the first suggestion and rejected the second on the ground that the fighting in East Pakistan is an "internal question" in which we have no right to interfere. But what about U.S. action in the Congo? What about South Africa? Southern Rhodesia, Cyprus?

When peace is threatened on such a massive scale the United Nations has an overriding obligation to do everything possible to settle the conflict before it gets out of control. This obligation is particularly clear when the "internal problem" is created by the efforts of a well-armed minority to subdue the overwhelming majority constituting more than one-half of a divided country, separated by more than 1,000 miles of alien territory, speaking different languages and with deep built-in cultural conflicts and differing economic interests.

If we assume leadership in mustering world opinion to stop the fighting, the Soviet Union, which has limited its reaction to a mild plea for restraint, will almost certainly support our position. This is particularly so since China has seized upon the situation to stir up trouble between India and Pakistan even though this puts them in bed with the rightist military dictatorship of West Pakistan.

The upheaval in East Pakistan came at a moment when there was new hope for political stability and economic progress in South Asia. In December, the overwhelming victory of Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League in the first free election ever held in Pakistan had opened the door not only for the first genuinely democratic government but for greatly expanded trade with India and the easing of the conflict between the two nations.

Two months later, Mrs. Gandhi's landslide election in India provided her with a mandate not only for an all out effort to ease the poverty of the Indian masses but also to improve India's relations with its neighbors.

Tragically, the action of the West Pakistan Government has destroyed for some time to come the hope for a politically stable, united Pakistan living at peace with its neighbors. In all likelihood, the West Pakistani forces in East Pakistan ultimately will be driven out. Although their military superiority is substantial, the movement of food and military supplies in the coming monsoon through the aroused countryside will be extremely difficult. An independent East Pakistan appears to be in the cards.

But if the United States and the U. N. combine to look the other way and the present struggle is allowed to continue to its inevitable bloody climax, East Pakistan will become a political vacuum with 70-million embittered people convinced that the only hope for support is from the most extreme elements in India. This is particularly likely if, as many observers believe, Sheikh Mujibur Rahman, who has been deeply committed to the democratic process, is already dead.

As this danger grows, Mrs. Gandhi's Government will be increasingly diverted from its programs of economic development to raise the living standards of the Indian people, instead turning to the political and military problems of securing its northern and eastern borders.

Chester Bowles, Ambassador to India from 1963-1969, just returned from a ten-week visit to the subcontinent. He is author of a new book, "Promises to Keep."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯। এই যুদ্ধে নারকীয় অবস্থা কেবল এক পক্ষেরই	নিউ ইয়র্ক টাইমস	......এপ্রিল, ১৯৭১

NEW YORK TIMES

IN THIS CASE WAR IS HELL' FOR ONE SIDE ONLY

Agartala, East Pakistan-War is hell, everyone says, but it is usually hell for both sides.

Yet, in the three-week-old war between the Pakistani Army and the outgunned resistance fighters of East Pakistan, there has been only one hell so far-that of the tens of thousands of East Pakistani civilians who have been massacred by the army in its drive to terrorize, intimidate and crush the Bengali independence movement.

Having gained control of most of the major cities and towns, the army troops-all are West Pakistanis, many of whom harbor deep racial hatred for the Bengali population of East Pakistan-are now making forays into the countryside. They hope to extend their control before the monsoon rains become heavy in a few weeks and make movement for a regular army difficult.

"They flounder and die in knee-deep water," said a Bengali officer. "We will use country boats. We will make misery for them."

The prospect is for a long, sullen war. Most diplomats and foreign observers believe that the Bengalis, by hanging on, will eventually make life untenable for the West Pakistanis, who are more than 1,000 miles from their home and their supply bases.

But these observers also agree that, unless foreign powers put an economic squeeze on the Pakistani Government, it could be years before the 75 million Bengalis finally win their freedom and end West Pakistan's exploitation of their province the exploitation that gave birth to the independence movement.

There are usually two sides to every story, every argument, every conflict. But it is difficult, after witnessing what is taking place in East Pakistan, to imagine some justification for the army's action. This is because the army, from all the available evidence, has set out to kill the leaders and potential leaders of East Pakistan and to destroy the economic base of the region.

'They want to drag us so far down that we will be reduced to eating grass," said one Bengali soldier. "They want to make sure that no head will ever be raised against them again."

The West Pakistani troops are killing Bengali students, intellectuals, professors, army officers, engineers, doctors and others of any leadership potential.

Using tanks, jet fighter-bombers, heavy artillery and gun-boats, all mostly by the United States, the Soviet Union and Communist China, the Pakistani Army is also destroying food-storage houses, tea factories, jute mills and natural gas fields-the economic infrastructure of East Pakistan.

The Pakistan Government, often through its official radio, is accusing its old enemy India of virtually everything in this war: of sending arms soldiers to the independence army, of harassing Pakistani ships, of setting up a clandestine radio station, of inspiring the Indian press to print exaggerated accounts of massacres and atrocities. These charges, all of which India has repeatedly denied, have received wide play in the world press, mainly because there is no Bangladesh radio to counter-balance them.

India is probably providing assistance to the independence movement, but there has been no evidence yet of any arms, ammunition or men.

Radio Pakistan and the controlled West Pakistan press, in addition to using India for a whipping boy, also continues to issue daily reports describing conditions in East Pakistan as "returning to normal." It characterizes the popularly supported independence movement as "a handful of miscreants" and says that the East Pakistan economy is on the mend, with jute being exported again. All are bald fabrications.

Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০। কুষ্টিয়ার যুদ্ধ	টাইম	১৯ এপ্রিল, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, APRIL 19, 1971

THE BATTLE OF KUSHTIA

Fierce fighting raged last week in East Pakistan as Bengali townspeople and peasants resisted the "occupation army" of 80,000 West Pakistani soldiers. Reports have indicated that as many as 200,000 civilians have been killed by the heavily armed West Pakistani troopers. But soldiers have also suffered severe casualties at the hands of irate peasants. This army controlled the capital of Dacca, the vital ports of Chittagong and Khulna, and several other towns. But a ragtag resistance movement called the Bangladesh Mukti Fouj (Bengal State Liberation Forces) was reportedly already in control of at least one-third of East Pakistan, including many cities and towns. West Pakistan authorities have almost completely succeeded in obscuring the actual detail& of the fighting from the outside world by expelling all foreign newsmen from East Pakistan. But last week Time Correspondent Dan Coggins managed to cross the border from India into East Pakistan, where he visited the embattled town of Kushtia (pop. 35,000). After extensive interviews with townspeople and captured West Pakistani troopers, Coggins was able to reconstruct an account of brutality and bravery that took place in Kushtia during the first fortnight of the civil war.

His Report

Kushtia, a quiet town in the rice-growing district near the broad Ganges, fell into a restless glee p on the night of March 25. Without warning, 13 jeeps and trucks came to a halt outside Kushtia's police station. It was 10:30 on the night the war broke out. Delta Company of the 27th Baluch Regiment had arrived from .its base at Jessore cantonment 60 miles to the south. The 147 men of the company quickly disarmed some 500 Bengali policemen without meeting any resistance and then occupied four additional key points: the district police head quarters, the government office building, the VHF radio transmitter and the Zilla school for boys. Most of the sleeping townspeople did not realize what had happened until 5:30 a.m., when jeeploads of soldiers with bullhorns drove through the empty streets announcing that a total curfew was to begin 30 minutes later.

Kushtia remained calm for 48 hours while the curfew was in effect, although seven persons-mostly peasants who arrived in town unaware of what had happened-were shot to. death for being found in the streets. The curfew was lifted on the morning of March 28. and the townspeople began to organize a resistance immediately.

That night 53 East Pakistani policemen easily overpowered a handful of soldiers at the police station. Then, fanning out to nearby villages with all the 303 Enfield rifles and ammunition they could carry, the policemen joined forces with 100 college students who were already 'working for Bangladesh. The students were teaching the rudiments of guerrilla warfare to local peasants, who were armed only with hatchets, farm tools and bamboo staves. Within two days, the police and students had organized several thousand volunteers and militiamen of the East Pakistan Rifles and laid plans for simultaneous attacks on the five army positions in Kushtia.

At 4.30 a.m. on March 31, a force of some 5,000 peasants and policemen launched a campaign to liberate Kushtia. Thousands of townspeople thronged the streets shouting "Joi Bangla" (Victory to Bengal)! The soldiers apparently panicked at the thought of being engulfed by so many thousands of furious Bengalis. "We were very surprised," lamented Naik Subedar (Senior Sergeant) Mohammad Ayub later, following his capture. "We thought the Bengali forces were about the size of one company like ourselves. We didn't know everybody was against us."

Instant Death

The Bengali fighters made no suicidal, human-wave assaults at Kushtia as they have done in some places. But the steady drumfire of hundreds of rifles had a relentless effect on the soldiers of Delta Company. By noon, the government building and district headquarters all fell. Shortly before dawn the next day, about 75 soldiers made a dash for their jeeps and trucks and roared away in a blaze of gunfire. Two jeeps were halted almost immediately by surging mobs. The East Pakistanis pulled out the dozen soldiers and butchered them on the spot.

The other vehicles were blocked outside town by fallen tree barricades and 4-ft, ditches dug across the black ton road. The soldiers managed to shoot down about 50 Bengalis before they were overpowered and hacked to death by peasants. A few soldiers escaped but were later captured and killed.

Before dawn the next day, the last 13 soldiers in Kushtia stole out of the radio building and covered 14 miles on foot before two Bengali militiamen took them prisoner and brought them back to the Kushtia district jail. The 13 were the only known survivors of Delta Company's 147 men. Among the West Pakistani dead was Nassim Waquer, a 29 years old Punjabi who last January had been appointed Assistant Deputy Commissioner at Kushtia. When an angry mob found his body, they dragged it through the streets of the town for half a mile.

Little Headway

Next day the Pakistan army dispatched another infantry company from Jessore to stage a counter attack on Kushtia. At Bishakali village, halfway to Kushtia, the new company fell into it booby trap set by Bangladesh forces. Two jeeps in the nine-vehicle army convoy plunged into a deep pit covered with bamboo and vines. Seventy-three soldiers were killed on the spot, and dozens of others were chased down and slain.

All last week, the green, red and golden flags of Bangladesh fluttered from rooftops, trucks and even rickshaws in Kushtia. Bengali administrators were running the region under the local party leader, Dr. Ashabul Haq, 50, a Spanish physician who packs a Webly & Scott revolver and a Spanish Guernica automatic. At week's end, two army battalions established an outpost a few miles from Kushtia. They were reported, however, to be making little headway against furious resistance. Even if the soldiers managed to reach Kushtia, the townspeople were more than ready to fight again.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১। একটি মুমূর্ষ আদর্শ	ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

WALL STREET JOURNAL, APRIL 21, 1971

A FLICKERING CAUSE

East Pakistanis Pledge To Fight To The Death
But Mostly They Don't
They Lack Arms, Leadership To Prolong Their Revolt;

No Aid By Other Nations
Too Many Patrick Henrys?

By Peter R. Kann

(Staff Reporter of The Wall Street Journal)

Near Meherpur, East Pakistan-By ox-cart and by rickshaw, on bicycles and an occasional truck, but mostly by foot, people and soldiers of Bangladesh-the Bengal Nation are retreating towards the Indian border.

From Meherpur, half a mile further back, come the thump of the West Pakistan army's mortars and the crackle of its small-arms fire.

"Punjabis (West Pakistanis) Bombs, cannon at Meherpur," shouts a group of Bengalis clinging to an India-bound truck that stops only long enough to let the last armed man at this village crossroad climb abroad.

The four-mile trip back to the Indian border is a tour of largely deserted villages. The richer residents of Meherpur had evacuated their town a day before. This day it is mostly villagers who are fleeing; a barefoot, ragged woman leading six children, all with bundles of belongings balanced atop their heads; two men carrying a dismantled bed; an old blind men being led along by what seems to be a seeing-eye-cow.

Waging A Weak War

Back at the Indian border, in and around an Indian military compound, sit 100 or more sullen members of the Bangladesh army, their insignia ripped off. Also on the Indian side are more than a dozen Bangladesh jeeps and two recoilless rifles perhaps the only ones in the Bangladesh army. A few miles further to the rear in the nearest Indian border town, are clusters of babbling politicians, civil servants and professional men who talk about fighting and dying to the very last man.

Many Bengalis, of course, have been dying since the Pakistan civil war began in March. But, for a variety of reasons not nearly enough have been fighting. As a result, Bangladesh appears, at this stage, to have waged one of the weakest-and perhaps shortest-revolutionary wars on record.

In less than one month, with fewer than 50,000 men and limited firepower and air support, the army has been able largely to subdue, for the time being, 75 million hostile Bengali people.

The Long Road To Liberation

This isn't to say the cause of Bangladesh is finished. But if East Pakistan is ever to be independent, it won't happen through the kind of spontaneous-combustion revolution of the past four weeks. Liberation will be won over years, not weeks; by more action and less rhetoric; with guerrilla tactics, not conventional combat; and perhaps by militant leftists rather than idealistic moderates.

Much will also depend on India-whether it will provide arms and border sanctuaries for a protracted liberation war.

In any case, West Pakistan faces serious problems. How to deploy its army of occupation across a large, predominantly rural area, particularly with monsoons coming. How to administer what amounts to a bitter re-conquered colony. How to piece together East Pakistan's shattered economy and how to keep East Pakistan from becoming a crippling drain on limited West Pakistani resources. How to deal with India should it decides to become more heavily involved in supporting Bengali resistance.

Pakistan's problems will be compounded if unrest develops among ethnic minorities within West Pakistan or if rival generals and politicians in the West cannot stand together in this crisis.

A Clear-Cut Struggle

In an age of confusing liberation struggles and fuzzy moral causes, the issues at stake in this war seem relatively clear-cut. When England granted its Indian empire independence in 1947, the subcontinent was divided along religious lines rather than by any ethnic or geographic logic. The new Moslem nation of Pakistan was split into two halves, separated by 1,200 miles of Hindu India. The Pakistani nation came to be dominated-politically, economically and militarily-by the Punjabis of West Pakistan, and the more populous Bengalis have felt exploited.

In elections last December for a National Assembly the East Pakistanis bloc-voted overwhelmingly for the Bengali nationalist Awami League of Sheikh Mujibur Rahman. The League won an absolute majority in the Assembly, meaning power would have swung to Bengali East Pakistan under a democratic regime. Sheikh Mujibur, a somewhat pro-Western moderate socialist, demanded autonomy for the East except in defense and foreign affairs. The politicians and generals of West Pakistan balked, for economic and other reasons.

Under cover of negotiations, West Pakistani troops and military supplies were slipped into East Pakistan. The night of March 25, these troops struck swiftly and savagely in Dacca, the East Pakistan capital, brutally suppressing Bengali demonstrators. The army took over in Dacca and the port of Chittagong, and the war was on.

In other towns the Bengalis rose in defiance and proclaimed independence. It was a story-book sort of revolution, with thousands of Patrick Henrys issuing courageous calls to arms and thousands of Betsy Rosses sewing little red, green and yellow Bangladesh flags. The civil service, and East Pakistan EPR (a Bengali military attached to the

Pakistan array) joined the liberation, as indeed did Bengalis of every social class and political persuasion. The Bangladesh flag flew from primitive mud huts as well from city offices, from ox-carts as well as from jeep. The revolutionary slogan, "Joi Bangla" ("Victory to Bangla"), was shouted by peasant children as well as partly politicians.

An Army Without Arms

But there were things Bengalis didn't have and didn't do. Except for the militia-men of the East Pakistan Rifles, the liberation army was almost entirely lacking in arms and training. Even the Rifles had only light, old fashioned weapons. In many areas the Bengalis did little to supplement these arms with homemade weapons like Molotov cocktails or primitive mines.

The Bengalis were surprisingly unprepared for a war that many of them had deemed possible, even likely, for years. They had no effective communication and liaison system-not even by runners-and thus Bangladesh fortunes differed, and suffered district by district village by village. The leadership has been composed largely of Awami League functionaries and civil servants. They have tended to sit in the towns, first emotionally celebration of their people and later emotionally bewailing their lack of airplanes, artillery and foreign support. Sheikh Mujibur, now believed to be a captive of the Pakistani army, is typically Bengali. Says one critic, who is also Bengali: "An impossible man. Whenever you ask him a question, he answers with a quotation from Tagore." Tagore was Bengali's greatest writer.

The West Pakistan army, perhaps cowed by the thought of 75 million hostile Bengalis spread across 55,000 square miles (East Pakistan is roughly the size of Arkansas), spent most of the first two weeks of the war holed up in urban military cantonment. But when the army finally began to move, behind air artillery cover, Bangladesh offered little opposition.

An Unopposed Army

By late last week Bangladesh forces were evacuating the towns, and the Pakistani army was rolling down the roads generally unopposed. In some areas there were reports of Bangladesh leaders and soldiers moving out into the villages to prepare for guerrilla war. But in other places-like Meherpur and additional towns near the border with Indian West Bengal-Bangladesh forces were simply fleeing into India.

At the Indian border town of Gede, a Bengali school principal who a week before had been welcoming journalists to the Bangladesh provisional capital, is taking up residence in an Indian guesthouse. "We will fight to the last of our 75 million people, to the last man," he says.

Another refugee at Gede is perhaps over defeatist but sincere: "The Punjabis are trigger-happy men bent to rule us at whatever the cost. They are killing thousands of our people, but what can we do? We have no arms. The Indians gave us a few guns-duck guns. But the Punjabis aren't sitting ducks. Yesterday we were tilling our land, and today we must be a guerrilla army. How can it be? Some say the monsoon will help us. But how? We have penknives and staves, and we will go through the water-splash, splash, splash. They have planes and cannons and carbines. What can we do?"

Three miles across the border, at the East Pakistan town of Darsana, several score Bangladesh supporters are sitting in a former police post, worrying each other with conflicting reports about the imminent fall of the provisional capital, Chuadanga, which lies another 10 miles down the road. "Two Pakistani planes have bombed Chuadanga...More than one Bengali has been killed...Punjabi troops are only three miles from the city. . . There are no Bangladesh troops near the town, they have all left already."

"We Will Die"

One politician gives a solemn and sincere speech about the failure of the outside world to come to the aid of Bangladesh. A small knot of men is watching a medic operate on a pudgy compatriot-a dab of iodine is being applied to a small cut on his left palm. Another local leader is asked what the Bangladesh forces plan as the opposing army advances. "We will die," he says, and the others grimly nod. But the next day the Pakistan army walked into Chuadanga unopposed.

A constant sad refrain these days from Bangladesh people is the failure of the outside world to aid them. The expectations of Bangladesh may have been naive, but even far more practical-minded men would have been disappointed at the world response. No great power has helped the Bengalis, who represent a majority of the Pakistani population and are fighting for independence after having been attacked.

Russia has given Bangladesh a bit of verbal support-in the form of a call to West Pakistan to stop the killing. On the other hand, Red China, a proponent of civil wars, has given strong verbal backing to West Pakistan.

Only India, Pakistan's neighbor and enemy, has given Bangladesh firm verbal support. India has permitted limited unofficial aid to flow across its borders into East Pakistan and has let Bangladesh forces and followers take refuge, at least temporarily. But even India has stopped well short of diplomatic recognition or organized military assistance.

The Threat of Chaos

So far, both India and Pakistan, despite bitter charges and countercharges, seem anxious to avoid a real confrontation. But if either drops its current caution, the chaos of East Pakistan could engulf the whole subcontinent.

Only yards from the Indian border, Bangladesh held a ceremony in a mango grove at a village called Mujibnagar last Saturday. The provisional government of Bangladesh was officially presented to the press, a proclamation of Independence, was read, and speakers made patriotic addresses.

But glory fades quickly for Bangladesh. The day after the ceremony, the village is deserted except for a few dozen residents. The reviewing stand still sits under a spreading mango tree, but only several ducks and a goose strut around it.

The memory of glory lives on, however, Back on the Indian side of the border, a Bangladesh official is still dreaming about the previous day. "It was a wonderful day," he declares. "Seven ministers and 27 eminences. Very good speeches. A fine ceremony."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২। সীমান্তের দিকে চাপ	টাইম	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, APRIL 26, 1971

THE PUSH TOWARDS THE BORDERS

Radio Pakistan announced last week that Pakistan International Air lines has resumed its internal flights between the East 'Pakistan capital of Dacca, and the town of Jessore, formerly a stronghold of rebel resistance. The broadcast failed to note that the PIA Prop Jets were carrying only soldiers and that they were escorted into Jessore Airport by air force Sabre Jets.

It was true, however that the army had taken the offensive in Pakistan's savage civil war. In the early days of fighting, the troops had prudently preferred to remain in their garrison areas, for the most until additional men and supplies arrived. Last week they began to push toward die Indian border, hoping to secure the hard top roads by the time the monsoon rains in late May. If they succeed, they will be able to block any sizable imports of arms and other equipments for the Bangladesh (Bengal State) resistance fighters.

Naxalite Sympathizers

Despite the heavy cost of the operation (estimated at £ 1.3 million per day) and widespread international criticism, the Government of president Agha Mohammad Vahya Khan seems determined to press for a decisive victory. The U.S. and most other Western countries have thus far maintained careful neutrality. Washington announced that it has furnished no arms to Pakistan since the fighting began March, 25. Communist China, on the other hand, has strongly supported the Pakistan Government, while India, Pakistan's traditional adversary, has quietly sympathized with the rebels.

The Indians most deeply involved arc the West Bengalis who are kinsmen to the East Bengali insurgents. But West Bengali sympathy is tempered by a fear that a prolonged civil war in East Bengal will prove costly to themselves as well. For generation, West Bengal has received a steady flow of refugees from across the border. Now the flow has greatly increased, with an added burden to the state's economy. Among West Bengalis, the most enthusiastic supporters of the East Pakistani cause are Calcutta's urban terrorists, the Maoist Naxalite. Some are said to have slipped across the border with home-made guns and bombs to help the rebels.

Strong Words

Officially, India has tried to maintain calm. Prime Minister Mrs. Indira Gandhi declared earlier that India could hardly remain a "silent observer" to the carnage in East Pakistan. But last week, when asked if she would describe the fighting as an "imperial war," she replied sternly, "the use of strong words will not help."

From East Pakistan came reports that the destruction was continuing. Estimates of the numbers of dead ranged to 200,000 or more. In the port city of Chittagong, hundreds of bodies were dumped into the river to be carried away by the tide. Some observers reported a virtual pogrom against East Pakistan's educated leadership, raising the specter of a region reduced to peasant serfdom. Even the modern jute mills, owned by West Pakistani businessmen, were reported destroyed.

Provisional Government

There was also savagery on the Bengali side. Rebels were reported to be paying off old scores against non-Bengali Moslems, who settled in East Pakistan after the 1947 partition of British India into India and Pakistan. At the town of Dinajpur, most male members of this group were killed and the women taken to make-shift internment camps. Despite the continued absence of their political leader, Sheikh Mujibur ("Mujib") Rahman, who is thought to be in prison in West Pakistan, the rebels announced the formation of a Bangladesh provisional Government last week. They named Mujib President. One of his colleagues, Tajuddin Ahmed, who is at large in East Pakistan, became prime Minister. As their provisional capital, the rebels prudently chose the town of Meherpur, which lies a mere four miles from the Indian border.

The Bangladesh forces are critically short of gasoline and diesel fuel and lack the field communication equipment necessary for organized military activity. They avoided any full-scale engagements in which they would undoubtedly sustain heavy losses. Some observers believe, in fact, that the long guerrilla phase of the civil war has already begun, with the army holding most of the towns and the rebels controlling much of the countryside. Despite the apparent determination of the Government to maintain its hold on East Bengal, the sheer human arithmetic of the situation seemed to indicate that the Bengalis would ultimately win freedom, or at least, some form of regional autonomy. At the present time, the East Bengalis outnumber the West Pakistani soldiers in their midst by about 1,000 to 1.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩। শকুন আর বুনো কুকুর	নিউ ইয়র্ক উইক	২৬ এপ্রিল, ১৯৭১

NEWS WEEK, APRIL 26, 1971

VULTURES AND WILD DOGS

For more than two weeks, the Pakistani Army of President Mohammad Vahya Khan had played a curious waiting game. Sitting tight in their well-fortified cantonments in the rebellious eastern wing of their divided country, the federal troops virtually ignored the taunts of the secessionist "liberation forces." But then early last week, the lull came to a sudden end. Springing from their strong-holds the Punjabi regulars simultaneously staged more than a dozen devastating attacks from one end of beleaguered East Pakistan to the other. And when the blitzkrieg was over, it was clear that the less-than-one-month-old Republic of Bangladesh (Bengal Nation) had been delivered a stunning blow.

In a civil war already marked by brutality, the lightning attacks were notable for their savagery. In the port city of Chittagong, Pakistani troops reportedly forced Bengali prisoners to ride on the front of a truck, shouting "Victory for Bengal" -an independence slogan. When other Bengalis emerged from their hiding places, the Pakistanis opened fire with machine gnus. And in the cities of Sylhet and Comilla along the eastern borders. West Pakistani firepower routed the followers of nationalist leader Sheikh Mujibur Rahman and left the bodies of scores of dead peasants to be picked apart by vultures and wild dogs.

All in all, the bitter campaign seemed to suggest that the West Pakistanis had more than purely military objectives in mind, In city after city, in fact, the soldiers were apparently determined to shatter the economic base of East Pakistan in order to crush the independence movement. On orders from the Islamabad high command, troops systematically gunned down students, engineers, doctors and any other persons with a potential for leadership, whether they were nationalists or not. "They want to push us back to the eighteenth century," said one Bengali soldier, "so that there will be famine and we will be reduced to eating grass. They want to make sure that no head will ever be raised against them again."

Despite the devastating offensive, the Bengalis showed little inclination to throw in the towel. A group of Mujib's Awami League colleagues announced the formation of a Bangladesh war Cabinet, promising "freedom as long as there is sun over Bengal." Beyond the rhetoric, the rebels were hoping that the approaching monsoon season would sever the West Pakistanis already strained logistical lifeline. "The supply lines are Yahya Khan's Achilles' heel," said one pro-Bengali analyst. "By our calculations, the Pakistani Army is facing the monsoons without a supply margin. The commanders cannot be happy."

Locked Up

Happy or not, the West Pakistani leaders had, most observers said good reason for confidence. The Westerners claimed to have Mujib locked up and awaiting trial on charges of treason, And with the dynamic, 51 year old symbol of the rebel movement seemingly, out of the way the new government appeared to be more shadow than substances. In the field, the Bengalis have suffered staggering casualties, losing as many as 25,000 men.

More important, the fighting disposition of the Bengalis was increasingly open to question. "I met a steady stream of refugees carrying in 'big bundles on their heads and driving small flocks of scrawny goats or cattle," cabled Newsweek's Milan J. Kubic after a trip into East Pakistan last week. "But I saw only one Toyota jeep of the 'Mukti Fouj,' Bengal's liberation army. Its un-armed driver a young Bengali from Jhikargacha had an idea that the enemy was just up the road, but neither he nor the two other soldiers with him seemed anxious to seek battle. What would we fight with?" He asked with a grin. "We haven't got anything".

Neighbors

That let someone-else-do-it attitude, combined with the absence of effective central leadership did not augur well for Bangladesh. But one big question mark remained: the reaction of the neighboring big powers-China and India. Almost from the beginning of the conflict, the West Pakistanis have charged that arch-rival India was an active participant on the side of East Pakistan. And last week Islamabad officials claimed to have wiped out two companies of Indian border security forces allegedly operating within the eastern province.

For its part, New Delhi stoutly denied any direct involvement. And most observers on the scene supported that contention. Moreover, it seemed certain that President Yahya Khan was trumpeting the charges at least in part to unite his own people-many of whom had gotten queasy about the reports of full scale slaughters in the east But it was equally apparent that New Delhi had indeed gone out of its way to make friendly noises toward the rebel Bengalis-and to take a slap at Islamabad. Throughout the week, Indian newspapers gleefully carried accounts of purported Pakistani atrocities. And the Indian Cabinet met in a well-publicized but closed session to discuss recognition of Bangladesh.

Chou's Cable

In response, Peking seemed more than willing to weigh in with a tough statement in support of the West Pakistanis. In the most specific declaration since the fighting broke out late last month. Premier Chou En-lai sent a cable to Yahya blasting "Indian expansionists" and adding that the Chinese would firmly back the Pakistanis "in their just struggle to safeguard their state sovereignty and national independence." On top of that, there were rumors throughout Asia last week that the West Pakistani only instituted the military crack down after extensive consultations with Peking.

Yet for all the ominous signs of a brewing confrontation on the, subcontinent, most analysts doubted that the rhetoric would escalate to action, at least not in the near future. For one thing, China's support for Islamabad-Peking's ally in its long-haul competition with India seemed to have been something of a pro-forma necessity. For another, the Indians are currently more than preoccupied with their own domestic problems. Still, the volatile brinkmanship of Yahya Khan and the highly emotional Indian response carded with them the threat of a major explosion. "If the fighting and the bloodshed simmer on," said one observer, "then there's always the possibility that any tiny spark may send the entire region up in flames-eventually engulfing all of Pakistan, India and may be even China as well".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪। পাকিস্তান : একটি ভগ্নপ্রায় স্বপ্ন	সেন্ট লুই পোস্ট ডেসপাচ	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

ST. LOUIS POST-DISPATCH, APRIL 29, 1971

CRUMBLING DREAM IN PAKISTAN

While the future of Pakistan remains far from clear, it is evident that the old order has passed. The dream of Mohammed Ali Jinnah, one of the three great Indian leaders who emerged in the years preceding the withdrawal of the British in the mid-1940s, is dissolving in civil war between the eastern and western segments of the country. The wonder is that it did not happen sooner.

Given Hindu-Moslem antagonisms, it can hardly be argued that Gandhi and Nehru were right, and yet the fact is that for a generation India has been a stable democracy; it has just demonstrated its maturity in a remarkable vote of confidence for Prime Minister Indira Gandhi. Pakistan has tong since turned to military authoritarianism; the regime had the means to send warplanes and tanks to attack civilian dissidents in East Pakistan.

India, fortunately, has shown no disposition to involve itself in its neighbor's struggle though it was natural for Mrs. Gandhi to speak in support of East Pakistan. It has been the militaristic West that has been at odds with India for more than 20 years.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫। পূর্ব-পাকিস্তান দুর্যোগোত্তর যন্ত্রণা	ইভনিং স্টার	২৯ এপ্রিল, ১৯৭১

THE EVENING STAR, THURSDAY, APRIL 29, 1971

E. PAKISTAN IN AGONY AFTER THE STORM

By Henry S. Brad shier

Star Staff Writer

Hong Kong-"The cyclone might not have taken its full toll yet."

This revealing remark was made by Zulfikar AU Bhutto during a March 4 interview. It showed that West Pakistan's military-bureaucrat-landlord elite was willing to shed blood to keep control of East Pakistan.

Three weeks later-last. Thursday-the bloodshed began.

The civil war between the two disparate parts of Pakistan is likely to be long and bloody, even though the government claims the fighting now is virtually ended. .

The cyclone is believed to have killed between 400,000 and 500,000 persons. No one will ever know exactly.

Neither might anyone ever know how many are killed in the civil war. The Pakistani government is trying to hide the facts.

From the time election results were in, Bhutto began trying to deny to the East the right to get the kind of constitution it wanted.

Bhutto, a feudal landlord and former foreign minister with a brilliant but opportunistic career, had won in the West on socialistic promises to the poor. His obstructive maneuvers against Rahman served the interests of the Western elite however, rather than the poor.

Because of his threat of a boycott, the National Assembly was postponed. Frustrated, Rahman called a general strike which grew into a takeover of most civil government powers in the East by his Awami League.

From the time of the general strike in the East, there were continuous reports of soldiers being flown from West to East Pakistan. The government controlled the national airline and Dacca Airport,

These reports were well substantiated. Less solid were reports of ships being used to carry soldiers East also.

The government lacked control of the ports, where Awami League supporters refused to allow army supplies to be unloaded. Rahman had the army, isolated and held to tight rations.

The best available estimates were that when the crisis began about 26.000 soldiers were in East Pakistan, a region of more than 75 million people. The number of troops had possibly risen to 30,000 or mote when fighting broke out.

There were signs by last Wednesday that the army was getting ready to move.

A munitions ship had been sitting in Chittagong harbor for several weeks with dockers refusing to unload it. On Wednesday the Army began trying to unload it in defiance of the Awami League.

Unconfirmed reports, from Chittagong told of clashes of civilian blockades being thrown up to block army movements and of 14 tanks being brought into the city.

Several other clashes between the army and civilians were reported from other parts of East Pakistan. Rumored death tolls went up to 50.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬। মৃতের শহর ঢাকা	টাইম	৩ মে, ১৯৭১

TIME. MAY 3, 1971

DACCA, CITY OF THE DEAD

Within hours after launching a tank-lad offensive in Dacca and other East Pakistani cities on the night of March 25, the Pakistan army imposed a Virtual blackout on the brutal civil war in Bangladesh (Bengal State) by expelling foreign newsmen. TIME Correspondent Dan Coggin, who was among them, recently trekked back from India by Honda, truck, bus and bicycle to become the first American journalist to visit Dacca since the fighting started. His reports:

Dacca was always a fairly dreary city, offering slim pleasures beyond the Hotel Intercontinental and a dozen Chinese restaurants that few of its 1,500,000 people could afford. Now, in many ways, it has become a city of the dead. A month after the army struck, unleashing tank guns and automatic weapons against largely unarmed civilians in 34 hours of wanton slaughter. Dacca is still shocked and shuttered, its remaining inhabitants living in terror under the grip of army control. The exact loll will never be known, but probably more than 10,000 were killed in Dacca alone.

Perhaps half the city's population has fled to outlying villages. With the lifting of army blockades at road and river ferry exists, the exodus is resuming. Those who remain venture outdoors only for urgent food shopping. Rice prices have risen 50% since the army reportedly started burning grain silos in some areas. In any case, 14 of the cities. 18 food bazaar were destroyed. The usually jammed streets are practically empty, and no civil government is functioning.

"Kill the Bastards!" On every rooftop, Pakistan's green-and-white flags hang limply in the steamy stillness. "We all know that Pakistan is finished," said one Bengali, "but we hope the flags will keep the soldiers away." As another form of insurance, portraits of Pakistan's late founder Mohammed Ali Jinnah, and even the current President Agha Mohammed Yahya Khan, were displayed prominently. But there was no mistaking the fact that the East Pakistanis viewed the army's occupation of Dacca as a setback and not surrender. "We will neither forgive nor forget," said one Bengali. On learning that I was a sangbadik (journalist), various townspeople led me to mass graves, to a stairwell where two professors were shot to death, and to scenes of other atrocities.

The most savage killing occurred in the Old City, where several sections were burned to the ground. Soldiers poured gasoline around entire blocks, igniting them with flamethrowers, then mowed down people trying to escape the cordons of fire. "They're coming out!" a Westerner heard soldiers cry, "Kill the bastards!"

One Bengali businessman told of losing his son, daughter-in-law and four grandchildren in the fire. Few apparently survived in the destroyed sections-25 square

blocks-of the Old City. If they escaped the flames, they ran into gunfire. To frighten survivors, soldiers refused to allow the removal of decomposing bodies for three days, despite the Moslem belief in prompt burial, preferably within 24 hours, to free the soul.

Next Prime Minister. The tales of brutality are seemingly endless. A young man whose house was being searched begged the soldiers to do anything, but to leave his 17 years-old sister alone; they spared him so he could watch them murder her with a bayonet. Colonel Abdul Hai, a Bengali physician attached to the East Bengal Regiment, was allowed-to make a last phone call to his family; an hour later his body was delivered to his home. An old man who decided that Friday prayers we re more important than the curfew was shot to death as he walked into a mosque.

About 1:30 on the morning of the attack, two armored personnel carriers arrived at the Dhanmandi home of Sheikh Mujibur ("Mujib") Rahman, 51, the political leader behind the campaign for Bengali independence. Mujib first took refuge beneath a bed when the Special "Security Group commandos began to spray his house with small-arms fire. 'Then, during a lull, he went to the downstairs veranda, raised his hands in surrender and shouted. "There is no need for shooting. Here I am, Take me."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭। পাশবিক হত্যা (সম্পাদকীয়)	নিউইয়র্ক টাইমস	৬ মে, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, MA Y 6, 1971

Editorial

SAVAGE SLAUGHTER

It has been several years since Washington furnished Pakistan a quantity of heavy arms-tanks and jet fighters, chiefly-in order to protect its national security. Unfortunately, the agreement did not specify that Karachi respect the security of its own nationals.

Consequently, as the Department of State has finally admitted defensively, the planes and the armor were used freely in the campaign of savage slaughter in East Pakistan that began late in March. Washington also concedes having supplied Pakistan with ammunition and military equipment parts in recent years. Against that background, the private pleas for restraint it claims to have made to Karachi can scarcely have been very effective.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮। ঘৃণ্য হত্যাকান্ড	নিউইয়র্ক টাইমস	১০ মে, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, MA Y 10,1971

SICKENING SLAUGHTER

By Malcolm W. Browne

Rajshahi, Pakistan, May 10

One of the six foreign newsmen allowed into East Pakistan by the Pakistani government for a tour with official escorts

The crushing force of West Pakistan's military operation against the Bengali separatists has apparently destroyed all serious armed opposition in East Pakistan.

This city, which used to have a population of 100,000, stands on the east bank of the muddy, sluggish Ganges River, with India on the opposite shore 3,000 yards away. Border towns like this were political strongholds of the now-banned separatist Awami League, which won a sweeping victory in the national legislative election Dec. 7.

The national army, made up mostly of Punjabis from West Pakistan; struck against the separatists throughout East Pakistan on March 25, and by mid-April, apparently, the army's campaign was virtually completed:

Last-ditch opposition in border regions was swiftly squelched, and although army patrols still draw occasional sniper fire, the eastern wing of this divided nation seems firmly under control.

The cost to all concerned has been agony. Newsmen have seen tens of thousands of leveled or gutted buildings. In the towns, concrete walls are pocked by hundreds of bullets where firing squads did their work. Bodies were dumped in community wells, and general desolation testifies to the ferocity of events.

Precisely how it all happened is not apparent, since testimony is totally conflicting depending on the point of view of the witness.

The army and the civilian "Peace Committees" it has established throughout the cast region say that the bulk of the destruction and the slaughter was perpetrated by the rebels, or Indian troops infiltrated across the border.

But newsmen often are approached in the streets by Bengalis who slip up and whisper a few words before darting out of sight of the ever present Peace Committee members.

Most of the Peace Committee members, to whom the army has delegated a certain measure of civil administration, are Moslem Biharis, who moved to Pakistan from India when the two nations were carved out of British India in 1947.

Business and trade in East Pakistan is largely in the hands of Biharis, who are a small minority among the local Bengalis. The latter are mostly Moslems, but there is a substantial Hindu minority.

Resentment, on the part of many impoverished Bengalis toward the somewhat more prosperous Biharis was a factor in the Bengali separatist movement in the recent conflict. The impression, based on hundreds of interviews, is that when it seemed that the Awami League was about to come to power, Bengalis in some communities slaughtered the Biharis and looted and burned their homes. The Bengalis in. the national army revolted to join the separatists. When the predominantly Punjabi army of West Pakistan smashed its way into the eastern wing, it had ready allies among the Biharis, most of who were spoiling for revenge:

The magnitude of the slaughter that followed has sickened most observers. As a result' of the violence, most of the Bengalis and nearly all of the large Hindu minority in towns such as this one, have fled. Here the block of buildings making up the main market, area of the city lies smashed, apparently by mortar fire from army units that took the town April 14.

Some five-story buildings with ornately decorated wooden balconies still stand in the area, but some of them have their upper floors in ruins from the shelling.

Much of the city, however, is untouched by shellfire, and bicycle rickshaws and street vendors have begun once more to ply the streets. The town again has its water, electricity and communications, and even a complaint bureau.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯। একজন মেজরের বিদ্রোহ	নিউজ উইক	১০ মে, ১৯৭১

NEWSWEEK, MAY 10, 1971

MAJOR HUQ'S REBELLION

By Milan J. Kubic

I first met Major Huq in the backyard of a small farmhouse about 2 miles inside the East Pakistan border. Dressed in sneakers and a farmer's lungi (a long white shirt over a skirt), he seemed remarkably, untroubled by the inevitable military disaster that lay ahead. "In less than a week," he said, nodding toward the muddy track over which I had sloshed my way into Bangladesh, 'the Pakistan Army will reach this last escape hatch and my whole enclave will be overrun. Let them come "The first part of the war will end, and then phase two will begin."

For the most part, the area we rode through in Huq's battered Willis Jeep already looked like a conquered land. Most of the women and children had fled to refugee camps in India. And the month-long isolation from the rest of the country had caused shortages of oil, gasoline and manufactured goods. "I'm completely out of drugs against typhoid and endemic fever," one pharmacist told me. "And before long I'll be out of aspirins."

Yet for all these troubles, the villagers still seemed to support the cause of Bengali independence. In Sahapar, for example, a crowd of several hundred peasants responded enthusiastically to Huq's plea to bring in next month's rice harvest. "If you all flee to India," he implored, "Bangladesh will suffer a terrible famine. Harvest is right now the most important thing you can do, including fighting." Waving their homemade Bengali flags, the peasants answered with frenzied shouts for "*Joi Bangla! Joi Bangla!* "-"Victory to Bengal! Victory to Bengal!"

More important, Huq and his chief recruiter, 24-year-old Shah Abdul Khaleque, seemed to have no trouble in lining up Bengali volunteers for guerrilla war against the federal army. In the village of Gaibanda, one high-school student said: "I don't want to be a refugee. My country is in trouble. My duty is to fight, not flee." In Madhil, another mango shaded hamlet, a father whose two sons—ages 17 and 23-had signed up to fight declared: "I am proud they're going. It's better to die with a rifle in your hand than to be slaughtered like sheep."

Despite the popular enthusiasm and Huq's boundless confidence, the Bengalis still face overwhelming odds. Their entire armoury consists of some 3,000 ancient Enfield rifles and about 100 small mortars. On top of that, the Bengalis have serious leadership problems. Except for inaugural ceremonies held just one timid mile from the Indian border, the six-man government of Bangladesh, has yet to venture out in the open. And even the military leadership necessary to sustain guerrilla activity appears woefully weak. As Huq himself told me. "I need to take a quick trip to India, but I can't. The nearest Bengali officer is 20 miles away and these people derive all their hope from the presence of some one like myself. "

Nonetheless, the Bengalis do have certain advantages. New Delhi has already provided a haven for "liberation forces" as well as several guerrilla training camps and some trucks and equipment. Many diplomats, moreover, expect the Indian to begin the covert shipment of arms to the insurgents in the near future. Brit the Bengalis biggest advantage is the sheer inability of the 70,000-man federal occupation force to permanently police a nation of more than, 75 million. "If you come back four months from now," Huq told me as I was leaving. "Then we'll show you some action." And on balance, he will do just that.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০। যুদ্ধ না অপমান	টাইম	১০ মে, ১৯৭১

TIME MAGAZINE MAY 10,1971

HUMILIATION OR WAR

While East Pakistan continues to suffer from the bloody civil war and the growing threat of food shortages, the other half of the divided country is bearing burdens of another sort. The army backed federal Government of President Agha Mohammed Yahya Khan remains totally committed to keeping the Eastern wing from breaking away to establish Bangladesh, as independent Bangla State. But the strain of the undertaking is overtaxing West Pakistan's resources and nerves. "This regime has stuck East Pakistan in its throats"; says one American diplomat in federal capital of Islamabad, "The army must either swallow it or cough it up."

By last week open fighting had almost completely ceased in East Pakistan. Nonetheless, West Pakistan must continue for the foreseeable future to layout huge sums to support an army of occupation in East Pakistan. Moreover, the army is raising two additional divisions to bolster its defenses against India.

Ancient Hatred

Meanwhile, West Pakistani industry is operating at only one-third of capacity because of the loss of sales to the markets in the more populous Eastern half of the country-and because of a general economic slump. West Pakistan is hurt in other ways, too, by East Pakistan's economic collapse. In normal times East Pakistan's jute industry earns nearly half the whole country's foreign exchange, now it lies idle, and the rest of the East's meagre industry and transportation facilities sustained almost complete disruption. West Pakistan will need to find funds to help the Eastern half get started again. That will be difficult. "We are on the brink of economic destruction," declared an editorial in West Pakistan's *New Times* last week. The country has just about exhausted its foreign currency reserves and is unable to meet the debt repayments due to U. S. and European creditors in May and June. Foreign aid including a £ 80 million loan from the U.S., has stopped, and the eleven-nation consortium that supports most of Pakistan's economic development is reluctant to bail out Yahya's regime until the present crisis is ended.

Under the stress of trying to hang on to East Bengal, the West Pakistan's old oppressive hatred of the Indian has flared up again.' The federal Government has completely sealed off West Pakistan from outside reports about the repressive army crackdown in East Pakistan. The West Pakistanis tend to view the conflict as a sinister Indian plot to dismember their country. India has remained nominally neutral, but it has, in fact, given Bengali rebels a haven.

Border Shooting

One result is a series of diplomatic snubs and threats between Pakistan and India. After Pakistan's chief diplomat in Calcutta defected to the Bangladesh side, Islamabad

sent a successor who was unable to make his way to the mission through Indian demonstrators. Pakistan, thereupon, closed the office and demanded that India shut down its mission in Dacca.

Potentially more dangerous than the diplomatic scuffling; however, was the situation developing along the borders between East' Pakistan and India. West Pakistan troops have been pushing to close the boundaries between the insurgents and possible sources of supply in India. Last week both sides traded charges that their troops had fired upon the other's territory. The tense atmosphere evoked fears among foreign diplomats that another Indo-Pakistan war might break out. Neither country wants to fight, nor indeed can afford to; but this was no less true in the period preceding the 17 day war of 1965, "The army's choice might be humiliation in East Pakistan or war with India," says one diplomat. It's possible that a chain of events in East Pakistan could lead to open hostilities.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪১। নির্যাতিত বাঙালী (সম্পাদকীয়)	ওয়াশিংটন পোস্ট (বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস)	১২ মে, ১৯৭১

WASHINGTON POST, MAY 12, 1971

Editorial

SUFFERING BENGALIS

Pakistan continues to act badly towards the citizens of its pastern wing, whose movement for political autonomy-carried on through legal and democratic channels-was cruelly crushed by the Pakistani army during the sprint. The Yahya Khan military government still does not let international relief flow to the suffering Bengalis of East Pakistan, they are being forced to flee into India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪২। পাকিস্তানের কথা	বাল্টিমোর	১৪ মে, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN. MAY 14, 1971

Editorial

THE PAKISTAN STORY

The extent of the Pakistan tragedy in March, when the two parts of the country were brutally torn apart, is bit by bit becoming known, with the most substantial information to date provided by a group of six foreign correspondents admitted to East Pakistan for an officially conducted look. As a whole these observers have written guardedly through censorship, but one of them, Most Rosenblum of the Associated Press, has instead left the country and filed his dispatches from Bangkok. The story he tells is one of hatred and horror, in a civil war of staggering butchery,' of a national economy on the brink of ruin and of political chaos.

The deaths, by Mr. Rosenblum's rough estimate, may number half a million. The devastation, he says, defies belief. Millions of people face starvation, from famine and from the halted distribution of relief for earlier, and natural disasters. The picture could not be more grim.

From Mr. Rosenblum and other sources it is clear that an unknown number of the killings were done by East Bengalis, in hatred and vengeance against West Pakistanis, and against other non-Bengalis in the population. But it is clear also that the savage tearing apart of the nation is to be laid first of all on the army of Pakistan and those who gave it its orders.

One tale is that the deaths from army action in Dacca, the East Bengal capital, came to about 150 which is obviously a gigantic lie, and that in any case the army struck to avert an armed rebellion scheduled for the early morning of the day after the army went into action of this no evidence has been brought forward.

The fact still seems to be, as it seemed to be at the first, that the Government of Pakistan was determined not to let the East Bengali Awami league assume the power it had won in a National Assembly election, and that from this determination stemmed the carefully planned onslaught of March.

While its full consequences are yet to he known, it is plain already that Pakistan as conceived by its creators has ceased to exist, that an already-shaky economic structure has been brought near to the point of no-repair, that a generation of hatred has been assured and that new opportunities have been opened to political elements whose purposes have little to do with the national good of Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৩। বিকল্প চিন্তা	নিউজ উইক	১৯ মে, ১৯৭১

SECONDTHOUGHTS

NEWSWEEK, MAY 19, 1971

When war broke out in East Pakistan seven weeks ago, most people in the western wing of the divided nation supported their government's firm stand against secession. But as the bloody confrontation wears on, an increasing number of West Pakistanis have begun to have second thoughts. From Karachi last week, Newsweek's Milan J. Kubic cabled this report:

At the start of the war, the rigidly censored Karachi press managed to shroud the rebellion and its effect on the nation in a veil of glowing official pronouncements. So effective was this smoke screen that it sometimes bewildered even the very people who disseminated it. Now, the government has lifted an edge of the veil, and what they see beneath it has plunged West Pakistanis into a mood of doubt and gloom.

Prompting their dismay was last week's announcement that the military regime of President Mohammed Yahya Khan was seeking a six-month moratorium on the repayment of Pakistan's $4 billion foreign debt, and that fuel prices would be raised by 8 to 10 percent. Coming on the heels of a decree banning the importation of 46 products and doubling and tripling import duties on other items, the news appeared to foreshadow a general inflationary spiral. And this prospect, in turn, seemed to confirm the fears of many Pakistani economists that despite the government's battlefield victories, the bitter struggle in the east was inflicting heavy damage on the nation's economy.

Support for that conclusion was not hard to find. For one thing. West Pakistan's manufacturers were hard hit by the shutdown of their markets in the eastern half of the country, where they traditionally sell one-third of their output. For another, the mass fight of Bengalis from East Pakistan to India has threatened the approaching tea harvest, thereby raising the prospect that substitutes may have to be imported. Most damaging, however, has been the interruption in the export of East Pakistan's jute, the nation's major source of foreign currency; exports were resuming only last week. In all, the cost of the conflict has been estimated at $2 million a day a stiff burden for a nation whose foreign- currency reserves were a meager $82 million on the eve of the crisis.

What is more, there is little prospect of a significant improvement in the immediate future. For although some officials contend that life is "gradually returning to normal" in East Pakistan, others admit that it is still seething with rebellion. There are reports of widespread tax evasion (about 40 per cent of the nation's total tax revenue). And the government's political pacification program seems to be equally unsuccessful. Thus, despite promises of amnesty to guerrillas and of payment of back wages to civil servants who return to their jobs, few East Pakistanis have risen to the bait. In fact, only two out of 167 deputies-elect belonging to the Awami League-the dominant political party in the east-have repudiated their region's declaration of independence.

Inevitably, the growing economic crisis and the continued resistance in the east have produced political shock waves in West Pakistan. Dozens of citizens in the northwest frontier province of Sind were arrested recently for demonstrating in support of provincial separatism. And Zulfikar Ali Bhutto, the ambitious western political leader who promised his followers an early end to martial law in West Pakistan, has been discredited by continued military rule. But above all the looming danger of inflation and the prospect of a prolonged; clandestine insurrection in the east pose a threat to Yahya Khan himself. For as one leading Karachi politician told me last week: "Other governments in the past have been toppled by far less. I'd say that Yahya has about six months to settle this mess. After that, the army may conclude that the President has bitten off more than he can chew, and it may start looking for a new leader." If accurate, that assessment still gives Yahya some leeway. But clearly, time is running out.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৪। পূর্ব-পাকিস্তানে গণহত্যা	সেটারডে রিভিউ	২২ মে, ১৯৭১

THE SATURDAY REVIEW, MAY 22, 1971

GENOCIDE IN EAST PAKISTAN

The most fundamental of all rights, the right of a man to come to the aid of a fellow human being is now being denied with a degree of official arrogance seldom displayed in recent history.

The people of East Pakistan who are still suffering from homelessness and hunger caused by the tidal waves of less than a year ago, are now caught up in a man-made disaster. Their land has become a locked-in arena of authorized slaughter. Communications with the outside world have been reduced almost to the vanishing point. Those who have offered emergency medical aid or other help have been told to stay out.

The present situation has its remote origins in the division of the Indian subcontinent into two nations in 1947. The movement for independence from Great Britain had been complicated and imperiled by the existence of Hindu and Moslem blocs. Great Britain had fostered the concept of a partitioned subcontinent in which India would be predominantly Hindu and Pakistan would be predominantly Moslem. For a long time Gandhi and Nehru had opposed partition believing it imperative for both religious orders to be accommodated within a single large national design. Gandhi and Nehru withdrew their opposition to partition, however, when it appeared certain that national independence might otherwise be indefinitely delayed.

The design for partition called for two nations. Actually, three nations emerged. For Pakistan was partitioned within itself, into East and West. The Western part was larger geographically and became the capital. The Eastern part was more populous and richer in resources. The units lay more than 1,000 miles apart.

In order to comprehend the geographical anomaly of this, one has only to imagine what would have happened if Maine and Georgia had decided to from a separate nation. Georgia, with practically the whole of the United States lying in between. Let us further suppose that the capital of the new nation would have been Augusta, Northern Georgia. While most of the people and resources would have been in Southern Georgia. The result would have been an administrative, political and economic shambles. What has happened in Pakistan roughly fits that description. Further compounding the situation are the severe culture and historic differences between Punjabi (West) and Bengali (East) Societies.

For a time the people of East and West Pakistan were held together by the spiritual and political exhilaration of a new nationalism. But the underlying difficulties grew more pronounced as East Pakistan chafed under what they felt was West Pakistan's latter day version of British colonialism. They claimed they were not being represented in proportion to their numbers in either the high posts of policies of Government. They charged they were being exploited economically furnishing labor and resources without sharing fairly in the profits from production. They pointed to the sharp disparity in wages and living conditions between East and West.

It was inevitable that the disaffection should reach an eruptive stage. There is no point here in detailing the facts attending the emergence of a political movement seeking self-rule for East Pakistan's. All that need be said is that the Central Government at Islamabad finally disagree to submit self-rule propositions to the East Pakistan electorate. The result of the General Elections was all overwhelming vote in favor of self-ride. The Central Government at Islamabad not only failed to respect this popular decision, but ordered in armed troops to forestall implementation. The official slaughter began on March 26th.

(1). Tanks and soldiers with sub-machine guns and grenades seized Dacca University early in the morning on March 26. All students residing in Iqbal Hall. The dormitory centre, were put to death. The building was gutted by shells from tanks.

(2) One hundred and three Hindu students residing in Jagannath Hall of Dacca University were shot to death. Six Hindu students were forced at gunpoint to dig graves for the others and then were shot themselves.

(3) Professor G.C. Dev. widely respected Head of the Department of Philosophy was marched out of his home to an adjacent field and shot.

(4) The last names of other faculty members who were killed or seriously wounded: Muniruzzaman, Guhathakurta, Munim, Naqwee, Huda, Innas Ali.

(5) Central Government troops forces their way into flat D of building 34 at the University, seized professor Muniruzzaman, his son, his brother (employed by the East Pakistan High Court) and his nephew and marched the group to the first-floor foyer, where they were machine gunned.

(6) A machine gun was installed on the roof of the terminal building at Sadarghat the dock area of old Dacca. On March 28, all civilians within range were fired upon. After the massacre, the bodies were dragged into buses. Some were burned. Some were dumped into the Buriganga river, adjacent to the terminal.

(7) On the morning of March 28, machine guns were placed at opposite ends of Shankhari Bazaar, a, Hindu artisan centre in old Dacca. Central Government forces suddenly opened fire on civilians trapped in the bazaar. The corpses were streun on the street

(8) On the evening of March 28, soldiers inveded Rainna Kalibari, an ancient small Hindu settlement, killing all the occupants (estimated at 200). On March 29, about one hundred corpses were put on display in the village.

(9) The fight of civilians from Dacca was blocked at gunpoint.

(10)On the morning of April 2, forty soldiers entered a village named Badda rounded up the male population (approximately 600) and marched them at gunpoint to Gulshan Park, where they were interrogated. Ten members of the group were then taken off, their fate is unknown.

The foregoing represents a small fraction of the authenticated of accounts that in the aggregate toll of wide spread killing especially of youth and educated people. It is futile to attempt to estimate the member of dead or wounded. Each city and village has its own tales of horror. It is significant that the Government at Islamabad until only last week, enforced vigor us measures to keep out reporters.

The U.S. State Department is in possession of authenticated descriptions not just of the incidents mentioned above but of countless others. Such reports have been sent to Washington by the American Consul General in Dacca and by American physicians attached to APP. For some reason, the State department has issued no report covering the information at its disposal.

American guns ammunition and other weapons sent to Pakistan was used in the attack on Bengali people. So were weapons from the Soviet Union and the People's Republic of China.

The United Nations has been helpless in the present situation. The Central Government in Pakistan claims it is dealing with an internal situation, beyond the jurisdiction of the U.N.

This may help to explain why the UN has so far been unable under its Charter to take action against what appears to be a provable case of genocide but it doesn't explain why men of conscience have not stood up in the United Nations to split the sky with the indignation.

The Central Government at Islamabad has forestalled efforts to send food, medicine, and medical personnel into the devastated zones. It seems inconceivable that this decision can be allowed to stand. The Bengalis may not possess political sovereignty under the United Nations Declaration of human rights.

The State department has not hesitated to speak sharply and effectively whenever its national interests were involved. Americans have every right to expect the United States to speak sharply when the human interest is involved. It the United States can find it, within its means and its morality to send guns to Pakistan it can also find it within its means and its morality to send food and first aid.

The President has said that events in Vietnam represent a test of American manhood. The proposition is dubious. What is certain however is that events in Pakistan are a test of American compassion and conscience.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৫। পাকিস্তান : বিনষ্ট ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার প্রয়াস	টাইম	২৪ মে, ১৯৭১

TIME, MAY 24, 1971

PAKISTAN

POLISHING A TARNISHED IMAGE

"We have been maligned," declared the Pakistani armed forces intelligence chief. Major General Mohammad Akbar Khan. The general's complaint, delivered to half a. dozen foreign journalists in Karachi, concerned the widespread reports of army brutality in the effort to crush the seven-week-old Bengali rebellion in East Pakistan. Incensed by what it describes as "concocted items put out by foreign press and radio," the government staged a series of briefings and a fast four-day helicopter tour of the East to get the "correct" story across.

Peace Committee. The West Pakistani government has good reason to fret about its image. Since the crackdown on the breakaway state of Bangladesh began late in March, at least 200,000 have died-almost all of them Bengalis. In addition, more than 1,500,000 Bengalis have fled to India and those who have stayed behind are threatened with an approaching famine that the government does not seem anxious to combat. Most outside observers have laid the responsibility for the East Pakistan tragedy to the hobnail-tough martial law imposed by Lieut. General Tikka (meaning "red hot") Khan. The West Pakistani-dominated government insists that the army has' 'saved the country." Not destroyed it. The new official line: Bengali rebels, acting "in high conspiracy with India", were tearing through East Pakistan with "tactics reminiscent of Nazi storm troopers," and the army was forced to step in to prevent a bloodbath.

The journalist's tour was carefully staged to make the government's improbable tale at least look convincing. Army escorts for the six newsmen spared no effort to clean up screen off or simply avoid shcll-pockcd buildings, burned out Bengali settlements left by Tikka Khan's jets and tanks. On the other hand, the Pakistanis lost opportunity to show off evidence of brutality by the Bengalis. At Natore, a town northwest of Dacca, the reporters were greeted by a "peace committee," as the army organized pacification teams are known. The committee led the way to a nearby village where, they said, 700 of the 1,300 residents had been slaughtered by rampaging Bengalis. The feature attraction was a well that was choked with human skeletons and reeked of decomposing flesh. Said one peace committeeman: "You have never seen such atrocities!"

The army was not at all eager, however, to let the journalists look around on their own. While walking through Natore, *Time* Correspondent Louis Kraar reported last week, "a bearded peace committeeman kept interrupting every time anyone spoke to me. Finally, I escaped him-and found myself in the Hindu section of town. It was totally destroyed, a pile of rubble and ashes. As I walked, a young Bengali pressed close and explained that he was a student. "We are living in terror of the army," he told me. "Until today, when you came, they have been killing people."

Perfect Order. Just about everywhere, Kraar found, the killing had followed a typical pattern: government troops would try to "liberate" a rebel-held town in a deliberately provoking manner. The Bengali townspeople would wreak revenge on the non-Bengalis (in the process killing perhaps 20,000, or about 10% of the total dead), and then the army would pounce with everything it had. At Mymensingh, a town north of Dacca, that meant an air strike by Pakistani jets and a five hour shelling by two American-made M-34 tanks. Many of Mymensingh's Bengali sectors are in ruins, and about 90% of its pre-civil war population has fled or been killed. That is evidently the kind of record that pleases Tikka Khan, who likes to say: "We want perfect law and order."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৬। পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের জন্য সিনেটরদের বিবৃতি	বাল্টিমোর সান	৯ জুন, ১৯৭১

THE SUN, BALTIMORE. JUNE 9, 1971

2 SENATORS ASK CUT -OFF IN AID TO PAKISTAN

By Adam Clymer

Washington Bureau of The Sun

Washington, June 8-A11 American aid to Pakistan should be halted until its government changes its policies enough so that refugees return to that country. Senators William B. Saxbe (R., Ohio) and Frank Church (D., Idaho) urged today.

They announced they would offer an amendment to the foreign aid bill next week to bar any military or economic aid to Pakistan until a majority of the estimated 5,000,000 refugees now in India are repatriated and international relief efforts are begun.

Senator Church contended the amendment was necessary to eliminate American support of one side-the government-in a "civil war." He said it was "neutral" and not an effort to interfere in Pakistan's internal affairs. Bui under questioning he conceded the amendment sought to force a change in Pakistan government policies toward East Pakistan citizens-a change broad enough so that the refugees would feel safe in returning home.

U.S. To Provide $15 Million

Meanwhile, Charles Bray, a State Department spokesman, announced that the United States was providing another $15 million in aid to India to cope with the Pakistani refugees. This is in addition to $25 million announced earlier.

Of the allotment, $10 million will go for food, and the remainder for medical supplies and other needs, Francis L, Kellogg, special assistant to the secretary of state for refugees affairs, announced.

Mr. Kellogg said that refugees are continuing to cross the border at a rate of 50,000 to 100,000 a day, and the U.S. is committed to feeding 1,250,000 of them, he said the Indian government's current estimate of the number of refugees was 4.7 million.

He said the latest report of U.S. would send 1,000,000 anticholera shots in later this week.

Military Mission Arrives

In New Delhi, a 27-man U.S. military mission arrived in an Air Force C-130 transport. They will check out airfields in Tripura, to the east of East Pakistan, to see whether an airlift mission can be mounted to move refugees (now totaling 500,000 compared to the state's basic population of 1.5 million) into less crowded Indian areas. Three other C-130's will be sent if it proves feasible, they said.

The two senators will propose their amendment when the Senate Foreign Relations Committee takes up the foreign aid bill next week. The committee earlier approved a resolution-not yet acted upon by the Senate—which would bar further military aid to Pakistan. The South Asian country is basically armed with U.S. equipment, but only spare parts and ammunition have been sent to it since the 1965 Indo-Pakistani war.

Senator Church estimated that the current pending economic aid would total about $80 million. He said he did not know how much military aid was in prospect. Sales of planes and armored personnel carriers authorized last October have not yet been completed.

Both senators complained that American aid to the government of Pakistan put it in opposition to the Bengalis of East Pakistan. Senator Saxbe complained that the Army had "crushed" Sheikh Mujibur Rahman and his moderate, generally pro-Western Awami League, who had recently won national elections."

Senator Saxbe also put forward Dr. Jon E. Rohde, a physician who was in East Pakistan 'with the Agency for International Development. Dr. Rohde contended that relief had to be international because the Pakistan Army had shown during December's cyclone and flood that it was incapable of handling relief operations.

He said American aid-which the State Department has said has been held up since the civil war began-meant "the U.S. is currently supporting one side." He added that "it is documented that mass slaughter has gone on."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৭। অনিশ্চিত আশ্রয়	নিউজ উইক	১৪ জুন, ১৯৭১

NEWSWEEK, JUNE 14, 1971

DUBIOUS HAVEN

By the millions, Bengali refugees from East Pakistan have been streaming across the border into India. Fleeing from the brutal repression that followed their region's attempt to declare itself independent, they have found a dubious haven amid disease and squalor. Last week, News week's Tony Clifton toured several refugee camps and filed this report:

Already, the skies over the Indian state of West Bengal are turning heavy and gray in forewarning of the coming monsoon, which is due to burst at any time. Always destructive, the monsoon is certain to wreak extra havoc this year, multiplying the terror and misery of some 4 million Pakistanis who now huddle in ramshackle refugee camps just across the border of their former homeland. Indian officials have performed miracles by feeding and housing the refugees, but .all their efforts could be wiped away by even "normal" monsoon rains. And if the downpour is heavy, the ensuing floods could cause a disaster that would rival the catastrophic cyclones that killed half a million people in East Pakistan only last year.

The monsoons, however, will only compound the tragedy of the refugees who, in the course of a few short weeks, have seen their entire way of life collapse. They are a pathetic sight straggling along the road, clutching bundles of clothes and an occasional black umbrella to ward off the blistering sun. There are tiny children by the thousands and a disproportionate number of young girls, special targets of the marauding Pakistani Army. There are clusters of people sitting forlornly under trees, exhausted by their march and the lack of food. "The situation is out of control here," moaned K.K. Nuskar, government administrator of the Bongaon area some 60 miles from Calcutta. "1 cannot house or feed one more person, and they're coming in at the rate of 100,000 a day. All I can do is give them a little food and move them on."

Stench: Inside the overcrowded camps themselves, the scene is equally depressing. Scores of refugees-many with blistered feet, swollen legs, dysentery and other gastrointestinal diseases-are packed into crude shelters often made up of nothing more than tarpaulin roofs and bamboo poles. There are no sides to the shelters, no beds and no lighting. With garbage strewn about haphazardly and with open sewage facilities serving most of the camps, the stench is often overpowering, and the danger of widespread disease is great. Perhaps the only bright spot in the black picture is that the refugees arc relatively will fed-at least by the standards of chronically undernourished India and Pakistan.

Despite the squalor of their existence, the Bengalis endure with a minimum of complaint. 'But they are both baffled and outraged by the persecution and the terror they have suffered at the hands of their longtime antagonists, Pakistan's ruling Punjabis. I spoke with one old woman, a widow named Rosimun Bibi who told me, "I came because

they killed my son. Tie was coming home from the seed store when the Punjabis came up to him and shot him dead. I don't know why. He had never done anything wrong in his life." Another refugee showed me his two sons, aged 6 and 7, both of whom were still bruised from beatings that Punjabi soldiers had given them. Some refugees said the Punjabis had begun to kidnap children and hold them for ransom. And Methodist missionary John Hastings added, "I talked to a man who raised all the money he could to ransom his child, but was 200 rupees about S26 short. So he said, "Beat me for the rest. And they beat him, gouged out one of his eyes and then gave him his child."

Disease. Even when they escape to India, the refugees are threatened by many perils, most notably cholera. When the first crowds, crossed the border, doctors inoculated them against cholera, but now the Bengalis are swarming into India in such numbers that they cannot all be immunixed. "It takes so long to use syringes," said one doctor" "and we don't have money for inoculation guns." Already the nut break of cholera is nearing epidemic proportions. Last week, some 2,000 refugees died, and an equal number are said to be near death in hospital or by the roadsides. The outlook for the future is even darker, for the monsoon floods are all but certain to spread this waterborne disease.

For all their suffering, the refugees are not alone in facing hardship. As a result of the enormous influx of Pakistanis, the price of vegetables and edible oils in West Bengal has soared. Concurrently, local residents are finding their wages undercut by refugees willing to work for less. "The refugees are getting free food from the government so they can afford to work for less money than a man who has to buy food," Nuskar explained. "The rate for a day's work for an agricultural laborer has been cut in half." Inevitably, such a situation plants the seeds of anger. "The people here are sympathetic to the refugees, Nuskar said, "but their sympathy is beginning to dry up. In two months, there will be nothing but resentment against the Pakistanis."

The refugee problem is also severely straining the already sickly Indian budget. The government has put the cost of caring for the next three months at a bare minimum of $30 million, and it could go much higher. To date, the financial aid that India has received from other countries has been relatively trivial. Although the United States plans to add $14 million it has already pledged to the refugee cause, other nations have remained largely indifferent. "It is going to take an enormous amount of international aid to stop a major disaster," warned Hastings, "yet no one seems to be stirring. West Germany has given $140,000 and you feel like saying, "Thanks very much. You've just bought enough food to keep us going another half a day." Col P.N. Luthra, who is in charge of the refugee program, was equally downcast: "We have been managing, but things are getting far worse. We plan ten days ahead and find after three days that we have to start again because the number of refugees has suddenly doubled. We are doing our level best, we cannot do it on our own."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৮। পূর্ব-পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ (সম্পাদকীয়)	ওয়াশিংটন ডেইলী নিউজ	১৫ জুন, ১৯৭১

THE WASHINGTON DAILY NEWS. JUNE 15, 1971

Editorial

SLAUGHTER IN EAST PAKISTAN

Eyewitness reports, one more ghastly than another, continue to filter out of East Pakistan, telling of the massacre of the Bengali people by the Pakistani army.

Naturally, the military regime of President Yahya Khan denies it is committing selective genocide. But evidence mounts that it is cold bloodedly murdering minority Hindus, Bengali separatists, intellectuals, doctors, professors, students-in short those who could lead a self-governing East Pakistan.

The strongest evidence is that 5 million East Pakistanis have taken the terrible decision to abandon their homes and have fled on foot across the border into India. This starving, cholera-ridden mass is being augmented by 100,000 terrified refugees each day.

If things are now "normal" in East Pakistan, as Yahya Khan's Gauleiter claim, why are new refugees still inundating India and earlier ones refusing to go home?

Along with other countries, the United States is sending medicine and supplies to the refugees. This is only fair, since India has massive problems of its own and should not have to pay for Yahya Khan's cruelty to his own citizens.

Our Government is also trying to get a U. N. relief operation going inside East Pakistan itself. The army crackdown prevented rice planting, and millions of Bengalis face starvation if outside food is not distributed. The United Nations must do it, since nobody trusts West Pakistan to hand out supplies to the Bengalis, whom it treats as colonial subjects.

Most importantly the United States is urging the Yahya Khan regime to reach "a peaceful political accommodation" with the East Pakistan. By this Washington means granting self-government to the Easterners-something a great majority of them have voted for.

Is it any of Washington's business? We think so. This country has poured billions of dollars in economic and military aid into Pakistan for two decades. (Most of the economic aid was appropriated by West Pakistan and the military aid used to crush the Bengalis.)

Now Pakistan needs at least $450 million a year to stave off bankruptcy, and the United States heads an international consortium being asked to furnish it.

Should Washington continue to help? We say no-not until Yahya Khan calls off his army killers and agrees to autonomy for East Pakistan. Otherwise, by strengthening his regime, we become moral accomplices to genocide and enslavement of the Bengali people.

Such a stand, we admit, may complicate our foreign policy but that is a small price to pay for not acquiescing to mass murder.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪৯। ভয়ঙ্কর দুর্যোগ	নিউইয়র্ক টাইমস	১৬ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, JUNE 16, 1971

APPALLING CATASTROPHE

By C. L Sulzberger From Paris

Hiroshima and Nagasaki arc vividly remembered by the mind's eye primarily because of the novel means that brought holocaust to those cities. Statistically comparable disasters in Hamburg and Dresden are more easily forgotten; they were produced by what we already then conceived of as "conventional" methods.

Against this background one must view the appalling catastrophe of East Pakistan whose scale is so immense that it exceeds the colorimeter capacity by which human sympathy is measured. No one can hope to count the dead, wounded, missing, homeless or stricken whose number grows each day.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫০। ঘৃণ্য হত্যাকান্ড	নিউইয়র্ক টাইমস	২১ জুন, ১৯৭১

NEWSWEEK, JUNE 21, 1971

A BETTER PLACE TO LIVE

The flood of Bengali refugees from East Pakistan into India began to subside last week, but the battle being waged against the cholera epidemic they brought with them still went on. More than 5,000 refugees already had died of cholera; at the peak of the epidemic, gravediggers became so exhausted that they could not work, and the supply of wood for burning bodies in the traditional Hindu way was completely used up. Although chartered planes arrived daily bringing shipments of food, hospital equipment and medicines, India still had received barely one-tenth of the $200 million in foreign aid that it needs to care for the estimated 5 million refugees. "What was claimed to be the internal problem of Pakistan," India's Prime Minister, Indira Gandhi told a deeply concerned Parliament in New Delhi last week, "has now become an internal problem for India."

For all the disheartening statistics, however, India's medical service is performing impressively. "I cannot say that the epidemic is diminishing,' says R. N. Gupta, chief social-welfare officer at the Krishnanagar hospital in Nadia, among the hardest-hit provinces. "We still get from SO to 100 cases every day. The difference is that, this week we are able to get almost everyone into the hospital for treatment. Last week, the numbers were so great that many people died on the road before they reached us."

But although the roads in Nadia are now almost clear of cholera victims, the hospitals still teem with helpless, retching patients. One treatment center, run by a Catholic nursing order, the Sisters of Mary. Immaculate, was built recently as a maternity hospital; it was opened prematurely two weeks ago to care for cholera cases and has yet to admit its first expectant mother. The building's corridors are lined with small children lying on cots and bottles suspended above them drip a life-giving saline solution into their gaunt bodies, "The effect is quite remarkable," cabled Newsweek's Tony Clifton last week. "They literally have life, pumped back into them, and you can see them gradually gaining strength as the bottle empties." Some of the patients arc beyond any help at all. But by working almost around the clock, the hospital's beleaguered staff of two doctors and eight nurses has so far managed to save all but eighteen of the first 425 cholera cases to be admitted.

"We send our ambulances out to pick people off the roads," explains Sister Immaculate, the plump, thirtieth doctor who runs the hospital. "Some of them have been lying out in the mud and rain and are completely collapsed. Yet unless they are literally on the point of death we can cure most of them. That girl" she adds pointing to a peacefully sleeping teen-ager, "was brought in with no pulse and no sign of breathing. We poured saline solution into her, and now she is all right. Some of these people need a gallon of fluid before they recover, but with proper care, they can leave the hospital in two or three days." The treatment only works because of the dedication of the doctors and nurses. We are with them all the time," says Sister Immaculate, "and we spend a lot of money on each one -anything up to 60 rupees ($ 7) per person."

The nulls' hospital is something of a special case, because it is new and has private funds; few hospitals in Nadia can afford to spend even 60 rupees on each patient. The Krishnanagar hospital is more typical. Normally equipped to handle 25 patients, it now accommodates more than 400, many of whom huddle with their families under a vast orange tent that has been set up next to the building itself. The supply of sheets ran out long ago, and most of the mattresses have been contaminated by body wastes. The patients lie on tin trays 6 feet long and 3 feet wide covered by thin strips of badly stained cheesecloth. Flies are everywhere, and the noise and smell are overpowering. The workload for the hollow-eyed doctors and nurses is so heavy that one of them collapsed and died last week from exhaustion. Yet despite the squalor, the hospital functions with surprising effectiveness, and only about 8 percent of its patients have died.

Typhoid: The refugees from Pakistan's civil war still face many perils in the Indian camps. "What we fear now is a typhoid epidemic," says Gupta of the Krishnanagar hospital. "There are nearly half a million people living in camps or along the roads around here. Many of them have been drinking contaminated water, and most of them arc weakened by the very strenuous journeys they had to get here. The conditions for typhoid are ideal."

Perhaps in recognition of India's continuing predicament, the government of Pakistan is trying to lure the refugees home by offering them a general amnesty and by promising them food, shelter, medical care and transportation to their old homes. According to one estimate last week, several thousand Bengalis have already crossed the border back into Pakistan to accept the offer. But so far, most of the homeless 5 million seem to think that, even with all its problems, India is a better place to live right now.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫১। বাঙালী শরনার্থী : দুঃখের শেষ নেই	টাইম	২১ জুন, ১৯৭১

TIME MAGAZINE. JUNE 21, 1971

THE BENGALI REFUGEES: A SURFEIT OF WOE

A cyclone that killed as many as 500,000 people. A civil war that claimed perhaps 200,000 more. An exodus that already totals 5,000,(XX) and is still growing. A cholera epidemic that has barely begun, yet has taken already some 5.000 lives. It is an almost biblical catalogue of woe, rivaling if not surpassing the plagues that visited upon the Egyptians of Mosaic days. As yet it is virtually certain that the list will grow even longer for the bedeviled people of East Pakistan. Last week, as fresh waves of refugees poured across the Indian border at the rate of 100,000 a day, they brought tales of a pogrom against Hindus by the predominantly Moslem Pakistan. And over the stinking, teeming refugee camps that scar the border areas of five Indian states hovered the growing threat of famine and pestilence.

The first onrush of refugees followed the outburst of civil war in March, when West Pakistan decided to crush East Pakistanis drive for Bangladesh (an independent Bengali State), Immediately after fighting broke out between the fierce Pathans and Punjabis of the Pakistani army and the Bengali liberation forces, 1,500,000 terrified East Pakistanis- Moslems and Hindus alike-crossed into the Indian states of West Bengal, Tripura, Assam, Meghalaya and Bihar. Now the escapees are mostly Hindus, and they bring tales of torture, rape and massacre. According to the new arrivals, the Pakistani Government is blaming the 10 million Hindus of East Pakistan (pop. 78 million) for being the principal supporters of the now outlawed Awami League of Sheikh Mujibur Rahman. The Hindus did in fact, overwhelmingly support "Mujib", who at last word was under house arrest in Karachi, the principal city of West Pakistan. But so did the Moslems, for the Awami League won 167 out of 169 seats at stake in East Pakistan during last December elections. But the Hindus, because they are minority, are an easier target.

Battered To Death

A Hindu building contractor told of how Pakistani troops at a tea estate asked people whom they voted for in the election. They shot 200 who admitted voting for the Awami League. In a hospital in Agartala, Indian doctors reported that number of the refugees came in badly burnt. The doctors explained that the refugees were shoved into huts by Pak. Army men, who then set the huts on fire. The hospital has also treated 370 men, women and children for bullet wounds 17 of whom died.

In the refugee camp at Petrapole on the West Bengal-East Pakistan border a 16 year old girl recalled how she and her parents were in bed, "when we heard the tread of feet outside. The door burst open and several soldiers entered. They pointed their bayonets at the throe of us and before my eyes killed my mother and father-battering to death with the butts of their rifles. They flung me on the floor and the three of them raped me.

Another teenage girl in a Tripura camp told how she was raped by thirteen West Pakistani soldiers before escaping. Other girls have reportedly taken from fleeing families to be sold as prostitutes to the soldiers particularly if their fathers could not pay a ransom for them.

According to an official who has toured the border, Pakistani troops and their anti-Hindu supporters are demanding 140 dollars a person before letting family members leave East Pakistan. Lacking only 25 dollars of the ransom for his wife one man pleaded: "beat me for the rest" They let his wife go after he was beaten on the temple with a bamboo stick until he lost an eye.

Those who escaped could be models for Goya's 'Disaster of War'. The lucky ones get into already over-filled tent camps that reek of caustic soda disinfectant, and human excretion and arc ankle deep in filthy water from the first monsoons. Most huddle under trees or bushes trying to avoid the heavy rains. Some find cramped quarters on the verandas of now closed school houses. Others near Calcutta have found large open drainpipes to live in. Around them is always the stench of garbage, polluted water, sickness and death.

Token Cremation

The polluted drinking water, the lack of sanitation and the official's inability to inoculate the millions of refugees have contributed to the spread of cholera particularly in West Bengal. A bacterial disease, common to India and Pakistan, cholera causes severe vomiting and diarrhea, which bring dehydration and death. Those afflicted can usually be saved by replenishing the body fluids by intravenous injections or drinking large doses of a solution of salts, baking soda and glucose. But the flood of refugees is just too great to be handled by beleaguered, medical teams.

The roads the refugees travel are not only littered with clothes and discarded household goods but with bodies of cholera victims left by those too frightened of the disease to bury their own dead. Although Hindus practice cremation, many of the bodies were merely singed with two burning sticks and then left for the hovering vultures or wild dogs to pick apart. Even when the corpses are buried they are often dug up by carrion eaters. Police have their hands full trying to prevent refugees from tossing corpses into the rivers. In the overcrowded hospitals the sick and dying are jammed together on the floor, and the dead continue to lie among the living for hours before the overworked, hospital staffs can cart the bodies off.

At one of West Bengal's overflowing health centers a 45 year old rice farmer watched his infant son continue to suckle after his mother had died of cholera. "My wife is dead" the man said numbly. "Three of my children are dead. What else can happen?" With the refugees spreading through the Indian states carrying the disease with them, the epidemic could rapidly afflict hundreds of thousands of Indians. For this reason Indian authorities are trying to prevent the East Pakistanis from entering Calcutta, where uncounted million already live on the streets in squalid conditions that guarantee an annual cholera epidemic there.

Unbalanced Exchange

While India has temporarily accepted the refugees and is doing its best to help them, the Government of Indira Gandhi sees only economic and political disaster in the massive influx of impoverished people. The refugee problem has chronically troubled India since the August 1947 partition of the sub-continent into India and Pakistan. In Northern

India there was fairly balanced exchange, with 6.000,000 Moslems fleeing to Pakistan 6,500,000 Hindus and Sikhs entering India. But since partition, 4,300,000 Hindus from East Pakistan have fled to India, for the most part into West Bengal, There has been no comparable flight of Moslems. This imbalance has created the social, political and economic problems that have plagued the state of West Bengal and turned its capital, Calcutta, into a sink-hole of human misery.

The cost of feeding and attempting t9 house the refugees is currently $ 1,330.000 dollies a day-an expense that Mrs. Gandhi's government can ill afford if it is going to fulfill the campaign promise of 'garibi hatao' (eradicate poverty) made last March. The food required by the refugees is rapidly depleting existing food stockpiles and threatens to create a famine for the Indian themselves. The refugees are also taking work away from the Indians; in West Bengal the refugee peasants are hiring out as agricultural laborer for a quarter of the wages local laborer is paid.

No Room

Faced with these problems, the Indian government calls the refugees "evacuees" or "escapees" and hopes for their return to their homeland "Being poor country ourselves". Mrs. Gandhi told refugees at a camp in eastern India, "we cannot afford to keep you here forever, even if we wished to do so." Their return to their homeland is not likely in the foreseeable future, with the pogroms under way in East Pakistan and the probability of a protracted guerrilla war there. Moreover, because of the war and the exodus, the planting of crops in East Pakistan was at a disastrously low level before the rains began. Famine is almost certain to strike, and when it does, millions more will pack their belongings and seek refuge in a country that has no room for them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫২। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ	নিউইয়র্ক টাইমস	২২ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, JUNE 22, 1971.

U. S. MILITARY GOODS SENT TO PAKISTAN DESPITE BAN

By Tad Szulc

Special to the New York Times

Washington, June 21- A freighter flying the flag of Pakistan was preparing today to sail from New York for Karachi with a cargo of United States military equipment for Pakistan, apparently in violation of the Administration's officially proclaimed ban on such shipments.

Senior State Department officials, in response to inquiries, acknowledged that at least one other ship was now on the way from the United States to Pakistan carrying what they described as "foreign military sales" items.

These items, they indicated, came from Defense Department excess stocks and apparently were shipped as a result of confusion within the Administration as to how the three month-old ban on shipments of military equipment to Pakistan should be applied.

"There has evidently been some kind of slippage here," an official said.

To Karachi In August

The Padma, the ship that was preparing to sail from New York, is scheduled to arrive in Karachi 'in mid-August with eight aircraft, parachutes and a cargo that is said to include hundreds of thousands of pounds of spare parts and accessories for planes and military vehicles.

The Sunderbans, another ship of Pakistani registry, sailed from New York on May 8 with other items of military equipment for Pakistan, including parts for armed personnel carriers, according to the ship's manifesto and the accompanying State Department export license. She is due in Karachi Wednesday.

All this equipment has been sold to Pakistan by the United States Air Force under provisions of the Foreign Military Sales Act.

After troops of the Pakistani Army, mainly West Pakistanis were ordered to crush the self-rule movement in East Pakistan last March 25 the State Department announced that all sales of military equipment to Pakistan had been suspended and that the program, initiated in 1967 had been placed "under review."

Today, State Department officials, responding to queries about the sailings of the Padma and the Sunder bans, said that it remained the official policy of the Administration that sales of all types of military equipment to Pakistan were banned.

These officials explained that the ban was imposed shortly after the severe repression of the East Pakistani independence movement began in March. The State Department estimates that at least 200,000 East Pakistanis have died in the subsequent fighting and that about six million refugees have fled to India.

Senior State Department officials said in interviews today that they were not aware of shipments of military equipment to Pakistan after March 25.

They acknowledged that such shipments would constitute a violation of the proclaimed policy.

The State Department officials said they had been informed by the Defense Department that no military equipment under the foreign sales program had been delivered "to the Government of Pakistan or agents of the Government of Pakistan" since March 25.

No Explanation Offered

They said the Defense Department "reaffirmed" 'this policy today in discussions with the State Department. They could not explain how this Pentagon statement could be reconciled with the fact that, according to the bills of lading submitted to the Pakistani Embassy here, the equipment to be loaded on the Sunderbans was received at the dock in New York on April 23 and the equipment for the Padma on May 21.

A communication from the shippers to Lieut. Col. M. Amram Raja at the defense procurement division of the Pakistani Embassy covering the dock receipts for the two ships was sent on May 21.

The Defense Department asked about the shipments last Saturday and again today, referred all inquiries to the State Department. Officials appeared to be at a loss to explain the shipments in the light of the official ban.

State Department sources quoted the Defense Department as saying that do sales or deliveries to Pakistan had been authorized since March 25 and that the equipment aboard the two freighters had been purchased prior to the official prohibition.

Rut they offered no comment as to why the dockside deliveries and actual shipments had been made after March 25.

The State Department has not yet replied to a letter sent on June 17 by Senator Frank Church, Democrat of Idaho, to Secretary of State William P. Rogers requesting information about "certain items of military equipment" being shipped to Pakistan under State Department licenses.

Senator Church, who is a member of the Senate Foreign Relations Committee, advised Mr. Rogers that he understood that the State Department had issued License No. 19242 for some of this equipment.

A check of the bill's loading of the cargo aboard the Sunderbans showed that this license covered an item described as "23 skids, parts," Weighing 11,895 pounds. No further description of these items was available.

But another license issued by the State Department for the Sunderbans's cargo specified "parts and accessories for military vehicles." The Sunderbans carries a total of 21 items, according to the dockside delivery listings, identified Oil these documents only as cases and cartons of "auto parts and accessories," "skids and parts," "boxes" and parts."

Planes and Parachutes Listed

The dockside delivery listings for the Padma include two entries of "four aircraft" each, 113 parachutes and parts, and auto parts, accessories, skids and "wooden boxes."

An item described as "crates bundles and parts" is listed as weighing 14.133 pounds.

The program of military sales to Pakistan, begun in 1267, had been running at nearly $10 million a year, according to Robert J. Mecloskey, the State Department spokesman. The United Stages agreed in that year to sell "nonlethal" equipment to both Pakistan and India, lifting in part the embargo placed on military deliveries after the 1965 Indian. Pakistani war.

In October, 1970, the Administration agreed, as an exception," to sell Pakistan an undisclosed number of F-104 fighter planes, B-57 bombers, and armored personnel carriers. However, the State Department rain today that none of this "exception" equipment had been delivered.

But authoritative sources here, who cannot he identified, said that the flow of military equipment to Pakistan from Air Force sales alone had reached $47,944,781 between 1967 and April 30, 1970.

A communication sent on May 28 to the defense procurement division, of the Pakistani Embassy in Washington by the headquarters of the Air Force accounting and finance center in Denver enclosed a "status report.. . listing all your open foreign military sales cases, showing case value, amounts collected, delivered and undelivered."

The letter-signed by Elaine B. Loventhal, chief foreign military sales branch comptroller at the Denver headquarters - was headed "USAF statement of military sales transactions and detail delivery listings."

The "status report" noted that previous charges on Pakistani military purchases were $25,679,654.10, that undelivered items totaled $21,730,740.07 and that "cash received to date" was $24,342,782.37.

State Department officials were unable to say precisely what period this report covered.

The Air Force report said however, that the Pakistani Government had to remit Hon or before 31 May, 1971" the sum of $3,376,253.51 for further "total cash requirements."

A notation on the report showed that a check from Pakistan for 5404,116.49 had been received "in May, 1971."

Authoritative sources here said that "in all likelihood" additional sales to Pakistan might have been made by the Army and the Navy.

Spokesmen for the East West Shipping Agency, the New York agents for the Padma and the Sunderbans, indicated that the Padma had carried military equipment to Pakistan on a number of recent voyages, most recently delivering it in Karachi on March 22. Three days before the troops action in East Pakistan.

The voyage for which the Padma is now preparing is her first to Karachi carrying military equipment since the ban was imposed after March 25. The current trip by the Sunderbans is also her first since the ban. But authoritative sources said that other ships with military equipment for Pakistan might have sailed since March 25 from East and West Coast ports.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৩। অস্ত্র যখন ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা	নিউইয়র্ক টাইমস	২৭ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUNDA Y, JUNE 27, 1971

U. S. AND PAKISTAN

WHEN AMMUNITION

IS A THEOLOGICAL QUESTION

Washington-The Nixon Administration discovered from newspaper enclosures last week that it has been violating the ban it had imposed on shipments of American military equipment to Pakistan following the outbreak of civil strife in that country's Eastern region.

In finding out belatedly that at least three freighters laden with military equipment had sailed from New York for Karachi after the ban became effective on March 25, and that new export licenses had been illegally issued since that date, the Administration faced public embarrassment. Senatorial anger and political problems with India.

The incident also served to underscore Washington's ambiguous attitude toward the potentially explosive situation in East Pakistan, where Pakistan's military suppression of the Bengali independence movement is reported to have claimed nearly 200,000 Bengali lives and has sent six million refugees pouring across the Indian border.

Few observers believed that any deliberate official deception was involved. It was generally accepted that the arms shipments resulted from a breakdown in internal communications between those who make policy at the top and these executing it on the working level, a phenomenon that one harried bureaucrat described last week as "the price you pay for on elephantine government."

The bureaucratic confusion surrounding the shipments was monumental in every aspect. The State Department, which had assured a number of Senators only a few weeks earlier (in writing) that no arms shipments to Pakistan were scheduled, was surprised to learn of the sailing of two freighters (it later discovered the third one) and lured to the Defense Department for explanation.

The Pentagon checked its computers and produced the information, starting the State Department, that the March 25 ban on shipments took effect only on April 6. Then, the Administration explained that military equipment delivered to Pakistani officials in the United States before March 25 could be shipped anyway. It did not say why.

A special high-level task force was quickly formed to ascertain facts, but four days elapsed before the State Department learned that the Padilla, the Pakistani freighter loading in New York last weekend, had sailed with (1) $1 2-million work of ammunition, (2) spare parts for military aircraft, armored vehicles and jeeps and (3) small radio-con- trolled pilot less drones for antiaircraft gunners' practice.

For three days. State Department spokesmen and newsmen argued over the official claim that ammunition was not a "lethal" item. This stemmed from an earlier State Department admission that the military sales to Pakistan, confined to "non-lethal" items, included ammunition.

On the third, day, a reporter asked: "When does ammunition become lethal 7" The Suite Department spokesmen replied: "This is a theological question."

Left unclear was the essence of United States policy toward the East Pakistani crisis against the background of what is recognized here as a very real threat of warfare between India and Pakistan unless a political solution is promptly found for the autonomy aspirations of the easterners.

This threat emanates from the severe strain that the refugee army has placed on India's resources, the mounting frictions between the refugees and the local Indian population and India's fear of political radicalization of the East Pakistan "freedom fighters." All these factors are seen by now Delhi as a direct menace to the political stability of the Indian state of West Bengal and to peace in the subcontinent.

Indian policy, strongly supported by Britain and Canada, is to bring enough international pressure to bear on President Yahya Khan to grant East Pakistan its demands for autonomy. India argues that this must be done if conditions are to he restored in East Pakistan for the return of the refugees. She insists that foreign economic aid must be denied Pakistan as an instrument of pressure.

The attitude of the United States on this point is ambiguous. The Administration's instincts, particularly at the Pentagon, are that reasonably good relations with Pakistan must be maintained at all costs so as to compensate for the close ties between India and the Soviet Union. This view is maintained even though Pakistan in recent years has drawn close to Communist China.

Although the State Department publicly counseled Pakistan earlier this month to seek "political accommodation" with the easterners-the first time it had done so after two months of bloody fighting-it rejects the argument that economic pressure should be applied.

However, a mission from the World Bank recommended last week, following a survey of the Pakistani situation, that 110 new funds be supplied by the international aid- to-Pakistan consortium until the Islamabad regime had turned to "political accommodation" in the East.

-Tad Szulc

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৪। পাকিস্তানী সৈন্যদের গ্রাম আক্রমণ	শিকাগো সান টাইমস	২৮ জুন, ১৯৭১

CHICAGO SUN TIMES. MONDAY. JUNE 28. 1971

PAKISTANI PATROL PLUNDERS PART OF VILLAGE; SEVERAL DIE

Boliadi, East Pakistan (AP)-A platoon of the Pakistani army smashed into the, Hindu section of this waterlogged village before dawn Sunday, shooting residents, ransacking homes and burning the market.

Twenty minutes after 24 West Pakistani soldiers and another dozen men in the uniform of the Frontier Corps, whose headquarters is more than I,(MX) miles West of here, left the village, the commander, who identified himself as Maj. Omar, told a newsmen the troops had been on a "routine patrol."

The major, who said, "I should not have told you my name," wore a blue beret and was barefoot. His men carried automatic rifles and umbrellas to stay dry in the monsoon rain.

An inspection showed they left three dead men and a desolated village still burning so fiercely the heat drove witnesses away and bucked iron sheets.

A few old women and children mourned the dead on walled in Bengali, "They have taken everything."

The rest of the village, which local Moslem residents said once housed 100 families, had fled into the jute fields or across the creeks.

The body of a white-haired man was stretched across the mat in the ground-floor store of a two- story corrugated iron shack. A bullet had gone through his back.

Villagers said that besides the three visible bodies another five or six were killed in the five-hour attack.

The attack occurred an hour's drive northwest of Dacca where four British parliamentarians, investigating the situation in East Pakistan, slept on the final day of their visit. It also came at the same time ships, carrying U.S. ammunition and spares for the Pakistan army, were heading toward Karachi in West Pakistan.

The besieged town is the ancestral home of Justice B. K. Siddiky, Bengali chief justice who defied orders early in March and refugees to swear in Lt. Gen. Tikka Khan as the new military governor of the province.

He conducted the swearing-in after the army crushed Sheikh Mujibur Rahman and banned the Awami League on March 25. He has been removed as head of the Pakistan Red Cross, and villagers said he has been deposed as chief justice.

Moslem villagers and many students who have fled Dacca since March 25 said that since Friday army patrols, some landing in small boats, have been striking at villages within a six mile radius of this part of Dacca district.

Smoke could be seen and shots could be heard through the morning from the direction of those villages.

Villagers said they believed the attacks were connected with reports of stepped-up activity by Bangladesh secessionists based 28 miles to the north near Tangail on the Brahmaputra River.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৫। টিক্কাখানের পৈশাচিক রক্তস্নান	নিউজ উইক	২৮ জুন, ১৯৭১

NEWSWEEK, JUNE 28, 1971

THE TERRIBLE BLOOD BATH OF TIKKA KHAN

Ever since the Pakistani civil war broke out last March, President Mohammad Yahya Khan has done his utmost to prevent reports on the ruthless behavior of the Pakistani Army in putting down the Bengali fight for independence from reaching the outside world. Most foreign journalists have been barred from East Pakistan, and only those West Pakistani newsmen who might be expected to produce "friendly accounts" have been invited to tour East Pakistan and tell their countrymen about the rebellion. In at least one instance, however, that policy backfired. Anthony Mascarenhas, a Karachi newsmen who also writes for the London Sunday Times was so horrified by the events he witnessed that he and hi_ family fled to London' to publish the full story. Last week, in the Times, Mascarenhas wrote that he was told repeatedly by Pakistani military and civil authorities in Dacca that the Government intends "to cleanse East Pakistan once and for all of the threat of secession, even if it means killing off 2 million people". And the federal army concluded Mascarenhas "is doing exactly that with terrifying thoroughness."

That the Pakistani army is visiting a dreadful blood bath upon the people of "East Pakistan is also affirmed by newsmen and others who have witnessed the fight of a 6 million terrified refugees into neighboring India. News weed's Tony Clifton recently visited India's refugee-clogged border regions and cabled the following report:

Anyone who goes to the camps and hospitals along India's border with Pakistan comes away believing the Punjabi army capable of any atrocity, I have seen babies who have been shot, men who have had their backs whipped raw. I've seen people literally struck dumb by the horror of seeing their children murdered in front of them or their daughters dragged off into sexual slavery. I have no doubt at all that there have been a hundred "Mylais" and "Lidices" in East Pakistan-and I think, there will be more.

My personal reaction is one of wonder more then anything else. I've seen too many bodies to be horrified by anything much any more. But I find myself standing still again and again, wondering how any man can work himself into such a murderous frenzy.

Slaughter

The story of one shy little girl in a torn pink dress with red and green flowers has a peculiar horror. She could not have been a danger to anyone. Yet I, met her in a hospital at Krishnanagar, hanging nervously back among the other patients, her hand covering the livid scar on her neck where a Pakistani soldier had cut her throat with his bayonet. "I am Ismatara, the daughter of late Ishaque Ali," she told me formally. "My father was a businessman in Kushtia. About two months ago he left our house and went to his shop and I never saw him again. That same night, after I went to bed, I heard shouts and screaming, and when I went to see what was happening, the Punjabi soldiers were there.

My four sisters were lying dead oh the floor, and I saw that they had killed my mother. While I was there they shot my brother-he was a bachelor of science. Then a soldier saw me and slopped me with his knife. I fell to the floor and played dead. When the soldiers left I ran, and a man picked me up on his bicycle and I was brought here."

Suddenly, as if she could no longer bear to think about her ordeal, the girl left the room. The hospital doctor was explaining to me that she was brought to the hospital literally soaked in her own blood, when she pushed her way back through the patients and stood directly in front of me. "What am I to do?" She asked. "Once I had five sisters and a brother and a father and a mother. Now I have no family. I am an orphan. Where can I go? What will happen to me?"

Victims

"You'll be all right" I said, stupidly. "You're safe here." But what will happen to her and to the thousands of boys and girls and men and women who have managed to drag themselves away from the burning villages whose flames I saw lighting up the East Pakistani sky each night? The hospital in Agartala, the capital city of Tripura, is just half a mile from the border, and it is already overcrowded with the victims of the rampaging Pakistani army. There is a boy of 4 who survived a bullet through his stomach and a woman who listlessly relates how the soldiers murdered two of her children in front of her eyes, and then shot her as she held her youngest child in her arms. "The bullets passed through the baby's buttocks and then through her left arm," Dr. R. Datta, the medical superintendent, explains "But she regained consciousness and dragged herself and the baby to the border," Another woman, the bones in her upper leg shattered by bullets, cradles an infant in her arms. She had given birth prematurely in a paddy field after she was shot. Yet, holding her newborn child in one hand and pulling herself along with the other, she finally reached the border. "Although I know these people, I am continually amazed at how tough they are," says Datta. Still, there are some who cannot cope. I stepped over two, small boys lying on the floor, clinging to each other like monkey; "Refugees say their village was burnt about a week ago and everyone in it was killed except these two", the doctor says. "We have had them for three days and we don't know who they are. They are so terrified by what they saw they are unable to speak. They just lie there holding on to each other. It is almost impossible to get them apart even long enough to feed them. it is hard to say when they will regain their speech or be able live normal lives again".

New Jersey Congressman Cornelius Gallagher, who visited the Agartala hospital, says he came to India thinking the atrocity stories were exaggerated. But when he actually saw the wounded he began to believe that, if anything, the reports had been toned down. A much-decorated officer with Patton in Europe during World War II, Gallagher told me: "In the war, I saw the worst areas of France, the killing grounds in Normandy, but I never saw anything like that. It took all of my strength to keep from breaking down and crying."

Rape

Other foreigners, too, were dubious about the atrocities at first, but the endless repetition of stories from different sources convinced them. "1 am certain that troops have thrown babies into the air and caught them on their bayonets," says Briton, John Hastings, a Methodist missionary who have lived in Bengal for twenty years. "I am certain that troops have raped girls repeatedly, then killed them by pushing their bayonets up between their legs."

All this savagery suggests that the Pakistani army is either crazed by blood-lust or, more likely, is carrying out a calculated policy of terror amounting to genocide against the whole Bengali population. The architect appears to be Lt.-General Tikka Khan, the military governor of East Pakistan. Presumably, Pakistan's President knows something about what is going on, but he may not realize that babies are being burnt alive, girls sold into virtual slavery and whole families murdered. He told the military governor to put down a rebellion, and Tikka Khan has done it, efficiently and ruthlessly. As a result, East Pakistan is still a nominal part of Pakistan. But the brutality inflicted by West on East in the last three months has made it certain that it will only be a matter of time before Pakistan .becomes two countries. And those two countries will be irreparably split-at least until the last of today's maimed and brutalized children grow old and die with their memories of what happened when Yahya Khan decided to preserve their Country.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৬। মার্কিন সরকার পাকিস্তানে সাহায্যদান অব্যাহত রাখবে	নিউইয়র্ক টাইমস	২৯ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES. TUESDA Y, JUNE 29, 1971

U. S. SAYS IT WILL CONTINUE AID TO PAKISTAN DESPITE CUTOFF URGED BY OTHER NATIONS

By Tad Szulc

Special to The New York Times

Washington, June 28-The Nixon Administration reaffirmed today that it intended to provide economic aid to Pakistan despite international pressures to halt foreign assistance until the central Government reached a political accommodation with East Pakistan.

Most of the 11 nations forming the Aid 0 Pakistan Consortium have concluded that assistance, running at about $500-million a year, should be withheld pending a political settlement of the crisis that resulted in the death of an estimated 200,000 East Pakistanis and the flight to India of about six million refugees.

The World Bank, which coordinates assistance to Pakistan has recommended against further aid. Britain. Canada and Belgium, among other members of the consortium, have taken a similar stance.

Their positions emerged at an informal meeting of the consortium held in Paris last Monday to receive the report of a World Bank mission that toured Pakistan. Robert S. McNamara, the president of the bank, was reported to have approved this policy last Thursday.

Administration officials reported at Senate hearings today that the United States said in Paris that it disapproved of the policy of denying economic aid to Pakistan as a political instrument of pressure. This view was reaffirmed here today.

Testifying today before the Senate Judiciary Subcommittee on Refugees, the Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs, Christopher Van Hollen, said that by providing economic aid the United States would have" leverage in persuading President Yahya Khan to seek a "political accommodation" in East Pakistan on the basis of autonomy and to create conditions allowing the refugees to return.

Tie admitted, however, that such 'leverage' was not yet measurable and that few refugees had returned home.

Mr. Van Hollen also announced that the Administration had no plans for placing a full embargo on shipments of military equipment to Pakistan.

He told the subcommittee, headed by Senator Edward M. Kennedy, Democrat of Massachusetts, that it was "likely that additional military equipment will be shipped to Pakistan,"

He explained that while the Administration had halted the granting of export licenses military items under its four-year-old program of credit and cash sales after the outbreak of hostilities in East Pakistan last March 24, the permits issued before that date would not be revoked.

Other Administration sources had reported, however, that this decision was made last week by the National Security Council after newspaper disclosures showed that at least three Pakistani ships carried military equipment from New York to Karachi despite what the State Department had originally described as ban on all shipments.

Kennedy Protests

The State Department later issued a clarification, saying that the ban did not apply to equipment purchased by the Pakistanis before March. Under questioning by Senator Kennedy. Mr. Van Hollen conceded that the State Department's earlier public statements on the matter were "confusing" and "misleading."

Later in the day, State Department officials confirmed reports that the Pakistani freighter Kaptai, due in New York today would sail for Karachi about July 2, "presumably with items on the munitions control list," and that between four and five other ships would sail with similar cargos before mid-August.

This information led Senator Kennedy late afternoon to telephone Joseph J. Sisco, Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs, to protest the new shipments.

Mr. Kennedy then issued a statement charging that the hearings before his subcommittee this morning had indicated that the Administration's policy on, military supplies to Pakistan was "misleading and contradictory. '

"In violation of the understanding conveyed to me and others in Congress, our Government has freely tolerated at least three shipments of military equipment to Pakistan over the past two months," he said.

"Today, after the hearings, we learned that still another ship, the Kaptai, is docking in New York to be loaded with still more military hardware for Pakistan and four to five more ships are expected to be loaded in the coming weeks.

"I've asked the Administration to stop the policy of shipping arms to Pakistan."

At the subcommittee hearing, Mr. Von Hollen justified the decision to continue economic aid to Pakistan and to maintain the validity of the military export licenses on the ground that to do otherwise in a situation of "civil strife" in East Pakistan would "be seen as sanctions and intrusion in internal problems."

He said that the United States had decided to keep selling "nonlethal" military items to Pakistan so that President Agha Mohammad Yahya Khan would not turn to other sources of supply, such as Communist China.

He acknowledged, however, that China had been supplying arms lo Pakistan all along.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৭। পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া কেন?	নিউইয়র্ক টাইমস	৩০ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, WEDNESDAY, JUNE 30, 1971

WHY AID PAKISTAN?

After months of equivocation and evasion, the State Department has finally made .it clear that the Administration intends to keep on furnishing military and economic assistance to the Government of Pakistan despite continuing acts of repression in East Pakistah that have shocked the world. This incredible policy decision defies understanding.

The admission that aid is continuing as before undermines the credibility of the United States Government at home and abroad. The pubic, members of Congress and at least one vitally interested foreign government (India) had been led to believe-although always in evasive language-that all military assistance and any new development assistance for Pakistan would be held in abeyance until there was progress toward a political resolution of the crisis in East Pakistan. The exposure of this deception is likely to be particularly damaging to United States relations with India, whose foreign minister left Washington a few days ago with what he believed were firm assurances concerning American policy toward Pakistan that have now been thoroughly discredited.

The decision to continue economic aid puts the United States in defiance of the world Bank and the eleven-nation Aid to Pakistan Consortium, which has decided informally to refrain from making new aid commitments to Islamabad at this time. The Nixon Administration repeatedly in the past has indicated its policy would be to channel more and more United States aid through such international means in order to avoid the kind of unilateral decision it is now making in respect to Pakistan.

Administration officials say they opposed the consortium decision because it amounts to using aid as a political instrument. But at the same time they argue that the United States must continue aid in order to gain leverage to persuade President Yahya Khan to seek a political solution in the East. They can't have it both ways.

Perpetuation of American aid to Pakis tan is not, in fact, likely to help persuade the military regime there to move toward restoration of genuine democratic government any more than continuing American support for the Athens junta has helped restore democratic rights to the Greek people. It will, however, put the United States in the untenable position of underwriting policies of repression, which have led to the ruthless and continuing slaughter of hundreds of thousands of Bengalis in East Pakistan. These policies have already driven more then six million East Pakistanis into exile in India where their presence creates grave political, social and economic tensions and a rising threat of domestic and even international conflict.

President' Yahya's recent proposals for restoration of civilian rule offer little hope for significant change since they continue to exclude the outlawed Awqmi league, the party which won an overwhelming majority of the votes in past Pakistan and an absolute majority of the seats in the unconverted National Assembly in last December’s election. Under this circumstance, can anyone? Washington explains how additional military or developmental aid to Pakistan can be justified morally fu terms of (his country's pragmatic self-interest in peaceful, democratic development on the Indian subcontinent?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৮। বাঙালী নিধনে সাহায্য	ওয়াশিংটন ডেইলী নিউজ	৩০ জুন, ১৯৭১

WASHINGTON DAILY NEWS-JUNE 30, 1971

HELPING TO KILL MOKE BENGALIS

The Administration's decision to send more economic and military aid to the brutal, repressive regime in Pakistan is as shortsighted as it is inhumane.

The testimony before Congress, the State Department admitted its fear that shutting off the flow of arms to Pakistan would be resented "as sanctions and intrusion."

What, we ask, is so bad about sanctions against mass murder and genocide? For that is exactly what the West Pakistan-dominated army committed against the helpless Bengalis of East Pakistan.

In its treacherous attack starting March 25, the Pakistani army slaughtered 200,000 Bengalis and sent six million refugees fleeing for their lives into India. It is morally unjustified to send more weapons to such a regime.

With its talent for justifying the unjustifiable, the State Department explains that halting economic aid would remove our "leverage" with Pakistan-although we have almost no leverage now.

Also, stopping our arms shipments would cause Pakistan to turn to other suppliers, like communist China. However, the department admits that China has never stopped furnishing weapons to Pakistan.

Sen. Edward M. Kennedy, D-Mass, has called all this "doubletalk, incompetence, or both"-and he's right.

Our partners in the International effort to prevent the Pakistani economy from collapsing are not as timid as the United States. The World Bank, Britain, Canada. Belgium and others favor withholding economic aid until the military regime reaches a political settlement with East Pakistan.

But not the United States.

Pakistan is. Of course, desperately poor and can use all the help it can get but the trouble with aid now is that it props up the government and helps it maintain the army of occupation in East Pakistan.

The Bengalis in the east voted overwhelmingly for home rule in the only, free election in Pakistan's history. Instead they got the genocidal assault by the western army, which is still shamefully going on.

History suggested, however, that West Pakistan from 1,000 miles away cannot forever subjugate the Bengali people. What we are doing by sending arms to Pakistan is to make sure the Bengalis will remember that American weapons murdered them during the birth pangs of their beloved Bangladesh (Bengali nation).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫৯। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ	নিউ ইয়র্ক টাইমস	৩০ জুন, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, WEDNESDAY. JUNE 30. 1971

EAST PAKISTANI ECONOMY
BADLY HURT AS MOST
TRANSPORT IS CRIPPLED

By Sydney H. Schanberg

Special to The New York Times

Dacca, Pakistan, June 26-Food scarcities are becoming serious in parts of East Pakistan, cash is short in rural areas, jute factories are badly crippled and key road and rail communications continue to be disrupted by guerrillas.

Nonetheless, most foreign economic experts here arc convinced that the government is willing, at least for the immediate future, to pay the severe economic price of supporting its army's occupation of the eastern region, which has been badly damaged during the effort to suppress the Bengali autonomy movement.

Informed foreign sources report that their field trips have turned up food shortages in some areas that could become grave unless the disrupted transportation system improved markedly.

One problem area is the northwest, normally a rice surplus region that supplies neighboring districts.

The foreign economists say the northwest is desolate, with few farmers visible. Most have apparently fled to India to escape the Pakistani Army, which has been trying to suppress the Bengalis since March 25.

Destroyed, Looted, Removed

Food stocks in the northwest have been destroyed, looted or taken out of the country, the foreign sources said. The situation has not reached the starvation level, they added, but people do not have enough to eat, and the meal problem will arise in two or three months.

"Right now" an economist said, "there arc more likely a lot of hungry people then a lot of dead people.

The experts said that East Pakistan as a whole had a two month supply of food grains and that the problem was distributing it to the deficit areas.

The railroad from Chittagong, East Pakistan's major port, to Dacca is still cut and guerrilla activity in the area is reported to be fairly persistent. The line normally carries 70 per cent of the food grains imported by East Pakistan. Major road bridges have also been blown.

The region's usual rice deficit is about two million tons a year: this year it will probably be around three million.

Dock Laborers have tied

Apart from the transport mess, ports such as Chittagong and Chalna are also severely hampered by a lack of warehouse space and by labor shortages because much of the work force has fled to the interior or to India.

Because of the port congestion, the United States, which normally supplies East Pakistan with up to a million tons of grains a year, has temporarily suspended shipments.

The other major food-scarce area is the delta region on the Bay of Bengal that was devastated by the cyclone last November that killed several, hundred thousand people and destroyed most of the rich rice crop there. Food stocks are low on the islands and in the coastal areas, although conditions are not as critical as was originally feared because some relief food been delivered.

Nevertheless, the foreign sources said, unless the distribution system improves, the region could become a famine area.

The Khulna district in the Ganges Delta also has a food problem, the sources said, because many Hindu farmers and farm laborers have fled. The minority Hindus have been particular targets of the army, which pictures them as agents of India and energies of this Moslem nation-

Another unknown is the long-run impact of the exodus of the six million Bengalis who have fled to India. Their departure, which has cut food output and industrial production, has also reduced consumption.

Even in areas where rice is in reasonably good supply, cash is short and many villagers cannot afford to buy enough, even at the reduced prices at which the fleeing Hindu farmers arc gelling it.

The main reason for the shortage of money is that the Government's rural public works program has been almost halted. Laborers who used to make 60 cents a day building roads, irrigation canals and dikes are jobless.

All development work has stopped. Government agricultural technicians and private irrigation-well contractors are afraid to go into the interior. Foreign consultants and engineers are killing time in their Dacca offices. Government offices, though open, are short of staff and doing no planning work

Jute factories are operating at a fraction of their former levels. The eastern region's jute, one of the mainstays of the national economy, is Pakistan's biggest export and earner of foreign exchange.

This was the economic picture found by the World Bank team that toured East Pakistan recently to study the prospects of peace and stability as a requisite to the resumption of full-scale aid.

The team, described by the foreign economists here as shocked, and disconsolate, was reported to have recommended that aid be withheld until a viable political solution was found and a realistic development plan was prepared by the martial-law government.

The World Bank coordinates an 11-nation consortium that has been supplying about $500 million a year in aid on which Pakistan is heavily dependent. The United States channels most of its aid-about $200 million a year—through the consortium.

How long Pakistan will continue to support army activities in East Pakistan without the foreign aid is a subject of widespread discussion in the foreign community here.

Although foreign-exchange reserves are low, the situation is not-quite as crippling as had been assumed. One reason is Pakistan's unilateral declaration of a moratorium on payments on her huge international debt. Another is that since the fighting began almost no imports have entered East Pakistan, so the government has saved foreign exchange. Finally" by coincidence, high inventories of raw materials for, manufacturing have been accumulated in West Pakistan before the trouble started.

In sum, the foreign economists feel, that though Pakistan's economic position verges on the desperate, it does not necessarily presage an early end of the occupation of the east.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬০। একটি বিদেশী সৈন্য বাহিনীর কর্তৃক আরাপ	নিউইয়র্ক টাইমস	৪ জুলাই, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUNDA Y, JULY 4, 1971

AN 'ALIEN ARMY' IMPOSES ITS WILL

Dacca-"Doesn't the world realise that they're nothing hut butchers?" asked a foreigner who has lived in East Pakistan for many years. "That they killed-and are still killing-Bengalis just to intimidate them to make slaves out of them? That they wiped out whole villages, opening fire at first light and stopping only when they got tired?"

The foreigner, normally a calm man, was talking about the Pakistani Army and the bloodbath it has inflicted on East Pakistan in its effort to crush the Bengali independence movement.

Most of the foreign residents-diplomats, missionaries, businessmen also talk the way this man docs now. They arc bursting with three months of pent-up anger and outrage. And they are very eager to tell what they know to those foreign newsmen who were permitted to reenter East Pakistan in the past fortnight and travel around unescorted for the first time since March 25 when the army began its suppression campaign.

Pakistan's military regime considers the foreign press implacably hostile, but it is desperate to prove to the world its claim that order has been restored, that the army is in control and that normality is fast returning to East Pakistan.

The army is, indeed in control except for a few areas near the bonier with India where the Mukti Fouj, or "Liberation Army," is active and growing more so—with aid from India.

Yet, East Pakistan is anything but normal. For this is clearly and simply a military occupation by an alien army.

Bengali police have been replaced by police from West Pakistan, the country's dominant wing that has more than 1,000 miles away, with India in between. West Pakistanis arc also being flown in to replace officials in every Government department, in some cases even down to the level of typists.

Houses and shops of those Bengalis who were killed or fled to villages in the countryside have been turned over to Moslem non-Bengali residents of East Pakistan, who are collaborating with the army. The temples of the minority Hindus- the Army's special scapegoats—are being demolished for no other reason than to demonstrate that those who are not part of the army's design of "Islamic integrity" are not true Pakistanis and will not be tolerated.

Bengali youths, who just over three months ago were exultantly marching through the streets and shouting their slogans of defiance at the military regime, now talk in whispers, slipping up to foreign newsmen for a few seconds to murmur some information about a massacre, the murder of a family member or the destruction of a village. Anonymous letters containing such details find their way every day into newsmen's mailboxes at the Hotel Inter-Continental.

The effluvia of fear are over-whelming. But there is also a new spirit. Many of the Bengalis-a naive and romantic people-realize now that no other country is going to save them, that they will have to do it all themselves and that it will lake a long time.

Significant numbers of young men are slipping off to join the Liberation Army, which operates from border areas and from sanctuaries just across the border in India. Bengali guerrilla terrorism is increasing. A number of army collaborators have been executed, and more and more homemade bombs explode in Dacca. The resistance is still sporadic peripheral and disorganized, but it is growing.

With each terrorist act, the army takes revenge, conducting reprisals against the nearest Bengali civilians. Several hundred civilians were reported to have been rounded up and mowed down by the Army in Noakhali District recently after the Mukti Fouj executed a member of one of the army's "Peace Committees" and his wife and children.

The once widely held theory that the cost of the occupation would prove prohibitive and compel Pakistan to pull the army out fairly quickly has been discarded. Even without the World Bank consortium's massive annual aid, which has been suspended in censure of the repression the Islamabad regime seems determined to keep its grip on East Pakistan.

President Yahya Khan's speech to the nation last Monday was supposed to have unveiled his long-awaited plan for returning Pakistan -East and West-to civilian rule. It turned out to be exactly the opposite-a declaration that the military dictatorship would continue, with a hand picked civilian government as camouflage.

In his speech, which Western diplomats here described as "a disaster," the President, who is also Army chief, heaped praise on the Army for rescuing the country from "the brink of disintegration... by the grace of Allah." He also extended his "fullest sympathy" to the six million Bengalis, most minority Hindus, who have fled-to India-"because of false propaganda by rebels," he said. He appealed to them to "return to their homes and hearths" for "speedy rehabilitation."

Just the day before President Yahya's speech, an army platoon stormed into several predominantly Hindu villages 30 miles from Dacca, killing men and looting and burning homes. . Reports of similar pogroms come from other parts of the province. No one knows exactly how many Bengalis the army has killed, but reliable foreign sources here put the figure somewhere over 100,000-and possibly much higher.

The East Pakistani economy which used to provide the national treasury not only with half its exports and foreign exchange but also with a captive market for West Pakistan's manufactured goods has been badly crippled by the upheaval. However, the military regime seems willing - at least for the present-to pay the severe economic price of holding East Pakistan as a colony, no matter how sullen or resistant the population.

"It's a medieval army operating as if against serfs," said one Westerner here. "It will use any method just to own East Pakistan and keep milking it dry. Even if the Bengalis are serious about the resistance, it will take five to 10 years to make a dent."

-Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬১। দক্ষিণ এশিয়া : দুযোর্গের পদধ্বনি	নিউইয়র্ক টাইমস	৫ জুলাই, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, MONDAY, JULY5, 1971

SOUTH ASIA: THE APPROACH OF TRAGEDY

By Chester Bowles

Essex, Conn.-Unless two rather unlikely developments occur, South Asia is in imminent danger of erupting into a tragic, needless war.

These developments are: First, that the ruling West Pakistan Government turns away from the path of terror against its own subjects in East Pakistan and agrees to a settlement that will stem the flow of frightened, homeless refugees into India; and second, that the world community soon mounts a massive campaign to relieve India of the burden of supporting nearly six million refugees who have already crossed the border.

The Indian Government is making a Herculean effort to provide food, medical assistance and shelter to these destitute and frightened people. The cost which is estimated at more than $10 million a week, is being assumed by India at a time when its economic assistance from the World Bank and the Consortium (the United States, Britain, France, Italy, Japan and Canada) has been sharply reduced and more than $500 million in principal and interest on past debts is scheduled to be repaid this year alone.

These economic constraints are compounded by political factors. Prime Minister Gandhi has emphasized that the refugees belong to "every political persuasion - Moslem, Christian, Buddhist and Hindu." But reports are now spreading that the West Pakistan military has to focus its fury on the Hindu minorities throughout East Pakistan. If this is true it is bound to create credulous tension with India's 65 million Moslem minorities.

Finally, India fears that an independent East Bengal may encourage West Bengal, where the Communist party Marxists are the largest single element, to merge into a single Bengali nation and thereby create a target for Chinese intrigue and subversion.

In a recent speech in the Indian Parliament, Mrs. Gandhi asserted, "This is not as some say 'an internal problem' of Pakistan. It is a problem which threatens the peace of South Asia. Has Pakistan the right to compel at bayonet-point not thousands, not hundreds of thousands, but millions to flee their homes? This is an intolerable situation. This Government may have its faults, but it does not lack courage. It is not afraid to take a risk that is a necessary risk.

The possible sequence of events that may soon confront us is appalling: (1) India in a desperate effort to cut off the flow of refugees, return the present refugees to their own homes and prevent the establishment of ail extreme left-wing government in East Pakistan may move troops into East Pakistan: (2) Pakistan may then be expected to reply

by attacking India in Kashmir and the Indian Punjab; (3) China may deliver an ultimatum to India' (similar to the one she delivered in October of 1965 toward the end of the East Pakistan war); (4) the Soviet Union then supports the Indian position and wards China off, and the escalation continues.

This scenario may be dismissed by many as a bed dream. In my opinion it is a very real possibility, and if the situation continues to drift, a probability.

Mrs., Gandhi's governments acted responsibly in its banding of the crisis on its northeast border, but the financial and political pressures are rapidly pushing India to the breaking point.

The world community through the United Nations channel, by direct initiative or any other means must act. What is happening in East Pakistan is an immoral and humanitarian outrage which must be condemned and stopped. At the same time India must be relieved of the responsibility for the care of the six million refugees. This long- suffering struggling, democratic country which a few months ago seemed about to achieve economic self-sufficiency must not be allowed to suffer, perhaps go under, because of a situation not of its own making.

It is reported in the press that members of the Consortium and the World Bank with the exception of the United States have agreed to stop economic aid to Pakistan until a political understanding is reached with East Pakistan and the East Pakistanis are assured their full share.

Since the outbreak of the struggle in East Pakistan in late March the United States - has shipped there cargoes of military equipment to Pakistan that can only be used against her own people in East Pakistan or against India. This step has been taken despite a solemn assurance to Congress that no arms would be sent. It was first accepted as just another bureaucratic blunder which did not represent United States policy. However, in the last few days there is evidence this was not an accident but a deliberate decision.

If this is in fact correct the United States, once again, has committed an abysmal error in Asia, one that historians may find even more difficult to condone or excuse than the debacle in Indochina.

Chester Bowles, author of "promises to Keep" was Ambassador to India 1963-69.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬২। পাকিস্তানের জন্য মার্কিন অস্ত্র : একটি গ্লানির ইতিহাস	ওয়াশিংটন পোস্ট	৫ জুলাই, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, JULY 5, 1971

U.S. ARMS FOR PAKISTAN: A SHAMEFUL RECORD

The Pakistani army undertook to crush the autonomy movement in East Pakistan on March 25. Soon after, as word of the army's appalling and indiscriminate slaughter begins to seep out, the question was asked in Washington whether arms sold or given by the United States were being used and, further, whether the supply of these arms was continuing. Here is the record of the answers given in Washington.

April 2: The State Department said it could neither confirm nor deny reports from the scene that American equipment was being used.

On April 20, the fact no longer deniable, the Department informed Senator Kennedy that it had "expressed our concern over the use of American arms in East Pakistan"; it added that "arms required from a number of countries, including China, the U.S.S.R. and tile U.K., also have been used."

Three days later: The Department specifically acknowledged to Senator Fulbright that "some M-24 tanks and F-86 aircraft have been observed in use East Pakistan in recent weeks." It did not acknowledge that these tanks and planes had been employed against ragged desperate men armed with little more than rifles, if that.

April 6: Mr. Fulbright had asked Secretary of Stale Rogers for information on the "status of any current Shipments" of military equipment to Pakistan. The following week a department spokesmen, speaking to reporters, denied that the United States has "a large on-going military assistance program with Pakistan" and declared, "There is no-repeat-no equipment in the pipeline and none has been delivered" under a one shot October, 1970, arms deal. Referring to a "modest" sales program dating from 1967 for "non-lethal military equipment, spare parts for equipment already in Pakistani hands and some ammunition," he said: "Insofar as shipments under these agreements are concerned, we have this matter under review."

April 14: An unattributed report appeared in The Washington Post saying that arms shipments were continuing but with minimum publicity. The next day, however, a department spokesman concluded a review of the subject this way: "In short, no arms have been provided to the Government of Pakistan since the beginning of this crisis, and the question of deliveries will be kept under review in light of developments."

April 20: The department told Senator Kennedy: "... none of these items (on the 1967 'non-lethal' list, including ammunition) has been provided to the Pakistan Government or its agents since the outbreak of fighting in East Pakistan March 25-26, and nothing is presently scheduled for such delivery."

May 6: Senator Fulbright was told: "In short, no arms have been provided since the beginning of the crisis and the question of deliveries is under review,"

May 8: The Sonderbans. a Pakistani ship carrying arms to Pakistan, sailed from New York, without public announcement or public knowledge.

June 17: The State Department told reporters, as reported in this newspaper the next day that "no deliveries of military equipment have been made to Pakistan since March 25, when the fighting began."

June 22: The department, responding to a story in the New York Times, acknowledged that two shiploads of arms were going to Pakistan and explained that they had been licensed before March 25. The same day the second ship, the Padma, sailed.

Six days later: The administration said it would allow further shipments of military material if licensed before March 25. The first reason cited was to apply "leverage" to induce the Pakistan Government (1) to bring about a political accommodation in East Pakistan (it has yet to do so) and (2) to take back the six million refugees who had fled to India (the flight continues, according to report, at a 40,000-a-day rate). . The second reason cited by the administration-which had earlier downgraded use of American arms in the carnage by saying Soviet, Chinese and British arms also were used-was to discourage Pakistan from shifting to other arms suppliers.

June 29: It was revealed that four or five more arms ships were scheduled. The Kaptai sailed July 2.

This is, we submit, an astonishing and shameful record, with two meanings. The first is that, for the shabbiest of political reasons, the United State is supplying military equipment to a brutal regime that has killed an estimated 200,000 of its citizens and driven some six million others out of their country. The second meaning must be read in the context of the current controversy over the Pentagon Papers, which turns on the public right to know and the government's right to conceal. Here we have a classic example of how the System really works; hidden from public scrutiny, administration officials have been supplying arms to Pakistan while plainly and persistently telling the public that such supplies were cut off. We assume that this deception is due to a combination of organizational confusion and bureaucratic dissimulation and not to deliberate deceit. The fact is: arms ships still sail. It is up to the President to stop them- assuming the government is serious about its proclaimed policy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৩। পাকিস্তান	নিউজ উইক	১২ জুলাই, ১৯৭১

NEWSWEEK JULY 12. 1971

PAKISTAN

Almost from the moment President Md. Yahya Khan unleashed his army on Pakistan's eastern region three months ago, he has been under mounting pressure both at home and from abroad to seek a political rather than a military solution to the crisis. Thus, when Yahya announced that he would address the nation last week on his plans for the future of Pakistan, there was ripple of hope that he would finally offer an olive branch to the battered but still defiant Bengalis of East Pakistan. The speech, however, proved a stunning disappointment to those who longed for an end to the strife that has cost more than 200,000 Bengali lives and driven 6 million refugees into India. "That wasn't a speech" quipped one foreign diplomat, "It was a regimental order."

There was good reason for this view, for instead of seeking to convince the Bengalis that they still had a future within united Pakistan Yahya seemed bent on antagonizing them even further. He blamed the civil war on Sheikh Mujibur Rahman, the imprisoned political leader of the East claiming that the Mujib had plotted from the beginning to decided the nation "through physical violence". Banning the East Pakistan based Awami League, which won control of the National Assembly in last December elections, the President promised to revive National and Provincial Legislatures as soon as "Law and Order" is restored. But above all Yahya made it clear that even if such a "Transfer of Power" to civilians is achieved at a still unspecified date martial law would continue for sometime.

Hostility

Small wonder, then, that Yahya's words, were received coolly in West Pakistan and with open hostility in. the East. Said one high Bengali Civil Servant "Yahya has offered us nothing but the back of his hand, of course this is a boon to the liberation movement. If he had offered us something, there might have been some who would have given it a try. This way he has assured the undying opposition of Bengal."

The evidence last week was that such opposition was not to be taken lightly. For despite the fact that the West Pakistani army still controls East Pakistan, there are numerous indications, that the rebellion is far from over. The once disorganized Mukti Fouj liberation fighters have recently shown impressive progress in guerrilla warfare. They have blown up dozens of bridges cutting major rail lines and highways. They have destroyed Electric Power Plants, and assassinated members of non-Bengali "Peace Committee" appointed by the military to provide local Government. As a result. Yahya's army is growing nervous, and two additional divisions have been requested to reinforce the four already, in the Eastern region. "This is the way it started in Vietnam," one foreign diplomat in the East Pakistan capital, Dacca, told Newsweek's Lawrence Jenkins last week. The army can hold on as long as it is willing to pay the price. But the Government cannot afford to fight a protracted guerrilla war.

A similar conclusion was reached last week by a team from the World Bank, which co-ordinates an eleven-nation consortium that supplies about $ 500 million a year in aid to Pakistan. After touring the devastated Eastern region, the team recommended that aid be with held in an effort to force Yahya to seek a political solution to the strife. The only opposition came from U.S., which announced that it would continue its aid to Islamabad in order or maintain its influence with Yahya, and presumably to enhance the possibility of persuading him to move toward peace. The fallacy in such thinking" of course, is that neither side in the conflict has shown any inclination to negotiate. Indeed it may well be. as one diplomat in Dacca noted last week, that there can be no reconciliation. "Pakistan died the day the army entered in the Eastern Region. "

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৪। ভারত	টাইম	১২ জুলাই, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, JULY 12. 1971

INDIA

When Prime Minister Indira Gandhi and her new Congress party were returned to power last March, with a two-thirds majority in Parliament, she promised an ambitious development programme that would change the lives of India's almost 600 million people. By last week, however, it was clear that the country's economy never robust was bogging down for reasons that are not of Mi's. Gandhi's making. More than 60.00.000 refugees have fled to India since the Pakistan Government based in West Pakistan began a savage campaign of repression and terror in East Pakistan, last March. The cost of feeding and sheltering the refugees and caring for thousands of cholera victims will total at least $400 million in the first six months.

About 80% of the refugees from predominantly Moslem East Pakistan are Hindus seeking sanctuary in West Bengal and the Eastern Indian States, where their co-religionists are in the vast majority. What particularly worries India is that their chances of even returning home are diminishing. Last week New Delhi said that the Pakistanis were destroying the title deeds of properties owned by the Hindus in East Pakistan, So the Indians may have to accept, on a permanent basis, a Pakistani refugee population that could eventually reach 10 millions.

Little Success

The Indians are angry that they have received so little support on the refugee problem from either East or West. "The international community cannot run away from its responsibilities," Mrs. Gandhi declared two weeks ago. "It will suffer from the consequences of whatever happens in this part of the world".

The most fearful consequence could be war. Reckless as it may seem many Indians were seriously arguing that the only solution to the refugee problem is for the Indian Army to drive the West Pakistan Army out of East Pakistan so that the refugees could return home. Mrs. Gandhi has rejected such talk, but it is growing in volume, even among members of parliament.

In trying to persuade other countries to provide emergency aid and put pressure on the Government to ease its repression in East Pakistan, the Prime Minister has sent several of her colleagues abroad to explain India's predicament, so far with little success.

What the Indians really want is a political settlement between West and East Pakistan. This would amount to an acceptance by West Pakistan of last December's overwhelming victory by Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League. In balloting for a constitutional congress, Mujib won 167 of the 169 seats allotted to East Pakistan. Since this showing would have given Mujib an absolute majority in the 313 seat

constituent assembly, it would have led to his designation as Prime Minister of all Pakistan, India was greatly pleased by Mujib's victory, since he has been conciliatory towards the Indians. This, in turn, would have enabled India to cut down on the heavy cost, of defending its borders with Pakistan.

But Pakistan's President Agha Mohd. Yahya Khan was loath, to let Mujib attain power, in the Central Government and he was even less inclined to grant greater autonomy to East Pakistan. The subsequent crackdown by Pakistan's army, resulting in the slaughtering of hundreds of thousands of East Pakistanis has made a political settlement even more remote.

Ideological Cousins

In the long run the Indians fear that they could be faced on their Eastern Border with an even more threatening force than the Pakistani army. There is a real danger that leadership of the Guerrilla movement in East Pakistan could pass from the shattered Awami League into the hands of the Naxalite, the ideological cousins of the Maoist extremists who have terrorized Calcutta and other pockets of Pastern India. What the Indians fear is an attempt to reunite India's West Bengal with Pakistan's East Bengal which have strong cultural and linguistic ties that could some day transcend the religious differences.

Gun Power

A tough young East Pakistani who calls himself a Naxalite told Time correspondent lames Shepherd "For the moment common enemy (of both the Awami League and the East Bengali Naxalite) is the Pakistan army. The arms that India gives to the Awami League will find their way to the Naxalites, and eventually we will fight not only the army but also the bourgeoistic and feudal elements, contemptuous of democratic process." The Naxalite said scornfully: "Now the Awami League leaders are seeing the truth of the saying that the political power grows out of the barrel of the gun."

The problem is that many Indians, too, are thinking of gun power. Even Swaran Singh, India's normally pragmatic Sikh Foreign Minister felt compelled to warn M Ps. Of the ruling New Congress Party during a meeting at week's end. "Unless there is a political settlement, India will be compelled to take action on its own."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৫। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাঙালী দমন অব্যাহত	নিউ ইয়র্ক টাইমস	১৪ জুলাই, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES. JULY 14, 1971

WEST PAKISTAN PURSUES SUBJUGATION OF BENGALIS

The following dispatch was written by the New Delhi correspondent of The New York Times, who was expelled from Fast Pakistan on June 30. .

Army trucks roll through the half-deserted streets of the capital of East Pakistan these days, carrying "anti-state" prisoners to work-sites for hard labor. Their heads are shaved and they wear no shoes and no clothes except for shorts-all making escape difficult.

Every day at the airport at Dacca, the capital, planes from West Pakistan, over a thousand miles across India, disgorge troops dressed in baggy pajama like tribal garb to appear less conspicuous.

Street designations are being engaged to remove all Hindu names as well as those of Bengali Moslem nationalists as part of campaign to stamp out Bengali culture. Shankari Bazar Road in Dacca is now Tikka Khan Road, after the lieutenant general who is the martial-law governor of East Pakistan and whom most Bengalis call "the Butcher."

Those are but a few of the countless evidences, seen by this correspondent during a recent visit to the eastern province, that Pakistan's military regime is determined to make its occupation stick and to subjugate the region of 75 million people. The West Pakistanis are doing so despite a crippled economy, the collapse of governmental administration, widening guerrilla activity by the Bengali separatists, mounting army casualties and an alienated, sullen population.

To insure troop strength in East Pakistan, the Government has leased two Boeing 707's for a year from private Irish-owned charter airline. World Airways, to carry reinforcements for an army put at 70,000 to 80,000 men and replacements for casualties.

In addition to the daily troop’s arrivals, the Government is bringing in wave upon wave of Pakistanis to replace East Pakistanis in Government jobs. No Bengali is trusted with a responsible or sensitive post; even the man who cuts the grass at the Dacca airport is a non-Bengali.

Few Bengali taxi drivers remain. Their jobs have been given to non-Bengali Moslem migrants from India such as the Biharis, who have identified and sided with the West Pakistani-dominated Government and who are serving as the army's civilian arm. Informing and enforcing.

The West Pakistanis are discouraging the use of the Bengali language and trying to replace it with their own, Urdu. Soldiers tell the Bengalis disdainfully, that theirs is not really a civilized tongue and that they should start teaching their children Urdu if they want to get along. Merchants, out of fear, have replaced their signs with signs in English because they don't know Urdu.

'Peace Committees' formed

Throughout East Pakistan the Army is training new paramilitary home guards or simply arming "loyal" civilians, some of whom are formed into peace committees. Besides Biharis and other non-Bengali, Urdu speaking Moslems the recruits include the small minority of Bengali Moslems who have long supported the army-adherents of the right-wing religious parties such as the Moslem League and Jamaat-e- Islami.

In the election last December those parties failed to win a single seat for East Pakistan in the National Assembly.

In a sense the election spawned the crisis, for the Awami League, an East Pakistani party campaigning for more self-rule for the province, unexpectedly won a national majority. With the previously suppressed Bengalis about to assume a strong national role, the leading political group of West Pakistan, the Pakistan People's party, refused to attend the coming session of the National Assembly, which was to have written a new constitution to restore civilian rule. President Agha Mohammad Yahya Khan responded by postponing the session, set for March 3.

Negotiations and attack

Protests and rioting erupted in East Pakistan, and the Bengalis answered the Awami League's call for a non co-operation movement in defiance of the military.

The President flew to Dacca to negotiate with the Awami League leader. Sheikh Mujibur Rahman. During their negotiations, on the night of March 25, the army launched a surprise attack on the largely unarmed civilian population to try to crush the autonomy movement. The league was banned and Sheikh Mujib jailed as a traitor.

The initial Bengali resistance-led by men in the police and national army who had switched allegiance -was quickly routed, but it is now emerging from its Indian-border sanctuaries, with new recruits and supplies, to wage Vietnam-style guerilla warfare-and cause increasing torment to the army.

Since the offensive began the troops have killed countless thousands of Bengalis-foreign diplomats estimate at least 200,000 to 250,000-many in massacres. Although the targets were Bengali Moslems and the 10 million Hindus at first, the army is now concentrating on Hindus in what foreign observers characterise as a holy war.

The West Pakistani leaders have long considered the Hindus as subverters of Islam. They now view them as agents of Hindu India, which has been accused of engineering the autonomy movement to force Pakistan's disintegration.

Of the more than six million Bengalis who are believed to have fled to India to escape the army's terror, at least four million are Hindus. The troops are still killing Hindus and looting their villages.

West Pakistani officials insist, however, that normalcy is returning and have appealed to the Hindus to "return to their homes and hearths," assuring them that they have nothing to fear. Only a handful of refugees have returned and the reception centers the Government has erected to show foreign visitors remain largely deserted.

Seeking restoration of aid

Army commanders recently spread the word that low-caste Hindus were welcome to return to their homes. Observers view the gesture cynically, pointing out that without the low-caste Hindus-menial laborers, sweepers and washer men-the army has no one to do its dirty work.

Apart from the refugee $ in India, there are in East Pakistan millions of displaced Bengalis who fled their home when the army came and are still afraid to return.

Recently there have been signs that the troops have been ordered to carry out their operations more subtly and less in the public eye. The orders, according to foreign diplomats, are inspired by Pakistan's desire to persuade an 11-nation consortium to resume economic aid, temporarily suspended in censure of the army repression.

[A special mission of the International Bank for Reconstruction and Development, which co-ordinates the aid programme, has reported that the ravages by the military in East Pakistan will require that development efforts be suspended for at least a year. The mission made a widespread survey of the province in May and June.]

Diplomats in Dacca attribute Pakistan's decision to allow foreigners to travel freely through East Pakistan and to readmit foreign newsmen -who had been barred since the offensive began except as participants in Government-guided tours-as part of the campaign to restore the aid.

Nonetheless the killing though it is more selective and less wholesale, has not stopped, and the outlook, most observers believe, is for a long and bloody struggle.

Bengalis pass the word

Foreign missionaries who are posted even in the remotest parts of East Pakistan report new massacres almost daily. One missionary said that the army recently killed over 1,000 Hindus in a day in a section of Barisal District, in the south. Another reported that in Sylhet District, in the northeast, a peace committee called a meeting of all the residents of one area, ostensibly to work out a' reconciliation. When everyone had gathered troops arrived, picked out the 300 Hindus in the crowd, led them a way and shot them.

Whenever a Bengali talks to a foreigner in public he is running a risk. At ferry crossings Bengalis sidled up to this correspondent's car to whisper a few scraps of information about army terror or, with a quick smile, about a raid by the guerillas of the liberation army.

As soon as six or seven people gathered a West Pakistani soldier or policeman would saunter over, glowering at the Bengalis, and they would melt away.

The presence of the army and its civilian informers notwithstanding, the Bengalis somehow find a way to tell their stories to the foreign, visitor—by slipping notes into his car or arranging' clandestine meetings.

At one such meeting in a town not far from Dacca, a merchant related that a soldier arrested him one day for no reason, confiscated his money and watch and took him to the police station, where he was jailed for a night before being-miraculously, he felt-released.

The merchant said he had spent the night praying and leading the messages that covered the walls of his cell-scrawled there-by previous prisoners. The messages, he said, were nearly all alike giving the name and address of the prisoner and the date of his arrest and saying: "1 may not live. Please tell my family what happened to me."

Not one of them has been heard from since, the merchant added.

Property damage heavy

The killings have been matched by the property damage the army has inflicted everywhere. In the countryside-for miles at a stretch sometimes-villages have been burned to the ground on both sides of the road, in the cities and towns large areas have been reduced to rubble by heavy gunfire.

The Bengalis say the troops were simply bent on Wanton destruction. The army says that it never fired unless fired upon, but field commanders boast that in most towns there was little or no resistance.

Why all the devastation? They are asked. It was all done by "miscreants," is the stock answer.

Though some Bengalis are trickling back to population centers, most towns still have only half or less of their original numbers, and parts of some areas, like the northwest region, are virtually deserted.

Fields of untended rice are choked with weeds. On Jut_ plots where dozens of farm laborers once toiled only a few bent backs can be seen. East Pakistan's jute, the tough fiber for gunny sacks, is the mainstay of the national economy, being the biggest single export and earner of foreign exchange. All signs indicate that the coming crop- will be a poor one.

Even if the crop were good, the jute factories, with much of their skilled labor gone, could not handle it. They are operating far below capacity.

River traffic harassed

The insurgents continue to harass river traffic trying to disrupt military movements and prevent harvested jute from reaching the factories. They have already sunk several jute barges in the Jessore-Khulna region, a rice-jute area.

The East Pakistani tea industry has been even more badly crippled, and the Government has reportedly had to order two million pounds from foreign sources for West Pakistani consumers.

West Pakistan's economy is one of the roots of the bloodshed. Another is the wide ethnic gap between the light-skinned, Middle Eastern Punjabis who dominate in the western wing and the dark-skinned. Southeast Asian Bengalis of the east. Except for their common religion, Islam, the two peoples are as different as can be.

From Pakistan's formation 24 years ago, the more prosperous western wing with a minority (55 million) of the population, was looked down on and exploited the poorer Bengali majority. The Bengalis grew bitter as they watched the foreign exchange earned in the east go to pay for the West Pakistani-dominated army and built the industries and development projects of the west.

Even the few development projects in East Pakistan have been halted now because of the terror, insecurity and lack of civilian administration in the countryside.

Resistance seems to grow

Nevertheless, the military, by rounding up laborers, has finally gotten the key ports of Chittagong and Chalna functioning again at a reasonably effective level, but there are goods to load onto outgoing ships except what was in warehouses before the fighting.

Food shortages are becoming serious in some areas and experts predict that the situation could reach famine proportions unless the army can restore the disrupted transport system and distribute available food.

Such restoration does not seem likely because the Bengali resistance, though still disorganized, appears to be gathering momentum-with increasing assistance and sanctuary, and sometimes covering fire, from India.

Thousands of young Bengalis are being trained in demolition and guerilla tactics-often on the Indian side of the' border, with India providing many of the instructors. The first elements of the new guerillas are beginning to flow back into East Pakistan.

More and more road and railway bridges are being blown up and electrical power supplies knocked out. Some of the demolition work has been expert. Road mines are becoming common. Often the army, which is on combat alert, cannot get local contractors to repair the damage, so it uses forced labor, with meager results.

Outside Comilla not long ago the guerillas blew a rail bridge. A repair train was sent out with army guards. The guerillas attacked the repair train in broad daylight, killing the fireman and taking a hostage. The train sped back into town.

-Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৬। পাকিস্তানের নিন্দা	নিউ ইয়র্ক টাইমস	১৪ জুলাই, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, WEDNESDAY. JULY 14. 1971

PAKISTAN CONDEMNED

The report of a World Bank mission to East Pakistan last month is a devastating indictment of the West Pakistan military crackdown in Bengal. It strongly challenges the Administration's Policy of continuing both military and economic support for the Yahya Khan regime in Islamabad.

Excerpts from the report, published in this paper yesterday, tell of death and destruction throughout the region. A mission member describes the Bengali town of Kushtia. for example, as looking "like a World War II German town having undergone strategic bombing attacks" as a result of twelve days of "punitive action" by the West Pakistan Army. The Army, he reports, "terrorizes the population, particularly aiming at the Hindus and suspected members of the Awami League. "

This official confirmation of earlier widespread reports of barbaric action in East Pakistan renders inexcusable any further shipment of American military equipment to the Pakistani armed forces. Military supplies already on route to Pakistan can and should be promptly diverted, just as food shipments were diverted from Chittagong soon, after the outbreak of fighting. There are clear grounds for suspending all further military and economic aid to the Pakistani Government, excepting relief supplies, until the reign of terror in East Pakistan is ended and steps are taken to restore power to elected representatives of the people who are currently in prison or in hiding.

The World Bank also offers strong practical grounds for a moratorium on development assistance. Contrary to Pakistani Government claims, the mission reports that "the situation is very far indeed from normal, nor are there any signs that normality is being approached or that matters arc even moving in that direction." Citing disruption in East Pakistan caused by "the general sense of fear and lack of confidence on the part of most of the population" and "the complete dislocation of the communications system," the report concludes that new international development efforts "will have to remain in a state of suspension for at least the next year or so."

Ten members of the eleven-nation Aid to Pakistan consortium apparently concurred with that finding when the group met in Paris last month. The United States inexplicably did not. Continuation of American development assistance to Pakistan is incomprehensible in the face of that international consensus and of the damning evidence contained in the World Bank report.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৭। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অস্ত্র ভর্তি জাহাজ প্রতিরোধের কয়েকটি সংবাদ	বাল্টিমোর সান, ওয়াশিংটন স্টার, ফিলাডেলাফিয়া বুলেটিন	১৬ জুলাই, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN. JULY 16. 1971

SHIPPING AGENT IS TARGET OF PAKISTAN ARMS PROTEST

Thirteen demonstrators-only one of them from Pakistan-marched in front of a downtown office building here yesterday to protest an alleged shipment of military cargo to Pakistan.

All of the marchers carried signs during the peaceful 45 minute demonstration in front of the Keyser Building at Calvert and Redwood streets.

Two of the leaders later talked with a representative of the East West Shipping Agencies, whose offices are located in the building. The agency is handling arrangements for the scheduled arrival tomorrow afternoon of the Pakistani freighter Padma at the Port Covington Terminal on McComas street.

Bound For Karachi

The Pakistani freighter, which is ultimately bound for Karachi, has been the object of controversy over the past few weeks.

The United Slates reportedly has decided not to grant licenses for arms shipments to Pakistan but will allow previously approved shipments to be made. The Pakistan government has suppressed a revolt by East Pakistani' separatists but guerrilla actions are continuing.

Bin Moyer, a spokesman for the protesters, claims that the Padma was loaded with eight Sabre jets, aircraft parts and accessories, spare vehicle parts and 2,000 rounds of ammunition.

Spoke With Manager

Jack Patterson, of the American Friends Service Committees and Diana Schramm left the march to talk with Walter Spieker manager of East-West Shipping Agencies about the Padma.

Mrs. Schramm explained to Mr. Spieker that her organization, the Friends of East Bengal, had many conflicting reports as to the location of the ship and the nature of its cargo.

Mr. Spieker said that "nobody called us" and promptly advised them of tomorrow's arrival. "The Padma is now at sea, somewhere between Montreal, the last port of can, and Baltimore," Mr. Spieker continued. "All I know is what happens at the dock here is no military cargo scheduled to go on board the Padma."

"You Can Have It"

The only cargo on board that Mr. Spieker knew of was 1.800 tons of general cargo consisting of steel, flour and glassware. "You can come down and watch us load" he concluded, "and if you find any military cargo being loaded, you can have it."

With this information, Mr. Patterson and Mrs. Schramm returned to the demonstrators who were still picketing. As the demonstrators gathered around their envoys for the announcement, the demonstration was officially ended for the day.

Mr. Moyer disclosed that his organization had been informed that ammunition is to be loaded tomorrow, although Mr. Spieker insisted that there would be no military cargo put aboard in Baltimore.

Charles Jones, first vice president of Local 829, International Longshoreman's Association, said that he was in contact with the agency concerning the Padma shipment. He said he was told that there would be no ammunition, no military cargo and no cargo whatsoever that had to do with the military loaded in Baltimore.

The protesters announced that they would meet in front of the Keyser Building today at 12.30 P.M. From there they plan to march to the United States Customs Office in the 100 block South Gay street and talk to officials there about the Padma. A blockade of the port Covington Terminal by their "non-violent navy" is still scheduled for tomorrow.

POLICE SEIZE 7 YOUTHS IN 1511) TO BLOCK SHIP

By Antero Pietila

Seven water-borne demonstrators who were attempting to keep the Pakistani freighter Padma from docking at Port Covington were arrested by Baltimore city police in two boats last night. Six of them were charged.

Police picked the young demonstrators up from two canoes and a kayak which were moving close by the Padma. of Karachi, a freighter which is said to be carrying United States military equipment for Pakistan despite a ban on such shipments.

Those charged with interfering with naval passage and disobeying a policeman's order were identified by police as Wayne Lauser, Sally Willoughby, Richard Taylor, Mai Scott. Stephanie Hollyman and Charles Goodwin. All of them were said to be Philadelphia residents. A preliminary hearing was scheduled for 9 A.M. at the Southern District court.

2 Others Stand By

Two other canoes carrying five other demonstrators were allowed to stay by the ship as it docked at Pier 8 shortly before 8 P. M.

Earlier yesterday, the International Longshoremen's Association ordered one of its Baltimore locals not to work on the Padma. indicating that it wanted to stay "neutral" in the civil war that has devastated East Pakistan.

In New York, Allan Elia. vice president of the East West Shipping Agency, the ship's United States agents, denied that any military cargo was on board. He said that the company would seek an injunction against the longshoremen's union and the Federal Maritime Commission if the longshoremen fail to report to work this morning.

According to Mr. Elia three gangs of longshoremen were scheduled to start work at 7 A. M. today. Shipments scheduled to be loaded in Baltimore did not include military goods, he said.

"The whole thing is ridiculous," the agent said in a telephone interview. He indicated that he would be willing to let the cargo be inspected if the inspector would bear the cost in the event no military articles are found.

Local 829 received its boycott orders at about noon from Miami where its top officials are preparing for a convention next week.

According to Charles (Buck) Jones, first vice president of the union, no explanation for the order was given on the telephone. "William Hiale, our international vice president Just said that Thomas G. Gleason president of the union had instructed that no work be done on the cargo. He didn't have to give any explanation," Mr. Jones said.

A Revolution Going On

He then added. "There is a revolution going on there [in Pakistan], isn't there? We don't want to be involved in any way."

During the afternoon, while the Padma was in the Chesapeake and Delaware canal, a small flotilla of three canoes, two kayaks and a row boat were in the water near Port Covington.

The boats were manned by members and sympathizers of the Friends of East Bengal, a Philadelphia-based organization advocating the independence of East Pakistan. It reportedly has close ties to the American Friends Service Committee, the Quaker organization, and some of yesterday's demonstrators were also active in a protest last summer against biological warfare research at Edgewood Arsenal.

Group's Plans

Charles Walker, a spokesman for the group, which numbered about 35, said that the demonstrators would attempt to keep the Padma from docking at Port Covington. If that effort should fail, he said, they would try to blockade it in the port.

The controversy surrounding the Padma began June 22, when the New York Times in a dispatch from Washington reported that the freighter was about to sail from New York. Scheduled to arrive in Karachi in mid-August, the ship was to carry eight aircraft, parachutes and "hundreds of thousands of pounds of spare parts and accessories for planes and military vehicles," the Times said.

Ban On Arms Stales

Referring to a State Department ban on arms sales to Pakistan issued March 25- the paper quoted' an unidentified official as saying, "There has evidently been some kind of slippage here."

After leaving New York, the Padma sailed to Canada, where officials banned the loading of any further shipments, however.

Report Discounted

He said that the Canadian officials had prohibited the loading of cargo that contained "46 cases of spare parts, include spare parts."

He also discounted the Times report, saying. "This is ridiculous. Somebody's been misinformed.

"We don't have any military cargo aboard, none whatsoever. We have 10 boxes of smoke signals. Now, if this is ammunition..." the agent said. He also dismissed the talk about air planes in the cargo and said that the only air-related cargo were altimeters, "plane spare parts, nuts and bolts."

The demonstrators-including about ten Pakistanis and Indians-continued to maintain that the Padma's cargo is mostly military material, however. They carried signs yesterday saying, "Stop Pakistan- Massacre -Don't Send arms."

The group praised the longshoremen's decision not to work on the Padma, although its Baltimore cargo was non-military.

THE BALTIMORE SUN. FRIDAY. JULY 16. 1971

DOCK UNION REFUSES TO LOAD ARMS-LADEN PAKISTANI SHIP

By Am era Pietila

The Pakistani freighter Padma is expected to leave Baltimore for Mobile, Ala, today after longshoremen here refused to load the ship, which is carrying an arms shipment to its homeland.

Members of Local 829 of the International Longshoremen's Association were instructed not to work on the ship at Port Covington by Thomas G. Gleason. the union president, who said the union wants to stay "neutral" on the Pakistani civil war.

That war, according to the State Department estimates, has caused the deaths of at least 200,000 East Pakistanis, while six million refugees have fled to India

In Washington, the East West Shipping Agency, the United States agents for the National Shipping Company of Karachi, Pakistan, sent a telegram to the Federal Maritime Commission, charging that the long shore men’s action constituted 'direct interference with the commerce of the United States."

The telegram asked Mrs. Helen Delich Bentely, the commission's chairman, to intervene in the dispute.

A spokesman said, however that the commission would not take any action immediately but would study the situation.

In its communication to the regulatory agency, the shipping agency said the Padma's cargo includes the following shipments by the Agency for International Development: pharmaceutical supplies, pesticides, firefighting equipment, and electric generators.

The State Department, however, confirmed that the cargo included an arms shipment for which an export license was issued before the March 25. ban on such shipments for Pakistan became effective.

The following is an enumeration and valuation of the military shipments in the Padma's cargo as given by the State Department: aircraft spare parts $924. 329: spare parts for military vehicles, $184, 187; electronic spare parts. $25,417; spare parts for vessels, $45,117 and artillery spare parts, $2,830.

All the military material, which included 2,200 rounds of 22-caliber ammunition as part of the artillery supplies, was loaded on the Padma in New York late last month, the State Department said.

The ship then sailed for Montreal, where it was to receive 46 crates of spare parts for the United States-supplied Sabre jets. The loading of the crates was prevented by the Canadian government.

In Baltimore, the Padma, which is riding high and appears half-empty, was scheduled to load non-military goods, its shipping agents said.

These goods included an unknown amount of electrolytic tinplates, which now stand in a warehouse on the pier bearing the familiar AID symbol of crossed hands on their packages.

Another shipment of steel products awaits the ship in Mobile, maritime sources said

About 30 members and sympathizers of the Philadelphia-based Friends of East Bengal yesterday continued their protest of the arms shipment, picketing the gate of Port Covington and holding their signs from a small flotilla of canoes near the ship.

Night In Jail

When the Padma arrived at Port Covington Wednesday night, city police in two boats arrested three canoes full of demonstrators.

After spending the night in a Southern district lockup, six of them-all of Philadelphia-received probation without verdict for interfering with naval passage and disobeying a policeman's order. One other demonstrator was not charged.

In a press conference near the gate to Port Covington yesterday" the demonstrators said they were planning to expand their protest action.

WASHINGTON STAR. FRIDAY. JULY 16. 1971

‘ARMS SHIP" PROTESTS SET IN BALTIMORE

BALTIMORE (AP) Demonstrations were to continue today to try to stop the docking in Baltimore of the Padma, a Pakistani freighter alleged to be carrying arms and other cargo to its war-torn homeland.

Police arrested six persons last night as they attempted to block the arrival of the ship using three canoes and a kayak.

All were charged with obstructing the free navigation of a vessel, an officer said. Me added that "they were arrested more for their own safely."

Meanwhile, the debate continued on whether cargo scheduled to be loaded on the Padma here would be placed aboard.

The International Longshoremen's Association reportedly ordered its Baltimore local not to load the freighter, which protesters claim is carrying U.S. military equipment to Pakistan despite a ban on such shipments.

An official of the ship's U.S. agents, East-West Shipping, denied that any military cargo was to go aboard.

THE EVENING BULLETIN

PHILADELPHIA. FRIDAY. JULY 16. 1971

6 Freed in Blocking Of Ship for Pakistan

Baltimore-Six Philadelphians, arrested here after they used canoes and kayaks to block the loading of a cargo ship with arms for Pakistan, were released with a warning yesterday.

Dr. Charles Kahn, a teacher at the University of Pennsylvania and leader of the group, said his followers would try again to prevent the loading of the ship, Padma. When it arrives in Philadelphia.

The other Philadelphians arrested with Dr. Kahn Tuesday were Richard Taylor, of Sedgwisk st. near Greene; Malcolm Scott, of Horlter st. near Pelham; Sally Willoughby and Stephanie Hollyman, of Pine st. near 44th, Charles Goodwin, of Willows ave. near 50th, and Wayne Lauser. of Media. They were held in jail overnight.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৮। বাঙালীরা রুখে দাঁড়িয়েছে	নিউজ উইক	১৯ জুলাই, ১৯৭১

NEWSWEEK. JULY 19. 1971

THE BENGALIS STRIKE BACK

"I am glad to be able to tell you," declared Pakistan President Mohammad Yahya Khan in a recent address to his nation "that the army is in full control of the situation in East Pakistan. It has crushed the mischief-mongers, saboteurs and infiltrators." Alas for Yahya, the facts told a different story. Throughout East Pakistan, the embattled Bengali resistance movement seemed more determined than ever to prove, that it was alive and well-and capable of making life extremely difficult for the heavily armed but thinly spread occupation forces of the Pakistani Army.

All across Pakistan's ravaged eastern province, revitalized rebel units made their presence felt last week in no uncertain terms. Taking advantage of a crash training program and of weapons, and ammunition supplied by India. Mukti Bahini (Liberation Army) went on the offensive. Factories were sabotaged. Key bridges were toppled by well-placed dynamic blasts. Vital barge traffic was attacked from concealed machine gun emplacements. And railroad locomotives operating on the relatively few remaining open routes were blown off the tracks by mines.

Threat

Though the heaviest attacks were concentrated near the Indian border, even the East Pakistani capital of Dacca, 90 miles away, came under rebel fire. Exchanges of gunshots and occasional explosions reverberated through the city's streets. And in one daring, late night attack earlier this month, Bengali insurgents knocked out the Dacca Power Plants main transformer, plunging the capital into total darkness for more than six hours. "It may be too early to view the Mukti Bahini as a serious military threat." said one Western diplomat in Dacca last week. "But there is no doubt that what" we are witnessing is the first stage of bloody, long lasting guerrilla warfare".

Fuelling this mounting struggle was the Bengali rebels' outrage at the Pakistani Army's continued indiscriminate violence in dealing with their uprising. In retaliation, the rebels have escalated their guerrilla attacks to include random terrorism of their own. In a warning to the population, not to attend performances where a state tax is collected, a rebel grenade was tossed into the crowded Gulistan Cinema in Dacca, killing one person and injuring fourteen. Similarly, a small bomb exploded outside the suburban Dhanmondi residence of the U.S. Consul General in an apparent protest against American shipments of arms and supplies to Pakistan Government.

"In the countryside" cabled Newsweek's Loren Jenkins, who toured the eastern region last week, "things have gone much further. In the Ganges Delta town of Khulna. two pro-army officials-Ghulam Sarwar Mullah and Abdul Hamid Khan-recently

received 'red letters' from rebel groups marking them for assassination. Despite the fact that both men surrounded themselves with bodyguards of razakars (pro-government vigilant), both were dead within a week. Bengali rebels gunned down Hamid in broad daylight. And a fierce bund of black-masked guerrillas stormed Sarwar's home routed the corps of razakars, then lopped off Sarwar's head and took it with them."

Message

The Pakistani Army under Lt.-Gen. Tikka Khan, the military governor of East Pakistan, has responded in kind. After guerrillas blew up a bridge north of Dacca. Punjabi soldiers put several neighboring villages to the torch, killing scores of residents and taking others into custody. In the case of the Khulna assassinations, Jenkins reported that the army's response was even more terrifying: "The morning after Sarwar was beheaded, workers traveling to Khulna's jute mills found seventeen dead bodies lined up neatly in front of the railroad station. Their hands had been tied behind their backs and each man had been shot. The army left the bodies in view for a full 24 hours to make sure the population got the message."

But just how successful the Pakistani Army's tactics would be in keeping an estimated 30,000 guerrillas in check remained very much in doubt. True, wherever Tikka Khan chose to concentrate his troops, the army seemed likely to maintain the upper hand. But elsewhere the outlook was bleak. The Mukti Bahini can draw on the teeming East Pakistan population of more than 70 million. And far from cowing that population into submission each new army atrocity has seemed to strengthen the Bengali resolve. "Yahya Khan and the military high command thought they could terrorise the Bengalis", a Western diplomat in Dacca told Jenkins last week. "The result has been just the opposite Sure the Bengali has been frightened. But he has also been made to hale as he never did before-and he realizes that it is only through violence that he has a chance to free himself."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬৯। একটি বিভক্ত দেশ	ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল	২৩ জুলাই, ১৯৭১

WALL STREET JOURNAL NEW YORK. JULY 23. 1971

A NATION DIVIDED

East Pakistan Conflict Is Complicated By Race,
Religion And Poverty

No Immediate Solution Seen; Residents Barely Subsist:
Police State Grips Bengalis
'Problems? There Are None'

The doctor sits behind a desk in his street-front office in an East Pakistani town, occasionally glancing out at the road lined with the charred debris and looted shells of shops and homes.

A vehicle with UNICEF markings on its doors but with armed West Pakistani soldiers inside cruises by. Otherwise, the street is all but deserted.

The doctor sits in his office only because he has been ordered to. His family is hiding in a village somewhere outside of town. He speaks in a whisper because any passerby could be an informer. At night, when the army goes knocking on doors, he lives with the fear that his name may be on one of its lists.

He whispers of recent events in this town; the streets littered bloated and decomposing bodies; the burning, looting and raping and the continuing terror. "We are afraid to speak the truth. Those who speak the truth are punished, and the only punishment is death," he says.

The doctor is an army veteran, which makes him a special target for his former colleagues. But his real crime is being a land 0 f Bengalis that also happens to be part of the map of Pakistan, It is now a land of death and fear..

Causes washed away by blood

It is less than four months since the civil fighting in East Pakistan began, but already the causes of the conflict seem almost academic. Its geographical and historical roots, the legalities and moralities-all seems to have been washed away by blood. No one really knows how many people have been killed in East Pakistan since March 25. but Western diplomats say the minimum is 2(X).0(X). The maximum exceeds one million.

The events fall into three stages.

The first was a Bengali political movement aimed at ending two decades of economic and political exploitation by the West Pakistanis. It culminated, in March elections in national political victory for the Bengali Awami League and its platform of greater East Pakistan autonomy. But on March 25 the Pakistan army (an almost entirely West Pakistani institution), fearing that East Pakistan was moving toward independence, cracked down in Dacca, the East Pakistan capital. Bengali students were massacred, politicians were arrested and the Awami League was outlawed.

The second stage was a fairy-tale few weeks in which the Bengalis proclaimed and celebrated their independence. Some thousands of East Pakistan's non-Bengali minority were killed during this period, in which the army, perhaps overly cautious, remained in the capital and in a number of military camps, but the illusion of independence ended in mid-April when the army emerged to crush the revolution. Tens of thousands of Bengalis were slain as town after town was retaken, burned and looted. There was little military opposition. Some six million Bengalis, most of them from the Hindu minority group that became a special army target, began fleeing into India.

Now the third stage

The third and present stage is army occupation-a terrorized Bengali population being ruled by military force and crude police-state tactics. West Pakistan officials say everything is rapidly returning to normal. But the economy is woefully disrupted, factories are idle, school are closed, roads are mostly empty and towns are largely deserted. Millions of Bengalis, particularly Hindus and middleclass Moslems, are still hiding in the countryside. About 50,000 refugees are still fleeing to India each day. And army rule is being challenged by Bengali guerrilla forces (the Mukti Bahini, or Liberation Army) that seem to have massive support among the Bengali population. The guerrillas are still lacking in training and organization, but supplies and border sanctuaries are being provided by India.

Ten days of traveling across East Pakistan and talks with scores of diverse people here indicate that fourth stage eventually will be an independent East Pakistan. Bangladesh, or Bengal Nation. But clearly much more killing will take place before Bangladesh comes to pass.

No solution, including independence, holds any bright hopes for East Pakistans predominantly peasant society, which, in accordance with the Mohammed's Prophet Instruction to "go forth and multiply." is propagating itself into starvation. Its 75 million people already are barely subsisting 1,600 to the square mile, and this population will double within 25 years. A half-million Bengalis were killed by a cyclone last fall. A half million more were born in 87 days. Perhaps only in East Pakistan could a disaster of the cyclones magnitude be overshadowed by a greater one-this civil war-only six months later.

Primitive conceptions of guilt

Poverty, ignorance, and frustration have turned this conflict into Congo as well as an Algeria. Men are killing each other not only in the name of politics but also over race and religion. The Moslem philosophy of an eye for an eye and a tooth for a tooth is made more terrible by primitive conceptions of collective guilt’s.

The army kills Bengalis. The non-Bengali minority of about two million (commonly called Biharis) backs the army. So Bengalis kill Biharis. The army and the Biharis see this as ample reason to butcher more Bengalis. The Hindu minority of bout 10 million becomes a convenient army scapegoat and even some Bengali Moslems can be persuaded to join in their slaughter. Amid this chaos, various villages, gangs and individuals have been attacking each other for economic gain or to settle private scores.

These are the tales of some of the people encountered on a trip through East Pakistan. As with the doctor, the names of Bengalis and the towns in which they live are omitted. Bengalis in talking to a reporter fear for their lives. Most don't talk at all; in some towns not even beggars will approach a stranger. Normally among the world's most voluble people, the. Bengalis now talk mostly with their eyes-eyes that look away in fear or that stare down in shame or that try to express meanings in furtive glances.

A lawyer and his sons have been fortunate. When one asks a Bengali how he is these days, he replies, "I am alive." The lawyer and his sons not only are alive but are Jiving in their own home. They are also hiding in their own home, for they leave it only rarely. "It is too easy to be arrested on the street," the lawyer says. "A seven-year-old can point a finger at me and call me a miscreant, and I will be taken away."

Miscreant is the term the Pakistan army applies to all who oppose it. "All Bengali are miscreants now," the lawyer's younger son says. He is a law student, but students are a special army target, and most are in hiding. The universities are closed. "What use would there be learning law anyway now that there is no law in our country?" the son asks.

It is evening, and the discussion is taking place in the lawyer's home. Before talking, he closes the wooden shutters on the windows. Then he has second thoughts-'someone who passes by may report a conspiracy" -and so the shutters are partly reopened.

They talk of "the troubles" of how, when word of the army's March 25 attack in Dacca reached this town, the Awami League took control. There was orderly rule under the Bangladesh flag until mid-April, when air-force planes strafed the town. People panicked. The Awami Leaguers and their military force, the Mukti Bahini, began to flee along with thousands of others. But it was several days before the army reached the town, and during that time angry Bengali mobs attacked and slaughtered hundreds of Biharis.

Relative to its actions elsewhere, the army, when it arrived, showed restraint. Most of the town remains undamaged, although much of it was looted by the army and its mobs. About half the population has returned and many shops have reopened, though not under former management. Hindu shopkeepers have disappeared, and Biharis and other army backers have taken over. And. as everywhere, the arrests continue.

Four Christian Bengalis are arrested by the army at a roadblock. Not many buses travel East Pakistan's roads these days and those that do are frequently stopped, and their passengers are lined up and searched. Few of the soldiers at these checkpoints speak any Bengali (Urdu is the language of West Pakistan), and so a common way of finding "miscreants" is to lift men's sarongs. Moslems arc circumcised; Hindus aren't. Some West Pakistani soldiers came to East Pakistan thinking all Bengalis were Hindu. More sophisticated soldiers simply think that all" Hindus are "miscreants," but then so arc many Bengali Moslems. So it is all very confusing for the soldiers, and the four Christians are arrested..

For Christians, No Beatings

They arc taken to a military cantonment and beaten for several hours by interrogators who don't speak their language. A Westerner hears of their arrest and protests. So the matter comes to the attention of an army major, who summons the four Christians and offers apologies: "It is our policy not to beat Christians," he explains.

A shopkeeper, a thin Bengali with wire rimmed spectacles, glances out from his shop at two strangers walking down the deserted street. They enter the shop and inquire about "the troubles" in this town. The shopkeeper is visibly trembling "There is nothing I can say", he, replies Then he glances again at the flattened buildings lining the main streets and whispers, "Look around you." As the visitors leave, he adds, voice cracking, "I am ashamed I cannot...."

Further down the street a youth approaches. "The army destroyed our city. Many Bengalis are being arrested. They are being shot every night and thrown into the river. We no longer eat the fish from the river." he whispers.

The youth guides the strangers to the local hospital to talk to a surgeon." The surgeon is a Bengali but is employed by the government, which means he is particularly vulnerable. He is asked about killing in the city. "Killing? What killing? Killing by whom?" He is asked about general problems. "Problems? What problems? There are no problems."

Belaboring the obvious

The visitors take their leave. Outside the hospital the youth whispers: "You have talked to the doctor, but I think he has concealed the truth. He is afraid." It is explaining the obvious.

A professor and his student arc talking about the prospects of students returning to classes in early August, when the university is supposed to reopen. They are pessimistic. Some students are hiding .in their homes, others have fled to outlying villages or to India. Some have joined the Mukti Bahini. The campus has been turned into a military camp, and troops are quartered in the dormitories, using books to fuel their cooking fires. "Would you come back?" the professor asks.

The student, a girl, has a room in a house that overlooks an army interrogation center. "All day the students, young boys, are brought in and beatern." she says. Three soldiers walk on them with boots. All night we hear the screams. I cannot sleep. We cannot stand to see and hear these things."

"Our army had a good reputation." the professor says. "We had a great army. But look what it has done. How can an army be great when it fights in an immoral cause?"

Two army majors are standing at a ferry landing on the cast bank of the Ganges River. One is a frogman, the other one served in the camel corps. Both seem to be civilized and charming men. They explain that they are fighting a patriotic war to defend the integrity of their country against Indian agents, miscreants and misguided individuals. "We saw atrocities that made our blood boil. Had you seen them, even you would have wanted to kill," lie says of a town where some Biharis were butchered by Bengalis. (The town was later leveled by the army and a far greater number of Bengalis were killed).

The majors are asked why so many Bengalis have fled, particularly Hindus. The answer is imaginative. They say that in April, before the army restored order. Hindus told Moslems that the "holy Koran is just an old look. So the Moslems came out of their

homes to defend the holy Koran and many Hindus fled." There has been much killing the camel-corps major grants. "The crocodiles have gotten fat, " says the frogman, glancing out at the Ganges.

But all is returning to normal, they say. and the Bengali people aren't afraid of the army. A ferry is landing, and a group of Bengali laborers, recruited by the army to reopen a jute mill, edges past the majors in single file. Each of them bows his head in a subservient salute as he passed the officers.

Not all army officers are as sympathetic as these majors. Western residents of one town tell of an army captain approaching a young Hindu girl and telling her to feel the barrel of his gun. "You feel it is still warms," he said. "From killing Hindus,1 he added, laughing -but not joking.

An old Bihari who served as a bearer in the British Indian army many years ago is now a waiter at a roadside hostel on the outskirts of a town more than half destroyed. He supports the army and thus isn't afraid to talk. He explains that for several April days, after the Awami League people fled but before the army arrived, things were bad for the Biharis. Mobs of Bengalis ran through the streets shouting (and he lapses into his old Indian-army English). "Kill the Bihari buggers, burn the Bihari buggers." Some Biharis were killed, he says, but most weren't. Then the army arrived. 'The army kills many Bengali buggers." he says. "And the Hindu buggers, they run away to India. It is very bad days. Sahib."

A Hindu, one of the richest and most respected men in his community before the fighting, was a philanthropist who had built schools, hospitals and irrigation systems for the predominantly Moslem peasants in his area. He considered himself fully Pakistani. Although a Bengali, he hadn't backed the Awami League but rather had supported the more conservative and even anti-Hindu Moslem League.

The hunter becomes the hunted

For nearly a month after the civil war began but before the army arrived in his area (and thus during the period Biharis were in danger from Bengalis), the Hindu sheltered two Biharis in his home. When mobs came looking for them, he protected them. But. with the arrival of the army, roles reversed, and Bengalis - particularly Hindu Bengali- became the hunted.

Hindu villages were burned by the army, and mobs were encouraged to plunder Hindu homes. Under army orders the local Hindu temple was smashed to the ground by men wielding sledgehammers'.

The Hindu and his family fled to the village hut of a friend, where they have been hiding for more than two months. His first daylight emergence from this hiding place was for a rendezvous with two reporters. He walked across the rice paddies in the late afternoon, dressed as a peasant and shielding his face with a black umbrella.

He hadn't fled to India like so many other Hindus because he hoped the army would move on and life might somehow return to what it had been before. But the army remains, Hindus are still being searched out and shot, and now it is too risky to try to reach the border from this area.

Only a few close friends know his hiding place. One of them is a Moslem League official, an influential man these days since many Moslem Leaguers are supporting the army. "He knows where I am hiding, but he dare not help me, the Hindu says. He believes that nearly all Moslem Bengalis sympathize with the Hindus. "But what can they do? They, to o. are in danger and they are afraid."

All the Hindu's property is on an army list of "alien properties." In other areas it is called 'enemy properties," but in either case it is scheduled to be confiscated and put up for auction. The Hindu talks much about losing his property- but the greater danger is losing his life.

"My Moslem friends tell me that Hindu bodies taken from the river are so disfigured from tortures that the faces cannot be identified," the Hindu says before picking up his umbrella and heading back across the fields to his hiding place.

A Headmaster Recites His Lesson

The travelers visit a town near the India border. One of the last towns to be retaken by the army, in is heavily damaged and is still largely deserted. Here the local peace committee-a unit composed of some Bihari and conservative Bengali Moslem Leaguers who serve as the local eyes and ears of the army- assigns two youths to guide and shadow the visitors. 'Come to the school and talk to the Headmaster," they say.

The headmaster, a middle-aged Bengali, sits behind his desk. The reporters sit facing him. And standing behind the reporters, also facing the Headmaster, are the young peace- committee shadows. In a faltering voice the Headmaster being to recite statistics of school enrollment, dates when school house cornerstones were laid-anything uncontroversial. At the end of each sentence he glances up, past the reporters, to the shadows, like a schoolboy reciting his lessons to a teacher with a stick.

How was the school damaged? the reporters ask. "There was some strafing." he mumbles. Then, looking up at the teen-age shadows, he hurriedly adds, "and may be it was damaged by miscreants."

As the reporters and their shadows leave, the professor mumbles. "We are trying to hold together," and then he stares down at the ground.

Peter R. Kami

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭০। পাকিস্তানের ওপর একটি প্রস্তাব	ওয়াশিংটন পোস্ট	৩০ জুলাই, ১৯৭১

WASHINGTON POST, JULY 30, 1971

Editorial

A PROPOSAL ON PAKISTAN

In Pakistan the world is witnessing a holocaust unmatched since Hitler and "witnessing" the operative word. While hundreds of thousands have died and millions have fled, the world has done little but look on in paralyzed horror, sighing for the victims and offering the survivors among them alms but taking no effective measures to ameliorate even the incontrovertibly international aspect of the tragedy: the forced flight of terrorized Pakistan refugees to India. After the catastrophe of the Nigerian civil war, one might have hoped the international community would have been prepared in mental outlook, any way to prevent a repetition of it. But no.

The great nations with an interest in the sub-continent have been unwilling to halt their separate routine quests for national advantage merely of the sake of reducing the toll of human misery. The Russians are. perhaps, the least to be blamed; they did not have an important position in Pakistan and they have used its agony merely to consolidate their position in India. The Chinese on the other hand, have adopted a policy of totally craven expediency. They have rejected the Bengalis' cause of popular revolution against an unjust tyranny, and they have encouraged the oppression of the Bengalis by the Pakistani Government even to the point of offering to defend Pakistan against outside (meaning Indian) intervention.

The American policy is for Americans even more regrettable for "strategic" reasons, which come down to on more than an outmoded habit of military alliance with Pakistan's the United States has kept up a flow of arms and has asked Congress for new economic- aid (so far denied) all this under the pro texts of gaining a friends leverage in order to steer the Pakistanis back on a moderate course.

There has not been a whit of evidence, however, that the Pakistanis have paid any heed to whatever American urgings may have been privately conveyed. On the contrary the outpouring of refugees continues, at upwards of 20,000 a day and the United States is widely blamed for facilitating it.

What are the alternatives? One is an India-Pakistani war. This is far from unlikely, in view of the domestic pressures upon both Governments. Pakistan's policy of expelling its citizens across their border and India's policy of aiding Bengali insurgency movement could provide the spark for broader hostilities at practically any moment. Such a war would add new dimensions of despair to the sub-continent and it would intensify the political play on the Moscow Peking-Washington triangle.

But as well, a war would give U-Thant and the international community which he represents, an opening to deal with the basic problem of Pakistani cruelty. Everyone can see the death by starvation or cholera, in whatever numbers, and perhaps the greatest trans-border migration of peoples in modern history, and the imminent threat of war. Yet none of these has been adequate to mobilize Mr. Thant and the United Nations. But if a few people of one nationality were shot by a few soldiers of another, then the Security Council presumably would meet and the whole ponderous apparatus of international conciliation and problem-muffling might grind into gear.

The other alternative, as we see it. can only come either from an immediate joint appeal to Pakistan by the United States, the Soviet Union and the People's Republic of China or from separate but parallel appeals from these three. They would have to ask and help Pakistan to lake the steps necessary to restore normal conditions, difficult indeed impossible as that task may seem now. The mechanics of American-Soviet-Chinese pressure are hard for an outsider to imagine (hard for an insider, too, no doubt). Yet it is plain that together the three countries, and only they, have the requisite influence to induce Pakistan to change the course, and the problem is to find a way to bring it to bear.

There are. of course, a dozen reasons diplomats and politicians can give you why such a proposal is unrealistic, unworkable. Basically, it would require three extremely wary mutual rivals to collaborate, as they have never done, and to collaborate in an important arena of their rivalry. The argument for trying out the proposal though, is quite simple; it could spare 10 or 20 or 80 million people terrible additional suffering, not to say for many of them their lives. Forlorn or visionary as it truly be, on possibility for limiting the effects of the Pakistani tragedy ought to be abandoned out of hand. And if the United States is not to make a real and positive contribution, then at the least it ought to end its current policy of aid, however limited, to Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭১। যন্ত্রণা এবং বিপদ (সম্পাদকীয়)	ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর	৩১ জুলাই, ১৯৭১

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, JULY 31,1971.

Editorial

THE AGONY AND THE DANGER

We have been clinging as long as possible to the hope that somehow the government and people of Pakistan would grope their way back to a tolerable relationship between the two separate parts of their bleeding and burning country, but with the greatest regret we must face the prospect that it is now too late for reconciliation.

The official government of Pakistan four months ago unleashed a military fury upon the people of what was then known as East Pakistan. The results make up one of the horrors of history.

Some seven million people from East Pakistan have taken refuge in India from the ruthlessness of the West Pakistan Army. At least a quarter of a million people have died. Estimates range up to a million. Cholera has been rampant. Famine is now taking its toll both among refugees in India and among those still clinging to the wreckage of their homes and lives. The refugee problem in India is beyond the capacity of India.

One measure of the meaning what has happened is that people talking about the place where all this happened again call it Bengal, which is what it has been called down through the ages except for the few years from 1947 until now.

There was a theory, back in 1947, that because a majority of the people in the Punjab and in Bengal were Muslim these two segments of the subcontinent could be linked into a single nation although separated by 1,100 miles of territory under the Government of India.

It might have worked had the people of the two parts of the proposed new state of Pakistan been of the same language, race, and culture as they were of religion. It might have worked in practice had the fewer Punjabis been willing to let the more numerous Bengalis share fairly in the combined government and in the enjoyment of the two provinces.

But in practice the Punjabis have dominated the government and have taken the lion's share of the wealth of Bengal to the Punjab. The attempted union of the two-in-one state called Pakistan turned out in practice to mean the domination and the exploitation of the 75 million people of Bengal by the 56 million people of the Punjab, or West Pakistan.

The treatment of Bengal was a logical progression from history. The West Pakistanis of today descend from the Persian, Afghan, and Pathan hill tribes who came down from the mountains of the north-west some 800 years ago and imposed their rule and their Muslim religion on the physically smaller and less warlike peoples of the valley and delta of the Ganges.

But the two peoples never became one people in anything but religion. The Punjabis have always been the conquerors, the Bengalis the conquered.

Last March that status of conqueror and conquered was put to the test. The Bengalis won at the polls the right to take over the Government of Pakistan. They had the majority of the votes. But when it came to working out the constitutional consequences the Punjabis turned loose their Army in the middle of the night and being one of the great slaughters of history. It was an effort to reassert the conquest of 800 years ago.

Today, four months later, the Pakistan Army controls the main cities of Bengal, but not the countryside. Resistance is increasing. The guerrillas have been able twice to knock out the power stations serving Dacca, the capital. They frequently cut the rail lines from Dacca to other cities. The occupying Punjabi (West Pakistan) Army faces precisely the same prospect in Bengal that the Thieu regime in South Vietnam faced back before massive American intervention-the prospect of a pacification program stretching endlessly into the future.

This tragic and dreadful condition leaves everyone concerned with two problems. There is the immediate problem of how to put an end to the horror and misery in Bengal. The Punjabis must give up a military repression policy which is atavistic, self-defeating, and is bringing into being the very thing it was designed to prevent; the existence of a separate Bengal.

But it very much seems that this can happen only if some progress might be made toward the solution of the larger problem; the problem of the relations of the great powers to Pakistan.

There is no effective pressure on the official government of Pakistan as Islamabad to abate the terror in Bengal because China and the United Stales have chosen not to risk intervention whereas Russia is becoming the main outside friend of India. Washington refuses to do anything which might alienate Gen. Agha Mohammad Yahya Khan who was involved in the breakthrough in Sino-U.S. relations. The Chinese, naturally, cling to their advantage in Pakistan. And everyone is aware of how dangerous an apple of discord in independent Bengal would be. It could trigger a war between Russia and China.

The theoretical solution is easy. All it requires would be an agreement between Russia. China, the United States, and India that Bengal should be free and untroubled by either China or Russia.

That's "all" it would take, but getting it appears to be presently impossible, China must be greatly tempted at the possibility of acquiring control of the Ganges basin with an outlet on the Indian Ocean, Russia certainly would go to great lengths to prevent any such thing.

Meanwhile war could break out again between India and Pakistan at any moment. It is almost more than India can bear to have so many of its Hindu kinfolk being killed by Punjabi Muslims just over the border.

India's Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, deserves highest marks for her own restraint and the restraint she has imposed upon her generals.

But the fragile peace which still prevails among the surrounding powers is being bought at the price of the misery of the Bengal people.

The only faint hope we can see for a long-term settlement would be from a meeting of those countries with vital interests in the result. Prime Minister Chou En-lai of China has proposed to President Nixon a conference to consider the Vietnam problem. A conference which included China, Russia, India, and the United Stales could also do some quiet work on the side about Bengal and Pakistan.

The tragedy and the danger underline the need for a new "concert of the great powers". Nothing else has ever yet been invented which could manage a problem of such proportions and complexities.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব	সেন্ট লুই পোস্ট ডিসপ্যাচ বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস ১ম খন্ড	১ আগষ্ট, ১৯৭১

ST. LOUIS POST-DISPATCH. AUGUST I, 1971

OBLIGATIONS IN PAKISTAN

"It is the most incredible, calculated thing since the days of the Nazis in Poland," reports a high United States official on the situation in East Pakistan. The statistics are staggering: At least 200,000 and possibly as many as 700,000 dead; more than 6,500,000 refugees in India, with additional millions displaced within East Pakistan; more than 50,000 a day still crossing into India; thousands still dying, the victims of hunger, disease and the Bayonets of the West Pakistan army.

This has been going on four months, since the military forces of the dominant Western portion of the divided country moved with weapons, supplied over the years by the United States, to crush an uprising in the East. At first the rebels wanted little more than fair representation in the government. Now there is growing guerrilla resistance, with apparent help for the rebels by India and there is increasing doubt whether Pakistan can ever be reunited. It may be that in the end the Bengalis of East Pakistan and India will together create a new stale of "Bangladesh".

The role of the United States in this Asian crisis leaves much to be desired, to say the least. As one observer put it, the U.S. seems to be doing enough to earn the enmity of the Bangalis but not enough to win West Pakistan's friendship. This is the result of a policy of equivocation by which we castigate the West Pakistanis for what they are doing in the East, withhold economic assistance even while the country is starving, and continue to send arms to the central government on the perverted assumption that it is in this country's "strategic interests" to do so.

If strategic interests are of primary concern, then the lop priority is to bring the conflict to an end and to divert Washington's resources toward reconstruction of East Pakistan. Only destructive purposes will be served by continued dispatch of arms. Washington's excuse that the shipments (not actually on a decisive scale) are no more than fulfilling terms of agreements made between Pakistan and the United States before the hostilities simply won't stand up. As Senator Symington has said: "We have continued these shipments not because we were powerless to stop them, but because we decided not to stop them." The U.S. must decide otherwise.

The human misery being chronicled in the American press is a reminder that, contrary to Santayana's warning, man does not have to forget history in order to repeat it Most of the world remembers the silence while millions of civilians perished at the hands of the Nazis. There was the excuse that no one knew what was going on in the concentration camps. The slaughter and torment of the East Pakistanis may not be comparable to the systematic extermination of the Jews, but it is bad enough. And no one can say, "I didn't know."

It seems to us the United States is obligated to give a great deal more assistance to the unfortunates in East Pakistan and across the border in India, and to insist that the West Pakistan army withdraw from the East. It is too late for constructive measures that could have been taken weeks ago; it may even be too late to prevent the conflict from developing into a wider struggle. But it surely cannot be too late to help the miserable.

(**St. Louis Post-Dispatch**-August I. 1971)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৩। ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত	নিউইয়র্ক টাইমস	১ আগস্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUN DA Y. AUGUST 1, 1961

East Pakistan:

SHADES OF THE VIETNAM WAR

Dacca. Pakistan-The Government's army is largely confined to the towns and roads. The guerrilla rebels in the countryside get help from across the border. A clandestine radio transmitter reports "liberation army" successes and predicts eventual victory.

A visitor to East Pakistan can drive" through much of the region without observing anything abnormal. Yet many foreign diplomatic observers have been tempted to compare the Bengali situation with the opening phase of the Vietnam war, and some of the parallels-such as those listed above-are unmistakable.

Neighboring India from the outset has provided a haven, training and material support for the Bengali rebels, as North Vietnam did for the Vietcong. Even the lush, rice growing terrain of the Ganges River Delta, making up most of East Pakistan, is similar to that of the Mekong River delta in Vietnam. Rebel posters blossom briefly in Dacca and other towns, warning civilians to leave before the Liberation Army (Mukti Bahini) opens a bloody new offensive.

But if a guerrilla war in East Pakistan is under way, it has a long way to go before reaching the level of effectiveness seen in East Asia during the past few decades. Behind the volume of propaganda on all sides, not very much seems to be happening.

Some kind of war is unfolding in East Pakistan. At least a few people are getting killed and many others are suffering. But in this passion-wrenched land it is as difficult to verify a fact as it is to find a dry place to stand in the current monsoon rains.

Along East Pakistan's eastern border, Pakistani and Indian artillery thunder away at each other, and both sides have augmented their forces in the region during the past week. Military men and ordinary people expect a surge in violence during the next few weeks, possibly timed to coincide with Pakistan's national day of August 15.

The 60-mile road between Dacca and the important frontier garrison of Comilla is open. There is little to show that the Government is having any difficulty maintaining this strategic link. One mine was planted on the road recently, and the rebels dynamited a key bridge on the road, but traffic was detoured over a rickety wooden bridge a few hundred yards away.

In Dacca, guerrillas have made their presence felt during the past two weeks by knocking out the city gas supply and damaging the electricity supply badly enough so that there are frequent blackouts. There are nightly sounds of explosions and gunfire. Neighborhoods that were blasted and burned out in March are still flat. But Dacca is again full of people, rickshaws and commerce and looks as though it is nearly back to normal.

In many populous areas in the countryside crops are growing, and It there are serious food shortages they are not evident.

The political background to this strife is easy enough to trace. East and West Pakistan, separated from each other by 900 miles of Indian territory, share a belief in the Muslim faith but little else. The Bengalis of the east speak a different language from the Urdu of the west they have different cultural and social traditions and even look different. The Bangalis have long regarded the Punjabi of West Pakistan as economic exploiters of the eastern region.

Latent Bengali yearning for autonomy from West Pakistan came to a head last March and some Bengali leaders called for outright secession and the creation of a new Bengali nation, Bangladesh. On March 25, West Pakistan's army-East Pakistani military units had joined the rebels-moved into Bengal as an invasion force. They have applied an iron hand to the administration of the region ever since.

Just how many persons were killed in the process remains one of the many persisting controversies. The Government forces have never disclosed their own estimates, saying only that "enemy dead are not counted; they are thrown into the river." Estimates range all the way from 10,000 to several hundred thousand killed. In any case. West Pakistan's three regular divisions now control every aspect of life in East Pakistan, apart from hinterland zones they do not take the trouble to occupy.

And the prevailing impression remains one of despair on the part of the Bengalis rather than challenge. For many observers here, the saddest and most significant fact is that somewhere near seven million people have fled to India, and the refugee flood continues.

-Malcolm W. Browne

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৪। জাতিসংঘের সাহায্য দল	নিউইয়র্ক টাইমস	১ আগস্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SUNDA Y, A UGUST 1, 1 971

U. N. TO SEND TEAM TO EAST PAKISTAN

U. S. Wins Acceptance by Thant and Yahya on Plan for 153-Man Relief Unit.

By Benjamin Welles

Special to The New York Times

Washington. July 31- The United States, working behind the scenes, has won the agreement of both Pakistan and the United Nations to station an international group of 156 civilian relief and rehabilitation experts under United Nations sponsorship in East Pakistan, officials said today.

Moreover, they said. United States has notified U Thant, Secretary General of the United Nations, that it will contribute $ 1 -million al once as an initial payment to help the group organize and fly necessary equipment to Dacca.

Among the United Nations staff will he 73 monitors, who will be stationed at four area offices in Dacca, Chittagong, Rajshahi and Khulna and at 69 other locations. Each monitor will be linked by radio with a United Nations headquarters in Dacca, qualified informants said.

"The presence of" 73 U. N. monitors, each reporting on conditions in his area, may cool off passions and damp down military reprisals," one informant said. "It's not the U. N. function to do this-but it will be an important side effect."

On March 25. President Agha Mohammad Yahya Khan ordered the Pakistani Army- predominantly composed of troops from West Pakistan -to entervene in predominantly Bengali East Pakistan and suppress widespread demands for political autonomy. Since then, the army's actions have led to widespread loss of life, property damage and economic dislocation and the flight of some seven million refugees into adjoining India. One official today described the agreement of Mr. Thant and of President Yahya to the proposals for a United Nations group, in East Pakistan as "the only ray of sunshine in an otherwise gloomy situation."

Pakistan's agreement to the United Nations force is said to have been inspired largely by unremitting but unpublicized United States pressure. In recent years the United States has contributed about $200-million out of the $450-million a year in economic aid to Pakistan by an international consortium headed by the World Bank.

Request from Pakistan

On May 24, President Yahya asked the United Nations for recommendations. His formal approval to the plan is expected momentarily.

World Bank and other sources said today that recruiting for the new group has been under way for several weeks. According to these sources, the first contingent will comprise 38 members of a headquarters staff to be sent to Dacca.

A second contingent will comprise 45 members of specialized agencies. Unicef, the United Nations children's agency, for example, will send 18; the food and agriculture organization. 2; the World Food Program will send 13 and the world health organization 12. The third contingent-the radio-equipped monitors-will be made up of what are being called the United Nations "field personnel" Ismet Kittani. an Iraqi national who is Assistant Secretary General for Inter-Agency Affaire, is Mr. Thant's deputy in charge of recruiting and dispatching the new force from United Nations headquarters in New York. Bag hat el-Tawil, an Egyptian who is Mr. That's personal representative in Dacca, will direct the operations in East Pakistan.

Thant 'Out on a Limb'

"The U.N. has no machinery and no budget for international disaster relief operations," one source said. "U Thant has gone out on "a limb. That's why the U.S. has agreed to contribute an initial $l-million to get this thing moving.'

Other sources said that the expenses for the group might reach $3-million to $4-million in its first six months of operation. The United States is hoping that other nations will contribute.

The Agency for International Development was said to have radios and other equipment on hand for dispatch by air once the Pakistani Government's formal approval is received. The agency has six staff members based in Dacca and is also reported ready to contribute technical assistance to the United Nations force.

Informants stressed that the United Nations force would concern itself primarily with helping the Pakistani authorities alleviate the threat of starvation and disease and with rehabilitating homes and shelter for millions who have cither fled into the countryside to escape the army's reprisals or whose homes have been wrecked.

They will also help Pakistan restore communications and remobilize the province's private fleet of 40,000 river boats and 10,000 trucks.

"The U.N. itself won't operate anything, but it will provide coaching and technical assistance and help restore confidence in the East Pakistani administration," one informant said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৫। একটি জাতিকে হত্যা করা হচ্ছে	নিউজ উইক	২ আগস্ট, ১৯৭১

NEWSWEEK, AUGUST 2, 1971

BENGAL: THE MURDER Of A PEOPLE

It seemed a routine enough request. Assembling the young men of the village of Haluaghat in East Pakistan, a Pakistan Army major informed them that his wounded soldiers urgently needed blood. Would they be donors? The young men lay down on makeshift cots, needles were inserted in their veins-and then slowly the blood was drained from their bodies until they died.

Govinda Chandra Mandal forgets who told him first, but when he heard that an amnesty had been pledged to all refugees, he immediately set off on the long walk home. With his two teenage daughters by his side, Chandra Mandal trudged through monsoon- drenched swamp lands and past burned-out villages. When he neared his scrap of land, soldiers stopped him. As he watched in helpless anguish, his daughters were raped-again and again.

He was about 2 years old, and mother was still in her teens. They sat on ground made muddy by the steady drizzle of the summer rains. The baby's stomach was grotesquely distended, his feet swollen, his arm no thicker than a man's finger. His mother tried to coax him to eat some rice and dried fish. Finally, the baby mouthed the food feebly, wheezed and died.

Few people seem more alien to Westerners than the Pakistanis. When thousands of them perish in various natural disasters that regularly plague their country, the newspaper accounts of their suffering have a curious unreality. And yet today, no one can escape the nightmare vision of Pakistan's civil war: a quarter of a million Bengalis dead, another 6 million or more driven into desperate exile as the result of a deliberate effort to terrorise an entire people. It is as if a city the size of Bonn (Germany), had been obliterated and the population of London made suddenly homeless. Even in a world jaded by war and atrocity, suffering on that scale still...as a sickening shock.

And there is more to it than that. Far more horrifying than the prospect that Pakistan may destroy itself are the signs that its brutal civil war could spark yet another, wider conflict between Moslem Pakistan and its arch enemy Hindu India. Last week, Pakistan's President Mohammed Yahya Khan angrily declared that if India expands its surreptitious support of Bangladesh, as the secessionist Bengal nation is known, "I shall declare a happen, Pakistan's ally. China, and India's ally. Russia, would be hard pressed to avoid involvement. And the United States could be faced with the dangerous necessity to choose sides.

Already, (he realities of geopolitics have confronted the U.S. with the thankless task of choosing between strategic and humanitarian considerations. Straining to preserve its influence with Yahya's government, yet anxious to help the suffering Bengalis, America has succeeded only in embroiling itself in a bitter controversy. Last week that controversy was intensified when Sen. Edward Kennedy disclosed the contents of confidential messages from U.S. diplomats in Pakistan. "Spectre Of Famine Hangs Over East Pakistan", read one cable. "Prospects For Averting Widespread Hunger. Suffering And Perhaps Starvation Not Repeat Not Good". Kennedy's clear implication was that Nixon Administration was seeking to cover up the magnitude of the Bengali tragedy. And. Not content with that, he went on to intimate that the U.S. had plans to send police teams to East Pakistan to help Yahya's Punjabi soldiers suppress Bengali resistance.

Two Divergent Cultures

Such a cold-blooded move, should it overcome to pass, would ensnare the U.S. in one of the most intractable racial and cultural conflicts of modern times. Physically and politically, Pakistan is unique among the world's nations. Its populated eastern region is separated from the western region by more than 1000 miles of Indian territory. It is a nation of two radically divergent cultures, of two totally different peoples who have despised each other through history. The lighter skinned, aggressive Punjab is of West Pakistan scorn the Bengalis, whose rich rice land and lucrative jute crops have paid Pakistan's bills ever since the founding of the country in 1947. Bengalis regard the Punjabis as barbarians-and. to make matters worse, oppressive barbarians who have monopolized ' Pakistan's government and army. Snapped one Bengali leader, "We have never been anything but a colony of the west".

Chafing after decades of subjugation, the Bengalis responded with frenzied enthusiasm when their fiery, leonine hero. Sheikh Mujibur Rahman, led them to the polls last December in Pakistan's free elections after twelve years of military rule. Spurred on by the flamboyant oratory of Mujib (as his worshipful call him), the Bengalis voted in such numbers that Mujib and his Awami League won an absolute majority of seats in the countries new National Assembly. Suddenly it seemed that Bengal's time had come. But as it turned out, Mujib's platform of economic and diplomatic autonomy for the east was too great a threat, to be endured by Punjabi leaders. Unwilling to play second fiddle to Mujib, West Pakistan's most popular politician, the left-leaning Zulfiqar Alt Bhutto, refused to participate in the new Parliament. And in the end President Yahya abruptly postponed the opening of the assembly indefinitely.

Plans for Slaughter

Within hours of Yahya's decree, Mujib proclaimed a general strike in East Pakistan. To this day, Pakistani officials maintain that Yahya personally appealed to Mujib for a compromise that would heal the nation's wounds. But most observers believe that Yahya had other plans all the while. Weeks before the Yahya-Mujib meeting actually took place, the President and his right-hand man, Lt.-Gen. Tikka Khan, were already mapping out plans for Mujib's arrest, the dissolution of the Awami League and the slaughter of nationalists.

Known as "the bomber of Baluchistan" for his indiscriminate use of air and artillery strikes in crushing a local tribal revolt in 1965, Tikka Khan, apparently persuaded Yahya to buy time for the army to build up its strength in Bengal. Accordingly, Yahya made his bid for discussions with Mujib. And while the two leaders talked-and Bengalis as well as the world at large looked for a compromise (hat might save Pakistan-the army pulled of I a logistics coup. Flying the long over-water route around southern India with Boeing- 707s commandeered from Pakistan International Airlines, the army doubled its troops strength in Bengal to 60,000 men. When Tikka gave the word that all was ready. Yahya flew out of Dacca. And that very night, the bomber of Baluchistan unleashed his troops.

Under instructions to strike brutally on the theory that a savage surprise attack would snuff out resistance quickly, the army obeyed its orders with a vengeance. Tanks crashed through the streets of East Pakistan's capital of Dacca, blasting indiscriminately at men and buildings. With cold ferocity, Punjabi soldiers machine-gunned clusters of citizens, while others set fire to slum 'busthes' throughout the city. Soon, the city was littered with bodies and the campus of Dacca University-a hot-bed of secessionism-was a bloody shambles.

Throughout that blood-drenched night and in the days and weeks that followed, the carnage continued. And the massacres were not limited to Dacca but were carried on throughout the country-side as well. After a desperate visit to his native village on the Indian border, a sobbing Bengali journalist told how the land had been devastated: "I passed through a dozen villages which had been burned and deserted, with bodies everywhere being eaten by crows. The smell! The horror! I kept praying it would not be like that at my village. But it was. The village was just a mass of charred rubble and corpses. My wife and child were missing. There was just one old lady alive and she could no longer talk. She just sat on the ground, shaking and moaning."

With the passing of time, the magnitude of the slaughter has diminished, but there has been no lessening in the brutality of the Pakistani army. Last week, Newsweek's Loren Jenkins, who was in Dacca the night that Gen. Tikka Khan's troops launched their campaign of murder, cabled the following report on conditions in East Pakistan now:

Four months after the first flush of bloodletting, East Pakistan still lives in fear. But instead of being the cowering, groveling fear that the army sought to instill, it is a sullen fear tinged with quiet defiance and hate. It is a fear based on the appreciation of a very harsh reality, not a fear that marks people of broken spirit. Walking along a Dacca street recently, I met a journalist I had known before. Our eyes met and he nodded, but he appeared embarrassed. Glancing nervously all around, he muttered, "My God, my God, civilized man cannot describe the horror that has been done". An hour later another friend explained: "We have been ordered not to talk to foreign journalists. We are scared. We live in terror of the mid-night knock 011 the door. So many people have been killed. So many more have disappeared. And more vanish every night".

One who vanished in the night was Mujib, who is now reportedly held in prison in the western garrison town of Mianwali. A hero before. Mujib has now become a martyr. For all his conspicuous faults, he has become the symbol of Bengali patriotism. Yet

Yahya, almost boastfully, told a recent visitor, "My generals are pushing for a military trial for Mujib and for his execution. I have agreed and the trial will be held soon". No policy could be more short-sighted or more likely to harden Bengali resistance. As one western diplomat told me, "Yahya is simply out of his mind. He still does not even understand what his army had done. He thinks they can kill off a couple of hundred thousand people, try Mujib for treason, force a return to order and all will be forgotten. This is utter nonsense. These people will not forget".

Guerrilla Resistance

Indeed, the minds of Bengalis are emblazoned with the memories of these months of terror. Despite the terror signs of resistance to the army creep up everywhere. In Dacca, street urchins hawking the local papers slip mimeographed communiqués from the Government-in-exile into the newspapers. On ferry boats in the countryside, where all passengers are under the watchful eyes of the army, strangers slide up and whisper of massacres or point out areas in the dense Madhupur Jungle where the "Mukti Bahini" or Liberation Army, is hiding. All over the country, the resistance is rapidly taking on the earmarks of a classic guerrilla war. And East Pakistan is ideal guerrilla terrain reminiscent of South Vietnam's Mekong Delta-a labyrinth of sunken paddies, jute fields and banana groves.

That the Mukti Bahini are capitalizing on their few assets is brought home daily. They have cut the key railroad to Dacca from the port of Chittagong and have also severed the parallel road. More than 60 per cent of the interior food supplies move over those routes and there is virtually no prospect of restoring them until peace is also restored. The rebel's recent coup in blowing up three power stations in Dacca has under- scored the point that no city or village is safe from their campaign to bring the economy to a halt. Most important, however, is the fact that the rebels now seem to be winning what every guerrilla needs-the support of the populace. Two months ago, villagers in Noakhali province pleaded with the Mukti Bahini not to blow up a bridge because it would bring army retaliation. Last week, those same villagers sought the guerrillas and asked them to destroy the bridge.

To be sure, the guerrillas are no match for the federal army. While they have rallied some 20,000 Bengali fighters to their cause (and expect another 10.0000 recruits to join them next month after clandestine training in India), the inadequately armed rebels still face 60,000 well-equipped professional soldiers. And despite its coven aid, India has cautiously hesitated to recognize the Bangladesh government-in-exile. One reason for this restraint is the genuine and costly problem the New Delhi government faces in caring for the 6 million Bengali refugees now in India. NEWSWEEK'S Tony Clifton who has reported the anguish of the refugees since the beginning of Pakistan's civil war, filed this report last week from Calcutta:

The strain on India has become almost unbearable. The refugees are still swarming across the border in hordes ranging as high as 40,000 a day, and as P. N. Luthra. The former Indian Army Officer in charge of the refugee program told me, "I am now responsible for the care of a small country". It is costing India $3 million a day to feed.

clothe, house and provide vital medicine for the Bengalis, a financial drain that is crippling to the already marginal Indian economy. Worse yet, lack of available funds has meant a shortage of virtually everything in the refugee camps-and the inevitable result has been suffering, disease and death. To Luthra, the only conceivable resolution of the tragedy is for the world to put the utmost pressure on Pakistan to stop the carnage so the Bengalis will feel safe in going, home.

Yet for all their suffering, the Bengalis themselves maintain their stoicism. It is the monsoon season in India, but the monsoon here is not like the great monsoons of Hollywood. Instead of roaring and thundering, the rain falls softly and steadily, dribbling through the canvas tents to soak the refugees, turn earth floors to mud and flood inadequate drains. But the refugees stand patiently calf deep in stagnant water, eager to tell me their stories so I can tell others. I collect a notebook of horror-rape and murder and kidnapping. They tell me how they saw their children stabbed, their husbands or brothers executed, their wives collapse with fatigue or sickness. The stories are all new, and all the same. And I remember Luthra's plaintive question. "How can we think the human race is evolving to a higher level when it lets this go on?"

As the military repression and the guerrilla sabotage goes on. it poses ever-increasing threat to the future of Pakistan itself. Already, experts say, the country's economy is a shambles. Since the fighting began, exports have plummeted, the vital jute crops that are Pakistan's biggest foreign exchange earner rot unharvested, and the vast consumer market of the eastern region on which West Pakistan's factories lived has vanished along with the refugees and rebels. "In short, Yahya's government faces the genuine danger of bankruptcy," warns a Western economist in Dacca. Equally genuine is the danger of mass starvation. "Unless something is done soon," the same economist adds, "there is going to be a faming here that will make all the prior suffering look like nothing." "But in the end, the greatest threat to Pakistan is the flaring hatred that Yahya's army has spawned."Pakistan died in March" says a Karachi editor. "The only way this land can be held together is by the bayonet and the torch. But that is not unity that is slavery. There can never be one nation in the future, only two enemies."

Threat Of War

The area already has enemies enough. In recent weeks, Islamabad and New Delhi have traded insults and accusations at a dizzying rate and there is a real possibility that angry words may escalate into war. Indeed, some Indians even claim to see an economic motive for going to war; according to the Institute for Studies in New Delhi, it would be cheaper for India to fight Pakistan than to continue to care for millions of Bengali refugees. "It had not come to that yet" sighed one U.S. official last week. "But India has considered a military thrust apparently very seriously." And Pakistan, too, has weighed the use of force against its neighbor in retaliation for India's support of the Mukti Bahini.

The gravest danger from any such hostilities is the possibility that Communist China and Russia would become involved, Chinese Premier, Chou-En Lai has

denounced "Indian expansionists" and has promised Yahya that Peking would1 support the Pakistanis "in their just struggle to safeguard their state sovereignty" And Chou could hardly translate his pledge into action-by ordering Chinese troops stationed along the Indian border to provoke skirmishes, or by infiltrating "advisers" to reinforce the Pakistani army. Pakistan has some promises from Peking to take military action of its own should war begin, warns a U.S. diplomat and India is trying to extract some counterbalancing promise of military aid from Russia. That could lead to- catastrophe.

An Agonizing Choice

Any such involvement by the two Communist superpowers would confront the United States with a cruel dilemma. Pakistan, despite the undeniable brutality of its policy toward the Bengalis, is a long-standing American any and a country that the U.S. is desperately trying to keep out of Peking's sphere of influence. At the same time, India is Asia's biggest nation with a democratic tradition dating back to Gandhi and Nehru and. as such, occupies a special position in the U. S. portfolio of friendly nations. To choose between the two would be agonizing. One U.S. analyst of foreign affairs, drafting a scenario for U. S. actions should a subcontinent war break out, remarked: "Our first move obviously would be to try to play the peacemaker, much as Russia did at Tashkent in, 1966 during the last Indo-Pakistan war. If that failed, the U.S. might be able to sit it out, so long as Russia and China were involved only as suppliers of the two combatants. But if they got directly engaged, it would then be almost impossible for Washington to remain aloof. We would have to gamble on one side or the other, give them at least the logistical aid they needed and hope we had chosen the winner."

Rhetoric and contingency plans aside, none of the world's three great powers wants to embroil itself militarily in the Indian subcontinent. But that does not rule out the possibility that they could become involved against their will. In the meantime, the future of Pakistan and, possibly, the lives of millions of other Asian, depends on Yahya Khan. And at the moment the Pakistani President remains determined not to relent-ignoring the fact that he may be creating out of nationalist guerrillas the core of a potential Communist insurgency. "The tragedy of Pakistan really is that Yahya is oblivious to what he is doing, oblivious to the cost of the actions", a diplomat in Islamabad remarked somberly last week. "There is only one man alive who could save Pakistan now, and that is Mujib. Yahya vows that Mujib must die. But the day he hangs by the neck. Pakistan will hang with him."

The Politics Of Relief

If some American are still only vaguely aware of the plight of the Bengali refugees. Beatles George Harrison and Ringo Starr intend to pound the message home this week. In their first public appearance together since the famous rock group split up, George and

Ringo plan a benefit performance at New York's Madison Square Garden, with all proceeds to go to homeless Bengali children. And theirs is only one of many efforts-by the International Rescue Committee, Catholic Relief Services, UNICEF and Americans for Children Relief among others-designed to stir the U.S. conscience over the genocidal civil war in Pakistan.

Many private citizens now involved in Bengali relief are veterans of similar operations during the Biafran tragedy two years ago. And most are dismayed that, unlike the rescue of Biafran children, which aroused such widespread sympathy, world reaction to the Bengali refugee emergency seems almost apathetic by comparison. Ironically, the sheer magnitude of the suffering in East Pakistan may, in itself, be partly to blame. "Bengali refugees must now form the largest group of displaced persons in the world", said Dr. Daniel L. Weiner, who recently returned from a fact-finding tour for the IRC. "It is a problem that has to be dealt with on an international scale, no private effort can possibly handle this load. Private agencies can only alleviate some aspects of the mess. But the very size of the problem seem to paralyze people-it's not so much a lack of interest as a feeling of helplessness."

Busy

To the extent that any organized international effort has been mounted to alleviate Bengal's misery, the V.S. government can take credit. Washington has committed $ 70.5 million to the aid of East Pakistani refugees in India as compared with $ 11 million from the Soviet Union. More than 360.000 tons of U.S. food-grains are in the transport pipeline to East Pakistan. For the present according to V.S. specialists, the threat of mass starvation in the region is not due to any lack of supplies put to poor distribution. Though the U.S. has given Pakistan $ 2 million to charter relief ships, the Pakistan Army has used most of them so far to transport troops and ammunition. "They are so damned busy trying to re-establish their control over East Pakistan," snapped a State Department aide, "that they haven't looked beyond their own noses."

Such complaints suggest that Washington has had little success in influencing President Mohammed Yahya Khan to moderate his policies. Yet the Nixon Administration has justified its aid to the Yahya regime mainly on the ground that such support will give Washington leverage over Islamabad. In the face of mounting domestic criticisms of that policy, however, the U.S. has recently begun to waffle. In requesting a total of S 131.5 million in aid to Pakistan next year, the State Department recently promised Congress that the money would be held back until Pakistan begins to minister to its homeless millions. But skeptical observers recalled that the U.S. slapped a similar ban 011 military aid to Pakistan last April-only to have it emerge later on that Pakistani freighters were still hauling V.S. supplied ammunition and spare parts, ordered before the ban took effect, back to Karachi. And last week Senator Stuart Symington charged that the ban was still full of holes. The Administration said Symington, was guilty of "semantics, ambiguous statements on the public records without clarification and no effort to present the actual facts until pressed to do so."

Strategic

Privately, U.S. diplomats concede that, above all else, Washington is trying to maintain good relations with Pakistan out of strategic considerations. One diplomat warned against the end of an American influence on Pakistan. "Our influence has vanished" he argued, "the area could become a playground for the Soviet Union and china." Added a colleague with startling bluntness: "We are more interested in stability than morality at the moment ...Right now the chance for Stability, slim as it is seems to lie with Yahya".

Yet, the price of a cold geopolitical approach, to the problem may itself prove to be unacceptable in the end. For one thing. Washington's calculated reluctance to bring added pressures on Islamabad by openly cutting off aid put it at odds with the World Bank and the other members of an eleven-nation consortium, all of whom have deferred development programs in Pakistan until the government in Islamabad works out a "political accommodation" with the eastern region. (Even the World Bank, however, has not been able to escape the controversy swirling around Pakistan, after World Bank President Robert McNamara tried to suppress a critical report drafted by a team of investigators who recently visited Pakistan. The New York Times got hold of the documents and splashed it on its front page). Subsequently McNamara sent a letter to the Pakistani Government apologizing for the news leak.

Moreover, Washington's equivocation has already enraged India, where most officials are convinced that Yahya could not continue his policy of repression without outside help. "Supply of arms to Pakistan by any country in the present context amounts to condoning genocide in Bangladesh," charges India's Foreign Minister Swaran Singh. "It could have an impact on Indo-U.S. bilateral relations as well". Thus rightly or wrongly, the Administration's pragmatic stand on the Pakistani question has promoted an impression of official U. S. indifference to the human agony of a strife-torn-land-an impression that is at odds with the traditional image of a concerned and compassionate America.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
সোনার বাংলা ধ্বংস অভিযান	টাইম	২ আগস্ট, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, AUGUST 2, 1971

THE RAVAGING OF GOLDEN BENGAL.

Over the rivers and down the highways and along countless jungle paths, the population of East Pakistan continues to hemorrhage into India; an endless unorganized flow of refugees with a few tin kettles, cardboard boxes and ragged clothes piled on their heads, carrying their sick children and their old. They pad along barefooted, with the mud sucking at their heels in the wet parts. They are silent, except for a child whimpering now and then, but their faces tell the story. Many are sick and covered with sores. Others have cholera, and when they die by the roadside there is no one to bury them. The Hindus, when they can, put a hot coal in the mouths of their dead or singe the body in lieu of cremation. The dogs, the vultures and the crows do the rest. As the refugees pass the rotting corpses, some put pieces of cloth over their noses.

The column pushing into India never ends, day or night. It has been four months since civil war broke out between East and West Pakistan, and the refugees still pour in. No one can count them precisely, but Indian officials, by projecting camp registrations, calculate that they came at the rate of 50,000 a day. Last week the estimated total passed the 7.500.000 mark. Should widespread famine hit East Pakistan, as now seems likely. India fears that the number may double before the exodus ends.

Hundreds of thousands of these are still wandering about the countryside without food and shelter. Near the border, some have taken over schools to sleep in; others stay with villagers or sleep out in the fields and under the trees. Most are shepherded into refugee camps where they arc given ration cards for food and housed in makeshift sheds of bamboo covered with thatched or plastic roofing. Though no one is actually starving in the camps, food is in short supply, particularly powdered milk and baby food.

No More Tears

Life has been made even more miserable for the refugees by the monsoon rains, that have turned many camps into lagoons. Reports Dr. Methis Bromberger, a German physician working at a camp outside Calcutta, "There were thousands of people standing out in the open here all night in the rain. Women with babies in their arms. They could not lie down because the water came up to their knees in places. There was not enough shelter, and in the morning there were always many sick and dying of pneumonia. We could not get our serious cholera cases to the hospital. And there was no one to take away the dead. They just lay around on the ground or in the water. High pressure syringes have speeded vaccination and reduced the cholera threat, but camp health officials have already counted about 5,000 dead, and an estimated 35,000 have been stricken by the convulsive vomiting and diarrhea, that accompany the disease. Now officials fear that

pneumonia, diphtheria and tuberculosis will also begin to exact a toll among the' weakened refugees. Says one doctor: The people are not even crying anymore."

Perhaps because what they flee from is even worse. Each has his own horror story of rape, murder or other atrocity committed by the Pakistani army in its effort to crush the Bengali independence movement. One couple tells how soldiers took their two grown-up sons outside the house, bayoneted them in the stomach and refused to allow anyone to go near the bleeding boys, who died hours later. Another woman says that when the soldiers came to her door, she hid her children in her bed; but seeing them beneath the blanket the soldiers opened fire, killing two and wounding another. According to one report from the Press Trust of India (P.T.I.). SO refugees recently fled into a jute field near the Indian border when they heard a Pakistani army patrol approaching. "Suddenly a six month old child in its mother's lap started crying," said the P.T.I, report. "Failing to make the child silent and apprehending that the refugees might be attacked, the woman throttled the infant to death".

Cordon of Fire

The evidence of the bloodbath is all over East Pakistan. Whole sections of cities lie in ruins from shelling and aerial attacks. In Khalishpur, the northern suburb of Khulna, naked children and haggard women scavenge the rubble where their homes and shops once stood. Stretches of Chittagong's Hizari Lane and Maulana Showkat Ali Road have been wiped out. The central bazar in Jessore is reduced to twisted masses of corrugated tin and shattered walls. Kushtia a city of 40,CXW) now looks, as a World Bank team, reported, "like the morning after a nuclear attack". In Dacca, where soldiers set sections of the Old City ablaze with flame-throwers and then machine-gunned thousands as they tried to escape the cordon of fire, nearly 25 blocks have, been bulldozed clear, leaving open areas set incongruously amid jam-packed slums. For the benefit of foreign visitors, the army has patched up many shell holes in the walls of Dacca University, where hundreds of students were killed. But many signs remain. The tank blasted Rajarbagh Police Barracks, where nearly 1,000 surrounded Bengali cops fought to the last, is still in ruins.

Millions of acres have been abandoned. Much of the vital Jute export crop, due for harvest now, lies rotting in the fields; little of that already harvested is able to reach the mills. Only a small part of this year's tea crop is salvageable. More than 300,000 tons of imported grain sits in the clogged ports of Chittagong and Chalna. Food markets are still operating in Dacca and other cities, but rice prices have risen 20% in four months.

Fear and deep sullen hatred are everywhere evident among Bengalis. Few will talk to reporters in public, but letters telling of atrocities and destroyed villages are stuck in journalists' mailboxes at Dacca's Hotel Intercontinental. In the privacy of his home one night, a senior Bengali bureaucrat declared: "This will be bitter, protracted struggle, may be worse than Vietnam. But we will win in the end."

Estimates of the death toll in the army crackdown range from 200,000 all the way up to a million. The lower figure is more widely accepted, but the number may never, be

known. For one thing, countless corpses have been dumped in rivers, wells and mass graves. For another, statistics from Hast Pakistan are even more unreliable than statistics from most other places. That is inevitable in a place where before the refugee exodus began, 78 million people, 80% of them illiterate, were packed into an area no larger than Florida.

Harsh Reprisals

The Hindus, who account for three-fourths of the refugees and a majority of the dead, have borne the brunt of the Moslem military's hatred. Even now. Moslem soldiers in East Pakistan will snatch away a man's lungi (sarong) to see if he is circumcised, obligatory for Moslems: if he is not, it usually means death. Others are simply rounded up and shot. Commented one high U.S. official last week: "It is the most incredible, calculated thing since the days of the Nazis in Poiand".

In recent weeks, resistance has steadily mounted. The army response has been a pattern of harsh reprisals for guerrilla hit- and-run forays, sabotage and assassination of collaborators. But the Mukti Bahini. the Bengali liberation forces, have blasted hundreds of bridges and culverts, paralyzing road and rail traffic. The main thrust of the guerrilla movement is coming from across the Indian border, where the Bangladesh (Bengal Nation) provisional government has undertaken a massive recruitment and training program. Pakistani President Agha Mohammad Yahya Khan last week charged that there were 24 such camps within India, and India no longer even bothers to deny the fact that locals and some border units are giving assistance to the rebels.

Half of the Mukti Bahini's reported 50.000 fighters came from the East Bengal Regiment, the paramilitary East Pakistan Riffles, and the Bengali Police, who defected in the early days of the fighting. Young recruits, many of them students, are being trained to blend in with the peasants, who feed them, and serve as lookouts, scouts and hit-and-run saboteurs. Twice the guerrillas have knocked out power in Dacca, and they have kept the Dacca-Chittagong railway line severed for weeks. Whatever possible they raise the green, red and gold Bangladesh flag. They claim to have killed 25,000 Pakistani troops, though the figure may well be closer to 2,500 plus 10,000 wounded (according to a reliable Western estimate). Resistance fighters already control the countryside at night and much of it in the daytime.

Only time and the test of fire will show whether or not the Mukti Bahini's leaders can forge them into a disciplined guerrilla force. The present commander-in-chief is a retired colonel named A.G. Osmani, a member of the East Pakistan Awami League. But many feel that before the conflict is over, the present moderate leadership will give way to more radical men. So far the conflict is non-ideological. But that could change "if the democracies do not put pressure on the Pakistanis to resolve this question in the near future", says a Bangladesh official, "I fear for the consequences. If the fight for liberation is prolonged too long, the democratic elements will be eliminated and the Communists will prevail. Up till now the Communists do not have a strong position. But if we fail to deliver the goods to our people, they will sweep up away".

By no means have all the reprisals been the work of the army. Bengalis also massacred some 500 suspected collaborators, such as members of the rightwing religious Jammat-e-Islami and other minor parties. The Biharis, non-Bengali Moslems who lied from India to Pakistan after partition in 1947, were favorite and sometimes innocent targets. Suspected sympathizers have been hacked to death in their beds, or even be headed by guerrillas as a warning to other villagers. More ominous is the growing confrontation along the 1,300 mile border, where many of the Pakistani army's 70,000 troops are trying to seal off raids by rebels based in India. With Indian Jawans facing them on the other side, a stray shot could start a new Indo-Pakistani war and on a much more devastating scale than their 17 days clash over Kashmir in 1965.

Embroiled in a developing if still disorganized guerrilla war. Pakistan faces even bleaker prospects as the conflict spreads. By now, in fact, chances of ever recovering voluntary national unity seem nil. But to Yahya Khan and the other tough West Pakistani generals who rule the world's fifth largest nation an East-West parting is out of the question. For the sake of Pakistan's unity, Yahya declared last month, "no sacrifice is too great". The unity he envisions, however, might well leave East Pakistan a cringing colony. In an effort to stamp out Bengali culture, even street names are being changed. Shankhari Bazar Road in Dacca is now called Tikka Khan Road after the hard-as-nails commander who now rules East Pakistan under martial law

Honeyed Smile.

The proud Bengalis arc unlikely to give in. A warm and friendly but volatile people whose twin passions are politics and poetry, they have nurtured a gentle and distinctive culture of their own. Conversation-adda- is the favorite pastime and it is carried on endlessly under the banyan trees in the villages or in the coffee-houses of Dacca.

Typically. Bangladesh chose as its national anthem not a revolutionary song but a poem by the Nobel prize-winning Bengali poet Rabindranath Tagore's "Golden Bengal"

….come spring, 0 mother mine!

mango groves are heady
with fragrance,
The air intoxicates like wine.
Come autumn. 0 mother mine!
I see the honeyed smile of your
harvest-laden fields.

It is indeed a land of unexpectedly lush and verdant beauty, whose emerald rice and jute fields stretching over the Ganges Delta as far as the eye can see belie the savage misfortunes that have befallen its people. The soil is so rich it sprouts vegetation at the drop of a seed, yet that has not prevented Bengal from becoming a festering wound of poverty. Nature can be as, brutal as it is bountiful, lashing the land with vicious cyclones and flooding it annually with the spillover from the Ganges and the Brahmaputra rivers.

Improbable Wedding

Even in less troubled times. Pakistanis were prone to observe that the only bonds between the diverse and distant wings of their Moslem nation were the Islamic faith and Pakistan International Airlines. Sharing neither borders nor cultures, separated by 1,100 miles of Indian territory. Pakistan is an improbable wedding of the Middle East and Southeast Asia. The tall, light skinned Punjab is, Pathans, Baluchis and Sindhis of West Pakistan are descendants of the Aryans who swept into the sub-continent in the second millennium B.C. East Pakistan's slight, dark Bengalis are more closely related to the Dravidian people they subjugated. The Westerners, who eat wheat and meat, speak Urdu, which is written in' Arabic but is a synthesis of Persian and Hindi. The Easterners eat rice and fish, and speak Bengali, a singsong language of Indo-Aryan origin.

The East "also has a much larger Hindu minority than the West. 10 million out of a population of 78 million compared with 800,000 Hindus out of a population of 58 million in the West. In British India days, the present West Pakistan formed the frontier of the empire, and the British trained the energetic Punjabis and Pathans as soldiers. They scorn the lungi, a southeast Asian-style sarong worn by the Bengalis "In the East," a West Pakistani saying has it. "the men wear the skirts and the women the pants. In the West, things are as they should be".

Twenty Families

The West Pakistanis were also determined to "wear the pants" as far as running the country was concerned. Once, the Bengalis were proud to belong to Pakistan (an Urdu word meaning "land of the pure"). Like the Moslems from the West, they had been resentful of the dominance of the more numerous Hindus in India before partition. In 1940, Pakistan's founding father. Mohammad Ali Jinnah, called for a separate Islamic state. India hoped to prevent the split, but in self-determination ejections in 1947 five predominantly Moslem provinces including East Bengal, voted" to break away. The result was a geographical curiosity and, as it sadly proved, a political absurdity.

Instead of bringing peace, independence and prosperity, partition brought horrible massacres, with Hindus killing Moslems and Moslems killing Hindus. Shortly before his assassination in 1948, Mahatma Gandhi undertook what proved to be his last fast to halt the bloodshed. "All the quarrels of the Hindus and the Mohammedans," he said, "have arisen from each wanting to force the other to his view".

From the beginning the East got the short end of the bargain in Pakistan. Though it has only one-sixth of the country's total land area, the East contains well over half the population (about 136 million), and in early years contributed as much as 70% of foreign- exchange earnings. But West Pakistan regularly devours three-quarters of all foreign aid and 60% of export earnings. With the Punjabi-Pathan elite in control for two decades. East Pakistan has been left a deprived agricultural backwater. Before the civil war, Bengalis held only 15% of government jobs and accounted for only 5% of the 275,000 man army. Twenty multimillionaire families, nearly all from the West, still control a shockingly disproportionate amount of the country's industry wealth (by an official study.

two-thirds of the nation's industry and four-fifths of its banking and insurance assets). Per capita income is miserably low throughout Pakistan, but in the West ($ 48) it is more than half against that in the East ($ 30).

To cap this long line of grievances came the devastating cyclone that roared in off the Bay of Bengal last November, claiming some 500,000 lives. The callousness of West toward East was never more shockingly apparent. Yahya waited 13 days before visiting the disaster scene, which some observers described as "a second Hiroshima". The Pakistani navy never bothered to search for victims. Aid distribution was lethargic where it existed at all, tons of grain remained on stockpiled in warehouses while Pakistani army helicopters sat on their pads in the West.

Supreme Sacrifice

Three weeks later, Pakistan held its first national elections since becoming a nation 23 years before, the object was to choose a constituent assembly that would draft a new charter for the nation, and the would continue to sit as a national assembly. The East Pakistanis thronged the polls and gave an overwhelming endorsement to Sheikh Mujibur ("Mujib") Rahman, 51, the fiery head of the party known as the Awami League and a longtime spokesman for Eastern autonomy (he spent nearly tea years in jail for urging that Bengalis be given greater control of their destiny). Mujib's Awami League captured 167 of the 169 seats allotted to the East in the 313-member national assembly, giving it a clear majority. The victory meant that Mujib. as the leader of the majority party, would be Prime Minister of all Pakistan.

It was something that Yahya had simply not anticipated. He and his fellow generals expected that Mujib would capture no more than 60% of the East Pakistani seats, and that smaller parties in the East would form a coalition with West Pakistani parties leaving the real power in Islamabad. Mujib feared some sort of double-cross: "If the polls are frustrated," he declared in a statement that proved horribly prophetic, "the people of East Pakistan will owe it to the million who have died in the cyclone to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people."

With the constitutional assembly scheduled to convene in March, Yahya began a covert troop buildup, flying soldiers dressed in civilian clothes to the East at night. Then he postponed the assembly, explaining that it could not meet until he could determine precisely how much power and autonomy Mujib wanted for the East. Mujib had not espoused full independence but a loosened semblance of national unity under which each wing would control its own taxation, trade and foreign aid. To Yahya and the generals, that was unacceptable. On March 25. Yahya broke off the meetings he had been holding and flew back to Islamabad. Five hours later, soldiers using howitzers, tanks, and rockets launched troop attacks in half a dozen sections of Dacca. The war was on. Swiftly, Yahya outlawed the Awami League and ordered the armed forces "to do their duty". Scores of Awami politicians were seized, including Mujib who now awaits trial in remote Sahiwal. 125 miles southwest of Is lama bad, on charges of treason; the trial expected to begin in August, could lead to the death penalty.

Out of touch

In the months since open conflict erupted, nothing has softened Yahyas stand. In fact, in the face of talk about protracted fighting, mounting dangers of war with India, and an already enormous cost in human suffering, the general has only stiffened. Should India step up its aid to the guerrillas, he warned last week, "I shall declare a general war-and let the world take note of it." Should the countries that have been funneling $ 350 million a year in economic aid into Pakistan put on too much pressure, he also warned, he will do without it.

He has already lost some. After touring East Pakistan last month, a special World Bank mission recommended to its eleven nation consortium that further aid be withheld pending a "political accommodation." World Band President Robert McNamara classified the report on the grounds that it might worsen an already difficult diplomatic situation. The report spoke bluntly of widespread fear of the Pakistani army and devastation on a scale reminiscent of World War II. It described Kushtia, which was 90% destroyed, as "the My Lai of the West Pakistani army". A middle level World Bank official leaked the study, and last week McNamara sent Yahya an apology, in his letter he reportedly said that he found the report "biased and provocative." Yet one Bank official insisted that though it was later revised and modified somewhat, its thrust remained the same. "We just had to put it on a less passionate basis" he said. "But it did not reduce its impact".

U.S. policy has been murky, to say the least. The Nixon Administration continues to oppose a complete cut-off of U.S. aid to Pakistan. The White House has asked Congress for $ 118 million in economic assistance for Pakistan for fiscal year 1971-72, which it says will he held in abeyance. Despite intense pressure from within his official family, as well as from Congress, Nixon argues that a total cut-off might drive Pakistan closer to China, which has been one of its principal suppliers of military aid since 1965, and also destroy whatever leverage the U.S. has in the situation. In the light of Henry Kissinger's trip to China, however, it now seems clear that there may have been another motive for the administration's soft-pedaling. Pakistan, of course, was Kissinger's secret bridge to China.

Nonetheless, criticism has been mounting, particularly in the Senate, with its abundance of Democratic Presidential aspirants. Senator Edward, M. Kennedy charged that the World Bank report, together with a State Department survey predicting a famine of appalling proportions, "made a mockery of the Administration's policy." Two weeks ago, the House of Foreign Affairs Committee recommended cutting off both military and. economic aid to Pakistan. The bill still must clear the House and the Senate, but its chances of passage are considered good.

Since 1952, when massive aid began, Pakistan has received $ 4.3 billion from the U.S. in economic assistance. In addition the U.S. equipped and maintained the Pakistani armed forces up until 1965. Then, because of the Pakistani-Indian War, arms sales were dropped. Last October the Administration resumed military aid on a "one-time basis". After the East Pakistan conflict erupted, it was announced that arms shipments would be

suspended; but when three ships were discovered to be carrying U.S. military equipment to Pakistan any way, the State Department explained that it intended only to honor licenses already issued. Over the years, it is estimated that close to $1 billion has been provided for military assistance alone.

The U.S. may well have to do some re-thinking of its Pakistan Policy. In a recent interview with Time, former French Culture Minister Andre Malraux warned that before long, "you in the United States will, have a big new problem in Asia: Bengal. It will be like Vietnam, except that there are 78 million Bengalees (in Pakistan). The Bengalees are nationalists, not Maoists. But the present serene attitude of the U.S. will have to change".

Condoning genocide

India is particularly incensed over the present U.S. policy and Prime Minister Mrs. Indira Gandhi strongly protested to Henry Kissinger about U.S. military shipments when he visited New Delhi this month. The supply of arms by any country to Pakistan, Foreign Minister Swaran Singh charged last week, "amounts to condo nation of genocide". Mrs. Gandhi is faced both with mounting pressure for military action, and an awesome cost that could set her own economy back for many years. India is feeding the refugees for a mere 1.10 rupees per person per day, but even that amounts to more than $1,000,000 a day. The first six months alone, Indian officials say, will cost $ 400 million. Contributions pledged by other countries (the U.S. leads with $73 million) equal barely one-third of that-and much of that money has not yet actually been paid.

Still, it would hardly, be cheaper to launch a war and get it over with, as some high- level Indians openly suggest. Hours after Indian troops marched into East Pakistan, Pakistani tanks and troops could be expected roll over India's western border. Moreover, fighting could spread over the entire sub-continent. For all of India's commitment "to Bangladesh, democracy and those who are fighting for their rights", in the words of Mrs. Gandhi, New Delhi is not at all interested in taking on the burden of East Bengal's economic problems. The only answer, as New Delhi sees it, is a political solution that would enable refugees to return to their homes.

The impetus for that could conceivably come from West Pakistanis. It is still far from certain that they are really determined to go the distance in a prolonged war. Thus far, the war has been officially misrepresented to the people of the west as a mere "operation" against "miscreants." Tight censorship allows no foreign publication containing stories about the conflict to enter the country. Even so, as more and more soldiers return home badly maimed, and as younger officers are brought back in coffins (enlisted men are buried in the East), opposition could mount. The pinch is already being felt economically, and there have been massive layoffs in industries unable to obtain raw materials for lack of foreign exchange.

Immense suffering

Meanwhile, the food supply in East Pakistan dwindles, and there is no prospect that enough will be harvested or imported to avert mass starvation. August is normally a big harvest month, but untold acres went implanted in April, when the fighting was at its height. Already, peasants along the rain swept roads show the gaunt faces, vacant stares.

pencil limbs and distended stomachs of malnutrition. Millions of Bangalis have begun roaming the countryside in quest of food. In some hard-hit locals, people have been seen eating roots and dogs. The threat of starvation will drive many more into India. Unless a relief programme of heroic proportions is quickly launched, countless millions may die in the next few months. Yahya's regime is not about to sponsor such an effort. His latest federal budget, adopted last week, allocates S 6 out of every $ 10 to the West, not the East; in fact, the level of funds for Bengal is the lowest in five years. The U.S. still fretful about driving Yahya deeper into Peking's embrace is seen unlikely to provide the impetus for such a programme.

Tagore once wrote: *Man's body is so small, His strength of suffering so immense.*

but in golden Bengal how much strength can man summon before the small body is crushed?

Good Soldier Yahya Khan

Pakistan's General Agha Mohammad Yahya Khan bad been settled in President's House in Rawalpindi for a full year before he finally agreed to hold a press conference for foreign newsmen. When be entered the packed drawing room where the first conference was held 14 months ago, he immediately let loose a few choice expletives about the hot TV lights. A trembling technician quickly switched them off. Then Yahya started in on the journalists. "Don't play politics with me," he snapped in his characteristically gruff bass, "because I'll play politics with you."

Yahya, 54, runs his country pretty much the same way-with impatience, ill-disguised contempt for bungling civilians, and a cultivated air of resentment about having let himself get involved in the whole messy business in the first place. When Ayub Khan yielded the presidency to him two years ago. Yahya switched from Khaki to dark business suits, which he still wears with obvious discomfort. As if to emphasize his longing for the barracks, he occasionally carries a swagger stick and misses no chance to play the simple, straight-talking soldier.

On The Slow Flow of Cyclones Aid to East Pakistan Last Winter: "My government is not made up of angels."

On Pakistan's Fiscal Problems: "I inherited a bad economy and I'm going to pass it on."

On His Mission: "I'll be damned if I'll see Pakistan divided."

On His Mandate: "The people did not bring me to power. I came myself."

Few Pakistanis knew anything about Yahya Khan when he was vaulted into the presidency two years ago. The stock, bushy-browed Pathan had been army chief of staff since 1966. Half a dozen high-ranking generals were deeply disturbed about the avuncular Ayub Khan's willingness to permit a return of parliamentary democracy, despite his own comment that politicians behaved like "five cats tied by their tails." When a weary Ayub stepped aside in March 1969 in the wake of strike and student riots that focused on wages, educational reform and a host of other issues, the generals eagerly imposed martial law. In his first speech as President. Yahya delighted his military sponsors by declaring that the country was at "the edge of an abyss." What really

bothered the generals was that the country might be on the verge of a return to genuine civilian rule, posing grave dangers to the army's power and perks.

Yahya raised the minimum industrial wage by 30% to 26% a month, brought in several civilian ministers when soldiers proved unlit for the jobs, and sought to reduce official venality. He had no intention of allowing a sudden return to full civilian rule, yet he did not seem to hanker for power-despite the Pakistani saying that "a general galloping upon a stallion is slow to dismount." Eventually, he decided to press ahead not only with an election but a new constitution, even though, as he later said, ' some of my countrymen don't like the idea." They say, "What the hell's going on? This will lead to chaos."

Yahya, however, had misread the political tempers. When East Pakistan's charismatic Sheikh Mujibur Rahman won his stunning majority in the December election, the hardliners began telling Yahya. "I told you so." Six leading generals-including General Abdul Hamid Khan, an old chum of Yahya who is the current army, chief of staff, and Tikka ("Red Hot") Khan, the cold-blooded commander in East Pakistan-helped persuade Yahya to deal harshly with the East's "treachery."

Yahya (pronounced Ya-hee-uh) Khan claims direct descent from warrior nobles who fought in the elite armies on Nadir Shah, the Persian adventurer who conquered Delhi in the 16th century. With his 'pukka sahib' manner, Yahya seems strictly Sandhurst, though he learned his trade not in England but at the British-run Indian Military Academy at Dehra Dun. During World War **II,** he fought in the British Indian army in North Africa and Italy. After partition, like most of the sub-continent's best soldiers, he opted 10 become a Pakistani (India, the saying goes, got all the bureaucrats). He was an Ayub protege from the start, and his star rose swiftly.

Following Moslem practice, Yahya keeps his family-wife, Fakhra, and two married children-well out of the public eye. His only known interest, outside of the military is birds-all varieties. He keeps Australian parrots around President's House, and in a specially built pool, a number of cranes and swans. He remains fussy as ever about his wavy expanse of thick, white-streaked black hair ("My strength lies in it-like Samson s").

Westerners who know him well describe Yahya as a reasonable man but stubborn, proud and discipline-minded. He began a drive on corruption last year by summoning senior civil servants and telling them that were all "a bunch of thieves." The bureaucracy rose in protest, and Yahya soon gave up the effort. But he shows no sign of yielding with the Bengalis, whom he reportedly calls "machchar'-Urdu for mosquitoes.

"Yahya is not a brutal man," says an American acquaintance. "He is a good soldier. But he has been blinded by his intense nationalism, and his belief that the honor and security of his country have been betrayed." There is a case for Yahya's Lincolnesque attempt to hold the Pakistani house together; there is none for his methods. He might have succeeded had he tried to accommodate the East's justifiable demands for greater autonomy. But his tough crackdown virtually guarantees that the country's two halves, which have precious little in common, will never be successfully reunited.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পূর্ব পাকিস্তানের বিপর্যস্ত মানুষ	নিউইয়র্ক টাইমস	৫ আগস্ট, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, AUGUST5, 1971

THE RAVAGED PEOPLE OF EAST PAKISTAN

A planetary catastrophe is taking place in Asia, a human disaster so massive that it could bathe the future in blood, not just for Asians, but for those of us in the West as well. Yet the response of the global community has been minimal at best. In the United States, the official response has been worse than minimal and morally numb.

I have just returned from Calcutta and the border of East Pakistan, where I conducted interviews with refugees avalanching into India as a result of the West Pakistani's genocidal attack on them. Since March 25, West Pakistani troops have bombed, burned, looted and murdered the citizens of East Pakistan in what can only be a calculated campaign to decimate them or to drive them out of their villages and over the border into India.

Part of the time I travelled with a Canadian parliamentary delegation. We saw babies skin stretched tight, bones protruding, weeping women who told us they would rather die today in India than return to East Pakistan after the tragedies they had witnessed, total wretchedness of refugee camps, and the unbelievable magnitude of this forced human migration-6.7 million refugees pouring into India within a matter of four months.

I saw Indian villages deluged by masses of destitute refugees, every available inch crammed with bodies seeking shelter from the blistering sun and the torrential rain. I saw refugees still streaming along the roads unable to find even a resting place. I saw miserable Indian villagers sharing their meager food with the latest frightened and hungry arrivals. I saw thousands of men, women and babies lined up, waiting patiently under the sun for hours to get their rations. These pitiful few ounces of rice, wheat and dhal provide a level of nutrition so low that it will inevitably create protein breakdown, liver illness, and a variety of other diseases in addition to the cholera, pneumonia, bronchitis that are already rampant. I saw Indian relief officials struggling heroically, and with immense personal sympathy, to cope with the human tidal wave- and to do so on a budget of one rupee a day-about 13 cents per human.

It is now clear that famine will further devastate East Pakistan this fall, and that millions more will seek refuge in an India already staggering under the burden.

Under these circumstances, one is forced to protest the callousness and stupidity of American policy. On the one hand we promise India $ 70 million in relief funds. On the other, we continue to supply arms to the same West Pakistani generals who launched the bloodbath, so that they can terrorize even more of their subjects into fleeing across the Indian border. The House votes this week to suspend aid, including military sales, to Pakistan is belated recognition of our sorry role.

In terms of ***real politic***, the continuation of military aid to West Pakistan is supposed to buy us influence with the ruling junta, and help offset Red Chinese influence. (Ironically, the Red Chinese are also aiding the West Pakistani Generals.)

Yet the heaviest stream of refugees is pouring into West Bengal, which is not only India's poorest and most overcrowded State, but the most politically unstable. Between Calcutta and Bongaon on the border, some 50 miles distant, I saw scarcely a house that didn't have a hammer and sickle painted 011 it. Maoists, anarchists, and conventional Marxists attack each other and the less radical parties with violence as well as rhetoric. Strikes, demonstrations, and political assassinations are already a daily occurrence. West Bengal, even before the invasion of refugees, seemed about to explode.

By shipping arms to the West Pakistanis, we are partially responsible for pouring millions of hungry, sick and angry refugees directly into this tinder-box. This vastly increases the likelihood of a bloody upheaval on the Indian side of the border as well, in which the power of Maoist movements could only grow. Thus, even if one unquestioningly assumes the necessity to halt the spread of Chinese Communist influence, our policy seems idiotic. We hang on to the shreds of influence in West Pakistan at the cost of losing it in India. Worse, we pave the way for a bigger, bloodier and even more bitter Vietnam in Asia.

But there is a simpler, less political reason way our aid policy must be changed. On grounds of simple humanity, the failure of our Government to express official concern for the ravaged people of East Pakistan, its alliance with the undemocratic generals of Islamabad, and its cruel insistence on sending still more arms to the killers is morally repulsive.

The emergency in East Pakistan demands a more than minimal response. We need to pump immediate life-saving baby food, powdered milk, anti-biotic, ant cholera vaccines and similar supplies into India. But beyond that, decency and political realism both demand an immediate end to the arms shipments.

-Alvin Toffler

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৮। কূটনীতিকদের পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ	নিউইয়র্ক টাইমস	৫ আগষ্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, THURSDAY, AUGUST 5, 1971

14 PAKISTANI AIDES QUIT MISSIONS IN U.S.

Bengalis Charge Crimes by the Yahya Government-Some Request Asylum

By Benjamin Welles

Special to The New York Times

Washington, August 4-Fourteen Pakistani diplomats-all of Bengali origin-resigned today from their embassy here or from the mission to the United Nations in protest against what they caned, "crimes against humanity" in East Pakistan by the Government of President Agha Mohammad Yahya Khan.

A spokesman for the United States Immigration and Naturalization Service said that some of the Pakistani diplomats who resigned had applied for permission to remain in the country under political asylum.

The spokesman said the State Department would be asked for its views as soon as personal data on the diplomats were collected. Although State Department spokesman declined comment on the matter, there were indications that the Bengali diplomats whose cause has strong support in Congress, would be permitted to remain.

A. M. A. Muhith, economic counselor of the Pakistani Embassy and leader of the group, said at a news conference at the National Press Club that he and his colleagues felt they could no longer remain silent while the Pakistan Government "violates elementary norms of civilized conduct and commits crimes against humanity."

The group announced that it would shift its allegiance to the "Government of Bangladesh," or "Bengal Nation," which it said represented the "hopes and aspirations" of the majority of the people of "what used to be Pakistan."

The Pakistan Army moved last March to crush a movement for political autonomy in East Pakistan. Some of the movement's leaders subsequently proclaimed independence for Bangladesh, and guerrilla resistance against the troops in the east has been reported.

East Pakistan, which is separated from West Pakistan by 1,000 miles of Indian territory has 72 minion people, mostly of Bengali stock. West Pakistan has a population of 55 million, mostly Punjabis and Pathans.

The resignations appeared to reduce the Pakistani Embassy's staff here by half. Of 10 civilian attaches listed in the State Department's Diplomatic List, six have resigned.

Atrocities Are Alleged

Mr. Muhith declared that Bengalis in East Pakistan are being hunted down by the army. Villages are being put to the torch, he said, women are being abducted and raped

and young people were being "bayoneted or bled to death."

"Not only has a reign of terror been established, but it is heightened every day." Mr. Muhith said, "Yahya's 'final solution' of the Bengali question has since taken on an added sinister dimension-denial of food to starve Bengalis into submission. A famine of unimaginable proportion is threatening Bangladesh which will leave at least 30 per cent of the population starving."

Among the other diplomats who resigned today were S. A. Karim, deputy permanent representative at the United Nations; E. Karim, a minister at the Embassy who is reported ill; A.M.S. Kibria, educational counselor; A.R. Chaudhury, embassy finance and accounts officer, and S.M. Ali, third secretary.

Favor Aid Ban

The resigning diplomats alluded to yesterday's House of Representatives vote in favor of suspending aid to Pakistan and Greece as it authorized $6.9-billion in total United States foreign economic and military aid for the next two years.

"They’re absolutely cannot be any question of economic or military assistance to West Pakistan now," they said. 'Such assistance will only have the effect of perpetuating genocide."

Within an hour of the diplomats' news conference. President Nixon, after a meeting with Secretary of State William P. Rogers and Henry A. Kissinger, the President's national security adviser, criticized the proposed ban on aid to Pakistan which now goes to the Senate for action.

Rogers Flans Meetings

Mr. Nixon said a suspension was likely to aggravate the problem of relief for East Pakistan refugees. He said it would hamper Pakistan's ability to work with the United Nations "as it presently has indicated it is willing to do in distributing the food supplies."

Calling for continuing economic aid to Pakis tan as the way to "influence the course of events" in the Indian subcontinent, Mr. Nixon announced that Secretary Rogers would confer next week at the United Nations with Prince Sadruddin Khan, the United Nations High Commissioner for Refugees, and with other officials.

No Public Pressure

Rejecting rising Congressional and public pressure for public condemnation of Pakistan's military actions in East Pakistan Mr. Nixon declared:

"We are not going to engage in public pressure on the Government of West Pakistan. That would be totally counterproductive. These are matters that we will discuss only in private channels."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭৯। ভারতের সাথে চুক্তি সোভিয়েতের যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা	নিউইয়র্ক টাইমস	১৩ আগস্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, FR/DA Y, AUGUST 13,197J

SOVIET MOVE TO AVERT WAR IS SEEN IN PACT WITH INDIA

By Tad Szule

Special to The New York Times

Washington. August 12-Authoritative United States officials said today they understood that the Soviet Union succeeded in dissuading India from formally recognizing East Pakistan as an independent nation three days ago by quickly signing a friendship treaty with India.

They said the 20-year treaty of peace, friendship and cooperation signed in New Delhi on Monday by Foreign Minister Andrei A. Gromyko appeared to be the price for an indefinite delay in India's plans to recognize East Pakistan, or Bangladesh. Mr. Gromyko rushed to the Indian capital during the weekend on two days' notice to sign the treaty.

According to intelligence reports submitted to President Nixon on Monday, the Soviet Union had warned the Indian Government that recognition of Bangladesh could precipitate a war between India and Pakistan.

Suppression Began March 25

Bangladesh is the name given to East Pakistan by its separatist Bengalis who have India's open support. Pakistan has sought to suppress the separatist movement since March 25 through military action, which, according to estimates accepted by the United States Government, has resulted in close to 200,000 deaths and more than seven million refugees,

The controversy over East Pakistan has created deep tensions between Pakistan and India, partly because the millions of refugees are a vast burden on India, and threats of a war have been exchanged between the two countries.

The reports received in Washington said that India had advised the Soviet Union early last week that she planned to recognize Bangladesh on August 9. There are Bangladesh leadership groups in East Pakistan and in India. Rebel guerrillas are known to be supported from the Indian side.

According to these reports, the message on the planned recognition was delivered in Moscow by Durga Prasad Dhar, former Indian ambassador to the Soviet Union, apparently acting as special envoy for Prime Minster Indira ghandhi. Mr. Dhar Hew to Moscow on August 2.

American intelligence and diplomatic reports said that Mr. Gromyko had told Mr. Dhar that India should act with caution, warning that recognition of Bangladesh could provoke a war.

The next step, American sources reported, was for Mr. Gromyko to propose that he visit New Delhi as soon as possible for talks with Mrs. Gandhi and Foreign Minister Swaran Singh. The visit was officially announced last Friday and Mr. Gromyko arrived Sunday.

Mr. Gromyko was reported to have told Indian representative in Moscow that he would use "whatever pressure is necessary" to dissuade Mrs. Gandhi from recognizing Bangladesh now.

American sources said they understood Moscow was prepared to provide India with additional economic and military aid as a demonstration of support in her dispute with Pakistan.

At the same time, however, the Soviet Union was determined to discourage any drastic steps by India that might cause an India-Pakistan war.

Officials here recalled that President Agha Mohammad Yahya khan recently warned that war with India was "very near". He had said that if India helped the East Pakistani separatists to seize the state, it would be regarded as an Indian attack on Pakistan and the cause for a war.

In recent weeks, working independently, the United States, Britain, the Soviet Union and China have engaged in diplomatic efforts to cool the tempers in India and Pakistan and avert an outbreak of hostilities. Washington has publicly counseled restraint to both Governments.

China, which has close ties with Pakistan, was reported by diplomats last week to have been quietly advising President Yahya to proceed with caution.

American officials surmised that Mr. Gromyko was successful in Persuading India when he agreed to sign the friendship treaty immediately. The pact, it was understood had been under negotiation for a number of months but Moscow had not been prepared to sign so quickly.

Authoritative sources said, however, that India was eager to sign at once in the light of her mounting dispute with Pakistan. The two countries fought a brief war in 1965, and the. Indians were believed to regard the Soviet pact as a guarantee of her present security. Soviet mediation helped to end the 1965 conflict.

It was not known here whether the Soviet Union had also agreed to provide India with new economic and military aid.

State Department officials said that India had not notified the United States in advance of a plan to recognize Bangladesh and that they were not aware of any Soviet effort to pass this information on to Washington.

Robert G. McCloskey, the department's spokesman, said today that the Soviet Union and the United States were not in touch over the Indian Pakistani dispute. He was asked the question at the regular daily news briefing without reference to the intelligence reports on the Soviet role in the controversy.

The Indian Government went out of its way yesterday to assure Secretary of State William P. Rogers that it’s new treaty or its allies. The assurances were conveyed by Ambassador Lakshmi Kant J ha and were r ported accepted by Mr. Rogers.

American officials cautioned, however that the Indian-Pakistani tensions were not likely to diminish in the foreseeable future even if New Delhi continued to withhold recognition from Bangladesh.

Intelligence specialists noted that Mrs. Gandhi was under pressure at home to recognize the rebel and to give the guerrillas even greater assistance in their efforts to end West Pakistani control of East Pakistan.

This pressure, they said is likely to increase with guerrilla activities and the problems posed by the refugees.

The United States agrees with India that the. East Pakistani crisis can be solved only through a political accommodation under which President Yahya would grant the region autonomy. But it is recognized here that such an accommodation under which President possible in view of the mounting guerrilla war.

Betrayal of Rebels Charged

New Delhi, August 12 (Reuters). An Indian political leader today accused his country and Soviet Union of stabbing Bangladesh.

Atal Behari Vajpayee, leader of the right-wing Jan Sangh party charged at a rally that there was no mention of Bangladesh in a Soviet-India issue yesterday.

"On the contrary, it discusses the interests of the entire people of 'Pakistan. Mr. Vajpayee declared. "This is a stab in the back of Bangladesh and amounts to support for the indivisibility of Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮০। সিদ্ধান্তের সময়	নিউজ উইক	১৬ আগস্ট, ১৯৭১

NEWSWEEK, AUGUST 16, 1971

PAKISTAN: MOMENT OF DECISION

In an opening statement at his press conference last week, President Nixon argued for continued U.S. support of the Pakistani Government, despite its harsh attempts to suppress the Bangladesh Independence movement in the eastern portion of the country. "We feel", explained the President, "that the most constructive role we can play is to continue our economic assistance to West Pakistan and, thereby, to be able to influence the course of events" But even as Mr. Nixon spoke, fourteen Bengali diplomats were coming to a far different conclusion.

At a news conference held just three blocks from the White House, the diplomats announced their resignation from the Pakistani Embassy and United Nations mission. "It is no longer possible.," said Sayid F. Karim deputy permanent representative to the U.N., "to remain silent spectators to the barbarous actions of the Pakistan Government, which has turned Bangladesh into a land of death and terror. This is our moment of decision." The decision will probably lead to political asylum in the U.S. for the fourteen Bengalis. And the defectors were hoping that their example would prompt similar resignations at other Pakistani missions around the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮১। বাংলায় কি 'চরম' সিদান্ত নেয়া হচ্ছে?	নিউ ইয়র্ক টাইমস	১৯ আগস্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, THURSDAY, AUGUST 19, 1971

A FINAL SOLUTION IN BENGAL

The U.S. Proposal Would Strengthen The Pakistan Army in Guise of Aid

By Alice Thorner

Paris-Are we to understand that the United States has been exercising quiet but unremitting pressure upon Pakistan for a "final solution" in East Bengal?

The proposal made by the Nixon Administration calls for the stationing in East Bengal of a 156-man international relief and rehabilitation team! Pakistan's consent to this should not surprise us. The project to send in a United Nations group turns out to be a stratagem for salvaging the shaky regime of the West Pakistani generals under the guise of a humanitarian operation.

Let us look at the concrete nature of the relief proposed. The U.N. force would be charged with "helping the Pakistani authorities alleviates the threat of starvation and disease." Who are the Pakistani authorities with whom experts from UNICEF, F.A.O.. the World Food Program and W.H.O are expected to cooperate? Precisely the martial law administration of General Tikka Khan, whose troops deliberately destroyed food stocks, burned down markets and drove away peasants from their villages, thereby ensuring that rice would not be sown.

The same soldiers, acting under the same military command, commandeered UNICEF jeeps for their own purposes and crippled the long-term field study on which the cholera research laboratory was engaged by seizing the riverboats the doctors used for visiting their villages.

Similarly, (he task set for the U.N. Group of "rehabilitating homes and shelter" is complicated by the policy followed from March 25 to the present day by the Pakistani Army. Not only have the soldiers razed thousands of village and town dwellings, but they have in numerous instances incited non-Bengalis or other collaborators to lake over the houses and belongings of Hindus, Christians, Awami Leaguers, and intellectuals driven from their homes. Yet another aim of the U.N. "technical assistance," is lo "help restore confidence in the Hast Pakistani administration"!

But the most revealing of all the jobs assigned to the U.N. experts is their responsibility to "help Pakistan restore communications and remobilize the province's private fleet of 40,000 river boats and 10,000 trucks." It is precisely in the cutting of transport lines that the Bengali guerrillas have begun to score notable successes. Striking from their sanctuaries across the Indian border, from their tiny "liberated" enclaves, from

the jangly fastnesses of the delta, they have disrupted rail traffic, blown up road bridges, sunk river boats, blocked off channels, destroyed boatrepair yards. Transport is the lifeblood of the Army's occupation of East Bengal. If the Bangladesh Liberation Army can deny the West Pakistanis their lines of communication, they can eventually drive them out.

To the extent that the United States, acting in the name of a United Nations relief project, can restore the lines of communication, the grip of the Pakistan Army on East Bengal can be prolonged.

While the proposed rehabilitation team is carefully characterized as "international" and "under U.N. sponsorship," the preeminent role of the United States Stands out clearly. The United States .has offered to contribute an initial $1 million to help the group organize and fly necessary equipment to Dacca. Radios and other items have been prepared for dispatch by air once the Pakistani Government's formal approval is received by the United States Agency for International Development. The, agency had several hundreds of employees on its roster in East Bengal. A considerable number of the Americans were evacuated in March and April, on the ground that the United States Government could not guarantee their personal safety under the Pakistan Army occupation.

That the United States has been able to persuade President Yahya Khan to accept its proposal is explained by the circumstance that in recent years the U.S. has forked over almost half of the $450 million a year of economic aid pumped into Pakistan by the so- called "consortium" of loan giving countries. Here the argument comes full circle. American action to shore up the unpopular ruling junta in Pakistan by massive injections of economic and military assistance ever since 1951, is justified ex post facto.

The mission dreamed up by the United States Government may serve to strengthen temporarily the Pakistan Army. In this case, the chances for restoring genuine order in East Bengal would be set back. No real relief and rehabilitation activities can be undertaken until the West Pakistan army withdraws from East Bengal, and the Bengalis become masters of their own destiny.

[Alice Thorner is lecturer on India at the University Paris VII and author of many studies on the Indian subcontinent. She was at Dacca until March 19, 1971.]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮২। আমরা সাহায্য করতে পারি তবে অস্ত্র দিয়ে নয়	নিউইয়র্ক টাইমস	১৯ আগস্ট, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, THURSDAY, AUGUST 19, 1971

We Can Help-But Without Arms

A Total Solution, However, Is Not Without Our Grasp

By John Kenneth Galbraith

Cambridge, Mass.-I have been reluctant in these last months to speak to the political problems of East Bengal. All of us who have served in India are thought to be partisans of that country as doubtless on occasions we have been.

Like others I have wondered if political discussion might divert attention from the terribly urgent problem of helping to provide sustenance for the refugees. But such is the component of disaster in our Present policy that 1 feel compelled to stress a few of the fundamentals in this ghastly situation.

In any considerations of the Bengal tragedy, four factors are controlling. 1 list them:

The immediate aspects of the refugee problem are urgent and grave and every effort at alleviation must be made. But there can be on tolerable solution which does not allow these people to return to their home villages and land. That this vast number of people- approaching in total the number displaced by World War Il-should remain indefinitely in camps or in the crowded adjacent provinces of India is so cruel as to be unthinkable.

The refugees will return only to a peaceful and secure country. Both the overwhelming vote for autonomy earlier this year and the events since make it certain that East Pakistan cum East Bengal will only be peaceful if full autonomy and self-government are accorded to it. Continued administration from Islamabad will be under conditions of open or suppressed revolt and the refugees will not return.

Autonomy and self-government arc also wanted as the vote showed by the people who have not fled and, a most important point, autonomy and self-government of East Pakistan are essential for West Pakistan as well. By itself West Pakistan is a highly viable community with a higher potential for economic growth than India. As military rulers of the more numerous Bengalis and with the associated expenditure it will be ruined. What is worse the armed forces of West Pakistan and the Punjabis. Pathans and the other communities that comprise them will continue to be featured in the world press as cruel and oppressive men. They are anything but that but this is the reputation than any pacifying army, not excluding our own in Vietnam, invariably acquires.

A military solution by India would further embitter relations between the two nations of the subcontinent. And it would be greatly disenchanting to all who. as friends of India, cherish the Gandhian dislike of such measures.

The conclusion for American policy follows:

It is to hope that the two great Islamic communities of the sub-continent can still find some relationship such as that between two parts of a commonwealth which will allow them to live in independent companionship. But there must be full autonomy and self- government for East Bengal Accordingly no action of ours should encourage or seem to discourage military domination of the East by the West.

This means no military assistance of any kind to West Pakistan. And it means that even small or symbolic assistance which seems to suggest support can be as damaging as substantial help. The foregoing factors also forbid any economic assistance so long as it could serve either directly or indirectly to pay for suppression of Bengali autonomy or independence.

And no arcane strategy involving the Chinese can be a justification for a different policy. These considerations of course mean a continuation of an embargo on arms for India and a clearly expressed disapproval of any possible Indian military initiative.

With all else, we must be completely generous in helping alleviate the suffering of the refugees.

One of the clear lessons of these last years is that our power in the third world is limited. It is not, within our competence to solve" the problem of East Bengal. But it is within our competence to be compassionate to urge (as evidently have the Soviets) against the use of force and above all to stop doing the wrong thing.

[John Kenneth Galbraith is a former U.S. Ambassador to India.]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৩। মার্কিন বিমানে বাংলায় সৈন্য পাঠানো হচ্ছে	ওয়াশিংটন পোষ্ট	১৯ আগস্ট, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, AUGUST 19, 1971

PAKISTAN USING U.S. JETLINERS TO HELP MOVE MEN TO BENGAL

Two jet airliners leased from an American company have been integrated into the Pakistani International Airlines fleet, which Pakistan's central government has been using to move troops and material in and out of its strife tom province of Bengal, it was learned from official sources.

The planes, both Boeing 707s, are under lease from World Airways, which describes itself as the largest U.S. charter airlines. It does half its business with the U.S. armed forces.

The lease was arranged with the knowledge and explicit authorization of the State Department, the Commerce Department and the Civil Aeronautics Board.

According to American sources recently returned from East Pakistan both U.S. officials and private individuals-PIA jetliners are used to carry wounded troops out to West Pakistan and to bring in replacements.

PIA, Pakistan's official flag carrier, has seven of its own Boeing 707s, plus the two leased craft. The airline flies commercial routes between Pakistan's east and west wings, as well as extensive international routes.

The two leased planes, for which PIA is paying the Oakland, Calif., based World Airways S 170,000 a month, have enabled the Pakistanis to continue commercial service as well as diverting other for military duty in the campaign to crush the Bangladesh independence movement.

World Airways is under contract to the U.S. Military Airlift Command, and is a prime charter carrier of American troops to and from Vietnam.

World Airways had U.S. military contracts for nearly $26 million last year and over $51 million in 1969, a company official said.

The two planes which World provided to Pakistan in June were replacements for two similar 707s leased last summer. They are equipped to handle passengers as well as freight, according to CAB sources.

PIA used the planes last summer to augment their normal commercial services. Application for renewal of the arrangement was made at about the beginning of June. The Commerce Department issued a new license on June 18 nearly two months after the Pakistani army crackdown against the Bengalis. It was clear by them that the extra planes

enabled the Pakistanis to use commercial liners for military transport.

A Commerce Department source said the licenses were subject to revocation and that the leases would be invalid without license.

As to whether the leased, American-owned planes were being used by the Pakistanis for military purposes, the company official said only that he is personably sure that they are not.

He said American crewmen of other World Airways planes periodically meet Pakistani crewmen of the leased aircraft in various Asian countries. "They tell our people they don't fly troops," the official said.

However, he added, "I can understand why they'd say that, no matter what."

The Pakistani airline's air traffic rights entitle it to fly between East and West Pakistan, as well as overseas. A World official said that by flying the leased planes into a "war zone," PIA would be breaking the terms of their contracts.

"Whether East Pakistan is in fact a war zone I really couldn't say." he added.

Two U.S. government sources who recently left Dacca, capital of East Pakistan, said they had seen armed Pakistani soldiers disembarking from PIA Boeing 707s and wounded troops being placed aboard.

Neither was able to say whether the planes they saw were the leased aircraft. A World officer noted that the company's markings were removed and replaced by PIA identification.

"But it's really a moot point," one of the sources slated. "The fact is that because they've got those two American-owned planes they're able to divert jets from commercial use to military use, and no matter how you slice it, we're helping them."

A State Department source said the U.S. government viewed the deal "as a commercial matter." He said there were no U.S. government restrictions on the use of the planes.

"We did not anticipate that these planes would be used for other then commercial purposes," the source said. "If we get other information, we will have to re-examine the matter. But I don't know what, in fact, we'd do."

-Lewis M. Simons

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৪। ঘনিষ্ঠ বন্ধু	নিউজ উইক	২৩ আগস্ট, ১৯৭১

NEWSWEEK, AUGUST23,1971)

THE VERY BEST OF FRIENDS

When Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko flew into New Delhi last week, the local diplomatic corps hardly took notice. Some of the foreign envoys had been assured by Indian officials that nothing very exciting would come from the Gromyko visit, and many of them repaired to the northern hill stations to escape the sweltering summer heat and rain. But only a day after his arrival Russia's No. I diplomatic troubleshooter made it plain that he had come to India's capital on urgent and momentous business. Seated at flag-bedecked table in New Delhi's Foreign Ministry; Gromyko triumphantly set his signature to a precedent-shattering, twenty-year treaty of peace, friendship and co- operation between the Soviet Union and India.

On the face of" it, the treaty was so vaguely worded that, as one Western analyst observed, "ii could mean practically anything." But the impact of document lay less in what it said than in what it implied. By entering into a formal agreement with another power. India took a long step away from its cherished policy of nonalignmcnt. By coming down solidly in support of India, Russia served up a warning to Pakistan against any rash moves (and thus, for the moment, seemed to reduce the threat of war between the subcontinent's bitter enemies). In doing this, however. Moscow openly declared its opposition to China, Pakistan's staunchest backer of late, and abruptly changed the balance of power in South Asia. In the same vein, the treaty reflected America's plummeting prestige and influence in the region at a time when many Indians have come to view Richard Nixon and Henry Kissinger as arch villains. And in the sense, that Indo- Soviet pact could be regarded as the most important diplomatic fallout so far from Washington's current courtship of Peking.

Despite appearances, the treaty was not an instant creation, for Moscow and. New Delhi had batted the idea around for at least two years. Until recently, however, neither government felt a pressing need to pursue the matter further. Then the outbreak of civil war in Pakistan this spring drastically altered the picture. As millions of Bengali refugees poured out of East Pakistan into India, and as border incidents mounted, relation between the two countries reached a flashpoint. Reports circulated that the government of Prime Minister Indira Gandhi, under mounting pressure from right-wingers in Parliament, was on the verge of extending diplomatic relations to the Bangladesh rebels in East Pakistan, a move that Pakistani President Mohammed Yahya Khan warned would be tantamount to a declaration of war. In that emergency, interest in a Moscow-New Delhi agreement suddenly revived. And after secret negotiations in Moscow that lasted less than two weeks, Andrei Gromyko was on his way to New Delhi to do the honors.

Much of the twelve-article treaty devoted itself to innocuous promises of technological cooperation and cultural exchanges. But the key passage. Article IX.

pledged immediate "mutual consultations" in the event of hostile acts against the signatory countries by a third party (publicly, the signers insisted that they did not have any specific third party in mind, but hardly anyone doubted that the description was aimed directly at Pakistan and, just slightly less directly, at China). Despite its vague wording, the article strongly implied that the promised "consultations" would inevitably lead to arms aid. India, said one observer, "wanted to make certain that she would have a supply of guns and ammunition if a war came."

Price: Bolstered by this reassuring prospect, India slipped into euphoric rejoicing. "This could be a new era for us," rhapsodized one Indian official. "Japan became a great power because the Americans protected her and she didn't have to waste her resources on arming herself. The same might happen as we shelter under the Russian umbrella." But should that be so. will India's policy of nonalignment be the price? Despite Mrs. Gandhi's public assurances that India's neutralist stance would not be affected by the new treaty, the fact remained that for the first time India and a major world power had come to an agreement on a treaty with distinct military overtones. "What is important is that India has always prided itself on being nonaligned," observed a Western diplomat in New Delhi. "And now that the Russians have made this breakthrough, they might get a lot more new friends around here."

But clearly. Moscow is not interested solely in India's goodwill. As Gromyko himself suggested in a speech last week to the Presidium of the Supreme Soviet, China was a main reason for concluding, the Indo-Soviet treaty. In the opinion of Western diplomats in Moscow, the Russians were taken aback at the Ping Pong diplomacy between China and the U.S., and they were shocked by President Nixon's plans to visit Peking. It meant that all bets were off in Asia, and. it raised the prospect of Washington-Peking deals that could freeze out the Russians in a region that they have assiduously cultivated. Thus, by going to India's side in its hour of need, the Russians made their bid to become the dominant power on the subcontinent. Such a move, moreover, will probably help the Soviets to expand their naval penetration into the Indian Ocean.

Loser: With the Soviet Union the big winner last week, the U.S. was looking more and more like a loser. India was driven toward the Russian camp partly by the recent U.S. moves to improve its relations with China. Noting that Kissinger had stopped off in India last month before his secret mission to Peking, one New Delhi official complained: "We thought that he had come to the area to look at the gravest crisis this subcontinent has faced since independence. He listened carefully to what we said. But all the time he had China on his mind. His very trip here was a ruse."

In addition, continuing U.S. aid and arms deliveries to Pakistan have stirred fury in India. "If you want to know why the treaty was signed," said an Indian diplomat in Moscow, "I'll tell you: the Americans drove us to it with their arms shipments." Indeed, India figures less importantly than Pakistan in current U.S. strategic calculations. But although the Nixon Administration has gone out of its way to stay on speaking terms with Yahya Khan, the Pakistani President is obviously not an attentive listener.

Despite U.S. urging to postpone or forgo the trial of Bengali leader Sheikh Mujibur Rahman, Yahya last week went ahead with a secret trial before a three man military court in a prison complex near the textile town of Lyallpur in southern Punjab. Yahya has already stated in public that Mujib is guilty of treason. "When the man who holds the post of President and chief martial-law administrator says that someone is guilty, you can hardly expect a group of army officers to find him innocent; remarked a Pakistani editor. It is widely assumed that the court will condemn Mujib to death, giving Yahya the option of letting the sentence stand or magnanimously sparing his rival.

But Mujib's sympathizers were not optimistic. "It would be reasonable not to execute this man-to keep him around in case there's a change of heart," said a Western diplomat in Islamabad. "But it also would have been reasonable not to bring him to trial. And it would have been, reasonable not to have arrested him in the first place. But this government has shown a remarkable ability for rejecting the logical, reasonable option, and it may very well do so again."

Yahya's course of action prompted one U.S. diplomat to fume: "Yahya is a god dam fool!" Still reportedly on order from the White House, the U.S. has decided to stick to its present course come what may. "We are the only Western government with any hope of influencing Yahya," argues one State Department official, "and frankly, I think we have a pretty sophisticated policy for a change." Then he added ruefully: "But it sure is hard to live with."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৫। শরনার্থীরা বলেন সৈন্যরা হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে	নিউইয়র্ক টাইমস	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 23, 1971,

BENGALI REFUGEES SAY SOLDIERS CONTINUE TO KILL. LOOT AND BURN

By Sydney H. Schanberg

Kutibari, India, September 21- The latest refugees from East Pakistan, report that the Pakistani Army and its civilian collaborators are continuing to kill, loot and burn despite the central Government's public avowals that it is bent on restoring normalcy and winning the confidence of the Bengali people.

The dozens of refugees interviewed by this correspondent today, all of whom fled into India from East Pakistan in the past week, describe the killing of civilians, rape and other acts of repression by the soldiers, most of them West Pakistanis.

As the refugees talked in their overcrowded, half-flooded camps in and around this Indian village about four miles from the border and 60 miles' northeast of Calcutta, the sound of shelling could be heard from the frontier. It was impossible to tell whether the shells came from the Pakistani Army, the Indian border forces or the so-called liberation forces of Bangladesh (Bengal Nation), the name the Bengali separatist movement has given to East Pakistan since the attempt to repress 'the movement began in March.

Most of the refugees interviewed came from the region of Faridpur, the family home of Sheikh Mujibur Rahman, jailed leader of the Bengalis.

Nearly All Are Hindus

The refugees said that although general living conditions were very difficult in East Pakistan, they would have stayed had it not been for killings. Nearly all the latest arrivals are Hindus, who, said that, the military regime still making the Hindu minority its particular target.

They said the guerrillas were active in their areas and that the army tarried out massive reprisals against civilians after every guerrilla raid.

Nira Pada Saha, a jute trader in Faridpur District told of a reprisal against a village near his that had sheltered and fed the guerrillas. Just before he fled five days ago. he related, the army struck the village, first shelling it and then burning the huts.

"Some of the villagers didn't fun away fast enough," he said. The soldiers caught them, tied their hands and feet and threw them into the flames."

There were about 5,000 people in the village, most of them Hindus; Mr. Saha said, and not a hut is left.

Others Do Dirty Work'

" According to the refugee, the army leaves much of the "Dirty work" to its civilian collaborators-the razakars, or home guards-it has armed and to the supporters of rightwing religious political parties such as the Moslem League and Jamat-I-Islami. which have usually backed the military regime.

The collaborators act as intelligence agents and enforcers for the army, the refugees say. by pointing out homes and villages and people who have helped the guerrillas. Often, the refugees added, the collaborators make arrests at random and for no reason.

"The razakars and the others come into a village and pick just any house." said Dipak Kumar Biswas, a radio repair from Barisal District. "Then they arrest whatever able- bodied young man is in that house and hand him over to the army. We don't know what the army does to them. They never come back."

The refugees said that despite reprisals and police-state activities, local people were continuing to provide food, shelter and information to, the guerrillas.

Makhan Lid Talukdar, a rice farmer, said he fled a few days ago after some razakars swooped down on the crowd gathered at the weekly bazaar and opened fire. Six people were killed, he said, and many wounded.

Refugee Flow Goes On

Mr. Talukdar crossed into India with his family of eight but had to, leave his father behind in hiding because he was too old to make the trek.

About 15,000 people from his area fled to India after the bazar incident, Mr. Talukdar said. Some 20.000 to 30.000 refugees pour into India every day. joining the millions-the latest estimate is 8.6 million -already here.

The Pakistani President, Agha Mohammad Yahya Khan, has urged the refugees to return promising them assistance, and he has offered amnesty to the guerrillas.

The promises only evoke bitter laughter from the refugees. "We fled to save our lives," said Rajendra Das, another farmer. "They are still killing us. We will not go back until there is complete in dependence."

Though rice is somewhat short in the refugee areas, with the price up 40 percent as a result, other foods are said to be plentiful. However many people are going hungry, the refugees said, because they lack money and jobs.

Economic life has been badly disrupted since the army began its assault. Particularly hard hit have been the farm laborers and those who do menial labor on Government public works projects, most of which have been halted.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৬। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা	বল্টিমোর সান	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

BALTIMORE SUN, SEPTEMBER 29, 1971

Editorial

PAKISTAN INTERNAL

Six months after the West Pakistan government and army struck out at East Pakistan, the effects of that action still felt, and grown worse. Now the chaos of Pakistan has been brought to the attention of the United Nations; not as an item on the agenda but in the general debate as the statements of position with which the session of the General Assembly ordinarily open.

They seldom open with so vehement an exchange of charges as those expressed on Monday between Swaran Singh, Indian Foreign Minister on the one side, and Agha Shahi and Mohammad Ali of Pakistan on the ether. Swaran Sing's attack was bitter. He accused West Pakistan of having set off a reign of terror in East Bengal, which is East Pakistan, and of continuing its 'deadly activities". He called the "civilian government" lately set up in East Bengal a group of figure-heads, and West Pakistan's repeated proclamation of amnesty a fraud, since Mujibur Rahman, leader of the outlawed Awami League and others elected to National Assembly in the voting. West Pakistan refused to accept, are On trial for treason.

Agha Shahi's demand that Swaran Singh be ruled out of order, assigning it the internal affairs of another country, was denied Mohammad Ali's more orderly reply in procedural terms was devoted to a charge that India has instigated and was abetting the East Bengalis in a "well planned military effort" to break up Pakistan.

In this West Pakistan once again reveals the weakness of its case. It is true that after the events of March some in India were for open belligerency against Pakistan, and it is obviously true that in the subsequent months India has made contingency military plans. But to call India a conspirator in a revolt against the government is simply absurd. India is involved because it is in India that the refugees from the terror, now numbering some 8 million, have sought safety.

This is why to India and to many outside India, the situation is hardly an. internal Pakistani affair and why the West Pakistan government, unless it altogether changes its course cannot make it seem so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৭। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ	ইভনিং স্টার	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE EVENING STAR (WASHINGTON), SEPTEMBER 30,1971

PAKISTANI CHAOS EDGES INDIA NEARER TO WAR

By Crosby S. Noyes

With each day that passes, the chances of reaching a political settlement, between East and West Pakistan decrease and the danger of war between Pakistan and India grows. Despite the claims of the government in Islamabad, the military situation in East Pakistan is anything but under control. The repressive efforts of the army which began on March 25 to crush the Bengali movement toward autonomy go on. Today, according to reports, whole villages are being systematically destroyed. And each time they are. Other whole villages are abandoned, their inhabitants joining the flood of refugees fleeing toward India. Again, despite the claims of West Pakistani officials, government administration in the eastern province has virtually ceased to exist. In theory, an appointed Civilian government has been installed for several weeks under the leadership of Dr. A.M. Malik. In fact, the army is the only authority that exists, with martial law in force throughout the whole country.

Meanwhile, the guerrilla resistance movement is growing in size and effectiveness. With India supplying sanctuary and support, the "Mukti Bahini" or Liberation Forces, of the Free Bengal movement are stepping up their harassment of government forces and inflicting growing casualties. Reprisals inflicted on unarmed" civilians only make matters worse, creating now freedom fighters along with refugees.

In India the situation is rapidly becoming intolerable. It is now estimated that more than 8 million East Pakistanis, most of them Hindus, are jammed into refugee camps along the border, adding enormously to the problems of India's normally unstable and restive eastern frontier region. The sheer number of these refugees increasing at a rate of about 50,000 a week imposes a hopeless burden in India. And with the possibility of wide-spread famine in East Pakistan, the refugees' flood, if anything, is expected to increase in the months to come.

Inevitably, the pressure on the Indian government to take some decisive action is building up. Until now, Prime Minister Indira Gandhi has moved with restraint, carefully avoiding any move, such as the recognition of Bangladesh (Bengal Nation) that might provoke a third found of fighting between India and Pakistan. The Indians are confident enough of their military capability if war with Pakistan should erupt, they believe they would win it and they also believe that the major powers with interests in the area-Russia. China and the United States would have the good sense not to get involved. But when it comes to what might result from such a war in either Hast or West Pakistan they are a good deal less confident. The Indians are taking no comfort in the clear signs of a

deteriorating political situation in West Pakistan. The government in Islamabad, having failed to put down the Bengali rebellion with a quick, over-whelming show of military force, now seems very uncertain how to deal with the situation from here. Criticism of the military government of Mohammad Yahya Khan is increasing. And the leading civilian political figure in West Pakistan, Zulfiqar Ali Bhutto, is talking openly about the possibility of a revolution or a coup d'etat against the military junta that "inns the country. In this complicated and very dangerous situation, there is one man who conceivably could bring about a settlement which would be less than disastrous for the major parties concerned. He is Sheikh Mujibur Rahman, head of the now outlawed Awami League of Hast Pakistan whose party won a clear majority in the country's national elections last December.

Since the army crackdown on March 25. Sheikh Mujibur has been under arrest in West Pakistan. Charged with treason, he has been tried in secret by a military court. The verdict, which carries the threat of a death sentence, has not been announced.

Sheikh Mujibur is believed to be the only Bengali leader, with his prestige and personal following, who might be able to reverse, the ruinous trend toward chaos in East Pakistan. Even he would have great difficulty in selling any political solution to his followers that aimed at anything less than full independence. But without him, no solution is even conceivable.

It is doubtful, to be sure, that the government of West Pakistan is rational enough at this point to acquit the Sheikh of the charges against him and enter into serious negotiations. The essential thing is that the possibility should not before closed by the conviction and possible execution of the Bengali leader. The United States, which has continued to supply aid to Pakistan in the hope of exerting some restraining influence 011 the government in Islamabad, should use whatever leverage it has to prevent that ultimate tragedy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৮। নীরব দর্শকের ভূমিকা	ওয়াশিংটন ডেইলী নিউজ	২ অক্টোবর, ১৯৭১

THE WASHINGTON DAILY NEWS, OCTOBER 2. 1971

Editorial

THE INNOCENT BYSTANDER

By now, the world has a clear picture of the Pakistani army's six-month campaign to crush the Bangali independence movement in East Pakistan.

The picture is a genocidal horror: the murder of countless thousands of helpless Bengalis, the burning of their villages, the fight of the incredible number of nine million starving refugees into neighboring India.

Not enough is known, however, of the devastating effect of the refugees on India, which, even before they came, was one of the poorest and most overpopulated countries on earth.

A recent study by the World Bank says the refugees will cost India: $700 million in its 1971-72 fiscal year. Foreign nations have proposed $200 million in relief aid. Even if all is delivered - India, the innocent bystander-will be out $500 million this year and more in the future.

India's own population grows by 13 million a year, and the $ 500 million loss is one- fifth of its economic development programme, which is designed to provide food and work for these new people.

The $ 500 million loss is also greater than the $ 400 million net in foreign aid for development that India will receive this year. These figures show the setback to India's economic progress that Pakistan has provoked.

By the grimmest of ironies, Pakistan's military rulers have done more, damage to enemy India by slaughtering part of their own people than if they had openly declared war on India, which they would lose.

Bad as it is, India's situation is only getting worse. The Pakistani army continues its depredations, and close to one million refugees famished, disease-ridden and exhausted- continue to pour into India each month.

The so-called civilized world is clearly unwilling to interfere with Pakistan's "sovereign right" to butcher its Bengalis. That being the shameful case, the international community should at least help India bear the burden unfairly thrust upon it.

What can be done? To start with, the United States, the United Nations, the World Bank and other aid-giving agencies should halt all assistance to Pakistan. All of the withheld aid should be re-channeled to India.

This would be a penalty for genocide and justice to those who give refuge to its victims.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮৯। তারা কি থাকবে না ফিরে যাবে?	সানডে স্টার	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

THE SUNDAY STAR (WASHINGTON) OCTOBER 3, 1971

IN INDIA, THEY'RE SAFE AND STAYING

WILL THEY GO BACK OR STAY?

By John E. Frazer From New Delhi

It is now six months since the first column of frightened refugees from East Pakistan trudged into India. After six months, said Indira in March, they will go back- "they must go back" But the reality now is different. The 8.3 million refugees, except for 150,000 of them, are not going back, and they are unlikely to go back for another six months or far longer.

In fact, still others are crossing by land and water into India at the current rale of 14,000 a day, as hunger, fear, and guerrilla warfare drive them out.

Recently I watched from a rise of land in India overlooking a little river in East Pakistan as new arrivals came in.

From a grassy marsh, not 300 yards away, a long country boat moved on the water paddled by a Pakistani boatman. In the unpainted craft huddled a Hindu household of 10 or 12- women, children, two men, their clothes in tin trunks, few utensils dangling, and the saris of the women wet almost to the waist from walking in marshes while escaping.

"We are not thinking of keeping a single one." Siddartha Sankar Ray, Union Minister for Education and West Bengal Affairs, had said in an interview a few days earlier in Calcutta.

But that Hindu household and millions of other refugees lodged in thatched huts alongside verdant rice fields or in tents shielded from rain by polyethylene sheets, are thinking otherwise; they will stay.

They are hardly comfortable; they are packed in camps like sardiness: sanitation is deplorable. But they have enough to eat (except the protein-hungry babies and nursing mothers)-more food, actually, than 50 million Indians eat- and they are safe.

This is really, why they will stay: in India, they are safe.

But India scarcely dares to face the consequences of 8.3 million foreigners living indefinitely under such conditions. The money cost alone (though shared in part by the United States, the United Nations, and other sources) will be roughly $1 billion a year simply beyond India's resources. And government work almost everywhere in the four invaded states, West Bengal. Assam, Tripura and Meghalaya, has come to a halt.

"Our 1971-72 development has not started at all, said N.C. Gupta, chief secretary of the West Bengal government. "Everybody is working on the refugees."

Sooner or later, therefore, India must make a hard choice.

The first is to accept the shirk, unwelcome fact that Pakistan has succeeded in forcing up on India some 8 million people, 90 percent of them Hindus; that most of them will never go back, and like the Poles and the White Russians of years past in Europe, they had best be absorbed and dispersed throughout India's 28 states and federal territories.

Publicly, India refuses even to entertain this solution.

A second possibility is for India covertly to help the Mukti Bahini-the Liberation Army-to overthrow the Pakistan army in East Pakistan, establish an independent nation, and thus clear the way for the prompt return of the refugees.

Again, publicly no one will state that this is India's objective. Nevertheless, signs are not wanting that India is turning to such a solution.

It is an open secret that arms and training for the Mukti Bahini comes, in part, from India. In New Delhi, on September 3, Prime Minister Indira Gandhi said that it is, not possible for any power to crush or suppress the movement for Bangladesh (the Bengal nation).

Private voices are bolder. Said R.K. Nehru, vice-chancellor of Alahabad University and former secretary-general of the Ministry of External Affairs, early this month, "the situation in Bangladesh provides an ideal opportunity for us to bring about a break-up of Pakistan."

Naturally, Pakistan will not sit still for such an alternative. The greater the thrust of the Mukti Bahini, the greater the chance of a Vietnam-type guerrilla war, and the larger the influx of new refugees into India.

There is still a third possibility. "I could see a settlement short of total independence." an official in India's External Affairs Ministry, said quietly two months ago.

Sometime, perhaps before chaos, it may come to this. But even then, will the refugees go back? At this point, no one knows.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯০। পাক-ভারতের উপর যুদ্ধের ছায়া	নিউজ ডে	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

NEWSDAY, OCTOBER 10,1971

WAR CLOUDS DARKEN PAKISTAN AND INDIA

It has been nearly six months since civil war flared in Pakistan, and the results to date are a pan of history: several hundred thousand Bengali civilians are dead, massive destruction and dislocation has taken place in East Pakistan and some 8 million refugees from that country are posing an economic and physical drain on India. The threat of war between Pakistan and India is real.

Pakistan has taken the matter to the United Nations General Assembly, pleading for the UN to agree to direct negotiations or talks under impartial auspices on the refugee problem, and it appears likely that the United States, the Soviet Union and tran all will play a mediating role if the leaders of the two feuding countries cannot otherwise be brought together.

Mahmud Ali. Pakistan's chief UN delegate, charged Wednesday that India already has been conducting a clandestine war against his country; India returned the charge accusing Pakistan of shelling Indian border areas;

Indian forces, he charged, had fired "nearly 1000 sheils" into border villages in the Sylhet district, killing 28 persons and wounding 13. And Indian frogmen, he added, have been placing explosive charges on ships carrying food to East Pakistan, where he said 70 million persons were facing famine.

In leveling his charges against India, which is faced now with the problem of Pakistani refugees, Ali did not comment on the role West Pakistan played in the crisis, except to defend the use of force to keep the divided Pakistani nation together.

East and West Pakistan, divided by 1,000 miles of Indian territory, were bound by a common Moslem religion when the country was given independence from Britain in 1947. But East Pakistanis, the majority of whom are Bengali, are ethnically different from West Pakistanis. And although more than half the 137 million population lives in East Pakistan, it is West Pakistan that has dominated the country's political life. And it is West Pakistan that has been fighting to put down an independence drive by the East's Awami League.

That civil war, reportedly of staggering butchery, has left Pakistan on the brink of economic and political ruin. And the resultant refugee problem imposed on India has created an incredible burden on that nation, which is troubled enough just caring for its own repressed masses. This is where Iran and possibly the U.S. and the Soviet Union come in.

Pakistani President Yahya Khan made a recent one-day trip to Teheran to seek the good offices of Shah Riza Pahlevi in mediating his dispute with Indian Prime Minister Indira Gandhi who, Yahya said, has refused to meet with him. Some sources say the U.S. and Russia are already assisting Iran in efforts at mediating the squabble and it is assumed that should Iran fall in its peacemaking role, it will fall to the big powers to try their own mediating efforts.

Meanwhile, Yahya's government, in seeking to repress the independence struggle of East Pakistan's 75 million Bengalis, has several options, none of them good.

It can continue its policy of repression, which most foreign observers believe is doomed to fail. It can cause, or be egged into, war with India-a war it almost surely would lose. Or it can about the hopelessness of its quest to refuse Bengali independence, thus discrediting its own army and angering West Pakistan's ethnic minorities. The only good alternative settling peacefully with the rival forces in East Pakistan-is considered by now impossible; too much blood has been spilled, loo much anger has been exposed.

Observers of the grim scene are speculating that, of all the options, the first is most likely to be followed by Yahya's government. The third is considered least likely. But the second, a war with India which would inflame the entire Asian subcontinent, is a real threat. Such a conflict could involve not only India and Pakistan, but the world powers lined up behind them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯১। পূর্ব পাকিস্তানের বিভঃস অবস্থা সব আশা ধ্বংস করেছে	নিউইয়র্ক টাইমস	১১ অক্টোবর, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, OCTOBER II, 1971

HORRORS OF EAST PAKISTAN TURNING HOPE INTO DESPAIR

By Malcom M. Browne

Dacca, October 10 -The horror of life in East Pakistan shows every sign of becoming permanently institutionalized, and most, if not all, the foreigners who came hoping to help are on the verge of despair.

In particular, the chances of reversing the tide of millions of destitute refugees who have lied to India seem remote. Most governments consider the refugee problem the main catalyst in the atmosphere of war prevailing on the subcontinent.

India charges that military terror in East Pakistan since the central government moved against the Bengali separatists on March 25, has driven nine million refugees across her borders. Those people, the Indians say, are an intolerable drain on already vastly overtaxed economic resources and a force that could result in a political catastrophe or internal warfare.

The New Delhi Government has hinted that as a last resort it might try to change the situation in East Pakistan by force to induce the refugees, whom Pakistan numbers at less than a third of the Indian figure, to leave India. Pakistan has hastened her own preparations for war. Major troop movements have been reported here and in India in the past few weeks.

The Soviet Union, China and the United States, among other nations, are deeply entangled in the tend. The United Nations and other international organisations have been working with great urgency to alleviate the misery and especially to prevent a war.

Dozens of government have teams of experts, technicians and diplomats working in East Pakistan. The United Nations in East Pakistan Relief Operation alone has 75 officials here.

There is some disagreement among the hundreds of foreign officials about the techniques by which the refugees could be repatriated. But there is apparent unanimity on one subject that East Pakistan should overcome its reputation as a place of endless horror and suffering.

To that end many governments, including that of the United State's, have pressed the Pakistani Government at Islamabad for fundamental changes in East Pakistan, among them these:

No Real Progress Discerned

The end of police and military terror directed against thousands of political suspects and millions of non-Moslem members of ethnic and religious minorities.

A reasonably representative government in Dacca, capable of restoring the faith of East Pakistan's predominantly in the future of democracy.

A much more convincing effort by the central government to relieve the physical suffering wrought on East Pakistan's predominately Bengali population by flood, cyclone and war in the last year.

The consensus among the foreigners working here is that there has been no real progress in any of these areas.

Whispered conversations with Bengalis still have to do largely with alleged atrocities by the occupation army, which is largely made up of West Pakistanis and is hated by most of the population.

One tale that is widely believed and seems to come from many different sources is that 563 women picked up by the army in March and April and held in military brothels are not being released because they are pregnant beyond the point at which abortions are possible.

A Government spokesman denied the report and challenged any accuser to name the place where the women are supposed to be held. On the other hand, a number of Bengali gynecologists are known to have been performing many abortions girls held at army installations and released.

Two or Three Released

In a clandestine meeting elaborately arranged to elude military surveillance, a Bengali farmer told this correspondent about one such experience. Talking with great reticence and glancing around in fear that he had been led into a police trap, he said.

"The army came to the village on the night of April 11. One patrol led me away from my house to identify something, and when I got back I found my sister was missing. Another girl, the daughter of a neighbor was gone, and there was a Hindu family whose girl was missing."

"In the middle of May they released my sister and the neighbor’s daughter, but the Hindu girl the gone. The two girls who came back are both pregnant and will have their babies. At tile place where they were kept there were 2(X) or 300 girls doing the same thing. They had to wash clothing and to make love to soldiers two or three times a day".

"My sister does not know where she was kept", the farmer added.

Many Dacca residents, including foreigners tell of having seen young women taken away by military policemen without even identification check.

Other people, obscure and prominent are also subject to arbitrary arrest although President Agha Mohammad Yahya Khan proclaimed a general amnesty for political prisoners last month and his action was warmly applauded by foreign diplomats seeking political accommodation in Hast Pakistan. The diplomats who now say that the amnesty was purely cosmetic, report that the Government not only has failed to release any important prisoners but also has continued arresting politicians, professors, lawyers and others by the hundreds.

According to a number of reports, some from foreign observers, a number of persons under amnesty have been arrested and shot.

The Most Prominent Prisoner

The most prominent prisoner in Sheikh Mujibur Rahman universally acknowledged as the political and spiritual leader of East Bengal. Sheikh Mujib's Awami League party won a sweeping election victory last December for National Assembly seals allocated to Hast Pakistan and he had been scheduled to become Prime Minister of all of Pakistan.

Most diplomats and other foreigners believe that a resolution of the East Pakistani crisis can be found only if Sheikh Mujib's permitted to exercise the role of leadership in East Pakistan to which he was elected. But he remains a Prisoner undergoing a secret military trial and facing a possible death sentence.

Members of his family while not accused of any crime are held as virtual prisoners here.

Such political repression was extended not only to Awami League but to any politician or group likely to embarrass the military regime.

The effect was dramatically underscored last week by a former chief of the Air Force, who decided to try running for public office in view of the government's announced intention of moving toward democratic processes.

The officer, Mohammad Asghar Khan, a retired Air Marshal, is known throughout Pakistan as a patriot and political moderate. He commanded the Air force in 1965 during Pakistan's brief but bloody war with India and has always insisted that Pakistan remain one country.

Programme Was Censored

Mr. Asghar Khan, a West Pakistani and a leader of the movement that brought about the collapse of President Mohammad Ayub Khan's government in 1968 offered a conciliatory programme calling for major developmental efforts in East Pakistan and genuine political freedom for its people, but it has been completely censored. On Friday he announced that no candidate could run unless he could reach the public through the press, so he has withdrawn.

"Today is a black day for the democracy in Pakistan", he said, "when even I, with a mild programme breaking martial law regulations, am frozen out."

When the army occupied East Pakistan and banned the Awami League the election was in effect annulled. Some elected assemblymen were cleared by the army to take their seats but most had fled to India or joined guerrillas.

In July President Yahya Khan announced that bye-election would be held to fill the seats. Government approved candidates and parties, most of them strongly rightwing and fundamentalist. Moslems and all heavily escorted by troops, have begun giving speeches in East Pakistan, and are reported on at length in the "CONTROLLED PRESS All have advocated a war to finish against miscreants and Indian agents-words invariably used by the Government to describe the Bengali guerrillas.

Meanwhile the anguish of war continues in the countryside. The guerrillas are taking an increasing toll of the occupation army and medical circles report growing numbers of bodies of soldiers. The guerrillas are, also said to be assassinating members of the local "peace committees", civilian groups made up mostly of non-Bengalis and assigned to carry out army administration of occupied areas.

When troops or peace committees are attacked the army bums hamlets to the ground in reprisal, and local reports usually tell of heavy losses of life.

In the prevailing circumstances according to most foreign observers stationed here, the refugee crisis and the other major problems are not susceptible of solution however, much foreign assistance is poured in. It is susceptibly unlikely they say. that East Pakistan's Hindu minority, about 10 per cent of the March population of 75 million, will ever return in any number.

The Hindus were particular targets of the soldiers. Hindu communities and shops burned out by the army stand deserted, their temples smashed.

The Government have made it plain that Hinduism will no longer be tolerated in East Pakistan; to reinforce the point the new civilian governor. Dr. A. M. Malik did not appoint a Hindu to his interim cabinet

Centers No Longer Visited

A foreign relief worker, reflecting the failure of government's amnesty, said, "we no longer bother to visit the government's 60 or so refugee reception centers. It. is obvious they are coming back in more than a tiny trickle-none in some areas".

"At one place." he added, "we discovered that the government had a staff of Professional refugees that they brought out whenever visitor came to show that something was going on".

"The army authorities tell you there are 2000 refugees at some camps, another expert related, you go there and find a handful of people wandering around, and under continued questioning the authorities agree - maybe there are only 200".

There are universal complaints that even in the matter of humanitarian relief the army has commandeered all available trucks, cars, motor-launches and boats-The only

Available means of moving food or supplies until foreign relief vehicles can be brought in.

Blame put on India

The government insists that all or most of the troubles would disappear if India would end her "provocation's'1 and stop infiltrating men and arms into East Pakistan.

The Pakistanis say India's warlike action are demonstrated by her unwillingness to allow United Nations of a military peace keeping force between East Pakistan and India through which refugees could move if they choose. It seems unlikely that either country would agree to such a move.

The pessimism among foreign observers are formidable.

"There is really nothing anyone with any amount of money can do for East Pakistan," a relief expert commented. "It seems the population of the sub-continent doubles every generation it will only get worse".

"My own feeling", he added, "and 1 know lots of 'us share it, is that the outside world might, just as well, pull out now AND LET THING HERE TAKE THEIR INEVITABLE COURSE".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯২। সিনেট কর্তৃক পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব	বাল্টিমোর সান	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

BALTIMORE SUN, OCTOBER 15, 1971

SENATE PANEL CUTS MILLIONS IN AID, PLANS TO SUSPEND PAKISTAN HELP

Washington. Trimming millions of dollars in across-the-board cuts from president Nixon's foreign aid requests, the Senate Foreign Relations Committee agreed yesterday to suspend all assistance to Pakistan.

The committee also remarked a special $85 million aid fund for Israel but postponed Final work on the $35 billion authorization measure until the House votes next week on an end to war amendment.

Individual members gave the data to newsmen. But Senator J. W. Fulbright (D.. Ark.), the chairman, and committee aides refused to confirm Figures until a final markup session, sometime next week.

As related by senators, the committee voted 20 per cent across -the board cuts in the Military Assistance Program, in development loans and in supporting assistance.

Senator Jacob Javits (R.N.Y.) reported the committee added an $85 million supporting assistance loan for Israel after it had made its general cut.

He and Senator Frank Church (D.. Idaho) said the committee also voted a 15 per cent reduction in funds for the Alliance for progress in Latin America.

Church said the provision on Pakistan would close down aid of every kind-military, economic, grants, loans and sales-until such time as the president certifies to Congress that Pakistan is co-operating in bringing peace to the Indian subcontinent and is allowing refugees now in India to return peacefully to their homes in East Pakistan.

Mr. Church said the cutoff would apply to aid now in the pipeline to Pakistan as well as that scheduled for the future.

The Pakistan aid involves $118 million for economic development assistance programs and $5 million in arms.

The voting came a day after the committee voted to put a ceiling on aid to Cambodia, an action that the State Department said could seriously threaten the ability of that South- East Asian nation to defend itself.

Series of tie votes

Yesterday's action, cutting the U. S. military aid to other nation from $705 million to $565 million, was taken after efforts to reduce the program even further failed on a series of 6-to-6 tie votes.

The tiebreaker, Senator Clifford Case (R., N. J.), said the cut actually represented a 'victory of sorts for the hawks."

"There were people who wanted to cut more," Mr. Case said.

"I think this represented a moderate reaction to the feeling in the country, that were trying to do too much around the world," Mr. Case said.

The percentage cut will force the pentagon to decide where to make the reductions in the list of foreign beneficiaries.

The only exceptions will be a number of specific reductions made earlier by the committee.

At the state Department, the press officer, Robert J. McCloskey. said the administration should not have its hands Lied by congressionally imposed ceilings on aid funds or on the number of American officials in Cambodia.

Tie was reacting to the committee vote Wednesday imposing a S250 miliion limit on military and economic aid to Cambodia or this fiscal year.

The committee also voted to limit the American civilian and military personnel in Cambodia to 200.

Referring to a letter sent Wednesday to the Committee by the acting Secretary of state. John Irwin, Mr. McCloskey said the administration feels the minimum amount of aid necessary is $330 million.

This figure, Mr. McCloskey said, "is essential to help Cambodia consolidate its independence."

Mr. McCloskey said Mr. Irwin pointed out in his letter that the president must retain as well his authority to provide more aid if an emergency arises.

The pentagon had asked for the authorization of funds for military aid to a total of 46 nations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৩। পাকিস্তানের অবস্থা সংকটজনক	ওয়াশিংটন পোস্ট	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

WASHINGTON POST, OCTOBER 17,1971

PAKISTANI PLIGHT 'DESPERATE'

By Anthony Astrachan

United Nations, October 16. There has been some Progress on humanitarian relief in the East Pakistan crisis but none on the political and military sides, according to U. N. sources, and the situation remains "desperate."

Forty-seven speakers in the annual U. N. general debate that ended this week called for political reconciliation, but none moved to put the problem on the agenda of the General Assembly or the Security Council.

U. N. officials suggested two causes. One was collective fatigue from involvement in Chinese representation, the Middle East conflict and other was fear of involvement in a great-power conflict. Secretary General U Thant urged the Security Council to take action on this "potential threat to peace and security" last August. Private consultations showed soviet backing for India and American leanings toward Pakistan, and the council refused even to endorse Thant's expression of concern.

India estimates that 9.3 million refugees had fled from East Pakistan to India as of October 11 Pakistan puts the refugee figure at 2 million U. N. officials are reckoning relief supplies in terms of 6.5 to 8.5 million refugees, with thousands more crossing the border every day.

According to diplomats here and foreigners in Dacca, prerequisites for the return of refugees are a representative government in Dacca, an end to police and military terror in East Pakistan, and more effective efforts by the Pakistan government to repair the damage of the crisis.

The same sources say these prerequisites have not been met despite promises of amnesty and the revival of political life by president Yahya Khan.

In these circumstances, the return of refugees is too small to be called a trickle, according to sources here.

Observers here recently repeated fears that general war would break out between the two countries. At the same time they point out that India has so far refused to do either of the things most likely to precipitate a war, perhaps because of restraint from the Soviet Union. It has refused to give de jure recognition to the Bangladesh government in Calcutta on Indian soil, and it has refused to give the guerrillas the logistic support and air cover that would enable them to seize a piece of East Pakistan territory.

The Indians have apparently armed and trained the guerrillas. The guerrillas mukti bahini have severed the main rail line in East Pakistan. Every week they blow up roads and bridges Frogmen have damaged foreign ships in East Pakistan harbors and craft that ply the Province's waterways.

This prevents relief supplies from reaching needy Pakistanis. The guerrillas have not attacked U. N personnel or facilities, but appear determined that relief activities should not appear to support the Pakistan government, according to U.N. officials on the scene. Sine food is often distributed through schools; this may soon make local food and education authorities prime targets.

U. N. reports emphasize the cooperation of the Pakistan government in relief programs. Yet when the U. N. East Pakistan Relief Operation (UNEPRO) wanted to bring portable radios in to make it possible to communicate with field agents and keep track of relief supplies, both civil and refused permission. They expressed fear that the mukti bahini would capture the radios.

U. N. officials have had to take over transport dispatching and supervision of vehicle maintenance themselves, but UNEPRO has been able to put only 14, of the 90 U. N. personnel in East Pakistan permanently in the field.

Martin Woolacott of the Manchester Guardian reported from Dacca that only 30 of the 100 trucks UNEPRO had brought in to carry food had left the part of Chittagong because roads to most areas were not usable. He reported that only five out of 17 coastal vessels and seven out of nine "minibulders" had arrived but U.N. officials here claim all have reached Hast Pakistan.

The Indian government insists it can manage its own relief efforts without foreign help-except for funds. IJ.N. officials report that in refugee camps they were allowed to visit food, and shelter materials were getting to, the people though sanitation was terrible.

Officials are suspicious, however that things are worse in areas they were not allowed to visit. Some cite examples to show that the problems are the same in west Bengal as in East Pakistan. For instance, the Indians failed to provide the drivers and maintenance men promised to keep. 1,000 U.N. supplied trucks operating.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৪। বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ	নিউইয়র্ক টাইমস	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, OCTOBER 17, 1971

THE GRIM FIGIIT FOR BANGLADESH

New Delhi-"If the Vietcong had been doing this well lifter six months, they would have considered it a remarkably good start" The foreign diplomat was talking about the Mukti Bahini (Liberation Forces), the Bengali insurgents who are fighting for the independence of East Pakistan, which they have named Bangladesh (Bengal nation).

From a disorganized, confused band of freedom fighters that moved into action when the Pakistani Army struck in late March to try to crush the Bengali autonomy movement, the Mukti Bahini has become, if not a well-oiled fighting machine, at least a reasonably coordinated and more than reasonably effective guerrilla force.

India has helped with arms training and sanctuary-and. clearly, without the Indian aid, the level of insurgent activity could never have reached its present pit. But the men and the motivation are East Pakistani, and. even if they were on their own, it is doubtful whether the Bengali resistance could be totally crushed by the troops from West Pakistan.

An estimated 80,000 West Pakistani troops have been moved into East Pakistan, plus several thousand West Pakistani police. They have hastily trained about 10.000 non- Bengali home guards known as Razakars.

Estimates of the number of Mukti Bahini pitted against this force range from 80,000 to 100,000; foreign observers think the lower number is probably the more realistic. The hard core of professional soldiers and same of these are not highly trained, consists of no more then 15,000-Bengalis who defected to the Bangladesh movement from the East Pakistan Rifles, a paramilitary border patrol Force, and the East Bengal Regiment, a better-trained regular army unit. In addition, an estimated 30,000 to 40.000 new recruits- mostly between the ages of 18 to 25 and mostly college students but including many village boys-have been trained.

Many Bangladesh training camps and base areas are on the Indian side of the border, but a growing number of the Bengali troops have been operating from "liberated areas" just inside East Pakistan. These areas, though not-large, have been expanding.

Some of the new recruits are being trained as regular troops and others as guerrillas. The letter adopt village dress and mix with the local population. There are many more volunteers, however, than the Mukti Bahini can absorb, primarily because of a shortage of weapons and a large number of boys simply mark time after getting their rudimentary basic training-which is hardly more than physical exercises and elementary driving.

The Mukti Bahini's weapons are a moliey lot. There are some Stenguns. light machine guns and other automatic weapons, and many ancient single-shot rifles. The

heaviest weapons in the around are light and medium mortars and not too many of them. These arms are of varying makes and age some captured from the Pakistani troops and some-though far from enough, the Bengalis complain-provided by the Indians.

Yet with all these problems the Mukti Bahini has effectively harassed the Pakistani Army pinned it down in some areas and stretched its lines thin all over East Pakistan. Reliable reports indicate that Pakistani casualties are increasing. The guerrillas also continue to assassinate members of the local "peace committees," made up of non- Bengalis and other collaborators assigned to carry out administration of areas under army occupation. No figures are available on guerrilla casualties, hut they are believed to be low. However, with every guerrilla raid, the army burns hamlets and kills villagers in reprisal.

The guerrillas' greatest success has been their ability to reduce the army's mobility by keeping East Pakistan's communications system in chaos-blowing up bridges, roads and rail lines. Guerrilla frogmen have also damaged or sunk at least a dozen sea-going ships- including several foreign ones -at anchor in harbors. Seven British shipping lines have suspended all traffic to East Pakistan.

Although the Mukti Bahini is much better coordinated than it was six months ago, it is not a monolithic fighting force. Splinter groups have started operations on their own, including some pro-Peking Communists. One group, led by non-Communist militant students from Dacca, is said to have established a base in the Indian border slate of Tripura with a band of 1,500 men. Still, there is no sign at this point either of any serious division within the Bangladesh movement or of the movement swinging to the left.

With the monsoon rains over, it is expected that both the Mukti Bahini and the Pakistani troops will step up their activities in East Pakistan. Heavily, guarded freight trains have been rail-into-Calcutta, carrying military supplies reportedly destined for the Mukti Bahini. This seems to indicate that the Indian Government has agreed to increase in arms aid to the guerrillas.

But Mukti Bahini commanders, straining at the bite continue to press for even more- Indian logistic support and air cover for a frontal offensive to seize a sizable piece of East Pakistan, where the Bangladesh Government, now based in Calcutta, could be established. The Indians, have, so far balked, because they feel this would immediately provoke a general war with Pakistan. The Bangladesh leaders argue that for all the effectiveness of guerrilla warfare, its hit-and-run nature will eventually sap the independence movement of popular support because of the Pakistani reprisals against the civilian population.

"We will lose the sympathy of many villagers," said one high-Bengali officer. "They tell us 'if you want our support you must come in full force and stay and protect us."

Sydney H. Schanberg

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতকে সংযত হতে বলেছে	নিউইয়র্ক টাইমস	১৯ অক্টোবর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES. OCTOBER 19, 1971

U.S. URGING INDIA AND PAKISTAN TO SHOW RESTRAINT AT FRONTIERS

PREVENTIVE DIPLOMACY'

By Bernard Gwerizmam

Special To The New York Times

Washington, October, 18- The United States expressed concern today over the heightened tensions and build-up of opposing forces along the Indian- Pakistani border.

Charles W. Bray 3d. a State Department spokesman, said that the United States was urging both India and Pakistan to show restraint in the situation and was practicing "a form of preventive diplomacy" with other nations as well.

Among the nations reached by American diplomats, officials said, were the Soviet Union, France and Britain.

The United States Government acted a day after it was reported that the President of Pakistan Agha Mohammad Yahya Khan, had proposed that forces be withdrawn from both sides of the borders between his country and India.

According to the official Associated Press of Pakistan, President Yahya Khan offered to pull his troops back from defensive positions along the borders if India would withdraw her forces and cease what he termed infiltration and other hostile acts. Pakistan has accused the Indians of assisting the Bengali separatist guerrillas in East Pakistan.

The report said that the Pakistani leader made his proposal during a meeting in Iran last week with the Soviet President, Nikolai V. Podgorny.

Through the officials in the Washington refused to disclose the size of the military buildings along India with East and West Pakistan, they indicated that they were sizable and exacerbated the situation.

"We've been concerned over the reports of heightened tensions in the subcontinent including what appears to be build-up of forces on both sides in the border area" Mr. Bray said.

"We have been and continue to be in touch with both Governments with a view to urging restraint by both sides in the situation." He said "we are also in touch with other Governments on this matter as well."

Yahya's Proposal Underlined

Mr. Bray, indicating that the United States had no specific peace plan for the area, said that "We would support any measures that would have the effect of reducing tensions."

The other officials drew attention to the report of President Yahya Khan's 'withdrawal proposal

They also noted a statement attributed to the Indians 'Defense Minister, Jagjivan Ram, who said that If India were attacked, she would not withdraw from any Pakistani territory her army occupied.

"If war is thrust on us by the Pakistani military junta, our forces will march forward and occupy their cities, and this lime we will not withdraw from the occupied territory come what may," Mr. Ram was quoted as saying.

Asserting that India would not pull back from the border until the dispute in East Pakistan had been resolved, he said.

"India will not submit to world pressure in this regard."

Spokesmen on both sides have warned of the possibility of war growing out of the Pakistani efforts to crush the autonomy Government.

Millions of refugees have crossed into northeastern India and put strains on her resources. So far the Indian Government as refrained from giving formal recognition to the Fast Pakistan secessionists-but Prime Minister Indira Ghandi is believed to be under heavy pressure from Hindu nationalists to do so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৬। এশিয়ার নাজুক পরিস্থিতি	**বাল্টিমোর সান**	**১৯ অক্টোবর, ১৯৭১**

BALTIMORE SUN, OCTOBER 19. 1971
TENSE IN ASIA

We may hope that the appearance of tragic inevitability in relations between India and Pakistan will turn out to have been appearance only, and that the two nations will not again find, themselves in a war neither wants and neither could profit from. But the signs do grow ominous, as New Delhi and Rawalpindi take measures of mounting military preparation they feel to be required by the circumstances.

India does not want war because war would add new costs and new human suffering to a burden of both already almost intolerable. Prime Minister Indira Gandhi's statement (to visitor Tito of Yugoslavia) that Indira does not want war but still must be prepared to defend itself is not only the official but also the real position, though it must be noted that there are some in India who think war cannot be avoided, and since unavoidable should be sought. This view is hardly tempered by the remark of Jagjivan Ram, the Indian defense minister, that "if war is thrust upon us: by the Pakistan military junta, our forces will march forward and occupy those cities (Sialkot and Lahore, near the Western frontier) and this lime we will not withdraw from the occupied Pakistan territory, come what may."

In any case, Mr. Ram said. Indian forces would remain, on the western and eastern borders so long as Bangladesh, or East Bengal, is threatened. This comes to the heart of the real cause of today's tension, the brutal West Pakistani suppression of East Pakistan last March, and raises the, central present problem, the existence in India of some 9 million refugees, with others arriving at a reported rate of 40.000 a day.

India, insists that Pakistan is obligated to reach a political settlement under which the refugees could safely, return. Any such settlement is remote. For one thing only, the great majority of the refugees are Bengali Hindus and it is more than possible that the West Pakistan regime considers their departure good riddance. Nor does a tone of compromising very convincingly in. the offer, of President Yahya Khan of Pakistan to withdraw Pakistani forces from positions along, the borders if India withdraws its own forces and ceases infiltration and other hostile acts: the hostile acts obviously to be judged by West Pakistan.

For its pan Pakistan cannot want war. Even should war come before winter seals off the Himalayas, thus giving India the additional worry of frontiers with China, the leaders of Pakistan must know how superior militarily India is, and how good a chance its troops would actually have of seizing and even holding Lahore, the great city of West Pakistan, actual and symbolic. The fall of Lahore would be simple disaster. Only in desperation could West Pakistan be willing to invite that.

At a guess the prospects are that war win not come now; but the buildup of military postures, and the increasingly belligerent temper of too much talk on both sides, arc creating an atmosphere in which war by accident is impossible to rule out.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৭। সাহায্য কমিয়ে দেয়া একটি নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত	নিউ ইয়র্ক টাইমস	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, OCTOBER 20, 1971

THE CRUELEST CUT

The Senate Foreign Relations Committee today begins final action in its task of "marking up" the foreign aid authorization bill-a hatchet Job that might more appropriately be described as cutting down foreign aid. The committee already has chopped 25 per cent from the Administration's S3.3-billion military and economic assistance request.

The crudest cut of all is a provision in the tentative committee bill which would, in effect, take nearly 10 per cent more out of total funds available for foreign aid in the current fiscal year. This is a requirement that $250 million in emergency relief for Pakistani refugees requested by the President after submission of the regular aid will be deducted from other foreign assistance programs.

Congress has good reason to be angry and alarmed over the Administration's handling of the Pakistani situation. There are good grounds for another committee amendment which orders suspension of military and development aid to the Government of Pakistan pending resolution of the political crisis in East Pakistan and return of the refugees.

But the humanitarian needs created by the unprecedented flow of 9 million Bengali refugees into India and by the ravages of internal strife in East Pakistan transcend politics. This extraordinary human tragedy demands an extraordinary response from all nations. The American response should be straightforward and generous. It. should not be compromised by this insidious linkage with the on-going quarrel between Congress and the Administration over the dimensions and directions of long term foreign aid. "

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৮। পাকিস্তান ও ভারতের সৈন্য মুখোমুখি	নিউইয়র্ক টাইমস	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

NEW YORK TIMES, OCTOBER 20, 1971

INDIA AND PAKISTAN ARMIES CONFRONT EACH OTHER ALONG BORDERS

By Sydney H. Schanberg

Special To The New York Times

New Delhi, October 19- The armies of India and Pakistan now confronting each other among their borders. Most Western diplomats here are inclined to believe that, at least in West Pakistan, the Pakistani troops moved up first and that the Indians moved in response.

According to high Indian sources, the build-up in West Pakistan began last month, and by last Thursday virtually all the infantry and armored divisions in West Pakistan were at or within striking distance of the border.

Some border area canals have been flooded as barriers and Pakistani civilians have evacuated several border areas -some on orders from the army and others on their own, out of panic the sources say.

Some of the heaviest troop concentration are reported to be at points where the Pakistanis crossed the Indian border in the three-week war over Kashmir in 1965.

The border areas of East Pakistan, where it is believed there are four or five divisions have also reportedly been strengthened.

The Indians are also said to have four or five divisions along their side of the border. President Agha Mohammed Yahya Khan of Pakistan has charged that the Indians have eight divisions there.

In addition, the Pakistani troops in Fast Pakistan also have to cope with the increasingly effective Bengali guerrillas of the independence movement, who are receiving arms, training and sanctuary in India.

An estimated total of nine and a half million East Pakistani have fled to India since the Pakistan army moved in March and crush the Bengali separation movement.

India is believed to have positioned 12 or 13 divisions on the border with West Pakistan about 1,000 miles from East Pakistan.

Here in New Delhi, no war hysteria or panic is evident put some families are moving out of border towns have begun civil defense exercises including blackouts.

Indian sources would not disclose the number of troops at the border except to say that, "we are strong than they are." The sources said the Indian movement to the border was either complete or virtually complete.

"We're pretty well set now," one key official said.

An Indian source said that "We had a tremendous fright," on the night of October 14. after a report had been received during the day that Pakistanis would attack on the west that night.

"The General staff stayed up all night the source said. The report may have been planted or the Pakistanis might have changed the plans. We're getting a little more sleep now, but the situation is such that any night could be the night."

The Indian sources indicated that the Government was moving toward a harder stand against what they described as Pakistani border "Provocation." such as shillings and mines laid in Indian territory.

"We've shown great presence but there's a great pressure building in the Government firm counteraction," one official said.

Asked if this counteraction might include pursuing Pakistani troops across the border, and if this could result in full-scale hostilities, he said: If it does, we will have to face the consequences".

At a heavily attended news conference this morning. Prime Minister Indira Gandhi was asked about the urgings of the great powers for restraint.

"It seems very simple and plausible to say Pakistan troop will withdraw she said. "But Pakistan has been escalating the situation -by putting troops all along the border by their hate-India campaign and by their call for a War of Jihad (holy war). This is not a one-sided matter. You cannot shake hands with a clenched fist."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯৯। গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সৈন্য পিছু হটাবে না	লস এঞ্জেলেস টাইমস	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

LOS ANGELES TIMES, OCTOBER 21, 1971

INDIA REFUSES PULLBACK
Premier Cites 'Atrocities' in East Pakistan
By William J. Drummond

New Delhi. October 19-Prime Minister Indira Gandhi said today that India would not reduce its border military buildup until the Pakistani army stopped its "atrocities" in East Pakistan.

In her first formal press conference since last March, when civil strife broke out in East Pakistan, Mrs. Gandhi told more than 100 newsmen that she opposed direct talks with Pakistan on the subject of a border troop withdrawal or the return of the 9 million refugees to their homes.

Mrs. Gandhi's stand opened no avenue for a reduction in the buildup on the border and the bristling confrontation between Indian and Pakistani armed forces.

Pakistani President Yahya Khan reportedly offered to reduce his forces if India would do the same and also "cease infiltration and other hostile acts. "

Although Mrs. Gandhi described the border situation as "grave." she said her plans to go abroad on October 24 still stand. "The country is perfectly safe in the hands of the army and. I might say, the Indian people themselves." the said.

She is scheduled to tour Western Europe and the United States, arriving in Washington November 4.

The prime minister said she was opposed to any third-party mediation efforts between India and Pakistan. "On what subject will any country mediate?" she asked. There have been indications that Soviet President Podgorny was making efforts to cool the crisis between the two neighbors.

Asked what conditions Pakistan would have to meet before India would agree to pull back some of its forces from the frontiers, Mrs. Gandhi replied.

"First, the West Pakistani soldiers would have to stop their atrocities in Bangladesh."

Second, she said, Pakistan would have to create conditions where freely elected representatives would take office. She added that the results of the elections held last December, in which Sheikh Mujibur Rahman's Awami League won a majority, "cannot be ignored in a solution."

Mujibur is a captive of Pakistani army and has reportedly been standing a secret trial. His militant' followers have been waging guerrilla warfare against the West Pakistani troops since the army cracked down in East Pakistan on March 25.

Mrs. Gandhi said the guerrilla forces had the support of the "entire Population of Bangladesh." She regularly employed the term "Bangladesh" (Bengal Nation), which the rebels have applied to East Pakistan.

She claimed that India was involved in the crisis as a "side effect" and that 13 percent of the East Pakistani population was now living on Indian soil as a result of this. Therefore, she said, India could not provide a solution to getting the refugees back home.

"The problem is between the Pakistani military regime and the elected representatives of Bangladesh. A solution must satisfy the people of Bangladesh and the representatives they elected not so long age," said the Prime Minister. Despite Mrs. Gandhi's efforts to remove India from involvement, it has been widely reported that the guerrilla forces operating in East Pakistan are supplied from India and receive sanctuary there.

Meanwhile, the commander of the Pakistani air force threatened to take "appropriate action.' if Indian planes "continue to violate Pakistan's air space," AP reported.

An air force spokesman said Air Marshal A. Rahim khan made the statement in a message to the head of the Indian air force. Rahim claimed an Indian air force Canberra crossed into West Pakistan territory at Bahawalnagar, about four miles inside Pakistan, on Saturday. The area is near the Rajasthan desert where both sides have stepped up troop buildups.

According to the statement the air force chief said India had been violating airspace for some time in East and West Pakistan but "such violations have become more frequent deliberate and provocative."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০০। শান্তির প্রতি হুমকি	ওয়াশিংটন পোস্ট	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, OCTOBER 21, 1971

Editorial

THREAT TO PEACE

It was an appeal rendered grotesque by the twin facts that one side, Pakistan is almost entirely responsible for the threat to the peace, and the United States is a partisan of that side with arms supplies, political support relief and so on. The danger to peace on the subcontinent does not lie in the traditional differences between India and Pakistan, but in Pakistan's policy of exporting an internal political problem-in the form of refugees-into India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০১ সৈন্য প্রত্যাহার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না	ওয়াশিংটন পোস্ট	২১ অক্টোবর, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, OCTOBER 21, 1971

WITHDRAWAL WON'T SETTLE ISSUE: INDIA

Reuter

New Delhi, October 20-India has told the United States that a withdrawal of troops from the India-Pakistan borders will not settle the East Pakistan problem, an official spokesman said here today.

He said that the United States had not made any specific proposals, but that several ideas suggesting a pull back by both countries six miles from the frontier had been floated around.

It was not a question of accepting or rejecting these ideas, he said, but of understanding that the root of the present tension was the East Pakistan issue. This issue, he continued, has to be settled between the military rulers in Islamabad, the Pakistani capital, and the elected leaders of East Pakistan, most of whom were members of the banned Awami League led by the imprisoned Sheikh Mujibur Rahman.

The spokesman said at a press briefing that neither the United States nor the Soviet Union had offered good offices or mediation in the situation.

India expected the international community to put pressure on President Yahya Khan to create conditions which would enable the East Pakistan refugees in India to return, the spokesman said.

If that were not done, he added, than India reserved the right to take necessary action to send them back. But the spokesman reaffirmed that India would do nothing to provoke a war with Pakistan.

Earlier today in a joint communiqué issued after a four day visit by President Tito. India and Yugoslavia warned that the East Pakistan situation was likely to be aggravated if a solution were not soon found.

They had agreed on the need for a political settlement to the problem which was in itself a source of instability and tension, the communiqué said.

Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi had said the unconditional release from prison of Sheikh Mujibur was a prerequisite to a settlement.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০২। দক্ষিণ এশিয়ার বিপর্যয় এড়ানোর পন্থা	নিউজ উইক	২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

NEWS WEEK, OCTOBER 25,1971

AVOIDING DISASTER IN SOUTH ASIA

By William P. Bundy

The sheer horror of the Pakistan reign of terror in East Bengal and of the resulting refugee situation in India has been almost obsessive in recent months. It has, perhaps for others besides myself, drowned out real efforts to think through the future there. But such efforts are vital. For the next three months are absolutely critical: they are, in fact, likely to decide whether the horror can be brought under control and whether the even worse horror of outright war between India and Pakistan can be averted.

But, critical in what ways? And what do we do-"We" being the nations of the world, but above all, the U. S.?

The minimum objective is clear enough. A political situation which will stop and in time, reverse the refugee flow must be one that minimally satisfies the aspirations of the bulk of the people of East Bengal. Whether defined in practical or moral terms, this means at the very least bringing back Sheikh Mujibur Rahman and granting East Pakistan a far higher degree of autonomy than any West Pakistan leader, military or civilian, has yet visualized. Very likely it means an independent Bangladesh in time, but to attempt this at one bite would be to trigger a renewed blood bath, one cannot strike final solutions while passions are as hot as they are now. Time and a reduction of pressures on all three parties-the Pakistan Government, India and the Awami League leaders of East Bengal-are vital elements.

Build Up Of Pressures

The measure of the crisis, however, is that time is mow running against all three primary parties, and the pressures, far from being reduced, are building up. In addition to the trial of Mujibur Rahman himself, at least three fuses are lit and running, anyone of which could explode in the critical three months. One is the distribution of food within East Bengal. A second, closely related, is the peace of activity of the India-supported guerrilla movement there, the Mukti Bahini or Liberation Army.

A third fuse, set for perhaps eight to twelve months, is the economic situation in West Pakistan, which is heavily dependent on foreign aid. Beyond all this, and in the longer run perhaps the most ominous threat of all, is the effect of the crisis on Indian economic development. Mrs. Gandhi's triumphant election last March seemed a last chance for India to get on top of its problems. And renewing India's forward progress is critical to the survival of a united India.

Let us lake the four problems posed by the Bengal situation in order. Barely adequate food supplies-about half of them contributed by the U.S.-are now being delivered in East Bengal. The question is distribution, and whether politics will come ahead of feeding people, either though the West Pakistan military forces not acting fairly or through interference by the guerrillas. Belatedly perhaps, outside nations have done the right things and no one can only pray that widespread famine can be avoided till the new rice crop in late December.

Guerrilla Threat

The same is true of the guerrilla movement. But India's support of the guerrillas and its resulting passionate rejection of U.N. observers in its refugee camps are understandable parts of a policy under which Mrs. Gandhi has so far courageously resisted pressures for outright war. But there is an element here of the same SCHADE FREUDE-that rejoicing in trouble and exploiting it-that Indians themselves so deeply resented from Pakistan when India was beset by China in 1962 and 1963. Moreover, readers of Neville Maxwell's brilliant book describing Indian border actions before that conflict will be aware that Indian military and quasi-military actions can be both tough and well-concealed, and like other people's, take on a momentum of their own. Mrs. Gandhi may not have anything like full control of the guerrillas, nor, indeed do the guerrillas will become progressively more extreme and out of control-and neither can hold back in Part for this very reason.

Thus the East Bengal situation is in large part beyond the reach of further help from outside. If. but only if. both Pakistani and Indian authorities exert a great deal of restraint, the situation may remain barely tolerable.

The real question is whether outside nations can help both nations to act with restraint. In the case of Pakistan, the United States may have retained some leverage by not blocking small-scale military deliveries arranged before March 25. but the price in Indian-American relations has been fearful, and the impact of American efforts to moderate Pakistani behavior has not been visible. (By definition, of course, it cannot be).

The gut issue now is whether economic aid to West Pakistan will continue after the first of the year, when pipeline deliveries of commodity aid run out. Here there is a chance for the U.S. to do two things at once-get away from its exposed position of acting alone and transfer the effort to retain outside leverage in Pakistan to the economic rather than the military sphere. The vehicle would be the World Bank consortium to aid Pakistan and the sign of action a decision by the President to accept the upcoming Congressional ban on military deliveries. But at the same time, the President should override (as the bill permits) the accompanying ban on economic aid- solely to permit necessary commodity aid worked out by the bank. Perhaps the lesser point in all this is leverage on a dug-in-Pakistan Government; the larger one is that two terrible wrongs-the horror in East Bengal and the refugee camps-do not justify a third: economic collapse in West Pakistan.

The accompaniment to such renewed ban on economic aid to West Pakistan would then be a much larger effort than has yet been made to India to overcome the economic

effects of the crisis. This year the refugees will cost India much more than its total net foreign aid; the loss must be made up by additional foreign aid on the order of at least $500 million shared internationally. For without this, India, too cannot act rationally-and may not even for long survive.

In all this I have said nothing of the great-power aspect. For the moment the Soviet Union is exercising restraint while China may be waiting to pick up the pieces of an extremist Bengal. The history of the fighting between India are China shows how conflict in South Asia rebounds to the benefit of the one-sided exploiter of tension rather than to those whose simple aim is to preserve India intact and Pakistan in a form that meets the desire of its peoples.

Hard Alternatives

The real stake is people, and more clearly than in most situations, the extraordinary hard, perhaps impossible, job of peace starts with people. Specifically, Congress must pass rapidly the $ 250 million pending supplemental appropriation for refugee help in both India and Pakistan. Then, as it should have been in tile first place, internationalized on a new and massive scale-first the problem must be by the World Bank groups for both India and Pakistan and then to include much greater constructive contributions from the Soviet Union. If this is pie in the sky, then the alternative is. almost literally, the collapse of South Asia. With all deliberation. I am inclined to think this could be the worst crisis the world, has faced since 1945.

Letters - East Pakistan

The four letters to the editor under the heading "The tragedy of Bengal" (Aug. 23) indicate that some unfortunate misconceptions may have been stimulated by your cover story of August 2.

It is incorrect and unfair to accuse the U.S. of "condoning genocide" or of being "niggardly" in providing humanitarian aid to the victims of the recent events in East Pakistan. The U.S. has, on numerous occasions, expressed its deep concern for the victims of the tragic violence in East Pakistan, and it has taken the lead in response to a call by Secretary-General U Thant for relief to both the refugees in India, and the needy people in East Pakistan. Thus far the United States has committed about one quarter of a billion dollars for such humanitarian relief-far more than all other foreign countries put together-and the Administration has asked Congress for another quarter of a billion dollars.

It is incorrect, as one letter implied, that the U S. has granted generous military aid to West Pakistan: We have not provided any grant aid to Pakistan for any military.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৩। যুদ্ধের সম্ভাবনা	বাল্টিমোর সান	২৬ অক্টোবর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, OCTOBER 26, 1971

CHANCE OF WAR

The chance of war in South Asia arises from a great complexity of factors, two of which are particularly dangerous right now. One is an increased belligerence on the pan of some in India who apparently think war is bound to come at some lime, and so might as well come at a moment when Pakistan is strained, distraught and too weak to fight effectively. The other is that Pakistan, indeed strained, distraught and frustrated, and with its military attention and resources deeply committed to the effort of trying to maintain the suppression of East Pakistan, might resort to war in sheer desperation.

Prime Minister Gandhi is not among the Indian hawks. Her own position remains film, but reasonable. On the eve of her departure on her current trip to western Europe and the United States, to press the Indian case, she caned on her countrymen to keep on exercising the restraint with which so far they had faced, in her word, the "challenge" of the crisis that has developed since last March 25, when the West Pakistani army struck in East Bengal.

Her worries about the role of the United States are obvious. First and foremost is a seeming American attitude of cool impartiality, into which the continued shipment of American arms to Pakistan has somehow been rationalized in Washington. Then there is what India believes to be an underestimation in Washington of the economic and human burden the great wave of refugees from East Bengal has placed upon India; not to mention the political and communal perils the presence of the refugees presents. And it may be also that Mrs. Gandhi is troubled by Washington's gesture of amity toward China, which is Pakistan's principal supporter.

At the simplest, India's position is that the '"challenge," and the crisis, stems directly from one thing, the refugees, and that the problem of the refugees is a direct result of the action of the Pakistan army in March. Without forgetting the complexities of the background to March, this is 'undeniably' so; and it needs to be kept constantly in mind.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৪। বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি	নিউ ইয়র্ক টাইমস	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, OCTOBER 27,1971

PAKISTAN LISTS TOLL OI 78 MORE
IN FIGHTING IN EASTERN REGION

By Ma/colM W. Browne

Special To The New York Times

Karachi, Pakistan, October 26 -Pakistan reported today that her army continued mopping up. "Indian troops and agents" in the Kasba area of Comilla District in East Pakistan and asserted that 78 more bodies of "enemy" personnel had been found.

The latest claim, in a communiqué, brought to 579 the number of the enemy said by Pakistan to have been killed in two days.

The communiqué noting that India had said the Kasba area was under the control of the rebel Bengali forces, reiterated Pakistan's contention that all the territory in East Pakistan was under her control.

Communiqué, which do not mention Pakistani military casualties, use the phrase "Indian agents" to describe the Bengali guerrillas in East Pakistan fighting the Government. "Indian agents" are presumed to include villagers.

Shelling Said to Go On

The Government said that the shelling of border villages continued. While there is no doubt that shells fall on villages in East Pakistan, it is not always clear where they have come from.

There are fairly frequent Pakistani Government reports that the district town of Comilla has been shelled by Indian artillery across the border, but an examination of the damage indicated that the shells had usually come from 2-inch mortars, whose range is not sufficient for firing across the border.

Since military operations against Bengali separatist began in East Pakistan last March, the Pakistan Army has systematically reduced villages and other strong points. There have been artillery barrages and air strikes by American built and Soviet-built jet aircraft.

Monsoon flooding of East Pakistan's vast rice and jute fields has hampered the army Amphibious operations have been helped by 50 light assault boats provided by the United States for cyclone relief and appropriated by the army last March.

The monsoon is nearly ended and Government troops will presumably have greater mobility now.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৫। শান্তির প্রতি নতুন হুমকি	ওয়াশিংটন পোস্ট	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, OCTOBER 27, 1971

BENGAL BATTLE CLAIMS: NEW THREAT TO PEACE

Conflicting Reports Abound In East Pakistan Warfare

By Lee Lescaze

Washington Past Foreign Services

Chhatak, East Pakistan October 26 -One of the longest and largest recent battles of the war in Pakistan was fought around this small border town two weeks ago.

Like many other events during the Pakistan crisis, the Chhatak battel gave rise to conflicting reports from India and Pakistan which, as much as the actual lighting, keep alive the possibility that one nation will believe itself so wronged it will opt for a full- scale war with its neighbor.

Hostility increased between the two nations after the Pakistani army moved in March to crush an independence movement by Bengal is in East Pakistan. Pakistan's western wing is dominated by Punjabis while the majority in East Pakistan, separated from the west by 1,000 miles of India, is Bengali, the same as the neighboring area in India.

During the recent fighting around Chhatak, India's national radio announced that East Bengal guerrillas, called Mukti Bahini, which have received support from India.

A number of Pakistani soldiers listened to the broadcast as they rested in their Chhatak headquarters after the three day battle. One of them, Ltd. Col. Sarfraz Khan Malik, had been killed, the Indian radio said.

The colonel, a blunt man who believes his government is being too lenient with East Pakistan Bengalis was not amused by the Indian broadcast, "Who can believe such liars?" he asked. "It's damn annoying. I had to telephone my wife in West Pakistan just to say that I'm still alive."

Although Pakistani troops still hold Chhatak and the five mites of scrub fields between the town and India's border, the attack does not appear to have been a total failure.

The guerrillas have been concentrating on economic targets throughout East Pakistan. Many rail lines are cut, the army has kept roads open only by rapid It building of blown bridges; power pylons and electric power stations have been sabotaged and fact ones have been burned.

A principal target of the guerrilla attack here was the cement factory-the only one in East Pakistan a region of more than 70 million people. Tile factory is now closed. Roofs of several buildings in the factory grounds have been torn by artillery shells and some of the machinery is damaged. Most important, the factory's 500 workers fled during the attack and it is not certain how many are willing to return.

A factory official insists that the plant will be in operation again within a week. But much of the office furniture stands piled on railway carriages. The managers, he tells a questioner, have decided to move their office to the district capital of Sylhet about 22 miles away.

The official doubts this move will have any effect on the workers confidence, but an army Major is not pleased. "This is very bad. You must stay here," the Major says. There is an uneasy silence and the conversation returns to details of the battle.

Red Tape Expected

The factory is a government industry, another observer points out. There will be reports of the damage and then there will be surveys and then revisions of the reports and requests for spare parts and finally someone will send for a Canadian or a Japanese expert, he predicts, "It will take at least six months".

About 1000 Mukti Bahini took part in the attack on Chhetak. Pakistani officials say. The guerrillas moved across the border at night and took up positions 011 both sides of the Surma River which divides the town from the factory.

At about eight a.m. 011 October 13 Indian artillery opened up and the guerrillas began to move against the small Pakistani garrison. The battle lasted two full days and into the morning of the third with Pakistani reinforcements arriving from the district capital and artillery being rushed up from rear positions until a force of less than 300 men was able to cross the river under fire and push the guerrillas back into India.

Body counts are no more exact here than elsewhere. Col Sarfraz says more than 250 guerillas were killed. A high-ranking officer puts the figure at more than 150 while a third military source reports that about 100 attackers died. An agree that fewer than 10 Pakistani soldiers were killed.

Pakistani Charges

Calculations from the known range of India's British-made field guns, the Pakistani command is convinced that Indian artillery moved about 1,000 yards into Pakistani territory during the Chhatak battle. They also charge that Indian soldiers moved 5,000 years across the border to direct guerillas movements and provide mortar fire for the attackers.

Local villagers saw the Indians well within Pakistan's territory, the officers say. They believe that India's strategy is to use guerrillas at the frontline of assault in attempt to seize and held pockets of Pakistan, if any such attack is successful, the commanders explain. Indian army units will move into tile pocket and once again provide close support for a second guerrilla push deeper into Pakistan.

By staying in the rear and only providing covering fire and logistical help, the Indians avoid being captured or killed and, thus Pakistan cannot exhibit proof of intrusions, tile officers say.

Whether the officers' accusations are true or not, they are a small part of the war on nerves India and Pakistan are conducting along their borders and in their capitals.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৬। যুদ্ধের আলামত	নিউজ উইক	১ নভেম্বর, ১৯৭১

NEWS WEEK, NOVEMBER 1.1971

'THE SMELL OF WAR'

Across the desolate Punjabi plains of West Pakistan, columns of rumbling tanks kicked up billowing dust clouds. And a thousand miles away, along the marshy India East Pakistan border, the night lime silence was shattered by the roar of artillery. In hundreds of India's cities and villages, reservists were mobilized and air force pilots were put on a two-minute alert, while throughout Pakistan thousands of "Crush India" stickers were plastered onto cars and houses. Everywhere in the subcontinent last week, the machinery of war was being set in motion. And though alarmed diplomats in Moscow, London and Washington tried to find a formula for averting a pointless conflict between India and Pakistan, the two antagonistic governments kept playing their increasingly menacing game. "The smell of war is in the air," said a high ranking Indian official, And indeed it was.

Almost daily the movements of troops, tanks and heavy weapons increased until the armies of the two countries were almost gun barrel to gun barrel. Along India's border with West Pakistan, fifteen Indian divisions stood counterpoised against thirteen Pakistani divisions. Indian volunteer forces in border villages were quickly called on guard duty. In Kashmir, where Western intelligence sources said the Pakistanis were already infiltrating armed agents by the hundreds, two divisions were hurriedly dispatched to reinforce Indian positions. And in the east, an army of nearly 80,000' Pakistanis lined up against an Indian force of equal size "All it would take." said one diplomat in New Delhi, "is one phone call and there would be a war."

The deliberate choice of war would be nothing new in the subcontinent. As recently as 1965, India and Pakistan fought a stalemated, 22-day battle for control of Kashmir. But while the two nations were of more or less equal military strength at that time, India now holds most of the trump cards. Although Pakistan's fleet of 60 sophisticated Mirage jets has a greater range than India's jets, India-due largely to a tremendous infusion of Soviet arms-has twice as many bombers and more than twice as many tanks Moreover, New Delhi canfield 900000 solders to Pakistan's 450.000. This statistical imbalance has led Indian official to muse of quick victories and permanent conquest. Said Indian Defense Minister Jagjivan Ram: "if war is thrust upon us, our forces will march forward and occupy their cities. And this time we will not move from our occupied territory come what may."

The biggest advantage to India, however, is that most Pakistani troops are already fled down fighting the so-called Mukti Bahini guerrillas in East Pakistan. Since President Mohammed Yahya Khan launched an extermination campaign last April against the insurgent Bangladesh state-eventually forcing more than 9 million refugees to flood into India-the Bengali guerrillas have built up a force of 50,000 men. Training largely in

India, where sympathy for the rebels funs high, the guerrillas have been highly successful in harassing government troops. And many Western analysts feel that the rebels' success is likely to continue. "Yahya does not have enough troops there now to curb the guerrillas." said one observer. "And he can't add more without perilously weakening the very frontiers where the Indians are massed."

Escape

The fear in most capitals, however, is that both India and Pakistan may become so entrapped in belligerence that war will be the only way out. To head off that prospect, British diplomats approached Indian and Pakistani representatives at the. United Nations while the Soviet Union announced that a delegation led by Deputy Foreign Minister "Nikolai Firyubin would fly to India for special talks. And in Washington, the Nixon Administration endorsed Yahya Khan's proposal that the two sides pull their forces back from the borders. India, however, was having none of that. Dismissing Yahya's offer as nothing but a play. Indian Prime Minister Indira Gandhi insisted, "You cannot shake hands with a clenched fist."

Despite the lack of visible progress in quieting the tensions, many diplomats professed to sec some hopeful signs that war could be avoided - at least during the next few weeks. To begin with, Mrs. Gandhi did not change her plans to leave early this week on a six-nation tour. As one U.S. official noted, "It would seem unlikely the Indian Army would launch an attack in her absence." That left, of course, the possibility that Pakistan might fire the opening salvo. But U.S. officials thought that too was unlikely. "It would be a. manifestation of madness," said one Washington observer. "They have everything to lose." Still relations between Hindu India and Moslem Pakistan have never been characterized by an excess of rationality. And for that reason, no one was willing to foreclose the possibility of fighting. "Logic tells you there shouldn't be a war," said one diplomat in New Delhi. "But you have to throw logic out the window when you talk about India and Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৭। বাংলার যুদ্ধ	বাল্টিমোর সান	২ নভেম্বর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, NOVEMBER 2, 1971

BENGAL FIGHTING REPORTED

INDIAN TROOPS TRY TO SILENCE PAKISTANI GUNS

By Prim Sabharwal

New Delhi Bureau of The Sun

New Delhi-In the first major incident involving regular troops. Indian forces have struck at Pakistani artillery that was firing across the Bengal border, a spokesman reported here last night.

Early this morning heavy air activity involving both planes; and helicopters was heard over New Delhi. A major military airfield is just outside the city. The craft appeared to be flying north.

There was no indication whether the fights were connected with the "counteraction" Sun day night and yesterday morning near Kamalpur, a small town on the eastern frontier of East Pakistan.

Refused to comment

Sources here speculated that the planes might be headed for the western border, where Pakistan has threatened to act if Indian troops attacked in the east. A Defense Ministry spokesman refused to comment on the air activity.

In another development, the central government took over the administration of Tripura, the small states that forms a salient into East Pakistan from the east and has been the scene of much fighting involving Pakistani forces and Bengali guerrillas supported from India.

The Indian spokesman said Pakistani artillery had been shelling Kamalpur 4 miles inside India, for eleven days. He did not say whether Indian forces had crossed the border but did say no aircraft were involved.

Reliable sources said the Pakistanis had sustained heavy casualties, but no details were available.

While it did not refer to the Kamalpur action, Radio Pakistan said "India troops and their supporters"-the latter phrase being Pakistan's term for the Bengali rebels-had tried to intrude into East Pakistan under cover of an Indian artillery barrage.

The radio reported action in Sylhet district, part of which adjoins Tripura, and in Rajshahi and Dinajpur districts in the northern and northwestern parts of East Pakistan. It said 72 Indians and Bengalis were killed and 39 injured in all the incidents.

Violation of agreements

The Indian statement was pointedly prefaced with a reference to the remark by Prime Minister, Indira Gandhi in London Sunday night that "the situation is worsening and the crisis is becoming more acute."

Both Indian and Pakistani troops are massed along the eastern and western, frontiers in violation of agreements made after the. short 1965 war that they would remain several miles behind the frontier.

India is pressing Pakistan to resolve the civil strife in East Pakistan and to take back the more than 9 million refugees who have fled since the Pakistani Army moved to crush the Bengali separatists last March.

Pakistan has threatened to retaliate-perhaps on the western frontier where its relative position is better—if India continues to support the Bengali guerrillas. Some guerrilla units are said to be operating from sanctuaries in India.

Thus far there have been few incidents 011 the western border where guerrilla intrusions from Pakistan into Kashmir gradually led to a three week war between the two nations in 1965.

A Pakistani aircraft flew over Srinagar, capital of "Kashmir, for the second time in two day yesterday, but was repelled by antiaircraft fire.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৮। বিদেশী সাহায্যের নতুন দিক	নিউ ইয়র্ক টাইমস	২ নভেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES. NOVEMBER 2, 1971

NEW DIRECTIONS IN FOREIGN AID

It is evident from reports emanating from yesterday closed-door meeting of the Foreign Relations Committee that members are having second thoughts on the Senate's rash vote to kill the foreign aid authorization bill. But it is equally apparent that there is nothing approaching agreement on the new directions foreign' aid must take in order to muster adequate support in the Congress.

Senator Fulbright and others are talking in terms of stopgap legislation that would emphasize humanitarian programs, particularly those administered by international institutions, and greatly reduce the military component of aid which accounts for more than half of the Administration's foreign assistance package. There is merit in this approach but it is doubtful whether a bill tailored to Mr. Fulbright's exacting requirements could, command a Majority at this time, especially in view of the support the Administration was able to rally behind its military proposals before Friday's final negative vote.

It would be equally unrealistic for the Administration to try now to ram the foreign aid bill through the Senate in anything like its present form. Although it was not the only factor by any means, an important component of the Administration's defeat on the aid bill was Congressional and national disillusionment with Presidential policies involving heavy military support for authoritarian governments, particularly in Southeast Asia. Unless there is some revision of these policies and of the aid requests that arc designed to support them, there is little hope for rebuilding a Congressional consensus in support of a broad foreign assistance program, even with the sweeping reorganization proposed last year by the Peterson Commission.

In reconsidering foreign aid, it would be helpful if both Congress and the Administration disabused themselves of a myth that has been irresponsibly fostered lately by both the President and some of A.I.D.'s Congressional critics-the notion that the United States is bearing more

A period of hard bargaining is ahead in which both the President and his Congressional critics will have to make concessions. In the meantime, to prevent a national disgrace from turning into an international disaster, it is essential that Congress act promptly to keep the foreign aid machinery intact through another continuing resolution, extending the aid program at current levels beyond the November 15 expiration date In view of the depth of current disagreements, such an extension should allow at least ninety days for tempers to cool and for thoughtful reappraisal.

There is also need for prompt action to provide supplemental funds, as already requested by the Administration, to help care for the nine million or more Pakistani

refugees. There surely can be no quarrel over this urgent humanitarian need, than its share of the international development burden rightly assumed by the "have" nations for - sharing with the "have-nots."

Although the United States is still the largest contributor in absolute terms to overseas development programs, the United States contribution measured in terms of ability to pay-aid as a percentage of gross national product-ranks twelfth among the sixteen aid donor nations. There is no place for pride or self-pity in this performance.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০৯। পূর্ব-পাকিস্তানের উপুনর্বাচন	নিউ ইয়র্ক টাইমস	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 3, 1971

PAKISTAN BARS 53 ELECTION CONTESTS

By, Malcolm Brown

The Pakistani Government announced today (November 2) that 53 of the national Assembly seats taken away from members of the outlawed Awami League in East Pakistan would be filled without contest.

The announcement, which was regarded here (Dacca) as a severe blow to Bengali hopes for representative government in East Pakistan, means that only 25 vacated seats would be contested in special by elections next month. All candidates for these seats have been carefully screened by the Government.

The National Assembly, which has 313 members, was elected December 7 and charged with the task of writing a constitution to return Pakistan to civilian rule.

Session Postponed

But when the military Government headed by President Agha Mohmmad Yahya Khan postponed its first session in March, protect strikes were begun by the Awami League, which had won a commanding majority -167 of the 313 seats-on a platform of regional autonomy. The Pakistani Army's military action in East Pakistan began at the end of March, and the League was outlawed.

When President Yahya Khan announced later that the National Assembly would eventually be convened, 78 of the 167 Awami League members who had been elected last December were declared ousted on the ground that they had committed crimes against the State.

A seat won by Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League, was to be held in escrow pending results of his trial on treason charges. The 88 remaining members-elect were told they would be permitted to take their seats as independents or as members of parties other than the banned Awami League.

Session Set for December 27

President Yahya Khan announced on October 12 that the Assembly would meet December 27 and that he would turn over power to a new central government soon after. He said that within 80 days of such a transfer of power, the Assembly could propose amendments to a constitution that was being prepared under the President's direction.

Members of the Bengali groups opposing the Pakistani military Government have denounced the forthcoming by-elections and the scheduled convening of the Assembly as a fraud and a betrayal of hopes engendered by the elections of last December.

Dr. A. M. Malik, a civilian appointed by the army as interim Governor of East Pakistan, said in a recent interview that "the by-elections have many imperfections, but they are certainly better than nothing.’’

All politicians subscribing to the views of the Awami League have been barred from the by-elections and other potential opposition candidates have been prohibited access to the Government-controlled press.

Government Backs Rightists

The Government has backed candidates from minor right-wing groups with strongly religious and pro-Government tendencies. These parties generally chose to pool their candidates.

The party getting the biggest bloc of seats from the 53 being filled without contest is the Jamaat-e-lslami, also known as the Moslem Orthodox party. This extremely right- wing group, it was reported today, is to get 14 seats.

It has no appreciable political following in East Pakistan and won no seats in the December elections.

The Government has asked the 88 members-elect from East Pakistan who were not barred from their Assembly seats to prepare to take seats. However, most of them have lied to India or have joined the Bengali guerrilla underground.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১০। যুদ্ধ অত্যাসন্ন	নিউজ উইক	৮ নভেম্বর, ১৯৭১

NEWSWEEK, NOVEMBERS, 1971

WAR WAITING TO HAPPEN

In their 24 years as independent nations, India and Pakistan have shown a boundless capacity for squabbling with each other. They have argued endlessly over Kashmir and bit of Westland called the Rann of Katch, and six years ago they plunged into a brief but bloody war. "These two countries" remarked one Western diplomat, "have hardly ever been genuinely at peace". And certainly they were not last week. Along 3.000 miles of border, Indian and Pakistani troops massed in menacing formations. Most observers felt that the current travels of Prime Minister Indira Gandhi, who is due in the U.S. this week ruled out the likelihood that India would go to war for the moment. But there remained the ominous feeling in both nations that, sooner or later, they would stumble into conflict.

Certainly, announcement, emanating from Pakistan did nothing to cool emotions. Indicating that Indians for unprovoked artillery and mortar attacks that, allegedly took the lives of some 150 civilians in East Pakistan. The Government of Pakistan (Mohd. Yahya Khan) maintained that its forces had killed nearly 600 "Indian troops and agents" in two days. But observers noted that many of the shells blamed for the civilian deaths came from 2 inch mortars, short range guns that could not have been fired from India. And they further pointed out that Pakistan uses the terms "Indian Agents" to refer to the Bengali rebels in East Pakistan who have been fighting the Government since April. In India, the claims were much more modest; New Delhi cited one direct clash with Pakistan attackers and a mortar barrage that killed six civilians. "Personally" said one American observer in India, "I think Pakistan's reports are basically designed to bolster morale at home to stir up war frenzy."

In much of Pakistan, that seemed unnecessary. Newspapers creamed with headlines such as CONCERTED DELHI BID TO UNDO PAKISTAN and CRUSH INDIA. Stickers were slapped on Honda motor-cycle seat; and even the blinders of horses pulling hansom cabs. "India is playing with fire and she will get burned." a Pakistani Air Force officer told News Week's senior editor Araaud de Borchgrave. "This time we will take a major chunk of her territory." But other voices, including that of President Yahya himself, were less than enthusiastic about going to war. And near Pakistan's Western border with India flag waving was rare, for there, nine Pakistani divisions were overwhelmingly out manned by opposing Indian forces. Last week News Week's Maynard Parker visited India's border forces and found a mood of confidence, almost anticipation.

Parker's Report

Swathed in the smoky sunlight Autumn, the Punjab is magnificent wild golden country, while peasants cut the last of the wheat, lime and turquoise birds shimmer in the sky like tiny jewels. But the atmosphere is not exclusively one of pastoral tranquility. For

the land bristles with Indian soldiers-turbaned Sikhs, lowering Punjabis, dark-skinned wiry Gurkhas-and it is a land wearing the menacing mask of wartime camouflage. Near Amritsar, the largest Indian town near the border with Pakistan, a stack of hay suddenly Starts to move, giving away the fact, it is a disguised tank, and a glance behind a mud barrier reveals a 106 m.m antitank gun and its crew. Soldiers in civilian clothes prowl the border looking for infiltrators, and every bridge worthy of name is equipped with dynamite charges in case it must be blown up to stop advancing Pakistanis. "War is coming for sure," a Sikh sergeant said matter-of-factly. "We just don't know when."

The Indians not only are convinced they will have a war they are aggressively confident they will win it and cripple Pakistan into the bargain. "This time there will be no stopping us the border," one Major told me "The Pakistanis might be able to take the offensive in one place, but we would take it in five. And this time we will stay. It would mean the end for them," To carry their message that the people of the Punjab will be safe, the Indian army has ringed important border towns in Steel, massing scores of tank" on their outskirts. And teams of drumbeating soldiers march along country roads and into village squares repeating their belligerent boast; "All the fighting will be done in Pakistan. Not a single shell will fall here."

Communication

Yet. bellicose as the Indians are the border itself is be musingly peaceful. At the crossing point near Ferozpore, a squad of Pakistan frontier ranger's jokes with the Indian guards, and when no officers are looking, the Indians trade the Pakistanis sugar for cigarettes. Border traffic-whether refugees seeking asylum or trucks loaded with pomegranates proceeds as usual, and the Indian customs inspector complains that the young Pakistani immigrants "are only interested in hashish" But the communication between these would-be enemies is not all furtive or commercial. Major Diljit Singh, Deputy Commander of the Indian Border Security Forces, meets Pakistanis regularly at the border and openly has tea with them. "They tell me. Sahib, we don't want war," Singh said. Let them fight in East Pakistan. Let us not have war here." That wish, however, may not be granted. "War is, inevitable," said a seasoned Western diplomat in New Delhi. "It is only a matter of time."

A Talk With Pakistan's President Yahya Khan

With his country in the midst of one crisis-the guerrilla rebellion in East Pakistan-and on the verge of another-war with India-Pakistan's President Mohammad, Yahya Khan gave an interview last week to Newsweek's senior editor Arnaud de Borchgrave. In their conversation. President Yahya spelled out his position on some of the crucial issues facing his country and India. Below, excerpts from Yahya's remarks:

On The Likelihood Of War

I have no reason to tell you war is not imminent because it is. The Indians are already at war with us, and the only reason there is no general confrontation is that we are not hitting back. We are still exercising maximum restraint despite growing provocation. The

Indians are lobbing from 150 to 3,000 artillery and mortar shells across East Pakistan borders every 24…….. hours The East Pakistani Guerrillas) are 'destroying-bridges. electric pylons, even a food ship the other day. The Indians have set up 23 guerrilla training camps...Civil populations have been evacuated from their border areas, their Defense Minister is threatening us every day…...If the Indians escalate with a view to capturing territory and installing a pupped Bangladesh regime, that will be war.

On Indian's Military Advantages

How can our army fight and win against an (Indian) army that is five times its size? It would be military lunacy for me to take them on. But if we are attacked, we will fight back. (The Indian) have a big war machine that is self-sufficient in many respects. If they can lob over 3000 shells in a day, that means they have plenty of ammunition on hand. It's a luxury to our army cannot afford.

On Chinese Aid To Pakistan

The Chinese will not tolerate an attack on Pakistan. We will get all the weapons and ammunition we need, (every assistance) short of physical intervention. We gel some things, free and pay for others. But Chinese terms are so easy 25-ycar credit, interest free. Last year when I was in Peking I negotiated 200 million worth of economic aid for our Five-Year Plan with no interest.

On Negotiations

I don't want to escalate. I'm doing my best to defuse the situation. I have repeatedly accepted U Thant's proposals for International Observers to observe anything they wish, including how we are resettling refugees who come back (to East Pakistan) I cannot accept the figures that there are 9 million East Pakistani-even it will not be 4 million after impartial observers, through counting. Whatever, the figure, I will accept anyone who left after March as a Pakistani national and take him back. This can only be controlled by the United Nations.

On The Future Of Bangladesh

No one ever treated the Bengalis fairly. We too have made mistake and by "we" I also mean East Pakistanis who have been our presidents and premiers since independence. East Pakistan was down and out, and we did not pay sufficient attention to its development. We are now trying to make up for last time. The new constitution will be promulgated on December 20. They are 1,000 miles away so it is only normal that they enjoy maximum autonomy and handle their own affairs. That means everything except defense, foreign affairs and taxation.

On Sheikh Mujibur Rahman

Many people might not believe me, but I think if he (Mujib, the Bengali leader currently on trial for treason) went back (to East Pakistan) he would be killed by his own people who hold him responsible for all the suffering. In any case, it is an academic

question. He had been discussing internal autonomy with me for two years and went back on his world. He organized and led an armed rebellion against the state. There was no alternative but to suppress the rebellion. Any other government would have done the same thing. How can I now call that man back and negotiate with him? He is charged with waging war against the state and subverting the loyalty of the army. He is being defended by A.K. Brohi who is the best and most respected lawyer in the country. Brohi would not have taken the case if he thought there was going to be any hanky-panky in the military court. I did not shoot Mujib first and try him later as some government are prone to do....I cannot release him on a whim. It's one hell of a responsibility. But if the nation demands his release, I will do it.

On An Independent Bangladesh

The worst losers will be the Indians themselves. East Bengal and. Assam will soon join in. and that will be the beginning of the breakup of the Indian Union itself. I hope to God this women (Mrs. Gandhi) understands.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১১। সন্ত্রাস পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র পরিস্থিতি	বাল্টিমোর সান	১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, NOVEMBER 13, 1971

FEAR, THE ONLY LAW IN EAST PAKISTAN

A young jute-mill superintendent told how he fled his village only hours before, after an Army visit in which the village was burned and a young college graduate was killed. He did not know why the army came.

Further down the road, six villages had been burned and some of occupants killed in reprisal for a guerrilla ambush.

Asked if these incidents could be the fault of the Mukti Bahini. the mill superintendent and a primary school teacher who had joined the discussion responded as if personally insulted.

"Nay, sir, nay, nay," they said "Pak Bahini ! [Pakistani army] Pak Bahini ! Pak Bahini!"

The mill superintendent said he fled because the Army is killing all educated Bengalis in a drive to strip the province of its natural leaders. The teacher agreed.

So do diplomats in Dacca, some of whom are collecting evidence that constitutes persuasive argument that the Army has systematically hunted down professors, doctors, lawyers, students and other educated Bengalis and killed or jailed them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১২। পরাজয়োন্মুখ যুদ্ধ	নিউজ উইক	১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

NEWSWEEK, NOVEMBER 15, 1971

THK SUB-CONTINENT: A LOSING BATTLE

State occasions are usually made up of platitudes and pleasantries. And when President Nixon greeted India's Prime Minister, Indira Gandhi, on the south lawn of the White House last week, he tried to follow the formula, even to the point of expounding on Washington's balmy weather. But Mrs. Gandhi was having none of it. Alluding to Pakistan's repression of its Bengali minority-and the resultant flood of 6 million refugees into India - she told Mr. Nixon that her country was facing "a man-made tragedy of vast proportions." And with India and Pakistan poised on the edge of war, she added. "I have come here looking for a deeper understanding of the situation in our part of the world." But Mrs. Gandhi's search apparently proved fruitless. For the President and the Prime Minster failed to agree on a way to end the crisis between India and Pakistan-or even how to repair the strained relations between 'Washington and New Delhi.

From the beginning, Mrs. Gandhi hoped to persuade Mr. Nixon to put pressure on Pakistan to slop its campaign to crush the Bengali independence movement. As she has done in the past, she argued that only America-which still sends arms to Pakistan and never openly censured Pakistan for its policy toward the Bengalis-has enough influence on the Islamabad government to bring an end to the crisis. But the American response to Mrs. Gandhi, as White House spokesman Ronald Zieglber described it. "didn't break much new ground." And the present U.S. policy of urging India to pull back its troops from the Pakistani borders and lo accept international mediation in the dispute cut little ice with Mrs. Gandhi. "Our people cannot understand." she said in a blunt toast at a White House dinner, "how it is that we who are the victims should be equated with those whose action caused the tragedy.

It was. in all, a bitter week for the Indian leader. For even as her mission to America ran aground on the rocks of indifference, the death toll in her homeland rose tragically in the aftermath of a massive cyclone and tidal wave. More than 10.000 people died when the winds and water mauled the low-lying coastline of the Bay of Bengal in the state of Orissa. And officials feared that the destruction of rice crops and the poisoning of river water by dead bodies would drive the toll even higher.

Ail Unwinnable War

The tragedy along the Bay of Bengal could hardly have come at a worse time for India. For its fragile economy is now near collapse as a result of the burden of caring for the Pakistani refugees. And it faces the threat of a two-front war with an increasingly- restless Pakistani Army. Although the majority of India's troops are massed in the west, the outbreak of conflict is more likely to begin to the east. To assess the military situation in that sector, News week's Senior Editor Amaud de Borchgrave flew last week to East Pakistan and cabled the following report:

"Go anywhere you wanu see for yourself" Pakistan's President Mohammed Yahya Khan told me. And there was no better place to see how close India and Pakistan might be to war than the border area near Camilla in East Pakistan. I boarded a two-car military supply train headed for Pakistani headquarters. And although there was the danger of Indian artillery fire, an army Colonel said reassuring, "They're lousy shots." Huddled behind a protective brick wall inside what once was the second-class compartment, I nervously made the trip. We were rattling along, running parallel to the border when the train was flagged down; recoilless rifles were peppering the tracks in front us. There was nothing to do but walk to the nearest command post. A tall Punjabi sergeant fingered his red beard and said, "It's just a mile up the track,"

That one mile turned out to be seven. Mortar shells constantly splashed into the muddy paddy fields alongside the tracks and rifle bullets slammed into the steep railroad embankment. But the paddy water absorbed the mortar fragments, the Indian riflemen were indeed "lousy shots," and three hours later 1 safely reached the headquarters of Delta Company of the 30th Punjabi Battalion. Bullets kept thudding into the trunks of palm and date trees and ripping through the foliage of the banana groves. The company commander's batman had just been killed while he was saying evening prayers. And the 150 men assigned to defend 9 miles of frontier had been suffering through war's repetitious frustration: continual artillery barrages from the Indians, continual harassment from the Mukti Bahini guerrillas (the Bengali rebels fighting for an autonomous East Pakistan).

However, dangerous or nerve-racking India's artillery barrages may be to the frontline soldiers, the attacks did not seem to border the Pakistani commanders. "We can take it," Brig. M.H. Alif remarked casually. "We are not afraid. Let the Indians waste a lot of ammo; attrition will hurl them more than it will hurt us." The tall 43 year old Punjabi officer, a field-hockey star on four Pakistani Olympic teams, was fresh off the tennis court and his attention was focused not so much on the border troubles as on sport. Pakistan's hockey team had just won the world championship (India finished third) and Atif found significance in the event. "Your victory over India," he cabled the hockey team, morale-raising and considered a good omen out here. Proud of you." And he told me. "India has five times as many hockey players as Pakistan and we still beat them." His point was inescapable: Pakistan even though outnumbered militarily 5 to 1. would defeat India in a war as it did in a hockey tournament.

Such thinking lays bare the fact that the Pakistani Army has only the dimmest notion of guerrilla warfare. For while the soldiers were clustered on the border, the Mukti Bahini seemed to have the run of East Pakistan. The government has attempted to combat the insurgents with "razakars," local teen-age hoodlums raised to the status of a paramilitary force. But the razakars harm the government cause more than they help it. "They think they are God because they have guns," one villager told me. They tell the people they have blanket power from the army "to make life hell" for the rebels, but they are as apt to terrorise a man who refuses to give them food or a girl who resists their lewd advances. Several times my car was stopped by two or three razakars at makeshift bridges-once with the barrel of a gun poking through the window. I was asked to pay a "toll." Such

tactics when applied against the populace, have turned most Bengalis into Mukti Bahini supporters: when I asked people whether they wanted to remain part of Pakistan or create a new state of Bangladesh, almost all answered, "Bangladesh."

Even some unlikely people expressed hope for an autonomous Bangladesh. At a ferry crossing on the outskirts of the capital city of Dacca, 1 asked a young man who worked for the government what he thought would be best for the people. "I am not allowed to say," he replied at first. But reassured that he would not be named, lie mumbled in a low voice, "Bangladesh should be independent, of course. All of us feel that way." And seemingly thousands do. For while green and white Pakistani flags flutter over even the most wretched huts, and peasants everywhere make a point of wearing sarongs and shirts in the national colors, several people whispered to me that they did so only to deceive the razakars into thinking they favored the government.

Like the Americans in South Vietnam, the Pakistani command seems dangerously unaware of the real sentiments and loyalties of the population. The official insistence that all was going well was reflected in the remarks of Gen. A. A. K. Niazi, the eastern sector commander. The rebels were no serious problem-"we have the razakars to take care of them" the shelling from India's troops massed just across the border was not a great threat -"My men are not worried; as long as they are in their bunkers, they can relax, even play cards." And as for the report that Mukti Bahini leaders were calling on Bengalis to take their fight, into the streets of Dacca, Niazi insisted that he would relish such a move. "I wish they would do it." he told me, "My tanks are only a few miles from the city." Then, referring to the repression of the Bengalis revolt last March, he added, "They saw then what we can do and we will do it again if need be."

What the genera) does not seem to appreciate is the steady deterioration of internal security and the degree of organisation of the Mukti Bahini. By last week, the government had lost control of 25 per cent of the police stations in East Pakistan. A number of distinct commissioners are tacitly co-operating with the guerrillas and much of the area north of Dacca itself is controlled outright by the Mukti Bahini. 1 personally was contacted by a Mukti Bahini representative within 30 minutes of checking into my hotel in Dacca-despite tight Police security. The rebels have established a disciplined network carefully organized into teams-some assigned to collect taxes and organise bank robberies others designated as saboteurs, still others coldly earmarked to be assassins.

The harsh truth about Bengali resistance are being concealed not only from the area's civil governor, A. M. Malik, but from President Yahya himself. They are both convinced that the Pakistani Army is effectively and honorably fighting the guerrillas. Yet highly knowledgeable foreign observer accuses the soldiers of atrocities. Ostensibly in pursuit of a rebels, army troops recently surrounded the village of Demora (where the Mukti Bahini had never been), raped all the women between 12 and 35 and shot all the men older than 12. Only days later, Pakistani gunboats swept up the river at Chalna, sinking fishing boats and shooting the fishermen as they swam for safety. All this accomplishes to make resistance in East Pakistan more extreme, more dedicated than ever. The majority of the people are already anxious to break away from Pakistan, while army commanders-

despite their public bravado-are beginning to realize that they are trapped in an unwinnable guerrilla War.

A Talk With Indira's Prime Minister Gandhi

Two week ago, Newsweek’s Arnaud de Borchgrave interviewed Pakistan's President Mohammed Yahya Khan. Last week, with Pakistan and India still teetering on the verge of war. Indian Prime Minister Indira Gandhi gave an exclusive interview to Newsweek's Foreign Editor Edward Klein. Below, excerpt:

On War With Pakistan

For a long time, even though there were very provocative and threatening actions and speeches by the President of Pakistan, India did not do anything. Now, when we feel that we are being threatened, we simply can't leave our border undefended. I don't know any country in the world that would say, "We leave our border undefended".... What should we do when this is happening on our border? Do we just sit quietly and say. "Do whatever you like even if its consequences to us arc so great"? ....This I would say: by and large the Indian people don't want war. We do have vocal elements who have been wanting war. But we don't have among the people an anti-Pakistan movement as Pakistan has a hate-India movement   I sincerely hope that there will not be a war and 1 am doing everything possible to keep it from happening.... The threat of war is considerably less since we moved our troops to the border of West Pakistan. But. of course, as the situation heals up in the east, that is where the threat is. We feel every day the danger to eastern India is increasing.

On Supporting The Bengalis

Only when, the refugees started coming can you say that India had a hand in the Pakistan crisis. Only after all the Pakistan Army terror can you say, "Well may be some of the guerrillas do come over from India".... Some of the training may be taking place on our side, but certainly not all of it. Even now the guerrillas are not dependent on India. As you know, the majority of the guerrillas are the paramilitary forces of East Bengal. . . . And they're the ones who are training new people. . . . What the Bengalis consider to be the spirit of their people has been very deeply wounded. And while that spirit is there, the Pakistani Army will have to kill all the 75 million people in East Bengal before they can have control over them. . . . India can only prevent such a massacre in small indirect ways. And I have absolutely no hesitation in saying that if I were placed in a situation like the Bengalis, I certainly would fight. After all. we did fight the British and we have encouraged independence struggles all over the world.

On The Bengali Refugees

Taking care of the refugees means cutting a lot of our programs, it means a certain austerity in living, cutting government spending and reorienting various schemes and programs. It is indeed a very, very heavy burden. I don't think it will cripple our economy, we won't go under with it but the major danger is not this burden, which is

heavy enough. It is the social and political tensions which are growing out of this problem. And we feel that there is even a very real threat to our security.

On The Breakup of Pakistan

I don't think any country in its right mind would want its neighbor to disintegrate. We have enough problems of our own without having a weak neighbor, it's not a healthy situation.. (But) it is our assessment that East Bengal cannot remain untied with Pakistan ever again in the same way it has been.

On Soviet Aid To India

I've never asked for help at any age. Not even as a small child did I ask any person, "will you do this for me or will you give me this." I have not asked the Soviet Union for help. I have explained to them as I have to other countries what the situation is. Now, it is up to the Soviet Union-and other countries-to decide; is the stability of India important to our region or not?.. We certainly welcome help from whatever quarter it will come. We welcome sympathy. But I have always stood on my own two feet and I want India always to stand on its feet. We don't want to be depended on any country in the world

On Yahya Khan

He is one man who could not get elected in his own country if there were a fail-election. I would say he would not even get elected in his province if there were a fair election...Asked to reply to a statement by President Yahya in last week's Newsweek interview, Mrs. Gandhi noted that Yahya had referred to her as "that woman." That woman! I'm not concerned with the remark but it shows the mentality of the person. I mean, how well has he judged his own capacity to deal with East Pakistan? If he can't judge a very small section of what was his own country, what weight has his judgment on India? What does he know about it? It's a world which is quite outside his ken.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৩। পাকসেনা আক্রমণের পর একটি শহর	নিউইয়র্ক টাইমস	১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 17. 1971

EAST PAKISTAN TOWN AFTER RAID BY ARMY

Fire and Destruction

A task force of West Pakistani troops visited this town Shckhamagar, East Pakistan, population of 8.000 on October 27 and destroyed it.

Apparently informed-mistakenly, according to residents - that a guerrilla group was here, the army attacked without warning in motor launches. Toward the end of the 20- mile trip from Dacca the launches' engines alerted Shekhamagar's population, most of which fled into nearby ponds, canals and paddy fields.

Shooting into houses and huts as they advanced, the troops set fire to nearly every building. Surviving residents pointed to the fresh graves where 19 villagers were buried.

The concrete schoolhouse was stripped of its furniture and doors, which the troops burned to cook their evening meal, and a rice mill was destroyed. The village's stock of freshly harvested rice was burned for the most part, and some 3CK) cows and sheep were slaughtered.

A large quantity of wheat that villagers said had been sent under a United States laid program was reportedly loaded into the boats by the troops.

A warehouse filled with bags of phosphate fertilizer was burned and most of the bags were destroyed.

Several buildings belonging to the mosque were bumed down and the Hindu temple- there are about 400 Hindus in the community-was burned and sacked, and its idols were smashed by gunfire.

Even the local post office was sacked, and the villagers say the troops took away its stock of stamps and money.

"Do you see this ?" a villager said,' They even destroyed our fruit. Banana trees like these take a long time to grow, and the soldiers heaped up burning straw around them and destroyed them."

Another man, stifling tears, told this correspondent: "You Americans with your aid, you know who you helped with your wheat and oil and medicine ? You help only Yahya's murderers."

A foreign official, hearing of the fate of Shekharnagar, commented: "It certainly seems that in cases like this the Pakistan army and outside nations trying to provide humanitarian relief are working at cross-purposes. We bring food and fertilizer in and the army seizes or burns them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৪। যুদ্ধ না শান্তি	নিউজ উইক	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

NEWSWEEK, NOVEMBER 22, 1971

INDIA PAKISTAN-PEACE OR WAR?

The Washington consensus on whether the border fighting between India and Pakistan will explode into war puts the odds at "better than 50:50" for all-out conflict.

Even the calendar looks ominous. The monsoons have ended and snow (which could keep Pakistan's Chinese allies from lending a hand) starts in mid-December. The timetable, U.S. experts say, is right for fighting in West Pakistan where most of the Pakistani Army is based.

The military outlook favors India, even if all of Delhi's claims do not prove out. The dramatic call-up of 700,000 reserves last week, for instance, will probably produce only 50.0(H) combat-ready men. Nonetheless. India's army outnumbers Pakistan's by 3 to I. and its air force-a failure in the 1965 fighting-is both larger and far better equipped. The Indian fly Soviet attack bombers and MIG-21s; Pakistan has obsolete U.S.F-86 jets and Chinese-built MIG-19s. Moreover Pakistan has only enough supplies for a month's fighting.

What hope there is rests on last-minute diplomatic moves. President Yahya told the U.S. he would pull back his forces-unilaterally-and meet with the outlawed Bengali government and its political arm, the Awami League. India, however, insists it will not retreat until the Pakistan civil war ends, with the refugee flood stopped. Jailed Bengali leader Mujib freed and East Pakistan given some form of autonomy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৫। উপমহাদেশের জন্য সাহায্য অপ্রতুল	নিউইয়র্ক টাইমস	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 22. 1971

Editorial

BAND-AIDS FOR THE SUB-CONTINENT

The United Nations is drifting toward a disastrous failure on the Indian sub-continent because it is attempting to treat a potentially mortal wound with band-aids.

While India and Pakistan move closer to all-out war, the world organisation has been wrangling over relief measures for an estimated nine million refugees who have fled to India from East Bengal, and for the sixty-six odd million Bengalis left behind in that rebellious Pakistani province.

There is no question that the humanitarian needs of East Bengalis, both those who have fled arid those who have remained behind despite brutal military repression, have a heavy claim on the conscience of mankind.

But it is clear from the testimony of U. N. officials that relief assistance cannot, alone solve the acute humanitarian crisis created by the upheaval in Fast Pakistan. Assistant Secretary-General Paul Marc Henry warned the other day that humanitarian efforts in East Pakistan, already threatened by stepped-up military activities there, may have to cease altogether. Prince Sadruddin Agha Khan, the U.N.'s High Commissioner for Refugees, stated that the repatriation of refugees who have fled to India offers the only "viable and lasting solution" to the present crisis.

In order to deal effectively with the humanitarian needs of the Bengali, it will be necessary to attack the root of the problem-the political crisis in Pakistan. It is essential to press for a political solution in East. Pakistan that will put an end to the lighting there and permit the refugees to return to safety.

The United Nations so far has avoided this central issue, although Secretary-General U Thant warned months ago that the situation on the sub-continent posed a threat to international peace-a prophecy that is now being borne out by a dangerously rising spiral of incidents along the Indian Pakistani borders. Thant's efforts to mediate the conflict have been spurned so far by India on grounds that they tended to equate India and Pakistan and to divert attention from the source of the trouble -the repression in Pakistan. But Prime Minister Indira Gandhi has indicated that India would welcome United Nations intervention if it focused on this basic problem.

If the United Nations is to play an effective role for peace and rehabilitation on the sub-continent, the world organisation must throw its weight behind mounting international pressures on Pakistan's President Yahya Khan, to reach an accommodation with the elected leaders of East Pakistan, especially, the imprisoned Sheikh Mujibur Rahman. Only in the context of a determined effort to promote a political settlement in Pakistan will the U.N. be able to move effectively to achieve a withdrawal of forces from the explosive Indo-Pak borders and to bring succour to the stricken Bengalis.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৬। মধ্যস্থতার সময় এখনও আছে	নিউইয়র্ক টাইমস	২৭ নভেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 27. 1971

Editorial

STILL TIME TO INTERVENE

In spite of a series of sharp bolder clashes, during which Indian troops have crossed into the rebellious Pakistani state of East Bengal in "Self-defense". India and Pakistan have so far held back from all-out war. International diplomacy still has a chance to intervene for peace on the sub-continent.

India appears to be following a policy of gradually increasing military pressure against the Pakistanis, leaving the bulk of the fighting inside East Pakistan for the present to the Indian-supported Mukti Bahini, the "liberation forces" of "Bangladesh". The Indians may hope these tactics will enable the East Bengalis to win independence, or at least a satisfactory measure of autonomy, that would allow the early return of nine million refugees from India, without precipitating a major Indian-Pakistani conflict.

This is an unlikely prospect. Although Pakistan heavily outmanned and outgunned by India, it is improbable that the military regime in Islamabad will relinquish its grip on the eastern region, without forcing at least a token showdown with India. Pakistani counter attacks against India, probably in the West, are an imminent possibility, unless there is swift intervention by the international community.

The White House is reported considering a request to the Security Council to take up the dispute. Such action is urgently needed. It would represent a welcome shift in the Administration's policy that might yet help save the subcontinent from total war.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৭। দক্ষিণ এশিয়া	বাল্টিমোর সান	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, NOVEMBER 28.1971

Editorial

SOUTH ASIA

Of the ways proposed so far to case the tensions of South Asia, most arc of dubious value. Some, such as the suggestion that the question be put before the Security Council of the United Nations, might serve temporarily to prevent a real war but could hardly settle or ameliorate much the fundamental issues from which the danger of war has arisen.

Similarly with the advice that India and Pakistan draw their troops back from the borders; this may sound reasonable from a distance, but considering the nature of the long and diverse frontiers, and various situations that exist among them, it is not likely to be accepted or, if accepted, to be put into effect.

India's altitude is distinctly stand-offish, perhaps because India believes events to be moving to its advantage.

Pakistan, though charging aggression by India across international borders, gives an impression of being unsure of its facts and might not went to try to present them on an international stage where the story of causes of the crisis would also be placed under examination.

As for the Big Power associates of the two countries, they as well may prefer not to have a Security Council discussion or action.

The Soviet Union dose support India but seems principally interested now in calm, not chaos, in South Asia.

It is a fair guess that China, though in general supporting Pakistan, would hardly wish its first major participation in the Security Council to come on an issue which could compromise Chinese plans over the longer term. For that matter, what would the United States gain by a Security Council debate, except further exposure of how ambiguous its own handling of relationships with India and Pakistan has been?

Private diplomacy offers a better method toward a solution, if a solution is to be found; though private diplomacy cannot be called immediately promising. For example, the United States is said to be urging, or thinking of urging, upon President Yahya Khan of Pakistan the course of direct dealing with Sheikh Mujibur Rahman for a political solution. This again sounds reasonable on its face-except that Mujibur Rahman is imprisoned somewhere in West Pakistan on its charges of treason, and that to treat with him would amount to an admission of failure to the edge of desperation on Yahya part.

It would be to accept the proposition that things have been driven to the point where Pakistan, as it existed before last March, is no more and that if it is to be reconstituted at all, the reconstitution will have to come on the basis of a much greater degree of East Bengali autonomy than Yahya has heretofore been willing to contemplate. We cannot expect that Yahya is yet ready to consider that among the "political solutions" he talks of.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৮। ভারত কখন আক্রমণ করবে	টাইম	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, NOVEMBER 29, 1971

INDIA NOT IF, BUT WHEN

When Prime Minister Indira Gandhi returned home from her three week tour of Western nations last week, one of the first things she did was to go before her hawkish Parliament and plead for patience toward her handling of the crisis with Pakistan. The urgent need for a solution was all too apparent. Officials in New Delhi said that the biggest frontier battle yet between Indians and Pakistanis occurred when 1.800 Pakistani regulars crossed the border into West Bengal. Defense Minister Jagjivan Ram rose in Parliament to say that if India was attacked, it would "carry the war into Pakistan." Indians across the country, meanwhile, were placing bets on when-not if war with Pakistan would take place.

Nonetheless. Mrs. Gandhi was evidently hopeful that the civil war between West and East Pakistan would be resolved. "Solutions have been found even to seemingly insoluble problems." she said. She added that India would take no independent action until Western leaders have had a chance to defuse the crisis. She hope: that they would pressure Pakistan President Agha Mohammad Yahya Khan's military regime into finding a political solution acceptable to the East Pakistanis.

Though Indira's Western trip is credited with bringing in several sizable donations from abroad for Bengali refugee relief, India is still faced with a Financial burden that is expected to reach $ 830 million by the end of the fiscal year next March. With a 1970 gross national product of only $ 50 billion and a population of 560 million, India can scarcely afford such a drain on its economy.

Communal Tensions

Beyond the Financial cost, the presence of 9,700,000 refugees threatens to create social turmoil and revive communal tensions. There are 7.000.000 in West Bengal alone, and still they come. The Indian government, moreover, is fearful that many of the refugees, particularly the Hindus who are singled out for persecution by Pakistan's Moslem military, will refuse to return to their homes.

Last March, when the exodus began, thousands of Indians living in the border areas rushed forward to offer assistance. Today the torrent of men. women and children has so excited tensions that armed guards have been placed at the camps and West Bengal officials are securing relief camps with barbed-wire fencing.

The tensions are caused mainly by the competition for scarce commodities and even scarcer jobs. Inside the comps, to discourage refugees from seeking work, loudspeakers daily warn them not to go into the villages. It is perhaps the sorest point with local residents, who say that the refugees will work for one Rupee (13c) a day when the local

rate is between two and half and three Rupees. Farm laborers, shop assistants and other working district of Nadia. asking local employers not to hire refugees. Residents also complain that the price of kerosene, vegetables and other food has nearly doubled.

Numerous incidents indicate that impoverished local people find it hard to accept even the minimal care given to the refugees. Says farmer Jogen Mandal: "These people are crooks. Each of them has three ration cards. Part of the ration they consume and the rest they sell. They get free medical treatment, and they are much better off than most of us." Replies Bhahendra Nath Roy. former Vice-principal of Manirampur College in East Pakistan and now a refugee: "We know local people do not like our presence here, and clashes are' taking place every day. Camp officials deprive us of rations, and if you go to complain officials get help from local people to beat us up."

The Big Problem

While there has so far been a noticeable lack of the bitter Hindu Muslim religious tensions that resulted in widespread massacres at the lime of the 1947 partition, the economic and population strains on West Bengal have become extremely acute. Already suffering from overcrowding and under-employment, the state has never fully recovered economically from the influx of some 4,000,000 predominantly Hindu refugees, who tied to West Bengal when East Bengal chose to become part to Moslem Pakistan in 1947. Ever since, the area has been a fertile ground for political turmoil among terrorist groups, criminals masquerading under political banners, and countless university graduates with no prospect of jobs. But officials, faced with the urgency of caring for so many additional millions, have necessarily shifted other problems into the background. Says Siddhartha Shankar Ray. Mrs. Gandhi's Minister of West Bengal affairs: "My big problem is how- reopen the 2,500 schools that have been closed to house the refugees."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১৯। পূর্ব পাকিস্তান : পুর্নখলকৃত উপনিবেশ	আটলান্টিক ম্যাগাজিন	ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE ATI ANTIC MAGAZINE, (U.S A) DECEMBER, 1971

EAST PAKISTAN: A RECONQUERED COLONY,

A villager along the roadside, desperately anxious that two foreigners should see the full reality of army devastation, whispers through the car window: "Go to Jamalpur and you will understand everything."

Jamalpur is a town without children on the streets, without commerce in its remaining shops, almost without noise in a land where conversation is loud cherished. Men retreat at a foreigner's approach, a shopkeeper's hands tremble as he rises to greet unwanted foreign guests, and a teen-age boy says quietly "The people are ashamed because they dare not tell you what is in their hearts." The boy, after ten minutes of furtive conversation, is afraid and walks away. Before March, Jamalpur had 50,000 people (5000 of them Hindu), large marketplace, and a small army headquarters. By now- most people have fled, no Hindus are left, the market has been destroyed, and the army headquarters are swollen with the garrison that subdued Jamalpur. The Hindu crematorium on the banks of the Brahmaputra is the army's killing ground. The bodies are thrown into the river, and now the remaining residents of Jamalpur refuse to eat river fish.

-Peter R. Kami And Lee Lescaze

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২০। নিরাপত্তা পরিষদের উচিত মূল সমস্যার দিকে তাকানো	নিউ ইয়র্ক টাইমস	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 4. 197 1

SECURITY COUNCIL MUST ADDRESS ITSELF TO THE ROOT CAUSE

The Security Council can no longer ignore the call to action that was sounded by the Secretary-General in a prescient warning months ago. In responding to this crisis, it is essential that it address itself simultaneously to the root cause of the conflict, the repression in East Pakistan which has placed intolerable strains on the economic, social and political fabric of neighboring India

New Delhi was moved by a deep, and legitimate sense of injury and by a desperate frustration fed by the failure of the world community, especially the United States, to recognize and to attempt to repair that injury. This fundamental failure must be corrected if the world is to be saved from still another wider and more terrible war.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২১। মূল সমস্যার সমাধান করণ	নিউইয়র্ক টাইমস	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 5, 1971

DEAL WITH THE BASIC PROBLEM

For months, the U.S. resorted to ineffectual secret diplomacy that bypassed and served to paralyze the world organisation. The Nixon Administration adopted a public posture of mock even-handedness which had the effect of exacerbating the India-Pakistan conflict. It ignored the fundamental threat to India posed by Yahya Khan's harsh repression in East Pakistan.

The U.S. Government is still side-stepping this central issue and is responding with flagrant injustice in attempting to pin the "major responsibility for the present conflict on India."

If the Security Council intervention is to have any chance of restoring peace between India and Pakistan, the U.S. and the U.N. must recognize and deal with the basic problem in East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২২। পাকিস্তানের হঠকারিতা	বাল্টিমোর সান	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, DECEMRER 5, 1971

PAKISTAN RECKLESSNESS

Pakistan's desperation is of its own fashioning. It arises from the utterly reckless, ultimately sure to be futile, attempts to keep East Bengal in subjugation by force and terror. That having failed, Pakistan has now fallen back into a condition of spirit displayed clearly enough in the Pakistan Radio's call for a Jehad, a holy Muslim war, this despite the fact that the rebellious East Bengalis are themselves largely Muslim, the Hindu minority having been killed or driven out. It is a spirit of heedlessness and perhaps hopelessness, once expressed by an earlier leader who declared in an earlier crisis that Pakistan was ready to go to war against India "With sword in hand and shroud on shoulder."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৩। বাংলায় যুদ্ধ	নিউজ উইক	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

NEWSWEEK, DECEMBER 6. 1971

THE WAR IN BENGAL: INDIA ATTACKS

When nations go to war, they almost invariably claim to be acting out of the purest motives. Last week, as India's leaders met in the high-domed central hull of the New Delhi Parliament, there was much pious table-thumping and jingoistic rhetoric to justify an attack against Pakistan. "If we have to silence the Pak guns," vowed Defense Minister Jagjivan Ram. "we are not going to stop at the border but go inside Pakistan. We do not care how far inside we have to go if it becomes a matter of our self-defense." With that moral mandate thousands of Indian troops swarmed across the border into East Pakistan and the stage was set for a third round in the seemingly endless strife between the subcontinent's two arch-enemies.

Inexorably, the two nations appeared to be heading for a wholly unnecessary war. one for which each side would have to shoulder an equal share of guilt. Over the past nine months, the Pakistani Government of President Mohammed Yahya Khan had indiscriminately slaughtered more than a million of its subjects in a cruel and myopic attempt to prevent autonomy for the Bengalis of East Pakistan. And India, under the leadership of Prime Minister Indira Gandhi, had launched a calculated campaign to dismember Pakistan, turn its eastern wing into the client state of Bangladesh and free itself of the burden of caring for nearly 10 million Bengali refugee, who had fled Yahya's reign of terror. As one diplomat in New Delhi cynically put it, "What was seen as a liability here a few months ago is now seen as an opportunity." What made the steady drift toward war even more tragic was that the one man who undoubtedly could stop it- Bengali leader Sheikh Mujibur Rahman-was being tried by Pakistan for treason, and Yahya Khan steadfastly refused to free him.

Worse still, none of" the world's major powers seemed able-or even very willing –to extert the kind of influence that could stop the conflict. Despite Washington's $4 billion worth of assistance to Pakistan -aid largely designed to maintain leverage with Yahya Khan's government-the U.S. appeared powerless to sway the Pakistani leader. And the Soviet Union, notwithstanding its recently signed friendship treaty with India, had no better luck reining in Mrs. Gandhi. Thus unchecked, the rush to war was on, even though both countries had much to lose by it. "All good Moslems believe they will go to a better reward if they die in battle," sighed a Western diplomat, "and Yahya may just want to go that way." As for India, it seemed determined to risk plunging 20 per cent of the world's population into chaos in order to realize its long-cherished hope of becoming the unchallenged power on the sub-continent and a giant to rival China for predominance in Asia.

The clash between India and Pakistan had been a long time coming. Like a pair of angry cats, the two armies had been circling and spitting at each other for months before

the first lunge came. At scattered points along the 1,300-mile frontier between India and East Pakistan, troops stood poised while each side probed and harassed the other of provocations and self-righteously maintained that they themselves would never be the aggressors. But in fact. India was preparing to strike. And though New Delhi barred all reporters from border areas to conceal its troop movements. NEWSWEEK'S Senior Editor Arnaud de Borchgrave along with a correspondent of The New York Times, managed last week to slip through the Indian net. De Borchgrave's report:

There was not a sign of war as we drove the 54 miles from Calcutta to the border town of Bangaon -no military traffic no Indian Army units; no thudding artillery. When the road turned east, at a sign reading "Pak Border- Two Miles," we followed it until an Indian major stopped us, explaining that the Pakistanis were firing on the road just ahead. The major took us down a roadside ditch toward the border, and though we could hear the tumble of distant shelling and the whistle of an occasional bullet as we walked, the area was still calm. Where is the fighting, we asked, and the major replied: "All quiet on this side. A bit of automatic stuff at night, a few mortar rounds but otherwise no movement" At the border itself, Indian troops were well dug in and sturdy red-brick walls blocked the road. But beyond the walls, a sign was still visible, and it read: "Welcome to Pakistan."

Bound For The Border

But tranquility suddenly vanished as we were driving back to Bangaon. In choking clouds of red dust, an awesome convoy was churning toward the border. Lumbering Soviet-built trucks towed twelve 105-mm artillery pieces, turbaned Sikhs manned a steady stream of jeeps mounted with recoilless guns and cumbersome trailers hauled pontoon-bridge equipment. We slipped in among a seemingly endless procession of trucks, each jammed with soldiers in full combat gear and automatic weapons. Everything from amphibious armored personnel carriers to furniture for command posts was in the convoy, and it all indicated that the Indian Army was positioning itself for an incursion into Pakistan. Even though we were waved off the road just before the border, the army made no effort to conceal the border-bound caravan or India's intentions. "My man have been waiting to move forward for a month." one officer told us as we joined him for tea. "Their spirits arc high."

It was patently obvious from the unceasing convoy as well as from conversation with the field commanders that India, for all its public proclamations to contrary, was finally lending the Mukti Bahini guerrillas a direct hand. After our observation of the Indian troop movements. Prime Minister Indira Gandhi acknowledge for the first time that her army had been given the go-ahead to cross the Pakistani border in self-defense. But in fact, India's tactics were more like the doctrine of 'hot pursuit." For even before we saw the convoy, Indian forces had crossed the border north of Bangaon and destroyed thirteen Pakistani tanks. And, in another clear indication that India was stepping up its involvement in the battle for Bengal, an Indian Cabinet minister told me: "There is no time now for interim or compromise solutions. Speed is now essential."

For the time being, however India refrained from mounting an all out offensive. Instead, New Delhi's tactics seemed designed to tic down large numbers of Pakistani troops with a series of quick, limited strikes and thereby pave the way for the Bengali guerillas to seize control of more territory. To that end, the Indians reportedly thrust into the districts of Sylhet. Comilla and the Chittagong Hills along the eastern border, as well as pushing in from the west towards Jessore. Lying in the midst of a rich agricultural plain, Jessore is regarded as a key city in the rebels plan to take over East Pakistan, India's offensive seemed to be aimed at speeding up that timetable. With the area around the city in Indian and Mukli Bahini hands, NEWSWEEK'S Tony Clifton flew into Jessore on a Pakistani Air Force plane and cabled this report:

It is obvious that the Indians are using regular troops, tanks and heavy guns to make incursions into Pakistan's territory. In fact, when 1 flew into Jessore. Indian soldiers still held a salient of land west of Jessore and had the city's airport under sporadic fire. I was quickly hustled off to the Pakistani headquarters where Maj Gen. M H. Ansari. the Sector commander, described the Indian attack: "They came in strength, two brigades supported by a tank regiment and artillery fire from 130-mm. Russian guns. They pushed in about 6 miles. That was too much, so we counter-attacked and pushed them back almost to the border." When I asked if the attackers could have been Bengali guerrillas, Ansari scoffed. "These weren't rebels. They were using tanks and heavy guns and the rebels haven't got that sort of weaponry. Those things don't grow on trees." He paused and added, somewhat wistfully, "Although I wish they did because then we'd get some too."

A Thankless Task

Ansari claimed that his forces had killed some 200 to 300 enemy soldiers and added; "We captured uniforms and papers which showed they were regular radian troops. They came from the Fourteenth Punjab Regiment." While refusing to say how many of his own men had been killed, he admitted that casualties were substantial: "They weren't throwing rose petals at us, you know". Even though Ansari said that he had driven the Indians back toward the border, no Pakistani official denies that the area surrounding Jessore is effectively in enemy hands. And wresting any part of East Pakistan back from a guerrilla force will be a thankless task for the army. Although the monsoons have ended, vast areas of land are still covered with water, and literally hundreds of rivers and streams crisscross the terrain. The few roads that do exist are puny tracks, all highly vulnerable to guerrilla attack.

An equal threat to the government exists on the opposite side of East Pakistan in the Comilla district. I flew into a Pakistani headquarters near the town of Brahmanbria where army officers charged that Indian troops had mounted a major battle. The Pakistani commander led me to a railroad truck piled high with dead bodies and showed off the weapons he had captured. While there was no way for me to tell whether the decomposing bodies were those of Bengali guerrillas or Indian regulars, the rifles, automatic weapons and light machine guns were undeniably of those types used by the Indian Army. The brigadier had no doubts that his enemies were Indians and he was almost gleeful when he described the battle. "We killed between 300 and 400 men, with

three times that many wounded'" he crowed. "We destroyed the Nineteenth Punjab Battalion and badly mauled another."

The brigadier's bloodthirsty attitude was thoroughly typical of the feelings that Pakistanis and Indians have for each other. For the two states have been uneasy and often hostile neighbors since they were carved out of British-ruled India in 1947. The surgery that created Pakistan as a bifurcated Moslem state divided by 1,000 miles of Hindu India was hardly performed before countless thousands of people were slaughtered in the indescribably bloody "partition riots." And although the festering hatreds born of differing religions and customs were kept leashed for much of the following quarter century, the open warfare that broke out between India and Pakistan over Kashmir in 1948-49 and again in 1965 ensured that the mutual antagonisms would not die.

Nor is the India-Pakistan enmity the only hostility that scars the troubled sub-continent. Just as much antagonism exists between Pakistan's two principal races-the Panjabis who dominate West Pakistan and control both government and army, and the Bengalis of East Pakistan who bitterly resented the west's economic exploitation of their prosperous agricultural land and their status as a subjugated people. When the Bengalis rallied behind Sheikh Mujibur Rahman in last December's national election, they won a clear majority of seats in the nation's parliament. But Yahya Khan postponed the parliamentary opening, provoking a general strike and murderous Bengali rioting in East Pakistan. Yahya's response was brutal. He lased the Punjabi army on the East in a terror campaign that eventually took the lives of more than 1 million Bengalis and drove 9'8 million into exile in India. And however, unwittingly, he brought this country and India to the brink of war.

India Holds The Cards

For Pakistan, a head-on collision with India would likely verge on catastrophe. With India's armed forces more than double Pakistan's (980, 000 men against 392,000) and its air force totaling 615 combat aircraft as opposed to 285 Pakistani planes. New Delhi holds a heavy statistical advantage. Bui beyond that, the weather, political geography and the Mukti Bahini have all combined to give India a virtually fail-safe position. The winter snows have closed off the Himalayan passes, thereby reducing the danger of a Communist Chinese attack in support of Pakistan; in fact, so confident is India that its Chinese border is safe that, it recently repositioned some of its mountain troops along the Pakistani borders. Moreover, Yahya Khan, facts a logistical nightmare trying to resupply his forces, separated from each other by East Pakistan's waterlogged terrain and from the West by India itself. Most important, Yahya's 80,000 troops in East Pakistan must fight two enemies at once-the Indians in front and the increasingly menacing Bengali guerrillas in the rear

Indeed, the two-front nature of the fighting forms the nucleus of India's current strategy. For months, Mrs. Gandhi's government trained and equipped the Mukti Bahini. But seeing no sign that Yahya Khan would agree to autonomy for the East, and bleeding to death economically from the cost of caring for the refugees, India upped the ante. "They couldn't afford to let the Mukti Babini rebellion mature at its own rate," a diplomat

explained, "so they decided to telescope the process." The incursions were the result, and last week, as Mrs. Gandhi began a series of visits to border troops, New Delhi abounded with rumors of further dramatic escalation.

While the Indians and Pakistanis were trading bullets and talking of a larger war to come, the rest of the world was merely talking. Despite the fact that they had supplied both the arms and the money to fuel the fighting, the world's major powers seemed unable to slop the conflict. Russia, which has supplanted the West as India's premier armourer, confined itself mainly to low-key tongue-clicking in Pravda, perhaps because Moscow feels it is backing the eventual winner. Military conflict, the Pravda article said, "would cause dire human and material sacrifice and would cause further difficulties in the long run." And the People's Republic of China-a principal supporter of Pakistan's cause- concentrated chiefly on bawling out the Soviets.

Nobody Is Listening

Nowhere was the impotence of a major power more evident than in Washington. Although the Nixon Administration called on the combatants to show restraint, the pleas fell on deaf ears. In India, where anger at the fact that the U.S. continued arms shipments to Pakistan until a month ago still runs high, a senior official bristled at the U.S request: "We got the pats on the back for our restraint and Ihcy got the arms." he snapped. "You say you're putting pressure on the Pakistanis. We say you're trying to eat the cake and keep it." Nor did the U.S- meet with any greater success in Islamabad. For all his reliance on U.S. support. Yahya resolutely clung to the view that Pakistan could be saved without the release of Mujib and without buckling under to the Mukti Bahini.

Given Yahya's intransigence and the increasingly provocative Indian border crossings, it was difficult to see how full scale war could be avoided. Indeed, many foreign military attaches in New Delhi predicted that Jessore would fall to the Mukti Bahini by the end of this week-thus setting the scene for the proclamation of an independent Bangladesh and, perhaps, a retaliatory declaration of war by Pakistan against India. If that should happen the sub-continent would be engulfed in a more punishing conflict than any it has ever seen. For unlike past wars between India and Pakistan, this might well decide the ultimate fate of one of the antagonist. "The birth-pangs of Bangladesh will signal the death-throes of Pakistan as we have known it." said one American diplomat. "Yahya knows that, his army knows it. And they won't go down without putting up one hell of a fight."

Why India Won't Risk Peace

If India fails to provoke Pakistan into an all-out war, it surely will not be for lack of trying. True enough, no one seriously believed that New Delhi had precipitated problems in Hast Pakistan where none had existed before: But neither did anyone doubt that the Indians had sought to take every possible advantage of the crisis from the beginning. Nor was there any question but what with the "opportunity of a lifetime," as one Indian politician described it, now in hand. New Delhi would risk everything to transform its dream of a weak, dismembered Pakistan into a reality.

As most Indians saw it, there was really 110 other choice. With the bills for refugee care soring astronomically, officials in New Delhi were convinced that a full-scale war would be far cheaper than being stuck with the refugees problem for even one more year. And they even produced the figures to prove it. By next March, according to official estimates, the refugees will have cost the Indian government $900 million-or more than thirteen limes cost of the entire 1965 war with Pakistan. In short, if the current crisis dragged on, the financial drain on the Indian budget might well become unbearable. Indeed, what the Indians seemed to fear most was a Palestinian-style denouement-in which the government would have to contend with both the refugees and a continuing and costly standoff with hostile Pakistani forces in East Bengal. "We have accepted the risk of war," said one Indian official, "because we believed the risks to India of letting go on as they have been are far greater than the risks of war."

Thai kind of attitude has confronted Pakistan's Mohammed Yahya Khan with a painful dilemma: whether to accept defeat and proceed with a humiliating withdrawal from East Pakistan or to risk initiating a devastating war himself. Given the dismal alternatives, Yahya has understandably tried to carve out a more favorable position somewhere in between. Under pressure from Pakistan's so-called "22 families" (the nation's most powerful business leaders, who originally favored the crackdown on the Bengali rebellion to preserve their investments in the east but who now fear losses at home due to protracted war). Yahya has even begun to talk of compromise-privately suggesting the possibility of a plebiscite in the east. As one U.S. diplomat explained it : "It's obvious that Yahya is beginning to understand some things he missed a few months ago."

On Trial For Treason

But it may already be too late for Yahya Khan to salvage an acceptable compromise. For despite his apparent willingness to haggle, he remains unwilling to make the only concessions that would seem to appeal to New Delhi: the release of Sheikh Mujibur Rahman and negotiations for an independent Bangladesh. Still on trial for treason. Mujib remains in jail in the Punjab town of Layallpur. And Yahya is by no means ready to accept the humiliation of Bengali independence just yet. As the Indian pressure has escalated, in fact, Yahya has stiffened too-talking very much like a man who knows a fight is coming. "If she (Mrs. Gandhi) wants war," he declared last week, "then 1 will give it to her. If that woman thinks she is going to cow me. I refuse to take it."

If all-out war comes, most people expect the Pakistanis to trigger it with a strike into Kashmir or across India's western plains. An escalation of the conflict by that degree, the Pakistanis were said to believe, might be enough to force the U.N. Security Council to take up the crisis and perhaps even to implement a U. N. supervised cease -fire along the Indo-Pakistani border. But that ploy seemed doomed from the beginning. For one thing, great power rivalries over the sub-continent appeared significant enough to forestall any U.N. action at the moment. For another, a Pakistani attack would give the more powerful Indian Army the excuse it has been waiting for to deal Yahya's forces a decisive defeat.

No matter what short-term tactics Yahya chose, in other words. Pakistan ultimately seemed on the way out of the eastern zone. Nonetheless, no one was suggesting that India

had any ideas of annexing the territory. For while the predominantly Moslem rebels were more than willing to accept help from India's Hindus across the border, they would undoubtedly look with a much colder eye on Indian efforts to bring about a fun political take-over. In fact. India appeared likely to inherit enough troubles just by acquiring an independent Bangladesh on its doorstep to discourage any thoughts of bringing it into the Indian fold.

An international welfare case even in its palmiest days. East Bengal is in worse shape than usual as a result of the current tumuli. Its rickety communications network and minuscule industrial base have been all but destroyed. The region will plainly need massive infusions of Indian money and materials lo get back even minimal stability. Without that aid. Bangladesh could collapse into anarchy and become a focal point for Marxist radicalism on the subcontinent. Finally, though social scientists on both sides of the border discounted the theory, some government officials in New Delhi still feared that an independent Bengali state would fan the flames of India's own separatist movement in adjacent West Bengal.

From the Indian point of view, however, there was no question that an independent Bangladesh would do far more good than harm. For starters, it would allow New Delhi at least to case the refugee problem somewhat. In the long run, the re-establishment of traditional trading patterns between East and West Bengal should hold some economic benefits for India. Bui most important of all the breakup of Pakistan would assure India's undisputed supremacy on the sub-continent. For with the loss of an estimated 60 per cent of its population. 50 per cent of its foreign exchange and 20 per cent of its tax revenue. Pakistan seemed likely to present little in the way a sustained military threat to the New Delhi government and appeared destined to wind up with just about as much diplomatic cloud as that wielded by neighboring Afghanistan.

China's Influence

With the Pakistani counterweight safely out of the way. India would no doubt also seek to flex its political muscles beyond the limits of the sub-continent. Particularly in Asia, Mrs. Gandhi & Co. have their sights set on chiselling away at Peking's preponderant influence. The Indians have long resented playing diplomatic second fiddle to their Chinese, rivals, and in view of the international attention lavished upon the Chinese, the Foreign Office in New Delhi is smarting more than ever. "Why is Nixon treating China like a big power?" complained one Indian political scientist: "Because they have nuclear weapons? In I960, we were as advanced as China in these weapons but we chose not to go on, in the interest of everyone. And now we are treated like stepchildren.' Obviously, even without nuclear weapons, India hopes to change that relationship soon.

The U.S. itself faces an uphill fight to improve its own relations with South Asia. For in supporting the Pakistanis in the latest upheaval, however reluctantly, Washington clearly seems to have bet on the wrong team. As one American diplomat put it last week: "If there's an all-out war, the Indians will see us as being against them and the Paks will think we've betrayed them. Only the Russians have done their maths right. They know that any way you add West Pakistan's 60 million and the East's 80 million, it doesn't

equal India's 550 million." Indeed, next to India, the Soviet Union appeared likely to be the big winner in the battle for Hast Bengal. In fact, some people were predicting that Moscow would parley its support for India into vastly increased influence on the subcontinent and all around the Indian Ocean. But while the Russians have plainly enhanced their standing in the area, that assessment seemed a bit overdrawn. For throughout the current crisis, Mrs. Gandhi has resolutely steered her own course-neither asking for nor accepting direction from any quarter. And with India riding high, there seemed to be little reason to suspect that the headstrong Prime Minister was about to begin listening to outsiders now.

No place Worse Than Home

These days, the telephone in P .N. Luthra's modest, third floor flat in Calcutta starts jangling at 6 each morning. And with the first ring Luthra, a 54 year old retired army Colonel who is responsible for coordinating India's relief program for Bengali refugees, is jolted awake by one of the seemingly endless scries of problems that confront him daily. The first caller on a recent morning informed him that the Indian territory of Tripura, abutting East Pakistan's Comilla district, had received only 45 freight-car loads of food the previous day instead of its normal allotment of 67. Rushing to his makeshift office in the Calcutta branch of the Labour Ministry. Luthra ordered food stocks diverted from "a little reserve I have managed to build up in Assam." But when an aide found the phone connections to Assam so bad that he could not make himself understood, a telegraphed order had to be sent instead. "It will take 24 hours to get there," Luthra muttered helplessly. "I won't even receive confirmation for another 48 hours."

And so the problems mounted through the day. According to Indian Government figures, 9.8 million Bengali refugees have already fled to India and some 12,000 more stagger across the 1,300-mile long East Pakistani border every day. Among other things, they create a mind-boggling logistical puzzle for Luthra and his 280-man staff. With the onset of winter, some 4 million blankets must be distributed immediately in the colder districts near the Himalayan foothills, but fewer than a half million have arrived from abroad. Another 5.0(K) wells for drinking water have to be drilled in West Bengal to supplement the 6.000 already sunk. Concerned with reports that perhaps 30 per cent of the drug supplies and 15 per cent of the foodstuffs earmarked for the refugees vanish before reaching the 1,000 camps India now maintains, Luthra recently decreed: "We must lighten security." But and aide disagreed "The more we tighten up," he argued, "the more bottlenecks we'll have. Speed is more important now than trying to prevent the inevitable pilfering that goes on."

Yeoman Service

In fact, for all the snarls, the Indian relief workers have performed yeoman service. At the sprawling Salt Lake camp near Calcutta's Dum Dum Airport, a new hospital staffed by sixteen doctors has helped to drastically cut the death rate among the camp's estimated 50.000 children to an average of only three at day. In addition the children at the camp now attend an open-air school under the direction of 110 teachers who are themselves refugees from East Pakistan. Salt Lake's population consumes some 200

truck loads of food and supplies a day-which amounts to a daily ration of 10.5 ounces of rice, 3.5 ounces of wheat and 3.5 ounces of vegetables per person. Children also get a pint of milk per day plus a multiple vitamin pill under a supple mentary feeding program to cure the malnutrition that afflicted most of them' when they first crossed the border.

To be sure, the Salt Lake camp is reputed to be a "show place." And there, as in the other. 150 camps that foreign reporters are permitted to visit, it is not the least bit uncommon for ten families, or about 50 people, to huddle under a single tent measuring 50 by 24 feet. Babies are scattered all over the place, crying and vomiting. and the overpowering stench of human waste pervades the camp from one end to the other. The conditions seem intolerable, but the refugees endure because, unbelievable as it may seem, many of them never even had it this "good" in the Bengali villages whence they came. At most camps, all a refugee has to do is to look over to an adjoining Indian village, sometimes only 300 yards away, lo see that, thanks lo the relief program, he usually gets more to eat and receives better medical care than does the local Indian population.

Resentment

Understandably, the impression that the refugees are getting favored treatment from the Indian Government has bred resentment among the locals. When a human tidal wave of 200,(X)0 East Bengali refugees suddenly inundated the frontier village of Balat in India's Meghalaya state, for example, Luthra's relief workers hastily organized a 400-bed hospital and dispatched a mobile X-ray unit, an electrical generator and surgical instruments there. Balat's 3,000 permanent inhabitants, most of whom had never even seen a hospital before, marveled at the attention showered on the newcomers and naturally enough, began asking why they were not treated at the new hospitals too. Similarly in Calcutta, where no fewer than 500,000 of the teeming city's 8 million people are jobless and where 70 per cent of the families subsist on about $ 12 a month, there are bitter complaints that refugees have been offering their services for 1 Rupee a day instead of the going daily wage of 3 Rupees for unskilled laborers. Only stern measures by the authorities have thus far prevented wholesale rioting between Calcutta's slum dwellers and the equally impoverished refugees in their desperate scramble for any son of paying jobs.

These social strains and the staggering financial burden of refugee relief seem more then India can possibly bear. Estimates indicate that the program will have cost $ 900 million by next March, of which only $ 250 million has been offset by donations and pledges from abroad. Fully 16-per cent of India's current national budget is now eaten up in refugee relief, and the country's food-stocks, painstakingly built up over two good crop years as a cushion against leaner times, are fast dwindling. Special taxes have been levied, and the government has cut back drastically on all other spending areas, even to the extent of shelving of long planned development programs. "We cannot even reckon how much the refugees will cost us in 72 an Indian official told Newsweek's Arnaud de Borchgrave. "because the prospect is too horrendous to contemplate."

Nightmares

But contemplate it India must because there is growing evidence that many of the refugees have no intention of returning to East Pakistan not even to an independent Bangladesh. Some 80 per cent of the refugee population is composed of Hindus who have been the special targets in the Pakistani Army's bloody repressions, and now that they are in India many wonder why their parents failed to take them out of Moslem dominated Bengal when the sub-continent was partitioned in 1947. Despite efforts to convince them that a new Bangladesh will be a secular state with equal fights for all, few of the Hindus seem persuaded that a return to their disaster-prone villages in East Bengal is preferable to the nascent welfare state of the .refugee camps. Key Indian officials told de Borchgrave, however, that unless the refugees are "unloaded very soon. Indian troops may have to drive them back home at bayonet point." Such a prospect conjures up nightmares in New Delhi and, without doubt, is a major factor behind India's current effort to resolve the Bangladesh crisis quickly thought military pressure.

Wonderful Job'

Although its "President." Sheikh Mujibur Rahman, is currently being tried for treason by the Pakistani Government, the self-proclaimed nation of Bangladesh has set up a four- man Government led by "Acting President" Syed Nazrul Islam. Recently, in the first interview he has granted any journalist, Syed Nazrul Islam talked with NEWS WEEK'S Senior Editor Arnaud de Borchgrave. Below, excerpts:

On The Rebels' Campaign

My boys have done a wonderful job. We are now well organized and effective. The people's sense of patriotism is also an excellent source of military intelligence; all the educated people are on our side. I don't think it will take much longer. You have seen for yourself, both in occupied and liberated areas, the support we enjoy.

On Outside Influence

It is entirely our own show, and there is no pressure from India of one kind.. The Communists are supporting us and have pledged explicit loyalty lo my government. But they are not a big factor.

On The United States

The U.S. press has spelled out the basic issues. The story is now known. As a result, your Congress is supporting us, too. But we cannot understand why the U.S. Government is against us.

On An End To Fighting

If Yahya has the foresight to see that independence is inevitable, then we can negotiate the details of withdrawal without bloodshed. First, he must release Mujib, then recognize independence. Fighting can then stop and troops be withdrawn. If Yahya Khan wants a settlement and a peaceful transfer of power, then all he has to do is release Mujib. If he doesn't want a peaceful transfer, then we will fight to the better end.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৪। মুক্ত যশোরে বাঙালী	নিউইয়র্ক টাইমস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 9. 1971

BENGALIS DANCE IN LIBERATED' JESSORE

Jessore, Pakistan. December 8. The Bengalis danced on the, roofs of buses. They shouted independence slogans in the streets. They embraced, they cheered they reached out in spontaneous emotion to clasp the hands of visitors from other lands.

For Bengalis, today (December 8) was "liberation day" in Jcssore-the strategic city in East Pakistan that, for eight months until yesterday (December 7) had been under the control of west Pakistani troops, who had come last spring to put down the Bengali rebellion.

The "liberators" are Indian troops. They are almost as happy as the Bengali secessionists whom India supports, but they did not have much time today to stop and celebrate, as they continued to chase the retreating West Pakistani forces southeast toward Khulna.

The Indians, too, waved and smiled and posed for pictures from the, tops of their armored personnel carriers and tanks while they waited, four miles from Jessore. for orders to move farther down to the Khulna road.

"They are fleeing in panic." an infantry captain of the Seventh Punjab Regiment said of the Pakistani troops. "They have got good equipment and defenses but their morale is in their boots.""

Most of the Indian troops are as different from the Bengalis as the predominantly Punjabi troops from West Pakistan were because the Indian soldiers are also heavily Punjab. But cultural gaps between the Bengali secessionists and their Indian backers have been temporarily erased.

The jubilant Bengalis have pitched in to sustain the Indian drive by working with Indian troops to throw pontoon bridges across rivers whose permanent bridges are being blown up by the Pakistanis as they pull back.

A major bridge has been expertly demolished on the main road from the Indian border to Jessore which is 23 miles inside East Pakistan. Five of the six spans of the steel and concrete bridge lie in the kabathani River, as does the railway bridge 200 yards downstream.

The Pakistanis blew these bridges two night ago as they retreated to Jessore.

The scene today at the site which is the town of Jhingergacha, nine mills from Jessore, looked like a cross between a bucket brigade and the building of the pyramids.

On the muddy, bank below the blown road bridge, hundreds of Bengalis in long rows passed logs down the line to be laid as planking for the approaches to a new pontoon bridge. As they worked in machine like precision brwany troops from the army engineers inflated huge pontoons with a compressor, carried them through knee-deep much to the water and then began placing the aluminiam spans across them. In four hours, the bridge was finished..

-Sydney H. Schanbcrg.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৫। হর্ষোৎফুল্ল বাঙালীরা ভারতীয় সৈন্যদের স্বাগত জানাচ্ছে	বাল্টিমোর সান	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE BALTIMORE SUN, DECEMBER 9, 1971

JUBILANT BENGALI CROWDS GREET CONQUERING INDIANS AS HEROES IN JESSORE

Jessore, East Pakistan: Jubilant crowds poured into the streets yesterday (December 7) to shout Bangladesh slogans and cheer conquering Indian troops.

They emerged from their homes waving the red-green and gold flags of Bangladesh they had concealed for so long, and the women who had fled to villages deep in the paddy fields in fear of Pakistani soldiers returned to their homes.

The Indian Army entered Jessore Tuesday after a lightning thrust which splintered the Pakistani forces and put them to flight.

Tanks and armoured personnel carriers thundered past rows of shabby rundown shops, most of them locked and shuttered.

Turbaned Sikhs and brown-faced little Gurkha riflemen mingled with the crowd as cheerleaders led them in their chant of "Joi Bangla!" -Long live Bengal!

For the survivors of Jessore, an independent Bangladesh at last had become more than a cherished dream.

Out in the streets, too, were the Mukti Bahini, nationalist guerrillas who have waged an eight-month war of sabotage and against President A. M. Yahya Khan's Army.

Modern automatic rifles, supplied by India, were slung over their shoulder, and light machine-guns.

They played a minor role in the battle of Jessore. But there was a swagger in their walk as they enjoyed the day of triumph. Major-General Dalbir Singh, whose division conquered this Pakistani barracks city, said if the enemy "had fought sensibly we should have been fighting here for a month".

General Singh, Commander of the Indian 9th Division, said an antitank ditch and a little Maginot Line surrounded Jessore, but his troops entered almost unopposed.

His report had little in common with official accounts issued by Army spokesmen in Calcutta. They told of fierce fighting in Jessore.

Most of the fighting took place well away from the town General Singh remarked of the Pakistanis: "They have been fighting since April and are fairly disorganized". Shell-fire has blasted an occasional house, but otherwise Jessore is little damaged. Most of the Pakistanis now are withdrawing toward the port and mill town of Chalna..

"I've got some of them in a pocket and even for the rest there is no way out". General Singh added. "I don't want to kill them yet. I want to catch them. I'm of a gentle nature."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৬। উচ্ছ্বসিত বাঙালীদের স্বাধীনতা উদযাপন	ইভনিং স্টার	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE EVENING STAR, WASHINGTON, DECEMBER 10, 1971

JUBILANT BENGALIS CELEBRATE FREEDOM

Jessore, East Pakistan: Jubilant East Bengalis danced around the bodies of their fallen oppressors as 1,000 doomed West Pakistan troops and their families fled toward the sea and certain death or capture by Indian "liberation" forces.

The road from Jessore. which fell to the Indians three days ago without a fight yesterday (December 8), was littered with Pakistani dead, burned out jeeps and rucks and abandoned enemy weapons.

Surrender or die

Even if they manage to reach the sea, the fleeing Pakistanis and their wives and children will have to swim, if they go any farther. For the Indian Navy is waiting for them there and the Indian Air Force, which has undisputed control of the air. is having a field day shooting up Pakistani shipping.

Isolated by land, sea and air, under attack from all directions, and harassed by vengeful East Bengalis, the 60,000 West Pakistani troops in the East face the choice of surrender or death.

With the fall of Jessore in the West and Comilla in the East, two of their principal strong-points, it was doubtful if the Pakistanis will even make a fight for Dacca, the capital and apex of their triangular defense line.

Indian army officers, who seemed almost embarrassed by the ease with which they vanquished the supposedly fierce Pakistani fighters, said they were pursuing the enemy with deliberate slowness.

"We keep urging them to surrender", said Major Sabhu Singh, an artillery officer. "They haven't a chance anyway: And we are refraining from using our air because of the women and children." .

The dark-skinned Bengalis lined the roadside to welcome the advancing Indian troops and shouted "Hail Bangladesh," their self-proclaimed new nation which has been recognized by New Delhi.

At one point along the road between Jessore and Khulna. the Bengalis danced around the bodies of a dozen slain Pakistani soldiers and shouted "Hail Bangla" for the benefit of foreign television cameras. None of them ever has seen T.V They don't even have electricity.

While they may have some reservations about their Indian liberators, it was clear the Bengalis were overjoyed to be free from the West Pakistanis, who for the past eight months have slaughtered them by the tens of thousands in a vain attempt to stamp out Bengali nationalism.

Mass killings charged

The retreating Pakistanis left a trail of blasted bridges and stories of mass killing Indian army engineers, with commendable efficiency, rigged pontoon bridges and by-passes over the larger streams.

In town after town, excitable Bengalis told of mass murders by Pakistani troops. One man told how the Pakistanis came in search of a Mukti Bahini (Bengali freedom-fighter) leader named Ghillal, a common name in these parts. When they failed to find him, they shot everybody in the village by that name-10 people in all, the Bengalis said.

Keyes Beeeh

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৭। নিক্সন এবং দক্ষিণ এশিয়া	নিউইয়র্ক টাইমস	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 9, 1971

MR. NIXON AND SOUTH ASIA

By John P. Lewis

Princeton, N. J. - The Nixon Administration's South Asia policy, which had been edging toward disaster for the last eight months, finally, in a cloud of pious inanities, plunged over the brink this last weekend. Presumably for the time being the policy is beyond redemption. What now selfishly concerns me as an American is that India's leaders may exaggerate the degree to which the Administration's present aberrations represent thoughtful and enduring American opinion. All the evidence suggests that within the Administration the aberrations trace directly and primarily to Mr. Nixon himself. For eight months he has remained officially blind to the most massive calculated savagery that has been visited on a civil population in recent times. He has been faithful to his good friend' the Chairman of the savagery Yahya khan. Neither his hand holding nor any hidden leverage on the Pakistan Regime has had evident effect in advancing a political solution in East Bengal.

To an Indian Government that in the face of moral and human outrage next door and of an outlandish refugee burden, was showing remarkable restraint until recently. Mr. Nixon offered mainly counsels of restraint. He supplied no moral support instead for months he continued to trickle arms to Pakistan like to much gasoline on to smouldering. Indian passions. The Pakistan has been fully aware both of the explosive domestic political risks the refugee posed in Indian Bengal and of the way they have totally derailed the cause of Indian development at its very moment of greatest opportunity.

Historians are bound to boggle at the cumulative intepitude of this performance. In one series of strokes we have managed to align ourselves with the wrong side of about as big and simple a moral issue as the world has been lately we have sided with a minor military dictatorship against the world's second largest nation which happens also to be the staunchest of all developing countries in its adherence to our own deepest political values. We have joined the surefire loser in a sub continental confrontation, and we have depleted a once abundant, durable fund of Indo-American goodwill at a sickening rate.

It certainly would be wrong to claim to our Indian friends that in all this, the president is swimming against a tide of public opinion. There is little American tide of opinion of any kind about the subcontinent, and its surface flow is considerably influenced by what any President does and says. Moreover many of our best editorial writers and columnists have such an absolute abhorrence of war -especially when esealated by others-whatever the provocation and whatever the closure of other options, that they cannot just now. See much beyond the proximate cause of the Bengal border crossing.

I would like to emphasize one point that tends to be skirted, because no one wants to be caught these days suggesting that any good even relative and weighed against the alternative-can come of a war. The point, and it is pivotal, is that the only possible basis for a stable, peaceful East Bengal to which a large portion of the ten million refugees can return and help rebuild their nation is an independent East Bengal. Such is the effect of the program of terror since March 25, the scenario cannot be would backwards. Hence (1) the premise of undivided Pakistan's sovereign integrity upon which American policy bas rested, for at last five months, has been nonstarter, and (2) India's support of the insurgency by the previously elected Bangladesh regime has not been merely human and understandable lacking alternatives, it has been the only constructive policy available.

I myself wish the Indians had escalated less, accepted a longer time frame, and kept there support less overt. But if there is any group which, having contributed most to the frustration of restraint, has least cause to fault her ensuing impatience, it is the Nixon Administration. It remains now for India to demonstrate that her objectives are those, and only those, she held out, namely, establishment of a genuinely independent East Bengal to which the refugees can return. There is a heavy obligation on Indian leaders to make sure that war fervor does not spill over in to more self-serving ventures, either to the east or to the west. Meanwhile, as this demonstration is being rendered, there is an obligation on Washington to keep quiet.

John P.Lewis Dean. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Princeton, was U S. A.I. D. director in India. 1964.69.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৮। পশ্চিম বঙ্গের চিঠি	দি নিউজ ইয়র্কার	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORKER, DECEMBER 11, 1971

LETTER FROM WEST BENGAL

On December 3rd, India and Pakistan begin a full scale war. Whatever the immediate provocations, it is generally agreed that the cause of the war is rooted in the fact that since March of this year-in the biggest single forced migration in the world's history-nine million men. women, and children have fled from East Pakistan to India, where ail they appear to have left now is their classification: "refugees." Yet the world at large does not seem even to have become interested in their plight. For someone accustomed to a society which people are concerned with nutrition, not starvation, with the quality of life, not mere survival, in which people think of life in terms of liberty, justice, equality, and human dignity, it is difficult to imagine what it must mean to be one of their refugees. Although some of them were doctors, lawyers, professors, students, businessmen, or most of them never had much in the way of worldly possessions and like their forefathers, would have died as poor as they were born leaving 110 mark on the world. Family ties associations, and memories must have been everything to them and now the families of most of them have been killed, scattered, or shamed by unspeakable indignities; the few objects that have associations or them have been torn from them; and their memories have been dimmed by who knows what deprivation and anguish. Until their migration, these people were bound by their caste and occupation to a particular place, with nothing special to look forward to nothing special to hope for -even, perhaps, nothing special to live for. Now they have still less. Is there anything, then, that distinguishes them from animals? Gandhi once said of their parents generation, "The more I penetrate the villages, the greater is the shock delivered as I perceive the blank stare in the eyes of the villagers I meet. Having nothing else to do but to work as laborers side by side with their bullocks they have become almost like them." If the refugees had all died in a single natural catastrophe, would that have been easier for the rest of the world to face? The conditions they are living under seem to drag the entire human species down in a sort of reverse evolution. Yet the fact remains that each gees are now in Calcutta, where, as Kipling wrote, "The cholera, the cyclone, and the crow come and go." He also described it as a city "By the sewage rendered fetid by the sewer/Made impure," and said, "As the fungus sprouts chaotic from its bed. so it spread And, above the packed and pestilential town/ Death looked down." Since Kipling wrote these lines, eighty years ago, the city has spread and speared, and the dominion of death as well, until today Calcutta encompasses over seven million wretched people-not counting the refugees. Now all of eastern India, where refugees are camped in more than a thousand settlements, threatens to become a sprawling outgrowth of Calcutta; it is predicted that if the refugees remain, their number will swell in ten years to thirty million. A third of India's population already lives in this region, where the worst famines, pestilences, and cyclones always strike, and this third includes the poorest of the Indian poor; the refugees, having nothing more to lose, and having no stake in the political system under which they find themselves living, are ready

tinder for any political movement and have made eastern India more nearly ungovernable than ever, casting the stability of the entire country in doubt.

Sending to learn for whom the bell tolls, I went to visit several refugee camps in West Bengal. The misery that paralyzes its victims does not spare its observers, and it is with a great emotional reluctance that I attempt to describe what I found there. No two camps are alike. Some camps have as many a hundred and sixty thousand people, while others have only ten thousand; some have tube wells, while others have no water supply of any kind; some have structures of tarpaulin and thatch, and trench latrines, while others have no structures or latrines at all; some are knee-deep in water, while others are choked with dust.

In one camp I went to, which has over a hundred thousand people living in an area of about a square mile, old men, old women and young children, all looking wasted and weak, were sitting dully on a strip of ground between makeshift shelters and a long open drain brimming with brown sludge. The stench was so overpowered.

"There appear to be no young men or young women," I remarked.

"Young women never seem to get through," he said. "The soldiers rape them and keep them for themselves or carry them off to the military brothels. As for the young men, we Indians train them for guerrilla warfare and send them back to fight in the Mukti Bahini, the liberation army."

We passed some elderly women squatting over the open drain and defecating, with a total lack of self-consciousness. A few steps beyond them, some other women were washing clothes and utensils in the drain. I wondered whether these women were too ignorant to know any better, or too weak to go searching for clean water, or whether there was no clean water to be had in the vicinity, or whether they were not allowed to leave the camp, but when I put these questions to the women, they seemed dazed and uncomprehending, and it was hard to get even the slightest response from them. As for the official, he merely waved the questions aside as unpleasant reminders of the way things were or bad to be.

"They all have dysentery," he said, moving on.

"Why don't you at least get them to dig some latrines?" I asked.

"We would have a riot on our hands" he said. "That would be taking work away from the local laborers. We've already had a Jot of trouble with the local people over the refugees."

"And the tube wells ?"

"We've given out the contracts. The contractor should get around to this camp soon."

We passed some children sitting listless and stilt by the open drain I had already noticed that the usual train of curious children and beggars who attach themselves to visitors in the bazaars and streets was missing here.

Another camp I visited was full of commotion. . It has a population of about twenty thousand, and it is encircled by security guards and has a fence of barbed wire. As I drove up to it, children closed in around the car and followed me. Inside the camp, a few enterprising men were sitting hawking baskets of rotten fruit and vegetables. A security guard escorted me to the camp headquarters -a tarpaulin structure.lt was surrounded by a noisy group of men shaking their fists. The security guard carefully made his way through them, and I with him. Inside was the commandant, of the camp, an empty desk, saying nothing. As soon as the men noticed arrival, they fell silent.

I asked the commandant what the trouble was.

'The ration has been delayed by a day. There is nothing I can do about it. They know that. But the Naxalites were here this moming, and they stir up trouble wherever they go." The Naxalites are an organization of Maoist terrorists. 'Because of them, the refugees now think the daily ration is their right, not a gift that the government has to work hard to get to them."

"You actually allow political activists to come into the camp?"

"What can I do? My superior is a Naxalite sympathizer, and he has given me orders not to interfere with their activities. But I went out this moming to plead with them anyway and ask them to leave our camp alone. They feel upon me. They would have killed me if I hadn't got away The police, the civil service, the entire West Bengal government have abdicated. They don't know which party is going to end up in power, so no one wants to risk taking sides or making any decisions. The Naxalites are now the biggest force in West Bengal, and all they believe in is terrorism and anarchy."

Refugees have been coming to India waves since 1947, the time of independence,, when the country was partitioned to create the Muslim, state of Pakistan. Muslims, fearing that they would be discriminated against as a minority in a predominantly Hindu independent India, had demanded a separate country, and they were given West Punjab and East Bengal areas that were a thousand miles apart but in which they made up a majority. The religious riots and massacres that accompanied the partition not only resulted in the death of more than a million people but also brought into being in effect a third nation -a nation of displaced persons. During the first two or three years of the turmoil, -about six million Hindus and Sikhs fled to India and about the same number of Muslims fled to Pakistan. But this crossing nation, staggering though it was, still left ten million Hindus in Pakistan almost all of them in East Pakistan-and several times as many Muslims in India. With the passing of the years, and the deepening of the enmity between India and Pakistan, the fate of these minorities became increasingly precarious. The original refugee population assimilated. The flow of refugees continued, at varying rates, through the nineteen fifties and nineteen-sixties much of it in the direction of India. The additional refugees in India, all of them Hindus, have been estimated to total between three and four million, and they were still living in West Bengal unemployed and unassimilated, managing to subsist with the help of relatives or in refugee camps-when West Bengal and the neighboring states were inundated by the new exodus of nine

million. And refugees arc still coming twenty or thirty thousand of them a day. And there are between two and three million Hindus still holding out in East Pakistan, like hostages fortune. There are no fewer than seventy million Muslims in India today, who might as well be so many return pledges, since they are sitting targets for the Hindu resentment that has been simmering all these years and has been stirred up anew by the latest tide of refugees-a resentment that the Indian government has so far been able to keep under control by the deflection of Hindu revanchists and by judicious management of the news but the pressure of religious, or so-called "communal," tension is building all the lime, and some people privately fear that the seventy million Indian Muslims may become innocent victims or Hindu retaliation. If that should ever happen, the burden of all the Hindu refugees that India is carrying would seem nothing compared to what Pakistan would have to bear.

Since, in the long run. Pakistan has so much more to lose than India has, many-observers have been asking whether Pakistan might not have been able to prevent the latest exodus, especially since it was a consequence of what was essentially an internal quarrel between the two wings of Pakistan. The Punjabis of West Pakistan and the Bengalis of East Pakistan have much more in common with the Punjabis and Bengalis across the border in India than with each other; they are divided not only by geography but also by differences in language, in economic and social systems, in dress, and in diet. In fact, the only real bond between East Pakistan and West Pakistan is Islam, but, as other Muslim countries have discovered, religion alone cannot bind together politically disparate entities. From the start, the Punjabis, who were much more prosperous than the Bengalis, ran Pakistan's Army, civil service, and industry. Their operation can therefore consist only of frequent punitive expeditions launched from fortified military strongholds expeditions that may devastate the countryside and decimate the population but cannot conquer the one or studue the other. Moreover, the guerrillas have easy access to India and can come on support from across the border for an indefinite period.

Clearly, it had always been only a matter of time before India would be officially involved, because the brunt of the Pakistan Army's initial attack few. naturally, on the Hindus turning what was originally a war between the two Muslim factions into a Muslim persecution of Hindus, and so foisting Pakistan's greatest internal problem upon India. About ninety per cent of the nine million refugees in India today are Hindus. (Hindus and Muslims in East Pakistan were often indistinguishable, and in those cases the only way the Army could tell them apart was by making them strip, for Muslims are circumcised and Hindus arc not. A few of the Hindus, however, were easily identified; they were small time businessmen or petty landowners, and were therefore natural scope- goats in their communities, much as Jews had been in Europe in the nineteen-thirties.) There was no dearth of escape point for the fleeing Hindus, since India shares a thirteen hundred and fifty-mile border with East Pakistan. It has been seriously suggested in some quarters that India could have avoided the whole refugee problem by turning back the first onrush of fugitives at gunpoint, on the theory that the boundaries of a country arc sacrosanct and no country is obliged to receive an alien population. In fact, some people here say that the Indian Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, should at once have made

lightning attack on Pakistan, for such an attack would certainly have stopped the refugees at the border, and, in the bargain, dismembered Pakistan -gain that would have offset any price fix might have had to pay in western India, such as the loss of Kashmir. Some even deem her failure to go to war immediately. It is said that as word of this hospitality got about, it encouraged more refugees to flee, compounding tragedy.

No doubt the impulse to help was humanitarian, but few believe that it had no other source; the urge to destroy Pakistan-perhaps even to unite India as it was before partition-must, it is thought, have played some part in Indian political calculations. According to this argument, the Hindus in Pakistan had been living on borrowed time, and, in a sense, the Indian government had always expected to be saddled with them sooner or later. Now the presence of the refugees, in destitution, gave India the opportunity to expose and dramatize to the world the theocratic nature of Pakistan-whose creation had been forced upon India, and whose existence the Indians had never accepted-and to place the blame for their exodus on the Pakistani military junta. (The Pakistanis who claim that the Indians have inflated the figures on refugees, partly by misstatement and partly by adding to the camps' population the riffraff of the Indian streets, put the number of refugees at two and a half million but all would relief organizations accept the Indian figures as accurate.)

Whatever India's motives, it certainly seems that concern for the welfare of the refugees, which should have been the primary consideration has not had much to do with the policies adopted by the United States, the Soviet Union or China-the big powers caught up in the situation. The American government, possibly taking its cue from the old State Department dictum that in the underdeveloped world the only reliable allies are military governments not only has never publicly censured General Yahya's military government but had continued to supply arms to it until Mrs. Gandhi's state visit to the United States last month. The monetary value of this material was relatively insignificant, but, consisting, as it did, of spare parts for imported equipment, it must have been of considerable military value to Pakistan, and, being sent, as it was in full knowledge of the effects of General Yahya's policy, it had an alienating effect on the Indians which cannot be underestimated. The State Department's view-even if it were plausible- that it is best to be on the right side of General Yahya so as to be better able to influence his policy has been maintained only at the expense of moral leadership, and, even so, has borne on visible fruit. The main significance of the much heralded Indo-Soviet friendship treaty of last summer-which was concluded at a time of rampant anti-Americanism in India-is also military. The Russians, real purpose much have been to tip Indian "neutrality" toward the Soviet Union, and to do so on the cheap, as that, because it is generally thought that India must have given assurances that it would not be the first to go to war and so drag the Soviet Union into the conflict. No one knows what the Chinese have promised the Pakistanis, because so far there have been only certain gestures to go on- Kissinger's flying from Pakistan lo China last summer. China's playing host to Bhutto this autumn. China's issuing veiled warnings to India in the United Nations.

Although India, Pakistan, the United States, the Soviet Union and China all profess solicitude for the refugees, whose suffering increases each day, have become irrelevant to

the political and diplomatic negotiations that are being carried on in their name, and, even in the debates in the Security Council, have received little attention. The Indian government has recently let it be known that the human aspect of the tragedy must be deemphasized, declaring that an outpouring of sympathy, pity, and aid, however welcome, is no substitute for a political solution, which, in the governments view, involves the repatriation of the refugees-a solution that must ultimately lead to the establishment of Bangladesh. The government insists that the disaffection in East Pakistan with General Yahya and the military is so deep and wide that the refugees could not feel safe if they returned home unless General Yahya released Mujib-who is thought to be in prison and to be undergoing a secret trial for treason-and negotiated the question of Bangladesh with him. But even if Mujib were released, it is doubtful whether he could now be a moderating influence on the Bangladesh issue without being repudiated by the East Pakistanis in favor of the extremist leaders who have emerged in the liberation struggle. In any event, some observers wonder whether Bangladesh would ever welcome the refugees back even if this new nation could somehow be brought into being. In either case, they would remain a small, helpless Hindu minority within a Muslim state, living under the threat of a second exodus, or extermination. And, supposing that any fate for the refugees, after they returned to their homes, were preferable to their continued presence in India, wouldn't Bangladesh one day serve as a magnet for West Bengali? After all, what would a Bengal nation be with more than a third of the Bengalis living outside it. in India? As for the use pf force to achieve political ends, that may result in India's acquisition of territory that could be used to settle the refugees (or even in the re- absorption of East Pakistan by India), but it will also poison relations with, a truncated Pakistan or with any future Bangladesh. Some of these speculations must have entered into the thinking of the Indian government, and that only raises another question: Why has the Indian government made the establishment of Bangladesh the crux of its refugee policy? The only answer anyone can come up with here is that the problems a poor country faces are so mind-boggling-they so often defeat all attempts at a political, not to mention a humane, solution-that the government sooner or later resorts to force to win it, a temporary reprieve. In any case, the prospect of permanently supporting the nine million refugees is so inconceivable-according to the World Bank, the minimum cost would be seven hundred million dollars a year, or a sixth of India's total budget-that, in the absence of any real alternative, the government has taken shelter in the illusion that Bangladesh would solve the refugee problem.

Before going to the refugee camps, I had allowed myself to hope that the conditions there would not be worse than those to be found in Calcutta. I had imagined, that there must be some limit to human' suffering and to the ability to survive. I was wrong. The Calcutta poor still evince some hope that tomorrow will bring a slight improvement in their ration or their luck. The Calcutta lepers, even on their deathbeds cry out in pain- which is at least a form of human expression-and the people found working among the poor and the lepers manage to feel and communicate some power and wealth became concentrated almost entirely in the west. The enmity with India which had a negligible influence economy of west Pakistan, all but crippled the economy of East Pakistan, which, unlike West Pakistan, depended on India for trade. The Bengalis, who had come

to feel exploited and subjugated, grew more and more restive, their predicament being particularly galling because they constituted a majority of Pakistan's population. It was an attempt by the President General Agha Muhammad Yahya Khan-who, of course, is from West Pakistan-to deal with some of these problems that precipitated the present calamity. Apparently hoping to mollify the majority and to defuse what he regarded as a threat to the union of Pakistan, he decided, in 1969, to hand over his military government to civilian control, and in December of 1970 he allowed Pakistanis, for the first time in their twenty-three-year history, to vote - on the basis of universal male suffrage-for representatives to a constituent assembly. In the election, the Awami league, led by the Bengali pacifist Sheikh Mujibur Rahman or Mujib—campaigned openly for political and economic autonomy for East Pakistan, and own almost all the Bengal seats, while the Pakistan People's Party led by the Punjabi military Zulfikar Ali Bhutto was returned with a bare majority in West Pakistan. Once the election results had made it clear that the Awami League would dominate the constituent assembly-and no doubt, the civilian government that emerged from it-Bhutto let it be known that he would not participate in any assembly or government in which West Pakistan and the Pakistan People party were not equal partners with East Pakistan and the Awami League. Mujib saw in Bhutto's stand only a design for perpetuating the "colonial subjugation" of East Pakistan by West Pakistan General Yahya seemed to be caught or guard by the strength of the democratic forces he had released. The election had unexpectedly turned into a reference on East Pakistan autonomy, and now that General Yahya was actually confronted with the possibility that control might pass to the eager Bengali majority, he, like Bhutto, seemed unable to countenance any change in the relationship between East Pakistan and West Pakistan, which might be the beginning of the end of the union. He/therefore/tried to get Mujib to moderate his demands, and, when he failed, temporized by fisting the inaugural session of the constituent assembly. This tactic aroused protest in East Pakistan in early March of this year, and he ordered his troops to shoot demonstrators; the shooting, in turn, led to an all-out Bengali civil disobedience movement later in the month, and he gave his troops, free rein, thus causing the death of perhaps as many as two hundred thousand Muslims and Hindus in the space of a few months-and the flight of the refugees.

As I moved through the camps. I thought of all the discussion I had heard and read of how General Yahya came to chose a military solution to a political problem. Some people here condemn the truculence of Bhutto and his clamorous followers, who had wide support in the Army; others condemn the intransigence of Mujib and his impatient supporters, who, giddy with their new freedom and heedless of the examples made of the Hungarians in 1956 and the Czechs in 1968, dismissed the power of a modern state too lightly and assumed themselves to be immune from military action -partly because in their case the action would have to be sustained from a base a thousand miles away across Indian territory. Some say it was unrealistic ever to suppose that West Pakistan would yield its preeminent position without a fight. Others say the history of Bengali grievances was so long that East Pakistan was in no mood to capitulate, especially since a cyclone that struck a month before the election had drowned two hundred and fifty thousand people. Still others blame General Yahya for completely misjudging the commitment of the Bengalis to their cause, and for not playing for more time by, for

instance, drawing out the talks and blunting the issue of Bengali autonomy. Having lost political control, however, he perhaps had no choice but to fall back on his real constituency, which was, after all, the military. Whatever the reasons for the military' action-and all the speculations are based on hearsay or on public statements put out by the various sides as propaganda Indians now think that it made the eventual breakup of Pakistan inevitable, not only because it transformed a bid for autonomy into an outright demand for a separate, independent Bangladesh (Bengal Nation) but also because the Bengali guerrillas are bound to win the war they have been waging for Bangladesh ever since....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২৯। হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের ঢাকা প্রবেশ	ওয়াশিংটন পোস্ট	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE WASHINGTON POST, DECEMBER 17, 1971

WAR IN EAST ENDS-INDIANS ENTER DACCA TO MARIGOILDS AND CHEERS

Dacca, December 16-Indian army troops entered Dacca today to the cheers of thousands of Bengalis shouting" Jai Bangla" (Victory for Bengal).

The composite force of Indian troops and East Pakistani guerrillas, commanded by Major-General Gandhar Naagra, assaulted a bridge on Dacca's outskirts in the early morning and then received word that the Pakistani command here had accepted India's ultimatum to surrender.

Naagra said he sent a note across town to the Pakistani military headquarters at about 8-30 a.m. local time (10 p.m. Wednesday EST) and received an immediate reply that there would be no further Pakistani resistance. He then entered the city with his men.

He met with Pakistan's commander here, Lt.-Gen.A.A.K. Niazi, about 10 a.m. "We are old friends", Naagra said, "from college days".

The Indian General then went to Dacca airport to await the arrival of the Chief of Staff of India's Eastern Command, Maj-Gen.. J. F. R. Jacob, who came by helicopter from his Calcutta headquarters.

At the airport, the General, with only three Indian soldiers nearby, stood twirling his rough-wood walking stick, while the Pakistani airport defense units grouped at the far end of the runway to move to their surrender point.

Armed Pakistani soldiers far outnumbered Indians in the streets for several hours, and there was sporadic shooting. Several Indians -and Pakistanis were killed, including an Indian officer shot outside the Intercontinental Hotel.

Mukti Bahini men— Members of East Pakistan's liberation army mingled with civilians in the happy crowds and fired their rifles in the air.

Naagra sent Brig. H. S. Kler, Commander of the 95th Mountain Brigade, to the Intercontinental Hotel, a neutral zone under Red Cross auspices, to attempt to protect foreigners and the former civilian government of East Pakistan, which has taken refugee there.

Kler's car was repeatedly mobbed by Bengalis as he moved through the streets. At one point, the crowd tried to yank his driver out of the car and Kler stepped out. only to have Bengalis throw themselves around his neck while one pressed a bunch of marigolds into his hands.

"Thank you, thank you", the Bengalis yelled at him.

Naagra and Kler fought their way into Dacca from the north after crossing the Pakistani border on the morning of December 4 with slightly more than two brigades.

They covered 160 miles-partly by bullock drawn cart and foot fighting at every town.

"We were relying on you to get us home for Christmas", a reporter -told Naagra at the airport. "Well, we have done it", the General replied.

Naagra said that the road into Dacca down which he came was littered with the bodies of Pakistani soldiers. "It was pathetic", he said, "we could not bury them. We did not have time."

"We were cheered all the way", Naagra continued. "At Mymensingh, all my patches and badges were snatched off by the crowds."

"I hope everything is peaceful and quiet", Jacob said. "We have given our guarantee that the soldiers and West Pakistanis will be protected, and we mean to keep it."

About eight Bengalis rushed through the airport gate into the runway to greet Jacob. "May I shake your hand", they asked one after another. They have killed us like rats for nine months", one told Jacob, referring to the Pakistani army.

Turning to a reporter, the Bengali asked: "What country are you from?" "American", the reporter replied.

Not happy with America

The Bengali spat: "We are not happy with America", he said, refusing to shake hands.

Bengalis bitterly resent President Nixon's support for the central Pakistan Government throughout the civil war that led to the Indian-Pakistani war here.

Now (he Bangladesh (Bengal Nation) that they have been hoping for is born. One of Gen. Niagara’s aides carried a Bangladesh flag as the General stood at the airport.

Other Bangladesh flags are being waved in the streets by civilians who stop every passing car to shake hands and shout their happy slogans.

Along the sides of the streets, for the most part ignored by the crowds, soldiers and police of the defeated Pakistani Government file by-still carrying their weapons-but heading for the collection points where they are to be disarmed.

The surrender and Indian army arrival came suddenly, after some bleak early-morning hours in which it appeared that plans to surrender had been snagged in West Pakistan and that heavy fighting, plus waves of new air strikes, would cause serious damage and many deaths in Dacca.

India's halt to air strikes against the city was to run out at 9-30 a.m. local time (10-30 p.m. Wednesday EST), and shortly before 9 a.m.. United Nations and Red Cross officials learned that the Pakistani command had lost its communications and could not send its message of acceptance to New Delhi.

Lost communications

During a hurried meeting at the Pakistani military headquarters, Maj Gen. Farman Ali Khan, who has been acting for Gen. Niazi in the attempts to negotiate a cease-fire, informed U.N. officials of the command's unconditional acceptance. The message was then sent to Delhi through U.N radio facilities at 9-20 a.m. 10 minutes before the bombing was to resume.

The formal surrender took place at 5 p.m., local time (6 a.m. EST) on the race track in-field, with firing and shouting from surrounding areas...

Each bus-load of Indian soldiers is mobbed with cries of thanks, and Bangladesh flags are being pulled out from the hiding places where they have been kept since last March 25, when the Pakistani army began its brutal campaign to keep control here.

Lee Lescaze

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩০। বিজয়োল্লাস	নিউইয়র্ক টাইমস	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 17, 1971

JOY AND MARIGOLDS

Dacca Pakistan, December 16-Shouting. "Joy Bangla!" and waving the Bangladesh flag, Indian troops in trucks and buses poured into the Pakistani military camp north of town today just after the Pakistanis had accepted an ultimatum to surrender.

Indian soldiers with marigolds in their gun barrels passed armed Pakistani soldiers in great traffic jams within the camp. Pakistani officers saluted Indian officers. Officers of both armies, many of whom attended the same schools under the British, shook hands and asked about mutual friends.

In Dacca itself, there were spontaneous eruptions of Joy and celebration in the streets. Bengalis kissd Indian Punjabi soldiers, tossing flowers at them and at the rebels who accompanied them. Most of the soldiers looked exhausted and Bleak-eyed.

Pictures of Sheikh Mujibur Rahman, who was the Awami League leader until he was imprisoned in West Pakistan in March, were hoisted above cars. Bengalis surrounded them, shouting" Joi Bangla" (victory for Bangla) and "Sheikh Mujib."

One rebel leader, trying to stop Bengali mobs from seeking revenge on West Pakistanis and Bihari Moslems who co-operated with the Pakistani Army, reportedly said: "Now they are our prisoners, but unlike them, we must be civilized."

Ten minutes before the time limit given by the Indian Commander to the Pakistani army here to surrender to prevent the destruction of city, word was flashed through United Nations radio channels that the Pakistan second in command, Maj Gen, Rao Farman Ali had accepted the ultimatum.

United Nations official, who feared that the city would be destroyed drove to the military cantonment just north of town and found commanders there unable to get word to the Indians of their decision. Word was immediately relayed through walkie-talkie to united Nations headquarters here for urgent transmission. Minutes later, the first Indian Army officers arrived to announce the. surrender decision through their channels.

The surrender arrangements were first discussed at talks held in the cantonment in the afternoon. But two Indian Generals had arrived there earlier, Maj-Gen. Gandharv Naagra and Brig-Gen. Hardev S. Kler, who led the assault from the north on the city.

At 3 p.m. the Indian officers said the cease-fire would become permanent, but there was sporadic shooting in the city. Some artillery shells fell on the Pakistan fortifications in the early morning after their commander had accepted the surrender ultimatum. Maj- Gen. J.F.R. Jacob, Chief of Staff of India's Eastern Command, sent a message expressing regret that some of his units had not received the cease fire orders according to Brig. Gen. Baquir Siddiqui, Chief of Staff for the Pakistani Eastern Command.

General Kler praised the Pakistani army, saying, "They fought well, but they didn't hold out to the last man-that's good"

James P. sterra

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩১। যুদ্ধের গর্ভ থেকে একটি জাতির জন্ম	টাইমস	২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

TIME MAGAZINE, DECEMBER 20, 1971

BANGLADESH: OUT OF WAR, A NATION IS BORN

"Jai Bangla; Jai Bangla:" From the banks of the great Ganges and the broad Brahmaputra, from the emerald fields and mustard-colored hills of the countryside, from the countless squares of countless villages came the cry: "Victory to Bengal, Victory to Bengal". They danced on the roofs of buses and marched down city streets singing their anthem Golden Bengal. They brought the green, red and gold banner of Bengal out of secret hiding places to flutter freely from buildings, while huge pictures of their imprisoned leader. Sheikh Mujibur Rahman, sprang up overnight on trucks, houses and signposts. As Indian troops advanced first to Jessore, then to Comilla, then to the outskirts of the capital of Dacca, small children clambered over their trucks and Bengalis everywhere cheered and greeted the soldiers as liberators.

Thus last week, amid a war that still raged on, the new nation of Bangladesh was born. So far only India and Bhutan have formally recognized it, but it ranks eighth among the world's 148 nations in terms of population (78 million), behind China, India, the Soviet Union, the U. S., Indonesia, Japan and Brazil. Its birth, moreover, may be followed by grave complications. In West Pakistan, a political upheaval is a foregone conclusion in the wake of defeat and dismemberment. In India, the creation of a Bengal stale next door to its own impoverished West Bengal state could very well strengthen the centrifugal forces that have tugged at the country since independence in 1947.

The breakaway of Pakistan's became a virtual certainty when the Islamabad govern ment launched air strikes against at least eight Indian airfields two weeks ago. Responding in force, the Indian air force managed to wipe out the Pakistani air force in the East within two days, giving India control of the skies. In the Bay of Bengal and the Ganges delta region as well, the Indian navy was in unchallenged command. Its blockade of Chittagong and Chalna harbors cut off all reinforcements, supplies and chances of evacuation for the Pakistani forces, who found themselves far outnumbered (80,000 vs. India's 200,000) and trapped in an enclave more than 1,000 miles from their home bases in the West.

There were even heavier and bloodier battles, including tank clashes on the Punjabi plain and in the deserts to the south, along the 1,400 mile border between India and the western wing of Pakistan, where the two armies have deployed about 250,000 men. Civilians were fleeing from the border areas, and residents of Karachi. Rawalpindi and Islamabad were in a virtual state of siege and panic over day and night harassment raids by buzzing Indian planes.

The U.N. did its best to stop the war, but its best was not nearly good enough. After three days of procedural wrangles and futile resolutions, the Security Council gave up

stymied by the Soviet "nyets," the council passed the buck to the even wordier and less effectual General Assembly. There, a resolution caning for a ceasefire and withdrawal of Indian and Pakistan I forces behind their own borders swiftly passed by an overwhelming vote of 104 to 11.

The Pakistanis, with their armies in retreat, said they would honor the ceasefire provided India did. The Indians, with victory in view, said they "were considering" the ceasefire, which meant they would stall - until they had achieved their objective of dismembering Pakistan. There was nothing the assembly could do to enforce its will. There was considerable irony in Indian's reluctance to obey the U.N. resolution in view of New Delhi's irritating penchant in the past for lecturing other nations on their moral duty to do the bidding of the world organization. Similarly, the Soviet Union, which is encouraging India in its defiance, has never hesitated lo lecture Israel on its obligation to heed U.N. resolutions calling for withdrawal from Arab territories.

Hopeless Task

In any case, a cease fire is not now likely to alter the military situation in the East. As Indian infantrymen advanced to within 25 miles of Dacca late last week and as report circulated that 5.000 Indian paratroopers were landing on the edges of the beleaguered eastern capital, thousands fled for fear that the Pakistani army might decide to make a pitched stand. Daily, and often hourly, Indian planes strafed air-ports in Dacca, Karachi and Islamabad. Some 300 children were said to have died in a Dacca orphanage when a piston-engine plane dropped three 750 lb. bombs on the Rahmat-e-Alam Islamic Mission near the airport while 400 children slept inside. (Pakistan claimed the plane was India's. Some Bengalis and foreign observers believed it was Pakistani, but other observers pointed out that the only forces known to be flying piston-engine aircraft were (he Mukti Bahini. the Bengali liberation forces). Earlier in the week, two large bombs fell on workers shelters near a jute mill in nearby Narayanganj, killing 275 people.

Forty workers died and more than 100 others were injured when they were caught by air strikes as they attempted to repair huge bomb craters in the Dacca airport runway. India declared a temporary moratorium on air strikes late last week so that the runway could be repaired and 400 U. N. relief personnel and other foreigners could be flown out. It was repaired, but the Pakistanis changed their mind and refused to allow the U.N.'s evacuation air-craft lo land at Dacca, leaving U.N. personnel trapped as potential hostages. The International Red Cross declared Dacca's Intercontinental Hotel and nearby Holy Family Hospital "neutral zones" to receive wounded and provide a haven for foreigners.

For its part, the Pakistani army was said to have killed some Bengalis who, they believed, informed or aided the Indian forces. But the reprisals were not on a wide scale. Both civilian and military casualties were considered relatively light in East Bengal, largely because the Indian army skirted big cities and populated areas in an effort to avoid standoff battles with the retreating Pakistani troops.

The first major city to fall was Jessore. TIME'S William Stewart who rode into the key railroad junction with the Indian troops, cabled: Jessore, India's first strategic prize, fell as easily as a mango ripened by a long Bengal summer. It shows no damage from fighting. In fact, the Pakistani 9th Division headquarters, had quit Jessore days before the Indian advance, and only four battalions were left to face the onslaught.

"Nevertheless, two Pakistani battalions slipped away, while the other two were badly cut up. The Indian army was everywhere wildly cheered by the Bengalis, who shouted: "Jai Bangla": and "Indira Gandhi Zindabad." (Long live Indira Gandhi). In Jhingergacha, a half descried city of about 5,000 nearby people gather to tell of their ordeal. "The Pakistanis shout us when we didn't understand," said one old man. "But they spoke Urdu and we speak Bengali".

Death Awaits

By no means all of East Bengal was freed of Pakistani rule last week. Pakistani troops were said to be retreating to two river ports. Narayanganj and Barisal, where it was speculated they might make a stand or alternatively seek route of escape. They were also putting up a strong defense in battalion-plus strength in three garrison towns where Indian forces reportedly had encircled them. The Indians have yet to capture the major cities of Chittagong and Dinajpur. Neither army permitted newsmen unreserved access to the contested areas, but on several occasions the Indian military command did allow reporters to accompany its forces. The three-pronged Indian pincer movement, however, moved much more rapidly than was earlier believed possible. Its success was largely attributed to decisive air and naval support.

Demoralised and in disarray, the Pakistani troop were urged to obey the "soldier-to- soldier" radio call surrender, repeatedly broadcast by Indian Army Chief of Staff General Sam Manekshaw. "Should you. not heed my advice to surrender to my army and endeavor to escape," he warned, "I assure you certain death awaits you". He also assured the Pakistanis that if they surrendered they would be treated as prisoners of war according to the Geneva Convention. To insure that the Mukti Bahini would also adhere to the Geneva code. India officially put the liberation forces under its military command.

Pakistani prisoners were reported surrendering in fair numbers. But many others seemed to be freeing into the countryside, perhaps in hopes of finding escape routes disguised as civilians. "In some garrison towns stout resistance is being offered," said an Indian spokesman, "and though the troops themselves wish to surrender, they are being instructed by the generals: "Gain time. Something big may happen. Hold on." He added sarcastically that the only big thing that could happen was that the commanders of the military regime in East Pakistan might pull a vanishing act.

All week long, meanwhile, the Pakistani regime kept up a running drumfire about Pakistan's jihad, or holy war, with India. An army colonel insisted there were no Pakistani losses whatsoever on the battle field. His reasoning: "In. the pursuit of jihad, nobody dies, he lives forever". Pakistan radio and television blared forth patriotic songs such as 'All of Pakistan Is wide Awake' and The Martyr's blood will not go wasted.' The

propaganda was accompanied by a totally unrealistic picture of the war. At one point, government spokesmen claimed that Pakistan had knocked out 123 Indian aircraft to a loss of seven of their own, a most unlikely kill ratio of nearly 18-to-l. Islamabad insisted that Pakistani forces were still holding on to the city of Jessore even though newsmen rode into the city only hours after its liberation.

Late last week, however, President Agha Mohammed Yahya Khan's government appeared to be getting ready to prepare its people for, the truth, the East is lost. An official spokesman admitted for the first time that the Pakistani air force was no longer operating in the East. Pakistani forces were "handicapped in the face of a superior enemy- war machine" he said, and were outnumbered six to one by the Indians in terms of men and material-a superiority that seemed slightly exaggerated.

Sikhs and Gurkhas

As the fate of Bangladesh, and of Pakistan itself, was being decided in the East. Indian and Pakistani forces were making painful" slabs at one another along the 1.400- mile border that reaches from the city heights of Kashmir through the flat plains of the Punjab- down to the desert of western India. There the battle was being waged by bearded Sikhs wearing khaki turbans, tough flat-faced Gurkhas, who carry a curved knife known as a kukri in their belts, and many other ethnic strains. Mostly, the action was confined to border thrusts by both sides to straighten out salient that are difficult to defend.

The battles have pitted planes, tanks, artillery against each other and in fact both material losses and casualties apper to have run far higher than in the east. Most of the sites were the very places where the two armies slugged it out in their last war in 1965. Yet there were no all out offensives. The Indian army's lactic was to maintain a defensive posture, launching no attacks except where they assisted its defenses.

Old Boy Attitude

The bloodiest action was at Chhamb. a Hat plateau about six miles from the ceasefire line that, since 1949, has divided the disputed Kashmir region almost equally between Pakistan and India. The Pakistanis were putting up "a most determined attack", according to an Indian spokesman, who admitted that Indian casualties had been heavy. But he added that Pakistani casualties were heavier. The Pakistani aim was to strike for the Indian city of Jammu and the 200-mile-long Jammu-Srinagar highway, which links India with the Vale of Kashmir. The Indians were forced to retreat from the west bank of the Munawar Rawi River, where they had tried desperately to hold on.

Except for Chhamb and other isolated battles, both sides seemed to be going about the war with an "old boy" attitude: "If you don't really hit my important bases, I won't bomb yours". Behind all this, of course, is the fact that many Indian and Pakistani officers. Including the two countries' commanding generals, went school with one another at Sandhurst or Dehra Dun. India's commanding general in the east, Lieut. - General Jagjit Singh Aurora, was a classmate of Pakistan's President Yahya. "We went to school together to learn how best to kill each other," said one Indian officer.

"To an outsider", TIME'S Marah Clark cabled after a tour of the western front "the Indian army seemed precise, old fashioned and sane. The closer you get to the front, the more tea and cookies you get: one American correspondent complained. But things get done. Convoys move up rapidly, artillery officers direct their fire with dispatch. Morale is extremely high, and Indian officers always refer to the Pakistanis, though rather condescendingly, as "those chaps."

Abandoned Breeches

On a visit to Sehjra, a key town in a Pakistani salient that pokes into Indian territory east of Lahore where Indian troops were advancing, Clark found turbaned men working in the fields while jets flew overhead and artillery sounded in the distance. "There are free lea stalls along the road", he reported, "and teen-ages throw bags of nuts, plus oranges and bananas, into the jeeps carrying troops to the front, and shout encouragement. When our jeep stops, surround it and yell at us, demanding that we write a story saying their village is still free and not captured, as claimed by Pakistani radio."

"As we come up on the border, the Indian commander receives us. Re recounts how his Gurkha soldiers kicked off the operation at 9 o'clock at night and hit the well-entrenched Pakistanis at midnight." "I think we took them by surprise" he said, "and an inspection of the hooch of the Pakistani area commanding officer confirms it. On his bed is a suitcase, its confusion indicating it was hastily packed. There are several shirts, some socks. And his trousers. Nice trousers of grey flannel made, according to the label, by M. Abbas, a tailor in Rawalpindi. The colonel, it is clear, has departed town and left his breeches behind." flannel made, according it is clear, has departed town and left his dreeches behind".

South of Sehjra, Indian armored units have been ploughing through sand across the West Pakistan border, taking hundreds of square miles of desert and announcing the advance of their troops to places that apparently consist of two palm trees and a shallow pool of brackish water. Among the enemy equipment reported captured: several camels. The reason behind this rather ridiculous adventure is the fear that Pakistan will try to seize large tracts of Indian Territory to hold as ransom for the return of East Bengal. That now seems impossibility with Bangladesh, an independent nation, but India wants to have land in the west to, bargain with.

The western part of India is on full wartime alert. All cities are completely blacked out at night, fulfilling as it were. Prime Minister Indira Gandhi's warning that it would be a "long, dark December." Air-raid sirens wail almost continuously. During one IS-hour period in the Punjab there were eleven air raid alerts. One all clear was sounded by the jittery control room before the warning blast was given. The nervousness, though, was justified: two towns in the area had been bombed with a larger loss of life as Pakistani air force planes zipped repeatedly across the border. Included in their attacks was the city of Amritsar, whose Golden Temple is the honest of holies lo all Sikhs. At Agra, which was bombed in the Pakistans' first blitz, the Taj Mahal was camouflaged with a forest of twigs and leaves and draped with burlap because its marble glowed like a white beacon in the moonlight.

The fact that India is not launching any major offensives in the eastern sector suggests the New Delhi wants to keep the war there as uncomplicated as possible. Though the two nations have tangled twice before in what is officially called the slate of Jammu and Kashmir, neither country has gained any territory since the original cease fire line was drawn in 1949. There are several reasons why New Delhi is not likely to try to press now for control of the disputed area.

The first is a doubt that the people of Azad Kashmir, as the Pakistani portion is called, would welcome control by India; in that case, India could be confronted with an embarrassing uprising. The second reason is that in 1963, shortly after India's brief but bloody war with China. Pakistan worked out a provisional border agreement with Peking ceding some 1.300 sq. miles of Kashmir to China. Peking has since linked up the old "silk route" highway from Sinking province to the city of Gilgit in Pakistani Kashmir with an all-weather macadam motor highway running down to the northern region of Ladakh near the ceasefire line, Should Indian troops get anywhere near China's highway or try to grasp its portion of Kashmir, New Delhi could expect to have a hustle with Peking on its hands.

Constant Harassment

Pakistan, on the other hand, has much to gain if it can wrest the disputed province, particularly the lush and fabled Vale, from Indian control, Strategically, the region is extremely important, bordering on both China and Afghanistan as well as India and Pakistan. Moreover Kashmir's population is predominantly Moslem.

Still, the war was also beginning to take its toll on the people of West Pakistan. "The almost constant air raids over Islamabad, Karachi and other cities have brought deep apprehension, even panic," Time's Louis Kraar cabled from Rawalpindi : "It is not massive bombing, just constant harassment-though there have been several hundred civilian casualties. Thus when the planes road overhead, life completely halts in the capital and people scurry into trenches or stand in doorways with woolen shawls over their heads, ostrich like. Because of the Kashmir Mountains, the radar in the area docs not pick up Indian planes until they are about 15 miles away."

"Pakistanis have taken lo caking mud all over their autos in (lie belief that it camouflages them from Indian planes. In nightly blackouts, the road traffic moves along with absolutely no lights, and fear has prevailed so completely over commonsense that there has probably been more bloodshed in traffic accidents than in the air raids. The government has begun urging motorists only to shield their lights, but peasants throw stones at any car that keeps them on. In this uneasy atmosphere, Pakistani anti-aircraft gunners opened up on their own high-flying Sabre jets one evening last week. At one point, the military stationed an antiaircraft machine gun atop the Rawalpindi Intercontinental Hotel, but guests convinced them it was dangerous",

Soviet Airlift

In New Delhi, the mood was not so much jingoism as jubilation that India's main goal-the establishment of a government in Hast Bengal that would ensure the return of the

refugees-was accomplished so quickly. There was little surprise when Prime Minister Gandhi announced to both houses of Parliament early last week that India would become the first government to recognize Bangladesh. Still members thumped their desks cheered loudly and jumped in the aisles to express their delight. "The valiant struggle of the people of the Bangladesh in the face of tremendous odds has opened a new chapter of heroism in the history of freedom movements," Mrs. Gandhi said. 'The whole world is now aware that Bangladesh reflects the will of an overwhelming majority of the people which not many governments can claim to represent."

There was little joy in New Delhi, however, over the Nixon Administration's hasty declaration blaming India for the war in the subcontinent, or over U. N. Ambassador George Bush's remark that India was guilty of "aggression. Indian officials were also reported shocked by the General Assembly's unusually swift and one-sided vole calling for a ceasefire and withdrawal of troops.

Call For Armaments

Meanwhile, there was still the danger that other nations could get involved. Pakistan was reported putting pressure on Turkey, itself afflicted with internal problems, lo provide ships, tanks, bazookas and small arms and ammunition. Since Turkey obtains heavy arms from the U.S., it would be necessary to have American approval to give them to Pakistan. There was also a report that the Soviet Union was using Cairo's military airbase Alinaza as a refueling slop in flying of reinforcements to India. Some 30 giant Antonov-I2 transports, each capable of carrying two dismantled MIGs or two SAM batteries, reportedly touched down last week. The airlift was said to have displeased the Egyptians, who are disturbed over India's role in the war. For its part, Washington stressed That its SEATO and CENTO treaties with Pakistan in no way bind it to come to its aid.

If the Bangladesh government was not yet ensconced in the capital of Dacca by week's end, it did appear that its foundations had been firmly laid. As Mrs. Gandhi said in her speech to Parliament the leaders of the People's Republic of Bangladesh-as the new- nation will be officially known-"have proclaimed their basic principles of state policy to be democracy, socialism, secularism and establishment of an egalitarian society in which there would be no discrimination on the basis of race, religion, sex or creed. In regard to foreign relations, the Bangladesh government has expressed their determination to follow a policy of non-alignment, peaceful coexistence and opposition to colonialism, racialism and imperialism."

Bangladesh was born of a dream twice deferred. Twenty-four years ago, Bengalis voted to join to the new nation of Pakistan, which had been carved out of British India as a Moslem homeland. Before long, religious unity disintegrated into racial and regional bigotry as the autocratic Moslems of West Pakistan systematically exploited their Bengali brethren in the East. One year ago last week, the Bengalis thronged the polls in Pakistan's first free nationwide election, only to see their overwhelming mandate to Mujib brutally reversed by West Pakistani soldiers. That crackdown took a terrible toll: perhaps 1,000 000 dead, 10 million refugees, untold thousands homeless, hungry and sick.

The memories are still fresh of those who died of cholera on the muddy paths to India, or suffered unspeakable atrocities at the hands of the Pakistani military. And there are children, blind and brain-damaged, who will carry the scars of malnutrition for the rest of their lives. As a Bangladesh official put it at the opening of the new nation's first diplomatic mission in Delhi last "week: "It is a dream come true, but you must also remember that we went through a nightmare"

Economic Prospects

How stable is the new nation? Economically. Bangladesh has nowhere to go but up. As Pakistan's eastern wing, it contributed between 50% and 70% of that country's foreign exchange earnings but received only a small percentage in return. The danger to East Bengal's economy lies mainly in the fact that it is heavily based on jute and burlap, and synthetic substitutes are gradually replacing both. But if it can keep all of its own foreign exchange, as it now will, it should be able to develop other industries. It will also open up trade with India's West Bengal, and instead of competing with India, may frame joint marketing policies with New Delhi. India also intends to help with Bangladesh's food problems in the next year.

One of the main conditions of India's support is that Bangladesh organize the expeditious return of the refugees and restore their lands and belongings to them. The Bangladesh government is also intent on seeking war preparations from Pakistan if possible.

What of West Pakistan? The loss of East Pakistan will, no doubt, be a tremendous blow to its spirit and a destabilizing factor in its politics. But the Islamabad regime, shorn of a region that was politically, logistically and militarily difficult to manage and stripped down to a population of 58 million, may prove a much more homogeneous unit. In that sense, the breakup could prove to be a blessing in disguise. Both nations, moreover, might be expected to get considerable foreign aid to help them back into their feel.

Leadership Vacuum

Last week Yahya announced the appointment of a 77-year old Bengali named Nurul Amin as the Prime Minister-designate for a future civilian government, to which he has promised to turn over some of his military regime's power. Amin figured in last December's elections, which precipitated the whole tragedy. In those elections Mujib's Awami League won 167 of the 169 Assembly seats at stake; Amin, an Independent who enjoyed prestige as an order statesman, won one of the two others. But he is essentially a figurehead, and former foreign minister Zulfikar Ali Bhutto was appointed his deputy, which means that he will probably have the lion's share of the power. That may come sooner than expected. There were reports last week that Yahya's fall from power may be imminent. Bhutto is a contemptuous, pro Chinese politician who was instrumental in persuading Yahya ill effect to set aside the results of the election and to keep Mujib from becoming Prime Minister of Pakistan.

Bangladesh's main difficulty, is apt to come from a leadership vacuum, should Yahya refuse to release Mujib. the spellbinding leader who has led the fight for Bengali civil

liberties since partition. All of the Awami Leaguers who formed the provisional government of Bangladesh in exile last April are old colleagues of Mujib's and have grown accustomed to handling responsibilities since he went lo prison. Bui running a volatile war-weakened new nation is considerably more difficult than managing a political party. The trouble is that none of them have the tremendous charisma that attracted million-strong throngs to hear Mujib. The top leaders, all of whom won seats in the aborted National Assembly last December by overwhelming margins, are :- Syed Nazrul Islam. 40, acting President in the absence of Mujib, a lawyer who frequently served as the Sheikh's deputy in the past. He was active in the struggle against former President Ayub Khan, and when Mujib was thrown in jail, he led the party through the crisis. - Tajuddin Ahmed, 46, Prime Minister, a lawyer who has been a chief organizer in the Awami League since its founding in 1949. He is an expert in economics and is considered one of the party's leading intellectuals.- Khandakar Moshtaque Ahmed 53. Foreign Minister, a lawyer who was active in the Indian independence movement and helped found the Awami League.

The most immediate problem is to prevent a bloodbath in Bangladesh against non-Bengalis accused of collaborating with the Pakistani military. Toward this end, East Bengal government officials who chose to remain in Bangladesh through the fighting are being inducted into the new administration and caking over as soon as areas are liberated Actually, India's recognition came earlier than planned. One reason was to circumvent a charge reportedly budding in the U.N. that India had joined the battle to annex the province to India. Another was to enable the Bangladesh government to assume charge as soon as large chunks of territory were liberated by the army. Since New Delhi does not want to be accused of having exchanged West Pakistani colonialism for Indian colonialism, ii is expected to lean over backward to let the Bangladesh government to think its way.

The Walk Back

Is there any chance that the Pakistanis may yet engineer a startling turn of the tide, rout the Indians from the East and destroy the new nation in its infancy? Virtually none, as Correspondent Clark cabled: "Touts who are betting on the outcome between India and Pakistan might ponder the fact that two of the TIME correspondents who were visiting Pakistan this week (Clark in the West, Stewart deep in the East) were there with Indian forces".

And so at week's end the streams of refugees who walked so long and so far to get to India began making the long journey back home to pick up the threads of their lives. For some, there were happy reunions with relatives and friends, for others tears and the bitter sense of loss for those who will never return. But there were new homes to be raised, new shrines to be built, and a new nation to be formed. The land was there too, lush and green.

"Man's history is waiting in patience for the triumph of the insulted man," Rabindranath Tagore, the Nobel Prizewinning Bengali poet once wrote. Triumph he had, but at a terrible price. With the subcontinent at war, and the new-born land still wracked by bone-shattering poverty, the joy in Bangladesh was necessarily tempered by sorrow.

THE U.S.: A POLICY IN SHAMBLES

The Nixon Administration drew a fusillade of criticism last week for its policy on India and Pakistan. Two weeks ago. when war broke out between the two traditional enemies, a State Department spokesman issued an unusually blunt statement, placing the burden of blame on India. Soon after that, U.S. Ambassador to the United Nations, George Bush, branded the Indian action as "aggression"-a word that Washington subsequently but lamely explained had not been "authorized.'.

Senator Edward Kennedy declared that the Administration had turned a deaf are for eight months to "the brutal and systematic repression of East Bengal by the Pakistani army," and now was condemning "the response of India toward an increasingly desperate situation on its eastern borders" Senator Edmund Muskie and Hubert Humphrey echoed Kennedy's charges.

The critics were by no meane limited to ambitious politicians. In the New York Times, John P. Lewis, one time U.S AID. director in India (1964-69) and now dean of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton, wrote: "We have managed to align ourselves I with the wrong side of about as big and simple a moral issue as the world has seen lately; and we have sided with a minor military dictatorship against the World's second largest nation. In Britain, the conservative London Daily Telegraph accused Washington of "a blundering diplomatic performance which can have few parallels."

Since March, when the Pakistani army staged bloody crackdown in East Bengal, murdering hundreds of thousands of civilians and prompting 10 million Bengalis to flee across the Indian border, the U.S. has been ostentatiously mild in its public criticism of the atrocities and of Pakistan's military ruler President Yahya Khan-a man whom President Nixon likes. Washington wanted to retain whatever leverage it had with the Pakistanis. Moreover, the Administration was grateful for Islamabad help in arranging Presidential Adviser Henry Kissinger's first secret trip to China last July. India was shaken by Washington's sudden gesture toward its traditional enemies, the Chinese with whom it had fought a brief war in 1962. Behind the scenes, many State Department officials urged in vain that the Government take a harder line toward Yahya, for humanitarian as well as practical political reasons.

In the past five years, China has displaced the U.S as Pakistan's chief sponsor. India, increasingly depended on the Soviet Union for military aid, finally signed an important treaty of friendship with Moscow last Summer, The U.S. was not solely responsible for driving the Indians into the Soviet camp, but its policy of not being beastly to Yahya. convinced the Indians that they could not count on the U.S. for moral support. The result of the treaty-U.S. influence in India was virtually neutralized.

The Administration's current anger, however, stems from a more recent incident. During her trip to Washington last month, India's Prime Minister Indira Gandhi led President Nixon to believe that her country had no intention of going to war. Later, when the Indian army made what appeared to be a well-planned attack on East Pakistan.

Washington officials concluded the Mrs. Gandhi's trip had been a smokescreen for massive war preparations. Richard Nixon was furious and was behind the initial Government statements branding India the aggressor.

Last week, in an attempt to justify U. S. policy Presidential Adviser Kissinger held a press briefing. (The remarks were supposed to be for "background use" only until Senator Barry Goldwater blew Kissinger's cover by printing a transcript of the briefing in the Congressional Record). Kissinger insisted that the U.S. had not really sided with Pakistan, but had been working quietly and intensively to bring about a peaceful political solution. Indeed, at the time of the Indian attack, he claimed, U. S. diplomats had almost persuaded Yahya Khan and the Calcutta based Bangladesh leadership to enter into negotiations. New Delhi had precipitated the 'fighting in East Pakistan, Washington believed, and refused to accept a ceasefire because ii was determined to drive the Pakistani army out of East Bengal.

It can be argued, however, that Washington was guilty of an unfortunate naiveté by believing that a political solution was possible after the passions of the Indians and Pakistanis had become so aroused. Given the continued existence of a power vacuum in East Bengal, it may have been as unrealistic to expect the Indians lo refrain indefinitely from dealing their archenemy a crippling and permanent blow as to have expected the Israelis to halt their 1967 advance in the middle of the Sinai.

It is true that the new U.S. policy toward China has further restricted Washington's room for maneuver with the Indians, but this hardly explains or excuses the Administration's handling of recent affairs on the Indian sub-continent. Because of blunders in both substance and tone, the U.S. has (1) destroyed whatever chance it had to be neutral in the East Asian conflict; (2) tended to reinforce the Russia-India, China- Pakistan line-up; (3) seemingly placed itself morally and politically on the side of a particularly brutal regime, which, moreover, is an almost certain loser; and (4) made a shambles of its position on the sub-continent.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পত্র পত্রিকা

যুক্তরাজ্য

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩২। ট্যাঙ্কের দ্বারা বিদ্রোহ দমন	ডেইলী টেলিগ্রাফ	৩০ মার্চ, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, LONDON, MARCH 30, 1971

TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

7,000 slaughtered: Homes burned

By Simon Dring in Bangkok,

Who was in Dacca during the fighting

"In the name of "God and a united Pakistan."

Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by the Pakistan Army, as many as 7.000 people are dead, large areas have been leveled and East Pakistan's fight for independence has been brutally put to an end.

Despite claims by President Yahya Khan, head of the country's military government, that the situation is now calm tens of thousands of people are fleeing to the countryside, the city streets are almost deserted and the killings are still going on in other pans of the province.

But there is no doubt that troops supported by tanks control the towns and major population centers and that resistance is minimal and so far ineffective.

Even so people are still being shot at the slightest provocation, and buildings arc still being indiscriminately destroyed.

And the military appears to be more determined each day to assert its control over the 73 million Bengalees in the East wing.

It is impossible accurately to assess what all this has so far cost in terms of innocent human lives. But reports beginning to filter in from the outlying areas, Chittagong, Comilla and Jessore put the figure, including Dacca, in the region of 15.0(H) dead.

Only the horror of the military action can be properly gauged-the students dead in their beds, the butchs is in the markets killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out and shot en masse, the bazaars and shopping areas razed by fire and the Pakistan flag that now flies over every building in the capital.

Military casualties are not known but at least two soldiers have been wounded and one officer killed.

The Bengali uprising seems to be well and truly over for the moment. Sheikh Mujibur Rahman was seen being taken away by the Army and nearly all the top members of his Awami League party have also been arrested.

Armoured attack

Leading political activists have been taken in. others have been murdered and the offices of two newspapers which supported (he Sheikh's movement have been destroyed.

But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of (he 25th was the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca-one armored, one artillery and one infantry. They stared leaving the barracks shortly before 10 p.m.

By 11 firing had broken out and the people who had started hastily erecting makeshift barricades-overturned cars, tree stumps, furniture, concrete piping-became early casualties as the troops rolled into (own.

Sheikh Mujib was telephoned and warned that something was happening, but he defused to leave his house. "If I go into binding they will burn the whole of Dacca to find me," he told an aide who escaped arrest.

200 students killed

The students were also warned but those who were still around later said (hat most (bought (hey would only be arrested.

Led by American-supplied M24 World War II tanks, one column of troops sped to Dacca University shortly after midnight. Troops took over the British Council library and used it as a fire-base to shell nearby dormitory areas.

Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti government students' union, as shells slammed into the building and their rooms were sprayed with machine- gun fire.

Two...burnt out rooms, others were scattered outside and more floated in a nearby lake. An art student lay sprawled across his easel.

Seven teachers died in there quarters and a family of 12 were gunned down as they hid in an outhouse.

The military removed many of the bodies, but the 30 still there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

At another hall the dead were buried by the soldiers in a hastily dug mass grave and then bulldozed over by tanks.

People living near the university were caught in the fire too and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.

Army patrols also razed a nearby market area, running down between the stalls, killing their owners as they slept. Two days later, when it was possible to get out and see all this, some of the men were still living as though asleep, their blankets pulled up over their shoulders.

In (lie same district the Dacca Medical College received direct bazooka fire and a mosque was badly damaged.

Police HQ attacked

As the university came under attack columns of troops moved in on the Rajarbag headquarters of the East Pakistan police on the other side of the city.

Tanks opened fire first and then the troops moved in and levelled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the buildings.

It was not known, even by people living opposite, how many died, but out of the 1,100 police based there, not many are believed to have escaped.

As this was going on other units had surrounded the Sheikh's house. When contacted shortly before I a.m. he said he was expecting an attack any minute and that he had sent everyone except his servants and a bodyguard a way to safety.

A neighbor said that at 1.10 a.m. one tank, an armored car and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house.

"Sheikh, you should come down," an officer called out in English as they stopped outside.

Sheikh Rahman replied by stepping out on to his balcony and saying

"Yes," I am ready but there is no need to fire all you need to have done was call me on the telephone and I would have come."

The officer then walked into the garden of the house and told the Sheikh: "You arc arrested."

He was taken away, along with three servants, an aide and his bodyguard who was badly beaten up when he started to insult the officer.

Documents taken

As lie was driven off-presumably to Army headquaiters-the soldiers moved into the house, took away all documents, smashed everything in sight, locked the garden gate, shot down the green, red and yellow "Bangladesh" (Free Bengal) flag and drove away.

By 2 a.m. on the 26th fires were burning all over the city. Troops had occupied the university and surrounding areas and were busy killing off students still in hiding and replacing independence flags en with Pakistani national standards.

There was still heavy shelling in some areas but the fighting was noticeably beginning to slacken. Opposite the intercontinental Hotel, a platoon of troops stormed the empty offices of *Dacca's People* newspaper, burning it down along with most houses in the area and killing a lone night watchman.

Shortly before dawn most firing had stopped and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for the noise of the crows and the occasional convoy of troops.

But the worst was yet to come. At midday, again without any warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than a million people live in a sprawling maze of narrow, winding streets.

For the next 11 hours they proceeded systematically to devastate large areas of the old town where Sheikh Mujib had some of this strongest support among the people in Dacca.

English Road, French Road, Naya Bazaar, City Bazaar-meaningless names but home to thousands of people-were burnt to the ground.

"They suddenly appeared at the end of the street," said one old man living in the French Road Naya Bazaar area. "Then they drove down it firing into all the houses."

The leading unit was followed by soldiers carrying cans of petrol. Those who tried to escape were shot. Those who stayed were burnt alive. About 700 men. women and children died there that day between midday and two o'clock.

The same was repeated in at least three other areas, all of them covering anything up to half an square mile or more.

As they left the soldiers took those dead they could away with them in trucks and moved on to their next target. Police stations in the old town were also attacked.

"I am looking for my constables," a police inspector said on Saturday morning as he wandered through the ruins of one of the bazaars. "I have 240 in my district and so far have found only 30 of them all dead."

One of the biggest massacres of the entire operation in Dacca took place in the Hindu area of the old town. There the soldiers made the people come out of their houses and then just shot them in groups.

This area, too, was eventually razed.

The troops stayed on in the old city in force until about 11 p.m. on the 26th. Driving about with local Bengali informers.

The soldiers would fire a flare and the informer would point out the house of staunch Awami League supporters. The house would then be destroyed-either with direct tank or recoilless rifle tire or with a can of petrol.

Meanwhile, troops of the East Bengal Regiment were being used in the suburbs to start moving out towards the industrial areas of the city-Tongi and Narayanganj-against centers of Leftist support for the Sheikh.

Firing continued in these areas until early on Sunday morning but the main bulk of the operation in the city was completed by the night of the 26th-almost exactly 24 hours after it began.

One of the last targets was the Bengali language daily newspaper Ittefaq. Over 400 people had taken shelter in its offices when the fighting started.

At 4 o'clock on the afternoon of the 26th four tanks appeared in the road outside. By 4.30 p.m. the building was an inferno. By Saturday morning only the charred remains of corpses were left.

As quickly as they appeared the troops disappeared off the streets. On Saturday morning the radio announced the curfew would be lifted from 7 a.m. until 4 p.m.

It then repeated the martial law regulations banning all political activity announcing Press censorship and ordering all government employees to report back for work and for all privately-owned weapons to be handed in.

Thousands flee

Magically the city returned, to life and panic set in. By 10 army with pulls of black smoke still hanging over large areas of the old town and out in the distance towards the industrial areas, the streets were packed with fleeing people.

By car. in rickshaws but mostly on foot carrying their possessions with them the people of Dacca were leaving. By midday they were on the move in their tens of thousands.

"Please give me a lift, I'm an old man." "In the name of Allah help me." "Take my children with you," came the pleas.

Silent and unsmiling they passed and saw what the Army had done. It had been a through job, carefully planned and meticulously executed and they looked the other way and kept on walking.

Down near one of the markets a shot was heard. Within seconds 2.000 people were running, but it had only been someone going to join the queues already forming to hand in their weapons.

The Government offices remained almost empty. Most employees were leaving for their villages.

Those who were not fleeing wandered aimlessly around the smoking debris of what were once their homes, lifting the blackened, twisted sheets of corrugated iron used in most shanty areas as roofing materials to save what they could from the ashes.

Nearly every other car, if it was not taking people out into the countryside, was flying a Red Cross and convoying dead and wounded to the hospitals.

And in the middle of it all occasional convoys of troops would appear, the soldiers peering unsmiling down the muzzles of their guns at the silent crowds.

On the Friday night as they pulled back to their barracks, they shouted "Narai Takbir," an old Persian war cry meaning "we have won the war."

On Saturday when they spoke it was lo shout "Pakistan Zindabad"-"Long live Pakistan."

Most people took the hint. Before the curfew was reimposed the national flag of Pakistan, apart from patrol, was the hottest selling item on the market.

As if to protect their property in their absence, the last thing a family would do before they locked up their house would be to raise the flag.

At four o'clock the streets emptied again, the troops reappeared and silence fell once more over Dacca.

But firing broke out again almost immediately. "Anybody out to doors after from will be shot," the radio had announced.

A small boy running across the street outside the intercontinental two minutes after curfew was stopped, slapped four times in the face by an officer and taken away in a jeep.

Another unfortunate night-watchman this time at the Dacca Club, a leftover bar from the colonial days, was shot when he went to shut the gate of the club.

A group of Hindi Pakistanis living around a temple in the middle of the racecourse were all killed, apparently for no reason at all except they were out in the open.

And refugees who came back into the city when they found roads leading out were blocked by the Army told how many had been killed as they tried to walk across country to avoid the troops.

Beyond those roadblocks is more or less a no man's land, where the clearing operations are still going on. What is happening out there is anybody's guess-except the Army's.

Many people took to the river to try to escape the crowds on the roads. But they run risk of being left stranded waiting for a boat when curfew fell.

Where one such group was sitting on Saturday afternoon, there were only bloodstains next morning.

"Traitors" Charge

Hardly anywhere was there evidence of organized resistance to the troops in Dacca or anywhere else in the province. Even the West Pakistani officers scoffed at the idea of anybody putting up a fight.

'These men," said one Punjabi lieutenant "could not kill us if they tried."

"Things are much better now," said another officer.

"Nobody can speak out or come out. If they do we will kill them. They have spoken enough. They are traitors and we are not. We are fighting in the name of God and a united Pakistan."

The operation, apparently planned and led by Gen. Tikka Khan, the West Pakistani military governor of the East, has succeeded in driving every last drop of resistance out of the people of Bengal.

Only the propaganda machine or the Indian Government is keeping the fight going apart from a Leftist underground group operating a clandestine "Bangladesh" radio somewhere outside Dacca.

Even if time erases the scare that marks the end of the dream that the people of East Pakistan thought was democratically theres, it will take more than a generation before they live down the fear instilled in their minds by the tragic and horrifying massacres of last week.

If anything is to be salvaged from the ruins of Sheikh Mujib's movement, it is the realization that the Army is not to be under-estimated again and that for all the speech making of president Yahya about the returning of power to the people, the regime did not really ever intend to abide by the results of any election-fairly won or not.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৩। পাকিস্তানের হত্যাকান্ড	গার্ডিয়ান	৩১ মার্চ, ১৯৭১

THE GUARDIAN, LONDON. MARCH 31. 1971

Editorial

A MASSACRE IN PAKISTAN

"Only now are we getting Pakistani facts to abet fears. President Yahya Khan has written lo suppress these facts, filling his air waves and press with evasive propaganda, deporting every journalist he could find. But a few independent reporters escaped this net and their stories-just emerging reek with horror: crows indiscriminately machine gunned, student hostels razed by shells, shanty towns burned and bombed, civilians shot dead in their beds. We do not yet know the fate of those arrested in East or the true level of resistance through the province. But we do know first-hand and reliably that many unarmed and unready Bangalis have died.

From this point the whole complexion of the crisis changes. Before troops moved, many leaders shared responsibility, and blame Sheikh Mujib and his wilder benchment among them. But Yahya Khan's licensed mayhem has swept all this toward irrelevancy. While he negotiated with Mujib, his generals planned carnage. His vaunted bluff sincerity (and sincerity of Pakistan's brief return, to democracy) lies tattered. Henceforth, the country must be regarded as particularly brutal and insensitive military dictatorship, its elected political leadership in prison majority party obliterated by decree. Guardian with many others has long believed that balance of advantage lay with united Pakistan. But unity can never come through murder and is not worth the price of innocent lives. East Pakistan survives today only as occupied and exploited territory, a living proof of every Bengali suspicion of years. Bhutto, who purports to be national leader, "thanks God" for this miserable carnage. Yahya Khan hears none of Pakistan's friends who counsel mercy and morality even at this late stage.

But he must be made to hear. In contrast with Biafra, rights and wrongs of East Pakistan arc easily determined. Those-like America-who stock the Pakistan army, must realize lo what use their weaponry is put, Those-like China and Ceylon-who permit forces to ferry from West must realize that acts and purposes those forces pursue. Those- like Britain-who retain some prestige of influence in the area, should spend it openly and forcefully. The fate of Dacca is a crime against humanity and human aspirations; no one should stand mealy-mouthed by."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৪। বাংলার দুর্যোগ	ডেইলী টেলিগ্রাফ	২ এপ্রিল, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, APRIL 2, 1971

BENGAL TRAGEDY

It is now a week since the West Pakistan army intervened in East Pakistan to frustrate the results of last December's elections, in which the Bengali nationalist Awami League party had obtained a near complete majority. One of the army's first acts was to expel all foreign correspondents. Simon Dring of The Daily Telegraph was the only British reporter able to stay on for a period and thus to send the harrowing account of the army's ruthlessness and brutality which we printed in last Tuesday's edition. Since then authentic news of what has been going on has been practically non-existent. If the Pakistan Government has the effrontery to complain of false reports it has entirely itself to blame.

It does seem probable; however, that the army is in full control of Dacca, the Eastern capital, and that organized Bengali resistance elsewhere is fragile. This is not surprising, since the Bengalis are not a martial people, and had not anyway expected to have to fight a civil war. So the Punjabi-based army sent into action by President Yahya Khan against his fellow-countrymen may soon have its thumb firmly on East Bengal. But unfortunately this does not mean that there may not be more, and worse bloodshed to come; not soon, perhaps, but some time. As our report today shows, events in East Pakistan have stirred up great feeling in west Bengal, the adjoining already turbulent, Indian State. Unrest could spread.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৫। বাংলার জন্য কাঁদো	নিউ স্টেটসম্যান	২ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW STATESMAN, LONDON, APRIL 2, 1971

WEEP FOR BENGAL

By Mervyin Jones

"Despite censorship and official lies, reports are coming out of Dacca that must shock even readers accustomed to all that's implied in the sinister phrase: 'Order was restored.' President Yahya Khan's thanks have been ordered into destructive action, no holds barred, against the people of the East Pakistan: and, in grim logic, the enemy must be the whole people because they had declared themselves with rare unanimity for demands of self-rule.

"For the moment, one has to think of the human tragedy. With pitiful wooden shacks burned to the ground-soldiers were seen 'armed' with petrol cans-those who had little have lost their all. Many thousands, it seems, are fleeing to the countryside, dodging tanks that fire at random; but it is countryside they can barely feed its normal inhabitants. Hunger and disease must be the followers of sudden death. And, this only an episode in the bitter history of a people whose experience for almost 200 years has been of poverty, oppression and exploitation-at the hands of British rulers, of moneylenders and land sharks from other parts of the sub-continent, and. since 1947, of the arrogant oligarchy that dominates Pakistan.

"Nehru reflected in The Discovery of India (written during his last spell in prison) that the poverty of India can be correlated with the duration of subjection-the deepest misery in Bengal subdued by Give, and the most effective maintenance of a viable economy in Punjab where the British defeated the Sikh princes as late as 1845. Of course, there are other factors. Still, the sorrows of history gather weight with time, each generation laying a load on the last. And, it was chiefly Bengal that endured the primitive stage of imperialism as sheer robbery and wrecking. 'Bungalow' and 'jungle' are British words taken from Hindustani, but so is 'loot'.

"The extreme of poverty has continued to be a major theme in Bengal's experience: over-population long before the rest of the world knew it, marginal subsistence farming in the countryside, squalor in the cities (Dacca's slums have long rivaled those of Calcutta), famine in 1891, famine in 1943. The other theme was desperate revolt and political violence.

"The background picture must also take account of a Bengali national character. One must handle this concept with caution, of course, but both reputation and self awareness react upon reality. These, then, would be the generalizations: Bengalis are spontaneous; talkative, emotional, sensitive to slights, quick with the handshake or the embrace but also with the knife. The value poetry and music, the decorative arts, good food, and beauty in women. Outsiders regard them as undisciplined, rather comic and certainly no

fighters (the British excluded them from the 'martial races' and recruited only a regiment of Sappers and Miners) ; resenting this, they are prone to demonstrative acts of heroism. They are skilful and inventive' but not systematic at work. West Pakistanis are the opposite of all this, and the absurd state of Pakistan is something like a forced union of Britain and Italy, with France in between.

"Pakistan is a Moslem nation, but history qualifies this too. Being a Moslem in the West is partly a racial inheritance, deriving from settlement by people of Iranian and Afghan origin. Conversion to Islam in Bengal was an opting out of the caste system by the poor. Moslem or not, Bengalis still felt passionately Bengali, so much so that they protested furiously when, in 1905, Lord Curzon tried to divide the province into East and West Bengal; it was one of the rare occasions when a Viceroy had to renounce a pet project. That Bengal was thus partitioned in 1947, with British rule ending, is a wry historical irony.

"Jinnah. the founder of Pakistan, was an upper-class Bombay Moslem anglicized in his habits and not very religious, just as Carson was an upper-class Dublin Protestant. Power in the new state was monopolized by landowners and Sandhursttype generals, all from West Pakistan, with no background in the fight against imperialism. This, in addition to the theocratic basis of Pakistan, was what Indians like Nehru so disliked about them.

"From the outset, they had no more intention of creating a democracy then had the similar oligarchy in Northern Ireland. True, the Bengalis were fellow Moslems and had no yearnings to reunite with India (though they wanted neighborly relations and lacked interest in the Kashmir vendetta). The point was that they were unreliable chaps, outside the closer circle. Top jobs in the civil service and the police went to men from the West.' Economic development, not very impressive anywhere, favored the already wealthier western provinces. Attempts to right the balance were frustrated, when government was not openly dictatorial, by a limited franchise (80,000 citizens in a population of 100 million could vote for the presidency) and a judicious mixture of intimidation and bribery. 1 happened to be in East Pakistan when Ayub Khan was getting himself re- elected in 1965. An American friend used to exclaim 'There's a voter' whenever we saw a man inexpertly riding a new Honda.

"When real elections came. Sheikh Mujib's Awami League won a victory in the East comparable only to Sinn Fein's sweep in 1918. The difference was that he was demanding only 'home rule'. He was aware both of the appalling consequences of an armed clash and of the hard row that an independent Bangladesh would have to hoe even if it could be achieved, given its wretched poverty. Popular feeling and Yahya Khans stubbornness drove him, in the moment of crisis, to claim independence. I suspect that one could listen to an interesting debate if one could be a. mouse under a table in Washington. There would be advocates of the oligarchy as the 'safe men", the counterparts of similar regimes endorsed from Greece to Brazil. There might be voices arguing that Bengal can't be held down and that Mujib-a popular leader but no revolutionary-is the best insurance against less controllable forces.

"Certainly, though the army may have won the first round by sheer brutality, maintaining detested suzerain(y over 73 million people isn't like sending (he police (o Anguilla. Bengal has no forests or mountains except on its eastern borders, but in its odd way it is fine guerilla country. The great Ganges-Brahmaputra delta is spattered with water at any time; when the monsoon breaks, after early June, main roads on embankments rise above an immense lake. I've only been there in the dry season, but I recall seeing the noses of boats' submerged to keep the wood from cracking in the sun, which are the sole means of movement once the rains begin.

"The crime of Yahya Khan in provoking war-if not now then surely some time-is not incalculably but calculably appalling. We know from the Congo and Biafra that a rural population with minimal living standards can be plunged into the abyss of famine by any disturbance of the tenuous rhythm of sowing and reaping, marketing and buying. Last year's typhoon, with the Royal Navy rushing to the rescue, took 200,0(X) lives according to probably minimized figures. A season's war is bound to take millions. A starving child does not suffer the less because the ends of power are being secured-nor because it is statistically surplus to its homeland's resources."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৬। পূর্ব পাকিস্তানে হত্যালীলা	টাইমস	৩ এপ্রিল, ১৯৭১

THE TIMES LONDON, APRIL 3, 1971

Editorial

THE SLAUGHTER IN EAST PAKISTAN

The more the news from East Pakistan accumulates, the more harrowing it becomes. Senseless murder hysterical cruelty and what must be a creeping fear run like a current throughout this packed mass of human beings. All this the distant observer may assume despite the protests of the Pakistan Government at some of the stories that have been given circulation.

They have a case-or had in the first days following the orders given to the Pakistan army to restore order. When authentic first-hand accounts are not to be had the temptation to report anything that comes from any hearsay source is rarely resisted. And when Western reports-news agencies, broadcasts, and newspapers-become the source of information for so many parts of the world, the objections are all the stronger. Figures for those killed in the first days of shooting were often widely beyond anything one person could possibly have observed or calculated. In the period of negotiation between President Yahya Khan and Sheikh Mujib expectations of a united East Bengal, standing to arms had grown so strongly that they led to battle lines being drawn were none existed.

By now the picture is a little more clear and a great deal more gruesome. Enough first-hand reports from Dacca itself and from some of the major towns have come into confirm that what is happening is far worse than what might have been expected in a war of East Pakistan is resisting the forces of the Central Government to their demand for independence. The accounts piling up make conditions in East Bengal sound only too much like the massacres that broke out between Muslims and Hindus in the months leading up to the partition of India. Sparks from one fire set another going. Murder here demands vengeance there. And when the forces of order, military or police, are themselves the objects of one side or the other's hatred there are no boundaries to the hysteria of fear and murder. Yet in some ways the killing now in East Pakistan is worse. Hindus and Muslims had always been separate communities, brought up to regard each other as different. Outbreaks of violence between them were nothing new, Apart from Hindus who may have been caught up in the present slaughter there is no religious feeling to divide Punjabi from Bengali. There is unfortunately just enough difference for fear and hysteria to work on. Hence the ready and relished decapitations of any West Pakistanis who may find themselves innocently among the Bengalis. Vengeance is everywhere and no one can tell when he may be its victim,

How much of this must be blamed on the orders given to the Pakistan army in its task of restoring order? If not the orders themselves the manner in which they were carried out seems to have been well calculated to arouse fear and hatred on all sides.

From the evidence available one must conclude that the aim was so wipe out the Awami League leadership that it could no longer provide an effective leadership for any resistance movement. Sheikh Mujib was arrested and may have been taken to West Pakistan. How many of his lieutenants are gone is impossible to say. The slaughter of student in Dacca, as likely organizers of guerrilla operations, seems well attested. If some move to reverse the orders were now to be made, lest the slaughter go on spreading, leaders who might help to moderate the passions on the Bengali side would be lacking. From Pakistan Radio there are still only the assurances that all is well and the army is in control. Nothing has been said or done that will put a stop to the reverberating fear. Yet nothing could be worse than to allow the present muddle of fighting and minor massacre to drift on.

Judging by the Pakistan Government's account of Dacca being restored to normal with civil servants returning to their duty, shops opening and normal life resuming, the expectation is that with a little more time at least all the populated centers of East Bengal will have been brought under control. Reports from East Pakistan, however, would suggest that the Pakistan army has not got the manpower to bring about this result other than in the main towns. Elsewhere popular resistance will be strong enough to control smaller urban pockets, leaving much of the countryside as an undeclared no-man's land. Some sort of lines of control will this be drawn. But what might such conditions presage? President Yahya Khan's conciliatory actions ever since the elections last year can hardly allow him to contemplate settling down to a long campaign merely to entrench the Central Government's authority throughout East Bengal. At some point the dialogue between the Government and the leaders of East Pakistan must be resumed. The sooner the better judging by the horrors of the past few days.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৭। অস্ত্রের মুখে একতা	ইকনমিস্ট	২ এপ্রিল, ১৯৭১

THE WEEKLY ECONOMIST LONDON, APRIL 3. 1971.

UNITY AT GUNPOINT

East Pakistan's Sheikh Mujib looks a loser today, but it is more likely that President Yahya has chosen the road that leads to a civil war he cannot win.

President Yahya has taken desperate action. He has chosen to break the deadlock about Pakistan's future by breaking Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League. No one thought he would dare to try and still less that he would succeed. But now it seems the army, after its sharp an bloody takeover, has the upper hand. The reports from foreign journalists whom the army failed to expel quickly enough show that in Dacca, at least, the army's claim to have won control was accurate. And after prolonged fighting, the same may now be true of Chittagong the provinces main port. How much resistance there still is elsewhere is unclear. The army owed its apparent success to the suddenness with which it struck arresting a number of the Awami League leaders as well as shooting up parts of Dacca-and unprepared ness of the Awami League Organisation.

But though he may have pacified the main cities, shattered the Awami leadership and cowed many Bengalis into submissiveness, President Yahya's problems are only just beginning. He will find it difficult to police the countryside, much of East Pakistan split by innumerable waterways, is the sort of terrain regular soldiers hare but guerrillas love.

Like neighboring West Bengal, East Pakistan has its share of Pro-Peking peasant revolutionaries preaching violence. So long as Sheikh Mujibur promised the fruits of autonomy through negotiation they remained weak and eclipsed by Sheikh Mujib's rising star. But that the army has moved in so bloodily their argument that the violence can only be met with violence may see unanswerable. Presumably their numbers will rise. And so will the level of the Ganges and Brahmaputra which, by the time the monsoon comes in May or June, will make most of East Pakistan impassable for any troops but the men with an automatic and a sack of rice. No doubt the guerrillas will be pretty uncoordinated, because the army seems to have rounded up a good many of their potential leaders, but even a disorganized resistance may be widespread enough to tie down a lot of the 70,000 troops in the eastern region. And President Yahya has a major logistic problem in getting supplies and reinforcement all the way from West Pakistan.

There are other problems for President Yahya besides the threat of guerrilla action. He will have to get the life of the province, which has been running at a trickle for the past month moving again, and this with a population embittered by the re-imposition of the West Pakistan military rule. The bitterness will have been compounded by the Army's apparent disregard for civilians. Some Bengalis willing to serve the Martial Law regime will, of course, be found; a lot of others are just not going to co-operate. President Yahya may well have to import Punjabis to run the civil service, and use the army to run essential services. Nor has he any guarantee that West Pakistan will keep quiet. It

probably will. But the minority provinces of Baluchistan and North-West Frontier have already shown sympathy for Sheikh Mujib's ideas about provincial autonomy. Martial Law will presumably continue to apply in West Pakistan and even Mr. Bhutto may be weary of a situation which prevents him from taking power in any shape.

In the same speech in which be branded Sheikh Mujib a traitor, President Yahya reiterated that his main aim remained the same i.e. the transfer of power to the people's elected representatives "as soon as the situation permits". But when will it permit. And who will be regarded as an acceptable elected representatives of East Pakistan'? If Sheikh Mujib is ruled out the President will either have to hope that a quisling will emerge to negotiate with him, or call new elections. Unless these elections are rigged it is hard to see anyone now winning the East Pakistani vote except of a ticket not of autonomy, but of independence. It does see that unless President Yahya drops his present definition of the unity and integrity of Pakistan he will never shed the office he so fervently disclaims.

The optimistic hope is that tight martial law will cool the situation down to a point where some sort of negotiations on provincial autonomy could start again. This hope depends on whether you believe that President Yahya was negotiating at Dacca in good faith or just buying time for military preparations. There is evidence that he was doing both. But if the President did not think the talks would solve anything, it is difficult not to agree with him. For the talks were only about the conditions of Sheikh Mujib's attendance at the National Assembly; they did not tackle real question of the Sheikh Mujib's six- point plan for East Pakistan. And those six points would inevitably have divided President Yahya and Sheikh Mujib sooner or later. Control of foreign trade would have let East Pakistan to trade with India, which would have given it one main attribute of independent foreign policy. There is no halfway house in the kind of autonomy Sheikh Mujib was demanding. So, however, much one may dislike what President Yahya has done, it is difficult not to agree with him the negotiations over Sheikh Mujib's demands could only result in all or nothing. President Yahya has decided on nothing.

The fact that Bengali resistance seems to have been easily crushed by the army makes it unlikely that anyone abroad is going to offer recognition to Bangladesh. But guerrilla activity may get outside help notably from India. On Wednesday the Indian Parliament unanimously passed a resolution, moved by Mrs. Gandhi, condemning the use of force in East Pakistan. There is pressure on Mrs. Gandhi to go further than this, West Bengalis have already offered aims and shelter to East Pakistani "freedom fighters". But Mrs. Gandhi is alive to the dangers of overt, official support, she has warned Indians that "one wrong step or one wrong word may have an effect entirely different to what we all intend". She should be cautious in her acts as her words. The Pakistani army would crack down the Bengalis all the harder if Indian involvement were suspected.

No doubt Mrs. Gandhi also fears the long-term effects of guerrilla co-operation between East and West Bengal. If Maoist propaganda came to replace Hindu-Muslim mistrust' it could lay the foundations of a united Bengal, independent of India, too. But Mrs. Gandhi will find it hard to seal off India's 900 mile border with East Pakistan; and unofficial Indian support would create the classic RECPE for guerrilla success with East Pakistani guerrillas striking out of a safe Indian hinterland.

Not surprisingly, there has not been a word from Peking about the crisis. The Chinese must be having difficult times in making their minds up. On the one hand they, have helped to equip the army and have supported it over Kashmir, a policy which has won them warm praise from West Pakistanis, and Mr. Bhutto in particular. The Chinese have close links with West Pakistan all weather road through the Himalayas has just been opened and they also have strategic interest in maintaining them, most favorable status in this area, where four nations meet. On the other hand, the Bengali revolt may develop into just the sort of "Liberation War" that Peking usually feels tempted to support. Of course, Maoists are going to play a large part in any guerrilla campaign in East Pakistan. But Chinese support for the Bengalis would mean support for a movement which wants closer relations with India and would jeopardize China's special relationship with West Pakistan.

This is the time Peking had been confronted with such a startle choice between national and ideological interests. The Chinese would probably like to duck the whole dilemma by ignoring it; that will be difficult if a call for help come from the Bengalis. But at the moment outside help will only keep a bloody civil war dragging on. Foreign sympathizers with East Pakistan's plight would be better advised to use such influence as they have in urging President Yahya to offer a resumption of the dialogue with Bengal before he finds himself fighting an insoluble guerrilla war.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৮। পাকিস্তানের রক্তাক্ত পথ	টেলিগ্রাফ	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE TELEGRAPH, APRIL , 1971

PAKISTAN'S PATH TO BLOODSHED

The macabre efficiency with which the West Pakistan army last week all but snuffed out the life of the independence movement of East Pakistan, seeking its self-determination as the people's republic of Bangladesh, was the outcome of two years of the most careful planning by Pakistan's generals and colonels, many of them British-trained, many of them in outward manner, though not inward mildness "more British then the British.

These senior officers are the elite of Pakistan's rigidly stratified society and the core of the military leadership which two years ago pushed the army commander-in-chief. General Yahya Khan, reluctantly into the presidency. These men never believed in the democratic process that Yahya set in motion.

They did not believe in it because they are not democrats by nature, by upbringing or by belief, but autocratic, patriarchal and patrician contemptuous of "the mob", more of the 18th century than the 20th.

They did not believe in it because they saw the power of the East Pakistan popular movement that toppled president Ayub Khan in March 1969. They realized then that unless that great popular nationalist groundswell were contained it would engulf them too.

They realized that their whole future as the dominant group in Pakistan was threatened by another upsurge or even by a peaceful transition to civilian government like the one which, only a month ago, seemed (but never was)so near.

To them, the precisely phased programme that President Yahya and his civilian Cabinet devised for the transfer of power to an elected assembly, was never more then a cloak for the realities of the power structure in Pakistan.

They were counting on December's election producing an indecisive result. This would have provided the most legitimate possible excuse for prolonging military rule.

Instead, it gave an absolute majority to one man and one party, the east wing leader Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League. From that day, December 6, the generals and colonels knew what they had to do.

It was then simply a matter of wailing for the occasion.

Even as he conferred with Mujib, President Yahya must have known of the preparations that the army was making. It seems hard, on the evidence of the sequence of events to acquit the President of charges of the deepest treachery.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩৯। একটি সাহায্যের আবেদন	গার্ডিয়ান	৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE GUARDIAN WEEKLY, APRIL 4, 1971

A CRY FOR HELP

By Martin Woollacott

The, situation in Bangladesh is worsening day by day, and it is a pathetic and heartrending spectacle, for there is hardly a liberation movement of the twentieth-century that can claim such unanimous support from people of all classes, nor one that was ever so ill-prepared and ill-equipped to fight for its rights.

After a 200-mile journey into East Bengal, reaching to Faridpur on the banks of the Ganges, some 90 miles from the Indian border, the main impression is of a people who with every justification but sadly with limited chances of success, are crying out for international help before it is too late. And that, at least as far as the short-term prospects of the liberation movement are concerned, could be very soon indeed.

The Pakistani Army, estimated at strength of over five divisions, is now moving swiftly to take the towns held by the Bangladesh forces before the rainy season begins, and it will probably succeed in doing so

Everywhere I went in Bangladesh during a three-day trip, I heard the same appeal-in the squares of the towns, in the offices of administrators, in barracks, in roadside pharmacies and shops; "Why doesn't the world help us?"

In Magura, between Jessore and Faridpur, a middle-aged lawyer, Mr. Nasir-ul-Islam, who has become effective chief civil administrator, insisted on writing out a lengthy "appeal to the freedom loving humanity" in fine copperplate hand, which began "we appeal to humanity to come to our help in this period of greatest calamity when we, the entire nation of Bangladesh are forced to take up arms against the occupation army of the Punjabis who are up to anything to destroy the last point of civilization."

Watched by a crowd of several hundred people, and feeling something of a charlatan, I placed this ceremoniously in my bag.

One soon forgets one's initial amusement at the flowery Indian English of educated Bengalis when one sees the tragic situation they are in. Crossing the bridge outside Magura we meet a marching column of young men in civilian clothes, armed with 303 rifles. They halt, visibly swelling with pride, their backs stiffened in the approved British military fashion, and their sandalled feet hitting the ground in a manoeuvre designed for soldiers wearing heavy boots, so that the Danish journalist with me can take a photograph.

At least at Magura they have enough rifles for a half company or so. Further on at one river crossing town, the former Pakistani airman in charge of defences tells me that they have four Lee Enfield rifles and two dummy rifles.

At Jhenida and Jessore is a force probably as large as any in the Liberation "army". It consists of perhaps 750 men of whom only about 200 are trained soldiers from the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment. The rest are militia and freedom fighters. The patchwork administration of Bangladesh shows endless variety. Everywhere the existing administrative cadre went over as one man to the liberation movement, and in some towns they are still running affairs.

In others respected local citizens have been brought in or Awami League assembly members are in charge. In Jhenida, at an irrigation project headquarters, a former police superintendent is military commander.

A tall, handsome man wearing a striped shirt, a webbing belt and with a pistol on a lanyard, he arrived full of euphoria from the Jessore "front" the day I was there. "We

have surrounded them and we will wait till they try to come out We ought to be able to handle a battalion " he reported.

In the cool of evening, a duplicating machine thumps on, turning out directives banning hoarding, ordering Government and other officials to return to their posts, asking all students to report to the command headquarters for military training and other tasks. Grouped round a lantern on the lawn. Captain Mahbubuddin Ahmed and his aides talk of the People's Republic of Bangladesh.

"We must have freedom, even socialist freedom but not the Chinese type of freedom where everybody cannot speak and is regimented". Another says: "We just forgot our Bengali identity when we became part of Pakistan You know, they even banned Tagore, the backbone of Bengali literature, just because he was Hindu."

Atrocity stories circulate continually, and some of them are undoubtedly true. In Faridpur District Sports club, which has become the town's military headquarters, a young magistrate from Khulna told me he witnessed the machine-gunning of a protest procession "without any provocation."

Thinking it a dreadful case of some army officer losing his head, he rushed to military headquarters in his jeep and confronted the Punjabi colonel. "The colonel said my complaint was nonsense, and that the next time people were shot. I the magistrate would be one of the first to die."

A young man is led in to recount the story of the death of a Catholic missionary in Jessore because Bengali have a sad conviction that such a death counts higher in our scales than the deaths of many Moslems. Excitedly, he explains that the priest was shot down in his mission, together with some native Christians, and that afterwards a Punjabi brigadier came and apologized, Saying it was an accident.

"The other priest told him how could such a thing be an accident when there is a Red- Cross mark on the roof of the mission," The story has the ring of truth.

Without accepting the inflated stories of the number of deaths, it is more than clear (hat many people will die as the Pakistani Army moves on, and probably not just the young, men manning the roadblocks, or crouched with their Lee Enfield’s in the bushes near ditches they have dug across the roads.

And even were the war to stop tomorrow other deaths may be in prospect beside those from fighting. Food, petrol and other essential commodities are in the shortest of supply, and the disruption of water and power services has brought a public health risk.

Returning from Faridpur to Chuadanga with a group of young men with mysterious mission in Calcutta, to do with the setting up of a provisional government, we had a too graphic illustration of the superiority of the Pakistan forces. Crossing the river Gorai by small boat we were strafed by Sabre jets of the Pakistani Air Force. Leaping into the river to take cover among stacks of bricks on the bank, one felt very strongly that Lee Enfield rifles are no match for this sort of thing. Incidentally, a country boat crossing the river is hardly a military target.

Many of the towns are half empty, and the capture of Pabna yesterday put more refugees on the roads out of Kushtia and Kumarkhali. Faridpur itself only a few miles from the main ferry crossing to Dacca is a town populated largely by young men Partly as a matter of policy, and partly because they could not stop it anyway, women, children and the old have dispersed to their home villages from the towns. Whether they will be safe there is another matter.

The more realistic among the leaders of the liberation zones put their main hopes in the collapse of the West Pakistan economy. A young accountant in Faridpur who has achieved recent renown for devising a plan to stop planting jute and replacing it with rice told me: "Their economy con not sustain this scale of effort for more than six months or a year. They have forgotten that 10 days of fighting in the Indo-Pakistani war shattered the economy."

But in order for this to work. Western nations must cease giving aid to West Pakistan, and one is begged as if one were an ambassador or plenipotentiary of some kind to ensure that Britain at least stops aid.

Most widespread of all is the feeling that Bengal made a tragic mistake in 1947 when it decided to cast its lot with Pakistan. "We were swept by the passion if communalism," says Mr. Nasir-ul-lslam in Magura. "1 too made that mistake. We all made it: now we are paying the price." The price paid has already been high, and unless the Bengalis are saved by international intervention, or by some other miracle, it will be higher still in the months to come.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪১। ক্ষমতার সীমানা	টাইমস	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

THE TIMES, LONDON, APRIL 10, 1971

THE LIMITS OF TOWER

Peter Hazelhurst

Jessore City, 9 April-This is a war that no one can win. On my left is an Army division, holed up in their barracks and surrounded by 2,000 nondescript freedom fighters and about 500 members of the East Pakistan Rifles.

As another shell is fired from the Army cantonment about half a mile away and another house crumbles.

A Bengali volunteer Fires off a round from his Second World War bolt action rifle. The freedom fighters are also equipped with light machineguns and captured mortars.

There has been heavy exchange of fire this morning, but both sides are attempting to conserve ammunition and the firing is now sporadic.

The Bengalis are worried. They know Jessore is a strategic garrison near the Indian border and that the West Pakistan Army is well equipped and well manned.

But although well equipped and well manned, the West Pakistanis are aware that they are surrounded by 75 million Bengalis and that if they attack, they will have to move in one direction and in force, for small groups of troops have been overwhelmed and hacked to death by angry mobs during the past week.

The liberation front's ammunition is, however, running low and the worried freedom fighters believe that the Army will make a three-pronged attack when reinforcements are flown into Jessore airport which is under the control of the Army.

But what can the Army hope to achieve? And even if President Yahya Khan can pacify the biggest urban centers, how does he expect to rule the country.

After an extensive tour of the western regions of the province, I discovered that at best. West Pakistan can hope only to rule the eastern province as an extension of Burma in which the Government's writ will not extend beyond the capital.

Apart from cantonments, there is not an Army man to be seen for hundreds of miles. Bengali nationalism has united every Bengali from the policeman to the civil servant and the border security staff.

With nearly 19,000 troops committed to fight the rebellion and the rebellion divisions committed to the borders of West Pakistan, one cannot see how or where the President will find the people to run the country.

The entire police for has joined the liberation front, the border security force have opened up the frontiers to Indian infiltration and civil servants and district magistrates are

organizing guerilla warfare in villages in the countryside.

But if the Army continued to hold the biggest cities and ports, industry would falter, the economy would come to a standstill and the freedom fighters would be denied petrol and other vital commodities.

With the food distribution system in chaos, there is a trickle of refugees crossing the border into India.

At the Benapole border post, 22 miles west of the besieged city of Jessore, the Bengalis turn a blind eye as journalists move across the border towards Jessore.

As we cross the border, Indian troops at about battalion strength, have moved up to the frontier and are pitching camp. A short walk and we are in East Bengal.

Your correspondent is eventually offered a lift by East Bengal communist freedom fighters who are heading for Jessore. We have heard that heavy shelling has broken out again.

Two armed guards in makeshift uniform clamber aboard the station wagon, and with tyres screeching we head for Jessore. As we pass through the villages, the people and local police wave and greet the freedom fighters with shouts of "Hail, Bengal".

The car stops at the village of Jhikargacha, seven mile west of Jessore. The National Awami Party men have heard that the Pakistan Army might move out of the cantonment at any foment and move up the road to this village to raid the food storage depot.

The villagers, who have no arms, look terrified. Scores of bicycle rickshaws with bags of rice are moving westward to hide the food in the countryside.

New transport is offered and a Jeep takes me on to Jessore.

The Army has been driven out and is at present entrenched in the military cantonment to our left. As we move into the back of the city. I am shown a communal grave of victims of the Army shooting last week. No one can estimate the death toll.

Mr. Kasi Abdul Shahid. organizer of the National Awamy Party, says that he saw 100 people shot when the Army moved in to the town last week. Many political leaders in Jessore were arrested and taken back of the military cantonment.

Mr. Shahid estimates that 1,500 people have been killed since the civil war erupted two weeks ago.

An Awami League worker points towards a collapsed house; "about 500 to 600 houses have been burnt and another 100 houses have been destroyed," he says.

In the Kushtia district to the north, I am shown the decomposing bodies of Punjabi soldiers who were hacked to death by villagers last week when the three companies stationed in the region were overwhelmed by a mob of 40,000 people.

Mr. Samsul Alam Dudu. the organizing secretary of the Awami League in Kushtia district, describes how the liberation front of all political parties routed the Army.

'There were about 300 Punjabi soldiers stationed in the town of Kushtia at about midnight on March 3” "They suddenly took up positions and captured the telephone exchange and all main installations. They imposed a curfew in the district without telling anyone and the next morning they started to shoot down people, men and women, like, dogs and cats."

Mr. Dudu estimates that about 200 people were killed on that day. Ag in all other towns, the army's first target was the East Pakistan Rifles. After capturing the men in Kushtia, they rounded up politicians and all potential leaders in the town.

Mr. Dudu said that they planned their counter-attack at about 4.30 on Monday morning. A huge crowd of about 30,000, armed with sticks and stones, surrounded (he 300 Army men who retreated to the district school house. “About 300 East Pakistan Rifles men and Ansars from (he district came in with their rifles. The Army men used cannon and mortars on the crowd, but after a 28-hours battle, their ammunition ran out", he said.

Some of them were killed on the spot when the crowd advance on the school. Others who managed to escape in civilian clothes in the middle of the night, were later recognized by villagers as Punjabis and were beaten (to death .

But the situation is not as bright as the liberation front claims. Mr. Dudu admits that food is running short and the front is without medical supplies. But more seriously, he admits, the resistance is being carried out on an adhoc regional basis, and there does not appear to be any central leadership coordinating the fight.

"The West Pakistan Army controls all the communications links in (he major towns, so we have no communications system as such", he adds.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪২। পরিকল্পিত হত্যা	সানডে টাইমস	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

THE SUN DA Y TIMES, APRIL II, 1971

MURDER HAS BEEN ARRANGED

AFTER DACCA, JESSORE, CHITTAGONG...

Nicholas Tomalin reports an East Pakistan Town waiting to die

By the time those words are in print the town of Dinajpur in "Free Bangladesh" will almost certainly by overwhelmed by West Pakistani troops and Sgt-Major Abdur Rab. Its chief defender will probably be dead.

Only 350 lightly-armed soldiers were dug in around the town, the centre of Bangladesh resistance is the remote north-western province of East Pakistan, when I left it on Friday. Most were untried in battle and their supplies of ammunition from the East Pakistan Rifles armoury in Dinajpur were down to half -a-dozen crates of mortar shells, rockets, and machine-gun bullets.

Several hundred troops of the West Pakistan Frontier Force Regiment were at Saidpur nearby and there were hundreds more at the garrison town of Rangpur. They were heavily armed, veterans of the Indo-Pak war, and had Chinese-made light tanks. These tanks were moving forward. One determined break-through and they could be in Dinajpur within an hour.

Sgt-Major Rab and his forces have no illusions about what will happen when the enemy do attack. They have overheard on their captured military radio official orders from President Yahya Khan's high command that opposition be crushed by slaughtering indiscriminately, destroying indiscriminately and above all, by killing all military, civic and intellectual leaders. "It will be a massacre." says the sergeant-major "It is worse than anything Hitler did. It is deliberate genocide."

Genocide is an over-used word. But in the light of these explicit military orders, to West Pakistan troops-which I have independent reasons to think Sgt. Major Rab has accurately reported-it seems justified. In the light, also of my three visits to East Pakistan in the past few days it seems justified. From there it was difficult to see Yahya Khan's policy as anything other than an effort to kill swiftly so many Bangladesh supporters that resistance will vanish for the next 15 years. The killing is taking place. We have seen the massacres with our own eyes and that radio message appears to prove the deliberate intention.

The only mystery is why the West Pakistani troops did not advance during our two- day stay in Dinajpur. Twice they attacked Sgt. Major Rab's forward positions and could have easily mashed through his entire defense. But then they held back.

Perhaps They believed their own propaganda that Indian troops and ammunition were supporting the Bengali defenders of Dinajpur, which is only 10 miles from the Indian border.

If so we can testify they are wrong. The rutted border trail is virtually deserted. The odd Bangladesh join drives into India to collect a drum of petrol-and may be a pistol or two-from sympathisers at the border town of Gangarampur. It is, after all. a traditional smugglers' trail, scarcely guarded in normal times. But Indian police and troops mindful of the propaganda attacks, have now manned a post there to prevent any movement. The BBC Panorama team and I were temporarily arrested by Indian police as we came out.

As for Pakistani reports that six Indian divisions are threatening the border, these arc non-sense. And West Pakistani troops are moving to close the border; there will be scarcely any more movements across it, of troops or journalists.

Meanwhile "Free Dinajpur" is., whatever one's views on the Pakistani civil war-an inspiriting place to visit. The local Bengali population is 100 per cent for Bangladesh. Those who were not-Punjab is and other non-Bengalis-have either fled or been butchered. And. unlike Jessore in the south, which we visited 10 days ago. Dinajpur is organized highly efficiently. The new found patriotism and martial spirit, spiced with the characteristic Bengali histrionics, is most impressive.

The 60,000 inhabitants-those who have not left for surrounding villages-are calm. All the banks and about half the shops are functioning normally. The people queue in long, disciplined lines for ration books (although Dinajpur is the area distribution centre for rice and is not yet short of food). Stringent blackout regulations are observed.

The young man train daily in the local stadium under Sgt.-Major Rab and other military leaders learning the proper Sandhurst drill for Lee Enfield rifles and Chinese-made stenguns, marching to and-fro as martial voices exhort them to look like soldiers- head up, chin in, chest forward. They sing a freshly-composed Bangladesh national anthem to bolster their spirits and even hold large, orderly political meetings at which politicians and administrators from the entire north western area tell them what they arc to fight for.

This part of East Pakistan was traditionally dominated by supporters of the left-wing radical Maulana Bhashani whose virtually Communist Policies kepi them at odds with Sheikh Mujib the main East Pakistan leader. But today the political unity, not surprisingly, is complete.

Two weeks ago, when the Pakistani civil war begun. Dinajpur was in a very different situation. The town was garrisoned and controlled by a company of the West Pakistani Frontier Force Regiment reinforced by the Punjabi officers of the East Pakistan Rifles.

On the day Yahya's troops struck in Dacca-Thursday March 25-the local Punjabi troops began moves to dominate the town, moves clearly long planned to co. ordinate with a countrywide military coup.

The first move, comically enough, was an invitation to a party. The Punjabi commanding Officer courteously asked all Bengali troops in Dinajpur to watch his Punjabis dance their traditional khatak and Luddi dances. Come in civvies, unarmed, he said.

But Sgt.-Major Rab. the senior Bengali in the force, suddenly noticed his Punjabi fellow guests were arriving armed. This was clearly a plot to kill or capture all local Bengali troops. The invitation was thus courteously declined: the Punjabi troops danced without an audience.

That night Punjabi troops drove through the streets of Dinajpur. They carefully destroyed crucial installations at the telephone exchange so the town would be isolated, except for their military communications. They visited various important local Bengali political leaders and was told, shot or imprisoned them.

For two days there was a nervous truce, both sides maneuvering for advantage the Punjabi officers and troops still protesting their friendliness. "If I do not stand up for the East Pakistani Rifles you may kill me" said Lieut. Col. Taraq Rasul Qureshi. The commanding officer. And later they did, indeed, try to kill him.

On Saturday, March 27, things got worse. As rumours of the Dacca massacre filtered through all the Punjabi soldiers nervously left the East Pakistani Rifles barracks and mustered at the Commanding Officers' residence, the Circuit House, where in olden days the Raj judges would lodge. They dug trenches and aligned their guns on the Rifles' barracks. As it happened, the Bengalis fired first and for three days a fierce battle raged, shells from both sides falling in the town and causing many casualties.

Sgt-Major Rab could not command his forces because he was caught in his house, between fires. On Sunday six Riflesmen forayed out from the barracks and, under protective fire, he ran back with them. By great good luck it happened that this Rifles unit, though officially only a police force, contained three old British Indian Army men. Abdur Rab is one of these; the other two are highly skilled with mortars.

For two days their fire was landing solidly on the Circuit House. Finally the Punjabi's nerve broke. They fled first to the neighboring Bengali deputy commissioner's house- "so that your friends, if they fire on us, will also be killing Bengalis."

Then, in their panic, they suddenly decided that such accurate fire could not be coming from mere Bengali policemen. Deputy Commissioner Ahmed says: "They told me they knew they must be surrounded by the Indian Army, which they thought had crossed the border to intervene. They therefore shot their own batmen, who were Bengalis, and retreated from the town to Saidpur."

So a force of 35 Bengali East Pakistani Rifles routed the Punjabis in Dinajpur and the town for the past 10 days has been solidly under Bangladesh control. Acting on information that it was in Bengali hands, we crossed the unguarded border for a visit last Wednesday. Even then it had the mixed atmosphere of a town celebrating freedom, but expecting disaster.

Sgt-Major Rab, now officially in command of all defense forces, has thrown out a perimeter guard on classic Sandhurst lines.

The local Punjabi t roops may have acted cravenly so far; but last week they were moving their tanks forward, they must be returning to destroy the town.

We watched half a dozen of Rab's troops redeploying to "Ten Mile Junction" where the Saidpur road meets the road northwards from Dinajpur, five miles from the town. They had one anti-tank gun (their last remaining artillery), two rocket propelled grenade launchers, and four riflemen.

Refugees, with goats and calves trotting behind them and other meagre possessions balanced on their' heads, streamed past. They told of Punjabis burning their villages to the ground, killing all they saw, of wholesale looting and rapes. Although in this civil war, as in all wars, there is perpetual exaggeration, their accounts carried conviction. The soldiers were calm, muted, and sad. They knew they were only there to win a few minutes' time.

Then we visited another defensive position, deep in a bamboo grove. Here the troops were brighter and more optimistic. The local people came with large buckets of rice. "Dal" and poppadums to provide lunch for the troops. Possibly no soldiers in history have been so whole heartedly supported by the local civilian population, inspired both by Bangladesh nationalism and by terror of a massacre.

It was a classic guerrilla war deployment, a dozen men hidden in near-jungle ready to inflict maximum damage then flee.

This is Sgt.-Major Rab's basic strategy. First conventional defense to win time. Then a general dispersal into the surrounding countryside to lure the West Pakistanis into a complacent re-occupation of Dinajpur. Then a long period of steal thy killing.

We talked at length with local politicians who grandly sketched out the future of an independent, non-aligned Bangladesh. But no one seriously pretends the major towns of the country can survive in their control for long. Jessore has already fallen; Dinajpur is even now under assault. The crucial question about the future of the struggle is whether Sgt-Major Rab's guerrilla tactics can be properly put into practice.

In their favor is the over whelming support of the local population and the pressure of world opinion on Yahya Khan. Against them is the un-military character of The Bengalis and their desperate shortage of ammunition and general supplies.

Dinajpur has escaped relatively unscathed so far. But now it must suffer the fate of Dacca, Chittagong and other major centers.

Meanwhile. Sgt.-Major Rab, if he has not been killed at the front, will have escaped to the bamboo groves and small villages to try to continue the fight. With his crisp police uniform and his manner inherited from the British Raj, he makes an improbable Che Guevara of Bangladesh. But if there are many like him in East Pakistan the civil war is going to continue for a long time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৩। হাজারো সন্ত্রস্ত মানুষ এখনো ঢাকা থেকে পালাচ্ছে	টাইমস	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

THE TIMES, LONDON, APRIL 13, 1971

THOUSANDS STILL FLEEING FRIGHTENED DACCA

From Dennis Neeld

Dacca, April il. A forest of green and white Pakistani national flags flutters today over this cowed and submissive city. The flags of Bangladesh, the independent stale 75 million Bengalis aspired to set up in the eastern wing of Pakistan, have been hauled down or burned. To display one now would risk summary execution.

President Yahya Khan s troops patrol the city in jeeps and commandeered trucks, their rifles and sub-machine guns at the ready. In the teeming working class districts they roam through a black wilderness of ashes and charred bamboo stumps. The huts burnt like matchwood when the army stormed in to crush the secessionist movement of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League, on the night of March 25.

Diplomats in Dacca estimate that up to 6,000 people were killed in a well-prepared assault.

The crack of rifle shots still punctuates the night as troops round up Awami League officials, intellectuals and other prominent Bengalis. "This is Gestapo rule", one western diplomat commented. "The army has committed mass murder."

While the army turns a blind eye, looting by non-Bengalis from West Pakistan is commonplace. Thousands of families are still fleeing the city to return to their native villages.

Dacca University remains closed. Student dormitories are strewn with the litter of violence and pocked with bullet holes. Neutral observers estimate that between 300 and 500 students were shot and killed when they attempted to resist the army's takeover of the city.

Eyewitnesses claim that many were lined up against a wall and mown down by machine guns. At least eight prominent faculty professors were shot and killed.

The East Pakistan police have been disarmed, as have survivors of the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles who led the resistance. Many are held prisoner.

Dacca is clamped under a 9 p.m. to 5 a.m. curfew. To avoid the attention of foraging troops and gangs of non-Bengali looters, many families sit at home at night with their house lights extinguished.

Most senior civil servants are back at their desks although many of their employees have stayed away from work. Shops have reopened and essential services are functioning almost normally.

Troops from West Pakistan continue to pour in by air to step up operations against areas of the country still held by the secessionists.

About 10,000 are believed to have arrived since President Yahya Khan's attempt to keep his country intact. It brings their strength to an estimated 35.000. Previous reports that there were some 70,000. West Pakistani troops in the province are regarded as exaggerated.

Street sellers are doing a roaring trade in Pakistani national flags, the symbol here of surrender. "No one speaks above a whisper of Bangladesh. We have put up Pakistani flag only for fear of the gun': said our Bengali farmer "Bir Bangladesh is still in our hearts."

A. P. Michael Hornsby writes:

Pakistan Army units continued to press hard today on towns along the western border of East Bengal still under the tenuous control of the "Bangladesh" independence movement. It seems only a matter of days before the Army establishes itself in this region, thus gaining sway over all the main urban centers in East Pakistan.

Air raids and artillery bombardment were reported by Indian intelligence today on both Dinajpur, in the north, and Kushtia, further south. The towns of Rajshahi and Pabna were also under pressure from the Army. The only regular troops the resistance forces have in these areas are small and poorly equipped contingents of the East Pakistan Rifles and the Bengal Regiment.

Pakistan Army units moving west from Jessore are reported to be within a mile or so of the Indian border. Several thousand refugees have come across the border in the past week.

The Pakistan army appear to have no immediate logistics problem, even though operating more than 1,000 miles from home. Supplies and reinforcement are being flown into Dacca and Jessore as well as the eastern towns of Sylhet and Comilla. The army also has control of the key, waterways.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৪। বাগাড়ম্বর ও বাস্তব	গার্ডিয়ান	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

GUARDIAN, LONDON, APRIL 14, 1971

Editorial

RHETORIC AND REALITY

"Where, after three weeks of messy bloodshed, do the military rulers of Pakistan now stand? Superficially they prosper. Bangladesh's roving bands of "liberation fighters" have never and will never cope with the Pakistani Army in force. That force is being deployed to flatten urban resistance. Yahya Khan will soon have most cities and towns on a tight rein. He will also have all the Chinese spare parts over flying rights, and hire purchase rhetoric he can take. For the moment, the Awami League "miscreants" are dead, incarcerated or negligible. Pakistan is cowed, but united.

"Yet, the true balance sheet is very different. Perhaps (ideally, and even at some cost) Pakistan is better together than apart. Perhaps continual martial law can maintain that state and, as famine saps revolt, bring smouldering servility. But Yahya must be forced to take a wider view. May be a coordinated Bengali resistance movement will need years to organise, but in the meantime Bengalis will remain one of the most populous people on earth, always simmering in crowds always ready to overwhelm and slaughter patrols or lone Punjabi soldiers. The province which-head for head provides a majority of Pakistanis will have to be held down by tanks and planes and large concentrations of troops for as long as any prophet can see. There is no decent hope of passing the buck to some civilian regime, since virtually every civilian politicians-bar the ancient, sickly Nurul Amin-was obliterated at the polls last December. Collaborators with Islamabad will have no democratic justification; they will not be able to appear in public without peril.

"The Eastern prospect, in short, is long, weary gloom-economic stagnation, starvation, murders the slow growth of extremism. Even Chinese friendship has a touch of poison in the embrace. Peking may care little if Maoist Bengalis like Maulana Bhashani find themselves at the wrong end of Yahya's bayonets: anything to worst the pro-American Sheikh Mujib. But once the Awami League is defunct and East Pakistan is given over to wild men of rebellion, then only the most stupid of generals will be surprised to find Chinese arms in every guerilla cache. And in the West there lies bleakness too. Mr. Bhutto may rejoice at army action today; but he will not rejoice long if it keeps him from the power he won at the ballot box. Pakistan is a nation in hock to the World Bank and to the aid-givers of the world: They are already turning away; gorged on brutality Pakistani defense policy (and the whole existence of the generals) rests on confrontation with India over Kashmir. Pakistan alleges that India holds the Pakistani loving Kashmiris in check by steely repression. It is the most ludicrous of cases now. As the junta of Islamabad openly exercises just such repression on 75 million bonafide Pakistanis. The United Nations will surely collapse in bitter laughter if Kashmir comes up again. The issue is as dead as the students of Dacca University.

"Nobody can tell precisely what Yahya's strategists whispered in his car three weeks ago. Nobody can tell, but anyone can deduce. They appear to have thought that cutting off the head would kill Bengali nationalism: precisely the reverse. They appear to have forgotten about world opinion. They appear, most insanely of all, to have ruled India out of the military calculations, so that the uncontrolled border and aid seeping in has them as much by the throat as proliferation-diplomatic complications. To reiterate: the Bangladesh affair is not a second Biafra or the fruits of more interminable wrangling between Delhi and Rawalpindi. It arose simply when a well conducted, peaceful elections produced a result the army could not stand. Sheikh Mujib himself has not, in any. Certain sence declared Bengali independence. He was not asking essentially for more than the programme he legally fought and won the election on. Of course there are shades of grey; of course, responsibility for the carnage is shared. But influential and intelligent Pakistanis in the west can stop that carnage tomorrow if they add up the balance sheet aright and put their soldiers in economic chains. This is not a Sino-Soviet slanging match about Marxist technicalities. It is, at root, a simple matter; of freedom, of morality, and of humanity".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৫। বাংলাদেশের রক্ত	নিউজ স্টেটসম্যান	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW STATESMAN, APRIL 16, 1971

THE BLOOD OF BANGLADESH

If blood is (he price of a people's right to independence. Bangladesh has overpaid Of all the recent struggles to bring down governments and change frontiers in the name of national freedom the war in East Bengal may prove the bloodiest and briefest On this level alone, the East Pakistanis have achieved a record of suffering. But even if their movement is destroyed within a few days or weeks, it may only be a temporary defeat in a war of liberation which will eventually be recognized as just. In all such cases, establishment opinion is heavily weighted in favor of the status quo. The chances of any world power declaring support for Bangladesh are minimal. 'The Bengalis' case for statehood may be hard to refute, but it is inconvenient lo everyone else. And yet, by an unusual combination of circumstances. Bangladesh has managed to obey all the rules. So this may be the moment to consider what we, and other countries, mean by those splendid words which recur like a chorus in the United Nations charter: 'the right to self- determination of peoples.' Objectively or subjectively, in Chinese or English, in capitalist or socialist jargon, it is hard to fault the East Bengalis, or justify their abandonment by all the major powers.

Piously required, as third-world countries always are by the West, to make their demands known through the ballot box-they did so. They won an absolute majority in the all-Pakistan Assembly. It was the first general election the country had held, and the result came as a considerable shock. Given the long history of Bengali separatism, from the language and anti-constitution movements of the early Fifties until today, it should not have been so surprising. Loyally became more important than ideology. A Bengali majority was (he result.

Faced with this, the Islamabad government of Yahya Khan, whose strength is based on an army from which the Bengalis arc excluded, panicked. Islamabad fidgeted The result was carnage. We have glimpsed via television and the newspapers what the West Pakistanis call 'restoring unity': the Easterners, genocide. The truth may lie somewhere in between the two But for the foreseeable future pessimism is in order.

As with Biafra. many emotional left-wingers in the West have averted their eyes from the distasteful possibility that non-white people may be ill-treating each other, and concentrated on the humanitarian side. But beyond the salvage operation, it becomes more complicated. East Pakistan really cannot be called a 'breakaway' state in quite the same way. And the 'exploitation' takes a different form. The East Bengalis claim that they have been systematically used to subsidies West Pakistan ever since partition. It began as long ago as 1948. when President Jinnah made the first of several centralizing moves by withdrawing the provinces rights to raise their own income and sales taxes, and keep the major part of their import and export duties. East Pakistan was particularly hard

hit, since its subvention from the central government was never correspondingly increased. Over the last two decades, for instance, 70 per cent of Pakistan's investible funds went to the West and only 30 per cent to the East. Seventy-five per cent of revenue was spent in the West and only 25 per cent in the East. Foreign aid is based on population: yet East Pakistan, with two thirds of the country's people, received only 20 per cent of the cash. East Pakistani economists estimate that since independence, the real transfer of resources from East to West Pakistan has been to the tune of some £3,00m. By this argument, Bangladesh would certainly be more economically viable on its own. Another qualification for statehood fulfilled.

The question of aid leads to that of great power politics. East Bengal does not fit neatly into the cold war pattern, and the positions adopted towards it are particularly complicated. The British are allied with the West Pakistan government in Cento and Seato-mere planning organizations, to be sure, but through which weapons can be channeled. Yahya Khan's links with China, though, are closer and more significant. There are rumors that Peking will create diversionary activity on the Indo-Chinese border if India (backed by the Russians) intervenes in Bengal. China has cynically betrayed the West Bengali communists, who would have liked nothing better than to help their brothers across the border, but could not go it alone. (Perhaps this is final proof that the Chinese have achieved great power status.) As for Britain what our government has to say is regarded, since Singapore, with cynical contempt on all sides.

There are still, however, ritual motions to be gone through and lessons to be learned. The ritual concerns the IJN. The 75 million East Pakistanis feel they have at least as much national' call on the General Assembly as the 45 million Westerners, and are demanding what people always demand in such circumstances: that arms deliveries be stopped, aid cutoff, sanctions imposed and so forth. None of this will happen. As Conor Cruise 'O' Brien put it, the. United Nations is like the Delphic Oracle, and always gives the answer; the strongest party to a dispute wants to hear. And there, for the time being, it rests.

But not for ever. Pakistan is only the most recent of the post-imperial , federations to be torn apart. When he drew the lines across the Indian sub-continent, Mountbatten listened too sympathetically to those who took religion more seriously than geography. It was, of course, a plain case of failure to learn from our own parochial experience as the whole unhappy history of Ireland has made only too clear. Since the original foundation of Pakistan, the West Indian, Malaysian, Rhodesian and Arabian federations have all collapsed. Significantly, each of them like Pakistan, was a 'state' created from above for reasons of. political expediency. So the lesson is a simple, if a hard, one that such artificial structures cannot survive. How much ,human misery must be endured before that fact is accepted?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৬। হত্যা এবং প্রতিরোধের যুদ্ধ একই সাথে চলছে	টেলিগ্রাফ	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

THE SUNDAY TELEGRAPH, APRIL 16, 1971

SLAUGHTER GOES ON AS E. PAKISTAN FIGHTS FOR LIFE

By David Loshak in Sylhet, East Pakistan

Savage fighting for control of this key town, the capital of East Pakistan's most remote and isolated district, yesterday reached a crucial stage as central Government forces struggled to wrest control from the "Bangladesh liberation army."

The West Pakistan Army is making a determined effort to wide out resistance before the onset of the monsoon in two weeks' time, but it is meeting stiff opposition, and both sides have suffered severe losses

Last night the West Pakistanis belonging to the 31st Punjab Regiment seemed to have the upper hand, but persistent mortaring, which I observed for the second day running made it clear that the battle was far from over.

Members of the "Mukti Fouz," the untrained and barely organized "liberation army" of East Pakistan, were fighting a last-ditch stand for the town, now a ruined, empty shell. They 'have killed about 200 of the Punjab unit's 800 complement.

Their own losses have been far heavier, but Bengalis in their thousands are continuing the fight and constantly replacing the dead I found their morale consistently high despite their desperate situation and there is no doubt of their readiness to fight to the death.

Control of countryside

The Mukti Fouz now control almost the entire countryside. They have confined the Army to the area around Salutigar Airport, five miles north of Sylhet. after capturing Khadimnagar cantonment to the east of the town.

The victory brought the Mukti Fouz urgently-needed supplies of arms and ammunition.

I reached Khadimnagar yesterday after a four-day journey through the hills and jungles of Assam in India, and of northern Sylhet Province, then down through fertile plain and tea gardens and paddy fields.

Despite West Pakistani claims, the Indian border is closed, and crossing into Bangladesh is forbidden. In blinding, saturating rain I slipped across the frontier at a point about 40 miles north-west of Sylhet.

The route lay first down winding trails through forests and undergrowth, beneath trees heavy with ripening jackfruit and laced with green cordons of tropical weeds.

Then stumbling along a dried-up river bed thick with longs torn out of the mountains by the surge of monsoon cataracts, and finally through a stretch of reeds and coarse grasses I came to an almost deserted settlement in a jungle clearing.

There I made first contact in this region with the Mukti Fouz. Quite unlike their counterpart in the west of Bangladesh along the West of Bengal border of India, these men were already battle-hardened'.

Danger ahead

No one in Bangladesh gives his real name, and I am not reporting most place names, to avoid reprisals. The local commander, who called himself Capt. Dudu Mia, said it was dangerous to go further that day.

He confirmed what I had seen from the heights of Assam earlier. There, looking down on to the Sylhet Plain, I saw fires burning across a wide landscape and a layer of smoke settled below the cloud.

Capt. Mia said heavy fighting was going on in Sylhet. The area was under constant three-inch mortar and six-inch artillery attack, as well as aerial bombardment from Chinese MIGs and American Sabre jets of the West Pakistan Air Force.

In addition West Pakistan soldiers were making repeated forays from Salutigur Airport, burning villages and tea plantations.

Travel during darkness would be suicide, so I slept in the settlement, a typical "Punji" village consisting of "chang," houses simple thatched dwellings on raised bamboo platforms.

The night was deathly silent, broken only by the baying of piedogs and the buzzing of the local, steely-jawed mosquitoes.

In the morning, I drove with an armed escort towards Sylhet. The communications of the Bangladesh forces are tenuous, and there was no knowing what we might meet.

After the bamboo stockade surrounding the village, my jeep passed through thick woods to British owned tea estates. They were largely deserted, the lush green bushes untended and unpicked.

Plantation workers, looking cowed and bewildered, gazed vacantly from their homes.

While the spirits of the "liberation fighters" are high despite heavy losses, the morale of the peasants seemed at low ebb.

Their situation is appalling. They have no food other than one pound of rice daily. Not much rice can be harvested in the present circumstances.

Stocks cannot last more than two weeks. The Army has burnt and looted many ware houses. There is no money to buy vital supplies such as salt and kerosene, even if these can be obtained from across the border, which is difficult.

Small pox and cholera

Epidemic illness has set in. A village doctor told me there were 10 confirmed smallpox cases and four of cholera. Supplies of scrum had run out.

I drove on by jeep to Sylhet. Despite their enthusiasm, the men of the Mukti Fouz are militarily naive. They did not observe even the most elementary defensive precautions against a sudden aerial strafing along the open road, and were not prepared for ambush.

They are pitifully equipped. They have only an assortment of outdated small arms, possibly one or two captured mortars. But otherwise nothing better than spears, bows and arrows and the local, dao knife, like a Gurkha "kukrt".

Like the civilian population, they are short of food and equally vital supplies such as petrol. I visited their one storage depot, near Sylhet, which was unsuccessfully bombed by the West Pakistanis. Supplies arc down to the last few hundred gallons.

It is significant that despite such handicaps, the Mukti Fouz has managed to hold back the Army, which has far superior firepower and expertise and is continually re-equipped by air.

Civilians slaughtered

Mukti Fouz leaders say this is because they are fighting for a cause.

The Army's strategy appears to be solely one of causing maximum distress to the civilian population and lasting damage to the region. Signs of this have been the way soldiers have, on orders, fired blindly into occupied houses, burnt down entire villages and slaughtered the occupants as they fled.

They have also destroyed larger installations such as the light industries of Chhatak and the 10 main jute factories of East Pakistan, the mainstay of the economy not only of East but of West Pakistan.

The Army's aim was clearly to break the morale of the people within 48 hours of launching its first attacks, aborting resistance before it took life.

This failed, but the Government has persisted with the same sterile strategy. This has turned Sylhet, like many other major centers of East Pakistan, into a ghost city.

Almost the entire population of 700,000 has fled into the surrounding countryside, leaving the streets to the helpless old and crippled the corpses, wild dogs and vultures.

Bloated corpses float in the Surma River which flows through Sylhet. They arc testimony to the night of March 26, when West Pakistan troops burst into the city and launched a campaign of looting and slaughter.

Special units were assigned to the killing of doctors, advocates, journalists, teachers and other professional people.

Resistance link

Fighting now cenres on the King Bridge, connecting Sylhet's two halves. If the Army succeeds in destroying the bridge, it will cut a main link of the Bangladesh resistance.

Yet such a victory would be of small value to the central Government, whose forces are and seem likely to remain, not less hard pressed than the Mukti Fouz.

The Army has no hope of gaining control of the countryside. Heavy pre-monsoon rains are already making movement difficult and the population is hostile to a man.

When the monsoon begins in earnest, late this month, bringing some of the heaviest rainfall in the world for weeks on end, the Army will be completely bogged down.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৭। শেখ মুজিবের দল সামরিক প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না	টেলিগ্রাফ	১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

THE SUN DA Y TELEGRA PH, A PRIL 16, 1971

SHEIKH'S SUPPORTERS FAILED TO PREPARE FOR ARMED RESISTANCE

By Simon Dring

There seems little doubt that effective long-term Bengali resistance to the advancing Pakistan Army in East Pakistan will be over before it ever really has the chance to get under way. Despite reports of significant successes by the so-called "Bengal Liberation Army," it is hardly possible that anything in that form exists.

What opposition there is appears to be mostly in areas where the Pakistan Army has yet to make a coordinated advance, or were elements of the East Bengal Rifles and police are still holding out.'

But there is certainly no countrywide organized resistance movement which would even make much of a show against a determined army attack.

The supporters of Sheikh Mujibur Rahman talked a great deal before the army crackdown last month about how they would fight, but they did virtually nothing about preparing themselves. They led noisy and often violent demonstrations, but they had no organisation, no training, no weapons and, as the army proved in Dacca, no real stomach for war.

Once the Pakistan Army has enough men and equipment to tackle the remaining pockets of resistance they will crush them as effectively and as ruthlessly as they crushed Dacca.

Guerrilla haven

However it is unlikely they will be able or really need to control the countryside. They will probably try to do no more than hold the centers of population

The countryside is a maze of sunken rice fields, banana groves, jute fields, tea plantations, rivers and forest and is ideal for guerrilla warfare. And the Pakistan Army knows it.

But it is unlikely that the Bengalis will be able to do anything until either someone emerges to lead them or, more important, supply them with weapons.

In the three wild March weeks, when Bengali independence was taken for granted. Sheikh Mujib and his Awami League followers did begin to establish a network of village liberation units. I visited several outside Dacca only days before the East Pakistani dream came bloodily and dramatically to an end.

In one complex of villages only 300 people out of over 1, 00,000 had been recruited. Led by a grey-bearded ex-N.C.O. from the British India Army, they drank large amounts of tea in the village shop and talked enthusiastically of what they would do.

But it was sadly obvious that they could achieve little with their sharpened bamboo sticks and their ragged parades that paid more attention to looks then fighting skill.

"We will cut roads and bridges and get guns from our enemy," said one. However there is no reason to believe that he would react any differently from his brothers in Dacca.

Dream world

In the capital the students, reckoned to be the militant hard core of the Awami League, lived a similar dream world. They talked endlessly of fighting to the death.

But they had nothing more than a few rifles from the 1939-45 war, equally ancient pistols, and some homemade bombs which, when the army moved in on March 25 were apparently not used.

Once the shooting started the jeering, the shouting, the open defiance of the military might of the Pakistan Government died a quick death. And this pattern is being repeated throughout the country.

When I toured the devastated areas of the city most people shrugged their shoulders and turned away when questioned about the possibility of resistance.

These were the students, the intellectuals and the businessmen who only days before had raised the flag of Bangladesh over their homes, and who only the previous afternoon had joined anti-Government demonstrations in the streets.

Now with thousands of innocent people massacred, all they can say and quite understandably is "what choice do we have in the face of the guns?"

The only other people who might be able to put up a fight are the underground Left- wing and Communist movements. As yet there have been no reports of any of their leaders being rounded up.

There are three main groups who could eventually be expected to put up some kind of armed resistance. All of them are Peking orientated.

I met several of their members at secret meetings in Dacca early in March. They admitted their organizations were still small and had few arms.

Their only supplies to come from the Naxalites in West Bengal India and possibly some from the Burmese rebels. They operate mainly in the industrial areas around Dacca and Chittagong and to a lesser extent in the rural areas of the north. Most of their support comes from the trade unions.

Their leaders are middle class dropouts aged from 25-60. They are dedicated to a cause but seem to spend a lot of their time squabbling over ideological differences.

During March they capitalized on the chaos in East Pakistan by organizing demonstrations in both cities and scattering leaflets calling for a "bloody revolution to achieve independence."

Seeds of resistance

"We are not fighters," said one Bengali intellectual to me the day after the army moved into Dacca. "We have more talk in us than anything else.

"But the President has now given us a real cause. Even though they might rule us for another 10 years they will find out they have bitten off more than they can chew. The seeds of a very real resistance have been sown and eventually we will strike back."

Perhaps this prophecy will come true. But it will be a long time before it does. And if it happens will be more than likely in the hands of the Communists than a pipe-smoking moderate like Sheikh Mujibur Rahman.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৮। বাংলাদেশের স্বপ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে	অবজারভার	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

THE OBSERVFR, LONDON, APRIL 18, 1971

THE FADING DREAM OF BANGLADESH

[Colin Smith, the first British newspaperman to reach Dacca since the foreign Press was expelled, reports on his hazardous journey to East Pakistan's capital. He was accompanied by one Mr. Abdul Rashid who acted as guide up to Dacca.]

Calcutta, 17 April-Troops from West Pakistan, loyal to General Yahya Khan the country's military ruler, are now rolling up the map of Bangladesh. They have ended for the time being, Bengali dreams of secession and freedom in East Pakistan.

Inspite of their passionate hopes, the un warlike Bengalis have been no match for the Frontier soldiers from the West-traditionally the best and most ruthless warriors on the Indian subcontinent.

But after a 200-mile journey through the tragic landscape of Bangladesh, I am sure that from now on President Yahya will hold his eastern province only by force and that his rule will be harassed by continual resistance, however, ill-organized and futile it may be. The Bengalis will never forget or forgive the happenings of the past few weeks.

At about lunch time on Good Friday, I reached Dacca, the occupied capital of East Pakistan, isolated from the rest of the world on the orders of Yahya Khan. With me was Romano Cagnoni, an Italian freelance photographer based in London.

We had taken four days to travel the 100 miles there from the Indian border in jeeps, trucks, ox-carts, canoes, and for one memorable three-mile stretch-by pony. Apart from an Italian newsman shot through the chest during the fighting on 25 March and too weak to be expelled with the other foreign reporters, we were the first foreign journalist in the city for over a fortnight. Cagnoni had hidden his cameras in two assorted biscuits packets. We wore clean short-sleeved shirts, borrowed from a missionary, in order to lend more credibility to our claim that we were technicians working for the Water and Power Development Authority.

What we saw in Dacca, and in the countryside in the week we spent traveling to and from it, convinced us that there would be no popular uprising in the capital for the moment. Memories of what the soldiers' guns call do are too recent.

Hiding Arms

The war is now really coming to the end of its first phase-the national struggle, when patriotism over-rode all political considerations and Awami Leaguer and Maoist fought, in theory anyway, shoulder to shoulder against a common foe. The second phase is just beginning: a classic guerrilla operation waged by the Left with all the eruptions in East Pakistan society this will mean.

Certainly the bourgeois Awami League-whose stock is already low in some areas foil it’s sad inability to defend the people-will be the first to suffer. Some villages are already planning to cache arms and the Indian police say that there have been virtually no Naxalite incidents in West Bengal these past two weeks because all the Indian Maoist extremists are fighting across the border in East Bengal.

One of our first calls in Dacca was to the British Council, the driver of our baby taxi- a sort of rickshaw pulled by a motor scooter-having mistaken this for the British High Commission. There was a large Union Jack on the door which, we learnt later, had not stopped the four police guards in the building from getting shot.

When we reached the High Commission itself, some tempers were on edge. A senior British official in dark glasses shouted that our arrival would get them all killed and probably ourselves as well.

Another man said that it wasn't in their interests for people in Britain to know what was going on. They knew what was going on and that was all that was necessary.

All telex and telephone communications between Dacca and the outside world are cut and the Commission's staff, most of whom had evacuated their families, had just received their first mail for six weeks.

The only civilian aircraft landing at Dacca, the Boeings belonging to Pakistan International Airlines. Each carries 175 young men who travel in white shirts and khaki trousers, but put on the rest of their uniform when they land. Passengers trying to book PIA flights to Dacca from Karachi are told the aircraft are full of officials.

At the American Consulate, things were a little more relaxed and cold beers and a wall map were produced. Like most of the diplomats we spoke to the Americans were generally agreed that the West Pakistan troops had killed about 6,000 men, women and children, among them 300 to 500 students.

Some of the West Pakistan units seem to have been possessed by bloodlust directed against the Hindus of East Pakistan, recalling the massacres of 1947, at the time of Partition. The bodies of uncircumcised Hindu men have been found with their penis cut off.

Dacca is an old city of corrugated iron, bamboo, mud and stone. Some parts are so tumbledown that they could probably be shelled for half an hour without making much noticeable difference. One phosphorous grenade or incendiary bullet into one of its bamboo slums and you've burned down a neighborhood. Twenty-five blocks, perhaps more, were destroyed in this way.

The day after the slaughter, the city's population of crows-dirty, fat, grey birds-seemed to double, and though the bodies were quickly removed the birds have stayed on flapping and cawing above the deserted streets.

The normal population of Dacca city of 800 mosques, is two million; two-thirds have fled to the countryside and those who remain live in terror of the military. The green and white Pakistan flags flying everywhere over the Bengali city are simply tokens of defeat and surrender. Some Pakistan Army officers do not seem to be restrained by a code of honor any more stringent than one drawn up by Attila, the Hun.

The killing began at the University about one in the morning. The students in bed in their residential halls heard the Army vehicles approaching. Most of them thought the military were coming to make a few more arrests.

A few of the militants made sure that the rifles they had collected from the townspeople over the past few weeks were well hidden. Nobody thought he would have to fight. Nobody had more than a few rounds of ammunition, anyway.

Suddenly searchlights were played on the windows, dazzling the students so that they had to quail and turn away. Then came the Punjabi and Baluchi soldiers with their Chinese AK-47 automatic rifles, smashing the window glass with their butts and spraying the dormitories with fire.

A few students got to the rooftops, where they managed to squeeze off one or two shots with their old bolt-action rifles before they were picked up in the searchlights and killed. Others came running out screaming, with their hands 'up only to be stood against the walls of their halls and mown down with machine-gun fire from tanks and armored cars. Survivors were finished off with the bayonet.

Lecturers killed in the attack were: Dr. G. C. Deb, head of the Department of Philosophy; Dr. A. N. Maniruzzaman, head of the Statistics Department; and Dr. Obinosor Chackrobharti, reader of the English Department and Provost of Jagannath Hall, the only Hindu residential hall. Five other lecturers, whose names I was not able to collect, are also thought to be dead. Dr. Innas Ali, head of the Physics Department, is said to be seriously injured.

Resistance at the H.Q. of the East Pakistan Rifles (border police) and city police stations were bloody, but short-lived. Even so, the West Pakistanis are said to have been surprised at the ferocity of the fighting. The races who formed the elite of Britain's Indian Army now live in West Pakistan and share the Imperial Englishman's contempt for the artistic little Bengalis, who usually manage to kill people only when they are scared or angry, as they are now.

Rape, Loot And Murder After Dark

'The Army has taken its licks, too, one diplomat told us. At a place called Kushtia-a rail way town on the banks of the Ganges-the military paid dearly for underestimating the enemy when they split up a company of about 80 Baluchi infantry, stationing some in the automatic telephone exchange, some in the police station and some in other places. Vastly outnumbered, the groups were hacked to pieces one at a time. Most of them fought to the death.

Strolling through the crowded bazars of Dacca, with our guides constantly trying to stop curious crowds from gathering round us and attracting the attention of Army patrols. Radio Pakistan's claims of' business as usual' seemed reasonable enough. We came across some gutted buildings, but by European standards of devastation the damage was trifling.

Only when we reached the newer, central part of the city did we see the machine-gun posts at every crossroads and rows of empty houses in the Hindu districts, where some of the worst killing is said to have taken place in the sacred name of Islam.

But even the areas where the heaviest fighting took place have been tidied up with astonishing speed. Only fresh horrors-like the layers of rotting bodies discovered by the staff of the Intercontinental Hotel in the city tip along the Narayanganj road-give some idea of the true picture.

There is a shortage of almost everything, from kerosene to food. Prices of some goods have almost doubled. The city's Holy Family Hospital, run by American missionaries, closed down a week ago when its stocks ran out.

The tanks have left the city for the moment. Apparently they went through it so many times that their tracks wore out and they had to be carried off on transporters. The curfew has been relaxed until 9 p.m. but most citizens consider it unsafe to walk the streets after dark because West Pakistani soldiers have taken to robbing people of their watches and wallets at gunpoint.

During the day, troops patrol the streets in jeeps and trucks. There are also some armed Bihari volunteers rushing about in commandeered vehicles. If the West Pakistanis are ever forced out of Bangladesh, then, in the name of humanity, they should take the Biharis with them; otherwise the Bengalis will surely massacre them.

These Urdu-speaking Muslims from the Indian State of Bihar came to East Pakistan as refugees in 1947, to escape Hindu persecution during the Partition troubles. The Biharis, mostly traders, soon took over vacant shops left by Hindus who had run the other way. Now the Biharis have repaid Bengalis, hospitality by acting as scouts and guides for the West Pakistanis, who are also Urdu-speaking and with whom they feel a greater solidarity.

There are Army checkpoints everywhere in Dacca, though, luckily, in most cases only the officers can understand English. A soldier slopped me outside the Dacca Improvement Trust offices and demanded identity papers. He accepted my passport as good enough though it had no entry stamp for East Pakistan. It was a long moment.

A 19 year old student told me he was stopped on his bicycle by an aggressive young Baluchi, about his own age, who demanded to know why he wasn't flying the Pakistan flag from his handlebars. The soldier eventually let him go when he declared his willingness to have Pakistan written in capital letters in blood on his shirt. I told the Baluchi I didn’t have a knife myself and offered him my arm for his bayonet. He let me go.'

Now that the fighting is over in the capital. West Pakistani soldiers have taken to entering houses after dark to rape, loot and murder. Girls are sometimes spared if they can recite Muslim' prayers. Proof of circumcision is demanded from the men.

A European who took us to his bungalow for a drink pointed to a house across the road and said that in there were the bodies of four Hindus including two children, who had been shot 'the night befo000re.

We started our journey to Dacca from the Indian border town of Krishnanagar. Here we met some Indian West Bengali supporters of the Mukti Fauj, the Liberation Army. They were taking drums of petrol up to the border in pre-war three-wheeler German pick- up vans flying the red, green and gold banner of Bangladesh.

From the trucks the fuel was transferred to some bamboo ox-carts which trekked off with their load to the East Pakistan village of Kusumpur. We went with them. There were no border checks and only a conical border stone indicated that we had crossed the Radcliffe Line.

There are stories of Indian ammunition going over in bottles of plasma and of companies of the Indian Border Security Force going across disguised as East Pakistan Rifles personnel-not difficult, because they both were old British-style uniforms and would need only to change their shoulder flashes.

I asked the West Bengalis we went in with, what they were going to do, and they said they had just come to show their support. Sure enough, after an hour they left us and turned back towards India. Crossing the border at all is a tremendously emotional thing for a. Bengali of either side, because since the 1965 war it has been sealed off. .

Our first night we spent at police station where they had posted perimeter guards and thrown camouflage nets over their vehicles. After the confusion we had witnessed during the fighting at Jessore the week before, it all looked very promising. Later we were to learn that the efficiency of the Liberation Army usually depended on the distance it was away from any actual fighting. In this case Jessore was about 20 miles down the road.

All the way to Dacca our progress was impeded by Bengali hospitality. As any Sangbadik (news carrier) who has been in the area these past weeks will testify, the villagers rarely let the stranger escape without giving him food and drink and a few speeches about fighting to the last drop of their blood.

Even a Baluchi prisoner in village near Kushtia was offered juice from a Dab (green coconut) before they killed him.

He said that he had a small son and that President Yahya had made him come and fight. But one man said that he had a small son, too, and now he was dead. They told him to pray and he made his peace with Allah. Then he opened his shirt and bared his chest and the villagers dug their spears in here, here and here."

For a while, we followed the route taken by a West Pakistan motorized column 48 hours before: there were burnt huts on either side of the road, and in the glass booth of a filling station office near the village of Kaliganj we counted 32 bullet holes.

In some towns we were taken to see whiskery old man with swagger sticks shouting commands in English to squads of youths learning their left from their right as they drilled in columns of threes. Then they would amble off under the trees, where another old soldier began naming the parts of a 25 year old Lee-Enfield rifle.

‘ We've Got A Lot To Kill’

But at the market town of Jhenida we met Captain Mahbubuddin -a 26 year old former assistant superintendent of police. He was tall for a Bengali and looked a bit of a playboy with the lanyard of his police revolver threaded through the collar of a buttoned- down shirt. He is officially credited with starting resistance in his area. As soon as he heard of the Army's attack in Dacca, he opened his armory and handed out the rifles.

He had a nice style, flopping his feet up into a leather-backed armchair in the local government offices where he had set up his headquarters and saying: "Those bastard Punjabis and those bastard Biharis-we've got a lot to kill." I asked him where he learnt his excellent English and he came out with some familiar Maoist phrases about his country being exploited for 200 years, a legacy of the imperialistic yoke.

His men were armed with anything from 12-bore shotguns to AK assault rifles, with which the East Bengal Regiment had been reequipped. They had dug L-shaped slit trenches against air attack and stood out as being a thoughtful, well organised bunch.

For the first 90 miles of the trip-up to the Ganges fishing village of Goalundo-wooden bridges had been burnt down, roads blocked with freshly felled trees, and wide anti-tank ditches dug deep into the tarmac highways. At times we had to detour for miles across dry paddy fields-an operation the Army will not be able to repeat in June when the monsoon starts in earnest.

We saw our first sign of Pakistan Army air activity as we crossed the Ganges from Goalundo to Bilashpur in a packed old motor launch steered by a white-bearded captain who sat cross-legged on a bench behind the wheel. When we were in midstream, an Army helicopter-it looked like a Westerland Wesscx-came quite close and we joined the captain in the wheelhouse.

Coming back, a five-hour journey in a canoe, we stayed under the curved bamboo shelter all the time. When we reached Faridpur, we heard that Goaiundo had been bombed. We went straight there and found that it had. in fact, been straffed with cannon and rocket fire. The villagers showed us bits of aluminum from the rockets. The attack had taken place at about two in the afternoon on Easter Sunday. Four people were killed and eight wounded.

Like the cropses in this place overnight the huts looked as if they had been dead for three months: sagging roofs and ashes and an occasional cheap moulded rubber sandal of the kind most Bengali peasants wear when they're not barefoot. There were flies, everywhere, because some of the villagers had received direct hits from the cannon shells and bits of them were still in the ground.

A Mukti Fouj mail brought out a grey-faced youth with a blanket round his shoulders and lifted his shirt to show a small hole in his side were a piece of shrapnel had penetrated. He also had a bandage around a head wound. We put him in the back of a pick-up truck loaned to us by the Faridpur branch of the Awami League and took him to the hospital at Rajbari, where the nursing sisters in their white caps and habits looked surprised to see us. On the way we picked up half a dozen unarmed East Pakistan policemen and suddenly realized what a tempting target that blob of khaki at the back might make for an aircraft.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪৯। পাকিস্তান : কথা বলার সময় এসেছে	সানডে টাইমস	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

THE SUNDAY TIMES, APRIL 18,1971

PAKISTAN: A TIME TO SPEAK OUT

In the last two issues of The Sunday Times, we have published graphic dispatches from our special correspondent in East Pakistan. These have borne out, and added to, the mass of evidence from other sources, all of it suggesting that a terrible, communal bloodbath has been the result of the West Pakistan decision to quell with bullets the democratically expressed wish of East Pakistan Bengalis for a wide measure of autonomy. On the opposite page, the same correspondent, after visiting West Pakistan, describes the influences and ideas at work there. What emerges, with a force that leaves no room for doubt, is that an appalling error has led to an appalling tragedy. The Indian sub-continent has, unhappily, been witness before now to mass killings by one race of another. But there is no modem precedent in the sub-continent, or elsewhere, for what can only be regarded as the deliberate intention on the part of the central Pakistani Government to wipe out, by killing, as many as possible of the adherents, present and future, of Bengali nationalism.

General Yahya Khan, to do him justice, had a very difficult situation on his hands. It was due to his own, laudable, desire to see democracy restored in Pakistan that general elections took place last autumn, from which Sheikh Mujib and his East Pakistani Awami League emerged triumphant. Faced subsequently with the swelling tide of Bengali separatism, Yahya Khan's duty, as Head of State, was clearly to seek to preserve the unity of the State. But Mujib, in the negotiations which preceded the final break, had never proposed secession whatever his more fiery followers were shouting.

Nor was it ever conceivable, the whatever present successes of West Pakistani forces, that a display of military strength could snuff out (and keep snuffed out) years of Bengali grievance and longing for a new deal. The one certain result of Yahya Khan's fateful decision-other than bloodshed is that the way has now been opened, in East Pakistan, to Maoists. Naxalites and other fishers in troubled waters besides whom Mujib stands out as the epitome of reasonableness.

A deplorable cloud of complacency now seems to be hanging over Islamabad. It is the duty of other governments, the British Government included, to help to dispel it. To say that the East Pakistani drama is an internal affair." as Sir Alec Douglas Home has done, is not enough. Internal affairs can become, as this one has, crimes against justice and humanity. Besides, with India, China, and Russia all with an iron in the fire it is ludicrous to pretend that East Pakistan is a little local difficulty.

The time has come, it is indeed overdue, for the British Government publicly to express its disgust, in far stronger terms than it has yet done, at the course of events in East Pakistan. Using the more traditional, and private, diplomatic channel, it needs to let

Yahya Khan know (if it has not already done so) just how dangerous and mistaken his policies are. If necessary the possibility of concerted action among the suppliers of foreign aid to Pakistan should be considered-even if it is rough justice to make the people of West Pakistan suffer for the follies of their own non-elected military rulers. In the end, some sort of discussion between the central Government in West Pakistan and the popular representatives in East Pakistan is going to have to lake place. The sooner General Yahya realizes this, and sends Mujib back to Dacca so that there shall be someone responsible to talk to, the better.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫০। বিশ্বের সাম্প্রতিকতম শরনার্থী	গার্ডিয়ান	৭ মে, ১৯৭১

THE GUARDIAN, LONDON, MA Y 7, 1971

THE WORLD'S LATEST REFUGEES

The effects of President Yahya Khan's rough military action in East Pakistan are far from over. His army has caused the deaths of many* of his countrymen, and its operation has made refugees of thousands more. The lives of further thousands are threatened by starvation and lack of shelter. According to Indian sources more than one million people have fled from East Pakistan, taking their economic and social problems with them. Many of these are without doubt the militants of Bangladesh seeking political refuge from the army. But the majority are innocent people seeking shelter in the hope that can go back and continue life as before. India, in addition to the misery of being refugees, they have become involved in the political snarling between India and Pakistan. The world must move fast to counter economic chaos, and to provide food and shelter before the monsoon sets in.

The refugees in India are those most assessable to relief. It makes nonsense that India, with its own refugee and population problems and a frail economy, should have to cope alone with this additional burden. Even if many of those displaced arc waiting only for some sort of calm before returning to their villages across the border there is a need for urgent international action to help the Indian Government bear the strain.

The bulk of needy are still where they have always been-in East Pakistan. Those living in the delta, for example, have no border handy that they can cross. They have probably had difficulty in receiving the aid which the Pakistani Government promised them after last November's cyclone disaster to make good lost harvests. Their plight emphasizes the problems of others scattered throughout an area whose economic resources-inadequate at the best of times-have been further dislocated by war. If it is hard to get food distributed now it will be that much harder when the rains start in a month. International action must offset the vicious damage, done and prevent it getting any worse. It must provide East Pakistan's luckless citizen with food and shelter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫১। স্তব্ধ বিবেক	গার্ডিয়ান	১৩ মে, ১৯৭১

THE GUARDIAN. LONDON, MA Y 13, 1971

Editorial

THE SILENT CONSCIENCE

Tomorrow, framing in the wake of events. Parliament finally gets round to Bangladesh. No one should expect too much by way of enlightenment or action. Time has begun insidiously to silt the issues of Bengali freedom. Too many Indian alarms and diversions, too many damp little statements from Sir Alec Douglas-Home, tot) many angles for big power play have emerged since that first weekend, seven weeks ago. When West Pakistan's Army started bathing Dacca University in blood. Tomorrow's debaters want HMG to move quickly for peace: but peace has already broken out. at the end of 70.000 bayonets. By most normal diplomatic standards, the moment for vigorous lobbying and moral intervention-the moment when battle was still joined-is past. Nobody (bar the Chinese and Albanians) cares for the generals of Islamabad: but nobody in government can afford to he too cavalier about a ruthless regime with a pivotal place in Asian politicking. What docs a harassed Foreign Officc do? Stay mum. Since public- bravery now loses credit in Rawalpindi without directly helping a soul in Chittagong? Forget about the whole thing and concentrate on aiding the millions of needy? Wander away down the side channels of refugee movements and relief flights?

Several of these options are necessary anyway; but they must be kept in a firm perspective, and they must be related to morality as well as expediency. Parliament can yet ram that message home. Seven weeks ago the elected leader of East Pakistan (and thus, man for man. the elected leader of all Pakistan) was locked in tough negotiations with an unelected soldier President. These negotiations were not going well. Mujib, cocky after election triumph and pushed from behind by an ideological gaggle, was chancing his arm a bit. Yahya, ostensibly, was continuing to talk with the man he had earlier hailed as the next Prime Minister of Pakistan." Mr. Bhutto, from the West and despised in the East, was fouling discussion wherever he could. Then, abruptly, it was over. Troops poured off the boats and commenced a full assault. Mujib was arrested, many of his followers shot on their lawns. After a few weeks of straggling warfare- featuring jet bombers against bows and arrows, among other weaponry-resistance was largely quelled. Mow many died? Millions, say the Bangla propagandists. Perhaps 15,000 say Yahya's spokesmen. But-crucially-even fifteen thousand corpses is an absurd price to pay for keeping the two distant giants of Pakistan in miserable liaison.

Arguably (and in the Guardian's opinion) the East Bengalis had more to gain than to lose by remaining in some kind of unity with the West. That, on all published evidence, was certainly Mujib's view. He never declared UDI. He invariably plumped for the autonomy his economists recommended to stop acknowledged exploitation: he had a clear mass mandate for his policy. As long as Yahya bargained on these terms he acted honorably; the moment the President stopped bargaining and started shooting he embarked upon criminal folly. He allowed elections. He now stamps on those men and

those ideas the elections produced. One does not need mindless admiration for the Awami League to separate this chain of events, and this central decision, as the future guide to rights and wrongs, the ultimate arbiter of democratic attitudes.

Naturally a myriad of buzzing problems arise to obscure basic truths. Pakistan and India enmesh Bangladesh in the ancient webs of their enmity. Yahya announces openly (and covertly in lobbying with British Government representatives) that Mujib was a traitor about to lead East Bengal, via armed mutiny, into the arms of Mrs. Gandhi. Getting on for two million Bengalis flee to border camps and prepare to starve. Greater starvation and disaster threaten-according to aid officials—if flood relief work is delayed any longer. China muddies the waters. America and other horrified countries, thinking of choking off Pakistan aid, realize that the sufferers from such action will be illiterate peasants not smug generals.

How should a Government which believes in freedom act in these circumstances? It should not hide behind the diplomatic niceties of "internal matters." It should have an open view. It should manifest the requisite nausea when Yahya's emissaries malign Mujib (for when last did an "evil rebel leader" wait quietly at his home for the troops to take him away?). It should press for an early trial. It should mobilize and offer what relief it can (and it did plenty last November). It should simultaneously marshal the Aid for Pakistan consortium and World Bank and State Department to policies which stop aid for arms buying and defense (sixty per cent of the Pakistan budget) and start aid, all aid, for the millions who need it. It should not allow quasi-democratic exercises-like the impending transfer of negligible power to such stooge Eastern politicians as remain to accept it-to wipe clean Yahya's state. Above everything, it should not let time and boredom condone the initial action.

Few pundits today agree on the eventual fate of Bangladesh: whether, through extremism it will become locked in the struggle for an independent Bengal: whether the Awami League is a broken force, an intellectual collection which must now give way to real guerrilla: whether the campaign will take months or years or decades. But no one in tomorrow's debate-and no Government spokesman defending disgruntled inactivity- should pretend that in the long run Yahya and a united Pakistan can survive. Dissolution can, now, be only a matter of time. The process of dissolution will be better, and less bloody, if Mujib can be freed eventually to conduct it (for Mujib has shown himself, almost pathetically, to be a man of peace). Then the refugees will go home. Then the factories will work again, and the rice will be sown. Islamabad is not an impregnable fortress, simply a rocky redoubt of desperate men. They can be toppled, and already they are falling out with Mr. Bhutto and the businessmen who underpin their illusions. What Parliament decides may matter a bit. How many MPs turn up to debate may matter. How Britain reacts through the next six months will certainly have a profound effect on West Pakistani opinion-and it is this West Pakistani opinion which could yet see the sad doings of past two months undone.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫২। অবিশ্বাস্য দুর্ভোগ	টাইমস	১৫ মে, ১৯৭১

THE TIMES, LONDON, MAY 15, 1971

UNBELIEVABLE MISER Y

Peter Hazelhurst

Bongaon, May 14-An overworked medical officer pointed hopelessly towards the never ending stream of refugees from East Bengal who so far have almost doubled the population of the Indian town of Bongaon, 50 miles north-east of Calcutta "What is to become of them when the monsoon rains come?" he said.

"They don't even have straw huts for shelter, and it is doubtful whether we can control a cholera epidemic under these conditions. They are going to die like flies."

It is estimated that during the past few weeks nearly two million refugees have already crossed the border, and at least 200,000 have been settle in Bongaon and the surrounding district. With fixed stares, the emaciated figures plod across the border as they flee from the terrors of civil war, starvation, and poverty to face an even more hopeless and impoverished future in India.

The lucky ones have been given shelter in the huge camps established by the Indian Government and international relief agencies on the outskirts of Bongaon-but schools, public buildings, and communal tents are already overflowing and newcomers have to fend for themselves.

Those with a little money have managed to purchase fimsy grass matting and have constructed pathetic huts in the fast developing squatter camps on the side of the road. But most of the millions of men women, and children who have fled East Bengal belong to the most impoverished nation on earth where a man earns on average about £30 a year, and they have come across the border with nothing but a few rags on their backs.

With hollow cheeks and sunken eyes, they go wearily down the road out of the overcrowded border town towards the south-west, towards Calcutta, where a million people are already elbowing each other for sleeping proof on the pavement.

As we Passed the stream of refugees. Mr. Daniel Dolui of St. Paul's College, Calcutta a student volunteer attached to C.A.S.A., said: "Where is it going to end. Twenty thousand new refugees are arriving in the district every day. We had 11 camps in town two days ago. Now there are 22."

The misery and poverty are unbelievable. The Indian Government has done a magnificent job, but it has been taken by surprise and its resources are limited.

We passed a village school converted into shelter for woman and children. There was a queue of thousands outside the communal kitchens. Some will wait for five hours for their deliberation of cooked rice.

A few lucky children get a half cup of milk from church distribution points.

There are no more canvas awnings and many shelters consist of flimsy grass mats thrown across rough bamboo frames but most of the people are living in the open. Those who have found shelter on the stairs and verandahs of Government buildings, and in forgotten ruins, arc jealous guardians of their precious few feet of sleeping space. As men and woman join the food queues, the children arc left as the stake to the family's quarters.

Among the hundreds of thousands of Bengalis searching for shelter is Kati Chandra Dey, aged 25, a Hindu laborer from Jessore. We found him clutching his youngest child, surrounded by his family of nine on the outskirts of Bongaon. He said that they had spent three days tramping between one camp and another looking for shelter-but there is nothing.

Why did he leave East Pakistan? "When the Army came we knew they would kill the Hindus. They burnt down my house with petrol but we got away." From the stories of other refugees who have fled into West Bengal it is evident that the Army has sought out Hindus and Bengali Muslims as their main victims.

It is equally evident that most of the killings came in the form of reprisals for communal riots last month, when Bengalis systematically massacred the non-Bengali .Muslim immigrants (Biharis) in East Pakistan.

"There are no Bihari refugees," a Bengali social worker told me confidently. "Fourteen of them tried to come into West Bengal two days ago, and the Bengalis beat them to death with spars and stones.

The Army has been equally ruthless and most of the refugees have fled after reports of mass murders and killings.

Hasan Ali is a 25-year-old Muslim peasant of Bengali stock from the district of Jessore. He was in the small CASA field hospital, which has been set up in the old Salvation Army headquarters on the outskirts of Bongaon. He says that the West Pakistan soldiers refused to believe that he was a Muslim and shot him down in his paddy field.

He pointed to the gaping hole in the front of his neck and the wound at the back of his shoulder, and explained that miraculously the bullet had passed through his neck without killing him.

"I was working in my field when Pakistan Army troops came up from behind us. There were about 70 troops and they surrounded three of us. They wanted to know whether we were Hindus or Muslims.

"They refused to believe that we were Muslims. They told us to put our hands up and we began to beg them to spare our lives. Then they started to shoot and I fainted."

Binod Behary Shah, a Hindu laborer aged 70, also from Jessore, had a similar story to tell. He held up fingers torn by a bullet as, with palms folded on his chest, he begged West Pakistan soldiers to spare his life. "I was sleeping when two soldiers ordered me out of my house, which is about 20 yards from the main road. At first they wanted to know whether I was a Bengali or a non-Bengali. Then they wanted to know whether I was a Hindu or a Muslim.

When I told them I was a Hindu, they ordered me to kneel and they began to load their guns. I folded by two hands on my chest and begged them not to shoot, but they fired. The bullet went through my hands and the top part of my chest, and I fell to the ground and pretended to be dead."

Ahmed Ali, aged 25, is a cultivator from the village of Diara, about 17 miles east of the Indian border. His right leg and left arm were in plaster casts. He said that about two weeks ago troops entered the village and rounded up all the able-bodied young men they could find, marching them to a small village nearby called Mahadevpur, about a mile to the west.

"They asked us whether we were Bengalis or non-Bengalis and told us to lie down on the ground. They surrounded us and started shooting. A bullet hit me in the arm and I lay still. As they left, they bayoneted me in the groin, and crushed and stamped on my legs."

Mr. Ali explained that he and three other villagers escaped with wounds and were eventually carried to the Indian border for treatment.

Narayan Chandra Biswas another patient in the small CASA hospital and tea stall owner from Jessore, was rounded up by the West Pakistan troops and taken to central market place, where dissident Bengali police had executed an unknown number of West Pakistan civilians and non-Bengalis last month.

The Army alleged that the tea stall owner was a policeman and a Hindu. He was made to kneed and the soldiers began to jab him with bayonets. He pointed to wounds all over his stomach and chest and said he fainted, being revived by friends after the soldiers had left him for dead.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৩। বাংলার পিড়ীত জনগণ	টাইমস	১ জুন, ১৯৭১

THE TIMES, LONDON, JUNE 1, 1971

Editorial

BENGAL'S SUFFERING MILLIONS

For six weeks now (he flow of refugees from East Pakistan into India has gone on relentlessly, into Tripura in the east, into Assam in the north and heaviest of all into west Bengal. Despite the heroic efforts assembled by the Indian Government and by voluntary agencies there is little hope that this gigantic mass of suffering people will find all their needs can be met. The first and most urgent need is food. As this monsoon rains begin any day now shelter will become more urgent. Worst of all-in view of the difficulty of coping with it in such surroundings-is disease. As described in our report today cholera has now take to a hold that could be extremely dangerous. Yet another risk is that of communal tension in a city like Calcutta where the social fabric is brittle at best and where a stream of refugees is beginning to flow in.

The refugees, now present a much greater problem than did those who suffered from the cyclone disaster of last autumn. That was a natural disaster and one often experienced on a smaller scale. The help that was needed went to people who were trying to rebuilt their own homes and restore their own land, tasks for which their own energy was readily available and fortified by hope. The refugees coming into India are the blindly fearful sufferers of a man-made disaster. Of that there can be no doubt from the many reports sent by our correspondent from several widely separated crossing points round the border.

The evidence of the refugees does not confirm the claim made by the army authorities in East Pakistan that order has been restored and that life is returning to normal. The refugees had too many stories to tell of wantonly punitive action in villages by the Pakistan Army. Exaggerated many of the stories may have been but in the main the fears of the refugees were plainly started by brutal and indiscriminate action.

Aside from the charges and counter-charges exchanged between India and Pakistan about refugees it does seem that the Pakistan Government has not yet acted with the necessary urgency. They have been no signs yet of effective steps towards reconciliation in East Pakistan. After a long period of silence President Yahya Khan made a statement a week ago but then only to promise a further statement two or three weeks later, on how he would fulfill his promise of handing power back to the people in East Pakistan. Meanwhile what is being done to disperse the hatred that it has accumulated? Has all repressive action now ceased? The Pakistan Government has at least now conceded the need for United Nations help in the task of distributing food and medical supplies. On both sides of the border that is now the absolute priority.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৪। কলেরা 'নিয়ন্ত্রণে বাইরে'	টেলিগ্রাফ	৫ জুন, ১৯৭১

THE TELEGRAPH, JUNE 5, 1971

CHOLERA 'OUT OF CONTROL'

By fan Ward in Calcutta

The cholera epidemic in West Bengal is "totally out of control," the State's Health Director, Dr. Mira Harilal Saha, said yesterday.

Repealing urgent requests for international aid he said: "We need anti-cholera vaccine, rapid injection machines, antibiotics, powdered milk, in fact, anything and everything that people can give in any quantity."

Dr. Saha said ten to twelve thousand cases of cholera had been reported along an 800-mile stretch of the East Pakistan frontier.

About 2,550 East Pakistan refugees had died from the disease which has yet to claim a victim among the local people, who have been vaccinated, on the Indian side of the border.

Dr. Saha's plea came as independent relief agencies in Calcutta reported that the flood of evacuees from East Pakistan had swollen the refugee population inside the Indian border by a million in the past week.

The total in the states of Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal is now believed to be nearly five million.

Dr. Saha said the cholera affected frontier stretched from Dinajpur in the north, down through Malda, Murshidabad, and Nadia through to a point on the border opposite Calcutta.

While the problems arising when homeless people flood in to a pitifully poor countryside are immense, wild distortions occur as political interests manipulate statistics to serve their own ends.

Adding to the confusion is a general breakdown in the flow of information from outlying areas.

West Bengal health officials maintain that cholera is "rampant" and "totally out of control." Death estimates range from 5(X) to 5,000, depending on the informant.

Yet the chief medical officer in Nadia, recognized as the hardest hit area, with some 6,000 confirmed cases, refers to the epidemic as "precarious, but certainly not out of control."

The officer, Dr. S. Chakravarty, said yesterday, "It is impossible to tell whether cholera or similar diseases like gastro-enteritis are causing the highest mortality rate."

The extent of the epidemic could not be judged accurately because of the lack of laboratory facilities. The bulk of the victims, he said, were women and children.

Dr. Chakravarty said his department was short of vaccines, drips, saline, glucose and antibiotics. Nursing staff were also needed.

Local Indians, he said were becoming agitated over the possibility of contamination by the refugees.

Bodies of victims had been left on road sides leading from the border and some had been thrown into the local Jalangi river, threatening serious pollution. Guards had been stationed on the river bank to prevent people using the water.

The refugee crisis is shaping up as a major issue between the Central Government in New Delhi and the five separate State authorities that have suddenly had millions of homeless peasants thrust upon lands within their jurisdiction.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৫। গণহত্যা	সানডে টাইমস	১৩ জুন, ১৯৭১

THE SUNDAY TIMES, JUNE 13, 1971

GENOCIDE

By Anthony Mascarenhas

[A Sunday Times reporter conies out of Pakistan with the horrifying story of why five million have lied.]

West Pakistan's Army has been systematically massacring thousands of civilians in East Pakistan since the end of March. This is the horrifying reality behind the news blackout imposed by President Yahya Khan's government since the end of March. This is the reason why more than five million refugees have streamed out of East Pakistan into India, risking cholera and famine.

The curtain of silence is broken today for the first time by Anthony Mascarenhas, the Sunday Times correspondent in Pakistan. He has seen what the Pakistan army has been doing. He has left Pakistan to tell the world.

The army has not merely been killing supporters of the idea of Bangladesh, an independent East Bengal. It has deliberately been massacring others. Hindus and Bengali Muslims. Hindus have been shot and beaten to death with elubs simply because they are Hindus. Villages have been burned.

Sporadic and unconfirmed reports of atrocities by the Pakistan army have been reaching the outside world for some time, notably from refugees, missionaries and diplomats. The report by Anthony Mascarenhas is a detailed eye-witness account of unique precision and authority. He supplies the missing centre-piece of the tragedy of Bengal: why the refugees have fled.

There is a remarkable story behind Anthony Mascarenhas's report.

When, at the end of March, the Pakistan army flew two divisions into East Pakistan to "sort out" the Bengali rebels, it moved in secret. But about two weeks later the Pakistan government invited eight Pakistani journalists to fly to East Bengal. The idea-as government officials left the journalists in no doubt-was to give the people of West Pakistan a reassuring picture of the" return to normalcy" in the eastern half of the country. Seven of the journalists have done as they were intended. But one was Mascarenhas, who is assistant editor of the Morning News in Karachi, and was also The Sunday Times Pakistan correspondent.

On Tuesday, May 18, he arrived, unexpectedly, in The Sunday Times office in London. There was, he told us, a story he wanted to write: the true story of what had happened in East Bengal to drive five million people to flight.

He made it plain that he understood that if he wrote his story there could be no going back to Karachi for him. He said he had made up his mind to leave Pakistan: to give up his house, most of his possessions and his job as one of the most respected journalists in the country. There was only one condition we must not publish his story until he had gone back into Pakistan and brought out his wife and five children.

The Sunday Times agreed, and Mascarenhas went back to Karachi. After a wait of ten days an overseas cable arrived at the private address of a Sunday Times executive.

"Export formalities completed," it read, "Shipment begins Monday."

Mascarenhas had succeeded in getting permission for his wife and family to leave the country. He himself had been forbidden to leave. He found a way of leaving anyway.

On the last leg of his journey inside Pakistan, he found himself silting in a plane across the aisle from a senior Ministry of Information official whom he knew well. A phone call from the airport could have led to his arrest.

There was no phone call, however, and last Tuesday he arrived back in London.

Mascarenhas writes about what he saw in East Pakistan with special authority and objectivity. As a Goan Christian by descent, he is neither a Hindu nor a Muslim. Having lived most of his life in what is now Pakistan, having held a Pakistani passport since the State was created in 1947, and having enjoyed the confidence of many of the leaders of Pakistan since that time, he wrote his report with real personal regret.

"We were told by the Ministry of Information officials to show in a patriotic way the great job the army was doing," he told us.

There was no question of his reporting what he saw for his own paper. He was allowed to file a story, which was published in The Sunday Times on May 2, which reported only the events of March 25/26, when the Bengali troops mutinied and atrocities were committed against non-Bengalis.

Even references to the danger of famine were deleted by the censor. That increased his crisis of conscience.

After some days' hesitation, he decided, in his own words, that "either I would write the full story of what 1 had seen, or I would have to stop writing; I would never again be able to write with any integrity." And so he got on a plane and came to London.

We have been able to check his story in great detail with other refugees in a position to have had a wide knowledge of events in East Bengal as a whole, and with objective diplomatic sources.

GENOCIDE: FULL REPORT

Abdul Bari had run out of luck. Lilk thousands of other people in East Bengal, he had made the mistake-the fatal mistake-of running within sight of a Pakistani army patrol.

He was 24 years old, a slight man surrounded by soldiers. He was trembling, because he was about to be shot.

"Normally we would have killed him as he ran," I was informed chattily by Major Rathore, the G-2 Ops. of the 9th Division, as we stood on the outskirts of a tiny village near Mudafarganj, about 20 miles south of Comilla. "But we are checking him out for your sake. You are new here and I see you have a squeamish stomach."

"Why kill him?" 1 asked with mounting concern.

"Because he might be a Hindu or he might be a rebel, perhaps a student or an Awami Leaguer. They know we are sorting them out and they betray themselves by running."

"But why are you killing them? And why pick on the Hindus?" I persisted.

"Must I remind you". Rathore said severely, "how they have tried to destroy Pakistan? Now under the cover of the fighting we have an excellent opportunity of finishing them off."

"Of course," he added hastily, "We are only killing the Hindu men. We are soldiers, not cowards like the rebels. They kill our women and children."

I was getting my first glimpse of the stain of blood which has spread over the otherwise verdant land of East Bengal. First it was the massacre of the non-Bengalis in a savage outburst of Bengali hatred. Now it was massacre, deliberately carried out by the West Pakistan army.

The pogrom's victims are not only the Hindus of East Bengal-who constitute about 10 per cent of the 75 million populations-but also many thousands of Bengali Muslims. These include university and college students, teachers, Awami League and Left-Wing political cadres and every one the army can catch of the 176,000 Bengali military men and police who mutinied on March 26 in a spectacular, though untimely and ill –started bid to create in an independent Republic of Bangladesh.

What I saw and heard with unbelieving eyes and ears during my 10 days in East Bengal in late April made, it terribly clear that the killings are not the isolated acts of military commanders in the field.

The West Pakistani soldiers are not the only ones who have been killing in East Bengal, of course. On the night of March 25 and this I was allowed to report by the Pakistani censor-the Bengali troops and paramilitary units stationed in East Pakistan mutinied and attacked non-Bengalis with atrocious savagery.

Thousands of families of unfortunate Muslims, many of them refugees from Bihar who chose Pakistan at the time of the partition riots in 1947, were mercilessly wiped out. Women were raped, or had their breasts torn out with specially-fashioned knives. Children did not escape the horror: the lucky ones were killed with their parents; but many thousands of others must go through what life remains for them with eyes gouged out and limbs roughly amputated. More than 20,000 bodies of non-Bengalis have been found in the main towns, such as Chittagong, Khulna and Jessore. The real toll, I was told everywhere in East Bengal, may have been as high as 100,000; for thousands of non- Bengalis have vanished without a trace.

The government of Pakistan has let the world know about that first horror. What it has suppressed is the second and worse horror which followed when its own army took over the killing. West Pakistani officials privately calculate that altogether both sides have killed 250,000 people- not counting those who have died of famine and disease.

Reacting to the almost successful breakaway of the province, which has more than half the country's population. General Yahya Khan's military government is pushing through its own "final solution" of the East Bengal problem.

"We are determined to cleanse East Pakistan once and for all of the threat of secession, even if it means killing off two million people and ruling the province as a colony for 30 years," I was repeatedly told by senior military and civil officers in Dacca and Comilla.

The West Pakistan army in East Bengal is doing exactly that with a terrifying thoroughness.

We had been racing against the setting sun after a visit to Chandpur (the West Pakistan army prudently stays indoors at night in East Bengal) when one of the jawans (privates) crouched in the back of the Toyota Land Cruiser called out sharply: "There's a man running Sahib"

Major Rathore brought the vehicle to an abrupt halt, simultaneously reaching for the Chinese made light machine-gun propped against the door. Less than 200 yards away a man could be seen loping through the knee high paddy.

"For God's sake don't shoot," I cried. "He's unarmed. He's only a villager".

Rathore gave me a dirty look and fired a warning burst.

As the man sank to a crouch in the lush carpet of green, two jawans were already on their way to drag him in.

The thud of a rifle butt across the shoulders preceded the questioning.

"Who are you?"

"Mercy, Sahib! My name is Abdul Bari. I'm a tailor from the New Market in Dacca".

"Don't lie to me. You're a Hindu. Why were you running?" "It's almost curfew time. Sahib, and I was going to my village."

"Tell me the truth, why were you running?"

Before the man could answer he was quickly frisked for weapons by a jawan while another quickly snatched away his lungi. The skinny body that was bared revealed the distinctive traces of circumcision, which is obligatory for Muslims.

The truckloads of human targets

At least it could be plainly seen that Bari was not a Hindu

The interrogation proceeded.

"Tell me. why were you running?"

By this time Bari, wild-eyed an trembling violently, could not answer.

He buckled at the knees.

"He looks like a fauji, sir," volunteered one Jawan as Bari was hauled to his feet. (Fauji is the Urdu word for soldiers, the army uses it for the Bengali rebels it is hounding.)

"Could be," I heard Rathore mutter grimly.

Abdul Bari was clouted several times with the butt end of a rifle, then ominously pushed against a wall. Mercifully his screams brought a young head peeping from the shadows of a nearby hut. Bari shouted something in Bengali. The head vanished. Moments later a bearded old man came haltingly from the hut. Rathore pounced on him.

"Do you know this man?"

"Yes, Sahib. He is Abdul Bari."

"Is he a fauji?".

"No, Sahib, he is a tailor from Dacca."

"Tell me the truth."

"Khuda Kassain (God's oath), Sahib, he is a tailor."

There was a sudden silence. Rrthore looked abashed as I told him "Eor God's sake let him go. What more proof do you want of his innocence?"

But the jawans were apparently unconvinced and kept milling around Bari. It was only after I had once more interceded on his behalf that Rathore ordered Bari to be released. By that time he was a crumpled, speechless heap of terror. But his life had been saved.

Others have not been as fortunate.

For six days as I travelled with the officers of the 9th Division headquarters at Comilla I witnessed at close quarters the extent of the killing. I saw Hindus, hunted from village to village and door to door, shot offhand after a cursory "short-arm inspection" showed they were uncircumcised. I have heard the screams of men bludgeoned to death in the compound of Circuit House (civil administrative headquarters) in Comilla. 1 have seen truckloads of other human targets and those who had the humanity to try to help them hauled off "for disposal" under the cover of darkness and curfew. I have witnessed the brutality of "kill and burn missions" as the army units, after clearing out the rebels, pursued the pogrom in the towns and the villages.

I have seen whole villages devastated by "punitive action."

And in the officers, mess at night I have listened incredulously as otherwise brave and honorable men proudly chewed over the day's kill.

"How many did you get?"

The answers are seared in my memory.

All this is being done, as any West Pakistani officer will tell you, for the "preservation of the unity, the integrity and the ideology of Pakistan." It is, of course, too late for that. The very military action that is designed to hold together the two wings of the country, separated by a thousand miles of India, has confirmed the ideological and emotional break. East Bengal can only be kept in Pakistan by the heavy hand of the army. And the army is dominated by the Punjabis, who traditionally despise and dislike the Bengalis.

The break is so complete today that few Bengalis will willingly be seen in the company of a West Pakistani. I have a distressing experience of this kind during my visit to Dacca when I went to visit an old friend. "I'm sorry," he told me as he turned away, "things have changed. The Pakistan that you and I knew has ceased to exist. Let us put it behind us."

Hours later a Punjabi army officer, talking about the massacre of the non-Bengalis before the army moved in, told me: "They have treated us more brutally than the Sikhs did in the partition riots in 1947. How can we ever forgive or forget this?"

The bone-crushing military operation has two distinctive features. One is what the authorities like to call "cleansing process": a euphemism for massacre. The other is the "rehabilitation effort." This is a way of describing the moves to turn East Bengal into a docile colony of West Pakistan. These commonly used expressions and the repeated official references to "miscreants" and "infiltrators" are part of the charade which is being enacted for the benefit of the world. Strip away the propaganda, and the reality is colonization-and killing.

The justification for the annihilation of the Hindus was paraphrased by Lt.-Gen. Tikka Khan, the military governor of East Pakistan, in a radio broadcast I heard on April 18. He said: "The Muslims of East Pakistan, who had played a leading part in the creation of Pakistan, are determined to keep it alive. However, the voice of the vast majority had been suppressed through coercion, threats to life and property by a vocal, violent and aggressive minority, which forced the Awami League to adopt the destructive course."

Others, speaking privately, were blunter in seeking justification.

"The Hindus had completely undermined the Muslim masses with their money," Col. Nairn, of 9th Division headquarters, told me in the officer’s mess at Comilla. They bled the province white. Money, food and produce flowed across the borders to India. In some cases they made up more than half the teaching staff in the colleges and schools and sent their own children to be educated in Calcutta. It had reached the point where Bengali culture was in fact Hindu culture and East Pakistan was virtually under the control of the Marwari businessmen in Calcutta. We have to sort them out to restore the land of the people and the people to their Faith."

Or take Major Bashir. He came up from the ranks. He is SSO of the 9th Division at Comilla and he boasts of a personal body count of 28. He had his own reasons for what

has happened. This is a war between the pure and the impure, he informed me over a cup of green tea. "The people here may have Muslim names and call themselves Muslims. But they are Hindus at heart. You won't believe that the maulvi (mulla) of the Cantonment mosque here issued a fatwa (edict) during Friday prayers that the people would attain jannat (paradise) if they killed West Pakistanis. We sorted the bastard out and we are now sorting out the others. Those who are left will be real Muslims. We will even teach them Urdu."

Everywhere I found officers and men fashioning imaginative garments of justification from the fabric of their own prejudices. Scapegoats had to be found to legitimize, ever, for their own consciences, the dreadful "solution" to what in essence was a political problem: the Bengalis won the election and wanted to rule. The Punjabis whose ambitions and interests have dominated government policies since the founding of Pakistan in 1947, would brook no erosion of their power. The army backed them up.

Officials privately justify what has been done as retaliation for the massacre of non- Bengalis before the army moved in. But events suggest that the pogrom was not the result of a spontaneous or undisciplined reaction. It was planned.

It seems clear that the "sorting out" began to be planned about the time that Lt.-Gen. Thikka Khan took over the governorship of East Bengal, from the gentle, self-effacing. Admiral Ahsan, and the military command there, from the scholarly Lt-Gen. Sahibzada Khan. That was at the beginning of March, when Sheikh Mujibur Rahman's civil disobedience movement was gathering momentum after the postponement of the assembly meeting from which the Bengalis hoped for so much. President Yahya Khan, it is said, acquiesced in the tide of resentment caused in the top echelons of the military establishment by the increasing humiliation of the West Pakistani troops stationed in East Bengal. The Punjabi Eastern Command at Dacca continues to dominate the policies of the Central Government. (It is perhaps worth pointing out that the Khans arc not related: Khan is a common surname in Pakistan.)

When the army units fanned out in Dacca on the evening of March 25, in pre-emptive strikes against the mutiny planned for the small hours of the next morning, many of them carried lists of people to be liquidated. These included the Hindus and large numbers of Muslims; students, Awami Leaguers, professors, journalists and those who had been prominent in Sheikh Mujib's movement. The charge, now publicly made, that the army was subjected to mortar attack from the Jagannath Hall, where the Hindu University students lived, hardly justifies the obliteration of two Hindu colonics, built around the temples on Ramna racecourse, and a third in Shankharipatti, in the heart of the old city. Nor does it explain why the sizeable Hindu populations of Dacca and the neighboring industrial town of Narayanganj should have vanished so completely during the round-the- clock curfew on March 26 and 27. There is similarly no trace of scores of Muslims who were rounded up during the curfew hours. These people were eliminated in a planned operation: an improvised response to Hindu aggression would have had vastly different results.

A pencil flick, a man 'disposed'

Touring Dacca on April 15 I found the heads of four students lying rotting on the roof of the Iqbal Hall hostel. The caretaker said they had been killed on the night of March 25. I also found heavy traces of blood on the two staircases and in four of the rooms. Behind Iqbal Hall a large residential building seemed to have been singled out for special attention by the army. The walls were pitted with bullet holes and a foul smell still lingered on the staircase, although it had been heavily powdered with DDT. Neighbors said the bodies of 23 women and children had been carted away only hours before. They had been decomposing on the roof since March 25. It was only after much questioning that I was able to ascertain that the victims belonged to the near-by Hindu shanties. They had sought shelter in the building as the army closed in.

This is Genocide conducted with amazing casualness. Sitting in the office of Major Agha, Martial Law Administrator of Comilla City, on the morning of April 19, I saw the offhand manner in which sentences were meted out. A Bihari sub-inspector of police had walked in with a list of prisoners being held in the police lock-up. Agha looked it over. Then, with a flick of his pencil, he casually ticked off four names on the list.

"Bring these four to me this evening for disposal," he said. He look at the list again. The pencil flicked once more.".. and bring this thief along with them."

The death sentence had been pronounced over a glass of coconut milk. I was informed that two of the prisoners were Hindus, the third a 'student,' and the fourth an Awami league organizer. The "thief," it transpired, was a lad named Sebastian who had been caught moving the household effects of a Hindu friend to his own house.

Later that evening I saw these men, their hands and legs tied loosely with a single rope, being led down the road to the Circuit House compound. A little after curfew, which was at 6 o'clock, a flock of squawking mynah birds were disturbed in their play by the thwacking sound of wooden clubs meeting bone and flesh.

Captain Azmat of the Baluch Regiment had two claims to fame according to the mess banter. One was his job as ADC to Major-Gen. Shaukat Raza, commanding officer of the 9th Division. The other was thrust on him by his colleagues' ragging.

Azmat, it transpired, was the only officer in the group who had not made a "kill." Major Bashir needled him mercilessly.

"Come on Azmat," Bashir told him one night, "we are going to make a man of you. Tomorrow we will see how you can make them run. It's so easy."

To underscore the point Bashir went into one of his long spiels. Apart from his duties as SSO, Bashir was also "education officer" at Headquarters. He was the only Punjabi officer I found who could speak Bengali fluently. By general agreement Bashir was also a self taught bore who gloried in the sound of his own voice.

A dhari walla (bearded man), we were told, had come to see Bashir that morning to inquire about his brother, a prominent Awami League organizer of Comilla who

had been netted by the army some days earlier. Dhor gaya, Bashir said he told him: "he has run

away." The old man couldn't comprehend how his brother could have escaped on a broken leg. Neither could I. So Major Bashir, with a broad wink, enlightened me.

The record would show ***Dhor gaya***: "shot while escaping."

I Never did find out whether Captain Azmat got his kill. The rebel Bengali forces who had dug in at Feni, seventy miles north of Chittagong on the highway to Camilla, had tied down the 9th Division by destroying all the bridges and culverts in the area. General Raza was getting hell from Eastern Command at Dacca which was anxious to have the south-eastern border sealed against escaping rebels. It was also desperately urgent to open this only land route to the north to much-needed supplies that had been piling up in the port at Chittagong.

So General Raza was understandably waspish. He flew over the area almost daily. He also spent hours haranguing the bridge that was bogged down at Feni. Captain Azmat, as usual, was the General's shadow. I did not see him again. But if experience is any pointer, Azmat, probably had to sweat out his "kill"-and the ragging-for another three weeks. It was only on May 8 that the 9th Division was able to clear Feni and the surrounding area. By then the Bengali rebels, forced out by relentless bombing and artillery barrages, had escaped with their weapons across the neighboring border into India.

The escape of such large numbers of armed, hard-core regulars among the Bengali rebels was a matter of grave concern to Lt.-Gen. Aslam Baig, G-lat 9th Division headquarters. "The Indians," he explained will obviously not allow them to settle there. It would be too dangerous. So they will be allowed in on sufferance as long as they keep making sorties across the border. Unless we can kill them off, we are going to have serious trouble for a long time."

Lt.-Col. Baig was a popular artillery officer who had done a stint in China after the India-Pakistan war when units of the Pakistan army were converting to Chinese equipment. He was said to be a proud family man. He also loved flowers. He told me with unconcealed pride that during a previous posting at Comilla he had brought from China the giant scarlet water lilies that adorn the pond opposite headquarters. Major Bashir adored him. Extolling one officer's decisiveness, Bashir told me that once they had caught a rebel officer; there was a big fuss about what should be done with him. "While the others were telephoning all over for instructions," he said, "he solved the problem. Dliorgaya. Only the man's foot was left sticking out of the ditch."

It is hard to imagine so much brutality in the midst of so much beauty. Comilla was blooming when I went there towards the end of April. The rich green carpet of rice paddies spreading to the horizon on both sides of the road was broken here and there by bright splashes of red. That was the *Go/ Mohor*, aptly dubbed the "Flame of the Forest," coming to full bloom. Mango and coconut trees in the villages dotting the countryside were heavy with fruit. Even the terrier-sized goat’s skip ping across the road gave evidence of the abundance of nature in Bengal. "The only way you can tell the male from the female", they told me, "is that all the she-goats are pregnant."

Fire and murder their vengeance

In one of the most crowded areas of the entire world-Comilla district has a population density of 1,900 to the square mile-only man was nowhere to be seen.

"Where are the Bengalis?" I had asked my escorts in the strangely empty streets of Dacca a few days earlier. "They have gone to the villages," was the stock reply. Now, in the countryside, there still no Bengalis. Comilla town, like Dacca, was heavily shuttered. And in ten miles on the road to Laksham, past silent villages, the peasants I saw could have been counted on the fingers of both hands.

There were, of course, soldiers-hundreds of unsmiling men in khaki each with an automatic rifle. According to orders, the rifles never left their hands. The roads are constantly patrolled by tough, trigger-happy men. Wherever the army is, you won't find Bengalis.

Martial law orders constantly repeated on the radio and in the Press proclaim the death penalty for anyone caught in the act of sabotage. If a road is obstructed or a bridge damaged or destroyed, all houses within 100 yards of the spot are liable to be demolished and their inhabitants rounded up.

The practice is even more terrible than anything the words could suggest. "Punitive action" is something that the Bengalis have come to dread.

We saw what this meant when we were approaching Hajiganj, which straddles the road to Chandpur, on the morning of April 17. A few miles before Hajiganj, a 15-foot bridge had been damaged the previous night by rebels who were still active in the area. According to Major Rathore (G-2 Ops.) an army unit had immediately been sent out to take punitive action. Long spirals of smoke could be seen on all sides up to a distance of H quarter of a mile from the damaged bridge. And as we carefully drove over a bed of wooden boards,' with which it had been hastily repaired, we could see house in the village on the right beginning to catch fire.

At the back of the village somp jawans were spreading the flames with dried coconut fronds. They make excellent kindling and are normally used for cooking. We could also see a body sprawled between the coconut trees at the entrance to the village. On the other side of the road another village in the rice paddies showed evidence of the fire that had gutted more than a dozen bamboo arid mat huts. Hundreds of villagers had escaped before the army came. Others, like the man among the coconut trees, were slow to get away.

As we drove on. Major Rathore said. "They brought it on themselves." I said it was surely too terrible a vengeance on innocent people for the acts of a handful of rebels. He did not answer.

A few hours later when we were again passing through Hajiganj on the way back from Chandpur, I had my first exposure to the savagery of a "kill and burn mission."

We were still caught up in the aftermath of a tropical storm which had bit the area that afternoon. A heavy overcast made ghostly shadows on the mosque towering above

the town. Light drizzle was beginning to wet the uniforms of Captain Azhar and the four jawans riding in the exposed escort jeep behind us.

We turned a corner and found a convoy of trucks parked outside the mosque. I counted seven, all filled with jawans in battledress. At the head of the column was a jeep. Across the road two men, supervised by a third, were trying to batter down the door of one of more than a hundred shuttered shops lining the road. The studded teak wood door was beginning to give under the combined assault of two axes as Major Rathore brought the Toyota to a halt.

"What the hell are you doing?"

The tallest of the trio, who was supervising the break in, turned and peered at us. "Moia," (Fatty) he shouted, "what the hell do you think we are doing?"

Recognising the voice, Rathore grew a water-melon smile. It was, he informed me, his old friend "Ifty"-Major Iftikhar of the 12th Frontier Force Rifles.

Rathore: "I thought someone was looting"

Iftikhar: "Looting? No. We are on kill and burn."

Waving his hand to take in the shops, he said he was going to destroy the lot.

Rathore: "How many did you get?"

Iftikhar smiled bashfully.

Rathore: "Come on. How many did you get?"

Iftikhar: "Only twelve. And by God we were lucky to get them. We would have lost those, too, if I hadn't sent my men from the back."

Prodded by Major Rathore, Iftikhar then went on to describe vividly how after much searching in.Hajiganj he had discovered twelve Hindus hiding in a house on the outskirts of the town. These had been "disposed of." Now Major Iftikhar was on the second part of his mission: burn.

In front of the shop a small display cabinet was crammed with patent medicines, cough syrups, some bottles of mango squash, imitation jewellery, reels of coloured thread and packets of knicker elastic. Iftikhar kicked it over, smashing the light woodwork into kindling. Next he readied out for some jute shopping bags on one shelf. He took some plastic toys from another. A bundle of handkerchiefs and a small bolt of red cloth joined the pile on the floor. Iftikhar heaped them all together and borrowed a box from one of the jawans sitting in our Toyota. The jawan had ideas of his own. Jumping from the vehicle he ran to the shop and tried to pull down one of the umbrellas hanging from the low ceiling of shop. Iftikhar ordered him out.

Looting, he was sharply reminded, was against orders.

Iftikhar soon had a fire going. He threw burning jute bags into one corner of the shop; the bolt of cloth into another. The shop began to blaze. Within minutes we could hear the

crackle of flames behind shuttered doors as the fire spread to the shop on the left, then on to the next one.

At this point Rathore was beginning to get anxious about the gathering darkness. So we drove on.

When I chanced to meet Major Iftikhar the next day he ruefully told me, I burnt only sixty houses "If it hadn't rained I would have got the whole bloody lot."

Approaching a village a few miles from Mudafarganj we were forced to a halt by what appeared to be a man crouching against a mud wall. One of the jawans warned it might be fauji sniper. But after careful scouting it turned out to be a lovely young Hindu girl. She sat there with the placidity of her people, waiting for God knows who. One of the jawans had been ten years with the East Pakistan Rifles and could speak bazaar Bengali. He was told to order her into the village. She mumbled something in reply, but stayed where she was, but was ordered a second time. She was still sitting there as we drove away. "She has," I was informed, "nowhere to go-no family, no home."

Major Iftikhar was one of several officers assigned to kill and burn missions. They moved in after the rebels had been cleared by the army with the freedom to comb out and destroy Hindus ahd "miscreants" (the official jargon for rebels) and to bum down everything in the ateas from which the army had been fired at.

This lanky Puhjabi officer liked to talk about his job. Riding with Iftikhar to the Circuit House in Cbmilla on another occasion he told me about his latest exploit.

"We got an old one," he said. "The bastard had grown a beard and was posing as a devout Muslim. Even called himself Abdul Mannan. But we give him a medical inspection and the game was up."

Iftikhar continued: "I wanted to finish him there and then, but my men told me such a bastard deserved there shots. So I gave him one in the balls, then one in the stomach, then I finished him off with a shot in the head. "

When I left Major Iftikhar he was headed north to Brahmanbaria. His mission: another kill and burn.

Overwhelmed with terror the Bengalis have one of two reactions. Those who can run away just seem to vanish. Whole towns have been abandoned as the army approached. Those who can't run about a cringing servility which only adds humiliation to their plight.

Chandpur was an example of the first.

In the past this key river port on the Meghna was noted for its thriving business houses and gay life. At night thousands of small country boats anchored on the river's edge made it a fairyland of lights. On Arial 18 Chandpur was deserted. No people, no boats. Barely one per cent of the population had remained. The .rest, particularly the Hindus who constituted nearly half the population, had fled.

Weirdly they had left behind thousands of Pakistani flags fluttering from every house, shop and rooftop. The effect was like a national day celebration without the crowds. It only served to emphasize the haunted look.

The Hags were by way of insurance.

Somehow the word had got around that the army considered any structure without a Pakistani flag to be hostile and consequently to be destroyed. It did not matter how the Pakistani flags were made, so long as they were adorned with crescent and star. So they came in all sizes shapes and colors. Some flaunted blue fields, instead of the regulation green. Obviously they had been hastily put together with the same material that had been used for the blue Bangladesh flag. Indeed blue Pakistani flags ‘were more common than the green. The scene in Chandpur was repeated in Hajiganj, Mudafarganj, Kasba, Barhmanbaria; all ghost towns gay, with flags.

A 'parade' and a knowing wink

Laksham was an example of the other reaction: cringing.

When I drove into the town the morning after it had been cleared of the rebels, all I could see was the army and literally thousands of Pakistani flags. The major in charge there had camped in the police station, and it was there that Major Rathore took us my colleague a Pakistani TV Cameraman, to make a propaganda film about the, "return to normalcy" in Laksham-one of the endless series broadcast daily showing welcome parades and "peace meetings."

I wondered how he could manage it, but the Major said it would be no sweat. "There are enough of these bastards left to put on a good show. Give me 20 minutes."

Lieutenant Javed of the 39th Baluch was assigned the task of rounding up a crowd. He called out to an elderly bearded man who had apparently been brought in for questioning. The man, who later gave his name as Moulana Said Mohammad Saidul Huq, insisted he was a "staunch Muslim Leaguer and not from the Awami League." (The Muslim League led the movement for an independent Pakistan in 1947) He was all too eager to, please. "I will very definitely get you at least 60 men in 20 minutes," he told Javed, "But if you give me two hours I will bring 200."

Moulana Saidul Huq was as good as his word. We had hardly drunk our fill of the deliciously refreshing coconut milk that had been thoughtfully supplied by the Major when he heard shouts in the distance. "Pakistan Zindabad!" "Pakistan army Zindabad!" "Muslim League Zindabad" they" were chanting. (Zindabad is Urdu for "Long live") Moments later they marched into view, a motley crowd of about 50 old and decrepit men and knee- high children, all waving Pakistani flags and shouting at the top of their voices. Lt. Javed gave me a knowing wink.

Within minutes the "parade" had grown into a "public meeting" complete with a make-shift public address system and a rapidly multiplying group of would-be speakers.

Mr. Mahbub-ur-Rahman was pushed forward to make the address of welcome to the army. He introduced himself as "N.F. College professor of English and Arabic, who had

also tried for History and is a life-time member of the great Muslim League Party."

Introduction over, Mahbub-ur-Rahmam gave forth with gusto. "Punjabis and Bengalis," he said, "had united for Pakistan and we had our own traditions and culture. But we were terrorized by the Hindus and the Awami Leaguers and led astray. Now we thank God that the Punjabi soldiers have saved us. They are the best soldiers in the world and heroes of humanity. We love and respect them from the bottom of our hearts." And so on, interminably, in the same vein.

After the "meeting" I asked the Major what he thought about the speech. "Serves the purpose," he said, "but I don't trust that bastard. I'll put him on my list."

The Agony of East Bengal is not over. Perhaps the worst is yet to come. The army is determined to go on until the "clean-up" is complete. So far the job is only half done. Two divisions of Pakistan Army, the 9th and the 16th, were flown out from West Pakistan to "sort out" the Bengali rebels and the Hindus. This was a considerable logistical feat for a country of Pakistan's resources. More than 25,000 men were moved from the west to the east. On March 28 the two divisions were given 48 hours notice to move. They were brought by train to Karachi from Kharian and Multan. Carrying only light bed rolls and battle packs (their equipment was to follow by sea the troops were flown out to Dacca by PIA, the national airline. Its fleet of seven Boeings was taken off international and domestic routes and flew the long haul via Ceylon continuously for 14 days. A few Air Force transport aircraft helped.

The troops went into action immediately with equipment borrowed from the 14th Division which till then constituted the Eastern Command. The 9th Division, operating from Comilla, was ordered to seal the border in the east against the movement of rebels and their supplies. The 16th Division, with headquarters at Jessore, had a similar task in the Western sector of the province. They completed their assignments by the third week of May. With the rebels-those who have not been able to escape to India-boxed in a ring of steel and fire, the two-army divisions are beginning to converge in a relentless comb- out operation. This will undoubtedly mean that the tenor experienced in the border areas will now spread to the middle. It could also be more painful. The human targets will have nowhere to run to.

On April 20 Lt.-Col. Baig, the flower-loving G-I of the 9th Division, thought that the comp-out would take two months, to the middle in June. But this planning seems to have misfired. The rebel forces, using guerrilla tactics, have not been subdued as easily as the army expected. Isolated and apparently uncoordinated, the rebels have nonetheless bogged down the Pakistan Army in many places by the systematic destruction of roads and railways, without which the army cannot move. The 9th Division for one was hopelessly behind schedule. Now the monsoon threatens to shut down the military operation with three months of cloudbursts.

For the rainy season, the Pakistan Government obtained from China in the second week of May nine shallow-draught river gunboats. More are to come. These 80 ton gunboats with massive firepower will take over some of the responsibilities hitherto allotted to the air force and artillery, which will not be as effective when it rains. They

will be supported by several hundred country-craft which have been requisitioned and converted for military use by the addition of outboard motors. The army intends to take to the water in pursuit of the rebels.

Colonization of East Bengal

There is also the clear prospect of famine, because of the breakdown of the distribution system. Seventeen of the 23 districts of East Pakistan are normally short of food and have to be supplied by massive imports of rice and wheat. This will not be possible this year because of the civil war. Six major bridges and thousands of smaller ones have been destroyed, making the roads impassible in many places. The railway system has been similarly disrupted, though the government claims it is "almost normal."

The road and rail tracks between the port of Chittagong and the north have been completely disrupted by the rebels who held Feni, a key road and rail junction, until May 7. Food stocks cannot move because of this devastation. In normal times only 15 per cent of food movement from Chittagong to up country areas were made by boat. The remaining 85 per cent was moved by road and rail. Even a 100 percent increase in the effectiveness of river movement will leave 70 per cent of the food stocks in the warehouses of Chittagong.

Two other factors must be added. One is large-scale hoarding of grain by people who have begun to anticipate the famine. This makes a tight position infinitely more difficult. This other is the government of Pakistan's refusal to acknowledge the danger of famine publicly. Lt Gen. Tikka Khan, the military governor of East Bengal, acknowledged in a radio broadcast on April 18 that he was gravely concerned about food supplies. Since then the entire government machinery has been used to suppress the fact of the food shortage. The reason is that a famine, like the cyclone before it, could result in a massive outpouring of foreign aid-and with it the prospect of external inspection of distribution methods. That would make it impossible to conceal from the world the scale of the pogrom. So the hungry will be left to die until the clean-up is complete.

Discussing the problem in his plush air-conditioned office in Karachi recently the chairman of the Agricultural Development Bank, Mr. Qarni, said bluntly: "The famine is the result of their acts of sabotage. So let them die. Perhaps then the Bengali will come to their senses."

The Military Government's East Bengal policy is so apparently contradictory and self-defeating that it would seem to justify the assumption that the men who rule Pakistan cannot make up their minds. Having committed the initial error by resorting to force, the Government, on this view, is stubbornly and stupidly mudding through.

There is, superficially, logic in this reasoning.

On the one hand, it is true that there is no let up in the reign of terror. The policy of subjugation is certainly being pursued with vigour in East Bengal. This is making thousands of new enemies for the Government every day and making only more definitive the separation of the two wings of Pakistan.

On the other hand, no government could be unaware that this policy must fail. (There are just not enough West Pakistanis to hold down the much greater numbers in East Bengal indefinitely.) For hard administrative and economic reason, and because of the crucial consideration of external development assistance, especially from America, it will be necessary to achieve a political settlement as quickly as possible. President Yahya Khan's Press conference on May 25 suggests that he acknowledges the force of these factors: And he said he would announce his plan for representative government in the middle of June.

All this would seem to indicate that Pakistan's military Government is moving paradoxically, in opposite directions, to compound the gravest crisis in the country's 24 years history.

This is a widely held view. It sounds logical. But is it true?

My own view is that it is not. It has been my unhappy privilege to have had the opportunity to observe at first hand both what Pakistan's leaders say in the West, and what they are doing in the East.

I think that in reality there is no contradiction in the Government's East Bengal policy. East Bengal is being colonized.

This is not an arbitrary opinion of mine. The facts speak for themselves.

The first consideration of the army has been and still is the obliteration of ever)' trace of separatism in East Bengal. This proposition is upheld by the continuing slaughter and by everything else that the government has done in both East and West Pakistan since March 25. The decision was coldly taken by the military leaders, and they are going through with it-all too coldly.

No meaningful or viable political solution is possible in East Bengal while the pogrom continues.

The crucial question is: will killing stop?

I was given the army's answer by Major-General Shaukat Raza, commanding officer of the 9th Division, during our first meeting at Comilla on April 16.

"You must be absolutely sure," he said, "that we have not undertaken such a drastic and expensive operation-expensive both in men and money for nothing. We've undertaken a job. We are going to finish it, not had it over half done to the politicians so that they can mess it up again. The army can't keep coming back like this every three or four years. It has a more important task. I assure you that when we have got through with what we are doing there will never be need again for such an operation."

Major-General Shaukat Raza one of three divisional commanders in the field. He is in a key position. He is not given to talking through his hat.

Significantly, General Shaukat Raza's ideas were echoed by every military officer I talked to during my 10 days in East Bengal. And President Yahya Khan knows that The men who lead the troop on the ground are the de facto arbiters of Pakistan's destiny.

The single-mindedness of the army is underscored by the military operation itself. By any standard, it is a major venture. It is not something that can be switched on and off without the most grave consequences.

Army committed to remain

The army has already taken a terrible toll in dead and injured. It was privately said in Dacca that more officers have been killed then men and that the casualty list in East Bengal already exceeds the losses in the India-Pakistan war of September, 1965. The army will certainly not write off these "sacrifices" for illusory political considerations that have proved to be so worthless in the past.

Military-and it is soldiers who will be taking the decision-to call a halt to the operation at this stage would be indefensible. It would only mean more trouble with the Bengali rebels. Implacable hatred has been displayed on both sides.

There can be no truce or negotiated settlement; only total victory or total defeat. Time is on the side of the Pakistan Army, not of the isolated, uncoordinated and ill-equipped rebel groups. Other circumstances, such as an expanded conflict which takes in other powers, could of course alter the picture. But as it stands today the Pakistan Army has no reason to doubt that it will eventually achieve its objective. That is why the casualties are solidly accepted.

The enormous financial outlay already made on the East Bengal operation and its continuing heavy cost also testify to the Government's determination. The reckless manner in which funds have been poured out makes clear that the military hierarchy, having taken a calculated decision to use force, has accepted the financial outlay as a necessary investment. It was not for nothing that 25,000 soldiers were air-lifted to East Bengal, a daring and expensive exercise. These two divisions, the 9th and the 16th, constituted the military reserve in West Pakistan. They have now been replaced there by expensive new recruitment.

The Chinese have helped with equipment, which is pouring down the Karakorum highway. There is some evidence that the flood is slowing down: perhaps the Chinese are having second though about their commitments to the military rulers of Pakistan. But the Pakistan government has not hesitated to pay cash from the bottom of the foreign exchange barrel for more than $l-million-worth of ammunition to European arms suppliers.

Conversations with senior military officers in Dacca, Rawalpindi and Karachi confirm that they see the solution to this problem in the speedy completion of the East Bengal operation, not in terms of a pullout. The money required for that purpose now takes precedence over all other government expenditure. Developments has virtually come to a halt.

In one sentence, the government is too far committed militarily to abandon the East Bengal operation, which it would have to do if it sincerely wanted a political solution. President Yahya Khan is riding on the back of a tiger. But he took a calculated decision to climb up there.

So the army is not going to pull out. The Government's policy for East Bengal was spelled out to me in the Eastern Command headquarters at Dacca. It has three elements :-

(1)The Bengalis have proved themselves "unreliable" and must be ruled by West Pakistanis;

(2)The Bengalis will have to be re-educated along proper Islamic lines. The "Islamisation of the masses"-this is the official jargon-is intended to eliminate secessionist tendencies and provide a strong religious bond with West Pakistan:

(3)When the Hindus have been eliminated by death and flight, their property will be used as a golden carrot to win over the under -privileged Muslim middleclass. This will provide the base for erecting administrative and political structures in the future.

This policy is being pursued with the utmost blatancy.

Because of the mutiny, it has been officially decreed that there will not for the present be any further recruitment of Bengalis in the defense forces. Senior Air Force and Navy officers, who were not in any way involved, have been moved "as a precaution" to non-sensitive positions. Bengali fighter pilots, among them some of the aces of the Air Force, had the humiliation of being grounded and moved to non-flying duties. Even PIA air crews operating between the two wings of the country have been strained clean of Bengalis.

The East Pakistan Rifles, once almost exclusively a Bengali paramilitary force, has ceased to exist since the mutiny., A new force the Civil Defense Force, has been raised by recruiting Biharis and volunteers from West Pakistan. Biharis, instead of Bengalis are also being used as the basic material for the police. They are supervised by officers sent out from West Pakistan and by secondment from the army. The new Superintendent of Police at Chandpur at the end of April was a Military Police major.

Hundreds of West Pakistani government civil servants, doctors, and technicians for the radio, TV, telegraph and telephone services have already been sent out to East Pakistan. More are being encouraged to go with the promise of one and two-step promotions. But the transfer, when made, is obligatory. President Yahya, recently issued an order making it possible to transfer civil servants to any part of Pakistan against their will.

The universities 'sorted out'

I was told that all the Commissioners of East Bengal and the district Deputy Commissioner will in future be either Biharis or civil officers from West Pakistan. The Deputy Commissioners of districts were said to be too closely involved with the Awami league secessionist movement. In some cases, such as that of the Deputy Commissioner of Comilla, they were caught and shot. That particular officer had incurred the wrath of army on March 20 when he refused to requisition petrol and food supplies "without a letter from Sheikh Mujibur Rahman."

The Government has, also come down hard on the universities and colleges of East Bengal. They were considered the hot beds of conspiracy and they are being "sorted out".

Many professors have fled. Some have been shot. They will be replaced by fresh recruitment from West Pakistan.

Bengali officers are also being weeded out of sensitive positions in the Civil and Foreign Services. All are currently being subjected to the most exhaustive screening.

This colonization process quite obviously does not work even half as efficiently as the administration wishes. I was given vivid evidence of this by Major Agha, martial law administrator of Comilla. He had been having a problem getting the local Bengali executive engineers to go out and repair the bridges and roads that had been destroyed or damaged by the rebels. This task kept getting snarled in red tape, and the bridges remained unrepaired. Agha, of course, knew the reason. "You can't expect them to work," he told me, "when you have been killing them and destroying their country. That at least is their point of view, and we are paying for it."

Captain Durrani of the Baluch Regiment, who was in charge of the company guarding the Comilla airport, had his own methods of dealing with the problem. "I have told them," he said with reference to the Bengalis maintaining the control tower, "that I will shoot anyone who even looks like he is doing something suspicious." Durrani had made good his word. A Bengali who had approached the airport a few nights earlier was shot. "Could have been a rebel," I was told. Durrani had another claim to fame. He had personally accounted for "more than 60 men" while clearing the villages surrounding the airport.

The harsh reality of colonization in the East is being concealed by shameless window dressing. For several weeks President Yahya Khan and Lt.-Gen. Tikka Khan have been trying to get political support in East Pakistan for what they are doing. The results have not exactly been satisfying. The support forthcoming so far has been from people like Moulvi Farid Ahmad, a Bengali lawyer in Dacca, Fazlul Quadeer Chaudhury and Professor Ghulam Azam of the Jamat Islami. All of whom were soundly beaten in the General Elections last December.

The only prominent personality to emerge for this purpose has been Mr. Nurul Amin, an old Muslim Leaguer and former Chief Minister of the Province who was one of only two non Awami Leaguers to be elected to the National Assembly. He is now in his seventies. But even Nurul Amin has been careful not to be too effusive. His two public statements to date have been concerned only with the "Indian interference."

Bengalis look with scorn on the few who "collaborate." Farid Ahmad and Fazlul Quadeer Chaudhury are painfully aware of this. Farid Ahmad makes a point of keeping his windows shuttered and only those who have been scrutinized and recognized through a peephole in the front door are allowed into the house.

By singularly blunt methods the Government has been able to get a grudging acquiescence from 31 Awami Leaguers who had been elected to the national and provincial assemblies. They are being kept on ice in Dacca, secluded from all put their immediate families, for the big occasion when "representative government" is to be installed. But clearly they now represent no one but themselves.

Abdul Ban the tailor, who was lucky to survive, is 24 years old. That is the same age as Pakistan. The army can of course hold the country together by force. But the meaning of what it has done in East Bengal is that the dream of the men who hoped in 1947 that they were founding a Muslim nation in two equal parts has now faded. There is now little chance for a long time to come that Punjabis in the West and Bengalis in the East will feel themselves equal fellow-citizens of one nation. For the Bengalis, the future is now bleak: the unhappy submission of a colony to its conquerors.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৬। যুদ্ধ এবং শরনার্থী পরিস্থিতি	ডেইলী টেলিগ্রাফ	৯ জুলাই, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, JULY 9, 1971

WAR SPIRIT GROWS ON TRIGGER-HAPPY PAKISTAN BORDER

By Clare Hollingworth in Bendpole, East Pakistan

Pakistani and Indian soldiers now confront one another dangerously across from five to 50 yards of no-man's-land at every main road crossing along the 1,500-mile frontier between East Pakistan and India.,

The daily sporadic firing of small arms two-inch mortars, with the occasional round of artillery, has caused a marked escalation in tension on the borders during the past few weeks. The West Pakistan soldiers are obviously enjoying the near-war situation.

They are digging themselves bunkers, defensive position and generally preparing to hold a far larger section of the border then they could defend for five minutes against a small but determined assault force.

Frequent alerts-some real but others false—when everyone is forced into waterlogged dugouts, add flavor to this dangerous war game which an unexpected incident could so easily turn into the real thing.

For fingers are increasingly trigger-happy and the hatred for "the enemy" is fed each day by the press and radio of both sides.

At many points on the Pakistani side the Army has already fought, hard, to take over defended permanent frontier posts which were occupied by the East Pakistan Rifles when they defected to Bangladesh as the West Pakistan Army took over on March 25.

This former frontier force then turned their guns and their permanently constructed positions round to fight their former comrades in arms.

Tension kept up

They are still operating on the Indian side of the frontier, where they can be seen through field glasses occupying forward positions. From time to time they open fire to keep their spirits up and maintain the tension, thus ensuring that the Pakistani Army cannot withdraw troops from the border.

Members of the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regt, too, are training the Bangladesh guerrillas in camps just inside India.

Six weeks ago, just a few hundred yards further down this three-lane main truck road inside India I witnessed six or seven mortar bombs land from the Pakistan side and noted the Indian army had constructed will camouflaged bunkers and defensive positions.

Bangladesh guerrillas cross the frontier every night to lay mines, leave time bombs in deserted villages which the army patrols, and throw hand grenades into outposts. The guerrillas are becoming an increasing menace to communication in the border areas, where almost all telephone wires and electric cables have now been cut.

Brisk smuggling

Naturally each side knows what the other is doing, as scores of agents cross each day and there is still a brisk smuggling business.

While the Indian side is packed with refugees and it is not easy for the Army to move around the Pakistani forces operate in a completely deserted countryside, passing through villages, even towns, in which one or two old cripples or a blind man have been left behind

It is hardly surprising refugees are not returning in any appreciable numbers to the reception centers the Pakistan authorities have prepared for them. A few families-five or six-cross by "unauthorized routes" here each night and they are generally picked up by the Army.

They are taken to transit camps where they are fed, given anti-cholera shots and questioned to substantiate their claim to be "from Pakistan".

The civil authorities, and indeed senior officers on both sides, are genuinely anxious to defuse border.

The presence of a United Nations peace-keeping force would be the best solution, in view of the ever-rising tempers and bellicose attitudes of battalion and company commanders.

INDIAN STATE SWAMPED BY REFUGEES

By Peter Gill in Tripura

As fresh waves of East Pakistani refugees break on the tiny Indian state of Tripura, anxious officials are fighting a "do or die" battle to preserve their desperately tenuous supply routes with the outside world

Bengali peasants, most of them Moslems and some with hideous shell and mortar- bomb wounds, are now fleeing into Tripura at a rate of at least 10,000 a day.

With a resident population of 1,600,000 to feed through the lean monsoon period, the Tripura authorities now have an additional, and entirely unproductive, lm refugee.

During visits to border areas along Tripura's 560-mile frontier with East Pakistan over the past few days, I have seen Indian villages swollen in a matter of hours by hordes of tearful, uprooted Pakistani peasants.

Killing crossfire

They have been caught in a murderous crossfire between the Pakistan Army and the Mukti Fouj guerrillas fighting for an independent East Bengal. One young farmer who crossed near the Indian border post at Debipur showed me fragments of four mortar bombs which he had collected that day from his village.

A girl of 12 was pushed towards our Jeep as we drove through another border village. Shivering with shock, she held out a limp and roughly bandaged hand that had been hit by a shell splinter earlier in the day. Blood was still oozing from the wound.

These developments have made Government officials in Tripura openly sceptical of the chances of a return to normality in East Pakistan.

Now the Pakistan Army is involved in a full-scale war against its guerrilla enemies. And massive reprisals against villages suspected of harbouring guerrillas are driving out both Hindus and Moslems.

Refugee accounts of the scale of the fighting in East Pakistan are amply corroborated by senior officers in the Indian Border Security Force, Long range artillery, using "air burst" shells as anti-personnel weapons, mortar bombs and machine guns have all been deployed by the Pakistan Army against villages.

Once on Indian soil, the refugees admit their involvement with the guerrillas, "We're all Mukti Fouj now," said one villager in a refugee camp at Bazalghat, near Agartala.

The supply situation here will soon become critical, with everything having to come over 1,000 miles from Calcutta round the entire East Pakistan border.

Privately, Tripura officials are .critical of what they regard as the uncaring attitude of the Indian Central Government towards the State. Direct mercy fights from the Australian. Air Force with food and shelter, they complain, have been inexplicably rerouted to Calcutta.

8m Homeless: E. Pakistan problem

Our Staff Correspondent in Dacca cables: There are even more "refugees" inside East Pakistan than in India. Indeed large groups of people, Moslem as well as Hindu, are wandering round the country, always frightened, sometimes completely lost, but ready to bed down in an unoccupied village,

Major-General Farman Ali, in charge of civil affairs in East Pakistan, admitted that these seven or eight million displaced people were extremely difficult to handle.

Many smaller groups are attempting to take over shops, petrol pumps, market stalls, and other shacks on the main roads and this is creating even bigger problems.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৭। ধর্মান্ধ ও পাষন্ডদের রাজত্ব	সানডে টাইমস	১১ জুলাই, ১৯৭১

THE SUNDAY TIMES, LONDON, JULY 11,1971

A REGIME OE THUGS AND BIGOTS

An account by Murray Sayle

The Pakistan military regime last week repeated its claim that East Pakistan is rapidly returning to "normalcy" after its prolonged military operation against "rebels and miscreants" and that the way was open for refugees to return from India and resume their normal lives.

I spent last week touring one of the areas from which many thousands of refugees fled and found that this is untrue: that in fact a repulsive political system is rapidly taking shape which may well make it impossible for them to return.

If the refugees do ever go home, it will be to places like Lotapaharpur village, a collection of mud-brick houses with palm-thatched roofs six miles north of Khulna, East Pakistan's biggest river port. Lotapaharpur stands a little way off the main road between Khulna and Jessore which I found busy with military traffic, big shiny American trucks full of soldiers from West Pakistan, armed incongruously with Chinese automatic rifles, and an occasional civilian carrying a 303 Lee Enfield rifle.

I drove along a side road perched high on an embankment, across a landscape looking like a green and silver chessboard, lush standing crops alternating with ponds and flooded fields.

Here and there a few farmers were ploughing the wide wet prairie with cows and water buffaloes; but there seemed very few people at work for such a crowded country.

Then I stumbled on Lotapaharpur. It was just off the road up a muddy track which twisted through the palm trees. The village is like any other in East Pakistan. A score or so of houses stand in a neat circle on an earthen platform a few feet above the flood-plain. But there were no men in loincloth, no women in bright saris, on brown children and ginger dogs playing among the banana trees.

I have seen many East Bengal villages which have been burnt, or which was seemingly seem to have strangely few people. This was the first I saw which was seemingly undamaged and completely deserted.

No clue

With my interpreter I looked around. A colored picture of the elephant headed God Ganesh, the remover of obstacles, showed that this had been a Hindu village. But why had the villagers gone? There was no clue in the empty houses. Then, timidly, a woman in a tattered sari, with three young children at her heels, came forward.

She was a Muslim and a refugee herself. Her husband had been killed and she had run away and found this empty village, as we had by accident. She had been living on some rice the Hindus left behind. But it was finished and she was at her wit's end to feed

her children. She did not want to go to the authorities because she was afraid they would find out her husband was "Joy Bangla"-"Victory to Bengal" the slogan of the banned and smashed Awami League.

Then more people came up, Muslim farmers from a village a few hundred yards away named Aramghata. The story they told was like many I have heard in the past week.

Two local men named Ali Hamed and Shaukat both claimed possession of a corrugated iron shed. Sometime in April Hamed had returned to the village accompanying two truckloads of West Pakistan soldiers. An argument broke out between the soldiers and the villagers, there was shooting by the soldiers, and six villagers were killed.

Two of the dead were members of the local council: Indu Babu, a farmer, and relative, Profulla Babu, Headmaster of a local high school. Both are Hindu names. The other 150 Hindus in the village fled with a few belongings as soon as the soldiers went.

I asked them why were telling me about this incident. They said I had not heard the end of the story. Some Muslims from their village had come up to see what was going on. The soldiers grabbed four of them and told them to recite something from the Holy Koran.

They said the four Muslims were terrified but managed to begin "Bismillah-ir - rahman-if-rahim " (the opening words of the Koran). They said the soldiers shouted: "These are not Muslims! They have been taught to say this to trick us!" They then shot all four.

The villagers told me they were angry about this, as they had never had any trouble with their Hindu neighbours. Hamed, they said, now had the iron shed. They said he carried a rifle and they thought he was a "razakar" (volunteer), a term we meet again.

What had happened to the Hindus' land? The villagers pointed to the surrounding emerald green fields. It was a standing crop of linseed, a valuable cash crop. In June some people from the Martial Law administration had conducted an auction of 2,000 acres in the absence of the owners.

It was normally worth Rs. 300 an acre. It had been sold for Rs. 1½ an acre. But the buyers had not got much of a bargain. They could not hire people to harvest most of it and the rest was now flooded and worthless.

True Position

Lotapaharpur summarized for me the true position about the refugees. No one here really expects them to return in any numbers, because there is an atmosphere of terror in East Pakistan, because the material difficulties in the way of their returning are almost insuperable, and their homes, farms, crops, small businesses, and other assets are being transferred under paper-thin legal devices to people who have strong motives to make sure they never come back-in fact to their political and religious enemies. But the military administration has indeed opened "reception centers" and "transit camps."

I drove up to Benapole, close to the Indian border, to inspect these preparations. I was received by the officer in charge of the whole khulna district, Lt.-Col. Shams-uz-

Zaman, in his headquarters near the frontier. Col. Shams said there were frequent mortar exchanges with the Indian troops over the border-always, he said, begun by the Indians.

"They certainly need us here to defends them," he said. "These Bengalis don't know how to fight. Now, I come from the North- West Frontier, where fighting is in our blood. I have been using a rifle since I was ten. We've got guts.

CoL. Shams directed the military operations of the past three months in this area, beginning with the "securing" of Khulna town during the period March 25-29. He told me that it was only in the past month that his troops had been able to get the upper hand all over the district from "miscreants and rebels".

It appears that it was Shams who began the system of razakars by the distributing police rifles to civilians in Khulna-"good chaps, good Muslims and loyal Pakistanis" he explained.

There are now, according to the military authorities, 5,000 razakars in East Pakistan, 300 of them in Khulna district. They are paid Rs 3 a day (25 pence at the official rate) and receive seven days' training which appears to consist entirely of learning how to shoot a police Lee Enfield rifle. Their work consists of "security checks'-guiding the West Pakistan troops to the homes of supporters of the Awami League. They are supposed to be under the orders of local "peace committees" which are selected by the military authorities on a similar basis of "loyalty to Pakistan". These people are, in fact, representatives of the political parties which were routed at the last elections, with an admixture of men with criminal records and bigoted Muslims who have been persuaded that strong arm methods are needed to protect their religion-a mixture weirdly reminiscent of the Orange Lodges. "B Specials and political terrorists of Northern Ireland.

But at least there are a lot of Protestants in Ulster. The election results in Khulna district show how minute the non-criminal political base of the peace committee and razakars really is : the now banned Awami League won all eight seats in the district and scored 75% of the total votes cast. The three branches of the Muslim League got 3 to 4% between them and the fanatical Jamate-Islami 6% .

I asked Shams whether he expected refugees to come over the border at Benapole- the main road from Calcutta to Dacca, opposite some of the biggest refugee camps in West Bengal-when his men had blocked the road with a truck and were covering it with machine-guns.

He said they would have no trouble coming by "unauthorized routes" which included rowing down rivers and wading through rice fields. "Miscreants, rebels and Indian infiltrators" could not, however, sneak across so easily because he was maintaining constant and vigilant patrols. "Let them come, we're ready for them," he said.

My notes leave it unclear whether he meant the Indian Army, or the refugees.

I walked back with a captain assigned to me by Col. Shams from the border to the Benapole refugee reception centre, about a mile away.

"We have a problem here," said the captain, who wore a heavy upcurving moustache and parachutist's wings. "Look at them," he said, indicating Bengali farmers in conical straw hats squatting to plant rice in the flooded green fields. "They all look the same to us. How can we tell the miscreants and rebels from the ordinary people?"

Forlorn Dogs

The entire population of the Benapole reception centre was five forlorn dogs.

The captain said the centre was probably closed because of its proximity to the border and directed me to a camp further back at Satkhira. I drove to this camp and found that there were 13 refugees in residence, three of them Hindus. The number tallied with the arrivals and departures noted on the camp's admissions board. As I walked around I got a snappy military salute from two razakars, two young men armed with shotguns. I was told that they were there to guard the camp. (From whom? From miscreants, rebels, etc.) and to help with security checks. I was asking the people in charge of the camp (ordinary Bengali menial workers whose sincerity I fully accept) whether the presence of unknown armed men asking about people's political views was, in the climate of East Pakistan, the way to make a returned refugee feel at ease when the sudden arrival of another 100 refugees was announced.

These people looked well fed and dressed and told me they had all come from the same place in India, Hasnabad, just over the border had all been there the same time, 22 days, and had all come back together.

None of them could produce an Indian ration card because, they said, they had not been given any. I asked the people in charge of the camp, which has enough room in an old school house and adjoining buildings for 2,000 people, whether refugees who had not actually been over the Indian border were eligible for help at the Satkhira centre. I was told they were not.

From Satkhira I proceeded to Khulna, administrative capital of the district. On the way I passed a bridge being hastily rebuilt. It had been blown up by saboteurs ten days ago-presumably by members of the Mukti Fauj, the "Freedom army", which now claims to be operating underground. Local people told me-I thought with some glee-that the bridge had been defended by 25 razakars who had fled at the first burst of gunfire. I was unable to confirm this when I later met the razakar high command.

A quarter of the population of the whole district, which was more than three million at the last census, is missing, dead or gone to India. The local civil authorities estimate that one half of the land in the district is not being cultivated. On orders of the Government in Dacca arrangements are being made to put abandoned land, shops and property in the hands of "caretakers" who are to be selected by the peace committees.

The ordinary work of civil administration is close to a standstill. The Senior Magistrate, Rajendra Lai Sarkar (a Hindu) is missing, believed killed, while Khulna was being "secured".

The senior Muslim magistrate, Chaudri Senwar Ali, has been arrested by the army and his whereabouts is at present unknown.

The police chief, Superintendent Abdul Rakib Khondaker, has been transferred and the District Commissioner, Nurul Islam Khan, has been informed that he will be transferred.

Musical Chairs

This is part of the game of administrative musical chairs going on in East Pakistan. Officials of Bengali origin like all the above men are being moved about at dizzying speed.

Of the 300 clerical workers employed by the local authority, 66 were Hindus. Only two are now left and the rest, if still alive, have been automatically suspended.

I have been repeatedly told that there exists a confidential directive that "members of the minority community"-official jargon for Hindus-are to receive a "stringent security check" before being given a Government job, which would amount to a thinly veiled blacklist.

This is officially denied. However, a young Hindu, Arabinda Sen came first among 500 entrants in the competitive examinations for clerical jobs with the Khulna administration last February. He is still unemployed, although the administration is desperately short-handed.

The work of the Khulna civic authorities has been severely hampered by army requisitions of their equipment. All the launches of the district administration used for food distribution, flood control work, and similar needs (half the district can only be reached by boat) have been taken, over by the army and navy who have mounted. 50 calibre machine guns on them and are using them on river patrols for "miscreants." The civil authorities arc urgently trying to get them back, or get new boats as there are alarming reports that farmers, down river have not been able to repair many dykes round low-lying Islands. If salt water were to flood this land it would ruin it for many years to come.

A tugboat belonging to the Pakistan River Services was sunk by a shell from a Pakistan Navy gunboat in the centre of the town. The local naval chief, Commander AI Haj Gul Zarin, told me that his men had-to sink the tug because miscreants had seized it and were attempting to ram a naval vessel. Local boatman said the normal crew were aboard the tug but failed to answer a challenge, never having heard one before, as they steamed noisily past the naval base.

The work of the local peace committee and razakar high command could hardly be said to have achieved "normalcy" either. Two of its members, Ghulam Sirwar Mullah, vice-chairman of the district council, and Abdul Hamid, vice-chairman of the Khulna municipality, were killed by unknown masked assailants within the past month. And the official records indicate that 21 members of local peace committees throughout the district have been killed in the same period, while 12 are in Khulna hospital at the moment suffering from gunshot wounds and four with wounds caused by knives or daggers.

But a razakar field commander, Abdul Wahab Mahalder, aged 31, whom I met leading his platoon to an operation, told me he believed that 200 razakars and peace committee members had been killed in Khulna district in recent weeks. Mahaldar said that his own group had a body count of two "miscreants" killed.

This may correspond to two allegations of murder which have been lodged with the Khulna city police against razakar. The police were informed that two school-teachers were shot down without warning or provocation.

The police cannot, however, investigate these cases as a military directive states that complaints against razakars are to be investigated by the military authorities. Nor can the Khulna civil police proceed with the investigation of charges brought against Moti Ullah. a non-Bengali member of the Central Peace Committee of Khulna, of possession of explosives on the day before the army began "securing" the town.

A "Goonda"

Moti Ullah has previously been charged with aggravated assault and demanding money with menaces and was actually on bail on the explosives charge when appointed to the peace committee. There was an explosion at the back of his house where neighbours alleged he was storing dynamite for use in riots. The same man had been refused a gun licence on grounds of bad character, and a police report describes him as a "goonda" -a professional criminal specializing in violence.

I have been unable to arrive at even an estimate of how many people have been killed in rioting and. army security operations in Khulna and the surrounding district. One observer, a magistrate confined to his riverside home by the army-imposed three-day curfew, counted 48 bodies floating down the river in one 10 minute period during the height of the operation. There are many areas in the town which have been burnt out-in what is described by the authorities as "slum clearance"-and one road leading to the Khulna news-print mill has been completely demolished on both sides- for more than a mile.

Col. Shams told me he had a hard fight with "rebels" but had not used heavy weapons. He told me that the large holes in reinforced concrete buildings has been caused by miscreants using petrol bombs. Army casualties during the operation in the town were reported to me (not by Col. Shams) as none killed and seven wounded.

In the period around the army operation, Khulna hospital admitted 159 cases of bullet wounds, 25 gunshot wounds and 70 puncture wounds of the kind caused by knife, dagger or bayonet. It is likely that some of the deaths were caused by fighting or massacre of non-Bengalis by Bengalis, as well as by non-Bengalis killing Bengnlis, and by the army operation. But it seems clear the army had all the fire-power. The truth may never be known as no official inquiries are under way about casualties or damage, in sharp contrast to the normal practice of the Pakistan police who have to submit a written report every time they fire one round and may only do so with the permission of a magistrate.

Even more obscure is what happened in the down-river port area of Mangla, which is reached by boat from Khulna. The whole waterfront and market area of this small port

has been burnt out, and shell holes can be seen in some waterfront buildings of brick and reinforced concrete.

The local police chief, Sub-Inspector Hadi Khan, is a non-Bengali promoted in the past month from a job not requiring an examination test of literacy to one that does, although there have been no examinations. He told me that the damage, proportionately the worst I have seen so far, was caused by an accidental fire ignited when a lamp overturned in the market place, "or something like that."

But commander Zarin of PNS Titumir said: "We had a sharp engagement with the miscreants of Mangla. The rascals opened upon us with a shore battery-a big home-made gun made out of some sort of iron pipe. But it blew up when they tried to fire it and burnt half the place down."

The Commander laughed heartily at this reminiscence, he could offer no explanation for the shell holes in waterside buildings. I could not pursue the matter in Mangla because on this occasion I had to put up with the unasked and unwanted presence of two soldiers wished 011 me for my "security". They clung to my heels like leeches and. in their presence local people shrank away.

It would be wearisome to catalogue any more of the weird explanations offered by the Pakistan military authorities of what has evidently gone on and is still going on.

Welcome Doubtful

One the refugees issue, it is clear that only a very brave or very foolish refugee would even try to return as things are, and that his welcome would be very doubtful if he did. Only a peaceful joint operation by India and Pakistan will get any substantial number of refugees home and this seems totally out of the question as thing stand.

Even more alarming is the development, with the peace committees and razakars, of two parallel Government in East Pakistan; one the normal civil administration, which is well-intentioned, reasonably efficient, but now speedily approaching complete impotence; the other a regime of paid informers, bigots and thugs answerable to no one and apparently above whatever law is left in East Pakistan.

The pacification methods used on the North-West Frontier by the British of long ago, burning villages and gunning down their inhabitants, are bad enough when imported into a heavily populated and peaceful place like East Pakistan. The introduction of the political methods of Hitler and Mussolini even less defensible.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫৯। বাঙালীদের দেশ ত্যাগ এখনো চলছে	সানডে টেলিগ্রাফ	২৫ জুলাই, ১৯৭১

SUNDAY TELEGRAPH, LONDON, JULY25, 1971

STILL NO END TO BENGAL FLIGHT

By Peter Gill who has spend the last two months reporting on the crisis in East Bengal.

After two month with the Bengalis, you become pretty good at sorting out the refugees from the rest, without so much as winding down the car window to the warm monsoon rain, you can tell who's who and quite a bit besides.

Sheer numbers are a guide, of course, as a Time magazine correspondent and I drove the 12 miles from Bangaon near Calcutta, over the East Bengal border to Bogra last Wednesday, an endless sodden column tramped silently past the steamy windows. They will still be marching during the British Sunday breakfast, the British Sunday lunch and the Sunday evening snack in front of the television feature film.

Hindus and Moslems mingled, their only sin being that they were Bengali Hindus and Bengali Moslems.

Moslem men wear lungi, a strip of cloth that is wound round the waist and falls free to the calf. Hindus are more likely to wear the dhoti complicated Gandhian garment that also falls loose and free to the grond. There were both Hindu and Moslem men on the tramp for survival that day.

Widows in the column could also be distinguished. Instead of the colored saris worn by pretty girls and married women, they dress in plain white ones manufactured of the cheapest fabric in the markets of East Bengal. Many are old and frail and lame, but they too have to be led through the mud and the rain from East Bengal to the camps in' India.

Refugees carry everything and nothing, all tied up in dirty sacking and old saris. One old man in Bogra sat listless on his hunches dabbling his fingers in a stone jar of little fish brought from over the border. A nutritionist from abroad-and there are one or two doing the rounds-could have told him that those fish were the last protein he would be getting.

Our route through the refugees led to a comer of East Bengal that had once been Pakistan and is now independent Bangladesh.

Two men from the Bangladesh mission in Calcutta were with us. One had a little tape recorder with which he was going to record the sentiments of the liberated peasantry and the other quoted several appropriate lines of Sir. Walter Raleigh on patriotism.

The local guerrilla commander came to meet us, "You've already seen how high the morale is of the people here" he said.

To be honest, I hadn't. They were not on the march to the refugee camps of India, and

that was something. But their enthusiasm for the Bangladesh cause appeared about as limited, as their enthusiasm for united Pakistan. If the guerrillas would go away, and if the Pakistan Army would keep its distance, they could then carryon growing their crops and selling them in peace.

It was, in fact, market day in the village of Bangdah. The guerrilla commander's map of the area said: "Bangdab-markets on Wednesday and Saturday." The man with the tape recorder fixed up his microphone and then men from the local guerrilla force-soldiers proper and student volunteers-waited for the cheers to begin.

"Sheikh Mujibur Rahman," yelled the man with the mike.

"Zindabad" (live forever, came the response in unison.

For the refugees filing slowly past us and those they will join in India the grandiloquence of Governments has done little in two months. India has tried, but her accomplishments are small, Pakistan has enticed, but has offered nothing; the West has condemned and deplored, but has largely stood aloof.

Even the well-intentioned relief efforts of the West have become bogged down in the monsoon mud. The sterling from London, the dollars from Washington and the tonnages from Geneva look fine on paper. It is simply that there is not a Bengali refugee in India who is better fed more adequately sheltered or healthier than he was two months go.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬০। বাংলায় পাকিস্তানীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে	ইকনমিস্ট	৩১ জুলাই, ১৯৭১

THE ECONOMIST, LONDON, JULY 31, 1971

TIME IS RUNNING OUT IN BENGAL

A first small step to getting Bengal refugees back home has been achieved in Pakistan's acceptance of United Nations observers in East Pakistan. India rejected this week the suggestion that there should be observers on its side of the bonJLr too. But the main obstacle to the refugees' return remains the situation deep inside East Pakistan.

This is not helped by the fact that the Pakistani army has had nothing but praise from President Yahya, when it is obvious to anyone who travels around East Pakistan that it has used excessive force. The damage done throughout the province has been colossal, and there was a methodicalness about it that belies the official story that the soldiers only fired when fired upon. Worst hit are the bazaar areas, where they could wreak the maximum damage with the maximum of firepower.

The province's main roads are lined with burnt-out huts, and most areas around crossroads and bridges have been more or less cleared of human habitation. The army's claim that only eight soldiers, none of officers, have been punished for excesses is hardly reassuring. There are reports that at least one brigadier has been relieve of his command. It might impress foreign aid donors and the refugees if the authorities made this sort of disciplinary action police. But West Pakistanis are terribly touchy about any criticism of the army, which has played a central part in their lives since the creation of Pakistan.

Most of the refugees are Hindus-nearly 6 million out of a total of nearly 7 million. The reassurance which the president has offered the Hindus have been offset by his insistence that new constitution will be more Islamic than ever; and it still unclear how for the army has stopped the Hindu-bashing in which it clearly indulged earlier. On June 21st two days after one the president's speeches of reassurance, Dacca's most famous Hindu temple was pulled down. And since then the villages that have been sacked for "harboring miscreants" have been mainly Hindu ones.

Hindu refugees are still pouring out of East Pakistan. Those interviewed, on the border all say they are leaving because it is being make clear to them that they will have no place in the future Pakistan. Apart from the arm, the people they complain of are the Bengali members of the right-wing religious parties Jamaat Islami and the Moslem League, which were crushed in last December 'elections' and the Biharis who came as Moslem refugees from India.

It is these two groups that the new "peace committees have been formed. Until now these committees have been busy providing the army with information about Awami League members and Hindus. Hut now that so many people have fled then play an important in the forming of allotment committees that appoint "caretakers" for abandoned property. Officially, half of the income from this property should go into a relief fund and the property should be handed back intact to any refugees who return. Since so few have

returned it is impossible to establish whether this will happen in practice. Returning refugees will probably have difficulty in recovering their property from the hands of Biharis and Moslem fanatics who are now high in the favor of the military authorities.

Under the peace committees come the razakars, Home Gurrd-type volunteers who are paid a small wage are armed to help the police in preventing sabotage by the Mukti Fauj. Many of them are simply local thugs. There are cases of criminal charges dropped if the accused men join the razakars, and one case of a man who, although legally disqualified for life from ever carrying a weapon, is low using a Lee Enfield.

It is the peace committees and razakars, a mixture of opportunist collaborators, bigots and toughs whom the Mukti Fauj guerrillas have chosen as their prime target. They have killed a fair number of them. The military authorities in Dacca are conscious of the need to attract more respectable civilian support. Indeed General Farman Ali, who is in charge of civil affairs in East Pakistan has publicly admitted that there are some bad characters on the peace committees.

But time is not on the military government's side. The Mukti Fauj has shown that it can operate even in Dacca and it5 actions are already a powerful deterrent to those Bengalis who might be willing to play along with the authorities. And so long as the Mukti Fauj continues to operate however sporadically the government will find it difficult to treat any Bengali in any position of authority. Apart from the 60,OCX) troops and 5,000 West Pakistani police it has brought in, the governments seems to have tried to keep its "colonial profily" as low as possible. But West Pakistani civil servants have been brought in to head homes department and information ministry and as district commissioners for Dacca and Chittagong: there has been a purge of Pakistan International Airlines where some 850 flight and ground staff have been dismissed since March. Security is essential in PIA because it is the only link between the country's two wings.

Nor is time on the president's side if the Mukti Fauj continue to make the economy another of their price targets. Quite apart from their sabotaging of Bridges and communications, which is largely aimed at hamstringing army movements they have started a concerted campaign against East Pakistan main crops; jute and tea. Very Little- which is Pakistan's main foreign exchange earner is reaching the mills, because growers and dealers have received anonymous letters from the Mukti Fauj telling them not to move it. Many of the letters bear smudged postmarks indicating that postal workers are helping the guerrillas in their own. And little of the jute that gets to the mills is being bated because of labor troubles between Bengalis and Biharis. Tea which is grown near Sylhet in the north-east, has been badly hit. Some estate have been shelled from across the Indian border and the Mukti Fauj has blown up eight processing factories.

But so far there seems to be little pressure on President Yahya from West Pakistan. News about East Pakistan is heavily censored, and the only West Pakistanis learn about army casualties is from Indian broadcast. And although the economic squeeze is already on, the business lobby is too timid to make representations to the President. Only Mr. Bhutto makes occasional complaints about continued martial law, and that simply because he wants to use his electoral majority in West Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬১। বাংলাদেশের অবস্থা ভাল নয়	টেলিগ্রাফ	১ আগস্ট, ১৯৭১

THE SUN DA Y TELEGRA PH, A UGUST 1, 1971

YAHYA TO VISIT DACCA

By Clare Hollingworth in Dacca

President Yahya is expected to visit East Pakistan today or next Tuesday. He will arrive in Dacca at the height of a psychological warfare campaign by Bangladesh guerrillas.

This is designed not against the West Pakistanis or the Army but rather to frighten the Bengali population from the areas of future actions.

The guerrillas claim they will soon take "dramatic action." The Bengalis have been warned not go near the airport.

6 Die in clash

There was a clash on Friday night at Farmgate, an industrial suburb between the city and the airport, between the guerrillas and the army.

The exchange of automatic fire and loud explosions could be heard throughout the city and six guerrillas are reported killed.

Far more serious was the destruction by the Army of three Christian villages of Loodaria, Nalchata and Daripara near Dacca, situated on the branch railway line which runs from Tongi to Arikhola on a high embankment.

Train Derailed

This is the first time the defense forces have been involved in the burning and flattening of houses of purely Christian communities. The guerrillas had derailed train some miles away along the line-I saw the results of this action.

At the moment these villages are completely surrounded by water and many of the men who live there work in offices and hotels in Dacca. They say that between 3,000 and 4,000 Christians have been rendered homeless and a few hundred were taken away by Army for questioning.

Although these events took place on Wednesday I have been unable to obtain any comment from the military spokesman, who has not been available since then. The Catholic clergy in the area are deeply concerned by this first attack on members of their community.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬২। পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য	টেলিগ্রাফ	৩১ আগস্ট, ১৯৭১

THE TELEGRAPH, AUGUST 31, 1971

EAST PAKISTAN FAMINE INEVITABLE THIS WINTER

By Clare Hollingworth in Dacca

With an acute shortage of foodstuffs already in parts of East Pakistan a winter famine in isolated areas is inevitable.

This is the view of American and other foreign experts who have been attempting for six months to assess the food and transport situation in the province.

Whether or not the shortage becomes a famine now depends on the efficiency of the distribution system.

Many foreigners are deeply disturbed by the refusal of Lt-Gen. Tikka Khan, military governor of East Pakistan, to allow food to be distributed by foreign voluntary organizations working under the United Nations.

He insists that this powerful political weapon remains firmly in the hands of the Pakistan administration which will naturally operate under the West Pakistan Army.

Armed Volunteers

This means in practice that food will be handed out by peace committees and the armed volunteers they employ.

A handful of the men who form the peace committees are sincere members of the Moslem League thrust into the political wilderness by the popularity of the now outlawed Awami League.

But the majority are opportunists, glad of a chance to gain local power by co-operation with the West Pakistan Army.

It is the local peace committees who technically employ the armed volunteer home guards, the Razakars, who in many areas, have acquired reputations for thuggery and violence.

There are genuine fears that those who make a show of collaborating with the Army will receive more rice and wheal than those known to support an independent East Pakistan.

Baghat EI Tawil, United Nations man on the spot, has done something to overcome this and there will soon be about 73 officials working to sec that food reaches the right mouths.

But they are hardly sufficient to cover the 65 to 70 million people believed to be living in East Pakistan.

Jeeps taken over

In some areas the Army is still using the UNICEF jeeps they "took over" when they moved in to "restore order" on March 25, although a handful have been returned to their rightful users.

There are already considerable stocks of rice and other food in Chittagong and Khulna ports while America and on a more minor scale, China, are rushing food to East Pakistan.

Unhappily since boats were bought and hired to move grain along rivers to inland ports, there has been a serious deterioration in the internal security situation.

The Mukti Fouj Guerrillas have laid so many mines on roads and harassed small boats so much that night travel is no longer possible and even movement by day can be dangerous.

The recent severe floods have added to the dangers of famine. The rice crop from 2,600,000 acres has been lost.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৩। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতেই হবে	নিউ স্টেটসম্যান	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

NEW STATESMAN, SEPTEMBER 1O. 1971

BANGLADESH MUST BE FREED

By Peter Shore who has just returned from a visit to India which included a tour of Bangladesh refugee camps.

At the heart of the great crisis in Bengal is the break-up of the state of Pakistan. What Jinnah created with his fanatical resolve in 1947 has now been irrevocably destroyed by the stupidity of Yahya Khan and the ferocity of his generals.

Of course, at no stage in the 24 years of its existence as a single state could it have been easy by to hold together and weld into one political community, the 50 million people of West Pakistan and the 75 million people in far away East Bengal. But whatever the chances were, the successors of Jinnah have thrown them away.

Ironically, last year's election, with its overwhelming victory for the Bengal-based Awami League and the subsequent negotiation for far-reaching autonomy between Sheikh Mujib and the Pakistan President, offered the last chance for a single Pakistan. It was destroyed not by the declaration of independence by the Sheikh, but by the President's prior command to his troops to destroy the Awami League and to teach the Bengalis a lesson they would never forget.

Try as he may to disguise it, the situation is no longer in the President's hands. The fury of Tikka Khan's soldiers has released forces that will sooner or later destroy not only them but Pakistan. The key question for the world now is, not whether Pakistan can continue but how, without provoking conflict with other powers and without inflicting insupportable further misery on Bengal itself, its rule in Bengal can be brought to an end There is indeed great danger. Vicious repression of the inconvenient results of a democratic election are not unknown in human affairs, if the March repression had been limited to the elected representatives and key supporters of the Awami League, world opinion might have been brought reluctantly to accept it, but repression carried out as brutally and for so long that people have fled, not just from their homes but from their country at the incredible rate of I and a half million a month for the past 5 months-and still with no sign of abatement-indicates a near lunacy in the misuse of oppressive power. No wonder, then, that there is a growing tension far beyond the borders of Pakistan. No wonder that India in particular, waits and watches with strained intensity and feels obliged to sign a mutual security pact with the Soviet Union.

It would of course, be a desperate throw if Pakistan's rulers were now to launch a military attack on India. But India is right to take the threat seriously. For the one slender hope that the Pakistan junta has of holding East Bengal is to seek to transform their own internal conflict with democracy and Bengali nationalism into a communal clash between Muslim and Hindu, and into an external confrontation with India.

This is the crazy logic behind the repressive overkill of the last few months. While the first great wave of refugees was overwhelmingly Muslim Awami League supporters, succeeding waves-until very recently when Muslim refugees began again to increase- have been overwhelmingly Hindu as the army and the razakars, or special constabulary, have incited and, at times, compelled the civilian population to turn against their Hindu neighbors. Pakistan propaganda for both home and external consumption has sought to present the whole Bengal problem as the work of a handful of treacherous politicians. Hindu money and Indian intervention. In so far as Yahya Khan is convincing on this, he can hope to mobilize, for his regime at least some Bengali opinion inside Bengal, win popular support in the Punjab and provide outside nations, uneasy as ever about internal conflicts, with some excuse, however feeble, for their own shameful silence.

For precisely the same reason, because India knows that this is Pakistan's purpose and because India wants the world to see the crisis as it is, as a problem for Pakistan the Indian government declines to respond. Resolutely insisting that this is an 'internal' Pakistan crisis, maintaining strict discipline over the army's response to border incidents, concealing the communal character of the repression in Bengal, avoiding a direct confrontation with Pakistan in the Security Council, the Indian posture is grimly defensive.

Meanwhile she has to accept the pain and the cost and disruption of an unprecedented influx of refugees, swamping West Bengal, Tripura and Assam and totally overshadowing the short-term outlook of the whole Indian economy. At one level it seems as if they are involved in a dreadful contest to establish whether Pakistan's capacity to inflict suffering is greater or less than India's capacity to absorb it. So far India has held her own-and the danger of a direct Pakistan military attack has slightly receded with the signing of the Indo-Soviet pact.

But the contest is not yet over. The 8 million people who have swamped West Bengal and the other provinces of India are refugees not of hunger but of oppression and fear. In the next few months as hunger spreads inside East Bengal a second wave of people, the refugees of hunger, could well flow across the frontier in numbers difficult even to visualize. In facing these problems, India has the right to expect aid and encouragement from Britain, and from other powers in both West and East. But while assistance for India on a scale commensurate with her vast burdens must be forthcoming, this can be no more than a palliative. For the problem is not India but Pakistan, and the overriding aim of policy must therefore be to bring Pakistan as quickly as possible to accept freedom and self-government in East Bengal.

Yahya Khan must not be allowed for a moment to believe that the ponderous diplomatic offensive launched this week, has even a hope of success. When Mr. Bhutto describes the recall of Tikka Khan and the appointment of a civilian as Governor of Bengal as "whitewash" and when the Pakistan government announces the easing censorship on the very day that the British High Commission has to suspend the distribution of British newspapers in Pakistan one need not perhaps worry unduly. But it should be recognized that these and other moves by the Pakistan government are designed to give some vestige of responsibility to their regime in East Bengal and thus to

open a way for a resumption of economic aid from the West.

It is imperative that these manoeuvres do not succeed. There must be no resumption of consortium aid to Pakistan this October. In this decision, Britain will have a considerable voice and it should be our particular objective to persuade this irresolute US Administration to keep in stop, not on with consortium aid but in stopping other economic and military aid programmes. The Pakistan economy is in fact vulnerable to the continued cut-off economic aid but, more than anything else a clear decision in this matter would had to shatter the complacency and self-decision about 'getting away with it' which play so important a part in Islamabad policies.

Finally, there is a role for diplomatic. It would be surprising if there were not good deal of common ground between the major powers, at least on the prognosis the coming collapse of Pakistan and perhaps on the need for a measure of stability in the East Bengal area....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৪। আরো শরনার্থী আসতে পারে	ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড	৮ অক্টোবর, ১৯৭১

EVENING STANDARD, OCTOBER 8, 1971

INDIA FACES NEW FLOW OF REFUGEES

Calcutta. Friday. -The East Pakistani refugee population in India already over the nine million mark-is expected to be boosted by a massive new influx in the next three months.

Observers give two main reasons for the expected additions. Famine and an upsurge of military activity.

Any increase in activities by either the Pakistani Army or East Pakistani fighters, known as the Mukti Bahini (liberation forces), would undoubtedly add to the flow of refugees who-six months after the martial law crack-down began in their country-are still crossing the border at the rate of 15,000 to 40,000 a day.

Observers expect a Pakistani Army offensive to begin when the floodwaters of this year's monsoon finally drain away late this month or early November.

Struggle

The Mukti Bahini undoubtedly view the next six weeks as a crucial period in their struggle for independence.

Some observers even expect a Mukti Bahini campaign on the scale of the Vietcong offensive in South Vietnam.

But an exact replica is unlikely because the Mukti Bahini arc still hampered by a shortage of heavy artillery which the Indian government has consistently-refused to supply.

Despite the back of arms, it is believed there will be a serious attempt to counter any Pakistani military initiative with intensified guerrilla activity.

The inevitable increase in refugees that would result from such activity could only make the short term prospects of the refugees already, inside India even bleaker. (Reuter)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৫। পাকিস্তানীদের প্রতিশোধমূলক হত্যা	টেলিগ্রাফ	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, LONDON, OCTOBER 27, 1971

50 DIE IN PAKISTANI REPRISAL

About 50 unarmed civilians have been killed by Pakistan army, police and volunteers in the Dayaganj residential district of Dacca.

May more civilians were wounded in the raid which took place a week ago just after two men, believed to be members of Mukti Bahini, the Bangladesh freedom army, shot six Pakistani soldiers, killing four of them.

Thus a reprisal the army, aided by police and razakars, went from house to house firing into rooms and setting buildings alight, according to eye-witnesses.

At least 60 homes occupied by shop-keepers, workers and Government officials were burned down. The incident was one of a series, of exchanges of fire which are said to occur almost nightly throughout the capital city.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৬। নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর অত্যাচার অব্যাহত	ফাইনানসিয়াল টাইমস	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE FINANCIAL TIMES, LONDON, OCTOBER 27, 1971

REPRISALS CONTINUE AGAINST UNARMED EAST PAKISTANIS

AP Report from Dacca

In spite of the military regime's persisted denials, the Pakistan army, and police continue to take reprisals against unarmed civilians living where the Bengali rebels operate, even within sight of the residence of the new civilian governor in the middle of Dacca. Authoritative sources say the American Government also continues to urge the Pakistani army to halt the attacks in an effort to create a tranquil atmosphere to attract back some of the millions of refugees who have left East down Pakistan since March 25, when the army cracked against the Awami League and its leader, Sheikh Mujibur Rahman, throwing the predominantly Bengali province of 75 million people into civil War.

The sources said American Congressman Peter H.B. Freling Huysen (Rep.. New Jersey) was instructed to ask President Yahya Khan about attacks on unarmed persons when he met the military leader in Rawalpindi during his tour of Pakistan earlier this month.

According to the sources, the President denied shootings are taking place and would not concede they might even have happened accidentally. Evidence of reprisal is a burned strip 200 yards square in the Dayaganj residential district astride the railway line connecting Dacca to its river port of Narayanganj, 11 miles away.

According to eyewitnesses, troops, police and volunteer "razakars" burned dozens of homes and shot scores of people a week ago, an hour after two men believed to be members of Mukti Bahini, the Bangladesh freedom army, gunned down in daylight six soldiers in a patrol. Survivors claimed the reprisals took the lives of at least 50 persons and many others were wounded as forces carrying automatic weapons went from house to house firing into rooms and setting buildings afire.

From the top one bridge one can count at least 60 homes razed to the ground. Residents said the families have fled from most of the 300 houses in the neighborhood of shopkeepers, laborers, and petty Government officials. 'There was, no Mukti Bahini when the army came", said one civil servant. "I'm a Government servant and I tell you no person had a weapon". The residents readily spoke to AP about the attack, despite the presence of armed guards at a nearby rail bridge and crossing, but they refused to give their names for publication and one shopkeeper said the people feared agents of the criminal investigation division of the police.

The neighbourhood is about three miles from the residence of the new Bengali civilian governor, Dr. A.M. Malik. The scene of burned houses, twisted corrugated iron roofs and rubble is reminiscent of the appearance of Dacca after the army struck last

March 25. The bridge guards said the Mukti Bahini killed at least four soldiers and wounded two others Apparently the rebels disappeared without being harmed. The incident was one of a series of exchanges of fire, which residents said are occurring almost nightly throughout the capital city. Houses in Dayaganj still had blood splattered walls, floors, and rents torn in their bamboo doors and walls by bayonets. The army had no immediate comment but officers have said frequently-troops are ordered only to fire when fired upon.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৭। গেরিলারা ১২ মাস ব্যাপী যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির করেছে	গার্ডিয়ান	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

GUARDIAN, NOVEMBER 3, 1971

GUERRILLAS SET A 12-MONTH TARGET

Jim Hoagland Reports From A Base on The Indo-Pakistan Frontier

India's military explosive border with East Pakistan lies several hundred yards from the small frontier post of Boyra, where a smiling young Indian Army lieutenant stood in ankle deep mud gesturing toward the frontier. "I will not be going with you," he told a half-dozen foreign journalists about to set off on foot across the frontier, "International law says we must not cross the border."

The officer repeated this stilted comment several times for the correspondents he had escorted through Indian Army lines to Boyra. He had evidently eagerly rehearsed his words which reflect India's sensitivity to events in East Pakistan and India's disputed role in them.

The Indian lieutenant passed the journalists on to a wizened man of perhaps 60 who carried an old carbine identified himself as "Mukti Bahini"-the guerrilla military arm- and then set off at a brisk pace through a drenching rainstorm. Floundering in the thick mud, the journalists followed him on a twisting four-mile hike through rice paddies and beside a border marker dividing India and East Pakistan. At the end of the march was an abandoned school house, now identified by a banner as sub-sector headquarters for the 'liberation Forces of Bangladesh."

Major Najmul Huda, a 33-year-old precisely spoken man who said he had been a captain in the Pakistani Army, asserted that from the school house he controls on area of 150 square miles. He has a company of about a hundred regular soldiers who defected to the rebel cause, and 7,000 villagers trained by his forces. The guerrillas claim to have implanted such headquarters throughout East Pakistan, and say they are intensifying an insurgency that will drive the regular Pakistani Army from the territory in a year or so.

It is impossible to judge the validity of their claims on a quick hike in and out of the rebel zone. But impartial analysis credit the guerrilla organisation with having expanded within seven months from zero to a force of 80,000 to 100,000 men, a figure roughly equal to the number of regular Pakistani soldiers deployed against them. These analysts feel that the Mukti Bahini may be developing from a rag-tag hurriedly thrown together force into something of an organisation with increasing capability for coordinated actions.

Authoritative reports circulating in the diplomatic community here also support Major Huda's assertion that the Mukti Bahini has "become more aggressive and effective within recent weeks." In the past 20 days, rebel attacks concentrated on communications and logistics lines show a pattern of increasing sophistication in the guerrilla arms supplies and training, according to these reports, which add to the speculation that India

may have recently stepped up tactical support for the guerrillas. They have been helped b) the dispersal of Pakistani troops around the frontier over the past two weeks.

The guerrillas' success in the interior has apparently led to increasing retaliation by Pakistani forces against Indian border areas suspected of harboring them. There are daily reports of shillings of villages and in a few cases Indian areas are said to have been strafed by Pakistani aircraft.

Boyra is in an area that was shelled last week. An indications are that the Indian troops camped there have not crossed into East Pakistan to help the guerrillas. Whether they support them in other ways is a matter of bitter dispute. While the Indians deny that they do. Pakistan as a matter of routine describes the guerrillas as Indian agents or puppets.

Major Huda denied that his men receive arms or training from the Indians. He attributed what he described as it significant increase in the number of weapons available to his men in the past few weeks to the increased capture of rifles distributed by the Pakistani Army to loyal civilians.

Rut there are persistent reports that a major influx of new arms began coming into the Indian border areas about 10 days ago. According to one version, which cannot be confirmed, Indian arms deliveries to the guerrillas were stepped up after the Soviet Union assured India that it would replace .Soviet weapons sent on to the rebel forces.

Wounded guerrillas are sent across the border into India for medical care, and the villagers in his area receive food from the Indian Red Cross and from Oxfam, Major Huda said.

The guerrilla and the Indian military also undoubtedly exchange intelligence. Observers feel that official leaks in New Delhi to the Indian press, confirmed by reliable Indian sources here, show a detailed knowledge on the Indian side of the positioning of Pakistani forces throughout country.

The apparent growing cohesion within the Mukti Bahini and the emergence of officers like Major Huda as de facto district administrators are trends that are being carefully scrutinized by Western observers.

"Some of us assume that East Pakistan will in fact be an independent country at some point," said one Western diplomat. "We don't know if it will take six months or six years. But if it does happen there will be a new generation of leaders who have been formed in the guerrilla battle, and it will be important to know what they are." - Washington Post.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৮। গেরিলা বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু করেছে	টেলিগ্রাফ	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, NOVEMBER 3,1971

GUERRILLAS START STREET WARFARE IN EAST PAKISTAN

By Clare Hollingworth in Dacca

Forty Thousand Bangladesh Guerrillas are now operating inside East Pakistan, and posing grim problems for the West Pakistan Army, which is generally deployed along the 1,300-mile frontier with India.

There are now at least 20 military casualties a day as the Mukti Fouj, the guerrillas, increase their activities inside the towns. They are becoming more aware of their strength, which is based on whole-hearted local support.

Two Pakistani soldiers, one policeman, and a guerrilla were killed in a noon gun battle the other day in Chittagong market.

This is the first time street fighting has taken place in daylight since the martial law authorities took over last March.

In Dacca there are prolonged exchanges of fire in the old part of the town and three or four explosions in the residential areas every night. Several bodies, generally unidentified, are found each morning.

Wave of Support

One Pakistan Army officer said to me: "Open support for the Mukti Fouj has risen during the past two months like a gigantic tidal wave sweeping over the country."

This has left the Army in an over-stretched position-manning the frontiers with too few men to retain control of the countryside, especially those areas away from the main routes which are now '"liberated" by the guerrillas not only during the night but also during the day as well.

Two bombs destroyed a garage and a petrol station in Dacca yesterday. The building in the centre of the city which houses the Election Commission was blown up on Sunday night. A few nights earlier, guerrillas bombed the television studios building.

Bank robberies are frequent because the three groups of guerrillas now deployed inside the city require far more money for food and lodgings than those operating in the countryside.

Schools have also been attacked. Many parents now keep their children at home.

Growing audacity

The authorities are pressing the Government in Islamabad to introduce "punitive levies" on local inhabitants. Under this, the nearest inhabitants to any guerrilla activity would be forced to pay a collective fine.

But it will be difficult to enforce if the audacity of the Mukti fouj continues at its present rate. One thousand guerrillas held a conference last weekend near the port of Barisal. Banners proclaiming their independence were flying only three miles from the nearest army outpost.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬৯। যে যুদ্ধ বিশ্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ	ডেইলি মিরর	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY MIRROR, LONDON, DECEMBER 4, 1971

THE WAR THAT THREATENS THE WORLD

The one salient truth on the Indian sub-continent today has not, it seems, reached Britain. The truth is that Pakistan, not India, has forced all of West Asia to the point of war.

This is not meant to over-simplify a confused situation, nor is it meant to condone all of India's recent actions.

But a culpably ignorant and dangerous view appears to be forming in Britain that says India is the "aggressor".

The danger in this view, which takes no account of events of the past eight months, is that it will isolate India, leaving her friendless, stripping away what options for peace she has left, and contribute to a war which will involve China, the United States and Russia.

If such a view is allowed to gather strength the United Nations, and perhaps even the British Government, will be coerced into mediation on behalf of a Pakistani junta who have murdered, since March, perhaps 1,000,000 people.

Let us get our recent history correct. In March, Field-Marshal Yahya Khan and his Generals crushed the democratically elected Government of East Pakistan, now Bangladesh.

Since then, they have conducted a formulated policy of genocide against the 75,000,000 people of East Bengal.

They have worked their way through a list of thousands of elected politicians, teachers, students, doctors and businessmen.

At the same time, they have allowed their mostly Punjabi troops to operate an assembly line of atrocities.

They have drained blood from young people. They have publicly cast rated. They have burned and killed and raped.

So widespread has been their terrorizing that 11,000,000 people fled into India, where most of them are now suffering pain I cannot describe.

For those who cannot escape, they have provided the specter of perhaps food and relief and turn away from recognizing the enormity of this crime.

Arms shipments to West Pakistan have continued, and so has trade.

During this time. Field Marshal Yahya Khan, who would be reminiscent of a mildly amusing Victorian figure in a Gilbert and Sullivan opera if he were not so powerful, has

tormented India by ordering the shelling of civilians and refugees in border towns, week after week.

Eleven days ago, India, her exchequer almost drained for caring for the refugees of her neighbor, and her pleas to Western Governments for help at best cynically shelved, decided she could take no more.

She hit back at the Pakistan army in a border action designed to give the Bangladesh guerrillas some chance against the superior Pakistani fire power.

This was not altogether successful, but still India held back. Certainly, no modem leader has shown such restraint as Indira Gandhi.

Since then, the Pakistani shelling has intensified, and on Thursday, three Pakistani
jets bombed an airfield in India's Tripura State, killing" five and wounding forty-five.

At the same time, Pakistan requested a United Nations "cease-fire", knowing that U.N. intervention would shore up its attempts to maintain a sovereignty over Bangladesh, as well as its hold over the Bengali people.

India, having moved its forces into Bangladesh, would be cast in the role of aggressor.

Mrs. Gandhi has just said: "If any country thinks that by calling us aggressor, it can press us to forget our national interest, then that country is living in its own fool's paradise .

"The times have passed when any nation sitting three or four thousand miles away could give orders to Indians on the basis of their color superiority to do as they wished, India has changed and is no more a country of natives".

The choice of war or peace is no longer Mrs. Gandhi's. It is the choice of those Governments who now support and listen to a desperate group of Generals in Pakistan.

If the wrong choice is made, there may be a war which will involve directly not only Indians and Pakistanis, a war for which no one bargained.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭০। অবরুদ্ধ ঢাকা	টাইমস	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE TIMES, TUESDA Y, DECEMBER 7, 1971

DACCA EATS BY CANDLELIGHT AFTER DAY OF STRAFING

A Dog howls, children watch A spectacular air show from rooftops..

Life goes on in an embattled capital

From James P. Sterba Dacca, December A (delayed)

The city is in darkness at 8.30 pm. Nothing moves. A 5.30 pm curfew sent people from the streets. Curtains are pulled, candles burn shaded from windows. There are few sounds. A dog howls now and then, a Jeep or lorry slips by, lights out.

The clouds have dimmed the moonlight, the stars are faint. The crows, after a day of soaring overhead among Indian and Pakistan warplanes, have ceased their noisy vigil. The capital of East Pakistan is listening and waiting.

At 8.32 pm Dacca hears three booms in the distance. A siren wails. No sounds of jets. Another deeper-tone siren.

Now at 8.37 pm. the whoosh of a jet can be heard. It is high and far away. There is more than one, none firing so far.

Families of United Nations workers, contractors, relief-agency people-Americans. Britons, Australians and others-have crammed into the Intercontinental Hotel with hastily packed suitcases, waiting to be evacuated.

They have been told a United Nations aircraft, an American C-130 Hercules, is coming from Bangkok to take them out. Children are confused; some whine The hotel's hall lights are on but room and ground-floor lights have been blacked out and the windows taped.

The Scottish chef has prepared another buffet for dinner chicken and lamb curries, rice, cucumbers fish, cold plates; no beer or Coke left. The waiter said the hoarding began this afternoon. Diners eat by candlelight, talking of rumours and whether things will get worse or better Most seem to think worse.

About 50 journalists are in the hotel punching their typewriters by candlelight and collecting scraps of information. Photographers and film crews and writers are worried about getting their films and articles out. There is constant tuning of radios in search of outside news.

The hotel filled in the afternoon. Besides evacuees Pakistan International Airlines workers from the airport piled in, three and four to a room. Nine of their co-workers were killed in the Indian raids on the airport today. They said the raids started last night at about 3am and ended by mid afternoon.

"Of course, they have got to break for tea", someone said.

Now it's 9.14 pm and there is another dull boom far away, another siren.

The Government information official said at 7 : 30 P m that 31 Indian aircraft were shot down in both wings of Pakistan today, but no one really believes it. Thirteen were brought down in East Pakistan, he said. Reporters saw four shot down over Dacca during the day and three others smoking from hits by anti-aircraft fire.

Pakistan Air Force sources claim the capture of nine Indian pilots, including a wing commander. They also say an Indian SU 7, a Soviet-built fighter, was forced to land intact at the airstrip.

Two Pakistan F -86 fighters were shot down, they said, one hit by Pakistan ground fire while chasing an Indian MIG 21 "It was quite unfortunate, but at least the Indians did not get it", they added.

The raids provided a spectacular show for thousands of Dacca residents. Tiny children in rags scurried out for better views as the Indian MIGs passed on a strafing and rocketing run on their way to the airport from the middle of town.

People watched from the tops of buildings ducking sometimes when anti-aircraft shells exploded too close. Hotel residents climbed on the roof, where color-television cameras recorded ballet-like dogfights and raids on the airport.

One film crew worked in bathing suits saying they might as well gel a suntan. Others had room service deliver cold drinks and lunch.

As a MiG passed over tailed by two Sabres and then flew in low over the airport, a cameraman turned to a waiter to say: "Oh waiter, waiter. Make that a double order-fruit cocktail and iced tea with lime"

At 12.30 p.m. journalists were taken to the airport by military officers to see an Indian MiG which had been shot down. They arrived just in time to be strafed by MIG's that destroyed two of three small single-engine United Nations aircraft parked by a hangar only a few yards away.

Several television cameramen lay on their backs, filming the Indian aircraft through a blaze of anti-aircraft fire, as they made four passes. One was hit, burst into flames and crashed nearby.

The aircraft-MIG's, Gnats and SU 7's-fired rockets and strafed, but did not tomb, according to a Government official. Their targets were the aircraft and hangars. They did not raid the military cantonment nearby or damage the air strip.

Officials said the only other town hit by Indian aircraft was Chittagong, the targets there being fuel storage tanks and a refinery

At 10.02 p.m. it is quiet again. No air raids yet tonight. A dog is yelping.

-New York Times News Service

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭১। জীবিত এবং মুক্ত	ডেইলি মিরর	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY MIRROR DECEMBER 7, 1971

ALIVE AND FREE

The Mirror's John Pilger reports on the birth of Bangladesh, a nation that cheated the executioners

Calcutta, Monday. Five months ago I crossed the border between India and what was then East Pakistan, and reported that a nation called Bangladesh existed; and that its people were being murdered in their thousands for wishing to be free.

On that day, the mirror's front page said "Death of a Nation." Bangladesh, it seemed, was to be stillborn, for already 5'00,000 people had been killed by the Pakistan Army, and 7,000,000 had fled to India, where unaccountable numbers died from diseases like cholera.

Then we in the West cared briefly, we gave charity until the story of their suffering was no longer immediate news.

But. really, we did not care about these *boxwallahs* of our colonial past; we did not care or understand about their uprising against that colonial past, and its legatees, the military despots of West Pakistan whose almost comical delusions of Aryan superiority had parallels in Nazi Germany, and whose determination to rule Bengal included a policy of genocide: to be exact, the death of a nation.

I now report the birth of a nation. Bangladesh, Clive of India's Golden Bengal, having in the last year lost more than 1,000.(X)0 people through violence, cyclone and disease, and now facing perhaps the greatest famine of our time, has survived.

Moral movement

This morning, the People's Republic of Bangladesh, comprising 2 percent of the human race, was formally recognized by the Indian Government, whose army is now attacking the army of West Pakistan on twenty-two fronts inside Bangladesh.

Tonight and tomorrow at least a dozen other countries are expected to offer recognition.

Like other reporters here, who have worked on this story alongside Bangalees. I do not conceal my support for Bangladesh, which I believe embodies the most moral national movement since the cause of those who fought the Spanish Civil War and lost.

My feelings stem not only from my regard for the Bengalese who are among tile most attractive and resilient people on earth, but also from the knowledge that their triumph today-as yet to be confirmed by India's victory in this war-is in spite of an enforced poverty typical of two-thirds of the human race, and unimaginable in the West.

Usually we in the West, who are the world's rich, watch the new nations, who arc the poor, fall quickly to systems of dictatorship and corruption.

This has been true in Latin America, African countries like the Congo, and in West Pakistan.

We have preached to the poor nations, which have problems of survival we cannot comprehend, that they must first erect a parliamentary democracy on the Westminster or Washington models, before they can receive our blessing, which, at best, will be aid with political strings attached.

Refugee camp

Somehow, Bangladesh has called our bluff. Somehow last December 98 percent of the East Bengali people voted for a parliamentary democracy, and for a moderate man as Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman.

They did not vote for independence from the government of West Pakistan, a thousand miles away: they asked only for democratic autonomy within the state of Pakistan. For this, they were crushed last March by the army of Yahya Khan.

Since then, no people, not even the Jews, have suffered as much as the Bengalis. The 'People who stayed in their country died by violence or by starvation. Those who fled to India walked along corridors of agony to the refugee camps, for they ceased, it seemed, to be human.

Even before Yahya's army struck a cyclone last November killed a quarter of a million. Bengal and the Ganges delta have always been a geographical coffin.

And long before that, Clive of India stripped Golden Bengal of what he described as hidden "inexhaustible riches" and there followed according to an historian of the time, a period when enormous fortunes were made in Calcutta while 30,000.000 human beings were reduced to an extremity of wretchedness.

Finally, in 1947, Britain divided Bengal into two parts and assured her poverty, some say, for a century or more.

Bengal's and India's greatest poet, Tagore, wrote of his people: "Man's body is so small: his strength in suffering so immense." But this afternoon as my taxi approached the Bangladesh mission in Circus avenue, Calcutta, history's gloom had gone.

Arms linked

From a block away I could hear the humming and singing of several hundred Bengalis (in politics and in song they are like the Welsh) and when I arrived people were standing together, arms linked: and many were crying (in their emotions they are like the Jews).

A transistor radio was still blipping the news that, after centuries, Bengal was officially a nation. The only equivalent of this I can think of is the recognition of the State of Israel.

In the garden of the mission exiled parliamentarians, in suits and white shirts, stood with young bearded men of the Mukti Bahini, the Bangladesh freedom fighters. The nationalism they expressed was, like them, gentle. They sang this anthem:

Oh Golden Bengal, I love you!
your groves are heady with
fragrance

The air intoxicates like wine-
Come autumn. I see the honeyed
smile of your ,harvest laden fields.
Oh Golden Bengal!

Pecking garbage

And then they marched into the streets of Calcutta into the flyblown remains of the Raj's Golden Bengal past the little bundles in the gutters which are asleep or ill or dead, and the birdlike children pecking at the garbage, and the beggars and lepers and one or two white Sahibs.

Old men and ragged women with children, and angry-eyed young men came out of doorways and alleyways and off trams and buses to march with them, and to shout "Joi Bangla," which means "Long live the Bengali nation."

As 1 left the mission a friend, Moudud Ahmed, who is one of the many young ones in the new, hopefully non-aligned government, shouted to me: "Remember your 'Death of a Nation.' Please tell them that a new headline is necessary now: Birth of a Nation."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭২। বাংলাদেশ মুক্ত	ডেইলি মিরর	৯ডিসেম্বর, ১৯৭১

DAILY MIRROR, DECEMBER 9, 1971

LIBERATED!

This is a city (Jessore) of which we knew almost nothing eight months ago. It is impoverished and flyblown and. I suppose, of no consequence to anybody save those who have attempted to survive here.

Today it was liberated and it might have been Paris in 1944.

There is no attempt to exaggerate in this comparison.

When, shortly after noon, we arrived at the outskirts of Jessore in a convoy of army trucks, jeeps and rickshaws, the first foreigners to enter the city since the Pakistan army began its occupation in March, we were confronted by a spectacle none of us had expected.

The main street, the city square, every doorway and window, were filled with people cheering and saluting and singing hymns.

Assault

The night before last the Indian army began its direct assault on Jessore, the last important town of Bangladesh, to fall before Dacca the capital.

Jessore was the Pakistan army's Maginot line: a network of bunkers and was, we had written, to be one of Asia's greatest sieges. And yet they ran away.

Jessore yesterday was the headquarters of the Pakistan army's Ninth division: six thousand men who dug in, waiting for the Indian army to attack.

Tough

And then, as the Indian army's own Ninth division swept into the city, Pakistanis who are well trained and tough soldiers, fled to the river forty miles away.

In their advance on the city, the Indians defeated four-and-a-half Pakistani battalions and then halted on the outskirts to watch another two-and-a-half battalions-some 2.000 men-suddenly turn and retreat in lorries and commandeered buses and bicycles and rickshaws.

Some 300 of them, many of them with their wives and families, have reached a town twelve miles away where they are tonight surrounded.

Major-General Dalbir Singh, the Indian commander said: "We don't know what to do with them.

"We have asked them to come out with their hands up. If they do not do as we say, we shall have to finish them off."

On each side of the road to Jessore were villages which had been blasted as part of the Pakistan army's scorched-earth policy.

Many public buildings and houses were in ruins and fields were pocked with bunkers.

And it was only after we had walk- d several miles that we realized that the people walking with us, their entire belongings on their heads and backs, were the advance scouts of 11,000,000 refugees in India returning to see if a Bangladesh really existed.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭০। স্বাধীন বাংলা	সান	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE SUN, THURSDAY, DECEMBER 9, 1971

BANGLADESH HAILS ITS DAY OF FREEDOM'

Dancing in streets as key city falls to India

Singing, dancing East Pakistanis went wild with joy in Jessore yesterday as Indian soldiers marched in triumph through the town.

Indian tanks roared down the main street-while Radio Pakistan was insisting: 'We still hold Jessore."

The townspeople were out in their thousands, shouting themselves hoarse with cries of "Joi Bangla!"-"Glory to Free Bengali-

Appalling

For them, the Indian division means an end to the terror and appalling cruelty of the Pakistan Army gun law imposed firing the Bangladesh rebellion earlier this year.

At every window, the green-and-yellow flag of the new rebel state was waving.

After a fierce three day battle outside the town. Pakistani troops had led in the dark, through the last remaining chink in the wall of Indian armor.

At dawn, hundreds of Bangladesh guerrillas swarmed over makeshift barricades and into the town.

They swept into the jail and freed 650 prisoners.

Among them were two relief workers jailed for illegally entering East Pakistan on a charity mission-21 -year-old Gordon slaven, from Hampstead, and 27 year-old American Mrs. Ellen Connet.

Mission

Military observers were astonished that Jessore was given up so easily. But it seemed that Pakistan President Yahya Khan had ordered a general retreat in the Eastern province, for a determined stand around the capital, Dacca.

Yesterday the ring of stell around Dacca tightened still more.

According to the Indians, they were only 22 miles from Dacca.

Claimed

But Radio Pakistan insisted that Comma-like Jessore and Sylhet, also claimed by the Indians-was still firmly in Pakistan Army hands in the west, Pakistani troops were said to have launched a fierce new attack against Indian positions.

A Pakistani spokesman at Islamabad said: "Our troops continue to dominate Indian forces in the Chamb area."

An Indian spokesman admitted: "Our troops are hard pressed."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৪। পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়	ডেইলি টেলিগ্রাফ	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, DECEMBER 9, 1971

AIRFIELD FALLS AS GENERAL ASSEMBLY SEEKS WAY OUT AMII) ROW OVER SETTLEMENT

WILL TO RESIST IN DOUBT AS INDIANS PRESS FOR DACCA

By Peter Gill in Calcutta

As Indian troops continued their advance into the heart of East Bengal last week, there were doubts whether Pakistani resistance has been as stiff as Indian Army statements in Calcutta claim.

Lending weight to this impression was the hectoring note struck by "Sam" Manekshaw, Chief of Staff of the Indian Army, in his broadcast last night to Pakistani troops in East Bengal.

Unlike his earlier messages, it was broadcast in English as well as Urdu. Hindi and Pathan and was thus clearly aimed at officers.

"I know that you are concentrating in the Narayanganj (8 miles south-east of Dacca) and Barisal (70 miles south of Dacca) areas," the General said. "And I know that you hope that you will be able to escape or be picked up.

"Should you not heed the advice to surrender and endeavor to escape, I assure you that certain death awaits you. Do not say that I have not warned you."

Columns advance

In striking out from the strategic western cantonment town of Jessore, captured on Tuesday, two Indian columns were yesterday pursuing Pakistani troops towards Khulna and Faridpur.

Journalists who have recently visited Jessore say that even with moderate resistance, it could have withstood an Indian Army assault for far longer than the 24 hours it actually did.

It is argued that although the "hard shell", of defenses has been breached, the "soft interior" wilt not fall to the Indians quite so quickly as Indian Eastern Command are predicting.

The most significant advance made yesterday by Indian troops was to within a few miles of the border at Comilla, in the eastern part of the Pakistan province. Moynamoti cantonment, a few miles to the west, acted as a divisional headquarters until recently when it was moved north into the interior a Asukanj.

Airfield falls.

Although the cantonment is resisting Indian assaults, its troops have' been reduced to "a remnant," according to Eastern Command, and its final collapse is imminent.

The Indian Army yesterday captured Comilla airfield, which lies between the town and the cantonment. The town is already in Indian hands.

Within hours of the capture of the airfield, Lt-Gen. J. S. Arora, GOC of Eastern Command, flew there from Agartala, the remote capital of the east Indian state of Tripura. A wildly cheering reception by the "liberated" population was reported by the Army.

Gen. Arora made a tour of inspection of Indian troops who have already pushed westwards from Comilla to within 25 miles of Dacca. Eastern Command described the tour as a "morale booster," further indication that the war in East Bengal is far from over.

Pakistani casualties over the last four days of fighting were given by Indian officials last night as one officer and 331 men killed and 181 injured. Nine officers have been captured along with 21 junior commissioned officers and 285 other ranks.

No time to count

But Eastern Command has released no figures for Pakistan dead and wounded in the 24 hour battle for Jessore. Maj Gen. J. F. R. Jacob, Chief of Staff of Eastern Command, said troops "did not have time to count"

The inability of Eastern Command to produce large casualty figures to match their spectacular capture of Jessore may be an indication that the cantonment town fell to the Indians more easily than they are prepared to admit.

Eastern Command has resolutely declined to reveal details of Indian casualties in East Bengal, saying only that they are "always light, and never heavy."

Commentators suggest that the fall of Jessore may have had less to do with brilliant Indian tactics than with Pakistan's desire to maintain defenses in the interior as her 80.000 troops in East Bengal are hopelessly outnumbered.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৫। ঢাকার উপর ছাত্রী সেনা	ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

EVENING STANDARD, LONDON, DECEMBER 11, 1971

SKY TROOPERS DROP ON DACCA

Standard Foreign News Desk

Indian" paratroopers today made an airborne assault on the Pakistani Positions on the outskirts of the East Pakistani capital of Dacca.

A Calcutta dispatch by United Press International reporter Kenneth Braddick said an estimated 5000 paratroopers were seen boarding about 50 C7 and C119 "Flying Box-car" aircraft at the city's Dum Dum airport for an airborne assault.

Military and diplomatic sources said the target for the drop, the First in the present war with Pakistan, was "the outskirts of Dacca."

Indian forces had earlier established a bridgehead across the Meghna river 40 miles north-east of Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৬। পশ্চাদগামী পাকিস্তানীদের প্রতিশোধ	ওয়ার্কার প্রেস	১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WORKER PRESS, DECEMBER 11, 1971

RETREATING PAKISTANIS TAKE THEIR REVENGE ON BENGALIS

By A foreign reporter

Retreating Pakistani soldiers in E. Bengal arc taking a terrible revenge on the local population for their defeats at the hands of the Indian army and the Mukti Bahini liberation forces.

Reports from Chittagong still in the hands of Yahya Khans forces, indicate that workers in the town are being massacred in hundreds by the Pakistan troops.

Army units are believed to be ma king for Chittagong to prepare a sea-borne break- out as Indian troops advance.

A centre of militant trade unionism with a concentrated working class Chittagong was one of the most active centers of Bengali resistance to Khan's forces in the first days of repression in Bangladesh.

Unable to hold onto E. Bengal, the Pakistan military seems bent on killing as many Bengali workers as it can in a last malevolent burst of hatred against Bangladesh.

When Indian troops entered Jessore earlier this week they found systematic destruction of houses and livestock in the surrounding villages.

In the city itself, Italian Catholic priests who lived through the Pakistan occupation told correspondents that the last weeks before liberation had been very severe.

The repression, they said, became more and more brutal, with shootings and pillaging in the very heart of the Jessore cantonment.

On Tuesday afternoon, as India troops were approaching the town's outskirts, the Pakistani troops were still executing 'hostages.'

Leaders of the Awami League, which heads the Indian-backed provisional government of Bangladesh, are appealing for restraint in dealing with razakars who collaborated in these repressions.

These leaders now face the problem of imposing their authority over the many areas of Bangladesh, where committees of liberation have already set up locally-based administrations.

With 150,000 Bengali irregulars under arms, the Awami League leaders are trying to ensure that the popular movement does not get out of their control.

This explains the reactionary suggestion made earlier this week by the New Delhi representative Humayun Choudhury that Mukti Bahini forces should be sent to India's western frontier to take part in the fight against W. Pakistan.

But the workers and Peasants of Bangladesh have no interest in assisting India to annexe Kashmir which is the main aim of India's war in the West.

Choudhury's proposal is the first step towards disarming the Bengali resistance fighters in order to ensure that bourgeois rule continues in Bangladesh in collaboration with the Indian ruling class.

Pravda yesterday distinctly indicated that the Soviet Union is net planning at present to join India in recognizing Bangladesh. Veteran commentator Yuri Zhukov once again stressed Moscow's call on the Pakistan government to take steps towards a political settlement in E. Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৭। ঢাকা ডায়েরী	অবজারভার	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE OBSERVER, DECEMBER 12. 1971

DACCA DAIRY

Gavin Young, who has reported many wars for 'The Observer,' has been in Dacca since the Indo-Pakistan war erupted. During the week the following messages have reached us from him; he was able to transmit only single short cables at any one time.

Tuesday: I have had series of the closest views of the undersides of Indian MiG jets that I could ever wish for. I had gone with other journalists to Dacca Airport to view a shot down Indian plane. And while there we were trapped by a new attack.

I was recumbent under an inadequate palm tree, feeling like the lady surprised in her bath wit h only a sponge to wear.

They came back and back, wheeling in from different directions, very low-say. 20 to 30 feet directly overhead-banking away after releasing their rockets.

The noise was shattering, but the Pakistani anti-aircraft guns-a wide variety-out-shattered them. Bits of shrapnel fell around. A United Nations plane went up in smoke; rockets ploughed through a hangar. It was an exhilarating show. If the Indians had bombs under their wings, or napalm, few journalists would be left alive.

Wednesday: Today I drove to Narayanganj, the big river port 12 miles from Dacca. I had heard of devastation there, but saw little. Barbed wire and guns were everywhere.

Bombing at night, Indian pilots had hit the sleeping heart of a pauper residential area half a mile from a power station. Four or five hundred civilians were killed and 150 were in hospital; the dead were buried in the mud as they slept.

Other things, remind us that all is not black and white-some hamlets demolished by fire on the roadside, not by bombs but by the Pakistan Army.

God knows what editors in London are making of the news they get about Dacca. Correspondents of daily newspapers and agencies here are still receiving much delayed cables from London demanding to know why they have received no daily file on events and details of life, smells and sounds. Don't they know we can't get out£ And that cables have massive delays? One newsman was asked why he could not fly out by Pakistan International Airlines if others were suspended. Does his editors really think that any airline at all has been coming here since last Friday?

Thursday: The worst of it till now is the horror of the Islamic orphanage, hit by Indian bombs at 4 o'clock this morning.

Three hundred boys and girls were sleeping there. I saw the place soon after dawn. Bombs had ploughed everyone into a vast and hideous mud-cake, most of them dead. Some under the head were breathing, no doubt, but how far down, how badly injured, no one could tell.

Bombing at night is a deadly thing, and unnecessary here. These bombs were aimed at the airport runway, but the Indians had been attacking it for five days by daylight. Only at midday today did a jet pilot finally put a bomb right on it.

But up to then we had all agreed with an Australian correspondent here who muttered on the first day: The Indians couldn't bit a bull in the bum with a banjo.' That was when we saw the Indian jets careening out of the sky, shot down one by one, seven or nine of them, probably more. The big Sukhoi- 7 Russian bombers are the most spectacular in their fall, slow and graceful, like a sad ballet. That seems a month ago.

After the bombing we emerge into the streets and I look at my fellow cover-takers. We make a grotesque miscellany.

Dapper clerks in white shirts and trousers and black shoes and with glistening hair; clouds of impassive, lean rickshaw men careering in packs through the dogs and crows picking at offal in the roads; strange groups of tattered people, dark-skinned, wild eyes in bony faces, crouching under a huge banyan tree-the ultimate poor.

What do they make of the sirens, the earth-shaking noise of bombs? The old man striding nowhere through the city, his dirty white locks flying, with a bundle and a long stick, like a mad prophet possessed by the belief that he would see his strangest prophecy come true if he can only get there, somewhere, in time.

Friday Morning: The sirens drowned out the muazzin's early call to prayer.

And now we hear the guns. The front can't be far away. The propeller-driven Indian aircraft drop huge bombs. The tall steel structure of the Intercontinental Hotel quivers like a sapling.

Again the mercy flights scheduled for the umpteenth time by the UN and today by the RAF in Singapore, have been cancelled. The women and children are stranded.

Who, we ask here with increasing indignation, is preventing these innocents from leaving-the Indian Government? The Pakistanis have no reason to do so.

One thing international opinion could do is to urge the Indians to stop night bombing, at which they are as inept as most other air forces. Another is to try to have Dacca declared an open city. I believe the Pakistanis would agree to this under certain conditions designed solely to prevent massacres and a civilian uprising and shoot-out in these teeming streets where two rickshaws abreast can cause a traffic block.

There has been a calmness in the city, despite the raids. Banks and shops go on as before. People shelter under doorways and walls when the Indian jets go over or the shrapnel from the Pakistani anti-aircraft guns falls. Slit trenches are everywhere: the hotel lawns have been cut into neatly and in straight lines like a sliced cake. Is there to be a heroic last stand, a miniature...for East Pakistan? Impossible to say.

We listen to the BBC and learn that the Indian Army has armored personnel carriers and can throw a bridge across the waterways hereabouts with air speed. But the armies are probably about on the line of the real rivers, the Ganges on the west and its biggest tributary to the east. These are huge stretches of water, as big as lakes. It is not easy to

throw an army across them if they are defended. Besides, the ground is too wet and cut across with canals which are natural tank traps. All this could help the Pakistanis, provided they still have supplies, communications and ammunition. But do they?

Friday Evening A United Nations attempt to make Dacca an open city failed today. The Indians would not agree, I understand, fearing some tactical disadvantage for themselves. The UN (U Thant in person at the behest of Paul Marc Henri, the UN representative here) urged the Plan on humanitarian ground. Henri, a bustling figure of almost Falstaffian proportions who might easily have made an outstanding Gaullist Minister, has now decked out the UN compound with blue and white signs on neutrality. He is in daily conference with consular representatives, to arrange flights out for the women and children.

One objection after another arises and has to be eradicated-the Indians insist on relief planes flying into Dacca through Calcutta, to emphasize the existence of a 'Bangladesh' government there. So we are now nearly a week without those flights. An Indian bomb fell not far from the UN complex this morning. But there, later, was Henti and his group, shooting off messages to New York surrounded by papers and files and half empty whisky glasses.

Rumors abound, some spreading from radio sets which pick up snippets and stories from Delhi. One strong rumor two days ago was that the Pakistani commander. General Niazi had skipped but of Dacca in a small propeller driven plane at night. The story was heard on the news from Delhi. But the rumor was proved also today when Niazi appeared in the Dacca streets, large as life (which is very large) in the middle jeep of three surrounded by his escort. Niazi has never been faulted for his courage. He wears the ribbon of a Military Cross won in the Second World War fighting the Japanese.

Second to him. Major-General Farman Ali Khan has once or twice in the past week appeared to journalists, but he too. like all the small in-group of top administrators here, has been working relentlessly round the clock. And there was nothing much they cared to say. Their lot is not a happy one.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৮। সাত কোটি মানুষের যুদ্ধ	সানডে টাইমস	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SUNDAY TIMES, DECEMBER 12,1971

PAKISTAN GAMBLE THAT FAILED

THE WAR OF THE 700 MILLION

Sunday Times reporters" at the bloody birth of Bangladesh

DAY 1

From the front row of the stalls. Sayle was watching the curtain rise on the third, decisive .act of a tragedy which has been in the making since partition in 1947. The first act was the Pakistan Army's repression of Bengali nationalism, beginning on March 25. The second act started on November 22. when the Indian Army first openly intervened in East Bengal on the side of the Mukti Bahini guerrillas.

The third act was general war, all out and on all fronts. Two countries with a combined population of 685 million people are fighting from the foothills of the Karakorums to the Great Indian Desert, and from the irrigated farmlands of the Indus headwaters to the waterlogged islands at the mouth of the Ganges.

With increasing urgency over the past few weeks, Murray Sayle reports from Rawalpindi. General Yahya Khan has been urged by many of the officers in his inner circle to lake some of the Indian pressure of East Pakistan with a series of blows in the West.

The Pakistani commander in the East, Lt-Gen Amin Abdullah Khan Niazi was told that he had to keep the Mukti Bahini guerrillas in check until mid-February. By that lime, the beginning of the rainy seasons would swell the rivers and give his soldiers some protection. By that time, too Niazi was told, some sort of political compromise would have been reached so that the guerrillas would begin to lose their support in the countryside. There was, as we shall see, some foundation for this last hope: though in the end it proved to be based on a miscalculation.

Niazi was told he could expect no reinforcements, and he was given enough supplies and ammunition to last until, mid-February. But his orders were based on the assumption that the Indians would limit themselves to shelling across the border and to supporting the guerrillas.

But the Indians stepped up the pressure and from November 22 openly joined in the fighting. The only way the outnumbered Pakistanis could hold them was by laying down curtains of fire, the most wasteful possible use of ammunition. On .Wednesday. December 1 Niazi reported to Yahya Khan that his ammunition stocks would not last more than a week at the rate they were being used.

---

* Henry Brandon, Nicholas Carroll. Edited by Godfrey Hodgson

The same day an order went out to the troops in East Pakistan that ammunition was to be conserved at all costs and that every shot must be made to count.

It was not an order calculated to help morale, even of the excellent troops in East Pakistan. And it convinced Yahya that a surrender on the scale of Britain's at Singapore, which is a disaster much on the mines of the Pakistani generals, was imminent in the East unless something was done.

DAY 2: Failure of the Pakistan quick-Kill

A Few Minutes after midnight on Saturday, Mrs. Gandhi arrived back in Delhi from Calcutta, where she cut short a brief visit after she heard the news. In a radio broadcast, she said that India was on a "war footing." Later in the day she made a statement to Parliament. The politicians banged their desks with enthusiasm and quickly passed a Defense of India bill, giving her sweeping emergency powers.

DAY 3: Retreat-or Face Mukti

On Sunday, a change in tacties brought a noticeable spurt in the Indian Army's offensive on the Eastern front Instead of wasting men, material and time on the conquest of well-fortified Pakistan Army positions: a two-pronged attack was launched on Dacca.

The Indians objective was to grab the provincial capital as quickly as possible and, by slicing the province in two. to isolate well-entrenched Pakistan Army units in both halves. These would either have to fall back on Dacca or dig in and be pleked off by the Mukti Bahini or the Indian Army at their leisure. This plan had the added advantage of keeping damage to the province to a minimum-an important factor since India would be expected to help re-establish the economy were a Bangladesh government to come to power.

Forty miles to the south, another Indian column moved across the border below Comilla into the rail junction of Laksham. From here, there was an excellent road to Daudkandi, a key ferry point on the Meghna just 22 miles east of Dacca.

The operations in these areas were facilitated by Indian air supremacy. There were no tactical air strikes by Pakistan Air Force. The Indians claimed to have destroyed all but four of the Sabres stationed in East Pakistan and these were grounded at Dacca airport by repeated Indian bombing of the only jet runway in the province.

Accordingly Indian Army units investing Jessore, instead of risking a head-on clash with the 5,000 to 7,000 Pakistani troops there moved to by-pass and outflank them in the direction of Dacca.

On the Eastern border of East Bengal, an Indian Army column moving through Agartala began to move westwards towards Ashuganj, where a major bridge offered access to Dacca.

Chittagong, the eastern terminal of the long supply line from Karachi, was kept bottle up by fighters operating from the Indian aircraft carrier Vikrant. And Chittagong's vital road and railway link with Dacca and the north was threatened by an Indian Army thrust towards Feni, an important communications centre half way to Comilla.

DAY 4 : Enter tanks-and the vultures

On Monday December 6, India made its long-expected recognition of the "Republic of Bangladesh."

Mrs. Gandhi told cheering MP's in the Lok Sabha (House of the People) that"... Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangladesh back under its control. Now that Pakistan is waging war against India, the normal hesitation on our part not to do anything which might be construed as intervention has lost its significance..."

Pakistan retaliated by formally breaking off diplomatic relations with India, the first such break since both countries became independent in 1947.

In the East the fall of Feni to Indian troops cut Chittagong off completely from Dacca. The Indians now pushed on towards Ashuganj and Daudkandi where they hoped to ford the River Meghna for the assault on Dacca.

DAY 6: 'The Pak's morale is in their boots'

On Wednesday, Indian aircraft bombed and strafed Karachi, and Russian-built Indian missile boats bombarded Karachi from the sea. damaging three freighters, one of them British. But the main Indian thrust of the day was on the ground, in East Bengal.

Philip Jacob son after a brief disagreeable stint in the Presidency jail in Calcutta along with our photographer. Penny Tweedie, and three other journalists (for crossing the border without the right permission from the Indian Army) crossed again in rime to watch the Indian Army's biggest success of the war to date: the capture of Jessore. This had been the HQ of the Pakistani. 16th Division and the strongest fortified point on the whole western border of East Bengal. Jacobson also began to understand why Pakistani resistance was collapsing in the East.

The total collapse of the Pakistani Army's resistance in Jessore is one of the most intriguing puzzles of the war in the East. For weeks, Indian Army sources and other expert observers had been predicting that a stern siege, involving heavy Indian casualties, would be needed to take the Jessore cantonment-a vast military complex covering an area of several miles just outside Jessore town.

At the beginning of last week, Indian intelligence reported that a full infantry brigade-some 5,000 men-was defending the cantonment, supported by heavy artillery, about 40 tanks, a formidable network of minefields, reinforced bunkers and dug-in anti- tank emplacements. All the signs were that the Pakistanis would stand and fight.

Instead, in the stinging words of Colonel P. S. Deshpande, the jaunty commanding officer of the Indian 9th Division: "They ran away." In less than 24 hours, Indian tanks and infantry took an objective they had estimated might require up to a week's bitter fighting. The vital Jessore airstrip was captured, literally, without a single-shot being fired: "Now one round," Colonel Deshpande repeated gleefully.

The reason for this astonishing collapse lies, more than anything else, in the utter demoralization of most of the Pakistani Army in Bangladesh. Throughout last week, Pakistani units were surrendering without resistance. At Kalampur, the garrison of 160

men of the 31 Baluch-a good fighting regiment-gave up without firing a shot. Near Comilla, the commanding officer of the 25 Frontier Force, another good unit, surrendered with 100 of his men to a platoon of Indians. In the strategic railhead town of Akhaura, a vital link in the defense of Dacca, the Pakistanis had rushed in extra troops, armour and artillery, yet the whole force chucked it in after only symbolic resistance.

It is not hard to see why, in the vivid phrase of Colonel Deshpande 'the Paks' morale is in their boots." Senior officers have been slipping away to Dacca with wives and families for the past fortnight. The unconfirmed rumors of special flights to get them out to West Pakistan would certainly have percolated through to the ordinary soldiers. And they already have plenty to worry about. The Indians are bombarding them through loudspeakers, leaflets, and radio broadcasts with a simple but stark message:

Surrender to us before the Mukti Bahini (the Bangladesh guerrillas) get to you."

There are some terrible scores to be settled and the settling has already begun; the first mangled corpese of Pakistani soldiers are beginning to turn up in the scrub or floating down the rivers in areas where the Mukti Bahini won control before the Indian Army arrived.

The lightning advances of the Indian Army in last week's fighting only added to the demoralization of the Pakistanis. In a few areas, they have fought bravely are well: the Indians arc keeping very quiet about the Hill sector where an outnumbered and totally isolated Pakistani force seems to be holding out.

Closer to Jessore. there were two sharp engagements-or "extremely good fights" in Colonel Deshpande's enthusiastic phrase-but they failed to halt the headlong attack on the town and the cantonment.

It is clear that the Pakistanis badly misjudged the speed of the Indian advance, in the map lined operations room at Jessore the charts of Indian positions as seen by the offenders suggest they had not expected a full scale attack for another day.

When the hasty evacuations began at 4.20 pm on Wednesday, the Indians were a bare 6.000 yard away. The Pakistanis left so hurriedly that the orders of the day were still on the duplicator and there were half-prepared meals in the officers' mess.

The bulk of the Pakistani troops seem to have escaped, though only to the dubious security of the road to Khulna, and they seem to have taken most of their artillery pieces with them. These were probably several miles behind the cantonment and would therefore be easier to save. I saw only one burned-out Pakistani tank in the cantonment itself. The Pakistanis left behind them about 6,000 tons of ammunition and general supplies which will be badly missed in the retreat.

We had reached Jessore in what was certainly one of the most bizarre columns to pass through the gates of the cantonment. A fleet of rickety yellow taxis and venerable private cars carried us the 85 miles from Calcutta in a bone-jarring, five hour journey. As we rattled past the frontier post at Petrapole, the first of the jubilant crowds appeared. From there right through to Jessore, 25 miles away, the road was lined with cheering, beaming villagers waying the new red. white, gold and green flag of Bangladesh and

ecstatically chanting the familiar "Joi Bangla" slogan. Now that Bangladesh is victorious, the new fashion is to emphasize the Joi.

Driving through the beautifully lush countryside, a chessboard of dark green paddies, brown water and brilliant vegetation, the evidence of the Pakistani Army's precipitate retreat was everywhere, Well concealed, reinforced bunkers has been abandoned without a fight, often with a substantial pile of arms left in them.

To the surprise and relief of the Indian engineers, the retreating Pakistanis had not tried to destroy the vital tarmac road or even mine the areas around it. Even where a bridge had been blown, as at Navaran on the Betna River, the Indians were able to cut a dirt road across country and bypass the obstacle: A stream of army lorries and halftracks was churning up swirling clouds of choking brown dust but the traffic kept moving.

It was at Jhingcrgacha, too, that we found the first disturbing evidence that a new wave of killing can be expected before the bloodstained nation of Bangladesh settles down to anything like normality. Sprawled by the single track railway were the bodies of three youngish men, clad only in lungis, the flowing skirt-like costume of this region.

They were blindfolded, their arms and legs cruelly roped behind their backs. Their throats had been cut and the blood had soaked into the day, brown earth.

According to the villagers, the murdered men were collaborators, traitors who had helped the Pakistani troops rape, loot and murder. But nobody would admit that the Mukti Bahini had killed them. In the past few weeks, however, there have been persistent rumors that the Mukti are taking a terrible revenge on those they consider to have betrayed Bangladesh. There are dark rumors of mass "trials'* at kangaroo courts which invariably end with summary execution.

Yet, like so many other places in Bangladesh, Jhingergacha has every reason to indulge its hatred. When the Pakistanis began pulling out last week, they were alleged to have massacred up to 100 villagers in final spasm of savagery.

DAY 7: The headlong fight from Jessore

The Indian Troops after taking Jessore town and Jessore cantonment, fought their way on down the road to Khulna, a major river port and one of the biggest cities in East Bengal. Again Philip Jecobsan was with them:

The gruesome trail that marked the headlong retreat of the Pakistani Army from its "impregnable" position in Jessore began a few miles outside the town. The tarmac road was scarred and fun-owed by machinegun bullets and rockets. A dozen burnt-out jeeps and lorries lay twisted in the ditches: Pakistani regulars frozen in grotesque poses of agony. Some were charred and blackened; others had terrible, fly-covered wounds.

They were the first dead Pakistani soldiers we had seem in this sector since the war began. They had been caught by Indian tanks tearing through Jessore and by jet fighters: they had abandoned their vehicles and ran vainly for the ditches. A large and cheerful crowd of locals posed proudly around the corpses, right arms erect in the "Joy Bangla!" salute.

A mile further down the road were the remains of Rupdia, a hamlet unlucky enough to be the scene of a delaying action by Pakistani infantry, desperately covering the rear of a 2,000 strong column which included almost 1,000 wives and families of officers formerly stationed at Jessore. The flattened huts were still burning and three buses used for a barricade had been raked with bullets from-end to end.

Moving forward through a battalion of the Madrasi Regiment-small, cheerful men who waved and smiled at everyone-our photographer Penny Tweedie and I hitched a short ride on a Russian-built T55 tank of the India 63rd Cavalry. Clanking and grinding up the narrow road, ducking the big 105mm gun as it swivelled to point towards Pakistani positions, we arrived at the foremost point of the Indian advance. A full squadron of 1455s was assembling to support the Madrasis in their next push down the Khulna road.

Crouching nervously behind the comforting bulk of the tanks every time a shell from this Pakistanis 105mm guns landed anywhere remotely near us, we watched Indian advanced units carefully probing the enemy's positions. A company of Pakistani infantryman-probably from the 27th Baluch Regiment-was holding up the advance with mortar and machinegun fire: the sound of small arms fire could be heard clearly a few hundred yards away.

When shelling failed to dislodge the Pakistani rearguard, the local commander, Lt.Col. Naregyean-an amiable, imperturbable Madrasi-decided to call for air support. Radios crackled impressively and map references were busily exchanged, and checked.

Everyone looked expectantly upwards. Nothing happened for a while. Then, quite suddenly, two of the Indian Air Force's Russian SU 7 fighters appeared high in the enormous blue sky. For a few minutes they circled gracefully, like hawks searching for prey.

Then, after a tank fired a blue smoke-maker shell, they banked into a steep dive and straightened out at tree-top level. From where we stood. I could see the flashes from the big 30 caliber machine-gun as the jets strafed Pakistani positions.

When the planes turned away for their base near Calcutta, the Pakistani guns had been silenced. The tanks roared into life again and crashed away through the bright-yellow mustard fields, followed by the Madrasi infantry. "Khulna is finished Colonel Naregyean shouted as he sped away in his command jeep.'

DAY 8: Closing in 011 the capital

On Friday Pakistan's hopes for a stalemate began to collapse. In the East, Indian troops began to close on Dacca where they were awaited with calm by the Bengalis and with obvious fear by the Bihari Muslims and the Punjabis. In the West, Pakistan's desperate thrusts into Kashmir were being held. Now came the first significant crack in Pakistan's tightly knit military establishment. The United Nations received an appeal from Major-General Rao Farman Ali, military adviser to the Governor o/East Pakistan, asking for help in ending the war on terms which clearly admitted a Pakistani defeat.

Farman Ali asked for the UN to repatriate Pakistani troops and civilian officials to West Pakistan with guarantees of their safety until this could be arranged. In return he was prepared to offer the establishment of an elected government in East Pakistan.

The Security Council had, however, barely begun to consider Farman Ali's appeal when a message arrived from President Yahya Khan asking that it be disregarded. And in Dacca Farman Ali's immediate superior, Ll-Gen A. A. K. Niazi. GOC Eastern Command, appeared in person at the Intercontinental Hotel to refute rumors that he had fled the country. "I am here commanding my troops by the will of Allah," the general said. "And I will never desert them."

Capitalizing on General Farman Ali's apparent break with the military command in Dacca, the Indian Chief of the Army Staff, General Sam Maneckshaw addressed a personal radio message to him advising surrender: "Resistance is senseless and will mean the death of many poor soldiers."

Maneckshaw was not exaggerating. Indian troops converging on Dacca from west, cast and north had established their first bridgehead across the River Meghna. Troops were transported across the river by helicopter at Asuganj and were only 40 miles north- east of Dacca with virtually an open road to the city.

Dacca was bombed in the morning and the afternoon as is it had been most days this week. The city's inhabitants seemed to have become used to the bombings and near the airport they gathered to gawk 'at an unexploded 2501b bomb with its clear markings indicating, with some irony, that it was made in the United States.

On the Western front, in the Chamb area of Kashmir Pakistani, troops continued on the offensive. In the boldest action to date, four Pakistani battalions supported by artillery and armor crossed the shallow Munawar Tavi river to attack Indian positions on the eastern bank.

India admitted it was suffering heavy casualties at the Pakistani forces pressed the mortar attack in the Chamb area. At the same time there were indications that India might accept the United Nations call for a ceasefire once the 'Bangladesh regime had been installed in Dacca.

DAY 9: The end of Act 3

By yesterday, it was clear that Act III was over. Pakistani troops were beginning to surrender in large groups in the East.

The Indian armies, having crossed the last major water barriers, were already tightening the ring around Dacca.

In the West the Indians were holding fast along the ceasefire line in spite of everything the Pakistanis were throwing at them.

Yet it was equally clear that Act III was not the end of the tragedy.

There would have to be an Act IV.

In Delhi, Nicholas Carroll found that, understandably after the Indian successes in Bengal, the immediate future course of events was seen as beguilingly simple and apparently inevitable. The scenario, in the minds of high Indian officials, he reported goes like this. The Pakistani troops in Bangladesh must in the end succumb. Even if a last ditch stand in Dacca holds up the time-table, there is no way out for them.

Under the auspices of the Indian Army, two close associates of Sheikh Mujib, Syed Nazrul Islam and Tazuddin Ahmed, were due to be installed in Jessore on Saturday afternoon as respectively. President and Prime Minister of the Republic of Bangladesh.

The Pakistani prisoners of war will be sent home quickly, though not out of any market feelings of charity (" Why should we feed those bastards ?" one senior Indian official asked Carroll) India will then withdraw her troops.

China; the Indians suppose, will go on making the threatening noises which in the Indian view are a consolatory substitute for military assistance to Pakistan. And the United States will have to swallow its disapproval and learn to live with the kind of fait accompli which Israel achieved.

In the long run, the shattering disaster to the prestige of Pakistan's armed services in the East must shake the prestige of the military men who dominate West Pakistani.

But on the ninth day of general war the military conflict seemed far from over. The Pakistani Army still had reserves, and its commanders still had spirit.

Indian strategists were guessing, and Pakistani officials were hinting, that Act IV might see a do-or-die offensive. But in the meantime the curtain was coming down on Act III. On Saturday, after a brief period during which "a very poorly heard transmitter announcing itself as Radio Pakistan, Dacca could still be picked up by the BBC's monitors, Radio Dacca finally faded away. The voice of Punjabi rule in Bengal had in any case, tong been drowned by the shouts of "Joi Bangla !."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭৯। গেরিলারা এখন ঢাকার ভেতরে	টাইমস	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE TIMES, DECEMBER 13, 1971

GUERRILLAS SAID TO BE FIGHTING INSIDE DACCA

From Henry Stanhope Defense Correspondent

Calcutta, Dec 12.-About 435 foreign nationals, 185 of them British, flew safely to Calcutta today from Dacca while Indian troops, who crossed the Meghna river on Friday, were said to be just 20 miles from the East Pakistan capital and "advancing fast".

The evacuees, many of them women and children exhausted after Five nights of bombing on the city, said that the morale of the Pakistan force in Dacca was shattered. Troops clacked into lorries were "not quite sure where to go". As many as 1,000 Mukti Bahini (Bangladesh guerrillas) were said to be Fighting in the city already.

There is little news about the success of yesterday's airborne assault on Dacca's outer defenses by men of one of India's two parachute brigades, despite Indian claims that a Pakistani counter-attack had been repulsed "with heavy casualties".

The evacuees were flown in by three RAF Hercules transport aircraft from Singapore, one of them returning to pick up a second load. All the British were flown on to Singapore, but more than 1000 of the others are staying in Calcutta hotels tonight, their only luggage being light hand baggage which they were allowed to bring on the overcrowded aircraft.

This was the seventh attempt to get most of the foreign nationals out of Dacca. They told of women and children returning tearfully from the airport two or three days ago after one attempt had been abandoned because of a sudden air raid.

They confirmed that an orphanage was destroyed several days ago by five 5001b to 1,0001b bombs intended for the railway yards 105 yards away, with the death-according to the Pakistani authorities-of 300 boys. A German television cameraman said that he saw 20 bodies but he believed that more were buried under the rubble.

However, the cameraman, Herr Jens Uwe Schemer, added that most of Dacca was still untouched and that bombing had been aimed exclusively at military targets.

Reports circulating in Dacca put the number of Pakistani soldiers defending the city a between 20,000 and 30,000 with up to 1,000 Mukti Bahini already fighting there with small arms.

Herr Schemer said that at a recent press conference outside the Intercontinental Hotel the Pakistani Chief of Staff was optimistic about the city's defense "but the really clever generals clearly do not see much chance. We have been out looking at defensive preparations and we have seen nothing really prepared to defend the place".

Only a few foreign nationals are now lest in the city, including a number of press correspondents and Red Cross workers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮০। ঢাকা ধ্বংসের মুখোমুখি	গার্ডিয়ান	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE GUARDIAN, LONDON, TUESDAY, DECEMBER 13, 1971

DACCA COUNTS THE HOURS TO DESTRUCTION

From Lee Lesscaze, Dacca

Dacca is a city awaiting destruction. No one knows how much damage the city will sustain when the Indian Army opens its attack here but Pakistani commanders arc determined to fight as long as they can from their camp on the outskirts and from positions in public buildings.

Lieutenant-General A. A. K. Niazi told reporters that any destruction in Dacca would be die price of freedom. In a brief interview in Dacca the senior commander here pledged again that his troops would fight to the last man. As the general spoke a small crowed of non-Bengali civilians gathered around him and began shouting "Long live Pakistan" and "Crush India." They were some of the Dacca residents enjoying a six-hour break in the curfew that permitted movement in the streets.

The scene here is strangely peaceful in spite of the approach of Indian forces. Many- residents have left Dacca for the safety of rural villages but there are few sounds of war to remind those who remain of the battle to come. Anti-aircraft gunners opened fire briefly but observers could see no plane in the bright blue sky. Artillery sounds are still very distant.

At the Hotel Intercontinental some journalists sunbathed by the swimming pool, while a pool attendant fished prices of shrapnel from the water with a magnet. The reporters took turns guarding the hotel gale, seeking to prevent armed men entering the building which is now a Red Cross neutral zone and thereby is required to contain no weapons.

Pakistani citizens living in the hotel, all of them from West Pakistan pass their time watching television in the lobby and playing an occasional game of table tennis. The morning news paper claimed the Indian advance had been halted.

Accurate information about the war is almost impossible to obtain. Inspitc of trips around the city and towns nearly no one has seen the Indian Army. No one saw the reported Indian paratroop drops at two locations fewer than 15 miles from Dacca, and no one can predict when the Indian attack here will begin.

Senior Pakistani officials have said they expect the battle for Dacca before Tuesday evening, but their prediction like all others is made without knowing the Indian commanders' intentions.

Diplomats and journalists spend hours puzzling over how the Indian paratroop battalions dropped near Dacca arc being supplied, and how they are going to link up with other Indian units. Rumors of new Indian troops drops are frequent, but unconfirmed.

Another popular topic for debate is whether the upper or lower floors of the 11-storey hotel are safer. The power are preferred should the Indians begins bombing, while the upher are better protection against stray rural arms fire from any street battle and afford a better view.

Minutes after the ceasefire that enabled some 400 foreigners to esacuate Dacca in RAF Hereules transports yesterday, one Indian plane bombed Dacca airport, presumably trying to close the runway for good. But there have been no further bombing missions against Dacca. Instead this had been perhaps the most peaceful day here since the was began on December 4.

About 40 United Nations staff members have stayed in Dacca, hoping that they can be useful in distributing relief aid when the war ends. There was some talk of organizing a soccer match between the United Nations and the journalists, but that is one of the few games yet to materialize. It floundered over problems of transportation which is scarce, and because the curfew will soon be reemployed during the nightly blackouts Hotel residents gather for chess and poker games by candlelight and share battles of liquor on hand. There is nothing else to do in Dacca but find ways to pass the time until the battle starts.

- Washington post.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮১। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যশোরে ক্ষমতা গ্রহণ	ডেইলি টেলিগ্রাফ	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, MONDAY DECEMBER 13, 1971

INDEPENDENT BANGLADESH GOVERNMENT TAKES OVER IN JESSORE

Drive to restore law and order first priority

By peter gill in Jessore

The Government of independent Bangladesh which returned over the weekend to the former Pakistani district capital of Jessore, has stated that its first priority is to restore law and order to its now chaotic country.

In a triumphant procession led by armed guerrillas and Indian Army military police, Mr. Tajuddin Ahmed and President, drove in two commandeered Pakistani diplomatic corps Chevrolets from petrapole on the Indian border, to Jessore on Saturday.

Addressing a crowd of thousands in the centre of the town, the two Bengali leaders urged their people not to take the law into their own hands by killing "traitors and Pakistani collaborators."

They said that a special war tribunal would be held soon in Dacca at which these men would be tried.

They also reminded the crowd that when from the area they had left behind quantities of arms add ammunition. These should be handed over, either to the Mukti Bahini guerrillas.

It was apparent to those who attended the meeting that both leaders were preoccupied with the potential lawlessness of their own followers. At least 2.000 guns were handed out to guerrillas in the immediate Jessore area and there are already plans to disarm them.

Armed civilians

The crowded streets were a pincushion of rifle and light machinegun barrels after the rally. Although there are uniformed "regulars" among the guerrillas, most of the guns were carried by civilians in traditional Bengali dress.

Jessore itself a town of 60,000, is rapidly returning to normal. After the Pakistani military crackdown last March, more than half its people including almost all the women, fled to the countryside.

The Bangladesh Government has appointed a new district commissioner Mr. Wali-ul Islam, to succeed the Pakistani Administrator who fled last week with the Army garrison towards Khulna.

Most junior administrative officials, including policemen, have remained behind and are being encouraged to continue working under the new regime.

In striving to establish a secular state for long the ideal of the moderate Awami League party, the Government announced over the weekend the banning of four rabidly Moslem Political groups. They are the Moslem League the Jamate Islami the Nizam Islam and the people's Democratic party.

The Government has declared its international stance as one of friendship towards all peoples." Mr. Ahmed was careful to avoid harsh criticism of the United States which has opposed the Indian invasion of East Pakistan but which is soon likely to be approached for aid to set up an independent Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮২। বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের পরাজয় অবধারিত	ডেইলি টেলিগ্রাফ	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, DECEMBER 14, 1971

LULL ON THE WESTERN FRONT PAKISTAN ARMY HEADS FOR CERTAIN DEFEAT IN EAST

DACCA DEFENDERS UNPREPARED AND OUTWITTED

By Clare Hollingworth in Dacca

The battle for Dacca is not yet over, but the Pakistani Army in Dacca is doomed. The basic reasons for the defeat in the East are that insufficient preparations were made for the campaign.

The planners in Islamabad concentrated their energies on Kashmir, while the local Army commander, Lt-Gen. A. K. Niazi, was completely outwitted by his Indian opposite number.

The Indians since July have mounted a series of pinprick attacks by the Bangladesh guerrillas along the 1,300-mile frontier with India, while at the same time guerrillas were engaged in terrorist activities and attempting to take over isolated areas inside the country.

Apart from giving up a tiny salient here or there, Gen. Niazi strung his troops along the frontier in a desperately over-stretched posture.

The Indians then cleverly built up the war so slowly that it was only after the major air raids on Dacca airport on Dec 4, long after the frontier defenses were pierced, that Gen. Niazi ordered the staged withdrawal to pre-arranged defensive positions.

Contingency Plans

There were also a series of contingency plans for the redeployment of troops in defensive positions to secure Dacca, the capital, as well as Chittagong, the main port, and Khulna.

For the past three days, the military spokesman, with little or nothing to say, his practically isolated himself from correspondents.

Official communiqués issued in Islamabad are generally 48 hours behind the events and, like military communiqués throughout history they tend to reflect more hopes than facts.

Guerrillas wait

So far the strict blackout, dusk-to-dawn curfew and well-manned road blocks have prevented any major guerrilla activities in the urban centers but in Dacca alone some hundreds are under cover waiting to rise when the Indian Army approaches.

Meanwhile the Indians are using Shamshernager airfield to the south of Sylhet, and it is likely that they have cut off the whole of the north-west salient from Hilli on the western frontier to the Ganges.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৩। ১. নিয়াজীর প্রস্তুতি ২. ইয়াহিয়ার সৈন্য বাহিনীর লজ্জা	ডেইলি মেইল	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY MAIL, DECEMBER 14, 1971

TIGER IS WAITING FOR THE KILL

From Mail Correspondent in Dacca

Seated on a shooting stick at a street corner, the chief of Pakistan's Eastern command vowed yesterday to fight for this city to the last man.

General A. A. K. Tiger' Niazi made the pledge as the advancing, Indians were reported to be as close as six miles.

He said as stragglers from other pans of the country reached Dacca: "It doesn't matter...It's now a question of living or dying and 'we shall fight to the last man."

He also scotched any idea of surrender-as demanded in, a fresh appeal by General Sam Manekshaw, the Indian, Chief of Staff."

It was General Manekshaw's third call in a week and made to prevent 'unnecessary loss- of life and damage' in the battle for the Pakistan Army's last major stronghold in' the East.

The message said, in part: 'Further resistance is senseless. My forces are closing in around Dacca and the garrison is" within range of our artillery. It should be the duty of all to prevent useless shedding of innocent blood.'

In the past 24 hours Indian infantry columns have advanced on the city from the North-West, the North and from Narsingdi, 25 miles to the North East,

And two battalions of paratroops have been dropped at Tangail, 50 miles to the north- west, and Bhairab Bazaar, 40 miles north-east.

John Webb at Khulna; East' Pakistan, reports:'

Twelve hundred Pakistanis, chased 35 miles down the road from Jessore, are' making a gallant stand at this river port.

Survivors of the 107th Infantry Brigade, bottled up in a garrison, have at last slowed the pace of the Indian assault.

I sat in a laundry 500 yards from Pakistan gunners yesterday for a briefing on the battle. The improbable temporary field headquarters belonged to Brigadier Sandhu Singh, C.O. of a. Brigade of the Indian 9th Division.

Protected

The laundry, protected from small-arms fire by a bend in the road was the only concrete building left in the village of Acra which I had reached in a communications jeep.

Less than 48 hours before, it had served Brigadier Hayat Khan, C. O. of the retreating Pakistanis.

As artillery shells whistled overheard Brigadier Singh, a bespectacled Sikh with a khaki sun visor strapped on to his turban, said: We cannot use our normal tactics of outflanking the enemy because there is a swamp on one side of the road and the wide River Bhairab on the other.

We have to advance up the stetch of road, which is only 30 yards wide at best, and which is heavily defended by bunkers and built-up defenses.

A surrender had been-arranged for the Pakistanis two nights ago. They were supposed to fire three flares, then bring their chaps across.

Detected

'But nothing happened, and the fight goes on

Ian Mather in New Delhi reports:

Chinese troops are on the move, presumably to the border area with India.

Last night an Indian Foreign Office spokesman refused to say how many Chinese troops were involved or where the movements had been detected.

He said: We believe that this must be part of their effort designed to express political solidarity with Pakistan.

'We still believe that China, has nothing to gain by enlarging this conflict'.

THE SHAME OF YAHYA'S ARMY

IT'S THE ATROCITIES, NOT THE DEFEAT ,

A Special Report by John Webb

The disgrace of the Pakistan Army is not its defeat. The shame of the soldiers of Yahya Khan is their appalling misconduct towards the 75 million people they terrorized in the name of East Pakistan.

Somehow these excitable, affectionate Bengalis have kept their spirit in spite of the murders, the rape and the pillaging. They talk of 'freedom' with tears in their eyes.

On every' road there is a trickie of homegoers, walking with pitifully small bundles on their heads, only an occasional woman in the party.

I met Sabed Ali Mandol, 40-year-old clerk, trudging along the road near Sabarsa, heading for his home in Jafarnagar with seven friends to prepare for the return of their family.

He told me how they fled to the interior because Pakistani troops stationed near the border went on a rampage.

'We were beaten and kicked' he said, They called us little monkeys.

Frontier

'When three women were dragged off to be used by soldiers stationed at a frontier town, we sent our women and children away. When the Pakistanis began shooting everyone they could find, we had to run too.'

In Saharsa, headmaster Siddique Rahman, 31, said the villagers had been forced to build bunkers.

'At 9 one morning they went the village of Goyra-Kagmari, which is very close to here, and they killed everybody. We counted 104 bodies. They killed the women and the children, including my mother and three of my nephews.'

The headmaster put his hand on the head of a young lad whose eyes had filled with tears as we talked.

'He lost five brothers,' he said.

The villagers were working mending thatched roofs and dismantling Pakistani bunkers for their wooden beams and sheets of galvanized iron.

I hitched a lift on a shiny red Honda motorbike, sandwiched between two Mukti Bahini freedom fighters.

When we stopped, Father Tedesco Sebastian, an Italian priest, who has been at Shimula mission for three years, confirmed that the Pakistanis kept up their terror campaign to the last.

Riddled

Two weeks ago a captain and three soldiers drove up in a jeep, made two villagers lie down on their backe in the road, and riddled them with machinegun bullets.

Near the market town of Jhikargacha, the villages caught up with Razakar leader after the regular Pakistani troops withdrew. They started face, slapping and punching him. They hit him with lathis and they threw stones. They stopped when he was dead.

Outside, the Awami League headquarters more than 300 villagers squatted happily in the sun for political speeches broadcast with deafening effect through four buge loudspeakers.

This was the execution place, the doctor said. They brought up to 21 people here every day, tortured them, then bayoneted them or cut their throats.

Then Dr. Abdur Rahim Khan and Kazim Abul Rasher, a tax inspector, led me to clearing in the jungle not 200 yards away.

The execution place was dreadfully quiet, and the air was foul. Older villagers and lots of children who had followed us, were standing silently.

Then the children moved ahead and called to me to come and see other burial pits. The most awful thing was that they knew where to look.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৪। ঢাকায় সমাপ্তি	গার্ডিয়ান	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE GUARDIAN, LONDON, DECEMBER 15, 1971

Editorial

THE END IN DACCA

General Tiger Niazi sums up matters with familiar flamboyance. "It is now a question of living or dying and we shall fight to the last man. The army will die. There will be no troops left to be repatriated." Tunes of glory; but also tunes of colossal waste and infinite futility. There is no reason why thousands of encircled Pakistani troops should be cut slowly to pieces. There is no reason why the sprawling slums of Dacca should vanish beneath hapazard shelling. There is no reason (as a panic-stricken civil administration clearly realises in bloodily prolonging Yahya Khan's heroic fictions. Bangladesh exists. Bangladesh cannot be negotiated away. Mrs. Gandhi has Eastern victory in her grasp; General Niazi's desperation may win him a footnote in history but nothing more.

How, then, can the carnage be stopped ? World pressures' thus far have floundered in a quagmire of politicking and polemics, and precious little hope lies there. East action can only stem from two people: Mrs. Gandhi and Yahya Khan. If Mrs. Gandhi won't halt her conquering forces, Pakistan's President should face the reality he has spent an appalling year avoiding-the reality of peace rather than jehad, negotiation rather than bluster. Furthermore, his American allies have a firm duty to tell him as much. The time for White House pique and sterile lecturing against New Delhi is long past.

Of course (as the Guardian has argued) Mrs. Gandhi should stop. The risks of slaughter are too great; the perils of a total puppet state too obvious. Bangladesh deserves better than a prolonged bloodbath. But, sadly, one prime reason why India grinds on towards complete annihilation is Pakistan's refusal to talk realistically and America's reckless championing of her case. We know that President Nixon "holds Yahya in esteem." We have also been told, by both Mr. Bush and Mr. Bhutto that Islamabad was on the point of discussions with Awami Leaguers when New Delhi struck. Thousands have died and over a £ 100 million worth of military hardware (enough to feed nine million refugees for four months) has been destroyed because India wouldn't wait.

Some of these charges carry discomforting weight; some will hang heavy around Mrs. Gandhi for the rest of her career. But they are irrelevant now and they indirectly reveal a bezarre situation: that the negotiations for an autonomous Bengal which Yahya and Mr. Nixon were "minutes away" from proposing before India moved are now deemed impossible when Pakistan's Eastern army confronts utter destruction. Will Islamabad, swallowing false pride, order Niazi to give in; acknowledge the independence of Bangladesh; free Sheikh Mujib and send him home ? That way saves lives. It also, in the contorted terms of realpolitik on the sub-continent, preserves a vestigial West Pakistani voice in Bengali affairs. Sheikh Mujib and his followers will not want to play stooges to New Delhi overlong. However, feelings fun now, there may be some future links with the West. All trade may not be shattered, all friendships severed. Pakistan has something to lose from a "fight to the last man." And Yahya Khan, stumbling too late from one blunder to the next, m us I know it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৫। বর্তমান বাংলাদেশ	টেলিগ্রাফ	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY TELEGRAPH, DECEMBER 16, 1971

Editorial

BANGLADESH NOW

With the occupation by Indian forces of East Pakistan, re-named Bangladesh, virtually complete, and with a dialogue under way between the military commanders in Dacca and New Delhi for a cease-fire, the first phase at least of the Indo-Pakistan war is clearly drawing to a close. It must be hoped that it will-prove to be the end not only of a phase but of the war itself. For this, two things will be needed above all: rejection by India of any idea of taking the opportunity to destroy the Pakistan State in toto. West as- well-as East; and renunciation by President Yahya of what is no doubt a strong temptation to persevere with attacks against India in Kashmir and the Punjab in the hope of securing even at this late hour, sufficient gains for bargaining purposes.

The first of these contingencies-that India might try to proceed to the complete destruction of Pakistan - appears unlikely. There are certainly those in and around the Indian Government who have never accepted the division of the sub-continent, but there is not much to suggest that Mrs. Gandhi will meet their wishes. If by some gross misjudgment, of a kind she has so far shown title sign of making, she did try to, it would completely alter Indian's standing in the affair. It would throw overboard in' one swoop the very considerable sympathy and understanding there has been in general world opinion for the origins and course of the war so far. It would certainly involve the Great Powers more closely then hitherto, and would probably bring* catastrophic results in the end for India herself.

President Yahya's problems are bitter. As a soldier, his instincts must suggest redoubling efforts to gain ground in the West, if only for the purpose of bargaining to secure the return of his troops in the East. It is to be hoped that he will take the wiser course of restraint.

However, the final end in Bengal now comes, the new State of Bangladesh is going to present India, and not only India, with immense problems. Only the Indian army can restore law and order, avert the danger of communal massacres, and provide the background for a new political and economic structure. Russia, China and America will all be closely concerned. Britain, has maintained good relations with both India and Pakistan. Help from London over the birth of Bangladesh, if offered unobtrusively, might be welcome.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৬। বাংলাদেশের বিরাট বিজয়	ওয়ার্কস প্রেস	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

WORKERS PRESS, DECEMBER 17, 1971

SURRENDER A GREAT VICTORY FOR BANGLADESH

By John Spencer

Pakistan forces in Bangladesh surrendered unconditionally to the Indian army and the Mukti Bahini yesterday. Indian premier Mrs. Indira Gandhi told a wildly cheering parliament that 'Dacca is now the free capital of a free country'.

India has already recognized Bangladesh, which now becomes a state in reality as well as in the minds of the Bengali people.

The final surrender came just ten minutes before that expiry of an extended ceasefire, and India had threatened to resume the offensive with the utmost vigour, if its surrender call was not obeyed.

The Bangladesh provisional government is to take office in Dacca today. The Awami League leaders who make up most of the new government were unable to reach there yesterday because of transport problems.

Victory

The liberation of Bangladesh from the Pakistani dictatorship is a tremendous victory for the Bengali people. But the situation is still fraught with danger.

The Awami League is taking office with a thoroughly conservative and bourgeois programme which has nothing to offer the mass of workers and peasants beyond empty proclamations.

The Awami League proposes no real agrarian reform beyond vague promises to 'rationalize' land holdings and to the landless peasants.

This cannot overcome the chronic agrarian crisis in Bangladesh, where a predominantly peasant majority lives in a state of perpetual poverty.

The new government's promise to 'reverse effectively' the monopolist bias’ of industry is equally vague and demagogic.

Bengali workers and peasants can place no reliance on the promises of the bourgeois leaders of the Awami League and the Gandhi government.

They must organize independently of the capitalist class and resist all attempts to disarm them or recruit them for a war of annexation against W. Pakistan.

W. Pakistanis were not informed of the surrender, though the government-controlled radio" which has been broadcasting martial music for the past two weeks, announced that the situation in E. Pakistan was 'very critical'.

Surrender

Eventually, Yahya Khan went on the radio to announce the surrender in the East but said the war would continue in the West.

'We shall fight on,' he said, urging the people to be patient and prepared for further sacrifices.

He thanked China, the US and the Moslem states for their support.

China yesterday sent a stiff note to New Delhi protesting at an alleged violation of the border with Sikkim. In a separate announcement, the New China News Agency said China would continue to provide 'material support' for Pakistan and charged that India wanted to 'destroy Pakistan as a whole.'

The US, which is also backing Pakistan, has sent the USS 'Enterprise'-an aircraft carrier with 90 planes and one of the most powerful vessels in the world-into the Bay of Bengal.

If the Americans intended to use the 'Enterprise' for an evacuation operation they are too late, because the Pakistan army in Bengal has surrendered unconditionally.

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিসি লন্ডন
প্রচারিত বিষয়সমূহ

সংবাদ

এশিয়া বিষয়ক আলোচনা

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

প্রতিবেদন

বিবিধ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৭। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর বিবিসি প্রচারিত সংবাদ	বিবিসি, লন্ডন	২৬ মার্চ - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১।

26.3.71. A. 43 2200 PAKISTAN-ONE

Extensive lighting is reported from East Pakistan following moves by President Yahya Khan to restore his government's authority and reports from India that Sheikh Mujibur-Rahman has declared the province independent. The American Consul-General in Dacca, the eastern capital, said that tanks were being used to put down disturbances there. Earlier reports from India-some quoting a clandestine radio in East Pakistan said fierce fighting had broken out in many places. East Bengali army units were said to have joined police and armed civilians in clashes with army units from West Pakistan. There have been no reports direct from East Pakistan

President Yahya Khan announced his moves in a strongly worded broadcast in which he accused Sheikh Mujib of treason, and banned his majority party in the Awami League which had virtually taken control of East Pakistan. He also announced a ban on all political activity in Pakistan and complete censorship of the press.

Para One: RW 2100 (when US new)
fighting detail from 2030
Yahya snaps from 1520; Ind. from 1650

২।

27.3.71. C.83 203 PAKISTAN-ONE

Latest reports from Pakistan indicate that the army is in control of key points in Dacca, after tanks had been used to put down disturbances. And the official Pakistan Radio said the curfew in the city, which had been lifted for nine hours during the day. would be lifted again today (Sunday). The radio went on to warn of severe measures against anybody putting up roadblocks or barricades, and said the army was in full control throughout the country. It also denied a statement put out by a clandestine radio station, broadcasting from East Pakistan and quoted by news agency correspondents in India, that supporters of Sheikh Mujibur- Rahman, the Awami League leader, were in control of the port of Chittagong and the town of Comilla and Jessore, and that the martial law administrator (General Tikka Khan) had been injured. Because of strict censorship in East Pakistan there is 110 independent picture what is going on.

RW. 1900 with Mon (Pakistan) on curfew, denials.

Bombing 1530: complete control 1300: *TRH(16) 2004/SK.*

৩।

27.3.71. C.62 1900 PAKISTAN-TWO

In one of the first eye-witness accounts of the army moves three days ago, a BBC correspondent who was ordered to leave Dacca said the troops carried out a ruthless, preplanned operation to intimidate the people of Dacca. Our correspondent adds that tanks and truckloads of troops met little resistance although a few students had arms. There was the sound of heavy guns firing and buildings were engulfed in flames. Our correspondent and his film crew were rigorously searched three times and their film and papers confiscated before being flown out of the country. He says the military regime is desperately intent on preventing uncensored news leaving Pakistan. Our correspondent says he feels that the army's statement that the leader of the outlawed Awami League, Sheikh Mujib-ur-Rahman, has been arrested, is probably true.

Correspondent, Clayton (London) ML /IMP 1852/SK

৪ ।

28.3.71 C. 61 1900 PAKISTAN-ONE

The official Pakistan Radio says that the East Pakistan capital Dacca, is still calm with life returning to normal. The radio says people are going to work and that the martial law authorities have asked banks to re-open. The curfew on the city has been re-imposed after being relaxed for most of yesterday (Sunday). But the radio says it will be lifted again today (Monday). Apart from Pakistan Radio, the little news about the situation is coming out mainly through India and reports say there has been continuing trouble in Dacca yesterday (Sunday) with more shooting. A clandestine radio broadcast monitored in Calcutta said that provisional Bangladesh-Bengali Nation-government had been set up in East Pakistan. The Indian News Agency quotes reports that the East's so-called Liberation Army captured the northern town of Rangpur after a battle with West Pakistan troops. India has rejected a Pakistani protest that she was interfering in its domestic affairs and has also denied that a clandestine radio, calling itself the voice of Bangladesh, is operating from India.

RW 1630 (when Dacca firing new),' Provo govt.. Rangpur 1540
Restfrom 1000 JML/1MP 1844/JEF

৫। বাংলা

30.3.71 A. 31 22130 PAKISTAN

With strict censorship still in force in East Pakistan, few details are emerging about the situation there. The official Pakistan radio says the curfew in Dacca was lifted again for twelve hours, but all banks in East Pakistan are being closed again for three days. The radio says that an increasing number of shops are opening and that some newspapers are being published.

But a traveler reaching New Delhi from Dacca said most shops in the city are closed and food is getting scarce. Another arrival on the same flight said the army is in full control of the city, which appears to have been heavily damaged.

Pakistan has made another protest to India alleging interference Pakistan's internal affairs. The Indian High Commissioner in Islamabad was told that organized demonstrations against the Pakistan Mission in India could have serious repercussions. The High Commissioner was also told that false reports had been sent from a clandestine radio in the mouth of the River Hoogly. This has already been denied by India.

Banks:1330
Travelers: 2030
Protest: 1730 with denial DUN 2110/CK

৬। **বাংলা**

1.4.71 C.90 2130 PAKISTAN-TWO

Reports from newspaper correspondents recently in East Pakistan say that the capital. Dacca, and other major cities were firmly under military control. They also report that when the army first went in, there was widespread killing of civilians in part of Dacca, especially among supporters of the East Pakistan leader, Sheikh Mujib-ur-Rahman. West Pakistan troops from the Punjab were blamed for a massacre of students and staff at Dacca University. Large areas of the city were said to be destroyed or still burning. Some reports say that, outside the main cities, the trouble was continuing. A correspondent of the American news agency, United Press International, says he managed to reach one town (Jessore) not far from the Indian border. He said he was shown the bodies of women and children who, he was told, had been bayoneted by Pakistan troops before they pulled out of the town.

An accusation by Pakistan that armed Indians had crossed the border into East Pakistan has been denied by an Indian Government spokesman.

Reports: D/PCORR (SMITH); UP!
Indian denial 1443
Infiltration 1000 AMK 2/20/B

৭। **বাংলা**

2.4.71. S. 4 SNAP ADO PAKISTAN

A BBC special correspondent who has just returned from Jessore says it is clear that the Pakistan Government is not telling the truth about the situation the fighting was still going on and a lot of innocent civilians were being killed, including women and children.

Our correspondent says that President Yahya Khan has clearly failed in a brutal attempt to destroy the will and morale of the East Pakistanis.

WATO Interview DES 1541/SK.

৮। বাংলা

2.4.71 C.106 2230 PAKISTAN-TWO

On the situation in East Pakistan, the radio continues to say that the major towns are quiet, -but admits there has been trouble in some areas, with what arc described as miscreants trying to terrorise Peaceful citizens.

A BBC special correspondent who has just returned from Jessore more than twenty five miles (forty kilometers) inside East Pakistan --says fighting was still going on when he left. He says government troops killed women and children and burned a number of houses. But by the time he left Eastern forces were again in charge and government units were bombarding the area with artillery and mortars from positions a miles (kilometers) away.

R W 2000

Radio 1530

Hart snapped 1341 VBO/DB 221U/FD

৯। বাংলা

2.4.71. C. 97 2130 RED CROSS-PAKISTAN

The International Committee of the Red Cross says the Pakistan Government has refused to allow its delegates and relief supplies to enter East Pakistan. A Red Cross statement in Geneva said it had withdrawn its delegates-including two doctors-and a Red Cross plane was returning with almost its entire cargo of eight tons of medical and relief supplies. A correspondent in Geneva, in a dispatch to the BBC, says the delegates had apparently been told by Pakistani officials that no outside intervention could be tolerated- -not even from an international humanitarian agency.

McGregor 51 (snapped 1924) VBO/DB 2105/Park
RTR: AFP.

১০। বাংলা

2.4.71 C35 1000 PAKISTAN-ONE

Reporter continuing to come in of violence and killing in East Pakistan. In one of the first reports by a foreign correspondent direct from East Pakistan, the correspondent of the London Times gave an eyewitness account of the situation in Jessore. He said Pakistan government troops had withdrawn to their military camp area, leaving the town in the control of East Pakistan troops and sheikh Mujibur Rahman's sympathizers. He describes seeing irregular militiamen of East Pakistan marching people of West Pakistan

origin to a market place, accusing them of spying for the Pakistan army. The prisoners (he said) were hacked to death as reprisal for equally brutal shootings by the Pakistan army.

The West Pakistan radio continues to say that all major towns in the Eastern province are quiet. But India-calling for action by the United Nations-has accused the Pakistan Army of using planes, tanks and rockets in a massive reprisal operation.

MON (KA RA CHI RA DIO)　　SPS/BJP　　0936/MH

(U.N. call and reprisals

from 2 y'day)

১১।　　বাংলা

3.4.71.　　A.12　　1500 PAKISTAN-ONE

The latest official Pakistan Radio broadcasts about the situation in East Pakistan have said that calm is continuing in Dacca and al so in the countryside. The radio says there were no reports of any incidents, and that large crowds attended regular Friday prayers at the Dacca mosques yesterday. Reports carried by All India Radio and the Press Trust of India, however, quote what they describe as reliable sources from within East Pakistan as saying that Pakistan air force planes yesterday carried out raids against a number of towns where supporters of Sheikh Mujibur Rahman have been offering resistance to the martial law authorities. All India Radio said that in the port of Chittagong, West Pakistan troops were under pressure and that air force planes were unable to land at Comilla because of trouble there.

RW 1300 (MON: Pakistan on calm from 1000)

INDIA REPORTS (RTR).　　JU 1440/mw

১২।　　বাংলা

4.4.71　　C.30　　1230 PAKISTAN OPS

There are no recent independent reports from East Pakistan about the situation there. An announcement by the martial law authorities in Dacca says that all measures have been taken to restore normal life and order in the country. The announcement advises the public not to pay attention to rumor-mongers. It says the curfew in Dacca are being reduced from Monday.

Meanwhile, All India Radio says it has received reports from East Pakistan that the martial law authorities there yesterday carried out big air raids and dropped napalm bombs on Chittagong and five other civilian areas. The radio says that according to one report, troops used long range cannon against the border town' of Jessore, said to be controlled by supporters of the East Pakistan leader, Sheikh Mujibur Rahman. These reports by All India Radio are unconfirmed.

Rejig 1030

Dacca 1030

All India Radio 1000　　JKJ/　　1225/FD

১৩। বাংলা

6.4.71 C. 29 1130 PAKISTAN-BRITAIN

In London, more than one-hundred-and-eighty Members of Parliament from all parties have signed a motion urging the British Government to use its influence to secure a cease-fire in East Pakistan. The BBC Parliamentary correspondent says that MP's accept the statement by the Foreign Secretary, Sir Alec Douglas-Home, that the British Government cannot interfere in Pakistan's internal affairs. But they are clearly anxious that every effort should be made to influence the Pakistani Government to seek a peaceful settlement without delay.

Herdiman Scott via GNS RO Y/KWC 1110/BH

১৪। বাংলা

7.4.71. C.31 1130 PAKISTAN REFUGEES

A group of people of various nationalities, who have arrived in Calcutta, in India, from the East Pakistan port of Chittagong, have spoken of mass killings and piles of bodies in the streets there. Some of the told of heavy damage during two weeks of fighting, and an American told correspondents that Chittagong was like a ghost city, empty except for the army, corpses and dogs. Correspondents quote the American as saying that the army generally ran amok in Chittagong, killing on a considerable scale. He said he was taken around the city by soldiers who wanted him to help get power supplies going again, and he witnessed a number of executions in the streets. Everywhere in Chittagong there was a stench of dead bodies. Other refugees spoke of East Pakistanis being gunned down on sight by the army and of equally brutal killings by the local inhabitants of West Pakistanis living in the port.

RW J000 when American new,
deleting reference to SELIS
Killings from 0200 ROY/MH 11/2lrh

১৫। বাংলা

7.4.71. C. 77 2130 PAKISTAN

Radio Pakistan has for the first time said that the air force has been in action in East Pakistan. It says planes attacked what it calls armed infiltrators to support the army in and around three towns. And that the army is now in full control of the entire northern region. The BBC' Commonwealth correspondent-just back in London after a month in Pakistan says the announcement is one of the first official indications given to West Pakistan of the extent of the disturbances, but people have heard a fair amount through foreign broadcasts. He said it was apparent during his stay in West Pakistan that the people were

determined that the East should not be allowed to go its own way. Our correspondent says that prospects of a long drawn out and bitter struggle seem very real.

Boil 2100! New 1900. *HMK/* *2110/Park*

১৬। বাংলা

9.4.71. **C. 58** **1900 PAKISTAN**

Radio Pakistan says the port of Chittagong in East Pakistan has been cleared of what it describes as anti-state and anti-social elements. The radio says most of them have surrendered to the army. It adds that a number of shops and markets in the city are open and that people are returning to their homes. Another statement broadcast by Radio Pakistan announced a new martial law regulation restricting the movement of people regarded by the authorities as acting suspiciously or against public security.

Reports broadcast by All India Radio say the Pakistani Air Force has made several bombing raids in the past two days in an unsuccessful attempt to gain control of the northern town of Rajshahi. Pakistan Radio has again described Indian reports as blatant lies and mischievous propaganda bearing no relation to the real situation.

Para It: MON
Para 2: MON: UP1. *J OR/ A WB* *1845/Park*

১৭। বাংলা

10.4.71 **C. 73** **2230 INDIA-PAKISTAN**

Reports from India say[1] hundreds of refugees from East Pakistan have been crossing the border. A Reuter correspondent says many are Hindus. Other unconfirmed reports from India continue to speak of clashes in at least seven towns between Pakistani troops and supporters of the political leader in the East-Sheikh Mujibur Rahman-who is under arrest. But the official Pakistan Radio says life in East Pakistan is continuing to return to normal. And in the capital of Dacca, (it says) a citizens' peace committee has been formed. Earlier, the radio said two armed members of the Indian border force had been captured inside East Pakistan (in the Jessore district). Pakistan has also told India to remove radio transmitter which, it says, is being operated at the offices of the Indian Deputy High Commission in Dacca. The Indian Foreign Ministry in Delhi denies that any unauthorized transmitter is being used.

Refugees:RTR
Clashes,normal
Committee: 2030
Rest: 1700 *GIL/MIW* *22201BH*

১৮। বাংলা

13.4.71. A.19 1230 PAKISTAN FOLLOW (HUBS)

An American correspondent who was recently able to get into the East Pakistan capital. Dacca, said he found the once heavily populated districts a black wilderness of ashes and bamboo stumps-all that remained of the homes of thousands. The correspondent-from the news agency. Associated Press-said that the city, under strict curfew, during darkness, was patrolled by West Pakistan troops and that he had heard rifle fire at night. While he was in Dacca, the correspondent said West Pakistan troops continued to pour in by air. But there were signs that life was returning to normal-essential services were functioning and shops had re-opened.

K W I (XX) (from 0200): JU 1225:sat

১৯। বাংলা

16.471 A.49 2300 INDIA-PAKISTAN (mainly HUBS)

Radio Pakistan says that saboteurs tried to blow up the. Kaptai hydroelectric power station near the East Pakistan port of Chittagong on Thursday, but were wiped out by Pakistani troops before they could cause any damage. The radio said the army had also foiled an attempt to dynamite a power plant on the River Meghna. It quoted an official spokesman in Dacca as saying that an Indian report that Pakistani troops had fired across the Indian border was totally baseless.

Correspondents say that Pakistan army forces are advancing on the town of Chuadanga-one of the main strongholds of the supporters of Sheikh Mujib-ur-Rahman.

Saboteurs from 2000
Denial MON (PAK)
Chuadanga (A P-Neeld)
(Times-Hornsby) 2235/sjc

২০। বাংলা

17.4.71 C. 42 1500 PAKISTAN

A group of East Pakistanis have proclaimed what they call the Government of independent Bangladesh under the acting presidency of Mr.Syed Nazrul Islam. At a village (Baidyanathala) just inside East Pakistan, Mr. Syed Nazrul Islam read a proclamation to about five thousand people gathered in a mango grove, saying his government appealed to all countries of the world to come to the aid of his people. He named a cabinet with Mr. Tajuddin Ahmed as his Prime Minister and Mr. K. M. Ahmed as his Foreign Minister. A group of foreign correspondents came from the Indian side of

the border to attend the ceremony.

SNAP 1354.-RTR
Last para fighting new 1300 Pakistan
Dacca 0930 "A " storx NK/H 1440/BH

২১। বাংলা

21.4.71 C. 37 1130 PAKISTAN

The martial law authorities in Hast Pakistan have summoned five local leaders to appear at the martial law headquarters in Dacca next Monday to answer various charges. An announcement said that if they failed to turn up, they would be tried in their absence. The five include senior officials of the banned Awami League. One of them is the league's general secretary. Mr. Tajuddin Ahmed, who was named at the weekend as Prime Minister of the breakaway state of Bangladesh.

RW 0600: new 0500 HH 1120/jo

২২। বাংলা

28.4.714 C.84 1930PAKISTAN

The martial law authorities in East Pakistan say there has been trouble in the Eastern capital, Dacca. Troops opened fire and seven people were killed. The authorities said anti-social elements had been stabbing, looting and trying to create panic, and that forty- five people were arrested. The authorities said they would be tried by a military tribunal and would be sternly punished.

Dacca troubles: R W 1730 (snapped) 1640):
Protest: RTR, MON
(All India Radio). GIL/MIW 1926/Park

২৩। বাংলা

28.4.71 A.49 1930 PAKISTAN
(MAINLY HUBS)

A British Labor Party Member of Parliament, Mr. Bruce Douglas Mann-who has just returned from a week's visit to East Pakistan-said in London that there was clear evidence of widespread atrocities having taken place in East Pakistan. He estimated that from reports he received during his visit at least a quarter of a million people had been killed. Mr. Douglas-Mann said he was hoping to persuade the British Government to withhold financial and other help for Pakistan until peace was restored. He also said Britain should recognize Bangladesh.

PA ROY/EGE 1910/KL

২৪। **বাংলা**

3.5.71 **A.19 1300 PAKISTAN RELIEF (HUBs)**

The three largest British relief organizations-Oxfam. War on Want and Christian Aid- have launched a joint appeal in Britain for what they describe as the homeless families who have fled from the tragedy of East Bengal into India. They estimate the number of those in need at about a million, requiring tents, milk powder, baby foods and other necessities. The first load of supplies is expected to leave for Calcutta later this week. The whole operation will be coordinated with the work already being carried out by the Indian authorities in West Bengal.

The BBC Commonwealth correspondent recalls that last year the British public contributed one and a half million pounds for cyclone relief work in East Pakistan. He says that because the Pakistani authorities will not allow the relief agencies to operate in East Pakistan, some long term projects have not been put into effect. For example, forty tractors were being sent from Britain to set up a tractor training school but our correspondent adds, they will probably have to come back to Britain.

Dipcorr (WALKER) *DUN* *1230/fes*

২৫। **বাংলা** 5.6.71

C. 56 **1430** **CHOLERA**

As the international relief operation gets under way to help fight the outbreak of cholera among East Pakistani refugees in India, there are reports that more refugees are still crossing the border to add to the estimated four and a half million already in west Bengal. Forty thousand refugees were being cared for in one camps alone only a few miles from Dum Dum airport near Calcutta, where the Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, arrived for talks on the situation with the Chief Minister of West Bengal. A BBC correspondent in Calcutta says deaths from cholera mong the refugees may already total between three and four thousand, and the approaching monsoon rains will make conditions worse. In Geneva, the World Health Organisation has seventeen tons of medical supplies ready for dispatch but is being held up by lack of transport. In Britain, a plane is leaving London during the day carrying a million doses of anti-cholera vaccine, and Royal Air Force transport plane is preparing to fly to India on Monday carrying further supplies of vaccine and a mobile hospital. The RAF are also flying tents from Singapore. Medical supplies are being sent by other countries and a number of governments have now donated several million pounds to a United

Nations Appeal for funds to Finance relief.

R W 1030 Cholera (when-Gandhi arrival new) LVW/DMW1440 ; je

with UPl: *201; Dipcorr (Brierly); RTR*

২৬। বাংলা

10.6.71. C.42 1330 PAKISTAN

East Pakistan's governor and martial law administrator. Lieutenant General Tikka Khan, has appealed to all refugees who fled to India to return home. He said they could do so as equal partners with the rest of their countrymen. Radio Pakistan quotes the Governor as saying that political leaders would be welcomed back, as well as students, businessmen, civil servants, and members of the armed forces and law enforcement agencies. General Tikka Khan said reception centres had been set up along the border, equipped to offer food, shelter, medical aid and transport. He added that life had returned to normal in East Pakistan. General Tikka Khan said the refugees had left under the influence of false and malicious propaganda, and were risking malnutrition and disease unnecessarily.

The BBC Commonwealth Correspondent says outside observers are inclined to be skeptical at the tone of General Tikka Khan's statement. Our correspondent says observers regard it as a reaction to the image Pakistan has acquired because of the mass flight of its people.

Tikka Khan from 1000 with JTFJRMH 1330/BU Walker D.282.

২৭। বাংলা

20.6.71. C. 21 1000 PAKISTAN

Pakistan has lifted the ban on foreign correspondents visiting East Pakistan on their own. A Government announcement says that because the law and order situation is completely under control, foreign newsmen can now visit the province without previous permission or official escorts. The restrictions have been in force since fighting broke out last March. Censorship on reports from East Pakistan was lifted earlier this month. It is not clear whether the lifting of restrictions also applies to film crews. A four-man delegation from East Pakistan is going abroad to explain the Pakistan position to foreign governments and (it says) to dispel hostile propaganda.

In India, the authorities are making urgent efforts to move about forty thousand refugees camping near Calcutta airport runway. Airline operators have said that unless the refugees are moved, services might have to be cut on safety grounds.

BAN AFP, AP, UP I, HN (from 0800)
'A ‘story 2030
Runway: Clayton N.S (from 0800)
E. Pak. Deleg, (from 2030 'A') NK/BJP 0949/MH

২৮। বাংলা

3.7.71 C.41 1330 PAKISTAN MPs

Members of the official British Parliamentary delegation which visited Pakistan have

returned to London after talks in Delhi with Indian Government leaders. The former Commonwealth Secretary. Mr. Bottomley, said he and all the other members of the delegation were convinced that there could be no return to normality in Pakistan until there was a political settlement. Referring to a meeting he had with the military governor of East Pakistan, General Tikka Khan, Mr. Bottomley said he formed the view that the governor understood nothing about economic and social problems and must carry a heavy responsibility for what was happening in East Pakistan.

Mr. Bottomley again praised Indian efforts to help the refugees and paid tribute to the attitude of the Indian Prime Minister, Mrs. Ghandhi. Another delegation member, Mr. Prentice-a former Minister, of Overseas Development-described the suffering in East Pakistan as appalling and said it had been a tragic mistake to try to apply a military solution.

RW J 300 (WHEN NEW) adding
Prentice Carmen!: P A. *TLL* *1330/mw*

২৯। বাংলা

12.8.71 **A 39** **2200 MUJIB**

A spokesman at the United Nations has said that the Secretary General, U Thant, is engaged in private diplomatic negotiations over the case of the East Pakistan leader. Sheikh Mujibur Rahman. The spokesman added that U Thant was not prepared to say anything about the matter publicly. He confirmed that the Indian Ambassador to the United Nation had handed to U Thant a communication from Mrs. Ghandhi about Sheikh Mujib's trial.

The Sheikh's trial was due to open somewhere in West Pakistan last Wednesday, but no news of it has been released and it is not known if it has actually begun.

APRTR *EVS/CEG* *2135/AN*

৩০। বাংলা

19.9.71 **A 32** **2100 THANT-PAKISTAN**
(Embargoed till then follows central story)

U Thant gives another warning in his report about the situation in the India subcontinent where, he says, any major conflict could all too easily expand. He says the fundamental problem in East Pakistan cannot be solved except through a political settlement. He also says international response to his appeal for relief supplies had been far from adequate. Relation between India and Pakistan were also a major component of the East Pakistan problem, he said. Though there could be no doubt of both government's desire for peace, tension between them showed no sign of subsiding and the situation on the borders of East Pakistan was particularly disturbing, with border lashes, raids and

sabotage apparently becoming more frequent.

RTR/AFP *LVT/HYD* *1835/JL*

৩১।

24.9.71. **A.34** **1830 SHIP**

In East Pakistan, an official spokesman has said that another ship- this time an American one-has been damaged by a mine. He blamed infiltrators from India for the explosion, which took place at Chalna in the Ganges delta. The ship was carrying food to East Pakistan. A British ship was also recently damaged by an explosion at Chalna-in this case the Bangladesh movement claimed responsibility.

MON (RADIO PAX) *EVS/DMW* *1809/MH*
NEWS INF on British ship.

The British Government has confirmed that frogmen severely damaged a twelve thousand ton British cargo ship, the Teviotbank, in the East Pakistan port of Chalna. The Bangladesh resistance movement has claimed responsibility. One report from Calcutta says the frogmen attacked the ship with limpet mines, and efforts are being made to keep her afloat. Soon after the attack-last Sunday-another British ship sailed from Chalna. It was attacked by gunfire, but there are no reports of injuries or damage.

৩২।

23.9.71. **C.45** **1330 SHIP**

Times:
Confirmed Dipcorr (Briky): VBO. DGE *325: sat*

৩৩।

4.10.71 **C.J** **0100 POPE**

Pope Paul has issued a new and urgent appeal for more aid to help deal with the situation caused by the fighting in East Pakistan earlier this year. And he has called for a day of prayer and fasting next Sunday for both the refugees and the inhabitants of East Pakistan itself. Speaking to crowds at the Vatican, he said: "It does not seem exaggerated to hope that the world will be moved to pity, and will send indispensable assistance; food, clothing and medicines. Pope Paul said he was launching his appeal above all for the eight hundred thousand children reported to be exhausted, sick and starving in the refugee’s camps in India. News reports, he said, speak of the disproportion between the enormity of the calamity and the present relief measures.

HW1600 (A and C)
with more another look at RTR: IJ PI *0035/UWSPS*

৩৪। বাংলা

18.10.71. A.55 2200 PAKISTAN

Britain is to make a further seven and a half million pounds available for relief work among Pakistani refugees in India. Another million pounds will be provided for relief work in East Pakistan. This further assistance is being given in response to appeals by the United Nations Secretary General U. Thant. and the High Commissioner for Refugees, Prince Sadruddin Agha Khan. It more than doubles Britain's previous contributions. The aid was announced in Parliament in London by the British Foreign Secretary, Sir Alec Douglas Home. Sir Alec said later that Britain would do everything conceivable to help towards a settlement between the two countries.

In Strasbourg, the Ministerial Committee of the Council of Europe has called on the seventeen member governments to increase their assistance to refugees from East Pakistan.

R W 2100 with RTR on Council
British aid snapped 1553 MJH 2158/jo

৩৫।

9.11.71. A.35 1900 EAST PAKISTAN (HUBS)

It is reported in East Pakistan that the Pakistan government has decided to impose collective Fines in areas where subversive or anti-state activities have been going on. A BBC correspondent in Dacca says the decision would appear to have been taken in view of the rising incidence of rebel attacks, both in the East Pakistan interior and in the capital, Dacca, in which the rebels have been showing increasing boldness. In one recent incident, a group armed with automatic weapons, kidnapped a stationmaster and three railway policemen in Dacca. Our correspondent says there have also been a number of bombing incidents at schools and at Dacca University.

ROBSON N65. N66. LVT/CEG 1845/AN

৩৬। বাংলা

17.11.71 C.39 1200 DACCA

The capital of East Pakistan, Dacca, has been placed under indefinite curfew. Early morning broadcasts told people to stay at home until further notice. There has been a house to house search, and it was stated that all unlicensed arms and ammunition should be placed outside. If this was done, the announcement said, the military search parties would simply pick up the arms and no questions would be asked. All traffic has been halted, except for ambulances and vehicles belonging to the electricity board and Pakistan's international airline. The city's six police districts have been placed under the control of brigadiers.

During the, past month there have been reports of guerrilla activity in and around Dacca, and several people have been killed and wounded as the result of bomb explosions and shooting incidents. Electricity supplies have been interrupted, and schools attacked and damaged.

RW 1100 (when new)

with Background News Info: RWS/FJG 1135/PS

৩৭। বাংলা

23.11. 71 C. 53 1400 PAKISTAN-INDIA

A state of emergency has been declared in both East and West Pakistan. Radio Pakistan says the emergency has been declared by President Yahya Khan because of the grave situations following a threat of external aggression. At the same lime, all domestic air flights in East Pakistan have been grounded and the Pakistanis say that the Jessore airfield has come under Indian artillery fire. Jessore is one of the areas that Pakistan says has been the target of attacks launched across the border by one hundred thousand Indian troops backed by armored units. India has denied charges of military offensive saying that Bengali guerrillas are being described as Indian troops. All India Radio said the guerrillas are advancing deep into the Sylhet district of East Pakistan and that fierce fighting is going on in the Jessore and Rangpur areas. Radio Pakistan says fighting is continuing in the Jessor, Sylhet and Chittagong areas. But enemy advances are being checked and heavy casualties inflicted.

RW 1130
Grounded: Snap 13J5,. Robson IC3,'
Emergency.. 0858, Pak. charge.. 2300;
India react.. 0100:'India guerrs. & AIR: 1130
Pak. fghtg.. MON. AP, RTR J MLS 13481J EE

৩৮। বাংলা

25.11.71 A.21 HUBS PAKISTAN REWARD

The East Pakistani Government is offering rewards of up to ten thousand rupees for information leading to the arrest of what are called miscreants. The Government announcement defines miscreants as Mukti Bahini fighters, and those helping them with food, shelter, transport and the publication of subversive leaflets.

Reports from Dacca say that two explosions have damaged a factory at kajla, about ten miles from the city.

A P.-
Ahmad N13 ; DUN 1200/PS

৩৯।

2711.71. C.2. 0030 PAKISTAN-TWO

All India Radio says Bangladesh forces have consolidated their forward positions around Jessore and Sylhet and have liberated fresh areas in four regions. The radio sail the guerrillas had also captured the town of Panchagarh in the Dinajpur district, and reported a fierce battle on the outskirts of Jessore. Heavy fighting was al-;o said to be in progress in other areas. The Radio said about eighty Pakistani troops were killed by Indian forces repulsing in attack on a border area (in Dinajpur.)

MON (AIR): RTR 80 dead 1800 PW 0025/NEW

৪০। বাংলা

30.11.71 A.34 1330INDO-PAK-ONE

In the fighting in East Pakistan, the Pakistanis say they have repulsed fresh attacks by Indian forces in the Jessore and Sylhet regions, while the Indians have reported successes by the East Pakistani guerrillas. The Indians say the guerrillas have gained control of Radhanagar in the Sylhet district, and have launched an offensive against the strategically important town of Navarong near Jessore. A correspondent in Dacca, in a dispatch to the BBC, says the Pakistan Army has reported that Indian forces have fired shells into Jessore with Russian-made guns The correspondent also reports that there have been two more fires in Government" jute warehouses in East Pakistan, making a total of six similar fires in the past week. Guerrillas are also reported to have intensified their activities ill Chittagong. Where newly elected members of the national and provincial assemblies have formed a committee to try to improve security in the port.

R W 1230 (deleting reference to "claims" and "rebels")
Nizamuddin Ahmed on Jessore,
shelled, jute (also APP) and Chittagong.
Indian reports new 0930. NH 1325/NH

৪১। বাংলা

2.12. 71 C. 50 1330 INDIA-PAKISTAN

The Indian Defense Ministry says Pakistani Sabre jets have bombed areas around the airfield at Agartala in the north eastern Tripura state. The planes were driven off by anti- aircraft fire and the Indian army was ordered to take immediate defensive action. Correspondents say this is the phrase used by the Indian government in the past to describe Indian army crossings into East Pakistan. The Indians earlier reported an exchange of artillery and mortar fire around Agartala town and fierce fighting in part of the Rangpur district of East Pakistan. There are reports from both sides of heavy

engagement in the Sylhet area, northeast of Dacca, and fighting in the Jessore district of East Pakistan. In Dacca, a Pakistani spokesman said Indian artillery continued shelling Darsana, an important border railway town. Earlier, a correspondent in Dacca, in a despatch to the BBC, quoted East Pakistani reports of an Indian attempt to cut the main link between the towns of Comilla and Chittagong by artillery fire. The reports said the attempt failed.

RW I130 (when new) with snap lead rimed 1235 (RTR: AP):
& Nizamuddin (timed 0950) on Darsana; RPH: JG I325.dat

৪২। বাংলা

2.12.71. A. 52 2230 ADD INDIA-PAKISTAN

A BBC special correspondent in Dacca says the guerrillas have been steadily stepping up their activities and the army believes that there' are at least two thousand of them in Dacca alone. He says that in the latest incident, small arms fire was heard in one area of the capital, and parts of two villages on the outskirts seen in flames. A number of people have been admitted to hospital with bullet wounds, three of them soldiers.' According to police reports, a' petrol pump was blown up in the middle of the city, and our correspondent says military search operations are expected in a number of areas.

Robson 112. SPS 2205/CA

৪৩। বাংলা

3.12.71 A. 47 22(H) HUBS EAST PAKISTAN

Both India and Pakistan report continued fighting along the East Pakistan border. East Pakistan's civilian governor, Dr. Abdul Malik, has broadcast a warning that Pakistan is on the threshold of a devastating war. A correspondent in Dacca, in a dispatch to the BBC, says fierce fighting is reported on all the eastern fronts, including Shamshernagar, Dinajpur, Jessore, Rangpur, Khulna and Mymensingh. Our correspondent says the Pakistan army claims that Indian attacks are being repulsed and that the Indians have suffered heavy casualties. All India radio said Indian forces had taken what it called defensive action to silence Pakistani artillery which had been shelling Agartala, the capital of Tripura state, since Wednesday. The radio says East Pakistan guerrillas have captured towns and airfields at Thakurgaon and Shamshernagar, south-east of Sylhet. But a military spokesman in Rawalpindi said despite what he called minor tactical gains by the Indians; the airstrip at Thakurgaon was still held by Pakistani forces.

R W 2000 (Shamsher ami Pak denials on Thakur new 1900) SPS
Malik 1200; place names more Nizamuddin 33 2145/off

৪৩।

4.12.71 A.47 2300INDO- PAK AIR
(Follows West)

Pakistan claims to have destroyed or damaged forty-six Indian aircraft, both fighters and bombers. Radio Pakistan said that five Indian pilots had been captured. The Indians say they have lost eleven planes and have destroyed thirty-three Pakistani ones. They say these include nine Pakistani aircraft destroyed on the ground at an airfield near Karachi; and nearly all Pakistani planes based in East Pakistan.

A BBC special correspondent in Dacca says that airfields around the city have been under fairly constant attack with the Indian aircraft flying in low to fire rockets and cannon shells. He tells of seeing two of the planes crashing in flames after being hit by ground tire.

R W 2 J30 & 2030 C. (when 46 new)
with MON, RTR: AP : UPI on details
Robson N126 SPS 2240/BJF

৪৪। বাংলা

6.12.71. A.58 2230INDIA/PAK ONE

India claims sweeping gains in its drive deep into East Pakistan which it has officially recognized as the independent state of Bangladesh. Indian military spokesmen said their forces are continuing rapid thrusts from fifteen points. They also claim victories on the Western Front. Pakistan also reports successes on both fronts, particularly in the air, and says its troops are in full control of the situation in the East. India says fierce fighting is going on in a number of sectors, including Jessore, but some units have by-passed the city and arc striking for the capital, Dacca. A military spokesman said road links between Dacca and Jessore are being cut and carrierborne planes have hit troop concentrations, in Dacca. He also clamed that both Dacca's airfields have been immobilized and that harbor installations in the capital and at Chittagong, Cox's bazaar, Mongla and Chalna have been attacked.

"C" story with RTR: AFP: AP: UPI: & MON (AIR: RP) (14) RLB
AGB VOC

৪৫।বাংলা

8.12.71 A. 11 1300INDO PAK-TWO
(Mainly HUBS)

An Indian military spokesman has said the Indians have captured the airport at the town of Comilla, about 30 miles (48 kms) from Dacca, and are approaching Comilla itself from several directions.

Dacca Radio reports fierce fighting from other parts of East Pakistan. It says the Pakistanis are holding Laksham despite heavy Indian pressure, and that they are constantly defying Indian attempts at a breakthrough in the area of Rangpur and Dinajpur. Dacca Radio says Indian helicopter-borne paratroops were wiped out in the Sylhet area.

All India Radio says that since fighting began in East Pakistan, the Indians have taken eighteen hundred prisoners and killed about four hundred Pakistani troops

MON (DACCA): JMS/RMH (II) J307/JH

৪৬। বাংলা

10 12.71 A. 44 1930-1NDO-PAK-TWO

Our correspondent says the loss of about fifty square miles of Indian territory in the Chamb sector is regarded as only a temporary reverse by the Indians. North of the Chamb sector the Indians say they have pushed back the Pakistanis in several Places along the old cease-fire line.

In East Pakistan, the Indians have reported mostly stiff resistance in some areas. But they say they have used helicopters and river steamers to ferry troops across the Meghna River and establish a sizeable bridgehead about forty-five miles (about 70 Kms) north- east of Dacca, for the assault on the capital From this point they say Dacca is directly threatened, as there are no major natural obstructions to their forces. Indian troops converging on the capital from the south-east and west have to cope with a number of rivers which from Dacca's main natural defenses. In the capital, the Dacca station of Radio Pakistan has been off the air for hours, and the Indians say this is the result of a rocket attack on the transmitters by Indian aircraft.

RW 1700 run nig story.
Barron reed 1545. resistant 1430. RWS/EGE. 1910/pms
copters 113V. D. Radio snapped 1522 (affair 01)00)

৪৭। বাংলা

121271 A. 21 1230INDO-PAK-ONE

In East Pakistan, the Indians say they have landed paratroopers in a number of areas around the capital, Dacca, as ground forces continue their advance on the city. India's Eastern Commander, Major General Jacob, said the airborne operation-carried out yesterday-had been successful, but he would not give any further details. The Indian Commander added that ground troops-who earlier crossed the Meghna river were now within about twenty miles (32 kms) of the city, and had met some resistance. The Indians say their troops are now in full control of the river and are dominating all its tributaries in the Comilla area. Major Jacob also said Mukti Bahini guerrilla units were very active in the Dacca area and that lighting had been going on within the city,

MON (AIR) 0;1 Jacob (first at 0900)
Chittagong , domination Meghna (now)
PAK 110 surrender 0900 MJS/JCA 1220/kt

৪৮। বাংলা

13.12.71. A. 16 1300INDO-PAK-ONE

As their forces continue to converge on the East Pakistan capital. Dacca, the Indians say they have dropped more paratroops into the area. Latest reports put the Indians less than twenty miles away from Dacca, and All-India radio says they are closing in rapidly. But the Indians say paratroopers who were dropped in the area around Dacca on .Saturday have been meeting resistance. The Pakistanis say their troops are battling Indian paratroopers in the Tangail district, to the northwest of the city.

In Dacca itself, one news agency correspondent says that things have been quite today and he had heard no sounds of artillery or battle. He said the twenty-four hour curfew had been lifted for some hours during the morning to allow last-minute shopping before the expected Indian assault.

Paratroopers, Ind resistance. AIR 1030
UPI on correspondent, & Tangail fighting GAP/JCA 1245/kt

৪৯। বাংলা

13.12.71 A.57 2230 INDO PAK-ONE
(MAINLY FOR HUBS)

With Indian troop reported to be closing in fast on the beleaguered East Pakistan capital of Dacca, the chief of the Pakistan forces in the East (General Niazi) has said his troops will fight to the last man. And he has rejected another appeal from the Indian Chief of Staff (General Sam Manekshaw) to surrender. The Indians say that two armoured columns-spearheaded by paratroopers-are now driving in on Dacca from Tangail in the northwest and from Narsingdhi in the northeast. Some advance units are reported to be at Jaydevpur, less than ten miles (16 kms) north of the Dacca Army base. And correspondents in the capital say they found Indian troops on the far side of a river at Demraghat, nine miles south of the city. India says fierce fighting is still continuing at the Daulatpur army base near Khulna, and her troops are also meeting stiff resistance at Chalna, a southern port. But she claims to have blocked the escape routes to this and other ports. A spokesman in New Delhi says Indian forces are having tremendous communications difficulties because of the river network.

"C" story with RTR : MON (AIR, RP)AP: AFP
on locations and details GJ/AG B 2200/eg

৫০।

15.12.71 A .24 ADD SNAP LEAD INDO- PAKISTAN-O N E

The correspondents say the sound of artillery fire on the outskirts of Dacca, particularly to the north-east, seemed louder after dawn this morning. Indian aircraft have been dropping leaflets over Dacca, saying the Chief of Staff of the Indian army. General Manekshaw has instructed troops to give complete protection to foreign nationals and ethnic minorities. The leaflets reaffirmed a guarantee of fair treatment for all soldiers and semi military personnel who surrender.

ROBSON/BRILEY N.21: 1330/JII

৫১। বাংলা

15.12.71 S. 4 SNAP LEAD INDIA-PAKISTAN-ONE

The Indians say they are bombarding the East Pakistan capital of Dacca with heavy artillery and that Indian troops and Bangladesh guerrillas are attacking the outer defenses. A pooled dispatch from correspondents in Dacca says that cease fire negotiations are going on involving contacts between the Red Cross and the Pakistani Commander in Chief, General Niazi, but as yet nothing concrete has emerged. The dispatch says that there are intensified air attacks in and around Dacca, apparently directed at General Niazi's Headquarters and other military objectives.

BRILE Y H 21 LVT. 1310/LS

৫২। বাংলা

15.12.71 A.17 1230INDO-PAK-ONE

One report quotes an Indian spokesman saying that Indian- forces control the industrial suburb of Tongi. The latest report from Radio Pakistan speaks only of mounting pressure by the Indians in the Dacca area. Earlier the Pakistanis said Indian paratroops had been severely 'mauled' and had made no headway. After the resignation of the civilian government of East Pakistan, correspondents say the responsibility for Pakistan's last-ditch stand in Dacca now rests with the Army Commander, General Niazi. A number of senior Pakistani civil servants yesterday sought refuge in the Intercontinental Hotel, which has been declared a neutral zone.

In other action in East Pakistan, the Indians say they are now within four miles (6 kms) of the largest port, Chittagong. The Indians reported earlier that the port was ablaze and unusable after bombardments by their warships and rocket attacks by their aircraft.

TONG!: UPl
Indians on Dacca 0250; Pak Rad. Mon,. AP
Resignation 1600 Chiltagong 500 1220/KL

৫৩। **বাংলা**

16.12.17. **C. 74** **1330 LEAD INDO-PAKISTAN**

Fighting in East Pakistan appears to have ended. Radio Pakistan says that the fighting has ceased and that Indian forces have entered the capital, Dacca. The Pakistanis said that this came about after an arrangement made between the local Pakistan and Indian army commanders. In Parliament in Delhi the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi, said that representatives of the two sides had signed a surrender agreement in Dacca. Mrs. Gandhi said the agreement was unconditional on the Pakistani side. She said that India hoped that the East Pakistani leader. Sheikh Mujibur Rahman-who has been held in West Pakistan would take his place among his own people and lead Bangladesh to peace. Indian forces (Mrs Gandhi said) would not remain in East Pakistan any longer than necessary. And she added that the millions of refugees had already begun to trek homewards.

Earlier, two Indian generals flew to Dacca, and a BBC correspondent in Delhi says their task is to see that power is handed over with the minimum of disorder.

Pakistan admits defeat 1256;
Snaps on surrender (first 1207)
Osman 101/RTR/with Ringmain on Sheikh. *ROY/N K* *131 Ohio*

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৮। বিবিসির 'এশিয়া বিষয়ক আলোচনায়' বাংলাদেশ প্রসঙ্গ	বিবিসি, লন্ডন	২৭ মার্চ - ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ASIAN TOPICAL TALKS

THE BRITISH PRESS ON PAKISTAN

১।

27th March **By William Crawley (8)**

All the major British papers this morning reports extensively on the crisis in East Pakistan. Most papers describe the situation as one of civil war following Sheikh Mujibur Rahman's reported declaration of independence for East Bengal. Most papers quote passages from President Yahya Khan's broadcast to the nation yesterday. For reports of the fighting in East Pakistan they rely on news relayed from India and on dispatches of the Press trust of India. It is this source on which all reports of the transmission by a clandestine radio station of statements by Sheikh Mujib rely.

All reports quote parts of the message stating that Sheikh Mujib was the only leader of the people of Bangladesh, and that the people should continue their movement for independence until the last enemy soldier is vanquished. Several papers also quote the statement made by Mr. Zulfiqar Ali Bhutto on his arrival in Karachi that 'By the grace of the Almighty. Pakistan has at last been saved." The Daily Telegraph quotes the martial law administrator in East Pakistan, General Tikka Khan, as saying that' indiscipline is now so rife that the only way to safegeguaid Pakistan's continued integrity and unity is to curb the destructive tendencies shown in the East Wing.

Clandestine radio broadcasts arc also the source of other reports that the East Pakistani rifles had surrounded West Pakistani troops in Chittagong and other towns. The Times and the Financial Times both cite reports from the American consul general in Dacca about the deployment of troops and tanks in Dacca itself. Most papers estimate that there are about 70.000 Pakistani troops in East Bengal.

Several papers assess the implications of and comment in editorials on these developments. The Times says that instead of the speedy and effective police action for which President Yahya Khan hopes it seems possible that something like civil war might result. The Times says that the events of the past few weeks have shown the difficulties of achieving autonomy for East Bengal which stops short of independence. Though East Bengal may be cowed for a time, the Times say that the demand for some kinds of autonomy would not be silenced. The Times thinks that events may have pushed Sheikh Mujib to a declaration of independence, and that pressure from within the army may have pushed President Yahya Khan to action which he would rather have deferred.

The Daily Telegraph in an editorial is in no doubt that civil war has broken out in East Pakistan. The editorial says that separation is in the very fabric of the State of Pakistan. It says that high hopes were raised after the elections last December that East Pakistan would finally achieve its rightful plans in the system of government and its

people cease to be treated as second class citizens. Whatever the West Pakistani army do. says the Telegraph, to restore order now. it cannot create a stable and durable democratic system.

A report in the Telegraph from their correspondent David Loshak. who is in New Delhi, says that even it the Army succeeds in quelling East Pakistan's independence movement by sheer force, the prospects of keeping Pakistan united are dead. David Loshak says that there was never any chance of a compromise or of a lasting agreement arising out of the talks. The two wings were too deeply divided, says Loshak, and President Yahya Khan's discussions with the political leaders enabled the Army to buy time for a showdown with the East wing. A report in the Guardian also suggests that this was his intention. The Guardian says in an editorial that whatever the outcome it will mean more misery and bloodshed. The President's attitude that Pakistan must be kept united at all costs made the Sheikh's declaration of independence inevitable. Says the Guardian.

The Times carries a profile of Sheikh Mujib by Paul Manin— Martin quotes the Sheikh as saying in a recent interview that the people were behind him and that "guns would never silence the voice of the people of Bengal." Martin reviews Sheikh Mujib's political career's his years of imprisonment and his opposition to the regime of former President, Ayub Khan. He quotes Mujib as saying many limes, "I am an optimist. I hope for the best but 1 always prepare for the worst."

The Guardian also carries reports of the activities of East Bengalis in Britain. It reports the demonstration hold last night outside the Pak High Commission in London at which four peoples were arrested. A spokesman is quoted as saying that the demonstration was a celebration of the independence of Bangladesh, and it was organized by the British branch of the Awami league. It was followed by an all night vigil by 100 East Pakistani students.

The Guardian reports that a deputation of the Bengal Students Action Committee has asked to meet the British Prime Minister Mr. Heath today to ask for recognition of Bangladesh as an independent republic.

The Guardian also reports that the International Committee of the Red Cross in Geneva. Switzerland, has said that it is keeping a close watch on the situation in East Pakistan. The League of Red Cross Societies has had a representative in Dacca since the flood disaster of last year. The delegate is understood to have medical and other relief supplies at his disposal.

২।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON PAKISTAN**
29th March, 1971 ***By Mark Tully (S)***

Today once again the leading papers in Britain cover the Pakistan situation extensively. Apart from eye witness accounts of the events in Dacca there are editorial comments and explanations of the background to the crisis.

The Times has a leader which says that it is impossible to forecast what the next move in Pakistan should or will be. There will be pressures on India to get involved. But the Times thinks India might take a cautious line because complication which India would want to avoid could arise in a situation as uncertain as this. Chinese influences might well increase if there is a guerrilla struggle develops. There is also, the Times thinks, the possibility of a movement to unite Bengal developing in West Bengal which would in fact mean a secessionist movement. The Times thinks that Mrs. Gandhi's problems are hardly less than President Yahya Khan's, and that her caution yesterday shows that she realizes this.

Peter Hazelhurst writes in the Times about Mr. Bhutto. He says that the troops in East Pakistan are preserving the interests of a powerful minority. No sober-minded Pakistani can believe with Mr. Bhutto that there is a chance of a return to democracy. The West Pakistan can exect, Hazelhurst thinks, is a petty dictatorship in the West and a spell of ruthless military rule in the East. Hazlehurst says that Mr. Bhutto's behavior during the constitutional discussions pushed the Bengalis to their extreme stand. (Particularly when he persuaded the President to postpone the Constituent Assembly from March 3rd. and when in the end he insisted that his party should be included in any interim government.) Mr. Bhutto and the President with have to remember, Hazelhurst says, that they try the Sheikh, they are trying the whole of East Pakistan.

The Times also carries an article by Paul Martin. Martin says that the army's action has justified the extremists in East Pakistan who claim that co-existence with the West is impossible. This means that the supporters of violent revolution who have recently been overshadowed by the Sheikh's non-violent movement will have a much wider appeal.

The Guardian carries a long article by Martin Adency just back from Dacca. He says that the army for the moment is going to retain its hold except perhaps in Chittagong. The Noxalite guerrilla movements in East Pakistan are small and badly armed. The army has been building up its strength and are now reported to be three Divisions strong in East Pakistan. Adeney thinks the that serious situation the army faced in Chittagong last week might have finally persuaded President Yahya to act Adeney says that there were some incidents of Bengali nationalism taking a communal turn but on the whole the discipline of the Awami League was considerable. During the last few weeks, Adeney says that the people of East Pakistan really feet that they had taken over their own country. But they always realized there was the danger of army intervention.

He says that Bengali nationalism has not been fully appreciated by the army because the officers are arrogantly scornful of Bengali. Preston thinks that there is no hope of compromise now. He says that Yahya has bungled, he has made Mujib a martry, he has turned a conservative movement for autonomy into what will eventually become a revolution, he has overstretched the army, and he will have to face the United Nations.

The Financial Times has an article by Charles Smith the paper's Far East Correspondent. He says that East Pakistan's economic troubles are partly due to the fact that it is part of Pakistan. At partition East Pakistan had jute, textile mills and fertile lands whilst the West had virtually no industry and relatively and soil. But the cutting off of trade between East Pakistan and India and increasing industrialization in West Pakistan

hit East Pakistan which became a privileged market for the West wings expensive manufactured goods.

Smith thinks that the army will be successful in the short term and that neither China. Russia, nor India will give the independence movement much support. But Smith says Pakistan's problems cannot be solved by a military action, they need patience, time and mutual restraint.

The Daily Telegraph has a leader which says that the present tragedy springs from the neglect of the East wing during the regime of Ayub Khan. The paper says that the army cannot destroy Bengal nationalism. Either President Yahya will have to start negotiations for the return to democracy again or the Fast will eventually split. To start constitutional talks again will require a miracle the paper thinks. But if they don't start the Telegraph says independence for the East wing will come after untold bloodshed and the West will not benefit in any way.

৩।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON EAST PAKISTAN**
2nd April, 1971 **by William Crawley(S)**

As further eye witness accounts filler out of East Pakistan the British Press this morning tend to confirm earlier reports of the extent of the killing in Dacca and other cities of the province. Most of the papers give prominence to accounts by western journalists of the situation in the town of Jessore. A Times reporter, Nicholas Tomalin, who crossed from India to Jessore yesterday says that Bengali troops and civilians have been taking reprisals on West Pakistani civilians in revenge for the killing of Jessore civilians by Punjabi soldiers. Tomalin himself saw what he describes as "Punjabi prisoners" on their way to be executed Tomalin says that the situation in Jessore is according to some ovservers typical of what is happening elsewhere in East Pakistan. The West Pakistani troops have withdrawn to their cantonment leaving Bengalis in loose control of the town, but the regular troops are poised for further attacks. (The Scotsman quotes a Swedish reporter who also visited Jessore as saying that there were no Punjabi soldiers in sight. The Swedish reporter confirms the reports that some West Pakistanis died in reprisal killings by Bengalis in Jessore.)

The Times also carries a report from peter Hazelhurst in Calcutta in which refugees from Comilla and Jessore claim that the Army had hunted out most of the well known politicians in East Pakistan. Hazelhurst also reports the fears of non-Bengali Muslims in Bengal, who were originally refugees from Bihar in India. Hazelhurst says that some of these are beginning to return to Indian. (He reports that several Bihari Muslims surrendered to the Indian authorities at the border yesterday and asked to be transferred to West Pakistan.) Hazelhurst says That though attempts are being made to evacuate non Bengalis by sea by the West Pakistanis, this will still leave many non-Bengalis in East Pakistan, just as there is a large Bengali minority in West Pakistan.

In the Times Louis Heren, the well-known journalist, reports on a conversation he has had with an unidentified young man who had spent two years in East Pakistan and left Dacca earlier this week. This witness claimed that there had been a concerted plan to attack selected groups which included Awami League leaders, students, professors and their families, and Hindus. The witness said that West Pakistani troops had been led to believe that Hindus were the malign force behind the secessionist movement. This witness, reported in the Times, claimed that the objective of the Army was to eliminate the political and intellectual leadership of East Pakistan, and that Bengal would be without such leadership for at least a decade.

Reports in the Daily Telegraph and the Guardian give prominence to the situation on the East Pakistan border with India and the Indian concern over what is happening in East Pakistan.

৪।

ASIAN TOPICAL TALKS NEWSNOTE: CHITTAGONG

7th April. 1971 *by Mark Tully (s)*

Yesterday about 120 people of various nationalities arrived in Calcutta from the East Pakistan Port of Chittagong. From their reports journalists were for the first time able to piece together some sort of impression of what had happened in Chittagong and what the present situation is there. According to a report from a BBC correspondent and reports in British press the refugees from Chittagong confirmed that the Army is now in control of the city but many people have fled. The refugees confirmed that there had been heavy loss of lives and that the army had on occasions fired indiscriminately. But they also said that East Bengalis had killed non Bengalis. One mill manager emphasized the fact that criminal elements among the Bengali population had been responsible for the looting of his mill and the killing of his four West Pakistani fellow directors. The Guardian report says that the refugees confirmed that the East Pakistan Rifles and the Bengal Regiment stationed in Chittagong mutinied. According to the Times report the refugees said that it was not tune that Chittagong's port had been destroyed by fire (According to the Daily Telegraph one small party of refugees described how they had drived through 45 miles of territory North West of Chittagong, which was controlled by Bengalis)

The Times today also carries a report about a German Technician who had reached Calcutta from Dacca. The German technician told the Times correspondent that the army were in control in the central areas of the city. The people were very frightened. He also said that General Tikka Khan was contrary to earlier reports definitely alive.

There is a report in the Guardian from Martin Woollacott in Chuadanga a small town 20 miles east of the Indian frontier in East Pakistan. Woollacott reports that the town is being run by local people and the liberation Front has a military command there which considers itself in charge of operation for the South West of the province. Woollacott interviewed a West Pakistani army officer wile had been captured at Kushtia a town 20 miles East of Chuadanga. The officer said that his company had been driven out of

Kushtia (Woollacott said that morale in Chuadanga was high because of the defeat of the army at Kushtia and the reports of killings by the army which made the local people very angry.) Woollacott thinks that in the Southwest of the province the army will be able to hold their cantonments at Jessore and Khulna hut to send out small parties to try and control the other towns will be very dangerous. Woollacott confirms other reports that the army have now driven liberation forces out of Jessore.

৬।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON PAKISTAN**

13th April. 1971 by William Crawley (S)

On the Pakistan crisis the British national press this morning carries news both of the internal military situation and of the international repercussions.

The Times carries a report sent from Dacca two days ago by an American Associated Press correspondent, Dennis Neeld. Neeld reports that the Army is in control of the city but that thousands of families are still fleeing to their native villages from the city. According to Neeld looting by non- Bengalis is commonplace, and West Pakistani troops are still round up Awami Ieague officials and other prominent Bengalis. There is a night curfew in force in Dacca. Neeld says that about 10,000 troops are believed to have been flown into East Pakistan in the past fortnight being the strength of the Pakistan armed forces to an estimated 35,000. According to Neeld previous estimates that there were 70.000 troops in the province are exaggerated.

Reports in both the Times and the Guardian suggest that it is only a matter of days before the Army will have regained control over all the main urban centers in East Bengal. According to a Times reporter, the Pakistan Army has no immediate logistics problems. Supplies and reinforcements are being flown in and the army has control of the key waterways. The Guardian reporter, Martin Woollacott, reporting from Calcutta, says that resistance in the western part of East Bengal is likely to be suppressed in a few days. The Army has gained control of the Pakse Bridge which gives access to the southwestern parts of East Bengal.

Peter Hazelhurst in the Times writes of the international implications of the crisis. He reports that foreign diplomats in India fear that a serious border conflict might erupt between Indian and Pakistani forces on the frontier of East Bengal. Hazelhurst says that the most immediate danger is that members of the Bengali liberation forces may retreat across the border and set up their camps in radian territory, in which case the Pakistani forces would feel justified in following them across the border. Hazelhurst says Indian Military stragies believe that in the event of a full scale conflict between India and Pakistan, President Yahya Khan would ask China to create a diversion on the Sino-Indian border.

In the Daily Telegraph, Clare Hollingsworth reporting from Karachi says test there is a danger of East Pakistan becoming another Vietnam. She says that the appointment of General Tikka Khan as Governor of East Pakistan indicates a desire on the part of the

Army to move towards a more representative from of government. Miss Hollingworth says that President Yahya Khan hopes that the formation of national caretaker government will remedy the damage that Pakistan's image abroad has suffered as a result of the military action in East Pakistan.

৬।

ASIANTOPICAL TALKS PRESS REVIEW ON PAKISTAN

15th April, 1971 by Mark Tully (S)

The Daily Express, a popular British Daily, leads today with a report from Sylhet District in the North East part of East Pakistan sent by their reporter Donald Seaman. He tells a distressing story of the suffering there. There is also a report from Sylhet in the Daily Telegraph by David Loshak. He reports that the armies are doing their best to crush all resistance before the monsoons start but the battle is by no means over. Morale amongst the resistance fighters is still high, according to Loshak, although they are very inadequately equipped. Morale amongst the peasants however is very low and food is scarce. The army's strategy appears to be aimed at cowing the people by causing the maximum distress and doing lasting damage the area. Sylhet he says is a ghost city. In Loshak's view the army has no hope or gaining control of the countryside before its movements are restricted by the monsoons.

There is also an article in the Telegraph by Simon Dring who was in Dacca at the time of the talks before the banning of the Awami League and who toured the city after the army moved in. Dring feels that resistance will not last long because the resistance movement is inadequately organized and equipped.

There is a report in the Times from Michael Hornsby writing from Calcutta. Hornsby feels that the resistance to the army is East Pakistan will now have to go underground. The reported formation of an independent government cannot, in his view, after this fact. Hornsby is anyhow doubtful about the report because the only source for it is Indian reports based they claim on monitoring of Free Bengal Radio. Indian coverage of the crisis has, in Hornsby's opinion, not been objective. He points out that the Indian press has not tried to investigate well supported reports of killings of non Bengalis by the Bengalis.

৭।

ASIAN TOPICAL TALKS INTERVIEW WITH J. STONEHOUSE

M.P. & MARK TULLY

On Aid Problems arising from E. Pakistan situation

Two "British members of Parliament, both members of the Labour Party have just returned from West Bengal. They have been studying the refugee problem caused by the

influx of refugees from East Pakistan. They also assessed the need for relief in East Pakistan by talking to the refugees and briefly crossing the border into the East Pakistan Bruce Douglas Mann went on behalf of the Justice for East Bengal Committee and John Stonehouse went on behalf of two British voluntary organizations to raise money for relief work. J. Stonehouse who was a Minister in the last British Government talked to Mark Tully and told him about the size of refugee problem as he saw it.

JOHN STONEHOUSE: "It was absolutely enormous. When I was there already over 300,000 had come across the border, now I understand the figure is nearly half a million. I was very impressed with the arrangement the Indian authorities had made. But of course if the numbers go on coming across as they are new it would be beyond the Indian government's resources and I think that it is important that other countries should help."

John Stonehouse went on to say how he thought aid should be given.

J. S. "Charities have raised a lot of money in the past and I believe that they can raise money again for this. It is important not only to help in the refugee camps themselves but to have some supplies available to assist in East Pakistan. I think government aid should also be used. I think that the money which has been available to East Pakistan in the past should now be used in some of the camps and held in reserve for contingency plan in order to avoid famine in East Pakistan."

MARK TULLY: Then asked John Stonehouse whether he thought giving aid to the refugees in West Bengal would encourage more people to cross the border.

J. S. "I doubt very much whether a person fleeing for his life is going to worry much about the conditions just across the border. He is going to get out as best he can."

John Stonehouse agreed that the government of Pakistan could make it difficult to get aid into East Pakistan but he went on to say:

J. S. The horror is so awful and the evidence of it so strong that it is now absolutely aimperative that the Big Powers put the maximum pressure on the government of Pakistan.

J S. contd: "They have not done enough. What has been done so far isall behind the scenes and I think that there should be an immediate meeting of the Security Council of the U.N. to discuss what is obviously a serious threat to international peace.

I think Britain can take a stand on this. Britain is after all a member of the Commonwealth and I think we can use some of the commonwealth machinery to take some steps. Also in the U.N.. Britain commands a lot of authority and it is for us to take some steps to ensure that Pakistan realizes the way to world opinion.

Britain should also liaise with U.S. and other States concerned on ensure that aid to Pakistan is held up until the situation in East Pakistan is satisfactorily resolved."

৮।

ASIAN TOPICAL TALKS **PRESS REPORTS ON EAST PAKISTAN**
14th May, 1971 by William Crawley (S)

There are this morning two further reports from British journalists invited by the Pakistan Government to visit East Pakistan.

In the Guardian a report from Reuter's correspondent Maurice Quaintance says that the tour by foreign correspondents was supervised throughout by the Pakistan Army and it was only after protests that they were allowed to talk to people without being overheard. The Reuters correspondent says that there was an atmosphere of fear among the people they talked to in East Pakistan. He says that the Governor himself considers that it will take at least a year to restore the economy to the state it was three months ago. The correspondent adds that the jute industry is worting at less than 20% of its normal level. He quotes reports of atrocities committed both by the army against Bengalis and by Bengalis against non-Bengalis.

A further report from the Financial Times correspondent, Harvey Stockwin comes today from the town of Rajshahi. Stockwin discusses the possibilities of there being guerrilla activity in East Pakistan. He says that military and civilian officials expect guerrilla activity by East Pakistan Communists in the Rajshahi and Pabna districts and by Indian Naxalites from across the Indian border in West Bengal. But Stockwin thinks that the Bengalis arc badly frightened and he says that a Communist whom he met thought that the conditions might produce mass fatalism rather than revolutionary violence. Stockwin says army reprisals against guerrilla activity would be severe, and quotes General Tikka Khan as saying that Naxalite activity would mean that someone was supporting them, and' 'the sufferers will be the people".

Stockwin thinks that if there is guerrilla activity the Communists are more likely to provide it as the so called Liberation Army is demoralized and without real leadership- He says that the main uncertainties in the situation are developments in West Bengal and the long term Bengali and West Pakistani reactions.

One the possibilities of international aid, Stock win writes that President Yahya Khan's rejection of it is understandable because of the Pakistan army has yet to exercise full control. The presence of the United Nations could complicate the situation. It was obvious from his tour, he says, that any relief would largely go to the Army-Bihari coalition that is often the instrument in restoring what the Government calls normalcy.

৯।

ASIAN TOPICAL TALK **COMMONS DEBATE ON PAKISTAN**

14th May. 1971 by Mark Tally (S)

Yesterday (Friday) the British House of Commons debated a motion on the situation in East Pakistan. Mark Tully who was at the House of Commons yesterday, looks at the significance of the debate.

Friday is not normally a good day for debates in the Commons. Many members of parliament like to spend Fridays in their constituencies. Yesterday's debte was also a non-

party debate in that it was proposed by an opposition backbencher and supported by the government spokesmen the minister for overseas development. So it is not possible to judge the concern of the House merely by counting the number of MP's who attended the debate. In facet the attendance was thin. But the debate lasted 5 hours, there were a large number of speakers, and from the opposition benches four former ministers spoke.

The motion expressed the Houses deep concern at the recent events in East Pakistan and caned on the British government to use its influence to secure and end to the strife to get international relief organizations admitted to East Pakistan and achieve a democratic political settlement in the province.

The first thing that has to be said about the debate is that most speakers accepted that the events in East Pakistan were the internal concern of the Government of Pakistan. Nevertheless they felt that there were ways in which the British Government could and should help.

The main controversy was over aid. Mr. Bruce Douglas Mann who opened the debate had been to West Bengal at the end of last month and had crossed over the border into East Pakistan. He felt so strongly about what he saw that he wanted the British government to suspend all payments of aid to Pakistan or at least not to enter into any new aid agreements until the Pakistan army left the East wing. He believed that economic sanctions could in his world "Prevent this war continuing". Mr. Richard Wood, the Minister for Overseas Development said that the Government saw their aspects to the aid problem. He believed that immediate relief for the people of East Pakistan could best be provided by the United Nations. That was why the British Government had sent a message to the United Nations Secretary General urging him to get in touch with the Government of Pakistan to arrange for a United Nations Team to go into East Pakistan. Mr. Wood said that the second problem was aid for the refugees in West Bengal. He said that the Government had already helped British charities to fly in relief supplies to West Bengal and it hoped to do more when the needs became clearer. On long term aid to Pakistan the Minister was quite clear that he wanted to resume aid to Pakistan as soon as possible. But he said that it was the government's policy, to give the bulk of their aid for development work in East Pakistan and that it could not continue its aid programme until the situation in East Pakistan settled down. He profoundly disagreed however with any suggestion that aid should be used as a lever to force a particular political solution on the government of Pakistan. Mrs. Judith Hait who was Minister for Overseas Development in the last Labor government agreed that in general it was quite wrong to use aid as a lever. But she felt that there might be occasions when in the interests of peace and humanity governments had to exercise some influence through their aid policies. (Several speakers pointed out that withholding aid could harm the very people they were all so anxious to help-the people of East Pakistan.)

Many of the speakers spoke about the need to help to preserve the unity of Pakistan. Mr. Dennis Healey, the former Defense Secretary, said that if Pakistan split there was a danger of anarchy which would threaten the stability of the whole sub-continent. On the other hand there were several speakers who felt that East Pakistan could survive on its own and that recent events had made it impossible for the two wings of Pakistan to live

together, Mr. Wood said that he saw no value in speculating on the future of Pakistan and that the aim of everyone should be to help to recreate peace there.

From yesterday's debate it is clear that the British Government is going to do all it can to help restore the situation in East Pakistan to normal. It realizes however that its role must be a limited one because responsibility lies with the Government of Pakistan.

১০।

ASIAN TOPICAL TALKS BOIL OF FINANCIAL TIMES ARTICLE ON PAKISTAN TODAY: AN URGE FOR SELF-DISTRUCTION BY HARVEY STOCKWIN

21st May, 1971 *Edited by Mark Tally (S)*

The Financial Times today publishes an article by their special correspondent, Harvey Stock win who was one of the party of foreign journalists invited to visit East Pakistan by the Pakistan Government earlier this month. In this article. Stockwin looks back on his tour. He fears that there will be more violence in the province and that famine may be inevitable. He says that Bengalis were overconfident before March 25th. Sheikh Mujib he feels must bear a heavy responsibility for betraying Bengali aspirations, because he was indecisive and politically naive. Stockwin analyses the emotions behind the Bengali movement as resentment at being explicated, doubt about their position in Pakistan as it had evolved, and a belief in their strength. This belief stemmed from the Bengalis conviction that agitation had caused Ayub Khan's downfall, and that the army had shown by its handling of the cyclone disaster that it could not hold down the East wing. Stock win feels that their feelings together with the exclusiveness of Bengali nationalism explains the Bengali Bihari fratricide. He says that the Biharis and other refugees in East Pakistan from more distant parts of India were never integrated into the Bengali community. The army's role, Stockwin feels, was not as consistent or as directly controlled from the top as earliest reports suggested. The West Pakistani units in the East wing were upset by the world press coverage of the cyclone which justifiably stressed the inadequacy of the West Pakistan reaction but did not mention the inadequacy of the Bengali reaction also. The West Pakistanis according to Stockwin remained comparatively calm throughout the election itself and the post election negotiations. But the extreme actions of the students during the period when the Sheikh was virtually running the East wing so provoked the army that it was inevitable that it would eventually react ferociously and communally. He sees the violence which has engulfed East Pakistan as the latest installment of the Partition riots. The precise chain of events varied, according to Stockwin, from place to place but outside Dacca, the Bengalis generally turned against the non-Bengalis the then army and the non-Bengalis turned against them.

১১।

ASIAN TOPICAL TALKS EAST PAKISTAN REFUGEES: THE CONTINUING CONCERN

28th May, 1971 by Mark Tully (S)

Tension has been created along the borders of India and East Pakistan by the continued flow of refugees into India. The reasons for this influx and the problems it creates are considered by Mark Tully:-

For over eight weeks now the Pakistan army has been trying to restore normal conditions in East Pakistan. President Yahya Khan has said that on March 25th, the army faced a situation where East Pakistan was on the brink of secession and law and order had virtually broken down. Besides the secessionists, Pakistan government sources say that the army also had to deal with communal uprisings between the Bengali majority and the Biharis and also a mutiny by East Bengali soldiers and para-military personnel. These details were in the main supplies by a party of independent foreign correspondents who were allowed into East Pakistan for a brief visit earlier this month. For several weeks now Radio Pakistan has been claiming that life has returned to normal.

But although there have been no reports from within the province since the correspondents left, there is evidence that all is still far from well. The evidence comes from the refugees who are still fleeing from East Pakistan into India.

The Indian Government calculates that over 3 and half million refugees have already entered India and that they are still coming in. When dealing with an exodus on this scale over a very long border, it is impossible for anyone to calculate the numbers involved exactly. But the team from the United Nations High Commission for Refugees who went out to see the refugee camps were convinced of the gravity of the problem. After their visit the United Nations Secretary General, U Thant said there is conclusive evidence of the presence of very large numbers of people from East Pakistan in the neighboring State of India. The United Nations Commission has now announced that over 3 million pounds has been promised in aid for the refugees. These refugees come out of Pakistan telling stories of atrocities committed by the Pakistan army. Reporters who have spoken to them have all been convinced that the refugees fled in terror from the army. The reporters conclusions have been supported by others who have visited the camps.

Now of course in chaotic conditions panic spreads quickly. There are no doubt, many refugees who fled without ever seeing the army. Undoubtedly there has been communal violence, banditry and looting in the province. But the hard fact remains that almost all the refugees whom the foreign observers spoke to insisted that it was the army they were afraid of. The very people the central government sent in to preserve the unity of Pakistan and protect the civilian population seem to have caused large numbers of them to flee.

Whatever political solution to the problems of East Pakistan President Yahya Khan announces within the next two or three weeks government in East Pakistan will have to be supported by large numbers of soldiers for some time. But if stories like those told by

the refugees are being repeated throughout the province it is difficult to see how the President can set people minds at rest as long as the army remains active in East Pakistan. He is going to find it even harder to induce the refugees to return in any considerable numbers. This is why there is widespread international concern about the reports of the Pakistan army's methods which are coming out from the refugees camps.

Bangali Dawn news talk 28/29 May 1971

১২।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITAIN'S GROWING CONCERN OVER REFUGEES**

7th June. 1971 *by Mark Tully (S)*

The British Press has been paying more and more attention to the East Pakistan refugees in India over the last week. Mark Tully looks at last week's British Press:

More and more foreign newspaper correspondents have been moving into the border areas. The correspondents have pointed out that the stream of refugees has continued in spite of the Pakistan Governments assurances that life has returned to normal in East Pakistan. They have stressed the appalling strains that the refugees are putting on the Government of India and the Governments of the States which lie along India's border with East Pakistan. They have above all sent back agonised reports about the outbreaks of cholera among the refugees. Most papers have carried leaders deploring the plight of the refugees, suggesting ways helping them immediately, and asking what can be done to get the refugees home.

On Tuesday and Wednesday of last week the Times carried leaders about the refugees and again today it carries a leader. Three leaders within seven days is some measure of the seriousness with which the Times now views the' situation. The Times has also been carrying Peter Hazelhurst's dispatches from West Bengal on its front page. Today Louis Heren, the Times' Deputy Editor asks why with the evidence of Hazelhurst's dispatches before it the world has taken so long to wake up to the fact that millions of innocent and defenseless people are threatened with what he describes as one of the largest man-made disasters in recent history. In its editorial today the Times says that there is no obvious political solution of the problems of East Pakistan which could be wished on Pakistan and India. It feels that giving autonomy to East Pakistan could well involve the risk of West Pakistan breaking up also. The Times says that if this happened. India's unity could also be threatened.

The Guardian. Financial Times and Daily Telegraph have also given wide coverage to the refugees over the last week. In an editorial today the Telegraph says rest cause of the trouble is the situation in East Pakistan. It feels that the interest of the people of East Pakistan can probably best be served by allowing the West Pakistan authorities to restore law and order as soon as possible. If this is so the Telegraph thinks the Government of Pakistan should get all the aid it needs as soon as possible.

Two of the British weeklies ran articles about Bengal as their first stories in this week's editions. The left wing New Statesman and the right wing Spectator both suggested Britain had a special role to play.

Yesterday all three British Sunday Papers headlined the plight of the refugees. They all also carried very harrowing photographs of the distress of the refugees. The Sunday Times Color Magazine carried a story with pictures of the refugees. It also had an appeal by Nicholas Tomalin who was one of the correspondents who managed on his own initiative to get into East Pakistan after the military action had started. Tomalin said that no one was more deserving of the world's sympathy than the refugees.

Today's London Evening papers both carry stories about the refugees. On their front pages. The Evening Standard story by James Cameron covers nearly half their front page. Cameron says that he has been looking at refugee situations for 25 years and that he has never seen anything comparable to the situation in West Bengal. He says that the cholera story is only one small part of the crisis which now faces West Bengal.

১৩।

ASIAN TOPICAL TALKS **PRESS and TELEVISION ON PAKISTAN**
8th June, 1971 *by Mark Tully (S)*

People in Britain are not being allowed to forget the plight of the East Pakistani refugees. British Newspapers and Television and Radio continue to describe and comment on the situation. Mark Tully reviews the recent coverage:

Television more than any other media can give people who do not know India an idea of the sufferings of the refugees and the problems which the Indian Government arc facing. Last night on BBC Television there was a report from Anthony Lawrence, in which he showed film of refugees who were so weak that they were not able to reach the refugee camps but were dying by the roadside. The pictures were so distressing that viewers were warned not to watch unless they were prepared to be deeply shocked. In his report Lawrence said that every effort was being made by the Indian Government to handle the refugee situation but the problems were so vast that there was bound to be a great deal of suffering and many deaths.

Also on BBC Television last night there was an interview with the British Foreign Secretary, Sir Alec Douglas Home. Sir Alec described the British Governments contribution so far to the relief funds. He said that Britain should not cut off aid to Pakistan because of the distress that would cause in Pakistan but he added that Britain could insist on Pakistan providing a political framework into which future aid could be injected.

All the British newspapers today describe the relief supplies which are being flown out to Calcutta and the other developments which took place yesterday.

The Guardian also has an editorial which starts by saying that the world community should be ashamed at how slow it is to learn. . The paper thinks it is now clear that a world-wide organisation to coordinate relief efforts is needed, and should be formed

immediately. The U.N. would be the best coordinating organisation. The Guardian goes on to say that the United Nations is in fact already considering a scheme; and it urges that this scheme is considered by the General Assembly of the U.N. in the autumn of this year. The Guardian recognizes that a U.N. Disaster Organisation would be unable to do much in cases where governments are unwilling to cooperate. But it wonders whether the Pakistan Government would have been able to delay accepting outside assistance so long if there had been a fully equipped organisation pressing to be allowed in. The Guardian also thinks that the Security Council could put pressure on Governments to accept help from a United Nations Disasters Organisation.

The Sun which is a mass circulation tabloid newspaper, has a strongly worded editorial which blames President Yahya Khan for the sufferings of the refugees and the troubles in East Pakistan. Nevertheless the Sun thinks that aid should be given to Pakistan on the strict understanding that its distribution is supervised by some international organisation like the United Nations. Another popular paper, the Daily Express, also has an editorial, The Express says that all governments should do their utmost to help the refugees, and no more so than the Government of Pakistan which in the Express's view caused the disaster.

There is also a letter in the Times and the Telegraph from Malcolm Muggeridge the journalist and Television personality suggesting that people who want to help the refugees should sent money to Mother Teresa and her Missionaries of Charity in Calcutta. The Salvation Army has advertisements in several papers asking people to give money to their work amongst the refugees; tonight on television there is to be an appeal by the Disasters Emergency Committee.

১৪।

ASIAN TOPICAL TALKS NEWSNOTE: **OPPOSITION MEMBERS OF PARLIAMENT SIGN MOTION ON PAKISTAN**

26th June, 1971 *by Murk Tully (S)*

Last night over half the opposition Labor Party members of the British House of Commons signed a motion in the Commons indicating the Government of Pakistan for what it describes as the widespread murder of civilians and the atrocities on a massive scale by the Pakistan army in East Pakistan. The motion says that the government of Pakistan no longer has any right to rule East Pakistan. It calls on the United Nations to consider the situation urgently as a threat to international peace and as a. contravention of the United Nations Convention on Genocide. The motion states that until order is restored under United Nations supervision the provisional Government of Bangladesh should be recogniseds as the vehicle for the expression of self determination by the people of East Bengal" The chief sponsor of the motion is Mr. John Stonehouse a former minister for posts and Telegraphs.

Several other former ministers have signed the motion including Mr. Reg Prentice, a former minister of Overseas Development and Mr. Richard Crossman who is now editor of the New Statesman. The Present Labor spokesman for Overseas Development, Mrs.

Judith Hart has not signed the motion. According to the Times, this motion is regarded by the Members of Parliament as the biggest ever frontal attack on the government of a Commonwealth country. It is significant that this motion calls for the United Nations to involve itself in the political aspect of the situation in East Pakistan. This and the call for the recognition of the Government of Bangladesh reflect the growing view amongst opposition members that events in East Pakistan can no longer be regarded as the internal affair of the government of Pakistan. As yet however, the Labor Part has not officially committed itself to oppose the Government's policy on Pakistan.

১৫।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS REPORTS FROM EAST PAKISTAN**

23th June, 1971 *by Towyn Mason (S)*

A few days ago it was announced that foreign correspondents were to be allowed once more into East Pakistan to move about and report freely. Today the first reports appear in British newspapers from three correspondents who are in East Pakistan as a result of this decision.

The reports are by the Times correspondent, Michael Hornsby, the Guardian correspondent, Martin Woollacott, and the Daily Telegraph correspondent, Clare Hollingworth. Reporting from Dacca, they describe First impressions that are very similar. All three correspondents feel that while life in Dacca is quiet and gradually returning to normal, there is still underlying tension, fear and bitterness. The Times correspondent, Michael Hornsby, says that about three-quarters of the shops and the stores in Dacca are closed and that the army is very much in evidence. Clare Hollingworth in the Daily Telegraph says the army has effectively restored order in Dacca but fear, hatred and even passive resistance remain. The Guardian man, Martin Woollacott says. "Dacca is quiet, rather too quiet for a Bengali city, and there arc portraits of President Yahya on sale in the bazaar, but the people appear sulky and drained of emotion".

Outside Dacca, all three correspondents quote reports of continuing military action and continuing resistance to the army, particularly in the Madhupur Forest area near Tangail. The correspondent say it appears that security in the provincial towns is not as good as it is in Dacca.

১৬।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON PRESIDENT YAHYA'S STATEMENT**

29th June, 1971 *Edited by Eyan Charlton*

President Yahya Khan's broadcast to Pakistan yesterday gets a critical reception in three leading British newspapers:

President Yahya Khan's broadcast disclosed that he plans to place before the National Assembly a new constitution devised by a committee in four months' time. Martial law, he said, would continue for a time although his final objective remained a transfer of power to civilian authorities. There would be no new general election but by elections would be held in vacancies created by the disqualification of Awami League elected representatives who had committed what he described as criminal acts or indulged in anti-social activities.

The Daily Telegraph notes that President Yahya Khan's constitutional plans after the upheavals in East Pakistan are accompanied by grim reports of the situation in that crucified province. It is now several weeks since he held out the prospect of finding enough representative East Pakistanis to set up a provincial administration and to cooperate somehow with West Pakistan politicians to form a civilian national Government. He must have been deplorably out of touch with what was and had been, going on. He now sets more modest and distant goals.

President Yahya. dropping the Constituent Assembly, has set up a committee to draft a constitution for a return to civilian rule in four months or so but longer if the internal and external situation is not propitious. There seems little hope that either will be. Evidently East Pakistan is to be treated as a kind of colony, says the Daily Telegraph, adding that how much self-rule it gets will depend on how it accepts its lot.

In the Time's view. President Yahya Khan's proposals are well meaning but will hardly meet the emotional needs of East Pakistan. For three months the province has been subjected to military brutality enough to carry resentment far beyond the ranks of the politically conscious. What is necessary in face of this despite and hatred, asks the Times, and suggests some magnanimity rather than the carefully hedged promises made yesterday-something more generous in spirit than a constitution drafted by an expert committee. No plan for the future will succeed unless it can hope to win over a large body of Bengali opinion.

What is needed now in the Time's view is surely some measure of good will towards the Bengali population of East Pakistan that will encourage them to think that peaceful compromise might be possible instead of clinging to hopes of guerilla warfare with all the added suffering that more fighting would bring. They will not be inspired by a statement, however well intentioned, that reads as if it had been drafted by an adjutant for battalion orders.

The most sharply worded criticism comes from the Guardian which begins by remarking that General Yahya Khan's nightmarish dream world shows no signs of crumbling. His faith in what his aides tell him is touching, but tragically pathetic. He has no real plans now. The proposals he unveiled for a return to democratic government are a shame in the Guardian's judgment. Sheikh Mujibur Rahman remains, in the Guardian's view, just possibly, the one man who can persuade the five million who fled to return; and-equally vital-those Bengalis who remained not to wallow in communal strife. Mujib, in as the Guardian's Pakistan's last chance of a little peace.

A fourth editorial appears in the Scotsman which says President Yahya Khan may have a firm grip on Pakistan in consequence of military ruthlessness but his grip on

reality appears dangerously loose. If he believes he has foreign support for his actions, he must be unbalanced, the paper goes on. If he does not believe it, he is trying to deceive the people of Pakistan about the extent of international disapproval of his brutal policies. One thing is clear, the Scotsman adds. Foreign governments have failed to change President Yahya's mind and steer him back to civilized methods of ruling.

১৭।

ASIAN TOPICAL TALKS

DESPATCH FROM MARK TULLY EAST PAKISTAN REACTIONS TO YAHYA

1st July, 1971.

Edited by Evan Charlton (S)

Mark Tully of the BBC's Eastern Service, cables from Dacca; after talking 10 businessmen, journalists, and ordinary people in and nearby Dacca it has become even clearer to me that President Yahya Khan's latest political programme has been a severe disappointment to East Pakistan. There is nothing in it for East Pakistan, was typical of the comments heard. Many feel that the President's speech was designed to encourage the people of West Pakistan and the armed forces. His condemnation of the Awami League leaders has disappointed those who genuinely hoped for some settlement. His praise for the armed forces has been treated with the utmost cynicism. The Islamic emphasis in the President speech will, it is fait only increase alarm amongst the Hindus, who are still here and will certainly not encourage Hindu refugees to return. The fact is that the Bengalis here do not believe the army is well intentioned. The destruction of eight villages about 50 miles northwest of Dacca has demonstrated beyond doubt that the army is still taking punitive action cut this is not really so important for the future as the rumors which are rife in and around Dacca. These alarming rumors of continuing army brutality people being taken away to the cantonment and not returned, rape and extracting money and goods by force are rarely confirmable but they are almost universally believed. In this sort of atmosphere it is quite impossible for the army to restore confidence and indeed they do not even seem to be able to make any effort to do so. Armed posses of mainly Punjabi police patrol the city and they are clearly very jittery; one also sees occasional army machine gun patrols. People are searched before going into the telegraph office and there are spot checks on the streets. Several people I have talked to have been frightened to be seen with me. Business in the bazaars appears to be reasonably brisk but there are far fewer people about than normal at night in the streets are still practically deserted.
Office attendance has improved but it would seem that most Hindu office workers have not returned. Virtually no effort to restore the damage done by the army has been made. Communal bitterness between the Bengalis and the Urdu speakers is still very strong Under these circumstances it is impossible to see how a government in anyway associated with the basically West Pakistani Army can regain the confidence of the people.

১৮।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON PAKISTAN**
1st July, 1971 *Edited by William Crawley (S)*

This morning's press carries two reports from correspondents in East Pakistan. In the Times, Michael Hornsby reports what he believes to be continuing persecution of the Hindu community in East Pakistan by the armed forces. Hornsby visited the village of Sinduri, some 40 miles to the north west of Dacca, which is one of eight predominantly Hindu villages in the area, which he says have in the past five days been looted or burned down. Hornsby says that on conceivable strategic or security reasons can be found to justify these actions.

In the Daily Telegraph. Clare Hollingworth reports from Dacca. She has been with a Pakistani army border patrol to within four hundred yards of the border of Assam, and she reports that the destruction by guerrilla forces from the Indian side of the border has devastated a border town in East Pakistan and made 5000 Pakistanis refugees' in their own country. She says that the Pakistan army is convinced that the Indians are trying to destroy the economy of the area, as there can be no military reason for the shelling. Guerrillas have been attacking tea estates, and have put twelve or thirteen estates near the Indian border cut of action with mortar fire. She says that every day more tea planters are arriving in Dacca, as conditions become more difficult and dangerous.

From Calcutta the Daily Telegraph correspondent, Peter Gill reports that Mr. Toby Jessel, one of the four British Members of Parliament who are currently visiting both Pakistan and India in a tour sponsored by the British Government, said last night that he was convinced that the Pakistan Army had conducted a blitz on Hindu villages.

১৯।

ASIAN TOPICAL TALKS **DESPATCH FROM MARK TULLY IN DACCA**
5th July, 1971 *Edited by Evan Charlton (S)*

In a cable from Dacca, Mark Tully of the BBC's Eastern Service says that the campaign to prevent life returning to normal in East Pakistan appears to be continuing. On Friday night, another electricity pylon was sabotaged-this time in Dacca. Parts of Dacca were without electricity for twenty hours. Over the weekend several bomb- throwing incidents were reported in Dacca. Last week severe damage was done to the bazaar at Sarisabari, North of Mymensingh. As a result of the damage and the police action taken by the army, work at the big jute baling station at Sarisabari came to a halt. Conditions there are more normal now. In Pabna there was firing and at least one bomb exploded on Friday night. In Rajshahi a bridge was blown up last week. There was also firing and bombs exploded on Saturday night. The authorities in Rajshahi explained that the army had opened fire on infiltrators who were attempting to cross the Ganges from India. Some of the firing came from that direction but not all of it. It is very difficult to

make an accurate assessment of the activities of the guerrilla movement because the authorities are anxious that these should be played down. However the fact that these reports have come out under the present circumstances where there are DO official sources and when not many people are travelling the countryside would tend to indicate that at least sporadic acts of violence aimed at disrupting the economy and preventing people from collaborating with the government are likely to continue.

২০।

ASIAN TOPICAL TALKS **BRITISH PRESS ON PAKISTAN**
9th July, 1971 *Edited by William Crawley (S)*

In this morning's Daily Telegraph Clare Hollingworth reports from East Pakistan. She says that Pakistani and Indian soldiers confront each other at close quarters at every main said crossing along the border and that there is daily sporadic small arms fire across the border, Bangladesh guerrillas cross the frontier every night and have been damaging communications in the border areas. The Indian side is packed with refugees she says, while the Pakistani army operates in almost deserted countryside. Few refugees are returning into Pakistan. Clare Hollingworth thinks that the presence of a United Nations peace keeping force would be the best solution in view of what she says are the ever rising tempers of the battalion and company commanders.

Another Telegraph reporter, Peter Gill reports from the Indian state of Tripura. He says that there are fresh waves of East Pakistan refugees crossing into India. He says they are mostly Muslim Bengali peasants who have been caught in cross fire in fighting between Pakistani forces and the Mukti Fouj guerrillas.

In the Financial Times, Neville Maxwell reporting from Karachi also notes West Pakistani anger at Britain. He sees irony in the allegation in Pakistan that Britons have always favored the Hindus against the Muslims, as he says exactly the opposite accusation is regularly made in India. The Pakistan Government, he says is engaged in a fundamental reappraisal of its relationship with Britain. (He says that foreign reporting of the situation in East Pakistan is either ignored or discounted both by West Pakistanis and by British people living in West Pakistan).

Maxwell says that the views of such West Pakistanis as Air Marshal Asghar Khan, who has just returned from East Pakistan are ignored. According to Maxwell, Air Marshal Asghar Khan's appreciation of the situation is sharply different from that of the Pakistan Government.

২১।

ASIAN TOPICAL TALKS **PAKISTAN ARMY AND THE MUKTI FAUJ**
23rd July 1971 *by Mark Tully (S)*

Reports of sabotage by the Mukti Fauj in East Pakistan continue.
Mark Tully looks at the situation now facing the Pakistan Army in

The country's East wing:-

The first impression a visitor to East Pakistan would get is that life is gradually returning to normal. This is to some extent true in many parts of the province.

People need to eat and earn their living no matter how much they disapprove of the regime But this return to normality is being slowed down by the guerrilla fighters of the Mukti Fauj. The Mukti Fauj have two weapons, fear and disruption of tile economy. Through Radio Free Bengal, the Mukti Fauj arc preaching a campaign of terror against anyone who collaborates with the army. They are backing this up by murdering members of Peace committees and other prominent collaborators, and by threatening factory workers, tea garden labor and jute growers. On the economic front they are sabotaging vital installation and doing their best to see that communications arc not restored.

The Pakistan army is trying to meet this threat but they are in a very difficult position. In the first place they are very thin on the ground. They have to keep large numbers of their soldiers in the important towns because they are still afraid that there might be major uprisings there. The rest of their forces arc mainly tied down on the borders. This means that they have had to leave the guarding of vital installations to badly trained volunteers called Razakers. These volunteers' are still being raised in most places and even where they have been trained and are in action they are very often more of a menace than a help. Another problem is that the East Pakistan police force virtually disappeared in many places. The attitude of the population is also still extremely hostile to the army and there is still no sign that the army is getting any cooperation from them. There is always the possibility that the people of East Pakistan will become hostile to the Mukti Fouj if they continue, to threaten them and disrupt their daily lives. But unless the army can guarantee them protection from the Mukti Fouj, which they certainly cannot do at present, the people are not likely to run this risk of Mukti Fouj reprisals by giving information to the army. The main source of resistance are the Mukti Fouj guerrilla fighters who live in camps across the Indian border. The Mukti Fouj find it quite easy to slip between the Pakistan army's posts and as a result the border areas are for the most pail still in a chaotic condition. Things are not helped by the shelling which breaks out from time to time between the Indian and Pakistan armies.

It is impossible to ten how many of these guerrillas there arc but reports indicate that they are spread out all round East Pakistan's border with India.

The Pakistan army appears to be facing a virtually impossible task. In an underdeveloped country where communications are appalling everything is on the side of the guerrillas. So far they have certainly succeeded in preventing East Pakistan's two main industries-tea and jute returning to normal. All that can be said is that at this early stage many of the sabotage efforts have been bungled and that the Mukti Fouj still has plenty to learn. Everything hinges on whether they have the stamina and the skill to sustain a long and effective campaign.

Bengali dawn news talk 24/25 July, 1971

২২।

ASIAN TOPICAL TALKS **PAKISTAN’S WHITE PAPER**
6th August 1971 *by Mark Tully (S)*

The Pakistan Government has issued a white paper called the crisis in East Pakistan. Mark Tully looks at the white paper.

The white paper sets out the Pakistan government's version of the events which led up to the military action on March 25th and those which immediately followed this action, The white paper says that the Federal Government acted on March 25th to restore law and order which had completely broken down. It blames the crisis on the failure of the elected representatives to reach agreement on the constitution. They could not agree on the constitution, the white paper says, because the leaders of the Awami League had moved from their original demand for provincial autonomy to a demand for secession. The white paper accuses the Awami League leaders of planning an armed uprising with the help of India. It sets out in detail the case for Indian involvement going back to the Agartala conspiracy case of 1967. The white paper also lists the reported atrocities committed under what it describes as the Awami League's reign of terror. Not all the dates which these atrocities were committed are listed in the report but the report does indicate that many of them were committed after the army action started. The white paper also gives a detailed version of the negotiations between the President and the political leaders in Dacca from 15th March to 25th March.

One of the difficulties the white paper presents to students of events in East Pakistan is that it makes no attempt to discuss the Awami Leaguers case. It is a one sided version of events and as such many people will take it less seriously than they would have done had it examined the facts from more than one point of view. Two examples of this might be quoted. Much is made in the white paper of the killings by the Awami League but there isn't even any mention of killings and destruction by the army. No attempt is even made to justify them as militarily essential. Again the repot does not try to assess the effect in East Pakistan of the President's announcement on March 1st that he was postponing the National Assembly. Many observers believe that this one single action did more to destroy confidence in the President's good intentions in East Pakistan than anything else. The white paper just quotes the President's speech in which he admitted that one of the reasons he was postponing the assembly silting was because the major party in West Pakistan has threatened to boycott the session. It then goes on to say boldly "The response of Sheikh Mujibur Rahman was to call for a general strike."

The timing of the report is also a little difficult to understand. The Pakistan Government says that the atrocities and acts of lawlessness committed by the Awami League militants before March 25th were not publicized to avoid possible reprisals. But in his speech broadcast to the nation of March 26th President Yahya Khan said "A number of murders have been committed in the name of the Awami League. Millions of our Bengali brethren and those who have settled in East Pakistan are living in a state of panic and a very large number had to leave that wing out of fear for their lives." If the President saw fit to make that admission on March 26th it seems strange to delay the

publication of this White Paper for over four months for fear of reprisals in the west wing.

The change of Indian collusion is taken back to the Agartala conspiracy case. It implies that the Pakistan government knew in 1967 that Sheikh Mujib was conspiring with India to divide Pakistan and that the plan which was revealed then was actually put into effect in February 1971 with the hijacking of the Indian aero plane. Most of the evidence produced in the report must have been known to the government at the time. If they believed this evidence proved that Sheikh Mujib was planning to commit treason with the help of India why, as is made out elsewhere in the report, did the president continue his negotiations in good faith with the Awami League? why indeed did the President describe Sheikh Mujib as the future Prime Minister of Pakistan?

But perhaps the most important criticism of the report is that it is not what is needed now. In the introduction it says that the White Paper h a full account of the events which led to the present crisis in East Pakistan. But nowhere in the report does the Government discuss what is being done about the crisis now or what its hopes and expectations for the future are. This is what the world wants to hear.

২৩।

ASIAN TOPICAL TALKS
15th September, 1971

BOIL OF GUARDIAN ARTICLE BY MARTIN WOOLLACOTT
Edited by William Crawley (S)
RefNo. 70J218

In the Guardian this morning Martin Woollacott writes from Calcutta about the different aims and ideologies of those who are involved in the struggle for Bangladesh. Woollacott says that some of those in the movement consider it a blessing in disguise that India does not intend to go to war over Bangladesh, as the prospect of being a client state of India does not appeal to them.

According to Martin Woollacott, the leadership of the Bangladesh movement can he divided into four categories. The first is the Awami League leadership, which he says without Sheikh Mujibur' Rahman is not a particularly dynamic body but has the unique advantage of legitimacy. Secondly, there is a small corps of former regular Pakistani army officers. Thirdly, there is a group of young men of education and intelligence, without party affiliations, who have secured jobs as private secretaries and policy planners. Woollacott thinks that their influence can be expected to grow.

Finally there is the leadership of the various left wing and Communist parties, especially the Bhashani and Muzaffar groups of the National Awami Party, and the Communist Party of Bangladesh. They have been linked with the Awami League by the creation this week of a formal consultative committee. These parties favor a true liberation war, and are in tacit alliance with the young intellectuals who work for the Awami League Government, according to Martin Woollacott.

Woollacott says that the political prospects are uncertain and much will depend on the course of the war during the coming winter months, when the Pakistan Army is expected to embark on major operations against the guerrillas.

২৪।

ASIAN TOPICAL TALKS	**SITUATION IN EAST PAKISTAN**
21st September, 1971	*Edited by Mark Tully*

Yesterday two reports on the situation in Hast Pakistan came in the first in a dispatch from the BBC correspondent in Dacca, Ronald Robson Spokesman for the East Pakistan rebels outside East Pakistan claim that their forces hold large parts of East Pakistan, but this is firmly denied by the authorities in Dacca.

In several hundred miles of travelling in East Pakistan I have not personally seen any sign, or heard even any rumor, that rebels hold any portion of territory at all in the sensitive border areas. Rebels do come across from India, often inflict damage and then return swiftly when chased by troops. This is hardly the same thing as holding areas of territory. Crossing the border is relatively easy. It would be almost impossible for any army to seal such a border of 1,780 miles against Infiltrators. Dispositions can be made, however, to see that no intruder penetrates very far inside East Pakistan with impunity, and the Pakistan Army seems well able to see to this. There has been a diminution in the incidents of acts of sabotage in the past month. Civilian volunteers are guarding the many bridges and other vulnerable points thereby releasing regular troops for other tasks. Pakistani personnel certainly suffer casualties in, for example, border shelling incidents, but observers here in East Pakistan are extremely sceptical of rebel claims that Pakistan Army suffers 3000 casualties per month."

The second report is from Ian Macdonald who is the relief coordinator for 3 British charities and has just returned from East Pakistan where no use working on an agricultural project. He told Adam Raphael on a BBC Radio programme last night that he feared there would be a major famine in East Pakistan. He had seen land uncultivated in this the main crop season, children with bloated bailies laying by the road side and an increased number of beggars and he had talked to farmers who were very heavily in debt because of crop failure over the last year. Macdonald said that even if the United Nations did manage to get the necessary food stocks to East Pakistan the problem of distributing it would still be enormous. Food which arrived in January was still lying on the dockside at Chittagong. 100 UN trucks arrived a few days ago but up to the time Macdonald left East Pakistan only 30 drivers had been found for them.

The United Nations have said that they will rely on the existing administration to distribute the food but Macdonald was very doubtful whether the local administration could deal with the huge problems it was going to face over the next few months. He said that the United Nations effort was already getting tied up in the bureaucracy. After 3 months work in Pakistan the United Nations had still not been able to get local machinery going. Macdonald indeed by saying that he was afraid that there might be no solution at the problem of fooding the population of East Pakistan over the next few months.

২৫।

ASIAN TOPICAL TALKS **DESPATCH FROM EVAN CHARLTON AT THE LABOUR PARTY CONFE-RENCE: STATEMENT ON PAKISTAN**

7th October, 1971 *Edited by Mark Tully (s)*

The first business on the agenda of the Labor Party's Conference this morning was the adoption of statement on Pakistan presented by the National Executive Committee This was expeditiously done, less than half an hour being allotted for the discussion. There was no dissent from the statement which expressed the belief that a political solution of the situation in East Pakistan can only be reached after military repression has ceased and the political leaders of East Bengal and in particular Sheikh Mujibur Rahman have been released. Mr. Bruce Douglas Mann M.P. Supporting the executives call for the British Government to raise the issue at the current session of the United Nations, thought that unless this action was taken, the world would see the greatest tragedy it has ever known. The war being fought by the East Bengali guerrillas was a just one, in his view, and one which had to be won. Mr. Douglas Mann believed that Pakis tan was dead and he would go further than the support was Mr. John Stonehouse, M. P.. Who regarded it as a disaster that the United Nations had not raised its voice in condemnation of what had happened and he too thought that the creation of Bangladesh was the only realistic way out. Mr. Tom Tomey, M.P. for South Bradford spoke of the split between immigrants from the two wings of Pakistan in his own constituency and said that it was necessary to recognize that two strongly opposing views of the situation were held by the people of Pakistan. Britain's main concern should be to stop the holocaust and persuade the people concerned to get round a table and talk. He wanted pressure on the British Government to take more action to bring this about.

Mrs. Judith Hart wound up the debate with a can for more overt pressures on the Pakistan Government to reach a settlement She said that the Executive's statement was based on an analysis of events which placed the responsibility for the tragedy on the Government of Pakistan. The only answer in the long term was a real political solution but she thought that the danger to the continent of Asia of war breaking out was grave and that it was of immeasurable importance that the world acted promptly through the United Nations.

The Statement on Pakistan was passed unanimously and the conference went on to discuss East- West relations in Europe.

২৬।

ASIAN TOPICAL TALKS **PRESS REPORTS ON INDO-PAKISTAN SITUATION**

12th October, 1971 *Edited by Evan Chariton (S)*

Peter Hazelhurst. in a cable to The Times from New Delhi reports that Mr. Jagjivan Ram, Indian Minister of Defense, has warned President Yahya Khan that if Pakistan

launches a surprise attack, India will extend the war to Pakistan territory. Hazelhurst says that this warning comes in the context of unconfirmed reports that Pakistan has evacuated the civilian population along large areas of the Western frontier region and that a number of armored and infantry divisions have moved up to borders. India, says Hazelhurst, has replied by strengthening its positions in the border. Tension, he says has reached a dangerous level with leave for the armed forces cancelled on both sides and a build-up of oil and petrol reserves.

According to Hazelhurst's report it is estimated in India that President Yahya Khan has deployed nearly five divisions in East Pakistan and most of his remaining 10 divisions along the western front. India says Hazelhurst can commit 12 or 13 of her 27 divisions to the Western front with ten mountain divisions tied down on the Chinese frontier and the remaining three or four divisions near the East Pakistan border.

According to Hazelhurst. Indians fear that President Yahya might be tempted to hit back in the West if the East Bengal guerrillas begin to harass his forces in the East effectively. Indian military strategists, says Hazelhurst believe that if the Pakistanis strike they will do so before the Himalayan passes on the Chinese border close with the onset of Winter. On the other hand, he adds if the Indians decide to solve the refugee problem by pushing the West Pakistanis out of East Bengal, the operation would not begin until the passes are closed.

In a long study of the situation in East Pakistan, Kevin Rafferty in the Financial Times says that it is not certain whether the army there will devote itself after the end of the Monsoon to the business of opening up supply lines to provide food in the areas where it is most needed or to opening up supply lines for the task of mopping up guerrillas. Should he choose the second course, says Rafferty, the Bengal border will be tinder for an Indo-Pakistan war, there will be yet more refugees and many more people will die. It is a question of priorities, says Rafferty. and ifs not certain which President Yahya will choose. But, he adds, there are 40 million people in East Pakistan in danger of starvation whose lives depend on his choice.

২৭।

ASIAN TOPICAL TALKS **GUERRILLAS AND FOOD**
15th October, 1971 *by Mark Tully (S)*

The Head of the United Nations Relief Operation in East Pakistan said on Thursday that the prevention of famine in East Pakistan during the next four months depends on whether food can be distributed efficiently. Mark Tully looks at the situation on the ground in East Pakistan in the light of recent reports.

Ever since the military action in East Pakistan stated at the end of March there have been dire warnings of immersing famine in East Pakistan. The few reports there are from people who have travelled in East Pakistan recently indicate that so far there is no signs of malnutrition on a large scale. But almost everyone who has seen to East Pakistan fears that there are still very real dangers.

Mr. Paul Mark Henri who is in charge of the United Nations Relief Operation in East Pakistan said in his news conference last Thursday that he did not think that there would be a shortage of stocks. The main problem Mr. Henri envisages is distribution. The railways of East Pakistan used to carry about 60% of the food imported into East Pakistan and a foreign correspondent has reported from Dacca this (last) week that the rail ways are still only operating at about 20% of their normal capacity. The United Nations appear to be discounting the railways and are going to try to get food distributed by water and road transport. They will supply a thousand vehicles and various coasters and other boats. But it is reported that of the 100 United Nations trucks which have already been supplied to East Pakistan 70 are still stuck in Chittagong because the road conditions are so bad that they cannot be driven to their destinations.

This is where another very important factor in the situation comes in-the guerrillas. The road conditions are bad because they have been sabotaged .by the various groups of guerrillas. Recently also at least three ships have been damaged by limpet mines in Chalna harbor and this has led one British shipping line to stop all sailings into East Pakistani ports. Although it is now believed that none of the S lips which were damaged were carrying food it is going to be virtually impossible to get the necessary food stocks into East Pakistan if the main ports cannot be kept safe. Apart from absotaging the communications, the other main difficulty that the guerrillas are posing is that in many parts of the province the army are still being forced to take action against them. This military activity might well have to be stepped up because the guerrillas are threatening to launch a new and. more intensive campaign. It is very difficult to arrange for food distribution in areas where intensive military action is going on.

Last month. Mr. Moshtaque Ahmed, who describes, himself as the Foreign Minister of the provisional government of Bangladesh, told a foreign correspondent in India that he hoped an International relief operation could be conducted in East Pakistan. But he said that he would not be prepared to cooperate with anything except a full scale international operation in which the distribution of food was entirely handled by independent international organizations. His view was reiterated by a spokesman for the Bangladesh movement in London this (last) week. The spokesman made it' quite dear that he did not regard the Present United, Nations operation as anything more than an agency of the Pakistan army.

The Bangladesh movement also pointed out that so far no one had even approached them to ask for their cooperation and that until that happened they were unlikely to try and restrain the guerrilla activities.

Bengali dawn news talk for 16/J 7 October

২৮।

ASIAN TOPICAL TALKS
20th October, 1971

PRESS ON PAKISTAN
Edited by Mark Tully (S)

There is a report in the Daily Telegraph today from Clare Hollingworth in Gauhati in Assam. She says that a guerrilla offensive against the Pakistan army is imminent, and that

30.000 men under Colonel Osmani have been alerted. She reports that there has been heavy fighting in Chhatak in the Sylhet district and near Comilla. There is, according to Clare Hollingworth, increasing evidence that the Chinese are giving material and moral support to the guerrillas. Indian officers are concerned about the extreme leftist tendencies developing among the guerrillas. The guerrillas are deeply' disappointed that India has not recognized Bangladesh. She also reports that there is now an open dispute between two groups described as the provisional government of Bangladesh in Calcutta and the guerrilla leader based in Tripura and that this dispute will increase leftist pressures on the guerrillas.

The Times carried an extensive account of the Indian Prime Minister's press conference in Delhi yesterday at which she repeated that India did not want war nor would India do anything to provoke a situation by which a war might develop. Mrs. Gandhi also said that she saw no reason to have discussions with the Government of Pakistan because the problem lay between the government of Pakistan and the elected representatives of the people of East Pakistan.

Yesterday and today (Sunday and Monday) the British press has reported and discussed events in India and Pakistan extensively. Mark Tully takes a look at this press coverage:—

২৯।

ASIAN TOPICAL TALKS **INDIA PAKISTAN AND THE PRESS**

25th October, 1971 *by Mark Tully (S)*

Anyone who read all yesterday and today's British papers would emerge from the exercise in a state of total confusion. The main question which is discussed is the likelihood of war between India and Pakistan. Take today's Times and Scotsman. The Times headlines its story from Peter Hazelhurst, "Mrs. Gandhi flies abroad in spite of war threat ". The Scotsman's headline is Fears of War abate as Mrs. Gandhi leaves "for foreign tour. The Sunday Telegraph yesterday carried a story from Delhi in which it said that Mrs. Gandhi's short address to the nation before she left for her world tour must have had a soothing effect particularly in the border areas, where military preparations have according to the Sunday Times Correspondent, caused alarm. On the other hand the other two important Sunday papers emphasized the fact that India had begun to call up army reservists. The Observer correspondent said that the reservists' had been called up to keep up the Indian government's show of force at the borders to meet a similar build-up on the Pakistani side.

Today's Daily Telegraph has two reports whose headlines make alarming reading. One from David Loshak in Lahore is headlined: "Pakistan Army itching to go against India," while Clare Hollingworth's story from New. Delhi is headlined, "Indian Troops poised to strike” David Loshak says that the Pakistan army is deployed in strength and

depth along the Lahore frontier. The most dangerous aspect of the situation, Loshak feels is the difficulty of unwinding from the present state of tension. Loshak also does not see any sign that the military regime in Pakistan is willing to help bring the situation back to normal. Clare Hollingsworth reports that Mrs. Gandhi had long and calm meetings with her cabinet and with the chiefs of the armed forces before she left at which she insisted on restraint.

John Grigg who has recently returned from a visit to India as an official guest wrote a long article in yesterday s Observer in which he said, that Mrs. Gandhi is still extremely anxious to find a peaceful solution to this problem but she will not shrink from war if her efforts to find a peaceful solution fail. He thinks that Mrs. Gandhi's foreign tour is her last bid for peace. She will be asking the leaders of the Western powers to use every sanction short of war to bring about the changes in East Pakistan which are essential if the refugees are to return.

On the other hand, Sir Frederick Bennett who is a Member of Parliament has written a letter in today's Telegraph in which he says that having just returned from a visit to both wings of Pakistan he is convinced that the concept of Bangladesh is as dead as Biafra Sir Frederick Bennett points out that United Nations observers have advised that one of the best ways of inducing the refugees to return is to reduce the tension on the border. If the guerrilla activities inside East Pakistan continue. Sir Frederick warns that a major war is likely to break out.

In an article in the Times today Peter Hazelhurst analyses the relative strengths of the Indian and Pakistani forces. He says that both are well disciplined and well armed. Numerically the Indians have a 3 to 1 advantage but this is offset by the fact that 10 of India's 27 divisions are tied down on the northern border with China He also points out the logistical strains under which the Pakistan army is having to operate. Hazelhurst does not think India is likely to march into East Pakistan because this would leave the province in chaos and India could end up with 70 million refugees. But he says that if the guerrillas harass the Pakistan army effectively President Yahya Khan might be forced to start a military action, probably in Kashmir. In this way Hazelhurst says President Yahya Khan would focus world attention on Kashmir and force the Security Council to meet.

Finally, both the Scotsman and the Guardian today carry editorials. Both papers agree that war is unlikely while Mrs. Gandhi is away. The Scotsman says that India has responded more readily to appeals for restraint than Pakistan has responded to appeals to make a fundamental hut necessary change in her policy if Mrs. Gandhi docs not succeed in increasing international concern about the return of the refugees, especially in America, pressure for military action with India will increase. The Guardian says that Mrs. Gandhi must succeed in getting a temporary block on American arms shipments to Pakistan and a much larger United Nations forces in East Pakistan otherwise she will not be able to restrain the extremists in India. But the Guardian also feels that India should offer to allow United Nations teams into the refugee areas.

৩০।

ASIAN TOPICAL TALKS **PRESS ROUNDUP**

1st November 1971 Edited by William Crawley (S)

There have been reports this morning and over the weekend on developments in East Pakistan. Yesterday morning the Sunday Times published a report from Dacca. The reports is unsigned but the paper claims that it is recent and reliable. The Mukti Bahini guerrillas are said to have launched a series of daylight front attacks on public buildings in Dacca. The report does not quote any attacks more recent than two weeks ago. According to the report, foreigners in Dacca who have been hitherto relatively safe are now under threat both from the Mukti Bahini guerrillas and the razakars. The new wave of Mukti Bahini attacks is said by the correspondent to put an end to a three-week lull which followed the capture by the Pakistani Army of 80 guerillas on September 15th.

In the Daily Telegraph today, David Loshak reviews the current position in Pakistan. David Loshak, who has been until recently reporting from New Delhi, says that the past ten months have seen a catalogue of errors on the part of the Pakistan Government. Loshak says that as the nation hovers near the edge of War vital decisions have been avoided. He says that the cost of keeping the army in East Pakistan is being met by printing money, and that the Pakistani economy is in desperate straits. The country threatened by simmering discontent among workers in industry who have been laid off, and with mounting interprovincial strains in the western wing.

The Financial Times this morning carries an editorial on Mrs Gandhi's visit to Britain. The Financial Times says that if war does not break out between India and Pakistan, Mrs. Gandhi's tour will not have been in vain. The paper says that Britain's policy should be to ensure that the nightmare of an India-Pakistan war. with the possible involvement of the United States and the Soviet Union, does not become a reality. The Financial Times says that the British Prime Minister, Mr. Heath should send a message to President Yahya Khan urging him to take the risk of political negotiation with the Bengalis as a better alternative to the risk of a war with India. The Financial Times says that Mr. Heath should also send a similar message to President Nixon, urging the Americans to take a similar line.

৩১।

ASIAN TOPICAL TALKS **REVIEW OF THE BRITISH PRESS ON PAKISTAN**

3rd November, 1971 *Edited by William Crawley (S)*

A report is published in the Daily Telegraph this morning from Clare Hollingworth in Dacca. She says that forty thousand Bangladesh guerrillas are now operating inside East Pakistan. She quotes a Pakistan Army officer as saying to her that "open support for the Mukti Fouj has risen during the Past two months like a genetic tidal wave sweeping over the country." Clare Hollingworth says that the guerrillas are increasing their activities inside the towns and that for the first time since March clashes with the army

have been taking place in the streets in daylight. According to Clare Hollingworth there are three groups of guerrillas deployed inside Dacca, and bank robberies are frequent Schools have been attacked and many parents are keeping their children at home.

Clare Hollingworth says that the army, position is over-stretched. They are manning the frontiers, leaving too few men to control the countryside. According to her, the authorities are pressing the government in Islamabad to introduce collective fines on areas where guerrillas have been operating, but she thinks such a measure would be difficult to enforce.

According to Clare Hollingworth, 1000 guerrillas held a conference near Barisal last weekend within three mile" of an army outpost. |he conference had apparently followed the killing by the Mukti Fouj of a rival Naxalite leader. A rival guerrilla group had then agreed to join forces with the Mukti Fouj, reports Clare Hollingworth in the Daily Telegraph.

In the Times a report from kuldip Nayar in New Delhi says that Hast Bangali leaders were taken by surprise and were unprepared for president Yahya Khan's military campaign Kuldip Nayar says that Delhi's strategy seems to be to sit quiet and give as much help to the guerrillas as it can. He says that the extremist group in the Mukti Bahini is putting pressure on its leaders to look more for Chinese support in their campaign. According to Kuldip Nayar the extremists argue that India is not willing to fight the Bangladesh battle.

৩২।

ASIAN TOPICAL TALKS **SITUATION IN EAST PAKISTAN**

11th November, 1971. by Mark Tully (S)

It was reported earlier this week that the Pakistan government had decided to impose collective fines in areas where subversive or anti-state activities have been going on. Mark Tully looks at the situation in East Pakistan in the light of the latest reports from the province:

The Pakistan government's decision to impose collective fines shows how seriously the government now views the law and order situation in East Pakistan. Previously, the government always denied that it held local communities responsible for sabotage or other guerrilla activities in their areas. Although there was occasional evidence that after some acts of sabotage the army or the police burnt houses in the surrounding areas the government always denied that this had been done as part of an official policy. The Pakistan government has been doing their best to persuade the people of East Pakistan and indeed the world that they are not only fully in control of East Pakistan but also getting cooperation from the vast majority of the people. The government must realize that by its collective fine decision it is admitting that this is not so.

Reports from East Pakistan all speak of a marked increase in the activities of the guerrillas. One of the guerrillas, targets appears to be schools and colleges. The guerrillas want to dissuade students from returning to their classes. The economy has also been a

target. It is reported that 3 jute warehouses have been burnt down recently. The guerrilla have also been turning their attention to those they regard as collaborators. On Sunday, one of the Members of the National Assembly who recently gained his seal in an uncontested by-election was shot and there have been other political assasinations. One report from Dacca says that there are now no less than seven areas of East Pakistan where the government in Dacca does not in fact govern.

One of the main difficulties the government appears to be facing is that it is having to depend on the Razakars for a great deal of the work which the police or the army would normally do. The regular police are still weakened by the massive defections after the military action started which have not been made up. President Yahya Khan's scheme to restore political life to the province does not appear to be doing much to restore the confidence of the people and encourage them to cooperate with the government The main problem is that there seems to be no sign of a party growing up to replace the now banned Awami League, By-elections were scheduled for 78 seats in the National Assembly next month. Reports from Pakistan say that 52 of the seats have already been filled by members who have been returned unopposed. As most of these members come from the right wing Islamic parties who were unable to win a single East Pakistani seat in the last election their unopposed return in this election does not seem to hold out much hope of their being able to command the confidence and respect of their constituents.

Another political problem which the government is reported to be facing is the rump of the ex-Awami League-these Members of the National Assembly who were elected on the Awami League ticket last year and who have been cleard by the government to take up their seats in the National Assembly. Nothing has been heard of most of them in East Pakistan and they are in fact believed to be still in India.

The signs at the moment arc that politically and economically East Pakistan is far from normal and it is very-difficult to see how the province can return to normality under present conditions.

৩৩।

ASIAN TOPIC ALT ALKS BRITISH PRESS ON INDO-PAKISTAN

30th November 1971 *Edited by William Crawley (S)*

Most British papers this morning give prominence to the admission by India that her forces have been engaged in a tank and infantry battle against the Pakistan army in the Balurghat-Hili area inside East Pakistan. The Daily Telegraph correspondent in Calcutta, David Loshak says that the official explanation, that the military crisis in East Pakistan is a matter merely between the Pakistan army and the Mukti Bahini guerrillas, has now been abandoned by everyone except official spokesmen.

In the Times, David Housego reports from Rawalpindi that the Indian and guerrilla forces are mounting repeated attacks to encourage the Pakistan army to use up their ammunition, while at the same time depriving them of further supplies. Housego says that the thrusts in the north appear to be aimed at airstrips, which are both a source of

supply and an escape route for the Pakistan army. Housego says that observer in Rawalpindi do not see how President Yahya Khan can put off a decision much longer, whether to attack India in the west, or face disintegration of the eastern province, or to make political concessions.

Writing in the Guardian from Dacca, Lee Lescaze of the Washington Post says that it is clear that fighting has been confined to small areas and no all-out India offensive has taken place. Lescaze says that both India and Pakistan are intent that its adversary should be painted as Jhe aggressor and says that this concern has shaped the undeclared border war. But Lescaze thinks that the Indian attacks have kept the Pakistani force off balance. He thinks that India would welcome counter thrusts across the border by Pakistani troops which could provide evidence of Pakistani aggression, and give a pretext for even stronger Indian military action.

Also in todays Guardian there is an editorial headlined India provokes war. The Guardian says that Indian military incursions are calculated provocations aimed at securing either the Release of Sheikh Mujib and an autonomous Bangladesh or outright military victory. But the Guardian says that India's tactics look more and more fallible. They are disastrous diplomatically politically and psychologically. Diplomatically because no one now believes-that this is an internal crisis in which India has no part, politically because a counter attack by Pakistan may now seem a just response after so much provocation, and psychologically because President Yahya Khan would never free Sheikh Mujib in circumstance involving such direct crushing personal humiliation, and says the Guardian, Bangladesh without Sheikh Mujib will quickly fall apart.

৩৪।

ASIAN TOPICAL TALKS	**DESPATCH FROM AHMED NIZAMLDDIN IN DACCA.**
2nd December. 1971	*Edited by Mark Tully (8)*

According to a Pakistan Army spokesman in Dacca, Indian soldiers made attempts to advance towards East Pakistan's north eastern Sylhet District at Shamshernagar airport and also at the western border railway station, Darsana in Kushtia District. The Army spokesman claimed to have bluffed the advance." A source however said "Serious fighting awaited but reports reaching Dacca said that Indian soldiers have is still continuing in these to fronts". Further details are still attacked an the border districts including Bhomra and Sarkara in Khulna, Afra, Similia, Bhadra, Khalishpur Industrial Town. Ustail and Andalbar in Khulna. Kamalpur in Mymensingh, Shamshernagar and Unachom in Sylhet district, Casba, Saldanadi, Barajala, Genagadar Bazar. Patharnagar and Harimangal in Comilla and Chota Harina in Chittagong district. A military source today circulated and published the pictures of two Indian soldiers of 515 Gurkha Regiment with their identification numbers. The two soldiers were killed at Jaintiapur area within East Pakistan territory. The photographs were produced to prove India's involvement in the present war.

Meanwhile rebels, whom officials describe as miscreants have exploded five bombs in various parts of East Pakistan's capital city during the past 24 hours. A bomb exploded in a leftist party office at a time when Right wing leader. Professor Golam Azam indicated that a National Government might be formed in Pakistan in the near future. Mr. Bhutto was likely to be included in the government. Prof. Azam also demanded that in the National Government the prime Minister, the Foreign Minister and the Finance Minister should be appointed from the East Pakistani leaders in order to win the confidence of the people of East Pakistan.

Another blast badly damaged electric poles at Rampura, Malibagh area. Two bombs exploded in two Secondary High Schools, Armanitola. New Government High School and Rahmatullah High School. Both institutions were damaged, according to police source. One explosion badly damaged a petrol pump near Pak. Motors on Dacca Airport Road which also injured two persons, one of them reported to be serious. Dacca Mitford Hospital Source said that two more bullet-injured persons who were admitted there bringing such cases to 35 there from nearby Keraniganj area.

A Pakistan Government spokesman said that the trial of Sheikh Mujibur Rahman "Is not over". Reports of scarcity and high prices of daily necessities are going in from the outlying districts and some 20 miles from various parts of Dacca City. An old man from Medini Mandal, some 22 miles south of Dacca City, Mr. Afzal Hussain, all the way her to buy some essential commodities such as kerosine oil and medicines. In Dacca City the government decided to sell kerosene oil to city dwellers only through their food ration cards. When I visited one of the fairprice shops, I found hundreds of people away from their normal work lined up from early dawn to midday for one gallon of oil per head. In the rural areas according to consumers there was practically no kerosene oil and all the local papers in their editorials appealed to the government to solve this problem. There has been an acute shortage of kerosene oil here since the day when Bengali rebels exploded and sunk an oil tanker at Chittagong port 80 percent of East Pakistan population use kerosene oil for lighting purposes after dusk and in the city areas, they use it for cooking purposes also.

৩৫।

ASIAN TOPICAL TALKS **PRESS REVIEW ON INDIA/PAKISTAN**
2nd December 1971 *By William Crawley (S)*

Reports from British correspondents in the press this morning say that Indian forces have cut the railway line at two points inside East Pakistan. Peter Hazelhurst in the Times reports from Delhi that Indian, troops have occupied sections of the rail line in the Hili region. Clare Hollingworth, writing in the Daily Telegraph from Dacca says that Indian artillery supported by Bangladesh guerrillas have also cut the rail link from Chittagong to Dacca and Comilla at Fenni, 38 miles north of Chittagong.

Clare Hollingworth says that it appears that Indian operations have never been mounted at more than battalion level (600-800 men), and that the majority of attacks are

made by no more than one company (120 men). Clare Hollingworth reports that yesterday the Indians began heavy shelling of a Pakistani artillery position near Rangpur. The gunners were discouraged from returned the fire. A senior officer said that in this sector it would be impossible to launch a small counter-attack without crossing the Indian frontier, and he had strict orders not to do so, writes Clare Hollingworth.

Correspondents of the Times and the Daily Telegraph were with a party of foreign correspondents who were taken on an officially sanctioned visit to the Indo-Pakistan front, on the Indian side near Bangaon. There was little sign of conflict apart from a few bursts of machine-gun fire. Peter Gill in the Daily Telegraph reports that Pakistani troops were not to be seem and a Bangladesh flag flew on the customs post on the other side of the border.

A delayed dispatch appears in the Times this morning from A. B. Musa of the Asian News Service, who has been with the Mukti Bahini guerrillas at Satkhira in the Khulna district. Musa reports that two platoons of the Mukti Bahini had succeeded in crossing the Ichamati river and had forced a company of Pakistani troops to retreat. Musa says that some of the guerrillas were boys of only 12 years.

Further eye witness accounts of guerrilla activities inside East Pakistan was provided by a film which was shown on BBC television last night. The film was taken by an American reporter, and it showed guerrillas in entrenched positions opposite the Pakistani lines. They were said to be short of arms and equipment and were operating to a large extent with captured guns, ammunition and motor vessels. A full civilian administration was said to be operating behind the guerrilla lines.

৩৬।

ASIAN TOPICAL TALKS	**DESPATCH FROM AHMED NAJIMUDDIN IN DACCA**
6th December 1971	*Edited by William Crawley (S)*

After a day's air battles and dog fights 011 Dacca airfield, 110 further attack on this airport has been reported from yesterday afternoon till this morning. Late last night, at 0230 Local Time, the Indian air force made an attack on Dacca City. I heard a sound of bombing from the suburbs of Dacca City but there have been no reports of damage. Also Meanwhile a Pakistan army source said that the Indians had enlarged 'battle fronts at Akhaura in Comilla District and Kamalpur in Mymensingh District and also in Dinajpur in northern sector. The source claimed that the attacks had been blunted by Pakistani troops.

Dacca, Narayanganj and East Pakistan's port town, Chittagong have been placed under dusk to dawn curlew and a complete black-out is being observed for an indefinite period. All means of communication with Dacca and the outlying areas have been completely disrupted and normal life has been suspended. Shops, commercial organizations, banks and other offices remained closed, due to the Indian air and ground attack Dacca television centre last night showed newsreel of the Indian attack on Dacca

airfield damaged air force planes and captured pilots. The local papers came out as usual with big news of the war. Reports of fierce fighting from Jessore, Comilla, Chittagong Hill tracts are still coming in.

৩৭।

ASIAN TOPICAL TALKS	**THE BRITISH PRESS ON INDIA AND PAKISTAN**
7th December 1971	*Edited by Evan Charlton (S)*

The British Press today gives extensive coverage of the war between India and Pakistan. There are also editorials in the major newspapers.

The Daily Telegraph says that in announcing India's decision to recognize "The people's Republic of Bangladesh" Mrs. Gandhi could not have put things more plainly Now that "there was war, she told her M. Ps, "the normal hesitation on our part to do anything which could come in the way of a peaceful solution or which might be construed as intervention, has lost significance." Given Indian's policy and the stage which had been reached on ground in East Pakistan, the decision had indeed become logical. To give Mrs. Gandhi credit where it is due. it is a fact that, until the most recent developments, she did refrain from actions which could have impeded a political solution to the refugee problem which has hung so heavily round India's neck since March.

The most obvious candidate to follow India's example says the Telegraph, would seem to be Russia, perhaps after prodding one or two East European Governments to move first. China supports Pakistan but might want a presence if a new Bengali state emerged. Washington in its present anti-Indian mood will oppose recognition. It is not enough for the world's greatest power simply to heap unbridled blame on India and threaten to cut off aid, after months of indecision on an obvious threat to peace says the Telegraph.

The Guardian's editorial is called "Perils of Total Victory. Mr. Nixon may not like it. China may loathe it: but one fact emerges clearly" the Guardian comments. Bangladesh, born of blood and desperation will not go away now.

This is the first major trophy of battle but the Guardian argues that a total Indian victory will raise more questions than it settles. Bengali autonomy is a just and worthy cause, but cannot be conferred from outside by the arch enemy of Pakistan. It cannot be cocooned in a puppet state says the Guardian. It needs its own leaders solving its own problems.

The Times says that India in seeking a military solution to the political problem of East Bengal has left no room for compromise. It is clear to India and may well be true, says the Times, that Pakistan is totally incapable of bringing the people of Bangladesh back under its control. This is to be effected by a brisk campaign that will hand over power to the government that has been rather prematurely recognized.

If that can be done quickly, adds The Times, India may well imitate the Chinese in 1962 and briskly withdraw, announcing the end of a war that never was. And until that neat solution is completed the Russians will stonewall in the Security Council. Of course nothing like this may happen, the Times goes on. Pakistan's action in the west will in any case not be halted even if the east were overrun.

That is where the danger lies and that is why the task of separating them and ending the war will be the harder. At best the United Nations can watch for an opening in the belief that the war can be kept to some settlement of East Pakistan says the times and not stumble hopelessly into a war to end war between India and Pakistan.

৩৮।

ASIAN TOPICAL TALKS — **REVIEW OF THE BRITISH PRESS ON INDIA/PAKISTAN**

8th December 1971 — *Edited By William Crawley (S)*

Many correspondents of the British Press this morning file reports on the course of the war as seen from different places on both sides.

In the Daily Telegraph Peter Gill, reporting from Calcutta says that by taking Jessore the Indian army has brought off a particularly impressive tactical coup. Through adopt manipulation of the press, says Peter Gill, the Indian Army command lulled Pakistani forces into the belief that such a well-defended town would be by-passed to avoid un- necessary bloodshed. But the Chief of Staff of Eastern Command had made it clear in Calcutta yesterday that the principal aim of Indian strategy had been to clear the Pakistani army from all areas, reports Peter Gill. Gill says that Pakistani troops may prefer to surrender to a regular army than fall into the hands of the guerrillas. Clare Hollingworth also reports in the Daily Telegraph from Dacca, on efforts by the United Nations to arrange the evacuation of women and children from the city. Mr. Paul Marc Henri, assistant Secretary general of the U.N. has been attempting to arrange a neutral zone in Dacca under the jurisdiction of the Red Cross, reports Clare Hollingworth. She writes that few people in Dacca arc bothering to take shelter when air raid sirens sound because the Indian pilots appear to be sticking to military targets.

৩৯।

ASIAN TOPICAL TALKS — **NEWSNOTE: INDIA AND PAKISTAN**

8th December 1971 — by Mark Tully

Yesterday, the British labor Party's international committee unanimously passed an emergency resolution which was strongly critical of Pakistan. The resolution said that the cause of the present conflict lay in the refusal of the Pakistan government to negotiate a political solution with the democratically elected leaders of the people of the country's east wing. The resolution also urged all countries to stop sending any more arms to India or Pakistan. The Labor Party's international committee put forward a five-point plan

which called on both sides to stop hostilities. It also called for the release of Sheikh Mujibur Rahman and a political solution which would satisfy the people of East

Pakistan. After the political solution had been found, the plan said that arrangements should be made for the orderly return of the refugees and there should be an immediate and massive increase in world aid to the area. Although all members of the committee felt that the state of Pakistan, as it was, no longer existed, they postponed a decision on recognizing Bangladesh because they felt it might hinder the British government's efforts to bring about an end to the fighting. In spite of the condemnation of Pakistan, the resolution therefore means that the Labour party is going, for the moment, anyhow, to continue supporting the government's policy.

The British government are clearly doing their best to retain as much influence as they can with both India and Pakistan. According to diplomatic sources, Britain has definitely decided not to follow the American example by cutting off aid to India. The British government also appeal's determined not to be drawn into the trap of famine either side as the aggressor. At the United Nations Britain was one of the ten countries who abstained from voting on the General Assembly Resolution which called on both sides for an immediate cease-fire and withdrawal of troops. The British government felt throughout the discussions in the Security Council that there was no point in discussing resolutions which were bound to be opposed by those who were committed to either the Indian or the Pakistani position. The British Ambassador is reported to have done his best to persuade the members of the Security Council not to give up hope of finding a compromise.

৪০।

ASIAN TOPICAL TALKS **DESPATCH FROM AHMED NIZAMUDDIN IN DACCA**

10th December 1971 Edited By Mark Tully (S)

This is despatch from Nizamuddin Ahmed in Dacca. It was sent yesterday (Thursday) morning.

Reports of scarcity, high prices, and the disappearance of essential commodities are reaching here from all over the province following blockades and the disruption of all means of communications. All postal services to and from Dacca have been suspended with exception of telecommunications in a few selected cities and district headquarters. In the city private car owners buses and public carriers, were refused petrol. However military, police and other government agencies' cars were on the road as these were being supplied with restricted quantity of petrol. Salt, kerosene oil, mustard oil and other daily necessities of East Pakistan have also disappeared from the open market. The Government has further reduced the weekly food ration of city dwellers by one fourth of the normal quote. Sugar and rice are being sold at higher rates.

Supplies of fish and meat in the city markets arc also inadequate. Shops and offices close by 14.00 hours local time. Banking service and industries are also affected seriously

due to frequent air raids, but in general, the people enjoy the air battle very much Newspaper circulation is confined mainly to the Dacca and Narayanganj areas.

৪১।

ASIAN TOPICAL TALKS **REPORTS IN THE BRITISH PRESS ON INDIA/PAKISTAN**

13th December 1971 *Edited by William Crawley (S)*

Many reports in the British press this morning focus on the U.N., and the terms that the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi might consider for a peace settlement. .There is some speculation on the future of the Pakistani forces in East Pakistan. An attempt by the military adviser to the civilian governor of East Pakistan, Major General Farman Ali Khan, to initiate negotiations for the withdrawal of Pakistani forces from the province was vetoed by the commanding officer in East Pakistan, General Niazi and by President Yahya Khan himself. Reports in this morning's papers say that Major General Farman Ali Khan's position is now in doubt. Clare Hollingworth reporting in the Daily Telegraph from Dacca says that it is assumed that the General is under house arrest.

Clare Hollingworth writes that it was estimated yesterday that fewer than 5000 Pakistani troops still remained in Dacca, and it was expected that Indian forces would take over the city within the next 2 days.

From New Delhi, David Loshak reports in the Daily Telegraph that. China and Pakistan were believed to be preparing 10 evacuate Pakistani troops from East Pakistan. Indian intelligence sources have intercepted messages passing between China and the Pakistani High Command indicating that a large number of rescue ships had been assembled in the Ganges Delta. David Loshak says that it is believed that these ships would sail out of the delta flying Chinese flags and carrying escaping Pakistani troops. Loshak reports that it has become apparent that many of the survivors of Pakistan's 70,000 strong army are making their way to Ganges ports for possible evacuation towards Burma. According to Loshak. the main reason for the reported parachute drops of Indian units has not been to attack Dacca, as has been widely assumed, but to attempt to cut off the escape routes of the Pakistani troops moving southwards towards the ports. Loshak reports that the Indian government is alarmed at the prospect of Chinese intervention in a rescue operation.

In the Times, Henry Stanhope reports from Calcutta on the establishment of the Bangladesh Government in Jessore. One of the first acts of the government was to announce the setting up of war tribunals to try collaborators with the Pakistani army regime. Stanhope reports that Mukti Bahini forces together with the local police are helping to maintain civil order. Stanhope says that Indian commanders are careful to ensure that their soldiers' behavior is good, and there have been no complaints heard against them.

A Guardian correspondent, Laurence Stern of the Washington Post, reports from Jessore that the Indians and the Bengali towns people seemed to be on most amiable

terms. The acting President of Bangladesh. Syed Nazrul Islam is reported to have said in a speech in Jessore "We will not tolerate anybody who tarnishes the relationships between Bangladesh and India". Jackson says that India's interest is in breaking the military junta in Islamabad, but not at all in the break-up of West Pakistan.

৪২।

ASIAN TOPICAL TALKS	**REPORTS IN THE BRITISH PRESS ON INDIA/PAKISTAN**
17th December 1971	*Edited by William Crawley (S)*

Full coverage is given in this morning's press to the signing of the instruments, of surrender in Dacca yesterday by the commanders of the Indian and Pakistani armed forces in the east. Several papers print the full text of the surrender terms, which states that full protection will be provided by the Indian forces to foreign nationals, ethnic minorities and west Pakistani personnel.

A report in the Times of an interview with the Pakistan Foreign Minister Mr. Bhutto in New York. Henry Tanner of the New York Times News. Service quotes Mr. Bhutto as saying that Pakistan should accept a ceasefire with India and should be prepared to negotiate a permanent settlement with the insurgents in East Bengal as well as with the Government of India.

However Mr. Bhutto said that he did not concede the final loss of East Pakistan according to Henry Tanner and said that what he called the secessionist leaders may soon come to be regarded as Indian stooges. He said that sooner or later there had to be a ceasefire.

It was sheer madness to continue a war of this nature, and none of Pakistan's problems were resolved by it.

Other reports from the United States say that America had given a cautions welcome to the ceasefire in East Pakistan and to the Indian offer of a ceasefire in the west. An United States state Department spokesman said that there had been no indication that the Soviet Union had exercised a restraining influence in the events leading up to a ceasefire.

In the financial Times there is a special article by Robert Graham, from New Delhi. He writes on the consequence of India's victory in the east, and future Indian policy to the state of Bangladesh which they have recognized. India would like to maintain Maximum non-interference in its internal affairs, but geographical and political factors are likely to dictate close tics. New Delhi is bound to offer as much financial and economic support as possible, says Robert Graham.

A short piece in the Guardian asks the question what a citizen of Bangladesh would be called. Four professors of Bengali in London are reported to have coined the form "Bangladeshiya" but the Bangladesh mission in London amended this to "BANGLADESHI".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৯। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবিসি, প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা : 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলী'	বিবিসি, লন্ডন	২৬ মার্চ - ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১।

CURRENT AFFAIRS TALKS **PRESIDENT YAHYA KHAN S SPEECH**
Distribution 'A' by Mark Tully (s)
26 March 1971

Two days ago there was still optimism about the outcome of the talks in Dacca. By the evening, with the apparent breakdown of the talks, the President's departure to Karachi and the introduction of stricter martial law measures, this had turned to pessimism. Now that President Yahya Khan has spoken to the nation, Sheikh Mujib is reported to have declared East Pakistan independent, and the full gravity of the situation has been made clear.

In a hard-hitting speech, the President First outlined the steps he had taken to try and reach agreement between the political leaders. He then went on to say that in the end he had come to the conclusion that Sheikh Mujibur Rahman's proposals were merely a passport to chaos. He said the Sheikh's actions in declaring and running his non- cooperation movement were treasonable, that he had insulted Pakistan's flag and defiled the photo of the father of the nation and created terror, turmoil and insecurity. He also stressed the danger that settlers from West Pakistan had been living under in East Pakistan. The President went on to congratulate the armed forces for their forbearance when they were being insulted.

The President said that he only delayed taking action against the Sheikh earlier because he did not want to jeopardize the talks. He said that the Awami League party is now banned. He also said that he would be announcing further martial law measures soon.

As to the future, the President said that he stood by his pledge to hand over rule to the elected representatives of the people. He would announce measures to achieve this as soon as he could. So now the majority party in East Pakistan, the party which won all but one of the East wing's seats in the assembly, has been banned. The President's speech left no doubt that the blamed he crisis almost entirely on Mujib and his followers.

No one really knows how many troops there are in East Pakistan. But no matter how many troops there are, no one should underestimate the difficulties the military authorities are going to have to face, especially in the outlying areas where communication are bad. The army's problems are going to be increased by the overflying ban between the two wings of the countries which India imposed after the hijacking incident. The army will probably concentrate its efforts in the urban areas.

Despite the tone of President Yahya's speech he could also find himself facing problems in West Pakistan, which is, of course, still under martial law as well. Mr.

Bhutto's People's Party, who are particularly strong in the key province of Punjab, has already shown signs of rest-lessness and has now came under the general ban on political activity. While Mr. Bhutto has always stood out against an unconditional acceptance of the Sheikh's demands, he wants power to be handed over to him as the majority elected leader in the West wing and he is not likely to welcome the extension of military rule.

The President's speech clearly ends this stage of his experiment to return Pakistan to democracy. He has promised that he still intends to hand over power, but he could not make any announcement about the next step. It is difficult to see anything for the time being except a further spell of military rule. How successful that military rule will be must be an open question.

২।

CURRENT AFFAIRS TALKS **PAKISTAN: THE FUTURE**

2nd April, 1971 *by Martin Adeney (OC)*

Reports are continuing to come in of violence in East Pakistan. Here is a comment form Martin Adeney of the London newspaper the 'Guardian* who was in Dacca the capital of East Pakistan less than a week ago.

The Pakistan army which I and other correspondents saw a week ago launching a massive military attack on the cities of East Bengal and the supporters of Sheikh Mujibur Rahman's Awami League which held a majority in the country's National Assembly, appears to be meeting stiffer resistance than it had expected. The Government controlled and heavily censored Pakistan radio has broadcast a warning calling on citizens not to erect barricades an admission by that cautious source that it faces serious opposition. Meanwhile Western correspondents who managed to reach Jessore 25 miles from the Indian border report that the army had withdrawn to its cantonment area, and the town was in the hands of the civilian population-though there is no suggestion of an army defeat.

It looks then as if the first objective of the army intervention which I and other correspondents witnessed only six hours after constitutional talks between President Yahya khan. Sheikh Mujib and Mr. Bhutto's peoples party had broken down, has failed A carefully laid and cold-bloodedly executed plan so frighten the population into civil obedience by the shelling of the university, the burning of areas of poor housing the indiscriminate machine-gunning of the streets and the picking off of leaders of the political and intellectual life of the province appears to have reduced Dacca to grave like peace. But in the countryside and in towns outside army encampments, it appears that people have remained united if only by bate against the largely West Pakistani army. How long with few old fashioned arms they can hold out against the modern automatic weapons of the army is another matter. But with the monsoon due in a few weeks, the army's problems of communications are going to impair its ability to exercise control outside fixed positions.

Undoubtedly army revenge against the humiliations it was subjected to during Sheikh Mujib's four week disobedience campaign has been a factor in the violence of its

response. But if General Yahya Khan, the President of Pakistan and his Chief Martial Law Administrator in the East, Lt. Gen. Tikka Khan intended the attack to be a salutary lesson to a province-which had never declared independence-to force it back to obedience to central Government, they are going to need new and more conciliatory methods to get it back to anything like normal working. They have still to show they appreciate this.

In the meantime those who suffer most will be the non-Bengalis, in particular the poverty-stricken refugees from partitioned India and Bihar in particular. Marked out as non-belongers, though they have no connection with West Pakistan, they have already been the largely unprotected targets of communal violence in the Eastern wing.

India has called upon the world Governments to take urgent steps into prevail upon the Pakistan Government to end is military actions. In its turn Pakistan has accused armed Indians of infiltrating across the border and interference in its affairs-accusations denied by India.

Verbal hostilities have reached their highest peak since the 1965 war between the two countries, helped by the racial ties between Bengalis of both countries and bitter disappointment in India at the political if not physical destruction of Sheikh Mujib. His policies of trade with India and comparative disinterest in the Kashmir question raised hopes in India of something like normal relations between the two countries.

There still seems no prospect however of actual armed intervention although Indian forces have been ordered to fire on any Pakistani troops crossing the border. The East Bengalis remain alone.

৩।

CURRENT AFFAIRS TALKS
Distribution "A"
26th April 1971

INDIA AND PAKISTAN:
DIPLOMATIC ESCALATION
by Hilary Henson (S)

The deteriorating relations between India and Pakistan reached a new pitch of bitterness today when India took the almost unprecedented step of banning any Pakistani diplomat from leaving the country without prior permission from the Indian government. The ban is a violation of the Vienna convention on the treatment of diplomats.

Since the Pakistani army crackdown in East Pakistan, relations between India and Pakistan have grown steadily more strained. The diplomatic squabble started over a week ago, when the mainly East Pakistani staff of the Pakistan Deputy High Commission in Calcutta, switched their allegiance to the ,newly proclaimed state of Bangladesh-the East Bengal secessionists, name for a free Bengal nation. The Pakistan Government sent anew man to replace the Deputy High Commissioner, but he has been unable to get, into the still-occupied High Commission building and has had a generally rough welcome from West Bengalis. The Indians have refused to take part in any eviction of the occupants of the Commission, claiming that it is a purely internal matter for the Pakistanis.

In the next move, Pakistan said she would close the Calcutta mission, since it was unable to function properly, and demanded that India should do the same with the equivalent mission in Dacca, Hast Pakistan. Both missions were officially closed this morning. This has enabled the Pakistani government to demand the repatriation of all the rebellious East Pakistanis now in the Calcutta Mission. India claims that these are political refugees and are thus not eligible for repatriation.

Clearly, what the Indians now fear is that the personnel of their Dacca Mission will be held as hostages by the Pakistanis until they agree to send back all the Bengali diplomats from Calcutta. There was an ominous phrase in a note from Pakistan's High Commissioner in Delhi, which talked of safe conduct for diplomats and the security of premises and documents and so on, 'strictly on the principle of reciprocity". India had already complained earlier today over the 'uncivilized treatment' of Mrs. Sen Gupta, wife of the Deputy High Commissioner in Dacca, when she attempted to leave from Karachi airport last Wednesday. A diplomatic courier had also received what India called objectionable treatment. With their ban, the Indians are now threatening to hold Pakistani diplomats as hostages in their turn. They give as the reason for their ban the restrictions already imposed on Indian diplomats, who, they say, arc being prevented from leaving Pakistan. The Indians claim that, far from making a drastic, new diplomatic departure, they are merely following the Pakistanis own principle of reciprocity.

৪।

CURRENT AFFAIRS TALKS — **BUDAPEST PEACE ASSEMBLY AND BANGLADESH**

13th May, 1971 — *by David Graham*

Seven hundred delegates, from one hundred and twenty four countries, today began a conference in Budapest, organized by the "World peace Council". The news from East Pakistan has given the conference an unexpected challenge.

The Secretary General of the world peace Council, Romesh Chandra, one of the main organizers of this "Peace Assembly" in Budapest, is also a leading member of the Communist party of India. The Communist Party of India has sent messages to all the other Communist parties in the world urging them to support the Communist party of East Pakistan and the cause of the independence of East Pakistan, or "Bangladesh." The Communist party of India has also entrusted Romesh Chandra with the task of organizing support, in Moscow, in Budapest, and wherever else possible, for the cause of "Bangladesh."

That is the challenge, which many of the seven hundred delegates (now assembled in Budapest) must find disconcertingly new and not at all what they expected when they received their invitations.

The "world peace Council" is normally one of the most reliable propaganda instruments for Soviet foreign policy. The agenda for this Budapest meeting, as announced by Secretary General Romesh Chandra in Helsinki (Finland) at the end of

January, sounded like one more propaganda demonstration in favour of well known themes they need for a European Security Conference, the need for peace in Vietnam and in the Middle East, the need to resist "neo-colonialism" in Africa, the need to end the arms race, and so on.

So many speeches have been made about these themes before, and so many resolutions passed, that the problems would all have been solved long ago, if speeches and resolutions were enough to solve them. But the untiring Secretary General Romesh Chandra set out on a tour of Latin America to recruit "to go to Budapest, was hard at work recruiting in Cuba in February, and visited Venezuela.

Seven hundred "delegates" from one hundred and twenty four countries the figure announced at the opening session in Budapest today (Thursday) is quite an impressive piece of organisation', seven if some of the "delegates' represent practically nobody other than themselves. Others, on the other hand, are figures of genuine political importance in their own countries.

The Budapest conference beard flattering messages, at its opening session, from the Head of State of the Soviet Union, Presided Podgomy. Needless to say, he did not mention Pakistan or the needs of the refugees from East Pakistan who have flooded into India. On the other band the General Secretary of the Hungarian "Patriotic People's Front" spoke about "unsettled conflicts, crises and bloody armed struggles, which threaten the lives of whole regions." Secretary General Romesh Chandra firmly believes that the situation in East Pakistan comes into that category, and his supporters at the. Budapest meeting will do all they can until the meeting ends next Sunday to persuade their fellow delegates that the Communist Parties of India and of East Pakistan are right in urging that all possible help and encouragement should be given to the complete splitting off of East Pakistan from West Pakistan. In official eyes in Moscow, this is an embarrassing and unwelcome move. It will be interesting to see, at the end of the conference, if Romesh Chandra is re-elected Secretary General of the organisation or not.

৫।

CURRENT AFFAIRS TALKS **THE LONG TERM POLITICAL PROBLEM IN PAKISTAN**

Distribution "A"

7th June, 1971 by Mark Tully (S)

Indian Ministers are continuing their overseas campaign to explain the gravity of the refugee and cholera problems in West Bengal. Here is a comment from Mark Tully of the BBC Eastern Service:

On Sunday (6th June) the Indian Prime Minister. Mrs. Indira Gandhi said that the international community has a duty to impress upon the rulers of Pakistan that democratic urges cannot be suppressed through armed might. Now Pakistan's internal problem has become a matter of quite legitimate concern for India. Over four million refugees and large numbers still corning in are an internal problem of considerable magnitude for India. The Indian government takes the view that these refugees must be returned to East Pakistan as soon as possible because it has neither the space nor the resources to house

them permanently. But it realizes that it will be quite impossible to Persuade the refugees to return until they are confident that the life in East Pakistan is safe for them.

The Indian government feels that it is quite Justified in asking other Countries to put pressure on the Pakistan Government to bring about these conditions as soon as possible.

The problem that faces the Pakistan Government is how to restore Confidence in the East wing. President Yahya Khan promised two weeks ago that he should announce a return to civilian rule very shortly. Time is Running out and so far there has been no announcement from Islamabad. The official line of the Pakistan Government has been that the National Assembly which was elected last December still stands and that only these members who are guilty of crimes against the state will be debarred from taking part in its deliberations. But from these reports of correspondents it looks as though there is not much hope at the present of Awami League members coming forward in any numbers to support a solution put forward by President Yahya.

Although the army can undertake the task of administration temporarily under the orders of a civilian government, whether this will in fact prove possible is very doubtful because so many of the people of East Pakistan do not appear to have any faith in the army at all.

The Indian Government and many other people feel that countries who give aid to Pakistan should force President Yahya's hand by refusing to give any more aid until he achieves a satisfactory political solution. The first and most obvious disadvantage to this proposal is that it assumes that there is a satisfactory solution which can be found. The second is that by witholding aid these countries might in fact be helping the people of East Pakistan. The third disadvantage is that aid giving countries are properly cautious about using aid as a political lever. Nevertheless there is no doubt that the Pakistan government desperately needs aid for other purposes as well as restoring the situation in East Pakistan.

It is virtually certain that any country not directly concerned in the situation in East Pakistan will think of doing nothing more than putting economic pressures on the Pakistan Government. The United Nation also does not seem likely to be able to do more than assist with relief work in East Pakistan. So the problem remains basically one which President Yahya Khan has to solve for himself. But if he does not act quickly there is always the danger that the Indian Government will not be able to withstand the pressures on it to act. and will have to intervene directly.

৬।

CURRENT AFFAIRS TALKS — **MRS. GANDHI, PAKISTAN AND THE WORLD**

16th June, 1971 — *by Frank Barber (S)*

In a sombre statement to the Indian Parliament, the Prime Minister, Mrs. Gandhi, has said that with each day that passes the prospect of a political settlement in East Pakistan becomes more remote. Frank Barber, of the BBC Current Affairs staff, comments:

For almost three months new, since the Pakistan army's crackdown, pretty well everybody concerned with the tragedy of East Pakistan has persisted in hoping for the best, in spite of all the evidence. The Pakistan government has clung to the belief that the secessionist sentiment in the East had been an aberration and that the situation was rapidly returning to normal. Only this week the military governor, General Tikka Khan, said conditions in the province were normal and peaceful. As for the outside world, which responded so energetically to the threat of a cholera epidemic, it has been all tee ready to assume that with the dispatch of food, blankets and medicines, the worst would be ever. It has been left to Mrs. Gandhi to foreshadow the harsh and bitter future that threatens the Indian sub-continent. "We may have to pass through hell," were the words she used in the Indian Parliament when she spoke of the awesome problems created by the influx of refugees from East Pakistan-new numbering six millions and still rising. Then, a moment later, she emphasized that India had no intention of allowing them to go back home as she put it "only to be butchered". In her view, the political settlement which people speak of as necessary in East Pakistan becomes ever mere remote with each day that passes.

Mrs. Gandhi's assessment betrays an anxiety that extends beyond the immediate fate of the refugees. As the hope of a political settlement diminishes, so the likelihood increases of the homeless millions becoming permanent settlers in Dacca a truly daunting prospect for a country which as she said, is one of the poorest in the world.

One of the most puzzling features of the upheaval has been the fact that refugees continue to flew across the frontier twelve weeks after the Pakistan army, went into action towards the end of March. There seems to be little doubt that the first waves of refugees were set in motion by the harshness of the army's methods. After that the movement could have been expected to lese its momentum: the Pakistan authorities say that resistance is scattered and ineffective, and even the supporters of the Bangladesh secessionist movement claim no more than taken resistance to the army. Yet the flew of refugees continues. It's no wonder that Mrs. Gandhi says that the refugees pose a threat to peace far which the world must share responsibility.

The world has not yet convincingly demonstrated its acceptance of this responsibility. Although there have been many contributions from overseas, the biggest coming from the United States and Britain, the total premised amounts only to £12.5 million towards the £73 millions asked far by the United Nations. And that £73 million is only about half the sum India says is needed.

Mrs. Gandhi's solution to the problem, which she has repeated again and again, is for the big powers to put pressure on the Pakistan government to come to terms with the political leaders of the Eastern province the very leaders who have been denounced by President Yahya Khan. It is a suggestion fraught with danger, for it violates the sacred right of an independent country to conduct its affairs in its awn way, free from outside interference.

Even so, the very scale of the problem thrust upon India does make it an international one: and in the apprehension of this, the world may well find Mrs. Gandhi's a persuasive argument, unless Pakistan can show clearer signs of possessing the will to face the task of a political settlement.

৭।

CURRENT AFFAIRS TALKS **YAHYAKHAN AMD MRS. GANDHI**
1st December, 1971 *by Jhon Tusa (OC)*

John Tusa, a writer on Asian affairs, discusses the background to President Yahya Khan's appeal to the United Nations.

If the world needed to be reminded of how far India has moved away from its previous policy of military non-intervention in East Pakistan, it has been helped by the Defense Minister, Mr. Jagjivan Ram. Indian forces, he has just said, can cross into East Pakistan to silence Pakistani artillery. Mr. Ram has also said that war could still be avoided if the people of Bangladesh were given their independence.

At the same time, the Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi, has outlined her views of the steps needed to restore peace to East Pakistan. In a carefully worded speech to the parliament in New Delhi, Mrs. Gandhi repeated her often stated belief that only a political settlement, including the release of the imprisoned leader of the Awami League of East Pakistan-Sheikh Mujibur Rahman-can end the fighting.

On the other side, President Yahya's call for the stationing of U. N. observers on the Pakistan side of the border is a climb down from his earlier proposal-rejected by India- for observers on both sides. Yet, this is the closest that Pakistan seems to dare to get to appealing to the U. N. to counter Indian activities. Basically, the Pakistan regime must know that its case-in defending its pail in the East Pakistan crisis, or in establishing Indian aggression-is too weak for comfort. The U. N. observer proposal is the best that can be mustered in the circumstances. Militarily, Pakistan is outnumbered and outgunned by the Indians; the burden of a divided army only adds to that inferiority. Both help to explain Pakistan's failure to react militarily in areas of their own choosing-such as Kashmir or in the West politically, President Yahya Khan appears to be making the worst of the choices open to him. The Awami League, is banned and its leader, Sheikh Mujibur Rahman in prison. The National Awami Party, representing the border provinces of the west, had also recently been banned. This leaves Mr. Z. A. Bhutto's Pakistan Peoples' Party based almost entirely on the two "heartland" states of Punjab and the Sind-as the only real survivor of the December elections. Yet the President is said to be planning a new civilian government not on Mr. Bhutto but on Mr. Nurul Amin, whose party won only one seat in December. Nothing could illustrate more harshly the insoluble contradictions raised by President Yahya Khan's present policies.

India's tactics appear to be to bring these dilemmas to crisis point as soon as possible. Underlying this aim is the entirely reasonable view that the Pakistan refugees must not be permitted to turn into another international running sore like the Palestine refugees have become for the Middle East. But recent events have reduced Mrs. Gandhi's credibility and restricted her freedom of manoeuvre. World opinion has been distracted from events inside East Pakistan and the fate of the refugees to what looks like another border squabble between India and Pakistan. Politically, Mrs. Gandhi has made an international settlement of the refugee problem more difficult and has moved closer to war.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮০। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর প্রেরিত প্রতিবেদন	বিবিসি, লন্ডন	৩০মার্চ-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১।

DESPATCH
30th March, 1971 *by Evan Charlton*

A London law student who has just arrived back from Dacca has given an account of the Army take over there.

In an interview Mr. A. K. M. Shamsul Alam Chowdhury said that he had bought an air ticket for London before the Pakistan Army took over. He managed to get on an aeroplane from Dacca with many west Pakistanis yesterday morning. Asked what was the condition of Dacca when he left he replied: "Terrible." Asked for his opinion on what provoked the sudden military action when discussions had been going on the constitutional future of Pakistan, he believed that president Yahya Khan was advised by West Pakistani leaders, prominent amongst them Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, not to accept Sheikh Mujibur Rahman's terms for the future of East Pakistan but to resort to arms. Later that evening people in Dacca heard that the President and the other Western leaders had left. Rumors spread through the city that the Army was about to act and there was a spontaneous movement by people to build barricades in the streets there was he declared no planned rising by East Pakistan elements in the Defence Force. The street barricades were blasted away by the army; then came hours of destruction and killing.

Mr. Alam is convinced that the Sheikh is alive and free. He bases this belief on sources close to the Sheikh. Asked if he was an official of the Awami League, Mr. Alam said that he is now the Sheikh's personal representative in London. Before the military took over the Sheikh had told him that if things went wrong he should try to get out of East Pakistan and appeal to the world-especially to the British public to help to save the Bengalis.

What will happen next in East Bengal Mr. Alam recalled the Sheikh's speech to a mass gathering on March 7th when he advised people to be ready to turn every home into a fortress. Mr. Alam is convinced that even if the Army can temporarily crush resistance in the cities, the people will eventually overcome the Army from the west.

২।

DESPATCH FROM LONDON *by Jim Biddulph*
7th April, 1971

Our Commonwealth Correspondent Jim Biddulph, returned home today, after spending a month in Pakistan.

For the past ten days I've been in West Pakistan-having been kicked out of East Pakistan by the Army and trying together with the rest of the population to see through the smokescreen of official statements and denials exactly what is going on.

People in West Pakistan, who listened only to their own government, would have had absolutely no idea that anything much had happened in East Pakistan, let alone that anyone had been killed. But now the extent of the disturbance is beginning to show even through the official denials. There have been plenty of eye witnesses during the past week to the Killings and destruction in the East Pakistan capita), Dacca, and in the seaport Chittagong, down in the south. Yesterday Radio Pakistan talked of armed infiltrators being driven out of towns in the north east, and the North West. And for the first time, spoke of the Pakistan Air Force being involved in the operations. The report claimed that civilian life die not suffer any damage.

Across the border in India, news agency claims that four towns in East Pakistan have been bombed, and maintains that there have been several successes by what it calls the "Liberation Army".

These claims, coming from India, will be greeted with fury and derision in official quarters in West Pakistan where people angrily maintain that the Indian reports are merely fabricated as part of the war of words between Pakistan and India.

Censorship or not, obviously people in West Pakistan have heard, through rumour and foreign broadcasts, a fair amount about what's going on and in private conversation I've found great sorrow but at the same time, determination that East Pakistan will not be allowed to its own way.

In the short term, obviously the Army ca n garrison the main towns, but as the reports trickle in about trouble in town after town throughout the country, the Pakistan claims that it's being caused by a few miscreants and armed infiltrators wear thin, and the prospects of a long drawn out, bitter struggle, seem very real.

Scripted by Bush House News Transcribing Unit

৩।

DESPATCH FROM WASHINGTON *by Charles Wheeler*

7tli April, 1971

U. S. AND PAKISTAN

The State Department said today that its officially urged Pakistan to take every feasible step to bring an end to the conflict in East Pakistan, and to achieve a peaceful accommodation with the Bengali rebels there.

The State Department spokesman said this and other American views on the struggle in East Pakistan have been conveyed to the country's ambassador in Washington, Agha Hilaly, on Monday. The American ambassador to Pakistan has also been instructed to

express American concern in similar terms to the Foreign Ministry in Islamabad. The spokesman made it clear that the United States, in addition to deploring the continuing violence, is disappointed about the failure of Pakistan officials to take advantage of offers of international aid to relieve suffering. He also repeated that the United States is prepared to assist any international humanitarian effort in Pakistan.

৪।

DESPATCH FROM KARACHI *by Ronald Robson*
10th April, 1971.

REGULATION

In Pakistan a strict new martial law regulation makes it possible to restrict the movements of any suspected persons, their employment; the equipment they may possess or use. their contacts with other people and their activities in relation to the dissemination of news or propagation of opinion. There are heavy penalties for infringements of various provisions of the new regulation, including fines and rigorous imprisonment for up to 7 years. From Karachi Ronald Robson reports.

The new regulation is stated to be concerned with preventing activity which is seditious or prejudices security, public safety or the interests or defence of Pakistan. It is also meant to prevent activities prejudicial to the maintenance of public order, Pakistan's relations with any other power, the maintenance of peaceful conditions in any part of Pakistan and the maintenance of essential supplies and services. Suspected foreigners may be asked to leave the country and banned from returning, or may be detained or restricted in movement or asked to report their movements or report in person to designated authorities. Pakistani nationals of course are similarly affected except that they cannot be asked to leave Pakistan.

The specific reason for introducing the new measure now is not immediately known. It is however obvious that it could have particular application to press, radio or television correspondents or cameraman, or other journalists whether foreign or local although the powers given are so wide that they could affect many persons either in allied or other fields.

৫।

DESPATCH FROM CALCUTTA *by David Sells*
16th April, 1971

India has been extremely cautious in its attitude to the West Pakistan Army's takeover of dissident East Pakistan. But there are signs her Government is worried at the possibility of armed clashes on the long frontier dividing India from East Pakistan. David Sells reports:

Mrs. Gandhi has leaned over backwards to avoid involvement in the bloody repression of the Bengali population continuing inside East Pakistan. That anyway is my impression from the border areas themselves on both sides of the frontier. Militarily, nothing official has been done to help the beleaguered irregulars in the East, though they were short of arms, ammunition, petrol and food. Unofficially, as far as one can tell there's been little help either, certainly not on an organised basis. Genuine sympathy there has been by the bucketful, but practical aid has been minimal, certainly along the western frontiers. Refugees including wounded irregulars and former members of the mainly Bengali East Pakistan Rifles are all being accepted (20'laps) its true and they are getting basic food and shelter. The wounded are in Indian hospitals.

Until this week the frontiers were wide open, nothing on the East Pakistan side, no signs of any units but the usual border security force on the Indian side. When Pakistan Radio was talking of six Indian divisions massing alsong the Indian West Bengal border with East Pakistan there was no military (O'lap) activity discernible and the presence of 200,000 troops could hardly have passed unnoticed. Military sources said it simply wasn't true. Though it was true that the division of troops sent to the volatile Calcutta area for the Indian elections had been kept on.

In the last few days small Indian Army units have begun to appear in the West Bengal frontier areas, though not right at the border itself in Keeping with the tacit agreement with. Pakistan in force for some years that regular Army forces would keep back some three miles from the borders. The Indians feel they have to be prepared though for any Pakistan Army breach of this understanding. But from the small sizes of the units seen, the moves look like routine precautions.

At the back of their minds is the fear that in cahoots with the Pakistan Government, the Chinese might agree (O'lap) to stage some diversionary' action on the leg of Tibet, which juts down between Bhutan and Sikkim where India feels particularly vulnerable. So far, and It's a point to emphasize, none of the Indian fears have been realized and for their part militarily, as well as politically, they do seem to be (O'lap) moving with extreme caution.

৬।

DESPATCH FROM GENEVA *by Alan Mcgregor*
7th April, 1971

EAST PAKISTAN

Mr. Stanley Mitton, Emergency Relief Officer of the World Council of Churches, has returned to Geneva after a week's visit to East Pakistan frontier area, north east of Calcutta, and to Karachi and Lahore. He is reporting to the Council that under present circumstances nothing can be done about getting medical or food supplies into the area where the fighting has been going on. From Geneva, Alan McGregor sends this report.

Like the International Red Cross, the World Council of Churches is ready to send immediate relief to East Pakistan, but cannot do so because of the Pakistan authorities ruling that there should be no outside intervention, not even in the shape of medical teams. This is essentially is the report that Mr. Mitton is making to Council headquarter. At Bongao, on the Indian side of the frontier about forty five miles north-east of Calcutta, he talked with both Moslem and Hindu refugees in a camp set up by a Hindu religious organisation, which he described as well organized with no shortage of food. The refugees told him about bombing of their villages. Some of them were crossing she frontiers, unguarded except for occasional Pakistan army patrols, to attend to the fields and then returning to the camp on the Indian side.

Mr. Mitton said that some aid, including medicines was being taken into East Pakistan by individual Indians. He had spoken to two families of European missionaries who had walked into India pushing their belongings in prams. They had said there were local food shortages, but as most peasants were able to complete their spring sowing for the September harvest, a famine situation could be averted.

৭।

DESPATCH FROM COLOMBO

22nd April, 1971 *by Ronald Robson*

PAKISTAN ECONOMY

For some idea of how Pakistan's economy is affected by the situation in East Pakistan here is Ronald Robson.

Pakistan's economy was sick before the civil war. The sick bed soon could become a death bed. The East Wing always did earn for Pakistan more foreign exchange than the West Wing. East Pakistan's economy has suffered setbacks since the movement which unseated president Ayub Khan. Trouble started then never quite stopped. But the present crisis has virtually halted the East Wing's economy. The loss of production Already of jute and jute goods alone would be serious. Since the first of March no tea has gone out either. The West Wing which relied on the East Wing's tea has had to buy from abroad. Newsprint came from the East wing. This too now has to be imported from foreign sources and at three times the price. Already the situation is reflected in curtailment in the size of some newspapers. Such a situation might be borne as a temporary embarrassment by a wealthy country, but Pakistan is one of the poorest countries in the world, heavily dependent on foreign aid.

Earlier this month Pakistan requested an extension of repayment of an American loan, and according to information published openly in the West wing. Pakistan is understood also to be seeking extension of expiry dates from loans from other countries and from the World Bank.

Figures for State Bank reserves have not been published since February when it was already obvious that reserves were declining alarmingly. The State Bank has not been able to meet the statutory obligation of keeping a specific amount of its notes fully backed by gold and foreign exchange reserves. By the end of February only a little more

then thirteen per cent of the currency notes in circulation were so backed. And I was told that Pakistan hoped for financial aid from certain Arab countries.

The East Pakistan crisis halted for many weeks the inter-wing flow of money. The west wing, for example, sells cotton goods in East wing and depends on the money generated to come back to regenerate production in the West. The money stopped coming back. This disrupted West Wing production. In East Pakistan jute which should have been planted has not been put in. peasants planted rice instead for food. The jute market may be a declining one but it's still an important source of foreign currency. It seems future production must be affected. The strife has caused the tea-pickers, mainly Hindus, to flee from tea gardens. Bushes are not tended with consequent loss of production and Possible longer term damage. Certainly some British interests are at s take. Britain's investment in Pakistan amounts to some one hundred million pounds, most of it in the East Wing. Pakistan has been a major recipients of British aid and Britain has maintained a comfortable trade balance with Pakistan.

In the East Wing there should be no danger of famine yet. America has been sending food grains, but during the first six weeks of the crisis at least, grain was rotting uncovered on the docks at Chittagong, according to eye witnesses. There has been great difficulty in moving any supplies in land, in times of unrest the labour force tends to flee from the towns back to the villages, which means costly loss of work. Many workers have fled into India and may never return.

The military operation itself is costly. Troops-have been flown around the sub-continent to reach Dacca as Pakistani aircraft may not fly over India. The fuel bills are heavy and extra aircraft have had to be chartered. The cost in terms of human life cannot yet be gauged. The true casualties caused once the army took action cannot be guessed After such disruption it can hardly be expected that the normal economy of East Pakistan can re-start simply at someone's decree.

The Aid to Pakistan consortium, comprising America, Britain, France, West Germany, Italy, Japan, Canada and Australia should meet in June. Meeting after meeting has been postponed. There are indications that the donor countries are waiting for a clearer idea of what's happening, and their attitude could be a critical factor. More than fifty per cent of Pakistan's budget goes on defense. If the East Wing which used to earn most of the money, eventually falls away or remains virtually non-productive then the West Wine alone can hardly support present Army

I've listed only some of the problems but on evidence, looked at from any angle Pakistan's economy is facing ruin.

৮।

CABLE FROM KARACHI

26th June 1971 *by Mark Tully*

Mr. M. M. Ahmed, the President's economic adviser, has announced Pakistan's budged for the financial year 1971/72. Mark Tully reports from Karachi:

Mr. Ahmed said he was introducing the budget in circumstances of exceptional adversity. There had been a severe drop in the country reserves of four-hundred million rupees. Revenue collected was 1,164 million rupees less than budgetted for; and spending on development had fallen far short of the target. The main reason for the poor performance of Pakistan's economy during the year 1970-71 was the disruption of economic life in East Pakistan caused by the floods, the cyclone and the civil disorders. Mr. Ahmed warned that the country would have to learn to be more self-reliant because the aid prospects for the coming year were very uncertain. He said the country had already reduced its dependence on foreign aid and he introduced new measures to promote exports. On the internal front he did not announce any major new taxes but concentrated mainly on increases in direct taxation company taxation, and a high-yielding increase in tax on better quality cigarettes. Mr. Ahmed has nevertheless had to cut back on development expenditure and rely on deficit financing of 360 million rupees which is over half the total amount he is raising in new taxes. The defense budget has not been increased significantly. Whether the budget is sufficiently drastic to deal with the economic problems facing Pakistan depends a lot on three imponderables-the situation in East Pakistan, the flow of foreign aid, the ability of the revenue authorities to collect new taxes.

৯।

23rd August, 1971 **U.S. ATTITUDES TO PAKISTAN**

In the United States there are divided views over what America's policy should be towards Pakistan after the recent troubles in the Eastern Wing of the State. From Washington Jhon Osman.

The word genocide is banded about in America to describe what's happened in East Pakistan, the allegation being that the government has let loose unbridled racial murder against its own subjects to punish them for their secessionism. The senator from Massachusetts, Edward Kennedy is among the most influential to charge the Pakistanis with genocide. The other is the former United States Ambassador to India. Chester Bowles. Kennedy perhaps is less ill informed than most people about the situation though he has it's true only been able to study the problem from the Indian side of the Border. He was to have visited Pakistan but permission to go there was cancelled because by then, according to the Pakistanis, he had already shown himself biased against Pakistan. On reading Kennedy's reported statements it's difficult to take issue with the Pakistanis on this because it's fairly evident that the Senator would not have gone there with an entirely open mind. Though it’s true, as Kennedy says, that Sheikh Mujibur Rahman's trial is an outrage to every concept of international law its equally surely a matter of opinion that, as the Senator would have it, the only crime that Mujib is guilty of winning an election. To the Pakistan government he was leading more than half the nation to break away, an act possibly of self determination also possibly of high treason.

All these points casting doubt on the Kennedy assessment of events are made by administration officials here though they themselves are plainly divided on how best to cope with the problem. Chester Bowie's ideas are discounted as being too pro-Indian.

So after a lot of criticism both popular and weighty what sort of policy is the administration left with? Essentially it's what the Washington Post has described as a policy of relief, restraint and accommodation. First the white House and the state Department are trying to prevent a war between India and Pakistan, second to help prevent famine and alleviate the suffering of refugees the United States has made available 300,000 tons of grain and 3 million dollars worth of chartered ships to move it. Third, America wants to maintain some sort of equilibrium of balance in the whole Indian sub-continent with Russia and China.

The big question being asked here now is how the Indo-Soviet Treaty of Friendship affects that policy. To the Pakistani Ambassador here, Agha Hilaly it marks the end of India's non-alignment policy. To the Indians it is not directed aggressively against anybody though it's been noted here that the Left Wing press in India has now mounted a campaign against Mrs. Gandhi's proposed visit here in the autumn. The Indians see the Americans as arms suppliers to the Pakistanis, the Americans believe the Indians are guilty of exacerbating the difficulties in East Pakistan. Altogether relations between Washington and New Delhi are at a low point while those between Islamabad and here are sympathetic, with the administration being saddened by what the State Department calls the tragedies in East Pakistan, but at the same time warning Pakistan that any summary action over Sheikh Mujib could lead to the end of American support. Mr. Nixon is known to have a high regard for president Yahya khan and the thrust of American policy is essentially to preserve the unity of Pakistan but not at any cost.

১০।

DESPATCH (PART ONLY) FROM DACCA
30th November, 1971 *by Nizamuddin Ahmed*

EAST PAKISTAN SITUATION

Reports of fierce fighting are reaching East Pakistan's capital city, Dacca, from Sylhet, Dinajpur and Jessore. Indian troops made repeated attempts to capture the Kamalpur outpost from Pakistan's possession and to Advance the District Headquarters at Jessore. But Pakistan troops halted them beyond chuagacha bordering the Indian State of West Bengal. Indians using -Russian one-hundred thirty millimeter guns, in the Jessore sector. The Indians, according to a Pakistan army source, also used the latest Russian tanks at pachagarh in the Dinajpur district, on East Pakistan's extreme northern border two days ago. Fighting still continued there. Pakistan army have captured seven more Indian soldiers raising the number of captured regular soldiers during the past three weeks to thirteen, besides some Indian para-military forces-"Border Special Forces".

Rebels who are officially described as "Indian agents and" Miscreants'", have attacked one passenger steamer belonging to the Pakistan River Steamers Company, a subsidiary of. British "sponsored" Indian. General Navigation and River Steamers Navigation Company Limited, while carrying passengers. One of the passengers was killed and two others wounded. This was the only means of communication between

Dacca and the outlying Barisal district as other private motor boats were cancelled by operations. After a day's suspension, the steamer will now operate alternate days from Dacca.

১১।

DESPATCH FROM BUSH HOUSE DIPLOMATIC UNIT
4th December, 1971 *by Tony Paynting*

As the Pakistan situation worsens, the United States has called a meeting of the Security Council.

It has indeed been a day of intense international diplomatic activity with the culmination being in the call for a meeting of the Security Council. One of the more significant reports was of an appeal by the Japanese Government for both sides to exercise restraint. This was a call which echoed earlier messages from the British Prime Minister to the President of Pakistan and to the Prime Minister of India-and which has. In fact, characterized the frequent British contacts which have been going on since trouble started brewing.

President Tito of Yugoslavia threw his considerable influence into the field when he made known his concern over the fighting and urged the need for the combatants to find a peaceable solution. The Soviet Prime Minister, Mr. Kosygin, also indicated his anxieties. But he ruled out the Possibility of Soviet mediation of the sort which led to the agreement between India and Pakistan at Tashkent in 1966. He is reported to have said that this time the Soviet Union could not go alone. This statement inevitably directed observer's attention back to the United Nations and particularly to the possibility of an emergency meeting of the Security Council. Neither India nor Pakistan seemed willing to make a move. But of all the Big Powers, it was the United States which seemed to be most immediately concerned. The Secretary of State, Mr. Rogers cancelled a visit to Iceland. It became known that he and other government departments were in the closest possible touch and, in the end it turned out that it was the Americans, along with the Japanese and some other countries who took the initiative. They certainly have the backing of Britain, whose diplomats have been quietly nudging in the direction of a Council meeting. Mr. Kosygin's remarks indicate that the Soviet Union would like to have a meeting too. The question mark is, however, over the risk of a clash in the Council between the Russians and the Chinese, The Russians have a treaty of friendship with India, and the Chinese, recently admitted to the United Nations and to their permanent seat on the Security council, are committed to support Pakistan.

১২।

CABLE FROM DACCA
8th December, 1971 *by Ronald Robson*

The news that a National Government has been formed for Pakistan is not widely enough known yet in East Pakistan for much reaction to have been obtained:

The first point that seems apparent is that Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, in the dual roles of Deputy Prime Minister and Foreign Minister will be the person to reckon with. Although he is Prime Minister, Mr. Nurul Amin is aged Seventy eight, and though far from feeble, obviously has not the energy of Mr. Bhutto.

Mr. Bhutto has always taken the most uncompromising attitude towards India. Seeing affairs from the standpoint of West Pakistan, he is doubtless encouraged by the news from three that the Pakistan army has made considerable inroads into Kashmir. Doubtless Mr. Bhutto is also apprised of the true military situation in East Pakistan. Neutral observers now feel there may have been some point to the theorizing which was current in certain circles in West Pakistan nearly three months ago, to the effect that Pakistan's strategy should be to realize that the East Wing one thousand miles away would be difficult to bold in a war with India, and that Pakistan must aim at securing an equal amount of territory in the West to hold as a bargaining counter.

The argument be effective if, as happened in nineteen sixty-five, world pressure secures an end to hostilities. Thus far attempts in the United Nations to secure a cease fire have failed.

Meanwhile East Pakistan suffers. I t was only made clear today that in the Indian high level bombing in the early hours of Saturday, a stick of four bombs fell on worker's lines of a jute mill at Adamji-nagar in Dacca. One bomb failed to explode. The other three caused frightful damage to the flimsy dwellings over a total area of six hundred yards square. It is estimated that five-hundred people died, and that two hundred-and- fifty are still under the rubble which workers are clearing with their bare hands.

১৩।

DESPATCH FROM DELHI
11th December, 1971 *by John Osman (1)*

From Calcutta the Indian news agency P.T.I, and All-India Radio report that one Hercules aircraft of the Royal Canadian Air Force and one of the Royal Air Force have been refused permission to land at Dacca airport by the Pakistani authorities there and that the planes have returned to Calcutta. They are two of four such flights, one Canadian and three Royal Air Force, which had been given safe conduct by the Indian Air Force to enable the evacuation operation to take place within the 24 hours up to 6 p. m. Indian Standard Time this evening, 12.30 p. m. Saturday London time. Pakistani authorities were said yesterday to have cleared the operation but now the situation seems to have altered. From New Delhi John Osman.

The planned evacuation of about 500 foreigners from Dacca is in trouble, The Canadian plane, flying with United Nations markings for the World organisation, was first reported to have been turned back to Calcutta, then one of the Royal Air Force flights followed suit. The Dacca authorities, I understand from reliable sources here, declined to allow the flights to land, and the reason is said to be that the Pakistanis object to the planes coming in from India-enemy territory. On this side the Indians have so far

insisted on the planes going to Dacca through Calcutta in order to know the flight plans in detail to avoid any disaster, and to ensure that the flights are not being used for anything other than humanitarian purposes.

Whether or not this Indian requirement might be altered now it is impossible to predict, and what exactly the Pakistanis want is hard to see, unless they are contemplating straightforward blackmail and intend: to hold foreigners as hostages as a way to try to press other states to support them at the United Nations and elsewhere. Such a suggestion however is uncharitable and there is no ground for believing that such a motive is in Pakistani thoughts.

A softening of Indian requirements also might help ease the problem. The Canadian plane could fly in easily enough from Bangkok and the Royal Air Force planes directly from Singapore if other methods could be worked out to meet Indian stipulations. At this stage we can only wait and see while diplomatic efforts are pursued to resolve the deadlock. Meanwhile the Indian safe conduct period is due to expire just as I make this broadcast.

১৪।

DESPATCH FROM CALCUTTA
9th December 1971 *by David Sells*

INTERVIEWER:

You've been to Jessore David and you confirm that it is now absolutely in Indian hands is it?

SELLS

They went through the town yesterday. They went also to big military base which is two or three miles to the north of the town and also the airfield they are all in Indian hands and we were able to see with our own eyes.

The Pakistanis had blown several bridges on the way they'd blow them very expertly.

The town of Jessore itself was rather deserted. People were just beginning to come back into the town and they were patently delighted to see troops.

১৫।

DESPATCH FROM DELHI
9th December, 1971 *by* John Osman

The war between India and Pakistan continues as at this moment, 5 a.m. London time. The formal flag raising ceremony was held in. New Delhi at the newly recognized Bangladesh mission here.

The battle for Dacca as suggested here will begin by this weekend. Pakistani resistance on the eastern front is viewed here as crumbling but questions are still being asked about Pakistani intentions. Will the troops trapped there make a last ditched stand and will they try for an evacuation by sea or will they surrender. The Indian Army Chief of Staff has addressed a second warning to the Pakistanis urging them to surrender or meet death. Meanwhile orders have been issued to Indian troops reminding them that they enter East Bengal not as conquerors but as liberators and behave as such. India's Defense Minister as congratulated the Indian air force on what is said here to be the complete destruction of the Pakistani Air force in the East. Unconfirmed reports from Calcutta say that the Pakistani Army Commander in the East has left for West Pakistan together with other senior officers, and officials and their families. The reports say the Deputy Martial law leader has been left behind to cope as best he can.

১৬।

DESPATCH FROM NEW DELHI
10th December, 1971 *by John Osman*

All India Radio says today that Dacca is now virtually encircled and cut off from the outside world. From New Delhi, John Osman.

The gates of Dacca appear from here to have been almost opened now for the Indians with the officially reported capture of three strategic towns on the eastern banks of the Meghna River. They are the railhead river port of Chandpur, Daudkandi and Ashuganj. Of the three Ashuganj provides the easiest access to Dacca, but the bridge connecting it with the west bank has been blown up by retreating Pakistanis. The approach from the other two towns involves crossing a couple more rivers and such water obstacles are what Indian commanders have all along been emphasizing as important defensive lines. So it's not all over yet. But All India Radio says Dacca is drastically besieged and it may be that a last stand is being planned by the Pakistanis in the city's surrounding area. Meanwhile, Indian official claims of success continue to flood in from all three services and Commanders are being quoted directly in such a way that it would seem extraordinarily unprofessional if they are later proved to have exaggerated. For instance, the Air Officer commanding Western air command, Air-Marshal. Engineer, says a quarter of the Pakistani air force in the western section has been destroyed while in the East the Indians for the past two days now are claiming to have completely destroyed the Pakistani air force there. And reports from Shillong, the Assamese capital say Indian plane have shot up river vessels bearing tae remnants of Pakistan's eastern army from different sectors towards Narayangonj near Dacca. It said that about one hundred craft ranging from steamers and barges to motor boats and patrol boats have been destroyed or damaged. The Pakistanis it's thought here may be trying to get away through places like Barisal and Narayanganj, but the Indian in broadcasts and leaflets continue to tell them it's all hopeless. Meanwhile, the Indian navy claims to have established supremacy on the

high seas and be able to attack Karachi and other Pakistani ports more or less at will. As viewed from here, and it must be emphasized as viewed from here things took pretty bleak for Pakistan.,

১৭।

DESPATCH FROM DACCA
11th December, 1971

by Ronald Robson

More people are now seen pushing carts with their few belongings in the streets of Dacca as families move either from areas which have attracted the attention of Indian strike aircraft or from riverside areas such as Narayanganj where they think there will be fighting in an advance on Dacca.

The Dacca townspeople remain remarkably calm during the airraids.

The Commander of the Pakistan Army in the East, General Niazi, has been seen in Dacca, which should scotch rumours which had been circulated that he had slipped out of East Pakistan.

১৮।

DESPATCH FROM RAWALPINDI
15th December, 1971

by Harold Briley

As the people of Pakistan anxiously look for some signs that the peace moves are making progress at the United Nations, the armed forces are briefing themselves for what looks like being the decisive battle for East Pakistan the defense of its capital Dacca. Harold Briley reports from Rawalpindi:

Pakistani forces in the East have been engaged in extensive regrouping in order as their spokesman put it to defend the eastern province in the most effective manner. They declined to give details. "That is just what the enemy would like to know" a senior army officer told me, "They will have to spend a lot of time finding out and I hope suffer a lot of casualties". Taking them at their word the military who are the elite of the Pakistan nation are ready to turn the teeming streets of Dacca into a Stalingrad Day after day the stiering declarations are made and the message is always the same: we'll fight to the last man. The Pakistani ground forces are regrouping to take account of repeated penetrations behind their positions by Indian paratroops and helicopter landings in force. Indian mastery of the air in the East allows them to do this virtually without interference until they hit the ground that is and then the Pakistanis say the airborn invaders have been given a mauling and have made no headway. The meager Pakistani air force in the East long ago ceased to function. A spent force with nowhere to operate from. Its only base Dacca Airport out of action from constant air attack. Whatever the stark realities of the situation, the spirit of the Pakistani people in the West anyway shows no sign of weakening.

There's a stream of reports of the galantry of the Pakistanis throwing back hords of Indian troops and exacting heavy casualties. This then is the frame of mind the mood of the people in West Pakistan, all unsuspecting may be of the possibility that Dacca could fall and then it's difficult to assess what the shocked reaction could be.

১৯।

DESPATCH FROM DACCA
17th December, 1971 *by Granville Walts of Reuters*

I rode into the East Pakistan capital aboard a tank in front of an Indian general's jeep today as the victorious Indian Army entered the fallen city. The capital erupted with huge crowds greeting the Indian tropps, throwing flowers, shaking and shouting: "Long –live India-Bangladesh friendship."

Here Brigadier Mishra, commander of the crack 37th Division, joined others in greeting the arrival of Indian VIP's, including Lieutenant General Aurora. India's commander in the East, in a string of ten Indian helicopters. Amid scenes of increasing joy and noise the General and a procession of Indian army, navy and air force chiefs, headed for the race course in the centre of Dacca, where the surrender was formally signed, in the simple ceremony which was held at the spot where Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League leader, made his famous Bangladesh freedom speech prior to the army crackdown last March.

The absence of Sheikh Mujib was the one bad thing that spoiled the night's festivities here for most Bengalis

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮১। বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কিত বিবিধ প্রতিবেদন	বিবিসি, লন্ডন	এপ্রিল - ডিসেম্বর, ১৯৭১

১।

AID TO PAKISTAN **24 Hours'**

Yesterday the principals of the British Relief Organisation War on Want met to discuss the need for aid in East Pakistan. Ian McDonal the Coordinator between the agencies which comprise War on Want, including Christian Aid and Oxfam, was interviewed on BBC television. He said "We have got in the worst hit cyclone areas one and half million people who are depending on a regular supply of food grains coming in to the area to be able to feed them throughout this year while they put in another crop. Secondly they could only get that crop in provided they could be supplied with seeds, provided they could be provided with, on the mechanization side, fuel and tractors. The war in East Pakistan is going to interrupt these supplies and prevent this cultivation going on." He went on to say that the people in the cyclone areas are not going to be able to get their crops in and they are not going to be able to get their food. He then said we then look at the rest of East Pakistan and find that they are dependent on imported foods because of the lack of food grains from the cyclone hit areas which were destroyed by the cyclone, and the food grain has stuck at Chittagong and no more has been coming in for a month. When asked what was the result of the meeting of the combined charities Mr. McDonald said "What we are attempting to do now is to stir up enough preparation so that before the situation gets out of hand completely we have personnel and materials ready to go in. We cannot persuade the' Pakistan Government to let us in against their will but we can ask the British Government to lead a World Food Programme, to enable a steady flow of supplies to get into this area.

২।

MICHAEL STEWART ON PAKISTAN
10th April, 1971 *Edited by Evan Charlton*

Mr. Michael Stewart, Foreign Secretary in Britain's last Socialist Government has given views on the current situation in Pakistan.

Mr. Michael Stewart was interviewed on the BBC TV current affairs programme Twenty-Four Hours by Kenneth Allsop.

Mr. Stewart was asked if he saw any direct comparison between the Biafran situation and the events in East Pakistan. He said that the political situation is very different. But of

course in both cases we're faced with a terrible human tragedy. He hoped that the British Government and indeed all Commonwealth Governments will do whatever they can to get relief going, will be prepared to give and to help organise it If there are difficulties between the Red Cross and Relief Organizations and the Pakistan Government, the British Government may be able to help to sort them out as they did once when there were difficulties between the Red Cross and the Nigerian Government.

Mr. Stewart was asked if the British Government could realistically take this kind of action. He replied that it could in the relief field. It was important that they should lay chief emphasis on the fact that they simply want to help to avoid human suffering rather then attempt to dictate a political answer to Pakistan's troubles.

Mr. Stewart accepted that there might be a risk of being accused of intervening, interfering in another country's internal affairs and said it was prudent to take account of this. One did not want by an ill-judged action or statement to embitter feeling and possibly make relief work more difficult. But he thought that the British Government could make it quite clear that what it is concerned with is to and suffering and try to do so through an all-Commonwealth framework, so that it would not be the British Government trying to tell Pakistan how it ought to run its affairs but the Commonwealth, as friends of all the people of Pakistan, offering their good offices and goodwill.

Mr. Stewart said that he feared that the chances of reconciliation between East and West Pakistan seem terribly small. But wondered if widening the horizon a little, the peoples and Governments of Pakistan, East and west, and of India, despite all the difficulties could not look at the common needs of the whole sub-continent. Mr. Stewart wondered whether, taking into consideration the danger of great power involvement and the natural catastrophe of the recent cyclone and the human catastrophe of civil war, they could not see how great their need is to try to act together.

Asked if he thought secession was inevitable, Mr. Stewart did not like to use that word but did find it difficult to see how there could be reconciliation, ne was asked to what extent British and Western interests were threatened by the civil war situation and the threat of a split Pakistan. He replied that the split would be a great tragedy because it would weaken the power of the Government to cope with what are the real problems of Pakistan: poverty and the attempt to raise the standards of life. Interfered with this makes the task of coping with these problems more difficult. Britain's overwhelming interest lies in a prosperous Pakistan.

Asked what the long term possibilities of the situation were, he said that the worst might be the enforcement of united Pakistan but with no goodwill and constant bitterness and friction. Nevertheless he ended the interview on a note of hope, saying that human beings sometimes do rise to the occasion when they are faced with the worst possible consequences. It was possible that a measure of better understanding, not only between East and West Pakistan but between Pakistan and India might arise.

৩।

16th April, 1971 MR. ZAKARIA CHOWDHURY ON 24 HOURS'

Viewers of the BBC television current affairs programme 24 Hours last night watched an interview with Mr. Zakaria Choudhury who describes himself as the official emissary of the Provisional Government of Bangladesh.

Mr Choudhury was asked what his reaction was to the news reports that resistance to the West Pakistan army in East Bengal is collapsing. He denied that this was the case, and claimed that the countryside in three quarters of East Bengal was under the control of the resistance forces. He said that though the army was in control of most of the towns, in the rural areas they would be operating in very difficult terrain, and he predicted that with the coming of the monsoon the West Pakistan troops would be waterlogged in their cantonments.

On the question of recognition for the Provisional Government Mr. Chaudhury said that he hoped that governments would gradually come to believe in their cause. He said that they had no choice but to fight whether or not they were supplied with arms from outside. The interviewer asked him how he could justify continued fighting when it would cause so much suffering, and he said that the East Pakistanis had not wanted Pakistan to break up but the war had been forced on them.

৪।

PAKISTAN IN THE WEEKLIES

17th April, 1971 by Mark Tully

The leftwing weekly, the New Statesman, has a front page article about East Pakistan. The New Statesman says that the people of East Pakistan made their wishes known by voting so solidly for the Awami League in the recent elections. Nevertheless the New Statesman does not hold out any hope of international support rallying to the people of East Pakistan. The New Statesman thinks that economically East Pakistan would be more viable as an independent unit and that in the end it will become independent because the federation of Pakistan is, in the New Statesman's view an artificial structure.

The lead Article in the Spectator which represents a more rightwing view than the New Statesman is also about East Pakistan. The Spectator also believes that Pakistan is not a natural unified state. It feels that West Pakistan's quarrel with India has exacerbated the strains between the two wings, and that under President Ayub Khan the West wing neglected East Pakistan. The Spectator thinks that the army will establish some form of control over East Pakistan but it fears that this control might degenerate into tyranny. In the end the Spectator says the army will leave East Bengal and East and west Bengal will unite. In the meantime the Spectator would like Britain to declare its outrage at the army's actions and stop all aid until the army starts relief operations. The Spectator fears that Britain will not take this stand.

In the Economist there is a long article about the role of the big powers in Asia. The Economist points out the reasons for Russian and Chinese interest in Asia, and says that the conflict between the interests are partly responsible for the unrest in many Asian countries. The Economist thinks that the Western Powers should take a greater interest in Asia and should do more to support those countries where democratic rule of one sort or another is still maintained.

There is also an article in the Economist specifically about Pakistan. The Economist thinks that the resistance movement has lost the struggle for the towns. It says that other countries are unlikely to recognize the provisional government of Bangladesh which is reported to have been set up because it is not firmly in control of any territory. The Economist fears that border incident would lead to a flare up between India and Pakistan. The only way to bring pressure on President Yahya Khan, the Economist says, is by refusing his current requests for aid until he stop the military action. The Economist ends by warning that shortage of food, the large number of casualties and even possibly more floods could lead to a terrible tragedy unless some form of normalcy returns to East Pakistan quickly.

৫।

OUTSIDE INTERESTS IN PAKISTAN

17th April, 1971 *Nicholas Carroll (OC)*

The Pakistan press and the Pakistan Government have alleged that recent events in East Pakistan have been misreported and other countries have been interfering with the internal affairs of East Pakistan. Nicholas Carroll of the 'Sunday Times' discusses these allegations:

From the moment the Government of Pakistan decided to use its army to restore its control over East Pakistan, a rigorous press censorship was imposed throughout Pakistan. East and West. And so journalists of all nations, and especially Indian and British, had to use their initiative to find out as best as they could what was going on. As it happened, the Pakistani authorities were not able to impose a total border control along the international frontier between West and East Bengal; and because of this many reporters managed to get into East Bengal.

In consequence the world did get some kind of an independent picture of events. It was a distressing picture, and on the basis of it there has been an outcry of protest against the Pakistan military regime in newspaper editorials everywhere, and no more so than in Indian and British newspapers.

There is probably nothing more sensitive to criticism than a dictatorial leadership using armed force in a violent and secretive way to impose order on a rebellious part of its population. To judge from the Pakistani press, as well as from official spokesmen's statements, foreign criticisms have been going home. One sign of this has been some of

the unrealistic accusations that have appeared of foreign governmental intervention in Pakistan's internal affairs, with the main charges being directed at India.

Now if there is one thing the Indian central government does not want, it is to get involved directly in the tragedy of East Bengal. Mrs. Gandhi's new government has too many problems of its own to need to look for additional ones on the other side of India's frontiers. Of course a distinct line must be drawn here between official Government policy on the one hand, and on the other, natural human sympathy for widespread human sufferings by people of their own kind on their doorstep.

Even members of the central government, Mrs. Gandhi herself, and particularly Mr. Swaran Singh, the External Affairs Minister, have spoken out strongly. But that is a very different matter from actually intervening in Pakistani actions. It should be obvious to anyone that Indian's best interests lie in a peaceful Pakistan, with its two wings co- operating normally.

This goes, too. for the Western powers. The British government's reaction has been very muted so far. The Foreign Secretary has leant over backwards in the House of Commons to make it plain. Britain accepts that the present tragedy is essentially an internal affair of Pakistan while expressing hopes of reconciliation. In any case to intervene in any way on behalf of East Bengali nationalism would not make sense. How could it possibly help the Bengalis? How could Britain benefit from it?

In elementary humanitarian terms, in economic terms, in any way conceivable, it is obvious that a peaceful united Pakistan is in Britain's as well as the world's interest.

The time for recriminations is over. Britain, like the Indian Government, wants to see an end of the military action and the resumption of some kind of dialogue between Pakistan's military rulers and the representatives of the people of East Ban gal, whoever they may in the end turn out to be.

৬।

HOME ON PAKISTAN

11th May 1971 *by Andrew Walker*

The British Foreign Secretary, Sir Alec Douglas Home, has expressed the hope that the Pakistan government will allow a team of international experts to see what relief is needed in East Pakistan. Here is Andrew Walker, BBC Commonwealth Correspondent.

Sir Alec was speaking in Parliament, and the questions which followed his statement showed the concern felt by members of all parties over what one of them called a human tragedy which has few precedents in recent history. He said he and the American Secretary of State, Mr. Rogers, had sent a joint message to the United Nations Secretary General U Thant suggesting that he should renew his offer of international aid. U Thant was in touch with the Pakistan government and (Sir Alec went on) I hope they will be

ready to allow a team of experts to make an objective appraisal of what is needed and that they will be prepared to accept assistance, if that is judged to be needed, on an international basis. He repeated that Britain was prepared to take part in any international relief effort which it would be best to organise through the United Nation.

The Foreign Secretary's argument was that because of the disruption of communications there might well be food shortages in East Pakistan later this year. But in addition there was the problem of the refugees who had poured across the border into India. The latest estimate is that the influx is now at the rate of thirty thousand people a day. British relief organizations are flying supplies out to them, and Sir Alec announced a cash grant to help with the transport of these supplies.

The Labor Party's spokesman on foreign affairs, Mr. Dennis Healey expressed concern that there should be a political settlement in Pakistan well, Sir Alec replied, we are in constant touch with the President of Pakistan. But this must be for the people of the country. Nobody can dictate it from outside.

৭।

BURMESE SECTION **PAKISTAN PRESS ROUNDUP**
6th June, 1971 by Basil Clarke (S)

Today in Britain the Sunday newspapers present vivid evidence of the increasing concern that is being felt about the refugees from East Pakistan. Three of the leading Sunday newspapers all headline the plight of the refugees. The Observer calls it the 'Agony of Bengal' the Sunday Times says that the refugees 'may die in millions'; while the Sunday Telegraph headlines the action being taken by Mr. Gandhi to create a 'huge dispersal plan'.

The evidence of British public concern about the situation is also reflected in the editorials.

The Sunday Times splits the problem of the refugees into two parts. First how to ensure adequate supplies to meet their immediate needs and second how to bring about conditions in East Pakistan which will make it possible for the refugees to return there safely. To meet the needs of the refugees the Sunday Times says there must be an international relief effort. It suggests that the UN High Commission for Refugees should co-ordinate and administer relief.

But what of the wider problem? How are the refugees to be sent home safely? The Sunday Times says there is an argument for withholding foreign economic assistance from Pakistan until the Pakistan Government is willing to withdraw the West Pakistan Army from East Pakistan and give a measure of autonomy to the Eastern province. The paper admits that this is using aid for political purposes.

The solutions proposed by the editorial in the Observer bear some similarity to those put forward by the Sunday Times but ascribe a bigger role to the United Nations. The Observer says that two complementary courses of action are possible. First Pakistan should be warned that her foreign aid might be suspended until it is agreed by a United Nations Observer that it is safe for the refugees to return home. Second the paper proposes that the Security Council should adopt a resolution allowing a UN mission to move between Pakistan, India and Bangladesh to negotiate between them as the Jarring Mission has done in the Middle East. The Observer stresses that its solution is not intended to solve the question of East Bengal's political future but only 'to get the four million refugees back and to defuse the India Pakistan tension'.

৮।

THE WEEKLIES ON PAKISTAN

16th July, 1971 *Edited by William Crawley*

The New Statesmen this week prints an article by Mr. Reg Prentice, who was a member of the four-man British Parliamentary delegation which recently visited both Pakistan and India to study the present crisis. Mr. Prentice said that the delegation had an assurance from President Yahya Khan that they could go where they liked, and that nowhere had been refused them. However they found that they were mostly listening to the official point of view and they found their informants reluctant to answer questions. They had seen the symptoms of a country in the grip of fear. The reason for this fear, Mr. Prentice says, was apparent from the number of confidential statements made to members of the delegation by a wide variety of people. Such confidences showed, Mr. Prentice writes, that the army had committed widespread violence and killing in March and April, and that it still continued. The economic and social life of the country is at a very low ebb, writes Mr. Prentice. Most of the workers, who have fled to the villages, are not yet going back to the towns.

The delegation were originally told by the Pakistan authorities that no refugees had fled to India, but during their visit the authorities admitted that there were some. The Pakistani authorities claimed that the maximum number of refugees was 1.2 million, and said that they were being prevented from returning home by the Indians. However Mr. Prentice said that they could not accept the Pakistani version when they saw the reality of the refugee situation on the Indian side of the border. They had spent two days visiting the refugee camps and had questioned the refugees at random. The refugees had said that they wanted to return but only when it was safe to do so. Mr. Prentice writes of the enormous problem of providing for the refugees, and asks how long it will be before serious tensions develop between the refugees and the local population. Mr. Prentice says that further tragedy for both India and Pakistan can only be prevented by a political settlement acceptable to the people of East Bengal.

The Economist correspondent in India examines the pressures that are building up in the Indian Prime Minister Mrs. Gandhi to take action in East Pakistan. The Bangladesh

self styled government in exile complains it is not getting enough arms from India. Those Indians who are demanding the recognition of Bangladesh are not satisfied with the present scale of aid to the guerrillas, says the Economist correspondent. He says that political parties have been cooperative in moderating their statements, and there has so far been no communal trouble except in Assam, but there is serious danger of communal rioting arising out of the smallest incident. There is also wild talk, the correspondent says, of a war being cheaper than feeding millions of refugees. The Indian government has not taken part in such talk, but seems undecided as to what they should do. The Economist says that even the policy of giving more help to the guerrillas could jeopardize the goodwill India has earned by taking on the refugee problem.

৯।

THE PRESS ON THE INDO-PAKISTAN WAR
5th December 1971 by Mark Tully

The fighting between India and Pakistan is very widely in all today's papers. There are on the spot reports, analyses, features and editorials. In its editorial, the Sunday Times says that there is not much point in trying to identify who to blame for the war. The paper fears that the most likely outcome of the war is disintegration, chaos and enormous suffering. The best hope the Sunday Times thinks, would be for Pakistan to evolve with Sheikh Mujib, a system of autonomy in East Pakistan which would allow the refugees start returning. This, the pepar says would mean that president Yahya Khan would have to hand over the presidency to someone else. But the fighting must be stopped first. The Sunday Times welcomes the fact that the security Council is discussing the conflict.

The Observer in its editorial calls the war infinitely sad. Even sadder, it says is the way in which the rest of the world has just watched the madness develop. The movement towards war started, according to The Observer, with the Pakistan Government's attempt to impose a military solution on East Pakistan. The open involvement of the Indian Army in the fighting in East Pakistan started the change from a civil war into an international

The most sensible aim for international action, the Observer says, would be negotiations to restore the Federal unity of both halves of Pakistan with real home-rule in the East. If this is not possible, then an East Pakistan independent of both India and Pakistan would be the next best. The paper suggests that as well as discussion at the Security Council about stopping the fighting, the international community should make a bigger contribution to support the refugees.

The Sunday Telegraph also feels that the best solution to the crisis would be a political compromise whereby East Pakistan became independent in fact, though not in name and it wonders whether the Great Powers in secret contact with each other might not be able to devise such a compromise. If diplomacy can do nothing, the Telegraph thinks the best solution would be a quick Indian victory in the East and a completely new start in the Gangetic Delta. But emphasizes that a diplomatic solution would be much more satisfactory. If the Great Powers cannot devise a diplomatic solution, the Telegraph

believes that they should keep out of the contact and that they should not supply arms to either side.

Among the popular papers, the Sunday Mirror deplores the due fact that the rich countries have done so little to avert this crisis. But the paper says, the rich countries are powerless and quite unable to stop the war. Nevertheless the Sunday Mirror hopes that a quick solution can be found either through the United Nations or by China putting pressure on Pakistan to stop fighting. The News of the World and the Sunday Express both think that the British Government should offer to mediate because both India and Pakistan are members of the Common wealth.

In the Observer, there is also a long analysis of the background to the present fighting, by Cyril Dunn, who is the paper's chief reporter on India and Pakistan. Dunn sees the rests of the trouble in the original partition of the sub-continent.

But Dunn does think, that if Kashmir had succeeded to Pakistan the two countries might have been able to live together in peace. He feels that it is difficult not to look somewhat sceptically at statements of intention by the Indian Government when fighting breaks out between India and Pakistan, but he agrees that the people of East Pakistan have good reasons for wanting to leave Pakistan. What Dunn fears is that if the present fighting continues and a new Muslim state is a eventually born, the Hindu refugees will not return and Bangladesh will not remain independent for long.

John Grigg writing in the Sunday Times says that it is most important to remember that the background to the fighting is the enormous burden the refugees have put on India. He believes that the financial cost of the refugees has been staggering and that the social tensions they have produced, almost unbearable. Grigg says that Mrs. Gandhi was most reluctant to make use of regular troops inside East Pakistan and that she only did so because she was convinced that the Great Powers could not or would not force President Yahya Khan to change his policies. He goes on to say that Mrs Ghandi now deserves the support of Britain.

There is also a long article in the Sunday Times by Anthony Mascarenhas who was until quite recently Visited India. Mascarenhas believes that India was reluctantly forced to the conclusion that war was the only solution to the refugee problem after the disappointing international support it received over the last eight months. India was, he thinks particularly disappointed by the failure of the American government to put pressure on President Yahya Khan. He quotes an Indian official as saying, "we went to America to ask for help and all we got were exhortations to patience and forbearance." Mascarenhas says that one possibility the Indian government thought of was dispersing the Hindu refugees amongst other Indian states but the State governments were not willing to accept this because they did not feel that they could cope with this additional burden.

Mascarenhas says that India's aims now are to establish an independent Bangladesh so that refugees can go back and to remove any chance of Pakistan over challenging India again.

Pakistan can only hope to gain territory in the West and use this as a bargaining counter. Mascarenhas says that although a war can only increase the economic problems

of both countries, it is difficult to see how else the situation could have developed because of the Pakistan government's determination to hold onto East Pakistan at any cost.

১০।

BRITISH PRESS REVIEW ON INDIA AND PAKISTAN
12th December, 1971 *by Basil Clarke*

In Britain today, the Sunday newspapers include four editorials about the war between India and Pakistan. The editorials are concerned with the future-what is going to happen now they all ask. Three of the newspapers, The Sunday Telegraph, The Sunday Times, and The people are concerned with the future in terms of how Bangladesh is to develop. While the Observer looks at the future in terms of the consequences of the war on the whole structure of foreign relations throughout the world.

The observer assumes that the Indian Army will soon complete the conquest of East Pakistan, and that when it has done so. it will install there a government of an independent Bangladesh. The only things that could prevent this, says The Observer, is the intervention of China or even more improbably, the United states and this the paper feels is very unlikely. The Observer says that however illegal India's action in dismembering a state which is a fellow member of the United Nations, it has to be accepted that the starting point for any stable peace settlement must be self determination for the people of East Pakistan. This, the paper says, may bring a stable situation in the short term, but in the long term, its consequences for the rest of the world could be far reaching. The paper picks out three specific consequences. First the war has shown that the capacity of the great powers to influence events is severely limited. In fact, the war has highlighted the fact that Russia Chinese rivalry in Asia could emerge as the new cold war of the seventies. Secondly, says The Observer, India has shown like Israel did before, that it's possible for a medium or small power to wage war successfully on its own, provided the great powers don't interfere. Finally The Observer looks at the consequence of the war for the relationship between Russia and the United states.

The other three editorials are concerned with what is to happen in Bangladesh. Will Bangladesh become an Indian puppet state? asks the Sunday Times. How long will the Indian army have to stay there? What kind of political life can be reconstructed? The Sunday Times feels that all these questions must be answered, before there is any possibility of British recognition. But the answers to these questions will also raise new problems says The Sunday Times. For example if self determination was right for Bangladesh, then it is right for Kashmir as well. The Sunday Times also stresses the dangers of the situation for the relationship between America Russia and China. The paper says that although the liquidation of East Pakistan has rationalized geography, it will not be a stabilizing event, for the victory is not merely India's but Russia's. This means that even more than before, China is interested in the future of Bangladesh. Moreover the Americans will be anxious to recover from what the paper calls their pro- Pakistani declarations and maintain their influence in the area. Sunday Times concludes that although the great powers have kept their distances from the battlefield, the war has meant that a new area of great sensitivity has been exposed between Suez and Saigon.

চতুর্থ অধ্যায়

পত্র-পত্রিকা

বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহ

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮২। বিশৃঙ্খলার আবর্তে	সিডনী ও মর্নিং হেরাল্ড	২৯ মার্চ, ১৯৭১

THE SYDNEY MORNING HERALD. MARCH 29, 1971

Editorial

PLUNGE INTO CHAOS

It is impossible to know what is happening in East Pakistan. According to Radio Pakistan, President Yahya Khan's predominantly West Pakistani Army is in control of the east. Sheikh Mujibur Rahman is under arrest as a "traitor", and life is returning to normal According to Indian reports. Sheikh Mujibur is free, the 16,000 strong East Pakistani (Bengali) rifles and police are resisting General Tikka Khan's forces and two days of civil war have already brought a huge civilian death toll (10,000? 100,000?). What is clear is that Pakistan, as the world has known it, is in pieces and that a political miracle will be needed to put it together again.

Such a miracle is not credible. President Yahya, blind to some of the bloodiest lessons in history, to the British in Ireland, the French in Algeria and many more, is trying to restore solidarity by armed force. His ambition would be ludicrous if its consequences were not bound to be so tragic. He is attempting to impose loyalty to an always artificial Pakistan, dominated by a West Pakistani minority, upon 75-million Bengalis who have already shown by an overwhelming vote in democratic elections that their loyalty is to Sheikh Mujibur and his demand for an autonomous East Pakistan. Sheikh Mujibur, having won a majority of seats in the stillborn constituent assembly, having demonstrated his authority by virtually establishing his own civil government in East Pakistan after the declaration of martial law, has been remarkably moderate in the interests of a feasible confederation. Only after the breakdown of his talks with the President did he call for independence. The blame for the breakdown rests with the President. He has repudiated the result of a democratic election in the interests of minority West Pakistani supremacy.

President Yahya has the power-tanks, artillery and planes-to win temporary victories in East Pakistani cities. But in the long run, with his army 1,000 miles from its bases, how can he hope to subdue the guerrilla warfare, fuelled by Bengali nationalism, which can be expected to continue indefinitely in the notoriously difficult rural terrain of the East 1 Nor is there a mediator in sight-certainly not India whose satisfaction at the preoccupation of the Pakistani Army will be tempered by fears of repercussions in turbulent West Bengal. Even Britain, with its unhappy memories of the very different war fought by a Biafran minority, is unlikely to want to become involved, despite its huge investments in West Pakistan. Only second thoughts by President Yahya can prevent prolonged tragedy. And he appears to be committed to chaos.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৩। দুযোর্গের আবর্তে পাকিস্তান	দি এজ	২৯ মার্চ, ১৯৭১

THE AGE, CANBERRA, MARCH -29, 1911

Editorial

PAKISTAN TRAGEDY

Only a day before Pakistan's constitutional crisis exploded into civil war, there were hopes that the bitterly divided nation might hold together by peaceful political agreement, and perhaps return soon to democratic civilian rule. These hopes have been shattered by the tragic events of the past few days. Exactly what precipitated the violent upheaval in East Pakistan is not clear, the strict military censorship and expulsion of foreign correspondents have obscured the truth. But President Yahya had apparently conceded in principle the major demands of Sheikh Mujibur Rahman, popular leader of the aggrieved Bengalis, whose cry for greater local autonomy had so far been suppressed by the West Pakistani dominated military regime.

This hopeful pointer to a compromise settlement was suddenly reversed when the army, instead of lifting martial law and returning to barracks as agreed, imposed a massive clamp-down on East Pakistan and outlawed Sheikh Mujibur's party, the Awami League. The Sheikh retaliated by proclaiming, from a clandestine radio, the independence of his besieged province. Such an act of defiance had long been urged by Bengalis more militant than he. But to the Sheikh, confronted by military forces far stronger than any he could muster, it must have been an act of desperation. To President Yahya, it was plainly an act of treason, and the rebellious Bengalis are paying for it in savage bloodshed.

Even if reports are true that the army has managed to crush the revolt. President Yahya's goal of a strong and united Pakistan seems more remote than ever. His troops may be able to restore a semblance of central rule over East Pakistan. They may be able to suppress the Awami League, which won not only the overwhelming support of the people of East Pakistan, but also an absolute majority of seats in the subsequently suspended National Assembly, ending for the first time the electoral advantage-though not the political and military power of the West Pakistani minority.

But a nation cannot be held together indefinitely by the military repression of a hostile majority of people. To the existing differences of race, custom, language and geography will be added an insuperable barrier of hatred and resentment. If the violent conflict of the past few days has not already killed the prospects for a just and peaceful solution, then President, Yahya would be wise to accept proposals for a federal structure that will give East Pakistan a fair measure of self-rule without breaking Pakistan completely and permanently into two. But first the killing must stop.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৪। পূর্ব পাকিস্তান	নিউ হেরাল্ড	৩০ মার্চ, ১৯৭১

THE NEW HERALD, KATHMANDU, MARCH 30. 1971

Editorial

EAST PAKISTAN

We hope our Pakistani friends will by now have realized the concern being expressed over fighting going on in East Pakistan between Bengalis and West Pakistan. Indeed the concern over military operations launched by the Pakistani army against the followers of the Awami League, which alone represents the people of what they now call 'Bangladesh' spring from humanitarian feelings. It must be admitted that the brutal military suppression to which the people of East Pakistan are being subjected by the military machine of West Pakistan has brought forth the sympathy of the eatire world for them. No one in fact, can deny that the people of all countries, be they of the West or East, support the aspirations of the East Bengalis.

The West Pakistanis, by deploring brute force against the helpless Bengalis of East Pakistan, who want nothing but freedom, have killed whatever hope there remain of maintaining a permanent link between the Eastern and Western wings of Pakistan. Bad handling of the constitutional crisis by President Yahya Khan has brought about a disaster of unimaginable magnitude to Pakistan, from which she may never recover. His order in restoring authority in East Pakistan and starting a bloody military repression of freedom-seeking Bengalis, constitutes the gravest of mistakes committed by him so far.

In view of the strict military censorship imposed by the military regime of Pakistan it is difficult to ascertain the facts regarding the present situation in East Pakistan. But one thing is clear. East Pakistanis who are, by and large, unarmed are bravely resisting the harsh military rule imposed on them. It is also clear that they are sacrificing their lives in thousands in the cause of freedom.

The sooner the West Pakistanis realize that unity imposed on the East Pakistanis cannot definitely prove durable, the better for them. They may yet retrieve the situation, by ending all military operations in East Pakistan and formally accepting Mujibur Rahman's proposals for ending the present crisis, even though it may mean a loose federation between East and West Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৫। বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাক-বর্বর অভিযানের উপর দুটি সোভিয়েত পত্রিকার মন্তব্য	প্রাভদা ও ইউ এস এস আর	২ এপ্রিল, ১৯৭১

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA, MOSCOW, APRIL 2, 1971

"CRUDE VIOLENCE"

These actions of the Army can be characterized as nothing else than crude arbitrariness and violence causing most serious anxiety to the Soviet people. The crisis which has arisen can and must be settled by political means.

USSR PRESS, TRUD, APRIL 2, 1971

CRUEL STEPS AGAINST POPULATION OF EAST PAKISTAN

"It is reported that West Pakistani army has carried out cruel bombing of cities and other population centers. Heavy fighting has broken out in many regions between army and population. Tanks and other heavy weapons are being used against local residents. News agency Kiodo Tsusin reports, for example, that on evening of 29th March –reported on 30th March-crew of Japanese ships standing in Chittagong port saw 'many corpses' floating in waters of that port. According to PTI news agency Free Bengal Radio Station had stated that during the two days from and after 25th March alone tens of thousands of persons were killed by West Pakistani army.

"Bloody clashes in East Pakistan about which news agencies are reporting cause anxiety to world progressive and democratic public opinion."

"Soviet people express serious anxiety at cruel steps taken against population of East Pakistan. Soviet people express their warm desire to their neighbour Pakistan that it resolve the difficult problem faced by Republic by political means in interests of entire Pakistani people."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৬। পাক-বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের ওপর চিলি, তুরস্ক এবং অষ্ট্রীয় পত্রিকার মন্তব্য	এল মার্কুরিও, আকসাম সলজবার্গার নাকরিকটেন	৭ এপ্রিল, ১৯৭১

'EL MERCURIC, CHILEAN DAILY

"The hundred dead in My Lai massacre shook deeply the conscience of the whole world and caused an internal crisis in the United States because the free press in the United States published and broadcast these events. 300.000 or 20,000 (although the difference is large the fact remains the same) dead bodies in the streets of East Bengal cities do not shake up world opinion because there are no moving pictures or versions of these past events."

TURKISH PAPER AKSHAM’

"Apparently relations between West and East Pakistan are of the colonial type. The two wings have nothing in common but religion. East Pakistanis are fighting a national liberation war against Pakistani colonialists... "

'SALZBURGER NACHRICHTEN' (AN AUSTRIAN DAILY)

"No matter whether the Republic of Bengal survives or not. If Bengalis were to be crushed by Pakistani bayonets, we will have the sbsurd phenomenon of a majority of population in a State hating it more than anything else. In Biafra and Southern Sudan, the majority was oppressing the minority. In East Pakistan just the contrary is true."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৭। পরিকল্পিত হত্যা	লা মন্ড	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

LE MONDE, PARIS, APRIL 9, 1971

PREMEDITATED BRUTALITY

"Pakistan has clearly entered into a period of civil war which is likely to be long. Far from looking for a compromise, even one which would be favorable to the Central Government, with the Bengali autonomists, Yahya Khan is stepping up the repression which has now reached such a degree of brutality that one wonders if it was not premeditated.

"But Yahya Khan's plans have been frustrated. True, the intervention of the Army bas restored some semblance of calm-for how long? in Dacca Following the pattern which has occurred elsewhere, the resistance, of the repressed population will become stronger. The rift between the antagonists will broaden, making reconciliation even more difficult. The situation looks even more serious because one man who sufficient prestige to be a valid partner in the negotiations-Sheikh Mujibur Rahman-has disappeared."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৮। বাংলায় গণহত্যা	এক্সপ্রেসেন	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

EXPRESSEN, STOCKHOM, APRIL 12, 1971

MASS MURDERS IN BENGAL

The military regime in Pakistan has now released a photo which is supposed to prove that Mujibur Rahman has been taken prisoner.

By showing him as a prisoner they want to undermine morale in East Pakistan. But this photo is not convincing evidence. Why was it not released earlier? Why has no date been given? Why do they not show Rahman himself?

It is in any case obvious that Yahya Khan's regime wishes to prevent Rahman at all costs from becoming a martyr. The question is, however, whether such feelings would change the situation much in East Pakistan. With or without Rahman-there is no turning back for the East Bengalis.

We now know what is happening in spite of the attempts by the military regime to hide the facts. Refugees have testified to massive bombings, reckless rampages of West Pakistani troops and mass murders.

Hundreds of thousands of people are fleeing from their homes. Starvation threatens. The hostilities are directed against the majority of the country's population under the motivation that the unity of Pakistan must be preserved. The military regime is using violence to sweep aside the result of the country's first general parliamentary elections. The rulers were not prepared to swallow the consequences of this election; instead they set the military machinery going. It is obvious that this method will never lead to the reunification of East and West Pakistan. Ruthless occupation or drawn-out war: these are the only alternatives.

This is a policy that must be condemned.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮৯। বাংলাদেশের যন্ত্রণা	অস্ট্রেলিয়ান	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE AUSTRALIAN, APRIL 14, 1971

THE AGONY OF BANGLADESH

By Martin Woollacott

The situation of the Bangladesh rebel in East Pakistan is worsening day by day and it is a pathetic and heart-rending spectacle.

There is hardly a liberation movement of the 20th century that can calim such unanimous support from people of all classes, nor one that was ever so ill prepared and ill-equipped to fight for its rights. .

After a 200-mile journey into East Bengal reaching to Faridpur on the banks of the Ganges, some 90 miles from the Indian border, the main impression is of a people who, with every justification but, sadly, with limited chances of success, are crying out for international help before it is too late. And that, at least as far as the short-term prospects of the liberation movement are concerned, could be very soon indeed.

The Pakistani Army, now estimated at a strength of more than five divisions, is moving swiftly to take the towns held by the Bangladesh during a three-day trip, I begin and it win probably succeed in doing so.

Everywhere I went in Bangladesh during a three-day trip, I heard the same appeal in the squares of the towns, in the offices of administrators, in barracks, in roadside pharmacies and shops: "Why doesn't the world help us?"

In Magura, between Jessore and Faridpur, a middle-kged lawyer, Mr. Nasir-ul Islam, who has become effective chief civil administrator, insisted on writing out a lengthy "appeal to the freedom-loving humanity" in fine copperplate hand which began: "We appeal to humanity to come to our help in this period of greatest calamity when we, the entire nation of Bangladesh, are forced to take up arms against the occupation army of the Punjabis who are up to anything to destroy the last point of civilization."

Watched by a crowd of several hundred people and feeling something of a charlatan, I placed this ceremoniously in my beg.

One soon forgets one's initial amusement at the flowery Indian English of educated Bengalis when one sees the tragic situation they are in.

Food, petrol and other essential commodities are in the shortest of supply, and the disruption of water and power services has brought a public health risk.

At least at Magura they have enough rifles for a half company or so. Further on at one river crossing town, the former Pakistani airman in charge of defenses tells me they have four Lee-Enfield rifles and two dummy rifles.

At Jhenida and Jessore is a force probably as large as any in the liberation "army." It consists of perhaps 750 men, of whom only about 200 are trained soldiers from the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment. The rest are military and freedom fighters.

The patchwork administration of Bangladesh shows endless variety. Everywhere, the existing administrative cadre went over as one man to the liberation movement, and in some towns they are still running affairs.

In the cool of evening, a paper duplicating machine thumps on, turning out directives, banning hoarding, ordering government and other officials to return to their posts, asking all students to report to the command headquarters for military training and other tasks.

Grouped round a lantern on the lawn, Captain Mahbuddin Ahmed and his aides talk of the People's Republic of Bangladesh: "We must have freedom, even socialist freedom but not the Chinese type of freedom where everybody cannot speak and is regimented."

Atrocity stories circulate continually and some of them are undoubtedly true. In Faridpur district sports club, which has become the town's military headquarters, a young magistrate from Khulna told me he witnessed the machine gunning of a protest procession "without any provocation." Thinking it a dreadful case of some army officer losing his head, he rushed to military headquarters in his jeep and confronted the Punjabi colonel.

"The colonel said my complaint was nonsense, and that the next time people were shot, I, the magistrate, would be one of the first to die".

A young man is led in to recount the story of the death of a Catholic missionary in Jessore because Bengalis have a sad conviction that such a death counts higher in our scales than the deaths of many Muslims.

Excitedly, he explains that the priest was shot down in his mission together with some native Christians, and that afterwards a Punjabi brigadier came and apologized saying it was an accident.

The other priest told him how such a thing could be an accident when there is a Red Cross flag on the roof of the mission. The story has a ring of truth.

The more realistic among the leaders of liberation zones put their main hopes in the collapse of the West Pakistani economy.

A young accountant in Faridpur who has achieved recent renown for devising a planting to stop planting jute and replace it with rice, told me:

"Their economy cannot sustain this scale of effort for more than six months or a year. They have forgotten that 17 days of fighting in the Indo-Pakistan war shattered the economy.

Most widespread of all is the feeling that Bengal made a tragic mistake in 1947 when it decided to cast its lot with Pakistan.

"We were swept by the passion of communalism," says Mr. Nasirul Islam in Magura. "I too, made that mistake... we all made it. Now we are paying the price."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯০। বিরোচিত সংগ্রাম	ওয়াং ওয়া ইট পো	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

KWONG WAH YITPOH, PENANG, APRIL 14, 1971.

HEROIC STRUGGLE

"During this four weeks of civil war Pakistan's Central Government won the first round through ruthless massacre of the people by means of tanks and bomber aircraft. Nevertheless the struggle for emancipation of the 75 million people of East Pakistan marches on steadfastly along the road to independence...The entire population of East Bengal, united under the banner of the Awami League, arc not afraid of death and boldly continue to resist-the more brutal the massacre, the greater is the sacrifice. Although we are denied reliable news, thanks to Pakistani censorship, we can well imagine the heroic struggle of a whole nation-the people of East Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯১। এই গণহত্যা বন্ধ কর	জাকার্তা টাইমস	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

THE DJAKARTA TIMES, APRIL 15, 1971

STOP THIS GENOCIDE

Politicians, teachers, students, doctors, engineers and even unarmed civilians, including women and children, are wiped out in East Pakistan. Will the Muslim world in general, suffer this? Does Islam permit killing of unarmed Muslims by armed Muslims? Can Islamic principles justify the suppression by a minority of a majority demand for social and economic justice?

Muslim states should act quickly and see that good Muslims are not' massacred by fellow Muslims. International Islamic organizations should also not be silent spectators in the present situation in East Pakistan. They should do whatever is possible within their means to stop the genocide and restore peace in the region. President Yahya Khan may consider the East Pakistan happening as a national matter but if East Pakistan ultimately becomes a sovereign State-which the world knows is bound to be-will the present crisis in Pakistan not be the concern to other Muslim states of the world?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯২। শরনার্থী সমস্যার সমাধান করতেই হবে	ব্যাঙ্কক ওয়াল্ড	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

THE BANGKOK WORLD, APRIL 24, 1971

Editorial

THE REFUGEE PROBLEM MUST BE MET

Ignoring, if one can, the complexities of political and diplomatic ramifications of the grim events in East Pakistan the question of the enormous humanitarian 'problem which the situation has spawned, deserves immediate and dramatic attention.

More than five hundred thousand refugees from Pakistan have already fled t6 nearby India and for all that, the latter nation's determination to meet the problem head on, it can be seen that international assistance will be required quickly.

To be sure India may well have her sympathies in order but the enormous costs and mobilizing the action required to handle the ever-growing refugee total, will soon go beyond any single power's ability to sustain.

When last year's massive tidal-wave killed an undetermined number of Pakistanis, the idea was bandied about of establishing a fast-reaction emergency-relief force, which could spring to assistance to disaster area survivors.

International organizations such as the Red Cross, various United Nations groups and other deserve monumentous commendation for their efforts in this field, but it can be seen that as good as they are they simply cannot handle the work-load involved.

The refugee problem which India now faces, will undoubtedly be a case in point. Awesome responsibilities of housing, feeding and tending to the medical needs of hundreds and hundreds of thousands of totally helpless refugees, will put an enormous strain on any nation or group that accepts responsibility of involvement.

With vast resources being devoted to the destruction of life, it hardly seems inconceivable that some small pittance could be put aside for worthy efforts in other directions. With enormous amounts being spent on discovering the mysteries of space, it is only proper that some be delegated to soothing the miseries which remain behind.

It is impossible to divorce reason for a refugee's departure, and departure itself, but it is only fair that the immediate aspects of the problem be viewed in an humanitarian sense. This must be done, it must be done quickly, and it must be done effectively.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৩। লাখো গৃহহীন মানুষ	অটোয়া সিটিজেন	১০ মে, ১৯৭১

THE OTTAWA CITIZEN, MAY 10,1971

Editorial

MILLION HOMELESS REFUGEES ADD TO INDIA'S WOES

The arrival of a United Nations Team in New Delhi to study the problem of refugees from East Pakistan highlights a pathetic situation that could become compelling in the near future.

India claims that 1,481,000 refugees from East Pakistan have so far crossed into India and that more are pouring in. It says it has spent about 13 million Dollars on their needs so far.

"If these figures are correct, it is unfair to expect India to carry the full burden of looking after persons who are not her own citizens. Especially since there are millions of Indian in desperate need themselves.

"Beyond the problem of providing them food, shelter, clothing and medicine now is the bigger one of their future. Given India's over-population, especially in West Bengal, the prolonged stay of these refugees in India is bound to create resentment, perhaps even violence, against them.

"They obviously must go back to their own country and they would do so only if they were freed of that fear which prompted them to flee in the first place. And they would still need help to start a new life.

"Perhaps some of the foreign assistance which Pakistan is seeking could be directed toward rehabilitation of these refugees. After all, the basic motivation behind all foreign assistance is to improve life for the common man in the recipient nation".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৪। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা	পালাভার	২০ মে, ১৯৭১

THE PALAVER, ACCRA, MAY 20, 1971

HARROWING ACCOUNTS

The world must be shocked by harrowing accounts of genocide perpetrated against the people of Bangladesh by statocratic and aristocratic regime of East Pakistan and must raise its voice in anguish to express its sense of outrage at the crimes committed by an increasingly unpopular military junta against the defenseless people of East Bengal.

But again and again we warn the unpopular military regime of East Pakistan that genocide is not the end of a people's legitimate aspiration for political freedom; it is not even the beginning of the end but rather the end of the beginning of a more determined effort to fight against forces that oppress.

The military regime of West Pakistan may deceive itself in thinking that it has succeeded in suppressing the political aspirations of the people of Bangladesh but we wish to point out to it that the time is coming, and now is, that the blood of millions of East Pakistanis they killed in cold blood would be on its ugly head.

The Palaver: An Independent Weekly

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৫। বিশ্ব কিছুই করছে না	ব্যাংকক পোস্ট	২৪ মে, ১৯৭১

THE BANGKOK POST, MA Y 24, 1971

Editorial

THE WORLD HANGS BACK

"If we can comprehend a situation in which every citizen of Bangkok and Thonburi was without food, a home, a job, and in desperate need of medical attention, we will have some idea of conditions applying to 2.6 million East Pakistanis turned into refugees by bitter fighting in their homeland. That figure is the number of East Pakistanis generally agreed to have crossed into India in the last seven weeks to escape the fighting. How- many other homeless people have chosen to stay in East Pakistan is something that can only be guessed at. And despite President Yahya Khan's statement last Friday that conditions in East Pakistan have returned to normal and all refugees in India could now return, it is obvious that there is an urgent need for massive worldwide aid.

"Mrs. Gandhi complained bitterly last week that 'no prosperous country' has come to the aid of these refugees and that the task of caring for them has dangerously strained India is already taut resources. Even after her words are denuded of their political content it is obvious that there is considerable Justification for what she says. There has been no coordinated mobilization of aid for these refugees; it seems almost that the world has become so irritated, confused and apathetic about political and social upheavals on the Indian subcontinent that it no longer cares to listen or to help.

"There has been no spontaneous provision of aid such as we saw last year when a terrible cyclone devastated so much of East Pakistan. Hardship then was mitigated by an almost embarrassing overflow of outside assistance. But no Royal Marines have landed in the Bay of Bengal this time; no U.S. helicopters hover over the ground, dispensing sacks of rice. The world has stood back almost as if to say "let them fix it themselves this time". But we cannot let this happen; in the name of humanity, we cannot allow cruelty of civil war to be compounded by international apathy, when there is so much good the world can do in East Pakistan now. Last week U.N. Secretary General U. Thant Shat made a Plea for funds to help the refugees. His words should not have been necessary; that they were, shows how dangerously close we have come to forsaking the principle of helping our fellowmen. Thailand is not a rich country nor is it altogether poor. Surely we can start the ball rolling and certainly we have enough rice to spare right now. If we truly want to help the cause of peace in our troubled part of toe world, then feeding the hungry, tending the sick and housing the homeless of East Pakistan would be a fine way to start. If we can how ourselves to be above messy politics that for so long have hindered regional co-operation, then we will have done a service both for the Pakistani civilians and ourselves. At least, it behaves us to try".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৬। সাহায্য	নিউ হেরাল্ড	২৬ মে, ১৯৭১

THE NEW HERALD, KATHMANDV, MAY 26, 1971

Editorial

RELIEF

The massive influx of refugees from East Pakistan into India has lent weight to the view that whatever has happened or is happening in the Eastern Wing of Pakistan is not an internal affair of Pakistan, as claimed by Islamabad Government and its allies. This testifies its reports of widespread carnage let loose by the Pakistani Army in East Pakistan after March 25, 1971. That a reign of terror still prevails in East Pakistan is clear from the continuing influx of East Bengalis into various Eastern States of India. The number of such refugees is said to have already reached approximately 3.5 million. India is naturally deeply worried over pressing of so many refugees on its soil which has put a heavy strain on its resources. It is natural therefore that India should try to awaken conscience of the world to the situation in East Pakistan and its impact on India. India cannot continue to feed millions of refugees indefinitely without gravely undermining its own effort for economic development. World public opinion is now gradually appreciating the Indian view point regarding refugees from East Pakistan. The U.N. and a number of world powers are coming forward to assist in the relief effort of the Government of India.

No nation can and should lag behind in contributing to the international effort for relief of the East Pakistan refugees in India. It is quiet heartening to see that conscious people of this country too are realizing this point. We on our part have to contribute to the best of our capacity to this effort.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৭। জাতি সংঘের প্রতি চ্যালেঞ্জ	দি এজ	২৫ মে, ১৯৭১

THE AGE, CANBERRA; MAY 26, 1971

Editorial

CHALLENGE TO THE U. N.

If proof of the full extent of the East Pakistani tragedy were needed, it has been provided by the immense and continuing flow of homeless refugees across the border into India. The Prime Minister (Mrs. Indira Gandhi) estimates there are now 3,500.000 of them in West Bengal, and that the Hood is maintained at rate of 60,000 a day. Many bring reports of continued killing between factions and a ruthless campaign of scorching the earth by the Pakistani army. If order bad been restored, as President Yahya Khan has been saying, the wholesale exodus would have ended weeks ago. It has not.

This mass flight to safety presents a new and menacing problems, far outweighing in terms of sheer human misery the hardships of the Palestinian refugees. India has suddenly found itself called on to stretch its supplies of grain, its transport and health services to keep alive an influx of people equal to the whole population of Victoria. If it could do so physically, its precarious finances would suffer an unexpected and crippling blow. President Yahya bas reported an offer from the Secretary-General of the U.N. (U-Thant) to help distribute the food he claims to have in store. He has also offered a partial amnesty to refugees who return, but his words would carry more conviction if the killing and burning had stopped.

This is not likely to be of much help to India in the coming northern summer. Apart from the very real danger of warlike clashes in West Bengal, international help is needed- and needed urgently-to prevent famine and epidemics among the million of refugees huddled on its soil. Mrs. Gandhi's appeal to the great powers to use their influence is phrased in political terms; she is anxious, that they should pressure the Pakistan Government into restoring the situation in its east wing, and put the movement of peoples into reverse. But in the meantime the D.N, through such agencies as UNHCR (which deals with refugees) and UNICEF (the children's fund) should be doing more to help India cope with its frightening new problem, if it claims to represent the conscience of the world, this is a challenge to prove it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৮। একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ	দি কমনার	১ জুন, ১৯৭১

THE COMMONER, KATHMANDV, JVNE 1, 1971

Editorial

A HUMANITARIAN POINT

It does not involve any violation or negation or contradiction of neutrality and non- alignment to say that when people are in need, such as those who have fled to India from East Pakistan since the past few weeks are in today, one must come forward with whatever help one can extend.

As Press reports say, millions of people have trekked into India from East Pakistan. Leaving behind their belongings, they are refugees encamped at various points along the Indo-East Pakistan border. Naturally this is Dot a happy living for them. Recently, news reports have been appearing that at various such camps diseases like cholera, and gastro- enteritis have broken out, taking a heavy toll of human lives. Things like these are not abnormal when such a heavy influx of people takes place. India, it must be noted, has been doing her best to help these people but it is obvious that it is a burden which India alone cannot be expected to shoulder. Neither are these refugees only India's responsibility. The international community has therefore to come forward with whatever help it can provide these people in trouble.

Islamabad's feelings in regard to this problem, which is associated with the East Pakistan affair, can be understood. But whatever the state of relations between India and Pakistan may be today, it is incomprehensible on the part of Islamabad to contend that these refugees were encouraged by India to come in. It is just not understandable why any country, including India, should willingly invite such burdens. Likewise, it is only too obvious that when people started fleeing East Pakistan the only place they could go to was India. Geography has its own compulsions which cannot be obliterated by polemics and even politics. India therefore cannot be blamed for the refugees burden she has come to bear in this manner, although it is obvious that she has no soft feeling for Islamabad. Indeed, she has begun to express her concern and seek aid for these refugees. This aid has begun to trikle in. For the moment, extending help is the only task facing the international community. But if his problem is not to lead to further complications, it shall have to be seen, even in the interest of Pakistan, that these millions go back to the places from where they came. We need not point out how refugee problems have been hampering settlements and peace in various parts of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯৯। বাংলায় পীড়ন ও প্রতিক্রিয়া	সানডে অস্ট্রেলিয়ান	৬ জুন, ১৯৭১

THE SUNDAY AUSTRALIAN, JUNE 6. 1971 Editorial

BENGAL

AGONY AND RESPONSE

In West Bengal today we are witnessing a human catastrophe for which even the tormented history of the twentieth century can offer few parallels. In the awesome scale of the disaster, in the uniquely harrowing quality of its suffering, there has been little to compare with what is happening at this moment to the refugees of East Pakistan. The known statistics of death and dislocation are appalling enough: the prospects are even more terrifying. They have already produced in some of us a paralysis of the will, and anesthesia of the mind, blinding up to the urgency of the crisis. Let us imagine, if we can, the combined populations of Melbourne and Sydney driven in terror from their homes by a marauding army, cast adrift in a wilderness without food or shelter, to face the imminent prospect of extermination from starvation or rampant disease.

East Pakistan has had more than its share of disaster. It now ranks with Poland or Vietnam as the unluckiest country of modern times. It is barely six months since the cyclone devastated vast tracts of the countryside and left thousands of people dead or homeless. It is two months since the vengeful army of West Pakistan moved in to crush the local secessionist forces and begin their ritual campaign of killing and destruction. History can offer no crueler irony than the spectacle of millions of impoverished, frightened and desperate people fleeing for succor to a land almost as poor, as overcrowded, as ridden by disease and as prone to crisis as the country from which they have fled.

It has taken the world too long to grasp the scale of this tragedy. The response in aid from foreign governments has been pitifully slow and scarcely a word has been offered in warning or condemnation to President Yahya Khan's Government, which persists in the callous pretence that the refugee problem has been exaggerated by the foreign Press. The first hand evidence of the Red Cross and international relief organizations can leave us in no doubt that the influx of refugees into West Bengal is placing an intolerable burden on the Indian authorities. They cannot be left to shoulder it alone. The Indians estimate that to keep the current numbers of refugees alive for six months will cost more than S 200 million. Faced with this sort of expenditure-willingly undertaken by India in the name of humanity-the economy of West Bengal will soon collapse. Already Mrs. Gandhi has warned that India may be "forced to act" to ensure the repatriation of the refugees. Thus, to the prospect of social disintegration and pandemic cholera in West Bengal has been added a new threat to peace throughout the Indian sub-continent.

There has as yet been no sign of any effective steps to reconcile the two halves of Pakistan and ensure a return to political stability in the Hast. The refugees are unlikely to

----

return to their homes while the threat of terror persists and some measure of political autonomy is denied them. The responsibility for ensuring this rests squarely with President Yahya. There can be no solution to the present appalling suffering until the refugees are removed from their squalid camps and repatriated to their homes-or whatever is left of them.

But the immediate need is to prevent the imminent deaths of five million or more human beings. Here, surely, is an inescapable challenge to the conscience and resourcefulness of the rest of the world. Australia has promised aid worth $ 500,000-enough to keep the refugees alive for one day, assuming they can be fed and inoculated in time. This is not enough. We believed the Government should give its full and urgent support to the appeal planned by Austcare, the agency that has already done most to bring the scale of the disaster to the attention of Australians. But relief, if it is to have any real effect, must be planned and coordinated on a world scale. It must not be directed through the Pakistan Government, who may be tempted to use it to bolster their own army and prolong their campaign of repression. At one time, the obvious agency to administer relief would have been the United Nations. So far it has shown little sign of urgency. In the absence of prompt U. N. action there is much that Australia can do on its own: one pressing need is for vaccine, saline solution and mass-inoculation machines to check the spread of cholera; this is not a time to dose our minds or take comfort in isolation. Here is a chance for Australians to prove the reality of our pity and compassion. We must give all we can, knowing that every dollar we withhold, and every day we delay our response, will be paid for in human lives.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০০। পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা	বিউনো এয়্যারেস হ্যারাল্ড	৭ জুন, ১৯৭১

THE BUENOS AIRES HERALD, JUNE 7, 1971

Editorial

SLAUGHTER IN EAST PAKISTAN

An international relief operation on a huge scale is necessary to keep these people alive. It was bad enough that world opinion found no way of stopping the slaughter in East Pakistan. But the world cannot stand idly by and allow another tragedy to take place. Human suffering can only be alleviated if there is human concern. Translating sympathy into practical aid is not so difficult. The problem is getting people to care.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০১। পূর্ব বাংলায় শরনার্থী	স্ট্রেইটস টাইমস	৮ জুন, ১৯৭১

THE STRAITS TIMES, MALAYSIA, JUNES, 1971

Editorial

EAST BENGAL REFUGEES

Non-involvement in the "internal" affairs of sovereign states has rarely been carried as far it has in the East Pakistani crisis. Four million refugees have crossed into India. There have been cholera outbreaks in many refugee camps, the death toll estimated now at 8,000. To prevent the spread of the disease to Calcutta, vulnerable to epidemics, the Indian Government has felt compelled to seal the East Pakistan frontier. This does not guarantee an end cither to the refugee influx or to the spread of cholera.

New Delhi is clearly unable to cope with this situation and bas made no secret of it. Mrs. Indira Gandhi bas dispatched her Foreign Minister on a six-nation tour to impress on the major powers the fact that the East Pakistani crisis has become an almost intolerable problem, even threatening peace in the sub-continent. Thanks to the Western Press and political leaders in Europe and the United Sates there is some hope of assistance. Oxfam has flown ant cholera vaccine and medicines and the Royal Air Force is standing by to fly mercy missions. Washington has earmarked substantial aid and is sending transport aircraft to India to move refugees from the border zones to areas where there are better facilities. But will sufficient aid reach India and Pakistan in time to prevent catastrophic tragedy? The answer will be known in the coming monsoon weeks.

Pakistan too has asked for massive aid but international response is qualified by caution. Pakistan's inability to use properly the aid sent after last year's cyclone, and its reluctance to admit international agencies freely have provoked an element of suspicion and distrust. The deep-seated hostility between the East Bengalis and the military administration is an important element which cannot be wished away.

At least Pakistan appears to be relenting. Two representatives of the United Nations Secretary-General are to visit Dacca to set up machinery to coordinate U. N. relief efforts. Here again time is of the essence. Many parts of East Pakistan will become almost inaccessible except by river-craft. Chittagong port is not yet back in working condition. And Islamabad must be persuaded towards a political settlement in the absence of which refugees will still struggle to reach India, and those who are already there will stay put.

The developments in East Pakistan are no longer solely an internal problem. Even Pakistan bas given up the pretence of being able to come to grips with it without massive external assistance. The fact that it has also created a problem for India has added a dangerous element.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০২। একটি বিশ্ব সমস্যা	স্ট্রেইটস ইকো	১০ জুন, ১৯৭১

THE STRAITS ECHO, MALAYSIA, JUNE 10, 1971

Editorial

A WORLD PROBLEM

"The world has waited too long. True, aid had been offered and in the beginning this was refused by the military authorities in East Pakistan. But the international community has lamentably failed to take a moral stand on what clearly was a ruthless attempt to subdue a whole people. Evidence has not been wanting. The bloodshed and destruction have been on a scale which can best be described as a pogrom.

"But the clearest evidence of all is the continuing fight of East Pakistanis into India. They could well number ten million before too long. They have gone to conditions no better than those they left-to emphasize their utter rejection of West Pakistani rule.

"It is painful to think that all this evidence has not stirred the world community and the United Nations to some action to persuade Islamabad to stop the terror and create an acceptable civilian Administration. However right minded President Yahya Khan and other West Pakistani leaders may have left when the crackdown began, it should have been clear to them as weeks went by what a terrible mistake they have made. The civil war is still not over. The nation is almost bankrupt. Stupendous problems of reconstruction lie ahead. What is to be the end of it all?

"Even if the cholera epidemic is contained, what is to become of the millions of refugees in India? That is not their home. 11 is not India's problem. It would be the height of cynicism to regard it as such, besides condoning the circumstances which drove these multitudes across the border.

"It is an international problem and the international community and the United Nations must accept the responsibility of rehabilitating the refugees in their own homeland. This means prevailing upon the Pakistan authorities to create conditions which would enable the refugees to return and to assist in the mammoth task of moving them back.

"The use of force has reaped a bitter harvest for Pakistan and further pursuit of this course could lead to national disintegration. There is still an opportunity for national conciliation. The world should help Pakistan seize it."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৩। অবর্ণনীয় পরিস্থিতি	ন্যাশনাল জাইটুং	১৩ জুন, ১৯৭১

THE NATIONAL ZEJTUNG, BERNE, JUNE 13, 1971

DEPLORABLE SITUATION

By Heinrich Kuhn

What is actually taking place in the Ganges delta, is not civil war in the narrow sense but a brutal and bloody attempt at vengeance, instigated by the ruling clique in West Pakistan.

Islamabad's repeated assertions that law and order have returned and that things are back to normal, are quite contrary to reports from reliable sources. The situation there is in fact deplorable. Towns and villages have been left in ruins and the economic life has come to a complete standstill.

It is at this point that the tragedy of Bengal turns into a scandal. Not one of the Big Powers dared to lift a single finger to put a stop to the brutality with which the Bengalis have been treated.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৪। মানবতার ধ্বংসলীলা	জাম্বিয়া ডেইলী মেইল	১৪ জুন, ১৯৭১

THE ZAMBIA DAILY MAIL, LUSAKA, JUNE 14, 1971

WANTON DESTRUCTION OF HUMAN LIFE

We feel the whole world must awaken to the realities of the conflict in regard to the wanton destruction of human life by tanks and shells, famine and disease. The Government of President Yahya Khan is trying to force the East Pakistanis to accept its authority by force. Since the conflict started a few months ago, thousands of people have died from bullets, hunger and disease. The exact number is not known and may never be known. There have been accusations of genocide by the Pakistan Government troops.

Every Government has the right to defeat rebellious elements in the Government. But we feel that in the case of Pakistan, the loss of life has reached sickening proportions. It appears there has been a deliberate attempt to annihilate the people of East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৫। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ	সিডনি মর্নিং হেরাল্ড	১৪ জুন, ১৯৭১

THE SYDENY MORNING HERALD, JUNE 14. 1971

Editorial

PAKISTAN'S FUTURE

In the Tragic sequel to President Yahya Khan's decision to abandon negotiation and resort to armed force in East Pakistan the world's attention has been focused rightly, on the terrible plight of the refugees in West Bengal. There can be no slakening of this attention, even though hopes are rising that the outbreak of cholera is being contained. The number of refugees continues to rise there are now probably about six million of them in India and the toll among them from malnutrition and exposure to the monsoon rains and from other diseases may still be frightful. This is the short term problem. Behind it, however, there looms the problem of repatriation. India, as Mr. Ray made clear on Friday bas no intention of accepting the refugees indefinitely. Repatriation in its turn raises the many grave political and economic problems of Pakistan's future.

The resort to force in Pakistan against the overwhelmingly popular Awami League and its Bengali nationalists has inflicted savage wounds from which the region is likely to bleed nearly to death. The Army, it seems dear, has virtually destroyed the indigenous administration. It has killed, imprisoned or driven underground civilian officials and leaders at all levels, from cities to villages, and it has disrupted the agricultural economy on which East Pakistan depends. The major victim seems likely to be the jute industry, already threatened by Indian competition and by the development of synthetic substitutes. Jute producers have been turning to rice, but the destruction of roads and the bridges and the disruption of marketing facilities will put the harvest in jeopardy. Tea East Pakistan's second export, is also endangered. Worst of all, there is the possibility of famine within three months. The prospects for recovery seem to be utterly bleak. That no doubt is why Moslems are now following Indians over the border to the refugee camps.

The future of West Pakistan is gloomy, too. Here the wounds are self inflicted, the loss of much of East Pakistan's export earnings (about half of the whole country's trade revenue) and the disruption of a major outlet for Western Pakistani manufacturing. Islamabad now faces a foreign exchange crisis, perhaps as early as July. It also faces the continuing cost of an army of occupation in East Pakistan-an army which controls the cities and towns but by no means the countryside where the majority of the population live and where Bangladesh nationalism has its roots.

In other words. President Yahya's militaristic solution of his political problems has involved him in a quite classic example of the nemesis of force. His search abroad for financial aid is running into the hostility of nations, like the United States, unwilling to give help which might be mainly used only to sustain the Army. Attempts by West Pakistan to picture a quick return to civilian rule in the East-rule by whom? and an understanding with more moderate Awami members, to put the national constituent assembly into business, have not been convincing, in these circumstances the repatriation of the six million refugees may become a very difficult operation. Their future, now a harrowing human problem, could become a no less harrowing international political problem.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৬। বাংলার বিপর্যয়	রেডিও প্রাগ, উদ্ধৃতি : বাংলাদেশ ডক্যুমেন্টস	১৪ জুন, ১৯৭১

RADIO PRAGUE. CZECHOSLOVAKIA ON JUNE 14. 1971

TRAGEDY IN BENGAL

COMMENTARY BROADCAST IN THE AFRO-ASIAN SERVICE

When the Head of a State admits that Pakistani forces during their reprisals in East Pakistan were behaving "roughly" this only confirms that the alarming reports from this part of the world are founded on truth. And even if it were not far this unexpected admission, the unceasing How of refugees from East Pakistan itself indicates that in that country one of the most terrible tragedies of modern history is being enacted.

It is never easy for anyone -with the exception of political adventurers-to leave his own country. There ala ways must be a serious reason for doing so. For the five and a half million refugees from East Pakistan there is a serious reason in the situation that has arisen after the unique election victory of the East Pakistani Awami People's League. The victory of that Party which won practically all votes in East Pakistan and more then 50 per cent majority in the envisaged all. Pakistan parliament is due to the fact that the Party voiced the just claims and complaints of the population. Among its leading election slogans was the demand for an equitable distribution of the national income and a call for a higher degree of autonomy. On both these points, the leaders of the Party, held a realistic view, taking into account that East Pakistan makes up the majority of the whole country's population and that it contributes a larger share into the common treasury.

Although at the fringe of this Party stood some extremist forces calling for a fully independent East Pakistan yet the Awami League as a whole could not be described as separatist.

Events only took an unfortunate turn when the West Pakistan authorities began to see in the legitimate East Pakistani demands a threat to the country's integrity. On March 25th they responded to political arguments by military force. What followed only reflected the loss of goodwill for any dialogue guided by common sense. There was an uncoordinated forceful resistance by the population, the desperate calls for an independent Republic-Bangladesh, and finally the massive fight of the population caused by the "rough" treatment meted out by the army, which is mainly recruited from West Pakistani citizens. The fact that among the refugees there are about one million Muslims shows that the army does not seem to differentiate between the people of different religions.

The fate of the refugees, who, rather than risking their lives at home, chose an uncertain existence, hunger and the threat of cholera in refugee camps on Indian soil, is only one aspect of the tragedy. The other-still more serious with regard to the international situation-is the danger of the tension that has, arisen between India and

Pakistan. It is an unbearable burden for India to look after five or six million refugees. The exchange of fire between Indian and Pakistani frontier guards and reprisals on both sides are a serious warning that what was originally an internal political problem could easily grow into a dangerous international conflict.

The attempts made by the U.N. Secretary General, U Thant, to coordinate international relief have been most valuable and will help alleviate the plight of the refugees in the camps at least in the immediate future. However, all relief schemes are aimed at overcoming the consequences and not the causes of the suffering and tension.

Rude Pravo, the daily of the Communist Party of Czechoslovakia writes today that the situation on the Indian-Pakistani borders is indeed "extremely gloomy and intolerable from a human point of view, while at the same time being dangerous with regard to foreign political affairs ..." It emphasizes that the only solution would be the immediate creation of conditions for a safe return home of the refugees.

The urgency of the matter was stressed last week in a communiqué issued during the unofficial visit of the Indian Foreign Minster Mr. Swaran Singh in Moscow and also by the Soviet Prime Mister Mr. Alexei Kosygin who said Soviet Government believes that the Pakistani authorities must take immediate steps to solve this problem:

We should remember in this connection that the Soviet leader once before five years ago played an important part in setting the Indian-Pakistani conflict and that his name is connected with the success of the well-known Tashkent Agreement. All the more reason for his warning to be headed by the Pakistani authorities once more today.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৭। শরনার্থীদের ব্যাপারে আশঙ্কা	গায়ানা ইভনিং পোস্ট	১৭ জুন, ১৯৭১

THE GUYANA EVENING POST, JUNE 17, 1971

Editorial

GUYANESE CONCERN OVER REFUGEES

The impact of such a sudden influx of six million people was sound to cause severe disturbance to the social and economic life of the people of India, but humanity demanded that the sacrifice should be borne.

According to Mrs. Gandhi, no other country in the world had ever had to face an influx of that magnitude; no other country, in fact had ever been called upon to face even one-tenth of the situation. But, said Mrs. Gandhi, India would, if necessary, "go through hell" to help the refugees.

But clearly, this is not a situation that should concern India alone It calls for the assistance of the world at large. The most urgent need is food, shelter and medicine. And the people of Guyana can contribute to this need by raising funds. It must never be said that in a crisis like this facing their kindred people of India. Guyanese were found lacking in sympathy. Guyana is itself a poor country but the situation facing India is one which calls for sacrifice and the people of Guyana know how to make sacrifices.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৮। বাংলায় ভয়াবহ অবস্থা	সানডে টাইমস	২০ জুন, ১৯৭১

THE SUNDAY TIMES, WELLINGTON, JUNE 20, 1971

APPALLING SITUATION IN BENGAL

In considering the appalling situation in Bengal it is proper that immediate concern should be centered on succor for the survivors.

The refugees and their embarrassed hosts in West Bengal deserve all the help the world can raise both to feed and nurse the stricken millions and to prevent their destroying unwittingly the health and economic stability of the province to which they have fled.

But when the urgency of this problem is met, the Pakistani Government must not be allowed to escape wholesale condemnation for a totally insane application of political policy that has resulted in unrestrained brutality and a murderous onslaught that amounts to genocide.

The horrifying facts are only now becoming clear. Though it is still too early to know what they add up to it is certain that the abhorrence we are so ready to show to South Africa for its policy of apartheid must be multiplied many times before it can appropriately apply to Yahya Khan's repression of the East Pakistan revolt.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০৯। হিংসাত্মক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে	দাগেনস নাইহেটার	২৭ জুন, ১৯৭১

THE DAGENS NYHETER STOCKHOLM, JUNE 27, 1971

TO STOP VIOLENCE

"The reign of terror in East Bengal is now in its fourth month. The fleeing and hunted people are still streaming across the border into India. There is no limit to the brutality of the Pakistani military dictatorship-very few of the terror victims belong to the Bengali group of leaders whom the aggressors are trying to eradicate. Also the common man falls victim to the 'final solution' which the Pakistani Army, obsessed by power, is trying to force through as the terrible climax to decades of systematic misgovernment. Scenes which are a daily occurrence along the border between East Bengal and India expose the miserable lies about the 'return to normalcy' with which the dictatorship is trying to camouflage its crime against its fellow men.

The longer this war, this persecution and devastation goes on. the stronger will be our condemnation of (he Government which have not yet managed to pull themselves together in a determined effort to stop the bloodbath. The suffering we see in the Bengali woman's eyes is a compromising picture of our era's statesmanship. Behind the official inability to being pressure on Yahya Khan from outside-moral, political and above all economic pressure-lie cynicism and totally unfounded speculations that the Pakistani military dictatorship in future could stand for any kind of stability at all in this part of the world.

However, according to information from Washington, the big givers of aid to. Pakistan-the so far favored recipient-now seem to have adopted a policy of not granting any new apart from purely humanitarian measures. The decision is said to be motivated by the economic chaos that has arisen in Pakistan since the dictatorship decided to go all out to crush East Bengal-the last few drops of foreign currency reserve are being squeezed put to get still more weapons to create still more violence.

This would be the first international step towards circumscription of the aggressive policy of the Pakistani regime. Further measures will be required to create at least a breathing space for a thorough survey of Pakistani existence which the dictatorship is trying to lay in ruins.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১০। পাকিস্তানের আকাশে বিপর্যয়ের ছায়া	ম্যানিলা ক্রনিকল	৫ জুলাই, ১৯৭১

MANIIA CHRONICLE, JULY 5, 1971

GUILT AND DISASTER OVER PAKISTAN

by Peter Hazelhurst

Within the space of a few short weeks both East and West Bengal have suddenly become international trouble spots. Millions of people have been uprooted by civil war. thousands have been killed, famine and disease are already beginning to stalk the countryside and a full scale war between India and Pakistan threatens to break out at any moment.

But even more disturbing is the fact that the situation can only deteriorate. World leaders are, of course, talking glibly about the hope that East Bengalis and the West Pakistanis will come to a "political settlement." But even the most naive student of Pakistan affairs knows that a political settlement is out of the question now.

In the coming months the legal aspects behind this man made holocaust will be hotly debated in the capitals of the world and on international platforms. But many of the issues which precipitated this convulsion have been clouded by the cries of "secession" or "genocide" and other accusations and counter accusations and if an accusing finger is to be pointed at any single Pakistani leader then one must, at this juncture, take a judicious look at the chronological sequence of events leading up to the rift.

It is worthwhile picking up the threads in January, 1970, when President Yahya Khan, who had promised to hand over power to a popular government, lifted the ban on political activity in both East and West Pakistan as the prelude to election of a constituent assembly. To hasten the constitution making process and to assugae the fears of West Pakistanis who believed that integrity of Pakistan might be jeopardized by imagined East Bengali separatists, the President had earlier issued a legal framework order (L. F. 0.) which gave him the right to ratify or reject the constitution.

It was already obvious that the former Foreign Minister, Mr. Bhutto would emerge the most popular leader in West Pakistan and the fiery East Bengali leader. Sheikh Mujibur Rahman had already demonstrated his strength on the streets of East Pakistan.

But as the two leaders launched their campaigns is soon became clear that they were fighting the elections on rigid and diametrically opposed grounds and that there would be hardly any common meeting ground in the assembly. Mr. Bhutto, whose whole political base is essentially founded in the militant Punjabis obsession over the Kashmir dispute, began stomping up and down the western province talking of a thousand-year war with India. And to maintain this attitude he assured his voters that he stood for a strong central government, a strong army and a new offensive to liberate Kashmir.

As millions of Pakistanis went to the polls in the country's first free elections last year. General Yahya Khan and his aides waited for the results with bated breath.

President Yahya certainly intended to hand over power but had hoped that the results would force East and West Pakistani leaders into an alliance which would preserve the integrity of the country. But the generals had not counted on two factors. At the last moment the Awami League's major political opponent, the left wing National Awami party, decided to boycott the elections leaving the field open to the Awami League.

Almost every Bengali endorsed the Sheikh's six point programme which turned the election into a referendum. The Awami League swept the polls and claimed 167 of the 169 Bengali scats and with the support of the anti Punjabi regional parties in the western province Sheikh Mujibur Rahman was confident of obtaining the support of more then two thirds of the 313 members of the Constituent Assembly. In West Pakistan Mr. Bhutto and his People's Party won 82 of the 138 seats allocated to the western wing. The Punjab recoiled in honor for it became blatantly obvious that the Bengalis would be able to draw- up their own constitutions the moment the assembly met.

On the night after the elections the flamboyant lawyer revealed part of his plan to me: "What do you think I will do. The Sheikh will push his constitution through with his brute majority and the responsibility will lie on the President's shoulders. I doubt whether he win sign a document which is unacceptable to West Pakistan."

In other words Mr. Bhutto had a vested interest in keeping the L. F. O. in force but he had told me that he had heard disconcerting reports that the Sheikh was planning to declare t hat the Constituent Assembly was sovereign body the moment it met. In other words the L. F. O. and the Punjabs veto would disappear.

But Mr. Bhutto had other ideas. At first he tried to oppose the early sitting of the Assembly but on February 13, President Yahya announced that Assembly would meet on March 3.

The actual point of no return which precipitated the present' crisis came two days later on February IS. Mr. Bhutto announced that this party would boycott the Constituent Assembly and at the same time he threatened any other. West Pakistani politicians who were planning to travel to Dacca. In short, Mr. Bhutto began to pile up pressure on President Yahya.

At the same the, Mr. Bhutto had met several of President Yahya's generals who were considered hawks on the subject of East Bengal. They included the present governor of East Pakistan, General Tikka Khan.

In the meantime several West Pakistanis had defied Mr. Bhutto's threat and had travelled to Dacca in the last week of February to participate in the framing of the constitution. In terms of arithmetic the representatives of to thirds of the country had congregated in Dacca.

But on February 28, Mr. Bhutto flew to Rawalpindi to remind President Yahya of the consequences he would have to face if he ratified a constitution which was unacceptable to the Punjab and subsequently to a Punjabi army.

The President made his first mistake. He succumbed to Punjabi pressures and without consulting Sheikh Mujib, as the leader of the largest party, he postponed the Constituent Assembly on March.

The Bengalis who saw the move as a conspiracy went wild and the Army was called to quell disturbances in Dacca. The Bengalis had lost their faith in the President and the first cries of Bangladesh were heard on the streets of Dacca.

Life in the entire province was disrupted and as the cries of Bangladesh become louder the President flew to Dacca on March 16, with two alternative offers. (1) He said he was willing to restore power to the elected representatives of the people immediately if the Sheikh was willing to form a provisional national government at both centre and at provincial level or (2) He would restore power to provinces and an interim government led by the President himself would administer the day-to-day needs of the country until a constitution was framed.

When President Yahya asked the Sheikh whether he was prepared to take Bhutto the leader of the largest West Pakistani party, into a central coalition government, the Sheikh cited democratic precedents and said that as the leader of the single larger party he must be allowed to select his own partners. Again his willingness to participate in the central affairs of Pakistan does not suggest that the Sheikh was planning secession. But the President succumbed to Mr. Bhutto's strident threats again and the proposal for a national government was dropped.

As time began to run out the Sheikh and Yahya Khan agreed to the second compromise formula: immediate restoration of power at provincial level. The Sheikh asked the President to issue an immediate proclamation withdrawing martial law. and restoring power to East Pakistan and the four provinces of West Pakistan. The Sheikh agreed to the suggestion that the President could continue to administer an interim central government until a constitution was framed.

As the soldiers supplied into battle dress in the barracks angry and frustrated Bengalis began to raise the flag of Bangladesh in Dacca. It was Bhutto who finally brougiu the President to take the decision which set East Bengal on fire. When the President put the Sheikh's proposal to the West Pakistan leader Mr. Bhutto pointed out that if martial law was withdrawn Pakistan would be broken up into five sovereign States the moment the President restored power to the provinces. He expressed the fear that Mujibur Rahman was trying to liquidate the central government. Because the President withdrew martial law he had no sanction to carry on as the head of State.

Half convinced the President went back to Mujibur Rahman and expressed these fears. He promised Mujib that he would withdraw martial law the moment the Notional Assembly met and gave a central government some form of validity. Sheikh Mujib reiterated his demand for the immediate withdrawal of martial law and President Yahya now fully convinced that he was dealing with a traitor, turned to his generals.

Taking events to their logical conclusion there is no doubt that the present holocaust was precipitated by President Yahya Khan when he postponed the Assembly without consulting the Bengalis, but even more so by Mr. Bhutto's deliberate decision to boycott the Assembly on March 3.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১১। ব্যায়নেটের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থা	ভেসার্নজে নভস্তি	৮ জুলাই, ১৯৭১

VECERNJENOVOSTI, YUGOSLAVIA, JULY 8, 1271

NORMALCY-WITH BAYONETS

Three months after the military attack against the Bengali movement for autonomy, the first foreign journalist were allowed to enter East Pakistan, and even travel without escorts. Though the traces of destruction were removed what remained speaks for itself about previous atrocities.

The capital Dacca is still in the shadow of fear, violence and terror. The Government calls it a "normal situation" though in the street, everybody only whispers, and on the rough roads cars hardly appear. There are not many soldiers in Dacca, but the special police squads transferred from West Pakistan stop the cars and passers-by and check them carefully. Arrests are also numerous.

The "normalcy" includes very severe punishments if somebody secretly listens to radio-station Bengal, and a large numbers of shops are still closed. Number plates on cars in Bengali have been substituted by English, and in empty streets and shops people whisper that the Army still chases Bengalis, arrests them and sometimes kills them.

Though traces of tanks and rockets have been removed, the devastation and fear are visible in UK. old part of Dacca, the area inhabited by the poorest class, the most devoted followers of the Awami League. Life returns unbelievably slowly in devastated markets and dirty narrow streets, because the majority of proprietors were Hindus, who were murdered mercilessly unless they abandoned their homes in time.

Out of 6.5 million Pakistanis, who escaped to India, before pointed guns, about 4 million are Hindus. The Government decided to destroy their temples, and their houses were given to "loyal" citizen.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১২। সাহায্যের জন্য আর্তনাদ	পালাভার উইকলি	৮ জুলাই, ১৯৭১

THE PALAVER WEEKLY, GHANA, JULYS, 1971

EAST PAKISTANIS CRY FOR HELP

On March 25. 1971 under cover of darkness, one of the most gruesome crimes in the history of mankind was perpetrated by a blood-thirsty military junta against a whole population of seventy-five million, constituting the majority of the people of Pakistan.

Many newspapers, reputed for their objectivity, have come out with documentary evidence in the form of photographs and eye-witness reports of one of the greatest genocide exercises in the annals of man.

Eminent British M.Ps and statesmen, including Presidents and Prime Ministers and the U.N Secretary-General have directly voiced or indirectly the strongest expressions against the crime.

According to all available evidence and report the awful genocide which was deliberately planned and executed ruthlessly by the West Pakistan Army and has been marked, among other unspeakable atrocities, by the systematic decimation of East Pakistani's intellectuals and professionals, including eminent professors, lawyers, journalists, doctors, students etc, is still continuing.

It is only too well known that the only fault of the defenseless victims of this internal operation was their participation in the first democratic elections in their country's 23 years of existence. They elected, almost with one voice, their chosen leader Sheikh Mujibur Rahman and his party the Awami League.

The only crime of Sheikh Mujib and his party was that they sought through normal processes of democracy, to end the erstwhile colonial status of their part of the country and restore it to a position of respectability, within a united Pakistani federation.

In this respect it must be noted that the tragedy of East Pakistan is quite unlike that of Biafra. An after parallel would be South Africa or Rhodesia where a small minority of the population has been deliberately denying and suppressing the fundamental rights of vast majority of the population.

Yel. the parallel goes only a small part of the way. Even Vorster or Ian Smith have not indulged in anything like the barbarities and reign of terror let loose on the majority of the country's population by the West Pakistan military junta. Yet is claimed that this is an internal matter of Pakistan. Is it so?

The answer to this provided by over six million terror-stricken people of East Pakistan who have fled their country to neighboring India, constituting a grim 'witness to the colossal dimension of the East Pakistan tragedy.

For humanitarian reasons India, which has always been regarded by Pakistan as its enemy number one, has despite its own population explosion and sacrifices, done whatever it could do to house, shelter and feed the vast number of refugees from East Pakistan.

The number of refugees fleeing East Pakistan into India is still increasing at a rate of fifty thousand a day. If a Government can force millions of its people to seek protection in another country, one wonders what earthly or heavenly right that Government has to remain in power any longer.

As the situation is reported to be, there seems little hope of the East Pakistan refugees in India being able to return to their own homes.

New Constitutional proposals announced by the Pakistani President are clearly calculated to perpetuate rule by a brutal minority in that country. The time has therefore come for the U.N. and all freedom-loving peoples of the world to bring the maximum possible pressure on the military junta of Pakistan to transfer power to the elected representatives of the people-in this case Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League. It is only by that they can create conditions in East Pakistan which will enable millions of East Pakistan refugees in India to return to their homeland without fear of persecution or worse.

"It is only thus that one can hope to avoid an already dangerous and explosive situation from worsening with unpredictable and disastrous consequences."

"Once again Palaver joins all right-thinking people in the world to condemn, in unequivocal terms, the atrocities being perpetrated by the military junta in Pakistan against the defenseless people of East Pakistan."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৩। ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটি বড় বোঝা	জা রুবেজম	১৬ জুলাই, ১৯৭১

**ZA RUBEZHOM, JULY 16, 1971*

HEAVY BURDEN FOR INDIAN ECONOMY

It is already the 4th month after the tragic events which took place in East Pakistan that millions of refugees from this part of the world are leaving their homes and are seeking refuge in the neighboring Indian States of West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Bihar.

The number of refugees is increasing day by day. If at the end of May this was 3.5 million then now according to the official data it is more than 6 million. Most often these people having crossed the border are living under the open sky in thatched huts or shades put up in a hurry. Only a very small percentage could be accommodated in barrack and public buildings.

The huge accumulation of people at the special points for receiving the refugees is creating the danger of epidemics. In West Bengal where the majority of the refugees (arrive?) from East Pakistan that is about five million people, have concentrated already many cases of cholera including fatal cases have been observed. Happily the fast out- breaks of this disease have been controlled.

The influx of refugees is a heavy burden for the Indian economy. The Indian Government considers that for easing the lot of the East Pakistan refugees they require three billion rupees in the next six months and this can create the danger of over-straining the national budget.

Refuting the calls of various instigators to join a war with Pakistan in order to achieve the return of the refugees to their homes, Indira Gandhi made a request for giving help to India in solving this problem.

The Soviet Government responded to this request and had already presented India 50.000 tons of rice for the East Pakistani refugees.

Now the public opinion of many countries who are following the dramatic development of events in South Asia with anxiety and sympathy are waiting for a very quick settlement of the problem and creation of necessary condition for the normal return of the refugees to their homes.

**A Russian Language Weekly*

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৪। কায়হান পত্রিকার কয়েকটি প্রতিবেদন	কায়হান	২৭ জুলাই- ১ আগষ্ট, ১৯৭১

KAYHAN(INTERNATIONAL), JULY27, 1971

THE RELUCTANT PRESIDENT

By Amir Taheri

Kayhan International's Amir Taheri has just completed a week-long tour of Pakistan during which be visited both wings of the country. He also met a number of Pakistani leaders, including President Agha Muhammed Yahya Khan. Here he gives an account of the interview with Yahya. This is the first in a series of articles on the recent events which brought Pakistan to the brink of civil war.

The Presidential palace at Rawalpindi, Pakistan, looks like any other residence of head of state in this part of the world. Vigilant guards at the gates maintain a constant sentry. A lieutenant-general paces the waiting room in measured, unhurried steps. A couple of brigadiers stroll on the deep-green lawn Tall, turbaned waiters serve visitors deep black coffee. There are huge corridors and vast offices where faintly smiling officials rustle their way through the papers.

Then there is the Presidential office itself with the scarlet velvet furnishing that is somehow associated with authority. On the wall, there is a huge portrait of Muhammad Ali Jinnah, the founder of the Islamic Republic of Pakistan.

Soldier At Heart

The man who works in this room is four-star general Agha Muhammad Yahya Khan, officially the President of the Islamic Republic of Pakistan, but at heart still a pure soldier who. one immediately gets the impression, would be happiest in his uniform as the Commander-in-Chief of the Armed forces.

This in fact, is the first point he emphasizes. His close associates remind friendly visitors that the President still prefers to sign himself in as the army C-in-C whenever he visits a club, an exhibition or any other "non-political establishment."

We met Yahya Khan the other day when he just returned from a few day's working holiday in Abbottahad, the centre of his few native part of the mountainous Northwest Frontier Province that has given Pakistan some of its bravest soldiers. In Abbottabad he presided over a meeting of the military chiefs and took time off to think about the turbulent events of the past civil war.

The 56 year old silver-haired Pathan soldier, who speaks in a deep untrained voice, was at pains to remind us that he did not seek the presidency and that he was put in the

palace at 'Pindi' when Field-Marshal Ayub Khan stepped down under popular pressure just over two years ago. When Yahya Khan came to power, first as Chief Martial Law Administrator and later as President, he did not, perhaps even, dream of the day he would have to order his army into East Pakistan to crush what he describes as a secessionist movement inspired by India.

"Right from the start," he told us, "my sole objective was to restore law and order in the country and to hand over power to an elected civilian government. That objective remains unchanged."

Free Elections

True to the Pakistani army's tradition of staying out of politics be lifted the ban Ayub imposed on free political activity and allowed the old parties to return to the scene while new parties also came into being. Then Pakistan's first free general election took place on the basis of universal adult franchise late last year. For a few months of glowing hope, Pakistan seemed to be heading for a democratic system in which the political parties would be free to fight each other for power and base themselves on popular backing.

A few months later, however, the Awami League, the East Pakistan party that had won a sweeping victory at the polls was banned and its chief leader Sheikh Mujibur Rahman accused of secessionism and high treason.

The Pakistan People's Party which won the election in the West wing of the geographically divided country was also told to forget the possibility of coming to power, at least for the time being.

"I was prepared to do all that was necessary, provided the unity of Pakistan would not be undermined," Yahya Khan told us in an unmistakably sad tone, "I was not interested in this chair and was all along waiting for the first chance to return to my life of a soldier."

With an air of dejection, he went on to say that he had been let down by the politicians who could not agree among themselves and who later brought the country to "the brink of partition".

Compromise with Mujib

He recalled how he had gone out of his way to reach a compromise with Sheikh Mujib. He had flown to Dacca, East Pakistan to meet the Sheikh although the latter should have gone to 'Pindi to see him'.

"I even said he would be Pakistan's next Prime Minister," he reminisced "I did not believe what was said about the man and thought that all he was interested in was putting the situation in the east wing right. I knew that the East Pakistanis had legitimate grievances, and I was ready to hand over power to the Awami League provided I was assured that Pakistan would not be split into two separate countries.

Yahya Khan added that he had been prepared to give East Pakistan "the largest measure of autonomy ever thought of in politics" but that lie had to take military action when he was convinced that Sk. Mujib had prepared a full plan for secession.

The President's abortive attempt to give Pakistan a democratic system has already led to so many difficulties that many people, some in the army, seem convinced that no fresh experiments should be made.

And yet Yahya Khan insists that a civilian government must take over. He told us he hoped there would be such a government before the 2500th anniversary of the Iranian monarchy in October and in any case before the end of the current year.

"I am determined to hand over power to the elected representatives of the people", he emphasized.

By-Elections In The East

At the moment he is busy preparing the grounds for a series of by election in East Pakistan to fill vacancies created by the banned Awami League National Assembly members departure to India. The number of Awami League deputies who have fled to India is estimated to be 40, out of a total of 168. Some of them will be able to return and retain their seats since a general amnesty has been given to all people guilty of "political crimes."

The sole exceptions made about people charged with high treason or found guilty of "murder, rape, arson, loot, violence and armed robbery".

Disqualified Deputies

The President refused to say many Awami League deputies would be disqualified but assured us that an announcement would be made very soon. A special committee has been set up to decide on the matter.

The by-elections, he told us. would not take place on one day since he did not wish to have "forces of law and order stretched too thin". All AL members 'not guilty of crimes' would be able to stand as independents. The President will be visiting East Pakistan within the next few days and the by-elections are expected to take place in August.

Once all the vacancies are filled, the National Assembly will be immediately convened. It will no longer be charged with the tasks of drafting a constitution but would be asked to form a government. A draft constitution prepared by the President's own advisors will be submitted to the Assembly as "a broad framework." The assembly will be able to amend it in whatever way it deems fit.

The draft constitution. Yahya Khan told us, "will be based on the demands of the parties. I know what the politicians want and 1 have asked my advisors to take all their demands into account, keeping in mind that whatever is necessary should be done to preserve the unity of the country".

We asked him if it was true that he had been advised to set up a "puppet civilian government" consisting of a number of highly unpopular figures in both wings. He said this was a rumour and that, as a soldier he considered rumour mongering as "a crime".

"I don't listen to rumours", he emphasised. "1 am a soldier and always speak my mind openly. I don't use tactics like that".

Civilian Government

We asked if he would consider forming a government with the help of Zulfiqar Ali Bhutto's People's Party. He said that Bhutto had a majority only in the west wing, but a civilian government should consist of representatives of "the two parts of the country".

In any case, since a civilian government would be formed "in a matter of months' all the parties could wait a bit longer." he said, "I must have a full national assembly representing the nation as a whole" Yahya Khan said. "I will be prepared to accept a civilian government formed by such an assembly, but would not hand over power to anyone individual or party before that is done".

Meanwhile, the President has given the green light for Pakistan's five-year Development Plan to continue. "I cannot throw the economy to the dogs, pending the formation of a civil governments" he said. "The national economy cannot come to a standstill just because we have had political difficulties".

Once a civilian government is formed, however, the plan could be altered in accordance with the new government's wishes and policies, he assured us.

We asked the President what would happen if AL members won all the by-elections in East Pakistan, if they formed a majority once again, and if they tried to put into effect the same policies that, according to the army, would have led to a division of Pakistan.

He replied that the Awami League had won the previous election through the use of "intimidation, terror and malpractices". We asked why he did not stop the general election as soon as it became clear that Sheikh Mujib's party was breaking the game.

Election malpractices occurred in every country, including the most advanced-the President said. In any case, he said he did not have accurate information about Awami League activities at that time. "It is now that we realize what Mujib was doing to win every seat," he said. "Most of his men were returned unopposed because people were afraid of challenging the Awami League. He won mainly due to the Hindu minorities vote in East Pakistan; no more than 20 per cent of the Muslim electorate backed his men".

High Treason

He said "Mujib would be tried for high treason very soon-that is, as soon as the case against him is complete".

We asked whether the Awami League leader would be tried and possibly executed before the new national assembly convened. The President said the matter was in the

hands of military justice and he could not give any exact date for the trial. "He would be court-martialed, and I cannot say whether or not he would be alive when the assembly meets," he added.

Asked what his government intended to do about the East Pakistan refugees now living in India. Yahya Khan said that he had invited all of them to return but was not sure that his invitation bad been communicated to the displaced persons. "Some 10.000 refugees had already returned borne and about 1000 were coming in every day through unofficial channels". India, however, was doing its best to prevent the refugees so because Mrs. Gandhi wished to use the issue as a political weapon against Pakistan.

"India," the President said, "has set up training camps for rebels in its territory. Some 35,000 rebels are being trained and the displaced persons are being used as a means of pressure on Pakistan."

We asked if it was true that a "new Tashkent", had been proposed by the Soviet Union. Tile President said he had no official information on this. "I am ready to meet the Indian leaders anywhere and anytime, provided we discuss the return of displaced persons, treating the issue as a humanitarian and not political." he said. "But they have refused all our offers of negotiations and sabotaged the work of the United Nations in this respect. They hope to break Pakistan and think they have no interest -in talking to us".

He added that India was openly saying it would not allow the refugees to return to "Yahya Khan's Pakistan but only to Mujib's Bangladesh".

Under Pressure

"This," he said, "is clear intervention in our internal affairs and obviously, we reject it".

He repeated that he was a soldier and would not give in to any pressure. "They say", he went on, "that I am under pressure from this or that big power. That is nonsense. Those who say it don't know me. A man can be subjected to pressure only if he is interested in this chair. I am not. and I have made it clear that I shall throw any aid back in the donor's face if there are any strings attached."

"Yahya Khan said that the Soviet and American governments had It' adopted "a correct policy" towards Pakistan right from the start of the crisis but he could not say the same about Britain.

"The British government" he said, "has been openly hostile to us trying to meddle in our internal affairs. Their foreign secretary has made this clear. As a member of the Commonwealth we had expected Britain to remain at least neutral and not back India so openly.

We told Yahya Khan of talks we had heard in Pakistan about keeping him President at least for a few more years.

"I am not interested," he said. "My mandate is clear: it is to keep the country united and to give it a civilian government and then leave"

We reminded him that the People's Party the main political force in the West wing, wanted him to stay on as President, provided a civilian government is formed.

"The People's Party" he said, "represents only one part of the country. If the national assembly, that is the collective will of the people wants me to stay on. I will." Otherwise, I would be too glad return to the army".

President Yahya Khan spoke warmly of Iran during our meeting, which lasted nearly 75 minutes. He described the Shahanshah as 'Pakistan's greatest will-wisher" and Iran as "a great source or strength for us." He recalled Iran's help to Pakistan throughout its history and said Pakistan always took heart in knowing that Iran, now "the strongest power in this region, stands behind it."

"We are not two countries" he said quoting a Iranian verse that says, "We are the same soul in two bodies".

"I myself am an Iranian," he said. "My ancestors came to the subcontinent from Iran. At home, our language is Persian and we take pride in our nations cultural affinity and unshakable bonds with Iran. I have not been talking to you as an outsider but as my own brother r my own son. My message to the people of Iran is just the salaam of one member of the great family to the other members... Having come to our country you have, in fact, travelled in another part of Iran. We thank God for having given Iran increasing economic and defence strength, and we pray to the Almighty for the greater success of the Shahanshah-a success which will be that of Iran, Pakistan, the whole Muslim World.

KAYHANINTERNATIONAL, JULY 2,. 1971

FIVE VIEWS OP A TRAGEDY

By Amir Taheri

"Oh. this is now a matter for the historian," an East Pakistani friend told me in Dacca the other day when I asked him to give his version of the events that plunged the unhappy land into bloodshed last spring. He was perhaps right. But journalism is the writing of instant history. I decided to ask a number of people to give their accounts of what happened in East Pakistan. It might take many years before the thick fog of unreality created by propaganda and prevarication on all sides clears away. Nevertheless, it is possible to form a provisional picture approaching the reality of the events in East Pakistan. In this article, we shall see different views of the dramatic events of spring.

(i) Lt.-General Tikka Khan

Tikka Khan is the military governor of East Pakistan. He arrived on the scene shortly before the decks were cleared for the bloody confrontation between the army and the

Awami League partisans of Sheikh Mujibur Rahman. He smiles broadly, has a slight nervous tick and speaks at top speed. He received us in his mansion in the centre of Dacca. His three and a half year old son was present at the meeting, lashing out at imaginary flies with his toy whip. This is what Tikka Khan had to say in response to a series of questions I put to him:

I was sent here shortly before the rupture came. I was asked to do two things: first, to keep the army united and. secondly to keep the door open for further negotiations with Mujibur Rahman. The President had made it clear to me that under no circumstances was I to cause a breakdown of all chances of further talks. It did not take me long to realize that Mujib was hell-bent on secession. His party and his friends were working in that direction. Yet, I did not take any action against them until the eleventh hour. We all wanted a settlement.

During the election campaign, Mujib had made it clear both publicly and in. private that six-point Programme was negotiable. The Programme would lead to a virtual division of Pakistan, but we took no action against Mujib. Later, two dramatic events took place. First Mujib swore in public not to make any compromise on his Six-Points. By doing so he destroyed all chances of agreement.

Then, he set up a parallel government while we were here. He closed the National Bank in Dacca and gave its duties to another bank. He stamped on the Pakistani bank notes The Independent State of Bangladesh and made it clear that he would never agree to join a National Assembly that would include representatives from West .Pakistan. He wanted two Assemblies.

Furthermore, he preached hatred against the armed forces -and said he would put us all trial. Through his agents, he told the East Pakistani soldiers and officers to desert the armed forces and the police, while he set up a paramilitary organisation of his own. All along, however we hoped that he would realize that the army would not allow him to divide Pakistan, he failed to see this underestimated our resolve. He had told the press radio and television in East Pakistan not to publish or broadcast any news of Pakistan and to ban whatever information we wished to publish. Then lie ordered the pulling down of Pakistani flags and insignia from all public buildings and banks. At a ceremony, his supporters burned the Pakistani flags and all the pictures of Jinnah (the founder of Pakistan) were destroyed in Dacca.

As you can imagine, our patience knew no bounds. When Pakistan Day came. Mujib and his supporters called it "Bangladesh Day" and no mention was made of Pakistan. They told the TV not to show the Pakistani flag. I told the TV people I would close down their programme if they did so. They showed the flag a few seconds after midnight-that is, after the Pakistan Day had officially ended. Then they made fun of me on that score and said they had their Bangladesh Day. The Sheikh himself appeared all smiles and waved a Bangladesh Hag.

That was not all. We had reports pouring into army headquarters about atrocities committed against the non Bengali soldiers, and officers of the regular army were involved in massacres of the Biharis and the West Pakistanis.

At that time my forces occupied only 20 square miles of East Pakistan's 55.000 square miles. Mujib and his Indian backers had never though it possible for us to fan out of this 20 square miles and work our way through a complete control of the province with amazing speed. This we did although at that time our forces were outnumbered one to 18. The rebels had some 80,000 armed men; most of them were trained by ourselves and members of the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles. The Indians had given them large quantities of arms. They murdered their West Pakistani officers along with their wives and children and spread a reign of terror in the country.

I remember when I had to order the chaps into action, we had planned a cricket match that day and we had to cancel it. The boys knew they would be fighting against heavy odds, but they fought for Pakistan, and this gave them double strength. We smashed the rebels quickly and secured the borders preventing the Indians from bringing in their regular forces to seize a pan of East Pakistan and call it Bangladesh as they had planned. Our speed surprised the Indians and destroyed all their dreams.

I cannot say the situation is completely back to normal but the army is in full control of the province. There is no fighting, although we are mopping out pockets of resistance. There are acts of sabotage, to be sure only the other day there were three bomb attacks in Dacca itself-one against a power plant. The jute convoy has also been attacked on several occasions and now we send the jute to Chittagong with an escort of soldiers.

The lies published by the Indians make me laugh. On the second day of the disturbances they said I had been assassinated. The same day the American Consul-General told me jokingly that the Indians had said he, too, had attended my funeral.

Then they spread rum ours that the star was shining on my own head and that I was a power-hungry butcher. They also said we are massacring the Hindu minority as if we had nothing else to do. Our boys attacked a village near Dacca to round up some miscreants, and in the process two villagers were killed. The Indians said we had killed 2,000 Hindus. In fact only one of the two chaps killed was a Hindu.

Now the Indians are training troops for the so-called Mukti Fouj (Liberation Army) of Mujib. There are training camps all along our borders. But they won't be able to harm us in any serious way unless they launch a full-scale attack by their army, That would be army fighting army and we shall meet the eventuality.

(ii) Awami Leaguer M.S.

M.S., who does not wish his identity to be known, was an active member of the banned Awami League. I had met him in Dacca last winter and he called on me again last week in Fast Pakistan. He had escaped to the countryside when the troubles broke out but has returned to Dacca under the general amnesty declared by President Yahya Khan. This is what he told me:

The night of the 26th of March was a true Indonesian night in Dacca Everyone knew that the rupture had come and that there would be reprisals and counter-reprisals. The army had lists of Awami League activists and naturally it stalled rounding them up under

the cover of a curfew. The student leaders, most of whom were active Naxalites and responsible for attacks on West Pakistani families, were the first targets. At least 100 of them were shot immediately after arrest. Others were killed while trying to make their escape.

The Awami League extremists meanwhile took their revenge and massacred as many non-Bengali as they could get hold of. The dream of a political settlement had been shattered with such speed that those of us who were still Roping for a compromise were taken completely aback.

Once the army action started, the Awami Leaguers in villages and remote towns began murdering the non-Bengalis whom they feared to be "spies." In any case they were afraid that non-Bengalis would help the army identify the activists. So they killed the Biharis, the Punjabis and others out of sheer fright.

In Dacca alone some 10,000 people have been killed while some people put the number as high as half a million. But there are no means of establishing any true figure. Many people have left the town and still hiding in villages. So, their relatives and friends think they are dead. My own friends had written me off as dead while I was in hiding. So the number of those presumed dead is being reduced every day.

Most of us do not believe that Mujib wanted secession, although the student leaders and their friends in the leadership did want it. My own reckoning is that Mujib wanted to separate East Bengal from Pakistan in the long run-not immediately -but was forced to speed up his work and reveal his plans under pressure from the Naxalites and Bengali nationalists in Calcutta.

I cannot say what will happen next. No one can. The army is in military control but the political problem remains untouched. The trouble is that so much hatred and suspicion has been created that it is difficult to start a dialogue between the people and the army. Even the Bengali civil servants who agree to co-operate with the army are still suspect. Hundreds of civil servants have been flown here from West Pakistan and their task is to keep a watch on the East Pakistani civil servants.

I don't know what is the situation outside Dacca, but I heard that Chittagong and Cox's Bazar have been bombed by army planes and shelled by the navy. It seems that some fighting is also going on in the north-east. But unless India intervenes openly, the Bangladesh forces would have no chance against the well-trained and highly disciplined soldiers of Tikka Khan. With Mujib in goal the Awami Leaguers have no recognized leader and rivalries and jealousies among his colleagues have already started. It will take a very, very long time before the two-halves of Pakistan can forget what happened here. I hope it will not take too long because with every day that passes, the chances of an understanding are reduced.

It would be easier for the East Pakistanis to talk to West Pakistani political leaders. But the West Pakistani political leaders themselves have no say in politics-not for the time being at least. Furthermore, we have the Indians who are sure to claim they must be made a party to a settlement. With Mujib in goal they are talking on his behalf and

gradually claiming to express the wishes of the people of East Pakistan. The danger is that if we do riot start a dialogue between political leaders of the two wings we will soon have the army and the Indians talking on behalf of both wings and perhaps, plunging us into a war.

(iii) Major-General Rao Farman Ali

Major-General Farman Ali is a tall, intelligent and soft-spoken soldier who looks after the civilian side of the martial law in East Pakistan. He knows the region well and his understanding of the political situation is unusual for it professional soldier. This is what he had to say:

The first thing I want to make clear is that, had we not been convinced that Mujib and his party would divide Pakistan, we would not have taken the action we took. We did not want political power. We proved our goodwill by having the election and allowing all panics freedom of action. Had we wanted power, we would not have held the election and would have stayed in without further fuss. You see that we have broken the Awami League. This we could have done earlier when Mujib was still weak. I have known Mujib for a long time. I was in contact with him almost every day during the past two years. He turned out to be a weak man who could be hypocritical. He told us one thing in private and said exactly the opposite in public. He thought he had taken all of Us in the army for a ride, misinterpreting our desire for a political settlement as a sign of weakness.

There is no glory for the army in undertaking such an operation. We would not have done it had we not been forced to by Mujib. The man was unfit for leadership since he was a megalomaniac who could be driven to do all sorts of things under fear of losing his popularity. He was a rabble-rouser who, through a series of coincidences, was forced to assume the task of a statesman.

Let me tell you something I have told no one before, apart from my superiors. A day before the trouble broke out and the army had to take action, I called on Mujib with a last plea for a settlement. He said he was "finished as a man". He said that he was convinced he would be killed in any case.

"If I do what you want," he told me, "the students will kill me. If I do what they want you will kill me. In any case I am finished."

Now, was this the way a statesman should think at the most decisive moment in his career? I am not a politician and don't wish to sound like one. But how can anyone with such a degree of cowardice be in politics? We were prepared to accept anything from Mujib short of secession. He did not want to stand up to his secessionists because he wanted to remain popular with everyone. How is that possible? You say he might have been forced to take to secessionist role. Well, but a man who is induced to commit a murder by others still remains the main agent of the murder.

Now let us turn to other topics. The Indians say that we used the period of negotiations between the President and Mujib as a cover for flying green troop into East Pakistan from the West. I give you my word of honour as a soldier that not a single man

was flown in during that period. We started burning in reinforcements only after midnight of the night of March 25. Our officers were being massacred and the civilian population was being attacked, aid for the first few days we could not cope with the situation. Had we wanted to bring in reinforcements, we could have done it much earlier.

Also, the Indians say that over 35,000 West Pakistani troops have been killed by the rebels during the past few months. I assure you that if this figure were true, there would not be a single West Pakistani soldier left in East Pakistan right now.

They also say that a million people have been killed and eight million other have become refugees. This means nine million people out of a population of 70 million. How can anyone believe this? There are thousands of displaced persons but I assure you that the number of all people killed throughout East Pakistan during the disturbances does not exceed 10,000 of whom at least half were non-Bengali minorities massacred by Mujib's storm troopers and rebellious elements of the regular army in East Pakistan. In Dacca, for example, no more than 365 people were killed on both sides. Now, the Indians speak of 10,000 or even half a million. I would like you to do something. Walk in Dacca and ask anyone you like how many people have been killed. Chances are that he would say several thousands or more. But ask him if he himself knows of anyone who has been killed or whether or not he has lost any of his own relatives and friends. I am certain he would say 'No' to your second question.

The same is true of the displaced persons. Some 10 per cent of Dacca's population have gone into hiding in the country-side. So you see shops closed and some houses abandoned. But I am sure you will see that the Indian accounts have been exaggerated. As far as the administration is concerned, we are rapidly getting back to normal. Some 90 per cent of the Bengali civil servants have returned to their posts. Some of them had gone into hiding being afraid that they might be massacred as quislings by Mujib's supporters. As soon as the army moves into a locality they come forward and resume their tasks. We are soldiers, and we don't wish to intervene in the civil service. Our sole task is to reinforce the administration whenever neccssary, using the army's superior organisation, discipline and resources at its disposal. Beyond this, 1have nothing to do with the administration. What do I know about the economy or agriculture and things like that?

Thousands of displaced persons are returning home and we are helping tliern regain their villages and resume normal economic activity. We have over 20 reception centres on the border, which you will see. and we have a crash programme for the rehabilitation of all displaced persons, whether inside East Pakistan or coming from India. Those who are returning home from India have to use untracked routes since the Indian army has been ordered to stop East Pakistanis from returning home. As you know, a general amnesty has been ordered by the President and everyone can return home with complete safety.

(iv) Former Secessionist A.A.

A.A. is a Bihari who lives in Dacca. I first met him in Dacca last February when he told me he believed that East Pakistan should be turned into a separate state. At that time

he was bitterly opposed to Mujib because the Awami League leader was apparently against secession. When trouble broke out in East Pakistan, A.A. went into hiding. He has just returned to the city, benefiting from the general amnesty declared by the President. His account of the turmoil:

I have not yet recovered from the shock. As a Bihari. I risked being murdered by the Awami Leaguers. As known secessionist, I was a legitimate prey for the zealous soldiers. Yet, you see that I am still alive. Alive but frightened. I had advocated secession because I thought the situation in Pakistan, which is divided by over 1,000 miles of Indian territory, was untenable. We were refugees when secession came and had high hopes in Pakistan. Our hopes were dashed by the dictatorship and the fact that East Pakistan was plundered by a few capitalists from both wings.

In West Pakistan, no one was aware of our plight until Ayub was overthrown. Ayub was the man responsible for what the two wings are suffering today. A nation is not given many chances in history. Pakistan, as a nation, lost most of its chances under Ayub.

I don't know about that atrocities on both sides. We the Bihari_, in any case, suffered in the hands of Mujib's Liberation Army. They butchered, many of my relatives and friends and I know that there were Indian troops and West Bengal volunteers in their ranks. Now I know that had Bangladesh come into being, as 1 had wished, I would not have been alive today.

The people are suffering from psychosis. They have been caught unawares by the tragedy. They feel defeated, bitter, cowed and utterly helpless. The worst thing is not the death of relatives and friends. It is the death of hope. And these people as you know, have been living almost exclusively on hope. The people need kindness, generosity and their spiritual wounds should be healed if they are not to suffer a complete collapse. It no longer matters who was responsible. What matters is to save an entire people from psychological collapse.

I don't believe Mujib was a true secessionist. He was a plaything of political cross-currents. Had he really wanted Bangladesh, he should have taken over as Prime Minister of Pakistan sending the soldiers back to the barracks and gradually paved the way for an independent state. East Pakistan does not have the personnel, the administrative organization nor the military backbone that an independent state needs in these circumstances. Had Mujib declared the birth of Bangladesh and succeeded, he would have had to rely on India for day-to-day survival. In that case East Bengal would have become an Indian colony. The alternative would have been united Bengal, including both East Pakistan and Indian-held West Bengal. There is a big movement for this in West Bengal. In that case, however, India and West Pakistan would have joined hands in crushing the united Bangladesh.

It no longer matters whether East Pakistan should remain with West Pakistan or not. In any case, that is the best course under the circumstances. What matters is that East Pakistan should remain alive.

(v) Tahseen Muhammad

Tahseen Muhammad is a PIA steward who has been flying "more than what is good for me" between Karachi and Dacca during the past few months. This is what be told me:

When the crisis came, we were flying to and fro like mad-taking troops to Dacca and returning with plane-loads of maimed and wounded women and children. Most of the victims were Biharis. We have flown thousands of them. Many had their eyes knifed out of their sockets by the Bangladesh forces. There were woman with breasts cut, Children who almost went insane after witnessing the beheading of their fathers.

I have seen enough horrible scenes to keep me awake at night for the rest of my life. We were children when Jinnah launched the Pakistan movement. We were afraid of being massacred by the Hindus in India and never thought we would see the day Muslim would butcher Muslim in a fashion worthy of Hitler.

KAYHAN (INTERNATIONAL), AUGUST 1, 1971

THE DECLINE AND FALL OF SHEIKH MUJIB

By Amir Taheri

In the middle of Dacca's fashionable Dhanmandi district there is a pale yellow three- storied building which is said to be haunted by ghosts in the dark nights of the monsoon. Most of the windows are broken and there are bullet marks on almost every wall. The wild ivy pursues its green conquest of the mud-brick walls encouraged by generous rain. Amid of thick leaves of the old trees there are soaked little slogans saying: Joy Bangla (Long Live Bengal).

People who pass from the street on which the houses are situated make sure to keep their distance from this badly designed semi-Georgian house that has already been shrouded into legend.

The house belongs to Sheikh Mujibur Rahman, the goaled leader of the Awami League whose meteoric rise to popularity and his equally sudden decline and fall have become something of a dream mixed with hints of nightmare to the millions of people who were stirred up to hysteria by his fiery speeches over no more than a year. .

In the modest room that was Mujib's house we found a pile of letters still unopened invitations to weddings, requests for this or that and page after page of, for us, undecipherable Bengali scribbling. All the letters had arrived at the house in mid-March but the Sheikh, who was arrested on March 26, had no time to open them.

On his desk we found Sir Ivor Jennings, Constitutional Problems of Pakistan" dedicated to Mujib by his teacher, one Zuberi. Inside the cover we read: "Politics leads to power but knowledge is power, too. And Mujib has added a few sentences saying this was the book he read every time, he was thrown into prison. This time, however he did not have time to take the book with him.

In other rooms there are books and records scattered everywhere as well as withered flowers, colored bulbs, black flags and party slogans. The whole house has the aspect of a place where a big party has been wrecked by the intervention of vengeful gate-crashers.

The Sheikh must have been quite a desperate man during the last 48 hours of his freedom. With a thumping electoral victory behind him and with no opponents in sight in East Pakistan he had obviously found himself the Messiah of 75 million desperately poor East Pakistanis.

Throughout the complex game of man oeuvres and counter-man oeuvres that followed the election-the first in Pakistan's history-the Sheikh had conducted himself with masterful composure and always contriving to appear to t he wronged side.

He had managed to advocate his Six-points with complete freedom despite the fact that the programme was a truly revolutionary one which if implemented, would have led to a virtual end to central authority in East Pakistan, at the same time he had succeeded in holding his Party together and the Awami League which he headed with a spectrum of various political ideas and socio-economic interests. Inside his central committee there were sworn pro-Mao Communists, anti-Communist landlords and rich merchants, nihilistic student rebels, pompous middle class lawyers and rustic jute growers from the dark hinterland.

The election had been held for the formation of a constituent assembly that would write a constitution for Pakistan. But in the last days of March the Sheikh, no doubt egged on by his extremist lieutenants, asked the military government to agree to an immediate transfer of power to the assembly.

In doing so he was encouraged by numerous West Pakistani leaders including Qayyum Khan of the Muslim League and other lesser figures such as Air-Marshal Asgar Khan, Nasrullah and Mian Mumtaz Daulatana. So he thought that his call for an immediate end of martial law and handover of power to the assembly would be backed by the West Pakistanis as well. The only man he did not count on was Zulfiqar AU Bhutto, Chairman of the West Pakistani People's Party -the second largest group in the assembly that never met.

Mujib accused Bhutto of having caused the postponement of the assembly, and when a fresh date was given by the President. Mujib was no longer interested in constitutional niceties alone. He wanted power then and there. Looking around him he found the military chiefs weak and. undecided and thought Yahya Khan would baulk at the thought of plunging the nation into, what Mujib was convinced, would be a long and bitter civil war.

To this was added his demand for an enquiry into shooting incidents that had claimed over 300 lives in East Pakistan in the second week of March. What, in effect he asked for, was a trial of the generals responsible for martial law in East Pakistan.

There was a remarkable degree of naiveté in his moves. He wanted the generals to hand over power to him and agree to be tried by him. At the same time he had no definite strategy for imposing his will upon them.

By mid-March his "Hartal" (strike) movement was in full swing although he was still negotiating with President Yahya. He talked as if he had already seized power and made it clear that from then on he would be dictating his terms to the military government as well as the assembly members elected in the west wing.

Beyond saying he would put the generals on trial, Mujib had no well-defined policy to offer as the basis for the activities of the government he proposed to form. He did not say whether this would be a government for East Pakistan alone or whether he was aiming at creating a government for both wings. The first alternative in more Plausible since the Awami League would not have been able to completely ignore Bhutto had it had a chance to form a national government.

Negotiations between Mujib and Yahya Khan dragged on and both sides gradually grew impatient. Yahya wanted Mujib to join the assembly as majority leader, help draft a constitution and then head a civilian government. The only conditions were that end his "hartal", withdraw the demand for the trial of the army chiefs and drop his insistence on forming two separate assemblies-one for each wing of the divided country.

Mujib was adamant. He argued that the martial law government had lost its authority in East Pakistan and that he accepted nothing less than carte blanche. He told Yahya Khan that his party had won a free election and thus was entitled to power. What the military government did in West Pakistan was of no concern to him.

It was at this point that the talks broke down. Neither side knew what the next move would be. The breakdown of the talks was hailed by the extremists in Awami League as a "victory". They began organizing group of armed volunteers and asked - Bengali soldiers and policemen to rebel against their West Pakistani officers.

Yahya Khan, on the other hand, was not given a chance to weigh the results of his nightmarish encounter with the Sheikh. He saw his army on the verge of disintegration and his government about to lose control not only in East Pakistan but also in the West Wing. For, had Mujib succeeded in doing what he had set about to do, the military government would have collapsed in West Pakistan also. Finding himself in a hopeless situation the President chose military action as the sole way out of the crisis.

By doing so he also solved a problem that must have been plaguing Sheikh Mujibur Rahman-viz. what to do next? For Mujib, having successfully pulled off his "hartal," still had to eliminate the army from the scene and establish some form of order in the turbulent country it the mercy of "goondas" (thugs) and Naxalitc rebels. He would have been completely unable to achieve the double objective and since he had no more cards to play he decided to allow events to lake their "natural" course. Having forced the army into a head-on collision with the Awami League, the Sheikh did not have the ghost of a policy designed to save his party from destruction.

He was urged by his militant juniors to declare the independence, of "Bangladesh" and to immediately invite military aid from India. He was not sure India would be able or willing to embark upon a war with Pakistan on his behalf. He knew there would be violent repercussions in West Bengal-a development the Indians do not welcome.

Somehow he was expecting some kind of a miracle that would save him from having his back to the wall.

His middle-class supporters were gradually leaving the band-wagon. They had joined it in the hope of getting a share in East Pakistan's trade, then entirely in the hands of the West Pakistanis. They had certainly not backed the Sheikh in order to be plunged into a civil war that would mean their own economic ruin as well.

All the properties strata of the society were by then frightened and chose "law and order", withdrawing their support from Mujib although not saying so openly. Mujib had asked them to starve the army. But supplies continued to flow into the barracks. Notables began to have secret meetings with the military chiefs.

The extremist students were also abandoning Mujib for entirely different reasons. They wanted him to do a Mao while he was trying to do a Gandhi. In the last fateful hours of his career the Sheikh was left with the unreliable support only of the unorganized mass of the Bengali peasantry. The pace of events was too quick for him and soon his authority was superseded by that, of men like Tajuddin Ahmed, the Awami League's secessionist secretary-general and student leaders like Noor-e-Alam Siddiqui and A.S.M. Abdur Rob.

On the other side the initiative was in the hands Lt. General Tikka Khan reputed to be the toughest officer to come out of the Punjub for a generation.

There was no room on such a stage for romantic, indecisive and utterly confused political actors such as Mujibur Rahman. From then on the only valid dialogue was that spoken in the language of bullets.

The Awami League extremists hastily announced the birth of their independent "Bangladesh" while Mujibur Rahman sat in his house in Dhanmandi ready to be arrested by the army.

Mujib was seized and flown to Karachi in the early hours of March 26. On the plane he slept for just over an hour. He did not talk to anyone. At Karachi airport he had to change planes for Quetta. the capital of Pakistani Baluchistan. He was taken into the VIP lounge and offered English tea. He asked for black coffee. Then two policemen posed behind him and a snap-shot was taken.

Few people know of Mujib's whereabouts at present. He is being moved from one prison to another. Last month he went on a hunger strike but he agreed to eat when his wife and children were taken to see him. During the past few weeks he has been writing feverishly. No one knows what he is writing but some people say he is preparing his defense for the time he goes on trial.

There are rum ours that he has gone insane and is making unintelligible "speeches" for several hours a day, But I have First hand information that this is not true. The Awami League leader is quite-sound and has neither been tortured nor treated with disrespect. In fact, he is being treated as if he were a VIP spending some time behind bars.

A group of lawyers and military' chiefs are preparing the case against him. He is expected to be put on trial within the next few weeks on a charge of high treason. The maximum penalty would be death by firing squad.

Few people in West Pakistan believe Mujib will be executed. No political executions have taken place in the history of Pakistan so far and there are strong reasons to believe that this tradition will not be broken. Most West Pakistanis were convinced Mujib was a secessionist and involved in a conspiracy planned by the Indian government. In East Pakis tan it is still practically impossible to assess Mujib's present standing; Few people like to talk about him, and those who do. arc former members of his party who now accuse him of having led his people into a trap.

Meanwhile, Mujib still has to give his version of Pakistan's bloody nightmare. When his trial opens in Islamabad he will be facing the judgment not only of a court martial but also of history.

KAYHAN (INTERNATIONAL), AUGUST2, 1971

THE LOOMING SHADOW OF A HUNGRY GIANT

By Amir Taheri.

Noontime is kebab-time in Dacca's riverside district. There are about 20 kiosks made of tin and tree-trunks which specialize in making a mixture of flour and minced intestines of sheep that passes for "kebab". To the teeming crowds of the district this curious mixture represents a wholesome meal. There are thousands of Fishermen, vendors, fortunetellers, crap-shooters, lay-a bouts, boatmen, beggars, ruined peasants wandering in the town and sundry other semi naked walking skeletons who mob the "kebab-shops" at lunch-time.

The whole meal costs one-quarter of a rupee (about 2.5 rials) and yet most of the crowd who gather to watch the grilling of the coveted meal cannot afford the treat. Out of every 10 by-standers at the kebab-shops only one or two can afford the meal. They eat with pleasure and look as if they have just secured a chunk of paradise. The rest of the crowd look on in envy mixed with wonder.

"Too poor to be true", the head of the East Pakistani water and power board-a charming Bengali-described his land when briefing us on the region's problems. "We have the highest population density in the world and the lowest per capita income", he said with a hurt smile. There are some 75 million people occupying an area of 55,000 square miles. The population of the region will be over 100 million before the current decade is over.

East Pakistan is a flat land "like the centre of a saucer" that "attracts all the floodwater from the uplands of India and Nepal". Every year it is practically submerged by raging floods while the monsoon rains arc heaviest in this eternally green and seemingly eternally poor land.

The water and power department chief told us that some $ 5 billion is needed' to create flood control and irrigation network if the present standard of living-already the

lowest in the world-is to be maintained over the next two decades. This is equal to nearly one-third of Pakistan's total GNP each year. The national government simply does not have the resources to meet the challenge.

In most areas of the province conditions of near famine have always prevailed. The recent disturbances-causing much destruction of capital, food and a huge loss of labor, have made the situation graver still. There is every possibility that the bulk of the jute harvest-the region's chief cash crop and Pakistan's biggest single source of foreign exchange-will be lost next year. Many fields are abandoned and few people feel inclined to set about their normal work as long conditions of uncertainty continue in the land.

The crisis has also bit the export of pineapples. India has banned Pakistani aircraft from overlying its territory and thus it is not economical to export pineapples by air.

To make matters worse, acts of sabotage disrupt vital communication links making every single commercial transaction something like a military operation. In the remotest regions of the province such as Bogra and Sylhet, rebels are still active, terrorizing the peasant population and preventing them from tilling the land and tending the farms. Millions of peasants have been displaced and most of the government plans for flood control and irrigation have become nothing but paper dreams.

Even under the British this part of the empire-then serving as the backward and exploited hinterland of Calcutta-was proverbial for its poverty. In those days Malthusian "corrective measures" such as famine and cholera would make sure that the population did not grow beyond the means of the soil. Nears 20 years of efforts by Pakistan-helped by half a dozen other countries-has kept the peopic of the region alive, but on the frontiers of semi-starvation. No progress beyond this has been possible due to the region's centuries of accumulated backwardness and poverty and an unjust system of economic organisation that constantly disfavored East Pakistan.

This was perhaps, only natural within a free-enterprise economic system. In such a system investment is motivated by a desire for profit and enterprises in West Pakistan- that was at least 200 years ahead of the east wing-were obviously more profitable. This led to a vicious circle. The more West Pakistan developed at the expense of East Pakistan the less attractive investment became in the latter.

For nearly three years now the central authorities as well as increasingly large section of public opinion in West Pakistan have been aware of this. But these were years of uncertainty and turmoil, and as a result, nothing positive could be done to save East Pakistan from further decline.

The West Pakistanis are now waiting for complete peace to return to the cast wing before they launch their "crusade to save the east" from further suffering. They admit that they should have thought about this 20 years ago and blame one corrupt and inefficient central government after another for the present tragic situation.

Whether complete peace will return to East Pakistan in the foreseeable future remains any one's guess. Over 35.000 guerrillas are being trained by India. A large number of the

East Pakistanis who escaped into West Bengal during the past few months are unlikely to return home except as rebels and saboteurs. Powerful disruptive forces are at work and West Pakistan's resources to meet the Herculean challenge of saving the east wing from the four horsemen of the Apocalypse arc strictly limited.

The military authorities say that as soon as India stops its "campaign to divide Pakistan" they will be able to make a real breakthrough in the east wing.

Some West Pakistani leaders, notably People s Party Chairman Zulfiqar Ali Bhutto, believe that the restoration of civilian rule would do the trick. Bhutto says the situation in East Pakistan can be "put right" in just five years provided a civilian central government would take over from the military soon.

A small but significant number of West Pakistani intellectuals believe that the battle against poverty and disruptive forces is already lost. They see the recent disturbances in East Pakistan as "the beginning of the disintegration of the entire sub-continent.

They believe that the military will be unable to hold on to the east wing and that the loss of the province would be immediately followed by the secession of West Bengal from India. They point to the fact that West Bengal has been turbulent and under virtual military occupation for the past decade. The catalyst for such a disintegration, they claim, would be a war between India and Pakistan which would "break into pieces the mosaic of nations that covers the sub-continent.

Neither India nor Pakistan have yet recovered from their losses in the 1965 war. But there are forces on both sides which advocate armed confrontation as "the final solution".

The Indians seem to believe that by smashing Pakistan into pieces-using East Pakistan as the springboard-they would save their own unity. There are Pakistanis who would be prepared to meet the challenge in the hope of pulling down India as welt as they themselves into the abyss.

Here, the policies of the Big Powers, have an important role to play.

West is anxious to keep India as a buffer state between its own zone of influence and that of People's China. Peking, on the other hand, is also interested in keeping the buffer with Pakistan as a "corrective force" against Indian illusions.

But the fate of the sub-continent is not being determined in either Washington or Peking. It is being decided in the two-halves of Bengal both of which are poor enough to think they would have nothing to lose but their chains when the final conflagration erupts in their midst.

There are quite a few thinking East Pakistan's who believe that the disintegration of sub-continent would bring about "massacres unheard of in the annals of mankind". Millions of people lost their lives during partition and a fresh partition leading to the emergence, perhaps, of 20 different nation states in the sub-continent would be accompanied by far more widespread atrocities and genocide.

The tragic events of the past few months in East Pakistan have led to a strengthening of militaristic tendencies in both India and Pakistan. The military chiefs, hungry for honor and desirous of "action for the boys" as they are beginning to wield increasingly effective influence over the policies of both Islamabad and New Delhi Both countries have military heads that are too heavy for their frail bodies. There are nearly two million men under arms in the sub-continent and many more millions could be armed, no matter how crudely, if and when a confrontation come.

When the Naxalite rebellion was in full swing in West Bengal the Pakistanis did all to help the insurgents in the hope of weakening India. Rebels found shelter in East Pakistan and the bulk of the arms they received from China passed through Dinajpur and Rajshahi. The result was that West Bengal became virtually ungovernable. Now the Indians are talking their revenge by sheltering East Pakistani rebels, training and arming them and throwing full political support behind them both sides might prove to have succeeded in relating the Bengali giant that was captive in two interlinked bottles.

Yahya Khan's government might well be the last Pakistani government capable of making a fair deal with India. But it is precisely this government that New Delhi hopes to overthrow. At the same time Mrs. Gandhi's government risks becoming a captive of the military chiefs if the present situation deteriorates. In trying to stab Pakistan in the back India might well be committing harakiri at the same time.

But these are all considerations of a strategic nature. What is of immediate importance is to save East Pakistan from famine and West Bengal from economic collapse under the pressure of the refugees. The Americans have apparently promised massive financial and food aid to Pakistan. The first doses are expected to be administered before the end of the summer. But much more is needed. The situation in East Pakistan and West Bengal must be treated as one of vital importance to the world as a whole. For the seeds of a gargantuan Asian tragedy are being sown in this arena of human struggle against poverty and starvation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৫। অকল্পনীয় বিপর্যয়	ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার	৩০ আগস্ট, ১৯৭১

INDONESIAN OBSERVER, DJAKARTA. AUGUST 30, 1971

Editorial

TRAGEDY OF UNPRECEDENTED PROPORTIONS

The main reason, why events in East Pakistan continue to get a wide press coverage everywhere, is simply because in that part of the world a tragedy of unprecedented proportion is unfolding as a result of the endless flow of refugees into India.

Senator Edward Kennedy, after an extensive tour of the refugee camps in India's West Bengal in his capacity as Chairman of the U.S. Senate Judiciary Sub-committee on refugees, confirmed that the five-month-old conflict between East Pakistan and West Pakistan had driven over seven and half million Bengalis to take refuge in India.

On his visit to some of the refugee centers inside India, Kennedy said he saw "a scene which only can be described as the most appalling tide of human misery in modern times".

What the Yahya Government is accused of is the militaristic way with which it attempts to solve a political problem, one which since the period of Ayub Khan has plagued not East Pakistan alone but the entire Republic as a whole.

Yahya Khan is worse than his predecessor only because in this case he threw the full weight of his army against the unarmed millions of Bengalis, driving them into India and inviting bloody clashes from a meaningless few.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৬। শরনার্থীদের নিয়ে ভারতের সমস্যা	লা সোলেইল	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE LESOLEIL (DAKAR) SENEGAL, SEPTEMBER 7, 1971

INDIA FACES AN ORDEAL ON THE ROAD OF PAKISTANI EXODUS

By Bara Diouf

India is at present screening the most dreadful drama of her history. 50.000 refugees are daily crossing into its border. There are more than 8 million in Bengal. The Government is spending 20 million rupees daily to feed them. A drop of water in the ocean of their misery. This is the tragedy of the civil war in East Pakistan. The state of Bangladesh was born on 26th March. 1971 at least in the spirit of the militant Bengali separatists of the Awami League of Sheikh Mujibur Rahman. East Pakistan, they explained, is separated from West Pakistan by more than 1500 kilometer of Indian territory. The language spoken in one part of Pakistan is different from the other a8 are the populations. Even Islam which is our religion is different from that of West Pakistan. Under these conditions how can there be a cultural unity which could justify a united single Nation?

The worst thing, they add, is that West Pakistan has been exploiting us like a colony instead of treating us as part of the Nation. In administration, army, police, all posts of responsibility have been reserved for the people of West Pakistan. The banks, insurance company industry and trade are all controlled by them. This led to an impossible colonization. The things had become worse till the general elections were held in Pakistan in which the Awami League of Sheikh Mujibur Rahman emerged successful. With a total of 169 members out of 300 members of the future Assembly it obtained a simple majority but sufficient enough to reclaim for Sheikh Mujib and for his party the substantial responsibilities in the conduct, of government affairs and in the legal structure.

Was General Yahya Khan prepared as he had earlier promised, for elaboration of a Constitution and maximum autonomy for East Pakistan? . It does not seem so since his armed intervention on 25th March. 1971 gave a signal for a bloody repression, arrest of irredentist Bengali", exodus and finally as most of the observers feel, to the civil war which now rages in Dacca.

Twenty thousand guerrillas scattered all over East Pakistan should be able to obtain independence by force against 70,000 soldiers equipped with modern arms of the army of Yahya Khan. The issue of combat should not give any doubt but the wars of resistance and national liberation cannot be subject to the same criteria and same norms as of classical wars of major states. At the moment this is the exodus into .the neighborly India which has abruptly precipitated a tragedy that could conflagrate the situation.

Calcutta is perhaps the most picturesque as well as difficult city in the world. A jewel of the ex-British empire of India, it now suffers under the burden of human misery and

confusion. Her drama started in 1912 when the authorities decided to deprive her of the envied title of the capital of Indian empire by shifting it to Delhi, situated about 15(H) kilometers in the North-West. The partition in 1947, resulting in the division of Bengal of which Calcutta was the commercial and industrial city and the largest port of communication with outside world, inflicted a second blow on her from which it will never recover. The jute, which was the source of her prosperity and which came from rich plantations of East Pakistan, no more feeds the factories of Calcutta. The port itself, which used to be an active place, is now in distress. Today Calcutta, with its 8 million population is no more than its own shadow. Filthy and over-populated, Calcutta has now a misery which continues to increase due to incessant flow of refugees. Bicycles rickshaws, auto-rickshaws, shabby vehicles. Hood its streets on which, one finds unperturbed cows, always sacred in the eternal India.

Thousands of small businessmen are now settled on narrow footpaths. Small and filthy shops, destitute families are seen occupying houses which are no better than wooden frames, the traffic is impossible and disorderly and multitudes of unemployed persons always ready for adventures is the picture of Calcutta at this moment when India is undergoing perhaps the most gloomy lime of her history. The guide who came to escort me from Oberoi Hotel, one of the latest palaces of the past, informed me that our journey was long and hard. He was going to take me for a bath of refugees (bain de refugies).

Calcutta due to her geographical situation with East Pakistan and being an old capital of Bengal, is the city to which rushed all those who tied from civil war of East Pakistan. Some kilometers from the city, on a plain soil of many hectars. lies the human misery which I was able to see. Accumulated, Pell-mell in the refugee camps, were 200,000 persons who had escaped from the terror and have now during a few weeks created a new city in the neighborhood of Calcutta. A suffocating smell and filth all around obsessed me. The children in clusters were lying under the sun in front of their tents. They looked dull and sometime bewildered. The smiles seemed to have deserted their faces, howsoever sweet they were. At a distance from them were their parents, including women and aged persons, clothed in rags of faded colours, who were rushing to form a queue for their food ration which was being distributed with parsimony. There was milk, semolina and dry-vegetables but food shortage was obvious. The Indian administration, assisted by international organizations, is trying with all means at her disposal to meet the situation which unfortunately is deteriorating every day. In Calcutta itself there are two camps of refugees, each of about 200,000 persons. Twenty other camps are scattered all over Bengal. A camp for administration purpose and for distribution of food is divided in zones. In each zone there is a centre of distribution of food and vaccinations. The relief is being provided by UN1CEF. FAO, U.N. High Commission for Refugees, International Red Cross. W.H.O. and other private humanitarian organizations. But still this does not suffice. On 15th August, 1971 the number of refugees became up to 8 million and according to specialists it continued to increase at the rate of 50,000 refugees per day. The Indian Government is spending 20 million rupees per day to meet the situation and is looking forward for international help in face of such a. misery.

Bongaon, about 52 miles from Calcutta, is the frontier city which has become the point of entry for refugees. I spent two hours to reach there and another two hours to contact the misery of a horrible magnitude. The car in which I was travelling was running on a rough but a good road. On both sides of embankment there were immense plantations of rice and jute. This is the season of monsoon, a terrible rainy season, cool and persistent which is common in India. Everywhere along the road there was stagnant water and refugees shivering with cold and disabled bodies of sick and hungry persons. They were taking shelter in feeble huts of bamboo and jute and the monsoon was continuously falling aggravating their miseries.

These were the refugees who had not yet been taken in charge by the Government as they had just crossed the frontier with their handy baggage on their heads after walking for many days and leaving everything behind. Entry into the Indian territory was a hope for them. The first relief which they receive is the medical assistance. At the post they are given all vaccinations-plague, cholera; and small-pox etc. An official told me that at this stage the Government came to know about the precise number of refugees entering India. They were keeping the record in the medical files. While I was speaking with him a stretcher was brought by two relief workers on which a woman of 20 years was lying still with her eyes without life. Beside her a child of skeleton structure was lying. It was obvious that the mother of this child was certainly dying. Nothing was less sure.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৭। পূর্ব বাঙালীদের সাহায্য করুন	দাগব্লাডেট	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

DAGBLADET, NORWAY, SEPTEMBERS 8, 1971

Editorial

HELP THE EAST BENGALIS

The world has not yet grasped the extent of the catastrophe which has hit the East Pakistani people. By the end of the year. 10 million people are expected to have lied the country, and this is going to create enormous nutritional problems for the neighboring country, India, where the refugees have settled down.

Those who are working out there say that up till now 100,000 children are threatened by death due to starvation if aid is not given soonest possible. Only about 3 million refugees in West Bengal are accommodated in the camps established by the Indians. To this Indian state have arrived more than 5 million refugees. That means that more than 2 million people are living on the road out in the countryside, on pavements in the towns and in other places where there is a possibility for existence.

Apart from hunger, there is still cholera. The epidemic has been slowed down to a certain degree, but the disease is still paying havoc with the less resistant and undernourished among the refugees. The least resistant are often children and a part from the 100,000 directly threatened by deaths there exit over 300,000 who are seriously undernourished.

In these figures lies a tragedy which is inconceivable to outsiders. The tragedy is of such vastness that the Biafra events in all likelihood are small in comparison.

The relief work done so far has been considerable but far from sufficient. The fact that aid for close to half a billion Norwegian kroners has been given, indicates the extent of the tragedy. And this is far from sufficient. By the end of this month, the Refugee Commission of the U.N. needs another 700 million kroners to keep going.

It is on the basis of this sombre background that 5 Norwegian Relief Organizations have started their great collecting campaign in Norway and on September 20, on Election Day, 10,000 volunteers will be outside the election premises and approach 80 per cent of the electors who are going to the polls on that day.

We do hope that each and everyone has something to give.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৮। পাকিস্তানে যা করণীয়	টরেন্টো টেলিগ্রাম	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE TORONTO TELEGRAM (CANADA), SEPTEMBER 13, 1971

Editorial

THE NEED FOR ACTION IN PAKISTAN

East Pakistan needs imports of about three million tons of food grains to prevent famine, according to American doctor who recently attended a Toronto conference that discussed the tragedy on the subcontinent. Dr. John Rhode, of the Harvard University medical school, writing in the British medical magazine Lancet, estimates that 25 million of East Pakistan's poorer people are facing starvation. Dr. Rhode spoke at the South Asia conference in Toronto last month after touring refugees camps in West Bengal and other Indian border states. He is among thousands of prominent Americans who have condemned the United States Government for continuing to deliver arms to Pakistan, arguing that this can lead only to continued civil strife in the country. It is difficult to say whether or not the figure of 25 million represents an exaggeration by a concerned U.S. citizen and doctor. But the possibility certainly exists, because within a period of less than a year. East Pakistan has been hit by the country's worst cyclone, by floods and by one of the most grisly military campaigns in the history of the subcontinent. The situation has become so critical that of East Pakistan's population of 75 million, eight million have already fled in to India. It has been the greatest migration in history within a period of a mere five months. Ever since March 25, civil war has raged in the country. Crops have been neglected, roads railways and communications cut, houses, shops and villages looted and burned. It is therefore quite obvious that dozens of millions face severe food shortages. The irony of the situation is that world surpluses of food grains, particularly rice, are growing. Japan alone has a surplus stock of rice of around 6.4 million tons. 64 per cent of which is held by the Government. Record rice crops were harvested last year in India, Indonesia, Ceylon, Cambodia, South Korea. Malaysia and South Vietnam-all nations comparatively near to East Pakistan.

The fundamental problem will be how to distribute food aid if and when it arrives in the stricken country. Even at the best of time, roads and other communications are poor. Yet clearly the need for action in East Pakistan is urgent if the world community is to prevent yet another major disaster in this unhappy, convulsed land. The United Nations is one organisation that must involve itself more deeply in the tragedy of Pakistan in the months ahead.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১৯। ব্যাপক ব্যবধান ও তীব্র ঘৃণা	অটোয়া সিটিজেন	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE OTTAWA CITIZEN (OTTAWA), SEPTEMBER 17,1971

Editorial

DEEP GULF AND HATRED-CAN PAKISTAN EVER

BE THE SAME AGAIN?

Today the author discusses various attitudes in Pakistan. Many countries have been split from time to time-the United States during its civil war, Nigeria during its agony. But Pakistanis seem even more deeply divided. A young Punjabi chartered accountant declares: "We have only one problem in Last Pakistan-we don't have enough bullets to kill all of them India-lovers". A refugee from India, now a high government official declares: "It's true we are ruling them as a colony now and we will. They deserve it, after the brutalities they committed against innocent men, women and children. You wouldn't believe it. They behaved worse than animals". An East Pakistani says defiantly: "You can kill Mujib if you like. We are all Mujibs. You cannot kill us all. or rule us forever". One Bengali domestic servant took a shoe and hurled it at the screen when President Yahya Khan was addressing foreign newspaper men on television. Police were summoned and they took him away, as he kept on repeating: "Our army is being trained in India. We will soon be free". The gulf and hatred between the Pakistanis seems incredible.

The East Pakistani policemen revolted in March. When government appeals to report for duty went unheeded, a police force was shipped from West Pakistan. Laborers were shipped to work in the mills as the Bengalis deserted the cities for the countryside. So were civil servants and bureaucrats from West Pakistan. Now slowly the East Pakistanis are returning to the cities and their jobs. Some policemen are back on duty, but are not issued arms as yet. In the central government, East Pakistanis draw full pay but have been transferred to posts where they can do little harm. These precautions seem justified for the present-and East Pakistani cook was caught not long ago mixing poison with food that was to be served in Quetta's military hospital. Hearing these stories, one wonders whether such a divided nation can ever be united except by force.

There is some optimism in West Pakistan based on the argument that West Pakistan isn't interested in exploiting East Pakistan or in denying it autonomy and that once the East Pakistanis realized that Islamabad crushed only a foreign hatched secession movement they'd come around. Others feel the wound is now too deep to be healed. Not all West Pakistanis, however are behind the government nor are all East Pakistanis for secession. In West Pakistan, many voices were raised before March 25 against any tough action. Admiral S. M. Ahsan former commander-in-chief of the Pakistan navy, warned President Yahya that armed action in East Pakistan would be immoral and in the long run unworkable. He was removed as governor. Lt.-General Yakub similarly was replaced.

Air Marshal Nur Khan, former air force commander became deputy martial law administrator and West Pakistan governor when General Yahya became President. He later resigned. One day after Yahya postponed the assembly session. Nur said: "The President must call the session again in March, otherwise irreparable damage will be done. The President is being wrongly advised by a highly placed person. If change of power does not take place. West Pakistan will always have army rule,. Air-Marshal Asghar Khan, former air force commander, said on March 6: "Power should immediately be transferred to Mujib. Our hearts are crying with tears of blood for the people in East Pakistan". On March 12 Major-General Sher Ali Khan, former information minister in Yahya's cabinet, cabled the President urging him to do nothing which would leave him with "the blame for putting an end to this Islamic republic". On March 20, five days before the armed action in East Pakistan the minority parties in West Pakistan held a convention at Karachi and the 40 members-elect of the National Assembly "endorsed for withdrawal of martial law and transfer of power to the public representatives.

The Pakistan Students' Association of America on April 4, called for establishments of democracy throughout Pakistan, withdrawal of army from the cities, release of Mujib and the formation of government by the Awami League. As for the East Pakistanis, both before and after the elections many of them had condemned the rough methods of the Awami League.

On February 1, 1970, a public meeting in Dacca was disrupted after which Pakistan Democratic Party president Nurul Amin. who was later elected to the assembly, said: "I have no words to condemn such activities by the Awami League which, it is clear, has planned the fascist methods to impose their plan on others. This is not the first occasion the Awami League has adopted this policy". The league ran a highly provocative election campaign. At one public meeting. East Pakistan Awami League General Secretary Tajuddin Ahmed said: "The flesh and blood of the Bengalis had been swallowed up by the exploiters and dacoits all these years. They must be wiped out from the body politic of the country through the ensuing polls," After the election power could have come to Awami League if they had displayed wisdom or even flexibility. But they became adamant and must share the blame for what happened.

Yahya after the election invited all major leaders for talks. Mujib's refusal not only aroused suspicions in West Pakistan about his motives’ but it also gave Mujib's rival Bhutto a monopoly over Yahya's cars. While this does not justify Yahya's following Bhutto's advice, it helps explain why things happened the way they did. Yahya, by most accounts, blundered in postponing the assembly session. But East Pakistan's vehement reaction made Yahya reconsider and on March 3 he invited 12 elected members of parliamentary groups in the assembly to meet at Dacca to solve the crisis. Mujib refused.

On March 6, Yahya announced, the session would take place on March 2S Mujib listed four demands, including the immediate transfer of power to the elected representatives at both the central and provincial levels, before he would consider whether to attend.

In despair, Yahya flew to Dacca for talks with Mujib. Even the East Pakistanis working in the President's house were on strike and Yahya reportedly had an

uncomfortable time. But though he conceded the six points of the Awami League, he received fresh demands, including the one changing Pakistan from a federation to a confederation of sovereign slates. The atrocities against Urdu-speaking civilians in East Pakistan before March 25 and after turned West Pakistani public opinion against the Bengalis. These were not reported in the Western press, probably because they took place in the interior while the western correspondents were covering the Yahya-Mujib talks in Dacca. The Pakistani government also suppressed the news initially to prevent retaliation against the Bengalis in West Pakistan.

If there was a conspiracy, the Awami League played right into the hands of the conspirators. A little flexibility and statesmanship would have brought them power and the chance to implement their programme and it would have prevented the butchering of hundreds of thousands of Bengalis and non-Bengalis. Whether Pakistan can ever be the same again now nobody knows.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২০। ইয়াহিয়ার উভয় সংকট	সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

SOUTH CHINA MORNING POST, HONG KONG.
SEPTEMBER 17, 1971

Editorial

YAHYA'S DILEMMA

The People's Party leader, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, is coming close to threatening President Yahya Khan with a popular uprising in West Pakistan unless he is made Prime Minister of the whole country.

It is, however, unlikely that Mr. Bhutto, whose intrigues contributed largely to the break, between President Yahya and the imprisoned Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman, would be accepted by the people of East Pakistan.

At the same time. General Yahya faces a deadline of his own making. On June 28, he told his nation that a new constitution would be promulgated and an elected National Assembly would be convened within four months. More than half of that period has now- elapsed and the President's aids are still dickering with Mr. Bhutto over procedural matters.

The mood in West Pakistan and inside the Army is not one of conciliation. Can President Yahya entirely ignore the strength of feeling in East Pakistan so eloquently demonstrated by the large-scale desertions of East Bengalis from the diplomatic and other forces?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২১। বাংলার আগুন	ফ্রাঙ্কফুর্টার আলমেইন জাইটুং	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY FRANKFURTER A LLC EM EINE ZEITUNG
(WEST GERMANY) SEPTEMBER 23, 1971

Editorial

THE BENGAL FIRE

By Klaus Natorp

The tragedy in Bengal continues without an end in sight. Is this really unalterable? The matter has long taken on a form which makes it impossible to describe the conflict as the "internal affairs" of Pakistan. The indescribable suffering, which millions of people in Bengal are undergoing, gives the indirectly concerned parties the right to speak out. But still, what could they do?

Humanitarian aid is most important and urgent. The care of the East Pakistani refugees in India and the equally numerous afflicted and needy in eastern Bengal could still be greatly improved. But the matter should not rest there. Not only the symptoms of the crisis are to be treated, but also the root of the sickness should be cured. Two requirements are necessary for that; the internal peace in Pakistan, that means, reconciliation of the estranged wings of the stale, jointly formed in 1947, and the abatement of the dangerous tension, which developed during the course of the East Bengali conflict between the sub-continental neighbors, Pakistan and India. As far as the latter is concerned, lately there have been some signs of relaxation. The danger of war seems to have lessened. Of course, the sounds of fighting can still be heard on both sides but it seems that in the meantime ail responsible persons in New Delhi and Islamabad are convinced that a military confrontation would be a greater disaster for both countries than the present situation, which resulted from the violent suppression of the Bengali liberation movement.

The Indo-Soviet treaty. signed on August 9. also seem to have played a role in decreasing the danger of war. The Soviet Union would like to prevent any chaotic clashes in the immediate vicinity of her southern border, especially any kind that the Chinese could possibly benefit from. And even if at first, it seemed that Moscow biasly preferred to side with India and the movement for an independent Bangladesh, which is so vehemently supported in India, it however, became soon evident, that the Soviet leaders are really trying to consequently follow equal treatment of India and Pakistan, which was initiated in 1966 in Tashkent. Moreover, just recently she announced her interest in the preservation of a stable Pakistan and even documented this position through the continuation of her development aid. This probably had a sobering effect on India. Naturally, the Indo-Soviet treaty also had a cooling effect on Pakistan. The Government in Islamabad would have to reckon with constant international involvement, if it meddles with India. However, the danger of an armed conflict between the sub-continental states has not passed, because the origin of the tension still exists. The partisans of the East Bengal liberation movement, who mainly operate from India, are a constant vexation for

Pakistan. During counter fights, border violations can easily occur, which could then result in even greater lighting. With the end of the monsoon the civil war parties will have a greater chance for advance. An increase in clashes can be expected.

Therefore, a neutral mediator is urgently needed, who could bring India and Pakistan to the negotiation table, before new critical incidents arise. On such an occasion the subject would also have to be discussed how the East Pakistani refugees could be hastened to return to their homes. Their permanent maintenance is an unbearable burden for India. Naturally, the subject of the internal situation of Pakistan would come up, thereby making it all the more difficult. Because the refugees would only return if they could be sure that they would be safe there and the West Pakistani troops would be in their barracks.

But Pakistan would not be willing to discuss the internal situation in Bengal, even with an unbiased agent. Namely, because then the Government in Islamabad would have to admit that the reconciliation of the western wing with the eastern wing-the already mentioned number one requirement-still lies far off, if it is at all possible. The majority of the population still consider the West Pakistani soldiers as an occupation army and looks upon the civilian administration, which was appointed by them, as traitors. They offer passive and active resistance-even without Indian support. Their idol is and remains the imprisoned Sheikh Mujibur Rahman. If he and the other leaders of the Awami League are not also included in President Yahya Khan's general amnesty, then the chances for an internal settlement are quite slight. Without a new start, it will be impossible to break through the vicious circle of military suppression, resistance, retaliation, sabotage, flight, bunger, disease and what other terrible things it may store. But so far too little has happened to encourage Pakistan to make a new start.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২২। বিশ্ব শরনার্থীদের কথা ভুলে গেছে	ওয়েস্টার্ন মেইল	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE WESTERN MAIL (CARDIFF), SEPTEMBER 24, 1971

WORLD HAS NOT KEPT FAITH WITH EAST BENGAL REFUGEES

By Sunanda Dana Ray

As the six-month period set by Prime Minister Indira Gandhi for the return of the East Bengal refugees draws to an end. India's harassed relief officials are battling desperately against world indifference and heavy monsoon floods. Five and a half million of the official total of nine million refugees have been cut off from all supplies of food medicines and clothes. Even the distribution of rapidly vanishing local stocks is becoming almost impossible in the waterlogged terrain. There is desperation in the stench that envelops the refugee camps in the helplessness of 8(X) young doctors and their 2,000 medical assistants who complain that dispensaries are running out of drugs for the two most prevalent diseases gastro-enteritis and scabies; and in the forced reduction of the rice dole from 500 grammes to 350 grammes. Thousands of skeletal shacks of bamboo are without tarpaulin or polythene covering.

Famine is not an immediate danger but officials fear another outbreak of cholera which affected 60.000 people in May and June taking nearly 9,000 lives. The new danger arises less from insanitary camp conditions than from a fresh influx: Pakistani reprisals after attacks by the Mukti Bahini guerrilla fighting for the independence of East Bengal have brought an additional 16,000 refugees from the Svlhet district to the hills of India's Meghalaya state. Many of them arrived stricken with cholera-the incubation period is a week-but relief headquarters in Calcutta is unable to fly out a much needed cargo of vaccines to Gauhati in Assam which is the main dispersal point for the north-east. The traditional river route from Calcutta to Gauhati was closed by Pakistan during the 1965 war with India.

The world has not kepi faith with the refugees. The actual aids received are less than a tenth of the amount promised by the nations of the world. Though the daily influx of the refugees dropped from 34,000 in August to 26.000 in September, planners who had earlier expected-somewhat optimistically as it turns out that the problem would disappear by the end of the month are now busy drawing up a budget and a programme of action for the next six months. That the relief effort has survived at all against such tremendous odds is a miracle. But there is a newfound hope in camps that is totally at variance with the squalid surroundings. Only wrinkled old men. womenfolk and the children remain: young men are leaving refugee camps in droves to join the Mukti Bahini. In a camp for 5,000 people I saw rows of neat little shops with pathetic little fish and lotus stalks-which the local people eat-laid out for sale. Young boys were busy weaving fishing nets and a bent old woman chased us insisting, with the true village hospitality, that we have a nibble of the malt-flavoured milk biscuit given her by Oxfam, the British charity.

This is refugee life al its most constructive. There are schools, weekly singsongs and cleaning operation by groups of volunteers from among the refugees. But. in those districts where camps have been cut off, life could not be more hazardous. Overflowing canals, turbulent rivers and lashing rain have in the past few weeks converted the West Bengal landscape into an angry sea of swirling brown water. The crumbling masonry of provincial towns has given way; streets are inundated; bridges have been wrenched from their supports and flung aside; roads and railway tracks swept away. West Bengal's flood death toll totals many thousands. Communications arc the single most important problem that faces the relief effort. West Bengal's five northern districts-West Dinajpur, Jalpaiguri, Cooch Bihar, Darjeeling and Malda; accounting for nearly 3,500,000 refugees-have been totally cut off by the angrily swelling Ganges at Farakka, 200 miles north of Calcutta. This was also the main route to the three northeastern stales of Assam, Meghalaya and Tripura, which have together received nearly two million refugees. Calcutta is the principal supply base for all these areas and, unless communications are quickly restored, the 400 refugee camps there (out of a total of 940 in five states) will soon run out of stocks of food medicines, clothes and building materials.

The desperation of the situation has forced Oxfam-five of whose trucks are stranded by water-to charter an aero plane to airlift essential drugs, but the one company that enjoys a monopoly of this route-flying ramshackle old Dakotas, many of which are relics of World War has callously taken advantage of the crisis to raise its charter rate to Agartala, Tripura's capital. Indian Air Force planes have already made a dozen sorties on missions of mercy to Gauhati but this is not enough. Oxfam's regional director, Julian Francis, says that he expects to spend about £634,000 by the end of this year on East Bengal refugees. But Oxfam is also embarking on a £42,000 relief project for Hoods in Bihar and to keep costs down Francis sent out three vehicles last week, each laden with nine tons, of high-protein food, medicines and clothes on an experimental and circuitous route to avoid the floods.

Time is running out. The worst phase of the monsoons may now be over but storage facilities have always been inadequate in the north and north- east and supplies arc running dangerously low. Nearly 230 Japanese trucks given by the United Nations have been lying idle with their distinctive markings in a Calcutta street for the past 20 days because of the condition of the roads. It has become impossible amid such widespread misery to tell the newcomer from the native peasant. Draped in the same grimy rags, both are equally homeless. Where the raised tarmac of a road still winds its way through the Hood waters they have camped on it. huddled in a mass of hungry, rain-sodden humanity along the 40 miles to the town of Bongaon on the Pakistan border.

An Indian Roman Catholic priest. Father Joe d'Souza" says that he can now visit only three out of the 17 refugee camps that he was looking after; the others have either been completely submerged or are inaccessible. The Catholic voluntary organisation, Caritas. has promised Father d'Souza some money and he is trying to buy a fleet of country boats to re-establish contact with his uprooted and dispossessed parish. The main relief effort continue in spile of these draw backs and Colonel P.N. Luthra, the Indian officer in charge of operations, claims that relief has emerged from its earlier haphazard work into

a coherent pattern. There is a swift efficiency nowadays about at least the first stages of the process. Refugees are inoculated, vaccinated, cross examined for possible Pakistani agents, registered and given their dole and other cards within three days of arrival in India. The second step is to gel together the inmates of small and scattered camps and consolidate them in large shanty towns, each housing about 100,000 people. Jalpajguri's 54 original camps have already been reduced to 22 and the target is to regroup all the district's refugees in only 12 camps. Col. Luthra's argument for large establishment on high ground away from main roads is that they will reduce overheads and make medical care and distribution of supplies simpler. The snag is that there will be neither food nor medicines to hand out unless foreign aid is more substantial. Even more uncertain is the projected third phase of the process, which is the evacuation of the big consolidated camps now coming into being for return to East Bengal: by the present look of things Col. Luthra, who is still a comparatively young man, will have retired from the service before the refugees return.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৩। বাঙালীদের পরিকল্পনা	ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, SEPTEMBER 25, 1971

BENGALI PLANS

By T. J. S. George

Hong Kong: The skies over Bengal will be dry again by next month. Tanks can move again, aircraft can fly and troops get around. J list before the onset of the monsoon, the military authorities had struck, hard and rapidly to secure the border towns which had been under rebel control. When the rainy season ends, they are likely to fan out with equal speed in mopping up operations.

This possibility lends an enigmatic aura to the claim being made by "official" representatives of Bangladesh-travelling Awami League members of parliament or defected diplomats-that their struggle will be carried to a successful military conclusion by the year's end. The only safety clause they admit is that either Bangladesh will be free in the next two or three months or the struggle there will turn into a long guerilla war of attrition.

This is not entirely wishful thinking. Five thousand extremely well trained guerrillas have entered the battle during the past month or so supplementing though with out-dated arms, the 10,000 members of the former Bengal Regiment and East Pakistan Rifles still active inside the country.

The Bangladesh "government" (location unknown) also is pushing through an intensive programme of military training for what may eventually turn out to be a "regular army" of 60,000 to 70,000 men. These personnel come almost exclusively from the ranks of the refugees, now officially estimated by the Indian side at 8.5 million, and by the Pakistan at around two million.

The freedom fighters will be only as effective as their weapons. But on this score the Bangladesh leaders are full of confidence. Arms, they say. are no problem. They cite the substantial funds collected by overseas Bengalis, the availability of modern weapons on the commercial market and the willingness of some countries like Israel to help them. They do not mention it, but the "reliable area" of India must also be a major factor in these calculations.

Logical as most of these calculations are, it is difficult to imagine the West Pakistani military ordering an about turn in East Pakistan. Latest moves suggest a plan to impose a civilian administration under whose cover the military can continue to Rile. The recently appointed civilian governor has picked a 10-man caretaker cabinet and by election have been scheduled in the eastern wing for the last week of November. By then the government-drafted constitution will be ready.

These moves will only make the Bengali more bitter; they don't recognise Governor A. M Malik as one of them, the cabinet consists of hated members of rightist parties throunced in the election, the by elections are for seals arbitrarily denied to elected members of the Awami League.

What could help the freedom fighters still more, however, is unrest in West Pakistan. The Bengali struggle may slowly be having an effect on tribal movement for autonomy in the Western wing. The Khaiber Mail recently reported the activities of the Baluchistan national front for liberation, Kabul (Afghanistan) Radio recently broadcast a report about mammoth meetings by Pathans demanding a sovereign Pakhtoonistan.

Perhaps more significant politically is the growing unrest among workers and students in the urban areas. For the moment they seem to be, looking to the effervescent Zulfiqar AU Bhutto to lead them to the Promised Land.

Bhutto is maneuvering. He is still believed to be on friendly personal terms with his cocktail companion. President Yahya Khan, and was recently credited with the suggestion (hat Yahya become the "national Prime Minister". On the other hand he is cementing his relations with the younger middle-ranking officers who an known to be disenchanted with the old men at the top.

It would not be beyond imagination for Bhutto to consider the possibility of a coup d'etat using the younger officers for the principal thrust and perhaps Yahya as a temporary unifying symbol.

If Bhutto gets into the driver's seat, he can be expected to go to any length lo hold on to East Pakistan. But others could intervene-a decision by the younger officers not lo continue military repression in the east, a well-timed military move by India, a decisive strike by the, Bengali forces themselves at the right moment.

The very fact that talk of all kinds of possibilities has started in West Pakistan is significant. There have even been public demands by some leaders for an end to the excesses in the eastern wing. By any reckoning, October-November could be a decisive period for Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৪। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না	ইয়াঙ্কি	২০-২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

(YANKI. ANKARA NEWS MAGAZINE -SEPTEMBER 20-26, 1971)

SITUATION IS NOT IMPROVING

Yahya Khan's promise that the Government will belong to the representatives elected by the people will probably not materialize. It is reported that recourse to civil rule is still difficult, since the situation in East Pakistan is getting worse. The real reason, however, is that the rightist military group is desirous to hold on to the reins of power.

A civilian has been appointed to take the place of General Tikka Khan as the Governor of East Pakistan. Apart from the foreign diplomats, some high officials have also supported this decision. This is because of the fact that as long as Tikka Khan remained the Governor of East Pakistan, it would have been impossible to find "suitable" candidates for the 78 seats in the National Assembly in the mid-term elections.

The military clique supports the Muslim League, which could not win even one seat in the elections held last December. Another alternative for the leaders is to support the Pakistan Democratic Party, headed by Nurul Amin. However, Amin is no longer popular among the people.

The party of ex-commander of the Pakistani Air Force, Marshal Asghar Khan, proposes that a role be given to the National Assembly in the preparation of the Constitution.

Unless Mujibur Rahman is released and leads the Awami League it is impossible to establish unity in Pakistan. However, this is out of the question under the present rule...

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৫। পূর্ব-বাংলা শরনার্থী : একটি বিশ্ব সমস্যা	এডভান্স	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ADVANCE. MAURITIUS, SEPTEMBER, 27, 1971

Editorial

EAST BENGAL REFUGEES: A WORLD PROBLEM

No sooner had the embers of hate started dying down in Vietnam than a worse holocaust was let loose in East Bengal. Over eight and a half million human beings have fled from their homes leaving all their possessions behind and crossing swamps to live in over-populated tents, but to stay alive.

Since March this year when the trek started, refugees have kept pouring into India, itself already over-populated. Almost fifty thousand of them have crossed over every day and helped to swell a population as large as that of London or Paris. At first, world opinion was slow to assess the impact of such a change of population on the economy of a country which itself has been, since its independence, struggling to survive yearly floods, drought, a growing birth-rate and wars. Thanks lo visits by personalities belonging to all parts of the world, and wide newspaper coverage of one of the greatest migrations ever within human memory, the immensity of the holocaust hit public' opinion in the face like a man's fist. Representatives of religious or benevolent societies have come back with harrowing tales of sufferings and deaths of women and children whose corpses are often seen uncared for on the way to the other side of the border. The presence of such a huge amount of refugees not only tells on the economy and life of these states, but is a danger to peaceful living in the area. It provides the inflammable material conflicts and riots need to flare up.

Unless the countries of the world get together and do something about it. it may well mean the beginning of another Vietnam. The only difference is that the impact will be more deadly and the consequences more dangerous They are no longer a localized problem. They have become a world problem, because the world has allowed them to be uprooted from their homes.

Despite his age, Andre Malraux has offered to go and fight for them. Like him, writers and artists all over the world have called for a humanitarian approach to the problem of those millions dying of hunger and cold. Senator Edward Kennedy broke down in tears when visiting the camps of refugees near Calcutta. The Press in each and every country is calling for more international aid to be sent. Swiss philanthropists have gone on hunger strike to awaken the conscience of the world. And only yesterday, Caritas has appealed to the conscience of all men to live up to the dimensions of the holocaust in Bengal.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৬। শরনার্থীদের ফিরে আসার আবেদন	আল-আমবা	২ অক্টোবর, ১৯৭১

ALAN BAA (WEEKLY) BEIRUT, OCTOBER 2, 1971

CALL FOR RETURN OF BANGLADESH REFUGEES

The fact which we have come to realize during this visit to India was that the tragedy of the Bengali people is really horrible, and that the oppression experienced by them was beyond imagination. The crimes committed against women, children and intellectuals remind us of those committed by the Zionists in Palestine. The refugees have exceeded now eight million....

We raise our voice in demanding the cessation of these massacres, restoration of rights to these people and the return of the refugees to their homeland.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৭। ইয়াহিয়া খানের নতুন রাজনীতি	লা মন্ড	২ অক্টোবর, ১৯৭১

THE DAILY LE MONDE (PARIS), OCTOBER 2, 1971

PAKISTAN: PRESIDENT YAHYA KIIAN IS TRYING TO REGAIN BENGALIS' CONFIDENCE

By Viratelle

The Government of Pakistan has accused India for creating conditions of famine in East Pakistan, by sabotaging the supply boats. According to an official communiqué issued on 30th September, frog-men, trained in India, were intercepted while they were putting mines near the port of Chittagong. On the other hand, Mr. Bhutto denounced on Wednesday the Soviet interference in Pakistan's internal affairs. He assured President Yahya Khan of the support of his party in restoring democracy in the country. If this democracy is not restored before the end of the year, he added, then, it will be too late to save the country. Six months after the Bengal crisis, the government of General Yahya Khan is trying to regain the confidence of the East Pakistan population and to encourage political life in the country. During the last few weeks, it has granted general amnesty which, however does not apply to those Bengalis who are charged of criminal acts, especially the Awami League leaders. But on the other hand thousands of members of paramilitary forces who rebelled towards the end of March, after having killed their Punjabi officers, are benefitted by this amnesty. This decision constitutes a very important gesture of appeasement, but to say the truth, it has not brought any result.

A civilian government has replaced General Tikka who led the repression against Bengalis. However, people have no illusion about the representative character of the moderate and right wing personalities who are placed under the army's umbrella. Certain politicians in the western wing have on the other hand, deplored that transfer of power has taken place in Bengal whereas law and order have not been restored so far. Nevertheless by elections will take place in two months to fill the seats vacated by majority of the Awami League elected representatives who have tied to foreign countries. Although eighty of the elected Awami League representatives have retained their mandate only twenty of them have rallied the government program. One wonders in what conditions these elections will take place. The autonomist party, which had won an overwhelming majority in the last elections will not participate in these new elections.

Lastly, the Islamabad authorities have adjourned the trial of Sheikh Mujibur Rahman which was to take place in camera in the middle of August. It is generally thought here that the Bengali leader will not be executed, even if he is condemned to death by the Court. In any case his counsel will appeal for amnesty. Anyway there is no doubt that these various initiatives of the government come in response to the pressures brought by certain foreign powers notably the U.S.A and the Soviet Union for a political solution.

The members of the "Washington Club" in which France is represented have equally preconditioned their economic and financial assistance to the restoration of a civil administration in Dacca. The foreign aid plays a major part in Pakistan's development and its balance of payments. The United States have not suspended its aid and have, since the beginning of the year, supplied $240 millions, for aid to the victims of the cyclone and of the repression in Bengal. It is probable that they will soon ask other members of the consortium for fresh credits to the regime of Islamabad. The Islamabad government wants to create a better impression at a time when the question of Bengal is raised at the United Nations.

The purpose of the time limit for the by-elections is mostly aimed at gaining time. But its objectives after the by-elections are not very clear. It is officially asserted that government will always be prepared to grant wide autonomy to the province, provided this status does not disintegrate the largest Muslim country of the world. But, in the present circumstances, they are not thinking to negotiate with the government of Bangladesh which Islamabad terms as "India stooges" ; official circles declare "they should come and clear themselves before the Court. If they do not come, then, we will do without them. If India was not helping the infiltrators, then, we could control the situation in a week." In spite of all this, the general impression in Islamabad is that the authorities are concerned by the increasing number of acts of terrorism in East Pakistan, where a minister of the local government, Maulana Mohammed Ishaq was murdered. The brutal intervention of the army in East Bengal also has its repercussions in the western wing. Mr. Bhutto, who had approved the army's action because it was taken to preserve the unity of the country is now frequently criticizing the policy of the regime, without wanting however, to break up its contacts.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৮। জরুরী সমস্যা	মাইনিচী ডেইলী নিউজ	৩ অক্টোবর, ১৯৭১

MAI NIC HI DAILY NEWS, TOKYO, OCTOBER3, 1971

Editorial

URGENT PROBLEM

... Unless internal conditions in East Pakistan are restored to normalcy, there cannot be any solution to the refugees problem. The danger of war also cannot be eliminated. The Yahya Khan Government is talking measures to restore the administration to civilian control. But confusion still reigns, and food is short. Aid-giving nations, including Japan, have stopped assistance to Pakistan until normal conditions are restored. It is hoped that steps will be taking for a political settlement in East Pakistan so that the flow of aid will be resumed as early as possible.

It is a principle in international society not to intervene in the internal affairs of another country. But no one can be indifferent to the tragic state of the refugees and the crisis which Pakistan faces. It is an urgent matter for all mankind to ponder upon. The United Nations General Assembly now in session seems to be a proper forum to take up the matter.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২৯। পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী কোণঠাসা	ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার	৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE INDONESIAN OBSERVER, (JAKARTA), OCTOBER 1, 1971

Editorial

A HARD PRESSED REGIME

Time is fast running out for Pakistan's military regime under General Yahya Khan as the combined' forces of public opinion in the world as well as within the country itself exert great pressure for political economic reforms. Yahya Khan's desperate attempt to avert his country's total bankruptcy by announcing general amnesty and the replacement of East Pakistan's military governor by a civilian has not aroused the least interest among the 9 million refugees from East Pakistan in India. The Pakistan President has not touched the essential core of the problem in promising a lenient attitude towards the refugees. He did not mention about the future legislature of Pakistan as result of the general elections of last December in which the Awami League achieved an overwhelming victory.

Overlooking this problem will not bring the crisis in Pakistan an inch closer to solution. Meanwhile, as the days wear on without a clear Political solution in sight, Pakistan's plight becomes the more unbearable. With the specter of financial bankruptcy looming ahead and the economy in shambles, even the most optimistic Supporters of Yahya Khan's regime would not dare to predict how much longer it will last.

Pakistan's effort to arouse sympathy for her position by way of exaggerating India's role in supporting the Bangladesh idea bas also failed to hoodwink the world towards the developments in East Pakistan. Sooner or later President Yahya mush take a clear-cut stand on the problem of East Pakistan and its connection with the general election. The sooner he does so, the better for the country because only then it win be able to draft concrete plans for recovery.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩০। স্বেচ্ছাচারিতার শিকার	প্রাভদা	১২ অক্টোবর, ১৯৭১

PRAVDA, OCTOBER 12, 1971

VICTIMS OF ARBITRARINESS

The continuing repression has deprived millions of peoples of all religions of shelter and a peaceful life. More than nine million have fled to India.

At the given moment, India is faced with the exceptionally difficult problem of feeding 9 million persons. The condition of these refugees is not easy. They are expecting India to render them shelter and hospitality. But what can India, with her own resources so limited, offer them? The total volume of foreign aid received for refugee relief up to this date is a little more than 153 million dollars. But to feed the refugees even for 6 months, India has to spend almost four times as much. That is why the Prime Minister of India, Indira Gandhi, declared that the Government is determined to take measures for the return of East Pakistani refugees to their homeland. What is meant by return is a return in an atmosphere free from fear which would guarantee the nine million peoples the safety of their honor and dignity.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩১। পরাশক্তিসমূহের দায়িত্ব	লা লিব্র বেলজিক	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১

THE LA LIBRE BELGIQUE, (BRUSSELS), OCTOBER 18, 1971

Editorial

RESPONSIBILITY OF THE GREAT POWERS

Is war going to be added to the drama of millions of Bengali refugees? Every day, on the roads leading to Calcutta, this capital of Indian poverty, Bengali men. women and children, all coming out in miserable conditions from East Pakistan, chased by an army which wishes to make the place empty, die from hunger and disease. Tomorrow, will we see more victims made through war? Is there going to be an end to this absurd situation?

The world is today taking account of the width of this tragedy of the 10 million Bengalis threatened by death. The solidarity movement is growing day by day. Because one must help these unfortunate people and no one can rest indifferent to their misery. But the funds which have been collected here and elsewhere could better be used to serve the rehabilitation of Bengalis in their own country and permit them to reconstruct it. And here, one comes to the heart of the problem which is Political. The question arises today: Can we leave a Government, that of Pakistan, to continue lo chase out, day after day the Bengalis from their own country and thus create a dangerous tension with India? Is it admissible that in the name of grand international strategy, the U.S. Government furnishes by one hand, arms to the Pakistani leaders, who throw out the Bengalis on the exile route and on the other hand, doles out aid to these refugees which enables them to survive in their exile?

The reply in Washington is that Pakistan has regional importance in the Asian sub- continent, that Peking is supporting her, while Moscow has aligned itself with India through a friendship treaty of 20 years and that United States must therefore play its role.

But has not President Nixon opened the era of dialogue in meeting the Chinese and the Soviets? And should not one of the objectives of this dialogue be to put an end to this absurd game: that millions of refugees should pay through their suffering for the global designs of the Great Powers of the world.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩২। এশিয়া বিস্ফোরণোন্মুখ	গ্লোব এন্ড মেইল	২০ অক্টোবর, ১৯৭১

THE GLOBE AND MAIL, (TORONTO), OCTOBER 20, 1971

Editorial

ASIA AT FLASH POINT

Relations between India and Pakistan are now at flash point, and a stray shot anywhere along the border of the two countries could precipitate a disastrous war. Such a war would instantly threaten to involve the two super-powers of Asia. Russia and China. Even if that extreme danger were avoided, the consequences of the war for these principal countries of the Indian sub-continent, and their peoples, would be devastating beyond description. Can nothing be done to stop this tragedy?

At this stage, there is no point in apportioning blame between the two countries. Their quarrels go back to the beginnings of their independence in the partition of British India; that these problems persist is not primarily due to more than the normal amount of human folly in Indian and Pakistani leadership. It is obvious, however, that the present crisis is beyond the capacities of both countries to resolve. For India, the immediate problem is the flood of refugees from East Pakistan. Indian authorities estimate the total at nine million. Even Pakistani spokesmen admit to four or five million. In either case their maintenance imposes an unacceptable burden on the Indian economy, costing more than 5 percent of government expenditure, and much more than all the foreign economic aid India is receiving.

The flow of refugees continues, and virtually none of them will contemplate returning to Pakistan under present conditions. India grows desperate and moves steadily closer-for more general foreign policy reasons as well-to action aimed at dismembering Pakistan and establishing an independent Bangladesh in the East.

President Yahya Khan of Pakistan has plainly got his Government into an impossible position with his misguided attempt to use military force to suppress the autonomist movement in the country's eastern province. Yet there is some truth in the Pakistani claim that some force was necessary against revolutionary excesses in the first stage of the crisis. Now he is showing signs of looking again for a political solution. It remains doubtful whether the solution can be found that will both restore peace and security in East Pakistan, and preserve some semblance of integrity of the country as a whole. But certainly much more time is needed, and a war at present would ruin every hope.

What is need now to avert ultimate disaster is some means to take the refugee burden off India's backed. This puts the responsibility squarely on the 13-nation World Bank consortium (including Canada) that has been channeling economic aid to India. At a meeting on October 26 in Paris, the consortium will be asked to raise $750 million immediately to help pay for India's refugee programme. More will be needed later. The price is high, but the cost to the world of the likely alternative would be incalculable.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৩। পূর্ববাংলা : সামরিক সমাধানের ব্যর্থতা	আল সাওরা	২২ অক্টোবর, ১৯৭১

AL THAWRA, DAMASCUS, OCTOBER 22, 1971

EAST BENGAL: FAILURE OF A MILITARY SOLUTION

The trend of events, with the possibilities of war between the two countries, makes it imperative that the flow of refugees from East Pakistan should be stopped and a political solution of the problem should be found, especially as a military solution has proved futile and resulted in inhuman consequences.

Also, it is necessary to make serious efforts to find a way to save millions of refugees and to extend aid and relief to them.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৪। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত	ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ	৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, OCTOBER 30, 1971

INDIA-PAKISTAN: ARMED TO A POINT

By A. Hariharan

New Delhi: The Armed forces of India and Pakistan are fully geared for war. "From alert to scramble should not take more than two minutes", said India's minister for Defense Production last week. And sabre-rattling goes on all the time. Car strikers proclaiming "Crush India" and "Conquer India" are out in force in Lahore. Karachi and other Pakistan cities. Indian Defense Minister Jagjivan Ram said a new war would be fought on Pakistani soil and India would not only take the cities of Lahore and Sialkot in Punjab but keep them for good.

Ram was obviously referring to the 1965 war when the Indian army marched up to the outskirts of Lahore but did not take the city, following the Tashkent agreement. India had to withdraw from the area and also give up the strategic heights of Kargil and Haji Pir in Kashmir which had been gained at great cost.

There are conflicting versions about the "22-day war" of 1965. Political leaders maintain India did not take Lahore because of the problems involved in feeding the civilian population. However, General Harbaksh Singh who was Commander of the Western Sector at the time has said the corps commander after having established a bridgehead across the Lechogil canal in Lahore, got cold feet and failed to consolidate his gains. There must be some truth in this for the corps commander was subsequently fired.

What may prevent war this time is the extremely difficult military situation Pakistan faces. In 1965 both countries refrained from opening a front on the East Pakistan border. Today, with the Bengali population ranged as one man against Pakistan Government there, 80,000 troops in the Province will be bottled up and perhaps annihilated in the first hours of the War.

There are reports Pakistan already has withdrawn one infantry division from the Hast to strengthen defenses in the Western Wing. Can it afford to write off the rest? Pakistani military Aircraft and Neval Ships will be unable to make use of Ceylon and any attempt to hold East Pakistan in a shooting war likely to prove helpless.

The military rulers might well see virtue in withdrawing troops from the East and concentrating on the Western Sector with the aim of capturing some Indian territory in Kashmir, Rajasthan or Gujrat, that would be the only way to save face, given the certain loss of East Pakistan.

In terms of military balance, both sides have strengthened their positions since 1965. Pakistan has reportedly taken on loan 75 military Aircraft from Saudi Arabia. It also maintains air force training missions in various West Asian countries, which, in the event of a war, may be expected to assist Pakistan.

India's policy of achieving self-sufficiency in military hardware gives it a decidcd advantage over Pakistan. Several new types of films and ammunition are being manufactured in Indian Ordnance Factories. A major break-through was the Vijayanta tank, considered more maneuverable than Centurion which was India's mainstay in 1965. The first Vijayanta rolled out in December 1965 and an informed guess is that between 350 and 400 hundred of these medium tanks equipped with 105 m. m. guns have been put into service.

India makes aircraft and ships as well. The Hindustan Aeronautics is currently making the Jet ground-attack fighter HF-24, the supersonic interceptor MIG-21, the jet fighter Gnat, the Jet-trainer HJT-16, the transport aircraft, HS-748 and Alouette helicopters. The Mazagoan Docks in Bombay produces Leander class frigates.

Meanwhile. Indian citizens have already been hit by the financial burden of the Bengali refugees and of war preparations. Although the finance minister, Y. B. Chavan, had assured parliament and the people that he had no intention of introducing a supplementary Budget this year, on the eve of Mrs. Gandhi's departure on her foreign tour the Government announced more tax measures to raise Rs. 700 million

New levies are being imposed on railways travel, postal services, bills of exchange The Government also is imposing an excise duty of two paisa on each copy of newspaper s. all new measures taken effect from November 15. They were announced through a Presidential Ordinance the first time taxes have been collected in this manner. Parliament is to meet by the middle of November for a brief winter session, and as the tax measures are effective only from November 15 the ordinance came as surprise. In addition to the measures proposed by the Centre the States will have to impose additional duties on certain items falling under their jurisdiction.

The new measures arc: 5% surcharge on railway tickets costing one rupee or more; 5% surcharge on au travel within India (the May budget had imposed a 10% foreign travel lax on the value of tickets); a tax of Paisa 5 on all postal articles except postcards; duty of Paisa 10 on bills of exchange, bills of lading, promissory notes, insurance policies, letter of credit and proxies; and paisa 2 levy on newspapers and periodicals.

The additional tax measures are being introduced to meet the mounting cost of maintaining the refugees from Bangladesh and to arrest further deficit financing An estimate says between April and December 1971 deficit spending would pave risen to the Figure of Rs. 5700 million. The budget estimate was Rs. 2,300 million And unofficial estimates say that if these levies are collected over a period of 12 months, the yield will be much more than Rs. 700 million.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৫। উপমহাদেশের বর্তমান অবস্থা	সানডে পোস্ট	২২ নভেম্বর, ১৯৭১

SUNDAY POST. NAIROBI. NOVEMBER 22, 1971

SITUATION IN INDO-PAKISTAN SUB-CONTINENT

... India has become involved in this problem only to the extent of the influx of millions of refugees and the economic, social and communal consequences which are threatened by it.

If some of the propaganda talk were to be believed, it would appear as if the refugees are caged in concentration camps by India and arc not being allowed to return to their homes by force.

These camps are free and open. Any inmate who wants to quit is free to do so. There is no obstacle or hindrance.

One has been surfeited by the ploy which has been made over the number of such refugees.

After being told that a census had revealed that only about two-and -a-half million, people had left Hast Pakistan. President Yahya Khan admitted to a correspondent that the number could be three or four million. Or eight or nine million!

An illuminating commentary from the BBC" revealed that the incoming refugees are checked thrice to ensure that they are genuinely displaced persons and not imposters.

This commentary also said that the camps did not contain all the refugees, but only the poorest and the most helpless. Very many East Pakistanis had found shelter with hospitable friends and relatives in and around Calcutta.

Their number has never been recorded. But they all want to go back. But for the colossal tragedy which has evolved before the eyes of the world, one would have been amused by the statement that even nine million refugees could not pose any burden on a country whose population increases by 12 million annually.

These nine million arc a direct charge on the state.

Children who are born arc the responsibility of their parents and guardians.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৬। রাজাকারদের নিষ্ঠুরতা	হেলসিনজিন সারোমাত	২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

HELSINGIN SA ROM AT, HELSINKI, NOVEMBER 23, 1971

CRUELTY OF THE RAZAKARS

The cruelty of the "razakars" has turned the majority of the villagers into supporters of Bangladesh. When people are asked whether they wish to remain citizens of Pakistan or form a state of their own, almost all reply that they are for Bangladesh although the green flag of Pakistan can be seen flying even on top of the most wretched hut, people work for Bangladesh in secrecy. Like Americans in South Vietnam, the leaders of the Pakistani army seem to be totally unaware of the true feelings and loyalty of the local population.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৭। পাকিস্তানের কার্যাবলী ভীতিপ্রসূত	দে ভক্সক্রান্ত	২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

DE VOLKSKRANT, NETHERLANDS, NOVEMBER 24,1971

PAKISTAN IS ACTING IN PANIC

By H. C. Beynon

Pakistani reports of large-scale military action by India in East Pakistan seem to be inspired by panic, war-psychosis, and fear of a definite loss of the eastern province, rather than by military reports of Commanders in the field...

India cannot afford more and certainly not because of the area which is likely to free itself from the military regime. No more can India afford a long guerrilla war in East Pakistan, for the refugee problem is a heavy economic burden and the situation in unruly West Bengal is far from secure.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৮। অঘোষিত যুদ্ধ	নেপাল টাইমস	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

NEPAL TIMES, KATHMANDU, NOVEMBER 30, 1971

Editorial

UNDECLARED WAR

Aerial and tank battles fought by the armies of India and Pakistan have confirmed widespread fears that war is now imminent in the Indian sub-continent. The world now realizes how close the two countries are to war. The military rulers of Pakistan have even declared that an "undeclared war" is going on between the two countries and accordingly proclaimed a state of emergency throughout that country.

The one-sided war waged by the rulers of Pakistan inside what was once a part of their own territory, provoked a resistance which culminated in a well-organized war within a few months. It is thus a war going on inside Bangladesh that is now sought to be described by the Pakistani rulers as an Indo-Pakistan war. In their attempt to project the resistance war inside Bangladesh as a war between India and Pakistan, they sent their planes and tanks to attack Indian territory. But the planes were shot down and several tanks were destroyed and much military equipment was captured by the Indian troops. Then, the Pakistani rulers, with an irresistible desire of installing a puppet regime through deceitful means, declared a state of emergency in their country. Not even the valuable service rendered by the villain Bhutto, by paying a pilgrimage to Peking, could fully satisfy the military rulers. His desire of being made President or Prime Minister remained unfulfilled. It remains to be seen when Bhutto will outlive his utility.

The Pakistani army has been finding it increasingly difficult to fight its own people. But it wants to be defeated at the hands of a superior power, not at those of the people's resistance movement known as the Mukti Bahini. And for Pakistan, that superior power could be none other than India. Moreover, the military rulers of Pakistan are still obsessed to some extent with their desire of taking revenge for their heavy losses in the 1965 war. The most important and pressing reason is that the military rulers want to erase the whole effect of the result of the elections conducted and organized by themselves. They sought to wipe out the result of these elections by launching tank attacks on the citizens of Dacca on the night of March 25, 1971, forcing ten million people to flee to India, and murdering, looting and raping a million people. The birth of Bangladesh and activities of the Mukti Bahini were results of this repression. Now the military rulers are seeking to eliminate the people's representatives of West Pakistan as well. The proclamation of emergency and attempts to find a pretext for provocation against India, constitute the second phase of their campaign to suppress their own people.

A sensible answer to the question of what should be the attitude of the world towards this strange desire of the military rulers of Pakistan, fighting against its own people, can

be given only the day when the world is prepared to make an objective analysis of events which have taken place in Pakistan during the past one year. The military regime of Pakistan has been conducting an undeclared war against its own people, a war of mercilessly suppressing the rights, life and property of its people. The world has to direct its appeal for disengagement from this war and restraint towards Pakistan, not to any third country. The intentions of those who try to teach a lesson of restraint to India, which has displayed unparalleled fortitude of enduring an invasion which has been mounted on it by ten million refugees, are doubtful.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩৯। ইয়াহিয়ার বোধোদয় ঘটাতে হবে	বিউনেস এয়ারেস হেরাল্ড	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

BUENOS AIRES HERALD, DECEMBER 4, 1971

PRESIDENT YAHYA MUST BE MADE TO SEE SENSE

The miracle-which would have taken the shape of a political solution to lower the explosive tension in East Pakistan-did not materialize. Pakistan has escalated hostilities by eight air strikes over the western frontier into India. The war that everyone knew was inevitable is raging.

War will solve nothing. It would speed the setting up of an independent Bangladesh state. But to pay the price of war, in terms of terrible human suffering in an area that has had its fill of grief, is morally wrong. If another country is born on the Indian sub- continent in a blood-bath, peace and Prosperity (which have seemed to be in India's reach) would again be postponed. This war is madness. It IS madness born of the irrationality of West Pakistan's attempt to crush the national aspirations of the Bengalis. President Yahya Khan must be made to see sense. He must make some gesture like releasing the Bangladesh leader Sheikh Mujib-which will provide an opportunity, through the United Nations, to turn the tide of war.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪০। তৃতীয় বিশ্বের জন্য শিক্ষা	সানডে টাইমস অব জাম্বিয়া	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE SUNDA Y TIMES OF ZAMBIA, DECEMBER 5, 1971

LESSON FOR THE THIRD WORLD

The mild skirmishes, which characterized the start of the confrontation between India and Pakistan, were bound to escalate into open war as long as the world remained unaffected by the plight of the ten million Pakistani refugees who have fled to India.

To her credit, it must be mentioned that the Indian Prime Minister had taken the ultimate step to personally acquaint world leaders about the economic realities of the refugee problem to her country's well being. Her recent trips to most of the world capitals were obviously a last ditch attempt, to persuade president Yahya Khan to moderate his hostility towards India and the Bangladesh movement and seek a more peaceful solution to the problem.

Had Yahya made even the slightest move to re-accommodate the refugees without inflicting reprisals against them, we do not believe that India would have continued on the belligerent course which has now led the Pakistan President to declare war on her.

Of course, had world leaders used their influence with Yahya Khan earlier in the game, things would not have turned out the way they have.

The United States has gone on record as saying that it would spurn every attempt to embroil it in the Indo-Pakistan conflict. Perhaps it resisted too much the attempts of Mrs. Gandhi to use its influence which is very great indeed-with Yahya Khan to make him realist that a war with India was not the ultimate panacea to his internal problems.

It now seems certain that U. S. reluctance to get involved was based solely on selfish motives. The Soviet Union and the people's Republic of China have made their positions known in this situation. Russia supports the Indians and the Chinese are backing the Pakistanis. Perhaps the United States, which has always secretly hoped for a Sino-Soviet conflict, decided for this reason alone to let the situation escalate into open warfare in the hope that the Communists would be at each other's throats in the end.

The United Nations whose record of preventing clashes before they occur is not so impressive, has not lifted a finger to calm tempers in New Delhi or Islamabad. But it will probably be the United Nations which will pick up the pieces after the war has ended.

It is very hard at this stage to halt the hostilities, for most wars have a way of going on until one side gives up or is made to give up. Pakistan is heavily outnumbered military by India, but President Yahya must know what he is doing.

The war itself is another result of the assumed non-challenge of the big powers in a conflict that does not directly threaten their own ambitions of expansion. It is a lesson for the Third World, a lesson which must surely convince them that despite their noble mouthing’s of "non-alignment" in international politics, they have yet to reckon with the cynicism of the big powers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪১। পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষ	সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

SOUTH CHINA MORNING POST, HONG KONG, DECEMBER 6, 1971

INDO-PAKISTAN CONFLICT

Islamabad is. of course, largely responsible for the present serious situation in the Indian sub-continent. Admittedly, President Yahya Khan invited Mrs. Indira Gandhi to the conference table to discuss and reconcile their differences and also proposed mutual withdrawal of armed forces from the border areas.

But he took no concrete steps of initiated any move to eliminate the root cause of the developments in East Pakistan which led to the mass fight of ruthlessly oppressed East Pakistanis to seek sanctuary in India.

Mrs. Indira Gandhi had tried for months to persuade President Yahya Khan and the world to help restore conditions that would encourage the more than nine million East Pakistani refugees to return to their homes.

India's own stability is gravely threatened by the continuing influx of these refugees requiring food, shelter and medical care among other necessities.

The world, however, looked away and President Yahya Khan continued to disregard appeals to resolve the East Pakistan crisis through a political solution-allowing the people of East Pakistan to determine their own future, a right which they won at last year's general elections.

With the prospects of easing the extremely heavy burden of caring for nearly 10 million refugees growing dimmer and dimmer, India found herself in a position where she had to act to help the Bangladesh movement bring about a situation conducive to a voluntary return of the millions of refugees to their homes.

The issue has now belatedly been raised in the security Council, but if intervention by the Council is to be effective in restoring peace on the Indian sub-continent, the world organisation must recognize and deal realistically with the basic problem of East Pakistan.

Islamabad must be made to recognize the legality of last year's general election, and at the same time, guarantee the safety and rehabilitation of refugees returning from India.

These are the conditions that President Yahya Khan must accept in the interest of peace in the Indian sub-continent and the world, for further escalation of the war could draw the big powers into the conflict.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪২। যে যুদ্ধ কেউ থামাল না	অস্ট্রেলিয়ান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE AUSTRALIAN, SYDNEY, DECEMBER 6, 1971

THE WAR NOBODY STOPPED

Mrs. Gandhi got it right when she blamed the world for the war which has now started between India and Pakistan. For nine months, we have all stood by as if impotent as, day after day, the confrontation escalated to its inevitable explosion. What have any of us done to help India meet the burden of nine million Bengali refugees suddenly thrust upon its fragile economy? Not much, what have any of us, beyond the odd couple of prime ministerial letters, done to get Pakistan's President Yahya Khan to come to his senses and restore some semblance of democracy in East Pakistan? Not much. The rich industrial countries have sent their money to help the refugees. They always do. And Australia, thanks to a public outcry, has done as welt, if not better, than most in this endeavor....

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৩। পাকিস্তান দায়ী	ইন্দোনেশিয়া রাজা	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

INDONESIA RAYA, DJAKARTA, DECEMBER 7, 1971

PAKISTAN TO BLAME

Reason failed and guns spoke. Pakistan is now sending a special envoy to Indonesia, but the whole world has seen Pakistan's bad treatment of its own people in East Pakistan, crushing the victorious Awami League imprisoning Mujibur Rahman and killing or arresting his followers. No single country on earth can bear the burden of millions of refugees as poured into India from Bangladesh following the action or President Yahya Khan's Government. It is Pakistan which must respect the wilt of the Bangladesh people and make amends for its mistakes.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৪। একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল	স্ট্রেইটস টাইমস	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE STRAITS TIMES, KUALA LUMPUR, DECEMBER 7, 1971

A POLITICAL SOLUTION WAS POSSIBLE

Indian concern for the seventy-five million people of East Pakistan must be recognized. The failure of the major powers to persuade west Pakistan's president to carry out his election promise, and above all the brutal repression of the popular feeling which followed the arrest of Sheikh Mujibur Rahman and outlawing of the Awami League, have been vital ingredients in Indian policy and action. Yet, in the end, impatience has triumphed and Indian national interests are discernible in this dismemberment of Pakistan.

Until yesterday, it was still possible that a compromise could be evolved, amounting to undisputed home rule for East Pakistan. Instead, there is a political solution and inevitability of unrestrained war, not peace.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৫। অবিশ্বাস্য	মাদারল্যান্ড	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE MOTHERLAND, KATHMANDU, DECEMBER 8, 1971

SIMPLY AMAZING

Significant as it certainly is. India's recognition of the people's Republic of Bangladesh has also confirmed the suspicion held by many that India actually wanted "Bangladesh" to be a child of the Indo-Pakistan war.

In that. India has by and large achieved her initial Political goals, but does the new development have the capacity to clinch the long drawn controversy for all times to come, is a question the answer to which is neither readily available nor can anybody, Bangladesh leaders and prime Minister Gandhi not excluding, honesty claim to be in the know.

Having been assured of the Soviet veto in the U.N. Security Council India, as events show, found an opportunity to penetrate into areas of Bangladesh rather too irresistibly, and thought, probably rightly, that the time was opportune for according diplomatic recognition to the rebel Government which, as the world knows, commands the approval and loyalty of more than 75 million people.

India has done what all the major powers knew she would do if the drain on her economy, forced by the massive influx of refugees, remained unmitigated.

Of all the big powers, the United States appears to be disturbed the most.

Pakistan's snapping of diplomatic relations with India is but a natural phenomenon, but what is more intriguing is the U.S. decision to suspend credits to India on the ground that India has indulged in delinquent activity.

The American reaction is quite understandable. In fact, one does not have to go farther than the frontiers of Vietnam to get a true picture of the negative aspect of American foreign policy. Its disrespect for the cause of freedom and liberty is simply amazing.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৬। বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে	নিউজ ডেসল্যান্ড	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

NEUES DEUTSCHLAND, EAST BERLIN-DECEMBER 9, 1971

RESPECT THE WILL OF THE BANGLADESH PEOPLE

The war on the Indian sub-continent, by which millions of people are affected, is continuing in all its acuteness. The world public is alarmed about the bloodshed and also the people of the German Democratic Republic watch the conflict with great concern. Now, as before progressive forces the world over demand a political settlement of the Bangladesh problem.

With this demand as a basis, the U. S. S. R. spoke before the United Nations, and with this demand as a basis, the U. S S. R. Prime Minister expressed his views during his visit to Denmark. There, he repeated that "for the relaxation of tension on the Indian sub- continent, it is necessary' first of all to eliminate the dangerous inner political crisis which arose in East Pakistan as a result of mass, reprisals of Pakistani authorities against the population".

The Yahya Khan regime was well aware of the fact that the flood of refugees and their persecution up to Indian territory would entail grave problems for India. That is why Pakistani authorities prepared for armed conflicts and unleashed the war……

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৭।ইয়াহিয়া খান দায়ী	নানইয়াং সিয়াং পু	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

NANYANG SIANG PAU, MALAYSIA. DECEMBER 9,1971,

YAHYA KHAN HELD RESPONSIBLE

The ruthless repression by the West Pakistan army of the rebels in Bangladesh and the failure to take correct steps for restoring peace in time by respecting the result of the elections, has brought about the present tragedy. It is now too late. The crisis has erupted into war and President Yahya Khan must be held responsible for what has happened.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৫। যুদ্ধ কেন হলো	ইজভেস্তিয়া	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

IZVESTIA U.S.S.R, DECEMBER, 10, 1971.

WHAT CAUSED THE WAR?

The sanguinary suppression by the Pakistan authorities of the basic rights and the clearly expressed will of the population of East Pakistan, ruthless terror against millions of people of that part of the country, have been an overt violation of the Universal Human Rights Declaration. Those events are known to have led to a military conflict between India and Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪৯। দায়ী কে?	ডেইলি মিরর	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE DAILY MIRROR, PHILIPPINES, DECEMBER 14, 1971

WHO IS RESPONSIBLE?

... The Indian Prime Minister carries a lot of credibility when she says that her country had no recourse but to use force. The repressions in East Pakistan had sent nearly ten million refugees into India. It costs some four million dollars a day to feed them. Not all of them, however, are bonafide refugees. Some are Pakistani infiltrators whom India cannot afford to shelter in any case.

As the source of the repression, the Pakistan Government must bear a major part of the blame. But others are guilty as well. The big powers could have used pressure on Pakistan to stop the repressions, reverse the influx of refugees; and perhaps even lend their good offices, to secure autonomy for East Pakistan. They failed to do so and India had to act to protect her interests.

With Washington unable or unwilling to exercise peaceful intervention, war became inevitable. Curiously, Peking is on the U.S. side now as far as faultfinding is concerned. War, like politics, makes strange bedfellows.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫০। একটি নতুন জাতির জন্ম	ইউটুসান মালয়েশিয়া	২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

UTUSAN, MAIAYSIA, DECEMBER 20, 1971

A NEW NATION BORN

The disappearance of East Pakistan from Pakistan's map was caused by the feeling of utter disgust of the people against their rulers. The people in the east wing felt neglected by Islamabad. While they earned most of the foreign exchange for the country, the Central Government deprived them of their right to industrial growth in sharp distinction from the west wing.

Thus, the cherished desire of the people of the east wing to separate themselves from Pakistan has now been achieved with the defeat of Pakistan in the current Indo-Pakistan war. From this defeat has emerged a New nation of Bangladesh.

The seventy-five million people of Bangladesh need financial help and assistance for reconstruction and repair of the damage caused by the war. We would, therefore, appeal to the Muslim countries to take the initiative in helping their brethren in Bangladesh. They should be assured that they could lead a peaceful and prosperous life in their own land.

পঞ্চম অধ্যায়

পত্র-পত্রিক

ভারত

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫১। এক লক্ষ লোক নিহত?	অমৃত বাজার পত্রিকা	২৮ মার্চ, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, CALCUTTA, MARCH 28, 1971

GENERAL TIKKA KHAN SHOT DEAD *
DACCA, KHULNA BOMBED
A LAKII FEARED KILLED
FREEDOM FIGHTERS IN MASS ACTION

Agartala. March 27 -After two days of mounting deaths and destruction, the situation in the East Pakistan civil war was crystallizing tonight with the Sheikh's Bangladesh forces in a commanding position everywhere except in the three major Cantonments of Dacca, Comilla and Jessore as' many as 100,000 people are feared killed.

Major Zia Khan, Chief of the Bangladesh Liberation Army declared over the free Bangladesh Radio tonight that Bangladesh would be rid of the Pakistani military administration in two or three days.

The Radio Pakistan announcement of Mr. Rahman's arrest (which was later denied by Free Bangla radio) infuriated Dacca residents who stormed the official residence of Lt. Gen. Tikka Khan. Martial Law administrator and shot him dead.

Reliable information reaching here said that flames and smoke danced on Dacca with a population of about ten lakhs and also in Comilla and Khulna where the defending West Pakistanis employed tanks, planes and helicopters in a desperate bid to retain their hold.

Lt-Gen Tikka Khan, martial law administrator of East Pakistan died in a nursing home at S.15 p. in after being seriously injured when freedom fighters stormed his Dacca residence, reports reaching.

With most of the road and rail links completely cut off by the Sheikh's forces, the movement of West Pakistani troops has been ground to a halt.

Grim fighting was reportedly in progress for control of the dreaded city of Dacca which is feared to have taken a toll of more than two thousand lives in the current fighting.

Hundreds of wounded were lying under the debris of shattered homes, the report said.

Reports from inside the troubled land, broadcast by the Free Bangla Radio Stations and corroborated by other sources across the border, said bombs were dropped over Dacca and Khulna. In the bombing of Dacca a large hospital was destroyed and most of its in patients were killed.

There was no means of estimating the casualties, believed to run into thousands and

---

* ঐ সময় গুজব রটে গিয়েছিল যে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ৫ও পূর্ব 'পাকিস্তোন''-এর মনোনীত গর্ভণর লেৎ টিক্কা খান নিহত হয়েছেন। অপর এক সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবরকে অসত্য বলে প্রচার করা হয়েছিল।

fast mounting higher.

The use of tanks and aircraft suggesting the beginnings of a war of attribution followed successful immobilization of troops by the freedom fighters by raising wood and brick barricade across streets in almost all towns, by blowing up bridges over the rivers and streams crisscrossing the land and by dismantling railway tracks and destroying railway stations.

The Pakistani authorities claimed the army had established effective control over the whole of East Pakistan and conditions were fast returning to normal but unwittingly confirmed the impediments in their way when they broadcast a new martial law order calling for removal of all barricades on pain of destruction of all buildings within 1(X) yards of such obstructions.

The army authorities claimed that the father of the newborn Republic Sheikh Mujibur Rahman, whom President Yahya Khan had yesterday charged with treason, had been arrested, but the free Bangla Radio stations-at least three of them were on the air at different times during the day-asserted he was safe and free one of them carrying a live broadcast by him assuring the people he was in full command of affairs and exhorting them to carry on the fight.

A steamer carrying arms and ammunition was seized by about 1,000 Bangladesh freedom fighters at Nawabganj. a sub-divisional town on the bank of the Ganga, reports reaching at Krishnanagar said tonight.

The steamer was about to leave for the arm controlled Rajshahi town when it was captured, the reports added.

Mr. Mujibur Rahman, in a proclamation broadcast over a free Bangla Radio, promised to permit the West Pakistani troops to return home safely if they surrendered to the liberation forces with their arms. He warned that if they failed to do 'freedom-fighters will avenge the blood of Bengalis with blood'.

In another proclamation, he declared that anyone in Bangladesh who helped the 'foreign' West Pakistani army would be tried by people's courts.

A Free Bangla broadcast said members of a West Punjabi regiment, under a seige by a Bengali regiment and freedom-fighters since yesterday, had started surrendering. A Baluchi regiment deployed in Bangladesh was said to have defied their West Punjabi Commanders.

Reports from inside Bangladesh said units of the liberation force had repulsed Pakistani troops' attempts to seize control of the towns of Chittagong, Comilla, Dinajpur and Sylhet from the freedom-fighters.

An attempt by the troops to capture the Patenga airport near Chittagong was also foiled. The Liberation force unit there was said to have been led by a Brigadier, named Karim.

Freedom-fighters reported a major success in the capture of Mongla Port. The Chief of the East Pakistan rifles in Khulna with his entire battalion, was pitted against the troops in this action.

They also said naval units at Chittagong and Khulna had joined with the liberation force.

Freedom-fighters today captured the Comilla Police armoury from the control of the military after a day-long Fight with troops, highly reliable reports said.

The fighters removed the arms and distributed these among themselves.

Main supply line to West Pakistani troops in Sylhet district was hit after Bhairab bridge near Akhaura, was blown up by the Liberation army.

A fierce battle raged in Dacca for the second successive day for control of the Dacca Radio, seized by the army when it started the intensive military operations on Thursday night. Casualties on both sides were put at 2.500.

The voice of America said unarmed people in Dacca, the largest city of Bangladesh, had been met by tanks. It also said the Awami League headquarters had been destroyed in the fighting.

One indication of the heavy casualties suffered by the freedom-fighters was a free Bengal radio appeal for blood donations to save the lives of injured liberation force members. Young men were urged to go to the blood bank at the Dacca medical college, which was in the hands of the liberation forces.

Maulana Abdul Hamid Bhashani, leader of the leftwing National Awami Party, today directed members of his peasant organisation, estimated*to number 50,000, to join the liberation force in Bangladesh.

East Pakistan Riflemen today successfully repulsed an attack by the West Pakistani troops on a EPR centre in Khulna district, authoritative reports received in Calcutta said.

According to these reports troops encircled the centre this afternoon with a view to disarming the EPR men, now freedom-fighters in Bangladesh, when the latter resisted the attack with their guns. Heavy fighting continued for over two hours with casualties on both sides. Later the troops withdrew from the area.

Pakistani Air Force planes, giving air support to the ground forces were, however seen circling the centre for a long time.

In Daulatpur, about miles from Khulna town, the West Pakistani troops machine-gunned a big crowd killing 90 unarmed civilians on the spot. It was not known whether the crowd has assembled to hold a meeting or to offer prayers

Retreating West Pakistani troops today resorted to scorched earth action in several areas in East Pakistan.

Fierce street fighting rocked the major towns of East Pakistan to day and casualties were feared to be very heavy.

Panic-stricken people were reported to be fleeing to the villages.

The Sheikh's clandestine radio station was more in evidence today than ever before since the fighting began.

The streets littered with burnt out vehicles, spent bullets, sticks) stones and broken

glasses told the grim story of the savage fighting between the forces of the Sheikh and those of West Pakistan.

Latest reports said that the West Pakistanis were airlifting troops on a limited scale to augment their strength in East Pakistan.

Reports continue to pour in of heavy street fighting in almost all towns of East Pakistan. Awami League's "freedom-fighters" had blown up the Bhairab bridge near Akhaura and destroyed road and rail communications in several places. They were offering stiff resistance to West Pakistan troops despite the heavy toll of lives.

Radio Pakistan, monitored here this morning, claimed, however, that the situation in East Pakistan had been brought well under control "and that the curfew at Dacca was "being lifted." The Radio continued to broadcast the provisions of martial law orders enforced yesterday and warned the people against their violation.

A number of foreign nationals in Dacca and other places in Bangladesh were injured in firings by West Pakistani troops the free Bangla-Radio said today.

At least 180 persons were killed in Comilla in a clash between the Pakistan and Bangladesh freedom fighters early today, highly reliable reports from across the border said.

The clash occurred when freedom fighters, raided military armory in the district town. Troops machine-gunned the freedom fighters, who included East Pakistan rifleman, policemen, students and other civilians.

Comilla, Sylhet, Mymensingh and Feni towns were under complete control of the Awami League adds our Shillong correspondent.

A people's army of about 12,000 drove out of President Yahya's army after gun battle this morning. The army detachment crossed the Gumti river. The exchange of fire was going on across the river still late in the afternoon.

In Comilla district several railway bridges had been either blown off or uprooted by the liberation force and several roads cut across to disrupt vehicular traffic.

The army detachments had also been forced to withdraw from Bogra town in northern Bangladesh, and also from Mymensingh town, another report said Army detachment in outlandish areas were running short of ammunition and food.

Several road bridges on the highway between Chittagong and Dacca had been damaged by the freedom-fighters in an attempt to halt further movement of army from Chittagong port to other towns of Bangladesh.

The casualties in Chittagong were said to be the heaviest. The Awami League supporters who seized control of the Chittagong radio station overnight, were still holding it this morning.

In Jessore airport area alone, over 1500 urban and rural civilians, many of them clad in "lungis and banians" were killed by machine-gun fire when the Sheikh's supporter armed with spears, lathis, ram daos and daggers, tried to capture the airport.

Hartal Call

The broadcast, heard in Agartala, said Bangladesh forces had surrounded West Pakistani troops in Chittagong, Comilla, Sylhet. Jessore. Barisal and Khulna.

It reiterated the Awami League decision to organise a 'hartal' all over the Eastern wing tomorrow in protest against the Army attacks in the past two days resulting in the death of more than a hundred civilians.

It proclaimed "Banga Bandhu" Sheikh Mujibur Rahman the only leader of Bangladesh "whose commands should be obeyed by the people to save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis".

Reports received here late tonight spoke of heavy fighting also in cur-few-bound Rangpur town one of the three places where the West Pakistani troops shot dead many unarmed civilians two days ago.

Meanwhile curfew was lifted from 7 a.m. to 4 p.m. in Dacca today. The Chief Marshal Law Administrator has issued two fresh regulations under which public meetings, demonstrations and processions have been banned and strict censorship imposed on publication and printing, reports Radio Pakistan.

Any contravention of these regulations is punishable with seven years' Rigorous imprisonment.

Reports trickling from across the border said that the port city of Chittagong was completely under the control of free Bangladesh authorities.

Chittagong had gone through a bloodbath on March 25 when Awami League volunteers and others prevented the unloading of troops and equipment from ship arriving from West Pakistan.

The Dacca Cantonment was surrounded by freedom-fighters aided by thousands of common people.

Fuel Shortage

The Pakistan Air force now in East Pakistan is faced with serious fuel shortage, authoritative reports received in Calcutta on today said.

According to these reports, the Pakistan Government made frantic bid to secure this much needed aviation fuel for the Air Force from the Burmese Government and it had been a sured of the supply.

The freedom-fighters of Bangladesh' damaged or destroyed large number of bridges in riverrine Bengal and army movements are being restricted in towns only.

The situation this morning was described to be serious as the entire population is in revolt against West Pakistani exploiters.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৩। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহবান	অতৃত বাজার পত্রিকা	২৮ মার্চ, ১৯৭৩

AMRITA BAZAR PATRIKA, MARCH 28, 1971

CENTRE URGED TO RECOGNISE BANGLADESH

By A Staff Reporter

The United Left Front at the meeting on Saturday demanded of the Union Government to give immediate recognition to the Sovereign Independent people's Republic of Bangladesh and render assistance to it to defend 'its rights against the imperialist aggression.

Besides this decision, the ULF would hold a mass rally at the Shahid Minar Maidan on Mondayjo express its solidarity with the struggling people of Bangladesh. The ULF further decided to immediately contact its mass and class organizations to devise a programme for strengthening the hands of fighting people across the border.

The ULF directed its student wings to hold meetings in support of the cause of the people of Bangladesh.

Meanwhile the RSP general secretary, Mr. Tridib Choudhury sent telegrams to President V. V. Giri, the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi and the External Affairs Minister Mr. Swaran Singh asking them to set up diplomatic relations with the People's Republic of Bangladesh. And it pressed for immediate recognition of the Bangladesh.

The Socialist Unity Centre too urged the India Government give recognition to the Sovereign Independent people's Republic of Bangladesh. Moreover, the party called upon the left and democratic parties and mass organizations to chalk out a united programme for building up a mass movement to strengthen the hands of the fighting people of Bangladesh.

Prof. Haripada Bharati, chairman, State Jana Sangh, in a statement not only condemned the military Dictator of Islamabad for a genocide in East Pakistan but also urged the Government of India not to remain an idle spectator. The Union Government should recognize the independent Bangladesh. Prof. Bharati asked his party units all over the State to demonstrate solidarity with the struggling people of Bangladesh.

The CITU also extended support to the freedom fighters of Bangladesh and urged the working class to express solidarity with the people across the border. It also asked the West Bengal Government to lift section 144 Cr. PC from the city so that people could demonstrate sympathy with the people of Bangladesh.

Sampriti Samity

On behalf of the Purba-O-Pachim Bangla Samprity Samity also a statement was issued on the day appealing to all those who shared the cherished ideals to contribute generously to the organization so that it could function effectively for normalization of relations between two Bengals.

The signatories to the statement were Messrs, Tarashankar Bandyopadhyay, Tushar kanti Ghosh, Ananda Shankar Ray, Ashoke Kumar Sarkar, Manoj Bose, Promodc Kumar Sannyal, Hirmoy Banerji and Justice Shankar Prasad Mitra.

President of the West Bengal Chhatra Parishad, students wing of the Congress (O) Subir Chaudhuri, in a telegram to the Prime Minister said one thousand Chhatra parishad workers were ready to help the people of Bangladesh. "Please allow us to go to East Bengal to help the freedom fighters".

Prof. Samar Guha, MP. addressing a press conference said that the declaration of independence by the people of Bangladesh under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman soon after the promulgation of the new martial law by General Yahya Khan is the greatest revolutionary event after partition of India. The whole people of Bangladesh has risen to a total revolution against the colonial domination of West Pakistan.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৪।	সম্পাদকীয় : বাংলাদেশের জন্য আমরা কি করতে পারি	আনন্দ বাজার	৩০ মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশের জন্য আমরা কি করতে পারি

বুধবার পশ্চিমবঙ্গে হরতালের ডাক এই রাজ্যের মানুষের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে। তার কারণ, মানুষ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সমর্থন প্রকাশ করার জন্য যে গভীর আকুতি বোধ করছেন সেটা এই হরতালের ভিতর দিয়ে রূপায়িত হতে পারে। যদিও একথা বলা যেতে পারে যে, এমন একটা প্রচন্ড আবেগে মথিত উপলক্ষে হরতালের উপযোগিতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, তাহলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই হরতালের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাব একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লাভ করবে। এই হরতালের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেখানে কোন বিরোধ নেই সেখানে জনসাধারণের ঐক্য যাতে অটুট থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই হরতাল পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে, সম্পূর্ণ বিনা বাধায় উদযাপিত হওয়া উচিৎ। আমরা আশা করি যে, বুধবারের হরতালের উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, হরতালের পর কি? এটা কি আদৌ অস্বাভাবিক নয় যে, এই দেশের মানুষ প্রতিবেশী দেশের সংগ্রামীদের বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সাহায্য দেওয়ার জন্য বলতে গেলে অস্থির হয়ে উঠেছে। এই বাংলাদেশের মানুষগুলি কয়েক বছর আগে আমাদের স্বদেশবাসী ছিল। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। এই জীবন মরণ পরীক্ষার দিনে তাদের প্রতি এদেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীগুলি সহানুভূতির সুরে অনুরণিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিলেও, সেখানে যা হচ্ছে সেটা বলতে গেলে ইতিহাসের একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। অসামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান আমরা দেখেছি, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অসামরিক জনতার প্রতিরোধও আমরা দেখেছি, কিন্তু একটা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অসামরিক অভ্যুত্থান, অসামরিক জনতা কর্তৃক সামরিক শাসনের অধীন রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার, এমন দৃশ্য কে কবে দেখেছে? ভারতের মানুষ ঘরের পাশে বলেই এই ঘটনার তাৎপর্যটা সঠিকভাবে উপলব্দি করছে। সরকারী বিবৃতির মধ্য দিয়ে, লোকসভার সদস্যদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, দিল্লীর জনসভার মধ্য দিয়ে, কলকাতার ময়দানের জনসভার মধ্য দিয়ে, বোম্বাইয়ে ও অন্যত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের প্রতি এদেশের মানুষের অভূতপূর্ব মমতা প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ঐ সংগ্রামী মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য, যেভাবে হোক, তাদের সাহায্য করার জন্য একটা গভীর আকুতি।

এখন পর্যন্ত এই আকুতি অসংগঠিত ও বাস্তব পরিকল্পনাহীন। সকলেই বুঝছে, একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু ঠিক কি করার দরকার অথবা কতটা করা যায় সে বিষয়ে কারও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। সেই কারণে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার কোন চেষ্টা না করে যিনি যেমন বুঝছেন তেমনিভাবে কথা বলছেন। কিছু তরুণ উদ্দেশ্যহীনভাবে সীমান্তে গিয়ে ভিড় করছেন, কেউ অনশন করছেন, কেউ পাকিস্তানী দূতাবাসগুলির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আসল কথা হল, মানুষের মধ্যে যে আবেগ দেখা দিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দিয়ে দাঁড়াবার জন্য যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে হরতালের পর একটা সুনির্দিষ্ট, একমুখী কর্মসূচীর মধ্যে সংহত করার পরিকল্পনা নেই, সেই উদ্দেশ্যে তাদের সামনে নেতৃত্বও রাখা হচ্ছে না। মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনাকে এভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে দেওয়া শুধু অপচয়কর নয়, ক্ষতিকারকও হতে পারে। এমনকি, এটা পশ্চিমবঙ্গের গতানুগতিক রাজনৈতিক দলাদলির আরেকটি উপলক্ষে পরিণত হওয়াও সম্ভব। এই আগ্রহ-উদ্দীপনা যাতে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় সেজন্য নেতৃস্থানীয় মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেই এর বেশী প্রয়োজন।

প্রতিবেশী দেশের এই ঘটনা সম্পর্কে নয়াদিল্লিতে ভারত সরকার কি নীতি গ্রহণ করবেন তা আরও কয়েক দিন না গেলে বোঝা যাবে না। সরকারকে অবশ্যই অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, চারদিক বাঁচিয়ে তাঁদের নীতি স্থির করতে হবে। তাহলেও বেসরকারী স্তরে মানুষ যদি সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেও কয়েক পা এগিয়ে

যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই এবং সরকারও তাতে বাধা দিতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আজ ঠিক কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা যাচাই করার জন্য, প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগঠিত করার জন্য, সেই সাহায্য যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রীতিমত একটা সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে যদি সর্বস্তরের মানুষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা শক্তিশালী কমিটি তৈরি করা হয় তাহলে এমন একটা সংগঠিত কর্মসূচী নিয়ে হয়তো অগ্রসর হওয়া যাবে যাতে বাংলাদেশের মানুষকে তাদের এই বিপদের দিনে সত্যিকার সাহায্য দেওয়া যাবে। আর তা না হলে সমস্ত আবেগই একটা নিরর্থক অপচয়ে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে অথবা ভুল পথে চালিত হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে।

(সম্পাদকীয়)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৪। বাংলাদেশে সার্বভৌম সরকার	ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	৩১ মার্চ, ১৯৭১

INDIAN EXPRESS, NEW DELHI, MARCH 31, 1971

SOVEREIGN GOVT. IN BANGLADESH

Calcutta, March 30, (UNI). The Government under Sheikh Mujibur Rahman is the Sovereign Legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic countries of the world. Major Zia the provisional Commander-in-Chief of the liberation army declared this morning.

In a broadcast over the Free Bangla Radio on behalf of the Sheikh, Maj-Zia said, "The new democratic Government is committed to a policy of non- alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace.

Maj-Zia began the broadcast with these words : "I, Major Zia, provisional Commander-in-Chief of the Bangla liberation army, hereby proclaim on behalf of Sheikh Mujibur Rahman the independence of Bangladesh. "I also declare that we have already formed a sovereign legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. We, therefore, appeal to all democratic and peace loving countries of the world to recognize the democratic Government of Bangladesh".

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৬।	সম্পাদকীয়ঃ আবেদনের গণহত্যা বন্ধ হবে না	যুগান্তর	১ এপ্রিল, ১৯৭১

আবেদনে গণহত্যা বন্ধ হবে না

সংসদ প্রস্তাব নিয়েছেন। পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামে তাঁরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আর নিন্দা করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের গণহত্যার। সংসদ সদস্যদের দৃঢ় বিশ্বাস সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সর্বস্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে প্রস্তাব। দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং জনতার কাছে আবেদন জানিয়েছেন সংসদ সদস্যরা। তাঁরা যেন পূর্ববাংলার গণহত্যা বন্ধের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ দেন। প্রস্তাবের বয়ান সুন্দর। ভাষায় রয়েছে সরল প্রাণের আকুল ক্রন্দন। ধ্বনিত হয়েছে দিশাহারা এবং উদ্বেলিত সাধারণ মানুষের অন্তরবেদনা। সীমান্তের ঠিক ওপারে ফ্যাসিস্ত দস্যুদের নৃশংস অত্যাচারে হাহাকার করছে মানবত্মা। এপারে দাঁড়িয়ে দেখছেন গণতন্ত্রী ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী। যাঁরা নরপশুদের উদ্দাম হত্যালীলা থেকে গণতন্ত্র বাঁচাবার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত তাঁদের কাছে হাতিয়ার পৌঁছে দিতে পারছেন না তাঁরা। প্রতিদিন গড়ে উঠছে শবের পাহাড়। এ অবস্থায় নৈতিক সমর্থনের এবং গাঢ় সহানুভূতির বাস্তব মূল্য কতটুকু? ওপারের মুক্তিযোদ্ধাদের কাতর মিনতি- অস্ত্র নাই। দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। হত্যার ব্যাপকতা এড়াবার জন্য দরকার অস্ত্র এবং সমরসম্ভার।

ইসলামাবাদের ডাকাত সর্দাররা নৈতিক উপদেশের ধার ধারেন না। তাঁরা বিশ্বাসঘাতক এবং হীনচক্রী। আপোষ আলোচনার অনিচ্ছায় সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র এনেছেন তাঁরা পূর্ববাংলায়। তারপর অতর্কিতে হেনেছেন প্রচন্ড আঘাত। মুজিবর পাকিস্তানকে টুকরো করে ফেলতে চাননি। চেয়েছিলেন ছ’’দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য। গণতন্ত্রের মৌলনীতি অনুযায়ী তিনিই গোটা পাকিস্তানের সত্যিকারের নেতা। লোকায়ত্ত সরকার পরিচালনা এবং সংবিধান রচনার পুরা দায়িত্ব তাঁর উপর। ভূইফোঁড় ডিকটেটর ইয়াহিয়া তা স্বীকার করেননি। পশুবলে তিনি বাংলাকে বগলদাবা করতে চেয়েছেন। তাঁর ধৃষ্টতা সীমাহীন। মুজিবর রাষ্ট্রদ্রোহী, আর নরাঘতী এবং বিশ্বাসঘাতক সামরিক নেতা ইয়াহিয়া দেশপ্রেমিক। ইসলামাবাদের হঠকারীর এই প্রগলভ উক্তিই পূর্ব বাংলাকে ঠেলে দিয়েছে সার্বভৌম স্বাধীনতার পথে। মুক্তিযোদ্ধারা নেমেছেন রাস্তায়। দখলকারী সৈন্যদের বাধা দিচ্ছেন জান-প্রাণ দিয়ে। হাজার হাজার শহীদের রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত শুধু আবেদনে বন্ধ হবে তাদের রাক্ষুসী ক্ষুধা- এ কল্পনা অবাস্তব। পাকিস্তান দু’’ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ, অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার। একের হাতে জনতার সনদ এবং অপরের হাতে আসুরিক দল। একের লক্ষ্য গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং অপরের লক্ষ্য তার ধ্বংস। এ দুয়ের মধ্যে কোন মিলন সেতু নেই। যদি থাকত তবে মুজিবর-আয়ুব আলোচনার সময়ই তা বেরিয়ে পড়ত। বাঙালীর উপর ডাল কুত্তাদের লেলিয়ে দেবার প্রয়োজন ইয়াহিয়ার হত না। নয়াদিল্লী কি মনে করেন, বৃটেন এবং আমেরিকা ইয়াহিয়ার উপর সক্রিয় চাপ দেবে? সেন্টোর শরিক হিসেবে আপৎকালে ইসলামাবাদের শাসককুলের পাশে দাঁড়াতে ওরা কি প্রতিশ্রুত নয়? চীন পড়েছে উভয় সংকটে। এতদিন সে দহরম-মহরম করেছে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সঙ্গে। এখন পূর্ববাংলার উত্তাল তরঙ্গে নৌকা ভাসাতে তার সরম লাগছে। দুনিয়ার সর্বত্র গণ-আন্দোলনের উদ্দাম সমর্থনে চীনের বিপ্লবী আত্মা নেচে উঠে। পূর্ব বাংলার বেলায় সে নীরব। সোবিয়েট রাশিয়ার পদক্ষেপ সতর্ক। সে মুখ খুলছে না। মার্কিন, সোভিয়েট এবং চীনা অস্ত্র নিয়ে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ত বর্বরদল চালাচ্ছে বাংলাদেশে গণহত্যা। সামরিক অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে অসামরিক জনতা ধ্বংসে। গণহত্যা প্রতিরোধে এদের সাহায্য পাওয়া দুঃসাধ্য। অথচ তাদের সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রসংঘে এক পাও এগুনো যাবে না।

মুজিবর এখন যে পর্যায়ে এসেছেন সেখান থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। লক্ষ শহীদের শোণিতধারার অপমান সহ্য করবেন না বিদ্রোহী বাঙালী। স্বাধীনতার ঘোষণার প্রত্যাহারের পরিণতি বর্তমান নেতৃত্বের আত্মহত্যা। সংগ্রামের চরম মুহূর্তে এ পথ নিতে পারেন না কোন দূরদর্শী এবং বাস্তববাদী নেতা। পদ্মার জলে নৌকা ডুবিয়ে চলে গেছেন ইয়াহিয়া খান। ডুবো নৌকা টেনে তোলা সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার আত্মসমর্পণের অর্থ তাঁর গদীচ্যুতি। দুই চরম পথ এক জায়গায় মিশবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু আপোষের অলীক স্বপ্ন দেখছেন নয়াদিল্লী। বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলা কোন অধিকার নেই ইসলামাবাদের। ওদের ঔপনিবেশিক শাসন চূর্ণবিচূর্ণ। হয়ত লড়াই চলবে দীর্ঘদিন। শেষ পর্যন্ত জিতবেন গণতন্ত্রী শক্তি। সংসদ সদস্যরাও তাই মনে করেন। এই যদি হয়ে থাকে তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস তবে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের বোঝাপড়ার আশা তাঁরা ছেড়ে দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের হিংস শাসকদের বিবেকের উপর চাঁটি মারার অভ্যাস পরিত্যাগ করুন। যে জিনিসের কোন অস্তিত্ব নেই তার উপর চাপ এবং তার কাছে আর্জি অর্থহীন। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের রীতিসম্মত আবেদন আসা মাত্রই তাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাহলেই পূর্বের মুক্তিযোদ্ধারা পাবেন অফুরন্ত সংগ্রামী প্রেরণা। সম্বিত ফিরবে ফ্যাসিস্ট বর্বরদের। শবের পাহাড় হয়ত বাড়বে। কিন্তু গণতন্ত্র জয়যুক্ত হবে। বাংলাদেশ বাঁচবে।

(সম্পাদকীয়)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৭। প্রাক্তন পাক কূটনীতিকরা বলেনঃ আমরা বাংলাদেশের অনুগত	আনন্দবাজার পত্রিকা	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

আমরা বাংলাদেশে অনুগত
প্রাক্তন পাক কূটনীতিকদের বিবৃতি

নয়াদিল্লী, ৭ এপ্রিল-শ্রী কে এম সাহাবুদ্দিন ও শ্রী আমজাদুল হক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ ইসলামাবাদ সরকারকে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকচক্র হিসেবেই গণ্য করেন। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এই দুই পাকিস্তানী কূটনীতিক গতকাল ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদের শাসকদের বর্বরতার নজির ইতিহাসে নেই। নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর ব্যাপক হত্যালীলা কতদূর চালানো হয়েছে- বিশ্বের জনমত তা উপলব্দি করতে শুরু করেছেন।

ওঁরা বলেন, ইসলামাবাদের ফ্যাসিবাদী সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করেছি। আমাদের বিবেকের নির্দেশে ইসলামাবাদের চাকরি আমরা ত্যাগ করলাম। বাংলাদেশের পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা দখলদার বাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

এখন থেকে আমরা বাংলাদেশের কাছেই আমাদের আনুগত্য জানাচ্ছি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সুস্পষ্ট নির্দেশেই বাংলাদেশ সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আমরা পৃথিবীর সব সব্যমানুষের কাছে সহানুভূতি ও সুনির্দিষ্ট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সব দেশকেই আমরা আবেদন করছি-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন।

স্বাধীন বাংলা বেতার গত সপ্তাহে বাঙালী কূটনীতিকদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বদলির আদেশ পেলে তাঁরা যেন যে দেশে আছেন-সেই দেশের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ওই দু’’জন কূটনীতিক গত সপ্তাহে বদলির আদেশ পান।

আমাদের অনুরোধেই ভারত সরকার আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকারের নেতৃবৃন্দের নির্দেশিত পথ অনুযায়ী আমাদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আমরা শীগগিরই ফিরে আসছি ! জয় বাংলা।

-ইউ এন আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৮। ভারত নীরব দর্শক নয়	অমৃত বাজার পত্রিকা	৮ এপ্রিল, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, APRIL 8, 1971

INDIA SHOULD NOT BE PASSIVE OBSERVER'

Mr. Prafulla Chandra Sen, former Chief Minister of West Bengal; Dr. P. C. Chunder, President, W.B.P.C.C.(O), and Mr. Gobindalall Banerjee, have issued the following statement in Calcutta on Wednesday:

The political situation in Bangladesh is now clear. Sheikh Mujibur Rahman, the lawfully and democratically elected leader of the majority party in the whole of Pakistan has formed Provisional Government of the free and independent Bangladesh in the Eastern part of Pakistan with the sanction of the people in a circumstance which is known to all. Unlike other countries India has special reasons which are patently clear, to be greatly concerned with the swiftly changing situation in Bangladesh. Other countries including the Western part of Pakistan do not hear the cries of the fighting people who are being mercilessly killed in thousands. They do not see the devastation that is carried on in Bangladesh but India does. To us, because of the proximity the country, it is not newspaper report alone but visual experience. It is not a fight of cannon against cannon or bombing against bombing. It is a fight between total non-co-operation and mad use of modern foreign weapon. It is a fight which knows no defeat. It will degrade us if we remain a helpless witness to the brutalities. History will paint us black if we do not act in a situation like this. Let the people of Bangladesh know and believe that India will respect, and if necessary, guard their independence for all time to come. It is now the time that declaration to that effect would follow the dignified and solemn solidarity resolution that has already been adopted unanimously by the Parliament"-(PTI).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫৯। মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী পুর্নদখল করেছে	হিন্দুস্থান টাইমস	৯ এপ্রিল, ১৯৭১

HINDUSTAN TIMES, APRIL 9, 1971

MUJIB MEN RECAPTURE RAJSHAHI

Agartala, April 8 (UNI, PTI)-Even as Bangladesh freedom fighters liberated Rajshahi and moved on to challenge the West Pakistani troops in encampments elsewhere, Pakistani planes today rained napalm bombs in the northern parts of the land to spread more destruction.

The liberation forces triumphed at Rajshahi after a week-long battle. They also drove out the Pakistani troops from Saidpur after a fierce struggle.

The troops in Jessore were in a precarious position with the liberation forces stepping up the tempo of the battle there. A major battle was in progress in Comilla, which, contrary to some reports of yesterday, was still ill the hands of the Pakistani Army.

In the Sylhet area, the freedom fighters captured the Khadimnagar cantonment, where retreating troops from the main town had taken refuge two days ago. The Pakistanis withdrew to the Salutikar airfield and the -hilly area of a tea estate, about 10 kilometres from the town.

Awami League sources reported that an unpublicised battle was going on for the control of the Khulna industrial belt. They said that after several days of effort, the tide in this area had turned in favor of the freedom-fighters, under the command of Sheikh Nasiruddin, Banga. bandhu Sheikh Mujibur Rahman's younger brother, who was providing able leadership despite being physically handicapped.

Reports from Rajshahi said a crushing defeat was inflicted on the Pakistani troops there. Nineteen Army personnel were killed in the fighting and about 200 others had been taken prisoner.

Freedom fighters were engaged in repairing the equipment of the Rajshahi radio station.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬০। বুদ্ধিজীবি নিধন	অমৃত বাজার পত্রিকা	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, APRIL 1O, 1971

MASSACRE OF INTELLECTUALS

By Narayan Chaudhury

The marauding forces of Yahya Khan let loose on Bangladesh have razad the Dacca University to the ground. It is said that the Rajshahi University also has shared the same fate at the hands of the West Pakistan borders.

The grim story of destruction of the Dacca University does not end with the demolition of the buildings including total complex of class rooms, laboratories libraries, students' halls, staff quarters etc., situated inside the campus of the University, side by side with the wanton ravages of this beautiful seat of learning is also reported the almost unbelievable but nevertheless true story of the butchery of about fifty professors who taught in this premier university. These professors_ among whom there are some top intellectuals of East Bengal, are believed to have fallen to the ballets or mortar fire of barbarous enemy.

To those who have seen the Dacca University with its imposing structures and sprawling green lawns spread over a vast area of Ramna and its adjacent neighborhoods the news of its having been destroyed by West Pakistani army action itself must have appeared an inconsolable loss. The loss is rendered many more times unbearable when we hear of the massacre of some of the most distinguished academicians of the university along with its physical ruination. We are shocked beyond measure at the exhibition of this uncalled for savagery by the Pakistani Army.

Parallels

The grusome tragedy is not of course, without historical parallels. The pattern of the killings and of the circumstances under which these took place brings to mind the bitter memory of the Hitlerite hordes onslaughts on culture and all that it connotes some forty years back. It is all of a piece with the fascist technique of extirpation of intellectual elites of a country in a bid to extort obedience from the multitudes by denying them help and guidance from their leading lights.

Islamabad

But the clique's calculations are totally wrong. Mad after suppressing a whole people by any means, they are oblivious of the lessons of history. Facists everywhere have met their doom by the very processes they unleashed to crush their opponents. The engines of torture and tyranny set in motion by them as an invariable part of their unscrupulous lust

for power have always unfailingly boomeranged. The same thing is going to happen to the West Pakistani fascists in Hast Bengal. The ruthless forces of history must operate according to its own set laws. Yahya's hordes are bound to meet their grave in the plains of Bangladesh by the way logic of their criminal folly.

The minority rulers of West Pakistan have not yet been able to gauge the extent and depth of the feeling of solidarity exemplified by the people of Bangladesh in the face of the most treacherous attack yet recorded in history on their life and liberty. Intellectuals, or non intellectuals, the entire population of Bangladesh are united to a man under the banner of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and it is their bedrock resolve to remain so under all circumstances. They are unshakable in their determination to light to the last till final victory is won. Confronted with such determined patriotism of an entire people ready to stake everything for their country, the military junta of Rawalpindi headed by an unabashed dictator and assisted by several divisions of mercenary soldiers on the rampage are very hard put to make even a face-saving show of their prowess. They might be armed to the teeth equipped with the latest mas killing weapons but even with these positive advantages over a practically unarmed opponent, it is very, very difficult to break the morale of a people newly awakened to a sense of free nationhood and bound together by the firm purpose of asserting and maintaining it at all costs. Decimation of some intellectuals here and some there, although the loss is a very grievous one, will not be able to thwart the resurgence of Bangladesh in the least. By now we have seen enough of the stamina courage and sustaining power of the Mujibur's liberation force to lead us to that firm conviction.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬১। যুদ্ধের ঘনঘটা (সম্পাদকীয়)	ফ্রন্টিয়ার	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

THE FRONTIER, APRIL 10, 1971

Editorial

WATCHING THE WAR

From reports coming from border areas East Pakistan or Bangladesh, the trends of the fighting going on there are now a little more understandable than they were a week ago. Eyewitness accounts from hidden reporters and refugees add up to a carnage- bombing of towns, mass killing, raping, looting and terrorizing of civilians by West Pakistan troops which accord less with the picture of a startled Administration trying to quell secessionist mobs than with the insensate behavior of an' occupation army.

On the other hand, the earlier reports from the Free Bengal Radio and Indian newspapers to the effect teat the West Pakistani troops have been all driven into cantonments mow appear to be more wishful thinking than normal war propaganda. It is more probable that an army of 80,000 soldiers who cannot move out in a vast countryside crisscrossed by rivers and canals to its advantage, has deliberately concentrated in cantonments and comes out to destroy the hostiles as and when it finds it less expensive in fuel and ammunition. Its logistics have been complicated by the absence of firm expectations of fulfillment of contracts with Burma and Ceylon which seem to have backed out.

The most heartening surprise sprung during the last fortnight has been the fortitude and resilience shown by the people. They were not covered by the military strength. The popular fighting force is constituted by the First Bengal Regiment. East Pakistan Rifles and the police. The Bengal Regiment must be owing its name to Bengali officers and not jawans; therefore the strength of the rebel regiment is doubtful. Moreover, during the negotiation between General Yahya Khan and Sheikh Mujib, these officers and jawans were stealthily disarmed and disbanded; it is hardly possible that they could have taken with them many arms and much ammunition without causing disruption of the negotiations. And compared to the modem armament of the Pakistani army, the weapons in the bands of the police, mujahids and Ansars primitive. The question therefore uppermost is not how long the rebels will be able to stand in open confrontation but how they dared to take the offensive, if they bad taken it at all, at some places. As the war goes on they may be able to snatch lighter weapons through ambush but acquiring heavy arms through defeating the enemy is another matter.

The speeches that the Sheikh was making during the fortnight preceding March 25 urged people to prepare themselves against military onslaught. But the way be had conducted his payment and supporters, who constituted 70 per cent of the adults in

Bangladesh, leads one to imagine that armed resistance was not on the Awami League cards. The way many of the party leaders are reported to have been captured and shot dead do not show that they were prepared. It takes time for such a patty to get ready for armed struggle. Quite a few of the emissaries of the party crossing the borders betray their petty-bourgeois character: nationalism resembling communalism and lack of organization for popular armed resistance. Many of them talk to their own villagers in a lordly way and intensely distrust the communists who are fighting along with them the same enemy. They would not like anyone in Bangladesh not affiliated with the Awami League to get help from across the borders.

In the absence of extensive and authentic reports from the war-raven country, it is not yet time to discern the pattern of resistance. Who are really giving the military junta a hell of a lime? There can't be a homogeneous picture but significant traits must lie emerging as days pass. And that must be the reason why the Big powers are watching the scene with restraint. They are waiting to see who eventually come out as the decisive factor. India has from the beginning been supporting Bangladesh because nothing would be more to her advantage than disintegrated Pakistan; and a Bangladesh under the control of the Awami League would be a double advantage.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬২।	ক্ষমাহীন অপরাধ (সম্পাদকীয়)	কম্পাস	১০ এপ্রিল, ১৯৭১

ক্ষমাহীন অপরাধ

সমস্ত ভারত আজ ‘‘‘‘বাংলাদেশ’’’’ বা পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে অভূতপূর্ব এক উদ্বেগের মধ্যে প্রকৃত সংবাদের জন্য উদগ্রীব। যে সয়তানী চক্রান্ত করে পূর্ববঙ্গের নেতাদের উপর ও জনসাধারণের উপর এত অতর্কিত পৈশাচিক আক্রমণ করা হয়েছিল, তার পরিণামে কত যে নিরস্ত্র নিরীহ জনসাধারণের প্রাণ গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজধানী ঢাকা যে একটি শ্মশানে পরিণত হয়েছে এ সংবাদ আজ চারিদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। এত বড় ঐতিহাসিক হত্যাকান্ডকে চাপা দেওয়া সম্ভব হবে না। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি শহর গুলিতে এত মড়া এখনও রাস্তায় পড়ে আছে যা এখনও সরানো সম্ভব হয়নি, সরাবার লোকও নেই। ৫/৬ লক্ষ লোককে হয়তো হত্যা করা হয়েছে। কোন বড় আকারের যুদ্ধেও এত লোক মরে না- মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এত বড় হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে। পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত যুবশক্তির একটা বিরাট অংশকে ওরা হয়তো শেষ করে দিয়েছে।

এতদসত্ত্বেও জল্লাদ ইয়াহিয়া খান ব্যর্থ হয়েছে। এই পাষন্ড জেনারেলটি মনে করছিল যে ২/৩ দিনের এক প্রচন্ড আঘাতেই পূর্ববঙ্গের মেরুদন্ড একেবারে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হবে, এবং সেই প্রচন্ড অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান নিখুঁতভাবে তৈরী হয়েছিল, প্রতিটি আইন সভার সদস্যদের পিছনে সামরিক গুপ্তবাহিনীর চরদের ছায়ার মত অনুসরণ করার ব্যবস্থা করে। হয়তো এমনও হতে পারে নবনির্বাচিত সদস্যদের বেশীর ভাগকেই ঐ ২৫শের রাত্রিতেই ধরে ফেলে এবং হয়তো হত্যাও করে ফেলে। রাত্রির অন্ধকারেই ইউনিভার্সিটি আক্রমণ করে প্রতিটি হলের ঘুমন্ত ছেলেদের নির্বিচারে গুলী করে এবং অধ্যাপকেরাও রেহাই পান না- আর গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুণ ধরিয়ে দেয়। তারপরে কত কি পৈশাচিক কান্ড করে সমস্ত শহরের উপর, পর পর কয়েক দিন ও রাত্রি ধরে তার বীভৎস বিবরণ ক্রমশ প্রকাশ হবে।

এতদসত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান ব্যর্থ হয়েছে। ২/৩ দিন তো দূরের কথা ২ সপ্তাহ পার হতে চললো, পূর্ব বাংলার নরনারীদের মেরুদন্ড ভগ্ন করা সম্ভব হয়নি, তাদের প্রাণে আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। শহরগুলির উপরও সর্বত্র তাদের জুলুমী রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি, ক্যান্টনমেণ্ট গুলিই তাদের হাতে- শহরগুলি হয় এখনও জনতার হাতে, নয়তো পরিত্যক্ত- উভয়পক্ষ থেকেই। দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি শহরগুলির উপর বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলাতে শত্রুপক্ষের শক্তির পরিচয় প্রকাশ পায় না, উক্ত শহরগুলি যে তাদের এখনও হাতছাড়া, এবং ধ্বংস করা ছাড়া তাদের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করা সম্ভব নয়, এতে তারই প্রমাণ হয় মাত্র। জনসাধারণ যদি আর একটুও এই প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারে, তবে এই যুদ্ধ শীঘ্রই একটা অচলাবস্থা বা Statemate- এ পরিণত হবে।

জনসাধারণের পক্ষেও কিছু ভুল ধারণা হয়তো ছিলো, তারাও হয়তো মনে করেছিলেন যে একমাত্র জনসমুদ্রের সাহায্যেই ইয়াহিয়া বাহিনীর ঘাঁটিগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন- ২/১ সপ্তাহের মধ্যেই। তাঁরা লক্ষে লক্ষে প্রাণ দিতেও তাই কসুর করেননি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রবলভাবে সজ্জিত আধুনিক এক বেপরোয়া নির্মম শত্রু পক্ষকে একমাত্র human-wave বা জন সমুদ্রে ঢেউ দিয়েই ভাসিয়ে দেওয়া যায় না, প্রত্যক্ষভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এ সংগ্রামে জয় অর্জন করা সহজ নয়। জনসাধারণ তাই গ্রামদেশে ও নদীনালা জঙ্গল পর্বতের উপরই ক্রমশ নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে। ২/১ সপ্তাহের সংগ্রাম এ নয়, ২/১ বৎসরের সংগ্রামের জন্যই তাঁদের প্রস্তুত হতে হবে, এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্চিত হচ্ছে। যদি এই সংগ্রামকে দীর্ঘায়ত করা যায়,

হাজার হাজার গ্রামে মাঠে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে নদীতে ছড়িয়ে টেনে বিস্তৃত করা যায়, তবেই শত্রুপক্ষের সাপ্লাই লাইনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, তাকে জলে কাদাতে পাঁকে জঙ্গলে কবর দেওয়া সম্ভব হবে।

শত্রুপক্ষই চেয়েছিল একপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ও যাবে শত্রুপক্ষের বিপদ তত বাড়তে থাকবে। বর্ষা এসে গেলে শত্রুপক্ষের ক্যান্টনমেন্ট-ঘাঁটি থেকে বের হওয়াও বিপজ্জনক হবে। ততদিনে জনসাধারণের শক্তির পুর্নগঠন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ অনেকটা গুছিয়ে আনা সম্ভব হবে, কেন্দ্রীয় কম্যান্ড পুনর্গঠিত হবে, ভারত ও পৃথিবীর সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। তখন, এমনকি ক্যান্টনমেন্ট বা ঘাঁটিতে আবদ্ধ ও আশ্রিত শত্রুসৈন্যদের উপর গ্রাম দেশ থেকে-চারিদিক থেকে-প্রতিআক্রমণ সংগঠিত করাও সম্ভব হতে পারে। মর্টার জাতীয় আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে এই ঘাঁটিগুলিকে চূর্ণ করে দেওয়াও অসম্ভব হবে না। আমেরিকার মত একটা সুপার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই যদি ভিয়েতনামে এমন আবদ্ধ ও নাজেহাল হতে হয়, তবে এই ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদীরা-ইয়াহিয়া-ভুট্টো খানেরা-কতদিন সে শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে?

ততদিনে পৃথবীর জনমতও সোচ্চার হতে বাধ্য। এত বড় হত্যাকান্ড- যে পৃথিবীতে কোথাও ঘটেনি- তার বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া না হয়েই পারে না। গণতান্ত্রিক পশ্চিমীরা, স্বাধীনতাকামী আফ্রো-এশীয় দেশবাসীরা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাষ্ট্রসমূহ আজও তেমন সোচ্চার নয় দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এইসব দেশের রাষ্ট্র নায়কেরাই তাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধির খাতিরে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না, প্রকৃত সংবাদও তাদের নিজ নিজ দেশের লোকদের পরিবেশন করছে না। এইসব রাষ্ট্রের ভীরুতা ও সুবিধাবাদী নীরবতা তদ্দেশীয় জনসাধারণ খুব বেশীদিন সহ্য করবেন, এমন মনে করার কারণ নেই।

সুখের বিষয় বা আশার কথা এই যে ভারতের সব রাজ্যের সকল জনতা এত বড় হত্যাকান্ড ও বিশ্বাসঘাতক তাকে আজ বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। ভারতের প্রতি কোণে কোণে তীব্র প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছে। পূর্ব বঙ্গের লোকদের সাহায্য করার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠছে। এদেশের সরকারের পক্ষেও তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রায় তিন হাজার মাইল যে সীমান্ত আছে তার এপারে সর্বত্র এদেশের জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের লোকদের প্রাণে মারবার চক্রান্ত ব্যর্থ করবেই। যদি আমাদের কোন রাষ্ট্র বলে শক্তি থেকে থাকে, সে রাষ্ট্রের যদি সামরিক কিছু শক্তি থেকে থাকে- তা যদি এত বড় হত্যাকান্ডের প্রতিরোধে কোন কাজে না লাগে তবে সে রাষ্ট্রের ও সে সামরিক শক্তির কি প্রয়োজন, মানবতার উপর এমন বিশ্বাসঘাতকতা, গণতন্ত্রের উপরে এমন নির্মম আঘাত, আর এত বড় হত্যাকান্ড আমাদের হাতের সামনেই ঘটবে, আমাদের হাতখানাও তার প্রতিবাদে বাড়ানো হবে না-এই কি সভ্যতার দায়িত্ব ? কোন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বড় বড় শক্তিগুলির অনুমতির জন্য প্রতীক্ষা, রাষ্টসঙ্ঘ নামক একটা অপদার্থ নপুংসক প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা অনিচ্ছা-ইত্যাদি কোন কিছুর দোহাই দিয়েই আমরা আমাদের মানবিক কর্তব্যকে এড়িয়ে যেতে পারি না। এ দায়িত্ব এড়ালে, রাষ্টসঙ্ঘ যা-ই বলুক, বড় বড় শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির ভয়ে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন না করি, তবে আমাদের নিজেদের স্বাধীনতারও কোন ঐতিহাসিক অধিকার থাকে না, থাকা উচিত নয়। আমাদের রাষ্ট্র যদি কিছু নাও করে ভারতের জনসাধারণ নিজেদের হাতে সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং করছে। সেদিন (গত রবিবার) পেট্রোলের সীমান্ত অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ (সত্যি লক্ষাধিক) নরনারী যশোহরের সংগ্রামী বাঙালী ভাইদের দেখতে যেভাবে অগ্রসর হয়েছিল, এপারের সীমান্তরক্ষীরা সে জনস্রোতকে বন্ধ করতে সাহস পায়নি। সেই লক্ষাধিক নরনারীরা হাতে কিছু না কিছু সাহায্য-খাদ্য বস্ত্র তেল ইত্যাদি ছিল। প্রত্যেকে নিজের হাতে সে সামান্য সামগ্রী ওপারের যোদ্ধাদের হাতে হাতে পৌঁছে দেবার সে অপূর্ব দৃশ্য যাঁরাই দেখেছেন তাঁরা অভিভূত হয়েছেন। এতে হয়তো সীমান্তের আইন লঙ্ঘন করা হয়েছিল, কিন্তু মানবিকতার চিরন্তন আইন তাতেই রক্ষিত হয়েছিল। আর কিসের আইন? আজকে পূর্ব বঙ্গে কোন রাষ্ট্র আছে, না তার কোন আইন আছে। একদল নরঘাতক দস্যু অকাতরে নিরস্ত্র জনতার প্রাণ হননে ব্যস্ত সেখানে। এ সভ্যতার উপরে আক্রমণ, এ কোন দেশের কথা নয়। পৃথিবীর সকল মানুষের এখানে দায়িত্ব ও অধিকার আসে।

কিন্তু এখানেও আমরা সবাইকে সতর্ক করে দিতে চাই যে এই প্রাণ ঢালা উদ্বেল সহানুভূতি দিয়েও ঐ নরঘাতক দস্যুদের ভাসিয়ে নেওয়া যাবে না। ভারতীয় জনসমুদ্রের উদ্বেল এই সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকেও সুসংগঠিতভাবে নিয়োজিত করতে হবে। বহুরকমের কাজ ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে তাকে প্রবাহিত করতে হবে। এই তিন হাজার মাইল ব্যাপী বৃহৎ সীমান্তকে একটি সক্রিয় সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। বৃহত্তর দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে। পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে-সে সময় নিজেরা না খেয়ে, আধ পেটা খেয়েও ওঁদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ওঁদের সংগ্রামী শক্তিকে উত্তরোত্তর সক্রিয় করে তুলতে হবে, ওঁদের মনোবলকে আরও দৃঢ় করতে হবে, একটা দীর্ঘায়ত সংগ্রামের প্রয়োজনে যাবতীয় জিনিস জুটিয়ে দিতে হবে। প্রকৃত তথ্য পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করে দিতে হবে। আমরা একাজ যদি করতে পারি, তবে ভারতও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, ভারত একটা শক্তি হিসেবে আবার পৃথিবীতে গ্রাহ্য হবে। যে জাত যত বড় দায়িত্ব নিতে সাহস রাখে, সে জাতই তত বড় হয়। ভারতের আপামর জনসাধারণের প্রাণে আজ সে প্রেরণা উপস্থিত। একে গ্রাহ্য করা, একে সংগঠিত রূপ দেওয়াই আজ ভারতীয় নেতৃত্বের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত।

সম্পাদকীয়, কম্পাসঃ ১০ ই এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৩। বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপক নিন্দা	অমৃত বাজার পত্রিকা	১১ এপ্রিল, ১৯৭১

THE AM RITA BAZAR PATRIKA, APRIL 11, 1971

BANGLADESH GENOCIDE WIDELY CONDEMNED

The purulia Bar Association at a meeting on April 3 expressed its concern over the massive attack by armed forces of Pakistan against the peaceful, unarmed and democratic people of Bangladesh. The devastation reported to have been caused by the Pakistan army, the indiscriminate killing of old, young, women and children, is revolting the conscience of people all over the world. The association condemned the action of the military government of Pakistan.

The Bar Association, Burdwan, at a meeting recently also viewed with grave concern the ruthless oppression and reign of terror let loose by the military' dictators of west Pakistan to throttle liberation movement of the 70 million people of Bangladesh and extended its whole-hearted sympathy and support to its people.

This meeting also urged the Government of India to immediately recognise Bangladesh.

The Bankura Sammilani College Teachers' Council expressed its concern over the developments on the other side of the border, and condemned in unequivocal terms the genocide committed by the military clique of Yahya Khan. It also strongly condemned the ruthless crime of the Pak-military on unarmed people of Bangladesh who are only trying to establish their fundamental democratic rights.

The Burdwan University Teachers Association at a recent meeting expressed its solidarity with the people of Bangladesh in their fight for democratic freedom. This meeting also condemns the acts of genocide and other serious violations of international law to the detriment of Fundamental Human Rights in Bangladesh.

The Krishnagar Bar Association unanimously recorded its deep sense of horror and condemnation on the unprovoked and wanton attack on the unarmed people of Bangladesh by the military junta of West Pakistan. The members unanimously condemned the continuing genocide by the military rulers of West Pakistan and urged the Government of India to accord recognition to the provisional government of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৪। রাজশাহী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা	হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

THE HINDUSTAN STANDARD, APRIL 12, 1971

EYEWITNESS ACCOUNT OF RAJSHAHI BATTLE

By Robert Kaylor

Rajshahi. April. 11. From indications that reach the outside world, the struggle for survival going on here is a good example of the battles being waged elsc-where throughout East Pakistan.

In the city, once a busy trading centre of 100,000 persons about 190 miles north-west of Dacca are the "Liberation Forces" of Bangladesh. They are strong on determination to free their homeland, but weak on organization, weapons, communications and just about everything else that it takes to fight a war.

Held up in a military base on the northern edge of the city is the remaining part of the garrison of the armed forces of West Pakistan. They are part of an organized fighting machine with modern weapons and air support. Now, however, they are surrounded by a hostile population and cut off from supplies.

Fighting broke out here as it did almost everywhere else in East Pakistan on March 25 and 26 when the Army moved to seize control from the supporters of Sheikh Mujibur Rahman's Awami League.

Since that time, no one knows for certain how many persons have died. Leaders of the Liberation Forces in Rajshahi believe that between 3,000 and 4,000 East Pakistanis have been killed. Most of the deaths have been in sumwnding villages where troops from the garrison made raids and where air strikes have been flown.

On the other side, liberation leaders say that somewhere around 200 soldiers from West Pakistan have been killed, many of them overwhelmed by sheer numbers of villagers who had no weapons except clubs, bricks and stones.

"They were defenseless peoples but they were very much tortured and they jumped upon the soldiers without concern for their lives and killed them", said Tasaddaque Hossain, a local Awami League leader.

Liberation Forces took over Rajshahi last Wednesday, apparently when troops who remained in the city pulled out to consolidate their position with soldiers at the cantonment one mile north of the city.

It is a ghost city, with its shops shuttered and padlocked. Virtually all of the population has gone, most of them to outlying villages and about 10,000 to seek refuge across the nearby border with India.

Armed liberation patrols in jeeps are the only motor vehicles seen in the streets. Some bicycle powered rickshaws remain but their drivers gather listlessly at street corners for lack of riders.

As elsewhere, many stores and businesses were owned by West Pakistanis, all of whom have disappeared from sight. A liberation leader told me that West Pakistanis were being held in confinement, but one of the "freedom-fighters" in the streets put it differently.

"We have destroyed the "Salaamers" who supported the Army and supplied them," he said. It is not known how many West Pakistanis were in Rajshahi when the fighting started.

Liberation leaders believe there are about 300 troops holding positions in the centre of the two-mile square cantonment, an area of buildings surrounded with barbed wire. Freedom fighters are ranged in position around the camp.

Resistance

They are wary of venturing inside two days before the city itself fell a mob of resistance fighters, ran forward with a group of soldiers emerged from the cantonment carrying a white flag. Some of them were carrying weapons, but the freedom fighters apparently did not expect that the Pakistanis would to use them.

When they got into the open machine guns opened up. Liberation leaders said they did not have the exact figure of casualties in the incident, but described the losses as heavy.

Liberation leaders say the troops have three-inch mortars and other heavy weapons in the cantonment. They have not been firing them, however, apparently to save their ammunition. The soldiers have been reported to be digging in bunkers. The Liberation forces have cut off utility and water lines leading into the camps.

There were no Pakistan Air Force planes in the sky above Rajshahi when I visited the area, but the evidence of their strikes could be seen in areas surrounding it.

On the highway leading into the city a truck lay across the shoulder of the road, tires shot out and riddled with holes from the 50 caliber cannon carried by US-built F86 sabre jets that the Air Force has based in Dacca. Villagers said the driver escaped but that an old woman on the road was killed in the attack.

In another nearby village a mud-walled mosque was hit by what appeared to be napalm. The walls were blackened but still standing and its wooden doors and everything inside including its copy of the Koran, were charred crisps. One person was killed and three wounded at the mosque.

Jet Attack

Liberation leaders said the jets had strafed a market in one village and also along the banks of the Ganges where civilians congregate to cross into India. The riverbed is several miles across.

Resistance members said the planes come sometimes as often as twice a day in troops of two or four. Often they are preceded by a helicopter which appears to be spotting targets, they said.

The Sabre jets have not hit inside the city, but strike targets outside it, most of which are located in villages that would not seem to have any military significance.

Although there was no sign of planes on Saturday, the rifle-toting resistance member who drove me into the town in a green sedan displacing a black flag, took no chances.

A week's growth of beard covered his cheeks and his eyes were bloodshot. "I can't even keep track of what day it is any more", he said when I asked him about when an air strike had taken place. "There has been so much to do day and night both."-UPI

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৫। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তিন হাজার সৈন্য নিহত	হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড	১২ এপ্রিল, ১৯৭১

THE HINDUSTAN STANDARD, APRIL 12, 1971

LIBERATORS KILL 3,000 ARMY MEN

New Delhi, April It. About 3,000 Pakistan Army personnel have been killed in East Pakistan since the Army mounted operations against Sheikh Mujibur Rahman followers, according to reliable estimates reaching officials sources here.

Such heavy casualties, representing about five per cent of the' estimated 70,(XX) troops there are considered heavy for the two-week-old operations, these sources felt.

Besides those killed, a large number of Pakistan Army personnel have been taken prisoners by the liberation Forces or are missing, these source said. 109 Pakistan defense service personnel, including six officers have taken shelter in India, these sources added.

There appeared to be signs of rouble in the Pakistan camp at Comilla today, according to reliable reports received across the border.

Senior Pakistan Army officers have been seen moving in and out of Pakistan-held areas a number of times.

Liberation forces sources suspected that some officers and men of the Pakistan Army may have told their superiors that they bad enough of the fighting.

The Liberation forces on Saturday captured a large Pakistani convey near Hajiganj between Chandpur and Comma, consisting of 130 vehicle A large amount of arms and ammunition was also seized from the retreating Pakistan troops.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৬।	স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ : নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ঃ তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী	যুগান্তর	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ
মুজিবের নেতৃত্বে নতুন রাষ্ট্রের
অভ্যুদয়ঃ তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা ১২ই এপ্রিল (পি টি আই)- আজ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সাধরণতন্ত্র গঠিত হয়েছে। মুক্ত বাংলাদেশের কোন এক স্থান থেকে এই রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামও ঘোষিত হয়েছে। বর্তমানে এই মন্ত্রিসভাই সমরকালীন মন্ত্রিসভারূপে কাজ করবেন।

বাংলাদেশের কোন এক স্থান থেকে একজন বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা এই খবর ঘোষণা করেন। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের শেখ মুজিবর রহমান।

জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

সীমান্তের ওপার থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই স্মরণীয় সংবাদটি আজ এখানে পাওয়া গেছে।

মন্ত্রিসভার পূর্ণ তালিকা নিন্মরূপঃ-

১। শেখ মুজিবর রহমান-রাষ্ট্রপতি, ২। সৈয়দ নজরুল ইসলাম-উপ-রাষ্ট্রপতি, ৩। তাজউদ্দিন আহমেদ-প্রধানমন্ত্রী, ৪। খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ৫। ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও ৬। এ এইচ কামারুজ্জামান।

এর দ্বারা বর্তমানের অস্থায়ী সরকার বাতিল বলে গণ হলো।

জাতীয় সভায় এবং আওয়ামী লীগের সদস্যদের এক যৌথ সভায় এই সাধারণতন্ত্র ও সরকার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের কোন এক স্থানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঘোষণা করা হয়েছে, বর্তমান মন্ত্রিসভাই যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভারূপে কাজ করবেন এবং পাকিস্তানী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৭। বাংলাদেশ মিশনের যাত্রা	হিন্দুস্তান টাইমস	১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

HINDUSTAN TIMES, APRIL J3, J971

MISSION ON WAY TO DELHI, UN

Agartala, April 13 (UNI)- The Bangladesh, Government is giving final touches to a charter which will set forth the aims and objectives of the new Republic, sources close to the Government reported today.

The sources said a special mission on behalf of the Bangladesh Government was on its way to New Delhi from where it would go to other world capitals and to the United Nations. The mission left its headquarters this morning.

The Government, in a broadcast over the Swadhin Bangla Radio, appealed India, Ceylon and other democratic countries of the world to take note of the formation of the Government of Swadhin Bangladesh, recognize it and establish diplomatic relations with it.

The broadcast also contained an appeal to the democratic countries to extend necessary help to the 75 million people of Bangladesh in their fight to preserve freedom.

The Government of Bangladesh soon after its formal proclamation today issued a set of directives for the guidance of the people in the liberated areas.

The directives, broadcast over the Swadhin Bangla Radio are:

(1) Take all injured persons to doctors and kavirajs who will attend to them.

(2) Punish those who have betrayed the revolution.

(3) Take directives from the local leaders of the Awami League.

(4) All youths should report to the nearest liberation army command to receive training and orders.

(5) All headmen should maintain close contact with the headmen of nearby villages, keeping them informed about everything.

(6) All Government officers in the liberated areas should take order from the local Awami League headquarters.

(7) Personnel of the river steam navigation services should not obey the directives broadcast over Radio Pakistan, Dacca, but should be guided by the directives of the Government of Bangladesh.

(8) Follow civil defense measures under the direction of liberation force command of your area.

(9) Beware of suspicious characters roaming in your area and report to the nearest liberation force station as soon as you learn about suspicious movements in your area.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৮। চীনা প্রতিক্রিয়া ভারতের জন্য হুমকি	অমৃত বাজার পত্রিকা	১৪ এপ্রিল, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, APRIL 14, 1971

CHINA'S THREATENING STANCE TO INDIA

New Delhi, April 13. The Chinese Premier, Mr. Chou En lai's message to President Yahya Khan offering China's all-out support to Pakistan's military action in East Bengal posed a threatening stance towards India, according to China watchers here.

Official sources here, however, would not confirm any Chinese troops movements or concentrations along the Indo-Chinese border.

Official sources declined comment on the message sent yesterday but China watchers thought that the anti-Indian overtone was perhaps intended to boost Islamabad's flagging moral. Chinese attitude is also seen more as a big power chauvinism in the affairs of the region as a whole as China is not directly involved in any way in any Indo-Pakistan differences over East Bengal developments.

These sources were surprised that China should have accused India of interference in Pakistan's internal affairs when Chinese leaders and the press made critical comments of the communist leadership in Poland during the recent political upheaval there which led to the overthrow of Mr. Gomulka.

Official sources here have categorically denied that India had any intention of interfering in Pakistan's internal affairs. India adhered to strict international norms which governed relations between two states, these sources added.

Observers here have also noted that the "peoples" Government of China has scant sympathy for a "peoples" movement in East Bengal against a minority military regime.

Meanwhile, Chinese Prime Minister's statement was welcomed today by a spokesman of Mr. Z. A. Bhutto's Pakistan People's party.

Radio Pakistan quoted Maulana Kausar Niazi, PPP information secretary, as saying in Lahore that Mr. Chou's statement-which he characterised as a warning to India not to interfere in Pakistan's internal affairs-was "a guarantee for peace in the region".

He also claimed that with Mr. Chou's statement "the balance of power has been maintained."

Neutral

European experts on Chinese affairs, however, believe that China has decided to remain neutral" in the war between West and East Pakistan, says AFP from Paris.

The opinion of these specialists is radically different from that of both the Indian and the Pakistani press, and even of official circles in the two countries, which for

diametrically opposite reasons tend to state that Peking has come out definitely on the side of Islamabad against the Bengali national movement.

But in fact, an analysis of the telegram sent to Pakistani President Yahya Khan by Chinese Premier Chou En Lai, parts of which were published in Rawalpindi yesterday show that the Chinese leader does not really come out for West Pakistan against the Bengalis but simply attacks India.

By slating that China will stand by Pakistan "should Indian expansionists dare to launch aggression against Pakistan", Mr. Chou resembles a doctor who tells a man suffering from a heart disease, "don't worry, I'll cure your liver".

While adopting a wait-and-see attitude toward the internal Pakistani crisis. China does not hide its aggressive attitude towards India.

This fact, in the opinion of experts is not due only to the traditional close relations between China and Pakistan. At a moment when a certain thaw has begun to appear in Sino-Indian relations Peking is believed to have, been annoyed by the fact that New Delhi, in the Pakistani crisis, consulted only Washington and Moscow, and not Peking. - (PTI).

United States officials tend to discount any danger of imminent Chinese intervention despite Premier Chou En lai's strong support to Islamabad and pledge to help against India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬৯। কুমিল্লায় মুক্তিফৌজের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ	অমৃত বাজার পত্রিকা	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, APRIL 15, 1971

MASSIVE ATTACK AGAINST MUKTI FOUJ IN COMILLA
BRAHMANBARIA STRAFED, KUSHTIA AIR-RAIDED
HEAVY PAK ATROCITIES IN NORTHERN SECTOR

Agartala, April 14-In a desperate bid to break through the encirclement of the Comilla garrison by the Mukti Fouj and restore its supply lines before it is too late, Pakistani troops today mounted a massive attack across the Gomati river to recapture the strategic Akhaura-Brahmanbaria sub-sector in the eastern Bangladesh, reports UNI.

The offensive by the three Pakistani Companies was supported by four fighters of the Pakistan Air Force which bombed and strafed heavily the town of Brahmanbaria, and the adjoining areas including Kasba.

In the northern sector, the Liberation Forces stuck to their strongholds including the town of Dinajpur where they inflicted heavy casualties on the Pakistani troops in a pitched battle last night.

Aerial offensive, rather than overland engagement appeared to be the new pattern of fighting being followed by the Pakistani troops whose experience of warfare in marshy tropical country is little or nothing.

The Pakistani attack in the eastern sector was seen as a move to reach the vital Akhaura Railway junction linked by a metre gauge railway line to the port city of Chittagong. The junction is held by the Liberation Forces since the beginning of the current war.

The Pakistani strategy in the sector apparently was ultimately to join with the Dacca based troops and isolate the Mukti Fouz from their Sylhet- Mymensingh formation.

In what has been known as "Operation Dacca", the Liberation Forces came on heavily on a Pakistani army column at Savar, about 18 Km from Dacca this morning.

The district town of Kushtia, held by the Bangladesh forces, was also attacked by PAF planes and artillery, according to Voice of America.

The Pakistani troops were also dislodged from Bheramara, Kamar Khali and Shilaidah areas, while the Liberation Army maintained its hold in Goaland dispite heavy bombing and strafing by P AF planes.

At Nagarbari, about 150 Pakistani troops were reported encircled by Liberation Forces.

Even as the Mukti Fouj was consolidating its gains in the liberated areas the newly proclaimed Bangladesh Government went ahead with its plans to run the administrative machinery. Its resolve was contained in a seven-point programme announced today.

They are:

1. Endeavour to keep liberated areas free from any attack.

2. Run the civil administration in liberated areas in right manner by picking up development work, particularly the productive aspect both in industrial and agricultural fields.

3. Try to resume normal flow of life, run schools, offices and other commercial establishments such as banks.

4. Continue its fight with the enemy in the occupied areas with stepped up vigour.

5. In the economic field, the Government have decided to open foreign trade with some neighboring friendly countries immediately.

6. In the absence of gold standard they will run free trade in some sort of barter. Trade will be controlled by some Government agency so that people get things in right manner.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭০। তাজউদ্দিন কর্তৃক মুক্ত এলাকা গঠন ও কমান্ডার নিয়োগ	অমৃত বাজার পত্রিকা	১৫ এপ্রিল, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA. APRIL 15, 1971

AHMED SPELLS OUT LIBERATED ZONES

Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh, on Wednesday spelt out the liberated zones in his country and nominated the respective local commanders who would be in charge of operations there.

In a broadcast from the Free Bangla Betar Kendra Mr. Ahmed said that Major Khalid Musharraf who had driven away the Pakistani Army to the cantonments of Sylhet and Comilla. would be in charge of the Sylhet-Comilla region. In Chittagong-Noakhali area. Major Ziaur Rahman of the EBR was in full command of the Liberation Forces which had contained the enemy in limited pockets of Chittagong.

Major Safiulla of the EBR was in charge of Mymensingh Tangail area, while Major M. A. Osman of the EPR has taken command of the South- Western region in the liberated areas of Khulna, Kushtia, Jessore, Faridpur, Barisal and Patuakhali, he said.

According to Mr. Ahmed the enemy was now confined to the Jessore cantonment and parts of Khulna town. In the north, a unified command of the EBR and EPR bad laid a seige of Rangpur and Saidpur enemy positions, Mr. Ahmed said.

He said that a full-fledged operational base had been set up from which the Government of the People's Republic of Bangladesh would administer the country. An interim capital was located in the western zone, besides a regional unit in Sylhet-Comilla zone with full administrative authority for the eastern region, he added.

Mr. Ahmed congratulated the heroic people of Bangladesh for their glorious struggle which, he said, was unprecedented in the history of the world.

He said the people should equip themselves with whatever indigenous weapons they could lay their hands on and take an active part in combating the enemy paratroopers, commandoes and agents. They should cut roads, waterways and set up booby traps. Even the irregulars should operate as a disciplined fighting force, he said.

He. however, reminded the people that the need of the hour was supreme unity of the 75 million inhabitants of Bangladesh, irrespective of party affiliations, for the liberation war as well as for administrative and reconstruction purposes. There should be no place for the quislings in the country, he added.

Mr. Ahmed said keeping the war-time emergency in view, the people should exercise economic discipline by observing utmost austerity and avoiding hoarding and blackmarketing.

Voicing his confidence in the ultimate victory of the people, Mr. Ahmed referred to the "low morale of the panicky enemy whose line of supply has been virtually cut off'.

He said, "already the world community has taken note of the present situation in Bangladesh. It is an international issue now and the emissaries of the Bangladesh Government will soon visit foreign countries to seek diplomatic recognition and attention".

"The Government of Bangladesh looks ahead to the task of reconstruction and rebuilding of the new nation on the ruins of Pakistan", he added-(PTI).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭১। সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ	ফ্রন্টিয়ার	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

FRONTIER, CALCUTTA, APRIL 17, 1971

Editorial

THE FAMILIAR PATTERN

Things have been overlapping in March. There was the famous Indira wave in India. Something quite different. March 18 marked the centenary of a historic uprising, the Paris Commune. The rout of the U.S. backed invasion of Laos was a magnificent tribute to this historic event, but before the world at large was able to estimate the magnitude and significance of the American defeat, President Yahya Khan unleashed his hordes in his East Pakistan. The Awami League leaders were prepared for traditional forms of repression but not for the bloodbath. Engrossed as people were in the brave but unequal struggle in Bangladesh, the government of Ceylon led by Sirimavo Bandarnaike went into action against "terrorists". How many have been killed is not yet known. Once again it is clear how all these cynical government swearing by some sort of socialism and having the best of both imperialist and socialist worlds, reveal their sharp, ugly, yellow- fangs when the chips are down. Their tactics and strategy against forces of rebellion or revolution are in the famous American style-after all isn't this the American century They have learnt from the American experience in Indochina that a protracted struggle must be avoided. Strike-and strike hard with all your might-when the movement is young and raw. This is the doctrine of blitzkrieg which the Yahoos, the Yahya hordes in East Bengal, and the Ceylonese forces have adopted, while much of what has happened and is happening in India is shrouded in hypocrisy by a subservient press and raving social democrats.

Quick victory in essential for the rulers. Of course if an unarmed and inexperienced people, fighting back, were able to snatch victory within a few weeks, nothing could be more welcome. The carnage and the human suffering would be less. Who wants men. women and children to be made homeless or butchered day after day? But such a victory for the people would be a miracle. Miracles do not visit the masses. It would be long before a poet could again write the East Bengal is like the sound of rain on the leaves of trees late at night.

It is no that our leaders and our newspapers do not know what is what in Hast Bengal. The banner headlines reporting every day the capture or recapture to this or that town when the troops, after deterat-the thought that secession has failed and the threat to India's precious unity has receded. Such a threat in the Mizo Hills was contained five years ago with the help of stcn-guns and helicopters and a regrouping of villages into Vietnam-type strategic hamlets. In Kashmir, it was a much easier task containing the secessionists. One cannot expect New Delhi to be too enthusiastic about raising East Bengal in the United Nations in the way one would expect it to be raised.

Rapport

New Delhi would be happy to see Mujib's supporters settle for greater autonomy and shelve the talk of an independent Bangladesh. But since things have gone beyond the point of return, all would wait for a decisive end. There is close co-ordination and rapport between New Delhi, Washington and Moscow. It would be of some interest to know that when a veteran Bengali revolutionary (he lives in West Bengal) met the Prime Minister, she told him that both Mr. Podgorny and Mr. Nixon were prevailing upon Gen. Yahya Khan 10 stop the genocide. This was a couple of days before the Podgorny letter. Everyone seemed to know it was coming.

How would New Delhi look at an independent Bangladesh? The present leadership, might be replaced in Fast Bengal by a younger, radical leadership. Few countries would like a leftist leadership bid for control of Bangladesh. If a right or centrist leadership takes over, it necessarily will have to look to one or both the super powers for massive economic aid to reconstruct the economy of the new nation. Instead of the two super powers operating in two nations in the sub-continent, they would have to operate in there. In terms of India's security two "Pakistan", in the place of one makes little difference. But if a powerful leftist movement grows in Bangladesh, neither India nor the super powers would countenance such a situation. Once East Bengal is independent the Chinese, who are keeping their options; would have no difficulty extending arms help to the left there. These are the '"fears" openly expressed in informed quarters in New Delhi.

Outside this, there is little concern in New Delhi for Bangladesh or for Cyclon. It is a strange coincidence that the "left-of-centre" or "left-oriented" Ceylon government (which in some ways is a model for Mrs. Gandhi's!) has used more drastic measures against the "Che Guevarists" than the CPI-M-dominated United Front government in West Bengal did against the Naxalbari rebels. It might suit the Communists and Trotskyites of Ceylon (now in a strange united front) to denounce the Che Guevarists while Mrs. Bandaranaike does not feel called upon to substantiate her charge that the whole movement is backed by a foreign agency. A government that claims to be left cannot tolerate any challenge from the left. The right wing is alright anywhere. The two Establishment, communist parties in India should have no difficulty in denouncing the Che Guevarists of Ceylon just as they have no difficulty in demanding recognition of Bangladesh. Between Bangladesh and the insurgency that is being crushed in Ceylon, the two communist parties of India should find themselves bewildered. The Indian communists never grasped the national question in any case and left it to Moscow to do all the thinking. When the Cabinet Mission visited India, the CPI pleaded for 1C constituent assemblies for the country. Earlier, they had espoused the cause of a "Sikh homeland" in keeping with their support for the two-nation theory. When the Soviet thinking on the national question in India changed, the CPI leadership became the perfect bourgeois nationalists and took national cauvinistic positions on every issue.

Armed struggle in Bangladesh and the insurgency in Ceylon are, objectively, two unwelcome things to any communist party functioning within the parliamentary system. The First has to be supported for one set of reasons but certainly dot because the communists parties love any armed struggle in the sub-continent. The second has to be denounced because insurgency anywhere in the sub-continent is disconcerting to those who believe in peaceful transition and parliamentary democracy

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭২। স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলাদেশের পাশে পশ্চিম বাংলা	কালান্তর	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলাদেশের পাশে পশ্চিম বাংলা

কমল সমাজদ্দার

বাংলাদেশের জনগণের উপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁনের সৈন্য বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের সংবাদে পশ্চিম বাংলার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশের পাশে পশ্চিমবাংলা অবস্থিত বলেই নয়-বা এই দেশের জনগণের আত্মীয়-পরিজন বাংলাদেশে আছেন বলেই নয়-এই দেশের জনগণ বিগত কয়েক বছর ধরে সানন্দ বিস্ময়ে পূর্ব বাংলার জনগণের সর্বতোমুখীন জনগণের বিকাশ লক্ষ্য করছিলেন। সে দেশের মানুষ সে দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যাপক উজ্জীবন পশ্চিম বাংলার মানুষের নিবিড় কৌতুহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাই সে দেশের মানুষের উপর ফৌজী শাসনের মদমত্ত অত্যাচারের পশ্চিম বাংলার মানুষ স্থির থাকতে পারেনি।

পঁচিশে মার্চের সেই কাল রাতের পর প্রায় এক পক্ষকাল অতিবাহিত হয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য সভা শোভাযাত্রার মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার মানুষ সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে। কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে সর্বতোমুখী সাহায্যের জন্য।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার ফৌজবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী এক বিবৃতি মারফত সভা সমাবেশ মিছিল করে বাংলা দেশের স্বাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রতি আহবান জানান।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ডি এস ও, ছাত্র পরিষদ (নব কংগ্রেস) প্রভৃতি ছাত্র সংগঠনগুলির আহবানে গত ২৭ মার্চ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সর্বাত্মক হরতাল হয়। এদিনই পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন বাংলাদেশ-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সংহতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে স্টুডেন্টস হলে এক যুব ছাত্র সমাবেশ আহবান করেন এবং সমাবেশের পরে এক যুব ছাত্র মিছিল কলকাতার বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি রক্তিম অভিবাদন জানান।

বি পি টি ইউ সি-র সম্পাদক শ্রী ভবানী রায় চৌধুরী ও টি এন সিদ্ধান্ত এক বিবৃতিতে বলেনঃ বাংলাদেশের মানুষের উপর বিনা প্ররোচনায় যে পাশব সামরিক হামলা শুরু হয়েছে বি পি টি ইউ সি তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেছে। এ বি টি এ কো-অর্ডিনেশন কমিটি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানান। জীবনবীমা কর্মচারী সমিতি (পূর্বাঞ্চল) যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সুকুমার মুখার্জী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমর্থনে এক বিবৃতি দেন।

গত ২৮ মার্চ শহীদ মিনার ময়দানে এক বহুদলীয় সমাবেশে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানিয়ে এই প্রত্যয় ঘোষণা করা হয় যে, সামরিক স্বৈরাচারের নৃশংস নিপীড়ন প্রতিহত করে অনতিবিলম্বেই পূর্ব বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী জনগণ সার্বিক স্বাধিকার অর্জন করবেন। রাজ্য বন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী বিজয় সিং নাহার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ এক বিবৃতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে বাংলার জনগণের উপর মিলিটারী আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেন ও এই ধরনের নৃশংসতার নিন্দা করে প্রতিরোধের বিষয়ে যথোচিত কর্তব্য পালনের জন্য দাবী জানান।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পঃ বঃ কমিটি এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কানের গণতান্ত্রিকতার নকল মুখোশ খুলে পড়েছে।

কলকাতা পৌরসভার গত ২৬ মার্চের সাপ্তাহিক অধিবেশনে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষদের সমর্থনে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্মচারী সমিতির পাক সার্কাস শাখা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলনে সর্বপ্রকার সাহায্যের দাবি জানান।

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানান।

গত ২৭ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের বাৎসরিক সভায় পূর্ব বাংলায় স্বৈরাচারী অত্যাচারের প্রতি ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

গত ৩১ মার্চ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গণমুক্তি সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সংহতি ও পাকিস্তানের সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব বন্ধ পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সকল রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গের এই ২৪ ঘন্টাব্যাপী হরতালে রাজ্যের জনসাধারণ অভূতপূর্বভাবে সাড়া দেন।

আন্তর্জাতিক, পরিচয়, আফ্রো-এশীয় সংহতি ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী সমাবেশে শ্রীনীরেস চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন এবং এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের যাবতীয় সাহায্যের জন্য চাপ সৃষ্টি ও সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতির কথা বলা হয়।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে গত ২৯ মার্চ শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিদের এক বিরাট সমাবেশে অন্নদাশঙ্কর রায়, বিবেকানন্দ মুখার্জী, অম্লান দত্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, ইলা মিত্র প্রমুখ ভাষণ দেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজে ও সেন্ট পলস কলেজের ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপকদের সভায় বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দক্ষিণ কলকাতার পাঠভবন, সাউথ পয়েন্ট, সত্যভামা, জগবন্ধু প্রভৃতি স্কুলের ছাত্ররা গত ৩১ মার্চ ধর্মঘটের পর পাক হাই কমিশনের অফিসে মিছিল করে যান ও সেখানে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

কোন্নগর পৌরসভার গত ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলাদেশের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন জানান।

বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রী নির্মল দত্ত ও মেটাল বক্স ওয়াকার্স তাদের বিবৃতি মারফৎ বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান।

ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘের সভাপতি শ্রী দিগিন বন্দোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমবেতভাবে বাংলাদেশের জঙ্গীশাহীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আহবান করা হয়।

৩১ মার্চ বারাসতে বাংলাদেশে সংগ্রামের শেঠপুকুর ময়দানে এক বিরাট জনসভায় সর্বশ্রী সুনীল বসু (সি পি আই), অরবিন্দ দাশগুপ্ত (শাসক কংগ্রেস) ভাষণ দেন।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আহবানে ১ এপ্রিল ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সভায় পূর্ববাংলার ভাই-বোনেরা আত্মত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সভানেত্রী ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী ও ভাষণ দেন শ্রীমতি গীতা মুখার্জী, অপর্ণা ব্যানার্জী, ইলা মিত্র, অরুণা মুন্সী, কমলা মুখার্জী, মায়া দাস এবং শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্তা। বাংলাদেশের একজন মুক্তি সংগ্রামীও সভায় ভাষণ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট কোঅপারেটিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবি সমিতি বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর ইয়াহিয়ার অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বাংলাদেশে জনগণের উপর পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে প্রতিবাদে কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এছাড়া আই এম এ হলে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সাহায্যার্থে এক রক্ত দান কেন্দ্র খোলা হয় ও গত ২ এপ্রিল এম এ সভ্যরা প্রথম কিস্তিতে রক্তদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ যব সংঘ ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে যুব সংঘ কার্যালয়ে রক্ত সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে।

ট্রাম শ্রমিকদের যুক্ত কমিটি, পঃ বঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের অস্থায়ী যুক্ত কমিটি, পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন, এন্ড্রু, ইউল কোং কর্মচারী সমিতি, ইউ বি আই এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জনগণকে অভিনন্দন জানান।

খড়গপুর থানায় গত ৩১ মার্চ কৃষক সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহবান জানান।

দমদমে ও পানিহাটীতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে গত ৩১ মার্চ বিরাট মিছিল বের হয়।

যাদবপুরে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে সর্বদলীয় জনসভা ও কুলটীতে এক সর্বদলীয় যুক্ত মিছিল বের হয়।

যুবক লেখক সংস্থার উদ্যোগে স্টুডেন্টস হলের জনসভা থেকে ইয়াহিয়ার বর্বরতাকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

সাউথ সুবার্বন পৌরসভা ও সি টি কলেজের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের যুক্ত সভা তাদের নিজ নিজ প্রস্তাব মারফৎ মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষদের অভিনন্দন জানান।

পথিকৃৎ ও ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে গত ৩ এপ্রিল এক বিক্ষোভ মিছিল পাক হাইকমিশনার দপ্তরে যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৩। বাংলাদেশ মিশন স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালাবে	অমৃত বাজার পত্রিকা	২০ এপ্রিল, ১৯৭১

AMRITA BAZAR PATRIKA, APRIL 20, 1971

BANGLADESH MISSION TO WORK FOR RECOGNITION

By A Staff Reporter

Mr. M. Hossain Ali, now head of the Bangladesh Mission in Calcutta, is most likely to be named within a day or two as the High Commissioner for Bangladesh to India.

There was a new life in the Bangladesh Mission office in Calcutta on Monday and new files were opened, the subject matter being "recognition" to the independent, sovereign and democratic Republic of Bangladesh and its newly formed Government.

According to a reliable source, letters written to the heads of the State of several important countries of the world are now awaiting for the signature of the Foreign Minister of Bangladesh. An emissary from this Mission is likely to meet the Foreign Minister in Bangladesh today (Tuesday).

Meanwhile, the Pak High Commissioner in India is understood to have sent a telex message to the National Grindlays Bank, Calcutta, asking it not to allow Mr. Hossain Ali to draw any money from the bank. Similar advice was also reported to have been communicated to the National Bank of Pakistan in London which used to operate as the clearing house for the Pakistan sterling accounts.

In another telex message the Pak High Commissioner is understood to have told Mr. Hossain Ali not to use the Circus Avenue Building as the Bangladesh Mission office.

The officials here are understood to have decided to ignore all such threats. After all they do not need any remittance from the Government of Pakistan, a source stated.

Mr. Hossain Ali said that he was "reorganizing and re-orienting the function of the Mission so as to bring it in tune with 'the needs and aspirations of Bangladesh".

He said some representatives of Bangladesh visited the Mission on Monday mainly to congratulate him on his decision to switch his allegiance to Bangladesh.

Ready For Hardship

He said all 60 Bengali staff worked "enthusiastically" and were ready to accept any cuts in their remunerations. "We have to observe austerity. We cannot live in luxury", he added.

Mr. Ali said the 30 West Pakistani employees did not report for duty and he could not say if they had sought repatriation. The mission would continue to function from the same building.

He would shortly contact leaders of the Bangladesh Government to seek their guidance.

People were pouring into the mission this evening with garlands and bouquets to felicitate Mr. Ali and his staff. Among the distinguished visitors to the mission was Chief Justice P.B. Mukherji of Calcutta High Court.

A large crowd stood outside the mission singing patriotic songs including Bangladesh national anthem "Oh Golden Bengal. I love thee dearly".

Mr. Ali also said that his first task would be "to secure recognition of the Bangladesh Government from other nations".

He told UNI that only after recognition could the question of arms aid from these nations be taken up.

Sophisticated weapons were very essential to accelerate the liberation movement in Bangladesh.

Mr. Ali emphasized that the newly formed Government was the only representative Government of Bangladesh.

Whither Mujib

In reply to a question, he said his information was that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was free till March 28. After that he had no definite intimation about the whereabouts on the Sheikh.

Mr. Ali warmly thanked the people of West Bengal for their support.

Radio Pakistan had till late Monday night blacked out the story that Mr. Ali transferred his allegiance to the new Government of Bangladesh.

The radio did not either take note of the hoisting by him of Bangladesh 'flag atop the Pakistani mission replacing the Pakistani flag.

Our Special Representative writes from New Delhi: Enquiries made at various levels here show that there was no move either from the Pakistani High Commissioner in New- Delhi or any other Pakistan authority regarding situation obtaining at Calcutta. So far as the Government of India were concerned the status quo remains unless it is revoked or changed by either side.

A dig into international history shows that such things are not new. In Congo there are two Cambodian missions at work. In the Latin American countries such things reportedly happen almost once every week.

If a concrete request to do this or that comes from any side in regard to the happening at the Calcutta's former Pak Deputy High Commissioner's office the Government of India it is believed, would act as the situation calls for action' at that time considering the exact situation obtaining there at the time.

It is also likely that the External Affairs Ministry of the Government of India will continue to consider that all the previous employees who enjoyed diplomatic immunity would continue to enjoy the same rights unless some information challenging or changing that comes lo the Indian Government.

Fictitious Reports

Meanwhile, official sources in New Delhi described on Monday as "entirely fictitious" reports that the Cabinet of the newly formed Republic of Bangladesh was operating from Calcutta or its headquarters was in India, adds PTI.

These reports were without any foundation, the sources said.

Official sources were commenting on foreign news reports alleging their presence in Indian territory.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৪। পাকিস্তানের ভরাডুবি (সম্পাদকীয়)	আনন্দবাজার পত্রিকা	২১ এপ্রিল, ১৯৭১

পাকিস্তানের ভরাডুবি

দুর্বুদ্ধির বশে বাংলাদেশের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাইয়া ইয়াহিয়া বাঙালীদের গোর দেওয়ার জন্য যে কবর খুঁড়িয়াছিলেন তাহাতে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকেই না মাটি দিতে হয়। তাহার অঙ্গচ্ছেদ তো ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। জঙ্গীশাহী হাজার চেষ্টা করিলেও সে কাটা শরীর আর জোড়া লাগাইতে পারিবে না। কিন্তু যে অংশটুকু তাহার একান্ত নিজস্ব সেটুকুও যে ফৌজী দাওয়াই প্রয়োগ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব, এমন ভরসাও কম। রক্ত শুধু পূর্বেই ঝরে নাই, ঝরিয়াছে পশ্চিমেও। আসলে অবশ্য সে রক্ত পূর্বেরই, নিজের দেহে তাহা সঞ্চারিত করিয়াই পশ্চিম শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। নিয়তির এমনই পরিহাস, পূর্ববঙ্গের বুক চিরিয়া যে রক্ত পান করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের এত তেজ সেই আর্থিক রক্তই তাহাকে ঢালিতে হইতেছে বাংলাদেশকে শায়েস্তা করিবার জন্য। অপর্যাপ্ত রক্তক্ষয় এখন তাহাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

পাকিস্তানের সমৃদ্ধির শুধু নয়, প্রাণের উৎসও পূর্বে। পূর্ববঙ্গের পাট ও চা বেচিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা সে উপার্জন করিয়াছে, সেটা ভোগে লাগিয়াছে পশ্চিমের। পূর্বাঞ্চলকে দেখাইয়া বৈষয়িক সাহায্য আদায় করিয়া কাজে লাগাইয়াছে পশ্চিম এলাকার। বাংলাদেশে নরমেধযজ্ঞের উপচার সংগ্রহ করিতে বাঙালীদেরই রক্ত-জল-করা পাট-চা বেচার টাকা লাগানো হইতেছে। লক্ষ লক্ষ প্রাণ সে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু খোদ পাকিস্তানই তো মরিতে বসিয়াছে। ইয়াহিয়া খাঁর তহবিলে এত অর্থ নাই যে তিনি প্রত্যহ এক কোটি টাকা খরচ করিয়া তাঁহার নিষ্ঠুর খেয়াল চরিতার্থ করেন। এক তো তাঁহাকে সঞ্চিত অর্থে হাত দিতে হইতেছে, তাহার উপর ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উপায়ও তো তাঁহার নাই। যে রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়িত তাহাকেই তো প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সে হাঁস তো মরারই শামিল-বাঁচিয়া থাকিতে সোনার ডিম তো আর সে পশ্চিম-পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিবে না।

ইয়াহিয়া খাঁ যখন চোরের মতো রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ঢাকা ছাড়িয়া পলাইয়া যান তখন পাকিস্তানের তহবিলে মজুত বিদেশী মুদ্রা ছিল মাত্র ৮ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। এই কয় দিনেই তাহার মধ্যে দুই কোটি ডলারের উপর পদ্মার জল ঢালিয়াছে জঙ্গীশাহী। তবুও সে হালে পানি পাইতেছে না। সেন্টোর বন্ধুরা কিঞ্চিৎ অস্ত্রশস্ত্র অবশ্য যোগাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতদিন চলিবে? বসিয়া খাইলে কুবেরের ভান্ডারও শূন্য হইয়া যায়-পাকিস্তানের পুঁজি তো সামান্য। নগদ টাকার অভাবে ধার যে করিবে পাকিস্তানের সে গুড়েও বালি। দেউলিয়াকে আর কে ধার দিতে যাইবে, কেনই বা দিবে? যাহারা এতকাল পাকিস্তানকে আদরযত্ন করিয়া এমন বাড়াইয়াছে ইচ্ছা থাকিলে তাহাদেরও তো পাকিস্তানের আবদার মেটানো কঠিন। বৃহৎ শক্তিদের মধ্যেই যে পাকিস্তানের বায়না মানিয়া লইতে চাহিবে তাহারই দেশে প্রবল আপত্তি উঠিবে। সাধ করিয়া ঝামেলাকে ডাকিয়া আনিবে?

যাহার শূন্য তহবিল তাহার পক্ষে নগদ কড়ি দিয়া সামরিক সরঞ্জাম কেনা যেমন অসম্ভব, তেমনই অসম্ভব বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল কিংবা অন্যান্য উৎপাদনের আনুষঙ্গিক বস্তু কেনা। পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে সহমরণে যাইতে চলিয়াছে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পও। বিদেশ হইতে কোনও কিছুই আমদানী করা যাইতেছে না, একে একে মিত্রের দলও হাত গুটাইতেছে। আরও দিন কতক এমনভাবে চলিলে পাকিস্তানের দুদর্শার চরম হইবে। বেকারি এমনিতেই তো ভয়াবহ। কলকারখানা কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের অভাবে যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিম-পাকিস্তানে তো হাহাকার পড়িয়া যাইবে। বিদেশ হইতে পাকিস্তানে যে বৈষয়িক সাহায্য আসে-এক

চীন হইতে যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু হয়তো মিলিবে, কিন্তু অন্যেরা আপাতত সাহায্যদান স্থগিত রাখিয়াছে। আমেরিকা, বিট্রেন, জাপান সকলেই বাংলাদেশের রণাঙ্গনের দিকে তাকাইয়া আছে-সেখানে একটা ফয়সালা না হইলে দান খয়রাত আবার শুরু করিবে না, এমন একটা ভাবও তাহারা দেখাইতেছে। এমন কি আর্ত ত্রাণের জন্য যে টাকা জাপান বরাদ্দ করিয়াছিল তাহাও দিতে সে দেশ নারাজ। বিশ্ব ব্যাংকও বিশেষ প্রসন্ন নয়- পাকিস্তানকে বৈষয়িক সাহায্য যে সব দেশ দেয় তাহাদের বৈঠক প্যারিসে হইবে বটে, কিন্তু পাকিস্তানের সেখানে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। দেখা যাইতেছে ইয়াহিয়া নিজেও মজিয়াছেন, দেশকেও মজাইয়াছেন।

সম্পাদকীয়ঃ আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২১ এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৫। পূর্ব-বাংলার ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি	ফ্রন্টিয়ার	২৪ এপ্রিল, ১৯৭১

FRONTIER. APRIL 24. 1971
Across The Border
TRENDS IN EAST BENGAL
By Sumanta Banerjee

In the welter of romantic reports about Bangladesh in our Bengali newspapers, the political significance of the happenings in East Bengal is lost.

The heroic resistance against the Pakistan army is spearheaded by young members of the East Pakistan Rifles. East Bengal Regiment, Mujahids. Ansars and students. The leaders of the Awami League, elected by the people to the National and Provincial Assemblies are nowhere to be seen near the battlefronts. They are in Calcutta, Delhi. Agartala or Bongaon-busy setting up committees or forming a government.

Although All India Radio and Government statements are determined to describe the liberation forces as Mujib's army, the fighters whom I saw in Jessore, Khulna and other areas could not care less about who was their leader. For them it was a battle of resistance to one of the most ruthless forces in the modern world. With Second World War 303 rifles and a few light machine-guns, they are fighting against tanks heavy mortars and often air raids.

A couple of EPR boys whom I met in a deserted village near Jessore town regretted that the leaders had failed to arm the villagers who otherwise might have stayed on in the villages and helped the liberation forces.

When I came back from the front to the headquarters of the Awami League at a safer place near the Indian border and asked the local leader why the peasants were not armed, he said they could not be as otherwise they would indulge looting and fighting among themselves.

The middle-class distrust of the peasantry has kept the majority of the rural poor at a distance. They seemed to be uninvolved in the war evident from their immediate decision to evacuate villages whenever the Pakistan forces were sighted nearby.

A liberation war cannot be fought only by a few EPR boys and student volunteer, however heroic they might be. The bulk of the people the peasantry-will have to be drawn into it.

While the Awami League leaders still believe in keeping the masses at a distance, and winning the war in the conventional way by defeating the army on the battlefield, those who are fighting the war-the EPR and the volunteers, are fast realizing the need for guerilla warfare. This explains the sharp differences in the behavior of the leaders' and the fighters.

Almost every Awami League leader with whom I talked expected help from India in the shape of heavy artillery, tanks and other modern weapons to match the strength of the Pakistan army. They are approaching the Government for such help. Standing in sharp contrast with this behavior was the attitude of young a mechanic-hardly 25-who had crossed over from Dinajpur to spend a day in India and collect explosive necessary to blow up a bridge. More practical and Pragmatic then the leaders, he described how the fighters are learning from their past mistakes and shifting to guerilla tactics, like laying booby traps to ambush tanks.

Politics

Apart from the differences over fighting tactics. Political differences are developing. Resentment against the Awami League MPAs and MNAs, particularly among the rural poor, is growing. They feel that they have been deserted. Among the fighting forces also there is a feeling of being let down. They think that they were not asked well in advance to be prepared for a war. The way the senior officers of the EPR and ERR were allowed to be eliminated by the Pakistan army, even when the negotiations were on between Mujibur Rahman and Yahya Khan, indicates that the Awami League leaders were not seriously thinking in terms of a military war.

From all indications it appears that the Awami League leadership has exhausted its capabilities. It reached its zenith with the success of the non-violent non-cooperation movement. In mobilising the masses behind the call for non-cooperation, it demonstrated its mettle and proved to be superior even to Gandhi. In our non-cooperation movement during the anti imperialist struggle, there was hardly any case of defiance like the instance of judges refusing to swear in a Governor imposed by an alien power. The sense of nationalism was complete.

The Awami leaders succeeded in mobilising the masses behind the slogan of non-violent non-cooperation, but were not expected to rally them for armed resistance. Their middle class temperament stood in the way of arming the people. They depended instead on the remnants of the ready-made machinery of the Stale-thc EPR and the ERR. Trained in conventional warfare and direct confrontation, but deprived of the necessary command and equipment, the EPR and ERR could hardly resist the superior Pakistan army.

Thus with the end of the non-cooperation movement and the invasion of the Pakistan army, a new phase started in East Bengal politics-the phase of armed resistance-which the Awami League leaders failed to lead properly.

In spite of our Government's wishful thinking and publicity for Sheikh Mujib's Government-in-exile, the leadership of the new stage of movement in Bangladesh is fast changing. Sincere elements in the Awami League are getting disillusioned about the leaders. A prominent leader of the Jessore area, whom I met in Calcutta a week ego, told me how he had waited for days for the top leaders- to come to a decision and for the West Bengal Government to help his boys fighting in Jessore, in vain, and had finally decided to contact "other sources" in Calcutta before leaving for Jessore.

What are the other political forces in Bangladesh? Despite the subtle propaganda in our newspapers that Maulana Bhasani's National Awami Party is not participating in the

war, NAP is very much on the scene. 1 met a prominent leader of the party and ordinary members who are fighting in Dinajpur.

It should be remembered that long before Mujibur. Bhasani had giving the call for Independent Bangladesh. NAP claims that although the electorate voted for Mujibur Rahman, they were taken a step ahead from the demand for autonomy to the demand for full independence by NAP. The rallies they held during the negotiations exerted pressure on Mujibur and prevented a compromise, NAP leaders claim.

But NAP admits that it was also caught unawares by the Pakistan army. It should share with the Awami League the blame for keeping the masses unprepared for a war.

Co-ordination

NAP has decided to set up a co-ordination committee of other left forces and keep in touch with Mujib's Government-in-exile and prepare for a long-drawn war. It describes the present struggle as a national liberation war and seeks to draw all the classes into it. Instead of depending on conventional warfare like the Awami League, NAP is preparing for guerilla war. The NAP leader whom I met was tin: only political leader from East Bengal to tell me pointblank: "We do not expect any help from you. It is our war and we will fight it. For heaven's sake, ask your political parties to keep away from our politics."

NAP. it appears, has succeeded in getting cooperation from three Noxalite groups of East Bengal. The Toaha group, which heads the official Communist Party of East Pakistan(Marxist-Leninist) is still out of the co-ordination committee.

The CP (ML) in East Bengal is thinking on different lines, although it is participating in the liberation war. It describes the war as a "false nationalistic war in collaboration with imperialists." The definition is probably directed against the Awami League leadership. The party emphasizes class struggle-annihilation of landlords and shardening of the conflict between the jotdars and the rural poor. It seeks to expose Mujibur Rahman and the Awami League leadership.

In this connexion. NAP differs from the CP (ML). While NAP feels that the main contradiction is between the Bengalis as a nation and the invading Pakistan army, the CP- (ML) stresses the contradiction between the feudal structure in the villages and the toiling masses. They feel that with the desertion of the rural poor by the Awami leaders, it would be easier for them to expose the Awami League and politically educate the peasantry.

According to the CP (ML), the fight against the Pakistan army and the local feudal landlords would continue simultaneously. They hope that the peasants who are fleeing villages today will return tomorrow and take up arms, snatch them if necessary, to defend themselves. Political power will be set up in these centers of armed struggle.

It is difficult to predict at this stage what exactly would be the course of future events in Bangladesh, or which party would be in the leadership. But it is clear that parties of the petit bourgeoisies will gradually lose their hold and give way to other forces, depending on the initiative of the more militant groups. With the onset of the monsoons, there might be some lull on the battlefronts. During this period, NAP and other forces might try to coordinate their activities and set up resistance groups and prepare for guerilla warfare. In

course of such resistance, the class conflicts being visualized by the CP (ML) will sharpen.

Meanwhile, our newspapers would be deprived of the chance of dishing up sensational stories. There will be no more spectacular victories. The fight will go on beyond the sight of visiting newsmen. The freedom fighters will be spared the dangers thrust upon them by irresponsible reporting by our journalists, and the local population will be cured of the euphoria created by false news of victories in our newspapers.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৬। বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রতারণা	নিউ এজ	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

NEW AGE, APRIL 25,1971

US ENVOY'S BLUFF ON BANGLADESH EXPOSED

The US Ambassador's bluff has been called. Kenneth Keating struck the headlines in the obliging monopoly Press here a few days ago by declaring that his government did not regard the regent gory happenings in East Bengal as an internal affair of Pakistan. It was a clear attempt to play to the gallery without any basis for it in US official policy.

The phrase internal affair is overworked, he said. "This certainly is not a case of internal affair". Keating announced with great aplomb in Bombay on April 15.

Hardly four days could pass before this inflated balloon was pricked. The official word came from the State Department putting Keating in his place and reiterating the well known US position. The Department's spokesman in Washington, Robert McCloskey, stated bluntly, in reply to pressmen's questions asking for comment, on Keating's Bombay statement that on April 2 he (McCloskey) had stated that "it was our view that what is going on in Pakistan is an internal matter". And there the matter stood as far as the US Government was concerned, he said.

American Tanks in Action

The American lobby in India has been trying hard to soften the blow dealt to the people of East Bengal by the US attitude, saying that "in action" the US is not hostile to the freedom fighters. Facts Completely refute this make believe nonsense. The same State Department spokesman, Robert McCloskey, had told pressmen a few days earlier that since 1966-61, US sales of military items to Pakistan-both on commercial and on credit terms-had in fact been running at "just under" ten million dollars annually. Of these 25 per cent, that is about 2.5 million dollars worth of material had been in the form of ammunition. (International Herald Tribune, April 15, 1971)

This exposes the earlier lies kept afloat by the US that since its resumption of military supplies to Pakistan in 1966.67 the US had been giving only non-lethal weapons to the military dictatorship in Islamabad. The US had claimed then that supplies consisted predominantly of military personnel carriers and communications equipment. It has now had to acknowledge that the bullets and bombs which have killed lakhs of innocent East Bengalis and continue lo kill over more of them, originated mostly in the US.

And (his supply is still being maintained, despite all protests and demands from sections of American opinion and from the governments and peoples of Bangladesh and India.

Earlier a despatch in the New York Times from its Washington bureau dated April 11 had acknowledged that the US was continuing to ship to Pakistan ammunition and spare parts for weapons under a programme begun in 1967.

"There is growing evidence", said this despatch, "that the Pakistani army has been using American tanks, jet aircraft and other equipment in its attempt to crush the movement for autonomy by the predominantly Bengali citizens in the eastern half of the country.

"That equipment was shipped from 1954 to 1965 at which time the US embargoed further arms shipments to Pakistan. The embargo was eased in 1967 to permit Pakistan to buy spare and ammunition for (he weapons." (International Herald Tribune, April 12, 1971)

While the US continues to sanction the use of its arms and ammunition in the West Pakistani military junta's hands for the mass butchery in East Bengal no embargo has been placed on continuation of the supplies resumed in 1966-67. and none seems likely at all. The word has come from their brothers at the other end of the Atlantic now advising the Bangladesh freedom to abandon their resistance and submit to butchery like lambs. A report in the Indian Express, fighters April 21, datelined London says:

"A discreet move is afoot in Britain to persuade East Bengal political circles here to abandon plans for armed resistance to West Pakistan's military..."

Between the two of them the US and British imperialists arc out to see the freedom fighters of East Bengal crushed, so that Yahya and his minions can rule undisturbed for years and decades to come. While Keating pours out honeyed words on Indian soil his superiors across the seas continue to stab the Bangladesh fighters in the back every moment.

A growing volume of democratic opinion in both UL and Britain demands the staying of the hands of the butchers and acceptance of Bangladesh demands.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৭।	কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাই কমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে	আনন্দবাজার পত্রিকা	২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাই কমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ২৪ এপ্রিল-পাকিস্তান এবং ভারত আগামী সোমবারের মধ্যে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দিচ্ছেন। গতকাল ইসলামাবাদে ভারতের অস্থায়ী হাইকমিশনারের কাছে এবং আজ পাকিস্তানী হাইকমিশনার কর্তৃক পররাষ্ট্র দফতরের সচিব শ্রী এস কে ব্যানার্জির কাছে প্রদত্ত নোটে পাকিস্তান কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এই নোটে ভারতকেও ঢাকায় তার ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলা হয়। ভারত তাতে রাজে, তবে পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত। পাকিস্তানী নোট অনুসারে সোমবারের মধ্যেই এই দুই অফিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং উভয় অফিসের কর্মী এবং তাদের পরিবাররর্গ স্থান ত্যাগ করবেন।

ভারত পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ বলে উল্লেখ করেছে। ভারতের বৈদেশিক দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীমেহেদী মাসুদকে সম্ভাব্য সব রকম সুবিধাই আমরা দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে চরম বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিশ অফিসাররা শ্রীমাসুদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

একটি নিরাপদ জায়গায় ডেপুটি হাইকমিশনারকে যথাযোগ্য স্থান করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। এই সুবিধার সুযোগ উপেক্ষা করে কলকাতায় অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলে পাকিস্তান যা করল তা দুঃখবহ। পাকিস্তানের পক্ষে এই পূর্ব পরিকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত কূটনৈতিক চাল নিন্দনীয়।

পাকিস্তানী নোটে কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের স্বদেশযাত্রার ব্যাপারে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়, ভারত তাতে সম্মতি জানিয়েছেঃ

ক। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে করাচি থেকে ঢাকায় আনবেন।

খ। কলকাতায় পাকিস্তান কর্মী এবং পরিবারবর্গকে আন্তর্জাতিক পরিবহনে করাচি যেতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সুযোগ দেবেন।

গ। ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকমিশনের ব্যবস্থায় ভারতীয়রা করাচি থেকে দিল্লি যেতে পারবেন।

পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে এই অনুরোধও করেছে যে, পাক হাইকমিশনারকে যেন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনের বাড়ি, সরকারী সম্পত্তি, তহবিল ও নথিপত্রের অধিকার দেওয়া হয়।

ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের অফিসাররা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছেন। কারণ এতে কূটনৈতিক যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তার দূর হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। এখন ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ যাতে ভারতে

আসতে পারেন তা দেখার বর্তাল এখন পাকিস্তানের উপর। অবশ্য ভারতকেও অনুরূপ দায়িত্ব নিতে হবে।

বাধা রইল শুধু অস্থাবর সম্পত্তি যেমন, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি জিনিস সম্পর্কে যা নাকি এখনই বিমানে পাঠানো যাবে না। তবে তা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্থানত্যাগে পরিবহনের ব্যাপারে দুই দেশের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে পাকিস্তান জানিয়েছে। ভারত বলেছে, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী তা স্থির হবে।

পাকিস্তানের বক্তব্য যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী। কর্মী এবং পরিবারবর্গের স্থানত্যাগের সঙ্গে গাড়ি ইত্যাদি কথা না থাকায় আশংকা হচ্ছে এ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলমাল দেখা দেবে।

পাকিস্তান বলেছে, বাংলাদেশে সবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকায় ভারতীয় কর্মীরা ভারতীয় পথেই আসতে পারেন। অথচ মনে হচ্ছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জন্য এই পথে আসা সম্ভব নয় বলে পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আগেই সবকিছু জানিয়েছে।

নতুন এই পরিস্থিতিকে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের পথ আরও পরিষ্কার হল। যদিও তার মানে এই নয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারত তাই করতে যাচ্ছে। তবে এটা ঠিক, এর ফলে ভারতের কাছে পাকিস্তান বলতে রইল শুধু খন্ডিত পাকিস্তান যার নাম পশ্চিম পাকিস্তান।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৮। ঢাকায় ভারতীয় দূতবাসের কমচারীরা অন্তরীণ	ষ্টেটসম্যান	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

STATESMAN, APRIL 28, 1971

INDIAN STAFF AT DACCA INTERNED

FRESH DELHI MOVE TO EVACUATE DIPLOMATS

New Delhi. April 27 -In its latest move to further worsen India-Pakistan relations, the military junta in Islamabad has practically interned the personnel of the Indian Deputy High Commission in Dacca, including the Head of the mission, Mr. K. C. Sen Gupta, after the mission's closure yesterday, report UNI and PTI.

The Government of India has taken up the matter strongly with the administration in Islamabad. It is understood to have pointed out to the Islamabad regime that the internment is contrary to the assurance given to it earlier and is in violation of the Vienna Convention.

A strong protest Note was personally delivered to the Pakistani High Commissioner here Mr. Sajjad Haider, by Mr. A. K. Ray, joint Secretary in the Ministry of External Affairs in charge of Pakistan desk, at the letter's office.

At tonight's meeting, Mr. Ray put up to the Pakistan High Commissioners some new and concrete proposals for the prompt evacuation of Indian personnel from Dacca. The new proposals were made as they were considered easier to implement, official sources said.

Mr. Ray asked Mr. Haider to obtain a reply to these proposals from his Government to early as possible. Officials here hoped to get a reply from Pakistan within 36 hours.

Observer here feel that the Government of India will be forced to impose similar restrictions on the personnel of the Pakistani Deputy High Commission in Calcutta if the internment of the Indians in Dacca is not lifted immediately.

The internment is probably in retaliation to New Delhi's action in barring the exit of Pakistani personnel in India without prior permission from the Government. The steps followed Pakistan's refusal to allow Mrs. Sen Gupta and a diplomatic courier of Indian High Commission to leave Karachi for New Delhi.

An External Affairs Ministry spokesman here said the Government had learnt with regret and concern that immediately after the closure of its mission in Dacca well before the stipulated time yesterday, the Deputy High Commissioner, his officers and staff were practically interned in their residence.

Meanwhile a Foreign Office spokesman in Islamabad today described as "totally false" India's charge that Mrs. Sen Gupta, was maltreated.

Radio Pakistan quoted the spokesman as saying that Mrs. Sen Gupta could not leave Karachi for New Delhi on April 21 because of "mistaken identity" at Karachi airport. But. the matter was sorted out within a half hour, the spokesman said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৭৯। যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালী কূটনীতিকদেরকে বদলী করা হচ্ছে	ষ্টেটসম্যান	২৮ এপ্রিল, ১৯৭১

STATESMAN, APRIL 28, 1971

BENGALI DIPLOMATS IN USA BEING REPLACED

U. N. H. Q. April 27- The Pakistani Government was replacing its Bengali diplomatic personnel in key positions in the USA, informed sources said yesterday: reports PTI.

They said Pakistan's Consul-General in New York Mr. M. N. I Chaudhuri, the Minister in Washington, Mr. Enayat Karim, and his deputy were all either being replaced or their work transferred to West Pakistani officials.

None of this action came even as the Bengali Vice-Consul. Mr. A. H. Mahmood Ali, repudiated all connexions with Islamabad and, pledging his loyalty to the Bangladesh Government, sought asylum in the USA for himself and his wife.

The Pakistani Embassy in Washington claimed that Mr. Ali had been transferred to Ghana and had taken an advance for travel, implying thereby that Mr. Ali was not really being victimized. Mr. Ali, however, said while he had been originally asked to go to Accra, these orders were cancelled on April 21 and he had been asked to report to the Foreign Office in Islamabad immediately. Mr. Ali showed newsmen the latest orders issued to him.

The Pakistani Embassy itself would not confirm the change of duties or transfers of their leading Bengali diplomats. It was, however, learnt that the Consul-General's duties in New York had been taken over by a West Pakistani diplomat. Mr. Hayat Mehdi, And that the Minister, Mr. Karim, who is doing political work in Washington, was being rep. laced by Mr. Zaki, councilor in Pakistan's High Commission in Ottawa.

American sources believed that whether he is granted asylum officially or not Mr. Mahmood Ali and his wife would probably be allowed to stay on and no action would be taken to compel them to leave the USA.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮০। সীমান্তের ওপারের জনগণ সক্রিয়	ফ্রন্টিয়ার	১ মে, ১৯৭১

FRONTIER, MAY 1, 1971

Across The Border

THE MASSES ARE ACTIVE

By Kalyan Chaudhuri

Some political circles do not believe what is being described as people's participation in the Bangladesh movement. True, the main fighting elements are the East Pakistan Rifles and East Bengal Regiment personnel. But they are not isolated units or groups far away from the masses. The masses are active and lending all-out support to them. It is not a matter of purely passive patronage on the emotional level.

It is somewhat contradictory to believe in the potential fighting capacity of the people in general and then deny its existence in the moment of struggle. My limited experience of the struggle (I have been in Bangladesh for one and half weeks, covering two districts, the peasant-based Dinajpur and Rajshahi) is that the movement was inevitable and that it matters little whether or not the Awami League leadership was guard up for it. What really matters is that a large section of the League having indisputable authority over the community had finally foreseen what was bobbing up round the corner. The same awareness was visible in the Maulana Bhasani-led National Awami Party and the NAP of Wali Khan.

The EPR and the East Bengal Regiment did not also err in speculating about the coming revolt against the authority. The authority was equally sensitive to the possibility of an armed insurrection. That is why General Yahya Khan had been working for the past six months on a systematic plan of disarming the Bengalis in the EPR and the East Bengal Regiment, partly by outright official order and partly by ugly diplomacy. The disarming programme made a shrewd start when the Bengali personnel of the EPR were summoned back to towns and cantonments from their usual positions along the border with India. In army jargon this is a policy of "bottling up".

That the seeds of an armed uprising were ripe is evident from reports in the East Pakistan press before March 25. Ittefaq, in its March 8 issue, published a photograph of members of the Chhatra League (CL), the students' front of the Awami League, parading in Pabna in "military style". Its significance is clear when one remembers the context of the essentially non-violent civil disobedience programme of the Awami League. It was a pointer that the powerful students' wing of the Awami League was not always docile enough to toe the line of the party. Further, in the March 22 issue of Dainik Pakistan and the March 23 issue of Pakistan Observer we find reports of the CL rejecting the usefulness of the Yahya-Bhutto-Mujib negotiations. They even took out rallies in Dacca and Chittagong demanding an open confrontation with the West Pakistan clique. Mujib was asked to quit the "talking table" and provide leadership to the struggle.

Outside the Awami League, Maulana Bhasani's National Awami Party had long been clamouring for the same line of action. The NAP General Secretary, Mr. Masiur Rahman, told me early in April that his party was insisting on complete independence. At a Dacca rally in the third week of March he did not roll out any "six-ponit or hundred-point demands" nor even "autonomy". He was emphatic on independence and nothing sort of it so that the people would have a valid brief to call the West Pakistan troops aggressors on Bangladesh soil.

Finally, Mujibur Rahman too sensed the inevitable. At his last Dacca public meeting of the Ramna Race Course he gave a call for complete independence even at the cost of blood and tears. But the very idea of struggle was never rehearsed by the Awami League machinery. And for all practical purposes, a party which has never worked out a plan for an armed movement cannot expect to retain its leadership over a people fighting a trained army as their enemy.

Nevertheless, it is Mujib and none else but Mujib who has released the "flush" in Bangladesh. Different as he is in political beliefs and actions, the NAP leader. Mr. Masiur Rahman said Mujib might have skipped his set programme, but the struggle which finally flared up was unlikely to assume such massive proportions if he had not leapt into it. It was, as Mr. Masiur Rahman explained, a sort of "negative contribution" to the liberation struggle.

Mr. Masiur Rahman was very emphatic in the use of the term liberation. The present upsurge has a clear-cut objective of throwing away once for all the shackles of western dictatorship. A few setbacks or even heavy loss of lives, he said, could not stifle the uprising of the Bangladesh people.

Those who think that the struggle in Bangladesh has failed to inspire mass participation and refer to the refugee influx in support of their view, should note that the number of evacuees, however large, is very small in ratio to a population of 75 million. Besides, the evacuees are mostly children, women and old men while the youths are staying on in their land to take part in the movement for liberation.

About mass participation one incident is worth describing. On April 2 an army column came out of the Rajshahi cantonment to attack Nababganj from the border outposts, facing attacks on the way. The situation was hopeless. But what happened was unique. As the news spread that the army was advancing with a tank, about 5,000 civilians grouped together for resistance with whatever they had-sticks, bows and arrows, spears and guns. It was not just a show of courage. They pounced upon the firing tank and captured it, though at a heavy price. Whatever the wisdom of the tactic it showed that the people acted on their own without any directive from the Awami League or NAP leaders to give vent to pent-up anger. Once the moment came the question of parasitic dependence on leadership just vanished.

Resistance Groups

During my short tour I found no village where there was no resistance group. Armed with crude weapons like sticks and bows they were a perfect picture of resolve and

ambition. Emotionally tense, they will! however, have to learn the brass-tacks of a fight against superior power. They have already become wary of frontal engagements with the enemy and been turning to guerilla actions.

To drive further home my point that the people have taken part in the movement, I would like to refer to some "representative individuals" One is a boatman of Rohanpur of Rajshahi district. The poor man did not grudge cruising his boat every night to carry food given by the local villagers to the liberation forces fighting afar. Or think of the young boy who cycled 40 miles at a stretch to come over to Maida on our side for fuel for their petrol-operated transmission sets. These "representative individuals" are countless, cutting across party lines. With the obliteration of party labels one thing stands out-the "pointed demands" of the Awami League have expanded into a national liberation movement against the coterie rule of the west.

Liberation-that is the word. Even the Swadhin Bangladesh Government will not be able to sit again with the western oligarchy for a so-called peaceful settlement. It is also a fact that the big powers can no longer push the Bangladesh people towards a conference table until liberation from the tyrannical rule of West Pakistan, a direct agent of world imperialism) is accepted as the major premise. Even if the new Government is content with big-power recognition under conditions that may annul the concept of liberation, the Bangladesh people will not accept it.

To convey the general sentiment of the Bangladesh people I would like to refer to a young girl of Dacca University whom I met in Calcutta. She is the grand-daughter of an 85-year-old political leader and ex-Minister of Pakistan who was killed in front of his Comilla residence. The incident took place before her eyes. The Army raided their house on the night of March 27 and dragged out Mr. D.N. Datta and his son who was also reported to have been killed as the Army made a bayonet charge. The girl who managed to escape told me that she did not like to stay in India as a refugee. "I must go back to Bangladesh: I cannot forget for a single moment even in any sleep the ugly face of the brute who killed my old grandfather and the innocent uncle. I must find him out and kill him the same way he killed them."

The liberation forces are very much aware of the price they will have to pay for foreign intervention. They do not want India or any other nation to be directly involved in the conflict. Leaders as well as common people I met did not seem willing to receive from foreign powers any assistance beyond material help such as arms and ammunition. They were obsessed with the idea that the goal of liberation would be realized easier by fighting alone.

There can be no denying the fact that the present movement, is not' the outcome of any class conflict. But rigid class consciousness is giving way. The Dinajpur SP. once a student of Dacca University, left his wife in a village camp with certain so-called low class people while he was engaged in operations on the front. He said it was a grand chance to get declassed.

The question is whether the ground for a liberation movement was fertile in East Pakistan. An analysis of certain socio-economic aspects would show that it was. In

Pakistan's budget last year about Rs 350 crores was earmarked for defense expenditure out of a total of about Rs 750 crores. About Rs 150 crores was see apart for annual loan repayment while maintenance of administration was alloted about Rs 100 crores. The rest-Rs 150 crores-was mainly spent on the development of West Pakistan where most of the private and public sector units are located. Strangely, the Rs 350 crores meant for defense expenditure was lifted fully from East Pakistan. East Pakistan used to raise about 65 per cent of the budget expenditure by selling her jute, tea and tobacco and most of this revenue was spent on the army. Since 1965 West Pakistan has received Rs c from the United States also as defence aid. All things considered, there was a glaring economic imbalance between West Pakistan and East Pakistan. The latter was treated not a shade better than a colony.

Another disturbing factor was the heavy land rewards to the retired Pakistan Army officers who are hardly recruited from the East. Once the army officers of the west are out of active service, they get land ranging between 50 and 300 bighas. In other words this privileged class of West Pakistani army officers is turned into feudal overlords and become a powerful tool of the machinery of exploitation. These are some of the long- standing grievances of East Pakistan against the western wing or late what hurt East Pakistan was the refusal of the army men to come to their help at the time of the devastating cyclone. American troops had to be invited to clear the huge masses of corpses from storm-ravaged localities. The army apart, no political leader from the west also cared to visit the cyclone-hit areas in East Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮০। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আবেদন	অমৃত বাজার পত্রিকা	৫ মে, ১৯৭১

AMRITA BAZAR PATRIKA, MAY 5, 1971

NF RY WORKERS URGE RECOGNITION OF BANGLADESH

From Our Correspondent

Pandu, May 4. The Central Council of the NF Railway Mazdoor Union in its 4-day meeting at Lnumding from April 30 demanded immediate recognition of Bangladesh.

The Council "expressed its deep sense of horror at the massacre there by West Pakistan army of innocent and freedom-loving people.

The conference which was attended to by about 200 delegates and visitors representing all the 19 branches of the union in another resolution regretted that while the people of Bangladeshi were fighting for democracy and economic political and cultural emancipation against the military rule of Pakistan no other power in the world except India had expressed moral support to them.

The resolution added that those had escaped the military brutality there and crossed over had become the problem of India alone. India alone had to find its resources to provide them with food, clothes and shelters etc. The U.N. with its Security Council, Red Cross organisation rehabilitation organisation, refugee organisation was controlled by a few big powers that were "yet on-lookers of the grim struggle in Bangladesh", it said.

The meeting, which was Presided over by its President Mr. Basanta Chandra Ghose, a senior lawyer of Patna, in another resolution discarded the American type of trade unionism in the form of categorical council "which brings isolation in the integrity and solidarity of the healthy trade unionism".

It also decided to organise demonstration in front of the General Manager's office on August 9 next on various demands of the report of the Third Pay Commission.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮১। ইয়াহিয়ার বায়না-বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে গোপন বৈঠক চাই	যুগান্তর	৬ মে, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার বায়না-বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে গোপন বৈঠক চাইঃ কূটনৈতিক বিনিময় কালও হয়নি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, ৫ই মে-পাকিস্তানের একগুঁয়েমির ফলে আজও ভারতীয় এবং পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের কর্মচারীদের নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাকিস্তান হাইকমিশনের দাবী, ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ মেহেদী মাসুদকে কলকাতা মিশনের সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে গোপনে এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে দিতে হবে। ভারত সরকারের অভিমত, ব্যাপারটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাঁরা কলকাতা মিশনের কাউকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারেন না। কাজেই পাকিস্তানের দাবী অবৈধ, অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ শুধু কর্মচারী বিনিময় দেরি করার মতলব।

পাক হাইকমিশনের প্রেস কাউন্সিলার মিঃ এম আই বাট আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ভারত সরকারের কাছে তাঁরা উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন।

২৯শে এপ্রিলের নোটেও তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে নোটটি পেশ করা হয়েছিল।

নোটের সারাংশ পাঠ করে শোনানোর কালে একজন সংবাদদাতা প্রশ্ন করেন, ব্যাক্তিগতভাবে দেখা করার কথা তো এই নোটে নেই। মিঃ বাট কথাটা এড়িয়ে যান। নোটে শুধু বলা হয়েছিল ভারত সরকার যেন মিঃ মাসুদ ও শ্রীহোসেন আলিসহ (বাংলাদেশ মিশনের প্রধান) কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেন।

মিঃ বাট বলেন, কলকাতা মিশনের যে সব কর্মচারী পাকিস্তানে যেতে চান না-তাঁরা যে নিজেরাই স্বাধীনভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ বিষয়ে পাকিস্তান নিশ্চিত হতে চায়। সকলের সঙ্গে একযোগে দেখা করলে এই বিষয়টা স্পষ্ট হবে না। গতকাল মিঃ মাসুদের সঙ্গে শ্রী হোসেন আলি ও অপর কয়েকজনের দেখা হয়েছে বলে যে খবর পাওয়া গেছে, সে ব্যাপারে মিঃ বাট কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, মিঃ মাসুদ হাইকমিশনকে কিছু জানাননি।

পাকিস্তান এই সব শর্ত আরোপ করে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশন অফিসের কর্মচারীদের নিয়ে আসার ব্যাপারে টালবাহানা করছেন,- এই অভিযোগ করা হলে মিঃ বাট তা অস্বীকার করেন।

প্রশ্ন করা হয়, ভারত সরকার কিভাবে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মচারীদের দেখা করতে বাধ্য করতে পারেন?

মিঃ বাট বলেন, তাঁরা একটা আপোষমূলক মনোভাবও দেখাতে পারেন। তিনি অভিযোগ করেন, গতকাল মিঃ মাসুদ ওদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার কোন সুযোগ-সুবিধা দেননি।

সোভিয়েট বিমান তৈরি রাখবেন

মস্কো- ৫ই মে (পি টি আই) গত রাত্রে মুহূর্তে সোভিয়েট বিমান তাসখন্দ থেকে ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মচারীদের আনতে যায়নি।

তা সত্ত্বেও আজ তাঁরা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন, বিমান তৈরি থাকবে। ভারত ও পাকিস্তান একমত হলেই বিমান যাত্রা করবে।

দুটি ইল্যুইশিন-১৮ বিমান ঢাকা যাবার জন্য তৈরি ছিল। শেষ মুহূর্তে রাওয়ালপিন্ডি অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়।

সোভিয়েট মনে করেন, পকিস্তান যে শর্তের কথা তুলেছেন, তাতে আজও কর্মচারী বিনিময় হবে না। অসুবিধা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত দিল্লীতে বিমান তৈরি রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮২।	এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল হবে না	আনন্দবাজার পত্রিকা	৮ মে, ১৯৭১

এখনই ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বার্থের অনূকুল হবে না তবে মুক্তি আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হবে- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৭ মে- আজ সকালে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বৈঠকে বসেছিলেন। প্রায় সকলেই বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। (ব্যতিক্রমঃ বিকানীরের মহারাজা ডঃ করণি সিং এবং মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল। দুজনের বক্তব্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য ছিল।) সকলের কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তা মর্ম এইরকমঃ বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিভারত পূর্ণ সমর্থন জানাবে, কিন্তু বাংলাদেশকে এখনই কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া এই দেশেরই স্বার্থের পরিপন্থী হবে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি থাকলেও স্বীকৃতির ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা চলছে। তবে তাজউদ্দিন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না এমন কথা তিনি বলেননি বা সরকার এ ব্যাপারে ঠিক কী করবেন তার কোন আভাস দেননি। শুধু স্পষ্টভাবে তিনি বলেন যে, কোন অবস্থাতেই ভারত ভীত নয়।

ইন্দিরাজী বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নানা উস্কানিমূলক কাজ করছে। ভারতকে নানাভাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়াতে চাইছে। যা-ই হোক, ভারত যা ঠিক মনে করবে তা করতে ভীত নয়।

দুই ব্যতিক্রমঃ অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবির বিরোধিতা করেন বিকানীরের মহারাজা ডঃ করণি সিং। তিনি লোকসভায় কয়েকটি ছোট গোষ্ঠী ও কয়েকজন নির্দল সদস্যের নেতা। সেই গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা অবশ্য আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

ডঃ করণি সিং-এর বক্তব্যঃ বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন আসলে ‘বাঙালীদের বিদ্রোহ’। ভারতে এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে সরকার কী করতেন? কাশ্মীরের কথাও ভাবা দরকার।

ইন্দিরাজী তাঁকে বলেনঃ কাশ্মীরে যারা হাঙ্গামা বাধতে চায় তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের পিছনে বিপুল গরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশে গরিষ্ঠ অভিমত পাকিস্তান দাবিয়ে রাখতে চাইছে।

মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল যা বলেন তার মর্মঃ এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে বা কোন সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে ওই ধরনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তবে সরকার এ ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থাই নিন না কেন তার প্রতি তাঁদের দলের সমর্থন থাকবে।

ইন্দিরাজী বলেন যে বাংলাদেশের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছু লোক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। সকলকে এ বিষয় সতর্ক থাকতে হবে।

স্বীকৃতির স্বপক্ষে জোর দাবি

অধিকাংশ বিরোধী নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য জোর দাবি জানান। পরিস্থিতি সম্পর্কে ইন্দিরাজীর বিশ্লেষণে তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। স্বীকৃতি দিয়ে সরকার শুধু সেই সত্যটিকেই মেনে নেবেন আর তাতে সেখানকার আন্দোলন জোরদার হবে। ভারত এ বিষয়ে দেরী করলে ভারতেরই ক্ষতি হতে পারে।

এই দাবি জানান- সি পি এম, সি পি আই, ডি এম কে, জনসঙ্ঘ, আদি কংগ্রেস, পি এস পি, সে এস পি, ফঃ-বঃ, আর এস পি। শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) তাঁর দলের পশ্চিমবঙ্গে কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দেন। শ্রী এ কে গোপালন (সি পি এম) বলেন যে,পাকিস্তানকে ভয় না করে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য দেওয়া হোক। শ্রী কে মনোহরণ (ডি এম কে) শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (জঃ সঃ), শ্রী চিত্তবসু (ফঃ বঃ), শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি), শ্রী এন জি গোরে (পি এস, পি) ও শ্রী এস এন মিশ্র (আদি কং) একই তাবি তোলেন।

ত্রাণকার্য সম্পর্কে একটি আলাদা বৈঠক বসবে

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্তানী ফৌজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় পনেরো লক্ষ লোক ভারতে এসেছেন। আরও আসবেন। এজন্য ত্রাণকার্য সম্পর্কে কী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বিরোধী নেতাদের সঙ্গে পৃথক একটি বৈঠকে বসবেন। (অর্থমন্ত্রী শ্রী চরণ নাকি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এজন্য ষাট কোটি টাকার দরকার।) তবে ওই বৈঠক কবে বসবে আজ তা ঠিক হয়নি। ভারত চায় যে, এই ত্রাণকার্য আন্তর্জাতিক রূপ নিক।

ইন্দিরাজী আরও বলেন যে, বাংলাদেশে আগে দুই ডিভিশন পাক ফৌজ ছিল। এখন আছে চার ডিভিসন। শহরগুলি অধিকাংশ পাক ফৌজের দখলে আছে। গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকাই এখনও মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে তাঁরা পাক ফৌজের তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লী, ৭মে-প্রকাশ, বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক পূর্ব নির্ধারিত ছিল না।

বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী স্বল্প সময়ের নোটিশে তাঁর সহকর্মীদের ঐ বৈঠকে আহবান করেন।

এক ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে শ্রীমতি গান্ধী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়ে সহকর্মীদের অবহিত করেন।

-পি টি আই

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৩। ‘পূর্ব বাংলার’ ঘটনা প্রবাহের ওপর ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার একটি সমীক্ষা	**ফ্রন্টিয়ার**	**৮ মে, ১৯৭১**

FRONTIER, CALCUTTA, MAY 8, 1971

East Bengal

THE NEXT STAGE

By K. Sen

The war in Bangladesh is over a month old now. President Yahya who had reportedly boasted that he would be able to crush the movement in 48 hours must be wondering at the continuance of a struggle, in which militarily the odds are definitely against the other side. Financially the Pakistan Government is feeling the pinch as is evident from its agreeing to devalue the currency. On the other hand thousands of refugees continue to cross into Indian territory and even if a fraction of what they say is true, then it is not a Sonar Bangla they have left behind. The towns are almost empty and the vast countryside, for the most part, lies ravaged.

Yet the fighting goes on. There is yet no evidence of the Mukti Fouj deciding to call it a day. And with the choice generally being between dying fighting and simply dying it is going to be a protracted war, the first phase of which seem to be drawing to a close. As a Dacca journalist, who has crossed over, observe red recently, soon there will be a period of lull which will be the period of regrouping. And that according to all accounts, will be an interesting period to watch.

For there cannot be a protracted war without political leadership. The Mukti Fouj, as constituted at present, is an odd assortment of paramilitary forces and other elements. So far its main task has been to resist as best as possible the onslaught in which it has not been as successful as is made out in euphoric Press reports. Which, in the context of a general lack of preparedness is understandable. But now that the Army has been able to find a footing in Bangladesh the job will be to get it out. And with a negotiated settlement seemingly out of the way the search for the political leadership which can take the protracted struggle to successful end, has already begun in Bangladesh.

The December elections brought the Awami League into the foreground and the Pakistani authorities' disregard for democratic principles further added to its prestige in the subsequent days. Mujib thundering away at Paltan Maidan and elsewhere was the man to be looked forward, to. Bengali nationalism had reached a new height. Than the Army struck. And today, with a number of Awami League leaders sojourning on this d side of the border, .a fact which has disappointed many on the other' side and the Joy *Bangla spirit* not as fresh as before, the time has come to question whether the AL still has a dominant role to play in Bangladesh.

The Awami League, as is well known, is at best a bourgeois democratic party and has always sought to do what in the ultimate analysis can be termed replacement of the non

Bengali ruling class with the Bengali. His only, aim being to gain greater economic rights for the Bengali bourgeoisie, Mujib had till the last refrained from demanding an independent Bangladesh; when he did so it was more at the pressure of some younger elements within the party than anything else. But all the time he was hoping to have an agreement with Yahya. As the talks dragged on it was a sad Mujib who remarked in desperation that if the Army continued to be intransigent than ultimately the Communists would take over the leadership of the movement. His anti-communism is well known. A practical politician, he knew that his party was neither organizationally nor ideologically prepared for a long-drawn struggle. Perhaps he was also able to realize that a national liberation struggle could not sucked without active participation by the Communists. And today, accounts from Bangladesh suggest, his fears are about to come true.

Mujib's fears are also shared by the Indian Government which explains its hesitation in supplying the much sought for arms to the Mukti Fouz Delhi must have known by now that the Awami League on its own will not be able to deliver the goods in Bangladesh. And Mrs. Gandhi and her supporters are in no hurry to see arms falling into the hands of "undesirable elements" and maybe later finding their way back on this side of the border. The Government is in no position to take any action in Bangladesh without considering the possible impact in West Bengal. On the other hand Delhi, because of its relations with Islamabad cannot hope to mediate for a peaceful settlement and see the Awami League in power in Bangladesh. It is also doubtful whether Delhi is entirely comfortable in a situation where an anti-centre slogan has been raised with such force. Like Mujib, Indira also seems to be in a fix.

Meanwhile the Communists in Bangladesh are active. The underground. Purba Bangla Communist Party, led by Abdul Motin, Alauddin Ahmad, Tipu Biswas and others, which is somewhat akin to the CPI (M) in West Bengal, is conducting guerrilla war in Bogra, Rajshahi Chittagong, Mymensingh, Comilla and Pabna. It had considerable influence among the working class and the peasantry; proof of this is the magnificent resistance to the Pakistani forces by about 40,000 dock workers in Chittagong. The PBCP has a close ally the Co-ordination Committee of Zaffar Menon and others who are very active among the militant students. The National Awami Party led by Maulana Bhasani is also working on similar lines in Mymensingh, Rangpur, Sylhet, Rajshahi and elsewhere. A disadvantage at present felt by the Communists is the campaign against them which the Awami League had carried on for many years now; the EPR, the East Bengal Police and the East Bengal Regiment people also have little love lost for them. However, in a protracted struggle it is the people who ultimately count and there is little chance of the Communists losing their support.

The Purba Pakistan Communist Party (ML), led by Mohammed Toaha, the former general secretary of the pro-Bhasani NAP and now a Maoist, enjoys a strong base in Jessore and Khulna; even conservative estimates put the party's committed supporters at 10,000. The Maoists are, however, lying low at the moment. For one thing they are not prepared to expose their trained fighters at this stage of the movement. But the possibility of their joining hands with the PBCP in forming a National Liberation Front is not entirely ruled out by competent political observers in Bangladesh. A redeeming feature is

That the difference between the PBCP and the PPCP (ML) is essentially on the ideological plane and has not degenerated into personal hatred. And this difference certainty cannot stand in the way of united action against a common enemy.

This being the situation it is clear which direction the political leadership of the movement will take in future. This is not to say that the Awami League will be done away for good. There are militant elements in the party, particularly among the lower cadres, whose continued participation in the future struggle seems certain. As for the gentlemen in Calcutta and Mujibnagar, for an practical purposes they seem to have done their bit.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৪। চট্টগ্রামে পাক বর্বরতা	অমৃত বাজার পত্রিকা	১২ মে, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA, MAY 12 1971

CHITTAGONG SEEN WITH HER STAINS AND SCARS

Chittagong, May 11. Newsmen were yesterday shown massive shell and fire damage and evidence of a sweeping massacre of civilians by the Pak Army in this crippled key port of East Bengal, reports A. P.

The Army is well in control here but troops occupied the important town of Cox's Bazar, 110 km to the south only five days ago and patrols are still encountering the Mukti Fauj elsewhere in southern areas, officers said.

Chittagong's port remains largely undamaged but is severely choked with cargo for lack of labor force and the means to tranship inland.

Chittagong industrialists say it will take many months, possibly years to restore the economy and activity here. At the Ispahani Jute Mills only 20 of 7,500 workers returned to their posts and the Manager said "it will take six weeks just to see where everything is".

At Chittagong port a skeleton crew of dockers loaded jute bailed in December. Shippers estimate that 400,000 tons of cargo was backed up in the port which normally can handle only 300,000 tons per month. The river is the only means to move goods in and out of the interior, though it normally handles only 25 per cent of traffic.

No plans have yet been formulated to augment inland shipping capacity, shippers added.

Evidence of a brutal war is everywhere in this pleasant gardened city built around picturesque hills.

Chittagong was the last stop on a four-day tour by six foreign newsmen, the first allowed in since newsmen were expelled on March 26. It fitted the general pattern of dozens of cities and towns in East Bengal. Newsmen also saw Comilla where damage was far less but the atmosphere was still tense.

Comilla, like most population centers along the Indian border was heavily patrolled by soldiers with automatic weapons.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৫। দূতাবাস কর্মচারী বিনিময়ে সুইস মধ্যস্থতায় পাক-ভারত সম্মতি	**অমৃত বাজার পত্রিকা**	**১২ মে, ১৯৭১**

AM RITA BA7AR PATRIKA, MAY 12,1971

MISSION STAFF EXCHANGE

INDIA, PAKISTAN ACCEPT SWISS MEDIATION

From Our Special Representative

New Delhi, May 11.- The week-old diplomatic deadlock between India and Pakistan over the question of repatriation of the personnel of their respective closed missions in Dacca and Calcutta is being sought to be resolved through Swiss good offices.

It transpires, according to the spokesman of the External Affairs Ministry, after unsuccessful attempts by Russia and Iran to offer third party assistance, Pakistan made an approach to the Swiss Government to take a hand in resolving the problem of repatriation of the Deputy High Commissions of India and Pakistan in Dacca and Calcutta. The Swiss agreed to consult India and lend their good offices.

The Swiss Ambassador in New Delhi, Dr. Fritz Real met Mr. S. K. Banerjee, Secretary, External Affairs, this afternoon and discussed the proposal, which was accepted by India.

Shortly after that the Pakistan High Commissioner Mr. Sajjad Hyder, met Mr. S. K. Banerjee in the External Affairs Ministry, who conveyed India's acceptance of the good offices of Switzerland.

Main hitch

The main hitch in the evacuation of the Dacca Mission staff arose over Pakistan's insistence that their Deputy High Commissioner, Mr. Mahdi Masud should be afforded all facilities by the Government of India to meet individually all members of their Calcutta mission who had declared their allegiance to Bangladesh and defected from Pakistan.

Since Mr. Hosain Ali and other members of the Calcutta mission did not agree to meet Mr. Masud individually except in a group, Pakistan created a stalemate and stalled the repatriation of our Dacca mission staff.

The stand of India was that it was a matter between Mr. Masud and members of the Pakistan Deputy High Commission to settle and India did not come into the picture, nor could India force any member of the Pakistan mission to meet Mr. Masud. Yet the External Affairs Ministry had requested Mr. Hosain Ali to meet Mr. Masud, but when Mr. Rosain Ali went to meet Mr. Masud with other members of the Calcutta mission, who had declared their allegiance to Bangladesh, Mr. Masud insisted that they should sec him individually. Thereupon, Mr. Hosain Ali and other members of the group walked away.

Modalities

It is not known what would be the modalities of the Swiss good offices in resolving the hitch. So far as India is concerned, the External Affairs Ministry seems to have taken the line that it is now for the Swiss and Pakistan to resolve the issue. India has made it clear to Pakistan earlier that the repatriation of the Dacca and Calcutta missions would be on a reciprocal basis, but reciprocity in this matter is not connected with numerical criterion. The entire staff of our Dacca mission, who are all desirous of coming back to India should be allowed facilities to be repatriated. India would offer facilities to all those members of the Calcutta mission, who are so willing to be repatriated to Pakistan, but could not force anyone to go to Pakistan.

It would seem the Swiss will for the present be making their efforts in Calcutta in trying to ascertain the will of the staff of the Pakistan Mission. The Swiss has no mission in Dacca. Whether the Swiss would themselves meet the Calcutta mission staff individually or collectively, or they would try to arrange individual or collective meeting between the Calcutta mission staff and Mr. Masud, these are matters left to the Swiss good offices.

India is primarily concerned about the repatriation of their entire staff from Dacca, and would not interfere in the repatriation of the Pakistan mission staff who may be so willing.

The Swiss efforts at resolving the repatriation problem and the main hurdle holding it up will be a waited with keen interest. The Dacca and Calcutta missions were closed on April 16 last following Pakistan's unilateral decision to close down their Deputy High Commission and asking India to close the Dacca mission.

Since then the repatriation of the personnel of respective mission has been held up because of the hurdle created by Pakistan trying to implicate India in what is purely an internal mission affair of Pakistan.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৬।	শরনার্থী শিবিরে শ্রীমতি গান্ধী	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৪ মে, ১৯৭১

শরনার্থী শিবিরে শ্রীমতি গান্ধী

পূর্বাঞ্চলের শরনার্থী শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। রবিবার আসবেন তিনি বনগাঁয়। এই শিবিরগুলোতে ইতিমধ্যেই তিরিশ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষ জড়ো হয়েছেন। আরও আসছেন হাজারে হাজারে। জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে। বাইরের সাহায্য বড় একটা পাওয়া যাচ্ছে না। এপারে এসে দুর্ভাগাদের সোয়াস্তি নেই। মাঝে মাঝে তাদের উপর পড়ছে পাক-কামানের গোলা। এই পর্বত প্রমাণ বোঝা বহনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ এর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল অনেক আগেই। প্রশাসকদের অদূরদর্শিতা জটিল করে তুলেছে গোটা পরিস্থিতি। শরনার্থীর ভারে নুইয়ে পড়ছে পশ্চিম বাংলা। নয়াদিল্লী ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন বাস্তব অবস্থা। পাল্টাচ্ছে তাদের ত্রাণ পরিকল্পনা। আত্মবঞ্চনা করে লাভ নেই। ইয়াহিয়ার চালের হারে হেরে গেছে ভারত। গণহত্যা এবং মানুষ-খেদার অভিযান সম্পূর্ণ হলে বহাল তবিয়তে ঘর গুছাবেন ইয়াহিয়া খান। আর তার দুষ্কার্যের ভারবাহী হয়ে থাকবে ভারত। মুক্তিযোদ্ধারা লড়বেন। তাঁদের সর্বাত্মক বিজয় কবে সম্ভব হবে তা জানবেন না কেউ। অন্তত এইটুকু সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শরনার্থীরা থাকবেন ভারতে। অনেকে হয়ত আর ফিরে যেতেই চাইবেন না। ইসলামাবাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন নয়াদিল্লী। এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার পথ একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শরনার্থী শিবিরগুলোতে দেশী-বিদেশী অনেক মহামান্যের পদধূলি পড়েছে। তাতে হতভাগ্যদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশের পাক-অত্যাচার বন্ধ হয়নি। শ্রীমতি গান্ধীর আগমনে লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাসের গরম হাওয়া ঠান্ডা হবার নয়। ওরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বদেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই অধিকাংশই হয়ত ফিরে যাবেন। এই পরিবেশ সৃষ্টিতে যত দেরী হবে অনেকের ফিরে যাবার পথও তত কণ্টকিত হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত ক'লক্ষ নরনারীর হয়ত ফিরে যাওয়াই হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ছাড়া আর কেউ শরনার্থীমুক্ত করতে পারবেন না ভারতকে। তার জন্য দরকার মুক্তি যোদ্ধাদের সামরিক অগ্রগতি এবং মুক্ত অঞ্চলের পরিধির বিস্তার। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার পাননি কারও কূটনৈতিক স্বীকৃতি। তাদের ভাগ্যে জুটছে না প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র। ইয়াহিয়ার সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে তাঁরা লড়াই করবেন কিসের জোরে? বাংলাদেশে সাহায্য পাঠাবার অনুমতির জন্য ইসলামাবাদের কাছে আর্তি জানাচ্ছেন রাষ্ট্রসজ্ঘ। আমেরিকা পিছন থেকে ঠেকা দিচ্ছে ভারতকে। ইয়াহিয়া শুধু বলছেন- এখনও সময় আসেনি। বাংলাদেশকে একেবারে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত ইসলামাবাদের বাঞ্ছিত সময় আসবে না। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বেন বাঙ্গালী জনতা। এপারে শরনার্থীদের ঘিরে দানা বাঁধবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। কৃতজ্ঞতার বদলে দেখা দেবে ভারতের প্রতি বিতৃষ্ণা। ঠিক এই মুহূর্তেই আসবে ইয়াহিয়ার অনুকূল সময়। রাষ্ট্রসজ্ঘের সাহায্য তিনি নিতে চাইবেন নিজের হাতে। তাতে হয়ত আপত্তি করবেন না বিশ্বসভার মানবদরদীরা। পাক-ঘাতকেরা নামবে আর্ত-ত্রাণে। লাভের ব্যবসা ফাঁদবেন ইসলামাবাদ। বৈদেশিক সাহায্যের ছিটেফোঁটা যাবে বাংলাদেশে। পরের ধনে দল ভারী করবে কুচক্রী দল। ক্ষুধার অন্ন যে তুলে দেবে আর্তের মুখে জনতা তাদেরই জানাবেন সেলাম। ভুলে যাবেন অতীতের নারকীয় ঘটনা। দুনিয়ার এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে না বাংলাদেশে। মুক্তিযোদ্ধারা সহজে ছাড়বেন না। ভারত সীমান্ত থেকে ওঁরা চালাবেন গেরিলা তৎপরতা। অসহায় নয়াদিল্লী চেয়ে চেয়ে দেখবেন। পাক-বেতার শুরু করবে উল্টো প্রচার। পূর্ববাংলা শান্ত। তাকে অশান্ত করছে ভারতাশ্রিত গেরিলারা। আর্ত ত্রাণে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে পদে পদে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞের দল তখন বলবেন-কথাটি ফেল না নয়।

শরনার্থী শিবিরগুলো দেখতে এসে শ্রীমতি গান্ধী ভালই করবেন। তিনি বুঝতে পারবেন 'দেখি কি হয় নীতির পরিণাম'। সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা বিরাট অঞ্চলকে ছারখার করছে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরের একটা হানাদার বাহিনী। বিশ্ববিবেকের মাথায় দিনের পর দিন লাথি মারছেন ইয়াহিয়া খান। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অত্যাচারিতের সেবার জন্য লোক দেখানো কলরব তুলছে। ঘাতকের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন তাঁদের জন্য কারও মাথাব্যাথা নেই। ওঁদের সরকার পাচ্ছেন না কূটনৈতিক স্বীকৃতি। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আসছে না অস্ত্রশস্ত্র। এই রাষ্ট্রগুলোর মুখ চেয়ে বসে আছেন নয়াদিল্লী। ঘরের পাশে একটা পশু শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারল না ভারত। তার এই দুর্বলতার জের চলবে দীর্ঘদিন। বাইরের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর কোন আস্থা থাকবে না নয়াদিল্লীর উপর। তাদের শক্তির আড়ম্বর দাগ কাটবে না কারও মনে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাহানির পরিপূরণ করতে পারবে না নিষ্ক্রিয় নৈতিক বাক্যবিন্যাসে। শ্রীমতি গান্ধীর জন্য অপেক্ষা করছে শরনার্থীদের বুক ফাটা কান্না। চোখের সামনে যারা নিহত হতে দেখেছেন প্রিয়জনদের, কি দিয়ে তিনি তাঁদের দেবেন সান্ত্বনা। প্রতিশোধের জন্য বাংলাদেশের সাচ্চা তরুণ-তরুণী পাগল। তাদের সামনে কি দৃষ্টান্ত রেখেছেন নয়াদিল্লী ? ভারতীয় অঞ্চলে পড়ছে পাক-কামানের গোলা। মরছেন ভারতীয় নাগরিক। সীমান্ত রক্ষীদের অপহরণ করছে পাক-হানাদাররা। শুধুমাত্র কড়া নোটে পাঠিয়েই কর্তব্য বোধ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। শক্তিমানের শক্তির আস্ফলনের বাস্তব প্রয়োগ নেই যেখানে, সেখানে সে হতে পারে না অন্যের শক্তির প্রেরণা। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল শ্রীমতি গান্ধীর। হয়ত তিনি পারবেন তা শরনার্থী শিবিরগুলিতে।

নয়াদিল্লির হাতে আছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর সার্টিফিকেট। অমানুষিক সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা। শত শত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাংলাদেশে। দশ লক্ষ নরনারীর রক্তে ভেসে গেছে পথঘাট। এবং কুকুরের দল গলিত শব নিয়ে করছে টানাটানি। কোটি কোটি টাকা এবং রাশি রাশি সোনা রুপা পাচার হয়েছে পাকিস্তানে। হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা। তিরিশ লক্ষ শরনার্থী বোঝা নিয়ে ধুঁকছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো। ভারতের আকাশসীমা এবং সীমান্তরেখা লঙ্ঘিত হচ্ছে বার বার। ঢাকায় রয়েছেন ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীরা আটক। তা সত্ত্বেও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গেনি নয়াদিল্লির। ধরিত্রীর মত এই সর্বংসহা আচরণের অসংখ্য সাধুবাদ দিয়েছে বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকা। নিজেদের ঘাড়ে যখন এসে পড়ে নিরাপত্তার সমস্যা তখন তাদের মধ্যে দেখা যায় না বহু প্রশংসিত এই সংযম। তার প্রমাণ, কিউবায় মার্কিন অবরোধ, হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট প্রতিরোধ এবং ১৯৫৬ সালে বৃটেনের সুয়েজ অভিযান। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে এগুলোর তুলনা চলে না। এ অঞ্চলের সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম এবং সংখ্যালঘু ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের লড়াই। ভারতের উপর চলছে তার প্রত্যক্ষ জের। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী ভেবে দেখুন- তিনি বৃহৎ শক্তিগুলোর দেওয়া সার্টিফিকেট সোনার ফ্রেমে বাধিয়ে রাখবেন, না তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আত্মশক্তিতে বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করবেন ?

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৭। দূতাবাস কর্মচারী বিনিময়ে সুইস প্রস্তাব প্রত্যাখাত	দি ষ্টেটসম্যান	১৫ মে, ১৯৭১

THE STATESMAN, MAY 15, 1971

PINDI SHIFTS STAND AGAIN

SWISS MEDIATION OFFER REJECTED

From Our Special Representative

New Delhi, May 14. -The rejection by Pakistan of the Swiss offer of good offices to help resolve the dispute with India over the repatriation of diplomatic personnel from Dacca and Calcutta has taken Government sources here by surprise. Islamabad's move of rejection came late last night.

Coming within a day of the acceptance by the Pakistan Government of the proposal that Mr. Mahdi Masud, the former Deputy High Commissioner at Calcutta, meet Mr. Hossain Ali and the East Bengali staff in the presence of a Swiss representative, the latest turnabout is seen as further evidence of the off-again on-again diplomacy being pursued by that country.

The contradiction between the two statements made by the Pakistan Government spokesman, one accepting the principle of meetings between Mr. Masud and his Bengali staff in a Swiss representative's presence and the other rejecting the proposition in to is too obvious to need any elucidation, it is pointed out.

What is, however, causing surprise is that Pakistan, which initially sought Swiss intervention should have gone back on its word so soon. The obvious intention appears to keep the diplomatic tussle alive so that international attention is diverted from the reign of terror let loose by the Pakistani Army in Bangladesh as also from the vast multitude of East Bengalis seeking refuge in India.

Official sources here seemed extremely reluctant to get embroiled in the latest Pakistani manoeuvre. Having got the Swiss involved in the matter, it was for them and the Swiss to sort their affairs out. India, for her part, would be prepared to cooperate with any constructive moves made by the Swiss in consultation with the Pakistanis.

This was also borne out by India's readiness to continue to talk to Mr. Fritz Real, the Swiss Ambassador, when he called at the Foreign Office today for talks with Mr. S. K Banerjee, Secretary' (East). The meeting took place after the Pakistani rejection of Swiss good offices had been announced.

Delicate Issue

What is causing concern, however, is that Pakistan should "play ducks and drakes" with such a delicate and potentially explosive issue. To begin with. Pakistan had shown

Interest in the Russian offer to evacuate the diplomats of the two countries from Dacca and Calcutta. Then the Iranians were brought into the picture with the Government of India agreeing to provide facilities to an Iranian plane to land at Calcutta. Finally. Pakistan had on its own approached the Swiss to intervene. Now that the Swiss Ambassador here and other Swiss Government sources elsewhere have moved in the matter, Pakistan has subverted the whole thing by going back on its word.

The Pakistani rejection of the Swiss offer to mediate between Mr. Masud and Mr. Hossain Ali, who declared his allegiance to the Bangladesh Government, was announced by a Foreign Office spokesman at Islamabad.

In a statement, the spokesman charged India with attempting to shift its responsibilities on the dispute over the Calcutta Mission to the Swiss.

The spokesman said India was committed to arranging a meeting between Mr. Masud and the ex High Commissioner, Mr. Hossain Ali, to ascertain the wishes of Mr. Ali's staff regarding repatriation.

Oddly, the spokesman, ignoring his previous statement on the matter, added that "there is no need for mediation by Switzerland or any third party to bring about this meeting.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৮।	ইয়াহিয়া'র সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন	কালান্তর	১৫ মে, ১৯৭১

ইয়াহিয়া''র সীমাহীন বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবেদন
পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে ডাঃ গণির বেতার ভাষণ

সম্প্রতি কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ এ, এম, ও, গণি উর্দু ভাষাভাষি জনগণের কাছে বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বর্তমানে পাকিস্তান সরকারের ''''সীমাহীন বর্বরতার''''-র চিত্র তুলে ধরে উর্দু ভাষায় একটি বেতার ভাষণ দিয়েছেন এবং সেটি ''আকাশবাণী'' থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এই বর্বরতার অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার আন্তরিক আবেদন জানানো হয়েছে।

ডাঃ গণি বলেছেন, ''ওদেশে যে ঘটনা ঘটছে তা যে-কোন জাতি এবং যে কোন দেশের লজ্জার বিষয়। রটনার সামান্যতম অংশকে সত্য বলে মেনে নিলেও দেখা যায় পাকিস্তানের বর্তমান নীতি মানবতাবিরোধী। এমন প্রশ্ন থেকে যায় এতে পাকিস্তান সরকারের লাভ কি ? অফুরন্ত প্রাণসম্পদ হানির পর এবং পরষ্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাহাড়ের পর বসেও কি পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় থাকবে ? আমরা জানি, কোন জাতি বা দেশকে সামরিক শাসনের দাপটে দাবিয়ে রাখার দিন আজ বিগত। যদি তাই-ই সম্ভব হত, তাহলে কেন শক্তিধর আমেরিকা গত দশ বছর ধরে ভিয়েতনামকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না অথচ এ সব সত্ত্বেও পাকিস্তান তার ক্ষুদ্র শক্তির ভিত্তিতে এই হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

''''একথা প্রায়ই শোনা যায়- যা ঘটছে তা নাকি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এর উপর অপরের হস্তক্ষেপের অধিকার নেই- এই ভিত্তিতেই ভারতকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। জার্মানীতে ইহুদীদের উপর হিটলারের অত্যাচারও তো আভ্যন্তরীণ ব্যাপার তবু কেন সারা বিশ্ব এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটনাবলী আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান, এখানে হত্যা ও ধ্বংসলীলা খোলাখুলিভাবে ঘটছে। পশ্চিম পাকিস্তান, একটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি অপর এক ভিন্ন জাতি বাংলাদেশের জনগণের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং পাইকারী হারে নরহত্যা করছে। অর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়, ঐ দুই খন্ডের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে তাকালে চোখে পড়ে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য এবং বাংলাদেশের জনগণ যদি এই অমানুষিকতাকে ''ঔপনিবেশিক'' আখ্যা দিয়ে তা থেকে মুক্ত হতে চায় তবে দোষ কোথায়।

''''ওখানে সকলে একমত হয়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাইছেন। ওঁদের বাইরে থেকে বাধা দিয়ে ওঁদের অধিকার না মানাকে নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে গ্রহণ করা যায়? অস্ত্রবলে কোন একটা জাতিকে নিজের অধীনস্থ করা এবং অস্ত্রের অপপ্রয়োগ করে নরনারী ও শিশু হত্যাকে কি সমর্থন করা যায়? বিশ্ব-বিবেক কি আজ সুপ্ত। এই নিপীড়ন থেকে নির্লিপ্তভাবে দূরে থাকা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা কোন দেশের ন্যায় বিচার।

''''যে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর এক রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের অধিকার আন্তর্জাতিক নিয়মের আওতায় পড়ে। চীন তো বিগত বাইশ বছর হল একটি স্বাধীন সরকার গঠন করেছে কিন্তু বহু দেশের স্বীকৃতি না পাওয়ার দরুন কি চীনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে? যারা স্বীকৃতি দেয়নি তাদের স্পর্ধা ও অন্ধকার মূর্ত প্রমাণস্বরূপ আজও চীন বিরাজমান। বাংলাদেশের আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে কারণ এটাই আপামর জনসাধারণের অভিমত এবং বারবার একথা প্রকাশিত হয়েছে। কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি এটা অস্বীকার করতে পারেন না। এই স্বীকৃতি দানে

যতই বিলম্ব ততই লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হবে, তাই বিশ্ববাসীকে এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে যাতে, ঐ পরিণতি রোধ করা যায়।

‘‘আজ বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখবেন ইসলাম ধর্ম ও মানবতাবোধ রক্তাক্তভাবে নিষ্পেষিত। তা’’ না হলে কেন ওখানে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নির্দোষ, নিরস্ত্র মুসলমানের উপর অপর মুসলমানেরা নির্মম হত্যালীলা চালাচ্ছে ?’’

ডাঃ গণি বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সহায়তায় প্রেরিত আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি’’র বিমানটিকে পাক সরকার যেভাবে করাচী থেকে ফেরৎ পাঠিয়েছেন তার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন ‘‘ব্যাপারটি সন্দেহজনক এবং নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার ফলে বিদেশী সাংবাদিকদের তাড়াহুড়ো করে প্রথম দিনেই বিতাড়িত করা হল। পাক সরকার জানেন না, যে রক্ত ঝরেছে সেই রক্তই একদিন তার স্বরে চীৎকার করে উঠবে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নিকট আমার আন্তরিক আবেদন পাক সরকারের সীমাহীন বর্বরতা বন্ধ করুন যা আপনাদের বিশ্বের নিকট নিন্দনীয় করে তুলছে।’’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৮৯। স্বীকৃতির সময় এখনো আসেনি- প্রধানমন্ত্রী	**দি স্টেটসম্যান**	**১৭ মে, ১৯৭১**

WE STATESMAN, MAY 17, 1971

NO RECOGNITION AT WRONG TIME: MP

STRESS ON REFUGEE RELIEF PROBLEM

By Our Special Representative

The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, made it clear at a brief meeting with reporters at Dum Dum airport on Sunday that the much talked about issue of giving recognition to the Bangladesh Government was not as much an immediate problem with the Union Government as one might think.

She said the main consideration was whether such recognition by the Union Government would help the Bangladesh people. "I think it will not help them much and recognition should not be given at the wrong time", she added.

The Prime Minister was apparently annoyed when a reporter asked her if she was waiting for some other countries to recognize the Bangladesh Government. She said such questions had been put to her several times before. She had always maintained that India had an independent policy and did not depend on others in formulating her stand on various issues.

"We happen to be an independent country with an independent policy, with very strong views on many subjects under the sun and we are not dependent on what others say or do" she added.

Immediately on her arrival at that airport by an Air Force helicopter after her visit to two refugee camps and a hospital at Bongaon, the Prime Minister held a closed-door meeting with the Chief Minister and the Deputy Chief Minister of West Bengal, Mr. Ajoy Mukherji and Mr. Bijay Singh Nahar. Mr. Siddhartha Sankar Ray, the Union Education Minister who travelled with the Prime Minister, was also present at the meeting, which lasted more than half an hour.

Mrs. Gandhi flew from Assam to Haldibari in the morning and then to Dum Dum airport where she touched down at about 2:15 p.m. Her party included Mr. Ray and Miss padmaja Naidu. who is the head of the Bangladesh Sahayak Samiti. From Dum Dum the Prime Minister and her party West to Bangaon by a helicopter. Another helicopter carried the West Bengal Ministers. They came back to Dum Dum a little after 5-30 p.m.

The prime Minister wore a blue sari and a full-sleeve blouse and she looked tired. As she came on the first floor of the new airport lounge, she asked her attendants to arrange a ground floor room for an immediate conference with Mr. Ajoy Mukherji and Mr. Nahar. Press reporters were asked to wait on the first floor lounge. After some time. Miss

Padmaja Naidu was called in at the conference when it discussed relief problems.

At her meeting with Mr. Ajoy Mukherji and Mr. Nahar, where Mr. Siddhartha Ray was also present, problems relating to West Bengal came up for discussion. Contacted later. Mr. Nahar said some serious problems were discussed but he refused to disclose what transpired at the meeting.

Huge Problem

About her impression regarding the refugee problem, she told reporters: "It is a huge problem and we are finding it difficult to deal with it. We have a shortage of commodities and in the circumstances the Government has done good work"

She was aware that many were still without shelter and "it takes time for articles to come" when asked if any help was expected from abroad, she said that one might hope for it, "But nothing much has come so far from other countries" she added. She felt that if outside assistance in relief material came, India would know what was coming and from which agencies.

In reply to a question, the Prime Minister said evacuees would have to leave as soon as possible, but "how soon that will be possible, I do not know". She thought that international bodies might create conditions for the evacuees to go back to their homeland.

Commenting on Pakistans claim that normality had returned in Bangladesh as far as the Pakistan Government was concerned, Mrs. Gandhi said that it is a very convenient way of achieving normality by removing the people and this to my mind is not normality.

The Union Government was considering proposals for dispersal of evacuees from the border areas. Such dispersal, the Prime Minister said, would pose a great problem for Tripura. which was a very small State. She said arrangements for given shelter to the evacuees in other parts of the country were being considered. She was not however, sure if that would be possible.

Asked to comment on the demands by different sections of the people as well as by many political party for arms aid to freedom fighters in Bangladesh. Mrs. Gandhi said that she had "no comment, no reaction."

Regarding repatriation of the Indian diplomats from Dacca, she agreed with the suggestion that the issue was deadlocked because of the refusal by the Pakistan Government to accept any proposal.

Mrs. Gandhi said newspapers required to be very cautious in publishing news and views. It was possible that enemy agents were around. Care should be taken so that the evacuee problem, which should be treated as a national concern, might not be turned into a communal issue.

She said there had been cases of the Pakistan Army resorting to firing across the border into India. In such cases some steps were taken. "It might not always be possible however to take action", the Prime Minister added.

At Bongaon

Our staff Correspondent adds: Earlier, addressing the Bangladesh refugees at Bongaon this afternoon the Prime Minister said it was a pity that certain elements in East Bengal were now trying to give a communal color to the liberation war in Bangladesh. Such attempts would only weaken the cause of this country, she added.

In the afternoon, Mrs. Gandhi visited two refugee relief centers at petrapole and Itkhola. She also visited the sub divisional hospital at Bongaon and talked to the evacuee patients from Bangladesh who had been shot at by Pakistani troops.

She told the refugees that the liberation war in East Bengal was a "war against all kinds of repression and wrongs. Remember your fight is our fight"

While fighting against injustice and repression, the people of Bangladesh had been forced to take shelter in India. "We know that despite all our good wishes, you might have to face difficulties here because we are not a rich country" she said.

Mrs. Gandhi expressed the hope that the refugees would not have to suffer long and they would be able to return home soon. She said India was a democratic country. Here there was no ill feeling among the Hindus, Muslims, Christians and other communities. She hoped that the people of East Bengal would also maintain communal harmony and jointly fight their war of liberation.

At the Petrapole camp, where more than 8,000 refugees were living Mrs. Gandhi gave food to a small girl. She was reported to have lost many of her relatives. A 10-year- old boy who had been carrying his small sister on his shoulder burst into tears while narrating his story. She also talked to a woman whose husband had been shot dead by Pakistani troops.

According to a spokesman of the Bharat Sevasram, Muslims constituted about 40 percent of the population at the Petrapole camp. Boys and girls below the age of eight numbered 2,200.

Demanding immediate recognition of Bangladesh a demonstration was organized by the supporters of the Democratic Students' Organization and the Democratic Youth Organization when Mrs. Gandhi landed at Calcutta airport. The demonstrators protested against the Union Government's attitude towards Bangladesh.

Mr. J.C. De; chairman of the West Bengal branch of the Indian Red Cross Society, explained to the Prime Minister, and the chairman of the Indian Red Cross Society, Miss Padmaja Naidu, what the State unit of the Society was doing in Petrapole and many other centers.

At Haldibari

Our Staff Correspondent at Haldibari adds: Referring to repeated Pakistani intrusions into Indian territory, the Prime Minister said people living near the border "will have in face some risks". She said those living close to the border in Punjab and Jammu and Kashmir had to face similar situations even during peace-time.

Mrs. Gandhi addressing two meeting at the evacuee camps in the Haldibari Girls schools and Dewanganj. She said Pakistan was deliberately reducing the population of East Bengal by expelling the people who had voted for Mr. Mujibur Rahman in the last election.

The local units of the SUC and Forward Bloc and another organization submitted memoranda to Mrs. Gandhi demanding immediate recognition for Bangladesh.

SUC supporters also staged demonstrations near the helipad and the PWD Bunglow, where she met the party representatives.

UNI adds: Mrs. Gandhi invited two West Bengal Ministers to New Delhi to discuss relief measures. She Sounded the State Health Minister Mr. Jainal Abedin, and the PWD Minister. Mr. Santosh Roy, about such a discussion. They are expected to leave for New Delhi 011 Thursday.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯০।	শরনার্থীদের ৬ মাস সাহায্য দিতে লাগবে ২০০ কোটি টাকা	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৮ মে, ১৯৭১

শরনার্থীদের ৬ মাস সাহায্য দিতে লাগবে ২০০ কোটি টাকা
রাষ্ট্রপুঞ্জ দল সমীপে ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ১৭ মে-শ্রী চারলস মেস এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ দলটি পূর্বাঞ্চলে ''ব্যাপক সফর'' করে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন। আগামীকাল তাঁরা ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবনে। বুধবার তাঁরা জেনিভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন এবং সেখানে পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাস্থানে তাঁদের রির্পোট পেশ করবেন।

আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শ্রী মেস জানান যে, ভারত সরকার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের (সংখ্যা আপাত তিরিশ লক্ষ ধরে নিয়ে) ছয় মাস ধরে সাহায্য দিতে খরচ পড়বে দু''শ কোটি টাকা। ভারত সরকার মনে করেন যে, এই সমস্যা ''অস্থায়ী''। ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং এই শরনার্থীরা সকলেই স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন।

শ্রী মেস বলেন, ''শরণার্থীরা নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন-ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই আশার আমরাও অংশীদার।'

দলের অন্যতম সদস্য শ্রী টমাস জামিসন বলেন যে, ভারত সরকার ঠিক ছ''মাসের জন্য সাহায্য চেয়েছেন। ওই মেয়াদের বাইরে কোন আলোচনায় যেতেই ভারত অনাগ্রহী। ভারত সরকার বিশ্বাস করেন যে, ছ''মাসের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যাতে শরণার্থীরা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চাইবেন। 'আমরা এই আশাবাদ সমর্থন করি।'

দলের সদস্যরা ''বাংলাদেশ'' বা ''পূর্ব পাকিস্তান'' দুটি শব্দই এড়িয়ে চলেন বেশ সতর্কতার সঙ্গেই। শরণার্থীদের প্রসঙ্গে তাঁরা ''বাড়ি'', ''দেশ'', ''নিজেদের জায়গা'' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ফিরে গিয়ে কি সুপারিশ তাঁরা করবেন তার কোন আভাস দলটি দেননি। তবে শ্রী মেস বলেন যে, সমস্যাটি ''বিরাট'' এবং ভারত সরকার ''মানবিক কারণেই'' শরণার্থীদের সাহায্য করছেন এবং এটা প্রশংসনীয়।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী আর কে খাদিলকর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, সরকার ছ''মাসের জন্য সাহায্য চেয়েছেন। তবে কেন ছ''মাসের ভিত্তিতে সমস্যাটি মোকাবিলার কথা ভাবা হচ্ছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯১।	সীমান্ত দেখতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, উদ্বাস্তুমন্ত্রী আসছেন	আনন্দবাজার পত্রিকা	২০ মে, ১৯৭১

সীমান্ত দেখতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, উদ্বাস্তুমন্ত্রী আসছেন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশে দখলদার পাক ফৌজ ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের অপর কয়েকটি রাজ্যের সীমান্ত লঙ্ঘন করে গুলিগোলা চালানোয় ভারত সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব এ ব্যাপারে কঠোরতর হচ্ছে। ওই সীমান্ত এলাকার প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শনের জন্য ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম তাই নিজে আগামী শনিবার দুই দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। তিনি আসামের কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলও পরিদর্শন করতে চান।

শ্রী রাম ছাড়া কেন্দ্রীয় পূনর্বাসনমন্ত্রী শ্রী আর কে খাদিলকরও শনিবার রাত্রে কলকাতায় আসছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত অতিরিক্ত সচিব শ্রী আর এন চোপড়া বুধবার কলকাতায় এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনের এক সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনমন্ত্রী সীমান্ত সফর বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। হানাদার ফৌজের বারবার ভারত সীমান্তে হানা প্রতিরোধ ভারত সরকার কতদূর অগ্রসর হবেন এবং শরনার্থীদের সম্পর্কেই বা কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন শ্রী রাম ও শ্রীখাদিলকরের সফরের পর তা চূড়ান্ত নির্ধারিত হতে পারে বলেও তথ্যাভিজ্ঞমহলে মনে করা হচ্ছে।

এই সম্পর্কে আলোচনাকালে একজন সরকারী মুখপাত্র বুধবারও পাকফৌজ কর্তৃক পেটরাপোল সীমান্তে এবং সুন্দরবন এলাকার খোজডাঙ্গায় গোলাগুলি বর্ষণের উল্লেখ করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এর আগে পাক ফৌজের সীমান্ত লঙ্ঘন ভারত সরকার বরদাস্ত করবেন না বলে যে মন্তব্য করছেন তিনি তারও উল্লেখ করেন।

বুধবার কলকাতায় রাজ্য সরকারের সূত্রে এই দু''জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আসার খবর পাওয়া যায়।

জানা গিয়াছে, শনিবার সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাম সরাসরি বাগডোগরায় আসছেন। সেখান থেকে তিনি কোচবিহারের হলদিবাড়ি ও সুরতি এলাকায় যাবেন। এরপর আসাম সীমান্ত ঘুরে সন্ধ্যায় কলকাতায় আসবেন ও রাত্রে এখানে থাকবেন। পরদিন রবিবার সকালে তিনি চাকুলিয়া ও বনগাঁয় যাবেন। কয়েকটি শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন। অপরাহ্নে দমদম বিমান ঘাঁটিতে ফিরে এসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী খাদিলকর শনিবার রাত্রে এখানে আসবেন এবং রবিবার বনগাঁ সীমান্ত এলাকা ও শিবির পরিদর্শন করবেন।

রাজ্যমন্ত্রীদের দিল্লি যাত্রা

এদিকে বাংলাদেশের শরনার্থীদের ত্রাণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় তিনজন মন্ত্রী শ্রী সন্তোষ রায়, ডাঃ জয়নাল আবেদিন এবং শ্রী তরুণকান্তি ঘোষ দিল্লি গিয়েছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় সিংহে নাহার এদিন সকালেই দিল্লি রও'না হন।

শরনার্থীদের ত্রাণ বাবদ ২৪০ কোটি একটি কর্মসূচী এদিন রাজ্য মন্ত্রীসভার অনুমোদন করা হয়। এই কর্মসূচী অনুযায়ীই ওই চারজন মন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে ২৪০ কোটি টাকা চাইবেন। রাজ্য মন্ত্রীবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯২। ক্ষমতার ভারসাম্য	স্টেটসম্যান	২২ মে, ১৯৭১

THE STATESMAN, MAY 22, 1971

Editorial

THE BALANCE OF POWER

India's diplomatic drive to make the world realize the world political implications of the events in East Bengal cannot be said to have had much success as yet. The massive movement of refugees should have made it clear that even in a narrow technical sense the East Bengal upheaval could not be regarded as a purely internal matter for Pakistan. Yet, until a few days ago, it was only the humanitarian aspect of the refugee problem that draw international attention India has lately been emphasizing the political implications, some directly affecting India's security. But other Powers seem still to think that the problem is no more than one of human suffering and its alleviation: and the notion persists that the problem can be solved only in cooperation with the Pakistan Government. Islamabad's envoys in Washington London have been talking of a political solution; and there is no reason to believe that the Pakistani diplomatic offensive has been wholly unproductive. Indeed, both Washington and London have given at least some consideration to Islamabad's plea for assistance, as a means of not merely rehabilitating Pakistan's economy but also providing immediate relief for the suffering millions in East Bengal.

Different countries may have different reasons for treating the Pakistan case with greater sympathy than it deserves, but New Delhi should have been more energetic from the beginning in emphasizing the dangerous political implications which it has now started talking about. Although the restraint that marked New Delhi's initial reaction to the East Bengal crisis was widely appreciated, there is now reason to suspect that the cautious response was at least partly due to the absence of any clear thinking. Perhaps there was some wishful thinking that the people of East Bengal would win a quick victory, or, if the worst came to the worst, the military administration would quickly restore order; either way. there would be no long-term problem directly affecting India's own interests. The consequences of protracted struggle, whatever its spread or effectiveness, do not seem to have been anticipated until they became a terrifying reality. Even after the refugee influx began, the Indian authorities were initially concerned almost exclusively with the problem of temporary relief: it is only during the past days that the long-term consequences have started attracting serious attention. But it is still not clear whether a policy has been formulated.

This is not to suggest that it is easy to decide upon a course of action. Any effective action to safeguard India's specific interests in the eastern region could spark off a major conflict, possibly involving other Powers, at least in an indirect manner. But a difficult decision could be avoided only if the bigger Powers forced Islamabad to let the people of

East Bengal decide their own future; the fact had better be faced that no political compromise can work after what has happened in East Bengal during the past two months. Yet the big Powers seem still to think that some kind of accommodation is possible, perhaps because they are not prepared to accept the alternative to a political settlement. Apparently, they fear the prospect of West Pakistan moving closer to China, as if Western and Russian help to Islamabad has done anything so far to discourage such movement.

Apparently it is also being argued that disintegration of Pakistan would upset the balance of power on the subcontinent and promote instability in the eastern region. Much mischief has been done in the name of maintaining an artificial balance of power; the tragic events in East Bengal are a direct consequence of the support which West Pakistan has received over the years for maintaining t his balance. And the argument that a free, and presumably weak, West Bengal would encourage subversive activity over a wide region is superficial. The scope for such activity would be much greater if the East Bengal freedom movement turned into an underground guerilla struggle for an indefinite period. Even if the West Pakistani military administration is able to re-establish full authority in East Bengal, pockets of guerrilla resistance will remain; the greater will be the chance of both their leadership and their objectives undergoing a radical change. Should such a situation develop, the Chinese might not remains a anxious to see Pakistan's territorial integrity preserved as they seem now; whatever its recent statements may seem to imply. Peking has not really closed its long term options.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৩। করিমগঞ্জ সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ	হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	২২ মে, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, MAY 22, 1971

PAK BUILD-UP ALONG KARIMGANJ BORDER

Shillong, May 21.-The Assam Chief Minister Mr. Mahcndra Mohan Choudhury is likely to discuss with the Union Defense Minister Mr. Jagjivan Ram at Karimganj tomorrow the question of overall security of the Assam-East Bengal border in the light of Pakistani build-up in the Karimganj sector reports PTI.

The Chief Minister told the State Legislative Assembly today that Pakistani troops had come close to the Assam border in this sector.

Replying to a discussion raised on the subject the Chief Minister told the House that this Government was aware of the Pakistani buildup opposite Karimganj where they had built bunkers behind an embankment on the East Bengal side of the Kasuria river.

The Chief Minister said that he would apprise the Defense Minister of the feelings of member of the House regarding Pakistani preparations across the Karimganj border.

Earlier members belonging to both sides of the House expressed concern over reports of Pakistani troops concentration at Jakiganj in East Bengal across the Karimganj border town of Assam.

UNI adds: More than 7,000 refugees from Chittagong Hill Tract of Bangladesh crossed over to Assem's Mizo Hills district on Wednesday through Parva official reports said today. This is the first report of large-scale influx into Mizo Hills since war began in Bangladesh on March 25. The evacuees are being shifted and sheltered in a camps at Pachang.

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৪।	জঙ্গীশাহীর হাতে অন্ততঃ দশ লাখ নিহত	আনন্দবাজার পত্রিকা	২৩ মে, ১৯৭১

জঙ্গীশাহীর হাতে অন্ততঃ দশ লাখ নিহত

বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ দূতের বিবৃতি

বিশেষ সংবাদাতা

নয়াদিল্লী, ২২মে- বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ডঃ মোখলেসুর রহমান কাল রাতে দিল্লীতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আদেশে গত ২৫ মার্চ বাংলাদেশ জঙ্গী আক্রমণ শুরুর পর নারী ও শিশুসমেত অন্ততঃ দশ লাখ নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালী নিহত হয়েছে।

তিনি বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অনুগত সঙ্গী প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপক হারে নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের সমস্ত অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অগ্নিবর্ষী ট্যাংক, কামান, মর্টার ও মেশিনগানের গোলায় তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। গ্রাম ও শহরগুলির ওপর ব্যাপকভাবে বোমা ফেলা হচ্ছে।

কেমব্রিজের ইতিহাসের পি এইচ ডি, ডঃ রহমান গত ২ মে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর করুণ বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, রাজশাহীর কয়েকজন গ্রামবাসী আমাকে একটি গ্রামে নিয়ে যান। সেই গ্রামের ১২০০ থেকে ১৪০০ লোককে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে যে উৎপীড়নের কথা প্রচারিত হয়েছে, তা অতিরঞ্জিত-এই মিথ্যা প্রচারের জন্য ইয়াহিয়া খান সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূত পাঠিয়েছেন। শ্রী রহমান জিজ্ঞাসা করেন, তাই যদি হয় তাহলে কেন বিদেশী সাংবাদিকদের সেখানে যা ঘটছে, তা দেখতে দেওয়া হচ্ছে না?

শ্রী রহমান বলেন যে, মানবতার নামে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষে আমরা দাবি করছে যে, বাংলাদেশে এই ব্যাপক হত্যাকান্ডের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উচিত অবিলম্বে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খানের বিচারে উদ্যোগী হওয়া।

তিনি বিদেশী বন্ধুদের এই কথা মনে রাখতে বলেন যে, জঙ্গীশাহীকে কোন রকম অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হলে তা বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো হবে।

	শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৫।	একটি নির্ভীক কণ্ঠ	কালান্তর	২৪ মে, ১৯৭১

একটি নির্ভীক কণ্ঠ

এবার একটি নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার। শেখ মুজিবরই পাকিস্তানের অখন্ডতার শত্রুইয়াহিয়া খান ও তাঁর জঙ্গী চক্রের এই অপপ্রচার ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন স্পষ্টবক্তা বাদশা খান। তিনি বলেছেন, মুজিব সাহেব পাকিস্তান ধ্বংস করতে চান নি, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো ও মুসলিম লীগ নেতা কাইয়ুম। বাঙালীরা খাঁটি মুসলমান নয়- এমন প্রচার করতেও শয়তানরা ছাড়েনি। তার জবাবে বাদশা খান বলছেন, বাঙালীরা খাঁটি মুসলমান এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য অন্য যে কারো চাইতে তাদের বেশী। দেশ ভাগের আগে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ সরকারের অস্তিত্ব ছিল-বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু বা পাঞ্জাবে তা ছিল না। বাঙালীদের চেষ্টায়ই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। অতএব পাকিস্তানের প্রতি বাঙালীদের আনুগত্য ছিল না, একথা অবিশ্বাস্য।

বাদশা খানও সেই একই প্রশ্ন তুলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে কেন? বাঙালীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে দাবিয়ে রাখার জন্যই সামরিক আইন জারি করে বাংলাদেশে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বোমা চালিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার পথ নয়। আসলে পাঞ্জাবের পুঁজিপাতি গোষ্ঠী ও সামরিক প্রভুদের ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর এই বলপ্রয়োগ। বাদশা খান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছেন, হতভাগ্য বাঙালীদের একমাত্র অপরাধ যে, তাঁরা নির্বাচনের মাধ্যমে গোটা পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিকেই যদি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সর্বনাশের কারণ বলে মনে করেন তবে সেই ছয় দফা দাবির বিরোধিতা গোড়া থেকেই তিনি করলেন না কেন? প্রায় এক বছর ধরে এই ছয় দফা দাবিতে আওয়ামী লীগ প্রচার এবং সেই দাবির ভিত্তিতেই সে নির্বাচনে জয়ী হয়। বাদশা খান প্রশ্ন করেন, তখন তা বন্ধ করে দেবার কথা সামরিক রাষ্ট্রপতির মাথায় ঢোকেনি কেন? বাংলাদেশে গিয়ে তিনি কেনই বা বললেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী? মুসলিম লীগ নেতা কাইয়ুম সাহেবও তো বলছিলেন, ছয় দফা দাবি পূর্ণ পাকিস্তানের পক্ষে প্রযোজ্য। ভুট্টো সাহেবও তো আওয়ামী লীগের ছয় দফার মধ্যে পাঁচ দফা দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

তথাপি সব কেঁচে গন্ডুষ হয়ে গেল কেন? বাদশা খান নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এর উত্তর দিয়েছেন। জিয়ার আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুরূপ জুলুম হয়েছিল। পাকিস্তানের সবে জন্ম হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশের বিধানসভায় তখন ছিল বাদশা খানের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে তেত্রিশ জনই ছিলেন তাঁর দলের। জিন্না সাহেব জোর করে সেই দলের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে সংখ্যালঘু দলকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকলেন। কেবল তাই নয়, বান্নু যাবার পথে বাদশা খানকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইপির ফকিরকে দেবার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরো রটিয়ে দেওয়া হল, পাকিস্তানকে তিনি বালির ঢিপি এবং এক লাথিতে তিনি তা উড়িয়ে দেবেন। প্রচার চলল, বাদশা খান বিশ্বাসঘাতক ও হিন্দুদের দালাল। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে ও নামাজ পড়তে জুম্মাবারে যারা বারবারায় এসে জমায়েত হল তাদের উপর চলল বোমা ও মেশিনগান। শত শত নরনারী ও শিশু প্রাণ হারাল। তারপর সারা প্রদেশে চলল লুণ্ঠন, মারপিট ও নানাবিধ লাঞ্ছনা। হাজার হাজার খোদাই খিদমৎগারকে (বাদশা খানের অনুগামী) ধরে জেলে বন্দী করা হল। জিন্নার পুতুল সরকার খোদাই খিদমৎগার আন্দোলন ও তার মুখপত্র ‘‘পুশতুন’’ নিষিদ্ধ করে দিল।

বাদশা খান বলেছেন, সেদিন সংখ্যাগুরুদের উপর সংখ্যালঘু কর্তৃক চাপিয়ে দেবার জন্য পাকিস্তানের জনক খোদ জিন্না সাহেব যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগকে দাবিয়ে ভুট্টোর সংখ্যালঘিষ্ঠ পিপলস পার্টিকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসাবার জন্য সেই একই বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেছেন সামরিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। বাদশা খান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গুরু যে পথ নিয়েছিলেন শিস্যও সেই পথ ধরেই চলেছেন।

তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, বলপ্রয়োগের দ্বারা পাকিস্তানের জনসাধারণকে আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তবে ভাই ভাই হয়ে থাকতে হবে-সমমর্যাদা ও সমান অধিকার স্বীকার না হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের অঙ্গ রাজ্যগুলোর সংখ্যালঘুরা সামরিক শাসকের কাছে কী-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে? পশ্চিম পাকিস্তানের অঙ্গ রাজ্যগুলোকে মিলিয়ে আবার যদি একটি প্রদেশে পরিণত করা হয় তা শাসন ক্ষমতায় যদি ভুট্টোর দল এসে বসে, তবে পাখতুনরা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না বলে বাদশা খান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারণ তাঁ মতে তা হবে দাসত্ব ও শোষণকে বরণ করে নেওয়া।

বাদশা খান পাকিস্তানের কল্যাণকামী বলেই একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। বর্তমান পাক সরকার যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাঁকে মধ্যস্থ মানতে পারেন। সম্মতি পেলে তিনি সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে বাংলাদেশে যাবেন। তার আগে পাক সরকারকে কথা দিতে হবে যে, তাঁরা শান্তি চান। মুজিব ও তাঁর সমর্থকরা বাদশা খানের প্রস্তাবে সম্মত হবেন কি-না সেটা বড় কথা নয়, শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান সম্ভব কি-না তার চেষ্টা করে দেখবেন তিনি। তাঁর প্রস্তাবে পাক সরকারের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত। সাড়া পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। সদিচ্ছা থাকলে আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক অধিকারকে এভাবে পিষ্ট করে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতেন না।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৬। ১১ জুন দেশের শ্রমিক শ্রেণী ‘বাংলাদেশ’ দিবস পালন করবে	কালান্তর	২৫ মে, ১৯৭১

১১ জুন দেশের শ্রমিক শ্রেণী ‘‘বাংলাদেশ’’ দিবস পালন করবে

নয়াদিল্লী, ২৩মে (ইউএনআই)- আগামী ১৯ জুন ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সারা দেশব্যাপী ‘‘বাংলাদেশ’’ দিবস প্রতিপালন করবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি রক্ষার জন্য গঠিত ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি উপরোক্ত সিদান্ত গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি, সিটু, এইচএমএস, এইচএমপি এবং ইউটিইউসি (উভয় গ্রুপ)-র প্রতিনিধিদের নিয়ে এই মিলিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে।

কমিটির প্রেসিডেন্ট ড. মৈত্রেয়ী বসু আজ এখানে সাংবাদিকদের জানান, যে শেখ মুজিবের বিনা শর্তে মুক্তির এবং ভারত ‘বাংলাদেশ’ স্বীকৃতির দাবিকে জয়যুক্ত করাই হবে এই কমিটির মূল লক্ষ্য।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৭। নির্যাতনের চিত্র	ন্যাশনাল হেরাল্ড	২৬ মে, ১৯৭১

NATIONAL HERALD, MAY26, 1971

PICTURE OF ATROCITIES

Karimganj, May 25 - A large number of young girls now lodged in several concentration camps in Sylhet District of Bangladesh serving as "call girls of Yahya's dogs", two professors from East Bengal told newsmen yesterday.

Giving a picture of the "grisly atrocities" being perpetrated by the Pakistan army on the inmates of these camps, they said "these young women are kept in scanty clothes without any saris and are subjected to the cartal desire of the army men whenever these brutes want an outlet of their passion".

The two educationists who preferred to remain anonymous said, that the "occupation army in its frenzy of violence and oppression, had recently adopted a new device to slander the Bangladesh people and the freedom movement itself. The army men. They said, had been asking their hirelings to loot house and bazars and taking photographs. These photographs were now being sent to foreign countries for television shows with the misleading caption of "looting of non-Bengali houses by Bengalis" or "Hindus looting houses of Muslims."

They also condemned the "heinous and motivated propaganda" of Radio Pakistan aimed at driving a cleavage in communal harmony. "The world will not be fooled" by this crude device, they said. PTI.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৮। মেঘালয় সীমান্তে গোলাবর্ষণ	হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	২৬ মে, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, MAY 26, 1971

MEGHALAYA BORDER SHELLED
NINE BSF MEN KILLED

Shillong, May 25 - While 22 persons including nine Indian Border Security Force men were killed today in heavy shelling by Pakistani troops in Dalu Sector in Meghalaya's Garo Hills district, according to official reports, the Assam Chief Minister. Mr. Mahendramohan Choudhury, told the Assembly this evening that the BSF had 'successfully repulsed' Pakistani aggression in three different sectors of the Assam - Bangladesh border, agencies report.

The Chief Minister who was making a statement in the Assembly on Pakistani attacks on Indian territory in Assam said, the Assam Government had asked the prime Minister and Defense Minister "to take immediate action to clear the Pakistani Army from our areas and to safeguard the sanctity of our territory."

Mr. Choudhury said the civilian population in four bordering villages had evacuated to safer places because of Pakistani intrusion deep into Indian territory in Garo Hills and Karimganj sectors.

The villages were Dalu in Garo Hills of Meghalaya, and Sutarkandi, Jerapatta and Gobindpur in Karimganj sector, he said.

In the shelling in Dalu sector, besides the 22 killed, 11 civilians received injuries when Pakistani shells and machine-gun bullets, aimed at the Indian border outpost (Dalu) fell deep into jungled interior, the official report s said.

According to the reports one BSF Junior Commissioned Officer was kidnapped by Pak-troops.

The reports quoted civilian rescuers as fearing the casualties on the Indian side might rise as they were still scanning the woods in search of bodies.

About 200 Pakistani troops were also reported patrolling in Killapara area inside the Indian territory in this sector. But the area was under complete control of India in the evening.

Our Tura Correspondent says: The gang of Pakistani troops, armed with rifles, machine guns and mortars, which intruded into Dalubazar on Garo Hills border of Meghalaya at about 7 a.m. today numbered about 100 and resorted to indiscriminate firing for about an hour.

According to an unconfirmed non-official report the dead includes a woman and a four-year-old child. Some of the seriously wounded have been brought here for treatment in civil hospital. The casualty list includes Garos, non-Garo local residents and Bangladesh evacuees camped at Dalubazar and around.

Replying to an adjournment motion, moved by Mr. Phani Bora leader of troops the Communist group, Mr. Choudhury said that the attacking Pakistani troops made some initial gains, but the ultimate victory has been with the Indian border Security Force, agencies continue. Mr. Choudhury shared the concern of members of both side of the House about Pakistan's aggressive activities along the Assam-East Bengal border and said: "It is too early to say how the situation will take a turn".

The Chief Minister, however assured the House that the Indian Border Security Forces were fully prepared to met any eventuality.

Giving details of the "unprovoked aggressive activities" of the Pakistani Army, the Chief Minister said that attacks had taken place in three different sectors stretching from Sutarkandi in the Karimganj sub-division of South Assam to Dalu in Meghalaya.

The Chief Minister said that the Pakistani troops had captured the Indian border outpost of Sutarkandi and Jorapatta village in Karimganj sector yesterday afternoon.

The Indian border security forces launched a counter-offensive later in the day and recaptured the two places.

In the Garo Hills sector of Meghalaya, the Pakistani Army has been creating a tense situation by firing towards Dalu Tillapara and Chaipani areas.

About 200 Pakistani Army personnel were reportedly patrolling at Tillapara, inside Indian territory this morning. They were chased out of the village after an exchange of fire in which both sides suffered some casualties said that Pakistani troops had been heavily shelling the Indian side of Latu village in Karimganj sector and Dalu outpost in Meghalaya-Garo Hills district.

The troops burnt many houses in Indian villages and killed and kidnapped civilians. Mr. Choudhury said that though there was no Pakistani troops on the Indian soil now, the State Government was concerned about the aggressive posture of the Pak Government.

The Chief Minister said that the Pakistani Army had directed firing towards the Sutarkandi outpost of the Indian Border Security Forces since the evening of May 23.

According to latest reports reaching the Government a grim fighting was going on between the Pakistani Army and the Bangladesh liberation forces near the East Bengal village of Latu across the Indian village of Mohishashon in the Karimganj sector.

Referring to the developments along the Garo-Hills Mymensingh sector of the Meghalaya East Bengal border, the Chief Minister said that the Pakistani troops had been restoring to heavy mortar shelling at Datu, Tillapara, and Chaipai areas since last night, creating a tense situation.

One Indian villager was killed and six others wounded in the Pakistani shelling of Dalu last evening. There have also been some casualties on the side of the border security forces.

Some Indians were kidnapped by the Pakistani army from Tillapara and Chaipani areas early this morning.

Our Shikarpur Correspondent adds: Pat troops have been firing on the border of Shikarpur since 8 a.m. Perhaps they are back to retaliate the death of three of them who are shot dead on May 22 when they entered India and forcibly carried off 11 goats. Pak troops have been deployed along the Kushtia border. Shikarpur BSF has moved to the border. Further details are awaited

----

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৯৯। শরনার্থী শিবিরে বাঙালী নিধন	হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	২৭ মে, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, MAY 27, J971

BENGALIS BUTCHERED IN CONCENTRATION CAMPS

May 25. - An engineer from East Bengal, who arrived here recently from Dacca on his way to Sweden, revealed the barbarous acts being committed by the military administration which have a very close resemblance to these perpetrated by Nazi Germany during the last war.

The engineer, whose near relatives arc still on the other side of the Padma, described the "concentration camps where Bengalis are being taken and butchered indiscriminately at night. The military authorities, who are trying hard to put on a show of "normal life" in East Bengal have stopped shooting the inmates and instead slit their stomachs with knives, the reason being that the sound of gunfire frightens others and does not add credence to the claim of normalcy.

According to the engineer's knowledge, there are at least four such camps in Dacca. Narayangang. Godnai 1 and Tongi.

He said that although most of the factories around Dacca and Narayangang are not functioning, the troops get people to smoke the boilers to give the impression that all is functioning as usual.

Attendance in various government offices and other commercial and industrial organizations is very low. There have been instances of government officials, being picked up from their homes and never being seen or heard of again.

Many army officers arc being called upon to make coffins for their dead soldiers and when they cannot cope with the task, the troops just round up any ablebodied persons in sight and put them to do the job.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০০। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভারত সরকারের দ্বিধা কাটেনি	কালান্তর	২৭ মে, ১৯৭১

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভারত সরকারের দ্বিধা কাটেনি লোকসভায় শ্রীমতি গান্ধীর বক্তব্যের মর্মার্থ

নয়াদিল্লী, ২৬মে-বাংলাদেশ সম্পর্কে আট ঘন্টার লোকসভা বিতর্কের জবাবদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আজও স্বীকৃতিদান সম্পর্কে সদস্যদের সম্মিলিত আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেন নি। আজও তিনি বলেছেন, """আমরা ঝুঁকি নিতে ভয় পাই না। দরকার হলেই ঝুঁকি নেব।"""" অথচ তাঁর দলের বিশিষ্ট সদস্য শ্রী দীনেশ সিং বলেছেন, ইতিমধ্যেই ভারত অনেকটা দেরী করে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে একটা জিনিস খুব সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি কি করে সেদিকে ভারত তাকিয়ে আছে।

ইউএনআই-এর সংবাদে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা লোকসভায় বলেছেন, বাংলাদেশে যে সঙ্কটজনক অধ্যায় সূচিত হয়েছে সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমাজকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে তা দেখা বিদেশী দেশগুলোর কর্তব্য। আর তা করতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি খুব বিপজ্জনক।

শ্রীমতি গান্ধী বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা রাজনৈতিক বা অর্থনীতিক সমস্যা নয়। এ হচ্ছে সমগ্র অঞ্চলের মানুষের জীবণমরণ লড়াই। তিনি বলেন, একটি গোটা জাতিকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস থেকে আজকে বাংলাদেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। আর সেই গণহত্যার কার্যকরণ পরিণতিস্বরূপ হাজার পুরুষ নারী শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে বা লাখো মানুষকে শরনার্থী করে, ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

শ্রীমতি আজ পুনর্বার বলেন, আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত ভেবে দেখছি। এ ব্যাপারে বা অন্য ব্যাপারে আমরা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করি না কেন তা স্বাধীনভাবে বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করব। আমাদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত করব।

প্রধানমন্ত্রী আজ সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দেন, বাংলাদেশের প্রশ্নে সব বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবেন।

তিনি সদস্যদের বলেন, পাকিস্তানের নির্বাচনে যে রায় প্রকাশিত হয়েছে গণতন্ত্রের এর চেয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রকাশ হওয়া কি সম্ভব? তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অনেক গালভরা ঝুলি শুনেছি। মিত্র দেশগুলি দাবি করেন, গণতন্ত্র বাঁচাবার জন্য নাকি তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেমেছিলেন কিন্তু এখন তারা কোথায়?

তিনি বলেন, কোন কোন দেশ বাংলাদেশের মানুষকে বিচ্ছিন্নতাকামী আখ্যা দিয়েছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ পূর্বাঞ্চলে বাস করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাধিক্যের কতকগুলি অধিকার আছে। আর পূর্বাঞ্চলের মানুষ যদি সেই অধিকারগুলো বুঝে নিতে চান তবে তাদের বিচ্ছিন্নতাকামী আখ্যা দেওয়া কি সমীচীন হয়েছে?

তিনি বলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ কারণেই ভারতের কঠোর মনোভার প্রকাশিত হয়নি, বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনার ছাপ ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এসে পড়েছে। এই হচ্ছে অবস্থার বাস্তব রূপায়ন। এ কোন প্রচার নয়।

পূর্বাহ্নে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী দীনেশ সিং বলেন, ভারত কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করলে তবে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশের ঘটনার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করবে। তিনি বলেন, অনেক দেরী হয়েছে। আর কালবিলম্ব না করে ভারত সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পিছনে অনেকগুলি সাংবিধানিক ও বৈধ যুক্তি আছে।

পিএসপি শ্রী সমর গুহ বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছে। এখন সে দেশকে স্বীকৃতি দিলে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হবে।

নির্দল সদস্য শ্রী কৃষ্ণমেনন বলেন, একদিন করে স্বীকৃতি দিতে দেরী হচ্ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও জটিলতর হচ্ছে। শ্রী মেনন মনে করেন বাংলাদেশের উপদ্রুপ অবস্থা পিছনে সে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লুকিয়ে আছে তাদের রুখবার জন্যও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের পুরোপুরি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার বৃটেন ও আমেরিকার ওপর চাপ সৃষ্টি করুন।

তিনি মনে করেন, সক্ষম শরনার্থীদের বাংলাদেশের ফিরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক সাহায্যদান করা উচিত।

কালান্তর, ২৭ মে, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০১। অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে পৌরসভার প্রস্তাব	কালান্তর	২৮ মে, ১৯৭১

অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে পৌরসভার প্রস্তাব

কলকাতা, ২৬ মে-বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে আজ কলকাতা পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে ‘‘‘‘অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার কার্যকরী সাহায্য’’’’ দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয় এবং ‘‘‘‘পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় বাংলাদেশের স্বীকৃতিদান সম্বন্ধে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ভারত সরকার তাহা কার্যে রূপান্তরিত না করায় এই প্রস্তাবে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ‘‘‘‘প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে’’’’ পশ্চিম বাংলার জনগণকে প্রস্তাবে আহবান জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবে ‘‘‘‘বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীগণকে যথার্থ সাহায্য ও সেবা করার উদ্দেশ্যে মেয়রের নেতৃত্বে একটি সাহায্য ভান্ডার খোলার’’’’ কথা বলা হয়।

প্রস্তাবের পক্ষে একমাত্র আরএসসি ছাড়া আর সমস্ত দলের সদস্য ভোট দেন।

সভার শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিবরণসহ মেয়র শ্রী শ্যামসুন্দর গুপ্ত একটি বিবৃতি দেন। পরে মেয়রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র শ্রী পান্না লাল দাস সভার কাজ পরিচালনা ও মেয়রের আসন থেকে মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

প্রস্তাবটি সমর্থন করে অল্ডারম্যান শ্রী কমলাপতি রায় (সিপিআই) বলেন, যে বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির প্রশ্নটি হোল প্রধান বিষয়; এবং বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার পক্ষে পার্লামেন্ট যে সমস্ত যুক্তি দেখান হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। সিপিএম সদস্যরা তাঁদের বক্তৃতায় মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার সীমান্ত বেড়া তুলে নেবার জন্য দাবি করেন। এসইউসি এবং কংগ্রেস সদস্যরা তাদের বক্তৃতায় মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে সবশ্রী শিবকুমার খান্না, ডাঃ কে পি ঘোষ, শ্যামল দত্ত প্রমুখ পৌরপিতাগণ বক্তৃতা দেন।

প্রস্তাবের তিনটি ধারাই আর এসপি সংশোধনী দেয়। অপর একটি ধারায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এদের এইসব সংশোধনীর পক্ষে শুধু নিজেদের ৮ জন সদস্য ভোট দেন। সংশোধনী পরাজিত হলে দলের সদস্যরা মূল প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থাকেন।

সংশোধনীগুলিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ১৫ দিন সময়সীমা বেঁধে দিতে চাওয়া হয় ও স্বীকৃতি না দিলে ১৫ দিন পরে গণআন্দোলন করার কথা বলা হয়। সংশোধনী উত্থাপন করে আরএসপি সদস্য অন্য সব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই বিষোদগার করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০২। পাকিস্তানে গোপন তথ্য পাচার রাজ্যসভায় সরকারী বিবৃতির দাবী	কালান্তর	২৮ মে, ১৯৭১

পাকিস্তানে গোপন তথ্য পাচার
রাজ্য সভায় সরকারী বিবৃতির দাবী

নয়াদিল্লী, ২৭ মে, (ইউএন)- দু’’জন মন্ত্রী এবং একজন সংসদ সদস্য পাকিস্তান সরকারকে গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে বলে কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকজন সদস্য আজ রাজ্যসভায় উক্ত বিষয়টি উত্থাপন করেন। কোন কোন সদস্য সংবাদপত্রের সংবাদও উদ্ধৃত করেন।

শ্রী লোকনাথ মিশ্র (স্বতন্ত্র) সভায় সংবাদপত্রের রিপোর্টের কিয়দাংশ পাঠ করেন।

উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার জনৈক মন্ত্রী খুবই গোপনীয় ফাইলপত্র পাকিস্তান সরকারকে সরবরাহ করছেন। এই রাজ্যের জনৈক সুপরিচিত সংসদ সদস্য পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে পাকিস্তান থেকে টাকাও পেয়েছেন। শ্রী মিশ্র উক্ত মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের নাম প্রকাশের ও অবিলম্বে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

এই বিষয়টি খুবই গুরুতর বলে তিনি সরকারকে একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এতে দেশে নিরাপত্তাই শুধু বিপন্ন হয়নি পার্লামেন্টের মর্যাদা হানি ঘটেছে।

শ্রী ভূপেশ গুপ্তও অনুরূপ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে বলে বলেন, এবং তিনি রিপোর্টের কোন সত্যতা আছে, না রিপোর্টটি জাল, সে সম্পর্কে সরকারকে একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৩। বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ ও সুদৃঢ় নীতির দাবীতে-	কম্পাস	২৯ মে, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ ও সুদৃঢ় নীতির দাবীতে

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাপ আসতে পারে, এজন্যই ভারত সরকার ইতস্তত করছেন। সাধারণভাবে এরকম একটা ধারণাই এখন জনসাধারণ্যে দেখা যাচ্ছে। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হয়তো ভারত সরকারকে অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না। এটাই নাকি ভারতের পক্ষে স্বাধীনভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে যথেষ্ট বাধার কারণ।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মনোভাব কি দাঁড়াতে পারে, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

চীন সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত যেন আর নাক গলায়। সর্ব প্রথমে চীনের হুমকির বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীতের উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের কাছে এক নোট পাঠিয়েছিল। এর পরেই আসে ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিল চীনের তরফে ভারতের প্রতি হুঁশিয়ার বাণী। চীনের এই হুঁশিয়ারীর পরেই এদেশে অনেকেই বলতে শুরু করলেন, ‘‘‘‘আর কিছু করার প্রয়োজন নেই’’’’, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত যেন আর জড়িয়ে না পড়ে।

অবশ্য চীনের ঐ নোটের তাৎপর্য খুব সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করলে দেখা যায়-

(ক) সম্ভবতঃ রাশিয়ার নোটের প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের অনুরোধে বা চাপে চীন ভারতের প্রতি ঐ ধরনের হুঁশিয়ারী দিতে থাকতে পারে। যদি চীন সত্যিই তার হুঁশিয়ারী সম্পর্কে সিরিয়াস হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। আর এরকম ব্যবস্থা নেওয়ার অর্থই হলো বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে আনা। কিন্তু এই মুহূর্তেই যে চীন বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তা কারুর মত নয়। শুধু হুমকি দিয়েই চীন পাকিস্তানের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে চেয়েছে-তার বেশী কিছু নয়।

(খ) চীন যে হুঁশিয়ারী দিয়েছে, তাতে কোথাও পূর্ববাংলার আন্দোলন ও দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে যেমন কিছু বলেনি, তেমনি ঐ আন্দোলন ও দাবীর সম্পর্কে অন্যভাবে কোন বক্তব্য রাখেনি। চীন শুধু ভারতের হস্তক্ষেপেরই নিন্দা করেছে। এর অর্থ হলো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি সম্পর্কে বিবেচনার পথ সে খোলাই রেখেছে। এ প্রশ্ন নিয়ে তখনই সে বিবেচনা করবে, যখন তার স্বার্থের প্রশ্ন দেখা দিবে।

(গ) যদি পাকিস্তান চূড়ান্ত পরিণতিতে সম্পূর্ণরূপে শত্রুভাবাপন্ন দুটি ইউনিট ভেঙ্গে পড়ে আর ঐ ইউনিট দু’’টি একে অপর থেকে স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে চীন এবং অন্যান্য শক্তিগুলিকে (যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটেন) একটিকে ছেড়ে আর একটিকে বেছে নিতে হবে। অবশ্য উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকেই পাকিস্তানের ঐক্যাবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহী। কারণ, সাধারণভাবে এশিয়ায় এবং বিশেষভাবে ভারত উপমহাদেশে নিজেদের আন্তর্জাতিক রণকৌশল স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তারা প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। এতে তাদের দুটি উদ্দেশই সিদ্ধ হবে- ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানকে দাঁড় করিয়ে সাম্য সৃষ্টি করা এবং

নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তানকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম পাকিস্তানকেই বেছে নেবে- পূর্ব বাংলাকে নয়। পশ্চিম পাকিস্তানই সত্যিকারের পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা ত' 'পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে যাতে সামরিক দিক দিয়ে সংযোগ না ঘটতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এ দুটি দেশের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানকে গোঁজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। চীনকে পশ্চিম পাকিস্তান তার প্রথম শ্রেণীর বিপক্ষে বন্দর করাচীকে ব্যবহার করার জন্য দেবে। চীন আজ রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় ঘাঁটি গড়তে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে চীন সহজেই ঐ দুটি অঞ্চলে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

(ঘ) অবশ্য চীন যে তার ভৌগোলিক রাজনৈতিক হিসাবের খাতা থেকে পূর্ব বাংলাকে একেবারে খারিজ করে দেবে, তা নয়। সে পূর্ববাংলার প্রশ্নটিও খোলা রেখেছে। যাতে আওয়ামী লীগেই নেতৃত্ব একই সাথে ভারতের সঙ্গে কলংকিত হয় এটা দেখবার জন্যই চীন অপেক্ষা করছে। মুজিবর রহমান ও তার দল সুস্পষ্টরূপে ভারতের সমর্থক। এবং বাংলাদেশের জনসাধারণও মুখ্যত ভারতের সমর্থক। ইয়াহিয়া খানের নির্মম নিপীড়নে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যদি পরাজিত ও কলংকিত হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশা ও শূন্যতা দেখা দেবে। তা পূরণের জন্য সেখানে চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে আসবে। আর তখন চীন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করতে ইতস্তত করবে না। সে অবস্থায় চীন শুধু পূর্ব বাংলার প্রশ্নেই আবদ্ধ থাকবে না। সম্ভবত: সিকিম, ভুটান, নেপাল ও ব্রহ্ম সমেত আসাম, নেফা, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং পশ্চিম বঙ্গকে নিয়ে সারা পূর্ব ভারতে সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য পূর্ব বাংলাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ভারত কি এ অবস্থা ঘটতে দেবে? এটা কি ভারতের পক্ষে আত্মহত্যার শামিল নয়?

(ঙ) ১৯৬২ সালে নেফায় যেদিন চীন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঢুকেছিল তখন ভারতের প্রতিরক্ষা অবস্থা যা ছিল, তা আজকের দিনের অর্থাৎ ১৯৭১ সালের চীন বনাম ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিচারে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে সত্যিকারের যা বোঝায়, তা ভারতের ছিল না। তাতেও সে সময়ে ''থাগ-লা'' ; থেকে ''ফুট হিলস'' আসতে একমাস লেগেছিল। এখন উত্তরাঞ্চলে শত্রুকে রুখবার জন্য পাহাড়ী পরিবেশে যুদ্ধক্ষম আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নয় ডিভিশন সৈন্যকে ভারত উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে নিযুক্ত করেছে। চীন ভুটানকে আক্রমণ করতে পারব না। ভুটান রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এক্ষেত্রে ভুটান আক্রান্ত হলে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিগুলিও জড়িয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে বিপুল সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি ভারত হস্তক্ষেপ করে, তাহলে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ পাক-বাহিনীকে নির্মূল করে দিতে পারবে। এরকম অবস্থায় পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পাকিস্তানী বাহিনীকে চীন সত্যিকারের কোন সাহায্যই দিতে পারবে না। চীনের পক্ষে ভারতের নয় ডিভিশন সৈন্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য দেওয়া সহজ হবে না। তাছাড়া, যত বড় শক্তিই হোক না কেন, হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ভারতীয় উপত্যকায় প্রবেশ করে কোন শক্তির পক্ষেই যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না- যুদ্ধের সরবরাহ পথ এতই বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত যে সমর কৌশল প্রশ্নটি অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর তাছাড়া সাধারণত চীনকে যুদ্ধের জন্য অন্য দেশে ঢুকে পড়তে দেখা যায় না। কেবলমাত্র কোরিয়াতে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তবে সেখানেও নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থেই চীন ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখনও পর্যন্ত চীন ভিয়েতনামে কোন সশস্ত্র বাহিনী পাঠায়নি।

(চ) এখন চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, তা হলো প্রকাশ্য বৈরিতার। কিন্তু ১৯৬২ সালে ঐ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সে রকম সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া সে সময় কিউবায় পারমাণবিক বোমারু বিমানের ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল, আর সে জন্য রাশিয়া অনেকাংশে প্রতিহতও হয়েছিল। চীনও সে সময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে বিপজ্জনক পরিণতির উদ্ভব হয়েছিল, তার সুযোগ নিয়েছিল। এখন সিংকিয়াং থেকে শুরু করে মাংগোলিয়া পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সুবিস্তৃত সীমান্ত জুড়ে চীনকে বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছে। এটা মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েট-চীন সীমান্ত অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে বলা যায় যে, চীন যে হুঁশিয়ারী দিয়েছে তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই উচিত হবে। তাই আমরা পাকিস্তানকে তার ইচ্ছামত বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে দিতে পারি না।

ভৌগোলিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই রাশিয়া ও পাকিস্তান, বিশেষত: পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের খপ্পর থেকে পাকিস্তানকে ছিনিয়ে আনতে রাশিয়া চায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল। রাশিয়াও স্থিতাবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে চায়। প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য কারণের জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে সোভিয়েট রাশিয়ার ওপরই বেশী নির্ভরশীল। কিন্তু রাশিয়ার উদ্বেগ নিয়ে ভারতের পক্ষে মাথ ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে তার নীতি অনুযায়ী এগিয়ে গেলে, রাশিয়া কোন অবস্থাতেই ভারতকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। কেননা, তাহলে তাকে সমগ্র এশিয়াতেই তার (রাশিয়ার) বর্তমান আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে হবে।

বর্তমানে আমেরিকায় বাংলাদেশ বিরোধীদের চাইতে সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী। এখন সেখানকার প্রভাবশালী মহল পশ্চিম পাকিস্তানকে বাংলাদেশের অবস্থার জন্য নিন্দা করছে। অবশ্য মার্কিন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে এখনও সেই পুরোনো খেলাই খেলছে।

স্বাধীন সত্তা নিয়ে পূর্ব বাংলায় নব অভ্যুদয় ঘটেছে তাকে এখন ইংল্যান্ডের শ্রমিকদল সাহায্য সমর্থন করতে প্রায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী যে নারকীয়তা ও নির্মমতার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তা সেখারনকার ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলও সমর্থন করতে পারছে না।

ব্রক্ষদেশ, সিংহল, নেপাল, সিকিম প্রভৃতি ভারতের চর্তুর্দিকস্থ ছোট ছোট রাষ্ট্র পূর্ব বাংলার পরিস্থিতিতে ভারত কী রকম আচরণ করে এটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছে। যদি ভারত তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভারতের প্রতি এখনও তাদের যেটুকু আস্থার ভাব আছে, সেই ভাবটুকু একেবারেই কেটে যাবে এবং তারা আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য বৃহৎ শক্তির জন্য ঝুঁকে পড়বে।

অবশ্য ভারত সরকারও এসব বিষয়ে অবহিত। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির তথাকথিত চাপেই যে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করছে তা-ও বলা যায় না। এ ব্যাপারে অন্যান্য শক্তির ওপর ভারত সত্যিই কোন দোষারোপ করতে পারে না। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা নেবার ভার ভারতকেই নিতে হবে- ঐ সব রাষ্ট্রকে নয়।

বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার মত শক্ত নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তা বলা যায় না। তাছাড়া, আজ কি একটি মাত্র ব্যক্তির হুকুমে, তাঁর নিজের শাসনেই, ভারত সরকার চলছে না? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্যান্য মন্ত্রীদের অস্তিত্বটা তাঁর মর্জির উপরই নির্ভর করে। নিজেরই ইচ্ছামত প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেন- ভাঙ্গতেও পারেন।

ভারতের ঐক্যবদ্ধ জনমত হল, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক- আর খোলাখুলিভাবে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হোক।

এ প্রশ্ন নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আমাদের সমর বিভাগের সেনাপতিরা যে বিরোধিতা করবে তা সত্য নয়। অবশ্য তাদের মধ্যে সকলেই খুব উৎসাহী নাও হতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধ অথবা শান্তি যাই হোক না কেন, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ, সমর বিভাগ নয়। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করাই ও আদেশ পালন করাই সামরিক বিভাগের কাজ। সমর বিভাগের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার অর্পণ করলে, তারা সব সময় উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবের ছুতো দেখিয়ে যুদ্ধকে পরিহার করতে চাইবে। আর প্রস্তুতি

কথাটা সবসময়ই আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; প্রস্তুতি বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায়, সে অর্থে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের মত শক্তিও প্রস্তুত নয়। প্রস্তুতি পর্বের সীমা থাকে না; উপরন্তু যদি আমরা দেখি যে কোন ন্যায্য কারণের জন্য এবং ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় আছি, তাহলে কেন বছর বছর আমাদের বাজেটে সমর বিভাগের জন্য ১১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করি? আর বাস্তবিকই আমাদের সামরিক বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হয়নি।

এই ব্যাপারে কোন কিছু না করতে গেলে যে খরচ হবে তার পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতে গেলে, এমনকি একখন্ড সম্ভাব্য যুদ্ধ করতে হলেও তার চেয়ে বেশী হবে। বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে এক কোটির মত উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এখনই ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যাই দাঁড়াবে ৯০ লক্ষের মত। বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপিত না হলে বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা কখনও দেশে ফিরে যাবে না। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের জন্য মাথাপিছু ব্যয় দৈনিক দু'টাকা করে ধরা হলে, ভারতকে তাদের জন্যে দৈনিক দু কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। ঐ উদ্বাস্তুদের ভরণ পোষণ ও পুর্নবাসনের বোঝা রাষ্ট্রসংঘ বহন করবে না এবং বহন করতে পারে না। একমাত্র প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। অবশ্য সেই ব্যতিক্রমও ঘটেছে, যুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত পালনের বাধ্যবাধকতা হিসেবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে কোন যুদ্ধ ঘোষিত হয়নি- তাই সন্ধির শর্তের কোন প্রশ্নই এখানে নেই। কিছুকালের জন্য বিশ্ব সংস্থাগুলি কিছু সাহায্য দিতে পারে কিন্তু তারা নিশ্চয়ই উদ্বাস্তুদের জন্য দায়দায়িত্বের ভারগ্রহণ করবে না।

এসব উদ্বাস্তুর ভারে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। যদি ভারতে পূর্ব বাংলার সব বাঙ্গালী হিন্দুরাই চলে আসতে বাধ্য হয়, তাহলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির মধ্যে বিরাট ওলট-পালট ঘটবে এবং পরিণামে ভারতেও ভীষণ সাম্প্রদায়িক রক্তবন্যা বইতে পারে। এর ফলে এ দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যও বিপর্যস্ত হবে- শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে বর্তমান মন্ত্রীসভার এবং ভারতের পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যসমূহের মন্ত্রীসভাগুলির পতন ঘটবে। সে অবস্থায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শিকেয় তুলে রাখতে হবে এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে বন্ধ রাখতে হবে। জনগণের নৈতিক মেরুদন্ড দ্রুত ভেঙ্গে পড়বে। তখর ভারতের ভেতরই গড়ে উঠবে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব। আর, চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত যুদ্ধকেও এড়িয়ে যেতে পারবে না। আহ যদি যুদ্ধ হয়ই, তাহলে এ যুদ্ধের যে খরচা পড়বে তার চাইতে দশগুণ বেশী খরচা পড়বে ভবিষ্যতের যুদ্ধে- যে যুদ্ধ ঘটবে পাকিস্তানের ইচ্ছায় ও পাকিস্তানের সুবিধামত।

আমাদের এই উপমহাদেশের অগ্রগতির যাত্রাপথে বাংলাদেশ হল হারানো সূত্র। সাম্প্রদায়িকতার জগদ্দল পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভারতকে তার আদর্শ থেকে সরে আসতে হয়েছে। পাকিস্তানবাদ এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্যিকারের জবাব হিসেবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল ও ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটলে, এই উপমহাদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণভেদ এবং সঙ্কীর্ণতাবাদের মত সব শক্তিগুলিই বিলীন হয়ে যাবে। বাংলাদেশ আমাদের সামনে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে- যা হয়তো আগামী আর এক শতাব্দীর মধ্যে আবার আমরা পাব না।

ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে যদি পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে পাকিস্তান যে পূর্ব বাংলার কয়েক দিনের বেশী টিকে থাকতে পারবে না, তা সে ভালভাবেই জানে। কিন্তু এই ভীষণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কারণ, পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা নিজেদের জনগণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভারতের কাছে পরাজয় বরণকেই শ্রেয় মনে করবে। পশ্চিমাঞ্চলেই চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হবে। এজন্য উত্তরাঞ্চল থেকে সৈন্যদের সরিয়ে আনার প্রয়োজন হবে না। পূর্বাঞ্চলে পাকবাহিনীকে উচ্ছেদ করা হলে, - যা কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র - আমরা স্বচ্ছন্দেই পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমফ্রন্টে শক্তি বৃদ্ধি করতে পারব। সম্ভবত এক মাসেরও অধিক কাল পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধে টিকে

থাকতে পারবে না। এ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান চূড়ান্ত পর্যায়ে ধসে যাবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা নাও করতে পারে। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে যে উন্মোদনা দেখা দিয়েছে, তাতে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হাতেই পূর্ব বাংলাকে সমর্পণ করে যুদ্ধে পরাজয় বরণের মত দূরদর্শিতা বিজ্ঞতা পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে নাও থাকতে পারে।

শত্রুপক্ষকে পিছন থেকে ব্যতিব্যস্ত করে শেষ করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে গেরিলা দল সংগঠন করতে বলা হয়েছে। এ অনেকটা লম্বা-চওড়া নির্দেশ দেওয়ার মত ব্যাপার। এমনকি যদি তারা শেষ পর্যন্ত এরকম স্থায়ী শক্তি সংগঠন করতেও পারেন, তবুও ঐ শক্তিকে নির্দিষ্টরূপে দিতে কয়েক বছর কেটে যাবে। আর চীন ও রাশিয়া কারুর মতামতের অপেক্ষা না করে ভিয়েতনামকে যেমনভাবে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়েছিল এবং আজও দিচ্ছে, ঠিক তেমনভাবে যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকে যদি ভারত বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয়, তাহলে এ ধরনের গেরিলা শক্তির নেতৃত্ব ভারতের পক্ষে খুব সহায়ক হবে না। তাছাড়া, মুক্তিফৌজকে অত গোপনে ঐভাবে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দেওয়া যাবে না। মুক্তিফৌজকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দেওয়ার জন্যও ভারতকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

উপরন্তু ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে এবং বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের ভাব বজায় থাকবে না। বাংলাদেশের জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করার আগে তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিমান করে দিতে হবে। নৈতিক মানদন্ডহীন জাতিকে যতই অস্ত্র দেওয়া হোক না কেন, কোনদিনই ঐ জাতি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।

ভারতের মতো উপমহাদেশে নেতা হবেন সুমহান, আর তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মধ্যে থাকবে যুগপৎ দূরদৃষ্টি ও শক্তি। এই দেশকে শাসনের ভার ক্ষুদে শ্রেণীর রাজনৈতিকদের হাতে দেওয়া যায় না। মহান দেশরূপে যদি ভারত পরিগণিত হয়, তাহলে তাকে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী দায়িত্বভার বহন করতেই হবে। এ বিষয়ে ইতস্তত করলে চলবে না। এই জাতিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সুমহান কাজও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। কেবলমাত্র সুমহান কাজ ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাই সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাহলেই এ দেশ এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে এবং সকলের সম্মানের পাত্র ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভারতের সামনে যে দায়িত্ব উপস্থিত, তা যদি সে এড়িয়ে যেতে চায়, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য ও নিশ্চিত।

সম্পাদকীয়, কম্পাস : ২৯শে মে, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা	কম্পাস	২৯ মে, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা
সুদিন ভট্টাচার্য

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় ইয়াহিয়া খাঁ বোধ হয় যা চেয়েছিলেন তাই হতে চলেছে। পূর্ব বাংলার প্রায় এক কোটি হিন্দু এবং কয়েক লক্ষ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মুসলমান সে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের আশ্রয় নেওয়ার পথে। এর ফলে সুচতুর রাজনীতিবিদ ভুট্টোর আশা পূর্ণ হবে- বাঙ্গালীরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিণত হবে। তার প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলায় গণবিপ্লবের সময় পাকিস্তান সরকার যেমন মাসাধিকতাল ধরে গড়ে দৈনিক ১ কোটি টাকা সামরিক ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছেন এবং প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করতে অক্ষম হয়েছেন তেমনি ভারতকেও প্রতিদিন আশ্রয়প্রার্থীদের ভরণপোষণের জন্য একই প্রকার অর্থ ব্যয় করতে হবে তা ছাড়া সামাজিক এবং রাজনৈতিক কুফল তো আছেই।

কিন্তু কেন এমন হতে চলেছে? আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ব্যর্থতা? পাকিস্তানী সৈন্যদের অসাধারণ উন্নতমানের অস্ত্রাদি এবং দক্ষতা ? না ভারতের ব্যর্থতা ? এই তিনটি বিষয় একে একে আলোচনা করা যাক-

(১) আওয়ামী লীগ খুব বেশী দিনের দল নয়। নেতৃত্বও তরুণ। এর সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। অহিংস সংগ্রামের অভ্যস্ত নেতৃত্ব হিংস সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাতে স্বভাবতঃই অক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত : এঁদের সমর্থকদের একাংশ, ছাত্ররা আদর্শনিষ্ঠ এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকলেও দূর গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব ততটা কার্যকর হয়নি। সেখানে এখনও লীগ যুগের ধর্মান্ধতার রেশ কম বেশী রয়ে গিয়েছে। ইয়াহিয়া চক্র এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। তৃতীয়তঃ শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব ছিল এই দলের সবচেয়ে বড় ভরসা। ২৫শে মার্চ রাত্রে মুজিবর রহমান পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ায় তার দল অনেক পরিমাণে দিশাহারা হয়ে পড়ে। সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে লীগের নেতৃবৃন্দের বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে তারা বিদ্রোহ করার জন্য ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন না এবং সৈন্যদের হতো পুলিশ ও ইপিআরকে নিরস্ত্র এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে দিতেন না এবং প্রথম দিনেই তারা ঢাকা বিমানঘাঁটি দখল করবার চেষ্টা করতেন।

(২) পাকিস্তান মোটামুটি শক্তিশালী দেশ। 'টাইম' পত্রিকার তথ্য যদি ঠিক হয় তকে বুঝতে হবে যে দেশের ঐ সৈন্যদলে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে মাত্র একজন পূর্ব বাংলার মানুষ। মাত্র ৫/৬ ব্যাটেলিয়ন সৈন্য পূর্ব বাংলার- তার মধ্যেও বহু অবাঙ্গালী সৈন্য ও অফিসার ছিল। এর মধ্যেও অর্ধেক ছিল পশ্চিম অংশে। সুতরাং বিদ্রোহের দিনে মাত্র হাজারখানেক সামরিক শিক্ষিত বাঙ্গালী পূর্ব বাংলায় উপস্থিত ছিলেন ইপিআর প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত পুলিশ। এদের অল্প সংখ্যক ষ্টেন, এলএমজি ২" ও ৩" মর্টার ছিল। কিন্তু সামরিক শিক্ষার মানের দিক দিয়ে এরা খুব পশ্চাৎপদ। আনসারদের অস্ত্রশস্ত্র খুব কমই ছিল, সামরিক শিক্ষার মানও ছিল শোচনীয়। শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য ও স্বদেশ প্রেমের দ্বারা তো যুদ্ধ করা যায় না- বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার খোলামাঠে এবং গ্রীষ্মকালের ফসলহীন ক্ষেতের উপর যুদ্ধ হলে জিতবার কোন আশাই থাকে না আধুনিক সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ‘‘ষ্টেটসম্যান’’ -এর হিরন্ময় কার্লেকার মহাশয় যা দিয়েছেন ততটা নয়- ‘‘ইনষ্টিটিউট অব ষ্ট্রাটেজিক ষ্টাডিজ’’ -এর মতে তার চেয়ে অনেক কম। নিয়মিত সৈন্য প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার,

কাশ্মীরের আধাসৈন্য প্রায় ৩০ হাজার। এছাড়া আছে স্কাউট, রেঞ্জার ইত্যাদি অনিয়মিত কিন্তু মোটামুটি দক্ষ সৈন্য আর ৪০/৫০ হাজারের মত। অস্ত্রশস্ত্রে ঐ ২৭০০০০ সৈন্য বেশ আধুনিক, বাকীরা সেকেলে। মার্কিন বদান্যতায় পাওয়া এবং ১৯৬৫'র ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া ৪০০ মাঝারি ট্যাঙ্ক এবং রাশিয়া ও চীন থেকে পাওয়া ৩০০-এর মত মাঝারি ট্যাঙ্ক আছে। হাল্কা ট্যাঙ্ক (মার্কিন ও চীনা) এবং উভচর ট্যাঙ্ক (রাশিয়ান পিটি-৭৬) মিলেও আরও ২০০-এর মত হতে পারে। কামান বেশীর ভাগই পুরানো ২৫ পাউন্ডার হলেও অল্পসংখ্যক মার্কিন ও রুশ খুব ভারী কামান ও ভালোজাতের চীনা মর্টার ও রকেটও আছে। পূর্ব বাংলায় কিন্তু এই বাহিনীর সাত ভাগের এক ভাগও ছিল না ২৫শে মার্চ। এবং তার পরের একমাসে- বিদেশীদের মতে আরও ১০/১২ হাজার সৈন্য আমদানি করা হয় জাহাজ ও বিমান পথে। আর ছিল ২০/২২ খানার মত পুরাতন স্যাবর জেট বিমান। অল্পসংখ্যক হেলিকপ্টার, 'গানশিপ' ও ছিল পূর্ব বাংলায়।

আওয়ামী লীগের "রেগ-টেগ সার্কাস" -এর তুলনায় ৩০/৪০ হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং তাছাড়া ৪০ শতাংশ লেজুড় যথেষ্ট শক্তিশালী এ কথা বলাই বাহুল্য। ইপিআর- এর কোন রণসম্ভাই এই বাহিনীর বা স্যাবর জেটগুলির মোকাবিলা করবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সুতরাং ফল যা হওয়ার হয়েছে।

(৩) ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস বড়ই করুণ। এমন সুবর্ণ সুযোগ যে দেশ গ্রহণ করতে না পারে সে দেশের নেতৃত্ব ক্ষমার অযোগ্য। পাকিস্তান ভারতের শত্রুদেশ। ১৯৬৫ সালের পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, কোন প্রকার কূটনৈতিক সৌজন্যে প্রদর্শনও হয় না। পাকিস্তানের একমাত্র কাম্য হল ভারতের সর্বনাশ হোক। যেনতের প্রকারে ভারত সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হোক। নাগা মিজো তামিলরা বলুক যে আমরা ভারতের মধ্যে থাকবো না। চীন ও ভারত এশিয়ার এই দুইটি প্রধান শক্তি পরস্পর শত্রুতার মধ্যে কালযাপন করুক- পাকিস্তান এই চায়। তার বিনিময়ে ভারত ক্রমাগত চাইছে যে, পাকিস্তান আমাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। ভদ্র আচরণ করুক ইত্যাদি। এর চেয়ে হাস্যকর মূর্খতা আর কি হতে পারে। জার্মানীর মদগর্বী প্রাশিয়ান জাঙ্কারদের মত সৌর্যবীর্যগর্বী পাঞ্জাবী আফ্রিদি বেলুচরাও ভাবে যে ভারত আমাদের কি ক্ষতি করতে? আমাদের সহায় চীন, তুরস্ক, ইরান, সৌদি আরব এবং লিবিয়া- এই শেষোক্ত দেশ দু'টি তেল বিক্রির টাকার একটা বড় অংশ যেমন ইসরাইলীদের বিরোধী আরবরা পাচ্ছে তেমন এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পাচ্ছে হিন্দু বিরোধীর ভূমিকায় পাকিস্তান। সামরিক শক্তির দিক থেকে একমাত্র চীন শক্তিমান। তুরস্ক ও ইরানের কিছু আধুনিক রণসম্ভার আছে কিন্তু সাহায্য দেওয়ার মত কিছু না। স্টেইটম্যান (১২ মে) এ কূলদীপ নায়ার লিখেছেন যে ইরান ও তুরস্ক পাকিস্তানকে এফ-৫ এবং এফ-৮২ বিমান দিয়েছে। অদ্ভুদ কথা। ঐ এফ-৫ মার্কিনরা ১৯৬২ সালে ভারতকে দিতে চেয়েছিল। ভারত নিতে রাজী হয়নি। মান্ধাতার আমলের এফ-৮২ (না ছাপার ভুল- এফ-৮৬?) কি করবে। ভারতে প্রায় ৩-৪ শত মিগ-২১ ও এস-২২ যাদের গতিবেগ উপরোক্ত বিমানদ্বয়ের গতিবেগের দ্বিগুণ- তাদের সামনে ২০/২৫ খান ঐ বিমান কি করবে? ইরানে খান কয়েক ফ্যান্টম (এফ-৪ এফ) আছে কিন্তু ঐ কখনোই বা কি হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের এই বর্তমান সুবিধা নাও থাকতে পারে। সুতরাং এমন সুবর্ণ সুযোগ ভারতের হারানো উচিত নয় এবং শেষ পর্যন্ত কূলদীপ নায়ারও অবশ্য বলেছেন- "ইন্ডিয়া কেন স্টিল ইসু এন আলটিমেটম টু পাকিস্তান টুন স্টপ দি ইনফ্লাক্স অফ রিফিউজীস অর ফেছ দি কন্সকুইনসেস"।

নীচে এশিয়ার কয়েকটি দেশের সৈন্য ও বিমানের সংখ্যা দেওয়া গল- চীন (১) নিয়মিত সৈন্য ২৫ লক্ষ, ৬টি আর্মার্ড ডিভিশন, ৪০০০ ট্যাঙ্ক (২) ২৫০০ যুদ্ধবিমান- অধিকাংশ মীগ- ১৭ ও ১৯, সামান্য সংখ্যক ২১ এবং ৩০০ ইলিউসিন-২৮ (ক্যানবেরার চেয়ে মন্থরগতি এবং কম উচ্চে উড়তে পারে)।

ভারত- (১) নিয়মিত সৈন্য ১০ লক্ষ, ৩ আর্মার্ড ডিভিশন বা সমসংখ্যক ব্রিগেড ও রেজিমেন্ট, ১০০০ মাঝরি ও ৪০০ হাল্কা ট্যাঙ্ক (২) প্রায় ৭০০০ যুদ্ধ বিমান- এক তৃতীয়াংশ শব্দের দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন, ৭০ বেমারু। ৪০০০ কামান।

পাকিস্তান- (১) নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৩ লক্ষ, ২ আর্মার্ড ডিভিশন, ৭০০ মাঝারি, ১০০ হালকাআ ট্যাঙ্ক (২) প্রায় ৩০০ যুদ্ধ বিমান- মাত্র ৩০ টি শব্দের দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন (মীরাজ)। ১০০০ কামান।

তুরস্কের শক্তি পাকিস্তানের চেয়ে একটু বেশী এবং ইরানের শক্তি বহুগুণ কম। সৌদি আরবের ২৫ খানা শব্দের দ্বিগুণ অধিক গতিবেগ সম্পন্ন লাইটনিং বিমান আছে। যেহেতু চীন সম্ভাবিত কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই বলা চলে, কারণ তাকে রাশিয়া ও আমেরিকার মোকাবিলা করতে হয় এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার নীতিও নয়। তখন পাকিস্তান কোন সাহসে ভারতের সঙ্গে লড়তে চায়? পাঞ্জাবী মিলিটারী আভিজাত্যের দর্প চূর্ণ করার এবং তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করবার, চিরকালের মত নাগামিজো সমস্যার সমাধান করবার মত এমন সুযোগ আর কখনু আসবে না। কারণ এখন পাকিস্তানের মাত্র ৮ ডিভিশন সৈন্য পশ্চিমে আর চার ডিভিশন পূর্ব দিকে। সুবর্ণ সুযোগ।

আর ভারত আজ যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়- বস্ততঃ ভয় পেয়ে অকারণে ভারত পিছিয়েই গেছে- তবে ইতিহাস তার জন্য ক্ষমা করবে না। প্রায় এক কোটি নবাগতের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে তাকে দেউলিয়া হতে হবে এবং কেউ তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে আসবে না। কারণ মার্কিনরা জানে রুশরাও জানে ভারতকে এখন সাহায্য করার অর্থ হল এশিয়াতে আর একটি ‘‘চীনের’’ সৃষ্টি করা। তার চেয়ে সামরিক ভারসাম্যের নিস্ফল ধোঁকাবাজি চলতে থাকুক। মরুক ভারত আশ্রয় প্রার্থী সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে।

বলতে বাধা নেই যে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করায় ইন্দিরাজীর প্রতি অনেক বিরূপ জনেরও একটু শ্রদ্ধার ভাব উদয় হচ্ছিল। পূর্ব বাংলার প্রতি আচরণের অপ্রতুলতায়, ব্যর্থতায় আজ তারা সকলেই ক্ষুদ্ধ হয়েছেন এ কথা বলাই বাহুল্য। এর ফলে ভারতের রাজনীতি এই কষ্টার্জিত স্থিতিশীলতা আর বেশিদিন স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। কার্যাকালে যার বল কার্যকর নয় এমন মানুষ কখনও কারো শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না। বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে ভারতের ব্যর্থতা সত্যিই বেদনাদায়ক। পাকিস্তানী জঙ্গীবাদের জয় হলে এশিয়া ভূখন্ডে গুরুতর বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং তার জন্য ভারতের দায়িত্ব হবে পাকিস্তানের চেয়ে কম নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৫। লোকসভায় কমিউনিষ্ট সদস্যদের পাক ডেপুটি হাইকমিশনার সম্পর্কে ভারতের আচরণের নিন্দা	কালান্তর	১ জুন, ১৯৭১

লোকসভায় কমিউনিষ্ট সদস্যদের পাক ডেপুটি হাইকমিশনার সম্পর্কে ভারতের আচরণের নিন্দা

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী, ৩১ মে- আজ লোকসভায় কমিউনিষ্ট সদস্য এস কে ভেলায়ুধন কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশনার মেহেদী মাসুদের প্রতি ভারত সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা করলে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী শরণ সিং-এর পক্ষে সভাকে শান্ত করা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

ক্ষুদ্ধ ভেলায়ূধন জানতে চান পাকিস্তান সরকার যখন ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অন্তরীণ করে তখন তার প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা হিসেবে ভারত সরকার কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনারকে কেন অন্তরীণ করেননি?

সরকারকে এই আচরণকে কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়ে তিনি বাংলাদেশ মিশনের সদস্যদের সঙ্গে পাক ডেপুটি হাইকমিশনারের সাক্ষাতের অনুমতি দানের তীব্র নিন্দা করেন।

জবাবে বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী স্বীকার করেন যে মেহদী মাসুদ কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশন দপ্তরের প্রাক্তন কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভের দাবি করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে মেহদী ঐ সব কর্মী যারা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেছেন তাদের বাড়ি বাড়ি দেখা করার জন্য গেছেন।

পাক ডেপুটি কমিশনারের প্রতি সদয় ব্যবহার করার কারণ স্বরূপ শ্রী শরণ সিং বলেন ভারত সরকারের প্রধান লক্ষ ছিল ঢাকা থেকে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের বের করে আনা।

অনুরূপ কারণেই ইন্দিরা কংগ্রেস সদস্য এল কে দাশ চৌধুরী মাসুদকে বহিষ্কার করার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যুক্তি হিসেবে আর বলেন, যদিও মাসুদ পাক ডেপুটি হাইকমিশনের কূটনৈতিক সদস্য নন কেন না কলকাতায় ঐ দপ্তরের বর্তমান অস্তিত্ব নেই তবুও ভারত সরকার জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য।

ভেরায়ূধনের আর এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী শরণ সিং জানান যে, ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ করছেন। এই বিষয়ে ভারত সরকার উভয় দেশে বহু স্থানীয় রাষ্ট্রের দিল্লীস্থ দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন।

লোকসভায় কমিউনিষ্ট দলের নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্কে প্রকৃত সংবাদ বিদেশের সরকারগুলিকে কি রকম ওয়াকিবহাল রাখছেন তার নির্দিষ্ট জবাব দাবি করেন।

জবাবে বৈদেশিক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিং জানান ভারতে প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট সরকারগুলিকে বাংলাদেশের খবরাখবর দিয়েছেন। তাছাড়া এ দেশে যেসব বিদেশী দূতাবাস আছে সরকার তাদের কাছেও বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে জানিয়েছেন।

বিদেশী রাষ্ট্রগুলির এবং জাতিসংঘ সম্পাদকের দৃষ্টি বাংলাদেশ সম্পর্কে সংসদের প্রস্তাব এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এই কূটনৈতিক কার্যকলাপের ফলে বেশ কয়েকটি সরকার মানবতার খাতিরে বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য সেবামূলক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে অধিকাংশ সরকারই কোন নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৬। বাংলাদেশে পাক ফৌজী বর্বরতা অবিশ্বাস্য কিন্তু সন্দেহাতীত	কালান্তর	১ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশে পাক ফৌজী বর্বরতা অবিশ্বাস্য কিন্তু সন্দেহাতীত

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩০শে মে, 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' -এর সভাপতি মিঃ ডোনাল্ড চেসওঅর্থ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ এম বার্নেস বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের শিবির পরিদর্শনের পর আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী ফৌজের বর্বরতা ও হত্যাকান্ড সম্পর্কে সন্দেহের কোনও কারণ নেই এবং পাকিস্তানকে যেসব দেশ অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে, তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে পাকিস্তানের উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করার - যাতে পূর্ব বাংলা থেকে সৈন্য প্রত্যাহৃত হয় এবং সেখানকার প্রশ্নের একটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক মীমাংসা সম্ভব হয়।

মিঃ বার্নেস বলেন, যদি ধরা যাক ৬ মাস পরেও এই সমস্যা অসমাধিত থাকে, মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাকফৌজের সংঘর্ষ এবং শরনার্থীদের আগমণ অব্যাহত থাকে, তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়বে এবং তাতে একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান ট্র্যাজেডির সমাধানের একটা উপায় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে অবশ্যই বার করতে হবে।

যে সব দেশ পাকিস্তানকে অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে, এই ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে মিঃ বার্নেস বলেন, পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিকের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার জন্য যে সাহায্য ও অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তান সরকার তাকে ঐ দেশের অধিবাসীদের এক অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কোনও দেশ এবং পাকিস্তান যাতে সাহায্যের এহেন অপব্যবহার না করতে পারে, তার জন্য পাকিস্তানকে উন্নয়নমূলক সাহায্য ও অস্ত্র সাহায্যদানকারী দেশগুলির এক্ষেত্রে বসে একটা উপায় বার করা উচিত। তিনি জানান।

''এইড কনসোর্টিয়াম'' (সাহায্যদানকারী রাষ্ট্রপুঞ্জ) আগামী জুলাই মাসে বৈঠকে মিলিত হয়ে এ বিষয়ে তাদের ইতিকর্তব্য স্থির করবে।

মিঃ ডোনাল্ড চেসওঅর্থ জানান যে, গত বছর পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য তাদের বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ১৫ লক্ষ পাউন্ড সংগ্রহ করে যার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়নি। তারা এখন মনে করেন, ঐ টাকার একটা অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত শরনার্থীদের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। কিন্তু ঐ টাকা যেহেতু ঘূর্ণিঝড়ে সাহায্যার্থে সংগৃহীত হয়েছিল, সেই হেতু শরনার্থীদের জন্য এ টাকা ব্যয় করায় আইনগত জটিলতা আছে। তাঁদের এখানে আসবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শরনার্থীদের মধ্যে পূর্ব বাংলার ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গত মানুষ আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় শরনার্থীদের তিনি বলেন, পূর্ব বাংলায় যা হচ্ছে, তা এমনি অবিশ্বাস্য ও অবর্ণনীয় যে, দেশে ফিরে গিয়ে ইংল্যান্ডের মানুষকে একথা বুঝানো তাঁর পক্ষে কঠিন হবে যে, তিনি বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে যা বলছেন, তা অতিরঞ্জিত নয়।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ওপার বাংলায় এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, যা হয়তো আকারে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের মতোই ভয়াবহ হবে। ওখানে যা ঘটছে তা যে শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক তাই নয়, সমস্যার আকার এতো বড়ো যে, বাইরে থেকে তা অনুমান করা কঠিন। সমস্যার এই ব্যাপ্তি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য ব্রিটেনের বর্হিদেশীয় উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীকে তিনি এখানে এসে অবস্থা দেখে যাবার প্রস্তাব করবেন বলে জানান।

তিনি বলেন, ব্রিটেন বাংলাদেশের ব্যাপারে ১০ লক্ষ পাউন্ড সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু সমস্যার ব্যাপ্তি এবং ব্রিটেনের মতো একটি শিল্পোন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাহায্য কমপক্ষে এক কোটি পাউন্ড হওয়া উচিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৭। ভাসানী রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা নাকচ করেছেন	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৫ জুন, ১৯৭১

THE STATESMAN, JUNE 1, 1971

BHASANI RULES OUT A POLITICAL SOLUTION

By Special Representative

The National Awami Party leader, Maulana Bhasani, on Monday ruled out the possibility of arriving at a political settlement of the Bangladesh issue. He did so almost in identical terms as the Awami League leaders had done a few days ago. There might be setbacks. But our fight against Pakistan would continue, if necessary for a hundred years. Either we win or die" he added.

Talking to reporters somewhere in Bangladesh the Maulana said even if attempts were made for a political settlement either by someone in Bangladesh or abroad the 75 million people of Bangladesh would reject it outright. The reason was that the people had lost their faith in the Pakistan Government, more so after its recent atrocities perpetrated on the people of Bangladesh which was something unheard of in human history.

However, he would not mind a referendum being held under the U.N. auspices to ascertain the wishes of the people of Bangladesh. He was sure that not even one per cent of the people would vote against independence. This could also give the lie to the Pakistani propaganda that the present Bangladesh freedom movement was sponsored by India. Why do not countries like the USA, USSR, Britain or China which were friendly to Pakistan send out their journalists to make an independent study of the Army atrocities?

For long popularly known as a friend of China the Maulana was asked if he proposed to visit countries like China or Russia to en list support for the Bangladesh cause. His reply was clear and specific. If, he said, they had not been prompted yet to discharge their moral responsibility in regard to the Bangladesh situation, he had doubts if his visits would achieve any useful purpose. He was sorry that except for India, no other country be it socialist or imperialist had taken any note of their plight.

advice to party men

The Maulana said that he had advised his party men and all Leftist forces in Bangladesh to form all-party "action committees" in villages to mobilize people for the protracted struggle against Pakistan. One of the tasks before these committees would be to urge people not to pay taxes to the Pakistan Government. The second most important task would be to counter anti-Indian propaganda by the Pakistani Army.

However, after his bitter experience of multi-party coalitions or platforms since the days of partition Maulana Bhasani pointed out he would not advocate the formation of anything like a national liberation front or a national government at this stage; more so because of his awareness of the possibility of quarrels over leadership.

But his more serious point of concern appeared to be not to weaken in any way what was being done by the people of Bangladesh. In this respect the Awami League or any other leadership was acceptable to him. Nothing should be done to provide an opportunity to the Pakistan Government to divide and rule the people of Bangladesh.

The Maulana would not give a direct reply to the question" as to whether he felt that a protracted struggle for the freedom of Bangladesh might give the extremists an opportunity to seize leadership. But his comments in this context, like "a tiger never forgets the taste of human blood", "there are 1.3 million" educated unemployed in Bangladesh and "possession of arms transforms a man's attitude and behavior" were eloquent.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৮। বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্বের হস্তক্ষেপ চাই	অতৃতবাজার পত্রিকা	২ জুন, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATRIKA JUNE 2, 1971

‘GET WORLD INVOLVED IN BANGLADESH'

Dinesh Singh M.P.

(Former Minister of External Affairs)

The heroic struggle of the people of Bangladesh has to be seen in the context of the developments in the Indian sub-continent. The elections in India. Pakistan and also Ceylon have established beyond doubt the people's choice in favour of democracy, change and stability. In selecting their leaders and parties people have, unmistakably, expressed their desire for rule by the people even in the face of military domination. They have equally opted for rapid transformation of their societies peacefully and have given their over-whelming support to those who they thought would be able to realize their aspirations.

It was against this background that India lent full support to the Government of Ceylon, when it felt that an attempt was being made to thwart the expressed will of the people. Therefore it was only natural that when a similar situation was created in Pakistan, India should have taken the same stand. Our Parliament's pledge to extend sympathy and support to Bangladesh was based on the same considerations. The will of the people had to be respected. A society governed by democracy has no other option. Prime Minister Indira Gandhi's bold statement in the Lok Sabha on May 24, 1971 was a continuation of the sympathy and support resolved by Parliament and it should be welcomed.

Bangladesh is, therefore, not an exercise in isolation but a manifestation of the aspirations of the people living in this part of the world. It is a reflection of the struggle of the people 0 f Pakistan to throw off the yoke of military domination. It is a movement for the establishment of democracy and fundamental human rights. This is clear from the results of the elections held in Pakistan not long ago under the martial law administration. Out of 313 seats in the National Assembly (169 in East and 144 in West Pakistan). Sheikh Mujibur Rahman's Awami League and its supporters were expected to command the allegiance of 702 members. A clear majority in the Assembly.

Their six-point plan was certainly not a recipe for secession either. Why should a majority want to break away from the minority? And President Yahya Khan had acknowledged Sheikh Mujibur Rahman as the future Prime Minister of Pakistan. Besides, in the six-point programme presented by Sheikh Mujibur Rahman a Federation of Pakistan was the first point. It was the sudden, unwarranted and ruthless attack by the West Pakistani armed forces in Bangladesh against defenseless civilians that split Pakistan.

Upsurge

Therefore, it is a case of the upsurge of the people of Pakistan against military dictatorship established by colonialist intrigue. It is a question of our lending support not to a secessionist move as Pakistan is trying to make out. but to the upsurge of the people of Pakistan to establish a democratic society.

This has been our traditional approach in foreign affairs. Should we not extend help to those across our borders when they are fighting for the same values we have supported in international forums? when we raise our voice against apartheid in South Africa. When we support armed intervention against the minority regime in Southern Rhodesia, when we press for the liberation of peoples under Portuguese domination, can we be mute spectators to the unprecedented atrocities across our borders? Can we shut our eyes to the ruthless repression, the wanton killings in Bangladesh? Are they not entitled to fundamental human rights? Will not millions of refugees come to India if this carnage is not stopped? Should we not help them? Never since independence have our national interests and our ideals converged so closely as they have done in Bangladesh.

We have the refugees now. Four million today; seven million tomorrow and ten million the day after. Nobody knows how many will come; how much we shall have to spend on them; and for how long.

How can this be Pakistan's internal affair? When large numbers of people are forced out of a country's borders into another country it is no longer an internal affair. It is a form of aggression, occupation of the territory of another country. If people can be forced out of a country into another without firing a shot to ease economic pressures and to find solutions to political problems, why go to war? Pakistan cannot be permitted to balance the problem of numbers between East and West Pakistan this way. Bangladesh is an international issue today. A case of genocide, trampling of fundamental human rights and the violation of the frontiers of a neighbouring country.

But we are losing time. We have already missed the critical first three weeks in the euphoria (hat got built up. It should have been assessed that Pakistani repression would sent a flood of refugees to India. If we could have assisted the Mukti Fauz to consolidate its position in the liberated areas, the refugees may not have been forced to come to India. And, even if they had come to India, they could have been sent to the liberated areas. The Government of Bangladesh could have sought international support and the pressure would have been on Pakistan to settle the matter. The pressure today is on us. There are no refugees in Pakis tan.

Recognition

The question of formal recognition of Bangladesh and the timing of it must be left to the Government to decide. Of course, recognition will give strength to the freedom fighters and there are no legal or constitutional barriers. The question now is of future action.

If the Mukti Fauz could give protection to people over a substantial area against attacks of Pakistani army, the refugees from India could still be moved to Bangladesh. Alternatively, a determined effort will have to be made to involve the international

community in sending the refugees back. They will not want to go back unless their security can be guaranteed-unless they can be protected from the atrocities of the Pakistani army.

The approach to the world community has to be a positive one. We can certainly ask for more funds. But the response to the appeal of the U.N. Secretary General has been disappointing. May be, we shall get some more money. But that will not solve the problem. Pakistan must be made responsible by United Nations to reimburse us in full the expenditure we incur on the refugees. The international community must assume the responsibility of ensuring the safety of the refugees.

Refugee camps should be established in East Bengal under U.N. supervision to house the refugees now in India, and others that may come later, till a settlement is reached to establish Bangladesh on any basis freely acceptable to the people of East Bengal.

The military junta of Pakistan is desperately trying to cover up its ignominious action by creating an impression of Indo-Pakistan issue or even conflict. We must not allow this to happen. The matter has to be settled between the military Government of Pakistan and the Government of Bangladesh with international good offices as necessary. We must, therefore, give every support to the Government of Bangladesh. There is equally a danger of Pakistan fanning communal feelings. This must be firmly resisted. That is why the refugees must be sent quickly to camps to be established by U.N. in East Bengal.

Pakistan's diplomacy has succeeded so far in preventing intervention by India; they have successfully kept up China as a counterpoise and they have maneuvered to keep the United Nations and the big powers out. We need to take a vigorous international initiative to demolish the house of lies built by Pakistan, and simultaneously present specific proposals for international action. We must get the world involved in Bangladesh quickly.

No matter how long it takes-whether a couple of weeks, a couple of months or a couple of years, the people of Pakistan are bound to wrest their freedom from military domination and the people of Bangladesh are bound to win their independence or make any other arrangement they choose. We must wish them every success. -(INFA).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩০৯। আশা ও বিভ্রান্তির মাঝখানে	হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড	৪ জুন, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JUNE 4, 1971

BETWEEN HOPES AND ILLUSIONS

By Pran Chopra

Like people who must settle down patiently to the long days of the loo, the refugees from Bangladesh must settle down to the six-months wait Mrs. Gandhi has been talking about. But after the heat of the loo comes a pleasant monsoon. What lies at the end of the six months' wait?

Mrs. Gandhi's speech in the Lok Sabha on May 24 is in some ways an advance upon her previous speeches. The fact that for the first time she spoke about Bangladesh, not East Bengal, would have signified little by itself. But it was heavily underscored by the tone of her speech which was altogether more serious more loaded with warnings about the consequences which may follow if no one pays heed to the plight of Bangladesh and the burden which Pakistan has thrown upon India. But she gave away very little about how much heed she thinks anyone is going to pay. The ominous note in her speech has been interpreted in two ways; that Yahya Khan is softening up under the pressure of events and a little thunder in her speeches will bring India some credit for what is likely to happen anyhow, or alternatively that the world is indeed taking "unconscionably long" to wake up to realities and she must prepare India which might follow. But the most likely interpretation is the least unlikable of the three: that while concern about the emerging realities is certainly growing within the Government variable rhetoric is the only answer we have found as yet. So far, we have not squarely faced the possibility that neither the foreseeable internal nor external pressure may prove sufficient for (he gentlemen in Islamabad and to ensure India's security it can become necessary for the Government to take "all measures" about which Mrs. Gandhi spoke.

The pressure which India would like to see international sources apply upon Islamabad is mainly economic. It is firmly believed in New Delhi that West Pakistan will have to come to a political settlement with East Bengal or else give it up, if it is not allowed to defer its international repayment obligations and, beyond what was already on the way at the end of March is not given any further aid for the next six months or so. In that event, it is thought West Pakistan will not be able to wage even the limited scale operations which would still be needed to cope with such fighting capability as the Mukti Fauj is still able to muster the rest will be seen to by differences within the military junta in Islamabad and between the army and aspiring politicians who will want more power than embattled army commanders are usually willing to transfer to political hands.

This prescription is correct. But one does not see any pharmacy which is willing to dispense it. As far as India is formally aware and officially the only economic denial to which the aid giving countries find themselves committed is that all the foreign aided products in East Bengal have come to a halt and there is little likelihood of their being resumed for several months perhaps for two or three years. But this is less proof the

displeasure of aid giving countries with West Pakistan than a physical consequences of the chaos prevailing in East Bengal. As soon as the army's conflict with the Awami League began, life became too insecure for foreign governments to be sure about the safety of their nation's working on these projects. All foreign staff were therefore gradually pulled out and it is believed unlikely that they will feel sale enough to go back there for some time to come. In the meantime, the aid meant for these projects will remain suspended. Beyond that and despite the whispered assurance dropped into waiting Indian ears there is no known denial of foreign aid yet; in fact soon after the fighting the Russians made it known that they were sticking to their agreement to build a steel mill near Karachi.

The picture may become a little clearer when the aid consortium for Pakistan meets in August; before that here might be only a glimpse of their attitude when the same countries meet as the aid India consortium, in July. But one obvious thing can be safely said: that by and large the other members of the consortium will take their cue in this matter from Britain and the United States and if the current political attitude of these two countries is any indication of what their future economic policy will be, then India should not expect too much in that quarter. The public and the authorities in both countries have been fully exposed to the gruesomeness of what has happened in East Bengal. The British and American Press has been remarkably frank; even those correspondents have been who were taken on a conducted tour through whitewashed scenes of the recent savagery. Their coverage has won praise from people in New Delhi who are not normally given to paying compliments to the Western Press. But even then official comment in Washington as well as London remains careful not to hurt anyone's feelings in Islamabad, which only shows how hard they are on their idea that an anchorage in Pakistan, which mostly means West Pakistan to them, is very important for them, in their own interests.

The best example of the contemporary Anglo-American attitude was provided by the British Government on May 25, While it was stated in the House of Commons that day that a special envoy of President Yahya Khan had been told of Britain's concern over the "East Bengal situation" (whether the situation means the refugee exodus or the military terror or the suppression of the popular will was left carefully vague) it was also slated that Britain had welcomed the envoy's emphasis upon President Yahya Khan's "determination to seek an early political solution to Pakistan's internal political difficulties". In other words President Yahya Khan can decide for himself what would be the best "solution" for what his envoy euphemistically described as "internal difficulties.

Only a few days earlier Yahya Khan himself had made it abundantly clear that in his solution there would be no room for the Awami League though it had proved itself to be synonymous with the people of East Bengal. One of Yahya Khan's resounding declarations was that we will deal "with Mujibur Rahman as we see fairly another that there would never be any negotiations with the Awami League; and yet another that he was determined to punish those Awami League leaders who had "committed crimes" and since he also said that Mujib had plotted to arrest him, the President of the country, he clearly implied that Mujib could also be treated as having committed a crime and dealt with accordingly. He did hold out the carrot that Awami League members of the National Assembly would be treated as having been elected as individuals, not as candidates of the League: therefore the ban on the League would not necessarily be extended to them as well and those who were considered to have been sufficiently reformed by their experiences since March 25 might be accommodated in the "political solution." But other

West Pakistani leaders have explained what the accommodation would be: by holding fresh elections in the light of "the changed political realities in East Pakistan" the status of a minority would be conferred upon the majority. With so much in common between them and Yahya Khan, and between Yahya Khan and the hard line generals who constitute the bulk of the military junta, hope should not be invested in an internal break up in West Pakistan unless difficulties arise in the wake of denial of foreign aid to the barbaric oligarchy.

Foreign governments have shown much greater understanding of the refugee problem on the Indian side of the border than for the political problem on the other side. Their response can be described as generous. So generous in fact that Indian-fears of the purely economic aspects of the burden begin to seem unrealistic; after all, as against the three and half million refugees who have come already or the five million who may. We normally add fifteen million people to our population every year, and that without gelling any promises of any special assistance for keeping them alive. Given moderate efficiency in relief management the refugees can be confidently hopeful that they will still be alive at the end of six months or even as many years. But whether they will ever cease to be refugees is much less certain. From relief they must go either towards rehabilitation or repatriation; but prospects about one journey are as unsure as about the other and will remain unsure unless either the big powers change their policy towards Pakistan or India decides to act independently of them. In fact the more people talk about the problem on the Indian side of the border rather than the one on the East Bengal side, the less likely does it become that the refugees will ever be able to go back to their homes.

No matter how hard India presses for "credible guarantees" for the refugee when he goes back home, they will never be credible in his eyes if their implementation is left in the hands of Yahya Khan or any puppet-regime that he may yet be able to contrive in Dacca. This is especially true of the two million Hindus who have been driven out and those who may yet be; their sources of livelihood, especially land; which has already been seized and distributed by members of the Muslim League, will never be restored to them by a government which is hostile to the Awami League. That is, if they are able to go back in the first place. During the long and laborious process which Yahya Khan will be able to insist upon for shifting the refugee from the "Indian destitute," the world will lose all interest in the problem and then only a thin trickle will be allowed to cross back into East Bengal. And yet it is happening every day that the political problem is King pushed into the back ground as everyone talks more and more about the economic and human problem of refugee relief; the contrast between Senator Kennedy's latest statement, contained in his letter to Secretary of State Rogers, and his earlier statements is a warning light. If it is ignored, the political problem will remain unsolved in the end and therefore the human and economic problem as well. It is an enormous illusion that the latter can be solved while the former is forgotten. Either India must act in the contexi of the political problem or the aid giving countries must show much greater awareness an purposefulness than they are showing at present if the triple problem is not to become a permanent legacy for Bangladesh and India.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১০। পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার কোন অবকাশ নাই- তাজউদ্দীন	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	৪ জুন, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JUNE 4, 1971

NO ROOM FOR COMPROMISE WITH PAKISTAN: TAJUDDIN

New Delhi, June 3. - The Prime Minister of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed, categorically declared in Mujibnagar yesterday that "there is no room for compromise (with West Pakistan) within the framework of Pakistan," says UNI.

"Bangladesh is sovereign and independent and we shall defend its separate and free- entity at any cost", he said.

In an interview with All India Radio, Mr. Ahmed reiterated - "our irrevocable commitment to a policy of friendship for all, especially our neighbors ... irrespective of variations in the response of world powers to our present difficulties."

"Beyond this it is not possible to define too rigidly the foreign policy of a two-month- State, Mr. Tajuddin said in reply to a question".

He added: "There are encouraging developments and no final judgment need be made on the long-term developments".

Asked about the Pakistan Government claim that Sheikh Mujibur Rahman had been taken to Dacca and that he had urged the people to cooperate with the Army, Mr. Ahmed said: "We do not know where exactly Sheikh Sahib has been detained by the Pakistan Government. But the claim that he has urged the people to co-operate with the Army of Pakistan should be rejected with utmost contempt." The claim is preposterous."

Mr. Ahmed said his Government was not aware if the Pakistan Government had approached the United States for intervening for a political settlement and to grant the Awami League's six points within the framework of Pakistan.

Asked what was his Government's feeling about the silence or ambivalence of Big Powers, especially the USA, the UK and the Soviet Union. Mr. Ahmed replied: "Our friendship for a policy shall continue to guide our foreign policy irrespective of the variations in the response of world powers to our present difficulties".

He said the work of the emissaries sent by his Government abroad was bearing fruit in creating favorably lobbies in these areas and in organizing public opinion in favor of Bangladesh.

Asked about the present functioning of his Government, Mr. Tajuddin said, it never lost contact with the vast rural areas of Bangladesh and "we are in contact with cities and towns in occupied areas through our local leadership cadres."

"We have set up an administrative machinery for the areas within our control as well as a centralized command for all operations aimed at driving the enemy out".

Questioned about the reported activities of the leftist forces in Bangladesh, Mr. Ahmed said as far as Bangladesh was concerned "We not know of any problem of leftist forces. Only the other day a nation-wide election has been held and the people of Bangladesh rose as one man in support of their demands. And today also all people irrespective of their political opinions, all patriotic elements are rallying together to give their unstinted support for the cause of the independence of Bangladesh."

He said, "Maulana Bhashani of the National Awami Party and other patriotic leaders and elements had already held out their unqualified support to the struggling people and the Bangladesh Government demanded its recognition by other countries."

PTI adds: Asked if he visualized the possibility of the Martial Law administration trying to set up a puppet government in Dacca, Mr. Tajuddin said that any such attempt, if made "would certainly be abortive for no collaboration between the killers and the quislings would be tolerated by the people of his country who are struggling for securing and protecting their independence."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১১। স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়	দি স্টেটসম্যান	৫ জুন, ১৯৭১

THE STATESMAN, JUNE 5, 1971

KEEPING IT COOL

When New Delhi decided that it had no alternative but to open India's borders to refugees from Bangladesh it did so on humanitarian grounds. This is a policy with which there can be no quarrel, especially since intractable circumstances dictated it. Yet such an indulgence in political generosity surely did not absolve it of the responsibility, in cooperation with the State Governments, of preparing for all foreseeable contingencies. The extent of the refugee influx, the hazards to health and security, the exploitation of these unfortunates by political parties, the limited capacity of the West Bengal administration, the strains on the economy both local and national, the dangers of communal tension and" the refugee invasion of Calcutta city-all these are matters that have not emerged overnight; they were and are inherent in the decision to throw open the borders and consequently could have been anticipated. On the question of whether or not the refugees should be dispersed outside the border States there has been a great deal of equivocation and a total absence, it would seem, of any coordination between the Centre and the West Bengal Government. All the circumstances combine to indicate that there is no alternative to dispersal but here again there is little evidence of a clear policy and a willingness to implement it. New Delhi's apparent reluctance to endorse dispersal is a reflection of its failure to persuade the States to extend the necessary hospitality. Thus we have in the border areas the ingredients of an explosive situation) with the West Bengal administration seemingly at the end of its short tether.

A declaration of its own inadequacy is presumably to be the main theme of its discussions with the Prime Minister today; and that is a point which few will be inclined to dispute. The crisis with ramifications that are national and international is properly the concern of New Delhi. There is little prospect of the flow of refugees abating, the logistical problems of dispersal are becoming daily more complicated and tensions can be expected to multiply. The case for direct Central supervision is compelling as also for a policy of containing an explosive situation for which immediate solutions are not available. The primary concern is to avoid the worst consequences of an unavoidable situation. The myth of an early settlement in the region of six months hence should be seen as what it is: a species of wishful thinking highly damaging in a context where the worst should be foreseen and insured against in good time. On the level of all that is implied by relief nothing more can be done beyond what resources permit and this is a point which India's envoys, have doubtless been making with all the force at their command. It is on the political level, where the frustrations bred by the present dilemma become more demanding, that there is a danger of New Delhi being pressurized into actions that may win popular acclaim or satisfy emotional needs or take the wind out of some parties' political sails but could be disastrous to the national interest. Whatever the

pressures and tensions generated by the refugee influx New Delhi owes it to the nation not to lose the cool it has so far admirably maintained. Islamabad is under increasing pressures of its own and although these will not yield early results they will ultimately be more fruitful than any overt move by India.

President Yahya Khan's admission that Pakistan's economy "is so bad that I cannot tell you" is the single decisive irrefutable truth in a barrage of falsehood and distortion. Mr. Swaran Singh's mission abroad will presumably be to persuade world opinion to increase economic1 pressure while clarifying his view, expressed recently in the Rajya Sabha, that the crisis in East Bengal is "essentially" a matter to be settled between the people of Bangladesh and West Pakistan. The point here is that the major powers need to be convinced that New Delhi has no intention of further complicating a situation which is already complex enough; and that in its view any intervention will be counterproductive in the larger context as well in the interests of Bangladesh. Already the scrupulous restraint with which New Delhi has conducted itself has begun to pay dividends. Pakistan's frantic attempts to cast India in the role of prime instigator have completely misfired is also its claims that normal conditions have been restored in East Bengal. The deep skepticism with which Islamabad's claims and statements are now internationally received can yet result in pressures which President Yahya will find irresistible. There can be no short cut to a solution and meanwhile New-Delhi's concern must be to preserve what stability it can in the border areas without surrendering to the irresponsible demands for "strong action".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভি,সি, কর্তৃক যুব শিবির উদ্বোধন	অমৃত বাজার পত্রিকা	৫ জুন, ১৯৭১

AM RITA BAZAR PATR1KA, JUNE 5, 1971

Bangladesh Students

CHITTAGONG VC OPENS CAMP

A two-week camp of Bangladesh students and youths was inaugurated in Calcutta on Wednesday last by the Vice Chancellor of the Chittagong University Dr. Azizur Rahman Mallick. Sixty two young boys and girls mostly from rural parts of Bangladesh would receive intensive training for two weeks in ideological and practical courses of democratic and secular living. Mr. Justice S.P. Mitra presided over the inaugural meeting of the camp which has been organized by Gandhi Peace Foundation.

The first of its kind the camp were the distinctiveness of the youth character of Bangladesh in pictorial representation of the repression and merciless exploitation of their homeland by Yahya Khan's military rule and a stainless camp life. Mr. Kshitish Roy Chowddhury, Chairman of the Foundation's West Bengal Committee extended a warm welcome to the campers while Mr. Sisir Sanyal, the Convener of the camp explained the objectives which were the boosting up of the morale and the background and practical knowledge for a free society from the grassroots.

an achievement

Earlier addressing the campers in their first orientation course Mr. R. R. Diwakar. Chairman of the Foundation remarked that the very togetherness of the Bangladesh youths to assess their struggle and formulate forward looking programmes for socio-economic reconstruction was an achievement.

Mr. Mallick trenchantly criticized the diabolical murders committed on the Bangladesh people by the West Pakistan rulers. We had splendidly followed Mahatma Gandhi but it was Yahya Khan who forced war on us and we had to accept the challenge in a way befitting an uncivilized Administration. Our cause is Truth and Justice, hence our victory is inevitable he said. Mr. Mitra advised the campers to work amongst the evacuees so that they possessed the requisite moral stamina to return to their homeland at the appropriate time.

The meeting ended by chorus singing of [4]Amar Sonar Bangla' the National song of Bangladesh - (SPS).

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৩। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন	যুগান্তর	৫ জুন, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন

আজ শনিবার পাঁচই জুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আসবেন কলকাতায়। কি দেখবেন তিনি? সীমান্তে নেই তিল ধারণের স্থান। উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে শরণার্থীর ঢেউ। পাক লুটেরা রাস্তায় কেড়ে নিয়েছে তাদের সর্বস্ব। প্রাণে মরেছে অনেকে। নিখোঁজ হয়েছে স্ত্রী-কন্যা। এপারে এসেও স্বস্তি নেই। মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কলেরা। রাজ্য সরকার দিশাহারা। শরণার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ ছাপিয়ে উঠেছে। অন্যান্য রাজ্যে না পাঠালে বাঁচবে না এই হতভাগ্যের দল। দু'মাস অপেক্ষা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কি পেয়েছেন তাঁরা? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির চরম ঔদাসীন্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অসহনীয় নীরবতা। ইয়াহিয়া আগের চেয়ে বেশী বেপরোয়া। বাংলাদেশে জ্বালাচ্ছেন তিনি সাম্প্রদায়িকতার আগুন। পুড়ছে অনেকে। যারা কোনমতে বেঁচেছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে। যত দিন যাবে শরণার্থীর সংখ্যা তত বাড়বে। ওদের ফেরার পথ বন্ধ। বন্দুক উঁচিয়ে আছে ইয়াহিয়ার বাহিনী। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ধর্মান্ধের দল। গোড়ার দিকে বাংলাদেশ সরকারকে যদি স্বীকৃতি দিতেন নয়াদিল্লী তবে ঘটত না অবস্থার এমনিতর অবনতি। মুক্তিযোদ্ধারা পেতেন দ্বিগুণ মানসিক বল। বাড়ত সংগ্রামের তীব্রতা। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠত প্রতিরোধ ব্যূহ। সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে দেখা দিত সন্ত্রাস। কমত লুটপাটের ব্যাপকতা। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীরা হয়তো ভিড় করত না ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে। কেন্দ্রীয় সরকারের ''দেখি কি হয় নীতি'' এনেছে নৈরাশ্য। বাড়িয়েছে ইয়াহিয়ার স্পর্ধা এবং ভারতকে নিয়েছে আর্থিক সঙ্কটের মুখে।

বন্ধ হবে না শরণার্থীর স্রোত। পূর্ব বাংলায় থাকতে পারবে না অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মানুষ। কিসের আশায় দিন গুনছেন প্রধানমন্ত্রী? বৃহৎ শক্তিগুলো কি লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাত ধরে তাদের নিজেদের বাড়ীঘরে বসিয়ে দিয়ে আসবে? তারা কি এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে? আর্থিক চাপে ইয়াহিয়ার নাকে খত আদায় করবে? গত দুমাসের আমত্মর্জাতিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কি বুঝতে পারেননি জল কোথায় গড়াচ্ছে? জিইয়ে রাখবে তারা ইসলামাবাদকে। শক্তিসাম্য ভাঙতে দেবে না এশিয়ার এ অঞ্চলে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব। অখন্ড পাকিস্থানের অপমৃত্যু ঘটেছে। পূর্ব এবং পশ্চিমের বোঝাপড়া অসম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়া শরণার্থীরা ফিরতে পারবে না নিজেদের বাড়ীঘরে। এই সহজ সত্য মেনে নিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবই সৃষ্টি করছে যত জটিলতা। শ্রীমতি গান্ধী আশায় আশায় অনর্থক সময় কাটাচ্ছেন। এখন যে অবস্থা চলছে তার ব্যতিক্রম না ঘটলে ছ মাস কেন ছ বছরেও শরণার্থীরা ছাড়বে না ভারতের মাটি। পূর্ব বাংলায় শক্তি সংহত করবেন ইসলামাবাদ। মুক্তিসংগ্রামীরা পাবেন প্রচন্ড বাধ। আর ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর বোঝা নিয়ে ভারত খাবে হাবুডুবু। সমূহ বিপদ সামনে দেখেও মন স্থির করতে পারছেন না কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা জাতিকে কোন অন্ধকার গুহায় টেনে নিচ্ছেন তারা?

বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া খুবই দরকার- সন্দেহ নেই। এ ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক। তাতে পাওয়া যাবে না সমস্যার স্থায়ী সামাধান। গোঁজামিল দিয়ে সয় কাটাবার পালার শেষ হয়েছে। দেশবাসীর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জবাব দিন নয়াদিল্লী- শরণার্থীদের নিয়ে তাঁরা কি করবেন? কি করে থামাবেন বন্যার স্রোত? কিভাবে পাঠাবেন তাঁদের বাংলাদেশে? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কাছে নয়াদিল্লীর আকুতি-মিনতি ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পত্রে এবং কূটনৈতিক তৎপরতায় যাদের টনক নড়েনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংয়ের সম্ভাব্য সফরে তাদের ঘুমের নেশা কাটবে না। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বুকে ধরে অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না ভারত। নিরাপত্তা এবং বাঁচার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার

প্রাথমিক অঙ্গ-স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান। বাড়ান দরকার তাদের সংগ্রামী শক্তি । ওঁদের জয় ত্বরান্বিত হলেই স্বদেশে ফিরবেন শরণার্থীরা। নইলে তাঁরা থাকবেন ভারতে। এ কথা সত্য, কোন শান্তিবাদী রাষ্ট্র সহজে বলপ্রয়োগ করতে চান না। ইয়াহিয়া খান নয়াদিল্লীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছেন না। বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতকে তিনি জড়িয়ে ফেলেছেন। চারদিকে দেখা যাচ্ছে অশান্তির দুর্লক্ষণ। মুখ বুঁজে থাকলেই বিপদ এড়ান যাবে না। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করুণ কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। প্রশস্ত করুন ইয়াহিয়ার চরম পরাজয়ের পথ। এতেই আসবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ শান্তি। শরণার্থীরা পাবেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৪। মেহদী মাসুদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপঃ ভারত সরকারের কড়া ব্যবস্থা	কালান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

মেহদী মাসুদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ
ভারত সরকারের কড়া ব্যবস্থা

নয়াদিল্লী, ৫ জুন (ইউএনআই) - কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার মেহদী মাসুদ ও হাইকমিশনের অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারীর গতিবিধির ওপর ভারত সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ১ মে থেকে ঢাকার ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মচারীদের ওপর পাকিস্তান সরকার অনরূপ বিধিনিষেধ চাপিয়েছিলেন।

ভারতীয় সরকারী সূত্র থেকে বলা হয়েছে, ভিয়েনা সনদে প্রতিষ্ঠিত কূটনেতিক সম্পর্কের রীতিনীতি ও মর্মবস্ত অগ্রাহ্য করে পাকিস্তান সরকার ঢাকায় অবস্থানকারী ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী কিরণ চন্দ্র সেনগুপ্তকে অন্তরীণ করে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তান সরকার এই অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিলে ভারত সরকারও কলাকাতায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী কূটনৈতিক কর্মীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

পাকিস্তান সরকার ঢাকার ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীদের বিনা অনুমতিতে নিজেদের মধ্যে বা বাইরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়নি। শুধুমাত্র একটি ব্যবিতক্রমঃ শ্রী সেনগুপ্ত দিনে এক বা দু'বার ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনারকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন । ঢাকার প্রত্যেক ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীর বাসভবনের বাইরে সশস্ত্র মিলিটারী প্রহরা মোতায়েন আছে।

বিধিনিষেধ জারি হবার পর দু'দেশের মধ্যে দূত বিনিময় করার জন্য কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্র প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কোন পরামর্শতেই কান দেননি। ভারতীয় সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত কলকাতায় অবস্থানকারী পাক কূটনৈতিক কর্মীদের গমনাগমনের ওপর বিধিনিষেধ চাপাতে বাধ্য হল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য লোকসভায় ও রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট সদস্যরা বলেছিলেন, যেখানে ঢাকায় ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীদের অসম্মান ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অন্তরীণ থাকতে হয়েছে সেখানে কলকাতার পাক কূটনৈতিক কর্মীদের 'রাজার হালে' কোন যুক্তি নেই।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৫। বার্মিংহামে পাক ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিক্ষোভ সমাবেশ	কালান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

বার্মিংহামে পাক ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিক্ষোভ সমাবেশ

বার্মিংহাম (ইংল্যান্ড-), ৫জুন (এপি)- ইংল্যান্ড--পাকিস্তান প্রথম টেষ্টের ৩য় দিনে আজ ৩০০০ বাংলাদেশ সমর্থক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পাকিস্তানী ক্রিকেট দলকে চলতি সফরে এত বড়ো বিক্ষোভ মিছিলের সম্মুখীন হতে হয়নি। মিছিলে ৫০ জন পঙ্গু মহিলা পেরাম্বুলেটরে চড়ে যোগ দেন।

মিছিলকারীরা এজবাষ্টন মাঠের প্রধান প্রবেশ পথে রক্তাক্ত কুশপুত্তলিকা ও পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন পোষ্টার নিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখান। বার্মিংহাম বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সভাপতি জগলাল পাশা বলেন, পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের বর্তমান সফর বাতিল করাই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দাবি।

উল্লেখযোগ্য, পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে পাক-ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড- সফরে এলে প্রায় সমস্ত জায়গাতেই তাদের বাংলাদেশ সমর্থকদের বিক্ষোভরে সম্মুখীন হতে হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৬। দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রের গড়িমসি	কালান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রের গড়িমসি

লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রের এবং সে দায়িত্ব তারা অস্বীকার করছেন না। কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার ও দায়িত্ব পালন এক কথা নয়। শরণার্থীদের যে প্রবল চাপ পশ্চিমবঙ্গের উপর পড়েছে তার গুরুত্ব উপলব্ধি এ যাবত কেন্দ্রীয় সরকার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যদি উপলব্ধি করতেন তবে তাঁরা সমস্যাটা জরুরী বিবেচনায় সমাধানের পথে আরো দ্রুত অগ্রসর হতেন। আসলে গোড়ায় গলদ। কেন্দ্রীয় সরকরের চুড়ামণিরা হয়তো ভেবেছিলেন দু'চার দশ লক্ষ শরণার্থী আসবে এবং তাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় রেখে দিয়েই আবার স্বল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেয়া যাবে। সমস্যাটা যে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে এমন দূরদৃষ্টি তাদের ছিল না বলেই মনে হয়।

কিন্তু অবিরাম শরণার্থীর স্রোতে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত হতে চলেছে। বন্যার জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। যে কোন সময় বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবনের মত এই জলস্রোত পশ্চিমবঙ্গের চরম বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তাই রাজ্য সরকার বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। চল্লিশ লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে অনুমান উনিশ লক্ষ ছাদের তলায় কোনরকমে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেয়েছে আর পাঁচ লক্ষাধিক শরণার্থী তাড়াহুড়ো করে তোলা চালায় আশ্রয় নিয়েছে। বাকী সব উন্মুক্ত আকাশ বা গাছের তলায়। প্রতিদিন জনস্রোতের মতো শরণার্থীর দল চলে আসছে এপারে। বর্ষা নেমেছে। নিচে জল-কাদা, উপরে বর্ষার ধারা। এই ছত্রহীন লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর কী দশা হবে এখন? মাথা গুঁজবার জন্যে তারা কোথায় যাবে? নাম তালিকাভূক্ত হবার পর চার দিনের মতো রেশন পায় তারা । সপ্তাহের বাকী ক'দিন কী দিয়ে উদরের জ্বালা নিবৃত্তি হবে তাদের?

তার উপর মহামারীর আকারে কলেরার প্রাদুর্ভাব। সর্বস্বান্ত হয়ে সূদুর পথ অতিক্রম করে যারা আসছে পথেই তারা প্রায় অর্ধমৃত হয়ে পড়ে। কোন প্রকারে মুমূর্ষ অবস্থায় এসে পৌঁছাবার পরেও যদি আবার তাদের চরম প্রতিকূল অবস্থারই মধ্যে পড়তে হয় তবে অবশিষ্ট প্রাণশক্তিটুকুও নিঃশেষ হতে দেরি হয় না। হচ্ছেও তাই। কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েই অনেকে আসছে এপারে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসা ব্যবস্থা এতই অপ্রতুল যে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমিক চিকিৎসা পাবার আগেই চোখ বুঁজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারীরাও যেমন নেই তেমনি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রেরও অভাব।

এমন একটা গুরুতর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতার নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। এ যাবৎ ত্রাণ কার্যের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে এসেছে মাত্র ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ চাওয়া হয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা; কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত পৌঁছায়নি। আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য ৩ কোটি টাকা চেয়ে পাওয়া গেছে মাত্র ১ কোটি টাকা । কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় কলেরা ইনজেকশান ও স্যালাইন বোতল চেয়ে যা পাওয়া গেছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ । সুতরাং দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় সরকর এ যাবত যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাতে কৃতার্থ না হয়ে পারা যায় না।

মুখে শরণার্থীদের জন্য দরদের অন্ত নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অমার্জনীয় ঔদাসীন্যের ফলে হতভাগ্য শরণার্থী ও পশ্চিমবঙ্গের নিরুপায় মানুষ উভয় কুলই যে ডুবতে বসেছে সেদিকে নজর আছে কার? কানে জল ঢুকলে টাকা হয়তো তারা কিছু দেবেন। কিন্তু টাকা দিলেই জিনিস মিলবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? রেশন দিলেও তো তা রেঁধে খেতে হবে। শরণার্থীরা জ্বালানীর জন্য কার কাছে যাবে? সীমান্তবর্তী এলাকার যেসব

শিক্ষায়তনে শরণার্থীদের ঠাঁই দেয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে দু'তিন সপ্তাহ বাদে গ্রীস্মের ছুটি অন্তে যখন বিদ্যালয় খুলবে তখন এরা যাবে কোথায়? অন্যত্র না সরালে জেলার বহু ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের জন্যও নতুন আশ্রয় শিবির নির্মাণ করা দরকার। তাছাড়া যে বহু লক্ষ শরণার্থী বাতাবরণহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে অবিলম্বে তাদের জন্য তাঁবুর ছাউনী না করলে দারুণ বর্ষায় কী করে বাঁচবে তারা? সুতরাং আশ্রয় শিবির নির্মাণের জন্য চাই তাঁবু, করোগেটের শীট, অ্যাসেবেস্টেস শীট, খুঁটি, নাটবলটু, দড়ি-দড়া ইত্যাদি।

আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঢিলেঢালাভাবে করার কাজ নয় এটা। জরুরী প্রয়োজন বোধে যুদ্ধকলীন তৎপরতায় অতি দ্রুত সারতে হবে এসব কাজ। তার জন্যে চাই একটি সার্বিক পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনা তড়িৎগতিতে রূপায়ণের জন্যে চাই একটা উপযুক্ত পরিচালনাযন্ত্র। বর্তমান অবস্থায় ত্রাণকার্যে সামরিক ব্যাপৃত রাখ হয়তো সঙ্গত হবে না, কিন্তু সে ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন একটা বিশেষ 'কোর' গঠন করে এই জরুরী কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন না করলে রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় এত বড়ো দায়িত্ব বহন করা। অতএব কেবল অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেই চলবে না, প্রয়োজনীয় সামগ্রীও কেন্দ্রীয় সরকারকেই সরবরাহ করতে হবে এবং শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও মূরত তাকেই নিতে হবে।

সম্পাদকীয়ঃ কালান্তর, ৬ জুন, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৭। বাংলাদেশের ব্যাপারে শুধু বিশ্ববিবেক নয় দেশের বিবেকও জাগাতে হবে	যুগান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের ব্যাপারে শুধু বিশ্ববিবেক নয়, দেশের বিবেকও জাগাতে হবে

গত সোমবার কল্যাণসুন্দরম লোকসভায় মন্তব্য করেন- ভারত সরকার পাকিস্তানকে তুষ্ট করে চলেছে। এ কথায় শ্রীমতি গান্ধী খুবই মর্মাহত হয়েছেন। একজন সিপিআই নেতা চেমবারলিনের কুখ্যাত মিউনিখ নীতির সঙ্গে ভারত সরকারের পাকিস্থান নীতির তুলনা টানবেন- এমন কথা প্রধানমন্ত্রী বোধহয় কল্পনাও করেননি। তিনি খুব জোরের সঙ্গে এই মারাত্মক অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে, ‘‘আমরা বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর রয়েছি’’- এর চেয়ে বড় কোন আশ্বাসও প্রধানমন্ত্রী সেদিন দিতে পারেননি।

মে মাসের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা করেছিলেন- নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত অন্যান্য দেশের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল নয়; সে নিজেই নিজের নীতি স্থির করে থাকে। কিন্তু তবু বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বর অত্যাচার শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের সরকার যে কূটনীতিক স্তরে খুবই তৎপর হয়ে ওঠেনি- এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না। বিভিন্ন দেশের রাজধানীর সঙ্গে নয়াদিল্লী নিয়ত সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। অন্যান্য দেশের সরকারের সঙ্গে ‘নোট’ বিনিময় করাও হয়েছে। ইয়াহিয়া ভারতের উপর কী বিপুল সমস্যা চাপিয়ে দিয়েছেন, তার ফল কী দারুণ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে- আমরা ঐ সব দেশকে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

আমরা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদেশে পাঠিয়েছি। তিনি কয়েকটি দেশে গিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা বুঝিয়ে বলবেন। শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী ইতিপূর্বেই ঐ কাজ কিছুটা সেরে এসেছেন। একই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী খাদিলকর। কূটনীতিক কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে শরণার্থীদের দেখাশোনার কাজটা তিনি তার অধস্তনদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের বিষয়ে নয়াদিল্লীর বক্তব্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়।

বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যে প্রবল কুটনীতিক অভিযান শুরু করেছি, তা আগে আর কখনো দেখা যায়নি। যে সব দেশে আমাদের প্রতিনিধিরা যাচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই পাকিস্থান কুটনীতিক সম্পর্ক আছে। তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগও আছে; এবং আছে, তাদের নিজস্ব অর্থ। আড়াই মাস ওদের লোকেরাও ইয়াহিয়ার রক্ত ক্ষুধার তান্ডব স্বচক্ষে দেখেছেন। তবু আমাদের সরকার অতি আশায় বোধ হয় ভাবছেন- ভারত গিয়ে ওদের ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিয়ে দিলেই ওদের বিবেক একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং ওরা ভারতের পক্ষে চলে আসবে।

ফল যা-ই দাঁড়াক বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত করার এই প্রয়াসের জন্য ভারত সরকারের সাধুবাদ অবশ্য প্রাপ্য। কিন্তু ভারতের যে সব রাজ্য সরাসরি শরণার্থী সমস্যা দ্বারা পীড়িত হচ্ছে না, তাদের বিবেক জাগানোর চেষ্টা যথেষ্ট রকম হয়েছি কি? শ্রীমতি গান্ধী তার সহযোগী মন্ত্রীদের কিংবা সর্বশক্তিমান রাজনীতি বিষয়ক কমিটির বিবেকই কি জাগাতে পেরেছিন?

শরণার্থীদের ঠাঁই দেওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ রাজ্যের যা মনোভাব তাতে মনে হয় বিদেশে দূত না পাঠিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিবেক জাগ্রত করা এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সমাবেশ ভারতের পক্ষে কী সংকট ডেকে এনেছে তা বুঝিয়ে বলার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে দূত পাঠালেই ভাল হতো।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লী যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে শরণার্থীদের সীমান্তের কাছাকাছিই রেখে দেওয়া হবে, তখন তাছাড়া অন্য তেমন কিছু করারও ছিলনা। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের যত্ন-আত্তি করার জন্য গড়ে তোলা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দফতর পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রকৃত অবস্থা পরিমাপ করে তদনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করবে- এমন আশাও দূরাশা। সীমান্তের দূরবর্তী কোন রাজ্যকে একজন শরণার্থীকে ঠাঁই দেওয়ার জন্যও রাজি করানো যায়নি। শরণার্থীদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কলকাতায় বসে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিধাগ্রস্ত ঘোষনা থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি অন্যান্য রাজ্যের মনোভাব পাল্টাতে সক্ষম হননি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাণান্তকর সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকার কী করতে চান- গত সপ্তাহে রাজনীতি বিষয়ক কমিটির একজন সদস্যকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, কিসের সমস্যা? ভারত সরকার তো উদ্বাস্তুদের সব ব্যয় বহন করছে, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। মোট শরণার্থীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সরকারী সাহায্য নিচ্ছে, অন্যেরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের গলগ্রহ হতে বাধ্য হয়েছে- এ কথা তিনি মানতে নারাজ। উনি বললেন- পশ্চিমবঙ্গ যদি মনে করে যে বোঝা খুব ভারী হয়ে পড়ছে, তাহলে সীমান্ত পুনরায় বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কি তা মেনে নেবে? ওঁর কথায় মনে হয়, সমস্যা যেন পশ্চিমবঙ্গেরই। ওঁর বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকার যে ‘স্টান্ড’ নিয়েছেন তার সঙ্গতি আছে কিনা সেটা তিনি তলিয়ে দেখেননি। রাজনীতি বিষয়ক কমিটিতে এ বিষয়ে শুধু ওঁর একারই মনোভাব নয়।

এই উপমহাদেশে রাজীনিতিক মন্থনের ফলে অমৃত এবং বিষ- দুইই উঠছে; পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে শুধু বিষটাই জুটছে। সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়েও রাজ্য ক্ষয়ের মুখে; হাঁড় পাঁজরা যে কখানা আছে তা বোধ হয় মহামারীর জন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে বিদেশে চা-পাট পাঠানো বন্ধ করে দেশের জন্য বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসা বন্ধ না করা পর্যন্ত বোধ হয় কেন্দ্র বা স্বচ্ছল রাজ্যগুলির হুঁস হবে না।

শরণার্থী সমস্যা নিয়ে যেসব রাজ্যের গায়ে আঁচড় লাগছে না তাদের বড় চিন্তা পশ্চিমবঙ্গের ভরাডুবির নয়; তাদের চিন্তা শরণার্থীদের জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হলে চতুর্থ যোজনার কাজ বানচাল হবে এবং তার ফরে তাদের উন্নতি শ্লথ হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক সমস্যাদির ব্যাপারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব স্বার্থের দিকটি বজায় রেখে অগ্রসর হয়ঃ তেমনি বাংলাদেশের সমস্যার মত অবস্থায় ভারতের রাজ্যগুলিও নিজেদের স্বার্থের কথাটাই আগে ভাবছে। শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি। তিনি বোধ হয় বাংলাদেশের ব্যাপারে বিদেশে না গিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজধানীতে একবার ঘুরে এলে ভালো করতেন। তিনি মন্ত্রিসভায় তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায়ও তাঁর সময়টা কাজে লাগাতে পারতেন। স্বদেশে অনেকের মত পাল্টাবার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি সমস্যার ব্যাপারেও আমরা বোধ হয় উলটপুরাণ গাইছি। শ্রীমতি গান্ধী কলকাতায় বলেছেন, পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক ভারত তা চায় না। ২৫ মার্চের আগে পর্যন্ত এটাই ছিল ভারতের মনোভাব। কারণ বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের ছদ্মসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে ভারত ভীত ছিল। যাই হোক, ইয়াহিয়া আক্রমণ শুরু করার পর ভারতের মনোভাবে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয়েছিল। বাংলাদেশের সংগ্রামের যথার্থতা অন্যদের বুঝিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যাদের উপর আমরা নির্ভর করে চলি আমরা কি তাদেরই চিন্তাভঙ্গি গ্রহণ করে বসে আছি?

ভারত সরকারের বিশ্বাস আর মাস তিনেকের মধ্যে পাকিস্থান আপনা থেকে ধসে পড়বে। এক দিকে যুদ্ধের বিপুল ব্যয়, অন্যদিকে বাংলাদেশের পাট-চা বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা ঘরে আনা বন্ধ- এই দুইয়ে মিলেই পাকিস্থানের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলবে বলে বলা হচ্ছে। তা যদি হয়, তাহলে ভারতকেও শুধু দেখতে হবে যে পাকিস্থান যেন বিদেশী সাহায্যের দ্বারা আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারে। ভারতের দূরদেশ বিদেশ পরিক্রমার সেটাও অন্যতম লক্ষ্য।

নিরাপদে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবার ব্যাপারে ভারত কী করতে পারবে তা বোঝা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের মুখপাত্রদের বক্তব্যঃ আগামী মাস তিনেকের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে হটিয়ে দিতে না পারলে ওদের বোধ হয় আর কখনোই হটানো যাবে না। তার অর্থ-শরণার্থীদেরও ঘরে ফেরা হবে না।

এটা হয়ত মুক্তি ফৌজের অনেকের সাময়িক আশাভঙ্গ জনিত বক্তব্য; কিন্তু তবু এ বক্তব্যের দিকে ভারতকে কান দিতেই হবে।

তাছাড়া নয়াদিল্লীকে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংস দেখতে হবে। তা যদি হয়, তাহলে দেশের অর্থনীতিতে তার ধাক্কা পড়বে প্রচন্ডভাবেই। শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ওয়ারনিং দিয়েছেন যে, তিনি হয়ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। তিনি যাতে তাড়াহুড়ো করে কিছু না করে বসেন সে ব্যাপারে ভারত সরকার কী করেন বা না করেন, তার উপরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেষ পর্যন্ত কী করবেন বা না করবেন তা নির্ভর করবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৮। সোয়েলের কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নটি ভাবাবেগজাতঃ সংখ্যালঘুদের জাতীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।	কালান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

সোয়েলের কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নটি ভাবাবেগজাত সংখ্যালঘুদের জাতীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।

লক্ষ্ণৌ, ৬ জুন (ইউএনআই) - কাওয়াস বাগ বারাদরীতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জাতীয় কনভেনশনের আজ সকালে উদ্বোধন হয়। লোকসভার সহকারী অধ্যক্ষ জি এস সোয়েল বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়াটাই শেষ কথা নয়। যদিও সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম দাবি হলো অবিলম্বে স্বীকৃতি দান।

কনভেনশনের কাছে যারা শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের অন্যতম। তিনি ঐ প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করে সরকারের হাত শক্ত করার আহবান জানিয়েছেন।

সহকারী অধ্যক্ষ শ্রী সোয়েল অবশ্য এ রকম একটা আভাস দিয়েছেন যে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী শরণ সিং-এর প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের স্বীকৃতি দান সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত হতে পারে। শ্রী সিং বিশ্বের বিভিন্ন রাজধানীতে ভারতের অভিমত জানাতে ও জানতে গেছেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোয়েল বলেছেন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নটি একটি ভাবাবেগজাত। তার ধারণা এর দ্বারা ভারত পশ্চিম পাকিস্তনের সামরিক জুন্টার ফাঁদে পা দেবে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান সমগ্র বিষয়টি সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চায়। সে জন্য শ্রী সোয়েঠের পরামর্শ হলো ‘‘বাংলাদেশের স্বীকৃতি’’ যা আদৌ শেষ কথা নয় তার জন্য উন্মুখ হয়ে না থেকে চরম লক্ষত সার্বভৌমতা, শান্তি ও সমৃদ্ধি কিভাবে অর্জন করা যায় সেজন্য কাজ করা।

কনভেনশনের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আমেদ বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, এ লাড়াই অবাঙ্গালী বা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। একটা সামরিক রাজত্বের বিরুদ্ধে সমগ্র জনতার সংগ্রাম।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩১৯। রাজনৈতিক সামাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের চাদফা পূর্বশর্ত	কালান্তর	৬ জুন, ১৯৭১

রাজনৈতিক সামাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের চাদফা পূর্বশর্ত

॥স্টাফ রিপোর্টার॥

কলকাতা, ৬ জুন- আজ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম চার দফা নূন্যতম পূর্বশর্ত উপস্থাপিত করে জানিয়েছেন, ইয়াহিয়া সরকার ঐ শর্তাবলী মেনে নিলেই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সামাধান সম্ভব।

এই শর্তগুলি হলঃ (১) বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং কারান্তরালে নির্বাসিত অপরাপর গণপ্রতিনিধিদের বিনাশর্তে মুক্তিদান; (২) অবিলম্বে পাক হানাদার বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ; (৩) বাংলাদেশের স্বাধীন, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বীকৃতি; (৪) বাংলাদেশে সামরিক তান্ডবের ফলে লুণ্ঠিত সম্পদ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিরুপণ করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান।

আজ ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ কর্তৃক প্রচারিত সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ঐ শর্তগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

সৈয়দ ইসলাম পুনরায় ঘোষণা করেন, যদি কেউ রাজনৈতিক সমাধান বলতে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্থানের পুনর্জীবনের কথা মনে করেন তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। ‘‘লাখো শহীদের রক্তে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্থান মরে গেছে, তাকে আর বাঁচানো যাবে না। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী কোন গোঁজামিলের সমস্যা সমাধান মেনে নেবে না।’’

সাম্প্রদায়িকতা আর মাথাচাড়া দিয়ে শঠতে পারবে না

তিনি বাংলাদেশের জনগনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ‘‘যে অস্ত্রকে সম্বল করে পশ্চিমা শাসকরা আপনাদের ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে, সেই সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র তারা আবার শাণাচ্ছে।

তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘‘বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।’’

তিনি জানান, ২৩ বছর ধরে আমরা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, বৌদ্ধ একসঙ্গে শোষিত হয়েছি আবার এখন একসঙ্গে লড়াই করছি। ‘‘জঙ্গীশাহী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ধ্বংস করেছে, খুন করেছে ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে, ডাঃ ফজলুর রহামনকে, ক্যাথলিক ফাদার তিনজনকে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের।:

‘একশ্রেণীর ভাড়াটিয়া দালাল’ বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে তার উল্লেখ করে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, ‘‘কোন দৃষ্কৃতকারী যদি মানুষে মানুষে বিভেদ ও শান্তিপ্রিয় জনগণের প্রাণ বিপন্ন করে তাহলে তখনই খবর দেবেন- আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, ঐ সকল দুষ্কৃতকারীদের দেখামাত্র কঠোর সাজা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’’

ভারত ও ব্রহ্মদেশ সরকারকে অভিনন্দন

বাংলাদেশের ৪০ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতে এবং ৫০,০০০ শরণার্থীকে ব্রহ্মদেশে আশ্রয়দানের জন্য তিনি ভারতের ‘‘জনগণ, রাজনৈতিক জনগণ ও সরকারকে’’ এবং ব্রহ্মদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানান।

তিনি বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের প্রতি ঐকান্তিক সমবেদনা জানিয়ে বলেন, হানাদারদের হটিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সসম্মানে দেশত্যাগী বাস্তুহারাদের ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ‘‘আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আপনাদের বাড়ি-ঘর সম্পত্তি ফিরে পাবেন।’’

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২০। অনাহারে পথশ্রমে অবসন্ন মৃতপ্রায় শরণার্থী দল	আনন্দবাজার পত্রিকা	৮ জুন, ১৯৭১

অনাহারে পথশ্রমে অবসন্ন মৃতপ্রায় শরণার্থী দল

(বিশেষ প্রতিনিধি)

- স্যার, একবার বলে দিন, এই স্লিপ নিয়ে কোথায় গেলে রেশন পাব?

কলকাতা থেকে টাকি, টাকি থেকে হাসনাবাদ, হাসনাবাদ থেকে বসিরহাট, বরিসরহাট থেকে বারাসাত, বারাসাত থেকে দমদম, তার পর লবণ হ্রদ, তারপর-? শত শত লোক, বৃদ্ধা বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী এবং শিশু এই একটি প্রশ্ন মুখে নিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন শিবিরে এরা যাচ্ছে, প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, আবার হাঁটছে, হাটছে মাইলের পর মাইল, হাঁটছে দিন রাত। তারপর অনাহারে পথশ্রম, যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অবসন্ন তারা বসে পড়ছে পথের ধারে। মরছে।

কলকাতার প্রবেশদ্বারেই, সাহারা আশ্রয় শিবিরের সামনে অস্থিচর্মসার এক বৃদ্ধ একটি ভাঙ্গা বাড়ির হাড় পাঁজর বের করা দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিষ্পলক চেয়ে আছেন আশ্রয় শিবিরের দিকে। না, এখন তার কোনও চাহিদা নেই, কারণ তিনি মৃত।

রবিবার কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন চিকিৎসক ডেকে আমাকে দৃশ্যটা দেখালেন। জানা গেল, ওই বৃদ্ধার পদযাত্রা শরু হয়েছিল খুলনার এক গ্রাম থেকে, আর যাত্রা শেষ হল এই সাহারায়, কলকাতার দ্বারপ্রান্তে।

এ দৃশ্য আজ পশ্চিমবঙ্গের কোথায় নয়? এরা, এই আর্ত, ক্ষুধিত, সাজানো সংসার থেকে উন্মুলিত লোকগুলো এইরকম দিশাহীন ঘুরছে কেন? মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির একজন মুখপাত্র বললেন, কী করব? আমাদের শিবিরগুলোর আর কাউকে আশ্রয় দেবার সামর্থ্য নেই। আমরা তাই নতুন লোককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আবার ঠিক কোথায় পাঠালে যে ওরা আশ্রয় পাবে, তাও জানিনে। তাই আমরা কোথাও পাঠাতেও পারছিনে।

মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি বসিরহাট মহকুমার দশটা আশ্রয় শিবির পরিচালনা করেছেন। রবিবার এই দশটা শিবিরে আশ্রয়প্রার্থীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৩ জন।

ওঁরা যা হিসেব দিলেন তাতে জানা গেল, হাসনাবাদ শিবিরে ৩৫ হাজার, টাকি সৈন্যের বাগানে ৩০ হাজার, গোলপুকুরে ২৫ হাজার, বসিরহাট মেলাখোলায় ১৫ হাজার, মৈত্র বাগানে ৩৫ হাজার, মোগলপাড়ায় ১৫ হাজার, স্বরূপনগরে ৫০ হাজার, নির্মানে ১৬ হাজার, তেঁতুলিয়ায় ১০ হাজার, কাটিয়াহাটে ১৫ হাজার। একুনে আড়াই লক্ষ। এর উপর আরও ৩৮ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর ভার এদের নিতে হয়েছে সরকারের অনুরোধে।

ওঁরা জানালেন, ওঁদের উপর এত চাপ পড়েছে যে, ওদের ব্যবস্থা চাপের চোটে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হযেছে। ওরা বেশ চিন্তিত। মড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি কয়েকটা নির্ধারিত কেন্দ্র থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সরকারী বরাদ্ধ অনুসারে রেশন বিলি করেন। সরকারের বরাদ্দ দৈনিক মাথাপিছু ৪০০ গ্রাম চাল, ১০০ গ্রাম ডাল, ১৫০ গ্রাম আলু, ১৫০ গ্রাম পিয়াজ, ১৫০ গ্রাম লবণ। আশ্রয়প্রার্থীদের সপ্তাহে ছয় দিনের রেশন দেওয়া হয়। বিতরণের সুবিধার জন্য সোসাইটি নিয়ম করেছেন সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট এলাকার আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে রেশন দেওয়া হবে। এতে বিশৃঙ্খলা কমেছে কিন্তু মানুষের দুর্দশা কমানো যায়নি। টাকির এক রেশন বিতরণ কেন্দ্রে বিকালের মুখে গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছেন।

মাড়োয়ারি রিলিফ সেসাইটির পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৫ হাজার পরিবারকে বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে এবং এছাড়া অনেককে কাপড় জামা ইত্যাদি। এছাড়া ওরা সীমান্ত অঞ্চলে ৫০ বেডের একটা হাসপাতালও খুলবেন।

বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সমস্যা প্রকট হয়েছে। যথাঃ (১) জ্বালানী, (২) শৌচাগার এবং (৩) পানীয় জল।

সরকার রেশন দেবার মালিক, জ্বালানি দেবার কেউ নয়। ফলে এতদিন আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেরাই এপাশ ওপাশ থেকে তা সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন। এদিকে জঙ্গল নেই। অতএব স্থানীয় গৃহস্থদের জিনিসেই হাত পড়ছিল। এবং পশ্চিমবঙ্গের লোক শত অসুবিধা সহ্য করেও শরণার্থীদের সাহায্য করে অতিথিবৎসলতার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু এখন, এই বর্ষায় কী হবে? গৃহস্থরা নিজেরাই তো জ্বালানীর অভিযোগে ভুগবেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উচিত অবিলম্বে শরণার্থীদের জন্য জ্বালানীর ব্যবস্থা করা। নাহলে ক্রমে জ্বালানীর অভাবে শরণার্থীদের হাঁড়িই যে চড়বে না, তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলাগত শোচনীয় অবস্থারও সৃষ্টি হবে।

রবিবার শিবিরের পর শিবির গিয়ে দেখেছি, ন্যূতম স্বাস্থ্যরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নেই। একে এইসব শিবিরে লোক সংখ্যার তুলনায় পায়খানার সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কম, (আবরু রক্ষার প্রশ্ন তুলছিই না) তারপর উপর বৃষ্টির জলে সেগুলো এখন থৈ থৈ, একেবারে অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। মাঠগুলোও ভেসে উঠছে, জেগে আছে শুধু পাকা সড়ক। অতএব কিছুদিন পরে অবস্থা কী দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়। এর পরে দুর্গন্ধে ওদিকে তিষ্ঠানো যাবে না।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পানীয় জল সরবরাহের সংকট। এমন শিবিরও আছে যার লোকসংখ্যা ১৫ হাজারেরও উপর, কিন্তু মাত্র একটি টিউবওয়েল কাজ করছে। বাকিগুলো বিকল। পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব, শিবিরে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার অব্যবস্থা মারাত্মক সব রোগের সৃষ্টি করতে এবং সকলের জীবন বিপন্ন করে তুলবে।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন চিকিৎসক গত কয়েকদিন ধরে যাহারা শিবিরে দল বেঁধে আসছেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। সেবা করতে দেখে ভাল লাগল। ওদের মধ্যে দু'জন, ডঃ বিমল বসু এবং ডঃ নন্দ সরকার জানালেন। সাহারা শিবিরে (কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি শিবির পরিচালনা করছেন) গত সপ্তাহ থেকে তারা মহামারীর আকারে যে উদরাময়, চোখের রোগ, ব্রংকাইটিস, বসন্ত, হাম, এমনকি যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়েছে, তার চিকিৎসা করছেন। তারা রেডক্রস, ক্যালকাটা কেমিক্যালস, হাওড়া লায়নস ক্লাব, দেজ মেডিক্যাল, ষ্ট্যাডমেড, ইস্ট ইনডিয়া ফারমাসিউটিক্যালস প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে কিছু ওষুধপত্র পেয়েছেন তবে তাতে প্রয়োজন মিটছে না। সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেও এ পর্যন্ত তারা কোনও সাহায্য পাননি। সময়মত সাহায্য পেলে তারা অনেক জীবন বাঁচাতে পারতেন।

বর্ষা শুরু হতে না হতেই সমস্যার তীব্রতা এবং ব্যাপকতা এইভাবে বেড়ে চলেছে। যার পরিণতি লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া শরণার্থীদের ঠেলে নিয়ে চলেছে একটি মাত্র লক্ষে মৃত্যুর দুয়ারে।

এর বিকল্প কী? বিভিন্ন শরণার্থীকে সারাদিন ধরে জিজ্ঞাসা করেছি। ওরা বলেছে দেশে ফিরে যাওয়া। ওরা বলেছে, আমরা ঘরে ফিরতে প্রস্তুত, আপনারা আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিন।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলতে কী বোঝতে চান? কী চান আপনারা? রামপালের ছাত্র কালিদাস রায়, শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র সরদার, গ্রামের মাতববর বিজয়কৃষ্ণ মন্ডল- সারাদিন তারা রেশন নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, সারাদিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজছেন, ক্লান্ত তারা, অবসন্ন একবাক্যে বললেন, মুজিবের সরকার, একমাত্র মুজিবের সরকার হলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হলেই আমরা নিরাপদ হব। ঘরে ফিরে যাব।''

এর জন্য প্রয়োজেন তারা অস্ত্র ধরবেন। যদি তাদের এ কাজে লাগানো হয়, তবে এই দন্ডেই তারা রেশনের লাইন ছেড়ে চলে যাবেন। প্রাণ বলি দিতে তারা প্রস্তুত।

প্রশ্ন এই, এ ব্যবস্থা কে করবেন? আগে করা হবে কি? হলে এই তো সময়, কেননা জীবণীশক্তি কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। যত দেরি হবে, মৃতের স্তূপে ভারত ততই ভরে যাবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২১। চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণের জন্য জরুরি বিমান	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	৮ জুন, ১৯৭১

"HINDUSTAN STANDARD, JUNE 8, 1971

EMERGENCY AIRLIFE OE MEDICAL SUPPLIES

Geneva: June 7. - The world Health Organization (WHO) announced today an emergency airlift of medical supplies t6 India to, help fight the cholera epidemic among refugees from East Bengal, " report foreign and Indian news agencies.

An initial load of 2-i tons of vaccine and other supplies left Geneva at the weekend, WHO said. The total airlift schedule is for 30 to 40 tons of material a week for the next 8 to 10 weeks, it said.

According to the BBC, WHO has, in a statement' from Geneva says that "3,000 East Pakistani refugees in India have died so far of cholera and gastroenteritis". The report adds that 10,000 refugees have been affected.

The Director General of the U.N. Food and Agriculture organization said today the 121-nation body could not fully meet requests for emergency food aid for Pakistan and India. Mr. Addeke H. Boerma of the Netherlands said the requests were "beyond the resources of FAO.

Britain, today began organizing a massive airlift of medicine and food supplies for the East Bengal cholera victims in India. RAF planes will be leaving immediately with free supplies of cholera vaccine syringes and other material, to combat the cholera epidemic raging among the East Bengal refugees.

The Foreign' Office said this was in addition to the £1 million already contributed to the U.N. appeal fund and 750,000 worth of food aid announced yesterday.

The first of four RAF planes is due to arrive in Calcutta early on Tuesday bringing these supplies Equipment from War on Want for a mobile hospital will be flown in on Tuesday together with 6 tons of medical supplies from OXFAM. Charities personnel and doctors and nurses are expected on Wednesday.

The Japanese Government tonight decided to contribute $3 million in aid for the relief of East Bengal refugees In India. The amount would be used for purchasing rice from Japan. The Japanese gesture is in response to an appeal by the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi.

President Ferdinand Marcos said today the Philippine Foreign Ministry was studying a letter from Mrs. Gandhi on the problem of millions of East Bengal refugees in India.

The West German Red Cross said today it is sending a relief consignment of 1.000 tents, 15 tons of baby food, medical supplies and eating utensils valued at 13,000 marks (about £35,630) to Calcutta by air tomorrow for the East Pakistan refugees.

Air India today brought in Calcutta 236 packages of relief materials containing

Cholera vaccines, syringes medicines and powder milk for the Bangladesh evacuees. The consignment, of milk powder came Australia while the other materials were from the USA it is learnt.

A UNICEF chartered Boeing 707 flight from Copenhagen will arrive tomorrow afternoon at Calcutta airport with 32 tons of emergency medical supplies for East Bengal refugees. The medical supplies include drugs, adhesive plaster, gauze bandages, syringes and needles.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২২। আই,পি, আই বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন উঠতে পারে	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	৮ জুন, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JUNE 8. 1971

BANG LA ISSUE MAY COME UP BEFORE IPI ASSEMBLY

From Tarapadu Basil

Helsinki, June 7. - Though it appears that the Singapore Press affair will dominate the 20th International Press Institute's General Assembly, which started this morning, there is no doubt that Indo-Pakistani relations over the present situation in East Bengal will also come up as they have already been talked about informally by delegates and others after the long dispatches with distressing pictures published in the Sunday Times yesterday and the arrival here of Indian and Pakistani delegations.

The opening ceremony denoted the significance of this annual gathering of publishers and others, which provides exchange of views and takes notes on the present situation of mass media outside the Communist countries. The Prime Minister, Mr. Alui Karjalaninen of Finland, who is also the acting President of the country gave the opening speech.

Prime Minister Lee Kuan Yew of Singapore is due to speak on June 9 on "the mass media as seen by the world policy makers" and animated discussions arc expected as a large section of delegates is already critical of his action.

Mr. Asoke Kumar Sarkar and other Indian delegates have been repeatedly asked in informal talks of the present state of affairs of Indo-Pakistani relations and Bangladesh.

IPI circles generally seem convinced on two points; (1) that a reign of terror exists in East Bengal forcing refugees to take shelters in India, and (2) they will not return to East Bengal so long she remains in control of the Pakistani armed forces.

It is gathered that some Pakistani delegates are planning to charge the Indian Press alleging that they have been largely responsible for the present situation in East Bengal. Such an attempt will not go unchallenged not only by the Indian Press delegates but also by others who like the reporters of the Sunday Times have no doubt that the Yahya Khan military regime is solely responsible for what has happened.

Reports on Foreign Ministers, Mr. Swaran Singh's arrival yesterday in Moscow and his proposed visits to Bonn, Paris, Ottawa, Washington and London have been published here and mentioned on television programme in Helsinki and other Scandinavian capitals. The seriousness of the situation in East Bengal is gradually realized abroad. So the likely attempt by some Pakistani Press representatives at the IPI General Assembly is obviously intended to mislead the world Press and divert their attention from Fast Bengal. Some delegates have already been poisoned by Pakistani propaganda Some members of the Pakistani Press have also privately admitted that their attempt here may prove abortive. If the private talks do not convince the Pakistanis not to make such an attempt they will be responsible for the consequences at the General Assembly.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২০। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান	কালান্তর	৮ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান

বাংলাদেশের সমস্যার একটা সমাধান রাজনীতিক সমাধান হোক এ ইচ্ছা পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়করা প্রকাশ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন বক্তৃতায় এর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের কামনা ব্যক্ত করেছেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফার খান মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্য পশ্চিম পকিস্তানের জঙ্গীশাহী ও বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও করেছিলেন। পকিস্তানের জঙ্গীশাহী মেনে না নেওয়ার ঐ প্রস্তাবের অপমৃত্যু ঘটেছে । তা সত্ত্বেও পকিস্থানের নজীরবিহীন ঘটনার কোন রাজনীতিক সমাধান সম্ভব কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আজও গবেষণার শেষ নেই। রবিবার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক বেতার ভাষণে এই সমাধানের ভিত্তি সম্পর্কে ঐ সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

এ পর্যন্ত যারাই রাজনীতিক সমাধানের কথা ভেবেছেন তারা প্রত্যেকেই পাকিস্তানের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে সমাধানের কথা হয়ত চিন্তা করছিলেন। বাঙ্গালাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান তাদের এই চিন্তাকে অবান্তর এবং ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ‘‘লাখো শহীদের রক্তে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান মরে গেছে, তাকে আর বাঁচানো যাবে না’’। সৈয়দ নজরুল ইসলামের এই মর্মান্তিক উক্তির মধ্যে থেকে ভাবপ্রবণতার প্রাবল্য থাকতে পারে কিন্তু এটাই আজ বাংলাদেশের কাছে বস্তব ঘটনা । একই রাষ্টের মধ্যে থেকে যে পূর্ববাংলা ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল জঙ্গী রাষ্ট্র নায়করা শহীদের রক্তের নদী সৃষ্টি করে সবদিক থেকে তাকেই আজ সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। একে গোঁজামিল দিয়ে ঐক্যবদ্ধ রাখার কোন প্রয়াসই আর সফল হতে পারে না। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান অত্যান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় সেই ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশকে ভিত্তি করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমস্যার সমাধানের যে চারটি পূর্ব শর্ত দিয়েছেন তার কোন একটিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করা যায় না। মুজিবুর রহমান সমেত অন্যান্য গণপ্রতিনিধিদের মুক্তি , হানাদার বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ, স্বাধীন, গনপ্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ ছাড়া বাংলাদেশে কোন শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা প্রকৃতই অবাস্তব।

এই উপমহাদেশে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এবং সংগ্রামী জনসাধারণ স্বাধিকারও স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্যে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং সামরিক জুণ্টার মিলিত আক্রমণ তাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলো। বর্ষার প্রবল জলরাশিকে শুধু বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় না। তার অবাধ প্রবাহের পথ করে না দিলে সে বাঁধ ভাঙ্গে। ইয়হিয়ার বর্বর সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা সেই বাঁধ আজ বাংলাদেশের জনতা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত শাসন থেকে সার্বভৌমত্ব, পশ্চিমী পুঁজির নাগ পাশের বাঁধন শিথিল নয়; একেবারে ছিন্ন করার শপথে বাংলাদেশের জনতা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। জনতার সেই দুরন্ত আবেগকেই সমাধানের শর্তরূপে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে হাজির করেছেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান।

বাংলাদেশের সমস্যা অনেকদিন আগেই পাকিস্তান রাষ্টের ‘‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’’- এর গন্ডী ছাড়িয়েছে। একটা সামরিক চক্রকে সামনে রেখে বাঙালী জাতিকে (ধর্মের ভিত্তিতে নয়) এবং বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্থানের ঐ একচেটিয়া পুঁজির ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার নীতি যেদিন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সেদিন থেকেই বাঙ্গলী জাতির স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম ঘরোয়া আন্দোলনের সীমা অতিক্রম করেছে।

আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে পরাধীন জাতিগুলির মুক্তির আন্দোলন প্রায় একাকার হয়ে গেছে। বাঙলাদেশের কোন সামাধানের কথা যারা চিন্তা করছেন তাদের দৃষ্টি যেন বাঙ্গালী জাতির মুক্তি আন্দোলনের এই দিকটা থেকে সরে না যায়-সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেই জন্যই তাঁর সরাকারের পক্ষ থেকে ঐ পূর্ব শর্তগুলি আরোপ করেছেন।

একটা স্থায়ী রাজনীতিক সমাধানের জন্য বাংলাদেশের বাঙালীরা ত প্রয়োজনের তুলনায় অনে বেশি দাম দিয়েছেন। চার পাঁচ লক্ষ বাঙালী রক্ত ঢেলেছেন, অর্থ কোটি নর-নারী-শিশু সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের মাটির বাইরে দাঁড়িয়ে শত্রুকে ধিক্কার দিচ্ছেন -যদি প্রয়োজন হয় আরও মূল্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা চান মুক্তি, স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্থায়ী রাজনীতিক সমাধান মাত্র ঐ একটিই। বাংলাদেশ সরকার অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে একমাত্র শর্তই আরোপ করেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৪। কলকাতার দূতাবাসগুলিতে বদলী ও নতুন নিয়োগের হিড়িক, কারণ রাজনৈতিক?	দর্পণ	১১ জুন, ১৯৭১

কলকাতার দূতাবাসগুলিতে বদলী ও নতুন নিয়োগের হিড়িক কারণ রাজনৈতিক?

(দর্পণ সংবাদদাতা)

হঠাৎ কি যেন একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছুটে কলকাতা এলেন। দূতাবাসে দূতাবাসে গুঞ্জন,ফিসফিসানী। বাংলাদেশ? ভারত -পাকিস্তান যুদ্ধ? পঞ্চাশ লক্ষ নবাগত শরণার্থীর চাপ? পশ্চিমবঙ্গে ধূমায়িত অসন্তোষ?

এলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। “ যুদ্ধ না শান্তি- প্রধান প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীকে?

খবর নয়, খবর তৈরী করার চেষ্টাও আনন্দবাজারের কল্যাণে খবর হয়ে উঠলো। খবরের কাগজ পুরোপরি “দাবীদিবসের” হ্যান্ডবিল হয়ে উঠেছে।

তাই বোধ হয় দূতাবাসের অফিসগুলোতে বদলীর পালা চলেছে। সোভিয়েত, মার্কিন, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, উত্তর কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশ নিয়ে প্রায় সবকটি দেশের কলাকাতা দূতাবাসে নতুন নতুন লোকের আমদানী হচ্ছে।

সবাই জানেন (সেলার ও কানের সোভিয়েতবিরোধী চক্রান্তের ইতিহাস, রবিন্স, সিডনী রিলিদের পরিচয় আজ অনেকেরই অজানা নেই) যে বৈদেশিক দূতাবাসে সংস্কৃতি , বার্তা বিভাগ, সাহায্য বিনিময় বিভাগ ও রেডক্রস জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অনেকেই স্ব স্ব দেশের রাজনৈতিক গুপ্তচরের কাজ নিয়ে আসেন।

সুতরাং হঠাৎ কলকাতার দূতাবাসগুলির এই সব বিভাগের প্রধানদের পাইকারী বদলী এবং নতুন লোকের আগমন ওয়াকিবহাল মহলে বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে হত্যা খুনোখুনির রাজনীতি আমদানী এবং তা অবলীলাক্রমে বিনা বাধায় চালিয়ে যাওয়ার পেছনে বৈদেশিক যে গুপ্তচর চক্র সক্রিয় তার মধ্যে পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম শক্তি নাকি অবতীর্ণ। আটষট্টি সাল মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্তারা লালবাজারে পর্যন্ত ঘুরে গিয়েছেন।....

তাই এবার ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এব্ং বিচ্ছিন্ন , হাতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত লোক দিয়ে ঘটনাগুলোর নতুন আবরণ সৃষ্টি করা দরকার। আমরা দেখেছি উনিশশো আঠারো-তেইশ সালের সোভিয়েত দেশেও বিভিন্ন বিপ্লব বিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে বৃটিশ, ফ্রান্স, মার্কিন গোয়েন্দা চক্র শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র ও প্রায় অনভিজ্ঞ বলশেভিক পার্টির ধ্বংস করার চক্রান্তে নিযুক্ত করতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের ওপর সোভিয়েত এবং মার্কিন খবরদারী প্রায় সমান। বর্তমান সোভিয়েত রাষ্ট্রও পুরোপুরি রেনিনের স্তালিনের আদর্শ মেনে চলে না। বরং দুনিয়ার ভাগবাটোয়ারায় তারা মার্কিনীদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বোঝাপড়ায় আগ্রহী মিত্রও বটে।

ইন্দিরা সরকারের প্রতি সোভিয়েত মার্কিন যতখানি অনাগ্রহশীল, পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের প্রাতিও তাঁরা অন্তত: ততখানিই সদয়। বৃটেন, ফ্রান্স পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, কোরিয়া প্রভৃতি কমবেশী এই দুটি বৃহত্তম শক্তিরই অনুসরণকারী মাত্র যদিও তাদের নিজ নিজ দেশের বিশেষ স্বার্থও তারা দেখেন।.....

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক তৎপরতা বড় বেশি রকম দৃষ্টিকটুভাবে শুরু হয়েছে। এই কলকাতা শহরে আনাগোনা, ব্যস্ততা, সংবাদ চয়নেন নানা অলিগলিতে ভীড় জমে উঠেছে। ছোট ছোট রাজনৈতিকদের, দলছুট রাজনৈতিক ব্যাক্তি ও খবরের কাগজের লোকদের দিকে নজর রাখলেই ডালহৌসী আর লালবাজার থেকে উড ষ্ট্রিট হ্যারিংটন ষ্ট্রিটের আনাগোনা ব্যস্ততা চোখে পড়বে। চোখ কান খোলা রাখলে সুতারকিনী-মার্কিনী এবং বাগবাজারের দু'চারটে বৈষ্ণব বাবাজীর দেখাও এখানে মিলে যাবে।

তাতেই অপনার মনে হবে কি যেন ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৫। সাহায্যদাতাদের প্রতি বাংলাদেশের আবেদন	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১২ জুন, ১৯৭১

THE TIMES OF INDIA, JUNE 12, 1971

BANGLADESH PLEA TO THOSE GIVING RELIEF

"The Times of India" News Service

New Delhi, June 11. Mr. M.A. Samad roving ambassador of Bangladesh today urged the world community to ensure that the relief it was providing for the suffering millions in Bangladesh reached the people rather than the West Pakistani war machine. In a statement here he said that the only effective way of doing this was to channelize the relief supplies through the Bangladesh Government which commands the full confidence and unqualified allegiance of the people.

If this course of action was not acceptable to the relief-givers supplies should be distributed by international organizations themselves or by neutral countries. Mr. Samad again appealed to U Thant, the U.N. Secretary General to allow the Bangladesh representatives to place their case before the U.N., particularly the Security Council.

He was concerned over the failure of the international community to do anything particular for the people inside Bangladesh who were being ruthlessly massacred, maimed and uprooted from their hearths and homes by the occupation force of Gen. Yahya Khan. "The world should not sit idle when democracy is chained and throttled in Bangladesh."

All Governments and the U.N. should use sanctions against Islamabad to end genocide and planned starvation of the people of Bangladesh, secure immediate withdrawal of the occupation army from Bangladesh and bring about the release of Sheikh Mujibur Rahman.

Mr. Samad, who recently attended the Budapest peace conference and visited several European capitals, said that according to the information with his Government people in Bangladesh were dying in large numbers of famine and epidemics. The monsoon was adding to their misery as the occupation army had made many of them homeless. The bulk of relief supplies the Islamabad Government had received for the victims of the cyclone of November last are being used by the West Pakistani army to massacre the innocent and unarmed people of Bangladesh."

The West Pakistani troops must be withdrawn from cantonments to ensure effective distribution of relief.

Mr. Samad was confident that the international community which was aware of Islamabad's perfidy would compel Gen. Yahya Khan to allow proper distribution of relief.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৬। ভারত ডুবতে বসেছে	কম্পাস	১২ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ভারত ডুবতে বসেছে

কত দ্রুত গতিতে ভারতের অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি গভীর সঙ্কটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে, তা আজও কূপমুন্ডূক ভারতীয়দের চেতনাতে আসেনি। ভারত সরকারের সত্যিই কোন নীতি আছে কি না সন্দেহ। অবস্থার চাপে পড়ে ব্যবস্থা করা যাবে, এর চেয়ে পরিস্কার কোন দৃষ্টি তাদের ছিল না। কিন্তু অবস্থা যা ঘনিয়ে উঠেছে তাদের এখন এই নেতৃত্ব হাবুডুবু খাবে মাত্র। নেতৃত্ব হাবুডুবু খাক বা যাক সেটা সবচেয়ে বড় কথা নয়, সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হলো এই যে এবারে বুঝি ভারতই (এঁদেরই হাতে অবশ্য) ডুবতে বসেছে।

বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে ইয়াহিয়া বর্ষার জলকাদায় ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ডুবে যাবে, এ জাতীয় অতি সরল হিসেবে মূর্খতার সাফাল্য থেকেই অমন সহজাত স্ট্রাটেজী রূপে এদেশে চালু হয়েছে। দিতে পাকিস্তানের এক কোটি করে নাকি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু এক শরণার্থীদের ভাত কাপড় দিতেই কি ভারতের সৈনিক দুই কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে হবে না? এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই শরণার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে। আর শরণার্থীর আগমনী স্রোত সহসা দ্বিগুণ বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য এই স্রোতটা কিছু কম ছিল। অমনি কর্তৃপক্ষ যেন একটু আশ্বস্ত বোধ করছিল। কিনউত হায় আজ কয়েকদিন ধরে এই দৈনিক গড়ের হার লক্ষাধিক হয়েছে। কেউ বলেছেন এক লক্ষ, কেউ বলেছেন এক লক্ষ বিশ হাজার করে দৈনিক এই আমদানী।

আসলে এই জনস্রোতের বৃদ্ধিটা বুঝতে হবে বাংলাদেশের ভিতরকার অবস্থা থেকে। পাকবাহিনীর আক্রমণের মুখে শহর বন্দর ছেড়ে বহু লোক প্রথমেই ভারতের দিকে ছুটে আসেনি, তারা দূর দূর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিকে মুক্তিফৌজ পাকসামরিক বাহিনীর আক্রমণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতের সীমান্তের দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়, ভিতরকার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে, জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার ও হত্যার বিভীষিকা ও তান্ডব সৃষ্টি করা হয়, রাস্তার ধারে ধারে গ্রামগুলি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সীমান্ত বরাবর পাক বাহিনীর অগ্রগতির ফলে প্রথমটায় সীমান্ত বরাবর জেলাগুলি থেকেই ভারতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী প্রাণ ভয়ে এক বস্ত্রে চলে আসতে থাকে- রাত্রির অন্ধকারে সীমান্ত পার হতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরকার জেলাগুলি থেকে প্রথমে অত শরণার্থীর স্রোত সৃষ্টি হয়নি। তারা অপেক্ষা করছিল দেখতে শেষ পর্যন্ত কী হয়। শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না, ভারত প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করলোই না, বলে মৌখিক আশ্বাস দিতে ছাড়ে না। এদিক পাক নির্যাতন উৎপীড়ন ও নিধন যন্ত্রের নিষ্পেষণ পূর্ববাংলার দূরতম পল্লীতেও গুন্ডাশ্রেণীর লোকদের সহায়তায় বিস্তৃত হলে লাগলো। এখন তো আর থাকা যায় না, এই প্রত্যয় ও ভয় দৃঢ় হবার সাথে যে যেখান থেকে পারে, যত দূর থেকেই হোক, সীমান্তের দিকেচলতে শুরু করলে। গোটা বাংলাদেশ দেশত্যাগ করতে শুরু করেছে এবার।

এবার বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি দূরবর্তী জেলার গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু ভারতের দিকে ক্রমবর্ধমান স্রোত ধারায় আসছে। দৈনিক গড় তাই লক্ষাধিক হয়েছে।

প্রথমে যারা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছিল, তারা অন্তত শক্ত সমর্থন দেহগুলি হেঁটে হোক, ট্রাকে, গাড়ীতে, নৌকাতে, রিক্সাতে এসে পৌঁছতে পেরেছিল, এবং যতটা আশ্রয় শিবির তৈরী ছিল তাতে এসে মাথা গুঁজতে পেরেছিল। আজ যারা আসছে, বহু দূর দূর প্রান্ত থেকে ২/৩ সপ্তাহ ধরে পায়ে হেঁটে অর্ধভূক্ত অভক্ষ্যদ্রব্য খেতে খেতে, ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্নন দেহে এসে পড়েছে, তাদের ক্লিন্ন, অবসন্ন, শূন্যদৃষ্টি চেহারাগুলি দেখতে পারা

যায় না, মন বিষন্ন হয়ে যায়। তাদের পশুবৎ জীবন অবর্ণনীয় দুঃখে শোকে ভয়ে ক্লান্তিতে একদম ভেঙ্গে পড়েছে। কে তাদের আজ মনে বল দেয়, কে তাদের আজ বোঝাতে পারে যে তাদের ভবিষ্যৎ আছে, দেশ আছে কোথাও? ‘বাংলাদেশ’- সে আজ কোথায় কতদূরে? বুঝি মৃত্যুর অপর পারে।

এদিকে কলেরা মহামারীরূপে উপস্থিত! হাজার করেক প্রাণ ইতিমধ্যেই তার শিকার হয়েছে। হু হু করে এর সংক্রমণ আগুণের মত ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত শরণার্থী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও জনপদবাসীরা ভায়ানক এক আতঙ্কগ্রস্ত -এই শীতল মৃত্যু গুলীগোলার মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করছে। কলেরা নিয়েই অনেক শরণার্থী ঢুকছে, কেননা অভুক্ত অবস্থায় যা তা খেয়েছে, বিষাক্ত জল পান করেছে, নদী নালা বিলে মৃতদেহগুলি পচছে, ভাসছে- সেই জলই খেতে হয়েছে। আর এপারেও যে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানীয় ও খাদ্য মিলছে, তাও তো খুবই কম ছিল। এখানেও কলেরা মাহামারী, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্র তৈরী ছিল। আজ মৃতদেহ এখানেও সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই, এমনকি মাটিতে কবর দেবার জন্য যথেষ্ট কোদাল পর্যন্ত নেই। জীবিতদের দায়িত্বই কেউ নিতে নই, মৃতদেহের দায়িত্ব নেবে কে, বিশেষ করে সংক্রামক রোগে মৃত ব্যাক্তিদের? ফলে এখানেও নদীতে মৃতদেহ নিক্ষেপ করা ছাড়া উপায় নেই।

সীমান্ত- বিশেষ করে ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে যে সব শিবির করা হয়েছিল সেগুলির স্থান নির্ণয়ে কোন দূরদৃষ্টি ছিল না, মনে করা হয়েছিল দুদিনের তো ব্যাপার, বাংলাদেশ শীঘ্রই মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, ভারত সরকার নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত হাত লাগাবে (নইলে এত সৈন্য সামন্ত এধার ওধার করছে কেন! আসবে সৈন্যরা নিস্ক্রিয় নয়, এমনি একটি ভয় দেখাতে ভাণ করছিল মাত্র কিন্তু ইয়াহিয়া খান আমাদের এই ভানটা ধরে ফেলে- তার যা করার তা করেই যাচ্ছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে)। তাই যেখানে সেখানে শিবির করা হয়, যার প্রায় সবগুলিই খোলা মাঠের নীচু জমিতে। এদিকে বর্ষা এসে গেছে। ক্যাম্পগুলির অধিকাংশই জলে ডুবে যাবে শীঘ্রই! কী বীভৎস নোংরা অমানুষিক অবস্থায় পড়বে এই হতভাগ্য মানুষগুলি! মহামারী ও মৃত্যুর মহা ভোজ উপস্থিত।

এদিকে নতুন করে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসতে শুরু করেছে। সীমান্তের শিবিরে মাথা গুঁজবার কোন ঠাঁই নেই। তাদের সংখ্যা গুনবার জন্যও কোন লোক নেই। পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসন ব্যবস্থা শক্তির বাইরে চলে গেছে। সমগ্র প্রশাসন ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ডাক্তার নেই, সেবক নেই, নার্স নেই, এত স্বেচ্ছাসেবক নেই কোন স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার এর কোন কূল কিনারা করতে পারে। শরণার্থীরা ক্ষুধায়, অনাহারে, মহামারীর ভয়ে হাজারে হাজারে কোলকাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত মার্চ, পৃথিবীতে যা কেউ কোথাও দেখেনি। প্রাণ ভয়ে ভীত লক্ষ পশুবৎ মানুষের মার্চ। কোকাতাবাসীরা এবারে আতঙ্কিত, তাদের সুখের নীড় (যদি কিছু সেখানে আজও থেকে থাকে) বুঝি এই আর্ত মানুষদের বন্যায় ও সামাজিক ঝড়ে ভেঙ্গেচুরে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করছেন বুঝি তা তাদের মন্ত্রীত্ব খতম করার জন্য কোন রাজনৈতিক মতলববাজ দল শরণার্থীদের কোলকাতায় আসতে পথ দেখিয়েছে। কী অদ্ভুত আত্মপ্রতারণা। তাদের মন্ত্রীত্ব তারা এমনিতেই রাখতে পারবেন আর কতদিন সে সন্দেহ তাদের নিজেদেরই আছে। কেন আবার একটা মিথ্যা অভিসন্ধি আরোপ করা! অন্যরা এই শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান স্রোতকে নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে লাগাচ্ছে, না এঁরাই লাগাতে চাইছে ! কিন্তু হায়, এতে কোন দলেরই কোন রাজনীতি হবে না, কোন লাভ হবে না- গোটা দেশের সব রাজনীতিই এই আর্তজনপ্লাবনে ডুবে যাবে, যাচ্ছেও।

পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহে কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকদের ধরা হয়েছে। জানি না এই অভিযোগ কতটা সত্য। পাকিস্তানী চর গুপ্তাভাবে নানাদিকে কাজ করছে, করবে এতে আর আশ্চর্য কি, তার জন্য যাকে পাও, দোষী বলে জানো ধরো, বিচার করো। কিন্তু আজ তো পাকিস্তান শুধু গোপন ষড়যন্ত্র করছে না, খোলা ষড়যন্ত্র করে কোটিখানেক লোক বারতের ঘাড়ে ফেলে দিচ্ছে- এই অঘোষিত যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার অথবা রাজ্যসরকারগুলি কী করছেন? পাকিস্তানের গায়ে হাত দিতে ভয় লাগছে, তাই নয়?

আজ ভারত সরকারকে পৃথিবীর কাছে এস ও এস বা রক্ষা কোর রক্ষা কেরা বলে আর্তনাদ করতে বাকী। বাংলাদেশকে রক্ষা করো এই আবেদন আজ তার কাছ থেকে শোনার কোন তাৎপর্য নেই। বাংলাদেশের জন্য

আর উকীল মোক্তার রাষ্ট্রদূত পৃথিবীর দুয়ারে পাঠাতে হবে না, নিজেকে রক্ষা কেমন করে করবে সে কথাই ভাবুক!

আহা পৃথিবীর বিবেক! পৃথিবীর বিবেকের রক্ষাকর্ত্তা যারা তাদের একটি হলো আমেরিকা - জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসাকীতে পারমানবিক বোমা অকারনেই নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ প্রান যারা মূহুর্তে ধ্বংস করেছিল। ভিয়েতনামে তার কীর্তি তো ঐতিহাসিক। ব্রিটেন আর এক ঐতিহাসিক বিবেকের মূর্ত্তি- আহা কী তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এসব বৃহৎ শক্তির ঘরের খবর কি; ইতিহাস কি? আজ উ থান্ট বলছেন পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ববঙ্গে যা হয়েছে সে জাতীয় ট্রাজেডী নাকি বিরল ! আহা কত দেরীতে এই পরপদলেহী মোটা বেতনভুক্ত কর্মচারীটির ঐতিহাসিক বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হলো ! কয়েক কোটি টাকার আশ্বাস পাওয়া গেছে- পৃথিবীর রাজ দরবারগুলো থেকে- ভারত তাই আকাশবাণী মারফৎ এদেশ ও বাংলাদেশের লোককে শুনাচ্ছে। এই কয়েক কোটি টাকার সাহায্য, আসলে ভস্মে ঘি ঢাকার মতও হবে না, উপরন্তু এর বিনিময়ে সাহায্যদাতারা ভারত যাতে কোন কারণেই পাকিস্তানের ‘‘অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে’’ হস্তক্ষেপ না করে সে মুচলেকা বা বাধ্যবাধকতা আদায় করে নিচ্ছে।

এদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতরের ভণিতার অন্ত নেই। ভি সি শুক্লা জানাচ্ছেন, ভারত শীঘ্রই চার দফায় ক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র (ফোর স্টেজ রকেট) তৈরী করতে যাচ্ছে- ভারতের আকাশের উপর দিয়ে ভারত মহাসাগরে ! এই সময়ে এই তথ্যটি পরিবেশন করার একটা মতলব আছে। পাছে ভারতবাসীরা বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানী বর্বতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে বলে, দরকার মত যুদ্ধের দায়িত্ব নেবার দাবী করে- যে দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। সেই জন্যই আমাদের ভোলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এই বলে যে আসল শত্রুতো চীন, তার সঙ্গে যুদ্ধের কথাটা না ভেবে কি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবো ? পাকিস্তান থেকে দেশের দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে দেবার জন্যই পার্লামেন্টে এই বীরত্বব্যঞ্জক ঘোষনা রকেট বানাবার (পারমানবিক বোমার রকেট নয়- সাধারন বোমাই) ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ভারত সরকার আমাদের সত্যিই আহাম্মক মনে করেন।

এদিকে প্রতিরক্ষা বাজেটের বরাদ্দ ১১৫০ কোটি টাকা থেকে ১২৫০ কোটিতে টেনে আনা হলো। এত টাকা খরচ করা হচ্ছে কেন, যদি আজ পাকিস্তানের এমন বর্বর আক্রমনের জবাব দিতেও না যাই? আমাদের নাকি বহু অস্ত্রসস্ত্র ও বহু সৈন্যসামন্ত হয়েছে, এমনকি একসঙ্গে ২/৩টি দেশের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে পারি বলে মাঝে মাঝে বলা হতো। এখন আর ওসব উচ্চারণও হয় না। ভারত আজ সত্যিই নার্ভাস। যদি এমন দিনেও আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন কাজে না আসে, তবে এত খরচ করা কেন? সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে যখন যুদ্ধ করানো হচ্ছে না, তখন শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারটাই তাদের তাদর দেওয়া হোক না কেন? তারপর ভারতকে একটি ‘খোলাদেশ’ বা ‘ওপেন কান্ট্রি’ বলেই ঘোষনা করা হোক না কেন? ভারতের চতুর্দিকে যে সব বৃহৎ শক্তি আছে- রুশ, চীন, আমেরিকা, প্রভৃতি তারাই আমাদের ডিফেন্সের ভার নিন, তারা ভাগাভাগি করে নিজেদের শক্তি সাম্যের খাতিরেই হয়তো ভারতকে রক্ষা করে যাবে- যদিও ভারতের তাতে কোন স্বাধীনতা থাকবে না ইজ্জতও থাকবে না, বৃহৎ শক্তিগুলির দাস হয়ে বেশ ‘‘সুখের সংসার’’ নিরাপদে চালাতে থাকবে। হায় জয় হিন্দু, হায় জয় ভারত।

কিন্তু আমরা এভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার বদলে পরিপূর্ণ আত্নসমর্পণের পথও বোধ হয় গ্রহণ করতে পারবো না। ছোট বড় নানা অহঙ্কারও তো আছে। আপাতত আমরা অর্থনৈতিক সামাজিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সব রকমের এক নারকীয় দুর্গতির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এত বড় দেশের মালিক হতে চাই, অথচ এক ফোঁটা সাহস আমাদের নেই। এই নির্লজ্জ ভীরুতাকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞতা বলে দার্শনিক আত্নপ্রতারণায় নিমগ্ন আছি। ভারতের ইতিহাসে এতবড় লজ্জা ও এত বড় ট্রাজেডী পূর্বে কখনো ঘটেনি। আমরা ডুবে যাচ্ছি।

সম্পাদকীয়- কম্পাসঃ ১২ জুন, ১৯৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৭। শরণার্থীদের চিকিৎসায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয় দরকার	কালান্তর	১৩ জুন, ১৯৭১

শরণার্থীদের চিকিৎসায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয় দরকারঃ চিকিৎসক সমিতির অভিমত

(স্টাফ রিপোর্ট)

কলকাতা ১২ জুন- বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীদের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত ত্রাণের কাজে অবিলম্বে সমন্বয় দরকার।

বিশেষভাবে বেসরকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে ৮১৩ সরকারী কাজের সমন্বয়ের অভাবে ও বেসরকারী সংস্থাগুলির ওষুধপত্রের অভাবে শরণার্থীদের চিকিৎসা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ডাঃ দেবেন ঘোষ এ কথা বলেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বশ্রী এ কে রায়, শিশির সেনগুপ্ত, নরেশ ব্যানার্জী, মৃণাল নন্দী ও সমর রায় চৌধুরী প্রমুখ বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটির ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন।

আই এস-এর কাজে সরকারী সহযোগিতা সম্পর্কে তারা বলেন- আইএসএ চেষ্টা করেও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য বা সহযোগিতা পায়নি। পক্ষান্তরে নদীয়া জেলা শাসকের অনুরোধে চিকিৎসক দল নদীয়ায় গিয়ে সহযোগিতার অভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

গত ৮ জুন রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী আইএম-এর সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন । আইএম-এ মনে করে রাজ্য সরকার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্নে আইএম-এর আগের প্রস্তাব মত কাজে সমন্বয় ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী বেসরকারী সংস্থার দায়িত্ব বন্টনের নীতি গ্রহন না করলে সহযোগিতা হতে পারে না।

আ্ইএমএ নিজেদের সদস্য ও শাখাগুলি ছাড়াও বহুসংখ্যক সংস্থার কাছ থেকে ছোট বড় দান পেয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির (সভাপতি অজয় কুমার মুখার্জী) কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছে। ডাঃ ত্রিগুণা সেনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সাহায্য করেছে। শ্রী জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কোন সাহায্য করেছে কিনা জানতে চাইলে তারা বলেন, সংবাদপত্রের সাধারন আবেদন ছাড়া বিশেষভাবে কোন সাহায্য করিনি । ঐ সংস্থার কাছে সাহায্য করার জন্য আবেদন করা হবে কিনা তা এখনও সিদ্ধান্ত করা হয়নি।

ডাক্তারগণ কলেরার প্রকোপের সঙ্গে সঙ্গে ডিপথেরিয়া আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মহামারী প্রতিরোধে সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করার জন্যও তারা দাবি করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৮। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করুন। ভারতীয় মুসলমান ভাইদের প্রতি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদের আহবান	কালান্তর	১৫ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করুন
ভারতীয় মুসলমান ভাইদের প্রতি বাংলাদেশ
সংসদীয় প্রতিনিধিদের আহবান

বোম্বাই ১৪ জুন (ইউএনআই)- শ্রী ফণী মজুমদারের নেতৃত্বে ৪ জন সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল আজ এখানে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন দানের আহবান জানান।

বোম্বাই প্রদেশ ইন্দিরা কংগ্রেস কমিটির আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় তারা বলেন যে, পাক ফৌজ মসজিদগুলি ধ্বংস করে এবং পবিত্র কোরান পুড়িয়ে ইয়াহিয়া সরকার বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিনিধিদলের সদস্য শ্রী ও রেহমান বলেন যে, তিনি ইয়াহিয়া সরকারের গণহত্যা ও বর্বরতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে কোন ভারতীয় মুসলমান ভাইকে পাকিস্তানে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছেন।

অন্যান্য সদস্যরা শ্রী ফণী মজুমদার, শ্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শ্রীমতী নূরজাহান মুরশেদ প্রমুখ সভায় ভাষণ দেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩২৯। ভারত সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সেভিয়েত বিমানের আগমন	কালান্তর	১৫ জুন, ১৯৭১

ভারত সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সোভিয়েত বিমানের আগমন

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৪ জুন- সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের স্থানান্তর করার কাজে সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের অনুরোধে আজ দু'টি বৃহদাকার এ এন ১২ পরিবহন বিমান পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিমান দু'টি আজ বিকালে মস্কো থেকে দিল্লী হয়ে দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছায়। মঙ্গলবার সকালে ঐ বিমান শরণার্থীদের নিয়ে নানা শিবিরে রওয়ানা হবে।

স্মরণযোগ্য যে, পাক জঙ্গীচক্রের বর্বরতম ফৌজী আক্রমণের ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন ভারতের রাজ্যসমূহে চলে আসেন। সীমান্ত রাজ্যগুলি থেকে অত্যাধিক শরণার্থী চাপ সরাতে তাদের অধিকতর সুষ্ঠু আশ্রয় ব্যবস্থার জন্যে ভারতের অন্যত্র উদ্বাস্তু শিবিরে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সরকার এই কাজে সাহায্যের জন্য সোভিয়েত সরকারকে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে সোভিয়েত সরকার প্রথম দফায় এই ২টি বৃহৎ পরিবহন বিমান পাঠালেন।

এ এন ১২ প্রথম বিমানটির বৈমানিক দলটিকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা করেন সোভিয়েত দূতস্থানের কূটনীতিবিদ এবং পশ্চিম বঙ্গ ও ভারত সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। দিল্লী থেকে বিমানে তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ বিভাগের অফিসার শ্রী ভিপি বাইদাকোভ কলকাতায় আসেন।

বিমানবন্দরে স্বাগত জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাস্থ সোভিয়েত কন্সাল শ্রী ভি দিউলিনসহ কন্সাল শ্রী ভি গুর্গেনভ, সোভিয়েত এয়ারোফ্লাতেস্ক ক্যাপ্টেন সেজকুলোভ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এস সি রায় ও অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সোভিয়েত ঔষধ ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে আরও বিমান দু'এক দিনের মধ্যে এসে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩০। ইসলামী দেশ বিপন্ন বলে বাংলাদেশে জাতি হত্যা চাপা দেয়া যাবে না।	কালান্তর	১৬ জুন, ১৯৭১

ঐশ্লামিক দেশ বিপন্ন বলে বাংলাদেশে জাতি হত্যা চাপা দেওয়া যাবে না
ইয়াহিয়া সামরিক সরকারের ঘৃণ্য অপরাধের প্রতিবাদে
আরবের ৫টি যুব সংস্থার বিবৃতি

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বার্লিন, ১৫ জুন- পাক সামরিক চক্র বাংলাদেশে জাতি হত্যার ঘৃণ্য অপরাধ চাপা দেওয়ার জন্য ঐশ্লামিক দেশ বিপন্ন বলে যে ধুয়ো তুলেছে তা আরব দেশের জনগণকে প্রতারিত করতে পারবে না বলে এখানে আরব দেশের ৫টি যুব সংস্থা এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছে।

আরব দুনিয়া থেকে বাংলাদেশের জনগণের ওপর ইয়াহিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে এই প্রথম বিবৃতি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চমকপ্রদ জয় বর্ণনা করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দেবার এবং জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অনুরোধে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ওপর জাতি হত্যা শুরু করেছে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর গণহত্যা এবং ইয়াহিয়া ফৌজের সামরিক বর্বরতা দেশের ঐক্যর ওপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছে।

বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামরত যুবকদরে প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য সংহতিমূলক প্রচার সংগঠিত করার এবং সামরিক শাসকের জাতি হত্যার মুখোশ খুলে দেওয়ার উদ্দেশে আরব দেশের যুবকদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করতে হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে সিরিয়ার ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ইউনিয়ন, ইরাকের ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ইউনিয়ন, ইয়েমেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আসসালাফি যুব আন্দোলন, সুদানের যুব ইউনিয়ন, লেবানন ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন। জানা গেছে যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যুব সংস্থার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশে আগত উপরোক্ত আরব যুব সংস্থার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতীয় যব ফেডারেশন ও যুব কংগ্রেসের সর্বশ্রী যোগিন্দর সিং দয়াল ও জনার্দন সিং আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবেই বাংলাদেশ সম্পর্কে আরব দেশের যুব সমাজের পক্ষ থেকে ঐ মর্মে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩১। হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	১৬ জুন, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JUNE 16, 1971

Editorial

THE TRAGEDY OF ITALL

Days roll by, weeks pass. And with time mounts the plight of the peace and freedom- loving people of. Bangladesh. The distress of those who have taken refuge in India to escape the barbarous hordes of General Yahya Khan is indeed too deep for words. Yet, the Prime Minister of the Bangladesh Government, Mr. Tajuddin Ahmed, has sought for the umpteenth time to bring home to the Big Powers and not so big powers, the tragic truth about the refugees. In the course of his recent broadcast to the world, he spoke feelingly about the problems facing the uprooted masses arid their host country. He also underlined the sad fact that the so-called world conscience seemed to have taken a holiday.

The Prime Minister of Bangladesh has thanked India for standing by his people in times of great calamity. This, India has of course done -this, one might say, was expected of this country with its policy of friendship and understanding and solid opposition 10 forces of tyranny. The influx of refugees no doubt has put a tremendous strain 011 India's limited resources. Still the guests from the other side of the border have been received as guests. With no immediate promise that other nations would share the bill or that the refugees would soon safely return from where they bad originated. It is indeed a great pity that the Arab countries for whom India had always spoken up, have not thought it fil to utter one word of condemnation. Their ominous silence gives Islamabad the benefit of which certainly is not in doubt.

What is more painful is that the great powers of the world are quite reluctant 10 condemn openly and unequivocally the brutalities perpetrated by Islamabad which, in the first place, destroyed so many homes and lives. They have not yet told Yahya that no arms or economic aid could be given him, for the simple reason that any such would inevitably be converted into instruments of persecution. Mr. Ahmed knows from experience how cruel this could be. And he is fully eligible to hold that any country which now will come to the aid of the tottering regime of Yahya Khan will forfeit the right to make pious noises in the name of democracy, peace, human rights and the like. Those who will extend helping hands towards Islamabad's military clique are to he dubbed for what they are-accessories to genocide.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩২। ১৯ জুন 'বাংলাদেশ' দিবস পালন করুন	কালান্তর	১৭ জুন, ১৯৭১

১৯ জুন 'বাংলাদেশ' দিবস পালন করুন

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৬ জুন- পশ্চিম পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্র ও সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের জন্য যারা লড়াই করছে সেই 'বাংলাদেশের' জনগণের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য ১৯ জুন এই রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ 'বাংলাদেশ' দিবস পালন করবেন। আজ শ্রী শিশির কুমার গাঙ্গুলী (আইএনইউসি), শ্রী মাখন চ্যাটার্জী (এইচ এম এস), শ্রী যতীন চক্রবর্তী (ইউটিএউসি) এবং শ্রী ফটিক ঘোষ (ইউটিইউসি) আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলাদেশের সংহতির জন্য ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ জুন 'বাংলাদেশের' জন্য সর্বত্র সভা সমাবেশ হবে।

বিবৃতিতে বল হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯ জুন কেন্দ্রীয়ভাবে ভারত সভা হলে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৩। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বনগাঁও সুবৃহৎ সমাবেশ	কালান্তর	১৭ জুন, ১৯৭১

মহিলা ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির উদ্যেগে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বনগাঁও সুবৃহৎ সমাবেশ

বনগাঁ, ১৬ জুন (সংবাদদাতা)- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির আহবানে বনগাঁর রেল স্কুল ময়দানে গত ১৪ জুন দশ হাজার মানুষের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, বনগাঁয় আশ্রিত বাংলাদেশ শরণার্থীদের একাংশ এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, সর্বভারতীয় বিশিষ্ট মহিলা নেত্রীরা ভাষণ দেন। স্থানীয় জননেতা শ্রী অজিত গাঙ্গুলী এম এল এ মহিলা নেত্রীদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন। শ্রী গাঙ্গুলী বলেন, সমস্যাজর্জরিত সীমান্ত শহর বনগাঁ লক্ষাধিক শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে এবং এগিয়েই থাকবে।

বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী শ্রীমতি বিমলা ফারুকী বলেন, জঙ্গীনায়ক ইয়াহিয়া বাংলাদেশের মানুষের উপর নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়েছে। যার ফলে লাখো লাখো মানুষ এ দেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই আমরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছি না, তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সাহায্য করাও আমাদের উদ্দেশ্য, কারণ আমরাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

তিনি জানান যে, বাংলাদেশ থেকে আগত ভাই-বোনদের সাহায্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির জন্য জাতীয় ফেডারেশন ভারতজুড়ে প্রচারাভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত করেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রী মালেকা বেগম এপার বাংলার মানুষের কাছে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, অনেক কষ্টে ও দুর্ভোগে আমরা এ দেশে আশ্রয় নিয়েছি। অন্য দেশে চিরকাল আমরা থাকব না। আমরা এখানে নিজেদের সংগঠিত করে সংগ্রাম তীব্রতর করার প্রস্ততি নিচ্ছি।

শ্রীমতি বেগম বলেন, ২৩ বছরেও বাংলার মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ পায়নি। তাই তারা আজ স্বাধীনতা অর্জনের লাড়াইয়ে নেমেছে।

তিনি ইয়াহিয়ার ক্রুরতা হিটলারকে হার মানিয়েছে বলে মন্তব্য করেন। শেষত: তিনি ঘোষণা করেন, জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে আর নিষ্ঠুরতায় আমাদের চোখের পানি শুকিয়েছে, কিন্তু মনের আগুন নেভেনি। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে এক হয়ে লড়তে হবে।

জননেত্রী শ্রীমতি অরুণা আসফ আলী বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এখন বুঝতে পারছে, এটা গৃহযুদ্ধ নয়। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি, বাংলাদেশের পাশেও দাঁড়াতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব শরণার্থীদেরও আছে, আমরা তাদের সাহায্য করব।

পশ্চিম বাংলার জননেত্রী শ্রীমতি গীতা মুখার্জি ইয়াহিয়ার চক্রান্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া এক বেয়নেট দিয়ে মুক্তিকামী বাঙ্গালী তরুণদের হত্যা করছে আর এক বেয়নেট দিয়ে হিন্দুদের এ বাংলায় তাড়িয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের মিলিত সংগ্রাম এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করাতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী বলেন, তিন মাস চেষ্টা করেও ইয়াহিয়া বাংলাদেশে একটা কাঠের পুতুল সরকারকে দাঁড় করাতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী চক্রের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিকে হয়ে স্বাধীনতার লাড়াই চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চুড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য হিন্দু মুসলমান শরণার্থীদেরও হাতিয়ার তুলে নিতে হবে।

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী দেবনাথ চক্রবর্তী ও ওপার বাংলার শিল্পীরা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৪। মুক্তির দূত মুক্তিফৌজ	কালান্তর	১৭ জুন, ১৯৭১

মুক্তির দূত মুক্তিফৌজ

বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে এসেছেন, আজও আসছেন। তারা পীড়িত, আর্ত, অসহায়, আশ্রয়প্রার্থী। অতিশয় স্পষ্ট ও অত্যান্ত প্রকাশ্য এই ঘটনা, ফলে সাদা চোখেই মানুষ তা দেখেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে বাংলাদেশের যৌবন। বিভিন্ন শিক্ষা-শিবিরে স্বদেশের পীড়া, দুঃসময় ও অসহায়তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য যে মুক্তিফৌজের অঙ্কুরের মধ্যে জমেছে এবং ইয়াহিয়ার ফৌজের সঙ্গে লড়াই করে ঐ অঙ্কুর যে চাড়াগাছ হয়ে উঠেছে, তা কজনে দেখেছেন? এই পত্রিকার বুধবারের সংখ্যায় কমিউনিষ্ট নেতা শ্রী বর্ধনের দেখা ঐ রূপ কয়েকটি শিবিরের বর্ণনা রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ছেলেরা একত্রে হাতেনাতে লড়াই-এর শিক্ষা নিচ্ছেণ । শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে ১৩ বছরের কিশোর। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ফৌজী ক্রিয়াকর্মে অভিজ্ঞ ৫০ বছরের প্রৌঢ় শত্রূকে ঘায়েল করার বহু সাফল্যে মুক্তিফৌজের রেকর্ডও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই মুক্তিফৌজই হল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। ভারতে আগত অসহায় শরণার্থী এবং বাংলাদেশের ভিতরেও অসহায় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হলে এই মুক্তিফৌজ। ভারতে আগত ছিন্নমূল যারা, শুধু তারাই ছিন্নমূল নন; বাংলাদেশের ভিতর যারা আছেন তাঁরাও ছিন্নমূল। বাংলাদেশের ভিতরে কোন একটি কল কিংবা কারখানায় আজ ধোঁয় ওড়ে না। ৪০ লক্ষ শ্রমিক একটানা ধর্মঘটে লিপ্ত। সেখানেও সমাজের চাকা স্তব্ধ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের, তারা ভারতে রয়েছেন কিংবা বাংলাদেশে আছেন, সকলেই পুনর্বাসন চাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকেই ইয়াহিয়া খাঁ চুরমার করেছে। তাদের এক সপ্তমাংশ যদি ভারতে উৎক্ষিপ্ত, তবে ছয়-সপ্তমাংশ বাংলাদেশেই আছেন। মুক্তিফৌজ হল কারিগর, যারা এই ভাঙ্গা মানুষকে জোড়া দেবে, ভাঙ্গা দেশকে পুনরায় গড়বে।

বাংলদেশের মুক্তিবাহিনীর এই খবরই বিশ্ব বিবেককে চাঙ্গা করে তুলছে এবং তুলবে। পাঁচটি আরব রাজ্যের যুবসংস্থাগুলির একটি যৌথ ঘোষণা হল তারাই চিহ্ন। ইস্রায়েলের দস্যু আক্রমণে প্যালেস্টাইনের ছিন্নমূল শরণার্থীদের জন্য বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সাহায্যের মানে যারা বোঝেন, কতদিন তারা বাংলাদেশের ছিন্নমূলদের প্রতি নিজেদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা ভুলে থাকতে পারেন? বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিকদের দৃষ্টির ঘোর কাটার জন্য কিছু বেশী সময় লাগতে পারে। কিন্তু আরব দেশগুলির যুব সংস্থাগুলির যৌথ ঘোষণাই হল প্রমাণ যে, অঙ্কুর ওখানেও ডালপাড়া মেলতে শুরু করেছে।

ভারতে আগন্তুক শরণার্থীদের কাছে, বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরের যুবকদের কাছে আজ মাত্র একটি ডাক- তোমরা মুক্তিফৌজে যোগ দাও। স্বদেশের মুক্তির জন্য তোমাদের সংগ্রাম বিশ্ব মানবতাকে তোমাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং দেবে। তোমাদের সংগ্রামই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগমনকারী ছিন্নমূলদের যেমন একমাত্র ভরসা, তেমনই বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থানকারী ছিন্নমূলদেরও পুনর্বাসন ও পুনর্জীবনের একমাত্র সহায়। বাংলাদেশের মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীনতাই হল একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্যে এ দেশেরও কোন কোন দল ও ব্যাক্তি, যারা ভারতেই শরণার্থীদরে পুনর্বাসন চাই বলে প্রচার করছে, তারা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে ইয়াহিয়ার চর।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৫। বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য 'মাষ্টার প্ল্যান' চাই	কম্পাস	১৭ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য 'মাষ্টার প্ল্যান' চাই

বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের মধ্যে শুধু ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, দায়িত্ব লাঘবও হয় না। এদের সুসংগঠিত একটি ফলপ্রসূ শক্তিতে পরিণত করার জন্য আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং অনতিবিলম্বে সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করাও অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণ ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইন ব্যাবসায়ী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেককেই এই অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এই বাংলার মানুষের উদ্যোগী হতে হবে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে পশ্চিম বাংলা সরকারও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে কতকগুলি বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারী করতে হবে।

গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশের তরুণদের বিশেষ ট্রেনিং দান করা এবং এই রণকৌশলে তাদের সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত করে তোলা বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যাগত এবং গণগুত পরিস্থিতি কিছুমাত্র সন্তোষজনক নয়। গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক কর্মপন্থার জন্যই এখন পর্যন্ত সম্ভবত সাত থেকে আট হাজারের বেশী তরুণ তালিকাভূক্ত হননি।প্রকৃত ট্রেনিং কতটা দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্য আমরা কিছু জানি না, কারণ স্বাভাবিকভাবেই তা গোপন সামরিক দপ্তরের বিষয়।

কতসংখ্যক তরুণকে এ কাজে পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে বহু পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট আসছে। তবে প্রায় ষাট লক্ষ উদ্বাস্তুদের মধ্যে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের অন্তত পাঁচ ছয় লক্ষ তরুনের নাম রেজিস্ট্রারে থাকা উচিত। ভারত সরকার এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শরণার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই যুবকদেরও অন্নবস্ত্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। কিন্তু কেন এই পাঁচ ছয় লক্ষ তরুণকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে না? এনসিসি পদ্ধতির ট্রেনিং (পিটি, প্যারেড, বন্দুক চালনা, ফার্স্ট এইড, সমাজ কল্যাণ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, ক্যাম্পের শরণার্থী সেবার মধ্য দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সবই এই শিক্ষণ সূচীর মধ্যে পড়বে) দেওয়াটা তো বিপজ্জনক কিছু নয় ভারতীয়। ছাত্রদের জন্য এনসিসি বাধ্যতামূলক, কিন্তু তার সঙ্গে ছাত্রদের রাজনৈতিক মতপথ জড়িয়ে তো কেউ দুশ্চিন্তা করে না।

কোনো শত্রু পক্ষীয় লোক যাতে এই বিশেষ ট্রেনিং-এর সময় শিক্ষণকারী তরুণদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আত্মগোপন করে থাকতে না পারে তার জন্য স্ক্রুটিনী ও স্ক্রীনিং করার পরে এই সুশিক্ষত ও সুসংহত বিশাল যুব বাহিনী থেকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং কম্যান্ডো ও গেরিলা গ্রুপের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘদিন সৈন্য জোগানে সম্ভব। সমস্ত তরুণদের যদি আলাদাভাবে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের মধ্যে সতর্ক বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে স্ক্রুটিনী ও স্ক্রীনিং-এর কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

এই অজস্র শরণার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা একটি বিরাট দায়িত্ব এবং প্রচন্ড সমস্যা। পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাটাই এতে দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে। উপরন্তু এই হত দরিদ্র, শৃঙ্খলাহীন ভারতে এই দেশত্যাগী হৃতসর্বস্ব মানুষের স্রোত যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি করবে সেই পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রকারীরা ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত শরণার্থী যুবকদেরই

যদি নিয়মশৃঙ্খলার আওতায় আনা যায় তবে তার প্রভাবে সমগ্র শরণার্থী স্রোতই নিয়ন্ত্রিত হবে। এই তরুণেরা শরণার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। অতএব, সর্বাগ্রে বাংলাদেশ থেকে আগত যুবশক্তিকে পূর্ণত শৃঙ্খলাবদ্ধ করার মধ্যেই রয়েছে এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চাবিকাঠি।

প্রত্যেক কর্মী ও সংগঠককে ট্রেনিং দিয়ে শরণার্থী যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করা ও সুনিপুণভাবে যুবশিবিরগুলি পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে অজস্র কর্মী পাওয়া সম্ভব। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, নানাবিধ কাজে যুক্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, যথা, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইন ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়াররা আজ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। চাকুরীর সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে, উদ্দেশ্যহীনভাবে বৃথা ঘুরে তাঁদের লাভ নেই। স্বদেশীয় মানুষ ও যুবকদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আদেশ জারি করা উচিত। আমরা আশা রাখি যে, যদি জাতীয় স্বার্থে একটি বিরাট ফলশ্রুতিপূর্ণ পরিকল্পনার আয়ত্তে এঁদের নিয়ে আসা যায় তাহলে এঁদের অধিকাংশই জীবনের বিভ্রান্ত লক্ষ্যকে পুনরায় ফিররে পাবেন। ইতিহাস, জনস্বাস্থ্য, ভুগোল, অক্ষর পরিচয়, ব্যবস্থাপনা, রাজনীতিজ্ঞান, সহায়হীন শরণার্থী সেবায় আত্মনিয়োগ সমস্তই এই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত হবে।যদি টেকনিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য যথেষ্ট লোক না পাওয়া যায় তাহলে ভারতীয়দের মধ্যে থেকে কর্মী সংগ্রহ করে শূণ্যস্থান পূর্ণ করা যাবে।

এটা স্বাভাবিক যে মুসলমান শরণার্থীদের চেয়ে হিন্দু শরণার্থীরা সংখ্যায় বেশী হবেন। এই হিন্দু শরণার্থীদের মনোবলই সবচেয়ে বেশী বিধ্বস্ত দেখা যাবে এবং বেশির ভাগ হিন্দু যুবকেরা বাংলাদেশে আর ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করবে না। কিন্তু যদি বাংলাদেশ এবং ভারতের সর্বস্তরের নেতারা একযোগে এদের মধ্যে ব্যাপক, গভীর এবং সুশৃঙ্খলভাবে রাজনৈতিক কাজ করে যান তাহলে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে। শরণার্থীদের মধ্যে বহু হিন্দু তরুণ সবকিছু সত্ত্বেও এখনো মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছুক। ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র, পরিকল্পনা ইত্যাদি সহযোগে এদের সুশিক্ষিত করে তুললে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে সার্বিভাবে প্রত্যাঘাত করার মুহূর্তে এঁরা এগিয়ে যাবেন।

এ কাজে প্রচুর টাকা দরকার এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শরণার্থীদের ভরণপোষণের জন্য টাকা আমাদের জোগাড় করতেই হবে। বিক্ষিপ্ত বা আধাখেঁচড়াভাবে নয়, এত বড় একটা যুবশক্তিকে প্রকৃত টেনিং দিতে হলে যে আরো কিছু বেশি টাকা দরকার তা সত্য। কিন্তু এই অর্থব্যয় পরিণামে উভয়ত লাভজনক হবে। শরণার্থীদের ব্যাবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের জন্যে এক বিরাট শক্তিকে গড়ে তোলা দু'টি কাজই এতে সার্থক হবে। তবে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, পানীয়জল, পোষাক-পরিচ্ছদ, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, চিকিৎসা ব্যবস্থা এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া যুব-শিবিরগুলির কাজ আরম্ভ করা ঠিক নয় । যাতে অতি প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিসগুলোর অভাবে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিরক্তি দেখা না দেয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতেই হবে।

যদি ভারত আজ এ দায়িত্ব যোগ্যভাবে গ্রহণ ও পালন করতে পারে তবে একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ এজন্য ভারতকে আন্তরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করবে- আর অদূরভবিষ্যতে বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করার কাজে স্বাধীন বাঙালিরা এই লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষত সুনিয়ন্ত্রিত যুবকদের নিয়োগ করতে পারবেন। আজ যা অসহনীয় বোঝা মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা-ই এক বিশাল সজীব সোনার খনি বলে পরিগণিত হবে। চূড়ান্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিকেও পরম মঙ্গলের প্রতি পরিচালিত করার এটাই একমাত্র পথ।

কিন্তু কে এই বিরাট পরিকল্পনার দায়িত্ব নেবেন এবং তা কার্যকরী করবেন? আজ অত্যান্ত তীক্ষ্ম এবং দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে প্রত্যেকের দায়িত্ব প্রত্যেকের সামনে পরিস্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, এবং ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা গঠন

করতে হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজকর্মীদের উপদেষ্টা হিসেবে নিতে হবে। দু'টি দেশের যৌথ ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে আমরা প্রস্তাবটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। মনে রাখা দরকার 'শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে' বিশ্বের দরবারে এটা কাতরকণ্ঠে বলে বেড়ালেও দায়িত্বটা 'বিশ্ববিবেক' বা 'বিশ্বমানবতার' নয়, তাদের দোষারোপ করার চেয়ে নিজেদের কতকগুলি কমিটমেন্ট এ আসা বেশি প্রয়োজন। এক্ষুণি শরণার্থীরা ফিরতে পারবেন না। সম্মুখে দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘপথ। উভয় দেশকেই এই মহান দুঃখ বহন করার শক্তি অন্তর থেকে অর্জন করতে হবে। বলহীনের কাছে কিছুই লভ্য নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৬। ফুলবাড়ী সীমান্তে পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণ	দি স্টেটম্যান	১৯ জুন, ১৯৭১

THE STATESMAN, JUNE 19, 1971

PAK ARMY SHELLS PHULBARI OUTPOST: 3 INDIANS HURT

Krishnagar, June I8-Three Indian villagers and a Bangladesh evacuee were injured today in one of the longest shelling by Pakistani troops at the Indian-border outpost of Phulbari, about 90 kilometers from here, report agencies.

The Pakistanis used light machineguns, mortars and 25 pounders in their attack which lasted for over seven hours from 4 this morning.

There was no casualty on the Indian side.

The injured were admitted to hospital here.

Pakistani shells also landed at Gede, Dahokula and Sikarpur.

The Indian Border Security Force returned the fire at all the places and the exchange was continuing tonight.

A Pakistani observation plane was seen circling over the Kushtia region close to the border, Indian air space, however, was not violated.

Meanwhile, Bangladesh liberation forces who were in control of Koripara outpost in Kushtia sector of south-western Bangladesh which they wrested on June 16 today withdrew from the area this morning towards Tentulbaria as the Pakistanis brought in reinforcements in battalion strength. The Mukti Fouj had taken up fresh defensive positions in Tentulbaria.

Kadipara outpost is opposite to Fulbari (Nadia district of West Bengal).

Our Karimganj correspondent adds: The Mukti Fouj is advancing steadily in Bangladesh opposite Karimganj and sounds of mortars and light machine guns were heard by the people of Karimganj on Wednesday morning.

The Mukti Fouj has blown up Dolney Bridge between Latu and Barlekha.

Shilua tea garden authorities were working as Pak Army agents, so the Mukti Fouj has blown up the factory of the aforesaid tea garden. Two Muslim League leaders were proceeding in a motor car to the Pak Army camp to give this information when a guerilla party blew up the motor car killing both the Leaders.

Muktibahini activities have also been reported from opposite the Sutarkandi sector on the Karimganj border.

On June 15 the Pak Army killed three Hindus and molested two women at Balaut near Karimganj town in Bangladesh.

Tetulia is now under control of liberation forces who are fiercely fighting Pak troops in Pachagarh and Thakurgaon sectors of Dinajpur and inflicting heavy casualties on them, our Raiganj correspondent adds.

Bodies of many Pak troops bearing bullet injuries are floating down river Tangon to Bangshihari of West Dinajpur.

Our Agartala Office adds: In a fierce battle for three continuous days since June 9 at Karerhat in Ramgarh sector Bangladesh forces killed 200 Pak troops according to a delayed report received from across the border. One hundred fifty dead bodies of Pak soldiers were on exhibition on June 11 at Karerhat. On June 12, however, the Bangladesh forces had to retreat from Karerhat when the reinforced Pak Army launched attacks on the former.

Nearly 20,000, men. women and children-mostly Muslims -crossed the border on Wednesday at Mohanpur alone following Pak Army's indiscriminate shelling throughout the whole night on Tuesday in an area of 20 sq miles in the southernmost part of Sylhet district opposite to Mohanpur and Sidhan.

Streams of evacuees were seen moving in foot towards Agartala in the entire eight mile route from Sidhan to Mohanpur. The evacuees said the shelling was so heavy that about 30 villages had been burnt in one night rendering 50,000 villagers homeless and killing many.

For the first time foreign aid for Bangladesh evacuees sheltered in Tripura were received yesterday. A Canadian Air Force Hercules aircraft delivered 49,000 pounds of Australian aid today at Agartala. The consignment included polythene sheets, tarpaulins, anti-biotic medicines and food-stuffs valued at Rs. eight lakhs. The aircraft has been chartered by the Australian Government to carry aid materials to India and Nepal. Graeme K. E. Noonan, Second Secretary and Consul, Australian High Commission in New Delhi who delivered the aid Tripura Government told Hindustan Standard that for a week from June 19 one aircraft each day will be carrying shelter materials for Bangladesh evacuees direct from Australia to Agartala.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৭। মার্কিন অস্ত্রে বাংলাদেশে রক্ত ঝরানো চলবে না	কালান্তর	২৫ জুন, ১৯৭১

মার্কিন অস্ত্রে বাংলাদেশে রক্ত ঝরানো চলবে না

৮টি শরণার্থী শিবিরে কেলোগের সামনে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ

বনগাঁ, ২৪ জুন- মার্কিন সরকারের শরণার্থী দপ্তরের প্রতিনিধি শ্রী ফ্রাঙ্ক কেলোগ আজ সীমান্ত অঞ্চলের শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে এলে কমপক্ষে ৮টি স্থানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের প্রতিবাদে এক বিরাট সংখ্যক জনতার বিক্ষোভের সম্মুখীন হন।

বিক্ষোভকারীরা তাঁর সামনে ‘খুনী ইয়াহিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ কর’, ‘দ্বি-মুখী নীতি বন্ধ কর’ ও ‘মার্কিন অস্ত্রে বাংলাদেশে রক্ত ঝরানো চলবে না’ প্রভৃতি শ্লোগানসহ বিক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে ইউএনআই জানিয়েছেন।

যশোহর রোড ও বাগদা রোডের বিভিন্ন স্থানে, বনগাঁ সদর হাসপাতালে ও মালঞ্চ শরণার্থী শিবিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখানো হয়।

মালঞ্চ শিবিরে শ্রী কেলোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র শরণার্থীরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে জর্জরিত করে তোলেন। দু’জন শরণার্থী তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করে জানতে চান,-তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য কি। শরণার্থী দু’জন বলেন, যখন তোমার দেশ পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করেছে তখন তুমি এখানে কোন উদ্দেশ্যে এসেছো?

প্রশ্নের জবাবে শ্রী কলোগের সহযোগী মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট বলেন যে, তাঁরা শরণার্থীদের জন্য আরও বেশী পরিমাণ সাহায্য দানের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছেন।

শ্রী কেলোগ বনগাঁ সদর হাসপাতালে পৌঁছুলে সেখানেও তাঁকে সৈন্যদের গুলিতে আহত শরণার্থীরা রয়েছেন।

প্রসঙ্গতৎ উল্লেখযোগ্য যে, এই হাসপাতালে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের গুলিতে আহত শরণার্থীরা রয়েছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জেন ডঃ টি হোসেন শ্রী কেলোগের সামনে ৪টি অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়ে হাজির করিয়ে তাদের অবস্থা দেখান।

এই ছেলেমেয়েদের চোখগুলি ইয়াহিয়ার সৈন্যের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরিশেষে শ্রী কেলোগের স্বীকার করতে হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৮। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশল ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম	কালান্তর	২৫ জুন, ১৯৭১

(সম্পাদকীয়)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশল ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান ও পরোক্ষ সাহায্য আজ আর গোপন নয়। বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই যেখানে স্বাধীনতার সংগ্রামকে দমন করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিক সাহায্য করছে না। এটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ধর্ম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

এতদিন যাবৎ মার্কিন সরকার বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুম্ভিরাশ্র বিসর্জন করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেছিল। এখন তারা প্রতারকের মুখোশ ফেলে দিয়ে সরাসরি পাকিস্তানী জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র প্রেরণ করেছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য। পেন্টাগন থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অস্ত্র বোঝাই জাহাজ করাচী অভিমুখে রওনা হয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ যখন ইয়াহিয়া খানের জাতিহত্যার বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদে সোচ্চার, যখন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠেছে, তখনই মার্কিন সরকার তার ভেক পরিবর্তন করে পাকিস্তানকে সরাসরি সামরিক সাহায্য দানে অগ্রসর হয়েছে। তার চায় পাক-ভারত উপমহাদেশের দ্বিতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বরণনীতির অংশ। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পেছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে এবং মার্কিন সহায্যপুষ্ট হয়েই যে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার জাতিহত্যা অভিযান চলেছে তা আজ দিবালোকের মতো পরিস্কার। অতএব, এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হলে, মর্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সর্বপ্রকার প্রত্যাশা পরিত্যাগ না করলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এটা যেমন সার্বজনীন সত্য, তেমনই বাংলাদেশের পক্ষেও সত্য এবং বাস্তব। রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে এ সত্য উপলব্ধির পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশ পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন প্রত্যাশা করছেন বলেই এখনও বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সংহতি বা ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারকে মার্কিনী সামরিক সাহায্যদান নিশ্চয় আওয়ামী লীগ নেতাদের মোহমুক্ত করবে। বাংলাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদেরই ভৃত্য ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিক জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন যে অপরিহার্য এই সত্যটিকে আর অস্বীকার করার উপায় নেই। দলমত নির্বিশেষে যাঁরাই মুক্তিসংগ্রামে অত্মনিয়োগ করেছে তাঁদের ঐক্যের মধ্যেই সংগ্রামের দুর্বার শক্তি নিহিত রয়েছে। এটাই হল এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য অমূল্য সম্পদ। আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে সার্বিক জাতীয় ঐক্য ব্যতীত অপর কোন পথ নেই। একমাত্র এই পথেই বাংলার শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। একমাত্র এই পথেই বাংলাদেশের মানুষ ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

সার্বিক জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের যে সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি হবে সেই বাহিনী সাধারণ মানুষের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বাংলার স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করবে, শত্রুম্নকে নিধন করে মুক্ত অঞ্চল গঠনের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত করবে। এই সার্বিক ঐক্যের পথ হল গণতন্ত্র বিকাশের ঐতিহাসিক পথ। এই ঐক্যের বিনাশ নেই, পরাজয় নেই। একমাত্র এই পথেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৩৯। মার্কিন সরকারকে সাফ জবাব দেওয়ার সাহস ভারত সরকারের নেই	কালান্তর	২৫ জুন, ১৯৭১

রাজ্য সভায় ভূপেশ গুপ্তর অভিযোগ

মার্কিন সরকারকে সাফ জবাব দেওয়ার সাহস ভারত সরকারের নেই
পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা

নয়াদিল্লী, ২৪জুন-মার্কিন সমরাস্ত্র বোঝাই দুই পাকিস্তানী জাহাজকে কেন্দ্র করে আজ রাজ্যসভায় এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে আলোচনাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং অত্যন্ত বেকায়দায় পড়েন।

ইউএনআই জানাচ্ছে, এক সময়ে কামিউনিস্ট সদস্য শ্রী ভুপেশ গুপ্তর সঙ্গে শরণ সিং এর তীব্র কথা কাটাকাটি হয়। শ্রী গুপ্ত অভিযোগ করেন, মার্কিন সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করার সাহস, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত এই সরাকারের নেই।

দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি দাবী করেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করার প্রতিশ্রুতি যে মার্কিন সরকার ভঙ্গ করেছে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য ভারত আমেরিকার তেল এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ বাজেয়াপ্ত করা হোক।

শ্রী গুপ্ত বলেন, মার্কিন সরকার এই ভাষাই বোঝে।

শ্রী শরণ সিং সদস্যদের কাছে মার্কিন সরকারের যে অভিমত ভারত সরকার জেনেছে তার এক বিস্তৃত বিবরণ দেন।

দৃষ্টি আর্কষণীয় প্রস্তাবটি ছিল, ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য চিত্ত বসুর।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং সদস্যদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেন যে, দু'টি জাহাজ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের পথে রওয়ানা হয়েছে সেই সমরাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্যে মার্কিন সরাকারের কাছে দাবী করা হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অতীত চুক্তির দোহাই দিয়ে আর নতুন কোন অস্ত্র সরবরাহ করা হবে না এই প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছে। শ্রী সিং এও জানান , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে জরুরী দৃষ্টি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'আমরা ওদের কাছে থেকে জবাবের প্রতীক্ষায় আছি।'

শ্রী সিং সদস্যদের উদ্বেগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ২২ জুন, নিউইয়র্ক টাইমস যে সংবাদ দিয়েছে তা সঠিক। গত ৮ মে এবং সর্বশেষ ১১ জুন 'সুন্দর বন' আর 'পদ্মা' পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে নিউইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছে এবং তাতে মার্কিন সমরাস্ত্র আছে।

তিনি জানান, ২২ জুন সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। নয়াদিল্লীর মার্কিন দূতাবাসেও বিষয়টি জানানো হয়।

শ্রী সিং বলেন, মার্কিন সরকারের বক্তব্য হলো ২৫ মার্চ এর পর পাকিস্তানকে কোন সমরাস্ত্র সরবরাহের অনুমতি বা রপ্তানি লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। ঐ জাহাজের মালগুলি আগের অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ হয়ে থাকতে পারে এবং এতে হয়ত এমন কিছু আছে যার জন্য রপ্তানি লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। জাহাজে ৮টি বিমান থাকার কথা মার্কিন সরকার অস্বীকার করেছে। আর কোন নতুন জাহাজ যাবে কি-না সে সম্পর্কে সরকারেরর কাছে কোন তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন তবে তাঁরা খোঁজ করে দেখেছেন। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটরী জানিয়েছেন এতে কিছু সমরাস্ত্র থাকতে পারে।

শ্রী সিং এর জবাবে অসন্তুষ্ট সদস্যদের কেউ কেউ দাবি করেন ভারতের উচিত মাঝ দরিয়ায় জাহাজ দু'টির পথ আটকানো। জবাবে শ্রী সিং বলেন ঐ কর্মধারা হবে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। সাধারনতঃ সংঘর্ষে লিপ্ত দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ সম্প্রসারণের সময়ে ঐ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অতএব সেকথা চিন্তা করেই এই কাজে হাত দেওয়া উচিত।

অন্য কয়েকজন সদস্য দাবি করেন এই কাজকে ভারত সরকার 'অবন্ধু জনোচিত শত্রুতামূলক কাজ' বলে ঘোষণা করুক এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারের আছে এ কথা জনিয়ে দেওয়া হোক।

জবাবে শ্রী সিং বলেন, সভার সঙ্গে সরকারও উদ্বিগ্ন এবং দৃঢ়ভাবে মনে করে আরও সরবরাহ বন্ধ করা মার্কিন সরকারের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে মার্কিন সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ নাকচ করা হবে এবং বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান যে বর্বতার অপরাধ করেছে তা মার্জনা করা হবে। তছাড়া 'অবন্ধুজনোচিত এবং শত্রুতামূলক কাজ' এই কথাটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য অর্থ বহন করে।

কমিউনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত অভিযোগ করেন ভারত সরকারের সাহস, সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব রয়েছে। পালাম বিমান ঘাঁটিতে শরণ সিং-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদ ভূল হতে পারে শ্রী সিং-এর এ কথা চিন্তা করার কারণ কি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর গণহত্যা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে এ কথা মার্কিন সরকারকে ভারতের জানিয়ে দেওয়া উচিত।

এছাড়াও শ্রী গুপ্ত দাবি করেন যে, তেল ব্যাবসা সহ সমস্ত মার্কিনী ব্যবসায়িক স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ভাষাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোঝে, 'আপনাদের ভাষা' নয়।

তিনি আরও আভিযোগ করেন, নিউইয়র্কস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা ভারতের মনোভাব সঠিকভাবে পাদপ্রদীপের আলোকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪০। বিক্ষুব্ধ ভারতের দাবি: মার্কিন অস্ত্র বোঝাই পাক জাহাজ আর যেন না এগোয়	যুগান্তর	২৫ জুন, ১৯৭১

বিক্ষুব্ধ ভারতের দাবি :
মার্কিন অস্ত্র বোঝাই পাক জাহাজ আর যেন না এগোয়

(দিল্লী অফিস থেকে)

২৪শে জুন- মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রসহ যে দু'টি পাকিস্তানী জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে করাচীর পথে রওনা হয়ে গেছে তাদের মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে এই অস্ত্রশস্ত্র না দিবার জন্য ভারত মার্কিন সরকারকে আহবান জানিয়েছেন। পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া সম্পর্কে এক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং আজ সংসদে বলেন যে, মার্কিন সরকার জানিয়েছে যে, এই মাসে দু'টি পাকিস্তানী জাহাজ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছে এবং ২৫ মার্চের আগে প্রদত্ত অনুমতি অনুসারেই এই সব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম পাকিস্তানকে দওয়া হয়েছে।

এই অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান যাতে না পায় সে জন্য মার্কিন সরকারকে চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

সর্দার স্বরণ সিং রাজ্যসভার সদস্যদের জানান যে, পূর্বে অনুমতি অনুসারেও পাকিস্তানকে যাতে আর কোন অস্ত্রশস্ত্র এখন না দেওয়া হয় সেজন্য ভারত সরকার মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আশ্বাস চেয়েছেন।

মার্কিন সরকার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছেন এবং আমরাও ওয়াশিংটন থেকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারত সরকার মার্কিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে, বর্তমানে যখন পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে তখন পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে শুধু এই উপমহাদেশেরই নয়, সমগ্র অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে।

তছাড়াও এতে শুধু পাকিস্তানের প্রতি ক্ষমা দেখানো হবে না, আরও নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দান করা হবে।

তিনি বলেন, আমরা জানিয়েছি যে, এটা নিছক টেকনিক্যাল ব্যাপার নয়। একটি বিরাট অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নও এটির সঙ্গে জড়িত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর যে বলাৎকার চলছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মার্কিন সরকার পাক কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সামরিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাতে সাহায্য করবেন না বলে ভারত আশা করে। যতদিন না ইসালামাবাদ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে শরণার্থীদের আগমন রোধ করে ভারত থেকে শরণার্থীদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন ততোদিন যেন মার্কিন সরকার ইসলামাবাদকে সাহায্য দানে বিরত থাকেন।

সভার সকল শ্রেণীর সদস্যদের উদ্বেগে সম-অংশীদার হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, গত ৮ই ও ২১শে মে পদ্মা ও সুন্দরবন নামক দু'টি পাক জাহাজ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে করাচীর পথে রওনা হয়ে গেছে বলে নিউইয়র্ক টাইমসে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা মোটামুটি ঠিক।

চিত্ত বসু এবং ২০ জন সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ২২শে জুন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহাকারী সচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ২৩শে জুন নয়াদিল্লীতে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বিষয়টি আলোচিত হয়।

মার্কিন সরকার জানিয়েছেন ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানের কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তি অনুমোদন করা হয়নি, অথবা এই দিনের পর পুরনো কোন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি।

ভারতের অনুরোধে বিবেচনা করা হচ্ছে

নয়াদিল্লী, ২৪ শে জুন (ইউএন আই)-ভয়েস অব আমেরিকার এক রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে, সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে দু'টি পাকিস্তানী জাহাঁজ করাচীর পথে রওনা হয়েছে তাদের যাত্রা বন্ধ করার জন্য ভারতের অনুরোধ মার্কিন সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪১। ধরা পড়েছে মার্কিন ফাঁকি	আনন্দ বাজার পত্রিকা	২৫ জুন, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

ধরা পড়েছে মার্কিন ফাঁকি

মার্কিন সমর সম্ভার নিয়ে পাক-জাহাজগুলো করাচীর দিকে এগুচ্ছে। সংসদে উত্তেজনা বাড়ছে। সবাই জানে বাংলাদেশের কপালে দুঃখ অনেক। যারা গণতন্ত্র রক্ষায় উৎসর্গিত প্রাণ বলে কথিত তাঁরাই সেজেছেন ভক্ষক। তাঁদের অস্ত্র ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে। ভারতের জনসাধারণ ক্ষুদ্ধ এবং রাগে ফেটে পড়েছেন বাংলাদেশের জনতা। শরণার্থীরা প্রতিবাদমুখর । ওরা ঘেরাও করছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিদর্শনে। দুর্গত মানুষগুলো বুঝতে পারছে না মার্কিন কর্তৃপক্ষের দ্বৈতনীতি। এদিকে তাঁরা শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশায় চোখের জল ফেলছেন, অপরদিকে বাংলাদেশের দুষমনদের হাতে তুলে দিচ্ছেন মারণাস্ত্র। মানুষ মারার ব্যবসা এবং মানবতার উচ্চগ্রামী নিনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন কাজ। ওয়াশিংটনের যুক্তি দুর্বল। তাঁরা প্রতশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আগে কোন মার্কিন অস্ত্র যাবে না পাকিস্তানে। দুনিয়ার সামনে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে, মার্কিন প্রতিশ্রুতি ভূয়া। তার নেই কোন বাস্তব মূল্য। ওঁদের কথায় এবং কাজে ধরা পড়েছে লজ্জাজনক অসংগতি। সংসদ সদস্যদের উত্তেজনা খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের প্রশ্নবাণে নাজেহাল কেন্দ্রীয় সরকার। সাঝদরিয়া থেকে পাক-জাহাজের মার্কিন সম্ভার তুলে নেবার দাবি জানাচ্ছেন নয়াদিল্লী। অবাস্তব পাঁয়তারা। জ্ঞানপাপীকে জ্ঞানদান অসম্ভব।

পররাষ্টমন্ত্রী স্বরণ সিং বিব্রত। কত আশা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে তিনি করেছিলেন আলাপ-আলোচনা। অখন্ড বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছেন তিনি দেশে। লিখিত বিবৃতিতে স্বরণ সিং বলেছেন, গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক মার্কিন সরকার সত্যভ্রষ্ট হবেন না। তারপরই হাতেনাতে ধরা পরেছে গণতন্ত্রের মহামান্য সেবকদের কান্ডকারখানা। স্বরণ সিং-এর সার্টিফিকেট প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ। এই লাইন ক'টি বাদ দেবার জন্য সংসদে উঠেছিল দাবি। কেটে দিলে হয়ত খুশী হতেন মাননীয় সদস্যরা। কিন্তু তাতে মার্কিন সরকারের টনক নড়ত না। ভারতের দেওয়া সুনাম কিংবা বদনামে তাঁরা থোড়াই কেয়ার করেন। পাক-ভারত শক্তিসাম্য বজায় রাখা তাঁদের নীতি। চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মার্কিন কর্তার করবেন পাক - তোষণ। তাতে যদি গণতন্ত্র কিংবা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জাহান্নামে যায়, যাক। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই আমেরিকার। বলদর্পিত ধনীদের চিন্তাধারা আলাদা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর হাত-পা তাদের লেজের সঙ্গে বাঁধা। ওরা জানে কিছুক্ষণ ছটফটনির পর গরীবেরা ধর্না দেবে তাদের দরজায়। টাকা পেলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক শালীনতার মাপকাঠি বানাবে তারাই। অবশিষ্ট দুনিয়া মেনে নেবে ওদের নিরূপিত সভ্যতার নিত্যনতুন সংজ্ঞা। বেশি দিন আগের কথা নয়, ১৯৬৫ সালে মার্কিন অস্ত্র নিয়ে আয়ুব খান লাড়াই-এ নেমেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। তখনও মার্কিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এসেছিল প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ। তাতে কান দেবার দরকার বোধ করেনি আমেরিকা। মার্কিন অস্ত্র ইসরাইলে গেলে ক্ষেপে ওঠে আরব দুনিয়া। ওরা বলে এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হবে ইসরাইলী নির্যাতিত আরব হননে। এসব অস্ত্র যখন পাকিস্তানে যায় তখন তারা নীরব। অনেকে নীরব। অনেকে মনে মনে খুশী। একথা তাদের ধারণায় আসে না যে, মার্কিন মারণাস্ত্র প্রযোজ্য হবে বাংলাদেশের বাঙালি হননে। এগুলো ব্যবহার করবেন নরঘাতক ইয়াহিয়া খান। ওরা ভাবে, মুসলমান ইয়াহিয়া নির্বিচারে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান খুন করলে দোষ নেই। যত দোষ ইসরাইল যদি আরব নিধনযজ্ঞ চালায়। বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র আমেরিকাই বিবেক বর্জিত সুবিধাবাদী নয়, অন্যেরাও বড় কম যায় না।

দুর্ভাগ্য ভারতের। এই স্বার্থদুষ্ট দুনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে আছে নয়াদিল্লী। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভারে নুইয়ে পড়ছে তাঁদের অর্থনৈতিক কাঠামো। আকাশে জমা হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের কালমেঘ। শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত না পাঠালে নয়। যাঁকে পর্যুদস্ত করলে এদের প্রত্যাবর্তনের পথ হবে।

সুগম, তাঁর হাতই জোরদার করছেন মার্কিন সরকার। বারবার হুমকি দিচ্ছেন নয়াদিল্লী-বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সামাধানে দুনিয়া এগিয়ে না এলে ভারত নেবে তার নিজস্ব ব্যবস্থা। এ নিজস্ব ব্যবস্থাটা যে কি তা হয়ত নিজেই যানে না প্রধানমন্ত্রী। নয়াদিল্লীর তর্জন গর্জনে পাত্তা দিচ্ছে না কেউ। সবাই ভাবছে, ভারত সরকার যত গর্জায় তত বর্ষান না। সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক তৎপরতা নাকি গত কয়েকদিনে বেশ বেড়ে গেছে। বৃটিশ সরকার শূণ্যে ফানুস ফাটিয়েছেন -পূর্ব বাংলার গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান দরকার। তা না হলে কোন বৃটিশ সাহায্য নাকি যাবে না পাকিস্তানে। ফরাসীরা আদর্শের চেয়ে অস্ত্রের ব্যবসাটা ভাল বুঝেন। আদর্শের কচকচানীতে ওঠে বুদবুদ। আর অস্ত্রের ব্যবসায়ে আসে টাকা। বুদবুদের চেয়ে টাকার দাম বেশি। ইয়াহিয়াকে নিস্ক্রিয় করার জন্য দুনিয়া কি করেছে, জানেন না ভারতের জনসাধারণ। নয়াদিল্লীর কথায় অনেকেরই নেই কোন আস্থা । ওঁদের মূল্যায়ন মিলছে না বাস্তব অবস্থার সঙ্গে। বিশ্বজনমতের একটা দাম অবশ্যই আছে। কিন্তু সবার উপরে বাহুবল। এই বলের সার্থক প্রয়োগ করতে পারলে বিশ্বজনমতের মোড় ঘুরতে বেশি সময় লাগে না। নয়াদিল্লী আত্মস্থ হোন। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো তাদের ফাঁকি দিচ্ছে। ভারতের জনমতও বিগড়ে যাচ্ছে। নয়াদিল্লীর শক্তির উৎস নিম্নগামী। আর দেরী নয়। স্বাধীন বাংলাদেশকে বাস্তব করে তুলুন। তা না হলে ভারতের ভরাডুবি অনিবার্য।

সম্পাদকীয়-আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ জুন, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪২। কোন সমাধান না হলে ভারত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। উর্দু পত্রিকার সম্পাদকদের সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অভিমত	কালান্তর	২৮ জুন, ১৯৭১

কোন সামাধান না হলে ভারত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য : উর্দু পত্রিকার সম্পাদকদের সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে অভিমত

নয়াদিল্লী, ২৭ জুন- 'বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গকে এখন এ কথা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে যে যথাশীঘ্র বাংলাদেশ সমস্যার সামাধান না হলে ভারত একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।'

ইউ এন আই জানাচ্ছে, আজ উর্দু পত্রিকার সম্পাতকদের তিন দিনের আলোচনার শেষে সাধারণতভাবে এই অভিমত ব্যক্ত হয় । সম্পাদকরা বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষনা করেন ।

তিন দিনব্যাপী এই আলোচনা চক্রে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উর্দু পত্রিকার প্রায় পাঁচশ' জন সম্পাদক অংশগ্রহন করেন ।

সেমিনার ইয়াহিয়া খানের সামরিক প্রশাসনকে এখনও সমরাস্ত্র যোগান দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে সম্পাদকরা বলেন, সমস্যাটি কেবল মানবিক নয়। পাকিস্তানের সামরিক জুন্টার সীমাহীন নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার নিরীহ শিকারদের কেবল খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

তাঁরা বলেন, 'মুক্তি এবং ঔপনিবেশিকতাবাদী শক্তির মধ্যে এই সংঘর্ষের সামাধান কেবল বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সম্ভব'।

দেশে এবং বিদেশে উর্দু পত্রিকার বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থ যে কুৎসা করছে এঁরা তার প্রতিবাদ করেন। এঁরা দাবি করেন উর্দু সংবাদপত্রগুলি 'আমাদের জাতীয় নীতি' রূপায়িত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ দেশে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং পাক-ফৌজের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃশংসতাকে ভারতে এবং বিদেশের কোন কোন মহল সাম্প্রদায়িক বলে চালানোর যে চেষ্টা করেছে সম্পাদকরা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৩। একটি রাজনৈতিক সমাধান (সম্পাকীয়)	দি স্টেটম্যান	৩০ জুন, ১৯৭১

Editorial

THE STATESMAN, JUNE 30, 1971
A MILITARY SOLUTION

New Delhi has shown considerable political maturity in resisting pressures for direct action to create conditions in which the refugees from East Bengal can return to their homes; India could only further complex situation, with incalculable consequences for herself as well for others, by seeking a military solution to the problems created by the East Bengal events. It would be unfortunate if president Yahya Khan's broadcast on Monday is seen as justifying the views that there is no alternative to direct intervention; while it was being suggested openly or by implication, that a reasonable political settlement might still be possible. General Yahya has now made it clear that what he is seeking in East Bengal is nothing but a military solution. He claims that conditions in East Bengal have returned to normal; yet martial law will continue. The National Assembly will be convened, but it will not be allowed to frame a constitution nor will the party which won a majority of the Assembly seats be represented in the House. Indeed such Awami League members as may be allowed to sit in the Assembly will clearly have to disown their allegiance to the party, the others will be disqualified and replaced by Islamabad's nominees through by elections whose outcome will surely be decided in advance.

In plain words, the West Pakistani colonial domination over East Bengal will continue to be mentioned by military force, but puppet civilian Government and certain pseudo-democratic appendages will now be introduced to give this repressive rule a semblance of legality. This will be far more dangerous than a naked military dictatorship, after a time many helpless people in East Bengal may resign themselves to this monstrous deception and the world outside may conveniently find in this resignation some evidence of popular acceptance. The world must decide now whether it will allow the Yahya regime to get away with this cruel trick which will be-the final negation of every democratic principle. The Nixon Administration has not covered itself with glory over the arms shipments to Pakistan, but it is still for many committed to the idea of a political settlement and may still be in a position to make Islamabad abandon its search for a permanent military solution. Other countries, which have more specifically urged the Pakistan Government to seek a settlement with the Awami League must immediately reinforce their pressure. President Yahya Khan's choice of a military solution does not oblige others to arrive at the same conclusion. So-called strong action can only be an evasion of the responsibility of seeking a political answer to the East Bengal crisis.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৪। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত সাড়ে তিন হাজার পাক অফিসারের মৃতদেহ করাচীতে কবরস্থ	কালান্তর	৩ জুলাই , ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত সাড়ে তিন হাজার পাক অফিসারের মৃতদেহ করাচীতে কবরস্থ। দড়ি বেঁধে বাংলাদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই মেয়ে চালান :

করাচী প্রত্যাগত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

কলকাতা, ২ জুলাই-গত ২৫ মার্চ থেকে ২ মাসের ভেতর পাক বাহিনীর সাড়ে তিন হাজার উচ্চপদস্থ কর্মী ও মৃতদেহ ঢাকা থেকে করাচী পেশোয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে কবর দেওয়া হয়েছে। খান সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে করাচী থেকে সীমান্ত পার হয়ে আসা প্রত্যেক্ষদর্শী জনৈক পাক বিমান বাহিনীর কর্মী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান। পাক বিমান বাহিনীর কমিটি আজ কলকাতা এসে পৌঁছেছেন।

২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত কর্মীটি নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি জানান. ২৬ মার্চ ভোরে বিমান বাহিনীর কর্মীদের শিবিরে এসে খান সৈন্যবাহিনীর অফিসারেরা বাঙালী কর্মীদের আলাদা করে এবং তাঁদের নিরস্ত্র করে দেয়। খান সৈন্যবাহিনী বাঙালি কর্মীদের এমনকি সংরক্ষণ বিভাগের কাজ থেকে এবং মেনটেনেন্স বিভাগের কাজ থেকেও সরিয়ে এনেছে।

এই প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বাংলাদেশে খান সৈন্যবাহিনীর বহু সৈনিক ও অফিসার যে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খেয়েছে, তাঁরা করাচীতে বসেই টের পেয়েছেন।

খান সৈন্য বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মী ও অফিসার যাদের মৃতদেহ করাচী এবং পেশোয়ারে বিমানযোগে বিমানবন্দরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমন সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তিনি জানান, করাচীতে ড্রাইডেন সিনেমা হলের পাশে সরকারী কবরস্থানে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের কবরস্থান ও পেশোয়ারের কবরস্থানে এইসব মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। এই মৃত ব্যক্তিদের নাম করাচীর 'বি আর অর্ডারে' লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যক্ষদর্শী এই বিমান বাহিনীর কর্মীটি আরও জানান যে, বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করে রাখার পর তাদেরকে নজরবন্দী অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে। এবং সেই সময় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের কত উন্নতি করেছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা যে কত শান্ত তা প্রচার করে প্রদর্শিত সিনেমা এই নজরবন্দী বাঙালিদের দেখতে হয়েছে।

মেয়েদের দড়ি দিয়ে বেঁধে করাচী নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই প্রত্যক্ষদর্শী আরো জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দরে এফ এন এস ঢাকা, বাবর এবং এফ এন এস খাইবার নামে যে তিনটি জাহাজ ছিল, সেই জাহাজ তিনটি করাচী ফিরে যাওয়ার পথে বহু বাঙালি মেয়েকে করাচীতে নিয়ে গিয়েছে। তিনি জানান এই সমস্ত মহিলাদের যখন করাচী বন্দরে নামানো হয় তখন এঁদের হাত পরস্পর দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং প্রত্যেকেরই কোমরেও দড়ি বাঁধা ছিল। এই সমস্ত মহিলাদের এখন বিত্তশালী লোকের ক্রীতদাসী কিংবা রক্ষিতা হিসেবে রাখা হয়েছে।

করাচী থেকে বাংলাদেশে এখন কেউ করাচীতে আসছে না

এই প্রত্যক্ষদর্শী আরো জানান যে, খান সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত কর্মী করাচীতে ৮০ টাকা বেতন পেতেন তাদের বর্তমানে ইয়াহিয়া চক্র চারশত টাকা বেতন দিয়ে বাংলাদেশে পাঠাতে চায় কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ বাংলাদেশে আসতে ইচ্ছুক নয়।

বেলুচীস্তানে ব্যাপক অত্যাচার

এই প্রত্যক্ষদর্শী আরো জানান যে, বেলুচীস্তানে ইয়াহিয়া চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে। তিনি বলেন খান সৈন্যবাহিনী বিক্ষুব্ধ মানুষকে দমনের জন্য ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ জঙ্গী আদালত বসিয়েছে এবং খান সৈন্য-বিরোধী মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে।

বিমান বাহিনীর এই কমিটি জানান যে, তিনি এখন তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত হবেন এরপর মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে যোগ দেবেন। তিনি জানান করাচীতে এখনো বিমান বাহিনীর বহু বাঙালি কর্মী নিরস্ত্র এবং নজরবন্দী অবস্থায় আছেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৫। পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া না দেওয়া	যুগান্তর	৩ জুলাই , ১৯৭১

সম্পাদকীয়

খোদ আসামী নিক্সন

আমেরিকা আরও অস্ত্র পাঠাচ্ছে পাকিস্তানে। এগুলো ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশের মারণযজ্ঞে। বিবেক বলে কোন পদার্থ নেই মার্কিন কর্তাদের। মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের অপরাধ। গত ক'দিন ধরে প্রচার চলছিল, যত নষ্টের গোড়া আমলাতন্ত্র। ওরাই অনাসৃষ্টির জন্য দায়ী। মার্কিন নীতি-নির্ধারকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন পাকিস্থানের অস্ত্র প্রেরণের উপর । তার ফাঁক ফোকর দিয়ে অস্ত্র যাচ্ছে পাকিস্থানে । এই ছেদো প্রলাপ একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আসল রহস্য বেরিয়ে পড়েছে। খোদ আসামী আমলাতন্ত্র নন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজে। তিনিই খারিজ করেছেন আমলাতন্ত্রের পরামর্শ। ব্যক্তিগত দায়ত্বে অস্ত্র জোগাচ্ছেন ইয়হিয়া খানকে। অজুহাত পুরানো, পাকিস্তানকে অস্ত্র না দিলে দেশটা চলে যাবে চীনের খপ্পরে। চীনের খপ্পর থেকে পাক-জঙ্গীশাহীকে বাঁচাবার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডেকে আনছেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সর্বনাশ। হাটে হাড়ি ভেঙেছেন শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ। ওয়াশিংটনে তিনি দেখা করেছিলেন মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে। তাঁরা বলেছিলেন, বাংলাদেশের সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসলামাবাদে একটা বোঝাপড়া দরকার। কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে অন্যরকম । বোঝাপড়ার বদলে বাংলাদেশকে সাবাড় করার মদত দিচ্ছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট আইনেস হাওয়ারের আমলে নিক্সন ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন রিপোর্ট দিয়েছিলেন, জোটনিরপেক্ষ ভারতকে বিশ্বাস নেই। পাকিস্তানই সত্যিকারের বন্ধু। তাকেই দেওয়া উচিত, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য। তারপর দুনিয়া চেহারা অনেক বদলিয়েছে। পদে পদে ধরা পড়েছে মার্কিন মূল্যায়নের ভূল ভ্রান্তি। প্রেসিডেন্ট নিক্সন শিখেন নি কিছু। সাবেকী মন দিয়ে তিনি ধরে আছেন মার্কিন প্রশাসন তরীর হাল।

নয়াদিল্লী রাগে ফেটে পড়ছেন। ভারতীয় জনমত উত্তাল। কিসিঞ্জারের স্বস্তিবচনে জনতার উষ্মা বাড়ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং দিশাহারা। বড় আশা নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায়। অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের উপর। শেষ পর্যন্ত তাঁর কপালে জুটল বিশ্বাসঘাতকতা। যা বলছিল তা করল না আমেরিকা। ভারতে আগত শরণার্থীদের জন্য ওয়াশিংটন দেবেন টাকা । আর ইয়াহিয়া শরণার্থী তৈরির যন্ত্রে তাঁরা ঢালবেন অঢেল তেল। এই মার্কিন দ্বৈতনীতি বর্তমান দুনিয়ার নিদারুণ অভিশাপ। ইসলামাবাদে নরপশুদের অকৃত্রিম দোস্ত প্রেসিডেন্ট নিক্সনই নাকি স্বাধীন বিশ্বের জিম্মাদার এবং গনতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য তিনি চান স্বায়ত্ত্বশাসন এবং বাঁচার অধিকার। আর বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর বিধান- ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর ক্রীতদাসত্ব কিম্বা এবং সর্বাত্মক সংহার। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী হৈচৈ করে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে ওয়াশিংটনের উপর কড়া বাক্যবাণ ঝাড়ছেন। তাতে লাভ নেই কিছু। পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন কর্তাদের গোপন আঁতাত দীর্ঘদিনের। ওঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না আশ্রিত খুণীদের। এমন আশ্রিত বাৎসল্যের কাছে বিবেকের বিলাস প্রত্যাশা অর্থহীন।

এখন কি করবেন নয়াদিল্লী? ইয়াহিয়া উপর ছাড়বেন না সত্যিকারের কোন আন্তর্জাতিক চাপ। বেঁকে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। মার্কিন জনমত তাকে সিধে করতে পারবে কিনা সন্দেহ। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা ধরি মাছ না ছুঁই পানি । অন্য যাঁরা চেঁচামেচি করছেন তাদের প্রভাব সীমিত । আরব দুনিয়ার ধর্মবোধ বড় বেশি জাগ্রত। তাদের দৃষ্টিতে ইয়াহিয়া ঐশ্লামিক ঐক্যের ধ্বজাধারী। বাংলাদেশের হিন্দুরা কাফের এবং মুসলমানরা ধর্মচ্যুত। পাইকারী হারে তাদের নিধন কিম্বা বিতাড়নে কোন দোষ নেই। ইয়াহিয়া যদি মুসলমান না হয়ে ইহুদী, খৃষ্টান কিম্বা হিন্দু হতেন তবে হয়ত আরব নেতাদের টনক নড়ত। আগুনে তাতান বালুর উপর ধান দিলে এগুলো

যেমন ফটফট করে ফুটে ঠিক তেমনি তারা ফুটতেন। নাসেরের মিশর ছিল প্রগতিবাদী বলে পরিচিত। এখন সেখানে কায়েম হয়েছেন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত। তিনি দোস্তী করেছেন পাক সুহৃদ সৌদি আরবের সঙ্গে। ১৯৬৭ সালের খার্তুম চুক্তি অনুযায়ী মিশর পাচ্ছে সৌদির খয়রাতি টাকা। এখন আরও এগিয়ে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সাদত। নাসের বলতেন, আরব দুনিয়ার ঐক্যের ভিত্তি সাধারণতন্ত্র এবং সমাজবাদ। আর সাদতের মতে আরবের শক্তির উৎস ধর্ম। সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল মহা খুশী। তিনি মিশরকে দেবেন ইসরাইল বিরোধী মদত। বিনিময়ে সাদত জোরদার করবেন ফয়সলের ঐশ্লামিক ঐক্য অভিযান। কিসের আশায় সময় কাটাচ্ছেন নয়াদিল্লী? দুনিয়ায় বিবেক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই । যা আছে তা শুধু সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ। ভাল কথার যুগ শেষ হয়েছে। বর্তমান যুগটা শক্তির যুগ। যার বাহুতে আছে বল এবং মনে আছে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাকেই সেলাম জানাবে দুনিয়া। নিজের পায়ে দাঁড়ান নয়াদিল্লী। স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। দুর্বার করে তুলুন মুক্তিফৌজের সংগ্রাম। এ পথেই আসবে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান এবং শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

সম্পাদকীয়- যুগান্তর , ৩ জুলাই, ১৯৭১।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৬। পাকিস্তানী প্রচারণার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী	দি স্টেটম্যান	৪ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 4, 1971

MUSLIM NATIONS WARNED AGAINST PAK PROPAGANDA

From Our Special Representative,

New Delhi, July 3.-A spokesman of the Bangladesh Government today appealed to the Muslim nations of the world not to be hoodwinked by Pakistani propaganda. Was it Islamic, he asked, for Pakistani soldier to rape young Muslim girls, to kill Muslim doctors and intellectuals, to burn the property of Muslim villagers and to massacre Muslim women and children?

The Muslim nations, he said, should put these questions to themselves and then only take a stand on the reign of terror let loose in Bangladesh by the military regime in Islamabad.

Mr. Amjadul Huq, the spokesman of the Bangladesh Mission here, told a Press conference that his Government regretted the attitude of the Muslim nations. He attributed the present attitude of these countries to the "heinous propaganda being made in the name of Islam by the Pakistani military warlords."

Bangladesh, he added, was a fait accompli and there could be no compromise on the basis of a united Pakistan in the name of Islam. The Pakistanis were utilizing the name of a great religion for mischievous purposes and for misleading the Muslim world. By raising the slogan that the existence of the largest Islamic country was being threatened the military rulers were justifying the butchery of millions of peaceful and unarmed Muslim citizens of Bangladesh.

The resumption of arms supplies to Pakistan by the USA had in this context come as a great shock and disappointment to the freedom fighters. "We urge the U.S. Government that it should immediately stop the arms shipments to Pakistan and also demand an assurance that no further shipments of military hardware will be made to Pakistan for these will only be used to perpetuate military oppression and to further intensify the campaign of genocide" he said.

Mr. Huq wondered why international organizations like the Human Rights Commission had not cared to take Pakistan to task for the genocide perpetrated in Bangladesh. "When 75 million people of Bangladesh arc fighting war of freedom, justice, democratic rights and peace, what is the position of these international organizations?" he asked.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৭। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র দাবি	দি স্টেটম্যান	৫ জুলাই, ১৯৭১

THE' STATESMAN, JULY5, 1971

SANGH WANTS ARMS AID FOR FREEDOM FIGHTERS

From Our Special Representative

Udaipur. July 4. - The Jana Sangh will launch a mass satyagraha from August I, in New Delhi to urge the Government to recognize Bangladesh and give its provisional Government all moral and material support including military assistance to enable it to free the country from the clutches of West Pakistani military rule.

This was announced by the party president Mr. Atal Behari Vajpayee at the General Council session this morning.

Mr. Vajpayee also announced that the satyagraha would continue for 11 days till August 11 and on the last day of the current session of Parliament-August 12-about 200,000 Jana Sangh volunteers would demonstrate in front of Parliament House in protest against the Governments inaction on the Bangladesh issue. He however, said the party would give up the agitation plan and offer all possible support to the Centre if it agreed to accept the Sangh's demands by August 1.

During the debate on the Bangladesh resolution many delegates said that the leadership was only asking the Government to take firm action; it gave the impression as if the party itself had no duty to discharge on the Bangladesh Issue. Replying to them Mr. Vajpayee said it was the Jana Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who had resigned from the Central Government on the East Bengal refugee issue. It had also launched a mass movement for Jammu and Kashmir at the time of the Goa invasion. The party therefore, would not keep quiet when thousands of people were being butchered in Bangladesh, he added.

After Mr. Vajpayee's Speech the resolution on Bangladesh was adopted with certain amendments, adds UNI. These included release of Sheikh Mujibur Rahman and his followers arrangements for military training to refugees to enable them to win their freedom and screening of evacuees.

The resolution put before the country a six-point programme of action and directed all its party units to educate and mobilize public opinion to force the Government to act in the wider interest of the country.

It opposed dispersal of refugees to far off places. It demanded that refugee camps be put up on the Bangladesh border so as to facilitate their return as soon as the occupation forces of Pakistan were thrown out of the new republic. It called for effective military action to repel Pakistani aggression on the Indian borders.

The resolution also demanded effective curb on Sheikh Abdullah and others who had consistently refused to condemn Pakistan's military junta for its genocide in Bangladesh.

It said that steps should be taken to secure cooperation of all patriotic organizations and elements in the task of repelling Pakistani aggression securing Justice for Bangladesh people and safeguarding the honor of integrity and security of India.

The resolution caned for basic reappraisal of India's foreign-policy.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৮। ব্রিটিশ সংসদীয় দলের বিবৃতি প্রচার করা যাবে না: পাক জঙ্গী সরকারের ফরমান	যুগান্তর	৩ জুলাই , ১৯৭১

ব্রিটিশ সংসদীয় দলের বিবৃতি প্রচার করা যাবে না :
পাক জঙ্গী সরকারের ফরমান

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৫ জুলাই- চারজনের যে ব্রিটিশ পারলামেন্টারি প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারত ও পাকিস্তান ঘুরে গিয়েছেন তাঁদের কোন সাক্ষাৎকার বা বিবৃতি প্রকাশ বা বেতার প্রচার পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন।

ওই প্রতিনিধি দলের কার্যকলাপের ছবি তোলাও পাক সরকার নিষিদ্ধ করেছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিনিধি দলের মূল্যায়ন ও তাঁদের বিবৃতিতে পাক বাহিনীর নৃশংসতার বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় জঙ্গী সরকার বিরক্তি বোধ করেছেন। পাক সরকার পাকিস্তানীদের বাংলাদেশ সম্পর্কে যে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে আসছিলেন, ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের বিবৃতি ও মন্তব্য থেকে তাঁদের সে ভূল ধারণা ভেঙে যাক জঙ্গী মহল তা আদৌ চান না।

চারজনের ওই প্রতিনিধি দলে রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলেরই সদস্য ছিলেন ব্রিটিশ সরকার ওই প্রতিনিধি দলকে পাঠিয়েছিলেন। প্রাক্তন কমনওয়েলথ রিলেসন্স মন্ত্রী শ্রী আরথার বটমালি ছিলেন ওই প্রতিনিধি দলের নেতা।

আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ খবর

ইউ এন আই জানাচ্ছেন, যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন পাকিস্তানের অনুরোধে ও মানবতার খাতিরে ভারত পাকিস্তানকে তাঁদের খবরাখবর জানাতে সম্মত আছে। তবে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান ও আইন অনুযায়ী পাকিস্তানকেও তাদের জেলে আটক ২৫০ জনেরও বেশি ভারতীয়ের খবরাখবর জানাতে হবে।

আজ সরকারী মহল থেকে ওই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৪৯। পাকিস্তানের মিথ্যা কূটনৈতিক প্রচার	যুগান্তর	৬ জুলাই , ১৯৭১

ভারতে আটক রাখা সম্পর্কে পাকিস্তানের মিথ্যা কূটনৈতিক প্রচার

৬ই জুলাই-পাকিস্তান সরকার এবার এক নতুন মিথ্যা কূটনৈতিক প্রচার শুরু করেছেন। পাক সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট, রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী দপ্তরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন ও কয়েকটি বিদেশী মিত্র রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ভারতীয় জেলে যেসব পাকিস্তানী রয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তনে তাঁরা যেন সাহায্য করেন।

পাক বৈদেশিক দপ্তর থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে হাঙ্গামার জন্য চা-বাগান, ব্যাংক, বাণিজ্যিক সংস্থা ও সরকারী কিছু সংখ্যক কর্মচারী ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং ভারত সরকার নাকি তাদের গ্রেফতার করে জেলে পুরেছেন।

পাকিস্তান সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনেও ভারতের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচার চলছে।

পাক সরকার আরও অভিযোগ করেছেন যে, ধৃত ব্যক্তিদের খবরাখবরের জন্য কয়েকটা চিঠি লিখেও তাঁরা কোন জবাব পাননি।

ভারত সরকার জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ থেকে যেসব পশ্চিম পাকিস্তানী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সংবাদের জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুরোধ ভারত সরকার 'মানবতার ভিত্তিতে' বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত আছেন। তবে পাকিস্তানের জেলে যে ২৫০ জনেরও বেশি ভারতীয় এখন কষ্টভোগ করছেন আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি অনুযায়ী তাঁদের কথাও পাকিস্তানকে বিবেচনা করতে হবে। পাক জেলে আটক এই ভারতীয়দের অপরাধ কি, তাঁরা কেমন এবং কোথায় আছেন সে সম্পর্কে পাকিস্তানের কাছে চিঠি লিখে ভারত কোন জবাব পায়নি।

বাংলাদেশের যেসব লোককে ভারতে আটক করে রাখা হয়েছে বলে পাকিস্তান মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে এবং যাদের নামের তালিকা পাক সরকার দিয়েছেন তারা সংখ্যায় মাত্র ৩১ জন এবং সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী, তারা পূর্ব বঙ্গের লোক বলে পাক সরকার যে দাবি করেছেন তা মিথ্যা । জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, বাংলাদেশ থেকে ৭০ লক্ষ লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাদের জন্য পাক সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। মাত্র ৩১ জন পশ্চিম পাকিস্থানীর জন্যই পাক সরকার চিন্তিত ।

পাকিস্তানের জেলে আটক ভারতীয়দের মধ্যে সাংবাদিকরাও আছেন। ভারতীয় সীমান্ত এলাকা থেকে এপ্রিলের গোড়ার দিকে তাঁদের অপহরণ করা হয়েছে। তাঁদের খবরাখবরের জন্য পাক সরকারের কাছে চিঠি লিখেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫০। পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য বন্ধের জন্য ভারতের দাবি	দি স্টেটম্যান	৮ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 8, 1971

INDIA DEMANDS TOTAL BAN ON U.S. ARMS AID TO PAKISTAN

From our Special Representative

New Delhi, July 7. - President Nixon's special emissary and adviser on security affairs Dr. Henry Kissinger was told by Indian leaders here today of the grave situation created on the sub-continent by the continued supply of arms to Pakistan by the USA.

Both the Prime Minister and the Foreign Minister are understood to have told him in the most emphatic terms that they did not accept the American interpretation that only non-lethal weapons were supplied or that it was the result of bureaucratic bungling.

Dr Kissinger was told in plain words that apart from its impact in the military sense. Dr. Kissinger apparently it was only marginal-the political implications of the decision far outweighed any other consideration.

Mr. Swaran Singh reportedly drew Dr Kissinger's attention to the adverse effect of the "continued and continuous" arms aid to Pakistan, including the supply of so-called non-lethal weapons which could only be used to activate the most deadly engines of destruction. The arms aid to Pakistan he was told, posed a serious threat to the peace and the security of the sub-continent more so when it was viewed in the context of the $2 million U.S. arms aid received by Pakistan between 1954 and 1965.

In the context of the crisis in Bangladesh Dr. Kissinger was told it was not merely a legalistic stand that India was taking in the matter. There was the important question of human rights of 75 million people and to secure these it was essential in the present situation to put a total ban on U.S. arms supplies to Pakistan.

In the absence of any concrete indication from the American aide the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Defense Minister, told Dr. Kissinger that the plan outlined by General Yahya Khan in his broadcast on June 29 was wholly negative and could not be expected to form the basis of any political settlement in Bangladesh. Indeed, the elected representatives of East Bengal he was told had rejected the proposal.

It was in this context that the Indian leaders demanded that the world community including the USA, should stop all military and political aid to the West Pakistani regime without which they felt there was no hope of a settlement. If urgent steps were not taken to ensure the creation of conditions in which the 7 million refugees find it safe and honorable to return with credible guarantees given to them the situation would lead to "grave consequences."

It was made clear to the top U.S. Presidential aid that India could not live with the refugee problem for long. And in the circumstances, he was told this country could not be

expected to wait indefinitely for a solution. It was the international community's duty to create conditions which would compel Pakistan to seek a just political solution.

While the American side Dr. Kissinger was assisted at the talks by the U.S. ambassador, Mr. Kenneth B Keating-appeared committed to seeking a political solution, it was not at all willing to even broadly indicate the framework of such a solution. Indeed Dr. Kissinger held out no assurance of any kind. He would convey the Indian viewpoint to the President he is reported to have said.

Informed sources here were hopeful that Dr. Kissinger's talks would enable him to have a comprehensive understanding of the Indian position. It was well-known that he was carrying no set of proposals-although he did deliver personal letter from President Nixon to Mrs. Gandhi-but by implication he did not consider the scheme, outlined by Gen. Yahya Khan in his broadcast as a dependable line of action. This was evident from his reluctance to refer to it.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫১। 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'	যুগান্তর	৯ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

রবীন্দ্র-সদনের মঞ্চে পাশাপাশি দুই কণ্ঠশিল্পী- মাহমুদুর রহমান, শাহীন আখতার। দু'জনেই বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত; সদ্য বিবাহিত। গাইছেন অতুল প্রসাদের একটি রাগপ্রধান গান-'এসো হে সজল শ্যাম ঘন দোয়া'। ছোট ছোট ক্ষিপ্রতান ও সরগম-সহ, অনবদ্য সুরেলা, দরাজ গলায়। বাইরে তখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানের (৩ ও ৪ জুলাই) বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই মনে এল ওই দৃশ্যটি যা আমাদের স্মৃতিতে পাকা রঙের ছবি হয়ে গয়েছে। সেদিন ওদের গান শুনতে শুনতে সমিতির অন্যতম । সম্পাদক শ্রী দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বর্ণিত বাংলাদেশের তরুণ প্রাণের প্রতীক নবদম্পতিকে সনাক্ত করে নিতেও আমাদের ভুল হয়নি। আমরা জেনে গিয়েছি : এই সেই প্রণয়ীযুগল, মুক্তিযুদ্ধ যাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আবার যুদ্ধের আগুনের মধ্যেই অকুতোভয়, যারা মিলিত; পরিণীত। আজ ঘটনার আবর্তে দু'জনেই কলকাতায়। একজন পুনর্বার রণাঙ্গনে যাবার জন্য প্রস্তুত। তিনি সেখানে গেলে অপরজন কি করবেন? শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'গান গাইবেন,এবং গান গাইবেন, এবং গান গাইবেন।'- স্বামীর মঙ্গল-আকাঙ্খায়, দেশের মুক্তির কামনায়।

সমিতির দুই দিনব্যাপী ওই অনুষ্ঠানের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক, বাংলাদেশের নানা শহর থেকে যেসব গায়ক-গায়িকা, যন্ত্রশিল্পী কলকাতায় এসেছেন অথবা আসতে বাধ্য হয়েছেন, সমিতির উদ্যোগে যাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের একটি শিল্পীদল হিসাবে কলকাতার দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করা। দুই, ওই বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে এই বাংলার শিল্পীদের অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা করা। অনুষ্ঠানসূচী সেইভাবে গঠিত। দুই আসরের সভানেত্রী রূপে আমরা পেলাম শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্রকে। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন বাংলাদেশের কূটনৈতিক দূতাবাসের শ্রী হোসেন আলী।

ভিন্নধর্মী এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী শ্রীমতি মিত্র বক্তৃতা দিতে চাননি, দেননি। তিনি আসরে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিলেন গান গেয়ে- রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা', বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। শুভারম্ভ।

প্রথম দিন অর্থাৎ শনিবারের অধিবেশনটি প্রধানত বাংলাদেশের শিল্পীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। একে একে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথমে শ্রীমতি সানজিদা খাতুন। তাঁর 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' রবীন্দ্র সংগীতে হামবীর রাগের আকুতি-একটি প্রার্থনার দ্যোতনা। সম্মেলক কণ্ঠে (প্রবাল চৌধুরী, তপন বৈদ্য, আবু নওসেদ, অনিল বড়ুয়া) আনন্দেরই বার্তা ঘোষিত হল: 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি এই অপরূপ রুপে বাহির হলে জননী।' ক্রমে ফ্লোরা আহম্মদ শোনালেন, 'না গো এই যে ধুলা আমার না এ' (রবীন্দ্র সংগীত); ডালিয়া নৌশিন 'ঝরা ফুলদলে' (নজরুল); কল্যাণী ঘোষ'গানে গানে ঢাকা আমার গভীর অভিমান' (নজরুল); রফিকুল আলম ' তুমি গাও ওগো গাও মম জীবনে' (অতুলপ্রসাদ); মাহমুদুর রহমান, শাহীন 'এসো হে সজল শ্যামঘন' (অতুলপ্রসাদ)। শেষোক্ত দ্বৈত-সঙ্গীতটি অপূর্ব, যার উল্লেখ আগেই করেছি।

লোকসংগীতের আসরে গান গাইলেন মন্মথ বিশ্বাস, মাধবী আচার্য, রথীন রায়। শ্রী রায়ের ভাওয়াইয়া গান দু'টি এক কথায় অসাধারণ। কলকাতায় এমন লোকগীতি শোনবার অবকাশ বহুকাল আমদের হয়নি। দোতারা (মন্মথ বিশ্বাস) আর বাঁশির (স্বপন দাস) দ্বৈত-যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানটিও আকর্ষক।

প্রথম দিনের শেষ অনুষ্ঠান; রূপান্তরের গান। ১৯৪৭ সন থেকে দেশপ্রেমের যে গানগুলি পূর্ব পাকিস্তানকে ধীরে ধীরে এই'৭১ সনে বাংলাদেশে পরিণত করল, সেই সব উদ্দীপক গানেরই একটি অলেখ্য ওই অনুষ্ঠানে

পরিবেশিত। এর মধ্যে আছে কিছু পরিচিত রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত। অন্যান্য গীত-রচয়িতার মধ্যে আছেন : গুরুসদয় দত্ত, সলিল চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর. নাজিম মাহমুদ, সারওয়ার জাহান। গানগুলি শৃংখলার সঙ্গে উপস্থাপিত; কখনও একক কণ্ঠে; কখনও সম্মেলকভাবে। সম্মেলক গীতাংশই বেশি। বত্রিশ জন কণ্ঠশিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন; যন্ত্রসংগীতে ছিলেন দশজন। এই বাংলাদেশের ওই শিল্পীরা যে একটি দলে পরিণত, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল এই 'রূপান্তরের গান' অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সনজিদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক।

শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস এই দিন আমাদের তিনটি রবীন্দ্র-সংগীত শুনিয়েছিলেন : 'কে এসে যায়', 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা', 'কে দিল আমায় আঘাত'। দরদ দিয়ে গাওয়া তিনটি গানই চমৎকার। কিন্তু মনে হয়, তাঁর গান রবিবারের আসরের জন্য রাখলেই ভাল হত, কারণ ওই আসরটি ছিল এই বাংলার শিল্পীদের জন্য চিহ্নিত।

রবিবার সকাল ন'টায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু। আগের দিন রাত্র সাড়ে ন'টায় প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র সদন আর কোনও গোষ্ঠীর দখলে আসেনি। উদ্যোক্তাদের কারও কারও বেশবাসে সামান্য কিছু পরিবর্তন চোখে পড়লেও মনে হল, সমিতির অনুষ্ঠান একটানা চলছে। বিচিত্রানুষ্ঠানের এই আসরের শিল্পীরা সকলেই সুখ্যাত এবং জনপ্রিয়, আবহাওয়াও ছিল অনুকূল, প্রেক্ষাগৃহ তাই ভরে উঠতে দেরী হয়নি।

রবীন্দ্র-সংগীত আর মাঝে মাঝে আবৃত্তির বৈচিত্র্য-এইভাবে পুরো তিন ঘন্টা কেমন করে কেটে গেল আমরা জানতেও পারলাম না। শ্রীমতি তৃপ্তি মিত্র ও শ্রী শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেন; শ্রী শম্ভু মিত্র শোনালেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি'; শ্রীমতি অর্পণা সেন ইরানের কবি নাজিম হিকমতের একটি কবিতার বাংলা রূপান্তর (সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত), শ্রীদেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের কবিদের রচনা। 'ব্লাড ব্যাংক' কবিতার (এটি আগেও একবার শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছিলেন) 'মাটি অভিমুখে রক্তের চিত্রকল্পটি কি আমাদের রক্ত মুহূর্তের জন্য হিম করে দিয়েছিল, মনে করিয়ে দিচ্ছিল বাংলাদেশের কোনও ডকুমেন্টারি ছবির কথা'।

রবীন্দ্র-সংগীত শুনলাম প্রায় কুড়িখানি। পূজা, দেশপ্রেম, প্রেম, আত্মনিবেদন এবং একান্ত কিছু অনুভুতির গান। মনে হয়, বেশির ভাগ শিল্পীদের স্বনির্বাচিত। বিচিত্র অনুষ্ঠান যখন, তখন বিষয় বৈচিত্র্যই কাম্য। শুরু করলেন সুচিত্রা মিত্র, শেষ একক শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। মাঝে ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, নীলিমা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর সেন। প্রত্যেকেই তিনটি করে গান গেয়েছিলেন, পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। বিশেষ করে ভাল লাগল : 'না বাঁচাবে আমায় যদি' (সূচিত্রা মিত্র), 'মম মন-উপবনে' (শান্তিদেব ঘোষ), 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ' (নীলিমা সেন), 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' (অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়)'।

দুই বাংলার অর্ধশতাধিক শিল্পীর গান আমরা শুনলাম দুই আসরে। গানের সংখ্যাও অর্ধশতাধিক। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান অন্তত ত্রিশ । তিনিই যে নব বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ।

-সংগীতপ্রিয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫২। মার্কিন কনস্যুলেট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	১০ জুলাই, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JULY 10, 1971

DEMONSTRATION BEFORE US CONSULATE

By A Staff Reporter

Resenting arms shipment by the USA to Pakistan, groups of artistes from Bangladesh students and women followed one another in protest demonstrations before the US Consulate in Calcutta on Friday.

The March by the youth and the students wing of 24 Parganas DCC (O) was hailed unexpectedly in front of the Russian Consulate. They had gone there to present a memorandum to the USSR consul General.

They were stopped before the entrance of the Consulate. An official of the Consulate refused to accept the memorandum. The demonstrators hung it on the wall of the building.

When they were about to proceed for the US Consulate a police vehicle came. Mr. Ashim Chatterjee, vice- President of the West Bengal Chattra Parishad (of Congress-O), complained that some policemen jumped out of the vehicle and started wielding lathis on them without provocation.

Demanding punishment for the policemen the demonstrators sat down on the road blocking traffic. The Congress (0) leaders. Dr. Pratap Chandra Chunder and Mr. Ashoke Krishna Dutta, however, asked the demonstrators to disperse as a mark of respect to the Congress (0) leader who had been stabbed to death in Howrah earlier in the day. The demonstrators left the place.

Earlier in the morning a group of film artistes and technical’s who had crossed over to India from Bangladesh marched in protest to the US Consulate. In a memorandum handed over to the officials of the Consulate the demonstrators urged the USA to stop supplying arms to Pakistan and not to become a party to genocide in Bangladesh.

In the evening several hundred of women led by Mrs. Purabi Mukherjee MP (Congress-R), Mrs. Gita Mukherjee (CPI), Mrs. Renuka Ray (Congress-R) demonstrated in front of the US Consulate in protest against the US arms supply to Pakistan.

The demonstration was organized by the Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samity. In a memorandum handed over to the US Consul General Mr. Herbert Gordon, the demonstrators urged the US President to stop all aid to Pakistan and to his good offices to bring about a political settlement in Bangladesh with the elected representative led by Sheikh Mujibur Rahman. The memorandum also asked the USA - to back the arms now on way to Pakistan.

Mrs. Renuka Ray, Chairman and Mrs. Mira Dattagupta, Convener, handed over the memorandum to the US Consul General. Mr. Gordon assured the delegates that he would communicate the matter to the US President.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৩। কূটনীতিক বিনিময়ের প্রস্তুতি	দি ষ্টেটসম্যান	১০ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 10, 1971

DECKS CLEARED FOR DIPLOMATS' REPATRIATION

SWISS OFFICIAL TO CONDUCT INTERVIEW PROCEEDINGS

From Our Special Representative

New Delhi, July 9. - The decks have been cleared for the repatriation of Indian and Pakistani diplomats from Dacca and Calcutta with Pakistan finally agreeing to the modalities for ascertaining the wishes of the 70 East Bengali diplomats who have switched their allegiance to the Government of Bangladesh.

The Swiss Ambassador, Mr. Fritz Real, called at the Foreign Office today to convey to the Secretary (East) of the External Affairs the glad tidings from Islamabad. A spokesman of the Ministry told reporter that it representative of the Swiss Government would be in charge of the conduct of the proceedings at which the former Pakistani diplomats are to be interviewed.

The need for the interviews arose because of Pakistani insistence that the diplomats, headed by Mr. Hossain Ali, the former Pakistani Deputy High Commissioner in Calcutta were being held under duress.

India, for her part had maintained during the protracted negotiations that it was for the Pakistani High Commission to take steps for ascertaining the wishes of the diplomats. Mr. Hossain Ali, who at first had reacted sharply to the idea of being questioned by a Pakistani or third party representative, was finally persuaded to agree to the arrangements "if only to give the lie to the Pakistani allegation about his being held under duress," as a Bangladesh spokesman put it.

Under the agreed arrangement, a Swiss representative will put a set of pre-determined questions-the substance of the questions has already been agreed to by the parties-to each diplomat in the presence of Indian and Pakistani representatives.

Only after the wishes of diplomats have been ascertained will the actual repatriation of the diplomats begin. The Soviet Union and Iran have already offered to airlift the diplomats.

Apart from the Pakistani Deputy High Commissioner Mr. Mahdi Masud, who was named Mr. Hossain Ali's successor, there are a handful of Pakistani diplomats-the majority (over 70) were East "Bengalis who now owe allegiance to the Bangladesh Government" at Calcutta who will be repatriated to Karachi.

The Indian mission at Dacca, headed by Mr. K. C. Sen Gupta, has a staff of over 130 members who have been living under virtual house arrest ever since the military regime in Islamabad ordered the closure of the mission at the height of the crisis in Bangladesh.

Mr. K. C. Sen Gupta has since been named India's ambassador to Addis Ababa.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৪। মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গঠিত।	দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১৬ জুলাই, ১৯৭১

THE TIMES OF INDIA, JULY 16, 1971

LIBERATION STRUGGLE BODY FORMED

Mujibnagar, July 15, A Nine Party "Bangladesh National Liberation Struggle Coordination Committee" formed recently has pledged to raise guerilla squads in every village for the Liberation of the country.

The committee is led by Maulana Bhasani's National Awami Party and includes the Communist Party of East Bengal (Sikdar group).

It has resolved to wage a struggle to rehabilitate in an "atmosphere of freedom and independence" all people who fled the country to escape army atrocities and has thanked India for the help rendered to the people of Bangladesh.

The immediate objective of the committee is to "work for the success of the liberation struggle on the basis of a definite programme and line of action keeping close contact and maintaining full co-ordination with the Bangladesh Government and all forces engaged in the liberation struggle".

The committee, at its first meeting held somewhere in Bangladesh adopted a 15 point progrmme and appealed to all parties to co-operate in implementing it.

The other Seven parties of the committee are the Communist Revolutionaries East Bengal Co-ordination Committee, the Shramik Krishak Karmee Sangha, the Communist Party of Bangladesh (Hatiar group), the Purba Bangla Krishak Samiti, the Purba Bangia Shramik Federation, the East Bengal Revolutionary Students Union and the Bangladesh Shramik Federation.

The committee in a resolution said the people of Bangladesh had now learn that the liberation of the country would not come peacefully or through compromise and they would have to carry on the armed struggle relentlessly.

The committee's programme envisages formation of an all-party Peoples Liberation Council in each village to take over political, social, administrative and other responsibilities of villages, organise direct village protection forces and administer justice through peoples courts.

These councils will put an end to the usury system, and punish those co-operating with, aiding or acting as agents of the Pakistani running clique.

They will also look after the properties of those citizens of Bangladesh who have been compelled to leave the country.

Small guerilla squads will be organized in villages with peasants, workers, students and other militant youth to "liquidate isolated enemies and replenish their armory with arms snatched from the enemy."

"Those people willingly rendering help to or co-operating with the Pakistan Government and the Pakistani forces or their agents in any way -politically, economically or militarily-should be treated as national enemies and after thorough investigation they should either be liquidated or punished in any other manner on the basis of collective decision."

The programme proposes to replace the present "modes of education and influence of corrupt culture," with a system inculcating nationalism.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৫। পূর্বাঞ্চলে পাক-বাহিনীর আত্মরক্ষামূলক তৎপরতা	দি ষ্টেটসম্যান	১৯ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 19, 1971

PAK TROOPS ON THE DEFENSIVE IN EASTERN SECTOR

From S. Chakrabarti

Agartala, July 17. - Information trickling from across the border suggests that Pakistani forces are trying to save the Dacca metropolis, Moynamati Cantonment and Chittagong port from anticipated guerrilla attacks. According to these sources, the largest number of Pakistani troops have been mobilized in the eastern sector and the Chittagong- Sylhet sector alone have a strength of about 70,000 troops. The strength of the forces in the western sector is thought to be less.

The Pakistani effort to keep intact the land routes linking Dacca, Moynamati and Chittagong has failed so far. They have not been able to install the urgently needed telephone linking the strategic army points in the extreme countryside along the border despite a three-month struggle.

During the last month, the freedom fighters have carried out nearly 90 successful guerrilla and commando operations at many points in the eastern region, indicating heavy casualties on Pakistani troops. According to reliable estimates about 1,700 Pakistani soldiers were either killed or seriously injured during these operations, while the loss on the Mukti Fouj side is stated to be minor.

In Dacca, skirmishes between guerrillas and the army are frequent and when this happens the frightened and numbed city is turned into a turbulent battle-field. On June 28, immediately after Yahya Khan's broadcast, a series of guerrilla attacks took place at several important points of the city, while the "Pak Bay Company" complex in Narayanganj was destroyed by guerrillas on July 3. People living in areas far from the complex saw the raging flames throughout the night.

The freedom fighters are now concentrating on strategic army points, important city and industrial areas and communication links it is claimed.

Meanwhile, the change in the Pakistani Army strategy in the eastern region has become more pronounced. The Pakistani troops now mainly engaged in defending their bases in the rural areas and controlling important land water routes have created a "vacuum zone" retreating from their extreme points on the several hundred miles border between Sylhet and Chittagong with the exception of their strongholds there mainly to avoid the innumerable casualties inflicted on them and presumably to build up a stronger second line of defense in the interior. Troops scattered in small camps in the border areas have been withdrawn to their strongholds in the rear.

The "Razakar Bahini" a new paramilitary force recruited from a section of non-Bengali youths, most of whom are reported to be antisocial elements, have been deployed in some of the border areas vacated by the troops. These Razakars, who often suffer heavy casualties at the hands of the Mukti Fouj, are keeping themselves engaged mainly in robbing and killing evacuees attempting to cross the border. About 300 evacuees are feared to have been killed so far by them.

The freedom fighters are now using sophisticated Chinese weapons snatched from Pakistani troops in the eastern sector. The well-equipped Pakistani troops who stormed into the countryside hardly a month ago, creating panic wherever they went are now frightened of the guerrillas who have inflicted heavy casualties on them.

According to a reliable report from across the border seven Pakistani soldiers stationed since a month ago in a house in a Comilla village near Nabinagar to safeguard the life of a Muslim League leader wanted by the guerrillas, have been killed. These soldiers challenged by the guerrillas from outside the house at dead of night were so surprised that they failed to make any attempt to defend themselves. I was also told another story while at the Devipur border point some 20 km from here opposite Mondabhag in Comilla district. Around 3 p.m. last Saturday eight Pakistani troops, including two Majors, two Captains and four other soldiers were killed when guerrillas launched a sudden attack on an army speedboat at Saldanadi in the extreme Comilla border area. Troops, who were on an inspection visit to the Saldanadi camp were actually in a hurry to leave this extreme area when they were suddenly attacked. Some Chinese weapons a wireless set and a speedboat were captured by the guerrillas and another speedboat was destroyed during the attack.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৬। পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাংলাদেশ মিশন কর্মচারীদের অস্বীকৃতি প্রকাশ	দি ষ্টেটসম্যান	১৯ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 19, 1971

Pak Charge Refuted

BANGLADESH MISSION STAFF REFUSE TO GO BACK

INTERVIEW BY SWISS REPRESENTATIVE

By Our Special Representative

Sixty-four staff members of the Bangladesh Mission in Calcutta, including the Mission's Chief Mr. Hossain Ali all of whom had transferred their allegiance from Pakistan Government to the Republic of Bangladesh made it clear during an inquiry by a Swiss Government representative Dr. Bonard in Calcutta on Sunday that they "do not wish to return to Pakistan".

Dr. Bonard who is a member of the Swiss Embassy in New Delhi undertook the inquiry to check on the Pakistan Government's allegation that the 65 Bengali Mission staff members, who had formerly belonged to the Pakistani Deputy High Commission in Calcutta, were coerced to transfer their allegiance to Bangladesh Government.

The inquiry assumed importance because on it depended the solution of the diplomatic impasse leading to the house arrest in Dacca of Indian Mission's staff members numbering about 130 and their families, along with Mr. K. C. Sen Gupta, who was India's Deputy High Commissioner in that city. Mr. Mehdi Masud the newly appointed Deputy High Commissioner of Pakistan in Calcutta and his staff have been given reciprocal treatment in Calcutta. Considerable diplomatic efforts were made for repatriation of both the Indian and Pakistani Mission staff from Dacca and Calcutta till agreement was reached regarding the Swiss arrangement.

Following the agreement a neutral place, Hindi High School in Calcutta was found for Dr. Bonard's examination of the Bangladesh Mission staff members. Each of them was questioned separately by the Swiss diplomat in the presence of Mr. Masud and Mr. A. K. Roy, Joint Secretary, Union Foreign Affairs Ministry.

According to prior agreement Dr. Bonard put only one question to each of the Mission staff. The question was "Do you wish to return to Pakistan or not? If you wish to return the Government of India will provide you with safe conduct in accordance with the provisions of the Geneva Convention. Please state your wish".

While 62 members of Bangladesh Mission, each filing past Dr. Bonard took little time to say "no" regarding their wish to return to Pakistan. Mr. Hossain Ali the Chief of the Mission refused to appear before the examination at the appointed place. He said that he could meet Dr. Bonard accompanied by Mr. Roy and Masud at a place arranged by himself. He would have been glad to receive them at the Bangladesh Mission office, but he would not like the presence of Mr. Masud in the office premises.

Routine Nature

Mr. Ali then suggested an empty residential flat, which was in his possession for the team to examine him. In fact, the examination of Mr. Ali was of a routine nature because Mr. Ali had made it abundantly clear in newspaper statements and also in television appearances that he belonged to the Republic of Bangladesh.

The Press Attaché of the Bangladesh Mission Mr. Maqsood Ali, was down with chicken pox and was unable to be present at the interview. Dr. Bonard and his team went up to Mr. Ali's residence to examine him in his sick-bed "from a safe distance" Mr. Ali's reply was no different from those of others. Only one member of the Mission staff was away from Calcutta and he was expected back any moment.

Later, in the evening, Mr. Hossain Ali addressed a Press conference in his Mission office to say that he and members of his staff had agreed to be examined in the presence of Mr. Masud only because of their anxiety "to end the impasse leading to the continued house arrest of the Indian Mission members in Dacca".

Mr. Ali said that the Pakistani allegation regarding the coercion of the Bengali members of the former Pakistan Deputy High Commission in Calcutta was "a lie". Each member of the staff in individual replies mostly written in Bengali said he did not want to return to Pakistan. Mr. Ali said that it should be clear now that the former Bengali members of the Pakistan Deputy High Commission in Calcutta transferred their allegiance to Bangladesh "willingly, gladly and sincerely".

There was no question of "duress or coercion" as alleged by the Pakistan Government, Mr. Ali said. The only compulsion that led the Bengalis to transfer their allegiance was" the condition created by the Pakistan Government in Bangladesh". He said that "we had all been devoted and loyal servants of the Pakistan Government but if we changed our loyalties it was because of the Pakistani Army action in Bangladesh."

Mr. Ali said that as the Chief of the Bangladesh Mission he had the rank of an Ambassador or a High Commissioner and that he could not be present at an examination conducted by a foreign representative Dr. Bonard lower in rank than himself and in the presence of a Pakistani officer who is only a Deputy High Commissioner. So he suggested a place of his own where they could come. They agreed to come to his place and Mr. Ali made his statement regarding his loyalties.

Nod of Greeting

Mr. Masud, who had been a junior colleague of Mr. Ali in the Pakistani Foreign Service tried to be friendly with Mr. Ali and gave him "a nod of greeting" Mr. Ali said that after what the Pakistani Army had been doing in Bangladesh he had not the heart to give the Pakistan Government's representative a nod in return. "He smiled and did not" Mr. Ali said.

The examination by Dr. Bonard which took place in three places first in the Hindi High School building, secondly in the residential flat appointed by Mr. Ali and lastly at the residence of Mr. Maqsood Ali lasted from 10-15 a.m. to 9 p.m. Dr. Bonard will be in Calcutta till another member of the Bangladesh Mission, who is now in Agartala returns

to the city and appears for the examination. The member is expected "any moment" Mr. Ali said.

Originally the arrangement was that the Swiss Ambassador Mr. Fritz Real, would be present in Calcutta to conduct the examination. He is stated to be sick. In his place Dr. Bonard came leading to the complications regarding the formalities of rank and the venue of the interview.

It is now expected that Dr. Bonard will submit his report incorporating the written replies he had received from each members of the issue of their loyalties. Since the procedure was agreed upon previously there is hardly any scope now for delay in the repatriation of the members of Indian Mission in Dacca.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৭। পাক-বাহিনীর দলিলে লুট ও ধর্ষণের প্রমাণ	দি ষ্টেটসম্যান	২০ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 20, 1971

PAK MILITARY DOCUMENTS REVEAL

LOOTING AND RAPE

From Our Special Correspondent

New Delhi, June 19. - The Government of India has in possession military documents from Pakistani Army personnel revealing two aspects of the state of affairs in Bangladesh (1) continued action by the Mukti Fouj inside Bangladesh and (2) looting of property, assault and rape of women by the Pakistani troops.

The documents have been seized from some of the Pak troops who had surrendered to Indian hands just to save their lives from the hands of the Mukti Fouj.

Looting, assaults and rape had been on such a large-scale that the Pak military authorities were compelled to issue orders setting up trial courts for this purpose.

Some details of the documents are:

(1) A secret letter from Lt. Col. Zehir Sarwardy, Staff Officer in Hq., 9 Division No. 16604/4, dated 10.5.71, addressed to 30 P.B., Hq.. Frontier Corps.

It admitted clearly that the Mukti Fouj guerillas had been blowing up railways and road bridges and laying mines on roads to be used by military vehicles laying ambushes, throwing hand-grenades and sniping.

The same document complained of cases when patriotic elements had taken away money from banks and government treasuries and snatched firearms from the Police and the Army.

(2)A confidential letter from Brig. Maj.Hg.131 Brigade in Sylhet No. 109070/G.S. (OPS) dated 7.5.71 :

This document admits that there had been reports of looting of property and assault and rape of girls and that the commandant had taken a serious view of them. The commandant had directed that in future anyone found guilty of such crimes would be punished.

(Note may be taken that persons connected with the crimes in future and not the past ones are to be tried!)

(3)A letter from Major G. R. Bhatti from Hg 313 Brigade, No 2001/ 20/A (OPS), dated 2.5.71 :

This mentions unambiguously of reports (received at Hq Eastern Command) of looted materials being back-loaded to Dacca and Karachi. The Eastern involvement of military officers had also been reported. The GOC-in-C, Eastern Command, and the GOC 9 Division had taken a serious view of these instances.

(4) A signal message from Hq, Frontier Corps, dated 7.5.71, to 313 Brigade. No. G- 1201, for Major Amjad Hussain 2 Wing saying that 313 Brigade reports cases of serious indiscipline in the ranks.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৮। পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদে ছাত্রদের দ্বারা মার্কিন পতাকার অসম্মান	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	২১ জুলাই, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, JULY 21, 1971

US FLAG DRAGGED DOWN, BURNT BY STUDENTS

By A Staff Reporter

Supporters of six leftist student bodies jointly staged a huge protest rally in front of the USIS library on Chowranghee, Calcutta, on Tuesday afternoon. The US flag has brought down from atop the building and a bonfire was made of it. An effigy or the US President was also burnt.

The demonstrators hoisted the flag of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam in place of the US flag on the USIS library building. Occasionally, slogans were chanted for victory to the Bangladesh liberation struggle and against US supply of arms to Pakistan.

A big armed police force stood by quietly in front of the building all the time the demonstration was staged. The situation was peaceful throughout.

Earlier, the student had assembled at Raja Subodh Mullick Square. A resolution affirming solidarity with the freedom-fighters of Vietnam against the US onslaught was adopted. Mr. Biman Basu presided and the speakers included Mr. Debasish Banerjee, Mr. Kshiti Goswami and Mr. Gautam Ghosh.

A procession was then taken to the US Consulate on Ho Chi Minh Sarani where an embassy official accepted a memorandum from the students. It demanded withdrawal of the US forces from South Vietnam. After this, the students went to the Raj Bhavan where the secretary to the Governor received from them a memorandum addressed to the Prime Minister. The memorandum urged the Union Government to recognize the PRG and condemn the US Government for aggression in South Vietnam.

The demonstration was organized by the AISF, SFI, DSO, Progressive Student Union, Students Bloc and the Federation of Revolutionary Students.

UNI adds: Most educational institutions in the State remained closed on the day in observance of Vietnam Day called by these Organizations.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৫৯। পূর্ববাংলার বিপন্ন বৌদ্ধেরা আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদকীয়)	আনন্দবাজার পত্রিকা	২২ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

পূর্ব বাংলার বিপন্ন বৌদ্ধেরা

পূর্ববাংলার নানাস্থানে, বিশেষ করে চট্টগ্রামে যে সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা ছিলেন, পাকিস্তানী ফৌজের গুন্ডামি ও বর্বরতায় তাঁরাও অন্যদের মতই নিরাশ্রয় হয়েছেন। তাঁদের মঠ মন্দির ভেঙে, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে, কুলনারীদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে পাকিস্তানী দুষমনরা যে নরকের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে বেঁচে থাকা অসম্ভব। নিছক প্রাণের দায়েই তাই ২০ হাজার বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলে জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রহ্মদেশবাসী এক বাঙালি বৌদ্ধই এ সংবাদ জানিয়েছেন আসামের বৌদ্ধপ্রধান শ্রীজিনরতন মহাস্থবিরকে। আসামের মিজো পাহাড় অঞ্চলেও নাকি এসেছেন প্রায় ১৫ হাজার বৌদ্ধ এবং তাঁরাও এসেছেন একইভাবে বর্বরতার শিকার হয়ে।

আর্ত ও বিপন্ন মানুষেরা যে ধর্ম বা মতাবলম্বীই হন, তাঁদের দিকে আমাদের তাকাতে হবে একই উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সে হিসাবে পূর্ব বাংলার মৃত্তিকা থেকে উন্মুলিত লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান নরনারীর সমস্যা থেকে বৌদ্ধদের সমস্যাকে হয়ত তফাৎ করে দেখা চলে না। তবু বঙ্গ ভাষাভাষী বৌদ্ধদের সমস্যার একটা নিজস্ব দিক আছে। তাঁরা শুধু বাংলায় নয় গোটা ভারতেই সংখ্যায় নিতান্তই কম। তাঁদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতিপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রেখে তাঁরা এতদিন যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, তার ভিত্তি হঠাৎ গুঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা অনিবার্যভাবে আজ অকূলে পড়েছেন। এই সংকটে তাঁদের জন্যে হাত এগিয়ে দেবার জন্যে তাঁদের স্বগোষ্ঠীর মানুষ আরো অধিক সংখ্যায় থাকলে ভালো হত।

ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশ আমরা মানি বা না মানি, তার অন্তর্লগ্ন ঐক্যের বন্ধনটি যে অদৃশ্যভাবেই কাজ করে তা বোঝা যায়, যখন চরম বিপদের মুহূর্তে ত্রাণের আশায় মানুষ স্বশ্রেণী ও স্বভাষাভাষীর আশ্রয়েই ছুটে আসে। পূর্ববাংলার হিন্দু মুসলমান ভারতে রিক্ত হাতে এলেও এসেছেন এখানকার হিন্দু মুসলমানদের পোষকতার ভরসায়। এই ভরসা নিশ্চয়ই অন্তরে আছে বৌদ্ধদেরও, কারণ বৌদ্ধধর্ম যেহেতু হিন্দুধর্মেরই সম্প্রসারিত একটি শাখা এবং ভারতবর্ষ যেহেতু 'সেকুলার' বা ধর্মের গোঁড়ামি বিমুক্ত রাষ্ট্র, সেই হেতু তাঁরাও এখানে আশ্রয় ও সহায়তা পাবেন। তবু কতকটা নিরূপায়তা বোধ হবেই তাঁদের এবং তার কারণ আমরা গোড়াতেই বলেছি। এদিক থেকে ব্রহ্মদেশের পরিবেশ তাঁদের হয়ত খানিকটা অনুকূল হবে ।

অবশ্য রাজনীতিক শরণার্থীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি সেখানে কি হবে, তার ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু। আসামে ও পশ্চিম বাংলায় যে বৌদ্ধ শরণার্থীরা এসেছেন, তাঁদের ত্রাণ এবং সেবার কাজে যে আমাদের সতর্ক মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, এত অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। একদিন আমরা হিটলারের জার্মানী থেকে ইহুদীদের দলে দলে উৎখাত ও বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে পিছিয়ে পড়তে দেখেছি। অদম্য প্রাণশক্তি ও বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আত্মপ্রত্যয়ের জোরে তাঁরা চরম দুর্যোগের মধ্যেও টিকে থেকেছেন। এবং তা থেকেছেন বলেই শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন। স্বৈরাচারী হিটলারই পরাজয়ের ভস্ম মুখে বিদায় নিয়েছেন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে। বাঙালি বৌদ্ধরাও এইভাবেই জয়ের অধিকারী হবেন একদিন, স্বধর্মদ্রোহী, মানবদ্রোহী আজ জঙ্গী সর্দারদের ক্ষণিকের খেলা শেষ হলে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬০। মুজিবের নয়, ইয়াহিয়ার বিচার চাই। (সম্পাদকীয়)	যুগান্তর	২৪ জুলাই, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

মুজিবের নয়, ইয়াহিয়ার বিচার চাই

জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর হাতে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য সম্পর্কে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সে উদ্বেগ তাঁর একার নয়, পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষেরই এই বিষয়ে উদ্বেগ বোধ করার কথা। শাসক হিসাবে যাঁর বন্দুকের জোর ছাড়া আর কোন জোরই নেই সেই ইয়াহিয়া খাঁ বিচারের নামে হত্যা করতে চাইছেন শেখ মুজিবুর রহমানকে- যিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নির্বাচিত নেতা। জঙ্গী শাসককে এই জিঘাংসাপরায়ণতা থেকে নিবৃত্ত করার দায়িত্ব সারা পৃথিবীর, সমগ্র মনুষ্যজাতির।

বিদেশী সাংবাদিকের কাছে দম্ভভরে বাংলাদেশের কসাই ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক আদালতে গোপন 'বিচারের' সম্মুখীন করা হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হবে তাতে তাঁর মৃত্যুদন্ড হতে পারে। দশ লক্ষ মানুষের হত্যা, অসংখ্য নারীর নির্যাতন, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের জন্য যিনি দায়ী তিনি কি করে অন্যের বিচার করবেন? জল্লাদ যেখানে হাকিম সেখানে বিচার কিভাবে হবে? আর শেখ মুজিবুর রহমান এমন কি করেছে যার জন্য তাঁকে ইয়াহিয়ার কাছে প্রাণ বলি দিতে হবে? দেশদ্রোহিতা? মুজিব যদি দেশদ্রোহী তাহলে ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করছিলেন কেন? এই 'বিচার' গোপনেই বা অনুষ্ঠিত হবে কেন? যাকে ইয়াহিয়া খাঁ নিজে একদা 'ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আজ কি অভিযোগ, কি সাক্ষ্যপ্রমাণ,এসব কথা দেশের লোককে ও পৃথিবীর মানুষকে জানতে দেওয়া হবে না কেন? ঘৃণিত ইহুদী হত্যাকারী আইকম্যানের বিচারও তো প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি ন্যুরেনবার্গের বিচারও গোপনে হয়নি। একজন নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ মানুষ তাঁর হাতের মুঠোয়, আদালত তাঁর নিজেরই তৈরি। তবু সেই মানুষকেই তাঁর এত ভয় যে, সকলের চোখের সামনে সেই মানুষটিকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারছেন না? শুধু যে প্রকাশ্য বিচার হবে না, তাই নয়, পিন্ডির মিলিটারী ডিকটেটর বলেছেন, কোন বিদেশী উকিলের সাহায্যও পাবেন না শেখ সাহেব। অর্থাৎ যে মামলা তিনি সাজাবেন সেই মামলা যাতে ফেঁসে না যায়, তার জন্য তিনি খুব হুঁশিয়ার। বিচারের নামে এই প্রহসনে দন্ডটা আগেই দিয়ে রাখা হয়েছে, বাকি সবটা মিথ্যা চাল।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবার হুমকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া এ কথাও গেয়ে রেখেছেন যে, মৃত্যুদন্ডের আদেশ মকুব করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তাঁর এই কথার ইঙ্গিত সম্ভবত এই যে, মুজিবের প্রাণকে বাজি করে তিনি রাজনৈতিক জুয়াখেলায় নামবেন। মুজিবের অনুগামীদের সম্ভবত প্রচ্ছন্নভাবে তিনি এটাই জানিয়ে দিতে চান যে, তাঁরা যদি তাঁদের নেতাকে প্রাণে বাঁচাতে চান তাহলে তাঁর সঙ্গে একটা আপোষে আসতে হবে। কিন্তু তার এই শয়তানি চাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা, বাংলাদেশের মানুষ ইসলামাবাদের পশুশক্তির বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ে নেমেছে সেটা মরণপণ লড়াই। কোন ভয় দেখিয়ে বা চাল দিয়ে তাদের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। সে কথা না বুঝে ইয়াহিয়া যদি শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসির দড়ি পরাতে যান, তাহলে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব কে,এম, সাহবুদ্দিনের ভাষায়, 'বাংলাদেশ তাঁকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। তখন আমাদের জবাব হবে-রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বদলে প্রাণ'।

কিন্তু রক্তপিপাসু ইয়াহিয়া খাঁকে এই চরম নির্বুদ্ধিতার পথ থেকে নিবৃত্ত করবে কে? বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ এই বিচারের প্রহসন বন্ধে করে শেখের প্রাণ বাঁচাবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের

সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সেক্রেটারি জেনারেলের নিশ্চয়ই এই বিষয়ে একটা কর্তব্য রয়েছে। মানবিকতার নামে, ন্যায্যবিচারের নামে তাঁর নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের তরফ থেকেও ইসলামাবাদের শাসকদের উপর চাপ আসা উচিত যাতে বন্দী অবস্থায় মুজিবের কোনরকম শারীরিক ক্ষতি না হয় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যারা মনে করে যে, ইয়াহিয়াকে ক্ষেপিয়ে না দিয়ে তাঁকে দিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাজ করান উচিত সেসব রাষ্ট্র এবার প্রমাণ দিক যে, পিন্ডির নায়করা তাদের কথার বিন্দুমাত্র দাম দেননা। মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ করার দাবীতে সারা পৃথিবীর জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠা উচিত। আর ভারতবর্ষের দিক থেকে আসা উচিত সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। নয়াদিল্লী পরিষ্কার জানিয়ে দিক যে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার জন্য বিচারের মধ্যে ভাঁওতা দেওয়া হলে ভারত বুঝে নেবে, পাকিস্তান বাংলাদেশ সমস্যার কোন সমাধানই চায় না এবং তখন আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভারত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে ।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬১। বাংলাদেশ ও জাতিসজ্ঘ (সম্পাদকীয়)	দি ষ্টেটসম্যান	৩০ জুলাই, ১৯৭১

THE STATESMAN, JULY 30, 1971

Editorial

BANGLADESH AND THE U.N.

New Delhi's extreme sensitiveness to any seeming move to transform the Bangladesh issue into one between India and Pakistan puts this country unnecessarily on the defensive. India has nothing to be apologetic about and if New Delhi's response to suggestions about a United Nations role lacks clarity and force this is largely because of a failure to anticipate events and attitudes. When Islamabad was claiming that the Bangladesh struggle and its suppression were Pakistan's internal affair it was rightly pointed out that entire humanity must be involved in seeking an end to mass slaughter, plunder and rape. When millions of refugees poured .into India the happenings ceased to be Pakistan's internal affair even in a narrow technical sense and the point was then correctly made that India being directly affected had a special reason to reject the "internal affair" claim. It was perhaps hoped at that time that the international community would act promptly and decisively to stop Pakistan from pursuing a course which was not only a brazen challenge to every humanitarian principle but also a direct political, economic and social threat to a neighboring country. No such action has been taken; a few countries have tried but quite ineffectually.

Evidently, New Delhi either did not foresee this or did not give much thought to what it could do after such a negative development. Pakistan and its friends on the other hand are now trying to use the international implications of the Bangladesh issue for their own cynical purpose. After East Bengali's population has been reduced by more than seven million and after most of the people who could effectively defy the military administration have been killed or driven out Pakistan's obvious interest is in stabilizing its eastern borders with India. This can be done by introducing a U.N. presence on either side of the border with the ostensible purpose of persuading the refugees to return in effect U.N. observers would be used only to curtail the activities of the Bangladesh freedom fighters operating in or from the border areas. That the-refugees are only waiting for pursuasion by some foreigners to return to their shattered homes is a kind of delusion which even the most ignorant member of the United Nations cannot be capable of the idea is mischievous and India has done well to reject it summarily.

But she cannot oppose the concept of any kind of U.N. role, that would be incompatible with her own entirely correct view that the East Bengal events are more than a purely internal matter for Pakistan. Nor can New Delhi, while rightly maintaining that a settlement can be reached only between Islamabad and the people of East Bengal, take the position that India is not involved in any way; that would be contrary to India's own interests so far as the refugees are concerned. If the matter is raised in the Security

Council there is no reason why India should fight shy of explaining the nature of her involvement and her pressing interest in seeing the involvement ended as soon as possible. Mr. Swaran Singh has denied that U Thant suggested a Security Council meeting but the possibility of the Bangladesh issue being raised in the U.N. cannot be ruled out. India has no reason to oppose such discussion indeed it should take an active part to ensure that the issues discussed are the right ones. There would be little to gain from sullen self imposed isolation.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬২। কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম ফুটবল খেলা	যুগান্তর	৭ আগস্ট, ১৯৭১

কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম ফুটবল খেলা

(স্টাফ রির্পোটার)

শ্রীগোষ্ঠ পালের একাদশ ৪ : বাংলাদেশ ২।

মোহনবাগানের খেলোয়াড় নিয়ে গড়া শ্রীগোষ্ঠ পালের একাদশের ৪-২ গোলে বাংলাদেশের টিমকে হারিয়ে দেওয়া এমন কিছু নয়, এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাদল-অপরাহ্নে দুই বাংলার খেলোয়াড় ও হাজার হাজার দর্শকের প্রীতি শুভেচ্ছা বিনিময়ই কলকাতা ময়দানের এক স্মরণীয় ঘটনা। ঘেরামাঠের কর্মীরাও এ দিন কোন পারিশ্রমিক নেননি।

প্রদর্শনী ফুটবলে কোন দল ভাল খেলল, কোন দল খেলল না; কে গোল করল, কে গোল করল না; এ সব আলোচনা হয়নি। পরিমল-চুনী জীবনে সর্বপ্রথম এক টিমে খেলছে, এই বয়সে চুনী কি রকম খেলছে, বাংলাদেশের ১০ নম্বর খেলোয়াড় তুর্যর 'ফিটনেস', ওদের গোলরক্ষকের বল ধরার কায়দার কথাই সবার মুখে মুখে। ফুটবল ছেড়ে দিয়ে আবার ফুটবল মাঠে এসে চুনী যে বল কনট্রোল, মাপা পাস, ড্রিবলিং দেখিয়ে গেল তা এখানকার খেলোয়াড়দের কাছ থেকে লীগের খেলায় খুব কম দেখতে পাই। বুটের ডগা ও সাইড দিয়ে ছোট্ট জায়াগায় বল ধরে দু'তিন জনকে কাটানো এখনও চুনীর পক্ষে অসম্ভব নয়। বলে, বলে চুনী পায়ের কাজ দেখিয়েছে, ছোট জায়গায় চার পাঁচজনকে সহজেই ড্রিবল করে নিজের খেলোয়াড়দের মাপা 'প্রু' দিয়েছে। এখনকার ফুটবলে এ সব লুপ্তপ্রায়। পাশে প্রণব, সুকু, পরিমলও খেলেছে, তার মধ্যে সবাই দেখেছে একটি উজ্জ্বল তারকা চুনী গোস্বামীকে। মনে হয়নি সে খেলা থেকে অবসর নিয়েছে।

বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে তুর্য হাজার, যে প্রথম গোল করে নিজের দলকে এগিয়ে দিয়েছিল, তার 'ফিটনেস' ও খেলার ধারা উন্নত ধরনের। কিন্তু সতীর্থদের কাছ থেকে সে সাহায্য পায়নি। গোলরক্ষক অনিরুদ্ধ দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ৪টি গোল হলেও কোনটিরও জন্য তাকে দায়ী করা যায় না।

কাদাভরা মাঠে খেলা উঁচু দরের না হলেও প্রাণহীন হয়নি। প্রায় অনুশীলন বিহীন বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের কাছে মাঠের অবস্থা সাবলীল ক্রীড়াধারার অন্তরায় ছিল। অনুশীলন করলে এই দল আরো অনেক ভাল খেলবে।

১৩ মিনিটে তসলিমের ব্যাক সেনটারে তুর্য হেড করলে গোলরক্ষক বলাই দে'র হাতে লেগে বলটি গোললাইন 'ক্রস' করে ১-০। ২৫ মিনিটে গোষ্ঠ পালের দল গোল শোধ করে। চুনীর পাস থেকে প্রণব ডান পায়ের কমজোরী নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাজিত করেন ১-১। বিরতির এক মিনিট আগে চুনীর পাস থেকে সুকল্যাণ গোল করে গোষ্ঠ পালের দলকে এগিয়ে দেন ২-১।

৫৫ মিনিটে প্রণব বাঁ পায়ের বিদ্যুৎ গতির শটে গোল করে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেন ৩-১। ৬২ মিনিটে সুকু পাল্টা জবাব দেয়। চুনীকে পাস করলে চুনী প্লেসিং-এ গোল করে ৪-১। ৬৬ মিনিটে বাংলাদেশের বদলি খেলোয়াড় নৌশের একটি গোল শোধ করে ৪-২।

শ্রীগোষ্ঠ পালের একাদশ : বলাই, কাজল, কল্যাণ, নিমাই, ভবানী : প্রবীর, প্রিয়লাল: সুকল্যাণ, পরিমল, চুনী, প্রণব।

বাংলাদেশ : অনিরুদ্ধ, আইনুল, জাকির, পিনটো, ইমান, খোকন, কাইকোবাদ প্রতাপ, বিমল, সাগর, এনায়েৎ, সুভাষ, তুর্য হাজরা, তসলিম , নৌশের ও আমিনুল ।

রেফারী : শ্রী সুধীন চ্যাটার্জি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৩। মুজিবের বিচার শুরু: রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি ভারতের আবেদন	দি ষ্টেটসম্যান	১১ আগস্ট, ১৯৭১

THE STATESMAN, AUGUST 11, 1971

MUJIBUR'S TRIAL BEGINS:
INDIA APPEALS TO NATIONS

Rawalpindi, August 11,-Informed Government sources said that the Awami League leader. Sheikh Mujibur Rahman went on trial today in a fight for his life against charges that he waged war against Pakistan Reports AP.

The proceedings were secret.

The Government refused to confirm officially that the trial had begun. It also refused to disclose the location of the military tribunal, the name of the judges or the defense attorney.

Three foreign radios-Radio Accra. Radio Cologne and Radio Australia reported-today that the trial of Sheikh Mujibur Rahman had opened in camera but did not quote any source.

Mrs. Gandhi has appealed to 24 countries to save the life of Mr. Rahman, writes our special Correspondent in New Delhi.

The Soviet Union also likely to issue an appeal in this regard.

India's External Affairs Minister, Mr. Swaran Singh has sent a cable to the UN Secretary General on the same subject.

The USA today expressed concern for the second time to the Pakistan Government that any "summary action" in the secret trial of Sheikh Mujibur Rahman will destroy all possibilities for a political settlement of the East Bengal crisis. AP report from Washington.

The Secretary of State Mr. Rogers, passed on to Pakistan Ambassador Mr. Agha Hilaly a telegram from 11 U.S. Senators and a letter signed by 58 Congressman asking Pakistan to show compassion towards the Sheikh.

At the same time a State Department spokesman reacted stiffly to the Pakistan Government's decision to refuse permission for the Democrat Senator Mr. Kennedy to visit Islamabad and Dacca.

Sheikh Mujibur Rahman's wife who had been under house arrest at Dacca was flown to Karachi a few day ago according to a reliable report received at Mujibnagar today, writes UNI.

She was taken from the house at Dhanmondi area to the airport with Army escort and put on board a Karachi bound plane.

It is not known whether she was being detained at Karachi or some other place in West Pakistan.

Radio Australia said the result of the trial was a foregone conclusion. "There is only one verdict: Guilty".

On the night of March 26, 18 hours after Sheikh Mujib's arrest, Gen. Yahya Khan had branded him as a traitor and an enemy of Pakistan. "No one in Pakistan, especially a military court, dare go against Yahya Khan", the radio said.

Gen. Yahya Khan is quoted to have said in private that "the Sheikh must die" the radio said.

The Prime Minister's cable to all big Powers the Western countries and certain countries of Africa, Asia and West Asia has been addressed to Heads of Governments and dispatched through Indian Missions abroad.

She has said in cable "The Government and people of India as well as our Press and Parliament are greatly perturbed by the reported statement of President Yahya Khan that he is going to start secret military trial of Mr. Mujibur Rahman without affording him any foreign legal assistance. We apprehended that this so-called trial will be used only as a cover to execute Sheikh Mujibur Rahman. This will aggravate the situation in East Bengal and will create a serious situation in India because of the strong feelings of our people and all political parties. Hence our grave anxiety. We appeal to you to exercise your influence with President Yahya Khan to take a realistic view in the larger interest of peace and stability in this region."

Mrs. Gandhi's message, however, has not been addressed to China and West Asian countries except the UAR and Iraq. The selective list includes: The UAR, Ceylon, Tanzania, Indonesia, Afghanistan, Nepal, Malaysia, Zambia, the USSR, Canada, France, Italy, Singapore, Sweden, Holland. Japan, the USA, the U.K, West Germany, Ghana, and Yugoslavia.

The Foreign Minister Mr. Swaran Singh, said in his cable to U Thant "We are distressed and shocked by the announcement made in Rawalpindi that they propose to commence Sheikh Mujibur Rahman's trial from tomorrow. This announcement comes in the wake of the several categorical statements which have lately emanated from President Yahya Khan about Sheikh's capability in waging war against Pakistan and in having indulged in treasonous activities.

"Sheikh Mujibur Rahman is an outstanding leader of his people, much beloved and much respected. His victory at the polls in December 1970 was perhaps the most magnificent one in any similar election anywhere in the world in recent years. Our people, Press, Parliament and Government are all convinced that the problems which have been created for us by the Pakistani action in East Bengal will be multiplied ten-fold if the Government of Pakistan does something precipitate and extreme in the context of Sheikh Mujibur Rahman's life and welfare.

"We would like to appeal to your excellence to take urgent steps to request the Government of Pakistan not to take this action which is certain to make their difficulties

and ours very much worse. Anything they do to Mujib now will have grave and perilous consequences."

Asked whether he had discussed the issue with the Soviet Foreign Minister. Mr. Singh told the Rajya Sabha today that Mr. Gromyko was strongly in favor persuading Pakistan not to go ahead with this "type of shame trial'.

He also told the House that the Government was greatly concerned at the threat held out by the Pakistan President to Sheikh Mujibur Rahman.

Asked by Mr. A. D. Mani whether the Government would take initiative in having a Commission of International Jurists appointed to investigate the war-crimes committed by the military rulers of Pakistan in Bangladesh the External Affairs Minister said it was a suggestion for action. However in his opinion, it would be more effective if the initiative was taken by the Indian member of the International Commission of Jurists.

The Secretary-General. U Thant said yesterday that the fate of Sheikh Mujibur Rahman was bound to have repercussions outside Pakistan, Reuter adds from United Nations.

But the Secretary-General said, Sheikh Mujibur's impending trial before a Military Court was "an extremely sensitive and delicate matter which falls within the competence of the judicial system of a member State".

In a Press statement, U Thant said, he shared the feelings of many UN representatives "that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inevitable have repercussions outside the borders of Pakistan".

He said the trial was "a matter of extraordinary interest and concern in many quarters from a humanitarian as well as from a political point of view".

He said, he had received, and was still receiving almost daily expressions of serious concern from U N representatives about the situation in East Bengal.

In Geneva, the international Commission of Jurists yesterday formally protest to President Yahya Khan against the scheduled trial of Sheikh Mujibur Rahman.

A cable signed by commission's Secretary Genera! Mr. Alan Niall Macdermott, said "the International Commission of Jurists protests against the secret military trial of Sheikh Mujibur Rahman. Justice has nothing to hide".

A London report says The London lawyers of Sheikh Mujibur Rahman claimed today he was being denied all access to legal aid. Reports Reuter.

Lawyers Bernard Sheridan and Company took the unusual step of writing a later to The Times about the case. They did so, the letter said, so that readers might know more precisely the efforts which had been made by lawyers to secure for him a fair trial.

"Although Sheikh Mujibur was arrested at the end of March this year following up on his success at the polls he has been denied all access to legal advice."

The letter added that they had seen the Pakistan High Commission in London in June and written a formal request to be allowed to see him but had not received a reply or acknowledgement.

Further requests made in person in Pakistan by a member of the farm accompanying Mr. Sean MacBride (senior counsel) were also not acknowledged the letter said.

A Cairo report says UAR's leading newspaper A1 Ahram, expressed concern yesterday at the announcement that East Bengal leader Sheikh Mujibur Rahman was to be tried by a military court.

The newspaper said "National unity cannot be secured by military or secret trials and cannot be protected by the majority under an iron rule".

The paper said the interest shown in the fate of Sheikh Mujibur Rahman was neither an expression of interference in Pakistan's internal affairs nor a confirmation of the separatist call from the national soil both principles of interference and separation were rejected categorically and unequivocally.

"This interest is rather due in the first place to a belief in the necessity for preserving national unity in Pakistan in both its eastern and western provinces. This national unity is a sound expression of the aspirations of the masses and their leaderships in both the provinces", the paper added.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৪। বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে গুরুত্ব আরোপ : ভারত- সোভিয়েত যুক্ত বিবৃতি	আনন্দ বাজার পত্রিকা	১০ আগস্ট, ১৯৭১

ভারত- সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতি
বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে গুরুত্ব আরোপ

(দিল্লী অফিস)

নয়াদিল্লী, ১১ই আগস্ট-ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের' জন্য জরুরী ব্যবস্থাবলম্বনের দাবি জানান। এই সমস্যার কোন 'সামরিক সমাধান' হতে পারে না বলে ভারত ও সোভিয়েট সরকারদ্বয় সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মতামত প্রায় অনুরূপ বলে সরকার সূত্রে প্রকাশ। সদ্য সম্পাদিত চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে উপমহাদেশে যুদ্ধ আশঙ্কা আলোচনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করা হয়।

শরণার্থীরা যাতে নিরাপদে তাঁদের ঘরবাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন সেরকম অবস্থা সৃষ্টির জন্য দাবি জানিয়ে যুক্ত-বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'একমাত্র ঐ অবস্থায় পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের স্বার্থ এবং ঐ এলাকায় শান্তি রক্ষিত হতে পারে'। একমাত্র রাজনৈতিক সমাধানই পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং তা না হলে শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, সমগ্র পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন হতে পারে।

মতানৈক্য ?

যুক্ত-বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গ অথবা বাংলাদেশের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ধরনের রাজনৈতিক সমাধান হবে সে সম্পর্কে যুক্ত-বিবৃতিতে কোন ব্যাখ্যা করা হয়নি। বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই আসে না বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ধরনের রাজনৈতিক সামাধান বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মতামত ঠিক অনুরূপ নয় বলে প্রকাশ। পাকিস্তান একা থাকবে না পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হয়ে যাবে এই প্রশ্নে মতানৈক্য থাকতে পারে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছেন তা থেকে সরকার বিচ্যুত হননি বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়া হবে না এবং তা বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এই মূল প্রশ্নে ভারত ও সোভিয়েট সরকারদ্বয় সহমত পোষণ করেন বলে প্রকাশ।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্মরণ সিং এবং ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আগত সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকোর কয়েক দফা আলোচনা শেষে এই যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবৃতির ব্যাখ্যা

যুক্ত-বিবৃতিতে পাকিস্তানের 'সমগ্র জনগণের' কথা বলা হলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকার পিছিয়ে যাননি বলে সরকারী মহল সূত্রে প্রকাশ। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক

সমস্যা সমাধানে উপনীত হতে হবে এ রকম কোন উল্লেখ না থাকায় অর্থ এই নয় যে, ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ববঙ্গের ওপর কোন সমাধান চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতী। পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থার কারণ বিশ্লেষণে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মতামত প্রায় অনুরূপ বলে সরকারী মহল মন্তব্য করেছেন।

পূর্ববঙ্গের জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধানেই ভারত রাজী হবেন। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার আলোচনা করুন সেটাই ঐ এলাকার জনগণের দাবি। সমাধান হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ হোক অথবা অন্য কিছু হোক- বাংলাদেশের জনগণের গ্রহণযোগ্য সমাধানেই ভারত রাজী হবে।

মার্কিন আঁতাত সম্পর্কে নীরবতা

যুক্ত বিবৃতিতে কোন স্থানে চীন, মার্কিন-চীন আঁতাতের উদ্যোগ অথবা পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। তবে সীমান্ত বিরোধসহ সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলা হয়েছে। বলপ্রয়োগ অথবা বলপ্রয়োগের হুমকিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার ভারত-সোভিয়েট চুক্তিকে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে। এশিয়া তথা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার সংগ্রামকে জোরদার করাই ভারত-সোভিয়েট শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির লক্ষ্য বলে বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে। এশিয়া তথা বিশ্বে শান্তিরক্ষায় যাঁরা আগ্রহী এই চুক্তি তাঁদের সমর্থন লাভ করবে বলে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

নয়াদিল্লীতে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকো রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ, অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রামের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৫। পাক বাহিনীর কৌশলগত পশ্চাদপসরণ	দি ষ্টেটসম্যান	১২ আগস্ট, ১৯৭১

THE STATESMAN, AUGUST 12, 1971

PAK ARMY RETREATS STRATEGIC:
SAY BANGLADESH COMMANDERS

By Our Special Representative

A few Bangladesh Liberation Army sector commanders who recently met to review the war situation are believed to have held the view that the Pakistan Army's retreats in many areas in the face of Mukti Bahini's commando and guerrilla operations should not give rise to any complacency. The commanders felt that many of these retreats might be for tactical reasons.

It is now apparent that the Pakistan Army largely made up of men from West Pakistan finds itself completely dismayed in the mud and slush of East Bengal. It is also not used to fighting in the heavy monsoon conditions that prevail in Bangladesh now. The Army's present tactics may be to conserve its weapons and energy for the post- monsoon season when it hopes to strike hard.

In a note to their Liberation Army headquarters the commanders have said that the Mukti Bahini's monsoon thrust should be stepped up as quickly as possible so that "lodgment areas" could be spread wider in the wake of the Pakistan Army's retreat. The commanders maintain that the Liberation Army has "infrastructure wise" everything to continue its sweep over the Pakistan Army during the monsoon.

Some recent defections of Bengali gunners and other soldiers from the Pakistan Army units in the western sector have strengthened the Liberation Army. These defectors have trekked their way from the west to report for duty at the Liberation Army headquarters. The commanders suggest that a full regiment of gunners is now available for the Liberation Army and it should be properly used.

But the commanders fear that if the monsoon which will last till the middle of October, is allowed to be wasted, the war in Bangladesh will be a prolonged affair much to the difficulties of the people both in East and West Bengal. The commanders feel that during the three monsoon months much more could have been achieved had the weapons available to the Liberation Army been replenished.

All commanders in the Liberation Army have been Pakistan Army veterans with full training both in conventional warfare and also in specialized fighting techniques which the United State organized at home and in some NATO countries. Their association with the Pakistan Army for many years have made them familiar with whatever the Army can do in meeting the Liberation Army attacks.

According to the commanders the per unit fire power of the Pakistan Army is considerably superior to that of the Liberation Army or even of the Indian Army.

The Pakistan Army is equipped with all automatic weapons supplied by the Americans and the Chinese. Its arms stock is constantly being replenished by the Chinese and some other Western Powers.

The commanders case is spelt out in clear terms. They need more arms for the guerillas and also for the commanders. The training of guerrillas has been going on in full swing in different camps spread along the border areas in the whole of Bangladesh. Many of these trained people cannot be fully utilized for shortage of arms supply.

Some guerrilla units have entrenched themselves deep in the countryside of Bangladesh and opened training centers there. The response of the local people for facilities of training in these centers has been overwhelming it is stated. Training has been continuing for some time and there have developed strong rear units all over the country, according to a report.

Liberation Army gains in the monsoons will depend largely on the immediate deployment of all the units both in the forward areas and also in the real. The commanders maintain that efforts should immediately be made for arms procurement from all available sources. Recently, the commanders had a meeting with the Bangladesh Cabinet and they explained the war situation emphasizing the need for more arms. The need was not so much for sophisticated weapons, as for conventional hardware. They said that the guerrillas should not be expected to face the well armed enemy with lathis and daggers.

The guerrilla war in Bangladesh should not be equated with similar struggles elsewhere, because the Bangladesh liberation war started with an initial advantage first, the entire people were with the struggle, and secondly, a fully trained army formed the hard core of the Mukti Bahini. The army had its infantry, gunner and signal units, and other units for different types of warfare, administration of supplies and medical care.

Some commanders told this reporter that they had been able to drive home their point. They expected that the Bangladesh Government would do its best to procure arms and that the remaining phase of the monsoon would be better utilized. With whatever arms were available so far, the Mukti Bahini's achievements would have made any other army in a similar situation proud, they said.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৬। বিদেশী সত্যাগ্রহী দল বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন	আনন্দ বাজার পত্রিকা	১৫ আগস্ট, ১৯৭১

মঙ্গলবার বিদেশী সত্যাগ্রহী দল বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বাংলাদেশে পাকিস্তানী নির্যাতন এবং বিদেশ থেকে অবাধ সাহায্য দানের পথে সীমান্ত বাহিনীর অবরোধ সৃষ্টির প্রতিবাদে 'অপারেশন ওমেগা' নামীয় বৃটিশ ও আমেরিকান সত্যাগ্রাহীদের একটি দল আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। শুক্রবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেন, পশ্চিম বাংলা থেকে তাঁরা 'সীমান্তের বেড়া ভেঙে' ভেতরে ঢুকবেন এবং পাক বাহিনীর মোকাবেলা করবেন। তাঁরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং নিরস্ত্রই থাকবেন। বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য অবশ্যই তাঁরা ইয়াহিয়া সরকারের অনুমতি চাননি-কারণ তেমন অনুমতির প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত : কোন দেশের অভ্যন্তরে মানুষের ওপর অত্যাচার, লাঞ্ছনা, গণহত্যা ঘটলে, অভাব-অনটন ঘটলে, এই দুর্গত মানুষদের পাশে ছুটে যাবার সম্পূর্ণ মানবিক অধিকার অন্য দেশের মানুষদের আছে- এই অধিকারকে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক বেষ্টনী দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। অবশ্য, অহিংস সৈনিকের নীতি অনুসারে তাঁরা তাঁদের এই সত্যাগ্রহ পরিচালনার কথা পাক সরকারকে জানিয়ে রেখেছেন- তাঁরা প্রকাশ্যেই সীমান্তের বেআইনী আইন লঙ্ঘন করবে এবং যে কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন।

৪ জন মহিলাসহ এই সত্যাগ্রহী দলে মোট আছেন ১১ জন। এঁদের মধ্যে ৮ জন দু'টি ল্যান্ডরোভার গাড়ীতে ত্রাণসামগ্রী বোঝাই করে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন।

সত্যাগ্রহী দলের মুখপাত্রের লন্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'পীস নিউজ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মিঃ রজার মুডী (বৃটিশ) এবং মিঃ ড্যানিয়েল গ্রটেন (আমেরিকা) সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আশা করব আমাদের কাজের দ্বারা এমন একটি নজীর স্থাপিত হবে যা শুধু পাক-ভারত পরিস্থিতিতেই নয়, বিশ্বের যে কোন স্থানে সংঘাতের ক্ষেত্রে কার্যকর করা যাবে। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে যা-ই লেখা থাকুক, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে, গণহত্যাও সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের মানবতাবিরোধী কান্ডকে কোন দেশের 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে কিছুতেই গণ্য করা যায় না। একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান, ভেতরে ঢুকে সরাসরি জনসংযোগ এবং সাহায্য বণ্টনই তাঁদের অভিপ্রায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৭। 'চুক্তির পর'	দি স্টেটসম্যান	২০ আগস্ট, ১৯৭১

THE STATESMAN, AUGUST 20, 1971

AFTER THE TREATY

Those who hoped that the Indo-Soviet treaty would made New Delhi more assertive in safeguarding India's interests in the context of the Hast Bengal events and their consequences must now be sorely disappointed. The disappointment of those who consider toughness to be a self-sufficient virtue need not be taken seriously, but there are others who thought that the treaty would enable India to demand with greater firmness than before that the Bangladesh issue be settled immediately and in the only manner in which it can be truly settled. India's right to demand a settlement could never be questioned, nothing else can relieve this country of the intolerable burden of refugees. Nor could it ever be reasonably argued that a settlement could be reached except with the elected representatives of the East Bengali people. On different occasions New Delhi has made both those points. If Pakistan paid little heed until August 9, it might have been thought that this was because New Delhi's demand was not backed by sufficient force. Immediately after the signing of the Indo-Soviet treaty many people seemed to think that this deficiency had at last been removed. Among them were people who had reservations about the long-term implications of the treaty but still gave it a limited welcome in the hope that it might strengthen India's hands in securing a political settlement in East Bengal. As yet there is no evidence that New Delhi's hands have been so strengthened. In fact, even the demand for a settlement seems to have lost some of its urgency.

That the treaty has muted irresponsible talk of war is an entirely healthy outcome, even if it seems strange that an assurance of potential military support should subdue hawkish rhetoric. Russia's reported Warning to Pakistan against threats of war may induce some restraint in Islamabad, which in turn should removed the need for angry counter warnings by India. All in all, the treaty may already have served a useful purpose by defusing gathering crisis. But this was not the use envisaged by the treaty's ardent supporters. Indeed, the treaty has not been followed even by the recognition of Bangladesh which many thought would be the most likely and least belligerent follow-up action. By refraining from hasty or assertive action on the strength of potential external support New Delhi has perhaps shown greater maturity than some people gave it credit for, but it is now widely suspected that this restraint was a pre-condition for the promise of Soviet support.

Whether and to what extent the treaty has restricted India's freedom of action can only be a matter of speculation. But it needs to be pointed out while restraint is desirable even if imposed from outside India cannot look forward to a settlement in Bangladesh merely by averting a war with Pakistan. Nor has she any reason to hope that the military junta in Islamabad will come to its senses at international persuasion, under halfhearted pressure or because of internal economic and other difficulties. Within her limited

options perhaps the most promising course is to give all possible help to the forces fighting for the freedom of Bangladesh, they can still make General Yahya learn a lesson or two. Unfortunately, the Mukti Fauj is still severely handicapped for want of sufficient arms and ammunition; and the monsoon, when the guerrillas could be most effective, will be over in a few weeks. It is to be hoped that the apparent failure to come fully to the freedom fighters aid is not a consequence of the treaty of peace and friendship with the Soviet Union.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৮। ইউরোপে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, SEPTEMBER 9, 1971

BANGLADESH IMAGE IN EUROPE

MRS. GANDHI TO FACE WESTERN INHIBITIONS

From S. Nihal Singh

Mrs. Gandhi's projected visit to West Europe and the USA next month is an appropriate backdrop to size up where India stands today on Bangladesh. More than five months after the West Pakistan army went into East Bengal to subdue the people the diplomatic front presents a strange picture. Far from being an outcast in the international community General Yahya Khan is well on his way to winning acceptability.

Simple Device

To understand the West's view of Bangladesh one must accept the fact that Pakistan has succeeded in a measure in presenting the issue as an Indo-Pakistan problem. This was achieved by the simple device of raising tension between the two countries up to a pitch and for the West the tragedy of Bangladesh was quickly submerged by the danger of an Indo-Pakistan overtones are more apparent to the West then the Bangladesh struggle.

The brutality and scale of the West Pakistan army's repression in East Bengal hit the west not when they happened but weeks and months later. It was only when millions of refugees poured into India and there was the fearful prospect of a mass cholera epidemic that the horror and tragedy of the Pakistani military intervention was brought home to the West. The refugees continued to make headlines for a time but then the interest waned, to be revived momentarily by the defection of East Bengalis in Pakistan's diplomatic service. There is much sympathy for the suffering of the people of East Bengal and some sympathy for India's burdens in coping with the continuing stream of refugees. But the west is only half convinced of the inevitability of Pakistan's break-up, even those who accept that an independent East Bengal will come into being are not quite clear about the time scale in which it will occur. Meanwhile General Yahya is still President of both the wings of Pakistan and they have to do business with him.

However, there has been a change in Whitehall's approach to the Bangladesh problem a change indicated not so much by what has been said but by what has been left unsaid. This change is reflected by the new official mood- that Whitehall has gone far enough in censuring Islamabad and would rather mend its fences with President Yahya. It has been left to Labor M.P.s like Mr. Peter Shore and church leaders and fiery editorial writers to call a spade a spade-and to bring before the British public the new danger of a colossal famine in East Pakistan.

To add to these inhibitions of the West and a central part of these inhibitions is that the west does not wish to see the break-up of Pakistanis the Indo-Soviet treaty. Even

before the treaty was sprung upon the world most West Europeans tended to regard India as being in the Soviet camp but the treaty served to remove the lingering doubts in their minds about India's non-aligned posture. With both China and the USA ranged on Islamabad's side. West European chancelleries have become models of eaution.

This picture implies that during her visit to the West Mrs. Gandhi will be offered tea and sympathy and perhaps a little help for the refugees but not much more. British and French officials have been vying with one another in praising Mrs. Gandhi's restraint in the face of the temptations of an Indian military intervention in East Bengal but such praise will be cold comfort to her. Her visit to West European capitals can only confirm the fact that India will have to bear the brunt of the refugee problem that New Delhi will receive little help in pulling its chestnuts out of the fire.

It is indeed on the diplomatic from that Mrs. Gandhi's projected tour will stand or fall. In spite of the Pakistan military ruler's actions in East Bengal the world's nation States will not judge them by a moral yardstick but by their own national interests. And Pakistan has almost succeeded in converting an indefensible position into something of a diplomatic victory.

Seeming Anxiety

Pakistan's enthusiastic endorsement of the proposal to station U.N. observers on both sides of the East Bengal border gave Islamabad's stand an appearance of seeming anxiety to seek the return of the refugees from India. And President Yahya has cleverly made Lt. Gen. Tikka Khan a scapegoat (for the benefit of the Western world) for all the blood that has been willfully spilled in East Bengal. He has now capped the symbolic act of the appointment of a civilian Governor with the announcement of an amnesty.

All these acts serve a diplomatic purpose. They are meant to achieve two objectives to persuade the Aid to Pakistan consortium to turn on the tap again and to try to wash away the sins of East Bengal before the opening of the U.N. General Assembly session. Judging by the reaction President Yahya's recent moves have had in the West Pakistan stands a fair chance of achieving these objectives in a measure.

Partly, the likely success of Pakistan's strategy will be helped by the West's desire to believe that President Yahya has at last chosen the right path. Few in the West will stop to ask what difference a civilian. Governor will make in East Pakistan's circumstances with the military authorities continuing to maintain their iron grips. Nor will many pay much attention to the fact that the refugees cannot return home on the strength of a paper promise with conditions as they are in East Bengal. Western interest in having U. N. observers on the Indian side of the border is primarily to discourage Indian help for the Bangladesh guerrillas. This help is not sufficient to till the balance in the guerrillas favor but it is sufficient to implicate India in the eves of many countries.

More Credible

Mrs. Gandhi will discover during her European sojourn that although India has been a victim of circumstances she is having to fight a rearguard action. Partly this must be

blamed on New Delhi's ad hoc policy in meeting the crisis there seems to be no coherent approach to the problems thrown up by Bangladesh.

Mrs. Gandhi, therefore has her task cut for her. She can hope to make an impression only if she shows decisiveness. What needs to be stressed are the essentials and not the peripheral matters that can cloud the central issue. It would help in improving India's image if New Delhi were to know its own mind. It would serve little purpose to declare that the Indo-Soviet treaty has not changed India's policy of non alignment. The West has drawn its own conclusions and is not likely to alter them on the strength of statements. Indeed, India's posture would tie more credible in the West if Mrs. Gandhi were to say that she has had to go into a treaty relationship with the Russians for compelling domestic reasons to give a psychological boost to the morale of the Indian people at a particularly- trying time.

Secondly, legalistic arguments are not likely to help India. The essentials of the Bangladesh crisis are there for all impartial observers to see and it would be useful to stress them. They are that a holocaust has been brought about by the actions of Pakistan's military rulers on India's eastern frontier and a crisis with which India has had nothing to do has spilled over into the country in the shape of millions of refugees.

If the West expects India to do nothing in the circumstances, it is being particularly short-sighted. Unlike the West India cannot avert its gaze from the problem. It is too near home and too intensely felt. If Mrs. Gandhi talks to the Western leaders she meets in such terms she will win their respect if not their concurrence. Let us accept the fact that India and the West do not view Bangladesh from the same standpoint and will not do so.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৯। বাংলাদেশের সরকারের ‘ওয়ার কাউন্সিল’ গঠিত	দি ষ্টেটসম্যান	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, SEPTEMBER 10, 1971

WAR COUNCIL TO HELP BANGLA GOVT. FORMED

From N. C. Metion, Hindustan Times Correspondent

Mujibnagar, Sept. 9-An eight-member War Council to assist the Bangladesh Government has been formed here at a two-day meeting of the representatives of the Awami League and four other parties.

The advice and services of the council will be available to the Government of Bangladesh for consultation on matters relating to the liberation struggle.

The members of the council are: Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani (National Awami Party-Bhasani group). Mr. Moni Singh (Communist Party of Bangladesh) Mr. Monoranjan Dhar (Bangladesh National Congress) Mr. Muzaffar Ahmed (National Awami Party, Muzaffar group). Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh. Mr. Khandaker Moshtaq Ahmed, Foreign Minister, and two other members of the Awami League to be named later.

According to a spokesman of the Bangladesh Government the formation of the council is intended to ensure a sense of participation in the liberation struggle of all shades of people and opinion who are actively fighting against the colonial and imperialist exploiters in Bangladesh.

The formation of the council, the spokesman added was an expression of the total unity of the rank and file of the freedom loving people of Bangladesh having faith in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League and the Government of Bangladesh which alone constitute legitimacy in Bangladesh.

About six weeks ago a nine-party Coordinating Committee for the liberation struggle was formed reportedly under the sponsorship of Maulana Bhasani. Most of the parties which were mentioned as participating in this Committee were more leftist than the members of the War Council. Maulana Bhasani later denied that he had anything to do with it or that it had been formed under his sponsorship.

Some of the members of the so-called Coordinating Committee were ultra left whose allegiance to Sheikh Mujib was doubtful. None of the parties mentioned as members of the Coordinating Committee have been included in the War Council.

The five-party meeting which concluded yesterday adopted many resolutions. These included one expressing indignation and anguish at the illegal detention of Sheikh Mujib by the West Pakistani Army junta and condemning the "shameful attempt" to stage a "farcical and outrageous" trial of Sheikh Mujib.

The meeting called upon all world powers and the UN to take immediate steps to halt the "atrocious trial" and to secure Sheikh Mujib's release.

The meeting called upon India and other countries to accord immediate recognition to the Government of Bangladesh and thereby accept the reality of a liberation struggle involving 75 million peace-loving democratic people of Bangladesh.

The leaders expressed their "profound gratitude" to the people and the Government of India for the "generous help" they had extended to the evacuees of Bangladesh and for the support the Government of India had extended to the struggling people of Bangladesh.

The leaders called upon the people of West Pakistan to extend "full support" to the liberation struggle of their brethren in Bangladesh while at the same time expressing their solidarity with the people of West Pakistan who were struggling to free themselves from the shackles of exploitation.

The leaders resolved that short of full independence no other political proposition in respect of Bangladesh will ever be acceptable to them. The people of Bangladesh has made supreme sacrifices to achieve freedom and if blood is the price of freedom the unarmed people of Bangladesh are paying it every hour.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭০। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি	দি ষ্টেটসম্যান	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, SEPTEMBER, 10, 1971

ARMY MUST QUIT FIRST, SAYS BANGLA MINISTER

New Delhi, Sept. 9 (PTI)-Mr. Khondkar Mushtaq Ahmed, the Foreign Minister of Bangladesh has declared that any political settlement on accommodation with Pakistan must be preceded by the withdrawal of President Yahya - Khan's army from Bangladesh.

In a special AIR television interview recorded recently he said in the event of a negotiated settlement power had to be transferred to the elected representatives of the people.

"There is always room for negotiations, but independence of Bangladesh could not be bartered away for the sake of negotiated settlement." he declared.

The TV interview was screened tonight in a fortnightly programme "News perspective". The programme also covered an interview with the Bangladesh Mission chief in New Delhi. Mr. K. M. Shehabuddin, by Dr. Mohammed Ayoob, Associate Professor of Pakistani Studies at Jawaharlal Nehru University.

In reply to a question Mr. Shehabuddin said no decision had been taken on sending a Bangladesh delegation to the ensuing UN General Assembly session. The leadership of Bangladesh was fighting simultaneously on diplomatic and military fronts he said. The appointment of Dr. A. M. Malik as civilian Governor of East Bengal was an "eyewash only to hoodwink the world public opinion." He called Dr. Malik a "Quisling."

Mr. Shehabuddin said economically Islamabad was shattered without any aid from the World Bank Consortium. "I am sure the world is aware of the Pakistani President's mischiefs."

Mr. Shehabuddin predicted that the reported divergence of opinion between the people's Party Chairman Mr. Z. A. Bhutto and President Yahya Khan will ultimately bring about the end of Pakistan." In his view, their clash was one between "two ambitions men."

He expressed his deep concern over the gruesome trial of Sheikh Mujibur Rahman and urged upon all Heads of States and the UN Secretary-General to intervene to secure the unconditional release of the Sheikh and his family.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭১। আজ ‘বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন	টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

TIMES OF INDIA, SEPTEMBER 18, 1971

WORLD MEET ON BANGLADESH OPENS TODAY

By A Staff Reporter

New Delhi, September 17: A galaxy of statesmen, pacifists, social workers, academicians, lawyers and journalists will attend the international conference on Bangladesh opening here tomorrow.

The three-day conference organized by the Gandhi Peace Foundation is the first major international attempt to focus attention on the Bangladesh issue which has been hitting the headlines all over the world since March 25.

Although participants in the conference are eminent men enjoying a great deal of influence not only in their countries but also abroad their deliberations will not necessarily have the sanction of the Governments of their respective countries.

For instance, among the participants will be some from Arab countries which have maintained an icy silence over the issue although privately their official spokesmen have often expressed their sympathy for the Bangladesh freedom fighters.

Even India will not participate in the conference at the official level. But members of the Central Government, MP's, and other influential leaders of the Congress Party are expected to attend the conference in their private capacity.

In all about 50 foreign delegates including two women from 23 nationals and 100 others representation different organizations in India are expected to attend. Mr. Jayaprakash Narayan, Sarvodaya leader will preside.

Among the delegates from abroad will be Mr. Bayard Rustin, leader American Black Movement, Mr. Michael Harrington, Chairman Socialist Party, New York, Mr. Pavle Jevremovic, representative of the Yugoslav League for Peace. Mr. Daniel Mayer, President of the French League of Human Rights, Mr. John Dunham of Melbourne University, Mr. EI Waleed Ibrahim, a journalist from Sudan, Mr. Farid Siala of Libya, Dr. Mohammed Roem, former Foreign Minister of Indonesia, and Mr. Q. Herddad, Editor, "Afghan Millat," Kabul.

Draft Agenda

Among important countries unofficially represented at the conference will be Japan, Malaysia, Nepal, Ceylon, Guyana. Nigeria, the U.A.R., the U.S.A., Australia, Norway, Sweden, Czechoslovakia, Argentina, Canada, Belgium and the U.K.

The draft agenda of the conference includes a discussion on such issues as formation of an international brigade for fighting Pakistani troops in Bangladesh, the question of

offering military and economic aid to the Bangladesh Government and consideration of the need to convene a special session of the Human Rights Commission.

The conference will be inaugurated at Sapru House and will hold deliberations at India International Centre. Until late tonight, about 20 foreign delegates had arrived. Others are expected to reach here by early morning flights.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭২। ২৪ জাতি সম্মেলনের আহবান: মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিন	দি স্টেটসম্যান	১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, SEPTEMBER 19, 1971

RELEASE MUJIBUR UNCONDITIONALLY

CALL BY 24-NATION CONFERENCE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANGLADESH

From Our Special Representative

New Delhi, Sept. 18. - Delegates from 24 nations attending the international conference on Bangladesh gave a unanimous call here today for unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman whom they described as the unquestioned leader of the people of Bangladesh.

The three-day conference which began its deliberations by observing two minutes' silence in memory of those killed in Bangladesh, appealed to people of the world and its governments to bring pressure on the military Government of Pakistan to desist from the grave violation of all canons and laws governing civil liberties and human freedom recognized in all civilized communities.

The resolution moved by the chairman of the conference Mr. Jayaprakash Narayan, was adopted with the entire assembly standing to signify its unanimous support.

Mr. Narayan, in his address indicated "the world outside India, except Soviet Russia", for failing to condemn the rulers of Pakistan for their crimes. Urging that the conference unequivocally condemn these rulers he added that, "condemnation alone will not do however". As far as he was persuaded that the refugees would never return home until every Pakistani soldier had departed from Bangladesh and Bangladesh itself had become an independent sovereign country.

Different Case

He was aware he added, that his brief would immediately raise the specter, particularly in the minds of delegates from the Third World of disintegration of established nation-States. No sensible person would really want that he said, "but it would be wrong to generalize". The case of Bangladesh was different in important respects from all other cases that had occurred in recent history.

First, there is no other nation-State in the world like Pakistan the two parts of which are separated by over 1,000 miles not of sea-some 700 miles-as in the case of Malaysia, but of Indian territory. Secondly there is nothing in common between the eastern and western wings of Pakistan except religion. Thirdly, the eastern wing had the majority nearly 60%, of the total population of Pakistan. Fourthly, due to a number of circumstances political and economic power was always held by a small oligarchy of

West Pakistani military officers with the result that East Pakistan was reduced to the status of a colony.

Yet Sheikh Mujibur Rahman had never thought of secession. In fact, the Sheikh is on record as saying that a majority never secedes from a minority. Accordingly, the platform on which he had fought the last general election did not go beyond the demand for full internal autonomy. His victory however, threw the rulers of Pakistan into a panic, because it meant two major changes in the balance of economic and political power within the State-power to pass over from the military-civil oligarchy to the people and shifting of the centre of power from the west to the east. The rest was recent history and Mr. Narayan wondered how anyone could blame the Bengalis for having proclaimed independence in the face of the unprecedented tyranny let loose by the West Pakistani Army.

The Bengalis he added, had no alternative after what the Pakistanis had done to them since the midnight of March 25-26, As a freedom fighter myself I have no hesitation in saying that I would have done the same had I been in their position. In fact, I doubt if any self-respecting person or people anywhere in the world would act differently in similar circumstances.

"Pakistan No More"

Therefore Mr. Narayan added, it should be clearly understood that Pakistan as the world knew it was no more. Quoting Mr. Tajuddin Ahmed Prime Minister of Bangladesh, he said the country lay buried under a mountain of corpses.

While welcoming action on humanitarian and political levels Mr. Narayan commended to the delegates the formation of an armed international brigade like the one during the Spanish Civil War. In this connexion the reported offer of Mr. Andre Malraux who besides being a renowned author was also a guerrilla leader in the Spanish Civil War and a Maqui leader in France during World War II to come to the aid of Bengali guerrillas should be warmly welcomed and further explored.

Mr. Narayan also suggested that the conference consider "concrete proposals for governments of the world," or such of them as we can hope to influence in some manner for extending moral, political and material support to the Bangladesh Government and its war of liberation. What Bangladesh was fighting against was the "Hitlerian junta in power in Islamabad which is keeping in subjugation the people of West Pakistan no less than the people of Bangladesh," he said.

Ceylon's Mr. Gunawardene, who had represented his country in the U.N. for over a decade, said: "Recognition of Bangladesh would be the victory of morality, the victory of right", adds UNI.

He said Ceylonese were deeply moved by the tragedy of Bangladesh and did not view the happenings there as Pakistan's internal matter. The people of Bangladesh had exercised their right to self determination and it was the duty of the world community to ensure that they got their legitimate right.

Mr. Gunawardene, along with nearly all the other speakers called upon the U.N. to take effective measures for the freedom of Bangladesh and ensure that there was not a single soldier of the "occupation force" left in East Bengal and that their beloved leader Sheikh Mujibur Rahman was freed.

He said: "There can of course be no military solution to the problem and even for a political solution it is too late now. The only solution is recognition by the international community of Bangladesh."

"Dignity of Man"

The former Nepal Prime Minister Mr. B. P. Koirala, warned "If the lights go out in Bangladesh many other lights in the rest of the world are sure to go out." The freedom fighters in Bangladesh were fighting not only for their freedom but also to uphold the "dignity of man".

Mr. Gani Fawehinmi, of the Nigerian Lawyers' Association, said "We will not allow the millions of people of Bengal to be crushed." He called upon the world community to ensure that bombs and guns did not succeed in crushing the aspirations of the people of Bangladesh who he said were victims of continued exploitation and were now demanding what was just.

The Vice-President of War on Want, Sir George Catlin (Britain), said the conference should press the U.N. to take effective measures to ensure that the democratic wishes of the people of Bangladesh were fulfilled and an end put to their unparalleled misery.

Prof. Tsuyoshi Nara (Japan), who had come to the conference despite a protest by the Pakistani Ambassador in Japan, called for steps to ensure that the Bangladesh problem did not erupt into a major Asian war aided by the World Powers.

Mr. Clovis Maksoud (Egypt), also speaking for Libya and the Sudan said the problem of Bangladesh must not be made a part of the Indo-Pakistan dispute.

In an impassioned speech he said the release of Sheikh Mujibur Rahman was the concern of an humanity. Denying justice to the people of East Bengal meant perpetrating a racialist policy.

Mr. Maksoud told the people of West Pakistan that the fight by the Bengalis for their dignity was the concern of the people of West Pakistan as well as the Third World and that the people of West Pakistan must realize that any denial of justice to the people of East Bengal would be continuation of racial colonialism.

He said, he had come to see for himself along with other representatives of the Arab world the real state of affairs. The Arabs were not as fully informed as they should been since they were deeply involved in the crises in their own homelands.

The World Federalists through their two representatives Mr. Neilson of Denmark and Mrs. Sigrid Hannisdahl of Norway, joined the delegates in expressing concern at the denial of the right to self determination to the people of East Bengal.

Mr. Hcrdad of the Afghan Millat of Kabul assured the Bengalis of the solidarity of the Afghan people with them. He said the Afghans fully supported the desire of the East Bengalis to shed the shackles of exploitation.

Dr. Homer A. Jack, general secretary of the World Conference of Religions for Peace, narrated incidents of unparalleled cruelty which he came to know during his stay in Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৬৮। বাংলাদেশ এখন একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, SEPTEMBER 27, 1971

BANGLADESH HAS BECOME AN INTERNATIONAL ISSUE

By Nitish Chakravarty

The recent international conference on Bangladesh in New Delhi has yielded no dramatic results. This is no index of its achievements or the lack of them. Indeed it would have been naive to expect spectacular results to flow from a gathering of men welded together by nothing other a commonly shared concern for Bangladesh. The main purpose of the conference was to stir the conscience of the world community. The extent to which it succeeds in this would determine its usefulness.

Not only have Governments across the world tended to be indifferent about the gruesome tragedy in Bangladesh even at non-official levels not enough has been done to ostracize the ruling junta at Islamabad. By bringing together men and women of various races in condemning the Pakistani atrocities, the conference has served a useful purpose. It has highlighted the fact that regardless of the indifference of their Governments, numerous individuals in many countries are deeply disturbed at the happenings in Bangladesh.

Expectations that the conference might produce results readily translatable into tangible action were aroused perhaps by the talk about all international brigade. The publication of a letter of the French author Mr. Andre Malraux, to a friend brought the probability of such a brigade into focus. Mr. Malraux, who has fought oppressors with arms in different parts of the world thinks it futile to expect that the Pakistani hordes can be repulsed with mere resolutions.

Even a pacifist like Mr. Jayaprakash Narayan is persuaded that armed help to the Mukti Bahini can alone help it liberate Bangladesh. In his presidential address to the conference he therefore threw up the suggestion for a brigade like the one which fought against the Spanish fascists in the 1930s. The suggestion found a quick echo in Mr. B. P. Koirala a former Nepalese Prime Minister and life-long fighter for democratic rule in his country.

It is not surprising that the idea did not evoke wider interest. One reason for it is that the possibility of raising an armed international brigade was never carefully processed during the preparatory stages of the conference. It is perhaps too much to expect men of divergent backgrounds to take a momentous decision like this after less than 72 hours deliberation.

The participants differed not only on the wisdom of raising an armed brigade there were some to whom resort to arms on any plea is totally indefensible. Worse still many anticipants are still opposed to the concept of a sovereign Bangladesh outside the

Pakistani fold. Each national group if not every individual differed on the solution of the Bangladesh crisis.

Such shortcomings are probably inherent in a conference organized at relatively short notice by a non-official preparatory committee which had little else than sparks of sympathy expressed by individuals to fall back upon in choosing the invitees. National bodies in defense of Bangladesh have not yet sprung up in many countries, hence the preparatory committee had to base its invitations on individual contacts. In the process chaff could not always be shifted from grain.

The cool attitude of the Government of India perhaps created some misgivings abroad about the character of the conference. These misgivings were accentuated by the virtual dissociation of the Congress (R) with it. If they suspicion that the conference might turn into an anti-Government forum was the reason the deliberations certainly did not confirm it. The anxiety of the Congress (R) and the CPI not to share a platform with the Jana Sangh even on an issue like Bangladesh will perhaps give a handle to India's enemies to twist facts. The Government of India however, did nothing to make things difficult for the organizers and in fact a Union Minister Mr. Shah Nawaz Khan occupied a rear seat at the inauguration ceremony.

The conference can perhaps lay little claim to distinction in term of the number of participants. About 60 persons from 23 countries travelled to New Delhi to attend it. But what it lacked in numbers was amply compensated by the high stature of some of the participants. The presence of sizable contingents from the United States and Britain was proof that the policies of the Nixon Administration or the Tory Government do not have the backing of the entire people.

In spite of their hesitation to involve themselves in what may turn out to be a second Vietnam many Americans have been deeply moved by the Bangladesh outrage. Both the American and British delegates would like their Governments to adopt a positive attitude so that the Islamabad clique mends its ways. The French delegation though not as large was unequivocal in pleading for all-out help to the Bangladesh people.

The conference attracted participants from all six continents but Asia was relatively poorly represented Barring India and Bangladesh participants came from only seven Asian nations. The most striking fact about many of the Asian delegations was their unqualified support to the Bangladesh cause. Quite expectedly a high level delegation from Nepal upheld Bangladesh's right to exist as a sovereign nation. The Ceylonese delegation was equally forth right in denouncing the Pakistani regime.

Even the Malaysian participants recognized the emergence of Bangladesh as an independent nation State. Somewhat different was the view of the two man team from Indonesia. A former Indonesian foreign Minister Dr. Mohammed Roem and an erstwhile leader of the Indonesian delegation at the U.N. Dr. Abou Hanifa thought Bangladesh a fit enough case for the United Nations to intervene. But they would not commit themselves on its right to exist as a sovereign nation.

Perhaps the most disappointing though not surprising was the stand taken by the participants from the Arab world. Few in number and perhaps of a representative

character the Arab participants described themselves as observers and not as delegates. Their principal spokesman Dr. Clovis Maksoud spoke with a good deal of vehemence against the negation of human rights and human dignity in Bangladesh but carefully kept away from saying anything that might be construed as support to the liberation movement. The Arabs suggested that any solution would have to be within the framework of Pakistan.

Despite the lack of unanimity on the solution of the Bangladesh issue the conference has succeeded in focusing world attention on the unparalleled tragedy. The condemnation by representatives from different countries of the genocide against the Bangladesh people cannot but stir the conscience of decent people everywhere. Whether this will spur stoically silent governments into action is a different matter.

The Pakistani ruling clique will obviously find no comfort in the fact that citizens of 24 countries have unanimously demanded the release of Sheikh Mujibur Rahman whom it has dubbed a traitor. Evidence of its uneasiness is provided by the attempt of Pakistani missions in different countries to pressurize people against participation in the New Delhi conference. The setting up of an international committee of friends of Bangladesh will strengthen the light for liberty. Though the process is slow and agonizing the building up of international opinion cannot but serve the cause of Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৪। শরণ সিং কর্তৃক বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবি	দি স্টেটসম্যান	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, SEPTEMBER 28, 1971

U.N. Debate Begins

SWARAN SINGH DEMANDS POLITICAL SOLUTION OF BANGLADESH PROBLEM

U.N. H.Q., Sept. 27-lndia's Minister for External Affairs Mr. Swaran Singh today called upon the U. N and other international organs "to impress upon the military regime of Islamabad that force will not succeed and that a political settlement between the military regime and the already elected members is essential", reports PTI "we consider it wholly short sighted to wait until worse crises have arisen" he said.

"Bilaterally all Governments can do their utmost to ensure to them that the military regime stops its repression and enter into negotiations with the elected leaders to achieve a political settlement with their consent and sends the Army back to the barracks". Mr. Singh said that only by these measures would the flow of refugees be stopped and those already in India could return homes.

Mr. Swaran Singh was speaking in the general debate which open in the U.N. Assembly today India was the second speaker in the debate which is expected to continue for several days. Brazil was the first participant. Pakistan is expected to speak in early October.

In a comprehensive speech in which he covered important world issues including U. N. membership to China, Vietnam, Middle East, disarmament and world economic crisis. Mr. Singh dealt with the problem of Bangladesh and the reign of terror still prevailing there.

He conveyed India's felicitations to the new General Assembly President Mr. Adam Malik and also to the previous President Ambassador Edward Hambro of Norway.

On Chinese membership Mr. Singh affirmed India's view that there was only one China. He expressed the hope that this issue would be settled during the current session. "There is one Chinese seat and the Government of the People's Republic of China is entitled to occupy in the U. N." he said. "We have always been convinced that the presence of the People's Republic of China will make this organisation more effective." Mr. Singh said: "Too long we have postponed a realistic decision on this issue, let us not procrastinate any further."

On Vietnam Mr. Swaran Singh regretted that there had been resumption of bombing in parts of North Vietnam. He hoped that through negotiations in Paris and elsewhere "the agony in Vietnam will be put to an end without further delay that American and other foreign troops will finally be withdrawn by a definite date and the people of Vietnam will be allowed to settle their own future in accordance with their own wishes

without any outside interference". He said the seven-point proposal made in Paris appeared to provide a reasonable basis for a negotiated settlement.

On the Middle East Mr. Swaran Singh regretted that the ceasefire accepted as a temporary measure to help the parties negotiate a settlement through the U.N. Ambassador Mr. Gunnar Jarring had tended to freeze the situation in favor of the aggressor.

Mr. Singh devote the bulk of his speech to the Bangladesh problem tracing the events in Bangladesh including the outcome of elections.

6- Point Programme

Mr. Swaran Singh recalled the six-point programme, which envisaged a greater degree of autonomy for East Bengal with a view to putting an end to discrimination and exploitation. "Apparently the results of the elections so startled the rulers of Pakistan that they saw in them the risk to their economic, military and political domination over the east wing. This explains their swift action and their desire to continue the military rule".

Mr. Singh said that what the Army did in East Bengal and was continuing to do in its massive assault on the civilian population was well known. A reign of terror prevailed and is still prevailing.

Killing, burning, raping and looting had become widespread and the inevitable consequences followed. People fled from terror and violence to India leaving behind all that they had. "Their number exceeds nine million and the exodus still continues. This is an exodus of refugees unprecedented in human history across any international frontiers."

Mr. Swaran Singh said. "Apart from accusing others for their own most unwise and deadly activities the rulers of Pakistan have taken a number of measures which are no more than an eye wash. How unrealistic these measures are can be judged from the impact that these had on the flow of refugees. The President of Pakistan has from time to time called upon the refugees to go back, yet the flow continues in ever increasing numbers into India".

Civilian Set-Up

Mr. Swaran Singh said, "A so called civilian Government has been formed in East Pakistan which consists of men who have no representative character whatsoever and who are mere figure-heads obliged to take orders from their military commanders. An amnesty is proclaimed but Sheikh Mujibur Rahman and other elected representatives are at the same time treated and tried as traitors. We witness the strange spectacle that the party which would have been by right formed the Government of Pakistan has been banned and disqualified from political activities. Half the elected representatives have been disqualified from sitting in the National Assembly. In our view the flow of refugees will not stop nor the refugees already in India go back until a political solution acceptable to the elected representative" of the people have been found.

Mr. Swaran Singh said, "The Secretary General, U Thant and many other distinguished statesmen politicians and leaders of public opinion have consistently

maintained that the problem is essentially political."

He said that as the first step towards a political solution Sheikh Mujibur Rahman should be set up liberty without delay and negotiations started with him.

Mr. Swaran Singh continued, "Apart from these actions which the Pakistanis themselves can take what can the international community do in these circumstances? The first and foremost action which this Assembly and all other international organs within or without the U.N. can do is to impress upon the military regime of Islamabad that force will not succeed and therefore, a political settlement between the military regime and the elected leaders is essential. We consider it as wholly shortsighted to wait until worse crises have arisen".

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৫। বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত মনোভাবে মুজিব নগরে আশার সঞ্চার	হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, OCTOBERS, 1971

SOVIET ATTITUDE STIMULATES OPTIMISM AT MUJIBNAGAR

Mujibnagar. October, 4. The Moscow talks between the Indian Prime Minister and the Soviet leaders have stimulated a sense of cautious optimism both in the Government and political circles here regarding the Soviet attitude towards the Bangladesh question.

The basis for this optimism appears to be the Indo-Soviet joint statement issued at the end of discussions and a note prepared on the subject by the Bangladesh Foreign Secretary Mr. M. Alam after his talks with the Indian Foreign Secretary Mr. T.N. Kaul and other officials in New Delhi.

The Bangladesh Government is convinced that the Indo-Soviet joint statement reflects a deep understanding of the Bangladesh issue in the Kremlin.

In the opinion of the Bangladesh Government the Soviet Union by suggesting a political solution that will take into account "the wishes, the inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal" has come closer to acknowledging independence for Bangladesh as an essential condition. The Bangladesh Government has made it clear that the people will not accept any solution other than complete independence for Bangladesh. It therefore follows that the three basic principles spelt out in the Indo- Soviet statement for a political settlement must necessarily confirm to this essential demand of the people.

The views of Bangladesh on this point are very clear. The elected representatives of the people of Bangladesh have decided not to rest till full freedom for Bangladesh has been achieved. And the decision is irrevocable. So there is no room for any speculations about political settlement of the issue. The Bangladesh Cabinet which met here on Saturday to study the implications of the Moscow talks between the Indian Prime Minister and the Soviet leaders on the war of liberation concluded that necessary emphasis had been given on the question of "the return of the refugees to their homes with honor and dignity".

The Cabinet however feels that the evacuees can be persuaded to return only when Bangladesh becomes fully independent.

A Cabinet communiqué issued at the end of discussions however made it quite clear that the liberation war in Bangladesh would not be slackened whatever the outcome of diplomatic exercises went. "Total independence is our goal" the Communiqué said.

In this context, the communiqué pointed out that the Bangladesh Government was not prepared even to consider any proposal for settlement that did not ensure complete independence for Bangladesh. This point was specifically highlighted in the communiqué to restrain the countries and the Governments who might be considering alternative proposals for settlement.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৬। ভারত চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনঃ চ্যবনের প্রস্তাবে সভায় ঐকমত্য	আনন্দ বাজার পত্রিকা	৯ অক্টোবর, ১৯৭১

ভারত-রুশ চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন
চ্যাবনের প্রস্তাবে সভায় ঐকমত্য

কৈলাশনগর, সিমলা, ৮ই অক্টোবর (পি টি আই)- আজ বিকেলে নিখিল ভারত কংগ্রেস (শা) কমিটির উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারত-রুশ চুক্তির সমর্থনসূচক প্রস্তাবটি সর্বসম্মত ভোটে গৃহীত হয়েছে।

তিন ঘন্টাব্যাপী এই বিতর্কে প্রস্তাব উত্থাপক শ্রী যশোবন্তরাও চ্যাবনের ভাষণের পর সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। শ্রী চ্যবন বলেন, সংশোধনী প্রস্তাবে বড় রকমের কোন হেরফেরের কথা ছিল না; সদস্যরা বিপুলভাবে মূল প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারত-রুশ চুক্তির সমর্থনসূচক প্রস্তাব পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী শ্রী যশোবন্তরাও চ্যাবন বলেন, এই চুক্তি হল দুই সার্বভৌম, সমান ও বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির দ্বারা বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের স্বাধীন নীতি অনুসরণের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।

শ্রী চ্যবন বলেন, এ চুক্তি কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়; তবে ভারতের বিরুদ্ধে যে দেশ কোন অভিসন্ধি পোষণ করে তার এত ভয়ের কারণ আছে।

এই চুক্তি দ্বারা এও প্রমাণ হয়েছে যে, ভারত মিত্রবাহিনী নয়।

চুক্তির যে অনুচ্ছেদে আছে,-‘কোন তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের একের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে উভয়েই তার মোকাবিলায় এগিয়ে যাবে,‘শ্রী চ্যবন সেইটি পাঠ করে শোনান। এই চুক্তিকে শ্রী চ্যবন ভারত-রুশ সম্পর্কের ইতিহাসে ‘এক যুগান্তকারী’ ঘটনা বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, পরন্তু দুই রাষ্ট্রের দীর্ঘ সম্পর্ক ও ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বেরই চূড়ান্ত ফল। রাষ্ট্রদ্বয় বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতির অনুসারী হলেও বিশ্বশান্তি, স্বাধীনতা এবং নব জাগ্রত রাষ্ট্রগুলির আর্থিক প্রগতির প্রশ্নে ভারত ও রাশিয়ার লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

শ্রী চ্যবন বলেন, সমগ্র দেশ এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছে, সংসদে বিপুল সংখ্যক সদস্য সমর্থন জানিয়েছেন। কিছু লোক এই চুক্তির বিরূপ সমালোচনা ও করেছেন। তবে এসব ব্যক্তি সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টারই সমালোচনা করতে অভ্যস্ত। বিদেশেও দু-একটি ছাড়া (এরা হয়ত ভারতের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন) প্রধান প্রধান রাষ্ট্র সমেত সবাই এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী চীনও এই চুক্তি ‘কল্যাণকর’ দিক অনুধাবন করতে রাজি বলে শ্রী চ্যবন উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এ চুক্তি কেবল ভারতের সুবিধার জন্যই নয়,এতে অন্য দেশের অধিবাসীরাও উপকৃত হবেন। ভারতের মত রাশিয়ার জনগণও এই চুক্তিকে বিপুল ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই চুক্তির ফলে ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতির কোনই তারতম্য হবে না। অথচ বিরূপ সমালোচকরা বলেছেন এই চুক্তি ভারতের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অবসান ঘটাবে।

ঐতিহ্য অনুসারে বন্দেমাতরম সঙ্গীত সহযোগে আজ বিকেলে নিখিল ভার কংগ্রেস (শা) কমিটির তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন হয়।

সুসজ্জিত মঞ্চের ওপর কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী,শ্রী গজীবন রাম, উমাশঙ্কর দীক্ষিত, যশোবন্তরাও চ্যাবন, ব্রক্ষ্মনান্দ রেডডি এবং মোহনলাল সুখাড়িয়া সমেত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা উপবিষ্ট ছিলেন।

মঞ্চের পিছন দিকের প্রাচীরে পুষ্পশোভিত মহাত্মা গান্ধীর ছবির দুপাশে দুই প্রাক্তন নেতা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছবি রাখা হয়।

সাগরতল থেকে ছ হাজার ফুট উঁচুতে সবুজ বনানীতে ঘেরা এই পার্বত্য অধিত্যকায় প্রায় দু হাজার দর্শকের উপযোগী প্যান্ডাল অধিবেশনের উদ্বোধনকালে পরিপূর্ণ ছিল। বহু দর্শক বহুক্ষণ দাড়িয়ে অধিবেশনের গতিপ্রগতি স্থির মনোযোগে লক্ষ্য করেন।

বালিকার দল জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য মাইকের সামনে আসার সময়ও একদল সাধারণ ও ম্যুভিক্যামেরাম্যান মঞ্চে সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখের চবি নিতে থাকেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর একটি দল চিরাচরিত পোষাক পরা হিমাচল প্রদেশের একদল যুবক ও যুবতী এই রাজ্যের সুখসৌন্দর্য বর্ণনাগীতি গেয়ে শোনান।

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা,

ইউ এন আই জানাচ্ছেন, অধিবেশনের শুরুতে পরলোকগত স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ সৈয়দ মাহমুদ ও বিনোদানন্দ ঝার উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করা হয়।

সাধারণ সচিব ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা শোক প্রস্তাব আনার পর প্রতিনিধিরা দু মিনিট শোকস্তবদ্ধতা পালন করেন।

পরলোকগত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারের কংগ্রেস নেতা এম পি সিংহের স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানান হয়।

সভাপতির ভাষণ,

অধিবেশনের উদ্বোধন করে সভাপতি শ্রী সঞ্জীবায়াও ভারত-রুশ চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেণ, এই চুক্তি সত্ত্বেও আমরা আমাদের গোষ্ঠী নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে যাব। আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও এই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই শ্রীমতি গান্ধী যে গত মাসে নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া সফর করতে পেরেছেন তাতে সুফল ফলেছে। বাঙলাদেশ সম্পর্কে রুশ প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাজনৈতিক সমাধানের দাবী ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেশের সমস্যা সম্পর্কে শ্রী সঞ্জীবায়া বলেন, বন্যা নিরোধের জন্য সরকারকে স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণের সমস্যার প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সজাগ করার দায়িত্ব নেবার জন্য তিনি কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৭। ইয়াহিয়ার শিখন্ডিরা পূর্ব বাংলার নির্বাচন সম্পর্কে নিশ্চিত নয়	পেট্রিয়ট	৫ অক্টোবর, ১৯৭১

PATRIOT, OCTOBER 11, 1971

YAHYA PUPPETS IN EAST UNSURE OF POLL

Having announced a plan for transfer of power General Yahya Khan is now sitting on it. He has said that elections for the 79 seats of the National Assembly from East Bengal would be held in the first week of December.

The reason given for this gap of two months between the filing of nomination papers and the holding of the elections is the need to prepare new electoral rolls. Mr. Bhutto has already complained that under the pretext of preparing new electoral rolls, "progressive and patriotic elements may be eliminated from the voters' lists." In any case, the lists are only of an academic interest.

The junta is certain to make sure that only its stooges are declared "elected". Any talk about the mechanics of election or ensuring their fairness or freedom sounds factions under the present circumstances. Not even a stooge party like the Jamat-e-Islami thinks that fair and free elections would or could be held.

Impossible

To quote Professor Ghulam Azam, chief of the Jamat-e Islami in East Bengal the conditions are such that electioneering or any other political activity would be impossible in the next six months or so.

Apparently the regime appears to be fully aware of this difficulty. Hence the puppet Governor Dr. A. M. Malik has been quoted as having said that "the Government will do everything possible to complete the process of elections according to the schedule. But knowing the present circumstances no one can say with certainty that they can be held according to the time-table."

There is also another snag which has been noticed by political observers. This is implied in the talk that very soon many more by-elections in Bangladesh may be necessitated. Reports appearing in papers like the Pakistan Times, Lahore, and the Pakistan Observer, Dacca, have noted that very few among the 88 members of the National Assembly who have been cleared by the Government are willing to come and declare their loyalty to the regime.

According to a columnist of the Pakistan Times, this would necessitate "fresh elections almost in the whole of East Bengal". The official machinery has, however, fixed dates for the by-elections only for the 79 seats which have already been declared vacant. This means that the process of electioneering would be stretched to February or March next year.

General Yahya Khan has already declared that unless the elections are completed, the

National Assembly would not meet and the question of transfer of power would not arise....

Pakistani newspapers have quoted Nawabzada Nasrullah Khan as having said that this sympathy and support for Sheikh Mujibur Rahman has been the main cause of the continuing trouble in East Bengal. According to him if there had been a concerted attempt to quell the trouble in East Bengal the situation would have become normal by now.

Stooge Complains

"But due to powerful elements working almost in every sphere of life, attempts to crush the anti-national forces in Bangladesh have not been successful so far."

An East Bengali stooge of the regime Maulvi Farid Ahmed, has gone a step further. He has complained that "powerful elements in West Pakistan were helping the Awami League revolt in East Bengal. Maulvi Farid Ahmed who has been installed by the military regime as the President of the Pakistan Council for Peace and Welfare has been quoted by pro-military newspapers like the Imroze of Lahore and the Jung of Karachi as having said that severe trouble was also likely to break out in West Pakistan on the pattern of what had happened in East Pakistan.

Maulvi Farid Ahmed who also heads the Nizam-E-Islam Party in East Bengal claimed that even the Government was in possession of authentic data about the way some of the very powerful elements in West Pakistan are continuing to help the Awami League financially, materially and morally. The Government had not taken any steps against them only because of the fear that the situation might worsen with such an action he disclosed.

Talking about the situation in Bangladesh, Maulvi Farid Ahmed said that the conditions continue to be far from normal. Attacks by anti-national elements under the influence of the Awami League have increased. Inspite of the heroic work done by the army pro-Pakistani elements have to face danger to life and property at every step.

Maulvi Farid Ahmed also said that during the last few months hundreds of pro-Pakistani "patriots" had to lose their lives at the hands of the Awami League guerillas.

Maulvi Farid Ahmed's statement assumes significance because of two reasons. Firstly, it discloses the great sympathy for the Bangladesh cause West Pakistan. This also gives the lie to the claim of the regime that the trouble in Bangladesh was due barely to the help "the miscreants".

Secondly, Maulvi Farid Ahmed has categorically admitted that the resistance movement in East Bengal was growing much stronger and the freedom-fighters has made hundreds of collaborators of the regime the targets of their wrath.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৮। রাশিয়া-আলজিরিয়া ও বাংলাদেশ (সম্পাদকীয়)	আনন্দ বাজার পত্রিকা	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১

সম্পাদকীয়

রাশিয়া-আলজিরিয়া ও বাংলাদেশ

প্রচলিত প্রবাদ-যখন রোমে থাকিবে তখন রোমানদের মত আচরণ করিবে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী কোসিগিনও কি অবশেষে সেই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন? আলজিরিয়া সফরের পর প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের সঙ্গে তাঁহার যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া সকলে হতবাক। এমন কি মস্কোর বেসরকারী মুখেও নাকি বিস্ময়ের চিহ্ন। যুক্তবিবৃতিতে বিশ্বরূপ দর্শন উপলক্ষে বাংলাদেশও উল্লিখিত। তবে ''বাংলাদেশ'' হিসাবে নয়। সেখানকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায্য লড়াই কিংবা ভারতে আগত নববই লক্ষ শরণার্থীর কথাও অনুল্লিখিত। বিবৃতির বয়ান অনুযায়ী বাংলাদেশ কার্যত ভারত আর পাকিস্তানের ব্যাপার! দুই রাষ্ট্রনেতার পরামর্শ- ভারত পাকিস্তানের উচিত তাসখন্দ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্যার ফয়সালা করিয়া লওয়া। স্বাক্ষরকারীরা এমন কি ''রাজনৈতিক সমাধানের'' প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা দরকার মনে করেন নাই। মাত্র কয় সপ্তাহ আগে প্রচারিত শ্রীমতি গান্ধী ও কোসিগিনের যুক্তবিবৃতি ''প্রাভদার'' ক্রুদ্ধ লেখালেখি, সমগ্র রাশিয়া-ব্যাপী গণ-আন্দোলন-এ সবের তবে অর্থ কি? সবই কি মায়া? কয় দিন আগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তসংসদীয় সম্মেলনে রুশপ্রতিনিধি নাকি অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ বেসুরো গাহিয়াছিলেন। সিমলায় শ্রীচ্যবন ঘোষণা করিয়াছেন-এসব অপপ্রচার। রুশ-ভারত যুক্ত বিবৃতির পর অবান্তর কথায় কান না দেওয়াই ভাল। আলজিয়ার্স হইতে প্রচারিত বিবৃতিতে যিনি সহি করিয়াছেন তিনি কোনও সাধারণ রুশ-প্রতিনিধি নহে স্বয়ং কোসিগিন। এক দলিলে স্বাক্ষরের কালি শুকাইতে না-শুকাইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ঘোষণাপত্রে একই হাতে আবার স্বাক্ষর, ব্যাপরটা একটু বেসদৃশ বইকি। মস্কোস্থ ভারতীয় দূত নাকি এই রহস্যর কিনারা করার কাজে লাগিয়েছেন।

আলজিরিয়া বাংলাদেশ সম্পর্কে উদাসীন হইলে আমাদের কিছু বলার নাই। এমনকি বুমেদিনের সমাজতন্ত্রী সরকার পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর প্রতি দূর্বলতা দেখাইলেও সেটা আজ আর কাহারও কাছে বিস্ময়কর ঠেকে না। সত্য, আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, এবং একথাও সর্বজনবিদিত সেই লড়াইয়ে ভারত ছিল আগাগোড়া আন্তরিক সমর্থক। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না আলজিরিয়া সমেত অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মতিগতি ইতিমধ্যেই বোধ হয় তাহা জানাইয়া দিয়াছে। সনাতনপন্থী গোঁড়া ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলির কথা বাদই দেওয়া যাক। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের পক্ষে সওয়ালকারী যদি মরক্কো, প্যারিস সম্মেলনে তবে-টিউনিসিয়। পাকিস্তানের প্রতি সৌদি আরব বা ইরানের ভালবাসা আরও গভীর। কিন্তু অন্যদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলিই বা কোন ভূমিকায়? উদ্বাস্ত সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা ওয়াকিবহাল, প্যালেস্টাইনের শরণার্থীরা এখনও নানা দেশের শিরঃপীড়া। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া বর্ণিত রাষ্ট্রগুলিও যে এখনও মৌন অথবা নিস্পৃহ তাহার পিছনে একাধিক কারণ থাকা সম্ভব। সমাজতন্ত্রী অথবা রাজতন্ত্রী, কোন মুসলিম রাষ্ট্রই নাকি চায় না বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান রাজতন্ত্রী, কোন মুসলিম রাষ্ট্রই নাকি চায় না বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হোক, এবং তাহার ফলে একটি ''অমুসলিম রাষ্ট্র'' ভারতের কোনও রাজনৈতিক সুবিধা হোক। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে যে বিপুল ফারাক বর্তমান, আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পটভূমিতে সেটা এখনও সকলের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তৃতীয়ত, অনেকেরই চোখের সামনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমস্যা রহিয়াছে, ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁদের কাহারও কাহারও চোখে সে চেহারা লইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। চতুর্থত, বাংলাদেশ বহু দূর! সুতরাং বুমেদিন বা কোনও আরব নেতা যদি একটি ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামকে অন্যভাবে গ্রহণ করতে চাহেন তবে আমাদের বলার

কিছু নাই। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে, তাঁহার অভিমতে সায় দেওয়া সম্ভব হইল কী করিয়া? বিশেষত, শ্রীমতী গান্ধীর মস্কো সফরের পরে। মস্কো দলিলে কিন্তু ‘‘রাজনৈতিক মীমাংসা’’, শরণার্থী সমস্যা সবই উল্লিখিত আলোচিত।

হইতে পারে রুশ প্রধানমন্ত্রী আলজিরিয়ার চাপে এই বিবৃতিতে সম্মত হইয়াছেন। হইতে পারে আফ্রিকার ওই খন্ডে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে অন্য স্বার্থ তাঁহার কাছে মূল্যবান ঠেকিয়াছে। কিন্তু এ ধরনের কুটনীতি নীতি হিসাবে কি শ্রেয়? এখন টীকাভাষ্যযোগে হয়তো প্রমাণ করা হইবে-ভারত-রুশ চুক্তি বা ইন্দিরা-কোসিগিন যুক্তবিবৃতির ধারাবাহিকতা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এই উপমহাদেশকে যুদ্ধের বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যই দুই বন্ধু রাষ্ট্র কোদালকে কোদাল না বলিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছেন। তাহাতে রুশ-ভারত বন্ধুত্বে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি হয়তো লুপ্ত হইবে, কিন্তু ইত্যবসরে ইয়াহিয়া খানের যে বিস্তর সুবিধা হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ না-রাখাই ভাল। শোনা যাইতেছে, তিনি মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন মিটাইয়া আনিয়াছেন। তিনিই আইন প্রণেতা, তিনিই বিচারক। তা ছাড়া আগেভাগেই তিনি জানাইয়া রাখিয়াছেন-মুজিবুর দেশদ্রোহী এবং মৃত্যুদন্ডই তাঁহার প্রাপ্য। ইয়াহিয়া হয়তো এই মুহূর্তে সে দন্ড মিটাইয়া দিবেন না, আপাতত করুণাময়ের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এবং জনাব ভুট্টোর চালচলন ইঙ্গিতে বলিতেছে পাকিস্তান বাংলাদেশকে হাতে রাখিবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালাইবে। সে-কাজে তাঁহাদের সমর্থক প্রয়োজন। খানসাহেব নাকি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে গোপনে চিঠি লিখিয়াছেন। আলজিয়ার্স বিবৃতির পর এবার তিনি ইচ্ছা করিলে প্রকাশ্যেই রুশ প্রধানমন্ত্রীকেও চিঠি লিখিতে পারেন। কেননা, ওই বিবৃতিতে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৭৯। স্বীকৃতির দাবীতে চাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন (সম্পাদকীয়)	বাংলাদেশ	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

(সম্পাদকীয়)

স্বীকৃতির দাবীতে চাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বীকৃতির পরিবর্তে শাসক কংগ্রেসের নেতারা তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের দিকে ঝুঁকিতেছেন, এ সংবাদ আমরাই বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সিমলায় নব কংগ্রেসের সদ্য অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বর্হিবিষয়কমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং যে বিবৃতি দিয়াছেন তাকে এককথায় বলা যায় বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি বেঈমানী। আজকের পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশ সমস্যার মীমাংসার কথা উচ্চারণ করাটাই অন্যায় এবং পাপ। যে পাকিস্তান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে ইতিহাসের জঘণ্যতম গণহত্যার অভিযান শুরু করিয়াছে এবং এক্ষণে যে পাকিস্তানী শাসকচক্র সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ও সীমান্ত আক্রমণের প্ররোচনার দ্বারা ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের হুংকার দিতেছে, সেই বর্বর পাকিস্তানের হিংস্র নেকড়েদের হাতে বাংলাদেশের ভাগ্যকে সঁপিয়া দেওয়ার কথা আজ চিন্তাও করা যায় না। তাই আজ ইয়াহিয়ার ফ্যাসিষ্ট শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে সব রকমের সাহায্য এবং সহযোগিতার দ্বারা সফল করিয়া তোলাই প্রতিটি ভারতবাসীর একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের এই ইচ্ছা এবং আকাঙ্খাকে ভারত সরকার বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী রূপদান করিবেন, এইটাই সকলে প্রত্যাশা করে। তাছাড়া লোকসভা থেকে শুরু করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভেঙ্গে দেওয়া বিধানসভাতেও বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সাহায্যদানের জন্য দলমত নির্বিশেষে যে কনসেনসাস বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারত সরকার এখনও জনমতের সেই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে কেন এবং কার স্বার্থে রূপায়িত করিতেছেন না, চারিদিকে আজ এই প্রশ্নই আলোচিত এবং আলোড়িত হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া অনেকের মনে হইবে, ভারত সরকার যেন তার আগের অবস্থান থেকে অনেকটা পিছাইয়া আসিয়াছে এবং বাংলাদেশ সমস্যা মানেই হইতেছে উদ্বাস্ত সমস্যা এবং এই উদ্বাস্তর বোঝা ভারতবর্ষের ঘাড় থেকে নামিয়া গেলেই নাকি সব ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে, প্রধানমন্ত্রী তো এমন কথা খোলাখুলিই বলিতেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলির মনোভাবও অত্যন্ত সুবিধাবাদী এবং তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই যে যার নিজের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতেছেন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকারের প্রশ্নটা তাঁদের কাছে গৌণ।

তাছাড়া যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন তাঁরাও অনেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতবর্ষ কি করে তাই লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ ভারত যেখানে এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ শিকার, অর্থাৎ যখন ভারতে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তর বোঝা আসিয়া পড়িয়াছে তখন ভারতই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিবে ইহাই তো স্বাভাবিক। তাই ভারতকে স্বীকৃতি দিতে ইতস্তত করিতে দেখিয়া অন্যান্য সহানুভূতিশীল দেশগুলিও একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং হয়ত ভাবিতেছেন, তা হইলে ব্যাপারটা কি? ভারত নিজেই গড়িমসি করিতেছেন কেন?

স্বয়ং শ্রী শরণ সিং সর্বশেষ যে বতৃতা দিয়াছেন এবং নব কংগ্রেস নেতারা ক্রমেই বাংলাদেশ প্রশ্নে যেভাবে ডিগবাজী খাইতেছেন, তাতে আমাদেরও সন্দেহ হইতেছে যে, শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের ভূমিকা এ-ব্যাপারে হয়ত চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হইবে। বিশেষ পূর্ব বাংলায় মুক্তি সংগ্রাম যখন আগের চেয়েও আরও অনেক দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, তখন ভারত সরকারের স্বীকৃতিদানে ক্রমেই পশ্চাদপসরণ মুক্তি-যোদ্ধাদের মনোবলকে দুর্বল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে দলমত নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের আশু কর্তব্য, ভারত সরকারের উপর জোরালো আন্দলনের চাপ সৃষ্টি করিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা। কারণ, নব কংগ্রেসের নেতাদের হাবভাব এবং কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখিয়া আমাদের আরও সন্দেহ হইতেছে যে, 'বাংলাদেশ' ইস্যুটাকে এখন তাঁরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নিজেদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাইবার মতলবে আছেন। যেমন, একদিকে উদ্বাস্তুদের জন্য সারা বিশ্বের সম্মুখে কাসুনি গাহিয়া রিলিফ সংগ্রহ করা হইবে আর অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের শিখন্ডী করিয়া পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে পন্ড করিয়া দেওয়া হইবে। শুধু তাই নয়, গরিবী হটাওর ব্যর্থতা, মূল্যবোধ বা অন্য যে-কোন অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য যখন বিরোধী দলগুলী, ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করিবেন তখনই ভারতবাসীর যা কিছু দুঃখ কষ্ট সব অনর্থের মূল হিসাবে উদ্বাস্তুদের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইবে। তা না হইলে শরণ সিংয়ের মুখে 'রাজনৈতিক সমাধানের' গীত শোনা যায় কেন ? কারণ যে কোন মূর্খও জানে যে, বাংলাদেশের মুক্তি বা স্বাধীনতা না আসিলে একজন শরণার্থীরাও পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট খাঁচায় বা কাঠামোর মধ্যে ফিরিয়া যাইবে না। সুতরাং উদ্ধাস্তুদের দেশে ফেরৎ পাঠানোটাও যদি ভারত সরকারের গরজ হইত, তবে, তাঁরা সর্বাগ্রে সেই পরিবেশ সৃষ্টির দিকেই ঝুঁকিতেন অর্থাৎ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু এখনও তেমন কোন পদক্ষেপের নমুনাই তো আমরা দেখিতাছি না। অতএব উদ্বাস্তুদের দেশে ফেরত যাওয়া সম্বন্ধে ভারত সরকারের উদ্বেগও যে কতখানি আন্তরিক, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হইতেছে না কি ? বিশেষত যখন শোনা যাইতেছে যে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের শিখন্ডী করিয়া 'গরিবী হটাও' এর প্রধানমন্ত্রী আগামী বাজেটে আরও ৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপাইতে উদ্যত হইতেছেন তখন বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরাই শুধু নন, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষেরও যে প্রাণান্তকর অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাতে আর সন্দেহ কি?

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমরা ভারতবর্ষের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে পুনরায় সনির্বন্ধভাবে এই অনুরোধ জানাইতেছি, যে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির সমর্থনে আপনারা ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের স্বার্থও (যেখানে অধিকাংশ উদ্বাস্তুই পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ের উপর) আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় যদি আজ কোনরকমে বিনষ্ট হয়, তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রতিবেশী দেশরূপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও তার সমস্ত জনজীবনের ভবিষ্যতও বঙ্গোপসাগরের অতল জলে তলাইয়া যাইবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮০। ‘পূর্ব পাকিস্তানে’ উপনির্বাচন (সম্পাদকীয়)	দি হিন্দু	২৭ অক্টোবর, ১৯৭১

THE HINDU, OCTOBER 27, 1971

Editorial

THOSE BY-ELECTIONS IN EAST PAKISTAN

Quite recently the correspondent of a leading British journal who visited Dacca wrote in his paper that "it would be quite unthinkable to hold elections in the uncertain security conditions which now prevail over about 90 per cent of the countryside". He added that two months ago it was possible to drive out of Dacca after dark but now it was too dangerous and it was impossible to think of holding an election campaign in Dacca itself despite the presence of the Pakistan Army. How then does President Yahya Khan propose to hold elections for 78 National Assembly and 194 East Pakistan Provincial Assembly seats? It is reported that a large number of nominations have been filed for both assemblies but the elections are still to be held.

Meanwhile, there is a report emanating from Pakistan Radio to the effect that fifteen candidates have been "provisionally" elected from East Pakistan to the National Assembly. They consisted of five members each from the Pakistan Democratic Party and the Jamat- E- Islami and two each from the Convention Muslim League and the Nizam- E-Islami and one from the Pakistan Muslim League (Qayyum Group). If this report is authentic, it seems to reflect a situation where candidates from the political parties which failed to get anyone elected from East Pakistan last time will now be elected unopposed without the painful necessity of campaigning in the region. There is no news of Mr. Bhutto's People's Party which sent a delegation to Dacca to see if it could make contact with moderate Awami Leaguers...

Though Gen. Yahya Khan may go ahead with this convenient method for filling in the empty seats in the National and the Provincial legislatures it seems that there will still be plenty of trouble in dealing with the West Pakistan political patties. The three splinters of the old Muslim League have still to come together and the radical programme of Mr. Bhutto's Peoples' Party still infuriates the orthodox parties like the Jamat, And while it may be quite safe to hold the session of the National Assembly in West Pakistan it will not be so easy to convene the provincial Assembly in Dacca. The Pakistan Government is no doubt going on the assumption that sooner or later the resistance movement in the east wing will crumble and the local people will accept the rule of the West Pakistanis as they did for so many years. But in fact the operations of Mukti Bahini are gaining not losing in strength. According to some analysts a new phase has opened with the ending of the monsoon where battles are likely to be fought for the major towns and airports. In this context of armed conflict plans for constitution-making are premature and meaningless. They could acquire some meaning only if Gen. Yahya Khan decides to deal with the imprisoned leader of East Pakistan

Editorial, The Hindu, Madras-October 27. 1971,

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮১। পাক হাইকমিশনের অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারীর পলায়ন	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	৩ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, NOVEMBER 3, 1971

MOST OF THE BENGALIS IN PAK HC RUN TO FREEDOM

From Our Special Correspondent

New Delhi, November. 2- Ten of the remaining 11 Bengali employees of the Pakistani High Commission here with their families today escaped to freedom from the High Commission premises, described by the chief of the Bangladesh mission as "a butcher's house."

The other employee Mr. Hossain Ali identified as personal assistant to Mr. Abdul Ghani the head of the Pakistan intelligence net-work in India, could not make it as he was mercilessly beaten by West Pakistani personnel and dragged inside from the gate through which the others made their last run to freedom.

While Mr. Hossain Ali lay unconscious inside the High Commission compound with his wife and three daughters by his side his two teen-aged sons came out with others. The wife of another employee Mr. Khaliluddin personal assistant to the Pakistani Air adviser along with her two daughters and a minor son could not come out. However, after nearly two hours she was allowed to come out of the mission premises with her children and join her husband and two sons who had escaped earlier.

As Mr. H. R. Chowdhury head of the Bangladesh Mission with his two colleagues, Mr. K. M. Shehabuddin and Mr. Amjadul Haq rushed to the spot on receipt of information the Pakistanis from inside the High Commission compound began showering brickbats on the Bengali employees sitting outside on the road with whatever little belongings they could manage to bring out.

Mr. Chowdhury and his two colleagues with the help of newsmen foreign and Indian and the police led the women and the children to safety from the shower of brickbats. They also carried their belongings lying scattered near the gate.

The whole drama started early in the morning when the entire Bengali personnel of the High Commission along with their families collected near a side gate of the High Commission. Before they could make good their escape scaling the low wall a large number of West Pakistanis headed by Group Captain Azim Daudpota. Air Adviser Mr. Abdul Ghani, First Secretary, identified as the head of the Pakistani Intelligence network and Mr. Ahmed Zabeed Shah also a first Secretary described as the man in charge of Pakistani espionage in Kashmir pounced on them and stalled beating them mercilessly.

Some of the Bengali employees jumped the wall and came on the street outside and started shouting "Jai Bangla". Others began throwing their children over the wall to freedom. Meanwhile, some Indian-policemen attracted by the shouts, collected near the gate. The Pakistanis then opened the gate and allowed the Bengalis to go out. But Mr.

Hossain Ali by then was so severely beaten that he was not in a position to come out.

Other Bengalis alleged that Mr. Hossain Ali was dragged inside and kept inside a room in the quarters unconscious. When a count was taken it was found that Mr. Khaliluddin's wife with two daughters and a son along with Mr. Hossain Ali's family could not come out.

Mr. H. R. Chowdhury told newsmen that the entire Bengali members of the High Commission staff had been expressing their desire for the last several months to opt for the Bangladesh Government. But they had been kept forcibly inside the Commission's premises.

After defection by some Bengali employees from the mission, the High Commissioner ostensibly decided to remove all restrictions and to allow the members of the staff to go out if they so wished with their families. Mr. Chowdhury said that the decision was taken in his presence when he was still working with the High commission and as head of the Pakistan chancery the order was issued under his signature.

Mr. Chowdhury said that this was also the understanding the Pakistani High Commission gave to the Government of India.

Apparently, the Pakistan High Commission did not want the Bengalis to take the order literally. When the Bengali employees asked by the West Pakistanis where they were going to join the Bangladesh Government the West Pakistanis began beating them mercilessly. Some of the employees were later taken to hospital.

The two sons of Mr. Hossain Ali who is still confined within the mission premises and other Bengalis who had escaped from the High Commission began a round-the-clock sit-in in front of the High Commission demanding the release of Mr. Hossain Ali and his family.

The Bangladesh mission chief warned the Pakistanis that if within 48 hours, Mr. Hossain Ali was not released not a single West Pakistani in Bangladesh would be safe in the hands of the Mukti Bahini.

The Bengali members lodged a complaint against the non-diplomat of West Pakistani members of the High Commission with the Chanakayapuri police station here for assaulting them. Under international law the non-diplomatic staff of any mission are not immune from the law of the land.

One of the first acts of the Bengali staff after their escape from what they described as the "Pakistani concentration camp in the High Commission" was to switch their allegiance to the legally and popularly elected government of the Sovereign Independent Republic of Bangladesh. To them, Pakistan was "dead and buried".

Most of them confirmed that the West Pakistani personnel inside the High Commission were thoroughly demoralized with the growing success of the Mukti Bahini in Bangladesh.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮২। পূর্ব বাংলার শিশুদের বিক্ষোভ প্রদর্শন	টাইমস অব ইন্ডিয়া	৪ নভেম্বর, ১৯৭১

TIMES OF INDIA, NOVEMBER 4, 1971

EAST BENGALI CHILDREN HOLD DEMONSTRATION

By A Staff. Reporter

New Delhi, November 3. Murad 8 and Murshid 6 two sons of Mr. Hossain Ali, personal assistant to Pakistan's intelligence chief in India Mr. Abdul Ghani along with other East Bengali children today held a demonstration outside the main gate of the Pakistan High Commission to demand the release of their parents detained in the High Commission premises.

Mr. Hossain Ali, who was beaten up by High Commission officials when he unsuccessfully tried to escape to freedom yesterday is still reported to be lying unconscious in the High Commission.

Little Murshid held a placard which demanded "Release our parents and sisters."

Some former Pakistani employees who defected to Bangladesh yesterday were today threatened by the Pakistan Army Adviser Brig. Ghulam Hassan Khan when they went to meet Murad and Murshid.

The Brigadier, who drove to the main gate tried to talk to the former employees of the High Commission. He is stated to have asked the employees what they were doing outside the gate of the High Commission particularly when they had expressed a desire to go to Pakistan only a day earlier.

The former employees told the Brigadier that they did not wish to talk to him and asked him to mind his business. Meanwhile four employees of the High Commission joined him near the main gate to lend a "helping hand." They argued with the police officers who requested them not to create an incident and remain inside the High Commission. When they tried to bully the police officers, they were firmly told to go back.

Brigadier Hassan was reported to have threatened the East Bengalis that if they did not disperse "I will shoot you down-after all I am a Palhan."

The Brigadier is reported to have interrogated Mr. Mujibur Rahman in the so called Agartala conspiracy case.

Girl Dragged

Mr. Hossain Ali's wife and three daughters are locked up in a room in the High Commission. His two sons had managed to escape with some other Bengali members of the Pakistan High Commission staff yesterday. The East Bengalis fear that Mr. Hossain

Ali might be killed by Pakistani intelligence men in the Commission.

They said that M. Butt a West Pakistani official of the High Commission, dragged by her hair Maya, 15-year-old daughter of Mr. Hossain Ali when she made a bid to escape yesterday.

A spokesman of the Bangladesh Mission in New Delhi said that the 48-hour ultimatum given to the Pakistan High Commissioner Mr. Sajjad Hyder to release Mr. Hossain Ali and his family would expire at 12 noon tomorrow. If he was not released by the deadline they would retaliate suitably.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৩। নিক্সনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নাজুক আলোচনা শুরু	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	৫ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD,NOVEMBER 5, 1971

PM BEGINS CRUCIAL TALKS WITH NIXON

Washington, November 4.- Mrs. Gandhi today discussed with President Nixon the entire gamut of Indo- US relations which have been under a cloud for sometime following the US Government's outright support to the military regime of Islamabad despite the genocide in East Bengal by the Pakistani Army report UNI and PTI.

The two leaders started their crucial meeting after both had reaffirmed at a White House welcoming ceremony the friendship between India and the US and their dedication to common ideals.

Mrs. Gandhi said she had come to the USA looking for a deeper understanding of the situation in the subcontinent while Mr. Nixon noted in what was thought as an implied reference to the Indo-Soviet treaty that the "special" Indo- US relations did not need any treaty commitment. As the talks started Mr. Nixon and Mrs. Gandhi were alone for sometime later they were joined by the US and Indian officials.

Among them were Mr. Nixon's special adviser, Dr. Henry Kissinger, India's Ambassador, Mr. L. K. Jha, Foreign Secretary, Mr. -T. N. Kaul and Secretary to the Prime Minister Mr. P. N. Haksar.

President Nixon is believed to have told Mrs. Gandhi that India should not be unduly worried about American military supplies to Pakistan which were only marginal and in any case, supplies had almost ended. His Government had been exerting all pressures it could on Gen. Yahya Khan, firstly not to execute Sheikh Mujibur Rahman and secondly, to have some kind of dialogue between Gen. Yahya Khan and the Bangladesh leaders with a view to arriving at a political settlement.

He is also understood to have said that Pakistan and India should agree to some kind of United Nations presence on both sides of the border. It might also set an example to other countries in strengthening the efficacy the UN in such situations.

Mr. Nixon also emphasize that in no case there should be a war between India and Pakistan. He is stated to have told Mrs. Gandhi that while his Administration would press Pakistan for a political solution India should agree for mutual withdrawal on forces from the borders to reduce tension.

Mrs. Gandhi explained the concern in India over American military supplies to Pakistan which was being used in unleashing a reign of terror and genocide against the Bengalis. She is believed to have said that the USA should exercise pressure on President Yahya Khan for the release of Sheikh Mujib and to open a dialogue with him.

The USA should recognize that what was happening in East Bengal was not an India- Pakistan problem but a dispute between East Bengalis and the military junta in Islamabad. Therefore, there had to be a settlement between them if the refugees were to return to their homes in safety and security.

Mrs. Gandhi made it clear to Mr. Nixon that India never wanted war with Pakistan. At the same time. India could not ignore the warlike postures in Pakistan and the provocative statements of Pakistani military rulers. She reminded Mr. Nixon that Pakistan had committed aggression on India three times so far in a treacherous manner. India could not afford to withdraw forces as long as the tension continued. Mrs. Gandhi is also understood to have asked Mr. Nixon about the objectives he proposed to achieve from his forthcoming China visit.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৪। ‘পশ্চিম পাকিস্তানী’ বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মুজিবের মুক্তিদাবী	হিন্দুস্তা ষ্টান্ডার্ড	৬ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD. NOVEMBER 6, 1971

W. PAK INTELLECTUALS WANT MUJIBS RELEASE

Lahore, November, 5.-The immediate release of Sheikh Mujibur Rahman and the installation of a government of those elected in Pakistan's first general elections last December have been urged by 42 signatories to an appeal to President Yahya Khan says Reuter.

The signatories, who include the leader of the Istiqlal Party former Air Marshal Asghar Khan and the Lenin Peace Prize Winner, poet Faiz Ahmed said the constitution of a democratic government was the best way to end the crisis threatening Pakistan's political and economic stability.

Sheikh Mujib's release said the signatories -political leaders, trade unionists, lawyers, journalists, writers, student leaders and university professors-would be "in keeping with the elementary canons of justice." If release were not possible Sheikh Mujib who is being tried by a military tribunal for high treason should be brought to a proper judicial trial in open court the statement said.

The appeal coincided with the President's arrival here yesterday from Rawalpindi on a three-day visit.

The signatories said they were appealing to the President in the light of his recent interview with the American Newsweek magazine which quoted him as saying he would be prepared to release Sheikh Mujib if the nation demanded it.

The statement said the best way to end the grave political crisis threatening Pakistan's political and economic stability would be to establish a democratic government.

Such a government could be constituted by the representatives of the people who were elected in the country's first general election in last December.

Heading the list of the signatories was the chief of the Istiqlal Parly retired Air Marshal Asghar Khan. Others included the leader of the Pakistan Socialist Party. Chowdhury Aslam, the former Editor of the English-language, daily Pakistan Times. Mazhar Ali Khan, the president of the Pakistan Trade Union Federation, Mirza Mohammad Ibrahim, and Lenin Peace Prize Winner, poet Faiz Ahmed.

The majority of the signatories are Left-wingers and the appeal is the first such to be made to the President in Lahore considered to be the biggest anti-Mujib centre in Pakistan.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৫। দিল্লীর ছাত্রদের সমাবেশ, আলীর মুক্তি দাবী	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	৯ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUS TAN STANDARD, NOVEMBER 9, 1971

DELHI STUDENTS RALLY DEMANDS ALI S RELEASE

From Our Correspondent

New Delhi, Nov. 8- Thousands of school children today gathered in front of the Pakistan High Commission here to express their solidarity with Murad, 8 and Murshed, 6 whose parents Mr. and Mrs. Hossain Ali-and sisters are being forcibly detained in the High Commission. They also demanded that the detained persons be immediately released.

The children not only brought placards denouncing the Pakistani atrocities but also garlands and sweets for Murad and Murshed whom they carried on their shoulders.

Rose petals were showered on Murad and Murshed who were at the head of the three-hour demonstration.

The children asked for an interview with the High Commissioner Mr. Sajjad Hyder. Mr. Hyder declined. No representative of the High Commissioner was either willing to hear them.

The children pasted a memorandum on the entrance to the chancery. It expressed profound regret at the ill-treatment of Bengali members of the High Commission staff and demanded the release of the Alis.

The memorandum also said that the children of Delhi and the rest of India were solidly behind the children and people of Bangladesh in their struggle for liberty.

Meanwhile, Bangladesh Yuba Samiti Chairman, Mr. A. H. Badsha, and the General Secretary, Md. Nazrul Islam today warned the Pakistani High Commissioner in India that unless he immediately freed the Bengali employees of the High Commission the Bangladesh evacuees in India would march into it and free their fellowmen, UNI adds from Mujibnagar.

In a joint statement, they said once they marched into the High Commission they would also occupy forever the High Commission building which "is built by money earned by the sweat and blood of the people of Bangladesh".

The Bangladesh Mission here also does not rule out the possibility of such a march, adds our Special Correspondent.

Mr. Amjadul Huq, Press Attaché in the Bangladesh Mission said they were still waiting action by the League of Red Cross Societies and the UN Secretary General on their appeal to save the life of Mr. Ali.

Asked for his comments on the possibility of a march into the Pakistani chancery in Delhi and occupy it if the Alis were not released, Mr. Huq said "We can't rule out the possibility".

"After all how can we check our people when one of our brothers and his wife and a daughter are being tortured and illegally detained by the Pakistanist", he added.

"The criminals" Mr. Huq declared "will not go unpunished. Our avowed policy is a tooth for a tooth and a nail for a nail".

Meanwhile no information is available about the condition of Mr. Ali who was assaulted severely by the Pakistani staff of the High Commission.

Dr. Mrs. Sundershan Gujral an Indian doctor employed by the High Commission, said today she knew nothing about Mr. Ali. She had not seen him at all.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৬। সামরিক সরবরাহের অসুবিধায় পাক বাহিনী ক্ষতির সম্মুখীন	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, NOVEMBER 18, 1971

LOGISTIC DEFICIENCIES HURTING PAK TROOPS

LT. General L. P. Sen, D. S. O.

Our Military Correspondent

In every campaign, the administrative arrangements must be equal to meeting the strain imposed by the tactical plan. If care is not taken to ensure this the commander in the field will find himself without an even chance of success and may even face disaster. Such it will be recalled, was the case with Germany's crack Afrika Korps in the western desert in World War II. Not even its brilliant commander Field Marshal Erwin Rommel, could save it. Has the Pakistani Army in Bangladesh ensured that its administrative arrangements are capable of withstanding for a prolonged period? The resistance being put up by the Mukti Bahini.

There is a feeling in many quarters that the logistic support of the Pakistani Army is not as healthy as it should be and that in the near future the situation may become very serious for them. This view is based on the fact that the Pakistan military junta when it decided to cow down the people of Bangladesh did not think in terms of a long-drawn- out campaign. It was to be a blitzkrieg lasting only for a short while.

In view of this, the three divisions that were moved from West Pakistan to Bangladesh by air and sea arrived with their logistics based not on a war-but a peace-time footing.

The stout resistance put up by the Mukti Bahini over the last eight months has very definitely forced the Pakistani troops to dig deep into their limited stocks. As the fight with the Mukti Bahini continues over a prolonged period replenishment of these stocks would be a necessity. This will involve a long lift from West Pakistan but this should present no problem provided there is no interferences. But it is in this field that the Mukti Bahini guerillas have embarrassed the Pakistan Army to no small degree.

By the large-scale destruction and dislocation of road and railway bridges, culverts and minor bridges the guerillas have presented the Pakistani forces with a serious headache. It has had far more than a nuisance value as local labor to assist in repairing the damage is scarce.

But it is not the destruction of the road and rail bridges that has done the greatest damage. Attacks on ships in harbors and other inland watercraft in places such as Chittagong, Chalna, the Mongla area and Chandpur have placed a severe strain on the Pakistanis. Grain and munitions ships and a tanker have been sunk.

Pakistan's exposed army in Bangladesh can in afford these loss of food stuff by local purchase is no longer possible.

Take for example the case of Jessore. This cantonment has been receiving its needs from Dacca, mainly through Goalundo Ghat and by air. A crucial road junction on this route Satkhira has however, had to be abandoned by the Pakistani Army and to make certain action to severe the route at more points in Kushtia district such as Jhenida and Chuadanga.

Even so, there was an emergency supply route using Chalna port. Mukti Bahini frogmen, however early this week sank a Greek vessel in the navigation channel totally blocking it. The supply line of Jessore through this route is therefore, affected and it may have to be confined to air lifts or air drops. This is an expensive form of maintenance, especially when aircraft are limited and there is always the possibility of losing them through ground fire.

The position of Chittagong is apparently not much better. Mukti Bahini commandos have been very active in this area from the commencement of operations. They have put out of commission all but two of the moorings. The port's ability to handle heavy military hardware has thus been severely curtailed and there is the ever present fear that ships moored to them will be subjected to attacks by the frogmen.

Ships flying foreign flags have been sunk and their owners are now very firm that they will not visit Chittagong port. Perhaps that is not an irreparable loss as the overland route connecting Chittagong with Chandpur or Dacca has been severed.

In order to repair its severely battered life line Pakistan has tried hard to develop an inland waterway to Chandpur. This has not however, been very successful as Chandpur has been receiving the attention of the commandos. Four vessel carrying food and supplies for the Army were recently sunk there including a vessel recently acquired from China.

In desperation, the Pakistan authorities have issued orders to their gunboats to shoot and destroy all country boats plying in the Chalna and Satkhira areas. This is likely to have widespread repercussions, as the people of the delta regions have always used the waterways for travel and cargo carrying. It could result in the locals of the area facing starvation in the course of time.

Will Pakistan be able to rectify her logistic mismanagement and retrieve the situation? As things stand at present and with the Mukti Bahini activities increasing it is possible but it will not be a simple task. Distance from the home base in West Pakistan and devastations will make it even more difficult.

What then, will this lead to? It could be that what befell Rommel's troops in the desert could repeat itself again in Bangladesh. The Mukti Bahini has already tipped up the hour glass and if they maintain the pressure as they have in the past the sands must inevitably run out for the Pakistani forces in the course of time.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৭। পাক বাহিনীর গুলির আওয়াজ স্তব্ধ করতে সেনাবাহিনীর হিলি, বালুরঘাট সীমান্ত অতিক্রম	হিন্দুস্তান ষ্টান্ডার্ড	৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, NOVEMBER 30, 1971

ARMY CROSSES HILI, BALURGHAT BORDER
TO SILENCE P AK GUNS

By A Staff Correspondent

Indian troops crossed the borders and entered two miles inside Bangladesh on Monday and silenced Pakistani guns which had been shelling the Hili and Balurghat areas since Saturday.

It was essentially due to the Indian military action inside Bangladesh that border towns of Hili and Balurghat did not experience Pak shelling on Monday.

Tanks and artillery are being used in the battle but no aircraft has so far gone into action. The Pakistanis, who threw a squadron of 14 tanks in the battle lost three on Saturday and one on Sunday. One Indian tank was damaged when struck by an anti-tank mine.

In the encounter, at least 160 Pakistani soldiers have been either killed or wounded. Casualties on Indian side are officially stated to be 35.

Tarun Ganguly reporting from Patiram near Balurghat says that this call gave the people of the town an opportunity to get themselves and their belongings shifted to adjoining areas beyond the range of the Pak artillery.

Men, women and children were seen moving to safer zones in West Dinajpur and Maida districts. Authoritative sources said that already 25 per cent of the town's population had shifted to safer zones. Through the officials were providing the people willing to migrate with transportation facilities there was no official plan for a large scale evacuation from the area.

The schools and colleges in Balurghat are closed as a safety measures. In Hili several houses are riddled with bullets and gaping chasms caused by heavy artillery fire from across the border.

Fighting has been going on since Saturday morning in Bangladesh territory about two miles from the border in the Hili and Balurghat areas of West Bengal according to the Government spokesman in New Delhi.

"According to latest reports" an official Note said on Monday evening, "Pakistani troops on Sunday mounted a counterattack on Indian troops which had taken defensive action on Saturday following heavy Pakistani shelling of civilian areas in West Dinajpur district of West Bengal. The fighting is still going on."

HEAVY FIGHTING AT FENI

The spokesman said India did not provide air cover to her ground forces in the Balurghat fighting, "Normally, we do not send our aircraft to support our ground forces but if Pakistan uses Air Force then India would also certainly use her Air Force."

It was when Pakistan used Air Force in support of her ground forces in the Boyra sector India used her Gants which shot down three Pakistani Sabre Jets he said.

Meanwhile reports reaching Mujibnagar suggested that the Mukti Bahini was maintaining its three pronged thrust on the Jessore Cantonment. There is, however, a comparative lull despite the fact that the Mukti Bahini and the Pakistani troops were engaged in sporadic clashes for the control of vital supply channels in the area.

Heavy fighting between the liberation forces and the Pakistani troops were reported from Feni facing the Indian border town of Belonia in Tripura. Reliable reports said that Pakistani troops were under heavy pressure as the Mukti Bahini launched offensive for the control of the Feni town.

Incidentally, four Indians kidnapped by the Pakistani troops from a border village Konarghat near Sunna were rescued by the Border Security Force personnel an official report received at the State police headquarters in Agartala said.

The rescue was made after an hour long heavy exchange of fire between the Pakistani troops and the BSF.

Ten Pakistani troops were reported to have been killed in the encounter.

On the night between November 27 and 28, Pakistani troops shelled our posts north of Gangarampur and north of Patiram in West Bengal. The BSF returned the fire. There have been no casualties on our side. Pakistan casualties are not known.

On November 26, Pakistani troops fired on a BSF patrol north-east of Basirhat. No casualties have so far been reported. In Tripura, Pakistani troops and BSF patrol exchanged fire west of Sonamura on November 27. Some Pakistani casualties were reported. There were no casualties on the Indian side.

On November 26, there was an exchange of fire west of Radhakishorepur. There were no casualties on the Indian side. The same day Pakistani troops fired small arms and medium machine guns on an Indian post north-east of Kamalpur. No casualties were reported.

Mukti Bahini have hoisted Bangladesh flag over Panchagar railway station in Dinajpur district and steps have been taken by the Bangladesh Government to establish civil administration in the area according to the Panchagar MNA.

In the Sylhet district freedom fighters liberated Chotakhel south-west of Jointiapur yesterday following a fierce battle in which the "occupation" army suffered heavy casualties. Heavy fighting was now going on at a place only 19 km away from Sylhet town according to the latest reports.

Freedom fighters yesterday resized Taherpur PS and encircled the Suchana outpost. They continued their thrusts on Companyganj and Salutikar areas and were forcing Pakistani soldiers to seek refuge to Sylhet town. All communications between Sylhet and Sunamganj has already been cut off.

Heavy fighting was now going on in and around Kamalpur outpost in Mymensingh district. The Bangladesh commandos had already circled the outpost and foiled the "enemy's" attempts to seek reinforcement.

Mukti Bahini guerillas have burned down a Government owned Jute warehouse at Nandina in Mymensingh, UPI reported quoting the martial law authorities in Dacca.

The action resulted in the destruction of about 14,000 US dollars worth of jute. Three mills were burnt down last week.

Freedom fighters have also maintained steady advance in the Tangail area and consolidated their hold on four check posts in the district.

Delayed reports from Dacca said that freedom fighters blew up a strategic bridge at Kodalia an important road junction disrupting road communication between Dacca and Tangail.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৮। পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘণীভূত করেছে	দি ষ্টেটসম্যান	২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, DECEMBER 2, 1971

PAKISTAN ESCALATES WAR SITUATION

THREE SABRES STRAFE AGARTALA:

ONE HIT BY GROUND FIRE

From Our Special Representative

New Delhi, December 2.-- Pakistan further escalated the war situation on the eastern front today when its forces heavily shelled Agartala and followed this up by an air attack on the airfield and civilian installations nearby.

Pakistani shells pounded Agartala town for the better part of the morning. The brief post-noon lull was shattered at about 12-30 when three Sabre jets streaked in to strafe the airfield. Official spokesmen here reported damage to life and property.

The Sabre jets flew away under heavy ground fire one of them obviously hit leaving dark smoky trail as it changed course towards Bangladesh territory.

The Pakistani air attack coming in the wake of the attempted one near Boyra in which they lost three aircrafts has gravely increased the prospects of the border skirmishes losing their localized character and developing into a larger confrontation. Evidence of this was available from Pakistani actions in Balurghat and another area south-west of Agartala as also on the western border both in Punjab, Jammu and Kashmir.

The Government has taken a serious view of the aerial attack on Agartala and the local Commander there has been ordered to take necessary defensive action. Details of the Indian counter-action were not available up to the time of going to press but from preliminary reports filtering in tonight several Pakistani gun positions have been silenced. The Commander as stated by official spokesman earlier, is free in the circumstances to cross the border if he considers it necessary in terms of the defensive needs of the region.

According to eye-witness accounts received in local newspaper offices from their reporters in Agartala Pakistani shelling in the morning was indiscriminate and incessant. In two cases the sound of bursting shells came loud and clear over the telephone even as the conversation with Agartala was on.

Pakistani artillery simultaneously shelled Balurghat town on Tuesday killing six civilians. Indian guns fired in retaliation. The same day Pakistani troops fired with small- arms and artillery on Indian positions north-west of Balurghat and north of Balurghat. Men of the Border Security Force returned the fire. Pakistani troops also fired the same day with small arms automatics and artillery at Indian position in Hili.

On the western border a Pakistani patrol of four rangers intruded 150 yards into Indian territory north of Ferozpur on Wednesday. Indian patrol fired at the intruders. The

rangers fled taking one of their injured men with them. On Tuesday Pakistanis fired 30 bursts of medium machinegun fire across the cease-fire line south west of Mendhar. There were no casualties on the Indian side. On Monday too, Pakistani troops had fired bursts of light machine gun in the same area without inflicting any casualties.

According to our Agartala correspondent the Pakistani planes could not do any damage to the Agartala airfield during strafing today.

Meanwhile unprovoked heavy shelling by Pakistani troops on Agartala town and its outskirts, started at about 8 p.m. yesterday continued till this evening. A large number of heavy artillery and mortar shells have hit the Kunjaban and Abhaynagar areas in the town and Indorenagar, Jagatpur Ushabazar, Narsingarh and Chhoygarh areas in the outskirts.

At least five Indian civilians were killed and 45 others injured in the shelling. Among the dead were a three-year old boy and a 15 year old girl.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৮৯। পাকিস্তান ভারতের ওপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী	দি ষ্টেটসম্যান	৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, DECEMBER 4, 1971

PAKISTAN HAS LAUNCHED A FULL-SCALE WAR ON INDIA

WE MUST BE PREPARED FOR A LONG PERIOD

OF SACRIFICE : MRS. GANDHI

New Delhi, December. 3. The Prime Minister Mrs. Indira Gandhi told the nation tonight that Pakistan had launched a full-scale war on India. In a broadcast shortly after midnight Mrs. Gandhi said "At 5-30 p.m. today Pakistan launched a full-scale war against us," reports PTI.

Mrs. Gandhi said "We have no option but to put our country on a war footing." Mrs. Gandhi said emergency has been declared throughout the country and "every step is being taken and we are prepared for all eventualities."

She said We must be prepared for a long period of hardship and sacrifice.

Mrs. Gandhi declared that" wanton and unprovoked aggression of Pakistan would be decisively and timely repelled".

Aggression must be met and the people of India will meet it with fortitude with discipline and the utmost unity".

Today the war in Bangladesh had become a war on India, she said.

The Prime Minister declared "Peace cannot last if we cannot guard our freedom our democracy and our way of life. So, today we fight not merely for territorial integrity but for the basic ideals which have given strength to this country and on which alone we can progress to a better future."

The Prime Minister in her broadcast to the nation said, "I am speaking to you at a moment of great peril to our country and our people. Some hours ago soon after 5-30 p.m. on Friday Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. They opened fire at our defensive positions in Sulemanki, Khem Karan, Poonch and other sectors.

Earlier addressing nearly a million people at Calcutta's Brigade Parade Ground the Prime Minister exposed the role of some foreign countries in the development of the Indo-Pakistani conflict and reiterated India's determination to defend its national interest at any cost, says our reporters.

Mrs. Gandhi, reminded the Powers which had a sneaking sympathy for Pakistan that "India is not what it was before independence or even what it was five years ago. The

country is prepared today to make any sacrifice to give as much blood and sweat as necessary to meet any threat to its security."

The Prime Minister who was given a tremendous ovation on her arrival in the city discussed the West Bengal situation with the Governor and the Chief Secretary and met some writers, film artists and other prominent citizens before leaving for Delhi.

The meeting one of the biggest held in recent years was organized by the West Bengal Pradesh Congress Committee(R). Mr. Abdus Sattar Presided. Wearing a printed sari, Mrs. Gandhi addressed the vast gathering from a decorated 12 ft rostrum. About 200 Indian and foreign journalists attended the meeting.

Cheers and claps greeted Mrs. Gandhi when she appeared on the dais. She was profusely garlanded by a number of organizations affiliated to the Congress (R). Patriotic songs by Mr. Hemanta Mukhopadhaya and other artists had by then created an atmosphere appropriate to the occasion.

The Prime Minister, who spoke in Hindi for about an hour, said in the critical days ahead everyone would have to suffer but she was sure that the people here had the inherent strength to endure hardship and overcome difficulties.

Mrs. Gandhi was aware that a war would cause immense suffering particularly for the poor. But if a war was essential to maintain territorial integrity it had to be fought. The youths and the women had a special responsibility to ensure that normal life was maintained. Such a role was played by women in England during the last war when all men below 45 were called out.

She said the influx of refugees gave rise to a host of financial, administrative, social and political problems. But the problem that caused the utmost concern was the threat to "our security". Previously, the East Pakistan Rifles and the East Bengal Regiment used to be posted on the East Bengal border, while the BSF were on India's border.

But after the EPR and the EBR men joined the Mukti Bahini the Pakistani troops were brought to the border in both East Bengal and the western sector. She said when the U.N. observers in Kashmir were told about the movement of Pakistani troops, they said the troops had been brought to the border for training exercises.

"Who can believe this?" the Prime Minister asked. "It was not possible for us to believe this since we had been attacked thrice in the past by Pakistan." However, it was only after about 10 days that Indian troops were moved to the border the Prime Minister said.

Continuing, she said it was strange that when Pakistan moved its troops up to the border, most of the Big Powers felt no concern about the danger to India's security. But when India moved its troops they raised a hue and cry and said peace was threatened in the sub-continent.

She remarked that no responsible Government could take the risk of leaving the border unguarded at such a critical juncture.

"Since our cantonments are far from the borders, it is not possible for India to move her troops backwards over just a little distance.

Pakistan can do this for its cantonments are close to the borders and it can bring the troops quickly up to the border. If we are attacked, who will give us the guarantee that our lost land would be restored to us ?" she said.

If Pakistan withdrew its troops from East Bengal, there would be no war. The bringing of these troops to Bangladesh had been the cause of so much trouble, Mrs. Gandhi commented.

She said a suggestion had been mooted in some quarters that U.N. observers be posted in East Bengal. She wondered of what help this would be. "Will they be able to ensure the return of the refugees ?" The refugees say that they will go back to Bangladesh only when it is free and there is peace there.

The Prime Minister thought that the first task was to bring peace to that strife torn land. People were still being killed there and women raped. Mow can we "ask the refugees to go back at this stage, although their stay in India is a burden on us as we are a poor nation."

During her foreign tour, she was given the impression that there might be a political solution of the East Bengal problem. But if the Big Powers had tried to find any solution, it had not yet yielded any result. Pakistan was threatening India. "I had waited for several month, but there had been no solution to the problem."

Referring to the role of some Big Powers, Mrs. Gandhi said these countries had the impression that Asian countries were still their "slaves." But India was no longer what it was before independence or even what it was five years ago. Five years ago, questions were being asked whether India could remain united or whether democracy in this country would survive. But such doubts had now been dispelled.

There was a new self-confidence in the country. If anyone through that India would be unable to act in its national interest, he was badly mistaken.

If the Big Powers give us any help, it is well and good and we will accept it with gratitude. But if they do not, let them know that India is today in a position to stand on its own legs and does not have to look towards others for support, the Prime Minister remarked.

"It has been said of me." Mrs. Gandhi stated, "that I am rather obstinate. But to stop the genocide in East Bengal is not a matter of my obstinacy. It is in our national interest to save the 75 million people of Bangladesh from being decimated. It is certainly in the interest of Bangladesh also.

Pakistan had been pampered by some countries who had been supplying weapons. This had increased its belligerency towards India. She did not think that the leaders of Pakistan were following the correct policy because they were being made to do things which was not in their national interest.

The Prime Minister began by saying that every time she addressed a public rally in Calcutta, she felt that the crowd could not be bigger. Yet every time she was surprised to see how vast the gathering was.

But she said the welcome accorded by the crowd was not "to one person but to the new programme we have taken up."

After the mid-term elections, "we thought that the road was now clear for us to start implementing our socialistic programmes". But a new crisis developed on the borders and the country was faced with a massive influx of people free from the terror unleashed by the Pakistani Army. "Initially, we thought that the problem would last only a few days and that with help from foreign countries we would be able to tide over the difficulties." But this did not happen. In the first place not much aid was received and in the second, the aid-giving countries did not go to the root of the problems to find out why the refugees were coming away from their homeland in such large number. To cure a disease the Prime Minister said, one must go to the root of the problem."

Referring to the Congress (R) election pledges, she said what the party was trying to achieve nothing new. This was the original programme of the party, which could not be implemented because of opposition from some of its members.

The Congress (R) was not against the "maharajahs or millionaires as such" but it was against the system under which a minority prospered while the rest of the population remained steeped in poverty. There was much poverty and unemployment in West Bengal, she said, because of frequent bands and other disruptions. No attempt was made to solve these problems by those parties which considered themselves revolutionary. These parties enticed the poor peasants to grab land but this did not solve the problem of land hunger.

To give long lasting benefits to the poor peasantry, there was need for enacting laws such as the 25th Amendment to the Constitution under which property might be taken over in national interest. Mrs. Gandhi said that the Swatantra party often alleged that nationalization or taking over of property would not help judging from the performance of public sector industries which were running at a loss. She agreed that this was sometimes true but referred to the closure of textile mills in Ahmedabad because of the failure of the mill owners to plough back their profits for the benefit of the industry. Mrs. Gandhi commended the efforts of the Yuva Congress and the Chhatra Parishad to root out the politics of murder and violence in West Bengal but said that a lot still remained to be done. Peace was all the more essential in West Bengal today because of the threat to our borders. She urged the people to ensure normal life in the cities and to check the activities of hoarders and profiteers not by attacking shop owners but through peaceful means. Calcutta had an unfortunate reputation for being a dirty city she said. The fault was probably the Corporation's but the citizens had also a responsibility in this matter. The city should be kept clean during such an emergency to prevent the outbreak of an epidemic.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯০। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	আনন্দবাজার পত্রিকা	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

করাচী ও ঢাকায় বোমাবর্ষণঃ

বাংলাদেশের ১১টি বিমান বন্দরে ভারতীয় বিমানের হানা

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ভারতীয় নৌ-আক্রমণ

৪ঠা ডিসেম্বর- আজ রাত্রে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, গত ১৮ ঘণ্টায় তিনটি মিরাজ এবং দুটি এফ-১০৪ ষ্টার ফাইটারসহ ৩৩টি পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত অথবা ধ্বংস করা হয়েছে। গত রাত্রে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলির ওপর বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তানের নির্লজ্জ আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনী গতকাল মধ্য রাত্র থেকে আক্রমণ শুরু করেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী প্রায় খতম হয়েছে, আর দুই-তিনটি বিমা সম্ভবত অক্ষত আছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১১টি বিমান ধ্বংস হয়েছে-৬টি পশ্চিম পাকিস্তানে, ৫টি বাংলাদেশে।

পূর্ব সীমান্তে ময়মনসিংহ জেলার কমলপুর ঘাঁটির পতন ঘটেছে। এই ঘাঁটির ৩১তম বালুচ বাহিনী ও ভেজার্ট রেঞ্জাররা ভারতীয় বাহিনীরা কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শনিবার চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দর শহরের ওপর ভারতীয় নৌবহন প্রচন্ড আক্রমণ চালায় এবং বাংলাদেশের পাক দখলীকৃত এলাকার বন্দরগুলোকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আজ অপরাহ্নে দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম পোতাশ্রয় আক্রমণ করে এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকা-যশোর খন্ডে ১৭০ বার ঝাঁক বেঁধে গিয়ে আক্রমণ করে ১৪টি বিমান ভূপাতিত করেছে এবং সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হেনেছে।

পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী শত্রু এলাকার ৭ কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খেরি ও নুনিসহ পাকিস্তানের ৯টি গ্রাম দখল করেছে। মেন্ধার খন্ডের বিপরীত দিকে একটি পাকিস্তানী ঘাঁটি দখল করেছে- এখানে বহু পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী ছাম্ব-জোরিয়ান খন্ডের বিপরীতে মাতোয়ালী শহরটি দখল করেছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী করাচী বন্দর ও নৌবন্দর সারগোধা, পোরকোট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ওপর বোমা ফেলে এসছে। এই সীমান্তে ১৯টি পাক বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ৮০ জন পাক সৈন্য ভারতীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। হুসেনীওয়ালাতে ১২টি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়েছে। হুদিয়ারা নালায় এক কন্টিনজেন্ট পাক সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

ঢাকা চট্টগ্রাম করাচি-শত্রুর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ

বাংলাদেশে চতুর্দিক থেকে জওয়ানেরা আগুয়ান

বরুণ সেন গুপ্ত

যুদ্ধের প্রথম দিনই ভারতীয় সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনী বাংলাদেশের দখলদার পাক বাহিনীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছে। চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এগোচ্ছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য ঢাকা দখল এবং পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। প্রথম দিনের প্রাথমিক ধাক্কাতেই বিভিন্ন সেকটরে পাক বাহিনী বিপর্যস্ত,

বাংলাদেশে পাক বিমান বাহিনীর অর্ধেকের বেশী বিধ্বস্ত এবং জলপথে তারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সর্বত্র ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বীর মুক্তিবাহিনী।

এই খবর যখন আপনি পড়ছেন ততক্ষণে পূর্ব বাংলার বহু শত বর্গমাইল এলাকা থেকে পাক সেনাবাহিনী বিতাড়িত। শনিবার সন্ধ্যায়ই সরকারী হিসাবমত ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতীয় বাহিনীর দখলে। কিন্তু এই হিসাব এতক্ষণে অনেক পালটে গিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী আরও বহুদূর এগিয়েছেন। শনিবার সকালে যশোর সীমান্তে গিয়েছিলাম। ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক বললেনঃ আজ আমরা যশোর থেকে মাত্র সাত আট মাইল দূরে। কাল সকালে যদি আসেন দেখবেন আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।

তিনটি ভারতীয় বাহিনী তিনভাবে আক্রমণ করেছে। একই সঙ্গে বিমানবাহিনী ভোরেই সমগ্র বাংলাদেশে সবকটি পাক বিমানঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। এই আঘাতে এই দিন তাদের ১৪টি বিমান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে ৭টি স্যাবর জেট। এছাড়া আমাদের বিমানগুলি ঢাকা, যশোর, হিলি, লালমনিরহাট, আখাউড়া, কক্সবাজার, মালাপুর প্রভৃতি ১১টি বিমানবন্দরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ওগুলিকে অনেকটা অকেজো করে দিয়ে এসেছে।

আমাদের বিমান বাহিনীর আক্রমণে এইদিন সৈয়দপুরে কয়েকটি পাক সেনা বোঝাই ট্রেন এবং যমুনায় ছ'টি স্টীমারও ধ্বংস হয়েছে।

চট্টগ্রাম এবং নারায়নগঞ্জে তৈল ডিপোর ওপরও প্রচন্ড আক্রমণ চালায় ভারতীয় বিমান বাহিনী। দুটো এলাকায়ই এখনও আগুন জ্বলছে। বিমান আক্রমণ চলছে খুলনা স্টীমারঘাটের ওপরও। চট্টগ্রামে দুটি পাক জাহাজও বিধ্বস্ত।

অবশ্য এই ধ্বংসলীলা ছাড়াও পূর্ব বাংলার সমুদ্রপথ পাক বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। কারণ, নৌবাহনী গোটা বঙ্গোপসাগরে অবরোধ সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রপথে বাংলাদেশের দিকে এগোনো পাক বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ং আই এন এস বিক্রান্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মুখে। বিক্রান্ত বিমানবাহী জাহাজ। বিক্রান্ত থেকে বার বার বিমান উড়ে গিয়ে চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জ আক্রমণ করেছে। একটি পাক বাণিজ্য জাহাজ কলম্বো থেকে সামরিক উপকরণ নিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী তাকে আটক করেছে।

বিমান ও নৌবাহিনী যখন গোটা পূর্ব খন্ডে আক্রমণে পাক দখলদারদের বিধ্বস্ত করছে ঠিক তখনই ভারতীয় সেনাবাহিনী খুব দ্রুত আঘাত হেনে স্থলপথে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনী গোটা পূর্ব বাংলায় পাক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আর সেনাবাহিনী এগোচ্ছে কতকগুলি নির্দিষ্ট সেক্টর দিয়ে। মূল লক্ষ্য ঢাকা। কতকগুলি এলাকায় পাক বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। কতকগুলি অঞ্চলে আবার সামান্য যুদ্ধের পরই তারা আত্মসমর্পণ করেছে। ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনী এইদিন প্রচন্ডভাবে রকেট ব্যবহার করেছে।

এই সার্বিক বিমান আক্রমণের ফলে একদিকে যেমন গোটা বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনী প্রচন্ড অসুবিধায় পড়েছে, তেমনি সুবিধা হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। অগ্রবর্তী ভারতীয় পদাতিক সেনাবাহিনীর ওপর বিমান আক্রমণ চালাবার তেমন ক্ষমতা আর পাক প্রতিরক্ষা বাহিনীর নেই। এবং পাক ক্যান্টনমেন্ট ও গ্যারিসনগুলির ওপর যখন ভারতীয় বিমানবাহিনী আক্রমণ চালাবে তখন তা প্রতিরোধের ক্ষমতাও পূর্ব বাংলায় পাক বিমান বাহিনীর থাকবে না। এখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর বিমান আনাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতি আসলে শুরু হয়েছে শনিবার বেশি রাত থেকে। শনিবার গোটা দিনে তাঁরা প্রধানত আক্রমনের প্রস্তুতি গড়েছেন। এবার চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রসর হতে থাকবেন।

দর্শনা ষ্টেশন, ঠাকুরগাঁও, চরখাই, কমলপুর, কুলাউড়া, গাজিপুর এবং চৌদ্দগ্রামের পতন ঘটেছে।এখন ওগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে। সাতক্ষীরা এবং আখাউড়ায় শনিবার বিকেলবেলা প্রচন্ড লড়াই চলছিল।

আজ যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি শহরের ওপর আক্রমণ বাড়বে। শনিবার রাত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই শহরগুলির দিকে এগিয়েছেন।

এছাড়া বাংলাদেশের ভেতরের কতকগুলি শহর থেকেও পাক সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে ক্যান্টনমেন্টগুলির দিকে চলে আসছে। ফলে বরিশাল, ফরিদপুর এবং পটুয়াখালি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। ওই সব জেলায় আর কোন পাক কর্তৃত্ব নেই।

এই স্থল ও বিমানযুদ্ধে এইদিন বিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সেকটরে অন্তত তিনশত পাকসেনা নিহত হয়েছে। আর প্রায় একশত আত্মসমর্পণ করেছে। এক চরখাইতেই দু'জন অফিসারসহ ৫০ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছে।

আসল স্থলযুদ্ধ অবশ্য হবে আজ রবিবার থেকে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের এক মুখপাত্র জানান, এই দিনের যুদ্ধে ভারত চারটি জঙ্গী বিমান হারিয়েছে এবং কিছু সৈন্য মারা গিয়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯১। পূর্ববঙ্গে পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা আমার লক্ষ্য- লেঃ জেঃ অরোরা	আনন্দবাজার পত্রিকা	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পূর্ববঙ্গে পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা আমার লক্ষ্য- লেঃ জেঃ অরোরা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর- বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, পূর্ববঙ্গ দখল করা ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে আমার সরকারের নীতি খুবই পরিষ্কার। আমার সরকার চান, বাংলাদেশে যথার্থ জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পূর্ব খন্ডে ভারতীয় জোওয়ানরা দুর্বারগতিতে পাকিস্তানী সেনাদের আঘাত দিয়ে চলেছে। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে ভারতীয় জোওয়ানরা স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছে বলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন জানান।

ইষ্টার্ণ কমান্ডের জি ও সি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আজ কলকাতায় ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে বলেন যে, ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধানতঃ সামরিক ঘাঁটি, লক্ষবস্ত এবং বিশেষ করে বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

ভারতরে সামরিক অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে মোতায়েন পাক সৈন্য বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই আমার লক্ষ্য । বাংলাদেশে সংগ্রামরত পাকবাহিনী যুদ্ধ থেকে বিরত এবং আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আমাদের সামরিক অভিযান চলবে।

বাংলাদেশে ৮০ হাজার পাকসৈন্য

লেঃ জেঃ অরোরার অনুমান বাংলাদেশে চার ডিভিশন অর্থাৎ ৭০ থেকে ৮০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আছে। এর মধ্যে দুই ডিভিশন যশোর থেকে বাংলাদেশের পশ্চিম খন্ডে এবং নাটোর অথবা বগুড়ায় আক্রমণ চালাচ্ছে আর তৃতীয় ডিভিশনটি রয়েছে ঢাকার সামরিক সদরঘাঁটিতে।

তিনটা দিন সময় দিন

যশোরে আক্রমণাত্মক অভিযান সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিদেশী সাংবাদিকরা বার বার প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি বলে, আমাকে দয়া করে তিনটা দিন সময় দিন।

লেঃ জেনারেল অরোরা বলেন যে, বয়রার অদূরে ভারতীয় ঘাঁটিগুলির সৈন্যশক্তি গতকাল রাত্রে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পাক বিমান বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, গত মাসে বয়রায় সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানের তিনখানি স্যাবর জেট খতম হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ভারতীয় বিমানবাহিনী আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর আর যে কয়খানি বিমান আছে তা খতমের কাজ শেষ করতে পারবে। বাংলাদেশে পাক বিমানবহরকে নির্মূল করতে পারলে আমাদের স্থলসৈন্যদের কাজে খুবই সুবিধা হবে।

তিনি বলেন, কিছুকাল যাবৎই বাংলাদেশের অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে আছে। আমরা কোনো কোনো অঞ্চলে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছি।

লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, তাঁর কিছু আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাও আছে। তবে তিনি এখন ফাঁস করবেন না। তবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আক্রমণ করেই পূর্ববঙ্গ রণাঙ্গনের সমস্যার মোকাবিলা করা এবং যত শিগগির সম্ভব পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে 'টিট' করার চেষ্টা করবেন। এর অর্থ হলো পাক-বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশে ঢুকবে।

প্রতিরোধ অতীতের বস্তু

পাকিস্তানী বাহিনীর প্রতিরোধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, বাংলাদেশে মোতায়েন পাক বাহিনীর প্রতিরোধ এখন অতীতের বস্তু। তিনি বলেন, আগরতলা এলাকায় সব চেয়ে জোর লড়াই চলছে। অন্যান্য এলাকাতেও মোটের ওপর তাই। পূর্ব রণাঙ্গনের কোথাও পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেছে কিনা- এই প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন, এই ধরনের কোনো খবর আমার জানা নেই। তবে পশ্চিম রণাঙ্গনে কোথাও কোথাও তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় মুজিবর রহমান ও তার দলকে বিপুল ভোটাধিক্যে জিতিয়ে বাংলাদেশের জনগণ চেয়েছিলেন মুজিবরের নেতৃত্বে গঠিত সরকার। ভারত সরকারও চান বাংলাদেশে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

মূলত মার্কিন ও চীনা অস্ত্র

পূর্ববঙ্গে অবস্থিত পাক বাহিনীর অস্ত্রসম্ভার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, পাক বাহিনী মূলত মার্কিন ও চীনা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়ছে। এছাড়া তাদের কাছে কিছু ১০৫ মিলিমিটারের ইতালীয় কামানও পাওয়া গেছে।

তেজগাঁ কুর্মিটোলায় আক্রমণ

ভারতীয় বিমান বাহিনী আজ সকালে যে আক্রমণ চালায় তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ একান্তভাবেই সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় বাহিনী আজ ঢাকার তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটি এবং অন্যান্য স্থানের বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে পাক বিমান বাহিনীকে খতম করা। তিনি বলেন যে, আমরা রানওয়ে নষ্ট করছি না এবং পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার দিক থেকে প্রয়োজনীয় অসামরিক লক্ষ্যবস্তুও আমরা নষ্ট করছি না।

হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি

তিনি বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। তবে কোন কোন অঞ্চলে ভাল যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভালই লড়েছে। তবে আমি আমার জওয়ানদের কৃতিত্বে গর্বিত।

মুক্তিবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গত দু'মাসে তারা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা তারিফ করার মতো।

ভারতীয় বাহিনী মুক্তি ফৌজকে কোন রকম সাহায্য দিয়েছে কিনা এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাদের কোন সাহায্যই দিইনি। তবে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আমার সরকার শীঘ্রই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিশে একই কমান্ডের অধীনে থেকে কাজ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।...

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯২। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ভেটোঃ বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী	যুগান্তর	৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ভেটো
বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী

রাষ্ট্রসংঘ, ৫ ডিসেম্বর (ইউ পি আই, এ পি)- আজ নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা, ভারত ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে অস্ত্রসংবরণ ও সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে যে প্রস্তাব তুলেছিল, রাশিয়া তাতে ভেটো প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং বাংলাদেশে পাক সেনাদের হত্যাকান্ড বন্ধ করা হোক। কারণ এইটাই মূল বিরোধের উৎস এবং এগুলি বন্ধ হলেই বর্তমান সংঘর্ষের অবসান ঘটবে।

সোভেয়েট প্রস্তাব উত্থাপন করেন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যাকব এ মালিক। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, আমেরিকা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তা পক্ষাপাতিত্বপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নয়। আমেরিকার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় এগার জন প্রতিনিধি। তবে বৃটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। সোভিয়েট ও পোল্যান্ড বিপক্ষে ভোট দেয়।

মিঃ জ্যাকব বলেন, আমেরিকার প্রস্তাবে এই সংঘর্ষের দায়িত্ব প্রকৃত দোষীর ওপর না চাপিয়ে অন্য পক্ষের ওপর চাপানো হচ্ছে। তা ছাড়া পাকিস্তান, তার বড় বড় রক্ষাকর্তারা এবং তাদের ব্লকের সদস্য রাষ্ট্রগুলি ভারত ও পাকিস্তানকে একই পর্যায়ে চেষ্টা করছে। এটা ভীষণ ভুল কাজ। কারণ যদি পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বৈধ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় অসম্মত না হতেন তবে আজকের এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতোই না। গত ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে এই সব প্রতিনিধি যথারীতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ভারতের ওপর অকথ্য অত্যাচার ঘটছে

মিঃ মালিক বলেন, ভারতের ওপর অকথ্য অত্যাচার ঘটছে। এক কোটি শরণার্থী ভারতে এসেছে। তাদের দুঃখ কষ্ট অবর্ণনীয়। এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ যদি বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধির মুখ থেকে সেখানকার পরিস্থিতির কথা শোনেন তবে ভালো হয়। তা থেকে বিরোধের মূল উৎসভূমি কোথায় তা জানা যাবে।

বেলজিয়াম, ইটালি, জাপানের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভারত ও পাকিস্তানকে মীমাংসার প্রথম পদক্ষেপরূপে অস্ত্র সংবরণ ও সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে বলা হোক।

আরও বলা হয়, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যাঁরা ভারতে চলে এসেছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের সঙ্গেও যেন বিভিন্ন রাষ্ট্র ত্রাণকার্যের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

জরুরী অধিবেশন

ভারতীয় সময় রবিবার সকাল। নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন বসল। বিবেচ্য বিষয়ঃ ভারত ও পাকিস্তানের কাছে অবিলম্বে অস্ত্রসংবরণ ও সৈন্য প্রত্যাহার আহবান জানানো হতে পারে কিনা।

সোভিয়েট প্রস্তাব

সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব দিলেনঃ (১) বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের আহবান জানানো হোক। এর দ্বারা এক্ষণি শত্রুতার অবসান ঘটবে। (২) পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আহবান জানানো হোক, বাংলাদেশ পাকবাহিনীর সর্বপ্রকার হত্যা ও হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করতে হবে। কারণ এই হত্যা ও হিংসাত্মক কাজ থেকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

আমেরিকা গ্রুপের

আমেরিকার প্রতিনিধি মিঃ জর্জ এইচ বুশ তাঁর প্রস্তাবে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে অস্ত্রসংবরণের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে আহবান জানাক। দুটি দেশ যেন এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উভয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্য সকল পক্ষ, শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যেন সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। সেক্রেটারী জেনারেল এই উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে উভয় দেশেরই সাড়া দেওয়া উচিত। এজন্য সীমান্ত বরাবর রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ, অস্ত্রসংবরণ ও সৈন্য প্রত্যাহার হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ। এই অবস্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষে বলপ্রয়োগের পথ গ্রহণ করা উচিত হবে না।

সমর সেনের ভাষণ

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এ ঘটনা সুনিশ্চিতই এবং ভারতও বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করে যাবে, যে সব মানুষের মনোবল কোনভাবেই ধ্বংস করা যাবে না।

তিনি বলেন, পাকিস্তানী কামান যখন ভারতের গ্রামের ওপর অবিরত গোলাবর্ষন করে চলল, তখন ভারতের পক্ষে তার জবাব দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। পাকিস্তান নিজের দেশবাসীকে জবাই করতে লাগল। তারপর তারা কামানের মুখ ভারতের দিকে ফেরাল। তখন আমাদের কাছে ঐ কামানগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। এবং আমাদের বেসামরিক লোকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমরা তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আগেই সৈন্য সমাবেশ

শ্রী সেন বলেন, ভারতের বহু আগে পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করেছে। বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের কোনভাবে শায়েস্তা করতে না পেরে পাকিস্তান তাদের এই বিশেষ ধরনের সঙ্কটের যথার্থতা প্রমাণের জন্য অন্য একটা পথ খুঁজছিল। বর্তমান সংঘর্ষ সেই খোঁজার পরিণতি।

অধিবেশন স্থগিত

সোভিয়েট ভেটোর পরে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বিকেল আড়াইটা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৩। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	যুগান্তর	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

লাকসামের পতন, লক্ষ্য ঢাকা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ই ডিসেম্বর- বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের লক্ষ্য ঢাকা। আজ কলকাতায় ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের জনৈক মূখপাত্র ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের বলেছেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেকটরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের রণাঙ্গনে কয়েকটা উল্লেখযোগ্র সাফল্য লাভ করেছে।

বাংলাদেশে আজকের জয়লাভের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লাকসাম আখাউড়া, বকসিগঞ্জ (ময়মনসিংহ), মিয়াবাজার, পারিকোট, লালবাগ (কুমিল্লা) ও যশোরের কোটচাঁদপুর।

যশোর শহর ও ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ঐ মূখপাত্র বলেন যে, যশোরকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে মাইকে বলা হচ্ছে ‘‘আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু, এর একটি বেছে নাও।’’ এদিকে ভারতীয় বাহিনী আজ সন্ধ্যায় দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ৬ মাইল দুরে।

ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের সামরিক মুখপাত্র আজ বলেছেন, বাংলাদেশে আমাদের অভিযানের সাফল্যের একটা বড় সুবিধা হল যে মুক্তিবাহিনী আগেই বহু এলাকা মুক্ত করে রেখেছেন।

ঐ মুখপাত্র বলেন যে, চট্টগ্রামের দরিয়া এখন ভারতীয় নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ভারতীয় বিমানবাহী রণতরী ‘বিক্রান্ত’ কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বাংলাদেশে এখন চারটির বেশী নেই।

ইষ্টার্ণ এয়ার কম্যান্ডের অধিনায়ক এয়ার মার্শাল দেওয়ান শিলংয়ে বলেছেন যে, বাংলাদেশের আকাশে এখন ভারতীয় বিমান বাহিনির পূর্ণ আধিপত্য। আজ ভারতীয় বিমান বাহিনী ময়মনসিংহের জামালপুরে পাকিস্তানী কলামের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৯০টি সামরিক গাড়ী ও কয়েকশ’ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যকে নিহত করেছে।

রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

আখাউড়া ও লাকসামের পতনের ফলে চট্টগ্রাম, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট ও ঢাকার মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কলকাতায় ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের মুখপাত্র বলেছেন যে, ১২ নম্বর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলসের একটি ব্যাটেলিয়ান আখাউড়ায় যুদ্ধ করছিল। তাদের সঙ্গে ট্যাংক ছিল। সকাল সাড়ে ছটায় ভারতীয় বাহিনী চূড়ান্ত আঘাত দিলে আখাউড়ার প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে পড়ে। বহু পশ্চিম পাকিস্তানীকে বন্দী করা ছাড়াও ২টি ট্যাংক ও কয়েকটি ফিল্ডগান ভারতীয় সৈন্যদের কাছে ধরা পড়েছে।

কুমিল্লা সেকটরের মিয়াবাজারে ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ২৫ নম্বর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলসের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল বেগকে আটক করেছে। তিনি তাঁর সকল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। লেঃ কর্নেল তাঁর ২৩৫ জন লোক নিয়ে ভারতের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছেন।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুমুল লড়াই চলছে।

ময়মনসিংহ সেক্টরের মিয়াবাজারে ৩১ নম্বর বালুচ ও ৭১ নম্বর উইং রেঞ্জার্সের ১৬০ জন লোক তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে। শ্রীহট্ট সেকটরের মুন্সিবাজার ভারতীয় বাহিনী দখল করেছে। মুন্সীবাজারে ৩০ জন পাকিস্তানী সৈনিককে বন্দী করা হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী পশ্চিমে হাতিকান্দা ও পুবে নাগেশ্বরী থেকে রংপুরের গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন লালমণির হাটের দিকে অভিযান করেছে।

হিলি সেকটরে পাকিস্তানী সৈন্যরা চারখাই, ফুলবাড়ী দখল করে পার্বতীপুরের রেল জংশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নৌবাহিনীর সাফল্য

ভারতীয় নৌবাহিনীর গোলায় চট্টগ্রামের তৈল শোধণাগারের ক্ষতি হয়েছে।। ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর চট্টগ্রাম বন্দরের ধারে কাছে নিরপেক্ষ জাহাজগুলিকে না যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিমান বাহিনীর কৃতিত্ব

শিলং-এ ভারতীয় বিমান বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর ভারতীয় বিমানগুলি ২৩০ বার আক্রমণ চালিয়ে বিপুল ক্ষতি করেছে। বাংলাদেশে কোন ভারতীয় বিমানের ক্ষতি হয়নি। সবগুলি বিমান নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় বিমানগুলি ঢাকা শিল্পাঞ্চলে ও বিমান ঘাঁটির রানওয়েতে ৩৪ বার বোমা ও গুলী মেরে ক্ষতি করেছে। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের বিমান ঘাঁটি ও তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে আজ পাকিস্তানীদের কোন বিমান ওঠানাম করতে পারেনি। কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় বিমানের গোলা দশ ফুট গভীর ও ৩০ বর্গ ফুট পরিমিত এলাকায় গর্ত করেছে। গতকালের হানায় ১৪টি পাকিস্তানী বিমান ধ্বংস হয়েছে। ভারতের ৫টি বিমানের ক্ষতি হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

মুক্তিবাহিনী ঢাকা থেকে ৩১ কিলোমিটার উত্তরের রেল জংশন টঙ্গী দখল করেছে। ফলে ঢাকা ও ভৈরববাজারের মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে মনোহরদি ও নরসিংদি থানাগুলি মুক্তিবাহিনী দখলে এনেছেন। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের পুরা মহকুমায় মুক্তি বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করেছে। এর ফলে ঢাকার পশ্চিম পাকিস্তানীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের রণাঙ্গন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা রাওয়ালপিন্ডিতে এই এস-ও-এস পাঠাচ্ছে যে তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সমরসম্ভার পাঠানো হোক। কিন্তু বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে যাতে কোন রসদ না পৌঁছায় সেজন্য ভারত আকাশ ও নৌপথে অবরোধ ব্যূহ রচনা করেছে।

বাংলাদেশে পাক বাহিনী বিচ্ছিন্ন

(দিল্লী অফিস)

৫ই ডিসেম্বর- বাংলাদেশে পাক বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে। ক্রমশ, জল আর স্থলপথে পশ্চিমের সঙ্গে এখন আর এদের কোন যোগাযোগ নেই। এরা এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখন এদের চাঙ্গা করে তোলার জন্য ইসলামাবাদে তৈরী নানা কাহিনী শোনানো হচ্ছে। এদের বলা হচ্ছে অমৃতসর, পুঞ্চ, ছাম্ব আর ফিরোজপুর এখন পাকিস্তানের দখলে। অতএব মুজাহিদের দল ভয় পেওনা, জেগে ওঠো।

২৩০ বার বিমান হানা

ভারতীয় বিমান বাহিনী আজ ভোর থেকে অপরাহ্ণ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাক ঘাঁটিগুলির ওপর ২৩০ বার হানা দিয়েছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে জামালপুরে অবস্থিত পাক ব্রিগেড সদর দপ্তরটি ধ্বংস করে দিয়েছেন। পাক বিমান থেকে আজ কোন প্রকার বাধা আসেনি।

পাকিস্তানের ৯০টি সামরিক গাড়ীর একটি কনভয় এবং জামালপুরের কাছে পলায়নরত একদল পাক সৈন্যের ওপর পাঁচটি ভারতীয় মিগ বিমা বোমা বর্ষণ করে। কনভয়টিকে জ্বলতে দেখা গেছে। পাক সৈন্যরা জামালপুরের ফেরী অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল।

শত্রুসৈন্যের দল রাজেন্দ্রগঞ্জ থেকে দক্ষিণ দিকে পালাবার চেষ্টায় ছিল।

পাক সাবমেরিন ডুবেছে

গত রাত্রে বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় নৌবহরের বিমান ও জাহাজ যে পাকিস্তানী সাবমেরিনকে আঘাত করেছিল তা ডুবে গেছে বলে আজ পূর্বাঞ্চল নৌ কমান্ড জানিয়েছে।

চট্টগ্রামে ৬টি জাহাজ নিমজ্জিত

চট্টগ্রাম বন্দর ও কক্সবাজারের উপর বিমান আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনী ছয়টি পাকিস্তানী জাহাজ রকেট নিক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বিমান বন্দরের সমস্ত সামরিক দ্রব্য, তেলের ডিপো ও কক্সবাজারের ওয়্যারলেস ষ্টেশন অকেজো করে দেয়া হয়েছে।

আমাদের সমস্ত বিমান নিরাপদে ফিরে এসেছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৪। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	যুগান্তর	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ফেনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা দখল, খানেরা প্রায় অবরুদ্ধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৬ই ডিসেম্বর- বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর আজকের সাফল্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা। সন্ধ্যায় ভারত বাহিনী লালমনিরহাট রেলশহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণে আজ যশোর ক্যান্টনমেন্ট ও ঝিনাইদহের পশ্চিম পাকিস্তানীদের সামরিক ঘাঁটি ও লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ চালিয়েছে। স্থলবাহিনী ঝিনাইদহ-যশোর রোড ধরে এগিয়ে কালিগঞ্জ দখল করেছে।

ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের জনৈক মুখপাত্র কলকাতায় রাত্রে সাংবাদিকদের বলেন যে, যশোরে অসামরিক লোকদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে যশোর ভারতীয় বাহিনী তাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রেখেছে। তবে তিনি পরিস্কারভাবে জানান যে, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তাদের সরবরাহেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সেখানে তাদের অবস্তা খুবই সংকটজনক।

সকালে ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশে দখলদারী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের যোগাযোগের সকল সূত্র স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমানবাহী তরী বিক্রান্ত থেকে উড়ে গিয়ে বিমান বহর আজ খুব ভোরে খুলনার মঙ্গলা বন্দরের কাছে পদ্মার নদীতে দুটি গানবোট উড়িয়ে দিয়েছে।

সাতক্ষীরা সেক্টরে মুক্তিবাহিনী আজ তুমুল লড়াইর পর সাতক্ষীরা শহরে প্রবেশ করেছে। সাতক্ষীরা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা এখন খুলনা রোড ধরে পিছিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিবাহিনীর বৈমানিকেরা আজ প্রথম বিমান নিয়ে শ্রীহট্ট জেলার পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলিতে বোমাবর্ষন করে নির্বিঘ্নে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে।

ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের মুখপাত্র জানান যে, লাকসাম থেকে ভারতীয় বাহিনী ঢাকার পথ ধরেছে। লাকসাম থেকে ঢাকার দূরত্ব সড়ক পথে প্রায় ৭০ মাইল।

ভারতীয় বাহিনী আজ পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে যে সকল জায়গা মুক্ত করেছে, তা হল ময়মনসিংহ সেক্টরে জয়ন্তীয়াপুর ও গোঁয়াইঘাট, শ্রীহট্ট সেক্টরে লাটু, জুরি, কুলাউড়া ও মুন্সীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা ও কুট্টি। এখানে তিতাস নদীর উপর উজানীসার ব্রিজটি ভারতীয় বাহিনী অক্ষত অবস্থায় দখল করেছে।

পঞ্চমুখী অভিযান

বাংলাদেশের ভেতরে পঞ্চমুখী অভিযান চালিয়ে সৈন্যবাহিনী যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, আজ সকালে ফেনী, কুলাউড়া ও লাটু দখলের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্বাঞ্চল কম্যান্ডের চীফ অব ষ্টাফ মেজর জেনালে জে এফ আর জ্যাকব এদিক সকাল এগারটায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেনঃ একদিকে যশোর শহরের থেকে প্রায় চার মাইল দূরে প্রচন্ড লড়াই চলেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মেজর জেনারেল জানানঃ ভৌগোলিক দিক থেকে এবং মাটি ও নদী নালার জন্য আমাদের স্থলবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে অগ্রসর হতে অসুবিধে অবশ্যই দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

সামরিক বাহিনীর জনৈক মুখপাত্র আরো বলেনঃ প্রথম সেক্টরে অর্থাৎ গঙ্গা পদ্মা ও সমুদ্রের ধারা ঘেরা এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী আপাততঃ এগিয়ে গিয়ে যশোর শহরের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। প্রায় তিন মাইল দূরে প্রচন্ড লড়াই চলেছে। দর্শনা, জীবননগর দখল করেছে। আর সেনাবাহিনী চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের ওপর প্রবল চাপ দিয়ে চলেছে। তাছাড়া মুখপাত্র বলেন, ব্রহ্মপুত্রের কাছে উত্তর সেক্টারে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল লড়াই চলেছে। নবাবগঞ্জের সামনে যুদ্ধ হচ্ছে। বোদা, ঠাকুরগাঁও দখল করে ভারতীয় জোয়ানরা আরো নীচের দিকে নেমে চলেছে।

কালিগঞ্জের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতির উল্লেখ করে মুখপাত্র জানান, কালিগঞ্জ, কমলপুর আত্মসমর্পণ করেছে। বকসিগঞ্জ শহরও দখল হয়েছে। কানারিঘাটের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলেছে। শামসের নগর বিমান ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। মৌলভীবাজার দখলে এসেছে। পাক বাহিনীর ১২ নম্বর ফ্রনটিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। লাকসাম দখলের পর তারা মুকাদ্দরগঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল জানিয়েছেনঃ বেলোনিয়া পকেট সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সেনার হাতে এসে গেছে।

বিদেশী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মেজর জেনারেল বলেন, পাক সৈন্যদের হতাহতের তুলনায় ভারতীয়দের কমসংখ্যক সৈন্য আহত বা নিহত হয়েছে। তবে পাকিস্তানী সেনারা প্রবলভাবে লড়ছে। তিনি আরো বলেন এখন পর্যন্ত ৩১৭ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। ১৯৯ জন আহত এবং ৪২৬ জনকে আজ পর্যন্ত আটক করা হয়েছে। একজন মুখপাত্র একথাও বলেন, কিন্টনের সাতটি লরী ভর্তি পাক সেনা ধৃত হয়েছে। পাক সেনাবাহিনী সবচেয়ে যে কয়টি জায়গায় ভারতীয় সেনাকে বাধা দিয়েছিলি ও দিচ্ছে, তার মধ্যে আখাউড়া, লাকসাম যশোর আছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র বলেন, ধৃত পাক সেনাদের সঙ্গে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। শত্রুসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। তারা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে রক্তক্ষয় কম হবে। তিনি আরো জানান, ধৃত পাক সেনারা বলেছে, তাদের কাছে সর্বশেষ যে বার্তা এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আটকে রাখ। আমরা সাহায্য পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে আমরা অমৃতশহর, শ্রীনগর দখল করে নিয়েছি। তিনি একথাও বলেন, এসব মিথ্যা বলা হচ্ছে। পাক সেনাদের মধ্যে নিহতের সখ্যা তিন-চার শয়ের মত হবে।

পাকিস্তানের পনেরোটি স্যাবার জেট এই ভুখন্ডে ভূপাতিত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের ২২টি মার্কিনী ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়েছে। তারা বিভিন্ন স্থানে পোড়া মাটি নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

মেজর জেনারেল বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছে। আমাদের নৌবাহিনী সমুদ্রপথে বাঁধা দিচ্ছে এবং আমাদের বিমান বাংলাদেশের আকাশের ওপর প্রভূত্ব করছে।

ইষ্টার্ণ কম্যানন্ডের মুখপাত্র বলেন যে, কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার কাজিপুর পাক সৈন্য মুক্ত হয়েছে। ঝিনাইদহে পাক সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ভারতীয় সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ খালিসপুর সেতুটি দখল করেছে।

মুখপাত্রটি বলেন, হাতিবান্ধা থেকে অগ্রসরমান ভারতীয় সৈন্যরা রংপুর জেলার উত্তরে লালমনিরহাটের দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

কুমিল্লাখন্ডে আমাদের সৈন্যরা বরচাঁদ ও একতাবপুর মুক্ত করার পর গোমতী নদী পার হয়ে গেছে।

মেঘালয়খন্ডে ভারতীয় সৈন্যরা কমলপুরের ৪০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে জামালপুর ও চরবাংলি দখল করার পর ময়মনসিংহ জেলার দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গখন্ডে ভারতীয় সৈন্যরা ঠাকুরগাঁও-এর ২৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে বীরগঞ্জ এবং রংপুরের ২৫ কিঃ মিঃ উত্তরে কালিগঞ্জ আজ সকালে দখল করেছে।

হিলির ১৫ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে নবাবগঞ্জ এবং যশোরের ৩০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে কোটচাঁদপুরও ভারতীয় বাহিনীর দখলে এসেছে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় সমস্ত খন্ডেই পাক সৈন্যদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

বিমান বাহিনীর ভূমিকা

শিলং-এ ইষ্টার্ণ এয়ার কম্যান্ডের এয়ার মার্শাল দেওয়ান সাংবাদিকদের বলেছেন যে, কুমিল্লার উপর ভারতীয় বিমান আর একটি পাকিস্তানী স্যাবর জেট বিমানকে গুলিবিদ্ধ করে ভুপাতিত করেছে। এই নিয়ে বাংলাদেশে ১৫টি পাকিস্তানী বিমান ধ্বংস হলো। এখন পর্যন্ত এই খন্ডে ভারতের ৫টি বিমানের ক্ষতি হয়েছে।

১৮৬ বার হানা

তিনি বলেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী ১৮৬ বার আক্রমণাত্মক হানা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু ও ঘাঁটিগুলির ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ভারতীয় বিমান আজ কুর্মিটোলা ও তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে ২৪ পাউন্ডের বোমা ফেলে বিমান ঘাঁটি দুটিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে তুলেছে।

নয়াদিল্লী, ৬ই ডিসেম্বর (ইউ এন আই)- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে আখাউড়ার ট্রাঙ্ক টেলিফোন অফিস চালু হয়েছে বলে আজ এখানে সরকারীভাবে জানান হয়েছে। জনসাধারণ এই টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন বলেও জানান হয়েছে।

২টি পাক ট্যাঙ্কার আটক

দিল্লীতে সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের জন্য সম্ভারবাহী ২টি বড় ট্যাংকারকে আজ ভারতীয় নৌ বাহিনী মেঘনা নদীর উপকূলে আটক করেছে। বিমানবাহী নৌবহন খুলনার চালনা ও মঙ্গলা বন্দরের লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ চালিয়েছে। খুলনার উপকূলে একটি পাক বাণিজ্য জাহাজ ভারতীয় বিমানকে লক্ষ্য করে গোলা ছুড়লে বিমান বাহিনী জাহাজটিকে আক্রমণ করে।

আগরতলা বিপদমুক্ত

আগরতলা অফিস থেকে অনিল ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী এখন আখাউড়া এবং কুমিল্লা জেলায় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী ঘাঁটি অধিকার করায় আগরতলা এখন বিপদমুক্ত বলা যেতে পারে।

ভারতীয় বাহিনী এখন আগরতলার সর্ব উত্তরে অবস্থিত ধর্মনগর থেকে জুড়ি রেল ষ্টেশন পর্যন্ত (ধর্মনগর থেকে ১২ মাইল) এলাকা দখল করে নিয়েছে।

শ্রীহট্টের শালুটিকর বিমান ক্ষেত্রের তিন মাইলের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পৌঁছে গেছে। শ্রীহট্টের কোটাক ও লালখন্ড চা-বাগান ভারতীয় বাহিনী দখল করেছে এবং শ্রীমঙ্গল ও শায়েস্তাগঞ্জের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পাক বাহিনীর সেরা দূর্গ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পাক বাহিনীর একাংশ চাঁদপুর চলে গিয়েছিল। এখন চাঁদপুর ও ময়নামতির মধ্যে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাকবাহিনী এখন ক্রমশঃ পিছু হটে যাচ্ছে।

কুমিল্লা -ফেনী খন্ডে ৭০০ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।

শ্রীহট্টের কয়েকটি থানা এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করেছে এবং সেখানে বাংলাদেশ সরকার চালু হয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যখন চট্টগ্রাম আক্রমণ করে তখন স্থানীয় অধিবাসীরা 'জয় বাংলা' ও বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের নাট্যরূপ লেখককে মুক্তিবাহিনী গুলি করে খতম করেছে।

আগরতলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল আখাউড়াতে আজ এক বিরাট সমাবেশের মাঝে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। মুক্তিপরিষদের সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় অসামরিক প্রশাসন দেখার জন্য ঐ এলাকায় প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের মুক্তি পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জহুর আহমদ চৌধুরী পতাকা উত্তোলন করে বলেন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার দিন আর দূরে নেই।

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের জনগণকে সাহায্যদানের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর, তাঁর সরকার ও ভারতের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ই বি আর-এর বিশেষ ভূমিকা

কলকাতায় ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, লাকসাম সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সাবেক ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা সাহায্য করেছে এবং ফেণী দখলে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

হিলির উত্তর পশ্চিমে রংপুরের হাতীবান্দা ভারতীয় বাহিনী দখল করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে সুলতানপুরে ভারতীয় বাহিনী এক কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার, ৭টি গাড়ী ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, আটক করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখলের পর ভারতীয় বাহিনীকে ভৈরববাজারের দিকে রওনা হতে হবে। ভৈরববাজার ঢাকার উত্তরে টঙ্গি যাবার পথে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

ঢাকা, ৬ই ডিসেম্বর- ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানগুলি পশ্চিম দিক থেকে আঘাত হেনে আজ ঢাকা শহরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর মিগ ২১ ওয়াই এবং সুহই-৭ এস গত শনিবার ভোরে শহরের ওপর বোমা বর্ষণ শুরু করে এবং আধ ঘণ্টা পর বিকেল পর্যন্ত বোমা বর্ষণ চলে। পরে রাতের অন্ধকারে আবার শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীতে প্রকাশ, বিমান হানার ফলে সম্ভবতঃ ১২ জন পাকিস্তানী মারা গেছে। ভারতের দুটি বিমান খোয়া গেছে। উইং কম্যান্ডার বলে চিহ্নিত জনৈক বিমান চালককে বন্দী করা হয়েছে।

বিমানগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিমান বন্দর। পূর্বাঞ্চলে এখানেই পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ইহাই একমাত্র প্রাণকেন্দ্র।

রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন দূতাবাসের ইউরোপীয়দের পরিবারবর্গকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে দেশ ত্যাগের অপেক্ষায় আছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৫। বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলঃ 'জয় বাংলা'' ধ্বনির মধ্যে লোকসভায় ঘোষণা	যুগান্তর	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেলঃ
'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে লোকসভায় ঘোষণা

(দিল্লী অফিস)

৬ই ডিসেম্বর-ভারত সরকার আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতির ফলে এই উপ-মহাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে সংসদের যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন এবং উভয় সভার সদস্যগণই দাঁড়িয়ে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে সংসদ কক্ষে প্রবল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয় এবং সদস্যবর্গ উৎসাহ আবেগে মিলিত ধ্বনি তুলেন- 'জয় বাংলা, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নতুন সরকার 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে। এই সভা নিশ্চয়ই চান যে, আমি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে আমাদের ঐকান্তিক সম্বর্ধণা ও আন্তরিক অভিনন্দন পৌঁছে দিই।

সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী গান্ধী একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিরাট বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার ও জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যে একসাথে কাজ করছেন, তার ভাল প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, একমাত্র এরূপ একটি নীতিই এই অঞ্চলে শান্তি, স্থায়িত্ব ও প্রগতির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতে আগত শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের এবং তাঁদের জমিজমা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ভারত স্বাভাবিকভাবেই এই প্রচেষ্টা কার্যকরী করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

বেলা সাড়ে দশটার সময় শ্রীমতী গান্ধী এই নাটকীয় বিবৃতি প্রদানের জন্য উঠে দাঁড়ান এবং বিবৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি ওঠে।

শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রসঙ্গে এলে লোকসভায় অভূতপূর্ব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়; সদস্যগণ দাঁড়িয়ে উঠে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে ঐতিহাসিক ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।...

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৬। স্বাগত বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের স্বীকৃতির ওপর একটি সম্পাদকীয়	যুগান্তর	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বাগত বাংলাদেশ

সোমবার, ৬ই ডিসেম্বর। ইতিহাসের এক যুগান্তকারী দিন। অধীর আগ্রহের বাঞ্ছিত অবসান। বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন নয়াদিল্লী। প্রায় আট মাস আগে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে যার প্রথম আবির্ভাব, আজ তার পূর্ণ অভিষেক সমাপ্ত। নবজাতকের মাথায় কল্যাণ বারি বর্ষণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের পঞ্চান্ন কোটি নরনারীর অন্তরের শুভেচ্ছা মিশান রয়েছে তার সঙ্গে। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা করছিলেন ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তখন আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল পরিষদ কক্ষ। দলমত নির্বিশেষে সবার কণ্ঠ গিয়েছিল মিশে। স্বাগত জানাচ্ছিলেন তাঁরা বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রটিকে। উচ্চল হৃদয়ের এই সাদর অভিবাদন গোটা ভারতের তৃপ্ত বাসনার প্রতিধ্বনি। হয়ত চমক লেগেছে ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীর। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা ছুড়েছিলেন কামানের গোলা। তাঁদের সেই নিক্ষিপ্ত গোলা থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন রাষ্ট্র। ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় সে প্রাণবন্ত। তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না দুনিয়ার কোন স্বৈরাচারী শক্তি।

বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা আপোষে পায়নি, লড়াই করে ছিনিয়ে নিয়েছে। দিতে হয়েছে তাকে রক্ত মূল্য। যা সে পেয়েছে তা রাখার জন্য দরকার আরও রক্তের। পূবের বাঙালী তার জন্য তৈরি। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত। গত আট মাস ধরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে। সীমান্তের ওপার থেকে প্রতিদিন ভেসে আসত আর্তমানুষের বুক ফাটা কান্না, ধর্ষিতা নারীর রক্ষার মিনতি এবং মায়ের কোল জড়িয়ে ধরা অসহায় শিশুর ভয়ার্ত চীৎকার। আবার পরক্ষণেই পাক পশুদের উন্মত্ত উল্লাসের মধ্যে মিলিয়ে যেত সব। সীমান্তের বাঁধ ভেঙ্গে ঘাতকের খাঁড়া কেড়ে নিতে পারেনি ভারত। তাঁদের চোখের জল মুছাতে ত্রুটি করেননি এদেশের পঞ্চাশ কোটি নরনারী। সাময়িক সান্ত্বনায় ভরেছে ওদের মন, কিন্তু প্রানে আসেনি শান্তি। স্বদেশ যাদের শত্রুকবলিত তারা কি করে পাথর চাপা দিতে পারেন জীবনের সমস্ত অনুভূতি? আহত সিংহের মত গর্জে উঠেছিল বাঙালী। করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। মুক্তিবাহিনী ধরেছিল অস্ত্র। আঘাতে আঘাতে জর্জর করে তুলেছিল দখলদার পাক বাহিনীকে। ইয়াহিয়ার অত্যাচারে নিরস্ত্র জনতার রূপান্তর ঘটেছে জাতীয় সেনা বাহিনীতে। তাদের ভরসাস্থল ভারত, পঞ্চান্ন কোটি নরনারীর আশীর্বাদ তাদের পাথেয় এবং স্বাধীনতার উদগ্র আকাংক্ষা তাদের প্রেরণা। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত একটি দস্যুদলের সঙ্গে ক্ষীণকায় বাঙালীর দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। ওরা গোটা দুনিয়ার বিস্ময় এবং ভবিষ্যৎ মুক্তিসেনানীদের সার্থক পথিকৃৎ। এঁদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য মিশিয়ে দিয়েছে ভারত। ইয়াহিয়া দিয়েছে তাঁর জঙ্গী উত্তর। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি। জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে চলেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। বাংলাদেশে পাকবাহিনী পর্যুদস্ত। এখন শুধু তাদের আত্মসমর্পণের অপেক্ষা। পশ্চিম রণাঙ্গন জ্বলছে। জঙ্গীশাহীর শোষণ দুর্গ পুড়ে একেবারে ছাই হবার আগে তা নিভবে না। কোনমতেই ভারত এ আগুন নিভাতে দেবে না। গত তেইশ বছরের পাক আবর্জনার কোন চিহ্নই সে রাখবে না বর্তমান সংগ্রাম- সামন্ততন্ত্রী পাক দস্যুদের নিঃশেষ করার শেষ সংগ্রাম।

ইচ্ছা করে নয়াদিল্লী নেননি এই রক্ত পিছল বন্ধুর পথ। ইসলামাবাদের উন্মাদের দল তাদের ঠেলে দিয়েছে এ পথে। আজ ভারত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সহযাত্রী। মুক্তিযোদ্ধাদের খুন মিশে যাচ্ছে ভারতীয় জওয়ানদের রক্তের সঙ্গে। ওদের সম্মিলিত আঘাত পড়ছে নরপশুদের উপর। কিসের বন্ধনে বাধা পড়েছে অসমসাহসী ভারতীয় জওয়ান এবং দুর্বার মুক্তিসেনা। কোথায় পেয়েছে তারা উল্কার গতি? কেন একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাদের

প্রাণের স্পন্দন? ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতন্ত্রী ভারত আদর্শের মূল্য দিতে জান। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বদ্ধ জলার মধ্যে বাংলাদেশ ফুটন্ত পদ্ম। তার সারা অঙ্গে রয়েছে গণতন্ত্র এবং ধর্শনিরপেক্ষতার ছাপ। আদর্শের এই ঐক্য চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশকে টেনে এনছে কাছাকাছি। তাই নবীনে মাথায় প্রবীণ ঢেলেছে প্রথম অভিষেকের কল্যাণ বারি। তার হাতে পরিয়ে দিয়েছে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী। আন্তর্জাতিক সমাজের পাদপ্রদীপের সামনে আসার আগেই নবজাতককে গলা টিপে মারতে চেয়েছিল কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। দুহাতে তাকে আড়াল করে রেখেছে ভারত। ইয়াহিয়ার অস্ত্র পড়েছে তার পিঠে। ভ্রূক্ষেপ করেনি সে। জমির লোভ তার নেই। আদর্শের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে সে প্রস্তুত। বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পশ্চিম পাকিস্তান। এটা অপ্রত্যাশিত নয়। একসঙ্গে থাকতে পারে না কল্যাণব্রতী এবং মানবদ্রোহী দু'টি রাষ্ট্র। বাংলাদেশে যারা গণহত্যার নায়ক, যারা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ভিটে ছাড়া করার নিপীড়ক যন্ত্র এবং যারা নারীর ইজ্জত অপহারক তারা নিঃসন্দেহে সভ্য সমাজের অপাঙক্তেয়। পূর্বের নবীন সূর্য্যকে অভিনন্দন জানাতে ভারত যখন ব্যস্ত তখন অন্ধকারের জীবগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে বিবরাশ্রয়। রেহাই পাবে না ওরা। ভারতের সার্বভৌম মর্যাদার উপর আঘাত হেনেছে বর্বরের দল। চরম শাস্তি তাদের পাওনা। কোথায় আজ পাক দোস্তদের শয়তানি চক্র? একসঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তারা করেছে উন্মত্ত নর্তন। ঠেকাতে পেরেছে কি স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রগতি? থামাতে পেরেছে কি তারা জওয়ানদের প্রচন্ড প্রত্যাঘাত? নির্বোধ ইয়াহিয়া এবং নির্বোধ তাঁর পারিষদ দল। ওদের ধ্বংস অনিবার্য। বাংলাদেশ খুঁড়েছে অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রীর কবর। তাতে ইসলামাবাদের শব নামাবে ভারত। আর এই কবরে মাটি দেবে ভারত এবং বাংলাদেশের সাড়ে বাষট্টি কোটি নরনারী। এ দু'টি রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের বুনিয়াদ পরস্পরের বুকের পাঁজরে গড়া এবং শহীদের তাজা রক্তে সিঞ্চিত। এ বন্ধন অক্ষয় এবং ভবিষ্যতের অপরূপ আলোকে ভাস্বর। স্বাগত সার্বভৌম বাংলাদেশ, স্বাগত তার রাহুমুক্ত জনতা এবং স্বাগত তার সরকার। জয় বাংলা।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৭। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড	৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD. DECEMBER 8, 1971

JAWANS LIBERATE JESSORE, SYLHET

By Amitava Das Gupta

With the liberation of Jessore and Sylhet by the Indian Army on Tuesday the war in Bangladesh seems to have entered a crucial stage. Liberation of these two important towns marked the first anniversary of the election in Bangladesh, which was the turning point in the liberation movement.

The crackdown on the defense positions of the Pakistani Army at Jessore by the advancing Indian columns was quite spectacular and remarkable in the sense that the enemy had dug in for a bitter fight at this divisional headquarters at the cantonment (the other two divisional headquarters of the Pakistani forces are located at Natore and Dacca). The disintegration of the Pakistani defense at this strategic position has really opened up a wide area in the Khulna sector for steady advance of the Indian troops. In fact, the Pakistanis had already abandoned Mongla Port and evacuated Khulna.

The liberation of Jessore and Sylhet, an important tea town at the Surma valley in Bangladesh, precisely indicates that the Indian Army has established total supremacy over the Pakistani armed forces in most of the strategic areas in the eastern sector. Barring Dacca no other important place is now left to the Pakistani Army for purposes of organizing serious resistance to the advancing Indian columns.

Insofar as fighting in the Jessore sector is concerned, the Pakistani troops, deeply entrenched in the cantonment, had been trying to offer resistance to the Indian Army for the last 36 hours. In fact, when contact was established by the Indian troops with the Pakistani Army in the Jessore cantonment on Monday morning, bitter fighting followed. It was estimated that the Pakistani troops in brigade strength was offering resistance from their defense positions. On Tuesday morning, however, when the Indian troops made a determined push towards the cantonment the backbone of the Pakistani defense started cracking. This was indicated by the fact that the Indian troops could liberate the strategic airfield near the cantonment on Tuesday morning. This was possible by a determined attack by the Indian Army on the cantonment and its defense positions all around.

This was followed by another attack on the cantonment proper by the Indian Army and this indeed completely broke the Pakistani defense in this area. Following heavy fighting the Indian troops succeeded in taking possession of the cantonment by Tuesday afternoon. The Pakistanis actually withdrew to Jessore town itself but this too proved ineffective in the face of continuing pressure from the Indians. By nightfall the Pakistani troops had to withdraw to the eastern side of the river cutting through Jessore town possibly to gain some time to cover up their retreat. In the process, Jessore town became wholly free of Pakistani troops.

A significant feature about the fighting in Jessore is that the Indian troops after liberation of the town and the cantonment did not have to face a serious mopping up problem. This was perhaps explained by the hurried retreat made by the Pakistanis essentially to reinforce the defense positions around Dacca. This retreat was covered up by the resistance the enemy offered to the Indian troops for two days and a night. At any rate, it was reported that the Pakistani troops were withdrawing in the direction of Magura.

The same picture actually emerged from the fighting around Sylhet town. Eight IAF helicopters dropped Indian troops on this town which took the Pakistanis completely by surprise.

Although details of this fighting were not immediately known it appeared that the Pakistani troops gave up considering the hopelessness of the entire situation. If the bulk of the Pakistani forces in this sector was being withdrawn to Dacca the same was the process in the case of Faridpur and Kushtia. Whatever might be the objective of such withdrawal the fact remained that the Indian troops had by a remarkable move cut off Comilla from the Moynamoti cantonment Simultaneously, Comilla town was bypassed and the Indians were heading towards an important road-link between Comilla and Daudkandi possibly to reach the nearest point on Meghna. In another thrust the Indian troops had liberated Maulvi Bazar by advancing from the side of Shamsernagar and were steadily proceeding towards Chandpur, an important riverine port serving Dacca and Sylhet.

An Army spokesman explained major and quick thrusts were being maintained all over the eastern sector essentially to keep the enemy guessing all the time. In the Jessore sector, Jhenida, an important communication centre was liberated. This place about 25 miles north of Jessore was quite important from the point of view of Pakistan's defense in this area. The Army spokesman made it quite clear to newsman that in the entire operation the Indian Army had received excellent cooperation from the Mukti Bahini. He made it clear as well that in the overall strategy liberation of important towns was not quite militarily important. The Indian Army was only trying to smash the Pakistani defense wherever possible.

Agencies add: "The Pakistanis are on the run and the pace of retreat is quite fast since last night," an official spokesman said in Delhi.

Pakistanis virtually acknowledged its deteriorating position in occupied Bangladesh when the official radio said that Jessore had been vacated by its troops. Similar reports have been received from Brahmanbaria.

Pakistani forces have abandoned Mongla and evacuated Khulna, according to reports reaching Eastern Naval Command headquarters in Vishakhapatnam.

The Navy attack mounted by units and naval aircraft of the eastern fleet resulted in all Pakistani naval craft and army troops leaving these two places.

Sylhet town was liberated by the Indian Army at 11.30 a.m. on Tuesday.

Earlier, the Indian troops liberated Shalutikor airfield on the outskirts of Sylhet.

Sylhet town and the airport were captured in a two-pronged attack mounted by the Indian land and the airborne troops.

Disclosing this. Air Marshal H. C. Dewan, said that eight helicopters were pressed into operation for the first time in the presenoffensive with over 100 troops to hasten the fall of Sylhet town and the airport.

An army spokesman said, advancing columns after crossing the Gomti river, had succeeded in isolating the well fortified Moynamoti cantonment from the west by cutting the road to Brahmanbaria.

Other Pakistani bastions liberated in the last 24 hours included Meherpur, Kaliganj. Sunamganj, Chhatak. Pakistani forces were converging on Faridpur and Kushtia towns with the ostensible aim of finding a way to the capital city of Dacca through Goalundo Ghat on the Padma.

Further up in the Hili area of Dinajpur district, fighting was still going on against the heavily fortified Pakistani positions. The Indian forces launched a new thrust towards the Pakistani brigade at Hili from Phulbari in the rear sandwiching the enemy forces both from the north and west.

In the Mymensingh sector, Indian columns had reached the outskirts of Jamalpur and operations were well in progress to clear this town on the route to Jagannathganj Ghat on the Jamuna-which would ultimately provide a bridgehead to Bogra on the west bank.

In a resume of operations over the last 24 hours Maj. Gen, J. F. R. Jacob. Chief of the General Staff, Eastern Command, told newesmen in Calcutta that other notable gains recorded were the liberation of Lalmonirhat airfield of Rangpur district in the north and the total "isolation" of Comilla cantonment and town in the south-east sector of Bangladesh.

Regarding the thrust on Dacca through Akhaura, the General said Indian forces had made contact with the enemy's defenses at Brahmanbaria on the route to Bhairab Bazar and Tongi junction, which is just south of the capital city.

Summing the progress of operations, Gen. Jacob said that once the outer crust of the Pakistani defenses was smashed, the advance would be more rapid than at present. He explained the Pakistanis had heavily fortified certain towns and centers with bunkers, minefields and artillery positions to block the Indian advance.

The emphasis on the present operations. Gen. Jacob said, was not on taking the towns as such "We do not want to attack the civilian population. It is just not our policy." He added.

In the Meghalaya sector, Sunamganj in Sylhet district was liberated by Indian forces.

As one sub-divisional head quarters after the other fell to the Indian forces and Mukti Bahini there were reports of increased activity against the Pakistani occupation forces in rural areas of Dacca district.

Men of the former East Bengal Rifles, fighting shoulder to shoulder with Indian liberation forces, liberated a number of thanes in the Mymensingh district.

In fact, they spearheaded the liberation of Lalmonirhat and were the first to reach the town where the Pakistani occupation forces had an air base. The Bangladesh freedom fighters were now cutting the enemy lines of communication and logistic support.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৮। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	যুগান্তর	৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

কুমিল্লা দখল, ময়নামতীতে প্রচন্ড লড়াই

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৮ই ডিসেম্বর-ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী আজ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কুমিল্লা শহর, কুমিল্লা বিমানক্ষেত্র এবং কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর দখল করেছে। তারপর কুমিল্লা শহরের অদূরে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টের ওপর প্রচন্ড চাপ দিয়ে চলেছে। তারা ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে।

যশোর খন্ডে ভারতীয় বাহিনী আজ ঝিনাইদহ থেকে এগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র মাগুরা দখল করেছে। খুলনার দিকে রূপদিয়া দখল করেছে এবং খুলনার দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিমানবাহী রণতরী থেকে বিমানবাহিনী চট্টগ্রাম বিমান ক্ষেত্র, মিলিটারী ব্যারাক এবং কক্সবাজারে বোমা ফেলেছে। চালনা ও মঙ্গলা বন্দরের ওপরও আক্রমণ চালাচ্ছে। গতকাল অধিকৃত রংপুর-দিনাজপুর খন্ডের পীরগঞ্জে আজ পাক বাহিনীর প্রচন্ড প্রতি-আক্রমণ রোধ করা হয়েছে। এখানে পাক বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম জেলার রামগড় এলাকা মুক্ত করেছে।

ভারতীয় বাহিনীর ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেঃ অরোরা আজ দুপুরে দখলীকৃত কুমিল্লা বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তিনি যখন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন, তখন স্থানীয় লোকেরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান।

শ্রীহট্ট খন্ডে ভারতীয় বাহিনী শ্রীমঙ্গল অধিকার করেছে।

ভারতীয় নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমস্ত বন্দরগুলি অবরোধ করে সাগরে পূর্ন কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে।

ভারতীয় বাহিনী অগ্রবর্তী সৈন্যদলগুলি এখন রাজধানী ঢাকা দখল করার জন্য জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

যে সৈন্যদল দু'দিন আগে ফেনী দখল করেছিল, তারা গতকাল রাত্রে চাঁদপুর নদী বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। যে দলটি আখাউড়া মুক্ত করেছে তারাও গতকাল রাত্রে কুমিল্লার ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে এলিয়টগঞ্জ মুক্ত করেছে এবং আজ ঢাকা ৩৫ কিলোমিটার পূর্বে দাউদকান্দির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

পাকিস্তানী বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্টনমেন্ট সৈয়দপুরের ওপর মুক্তিবাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। খবর পাওয়া গেছে যে উত্তর দিক থেকে সৈয়দপুরে যাবার রাস্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় মুক্তিবাহিনী দখল করেছে।

জানা গেছে যে, ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর জেলা শহরের ওপর তিনদিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে।

বীরগঞ্জ-দিনাজপুর খন্ডে কান্তনগরে একটি সেতু উড়িয়ে পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করেছে। এখানে প্রচন্ড লড়াই চলছে।

ময়মনসিংহ খন্ডে ভারতীয় বাহিনী জামালপুর মহকুমা শহরের দক্ষিণে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। জামালপুর শহর দখলের জন্য জোর লড়াই চলছে।

ময়মনসিংহ সদর শহর দখলের জন্য সৈন্য বাহিনী এগিয়ে চলেছে।

পদ্মার পশ্চিম তীরে কুষ্টিয়া শহর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী একযোগে ঘিরে ফেলেছে তারা পদ্মার উত্তরে রাজশাহী ও পাবনার সঙ্গে দক্ষিণ তীরে গোয়ালনন্দ ঘাঁটের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী একযোগে খুলনার ওপর গোলাবর্ষণ করছে। আশেপাশে থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা এখানে এসে জড়ো হয়েছে। চুড়াডাঙ্গা শহরে ওপরও প্রচন্ড গোলাবর্ষন করা হচ্ছে।

শীহট্ট খন্ডে শ্রীহট্ট শহর এবং খাদিমনগরসহ শহরের উপকণ্ঠ এলাকা পাকসৈন্য মুক্ত করা হচ্ছে। কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যকুটচৌরা টেম্পলহীল এবং হাজিগঞ্জ রেল স্টেশনগুলি ভারতীয় বাহিনীর দখলে এসেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে অভিযান চালিয়ে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা শত্রুকবল মুক্ত করছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩৯৯। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	আনন্দবাজার পত্রিকা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

চাঁদপুর মুক্ত, চুয়াডাঙ্গা মুক্ত, জওয়ানরা কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে

সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত

মুক্তির নিশান উড়ছে চুয়াডাঙ্গায়। উড়ছে চাঁদপুরে। এদিকে ঝিনাইদহ থেকে এড়িয়ে একটি ভারতীয় বাহিনী কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠেও পৌঁছে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম বলেন, রংপুর আর দিনাজপুরের পতন আসন্ন।

এই অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী নতুন করে ঝড় হয়ে নতুন উদ্যমে রংপুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর দিনাজপুর শহরের দশ মাইল ভিতরে কাউঠানগর সেতুর ওপর তীব্র লড়াই চলছে।

কুমিল্লার সন্নিহিত ময়নামতি এখন খান সেনার হাতে। তবে তাদের পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ময়নামতি ছাউনির আশপাশের পাহাড়ে আর শত্রুসৈন্য নেই। ঢাকার ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে আশুগঞ্জ ফেরীঘাট মিত্রসেনার দখলে।

যশোহর এলাকায় ভারতীয় সেনা এক হাজার টন গোলাগুলি ফোকটে পেয়ে যায়। পালানোর তাড়ায়, দখলদারের এসব ফেলে গিয়েছে। যশোহরের দক্ষিণে রূপদিয়ায় একজন মেজর এবং ৪০ জন সৈন্য নিহত।

ভারতীয় বাহিনী ক্রমে ক্রমে খুলনার দিকে এগোচ্ছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে মিত্র সেনা জামালপুর সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলেছে। যে কোন মুহূর্তে এর পতন হতে পারে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক প্রেসনোটে বলা হয় : কোন শত্রু যাতে জল পথে পালাতে না পারে সেজন্য নৌবাহিনীর বঙ্গোপসাগরে নজর রেখেছে।

ভারতীয় বাহিনী এখন মেঘনার তীরে, চাঁদপুরের পূর্বদিকে। সেখানে থেকে নদীর উপর নজর রেখে চলেছে। প্রায় ৫০০ পাক সেনাসহ একটি বড় জাহাজকে প্রথমে ট্যাংক থেকে তারপর বিমান থেকে বোমা ফেলে আক্রমণ করা হয়। জাহাজটিতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাত্রে আমাদের জওয়ানেরা বিমান পথে আঘাত হানছে।

পাক বাহিনী নদী পথে পলায়নের জন্য বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রামের আশেপাশের নদী হয়ে সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটছে। ভারতীয় বাহিনী এদিন সন্ধ্যার মধ্যে অন্তত সৈন্য বোঝাই তিনটি জাহাজ আটক করে। একটি জাহাজের সৈন্যরা সাদা পতাকা উড়িয়ে ভারতীয় জওয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারতীয় বাহিনী উত্তরে পলাশবাড়ি, দক্ষিণে চাঁদপর এবং পশ্চিমে আশুগঞ্জ দিয়ে ঢাকা এলাকায় পাক বাহিনীকে ঘিরে রেখেছে।

পূর্বাঞ্চলের জিওসি লেঃ জেঃ কজগজিৎ সিং অরোরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানান, বাংলাদেশের ভিতরে এবং যশোহর ও খুলনার মধ্যে আটকে পড়া পাক বাহিনী মেঘনা ও পদ্মা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। তাদের উপর ভারতীয় বিমান বাহিনী ক্রমাগত বিমান থেকে বোমা ফেলেছে।

জেনারেল বলেন, এখন পাকিস্তানী বাহিনী দু'দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একটি অংশ রয়েছে হিলির উত্তরে আর অন্যটি বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে। উত্তরে যে বাহিনী আছে তার সংখ্যা এক ব্রিগেড। তিনি বলেন, ভারতীয় বাহিনী পাক বাহিনীকে যশোহর থেকে দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জেনারেল আরও বলেন, ব্রহ্মপুত্রের তীর ঘেঁষে উত্তর দিক থেকে যে ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে-তারা ময়মনসিংহ সদর শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে জামালপুর ঘিরে রেখেছে। মেঘালয় সীমান্তের হাড়ুয়াঘাটের দিক থেকে আর একটি সৈন্যদল ময়মনসিংহ এর দিকে এগোচ্ছে। শ্রীহট্ট এলাকায় লড়াই চলছে।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ময়নামতি দুর্গে পাকবাহিনীকে ভারতীয় বাহিনী ঘিরে রেখেছে।। সৈয়দপর ক্যান্টনমেন্টেও লড়াই চলছে।

একজন বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জেনারেল দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, শরণার্থীদের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যেসব যানবাহন দিয়েছিলেন, তার একটিকেও বাংলাদেশের এই অভিযানে নামানো হয়নি।

তিনি বলেন, মুক্তিবাহিনী ভারত বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। এছাড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন করা, আগে থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করা ইত্যাদি ব্যাপারে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের কার্যকলাপ যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

জেনারেল অরোরা আরো বলেন, মুক্তিবাহিনীর লোকজনেরা কয়েকটি থানার ভার হাতে নিয়েছেন এবং স্থানীয় লোকদের দেখাশুনা করছেন।

তিতাস নদী পেরিয়ে অমীয় দেবরায়

আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর-তিতাস নদী পেরিয়ে সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে যেতে দেখলাম পথের দু'ধারে পাক সেনারা পরিত্যক্ত শত শত বাংকার পড়ে রয়েছে। সারা শহর আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। মাইকে মুজিবের গলা শুনে চমকে উঠলাম। মুজিব কি ফিরে এসেছে? না-মুজিব নয়, এ মুজিবের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা। ঢাকার মাঠে তার ঐতিহিসিক বক্তৃতার রেকর্ডটি চালিয়ে লোকে বারবার তার কণ্ঠস্বর শুনছে।

এখান থেকে আখাউড়া প্রায় ১৩/১৪ মাইল। আখাউড়ার দিকে এগোচ্ছি। দেখি বহু লোক যারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তারা ফিরে আসছেন। তারা বলেন, গত চার মাসের মধ্যে এই প্রথম গ্রামে ফেরার সুযোগ হচ্ছে। এর আগে পাক সেনাদের ভয়ে তারা আসতে পারেননি।

উত্তর খন্ডে

শিলিগুড়ি থেকে দীনেন চক্রবর্তী জানান, ভারতীয় সেনাবাহিনী আজ উত্তর রণাঙ্গণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সড়কঘাঁটি রংপুর জেলার পলাশবাড়ি ও শাডুল্লাপুর দখল করে নিয়েছেন। সামরিক দিক থেকে এই দুইটি ঘাঁটি দখলের তাৎপর্য বাংলাদেশের উত্তর খন্ডে রংপুর-দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় পাকবাহিনী এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ।

কোনদিক থেকে আর পালানোর রাস্তা নেই। যমুনা পেরিয়ে ঢাকা-তাও না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার সাংবাদিকদের বলেন, রংপুর জেলার গাইবান্ধার উত্তরে রেলপথটিও তারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। ফলে রংপুর ও গাইবান্ধার মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

পীরগঞ্জের এগার মাইল দক্ষিণে পলাশবাড়ি এবং পলাশবাড়ির প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব শাদুল্লাপুর। ওই দুইটি ঘাঁটি দখল করার পর আজ মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় জওয়ানরা এখন রংপুর ও দিনাজপুর শহরের দিকে এগোচ্ছে।

অল্পের জন্য

পাকবাহিনীর মেজর জেনারেল নাজির হোসেন ও তার দু'জন বিগ্রেডিয়ার এবং একজন লেঃ কর্নেল গত মঙ্গলবার ভারতীয় জওয়ানদের তোপের মুখে থেকে বেঁচে গিয়েছেন। মেজর জেনারেল হোসেন বগুড়া থেকে রংপুর গিয়েছিলেন শলাপরামর্শের জন্য। পীরগঞ্জ যে ভারতীয় বাহিনী দখল করেছে সে খবর তারা রাখতেন না। তাই পীরগঞ্জ দিয়ে যখন মেজর জেনারেল বগুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন তখন ভারতীয় বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। নাজির হোসেনের গাড়িটি দ্রুতগতিতে বাঁদিকে ঘুরে চলে যায়। কিন্তু পাক বাহিনীর একজন লোঃ কর্নের মারা যায়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০০। মুক্তিসংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে	আনন্দবাজার পত্রিকা	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই এখন বাংলার রাজধানীর দ্বারপ্রান্তে চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিসেনারা ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। মাঝে কয়েকটা নদী, পদ্মা আর মেঘনার শাখা-প্রশাখা। তারপরই ঢাকা। এবং তারপরই ঢাকার লড়াই-বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াই।

এই চূড়ান্ত লড়াই-ই কি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লড়াই হবে, পাক সেনাবাহিনী কি ঢাকায় দখল বাজায় রাখার জন্য মাটি কামড়ে যুদ্ধে করবে? কেউ জানে না। তবে ভারতীয় বাহিনী সেই বড় লড়াইর জন্য প্রস্তুত হয়েই ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ জগজিৎ অরোরা সাংবাদিকদের সেই কথাই জানালেন।

বললেনঃ ওরা কী করবে জানি না। তবে আমরা সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এগোচ্ছি।

মুক্তিসংগ্রামীরা এগোচ্ছেন সব দিক থেকে। আশুগঞ্জ এখন মুক্ত। কিন্তু ওখানে মেঘনার ওপারের বিরাট পুলটা পাক সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। আর একটা বাহিনী এগোচ্ছেন দাউদকান্দির দিক দিয়ে। দাউদকান্দি থেকে পাক বাহিনী পালিয়েছে। উত্তর দিক থেকে মুক্তিসংগ্রামীরা এগোচ্ছেন জামালপুর হয়ে। ওদিক থেকে অবশ্যই পথ এখনও অনেকটা। তবে পথে কোনও বড় নদী নেই। এদিকে অর্থাৎ পদ্মার দিকে আমাদের সেনাবাহিনী মধুমতীর তীরে। মধুমতী পার হলেই পদ্মা-তারপরই ঢাকা। কুষ্ঠিয়া মুক্ত করে আর একটা বাহিনী এগোতে চলেছে গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর চাঁদপুর থেকেও আমাদের বাহিনী ঢাকার দিকে এগোবার জন্য প্রস্তুত।

ঢাকা মুক্ত করার চূড়ান্ত লড়াইয়ে পুরোদমে যোগ দেবেন সব কটা বাহিনী-সেনা, বিমান এবং নৌ। বিমান বাহিনী লড়াইর প্রথম দিন থেকেই ঢাকা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। ঢাকার সামরিক এবং অসামরিক দুই বিমানবন্দরই এখন অকেজো। নৌবাহিনীও এগিয়ে আসছেন দুই নদীতে-পদ্মা এবং মেঘনায়। ঢাকা দখলের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও পুরোদমে যোগ দেবেন।

জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঢাকাকে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী? জেনারেল একটা কথায় জবাব দিলেনঃ নদী। এবং তারপরই বললেন, নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি।

আমাদের পদাতিক বাহিনী ও রসদ পারাপারের জন্য ব্যবস্থা চাই, কিন্তু আমাদের পিটি-৬৭ ট্যাংকগুলি নিজে থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে। তার জন্য স্টীমার বা লবির প্রয়োজন নেই।

বাইরে থেকে বা গোটা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঢাকা রক্ষার জন্য সৈন্য আনাও পাক বাহিনীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। এর দুটো কারণ; প্রথম কারণ, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের পালাবার পথ আটকে দিয়েছেন। সিলেট সেক্টরে তারা অবরুদ্ধ। উত্তরখন্ডে দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলেও আটকে গিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাদেশের আকাশে ঢাকার সব পথের ওপর নজর রাখছেন। পাকসৈন্যবাহী স্টিমার বা বোট দেখলেই আক্রমণ চালাচ্ছেন।

ঢাকার পাক বাহিনীর কত সেনা আছে? সে হিসাবও কেউই জানেন না। জেনারেল অরোরা এইদিনও বলেন, গোটা বাংলাদেশে ওদের চারটা ডিভিশন ছিল। এবং আমাদের সামরিক বাহিনী আগে বলেছিলেন, ঢাকায় রয়েছে একটা ডিভিশন। যদি তাই হয় এবং যশোর সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল থেকে কিছু পাকসৈন্য গিয়ে সত্যিই ঢাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে ঢাকায় অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ওদের অত সৈন্য ঢাকায় আছে? ঢাকার লড়াই শেষ হলেই তা জানা যাবে-তার আগে নয়।

ঢাকায় ওদের দূরপাল্লার ভারী কামানই বা কত রয়েছে? বাংলাদেশে এখন পাক বিমান বাহিনীর কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই ঢাকার লড়াইয়ে ওদের মূলত নির্ভর করতে হবে দুরপাল্লার ভারী কামানের উপর। গোটা বাংলা যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোথাও পাক বাহিনী ভারী দূরপাল্লার কামান ফেলে যায়নি। যদি ওরা আগেভাগেই ভারী দূরপাল্লার কামানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সরিয়ে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঢাকার চূড়ান্ত লড়াইয়ে সে সব কামান দেখা যাবেই। হিলির যুদ্ধে নভেম্বর মাসেই ওরা ৩৫ মাইল পাল্লার কামান ব্যবহার করেছিল। ৩৫ মাইল পাল্লার দু'চারটি কামান শুধু সীমান্তের লড়াইয়ে ব্যবহার করে ওরা ভারতীয় বাহিনীকে ধাপ্পা দিতে চেয়েছিল, না সত্যিই ওই ধরনের কামান ওরা বাংলাদেশে আরও অনেক রেখেছিল ঢাকার লড়াইয়ে তাও বোঝা যাবে।

ঢাকা থেকে ইউ পিআই এক খবরে জানিয়েছেন, আজ ভারতীয় সৈন্যরা অগ্রসর হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি থেকে নগরীর মধ্যে পশ্চাদপসরণ করেছে।

ভারতীয় সৈন্যরা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

আমাদের লন্ডন অফিসের খবরে বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে সেখানে টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অবস্থা খুবই সংকটজনক। ঢাকা শহর প্রায় বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০১। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	যুগান্তর	১১ ও ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দুর্বার গতিতে ঢাকার পথে
হেলিকপ্টার ও স্টিমারে মেঘনা অতিক্রমঃ নোয়াখালী মুক্ত
চালনা ও মঙ্গলা বন্দরে ভারতীয় নৌ-বহর

(সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

কলকাতা, ১০ই ডিসেম্বর-ঢাকার পথে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আজ দুরন্ত মেঘনা অতিক্রম করেছে। মেঘনার পূর্ব পাড়ে আশুগঞ্জ থেকে বিদ্যুৎগতিতে ষ্টীমার ও হেলিকপ্টারে ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাড়ে ভৈরব বাজারে অবতরণ করেছে।

এখানে মেঘনা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এবং নদীর প্রস্থ দু'মাইলেরও বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা এখানে ভৈরববাজারের গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর কলাম ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যে আজ নোয়াখালী মুক্ত করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তরে নোয়াখালীর মুক্তি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। নোয়াখালীর মুক্তির বিশদ বিবরণ জানা যায়নি।

চালনা-মঙ্গলা দখল

খুলনার কাছে চালনা ও মঙ্গলা বন্দর আজ মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী মুক্ত করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনী এদের সাহায্য করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আজ সকাল সাতটায় বন্দরে প্রবেশ করে।

ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান যে, চাঁদপুর থেকে পলায়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রায় ৯০ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে আটক করা হয়েছে।

যশোর সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী খুলনার পথে রূপদিয়া, চেঙ্গুটিয়া, হরিশংকরা, ডাঙ্গামারা দখল করে ফুলতলার কাছাকাছি পৌঁছেছে। ভারতীয় বাহিনী সড়কের উপর একটি অতিকায় ব্যারিকেড বানিয়ে খুলনার উত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একটি কলামকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এই অভিযানে ৩০টি গাড়ী, ৬টি রিকয়েললেস গান ও ৪টি ভারী মর্টার দখল করা হয়েছে।

দিনহাটা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, রংপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর লালমনিরহাট এবং একটি থানা সদর দপ্তরও পাকিস্তানীদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে পাক সেনাদের এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছিল যে, পাক চমুদের অর্ধভুক্ত পাত্র এবং কাগজের ওপর খাপ খোলা ফাউন্টেনপেনও সেখানে পাওয়া গিয়েছে।

রংপুর সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী দুরা, বরচাংগ্রাম মুক্ত করে বীরগঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রংপুর এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি ব্রিগেড রয়েছে এবং এই ব্রিগেডের সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতিকে কোন কোন জায়গায় অল্প বাধা দিচ্ছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী রংপুর, বিসপাড়া গাইবান্ধা ও সৈয়দপুরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

ময়মনসিংহ সেক্টরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সৈন্য ছাউনীগুলিকে ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করেছে এবং শত্রুদের পলায়নের কোন পথ নেই।

ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের মুখপাত্র বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের তেরশ মাইল সীমান্ত সৈন্য সমাবেশ করেছিল। এখন বিভিন্ন দিক তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় কোন স্থানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিশেষ কোন জমায়েত নেই।

যশোর সেক্টরে কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা ও নবাবপাড়ায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের তুমুল লড়াই চলছে।

বাংলাদেশের পূর্বাংশে লাকসামে পশ্চিম পাকিস্তানীরা তুমুল লড়াইর পর পরাস্ত হয়েছে। ২৩ নম্বর পাঞ্জাব ব্যাটেলিয়ানের দু’জন অফিসার ও ৪১৫ জন সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে।

কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যরা গতকাল সম্ভবত পালিয়ে যাবার পথ খুঁজবার জন্য ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করে। ভারতীয় সৈন্যদের পাল্টা গুলিবর্ষণে ৩০ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। ভারতের দু’জন মারা গেছে। এখানে পাকিস্তানীরা ট্যাংক ব্যবহার করেছিল।

ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া শত্রুমুক্ত

(সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

কলকাতা, ১১ই ডিসেম্বর-ভারতীয় ও মুক্তি বাহিনরি সম্মিলিত সেনাদলের অভিযানের মুখে আজ কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, হিলির পতন হয়েছে।

মেঘনার পশ্চিম পাড়ে ভৈরব বাজার থেকে ভারতীয় বাহিনীর যথেষ্ট অগ্রগমন হয়েছে। কিন্তু এখানে ভারতীয় বাহিনী ঢাকার পথে কতটা এগিয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলতে ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের মুখপাত্র অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মেঘনার পূর্বপাড়ে বিভিন্ন দিক থেকে ঢাকার পথে অগ্রসরমান।

খুলনার পথে ভারতীয় বাহিনী নোয়াপাড়া দখল করার পর এখন দৌলতপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে।

ভারতীয় বাহিনী আজকের অভিযানে ছোটবড় ১২টি শহর দখল করেছে এবং ১ জন ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, ১৬ জন জেসিও সহ ২ হাজারের বেশী পাকিস্তানী সৈন্যকে বন্দী করেছে।

হিলি শহর মুক্ত

সামরিক বাহিনীর ঐ মুখপাত্র আরও জানান যে, দিনাজপুর-রংপুর খন্ডে ভারতীয় বাহিনী পাক-বাহিনীকে ঘেরাও করে রেখেছে। ওখানে আনুমানিক চার হাজার পাকসেনা আছে। তাদের আর বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পাক-বাহিনীর বড় ঘাঁটি বগুড়ায় প্রায় ২০ মাইলের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী আজ দুপুরে পৌছেঁ গেছে।

দিনাজপুর ও রংপুর শহর দু’টির যে কোন সময়ে পতন ঘটতে পারে

পাক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হিলি থেকে ষ্টাফ রিপোর্টার শ্রীকল্যাণ বসু আরও জানিয়েছেনঃ হিলির নিকটবর্তী বাহাদুনিয়া ও গোবিন্দগঞ্জে যুদ্ধে ১২০ জন পাক সেনা ও একজন অফিসার নিহত হয়েছে। বিধ্বস্ত অবস্থায় ৪টি পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক কামানসহ দখল করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধের পরিণতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে হিলি, গোবিন্দগঞ্জ, বাহাদুরিয়া, ফুলঝুরি সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হয়েছে।

হতাবশিষ্ট পাকসেনারা সিরাজগঞ্জ হয়ে ঢাকায় পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে পথে খুঁজছে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০২। পালাতে দেব না, হুঁশিয়ার-মানেকশ	আনন্দবাজার পত্রিকা	১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পালাতে দেব না, হুঁশিয়ার
-মানেকশ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ১২ ডিসেম্বর-বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের পালাতে দেওয়া হবে না। তাদের পালাবার পথ বন্ধ করার জন্যি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ আজ বেতারে বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এই হুঁশিয়ারি প্রচার করেছেন।

জেনারেল মানেকশ বলেন, পাকিস্তানীরা যে পাঁচটি বাণিজ্যিক জাহাজে করে পালাতে মতলব করেছে তা তিনি জানতে পেরেছেন। তিনি হুঁশিয়ার করেন দেন-‘‘খবরদার এরকম চেষ্টা করবেন না। যদি করেন আপনাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলি তো ধ্বংস হবেই-সেই সঙ্গে আপনাদের সৈন্যরাও মারা যাবে।’’

মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলির উদ্দেশ্যে এই বেতারবার্তা। রাও ফারমান আলি হচ্ছেন বাংলাদেশের অসামরিক পুতুল সরকারের সামরিক উপদেষ্টা এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানী নৌবাহিনীর ফ্লাগ অফিসার কম্যান্ডিং।

জেনারেল মানেকশর এটিই শেষ হুঁশিয়ারী। জেনারেল বলেন, ‘‘আমি সৈনিকদের জীবন বাঁচাতে চাই। এজন্যই আমার হুঁশিয়ার।’’

এই বেতার বার্তার আগে জেনারেল মানেকশ বিশেষভাবে জেনারেল ফারমান আলির নিকট আর একটি হুঁশিয়ারি প্রচার করেছিলেন। এতে তিনি পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে বাংলাদেশে অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন। পাকিস্তানী সেনাপতিকে তিনি বলেন, অন্যথায় আপনার অধীনস্থ সৈনিক ও নাগরিকদের জীবনহানির জন্য একমাত্র আপনিই দায়ী হবেন।’’

জেনারেল মানেকশ অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাপতির উদ্দেশ্যে আবার বলেন, আমার সৈন্যবাহিনী চার দিক থেকে আপনাদের ঘিরে ধরছে। আমি আপনার সৈন্যদের এখনই আমার সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য বারবার পরামর্শ দিয়ে আসছি। সমুদ্রপথে কিংবা আকাশ পথে কোন দিকেই তাদের আর পালাবার জো নেই। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে আপনাদের নিকট কোন সাহায্য আসবে সে আশাও নেই। প্রতিরোধ নিরর্থক। প্রতিরোধ করা মানেই আপনার অধীনস্থ বহু নির্দোষ সৈনিকের মৃত্যু। ’’

তিনি বলেন, ‘‘আপনার যেসব সামরিক ও আধাসামরিক লোক ইতিমধ্যে আমার বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের জন্য আমি পূর্ণ নিরাপত্তা ও জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা যদি আত্মসমর্পণ করে আমার রক্ষণাবেক্ষণে না আসেন তবে পশ্চিম পাকিস্তানী নারী-পুরুষ ও শিশুদেরও জীবন খুবই বিপন্ন। আমি আপনার সেনা ছাউনিগুলির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কম বল প্রয়োগ করেছি যাতে লোকক্ষয় বেশী না হয়, কিন্তু আমি আর সময় দিতে অক্ষম। আমি আবার বলছি, আপনারা আমার পরামর্শে কান দিন। অন্যথায় সৈন্য ও অন্যান্য নাগরিকদের মৃত্যুর পুরা দায়িত্ব আপনার উপরই বর্তাবে।’’

জেনারেল মানেকশ’র বেতার বার্তা আজ প্রথমে বেলা দেড়টায় এবং আবার বিকাল তিনটায় জেনারেল ফারমান আলির উদ্দেশ্যে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়।

জাহাজঘাঁটায় জাহাজ তৈরি

জেনারেল ফারমন আলির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হুঁশিয়ারিতে জেনারেল মানেকশ বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি গুপ্তা খেয়ায় (চট্টগ্রাম) দু’টি উপকূল জাহাজ তৈরী হয়ে আছে। আপনাদের রানওয়ে অক্ষত এবং আপনাদের বিমান প্রতিরক্ষা জোরদার করেছেন। আমি আরও জানি আপনাদের পাঁচটি বাণিজ্য জাহাজ আত্মগোপন করে আছে এবং পাইলট আর কে ৬২৩ সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ স্পীড বোটে রওয়ানা হবার জন্য তৈরী। এই অবস্থায় মোকাবিলার জন্য আমি আমার বাহিনীগুলিকে নির্দেশ দিয়েছি।’’

জেনারেল মানেকশ বলেন, ‘‘আপনারা যদি এরকম কোন চেষ্টা করেন আপনাদের বাণিজ্য জাহাজগুলি তো ধ্বংস হবেই আপনার সৈন্যরাও মারা যাবে। সৈনিকদের জীবন বাঁচাতে চাই বলেই আমার হুঁশিয়ারী।’’

জেনারেল ফারমান আলি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও বেসামরিক লোকজনদের বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেবার জন্য ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য চান বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা তার অনুরোধ বিবেচনা করতেও নাকি বলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান জেনারেল ফারমনা আলির অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে বলেন। পাকিস্তান রেডিও নাকি বলেছে, ফারমান আলির আবেদন অনুমোদিত।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৩। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, DECEMBER 13, 1971

INDIAN TROOPS PARA DROPPED NEAR DACCA

By Amitava Das Gopta

Indian troops were paradropped in selected areas in the vicinity of Dacca at 4 p.m. on Saturday. Simultaneously, Indian ground forces were closing in on the capital from more than one direction.

The advancing column from the bridge head established on the west bank of the Meghna on Friday liberated Narshinghdi on Sunday and maintained their march towards Dacca. On Sunday night the column was within 30 miles of the city.

With this the war for the liberation of Bangladesh can be said to have reached its final stage. Operation Dacca is proceeding extremely well and according to plan.

The paratroopers landed in strength were in contact with the enemy and have inflicted heavy casualties on the later. Fighting was going on as last reports came in. according to an Eastern Command spokesman. One Pak officer and 22 other ranks were killed and 12 were taken prisoners. A curfew, it is learnt, has meanwhile been clamped on Dacca by the Pakistani authorities.

Reporting continued fighting and a Pakistani counter offensive in the area, the spokesman said, "We are satisfied with the progress to Dacca".

On the Bhairabbazar-Dacca axis, Indian forces from Narsinghdi were racing forward for a link up with the Indian paratroopers and the columns moving down south from Mymenshing town, he said.

Maj. Gen. Jacob, Chief of Staff, Eastern Command, told newsmen on Sunday the major part of Bangladesh all around Dacca had been liberated.

This perhaps has given an additional advantage 10 the Indian troops. However in the matter of Operation Dacca they have to operate within the limits of difficulties posed by the terrain around Dacca. The maneuverability of the troops is extremely limited because of rivers and marshy land. But considering all this they are doing extremely well.

To give additional support to the Indian troops engaged in operation Dacca the Mukti Bahini has already begun harassing tactics inside Dacca. They have already contacted the enemy at several points and given them a good fight.

Right now operations Dacca is being developed on the basis of two major thrusts one from Maymensingh via Tangail and the other from the bridgehead across the Meghna south of Bhairabbazar. The thrust from the Bhairabbazar point towards the south is

proceeding satisfactorily white in the north. Indian troops have been moving quite rapidly from Mymensingh in the directions of Tangail.

Maj. Gen. Jacob told newsmen that several thrusts were actually being developed towards Dacca. Considering the terrain, the rivers and marshes and the large number of bridges destroyed by the Pakistani troops some problems of logistics were bound to develop. Even then Indian troops were advancing extremely fast especially because the Pakistanis were fighting quite desperately. The tempo of the fighting was quite bitter he said.

The important point about operation Dacca is that Indian troops have crossed the Meghna, which is about 1,200 yards wide and they are all proceeding towards Dacca. For purposes of reinforcements every effort is being made to get the advantage of local experience, steamers etc. Without disclosing any part of the Indian strategy it can be said that building up of forces is continuing with the help of steamers, helicopters and other rivercraft.

Against this background perhaps can be explained the effoerts of they key Pakistani personnel at Dacca to get out of Bangladesh. This they had tried to do by stealthy air fights and other means, but it is presumed they have not succeeded in their attempt so far.

Explaining the advances now being made by Indian troops along various sectors. Maj. Gen. Jacob said that the Indian troops were right now launching a major attack on Khulna and "we hope to be there soon".

Kushtia which was heavily defended was liberated on Saturday. There was bitter fighting there. The enemy engaged Indian tanks and set up numerous bankers. But after overpowering the enemy at this point Indian troops were now proceeding towards the Padma.

Further east, after taking Maymensingh Indian troops are marching towards Tangail. Right now they are near the dense Madhupur forest. Similarly Indian troops are proceeding south from Jamalpur. In the Sylhet sector mopping up operation is going on and Pakistani troops are moving about in a scattered manner and occasionally shots are being fired in the air to Signal them about the position of Indian troops giving them a chance to surrender.

Giving a description of the casualties Maj. Gen. Jacob said that Pakistani casualties were quite heavy. In one action Indian casualties have also been heavy in most cases these have been light to moderate. The Pakistanis are still holding out at Mainamati garrison. It was not the intention of Indian troops to indulge in unnecessary killing. They will therefore be given another chance to surrender. If they do not they will be adequately dealt with.

Agencies add : Indian troops on Sunday reached Khulna Cantonment (Daulatpur) and heavy fighting was going on when last reports came in.

Replying to questions the Army spokesman said the Pakistanis appeared to be making "a last ditch stand" in the Khulna area before they surrendered. Since both

Chalna and Mongla ports were blocked by naval action. They had no route of escape, he added.

Further up in north western Bangladesh, Indian forces have maintained pressure on the enemy in a two-pronged thrust from Hili and Gaibandha Goraghat and Govindgunj. The Indian columns have captured four Chaffee tanks, seven guns and two RCLs in the Govindgunj action. Also destroyed were two Chaffees while 60 Pak troops were killed. Forty enemy troops were taken prisoner.

The Indian Air Force which started Kushtia garrison on Saturday destroyed 10 railway wagons and 15 vehicles. They also engaged enemy troops withdrawing in Sirajganj and Phulcharighat.

Extending mopping up of the Pakistani regulars and Razakars who have donned civilian clothes to escape from Bangladesh have started in full swing in all the liberated areas.

Our troops ended the last resistance at Hili and Dinajpur by destroying the armor and capturing a large amount of arms and ammunition. Goraghat south west of Palasbari which held out for some fell to the liberation forces on Sunday. Govindgunj 17 km south of Palasbari was liberated by the Mukti Bahini.

With the liberation of Goraghat and govindgunj. the 120 km road from Hili to Gaibandha is now completely cleared of Pakistani troops.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৪। পাক-ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর	যুগান্তর	১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ভারতীয় গোলার আওতায় ঢাকা
জওয়ানেরা শহরের উপকণ্ঠে
পরিমল ভট্টাচার্য

যুদ্ধ এখন ঢাকা, দখলদারেরা ভারতীয় কামানের পাল্লার আওতায়। খানসেনসা তিনদিক থেকে বেষ্টিত হয় পড়ছে। তাদের স্বরচিত এবং স্বনির্ভাচিত মৃত্যুফাঁদ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

ভারতের ছত্রী বাহিনী সংগঠিত, মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। ভৈরববাজার থেকে আগুয়ান একদল জওয়ান নরসিংদী পেরিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে। আর একদল ধেয়ে আসছে জেলাসদর টাঙ্গাইল, মিরজাপুর সোমবারই মুক্ত করে জয়দেবপুর।

এটি একটা বিখ্যাত অরডন্যান্স ফ্যাকটরির আস্তানা। শীতলক্ষ্যা নদী পার হওয়ারও চেষ্টা চলছে। যমুনার বাধাও অতিক্রান্ত। চাঁদপুর বিজয়ী বাহিনী মেঘণা পার হয়েছেন দাউদকান্দিতে। মুক্তিবাহিনীর আছে মিত্রবাহিনীর পাশে।

তিন দিক থেকে তিনটি ইউনিট ঢাকার গায়ে গায়ে।

অবরুদ্ধ ঢাকা শহর থেকে ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ভারতীয় সৈন্য ঢাকার কেন্দ্র থেকে মাত্র ১১/১২ মাইল দূরে। লড়াই এখন প্রায় শহর এলাকাতেই।

দিল্লীতে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, আর একটি দিন কি দুই দিন মাত্র, তার মধ্যেই ঢাকা এলাকায় আমরা বেশ জোরালে হয়ে এঁটে বসবো।

কিন্তু মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং এখানেই দখলদারদের বৃহত্তর সমাবেশ। জঙ্গী নেতারা ঢাকা মুক্তির লড়াইয়ে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের জওয়ানদের দ্রুত অগ্রগতির খবরে দখলদার বাহিনী দিশাহারা। ফিল্ড কমান্ডররা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারছেন না। বিমান নেই। গোলন্দাজরাও প্রায় সাবাড়। ট্যাঙ্ক বা কোথায়? সেনাপতিদের মধ্যে আছেন ছয়জন মেজর জেনারেল। বারো তের দিনের লড়াইয়ে বাংলাদেশে দখলদার বাহিনী ছন্নছাড়া। অথচ যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন দখলদারদের কম করেও ষাট হাজার সেনা ছিল।

পাকিস্তানী দখলদাররা একিদেক ঢাকা মুক্তির লড়াইয়ে বাধা দেওয়ার জন্য ফন্দি আঁটছে। শহরে কারফিউ সমানে চলছে, রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেসরকারী বাড়িতেও দখলদার সেনারা ঢুকে পড়েছে। ঘন ঘন গোলা ফাটিয়ে তাদের চাঙ্গা রাখার চেষ্টা হচ্ছে। নির্দেশ জারী হয়েছে, এই সেনাদের কেউ বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক করলে তাকে গুলি করা হবে। অন্যদিকে ভারতীয় জওয়ানদর কাছে পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পালা সমানে চলেছে। সোমবার লাকসাম ও কুমিল্লায় আরও এক হাজার একশ’ চৌত্রিশজন আত্মসমর্পণের পালা সমানে চলেছে। সোমবার লাকসাম ও কুমিল্লায় আরও এক হাজার একশ’ চৌত্রিশজন আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে চৌদ্দজন অফিসার ও পঁচিশজন জেসিও আছেন তারা ৫৩ ব্রিগেড, ২৩ পানজাব, ১৫ বালুচ, ৩৯ বালুচ, ৫২ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৪৭ ফিল্ড কোম্পানী ইডজিনয়ার ও ২১ আজাদ কাশ্মীর রেজিমেন্টের।

ঢাকা ছাড়া খুলনা, বগুড়া ও চট্টগ্রাম সেক্টরে তুমুল লড়াই হচ্ছে। খুলনার কাছে তিন দিন ধরে লড়াই চলছে। এখানে ওরা মরীয়া, কারণ শত্রূবাহিনীর পালাবার পথ নেই। ভারতের জওয়ানরা তাদের চেপে ধরেছেন। শত্রু সেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। খুলনা যাওয়ার পথ জলাভূমি। এই সুযোগ

তারা ভারতের জওয়ানদের বাধা দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আর ভারতের জওয়ানরা যতটা সম্ভব কম প্রাণনাশ করে তাদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিচ্ছেন।

হিলির দিক থেকে ভারতের জওয়ানরা পাঁচবিবি মুক্ত করেছেন। তাদের আর একদল লক্ষ্মীপুর মুক্ত করার পর বগুড়ার শহরতলিতে পৌঁছে গিয়েছেন। বগুড়ায় উত্তরাঞ্চলে পাক বাহিনীর সদর দফতর। লক্ষ্মীপুরে ৩২ বালুচ রেজিমেন্টের চারজন অফিসারকে বন্দী করা হয়েছে।

ভারতীয় জওয়ানরা চট্টগ্রামের পথে সীতাকুন্ডুর দক্ষিণে পৌঁছেছেন। সীতাকুন্ডু চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিমে ছত্রিশ কিলোমিটার। চালনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত শত্রুপোতের কোন চিহ্ন নেই।

ভারতের জওয়ান ও মুক্তিবাহিনীর লোকজন ঈশ্বরদির কাছে পদ্মা নদীর উপরে হারডিঞ্জ ব্রিজ বা সারা সেতুর দখল নিয়েছেন। পূর্বে পাবনার দিকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাক সেনারা ব্রিজটির তিনটি খিলান ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। পালাবার সময় তারা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়িও ফেলে যায়।

সোমবার ভারতের বিমান সেনারা ভেড়ামারা, হারিডিনজ ব্রিজ, রংপুর, ময়নামতি, নরসিংদী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কাছে শত্রু ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালান। গোয়ালন্দঘাটেও শত্রুদের কিছু মোটরবোট ও সেনাবাহিনী বহনের যান ধ্বংস করে। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট এখনও শত্রুদের দখলে। লড়াই চলছে।

সোমবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লীতে প্রতিরক্ষা দফতরের এক মুখপাত্র বলেন, পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা মুক্তির লড়াই ঠিকঠিক চলছে। এদিন কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘আমাদের বাহিনী ভালভাবে এগোচ্ছেন।’ তিনি ঢাকা অপারেশন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাতে চান না। প্রতিরক্ষা দফতরের মুখপাত্রও নয়। একজন আমেরিকান সাংবাদিক পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের মুখপাত্রকে প্রশ্ন করেন-তা হলে কি ঢাকার খবর ব্ল্যাকআউট করা হচ্ছে?

মুখপাত্র কর্নেল হেসে জবাব দেন, না মশায়। পরিকল্পনা অনুসারে লড়াই হচ্ছে। আগে থেকে সবকিছু বলা সম্ভব নয়।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৫। সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুরের পথে	টাইমস অব ইন্ডিয়া	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

TIMES OF INDIA, DECEMBER 14, 1971
SEVENTH FLEET ON WAY TO SINGAPORE AMERICAN BID TO PLAY ON INDIA'S NERVES
"The Times of India", News Service, New Delhi, December 13

While the U. N. Security Council debated a U. S. resolution calling upon India to halt its 'armed attack against Pakistan, a task force of the U. S. Seventh fleet headed by a nuclear powered aircraft cruiser headed towards Singapore from its normal station off the coast of North Viet Nam.

There are also unconfirmed reports of Chinese moves, diplomatic and otherwise in certain areas. These may be intended to demonstrate Peking's solidarity with Islamabad.

The Seventh Fleets task force which includes several destroyers according to an American news agency's report from Saigon, has evidently been asked to wait off Singapore. The stated reason for this movements is that the task force may have to be used to rescue stranded U. S. citizens in Dacca.

As an official spokesman here acknowledged in response to persistent questions at a briefing this evening the movement of the Seventh Fleet "Would have formed part of the larger picture" discussed today with Mr. Vassil Kuznetsov. Soviet Union's first Deputy Prime Minister, by the Prime Minister and her Principal Secretary, Mr. P. N. Haskar.

Psychological Pressure

The official spokesman hinted that the task force might have been mounted to exert phychological pressure on India. Although he carefully refrained from making any direct criticism of the U. S. action he did say that it was hardly necessary to make a display of U. S. naval might to evacuate only a few nationals now left in Dacca.

The spokesman pointed out that three RAF aircraft from the British base in Singapore and a Canadian C-130 had evacuated several hundred foreigners from Dacca yesterday under Indian safe conduct arrangement. The Government of India would be happy to provide similar facilities to the USA.

Apart from the Dacca evacuation the Soviet Union appeared to be reinforcing its naval strength in the Indian Ocean.

One report said quoting officers of the Seventh Fleet that the mission to the Bay of
Bengal might be cancelled if evacuation of Americans in Dacca could be arranged by other means.

Intervening at todays briefing a ranking Defense Ministry spokesman sought to discourage speculation about U. S. and Chinese intentions vis-a-vis the conflict in the

sub-continent. He said "I am almost certain that there is no intention of the part of either the U. S. A. or Chana to complicate the situation in the sub-continent."

The Seventh Fleet he said, enjoyed the freedom of high seas. No significance need attach to its sending a task force to stand off Singapore unless a particular interpretation is placed on this initiative.

Likewise the Defense Ministry is still assessing whether reports of Chinese movements have been "planted" to scare New Delhi or are based upon facts. The investigations necessary to make a considered judgment are as yet incomplete.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৬। ঢাকা দখলের লড়াই	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বগুড়া মুক্ত। চট্টগ্রাম ও ঢাকার গভর্ণরের প্রাসাদ জ্বলছে
ঢাকা দখলের লড়াই
খান শাহীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্ত্রিসভাসহ
ডঃ মালিকের পদত্যাগ : নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয়

নয়াদিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বর (ইউএনআই)-ঢাকায় 'গভর্নরের' বাড়ী ও অন্যান্য কয়েকটি লক্ষ্যস্থলে এখন আগুন জ্বলছে। গভর্ণর ডঃ এ মালিক, তার মন্ত্রী পরিষদ ও ঊর্ধ্বতন অসামরিক কর্মচারীরা ইতিমধ্যে তাদের নিজ নিজ পদে ইস্তফা দিয়ে নিরপেক্ষ এলাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পালিয়ে গিয়েছেন।

এই খবরে আরও জানা যায় যে, ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে এখন যুদ্ধ চলছে।

বাংলাদেশের জনসাধারণের যুগান্তকারী স্বাধীনতা সংগ্রাম এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ঢাকায় পাকিস্তানীদের চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আজ বিকেলে সদলবলে পদত্যাগ করেছেন এবং ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া সরকারের কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে নিজেদের সরিয়ে এনেছেন।

ঢাকার শহরতলীতে প্রচন্ড হাতাহাতি লড়াই চলছে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানরা তীব্রবেগে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা শক্তিশালী পাকবাহিনীর মোকাবেলা করে তাঁরা তাদের সম্পুর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেছেন। ঢাকা শহরের সেনাবাহিনীর ছাউনির ওপর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলা নিক্ষেপ করে চলেছে।

এদিন রংপুর সেক্টরে শত্রুর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার বগুড়ার পতনের মধ্যদিয়ে ঐ সেক্টর মোটামুটিভাবে শত্রুমুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গভীর রাতে ঢাকা সেক্টরের আরো যে সংবাদ এসেছে, তাতে দেখা যায়, ভারতীয় জওয়ানরা শুধু জয়দেবপুর, টঙ্গী কালিক্টর দখল করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছেন। শহরতলীতে পাক সেনাবাহিনীর পুরো একটা ব্রিগেড আটক পড়েছে। ঐ বাহিনীর অধ্যক্ষ একজন ব্রিগেডিয়ার ও ময়মনসিংহ এর মার্শাল ল'এ্যাডমিনিস্ট্রেটারসহ কমপক্ষে ১২ জন জাঁদরেল পাক সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেছেন। অনুমান করা হচ্ছে, সর্বত্র ভারতীয় জওয়ানদের তাড়া খেয়ে পাক সেনাবাহিনীর এই ব্রিগেড জয়দেবপুর-টঙ্গীর নিকটে গিয়ে জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু অতর্কিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী উপস্থিত হওয়ায় তারা আটক পড়েন।

চট্টগ্রাম সেক্টরে কুমিরার দক্ষিণে ভারতীয় জওয়ানরা বেশ জোরের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর জ্বলছে। তাছাড়া শ্রীহট্টের নিকটে একটি পেট্রোলিয়ামের পরিশোধনাগারও দখলে এসেছে।

দখলদার বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল এ এ কে নিয়াজী অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় ভারতীয় সৈন্যরা ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ঢাকার অভ্যন্তরে সামরিক লক্ষ্যস্থলগুলির উপর প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করেন এবং তারা এখন শহরের মধ্যে এগিয়ে চলেছেন। ঢাকায় এবার তাদের রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

ভারতীয় সৈন্যদের একটি দল ঢাকা নগরীর ১১ কিলোমিটারের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছেন। আর একটি মাত্র নদী অতিক্রম করলেই তারা শহরের অভ্যন্তরে যেয়ে পৌঁছবেন।

আজ দুপুরের দিকে একটি পাক পরিবহন বিমান থেকে পুস্তিকা ফেলে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে সব অবাংগালীদের হাতে অস্ত্র দিয়েছে তারা যেন নিজ নিজ এলাকা থেকে দ্রুত সরে যায়।

প্রকাশ, বাঙ্গালী পুলিশের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে, এই সম্ভাবনায় পাক কর্তৃপক্ষ তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে।

উর্ধ্বতন অফিসারদের পদত্যাগের হিড়িক

বাংলাদেশে পাক সরকারের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ অসামরিক অফিসারার পদত্যাগ করেছেন বলে নয়াদিল্লীর এক সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন। মুখপাত্র বলেন, সরকারের কাছে খবর এসেছে যে, এই অফিসাররা ঢাকার রেডক্রসের নিরপেক্ষ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। এই সংবাদটি ঢাকা থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধি মিঃ রেনার্ড জেনিভায় রেডক্রসকে পাঠিয়েছেন। ভারতীয় রেডক্রস আজ বেলা আড়াইটায় সংবাদটি পান। রেনার্ডের বার্তায় ছিলঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অফিসাররা পদত্যাগ করছেন এবং রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় চেয়েছেন। অবিলম্বে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সরকারকে খবরটি জানান। আমরা এখানে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।

ভারত সরকার নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিনিধির উপরোক্ত অনুরোধে সম্মত হয়ে ঢাকার হোলিফ্যামিলি হাসপাতাল এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন।

এছাড়া ভারত বর্ষের মধ্যে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিকে কাজ করবার সুযোগ ভারত সরকার দিয়েছেন। মুখপাত্র আরো বলেন, নিরপেক্ষ এলাকা এবং ঢাকা সম্পর্কে ভারত সরকার জেনিভা চুক্তি অনুসরণ করছেন। এর অর্থ হচ্ছে আহত এবং অসুস্থ সৈন্য এবং অসামরিক নাগরিকদের আশ্রয়দান, রাষ্ট্রসংঘ এবং বিদেশীদের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও এই মর্মে ভারতীয় কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মুখপাত্র বলেন, ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতে হলে ঢাকার পাক দখলদার বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা যেন নিরপেক্ষ এলাকা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার না করেন। পিটিআই ইউএনআই।

ঢাকা থেকে রয়টারের অপর এক খবরে জানা যায় যে, পূর্ববঙ্গে অসামরিক সরকারের সমস্ত কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ এম এ চৌধুরীসহ প্রায় ১৬ জন পদস্থ সিনিয়র অসামরিক অফিসার আজ সকালে এখানে রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষিত ইন্টারকন্টিনেন্টালে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

‘গভর্ণর’ মিঃ এ এম মালিকের বর্তমান মতলব জানা যায়নি। যারা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা মিঃ মালিকের লিখিত আদেশেই তা করেছেন। মিঃ মালিক তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা, যেন কাজকর্ম বন্ধ করে নিরপেক্ষ এলাকায় পালিয়ে যান।

খুলনাকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাক সেনাবাহিনী সেখানে ‘শেষ যুদ্ধ’ লড়ে চলেছে।

রংপুর সেক্টরে এদিন আরো যে কয়েকিট শহর ও অঞ্চল দখল করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে খেতলাল, জয়পুর হাট ও খানসামা।

ভারতীয় বিমান বাহিনী এদিনও খুলনা, দৌলতপুর, গোকুল, খাসনামা, জয়দেবপুর ও ময়নামতির ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছে। খুলনা, গোয়ালন্দঘাট, আড়িয়াধাট ও সিরাজগঞ্জে শত্রুসেনারা লঞ্চে, নৌকাযোগে আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়েছিল। তবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাফল্যজনক আক্রমণের ফলে স্থল বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে বলে এখানে মনে করা হচ্ছে।

ঢাকার দিকে

পূর্বাঞ্চল কম্যান্ডের একজন মুখপাত্র কলকাতায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন: ভৈরব বাজারের দিক থেকে ভারতীয় জোয়ানেরা নির্দিষ্ট পথে ঢাকার দিকে এগিয়ে চলছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে খবর হচ্ছে ঢাকায় পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রধান জেনারেল নিয়াজি ও ফরমান আলির মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। একজন এই প্রচন্ড চাপের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলছেন। অপরজন তা অস্বীকার করছেন।

তিন দিক থেকেই ভারতীয় সেনারা যে এগিয়ে চলেছেন, তা ঐ মুখপাত্র এদিন স্বীকার করেছেন। বিমান থেকে যে সকল ছত্রী ভারতীয় সৈন্যকে গত দু'দিনে ঢাকার উপকণ্ঠে নামানো হয়েছিল, তারাও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা ঢাকা শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন বলে জানা গেছে।

শত্রুসেনা রক্ষাব্যূহ

উক্ত মুখমাত্র মনে করেন, পাক সেনারা ঢাকায় রক্ষাব্যূহ আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, ভারতীয় জোয়ানরা সব অবস্থায় মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আরো জানা গেছে, পাক সেনাদের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। ইতোমধ্যে ৪১০২ জন পাক সেনাকে বন্দী করা হয়েছে এবং ৪০৬৬ জন তাদের প্যারা মিলিটারী সৈন্যও ধরা পড়েছে।

বন্দী শত্রুসেনাপতি

কালিয়াকৈরে যে নয়জন পাক সেনাপতিকে বন্দী করা হয়েছে, তার মধ্যে আছেনঃ ৯৩নং ব্রিগেডের কম্যান্ডার খাদির খান, সিভিল আর্মড ফোর্সের সেক্টর কম্যান্ডার লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আকবর, ময়মনসিংহ-এর মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেঃ কর্নেল আমির মোহাম্মদ খান, ৯৩নং ব্রিগেডের মেজর মোহাম্মদ আকবর, রেঞ্জার্সের উইং কম্যান্ডার মেজর আসগর, মেজর আলধর, মেজর মসজিদ, বসির আহমেদ এবং ৯৩নং ব্রিগেডের ৩ নম্বর গ্রেডের জি এস এ ক্যাপ্টেন আনজাম।

ঢাকার দিকে ময়মনিসংহের পথ ধরে ভারতীয় জোয়ানদের যে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের চলার পথে বিশেষ বড় কোন নদীর বাধা নেই বলে সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার জানান। আর নরসিংদীর দিক থেকে যে দলটি রয়েছেন তা ঢাকা শহর থেকে প্রায় এগার মাইল দূরে। উত্তর ও পূর্বদিক থেকে বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে ধাবিত ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক গতিতে এগুচ্ছে বলে ধরা হয়েছে। কারণ টাংগাইল-এ ভারতীয় জোয়ান ও মুক্তিবাহিনীর সমবেত শক্তি কুর্মীটোলার ক্যান্টনমেন্টের চার পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছে।

আরো নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পাক জঙ্গী শাসকদের প্রধানরা তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে রেডক্রসের কাছে নিরপেক্ষ অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন; লেঃ জেনারেল নিয়াজি ঢাকা ধ্বংস হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইছেন। প্রকাশ, শুধু গোলন্দাজ বাহিনী নয়, ভারতীয় বিমান বাহিনী পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উপর বিকেলের দিকে বোমা বর্ষণ করেছেন।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র আরো জানিয়েছেনঃ স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশা'র বাণী সম্বলিত প্রচারপত্র বিমান থেকে গতকাল রাতে ঢাকা শহরে ফেলা হয়েছে। উক্ত মুখপাত্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন : অসামরিক লোকজনদের এলাকায় যাতে সংঘর্ষ না হয়, তার জন্য বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তবে,

ঢাকা মিলিটারী গ্যারিসন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করেছে। অবশ্য তাতে ব্যাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পঃ পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে। আজ পুনরায় সামরিক মুখপাত্র বলেন, ভারতীয় গোলন্দাজরা অসামরিক লোকজনের ওপর গোলাবর্ষণ করছে না।

বগুড়ার পতন

বগুড়ার পতনের পর চারজন পাক অফিসার বন্দী হয়েছে। তবে একজন পলায়ন করতে সক্ষম হয়। পাক সেনারা রংপুর সেক্টরে ক্যান্টনমেন্টকে ঘিরে এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামের বন্দর জ্বলছে

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কম্যান্ডের যুদ্ধ জাহাজ এদিন পুনরায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরের ওপর বোমা ও রকেট নিক্ষেপ করায় বন্দরটি জ্বলতে দেখা গেছে বলে খবর এসেছে। এই দুই বন্দরের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্যই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া শত্রুদের অনেক ব্যারাক, হেড কোয়ার্টার ও ট্রানজিট ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনীর দপ্তরখানা জানিয়েছেনঃ এই আক্রমণের ঘটনার পরে একটি জাহাজও বন্দর ছাড়তে পারেনি। চট্টগন্ম বন্দর এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর চলার পথে মাত্র চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে।

চট্টগ্রামের দিকে সাঁড়াশী অভিযান চালানো হয়েছে। তাছাড়া নৌবাহিনী শত্রুসেনাদের সব জলপথে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের নৌবাহিনী যখন এই যুদ্ধ চালাচ্ছিল, তখন ফ্ল্যাগসীপ বিমানের সাহায্যে আক্রমণের পুরোভাগে ছিল। তারা 'অপূর্ব' কাজ করেছে বলে দাবী করা হয়েছে। নৌবাহিনীর কোন ক্ষতি হয়নি।

শ্রীহট্টের অগ্রগতি

শ্রীহট্ট শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম পরিশোধনাগারটি অক্ষত অবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখল করেছেন। গতকাল বিকেলে যখন এটি দখল করা হয়, সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, তখন সেখানে বারো হাজার গ্যালন পেট্রোলিয়াম ও পর্যান্ত পরিমাণে গ্যাস ছিল। এই পরিশোধনাগার থেকে কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত সার কারখানায়ও গ্যাস পাঠানো হতো। উক্ত মুখপাত্র আরো বলেন, পাক সেনাদের তিনটি বাহিনী ঐ পরিশোধনাগারটি রক্ষা করেছিল। কিন্তু ভারতীয় জোয়ান ও মুক্তিবাহিনী সমবেতভাবে তা আক্রমণ করেন; শত্রুপক্ষের অনেক লোক হতাহত হয়।

১৮ জন পাক সেনার মৃতদেহ এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। শত্রুরা দুটি চীনের ভারী মেশিনগান, চারটি ভারী গাড়ী, কিছুসংখ্যক গোলা ও অন্যান্য অস্ত্র রসদ ফেলে গেছে। তিনজন আহত শত্রুসেনাকে বন্দী করা হয়েছে। শত্রুরা এই কারখানাটি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সার্থক হয়নি।

খুলনা রণাঙ্গন

এই রণাঙ্গনে শত্রুসেনাদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কারণ, তারা মরণপণ করে লড়ছে। পদ্মার ওপরের হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকটে ভারতীয় জওয়ানরা শত্রুদের পাঁচটি বন্দুক, একটি ট্যাঙ্ক, ৮৫টি গাড়ী এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছেন।

১৭৫টি পাক ট্যাঙ্ক

সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেনঃ গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ১৭৫টি পাক ট্যাঙ্ক ও ৮৩টি বিমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি ট্যাঙ্ক অক্ষত আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একদিনের যুদ্ধে নৌবাহিনীর একটি বিমান সমেত ৪১টি বিমান ও ৬১টি ট্যাঙ্ক খোয়া গেছে।

দৌলতনগরে (খুলনা ক্যান্টনমেন্ট) এদিন প্রচন্ড লড়াই চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শত্রুসেনাদের সঙ্গে তাদের গোলন্দাজ বাহিনী আছে। তবে, ভারতীয় জোয়ানরা তাদের কাছ থেকে দু'টি ট্যাঙ্ক কেড়ে নিয়েছে।

কুমিল্লা সেক্টরে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকেও ভারতীয় সেনারা এগিয়ে চলেছে। ঐ ক্যান্টনমেন্টে এক হাজার পাক সৈন্য আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যশোর সেক্টরের দিক থেকে খুলনার দিকে যখন ভারতীয় জোয়ানরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা শত্রুদের ছ'টি ট্যাঙ্কের ক্ষতি করতে সক্ষম হন।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, বগুড়ার নিকটে ইউনিসেফ-এর গাড়ীতে করে পাক সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনী গাড়ীগুলি আটক করেছেন।

মালদা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রী ধীরেন ঠাকুর জানাচ্ছেনঃ সীমান্তের ওপর থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ যে মুক্তিবাহিনী চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেখানে জোর লড়াই হয়েছে। শিবগঞ্জ থানা এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করেছে। পাক বাহিনী এখন রাজশাহী সদরে জমা হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী সূত্রে প্রকাশ যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শীঘ্রই মুক্ত হবে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৭। রাশিয়ার তৃতীয় ভেটো	দি ষ্টেটসম্যান	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE STATESMAN, DECEMBER 15, 1971

RUSSIA VETOES US STUBBORNNESS

From J. K. Banerjy

United Nations, December 14,- Russia today used its third veto in nine days in the Security council to thwart the Nixon Administration's stubborn efforts, somewhat embarrassingly backed by China to freeze the military situation in the Indian subcontinent for President Yahya's benefit.

Foreseeing the fate of the US proposal Italy and Japan had introduced a nine-point resolution and the External Affairs Minister Mr. Swaran Singh said India would examine the proposal at length. The Pakistani delegate Mr. Agha Shahi however, said the proposal was unacceptable.

The proposal envisages a call to India and Pakistan to take all measures to bring about a immediate cease fire and begin disengagement of troops and "an immediate opening of negotiations with a view to achieving a comprehensive political settlement."

Mr. Shingh said later, "Because the Pakistanis reject them it does not mean we would necessarily accept the proposals." The Indian delegation will examine them at some length.

The US resolution had called for cessation of military hostilities but not calling for a simultaneous political deal acceptable to the elected representatives of Bangladesh.

The almost pathological distaste on the part of the majority in the Council to acknowledge the reality of the existence of an independent Bangladesh Government. Without whose cooperation there can be no cease fire was demonstrated when the Council refused to allow despite Soviet attempts the Bangladesh representative Mr. Justice Abu Sayeed Chowdhuryu to put before the Council his Government's views on an acceptable settlement.

Mr. Swaran Singh and Mr. Bhutto both spoke without breaking any new ground. The Indian Foreign Minister offered a firm assurance not to annex any territory east or west as well as not to station troops in Bangladesh after the threat constituted by the presence of Pakistan troops in had receded. His one pre-condition was that the Government of Bangladesh must be made a party to any arrangement dealing with a cease fire that would assure peace and stability in the area.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৮। বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহর পৌঁছেছে, কুড়িটি রুশ রণতরীও আসছে	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পৌঁছেছে

কুড়িটি রুশ রণতরীও আসছে

মার্কিন সপ্তম নৌবহর বুধবারই বঙ্গোপসাগরে এসে হাজির হয়েছে। এই বহরে আছে পরমাণু শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ'। সঙ্গে এসেছে আরও সাতটি রণতরী। এদিন সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো ইউপি আইয়ের এই খবরের পাশাপাশি টোকিও থেকে এপি জানিয়েছে, কুড়িটি সোভিয়েট রণতরীও ভার মহাসাগরে এসে জড়ো হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে এমন জাহাজও এর ভেতর আছে। জাপানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্ররা বলেছেন, গত ৯ ডিসেম্বর জাপানের দক্ষিণতম প্রান্ত ও কোরিয়া উপদ্বীপের মধ্যবর্তী সুসীমা প্রণালীর ভিতর দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী একটি সোভিয়েট ফ্রিগেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে এমন একটি সোভিয়েট ডুবোজাহাজও বঙ্গোপাসাগরের দিকে পাড়ি দিয়েছে।

বুধবার রাতেই নয়াদিল্লীতে কর্তৃপক্ষ মহল বলেছেন, খবর পেয়েছি-মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে ঢুকেছে। বাংলাদেশ থেকে দখলদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার কোন রকম এক্তিয়ারই এই নৌবহরের নেই। সপ্তম নৌবহর বা বাইরের যে কোন শক্তিই হোক-পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর উপর এখন কারও কোন রকম এক্তিয়ার নেই। কারণ, পশ্চিম পাকবাহিনীর সঙ্গে এখন ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছে।

নয়াদিল্লীতে একজন সরকারী মুখপাত্র আজ বলেছেন, মার্কিন নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ মালাক্কা প্রণালীর পশ্চিম দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। জাহাজগুলো কোথায়, কোনদিকে যাবে এবং কেনই বা এসেছে তা এখনো যানা যায়নি। আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যান পাননি। গোড়ায় বলা হচ্ছিল, মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করতেই মার্কিন নৌবহর আসছে। কিন্তু বিগত ৩৬ ঘণ্টা ধরে বলা হচ্ছে, 'রক্তপাতের সম্ভাবনা' দেখা দেওয়ায় পাকবাহিনী ও বিহারী মুসলমানদের অপসারণের জন্যই ওই নৌবহর এসেছে।

আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এল কে ঝা গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের বৈঠকে বলেছেন, পাক সৈন্য ও অসামরিক লোকজন সরিয়ে নিতে বঙ্গোপসাগরের ওই বোম্বেটে মার্কিন নৌবহর যদি বাংলাদেশে জাহাজ ভেড়াতে চায়-তাহলে এই একতরফা ব্যবস্থার দরুন পরিস্থিতি দুরূহ হয়ে উঠবে এবং সমগ্র ব্যাপারটি অনেক বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। শ্রী ঝা আরও বলেছেন, পশ্চিম খন্ডে পাক সৈন্যের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ থেকে যদি পাক সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়-তাহলে এই কাজকে আমরা শত্রুতা বলেই গণ্য করব।

সপ্তম নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল জরজ ম্যাকেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মাকসকে বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানকে এই নৌবিহরের তৎপরতার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে তাঁর বহরের কর্মক্ষেত্র ভারতের পশ্চিম দরিয়া অবধি প্রসারিত করা হয়েছে। এ এফ পি এই খবর দিয়ে জানাচ্ছেন, গত সোমবার ম্যানিলায় মার্কিন- ফিলিপিনো যৌথ প্রতিরক্ষা পর্যদের বৈঠকে অ্যাডমিরাল ম্যাকেন প্রেসিডেন্ট মারকসকে একথা জানিয়েছেন। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের জাহাজগুলি দুই ভাগে ভাগ হয়ে সোমবার ও মঙ্গলবার গোপনে সিঙ্গাপুর অতিক্রম করে।

কূটনৈতিক সূত্র থেকে বলা হয় যে, 'আটটি জাহাজ এখন বঙ্গোপসাগরে রয়েছে।'

বেসরকারী জাহাজী মহলও এন্টারপ্রাইজ এবং অন্য জাহাজগুলির চলাচলের খবরের সত্যতা সমর্থন করেছেন।

উল্লিখিত সূত্র থেকে আরও জানানো হয়, 'এন্টারপ্রাইজ'-এর সঙ্গে রয়েছে আক্রমণক্ষম জাহাজ 'ত্রিপোলী'। হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ 'ত্রিপোল'-তে ২৩ টি হেলিকপ্টার আছে। অন্যান্য জাহাজের মধ্যে আছে ডেসট্রয়ার বা ডেসট্রয়াল রক্ষী জাহাজ ও টেন্ডার জাতীয় জাহাজ। একটি মহল থেকে বলা হয়-উপকূলে অবতরণের উপযোগী জলযানও এই সঙ্গে রয়েছে।

নয়াদিল্লীর ওয়াকিবহাল মহল থেকে বলা হয়-সপ্তম নৌবহরের চলাচলের সংবাদে বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের কোন হেরফের হবে না।

বোবা নীতি

ওয়াশিংটনের খবরঃ সপ্তম নৌবহরের চলাচলের যে কোন খবর সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র এখনও যথারীতি সম্পূর্ণ নীরব থাকার নীতি বজায় রেখেছে।

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী ঝা আরও বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন যে, গত শুক্রবার একটি মার্কিন 'টাসক ফোরস' (বিশেষ কাজের জন্য প্রেরিত মার্কিন বাহিনী) ভিয়েতনাম থেকে যাত্রা করেছে। এই বাহিনীটি বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্য, অসামরিক ব্যক্তি এবং ওই অঞ্চলে এখনও যেসব মার্কিন নাগরিক রয়েছে, তাদের সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারে।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বলেন, বিদেশীদের ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিদেশী বিমান ব্যবহারে আপত্তি করেননি।

আমেরিকা বোম্বেটেসুলভ কূটনীতি (গানবোট ডিপলোমেসি) অনুসরণ করছে অভিযোগ করে শ্রী ঝা বলেন-এইভাবে জাহাজ পাঠিয়ে দেওয়ায় ভারসাম্যের অভাব এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যাচ্ছে।

শ্রী ঝা এই নৌবহরের অগ্রগতিকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব শ্রী যোসেফ সিসকোকে ওই সংবাদ জানানো হয়। শ্রী সিসকো সংবাদের সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করেন নি।

সংসদে ক্ষোভ

বুধবার নয়াদিল্লীতে সংসদের উভয় কক্ষে সদস্যরা বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তন নৌবহরের প্রবেশ সম্পর্কে সরকারের কাছ থেকে বিবৃতি দাবী করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেন নি।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪০৯। আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজীকে কয়েক ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে	হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

HINDUSTAN STANDARD, DECEMBER 16, 1971

NIAZI GIVEN A FEW HOURS TO SURRENDER

From Our Special Correspondent

New Delhi, December 15 -Lt. Gen. Niazi, Commander-in-Chief of the West Pakistan occupation forces in Bangladesh has requested India for a cease-fire. General Manekshaw, Chief of the Indian Army Staff, has again called for a surrender of the occupation army and given Lt. Gen. Niazi time till 9 a.m. tomorrow to accept the surrender call.

As a token of his good faith. General Manekshaw has informed Lt. Gen. Niazi that India suspended air action against his forces with effect from 5 p.m. today till 9 a.m. tomorrow. Operations by Indian land forces and the Muktibahini will however, not be suspended.

Lt. Gen. Niazi's request for a cease-fire in Bangladesh was conveyed in a message to General Manekshaw through the courtesy of the US Embassy at New Delhi at 12-30 p.m. The message was witnessed by Maj. Gen. Farman Ali, military adviser to the Governor under the military regime. General Manekshaw's reply was also routed through the US Embassy.

The Indian spokesman who disclosed this evening that messages had passed between Lt. Gen. Niazi and General Manekshaw would not say what the former's message said. Bur General Manekshaw's reply the full text of which was released gave an indication of part of the contents of the West Pakistani Army officer's message.

Gen. Manekshaw told Gen. Niazi "I have received your communication regarding cease fire in Bangladesh at 14-30 hrs, today through the American Embassy in New Delhi.

I have previously informed Gen. Farman Ali in two messages that I would guarantee (A) safety of all your military and paramilitary forces who surrender to me in Bangladesh.

(B) Complete protection to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistani origin, no matter who they may be. Since you have indicated your desire to stop fighting I expect you to issue orders to forces under your command in Bangladesh to cease fighting immediately and surrender to my advancing forces wherever they are located.

I give you my solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to and I will abide by the provisions of the Geneva Conventions. Further, as you have many wounded I shall ensure that they are

well cared for and your dead given proper burial. No one need have any fear for their safety no matter where they come from. Nor shall there be any reprisal by forces operating under my command.

Immediately I receive a positive response I shall direct General Aurora Command of Indian and Bangladesh forces in the Eastern theatre to refrain from all air and ground action against your forces. As the token of my good faith I have ordered that no air action shall take place over Dacca from 17-00 hours today.

I assure you I have no desire to inflict unnecessary casualties on your troops as I abhor loss of human lives. Should however, you not comply with what I have stated you will leave me with no other alternative but to resume my offensive with the utmost vigour at 09 00 hrs on the morning (lsl) of December 16.

In order to be able to discuss and finalize matters quickly I have arranged for a radio link on listening watch from 17-00 hours P' today (December 15). Frequency will be 66.05 KH by day and 32.16 KH by night.

The call signs will be Cal-Bac. I would suggest to you to instruct your signalers to restore microwave communications immediately. Message ends.

The Voice of America quoting a report from Dacca said late tonight that Pakistan President Yahya Khan in a message to Gen. Niazi had advised him "to stop fighting if necessary."

An official spokesman in Rawalpindi however, denied that any negotiations were in progress between the Pakistani military command in Dacca and the Indian authorities. BBC reported tonight.

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪১০। ঢাকার ভিতরে ভারতীয় কামান	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

‘নিরাপদ এলাকা’ ও খালি বাড়িতে পাক সৈন্যের ঘাঁটি
ঢাকার ভিতরে ভারতীয় কামান গোলা দাগছে

ভারতীয় পদাতিক সৈন্যেরা ঢাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছেন। শহরের মহল্লায় মহল্লায় তাঁরা বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর কামান দেগে চলেছেন। ওদিকে মিত্রবাহিনী চট্টগ্রাম থেকে আসছেন মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

মেঘনার দক্ষিণ তীরে দাউদকান্দি থেকে যে সব পদাতিক বাহিনী আসছিলেন, তাঁরা পথের সমস্ত নদীর বাধাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। এখন চর্তুদিক থেকেই পদাতিক সৈন্যরা নগরীকে নাগপাশের মত এটেঁ ধরছেন।

বুধবার কলকাতায় একজন সামরিক মুখপাত্র আরও জানান, পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর মরটারের গোলার জবাব দিচ্ছে।

খবর পাওয়া গিয়েছে, ঢাকার যে সব অসামরিক লোকজন বাড়িঘর ফেলে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, শত্রুসৈন্যরা তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছে।

একজন বিদেশী সংবাদদাতার প্রশ্নের জবাবে মুখপত্র বলেন, ‘আমাদের সেনাবাহিনী এসব বাড়িকে সামরিক লক্ষ্য বলে গণ্য করেছেন।

নয়াদিল্লীতে জনৈক সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, ঢাকায় দখলদার বাহিনী আত্মরক্ষার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে।পাক জঙ্গীশাহী তাদের সেনাদের ঢাকার নিরপেক্ষ অঞ্চল ও অসামরিক এলাকায় জড়ো করেছে। খান সেনাদের সদর দফতর হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিমান বাহিনীর সদর দফতর করা হয়েছে যক্ষ্মা হাসপাতালে। আর সামরিক পর্যবেক্ষণস্তম্ভের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ঢাকার ইন্টারকনটিনেনটাল হোটেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসব স্থানগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জ-কর্মী এবং রেডক্রসের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে।

আমাদের বিমান বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া এক নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা যায়, খান সেনারা ঢাকার উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি বাংকারের উপরে অসামরিক লোকদের আটক করে রেখেছে। এর উদ্দেশ্যে, ভারতীয় আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা।

কলকাতায় সামরিক মুখপাত্র বলেন, দলে দলে ছাত্রী সৈন্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঢাকার ১৮ কিলোমিটার দূরবর্তী জয়দেবপুরের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। অন্য দিকে নরসিংদীর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর আর একটি দলও দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে আগুয়ান।

মুখপাত্র ঢাকার কাছাকাছি ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান-স্থলের বিস্তৃত বিবরণ দিতে অস্বীকার করেন।

ময়নামতীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে

কুমিল্লা খন্ডে ভারতীয় বাহিনীর প্রবল চাপে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে শত্রুর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে। এখন ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অর্ধেক ভারতীয় নিয়ন্ত্রনে।

ভারতীয় বাহিনী খুলনা শহরের শিরমনি অঞ্চল মুক্ত করেছেন। বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানী সৈন্যরা গত পাঁচ দিন ধরে এখানে জোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যরা খুলনার পথে ইতিমধ্যে নদী ও জলাভূমির বাধা অতিক্রম করে ফেলেছেন।

মুখপাত্র বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা যশোরের উত্তরে মধুমতী নদী পার হয়ে অপর পারে ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। এখান থেকে ফরিদপুর শহর ও ঢাকার পথ উন্মুক্ত।

শ্রীহট্ট খন্ডে পাকিস্তানি সৈন্যরা কোণঠাসা। এখানে বালুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানী পাক সৈন্য বুধবার ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

বুধবার ফরিদপুর খন্ডে কুমারখালি ঘাটে প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়েছে। মধুমতী নদী পার হয়ে ভারতীয় বাহিনী এখানে দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে।

যশোর জেলার যোগাযোগ কেন্দ্র মাগুরা থেকেও ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর একটি সম্মলিত দল মধুমতী নদী পার হেয় গোয়ালন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। গোয়ালন্দ মুক্ত হয়ে গেলে যে সব পাক সৈন্য এখনও মরিয়া হয়ে জলপথে পালবার চেষ্টা করছে, তাদের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

যমুনা নদীর এপারে সিরাজগঞ্জ ও ওপারে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের দিকেও ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা অগ্রসরমান। এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছত্রভঙ্গ পাকসেনাদের পালাবার পথ রোধ করা।

দিনাজপুর, রংপুর ও সৈয়দপুরে পাক ফৌজরা এখনও বাধা দিচ্ছে।

রামগড় মুক্ত

দুদিন যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী গত ১০ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের মহকুমা শহর রামগড় মুক্ত করেছেন।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪১১। পাকিস্তান হার মানল...	আনন্দবাজার পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান হার মানল

নিয়াজির বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশে দখলদার পাক ফৌজ বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেছে। এবং আত্মসমর্পণ করছে বিনাশর্তে। ঐ ফৌজের সর্বাধিনায়ক লেঃ জঃ নিয়াজি আত্মসমর্পণের শর্তাদি নিয়ে আলোচনার জন্য ইস্টার্ন কমান্ডের অধ্যক্ষ মেঃ জঃ জেকবকে ঢাকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। জেঃ জেকব তদানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালেই হেলিকপ্টারে ঢাকা রওনা হয়ে যান।

এই সম্পর্কে নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছেঃ জেনারেল মানকেশ আত্মসমর্পণের-যে আহবান জানিয়েছিলেন, আজ সকালে লেঃ জেঃ নিয়াজী তাতে সাড়া দেন। ঢাকা থেকে মাইক্রোওয়েভ মারপত তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হওয়ার কথা জানান।

জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের সময়-সীমা বেধেঁ দিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা। কিন্তু তখন পর্যন্ত জেঃ নিয়াজির কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় ভারতীয় বিমান বহর ঢাকার সামরিক লক্ষ্য বস্তুগুলির উপর বোমাবর্ষণ এবং সেন্য বাহিনী পুনরায় ঢাকার সামরিক ঘাটিঁগুলির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। এর কিছু পরেই পাওয়া যায় আত্মসমর্পণের খবর।

জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে সর্বশেষ যে বার্তা পাওয়া গিয়েছে তাতে তিনি আরও ছয় ঘণ্টা বোমাবর্ষণ বন্ধের জন্য আরজি জানিয়েছেন। সেই আরজিতে সায় দিয়ে বেলা তিনটা পর্যন্ত বোবমাবর্ষণ মূলতবি রাখা হয়েছে।

সকাল পর্যন্ত চুপচাপ

জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের সময়-সীমা বেধেঁ দিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা। কিন্তু জেনারেল নিয়াজি তখন পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ফলে ভারতীয় ফৌজ নয়টার পর ফের গোলগুলি বর্ষণ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ। পাক সেনাপতির তখন চৈতন্যোদয় হয়। আত্মসমপর্ণে তিনি রাজি হন, মানকেশ'র কাছে বার্তা পাঠান এবং আত্মসমপর্ণের শর্তাদি নিয়ে আলোচনার জন্য জেনারেল জেকবকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান।

শিরোনাম	উৎস	তারিখ
৪২০। নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ	যুগান্তর	১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ
বৃহস্পতিবার ঢাকায় দলিল স্বাক্ষর

নয়াদিল্লী, ১৬ ডিসেম্বর (ইউ এন আই)- পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী আজ বিনাশর্তে মুক্তিবাহিনীর সহযোগী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পূর্ণ মুক্তি লাভ করলো। আত্মসমর্পণের নথিপত্র স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ পাক বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী এবং ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের জি ও সি ইন সি লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা। লেঃ জেঃ অরোরা এই উদ্দেশ্যে আজ দুপুরে বিমানযোগে বাংলাদেশের রাজধানীতে গিয়েছিলেন। বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে এই নথি স্বাক্ষরিত হয়।

পাক দখলকার বাহিনীরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের কথা প্রধাণমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী লোক সভায় ঘোষণা করেন এবং রাজ্যসভায় এই কথা ঘোষণা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম। বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় উভয় কক্ষে একই সঙ্গে এই ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় কক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়সূচীর বাইরেও তাঁরা অধিবেশন চালিয়ে যান।

আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা করেন ইস্টার্ণ কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকব। আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ'র চরমপত্র অনুযায়ী আজ সকলা ন'টার পরেই জেনারেল নিয়াজী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের কথা জানান।

সকাল ন'টার দশ মিনিট পূর্বে জেনারেল নিয়াজীর বার্তা এসে পৌঁছায়।

আত্মসমর্পণের শর্ত

পাকিস্তানী বাহিনীর লেঃ জেঃ নিয়াজী ভারতীয় বাহিনীর লেঃ জেঃ অরোরার কাছে প্রদত্ত যে আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করেন তাতে আছে, এতদ্বারা পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জি ও জি ইন সি লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে পাক বাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড বাংলাদেশস্থিত সমস্ত পাকিস্তানী সশস্ত্র সৈন্যের আত্মসমর্পণের কথা স্বীকার করছে। আত্মসমর্পণ যারা করেছে তাদের মধ্যে আছে পাকিস্তানী স্থল, বিমান নৌবাহিনীসহ প্যারামিলিটারী বাহিনী ও অসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর সমস্ত সৈনিক।

এই সমস্ত বাহিনীর সৈনিকেরা যে যেখানে আছে সেখানকার লেঃ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর কাছে অস্ত্র ও আত্মসমর্পণ করবে। এই নথি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানী ইস্টার্ণ কমান্ড লেঃ জেনারেল অরোরার অধীন হয়ে যাবে।

এই আদেশ যে অবজ্ঞা করবে তাকে আত্মসমর্পণ শর্তের পরিপন্থী বলে মনে করা হবে এবং যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আত্মসমর্পণ শর্তাবলী সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দিলে লেঃ জেনারেল অরোরা সে বিষয়ে যে ব্যাখা করবেন তাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে।

লেঃ জেনারেল অরোরা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জেনেভা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্মান ও মর্যাদামুক্ত ব্যবহার করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

নির্ঘণ্ট

(বাংলা)

অ
অনিরুদ্ধ ৮৬৮
'অপারেশন ওমেগা' ৮৭৭
অমৃতসার, ৯৩৬
অরোরা, জগজিৎ লেঃ জঃ ৯৩১-৩২, ৯৪৯, ৯৫৪-৫৫,
আ
আই,এন, টি, ইউ,সি ৭৫৬
আই, এম, এ, ৮১৫, ৭০৮
আই, এস, ৮১৫

আইকম্যান, ৮৬৪
আইনুল, ৮৬১
আওয়ামী লীগ, ৬৯৬, ৭৫৪, ৭৬৭, ৭৭১, ৮১৮ ৮২৯
আকবর, মোহাম্মদ, লেঃ কর্নেল, ৯৬৯
আকাশবাণী, ৮৩৬, ৯৫৯
আখাউড়া, ৯২৯-৩০, ৯৩৫-৩৬, ৯৪০-৪১,৯৪৯ ৯৫৩
আখতার, শাহীন, ৮৪৯
আগরতলা, ৬৯৬, ৯৩২, ৯৪০-৪১, ৯৫২
আচার্য্য, মাধবী, ৮৫০
আড়িয়াঘাট, ৯৬৮
আদি কংগ্রেস, ৭৩১
আনজাম, ক্যাপ্টেন ৯৬৯
আন্তর্জাতিক বিচারালয় ৭৫৩
আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি, ৭৪৩
আফ্রো-এশীয়, ৬৮৯
সংহতি, ৭০৭
আফ্রিকা, ৭৬৭, ৮২৯, ৯০৪
আবু-জাফর, সিকান্দার, ৮৫০
আবেদিন জয়নাল, ৭৪৯
আর,এস,পি,৭৩১, ৭৬৪-৬৫
আমেদ, ফকরুদ্দিন আলী, ৭৯৯
আমিনুল ৮৬৮
আমেরিকা, ৬৮০, ৬৮৯, ৭১২, ৭৪০, ৭৪২, ৭৫৩, ৭৬৩, ৭৬৯, ৭৭২, ৮১৪, ৮৮০,৮৩৪ -৩৫, ৮৪০-৪১, ৮৭৭, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৭৩
সাংবাদিক, ৯৬৪
আরাকান,৮৬৩
আরবদেশ, ৮১৮
আরবরা,৭৭২
আলজিরিয়া, ৯০৩-০৪
আলধর, মেজর, ৯৬৯
আলী, অরুণা আসফ, ৮২১
আলি মনসুর, ক্যাপ্টেন ৬৯৬
আলী,রাও ফারমান, মেজর জেনারেল, ৯৫৮-৫৯, ৯৬৯
আলি হোসেন, ৭২৮, ৮৪৯
আলম, রফিকুল, ৮৫০
আশুগঞ্জ, ৯৫২, ৯৫৪, ৯৫৬
-ফেরীঘাট, ৯৫১,
আসগর, মেজর, ৯৬৯
আসাম, ৭৪৯,৭৬৭,৭৭৬, ৭৯৭, ৮৮১
আসসালাফি যুব আন্দোলন (ইয়েমেন)৮১৮
আহমেদ, ফখরুদ্দীন, আলি, ৮৭৩
আহমেদ, তাজউদ্দীন, ৬৯৬, ৭৩০
আহমেদ, খোন্দকার মুস্তাক, ৬৯৬, ৮৬৪-৬৫
আহম্মদ ফ্লোরা, ৮৫০
আহসান, সৈয়দ আলী, ৮২৮

ই
ই,পি, ৭৫৫
ই,পি,আর, ৭৭১
ই,বি,আর, ৯৪১
ইউ, এন, আই, ৬৮১, ৭৬২, ৭৯৯, ৮৩০, ৮৩৩, ৮৩৬, ৮৪৫,৯০০,৯৬৭,৯৬৮
ইউ,টি,ইউ,সি, ৭৫৬
ইউ,পি,আই,৯৩৬, ৯৫৫,৯৭৩
ইউরোপ, ৯৭৪
ইউ,বি,আই,এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন,৭০৮
ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ৭০৭
ইউনির্ভাসিটি ইনষ্টিটিউট হল,৭০৭
ইউনিসেফ, ৯৭১
ইতালী, ৯৩২, ৯৩৩

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ৯৪১, ৯৬৭-৬৮
ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, ৭০৮
ইন্দিানেশিয়া, ৮০৯
ইন্দিরা কংগ্রেস কমিটি, বোম্বাই প্রদেশ, ৮১৬
ইনষ্টিটিউট অব ট্রাটেজিক ষ্টাডিস, ৭৭১
ইমান, ৮৬৮
ইরান, ৭৭২, ৯০৩
ইসলাম ধর্ম, ৭৪৩
ইসলাম, সৈয়দ নরুল ৬৯৬, ৮০০, ৮০৭-০৮
ইসলামাবাদ, ৬৭৯-৮১, ৭১৯, ৭৩৮-৩৯, ৭৯০, ৮৩৩, ৮৪০-৪১, ৯৪৩-৪৪, ৯৬৭
ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯৪১
ইস্ট ইন্ডিয়া ফারমাসিউটিক্যালস ৮০৩
ইসমাইর, মহম্মদ ৭৩০-৩১
ইসরাইল, ৭৭২
ইহুদি, ৭৪২, ৮৪১, ৮৬৩-৬৪
ইংল্যান্ড, ৭৬৯, ৭৯৩

ঈ
ঈশ্বরদি, ৯৬৪

উ

উত্তর কোরিয়া,৮০৯

উথাণ্ট, ৮৪৬,৮৬৫,৯৩৪

উর্দু ভাষা,৭৪২,৮৩৬

এ
এ,আই,টি,ইউ,সি, ৭৫৬
এ,এফ,পি, ৯৭৪
এ,পি, ৯৩৩
এ,বি,টি,এ-কো অর্ডিনেশন কমিটি, ৭০৬
এইচ,এম,এস, ৭৫৬
এইচ,এম,পি, ৭৫৬
এইড কনসোর্টিয়াম, ৭৭৬
একতাবপুর, ৯৪০
এজবাষ্টন,৭৯৩
এন, সি, সি, ৮২৩
খাইবার, ৮৩৯
ঢাকা, ৮৩৯
বাবর, ৮৩৯
এল্টিগঞ্জ, ৯৪৯
এস, ইউ, সি ৭৬৪
এস, এস, পি, ৭৩১
এস,ও, এস, ৮১৩, ৯৩৬
এশিয়া, ৯৭৪

ও
ও, ডি, ওয়াই, ৭০৮
ওঅর অন ওয়াণ্ট, ৭৭৬

ক
কক্সবাজার,৯২৯,৯৩৫,৯৩৭, ৯৪৯,৯৬৪ ৯৭০
কমলাপুর ঘাঁটি ৯২৮, ৯৩০, ৯৪০
করাচী,৭৬৭,৮২৯,৮৩২-৩৪,৮৩৮-৩৯,৯২৮
কসবা, ৯৩৮-৩৯
কলকাতা,৬৭৬,৭০৬,৭১৯,৭২৮,৭৪৯,৭৬৪ ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৭৪, ৭৭৬, ৭৯০,৭৯৭,৭৯৮, ৮০০, ৮০২,৮০৯-১০,৮১৩, ৮১৫, ৮১৭,৮২০,৮৩৮,৮৪৯ -৫০,৮৭৭,৯৩১, ৯৩৫-৩৬, ৯৩৮,৯৪১, ৯৪৯, ৯৫৬-৫৭, ৯৬৪, ৯৬৮, ৯৭৭

-ডেপুটি হাইকমিশন,২৭০
-ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ,৮০১,৮০৩ (কলকাতা)
-পাঠভবন (দক্ষিণ), ৭০৮
-পৌরসভা, ৭০৭,৭৬৪
-বিশ্ববিদ্যালয়, ৭০৭
-ময়দান, ৮৬৮
-কল্যাণ, সুন্দরম, ৭৯৬
কায়কোবাদ, ৮৬৮
কাইয়ুম, ৭৫৪
কাউঠানগর, সেতু, ৯৫১

কানের, ৮০৯
কামরুজ্জামান, এ, এইচ,৬৯৬
কার্লেগার, ৭৭১
কালিগঞ্জ, ৯৩৯-৪০
কালাত্মর, ৭৬৩
কালিয়াকৈর, ৮৯৯
ক্যালকাটা কেমিকেলস ৮০৩
কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, ৮০৩
কাশ্মীর, ৭৩০, ৭৭১
-আজাদ, ৭৭৩
কিউবা, ৭৪০৭৬৮
কুড়ি, ৯৩৯
কুমারখালি ঘাট, ৯৭৮
কুমিল্লা, ৯৩০,৯৩৪, ৯৪০, ৯৪১,৯৪৯, ৯৫১, ৯৫৫, ৯৫৭, ৯৭১,৯৭৮
-বিমানঘাঁটি ৯৪৯
কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটি ৯৩২, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৬৯
কুলাউড়া, ৯৩০, ৯৩৯
কুলটী, ৭০৮
কুশিয়ারা, ৯৭১
কুষ্টিয়া, ৬৮৮, ৯৪০, ৯৫০-৫১,৯৫৪,৯৫৭
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, ৭৩১, ৭৬৯
কেমব্রিজ, ৭৫৩
কেলোগ, ৮২৮, ৮৩৪
কেলাশনগর, ৮৯৯
কোচবিহার,৭৪৯
কোটচাঁদপুর, ৯৩৫, ৯৪০
কোটাক, ৯৪১
কোন্নগর, পৌরসভা, ৭০৮
কোরিয়া ৭৬৭, ৮১০, ৯৭৩
কোসিগিন, ৯০৩
কৃষ্ণমেনন, ৭৬৩

খ

খড়গপুর থানা, ৭০৮
খান, আব্দুল গফফার খান, ৮০৭
খান আমির মোহাম্মদ লেঃ কর্নেল, ৯৬৯
খান, আয়ুব, ৬৮০, ৮৩৫, ৮১৩,৮১৬,৮১৮,৮২২,৮২৮-৮২৯,৮৩০, ৮৩৬,৮৩৯-৮৪১,৮৫০,৮৬৪৬৫,৮৭৭,৯০৪ ৯৫৯, ৯৬৭
খান, খিদির, ৯৬৯
খান, টিক্কা,৭৫৩
খান, বাদশা, ৭৫৪-৫৫
খান্না, শিবকুমার, ৭৬৪
খাতুন, সনজিদা, ৮৪৯-৫০
খানসামা, ৯৬৮
খার্তুম চুক্তি, ৮৪১
খালিদকর, আর, কে, ৭৪৮-৪৯, ৭৯৬
খালিশপুর, ৯৪০
খিদমৎগার, খোদাই, ৭৫৫
খুলনা, ৬৮৮, ৯৩৬, ৯৩৮, ৯৪৯-৫৬-৫৭, ৯৬৪,৯৬৮,৯৭১,৯৭৭
-ক্যান্টনমেন্ট, ৯৭১
-স্টীমারঘাট, ৯২৯
খেতলাল, ৯৬৮
খেরি, ৯২৮
খোকন, ৮৬৮
খোজাডাঙ্গা, ৭৪৯
খৃষ্টান, ৮০০, ৮৪১

গ

গঙ্গা, ৯৩৯
গণি, এ, এম, ও, ৭৪২
গাইবান্ধা, ৯৫৩,৯৫৭
গাঙ্গুলী, অজিত, ৮২১
গাজিপুর, ৯৩০
গান্ধী ইন্দিরা, ৬৭৯, ৭৩১, ৭৩৮-৪০, ৭৪৯, ৭৬২-৬৩, ৭৬৯, ৭৭৩, ৭৯০-৯১, ৭৯৬-৯৮ ৮০৭, ৮০৯-১০, ৮৪১, ৮৭৪, ৯০০, ৯০৩-০৪ ৯০৬, ৯৪১,৯৪২-৪৩

-কোসিগিন যুক্ত বিবৃতি, ৯০৪
গিরি, ভি,ভি, ৮৭৪
গুর্গেনভ, ভি, ৮১৭
গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, ৭৩১, ৭৭৫

গুহ, সমর, ৭৬৩
গ্রেটেন, ড্যানিয়েল, ৮৭৭
গেরিলা, ৭৩৯, ৯৫২
-যুদ্ধ, ৮২৩
গোকুল, ৯৬৮
গোপালন, এ, কে, ৭৩১
গ্রোমিকো, ৮৭৪
গোমতী নদী, ৯৪০
গোবিন্দগঞ্জ, ৯৫৭
গোরে, এন, জি, ৭৩১
গোলপুকুর, ৮০২
গোস্বামী, চুনী, ৮৬৮
গোঁয়াইঘাঁট,৯৩৯
গোয়ালন্দঘাঁট, ৯৫০, ৯৫৪, ৯৬৪, ৯৬৮,৯৬৯

ঘ

ঘোষ, কে,পি, ৭৬৪
ঘোষ, কল্যাণী, ৮৫০
ঘোষ, তরুণকান্তি, ৭৪৯
ঘোষ, দেবেন, ৮১৫
ঘোষ, ফটিক,৮২০
ঘোষ, শান্তিদেব, ৮৫০

চ

চক্রবর্তী, দীনেন, ৯৫৩
চক্রবর্তী, দেবনাথ, ৮২১
চক্রবর্তী নীরেন, ৭০৭
চক্রবর্তী রেনু, ৮২১
চক্রবর্তী,যতীন, ৮২০
চব্বিশ পরগণা, ৮১৩
চট্টগ্রাম, ৬৮৮, ৮৬৩, ৯২৮-২৯,৯৩৫-৩৬, ৯৩৭, ৯৪১, ৯৪৯, ৯৫১, ৯৫৬, ৯৫৮,৯৫৯, ৯৭০, ৯৭৭-৭৮
-বন্দর,৮৩৯, ৯২৮, ৯৬৮
-বিমানঘাঁটি, ৯৪৯
-বেতার, ৯৪১
-বিশ্ববিদ্যালয়, ৮২৮
-সেক্টর,৯৬৪, ৯৬৮
চরখাই, ৯৩০
চরণ (অর্থমন্ত্রী), ৭৩১
চরবাংলি,৯৪০
চাকুলিয়া, ৭৪৯
চাঁদপুর, ৯৩৫, ৯৪০,৯৪৯, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৬
চাপাইনবাবগঞ্জ, ৯৭১
চালনা, ৯৪০,৯৪৯, ৯৫৬,৯৬৪
চীন, ৬৮০, ৭১২, ৭৪৩, ৭৫৩, ৭৬৬-৬৮,৭৬৯-৭০,৭৭১-৭৩, ৮১৪, ৮৩৪,৮৪০,৮৭৪,৮৯৯ ৯৩২, ৯৭৪
চুয়াডাঙ্গা, ৯৩৯, ৯৫০-৫১
চেকোশ্লাভিয়া, ৭৪০
চেঙ্গুটিয়া, ৯৫৬
চেমবারলিন, ৭৯৬
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড, ৭৭৬
চোপরা, আর, এনম, ৭৪৯
চৌদ্দগ্রাম, ৯৩০
চৌধুরী, এম, এ, পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল, ৯৬৮
চৌধুরী, এল,কে, দাস, ৭৭৪
চৌধুরী, জহুর আহমদ, ৯৪১
চৌধুরী, ত্রিদিব, ৭৩১
চৌধুরী,দত্ত, ৮১৭
চৌধুরী, প্রবল, ৮৪৯
চৌধুরী, ভবানী রায়, ৭০৬, ৮২২০
চৌধুরী, মঈনুল হক, ৭৯৬
চৌধুরী রমা, ৭০৮
চৌধুরী, সমর রায়, ৮১৫
চৌধুরী, সলিল, ৮৫০
চ্যবন, যশোরমন্তরাও, ৮৯৯-৯০০,৯০৩
চ্যাটার্জী, মাখন, ৮২০
চ্যাটার্জী, সুধীন, ৮৬৮

ছ

ছ’দফা, ৬৭৯, ৭৫৪
ছাত্র পরিষদ (নবকংগ্রেস), ৭০৬
ছাম্ব ৯৩৬

জ

জগন্নাথগঞ্জ ঘাঁট, ৯৭৮
জগবন্ধু স্কুল, ৭০৮
জনসঙ্ঘ, ৭৩১
জয়ান্তীয়াপুর, ৯৩৯

জয়দেবপুর, ৯৬৩, ৯৬৭-৫৮, ৯৭৭
জয়পুরহাট,৯৬৮
জয়বাংলা, ৬৮১, ৯৪১, ৯৪২
জাকির, ৮৬৮
জাতিসংঘ, ৭৭৫
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ৭৫৬
জাতীয় পরিষদ, ৯৩২
জাতীয় সভা ৬৯৬
জাপান, ৭১২, ৮১৪, ৯৩৩,৯৭৩
জাপানী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,৯৭৩
জামালপুর, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৫০-৫২,৯৫৪,957
জামিসন, টমাস, ৭৪৮
জার্মান, ৭৭২
জার্মানী, ৮৬৩
জাহান, সারওয়ার, ৮৫০
জ্যাকব, জে, এফ,আর, মেঃ,জেঃ ৯৩৮-৩৯
৯৭৯
জিন্না, ৭৫৪-৫৫
জীবনগড়, ৯৩৯
জীবন বীমা কর্মচারী সমিতি, (পূর্বাঞ্চল), ৭০৬
জুরি, ৯৩৯
জেনেভা, ৭৪৮
-কনভেনশন, ৭৭৪, ৯৪০, ৯৫৯, ৯৬৮
রেডক্রস, ৯৬৮

ঝ

ঝা, এল, কে, ৮৩০,৯৭৩-৭৪
ঝা, বিনোদানন্দ, ৯০০
ঝিনাইদহ, ৯৩৮,৯৪০, ৯৪৯
-যশোর রোড, ৯৩৮, ৯৫১

ট

টঙ্গী, ৯৩৬, ৯৪১
-কালিক্টর,৯৬৭-৬৮
টাকি, ৮০২-০৩
-সেন্যের বাগান, ৮০২
টাঙ্গাইল, ৯৬৩, ৯৬৯
'টাসক ফোরস' ৯৭৪
টিউনিসিয়া, ৯০৩
ট্রাম শ্রমিকদের যুক্ত কমিটি, ৯৫৩
টোকিও, ৯৭৩

ঠ

ঠাকুর, ধীরেন, ৯৭১
ঠাকুরগাঁও, ৯৩০, ৯৩৯,৯৩৯

ড

ডাঙ্গামারা, ৯৫৬
ডালহৌসী স্ট্রীট, ৮১০
ডি, এম, কে, ৭৩১
ডি, এস,ও ৭০৬
ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ইউনিয়ন
ইরাক, ৮১৮
লেবানন ৮১৮
সিরিয়া ৮১৮
ড্রাইডেন সিনেমা হল, ৮৩৮

ঢ

ঢাকা, ৬৮৮, ৭১১, ৭১৯-২০, ৭২৯, ৭৪০,
৭৭৪, ৭৯২, ৮১৩, ৮৩৮,৮৬৪,৯২৮-৩১,৯৩২
৯৩৫-৩৬, ৯৩৮, ৯৪১, ৯৪৯, ৯৫১-৫৭,৯৬৩-
৬৪, ৯৬৮-৭০, ৯৭৭,৯৮০
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ৯৬৯
ঢাকা বিমানঘাঁটি, ৭৭১, ৯৪১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৭৭
ঢাকা মিলিটারী গ্যারিসন, ৯৭০
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৮২৮
ঢাকা রেডক্রস, ৯৬৮
ঢাকা হোলিফ্যামিলি হাসপাতাল, ৯৬৮

ত

তসলিম, ৮৬৮
তামিল, ৭৭১
তাসখন্দ, ৭২৯,৯০৩
তিতাস নদী, ৯৩৯, ৯৫২
তুরস্ক, ৭৭২
তেজগাঁও বিমানঘাঁটি, ৯৩২, ৯৩৬, ৯৪০
তেঁতুলিয়া, ৮০২
ত্রিপুরা, ৭৬৭, ৭৭৬,৭৯৭

থ

থাগ্গা ৭৬৭

দ
দত্ত, অম্লান, ৭০৭
দত্ত, গুরু সদয়, ৮৫০
দত্ত, নির্মল, ৭০৮
দর্শনা, ৯৩০, ৯৩৯
দমদম, ৭০৮, ৭৪৯, ৮০২
বিমানবন্দর, ৭৪৯, ৮১৭
দয়াল, যোগিন্দর সিং, ৮১৮
দাউদকান্দি, ৯৫৪, ৯৬৩, ৯৭৭
দাসগুপ্ত, অরবিন্দ, ৭০৮
দাস, পান্না লাল, ৭৬৪
দাস,মায়া, ৭০৮
দিউলিন, ভি, ৮১৭
দিনাজপুর, ৬৮৮,৯৩৫, ৯৫০-৫১, ৯৫৩,৯৫৫,,
৯৫৭, ৯৭৮
দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ৭৭০
দুরা, ৯৫৭
দুর্ভিক্ষ, ১৩৫০ সাল, ৭৭৬
দেওয়ান, এয়ার মার্শাল, ৯৪০,
দেজ মেডিকেল, ৮০৩
দেব, গোবিন্দ চন্দ্র, ৮০০
দেবী, মৈত্রয়ী, ৭০৭
দৌলতনগর, ৯৭১
দৌলতপুরা, ৯৫৭,৯৬৮

ন

নওশেদ, আবু, ৮৪৯
নজরুল (কবি), ৮৫০
নদীয়া, ৮১৩, ৮১৫
নন্দী মৃণাল, ৮১৫
নবাবগঞ্জ, ৯৩৯-৪০
নবাবাপাড়া, ৯৫৭
নরসিংদী, ৯৩৬, ৯৫৯,৯৬৪, ৯৬৯, ৯৭৭
নয়াদিল্লী,৬৭৭,৬৮০,৬৮১,৭১৯,৭২৮,৭৩০
৭৩১, ৭৩৮-৪০,৭৪৮, ৭৫৩, ৭৫৬, ৭৬২
৭৬৫,৭৭৪,৭৯০-৯২,৭৯৬-৭৯৭,৭৯৮,৮৩৩-
৩৬,৮৪০-৪১,৮৪৫,৮৬৫,৮৭৩,৯৪০,৯৪৩-
৪৪,৯৫৮,৯৬৪,৯৬৭-৬৮,৯৭৩-৭৪,৯৭৭
নাগা,মিজো, ৭৭১, ৭৭২
নাগাল্যান্ড, ৭৬৭
নাগেশ্বরী, ৯৩৬
নাগাসাকী, ৮১৪
নাটোর, ৯৩১
নারায়ণগঞ্জ, ৯২৯
নারায়ণ, জয়প্রকাশ, ৮৪০
নাসের, ৮৪১
নাহার বিজয় সিংহ, ৭০৭, ৭৪৯
নায়ার কুলদিপ, ৭৭২
নিউইর্য়ক, ৮৩০, ৮৩৪
নিউইর্য়ক, টাইমস, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৩
নিক্সন, ৮৩৮, ৮৪০, ৯০৪
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, ৮৯৯-৯০০
নিমাই, ৮৬৮
নিরাপত্তা পরিষদ, ৯৩৩-৩৪
নিয়াজী এ, এ, কে, লেঃ জেঃ ৯৬৮, ৯৬৯,৯৭৯
নুনি, ৯২৮
ন্যুরেনবার্গ, ৮৬৪
নেপাল, ৭৬৭, ৭৬৯
নেফা, ৭৬৭, ৭৬৮
নোয়াখালী, ৯৫৬
নোয়াপাড়া, ৯৫৭
নেহরু জওহরলাল, ৯০০
নৌশিন, ডালিয়া, ৮৫০
নৌশের, ৮৬৮

প
“পদ্মা” (জাহাজ),৮৩০,৮৩৩
পদ্মা নদী, ৯৩৮-৩৯, ৯৫০, ৯৫২,৯৫৪,৯৬৪
৯৭১
পটুয়াখালী, ৯৩০
পবিত্র কোরান, ৮১৫
পরিমল, ৮৬৮
পলাশ বাড়ী, ৯৫২-৫৩
পশ্চিম জার্মানী
পশ্চিম পাকিস্তান, ৬৭৯-৮০,৭১১,৭১২, ৭২০
৭৪২-৪৩,৭৫৫,৭৬৭,৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৯৭
৭৯৯,৮০৭-০৮,৮১৮,৮২০, ৮২১, ৯২৮, ৯৩০
৯৩৮,৯৪০,৯৫৫,৯৫৮,৯৫৯
পশ্চিম বাংলা ঘিধান সভা, ৭৬৪
পশ্চিম বঙ্গ (বাংলা), ৬৭৭, ৬৮১, ৬৯০, ৭০৬-
০৮,৭১১-১২,৭৩৮, ৭৪৯, ৭৬৫, ৭৬৭, ৭৯৪-
৯৫, ৭৯৭, ৮০২-০৩, ৮০৯-১০, ৮১৩, ৮১৫

৮১৭,৮২১,৮২৪,৮২৮,৮৬৩,৮৭৭,৯০৫-০৬, ৯২৯
পশ্চিম বঙ্গ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা, ৭৬৫
-যুব সংঘ, ৭০৬, ৭০৮
-মৎস্যজীবী সমিতি, ৭০৮
-শান্তি সংসদ,৬০৭
-সরকার, ৭১৯, ৭৯৮, ৮১৭,৮২৩
-সরকারী কর্মচারী সমিতি,৭০৮
-সাব-অর্ডিন্টে কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন, ৯৫৩
পশ্চিম পাকিস্তানী, ৬৮১, ৭৫৩, ৭৯২, ৮২৫ ৮৪৫,৮৪৬,৯৩৫-৩৬,৯৩৮,৯৪৪,৯৫৫-৫৬ ৯৫৯,৯৬৮,৯৭৩
পাক ফৌজ, ৭৩১, ৭৪৯,৭৬৮,৭৭০,৭৭৬ ৮১৬,৮৩৬,৯২৮-২৯,৯৩১,৯৩২,৯৪০,৯৭১
পাক, বিমান বাহিনী, ৮৩৮, ৯৩২
পাক সৈন্য,৯৩৯,৯৪০,৯৫৩-৫৬,৯৫৭,৯৬৯ ৯৭৭,
পাক সরকার, ৭৪৩, ৭৫৫, ৮৭৭, ৯৬৮
পাক হাই কমিশন, কলকাতা, ৭০৮,৭১৯,৭২৮ ৭৭৪,৭৯২
পাক হানাদার বাহিনী, ৮০০,৮১২,৮৪৫,৮৭৭ ৯৩০-৩২,৯৩৪,৯৪৪,৯৫২,৯৬৪,৯৬৭-৬৮
পাকিস্তান, ৬৭৯-৮০,৭০৭-০৮,৭১১-১২,৭১৯ -২০,৭২৮-৩১,৭৪০,৭৪২,৭৫৪-৫৫,৭৬২-৬৩, ৭৬৫-৭০, ৭৭১-৭৩, ৭৭৬,৭৯০, ৭৯৩, ৭৯৬, ৭৯৭,৮০০,৮০৮,৮১১২,৮১৩,৮১৬,৮২৮,৮২৯, ৮৩০,৮৩১-৩৬,৮৪০,৮৪১,৮৪৬, ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৭৪, ৯০৩-০৬, ৯২৮,৯৩১-৩২,৯৩৩-৩৪, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৪৪, ৯৭৪
-বাদ, ৭৭০
-রেডিও, ৯৫৯
পাকিস্তান সরকার, ৬৭৯,৭৪২,৭৬৫,৭৭১ ৭৭৪,৭৭৬,৭৯২,৮২৯,৮৪৫-৪৬,৮৭৪
পাকিস্তানী, ৬৯৬, ৭৬৬,৭৬৮,৭৭১,৭৭৩, ৭৯২, ৭৯৭, ৮১৪, ৮২৯, ৮৩০,৮৩২-৩৩, ৮৪৫-৪৬,৮৬৩,৮৭৭,৯০৫,৯৩১-৩২,৯৩৪, ৯৩৬,৯৩৭,৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪৯, ৯৫২
ক্রিকেট দল, ৭৯৩
দূতাবাস, ৬৭৭
পতাকা, ৮৩০
পাকিস্তানী বিমান বাহিনী, ৯২৮, ৯৩২, ৯৩৬, -মহিলা সমিতি, ৮২১
পাখতুন, ৭৫৫
পাঁচবিবি, ৯৬৪
পাঞ্জাব, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৭২
পাঞ্জাবী মিলিটারী,৭৭২
পানিহাটী, ৭০৮
পারিকোট, ৯৩৫
পার্ক সার্কাস, ৭০৭
পার্বতীপুর, ৯৩৬
পার্ল, গোষ্ঠ, ৮৬৮
পালাম বিমান ঘাঁটি, ৮৩১
পাবনা, ৯৫০,৯৬৪
পাশা জগলাল, ৭৯৩, ৭১৯, ৮৯৯, ৯৬৮
পি,আই, এ, ৭৩১, ৭৬৩
পি, এস, পি ৭৩১, ৭৬৩
পি, টি, আই, ৭৩১
পিমটো, ৮৬১
পিপলস পার্টি, ৭৫৪-৫৫
পীরগঞ্জ, ৯৪৯, ৯৫৩
পীস নিউজ, ৮৭৭
পুঞ্জ, ৯৩৬
পুশতুন, ৭৫৫
পূর্বজার্মানী,৮০৯-১০
পূবর্পাকিস্তান,৭৪৮, ৭৫৪,৭৬৭,৮১৮,৮৫০ ৮৭৩,৯৬৭-৬৮
পূর্ববাংলা (বঙ্গ) ৬৭৯,৬৮০, ৬৮৮, ৭০৬, ৭০৭ ৭০৮, ৭১২, ৭৩৯, ৭৬৬ - ৭০, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৭৬,৭৭৬, ৭৯০-৯১, ৭৯৩, ৮০৭, ৮১৮, ৮৩৫, ৮৪৫, ৮৬৩, ৮৭৩, ৮৭৪, ৯০৬, ৯০০-০৪, ৯৬৮
পেন্টাগণ,৮২৯
পেট্রোপোল, ৬৯০, ৭৪৯
পোট্রোলিয়াম, ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, ৭০৮
পেশোয়ার, ৮৩৮
প্যারিস, ৭১২, ৯০৩

পোরকোট, ৯২৮
পোল্যান্ড, ৯৩৩
প্রতাপ,৮৬৮
প্রণব, ৮৬৮
প্রবীর, ৮৬৮
প্রাভদা, ৯০৩
প্রাশিয়ান জাকার, ৭৭২
প্রিয়লাল, ৮৬৮

ফ

ফরিদপুর, ৮১৩,৯৩০,৯৭৮
ফঃ-বঃ ৭৩১
ফারুকী, বিমলা, ৮২১
ফিরোজপুর, ৯৩৬
ফুটহিলস, ৭৬৮
ফুলঝুড়ি, ৯৫৭
ফুলতলা, ৯৫৬
ফুলবাড়ি,৯৩৬
ফেণী, ৯৩৫,৯৩৯,৯৪১,৯৪৯
ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলস, ৯৩৬
ফ্র্যান্স, ৮০৯-১০, ৯৩৩
ফ্যাসিবাদী, ৬৮১

ব

বকসিগঞ্জ, ৯৩৫, ৯৩৯
বগুড়া,৯৩১,৯৫৩,৯৫৭,৯৬৪,৯৬৭,৯৭০-৭১
বটমালী, আর, ৮৪৫
বনগাঁ, ৭৩৮,৭৪৯,৮২১,৮২৮
রেলস্কুল ময়দান, ৮২১
সদর হাসপাতাল,৮২৮
বন্দ্যোপাধ্যায়,অশোকতরু, ৮৫০
বন্দ্যোপাধ্যায়,কনিকা,৮৫০
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা শঙ্কর, ৭০৭,৯০০
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপন্দেনাথ, ৮৪৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব ডুলাল, ৮৫০
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিগিন, ৭০৮
বরচাঁদ, ৯৪০
বরচাংগ্রাম, ৯৪০
বর্ধন, ৮২২
বরিশাল, ৮১৩, ৯৩০, ৯৫১
বলাই,৮৬৮
বলশেভিক পার্টি, ৮০৯
বসিরহাট, ৮০২
মেলাখোলা, ৮০২
বসু, কল্যাণ, ৯৫৭
বসু, চিত্ত, ৭৩৩,৮৩৩
বসু, জ্যোতি, ৮১৫
বসু, বিমল, ৮০৩
বসু মৈত্রেয়, ৭৫৭
বসু, সুনীল (সি,পি,আই), ৭০৮
বড়ুয়া, অনিল, ৮৪৯
বয়রা, ৯৩২
বঙ্গ ভাষা ভাষী, ৮৬৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ৭০৬
বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি, ৭০৮
বঙ্গোপসাগর, ৯০৬, ৯২৯, ৯৩৭, ৯৪৯, ৯৫১ ৯৭৩, ৯৭৪
ব্রক্ষ্মদেশ, ৭৬৯, ৮০১, ৮৬৩,
ব্রক্ষ্মপুত্র, ৯৩৬,৯৩৮, ৯৫২
বাইদাকোভ, ভি, পি, ৮১৭
বাগদা রেড, ৮২৮
বাগডোগরা, ৭৪৯
বাগবাজার, ৮১০
বাঙালী, ৬৮০, ৬৯০, ৭১১, ৭৩৯, ৭৫৩-৫৪, ৭৬৯, ৭৭১, ৮০৮, ৮২১, ৮২৫, ৮৩৫, ৮৩৮ ৮৫০,৯৪৪, ৯৬৮
‘ বাঙালীর বিদ্রোহ’, ৭৩০
বাংলাদেশ, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮১, ৬৮৮, ৬৯৬ ৭০৬,৭০৭-০৮,৭১১,৭১২,৭১৯,৭২০,৭৩০ ৭৩১, ৭৩৮-৪০,৭৪২,৭৪৩,৭৪৮-৪৯,৭৫৩ ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৬২-৭৬৩, ৭৬৪,৭৬৬ ৭৬৭-৭৭০, ৭৭৩, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৯০, ৭৯১ ৭৯৩,৭৯৬,৭৯৭-৮০১, ৬১৩,৮০৭-০৯,৮১২-৮১৪, ৮১৫, ৮১৭-৮১৮, ৮২০, ৮২১-৮২৫, ৮২৮-৮২৯, ৮৩১-৮৩৬, ৮৩৮- ৮৪১, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৯-৮৫০, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৮, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৭, ৮৯৯, ৯০০.৯০৩, ৯০৮, ৯০৫, ৯০৬, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৫৮, ৯৫২, ৯৫৩-৯৫৫, ৯৬৭, ৯৬৩, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৯,

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,৮২১
বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি, ৮৪৯
বাজপেয়ী অটল বিহারী,৭৩১
বাট,এম,আই-৭২৮-৭২৯
বারবারা,৭৫৫
বার্মিংহাম, ৭৯৩
- বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক কমিটি, ৭৯৩
বারাসাত,৭০৮,৮০২
বার্নেস, এম, ৭৭৬
বার্লিন, ৮১৮
বালুচ বাহিনী, ৩১তম,৯২৮, ৯৭৮
বাহাদুরিয়া,৯৫৭
বাংলা,৭০৭,৮২১,৮২৩,৮২৯,৮৪৯,৮৫০ ৮৬৩,৯৫০
বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি,৮১৫
বাংলাদেশ মিশন, কলকাতা, ৭২৯
বাংলাদেশ সরকার, ৬৮১,৬৯৬,৭৩০,৭৬৬ ৭৬৯,৭৭০,৭৯০,৭৯৯,৮০০, ৮০৭, ৮১২ ৮২৩, ৮২৫,৮৬৪, ৮৬৫, ৯৪১,৯৪২,৯৬৮
বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি, ৮১৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া,৯৩৮,৯৩৯,৯৪১,৯৪৯,৯৫২
বি,আর, বর্ডার, ৮৩৮
বিদেশী সাংবাদিক, ৭৪৩, ৭৫৩
পি, পি, টি, ইউ, সি, ৯৫১
বিমল, ৮৬৮
বিশ্বব্যাংক, ৮৯৬
বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয়, ৭৬২
বিশ্বাস, দেবব্রত, ৮৫০
বিশ্বাস,মন্মথ ৮৫০
ব্রিটিশ, পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল, ৮৪৫
বীরগঞ্জ, ৯৪০, ৯৫৭
-দিনাজপুর, ৯৫০
বীমপাড়া, ৯৫৭
বুমেদিন, ৯০৩, ৯০৪
বুশ, র্জজ এইচ, ৯৩৪
বেগম, মালেকা, ৮২১
বেগ,লেঃ কর্নেল, ৯৪০
বেলজিয়াম, ৯৩৩
বেলুচ, ৭৭২
বেলুচিস্তান, ৭৫৪,৭৫৫,৮৩৯
বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কমিটি, ৮১৫
বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ৭০৮
বোম্বেটেসুলভ কূটনীতি,৯৭৩,৯৭৪
ব্যানার্জী, অর্পণা,৭০৮
ব্যানার্জী,এস, কে, ৭১৯
ব্যানার্জী, নরেশ, ৮১৫
বৃটেন, ৬৮০, ৭১২, ৭৪০, ৭৬৩, ৭৬৭, ৭৭৬ ৮১০, ৮১৪, ৯৩৩
বৃটিশ সরকার, ৮৩৫

ভ

ভট্টাচার্য, অন্নদাশংকর, ৭০৮
ভট্টাচার্য, অনীল,৯৪০
ভবানী,৮৬৮
ভয়েস অব আমেরিকা, ৯৬৩
ভাগব, ৮১৭
ভারত, ৬৭৬ , ৬৭৭, ৬৭৯, ৬৮১, ৬৮৮,৬৮৯-৯০, ৬৯০, ৭০৭, ৭১৯, ৭২০, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪২, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫৬,৭৬২,৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৬-৭৩,৭৭৬,৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৭, ৭৯৯, ৮০১, ৮০৩, ৮১৪, ৮১৬, ৮১৭, ৮২২, ৮২৪, ৮২৫, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২-৩৬, ৮৪০, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৬৩, ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৭, ৮৯৯, ৯০০, ৯০৩-০৬, ৯৩০, ৯৩৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯৩০, ৯৩৪ ৯৩৬, ৯৪০-৯৪৪, ৯৫২, ৯৫৭, ৯৫৯, ৯৭৪
-উপমহাদেশ, ৭৬৭, ৮২৯
-পাকিস্তান যুদ্ধ, ৮০৯
-বর্ষ, ৮১০, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮৬৩, ৮৬৫, ৯০৫-০৬, ৯৬৮
(ভারত),
-মহাসাগর, ৯১৪, ৯৭৩
-রুশ চুক্তি,৮৭৪, ৮৯৯-৯০০, ৯০৪
-সভা হল, ৮২০
-সরকার, ৬৮১, ৭২৮, ৭২৯,৭৪৮,৭৬৩,৭৬৪, ৭৬৬, ৭৬৯, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৯, ৮১২-১৪, ৮১৭, ৮২৩, ৮২৫, ৮৩০, ৮৩২, ৮৩৬, ৮৪৬, ৮৭৩, ৮৭৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯৩২, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৬৮, ৯৭৪

ভারতীয়,৭২০,৭২৮,৭৩৯,৭৬৮,৭৯২,৮১৬, ৮২০,৮২৩,৮২৪,৮৩৩,৮৪০, ৮৪৫, ৮৪৬, ৯০৫,৯৩১,৯৩২,৯৩৪,৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৯, ৯৪০,৯৪৪,৯৫০,৯৫১,৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৭,৯৬৯,৯৭১,৯৭৩,৯৭৮
-গণসংস্কৃতি সংঘ, ৭০৮
-নৌবাহিনী,৯২৯,৯৩০,৯৩৫, ৯৪৯, ৯৭০,
ট্রেড ইউনিয়ন, ৮২০
-বিমান বাহিনী, ৯২৮-৩২,৯৩৫-৫৬,৯৪০, ৯৪৯, ৯৬৮, ৯৬৯
-মহিলা ফেডারেশন(পঃ বঃ কমিটি)৭০৭, ৭০৮,৮২১
-রেডক্রস ৯৬৮
-সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, ৯৫৬
-হাই কমিশন, ইসলামাবাদ, ৭১৯,৭৯২
ভিয়েতনাম, ৬৮৯,৭৪২,৭৬৮,৭৭০,৮১৪ ৮২১, ৮২৯, ৮৪১, ৮৭৪
ভিয়েনা সনদ, ৭৯২
ভুট্টো, ৬৮০,৬৮৯,৭৫৪,৭৫৫,৭৭১,৯০৪
ভুটান, ৭৬৭,৭৬৮
ভেজার্ট, রেঞ্জার, ৯২৮
বেলায়ুধন, এস,কে, ৭৭৪
ভেড়ামেরা, ৯৩৬,৯৪১,৯৫৬,৯৫৭,৯৫৯
ভৈরব বাজার, ৯৩৬,৯৪১,৯৫৬,৯৫৭,৯৫৯

ম

মজুমদার, ফণী, ৮১৬
মধুমতি, ৯৫৪, ৯৭৮
মনিপুর, ৭৬৭
মনোহরদি,৯৩৬
মনোহরণ, কে, ৭৩১
মন্ডল, বিজয়কৃষ্ণ, ৮০৩
মরক্কো, ৯০৩
মস্কো,৭২৯,৮১৭,৯০৩,৯০৪
ময়নামতি, ৯৪০,৯৫১,৯৬৪,৯৬৮
-ক্যান্টনমেন্ট, ৯৪৯,৯৫৭,৯৭১,৯৭৮,
-দুর্গ, ৯৫২
ময়মনসিংহ, ৯২৮,৯৩৫,৯৩৬,৯৩৮,৯৪০, ৯৫০,৯৪২,৯৫২,৯৫৬,৯৫৭,০০০
মঙ্গলা বন্দর, ৯৩৮, ৯৪০, ৯৪৯, ৯৫৬
মাগুরা, ৯৪৯, ৯৭৮
মাতোয়ালী শহর, ৯২৮
মানিকগঞ্জ ৯৩৬
মানেকশ, জেনারেল, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৭০, ৯৭৯
মার্কিন, ৬৮০ ৭৪০, ৭৭১, ৭৭২,৭৭৩, ৮০৯,-
-ডেপুটি হাই কমিশন, ঢাকা,৭২৮,৭২৯,৭৯২,
-চীন আঁতাত, ৮৭৪
-দূতাবাস, নয়াদিল্লী, ৮৩০
সপ্তম নৌবহর, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৪
-সরকার, ৭৬৯
-ফিলিপিনো যৌথ প্রতিরক্ষা পর্ষদ, ৯৭৪
মারকস, প্রেসিডেন্ট, ৯৭৪
মালাক্কা প্রণালী, ৯৭৩
মালিক, এ, এম, গর্ভনর, ৯৭৬, ৯৬৮
মালদা,৯৭১
মালঞ্চ শিবির, ৮২৮
মালাপুর, ৯২৯
মাহমুদ নাজিম, ৮৫০
মাসুদ, মেহেদী, ৭১৯,৭২৮, ৭২৯, ৭৭৪, ৭৯২
মাহমুদ, সৈয়দ, ৯০০
মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, ৮০২,৮০৩
মিউনিখ নীতি, ৭৯৬
মিজো পাহাড়, ৮৬৩
মিত্র, ইলা, ৭০৭, ৭০৮, ৮৫০
মিত্র, তৃপ্তি, ৮৫০
মিত্র, শম্ভু, ৮৫০
মিত্র, সূচিত্রা, ৮৪৯, ৮৫০
মিরজাপুর, ৯৬৩
মিশ্র,এস,এন, ৭৩১
মিশ্র, লোকনাথ, ৭৬৫
মিয়াবাজার, ৯৩৫, ৯৩৬
মুক্তি পরিষদ, ৯৪১
মুক্তিফৌজ, ৭০৮, ৭৩১, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৭৬, ৭৯৭, ৮১২, ৮২২, ৮৪১, ৯৩২, ৯৪৪
মুক্তিবাহিনী ৮২২, ৮২৪, ৯২৯, ৯৩২, ৯৩৫-৯৩৬, ৯৩৮,৯৪০-৪১,৯৪৩,৯৪৯, ৯৫০, ৯৫২, ৯৫৩, ১৭৪, ৯৫৬, ৯৫৯, ৯৬৪, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭১, ৯৭৩, ৯৭৭

মুক্তিযোদ্ধা, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৯৬,৭০৭,৭৩৮, ৭৩৯, ৮৫৩-৫৪, ৭৯০,৮০৭,৮২১,৮২২, ৮৩৮, ৮৪৯, ৯৪৪
মুখার্জী, অজয় কুমার, ৮১৫
মুখার্জী, কমলা, ৭০৮
মুখার্জী, গীতা, ৭০৮, ৮২১
মুখার্জী, বিশ্বনাথ, ৬০৬
মুখার্জী, সুকুমার, ৬০৬
মুখোপাধ্যায়, অজয়, ৬০৭,৭০৮
মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন, ৮৫০
মুখোপাধ্যায়, বিবে্কানন্দ, ৭০৭
মুখোপাধ্যায়, সুভাস, ৮৫০
মুন্সী, অরন্নণা, ৭০৮
মুন্সিগঞ্জ, ৯৩৬
মুন্সিবাজার, ৯৩৬, ৯৩৯
মুর্শিদাবাদ, ৮১৩
মুরশেদ শ্রীমতি নূরজাহান, ৮১৬
মুসলমান,৭৭১,৮০০,৮১৬,৮২১-২২,৮২৪ ৮৩৫, ৮৪১ ৮৬৩
মুসলিম লীগ, ৭৩০, ৭৩১, ৭৫৪
মেঘনা, ৯৪০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৪, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৯, ৯৭৭
মেঘালয়, ৭৯৭, ৯৪০, ৯৫২
মেটাল বক্স ওয়ার্কস ইউনিয়ন, ৭০৮
মেন্ধার, ৯২৮
মেম,চারলস্ ৭৪৮
মেহেরপুর, ৯৩৯, ৯৪০
মৈত্র বাগান, ৮০২
মৈত্রে জ্যোতিরিন্দ্র, ৮৫০
মোগলপাড়া, ৮০২
মোহনবাগান খেলোয়াড়, ৮৬৮
মৌলভীবাজার, ৯৩৯
ম্যাকেন জরজ, ৯৭৪
ম্যানিলা, ৯৭৪

য
যমুনা, ৯২৯, ৯৫৩, ৯৬৩, ৯৭৮
যশোহর, ৬৯০,৬৮৮,৯২৮,৯২৯,৯৩০,৯৩১ ৯৩৫, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৫১, ৯৫২,৯৫৫ ৯৭৮
ক্যান্টনমেন্ট, ৯৩৮, ৯৬৪ ৯৭১
রোড, ৯২৫
সেক্টর, ৯৫৬, ৯৫৭
যাদবপুর, ৭০৮
যুক্তরাষ্ট্র, ৭৬৭, ৭৬৮,৭৬৯, ৭৫৯, ৮২৮, ৮২৯ ৮৩১, ৮৬৫
যুব ইউনিয়ন, সুদান, ৮১৮
যুব সংস্থা, আরব, ৮১৮
যুব সংস্থা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ৮১৮
যুবক লেখক সংস্থা, ৭০৮
র
রূপদিয়া, ৯৪৯, ৯৫১, ৯৫৬
রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫০
রবীন্দ্রনাথ, ৮৪৯,৮৫০,৮৫০,
রবীন্দ্র সদন, ৮৪৯,৮৫০
রন্নশ, ৭২৫, ৭৭৩
-ভারত যুক্ত বিবৃতি, ৯০৩
রয়টার, ৯৬৮
রংপুর,৯৩০, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৪১, ৯৫১, ৯৫৩, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৬৪, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৭৮
-সেক্টর, ৯৫৭, ৯৭০
রংপুর-দিনাজপুর খ-, ৯৪৯
রহমান, ফজলুর, ৮০০
রহমান, মাহমুদুর, ৮৪৯,৮৫০
রহমান, মোখলেসুর, ৭৫৩
রহমান, শেখ মুজিবুর,৬৭৯, ৬৮০, ৯৬৯, ৬৫৮ ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৬৭, ৭৭১, ৮০০, ৮০৩, ৮০৭ ৮৬৪-৮৬৫, ৯০৪, ৯৩২, ৯৫২-৯৫৩
রাওয়ালপি--, ৭২৯, ৭৫৪
রাজশাহী, ৬৮৮, ৯৩০, ৯৫০, ৯৭১
রাজেন্দ্রগঞ্জ, ৯৩৬
রামগড়, ৯৪৯, ৯৭৮
রাম, জগজীবন, ৭৪৯,৭৯৪,৮৭৪,৯০০,৯৫১
রামপাল, ৮০৩
রাষ্ট্রসংঘ, ৬৮০, ৬৯০, ৭৩৮-৩৯,৭৪৮, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৯০, ৮৪৬, ৮৬৫, ৮৭৭ , ৯০৩, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৪১, ৯৫১, ৯৫৯, ৯৬৮, ৯৭৭
রায়, অন্নদা শংকর, ৭০৭
রায়, অমীয়দেব, ৯৫২
রায়, এ, কে, ৮১৫

রায়, এস,সি, ৮১৭
রায়, কমলাপতি, ৭৬৪
রায়, কালিদাস, ৮০৩
রায়, রথীন, ৮৫০
রায়, সমেত্মাষ, ৭৪৯
রায়, সিদ্ধার্থ শংকর, ৭৯৬,৭৯৭
রলি, ৮০৯
রেল- গেট সার্কাস, ৭৭১
রেডক্রস আমত্মর্জাতিক কমিটি, ৯৬৮,৯৭৭
রেডডি ব্রক্ষ্মানন্দ, ৯০০
রেনার্ড, মিঃ ৯৬৮
রোম, ৯০৩

ল
লক্ষীপুর, ৯৬৪
লক্ষ্নৌ ৭৯৯
লণ্ডন, ৯৫৫
লবণ হ্রদ, ৮০২
লাকসাম, ৯৩৫, ৯৩৮,৯৪০,৯৪১,৯৫৭
লাটু, ৯৩৯
লালখন্দ, ৯৪০
লালমনিরহাট, ৯২৯, ৯৩৬,৯৩৮,৯৫৬
লালবাজার ষ্ট্রিট, ৮১০
লিবিয়া, ৭৭২
লেনিন, ৮১০
লোকসভা, ৬৭৬,৭৩০,৭৬২,৭৭৪,৭৯২
৭৯৪, ৯৭৬, ৯৪২, ৯৪৩

শ
শরণার্থী,৭৩৯, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৬২,৭৬৩,৭৬৪,
৭৭৬, ৭৯০-৯১, ৭৯৪-৯৭, ৮০৩, ৮১২-১৫,
৮১৭, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪-২৫, ৮২৮,
৮৩৩, ৮৩৬, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪৬, ৮৬৩ , ৮৭৩,
৯০৩, ৯০৪, ৯০৬, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৪২, ৯৪৩,
৯৫২
-শিবির, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪৯, ৭৯৭, ৮২২, ৮২৮,
৮৩৪
শর্মা, শঙ্কর দয়াল, ৯০০
শাদুলস্নাহপুর, ৯৫৩
শমসের নগর, ৯৩৯
শালুটিকর, ৯৪০
শাস্ত্রী লালবাহাদুর, ৯০০
শাহীন, ৮৫০
শায়েস্তাগঞ্জ, ৯৪০
শিবগঞ্জ, ৯৭১
শিরমনি, ৯৭৮
শিলং, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৪০
শিলিগুড়ি, ৯৫৩
শীতলýা, ৯৬৩
শুক্লা, ডি, সি ৮১৪
শেট পুকুর ময়দান, ৭০৮
শ্রীনগর, ৯৪০
শ্রীমঙ্গল, ৯৪০, ৯৪৯
শ্রীহট্ট ৯৩৫, ৯৩৮, ৯৪০, ৯৪১,৯৪৯,৯৫০,
৯৫২, ৯৬৮, ৯৭০,৯৭৮
-সেক্টর,৯৩৬, ৯৩৯, ৯৪৯

স
সত্যভামা, ৭০৮
সদরুদ্দীন, প্রিন্স,৮৪৬
সঞ্জীবায়া, ডি, ৯০০
সরকার,কমল, ৮২০
সরকার, নন্দ, ৮০৩
সরকার, বিকাশচন্দ্র, ৮০৩
সাউথ পয়েন্ট, ৭০৮
সাউথ সুবার্বন পৌরসভা, ৭০৮
সাগর, ৮৬৮
সাতক্ষীরা, ৯৩০, ৯৩৬, ৯৫০
-সেক্টর, ৯৩৮
সাদাত, আনোয়ার, ৮৪১
সমারিক অভ্যুত্থান, ৬৭৬
সারগোধা, ৯২৮
সাহাবুদ্দিন, কে, এম, ৬৮১, ৮৬৫
সাহারা শিবির, ৮০৩
সিকিম, ৭৬৭, ৭৬৯
সি, টি, কলেজ, ৭০৮
সিন্ধু, ৭৫৫
সি,পি,আই, ৭৯৬
সি,পি,এম, ৭৬৪
সিমলা, ৮৯৯, ৯০৩, ৯০৫
সিরাজগঞ্জ, ৯৫৭, ৯৬৯, ৯৭৮
সিলেট, ৯৩০, ৯৫৫

সিসকো, যোসেফ, ৯৭৪
সিঙ্গাপুর, ৯৭৩-৭৪
সিং,অরোরা,জগজিৎ জি,ও,সি,লেঃ জেঃ ৯৫২,৯৫৪
সিং, এম, পি ৯০০
সিং, করণী, ৭৩০
সিং,কিয়াং, ৭৬৮
সিং, জনার্দন, ৮১৮
সিং, দিনেশ, ৭৬২-৬৩
সিং, স্বরণ পাল, ৭৭৫
সিং, স্বরণ, ৭৭৪, ৭৯১, ৭৯৯, ৮৩০, ৮৩১,
৮৩২, ৮৩৪, ৮৪০, ৮৭৪, ৯০৫-০৬
সিংহল, ৭৬৯
সীতাকুণ্ড, ৯৬৪
সুকল্যাণ, ৮৬৮
সুকু, ৮৬৮-৬৯
সুখাড়িয়া, মোহনলাল, ৯০০
''সুন্দরবন'', (জাহাজ), ৮৩০, ৮৩৩
সুন্দরবন, ৭৪৯
সুভাষ, ৮৬৮
সুরতি, ৭৪৯
সুলতানপুর, ৯৪১
সুসীমা প্রণালী, ৯৭৩
সুয়েজ অভিযান, ৭৪০
সেজকুলোভ, ৮২৫
সেনগুপ্ত, শিশির, ৮১৫
সেন্ট পলস কলেজ, ৭০৮
সেন্টো, ৬৮০, ৭১১
সেন, অর্পণা, ৮৫০
সেন, ত্রিগুণা, ৮১৫
সেন, নীলিমা, ৮৫০
সেন, সমর, ৯৩৪
সেন, সাগর, ৮৫০
সৈয়দপুর, ৯২৯, ৯৪৯, ৯৫৭, ৯৭৮
-ক্যান্টনমেন্ট, ৯৪৯, ৯৫২
সৌভিয়েট রাশিয়া, ৬৮০,৭২৯,৭৪০,৭৫৩
৭৬৬-৭০, ৭৭১-৭২,৮০৯-১০,৮১৭,৮৩৫
৯০৩-০৪, ৯৩৩-৩৪
রণতরী, ৯৭৩
সৌয়েল, জি,& এস, ৭৯৯
সৌদী আরব, ৭৭২, ৮৪১, ৯০৩
স্কটিশ চার্চ কলেজ, ৭০৮
স্তালিন, ৮১০
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, ৭৩৮
স্বাধীন বাংলা বেতার, ৬৮১, ৮০০
সবরুপ নগর, ৮০২

ষ

ষ্টুডেন্টস হল, ৭০৬-০৭, ৭০৮
স্টেটসম্যান, ৭৭১-৭২
স্ট্যাডমেড, ৮০৩

হ

হক, আমজাদুল, ৬৮১
হরি, শংকরা, ৯৫৬
হলদিবাড়ী, ৭৪৯
হাওয়ার, আইসেন, ৮৪০
হাওড়া লায়ন্স ক্লাব, ৮০৩
হাজরা, তুর্য, ৮৬৮
হাজিগঞ্জ, ৯৫০
হাতিবান্ধা, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৪১
হালুয়াঘাট, ৯৫২
হারডিনজ ব্রিজ, ৯৬৪, ৯৭১
হার্বাট, ৮২৮
হাসনাবাদ, ৮০২
শিবির, ৮০২
হাঙ্গেরী, ৭৪০
হিকমত , নাজিম, ৮৫০
হিটলার, ৭৪২, ৮২১, ৮৬৩
হিন্দু, ৭৫৫, ৭৭২, ৮০০,৮২১-২২, ৮৪১ ৮৬৩
হিমাচল প্রদেশ, ৯০০
হিমালয়, ৭৬৮
হিরোসিমা, ৮১৪
হিলি ৯৩১, ৯৫২, ৯৫৫, ৯৫৭, ৯৬৪
হুদিয়ারা, ৯২৮
হুসেনী ওয়ালা, ৯২৮
হোসেন, টি, ৮২৮
হোসেন, নাজির, ৯৫৩
হোসেন শাহমোয়াজ্জেম, ৮১৫
হ্যারিংটন, ষ্ট্রীট, ৮১০

A
Aarhus University (Denmark) 40-41
Abbas, M. 308
Abbottabad, 599
Abdullah, Sheikh, 844
Abedin, Joinal, Mr. (State Health Minister), 780
Aera, 455
Act of Treason, 29
'Action Committee, 777
Adeney, Martin,489, 528
Adhoc Government, 48
Afghan, 23, 165, 890-91
Afghanistan, 23,232, 327, 870
Africa, 530
African Countries, 427
AFP, 698
Aga, Major (Martial Law Administrator, Commilla), 382
Agartala, 50, 66,442,480-81, 632, 669, 672, 700, 713, 827, 900, 920,922-23
Agartala Conspiracy Case, 608
Agartala Hospitl, 120
Agence-France-Press, 41
Agency for International Development, 101, 154, 173
Agra, 308
Ahmed, Alausddin, 733
Ahmed, Faiz, (Poet), 914
Ahmed, Khondakar Moshtaque, (Foreign Minister of Bangladesh), 312, 472,504, 883
Ahmed, Mahbubuddin, Captain, 336
Ahmed, M. M. (Mr.) (President's Economic Adviser) 540-41, 569
Ahmed, Moudud, 429
Ahmed, Moulvi Farid, 393,902
Ahmed, Muzafar, 883
Ahmed, Nizamuddin, 523
Ahmed, tajuddin, (Prime Minister and Defence Minister), 49, 75, 312,447, 452-53,613, 883, 885, 889
Ahsan, S. M. Admiral, (Former Commendar-in-in Chief of Pak Navy), 381,625
AID, 152,251, 291, 313, 785-86, 813
Fund for Israel, 228
Of Pakistan Consortium, 122, 124
To Pakistan Consortium, 540
Airforce, 42, 113-14, 221, 389, 392, 693-94, 779, 920
C-130 Transport, 100
Air Naval, bombardment, 54
Airport Dacca (Dhaka), 89, 84, 141, 300, 305, 337, 442, 451, 454, 547
Airport Road, 30
Air raids, 308-09, 346
AISF, 862
Akhaura, 443, 521, 947
Brahamanbaria Sub-Sector, 700
Railway Junction, 700
AL, 732
Al-Ahram, (UAR Newspaper; 871
Alam, M. (Foreign Secretary), 898
albanians, 368
Alec, Sir, 519
Alreria, 158
Ali A. H. Mahmood (Vice Consul) 722
Ali, Chaudri, Senwar (Magistrate) 402
Ali, Hasan, 371
Ali, Innas, 96, 360
Ali, Ishaque (Businessman), 119
Ali, M. Hossain, (Head of the Bangladesh Mission, Calcutta), 709-10, 736, 852, 908-11,916
Ali, Maqsood, 858
Ali, Rao, Farman, (Maj. Gen.) 398,409, 607, 975
Ali, S. M. (Secretary), 115
All India Radio, 469,481-82,483, 544, 546,713,785
All Pakistan Assembly, 349
All Party Peoples Liberation Council, 853-54
All Sop, Kenneth, 549
Almaza, 390
Almighty, 26
America, 38, 174, 181, 206-7, 260, 324, 369, 390, 411, 458, 459, 515, 526, 540-432,557-58

American, 26, 39, 97, 101, 163, 180, 196-97, 207, 225, 233, 243-262, 265, 290-91, 296, 308,327, 350,361, 399, 411,418, 425, 432, 461, 470,476, 516, 542-43, 557,617-18, 704, 718, 722, 875,893,895, 965
Aid, 99, 124, 847
Arms, 38, 135, 136
C-130, Hercules, 321
American Consulate, 259
Consul General, Dacca, 97,465, 487
Correspondent, 52, 308,471
Crewmen, 205
Development Assistants, 146
Diplomat, 89,230, 280, 282
Diplomatic Officials, 46, 197
American F- 86, Aircraft, 135
For Children's Relief, 179
Foreign Policy; 660
friends Service Committee, 147
Government, 269, 587,603
Intervention, 166
Journalists, 82
M-24 Tanks, 20, 135
M-34, Tanks, 99
American Military, 5, 146
News Agency, 965
Observer, 255
Owned Planes, 204, 205
Policy towrd Pakistan, 124
Press, 168, 783
Reaction, 660
Reporter, 521
American Revolution, 21
Reaction, 660
Sabre Jets, 352
Scholar, 33
Soviet-Chinese Pressures, 164
Supplied M024 (WW II), 525
Troops, 204
Weapons, 38, 52, 126
Amar Sonar Bangla, 789
Amin Nurul, 311, 347, 393, 544, 636
Amritsar, 256, 308
Anguilla, 327
Anti-Communist, 19
Ansari, M. H. (Maj. Gen.) 278
AP, 237,418, 734, 869
APP, 97
Arab Countries, 540, 886
Arab Territories, 305
Arab World, 890-91,893
Arabian Federation, 350
Arabic, 189
Aramghata, 400
Arikola, 410
Arora, Jag-Jit Sing, Liut,- Gen. (GOC of Eastern Command) 307, 434
Aryans, 186,427
Ashuganj, 442, 546
Asia, 32, 64, 77-78, 134, 189, 207, 232, 276,430-31, 552, 558, 645, 870
Asian, 179, 192, 368, 544, 617-18, 890-91,893
Asian Bengalis, 144
Countries, 205, 926
News Service, 520
Aslam, Choudhury, 914
Assam, 108,215, 258,283, 352,404, 374,414, 556, 632, 758
Bangladesh Border, 758
Assam Border Sector, 752
Assembly Chamber, 36
Assistant Deputy Commissioner, Kushtia, 69
Associated Press, 471, 492
Associated Press of Pakistan, the Officials 230
Athens, Junta, 124
Atif, M. H. Brig, 261
Attila, the, Hun, 360
Augusta, Northern, Maorgia, 91
Aurora, Lieutenant General, (India Commander in the East), 548, 975
Australia, 8, 540, 657, 827, 886
Australia Airforce, 398
Australian Correspondent, 339
Australian High Commission, in New Delhi, 827
Autonomy, 10, 13, 16-17,22-23, 25,46, 60, 77, 198, 203, 239,266,276, 299,

331, 332, 365, 368, 413,428, 487, 489, 499,507, 554, 579, 587,718
Autonomy, for East Bengal, 896
Autonomy, for East Pakistan, 104, 298
Autonomy, Movement, 135, 142
Awami League,5-7, 10, 12-13, 15,23, 91, 33-36,45, 50,65, 71-72, 80-81, 85-86, 92-93, 101, 108, 122, 125, 137, 139-40, 142, 146, 157, 159, 161, 175, 183, 187, 211, 213, 217, 239-40, 253-54, 266, 298, 303, 311-12, 317, 320, 327, 329-30, 331, 334, 336, 339, 345, 347, 355, 358, 359, 363, 381-83, 392, 394, 400-01,408,413,418,436,452,457, 460,465-66,472,488,489-90,492-93, 502-03, 507-9, 517-18, 527-28, 532, 534, 535, 548, 570, 586-87, 592, 595-97, 600-02, 606-07, 611-12, 620, 626-28, 630, 634, 636, 642, 658-59, 672-73, 683, 692, 713-16, 732-34, 778, 783-84, 902, 907
Awami League Government, 509
Awami League Headquarters, 671, 697,713
Awami League Leaders; 609, 614, 639, 713,714, 732, 783, 869
Awami People's Leage, 587
Ayoob, Mohammad, Dr. (Teacher of J. N. University), 858
Ayub, 34,191, 600,609
Ayub, Mohammad, (Naik Subedar) 69
Azad Kashmir, 309
Azhar, Capt. 385
Azam, Ghulam, Profesor, 393, 520
B
Babu, Indu (Farmer), 400
Babu, Profulla, (Headmaster), 400
Badda, 96
Badsha, A. M. 915
Baidyanathala, 472
Bahawalnagar, 237
Baig, Aslam, Lt. Gen., 383-84, 389
Balance of Power, 23, 206, 698
Balat, 284
Baltimore, 147-49, 152-54
Baluch Regiment, 446, 670
Baluchi, 15, 186, 360-62
Baluchistan, 15, 23, 175-76, 332, 614, 635
Balurghat, 919, 922
Bandarnike, Sirimava, Mrs, 704-05
Bandla, Propagandists 368
Baugdah, 407
Bankok, 425, 545, 575
Bankura, Sammilani, College Teacher's Council, 698
Banerjee, Gobindalal, 711
Banerjcc, S. K. Secretary (East), 736,741
Banerjee, Sumanta, 695
Bangla, Ancient Kingdom of, 32
Bangladesh, 19,24,26, 32,36,38-43,48, 50,68,77-78, 82, 89, 168,181,189,196-99,206,228,236-37,247,262,282,285, 297,299,301,307-08,310-12,314,334, 336,341,346-49,351-52,358, 361,367-69,406,410,423-24,427-28,430-32, 336-37,442,444-45,447,458-60,466, 471-72,484-86,488, 509, 511, 516, 518-19,522-23,525-26,534, 555,557-58, 563,586,594,603-05,620,634, 640,642, 648,650,656,658,660,665,669-74, 684-87,698,700,703,705,709,714-18, 721,732-33,736,741,744,769,745^7, 778,780-82, 784, 785,788,799, 805-06, 811, 826,842-44,847,851-53,858, 860, 866-67, 870,875-76, 878, 880, 882, 884-88, 890-94,896,898, 902,909, 910,917-19,924,926, 960-62,972,975
Bangladesh, Army, 70
Bangladesh, Cabinet, 898
Bangladesh, Day, 605
Bangladesh, Flags, 4,6,23, 30, 35, 71-72, 159, 184, 200, 302, 303, 340, 362, 387, 520, 605, 920
Bangladesh, Forces, 69,72-73, 75, 99, 479, 570, 607, 827
Bangladesh, Freedom Army, 417
Bangladesh, Freedom Fighters, 670, 672, 683, 948

Bangladesh, Government, 75, 194, 226, 229, 310-12,440, 442,452, 525, 552, 604, 700, 709-10, 722, 741, 744, 786, 811, 842, 852-53, 857, 876, 883, 887, 889, 898, 909, 920
Bangladesh, Government of, 676, 697, 684,780-81,883, 972
Bangladesh, Guerrillas, 422-23,432, 516,518
Bangladesh, Liberation Army, 201, 351, 875,
Bangladesh, Mission,545, 709, 842, 857-59, 885, 908
Bangladesh, Movement for, 216, 228, 229, 509,513, 655
Bangladesh Mukti Sangram Sahayak Samity, 851
Bangladesh National Anthem, 342, 790
Bangladesh National Liberation Struggle Co-ordination Committee, 853-54
Bangladesh Nationalism, 344
Bangladesh, Nation of, 171,285,304,466
Bangladesh, Provisional Government in Exile, 311-12
Bangladesh Radio, 67
Bangladesh Regime, 257, 291
Bangladesh Sramik Federation,853-54
Bangladesh, Sovereign Independent People's Republic of, 674
Bangladesh Training Camps, 228
Bangladesh War Cabinet, 76
Bangladesh, Yuba Samity, 915
"Bangladeshiya,," 526
Bangshihari, 826
Bar Association, Burdwan, 691
Bar Association, Krishnagar, 691
Bar Association, Purulia, 691
Barber, Frank, 533
Bari, Abdul, 377-80, 394-95
Barisal District,143, 210, 306, 422, 516, 543, 546, 570, 702
Bashir, Major, (S. S. O. of the 9th Division, Comilla), 381, 383-84
Bay of Bengal, 58, 187, 260, 304,461, 575,965
bazalaghat (Near Agartala), 389
B. B. C.439, 448, 479-81, 485-86, 532, 649,804, 976
B. B. C. Correspondent, 466-469,478, 480,491,509
B. B. C. Correspondent Commonwealth, 470, 473-74
B. B. C. Eastern Service, 503, 505, 531
B. B. C. Panorama Team, 342
B. B. C. Television, 521, 549, 551
Beech, Kayes, 289
Beirut, 47
Belgium, 122, 126, 886
benapol, 308, 400-401
Benerjee, Debasisb, 862
Benerjee, Hironmoy, 675
Bengal, 146-47, 165-67, 180, 185, 189-90, 202, 204, 240, 242, 249, 277, 285, 292-93, 295, 304-05, 326-27, 337, 339, 350, 408, 413-14, 427-28, 448,459, 461, 473,488, 490, 542, 552, 569, 575, 584, 590, 595, 610, 617-18, 621, 634, 637, 640, 673-74
Bengal Border, 249,290, 512
Bengal Fighter Pilots, 392
'Bengal for the Bengalies,' 33
Bengal Nation, 19, 40-41, 50, 61, 70, 158, 184, 194, 209, 212, 216,228, 237, 299, 301,429, 529
Bengal Regiment, 346,568,634,686,670
Bengal State, 35, 74, 82
Bengal Students Action Committee, 489
Bengali, 6-7, 10-12, 14, 19, 22-24, 29, 34, 37,40-41, 44, 58, 61, 66, 68, 72, 75, 160-62, 177, 179-80, 184, 186, 194, 266-67,284, 298, 301, 307, 310-11, 317, 320, 324, 326, 329-30, 333, 336, 338, 341-43, 347, 359,362-65, 368, 371-72, 378, 379, 381, 383-84, 386, 390, 392-93, 401,402, 408, 409, 413-14, 436-37, 442,458,460, 503, 507-9, 522,525-26, 530, 538,593, 595, 625, 638, 644, 647, 698, 718, 732-33, 858, 875,888,908
Bengal Autonomy Movement, 127, 212, 228,299, 522

Bengali culture, 185
Bengali Diplomats, 194, 199, 530
Bengali Fighters, 69, 177, 228
Bengali flags, 48, 87
Bengali Forces, 69, 383, 669, 700
Bengali Guerrillas, 200, 221, 234, 244, 247, 249-50,277-79,299
Bengali Independence, 83, 87, 218, 281, 348, 355
Bengali Independence Movement, 66, 115, 130,214, 260
Bengali Leader, 60, 62, 257, 639
Bengali Leadership, 70
Bengali Liberation Forces, 285,305,492
Bengali Moslem, 158-59,406
Bengali Moslem Nationalist, 141
Bengali Movement, 497, 595
Bengali Muslims, 360, 376, 378
Bengali Nationalism, 15,26, 33, 288, 338,365,413,441,489,497,561,586,732
Bengali Nationalist, 29,48, 122, 607
Bengali Officers, 52, 61-62, 66, 87, 393
Bengali Poet, 40-41, 126, 185
Bengali Police, 130, 184, 372
Bengali Rebels, 45, 89, 149, 156, 170, 249, 251, 261, 281, 277, 379, 383, 388, 391,418, 520,536
Bengali Rebellions, 98,212
Bengali Refugees, 102, 106, 177-80, 206,233,263,270,276,283,644,648,657
Bengali Riots, 279
Bengali Separatsm, 249, 365
Bengali Separatists, 85-86, 141, 209, 229, 230,234, 244, 250
Bengali Soldiers, 52
Bengali Struggle, 47, 635
Bengali Student 52, 157
Bengali Troops, 228,342^3,377-78,491
Bengalees, 189,317,427
Bennett, Sir Frederik, 515
Bentely, Helen, Delick 152
Betna River, 445
Bhairab Bridge, 671
Bhairab Baazer, 455, 947, 960
Bh irab River, 456
Bharati, Haripada, Chairman Janasangh, 674
Bhashani, Hamid Khan, Maulana, 342, 347, 509, 671,714-15, 733, 777-78, 786, 753-55, 883
Bhatti, Major, GR. HQ, 313 Brigede, 860-61
Bhuton, 304, 538
Bhutto, Zulfikar Ali, 3,6-7, 11,12, 14,18, 23,24,26, 31,36,37, 80,94,175,293, 298,311,324,332,333,347,368,369, 409,414,458,487,489,519,526,528, 534,535,544, 593,594, 6012,612, 616, 626,628,635,640,652,698,885,907
Biafra, 322-23, 328, 348, 349
Biafrans, 35, 180, 561, 569, 596
Bibbi, Rosiman, 102
Biddulph, Jim commonwealth Correspondent, 535
Big Powers, 217, 269,494, 584, 616, 655,656,660, 785, 925, 926
Bihar, 108,361,378,490,598,606,609,
Biharis, 85-86, 141-42, 158-59, 161-62, 185, 303, 362, 371, 382, 392,408, 409, 446,497, 610
Bilashpur, 363-64
Bir Bangladesh, 346
Birth of a Nation, 429
Biswas, Dipak Numar, 210
Biswas, Narayan Chandra, 372
Bloody War, 45, 68
Boerma, Addeke, H., 804
Bogra, 615, 947, 961
Boeing-707, 141, 176, 204, 205
Boliadi, 117-18
Bombay, 1, 327, 648, 717
Bonard, Dr., 857-59
Boangaon, 193,277, 370-71,406, 520, 539, 632, 793, 744-45
Bonn (Germany), 174, 806
Bora, Phani, Leader of Troops the Communist Group, 758
Borchgrave, Arnold, De, (of News week), 255-56, 260,263, 277, 284-85
'Border Special forces, 542
Bose, Manoj, 675
Bottomley, 475
Bowles, Chester, Ambassador, 65, 134, 541-42

Boxwallahs, 427
Boyra, 420-21, 920, 922
Braddick, Kenneth, 435
Brahmanbaria, 278,387,700, 946, 947
Brahmaputra River, 81,272,285
Brandon, Henry, 441
Bray, 3rd Charles, 230
Briley, Harold, 547
Britain, 8, 122, 126, 133, 197, 217, 230, 313, 324, 337, 350, 352, 359, 360, 362, 369,414-15,423,428,441,459, 473, 474,477, 488, 494,499, 500, 506, 516, 523, 540, 549, 545, 557, 558, 718, 778, 783,790-91,893
Briton, John, Hasteings, A Methodist Missionary, 120
Britons, 39, 425, 506
British, 33, 39,48, 117-18, 136, 186, 246, 248, 263, 303, 326, 334-35, 350, 358,405, 406,434,449,476,487,493-94,499, 510, 512, 514, 518, 520, 540, 542, 543, 550, 552, 554, 558, 561, 596, 631,718, 881,893, 907, 957
British, Ambassador, 524
British, Boradcasting Corporation, 3
British, Colonialism, 10
British, Council, 44, 318, 359
British, Government, 365,423,469, 473,495,496, 500, 505, 510, 511, 523, 524, 549, 550, 553, 557, 603, 783
British, High Commissioner, 359
British, House of Commons, 495, 501
British, Indian,19, 31, 35,75, 85, 186, 310,645
British, Indian Army, 343, 355
British, Indian Empire, 14,140, 191
British, Labour Party, 473
British, Members of Parliament, 505
British, National Press, 492
British, Newspaper, 414, 500
British Raj, 32,45, 344
British, Relief Organization, 549
British, Rule, 37, 327
British, Parliamentary Delegation, 475,555
British, Press, 490,491,498, 504,514, 521,522, 524, 783
British, Press on Pakistan, 484
Brohi, 258
Bromberger P, 25
"Brothers", 37
Browne, Malcolm, W., 171
Bruce, Mr, 473
BSF., 758, 759-60, 920, 922
Budapest, 530, 531
Budapest Peace Conference, 531, 811
Burdwan University Teachers Association, 691
Burma, 525, 686
Burmese Government, 673
Burmese Rebels, 255
Bush, House News Transcribing Unit, 536
Bush, Jeorge, U. N. Ambassador, 311, 313,458
Butt, M., 911
c
CAB, 204
Cabinet Mission, 886
Cagnoni, Romano, 396
Cairo, 310
Calcutta, 25-26, 39, 42, 54,74, 89, 101, 109, 110, 140, 177, 192-93,209,215, 226,229,277, 283, 284,287,292,297, 308, 326, 337, 358, 370, 373,374, 381, 398,401,406, 416,42729,433,435, 437, 440,442-44,446,449,466,470, 473-74,475, 477,491-93, 505, 509, 523, 525, 529-30, 537, 539, 544, 545-46, 582, 620-21, 631-32, 637, 644, 649, 671,673,776,682, 710,714, 734,736, 741-42, 787, 789, 804-05, 851-52, 857-58, 859, 926, 927, 924, 947
Calcutta Airport, 746, 804
Cambodia, 228, 225
Cambridge, 202, 351
Cameron, James, 499
Canadian Airofrce, 441
Government, 152, 246, 965
Plane, 545
Parliamentary Delegation, 192
Caroll, Necholas, 441, 447,552
Carson, 327

Catholic, 106
Clergy, 410
Relief Services, 179
Missionary, Jessore, 569
Voluntary Organization, 632
CASA, 370
CAS A, Field Hospital, 371-72
Case, Clifford, (R. N. J), 224, 225
Central Council, 727
Central Government, 24, 26, 29, 31, 36, 50, 51, 54, 96-97, 122, 168, 204, 209, 219-20, 249, 329, 330, 349, 351, 353-54, 365-66, 382, 498, 528, 566, 570, 592, 594,616, 843, 886
Indian, 398, 353
Ceylon, 31,388,647, 686
CENTO, 310, 350
CF (ML), 715-16
Chakrabarti, Obinoser,
Chakrabharti, S. Dr.
Chalna, 127, 262, 287, 304,482,484, 512,917-18
Port, 145, 183, 476,477,918
Chamb Sector, 432,447,482
Chandpur, 379, 384-85, 387, 392, 546, 695,917-18, 946
Chandra, Ramesh, 530-31
Chatterjee, Ashim, 851
Chaudhury, H. R. 909
Chaudhuri, M. N. I 722
Chaudhuri, Subir, 675
Chavan, Y. B. 648
Chesapeake, 149
Chevrolets, 3,452
China, 174, 459,460,461,490, 515, 522, 542, 558, 616-18, 645, 655, 699, 751, 777, 781, 781, 870, 881, 895, 913, 918, 965,972
Chinese, 52,77-78,489, 511, 513, 516, 522, 525, 538, 543, 552, 569, 629,644, 655, 705, 856, 875, 895, 965
Flag, 525
Friendship, 347
Revolution, 42
Chittagong 15, 18, 22, 29, 35, 36, 39-41, 44, 51, 55,59, 68, 74, 76, 81, 127, 172, 227, 304, 306, 317, 331, 344, 358, 368, 378, 383,389,400, 411,436,442, 443, 454, 469,470,472, 479,480, 482, 485-87,489, 510, 519-21, 536, 540, 549, 605, 607, 672, 673, 700, 702, 733-34, 752,917,918
Hill Tracts, 521
Poit, 39,81,71,145,177,183,383,465, 491,564,582,639,672,734,855,918
Chou, Message, 53, 77-78
Note, 53
Christian, 133,159-60,200,336,410,473
Christian, Aid, 549
Chuadanga, 42, 53, 337,472, 917
Chaugacha, 542
Chunder, Pratap Chandra, 682, 851
Church, Frank, 100-01, 112, 224
Chowdhury, Abu Syeed, 972
Chowdhury, A. K. M. Shamsul Alam, 535
Chowdhury, A. R. 195
Chowdhury, H. R. 908
Chowdhury, Humayun, 436-37
Chowdhury, Kshitish, 789
Chowdhury, Mahendra Mohan, 752, 758-60
Chowdhury, Tridib, 674
Civil Disobedence, 31, 298, 382
Civil Government, 80, 82,211
Civilian, Administration, 630,334,639-40
Civil Government, 131-32, 211, 298, 300.311.334
Civilian Rule, 142,253, 191, 561, 532, 586,716
Civil War, 29, 35, 44,46, 47, 53, 68, 70, 73-76, 79-80, 82, 99, 137,159, 163, 177, 179, 182,270, 301, 325, 331, 333, 389,487, 550, 556, 561, 570, 575, 583, 584, 592, 612, 620, 889
Civil Eronautics Board, 204
Circuit House, 343, 383
Comilla, 380, 386
Circus Avenue, 428
Citi Bazaar, 319
CITU, 674
CPI, 705, 786, 893

Crossman, richard, 501
Clandestine Radio, 30,44, 170,322-23, 465-67,487, 562,671
Clandestine Station, 36, 67, 217, 220
Clan-Mac-Nair, 39
Clark, Marah, 307-8, 312
Clayton. 466
Clifton, Tony, 46, 47, 101, 106, 119, 177,278
Clive, 326, 427,428
Coggin, Dan, 35, 68, 82
Cold War, 558
Cambodia, 624
Cambodian, Mission, 710
Comilla, 50, 51, 54-56, 61, 76, 145, 244, 261, 277, 278, 283, 288, 304, 317, 377, 379-81, 383-84, 388, 390, 392, 393, 432-34, 442-43, 465, 469, 480, 482, 483,490, 509, 519-21, 670, 672, 683, 695, 700, 702, 733, 734, 866, 946-47
Commonwealth, 203, 494, 501, 549-50, 557, 603
Communist, 184, 285, 342, 357,495, 655, 705, 733, 746
: Bangladesh, 733
: Chinese, 9. 116, 133, 279
Insurgency, 179
: Movements, 356
: Super Powers, 179
Communist Party, 509
: of Bangladesh, 509, 853-54, 883
: of Czechoslovakia, 588
: of East Bengal, 853-54
: of East Pakistan, 715
: of India, 530
Concentration Camp, 168
Concert of the Great Powers, 167
Congo, 64, 158, 328, 427
Congress 123, 124, 126, 134, 131, 139, 140, 163, 180, 188, 191, 224, 233, 242, 251, 284, 676, 851, 893, 925, 927
Connor, Cruise O' Brien, 350
Consortium II Nation, 128, 133, 143, 146, 181, 188, 201,586, 783
Constitute Legitimacy, Bangladesh, 883
Constituent Assembly, 36,44, 187, 218, 481, 502, 561, 592, 593, 594, 611, 705
Constitution, 24, 36, 620, 636, 676. 927
Constitution Problems of Pakistan, 611
Controlled Press, 221, 254
Cooch Bihar, 632
Co-ordniation Committee, 715, 733
Correspondents, 6, 8,9, 12.22,27, 30, 35, 42,47,50, 52, 53, 56,58,60.61, 143, 220,265,277, 339, 365, 373,376,424, 436,438,454,466-68,470,474,479, 480-485,498,499, 502, 520,528,556
Coup 'de Hat, 213
Courts Martial,
Cox's Bazar, 482, 607, 734
"Crush India", 247, 255
Curzon Lord, 327
Cyclone, 14, 27, 35, 37, 58, 79, 128, 148, 185, 187, 190, 220, 244, 260, 292, 299, 324, 373, 389, 424, 428, 473, 497, 541, 549, 575, 579, 582, 624
December, 100
Cypurus, 64
Czechs, 298
Czechoslovakia, 886
D
Dacca (Changed to Dhaka) 1,4, 7-18, 22-25,29, 30-37,44-46,51, 55, 64,68, 71, 74,77-78, 89, 92, 98,99, 117-19, 127, 128, 130,131-32, 137, 138, 142, 143,155, 156, 157, 159, 172, 173, 177, 178, 183, 184, 185,187,201,25,219, 220,221, 226, 227,229, 253,259,262,265,288, 300-01,303, 304,305, 309,317, 318-326, 329-32, 337, 342-46, 355-64, 366, 379-80,
382-384, 388,391, 393-95, 398,401,406, 409,410,417-418,422,425,430-35,438-40,443,447,448,454,458-59,465-67, 469,471-72,474,478-93, 503. 504, 505, 507, 509,515-521,523-528,530,533, 535, 536, 540, 542-44, 546-48, 566, 582-95.600,604-610,614,626, 627,640,672. 673, 693-4,700,736,741, 745,761.784. 785, 886,852, 858, 860-61, 869,907,917, 918,921,945,946,947,960,961,965.
Dacca Club, 322
Dacca Chittagong Railway, 184
: Medical College, 320

Dacca Improvement Trust, 361
Dacca International Hotel, 11, 27, 183
Dacca Journalists, 732
Dacca Medical School, 47
Dacca Mission, 736, 737, 852
Dacca Operation, 960
:Power Plant, 155
Radio, 38, 866, 681
Residents, 217
: Television Centre, 521
Dacca University, 4, 27, 30, 37, 48, 96, 183, 318, 345, 368, 467, 478, 684
Dahokula, 86
Daily Express, the, 492, 500
Daily Telegraph, the, 487,491-2,496, 493,499, 502, 504, 604, 513, 515-16, 520, 521,523
Dalubazar, 492
Dalu Sector, 768, 759
Daripara, 410
Darsona, 73
Das Raiendra, 210
Datta R. Dr., 120
Datta Gupta, Mire, Mrs., 851
Daudkandi, 546, 946
Daud Pota, Azim, 908
Daulatpur, 484, 671,961
Daulatana, Mian Mumtaz, 611
Dayagonj, 417-19
DDC, 851
DDT, 382
De, J. C. Mr., 746
Dean, Johan P. Lewis,291
Death of a Nation, 427,429
Debipur, 397
December Election, 10, 25, 27, 36, 37, 108, 125, 137, 142, 191,213,221,236, 253, 254, 297, 311, 325, 330, 311, 325, 330, 393,408, 534, 732
December Voting, 31
Declaration of Independence, 48, 90
Dehra Dun, 307,487-88
Dela Ware, 143
Delhi, 45, 116, 191, 234, 276, 302, 311, 348,440,442,447, 475, 485, 513, 520, 621,956
Delphic Oracle, 350
Democracy, 4, 21, 36, 79,220
: in Pakistan, 221
Democratic Students Organization, 746
Democratic Youth Organization, 746
Demora, 262
Demark, 40, 661, 890
Denver, 113
Department of State, 84
Deputy High Commissioner, Dacca, 530
Deshpande, PS. Colonel, 443-44
Dermaghat, 484
Dev, G. C. Professor, 96, 360
Dewanganj, 746
Dewan, H. S., 947
Dey, Kati Chandra, 371
Diara, 372
Dinajpur, 29, 249, 306, 341, 342-44, 346, 374, 479, 481,482, 542, 617, 632, 670, 700, 714, 826, 911, 920, 947, 962
Disasters, Emergency Committee, 501
Dieakar, R. R. Mr., 781
Dolney, 826
Dolui, Daniel, Mr., 448
Douglas, Mann, 473
Dravidian People 186
D So., 862
D'Souza, Joe, Father, 632
Dublin, Protestant, 327
Dudu Shamsul Alam, 339-40
Dum Dum Airport, 283,435,474, 744
Dunham, John, Mr., 886
Dun, The, 556
Dunn, Cyril, 567
Durrani, Captain, 393
Dutta, Assoka Krishna, 851
E
East Asia, 170
East Asian Conflict, 314
East Autonomy, 19
East Bengal, 5,11,13,15,18,27,37,38,46, 74,75,89,133,140,186,200-203,221, 232,240,243,245,258,263,264,267,268, 270,271,275,281-285,290-91,293,294, 305,306,308-314,325,327,329,330,335, 339,346,349,350,359,369,370,376,377,

378-382,388-395,399,406,413-15,423, 428,433,434,435,44143,445,487,492, 493,501,510-11,522,528,535,546,551, 552,555,568,570,574,579,591,593,598, 607,610,631,640,675,684,698,704,705, 712,715,717-18,733,734,746,750,751, 752,757,661,766,784,788,806,837,847, 866,869,870,875,878,880,881,889-91, 896,925,926
East Bengal Co-ordination Committee 833
East Bengal Rebels, 44, 617
East Bengal Regiment, 39, 59, 55, 83, 184, 228, 320, 336, 345, 363, 396, 605, 632,713, 733,925
East Bengal Revolutionary, 853
East Bengal Rifles, 355, 948
East Bengal Separatists, 592
East Bengali 16,45, 74, 75, 98, 211, 267, 268, 288, 349, 368, 488,491,437, 516, 529, 563, 567, 575, 576, 582, 592, 628, 629,741, 804, 805,852
East Bengali Autonomy, 269
East Pakistan Autonomy 3, 157, 298
East Pakistan Border, 87, 398,481, 511
East Pakistan Communist, 495
East Pakistan Electorate, 96
East Pakistan High Court, 96
East Pakistan Rifles, 1, 3, 5, 12, 15, 16, 39, 55,68, 72, 342, 343, 345, 346, 362, 386, 392, 396, 487, 501, 568, 605, 634, 670, 686, 713, 925
Hast Pakistani, 1,8,9,18,25,26,29,46, 47,50,74, 120, 140, 157,180,200, 234, 257,333, 255,365,480,488,517, 561, 577,581, 582,587,604,615,623,615
East Pakistani Army 51, 54
East Pakistan Civil Servants, 607
East Pakistani Guerillas, 29, 256, 300, 479, 481
East Pakistani Police, 39, 363
East Pakistani Refugees, 597,598, 629, 630, 643, 656, 804
East Pakistani Separatists, 147, 197
Eastern Autonomy, 187
Eastern Border, 53, 59, 442
Eastern Command, 392, 433,434, 960
Eastern Province, 52, 55, 57,432
Eastern Wing, 31, 44,46, 85, 86, 91, 97
Eba, Mr., 150
EBS, 702, 925
Economic Aid, 100, 122-24, 126, 143, 146, 163, 188, 195, 197, 201, 241, 267
Economists, 230,178,350,368,551,555
Edge we wood, Arsenal, 880
Editor, Q. Herddal, 886
Egypt, 890
Egyptians, 108, 310
Elis, Allan, 199
Election, 14, 36, 80, 186, 191, 422
'Enemies of Pakistan', 35
'Enemy Properties', 162
Enfield and General Rifles (Ancients) 42
Enifles, 68, 87, 335, 337, 342, 362, 399, 401,568
England, 71, 191
En-Lai, Chou, Chinese Premier, 53, 77, 167, 171,698-99
English Language (News Paper), 27
English Road, 319
EPR 71, 671, 702, 713, 733
Essex, Coun, 64, 133
Europe, 120, 216, 236, 243, 295, 582
European, 360, 361, 391, 539, 698
European Newsmen, 27
European Security Conference, 530
Euparic Press; 732
Evacuees, 39,40,51,55
Export Product, 59
External Affairs Ministry; India; 216
F
Fakhra (Wife of Yahya), 191
Faltaffian, 440
Famine, 60, 87, 92, 98, 110, 128, 142, 155, 175, 178, 182, 195,212,217,241, 292, 326, 343, 378, 389, 390, 411,412, 416,427,494, 510, 539, 540, 542. 585, 624, 639, 880
Far East Correspondent, 481
Faridpur, 209, 335, 337, 363,422.468. 469,702
-Football District Association, 333
Farmgate, 410
F. A. O. 200,621,804

Father of Pakistan (Jinnah), 16
Fauji, 379, 380
Fawehinmi, Gani (nigerian Lawyer), 890
Fazilatunnessa, 48
Federal Army, 29, 31, 32, 47,48, 87, 119, 177
: Budget, 190
:Force, 31,32
: Garrison, 46
: Government, 48, 507
Marittime Commission, 149, 152
: Occupation Forces, 88
: Regime, 35
:Federation of Pakistan, 779
Fedeation of Revolutionary Students, 862
Fein, Sinn, 327
Feni, 383, 389,442, 520, 570
Ferozpore, 256
Firozpur, 923
Foreign Aid, 13,15,26,40,89, 100,129, 186, 187,214,233,240,241,251,311, 350,366,408,539, 541,640,643,782
: Affairs, 71
: Bill, 100, 233,251
Foreign, Correspondents, 8, 11, 30, 46, 47,49, 64, 92, 122,468, 472, 475, 494, 497, 501,512,513, 520, 562
:Currency, Currency Reserves, 89,93,119
: Debt, 93
: Diplomat, 44, 58, 90, 137, 142, 143, 220, 228,492, 635
: Economists, 127-29
: Envoys, 206
Foreign Exchange, 13, 36-7, 59, 89, 128, 129, 132, 144, 186, 189, 282, 311, 391,409, 539, 540,615
: Government, 46
: Journalists, 98, 119, 331, 358,420, 497, 595
: National, 449, 484
: Report (Annual), 38
: Reporters, 19, 22, 30, 384, 158
Foreign Military Sales, Act, 111
Missionaries, 143
- Newsmen, 1,8,9,11,13,25,39,47,50, 53,58,82, 85,130,243,190,474,734
-Observers, 66, 218, 220, 222, 228, 262, 305, 498
-Press, 3, 98, 358, 579
-Power 66
-Foreign Relations Committee 251
-Reporters, 18, 22, 30, 284, 358
Foreigners, 39-40,45,121,215,219-21, 226,272, 305,411,430,450,515, 544,866
Food, 64, 177, 189, 554, 624
: Aid, 617, 804
Food Programme, 549
fourteen Punjab Regiment, 278
France, 8, 120, 133, 230, 327, 540, 561, 639
Francis, Julian (Regional Director of Oxfam). 632
French Road, 319-20
Free Bangladesh, 341
Free Bengal, 319, 506
Free Bengal, Movement, 212
: Radio 53, 493, 506,664, 669, 670, 672, 676, 686, 702
Free Dinajpur, 342
Free election, 64, 126
Freedom Fighters, 42, 212, 228, 332, 336, 338, 339, 457, 568, 581, 634, 636, 568,671,672, 675, 920-21
Friends of East Bengal, 147, 150, 153
Fulbari. 826
Ful Bright, Senator, 135,224, 251
G
Gaibandha, 87
Galbraith, John, Kenneth (Former U. S. Ambassador to India) 203
Gallagher, 120
Gandhi, 79, 95, 179, 299, 613, 714
Gandhi, Indira, (Indian Prime Minister), 46, 53, 65, 79, 133, 134, 139, 166, 189, 196, 197, 198, 206, 207, 212, 216, 217, 231, 232, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 248, 249, 255, 258, 260, 263-264, 267, 270, 277, 279, 281, 283, 295,297, 308, 309-310, 313, 314, 332, 333, 369, 424,442, 458, 459, 460, 474,475-76, 485-86, 489, 513, 514, 515, 516, 521-

522, 524, 531-534, 538, 542, 543, 553, 554, 557, 575, 577, 579, 582, 589, 598, 601, 631, 643, 655, 656, 657, 660, 744, 779, 804, 869, 870, 880, 912, 913, 924
Gandhi, Mrs. Government, 109, 110, 460,617
Gandhi, Mahatma, 186, 789
Gandhi, Mrs, & Co. 282
Gandhi Peace Foundation, 789, 886
Ghandhian Dislike, 203
Gandhi an Government, 406
Ganesh, Cornelius, New Jersey Congressmen, 120
Ganesh God, 399
Gangarampur, 342
Ganges, Delta, 27, 128, 155, 165, 428, 476, 584
Ganges River, 82, 160, 161, 117, 632, 670, 693
Ganges, The, 27, 68, 166, 304, 328, 331, 335, 350, 363, 439, 441, 454, 505, 568
Ganguly Tarun, 919
Garo-Hills Sector of Meghalaya, 758-59
Gauhati, in Assam, 513, 631
Gay Street, South, 148
GedeGede, 72
General Assembly 211, 217, 226, 304, 310, 340, 500
General Assembly Resolution 523-24
General Election, 36, 96, 393, 642, 914
General Strike, 35, 80
Geneva, 303, 305,468,474, 539, 804, 871,975
Genera Code, 306
Genera Convention, 306, 857
Genocide, 26,46,52,60,97, 121,181, 189,195,214.242,341,349,382,423, 427,501,541,571, 574,585, 590,592. 596,617,710,780, 819, 842, 844, 851,826
German, 362, 917
German Democratic Republic, 661
Ghana, 870
Ghani, Abdul (Air Adviser), 908, 910
Ghillal, 289
Ghose, Basanta Condra, Senior Law Yer of Patna, 727
Ghose, Gautam, 880
Ghose, Tusar Kanti, 664
Gilbert, 423
Gilgit, 309
Gill peter, 406, 505, 506, 520, 523
Giri, V. V. President, 674
Gleason, Thomas G, 149, 152
"Glory of Free Bengal," 432
Guats and Su 7'S, 426
Goalando, Ghat, 363
Goan, Chiristian, 377
God, 5, 22, 258, 261, 317, 322, 325, 379, 380, 385, 386, 388,438, 604
Gold Water Barry, 314
Golden Bengal, 185, 190, 304, 427-28
Golden Temple, 308
Gomulka, Mr. 698
Goodwin, Charles, 149, 154
Goraghat, 961, 962
Gorai, 337
Gordon, Herbert (U. S Consul General), 851
Goswaini, Kshiti, 862
Government Department, 120
Government Force, 60, 120
Government of India, 165
Government of Pakistan, 64, 166
Government Official, 282, 397,417
Government Troops, 60,99,444,244,247
Gobindgonj, 261-62
H
Haidar, Sajjad, 721, 736
Hajiganj, 384, 386, 387, 695
Haksar, P. N. 992, 965
Haldibari, 746
Haluaghat, 174
Hamboro, Edward, 895
Hamed, Ali, 400
Hamid, Abdul, 403
Hampstead, 432
Hanifa, Abu, Dr., 893
Hannisdahal, Sigrid, 890
Haq, Amjadul, 908
Haq, Ashabul, Dr., 69
Haque, Dr., 43
Harrington, Michacl, 886

Hart, Judith, 496, 501,511
Hasher, Qazim, Abul, 457
Hasnabad, 402
Hastings, John, 103
Hazari, Lane, Chittagong, 184
Hazelhurst, Peter, 489, 490, 492, 499, 511,514,515
Hay, Abdul, Col., 79
Healey, Denis, 496,554
Health, Mr. British Prime Minister, 488, 516, 520
Helsinki, 806
Henri, Paul Marc, 440, 459, 523, 572
Henry, Patrick, 71
Herculas Air-craft, 544
Herbda, Mr., 890
Hilale, William, 149
Hilaly, Agha, 537, 542, 869
Hilli, 454, 961, 962, 919, 922, 947
Hill Sector, 443
Himalayas, 232, 333
:foot hills, 283
: passes, 279
Hindi, 186,433
Hindu, 85, 86, 95, 98, 106, 109, 133, 141, 158, 159, 161, 162, 166, 186, 214, 231, 271, 275, 295, 297, 336, 361, 371, 372, 377, 379, 383, 384, 398, 399,400, 403,408,413,414
: Bengalis, 37, 42, 161
:Refugees, 271, 504, 539, 557
:Community, 222-23
:Creamatorium, 272
Hindu India, 58,71,142,174,248,279,294
Hindu-Moslem, 220, 317, 320, 397
: During partition, 31
: Dissimilarity, 32
Hindu-Muslim, 27
: Mistrust, 233
Hindu Student, 96, 161
Hindu Temple, 265, 408
Hindu Refugees, 271, 504, 539, 557
Hindus Lane, 186,433
Hindus, 28, 32, 37,42, 104, 108, 109, 110, 130, 131, 132, 139, 142, 143, 146, 158, 162, 182, 184, 186, 200, 209, 212, 216, 222, 232, 265, 270, 272, 281, 285, 294, 295, 296, 298, 329, 329, 361, 371, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 392, 399,402, 403, 406, 408, 471, 490,491, 504, 506, 540, 746, 757
Hiroshima, 105
Hitler, 26, 163,341,405,610
Hitlerian Junta, Islamabad, 889
H, M. G, 368
Hoagland, Jim, 419
Hodgson, Godfrey, 441
Hollen, Christopher, Van, 122, 185
Hoi ling worth, Miss, 492, 502, 504, 505, 513,514,516, 520, 523, 525
Hollyman, Stephane, 149, 154
Holly wood, 279
Holy Koran, 400
Holy Family Hospital, 305, 361
Home, Alec, Douglas, Sir, 365, 378, 469, 477, 502, 553
Hong, Kong, 80, 634
Hoogly, River 467
Hornby, Michael, 493, 502, 504
Hospital, 160, 161, 182
Hossain, Tasadeque, 692
Hotel Agrabad, 40
Hotel Inter-Continental, 28, 82, 130, 300, 305, 309, 319, 322, 361,425, 439, 446, 449, 452, 506
Housego, David, 518
House of Commons, 553, 783
House of Foreign Affairs Committees, 188
House of Representatives, 195
Huda, Najmul, Major, 420,421
Human Rights Commission, 852, 887
Humantitarian, Aid, 242, 629
: Relief, 57, 222, 225, 242, 265
Humphrey, Hunber, 313
Huq, Amjadul, Mr., 89, 915-16
Huq, Major, 87-88
Huq, Mohammad Saidul, 387-88
Hussain, Afzal, 520
Huyson, Peter, H. B. Freling, 418
Hyder, Sajjad, High Commissioner, 911

I
Ibrahim, Elwaleed, (Sudan's Journalist), 886
Ibrahim, Mirza Mohammad, 914
Iceland, 543
Ichamati, River, 420
Iftikhar, Major, 385-387
Imperialism, 326
Imperial War, 174
Independence, 10, 13, 14, 19, 34, 39,48, 52, 54, 60, 64, 71, 157, 158, 187, 196, 228, 257, 268, 332, 344
Independence, Bangladesh, 33, 61, 199, 204,229, 234, 246, 481, 488, 676
Independence, Movement, 20, 25, 39, 40, 50, 52, 54, 58, 61, 66,67, 76, 245, 334, 488, 490, 534, 620
Independence, Nation, 32, 216, 49, 308
Independence, 69, 166, 697, 443, 610, 682, 777, 893
Independent Bangladesh, 45, 240, 258, 280, 281, 282, 285, 287, 299, 307, 349, 452,453, 472, 481, 487, 613, 645, 654, 674,682, 703,715, 885
Independent Bangla State, 89
Independent East Pakistan, 65, 527
Independent Nation, 16,17
Independent State, 48, 345,610
Independent Struggle of Pakistan, 218
India, 1, 14,18,22,25,26,27,29,31,32, 35,37,42,45,47,50, 51,52, 53, 54,55, 60,61, 64.65, 67,68,70,71,72, 73,75, 77,79,82, 85,87,91,93,98,100,102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 116, 119,120,122, 124,126,127, 128, 130, 131, 132, 133,136,367,139,140, 141, 142, 143, 145,155, 158, 161, 162, 163, 165, 166, 167,168, 177,178,179,180, 181,182, 184,185,186,188,189,190, 192, 193, 196, 197, 198,201,202,203, 206,207,209,210,212,213,215,216, 217,218,219,221,222,224, 226,228, 230,231,233-250,255,256,260,261, 262,263,264,266,267,268,269,270, 273-301, 304-314,326-383, 388,396-399, 402,405,406,408,413,414,416,420, 421,423,424,428,431,432,436,437, 442,443,447,450,456,458,459,461, 465-471,474-481,488-492.497-500, 505-523,526, 527,541-546, 586,587, 589,591, 592, 595,597,617-625,630, 632,637,638,643-655, 657,658,660, 663,687,691-698,704,705.710,713, 717,736,737,741,750,759,779,780, 783,784, 804,819, 827,844,857,860, 864,870, 878,880-889, 893, 894, 896, 910,915,919,920,924-926,965,972
India,-Bangladesh Friendship, 548
India. Conflict, 273, 275
India,-Pakistan, at the time of Partition, 32, 33
India-Pakistan Relations, 721
India Pakistani war, 163, 301
India Radio, 478,479,493
India, 32, 39, 72, 73, 89, 163, 178, 192, 193, 196, 197, 217, 221, 226, 228, 229, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 246, 247, 250, 255, 258, 261, 266, 270, 276, 274, 278, 279, 261, 266, 270, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 288, 290, 292, 293, 296, 300, 303, 304, 305, 301-306, 312, 325, 327, 332, 333, 335, 338, 342, 346. 362, 367, 370, 374, 383-84, 397, 402, 494, 421, 425,426, 430-31,432,433, 434,437, 438,439, 440, 442, 444,446, 447,448, 453,454,455, 456,459, 472, 473,481, 482,490,491, 507, 508, 511, 513, 515, 520, 522, 523, 525, 530, 534, 541, 544, 545, 547, 555, 556. 557, 568, 573, 576, 579, 586, 598, 605, 609, 621, 630, 645,658, 659, 714, 785, 806, 819, 847, 852, 857,881,898, 925
Indian Aid, 228,
Indian Agents, 221, 244
Indian Airforce, 235, 288, 304, 446, 479,481,485,486, 521, 544, 546, 962
Indian-American Relations, 241
Indian Army, 139, 161, 246, 248, 256, 257, 277, 278, 281, 288, 289, 300, 301, 305, 306, 307, 313, 343, 360, 396,401, 420, 400-31, 433, 435,439, 441, 442, 443, 447, 450, 454,459, 480, 484, 525, 528, 548, 558 945 946

Indian Artillery, 244, 246, 249, 261, 478, 480
Indian Border, 42, 44,46, 56, 70, 73, 74, 75, 75-78, 87, 108, 115, 142, 155, 162, 176, 179, 183, 193, 200, 209, 217, 229, 234, 241, 245, 247, 255, 280, 286, 313, 335, 338, 341, 346, 351, 358, 362, 372, 397, 400, 402, 409, 421, 452, 467,471, 472, 495, 499. 504, 507, 528, 624, 734, 758, 787, 843, 925
Indian Border Security Force, 757, 759-60, 426
Indian Budget, 281
Indian Cabinet, 177-78
Indian Demonstrators, 89
Indian Diplomat, 207
Indian Deputy High Commission, Dacca, 721
Indian East Bengal, 72, 179
Indian Eastern Command, 433
Indian Empire Independent, 71
Indian Express, 718
Indian Forces, 217, 232, 247, 249, 255, 305, 306, 312, 432, 632, 947, 960, 961
Indian Foreign Ministry, Delhi, 471
Indian General Navigation, 542
Indian Government, 45, 46, 51, 55, 100, 110, 133, 197, 212, 227, 231, 235, 270, 281, 283, 284, 290, 295, 296, 297, 322-23, 367, 370, 373, 494,496,427,439, 459, 467, 475, 480, 495,498, 499, 500, 514, 525, 529, 531, 532, 553, 556, 557, 582, 598, 614, 621, 674, 733,909
Indian High Commissioner, Islamabad, 437
Indian High Commissioner, Dacca, 471
Indian Independence Movement, 318
Indian Intelligence, 345,443, 525
Indian Jawans, 185
Indian Military, 70, 203, 241, 306, 422, 481,482.492,919
Indian MIG, 23, 426,438
Indian Mission, 858, 859, 870
Indian Navy, 288, 308, 547
Indian News Agencies, 804
Indian News Agency, 466
Indian Pakistani Border, 588
Indian Parliament, 26, 45, 130, 139, 338, 532, 533
Indian People, 65, 286
Indian Planes, 304, 305,309,438,450,546
Indian Police, 359
Indian Political Leader, 198, 260, 291
Indian Politician, 280
Indian Press, 67, 421, 493, 806
Indian Punjab, 133
Indian Punjabi Soldiers, 303
Indian Radio, 470
Indian Relief Officials, 192, 283,435
Indian Soldiers. 300, 302, 303, 396,432. 505,519, 542
Indian Spokesman, 432
Indian Sub-continent, 38,47, 59, 95. 125, 177, 195, 207, 224, 263, 314, 350. 358, 365, 423, 476, 533, 575, 645, 654, 656, 661.776
Indian Tanks, 443, 445
Indian Territory, 19, 31, 35,40-41. 47, 48, 52, 55, 58, 175, 186, 194, 217. 235. 282, 298, 308,482, 492, 620, 661, 710, 732, 734, 758, 888, 923
Indian Troops, 51, 55, 85, 189, 244, 249, 255, 268, 276, 277, 278, 285, 286. 287, 288, 303. 304, 308, 309, 339, 341, 400, 421, 433, 434. 445, 446, 447.449, 450,478, 483, 784, 514, 520, 538, 542, 609, 652,919, 947, 960, 961
Indian Union, 359
Indian VIP, 548
Indian Volunteer, 247
Indo-American Goodwill, 290
Indo- Aryan Language, 32, 186
Indo-China, 134
Indo-Chinese Border, 350, 697
Indo-Israeli Axis, 45
Indo Pakistan Border, 281,337, 341, 391
Indo-Pakistan Frontier, 420
Indo-Pakistan War, 90,100, 179, 188,197
Indo-Soviet Friendship, 296
Indo-Soviet Pact, 206, 207, 414
Indo-Soviet Treaty, 542,629,878,880,882
Indo-U. S Bilateral Relations, 181. 192

Indonesia, 304, 624, 658, 870, 892
Indonesian, 606
Intellectuals, 47. 49, 54, 66, 200, 312, 341, 345, 509, 684. 685
Intellectual. Bengalis, 32
Institute for Studies, New Delhi, 173
Intercontinental Hotel, 1, 2, 4, 8. 12, 30
International Aid, 374
International Airlines, Pakistan, 46
International Bank for Reconstructionand Development mission of. 143
International Border. 269
International Commission of Jurists, 870
International Committee of Friends, 894
International Committee of the Redcross, Geneva. 488
International Community, 139, 163,214, 268. 531, 556, 578, 583, 780, 811. 890
International Conciliation, 164
International Conference. 886. 888, 892
International Debt, 129
International Diplomacy, 268
International Forums, 780
International Herald Tribune, 717, 718
International Islamic Organisations. 571
International Law, 420. 691
International Longshoreman' s Association, 148, 149, 152
International Observers, 257
International Press Fredom, 8
International Press Institute, 806
International Relief Agencies. 363-64
International Relief and Rehabilitation Tim,164, 200
International Red Cross, 64, 305, 539,621
International Relief Organizations, 495
International Rescue Committee, 179, 806
Iqbal Hall (Name changed), 5, 20, 96, 318, 382
Iran, 217, 603,604,736
Iranian, 321
Iraq, 870
IRC, 180
Irwin, John, Secretary of State, 225
Ishaq, Maulana Mohammad, Minister of the Local Government. 640
Islam, 14, 31, 142. 144, 295, 327, 361, 568, 620
Islam, Nasirul, 568
Islam, Nur-ul, 335, 337
Islam. Syed Nazrul (Acting President), 285,312, 447,472, 525
Islam, Wali-ul. 452
Islamabad, 57, 76, 78, 79. 96, 97, 124, 138, 146, 166, 178, 179, 180, 181. 187, 202, 208, 212, 213, 219, 239, 280. 305, 307, 309, 313, 347. 349, 365, 368, 369, 415. 422, 432, 454^458. 516, 525. 532. 537, 542, 578, 582, 583, 584, 586. 614, 617. 629, 656, 665, 674, 688, 698. 699, 733. 741, 450. 751, 782. 811. 837, 852, 866, 869. 878, 880, 881, 889. 892, 897. 912
Islamabad Government. 14. 46, 260. 304. 349. 576. 629, 630, 640,811
Islamabad, Regime, 131, 132, 311, 721,
Islamia College, Calcutta, 33, 37
Islamic, 45, 178, 203, 392,408, 438, 504, 517, 606, 842
Islamic People, 36
Islamic States, 28, 286
Islamic State of Pakistan. 28
Ismatara, 119-120
Ispahani Jute Mills, 734
Israel, 224, 305, 314. 440. 558, 790
Istiqlal Party, 914
Italy, 133, 199, 327,540, 972
Italian Catholic Priests, 436
ITFA, 781
Iffefaq, 320
J
Jack. Homer, A. Dr., 890, 891
Jacob, J. F. R., 300, 301, 303, 434.483. 947, 960-61
Jacobson, Philip, 443.445
Jafarnagar, 456
Jagannath College, 20
Jagannath Hall, 96, 382
Jalangi. 374
Jalpaiguri, 632, 633
Jamalpur, 272, 974
Jammu, 307, 309,743, 843, 922

Jammat-E-Islami, 185, 210, 254, 399, 401, 408, 456, 907
Jan Sangh Party, 198
Japan, 8, 28, 207, 304, 540, 624, 804. 886, 972
Japanese, 246, 440, 464
: Government, 543, 804
Jarring Mission, 556,
Jarring, Gunnar, Mr, 980
Javed. Lieutenant, 387, 388
Javith, Jacop, Senator (R. N. Y.), 224
Jawans. 379. 380, 385, 386
Joydevpur, 483
Jehad, 275, 458
Jenkins. Loren, 30, 34, 36, 47. 137, 155, 156, 176
Jennings, Ivor, Sir, 611
Jessel, Toby, Mr., 505
Jessore, 42, 44, 46, 69, 75, 80, 278, 280, 286, 287, 304, 305, 306, 307, 317, 335, 336, 339, 340, 342, 344, 346, 362, 371, 372, 373, 388,430, 431, 432, 434, 436, 442, 443,444, 447, 452, 455, 465, 467, 468,469,471,478, 479,480,481,482, 490, 491, 521, 523, 428, 542. 545, 568, 669, 672, 683, 684, 702,793, 794, 733. 918, 945, 946
Jessore Airport, 74, 378
: Cantonment, 68. 436, 443, 445, 920
: District H. Q. 442
: Khulna Region, 144
Jevremovic, Pavle, Mr., 886
Jews, The, 168, 295,428
Jha. Lakahmi, Kant. 197, 912
Jhenida. 336, 362
Jhingergacha, 286, 306, 339,445, 457
Jinnah. Mohammad Ali, 31, 37, 79. 186, 327, 349, 599, 605
"Joi Bangla" 35,47, 69, 72, 87. 287, 300, 303, 304, 400, 429, 432, 444. 445, 448, 610. 732, 908
Jones, Chariles, 148, 149, 828
Journalists, 42,44, 72, 82. 183, 324, 335, 339, 342, 352, 376, 382, 425. 426, 433, 438,440, 450, 451, 490, 503, 537, 596. 716, 777, 886

K
Kaba Thani River, 287
Kabul Radio, 635
Kahn, Charles, Dr., 154
Kajla, 479
Kakul Military Academy, 63
Kaliganj, 373, 947
Kamalapur, 521,
Kamalpur, 249, 443, 920, 921
Kamarkhali. 700
Kanu Peter, R., 272
Nagaroo Courts, 445
Kaptai, (Ship), 123, 136,471
Karachi, 8, 11, 30, 37, 45, 49, 53, 60, 93, 98, 108, 111, 113, 115, 117, 123, 147, 149, 152, 178, 180. 244, 304, 305, 309, 359, 376, 388, 389, 391, 442, 443, 481. 487, 492, 506, 527, 537, 538, 540, 547, 613, 626, 647, 721, 783, 852, 860. 869, 908,
:Airport, 530, 613
: Press, 93
: Radio, 4
Kara Korum, High Way, 391, 441
Karen, wife of Martinussen. 40
Karem, E., 195, 722
Karim.S. A. 195, 199
Karimgonj, 752, 759, 784, 826
Kasba, 244, 387
Kashmir. 45, 37, 133,185, 234, 247, 250. 255, 279, 281, 296, 307, 309. 327, 333, 342, 436,441, 447,459, 515, 529, 530, 558, 592, 922
Kasoury, Omar, 11
Kaul, 898
Kayhan International, 599
Keating, Kenneth, 716, 718, 848
Kellog, Francis, L., 100
Kennedy, Edward, Sen, 44, 122, 123, 126, 135,175, 188, 313, 541, 484, 869
Keyser Building, 147, 148
Khalcque, Shah Abdul, 87
Khalishpur, 183
Khan, Abdul Hamid, 189, 156, 191
Khaliluddin, Mr., 908
Khadimnagar Cantonment, 683
Khan. A. Rahim. Air Marshall, 237

Khan, Abdur Rahim, Dr., 460
Khan, Aga Mohammad Yahya, (As President and General), 3, 4, 9, 11, 29, 34, 35, 44,48, 53,74, 78, 82, 89, 91, 94, 104, 119, 121, 122, 123, 124, 137, 147, 155, 166, 172, 174, 179, 180, 184, 190, 198, 201. 216, 210, 217, 220, 226, 230, 232, 239, 247, 258, 261, 264, 269,278, 281, 290, 298, 307, 313, 324, 327, 330. 338, 341. 344, 347. 350, 358, 365, 373, 378, 390, 393,413, 418, 423, 432, 441, 446, 456, 460,465, 478, 487, 489, 495, 498, 508. 515, 518, 524, 527, 532, 542, 552, 556, 561, 563, 571, 577, 580, 585, 590, 594. 601, 612, 619, 625, 630, 636, 639, 642, 649, 655, 662, 670, 675, 698, 783, 788, 811, 870, 880, 885, 907, 912, 914,976
Khan, Chengis, 44
Khan, Farman Ali, Major Gen., 302, 303,440
Khan, Ghul Hassan, Brig, Pakistan Army, Adviser, 900
Khan, Hadi, Sub-Inspector of Police, 404
Khan, Hayat, Brigadier, 455
Khan, Mohammad Akbar, 98
Khan, Mohammad Asghar, 221, 506, 626, 636,914
Khan. Mohammad Ayub, 34, 190, 221, 312, 327, 334,488, 490, 497, 539, 599, 619
Khan, Nur, Air Marshall, 625
Khan, Nurul Islam, 402,
Khan, Qayyum, 611
Khan, Sadruddin, prince, 195, 267, 477
Khan, Sahibzada, 381
Khan, Slier Ali (Major Gen.), 626
Khan, Shah Nawaz, 893
Khan, Tikka, Lt. Gen., 15, 30, 98, 117, 121, 156, 175, 191, 200, 322, 381, 389, 393, 411,414, 474,491, 529. 533, 604, 613,636, 669, 881
Khan, Zia, Major, 669
Khuda, Kassam, 380,
Kharian, 388
Khondakar, Abdul Akib, 402
Khulna. 68, 128, 155, 156, 336, 399-404. 411, 433, 444-46, 452. 454, 455, 481. 484, 491, 519, 520, 567, 670. 672, 683,702,713, 733, 945,961
iHospital, 403
Khuma Kali. 337
Khyber Pass, 23
Kibria, A. M. S., 195
King Bridge, 353-54
Kipling, 23, 292
Kissinger, Dr., Henry, 188, 189, 195, 206, 207, 296, 313, 314, 847, 848, 912
Kittani Ismet, 173
Klein, Edward, 263
Kler, H. S., 300. 303
Koirala, B. P. Mr., 890-91, 892
Koran, Holy, 161
Kosygin, Mr., 543, 588
Kraar, Louis, correspondent, 98, 99, 309
Krishna nagar, 362, 365, 828
iHospital, 106, 107, 119
Kubic, Milton, 47, 77-78, 93
Kusiara River, 752
Kushtia, 68, 69, 119, 136, 184, 188, 286, 288, 337, 339, 340, 346, 360, 362, 378, 491, 519, 700, 702, 826, 917, 946, 947, 961,962
: District Jail, 69, 183
Kukri, 307, 353
Kusumpur, 362
Kutibari, 209
L
Labour Party, 493, 501, 510, 523, 554
Ladakh, 32
Lahore, 47, 232, 308, 537, 647, 902, 914
Laksham, 384, 387, H42, 482
Lalmonirhat, 947, 948
Latin America, 224, 427, 531
Lauser, Wayne, 149
Lawrene, Anthony, 500
Lawyers, 220, 259, 292, 596
League of Red Cross Societies, 488, 915
Leftist forces, Bangladesh. 777

Lenin Peace Prize Winner, 914
Lescaze, Lee, 272. 302,518
Lewis, John, P., 313
L. F. O., 588, 593
Liberated Areas, 228
Liberation Army, 42, 51, 54, 105, 78, 130, 131, 143, 155. 158. 177,216, 240, 293, 300, 336, 351. 355, 362, 466,495, 536, 568, 606, 609, 671, 697, 700
Liberation fighters. 237, 352
: forces, 76, 228, 268, 288, 306, 420, 491
: front, 338, 339,340,491
: leaders, 692. 693
: Movement, 144, 335, 336, 568, 569, 629, 893,945
Liberation Struggles, 71, 297
: Units, 355
: War, 509
: Zones, 569
Libya. 890-91
"Lidices", 119
Lingua Franca, 37
Lok Sabha, House of the people, 779, 782
London, 119, 174, 247, 249, 358, 376, 377.406, 438, 459,465, 469,470, 473-77, 526, 535, 544, 545, 637, 718, 750, 783, 806, 871
: Daily Telegraph, 313
London Times. 468
: Sunday Times, 119
Longshoremen, 150-51
Loodari, 410
Loshak, David, (Reporter of Daily Telegraph), 488, 493, 514, 515, 518, 528
Lotapharpur. 399. 400
Loventhal, Elaine. 113-14
Luddi, 342
Lungi. 87. 184. 186, 379, 406,445, 672
Luthra, 103, 177. 178, 243, 284. 632, 633
Lyalpur. 208

M
Mac bride, 871
Macdermott. Alan Naill, Secretary General, I. C. J., 871
Macdonal, Ian. Relief Co-ordiantor, 510, 549
Madhill, 87
Madhupur, 961
: Jungle, 177, 502
Madison, Square Jarden, 179
Madrasi, Regiment, 445
Madrasis, 446
Maginot line, 287, 430-31
Magura, 335, 337
Mahadevpur, 372
Mahalder, Abdul Wahab, 403
Mahbubuddin, Capt., 362-64
Mainamati Garrison, 961
Maksond, Clovis Mr., 890-93
Malaysia, 624, 870, 886, 888
Malaysian. 350, 893
Malda, 378.919
Malik. Adam, President General Assembly, 895
Malik. 212, 222-23,253, 262, 418, 481, 634
Malik, Sarfraz Khan, 245. 246
Mai lick, Azizur Rahman, Dr. vice Chancellor of Chittagong University. 789
Manekshaw, Sam, Chief of Staff of the Indian Army, 306,433, 447, 455, 484, 488
Mandal, Jogen, 271
Mandal, Govinda Chandra, 174
Mandal, Medini, 519
Maniruzzaman, A. N., 360
Mann, Bruce Douglas, 493,496, 510
Mannan, Abdul. 386
Maoist, 42, 189, 193, 282, 333, 347
: Movement. 193
: Naxalites, 74
: Propaganda, 332
: Terrorist, 294
Maorgio, 95

Ferdinand, 804
Martenussen, John, 39, 40, 41
Martin, Paul, 488, 489
Marxists, 169, 193
Mascarenhas, Anthony. 119, 376, 377, 556
Massachusetts, 541
Massacres, 29, 39, 44. 67. 96, 130, 142, 143, 150, 177, 186, 263, 271, 294, 320, 329, 343, 351, 359, 361, 370, 378, 380, 381,406,414, 459, 467, 512, 551, 570
Masud, Mahdi, 736, 737, 741, 852, 857, 858
Mather, Ian. 456
Maulana Showket Ali Road, 183
Maxwell, Neville, 241,506
Mayer, Deniel, 886
Me Manus, Edward, J., 40-41
Me Namara, Robert,
President of World Bank, 122, 181, 188
Mecloskey, Robert, J., 46, 113-14, 197, 225,717
Medical College Hostel, 20
Meghna, 387, 435, 442, 443, 472, 482, 483, 546, 946. 960, 961
Meghalaya, 108, 215, 284, 376, 598, 631,632,947
Meherpur, 70, 72, 75, 947
Mekong, Delta of South Vietnam, 32. 177
Melbourne, 579
Methodist Missionary, 979
Mia, Dudu. Capt., 352
Miami, 149
Middle East, 186, 226, 530, 534, 555. 595
Mig- 554, 266, 310, 648
Military action, 57, 64, 189, 195, 196, 298, 299, 317, 361, 380, 490, 502, 507, 512,513,517,613
Military Aid, 100, 125, 126, 131, 179, 180, 188, 192, 197, 225, 242, 313, 613
Military Court, 208, 213, 258, 871
Military dictatorship, 13,65, 131,313, 324, 779
Military Government, 3, 53, 253, 298, 317, 378, 390, 409, 611, 612, 613
Military Junta, 213, 525, 574, 595, 597. 583, 687, 690, 721,781
Military Regime, 11,13, 20, 23, 25, 57, 93, 126, 130, 131, 141, 209. 210, 221. 237, 268, 270, 306, 611,418, 514, 562, 563, 567, 574, 651, 653, 895, 897, 912
Military Trial, 30, 227, 871
Military Tribunal, 473,487
Ministerial Committee of the Council of Europe, 501
Ministry of Information Officials, 377
Mirage Jets. 247
Mishra, Brigadier, 548
Mitra, Shanke Prasad, 675, 789
Mitlon, Stanley, 538, 539
Mohanpur, 827
Mohsin Hall, 5
Molotov, Cocktails, 72
Mondabhag, 856
Mondol, Sabed Ali, 456
Mongla, 404, 405, 482, 670, 917, 745, 946, 961
Moniruzzaman, 96
Montreal, 147, 152
Morning News, the, Karachi, 376
Mosaic Days, 108
Moscow, 169, 196, 197, 206, 247, 280, 283, 313,437, 530, 588, 629, 644, 699, 705. 806, 897
: New Delhi Agreement, 206. 207
Moslem, 31, 35, 47, 52, 55, 95, 108, 110, 117, 118, 139, 158, 159, 161, 162, 184, 186. 191. 221, 248, 270, 276. 279. 281, 285, 309, 327, 336, 376, 398, 406. 408,409,412,460, 539,589,
Moslem, Biharis, 82, 85
Moslem, Brothers, 22
"Moslem Homeland, 31, 35, 310
Moslem League. 161, 162.408,411, 453
Moslem Leaguers, 162
Moslem Nation, 71, 128, 185-186, 327

Moslem-non-Bcngali, 75,130, 141, 162, 185
Motin, Abdul, 733
Mouncbatten, 350
Movement for Political Autonomy, 91, 194
Moynamati Cantonment, 433, 922, 947
Moyer, Bill, Mr., 147, 148
Mudafargonj, 377, 386, 387
Muggeridge, Malcolm, 501
Muhammad, Tahseen, 610
Muhith, A. M., 194-195
Mukherjee, 33
Mukherjee, Ajoy, 744-745
Mukherjee, Gita, 851
Mukherjee, P. B. 710
Mukherjee, Purabi, Mrs., 851
Mukherjee, Shyama, Dr., 843
Mukhopadhaya, Hemanta, 925
Murad,910, 915
Murshed, 910,915
Rahman, Sheikh Mujibur,2, 3, 4, 6, 10-16, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 40, 42, 50, 71, 108, 140, 177, 179, 181,257,258, 266, 303, 310, 311, 318, 319, 322, 324, 327, 328, 330, 331,332, 334, 341, 347, 348, 355, 365, 366, 368, 369, 382,412, 447, 458, 465,476, 487,488,489,497, 503, 508, 518, 519, 527, 528, 529, 542, 548, 556, 594, 596, 602, 604, 606, 607, 608. 610, 611, 625,626,664,686,705, 713,715,732, 733, 784
: His Trial, 76, 83, 176
Mujibnagar, 73, 734, 785, 853, 869, 883, 898,915,920
Mukti Bahini, 155, 156, 158, 159, 160, 170. 177, 178, 184, 212, 216, 226, 228, 229, 240, 245, 246, 247, 259, 261, 262, 268, 273, 278, 279, 280, 287, 289, 293, 305, 306, 412,416, 417, 418,420,425, 442, 443, 445,449, 452, 457, 460, 473, 483, 506, 515, 516, 525, 551, 876, 892, 909, 917, 918, 920, 922, 925, 947, 960. 975
Mukti Fouj, 77, 130, 131, 137, 351,352, 362, 363, 397, 398, 402. 409, 422, 506. 507, 516, 606, 700, 732, 733, 734. 780, 782, 826, 860, 879
:Guerillas, 441,449, 518, 520, 631, 917, 921
Multan, 388
Multimilionaire families, twenty, 186
Mullah, ghulam Sarwar, 155, 156
Mullah, ghulam, Sirwan, 403
Munawar Rawi River, 307
Munawar, Tavi River, 307,447
Murshidabad, 374
Musa, A.B.,420
.Musharrof, Khaled, Major, 56, 702
Muskie, Edmund, 313
Muslim, 5, 165, 275, 294, 295, 297, 298, 361, 371, 372, 376, 378, 379, 380, 382, 389, 399, 400,401,413,490, 506, 569
Muslim League, 33, 387, 388, 393,401, 636, 784, 826, 856, 907
Muslim States, 571
Muslim World, 604,842
Mussolini, 405
"My lais", 140, 188
Mymensingh, 99,301,481, 505, 519, 521,672, 960, 961,975
N
Naagra, Gandharv, Maj-Gen.. 300, 301, 303
Nabi Nagar, 856
Nadia, 107, 269, 374
Nadir Shah, 191
Nagarbari, 700
Nagasaki, 105
Nahar, Bijoy Singh, 744
Naidu, Padmaja, 744, 746
Nairn, Col., 381,410
Nalchata, 410
NAP 714, 715
Naqwe, 96
Nara, tsuyoshi, 890

Narayangonj, 305, 306, 320, 361, 382, 418, 433, 428, 521, 524, 546, 547, 563, 855
Narayan, Jayaprakash, 886, 888, 889, 892
Naregyean, 446
Narsingdi, 455, 481,960
Nasirddin, Sheikh, Bangabandhu*s Younger brother, 683
Nasrullah, West Pakistani Muslim Leader, 611
NATO, 875
Natore, 98, 945
Nator P, 629
Naval Bombardment, 51
Navaran, 444
Navy, 113, 392, 607
Nawabgonj, 670
Naxalities, 140, 294, 356, 359, 365, 391, 516, 607,613,617,715
Naxalite, Guerrilla movement, 489
Nayar, Kuldip, 516
Nazi Germany, 427
Nazi Terror, 26
Nazis, 168, 184
National Army, 85, 86, 142
National Assembly, 10,11,18, 23, 24, 26, 31,48, 57, 79, 80, 125, 137, 142, 175, 180, 211, 221, 253, 312, 332, 393, 394, 399,408, 517, 518, 528, 532, 562, 594, 601, 602, 603, 604, 605, 636, 713, 784, 837
National Autonomy, 47
National Awami Party, 339, 509, 534, 593, 671, 715, 733, 777, 786, 855, 857
National Bank, 604, 709
National Budget, 9
National Day Celebration, 387
National Economy, 92, 128, 144
National Election of December, 19
National Freedom, 349
National Government, 426,453, 612, 615,777
National Independence, 77,95
National Legislation Election, 85
National Liberation, 715, 733
National Movement, 51, 54
National Press Club, 194
National Radio, India, 245
National Security, 84
National Security Council. 123
National Shipping Company, 252
National Song of Bangladesh, 789
National Struggle, 358, 742
National Treasury, 131
National Unity, 35, 48, 187
Nationalism, 95, 191, 687, 852
Nationalist, 24, 25, 175, 334, 705
Nationalist Movement, 51, 54
Neeld Denish, 492
Negotiations, Between Mujib and Yahya Khan, 612
Nehru, 37,79, 95, 179
Nehru, P. K. Vice-Chancel lor. Allahabad University. 216, 326, 327
Neilson, Mr. (of Denmark). 890
Nepal, 615, 870, 886, 827
New Delhi, 8, 11, 18, 25, 37, 45, 50, 52, 53, 77, 87, 106, 139, 141, 178, 189, 196, 197, 198, 206, 207, 216, 218, 232, 234, 236, 239, 347, 248, 249, 255, 256, 260, 270, 273, 276, 277,279, 280, 281, 282, 285, 288, 301, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 375,421, 436, 456,458, 459, 461, 466, 484, 488, 511, 514, 518. 525, 526, 234, 535, 544, 545, 546, 573, 582, 616, 629, 647, 695, 697, 698, 699, 704, 705, 710, 721, 736, 747, 750, 782. 783, 785, 787,788, 842, 847, 852, 860. 868, 869, 878, 881, 885, 886, 888, 893, 909, 915, 919, 924, 975
New Delhi Government, 177, 219. 282
New China News Agency, 461
New Market, 379
New Rohelle, N. Y., 39
New Statesman, 501, 551, 555
New times, East Pakistan, 89
New York, 111, 112, 113, 115, 123, 136, 150, 172, 179,440, 526,722

New York Times, The, 1, 8, 50. 60, 136, 149, 150, 181, 176,313,526,717
New York Times News Service, 426
Newsman, 3, 6. 25, 119, 236
Newsmen, 1-8, 11, 24, 27, 35, 85, 97, 115, 119, 130, 228, 255, 306, 358
News Conference, 194-195, 199
News of the World, The, 557
News Reports. 46
News Week, The, 30, 34, 46-47, 77, 93, 101, 106, 119, 137, 165,176,177
N. F. Railway Mazdoor Union, 727
Niar Bazaar, 319-20
Niazi, Amir. Abdullah Khan, Ltd. Gen., GOC, Eastern Command, 262, 300, 302, 440-41. 446, 450, 454-55, 458, 483-85, 524, 547, 975
Niazi, Kausar, Maulana, formation Secretary. 698
Nigeria, 163
Nigerian Lawyer's Association, 890
Nine-Party Co-ordination Committee, 883
Neneteen Punjab Battalion, 278
Nexon Administration, 46, 122, 124, 175, 180, 188, 200, 207, 248, 260, 274, 280, 282, 290, 291, 313, 837, 893, 881
Nixon President, 167, 188, 195, 196, 199, 206, 207, 224, 290, 301, 314, 458, 516, 522, 542, 543, 705, 837, 847, 848, 893,912,913, 972
Nizam-e-lslam, 416,902, 907
N. J. Princeton, 290
Noakhali, District, 131, 177
Non-Aligned Bangladesh, 344
Non-Bengali, 40, 142, 158,229, 372, 380. 381, 404. 450, 491, 492-94, 497, 529. 604, 608, 629, 732, 872
Non-Bengalis, 92, 99, 200,222, 312, 342, 344.404,417
Non-Communist militant Students, 229
Non-Co-operative Movement, 29, 142, 527
Non Involvement, 562
Non Lethal, 57,115, 123-24
Non Violent, 13, 25, 27
Non Violent Movement, 10, 11, 489, 714
Noonan, Graeme, K. E (Second Secretary and Consul), 827
Normanmandy, 120
North Africa, 191
North-East Province. 23
Northern Ireland, 401
Norway, 886, 890
Norweigian Felief Organization, 120
Nuskar, 103
O
Oakland, 204
Observer, The., 438
Occupation army, 68, 120-21, 335, 889
"Occupiers", 42
Official Government Radio, 30
Official Government of Pakistan, 165
Offricial News Agency, 45
[4]Oh Golden Bengal', 700
'Operation Dacca[1], 700
Osman, John, 541, 544, 546
Osman, M. A. Maj., 42, 43, 117, 702
Osmany, M. A. G. Col., 59, 184. 513
Orissa, 160
Ottawa, 806
O' Toole, Neil (American). 39-40
Oxfam, 421. 473, 582. 632, 804
p
Pabna, 337, 346, 495, 505, 733
Pachgarh, (in Dinajpur District), 479
Padma, The, (Ship), 111-15, 136, 147-54, 947, 961
P. A. F., 700
Pahlavi, Shah Riza, 217
Pak Army, 734, 826, 827
Pak Artillery, 919, 922
Pak Bahini, 259
Pak Bay Company, 855
Pak High Commissioner, India, 709
Pak High Commissioner, London, 488
Pak Military, 860
Pak Officer, 960

Pakistan Airforce, 693, 700, 724
Pakistan Army, 1, 8,9, 31, 32,69, 73, 82, 87, 101, 117-118, 159, 174, 253, 264, 295, 317, 324, 329, 346, 355. 360, 363-64, 371. 373, 376, 384, 388, 389, 391, 396-398,405-406. 408, 416, 418, 423, 427, 430,436, 438,441. 442,445, 446, 463, 468, 472, 479, 489, 492, 494-496, 498, 504, 505-6, 509, 511,513-515, 522, 518, 532. 536, 535, 537, 538, 539, 544, 561, 591, 593, 713, 714, 715, 757, 875,907,910,917
Pakistan Consortium, 369
Pakistan Civil war, 21
Pakistan Day, 16, 17,205
Pakistan Democratic Party, 636, 907
Pakistan Eastern wing, 19
Pakistan F-86 Fighters, 426
Pakistan Federation, 19
Pakistan Flag, 16, 262, 317, 346, 359, 361, 387, 388, 520, 605
Pakistan Force, 641, 647, 733, 853, 855
Pakistan, Government of, 53, 58, 67, 74, 92, 100, 102, 104, Ill, 113, 135, 136, 147, 172, 194, 199, 226 240, 302, 373, 389, 391, 414, 437,467, 468, 478, 494, 496,497, 499, 500, 506, 507, 508, 515, 517, 523, 529, 532, 533, 541, 549, 550, 552. 553, 554, 556, 557, 577, 580. 585, 590, 639, 647. 664. 673, 732, 739, 745, 750, 484, 837, 853, 857, 858, 869, 907, 972
Pakistan High Commission, Delhi, 528, 909,910
Pakistan International Airlines, 74, 176, 186, 204, 205, 359, 409, 425, 438, 478
Pakistan Junta, 413,
Pakistan Military Governor, 641
Pakistan Military Regime, 130, 399
Pakistan Mission, 737, 857
Pakistan Nation, 71,
Pakistan Navy, 403
Pakistan People's party, 11, 18, 142, 298, 527, 534, 596, 600. 601, 612, 616, 628, 698, 885
Pakistan Press, 552, 806
Pakistan Radio, 40, 275, 303, 308, 309, 330, 360, 361, 362, 468, 469,470, 528, 538, 907
Pakistan Regime, 23, 534, 591
Pakistan River Service, 403
Pakistan Ships, 123
Pakistan Socialist party, 914
Pakistan Student's Association of America, 626
Pakistan Trade union Federation. 914
Pakistan Aircraft, 250, 421, 481, 504. 647
Pakistani Airforce, 237, 255, 278, 304, 307, 308, 337,426, 442,469, 536, 546, 547, 636, 679
Pakistani Anti-aircraft guns. 438. 439
Pakistani Armed force, 54. 55, 58, 98, 146, 188, 236, 281, 287, 305, 307, 337, 492, 526, 945
Pakistano Barracks, 287
Pakistani Battalion, 306, 430, 431
Pakistan Border, 300, 632, 684
Pakistani Civil war, 119, 342
Pakistani Diplomats, 194. 529, 852
Pakistani Forces, 397, 421,443, 449. 918, 947
Pakistani Foreign Service, 858
Pakistani Freighter, 180, 288
Pakistani Freighter, Padma, 147, 150. 153,
Pakistani Government, 8, 46, 51. 57, 59, 66, 80, 108, 142, 146, 163, 173, 181, 199, 201, 219, 226, 244, 253, 276, 285, 301, 329,469, 427, 620, 626, 722
Pakistani Gunboats, 262
Pakistani High Commissioner, 710, 736, 852, 908, 909,915
Pakistani Leaders, 644
Pakistani Military, 52. 55. 113. 119. 244, 253, 310, 312,416,452, 669, 842, 880, 881,882, 888
Pakistani Military Camp, 303
Pakistani Military Dictatorship, 591

Pakistani Military Junta, 231, 232, 296, 844,917
Pakistani Nation, 71
Pakistani National, 257
Pakistani, Navy, 187
Pakistani Official, 115, 175, 722
Pakistani Olympic Teams, 261
Pakistani Politician, 37
Pakistani Press, 698
Pakistani Radio, 51, 55
Pakistani Refugees, 100, 139, 163,217, 233, 260, 304, 477, 534, 638, 655
Pakistani Sabore-Jets, 480, 919, 922
Pakistani Ships, 67, 136
Pakistani Soldiers, 43,50, 54, 119, 205, 245, 246, 287, 300, 301, 303, 396,417, 420, 422, 436, 443, 445, 449, 508, 842, 856
Pakistani, Tanks, 277
Pakistani Troops, 56, 76,, 108, 109, 184, 189, 228, 289, 234, 235, 245, 247, 250, 255, 957, 286, 289, 305, 306,420,432, 442, 444, 445, 447, 426, 471, 472,479, 482,487, 790, 518, 522, 523, 525, 529, 567, 608, 669, 683, 695, 700, 752, 759, 856, 860, 895, 907, 920, 922, 949, 961, 962
Pakistani Union, 31
Pakistani Zeeth, 99
Pakistanis, 32, 51, 64, 98, 130, 139, 141, 151,163, 179, 184, 185, 189, 190, 204, 222, 234, 235, 241, 246, 247, 249, 256, 268, 270, 276, 279, 280, 281, 286, 287, 288, 289, 296, 298, 300, 305, 306, 307, 309, 312, 313, 314, 317, 342, 347, 348, 361, 380, 401, 424, 430, 439,441, 443, 444, 446, 455, 456, 467, 478, 562, 592, 683, 908, 961,
Palasbari, 962
Palaver, the, (an independent weekly), 574, 597
Palestine, 180, 534, 577, 638
Paltan Maidan, 732
Pandu, 727
Paris, 122, 146, 200, 430, 637, 645, 806
Paris Commune, 704
Parkerlamaynard, (of Newsweek), 254
Pathan, 108, 165, 186, 190, 202,433, 599, 635
Patriotic war, 160
Partition, Riot, 279
Partition sub-Continent, 37, 186
Panchagar, 920
Patuakhali, 702
Patterson, Jack, 147, 148
Patterson, Committee, 251
Peach Assembly, 531
Peace Committees, 85, 98, 131, 137, 142, 143, 162, 221, 222, 229, 401, 403, 404, 408,409,411,471 506
Peace Committee Members. 85,
Peking, 52, 53, 77, 163. 179, 190, 206, 208, 257, 333. 347, 350, 356, 616, 644, 664, 698, 699, 761, 965
Pelham, 154
Pentagon, 112, 115, 116
Pentagon papers, 136, 222
People, (newspaper), 319
People's Republic of Bangladesh, 29, 310, 334, 336, 427, 520, 569, 660, 674, 702
People's Republic of China, 97, 280, 895
People's Democratic Party, 485
Petrapole, 108,444,452, 746
Persian, 165, 186, 191,603
Philadelphia, 149,150, 153, 154
Phucharighat, 962
PIA, 388,392,409,610
Pier, 149
Pingpong Diplomacy, 208
Podgorny, Nikolai, V (Soviet President), 230, 236, 531, 700
Poland, 168, 184, 579,698
Political crisis, 52, 55, 58,233, 267
Political Leaders, 35, 46
Political Moderate, 37
Political Movement, 96
Political Negotiation, 24, 26
Political Sovereignty, 97

Political Unity, 37
Political vacuum, 65
Politician, 26, 31,47, 71, 72, 73, 157, 164, 220, 254, 340, 342, 344. 347, 369, 390,414, 423,572, 608
Politics, 37, 179, 185, 190,311
Policemen, 69
Police Post, 73
Police station. 68, 320
Pape, Paul. 477
Port Convention Terminal, 147, 148, 149, 150, 153
Prava, Rude, 588
Prentice, Reg. (a former Minister of overseas development), 475, 501, 555
President's House, 12
President's press, 12
Presidential House, 2, 4, 190, 191
Presidium of the Supreme Soviet, 208
Preston, 489
Press Conference, 153, 190, 199, 449, 513, 859
Press Trust of India, 183, 469, 487
Prinsceton, 313
Pro American, 347
Pro Bengali Analyst, 76
Pro Peasant Revolutionaries, 331
Pro Peking, 229
Pro Western, 37, 52
Proclamation of Independence, 73
Professors, 51, 54. 60, 66, 82, 104, 160, 162, 220, 259, 292, 382, 393, 490, 596
Progressive Student union, 862
"Promises to keep" (book), 65, 134
prophet, 158
Protestants, Ulster, 401
Provincial Autonomy, 9, 26, 332
Provincial Assemblies, 23, 480, 793
Provincial Assembly, 394
Provincial Capital, 1, 20
Provincial Government, 9,48
Provincial Regimes, 24,
Provincial Separatism, 94
Purbadesh, 37
Purba Bangla Communist Party, 739
Purba Bangla Shramik Federation (ML), 853
Purba O pachim Bangla Samprity, 856
Samity, 733
Purba Pakistan Communist Party (M. L.), 42
Provisional Capital, of Bangladesh, 75
Provisional Government, 73,75, 337, 460, 501,551,691
Provisional Government, Bangladesh, PTT, Indian News Agency. 544, 564, 682, 683, 699, 703, 710, 721, 757, 786, 884. 885,912
Punjab, 23, 165, 255, 256, 251, 459, 467,613, 647, 746. 922
Punjabi Army, 42, 119, 279, 593
Punjabi Civilians, 6
Punjabi Eastern Commands, Dacca, 382
Punjabi Military, 298
Punjabi Muslims, 166
Punjabi-Pathan Soldiers, 43, 50, 54, 119.186
Punjabi Regiment, 286, 351
Punjabi Soldiers, 46, 103, 120, 175. 176, 339,343,347,388
Punjabi Troops, 73, 286, 343,423,
Punjabis, 12, 14, 23, 29, 35, 47, 52, 60, 70, 85, 102, 144, 166, 171, 202, 246, 261, 279, 295, 322, 331, 342, 363, 381, 400,446,468, 569, 592, 606
Punjie, 352
Q
Qarni, Mr. (Chairman of the Agricultural Development Bank), 389-391
Quetta, 613
: military Hospital, 625
Qureshi, Taraq, Rasul, Lieut, Col. 343
R
Rab, Abdur, Sgt, Major, 341-344
Radcliffe line, 362
Radhanagar, 479
Radio, 3, 15, 49, 69, 98, 201, 320, 341, 396, 425, 448,465, 567, 472, 479,481, 500, 537, 672

: Accra, 869
: Australia, 869
: broadcast. 11. 63, 389, 381,442,
Radio center. Free Bengal
Revolutionary, 36
Radio Cologne, 869
: India, 478
: Official, 67
: Pakistan, 18, 22, 67, 74, 249,432, 470, 478, 485, 497, 536, 561, 669, 673, 697, 713. 757
Radio rebel, 18, 22,30
RAF. 439, 474, 804, 965
:Hercules, 449. 450
Rafferty. Kevin, 512
Rahman, Sheikh Mujibur (Bangabandu), 4, 9. 11, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 35, 37, 45, 50, 60, 65, 71, 76, 83, 101, 108, 137, 142, 175, 187,208, 213, 221, 236, 240, 253, 269, 276, 279
Trial for treason, 281, 298, 303, 317, 331, 345, 355. 382, 393, 406, 418, 428, 465,-69,471, 476, 485, 503, 509, 519, 527. 535. 541, 548, 561, 566, 592, 603, 613, 620. 628, 639, 658. 672, 683, 692, 710, 746. 779, 785, 811, 843, 851, His Trial, 869, 872, 883, 885, 889, 894, 896, 910,912.914
Rahman Mahbub-ur, 388
Rahman, siddique. 456
Rahman, Ziaur, Ma jor, 702
Rahmate Alam Islamic mission, 305
Raja, M. Amram, Col. 112
Rajarbagh Police Barracks. 183, 318
Rajasthan, 237
Raj shahi, 85, 176, 249, 470, 495, 617, 670,. 684, 692
:Radio Station, 683
Rajya Sabha. 788, 870
Raleigh, Walter, Sir. 406
Ram. Jagjivan (Defence Minister), 231, 247, 270, 276. 511. 534, 647, 752
Ramna, Kalibari, Hindu Settlement, 96
Ramgarh Sector, 827
Ramna, Race course (name changed). 382
Rangpur, 29, 341,466,480. 481, 513, 520, 702, 733
Rann of Katch. 255
Raphael, Adam, 510
Rasid, Abdul, 461
Rathore, Major, 377-380. 385-387
Rawal Pindi. 24, 190, 232, 304, 309, 348, 391,418.441,481. 518, 547. 593. 599, 685, 699, 869, 914, 976
Ray, A. K.,721
Ray, Ananda, Shankar, 675
Ray, Renuka, (M. P. Congress), 851
Ray, Siddartha Sankar. (Education Minister) 215, 271, 744-45
Raza, vShaukat, Maj.. 383, 390, 391
Razakar (Pro-Government vigilants), 155-156. 210, 228, 261-62.400, 401. 402, 405, 414, 418.436, 457, 515. 517, 650, 855
Real, Fritz. (Swiss Ambassador). 741. 852, 859
Rebel army, 60
Recognition of Bangladesh, 77. 709. 729, 744, 780, 878, 889
RECPF. 333
Red China, 8, 193
Red Cross, 321, 336, 449,484, 523. 550, 572, 579. 727
:Auspices, 300
: Indian, 421,746
: International Committee, 468
:Neutral Zone, 450
: Officials, 301
: Pakistan, 117
Reign of Terror, 10, 29, 146, 195, 211, 240, 276, 290, 576, 591
Refugee. 40, 44. 52, 54, 72, 77, 87, 102. 108. 115, 120, 126, 133-143, 158. 163. 172, 178, 183, 192. 195,203,212,216. 224. 223, 237-243. 247. 260, 267, 271. 279-81.291
(Plight of, 283-276, 293-94. 295-98. 309-312, 346. 361, 367-78, 397-400,

405-408. 416, 423, 430, 470-477, 485, 491,496-501. 506-514, 522-529-31. 539, 542, 555-57, 572, 575-580, 586-590, 596-607. 618, 625, 633, 638, 348. 664, 686. 743, 781, 804, 837, 843, 866, 882, 896, 925, 932
Refugee Camps. 73, 88, 101, 241, 270, 285, 293, 298, 401, 406, 413, 428, 494, 500, 555. 582, 586, 619, 631, 781, 843
Refugee Commission of The U. N. 623
Refugee Problem. 165, 282, 511, 556, 579,641,648, 750
Refugee Sub-committee, 46
Rhodesia, 596
Rhodesian, 454
Relief Aid, 451
:Food, 128
:Fund, 192,408
: Supplies, 58. 146, 226, 227,476, 496
Reuter, 416.
rCorrespondent, 471,494
Revolutionary Slogan, 72
Rioting, 36
River Steamers, Navigation Company Limited. 542
Rob. A. S. M. Abdur, 613
Robson, Ronald. 509, 537, 539
Roem, Mohammed, 886, 893
Rogers, William, G. (American Secretary of State), 112, 135, 195. 197, 543, 553, 869
Rohde, John, E. Dr., 101
Rosenblam, Mr., 92
Rosenthal, A. A., 8
Rosses, Betsy, 71
Roy, A. K. Mr., 857
Roy, Bhaqendra Nate, 271
Royal Airforce, 474, 582
iCanadian Air Force, 544, 545
: Marines, 575
Navy; 328
RSP, 674
Rupdia. 445
Rustin, Bayard, Mr., 887
Russia, 163, 166, 167, 169,206.212, 217, 280, 314, 365, 423, 459,490, 522, 542,551,736, 878
Russian. 207, 216, 278, 282, 283. 296, 358, 479, 522, 542, 543, 598, 741, 851, 882
Built Tank 445
: Camp, 207
S
Sadarghat, Terminal Building, 96
Safullah, Maj, 702
Saha, Mira Harilal, Dr., 374
Saharsa. 456
Sahiwal. 187
Saidpur, 341, 343, 344, 683, 702
Saldanadi Camp., 856
Salik, Siddiq, Maj., 6. 7. 9
Salt Lake Camp., 284-285
Salutigur Airport, 352
Salvation Army, 371,501
Salven, Gordon, 432
Salzburger Nach Richten, 565
Sam, 310
Samad, 811
Samsons, 819
Sandhurst, 307
Sannyal, Promode Kumar, 675
Sannyal, Sisir, 789
Santayans, 168
Sarani, Hochi Minh, 862
Sarisabari, 505
Sarkar, Asoke Kumar, 675, 806
Sarker, Rajendra Lai, 402
Sarvodaya, leader, 886
Sarwardy, Zehir, Lt., Col., 860-861
Satkhira, 402, 520,917,918
Sattar, Abdus, 925
Satyagraha, 843
Saudi Arabia, 3, 647
Sayle, Murray, 441
Saxbe, William, 96, 895
Schade Fredue, 241
Schanberg, Sydny. 1, 8, 26, 50, 56, 59, 67, 131-32, 145,229,236
Schramm. Diana, 147. 148

Scotsman, 503, 514, 515
Scottish, 425
Seaman, Donald, 493
SEATO, 310, 350
Sebastian, 383
Sebastian, Father Tedesco, 457
Secessionist, 50, 51, 54, 55, 60, 231, 286, 345, 392,489, 491, 533, 600, 609, 610
:Army, 50,51,54, 55
: Force, 55, 579
: Leader, 60, 526
Security Council, 64, 164, 226, 251, 268, 269, 273, 274, 281, 297, 304,414, 446, 494, 500, 515, 522, 524, 543, 555, 811,866, 973
Security Force, 758
"Second Hiroshima" 187
Sehjra, 308
Sell, David, 538
Sen, Arabinda, 403
Sen, K, 732
Sen, L. P., 917
Sen, prafullah Chandra, 682
Senate, 188,195,224,251
Senate Foreign Relation Committee, 224, 233
Senate Judiciary Sub Committee on Refugees, 122
Sevasram, Bharat, 746
Seven Point Programme, 7(X)
Seventh Fleet, 965, 966
SFI, 862
Shah, Ahmed Zabeed, 908
Shah, Atique Major,
Shah Benod Behary, 371
Shahanshah, 603-604
Shahi, Agha, 211,972
Shahid, Kazi, Abdul, 339
Shahid Minar Maidan. 674
Shankhari Bazar,'96, 141, 185, 382
Shaukat. 400
Shamshernagar, 519
Shams, Col, 404
Shamshernagar, 454, 481, 519, 946
Shehabuddin, K. M., 885, 908
Shekharnagar, 265
Sheridan, Bernard, 871
Shepherd, James. 140
Shikarpur, 759-60
Shilaidah, 700
Shillong, 752, 757
Shimala mission, 457
Shore, Peter, 413, 880
Sialkot, 221,647
Siddiky, 117
Siddiq, Maj., 49
Siddiqui, Noor-e-Alam, 613
Sidhan, 827
Sindghis, 186
Sikh, 110, 155, 256, 277, 287, 294, 307, 308, 326, 380, 455
Sikkim, 461,538
Simon, 493
Simon, Dring, 122
Simon, Lewis, M., 205
Singh, Dalbir, 287,430
Singh, Dilijet, Maj., 256
Singh, Harbaksh, 647
Singh, Moni, 883
Singh, Sabhu, Maj., 288
Singh, Sanghu, Brigadier, 445-456
Singh, Swaran (Indian Foreign Minister), 140, 181, 196, 211, 553, 588, 674, 788, 806, 847, 867, 869, 870
Sinai, 314
Sind, 23,94
Smduri, 504
Singapore, 350, 439, 441,449, 545. 965
:Press, 806
Sino-lndian Relation, 698
Sino-Soviet, 348
Sino U. S. Relations, 166
Sirajgonj, 962
Sisco, Joseph, 123
Sldiqui, Baquir, Brig-Gen., 303
Six Point Programme, 31, 232, 593, 604, 611,607, 779, 896
Smith, Charles, 489-490
Smith, Colin, 358

Smith, Ian, 596
Socialist Pro-western, 71
Sonderbans, 136
Sonar Bangla, 732
Sott, Malcolm, 149, 154
South Africa, 64, 590, 780
South Asia, 65, 133, 206, 242, 243, 269, 282, 290, 598
South Asian Committee, 204
South East Asia, 186,251
South East Asian Nations, 224
South Vietnam, 166, 496, 862
Southern District Court, 149
Southern Rhodesia, 64
"Sovereign Independent Bengali Nation," 36
Soviet, 203, 207, 226, 244, 247, 266, 304, 309, 421, 426, 530, 543, 564, 588, 598, 644, 660, 878
:Chinese equipment, 64
: India, 190
: Pact, 197
: Tranks, 21
Soviet Union, 37, 38, 51, 55, 65, 66, 97, 133, 136, 180, 197, 198, 206, 207, 217, 219, 226, 230, 239, 242, 248, 264, 269, 276, 280, 283, 296, 304, 305, 310, 313, 413,421, 437, 516, 526, 531, 543, 603, 655, 852, 869, 879, 888, 898
Spanish civil war, 427
Special Security group Commandos, 83
Spieker, wlter, Maneger. 147-148
SPS,789
Spinagar, 250
Stalingrad Day, 547
Stainhope, Henry, 525
Starr, Ringo, 179
State Bank, 539
State Department, 57, 97, 124, 135, 136, 150, 152, 180, 188, 194, 196, 197, 204, 205,717, 869
State Legislative Assembly, 752
Status, 934, 349,
Stern, Laurence, 525
Sterra, James, 303
Stewart, Micheal, 549-551
Stocism, 178
Slock win, Harvey, 494, 495, 497
Stone-house. John, 493,494, 501, 511
Strashourg, 477
Struggle for autonomy, 23
Struggle for Bangladesh, 225, 369, 416, 509
Student Riots, 190
Sub-continent. (Indian), 37,45, 65, 71, 73, 77, 95. 163, 165, 179,186, 189, 191, 202, 203, 206, 207, 219, 222, 230, 238, 247, 267, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 290, 310, 312, 345, 365,459, 540, 542, 550, 557, 582, 616, 607, 604, 705, 813,925
Sue, 747
Sudan, 565, 890
Suhrawardy, H. S., 33-34
Sun, The, 18
Sunamganj, 920
Sunderban, 111, 112
Sunday Express, 557
Sunday Mirror, 556, 557
Sunday Telegraph, 514, 554, 556, 558
Sunday Times, 365, 376, 377, 441,499, 515,552, 556, 557, 558, 806
Surma River, 246, 353 945
Swadhin Bangla Radio, 697
Swadhin Bangladesh, 697
Sweden, 761,886
Swiss Ambassador, 741, 766
Swiss, diplomat, 857
Swiss Embassy, New Delhi, 857
Swiss Government, 736, 741
Switzerland, 488, 736, 741
Sylhet, 48, 76, 143, 217, 245, 249, 277, 388, 351-352, 409. 432.454, 478, 480, 481,482, 492, 493, 519, 542, 615, 631, 670, 671, 672, 702, 757, 827, 860, 920, 945,947, 961
:Comilla zone, 702
:Mymensignh Formation, 700
symengton, Stuart, 168, 180
Szulc, Tad, 116

T
Tagore, Rabindranath, 32,42. 72. 185, 196,312, 336, 428
Taheri, Amir, 499,610,614
Taj ma ha 1, 308
Talukdar, Makhan Lai, 210,
Tangail. 117. 454, 483, 484,402, 921, 960, 961
Tanner. Henry. 526
Tanzania, 870
Tashkent, 74
: Agreement. 588
Tawil, EL, 411
Taylor. Richard, 149, 154
Tea-estate Manager, Scottish, 51, 54
Tehran, 217
Teresa, Mother. 501
Terrcst, 131
Terror raids. 47
Teviotabank, 477
Thankurgaon, 481
Thailand. 575
Therner, Alice, 201
Third Pay Commission. 727
Third World, 203, 655, 878
Thonburi, 575
Tidal waves, 95
Tikka Khan Road. 151, 185
Tikka, General, 16, 639
Tilla para, 759
Times, The, 8, 150, 305, 309, 487. 488, 489, 491, 492,493, 498, 499, 500, 501, 502, 503. 504, 511, 514, 515, 516, 518, 520, 522, 526, 532, 871
Time, The, 35,45, 68, 82, 98, 189, 307, 312,590
Time. Magazine Correspondent, 406,
Toha, Mohammad. (Former General Secretary of Pro-Bhasani NAP, 733
Tomalin, Nocholas. 490. 499
Tongi, 320,410.485, 761. 943
Tongipara, 37
Torney, Tom, Mr., 511
Toronto Conference, 624
Tory Government, 893
Toyota Land Cruiser, 379
Trade Union, 23, 356
Transfer of Power, 24. 137
Tragedy of Bengal. 242, 629
.Pakistan, 533
Tripura, 100, 120, 215, 229, 249, 283, 373, 374, 397, 398, 419.433,481. 506. 598, 827, 920
:Camp, 108
: State, 180
Tse Tung. Mao. 42
Tsusin, Kiodo, 534
Turkey, 36.310
Tully Mark. 491-98. 500. 505. 506, 507, 512,514,517
Tusa, John, 534
Tweedie, Penny, 443, 445
U
UAR, 870, 874, 886
Udaipur, 843
U D I, 368
U K, 135,870,886
U L, 718
U L F, 674
Ullah, Moti, 403-404
U N, 65, 97, 104, 172, 173, 199, 200, 201, 241, 267, 269, 274, 281 304. 305, 312, 350, 424,439, 440, 446,494, 500, 523, 524, 534, 555, 576, 577, 580. 582, 596, 597, 718, 727, 777, 704, 811. 866. 867, 871, 889, 890, 893, 895, 925
U. N. East Pakistan Relief Operation (UNEPRO), 227
U. N. General Assembly, 881, 883, 895
U. N. High Commission for Refugees. 554, 621
U. N. Official, 226, 2267, 301, 302
U. N. Personnel, 226, 305
U. N. Radio, 302, 303
U. N. Security Council, 660, 965
U N H C R, 577
UNICEF, 157, 173, 179.200.411. 577, 621,805
Union Jack, 359
Union Government, 674. 744. 746, 862

UNI, 676, 683, 710, 721, 747, 752, 785, 843, 862, 869, 889, 969
United Front Government, 705
United Left Front, 674
United Muslim Country, 26
United Pakistan, 22,65
United Press International, 435,467
United Nations, 64, 104, 134, 164, 173, 199, 200, 214, 215, 217, 220, 222, 226, 248, 296, 313, 347, 349, 350, 373,408, 446, 451, 468, 474, 476, 477, 499, 500, 501, 505, 510, 511-515, 522, 523, 532-34, 543, 544, 545, 547, 554, 557, 562, 573, 580, 582, 583, 603, 624, 632, 640, 641, 654, 704, 781, 866, 871, 893, 912, 965, 972
: Convention, 502
: Declaration of Human Rights, 97
United Nations Commission for Refugees, 498
United Nations Relief Operation, 512
United Nations Relief Project, 201
Universal Human Rights Declaration, 663
University, 360, 378, 382, 392-93, 528
Urban Terrorists, Calcutta, 74
Urdu, 2,5,30,34, 37,44, 82,87,141,142, 170,306,379,381,388,433,504,627
United States, 8, 9, 19, 22, 38, 51, 52, 55, 57, 64-66, 95, 97, 103, 104, 111, 113, 115,116, 122, 123, 126, 128, 133-136, 146, 147, 149, 152, 163, 164, 166-168, 179,192, 194-98, 200-202, 211-219, 230, 236, 238, 239, 241-44, 251, 252, 265, 267, 269, 273, 285, 296, 423, 447, 453, 516, 526, 533, 537, 541, 592, 625, 640, 644, 655, 660, 691, 783, 785, 875, 893
United States Agency for International Development, 201
United States Customs Office, 148
United States Foreign Economic and Military Aid, 195
United States Government, 124, 180, 624. 644
United States Immigration Naturalization Service, 194
UP I, 52, 693, 921
U S 36,46, 64,74, 89, 97, 101, 118, 138, 168, 173, 175, 179, 180, 181, 189, 190, 199, 208. 212, 241, 255, 260, 266, 274, 280, 291, 204, 313, 423,447, 461, 575, 624, 655, 664, 718, 781, 842, 847, 862,912, 921,972
U. S. Aid, 207
: Armed Forces, 208
U. S. Charter Airlines, 208
: Consul, 155, 851,862
: Diplomats, 179, 180, 208, 281, 314
: Embassy, New Delhi, 715
: Government, 205, 274, 912
: Military Aid, 224
: Military Air Lift Command, 204
: Military Equipment, 64, 153
U. S. Military Mission, 100
Official, 178, 184, 195, 204, 248, 267
U. S. Press, 285
U. S. Senate Judiciary Sub-Committee, 619
U. S. State Department, 96
U. S. Strategic Calculation, 207
U. S. A., 639, 722, 777, 805, 847, 851, 869, 870, 880, 886,912, 965
US AF, 113
U S S I, 862
U S S Enterprise, 461
USSR, 135, 661,851,870
V
Vajpayee, Atal Behari, 198, 843
Vatican, 477
Venezuala, 534
Victory for Bengal Indeper.dence Slogan, 76
Victory to Allah, 35
Victory to Bengal, 35, 47, 69, 87, 303, 304, 400,413
Victory to Pakistan, 35

Victoria, 577
Vienna Constitution, 529,.721
Viet Cong, 170,228,416
Vietnam, 97, 137, 170, 183, 189,202,204, 262, 530, 579,637,650,704, 893,895
: Day, 862
: Problem, 167
Vikrant, 442
Vincent, Jean, 43
Vishakhapatnam, 946
Voice of America, 671, 700, 976
Voice of Independent Bangladesh, 30
Vorster, 596
W
Walker, Andrew, B. B. C, Commonwealth Correspondent, 553
Walker, Charles, 150
Walquer, Nassem, 69
War, 66, 67, 71, 72, 93, 120, 164, 178, 188, 196, 212, 219, 224, 231, 235, 245, 250, 256, 261, 267, 270, 295, 304, 308, 314, 338, 349, 350, 358, 367, 381, 396, 422, 441, 446, 454, 509, 514, 516, 534, 545, 557, 558, 592, 607, 629, 647, 653, 686, 732, 925
War Council, 883
War on want, 473, 890
Warfare, Guerrila-type, 21
Washington, 38, 46, 57, 74, 84, 97, 100, 122, 150, 166, 179, 181, 194, 206, 224, 230, 236, 243, 260, 276, 280, 282, 310, 327,406, 428, 518, 522, 537, 582, 591, 617, 639, 664, 699. 717, 722, 750, 783, 806, 869,912
Washington, Post, 135,421,451,525, 542
Water and Power Development Authority, 358
WATO, 467
Webb, John, 455, 491,492, 502
Webly & Scott Revolver, 69
Weiner, Daniel, L, 180
Welsh, 426
Wessex, Westerland, 363
West Asia, 423, 870
West Germany, 103, 540, 804, 870
West Bengal Administration, 787
West Bengal Chatra Parishad, 675
West Bengal Government, 294, 674, 714, 787
West Bengal, India, 32, 133, 140. 193, 215, 224, 271, 283, 294, 304, 311, 325, 331, 332, 356, 359, 379, 373, 374,401, 414. 473,474,489,493, 494, 495, 496, 499, 529, 531, 538, 551, 561, 563, 579, 583, 592, 610, 613, 616, 617, 618, 623, 624, 651, 654, 826, 875, 919. 927
West Bengal Pradesh Congress Committee (R) 925
Westerners, 34, 36,48, 76, 82, 132, 160, 186, 191,350
Westland, 255
West Bengali, 74, 362
West Bengalies, 74, 297, 332
West Bengali Communists, 350
West-East Pakistan Links, 31
West Europe, 880
West Minister, 428
West Pakistan, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21,22, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 40, 45,46, 47,49, 53, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 75, 80, 84, 89, 94, 95, 104, 117, 126, 129, 130, 132, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 159, 165, 166, 168,171, 175,183,192, 193, 194, 195, 199, 202, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 299, 301, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 341, 345, 349, 350, 353, 357, 358, 359, 361, 363, 364, 372, 376, 381, 388, 390, 391, 392, 393, 399,409, 414, 423, 427,428, 436, 443, 446. 448, 450, 468, 471, 476, 485, 498, 490, 497, 499, 503, 508, 527, 529, 531, 536. 546, 548, 550, 551, 561, 574, 584, 586, 587, 592, 593, 594, 595, 596, 605 609, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 625, 627, 628, 635, 652, 654, 662, 671, 673, 675, 680, 691, 692, 699, 718, 751, 779, 782, 783, 785, 788, 869, 881, 884, 889, 890, 902, 907

West Pakistan Army, 4, 27, 64, 70, 73, 137, 139, 146, 168, 169, 188, 201,243, 338, 340, 351, 368, 376, 379, 396,411, 422, 492, 528, 551, 554, 564, 596, 670, 684, 627,811,880, 883, 889
West Pakistan Government,64, 65, 133, 195,212, 350, 392
West Pakistan Military, 133, 241, 751, 843
West Pakistan Press, 67
West Pakistani, 1, 7,9, 11, 25, 26, 44, 59, 69, 71, 77, 185, 186, 192, 198, 213, 228, 233, 337, 332, 351, 353, 369, 380, 414, 458,465
West Pakistani Airforce, 352
West Pakistani Civil Servants, 409
West Pakistani Forces, 65, 286, 265
West Pakistani Government, 98
West Pakistani Leaders, 31, 76, 142, 240. 583
West Pakistani Military Junta, 596, 718
West Pakistani Muslims, 28
West Pakistani Newsmen, 119
West Pakistani Officer, 9, 61, 62, 322, 378, 380, 605, 12
West Pakistani Police, 409
West Pakistani Politicians, 28, 593
West Pakistani Soldiers, 37, 75, 108, 117, 143, 157, 159, 236, 310, 352, 361, 378, 396, 400, 430
West Pakistani Troops, 25, 30, 35, 39, 50. 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 68, 71, 90, 192, 228, 236, 288, 341, 342, 346, 353, 382, 401, 466,467, 469, 471, 487, 490, 492, 630, 670, 679, 672, 673, 683, 686, 811
West Pakistanis, 13, 25, 28, 29, 35, 37, 40, 42,48, 61, 62, 63, 66, 70, 76, 77, 89, 92, 93, 111, 130, 141, 157, 165, 168, 186, 193, 209, 211, 217, 238, 303, 327, 333, 338, 344, 349, 351, 360, 361, 381, 390, 392, 410, 460, 506, 511, 535, 563, 592, 593, 605, 613, 614, 616, 669, 671
Western Army, 126
Western Countries, 78
Western Diplomat, 28, 45,48, 155, 156, 177, 207, 208, 234, 255, 256, 276, 421
Western Economist, 178
Western Electorate, 14
Western Elite, 80
Western Equipment, 19
Western Evacuees, 61
Western Expart, 32
Western Front, 481
Western Government, 44, 45, 123
Western Intellegence, 247
Western Leaders, 28
Western Nation, 337
Western Newsmen, 34
Western Observers, 421
Western Official, 44
Western Political Leader, 94
Western Politician, 14
Western Powers, 52, 875
Western Press, 45, 582, 627, 783
Western Provinces, 24
Western Regime, 338
Western Reports, 329
Western Resident, 161
Western Sector, 47, 388
Western Troops, 22
White House, 188, 199, 208, 260. 268, 458, 542
White Paper, 508
WHO, 200, 621, 804
Wilson, Woodrow, 313
Willis Jepe, 87
Willoughby, Sally, 149, 154
Wolacott, Martin, 227
Wood, Richard, Mr., (Minister of Overseas - Development, 496
Woodruff, John, E., (of the Sun) 18
World, 30, 35, 65, 73, 95, 119, 124, 130, 139, 159, 163, 168, 179, 180, 185, 199, 214, 222, 240, 242, 260, 261, 263, 264, 276, 280, 292. 296, 310, 313, 326, 335,

337, 348, 349,353, 356, 358, 367, 376, 378, 388, 397, 414, 422, 427, 458,472, 477,499, 508, 510, 517, 522, 529, 533, 535, 537, 539, 544, 553, 557, 558, 561, - 562, 563, 564, 571,574, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590-92, 597, 598,615,619,620, 631,637, 640, 644, 652, 655, 656, 88, 894,895
World, Aid, 523
World Airways, 141, 204, 205
World Bank 116, 122, 124, 126, 134, 138, 146, 172, 181,184, 188,214,242, , 297, 347, 369,539,645, 885
World Bank, Mission. 122,146, 188
World Bank Report, 146, 188
World Community, 22,133-34,273,50, 568,811,889
World Conference, 891
World Consortium, 132,241
World Council of Churches, 539
World Federalists, 891
World Food Programme, 200
World Health Organisation, 173,474, 804
World Nation States, 881 ' ,
World Official, 205
World Organisation, 267,273, 305
World Peace Council, 530
World Powers, 890
World Press, 67, 202
World War II, 32,120, 188, 191, 202, 338,448,632,713, 889,917

Y
Yahya, 4,7,11,29,30,31,32,36,44,45, 58; 53,77.94,138, 177, 179, 181,187,188, 190,192,195,208,218,248,255,265,269. 276,279,280,281,285,308,311,313,342, 347,348,368,369,428,441,489
: As General, 23,24, 296,297, 625, 837, 878, 880
: Mujib Private negotiation, 29
: As President, 12,13, 15,20,21,22.26.31, 57.125,198,265,262,264,266,307,325, 331,332,333,334,358,362,392,408,409. 410,459,489,490,501,511,512,532,561. 562,593,594,612,732,881,972
: His Speech, 7
: Mujib Talks, 627
Yew, Lee Kuan, (Prime Minister of Singapore), 806
Young, Gavin, 438
Yugoslavia, 239,870
Z
Zakir, Mr. (Counsellor of Pakistan High Commission in Ottawa), 722
Zambia, 870
Zaman, Shams-uz. Lt, Col. 401
Zarin, Alhay Gud, (Local naval Chief) 403,404
Zhukov, Yuri, 437
Zia, Major, Provisional Commonder-in-chief of the Liberation Army, 676
Zieglber, Ronald, (white House Spokesman) 260

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ পঞ্চদশ খণ্ড

সাক্ষাৎকার

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মান্ত্রণালয়- এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, সড়ক # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্যাক্স : (৮৮০২) ৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	ডিসেম্বর, ১৯৮৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৯২
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE

DOCUMENTS, VOL- 15

Published: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Road # 4, Dhanmondi, Dhaka- 1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry **of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: **Ministry of Information**
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec. # 11, Mirpur, Dhaka- 1216

First Published : December, 1985
Reprint : December, 2003
Reprint : June, 2009

ISBN : 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্রঃ পঞ্চদশ খণ্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র"। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খণ্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুণর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুণর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী পাবলিশার্স'কে । পুণর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র" গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্ত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)" পুণর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন ।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো । মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদসাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি ও সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে । এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুস্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থাবলী পুণর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পন করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
সত্ত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

প্রাক কথন

১৯৭৭-৭৮ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ আট বছরকাল একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে ১৫ খণ্ডে মুদ্রিত ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র’ এই পর্যায়ে প্রকল্পটির সমাপ্তিকাল হচ্ছে ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন। এরপরও এই প্রকল্পের সমাপ্তিকরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। অবশেষে প্রথম পর্যায়ে ১৫ খণ্ডে মুদ্রিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলভিত্তিক এই বইগুলো গবেষক ও পাঠকদের সমীপে উপস্থাপনা করতে পেরে আমরা আজ গর্ব অনুভব করছি।

‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র’- এই নামকরণ থেকেই আমরা একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা ও উদ্যম কোন দিক থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য নয়। আমরা যেটুকু করেছি, তা হচ্ছে ভবিষ্যতে গবেষক ও ইতিহাসবিদরা যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়ন করতে সক্ষম হন, সেই লক্ষ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত সংগৃহীত দলিলপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষাৎকারগুলো সন্নিবেশিত করা। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের সংগৃহীত দলিলপত্র এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য কেবলমাত্র একটা রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানে আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করা বাঞ্ছনীয় হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীরের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিটি দলিল, সাক্ষাৎকার ও বিবৃতি অনুমোদন করার পর আমরা সেসব এই ১৫ খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছি। অর্থাৎ প্রামাণ্যকরণ কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন দলিল, সাক্ষাৎকার কিংবা বিবৃতি এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সংক্ষেপে এই প্রকল্পের কথা বলতে গেলে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ছয় বছর পর সরকার এ ব্যাপারে তৎপর হলে ১৯৭৭-৭৮ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের সূচনা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কবি হাসান হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় এই প্রকল্পের গবেষক ও কর্মীরা সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও অমানুষিক পরিশ্রম করে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রামাণ্য দলিলপত্র, আলোকচিত্র, পত্র-পত্রিকা, প্রচার-পুস্তিকা, সংবাদপত্রের কাটিং, গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, সাক্ষাৎকার, বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহে লিপ্ত হন। এরপর শুরু হয় নথিপত্রের সংরক্ষণ, বাছাই এবং গ্রন্থনার কাজ।

এখানে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, প্রকল্পের কাজ সামগ্রিকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিচালক কবি হাসান হাফিজুর রহমানের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ইহজগত থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে শুধু কয়েকটি খণ্ডের মুদ্রণ সমাপ্ত করেছেন তাই-ই নয়, প্রস্তাবিত ১৫ খণ্ডের সমস্ত পান্ডুলিপি তৈরী ও অনুমোদন করানো (১৫ নং খন্ড ব্যতীত) ছাড়াও তিনি এসব মুদ্রণের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা পর্যন্ত করে গেছেন। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই ১৫ খন্ডই হচ্ছে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত এবং তিনিই হচ্ছেন এসবের মূল কৃতিত্বের দাবীদার।

এরপর একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় প্রকল্পের কাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু সরকারী মুদ্রণালয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ছাপাখানাও মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজে নানা অজুহাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। অবশেষে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় নানা ঘাত-পতিঘাতের মাঝ দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ সময় আরও ৭৩টি ফর্মা মুদ্রণ ছাড়াও শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কপি বাঁধাই-এর কাজ অসম্পূর্ণ ছিলো। এ ছাড়াও ছিলো গুদামজাতকরণ এবং বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত দুরূহ কাজ। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

এখানে বিভিন্ন খন্ডে মুদ্রিত তারিখ সংক্রান্ত জটিলতার কথা উল্লেখ নিতান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সুদীর্ঘ ৮ বছরকাল ধরে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ অব্যাহত ছিল। ফলে ১ নং থেকে ৬ নং এবং ১২ নং ও ১৩ নং খন্ডে মুদ্রণের সময়কাল নভেম্বর ১৯৮২ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ে এসবের পান্ডুলিপি অনুমোদনের পর মুদ্রণের কাজ অনেকাংশে সমাপ্ত হলেও আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৫ নং খন্ডসহ বাকি অংশ মুদ্রণ এবং শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বাঁধাই এর কাজ অসম্পূর্ণ ছিলো। এই সমস্ত কাজই অত্র প্রকল্পের সমাপ্তিকরণ পর্যায়ে করা হয়েছে। এজন্যই সমস্ত কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পর সর্বসাধারণের মধ্যে খন্ডগুলো বিক্রয় শুরু করার তারিখ ডিসেম্বর ১৯৮৫-কেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের সময়কাল হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

তবুও এক কথায় বলতে গেলে স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের গবেষক ও কর্মীরা সুদীর্ঘ আট বছরকাল (১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮৪-৮৫) একনিষ্ঠভাবে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তারই ফসল হচ্ছে আজকের এই "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র"। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এজন্য সরকারের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৭২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা।

সমাপ্তিকালীন পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলিতে শত্রুকবলিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণও সন্তোষজনকভাবে উপস্থাপিত করা যায়নি। এরই পাশাপাশি সে সময় দুর্বিষহ অবস্থায় পাকিস্তানে বসাবাসকারী বাঙালীদের সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য তথ্য এই ১৫ খন্ডে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বলা দরকার, দলিল ও তথ্যের অভাবই এই অপূর্ণতার কারণ।

প্রসঙ্গত আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানের তৎকালীন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় যেসব উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে মোকাবেলা করেছেন, সেগুলির দিন, তারিখ এবং বিস্তারিত বিবরণ ও ধারাবাহিক তালিকা আরও ব্যাপকভিত্তিক হওয়া দরকার বলে বিবেচিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায়ে, নতুন কয়েকটি খন্ডে এসব অন্তর্ভূক্তি লক্ষ্যে কাজে হাত দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র সংবলিত বিরাটাকার ফটো এ্যালবাম প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে পরিকল্পিত ষোড়শ খণ্ডটির মুদ্রণের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। দুই পর্যায়ে মুদ্রিত মকল খণ্ডের নির্ঘণ্ট এবং কালপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জিসহ এই খণ্ডটি প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বশেষ খণ্ড হিসেবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আশা করা যায় ১৯৮৬-৮৭ সাল নাগাদ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, আমাদের যেটুকু ত্রুটি রয়েছে তা' আমরা অকপটচিত্তে স্বীকার করলেও আমাদের ক্ষুদ্র একদল গবেষক ও কর্মী সুদীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফরের পর যে তিন লক্ষাধিক দলিলপত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেটাও তো কম কথা নয়। এসবের কথা চিন্তা করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করার অনুরোধ করতে সাহসী হচ্ছি। ভবিষ্যতে গবেষক ও ইতিহাসবিদরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নকালে আলোচ্য ১৫ খন্ডে সন্নিবেশিত দলিলপত্র ও সাক্ষাৎকারগুলোকে তথ্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহারের সক্ষম হলে পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

এম আর আখতার
পরিচালক
স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বিজয় দিবস, ১৯৮৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুর রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পাণ্ডুলিপি ধৈর্য্য ধরে পরীক্ষা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। অমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদ্বায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তারা প্রথমে জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করেছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্দকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমুদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিষ্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে অমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ই সেপ্টেম্বর,
১৯৮২

মফিজুল্লাহ কবীর
চেয়ারম্যান
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের উপর । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সময়কালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খণ্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রীক হওয়া সত্বে এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কওে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরুপ দাঁড়ায়:

প্রথম খন্ডঃ	পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ডঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ডঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ডঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ডঃ	পকিস্তানী দলিলপত্র :সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ডঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ডঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ডঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খন্ডঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ডঃ	সাক্ষাতকার
ষোড়শ খন্ডঃ	কালপঞ্জী, গ্রহপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দুর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদির সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫ এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভুখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় । এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যাক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্ব জনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারনের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হযেছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা বঙ্কিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলির যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল- তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুন্ন না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারনই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগণের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বেও অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডে একইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরগাঁথা, বহু ত্যাগ বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাবনার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায় ।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যাক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসাবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা

সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যেগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাত ছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরোনো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি-অর্থাৎ তাঁর হতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতা সংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত তাহলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুন্ন হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম.পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুলক হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভূল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত

সিদ্ধান্তনুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদিও কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষেও জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময় হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খন্ডের জন্য আমরা প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞাপ্তিটি উদ্ধৃতি করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদুর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। অনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খন্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খন্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খন্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামান্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায়ে আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলন স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানীর ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জণ্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এ ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলির ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভূল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণর উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যেও অন্তর্ভূক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলির ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষ মন্ত্রাণলয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল- দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিরপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহিরউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহীম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিরপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য- সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমেদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলির দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলির, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলির ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকন্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলির সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদিও উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদির সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদিও সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স- এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরি দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাঝ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ ও নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে

প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

দলিল প্রসঙ্গঃ সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মুদ্রিত দলিলপত্র-খণ্ডসমূহের সম্পূরক হিসেবে এই খন্ডটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের প্রায় একদশক পরে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের গুরুদায়িত্বে এই প্রকল্পের সামনে একটি প্রধান সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত দলিল ও তথ্য হাতে পাওয়া। এ প্রসঙ্গে ভূমিকায় বিশদভাবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক দলিলপত্র প্রকল্পে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রথম থেকে চতুর্দশ খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে এবং সেগুলোর কোন লিখিত দলিল নেই। আবার প্রাপ্ত দলিল ও তথ্যাদি কোন কোন ঘটনার ব্যাখ্যার অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে সেসব ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিংবা যাঁরা সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাঁদের মৌখিক বিবরণই সম্যক ধারণা দিতে পারে। এছাড়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব- যাঁরা স্বাধীনতাসংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের তৎপরতার নানা কথা একমাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অতএব এই খণ্ডটি স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের দলিলপত্র খন্ডসমূহের অন্তর্ভূক্ত হয়।

প্রকল্প সংগৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ মোটামুটিভাবে দলিলপত্র খন্ডসমূহের তিনটি পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকে নেয়া গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ অষ্টম খণ্ডে; সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ‘সশস্ত্র সংগ্রাম’ ৯ম ও ১০ম খন্ডে এবং রাজনৈতিক নেতা, প্রাশাসনিক কর্মকর্তা, দূত ও কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জন প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই খণ্ডটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের সাক্ষাৎকার গ্রহণের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য সকলেরই নাম ছিল। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। প্রকল্পের সীমিত সময়সীমা ও গবেষকদের স্বল্পতার দরুণ অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, সাক্ষাৎকারদাতাগনের পক্ষ থেকে প্রকল্পের সাফল্য ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংশয় এবং একদশক আগের স্বাধীনতাযুদ্ধকালের ঘটনাবলী যথাযথভাবে বলবার বা লিখবার জন্য উপযুক্ত সময় ও প্রস্তুতির অভাবে অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে সমর্থ হননি। আবার অনেকে প্রকল্প কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে ও অনেকদিন ঘুরিয়ে অবশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কয়েকজনের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ সুদীর্ঘ বিবরণ পেয়েছি এবং সেগুলো এখানে মুদ্রিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই অন্যান্য খণ্ডে মুদ্রিত দলিলপত্র দ্বারা সমর্থিত।

প্রকল্পের গৃহীত সময়সীমার মধ্যে সাক্ষাৎকারদাতার মূল বক্তব্য আমরা ছাপাবার প্রয়াস পেয়েছি। প্রত্যেকটি বিবরণের শেষে তারিখ ও মুদ্রিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় বিবরণদাতাকে প্রকল্পের সাধারণ কিংবা বিশেষ প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছিল। তিনি কখনো সেটি পুরোপরিভাবে অনুসরণ করেছেন কখনো আংশিকভাবে কয়েকটি বিবরণ তাঁরা নিজেরাই লিখে দিয়েছেন কোন প্রশ্নমালা ছাড়া। এই সবগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রশ্নসমূহ বাদ দিয়ে শুধু বক্তব্য মুদ্রিত করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার সমূহের ক্রমবিন্যাস বিবরণদাতার নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকারসমূহ বাংলা একাডেমী কর্তৃক স্বাধীনতালাভের অনতিপরে (১৯৭৩-৭৪) গৃহীত হয়েছিল। তথ্যাদিও স্বল্পতা সত্ত্বেও স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি বাছাই করা হয়েছে বিবরণীতে উল্লেখিত তথ্য ও ঘটনাদির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মুদ্রণের কাজ যুগপতভাবে করতে হয়েছে এবং এ কারণেই অপেক্ষাকৃত পরে গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার সবশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে আদ্যাক্ষর ক্রম ব্যতিক্রমে।

এই খণ্ডে মুদ্রিত সাক্ষাৎকারসমূহ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তথ্য উদঘাটিত করবে বলে আমরা আশা করি।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1. 1977, Page 503
Ministry of Information & Broadcasting.

* * *   * * *   * * *

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং- তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-
আবদুস সোবহান
উপ-সচিব

পরিশিষ্ট
[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No.51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University.
2. Professor salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3. Dr Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4. Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5. Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.
6. Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.
7.Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University.
8. Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Benglali, Chittagong University.
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.

The following shall be terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

পরিশিষ্ট

[তিন]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No.51/2/78-Dev/10493/(25) Dated 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute an Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1. Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University.	Chairman
2. Prof. Salahuddin Ahmed Chairman, Deptt. of History, Jahangirnagar University.	Member
3. Dr. Anisuzzaman Prof. Deptt. of Benglali, Chittagong University.	Member
4. Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5. Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6. Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University.	Member
7. Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University.	Member
8. Dr. K. M. Karim, Director, National Library and Archives, Dacca.	Member
9. Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project.	Member-Secratary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of documents are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer.

সূচীপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১	আজিজুর রহমান মল্লিক, অধ্যাপক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা	১
২	আফসার আলী আহমদ আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, রংপুর	১৪
৩	আব্দুর রাজ্জাক মুকুল আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৩)	১৫
৪	আব্দুল করিম খন্দকার পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠতম বাঙ্গালী অফিসার; বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ	১৭
৫	আব্দুল খালেক সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপি	২৫
৬	আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, টাঙ্গাইল	৩৫
৭	আব্দুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, নোয়াখালী; অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিশেষ প্রতিনিধি	৩৬
৮	আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বহির্বিশ্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি এবং লন্ডনে বাংলাদেশ সরকারের আন্দোলনের নেতা	৪২

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৯	আমিরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উপদেষ্টা	৫১
১০	আসাবুল হক, মৌলভী গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম	১১০
১১	এ এম এ মুহিত অর্থনৈতিক কাউন্সিলর, পাকিস্তান দূতাবাস, ওয়াশিংটন; আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিক ও যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা	১১৩
১২	এম আর সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, চট্টগ্রাম; প্রসাশনিক পরিষদ প্রধান, ইস্টার্ণ জোন; বাংলাদেশ মিশন প্রধান, যুক্তরাষ্ট ও কানাডা	১২১
১৩	এম এ হান্নান আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রাম; লিয়াজোঁ অফিসার, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	১২৭
১৪	ওয়াহিদুল হক সাংবাদিক	১৩০
১৫	কণিক বিশ্বাস আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যা, ফরিদপুর (সংরক্ষিত আসন)	১৩৩
১৬	কাজী জাফর আহমদ সভাপতি, বাংলা শ্রমিক ফেডারশন (ভাসানীপন্থী ন্যাপ নেতা)	১৩৪
১৭	কামাল সিদ্দিকী, ডক্টর মহকুমা প্রশাসক, নড়াইল; ব্যক্তিগত সচিব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার	১৩৯

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১৮	কামাল হোসেন, ডক্টর আওয়ামী লীগ নেতা	১৪৩
১৯	খন্দকার আসাদুজ্জামান যুগ্মসচিব, অর্থ, পূর্ব- পাক প্রাদেশিক সরকার; অর্থ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৯৩
২০	জয় গোবিন্দ ভৌমিক জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা; রিলিফ কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৯৮
২১	দেওয়ান ফরিদ গাজী আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য; প্রশাসনিক পরিষদ প্রধান, উত্তর- পূর্ব জোন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২০৪
২২	দেবব্রত দত্ত গুপ্ত অধ্যাপক, চৌমুহনী কলেজ; উপ-পরিচালক ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ইয়ুথ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেট, পূর্বাঞ্চলীয় জোন	২০৫
২৩	মনি সিং সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	২১৩
২৪	মনসুর আলী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, খুলনা	২২৩
২৫	মমতাজ বেগম আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যা (মহিলা আসন), কুমিল্লা	২২৪
২৬	মোশাররফ হোসেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, চট্টগ্রাম	২২৫
২৭	মোহম্মদ আজিজুর রহমান আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, দিনাজপুর	২২৭

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২৮	মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, সিলেট	২২৯
২৯	মোহাম্মদ আব্দুর রব, মেজর জেনারেল (অবঃ) আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, সিলেট বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ	২৩২
৩০	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, অধ্যাপক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা; মুজিবনগরে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক	২৩২
৩১	মোহম্মদ বয়তুল্লাহ আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, রাজশাহী	২৪৪
৩২	মোহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, রংপুর	২৪৫
৩৩	মোহাম্মদ শামসুল হক, অধ্যাপক পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৮
৩৪	মোহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ, অধ্যক্ষ আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য, টাঙ্গাইল	২৫১
৩৫	মোহম্মদ রহমতউল্লাহ দৈনিক ‘জয়বাংলা’ সম্পাদক নওগাঁ থেকে প্রকাশিত (মার্চ-এপ্রিল ’৭১)	২৫২
৩৬	রেহমান সোবহান, অধ্যাপক পাকিস্তান আমলে পূর্বাঞ্চলীয় পৃথক অর্থনীতিতে অন্যতম প্রবক্তা ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা	২৬৩

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৭	শাহ জাহাঙ্গীর কবীর আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য (১৯৭৩)	২৯৩
৩৮	সাঈদ-উর-রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র; যুবশিবির 'পলিটিক্যাল মটিভেটর'	২৯৪
৩৯	সারওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য	২৯৮
৪০	সিরাজুর রহমান অনুষ্ঠান কর্মকর্তা, বাংলা বিভাগ, বিবিসি, লন্ডন	৩০২
৪১	সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক সভাপতি বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি বংলাদেশ আর্কাইভস	৩০৫
৪২	অজয় রায়, ডক্টর রীডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক (জুলাই ৭১ হতে)	৩১৩
৪৩	নির্ঘন্ট	৩৩৭

অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সমগ্র দেশবাসীর মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। ই মার্চে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ বেতার মারফত আমাদের শোনার সুযোগ হয় ৮ই মার্চ সকালে। ঐদিনই আমার পরামর্শ অনুসারে শিক্ষকেরা এতটি সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আব্দুল করিম, অধ্যাপক মুহাম্মদ রশিদুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান ও জনাব ফজলী হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

তখন থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আমরা এক ধরনের প্রস্তুতি নিই। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত Council of Scientific & Industrial; Research-এর ডক্টর আব্দুল হাইয়ের সংগে অধ্যাপক রশিদুল হক ও অধ্যাপক শামসুল হককে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেই। কারণ তিনিও আমাদের মতই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে আমার জানা ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীতে হাতবোমা, গ্রেনেড ইত্যাদি তৈরী করা যায় কিনা সে বিষয়ে Experiment করতে অধ্যাপক শামসুল হককে গোপনীয় মৌখিক নের্দেশ দেই। কিছু কিছু ছাত্রকে সামরিক ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করা হয় ডঃ হাইয়ের উদ্যেগে। ইউ, ও, টি, সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ডক্টর এস,এম, আতাহারকে আমি নির্দেশ দেই UOTC-র রাইফেলগুলো সক্রিয় করার চেষ্টা করতে। চট্টগ্রাম শহরে আয়োজিত সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ-সভা ও বিক্ষোভ-মিছিলে অন্যান্য অনেকের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও ডঃ আনিসুজ্জামান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরো আগে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংঘর্ষে আহতদের জন্য আমার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্ররা রক্ত দান করেন।

২৩ শে মার্চ সকালে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ঐদিন বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে সকল পর্যায়ের শিক্ষক ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতিবাদ মিছিল বের হবে এবং তারপরে প্যারেড প্রাউন্ডে আমার সভাপতিত্বে শিক্ষক-জনতার সভা হবে। যদিও এ সম্পর্কে আমি আগে কিছু জানতাম না, তবু এই মিছিল ও সভায় আমি শিক্ষক ছাত্রসহ যোগদিই। মিছিল বেশ বড় হয়, সভায় জনসমাবেশও হয় প্রচুর। পলো গ্রাউন্ডের এই জনসভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না তাছাড়া মাঠের চারদিকে বাড়ীর ছাদেও অনেক নারী পুরুষ জড়ো হয়। এই সভায় আমি জনতার সংগ্রামের সঙ্গে আমারা একাত্মতা ঘোষণা করি। বাঙ্গালীর ন্যায্য অধিকার অর্জন করা পর্যন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবো সে অঙ্গীকারও করি। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অব্দুল করিম, অধ্যাপক আর আই চৌধুরী ও স্থানীয় নেতা মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী। উল্লেখ্য যে এই সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং তৎকালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ। সভা চলাকালে সংবাদ আসে যে অস্ত্র বোঝাই 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দেবার জন্য প্রায় ১০/১৫ হাজার মানুষ বন্দর এলাকায় বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড স্থাপন করা হচ্ছে। সভায় উত্তেজনা বাড়ে। এমত অবস্থায় সভা মুলতবী করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করি। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের কাছে ব্যারিকেড দেখে আবার ফিরে আসি এবং রাঙ্গুনিয়া হয়ে গ্রাম্য পথ ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরি অনেক রাতে। অচিরেই যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিরস্ত্র জনসাধারণের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তখন আর আমার ও আমার সহকর্মীদের মনে কোন সংশয় থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ২৪শে মার্চ সকালে UBL**-এর অঞ্চলিখ ম্যানেজার জনাব কাদের এবং চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার জনাব শামসুল হকের*** সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথাবার্তা হয়। সেই আলাপের ভিত্তিতে হাটহাজারী ও রাউজান থানার সঙ্গে আমি

---

*তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

** তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড।

*** উভয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় শহীদ হন

টেলিযোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করি এবং শত্রুসৈন্য পথে বেরিয়ে পড়লে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে যাতে তাদের প্রতিরোধ করতে পারি তার জন্যও পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

২৫শে মার্চ সারাদিন খুব উদ্বেগের মধ্যে কাটে। শহরের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, এসব খবর টেলিফোনে পাই। যেমন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ জনাব ইউ, এন, সিদ্দিকীর বাড়ীতে এসে কিছু লোক তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র চাইলে তিনি আমাকে ফোন করেন পরামর্শের জন্য। আমি তাকে অস্ত্র দিয়ে দিতে বলি। বিরাজমান অস্থিরতা ও উত্তেজনার ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয়েও এসে লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার ও শিক্ষকদের নিয়ে আমার অফিসঘরে বসে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি।

২৫শে মার্চ রাত দশটার পরে আমার বাসায় টেলিফোন করে ঢাকা থেকে খবর দেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ট্যাংক ঢাকার পথে বেরিয়ে গেছে, সম্ভবতঃ সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই খবর পেয়েই আমি শিক্ষকদের কয়েকজনকে আমার অফিসে আসতে বলি। এদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আর,আই, চৌধূরী, অধ্যাপক করিম, অধ্যাপক মুহম্মদ আলী, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব মাহবুব তালুকদার, ওসমান জামাল ও রেজিষ্ট্রার খলিলুর রহমান ছিলেন। আমরা প্রথমে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিই। তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। এই সময় আমার অত্মীয় কুমিল্লার ডি.সি, শামসুল হক খান-এর সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তিনি জানান, যেকোন মুহূর্তে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকে ক্যান্টনমেন্টে গাড়ীর জ্বালানী সরবরাহ আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অবিলম্বে কুমিল্লা সার্কিট হাউস থেকে সরে গিয়ে গ্রামের দিকে আশ্রয় নিতে বলি। এর পর তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি। তাকে সামরিক বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল সে খবর অনেক দিন পরে পাই।

কুমিল্লার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টায় ঢাকার ‘পূর্বদেশ’ ও ‘ইত্তেফাক; অফিসে এবং আমার আত্মীয় ঢাকাস্থ নরউইচ ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স-এর তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান খানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। কেউ কেউ সেখান থেকে বললেন যে, একটা কিছূ ঘটেছে, কেউ কেউ বললেন কোন মারাত্মক ঘটনার খবর তাঁদের জানা নেই। তবে শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ট্যাঙ্ক ও সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। এ সময় চট্টগ্রামের একজন সাংবাদিক জানান যে, শেখ মুজিব আত্মগোপন করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আমরা যখন ঢাকায় কথা বলছি, তখন ঢাকার সঙ্গে টেলিফোন সংযোগ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায় অনুমান রাত এগারোটার দিকে। আমরা আরো দু-তিন ঘন্টা বসে থেকে আলাপ-আলোচনা করি এবং সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। ঢাকাতে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে এই যুক্তির ওপর আমি বার বার জোর দিই। এর প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তুতি জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেই রাত থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস আমাদের স্থানীয় সংগ্রাম প্রচেষ্টার সদর দপ্তরে পরিণত হয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমার ওপরে বর্তায়। সারা রাত অফিসে কাটিয়ে ভোর সাড়ে চারটায় বাসায় ফিরে এসে সবেমাত্র গোছল করতে বাথরুমে গিয়েছি তখন চট্টগ্রাম শহর থেকে কোষাধ্যক্ষ সিদ্দিকী সাহেবের ফোন পাই। তিনি জানান যে তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন তদানীন্তন ই বি আর-যুবক অস্ত্রসহ উপস্থিত হয়েছে। তারা এই বাড়ীতে ঘাঁটি স্থাপন করবে শত্রু পক্ষের মোকাবেলার জন্য। আমি ফোনে সেই উত্তেজিত যুবকদের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে তারা জীবন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্রসহ বেরিয়ে এসেছে এবং আরও দল বের হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে অস্ত্র ও গুলিগোলা আছে। তারা সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ী থেকে ক্যান্টনমেন্ট-এর সঙ্গে যুক্ত শহরের রাস্তার ওপর নজর রাখবে এবং পাকিস্তানী সৈন্য রাস্তায় বের হলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এ বাড়ী তাই তাদের দরকার। আমি সিদ্দিকী সাহেবকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে কাছাকাছি অন্য বাড়ীতে যেতে বলি এবং এদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে বলি। তখন শহরে স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। টেলিফোনে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম এবং ছেলেরাও জানাল তাদের দক্ষিণ

দিকের একটা বাড়ী থেকে এ বাড়ী লক্ষ্য করে গোলা ছোড়া হচ্ছে এবং বিদ্যুতের খুঁটিতে আঘাত লেগে বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি দক্ষিণের ঐ অবাঙ্গালী বাড়ীতে আগেই প্রস্তুতি হিসেবে শত্রুসৈন্য মোতায়েন ছিল।

২৬শে মার্চ সকালে এ খবর আসার পর আওয়ামী লীগের জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও জনাব এম,এ, হান্নানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আরও খবর জানতে পারি। কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রফিক সি, আর, বির টিলায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে কথা হয় এবং পারস্পরিক এলাকার সংবাদ বিনিময় হয়। চট্টগ্রাম ডাকবাংলোতে অথবা রেলওয়ে রেষ্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের একটি অফিস কাজ করছিল। সেখান থেকে একজন টেলিফোন করে আনিসুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করে শোনান এবং তা লিখে নিয়ে সাবাইকে জানাতে বলেন। এরপর চট্টগ্রামের বেতার তরঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা শুনতে পাই। জনাব এম,এ, হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন এবং পরে সকলকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘি ময়দানে জমায়েত হতে নির্দেশ দেন। আমি টেলিফোন করে কালুরঘাটে এবং ডাকবাংলোতে বলি যে, এই ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার কেননা, ওরকম জমায়েতের ওপর বিমান থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। পরে তাঁরা এই সমাবেশ বাতিল করার ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে আমার যে আশঙ্কা ছিল পরবর্তী সময়ে তা সত্যে পরিণত হয়। পাকিস্তানের কয়েকটি জঙ্গী বিমান চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করার পর কালুরঘাটে বোমা বর্ষণ করে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটি থেকে জিলা প্রশাসক জনাব হাসান তৌফিক ইমাম টেলিফোনে আমাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর চট্টগ্রাম থেকে ইপিআর-এর জওয়ানদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে জমায়েত হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। রাতে প্রায় আড়াইশ জওয়ান ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছান। আমরা তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আলাওল হল ও এ, এফ, রহমান হলে তাদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমরা শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে ভাগ করে দেই। যেমন, কেউ খাবারের তত্ত্বাবধান করেন, যানবাহনের দায়িত্ব নেন কেউ, পেট্রোলের জন্য পাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্লিপ দেবার দায়িত্ব দেয়া হয় কাউকে, ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবার নেতৃত্ব নেন কেউ। আমি অফিসে থাকি এবং আমাকে সর্বক্ষণ সহায়তার ভার দেয়া হয় আনিসুজ্জামানকে।

ই,পি,আর-এর জওয়ানদের প্রতিরোধ কার্যক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে নেতৃত্ব দেবার জন্য পেয়েছিলাম সুবেদার আব্দুল গণিকে। সেই রাতেই আমার অফিস থেকে সি,এস, আই, আর-এ ডঃ হাইকে ফোন করে ক্যান্টনমেন্টের যতটুকু খবর আচঁ করা সম্ভব, তা জেনে নিই, এবং ই,পি,আর-এর জওয়ানদের দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের উত্তরাঞ্চলে ছিল পাহড় ও জংগল এবং সামান্য জনগোষ্ঠীর বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাপগ্রাফিক ম্যাপ ছিল। আমার অফিসে বসে ম্যাপ দেখে ট্রেঞ্চ কাটার জায়গা নির্দিষ্ট হয় এবং ক্যাম্পাসে কনট্রাকটরদের শ্রমিক দিয়ে রাত্রেই পরিখা খনন করা হয়। পরদিন জওয়ানদের নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রত্যেককে প্যাকেট লাঞ্চ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে গ্রাম্য জনসাধারণ আমাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁরা সাধ্যমত চাল-ডাল-তরকারী, আটা, ময়দা, গরু, ছাগল, মুরগী আমাদের কাছে পৌঁছে দেন দান হিসেবে। তবে তাঁদের কাছ থেকে কোন অর্থ আমরা গ্রহণ করিনি। সৈন্যদের পথ দেখানোর কাজেও তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করেন। উল্লেখ্য যে, ই, পি, আর-দের সাহায্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক মাইল দূরে রেল লাইনের পূর্ব দিকে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস সেট স্থাপন করা হয়েছিল।

২৭শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।

২৭শে মার্চ ও ২৮শে মার্চ ই, পি, আর-এর আরও কিছু জওয়ান এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে আত্মরক্ষা করে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত এদের সংখ্যা দাঁড়ায় চারশ'র বেশী। কিন্তু ই,পি,আর ও ই,বি,আর-এর জওয়ানদের একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। এস,পি, শামছুল হক, মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগযোগ ছিল। পরস্পরের কাছে পরিচিত হবার জন্য আমরা ভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করতাম। আমাকে দেয়া নাম ছিল 'ডানিয়েল'। যোগাযোগ করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠেছিল, কেননা ক্রমেই তাঁদের অবস্থান এমন জায়গায় হচ্ছিল যেখানে টেলিফোনে কথা বলা যাচ্ছিল না। যাহোক, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থানরত জওয়ানদের যুদ্ধ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ক্যাপ্টেন রফিক-এর মারফত চেয়ে পাঠাই। তাঁরা পাঠান একজনকে। (পরে দেখি তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ও আমার বড় ছেলের বন্ধু)। তাকে নিয়ে একটা ভুল বুঝা-বুঝি হয়। তিনি সরাসরি আমার অফিসে এসে জওয়ানদের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ক্যাম্পাসে আমার সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র দেখে আরো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বর্ডারে যাবার কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে কর্তব্যরত অধ্যাপকের কাছে একটি গাড়ী চান। অধ্যাপক একথা আমাকে ফোনে জানান। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া কিংবা মেজর জিয়া যে তাকে পাঠিয়েছেন তা তিনি জানালেও আমরা সরাসরি কোন খবর কালুরঘাট থেকে পাইনি বলে উক্ত অফিসার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তাকে আমি আমার অফিসে ডেকে পাঠাই এবং জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাতেও সন্দেহ নিরসন না হওয়াতে ই,পি,আর-এর নায়েক এবং দুই সিপাহীর সাহায্যে তাকে এবং তার দু'জন সহচর ছাত্রকে নিরস্ত্র করি এবং ভাইস চ্যান্সেলরের ভিজিটরস রুমে পাহারাধীন রাখি। তাদের উদ্দেশে আমি বলি যে দেশ এক সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এ অবস্থায় কারও চালচলনে সন্দেহের উদ্রেক হলে তাকে নজর বন্দী রাখতে হয়। মেজর জিয়ার ক্যাম্প থেকে তাদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়াকে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি বলেন যে, উক্ত অফিসারকে দু'জন ছাত্রসহ পাঠিয়েছি। আমার বক্তব্য, তাই যদি হয়, তবে আমার সংগে দেখা না করে এখানকার দায়িত্ব না নিয়ে চলে যাচ্ছিল কেন। যাহোক, তখন ঐ অফিসারকে মুক্ত করে আমি জিয়ার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই এবং অন্য কোন সিনিয়র অফিসার পাঠাতে অনুরোধ করি। সঙ্গের দু'জন ছাত্রকেও তার সঙ্গে পাঠাই কারণ এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা প্রতিরোধ সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে মেজর জিয়ার ক্যাম্পে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নির্দেশে অফিসারকে নিয়ে আমাদের এখানে আসে। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নয়। ছাত্রদের পরিচিতি সম্বন্ধে স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে* খবর নিয়ে জানতে পারি যে, তাদের বক্তব্য সত্য। তখন ঐ দুটি ছাত্রকে দিয়ে উক্ত অফিসারকে কালুরঘাট পাঠানো হয় ক্যাপ্টেন রফিকের নিকট। ছাত্র দুটি যখন ফিরে আসছিল তখন তারা পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পাস থেকে সংগ্রাম পরিচালনার সময় আমাদের ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দুইজন সদস্য আব্দুর রব (তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক) এবং ফরহাদ কাপ্তাই রোডের ওপর এক গেরিলা অপারেশনে মৃত্যুবরণ করে।

২৯শে মার্চ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় তারা অবস্থান পাল্টেছেন, কিন্তু আমাদের খবর দেবার সময় পাননি।

পক্ষান্তরে আমরা চট্টগ্রাম শহরের পতনের সংবাদ পাই। ইতিমধ্যে শত্রুর গুলিতে পরিখায় অবস্থানরত আমাদের কয়েকজন জওয়ান আহত হয়। এমতাবস্থায় প্রতিরোধ এখান থেকে জোরদার করা সম্ভব নয় বলে জওয়ানদের পক্ষ থেকে আরও উত্তরে চলে যাবার প্রস্তাব আসে। আমরা একমত হই। তারা নাজিরহাটে যাবে সিদ্ধান্ত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী জওয়ানরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাঃ আবুল বাশার ও ডাঃ আখতারুজ্জামানের চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহত যোদ্ধা ছাড়া তখন আর প্রায় কোন যোদ্ধাই আমাদের হাতে রইল না। এর পরে শহর থেকে গ্রাম্য পথ ঘুরে যোদ্ধৃবেশে

* জনাব আখতারুজ্জামান তাদের মধ্যে একজন।

কিছু আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতা এবং ইউ, ও, টি, সির কিছু প্রশিক্ষণরত ছাত্র ও অফিসার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছান, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রাখা অসম্ভব দেখে তারাও অন্যত্র চলে যান। এদিকে ক্যাম্পাস থেকে উত্তর চট্টগ্রাম বা রাঙ্গামাটির রাস্তায়ও স্থানীয় জনসাধারণ ব্যারিকেড স্থাপন করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আমরা স্থির করি যে ৩০শে মার্চ ক্যাম্পাস থেকে সকল শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে স্থানান্তরিত করা হবে। কয়েকটি বাসে করে কিছু পরিবার নাজিরহাটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, অন্যেরা গিয়ে আশ্রয় নেন কুন্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হষ্টেলে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বন্ধ ছিল কারণ হাতে টাকা ছিল না এবং ব্যাংক বন্ধ ছিল। কিছু কর্মচারী ব্যাংকের দরজা ভেঙ্গে টাকা নেয়ার প্রস্তাব করে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিই এবং ব্যাংক লুট করা চলবে না বলে দিই। আমার বাসায় যে ব্যাক্তিগত টাকা ছিল* সেখান থেকে চার হাজার টাকা নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বাড়ী যাবার ভাড়া তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দিই এবং তাদের যার যার বাড়ীতে চলে যেতে বলে তাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিই। ৩১শে মার্চ রাতে ক্যাম্পাস প্রায় খালি হয়ে যায়। ডাক্তার দু'জনের হাতে চিকিৎসাধীন চার পাঁচজন যোদ্ধাকে রেখে ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় আমার পরিবার, রেজিষ্টারের পরিবার এবং আনিসুজ্জমানকে** নিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম। আমি সপরিবারে রাউজানে আশ্রয় নিলাম। ক্যাম্পাসে ভি, সির বাসগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় আমার সেক্রেটারী ইনস্যুরেন্স পলিসি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদির কিছু কাগজপত্রের ক্যক্তিগত ফাইল আমার পাসপোর্টসহ আমার সামনে এনে হাজির করে সঙ্গে নেবার জন্য। আমি ওই পাসপোর্ট সবার সামনে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম কারণ, তখন আমি আর পাকিস্তানী নই, তাই পাকিস্তানী পরিচয়ে কোন পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে চাইনি। অন্যান্য কাগজপত্রের ফাইলটিও ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততক্ষণ কোন বীমা, কোন শেয়ার সার্টিফিকেটের দরকার নেই। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হবার পর আমার সেক্রেটারী ঐ ছুড়ে দেয়া ফাইলটি আমার ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

রাউজানে আমি সপ্তাহখানেক ছিলাম। ইতিমধ্যে সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। কুণ্ডেশ্বরীতে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। সেখানে আশ্রয় দাতা নূতনচন্দ্র সিংহের পরিবারও স্থান ত্যাগ করেন। নূতন বাবু শূন্য গৃহে রয়ে যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পরে ১৩ই এপ্রিল হানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করে।

সম্ভবত ৮ই এপ্রিল আমি রাউজান থেকে নাজিরহাটে চলে যাই। ওখানে তখন আমাদের সহযোগী জওয়ানরা ছিলেন। সেখানে এক রাত তাদের সঙ্গে থেকে রামগড়ের পথে রওয়ানা হই। সপরিবারে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক রশিদুল হক ও ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী আমার সঙ্গে আসেন। উল্লেখ্য নাজিরহাট থেকে আমার সঙ্গে যায় মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন, তাদের সঙ্গে কালুরাঘাট থেকে সরিয়ে আনা ট্রান্সমিটার সেট ছিল। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধাও ছিল।

১০ই এপ্রিলে হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। ১১ই থেকে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে রামগড়ে সপরিবারে এসে পৌঁছান অধ্যাপক শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জমান, ওসমান জামাল; অন্য শিক্ষকদের মধ্যে 'ষরিৎকুমার সাহা, নূরুল ইসলাম খোন্দকার প্রভৃতি এবং বেশ কিছু ছাত্র। ছাত্রেরা অনেকেই সাবরুম হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ দু'চার দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে শত্রুশু মোকাবিলা করে। আমাদের ছাত্র শহীদ ইফতিখার ছিল তেমন একজন।

রামগড়ে এসে মেজর জিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনারায় স্থাপিত হয়। সেখানে থেকেই তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেজর শামসুদ্দীন (ই পি আর), ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন আফতাব (গোলন্দাজ

---

* উল্লেখ্য, আমার ব্যক্তিগত গাড়ী বিক্রয়ের দশ হাজার টাকা ব্যাংক বন্ধ থাকায় বাসায় ছিল।

** তার পরিবার আগেই কুণ্ডেশ্বরীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

বাহিনী), ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া প্রমুখ। রাঙ্গামাটি থেকে হাসান তৌফিক ইমাম ও এস, পি বজলুর রহমান আমাদের আগেই এখানে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী তাদের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকা থেকে সাদেক খানও সেখানে এসে পৌঁছান। রামগড়ে মুক্তিযোদ্ধের কাজে এবং আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য করেন সেখানকার চা বাগানের ম্যানেজার জনাব আব্দুল আউয়াল। রামগড় অবস্থানের শেষ দিন ভোরে ক্যাপ্টেন কাদের আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপর জিয়া কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যান পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি এই অপারেশনে নিহত হন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি রমগড় থেকে আগরতলায় গিয়ে পৌঁছাই। দেশের মাটি ছাড়ার সময় আমরা যারা চলে যাচ্ছিলাম এবং আমাদের যেসব বন্ধু তখনও দেশে রয়ে গেলেন, সকলেরই চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আনিসুজ্জামানকে তখন বলেছিলাম, মন খারাপ করো না, এই বছর শেষ হবার আগেই আমরা স্বদেশে ফিরে আসব। আমি জানিনা সেই দুরবস্থার সময়ে এ প্রত্যয় কি করে আমার মনে জন্মেছিল। তবে মুক্তিযোদ্ধের পুরো সময়টাতে একথা আমি বহুজনকে বহুবার বলেছিলাম। এমনকি জুন মাসেই সিদ্ধার্থ সঙ্কর রায়কে বড়দিন উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসার পর অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

আগরতলায় একটি পরিত্যক্ত বাসগৃহে আমার ও পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অদূরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের একটি পরিত্যক্ত হোষ্টেলে সৈয়দ আলী আহসান, রশিদুল হক ও কোরেশীর স্থান হয়। পরে এই হোষ্টলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, ওসমান জামাল, চা বাগানের অব্দুল আউয়াল এবং মেজর শামসুদ্দীন, মেজর শওকত ও মেজর শফিউল্লার পরিবার আশ্রয় লাভ করেন। এক-একটি কক্ষে এক-একটি পরিবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলায় আমার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছিলেন জনাব এম, আর, সিদ্দিকী ও জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে কর্মপন্থা স্থির করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাৎক্ষণিক কিছু করার ছিল না। তখন আমরা সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করছি। স্রোতের মতো শরণার্থী আসছে। ঢাকা থেকেও অনেক বন্ধু, পরিচিত, স্বজন সেখানে এসে পৌঁছাচ্ছেন। এখানে একদিনের দুপুরের খাবারের কথা আমার মনে পড়ে। অবস্থার পরিপেক্ষিতে খাবারের আয়োজন ছিল বেশ উন্নতমানের। আমরা খেতে বসেছিলাম। এই কদিন আমাদের সঙ্গে যেসব ছেলে কাজ করছিল তাদের যে দুরবস্থা আমি দেখেছি তা ভেবে আমার বিবেক নাড়া দিল, আমি খেতে পারলাম না। সৈয়দ আলী আহসান ও অন্যান্য সহযোগীদের বলে আমি উঠে এলাম এবং একটি সস্তা হোটেলে গিয়ে রুটি ও নিরামিষ খেলাম। প্রতিরোধ যুদ্ধে পিছু হটলেও সীমান্তের কাছাকাছি তখনও যুদ্ধ চলছে। মেজর খালেদ মোশারফ এসে ২/৩ রাত আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে নিয়ে যান। অচিরেই তাঁকে সদলে পিছূ হটতে হয়। সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে মেজর খালেদ মোশারফ ও মেজর জিয়া আগরতলা চলে আসেন। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে আমার আগরতলায় পরিচয় হয়। ট্রান্সমিটার সমেত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রেও উঠে আসে আগরতলায়। কিন্তু এর প্রচার শক্তি এত সীমাবদ্ধ ছিল যে, কর্মীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছতে পারেনি। পরে ডঃ ত্রিগুনা সেন যখন আগরতলা সফরে আসেন, তখন তাঁকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমাদের বেতারের জন্য শক্তিশালী ট্রান্সমিটার সরবরাহ করতে।

আগরতলায় থাকতে একদিন দৈনিক ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রিকায় খবর দেখলাম যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে পাওয়া যাচ্ছেনা। ব্যাপারটা ছিল এই যে, এপ্রিল মে মাসে কাঠমুন্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আমার প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবার কথা ছিল। নেপালী কর্তৃপক্ষ তাই পাকিস্তান সরকারকে আমার বিষয়ে লিখেন। পাকিস্তান সরকার জানান যে, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠমুন্ডুর কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে খবরটা ঐভাবে প্রকাশ পায়। পরে পাকিস্তান সরকার অনেক শরণার্থী সম্পর্কে ভারত সরকারকে লিখেছিলেন যে, দুষ্কৃতকারীরা তাঁদের ধরে ভারতে নিয়ে গেছে, এসব ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে পাকিস্তান সরকারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই তালিকায় অবশ্য আমার নাম ছিল না।

মে মাসের প্রথম দিকে জনাব আব্দুল মালেক উকিল কলকাতা থেকে এক সন্ধ্যায় আগরতলায় আমার বাসায় আসেন। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাবার জন্য। উকিল সাহেব আমার কলকাতা যাবার বিমানের টিকিটও নিয়ে এসেছিলেন। পারিবারিক ব্যবস্থা সাঙ্গ করে কলকাতায় পৌঁছতে আমার দুই দিন বিলম্ব হল। তাজউদ্দীন সাহেব দিল্লী চলে গিয়েছিলেন, আমার আর তখন যাওয়া হল না। এখানে উল্লেখ করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থানকালে সপরিবারে আমার ব্যয় নির্বাহের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। দেশের বাইরে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন, ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধুবান্ধবের নিকট হতে প্রাপ্ত সাহায্যসামগ্রী দিয়েই আমি সংগ্রামের দিনগুলি কাটিয়েছি।

কলকাতা পৌঁছে বাংলাদেশ মিশন অফিসে আমাকে নেয়া হয়। হোসেন আলী তখন বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এই মিশনের অস্থায়ী প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, বিদেশে অবস্থানরত বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে টেলিফোনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজে যোগদানের অনুরোধ জানাতে। কলকাতায় তাঁদের ধারণা ছিল, বিচারপতি চৌধুরী এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন। টেলিফোন বুক করা হল। কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। শেষে তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য আমি ম্যাসেজ রেখে গেলাম যে, আমি এসে গেছি উনি যেন বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ করতে নেমে যান।

কলকাতায় এসে আমার প্রথম কাজ হয় Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia গঠন করা। দেশের যেসব বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মী ততদিনে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছেন, তাঁদের সংগঠিত করে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে কাজ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। আমি সভাপতি নির্বাচিত হই, জহির রায়হান নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক। সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ, ব্রজেন দাশ, ফয়েজ আহমদ, কামরুল হাসান প্রমুখ এই কমিটিতে ছিলেন। প্রথম দিকে এই কমিটির কর্মকর্তাদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় আমার প্রাক্তন ছাত্রী, সেসময়ে লরেটো কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ পি সি ঘোষ এর বাসভবনে। তিনি এবং তাঁর স্বামী কমল ঘোষ ব্যক্তিগতভাবেই কমিটির কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন এবং সভার অন্যান্য আনুসংগিক খরচাদির ব্যয়ভার বহন করতেন। এই বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদের উদ্দ্যোগে নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এখানে আমার দুই মেয়ে এমি ও রানা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধের গতি, শরণার্থীদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়। অরুপ চৌধুরীর অফিসও এই পরিষদের কাজে এবং পরবর্তিতে স্থাপিত শিক্ষক সমিতির কাজে ব্যবহার করা হয়। পরে বাংলাদেশের শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে সংগীতানুষ্ঠান ও প্রচারমূলক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থাও হয় পরিষদের উদ্দ্যোগে। এর কাজে কলকাতার মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরী আইয়ূব, বিচারপতি মাসুদ এবং অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহেদ মাহমুদ খুব সাহায্য করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি করে ও দিলীপ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করা এবং বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের নানাভাবে সাহায্য করা। আমি কলকাতা এলে এঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। আলাপক্রমে স্থির হয় যে বাংলাদেশের শিক্ষকদের একটা সংগঠন থাকলে উভয় পক্ষেই কাজের সুবিধা হবে। আমি তখন এই কাজের উদ্যোগ নিই। আনিসুজ্জামানকে আগরতলা থেকে ডেকে পাঠাই এবং কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর দ্বারভাঙ্গা হলে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের এক সভা আহবান করি। কয়েক হাজার শিক্ষক এই সভায় যোগদান করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব কামরুজ্জামানও বক্তৃতা দেন। সভার সভাপতিরূপে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তা পরে কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এই সভায় আমাকে সভাপতি ও আনিসুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। সহ-সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, সারওয়ার মুর্শিদ ও জনাব কামরুজ্জামান (এমপি)।

‘লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেন্টসিয়া’ গঠন করা নিয়ে বংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটু ভূল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কেউ কেউ সরকারকে এমন ধারণা দিয়েছিলেন যে সরকারী যে উদ্যোগের বাইরে যেভাবে আমরা এই পরিষদ গঠন করেছি তাতে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। আমাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন ধারণা করেছিলেন যে সরকার এক ধরনের দলীয় নিয়ন্ত্রণ আমাদের ওপরে আরোপ করতে যাচ্ছেন। শিক্ষক সমিতি গঠনের পূর্বমুহূর্তেও আবার এ ধরনের একটা ভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম এমপি ও জনাব কামরুজ্জামান এমপি’র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এক সন্ধ্যায় আমাকে ও আনিসুজ্জামানকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন যে, আনিসুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যুক্ত থাকলে তাঁর কাজে সুবিধা হবে অতএব তাঁকে যেন শিক্ষক সমিতিতে বড় দায়িত্ব না দেয়া হয়। আমিরুল ইসলামও এই বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু আমরা আগে থেকে যেভাবে ভেবে এসেছিলাম তার ফলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা সেল গঠন করলে ডঃ মুজাফফর আহমদ, ডঃ সারওয়ার মুর্শিদ, ডঃ মোশাররফ হোসেন ও ডঃ স্বদেশ বসুর সঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানকে তার সদস্য করা হয় তখন আনিসুজ্জামান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং সেই ভার অর্পিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অজয় রায়ের ওপরে।

শিক্ষক সমিতির কাজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষকদের সাহায্য করা, শরণার্থী শিবিরে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় চালানো, প্রচার পুস্তিকা প্রণয়ন করা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন চেয়ে পত্র লেখা ও পুস্তিকা প্রেরণ করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রচারাভিযান চালানো। বহু শিক্ষককে আমরা সহায়ক সমিতির তহবিল থেকে সাহয্য করতে পেরেছিলাম, শরণার্থী শিবিরে কিছূ কিছু বিদ্যালয় খুলে বালক-বালিকাদের মধ্যে একট শৃঙ্খলা রাখার ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। কয়েকটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম ইংরেজিতে তার মধ্যে ‘পাকিস্তানবাদ ও বাংলাদেশ’ সম্পর্কে ওসমান জামালের লেখা একটি পুস্তিকা এবং বাংলাদেশে গণহত্যা সম্পর্কে একটি সচিত্র পুস্তিকা উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের কাছে বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা চিঠি লিখি এবং আশাব্যঞ্জক ও সমর্থনসূচক উত্তর পাই। অষ্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এল বাসামকে লেখা আমার চিঠি, তিনি আমার অনুমতি নিয়ে সাইক্লোষ্টাইল করে সে দেশের প্রধান মন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজারসহ অনেক নেতাকে পাঠান এবং আমাদের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ করেন। আমেরিকা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিচিত অধ্যাপকের কাছে লিখা আমার চিঠি মোটামুটি একই ভাবে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে আমরা যে প্রচারাভিযান চালাই, তার প্রথম পর্বেও সম্পূর্ন উদ্যোগ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির। এই সমিতির দিলীপ চক্রবর্তী, সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনিল সরকার* ডঃ অনিরুদ্ধ রায় ও বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে নিয়ে আমি ও আনিসুজ্জামান এলাহাবাদ, আলীগড়, লক্ষ্নৌ, আগ্রা ও দিল্লী সফর করি। এসব শহরের বিশ্ববিদ্যালয় অংগন ছাড়াও আমরা বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ওপর বক্তৃতা দেই। আমাদের সংগে সুবিদ আলী (এম,পি,এ) যোগ দেন। তিনি প্রয়োজনমতো উর্দুতে আমার ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ জনসমাবেশে পেশ করতেন। বিষ্ণুকান্ত বলতেন হিন্দীতে। আনিসও আমার মতো ইংরেজীতেই বলতেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আমাকে বক্তৃতা করতে দেয়া হয়। সেখানকার পরিবেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল ছিল না। বক্তৃতা করতে ওঠার আগে সে সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমার বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের অনেকেই কেঁদে ফেলেছিলেন। বক্তৃতা নাকি মর্মস্পর্শী হয়েছিল, একথা অনেকে বলেছেন।

---

* বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাহায্য-সহায়তা অনিলের গভীর আবেগ নিয়ে জড়িয়ে পড়ার একটি উদাহারণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এক পর্যায়ে শরণার্থী শিক্ষকরা যখন আর কোথাও আশ্রয়ের স্থান পাচ্ছেন না তখন তিনি নিজ বাসগৃহ তাঁদের থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে ওঠেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিদিন ভোরে ওই বাড়ীতে এসে রান্নাবান্না ও তাঁদের খাওয়ানোর কাজ সেরে রাত ন’টার পর তাঁর পিতার বাসায় ফিরতেন।

দিল্লীতে সাহিত্য একাডেমির প্রাংগনে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভাষণ দিই এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও দিল্লীতে আমরা বেশ কয়েকটি ঘরোয়া আলোচনায় যোগ দেই। কলকাতায় আসার পরে ডক্টর বরুণ দের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমার মনে হয়েছিল, তিনি তখনও আমদের সংগ্রামের তীব্রতা অনুভব করতে পারেননি। দিল্লীতে আবার তাঁর সঙ্গে এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসানের সঙ্গে শুধূ আমার সাক্ষাৎ হয়। তাছাড়া আমরা অশোক মিত্র (আই, সি,এস), ডঃ আশোক মিত্র পি, এন, ধর ও পি, এন হাকসারের সঙ্গে আলাপ করি। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করা উচিত, একথা হাকসার বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন। তাঁর কথা পরে আমরা আমাদের অস্থায়ী রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম।

দিল্লীতে আমরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করি। তিনি ধৈর্য্য সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য শোনেন এবং ভারতীয় সরকার ও জনগণের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে আমরা মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারি সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মত বিনিময় করেন। পরে মিসেস গান্ধী ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসানের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। এরপরে প্রতিমন্ত্রী কে, আর গণেশ আমাদের এক নৈশ্যভোজে আপ্যায়িত করেন। সেখানে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ও নন্দিনী শতপথীর মতো রাজনীতিবিদরা ছিলেন অনেক সাংবাদিকও ছিলেন। প্রধানতঃ সাংবাদিকরাই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করেন, রাজনীতিবিদেরাও কিছু কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। আমার উত্তর দেয়া শেষ হলে আমি কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই। আমার প্রশ্ন ছিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে, তবে আমি তা সাধারণভাবে উত্থাপন করেছিলাম। ঐ আলোচনা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ছাড়া শরণার্থী সমস্যার সমাধানের যে কোন সম্ভবনা নেই একথা ভারতীয় নেতারা বোঝেন। তবে তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবছেন। চীন যে পাকিস্থানের হয়ে যুদ্ধ করবেনা, এ ধারণাও তাঁদের হয়েছে। মনে হল তবুও তারা ঐ মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে চান না এ বিষয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হবে, এ সম্পর্কে তাঁরা খুবই সন্দিহান। সুতরাং ভালো করে আটঘাট না বেঁধে তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে কিংবা বাংলাদেশের পক্ষে বড় রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চায় না।

সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার এবং আমাদের এসব সাক্ষাৎকারের ফলাফল ও আমার নিজের ধারণা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে কলকাতা ফিরে এসেই জানাই। এরপর আমি পাটনা, বোম্বাই, নাসিক, পুনা, কেরালা, জয়পুর, আজমীর ও হায়দারাবাদে জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাই। পাটনায় যে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাই সে সভায় সভাপতিত্ব করেন জয় প্রকাশ নারায়ণ, এবং অন্যান্যর মধ্যে বক্ততা দেন বিহার প্রদেশের গভর্নর ডঃ বড়ুয়া।

বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও আমি ছাত্র শিক্ষকদের সমাবেশে বক্তৃতা দিই। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। এখানে বাংলাদেশের দুর্গত শরণার্থীদের সাহায্যে আনুমানিক ষাট/সত্তর হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। এই সাহায্য এবং একইভাবে ভারতের বিভিন্ন জনসভায় সংগৃহীত অর্থ আমরা দাতাদের পক্ষ থেকে সরাসরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বংলাদেশ সহায়ক সমিতির তহবিলে জমা দেবার ব্যবস্থা করি। কোন অর্থ আমরা নিজ হাতে গ্রহণ করিনি। বিহারে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনসমর্থন যোগানোর ব্যাপারে তৎকালীন বিহার সরকারের বিরোধীদলের নেতা কর্পোরী ঠাকুর* আমাদের সংগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সকল রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের সংগে ও তাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছে। প্রধানমন্ত্রী সবচে’ কট্টর বিরোধী নেতা রাজ

* পরবর্তীকালে ইনি মূখ্যমন্ত্রী হন।

নারায়ণও আমাদের সমর্থনে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার এলাহাবাদ সফরকালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেন এবং সমাবেশের তোরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট এক প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। দলের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আগ্রহে আমি ওই সমাবেশে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিই। সে সময় ভারতে বাংলাদেশের সমর্থনে এমন একটি জোয়ার এসেছিল সে সব জায়গায়, এমনকি দুর্গাপূজা মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টানানো দেখেছি।

বোম্বেতে অবস্থানকালে মহারাষ্টের গভর্নর নবাব আলী জংগ-এর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। বাংলাদেশের সমর্থনে আয়োজিত সভায় তিনি উপস্থিত হন এবং আমার বক্তৃতা শোনেন। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থ, গেরিলাদের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর আমি যখন দিল্লীতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলাম তখন প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে একদিন হঠাৎ নবাব ইয়ার আলী জংগ আমার বাসায় এসে উপস্থিত হন এবং বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য আমি যে তহবিল খুলেছিলাম তাতে প্রচুর টাকা জমা হয়েছে। যেহেতু এ টাকা আমাদের জনসাধারণ কর্তৃক বাংলাদেশকে দেয়া তাই এটি আপনাকে নিতে হবে। মহারাষ্ট্রে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। সুতুরাং এ বিষয়ে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে কথা বলি। মহারাষ্ট্রের গভর্নও সাহায্য তহবিলের যে চেক প্রদান করেন তা আমি বঙ্গবন্ধুকে পঠিয়ে দিয়ে সমপরিমাণ টাকা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতীকী সাহায্য হিসেবে মহারাষ্ট্রের জনগণকে দেবার পরামর্শ দিই। অতঃপর তাই করা হয়।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সৈয়দ আলী আহসানকে একবার বাঙালোরে এবং মযহারুল ইসলামকে কেরালাতে বক্তৃতা দিতে পাঠানো হয়। সৈয়দ আলী আহসান, মযহারুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান মাঝে মাঝে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। আমিও দুবার অংশ নিয়েছিলাম।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (১৮-২০ তারিখ) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। “World Meet on Bangladesh” নামে এটি পরিচিত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সেখানে ২৪টি দেশের ১৫০জন প্রতিনিধি সমবেত হন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা রুপে আমি এই সম্মেলনে যোগ দেই। অন্যান্যদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান, মওদুদ আহমদ ও আবিদুর রহমান প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। এই সম্মেলন খুব সফল হয় এবং বিশ্বজনমত গঠনে আনুকূল্যও সৃষ্টি করে। এই সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে গান্ধী ফাউন্ডেশনের বেশ অবদান আছে। এখানে অমরেশ সেন এর ভূমিকা ও তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। এখানে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি, পি, কৈরালা অমরেশ সেনের বাসায় গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে গুর্খাদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রিত ছিলেন বলে তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, একথা তাঁকে জানাই। তবে তাঁর এই আগ্রহের কথা আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদকে জানাবার আশ্বাস দিই। পরবর্তীকালে একথা জানালে তাজউদ্দীন আহমদও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেন যে, ভারতে আশ্রিত কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর সহায়তা আমাদের নেয়া উচিত হবে না।

দিল্লীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ করেই আমি নিউ ইয়র্কের পথে রওয়ানা হয়ে যাই। বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রচারকার্য চালানো ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার তখন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫জন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। আমি এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম, শিক্ষকদের মধ্যে রেহমান সোবহানও ছিলেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে আবদুস সামাদ আজাদ, এম আর সিদ্দিকী, ফণি মজুমদার, সিরাজুল হক, আর ছিলেন সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ আসহাবুল হক এবং ফকির সাহাবুদ্দিনের মতো সংসদ সদস্য; এস, এ করিম, আবুল ফাতাহ ও এ, এম, এ মুহিতের মতো বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ। আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই অবহিত আছেন।

জাতিসংঘের অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি পর্তুগালের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ও আমার কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। একদিন আমি জাতিসংঘ ভবনে পর্তুগীজ দূতের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলাপ করছি, তাঁকে আমাদের সংগ্রামের পটভূমি বিশদভাবে বুঝাচ্ছি ঠিক সে সময় আমাদের সামনে দিয়ে হলের ভেতরে যাচ্ছেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান, মাহমুদ আলী, রাজিয়া ফয়েজ প্রমুখ। এঁরা যাবার সময় পর্তুগীজ দূত আমাকে আঙ্গুলের ইশারায় বললেন, ঐ দেখুন, আপনাদের প্রতিপক্ষরাও যাচ্ছেন। রাজিয়া ফয়েজ আমার পূর্ব পরিচিতা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে আমার কাছে এসে হোটেলে আমার ঠিকানা জানতে চাইলেন এবং রাত দশটার পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন, বললেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমাকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আপনার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ যাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন তাঁদের নেতা হলেন তাজউদ্দীন প্রমূখ ব্যক্তি। আমি বললাম তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। গণপ্রতিনিধিরা আমার চাইতে বেশী সম্মানের দাবিদার। সব দেশে তাঁরাই সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা লিপ্ত আছি। কে বেশী সম্মানিত কে কম সম্মানিত এ প্রশ্ন এখানে ওঠে না। তাঁকে আমি বলি, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হবে এবং তার আর বেশীদিন বাকী নেই। বাংলাদেশে গেরিলাদের হাতে প্রতিদিন যত পাক সৈন্য মারা যাচ্ছে তাদের সংখ্যা পাকিস্তান সরকার গোপন করতে চাইলেও বিদেশী সাংবাদিকরা তাদের হতাহতের যে সংবাদ দিচ্ছেন তাতে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তখন তিনিও অধিক হারে পাক সৈন্য ক্ষয়ের কথা স্বীকার করলেন। আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করি, আপনার এই শারীরিক অবস্থায় আপনি কিভাবে এসেছেন? উল্লেখ্য যে তিনি তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তিনি জানান, ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের চাপে আমাকে অনিচ্ছা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আসতে হয়েছে। সন্তান ধারনের ৭ মাস অতিবাহনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করা সত্ত্বেও আমাকে অব্যহতি দেয়া হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্যদের সঙ্গে যখন তাঁকেও বাংলাদেশের বিরোধিতা করার কারণে জেলে পাঠানো হয়েছিল তখন তাঁর স্বামী ও তাঁর বোন আমার কাছে আসেন তাঁর মুক্তির ব্যাপারে বলার জন্য। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর সম্পর্কে একথার ওপর জোর দিয়ে বলি যে, তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন, অতঃপর অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও জেল থেকে মুক্তি পান।

জাতিসংঘে দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষক, ছাত্রদের সমাবেশ ও জনসভায় বক্তৃতা করি। প্রসংগতঃ উল্লেখ যে, এ সময়ের ১০ বৎসর পূর্বে আমেরিকার এক বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলাম* এবং তার আগে ও পরে আমেরিকাতে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। এর ফলে ঐ দেশের বহু শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ আমার পরিচিত ছিলেন। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে আমার জন্য এ রকম বিশেষ প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। তবে আই, আর, সি নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও এখানে কিছুটা সহায়কের ভূমিকা পলন করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আমার প্রাক্তন ছাত্র জে, আর খান এ-সময়ে আমার সচিবের কাজ করেন। আমি বক্তৃতা দিই নিউইয়র্ক, কলাম্বিয়া, পেনসিলভানিয়া, ষ্টানফোর্ড, বার্কলে লংবীচ, শিকাগো, বাফেলো, প্রিন্সটন, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলাইন, হার্ভার্ড, বষ্টন, ইয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে আমার কর্মসূচী হতো স্থানীয় রেডিও টিভি সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদান, মধ্যাহ্নের ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সমাবেশে বক্তৃতা দেয়া এবং অপরাহ্নে উন্মুক্ত স্থানে ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দিয়ে সমর্থনের আহবান জানানো। উল্লেখ্য যে, এরূপ অনেক ক্ষেত্রে আমার বক্তৃতার পর শ্রোতারা মার্কিন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। সেটি আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি বলে বিবেচিত হতো। আমার সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন ডাঃ আসহাবুল হক। তাছাড়া আমার অনুরোধে ও আয়োজনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ আসহাবুল হক, সিরাজুল হক প্রত্যেকে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

---

* পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর।

করেন। সংসদ সদস্য সিরাজুল হককে আমি পাঠিয়েছিলাম টেক্সাসে। তিনি বক্তৃতা দিয়ে আসার পরপরই সেখানে পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা দিতে যান ডক্টর ফাতেমা সাদেক। তারপর সেখানকার বাঙ্গালীরা আমাকে সত্বর টেক্সাসে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তৃতা করার জন্য তাগাদা দেন। আমি ছোট্ট একটি প্রাইভেট বিমানে টেক্সাসে যাই এবং এক ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা দেই। এখানে অনেক পাকিস্তানী ছিলেন যাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বতার নজীরগুলি একের পর এক উল্লেখ করতে থাকি তখনই প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায়। এই সভায় ২/৩জন আমেরিকানও আমাদের সপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ছে।

ফিলাডেলফিয়াতে গভীর ঔৎসুক ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে। তার প্রধান কারণ পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকাকালীন আমার যারা ছাত্র বা গুণগ্রাহী ছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ এলাকার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক ছিলেন। আমার সময়কার অনেক অধ্যাপকও সেখানে তখন কর্মরত ছিলেন। এসব কারণে বাংলাদেশ লবি ওখানে খুবই শক্তিশালী ছিল। ফলে পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ সেখানে প্রতিবাদকারীরা ঘেরাও করেছিলেন ছোট ছোট স্পীড বোট নিয়ে। এখানে আমার অনেক প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপকদের সংগে দেখা হয় এবং যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যেমন অধ্যাপক নর্মান ব্রাউন, অধ্যাপক হোলডেন ফারভার, রিচার্ড ল্যামবার্ট প্রমুখ। হার্ভার্ড ডক্টর কিসিঞ্জারের এক সহকারী আমার বক্তৃতার পর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে খুব সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু শ্রোতাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। মার্কিন জনমত তখন বাংলাদেশের অনুকূলেই ছিল, যদিও মার্কিন সরকারের মনোভাব ছিল এর উল্টো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতায় ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লোক উপস্থিত থাকতেন এবং বেতার-টেলিভিশনে তা প্রচারিত হত। তাছাড়া বিভিন্ন শহরে স্থানীয় রেডিও-টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের লোকজন আমার সক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কয়েকটি কলেজেও আমি বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দেই।

সময়সংক্ষেপ করার জন্য আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা হয় প্রধানতঃ উড়োজাহাজে। প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই আমি প্রথমে ফ্যাকাল্টি ক্লাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে ভাষণ দিই। উড়োজাহাজে ভ্রমণসূচী এমনভাবে প্রণীত হয় যে, আমি প্রায় প্রত্যেক দিনই একটা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হতে পেরেছি। এ কর্মসূচী প্রণয়নে জে, আর খান অত্যন্ত পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। এসব অনেক প্রোগামে কুষ্টিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারী ডাঃ আসহাবুল হক আমার সঙ্গে ছিলেন।

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে কয়েকজন আইনজ্ঞ ও অস্ত্র ব্যবসায়ী গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য পরে পরিশোধ করলেও চলবে বলে তাঁরা আমাকে জানান। তাঁরা আরো প্রস্তাব দেন যে, অনুমতি দেয়া হলে, তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী কারাগার হতে কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন। আমার সংশয় ছিল এটি পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের কোন অংশ হতে পারে। যদি তারা তাদের কথায় খাঁটি হয় তাহলেও গোপনভাবে অস্ত্র সরবরাহের সময় অস্ত্র শত্রুর হাতে পড়তে পারে। আর কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে গেলে তাঁর জীবনের ওপরে ঝুঁকি আসার আশঙ্কা অধিক। এসব ভেবে আমি তাদের জানালাম এটি আমার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম দরকার হলে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিবে। এরপর অল্পকালের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এ ব্যাপারে আর অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়নি।

যেসব মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতেন, আমি তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। সিনেটর কেনেডির সঙ্গে আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ হয়েছিল, তবু আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সিনেটর স্যাক্সবী ও সিনেটর চার্চের সঙ্গেও বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। স্যাক্সবীর এক ছেলে (স্যাক্সাবী জুনিয়র) আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের ব্যাপারে বিশেষ ভুমিকা পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সফররত অবস্থায় আমার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি ডঃ ফজলুর রহমান খানেরও শিকাগোতে সাক্ষৎ হয়। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে এক বলিষ্ঠ লবির সৃষ্টি

করেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রচার কার্যে তার আর্থিক অবদানও ছিল বিরাট। আমি এক রাতের জন্য তাঁর অতিথি ছিলাম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক বন্ধু অধ্যাপক ডিমকও বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রচুর কাজ করেছিলেন।

লংবীচে, আমার মনে পড়ে, একটি সমাবেশে ভাষণ দেবার পর বাংলাদশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার বাদক রবি সঙ্কর-এর সঙ্গে আমার সক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং যে যন্ত্র সংগীতের মধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন তার একটি রেকর্ড আমাকে উপহার দেন।

বষ্টন ও হর্ভার্ডে বিমানবন্দরে আমাকে রিসীভ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন আমাদের কয়েকজন সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তাঁরা আমার সঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত জনাব খুরশিদ আলম একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ডঃ মহিউদ্দীন আলমগীরও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পক্ষে জনসমর্থনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানের একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। আমার জন্য তার সযত্ন আতিথ্যের কথাও আমার মনে আছে।

নভেম্বরের শেষ দিকে নিউইয়র্ক থেকে কলকাতায় ফেরার পথে লণ্ডনে বাংলাদেশীদের সমাবেশেও আমি বক্তৃতা দেই। সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেখানকার বাঙ্গালীরা যথেষ্ট মনোবল নিয়ে কাজ করছিলেন। বস্ততঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবং লণ্ডনে বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে ঐক্যের যে বোধ, সংগ্রামের যে সংকল্প এবং ত্যাগ স্বীকারের যে মনোভাব আমি লক্ষ্য করি, তাতে মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশার সঞ্চার হয়। লণ্ডন ছাড়া বৃটেনের লিভারপুল অক্সফোর্ড, ক্যামব্রীজ ইত্যাদি স্থানে এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আমরা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবং বাংলাদেশ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাকিস্তান শীঘ্রই ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। পাকিস্তানের পক্ষে এর একটি কৌশলগত ধারণা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিপন্ন করতে পারলে বাংলাদেশ প্রশ্ন চাপা পড়ে যাবে। পরবর্তীকালে নিরাপত্তা পরিষদে ভূট্টোর বক্তৃতা (হাজার বছর ধরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অঙ্গীকার) আমার ধারণা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ বহন করে। যাহোক, উপমহাদেশে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার আসন্ন অবস্থার দরুন আমার উক্ত সফরসূচী বাতিল করে দিল্লী হয়ে আমি কলকাতা ফিরে আসি।

কলকাতায় ফেরার অল্পকাল মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায় শুরু হয়ে যায়। ঐ সংকট মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার জনসভায় যে বক্তৃতা করেন, তা আমি বেতারে শুনি ঘরে বসে। সত্যি বলতে কি, সে বক্তৃতা শুনে আমি আশাহত হয়েছিলাম। কেননা আমার আশা হয়েছিল যে, ঐ সময় হয়তো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন। তারপর সেই রাতেই আকস্মিকভাবে ভারতের ওপর পাকিস্তানী হামলার সংবাদ শোনা গেল। এর পরপরই ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল আরো তাড়াতাড়ি এরা ঢাকায় পৌঁছাতে পারছে না কেন। তারপর যেদিন পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের সংবাদ হলো সেদিন দেখলাম বড়দিনের আরো কিছু দেরী আছে। উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ সংকর রায়কে আমি খ্রীষ্টমাসে স্বাধীন বাংলাদেশে আসার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম গত জুন মাসে।

মুক্তিলাভের এই আনন্দ দ্রুত ম্লান হয়ে গেল ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার সংবাদে। আমার কত আপনজনই না দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে অকালে শহীদ হয়েছেন। তবু বারবার নিজেকে বলেছি, এত শহীদ, এত আত্মত্যাগীর মর্যাদা যেন আমরা রক্ষা করতে শিখি স্বাধীন বাংলাদেশে।

দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ আমাকে বলেন যে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, ছাত্র-যুবক, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই আপনার প্রত্যক্ষ ছাত্র। তারা আপনার কথা শুনবে। বিজয়ের পর প্রত্যেকে যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেজন্য স্বাধীন

বাংলা বেতারে আপনি একটা বক্তৃতা দিন। দালাল, রাজাকার এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণ যারা করেছে বাংলাদেশ সরকার তাদের শাস্তি প্রদান করবে বিশেষ আদালতে। তাজউদ্দিন সাহেবের এই পরামর্শে উপরোক্ত আহবান জানিয়ে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে বক্তৃতা দেই। এরপর আমি যশোরে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভুখণ্ড পরিদর্শন করি। অবশেষে '৭২-এর ৪ঠা জানুয়ারী আমি সপরিবারে দেশে ফিরে আসি।

-আজিজুর রহমান মল্লিক
এপ্রিল,১৯৮৪

আফসার আলী আহমেদ*

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্ততি নিই। ২৫শে মার্চের পর আমি ঐক্যবদ্ধভাবে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। আমি নিজ এলাকায় আত্মগোপন করে যুদ্ধ পরিচালনা করি এবং ভারতে যাওয়ার আগে ইপিআর ও পুলিশদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। যুদ্ধে বহু পাক-সেনা নিহত হয়।

২৮শে মার্চ আমি ভারতে চলে যাই এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থান করতে থাকি। তখন জলপাইগুড়ির ডি,সি আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রেফতার করেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আমাকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তারপর ২৯শে মার্চ স্কর্ট করে আমাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লীর সাথে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকার গ্রেফতারকৃত অবস্থায়ই আমাকে দিল্লী পাঠান। সেখানে আমাকে মুক্তভাবে রাখা হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর সাথে দিল্লীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরপর আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং ভারতের দেওয়ানগঞ্জ ক্যাম্পের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়।

এপ্রিল-মে মাসের দিকে আমি আনসার এবং পুলিশদের আমার এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি। ই, পি, আর আনসার এবং পুলিশদের সংগঠিত করে বাংলাদেশের ভেতরে অপারেশন করার জন্য পাঠাই। এরূপ বিভিন্ন অভিযানে তারা কৃতকার্য হন এবং বহু দালাল হত্যা করেন।

আমার এলাকায় দীর্ঘ নয় মাস অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে পাক-সেনাদের সাথে। প্রায় এক লক্ষ টাকা আমার এলাকা থেকে সংগ্রহ করে আমি বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা দিই।

আমার এলাকায় আনুমানিক দেড় হাজার লোক পাক সেনাদের দ্বারা নিহত হয়। এই হত্যাযজ্ঞে সৈয়পুরের বিহারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই এলাকায় প্রায় এক হাজার নারীকে নির্যাতন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ২২শে মার্চ তারিখে এই অত্যাচারের হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরে বিহারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু লোককে হত্যা করে। সৈয়দপুরে শতকরা ৯৯ভাগ ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি বিনষ্ট ও লুটপাট হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সাও পুড়িয়ে দেয়া এবং লুটপাট করা হয়। সীমান্তে সৈয়দপুরের বিহারীরা ভারতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ট্রেনের মধ্যে আটকিয়ে প্রায় চার শত লোককে হত্যা করে। এই ঘটনাটি ঘটে সৈয়দপুর থেকে এক মাইল দূরে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রজেন্দ্রলাল ঘোষ নামক এক ব্যাক্তি ও তার দুই ছেলেকে আলবদররা হত্যা করে এবং তার দুই মেয়েকেও অপহরণ করে। প্রতিবেশী সালাউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে তারা প্রাকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। মাহফুজুর রহমান চৌধুরী নামক একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাকেও তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

সাক্ষর/-
আফসার আলী আহমেদ
২৬-১০৭২

---

* এন-ই-১২, রংপুর-১২

আব্দুর রাজ্জাক (মুকুল মিয়া)

১৯৭১সালের অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় হই। ১০-১৫ই মার্চ থেকে বকুল সাহেবের নেতৃত্বে গোপালপুর জেলা স্কুল মাঠে ছাত্রজনতাকে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ খোলা হয় এবং তিনি নিজে প্রায় ১৫০/২০০জন ছেলের হাতে বাঁশের লাঠি ও ডেমি রাইফেল দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন আমি আরো ৫/৭জন ছেলেসহ স্থানীয় পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট-এর ওয়ার্কশপ থেকে কাঠের বন্দুক তৈরী করে আমাদের ক্যাম্পে সরবরাহ করি। বকুল ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব মরহুম বগা মিয়ার (আব্দুর রব) নেতৃত্বে পাবনা শহরে বেশ কয়েকটি জনসভা হয়। হাজার হাজার সরকারী বেসরকারী কর্মচারী ও জনতা উক্ত জনসভায় যোগদান করেন।

২০শে মার্চ জনাব বকুলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং চারজন ছাত্রনেতার ওপর চারটা দলের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে বকুল সাহেবের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে পাকবাহিনী পাবনা শাহরে প্রবেশ না করতে পারে।

একটা দলের ভার শহীদ ছিদ্দিকের উপর অর্পণ করা হয় এবং তার দলকে পাঠানো হয় নগরবাড়ী-পাবনা রোডে। একটি দলের ভার আমি নিজে নিয়ে পাবনা-রাজশাহী রোডে থাকি। একটি দলের ভার ইকবালের উপর দেয়া হয় এবং তার দল পাঠানো হয় শালগাড়িয়া রোডে। আর একটি দলের ভার দেয়া হয় বাবুর উপর এবং তাকে পাঠানো হয় পাকশী-পাবনা রোডে। বকুল সাহেব কিছু যোদ্ধা নিয়ে শহরের কন্ট্রোলরুমে থাকেন।

২৩শে মার্চ আমরা সমস্ত পাবনা শহরে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি । ঐদিন নক্সালদের সাথে আমাদের নুরুল খন্দকারের বাড়ীতে সংঘর্ষ হয় এবং নক্সালেরা পালিয়ে যায় ।

২৪শে মার্চ পাক-বাহিনী নগরবাড়ী হয়ে পাবনা শহরে প্রবেশ করে। তাদের ভারী হাতিয়ারের সামনে টিকতে পারবেনা বলে আমাদের বাহিনী বাধা সৃষ্টি করেনি। পাক-বাহিনী পাবনা শহরে প্রতিটি অফিস আদালতে বাংলাদেশের পতাকা দেখে শহরে কার্ফু দিয়ে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুড়ে এবং রাতের বেলা অনেক মহিলার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এদিকে আমরা কয়েকটি দল যোগাযোগ করে একত্রিত হই এবং ডিসি ও এসপি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে পাক সেনাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিই। আমরা শহরের আশেপাশের গ্রমগুলোতে জানিয়ে দেই যে আগামী কাল আমরা পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করবো এবং তারা যেন তাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দেয়। ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা ঢাল সরকী, ফালা, তীর ধনুক, রামদা, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে ঢোল থালা পিটিয়ে ‘জয়বাংলা’ শ্লোগান দিতে দিতে চর আশুতোষপুরে এসে জমায়েত হয়।

২৪শে মার্চ ভোর রাত ৪টার সময় পাক-বাহিনী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশ বাহিনী পূর্ব হতেই ডিফেন্সে ছিল। পাক-বাহিনী আক্রমণ করার সাথে সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ সকাল ৭টার সময় আমরা বকুলের নেতৃত্বে হাজার হাজার জনতাকে নিয়ে ‘‘জয়বাংলা‘‘ শ্লোগান দিতে দিতে শহরে ঢুকে পড়ি এবং পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করি। তুমুল যুদ্ধ চলছে এর মধ্য দিয়ে হাজার হাজার জনতা রুটি, ডাব, ভাত ইত্যাদি নিয়ে আমাদের খাদ্যদ্রব্য যোগান দিচ্ছে। জয় বাংলা শ্লোগান শোনার সাথে সাথে পাক-বাহিনী ৪/৫টি দলে ভাগ হয়ে যায়। পরে একত্রিত হয়ে সিনেমা হলের নিকট এসে জমায়েত হয়। এদিকে পুলিশ লাইনে পাক সেনাদের একটি দলের ৮/১০জন নিহত হয়। বাণী সিনেমা হলের কাছে আমরা পাক-বাহিনীর সদস্যদেরকে চারি দিক থেকে ঘিরে ফেললে উপায় না দেখে তারা আত্মসমর্পণ করে। সাথে সাথে হাজার হাজার জনতা এসে তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করে।

পাক সেনাদের ১০/১৫ জনের একটি দল শিল্প এলাকাতে ছিল। তারা উক্ত সংবাদ শোনার সাথে সাথে হাতিয়ার ফেলে রেখে পাবনা থেকে বের হয়ে আরিফপুর গোরস্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জনতা এই সংবাদ শোনার সাথে সাথে উক্ত গোরস্থানে গিয়ে ঘেরাও করে। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর কয়েকটি কবর থেকে ৫/৭ জন পাক সেনাকে টেনে বের করে তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ৪/৫ জন পাক সেনা গোপালপুর মিলের কাছে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়লে তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। অতঃপর পাবনা শহর সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এবং আমরা সেখানে অবার বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। সেখানকার অফিস আদালত আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলতে থাকে।

২৫শে মার্চের পর পাক-বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। পাবনাতে পাক-বাহিনী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আমরা রাজশাহী-পাবনা রোড, পাবনা-ঈশ্বরদী রোড, পাকশী-পাবনা রোডে ১৫/২০ জনের এক একটি দল প্রতিরোধ করার জন্য পাঠাই। আর আমরা বকুলের নেতৃত্বে নগরবাড়ী ঘাটে গিয়ে অবস্থান নেই। আমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পাই বগুড়া থেকে ক্যাপ্টেন হুদা ৫০/৬০ জনের একটি ইপিআর ও আর্মি বাহিনী নিয়ে নগরবাড়ীতে পৌঁছেছেন। আমরা তাঁর বাহিনীর সাথে যোগ দিই।

১২ই এপ্রিল পাক-বাহিনী বিমান থেকে নগরবাড়ীতে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। ঐদিন ১০টার সময় ২/৩টি ফেরী ভর্তি পাক সেনা আরিচা থেকে নগরবাড়ী চলে আসে। এসেই তারা শেলিং করে এবং মেশিনগান থেকে আমাদের দিকে এলোপাতাড়ি গোলবর্ষন করতে থাকে। ২/৩ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর আমরা তাদের ভারী অস্ত্রের সামনে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন হুদার নির্দেশে দল তুলে নিয়ে পাবনার দিকে চলে যাই।

পাক-বাহিনী নগরবাড়ী প্রবেশ করে। তাদের এক কোম্পানী শাহজাদপুরে চলে আসে আর এক কোম্পানী পাবনার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। পথে কাশিনাথপুরে পাক-বাহিনী আমাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে ২/৩ ঘন্টা সংঘর্ষের পর আমরা পাবনা হয়ে মুলাডুলি গিয়ে ডিফেন্স গ্রহণ করি। সেখানে ৩/৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর ৬/৭ জন ইপিআর ও ১০/১৫ জন লোক নিহত হয়।

১৫/১৬ই এপ্রিল আমরা বোনপাড়া যাই। সেখানে পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধে আমাদের ৫/৭ জন ইপিআর শহীদ হন। সেখান থেকে আমরা রাজশাহী জেলার সারদাতে পৌঁছি এবং সেখানে পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আমাদের ২জন মেশিনগান চালক পাক-সেনাদের গুলিতে আহত হন। আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে গেলে পাক-সেনাদের একটি শেলের কণা এসে আমার বুকের বাম পাশে লাগলে আমি আহত হই। তারপর তাদেরকে রেখে কোনরকমে আমার বাহিনীর সাথে রাজশাহী জেলার নওগাঁ গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। তারপর সেখান থেকে হাসপাতালে ভর্তি হই। প্রায় দেড় মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর কলকাতা চলে যাই। সেখানে গিয়ে বকুলসহ পাবনা জেলার অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হয়। তাদেরকে নিয়ে বকুলের নেতৃত্বে আমরা প্রথমে শিকারপুর ক্যাম্প করি। সেখানে ১০/১৫দিন থাকার পর আমরা কেচুয়াডাঙ্গায় ক্যাম্প করি।

সেখানে প্রায় ১৫০ জন ছেলে বকুলের অধীনে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জুন মাসে ৪৪ জন ছেলেকে নিয়ে মুজিব বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য দেরাদুন যাই। দেরাদুনে সাপ-বিচ্ছুর দারুণ প্রকোপ ও নানা অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমরা চাকার্তা চলে যাই। সেখানে আমরা মোট ৪৫ দিন বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ

আগষ্ট মাসে ২/৩ তারিখে আমরা জরপাইগুড়ি চলে আসি। সেখানে ৮১০ দিন থাকার পর জলঙ্গী বড়ার দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করি এবং পাবনা পাকশী ব্রীজের নিকটে এসে পাক-সেনা দ্বারা বাদাপ্রাপ্ত হলে আমরা বারতে চলে যাই।

১৭ই আগষ্ট আমরা কুষ্টিয়ার বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং সাঁথিয়া থানার সোনদহ ব্রীজে রাজাকরদের আক্রমণ করি। এতে ৩ জন রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকার জীবিত ধরে নিয়ে আসি। অতঃপর আমরা পাবনা জেলার বোনাইনগর, ফরিদপুর থানায় প্রবেশ করি।

সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সাথিয়া থানা ও রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। সেখানে ১২জন রাজাকার নিহত হয়। ১১ জনকে ধরে নিয়ে আসি এবং অনেক গোলাবারুদ উদ্ধার করি।

অক্টোবর মাসে পাক-সেনারা দিঘলিয়া রতনপুরে আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে। ৩/৪ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলার পর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে যে আমাদের আরো দুটি বাহিনী ছিল তাদেরকে খবর দেয়া হয়। সাথে সাথে তারা এসে তিনদিক থেকে ঘিরে পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করে। এতে ২৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে আমরা ফরিদপুর চলে যাই।

নভেম্বর মাসে আমরা গাঙ্গাহাটি ব্রীজে রাজাকারদের আক্রমণ করি। সেখানে আমাদের দু'জন যোদ্ধা আহত হয় এবং ছয়জন রাজাকার নিহত হয়। এরপর আমরা বোনাইনগর, ফরিদপুর এলাকাতে পোস্টার লাগিয়ে দিই। তাতে লিখা থাকে, উক্ত মাসের মধ্যে যদি রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে কিছু বলা হবে না । আর যারা আত্মসমর্পণ করবেন না তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

এই সংবাদ রাজাকরদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে নভেম্বর মাসের মধ্যে ফরিদপুর থানার সমস্ত রাজাকার হাতিয়ার নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

১০/১২ডিসেম্বর আমরা বাঘাবাড়ী ঘাটে পাক-সেনাদেরকে আক্রমণ করি এবং আমাদের বিমান বাহিনী বিমান হতে তাদের উপর বোমা বর্ষণ করে। সেখানে পাকসেনাদের সাথে আমাদের ৪/৫ ঘন্টা যুদ্ধ হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয়।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আমরা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। পার্শ্ববর্তী আরো মুক্তিযোদ্ধারা এসে যায়। পরদিন সকালে আমরা পাক-সেনা আক্রমণ করার জন্য বাঘাবাড়ী ঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পাইনি। জানা গেল তারা রাতে তাদের গাড়ী ও হাতিয়ারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাবনার দিকে চলে গেছে। আমরা বাঘাবাড়ী ঘাটে গিয়ে দেখতে পাই ১৫/২০টি গাড়ী পড়ে আছে এবং অস্ত্রশস্ত্রে আগুন জ্বলছে।

আমরা শাজহাদপুর ফিরে এসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি এবং বেসরকারী শাসন ব্যবস্থা চালু করি।

স্বাক্ষর/
মুকুল মিঞা
১৮-১১৭৩

আব্দুল করিম খন্দকার

১৯৭০সালের ডিসেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জেনারেল ইয়াহিয়া এক পর্যায়ে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলেও অভিহিত করেন। সেই পরিস্থিতিতে মহাসমারোহে ২৩শে মার্চ প্রাজাতন্ত্র দিবস পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তখন আমি ঢাকায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে সবচাইতে সিনিয়র। সুতরাং সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর প্যারেড অধিনায়কত্ব করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। আর প্রধানত সে কারণেই প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজনে আমাকে সমন্বয়ের কাজ করতে হয়েছিল। কর্মসূচী ছিল বিপুল। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যস্ত প্রস্ততি পর্ব।

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিন জোনাল আর্মী হেডকোয়ার্টারে (বর্তমান এয়ার হেডকোয়ার্টার) থেকে জনৈক কর্নেল আমাকে ফোন করে জানালেন যে, ২৩শে মার্চের পরিকল্পিত প্যারেড বাতিল করা হয়েছে। প্যারেড বাতিলের সিদ্ধান্তের আকস্মিকতায় বিস্মিত হলাম। প্রায় সাথে সাথেই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার অফিস

কক্ষে প্রবেশ করে দেখি ডজনখানেক পদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার আলোচনারত। আমার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত উপস্থিতি তাদের মধ্যে একটা অপ্রস্তুত ও কিছুটা বিরূপ ভাবের সঞ্চার করলো। তাদের এ মনোভাব বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমি বিশেষ আর কোন আলোচনা না করে ফিরে এলাম।

১লা মার্চ। শাহীন স্কুলের বার্ষিক ক্রীয়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী আনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডর মাসুদের সভাপতিত্ব করার কথা। আগে দেখেছি এ ধরনের অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত সব সময় ছিল সাগ্রহ। কিন্তু সেদিন দেখলাম তার ব্যতিক্রম। এয়ার কমোডর আমাকে বল্লেন আমি যেন তার পরিবর্তে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি। দুপুর একটায় জেনারেল ইয়হিয়া পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩রা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করলেন। বিদ্যুত গতিতে ঢাকার চেহারা পাল্টে গেল। চারিদিকে বিক্ষোভ। শাহীন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকেই দেখলাম বিক্ষুব্ধ জনতার এক বিশাল মিছিল অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে শ্লোগান দিতে দিতে মহাখালী থেকে শহরাভিমুখে ধাবমান।

ঘটনা দুটো উল্লেক করলাম এজন্য যে এগুলো থেকে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, ১লা মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়ার পরিষদ অধিবেশন স্থগিত কোন আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঘোষণার প্রস্তুতি আগে থেকেই চলছিল এবং এ কারণেই এয়ার কমোডর মাসুদ আমাকে পুরস্কার বিতরণী সভার দায়িত্ব দিয়ে নিজে ইয়াহিয়ার ঘোষণা-পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে আমাকে প্রায়ই ঢাকা বিমান বন্দরে যেতে হত। ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই লক্ষ্য করলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বোয়িং ভর্তি সৈন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে। তাদের সাথে আর্মীর স্পেশাল কমান্ডো সেনারাও আসছে এবং তাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ নামছে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা দেশের দু'অংশের মধ্যে সৈন্য বদলী ও যাতায়াতের একটা সাধারণ ঘটনা নয়। যারা আসছিল তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আমার সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণকে আরও জোরদার করছিল। তদানীন্তন ডিএফআই ডাইরেক্টরের একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অফিসারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও সঠিক উত্তর পাইনি।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই পরিস্কারভাবে অনুভব করলাম যে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। উপরমহল থেকে এ ধরনের আচরণ অপ্রত্যাশি হলেও এর কারণ আমার নিকট অবোদগম্য ছিল না।

সারা পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রতিবাদমুখর। মানুষ তাদের নিজ নিজ পন্থায় এ অন্যায়ের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখলাম ইকবাল হলের ছাত্ররা কয়েকটি মাত্র পুরোনা ৩০৩ রাইফেল নিয়ে নিজেদের তৈরী করছে শত্রুর মোকাবেলার জন্য। এঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাদের প্রস্তুতির ধরন দেখে আমার মনে হল যে কত বড় শত্রুর মোকাবেলা তারা করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা পর্যন্ত তাদের নেই। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা নিয়মিত বাহিনীর মোকাবেলায় ৩০৩ রাইফেল নিয়ে বেসামরিক লোকদের পক্ষে কতটুকু কি করা সম্ভব! কিন্তু তবু সেদিন আমি ওদের প্রাণের আবেগ ও চিত্তের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তান বিমান বাহিনীর টেকনিশিয়ানদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙ্গালী। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সে সময় আমি ভেবেছি। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ নেবার আগে রাজনৈতিক অনুমোদন সমীচীন মনে হওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। এই সূত্রে দু'জন আওয়ামী লীগ এমপি আমার বাসায় আসেন। আমি তাদেরকে বল্লাম যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের তৎপাতা ও প্রস্তুতি দেখে আমার ধারণা হচ্ছে যে, তারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এ অবস্থায় কি করণীয় জানতে চাইলাম এবং তাদের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙ্গালীদের

ভূমিকা সম্পর্কে পার্টির নেতাদের মনোভাব জানবার ইচ্ছাও তাদের নিকট ব্যক্ত করলাম। সে মুহূর্তে তারা আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছুই বলতে পারেননি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে এয়ারপোর্ট যাই। দেখলাম অতি গোপনে সতর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি বিমানে মাত্র একজন কিংবা দু'জন যাত্রীসহ জেনারেল ইয়াহিয়া করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। আমি এই সংবাদ টেলিফোনে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জানিয়ে দিই। আমার মনে আছে, এয়ারপোর্ট থেকেই আমি ক্যান্টনমেন্টে এয়ারফোর্সের সব বাঙ্গালী অফিসারদেরকে খবরটা দেয়ার চেষ্টা করেছি। পরে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদেরকে আবার খবরটা বিস্তারিত দিই। বলেছি, পরিস্থিতি গুরুতর, একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি তাদের সবাইকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে বলি এবং আমার পরিবারকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাঠিয়ে দিই।

রাত এগারটার দিকে কানে আসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের আওয়াজ। পায়ের আওয়াজের পরপরই ট্যাঙ্ক চলার শব্দ। বুঝতে পারলাম যা একদিন আশঙ্কা করেছিলাম তা বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে। রাতভর সারা শহরজুরে যে তাণ্ডব চলছিল, আগুনের আলোতে এবং গুলির আওয়াজে ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হচ্ছিল। কিন্তু তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর রূপটা যে কল্পনার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে, না দেখা পর্যন্ত সেটা সঠিক বোঝা যায়নি।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাতের ভেতরেই জনসাধারণ জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পাক সেনাদের চলাচলে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে এসব ব্যারিকেড কোন বাধাই ছিল না।

২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এয়ার ফোর্স মেসে গেলাম। মেসের পাশে যে পুকুর তার পূর্ব দিক থেকেই নাখালপাড়া এলাকা শুরু। এটা অত্যন্ত গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকের এলাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম পাক-বাহিনীর লোকেরা অগ্নিসংযোগকারী যন্ত্র নিয়ে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের সাথে মেশিনগানধারী সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে।

অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম সারা এলাকায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষ প্রাণের ভয়ে আর্তচীৎকার করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। সারা শহরে তখন কার্ফু। এরা কার্ফু ভঙ্গ করেছে এই অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানধারী সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালাল।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের মাঝে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে এই সব গরীব ও নিম্নবিত্ত লোকেরাই আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক ভিত্তি-সুতরাং এদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। মেসে জনৈত পাকিস্তানী ফ্লাইট লেফটেনান্ট যিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং জানতেন যে, আমি একজন বাঙ্গালী গ্রুপ ক্যাপ্টেন, আমার সামনে মন্তব্য করলেন- This is way to deal with the bastards.

এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনীতে কিভাবে যোগদান করা যায় সে কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু কিভাবে যাবো? আমার বাসায় কয়েকজন গার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ ত্যাগের ব্যাপারে আমি অন্যান্য বাঙ্গালী আফিসার, বিশেষ করে বৈমানিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি। তখনকার উইং কমান্ডার বাশারের সাথেও আমি যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তার মাধ্যমে অন্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি।

আলাপ-আলোচনার পর আমরা এয়ার ফোর্সের কতিপয় অফিসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই যে যেমন করেই হোক পাক বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য

আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে আলোচনায় বসতাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে একদিন একযোগে সবাই পাক বাহিনী ত্যাগ করবো না। কারণ তাতে ধরা পড়লে সবারই একসাথে ধরা পড়ার সম্ভবনা। সিদ্ধন্ত হল ফ্লাইট লেফটেনান্ট নূরুল কাদের প্রথমে সীমান্ত অতিক্রমের বিভিন্ন পথ আগে সরেজমিনে জরিপ করে আসবেন এবং পরে তার রিপোর্ট অনুসারে আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে সীমান্ত অতিক্রম করবো। কথামতো নূরুল কাদের পথের খবর নিতে যান। কিন্তু কাজ শেষে ফিরে আসার সময় তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে অবশ্য নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি মুক্তি পেয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং আমাদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্যান্য অফিসারদের সাথে মিলে দেশ ত্যাগের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে ২৮শে মার্চ আমি এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেই। বেড়াতে যাবার কথা বলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ আমার নিজের গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ডেমরা ঘাট পর্যন্ত গিয়ে গাড়ীটি ভেতরে চাবিসহ ফেলে রেখে অনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে বের হই। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুব (পরে বাংলাদেশ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান) আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিই পথ দেখিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভাড়া করা লঞ্চে কিছুদূর যাবার পর নদীতে অল্প পানির জন্য আটকে পড়ি এবং শেষ পর্যন্ত ভৈরব বাজারের কাছ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হই।

এপ্রিল মাসের ১০কি ১১ তারিখে রাজশাহী সীমান্ত অতিক্রমের লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন মিলে আবার ঢাকা ত্যাগ করি। কিন্তু আরিচা এসে পাক বাহিনীর সমাবেশ দেখে আবার ঢাকা ফিরে আসি।

সীমান্ত অতিক্রমের পরবর্তী চেষ্টা চালাই ১০ই মে তারিখে। এবার লক্ষ্য ছিল কুমিল্লার পথে সীমান্ত অতিক্রম করা। নবীনগর পর্যন্ত গিয়ে পাক বাহিনীর সমাবেশ দেখে ফিরে আসি এবং নরসিংদীর কাছে এক জুট মিলের রেষ্ট হাউজে আশ্রয় নেই। মিলের ম্যানেজার ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেজা এবং তিনিও আমাদের সাথে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের দলে ছিলেন।

১২ই মে রাতে কুমিল্লার কালির বাজারে জনৈক কৃষকের বাড়ীতে রাত কাটানোর ঘটনার স্মৃতি এখনো আমার স্মরণে অম্লান। কৃষকটির বাড়ীতে আমরা বেশ কয়েকটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলাম। রাত ২/৩টার দিকে হঠাৎ দরজায় করাঘাত। পাকসেনারা হবে ভেবে কেউ কেউ দরজা খুলতে দ্বিধা করছিলেন। বল্লাম, পাক সেনারা এসে থাকলে দরজা না খুললেও তারা ভেঙ্গে ঢুকবে। যারা দ্বিধা করছিলেন তাঁরাও একমত হলেন যে, দরজা খোলাই সংগত। দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে গৃহস্বামী স্বয়ং। তিনি আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের খাবার দাওয়াত দিতে এসেছেন। দরিদ্র কৃষকের বাড়ী। এত রাতে এতগুলো লোকের জন্য এত ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত। একদিকে আমরা যেমন বিব্রত বোধ করছিলাম অন্যদিকে তেমনি এই গ্রাম্য কৃষকের আন্তরিকতায় অভিভূত হই। পরে জেনেছিলাম যে আমাদের আশ্রয়দানের অপরাধে আমরা চলে যাবার পর পাকসেনারা উক্ত কৃষকের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

আমাদের আশ্রয়দাতা উক্ত কৃষক ও স্থানীয় অন্যান্য কতিপয় লোকের সহয়তায় পরদিন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করে মতিনগর বিএসএফ ক্যাম্পে উপস্থিত হই। এখানেই ক্যাপ্টেন আবুর সাথে আমার প্রথম দেখা। তিনি পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন।

আমাদের প্রায় সাথে সাথে বিমান বাহিনীর প্রায় তিন শত জুনিয়র টেকনিশিয়ান ভারতে যায়। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিমান বাহিনীর যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলেন তারা স্বেচ্ছায়

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যই তা করেছিলেন। তাঁদের বেশীর ভাগের সামনেই দেশে তেমন কোন বিপদ ছিল না। বিমান বাহিনীর যারা ভারতে গিয়েছিলেন একাত্তরে তাদের সামনে অন্যান্য পথ খোলা ছিল। তাদের ভারতে যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তাহলো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

আগরতালা পৌঁছেই আমি মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শওকত আলী প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরদিন জেনারেল কালকাত সিং এবং আমি মেজর শাফায়েত জামিলসহ কোলকাতায় যাই। ওখানে পৌঁছে আমি কর্নেল ওসমানীর (পরে জেনারেল) সঙ্গে সাক্ষৎ করি। কোলকাতায় তাঁর সঙ্গে দুই দিন থাকার পর তিনি আমাকে উর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য দিল্লী যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তখন ভারতীয় বিমান বাহিনীর জনৈক পদস্থ কর্মকর্তার সাথে দিল্লী যাই। ইতিমধ্যে আমার সাথে যে সব অফিসার সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন তাঁরাও দিল্লী এসে পৌঁছান।

দিল্লী থেকে কোলকাতা ফেরার পর কর্নেল ওসমানী আমাকে জানালেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে সরকারের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করেছেন। সংসদ সদস্য কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) রবকে রাজনৈতিক কারণে চীফ অব ষ্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। একজন এমপি হিসেবে কর্নেল রব আগরতলায় মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। ফলে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বেশীর ভাগ দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়। হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগযোগের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কোন শক্তিশালী মাধ্যম না থাকায় আমরা ভারতীয় সেক্টরগুলোর সহায়তায় যোগাযোগ রক্ষা করতাম। কমান্ডার ইন চীফ-এর তরফ থেকে সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। পরে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেক্টর কমান্ডারই নির্ধারণ করতেন কোন দায়িত্ব তিনি কেমন করে সম্পন্ন করবেন। সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করার ফলে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা অধিকতর সমন্বয় সাধনে সক্ষম হই।

ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ হিসেবে ট্রেনিং ও অপারেশনের দায়িত্ব ছিল আমার। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যে সব যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতো তাদের জন্য বর্ডার এলাকাতেই ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এইসব যুব ক্যাম্প থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত। এই রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের ভুমিকাই ছিল অগ্রণী এবং মূলত তারাই নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগ করতেন।

আমি বিশ্বাস করতাম যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে সকলের সমান অধিকার রয়েছে এবং এ ব্যাপারটিকে সকল প্রকার দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা প্রয়োজন। এ জন্যই দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষের মধ্য থেকে আমি মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের চেষ্টা করেছি।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়োগের ব্যাপারে পেশাদারী মনোভাবের প্রয়োজন ছিল। যুবকদের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা, মনোবল, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলী নিয়োগ লাভের মানদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নতর নীতি অনুসৃত হওয়ায় কিছু কিছু অনভিপ্রেত ফল পরিলক্ষিত হয়। আমি ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি জনমতের সদস্যদের সাথে বহুবার আলোচনায় মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সকল প্রকার কোন্দলের উর্ধ্বে রেখে সবাইকে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছি। রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আমি সব সময় কর্নেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করতাম এসব বিষয় নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে মুজিব বাহিনী নামে একটা আলাদা সশস্ত্র গ্রুপ গঠনের কথা আমি জানতে পারি। কর্নেল ওসমানী আলাদা নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই বাহিনী গঠনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর আমিও এ ব্যাপারে তার সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদ একই

লক্ষ্যে এবং একই কমান্ডে সমন্বিত হওয়া উচিত এবং এটাই আমরা চেয়েছিলাম। একজন রাজনীতি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে আমি অনুভব করতাম যে মুক্তিযুদ্ধ কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম নয়-এটা একটা জাতীয় জনযুদ্ধ।

একাত্তরের আগস্ট মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়- এগুলোকে ‘জেড ফোর্স’; ‘এফ ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’ নামে আভিহিত করা হয়। এগুলো গঠন করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণের ফলে পাক বাহিনী যখন দুর্বল ও হতোদ্যম হয়ে পড়বে তখন এই ব্যাটালিয়নগুলোর দ্বারা চূড়ান্ত আঘাত হেনে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করা হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐ এলাকা থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধ দুই-ই চালিয়ে যাওয়া হবে।

এই ব্যাটালিয়নগুলো সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীর যে সব নিয়মিত সৈনিক মুক্তিবাহিনীতে ছিল তাদের ভেতর থেকে গুণাগুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নে নেয়ার পর নিয়মিত বাহিনীর বাদবাকী সদস্যদের নিয়ে ‘সেক্টর ট্রুপস’ গঠন করা হয়। ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর ট্রুপসের সদস্যরাই সাধারণভাবে ‘মুক্তিফৌজ’ নামে অভিহিত হত। বাকী সকল নিয়মিত ও অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা বা ফ্রিডম ফাইটার নামে অভিহিত করা হত।

ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর ট্রুপস গঠন করার ফলে এই বাহিনীর বাইরে একান্তভাবে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যারা রয়ে গেলেন তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অপেশাদার, অনভিজ্ঞ ও অতি সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে গেরিলাদের ছোট ছোট গ্রুপগুলোকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের অসুবিধা হয়ে পড়ে। এছাড়া ভারত যে পরিমান অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতো প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল একান্তই অপ্রতুল। ফলে সাময়িকভাবে গেরিলা বাহিনীর কার্যকারিতা বেশ কিছুটা হ্রাস পায়।

গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব এবং পরে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য একটা কার্যকর পরিকল্পনা তৈরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কর্নেল ওসমানীর অনুমতি নিয়ে আমি যে প্লান তৈরী করি তাতে যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ একটা কমাণ্ড গঠন, মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অবলম্বন প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের উন্নতি এবং সমন্বয় ও যোগাযোগের ব্যাপারে কর্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের এক কেবিনেট মিটিং-এ জেনারেল অরোরা এবং ডি পি ধরসহ বহু শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের দাবী জানানো হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা দানের পূর্বশর্ত হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চরিত্র আরোপ এবং এর অর্থনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরার পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। একটা স্বাধীন দেশের পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আমরা তখন বাংলাদেশের বিমান বাহিনী গড়ে তোলার কথাও চিন্তা করি। বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও তখন অনুভূত হচ্ছিল। আমি বিমান বাহিনী গঠনের ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও কর্নেল ওসমানীর সাথে আলোচনা করি। এই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে পরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের উপস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব মি কে বি লাল এবং বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল দেওয়ানের সাথে আমার আলোচনা হয়। তারা বল্লেন যে, আমাদের বৈমানিকদের ভারতীয় স্কোয়াড্রনের সাথেই অপারেট করতে হবে এবং স্বভাবতই ভারতীয় নিয়ম-কানুন আমাদের ওপর প্রযোজ্য হবে। আমি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বিকল্প হিসেবে আমাদেরকে বিমান এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি

প্রদানের অনুরোধ জানাই যাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, তার নিজস্ব পৃথক সত্তা নিয়ে অপারেট করতে পারে। কারণ আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈমানিক ও টেকনিশিয়ানের কোন অভাব ছিল না।

এর কিছুদিন পর কলকাতায় ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল পি সি লালের সাথে আবার আমার এ ব্যাপারে আলোচনা হয়। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে অটার এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার এবং একটি ডাকোটা বিমান পাই। এই বিমানগুলো নিয়েই সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজস্ব পাইলট ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ১৯৭১সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর বিমান ঘাঁটিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। সে সময় উইং কমান্ডার বাশার ৬নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন এবং ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত ও ফ্লাইট লেঃ নূরুল কাদের তখন ৪ এবং ৫নং সেক্টরে সেনাবহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিলেন। এরা ছাড়া বাকী সকল বৈমানিক বিমান বাহিনীর সাথে যুক্ত থাকে।

স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ (বর্তমানে বিমান বাহিনী প্রধান) তখন ১নং সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে সেখান থেকে ডিমাপুর নিয়ে আসি এবং বিমান বাহিনীর প্রশাসনিক ও 'অপারেশন'-এর দায়িত্ব তাঁর ওপর দিই।

যেহেতু আমাদের সম্পদ ও জনবল খুবই সীমিত ছিল সেহেতু বিমান যুদ্ধের কৌশল হিসেবে আমরা দুটো পন্থা অবলম্বন করি। প্রথমত কেবলমাত্র রাতের বেলায় অপারেশন পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ আমরা যাতে পাকবাহিনীর রাডারে ধরা না পড়ি সেজন্য খুব নীচু দিয়ে উড্ডয়ন করা।

নাগাল্যাণ্ড এক বিস্তীর্ণ জংগলাকীর্ণ পার্বত্য এলাকা। সুতরাং লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে নিয়মিত অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ছিল। তাই একটা পাহাড়ের ওপর সাদা প্যারাসুট ফেলে সেটাকে লক্ষ্যবস্তু ধরে আমরা অনুশীলনের ব্যবস্থা করি যাতে রাতের বেলায়ও দেখা যায়।

৩রা ডিসেম্বর সার্বিক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম ও গোদনাইলে প্রথম আঘাত হানে এবং পাক বাহিনীর মারাত্মক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের তরুণেরা প্রায় বিনা অস্ত্রে অথবা অতি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে কেমন করে অতি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনীর সাথে অসীম সাহস নিয়ে মোকাবেলা করেছিল এবং কেমন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তার বহু ছোট ছোট ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। এখানে আমি বহু ঘটনা থেকে একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি।

যুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রসামগ্রী বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আমরা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরকে অকেজো করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা নিই। আমরা সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলাম যে, যদি নৌ-কামান্ডো পাঠিয়ে পাকিস্তানী বা তাদের মিত্রদের কিছুসংখ্যক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারি তবে এতে চমৎকার ফল পাওয়া যাবে। ডুবে যাওয়া জাহাজ একদিকে বন্দরের প্রবেশপথকে বন্ধ করে দেবে এবং মানসিক দিক থেকেও অন্য কোন জাহাজ সে পথে যেতে সাহসী হবে না।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জুন মাস থেকে প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে নৌ-কমাণ্ডোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৩/১৪ বছর বয়সের একটি কিশোর ডুব-সাঁতার দিয়ে চালনা বন্দরের একটি পাকিস্তানী জাহাজে মাইন ফিট করতে যায় কিন্তু ভ্রান্তিবশত সে একটি চায়নিজ জাহাজের কাছে চলে যায় এবং ওদের হাতে ধরা পড়ে। পরে বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা তাকে মুক্তি দেয়। ফিরে এসে অবলীলায় সে তার মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার বর্ণনা দিয়েছিল সবার কাছে। মুক্তিপাগল

এই কিশোরের সাহস, দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে সেদিন আমরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। এই ঘটনা একটা একক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়-এ রকম হাজার হাজার নজীর সেদিন আমাদের ছেলেরা স্থাপন করেছে।

মে মাসে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর আমার পরিস্কার একটা ধারণা হয়েছিল যে, ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দেশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হবে। আমার ঐ ধারণার পেছনে প্রধানতঃ তিনটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ যে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যত শীঘ্র এর একটা সমাধানের পথ বের করার জন্য ভারত উদগ্রীব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করে দেয়ার যে কামনা ভারতের ছিল তাকে সফল করে তোলার এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সুতরাং ভারত এ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করবে। তৃতীয়তঃ ভারত এটা বুঝতে পেরেছিল যে, বাইরের বিশেষ করে চীনের তরফ থেকে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং যুদ্ধে যদি ভারতকে নামতেই হয় তাহলে এমন একটা সময় বেছে নিতে হবে যাতে চীনের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারত-চীন এলাকায় প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের ফলে চীনা সৈন্যদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেয়ার ব্যাপারে ভারতের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

কেবল ভারতীয় সাহায্যের কথা চিন্তা করেই আমি এ ধারণা পোষণ করিনি। ইতিমধ্যে দেশের জনসাধারণের অকুন্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি শত্রুকে চরম আঘাত হানার শক্তিও তাদের দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণে এবং দেশের ভেতরে কোটি কোটি বৈরীভাবাপন্ন মানুষের অসহযোগিতা ও প্রতিরোধ পাকবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে হতোদ্যম ও পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল।

অবশেষে আমাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত সময়, শত্রুর পূর্ণ আত্মসমর্পণের সময় ঘনিয়ে এল। ১৬ই ডিসেম্বরের সকাল বেলা। পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে এসে গেছে। এমন সময় খবর পেলাম বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ কেবিনেটের মিটিং বসেছে এবং আমাকে ওখানে জরুরী কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য খোঁজ করা হচ্ছে। কর্নেল ওসমানী তখন সীমান্তের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনের জন্য সিলেটে ছিলেন। সুতুরাং সেই অল্প সময়ে তার সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আমাকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন জানালেন, যে বিকেলে ঢাকায় পাকবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করবে এবং কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার হওয়ায় উক্ত অনুষ্ঠানে আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তদনুসারে জেনারেল অরোরার সঙ্গে বিমানে আগরতলা, এবং ওখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা এসে পৌঁছলাম। জেনারেল অরোরা ছিলেন সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার।

আত্মসমর্পণের দলিলে কেবলমাত্র দু'জনের স্বাক্ষর দানের ব্যবস্থা ছিল-একজন পাক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান এবং অন্যজন ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক।

অনুষ্ঠানে পাক-বাহিনী প্রধান বিষণ্ণ, ভগ্নপ্রায় ও অশ্রুসিক্ত জেনারেল নিয়াজীকে দেখলাম। যাথাসময়ে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে গেল। চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের।

আব্দুল করিম খন্দকার
(এয়ার ভাইস মার্শাল, অবসরপ্রাপ্ত)
আগস্ট, ১৯৮৪।

আবদুল খালেক

ঊনিশশত সত্তুরের মার্চ মাসে আমি সারদা পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপাল ছিলাম। অনেক আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংকৃতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে রাখার ঘটনাবলী আমার চেতনায় আঘাত দিয়েছিল। লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা আমি মেনে নিতে পারিনি। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ও খাজা নাজিম উদ্দিন যে সকল কথা বলেছেন, তাতে উর্দুভাষার প্রতি আমার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেও আমার মনোভঙ্গির কোন পরিবর্তন ঘটাইনি, উর্দুভাষা শেখার কোন চেষ্টা করিনি যদিও পুলিশ বিভাগের উর্দুভাষার প্রচলন ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংখ্যাসাম্য নীতি এবং ১৯৫৮ সালের সামরিকবাদকে আমি মোটেও সমর্থন করিনি। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করাকে আমি নিছক বর্বরতা বলে গন্য করেছি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে প্রেক্ষাপটে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি, ২১শে ফেব্রুয়ারী-রক্তস্নাত পূর্ববঙ্গে যারা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তারা আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ।

১৯৬৯সালের সামরিক কর্তাদের আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে পুলিশী তল্লাশি চালানো হয়। উক্ত তল্লাশির বিরোধিতা করে কিছু কথা বলার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ আমার উপর ক্ষেপে যায়। ঐ বছর ঢাকা বিভাগের ডিআইজি থাকাকালে প্রায় সময় সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটতো। প্রশাসনের সঙ্গে মতবিরোধ অনেক আগেও হয়েছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আমি নিরপেক্ষ থেকে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সে সময় আমার উপর কড়া নজর রাখা হতো। ১৯৬৯-এর শেষভাগে ঢাকার জনসাধারণ মওলানা মওদুদীকে পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দিতে দেয়নি। গোলমালের দায়ে পুলিশ সুপার মামুন মাহমুদ (শহীদ) কে ময়মনসিংহে বদলী করা হয় এবং তার পদোন্নতি ছয় মাস পিছিয়ে দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ঘোরতর আপত্তি জানালে মাস তিনেক পরে আমাকে ঢাকা থেকে সারদায় বদলী করা হয়। কিন্তু ঢাকার ঝামেলা থেকে সরে গিয়ে আমি খুব খুশি হই।

১৯৭০এর নির্বাচনের ফলাফল আমি লণ্ডনে বসে শুনতে পাই। পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মকর্তারা হতবাক। দু'চার জনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পরি যে, ফলাফল কার্যকর হতে দেয়া হবে না। দেশে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কে এ কথা বলতে তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ১৯৭১-এর জানুয়ারী মাস থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করতে শুরু করেছিল। ৭ই মার্চের ঘোষণা ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আসন্ন সামরিক আঘাতের মোকাবেলা করার কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তুতি আমাদের ছিল কিনা জানি না। আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সংলাপের রাজনীতিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। সামরিক কর্মকর্তারা বহু দেশে সংলাপের নামে রাজনীতিবিদদেরকে বোকা সাজিয়েছে এ খবর হয়তবা তাঁদের জানা ছিল না। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সারদা একাডেমিতে কর্মরত ও প্রশিক্ষণরত কয়েকশত পুলিশ খুব অস্থির হয়ে ওঠে। দেশের আসন্ন সামরিক পরিস্থিতিতে তারা জীবন দিয়ে-এই প্রতিশ্রুতি রেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ দল নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। একাডেমির স্টাফকে সে সময় স্থানীয় লোকজনদের গুলিবন্দুক বিষয়ক প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা হয়। সারদা একাডেমির খবর পেয়ে রাজশাহীতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মামুন মাহমুদ (শহীদ)-এর কথা আগেই বলেছি তিনি তখন ময়মনসিংহ থেকে বদলী হয়ে রাজশাহীর ডিআইজি। পুলিশ সুপার শাহ আবদুল মজিদ (শহীদ) মাত্র মাস দু'এক আগে সারদা থেকে বদলী হন। সারদা ও রাজশাহী পুলিশ লাইনে তখন পরিখা তৈরী করা হয় এবং পুলিশের নেতৃত্বে বিবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। রাস্তাঘাট কেটে সামরিক যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

২৩শে মার্চ সারদা একাডেমিতে পাকিস্তানের পতাকা উঠানো হয়নি। এ খবর পেয়ে রাজশাহী গ্যারিসনের লোকজন এমনকি জেলা প্রশাসনের কেউ কেউ সারদা এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে সারদায় কালো পতাকা উঠানো হয় এবং পাকিস্তানী পতাকা নিশ্চিহ্ন করা হয়। গ্যারিসনের ধারেকাছেই আমরা এতকিছু করে যাচ্ছি অথচ তখন আমাদের কোন ভয়ভীতি ছিল না।

২৬শে মার্চের সকালে খবর পেলাম যে ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযানে রাজারবাগ পুলিশলাইন, পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ ও ইপিআর লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। এসব খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্ত্রাগারের তালা খুলে দেয়া হয়। সারদা একাডেমির পুলিশ পরিবারগুলো কোন দিকে সরে যেতে পারেনি। কেননা স্থানীয় লোকজন কাউকে সেই অঞ্চল ছেড়ে যেতে দিচ্ছিল না। সামরিক যানবাহন চলাচলের প্রতিবন্ধকতা আগে থেকে তৈরী করা হয়েছিল। সরকারী আদেশে পদ্মায় নৌকা চলাচল বন্ধ। কাজেই সারদায় বসেই প্রতিরক্ষা/প্রতিরোধের জন্য তৈরী হওয়াই ছিল আমাদের একমাত্র উপায় ও লক্ষ্য।

৩১শে মার্চের শেষ রাতে খবর পেলাম যে একাডেমির পাশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছুসংখ্যক সৈন্য চলাচল করেছে। মিনিটকাল বিলম্ব না করে পরিবারসহ সেই অন্ধকারে আমার নিজস্ব গাড়ীতে করে একাডেমির বাইরে চলে আসি। সঙ্গে ব্যবহারের জন্য কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে আসার সময় পাইনি। একডেমিতে এই নির্দেশ রেখে আসি যে এবার যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ নিরাপত্তার পথ বেছে নিতে বিলম্ব না করে। বেলা উঠার সঙ্গে সঙ্গে পুটিয়া থানায় এসেও সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর পেলাম। থানার প্রাঙ্গণে আমার গাড়ীটি ফেলে টমটম নিয়ে নওগাঁ-এর দিকে এগুতে থাকি। আমার স্ত্রী (সেলিনা), মেয়ে (সামিনা) এবং ছেলে (ইনান) আর বাবুর্চি রহিমুদ্দিনকে টমটমে দেখে কে বা কাহারা গুজব রটিয়ে দেয় যে, সারদার একজন পাঞ্জাবী অফিসার পালিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার প্রক্কালে একটি স্কুলের পাশে উপস্থিত হই এবং স্থানীয় একজন প্রিন্সিপালের বাসায় উঠি। সেখানে হাজার হাজার লোক এসে উপস্থিত। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি বাঙ্গলী। প্রিন্সিপাল আমাদেরকে স্কুলের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। এমন সময় পার্লামেন্ট সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন সেই পথে যাচ্ছিলেন। আমাদের বিপদের কথা শুনে তিনি লোকজনকে বুঝালেন যে আমি বাঙ্গালী। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক দাবী করে যে, আমাকে বাংল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমি বাঙ্গালী। আমজাদ হোসেনের পরামর্শে অগত্যা বক্তৃতা দিয়ে রেহাই পেলাম। কিন্তু সেখানে রাত কাটাতে সাহস হলো না। অন্ধকারে গরুর গাড়ীতে নওগাঁ-এর দিকে এগুতে শুরু করি। রাত এগারোটায় পথিমধ্যে বাগমারা থানাঘরে উঠে দেখি সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর একজন সিপাহীর দেখা পেলাম। ওসি বা অন্যান্য পুলিশ কোথায় সে জানে না। ওসির পরিবারের কাছে পরিচয় দিয়ে বৈঠকখানায় বসি। গভীর রাতে তিনি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সিপাহীটি খবর দিল যে, ঐ জায়গায় আমাদের থাকা নিরাপদ হবে না। সিপাহী বহু কষ্টে একটি গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দেন এবং আমরা ঐ রাতেই নওগাঁর দিকে এগিয়ে চলি। ভোর হতে না হতেই দা, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ার সজ্জিত হাজার হাজার লোকের বেড়াজাল ভেদ করে চলতে হয়। বেলা নয়টার দিকে একটি বাজারে এসে পৌঁছি। সেখানেও আমাকে পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং আমার বাঙ্গালিত্বের পারিচয় দিতে হয়। পরিবারসহ নওগাঁয় আমাদের আত্মীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর লোদীর বাসায় যাচ্ছিলাম। লোদীকে ডেকে আনার জন্য তিনি লোক পাঠালেন এবং আমাদের জন্য খাবার বন্দোবস্ত করলেন। ঘন্টা চারেক পর লোদী সাহেব এসে আমাদেরকে নওগাঁয় নিয়ে গেলেন। কোত্থেকে কিভাবে এখানে এসেছি এ খবর শুনে লোদী পরিবার মর্মাহত। কিন্তু আমরা এতদিন পর নিরাপত্তা বোধ ফিরে পেলাম।

এই সময় সান্তাহারে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার কাজে লোদী ব্যতিব্যস্ত। ম্যাজিস্ট্রেট আজিজুর রহমান ও মেজর নাজমুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। রাজশাহী জেলার জন্য প্ল্যান বানানো হলো। আমি সারদা অঞ্চলের ভার নেই। সঙ্গে থাকেন সারদা ক্যাডেট কলেজের ক্যাপ্টেন রশীদ এবং

অধ্যাপক আজিমদ্দিন।* ব্যবস্থা করা হলো যে, পাক-সেনাবাহিনীর আক্রমণে নওগাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হলে ইন্সপেক্টর লোদীর পরিবার আমার স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে ধামুরহাট বর্ডার দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেবে। ১২ই এপ্রিল আমি সারদায় ফিরে আসি। তখন একাডেমি প্রায় জনশূন্য। ভাইস প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন বলে নিরুপায় হয়ে তারা সারদায় রয়ে গেছেন। পিএসপি ট্রেইনী অফিসারদের মধ্যে বাঙ্গালীরা নিজ নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছুবার আশায় বের হয়ে গিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের পদ্মার অপর পারে ভারতে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। আরো জানতে পারলাম যে, তারা ভারতীয় বর্ডার নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে রিপোর্ট করেছে।** জনশূন্য একাডেমিতে থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই দেখে রশীদ ও আমি ঠিক করি যে, ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় চারঘাট হয়ে কুষ্টিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করব। এদিকে ঢাকা থেকে মাঠঘাট পুড়িয়ে জ্বালিয়ে পাক বাহিনীর নাটোরে এসে পৌঁছেছে। গুপ্তচরেরা আমাদের অবস্থান ওদেরকে জানিয়ে দেবে এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। দুটি রাত সারদার বাইরে চারঘাট থানাঘরে কাটাই। থানায় কেউ ছিলনা। শুধু আমি এবং সারদার একজন বাঙ্গালী সিপাহী। ১৪ই এপ্রিল বিকাল চারটায়, সঙ্গে কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে সারদা থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছি ঠিক এমনি সময় মেশিনগানের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে খবর পেলাম যে পাক বাহিনী তিন দিক থেকে একাডেমি ঘেরাও করেছে এবং অফিসারর্স মেসে পৌঁছেছে। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সব কিছূ ফেলে পদ্মার দিকে দৌড়ে পালাই। পানির ধারে কিছুসংখ্যক স্থানীয় লোক সামরিক বাহিনীর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে আছে। নদী পার হবার কোন যানবাহন আনেকদিন আগে থেকেই সেখানে নেই। সাঁতরিয়ে পার হবার জন্য পানিতে নেমেছি, পিছনে তাকিয়ে দেখতে পাই নিকটবর্তী চরের নালায় একটি ছোট ঘাসের নৌকায় কয়েকজন লোক উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ সময় নদীতে এগোলেই মাঝি গুলি খেয়ে মরবে এই ভয়ে বুড়ো মাঝি কাউকে নৌকাতে উঠতে দিচ্ছে না। ঘাস ভর্তি ছোট নৌকাটিতে বড়জোর দু'জন উঠতে পারে। আমি চরে ফিরে আসি এবং নৌকার কাছে গিয়ে মাঝিকে অনুরোধ জানাই আমাকে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে চরের ধার বেয়ে কিছুদুর নিয়ে যাবার জন্য। সৈন্যদের চোখে ধূলি দিয়ে পালাবার আর কোন বুদ্ধি সে সময় মাথায় আসেনি। আমাকে ঘাসের নীচে লুকিয়ে নৌকাটি ধীর গতিতে নদীর চরের ধার বেয়ে চলেছে তাতে কারো সন্দেহ হয়নি যে নৌকাটিতে আমি পালাচ্ছি। এভাবে একাডেমির গন্ডির বাইরে এসে নৌকাটি সরাসরি নদী পার হবার পথে এগিয়ে চলে এবং দ্রুত বেগে অনেক দূরে এসে পৌঁছে। এ সময় সামরিক হেলিকপ্টার থেকে আগুন ছেড়ে গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। দিশেহারা হাজার হাজার লোক পালিয়ে পদ্মা নদীর চরে এসেছে কিন্তু নদী পার হতে পারছেনা। এদের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার লোককে নদীর ধারে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র চার/পাঁচ শত গজ দূরে উক্ত ঘাসের নৌকা ও আমি। সৈন্যরা ভাবতে পারেনি যে, আমি সেই নৌকায় লুকিয়ে আছি। ঘন্টাখানেক পর পদ্মার অপর পারে পৌঁছি। সঙ্গে কিছু নেই। ভেজা প্যান্ট ও শার্ট। নওগাঁয়ে ফেলে আসা পরিবারের কি অবস্থা ভাবতেই পারছিলাম না। হাজারো দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজো স্মরণ করছি যে সারদায় গিয়ে আমি একটি ৬০০পৃষ্ঠাব্যাপী বই-এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলাম।এই পাণ্ডুলিপি সারদা একাডেমির ষ্টেনোগ্রাফার শহীদ মোস্তফার হাতেই তৈরী হয়। আমি যেদিন সারদা ছেড়ে পালিয়ে যাই সেদিনই মোস্তফাকে পাক সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। আমার বাড়ীঘর, পাণ্ডুলিপি সবকিছূ লুণ্ঠিত হয়।

১৪ই এপ্রিলের সকাল বেলা সারদা একাডেমির ভাইস-প্রিন্সিপাল শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীকে পরিবারসহ পদ্মার ওপারে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক অনুরোধের পর স্থানীয় লোকজন তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর প্রতি সদয় হয়ে কোনক্রমে একটি নৌকা যোগাড় করে দেয়। নদীর ওপারে পৌঁছে চৌধুরী চরেই পরিবারসহ বসে থাকে। তার স্ত্রীকে নিয়ে এগোতে সাহস পায় না। সন্ধ্যার পরক্ষণেই আমরা ভারত সীমান্তে ডাক্তার নরেন্দ্র নাথের

---

* আজিমুদ্দিন পাক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হন, আর নাজমুল হক সীমান্তের ওপারে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময়ে জীপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ক্যাপ্টেন রশীদ আজ আর বেঁচে নেই।

** উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাদেরকে ভারতে আটকে রাখা হয়। যুদ্ধের পরবর্তী কোন এক সময়ে তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সেই বাড়ীতে কয়েকশত লোক ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। ডাক্তার আমাদেরকে যথাসম্ভব যত্নসহকারে রাখেন। পরের দিন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার আমাকে বহরমপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমার পরিবারের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাকে জানাই। তিনি আমার বালুরঘাট যাবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে নাটোরের এসডিও কামালউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়। কয়েকদিন আগে তিনি এখানে পালিয়ে আসেন।

বহরমপুরে সারদা একাডেমির পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্ষিতিশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তাকে সঙ্গে করে বালুরঘাট নিয়ে যাই। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। বালুরঘাট বাস টার্মিনালে কংগ্রেস কর্মী উৎপল আমাকে খুঁজে বের করে এবং তাদের বাসায় নিয়ে যায়। জানতে পেলাম বহরমপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার খবর বালুরঘাট পাঠিয়েছেন। উৎপলদের পরিবার দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা শহরের বাসিন্দা ছিল। উৎপলদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরের দিন ভোরে ক্ষিতিশ ও আরো কয়েকজনকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে আমার পরিবারের তল্লাশে সীমান্তের এপারে পাঠানো হয়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে আমার হাতের লেখা একটি চিঠি আমার পরিবারের জন্য দেই। নওগাঁয়ে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে সেখানকার লোকজন ভারত সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় নেয়-এই খবর বালুরঘাটে পৌঁছে। বর্ডারের মাইল পাঁচেক ভিতরে ধামুইরহাট থানা অঞ্চলে এক হাজী বাড়ীতে অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সঙ্গে লোদী পরিবার ও আমার পরিবার সেই বাড়ীতে পৌঁছে। কিন্তু তারা নিরুপায়। সীমান্তের অপর পারেই বা কোথায় যাবে। এদিকে আমার কোন খোঁজ-খবর তাদের জানা নেই। ক্ষিতিশ কয়েকটি আশ্রয়স্থল খুঁজে হাজী বাড়ীতে গিয়ে তাদের সন্ধান পায়। অতঃপর আমার পরিবার জীবনের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার পথ বেছে নিয়ে ক্ষিতিশের সঙ্গে উৎপলদের বাড়ীতে এসে পৌঁছে। এখানেই আমার পরিবার জীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা। উৎপলের বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আমাদেরকে আপন বলে গ্রহণ করে। পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিশ সুপার ঢাকা জেলার দোহার-নবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। আমার শ্বশুরালয়ের এলাকায় খৃষ্টান পরিবারের এই অফিসার ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য। তিনি অভাবনীয় সৌজন্য দেখিয়ে আমাদেরকে একটি জীপে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এবং পথে আমাদের সকলের খরচ বাবদ একশত টাকা হাতে তুলে দেন।

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতায় কীড স্ট্রীটের এমপি হোস্টেলে বালুরঘাটের কংগ্রেস দলীয় এমপি জয়নাল আবেদিনের অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিই। খাওয়া-দাওয়ার খরচ আমাদের নিজেদেরকে বহন করতে হয়েছিল। আমার বা আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন টাকা-পয়সা ছিল না। সামান্য গহনা ছিল মাত্র। আমাদের ছোট ছেলে ইনান তার জন্মদিনে পাওয়া চারশত টাকা সঙ্গে নিয়ে সারদা থেকেই বেরিয়েছিল। পালাবার দিন রাতে ঐ টাকা তার সঙ্গে ছিল। এখন তার টাকা খরচ করতে চায় না। তার হিসেব হলো এতজন লোক মিলে এই টাকা খেয়ে শেষ করার পর আমাদের অবস্থা কি হবে। এমপি হোস্টেলের কোণে পান-বিড়ি দোকানের বেচাকেনা দেখে সে নিজে একটি পান বিড়ির দোকান করতে চায়। তার হিসেব অনুযায়ী দৈনিক ৭/৮ টাকা লাভ হবে এবং তাতে আমাদের খাওয়ার খরচ কোনক্রমে হয়ে যাবে। ঐ সময় আমাদের পাঁচজনের (বাবুর্চিসহ) জন্য দৈনিক ৫/৬টাকার বেশী খাওয়া খরচ করতে পারিনি।

কীড স্ট্রীটে ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সনদ পাঠের কথা শুনতে পাই। সোহরাব হোসেন, মমিনউদ্দিন প্রমূখ কয়েকজন কলকাতায় এমপি হোস্টেলেই ছিলেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গে দু'মিনিটের জন্য দেখা হলো। আমাদের বড় বড় নেতারা কে কোথায় আছে জানতে চাইলে তিনি কানে কানে বললেন যে, আগামী দিন সে খবর আমাকে দেয়া হবে। সে মুহূর্তে আমাদের নেতাদের অবস্থান সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চায়নি।

পরদিন হাইকমিশনে গিয়ে ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী ও পদস্থ অফিসার রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রফিকের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী তখন ঢাকায়। তাদের জন্য দুশ্চিন্তায় এবং কিছু পেশাগত

দুর্বিপাকে রফিক দিশেহারা। হাইকমিশনে খন্দকার আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের খান ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের কছে শুনতে পেলাম যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, আবদুল মান্নান ও কর্নেল ওসমানীকে বালিগঞ্জের একটি বাসায় থাকতে দেয়া হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় তাদের দেখাশুনা করছেন। কামরুজ্জামান অন্যত্র থাকেন। তাদের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা জানতে চেয়েছি। সকলের মুখে একই কথা যে, তারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তে ভিন্ন ভিন্ন পথে কলকাতায় এসেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেখতে চেয়েছি। কিন্তু কেউ দেখাননি। বালিগঞ্জের সেই বাসস্থানে তাদের আর্থিক অনটন ও দুরবস্থা দেখে খুবই খারাপ লেগেছে। পাশেই মহিষের বাথান, দুর্গন্ধে টিকা যায় না। নিরাপত্তার অভাবে তারা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না। শুধু কামরুজ্জামান ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে তার জানাশুনা অনেক লোক ছিল। নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলীর পরিবারের কোন খবর নেই। পরিবার উদ্ধারের চিন্তায় তারা দিশেহারা। সারদার ইন্সপেক্টর গাজী গোলাম রহমানকে মনসুর আলীর পরিবার পাবনা জেলার কাজীপুর অঞ্চলে খুঁজে বের করে কলকাতায় আনার জন্য ঠিক করা হলো। পথের খরচ বাবদ একশত টাকা চাওয়া হলো। কিন্তু সে টাকা ১০/১২ দিনেও যোগাড় হয়নি।

খন্দকার আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের ও আমি একসঙ্গে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে প্রবাসী প্রশাসন গড়ে তোলার উপদেশ দেই। আমাদের মতে স্বাধীনতার ঘোষণা করে ঘরে বসে দিশেহারা হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য সম্ভাব্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সে জন্য চাই একটি প্রশাসন যন্ত্র। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমাদেরকেই যথোচিত বিধিব্যবস্থা তৈরী করার ভার দেয়া হল। ইতিপূর্বে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী পদে তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী পদে মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র ও রিলিফ মন্ত্রী পদে কামরুজ্জামান অধিষ্ঠিত হন। ১৭ই এপ্রিলের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকারের কোন প্রশাসনিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুজিব নগর সরকারের খসড়া প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ভার আমাদেরকে দেয়া হয়। পাবনার ডেপুটি কমিশনার নূরুল কাদের খান এককালে বিমান বাহিনীর অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া পাবানায় তিনি পাকবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। প্রশাসনিক খসড়া তৈরীতে নূরুল কাদেরের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। আসাদুজ্জামান, নূরুল কাদের ও আমি অফিসার্স ইনচার্জ পদবীতে প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আমাদের কোন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ছিল না। কয়েকটি চেয়ার-টেবিলেই আমরা সকলে মিলেমিশে বসে কাজ করেছি। আর আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন তারাও একই সঙ্গে বসেছেন। কয়েক মাস পর যখন অন্যান্য অফিসার এসে যোগ দেন তখন আমরা সচিব, উপসচিব ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করি। আমি স্বরাষ্ট্র সচিব এবং উপরন্তু আইজি পুলিশের দায়িত্বে ছিলাম। নূরুল কাদের খান পাবনা ট্রেজারির যে কয়েক কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই টাকাই ছিল মূলতঃ মুজিব নগর সরকারের আর্থিক সম্বল। আগরতলা অঞ্চলেও আমাদের কিছু টাক-পয়সার কড়াক্রান্তি হিসাব-নিকাশ দেয়া হয়। আসাদুজ্জামান অর্থ সচিব, নূরুল কাদের খান সংস্থাপন সচিবের কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নূরুল কাদের খান অভাবনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। সেক্টর, সাব-সেক্টর ইত্যাদি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান মূখ্যতঃ তারই ধ্যান-ধারণা। ১৭০০ মাইল বর্ডারে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ কিরূপ কঠিন হতে পারে তা হয়ত অনেকের ধারণায় আসবে না।

বিভিন্ন সেক্টর থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিযান পরিচালনা করেছেন আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারগণ। তাদের মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র। কমাণ্ডারদের অধীন অফিসার, জোয়ান, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সমস্ত পেশার বাঙ্গালী বীর সন্তানেরা কাজ করেছেন। তাঁরা পাক-বাহিনীর ওপর হানা চালিয়েছেন। তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন। ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। ১৭০০ মাইল স্থল সীমান্তে এই অভিযান একাধারে চালানো হয়। তাতে পাকিস্তানের সামারিক ব্যবস্থাপনা চরম বিপর্যয়ের

সম্মুখীন হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত লোকদের মধ্যে অগণিত মুক্তিবাহিনী মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ ও আক্রমনে পাকবাহিনী কোথাও দাঁড়াতে পারেনি বলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। পলায়নরত পাক-বাহিনীকে ধাওয়া করেছে বাঙ্গালী কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক সাবাই মিলে। এই দৃশ্য সবাই দেখেছে। প্রচার মাধ্যমের অভাবে তা অধিকাংশ সময় প্রচার করা সম্ভবপর হয়নি।

২৫শে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যাবে কোথায়? যারা সামরিক সরকারের চিহ্নিত শত্রু তাদের বেঁচে থাকার কোন সম্ভবনা ছিল না। এই সাধারণ বিষয়টি অনেকে চিন্তা করতে পারেনি। বাংলাদেশের লোকালয়ে আমার পক্ষে পালিয়ে থাকা সম্ভবপর ছিল না বলেই সারদার এত সব কর্মকাণ্ডের পর আমি দেশত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই। ভারতীয় ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাশা ও দুর্দশার বোঝা নিয়ে প্রতিদিন এসেছে। তাদের মধ্যে প্রথম দিকে অমুসলমান বাঙ্গালীর সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি হয়েছে ভিন্নতর। ক্যাম্পে সকলেই মিলে দিন কাটিয়েছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ আমাদের নজরে পড়েনি।

পাকিস্তানের বর্বর অভিযানের মোকাবেলা করার মত অস্ত্রবল আমাদের ছিল না। এপ্রিল-মে-জুন মাসগুলোয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতীয় মনোভাব আশাব্যঞ্জক ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আমাদেরকে সমরিক সাহায্য দেবে এ কথা আমরা ভাবতে পারিনি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মনোভাব যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে-যদিও এটা ছিল স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের কাছে সেটি ছিল বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে যেভাবে আশ্রয় নিয়েছিল তাতে ভারতবাসীরা শংকিত হয়ে ওঠে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বেগজনক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলাম বৈকি। ঐ দুর্দিনে আমরা ছিলাম নক্সালপন্থীদের ভয়ে ভীত। চলাফেরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না। বিশেষ করে আমাদের নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুব বিব্রত ছিলাম। সে জন্য তাঁদের আবাস্থলে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সিআইটি রোডের একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে এক রুমে আমাদের মন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে পরিবারসহ বসবাস করতে হয়েছে। এই হোটেলকে নিয়েই আমাদের শত্রুরা অপপ্রচারের ডামাডোল বাজিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দু'চারজন আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাঁদের কাছে আশ্রয় চেয়ে হতাশ হয়েছি। তারা বড়জোর একদিন দু'দিন থাকতে দেবার পর অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা মনেপ্রাণে চাননি যে পাকিস্তান দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাক। হাইকমিশনের পদস্থ কর্মচারী রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমাদেরকে তাঁর বাসায় রাখেন। তাঁর বাসায় আরো তিরিশজন লোক ছিলেন। এতজনকে প্রায় তিন মাস খাইয়ে-দাইয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু তিনি ও তার স্ত্রী আমাদেরকে বাড়ী ছাড়তে দিবেন না। বহু বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে রাজী করেছি। অতঃপর গোবরা করবখানার নিকটবর্তী একটি বাড়ীতে বসবাসের ব্যবস্থা করি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেঘালয়, মিজোরাম এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে আমাদের লোকজন যখনই প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছে। তখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এমনকি স্থানবিশেষে বন্দী জীবন কাটিয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিছুসংখ্যক লোককে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও উদ্ধার করতে হয়েছে। কংগ্রেসবিরোধী ভারতীয় রাজনৈতিক মহল আমাদের সহায়তায় খুব বেশী আগ্রহ দেখায়নি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সালের পর থেকে বহু পূর্ববঙ্গবাসী বসবাস করছে বলে সেখানে স্ববাবতঃ আমরা এককালীন প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার পেয়েছি।

পাকিস্তান সরকার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তার কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা ভারত থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। এই বাহিনীগুলোর সহায়তায় গণহত্যা, নারী নির্যাতন অভিযান চালানো হয়েছে। এই বর্বরতার খবরাখবর আমাদেরকে মরিয়া হয়ে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের মত যারা দেশের বাইরে যেতে পারেননি তারাই সবচেয়ে বেশী ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছেন-এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। যুদ্ধের সেই ভয়াল মাসগুলোয় অহরহ খবর পেয়েছি যে যশোর, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আরো

কোন কোন অঞ্চলে আমাদের বিপ্লবধর্মী লোকজন সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক জোতদার শ্রেণীর মানুষকে হত্যা করেছে। সে সময় খবর পেতাম যে, যেহেতু রাশিয়া জাতিসংঘে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছে সেহেতু রাশিয়াবিরোধী রাজনৈতিক মহল মুক্তি সংগ্রামকে রাশিয়ার চক্রান্ত বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অভ্যন্তরে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের এই অভ্যন্তরীণ চক্রকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নিয়মিত, অনিয়মিত এবং নিয়মবহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার আপামর জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই ভারতীয় সাহায্য সহানুভূতিকে সম্বল করে আমরা এত অল্প সময়ে এত বড় বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছি। কাজেই চিহ্নিত শত্রুদেরকে গুনে গুনে বাদ দিয়ে বাকী প্রতিটি বাঙ্গালী ছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং বিজয় গৌরবের অংশীদার। এত অগণিত মানুষের ‘লিস্ট’ বানাবে আজ কে বা কারা?

মুক্তিযুদ্ধের কতক দিক রয়েছে যে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য রাখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একাত্তরের ৭ই মার্চের ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার শর্তসম্পৃক্ত মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছি কিন্তু ঘোষণাটি স্বাধীনতার ভাষায় লিপিবদ্ধ বলে মেনে নিতে পারিনি। অসহযোগ আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের নির্দেশে প্রশাসনিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসেছিল তাতে আমি ভাবতে পারিনি যে সামরিক পরাজয় ছাড়া পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে দেবে। বেসামরিক জনগোষ্ঠিকে একটি সুস্পষ্ট আসন্ন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সংঘবদ্ধ করার কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর দিশেহারা ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, পুলিশ, ইপিআর ও বাঙ্গালী সেনারা কারো আদেশ ছাড়াই পাকিস্তানের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পরেই আমাদের প্রতিটি গ্রামগঞ্জের শহরে বন্দরে ‘পশ্চিমা হটাও’ অভিযান গড়ে উঠে। ১৯৫২সালের একুশের পর থেকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আইয়ুব আমালের মাঝামাঝি সময়ে নেতৃত্বের অভাবে তা প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে এসেছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান শেখ সাহেবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শীর্ষমণি হিসেবে চিহ্নিত করে। তার অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও জনদরদী মনমানসিকতার জন্য ১৯৭০সালের ইলেকশনে আওয়ামী লীগের যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কথা কেউ ভাবতে পারেনি। এ কারণেই স্বাধীনতা যুদ্ধের শীর্ষমণি হিসেবে রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগকে মেনে নিতেই হবে।

আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কোন কেন্দ্রীয় আদেশে দেশত্যাগ করেছেন বলে জানা নেই। ২৫শে মার্চের পর তারা যখন কলকাতা বা আগরতলায় সমবেত হন তখন তাদের মধ্যে যে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয় তাতে বুঝা গিয়েছে যে কোন পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁরা দেশত্যাগ করেছেন। কর্নেল ওসমানীও তাই করেছেন। এই পূর্বপরিকল্পনাহীনতার জন্য আমরাও বুঝতে পরিনি যে, আমাদেরকে কখন কি করতে হবে। এমনকি আগরতলায় যাঁরা পৌঁছেছিলেন তাঁদের কার্যকলাপের সঙ্গে কলকাতায় অবস্থানরত নেতৃবর্গের কোন সংযোগ ছিল না অনেকদিন। এজন্য ভিনদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের দুটি ধারা সূচিত হয়েছিল। মুজিব নগরে সরকারের প্রশাসন সংগঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আনা হয় এবং যথারিতি প্রশাসনিক বিধি নিষেধের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই সকল জটিল কাজ আমরা গুটিকতেক কর্মচারীরা সম্পন্ন করেছি, মাহবুব আলম চাষী (মরহুম), হাসান তৌফিক ইমাম, জহুর আহমদ চৌধুরী (মরহুম), মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আগরতালায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশাসনিক কাঠামো বানাবার প্রথম পর্বের সূচনা করেন। পরে তারা কলকাতা কেন্দ্রীক প্রশাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েন।

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার কিছুটা অভাব ছিল। কিন্তু এই অভাবকে কোনক্রমে ঢেকে রাখার চেষ্টা প্রশাসন থেকে অতি সতর্কতার সাথে করা হয়। আপামর মুক্তিযোদ্ধারা যে অসীম সাহসিকতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে কোন মহলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠাঁই পায়নি। পার্লামেন্টের প্রায় সকল সদস্য ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দেশবাসীর কাছে তাঁদের দায় দায়িত্ব

পালনে তারা সব সময় সতর্ক ছিলেন। কিন্তু এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হয়েছিল যে শুধু তাঁদের প্রজ্ঞার ওপর সব কিছু ছেড়ে দেয়া সম্ভবপর ছিল না। সে জন্য আমাদের সামরিক অফিসারদের প্রজ্ঞাকেই সম্বল করে আমাদের এগুতে হয়েছে। আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল সেক্টর কমাণ্ডারদেরকে নিজ নিজ এবং বিস্তৃত মুক্তিবাহিনীর সব কিছু দেখাশুনা করা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই সেক্টর কমাণ্ডারদেরকে নিজ নিজ পরিকল্পনানুসারে অনেকাংশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। পার্লমেন্টের সদস্যবৃন্দ প্রশাসনে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁদেরকে অনেক সময় পাশ কাটিয়ে এগুতে হয়েছে। তাতে কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করেছেন। এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে বেসামরিক কম্যাণ্ড কাউন্সিল গঠন করেছিলাম। কার্যতঃ এই সকল কাউন্সিল যুদ্ধ চালনার কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত ছিল না। যুদ্ধ সেক্টর কমাণ্ডারদের কলাকৌশল ও পরিকল্পনানুসারে পরিচালিত হয়েছে।

জুলাই মাসের দিকে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দকে একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পারস্পরিক সমালোচনা, অভিযোগ ইত্যাদি যেন দানা বেঁধে উঠতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে এক প্রস্তাব পেশ করি। তিনি তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু কোথায় কিভাবে এই সমাবেশ ঘটানো সম্ভবপর হবে তা ছিল ভাবনার বিষয়। ভারতীয় সরকারের সহায়তায় ও সৌজন্যে মেঘালয় ও দার্জিলিং-এর মধ্যবর্তী বাগডোগরা নামক এক নির্জন স্থানে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও মন্ত্রী মহোদয়গণ দু'দিন বহু তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হন। ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার পথ সুগম হয়। বাগডোগরা সমাবেশকে মুজিবনগর সরকারের পার্লামেন্টারী অধিবেশন বলা যেতে পারে। এই সমাবেশের খবর আমরা প্রচার করিনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোয় আমরা যখন আমাদের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন তাঁদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যে অন্যায়, অবিচার ও শোষণকে লক্ষ্য করে মুক্তিকামী বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তার অবসান ঘটাতে হলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে আদর্শস্থানীয় তার ব্যতিক্রম কিছু বলার ছিল না। ধনতন্ত্রের কাঠামো ও ভিতকে দুর্বল করতে হলে জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে হবে-এই ছিল আমাদের বাণী। এই দুর্গম পথের পাথেয় যে ত্যাগতিতিক্ষা তার নাম ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ লোকের জীবন দান আর মা-বোনদের ইজ্জত হানি-এই আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা। ফসল হলো-বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন করব এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। '৭১-এর নভেম্বর মাসে আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বা নীতিমালা এখান থেকেই তৈরী করে নিতে হবে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের ওপর বিজয়ের গৌরব নিয়ে প্রশাসন চালাতে হলে যে প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন তা হয়ত রাজনৈতিক মহলে এককভাবে আশা করা সম্ভবপর হবে না এই ভেবে আমাদের উদ্যোগেই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক মৌল কাঠামো তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সরকারী, আধাসরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহ এবং কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপারে এটা ধরে নিতে হবে যে তাঁরাও ছিলেন আমাদের মতো মুক্তিযোদ্ধা। এই ছিল আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত। শুধু ব্যতিক্রম ছিল এইটুকু যে, যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করে দেশবাসীর কাছে জঘন্য শত্রুবলে চিহ্নিত হয়েছেন তাদের জন্য একটি স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করা হয়। একজন বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য এবং সরকারের একজন সচিবকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রায়কে সরকার চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। তারপর আরো কিছুসংখ্যক চিহ্নিত কর্মচারীর কাছ থেকে আনুগত্যের একটা শপথ নেয়া হবে এর বেশী কিছু নয়। আমাদের মতে এতেই দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকবেন এবং প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তেমন কোন ওলট পালট হবে না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য বিবরণীর অভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুবিবেচিত না হলেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা ধারা প্রবাহ আমরা নির্ধারন করেছিলাম। অবাঙ্গালী মালিকানা শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান

পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এই ভেবে পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করা হবে। দেশী মালিকানায় শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেগুলো দীর্ঘদিন যাবত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তাদেরকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চাঙ্গা ও তেজী করে তুলতে হবে। এই ছিল আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ ছাড়া, বিরাট মুক্তিবাহিনীকে যথাশীঘ্র কি করে কৃষি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেয়া যায় তারও ব্যবস্থা করা হবে। অগণিত ছাত্র-শিক্ষক যারা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে শান্তিময় জীবনের অভীষ্ঠ মন-মানসিকতায় কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় সে দায়িত্ব শিক্ষাবিদদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হবে। স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ হিসেবে ছাত্র-জীবন থেকে একটি বছর দেবার কথাও তখন চিন্তা করা হয়েছিল যাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন মহা সংকটের উদ্ভব না ঘটে।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং সামাজিক শৃঙ্খলার বিধানকল্পে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আইনসংগত উপায়ে গৃহীত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন নতুন সংস্কারে সঙ্গে সঙ্গে হাত দেয়া হবে না। মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিল। এই কমিশনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও তাঁদের নির্বাচিত আরো কয়েকজন। যতটুকু মনে পড়ে একটা যুদ্ধোত্তর গরীব দেশের জনসাধারণের খাদ্য-গৃহ ও বস্ত্রসংস্থান ছিল এই পরিকল্পনার মৌল বিষয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাসগুলোয় পাকিস্তানী একশত টাকার বিনিময়ে একশত চুয়াল্লিশ ভারতীয় টাকা পাওয়া যায়নি। সমান সমান মূল্যে মুদ্রা বিনিময় হতো। মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল চারশত পাকিস্তানী টাকা। এই টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া, খাওয়া, অফিসে যাতায়াত, ঔষধ ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় খরচ মেটানো হতো। অর্থ ছিল না বলে ব্যয়বহুল নিয়মিত বাহিনী বড় আকারে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রিফিউজি ক্যাম্পে খেয়েদেয়ে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন সেক্টরে অভিযান চালিয়েছে। কি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দিন কাটিয়েছি তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ঢাকা থেকে লোক মারফত কিছু টাকা পয়সা নেবার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত করতে হয়েছে। আমার শ্বশুর মরহুম হাফিজুদ্দিন সাহেব এই টাকা দেন। আমার বন্ধু অধ্যাপক মোস্তফা নূরুল ইসলাম বিলেতে ছিলেন তিনিও কিছু পাউণ্ড দিয়ে সাহয্য করেন। তাঁদেরকে এই টাকা ফেরত দিতে হয়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ কি অভাবনীয় কষ্টে দিন কাটিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র ও রিলিফের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে সীমান্তের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে সেক্টর কমাণ্ডারদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। ভারতীয় প্রশাসনের কাছে ক্যাম্পের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছি। মুক্তিযোদ্ধা বেশে পাকিস্তানী চরদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার কাজে আমাদের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকেও স্থানে স্থানে খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল আবর্তে আমার কাজের কোন ধরাবাঁধা পরিধি ছিল না বলা চলে। স্থানে স্থানে জোরালো বক্তৃতা দিয়েছি। সমাজতন্ত্রের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করে মুক্তিবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে কামরুজ্জামান ও তাজউদ্দিন ছিলেন সোচ্চার। স্বদেশী গান গেয়ে দেশপ্রেমিক শিল্পীরা স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেশ-বিদেশ প্রচার করেছেন। মাত্র করয়কজন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বেতারকর্মী যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন তা অভাবনীয়। মুকুলের ‘‘‘‘ঠেটা মালিক্কা’’‘‘ (গভর্নর ডঃ আব্দুল মোত্তালিব মালিক) নামক প্রোগ্রাম ও ‘‘‘‘চরম পত্র’’‘‘ ছিল সে সময়ের বেতার জগতের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। কামরুল হাসান, জহীর রায়হান, হাসান ইমাম, আব্দুল জববার, মুকুল এবং আরো অনেককে আমি আগে থেকে খুব ভালভাবে জানতাম। তাঁদেরকে অনেক খবর দিয়েছি যা নিজ নিজ পদ্ধতিতে তারা ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন অঙ্গনের দৈনিক খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমাদের লোকজন ঢাকা প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেক্রেটারিয়েট থেকে সংগ্রহ করে কলকাতায় আমাদের কাছে পৌঁছে দিত। রিলে সিস্টেমে এই সব খবর পাঠানো হত। সপ্তাহকালের মধ্যে কলকাতা থেকে আমাদের গোয়েন্দারা ঢাকা ও অন্যান্য শহরের অফিসের গোপনীয় কাগজপত্র, পাকিস্তান সরকারের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে আসতো। অফিসের লোকজন গোপনে গুরুত্বপূর্ণ খবর সরবরাহ করে আমাদেরকে সাহয্য করেছে। মুক্তিকামী ছিল বলেই তারা

একাজ করেছে। আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে দেশপ্রেমিক মানুষের বাড়ীতে লুকিয়ে পালিয়ে রাত কাটিয়েছে। যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল তারাও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আর যারা আমাদের গোয়েন্দাদেরকে খবর দিয়ে সাহায্য করেছিল তাদেরকে কি আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বলবো না? স্টেট ব্যাংকের যে সব সিরিজের নোট খোয়া গিয়েছিল সে সব সিরিজের তালিকাও আমাদের লোকজন সংগ্রহ করেছিল। এই সুদক্ষ গোয়েন্দার কাজে প্রধানতঃ পুলিশ, ছাত্র ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা নিয়োজিত ছিল।

দেশত্যাগী প্রায় সাত হাজার পুলিশ, এবং পাঁচ হাজার ই পি আর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছে। পুলিশদেরকে ১৭০০ মাইল সীমান্তের আশ্রয় ক্যাম্প ও অন্যান্য জায়গা থেকে খুঁজে বের করে সংঘবদ্ধ করার কাজ আমাকে করতে হয়েছে। ই পি আর-এর প্রায় সকলেই নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। পুলিশের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। সীমান্তের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল বলে ই পি আর ছিল আমাদের অভিযানের সেরা সৈনিক। ই পি আর ও পুলিশ অকাতরে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে। প্রায় ষোলশত পুলিশ এবং এক হাজার ই পি আর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। পংঙ্গু হয়েছে অনেকে। পরিবারের উপর বহু রকম নির্যাতন চালিয়েছে পাকবাহিনী। বাংগালী সৈনিক ও অফিসারদের অনেককেই যুদ্ধের আগে থেকে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল বলে মুক্তিযুদ্ধে পেশাগত সৈন্যের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে যারা আটক ছিলেন বন্দী শিবির থেকে কেউ কেউ পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় ভূমিকা কারো কারো কাছে ছিল বিতর্কিত। নিজস্ব শক্তিতে শুধু ত্যাগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও মনোবলকে সম্বল করে সুদক্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভবপর হবে কিনা এই প্রশ্নে আমাদের সামরিক মহলে মতভেদ ছিল। কর্নেল ওসমানীর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমাদের তরুণ সামরিক অফিসারদের কিছুটা গরমিল ছিল। বাইরের কারো নেতৃত্বের গুরুভারে মুক্তিবাহিনীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে এ ধারণা অনস্বীকার্য হলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘকালীন করার বিপক্ষে প্রশাসনিক মতামত ছিল সুস্পষ্ট। পাক বাহিনীর দীর্ঘকালীন নির্যাতনে দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ভয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার বিপদকে দেখা হয়েছে বাস্তবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকে আমরা ভয় করেছি। মুজিব বাহিনীর সৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদের দানা গড়ে উঠেছিল প্রায়। ছাত্র নেতারও ইতিমধ্যে মতবিরোধের শিকার হয়েছিল। কাজেই সংক্ষিপ্ততম সময়ে বিজয় অর্জন করতে হবে-এই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছে। মুক্তিবাহিনীকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত অভিযান চালানো হয়। পশ্চিম রণাংঙ্গনের পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের তেমন আকর্ষণ ছিল না। পাকিস্তান পরাজিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের রণাংঙ্গনে কত শীঘ্র পাকিস্তানকে পরাজিত করা যাবে এটাই ছিল আমাদের কাম্য।

ভারতীয় যুদ্ধবিশারদরা 'বাইপাস' সিস্টেম-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব নূন্যতম সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। 'বাইপাস' সিস্টেম এ পাকবাহিনীকে কোন সম্মুখযুদ্ধের সুযোগ দেয়া হয়নি। লক্ষ লক্ষ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় নেতৃত্বে পাক বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। দিশেহারা পাক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র যেখানে-সেখানে ফেলে ঢাকায় এসে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। বাংলাদেশের কোথাও লুকিয়ে জীবন বাঁচাবার পরিস্থিতি তাদের ছিল না। সপ্তম নৌ-বহরের পাঁয়তারা সত্ত্বেও প্রায় একলক্ষ পাক বাহিনীর এত নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ!

বিজয় যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ উৎসবে আমাদের যোগদান সম্পর্কে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে স্থির করা হয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর কর্নেল ওসমানী, রুহুল কুদ্দুস ও আমি হেলিকপ্টারে ভারতীয় কমাণ্ডারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছুব। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার জন্য আমাদের যে সময় দেয়া হয়েছিল তার ঘন্টাখানেক পূর্বে আমাদের প্রশাসনে কি যেন একটা হাস হাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি তার কিছুই আঁচ

করতে পারিনি। রুহুল কুদ্দুস শুধু জানালেন যে, কর্নেল ওসমানীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই ডেপুটি কমাণ্ডার ইন-চীফ এ, কে, খন্দকারকে খুঁজে বের করা হয়েছে। শুধু তিনি ঢাকায় যাবেন। আমরা দুজন যাবো না। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কার কি মতভেদ ঘটেছিল তা আর জানতে পারিনি। ঠিক করা হলো ১৭ই ডিসেম্বর শেখ সাহেবের ছেলে জামালকে ঢাকা রেডিও চালাবার মতো যন্ত্রপাতি দিয়ে পাঠানো হবে। ১৮ তারিখ রুহুল কুদ্দুস, নূরুল কাদের, আসাদুজ্জামান ও আমি ঢাকায় আসব। পরিবারকে সঙ্গে আনা যাবে না। কাজেই আমার পরিবার ও ছেলেমেয়েকে কলকাতায় রেখে আসি। প্রায় ১২ দিন পর তাদের ঢাকায় নিয়ে আসি। ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে সেদিন জীবনের সবকিছু পেলাম। হেলিকপ্টার থেকে নামার আগে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি। এয়ারপোর্টে হাজার হাজার লোকের ভিড়ে কারো সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিনি। জানি না তাঁরা কি ভেবেছিল। শুধু হাত উঠিয়ে সালাম জানিয়েছি। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব কে কোথায় কিভাবে আছেন-জীবিত কি শহীদ, এই চিন্তায় সেই মুহূর্তে এতই অভিভূত হয়েছিলাম যে, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার আনন্দে যুগপৎ নেমে আসে অব্যক্ত বিষাদের ছায়া। এই বিষাদ থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি।

-আব্দুল খালেক
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

আব্দুল বাছিদ সিদ্দিকী*

২৬শে মার্চ আমরা টাঙ্গাইল সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। পুলিশ এবং আনসারের সহযোগিতায় কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করি এবং টাঙ্গাইলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। তারপর টাঙ্গাইল, কালিহাতী, নাটিয়াপাড়াতে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমি ও হুমায়ূন খালিদ কালিহাতীতে অবস্থান করি। সেখানে থেকে আমরা নাটিয়াড়া আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাই। ই,পি,আর, বি,ডি আর বাহিনী মধুপুরে ঘাঁটি স্থাপন করতে চলে যায়। ঘাটাইল থেকে আমরা ময়মনসিংহ যাই। এখানে সিটি স্কুলে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিল এবং রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া সাহেবের বাসায় ছিল মুক্তিবাহিনীর অফিস। সেখান থেকে ঘাটাইল পাহাড়ী অঞ্চলের ধলাপাড়া গ্রামে চলে যাই। এখান থেকে মধুপুর পতনের সংবাদ জানতে পারি। ধলাপাড়া হাসপাতালে আমরা রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করি। কাদের সিদ্দিকীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম মুক্তিবাহিনী গঠন করি। সখীপুরে মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপন করি। চারান, বাসাইল, কাউলাজানি, কাসুটিয়া, বল্লা, দেওপাড়া, ভূঞাপুর, গোপালপুর, বৈলারপুর প্রভৃতি স্থানে আমরা পাক-বাহিনীর মোকাবেলা করি।

অতঃপর আমি, নূরুন্নবী ও নূরুল হক প্রমুখ ভারতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে গমন করি। মেঘালয় থেকে বেশ কিছুসংখ্যক অস্ত্র সংগ্রহ করে আমরা আবার ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমরা টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল সখীপুর। আমি ছিলাম বিচার বিভাগের প্রধান। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এই সময় ধলাপাড়ায় যে যুদ্ধ হয় তাতে কাদের সিদ্দিকী আহত হন।

লাউহাটি, নাগরপুর, বাঐখোলা, দেওপাড়া, ধলাপাড়া, মাকরাই প্রভৃতি স্থানে পাক-বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমরা পাক-বাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধন করি। এ সময় টাঙ্গাইল মূল শহরে, আশেপাশের কতগুলো এলাকা ছাড়া, মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসন চালু করি। ১১ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মূল শহর দখলদার মুক্ত হয়।

সাক্ষর/
আব্দুল বাছিদ সিদ্দিকী
২৫-৭-৭৩

---

* পি ই-১৩২ টাঙ্গাইল-৩

আব্দুল মালেক উকিল

১৯৭১ সালে আমি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের (লক্ষীপুর ও ফেনী জেলাসহ) সভাপতি ছিলাম। একজন এম,এন, এ হিসেবে আমিই '৭১ সালে জিলা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হই। ইতিপূর্বে আমি ১৯৫৬, ৬২ এবং ৬৫ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টোরী পার্টি ও সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কাজ করেছি। নিখিল পাকিস্তান বার কউন্সিল-এর নির্বাহী কমিটির নির্বচিত সদস্য হিসেবে ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির পার্লমেন্টারী বোর্ডের সদস্য হিসেবে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লাহোরের গুলবাগে নিখিল পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতিত্ব করি এবং ঐ অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ছয়জন প্রতিনিধি ছিলাম। তার পরের ইতিহাস খুবই করুণ হলেও বাঙ্গালী জাতির মুক্তিসনদ হিসেবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জি, এম সৈয়দ হারিনেতা কাজী ফয়জুল্লাহ, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান প্রদেশের আরবাব সেকান্দর হায়াত খান, মানকি শরিফের পীর আতাউল্লাহ খান মঙ্গল, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, রেয়াছানী, শেখ মঞ্জুরুল হক, খলিল তিরমিজিসহ সকলেই প্রকাশ্যে ছয় দফা সমর্থন দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকেই আমরা একই সাথে ঢাকায় দিনের পর দিন আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ও ৬ দফার ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র রচনার কার্যে নিয়োজিত ছিলাম। ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসার পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জরুরী অধিবেশন কখনও কখনও সারা রাত্রি ধরে চলতো। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং সংলাপের সময় আমরা দৈনন্দিন অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের মতামত ব্যক্ত করতাম। কিন্তু ২৪শে মার্চ বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাদেরকে অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী আমি ২৪শে মার্চ নোয়াখালীতে (মাইজদী) চলে যাই। স্মরণ করা যেতে পারে, ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার ও 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার' নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে এবং নির্দেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয়নি। ২৫ মার্চ রাত ১১টা আমার মাইজদীস্থ বাসভবনে আমার নিজস্ব টেলিফোনে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর ৩২নম্বর বাড়ীর বিখ্যাত ৪২৫১ টেলিফোনে যোগযোগ করি। একবার ঐ বাড়ীতে অবস্থানরত হাজী গোলাম মোর্শেদ (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী) টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনিও সতর্ক করে দেন যে, ''যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে''। বঙ্গবন্ধু শুধু চীৎকার করে বলেছিলেন,' 'এখনও বসে আছ? সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে''।

২৬শে মার্চ সকালেও আমরা বিভিন্ন সূত্রে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা এবং হানাদার বাহিনীর গণহত্যার কথা অবহিত হই। এ সময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনাব মনযুর উল করীম (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব)। আমি তাঁর মারফতে জেলা ও দায়রা জজ গাজী শামসুর রহমান (বর্তমানে প্রেস কাউন্সিলের সভাপতি) এবং পুলিশ সুপার শহীদ আব্দুল হাকিমসহ মহকুমা প্রশাসক ও সকল সরকারী কর্মচারী, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারকে নোয়াখালী সার্কিট হাউসে ২৬ তারিখে ১০টার মধ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহবান জানাই। আওয়ামী লীগের সমস্ত এমপি এ, এম এন এ ও বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও ঐ সমাবেশে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করি। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সমস্ত সার্কিট হাউজ এবং সম্মুখের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহবান জানাই। উপস্থিত সর্বস্তরের জনগণ এবং জিলা ও দায়রা জজসহ সকল স্তরের কর্মচারী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহবানে স্বাধীন বাংলার

পক্ষে সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে ডেপুটি কমিশনার জনাব মনযুর উল করিম বঙ্গবন্ধু মুজিব কর্তৃক ঘোষিত একটি ইংরেজীতে টাইপ করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দেন। সেটি ছিলঃ To the people of Bangladesh and also the world:

Pakistan Armed Forces suddenly attacked the EPR Base at Peelkhana and Police Line at Rajarbag at .00 hrs. of 26-3-71, Killing lots of people, Fierce fighting is going on with the EPR and police forces in the streets of Dacca. People are fighting gallantly with the enemy forces for the cause of Freedom of Bangladesh Every sector of Bangladesh is asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh.

May Allah bless you and help you in your struggle for freedom

Joy Bangla
Sk. Mujibur Rahman

এটি হুবহু বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের রাতে অয়ারলেস মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমবেত জনতা সর্বোচ্চ কণ্ঠে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং আমার নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে। ঐ মিছিলের শ্লোগান ছিল 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা মানি না।' ''বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'' ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে সর্বস্তরের নাগরিক ও কর্মচারীগণ শুধু শপথ করেই ক্ষান্ত হননি তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং আমার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এমনকি রিজার্ভ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ খান অস্ত্রাগারের চাবি আমার হাতে অর্পণ করে বলেন যে, আজ থেকে আমরা আপনাদের হুকুমে পরিচালিত হবো এবং বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকবো। (From now onwards we are under your command ") ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে আমার নিকট কয়েকটি জরুরী টেলিগ্রাম আসে। জনাব মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বর্তমানে জেলা, দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি) টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে নিশ্চয়তার জন্য। যেহেতু আমি ই, পি, আর-এর ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণার কপি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি আলোচনা করেছি এবং যেহেতু সে সময় ঢাকায় বঙ্গন্ধুর বাড়ীর ও অন্যান্য জরুরী টেলিফোন যোগাযোগ চট্টগ্রামের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল, সে জন্য আমাকে টেলিফোনে বারবার নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল। সকল সরকারী ও আধা সরকারী কর্মচারী সেদিনই আমাদেরকে তাদের এক দিনের বেতন দিয়ে যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। নোয়াখালী টাউন হলে আমরা কন্ট্রোল রুম স্থাপন করি এবং মাইজদীর রৌশন বাণী সিনেমা হলে আমাদের খাদ্য ও সাহয্য সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করি। পুলিশ লাইন ও জিলা স্কুলে তৎক্ষণাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।

নোয়াখালী সর্বস্তরের জনগণ পুলিশ, ই,পি, আর, আনসারসহ ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলা হানাদারমুক্ত রাখে। এ সময়ে আমরা সামরিক পোশাকে বেলুনিয়া ও নোয়াখালী সীমান্তে অবস্থিত পাক বি, ও, পি, হতে আগত অস্ত্রশস্ত্রসহ হাজার হাজার ই,পি,আর ও আনসারকে সংগঠিত করি। ৪০/৫০ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে বন্দী অবস্থায় রাখি, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল, শিক্ষাকেন্দ্র ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করি। বেলুনিয়া বর্ডারে অবস্থিত পাক বি,ও,পি থেকে উদ্ধারকৃত মেশিনগানসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ আমাদের হস্তগত হয় যা আমরা পরে ২নম্বর সেক্টরে এবং নোয়াখালী, ফেণী, লক্ষীপুর ও বিশেষ করে শুভপুরের যুদ্ধে কাজে লাগাই।

২রা এপ্রিল চাঁদপুর থেকে মিজান চৌধুরী রায়পুর হয়ে নোয়াখালী আসেন। আমি, মিজান চৌধুরী এবং ফেনীর এম,এন,এ মরহুম খাজা আহমেদসহ ছোতাখোলা হয়ে ভারতীয় বি, এস,এফ এর মেজর প্রধান এর

সহায়তায় প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করি। প্রথমে রামগড় ও পরে উদয়পুর হয়ে আগরতলায় যাই। উল্লেখ্য যে, রামগড়ে আমরা মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিকসহ কয়েকজন সামরিক অফিসার ও তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রমের ডি,সি জনাব তৌফিক ইমামের সঙ্গে আলোচনা করি। ঐ দিনই সন্ধ্যায় আগরতলা পৌঁছার পরপরই অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রী অনিল বিশ্বাসের বাসভবনে বি বি সি ও ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিনিধিসহ অনেক সাংবাদিক আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং আমাদের কথা টেপ করেন। সম্ভবত বাংলাদেশে গণহত্যা এবং সর্বাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে এটাই বহির্বিশ্বের প্রথম প্রচারিত বাণী। কারণ আমরা (আমি এবং মিজান চৌধুরী) যে সাক্ষাৎকার প্রদান করি তা শুনেই আমেরিকায় নিযুক্ত তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত (মিনিস্টার ও পরে পররাষ্ট্র সচিব) জনাব এনায়েত করিম, তাঁর এক ভাগ্নে এবং অন্য একজনকে কলকাতায় কিড স্ট্রীটে সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে অন্ততঃ বাংলাদেশের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আগরতলা বা কলকাতায় পাওয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নোয়খালী বোধ হয় একক ও অনন্যভাবে সরকারী কর্মচারী ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে unified command এর মাধ্যমে প্রায় এক মাস যুদ্ধ করে সমগ্র এলাকা হানাদারমুক্ত রেখেছিল। তারপর আমরা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল ও ফরিদপুরের বেশকিছুসংখ্যক নির্বাচিত এম, পি ও এম, এন, এ আগরতলায় একত্রিত হই। এ সময়ে আমাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আগরতলার মূখ্যমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রধান লিয়াজোঁ নির্বাচিত করা হয়। সে সময় কর্নেল ওসমানী, লেঃ কর্নেল আব্দুর রব এম,এন,এ সহ কয়েকজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর একটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের তীব্র প্রয়োজনীয় অনুভব করি। আমরা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যপারে একমত হই। ত্রিপুরার তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী শচীন বাবু এবং বিখ্যাত স্বদেশী নেতা কলকাতার ১৪নং ক্ষুদিরাম বোস লেনের শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত আমাদের এই কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর ১০ই এপ্রিল জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি এবং (মেজর জেনারেল) আব্দুর রবকে ডেপুটি করে, বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি এবং নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, জনাব তজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি অস্থায়ী মন্ত্রিসভা ও সরকার গঠন করা হয়। অতঃপর শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত আমাকে ও কয়েকজন এম, এন,এ ও এম,পিকে তাঁর কর্মস্থল ও পত্রিকা অফিস কলকাতার ১৪নং ক্ষুদিরাম বোস লেনে নিয়ে যান। ওখান থেকে আমরা বি,এস, এফ-এর হেড কোয়ার্টার ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে জনাব নজরুল ইসলম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলীসহ বিপ্লবী সরকারের সব মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাই। পরবর্তীকালে আমরা ''তালায়'' অবস্থিত অন্দামান ফেরত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ শ্রী অমর গাঙ্গুলী ও মণি গাঙ্গুলীর বাড়ীতে অবস্থান করে মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময় করি। কিছুদিন পর ওখান থেকে আমরা উত্তর কলকাতায় অবস্থিত ৩০নং মদন মোহন তালা স্ট্রীটে শ্রী শ্যামাপদ সাহা, শ্রী বাদল সেন, শ্রী অমল সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীতে তাদের প্রেরণা ও সহায়তায় আমরা শিয়ালদহ সল্ট লেকসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ অসহায় বাস্তুহারাকে দেখাশুনা করি। অতঃপর আমার ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টায় নড়াইলের তৎকালীন এম,পি, এ মিঃ শহীদ ও তদানীন্তন পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলীর বিশেষ সহকারী মিঃ জাকির আহমদ-এর সহায়তায় আমি হাইকমিশনারকে বাংলাদেশের পক্ষে Defect করার প্রস্তাব করি। তিনি প্রায় সব বাঙ্গালী কর্মচারীসহ Defect করতে রাজী হন। তবে তিনি সমস্ত কর্মচারীর নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সরাসরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। সে মতে আমি তাঁর পক্ষে এই প্রস্তাব নিয়ে ২/এ লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করে একটি তৃতীয় স্থানে বৈঠকের ব্যবস্থা করি। ঐমতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে পার্ক সার্কাসের ৯নং এভিন্যুতে অবস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস বাংলাদেশ মিশন হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যানাথতলায় দেশী-বিদেশী প্রায় শতাধিক সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার-এর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য তিনজনকে মন্ত্রী, জনাব ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি ও নয়জনকে সেক্টর কমাণ্ডার করে বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ঐ দিন রাতেই আমরা

কলকাতায় ফিরি। তার পূর্ব থেকেই আমাকে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের এম,এন,এ ইনচার্জ করে বিধান রায়ের বাড়ী ৪৭ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে দফতরের ভার দেয়া হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীকেও পরে যুক্তভাবে এই পদে একই জায়গায় নিয়োগ করা হয়। পরে পরিচয়পত্র প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান তাঁর মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে নেন। সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের আরো দুইটি অতিরিক্ত অফিস নেয়া হয়। একটি ৩/১ কামাক স্ট্রীটে এবং অন্যটি ১নং বালিগঞ্জে। শ্রী জি, এস ভৌমিক Defected জিলা দায়রা জজকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। জনাব কাওসার আলীসহ অনেকে যুক্তভাবে আমাকে সহায়তা করেন। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ৯ মাস যুদ্ধকালে আর কোন মন্ত্রী নিয়োগ করেননি। আমাদের এম,এন, এ ইনচার্জদের মন্ত্রীর স্ট্যাটাস দেয় হয়। ৩/১ কামাক স্ট্রীটে বিদেশ হতে প্রাপ্ত টাকা, চেক ইত্যাদি গ্রহণ করা হতো। এখানে জনাব কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী এবং আমি ছাড়া আর কোন লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না।

পরে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি (Personal envoy) হিসেবে মনোনীত করেন এবং জুন মাসে বিভিন্ন রণাঙ্গনে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও নেপালে সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। পালাটোনায় ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, এম, এন, এ ও ভারতীয় ক্যাপ্টেন ধর আমাকে নিয়ে প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মেলাঘরে প্রায় ৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা আমার হাতে শপথ গ্রহণ করে। মেজর খালেদ মোশারফ, ক্যাপ্টেন হুদা, মেজর হায়দার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপভাবে আমি রাজনগর, ধর্মনগর, ছোতাখোলা, বিলোনিয়া, বেগুলা, মাঝদিয়া, চরিলাম, সাবরুম, পূর্বাঞ্চলীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও করিমপুর, শিকারপুর, ইছামতি ভাগিরতীর তীরে অবস্থিত বহু ক্যাম্পে গমন করি এবং বিভিন্ন সেক্টর কমাণ্ডার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করি। উল্লেখ্য যে, আমাদের বহু খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা দেশের অভ্যন্তরে থেকেই সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জনাব রুহুল আমিন ভুঞা, খালেদ মোহম্মদ আলী এম এন এ, মাহমুদুর রহমান, বেলায়েত ও আমার দুই ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন ও বাহার উদ্দিনসহ এরা প্রায় ৯ মাস দেশের অভ্যন্তরেই ছিলেন।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করার পরই আমি কিছু নগদ টাকা ও দুই ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী যথা রেইন কোট, কিটস ইত্যাদি নিয়ে আগরতলায় এসে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিতরণ করি। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬৩ জন এমপি এ, এম এন এ-র উপস্থিতিতে আমার সভাপতিত্বে পূর্বাঞ্চলীয় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ইতিপূর্বে এ পদ নিয়ে খুব দলাদলি ও দ্বন্দ্ব ছিল। ইতিমধ্যে আমি নিজের কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়ন ও পরিবারের স্ত্রী, মাতা, ৫মেয়ে ও ২ছেলে সকলের খোঁজ-খবর নেয়া এবং নোয়াখালী জেলার সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ২৪শে এপ্রিল বেলুনিয়া হয়ে নোয়াখালী প্রবেশ করি। মাইজদী গিয়ে দেখি বাসা ফাঁকা, সব মালপত্র আছে কিন্তু বাড়ীতে কোন মানুষ নেই। অনুরূপভাবে জিলা প্রশাসক, জজ, পুলিশ সুপার সকলেই নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ হানাদার বাহিনী লাকসাম হয়ে রেল লাইন ধরে দ্রুত নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গভীর রাতে আমি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরে শুধু ঘন্টাখানেকের জন্য আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে ও শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের সাথে দেখা করি। সঙ্গে সঙ্গেই একটি জীপ ঐ বাড়ীতে আসে এবং রিজার্ভ পলিশের ইন্সপেক্টর মিঃ খান এসে বলেন স্যার, এখনই আপনাকে চলে যেতে হবে, কাল আর বর্ডার ক্রস করতে পাবেন না। হানাদার বাহিনী মাইজদী টাউন হতে মাত্র ১০/১৫ মাইল দূরে চৌমুহনীর উত্তরে অবস্থান নিয়েছে। কাজেই ঐ মুহূর্তে হতভম্বের মত আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলাম। সঙ্গে ছিল আমার ল্যাণ্ড রোভার জীপ আর ড্রাইভার মাহমুদ, চৌমুহনী বিদ্যামন্দিরের হেডমাষ্টার সালাউদ্দিন এবং সোনাইমুড়ীর গোলাম মোস্তফা। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে ২৫শে এপ্রিল বর্ডার ক্রস করে বেলুনিয়া পৌঁছি। আসার সময় স্ত্রীকে বলে আসি “খোদা হাফেজ, চরাঞ্চলে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চেষ্টা করো।“ বর্ডারের কাছে এসে এক নিরাপদ স্থানে জনাব

সালাউদ্দিন এবং গোলাম মোস্তফাকে নামিয়ে দেই। স্কর্ট পার্টি হিসেবে মিঃ খানের জীপ ৩/৪ জন পুলিশ বর্ডার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বস্ত ড্রাইভার মাহমুদ বাবা-মা ছেড়ে আমার সঙ্গে ছিল। ২৬ এপ্রিল তারিখে নোয়াখালীর পতন হয়। সমগ্র শহর হানাদার বাহিনী দখল করে নেয়। আগরতলায় এসে ত্রিপুরার মূখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন নেতৃবন্দের সঙ্গে এবং অন্যান্যের সঙ্গে বিশেষ করে ২নং সেক্টরের মেজর খালেদ মোশারফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রেরণের ব্যবস্থা করি।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর থেকে জরুরী ভিত্তিতে কলকাতা গমনের জন্য আমার ডাক আসে। আমি পূর্বেই সব কিছু জহুর আহমদ চৌধুরীকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাই। ৯নং সার্কাস এভিনিউ অর্থাৎ ''বাংলাদেশ মিশনে'' দেশী বিদেশী অনেক ব্যক্তি, বিশেষ করে পিটার হেজেল হার্স্ট, New York Times & Christian science Monitor এর প্রতিনিধি Henry Haward Ges Mark Gayan এর সঙ্গে আমি বাংলাদেশের গণহত্যা এবং প্রাসংগিক বিষয়ে আলোচনা করি। এখানে প্রয়াত ডঃ মুজাফফর আহমদও উপস্থিত ছিলেন। কখনও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদও উপস্থিত থাকতেন।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমার গ্রামের বাড়ী (রাজাপুর), শ্বশুরবাড়ী (আবদুল্লাহপুর) এবং দুই বোনের বাড়ী (যথাক্রমে করিমপুর ও বারইপুর) হানাদাররা আক্রমণ করেছে। আমার মাইজদীর পাকা দ্বিতল বাড়ী অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার শ্বশুরবাড়ীতে সৌভাগ্যবশতঃ আমার স্ত্রী ও বড় দুই মেয়ে সেদিন উপস্থিত ছিল না। ঐ দিনই সন্ধ্যায় রাতে তারা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিলো। ছোট দুই মেয়ে লিলি ও মায়া (১০বৎসর, ৭বৎসর)সহ বাড়ীর সমস্ত স্ত্রী-পূরুষকে বন্দী করে বাহির বাড়ীতে উঠিয়ে নেয় এবং সমস্ত পুরুষকে ট্রাকে করে মাইজদী ক্যাম্পে নিয়ে আসে। দীর্ঘ ৪মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখে তাদের উপর নির্যাতন করে, এবং গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দেয়। ৪জনকে গুলি করে হত্যা করে। পরে অবশ্য তারা বাড়ীর সমস্ত মহিলা ও শিশুকে এক বেলুচ ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে আমার বড় ছেলে গোলাম মহিউদ্দিন (লাতু) পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে কচুরীপানার নীচে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হানাদাররা দুই বোনের সমস্ত ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ছোট বোনটির মৃত্যু এর পূর্বেই হয়েছিল এবং তার স্বামীও জীবিত ছিল না। একমাত্র ভগ্নে মফিজ তখন সামরিক বিভাগের চাকুরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কোহাটে আটক। ভাগ্নী জামাই মমিন উল্লাহ এবং তার বড় ভাইয়ের কলেজে পড়ুয়া দুই ছেলে নূরউদ্দিন, শাহাবুদ্দিনসহ নয়জনকে লাইনে দাড় করিয়ে হানাদার বাহিনী ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলী করে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক খবর আমাকে জানানো হয়নি। যেমন জহুর আহমদ চৌধুরীর জ্যৈষ্ঠ ছেলের মৃত্যু সংবাদও তাঁর নিকট গোপন রাখা হয়েছিলো। আ স ম আব্দুর রব ও অন্যান্যের চেষ্টায় আমার স্ত্রী, কন্যা ও মৃত ভগ্নীর ছেলে মনজু এবং আমার ছোট ভাই এনায়েত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেলোনিয়ায় পৌঁছে। এ সময় মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাংগা দেখা দেয়। স্মর্তব্য, কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ এবং আলীগড়সহ ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান যুদ্ধের প্রথম দিকে তীব্রভাবে মুক্তিযোদ্ধের বিরোধিতা করে। তাদের ধারণা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাদের ভ্রমাত্মক ধারণা দূর করার জন্য মুজিব নগর সরকার বিশেষ করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী আমাকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত হিসেবে নদিয়া, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। এ সময় ফরিদপুর থেকে লক্ষাধিক তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক উপরোক্ত এলাকাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। যতদুর মনে পড়ে বহরমপুর সীমান্তে একদিনেই প্রায় ১০ হাজার নমশূদ্র ঢাল সড়কি নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আল্লাহর রহমতে আমি, মরহুম গোলাম কিবরিয়া এম এন এ, আজিজুর রহমান আক্কাছ এম এন এ ও অন্যান্য এমপি এবং বহরমপুরের তরুণ আই এ এস অফিসার মিঃ ডি কে ঘোষ-এর সহযোগিতায় প্রত্যেক মুসলমানের বহিঃ বাড়ীর ঘর, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সমস্তই বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের জন্য ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সফলকাম হই। এমনকি সরকারী নির্দেশে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মারওয়ারীদের বিরাট বিরাট পাটের খালি গুদাম বাস্তুহারাদের জন্য খালি করে দেয়া হয়। মিসেস সুভদ্রা এম,পি ও তদানীন্তন কংগ্রেসের মহাসচিব হেনরি অস্টিনসহ আমরা

উত্তরাঞ্চলের আলীগড়, মীরাট ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িকাতবিরোধী কাজে বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও গণসংযোগ করি। এ সময় আমার নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলকে নেপালে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি সরকারী নির্দেশ দেন। অপর দুই সদস্য ছিলেন শ্রী সুবোধ মিত্র ও আব্দুল মমিন তালুকদার এম, এন, এ। আমরা নেপাল যাওয়ার পূর্বে দিল্লীস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন হতে যে দুইজন ডিপ্লোমেট কে, এম সাহাবুদ্দিন এবং জনাব আমজাদুল হক ডিফেক্ট করেছিলেন তাঁদের সাথে যোগযোগ রেখে প্রায় দু'সপ্তাহ দিল্লীতে অবস্থান করি। এ সময় আমরা সর্বভারতীয় সংগ্রামী নেতা শ্রী আচার্য কৃপালনি এবং শ্রীমতি কৃপালনিসহ প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী-বীণাদাস (যিনি কলকাতার কনভোকেশনে গভর্নরকে গুলি ছুড়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামান হতে ফিরেছিলেন), শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত ও শ্রী অমর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে অনেক তথ্য ও মূল্যবান উপদেশ লাভ করি।

এরপর আমরা নেপাল যাই। নেপাল তখন ছিল পাকিস্তানের খুব ঘনিষ্ঠ ও সহযোগী রাষ্ট্র। সৌভাগ্যের বিষয় এই সময় কাঠমুণ্ডুতে তিনজন পাকিস্তানী কূটনীতিকের মধ্যে দুজনই বাঙ্গালী। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সি,এস পি, এবং জনাব মোখলেছউদ্দিন সি,এস, পি ছিলেন। সচিবালয়ের একজন প্রবীন লোক ছিলেন তিনিও ছিলেন ভোলার অধিবাসী। এই সফরে আমরা নেপালের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ঋষিকেশ সাহা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী থাপা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগযোগ করি। তাঁরা সকলেই ''''বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি''' নাম দিয়ে বাস্তুহারাদের সাহায্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেন। তাঁরা কয়েকটি ছাত্র-যুব সমাবেশের এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান নেপালের রাজার পিতা শ্রী বীরেন্দ্র তখন জীবিত ছিলেন। বর্তমান রাজার আপন মামা ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতিসংঘে নেপালের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী ঋষিকেশ সাহা। তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজদরবারে মুজিবনগর সরকারের ছবি ও কাগজপত্র প্রদান করি।

নেপাল হতে প্রত্যাবর্তন করে আবার ১নং বালিগঞ্জে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে যোগদান করি। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত কাজেই নিয়োজিত ছিলাম। ১৬ই ডিসেম্বর-এর পরে আমি আগরতলা হয়ে নোয়াখালী চলে যাই। ইতিপূর্বে ৬ই ডিসেম্বর হতেই নোয়াখালী হানাদারমুক্ত হতে থাকে। কাজেই আগরতলা, উদয়পুর এবং বেলোনিয়ায় অবস্থানরত হাজার হাজার শরণার্থী ও প্রায় অধিকাংশ বাস্তুহারা এবং এম পি এ, এম এন এ ও অন্যান্য প্রায় সব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের পরিবার-পরিবর্গ নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি আমার দুই ছেলেও তখন নোয়াখালীতে। কাজেই আমার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা শুধু আমার অপেক্ষায় উদয়পুরে অধীর আগ্রহে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল।

ইতিপূর্বে পূর্বঞ্চলের চেয়ারম্যান আমাকে সমগ্র নোয়াখালী (ফেনী ও লক্ষীপুরসহ) জেলার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আমার মন্ত্রীসভার যোগদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমি উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম।

এখানে অত্যন্ত গর্বের সাথে উল্লেখ করতে পারি যে নোয়াখালী জেলা হানাদারমুক্ত হবার ও আমাদের প্রশাসনিক দায়িত্বে নেয়ার পরে কোন স্থানে কোন হত্যাকাণ্ড বা লুটতরাজ অথবা রাহাজানি হয়নি। এমনকি ইতিপূর্বে যুদ্ধ চলার সময়েও মুক্তিযোদ্ধারা যাদের হত্যা করেছিলো তাদেরও কোন মালামাল বা ঘরবাড়ী লুটপাট করেনি। আমি মুজিব বাহিনী, মুক্তিবাহিনী এবং শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন বাহিনীকে নোয়াখালী জেলা স্কুল, হরিনারায়ণপুর স্কুল ও অন্যান্য স্থানে অস্ত্রশস্ত্রসহ শান্তিপূর্নভাবে অবস্থানের নির্দেশ দেই। ফেনী, লক্ষীপুর, রামগতি, কোম্পানীগঞ্জসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে ৪/৫ হাজার নগদ টাকা এবং নোয়াখালী সেন্ট্রাল স্টোরে রক্ষিত কাপড়, কম্বল, চাউল-গম-ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করি। বিশেষ করে ডেলটা জুট মিলের ও দোস্ত মোহাম্মদ টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করি। সৌভাগ্যের বিষয় রাজাকার তহবিলে গচ্ছিত প্রায় ৮০লাখ টাকা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং ছাত্র শ্রমিক ও বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃবৃন্দের তত্ত্বধানে বিলি

বন্টন করি। পরে তদানীন্তন কুমিল্লা গ্যারিসনের কমাণ্ডার মেজর জিয়াকে মাইজদীতে নিয়ে ১০ই জানুয়ারীর পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের নিকট প্রত্যার্পণ করার আহবান জানাই এবং জমা নেই।

-আব্দুল মালেক উকিল
১জুলাই, ১৯৮৪।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি জেনেভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থার সদস্য। এই সম্মেলন চলাকালে ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সালে বিবিসি'র মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, বাংলাদেশের অবস্থা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ঢাকায় সাংঘাতিক কিছু হয়েছে কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে সঠিক কিছু জানা যাচ্ছে না। এই খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত, চিন্তিত এবং ব্যাকুল হয়ে উঠি। অধিবেশন চলা অবস্থায় মানবধিকার সংস্থার তৎকালীন সভাপতি আঁদ্রে আগিলাকে আমি জানাই যে আমার দেশ সংক্রান্ত গভীর দুঃখজনক সংবাদ আমি জানতে পেরেছি এবং এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে অধিবেশনে অংশগ্রহণ আর সম্ভব নয়। আমি মধ্যাহ্নে জেনেভা ত্যাগ করি এবং বিকেলের দিকে লণ্ডন এসে পৌঁছি।

আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দু'জন কর্মকর্তাকে চিনতাম, একজন হচ্ছেন ইয়ান সাদারল্যাণ্ড। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান এবং অপরজন হচ্ছেন এন, জে, ব্যারিংটন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরের দিন যদিও ছুটির দিন ছিল তবুও আমি উভয়কে তাদের অফিসে আসতে অনুরোধ জানাই। এবং দু'জনই তা রক্ষা করেন। পররাষ্ট্র ভবনে উপস্থিত হলে তাঁরা আমাকে জানান, ঢাকা থেকে এখনো সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করা হয়। আমরা কফি খাচ্ছি এমন সময় মিঃ সাদারল্যান্ডের একান্ত সচিব খবর দেন যে ঢাকা থেকে একটি টেলেক্স আসছে। মিঃ সাদারল্যাণ্ড তথ্য সম্পূর্ণ হলে সেটি নিয়ে আসতে বলেন। সচিব একটি বিশাল টেলেক্স নিয়ে আসেন এবং সাদারল্যাণ্ড গোটা জিনিসটা পাওয়ার পর আমাকে বলেন জাষ্টিস চৌধুরী, আমি অত্যান্ত দুঃখিত, ঢাকার সংবাদ খুবই খারাপ। বহু ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমরা ভীত যে, শিক্ষকরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বাদ পড়েনি। নগরে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেশী।

আমি আরো জানতে পারি যে, বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার জানিয়েছেন তাঁর পক্ষে আর টেলেক্স করা সম্ভব নয় এবং তিনি বৃটিশ নাগরিকদের ফেরত নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো যে, গোটা বাংলাদেশের একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে পাকিস্তান সরকারের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখা অপমানজনক। যারা আমার ছাত্রদের মেরে ফেলেছে আমি কিভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি। আমার মনে পড়ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের কথা। আমি তখনই লর্ড হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় তিনি স্কটল্যান্ডে তাঁর দেশের বাড়ীতে ছিলেন। আমি অবিলম্বে কমনওয়েলথ সচিবালয় সাধারণ সম্পাদক আর্নল্ড স্মিথের সঙ্গে দেখা করি এবং ঢাকায় হত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির চেষ্টা করতে বলি। এখানে একজনের নাম বিশেষ করে বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম পিটার'স। এই ভদ্রলোক একাত্তর সালে কমনওয়েলথ সচিবালয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষাটের দশকে তিনি ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এবং তাঁর সাথে আমি সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করি।

জেনেভা থেকে লণ্ডনে আসার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেখানে বসবাসরত বাঙ্গালীদের সাথে আমার দেখা হয় এবং মিঃ সাদারল্যান্ডের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। আমি আগেই বলেছি, পরের দিন তাঁর সাথে দেখা করি

এবং ঢাকা থেকে পাঠানো টেলেক্স-এ খবর পাই। হাবিবুর রহমান, সুলতান শরীফ এবং অন্য কয়েকজন আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মিঃ হাবিবুর রহমান আমাকে পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়ে যান। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। সে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে বহু বাঙ্গালী জড় হতে থাকে। সবার নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে বিশেষভাবে আমি কয়েকজন ডাক্তারের কথা বলতে চাই যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নয় মাস ধরে যে আন্দোলন চলে তাতে কিছু কিছু কর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু ডাক্তার কর্মীরা কোনদিন কোন অসুবিধা করেননি বরং তাদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রজ্বলিত ছিল। ডাঃ আব্দুল হাকিম, ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং মোশারফ হোসেন জোয়ারদার সারাক্ষণ পরিশ্রম করতেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র বৃটেনে বাঙ্গালীদের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি বাঙ্গালী এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় কমিটি গঠন করে। কিন্তু একটি সংগঠনের সাথে অন্য সংগঠনের যোগাযোগ ছিল কম যার ফলে নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়, এবং নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই আমাকে তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য চাপ দেয় কিন্তু আমি একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হলে কোন দলেই যোগ দেব না বলে জানাই।

লর্ড হিউমের সাথে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই মধ্যবর্তী সময় আমি বিভিন্ন একাডেমিসীয়ান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকি। এ ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ্যালেন বুলক এবং ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লর্ড জেমস-এর সঙ্গে দেখা করি। তাঁরা আমাকে স্যার হিউ স্প্রিংগার-এর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি ছিলেন কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মুখপাত্র।

ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড জেমস একটি মধ্যাহ্নভোজের ব্যাবস্থা করেন এবং প্রায় বিশজন বিভাগীয় প্রধানকে ঐ ভোজে দাওয়াত করেন। আমি তাদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি এবং তাঁরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তা শোনেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালে লর্ড জেমস ঢাকায় গিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যত বাণী করেন যে, ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশে স্বাধীন হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনী হিসেবে ব্যবহার করা আর সম্ভব হবে না। এর পরে আমি স্যার হিউ স্প্রিংগার-এর সাথে দেখা করি। তিনি বলেন, ‘‘হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব‘‘। তিনি আরো বলেন, তিনি তখনি ইয়াহিয়া খানকে একটি টেলিগ্রাম করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য।

তারপর আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশনের সাধারণ সম্পাদককে টেলিফোন করে সমস্ত ব্যাপার জানাই। তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। তাতে তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ আন্দোলনে তৎপর বিভিন্ন সংগঠন একত্রীকরণ করার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করি। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রাত দু'টা তিনটা পর্যন্ত মিটিং চলতো এবং বাড়ী ফিরে নিজের কাছে শপথ করতাম যে পরদিন আর যাবো না। কে কোন দলের নেতা হবেন তা নিয়ে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু পরদিন আবার ঠিকই যেতাম।

১০ই এপ্রিল লর্ড হিউম-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সাদারল্যাণ্ড এবং ব্যারিংটন আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে যান। লর্ড হিউম আমাকে দেখার সাথে সাথেই বলেন যে তিনি পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অবস্থা ঠিকই আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি বলি শুধুমাত্র একজনের কথাতেই প্রমাণ হয় না

যে অবস্থা ঠিক আছে। আমি আমার সম্পুর্ণ বক্তব্য পেশ করি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাঁচানোর জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট খবর আছে শেখ মুজিব ভালোই আছেন। এই সাক্ষাৎকারে লর্ড হিউমকে আমি জানাই, আমার শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। তিনি তাতে কোন আপত্তি করেননি। সেদিকে থেকে এটা অত্যন্ত সাফল্যজনক সাক্ষাৎকার ছিল। সেদিনই আমি চারটার সময় বিবিসিতে যাই। মিঃ ট্রার গিল সেখানে আমার একটা একক সক্ষাৎকার গ্রহন করেন। এই সাক্ষাৎকারে আমি পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষনা করি । বিবিসিতে কর্মরত দুজনবাঙ্গালী সিরাজুর রহমান এবং শ্যামল লোধ আমার বিবৃতি নেন এবং প্রচার করেন।

আমি বি, বি, সি -তে বিবৃতি দিয়ে বের হবার সময় পাকিস্তানী হাইকমিশনের মিঃ মহিউদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কি করবেন। আমি তাঁকে বলি, আমি যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। কেননা তখন ও মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়নি। এ অবস্তায় আমার পক্ষে এক সরকারী কর্মচারীকে সেই মুহুর্তে পদত্যাগ করতে বলা উচিত হোত না। পরে অবশ্য আমরা মিঃ মহিউদ্দিনকে পদত্যাগ করতে বলি এবং তিনি তা করেন।

আমি যে জায়গায় থাকতাম সেখানে পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বার বার টেলিফোন করে আমাকে হাইকমিশনারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি তা প্রত্যাখান করি। অতঃপর আমি বাসা পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নিই। কয়েকদিন পরে গোছগাছ করে যখন আমি রওয়ানা হচ্ছি ঠিক তখনই একটা টেলিফোন আসে। জানতে পারি টেলিফোনটি কলকাতা থেকে করা হয়েছে এবং অপরাপর কথা বলছেন টাংগাইল থেকে সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এই টেলিফোন সরকার গঠনের কয়েকদিন আগে আসে । তাঁরা আমাকে জানান যে, তাঁরা আমার সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন এবং তাঁরা চান যে, সরকার গঠনের পর আমি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করি।

অস্থায়ী বাসস্তানে যাবার পর আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একটি টেলিফোন পাই। কিভাবে তাঁরা আমার নতুন ঠিকানার খবর জানলো ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করে জানান যে, পাকিস্তান সরকার আমাকে অপহরণ করার জন্য কিছু পাকিস্তানী লোক নিয়োগ করেছে এবং আমাকে অনুরোধ করেন অত্যন্ত সতর্কভাবে চলাফেরা করতে। তাঁরা অরো জনান সরকারী পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যুক্তরাজ্যে থাকাকাল আমারি জন্য ছদ্মবেশী কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্তা করা হবে। তাঁরা বিশেষভাবে চলাফেরার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দেন এবং ভূগর্ভ রেলে ভ্রমন করতে বারণ করেন। কেননা এগুলি বিদ্যুৎ চালিত এবং ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করার সম্ভাবনা বেশী, বাসে চলা অধিক নিরাপদ এবং পায়ে হেঁটে চলা আরো নিরাপদ। কারন এতে স্কটল্যাণ্ড ইয়াডের পক্ষে চোখ রাখা সহজ। তারা বলেন যে, যদিও সবসময় আমার ওপর তাদের নজর থাকবে তবু যে কোন বিপদে একটি বিশেষ টেলিফোন নাম্বারে যেন যোগাযোগ করি। সবশেষে তারা বলেন যে, এইসব নিরাপত্তার ব্যবস্তা গ্রহন করা হচ্ছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থন হিসেবে নয়। তারা চান যে, যুক্তরাজ্যের মাটিতে এমন কিছ ঘটুক যাতে যুক্তরাজ্যে সরকারের সম্মান ক্ষুন্ন হয়। এই ঘটনার কিছু পরে বৃটেনে বসবাসরত বাঙ্গালীরা কাভেনট্রিতে একটি সভার আয়োজন করে। প্রকৃতপক্ষে এই অনুস্ঠানে যাবার আমার খুব একটা উৎসাহ ছিল না। কারণ, অন্তর্দ্বন্দ ও কলহ এত বেশী হতো যে আমি খুবই বিমর্ষ বোধ করতাম। এ ছাড়া আমি অনুভব করছিলাম যে আমার কোন আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তেই জনাব রকিবউদ্দিন আমাকে মুজিবনগর সরকারের নিয়োগপত্রটি দেন এবং আমি কভেনট্রিতে উপস্তিত হই। সভায় তুমুল হট্টগোল চলছিল। আমরা বেগম লুলু বিলকিস বানুকে অনুষ্ঠানের সভাপতি করে কাজ শুরু করি। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এই সভা পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালে জনাব রকিব আমার নিয়াগপত্রটি পড়ে শোনান। কিন্তু আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল থাকায় আমি মর্মাহত অবস্তায় হল ত্যাগ করতে উদ্যত হই। এ সময় জনাব মিনহাজ উদ্দিন নামে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে বহু কলহ হয়েছে, এই কলহে আমাদের অনেক ক্ষতি ও হয়েছে। আমরা আর কলহ চাই না। আপনি যাবেন না। এরপর আরো আধঘন্টা ধরে আলাপ- আলোচনা

হয় এবং গউস খান প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হোক। এর নামকরণ করা হয় 'ষ্টিয়ারিং কমিটি অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ'। আমি সভাপতির পদ গ্রহন করতে দ্বিধাবোধ করি। কারন আমার ভয় ছিল এই সংগঠন আবার ভেঙ্গে যাবে। দ্বিতীয়ত: আমি ভাবছিলাম , আমার মুল দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ব জনমত গঠন করা এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারর ওপর চাপ সৃষ্টি করা। যাহোক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ষ্টিয়ারিং কমিটি তার কর্মকাণ্ড চালাবে আমার উপদেশ মতো।

১১ নং গোরিং ষ্ট্রীটে এই কমিটির জন্য অফিস নেয়া হয়। অফিস ঘরটি ছিল জনাব হারুনুর রশীদের। তাঁর পাটের ব্যবসা ছিল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ আব্দুল মান্নান, শামসুর রহমান, মিঃ কবীর চৌধুরী, আর মিঃ আজিজুল হক ভূইয়া ছিলেন আহবায়ক। এই সংগঠনের মুল লক্ষ নির্ধারিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন এবং অস্ত্র সরবরাহ ও সাংগঠনিক কাজের জন্য মূলতঃ বাঙ্গালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ। পরে যখন দেখা গেল অস্ত্র সরবরাহে নানা বাধা তখন আর অর্থ সংগ্রহের জন্য তেমন প্রচারণা চালানো হয়নি।

মুজিব নগর সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন মিঃ ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ, প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ ষ্টোন হাউস এবং আমি। এ কমিটিতে কয়েকজন বাঙ্গালীর সদস্য হবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কোন বাঙ্গালী নিয়ে ফাণ্ড হবে ঠিক করতে না পারায় আপাতত এই তিনজনকে নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়। পরে আরো নেবার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তানী দূতাবাস এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে এবং বহুলাংশে সফল হয়। কোন ব্যাংকই একাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত হ্যামব্রোজ ব্যাংক রাজী হয় এবং সেখানে এ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

কিন্তু পাকিস্তান হাইকমিশন চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে যার ফলে হঠাৎ করে একদিন হ্যামব্রোজ ব্যাংক আমাদের জানায় তারা এই এ্যাকউন্ট চালাতে দেবে না এবং আমাদের সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশ বলে কোন দেশ নেই। অথচ ফান্ডের নাম বাংলাদেশ ফাণ্ড। এই ঘটনাটি ঘটে জুন মাসে। তখন আমাদের এ্যাকাউন্টে এক লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হয়েছিল। ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তে আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হই এবং বিচলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন জন ষ্টোন হাউস (এমপি) এবং তিনি ন্যাশনাল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে দেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই ব্যাংক পূর্বে আমাদের এ্যাকউন্ট খুলতে দিতে রাজী হয়নি। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থ করা হয় যাতে করে সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া যায়। ইংলন্ডের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন ব্যাক্তি সরাসরি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে পারতেন। অর্থ সংগ্রহ এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য নানা প্রান্তে একশটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম থেকেই আমি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকি এবং কনসারভেটিভ পার্টির প্রফেসর জিনকিন'স-এর সাথে যোগযোগ করি। তিনি একজন প্রাক্তন আই, সি, এস অফিসার ছিলেন। কনসারভেটিভ পার্টির অফিসে একটি সভার আয়োজন করি এবং তাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ তুলে ধরি।

লেবার পার্টির সদস্যদের সাথেও আমার যোগাযোগ হয়। তাঁরা আমাদের এই আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা একটি সভার ব্যবস্থা করেন। এ সভা পার্লামেন্ট ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে এটি ছিল আমাদের আন্দোলনের প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতির ইংগিত। মে মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমার আনুষ্ঠানিক কর্মের অংশ হিসেবে সে মাসেই নিউইয়র্ক যাই। ওখানকার বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব মাহমূদ আলীর নেতৃত্বে প্রায় দু'শ বাঙ্গালী আমার সাথে বিমানবন্দরে মিলিত হয়। এই দৃশ্য অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিল। কারণ এতে করে আমাদের আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের লক্ষণ দেখা যায়।যেদিন আমি নিউইয়র্কে পৌঁছি আরো কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যথা-জনাব এ, এম, এ মুহিত, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব হারুন রশীদ এবং আরো অনেকে আমার সাথে দেখা করেন। তাঁদের সাথে আন্দোলনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা হয়। জনাব মাহমূদ আলী বিভিন্ন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং আমি তাদের সাথে মিলিত হই এবং প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরি। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত জনাব বারুদী যিনি খৃষ্টান ছিলেন, রোকেয়া হলের ঘটনা শুনে তিনি এতো বেশী আলোড়িত হয়েছিলেন যে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন যে, তিনি সৌদী বাদশাহকে সমস্ত কথা জানাবেন এবং সর্বতোভাবে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কূটনৈতিক সদস্যের সঙ্গেও দেখা করি এবং বক্তব্য রাখি। জাতিসংঘের তৎকালীন অধিবেশনের সভাপতি নরওয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা প্রচারপত্র বিলি করি এবং বিভিন্ন সাংবাদিকে সঙ্গে মিলিত হই।

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। তিনি আমাদের জানান যে তাঁর সাথে সরাসরি দেখা করা আমাদের বিপক্ষে যাবে। কেননা তিনি নীরবে আমাদের জন্য কাজ করে যেতে চান। দেখা করলে পাকিস্তানে চাপ প্রয়োগের সুযোগ অনেক বেশী থাকবে। তিনি আরো বলেন যে, এ সিদ্ধান্ত আমাদের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি জাতিসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠান।

আমি যখন ইংল্যাণ্ডের বাইরে যেতাম শেখ মান্নানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতাম। কারণ তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বৃটেনের বিভিন্ন জায়গায় আমরা সভা করি এবং আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারন করে।

এরই মধ্যে ফ্রান্সের সাথে আমরা যোগাযোগ করি এপ্রিলের শেষের দিকে। আমি সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি। সেখানে থাকতে আমার একজনের সঙ্গে গুরুত্ব পূর্ণ যোগাযোগ হয়, তিনি হচ্ছেন মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী জনাব সিউ সাগর রামগোলাম। তাঁকে আমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ জানাই। বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি কিন্তু অন্য সব ধরনের সাহায্য তিনি আমাদের করেন। আমি প্যারিসে তাঁর সাথে একদিন আমাদের আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি তাঁর দেশের লণ্ডনস্থ দূতাবাসকে আমাদের সব ধরনের সাহয্য করার জন্য নির্দেশ দেন। এ ছাড়া আমরা কিছু বাঙ্গালী ছাত্রকে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে পাঠাই। আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সভায়ও আমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করি।

বৃটেনে অবস্থিত ''সোস্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের'' সাধারণ সম্পাদক হ্যান্স ইয়ানিতশেক আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা এবং সাহায্য করেন। তিনি বলেন, আমার অফিস তোমাদেরই অফিস, তোমরা এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পার। এখানে বলা উচিত যে, কিছুদিন আমরা এই প্রস্তাবের সদ্ব্যবহার করি।

লণ্ডনে জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে জানাই যে কোন স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অন্য কোন পথ সম্ভব নয়। তিনিও আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে বলা যায় যে, যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আমরা অত্যন্ত সহানুভুতিশীল অভ্যর্থনা এবং সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। এর একটি কারণ হচ্ছে যে, বৃটেনের প্রেস আমাদের খবর এমনভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছিল যে, জনমত আমাদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল। জুন-জুলাইয়ের দিকে একটি গুঞ্জন ওঠে যে, আমাদের ইসরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আমি অনুসন্ধান করে দেখি যে এ সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা

এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। জুলাই মাসে বৃটেনে অবস্থিত বাঙ্গালীদের আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জোরদার হয়ে ওঠে। আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখে আমরা ট্রাফলগার্ড স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা করি। এটি ছিল লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আমার জানামতে সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ। প্রায় ৪০ হাজার লোক এই সমাবেশে উপস্থিত হন। এলাকার চারিদিকে সমস্ত বাড়ীঘরের ছাদে লোকজন ভর্তি হয়ে যায়। এই সভাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মহিউদ্দিন বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকারের সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মিশন চালু হয়। ২৪নং পেমরিজ গার্ডেনে মিশনের অফিস খোলা হয় এবং এই ভবনটি ব্যবস্থা করেন ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ। তিনি বিনা ভাড়ায় ভবনটি ব্যবস্থা করে দেন। আমরা শুধু পানি এবং গ্যাসের বিল দেবো এ ব্যবস্থা হয়। আগষ্টের শেষে পুরোদমে এই মিশনের কাজ শুরু করে। এই সময় ডঃ মোশারফ হোসেন জোয়ারদার-এর মাধ্যমে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলামামের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি অসুস্থাতর অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন। তিনি সুবেদ আলী নাম নিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এবং তিনি বৃটেনে এই ২৪নং প্রেমরিজ গার্ডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সমস্ত খরচ বহন করতেন। মিশন চালু হওয়ার পর আমি এর প্রধান হিসাবে যোগদান করি। বহির্বিশ্বে এটাই বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস।

আমার বিদেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করা। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আন্দোলন বেশ শক্তিশালী আকার ধারণ করে।

নেদারল্যাণ্ডেও একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব জহির উদ্দিন এবং আমীর আলী। জুন মাসের দিকে ঠিক হয় যে, আমি এ্যামষ্টেডামে যাবো। একদিন পূর্বেই হঠাৎ করে আমার বাসায় এ্যামষ্টেডামের টেলিভিশনের একটি দল উপস্থিত হয় এবং আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এতে আমাদের আন্দোলন ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বলা যেতে পারে অন্য দেশ থেকে এসে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা আমাদের আন্দোলনকে এক ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের সামিল।

ডাচ পার্লামেন্ট ভবনে বৈদেশিক বিষয়ক উপ-পরিষদে তিন ঘন্টা আলোচনা করি। যাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয় তাঁরা ছিলেন মিঃ টারবিক, জ্যাঁ প্রাংক, মোমেসত্যাগ, স্বাধীকার, ভ্যান উস্তেন। তাঁরা প্রায় সবাই বুঝতে পারেন কেন আমরা স্বাধীনতা দাবী করেছি। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আমাদের বিজয় কামনা করেন। পার্লামেন্টে আমাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আমাদের প্রেস কনফারেন্সটি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ডাচ সরকার আমাদের পক্ষে একটি বিবৃতি দান করেন এবং সরাসরিভাবে পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠান। ডেনমার্কেও আমাদের সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। আগষ্ট মাসের দিকে আমরা সেখানে যাই। ডেনিশ পার্লামেন্টের স্পীকারের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমাদের বক্তব্য পেশ করি। তিনি আমাদের সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। এখানে এক ভদ্রমহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তাঁর নাম কিনটেন ওয়াট বার্গে। তাঁর গৃহ আমাদের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তিনি তার বাসায় একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেখানে অনেক বাঙ্গালীও উপস্থিত হন। ওই ভদ্রমহিলাকে কেন্দ্র করে কমিটি গঠন করা হয়। আমরা সেখানেও ব্যাপক প্রচারকার্যে সফল হই। ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস, এ, ডাম-এর সঙ্গেও দেখা করি। আরেকজন যিনি আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন তিনি ছিলেন ‘পলিটিকেন’ পত্রিকার সম্পাদক জন ডেনস্ট্যাম্প। তিনি শুধু আমাদের পক্ষে পত্রিকাতেই লিখেননি, বরং সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচারের ব্যবস্থাও করেন। ডেনিশ টিভি সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের আন্দোলনের পক্ষে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটে। যিনি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সাক্ষাৎকার শুরু হবার পূর্বেই আমাকে জানান যে, তিনি খবর পেয়েছেন একটি ডেনিশ কোম্পানী পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করা হবে যাতে আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি। সাক্ষাৎকার শুরু হবার সাথে সাথে আমি এই তথ্যটি জানাতে সক্ষম হই এবং সমস্ত বিষয়টির প্রতিবাদ ও

ডেনমার্ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারা আমাকে আশ্বাস দেন যে এই অস্ত্র কিছুতেই পাঠাতে দেয়া হবে না। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের আন্দোলনের প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের কি ধরনের সমর্থন ছিল। এছাড়া আমি বিরোধী দলের নেতা পল হার্টলিংক-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি।

নরওয়েতে দশ-বার জনের বেশী বাঙ্গালী ছিল না কিন্তু আন্দোলন ছিল ব্যাপক। এর কারণ, নরওয়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্র নেতা মিঃ বুল আমাদের আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য জনমতের জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাদের প্রচেষ্টায় জাতীয় টেলিভিশনে আমার বক্তৃতা প্রচার হয়। এক সন্ধ্যায় আমি ছাত্র পরিষদের কার্যকরী কমিটির উদ্দেশে ভাষণ দিই। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি বহু ছাত্র সমাবেশে একটি ভাষণ দিই। আমি লক্ষ্য করি নরওয়ের ছাত্ররা আমাদের আন্দোলনকে তাদের নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করে। একজন ছাত্র (শিল্পী) ইয়াহিয়া খানের একটি ছবি আঁকেন। তাকে একজন হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করে। কয়েকজন পাকিস্তানী এই ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে। এর ফলে পাকিস্তানের প্রতি তাদের মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে ওঠে।

অসলোর মেয়র আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি গ্রন্থে আমাকে সরাসরিভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আইন বিষয়ের প্রধানের সাথে একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করি।

নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ের ওল্ড আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে অন্যান্য বিচারপতিরাও ছিলেন। তিনি আমার পুরানো বন্ধু। এছাড়া আমি রোটারি ক্লাবে বক্তব্য রাখি। সাধারণত এই ফোরামে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে দেয়া হয় না। কিন্তু আমার বেলায় ব্যতিক্রম হয়। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমাদের সমস্ত বক্তব্য পেশ করি এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রচুর সাড়া পাই। সম্ভবতঃ নরওয়ে রোটারী ক্লাবে এই ধরনের ব্যতিক্রশী ঘটনা ঘটেনি। সুইডেনে জনাব রাজ্জাক যিনি পূর্ব পাকিস্তান পররাষ্ট্র বিভাগে কর্মরত ছিলেন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি আমার সাথে এয়ারপোর্টে দেখা করেন এবং বলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি খুবই আনন্দিত হই। তিনি আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা জানান। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটির সুইডেন শাখারও প্রধান হিসেবে কাজ করতে রাজী হন এবং তাঁর অফিস সেই দিন থেকে এ্যাকশান কমিটি অফিসে পরিণত হয়। তাঁর বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাজ পরিয়ে দিই। এ সময় তাঁর মাধ্যমেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদকদের সাথে আমার যোগাযোগ হয় এবং তারা আমাদের সব ধরনের সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, মৌখিক সমর্থন যথেষ্ট নয়, তাঁরা এর চেয়ে বেশী করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন যে, সরাসরিভাবে তাঁরা মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। যা হোক যদিও এর পরপরই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার জন্য অস্ত্রের আর প্রয়োজন হয়নি তবুও তাদের সদিচ্ছার তুলনা বিরল।

আমি যখন হেলসিংকি বিমানবন্দরে অবতরণ করি আমাকে প্রথমে অভ্যর্থনা করেন সেখানকার বৃটিশ কনসাল জেনারেল মিঃ রয় ফক্স। আমি খুবই আশ্চর্য হই এবং তাকে আমার সফরের উদ্দেশ্য জানাই। একজন বিদেশী কূটনীতিক হিসেবে আমার সংগে মেলামেশায় বিপদের সম্ভাবনার কথা তাকে জানাই। ফক্স আমাকে বলেন, আমি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন অধিকার নাই তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং তাঁর অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যাহোক, বহু কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে আমি সন্ধ্যা বেলায় তাঁর বাসা থেকে হোটেলে উঠে আসি। টিভিতে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আমি পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে সংসদ সদস্যদের সাথে দেখা করি এবং আমাদের বক্তব্য প্রচার করি।

বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদর দফতর এখানে অবিস্থিত এবং এর সাধারণ সম্পাদক রুমেশ চন্দ্রের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জানান যে তার সংগঠন বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে। এরপর আমি লণ্ডনে ফিরে আসি।

প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের ঘটনা বর্ননা করতে গিয়ে আমি একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন লণ্ডনে এ্যানথনি মাসকারেনহাস রচিত "রেইপ অফ বাংলাদেশ" বইটির প্রকাশনা উৎসবে আমি উপস্থিত হই। তার পরদিন ভারতের প্রধনমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লণ্ডনে উপস্থিত হবার কথা। এই সভায় একজন ভারতীয় সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সংগে আমি সাক্ষাৎ করবো কিনা! আমি তাঁকে জানাই যে ,আমি প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কোন সময় চাইনি।

The Deputy High Commissioner of India in London rang up in the morning and told me that the Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi would meet the British Prime Minister Mr. Edward Heath in the afternoon at his official residence at Chequers. She would therefore like to have a meeting with me before that. She wanted to know the attitude of the countries I visited recently. In response to the request, I arrived at Claridges Hotel at 11. A. M. It so happened that the officer of the Scotland Yard who met me at Claridges saw me more than once about my security. I was at once taken by the Dy. High commissioner to the drawing room of Mrs. Gandhi's suite. Mrs. Gandhi came in a minute's time. This was first meeting with after she exchanged the greetings, she asked me about the reaction in the countries I visited recently about the demand for independence of Bangladesh. To that I told her that I received assurances of support from the people and the Govt. of these countries for our independence movement but to my request for recognition by the governments of those countries the uniform answer was that even the neighboring country of India did not recognize our govt. That would show that even India does not consider that our government was really an effective government. I told her that was a disappointing situation. Then I also said that although we felt very grateful to the people of India for giving shelter to those who had left Bangladesh, we really expected recognition of that government. I said I really did not know if pundit Jawaharlal Nehru could have remained satisfied by giving shelter only to the people who went over to India Mrs. Gandhi said that although she did not give formal recognition she was giving all facilities to the provisional government to function formal announcement would create certain situation. Pakistan would never take it quietly. She said they would attack India. It is true that Pakistan would ultimately be defeated but we have developed infrastructure of industries throughout the country. By initial air bombing they might be able to destroy all our ears of struggle in this field. Therefore although we have decided to help Bangladesh on humanitarian ground, my primary responsibilities is to the people of India as their Prime Minister has also to be borne in mind. I have therefore tried to do both and give recognition to Bangladesh at an appropriate time.

I told her of course that we have nothing to offer except friendship on the basis of sovereign equality.

---

* বিচারপতি চৌধুরী তার সাক্ষাৎকারের এই অংশটি নিজেই ইংরেজীতে যেভাবে লিখে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই মুদ্রিত হল।

* I met her second time at Dhaka after independence.

Referring to friendship of Bangladesh with India she said that it should be left to the people of Bangladesh to decide after the independence. As far as she was concerned her only expectation was that a democracy would be functioning in a neighboring country.

এরপর আমি অস্ত্র পঠানোর জন্য আমাদের অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কথা উঠাই। আমি বলি যে, আমরা টাকা সংগ্রহ করলেও অস্ত্র কিনতে পারছি না। ভারত যদি কিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তবে আমরা টাকাটা তাদের হাতে দিতে পারি। মিসেস গান্ধী তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কত টাকা সংগ্রহ করেছি। আমি উত্তর দিই প্রায় চার লক্ষ পাউণ্ড। তিনি বলেন যে, একটি মুক্তিযুদ্ধে যে পরিমান অস্ত্রের দরকার সে পরিমান অস্ত্র এই টাকায় কেনা সম্ভব নয়। এছাড়া অনির্ধারিতভাবে অস্ত্র পৌঁছালে তা বিরোধী শক্তির হাতেও পড়তে পারে। মুজিব নগর সরকারের সাথে তিনি যোগাযোগ করছেন এবং তাদের মাধ্যমে অস্ত্র বিতরণ করছেন। বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র পৌঁছালে আইনগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তিনি আমাকে বলেন যে, এই বৈদেশিক মুদ্রা পরবর্তীকালে একটি স্বাধীন দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনে আসবে। আমি তাঁকে জানাই যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে বলেছে, একজন বিচারক হিসেবে নিশ্চয়ই অস্ত্র পাঠাবার সাথে জড়িত হবো না এই আশ্বাস তারা পাকিস্তান সরকারকে দিয়েছেন। এটি একধরনের চাপ। অতএব কোন কিছু করতে হলে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই করতে হবে। আমার এই কথা শুনে মিসেস গান্ধী উঠে পাশের কক্ষে যান এবং পাশের কক্ষ থেকে ভারতীয় হাইকমিশনারকে নিয়ে আসেন। তিনি হাইকমিশনারকে বলেন যে, বিচারপতি চৌধুরী যা পাঠাতে চান, অস্ত্রই হোক বা অন্য কিছু হোক, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনের শুভ কামনা করে আমাদের সাক্ষাৎকারের ইতি টানেন।

কয়েকদিন পরেই মুজিবনগর সরকারের তরফ থেকে টেলিগ্রাম আসে যে, আসন্ন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে আমাকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। ষোলজন সদস্যের একটি দল নির্বাচিত হয়। এঁরা হলেন (১) আব্দুস সামাদ আজাদ (২) ফণিভূষন মজুমদার (৩) এম,আর সিদ্দিকী (৪) সৈয়দ আব্দুস সুলতান (৫) ডঃ মফিজ চৌধুরী (৬) প্রফেসার মোজাফফর আহমেদ (৭) ফকির শাহবুদ্দীন (৮) এ্যাডভোকেট সিরাজুল হক (৯) ডঃ এ, আর, মল্লিক (১০) খুররম খান পন্নী (১১) এস, এ, করিম (১২) আব্দুল মুহিত (১৩) রেহমান সোবহান (১৪) মাহমুদ আলী (১৫) আবুল ফাতহ।

আমরা বেলমন প্লাজা নামে একটি সাধারণ হোটেলে আমাদের অফিস স্থাপন করি এবং বিভিন্ন দেশের সদস্যদের সাথে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রচার করতে থাকি। আমার বিশ্বাস প্রায় সবগুলো দেশের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। এছাড়া আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রচার কাজ চালাতে থাকি। আমি হারভার্ড, এম,আই, টি, ইয়েল, কলাম্বিয়া, নিউইয়র্ক সিটি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে বক্তৃতা করি। শত শত শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা করি। প্রতিটি শ্রোতা ছিলেন আমাদের পক্ষে। এসময় আমাকে সাহায্য করতেন কাজী রেজাউল হাসান। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি অনেকগুলি ওয়াকিটকি পাঠান মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য। আমরা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বোষ্টনে ছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ইথিয়েল ডি সোলাপুল একটি ভোজসভার আয়োজন করেন যেখানে প্রায় ২৫জন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। এই অধ্যাপকগণ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী যেহেতু আমেরিকান ষ্টেইট ডিপার্টমেন্টের পরামর্শদাতা হিসেবে সকলেই কার্যরত ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও আগ্রহী ছিলেন যেহেতু সরাসরিভাবে বাংলাদেশের অবস্থা জানার এটি একটি সুযোগ ছিল। হারভার্ড ল-স্কুলে আমি একটি বক্তৃতা দিই। আমি বলি যে, বাংলাদেশ স্বাধীন, কেবলমাত্র স্বীকৃতির অপেক্ষাই রয়েছে। এম,আই, টি অডিটোরিয়ামে আমি প্রায় দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দিই এবং আমাদের পক্ষে তুমুল জনমতের লক্ষণ দেখতে পাই। আমি বারবার বলি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। কিন্তু আমার জন্মভূমির উপর যা ঘটছে তারপর আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। একটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমার পক্ষে একটি বড় সুবিধা ছিল যে, আমি যখন বাংলাদেশের পক্ষে আমার আনুগত্য

প্রকাশ করি তখন আমি ছিলাম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অতএব তারা আমাকে সেইভাবে সম্মান দেখায়।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে আবার লবিং-এ আমরা ব্যস্ত হই। এ সময় বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রচার চালায়। আমরা বাধা দেই। আমরা বলি একটি নির্যাতিত জাতি যখন জয়লাভ করতে যাচ্ছে তখন বিরতি অসম্ভব। কিন্তু আজ যখন দেশ শত্রুমুক্ত হতে যাচ্ছে তখন যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন ওঠে কেন? আমি নিউইয়র্কের জাতিসংঘের দফতরে রয়টার অফিসে বেশীরভাগ সময় থাকতাম। যেহেতু অবস্থা সম্পর্কিত শেষ খবর ওখানেই পাওয়া যেতো। এমন সময় ১৬ই ডিসেম্বর টেলেক্স দেখলাম, খবর এল যে, নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা মুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন। এই খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ধীর চিত্তে, শান্ত মনে এই সংবাদ গ্রহণ করলাম এবং পরম করুণাময় আল্লাহর হাজার শুকরিয়া আদায় করলাম।

-আবু সাঈদ চৌধুরী
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদে এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন আনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি দলের পক্ষে এত বেশী আসন লাভ করার নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। নির্বাচনে বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগের ৬ দফার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে তাদের রায় ঘোষণা করেন।

নির্বাচনের পর '৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের কেউ বেঈমানী করলে জ্যান্ত কবর দেবেন। জনসভার প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান। এই ধরনের গণশপথ পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এর কিছুদিন পর নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল একটি সাব-কমিটি গঠন করে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী সাব-কমিটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে ঢাকায় আসেন। নির্বাচনের পর পর ভূট্টো ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার বিরোধিতা শুরু করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আলোচনার দরজা বঙ্গবন্ধু খোলা রাখেন। ভুট্টো ও তার প্রতিনিধিদলের সাথে সর্বপ্রকার যোগযোগ রক্ষার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ হিসেবে বঙ্গবন্ধু আমার ওপর অর্পণ করেন। ভূট্টো ও তার প্রতিনিধিদলকে যথেষ্ট সম্মান ও সৌজন্য দেখানো হয়। ভুট্টো বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। আমাদের দলের কয়েকজন নেতা এবং ভুট্টোর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা একদিন নৌপথে লঞ্চের মধ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন।

ভুট্টোর কয়েকজন বিশিষ্ট সহকারীর সাথে আমার আলোচনা হয়। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সহকারী ব্যারিষ্টার কামাল আছফার আমার সার্কিট হউস রোডের বাসভবনে আমার সাথে দেখা করেন। ভুট্টোর দলের নেতাদের সাথে আলোচনার পর একটা জিনিস বুঝতে পারি। তারা ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বধীন হয়ে যাবে। ভুট্টো ও তার সহযোগীদের অনমনীয় মনোভাব থেকে এটা সুস্পষ্ট বুঝা গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আলোচনার পুর্বে ও পরে ভুট্টোকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে আনা-নেয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এক দিন আলোচনার পর ভুট্টোকে নিয়ে গাড়ীতে করে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম, তখন তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখি। আমি গাড়ীতেই ভুট্টোকে বলি আমাদের এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা উচিত যাতে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের আশা-আকঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। আর তা যদি না করা হয় তাহলে সামরিক শাসনের বেড়াজাল থেকে পাকিস্তান কোন দিন মুক্তি পাবে না। আমার কথায় প্রচ্ছন্ন এই ইঙ্গিত ছিল যে, শাসনতন্ত্র রচনায় আমাদের সাথে সহযোগিতা না করলে ভুট্টোর কোন লাভ হবে না। বরং সামরিক জান্তারই বেশী সুবিধা হবে। আমার কথার জবাবে ভুট্টো একটি তাৎপর্যপূর্ন উক্তি করেন। তিনি বলেন, 'ডোন্ট ফরগেট আমিরুল ইসলাম, দ্যাট আই গট লারজেষ্ট নাম্বার অব ভোটস ইন দি ক্যানটনমেন্ট'। এই একটি কথায় বুঝে নিতে আমার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, পাকিস্তানের সামরিক জন্তার সাথে ভুট্টোর কি সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য দিনের মত ভুট্টো সেদিন হোটেলে না গিয়ে তখনকার গভর্নর হাউসে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি তাকে সেখানে নামিয়ে দেয়ার সময় দেখলাম, সিঁড়ির নীচে গভর্নরের এ ডি সি ভুট্টোর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি ভুট্টোকে বলেন জেনারেল আকবর ফোনে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমার মনে হয় এ দুটো ঘটনা আলোচনার ভবিষ্যৎকে সন্দিহান করে তোলে। ফিরে এসে আমি বঙ্গবন্ধুকে এই ঘটনা জানাই। ৩১শে জানুয়ারী ভুট্টো সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার কালে ভুট্টো বলে যান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হবে। কিন্তু করাচী ফিরে ভুট্টোর সুর বদলে যায়। তিনি বলতে থাকেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার এখতিয়ার আওয়ামী লীগের নেই। আসন্ন গনপরিষদের অধিবেশনে তিনি যোগ দেবেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অন্য কাউকে যোগ দিতে দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি জেনারেলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে সম্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার জেনারেলদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা নেই। কেন না তারা বুঝতে পারে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সামরিক জান্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আর এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জেনারেলদের সাথে গোপনে ভুট্টোও হাত মিলান।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের দ্বিতীয় দফা ও শেষ প্রচেষ্টা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা। পহেলা মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটির পক্ষ থেকে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। এই বৈঠকে পাঞ্জাবের মালিক সরফরাজসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এই ব্যাপারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের ওপর ন্যস্ত করেন।

সকালের বৈঠকের পর হোটেল পূর্বাণীতে বিকেলের বৈঠকের স্থান ধার্য করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সময় বেল ১টা ৫মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া খান পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য এই একটি ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল। ঢাকা শহরের সকল শ্রেনীর মানুষ এই ঘোষণার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিটি অলিগলি রাজপথ। মিছিলকারী জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের লাঠি ও লোহার রড। জনতার মুখে একটি শ্লোগানই শোনা যায় 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশকে স্বাধীন কর'। '৬দফা, না এক দফা, এক দফা এক দফা। সারা শহর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত হয়। পল্টনের সভায় বক্তৃতা করেন তোফায়েল আহমেদ, নুরে আলম সিদ্দিকী আ, স, ম, আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুল মান্নান প্রমুখ। এই সভায় ডঃ কামাল হোসেন ও আমি উপস্থিত ছিলাম। জনতা সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি কামনা করছিল। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও সংসদ সদস্যরা হোটেল পূর্বণীতে উপস্থিত হয়েছেন।

বেলা সাড়ে চারটায় হোটেলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তত। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে পুর্ন হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষণা

করবেন। শেখ সাহেব সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে হোটেল প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। ২রা মার্চ থেকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনর শুরু হয়। নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি ঠিক করার জন্য প্রতিদিন এই বৈঠক বসে। বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ এবং এ, এইচ কামরুজ্জামানকে নিয়ে দলীয় হাইকমাণ্ড গঠন করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদকে কর্মসুচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ডঃ কামাল হোসেন এবং আমাকে বলা হয়। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রাম কমিটির গঠনের জন্য সকল জেলা, মহকুমা ও থানাকে নির্দেশ দেয়া হয়। আমার দায়িত্ব ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সকল জেলার সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা। তাছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও আমার ওপর ছিল। ব্যাংক কর্মচারী, ডাক, তার, টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ডঃ কামাল হোসেন ও আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরী করি। এসব বৈঠক কখনও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আবার কখনও ডঃ কামালের চেম্বারে অনুষ্ঠিত হত। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ছিল তাজউদ্দিন আহমদের। মাঝে মাঝে ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। টেলিফোন বিভাগের একজন বড় অফিসার নুরুল হক সাহেব তখন খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁকে পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের রাতে হত্যা করে।

পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার টেলেক্স, তার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধুমাত্র বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট কথায় টেলেক্স সুবিধা দেয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমরা তিন জন উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা খসড়া তৈরী করে রাত আটটার দিকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতাম। কোন বিষয়ে সিদ্ধন্ত নিতে ব্যর্থ হলে বঙ্গবন্ধু তার সমাধান করে দিতেন। এরপর সংবাদপত্রে যা দেয়ার তা দিয়ে দেয়া হত। নতুন কোন সিদ্ধান্ত থাকলে জেলা সংগ্রাম কমিটিকে জানিয়ে দেয়া হতো। সে সময় চট্টগ্রাম এবং খুলনা আন্দোলনের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম, এ, হান্নান, আবদুল হান্নান প্রমুখ এবং খুলনা থেকে শেখ আবদুল আজিজ আমাদের সাথে যোগযোগ রক্ষা করতেন। ঢাকা শহরের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখা হয়। তাছাড়া জনগনের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে লাইব্রেরী কক্ষটিকে আফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এখানে থাকতেন। তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডঃ কামাল হোসেন নীতি নির্ধারণী হাইকমান্ডের বৈঠকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতেন বলে অফিসের দায়িত্ব বেশীর ভাগ সময় আমাকে পালন করতে হত। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের লোক নানা সমস্যা নিয়ে ছুটে আসতেন। সারা দিন ধরে বাজত টেলিফোন। এগুলির সঠিক সমাধানের দায়িত্ব ছিল কন্ট্রোল রুমের। বাসভবনের নীচের কক্ষটিতে টেলিফোন ও কাগজপত্র নিয়ে আমরা কাজ করতাম। হাইকম্যান্ডের অধিকাংস বৈঠক হত বঙ্গবন্ধুর কক্ষে। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সর্বদাই থাকত অগণিত উৎফুল্ল জনতার এবং সাংবাদিকদের ভিড়।

বঙ্গবন্ধুর ১লা মার্চের আহবানে ২রা মার্চ থেকে সারা দেশে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনে বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা ট্যাক্স বন্ধ রাখার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সঙ্গীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সেদিনের সভা মঞ্চে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাও দেখা যায়। ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পুনারায় ২৫শে মার্চ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। বাংলার মাঠে ঘাটে, হাটে বাজারে সর্বত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এদিকে বিভিন্ন স্থানে সামরিক জান্তার গুলীতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ নিজেই বলেছেন ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করবেনা। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সাংবাদিক বাংলা দেশে আসেন। ধানমন্ডির ৩২নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর ৬৭৭ নম্বর বাড়ী সংগ্রামের সূতিকাগারে পরিণত হয়। সকালে বিকালে দেশী বিদেশী সাংবাদিক এই বাড়ীতে এসে ভীড় জমান। তারা সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিভিন্নভাবে আন্দোলন ও ভবিষ্যত কর্মসূচী জানতে চান।

আর পাক বাহিনীও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। শোনা যায়, রেসকোর্সের জনসভাকে লক্ষ্য করে ঢাকা সেনানিবাসে কামান বসানো হয়। শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে জনসভায় গোলা বর্ষণ করা হবে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলাম বঙ্গবন্ধু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন। সারা দেশের মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা ও সমর্থন তাঁকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। তখন তার একটি কথাই ছিল বঙ্গালীর মনের কথা।

বঙ্গবন্ধুর মনের কথা তাজউদ্দিন আহমদের জানা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিতই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের খসড়া আমরা রচনা করে দিতাম। নেতার নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হতো। তাজউদ্দিন আহমদ মুষ্টিবদ্ধ হাত মুখে রেখে কান পেতে কথা শুনতেন। একজন নিখুঁত শিল্পীর মত আমাদের রচিত খসড়াগুলো তিনি শুনতেন। এরপর তিনি বক্তব্যের খসড়া বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যেতেন। আমাদের রচিত খসড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর পছন্দ হতো। কোন কোন সময় তিনি কিছু পরিবর্তন করতেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার পর বক্তব্যের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে খসড়া বক্তব্য লেখার জন্য নির্দেশ দেন। ৭ই মার্চ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে বসে রেসকোর্সের ময়দানে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি সেদিন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির পথ নির্দেশ করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্যাতন ও নিস্পেষণের কথা উল্লেখ করেন, বাঙ্গলী জাতিকে মরণপণ যুদ্ধের প্রস্তুতির আহবান জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী শোনান। বক্তৃতা একদিকে ছিল যেমন আবেগময়ী অপরদিকে ছিল নির্ভূল যুক্তি ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ী।

প্রকৃতপক্ষে পহেলা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়। বক্তৃতার পর বঙ্গবন্ধু বলেন আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দেশবাসীর দায়িত্ব হল হানাদার বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। বাংলার মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিপাগল মানুষ সে দায়িত্ব পালন করেছে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর।

কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতাকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার সাথে তুলনা করেন। বঙ্গবন্ধু জীবনে ৭ই মার্চের আগে ও পরে অসংখ্য বক্তৃতা করে গেছেন। ৭ই মার্চের বক্তৃতার সাথে তাঁর অন্য কোন বক্তৃতার তুলনা হয় কি? মুক্তিযুদ্ধকালে ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি মনে করি, ৭ই মার্চের বক্তৃতা এক অনন্য বক্তৃতা, যার সাথে পৃথিবীর অন্য কোন বক্তৃতারই তুলনা চলে না। তাই বাঙ্গালী জাতি যতদিন বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে ততদিনই এই বক্তৃতার দ্বারা আলোড়িত হবে। বাঙ্গালী জাতির জীবনে এই বক্তৃতা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

৭ই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা করেন। দেশের সর্বত্র শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৫ই

মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ৩৫টি নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এদিন সকালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। বৈঠকে উপস্থিত দুই-একজন ছাড়া সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে পাক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা সশস্ত্রভাবেই করতে হবে। এই বৈঠকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেটা হল এই পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশের কাছ থেকে কি রকম সাড়া বা সাহয্য পেতে পারি।

আমি এই বৈঠকে আমার বক্তব্য তুলে ধরি। চার্চিলের 'উই আর এলোন অন দি ব্রিজ' এই উদ্ধৃতি দিয়েই বক্তৃতা শুরু করি। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। সত্তরের ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন বাড়তে থাকে। এরপর জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ঐতিহাসিক আন্দোলনের খবর বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিদেশের কোন সরকার বা উচ্চপর্যায়ের লবির সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তুলনায় আমাদের বলতে গেলে কোন যোগাযোগই ছিল না।

আমার বক্তৃতার পর তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা করেন। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে কর্তব্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও জনগণের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব অরোপ করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সংগ্রামকে গণভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। সভাপতির ভাষণে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলায় সকলকে প্রস্তুত থাকার ইঙ্গিত দেন।

এদিকে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সহকর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের আলোচনা অব্যাহত থাকে। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। এই খসড়াটি মূল অংশগুলো মেনে নেয়া হবে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটা ধারণা দেয়া হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার কথা পরবর্তী বৈঠকে। ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের পক্ষ নীরব থাকে এবং সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেছি যে প্রত্যহ বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম থেকে আমরা খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'সোয়াত' জাহাজে করে অস্ত্র এসেছে। বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে চট্টগ্রামে মেজর জিয়ার কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করেন। খবরটি ছিল সোয়াত জাহাজ থেকে যেন অস্ত্র নামাতে না দেয়া হয়। এ ব্যাপারে মেজর জিয়া কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন না করায় পারবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আর যোগযোগ করা হয়নি।

২৩শে মার্চ সকালে ঢাকা থেকে জেলা সদরে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির কাছে একটি নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। নির্দেশে বলা হয়. যে কোন সময় পাক বাহিনী আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। পাল্টা আঘাত হানার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলাদেশের পতাকা ইতিমধ্যেই দেশের সর্বত্র তৈরী হয়ে গেছে।

২৪শে মার্চ বিকেল থেকেই বঙ্গবন্ধু সকলকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু তার পেছনের ঘরে প্রায় প্রত্যেকের সাথে এক মিনিট করে কথা বলেন। অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে বাথরুমেও কারো করো সাথে তিনি কথা বলেন।

২৫শে মার্চ তারিখেও এ ধরনের শলাপরামর্শ চলে। বঙ্গবন্ধু একে একে সকলকে বিদায় দিচ্ছেন। বিকেল থেকেই যেন ৩২ নাম্বারের বাড়ীতে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। বিকেল প্রায় ৪টায় আমার বন্ধু তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রিজভী বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কথা বলার সময় আছে কিনা। সময় থাকলে তার সাথে চা খেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রিজভীর বাসা বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে ২০০ গজ দূরে। আমি রিজভীর সাথে তার বাসায় গেলাম। রিজভী আমাকে বলেন, অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এদেশ বসবাসের কোন যোগ্য থাকবে না। তিনি এখনই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেনানিবাসে তার ভগ্নিপতির বাসায় চলে যাচ্ছেন। রিজভী তার পাঠান দারোয়ানের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, আমি কোন সময় গেলে যেন আমাকে থাকার আশ্রয় দেয়া হয়। তিনি বলেন, ইচ্ছা করলে আমি তার বাড়ী ব্যবহার করতে পারি। পেছনের একটি দরজা দেখিয়ে বলেন, বিপদের সময় পলায়নের রাস্তা রয়েছে। পরে জেনেছিলাম শহিদুল্লাহ কায়সার কিছুদিন এই বাড়ীতে ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো শেষ করি। রিজভীর কাছে শোনা বক্তব্য এক ফাঁকে বঙ্গবন্ধুকে জানাই। বঙ্গবন্ধু শুনে গম্ভীর হয়ে যান। এর ক'দিন পূর্বে এরকম একটি আত্মগোপনের কথা নিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মগোপনের জন্য চাপ দেই। তিনি আত্মগোপন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, আত্মগোপনের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুকে বলে আসছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।

বঙ্গন্ধু একদিন তাঁর বেডরুমে হাইকম্যান্ডের বৈঠকের সময় তাজউদ্দিন আহমদ ও আমাকে ডাকেন। আমি আমারসহ হুইপ আবদুল মান্নানকে নিয়ে সেখানে যাই। বৈঠকে আত্মগোপনের জন্য আমরা সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুকে চাপ দেই। তিনি প্রশ্ন করেন, আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

২৫শে মার্চ বিকেলে আমার আবর ইচ্ছা হলো আত্মগোপন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আনুরোধ জানাই। মনে মনে ঠিক করলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন আসলে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় শেষ অনুরোধ জানাবো। তাঁরা দু'জন অন্য কাজে বাইরে ছিলেন। আমি জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর শেষ বক্তব্যের খসড়া তৈরী করতে ব্যস্ত। আমার খসড়া প্রস্তুত হলো। বঙ্গবন্ধু একটু দেখে ঠিক করে দেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সামনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

আমি বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে পাশে বদরুন্নেছা আহমদের বাসায় খোঁজ নিতে যাই। নুরুদ্দিন ভাই বলেন, সেনানিবাস থেকে শিগগিরই ট্যাংক বেরিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জনতার ওপর আক্রমণ শুরু হবে। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি তিনি ওপরে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে আবার বেরিয়ে আসি। আমি এখনো আশা করছি তাজউদ্দিন আহমদ ও কামাল হোসেনকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ আলোচনা করবো। তাজউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দেখি নূরজাহান মোর্শদ এম,পি বসে আছেন। বাড়ীর ভেতরে তাজউদ্দিন ভাই জোরে জোরে ভাবীর সাথে কথা বলছেন। কথা বুঝলাম তাজউদ্দিন ভাইয়ের মন খারাপ। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিছু না বলেই এই বাড়ী ত্যাগ করি। উদ্দেশ্য কামাল হোসেনের সাথে দেখা করা। গাড়ীতে নূরজাহান মোর্শেদকে নিয়ে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তার বাসায় নামিয়ে দিতে যেয়ে তাকে বল্লাম, আজ রাতটা বড় খারাপ। তাকে নামিয়ে আমার বাসায় আসার পথে দেখি পাক সৈন্যরা বেতার ভবন দখল করে নিয়েছে।

সার্কিট হাউজ রোডের ৪নম্বর বাড়ীতে আমি থাকি। কামাল হোসেন থাকেন ৩ নম্বর বাড়ীতে। আমার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে কামাল হোসেনের বাড়ীতে যাই। তিনি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আহমেদূল কবীর ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায়ের সময় লম্বা না করার জন্য আমি তাঁদের তাড়া দিলাম। তাঁদের বিদায় দিয়ে ডঃ কামাল কি করা যায় বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। বললাম পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রস্তুত হোন। আমি বাসায় লীলাকে বলে আসি।

১লা মার্চ থেকে বাড়ীতে দুপুরে খাওয়ার সময় আসি। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সাথে এক প্রকার কথাবার্তা হয় না বল্লেই চলে। আমার শ্বশুর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব এম, ওসামান আলী ১৯শে মার্চ ইন্তেকাল করেন। স্ত্রী তখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পিতৃহারা স্ত্রীকে সান্তনা দেয়ার সময়ও আমার হয়ে ওঠেনি।

ঘরে প্রবেশ করে লীলাকে বললাম, আমাকে এখন চলে যেতে হবে। সে শুধু জানতে চাইলো আমার কাছে টাকা আছে কিনা। পকেটে ২/১০ টাকা থাকতে পারে। আমার পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী, আর পায়ে সেন্ডেল। ‘ভালো থাক’ এ কথা বলেই স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পূর্বের মত দেয়াল টপকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে কামাল হোসেনের বাসায় আসি। তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

পথে দেখি শাহবাগের মোড়ে জনতা গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। এই পথে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বহু কষ্টে কর্মীদরে সহযোগিতায় রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পৌছি। বঙ্গবন্ধু যে আত্মগোপন করতে নারাজ গাড়ীতে ডঃ কামালকে সে কথা জানাই। ৩২ নম্বরের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখি বঙ্গবন্ধু নীচের তলায় খাবার শেষ করেছেন। দৃশ্যটি দেখে আমার ‘লাষ্ট সাপারের’ কথা মনে পড়লো। বঙ্গবন্ধুর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে গেঞ্জী ছিল। আমাদের দু’জনকে দেখে তিনি দরজায় আসেন। আমরা সংক্ষেপে শহরের অবস্থা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের সাথে চলে যাবার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাই। বঙ্গবন্ধু তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা পাঠ করেছ, আমি যা নির্দেশ করবো তাই শুনবে। তারপর তিনি আমাদের দু’জনের পিঠে দু’হাত রেখে বলেন, ‘কামাল, আমীরুল আমি কোনদিন তোমাদেরকে কোন আদেশ করিনি। আমি তোমাদের আজ আদেশ করছি, এই মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে’। আর শহরের অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে হানাদাররা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক এটা আমি চাই না।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে মোহাম্মদ মুসার বাড়ীতে যাই। আমার গাড়ী সেই বাড়ীতে রেখে মুসার গাড়ীতে উঠি মুসার ড্রাইভার গাড়ী চালায়। আমরা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। তাজউদ্দিন ভাইকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। তাঁকে জানাই, বঙ্গবন্ধু সকলকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইতস্তত করেন।

এ সময়ে বি ডি আর-এর একজন হাবিলদার এসে আমাদের বলে গেলেন, বি ডি আর-এর সকল বাঙ্গালী সদস্যরা বেরিয়ে পড়েছে। আজ রাতে তারা পাক বাহিনীর হামলার আশংকা করছে। তাজউদ্দিন ভাইকে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে বল্লাম। তিনি ভেতরে গেলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ডঃ কামালকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ডঃ কামাল গাড়ীযোগে অন্যত্র যেতে চাইলেন। আমি বল্লাম, এটা ঠিক হবে না। তাজউদ্দিন আহমদের কিছুটা দেরী হলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। তার পরনে লুঙ্গি ও গায়ে পাঞ্জাবী। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আর তার ঘাড়ে একটি রাইফেল। তার এই বেশ দেখে আমি বল্লাম, শিকারে যাচ্ছেন নাকি?

তাজউদ্দিন ভাই গত কিছুদিন যাবৎ আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বলছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে রাইফেল ট্রেনিং নিয়ে নিয়েছেন। আরহাম সিদ্দিকী তাকে এই রাইফেল যোগাড় করে দেন। কিন্তু এই রাইফেল পরবর্তীকালে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাইফেল বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো এই এলাকায় পাক সৈন্য এসে যাবে। পুরাতন ঢাকার একটা বাড়ীতে সকলের একত্রিত হবার কথা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবন থেকে বাইরে আসতে রাজী না হওয়ায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ী ছেড়ে না যাবার সিদ্ধান্তে নেতাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাজউদ্দিন আহমদ ভগ্নমনোরথ আবস্থায় বাড়ীতে বসে ছিলেন। তিনি নিজেকে এক রকম ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আঘাত হানার পূর্বেই আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। এরপর ভাবলাম, ১লা মার্চ থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ কামাল হোসেন ও আমি একত্রে কাজ করেছি। এই ৩ জনকে যে কোন মূল্যে একত্রে থাকতে হবে। ১৫ নম্বর সড়কের কাছাকাছি এলে ডঃ কামাল গাড়ী থামাতে বলেন। তিনি বলেন, সকলে এক বাড়ীতে না থেকে আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে যাই।

আমার চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা দিতে পারলাম না। তবে মনে মনে খুবই বিরক্ত হলাম। কামাল হোসেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তার একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরনটা মেনে নিতে পারলাম না। তবুও কামাল হোসেন গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। কথা রইলো পরদিন সুযোগ পেলেই তিনি মুসা সাহেবের বাড়ীতে যাবেন। আমরাও সেখানে যাব, না হয় যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু এটা আর হয়ে ওঠেনি। ডঃ কামাল মুসা সাহেবের বাড়ী যেতে পারেননি, আর আমরাও পারিনি ডঃ কামালের সাথে যোগাযোগ করতে। পরবর্তীকালে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। নির্যাতিত হন পাকিস্তানী কারাগারে। আর আমরা বঞ্চিত হই তার সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে। ডঃ কামালের সেদিনের একক সিদ্ধান্ত আজও আমাকে পীড়া দেয়। যদ্দিন তিনি পাকিস্তানী কারাগারে থেকে ফিরে না এসেছেন, তদ্দিন নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়েছে। কেন সেদিন জোরে বাধা দিতে পারিনি।

ইতিমধ্যে ধানমন্ডির বিদ্যুৎ চলে গেলো। রাস্তা জনমানব শূন্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দুই একটা গাড়ী মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর মত দেখা যায়। কালবিলম্ব না করে লালমাটিয়ায় রেলওয়ের এককালের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়ীর কাছে গিয়ে দু'জন নেমে গেলাম। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে মুসা সাহেবের বাড়ী চলে গেলো।

গফুর সাহেব আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা তাকে পূর্বে কোন খবর দেইনি। তবুও তিনি আমাদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করলেন। আমরা বাড়ীতে ঢুকার ৫/৭মিনিটের মধ্যেই এক প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত ঢাকা শহর কেঁপে উঠলো। পরে জেনেছি এটা ছিল আঘাত শুরু করার সংকেত।

শুরু হলো চারদিক থেকে ব্রাশ ফায়ার। অবস্থা জানতে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই বাড়ীর ছাদে যাই। পাক বাহিনীর ব্যপক হামলার মাঝে আমাদের ছেলেদের ৩০৩রাইফেলের বিচ্ছিন্ন শব্দ। 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনতে পাই। পাশাপাশি মোহাম্মদপুরের কয়েকটি বাড়ি থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা গেলো। আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার কাছাকাছি ছিলাম। তবে একদিক থেকে আমাদের বাড়ী নিরাপদ মনে হলো। কেননা অবাঙ্গালী অধ্যুষিত মোহম্মদপুর এলাকায় পাক বাহিনী কোন হামলা করবে না। আক্রমণের ব্যাপকতা ও আকস্মিকতায় একেবারে 'থ' হয়ে গেছি।

আমাদের ওপর হামলা হবে একথা জানতাম। সেটা হবে রাজনীতিবিদ, ছাত্র ও কর্মীদের ওপর। কিন্তু আধুনিক সমর সজ্জিত পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর ওপর বর্বরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের নজির আর কোথাও দেখিনি। গফুর সাহেবের বাড়ীর অসম্পূর্ণ ছাদের ইট-সুরকীর

ওপর বসে আমরা দু'জন পাকসৈন্যদের হামলার মুখে ভয়ার্ত মানুষের আর্তচিৎকার শুনছি। এক সময় তীব্র নীলাভ এক উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা শহর আলোকিত হয়ে উঠল। বিভিন্ন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের কালো ধোঁয়ায় ঢাকার আকাশ ক্রমশঃই কালো হয়ে উঠছে।

মধ্যরাতের দিকে ব্রাশ ফায়ার ও বিকট শব্দ শুনে তাজউদ্দিন আহমদ বলে ওঠেন, এবার দস্যুরা ৩২ নাম্বার বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করছে। এ সময় তিনি কেঁদে উঠলেন। বঙ্গবন্ধু কি তাঁর বাসা থেকে বেরিয়েছেন? বঙ্গবন্ধু যখন কোন আবস্থাতেই বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে অসম্মত হন , তখন আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ ছিল, তাঁর বাড়ীর পেছনে জাপানীদের অফিসে যেন তিনি চলে যান। এ সময় বঙ্গবন্ধুর কথা, তার পরিবার পরিজনের কথা, দলের বিভিন্ন নেতাদের কথা বার বার মনে হতে লাগলো।

এক সময় আমরা দুইজন ছাদ থেকে নেমে এলাম। নীচে এসে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। শুধু ভাবছি আর ভাবছি। এমনিভাবে রাত ভোর হতে চলল। চারদিক থেকে গুলির শব্দ আসছে। শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে উঠছে।

সকালে আমি বাথরুমে গেলাম। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। মনে হলো এক রাতে একটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

পাশে পড়ে ছিল গফুর সাহেবের ব্লেড। ১৯৬১ সালে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় সযত্নে রক্ষিত ফ্রেঞ্চ দাড়ি কেটে নিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর তাজউদ্দিন ভাই অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। বুঝলাম, দাড়ি কাটা কাজ দেবে। ২৬ শে মার্চ সকালে দু'জন বসে গত রাত থেকে ঘটনাগুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে দেরী করিনি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রথম কাজ হলো এই বাড়ী ত্যাগ করা। বাড়ীর সামনে দিয়ে পাক বাহিনীর টহলদার জীপ আসা-যাওয়া করছে রুমাল বেঁধে জীপে করে পাক সেনাদের সাথে ঘুরছে। তারা বঙ্গালী নেতা-কর্মীদের বাড়ীঘর, অবস্থান পাক বাহিনীকে দেখিয়ে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করছে আন্দাজ করলাম।

স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির একটি চালাঘরে কয়েকজন কর্মী আত্মগোপন করে রয়েছে। তাদের কাছে একটা রেডিও ছিল। ওরা রেডিওর খবরাখবর শুনছে।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বক্তৃতা দেন। আমরা দেয়ালে কান পেতে বেতারে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা শুনি। পাক প্রেসিডেন্ট বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিষোদগার করেন। জনগণকে শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট লাভকারী আওয়ামী লীগকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেআইনী ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার গলা থেকে সুতীব্র ক্রোধ বেরিয়ে আসে। ইয়াহিয়ার বক্তৃতা ও গত কয়েক ঘন্টার নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমরা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

দু'জনে ঠিক করলাম, পাক বাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার খবর যে কোনভাবে বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। ২৫শে মার্চে ঢাকায় গণহত্যার খবর ভারত বা বিশ্বের কোন বেতারে প্রচার হয়নি। তবে ২৬শে মার্চ রাতে অস্ট্রেলিয়া বেতার ঢাকার গণহত্যার খবর প্রচার করে।

পাক বাহিনী আমাদের বাড়ী সার্চ করতে পারে এই আশংকায় আমরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ি। প্রথম সমস্যা তাজউদ্দিন আহমেদের রাইফেল। যদ্দিন আমরা এই বাড়ীতে ছিলাম, এর সমাধান করতে পারিনি। দ্বিতীয় সমস্যা, আমাদের তিনজন পুরুষ মানুষ ছাড়া এ বাড়ীতে কোন মেয়ে মানুষ নেই। মেয়ে লোক না থাকাতে আমাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে।

এই অবস্থায় তাজউদ্দিন ভাই এর নাম মহম্মদ আলী আর আমার নাম রহমত আলী ঠিক করে নেই। সার্চ হলে বলা হবে মহম্মদ আলী চাঁদপুরে গফুর সাহেবের ঠিকাদারীর কাজ তদারকি করেন। আর আমার বাড়ী পাবনা, আমি গৃহস্বামীর ভাই এর ছেলে। ঢাকায় বেড়াতে এসেছি।

২৬শে মার্চ সারাদিন গফুর সাহেবের বাড়ীতে আটক থাকি। বাইরে কার্ফু। চারদিকে মিলিটারী জীপ টহল দিচ্ছে। ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের উপর সেনাবাহিনী ক্যাম্প করেছে। উপরে সার্চ লাইটের মতো কি যেন একটা বসানো হয়েছে। এটা দেখে মনে হয় একটা যুদ্ধের ছাউনী। কলেজের ছাদের ওপরে মেশিনগান তাক করে ওরা কন্ট্রোল রুম থেকে সকল এলাকা পাহারা দিচ্ছে। আমরা যে বাড়ীতে আছি সে বাড়ী থেকে সব দেখা যাচ্ছে। আমরা আশংকা করছি যে কোন মুহূর্তে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী শুরু হতে পারে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করলাম, কার্ফু ও গোলাগুলির মধ্যেও সাধারণ মানুষের গতি অব্যাহত রয়েছে। সামনে রাজপথ দিয়ে লোকজনের চলাচল নেই। কিন্তু ভেতরের রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করছে। ছোট ছোট ছাপড়া দোকানগুলো ঝাপ উঠিয়ে সওদা বিক্রয় করছে। কাজের মেয়েরা কলসী দিয়ে পানি নিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলে আমার চলাচলেও কোন অসুবিধা হবে না।

আমি একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। যে কোনভাবে সাত মসজিদ রোড পার হতে হবে। আমার অবস্থান থেকে সাত মসজিদ রোড বেশ দূরে। আমার খুবই পরিচিত কুষ্টিয়ার আতাউল হক সপরিবারে সাত মসজিদ রোডের কাছাকাছি থাকেন। গলি দিয়ে পার হচ্ছি। পথে একজন মৌলানাকে পেলাম। এমনিতেই তার সাথে কথা বলি। তিনি লালমাটিয়ার পুরাতন অধিবাসী। মৌলানা সাহেব আতউল হককে চিনেন। তার সাহায্যে আতাউল হকের বাড়ীতে পৌঁছি। মৌলানাকে বললাম, আমি হক সাহেবের আত্মীয়, পাবনা থেকে এসেছি। ওরা আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। পরে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

মৌলানাকে ঐ বাড়ীতে আমার আত্মীয় মহম্মদ আলী আছেন, তাকে নিয়ে আসার জন্য বললাম। কিছুক্ষণ পর মহম্মদ আলী এসে হাজির হলেন।

হক সাহেবের বাড়ীতে আমাদের নাশতা তৈরী করতে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। বিভিন্ন বাড়ীর পেছনের অলিগলি দিয়ে পথ চলছি। আমার আশংকা হচ্ছিল এই বাড়ী থেকে বেরোতে না পারলে আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়ে সাত মসজিদ রোডে পৌঁছার চেষ্টা করছি। হঠাৎ করে একটি মিলিটারী জীপ এই রাস্তায় ঢুকে পড়ে। রাস্তায় ঢুকেই ওরা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে। আমি একটি বাড়ির পাশে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। জীপটি ফিরে যেতেই আমি আতাউল হকের বাড়ীতে ফিরে আসি। কিছুক্ষণ পর এ ধরনের গোলাগুলি চরম আকার ধারণ করে। কোথাও আগুন জ্বলছে। ভয়ার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে পরিবেশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

আতাউল হকের ঘরের বেড়া ও চাল টিন দিয়ে তৈরী। টিনের বেড়া ফুটো করে গুলী যে কোন একজনের গায়ে লাগতে পারে। গৃহকর্ত্রী বলেন, পাশের পাকা বাড়ীতে চাকর ছাড়া অন্য কোন লোকজন নেই। আমরা ইচ্ছা করলে দেয়াল টপকে সেখানে যেতে পারি। তার কথায় আমি পাশের পাকা বাড়ীতে যাই। তাজউদ্দিন ভাই ঐ বাড়ীতে গেলেন না।

এলোপাতাড়ি গুলি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে। পরে শুনেছি, এটা ছিল প্রথম পর্যায়ের অপারেশন। পাক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশকে আতংকিত করে ঢাকাবাসীকে গ্রামের দিকে ঠেলে দেয়া। বস্তি এলাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নীড়হারা বস্তির হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। আতাউল হকের নির্মাণাধীন বাড়ীর ভেতরে খোলা আকাশের নীচে বস্তির বহু লোক আশ্রয় নিয়েছে। ছিন্নমূল মানুষগুলো সামান্য আসবাবপত্র

ও ছোটছোট ছেলেমেয়েদের কোলে দিয়ে এসেছে এখানে। কার্ফু জারী থাকা অবস্থায়ও এলোপাতাড়ি গুলি চলে। এমন সময় একটি মাইকে কেউ বলে গেল, কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নেয়া হয়েছে।

সে সময় একজন ছাত্র এ বাড়ীতে আসে। সে আমাদেরকে চিনতে পারে। তার মুখে শহরের টুকরো টুকরো খবর পেলাম। আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল ৩২ নাম্বারে কি হয়েছে? ছাত্রটি সঠিক কিছু বলতে পারলো না। তবে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে দু'ধরনের খবর শুনেছে। কেউ বলেছে বঙ্গবন্ধু সরে গেছেন। আবার কেউ বলেছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাইরে কার্ফু না থাকায় আমরা বাড়ী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমাদের দুজনের হাতে ১টি করে বাজারের থলি। যেন আমরা বাজার করতে যাচ্ছি। তাজউদ্দিন ভাই এর পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি। বাজারের থলির নীচে তার নিজের ব্যাগ রাখা হয়েছে।

আমরা সাত মসজিদ রোডে পৌঁছি। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিলে ১৯নম্বর রাস্তা। সেটা পার হলেই রায়ের বাজার। এমন সময় আমাদের পেছনে একটি মিলিটারী জীপ এলো। জীপটি চলে যেতেই আমরা আবার রাস্তায় চলে আসি। ডানে মোড় নিলে লালমাটিয়ার সীমানা পেরিয়ে ১৯ নম্বর সড়ক। ডানে মোড় নেব এ সময় তাজউদ্দিন ভাই থমকে দাঁড়ান। আর একটু এগুলেই ডান পাশে তার বাড়ী। তিনি তার বাড়ী যেতে চাইলেন। আমি জোর আপত্তি জানাই। যুক্তি দিলাম, আপনার বাড়ী নিশ্চই আক্রান্ত হয়েছিল। হায়েনার দল এখনো বাড়ীর আশেপাশে আড়ি পেতে বসে থাকতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই-এর মনে পড়লো তার ঔষধগুলোর কথা। সেগুলো বাড়ীতে রয়ে গেছে। বাড়ীতে আর যাওয়া হলো না।

ডান দিকে মোড় নিয়ে আমরা রায়ের বাজারে পৌঁছি। এখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাঁটি তখনো রয়েছে। নির্ভীক কর্মীরা সংগ্রাম কমিটির অফিস পাহারা দিচ্ছে। এদের সাহস দেখে একদিকে যেমন বিস্মিত হলাম. অপরদিকে আমার হাসিও পেল। কেননা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মোকাবেলা সাহসের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও কৌশলের দিক দিয়ে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাক বাহিনীর হামলা এখানে তখনো আসেনি। এলাকাবাসীর মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও অন্যান্য নেতাকর্মীদের সাথে আমাদের কথা হলো। তারা আমাদের কাছে এই মুহূর্তের করণীয় জানতে চাইল। আমরা সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি নির্দেশ দেই।

রায়ের বাজার থেকে দুজন লোককে দুদিকে পাঠালাম। একজন গেল ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধুর খোঁজখবর জানতে, আর অপরজনকে পাঠালাম মুসা সাহেবের বাসায় ডঃ কামাল এসেছেন কিনা তা জানার জন্য। ৩২ নাম্বারের খোঁজ নিয়ে আমাদের প্রেরিত লোক ফিরে এসে জানায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে পুলিশ নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন লোকজন নেই। পরস্পর জানতে পেরেছে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আর মুসা সাহেবের বাড়ীতে খোঁজ করে জানা গেল, ডঃ কামাল হোসেন সেখানে পৌঁছুতে সমর্থ হননি।

সংগ্রাম কমিটির এই অফিসে চারদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে খবর আসছে। মানুষের মুখে মুখে খবর প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ প্রমূখ নদী পার হয়ে জিনজিরার দিকে চলে গেছেন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ-খবর জানতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব। সেখানে জমায়েত নেতাকর্মীদের বললাম, সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেরিয়েছি। তারা সময়ে সময়ে নির্দেশ পাবে।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক ভেবেছি। পাক বাহিনীর নগ্ন হামলার জবাব দিতে হবে। বাংলার দামাল যুবকদের পুনর্গঠিত করতে হবে। ২৭শে মার্চ রায়ের বাজারের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। এই বিদায় ছিল মর্মস্পর্শী। তাজউদ্দিন ভাইকে আমি বলি, এখন পথই আমাদের ঠিকানা, পথই আমাদের সঠিক পথে পৌঁছে দেবে। বিদায়ের সময় রায়ের বাজারের একজন কর্মী জিজ্ঞাসা করেন আমাদের পরিবারের জন্য কিছু বলার আছে কিনা। আমরা দু'জনে দু'টুকরো কাগজ নিয়ে কিছু লিখে তাদের হাতে দিলাম। কর্মীরা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাজউদ্দিন ভাইয়েরটা পৌঁছুল, আমারটা কর্মীরা পৌঁছাতে পারেনি। শুনেছি আমার বাড়ীওয়ালী কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। আমার খোঁজে কেউ আসলে তাকে ভয় দেখাতেন।

পরবর্তীকালে দু'জনে আলাপ করে দেখেছি স্ত্রীর কাছে আমাদের দু'জনার লেখার মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল ছিল। আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছি। কবে এর শেষ হবে জানি না। আট কোটি মানুষের সাথে মিশে যাও। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখা হবে।

আমরা আবার যাত্রা করি। তাজউদ্দিন আহমদের পায়ে কাপড়ের জুতা। হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। জুতা খুলে তিনি হাঁটতে থাকেন।

আমরা রায়ের বাজার থেকে নদী পার হয়ে নবাবগঞ্জ থানায় যাব। অগণিত লোক পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে হেঁটে চলেছি। ঢাকা থেকে ভাগ্যাহত মানুষ যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। পাক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে লোকজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মানুষের মিছিলে সর্বশ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এই মিছিলে আমরা মিশে গেছি। কেউ জানে না। আমরা কারা। শুধু জানি আমিও ওদের একজন। চলতে চলতে এক সময় হয়তো এক বৃদ্ধার মাথার পুঁটলিও নিজের তাতে নিয়েছি। কখনো বা কোন ছোট শিশুকে কোলে করে পার করে দিয়েছি।

আমাদের গতি দ্রুত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হাজার হাজার মানুষ উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে চলেছে। রাস্তার দু'পাশে গ্রামের মানুষ মিছিলের মানুষকে উদার হস্তে খাওয়াচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে। ডেকে ডেকে মানুষকে খাওয়াচ্ছে। আতিথেয়তার প্রতিযোগিতা ছিল প্রতিটি গৃহে। সেদিন বাংগালীর জন্য বাংগালীদের দরদ দেখেছিলাম, এতে আমি নিশ্চিন্ত হই যে বাংলার স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চলার পথে একজন সিপাই যুবকের সাথে কথা হলো। তার পরনে লুঙ্গি। ২৫শে মার্চ রাতে সে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ছিল। সে রাতে কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলো, কিভাবে তার সঙ্গী সাথীরা পাক বাহিনীর বর্বরতার শিকার হলো, এই ভয়াবহ কাহিনী তার মুখ থেকে শুনলাম। অন্য একজন শিপাই। সে মিটফোর্ড হাসপাতালে একজন রাজবন্দীর পাহারায় ছিল। অতি কষ্টে সে জীবন নিয়ে চলে এসেছে।

কাফেলাতে শুধু জীবন্ত মানুষ নয়, এখানে রয়েছে লাশ। কয়েক দিনের পুরোনো লাশও রয়েছে। প্রিয়জনের মৃতদেহ ওরা ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। পথে পথে অনেক জানাজা হতে দেখলাম। ঢাকাতে যারা শহীদ হয়েছে তাদের লাশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

পথিমধ্যে তাজউদ্দিন ভাইকে অনেকে চিনে ফেলে। একজন আওয়ামী লীগ কর্মী আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও এক প্রকার জোর করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। তার জোর দাবী কিছু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা এক প্রকার ভুলে গেছি। চা ও বিস্কুট খেলাম। কিছু বিস্কুট পকেটে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করি।

যাবার আগে কর্মীদের উদ্দেশে বলে গেলাম, সংগ্রাম কমিটির আওতায় সব কিছু পরিচালনা করতে হবে। শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। শত্রুদের খবর পেলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পথ চলতে চলতে এক সময় বেলা পড়ে গেল। সামনে নদী ।এই নদী পার হলে নবাবগঞ্জ থানা পার হয়ে আমরা দোহার থানায় যাব। খেয়া নৌকায় লোকজনকে পার করে দেয়া হচ্ছে। তবুও নদীর দু'ধারেই মানুষের ভিড়। তবে মানুষকে পার করে কেউ কোন পয়সা নিচ্ছে না। আশেপাশের মানুষ নিজেদের নৌকা দিয়ে ভাগ্যাহত জনতাকে পার করে দিচ্ছে। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সাথে একটি নৌকায় পার হই। নৌকাওয়ালা পয়সা নিতে রাজী হলো না।

ওপারে নেমেই দেখি একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে জড়িয়ে ধরল। সে যেন আনন্দে আত্মহারা। যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছে। সে বলল, আপনাদের নেয়ার জন্যই আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

মোটর সাইকেলে দুইজনের বেশী ওঠা যায় না। প্রথমে তাজউদ্দিন ভাইকে নিয়ে গেল তার গ্রামে। আমি হাঁটতে থাকি। পরে আমাকেও নিয়ে গেল। সে গাঁয়ে আওয়ামী লীগের এক বিশিষ্ট নেতার বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যাবস্থা হলো। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। বাড়ীর সামনে পানি ভরা পুকুর। সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও দু'জনে গোছল করি। এরপর বৈঠকে বসি। ইতিমধ্যে এই বাড়ীতে অনেক লোক জমা হয়ে গেছে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হলো।

আহার শেষে দু'জন এক চৌকিতেই ঘুমাতে যাই। পরদিন ভোরে আমাদের যাওয়ার জন্য ২টি মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবস্থান থেকে পদ্মার দূরত্ব ৫০ মাইল। মোটর সাইকেলযোগে রওয়ানা হয়ে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা সুবেদ আলী এম পি এ'র বাড়ীতে পৌঁছি। সুবেদ আলী টিপু ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। বিলেতে থাকাকালে তার সাথে আমার পরিচয়। তিনি একজন উৎসাহী দলীয় সদস্য।

এই বাড়ীতে আমরা আবার বৈঠকে বসি। সেখানে কৃষক নেতা জিতেন বাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি ন্যাপ-এর সদস্য। ঘন্টাখানেক পরে আমরা আবার যাত্রা করি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অপর একজন এম,পি এ আশরাফ চৌধুরীর বাড়ীতে পৌঁছে যাই। গৃহস্বামী মাত্র ১ ঘন্টা আগে বাড়ী পৌঁছেছেন। তিনি ২৫শে মার্চের কাল রাতে ঢাকায় ছিলেন। বিরাট দ্বিতল বাড়ী। পানি এসে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কিছু খেয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। পথ দেখাবার জন্য স্কুলের একজন বাঙ্গালী দফতরী আমাদের সাথে রয়েছেন। পদ্মার তীরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রমত্ত পদ্মার বুকে তখন প্রচণ্ড ঢেউ। কয়েকটি নৌকা তীরে বাঁধা রয়েছে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কোন নৌকা আমাদের ওপারে নিয়ে যেতে সাহস পেল না। অগত্যা তীর থেকে আমরা আগারগাঁও নামক একটি গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের দলীয় একজন কর্মী-বন্ধুর বাড়িতে রাত্রি যাপন করি।

বাড়ীর লোকেরা তাঁতের কাজ করে খায়। স্নান করে খেতে যাব, হঠাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের আনুষ্ঠান কানে ভেসে আসলো। ঘোষক বেতারে বলছেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে হাজির হতে বেতারে নির্দেশ দেয়া হলো। প্রথমে এদের নাম-ধাম কিছুই বুঝা গেল না। ঠাওর করে উঠতে পারলাম না, কারা কোত্থেকে এই বেতার চালাচ্ছে। পরে বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান।

মেজর জিয়ার আহবান বেসামরিক, সামরিক তথা বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে। পরদিন এই বেতার থেকে টিক্কা খানের আহত হবার খবর শুনি। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের অনেক খবর প্রচার করা হয়।

আমরা দু'জন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যে অবিলম্বে একটি সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পরদিন ভোরবেলা আবার রওয়ানা হই। পদ্মা তখন শান্ত। মাঝ নদীতে চর পড়েছে। আমাদের তাই দুই অংশে পার হতে হবে। আমাদের সাথে আশরাফ আলী চৌধুরীর স্কুলের পিওন রয়েছে।

পদ্মার ঘাটে ছোট বড় অনেক নৌকা। অনেক নৌকা খুলনা বরিশালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি এবারে ফসল কেটে সব নৌকা কি ঘরে ফিরতে সমর্থ হবে? এমনিভাবে ভাবতে ভাবতেই নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠছি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছি। সকলের মনেই ভীতির ভাব। এমন সময় আইডব্লিউটিএ'র একটি মোটর যান দেখা গেল শব্দ করে আমাদের দিকে আসছে। কেউ কেউ এটাকে পাক সামরিক বাহিনীর মোটর যান ভেবে আশংকা প্রকাশ করে। আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ি ওরা ঢাকা ছেড়ে আসতে পারে না। মোটর যানটি কছে আসার পর দেখা গেল এতে কিছু সাধারণ যাত্রী রয়েছে। পরে শুনেছি, পাক বাহিনী যাতে ব্যবহার না করতে পারে এ জন্য শ্রমিকরা এই বোটগুলোকে নিয়ে এসেছিল।

আমরা নদীর ওপারের খবর জানি না। সেখানে একটি বাজার দেখা যাচ্ছে। একটি নৌকা করে আমরা নদীর ওপারে যাই। আর নদীর এপার থেকেই পথ দেখাতে আসা স্কুলের পিওনকে বিদায় করে দেই।

বাজারের পাশেই একটি মাঠ। মাঠে কেউ লাঙ্গল চালাচ্ছে কেউ বা অন্যান্য কাজ করছে। চারদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলো। এই অবস্থায় আমরা বাজারে গিয়ে পৌঁছি। বাজারে গিয়েই সেখানাকার সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের সাথে দেখা হলো।

আমরা এখান থেকে ফরিদপুর যাব। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ছাড়া অন্য কোন পথে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পায়ে হাঁটা পথও ভাল নয়। খাল, বিল, নালা পেরিয়ে যেতে হবে। তবে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। অগত্যা আমরা দুটি ঘোড়াই ভাড়া নেই । এই বাজার থেকে ৭ মাইল দূরে ফরিদপুর শহর। ঘোড়ায় চড়ে শহরের এক প্রান্তে নামি। সেখান থেকে রিক্সাযোগে আওয়ামী লীগ নেতা ও এম,পি ইমামউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হই। বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝলাম লোকজন বেশ শংকিত। গত রাতে শহর থেকে লোকজন গ্রামে চলে গেছে। ঢাকা থেকে লোকজন এসে সেখানকার ভায়াবহ পরিস্থিতির কথা বর্ণনা দিয়েছে। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনেই লোকজন রাতের বেলা শহর থেকে চলে যায়।

ইমামউদ্দিনের স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। বাড়ীতে তিনি একা। ইমামউদ্দিন বাড়ীতে নেই, তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আশেপাশের পুলিশ ও বি ডি আর-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ইমাম সাহেব বাড়ী আসেন। তাড়াতাড়ি ডালভাত রান্না হলো। শহরের লোক আশংকা করছে এখানে যশোরের পাক সৈন্যরা যে কোন সময় হামলা করতে পারে।

আমরা সবে মাত্র খেতে বসেছি। এমন সময় খবর এলো পাক সৈন্য এদিকে আসছে। কোন দিক দিয়ে আসছে সে সময় তা বুঝা গেল না। চারদিক লোকজন ছুটোছুটি করছে প্রাণ ভয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম এখান থেকে মাগুরার পথে রওয়ানা হবো। সেখান থেকে যশোর সেনানিবাস ও আশেপাশের খবর পাওয়া যাবে।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা শেষে আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি। রাস্তার বিভিন্ন অংশ কেটে দেয়া হয়েছে পাক সৈন্যর গতি রোধ করার জন্য। একটা রিক্সাযোগে আমরা কামারখালীর পথে চলেছি। কোথাও কোথাও নিজেরা রিক্সা পার করেছি। এমন সময় ফরিদপুরের দিকে একটি জীপ আসতে দেখি। জীপটি কার তা দেখার জন্য আমরা রাস্তার আড়ালে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম জীপটিতে অসামরিক লোক রয়েছে। জীপে চালকের সাদা পোশাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক বসা। রাস্তায় এসে জীপটি নামাবার ইঙ্গিত দেই। পরিচয় নিয়ে জানলাম তিনি রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক। নাম শাহ ফরিদ। তাঁর কাছে টুকরো টুকরো খবর পেলাম।

শাহ ফরিদ মেহেরপুর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি চুয়াডঙ্গার সাথে যোগযোগ করেছেন। তিনি জানান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক ইলাহী চুয়াডাঙ্গার পুলিশ ও বি ডি আর এর সাথে যোগাযোগ করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। ঝিনাদহ, যশোর, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়ার জনগণ পাক

সৈন্যের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করছে। সেখানে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এসব খবর শুনে আমরা দু'জন আশান্বিত হই।

শাহ ফরিদ আমাকে চিনল কিনা বুঝলাম না। ঢাকার পরিস্থিতি তাকে জানাই। আমি বললাম, আমরা আওয়ামী লীগ হাই কম্যান্ডের পক্ষ থেকে এই এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এসেছি। পরে শাহ ফরিদ পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের পুলিশ ও বিডিআরদের কুষ্টিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে রিক্সা ছেড়ে দেই। স্থানীয় একটি বাসে অন্যান্য কয়েকজন যাত্রীর সাথে আমরাও উঠি। কিছুদূর যেয়ে বাসটি আর যেতে পরলো না। এখন আমার সাথে অনেক যাত্রী। কামারখালী পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

সামনে নদী পার হতে হবে। একটি মাত্র খেয়া নৌকা। যাত্রী বেশি। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। নৌকা প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা। অনেক কষ্টে নদী পার হলাম। আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। হাঁটতে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। এখান থেকে মাগুরা ৮ মাইল। আমাদের সাথে আরো অনেকে রয়েছে। তারা ঢাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু ছাত্র-যুবকও রয়েছে। আমরা এদের মধ্যে অচেনা রয়ে গেছি, যেমনি ছিলাম সারা পথে। ঘনিষ্ঠ কর্মী ছাড়া কারো কাছে নিজেদের পরিচয় দেইনি।

সন্ধ্যাবেলা কামারখালী ঘাটে রেডিও শুনি। রেডিওর কাছে বহু লোক ভিড় করে। বেতারে টুকরো টুকরো খবর প্রচার করা হয়। 'মুক্তিবাহিনীর গুলিতে টিক্কা খান আহত,' পাক বাহিনী পালিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বেতারে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানানো হয়।

মাগুরা খালের ওপর কাঠের পুলটি পুড়তে দেখলাম। শত্রুদের গতিরোধ করার জন্য নিজেরাই পুল পোড়াচ্ছে। টর্চের আলোতে ওপারে সঙ্গীন দেখা গেল। বললাম, আমরা বন্ধু। পার হবার জন্য একটি মাত্র ছোট নৌকা ছিল। দুই জনের বেশী নৌকায় ওঠা যায় না। আমরা দুইজন সকলের শেষে পার হই।

ওপারে গেলে সকলের দেহই তল্লাশি করা হলো। আমার পর তাজউদ্দিন ভাই-এর পালা। মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরলো। নেতাকে চিনতে পেরেছে। তাজউদ্দিন ভাইও তাকে জড়িয়ে ধরেন।

রাত তখন অনেক। একটি রিক্সাওয়ালাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনা হলো। আমরা দু'জনে রিক্সায় আর সে হেঁটে চলে। অনেক রাতে আমরা আওয়ামী লীঘ নেতা সোহরাব হোসেনের বাড়ি পৌঁছি। সোহরাব ভাই-এর স্ত্রী রাতের বেলা আমাদের জন্য রান্না করেন। খেতে খেতে ভোর হয়ে গেল।

সোহরাব হোসেন এখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। মাগুরার মহকুমা প্রশাসক কামাল সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। স্থানীয় কর্মীরা তার ভূয়সী প্রসংসা করলেন।

সিদ্দিকী আমার পূর্ব পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্য কয়েকজনের সাথে সিদ্দিকীকেও বহিস্কার করা হয়েছিল। আমি তার পক্ষে মামলার কৌঁসুলি ছিলাম। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালেও সিদ্দিকী উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন।

আমরা দু'জন ও সোহরাব ভাই জীপযোগে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ঝিনাইদহ পৌঁছি। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল আজিজের বাসায় উঠি। আমরা সেখানে পৌঁছে এসডিপিও মাহবুবউদ্দিনকে খবর পাঠাই। মুক্তিযুদ্ধকালে মাহবুবের ভূমিকা ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল। পরে তিনি ঢাকার পুলিশ সুপার হন।

মাহবুব ঝিনাইদহে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছে। আমাদের দেখে খুবই উৎফুল্ল হলো। এই কন্ট্রোল রুম থেকে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যশোর সেনানিবানের

চারদিক জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। হাজার হাজার লোক বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে সেনানিবাস পুড়ে দেয়ার জন্য। জনতার হাতে বন্দুক, রাইফেল, বল্লম, বর্শা, দা, কুড়ালসহ স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র। কুষ্টিয়াতে তিন শতাধিক পাক সেনা মুক্তিবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ।

কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ থেকে ২৮ মাইল দূরে। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার অবাঙ্গালী মহকুমা প্রশাসককে হত্যা করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার অবাঙ্গালী জেলা প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী। আমরা চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কুষ্টিয়ার অবরোধ জোরদার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিভিন্ন জরুরি নির্দেশ দিয়ে আমরা দুইজন ও মাহবুব চুয়াডাঙ্গা চলে যাই। সেখানে পৌঁছে তওফিক এলাহী ও মেজর ওসমানের সাথে ব্যপক আলোচনা হয়। চুয়াডাঙ্গার সকল আওয়ামী লীগ কর্মীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবহিত করি। ইতিমধ্যে আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি বিডিআর বাহিনী কুষ্টিয়া প্রেরণ করি।

কুষ্টিয়াতে পাক সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। গ্রাম থেকে অগণিত লোক শহরে আসে। হাজার হাজার মানুষের শ্লোগানে শহর কেঁপে ওঠে। মানুষের হাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ অস্ত্র। পুলিশের সকল রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। অবাঙ্গালী এডিসি সার্কিট হাউজে পাক সেনাদের সাথে অবরুদ্ধ। এডিসি নিহত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। তিনি একজন পাক জেনারেলের আত্মীয়।

কুষ্টিয়ার সর্বশ্রেণীর লোক যুদ্ধে অংশ নেয়। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত, ডিম, রুটি, পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠায়। আমাদের অগণিত সৈনিকদের রসদের কোন অভাব হয়নি। ঝিনাইদহ থেকে খবর পাই, কিছুসংখ্যক পাক সৈন্য ভয়ে পালিয়ে গেছে।

সারাগঞ্জ ব্রিজ আমার বাড়ির পাশে। যশোর-কুষ্টিয়ার মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার ওপর এই ব্রীজ দিয়েই যশোর থেকে পাক বাহিনী কুষ্টিয়া আসতে পারে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ব্রীজের পাশে মাটি কেটে এর উপর চট বিছিয়ে দেয়। চটের মধ্যে আলকাতরা দিয়ে রাস্তার পিচের মত কালো করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে পাক সেনাদের একটি পলাতক জীপ সেই খাদে পড়ে যায়। গ্রামের লোক ওদের পিটিয়ে মারে। এমনিভাবে কুষ্টিয়ার গ্রামের মানুষ পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের পিটিয়ে মারে।

চুয়াডাঙ্গা থেকে খবর পাই, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়ী হয়েছি। ওরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পলায়নোন্মুখ। এদের একজনও যশোর সেনানিবাসে ফিরে যেতে পারেনি। দুপুরে চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ার বীর জনতার প্রতি একটি অভিনন্দন বাণী পাঠাই। আমার এই বিবৃতি ভারতের কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা গিয়ে তিন ভাগে বৈঠক করি। একটি রাজনৈতিক, একটি সামরিক ও অপর বৈঠকটি করি তওফিক ও মাহবুবকে নিয়ে। তওফিক একাধারে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক। সেখানে বসে পাবনার খবর পাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের যোগ দিয়েছেন। মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুরে আমাদের অবস্থা ভাল। যশোর সেনানিবাস বীর জনতার দ্বারা তখনো অবরুদ্ধ।

ঢাকার অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চট্টগ্রামের খবর বিপ্লবী বেতারযোগে পেয়েছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ চলছে। বাংলার সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশসহ সর্বশ্রেণীর লোক সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বীর জনতার মনোবল থেকে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত। বিভিন্ন স্থানে খণ্ড যুদ্ধে আমরা জয়ী হলেও বিশাল পাক বাহিনীর সাথে লড়াই করার মত অস্ত্রসম্ভার এই মুহূর্তে আমাদের নেই। তবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জনতার শক্তি দানা বেঁধে উঠেছে, একে সুসংহত করতে হবে। জনযুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যোদ্ধাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তুলে দিতে হবে। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার কৌশল আমাদের যোদ্ধাদের শিখাতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় তৌফিক, মাহবুব ও মেজর ওসমানের সাথে আবার বৈঠক করি। ডাঃ আসহাবুল হক আমাদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করছেন। অস্ত্রের জন্য ভারতে যে আমাদের নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা ৩টার দিকে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই সীমান্তের পথে রওয়ানা হই। তওফিক ও মাহবুব আমাদের সাথে ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হবো না বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন সরাকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করলেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের আলোচনা সম্ভব।

সীমান্ত থেকে কিছু দূরে একটি জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট খালের ওপর একটি বৃটিশ যুগের তৈরী কালভার্ট। কালভার্টের ওপর তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বসে আছি। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে তওফিক ও মাহবুবকে ওপারে পাঠাই।

তাজউদ্দিন ভাইকে বিষণ্ণ মনে হলো। তার বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ছোটবেলার একটা কথা তার মনে পড়ছে। তিনি বলতে থাকেন ছোটবেলা হিন্দু সহপাঠীরা বলতেন, তোদের পাকিস্তান টিকবে না। আমি পাল্টা জোর দিয়ে বলতাম অবশ্যই টিকবে। ছোটবেলার সহপাঠীদের কথা তার মনে পড়ছে। সূর্য ডুবু ডুবু করছে বাংলাদেশের আকাশে আবার কখন নতুন সূর্যের উদয় হবে, তা ভাবতে আমরা দু'জনেই কালভার্টের ওপর শরীর এলিয়ে দেই।

তওফিক এলাহী ও মাহবুব চলে যাওয়ার পর অনেক্ষণ কেটে গেল। ওরা ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে গেছে। জঙ্গলের ভেতর বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। জনবসতি নেই বললেই চলে।

চারদিকে আগাছায় ভরে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাজউদ্দিন ভাইকে ডেকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। শব্দ ক্রমশঃ আমাদের দিকেই আসছে। আগন্তকরা কছে এসেই হাতের অস্ত্র উঁচু করে সামরিক কায়দায় আমাদের অভিবাদন জানান। অফিসারটি জানান, আমাদেরকে তিনি যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে ছাউনিতে নিয়ে যেতে এসেছেন।

আগন্তুক অফিসারের সাথে আমরা ছাউনিতে চলে যাই। ছাউনিতে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের আগমনের খবর ইতিমধ্যে কোলকাতায় পৌঁছে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএসএফ-এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনীতে এসে পৌঁছলেন। আমরা আমাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বাত্মক সাহয্যের আবেদন জানাই।

মজুমদার বলেন, আপনাদের আবেদনের জবাব শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই বলতে পারেন। তিনি জানান, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তার সাথে কোলকাতা যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তার পক্ষে ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র দেয়া সম্ভব। তবে দিল্লীর সাথে আলোচনা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। তওফিক এলাহী ও মাহবুবকে বিদায় দিয়ে মজুমদারের জীপে করে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কোলকাতা যাত্রা করি।

মজুমদার নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, আমাদের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ফ্লাইটে দিল্লী থেকে একজন কর্মকর্তা আসবেন। তার এ কথা শুনে আমরা কিছুটা আশ্চর্য হই। রাতেই তার সাথে যোগাযোগ করেন। জীপ থেকে নামিয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বড় কালো রং-এর একটি গাড়ীতে তোলা হলো। বিমান থেকে ছ''ফুটেরও বেশি লম্বা একজন লোক নেমে সোজা আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। মজুমদার তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হলেন বিএস এফ-এর প্রধান রুস্তমজী।

রুস্তমজী এক সময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই আস্থাভাজন।

এদিকে আমাদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। গাড়ীতেই শুরু হয় আলোচনা। রুস্তমজীর প্রথম প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কোথায়? মজুমদারের প্রথম প্রশ্নও ছিল এটাই। এর পরেও আরো অনেকের সাথে দেখা হয়েছে সকলেরই প্রথম প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কেমন আছে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা তৈরী ছিলাম। দলীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের সাথে বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের ব্যাপারে আমরা একই উত্তর দিয়েছি। আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হলো বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাচ্ছি। তিনি জানেন, আমরা কোথায় আছি। তিনি আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন। সময় হলে বা প্রয়োজন দেখা দিলে, তিনি উপযুক্ত স্থানে আমাদের সাথে দেখা করবেন।

একটি সুন্দর বাড়ীতে (আসাম হাউজ) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একটি ঘরে আমি আর তাজউদ্দিন ভাই, অন্য ঘরে রুস্তমজী। আমরা খুবই ক্লান্ত। স্নান করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সাথে অতিরিক্ত কোন কাপড় নেই। রুস্তমজী আমার পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের কথা জেনে তার ইস্ত্রি করা পায়জামা ও কোর্তা দিলেন। ছ'ফুট লম্বা মানুষের কোর্তা সামাল দেয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

তখন প্রায় মধ্যরাত। স্নানের কাজ সেরে নিলাম। এত রাতে খাবার পাওয়া কষ্টকর, তবুও গোলক মজুমদার আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। খাওয়ার পর টেবিলের ওপর রাখা একটি মানচিত্রের দিকে আমরা চোখ রাখি। কোনদিন যুদ্ধ করিনি বা এর কথা ভাবিনি। অথচ আজ যুদ্ধের পরিকল্পনায় অংশ নিতে হচ্ছে। রুস্তমজী রণকৌশলী। আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে জানালাম। আজ রাতেই আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমাদের প্রথম কাজ হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের একত্রিত করে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো, মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করা। বিএসএফ-এর বিভিন্ন প্রধানদের এই গভীর রাতে ডাকা হয়। তার যোগাযোগ প্রধানের সাথে এই রাতেই যোগাযোগ করা হলো। আওয়ামী লীগের এমএলএএমপিসহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরি করে এতে তাদের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এসব নেতার সাথে যোগাযোগের জন্যে এই তালিকা বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়। আমরা বিশেষ ক'জন দলীয় নেতার কথা জানালাম যাদের সাথে আমাদের সহসাই যোগাযোগ প্রয়োজন। যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ, কুষ্টিয়াতে আমরা জয়লাভ করেছি এবং চুয়াডাঙ্গাতেও আমাদের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অতি দ্রুত আমাদের সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের এই খবর পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। বিএসএফ-এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ নেতৃবৃন্দের কাছে নির্দেশ পৌঁছে দেয়া শুরু করি।

যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব সাহায্য দিতে বিএসএফ রাজী হলো। পরামর্শ করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা বিছানায় যাই। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে রেডিওর শব্দ শুনি। বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায় এই রেডিও দিয়েছিলেন। রেডিওতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনি। আমাদের মা-বোনদের ওপর বর্বর অত্যাচারের কথা শুনে মনের অজ্ঞাতেই বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত দু-চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।

বিএসএফ আমাদের আতিথেয়তার ভার নেয়। চট্টপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। ৯মাস আমাদের সাথে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেছেন। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। একজন বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মচারী হয়ে এমন নিষ্ঠার সাথে কাজ করেও তিনি কোন দিন কোন কৃতিত্বের দাবী করেননি। মিঃ চট্টপাধ্যায় আমার জন্য একটি প্যান্ট ও একটি শার্ট যোগাড় করলেন।

আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো। যেসব স্থানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধের প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ পর চুয়াডাঙ্গার সাথে যোগাযোগ হলো। চুয়াডাঙ্গাকে আমরা বিপ্লবী সরকারের রাজধানী করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করেছি। পরদিন দেখি, সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই খবর ফাঁস না করার জন্য ডাঃ আসহাবুল হককে আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, আনন্দের অতিশয্যে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে তিনি তা বলে দিয়েছেন। ডাঃ আসহাবুল হক, মেজর ওসমান ও তওফিক ইলাহীর সাথে আমাদের ফোনে যোগাযোগ হলো। মেজর ওসমানকে বললাম তার সাথে সহসাই আমাদের দেখা হবে। তিনি বেশ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা তৈরী করে রাখেন।

সেদিন ছিল কোলকাতায় 'বন্ধ'। বাংলাদেশের আন্দোলনের সমর্থনে এই বন্ধ ডাকা হয়। কোলকাতার জনজীবনে একেবারে স্তব্ধ। গাড়ী ঘোড়া সবকিছূ বন্ধ। কোলকাতার ভাইরা সেদিন আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কোলকাতস্থ পাক সরাকারের কার্যালয়ের চারিদিকে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আমাদের জন্য একটা বাড়ী দরকার। রুস্তমজী বাড়ির সন্ধানে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পাকিস্তান কনস্যুলেট-এর কাছে আমাদের জন্য একটি বাড়ি নির্বাচিত করা হলো।

ঘরে ফিরেই তাজউদ্দিন ভাই ও আমি তিনটি খসড়া পরিকল্পনায় হাত দেই। এগুলো হলো দলের সাংগঠনিক, সরকার গঠন ও সামরিক পরিকল্পনার কাজ। যা মাথায় এসেছে, তাই লিখেছি। সাথে সাথে ছক কেটে তীর চিহ্ন দিয়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেছি। এরপর মুক্তিযুদ্ধের জন্য সারাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়।

পরদিন আমাদের দিল্লী যাওয়ার কথা। বিএসএফ ও অন্যরা খুবই সবধানতা অবলম্বন করছে আমাদের অবস্থান গোপন রাখার জন্য। পরদিন সকালে সীমান্তের দিকে যাই। খবর অনুযায়ী মেজর ওসমান অস্ত্রশস্ত্রের একটা তালিকা তৈরি করে নিয়ে আসেন। মেজর ওসমানকে কিছু অস্ত্র দেয়া হলো। এর মধ্যে এলএমজিও ছিল। ইতিমধ্যে খবর এলো পাক সৈন্যরা যশোর সেনানিবাস থেকে বের হবার চেষ্টা করছে। তাকে এক্ষুণিই যেতে হবে। মেজর ওসমান সদ্য পাওয়া এলএমজি কাঁধে নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হলেন।

চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর ওসমানের সাথে তার স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই তেজস্বী মহিলা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাহসী এই বীরের স্ত্রী বেগম ওসমান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরনার উৎস হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি স্বামীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিতেন, অপর দিকে বিডিয়ার জোয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অনুপ্রাণিত করতেন। নিজের হাতে রান্না করে তিনি যুদ্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দিতেন।

১৯৭১সালের ৬ই নভেম্বর রাতে সেনা বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে ওসমান নিহত হন।

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল। আজ আমরা দিল্লী যাচ্ছি। গোলক মজুমদার আমাদের সাথে আছেন। সরজিৎ চট্টপাধ্যায়ের বিমানবন্দরে আমাদের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট কক্ষে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিক ও অন্যান্য যাত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। ইতিমধ্যে চট্টপাধ্যায় আমাদের দুজনের জন্য একটি স্যুটকেস ও একটি ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। হাত ব্যাগে কাগজপত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রয়েছে। স্যুটকেসে আমাদের পরিধেয় কাপড়, তোয়ালে ও সাবান। রাত ১০টার দিকে জীপে করে একটি মিলিটারী বালবাহী বিমানের কাছে আমাদের নিয়ে আসা হল। মই দিয়ে আমরা বিমানের ককপিটে উঠি। পাইলট ও তার সহকারীদের ছাড়া বিমানে বসার জন্য কোন আসন নেই। শুধুমাত্র কেনভাসের বেল্ট দিয়ে আমাদের চারজনের বসার একটি ব্যবস্থা করা হল। বিমানের পিছন দিক উন্মুক্ত। এদিয়ে অনায়াসে মাল উঠা- নামা করা যায়। তখনও এতে মাল ভর্তি ছিল। এই মালবাহী সামরিক বিমানে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সকল এজেন্সী থেকে আমাদের যাত্রা গোপন রাখা।

এটা ছিল একটা পুরনো রাশিয়ান বিমান। এর শব্দ ছিল বিকট। বিমানের যাত্রা শুরু হল। সমস্ত ককপিট কাঁপছে। তাজউদ্দিন ভাই বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ওভাবে বসে থাকতে পারলেন না। দিল্লী পৌঁছতে রাত শেষ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর একটা কেনভাস বিছিয়ে আমি ও তাজউদ্দিন ভাই মেঝেতে শুয়ে পড়ি। গরমে আমরা ঘামছিলাম। বিমানের কাঁপনের সাথে আমাদের শরীরও কাঁপছিল। এমনি করে আধা ঘুমে আধা জেগে ভোরের দিকে আমরা দিল্লী পৌঁছি। সেখানে মিলিটারী বিমান বন্দরে আমাদের জন্য একটি গাড়ি প্রস্তুত ছিল। একজন কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে গেলেন। চট্টপাধ্যায় আমাদের সাথে ছিলেন। মজুমদার গেলেন তাঁর মেয়ের বাসায়। প্রতিরক্ষা কলোনীর একটি বাড়িতে আমাদের রাখা হলো। পরে জেনেছি বাড়িটি ছিল বিএসএফ-এর একটি অতিথিশালা। এ বাড়ীতে অন্য আর কেউ নেই। আমি ও তাজউদ্দিন ভাই এক ঘরে, চট্টপাধ্যায় অন্য ঘরে। আমাদের দুটি বিছানা রয়েছে। ঢাকা থেকে বেরোবার পর থেকে দু'জন একত্রেই থাকছি। এতে সুবিধা অনেক। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত সব কিছু পর্যালোচনা করার সুযোগ পাই। গোলক মজুমদার ও রুস্তমজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের কিন্তু বিলম্ব সইছে না। ইতিমধ্যেই দিল্লীর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রশ্ন তুলেছে যে মোহম্মদ আলী প্রকৃতই তাজউদ্দিন আহমেদ এবং রহমত আলী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কিনা।

ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আচরণে কখনো অবাক হয়েছি আবার কখনো ভীত হয়েছি। তবে ''র' RAW নামক একটি গোয়েন্দা সংস্থা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় খুবই ব্যস্ত ছিল। এই সংস্থাটির কার্যকলাপে কখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন আমাদের সাথে আলাপ করে। তারা নিশ্চিত হতে চায় আসলেই আমরা আওয়ামী লীগের লোক কিনা। তাদের আলোচনার পর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মিঃ কউলের কিছুটা বিশ্বাস জন্মে যে সত্যিই আমরা আওয়ামী লীগের লোক।

মেজর ওসমানের অস্ত্রের তালিকাটা তখনো আমার পকেটে। কথায় কথায় মিঃ মীরন আমাদের জানান যে, আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র পেতে আমাদের বিলম্ব হবে। মিঃ মীরনের কাছে আরো জানতে পারি, লণ্ডনে মিনহাজ উদ্দিনের সাথে তাদের কথা হয়েছে। আমাদের কোন খবর থাকলে তিনি তা পৌঁছে দিতে পারেন।

মিনহাজ আমার পূর্ব পরিচিত। আমি তাকে চিঠি লিখি। আমি চিঠিতে অস্ত্রের একটা তালিকা পাঠাই। তাকে জানাই, লণ্ডনস্থ বাঙ্গালীরা ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। তখনো বুঝে উঠতে পারিনি। অস্ত্র কেনা ও তা সরবরাহ করা তত সহজ নয়।

ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম, রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান দিল্লীতে পৌঁছেছেন। তাছাড়া এমআর সিদ্দিকী, সিরাজুল হক বাচ্চু মিয়া ও যুবনেতা আবদুর রউফ তখন দিল্লীতে ছিলেন। তাদের সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে আমাদের বৈঠক হয়। এমআর সিদ্দিকীর কাছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ও নোয়াখালী অঞ্চলের মোটামুটি কিছু খবর পাই। তার কাছে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের কাহিনীও শুনি। তিনি জানান, মেজর জিয়া একটা জীপে করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতারা এক প্রকার জোর করে জিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করান। তিনি আরো জানান চট্টগ্রাম থেকে তারা একটি ট্রান্সমিটার আগরতলাতে নিয়ে এসেছেন। এবং তা দিয়ে প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও জনগণ তাদেরকে সর্বপ্রকার সাহয্য করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একটি সরকার গঠন করার জন্য তিনি আমাদের অনুরোধ জানান। কর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি আগরতলা চলে যান। তবে তাকে সরকার গঠন করার ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। আবদুর রউফকে নির্দেশসহ রংপুর পাঠিয়ে দেই।

এ সময় ময়মনসিংহ থেকে রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া ও সৈয়দ আবদুস সুলতানের চিঠি পেলাম। সৈয়দ সুলতান বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে দিল্লী আসার পর ২দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছেন। আমরা তাদের দু'জনকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, বাঙ্গালী হলেও আমাদের

জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় সত্তা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা আমাদের ৫৪ হাজার বর্গমাইল ভূ-খণ্ডের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি।

৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দিন ভাই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাদের কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও পূর্বাপর আলোচনার বিষয় আমার জানা ছিল। সাক্ষাতে যাওয়ার পূর্বে তাজউদ্দিন ভাই আমার সাথে কয়েক ঘন্টা ধরে সম্ভাব্য আলোচনা সূচী নিয়ে আলোচনা করে যান।

মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন ভাই আমাকে সব কিছু জানান। মিসেস গান্ধী বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। তাজউদ্দিন ভাই-এর গাড়ী পৌঁছে যাওয়ার পর তাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্টাডী রুমে নিয়ে যান। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রথম প্রশ্ন করেন। 'হাউ ইজ শেখ মুজিব, ইজ হি অল রাইট?' এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। কেননা এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদেরকে আরো অনেকবার হতে হয়েছে। মিসেস গান্ধীর পশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর স্থান থেকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২৫শে মার্চের পর তাঁর সাথে আমাদের আর যোগাযোগ হয়নি। সাক্ষাতে তাজউদ্দিন ভাই আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যে এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমাদের আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা চালাতে পারে। যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমাদের অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য। মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন ভাই ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশের নেতা জানান, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোট নিরপেক্ষ। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহায়তা আমরা চাই।

আমরা একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিৎ। এদিকে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুটস্বরে তিনি বলে ফেলেন বঙ্গবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই দ্বিধাগ্রস্ত কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

আমার সরল মনের কাছে দেশের এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়।

তাজউদ্দিন ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে নিয়ে সরকার গঠন করা হবে? আমি স্বাভাবিক উত্তর দিলাম। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে রেখে গেছেন। আমি বললাম, যে ৫ জন নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাই কম্যাণ্ড গঠন করেছিলেন, এই ৫ জনকে নিয়েই সরকার গঠন করা হবে। দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক ও তিনজন সহ-সভাপতি নিয়ে এই হাই কম্যাণ্ড পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। তাজউদ্দিন ভাই পুনরায় প্রশ্ন করেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দ্বিধা না করে এবারও জবাব দিলাম, ২৫শে মার্চের পর থেকে আজ পর্যন্ত যিনি প্রধান দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনিই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

তাজউদ্দিন ভাই অনেক্ষণ ভাবলেন। আমার প্রস্তাবের যৌতিকতা কোনভাবেই তিনি নাকচ করতে পারলেন না। তিনি এত বেশি কেন ভাবছিলেন তার উত্তর জানতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

তাজউদ্দিন ভাই নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী পুরুষ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দল ও দেশের স্বার্থে কাজ করতেন। নিজে বেশির ভাগ কাজ করেও তিনি কৃতিত্বের দাবি করতেন না। সকল কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বদাই দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি যখন বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার জন্য তার নাম প্রস্তাব করি তখন এই প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এই দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আবার আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন, এ নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। পত্রিকাতে ইতিমধ্যে অনেকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য পত্রিকাতে নিহতের তালিকায় তাজউদ্দিন ভাই এবং আমার নামও রয়েছে।

নিহতের তালিকায় আমাদের দু'জনের নাম দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের নেতারও হয়তো জীবিত রয়েছেন। আমাদের আর একটি চিন্তা হলো বঙ্গবন্ধুকে সরকারের প্রধান করা হলে আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া হবে। অথবা তার জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ দেখা দিবে কিনা। এ নিয়ে দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করি। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দেই আবার খণ্ডন করি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ফলাফল যাই হোক, বঙ্গবন্ধুকে সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে।

তাজউদ্দিন ভাই বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে তাঁর সাথে কাজ করেছি। তবে এই ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে কোন প্রকার ভয় ভীতি বা চাপের মাধ্যমে পাক সরকার বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন বিবৃতি দিতে সমর্থ হবে না।

আমরা যেহেতু একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু তখন শত্রুর কারাগারে বন্দী কাজেই সে সময় আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয়েছিল। তাছাড়া ভাবাভাবির বেশি সময়ও ছিল না। কেননা আমাদের ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। একটা সরকার গঠন করা ছাড়া কাজে এগুনো যাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সিপাহসালার শত্রুর হাতে বন্দী। আবার তাকে বাদ দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা কল্পনাও করা যায় না।

তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কি হবে। আমি বললাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' তাজউদ্দিন ভাই-এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এ সময় সরকারী কাগজপত্র ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে মনোগ্রাম সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাঁতে আকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল-এর মাঝখানে সোনালী রং-এর মানচিত্র। মনোগ্রাম দেখে তাজউদ্দিন ভাই পছন্দ করলেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম সরকারী অনুমোদন।

এই দিন সন্ধ্যার পর রেহমান সোবহান ও ডঃ আনিসুর রহমান আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। রেহমান সোবহান এর আগে একবার দেখা করে গেছেন। এ সময় আনিসুর রহমান স্বচক্ষে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাক বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেন। তিনি নিজের বাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে অন্যদিক দিয়ে বাসায় ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসার মেঝেতে শুয়ে রাত কাটান এবং জানালা দিয়ে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেন। পাক দস্যুরা তার বাসার গেটে দরজা দেখে চলে যায়। সারাদিন আমি তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা তৈরী করছি। রেহমান সোবহান বক্তৃতার খসড়া রচনায় আমাকে সহায়তা করেন। সেদিনই তার কাছে জানতে পারি যে, ডঃ কামাল হোসেন গ্রেফতার হয়েছেন। রেহমান সোবহান জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবেন। তাঁর ইংরেজী খসড়ার একটা অংশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ছিল "Pakistan is dead and buried under mountain of Corpses" বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত প্রমাণ লাশের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদ আমি লিখি। 'আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছেলেদের রক্ত ও ঘামে মিশে জন্ম নিচ্ছে নতুন বাংলাদেশ।' এক সময় চোখের জলে বক্তৃতার খসড়ার এক অংশ ভিজে গেল। চোখ মুছে আবার লিখতে শুরু করি। লেখা শেষ হলে সমস্ত বক্তৃতাটা তাজউদ্দিন ভাইকে শোনাই।

রাজনৈতিক খসড়া প্রণয়নে তাজউদ্দিন ভাই খুবই দক্ষ। কোন একটি খসড়া করার পর তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মাথা নাড়তেন, কোন স্থানে থেমে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। এমনিভাবে চূড়ান্ত বক্তব্য তৈরী হতো। আমাদের দু'জনের মন ও চিন্তা যেন একইভাবে কাজ করছিল।

আমার হাতের লেখা খুব ভাল নয়। তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা টেপ করতে হবে। আমি একটি টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করি। তিনি সমস্ত বক্তৃতা নিজের হাতে লিখে নিলেন। চট্টপাধ্যায় তার নিজের হাতে আরো একটা কপি করে নেন। তখন তিনজনের হাতে বক্তৃতার তিনটি কপি হয়ে গেল। পরদিন তাজউদ্দিন ভাই দ্বিতীয়বারের মত ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধী জানান, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য এই খবর পাকিস্তান সরকার তখনো সরকারীভাবে প্রকাশ করেনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, তাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের খবরা খবর প্রচারের জন্য একটি বেতার স্টেশন স্থাপনের বিষয়ও আলোচনা হয়।

এদিকে আমাদের নেতারা যে কোথায় আছেন সে খবর আমরা এখনো জানি না। তাঁদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে আমাদের সাথে দেন। ঐ জেনারেলের নাম নগেন্দ্র সিং। তাঁর বয়স ৬০এর উর্ধ্বে। তিনি সামরিক ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দেবেন। জেনারেল সিং মনে-প্রাণে একজন খাঁটি সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ধর্মপ্রাণ। তাছাড়া মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। আমাদের সংগ্রামের প্রতি তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল। দিল্লীতে বসেই তাজউদ্দিন ভাইয়ের বক্তৃতা টেপ করা হয়। বক্তৃতার পূর্বে আমার কণ্ঠ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয় এখন তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন। এরপর তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা শুরু করেন।

আমরা বিমানে করে আবার কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে এসে জানলাম মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) এসেছেন। তাঁদের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। খবর নিয়ে জানলাম কলকাতায় গাজা পার্কের কাছে একটা বাড়িতে কামরুজ্জামান ভাই থাকেন। শেখ ফজলুল হক মনি ঐ বাড়িতে আছেন। পরে আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল ইসলাম খান এই বাড়িতে ঘাঁটি করেন।

আমি ও তাজউদ্দিন ভাই কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছে দেখা করতে গেলাম। আমরা তার কাছে এ পর্যন্ত ঘটনাবলী ব্যক্ত করি। কামরুজ্জামান ভাইয়ের মনে একটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে যে আমরা তাড়াহুড়া করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেছি। নেতাদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

শেখ মনি আমাকে অন্য একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এটা বুঝালেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আমাদের বিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়ার করণ হলো তাঁরা এখান থেকে ক্লিয়ারেন্স দেননি। তিনি বুঝাতে চাইলেন তাঁরা একটি শক্তিশালী গ্রুপ এবং তাঁদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে।

আমাদের সরকার গঠনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন এমন অনেক এমপিএ, এমএনএ ও আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় এসেছেন। প্রিন্সেস স্ট্রীটের এমএলএ হস্টেলে ওঁরা উঠেছেন।

একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে আলাপ-আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে কামরুজ্জামান ভাইকে নিয়ে কতিপয় এমপি ও নেতা প্রিন্সেস

স্ট্রীটে একটি বৈঠক করেছেন। আর এতে ভালভাবে সুর মিলিয়েছেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে আগেই বলেছিলাম এই দল দিয়ে কি স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে?

আমরা বিএসএফ-এর লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে অবস্থান করছি। ভারত সরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা ভারতের মাটিতে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই কথা প্রকাশ করতে রাজী নয়।

আমাদের নেতাদের বিভিন্নমুখী বৈঠকে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি বিশেষভাবে বিব্রতবোধ করছি। কামরুজ্জামান ভাই খুবই সুবিবেচক মানুষ। তিনি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বললেন। রাতের বেলা লর্ড সিনহা রোডে আমাদের বৈঠক বসল। উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন কামরুজ্জামান, মিজান চৌধুরী, শেখ মনি, তোফায়েল আহমদ ও আরও অনেকে। শেখ মনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রুশিবিরে বন্দী, বংলার যুবকরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা চলবে না।

মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে গড়ে উঠবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ও আমি ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলে শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন। তাজউদ্দিন ভাই যেহেতু নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, তাঁর পক্ষে পাল্টা জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হলো। উপস্থিত প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল আমি ও তাজউদ্দিন ভাই আগেভাগে দিল্লী গিয়েছি ক্ষমতা কুক্ষীগত করার জন্য।

আমি আমাদের দিল্লী যাওয়ার সমর্থনে ও শেখ মনির বক্তব্যের কয়েকটি যুক্তি পেশ করি। আমার প্রথম যুক্তি ছিল, দিল্লী যাত্রার পূর্বে আমাদের জানা ছিল না কারা বেচেঁ আছেন এবং কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় যুক্তি হলো, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন ভাই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধরণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তাজউদ্দিন ভাইয়ের রয়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে। তখন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। তৃতীয়ত আমরা বঙ্গবন্ধু নিয়োজিত হাই কম্যাণ্ড নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠনের পরিকল্পনা করেছি মাত্র।

আমি আরও বললাম, বাংলাদেশ বার ভূঁইয়ার দেশ। বারটি বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনগত সরকার দরকার। কেননা, আইনগত সরকার ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার অধিকার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। যে কোন জনগোষ্ঠীর তাদের নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। তাই আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার হরণই হচ্ছে জনগণের অধিকার হরণ।

শেখ মনির বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য দু'টি যুক্তি দিলাম। শেখ মনির প্রস্তাবিত বিপ্লবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দুইটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবে না। কোন কাউন্সিলের সাথে বিদেশের সরকার সহযোগিতা করবে। এই ক্ষেত্রে একাধিক কাউন্সিল গঠনের সম্ভাবনাই নয় কি?

সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকারই হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আজকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে অন্য কোন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকারকে অবমাননা করা হবে। সেটা নিশ্চয়ই

আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মনি ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলে তাদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন।

কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, শেখ মনির কথানুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা যায় কিনা। আমি তাকে বললাম, তা করা হলে যুদ্ধ বিপন্ন হবে। তিনি আমার কথার আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। আমি তাকে বলি তার সাথে দেখা করে আমি বিস্তারিত সব কিছু বলবো।

সভার শেষ পর্যায়ে তাজউদ্দিন ভাই বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য মেনে নিলেন।

১০ই এপ্রিল বিভিন্ন অঞ্চল সফরের জন্য আমাদের বের হবার কথা রয়েছে। একটি ছোট্ট বিমানের ব্যবস্থা করা হলো। বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উড়তে পারে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। মনসুর ভাই, কামরুজ্জামান ভাই ও তোফায়েল আহমেদ একই বিমানে আমাদের সাথে যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে গাজা পার্কের বাড়ীতে কামরুজ্জামান ভাই-এর সাথে দেখা করে তাঁকে বিস্তারিত সব কিছু অবহিত করি।

তাঁর সাথে বলতে গেলে আমার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রাণখোলা সহজ-সরল মানুষ। দু'জনে একান্তে প্রায় আধ ঘন্টা আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মনের জমাট মান অভিমান দূরীভূত হয়ে গেল। বিপ্লবী পরিষদ গঠনের জন্য যুবকদের প্রস্তাব যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব এবং এটা যে যুদ্ধের সহায়ক হবে না তাও তিনি মেনে নিলেন।

তাজউদ্দিন ভাই-এর অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন আপত্তি রইলো না। আমাদের সাথে বিমানে আগরতলা যাওয়ার জন্য কামরুজ্জামান ভাইকে বললাম। তিনি বলেন, যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। তিনি খবর পেয়েছেন. তার পরিবার পরিজন কোলকাতার পথে দেশ ত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তার এখানে থাকা প্রয়োজন। আমি খুশি মনে বিদায় নেই।

১০ই এপ্রিল। বিমানে আমাদের আগরতলা রওয়ানা হওয়ার কথা। তাজউদ্দিন ভাই, মনসুর ভাই, শেখ মনি, তোফায়েল আহমেদ ও আমি লর্ড সিনহা রোড থেকে সোজা বিমানবন্দরে যাই। অন্যান্যের মধ্যে মিঃ নগেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গী হলেন। বিমানটি খুবই ছোট। এতে বসার মত ৫/৬টি আসন ছিল।

খুব নিচূ দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি অব্যবহৃত বিমানবন্দর বমলার কয়েকটিতে আমরা নামি। এগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি।

ছোট ছোট বন্দরগলো বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি। একটি বিমান বন্দরে আমরা দুপুরের খাবার খাই। বিএসএফ-এর মাধ্যমে খবর দেয়া হলো কোন আওয়ামী লীগ নেতার খোঁজ পেলে পরবর্তী কোন বিমানবন্দরে তৈরি রাখতে।

উত্তর বঙ্গ তথা রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলের কোন নেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। এদের বেশীর ভাগ কোলকাতা এসে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগডোগরা বিমান বন্দরে নামি। সেখান থেকে জীপে করে করে শিলিগুড়ি যাই। শহর থেকে অনেক ভেতরে সীমান্তের খুব কাছাকাছি একটি বাংলোতে উঠলাম। গোলক মজুমদার এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুয়ায়ী এখানের কোন একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারিত হবে।

এ সময় তোফায়েল আহমদ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেখ মনি বলেন, তোফায়েল আহমদের কলকাতা যাওয়া দরাকার। শেখ মনি কিছু নির্দেশসহ তোফায়েল আহমদকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন।

মনসুর ভাই-এর জ্বর এসে গেছে। তিনি শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসে আছি। তার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে তার সাথে আলাপ করলাম। তিনি মত দিলেন তাজউদ্দিন ভাই প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। এরপর মনসুর ভাই বা কামরুজ্জামান ভাই প্রধানমন্ত্রীর পদের ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তোলেননি।

পাঁচজন নেতার মধ্যে তিনজনের সাথে আলাপের পর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন ভাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কোন আপত্তি করবেন না। তাছাড়া তাকে উপরাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন বাকি রইলো খন্দকার মোশতাক আহমদ। শুধু তিনি আপত্তি করতে পারেন।

তবুও চারজন এক থাকলে মোশতাক ভাইকেও রাজী করানো যাবে। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন ভাই-এর প্রথম বক্তৃতা প্রচার করার পালা। তাজউদ্দিন ভাই প্রচারের জন্য চোখে অনুমতি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা বক্তৃতার ক্যাসেট গোলক মজুমদারের কাছে দেয়া হলো।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাই-এর সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইলেন। আমি বাইরের ঘরে বিএসএফ-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তার সাথে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা ও শত্রুদের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করলাম।

শেখ মনির সাথে কথাবার্তা শেষে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডাকেন। তিনি জানান, শেখ মনি এখন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজী নন। আগরতলা গিয়ে দলীয় এমপি, এমএনএ ও নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক শেষে শেখ মনি সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন। আর এটা করা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আমি সরকার গঠনের পক্ষে পুনরায় যুক্তি দিলাম। আমি বললাম, সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া সরকার গঠনের পরিকল্পনা তো নতুন কিছু নয়। মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কে কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে নাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারকে আমরা আশ্বাস দিয়েছি। তাতে বিলম্ব হলে আমাদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দেহ পোষণ করবেন। আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়। ভারত সরকারও জানেন, আমাদের বক্তৃতা শিলিগুড়ির এই জঙ্গল থেকে আজ প্রচারিত হবে। আমার এসব কথা শেখ মনি মানতে রাজী নন। বেশি করে বুঝাতে চাইলে শেখ মনি জানান, তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। এ সময় তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বলেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাকে যথাসময়ে জানানো হবে।

গোলক মজুমদারকে ফোন করে জানাই যে আজ বক্তৃতা প্রচার করা হবে না। এ কথা শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? তিনি বলেন, যে মুহূর্তে সব কিছু ঠিক ঠাক সে মুহূর্তে তা স্থগিত রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে? তা আমরা ভেবে দেখছি কিনা। ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে।

আমি গোলক মজুমদারকে বললাম ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত একককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে রেখে খেতে বসেছি। খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মনি আছেন। রাত তখন সাড়ে ন'টা সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসলো। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এখন বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হল। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

বক্তৃতা প্রচারিত হলো। আমাদের তিনজনের কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শুধু বললাম, গোলক মজুমদার শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করতে পারেননি। মনসুর ভাই রুটি খেয়ে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনতে পাননি।

পরে একক সিদ্ধান্তে বক্তৃতা প্রচারের জন্য তাজউদ্দিন ভাই-এর কাছে ক্ষমা ও শাস্তি প্রার্থনা করি। তিনি বলেছিলেন যে, সে সময় আমার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। সেদিন বক্তৃতা প্রচার না করলে গোলমাল আরো বৃদ্ধি পেত বৈকি।

শেখ মনি তাজউদ্দিন ভাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে তিনি আগারতলা গিয়ে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে শেখ মনি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কসবাতে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়িতে চলে যান।

তাজউদ্দিন ভাই-এর বক্তৃতা প্রচারের পর অনেক রাতে কর্নেল (অবঃ) নুরুজ্জামান (সেক্টর কমান্ডার) ও আবদুর রউফ (রংপুর) আসেন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা করি। উত্তর বঙ্গে কয়েকটা সেক্টর রয়েছে। একটা সেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন কর্নেল জামান। তারা জানান, গেরিলা কায়দায় আকস্মিক হামলায় শত্রুদের পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

আমি অবাঙ্গালীদের ওপর হামলা না করার পরামর্শ দিলাম। অবাঙ্গালী বিহারীদের ওপর জনগণ ক্ষুদ্ধ। রংপুর ও সৈয়দপুরে বেশ কিছু বিহারী রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে এদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা হয়ে গেছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হামলা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে।

আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। তাদের অনেক কাজ। এক মুহূর্ত সময় নেই। যোদ্ধারা তাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সরকার গঠনে তারা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১১ই এপ্রিল সকালে নাশতা করে আমরা বিমানে উঠি। আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর থেকেই শেখ মনি চুপচাপ রয়েছেন। বক্তৃতার কথা শুনে মনসুর ভাই উৎফুল্ল। রাতের বিশ্রামের পর মনসুর ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মনসুর ভাই অবিশ্রান্তভাবে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কের অবসান হওয়ায় মনসুর ভাই যেন বেশি খুশী।

খুব নিচু দিয়ে আমাদের ছোট বিমান উড়ছে। দু''দেশের নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য ময়মনসিংহ সীমান্তে আমরা খবর দিয়ে রেখেছিলাম। সৈয়দ নজরুলকে পাওয়া যেতে পারে এমন একটি স্থানে গিয়ে প্রথমে শুনলাম, নেতৃত্বস্থানীয় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে বিএসএফ-এর স্থানীয় অফিসার জানান, ঢালু পাহাড়ের নীচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নান রয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা 'ইউরেকা' বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি।

প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে তাঁরা দু'জন আসলেন। নজরুল ভাই জীপ থেকে প্রথমে নামেন। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে জানলাম ২৫শে মার্চের পর থেকে মান্নান সাহেব খুব কষ্টে দিনকাল কাটিয়েছেন। পাক বাহিনীর ভয়ে দু'দিন পায়খানায় পালিয়ে ছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে সড়ক পথে হেঁটে ময়মনসিংহ এসেছেন। তিনি একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের খবর পেয়ে নজরুল ভাই ও তার ভাই যথেষ্ট উৎসাহিত হন। নজরুল ভাইকে তাজউদ্দিন ভাই ডেকে নিয়ে একান্তে কথা বলেন। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলী তাকে অবহিত করা হয়। আমরা বাইরে বসে আছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই উৎফুল্ল হই। আমরা আবার বিমানে উঠি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল আগরতলা। আমরা বিমানে আসন গ্রহণ করি। সামনের আসনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর ভাই। নজরুল ভাই বিমানে বসে ঢাকা থেকে পলায়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি ডাঃ আলীম চৌধুরীর ছোট ভাই-এর বাসায় থাকতেন। তিনি ছিলেন নজরুল ভাই-এর আত্মীয়। সেই বাসা থেকে পরচুলা ও মেয়েদের কাপড় পরিধান করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মনসুর ভাই এ কথা নিয়ে এমনভাবে ঠাট্টা করলেন যে বিমানে কেউ না হেসে থাকতে পারলেন না। আমাদের আগরতলা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আগরতলায় অনেক নেতা এসে পৌঁছেছেন। কর্নেল ওসামানীর সাথে দেখা হলো। তার চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত গোঁফ তিনি কেটে ফেলেছেন। প্রথমে চিনতেই পারছিলাম না। আমার নিজেরও দাড়ি কেটে ফেলেছি। দু''জনেই দু''জনকে ডেকে হাসি ঠাট্টা করলাম।

আগের রাতে খন্দকার মোশতাক এসেছেন। ডঃ টি হোসেন ঢাকা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন। এম আর সিদ্দিকী কয়েক দিন পূর্বে আগরতলা এসেছেন। চট্টগ্রাম থেকে জহুর আহমদ চৌধুরী এবং সিলেট থেকে আবদুস সামাদও এসে গেছেন। তাছাড়া তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলী চাষী ছিলেন।

ওসমানী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা তৈরী করে ফেলেন। আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার প্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি এর পূর্বশর্ত হিসেবে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেন।

রাতে খাবারের পর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসেন। খন্দকার খুবই মনক্ষুণ্ণ। নাটকীয়ভাবে তিনি বললেন, আমরা যেন তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেই। আর মৃত্যুকালে তার লাশ যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি ডঃ টি হোসেনের মাধ্যমে মোশতাক সাহেবের মনোভাব জানতে চাইলাম। মোশতাক ও টি হোসেন-এর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। দু'জনেই এক জেলার লোক। পারিবারিক পর্যায়েও তাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। তিনিই তাকে নিয়ে এসেছেন। আগরতলায়।

টি হোসেনের সাথে আলাপ করে জানলাম, মোশতাক সাহেব প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী। সিনিয়র হিসেবে এই পদ তারই প্রাপ্য বলে তিনি জানিয়েছেন। সারা রাত শলাপরামর্শ হলো।

অনিদ্রা ও দীর্ঘ আলোচনায় আমি খুবই ক্লান্তি অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

শেষ পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক মন্ত্রী সভায় থাকতে রাজী হলেন, তবে একটা শর্ত হলো, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে হবে। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে একথা জানান। সবাই এতে রাজি হলেন। কেননা, একটা

সমঝোতার জন্য এই ব্যবস্থা একেবারে খারাপ নয়। অবশেষে খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়টির সুরাহা হলো। একজন হেসে খবর দিলেন, তিনি যোগদানে রাজি হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এক বাক্যে আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন। সকলে জহুর ভাইকে মোনাজাত করতে অনুরোধ করলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে পবিত্র হজব্রত পালন করে এসেছেন। তার মাথায় তখনো মক্কা শরীফের টুপি। তিনি আধ ঘন্টা ধরে আবেগপ্রবণভাবে মোনাজাত পরিচালনা করেন। তার মোনাজাতে বঙ্গবন্ধুর কথা, পাক দস্যুদের অত্যাচার, স্বজন হারানো, দেশবাসীসহ শরণার্থীদের কথা এলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অনেকের চোখে পানি এসে গেল। এই মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠক বলা যেতে পারে। তাজউদ্দিন ভাই ও আমার প্রচেষ্টায় যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বৈঠকে সবগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়।

এদিকে ওসমানী ও নগেন্দ্র সিং-এর বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। বৈঠকের একপর্যায়ে আমি অংশ নেই। এর পূর্বে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে দিল্লী কলকাতাসহ দেশের বাইরে ভেতরে সীমাবদ্ধ আলোচনা হয়েছে। সব ক''টিতে আমি গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। যুদ্ধের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝবার চেষ্টা করি।

১৩ই এপ্রিল ছোট বিমানে কলকাতা ফিরে গেলাম। মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আব্দুস সামাদ আজাদ ও কর্নেল ওসমানী কলকাতা আসেন। অন্যান্যরা কলকাতায় রয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা ২টি প্রবেশ পথ ঠিক করি। এর একটি হচ্ছে আগরতলা। এই পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের লোকজন প্রবেশ করবে। অন্যান্য জেলার লোকজনের জন্য প্রবশ পথ করা হয় কলকাতা। পরে অবশ্য সিলেটের জন্য ডাউকি, ময়মনসিংহের জন্য তোরা পাহাড়, রংপুরের জন্য ভরুঙ্গামারী, দিনাজপুরের জন্য শিলিগুড়ি, বরিশালের জন্য টাকি-এ রকম বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ ঠিক করা হয়।

মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্য ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথের স্থানের জন্য আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাক দস্যুরা সেখানে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গা রাজধানী করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত তা আর গোপন থাকেনি। চুয়াডাঙ্গার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে হলো।

এই নিয়ে গোলক মজুমদারের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সবাই একমত হন যে যেখানেই আমরা অনুষ্ঠান করি না কেন, পাক বাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মানচিত্র দেখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলাকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারন করা হয়। মন্ত্রিসভার শপথের জন্য নির্বাচিত স্থানের নাম আমি, তাজউদ্দিন ভাই, গোলক মজুমদার এবং বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায় জানতাম। ইতিমধ্যে দ্রুত কতগুলো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্ধারন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার খসড়া রচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশ্বের কাছে নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদনও বাংলা ভাষায় করা হয়েছিল। ইংরেজী কপি বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেয়া হয়। সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বাধীনতার ঘোষণারপত্র রচনা করা।

আমি আর তাজউদ্দিন ভাই যে ঘরে থাকতাম, সে ঘরের একটি ছোট্ট স্থানে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে লেখার কাজ করি। আমার কাছে কোন বই নেই, নেই অন্য দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কোন কপি।

আমেরিকার ইন্ডিপেনডেন্স বিল অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। সেই অরিজিনাল দলিল চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই বড় বড় হাতের স্বাক্ষরগুলো। কিন্তু ভাষা বা ফর্ম কিছুই মনে নেই। তবে বেশি কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম না। শুধু মনে করলাম, কি কি প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার রয়েছে। এমনি চিন্তা করে ঘোষণাপত্রের একটা খসড়া তৈরি করলাম। স্বাধীনতা ঘোষণায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হলো।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার পর তাজউদ্দিন ভাইকে দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। আমি বললাম, আমরা সকলে এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ। এই দলিলের খসড়াটি কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখাতে পারলে ভাল হতো। তিনি বললেন এই মুহূর্তে কাকে আর পাবেন, যদি সম্ভব হয় কাউকে দেখিয়ে নিন।

ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে সমর্থন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুব্রত রায় চৌধুরীর নাম আমি শুনেছি। রায় চৌধুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। আমি তার লেখা কিছু নিবন্ধ পড়েছি বলে মনে হলো। বিএসএফ-এর মাধ্যমে রায় চৌধুরীর ঠিকানা জেনে নিলাম। টেলিফোনে তাকে যোগাযোগ করি। বললাম তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। তিনি রাজি হলেন। বালিগঞ্জে তার বাসা। আমার পরিচয়, ‘রহমত আলী’ নামে। সুব্রত রায় চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে তাকে আমার প্রণীত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখালাম। খসড়াটি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। এই খসড়া আমি করেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দেই। তিনি বলেন, একটা কমা বা সেমিকোলন বদলাবার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যে আইনানুগ অধিকার, তা মানবাধিকারের একটা অংশ। এই কথা স্বাধীনতার সনদে ফুটে উঠেছে। তিনি জানান, তিনি এর ওপর একটা বই লিখবেন। এই ঘোষণাপত্রের একটা কপি তাকে দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এরপর আইন ব্যবসা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশেল স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বই লেখা শুরু করেন। তার রচিত বইটির নাম হচ্ছে ‘জেনেসিস অব বাংলাদেশ’- আন্তর্জাতিকভাবে অধ্যয়নের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহুবিধ বিদ্যালয়ে এখন তা পড়ানো হচ্ছে।

এটা ছিল সুব্রত চৌধুরীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। এরপর থেকে যুদ্ধ সমাপ্ত পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই-এর মত সময়ে অসময়ে সাহয্য সহযোগিতা করেছেন। আমার জন্য তাঁর দুয়ার সর্বদাই ছিল খোলা।

এদিকে শপথ অনুষ্ঠানের খুটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে। জানা গেল প্রধান সেনাপতি ওসমানির সামরিক পোষাক নেই। কিন্তু শপথ অনুষ্ঠানের জন্য তার সামরিক পোষাক প্রয়োজন। বিএসএফকে ওসমানীর জন্য এক সেট সামরিক পোষাক দিতে বললাম। তাদের স্টকে ওসমানীর গায়ের কোন পোষাক পাওয়া গেল না। সেই রাতে কাপড় কিনে, দর্জি ডেকে তাঁর জন্য পোষাক তৈরি করা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার আমার ও আবদুল মান্নানের ওপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু’জনে কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু’জন প্রতিনিধি বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই। সমস্ত প্রেসক্লাব লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সার্চ লাইটের মত অসংখ্য চোখ আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ক্লাবের সেক্রেটারী উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদেরকে প্রথম অনুরোধ জানাই আমাদের উপস্থিতির কথা গোপন রাখতে হবে। এরপর বললাম, আমরা বাংলাদেশ সরাকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি।

সমবেত সাংবাদিকদের পরদিন ১৭ই এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে এই প্রেসক্লাবে হাজির হতে অনুরোধ জানাই। বললাম, তখন তাদেরকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। তাদের কেউ কেউ আরো প্রশ্ন করতে চাইলেন। আমরা কোন উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। এতে

তারা কেউ কেউ হতাশও হন। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ি তৈরি থাকবে বলেও জানালাম।

আওয়ামী লীগের এমপি, এমএনএ এবং নেতাদের খবর পাঠিয়ে দেই রাত বারোটার মধ্যে লর্ড সিনহা রোডে সমবেত হওয়ার জন্য।

বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্য ১০০টি গাড়ির ব্যাবস্থা করতে। এর ৫০টা থাকবে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের বহন করার জন্য। অবশিষ্ট ৫০টার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো হবে।

রাত বারোটা থেকে নেতাদের আমি গাড়িতে তুলে দেই। বলে দেয়া হলো, কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। সকাল বেলা আমরা একত্রিত হবো। গাড়ীর চালক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবেন। সাইক্লোস্টাইল করা স্বাধীনতা সনদের কপিগুলো গুছিয়ে নিলাম। হাতে লেখা কিছু সংশোধনী রয়েছে। কয়েকজনকে এগুলো সংশোধন করার জন্য দেই।

১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন। সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ওসমানী একটি গাড়িতে রওয়ানা হয়ে যান।

আমি ও আব্দুল মান্নান ভোরের দিকে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতা প্রেসক্লাবে যাই। ভোরেও ক্লাবে লোক ধরেনি। ক্লাবের বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে বিনীতভাবে বললাম, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আপনাদের জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি। তাদের জানালাম স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন। আপনারা সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কেউ জানতে চাইলেন কিভাবে যাবেন, কোথায় যাবেন। আমি পুনরায় বলি, আমি আপনাদের সাথে রয়েছি, পথ দেখিয়ে দেব। আমাদের গাড়ীগুলো তখন প্রেসক্লাবের সামনে। উৎসাহিত সাংবাদিকরা গাড়ীতে ওঠেন। তাদের অনেকের কাঁধে ক্যামেরা। ৫০/৬০টা গাড়ীযোগে রওয়ানা হলাম গন্তব্যস্থানের দিকে। আমি ও আব্দুল মান্নান দু'জন দুই গাড়ীতে আমার গাড়ীতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন। পথে তাদের সাথে অনেক কথা হলো।

শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থানে আম্রকাননে পৌঁছতে ১১টা বেজে গেল। অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় শেষ। মাহবুব ও তওফিক এলাহী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করবেন।

এদিকে পাক হানাদার বাহিনীর চাপের মুখে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হঠতে হয়েছে। সম্মুখ সমরে হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্দেশ সত্তেও দেশ মাতৃকার মুক্তি পাগল যোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে আসতে রাজি হচ্ছিল না। মাহবুব ও তওফিক তাদের সৈন্যসহ পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন। তারা সুকৌশলে পিছু হটে আসেন। মনোবল ঠিক রেখে পশ্চাদপসরণ করা একটা কঠিন কাজ। ক্লান্ত শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে উঠে আসে। ওদের চোখে মুখে বিশ্বাসের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল।

কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট্ট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ

আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বলেন এই স্থানের নাম মুজিবনগর নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তার সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তার) যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী। কিন্তু আমরা তা বলতে চাইনি। পাক বাহিনী বলুক এটাই আমরা চাচ্ছিলাম। কারণ আমরা যদি বলি বঙ্গবন্ধু পাক শিবিরে, আর তারা যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে। আর আমরা যদি বলি তিনি দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন হানাদারর বলে বসবে তিনি বন্দী আছেন।

আম বাগানের অনুষ্ঠানে ভর ডুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্ছারিত হচ্ছিল জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বীর বাঙ্গালী অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি শ্লোগান।

আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে সাংবাদিকদের ফেরত পাঠানো। ডুপুরের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। সাংবাদিকদের গাড়ীযোগে ফেরত পাঠানো হল। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ পরিবেশন করেন।

কলকাতার বাসায় ফিরে তাজউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করি কলকাতায় পাকিস্তান মিশনের হোসেন আলীকে আমাদের পক্ষে আনা যায় কিনা। ফরিদপুরের আত্মীয় শহিদুল ইসলামের মাধ্যমে হোসেন আলীর সাথে যোগাযোগ করা হল। হোসেন আলী প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন।

গংগার ধারে একটি হোটেলে ডু'জনের সাক্ষাৎ হল। হোসেন আলী আমাদের পক্ষে আসতে রাজী হলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে লণ্ডনে ফোন করি। লণ্ডনের গেনজেজ হোটেলের মালিক তসদ্দুক আহমদ আমার পুরাতন বন্ধু। এক কালে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার সাথে যোগাযোগ করে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর ফোন নাম্বার পেলাম। বিচারপতি চৌধুরী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই লণ্ডনে ছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য।

বিচারপতি চৌধুরীর মাধ্যমে লণ্ডনের তৎকালীন কাউন্টি কাউন্সিলের সদস্য এলভারস্যান, শ্রমিক নেতা ডোনাল্ড চেসয়ার্থ-এর সাথে যোগাযোগ করি। ডোনাল্ড আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় তার সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় সূত্রেই বন্ধুত্ব। ডোনাল্ড ও অন্যান্যদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার আবেদন জানাই।

লণ্ডনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ডোনাল্ডের যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তার সাথে টেলিফোনে কথা হল। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সার্বিক সাহয্যের আশ্বাস দিলেন। সে সময় রকিব সাহেব সিলেট থেকে কলকাতা আসেন। তিনি লণ্ডনে যাবেন। তার কাছে আবু সাঈদ চৌধুরীকে একটা চিঠি দিলাম।

চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে মত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আহবান জানাই। চৌধুরীর সাথে আমার ফোনেও যোগাযোগ হল।

১৮/১৯ তারিখের দিকে ওয়াশিংটন থেকে হারুনুর রশীদ এলেন। তিনি বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরী করেন। তার কাছে বিদেশে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের মনোভাব জানতে পারলাম। ওয়াশিংটনে এ এম মুহিত ও অন্যান্যদের

সহযোগিতায় তারা একটা গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি তাদের পক্ষে তাদের সাহয্যের আশ্বাস দিলেন। দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরে আমরা খবর পেয়েছিলাম প্রফেসর নুরুল ইসলাম কলকাতায় আছেন।

মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পরদিন (১৮ই এপ্রিল) স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সকালবেলা কলকাতা পাক মিশনের হোসেন আলীসহ মিশনের প্রায় সকল কর্মকর্তা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত পাক দূতাবাসে এত দিন ধরে যেখানে পাকিস্তানের পতাকা উড়তো, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হল। এই ঘটনায় দেশে বিদেশে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দূতাবাসে সেদিন জনতার ঢল নামে। বিভিন্ন সংগঠন মিছিল করে সার্কাস এভিনিউতে এসে হোসেন আলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। ফুলের মালায় মিশনের প্রাঙ্গণ ভরে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম আমাকে প্রেরণ করেন হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। হোসেন আলীর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক ছেলের সাথে পরিচয় হল। তারা সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হলেন। হোসেন আলীর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা। এ ব্যাপারে স্বামীকে তিনি প্রচণ্ড সাহস যুগিয়েছেন।

বিদেশী বেতারের সাথে বাংলাদেশের পাক দস্যুদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন। কান্নাজড়িত তার এই বক্তব্য কলকাতা বেতারে প্রচারিত হয়। এই মহিলার হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য যারা শুনেছেন। তারাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

১৮ই এপ্রিলের পূর্ব রাতে বেগম হোসেন আলী ও তার একমাত্র মেয়ে মিলে স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরি করেন। আমি থাকতে থাকতে বহু লোক এলো হোসেন আলীকে অভিনন্দন জানাতে। বেশীক্ষণ সেখানে আমি অবস্থান করিনি। বহু গণ্যমান্য লোককেও আসতে দেখলাম।

বাংলাদেশের বহু লোক পাক বাহিনীর অত্যাচারে কলকাতায় শরণার্থী হয়েছে। তাদের জন্যে সাহয্য প্রয়োজন। ১৯শে এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ মিশনে কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য আসেত থাকে। হোসেন আলী আগেই পাক মিশনের অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে রেখেছিলেন। এই অর্থ দিয়ে মিশন পরিচালনা করা হবে।

পাক মিশনের একজন মাত্র কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য পোষণ করেননি। তিনি তার বাসায় রয়ে গেলেন। মিশনে আসেন না। এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে তার বাসায় গেলাম। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ১৯৬৪সাল, তখন মোনায়েম খানের রাজত্ব। এই ভদ্রলোক সে সময় পাবনার পুলিশ সুপার ছিলেন। তার নাম আর আই চৌধুরী। সরকার বিরোধী এক মিছিল করায় পাবনায় সে সময় বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। আমাদের দলের নেতা মনসুর আলী তখন জেলে। আমি ও নাইমুদ্দিন পাবনা গিয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশ করি। জেলে আমাদের নেতাদের সাথে দেখা করার পর আদালতে তাদের জামিনের আবেদন করি।

পুলিশ সুপার আর আই চৌধুরীর প্রচণ্ড দাপটের কথা তখন আমার মনে পড়ছিল। তবে ‘৬৪ সালের চেহারার সাথে আজকের চেহারার কোন মিল নেই। তাঁর স্ত্রী তখোনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। কিছুদিন পর তাঁর স্ত্রী কলকাতা আসার পর আর আই চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর ডালিম তার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের পিতা রাজী হননি। পরে মেয়ে নিজেদের উদ্যোগে বিয়ে করে। তাজউদ্দিন ভাই তাদের মিলিয়ে দেন।

ক্রমশঃ আমাদের লোকজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিএসএফ বালিগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করে। আমরা সেই বাড়ীতে উঠি। তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একটি ঘরে। অন্য একটি ঘরে সৈয়দ নজরুল ও মনসুর ভাই এবং পৃথক একটি ঘরে খন্দকার মোশতাককে। কামরুজ্জামান ভাই থাকতেন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে।

১৯শে এপ্রিল থেকেই বাংলাদেশ মিশনের একটি ভবনে তিন তলায় আমি অফিস করছি। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন তৈরী করা। কয়েকজন টাইপিষ্ট আমার সাতে রাত দিন কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর ১০ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিলের বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে হবে। স্বীকৃতির আবেদনপত্রসহ বক্তৃতার বহু কপি তৈরী করা হলো। স্বীকৃতির আবেদনে দস্তখত নিয়ে একটু ঘাপলার সৃষ্টি হল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক এগুলোতে নানা অজুহাতে সই দিতে দেরী করলেন। এদিকে আমি অস্থির হয়ে গেছি। কয়েকদিন গড়িমসি করে পরে তিনি সই করেন।

স্বীকৃতির এই আবেদনপত্রগুলো কিছু ডাকযোগে আবার কিছু লোক মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। আবদুস সামাদ আজাদ কিছু চিঠি সহ বিদেশের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমাদের এই স্বীকৃতির আবেদনের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মোশতাক সাহেবের পরিবার আনার জন্যে ডঃ টি হোসেন আগরতলা থেকে আবার ঢাকা ফিরে গেছেন। আমার পরিবারের খবর সম্ভব হলে নেয়ার জন্য ডঃ হোসেনকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু তিনি ঢাকায় সন্ধান করেও আমার পরিবারের কোন খোঁজ পাননি। তার আগেই আমার পরিবারকে ঢাকা ছাড়তে হয়েছে। ডঃ হোসেন আমার প্রতিবেশী ডাঃ নাইমুর রহমানের বাসায় আমার পরিবারের খোঁজ করেছিলেন। তারা ভাল আছেন বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোথায় তারা ছিলেন এই খবর পাই আরো পরে। কিছুদিন পর ডঃ টি হোসেন কলকাতা ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমি সন্ধ্যায় মিশন থেকে বাসায় ফিরে জানলাম, আমাকে প্রধানমন্ত্রীর ‘প্রিন্সিপাল এইড’ করা হয়েছে। আমার সহকারী হুইপ আবদুল মান্নানকে প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।।

আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, আমাকে কেন এই পদে নিয়োগ করা হল। তিনি বলেন, এটা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং আমারও ইচ্ছা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আমার করণীয় কি হবে? তাজউদ্দিন ভাই জানান, ‘‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি যা কিছু করবো তার সবকিছুই আপনার কাজের অংশ হবে।’ ’

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কিছু বেসামরিক অফিসার এসে গেছেন। পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক হান্নানসহ আরো অনেকে। এঁদের কাজ দেয়া হলো। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কয়েকদিন কাজ করে ফিরে চলে যান।

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে শত শত লোক প্রতিদিন আসছে। এদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, উকিল, ছাত্র-যুবক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বিভিন্ন স্তরের লোক রয়েছে। সকলেই চলে আসে বাংলাদেশ মিশনে। এদের পেশা উল্লেখ করে নাম ঠিকানা রেকর্ড হতে লাগলো। পেশা জানার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনে কাজে লাগানো। মিলিটারী, পুলিশ, বিডিয়ার, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ছিল। এখান থেকে আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবার চেষ্টা করতাম।

এ সময়টা আমাদের জন্য চরম সংকটের সময় ছিল। পাক হানাদার বাহিনী প্রচণ্ড হামলা করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রায় সকল ফ্রন্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করছে। এ সময়ে তাদের মনোবল ঠিক রেখে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল খুব কঠিন কাজ।

বনগাঁ সীমান্তে একটা তাঁবুতে মেজর ওসমান, তওফিক এলাহী ও মাহবুব তাদের দল বল নিয়ে অবস্থান করছেন। তখনো তারা ভারতের ভেতরে প্রবেশ করেননি। কাষ্টম চেক পোষ্টের ওপারে তাদের ছাউনী।

সারাদিন অফিসে খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও সীমান্তে যোদ্ধাদের খোঁজ খবর প্রতি সন্ধ্যায় নিতে চেষ্টা করতাম। এ সময় আমার জুনিয়র পার্টনার ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ কলকাতা পৌঁছেন।

সহযোগিতা করার জন্যে তাঁকে আমার সাথেই রাখলাম। আমার অফিসের পাশে একটা ঘরে তার বসার ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিকে তিনি বিদেশী প্রেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ কাজ তিনি খুবই দক্ষতার সাথে করেন। পরে তাকে বহিঃ প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এরপর বাংলাদেশ সরকার ডাকঘর স্থাপন করেন। মওদুদ আহমদ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হন। বিমান মল্লিকের নকশা করা ষ্ট্যাম্প বাজারে ছাড়া হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এই ষ্ট্যাম্প ছাড়া হয়।

দৈনিক প্রচুর লোক আসতো। এসই জিজ্ঞাসা করতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? সোজা জবাব দিতাম, 'এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি আমাদের ম্যানেজ কমিটির সদস্য হলেন। যেখানে রাত হবে, সেখানেই ঘুমাবার চেষ্টা করবেন। কেউ খেতে বললে কোন আপত্তি করবেন না।'

কলকাতায় অনেকের বন্ধু বান্ধব রয়েছে। অনেকে আবার বাংলাদেশ থেকে গেছেন। কিছু কিছু বাংলাদেশী সেই সূত্রে আশ্রয় লাভ করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে থাকতেন কেউ কেউ। পরে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীর পাশে একটি স্কুলে ক্যাম্প তৈরী করা হয়। এমনিভাবে কলকাতা শহরে বিভিন্নভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আগরতলাতেও এমনি ধরনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আসাম ও মেঘালয়ের জীবন ছিল আরো শক্ত। শেষোক্ত দুটি রাজ্যের মানুষ তত প্রাণখোলা ছিল না।

এ সময় বৃটেনের শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য ডগলাস ম্যান কলকাতা আসেন। আমার বন্ধু ডোনাল্ডের চেষ্টায় তিনি আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে আসেন। ডোনাল্ড আমাকে ফোন করে বলেন, ডগলাস ম্যান-এর সাথে যেন বাংলাদেশ সরকারের কারো সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেই। ডগলাস ম্যান বৃটিশ হাই কমিশনারের বাড়ীতে উঠেছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করি। মিঃ ম্যান ও আমি বাংলাদেশের ভেতরে যাব। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সাথে তার দেখা হবে।

তাজউদ্দিন ভাই ভোরে চলে গেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সাক্ষাতের প্রয়োজন। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাষ্টম চেক পোষ্টের কাছে প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখাণে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আমি ডগলাস ম্যানকে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। সেখানে মেজর ওসমানকে পাওয়া গেল। বৃটিশ এমপিকে নিয়ে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গেলাম। এই বিদেশীকে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা খুবই খুশী হলো। তারা ডগলাস ম্যান-এর কাছে মুক্তিযুদ্ধ, পাক সেনা হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ইত্যাদি বর্ণনা করেন। আমরা তাকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের দূত হয়ে সারা বিশ্বে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানিয়ে দেন। বৃটিশ এম পি প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি আবেগে কথা বলতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর মিঃ ম্যান আমার হাত ধরে বলেন, আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করো। তিনি আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। মানবিক গুণে গুণান্বিত খাঁটি পুরুষ ডগলাস তাঁর কথা রেখেছিলেন।

ডগলাস ম্যান-এর এই সফর এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ-এর সাথে সাক্ষাৎ-এর খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাড়া জাগে। ডগলাস ম্যান ফিরে গিয়ে খবরের কাগজ, বৃটিশ পার্লামেন্ট, শ্রমিক দলের বৈঠকসহ বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।

ডগলাস ম্যানকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতা ফেরার পথে তাজউদ্দিন ভাই ও আমি যশোর অঞ্চল থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে বৈঠক করি। তারা খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। সেখানেও শরণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পথে আসতে আসতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে শরণার্থীসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।

বাংলাদেশ থেকে খবর আসছে যে সেখানে সর্বত্র হানাদার বাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। হানাদার বাহিনীর অত্যাচার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে শরণার্থীদের সংখ্যাও সেই হারে

বেড়ে চলেছে। ২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে যে হারে মানুষ গ্রামে চলে গিয়েছিল আজো সেই হারে বাংলাদেশ থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে আসছে।

কলকাতা ফিরে আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরীর সাথে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে আমার যোগাযোগ করে দেন। সমিতির সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বলেন, তিনি সীমান্তের দিকে যাবেন। কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জেলা সীমান্তে। আমি গেলে তিনি নিয়ে যেতে পারেন। আমি রাজী হলাম। কথা হলো, তিনি আমাকে বাংলাদেশ মিশন থেকে তুলে নেবেন।

সীমান্তে যাওয়ার জন্য আমি হাতের কাজ গুছিয়ে নেই। আমার সেখানে যাওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, সীমান্তের এই অঞ্চলে নিজের জেলা কুষ্টিয়ার অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হবে। কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখি, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এক বাড়ীতে অফিস করেছে। সেদিন সেখানে শরণার্থী সমস্যার সমাধান ও মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৈঠক আহবান করা হয়েছে। প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী বৈঠকে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাকে পেয়ে তারা খুশী হন।

আমি সামাবেশে আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম বংগের সচেতন অধিবাসীদের কাছ থেকে কি আশা করি তাও জানালাম। ছোটবেলায় দাদুর মুখে শোনা কৃষ্ণনগর, 'পুতুল খেলাম কৃষ্ণনগর' আজ স্বচক্ষে দেখলাম। বাংলাদেশের ভিটে মাটি হারা মানুষ আসছে। কিন্তু এপারের জনগণ আঁৎকে ওঠেনি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় বলেই এপারের মানুষ ওপারের ভাগ্যাহত মানুষদের আশ্রয় দিচ্ছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসলে চুয়াডাঙ্গার সকল কর্মী ভাইয়েরা আমার সাথে কোলাকুলি করেন। এদের মধ্যে মিছকিন মিয়া, ফকীল মোহাম্মদ, ডাঃ নজির আহমদসহ আরো অনেকে ছিলেন। তাদের মুখে অনেক কথা শুনলাম। আমি তাদেরকে বললাম, এদেশে আমরা যেন বাস্তুহারা হয়ে না যাই। এই যুদ্ধে সকলকে অংশ নিতে হবে। যিনি অস্ত্র হাতে নিতে পারবেন, তিনি প্রশিক্ষণ নেবেন। আর যিনি তা পারবেন না, তাকে সহকারী হিসেবে যুদ্ধের সামগ্রী বহন করতে হবে। সকলকে একত্র থাকতে হবে। যা পাই তা ভাগ করে খেতে হবে। আমি তখন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও জেলার প্রতি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

এর পর আমি কয়েকদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার দলীয় কর্মীদের খুঁজে বের করি। চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক (বর্তমানে জাসদ-নেতা) মীর্জা সুলতান রাজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের সাংগঠনিক ব্যাপারে তিনি আমাকে সক্রিয় সহায়তা করেছেন। সামাজতন্ত্রিক ও বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁকে খুঁজে বের করি। মীর্জা সুলতান, আবুল হশেম, ডাঃ নাজিরসহ আরো অনেকে মিলে একটি বাড়ীতে একটি ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। বিভিন্নভাবে তাঁবু, খাবার ও রান্নার জিনিসপত্র যোগাড় করা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি বিশেষ করে দিলীপ চক্রবর্তী এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেন।

এমনিভাবে বয়রা, মামাভাগ্নে, কৃষ্ণনগর, শিকারপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ছোট ছোট ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে শিকারপুরের অবস্থা অতি করুণ। কুষ্টিয়া সদর কুমারখালী, রাজাবড়ী ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন এখানে জমা হয়েছে। একটি ছোট গুদাম ঘর স্থানীয় লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে সকল রজনৈতিক কর্মী স্থান নিয়েছেন। কুষ্টিয়ার আব্দুল হামিদ, আজিজ মিয়া, আবুল কালাম, জলিল সবাই এখানে স্থান নিয়েছেন। এক হাঁটু পানি দিয়ে এই গুদাম ঘরে যেতে হয়। কোন রকমে ছাউনি দিয়ে রান্নার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে বিছানা পেতে থাকতে দেয়া হচ্ছে। এক কষ্টের মধ্যে থেকেও এদের মনোবল ও উদ্দীপনা কমেনি। কিভাবে দেশ স্বাধীন হবে, এই যেন তাদের সবসময়ের চিন্তা। মেহেরপুরের এমপিএ মহিউদ্দিন, এমপিএ নূরুল হক, জলিল এঁদেরকেও খুঁজে পেলাম। তারা একটি পাটের গুদামে আশ্রয় নিয়েছে।

আমাদের সকলের চিন্তায় এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা যে এক পরিবারভুক্ত তা বিপদের দিনে বুঝা যায়। কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। যা পাবে, তা সকলে মিলে ভাগ করে খাবে এমনি মনোভাব গড়ে উঠেছে। সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। কোন কোন দিন রাত ১২টার দিকে কলকাতা ফিরতাম। দিনের বেলা অফিসে আর রাতের বেলা সীমান্তে এই ছিল নিত্যদিনের কাজ। প্রধানমন্ত্রীকে প্রায়ই মনক্ষুন্ন মনে হতো। নকশালীদের তখন চরম দাপট। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট অঞ্চলে তাদের তৎপরতা চলছে। তেমনি কলকাতায়ও। ২/১ ঘন্টা ঘুমিয়ে, উঠে পড়তাম। সকালে নাশতার টেবিলেও তাজউদ্দিন ভাই-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। ১২/১টার মধ্যে মিশনে গিয়ে কাজ শেষ করতাম। এরপর হোসেন আলীর সাথে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতাম। হোসেন আলীর স্ত্রী ডালভাত পাক করতেন। বিদেশ থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত সার ও প্রেস ক্লিপস প্রধানমন্ত্রীকে দিতাম। দুপুরের খওয়া শেষ করে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হতাম।

ইতিমধ্যে শরণার্থী সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলো। সীমান্তের কাছাকাছি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের স্কুল কলেজগুলোকে বন্ধ করে দিতে হলো। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা এগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় উদ্যেগে শরণার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা এক ব্যাপক যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়া এর সামাধান সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার চাল, ডাল, ইত্যাদির ব্যাবস্থা করলেন কিন্তু রান্নার হাঁড়ি, পাতিল, বাসন কোসনের অভাব রয়েছে। পায়খানা প্রস্রাব করার স্থানেরও অভাব। পানির ব্যাবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। এই অবস্থার জন্য আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত কেউ প্রস্ত্তত ছিলেন না। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিবিরে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা এসব সমস্যার আশু সামাধানের চেষ্টা করছে। কোন কোন শিবিরে কলেরা, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি রোগ দেখা দিয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ সীমান্ত পথ পাড়ি দিয়ে শিবিরে এসে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনাহার ও রোগের বেশী শিকার হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। এমনও ঘটনা ঘটেছে মা মৃত শিশুকে সৎকার না করে পথিমধ্যে ফেলে এসেছে। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের আহার, বিশ্রাম প্রয়োজন। শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা দেখে চোখের জল বাধ মানে না। কিন্তু দুরবস্থার মধ্যে থেকেও মানুষের মনোবল কমেনি। কলকাতার বন্ধুদের আমাদের এই দুরবস্থার কথা জানাই। বিভিন্ন ত্রাণ সমিতি সাহয্যের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে।

মৈত্রেয়ী দেবী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির আহবায়িকা। তিনি ছোট একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেছেন। রবি ঠাকুরের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী বাংলার মানুষের দুঃখের দিনে এগিয়ে এলেন। তাঁকে নিয়ে আমি বিভিন্ন শিবিরে গিয়েছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিশেষ করে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

একটি লিফলেট ছাপা হলো। লিফলেটে শরণার্থী শিবিরে থাকার নিয়ম কানুন, সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা ইত্যাদি লিখা ছিল। এটা শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন ত্রাণ সংস্থার সাহায্যে শিবির গুলো পরিচালিত হয়। পরে অবশ্য এগুলোর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। চবিবশ পরগনা অঞ্চলে বরিশাল ও খুলনার শরণার্থীদের শিবির তৈরী করা হয়। এমনিভাবে মুর্শিদাবাদেও ক্যাম্প হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর সহায়তায় শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালিত হতে থাকে।

বিভিন্ন সেক্টরে সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। আগরতলাতে খালেদ মোশারফ ও শফিউল্লাহ নিজ নিজ ছাউনীতে নিয়মিত বাহিনীর সাথে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলছেন। নতুন নতুন যোদ্ধা তৈরী হচ্ছে। পাক বাহিনীর সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে নবাগতরা অংশগ্রহণ করে।

আমাদের সাথে ভারত সরকারের কথা হয়েছিল তারা ১ লাখ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেবে। এছাড়া একটি বেতার ষ্টেশন চালুর ব্যাপারেও ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে ভারত সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীর

লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। কখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কখনো সামরিক লিয়াজোঁ আমাদের কাছে আসছে। এসব বিষয়ে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেয়।

মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করার জন্য সকল মন্ত্রী দিল্লী যান। দেখা করে তারা কলকাতা ফিরে আসেন। এ সময় ওসমানী রজনৈতিক সচেতন ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব করেন। রাজ্জাক, তোফায়েল প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাদের দায়িত্ব দিলে তারা ভাল ছেলে রিক্রুট করে দিতে পারে। ওসমানী তাদের প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি আমার পাশের ঘরে থাকতেন। বালিগঞ্জে তার অফিস ছিল। তার অফিস তখনো ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি। তিনি আমাকে একটা অথোরাইজেশন লেটার লিখে দেয়ার অনুরোধ করেন। আমি তা লিখে টাইপ করে দিয়ে দিলাম। ওসমানী তাঁর পক্ষে রাজ্জাক, তোফায়েলকে রিক্রুট করার অধিকার দিয়ে দিলেন। এই চিঠির সুযোগ গ্রহণ করেই শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ, স, ম, আবদুর রব ‘মুজিব বাহিনী ’ নামে আলাদা বাহিনী গড়ে তোলেন।

ভারতের ২টি স্থানে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেনারেল ওভান এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারছি না মুজিব বাহিনী নামে এই আলাদা বাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিল কি না। তবে যদ্দুর জেনেছি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘‘র‘‘-এর সাথে শেখ মনির লবি ছিল। তাকে বুঝানো হয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সে সময় নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ হবে। অথবা এই নেতৃত্ব কোন প্রকার আপোষ করতে পারে। তাকে আরো বুঝানো হয়, যে যুব শক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তারাই কেবলমাত্র সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে এই নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই নবশক্তি চীন বা নকশাল পন্থীদের বিরুদ্ধে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে। পরে আরো জেনেছি, ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যার অর্থ হলোঃ ‘‘এক বাক্সে সকল ডিম না রাখা’।’

বিএসএফ-এর রুস্তমজী মুজিব বাহিনী গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ভারত সরকার মুজিব বাহিনী গঠন সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত মুজিব নগর সরকারের কাছে গোপন রাখে। তবে মুজিব বাহিনী গঠনের বিষয়টি আমাদের কাছে আর গোপন থাকেনি। তাজউদ্দিন ভাই-সহ আমাদের অনেককে এই সিদ্ধান্ত পীড়া দেয়। জাতি যখন সম্পূর্ণভাবে একটি নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাবান তখন যুব শক্তিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের যেমন সহায়ক হয়নি, তেমনি পরে দেশ পুনর্গঠনের কাজেও অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় (সেট ব্যাক) আর কিছু হতে পারে না। আমাদের এম পি, এম এন এ ও নেতাদের মনোনীত ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ওসমানীর প্রত্যাশিত ‘সোনার ছেলে’ পাওয়া গেল না। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ তাকে এই সুযোগ দেননি। ওসমানীর প্রাথমিক ধারণা ছিল তারা হয়তো তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। কিন্তু পরে তিনি জানেন, এই দায়িত্বের ভার নিয়ে তাঁরা অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠার জন্যে সবাই তাগিদ দিচ্ছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার শুরুতেই প্রধান কর্মসূচী ছিল। আমার জানামতে আমাদের নিজস্ব বেতার ষ্টেশন স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে এতে জটিলতা দেখা দেয়। ভারতীয় আমলাতন্ত্রের জট খুলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের মিঃ রয়, মিঃ নাথ, কংগ্রেসের বহু নেতা উপনেতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ত্রিগুণা সেনের সাথে বাংলাদেশ মিশনে পরিচয় হয়। তিনিও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও আমাদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখান।

কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা হলো যে আমাদের কর্মসূচী রেকর্ড করে তা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচার করতে পারবো। আমরা বালিগঞ্জের যে বাড়ীতে থাকতাম সেখানে একটা ঘরে রেকর্ড করা শুরু হয়। একটি টেপ রেকর্ডার-এর ব্যবস্থা করে তা করা হয়। কিছুদিন পর থিয়েটার রোডের একটি বাড়ীতে রেকর্ডের কাজ করা হয়। বেতার কেন্দ্রও ঐ বাড়ীতে চলে যায়। আবদুল মান্নান বেতার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় বৃটেন থেকে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ আসেন। তার সাথে আসেন ‘‘ওয়ার অন ওয়ান্ট‘‘-এর পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল। সাথে ছিলেন ফাদার হার্ডেলসন ও মাইকের বার্নস এমপি। তিনি আসার আগেই আমাকে খবর দেয়া হয়। প্রতিনিধিদল সরেজমিনে শরণার্থীদরে ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখেন।

আমি তাদের থাকার জন্য সুব্রত রায় চৌধুরীর বাড়ীর তিন তলায় ব্যবস্থা করি। কিন্তু তারা সেখানে উঠেননি; তাঁরা উঠেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেখানে উঠেই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ফাদার হার্ডেলসন ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার। এই প্রতিনিধিদলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা জানতে চান কিভাবে আমাদের সাহায্য করবেন। আমি প্রস্তাব করি, ‘‘ওয়ার অন ওয়ান্ট‘‘ নিজেরা প্রত্যেক ক্যাম্পে সাহায্য করতে পারবে না। কারণ, সমস্যা অতি ব্যাপক। তাই তাঁরা যদি বাংলাদেশী কোন সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা তা ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারবো।

ডোনাল্ড পূর্ব থেকেই আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহী। তিনি অন্যান্য ট্রাষ্টিদের সাথে আলোচনা করে যথাসাধ্য সাহয্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আমার কাছে পরিকল্পনা ও বাজেট চান। আমি তা দিই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথেও এ নিয়ে আলোচনা হয়। শরণার্থী শিবিরের সাধারণ মানুষকে সাহয্য করা ছাড়াও রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী যারা কোন কাজ করতে পারছেন না, তাদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এর একটা বাজেট পেশ করি। প্রধানমন্ত্রী এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি এই সংগঠন করার অনুমতি দেন।

বরিশাল থেকে নূরুল ইসলাম মনজুর ও মহিউদ্দিন এম পি অস্ত্রের জন্য আসেন। সে জেলায় তখন প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। বরিশাল শহর ও তার আশপাশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। তারা জানান, অস্ত্র পেলে সেখানে তারা পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। আমি বুঝলাম, বরিশালে যে শক্তি আছে, তাদের এদিকে নিয়ে এসে নতুন সাংগঠনিক রূপরেখায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তারা তাদের সংকল্পে অটল। তাদের দু'জনেরই বিশ্বাস অস্ত্র পেলে তারা বরিশাল মুক্ত করতে পারবেন। মেজর জলিল এই সেক্টরের কমান্ডার। বরিশালে তিনি বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে দু' নৌকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাক চরেরা আগে ভাগে এই খবর পেয়ে যায়। পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা সাধারনতঃ আমাদের আন্দোলন সহানুভূতির চোখে দেখতো না। এদের কেউ কেউ হানাদারদের মদত দিতো। নৌকা ভর্তি অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সময় চবিবশ পরগনার কোন এক স্থানে পাক বাহিনী এই ছোট্ট নৌকাকে এমবুশ করে। পাক বাহিনীর হামলার হাত থেকে মনজুর রক্ষা পেলেও মহিউদ্দিন ও অপর একজন শত্রুর হাতে বন্দী হন। তাদের অকথ্য নির্যাতন করা হয়। কিছুদিন পর মেজর জলিল ও নূরুল ইসলাম মনজুর দলবল নিয়ে টকিতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেন।

টাকি থেকে নৌপথে খুলনা সাতক্ষীরা ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা যেতাম। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও সংগঠনের অবস্থা এমনিভাবে জানা সম্ভব হতো। হাজার হাজার শরণার্থী এই অঞ্চলে বসবাস করছে। এরা খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালীর শরণার্থী। এরা নৌকায় সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। দেশ থেকে চাল, ডাল, হাঁড়ি পাতিল সব সাথে এনেছে। হাজার হাজার নৌকায় এভাবে লোকজন বসবাস করেছে। ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে কিভাবে ঢেউ-এর সাথে লড়াই করছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুঃখী মানুষের এই

দুঃসাহসী মনোবল দেখে আমার মন গর্বে ভরে উঠেছে। চবিবশ পরগনার কয়েকটি অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীসহ আমি বহুবার গিয়েছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশ কিছু বিদেশী সাংবাদিক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা বিশ্বের জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। এসব বরেণ্য সাংবাদিকদের মধ্যে পিটার হেজেল হার্ষ্ট, নিউইয়র্ক টাইমস-এর সিডনী সেন বার্গ, লা মঁদের একজন সাংবাদিক ও লণ্ডনের গ্রেনেডা টেলিভিশনের প্রতিনিধি শিলার নাম উল্লেখযোগ্য।

শিলা খুব সাহসী মহিলা। তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের চিত্র সারা পৃথিবীতে প্রচার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুক্তিযুদ্ধ কাল্পনিক কিছু নয়। এক সময় শীলাকে আমি খালেদ মোশারফের যুদ্ধ ক্যাম্পে পাঠাই। খালেদ পূর্বাঞ্চলে এক দুঃসাহসী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলেছে। খালেদ আমার পুরাতন বন্ধু। আমরা দু'জনেই ঢাকা কলেজের ছাত্র। অমি তখন ছাত্র রাজনীতি করি। সামরিক বাহিনীতে যাওয়ার পরেও তার সাথে আমার দুই-একবার দেখা হয়েছে। খালেদের দুঃসাহসিক বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। খালেদ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে শফিউল্লাহ, এম, এ, জলিল, রফিকুল ইসলাম, ওসমান চৌধুরী, নূরুজ্জামান, নজমুল হুদা, তওফিক, মাহবুবসহ আরো অনেকের ভুমিকা ছিল অনন্য।

শিলা খালেদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় এক সপ্তাহ বাংকারে বসে ছবি তুলেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেন, আমি যা দেখেছি, এতে জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। পৃথিবীর কোন শক্তি এই অদম্য স্পৃহা দমাতে পারবে না। শিলা খালেদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনিভাবে টেলিভিশন ক্রুসহ বিদেশী প্রতিনিধি নিয়ে বহুবার রণাঙ্গনে গেছি। একদিন বয়রার কাছে একটি ক্যাম্পে যাই। ক্যাপ্টেন নজমুল হুদা ঐ ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন।

একটু পনি ভেঙ্গে শিবিরে যেতে হয়। কয়েকদিন পূর্ব থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি কোথাও কোন শুকনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। ছেলেদের গায়ের কাপড় ভিজে গেছে। আমরা সবাই শীতে থর থর করে কাঁপছি। বিকেল ৩/৪টা বেজে গেল, তবুও তাদের খাওয়া হয়নি। ভেজা কাঠে রান্না করতে হলো। তবুও হুদা কোন অভিযোগ করলেন না। ফেরার সময় হুদা শুধু বললেন, কিছু মশারী দিতে পারলে ভাল হয়। মশার খুবই উৎপাত। পরদিন দিলিপ চক্রবর্তীর কাছে মাশারী চাইলাম। তিনি কয়েক'শ মশারীর ব্যবস্থা করে দিলেন। দুই দিন পর এই মশারী সহ ক্যাম্পে যাই। সেদিন লুঙ্গি ছিল। তাই ক্যাম্পে পৌঁছতে কোন অসুবিধা হলো না। হুদার সাথে অনেক আলোচনা হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের পর দেশে পাঠানো এবং দেশে এদের পরিচালনার ব্যাপারে নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি এসব বিষয় নিয়ে পরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আবেদন জানাই।

বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এঁসেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ, বেগম নূরজাহান মোর্শেদ, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস-এর সাথে কথা হলো। আমার কিছু কাজ তাদের কারো কারো মধ্যে ভাগ করে দিলাম। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বিবৃতি তৈরী করার দায়িত্ব ডঃ সারওয়ার মোর্শেদ ও ডঃ আনিসুজ্জামানকে দিলাম। তারা খসড়া তৈরী করতেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে এগুলোর চূড়ান্ত রূপ দিতাম। ডঃ মল্লিককে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হলো। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে শিক্ষক সমিতি গড়ে ওঠে।

(স্কুল) শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান এই শিক্ষক সাহয়ক সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। বন্ধু মঈদুল হাসানও কলকাতা আসলেন। তাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কয়েক দফা বৈঠক হলো। তিনি দিল্লী চলে গেলেন। সেখানে নেপথ্য থেকে তিনি আমাদের লবি সৃষ্টি করেন।

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কোন কাজেই হাত দিচ্ছেন না। মাহবুব আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে আগরতলা থেকে কলকাতা আসার জন্য মোশতাক চাপ দিচ্ছেন। মোশতাক-এর দাবী অনুযায়ী তাদের দু'জনকে কলকাতা আনা হলো। চাষীকে মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্র সচিব-এর পদে নিয়োগ করেন। আমি বুঝলাম, আমার মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে যোগাযোগ হচ্ছিল তাতে মোশতাক খুশী হতে পারেননি। চাষী কাজ শুরু করেছেন। মোশতাক এরপর দাবী করলেন, বাংলাদেশ মিশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন বিভাগ থাকতে পারবে না। এতদিন আমি বাংলাদেশ মিশনে কাজ করেছি। মোশতাকের এই নতুন দাবীর অর্থ বুঝতেও আমার অসুবিধা হলো না। অর্থাৎ আমাকে সার্কাস এভিনিউস্থ পররাষ্ট্র মিশন থেকে তাড়াতে হবে।

থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আমার বসার ব্যবস্থা করা হলো। আমার পরিবার না আসা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও আমি একটি ঘরের দুইটি চৌকিতে থাকতাম। থিয়েটার রোডের বাড়ীটি বেশ বড়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার না আসা পর্যন্ত তিনিও এখানে থাকতেন। এরপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক ও কামরুজ্জামান পৃথক পৃথক ফ্ল্যাটে ওঠেন। কিন্তু পরিবার আসার পরেও প্রধানমন্ত্রী থিয়েটার রোড ত্যাগ করেননি। তাজউদ্দিন ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তিনি পারিবারিক জীবনযাপন করবেন না। তিনি বলতেন, যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবার বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে, আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা' করতে পারবো না কেন? তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

আমার পরিবার আসতে অনেক দেরী হয়ে যায়। ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার ছোট্ট পরিবার ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে, ছেলে প্যাবলু স্ত্রীর সাথে, আর মেয়ে শম্পা তার নানীর সাথে গিয়েছিল নারায়ণগঞ্জে। ২৫শে মার্চের পর পাক বাহিনী নারায়ণগঞ্জ আমার শ্বশুরের বাড়ী এবং স্ত্রীর ভাই মুস্তাফা সারোয়ারের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি তার নানীর সাথে মানুষের মিছিলে শামিল হয়। এরপর বহু কষ্টে শ্বশুরের পৈতৃক বাড়ী দাউদকান্দির জামালকান্দিতে উপস্থিত হয়।

আমার স্ত্রী লীলা আমার কোন খোঁজ খবর পাননি। বাড়ীওয়ালী বেগম হাবিবুদ্দিন ওপর তলায় থাকতেন। আমাদের সাথে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল। আমি তাকে খালাম্মা ডাকতাম। তিনিও পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আমার স্ত্রীকে ৪ বছরের ছেলেসহ বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করেন। স্ত্রী পাশের বাড়ীর নাইমুর রহমানের সাথে আমার খোঁজে মুসা সাহেবের বাড়ীতে যান। আমি মুসা সাহেবের বাড়ীর ছাদের যে ঘরে থাকতাম, সেখানের একটি চৌকিতে একটি রক্তাক্ত চাদর ছিল। আমার স্ত্রী এই চাদর দেখে ফেলেন। ২৫শে মার্চ রাতে সেই চৌকিতে একজন গাড়ী চালক ঘুমিয়েছিল। হানাদারদের গুলিতে সে নিহত হয়। এরপর লীলা আমার খোঁজে শ্বশুরবাড়ী নারায়ণগঞ্জে রওয়ানা হন। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেননি। ফতুল্লায় পাকবাহিনী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে। ফিরে এসে তিনি দু'একজন আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও যান। কিন্তু অনেকেই সেদিন তাকে ভাল চোখে দেখেননি। তবে কোন এক সাহসী সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার স্ত্রী প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করেন। সেখান থেকে ডাঃ নাইমুর রহমানের স্ত্রীর সহযোগিতায় গাড়ীযোগে তিনি নারায়নগঞ্জে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে শ্বশুরবাড়ীর কাউকে না পেয়ে নৌকাযোগে জামালকান্দি চেল যান। তখনো আমার মেয়ে সেখানে পৌঁছেনি। নদীর প্রায় কাছাকাছি আমার শ্বশুরের গ্রামের বাড়ী। মিলিটারী হামলার আশংকায় আমার পরিবারের লোকজন ভয়ভীতির মধ্যে সেখানে অবস্থান করেছে। হানাদারদের গান বোটের হামলার আশংকায় আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গ্রামান্তরে দৌড়াতে হয়েছে। তা'ছাড়া তিনি তখনো জানতে পারেননি আমি কোথায়, কি অবস্থায় রয়েছি। আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী রহমত আলীর কাছে খবর পেলাম আমার স্ত্রী জামালকান্দিতে রয়েছেন। রহমত আলীর কাছে তাজউদ্দিন ভাই-এর পরিবারের খবর পাওয়া গেল। রহমত আলী জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে নিয়ে আসবেন। আমি রহমত আলীর কাছে চিঠি দিলাম। রহমত আলী প্রথমে বেগম তাজউদ্দিন ও জুন মাসের শেষ দিকে আমার পরিবারের লোকজনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

মে-জুন মাসের দিকে আগরতলা গিয়েছিলাম। সেখানে আমার স্ত্রীর বড় ভাই আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম শামছুজ্জোহা তার পরিবার পরিজন নিয়ে আসেন। তাঁদের কাছে আমার পরিবারের খোঁজ খবর পাই। আমার পরিবার যখন কলকাতায় পৌঁছেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতে পারিনি। বিএসএফ-এর মিঃ চট্টপাধ্যায় একটি কারগো বিমানে করে তাদেরকে আগরতলা থেকে কলকাতা নিয়ে যান। বিএসএফ-এর ভাড়া করা বাড়ী কোহিনূর ম্যানসনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এসময় আমি খুব ব্যস্ত। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি প্রচণ্ড সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছিল।

প্রথম থেকে মন্ত্রিসভার প্রতি আমাদের যুব সমাজের একটা অংশের বিরূপ মনোভাব ছিল। তারা মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। যুকবদের এই অংশের কাজ ছিল বিভিন্নভাবে সরকারকে অপদস্ত ও হয়রানি করা। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পর্যন্ত মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে কুৎসা ও ভূল তথ্য পরিবেশন করে। অপপ্রচারের অংশ হিসেবে তারা প্রচার করে যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ প্রতি অধিকাংশের সমর্থন নেই।

এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য ও নেতাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কারণ এমন একটি বৈঠকই প্রমাণ করতে পারে যে তাজউদ্দিন সরকারের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের শুধূ সমর্থনই নেই, এ পর্যন্ত তাঁর সকল কার্যক্রমের প্রতিও তাদের অনুমোদন রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জঙ্গলে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নদীর পাশে পাহাড়িয়া এলাকার এই জঙ্গলে বৈঠকের জন্য অনেকগুলো তাঁবু টানানো হয়। নির্বাচিত সদস্য ও দলীয় নেতাদেরকে বৈঠকে একত্রিত করার ব্যাপারে বিএসএফ-এর চট্টপাধ্যায়ের বিরাট অবদান রয়েছে।

বৈঠকে খোলাখুলিভাবে সরকারের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আস্থা ও সমর্থন প্রকাশ করা হয়। এতদিন যারা তাজউদ্দিন সরকারের অপপ্রচার করেছিল, বৈঠকের ফলে তাদের মুখে ছাই কালি পড়ে। শিলিগুড়ির বৈঠকের পর কলকাতা বিমান বন্দরে এসে জানলাম, আমার পরিবারবর্গ এসেছে।

কোহিনূর ম্যানসনের ফ্ল্যাটে স্ত্রী, মেয়ে ও পুত্রের সাথে মিলিত হলাম দীর্ঘ দিন পর। ফ্ল্যাটে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানা পাতা রয়েছে। একই ফ্ল্যাটে আমরা ছাড়াও শামসুজ্জোহা ও মুস্তাফা সরওয়ারের পরিবারবর্গ রয়েছে। জায়গার তুলনায় আমরা লোক ছিলাম বেশী।

এ সময় হানাদার বাহিনীর সমর্থকরা আমার গ্রামের বাড়ী জ্বালিয়ে দিলে তারা গৃহহারা হন। অসুবিধা হলে দেশ ছাড়ার জন্যে আমি আববাকে ইতিপূর্বে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দেশের মাটিতে থেকেই আমাদের জন্যে তিনি দোয়া করছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় চাকরি সূত্রে তিনি কলকাতায় কাটিয়েছেন। তার কালকাতা আসার কোন ইচ্ছা ছিল না। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়ার পরে আত্মীয়স্বজনরা এক প্রকার জোর করে আববাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

হানাদাররা আমার বাড়ীর সকল সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায়। তাদের গুলিতে আমার চাচী আহত হন। বাড়ীর মেয়েরা অন্যত্র আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। আববাসহ যুবক ও অন্যান্য পুরুষ মানুষ কলকাতা চলে আসেন। ২৫শে মার্চের রাত থেকেই এ পর্যন্ত তাজউদ্দিন ভাই ও আমি একত্রে থেকেছি। পরিবার আসার পর তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। তাকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া রাতের বেলায় এই বিচ্ছিন্নতায় কাজেরও বিরাট ক্ষতি হলো। কেননা, এতদিন দিনের শেষে রাতের বেলা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতাম। আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা। তাছাড়া সকল প্রতিকূলতার ভেতর সংগ্রাম করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবন যাপন করে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর এই শারীরিক অসুস্থতার সময়

আমার কাছে থাকা খুবই প্রয়োজন। অসুস্থ স্ত্রীকে ডাঃ অমীয় ঘোষের কাছে নিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কাজ করে আসছেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ অপুষ্টি ও অনিয়মের কারণে গর্ভজাত সন্তান বিপদমুক্তভাবে প্রসব নাও হতে পারে। অন্যান্য সংসদ সদস্যদের হারে মাসিক যে টাকা পেতাম, তা দিয়ে কোন রকমে বাজার খরচ চলতো।

আমার জন্য একটি সরকারী জীপ বরাদ্দ ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় পেট্রোল দিতেন বলাইদা। বলাইদা ছিলেন একজন নামকরা সলিসিটর। তার এক মক্কেলের এক্সপেন্স এ্যাকাউন্টে একটি নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প থেকে স্লীপ দিয়ে গাড়ীর জন্যে পেট্রোল নিতাম। ৯ মাস যুদ্ধের সময় এই দানের পেট্রোল ছিল চলাফেরার একমাত্র সহায়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস (বি ভি এস) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য, কার্যকরী কমিটি, উপদেষ্টা ঠিক করা হয়েছে। আমি নিজে বিভিএস-এর চেয়ারম্যান। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক করিমুদ্দিন আহমদ উপদেষ্টা এবং শাহীন স্কুলের অধ্যক্ষ মামুনুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক।

'ওয়ার অন ওয়ান্ট' আমাদের প্রাথামিক কাজের জন্য টাকা দেয়। প্রত্যেক শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' বিভিএস কে একটি জীপও দেয়। সদর স্ট্রীটে গাজা সংলগ্ন বাড়ীতে মিশনের বদান্যতায় বিভিএস-এর অফিসের জন্য দুইটা ঘর পাওয়া গেল।

কৃষ্ণনগরে সেচ্ছাসেবকদের একটি সম্মেলন হয় জুলাই-এর কোন এক সময়ে। শরণার্থী শিবিরে করণীয় কার্যক্রমের বিশদ বিবরণসহ পুস্তিকা ছাপানো হয়। সকাল বেলা সম্মেলনে যাত্রার পূর্বে দেখলাম, আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। বেগম শামসুজ্জোহার সাহায্যে পাশের ক্লিনিকে তাকে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই অবস্থায়ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সাথে আমাকে সম্মেলনে যেতে বলেন।

এমনি এক অবস্থায় আমাকে সাহস দিয়ে সম্মেলনে প্রেরণের কথা কোনদিন ভূলে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্মেলনে ডঃ মোশাররফ হোসেন, শিল্পী কামরুল হাসান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ আমার সাথী হলেন। আমার বন্ধু ও রাজনৈতিক সাথী কুষ্টিয়ার কুমারখালি কলেজের অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদকে কৃষ্ণনগরে এই সম্মেলনের প্রস্তুতির ভার দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসেন। এদের সকলেই রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী। তবে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার বয়স নেই। আর্তমানবতার সেবা করাই সম্মেলনে আগত সকলের উদ্দেশ্য। ডঃ মোশাররফ হোসেন সম্মেলনে বক্তৃতা ছাড়াও কিছু ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এসব পুস্তিকায় বিভিএস-এর কর্মসূচী,শরণার্থী শিবিরে করণীয় কর্তব্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে এদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ ছিল। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ স্বদেশ বোস এবং শিল্পী কামরুল হাসানও বক্তব্য রাখেন।

কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পথে জানলাম, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীরা এখানে আশেপাশে রয়েছে। খবর পেলাম, কুষ্টিয়ার খোকসা থানার ৭টি গ্রাম পাক বাহিনী জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। একতারপুর গ্রামের কাপালিকরাও গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন। এসব গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে তাদের অত্যন্ত আপনজন জানতেন। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ক্লিনিকে যাই। বুকের ভেতর ছিল চাপা উত্তেজনা। ক্লিনিকে গিয়ে জানলাম আমার পুত্র সন্তান হয়েছে। মা ও সন্তান সুস্থ আছে বলেও জানলাম। আমরা সখ করে সন্তানের নাম রাখি জয়; কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। জন্মের পর জয় আমশায় রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই

জয় আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অর্থাভাবে জয়-এর চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়নি। ক্লিনিকে মৃত্যুপথযাত্রী জয়কে নেয়া হয়। সেলাইন দেয়ার কথা ডাক্তার বলেন। সেলাইন-এর বিল আমরা পরিশোধ করতে পারবো কি না, এই নিয়ে ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সেলাইন দেয়ার আর প্রয়োজন হয়নি। তার আগেই জয় চলে যায়।

পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা যেন কোন পিতা মাতার না হয়। আমি জয়কে নিজ হাতে মাটিতে নামিয়ে দেয়ার সময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি আল্লাহ আমার জয়-এর পরিবর্তে আমাদের স্বাধীনতা দিও। এই শোক সামলে নিতে আমার প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর সেই স্মৃতি আজো মুছে যায়নি। তাছাড়া কোন মায়ের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। ডঃ স্বদেশ বোস পরে বলেছিলেন, সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় পথে পথে ঘুরে এবং খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে মা ও সন্তানের অপুষ্টি হয়। এই সন্তান বেচেঁ থাকলেও সংশয় মুক্ত ছিল না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি প্রতিদিন শরণার্থী শিবিরে বহু শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। এরপর থেকে স্ত্রীও আমার সাথে সীমান্ত শিবির দেখতে যেতেন। এমনিভাবে স্ত্রী আমার কাজের সহযোগী হয়ে ওঠেন। আমরা এ সময়ে বিভিন্ন শিবিরে অর্থকরী কাজে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করি।তাছাড়া প্রতি ক্যাম্পে শিশু কিশোরদের জন্য কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল। প্রতি ক্যাম্পে ভোর বেলা পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধের গান, পিটি শরীরচর্চা ও খেলাধুলা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এগুলো ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে। ক্যাম্পগুলোতে ময়লা নিস্কাশন ও স্বাস্থ্যের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ড্রেন কাটা, নালা সাফ, আবর্জনা পরিস্কার ও ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমাশয় রোগে বিভিন্ন শিবিরে বহু লোক মারা যায়। তন্মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারই বেশী। ডাক্তার ও ওষুধের প্রচণ্ড অভাব। প্রত্যেক ক্যাম্পে মেডিক্যাল সেন্টার খোলার সঙ্গতি আমাদের নেই।

এ সময় আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের খুঁজে বের করে প্রত্যেক ক্যাম্পে নিয়োগ করি। তাদের ওষুধের বাক্স দেয়া হল। এতে বেশ কাজ হলো। সীমান্তের নিকটে আমরা হাসপাতাল গড়ে তুলি। একজন কর্মঠ ডাক্তার এবং তাকে সাহায্যকারী কয়েকজন নার্স পেলেই হাসপাতাল শুরু করা যায়। কোন ছোট গুদাম জাতীয় স্থান নামমাত্র অর্থে ভাড়া নিয়ে সেখানে ছোট ছোট চৌকি ফেলে ১০/১২ বেডের হাসপাতাল তৈরী করা হতো। বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য সহযোগিতায় হাসপাতাল পরিচালনা করা হয়।

এসব হাসপাতাল আমাদের খুবই উপকারে আসে। এতদিন পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আহত যেসব মুক্তিযোদ্ধা সামান্য চিকিৎসার অভাবে মারা যেত, হাসপাতালগুলো চালু হওয়ার পর তারা চিকিৎসা পেতে থাকে। ডাক্তারী পড়া ছাত্ররা এসব হাসপাতালে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার এমপিদের প্রতি মাসে ২০০ টাকা মাসহারা দিত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এ ধরনের কোন আর্থিক সুবিধা ছিল না। বিভিএস (বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস)-এর পক্ষ থেকে এসব রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের মাসিক ৫০ টাকা মাসহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দুঃসময়ে এ টাকা তাদের খুবই কাজে আসে।

প্রধানমন্ত্রী আমাকে দু'বার দিল্লী পাঠান। প্রথমবার দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিভিন্ন এজেন্সীর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা হয়। এদের কাছে বিভিন্ন ধরনের খবর পাওয়া গেল। বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার-এর সাথেও আলোচনা করি। তাছাড়া দিল্লীতে অবস্থিত বিদেশী মিশনের কর্মকর্তাদের সাথেও পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হই।

এদের সাথে সাক্ষাতের সময় শুনতাম বেশী, বলতাম কম। দেশ-বিদেশে আমাদের সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াসহ পরাশক্তিসমূহের মনোভাবও জানার সুযোগ হয়। ভারত সরকার সম্পর্কেও অনেক খবর জানা সম্ভব হলো। হিন্দুস্তান টাইমস-এর সম্পাদক উইলিয়াম ভারগিস ও তার মত আরো অনেকে বুঝাতে চান, ভারতের সকলে যে বাংলাদেশের পক্ষে আছে বা থাকবে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই। তারা বলেন, আজো অনেকে ভাবেন যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই ভারতের জন্য মঙ্গল হবে। কারণ পাকিস্তানকে এতদিনে চেনা-জানা হয়ে গেছে।

কিন্তু বাংলাদেশ একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। কারো কারো ধারণা, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।

এ সময় দিল্লীতে শেখ আবদুল্লার সাথেও আমার দেখা হয়। একটি বাড়ীতে আধা নজরবন্দী অবস্থায় তিনি থাকতেন। তাঁর চলাফেরার ওপর বিভিন্ন সংস্থার কড়া নজর ছিল। তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তবুও পুরো ১টা দিন তিনি আমার জন্য ব্যয় করেন।

বহু দিন পূর্ব থেকেই তাঁর নাম শুনেছি। কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার চোখে তিনি বীর। ভারতের উত্থান পতনের ইতিহাসে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি স্পষ্টবাদী। তিনি তার মনোভাব গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তিনি পাকিস্তান চাননি। কিন্তু বাঙ্গালীরা তা চেয়েছিল। তারা আবার আজকে বাংলাদেশ চায়। আগামীতে তারা আবার কি চাইবে, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? শেখ আবদুল্লাহর কথাগুলো তখন আমার খুব ভালো লাগেনি। কিন্তু তার কথার ভেতরে যে ইঙ্গিত ছিল, পরে তার মর্ম বেশী করে উপলদ্ধি করেছি।

আমি শেখকে বুঝাবার চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালী আজ সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের সংগ্রাম ৮ কোটি বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা বলতেই তিনি আবার ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, তোমরা জিন্নাহর পেছনেও ছিলে। নাচাটাই তোমাদের স্বভাব। আজ তোমরা বঙ্গবন্ধুর পেছনে আছো। আবার কালকে তাঁর বিরোধিতা করতেও তোমাদের সময় লাগবে না। কাজেই তোমাদের প্রতি অন্ততঃ আমার কোন সমর্থন নেই।

সে সময় পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে এমন কিছু ব্যাক্তির সাথেও আমি সাক্ষাৎ করি। তখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংসদে একটি প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করা হয়। মিঃ ফনীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন মিসেস নূরজাহান মোর্শেদ এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আমি দিল্লী আসার আগেই বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারতীয় সংসদে বক্তৃতা করেন। আমি দিল্লী এসেছি জেনে তারা আমার সাথেও যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে থাকার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হলো। সম্মেলনে পেশ করার জন্য বক্তব্য তৈরী করে নিয়ে গেলাম। ফনীদা জানতেন বিদেশী প্রেসের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করছি। দিল্লী প্রেসক্লাবে তিনি আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলাম। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আহবান করি। শাহ মোয়াজ্জেম আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনো আমি ছদ্মনাম ‘রহমত আলী’ হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রচারিত হলো। পরিবার পরিজনের সাথে তখনো আমার দেখা হয়নি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের মূল বক্তব্য ছিল পাক হানাদার বাহিনীর মোকাবিলায় অনভিজ্ঞ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে সফল হবেন এবং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাই বা কি? উত্তরে বললাম, দেশ মাতৃকার জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়াটে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করবেই। আমাদের ধরণা ছিল বর্ষাকালে পাক বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। প্লাবন ও বন্যায় অনভ্যস্ত পশ্চিমা বাহিনী এ সময় মূলতঃ শহরে আটক থাকবে। আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনাও তেমনি ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে এরূপ ইঙ্গিত দেই। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা অন্যরূপ। পাক হানাদার বাহিনী গান বোটের সাহয্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

দিল্লী থাকাকালে অন্য একটি কাজ করি। সিপিআই-এর একজন এমপি’র মাধ্যমে দিল্লীস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ হয়। সংসদীয় দলের ৩ জন প্রতিনিধিসহ ৪জন সোভিয়েত দূতাবাসে যাই।

এটি পাক দূতাবাসের সামনে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী কর্মকর্তা আমাদের সাথে দেখা করেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন। তিনি বলেন, দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য তিনি মস্কোতে পাঠাবেন। এর বেশী কিছু তিনি করতে পারবেন না বলে জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আগ্রহী ছিলেন না। আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শান্তি সম্মেলনে মস্কো যান। তখনো তিনি সেভিয়েতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তির সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হননি।

শান্তি সম্মেলনের সময় খাবার টেবিলে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পতাকা থাকতো ।আবদুস সামাদ আজাদ সেখানে বাংলাদেশেরে পতাকা রাখার দাবী জানালে স্বাগতিক দেশ অসম্মতি প্রকাশ করে। এমনকি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে একটি পতাকা রাখতে চাইলে মস্কোর তা পছন্দ হয়নি। এরপর আব্দুস সামাদ আজাদ নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তাজউদ্দিন ভাই সাংবাদিক মঈদুল হাসানের মাধ্যমে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন করতে মস্কোর যে অসুবিধা ছিল, সেটা আমরা বুঝতাম। তবে আমাদের সংগ্রামের প্রতি যে মস্কোর সমর্থন রয়েছে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর পাক সরকারের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই সে সময়ে মস্কোর পক্ষে আমাদের সংগ্রামের প্রতি সরাসরি সমর্থন দেয়া সম্ভব হয়নি।

তবে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেয়ার জন্যে ভারতের সাথে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করে। আমাদের সংগ্রাম চলার সময় মিঃ হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে চীন সফর করেন। আর চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে পাকিস্তান দূতিয়ালী করে। এই ঘটনা ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষিত রচনা করে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও বৃহৎ শক্তির ভারসাম্যের আলোকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎবাণী কার্যে পরিণত হয়েছিল।

এসব আলোচনাকালে আমরা দু'জনেই মোটামুটি একইরকম মতামত পেশ করতাম। কিসিঞ্জার চীন সফরের খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সফর আমাদের সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে এটা সত্যে প্রমাণিত হয়। মস্কো উপলব্ধি করে যে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে রাশিয়াবিরোধী জোট গঠনে ব্যস্ত রয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চীন-মার্কিন তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর রুশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতর হয়। এখন রাশিয়ার পক্ষ থেকে ভারতের একটি আশ্বাস প্রয়োজন। সেই আশ্বাসটি হলো, কোন কারণে চীন ভারতে হামলা করলে রাশিয়া যেন পাল্টা চাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করে, যাতে চীন নির্বিঘ্নে ভারতে ঢুকে পড়তে না পারে।

হিমালয়ের তুষার ও সোভিয়েতের বন্ধুত্ব এই দু'টি ছিল চীনের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষা কবচ। তাই সময় ও সুযোগে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ভারত যখন অপেক্ষা করছিল, সে সময় বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাক বাহিনীর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

দিল্লীতে আমি ভারতের বৈদেশিক দফতরে টি এন কাউলের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদেরকে বিদেশে প্রচার কাজের ওপর জোর দেয়ার কথা বলেন। তিনি বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী, সেখানকার সরকার, সংবাদপত্র ও জনমত সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা দেন। আমি এসব দিল্লী সফরের রিপোর্ট হিসেবে একটা নকশার মত প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বের সরকারগুলো কে কি ভাবছে, তা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। এ ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাই-এর একটি মোটামুটি হিসেব ছিল। তিনি জোর দিয়েই বলতেন যে আগামী শীতেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কেননা এছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে শত শত তরুণ যুবক আসছে। তাদের মুখে এক কথা-ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবক ছাড়াও প্রতিদিন বহু লোক আমার অফিসে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ভিড় করা শুরু করলেন। তাদের সবার বক্তব্য, স্ব স্ব স্থানের ছেলেদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম, যে সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আমরা করেছি, এর চেয়ে বহু বেশী সংখ্যায় যুবকরা আসছে প্রশিক্ষণের জন্যে। এ সময় আমরা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই ক্যাম্প গুলো এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা পরিচালনা করেন।

এর পরের ধাপ ছিল অভ্যর্থনা শিবির। অভ্যর্থনা শিবিরের কাজ ভারতীয়রা ও আমরা যৌথভাবে পরিচালনা করতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে ছয় সপ্তাহের ট্রেনিং-এ পাঠানো হতো।

প্রথমে আমাদের ২৫ হাজার গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। পরে এই সংখ্যাকে এক লক্ষ্য উন্নীত করা হয়। এর মধ্যে ট্রেনিং শেষ করে ৯০ হাজার স্বদেশে আসতে সক্ষম হয়। তাছাড়াও ছিল নিয়মিত বাহিনী। সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিডিআর-এর সৈনিকদের দ্বারা এই বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশের সংখ্যাও ছিল পর্যাপ্ত।

সীমান্তে ছাউনী তৈরী করে নিয়মিত বাহিনী অবস্থান করতো। সেখান থেকেই তারা পাক বাহিনীর ওপর হামলা করেছে। তাছাড়া ছিল সহায়তাকারী একটা গোষ্ঠী। একটু বয়স্ক, যাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব ছিল না, তারা 'ইয়ুথ ক্যাম্প' ও 'অর্ভ্যথনা ক্যাম্পে' নিয়মিত বাহিনীর সাথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতো।

ইয়ুথ ক্যাম্প করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া গেল। বাংলার হাজার হাজার দামাল ছেলের দ্বারা ক্যাম্পগুলো ছিল পরিপূর্ণ। তাদের শুধু একটাই কথা ট্রেনিং চাই, অস্ত্র চাই। খান সেনাদের যে কোন মূল্যে খতম করতে হবে।

এ সময় আমি নিয়মিত ইয়ুথ ক্যাম্পে যেতাম। প্রিনসেপ ষ্ট্রীটে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অফিস খোলা হল। এই মন্ত্রণালয় ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কাজের মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে আমার সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে কয়েকবার আমাদের বৈঠক হতো। এতে কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) ও আমি সড়ক পথে বাংলাদেশের পুরো সীমান্ত দেখার জন্য ২৫ দিনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করি। স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল খালেক আমাদের সাথে ছিলেন। ২৫ শে মার্চ রাতে খালেক রাজশাহীতে ছিলেন, পরে সীমান্ত পার হয়ে আসেন। আবদুল খালেক পুলিশ বাহিনীর লোকদের সংঘবদ্ধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক। তাঁর উদ্যম ও কর্মোৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী। আমরা রওয়ানা হই কলকাতা থেকে। মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরের শিলিগুড়ি পার হয়ে মেঘালয়ের তোরা পাহাড় অঞ্চলের পাদদেশে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করি। ফিরে আসার সময় পথে পথে সকল ক্যাম্প পরিদর্শন করি।

আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হতো ইয়ুথ ক্যাম্পে। ইয়ুথ ক্যাম্প ছাড়াও পথিমধ্যে নিয়মিত যোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে গেছি। আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সরেজমিনে দেখা এবং স্থানীয় ও ভারতীয় প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা । তোরাতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হলো।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আমাদের সাদর অর্ভ্যথনা জানান হয়। মেঘালয়ের জনগণের অধিকাংশ খৃষ্টান। তারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। মিশনারীদের পুরাতন প্রভাব বিদ্যমান। এখানে পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরার মত সহায়তা এত ব্যাপক নয়। আমাদের লোকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

মেঘালয় সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনা হলো। হেনা ভাই-এর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর ছাত্র জীবনের সম্পর্ক ছিল। আলোচনায় এ সম্পর্ক আরো গভীর হলো।

এখানেই মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। খবর পেয়ে তিনি ডাকবাংলোতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর থেকে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ অফিসারের একটা গ্রুপ তৈরীর ভার ছিল জিয়ার ওপরে। কয়েকদিন পূর্বে জিয়া সৃষ্ট আমাদের শিক্ষানবিশ গ্রুপটিকে পাক বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করাও আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্প সার্ভে করি। সব কিছু শুনে মনে হলো শত্রুর মুখে শিক্ষানবিশ অফিসাররা নিতান্তই নিরাপত্তাহীন ছিল। এত বড় আঘাতের রেশ তখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মেঘালয়ের কাজ শেষে আমরা শিলং-এর পথে রওয়ানা হই। পাহাড়ী পথ বেয়ে আমাদের গাড়ী চলতে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলে রাতের বেলা শীত বাড়ে।

জঙ্গলে ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্পে শত্রুহানার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। রাতের বেলা এমন একটি ক্যাম্পে গিয়ে আমরা উপস্থিত হই। পরিত্যক্ত বাড়ীতে ক্যাম্প করা হয়েছে। চালা দেয়া ঘর এবং কয়েকটি তাঁবু রয়েছে ছেলেরা তখন আগুন পোহাচ্ছিল। শীতের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় নেই। পাহাড়ী জঙ্গলে খাওয়া দাওয়ার এমনিতেই অসুবিধা। যোগাযোগের অবস্থাও ভাল নয়। এই অবস্থায়ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে অম্লান হাসি। তাদের সাথে অনেকক্ষণ খোলাখুলি কথা হয়। কারো কারো প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর দেশকে কিভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে ইত্যাদি। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করি। তারা জানান, তাদের প্রয়োজন শুধু অস্ত্রের। তাদের অভাবের তালিকায় শীতবস্ত্র, জুতা, কম্বল ও খাওয়াসহ অনেক কিছু ছিল। কিন্তু তারা এ সবের কিছুই উল্লেখ করে নি। তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ দাবী হলো অস্ত্র চাই। শত্রুকে হত্যা করে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

সারারাত গাড়ী চালিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করে পরদিন সিলেট সীমান্তে আসি। পথে পথে বহু শিবির আমরা পরিদর্শন করেছি। সিলেটের কিছু অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে রয়েছে। হেনা ভাই-এর খুব ইচ্ছা বাংলার মাটিতে রাত কাটাবেন। বর্ষার পানিতে সিলেটের হাওড় তখনো পরিপূর্ণ। আমাদের আসার খবর চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট নৌকায় আমাদের দলীয় নেতাকর্মীরা দেখা করতে এলেন। নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় বি এস এফ কর্মকর্তার সাথে আলোচনা শেষে শিলং-এর পথে যাত্রা করি।

এখানে মুক্তাঞ্চলে বহু শরোণার্থী শিবির রয়েছে। রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শিবির। এখান থেকে গিয়ে তারা হানাদারদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। একটি গ্রামে পৌছলাম। সেখানে বিরাট জনতার সমাগম হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আমরা বক্তৃতা করি। স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রকাশ্যে জনসভা করতে পেরে অফুরন্ত আনন্দ পেলাম। জনসভা শেষে রাতেই আমাদের শিলং পৌছার কথা রয়েছে। এই অঞ্চলে সিলেটের একজন এম.পি আবদুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

সেখান থেকে আমরা শিলং ডাকবাংলাতেই যাই। সিলেটের একজন এম.পি এই অঞ্চলে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন। এই এম.পির নাম ব্যারিষ্টার মোনতাকিম চৌধুরী পরে তাকে জাপানে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েকটি বৈঠক করি। পরদিন আমরা সিলেট ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত 'বালাট'-এর পথে রওয়ানা হই। কিছুদিন পূর্বে বালাটের কাছে পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আমাদের

কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের মাটিতে এই বীরদের কবর দেয়া হয়েছে। বালাটেও স্থানীয় নেতাদের সাথে আমাদের কয়েকদফা বৈঠক হয়।

আমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হল। শিলং-এ পৌছে দিনের কর্ম ব্যস্ততা শেষ করে পশ্চিম বাংলার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের বাসাই যাই। তার কাছ থেকে স্থানীয় রাজনীতি, আসাম ও মেঘালয় সরকারের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হই। এর পূর্বে আমি কয়েকবার গৌহাটি, আগরতলা ঘুরে গেছি। আসাম সরকার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না। শরণার্থী শিবিরগুলোতে খুবই কড়াকড়ি। তাই তাদের জীবন এখানে খুব সুখকর ছিল না।

এর আগে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে নিয়ে আমি আগরতলা গেছি। তাকে নিয়ে আমি সাবরুমে গেছি, এখানে ওপারে বাংলাদেশ সীমান্তে একটি রেষ্ট হাউজ রয়েছে। সেখানে হানাদার বাহিনী ক্যাম্প তৈরী করেছে। পাক হানাদার বাহিনী এখানে নারী নিযার্তন করছে। দস্যুরা নারীদের উলঙ্গ করে পর্যন্ত রাখে। ওপারের লোকের মুখে এসব নির্যাতনের কথা আমরা শুনি। সাবরূমের ডাকবাংলোতে বিশ্রামের সময় ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সাথে আমাদের দেখা হয়। বারী একজন সাধারণ শরণার্থীর মত ডোনাল্ড-এর কাছে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। ডোনাল্ড এসব কথা বৃটিশ সংসদে বলবেন বলে আমাদের জানান। এবং তিনি পরে তা করেছিলেন।

হ্যানসার্ড-এর রিপোর্টে বাংলাদেশের এই করুণ আলেখ্য প্রকাশিত হয়। আমি জন স্টোন হাউজ, ডগলাস ম্যান, পিটার বার্নস এমপিসহ অনেক সাংবাদিককে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে পৌছি। এমন একটি দল নিয়ে পাটগ্রামের মুক্তাঞ্চলে যাই। যুদ্ধ চলার সময়েও আমি বহুবার পাটগ্রাম গেছি। পাটগ্রামে একবার আমরা একটি ডাকঘর উদ্বোধন করি। এ সময় প্রখ্যাত ডিজাইনার বিমান বোস অংকিত স্বাধীনতা যুদ্ধের কোমেমোরেটিভ স্ট্যাম্প লণ্ডন ও কলকাতায় বিক্রি করা হয়।

পাটগ্রামে ডাকঘর উদ্বোধন করার সময় টেলিভিশনসহ বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং মুস্তফা সারওয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পাটগ্রাম থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যাই। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমরা ১ রাত ১ দিন কাটাই। সামরিক ছাউনীতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আমরা দিনাজপুরের পঁচাগড় পর্যন্ত মুক্তাঞ্চলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিই। আমাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কামান বিপুল উৎসাহে গর্জে ওঠে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে তখন কামান এসে গেছে। এই কামানের গোলায় দূরের পাকিস্তানী বাংকারগুলো ভেঙে পড়ছে। দুরবীন দিয়ে পলায়নপর পাক বাহিনী দেখে উল্লসিত হই।

দিনাজপুর জেলার এই অঞ্চলের একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসী মুক্তিবাহিনীর জন্যে গ্রামটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। গ্রামটির নাম মনে নেই। গ্রামের বেশীরভাগ বাড়ী-ঘরে টিনের বা খড়ের চালা। ঘরের ভিটিগুলো বেশ উঁচু। ঘরের ভিতরে বাংকার তৈরী করা হয়েছে। মেঝেতে গর্ত করে মাটির ভেতরে কামান বসানো হয়েছে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহবান ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’ এ কথা মনে হতো। গোরস্থানে কবরের ভেতরেও অনেক স্থানে বাংকার হয়েছে। গ্রামবাসীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করছে। ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা দূরে গরু চরাতে গিয়ে পত্র বাহকের কাজ করছে ও দূরে শত্রুদের অবস্থান জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভিয়েতনামের জনগন পরম পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশের মাটিতে একাধিক বীরত্ব গাঁথা জন্ম নিচ্ছে। এই বীরত্ব গাঁথার সবগুলো হয়তো কোন দিনই লেখকের কলামে, কবির কবিতায় বা শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়তো কোন দিনই লেখা হবে না। তবে ৯ মাস ব্যাপী

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহস দেখে মন ভরে উঠতো। প্রথম প্রথম বেশ ভয় করতাম। পরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাই। একদিন ভারতীয় একজন জেনারেলের কথা শুনে আমার ভয় অনেকটা কমে গেল। তিনি বলেন, 'যে গুলিতে তুমি মারা যাবে, সে গুলির আওয়াজ তোমার কানে আসবে না। আর যে গুলির শব্দ তুমি শুনছ, তা তোমার গায়ে লাগবে না।' এরপর বলতে গেলে গুলির শব্দে আর ভয় পাইনি। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আমি যুদ্ধের নিয়ম কানুন কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি। তাছাড়া কোন ক্যাম্পে গেলে আমাদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। আর বিশেষ কথা হলো আমাদের তখন মরবার ভয় ছিল না, ভয় ছিল শত্রুর হাতে যেন না পড়ি। শত্রুর হাতে না পড়ার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ, যুদ্ধাবস্থায় বন্দিত্ব মৃত্যুর চেয়ে খারাপ হতে পারে। সে সময় পঁচাগড়ের একটা সেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। সেতুর স্থান থেকে ঢাকার মাইল ষ্টোন দেখা যায়। ভাবতাম, এই পথে কখন ঢাকা যাব। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মুক্তাঞ্চলগুলো ছিল আমাদের আগামী দিনের মাইল পোষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী ও আমি পাটগ্রাম সফর করে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি। শিলিগুড়ির মিলিটারী হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে গেলাম। আহতদের মুখে মুক্তিযুদ্ধে তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনলাম। তাদের চোখে মুখে দেশে ফেরার স্বপ্ন। শিলিগুড়ির একটি কাকর বিছানো পথ দিয়ে আমরা পাটগ্রাম যেতাম। পাটগ্রামের পরিত্যক্ত রেল ষ্টেশনে বসে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তাকারী বন্ধু ডোনাল্ড ও ষ্টোনহাউসকে বাংলাদেশে প্রবেশের ভিসা প্রদান করি। শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক কর্মচারীদের একটি প্রশাসন কাঠামো ছিল। গণসংযোগের জন্য আমি একবার শিলিগুড়ি বারে যাই।

প্রধানমন্ত্রীর সাথেও একবার শিলিগুড়ি যাই। সারাদিন কর্মসূচি ছিল। এবার চিত্তদের বাসায় যেতে পারিনি। সন্ধ্যাবেলায় শিলিগুড়িতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মিলিটারী ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। এই অঞ্চলে ভারতীয় সামরিক প্রধান, তার সঙ্গী সাথী কর্মকর্তারা সকলে উপস্থিত। তাদের ব্যবহার খুবই ভাল। তাদের আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা। গণপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাভাব দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। বুঝলাম, সে দেশে কেন গণতন্ত্র টিকে আছে।

পরদিন সকালে আমরা আমাদের মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলাম। এগুলো ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি শিক্ষানবিশ মুক্তিযোদ্ধারা টার্গেট শুটিং-এ ব্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শেষে লাইন করে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায়। জয় বাংলা শ্লোগানে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত ক্যাম্প কেঁপে ওঠে। আমাদের সবার কন্ঠে ভেসে আসলো 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

ক্যাম্পের সীমার শেষ প্রান্তে এসে ছেলেরা আমাদের বিদায় দিয়ে গেল। এখান থেকে আমরা রংপুরের ভূরুঙ্গামারীর দিকে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ভারতীয় একজন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী রয়েছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলেছেন। পেছনে একটি জীপে সেই ক্যামেরা ম্যান। আমাদের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাপন সচিব নূরুল কাদের খান, আলোকচিত্র শিল্পী আলমসহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক। ভূরুঙ্গামারী পৌঁছে জানলাম, এই অঞ্চলে একজন জজ (নাম সম্ভবতঃ আনোয়ার) যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

পরদিন আবার আমরা মুক্তাঞ্চলে যাই। এ সময় আমাদের মাঝে মধ্যে খাল, বিল, খরস্রোতা নদী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উড়িয়ে দেয়া সেতু পার হতে হতো। একদিন প্রধামন্ত্রী ও আমি কলা গাছের ভেলায় করে একটি খাল পার হই। এই ভেলাসহ আমাদের ছবি আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বই-এ এই ছবি প্রকাশিত হয়।

এই সফর সূচিতে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ছুঁইয়ে আগরতলা পৌঁছি। কঠিন দুর্গম ও পাহাড়ী পথ। আগরতলা, সাবরুম, হরিনা, বালাট, তোরা, ভূরুঙ্গামারী, পাটগ্রাম, পঞ্চগড়, রাজশাহী, বেতায়,

শিকারপুর, মুজিবনগর, বেনাপোল, মামা ভাগ্নে, টাকি, দেবহাটা এগুলো ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাইল পোষ্ট। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের মানচিত্র কে মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

সীমান্তের ওপারে এক কোটি মানুষের ভিড়। এরা ঘরে ফিরতে আগ্রহী। শৃংখল মুক্তির উদ্দাম আবেগ তাদের মনে। মুক্তিযোদ্ধারা প্লাবনের মত সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা বাংলার নিভৃত গ্রামে, অরণ্যে মাঠে, নদী খাল বিল, হাটে ঘাটে, বাজার ও শহরের পাড়াতে ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভরসা করে রয়েছে। এরা ঢাকার ইন্টারকন থেকে মতিঝিল আবাসিক এলাকা, ফার্মগেট, মফস্বল শহরের রাজপথ, গঞ্জে বাজারে, ধানক্ষেতে রাজাকারের ক্যাম্পে, দালালের গৃহে, হানাদার বাহিনীর ছাউনিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আগরতলায় এসে আমরা মেজর শফিউল্লার সাথে মিলিত হলাম। শফিউল্লাহ হরিণাতে ক্যাম্প স্থাপন করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছেন।

আমরা মেজর খালেদ মোশারফের ক্যাম্পেও গেলাম। ক্যাপ্টেন রফিক খুব শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। তার মুখে খোঁচ খোঁচা দাড়ি। অনেক দিন পরে তার সাথে দেখা। ইয়াহিয়ার শাসনামলে তিনি কুষ্টিয়া ছিলেন। দু'সপ্তাহ পূর্বে তিনি ফ্রন্ট থেকে ফিরেছেন। কয়েকদিন পূর্বে তার জ্বর হয়েছিল। জ্বর থেকে সেরে উঠেছেন। যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উদগ্রীব। এই ক্যাম্পে সবার সাথে মাটিতে বসে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দিত। পাক সেনাবাহিনী তখন আগরতলা সীমান্তে দারুন চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের গোলা সীমান্ত পার হয়ে শরণার্থী শিবির পযর্ন্ত আসছে। হানাদারদের হটাবার জন্যে আমাদের মুক্তিবাহিনী ব্যাপক প্রস্ততি নিচ্ছে।

এ সময় চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী ও এম, এ হান্নানের সাথে দেখা হলো। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করি। আগরতলাতে জনসংখ্যার চেয়ে শরণার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফেরার পথে মালেক উকিলের সাথে দেখা হলো। এখানে ছোট পরিবার নিয়ে তিনি থাকেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যেখানে যান সেখানেই বিপুল লোকের সমাগম হয়। তাদের দু'জনের আগমনে এখানে প্রাণচাঞ্চল্য বয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমরা খালেদ মোশারফের ক্যাম্পে গেলাম। খালেদ আমাদের জানান, এই মুহূর্তে তিনি আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারছেন না। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়ক তিনি অবরোধ করে রেখেছেন বলে আমাদের জানান। তার লোকজন অনেক গভীরে যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। আমাদের নিয়ে তিনি জঙ্গলের পথে বের হলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ভারতীয় সীমান্তের সাথে লাগানো। এই গ্রামের মানুষের সাথে আমাদের মুক্তিবাহিনীর একটা সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গেছে। পুকুর থেকে গ্রামের মেয়েরা পানি নিচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে চলাচল করছে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। গ্রাম থেকে একটু দূরে আম বাগানের ভিতরে বৃহৎ কামান বসিয়ে গোলা ছুড়ছে আমাদের গোলান্দাজ বাহিনী। এই কামানগুলো খুব পুরানো বলে মনে হলো। এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। খালেদ আমাকে কামানের সামনে নিয়ে গেল। আমার মাথার ওপর দিয়ে কামানের গোলা উড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় শিহরণ। এরপর খালেদ পাহাড়ে ওঠার জন্যে আমাদের আমন্ত্রন জানান। তিনি আমাদের কে শত্রুর শিবির দেখানোর কথা বলেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে না নিয়ে যেতে পারলেও সড়কটি আমাদের দেখাতে চাইলেন। কণ্টকাকীর্ণ পথ। খালেদের চাল-চলন দেখে মনে হলো, তিনি যেন এখানে মানুষ হয়েছেন। তার কাঁধে একটি দূরবীণ, পায়ে বুট এবং হাতে একটি ছোট্ট ছড়ি। আমাদের হাতেও এমনি করে লাঠি দিয়েছেন পথ চলার সুবিধার জন্যে। আমার উঠতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। নজরুল ভাই কে নিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পাহাড়ে উঠে দূরবীণ দিয়ে খালেদ কি যেন দেখলেন। এক সময় খালেদ পাক-ছাউনি দেখালেন। আমি দেখলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কও দেখলাম। রাস্তাটি একেবারে জনমানবহীন।

আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী তখনও গোলাবর্ষণ করছে। শত্রু বাহিনীর ছাউনীর কাছে সেই গোলা গিয়ে পড়ছে। শত্রুছাউনীর পাশে একটি রেস্ট হাউজ দেখা যাচ্ছে। খালেদ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

কতক্ষণ পরে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জোয়ানদের সাথে খেলেন। ইতিমধ্যে গাফফার (অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কনের্ল) একটি ছোট বাহিনী নিয়ে আসেন। গাফফার অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। বাড়ী খুলনা। অসম সাহসী, ধীর, স্থির। একটা ভাল লাগার মত ব্যক্তিত্ব। তার কাছে যুদ্ধের বহু কাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা শুনলাম। সন্ধ্যা হতেই আমরা আগরতলা ফিরে আসি। পরদিন আমাদের কলকাতা যাবার কথা। বি.এস.এফ-এর মালবাহী বিমানে আমাদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। খালেদ সকাল বেলা আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার সুবিধা-অসুবিধা এবং আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যোগাযোগের অভাবের কথা জানান। কিছু দিন পূর্বে মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আমরা তা' দূর করতে সক্ষম হই। দুইদিন পর কলকাতায় এসে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আমরা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। এই সময় খবর আসে যে খালেদ মোশাররফ আহত হয়েছেন। তাকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

আওয়ামী লীগের এই বৈঠক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তখন বুঝতে পারি যে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি সব কিছু মিলে আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। এ সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব আসে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিয়ে আমরা দেশের ভেতরে যেতে পারি কিনা। ভূ-খণ্ড দখলের ব্যাপারে ভারত সরকার সাহায্যের আশ্বাস দেয়। আমরা এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করি। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই আমাদের সংগ্রামের পক্ষে। হানাদার বাহিনীর বন্দুক কামানের বাইরে সারা দেশেই বলতে গেলে স্বাধীন। আমাদের তাই নতুন করে ভূ-খণ্ড দখলের প্রয়োজন নাই।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম হই। জুলাই মাসের পর মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। শত্রুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিশ্বব্যাংকের একটি দল আগষ্ট মাসে ঢাকা আসে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক সরকার সাহায্য পাবে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ১২ই আগষ্ট তারিখে। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে বলে পাক সরকার যে প্রচার চালাচ্ছিল এই গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে তা অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গেরিলা যোদ্বারা অতি অল্প সময়ে শত্রু হননের কলা কৌশল রপ্ত করে। প্রথমদিকে পাক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশল পরিবর্তন করে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

জুন মাসের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। কুষ্টিয়া কলেজের ছাত্র বীর যোদ্ধা তারেক। এক সম্মুখ সমরে তারেক শহীদ হয়। কৃষ্ণনগর ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছি। শুনলাম, তারেক দলবল নিয়ে যুদ্ধে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসলো, কিন্তু তারেক ফিরে আসলো না। জরুরী কাজে আমার কলকাতা ফিরে আসা দরকার। ক্যাম্পের বাইরে ৪টি ছেলেকে দেখতে পাই। তাদের মুখে শুনলাম কিভাবে তারেক বীরের মত শহীদ হয়েছে। আমি তাদের বল্লাম, ‘‘যুদ্ধে বিজয় বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় কথা হলো বীরত্বের কথা। আমরা তারেকের গর্বে বেঁচে থাকবো। তারেক শহীদ হলেও তার একটা জিনিস পাওনা আছে। তা'হলো তার বন্ধুদের কাছ থেকে সম্মান। তাঁকে সেই সম্মান দেখাতে হবে। তোমরা তার লাশ আনতে পারোনি। তার আত্মাকে তোমরা নিয়ে এসেছো। এসো, আমরা তাকে সম্মান করি।‘‘

সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। পতাকা অর্ধনমিত রাখা হলো। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তারেককে সম্মান করলাম। সবার চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। ধরা গলায় আবার গাইলাম ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।’

অন্য একদিনের ঘটনা। শিকারপুর ক্যাম্প। তওফিক এলাহী এই ক্যাম্পের অধিনায়ক। যুদ্ধে একজন আনসার মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাশ নিয়ে আসে। বুট পায়ে সামরিক

পোষাক পরে ছাউনীর সবুজ ঘাসে শুয়ে আছে শহীদ ভাই। বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শহীদের শরীর। তাকে সামরিক কায়দায় দাফন করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। এসে দেখি, শহীদের স্ত্রী। কোলে অবুঝ পুত্র। সাথে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। জানিনা, আজ তারা কে কোথায় কেমন আছে। যুদ্ধকালে এই পরিবারের ভরণ পোষণের ভার নিয়েছিল বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস। এমনি শত শত মুক্তিযোদ্ধা শুয়ে আছে সিলেটের বালাট সীমান্তে। তাদের শেষ ইচ্ছানুযায়ী বাংলার মাটিতে তাদের কবর দেয়া হয়। শুধু বালাট নয়, ২৪ পরগনার টাকি পর্যন্ত পুরো সীমান্তে শহীদের অসংখ্য কবর রয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করার সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হলেও আমি সেখানে একটা সংযোগ রাখার চেষ্টা করতাম। সেখানে আমার তদারকি মোশতাক আহমদ কিছুতেই পছন্দ করতেন না। খন্দকার মোশতাক মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব করেছেন। হোসেন আলী কলকাতা মিশনের প্রধান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। হোসেন আলী থেকে শুরু করে কলকাতা মিশন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন, তা ভুলবার নয়।

পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি প্রচার সেল খোলা হয়। আমার বন্ধু ও সহকারী মওদুদ আহমদ এ সেলে কাজ করতেন। এ সময়ে তার একটি পুস্তক বিদেশ অফিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মান্নান সাহেব জয় বাংলা পত্রিকা ও বেতার পরিচালানার দায়িত্ব পালন করেন। ডাঃ টি হোসেন থাকেন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বে। তিনি যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন শিবিরে আহতদের শুশ্রুষা চালু করেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের ‘প্রকাশনা সেল’ কে একটি নতুন দায়িত্ব দেয়া হয়। বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে তাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব এরা পালন করতে থাকে। মিঃ বটমলির নেতৃত্বে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। এদের কলকাতা আসার কথা ছিল। তাদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে আমরা একটি ছোট দল গঠন করি। এই দলে সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ টি হোসেন, ডাঃ স্বদেশ বোস সহ আরো অনেকে ছিলেন।

বেনাপোলের ডাকবাংলোতে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের লোকদের বিভিন্ন শিবিরে পোষ্টার ও ফেষ্টুনসহ পাঠাই। প্রতিনিধিদল আসেন বেশ বিলম্বে। বটমলি বলেন, তারা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবেন। আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান মানুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি বললাম যে, আমরা বুদ্ধি বিবেকহীন মানুষের অত্যাচারে আজ দেশ ছাড়া, গৃহহারা। বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন মানুষের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষায় আছি। তাই তাঁর এই পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের সাথে আমাদের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সমস্যা নিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য সব কিছু করার আশ্বাস দেন।

টেড কেনেডী আসেন একবার। তাঁর সাথে আমাদের প্রতিনিধিদলের দেখা হয়। আমি ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডঃ স্বদেশ বোস ও মুস্তফা সারওয়ার। কেনেডী প্রথমেই জানতে চান, আমাদের জন্যে তারা কি করতে পারেন। আমি বল্লাম, মার্কিন জনগণ, সে দেশের পত্র-পত্রিকা ও কেনেডী আমাদের জন্যে যা করেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আরো বলি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি কিছুই না করেন, তাহলেই আমরা খুশি। সফরের পর কেনেডীর রিপোর্ট আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরমভাবে দেখা দেয়। এই উচ্চাভিলাস যুবক, ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে বন্দুকধারী মুক্তিযোদ্ধা, সিপাই, চাকরিজীবী সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল তবে উচ্চাভিলাষীদের সংখ্যা তত বেশী ছিল না।

মিলিটারীদের প্রতি যুবকদের একটা চরম অবিশ্বাস ছিল। তাদের অভিযোগ, এককালে এরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থাকায় তাদের ভাবধারা প্রভাবান্বিত। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দিলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আত্মবিকাশের চরম বিপর্যয় ঘটাবে।

অপরদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে আওয়ামী লীগের যুবকদের প্রতি তেমন অবিশ্বাস। এর মধ্যে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ফলে এই অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। একজন সংসদ সদস্য থাকা সত্ত্বেও ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বহু সামরিক অফিসারের মধ্যে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের বক্তব্য ছিল সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হওয়া উচিত নয়।

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ প্রমুখ ওসমানী সম্পর্কে এ ধরনের উদাসীন উক্তি করেছেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তখন থেকেই শুরু হয়। শফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ এই তিন জনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে আমার ধারণা। শফিউল্লাহ ও খালেদ দু'জনেই যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরা চিরকাল বীর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়ার তেমন কোন বীরত্বের নজীর নেই। তবে তাঁর মধ্যে ক্ষমতার অস্পষ্ট প্রস্তুতি তখন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। নূরুল ইসলাম শিশু প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলতেন, ‘‘সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারের সহযোগিতা ও সম্মান আমাদের অর্জন করতে হবে। তবে আমাদের প্রতি তাদের আস্থার অভাব স্পষ্টতঃই দেখা যায়। শিশু তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের কাছে আছেন ও থাকবেন। আমাদের কতটুকু কাজে লাগবে জানি না। তবে তার মাধ্যমে সামরিক অফিসারদের আস্থা ও সম্মান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। ওদের এটাও বুঝানো দরকার যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ অচল এবং নতুন দেশ গড়াও অসম্ভব। তাই দেশ প্রেমের তাগিদে যারা অস্ত্র ধরেছেন, একই কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে ওদের কাতারবন্দী হওয়াও উচিত।‘‘

সামরিক বাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর, মুজিব বাহিনীর সাথে অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক দলের নেতা- কর্মীদের খুটিনাটি বিরোধ দেখা দেয়। এসব বিষয় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকেও আলোচনা হয়। তাজউদ্দিন ভাই এ বিষয়ে সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কে বা কারা পাকিস্তানী ভাবধারায় অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী গণবিরোধী মনোভাব প্রভাবান্বিত বা কে তা নন, এর বিচার শুধু ভবিষ্যতেই সম্ভব।

নয় মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে তাজউদ্দিন ভাই-এর সেই আবেদন কতটুকু সফল হয়েছিল তা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে। প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন করে লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হয়। বেশীর ভাগ লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন সংসদ সদস্য। সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস থেকে যে সব অফিসার যোগ দেন, এদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী লোকের অভাব ছিল না। আবার এদের মধ্যে বেশীর ভাগ অফিসারই অসীম সাহসিকতা, ত্যাগ ও কর্মস্পৃহার পরিচয় দেন।

মাগুরা ও মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন ও তওফিক এলাহীর অবদান স্বর্ণাক্ষারে লেখা থাকবে। একজন ছেলেদের সাথে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন, যিনি পরে ঢাকা জেলার জজ হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি ব্যাপক ও সম্মানিত আন্দোলন ছিল। এখানে অনেক লোকই তাদের পোষাকী, পদবী ও মনোভাব বর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পাক সিভিল সার্ভিসের অনেকের মধ্যে পদবী মেজাজের রেশ ছিল। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ দেখা দেয়। এই পদবীজনিত মনোভাবের কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

এসব পদবী মনোভাবাপন্ন অফিসারদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, ফাইলের খেলা, কলম দিয়ে পিষে নোট লিখা, লাল ফিতাতে বাঁধা এমন এক পর্যায়ে এলো যে পুরো ৪/৫ তলা বাড়ী প্রবাসী সরকারের অফিসে পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপকতায় এদের মিশিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এরা একটি ভিন্ন মনোভাব ও ভিন্ন স্রোত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

কেবিনেটে তাজউদ্দিন ভাই-এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকে চরম অসন্তোষের বারুদ নিয়ে বসেছিলেন খন্দকার মোশতাক। ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি ভিন্ন মনোভাব, যে কোন কারণেই হোক না কেন, মোশতাক অনেক কাজেই বাধা সৃষ্টি করেছেন।

মোশতাক কখনো শেখ মনিসহ যুব নেতাদের উস্কিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। মোশতাকের ভাবশিষ্য তাহের ঠাকুর একবার স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীদের দিয়ে ধর্মঘট করার ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করেন। অবশ্য এসব সফল হয়নি। সাধারণ কর্মীদের সংগ্রামের প্রতি ছিল সমর্থন আর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছিল তাদের গভীর শ্রদ্ধা।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের দলগত দিক থেকে তাজউদ্দিন ভাই-এর মিজান চৌধুরীর একটি ক্ষোভ ছিল। প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাজউদ্দিন ভাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছাড়েন নি।

আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাসানী ন্যাপ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলোর দাবী ছিল একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করার। আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবীদারদের কেউ কেউ ভারতবর্ষের বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে লবি সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ভারতে সিপিআই ও সিপিআই (এম)- এর কংগ্রেসের ওপর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাদের কাছ থেকেও সর্বদলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আনাগোনা শোনা যেতে লাগলো।

এ সবের অবসান ঘটাবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সাথে পরামর্শ করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। এতে ভাসানী, মনি সিং ও মোজাফফর আহমদ সদস্য হলেন। উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সেরনিয়াবত এই প্রস্তাবের নেতৃত্ব দেন। শেখ আজিজ, শাহ মোয়াজ্জেমসহ আরো কেউ কেউ নেপথ্য থেকে এই প্রস্তাব চাঙ্গা করেন। অবশ্য আলোচনার পর এই প্রস্তাব নাকচ করা যায়।

যুদ্ধকালে তাজউদ্দিন ভাইকে ঘায়েল করার জন্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল কম চেষ্ঠা করেনি। এই সব প্রচেষ্ঠা অনেক সময় সামগ্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন কিছুই বলা সম্ভব হতো না, তখন তাকে উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। সে সময় কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে ভারতে এসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষনা করেছেন।

তাজউদ্দিন ভাই বহুদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুকেই তার জীবনের একমাত্র নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এসব ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। সহকর্মীদের মাঝে কাউকে খুঁজতেন তার এই ভার বইতে ।মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে কখনোই অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই তাকে অনেক কষ্ট ও বেগ পেতে হয়েছে। কর্তব্যে অটল, নীতিতে দৃঢ়, কঠিন প্রত্যয় নিয়ে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার চারিত্রিক গুণাবলীতে তার সংস্পর্শের লোকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব, মিসেস গান্ধী, সরকারী কর্মচারী, সাময়িক কর্মচারী বি এস এফ থেকে বিভিন্ন এজেন্সী সবাই মুগ্ধ ছিলেন। এদের সকলের সম্মান অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন। গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয় নেতৃত্ব তাজউদ্দিন ভাই -এর মত চরিত্রের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। দলের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আমাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিপুল অংশ তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

স্থাপন করেন। তিনি একজন বড় নেতা ছিলেন। তার চিন্তাকর্ম ও ভাবধারার সাথে দলের এবং কেবিনেটের খুব কম লোকেররই মিল ছিল। কেবিনেটের মধ্যে মনসুর ভাই ও হেনা ভাই একাগ্র মন নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। তবে তাজউদ্দিন ভাই- এর সাথে প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবী কমবেশী যাই হোক না কেন, সমান থাকার কারণেই হোক, এরা খুব একাত্ম হতে পারেননি।

ইয়াহিয়ার কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন চলছে। এই বিচারের বিরুদ্ধে আমরা বিদেশে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। লণ্ডনে ডোনাল্ড চেসওয়ার্থকে চিঠি লিখে তাকে জানাই সেখানে বাংলাদেশ কমিটির সাথে যোগাযোগ করে জেনেভা কনভেনশনের চার নং ধারা মতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না। কোন যুদ্ধকালীন অবস্থায় সম্মুখ সমরে যারা লিপ্ত, তাদের গ্রেফতার ও বিচারের জেনেভা কনভেনশনে বিধি নিষেধ রয়েছে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর বিচার আইন সিদ্ধ ছিল না। পাকিস্তান জেনেভা কনভেনশন মানতে বাধ্য থাকায় এই মর্মে কোন বৃটিশ নামী কৌশলীর একটি মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক।

তাছাড়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শন ম্যাকব্রাইডের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ লিখিত মতানুযায়ী জেনেভাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমরা আবেদন করতে পারি। ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরী পৃথক পৃথক ভাবে লিখে জানান, এ ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাই কে এ সব অবহিত করার পর তিনি আনন্দিত হন। পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী হিসেবে এ ব্যাপারে খন্দকার মোশতাকের মত নেয়া প্রয়োজন। তাজউদ্দিন ভাই আমাকে খন্দকার মোশতাকের সাথে দেখা করতে পাঠান। মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করার জন্যে সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্প গুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এ বক্তব্য আমি কোন দিন ভুলতে পারবো না। তিনি বলেন "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence, You can't have both." আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, ''We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh , both are incomplete." আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পিছনে একটা যোগ সূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরনের ব্ল্যাক মেইল বলে আমার মনে হলো। আমি যে উদ্দেশ্যে গেছি মোশতাক সুকৌশলে যে তা এড়িয়ে গেলেন, তা বুঝতে আর বাকি রইল না। খুব বিরক্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে তাজউদ্দিন ভাই কে সব জানালাম।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার জন্যে আমি ডোনাল্ড ও আবু সাঈদ চৌধুরী কে চিঠি লিখি। ম্যাকব্রাই ও মিঃ চৌধুরী আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে পাক সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জেনেভা কনভেনশন Article-4- এ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা উল্লেখ না থাকায় আমাদের কোন পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ইয়াহিয়া সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ম্যাকব্রাইড পরে ইসলামাবাদে গিয়ে আমাদের পক্ষে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।...

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন সময় বিদেশ থেকে নানা ধরনের লোক প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসতেন। অনেকের সাথেই তিনি দেখা করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি আমাকে পাঠাতেন। এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুস্তাভ পাপানেক কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনার জন্যে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে প্রেরণ করেন। একটি হোটেলে তার সাথে আমি দেখা করতে যাই। তার সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই। পাপানেক বলেন, সি আই এ বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে নয়। হোয়াইট হাউজের মত পাল্টাতে হলে আগে সি আই এ'র মত পাল্টাতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রয়োজন। মার্কিন প্রশাসন, বিশেষ করে সি আই এ'র মত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উত্তরে আমি জানাই, একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তাও আমি বুঝতে পারি না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন খোলামেলা ব্যাপার। এর মধ্যে কোন আতাঁত বা ষড়যন্ত্রের চিহ্ন নেই। তাছাড়া সি আই এ'র মত একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা এই আন্দোলনের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের কোন বক্তব্য থাকলে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খোলাখুলি উত্তর পেতে পারেন।

পাপানেকের প্রস্তাব নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। তবু প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তাকে চূড়ান্ত কথা জানাবার প্রতিশ্রুতি দেই। তাঁর প্রস্তাব শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সফর বা সি আই এ'র সাথে সাক্ষাৎ কোনটাতেই তিনি রাজী নন। আমি প্রধানমন্ত্রীর জবাব পাপানেককে জানাই। আমার জানা মতে বিদেশী ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র পাপানেকের সাথেই প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করেননি। প্রফেসর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পক্ষে কাজ করেন।

বৃটেনের লেবার পার্টি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। বৃটিশ জনমত গড়তে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। শোর- এর সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত, মানবিক দিক, বাস্তহারা সমস্যা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। এই সাক্ষাৎকালে ডোনাল্ড ও আমি উপস্থিত ছিলাম। শোর ও ডোনাল্ড উভয়েই প্রধানমন্ত্রীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। পরে শোর সাংবাদিক সম্মেলনে তার মতামত ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্য বৃটেন ও ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

বৃটিশ এম পি মাইকেল বার্নস-এর সাথে দেখা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। স্থানটা ছিল ২৪ পরগণা পার হয়ে বাংলার মাটিতে। তিনটি টুল ছিল। এগুলো অনায়াসে হাতে করে বহন করা যায়। পাশে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে সামরিক টেলিফোন সেট। কিছু দূরে নদীর ওপার থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। এমনি করে টাইমস পত্রিকার নামী সাংবাদিক হেজেল হার্স্টস-এর সাথেও সাক্ষাৎ হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমাদের সুখবর আসতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক ভাবেও আমাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। আঁদ্রে মালরো থেকে শুরু করে তরুণ বিটল এবং ইহুদি মেনহুইন থেকে রবিশংকর, কৃশকায় পপসিঙ্গার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের ওপর গান রচনা ও রেকর্ড হয়ে আসছে। বিদেশী বন্ধুরা টাই পরে এসেছেন, তাতে বাংলাদেশের ছবি। বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে।

ইতিমধ্যে নানা রকমের পরিকল্পনা এসেছে। ভারত বিরাট ও ব্যাপক দেশ। নানা ধর্ম ও বর্ণের লোক এখানে বাস করে। ভারতের সরকারও একটি বৈচিত্রময় সরকার। মিসেস গান্ধী তার নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছেন। অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মিসেস গান্ধীর কাছে বহু প্রস্তাব এসেছে। সেগুলো তিনি কিভাবে দেখেছেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা দূর থেকে যা বুঝেছি, দিল্লী থেকে বিভিন্ন এজেন্সী কাজ করতো। ভারতীয় বিশেষ মন্ত্রণালয় কলকাতায় অফিস খোলে। মিঃ রায় ও মিস অরুন্ধতী এ অফিসের কর্মকর্তা ছিলেন। অপর একটি এজেন্সী ছিল 'র'। এর পক্ষে থেকে লিয়াজোঁ

করতেন মিঃ নাথ। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে হৃদরোগে তিনি মারা যান। মিঃ নাথ ছিলেন বাঙ্গালী সুপুরুষ ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব। সচরাচর গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের থেকে তিনি পৃথক ছিলেন। এছাড়া ছিলেন বি এস এফ- এর কর্মকর্তা। ইষ্টার্ণ সেক্টরের কমান্ডার গোলক মজুমদার প্রথম থেকেই সর্ব পর্যায়ে আমাদের দেখাশুনা করতেন। ভারতের সামরিক প্রতিনিধি জেনারেল সরকার আমাদের কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ ছাড়া ও ছিলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। দিল্লী থেকে লিয়াজোঁ রক্ষা করার জন্যে কেউ কেউ কলকাতায় থাকতেন।

পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের নেতা সাত্তার সাহেব আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। দিল্লী থেকেও অনেকে আসতেন। প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে আমাকে ন্যস্ত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক যোগাযোগ কখনই সফল রূপ নিতে পারেনি। তবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এটা খুবই কার্যকরী হয়। কিন্তু নীতিগতভাবে এই লিয়াজোঁর খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। এমনি বিভিন্ন মহল ও এজেন্সীর সাথে সমন্বয় করতে একটি মূল সূত্রের অভাব সর্বদা লক্ষ্য করেছি। ফলে অনেক সময় যোগাযোগের অভাব বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়। মিঃ ডি পি ধরের দিল্লীতে আসার সময় পর্যন্ত এই বিভ্রান্ত বিরাজ করছিল। ডি পি ধর ছিলেন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেন। মিঃ ধর যদি মিসেস গান্ধীর পক্ষে থেকে কাজ করতেন, তা হলে হয়তো বহু ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। দিল্লী সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী, তাদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতার মনোভাব। ফলে সামগ্রিক উদ্দেশ্যে অনেকবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ডি পি ধরের সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয় আলোচনা করেন। মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারেও ডি পি ধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শামসুল হককে দিল্লীতে আমাদের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়। শাহাবুদ্দিন প্রথম থেকেই পাক দূতাবাসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমাদের সাথে চলে আসেন। একই সাথে দূতাবাসের প্রেস এটাচীও আসেন। এদের সাথে প্রথম থেকেই আমাদের যোগাযোগ হয়। প্রথমবার দিল্লী গিয়েই তাদের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে অফিস করার ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করি। পরবর্তীকালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে আসার পর দিল্লীতে অফিস স্থাপনে সক্ষম হই। অক্টোবরের শেষ দিকে মিসেস গান্ধীর সাথে বাংলাদেশ মন্ত্রী সভার একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগামী শীতেই বাংলাদেশ প্রশ্নে একটা অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলতে গেলে অক্টোবর থেকেই আমরা ভারতের স্বীকৃতির জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকি।

১৫ই অক্টোবর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে স্বীকৃতির জন্যে পুনরায় অনুরোধ করেন। সেই চিঠিতে এটাও দাবী করা হয় যে বাংলাদেশের অর্ধেক ভূ-খণ্ড মুক্তিবাহিনীর দখলে ও বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা সেখানে চালু আছে। এই চিঠির সূত্র ধরে ১৫ই নভেম্বর অন্য একটি চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, স্বীকৃতির অনুরোধ, তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ছিল। এই চিঠি লেখা হয় ইন্দিরার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে। ২৩শে নভেম্বর অপর একটি চিঠি লেখা হয় তাঁর সফর শেষে।

এই চিঠিতে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও বিশ্ব জনমতের প্রতি ইয়াহিয়ার চরম উপেক্ষার কথা বলা হয়। এই চিঠিতে আরো ছিল শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা শীতের আগে দেশে ফিরে যেতে না পারলে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক চিঠিতে জানান, বাংলাদেশের দু'তৃতীয়াংশ মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকলেও পাক হানাদাররা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হামলা করে সম্পদ ধ্বংস করছে। জবাবে ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সহযোগিতার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের বন্ধুসুলভ সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও বেসামরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পাক ভারত যুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠলো। স্বভাবতই বোঝা গেল পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পৃথিবীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত। অর্থাৎ পাকিস্তান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণ করতে চাচ্ছে।

এ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতীয় সমর শক্তির সরাসরি যুদ্ধে অবতরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে এক জরুরী আবেদনে বলেন, বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেন বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। আবেদনে আরো বলা হয়, একটি যৌথ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং এই বাহিনী দু'দেশের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখনই করবে তখনই ভারতীয় বাহিনীকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লী থেকে ডি পি ধর কলকাতা আসেন। থিয়েটার রোড থেকে অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে ডি পি ধরের দু'দিনব্যাপী আলোচনা হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনায় পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেয়ার এটা ছিল যথোপযুক্ত সময়। হানাদার বাহিনী তখন সেনানিবাসের ভেতরে আবদ্ধ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে পারলেই দেশে যাওয়া সম্ভব।

সীমান্তের ভেতরে-বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তখন উল্লাস দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। বিদেশী সাংবাদিকরা এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে। প্রধানমন্ত্রী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তোমরা জানতে চাচ্ছ আমি কেমন আছি? সন্তানের জন্মের কথা জনক না জানলে তার মর্মব্যথা তোমরা বুঝ? আমি একটি ধাত্রীর কাজ করছি মাত্র। বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর তার জনক রয়েছেন হানাদারদের কারাগারে। জাতির জনক হয়তো কিছুই জানেন না। দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় তাজউদ্দিন ভাই কেঁদে ফেলেন। তিনি অবিলম্বে জাতির জনককে মুক্তি দেয়ার দাবী করেন।

৭ই ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাসের পতন হয়। এরপর আমি বেশীর ভাগ দিন কাটিয়েছি অগ্রগামী দলের সাথে।

আমি যশোরে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্যে রওয়ানা হই। পরদিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যাবেন। অগ্রগামী দলে আমি ও মুস্তফা সারওয়ার ছিলাম। পথে পথে মানুষের বিপুল উল্লাস। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে চলছে। চারদিকে এই অস্ত্র দেখে মুস্তফা সারওয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, শান্তি শৃংখলা ফিরে আসবে তো?

যশোর সার্কিট হাউসে ক্যাপ্টেন হুদার কাছে অস্ত্র জমা দেয়া হলো। পথে দেখলাম, ট্রাক ভর্তি করে হানাদার বাহিনী সদস্যদের নেয়া হচ্ছে। জনগন এদের মেরে ফেলতে চায়। বহু সাবধানে ও কড়া প্রহরায় এদের ভারতে নেয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর অতি দ্রুত পুল, কালভার্ট মেরামত করে দেয়। কোথাও বেইলী ব্রিজ তৈরী করে দেয়া হয়।

বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ছিলেন মুস্তফা সারওয়ার। রওশন আলীসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমরা বেনাপোল সীমান্তে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই। আমি ও মুস্তফা সারওয়ার সার্কিট হাউসের কক্ষে পাক সামরিক অফিসারের ব্যবহৃত পিস্তল ও কাপড় চোপড় পাই।

সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ আসা শুরু হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ আসছে কে কার আগে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখবে। শিল্পী মুস্তফা আজিজ বলেন, তিনি আমার একটি স্কেচ করবেন। তার ভাই মুস্তফা মনোয়ার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন।

স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী আসলো। হাজার হাজার মানুষ 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার আহবান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রাতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীতে কলকাতা ফিরে আসি।

ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম
জুন, ১৯৮৩।

মৌলভী আসাবুল হক

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর আমরা গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করি। চট্টগ্রামের এম এ হান্নান ও এম এ মান্নান সাহেব এবং পটিয়া জেলার আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে থাকি। এদিকে আনুমানিক ২১/২২ শে মার্চ তারিখের রাতে পাক বাহিনী হঠাৎ করে চট্টগ্রাম নেভাল বেইস -এর শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। আমরা এর প্রতিবাদ মিছিল বের করলে পাক বাহিনী আমাদের বাধা দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মূলতঃ এই ঘটনার পর থেকেই পাক বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় আমাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল স্থানীয় রেষ্ট হাউজ। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এম, এ, হান্নান, এম, এ, মান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী, ছাত্র নেতা ইউসুফ সহ আমরা অস্ত্রাগার লুন্ঠন করি।

২৬শে মার্চ সকাল ৮টায় আমরা ঢাকার সংবাদ জানতে পারি। পটিয়ায় এসে দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য। ডাঃ ফারুক কয়েকজন ইপিআর নিয়ে কাপ্তাই চলে যান এবং কয়েকজন পাঞ্জাবী সৈন্য হত্যা করে পুনরায় পটিয়া চলে আসেন। পাঞ্জাবী সৈন্যরা যাতে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য প্রতি রাস্তার মোড়ে চেকপোষ্ট বানানোর ব্যবস্থা করে আমি ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরে চলে যাই। রেষ্ট হাউসে বিভিন্ন নেতা ও কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে সমগ্র শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করি এবং ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করি। কয়েকজন পলায়নপর পাঞ্জাবীকে ধরে হত্যা করা হয়। ঢাকা হতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য চট্টগ্রাম আসে এবং কুমিরাতে আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। কিন্তু তারা টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। অবশ্য দুইদিন পরই শহর পাক বাহিনীর আয়ত্তাধীনে চলে যায়।

এরপর আমরা পটিয়াতে চলে আসি। তখন পটিয়াই ছিল আমাদের প্রধান কেন্দ্র। ডাঃ মান্নান, প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মেজর জিয়া ও আমি বেতারের ট্রান্সমিটার এনে পটিয়া মাদ্রাসায় স্থাপন করি। এখান হতে মেজর হারুনের নেতৃত্বে আমরা হানাদারদের মোকাবেলা করি এবং ১২/১৪ দিন যুদ্ধ চলে। এই সংঘর্ষ চলাকালে আমি প্রধান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অসংখ্য লাশ দেখতে পাই। পাক বাহিনী আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ফেরার পথে একটা পাক বাহিনীর গাড়ী আমাকে উঠিয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিন্তু জনৈক মেজর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে ছেড়ে দেয়। দু'দিন শহরে থাকার পর আমি পটিয়া চলে আসি। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন হারুন আহত হলে তাকে চিকিৎসার জন্যে চিরিঙ্গা পাঠানো হয়। এরপর আমি পটিয়া ক্যাম্পে কাজ করতে থাকি। ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল আটটায় নিজ বাড়ীতে যাই। এদিন দুপুর পর্যন্ত বিমান থেকে গুলি চালানো হয়। এর ফলে পশ্চিম মোড়ে কতগুলো দোকান ধ্বংস ও বেশ কিছুসংখ্যক লোক নিহত হয়। স্থানীয় মসজিদে গিয়ে দেখি মসজিদ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাসার দু'জন মৌলবী ও কিছুসংখ্যক ছাত্র মারা গিয়েছে। কলেজেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

বিজ্ঞান ভবনের পূর্বপার্শ্বে পটিয়া থানার সংগ্রাম পরিষদ নেতা অধ্যাপক ফজলুল করিম ও আরো কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়। ঐ দিন কালুরঘাট হতে পটিয়া পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা বাহিনী ছিল সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। আমি আশেপাশের যুবকদের একত্রিত করে আলাপ আলোচনা করি। এর পরের দিন একটা গ্রেনেড নিয়ে শহরে গমন করি এবং বিকেল তিনটায় বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। হানাদার বাহিনীর কয়েকটা ট্রাক সে সময় চকবাজারের দিকে যাচ্ছিল। রাত সাতটার দিকে স্টীম লন্ড্রীর ছাদ থেকে আমি একটা ট্রাক লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে মারি। ট্রাকটি কয়েকজন হানাদার ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। আমি ঐ ছাদেই শোয়া অবস্থায় ছিলাম। অন্যান্য ট্রাক হতে পাক সৈন্য রাত একটা পর্যন্ত গুলি চালায়। আশেপাশে সব দোকান পুড়িয়ে দেয়। তারা সরে পড়লে আমি অতি গোপনে হাঁটতে হাঁটতে সকালে পাথরঘাটা পৌঁছি। দুইদিন দুইরাত হেঁটে মিরেরশরাই পৌঁছি। তারপর অতি কষ্টে ২১ শে এপ্রিল শ্রীনগর সীমান্ত পার হই। সেখানে মিরেরশরাই - এর এম, পি মোশারফ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করি। এর পরের দিন ছাগলনাইয়ার প্রাক্তন এম এন এ ও সাবেক পটিয়া কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পরের দিন বাসে করে বেলুনিয়া যাই। সেখানে পাক বাহিনী ও আমাদের বাহিনীর সঙ্গে যে সংঘর্ষ চলছিল তাতে আমি অংশ নেই। দু’জন আহত ই পি আরকে নিয়ে বেলুনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে সাবরুমে যাই। সেখানে এম, এ, হান্নান, এস, এম, ইউছুফ, মির্জা মনসুর, স্বপন কুমার চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি হাসেম, চট্টগ্রাম কলেজের ভিপি জামাল উদ্দিন এবং সাবের আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বাংলাদেশ হতে যুবকদেরকে এনে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা উপস্থিত কয়েকজন লোক এবং কয়েকজন ই, পি, আর নিয়ে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। এই ক্যাম্প পরিচালনার জন্যে হাসেম, মন্টু, মহিউদ্দিন ও আমি রইলাম। বাকী কয়েকজন আলাপ আলোচনার জন্যে আগরতলায় চলে গেলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও কিছু সংখ্যক লোক এসে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেন। এ সময় আগরতলা থেকে এস, ডি, ও ও আরো কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা আগমন করলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রেশনের ব্যবস্থা করি।

কিছুদিন এভাবে ক্যাম্প চললো। কিন্তু ভারতে আগমনকারী বাঙ্গালীদের মধ্যে সবাই শরণার্থী হিসেবে আসতো। ট্রেনিং নেয়ার লোকের অভাব উপলব্ধি করে আমি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের তালিকা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। প্রায় ১ মাস ১৭ দিন পায়ে হেটেঁ চট্টগ্রাম জেলার মিরেরশরাই থানা হতে টেকনাফ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, মাইওনী ও ফটিকছড়ি থানায় ঘুরে ঘুরে সকল কর্মী ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার সংবাদ দেই। এর মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র মৌলভী সৈয়দ আহমেদ ও শাহজাহান ইসলামাবাদী ছোট ছোট আক্রমণ পরিচালনা করছেন। ১ মাস ১৭ দিন ভ্রমণের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র নিয়ে পটিয়া তহশীল অফিস, ষোলশহর তহশীল অফিস, আনোয়ারা থানা তহশীল অফিস ও আরো কয়েকটি তহশীল অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। প্রফেসর নূর মোহাম্মদ ও ওবায়দুল্লাহ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে আমি হরিনা ক্যাম্পে যাই। এর মধ্যে কয়েকজন যুবককে আমি ভারত পাঠাই। কিন্তু পথিমধ্যে মিজো ও পাঞ্জাবীদের দ্বারা আক্রমণে হারুন ও ফরিদ নামক দু’জন যুবক নিহত হয়। বাকী যুবকরা ভয়ে ফিরে আসে। বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে কিভাবে যুবকদের ভারতে নিয়ে যাওয়া যায় সে জন্যে মেজর রফিক, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন মাহফুজ, এম, এ, হান্নান, সাবের, ইউসুফ, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনা সভা বসে। এই আলোচনার পর মেজর রফিক আমাকে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ প্রতিটি থানার মানচিত্র নেয়ার দায়িত্ব দেন। কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি হতে সমগ্র চট্টগ্রামের মানচিত্র সংগ্রহ করি। প্রত্যেক সি ও-এর কাছ থেকেও মানচিত্র সংগ্রহ করি এবং লোক মারফতে ওপার বাংলায় মেজর রফিকের কাছে প্রেরণ করি। এ সময় আমার খালুর সঙ্গে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফেরা করি এবং অনেক পাক সৈন্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন ব্রিগেডিয়ারের অফিসে ঢুকে দুটো আর্মী ম্যাপ সংগ্রহ করে সেখান থেকে সরে পড়ি।

এর কয়েকদিন পরে দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে ৪৪/৪৫ জন ছেলে এবং উত্তর চট্টগ্রাম থেকে ৪০/৪৫ জন ছেলে সংগ্রহ করে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করি। আমিও ভারতে চলে আসি। সঙ্গে আনা আর্মী ম্যাপটা মেজর

রফিককে প্রদান করি। যেসব ছেলে ট্রেনিং নেয়ার জন্যে এসেছিল তাদের প্রতি সাতজনের একটি গ্রুপ করে মোট ৩৬ টি গ্রুপ তৈরী করি। প্রত্যেক গ্রুপে একজন কমান্ডার ছিল। তারপর মেজর রফিকসহ চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তিনটি চ্যানেল খোলা হয় এবং কয়েকজন গাইড নিযুক্ত করা হয়। ফটিকছড়ির দায়িত্ব দেয়া হলো জহুরুল হককে এবং মিরেরসরাই-এর দায়িত্ব দেয়া হল নূর মোহাম্মদকে। তিনজন গাইড নিযুক্ত করা হলো এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ হতে একজন করে কুরিয়ার নিযুক্ত করা হলো। প্রত্যেক গ্রুপকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয় এবং সমস্ত গ্রুপের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হলো সার্জেন্ট এ, এইচ, এম , মাহি আলম চৌধুরীকে। তারপর সবাইকে শপথ গ্রহণ করানো হলো। মেজর রফিকুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এনাম, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট সুলতান, হান্নান, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ, রফি সাহেব, সাবের সাহেব, আজগরী, জালালউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবর্গ এখানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস বানচালের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ৩রা আগষ্ট আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। প্রথমে পাগলাছড়িতে মিজোদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এতে বেশ কয়েকজন মিজো মারা যায় এবং বাকী মিজোরা পালিয়ে যায়। রাজবাড়িতে পাক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৩ জন পাঞ্জাবী ও ২ জন মিজো মারা যায় এবং একটা জীপ ধ্বংস হয়। ৩য় সংঘর্ষ হয় ফটিকছড়ির বিবিরহাটে। উক্ত সংঘর্ষে ৭ জন পাঞ্জাবী ও ১৪ জন মুজাহিদ মারা যায়। পাঞ্জাবীরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাউজান কলেজের সামনে ৪র্থ সংঘর্ষে ৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। দুটি চাইনিজ ষ্টেন, তিনটি চাইনিজ রাইফেল, ৫ টি বয়নেট এবং এক পেটি গুলি আমরা পাই। ৫ম সংঘর্ষ হয় গোমদন্ডী স্টেশনে। এই সংঘর্ষে ৪০/৪৫ জন রাজাকার নিহত হয়। হাবিলদার ফজলুও নিহত হন। মুন্সিরহাটের ষষ্ঠ সংঘর্ষে ৮ জন রাজাকার ও দু'জন দালাল নিহত হন। কয়েকজন রাজাকারের বাড়ীও পুরিয়ে দেয়া হয়। সারোয়াতলীতে সপ্তম সংঘর্ষে ৩৫ জন রাজাকার নিহত হয়। ২০ টি রাইফেল, ১টি এল, এম, জি, ৩ পেটি গুলি আমরা উদ্ধার করি।

১৪ই আগষ্টকে বানচাল করার জন্যে আমরা ১৩ই আগষ্ট পতেঙ্গা থেকে মধুনাঘাট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার ষ্টেশনের টাওয়ারগুলো নষ্ট করে ফেলি। ঐদিন রাতে আমরা বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত্রুর ওপর আঘাত হানি। একই রাত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেমন-পাহাড়তলী পাঞ্জাবী ক্যাম্প, দেওয়ানহাটের ক্যাম্প, চকবাজার ক্যাম্প, লালদীঘির পশ্চিমের স্থান, চাকতাই ক্যাম্প, কালুরঘাট ক্যাম্প, দোহাজারী ও পটিয়া ক্যাম্প, বিবিরহাট ক্যাম্প, রাউজান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পে গেরিলা পদ্ধতিতে অপারেশন চালাই। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ঐ রাত্রে বিভিন্ন অপারেশনে ১২৫ জন পাঞ্জাবী, ২৩০ জন রাজাকার মারা যায়। ফলে পাঞ্জাবী, রাজাকার ও দালালরা গ্রাম ছেড়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও থানাগুলোতে আশ্রয় নেয়। দিনের বেলা তারা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিতো এবং মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এই পরিস্থিতিতে আমরা পাক বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণের পরিকল্পনা করি। একদিন ভোর সাড়ে চারটায় আমরা থানা আক্রমণ করি। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে পাক সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রায় ২০০ জন পাঞ্জাবী ও রাজাকার মারা যায় এবং থানার বহু পুলিশ ও রাজাকার কে আমরা আটক করি। বেশীর ভাগকে হত্যা করি। থানা থেকে ২০ পেটি বুলেট, ২৫০টি রাইফেল, তিনটি এল, এম, জি উদ্ধার করি। এখান থেকে আমরা খরনা রেলওয়ে ষ্টেশনে রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করি। কিছু সংখ্যক রাজাকার নিহত হয়। ৩টি চাইনিজ ষ্টেন, ৫টি চাইনিজ রাইফেল, ৫টি রাইফেল, ৩ হাজার বুলেট, ২টি রিভলবার উদ্ধার করি। কদুরখিল (?) গ্রামের রাস্তায় আমরা বেশ কয়েকটি রাইফেল উদ্ধার করি। সার্জেন্ট আলমের পায়ে গুলি লাগলে আমরা কমলাছড়ি পাহাড়ে আশ্রয় নেই। তখন গ্রুপ কমান্ডার মহসীন, শাহজাহান ইসলামাবাদীও আমার সঙ্গে ছিলেন।

কমলাছড়িতে মোস্তাক আহমদ ও পটিয়া থানার আনসার কমান্ডার আবদুল আলীমের সংগে দেখা হয় এবং তাদের সংগে আমি একটি বৌদ্ধমন্দিরে অবস্থান করি। সেখানে ই পি আর বাহিনীর সুবেদার মেজর টি এম আলী এবং তার অধীনে ১৫০-২০০ জন ই পি আর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান ছিলেন। কিন্তু সুবেদার আলী আমাকে বন্দী করে রাখেন। অবশ্য তিনদিন বন্দী রাখার পর মেজর রফিকের সুপারিশপত্র পেয়ে টি এম আলী

আমাকে ছেড়ে দেন। কমলাছড়ির বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থানকালে আমি ধোপাছড়িতে মোখলেসুর রহমান, সুলতান আহম্মদ কুসুমপুরী পটিয়ার এম সি এ-এর নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক এ পি আর ও স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের দুটি গ্রুপ নিয়ে অবস্থানের সংবাদ শুনি। তাজউদ্দিন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কুসুমপুরীতে ভারতে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি কমলাছড়িতে ফিরে আসি। সার্জেন্ট আলমকে চিকিৎসার জন্যে কমলাছড়িতে রেখে আমি শাহজাহান ইসলামাবাদী, মহসীন আবুল হোসেন প্রমুখদের নিয়ে পটিয়ার দিকে আসি। পটিয়ার রেলষ্টেশনের কাছে রাজাকার ঘাঁটিতে আমাদের সংগে রাজাকারদের সংঘর্ষ বাধলে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। সেখান থেকে তিনটা রাইফেল, একটা এল এম জি, তিনটা মাইন উদ্ধার করি। তাছাড়া প্রায় ৩ হাজার গুলিও আমরা পাই। অপারেশন শো করে একটা দলসহ আমি আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করি কিন্তু আমরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কদিন পর পাক সেনারা গৈরিলা গ্রামখানা জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া ধলঘাটে রাজাকার মুজাহিদ ও পাক ফৌজ অকথ্য অত্যাচার চালায়। ধলঘাটবাসীদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমরা তাই ধলঘাট রেলওয়ে ষ্টেশনের পাঞ্জাবী ঘাঁটি আক্রমণ করি। ষ্টেশনে আগত শেষ ট্রেনটি আমরা যাত্রীদের নামিয়ে পুড়িয়ে দেই। তারপর ঘাঁটির ওপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করি। পাক ফৌজের ঘাঁটি থেকে আমরা জি-৩ গান, ২৭টা ষ্টেনগান, ৩টা এল, এম,জি, ১১টি রাইফেল, ৩টা রিভলবার ও ৭ হাজার গুলি উদ্ধার করি। এখান থেকে নিজ গ্রামে যাই। গ্রামের কয়েকজন দালাল পটিয়া থেকে পাঞ্জাবী ডেকে গ্রামখানা ঘেরাও করে। আমরা পালিয়ে যাই এবং আরাকান রোডের পাশে গোপনে অবস্থান নেই। পাকবাহিনী সে পথে যাওয়ার সময় আমরা গুলি করি। এখানে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং বাম হাতে গুলি লাগলে আমি আহত হই। সার্জেন্ট আলম এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। এই আক্রমণের পর আমরা পটিয়ার জিরি গ্রামে চলে যাই। জিরি গ্রামে এসে দেখতে পেলাম পশ্চিম আনোয়ারা থানার গ্রামাঞ্চলে রাজাকার, আল বদর ও পাক ফৌজের নিদারুণ নির্যাতনে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তখন সার্জেন্ট আলম সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিম পটিয়ায় অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা নেই। এ সময় ভারত থেকে ৪০ জনের একটা ফ্রগম্যান গেরিলা বাহিনী মেজর রফিক ও এম এ মান্নান সাহেবের দু'খানা পত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। তাদের সংগে পরামর্শ করে আমরা চর লইক্ষ্যা চাকতাই হতে পতেঙ্গার বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত যেসব ষ্টিমার ও জাহাজ ছিল সেগুলো মাইন দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা মোতাবেক ফ্রগম্যানদের নিয়ে মাইন লাগিয়ে স্টীমার ফাটিয়ে দিলে পাক বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। আমরাও এর জবাব দেই। এভাবে ১১ দিনে আমরা ৫টা জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম হই।

হাফেজ মৌলভী আসাবুল হক
গ্রামঃ নাইখাইল, ডাকঘরঃ
গৈড়লা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মে, ১৯৭৩

এ এম এ মুহিত

নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বাঙ্গালীরা সংগঠিত হতে থাকে। নিউইয়র্কের ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা ঘূর্ণিঝড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা নিয়ে কথা তুলে আর বাংগালীদের জন্য সাহায্যের আবেদন করে। কাজী শামসুদ্দিন আর ডঃ আলমগীর মার্চ মাসে স্বাধীনতার দাবী উঠান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের নালিশ করেন আর জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যা শুরু হলে এই লীগ নাম পরিবর্তন করে এবং জুন মাস পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে। ২৫শে পরে মার্চের শহরে শহরে লীগের শাখা গড়ে ওঠে তবে তারা সকলেই নিজস্ব কার্যক্রম অনুযায়ী এগুতে থাকে। সমন্বিত সংগঠন গড়ে উঠতে কয়েক মাস চলে যায়। তবে নিউইয়র্কের লীগ অব আমেরিকাই বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে।

মার্চ মাসে যখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পাকিস্তানের শাসকের আলাপ আলোচনা শুরু হয় তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং এর ফলে বাঙ্গালীরা ও বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার লাভ করবে। এখানে বলা দরকার যে, সামরিক বাহিনী বাঙ্গালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এ রকম একটি আশংকা আমরা করেছিলাম। কিন্তু যখন আলোচনা শুরু হয় তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে এই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম।

২৫ তারিখ ভোর ৪টার দিকে আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের একজন বন্ধু আমাকে ফোন করে খবর শুনতে বলেন। আমার নিজের বাসায় কোন রেডিও ছিল না তাই আমি গাড়ীতে গিয়ে রেডিও শুনি এবং ২৫শে মার্চের রাত্রির ঘটনা জানতে পারি। খবরটি শোনার পর একটা কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল এবং সেটি হচ্ছে 'পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটেছে'। দূতাবাসের অবস্থা কিছুটা অদ্ভুত ছিল কারণ আমরা দেশ থেকে সঠিক বা পুরো খবর পাচ্ছিলাম না। অতএব আমাদের প্রতিক্রিয়াও কিছুটা ভিন্ন হচ্ছিল। পাকিস্তানী কর্মচারীরা তখন বেশ হতবাক। তারা মোটেই জারিজুরি খাটাচ্ছিল না, বরং বলা যায় যে কিছুটা চুপচাপই ছিল।

২৯শে মার্চ সোমবার ওয়াশিংটনে বাঙ্গালীদের একটি সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল হয়। কেপিটল হিল, হোয়াইট হাউস, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সামনে এই সমাবেশ হয়। প্রায় দুই শত মানুষ আসে এবং এদের মধ্যে বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী এবং গবেষক ছিলেন। যথা জনাব সাফদার, জনাব খোরশেদ আলম, জনাব রহিম, অর্থনীতিবিদ মহিউদ্দিন আলমগীর, শামসুল বারি, ডঃ ইউনুস এবং আরো বেশ কয়েকজন। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এই সমাবেশ আয়োজনে দূতাবাসের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তারাই ফোনের মাধ্যমে বেশিরভাগ যোগাযোগ স্থাপন করেন। সমাবেশ শেষ করার পর আমার বাসায় প্রায় ৭০ জন মিলিত হন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

পাকিস্তান দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর হিসেবে আমেরিকার সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মহলে আমার যোগাযোগ ছিল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, এদের সংগে আমার সংযোগগুলি আন্দোলনের পক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করবো। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্রেইগ ব্যাক্সাটার আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ বেখেছিলেন। তিনি বহু তথ্য আমাদের দেন যেগুলো আমাদের আন্দোলনের পক্ষে আরো সহায়ক হয়ে উঠে। টাউনসেণ্ড সোয়েজি এইড দফতরে বাংলাদেশ ডেস্ক-এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাদের আন্দোলনের এমনই সমর্থন ছিলেন যে আমেরিকার নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। এছাড়া আরচার ব্লাড, যিনি ঢাকায় কনসাল জেনারেল ছিলেন বিভিন্ন ধরনের যেসব তথ্য প্রেরণ করেন সেসব কাহিনী ওয়াশিংটনে প্রকাশ পেলে আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এপ্রিলের শুরুতে হারভার্ডের ম্যসন, মার্গলিন ও ডর্ফম্যান বাংলাদেশ সমস্যার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করেন। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মার্গলিন ও পরে ডর্ফম্যান আলমগীর মহিউদ্দিনকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কংগ্রেসে জোর তদবির চালান। পয়লা এপ্রিল সিনেটর কেনেডী, সিনেটর হ্যারিস আর সিনেটর কেসের দফতরে আমি হাজির হই। এদের সঙ্গে যোগাযোগে আমার দুই বন্ধু, ওয়াশিংটন পোষ্টের রণ কোভেন এবং বিশ্বব্যাংকের মাইল ম্যাক্কুলক আমাকে সাহায্য করেন। এরা সবাই, এবং পরে সিনেটর মনডেল বাংলাদেশের সপক্ষে জোরালো বিবৃতি দেন। আমার বেশীরভাগ সময় কাটত বিশ্বব্যাংক, ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট, এইড, কংগ্রেস আর সংবাদপত্রের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনায়। আমি তাদের এটাই বুঝাবার চেষ্টা করতাম যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কোনদিনই এক হবে না এবং এটা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে বাংলাদেশের সংগে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে বাধ্য করা। আর এটা সম্ভব সাহায্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। কারণ পাকিস্তান যতই সাহায্য পাবে ততই সে তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাবে।

এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি আমার কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাই কিন্তু দূতাবাসের ব্যবস্থায় এরপর পরিবর্তন হয়। এই সময় বাঙ্গালী প্রতিরোধের শেষ কেন্দ্রস্থল ভেংগে যাওয়ার পর পাকিস্তানীরা নিশ্চিন্ত হয় যে তাদের পুরোপুরি পক্ষে চলে গেছে এবং তারা তখন আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

৮ই এপ্রিল ‘শাহীন’ এবং ‘ময়নামতি’ নামে দুটি পাকিস্তানী জাহাজ থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী নাবিক পালিয়ে যান। তখন জাহাজগুলো বালটিমোরে অবস্থান করছিল। তাঁরা আমার সংগে যোগাযোগ করেন। এ সময় কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির জনাব গ্রিনোর সংগেও যোগাযোগ হয়। তিনি তাদের উদ্ধার করেন এবং উকিলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন যিনি তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

১৩ই এপ্রিল বি, বি, সি’র মাধ্যমে জাকারিয়া চৌধুরী ঘোষণা করেন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ থেকে আমরা অনুভব করি যে আন্দোলন এবার নতুন পর্যায়ে শুরু হবে। জাকারিয়া চৌধুরীর সংগে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয় এবং তিনি দীর্ঘায়িত মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে উপদেশ দেন। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৬ই এপ্রিলে একটি সম্মেলনে আমি পাকিস্তানী প্রতিনিধি হিসেবে যাই এবং সেখানে তুরস্কের প্রতিনিধির সাথে আমার প্রচণ্ড বাক-বিতন্ডা হয়। এই বাক-বিতন্ডার বিষয় ছিল তুরস্ক কর্তৃক পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান। এর তিনদিন পর আমাকে এই সম্মেলন থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং আমার চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এক কথায় আমাকে যতদূর সম্ভব অন্যদের সংগে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমি তবুও আমার কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আমি ১২টার সময় বের হয়ে যেতাম এবং প্রায় চারটার দিকে অফিসে ফিরতাম। এই সময়টুকুতে আমি আমার যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যেতাম।

২৭শে এপ্রিল বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামার সংগে আমার যোগাযোগ হয়। আমি পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের জন্য আবেদন জানাই। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের সহকারী পরিচালক গ্রেগরি ভোটার সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে থাকি। তিনি বাংলাদেশের বিষয়টি দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া ইউ এস এইডের মিঃ ডন ম্যাকডোনাল্ড-এর সংগেও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

১৩ই এপ্রিল দূতাবাসের কর্মচারী এবং আরো কয়েকজন চাঁদা তুলে হারুন রশীদকে কলকাতায় পাঠান সংবাদ সংগ্রহ এবং সঠিক অবস্থা জানতে। হারুনুর রশীদ বিশ্বব্যাংকে চাকুরী করতেন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্রপথিকের ভুমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতা গিয়ে মুজিব নগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন-এর সাথেও দেখা করেন। তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন। ফিরে এসে তিনি খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ দিতে পারেননি। তিনি জানান যে, অবস্থা এখনো পরিষ্কার নয় এবং আন্দোলন ভারতের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে না। এ সময় আমেরিকান সোসাইটি ফর এন্টারন্যাশনাল ‘ল’-এর বার্ষিক অধিবেশনে প্রফেসর গাটলিয়ের ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মান অধিকার লজ্ঘিত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এই সম্মেলনে আমি যোগ দিই কিন্তু দুতাবাস অন্য একজন পাকিস্তানীকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে। এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে নিউইয়র্ক দূতাবাস থেকে জনাব মাহমুদ আলী বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন। এমনিতেই তাঁর প্রতি পাকিস্তানী সরকার প্রসন্ন ছিলেন না যেহেতু তিনি সে বছর জাঁকজমকের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করেছিলেন। পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী সেই থেকে তাঁর পেছনে লেগেই ছিল।

মে মাসের প্রথম পক্ষেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ৯ই মে জনাব এম এম আহমেদ ওয়াশিংটন পৌঁছেন। ১১ই মে পাকিস্তান সমস্যার ওপর কংগ্রেসে “গ্যালাগার শুনানী‘‘ শুরু হয়। ১২ই মে জনাব রেহমান সোবাহান একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেটি অত্যন্ত সফল হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনমত আমাদের আন্দোলনের পক্ষে আরো তীব্র হয়ে উঠে এবং প্রচুর প্রচার হয়। একই সময় দূতাবাসের সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব এ আর খান গ্যালাগার শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্য চাকুরীচ্যুত হন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ‘‘বাংলাদেশ লবী’ সংগঠিত ও জোরদার হয়ে উঠে। বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলে চাপ প্রয়োগ আরো তীব্র এবং ফলপ্রসূ হতে থাকে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটিই। তাহল পাকিস্তানকে প্রদত্ত সামরিক এবং অন্যান্য সাহায্য বন্ধ করা।

জনাব এম এম ওয়াশিংটনে এসে কয়েকটি কাজ করার চেষ্টা করেন। তিনি সব জায়গায় প্রচার করতে থাকেন যে অবস্থা যত খারাপ বলা হচ্ছে মোটেই ততটা খারাপ নয়, আওয়ামী লীগের সমর্থন সর্বব্যাপী নয়, তাছাড়া বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান যে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান একান্ত প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা মার্চের 'গণ্ডগোলের' ফলে খারাপ হয়ে গেছে। অতএব ঋণ শোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া হোক।

জনাব এম এম আহমেদের সঙ্গে পূর্ব থেকেই আমার আলাপ ছিল এবং তাঁর সাথে এক দীর্ঘ বৈঠক হয়। সেখানে আমরা খোলাখুলিভাবে আলাপ করি। তিনি খোলাখুলি বলেন যে, নির্মম এবং দুঃখজনক ঘটনা চতুর্দিকে ঘটেছে ব্যাপকভাবে। সবার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং বাঙ্গালীদের মনোভাব সহজে অনুমেয়। মার্চের ঘটনার পর যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা সারানো সত্যিই একটি সমস্যা হবে। তিনি আরো বলেন যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আসলেই আগ্রহী। তিনি একদল মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগের লোকজন খুঁজছেন এবং অবশ্যই ৬ দফাতে যতদূর সম্ভব মেনে নেয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ইয়াহিয়া খান আসলেই কি যা চেষ্টা করছেন তা করতে পারবেন। তিনি বলেন যে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত কোন উত্তর দিতে পারছেন না। সেটি একটি কঠিন সমস্যা বটে। এম এম আহমেদ আরো বলেন, মার্চ মাসে যখন ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চলছিল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবগুলো কার্যকরী কিনা। তিনি বলেছিলেন যে, প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা সম্ভব তবে সামান্য যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন প্রতিরক্ষার জন্য শিল্পখাত এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে দুটি এ্যাকাউন্ট তখনই সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে। বিদেশী সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রদেশভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সাহায্যকারীর সাথে আলাপ শুরু করার আগে ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন এবং দাবীগুলো সম্পর্কে একমত হওয়া যেতে পারে ও তার ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে। ইয়াহিয়া খান তাঁকে ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। কিন্তু ভুট্টো কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়েই আলাপ করতে চান। তিনি বলেন যে তার মতে ভুট্টো প্রস্তাবগুলো মেনে নিতে কোনক্রমেই রাজী ছিলেন না। যদিও তিনি (এম এম আহমেদ) আমাকে জানান যে ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস, তিনি ঢাকা ত্যাগের আগেই তার আভাস পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত পরামর্শ হিসেবে তিনি আমাকে জানান যে দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম-সচিব হিসেবে কাজ করতে পারি।

মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকার কংগ্রেসে ফরেইন এ্যাসিসটেন্স এ্যামেণ্ডমেন্ট প্রস্তাব পেশ করা হয়। সিনেটে স্যাক্সাবি-চার্চ প্রস্তাবে পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধ করার দাবী করা হয়। আর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে গ্যালাগার প্রস্তাবে একই দাবী উত্থাপন করা হয়। এদিকে দূতাবাসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। বহু লোককে চাকুরীচ্যুত করা হচ্ছিল। আমরা দেশের কোন খবরই পাচ্ছিলাম না এবং আমাদেরকে কোন কাজও করতে দেয়া হচ্ছিল না। বহু পাকিস্তানীকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তারাই সব কাজ করতো। এ সময় দূতাবাসের উপ-প্রধান জনাব এনায়েত করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

২৯শে মে শনিবার বিচারপতি চৌধুরীর সাথে নিউইয়র্কে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। একই সময় জনাব এফ আর খানের নেতৃত্বে শিকাগোয় ডিফেন্স লীগ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটামুটি এ রকম চিন্তা করা হয় যে এই সংগঠনটি আমেরিকার বিভিন্ন বাঙ্গালী সংগঠনের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারও এই সময়ে প্রতিষ্টিত হয়। কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত আমেরিকান ডাক্তার কোনও না কোন সময়ে কাজ করতেন তারা এই সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। সবার সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, মাহমুদ আলী (নিউইয়র্কে) গঠিত সংগঠনকে আর্থিক সাহায্যদান করা হবে এবং আমি কোন একটি বাঙ্গালী সংগঠনে ১৫ই জুন যোগদান করবো। ৬ই জুন শিকাগোতে জনাব এফ আর খানের বাসায় একটি সভা

অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সবাই উপস্থিত হয়। এই সভাতেই ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, জনাব খানের বহু ইহুদী বন্ধু আর্থিকভাবে এই আন্দোলনকে সাহায্য করেন।

এই সভায় আমি কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করি। প্রথমটি হচ্ছে নিউইয়র্কে মাহমুদ আলীকে যে সাহায্য দেয়ার কথা ছিল তা দেয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সদস্য বারবার দূতাবাসের কর্মচারীদের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু নিজেরা আমেরিকাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছদ্মনাম ব্যবহার করছিলেন। আমি প্রশ্ন করি যে তাঁরা যখন নিজেরাই ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন তাহলে কিভাবে আশা করেন যে দূতাবাসের কর্মচারীরা আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে তাদের কর্মকাণ্ড বা সিদ্ধান্তে আমি নিজে খুব একটা প্রভাবিত হইনি যেহেতু আনুগত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়েছিলাম।

এর মধ্যে দূতাবাসে আমার পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং আমাকে পাকিস্তানে বদলী করা হয়। বস্ততঃপক্ষে শিকাগোর সভা থেকে ফিরেই আমি এই খবর পাই। এ সংবাদ পাওয়ার পর আমি আমার সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য জানিয়ে সরাসরি ইয়াহিয়া খানকে একটি চিঠি লিখি। বলা বাহুল্য, এই চিঠির কোন উত্তর আমার কাছে আসেনি। ৩০শে জুন মুজিবনগর সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করি। আমার বাসা বেসরকারীভাবে দূতাবাসে পরিণত হয় এবং আমি মুজিব নগর সরকারের পক্ষে কাজ করি। তবে আমার সিদ্ধান্তের খবর সাময়িকভাবে গোপন রাখা হয় যেহেতু আমার কিছু সহকর্মীও আনুগত্য প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল।

জুন মাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কংগ্রেসে বাংলাদেশের ঘটনাবলীর ওপর শুনানী। জন রোডি ঢাকা থেকে ফিরে এই শুনানিতে স্পষ্ট বিবৃতি রাখেন। তিনি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাহায্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সপক্ষে মন্তব্য রাখেন। এই শুনানী ও আরো অনেক কর্মকাণ্ড থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মার্কিন সরকারী নীতির বিপক্ষে একটি প্রভাবশালী মহল বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন করছেন। ৫ই জুলাই মুজিবনগর সরকার সমস্ত বাঙ্গালী কূটনীতিককে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আহবান জানান। আমেরিকায় অবস্থিত বেশীরভাগ কূটনীতিক সিদ্ধান্ত নেন যে, আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে মুজিব নগর সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন। এই সব তথ্য আমি মুজিব নগর সরকারকে জানাই। এ সময়ের মধ্যে জনাব এনায়েত করিম দ্বিতীয়বারের মতো হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এই ঘটনা মানসিকভাবে অনেক বাঙ্গালী কূটনীতিককে দুর্বল করে দেয়। সবার মধ্যে ‘‘কি হবে কি হয়‘‘ একটা ভাব দেখা যায়। আমি মুজিব নগর সরকারকে আবার জানাই যে অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং অনেকে আনুগত্য প্রকাশ নাও করতে পারেন।

এতদিন পর্যন্ত আমি জনসমক্ষে কোন বক্তব্য রাখিনি কিন্তু এই অবস্থা দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এবার খোলাখুলি কাজ করতে হবে। সিনেটর কেনেডি আমাকে আমন্ত্রণ জানান একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর বদলে উপস্থিত হবার জন্য। ২৭শে জুলাই এন বি সি টেলিভিশনের ‘কমেন্টস’ অনুষ্ঠানে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা করি কেন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছি। অনুষ্ঠানটি ১লা আগষ্ট প্রচারিত হয়।

পাকিস্তান এ সময় কিছু বাঙ্গালীকে তাদের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় পাঠায়। ওয়াশিংটনে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে দু’জনের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ হয় জুলাই-এর প্রথম দিকে। জনাব মাহমুদ আলী তো বলে বসলেন যে গণহত্যা বলে কিছু হয়নি। শুধু দুষ্কৃতকারীরা কিছু মারা গেছে আর বাঙ্গালীরা বিহারীদের মেরেছে। তিনি আরও জানালেন যে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আর শেখ মুজিবের কোন জনপ্রিয়তা নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তার আত্মীয় সিলেট হাসপাতালের সুপার ডাঃ শামসুদ্দিনকে কে বা কেন হত্যা করেছে। তিনি অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বললেন যে বেখেয়ালী গোলাগুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আমাকে দেশে ফিরতে উপদেশ দিলেন। তবে এও বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে গেলে ভাল হয়। তার কথাবার্তায় আওয়ামী লীগ, আর বিশেষ করে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তার উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি দূতাবাসের

হুকুম মত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন আর সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লিখেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরীকে খুন খারাবীর বিবরণ দিতে বেশ বস্তুনিষ্ঠ বলেই মনে হলো। তিনি বললেন যে বিহারীরা বাঙ্গালীদের খুব মেরেছে আর সেনাবাহিনী জুলুম করেছে। সব পরিবারেই কিছু না কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা প্রাণ হারিয়েছে। যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেটা সারতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভাব করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কিছুদিন হয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে। তার মূল কথা ছিল, দোষ যারই হোক, ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমি যখন তাকে বললাম যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে আর কিছুদিন পরে সেখানে আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবো। তখন তিনি রাগের সঙ্গেই বললেন "তোমাদের বাংলাদেশে আমাকে পাবে না।" আমি হেসে বললাম, "আমরা তাহলে জেনেভায় বসেই বিগত দিনের স্মৃতি আলোচনা করবো।" হক সাহেব অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিশ্বব্যাংক বিশেষভাবে কি করতে পারে, কি উপদেশ তিনি এ ব্যাপারে মিঃ ম্যাকনামারকে দিতে পারেন। দূতাবাস তাকে নানা কাজ করতে বলে ও তার জন্য চিঠিপত্র তৈরী করে দেয়। কিন্তু তিনি তার নিজের ইচ্ছায়, নিজের ঢং-এ পাকিস্তানের প্রচারকার্য করেন।

বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব এস এ করিম দূতাবাসের কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক পাকিস্তান মিশনের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং মার্কিন মুল্লুক যত বাঙ্গালী কর্মকর্তা ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি প্রথম থেকেই আমাদের সংগে সব সময় যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তিনি আফ্রিকা সফর শেষ করে ওয়াশিংটনে আসেন। তিনি এসে তার সহকর্মীদের বুঝালেন যে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার আর কোন যৌক্তিকতা নেই আর বাংলাদেশ সরকারের ডাকে সাড়া দিতে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। তিনি বলিষ্ঠভাবে একে একে সব কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। সর্বশেসে সমস্যা হলো অসুস্থ জনাব এনায়েত করিমকে নিয়ে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং তার চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই অবস্থা তার সহকর্মীদের মনে দুর্বলতা এনে দেয়। পরিশেষে ঠিক হলো যে করিম দম্পতির সংগে সরাসরি আলাপ করাই ভাল। কিন্তু বেগম করিম এবং জনাব এনায়েত করিম উভয়ে অত্যন্ত সাহস দেখান। জনাব করিম যে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন "আমি আপনাদেরই সাথে আছি।"

৩রা আগষ্ট মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাহবুব আলম চাষী ও তার সহকারী তৌয়ব মাহতাবের সাথে আমার কথা হয় এছাড়া বিচারপতি চৌধুরীর সাথেও আমি যোগাযোগ করি। ৪ঠা আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করি আমি এবং ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার ন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সম্পাদক রোনাল্ড কোভেন এতে আমাকে সহযোগিতা করেন। তিনিও নিউইয়র্ক টাইমস-এর বেনজামিন ওয়েলসকে একদিন আগে আমি জানিয়ে দিই যে সম্মেলনে আমার সব বন্ধু তাদের আনুগত্য পরিবর্তন ঘোষণা করবেন। একই সময় প্রেসিডেন্ট নিকসন-এর একটি প্রেস কনফারেন্স হচ্ছিল যার ফলে আমাদের আনুগত্য প্রকাশের সংবাদ ততটা ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি। তবে এই সাংবাদিক সম্মেলনে নিকসন বলেন যে আমেরিকা সব সময় "পশ্চিম পাকিস্তানে"র পাশে থাকবে। তাঁর এই বিশেষ শব্দ ব্যবহার সবারই কানে লাগে এবং এটি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ৫ই আগষ্ট জনাব এম, আর সিদ্দিকী আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আগমন করেন। ৩রা আগষ্ট গ্যালাগার সংশোধনী পাস হয়। যদিও সিনেটে এর ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিশ্চিত ছিল না তবুও এটি ছিল একটি বিরাট বিজয়। ১৯শে আগষ্ট টরনটোতে অক্সফ্যাম আয়োজিত একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার হিউ কিননীসাইত এতে সভাপতিত্ব করেন আর বৃটেনের জুডিথ হার্ট, ভারতের জেনারেল চৌধুরী, প্রফেসর নূরুল হাসান এবং কানাডায় বহু সংসদ সদস্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো সুবিখ্যাত "টরনটো ডিকলারেশন" হিসেবে পরিচিত। এই সম্মেলনে জনাব এম আর সিদ্দিকী ও আমি বাংলাদেশের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলাম।

এর কিছু দিন পর শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত খবর আসে। আমরা এর বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা চালাতে থাকি। এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে হয়ে। বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য বিবৃতি দেন এবং এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করার মধ্যে। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং আমরা সেই সব জায়গায় গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি ও প্রবাহ ব্যাখ্যা করতাম। ৩রা সেপ্টেম্বর ডাঃ মালিক গভর্ণর হন। কিছুদিন পর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা পরবর্তীকালে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

লস এঞ্জেলস, সানফ্যান্সিসকো, ডেনভার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সভা করি। ফিলাডেলফিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান ‘‘ফ্রেণ্ডস অব ইষ্ট বেঙ্গল’’ খুবই সক্রিয় ছিল। সেখানে সুলতানা ক্রিপেনডরফ এবং মাজহারুল হক একটি ‘‘ টিচ-ই’’ -এর ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মিঃ চার্লস কান এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন পাকিস্তানীও এত বাংলাদেশের সমর্থনে অংশগ্রহণ করেন যথা জনাব এজাজ আহমদ। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সাহায্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ঐ সময়ে। সিনেটে এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলে। অনেকেরই মত ছিল যে খাদ্য সরবরাহকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিত। আমরা যুক্তি দেখাই এ সাহায্য দিলে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তা কখনো বন্ধ হবে না। বরং এতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাহায্যই হবে।

একই সময়ে পাকিস্তান সাহায্য গ্রুপের মিটিং হয়। আমরা বিভিন্ন মহলে এর বিরুদ্ধে তদবির করতে থাকি। হারুনুর রশীদ ও রেহমান সোবহান এ ব্যাপারে খুব সচেষ্ট ছিলেন। পাকিস্তান চাচ্ছিল তাদের দু'শ' চল্লিশ মিলিয়ন ডলার মওকুফ করে দেয়া হোক। আমেরিকা এতে রাজী হচ্ছিল না এবং চাপ দিচ্ছিল একশ' মিলিয়ন ডলার দাবী থেকে কমিয়ে নেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ হয়। এখানে একটা বিষয় বলা দরকার। ইউ, এস, এইডের প্রতিনিধি মরিস উইলিয়াম প্রথমে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকা সফরের পর তিনি বোধ হয় মত পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এন্ডারসন পেপারস থেকে দেখা যায় যে পাকিস্তান সমর্থন নিতান্তই ওপরের তলার ব্যাপার ছিল। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর তার উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারই সে কার্যক্রমের হোতা ছিলেন।

আগেই বলেছি জুন মাসের দিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ এনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়। প্রথমে এটা পরিচালনা করেন মিসেস আনা টেইলর আর ডেভিড ন্যালিন। বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজ্জাক খান ও তার বন্ধুবর্গ এবং মহসীন সিদ্দিকী এটা চালাতেন। এর প্রধান কাজ ছিল কংগ্রেসে লবি করা ও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এই সেন্টারের সঙ্গে বাঙ্গালী জামান (কচি) এবং মার্কিন ডেভিড ওয়াইজব্রডের নামই প্রচার লাভ করে। এরা জুন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন ও তৎপরবর্তীকাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকেন। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এই সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র ও শিক্ষকেরা দল বেঁধে ওয়াশিংটনে এসে কেপিটল হিলে লবি করে যেতে এই সংগঠনের সাহায্য নিতেন। বোষ্টন, ইন্ডিয়ানা, টেকসাস, শিকাগো, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওহিয়ো, সানফ্রানসিসকো, লস এঞ্জেলেস এবং আরো অনেক জায়গা থেকে বাঙ্গালী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকরা নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ওয়াশিংটনে এসে লবি করতেন। আমরা সব সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের ফর্দ বানিয়ে নিশ্চিত করাতাম যে সবাইকে আমাদের বক্তব্য বলার সুযোগ হয়েছে। মূলতঃ মার্কিন নাগরিকরাই বেশী করে লবি করতো, বাঙ্গালীরা তাদের সঙ্গ দিতেন। আমার মনে হয় লবি দল হিসেবে আমরা বেশ সুগঠিত ও সুসংহত ছিলাম। আর এতে ছিল বাংলাদেশ মিশন ও ইনফরমেশন সেন্টারের যৌথ প্রচেষ্টা। আমার মনে পড়ে কোনদিন বিকেলে হয়তো কেউ আমার বাসায় রাত্রি যাপনে আসলেন আর পরের দিন সকালেই কেপিটল হিলে চলে গেলেন এবং সেখান থেকেই বিকেলে বিদায় নিয়ে তার কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। এরা নিজের ইচ্ছায় আসতেন, দেশপ্রেম তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্টোবরে লবির কাজ তুংগে কারণ, তখন টারগেট ছিল বৈদেশিক সাহায্য বিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের শুরুতে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় এবং আমিও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পাকিস্তান এইড কনসরটিয়ামের সভা শেষে আমি নিউইয়র্কে প্রতিনিধি দলে যোগ দিই। আমরা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আন্দোলনের পক্ষে ৪৭টি সমর্থনসূচক বিবৃতি সংগ্রহ করি। কমবেশী সব দেশই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং সবাই চাচ্ছিল একটি রাজনৈতিক সমাধান। এ সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা আমাকে আলোড়িত করে। ১৪ই অক্টোবর 'বেলমন্ট প্লাজা' হোটেলে রাত ৯টা/১০টার দিকে ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মফিজ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন এক সাথে বসে আলাপ করছিলাম। এমন সময় খবর এলা যে মোনায়েম খান মারা গেছেন। আমরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠি। এমন সময় হঠাৎ করে মল্লিক সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন যে, দেখো, যুদ্ধ আমাদের কি রকম করে ফেলেছে। একটি মানুষের মৃত্যুতে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

৮ই নভেম্বর পাকিস্তানে সব ধরনের অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ১০ই নভেম্বর ''পাকিস্তান অর্থনৈতিক সাহায্য'' বিল পাস হয়। এ বিলে বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত রিফিউজিদের ফিরে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততদিন কোন অর্থনৈতিক সাহায্য করা হবে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল '' হেলষ্টসকি প্রস্তাব''। এই প্রস্তাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা।

নভেম্বরের শেষে বর্ডার এলাকায় গোলাগুলি শুরু হবার পর বিভিন্ন মহলে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেতে লাগলো। তখন সবাই চিন্তা করছিল কিভাবে রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়। সেটা বাঙ্গালীদেরই হোক বা পাকিস্তানী বা রাজাকারেরই হোক। এছাড়া পুনর্বাসন নিয়েও চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এমনকি মুজিব নগরের নেতৃত্ব একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনা করতে পারবে কিনা তা নিয়েও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠে। আমার মনে পড়ে সিনেটর স্যাক্সবি, যিনি এই আন্দোলনের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, আমাকে একদিন ডেকে বললেন ''আমাকে আশ্বাস দাও যে, দেশ স্বাধীন হলে তোমরা তা পরিচালনা করতে পারবে''।

ডিসেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা এক প্রকার নিশ্চিত ছিলাম যে যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। অক্টোবর মাসের দিকে সারওয়ার মুর্শেদ খানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান-এর পক্ষ থেকে চিঠি আসে। এত ছিল বিমান বাহিনী গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং ভারী কামান-গোলার একটি বিশদ বিবরণ কিন্তু এই বিবরণ বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা খুবই উদ্ভট ছিল যেহেতু এই সব সংগ্রহ করা ছিল অসম্ভব এবং এর জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হতো তাও আমাদের ছিল না। অবশ্য যুদ্ধে ভারত যে আমাদের সাহায্য করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম। জুন মাসে বোষ্টনের ফিরোজের উদ্যোগে বেশ কিছু কম্যুনিকেশন যন্ত্রপাতি আমরা মুজিব নগরে পাঠাই। বোধ হয় এতেই ধারণা হয়েছিল যে ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতেও আমরা সক্ষম হব। নভেম্বরের শেষেই মনে হয়েছিল যে সরাসরি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু পাকিস্তান যে সেই যুদ্ধ শুরু করবে এমন নির্বুদ্ধিতার আশংকা আমরা মোটেই করিনি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছু পাকিস্তানী আমাদের মুজিব নগর সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে। তাদের কয়েকজন জানায় যে, এই প্রস্তাব ভুট্টোর মস্তিষ্কপ্রসূত। তারা মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হবে যদি শেখ মুজিব সরাসরি জাতিসংঘে এসে পাকিস্তানের ভূ-খণ্ড থেকে সব বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানান এবং তার আহবানে ভারত সাড়া দেয়। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় এসে বাঙ্গালীদের সব দাবী মেনে নেবে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত চতুর বলে আমাদের মনে হয়েছিল। আমরা উত্তরে জানাই যে সর্বশক্তি বলতে আমরা ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কে বুঝি। ছেড়ে যেতে হলে উভয়কে যেতে হবে একসাথে। কিন্তু এই আলোচনা সরকারী পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

১১ই ডিসেম্বর আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তানীরা উপস্থিত হয় এবং সমঝোতার জন্য চাপ দেয়। তারা এই প্রস্তাব পেশ করার জন্য বিচারপতি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি পাকিস্তানীদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে একটি ভীতিপূর্ণ ঘটনা ছিল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে সপ্তম নৌবহরের যাত্রা। আমার বিশ্বাস, যদি কংগ্রেসে ব্যাপারটা ফাঁস না হয়ে যেত তাহলে হয়ত বা সত্যি সত্যি নৌবহর চট্টগ্রামের নিকট এসে যেত।

এ সময় আমরা সবাই ঢাকার অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। কংগ্রেসে সদস্য কোরম্যান কর্তৃক আয়োজিত একটি ভোজসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে এশিয়ার ব্যাপার নিয়ে গবেষণারত মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হয়। সেদিন আমদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অত্যাচারে নিপীড়িত জাতিকে কি অবস্থায় আমরা পাব আর কি করে এর পুনর্বাসন করা যাবে। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হলো এবং ১৮ তারিখে জানতে পারলাম বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবীকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন আমি ইয়েলে গিয়েছিলাম অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে ঢাকার পথে বিদায় দিতে।

বোষ্টনে একদল বাঙালী মার্কিন বন্ধুদের সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন অক্টোবরের দিকে। মহিউদ্দিন আলমগীর, হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া, মতিলাল পাল এরা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। অধ্যাপক ডর্ফম্যান ও হার্ভার্ড পপুলেশন সেন্টার এবং অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এই উদ্যোগের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন এ কাজে আমাদের সাহায্য আসে। মার্চ মাসেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে আমি একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছিলাম। ইষ্ট পাকিস্তান পরিকল্পনা বিভাগের তৈরি পুনর্গঠন পরিকল্পনাও আমাদের হাতে আসে। এই সবের ওপর ভিত্তি করে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা খসড়া তৈরি করি। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এই খসড়া নিয়ে বাংলাদেশের পথে পাড়ি দেন স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই।

মুজিব নগর থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব তওফিক ইমামের কাছ থেকে সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ পরিকল্পনা বোর্ড স্থাপনের খবর পাই। বোর্ডে যোগদানের জন্য অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান ও হারুনুর রশীদের প্রতি আহবান আসে। এই প্রসঙ্গে খাদ্য ও দুর্ভিক্ষের ওপর সিনেটের রিফিউজী সাব কমিটির জন্য আমাকে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। এই সাব কমিটির জন্য পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও আরেকটি প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করি ডিসেম্বরে। ঐ মাসে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধেও একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সুযোগ আমার হয়। এসব কাজে বিশ্বব্যাংক এবং ইউ, এস, এইডের কর্মকর্তাদের সাহায্য ও হারুনুর রশীদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। মোটামুটিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন আমরা বিদেশে থেকেও অনুভব করি আর তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিই।

আব্দুল মুহিত
৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৪

এম আর সিদ্দিকী

It was 1st March, 1971. News came on the Radio that the elected National Assembly will not meet. Sheikh Mujibur Rahman was in a meeting in Hotel Purbani. He was enraged, He came out and declared hartal on 2nd for Dhaka and on 3rd for the rest of the country. A meeting was called for 7th March at Race Course Maidan. He declared that there will be no co-operation with the Government. No one will pay any taxes and duties. No bank will payout any fund without clearance from local Awami League Chief. The struggle began.

In Chittagong I was the president of District Awami League. Soon an Action Council (Sangram Parishad) was formed and I was elected Chairman of the Action Council. All non-Bengali firms had to take clearance from me to draw money from the bank. Even the Army Officers' family needed permission from us to leave East Pakistan. Bengalees got very agitated and started demonstrating by processions and slogans. In Chittagong there is a large Bihari community living in the Railway colony. While a procession was passing by the Bihari colony they were attacked with lathis, swords and guns. Each Bihari family was supplied with guns by Pakistani authorities which was not known to the Bengali residents. Many Bengalees were injured and killed. Riots broke out between the Biharies and Bengalees. Riots got worse every day. Army was deputed in the area. The contingent was headed by Col. Choudhury, an East Pakistani who apparently tried to protect the Bengalees. They were soon removed and replaced by a West Pakistani contingent who started siding with the non-Bengalees. Armed forces set up Head quarters at the Government Circuit House. The Navy joined forces.

When a lot of Bengalees dead and wounded were being brought in from Pahartali area to Medical College Hospital I went personally to the Circuit House seeking their protection. They assured help. When I asked for a lift to my house they put me in a Navy truck which was heading straight to Bihari Colony. I was sure they were going to hand me over to the Biharies to be killed. I told them to stop but they would not listen. At one point another military truck was coming from the opposite direction. When they slowed down to exchange information" I seized the opportunity and jumped out of the truck to safety.

Situation in Dhaka and rest of Bangladesh was worsening every day and was getting more and more tense. Non co-operation with the Government was more or less complete and universal. A kind of parallel Government came to the functioning.

Meantime President Yahya Khan proposed a dialogue with Awami League and flew into Dhaka on 15th with all Military colleagues and leading political leaders of West Pakistan like late Zulfiqar Ali Bhutto. While the dialogue went on they started flying in Army personal by plane load in civilian clothes and by ships.

In Chittagong Major Rafique then Capt. of the EPR contacted us and conveyed that the entire EPR Officers and Jawans will be with us. He undertook to contact his counterparts in Rangamati, Kaptai, and Cox's Bazar and arrange for their joining the fight as soon as the signal is given to them.

In the Cantonment Brigadier Mazumdar was in charge. He sent Captain Amin Ahmed Chowdhury to be in touch with us every night and pledged their support. The then D. C. Mustafizur Rahman and SP……… of Chittagong also pledged their support. The S. P. was late killed by Pak Army for Collaboration with Awami League.

One Ship M. V. "Swat" carrying arms, ammunition, explosives and soldiers arrived Chittagong. Being alerted Awami League Action Committee urged the port workers not to unload the ship. Army tried to force the workers at gun point but without success. They asked the EPR Jawans to shoot which they refused. Then the Army shot 7 EPR Jawans

on the spot. Then they ordered the Army in the Cantonment to clear the ship. Brig. Mazumdar asked for advice as to what he should do. I could not take a decision as refusal to obey would amount to mutiny and open confrontation with Pak Army. I straightway drove to Dhaka on 23rd march for consultation with Bangabandhu and for his instruction. I met him in his house. He said he was hoping there will be a satisfactory conclusion of the dialogue and he does not think there will be a war as Yahya was there as president. I told him that war has started in Chittagong and I see all preparation for a full scale attack. He asked me to hurry back to Chittagong to mobilize all forces there and defend Chittagong. In case of an attack he will escape to Chittagong and join us in the fight. I enquired when to give the green signal to Army, EPR, police and civil administration. He was not sure. Col. Osmani was called in for consultation and he suggested that when the Radio stops broadcasting we should take that as the zero hour. But I said that could happen due to power failure. Then he said when they try to disarm Bengalees we should take that the war has started and resist. However I rushed back to Chittagong but too late. Brig. Mazumdar and Capt. Amin by that time was lifted by helicopter and brought to Dhaka. Chittagong Cantonment was placed in command to a non-Bengalee Officer. The Army unloaded the arms from 'Swat' and tried to take them to the Cantonment but people blocked their way every inch by road blocks. Firing took place but the Army was forced to store the arms in the Halishahar transit camp.

Twenty fifth situations was very tense in Chittagong. We did not know what was happening in Dhaka. At around 7-00 p.m. I managed to contact Sheikh Shaheb through his neighbor Mr. Mosharaff Hossain and Mr. Naeem Gouhar. He asked them to tell me that talks had failed. Ask Army, EPR and police not to surrender arms and give a call to people to give resistance. After this all communication with Dhaka was cut off.

The Sangram Parishad discussed the situation and decided to go into hiding and go into action, On 26th morning at about 6-30 a. m. my wife Latifa received a phone call from Mr. Moinul Alam (Ittefaq Correspondent in Chittagong) who gave her a message from Bangbandhu received through wireless operators of Chittagong. The message read "message to the people of Bangladesh and to the people of the world. Rajarbagh police camp and Peelkhana EPR suddenly attacked by Pak Army at 24-00 hours. Thousands of people killed. Fierce fighting going on. Appeal to the world for help in our freedom struggle. Resist by all your means. May Allah be with you. Joy Bangla. Message from Sheikh Mujibur Rahman." This message was passed on to me immediately. The Sangram Parishad immediately discussed the message and decided to announce the appeal over the radio. By this time the radio station at Agrabad was already inaccessible because of the presence of Pak Army. We Collected Mr. Belal Chowdhury Mr. Sultan Ali and other staff of Radio Pakistan Chittagong who suggested broadcasting the message from the Kalurghat relay station. A draft of the announcement was made in Bengali by Dr. Abu Jafar and others and it was decided that Mr. M. A. Hannan, General Secretary of District Awami League would read out the announcement. Accordingly on 26th March at 2-30 p.m. Mr. Hannan read out the historical announcement in the name of Sheikh which is known as the Declaration of Independence. Based on this later Bangladesh Government decided to observe 26th as the National Day. Major Zia and his troops were placed to

guard the Kalurghat Radio Station. Next day on 27th March Zia went of the air and declared himself the President and gave a call for freedom fight. This confused the Awami Leaguers and the public Mr. A. K. Khan who heard the news said that it will be interpreted as an Army coup and there will be no support nationally or internationally. He made out a new draft in English. Major Zia realized the mistake and read out the new draft saying Sheikh Mujibur Rahman was the president and the call was on his behalf.

Full scale fight started. Army tank was brought out but people created road blocks, put fire on the tarmac forcing the army to abandon the tank and retreat into the Cantonment. Inside the Cantonment Beluch Regiment killed Col. M. R. Chowdhury and nearly two third of Bengalees Officers and Jawans. Some of the men and Officers escaped with their arms through the hills. The Eighth Bengali Regiment which was stationed at CDA market was ordered to leave for Karachi. Major Ziaur Rahman along with other Bengali Officers conferred and killed the non-Bengali Colonel and joined the liberation forces. The Awami League organized an attack of the Cantonment under the leadership of Major Zia. EPR police and Awami League volunteers along with about 400 mercenary forces of Arakan Raja totaled about 2,000. The attack did not take place.

On 27th March Pakistan Government sent a big column from Comilla to join the beseized army in Chittagong Cantonment. We received the information through the telephone system of the Railway Stations. With the help of Noakhali Awami League we immediately built up road blocks all the way, the biggest one being at Shuvapur bridge where we blew up part of the bridge. However, the column proceeded slowly removing the road blocks. The deserting EBR forces and EPR volunteered to intercept and ambush the column at Kumira. Under the leadership of Capt. Bhuiyan & Capt. Rafiq we arranged for food and other necessities. The ambush did take place forcing column to abandon all the vehicles and the survivors running into the hills for safety. They lost a senior Officer of the Pak Army. Our forces then proceeded north and came in control of the road up to Feni River.

The liberation forces took position in different parts of the city preventing the enemies progressing from Chittagong Airport and Comilla side. They were fighting for every inch of the land. Then the Navy and Air force joined in. the Navy shelled from the sea and PAF started strafing and bombing our strongholds and bazaars. Our boys started retreating through the hill tracts towards the border of Iidia but Fighting all the way.

I was approached by Major Zia to collect ammunitions from India without which they could not continue the fight. With the help of some Hindu friends who knew the border well I managed to cross the border at Sabrum on 30th March along with Mr Jahur Ahmed Chowdhury, Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Abdullah Al-Haroon. We were received well by the Indian border Police, was given food and then taken to Agartala to their chief. I was asked various questions and pointed out certain positions on the map of their chief. I was asked various questions and pointed out certain positions on the map of Chittagong. I identified them as being our troop concentrations. Then he told me that the intercepted Pak Army instructions to bomb these places. Later we came to know that these places were bombed on that day. On my request for ammunitions they arranged some supplies but said I must contact the Government at Delhi and get their clearance.

A large number of MNAs, MPAs arrived Agartala from Chittagong, Noakhali and Comilla. They all pressed me to form a Provisional Government so that we could officially negotiate with the Government of India. But I refused as none of the Senior Leaders like Syed Nazrul Islam, Khondakar Munshtaque, Tajuddin Ahamed, Kamruzzaman, Mansur Ali etc. have arrived yet. It was their prerogative to form a Government in the absence of Sheikh Mujibur Rahman.

I was then taken to the Chief Minister of Tripura, Mr. Sachindra Singha. He immediately talked to Mrs. Gandhi on phone. After discussion he suggested that I should go to New Delhi for talks. That day Dr. Anisur Rahman and Prof. Rahman Sobhan reached Agartala. I requested them also to accompany. So passage was arranged for us under assumed Hindu names. After we arrived Delhi I was taken to house where Officers from Home and Foreign Ministry and also Dr. Triguna Sen, ex-Education Minister and others met me. An appointment was made with the Prime Minister for the following. In the evening I was told another leader from Bangladesh has arrived there. To my pleasure and relief I found Mr. Tajuddin accompanied by Barrister Amirul Islam. I talked to them for a while and requested Mr. Tajuddin to meet the Prime Minister so that I could fly back to the front to our forces next morning which I did.

Few days later M/s. Tajuddin and Amirul Islam arrived Agartala. By that time Syed Nazrul Islam and Khondakar Mushtaque Ahmed also arrived Agartala. The question of forming a Government was then taken up seriously. We expected that Syed Nazrul Islam, being next to Sheikh Mujib as 1st Vice-President, will head the Government as Prime Minister but Mr. Tajuddin said he had already told Mrs. Gandhi that he was the Prime Minister and our creditability will be gone if we change it. Khandakar Mushtaque Ahmed did not agree and most of MNAs also disagreed. As a result a deadlock arose.

All morning went. Everybody was getting impatient. At that point I went to Sayed Nazrul Islam and asked what was his final stand. He said when Mr. Tajuddin wants to be Prime Minister let him be in the interest of the movement. I have no personal ambition. It was decided that they will all go back to Calcutta and have the Cabinet announced there and then come back to Agartala.

Meantime thousands of refugees started arriving Agartala. They had to be identified, provided accommodation and food. We were given a room to set up an office which came to be known as “Joy Bangla” Office. We started registering all refugees and giving them identity cards. Camps were being set up all around Agartala. An MNA or MPA was put in charge of each camp. Rations were arranged. While doing these the uppermost anxiety in our mind was how to fight back the Pakistani and with the war. Col. M. A. G Osmani, being the seniormost retired Army Officer was put in charge of the liberation Army. The whole front was divided into sectors and one Major was made the Sector Commander. Major Dutta in Sylhet Sector, Major Zia in Chittagong Sector, Major Khaled Mosharraf in Comilla Sector and Major Shafiullah in Mymensingh Sector in the Eastern zone. While they were all engaged in fighting in the front we were responsible for providing them with rations, tents and arms.

It was felt that if we have to win the war we must build up a 'Mukti Bahini' in addition to our regular Army. Plans were drawn up to train 1,00,000 youngmen from the refugees to fight. Separate Youth Camps were soon set up and arrangements were made for trainers. While these arrangements were being negotiated with Indian Government we asked our Sector Commanders if they could start the training. Only Major Khaled Mosharraf volunteered to train the boys and also to share his ration with these boys until their ration was arranged. It was this first batch of boys who were first sent inside the country as commandos.

In Agartala Mr. Mahbub Alam Chashi and Mr. Taheruddin Thakur were assisting me full time. In the Office Mr. Taufiq Imam, C S P was made the Secretary General. He was D. C. Rangamati but joined liberation struggle and came over to Agartala with us. A kind of regular civilian Government in exile was functioning.

Sadhin Bangla Betar Kendra

Bengali Officers of Radio Pakistan while fleeing to India took with them one 5-kilowatt Transmitter. This was set up in Agartala started functioning as Sadhin Bangla Betar. Prof. Mohd. Khaled, MNA, was put in charge of developing programmes for the broadcast. Since the transmitter was not powerful enough to cover all parts of Bangladesh, we requested the Indian Government to lend us a more powerful transmitter. Eventually a 50-Kilowatt Transmitter was arranged but was set up in Calcutta. So the broadcast shifted from Agartala to Calcutta.

After installation of the Cabinet I went to Calcutta and found that things were not quite organised. I suggested to Syed Nazrul Islam, Mr. Tajuddin and Khondakar Mushtaque Ahamed, that they should set up regular office like a Government. They said they do not have anybody there to help them. I promised to help with Officers from Agartala. The Foreign Minister's Office was then set up on the first floor of Deputy High Commission and Mr. Mahbub Alam was posted there as Foreign Secretary. I sent Mr. Taufiq Imam to be Cabinet Secretary to Mr. Tajuddin and Mr. Asaduzzaman was appointed as Finance Secretary.

I was made "In Charge" of the Eastern Zone and I was given a seal of "Ganaprojatantri Bangladesh Sarkar" with authority to operate all bank account and other funds. Mr. Chashi started contacting all Bengali Officers in Pakistan Embassies asking them to defect and join the exile Government. There was instant response and a large contingent of senior officers in the Washington Embassy was ready to defect. I was then requested by the then Foreign Minister to take over as the first Ambassador of the exile Government to USA and Canada. I left for USA in July, 1971. We took a floor in an office block on Connecticut Avenue which was the first Embassy of the Government of Bangladesh. I was not officially recognized as an Ambassador as they did not recognize Bangladesh but I was allowed to register as a Head of Mission so that I could carryon the political lobbing legally. Although the Government of the United States was a friend of the Government of Pakistan we received tremendous support in the US Press, Congress,

Senate, Universities and general public because of the righteousness of our cause and because of the universal disapproval of the genocide carried out by Pakistan forces. Some Americans who lived in Bangladesh formed themselves into a group and set up in Washington. “The Bangladesh Information Centre”. Mention must be made of Dr. Greenough, Dr. David Nalin, Tom Dine, Anna Taylor. Among the Politicians Senator Church, Senator Kennedy, Senator Percy, Senator Saxbe, Congressman Gallagher took up our cause as a crusade and their offices became our campaign centres. It was the Saxbe-Church amendment which stopped military aid to Pakistan.

Bengalees in every city in USA formed themselves into an Association and started helping our cause by all possible means including raising of funds. Mention here must be made of Mr. F.R. Khan, the famous Architect, who was the president of Bangladesh Foundation in Chicago. In the Embassy, Minister Enayet Karim, Counsellor Kibria, Economic Counsellor Muhith and press Counsellor Abu Rushd Matinuddin and Syed Moazzem Ali all engaged in extensive lobbying as in an election campaign Shunning all official diplomatic protocols.

Came 16th December, 1971. Pakistani forces surrendered. Bangladesh become free of enemy occupation. we got worried about the fate of Sheikh . Finally on 1st January, 1972 he telephoned me there. I could not accompany him but returned a few days later. Breath of freedom was in the air and it felt like a new life again.

It was a memorable event meeting Bangabandhu who welcomed me with his warm embrace. Later I was asked to join his cabinet as Minister for commerce and Foreign Trade.

M.R. Siddiqi
March, 1984

এম এ হান্নান

দেশের অন্যান্য স্থানের মত চট্টগ্রামেও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিনগুলোতে অসহযোগ আন্দোলন চলে। ৩রা মার্চ পাহাড়তলী এলাকার শ্বরৈহপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব খলিল উল্লাহ সওদাগরের নেতৃত্বে ছাত্র শ্রমিক ও জনগণের একটি মিছিল পাহাড়তলী অয়ারলেস কলোনী সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে জয়বাংলা ধ্বনিসহ প্রদক্ষিণ করার সময় রেলওয়ের বিহারী শ্রমিকরা আধুনিক অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং অয়ারলেস কলোনী ও ফিরোজ শাহ কলোনীতে বাঙালীদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাঞ্জাবী সৈন্যরা ছদ্মবেশে বিহারীদেরকে সাহায্য করে। হামলায় মিছিলকারীদের মধ্যে কয়েকজন আহত এবং কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোস্তাক আহমদকে চট্টগ্রামে পাঠান। তাঁরা উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন এবং আহত ও শহীদ পরিবারবর্গকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম জেলায় পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

এম, আর সিদ্দিকী ও জহুর আহমদ চৌধুরী যুগ্ম আহবায়ক; এম, এ, হান্নান, এম, এ মান্নান এবং অধ্যাপক মোঃ খালেদ সদস্য ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় সরকারী, বেসরকারী অফিস আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। এ সময় জেলা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার সকল মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, জোয়ান ও আনসারদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগাড় করা হয়।

২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে অবস্থানরত 'সোয়াত' জাহাজ হতে সকাল ৮ ঘটিকার সময় পাক-সামরিক জোয়ানরা অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ নামানোর জাজ শুরু করে। আমি এম, এ, হালিমের কাছ থেকে এ সংবাদ পাই। সংবাদ পাওয়ার পর আমি নিউ মোরিং পোর্টে চলে যাই। পরে টিম ট্রাফিক ম্যানেজার গোলাম কিবরিয়া, তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডেপুটি কমিশনারের সাথে অস্ত্র না উঠানোর ব্যাপারে আলাপ করি কিন্তু তারা তাদের অপারগতার কথা জানান। তবে পোর্ট ট্রাস্টের শ্রমিক নেতা নবী মিস্ত্রী ও চিটাগাং স্টীল মিলের ম্যানেজার জাহেদ সাহেব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নামানোর ব্যাপারে বাধা দেয় ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সার্বিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে নবী মিস্ত্রী মাইক দ্বারা শ্রমিক ও যুবকদের যার যা আছে তা নিয়ে নিউ মোরিং পোর্টে ঘেরাও করার আহবানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার ছাত্র, শ্রমিক জনতা নিউ মোরিং পোর্ট ঘেরাও করে ফেলে। পাক-বাহিনীও বাধা দেয়ার জন্য কামান ও মেশিনগান তাক করে রাখে। বিকেলে অবস্থা বেগতিক দেখে ফায়ার ব্রিগেড ময়দানে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় সালেহ আহমদ (এম, এন, এ), মোশারফ হোসেন (এম, পি, এ), এম, এ মজিদ (এম, এন, এ) বকতৃতা করেন। আমি সভাপতির ভাষণ দেই। সেখানে উত্তেজিত জনতাকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস হতে পোর্ট ট্রাস্ট পর্যন্ত পথে বেরিকেড সৃষ্টি করার আহবান জানানো হয়। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে কয়েক হাজার লোক শহরের ও শহরতলীর সকল পথে বেরিকেড সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য হলো যে পাকবাহিনী কোন অবস্থাতেই যেন অস্ত্র বা গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাক বা গাড়ি সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে। এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাই। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পাক হানাদার বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণে প্রায় ৩০ জনের মৃতু ঘটে। ২৪শে মার্চে রাত্রে পাকবাহিনী বেরিকেড ভাঙ্গতে সমর্থ হয় এবং বোঝাই ট্রাক নিয়ে সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হয়।

২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ ও জেলা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে কুমিল্লা সেনানিবাস হতে একটি আর্মি কনভয় (Army Convoy) চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে মিরেরশরাই থানার এম, পি, এ জনাব মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সুভপুর সেতু নষ্ট করে দেয়ার জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু কোন Explosive না থাকায় এ প্রচেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয় মাত্র।

২৫শে মার্চ মাত্রে আবার আমরা এম আর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে চট্টগ্রামের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হই। রাত ১০টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান এম, আর, সিদ্দিকী সাহেবের নিকট একটি জরুরী সংবাদ দেন। সংবাদটির মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

তারপর আমি ও সভার সকল সদস্যবৃন্দ ডেপুটি কমিশনার সাহেবের বাংলোতে আসি এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের কথাও বলি। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। সেখানে পুলিশ সুপার শামসুল হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

ডেপুটি কমিশনার হতে সাড়া না পেয়ে আমরা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ স্টেশন রোডস্থ রেষ্ট হাউসে আসি এবং স্থির করা হয় যে প্রতিরোধ আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকজন সদস্য সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট তৈরী করে শহরের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

রেষ্ট হাউস থেকে আমরা ই,পি, আর হেড কোয়ার্টার টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তৎকালীন ই, পি আর অফিসের হেড ক্লার্কের সাথে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়। তোকে জরুরী সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেই। তার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিককেও সংবাদ ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য বলা হয়।

কাপ্তাই ই, পি আর শাখাতেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। ক্যাপ্টেন হারুন তার পরদিন সকালেই সমস্ত শাখার জোয়ানদিগকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে মিলিত হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সকালে এসে কালুরঘাটে পৌঁছেন।

২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট হতে টেলিফোনে আওয়ামী লীগ অফিসে বলা হয় সেনানিবাসের চারপাশে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক ও উৎসাহী জনতাকে পাঠানোর জন্য। সংবাদ পাওয়া মাত্র মাইকযোগে সকলকে অবহিত করা হয়।

২৬শে মার্চ খুব সকালে আমি আতাউর রহমান কায়ছার ও এম, এ, মান্নানসহ সেনানিবাসের দিকে যাই। পথিমধ্যে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে পাই। উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়উর রহমান তার কোম্পানী নিয়ে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে আমরা জানতে পারি যে সেনানিবাসের E.B.R. সেন্টারে প্রশিক্ষনরত বাঙ্গালী জোয়ানদিগকে রাতে পাক-বাহিনী হত্যা করেছে। আমরা কালুরঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে, জিয়াউর রহমান বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তাঁর জোয়ানদের সহ দেখতে পাই; তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭শে মার্চ তিনি কালুরঘাট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাপ্তাই হতে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ই, পি, আর মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে একত্রিত হন।

কালুরঘাট হতে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬শে মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক, মীর্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এম, পি, এ ও এম, এন, এ গণ।

২৭শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমান রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাত্রে আমি মীর্জা আবু মনসুর ও মোশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ, কে, খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। পুনঃ ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ, কে, খান কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৮শে মার্চ বিকালে মেজর জিয়া তৎকালীন মেজর মীর শওকত ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করেন। সেদিন রাত্রে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ১০ খানা ট্রাক ও বাস যোগাড় করি এবং সন্ধ্যার দিকে সেগুলি হস্তান্তর করি। পরিকল্পনা মোতাবেক তৎকালীন ফুলতলী বাংলা বাহিনী হেড কোয়ার্টার হতে বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ মীর শওকতের নেতৃত্বে রাত্রে কালুরঘাটে পৌঁছেন।

এখানে মীর শওকত আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে জিয়ার সাথে পরামর্শ করেন এবং উভয়ই ফুলতলী হেড কোয়ার্টারে চলে যান। সেদিন নৌঘাঁটি আক্রমণ করা যায়নি। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে ফুলতলী বাংলা

বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গেলাম। মীর শওকত ও মেজর জিয়াউর রহমানকে সেখানে পাওয়া গেল না। জানতে পারলাম এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে তাঁরা কক্সবাজার চলে গেছেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

৩০শে মার্চ পাকবাহিনী কালুরঘাট রেডিও ট্রান্সমিটার সেন্টার লক্ষ্য করে বিমান হামলা করে। সেখানে সুবেদার ছাবেদ আলী তাঁর প্লাটুন নিয়ে অবস্থান করছিলেন। বিমান হামলার পর শহরের বাংলা বাহিনীর জোয়ানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরে ই, পি আর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। চকবাজারে ক্যাপ্টেন হারুন, ও লেঃ শমসের মবিন চৌধুরী তাঁদের প্লাটুন নিয়ে যুদ্ধ করেন। শমসের মবিন ও ক্যাপ্টেন হারুন চকবাজার ও কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হন। অবশ্য পাকবাহিনী শমসের মবিনকে ধরে ফেলে। এভাবে পর পর কালুরঘাট, নয়াপাড়া, কাপ্তাই পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়। কিন্তু রামগড়, বাগানবাড়ী, খাগড়াছড়ি, চিকন ছড়া আমাদের দখলে ছিল। ২রা মে পাক-বাহিনীর তীব্র আক্রমণে রামগড়ও পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়। বাংলা বাহিনীর সকল জোয়ান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে হরিণা নামক স্থানে জোয়ানদের জন্য শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়। জুন মাসে হরিণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্প প্রধানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আমি উক্ত শিবিরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক বিষয়াদি এবং সামরিক বাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবেও নিজ দায়িত্ব পালন করি।

এম, এ, হান্নান
(সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ)
২৭ আগষ্ট, ১৯৭৩

ওয়াহিদুল হক

১৯৭১ সালের আন্দোলন হঠাৎ করে হয়নি। এর পেছনে সংগ্রাম ও চেতনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাসের সাথে সবাই পরিচিত। তবে আমার বিশ্বাস যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই চেতনা প্রবাহের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবসময়ে এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে। নিজেদের বৃত্তে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং এর চরিত্রও কেবলমাত্র কলা-ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত ছিল না।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার মূল সুর ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। স্বাভাবিক কারনেই পাকিস্তান সরকার এর বিরোধিতা করে। কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এই উৎসাহ উদ্যাপনে সৃষ্টি হয় তা থামিয়ে রাখার মত শক্তি কারও ছিল না। এই উদযাপনের সরাসরি ফসল হচ্ছে ‘ছায়ানট’ যা পরে আমাদের গভীরতম বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রসারের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। অতএব বাঙালীদের রাজনীতি সব সময় তার সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করেছে। হয়ত বা অন্য যে কোন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও।

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর খবর আসে যে মহাপ্রলয় হয়েছে তখন প্রথমে খুব একটা কাউকে নাড়া দেয়নি। ঐ সময় আমরা কয়েকজন খবরের ভাষা বুঝি যে ওখানটায় একটা কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করে ‘দুর্যোগ নিরোধ কমিটি’ গঠন করে নগ্ন পদযাত্রা শুরু করি রাস্তায় “ভিক্ষা দাওগো পুরবাসী” গানটা গেয়ে। আমরা তখনকার দিনেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা উঠাই। এর মধ্যে দুর্যোগের ব্যাপকতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্যোগবাসীদের সাহায্য করার জন্য আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেই কাজ করতাম। জায়গার নাম ছিল চর কাজল

(রায়পুরা)। ৭ই মার্চ সেখানে ছিলাম। পরে ঢাকায় ফিরে এসে দেখি খুবই খারাপ যদিও কত খারাপ তা ধারণা করিনি।

পঁচিশে রাতে আমি আমার সংবাদপত্র অফিসেই ছিলাম। সারারাত ধরে শুধু আওয়াজ শুনেছি। ২৬ তারিখে বের হওয়া যায়নি। আতএব ২৭ তারিখে আমরা অফিস ত্যাগ করতে সমর্থ হই।

আমার গাড়ীতে করে আমরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই এবং বন্ধু-বান্ধবদের খবর নেই। কাউকে পাই, কাউকে পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে আমি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলি। ডঃ সরওয়ারের মাধ্যমে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করি এবং তাকে বলি এই মুহূর্তে কি কাজ হওয়া উচিত তা যেন সবাইকে জানিয়ে দেয়া যায়। এরপর আমি জনাব রেজা আলীর (বিটগুী) সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ছিলেন একাই রাইফেল ক্লাবের সদস্য। আমি তাকে বলি তার কাছে যা আছে যা আছে তা আমাকে দেবার জন্য। রেজা আলী আমাকে ১২টা রাইফেল দেন। আমি এই অস্ত্র নিয়ে সাভার চলে যাই এবং দেওয়ান ইদ্রিসের কাছে দিই। তিনি ছিলেন উক্ত এলাকার একজন নেতা। ২৭ তারিখে আমার স্ত্রীকেও সেখানে দিয়ে যাই এবং পরে ঢাকায় ফিরে আসি।

মির্জা সামাদ একজন প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা। তার সাথে আমার আলাপ হয় পরিস্থিতি নিয়ে। অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনবোধে ভারতীয় সাহায্য নিয়ে পাকসেনাদের পরাজিত করা। আমার মনে হয়েছিল রাজনৈতিক কারণেই ভারত আমাদের পক্ষে থাকবে।

২রা এপ্রিল কামাল সিদ্দিকী, কাজী ইকবাল এবং আবুল খায়ের লিটুকে নিয়ে গাড়ীতে করে আমরা রওয়ানা হই। পথে সাভার থেকে আমরা হাসান ইমামকে তুলে নিই। তাঁর পরিবারও সাভারে ছিল দেওয়ান ইদ্রিসের গৃহে।

আরিচা দিয়ে আমরা নৌকাপথে ঝিনাইদহ যাই এবং আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করি যে নদীর ওপারে 'জয় বাংলা' পতাকা উড়ছে! সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমার সাথে থানা পুলিশ অফিসার মাহবুবের আলাপ হয়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী, কামাল সিদ্দিকী এবং আরো কয়েকজন। জানতে পারি কামাল সিদ্দিকী প্রায় ১০০ পাকিস্তানী সৈন্যকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন।

মেহেরপুর বর্ডার বি, এস, এফ, সৈন্যদের সাথে দেখা হয়। আরও দেখা হয় কানাডীয় সাংবাদিকদের সাথে। তাঁরা আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা পরে বহু জায়গায় প্রচারিত হয়। বি, এস, এফ-এর সহায়তায় আমরা কলকাতায় পৌঁছাই।

কলকাতায় গিয়ে রাজনৈতিক নেতা মনসুর হাবিবের বাসায় উঠি। এরপর দেখা করি ভবানী সেন এবং ইন্দ্রজীত গুপ্তের সাথে। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি যশোর দখল করে নেয় এবং দুর্গ স্থাপন করতে পারে তবে আমরা নিজেরাই যুদ্ধ করতে পারবো। এর মধ্যে লক্ষ্য করি যে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে তারা এখনও একত্রিত হয়নি যদিও 'কিড ষ্ট্রিট'-এর এম, পি হোষ্টেলে অনেকেই জমায়েত হয়েছে। আমার সাথে আওয়ামী লীগারদের কোন যোগাযোগ ছিল না অতএব আমি হাসান ইমামকে বলি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে ঢাকায় ফিরে আমার পরিবারকে নিয়ে আসবো। ২৭ এপ্রিল ঢাকা পৌঁছে। লক্ষ করি যে শহরের চেহারা পাল্টে গেছে। চারদিকে থমথমে ভাব। মানুষ হাঁটাচালা করছে সন্ত্রস্ত্রভাবে । সবার সাথে পরিচয়পত্র। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বাড়ীতে হামলা হচ্ছে এবং মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রায় কেউই ফিরেছে না।

এরই মধ্যে পালাবার একটা রুট মোটামুটি সৃষ্টি হয়েছে। শিবের বাজার হয়ে সোনাইমুড়ি দিয়ে বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায়। অটোরিক্সা দিয়ে আমরা কয়েকজন । এভাবে আবার সীমান্ত পার হলাম। কিড ষ্ট্রীট তখন বেশ

লোকারণ্য। অমিতাভ দাশগুপ্ত (ভারতীয় বামপন্থী নেতা) এদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তিনি চেষ্টা করেন আমকে এদের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিতে কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেহেতু জানা যায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নাই।

এরপর মৈত্রী দেবীর সাথে যোগাযোগ হয়। তিনি এই পর্যায়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। জানা যায় যে একটি বেতার কেন্দ্রে প্রতিষ্টার চেষ্টা চলছে। তাঁরই উদ্যোগে প্যাড ছাপানো হয়। ষ্ট্যাম্প ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়! আরও খবর পাওয়া যায় যে বিএসএফ-এর মাধ্যমে একটি বেতার ট্রান্সমিটারও পাওয়া যাবে।

এপ্রিলের শেষের দিকে খবর আসে যে 'জয় বাংলা' নামে একটা পত্রিকা বার হচ্ছে। এর অফিস বালু হাক-কাক লেনে। এও খবর শুনি আবদুল মান্নান এই পত্রিকার দায়িত্বে আছেন। জহির রায়হান তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। যা হোক বেতার কেন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে আমরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শামসুল হুদা চৌধুরী, মোস্তফা মনোয়ার, কামরুল হাসান, এম আর আখতার মুকুল এবং আমি একটি কমিটি কঠন করি। সার্কাস এভিনিউ-এর একটি বাসায় আমরা বসতাম। ঠিক হয় যে জামিল চৌধুরী এবং মোস্তফা মনোয়ার বাজেট এবং কর্মী তালিকা তৈরী করবেন। তাঁরা তা প্রস্ত্তত করেন এবং হিসেব দাঁড়ায় মাসিক ১৮,০০০ টাকা সব খরচ ধরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ মহলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বাজেট ধরা হয়েছে দৈনিক ১৮,০০০ টাকা। এই সব ঘটনার পর আমরা বেতার কেন্দ্র থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি নিজেদের ইচ্ছায়।

আমি আবার ঢাকায় আসি এবং কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাই। এর মধ্যে পরিচিত হচ্ছেন বেনু এবং শাহীন মাহমুদ। কলকাতায় যাবার আগে তাদের বিয়ে দিয়ে তারপর নিয়ে যাই।

ততদিন পশ্চিম বঙ্গ শিল্পী সাহিত্যিক সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছে। দিপেন বিশ্বাস ছিলেন এর সংগঠক। অর্থও সংগৃহীত হয় এবং প্রায় সব শিল্পী-সাহিত্যিকের সাথে জড়িয়ে পরেন। যে সাংস্কৃতিক দল তৈরি হয় তার সভাপতি হন সনজীদা খাতুন, আমি হই পরিচালক। এর নাম দেয় হয় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। মে মাসে এটা গঠিত হয়। স্কোয়াডের সদস্য সংখ্যা ছিল একশজনের মত।

১৪৪, লেলিন সরণীতে পি, পি, আই অফিসের একটি কক্ষে রিহার্সাল হোত। তিরিশ দিনের প্রতিদিনই রিহার্সাল হয়। ৩রা জুন প্রথম অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্র সদনে। শাহরিয়ার কবির রচিত 'রূপান্তরের গান' নামে একটি গীতি আলেখ্য। আলোকসজ্জা ও মঞ্চ সাজাবার দায়িত্বে ছিলেন মোস্তফা মনোয়ার। যদিও আমাদের সামর্থ্য সীমিত ছিল তবুও অনুষ্ঠান কল্পনাতীতভাবে সফল হয়। বহু সুধীজনের সামনে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। আমাদের মনোবল দারুণ বেড়ে যায়। এরপর আমরা পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান করে বেড়াতে থাকি। যে ডাকত আমরা যেতাম। পুজোর সময় প্রচুর অনুষ্ঠান করি। কলা মন্দিরেও আমাদের অনুষ্ঠান হয়।

তবে আমাদের প্রধান কাজ ছিল ক্যাম্পে ক্যাম্পে সংগীত পরিবেশন করা। বেনু এবং শাহীন মাহমুদ দলের নেতা ছিলেন। সকাল বেলা আমাদের একটি গাড়ীতে যতজন ধরতো ততজনকে পাঠানো হোত একটি ক্যাম্পে। সারাদিন প্রোগ্রাম করে তারা ফিরত আবার পরদিন যাবার জন্য। অনুষ্ঠান চলতো এক ঘন্টা ধরে। আমার অনুমান ২৫০টিরও বেশী অনুষ্ঠান করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথম, বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যকদের একত্রে করে একটি সংগঠন করা হয়। এর নাম দেয়া হয় 'লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেন্টসিয়া'। এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন অধ্যাপক এ, আর, মল্লিক। জহির রায়হান এবং আলমগীর কবীর এই সংগঠনের বেশ সক্রিয় ছিলেন।

জহির রায়হান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন তা বলা যায় না। একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে 'জীবন থেকে নেওয়া' ছবির একটা প্রিন্ট কলকাতায় এসেছে। সারাদিন খোঁজার পর পাওয়া গেল সেটি। শেরপুর এলাকার একটি সিনেমা হলের মালিক সাহস করে নিয়ে এসেছেন। মালিক জানালেন এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রিন্ট তিনি দেবেন না। তখন মীমাংসায় বসা হলো। জনাব খায়ের (সংসদ সদস্য) এর দায়িত্ব নিলেন। ষাট হাজার টাক নগদ দেওয়া হল মালিককে। এরপর ঠিক হোল ছবি দেখিয়ে যা আয় হবে তার অর্ধেক পাবে শিল্পীরা আর বাকিটা পাবে এম, সি, এ। জহির রায়হান নিজে কিছুই নিলেন না। মনে রাখা দরকার সবার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

একই মাসে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসে বলেন যে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে আমরা যাবো গান শোনাতে। ৩৫ সদস্যের একটি দল নিয়ে আমরা পৌঁছাই। আমাদের অনুষ্ঠান অসাধারণভাবে সফল হয়। মঞ্চ নির্দেশনায় মোস্তফা মনোয়ার আশ্চর্যরকম আবহ সৃষ্টি করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান যে কি রকম সাড়া জাগায় তা বলার নয়। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ভারতীয় গণসঙ্গীতের দুই প্রধান পুরুষ বিনয় রায় এবং জ্যোতিন্দ্র মিত্র মঞ্চে আসেন এবং গান শোনান। সে অভিজ্ঞতা বলার নয়।

এভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন শিবিরে। একই সাথে চলছিল অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। তখন ডিসেম্বর মাস। আমি গেলাম জহির রায়হানের কাছে এই ব্যাপারে আলাপ করার জন্য। তাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছিল। আমি কথাটা তুলতেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওয়াহিদ ভাই, এসবের প্রয়োজন হবে না। আমি ১৬ তারিখে ঢাকায় যাচ্ছি।' আমি এই কথার কোন কিছুই বুঝলাম না। কারণ, দেশ যে মাত্র কদিন পরই স্বাধীন হবে ভাবিনি। যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে দেশ স্বাধীন তখন আমি নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ছিলাম। আনন্দে যে কি করেছি তা বলার নয়। ১৬ তারিখেই দেশ স্বাধীন হয়। সেদিনের কথা জহির রায়হান বলেছিলেন দু'সপ্তাহ আগে।

ওয়াহিদুল হক
মার্চ, ১৯৮৪

কণিকা বিশ্বাস

২৫শে মার্চ আমি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়ানী থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলাম এবং সেখান থেকেই পাক বর্বরদের অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ জানতে পারি। জুলাই মাসের শেষ ভাগে ভারত আগমনের পূর্বপর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করি এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ও যুবকদের সংগঠনের চেষ্টা করি। মে মাসের মধ্যেই আমরা বেশ শক্তিশালী হই এবং ৫ই মে গোপালগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আমরা গোপালগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। গোপালগঞ্জ থানা ইনচার্জ নিহত হয় এবং থানা থেকে ৮২টি রাইফেলসহ বহু গোলাবারুদ উদ্ধার করি। প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধে আমরা সুবিধা করতে সক্ষম হলেও মে-র মাঝামাঝি প্রায় হাজারখানেক পাকসেনা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৬ই মে রবিবার পাক সৈন্যরা গোপালগঞ্জ থানার সাতপাড়া গ্রামে একাধারে পাঁচ ঘন্টা গুলি চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এখানে ১০৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী পাকসেনা কর্তৃক নিহত হয়। ঠাকুরবাড়ীর গর্তে একই পরিবারের ৮ জনকে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করে।

১৮ই মে মকসুদপুর থানার ভেন্নাবাড়ী পাকসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সমগ্র গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ কর্মী অমলকে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে হত্যা করা হয়। ভেন্নাবাড়ী ও রথবাড়ী এই দুই গ্রামের মধ্যের বিলই ছিল হত্যাকান্ডের কেন্দ্র। এখানে প্রায় ১৩২ জনকে পাক বর্বররা হত্যা করে। এছাড়া

কদমবাড়ী, আনন্দপুর, বেদভিটা, মাদুকান্দি, আড়ুয়াকান্দি, তৈলীভিটা, বৌলতলী, রঘুনাথপুর, গোলাবাড়িয়া এলাকায় পাক সেনারা গণহত্যা চালায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতপাড়া গ্রামে ১০৩ জন, ভেন্নাবাড়ী গ্রামে ১৩২ জন লোককে হত্যা করা হয়। তাছাড়া কদমবাড়ীতে ৮ জন, আনন্দপুরে ৫ জন, বেদভিটায় ১২ জন, মাদুকান্দিতে ৪৫ জন, আড়ুয়াকান্দিতে ২ জন, তেলীভিটায় ৭ জন, বৌলতলীতে ১০ জন, রঘুনাথপুর ১৪৪ জন এবং গোলাবড়িতে ১৫০ জনকে পাকসেনারা হত্যা করে। এদের অধিকাংশকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের তারা আছাড় মেরে বা বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে।

দিন দিন আমাদের বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটাতে থাকলে আমরা বেশ কয়েকজন উন্নত অস্ত্র এবং ভারতের সাহায্যের আশায় জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহে ভারতাভিমুখে যাত্রা শুরু করি। সাতদিন পথ চলার পর অষ্টম দিন ভারতে পৌঁছি। ভারতের বালেশ্বপুর, ব্যারাকপুর পলতাতে অবস্থান করি। কয়েকদিন পর মুজিবনগরে যাই এবং মুজিবনগরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এরপর ঠাকুর নগর সলট লেক, হাসপুর, গয়া, হেলেঞ্চা, খড়েরমাঠ প্রভৃতি স্থানের শরণার্থী শিবিরে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করি। '৭২-এর মার্চের দিকে আমি দেশে ফিরে আসি।

শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাস
জাতীয় সংসদ সদস্যা
(ফরিদপুর, সংরক্ষিত আসন)
৬ জুন, ১৯৭৩

কাজী জাফর আহমদ

১৯৭১ সালে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কৃষক সমিতি এবং আমাদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ছিলাম বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। আমাদের মূল সংগঠন ছিল 'কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী আমরা এই গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। সে বৎসরেরই এপ্রিলে আমরা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী পেশ করি। এতে পরিকল্পিত রাষ্ট্রকে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আয়োজিত এক সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে আমরা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি। এই অভিযোগে পাকিস্তানের সামরিক আইনের অধীনে আমাকে এবং রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসরের সশ্রম কারদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয় হয়, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহকে দেয়া হয় এক বৎসরের কারাদন্ডাদেশ। আমরা আত্মগোপনে চলে যাই, অবশ্য মাহবুব উল্লাহ পরবর্তীকালে গ্রেফতার হন।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আমরা বিরোধিতা করি। এর কারণ আমরা তখন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানে আর বিশ্বাস করতাম না, তদুপরি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশী নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষায় আমরা ছিলাম বিক্ষুব্ধ। অন্যদিকে ইয়াহিয়া ঘোষিত 'লীগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে'র অধীনে নির্বাচন এবং এতে বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। তাই আমরা নির্বাচন বর্জনের আহবান জানাই এবং পাশাপাশি শ্লোগান তুলে ধরিঃ 'শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। মওলানা ভাসানীও নির্বাচন বর্জন

করেন এবং ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার আহবান জানান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ে অনেকে আশাবাদী হলেও আমরা বলেছিলাম পাকিস্তানী বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠী যে কোন অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে দেবে না। এজন্যই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহবান জানাতে থাকি।

'৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আমাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ৭ই মার্চ প্রচারিত এক প্রচারপত্রে আমাদের আহবান ছিল, 'আঘাত হানো, সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করো, জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম করো'। মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের খুব আশান্বিত করতে পারেনি-সেদিনই তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে এতে বিপুল রক্তক্ষয়কে এড়ানো যেতো। কয়েকজন সহকর্মীসহ আমি তাঁর সাথে দেখা করে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে কথা বলি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের খারাপ ছিল না। তিনি বলেন, 'তোমাদের গেরিলা যুদ্ধের দরকার নেই, আমি সব ঠিক করে দেবো। ওখানে আমি এখানে তাজউদ্দিন, তারপর দেখবে কি হয়'। এই কথায় স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁকে খুব সিরিয়াস মনে হয়নি-আদৌ তিনি স্বাধীনতার কথা, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাথীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় ছিল। অথবা এমন হতে পারে যে তিনি তখন ভাবছিলেন বিচ্ছিন্নতার কথা- ক্ষমতায় যাবার পর দাবী করতে না পারলে তিনি হয়তো পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনায় আমরা বিরোধিতা করেছিলাম, কারণ সারা পূর্ব বাংলা তখন জ্বলছে একটি মাত্র দাবীতেঃ স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের (বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন) উদ্যোগ ২৫ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৩ দফা কর্মসূচী তুলে ধরি। এই সভায় আমরা বলেছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তাই সারাদেশে অবিলম্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এটাই ছিল তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' পল্টন ময়দানের শেষ জনসভা। সভাশেষে এক প্রকাণ্ড মিছিলযোগে আমরা শহীদ মিনারে যাই এবং সেখানে শপথ গ্রহণ করি। কর্মীদের পাঠিয়ে দেই তাদের নিজ নিজ এলাকায়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করলে আমি আশ্রয় নেই এ দেশের প্রগতিশীল সিনেমা আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ জহির রায়হানের বাসায়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে তিনদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জহির রায়হানের গাড়িটিও আমাদের দিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য। এই গাড়ী নিয়েই আমরা ঢাকা জেলার শিবপুর চলে যাই সেখানে আমাদের সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট গেরিলা বাহিনী। উল্লেখ করা দরকার যে জহির রায়হানের গাড়িটি যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই শিবপুরে ছিলো এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছিলেন।

.

শিবপুরে আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নেই। হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননকে মাওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগের জন্য টাংগাইল পাঠানো হয়। তাঁরা দেখা করতে পারলেও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাননি, কেননা, ৩ এপ্রিলের মধ্যে পাকবাহিনী মওলানা ভাসানীর সন্তোষ এবং বিন্নাফেরের দুটি বাড়ীই জ্বালিয়ে দেয়। মওলানা ভাষানী আত্মগোপনে চলে যান।

এদিকে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল নিজ এলাকা কুমিল্লার চিত্তরায় গিয়ে বাম এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। চিত্তরা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি ছিলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন।

২৫ বা ২৬ এপ্রিল আমি পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা দেবেন সিকদারের আগরতলা থেকে লেখা একটি চিঠি পাই। ওতে জানানো হয়েছিলো যে, ৩০ এপ্রিল ভারতের জলপাইগুড়িতে মওলানা ভাসানীর

সভাপতিত্বে বামপন্থীদের এক নীতিনির্ধারণী সভা হবে, আমি যেন অন্য সকলকে জানিয়ে নিজেও চলে আসি। সভা নির্দিষ্ট ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নেতা মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন না। জানানো হয় যে, মওলানা ভাসানীকে ভারত সরকার সীমান্ত এলাকা থেকে নিয়ে গেছেন। গ্রেফতার কিনা চানা যায়নি। ফলে সভায় উৎসাহ সঞ্চারিত হতে পারেনি। একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হয় যে, আমরা বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবো। পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারিত হয় ২১ ও ৩০ মে এবং এর স্থান নির্বাচন ও আয়োজনের দায়িত্ব অর্পিত হয় দেবেন সিকদার ও ন্যাপ সম্পাদক মশিউর রহমানের ওপর। এই সভায় আমি ছাড়া উপস্থিত অন্যরা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, অমল সেন, মশিউর রহমান, দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, ডাঃ মারুফ হোসেন, ডাঃ সাঈফ-উল-দাহার এবং নজরুল ইসলাম। আমরা ফিরে আসি দেশের অভ্যন্তরে।

পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, কিন্তু এতেও মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনানো হয় যাতে তিনি লিখেছিলেন যে, বাইরে বেরোনার ব্যাপারে তাঁর অসুবিধা আছে, তিনি ভালো আছেন।

মওলানা ভাসানী আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে গণচীনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানদের নিকট তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সমর্থন চেয়ে। মওলানা ভাসানীর এই চিঠিটি এসেছিল ভারতের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের মাধ্যমে। এ প্রসংগে বলা দরকার যে কাগজে-কলমে না হলেও পরোক্ষভাবে সুকৌশলে মওলানা ভাসানীকে বন্দী দশায় রাখা হয়েছিল।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা শ্রবরোদা ভূষণ চক্রবর্তী। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সমন্বয় কমিটি’ গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন দেবেন সিকদার (পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি), নাসিম আলী (বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি-হাতিয়ার), অমল সেন (কমিউনিষ্ট সংহতি কেন্দ্র), ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার (কমিউনিষ্ট কর্মী সংঘ) এবং আমি (কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি)। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্ব লাভ করি আমরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় ঘোষণাটি ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিলো। এতে বিভেদের নীতি পরিহার করে সকল বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশগ্রহণের আহবান জানানো হয়েছিলো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তিনি হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীনে কমিউনিষ্টদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতার উল্লেখ করেন, তাদের প্রচারপত্রের প্রসংগও টেনে আনেন। আমরা বলি যে হকতোয়াহারা যা করছেন তা নিজেদের দায়িত্বেই করছেন, এর সাথে বামপন্থীদের বিরাট অংশটি আদৌ জড়িত নয়। আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসংগে জনাব তাজউদ্দিন জানান যে তাঁকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের উপস্থিতি সে অপ্রিয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি।

দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং-এর একটি ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাত দিন রাখা হয়। ঘটনাটিকে আমি গ্রেফতার বলবো না, কেননা, কোন খারাপ আচরণ আমার সাথে করা হয়নি। কিন্তু সাত দিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়। আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মিঃ সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে 'নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা' হিসেবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থীদের ভূমিকাসহ বিভিন্ন প্রসংগ এসেছিলো। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ এবং ভারতের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলামঃ এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান সমস্যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী; এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে চাই, আওয়ামী লীগের সাথে মতপার্থক্যসমূহ এখন আমরা তুলে ধরবো না-তাদের সাথে আমাদের সমস্যাসমূহের মীমাংসা আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে করবো, যুদ্ধের মধ্যে বা ভারতের অভ্যন্তরে নয়। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনার প্রসংগে আমি বলেছিলামঃ ভারতের পক্ষে সেটা উচিত হবে না, আমরা বাংলার মাটিতেই শত্রুদের খতম করবো। স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে আনতে চাই, কারো অনুগ্রহে পেতে চাই না।

অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে ব্যর্থ আলোচনার পর আমরা নিজেদের উদ্যোগে যেখানে যতটুকু শক্তি নিয়ে যেভাবে সম্ভব স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখি। মুজিব নগর সরকারকে আমরা অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগও রাখিনি, সহযোগিতাও পাইনি। সরকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন ছিল, সমালোচনা ছিল, কেননা তারা আওয়ামী লীগের বাইরে বিশেষ করে বামপন্থীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রশ্নে অযৌক্তিক সংকীর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি আমাদের হতাশ করেছিল। এজন্যেই আমরা নিজেদের উদ্যোগে লড়াই চালিয়েছিলাম।

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে আমাদের সংগঠনের নীতি ছিল দুটিঃ

১। যেখানে সম্ভব বেংগল রেজিমেন্ট, ই পি আর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং (২) কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলে, কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে ' গেরিলা ফৌজ' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিলো ' গেরিলা ফৌজ'। এর গঠন প্রণালী ছিল-পাঁচ থেকে সাতজন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে গঠিত হতো এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট। এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ ২৫ মার্চের জনসভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল।

দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই আমাদের কর্মীরা মুক্তিবাহিনীর সাথে একযোগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেটা সম্ভব না হওয়ায় বিশেষ কয়েকটি এলাকায় গেরিলা ফৌজ গঠন করতে হয়। এই এলাকাগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১। ঢাকা জেলার শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুর ও কালিগঞ্জ নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এই এলাকায় যুদ্ধকালে অন্য কোন বাহিনী গঠিত হয়নি, এমনকি রাজাকার বা বদর বাহিনীও গঠিত হতে পারেনি। প্রসংগত, একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিলঃ মাঝে মাঝে মিথ্যে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে এখানে মুক্তি বা মুজিব বাহিনীকে পাঠানো হতো আমাদের যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার জন্য। প্রায় ক্ষেত্রেই উল্টোটি ঘটতো, কিংবা গেরিলা তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে আগত যোদ্ধারাও দলভুক্ত হয়ে যেতেন। এই এলাকায় আমাদের বিখ্যাত কমান্ডার ছিলেন পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য নেভল সিরাজ। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধকালে এই এলাকাটি আমাদের সংগঠনের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

২। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

৩। টাংগাইলে প্রথম দিকে গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে মতৈক্যের ভিত্তিতে আমাদের প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা অংশ নেন। কাদের সিদ্দিকী দলীয় সংকীর্ণতায় থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কর্মীরা তার নেতৃত্বে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৪। খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় সৈয়দ কামেল বখতের নেতৃত্বে প্রায় ২ হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে যুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বলে কথিত একদল লোকের হাতে বীরযোদ্ধা কামেল মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া বাগেরহাট সদর, বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা খুব কম ছিল।

৫। রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় দু'হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। সেখানে আমাদের গেরিলারা স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্য এক বামপন্থী নেতা অহিদুর রহমানের সাথে তাদের সংঘাত হয়।

৬। ফরিদপুরের বোয়ালমারী এবং মাদারীপুরের একটি অঞ্চলে মিয়া সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে উঠেছিল।

৭। চট্টগ্রাম শহর ও রাইজান এলাকায় শামসুল আলমের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তিবাহিনী বা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়নি। এখানে আমাদের যোদ্ধারা প্রধানতঃ চট্টগ্রাম শহর এলাকায় গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করেছিলেন।

৮। নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কয়েকশত সদস্যের এক গেরিলা ফৌজ।

আগেই বলেছিঃ কেবল সেই সব অঞ্চলেই গেরিলা ফৌজ গঠিত হয়েছিল যেখানে সরকারী মুক্তিবাহিনী (বেংগল রেজিমেন্ট, ইপিআরসহ) ছিল না কিংবা থাকলেও সংকীর্ণতার কারণে আমাদের কর্মীরা ওতে যোগ দিতে পারেনি। দেশের অন্য সকল এলাকায় কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন-কোনো প্রকার দলীয় বিভেদাত্মক কার্যকলাপ তারা চালাননি। সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধশেষে হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমাদের সংগঠনের কর্মীদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। দেশের অভ্যন্তরে একমাত্র শিবপুর এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুদ্ধকালে যে ক'জন সামরিক অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল। এরাঁ ছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমদের কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়তো। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন। মেজর জিয়ার জেড ফোর্সে আগস্টের দিক থেকে আমাদের প্রায় এক হাজার যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা দুটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলামঃ একটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ওপারে এবং অন্যটি কিশোরগঞ্জ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পক্ষে সরাসরি নেতৃত্ব বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না, ফলে যেখানে কমিটির যে সংগঠন বেশী শক্তিশালী ছিল সেখানে অন্য সংগঠনের সদস্যরা তার অধীনে মিলিতভাবে যুদ্ধ করতো। সংগঠন হিসেবে আমাদের কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নিজেদের মধ্যে মোটামুটি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতো। যেখানে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সেখানে পূর্বঘোষিত নির্দেশানুযায়ী কর্মীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতধারার সাথে আমরা মিশে

গিয়েছিলাম। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা প্রেরণার অন্যতম উৎস হলেও যুদ্ধকালে গণচীনের ভূমিকার আমরা তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল আমাদের ঘোষিত শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে ভারতের সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানালেও সে প্রশ্নে আমাদের সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। আমরা কোনো পর্যায়েই চাইনি যে ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক। ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতা আমাদের উপকারে এসেছে। এই সাহায্য ছিল প্রধানত নৈতিক। অনেক সময় তাঁরা আমাদের আশ্রয় এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্যের ফলে শত্রুর হামলার কবল থেকে আমাদের জীবনও বেঁচে গেছে।

যুদ্ধ চলাকালে বেশ কয়েকবার আমার সাথে বাঙালী সামরিক অফিসারদের বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর আবুল মঞ্জুরের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাকালে আমি তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একাংশের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিক্ষোভ লক্ষ্য করেছি। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ভারতের সেনাবাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপও তাদের ক্ষুব্ধ এবং নিরুৎসাহিত করতো বলে মনে হয়েছে। জুনের শেষে বা জুলাই-এর প্রথমদিকে একদিন জিয়া আমাকে সাথে নিয়ে জীপ চালিয়ে ধর্মনগর থেকে করিমগঞ্জ গিয়ে ফিরেছিলেন। চারশ’ কিলোমিটার পথে প্রায় সাতে সাত ঘন্টাব্যাপী আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেনঃ ভারত চায় না যে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হোক এবং এজন্যই আমার মনে হয় ভারতের সেনাবহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কারণ ভারত একটি ব্যাপারে ভীত-গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে তার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে না।

মেজর জিয়ার এই আশংকার সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হই আগস্ট মাসে। এই সময় কলকাতার একটি হোটেলে আমার সাথে আলোচনা হয় মুজিব বাহিনীর দুই নেতা এবং আমার এককালীন বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খানের। মুজিব বাহিনী গঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছিলেনঃ আমরা নিশ্চিত নই যে মুজিব বেঁচে আছেন কিনা, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কিনা। যদি না আসেন তাহলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার জন্যই মুজিব বাহিনী-যাতে (পরিহাসচ্ছলে) তোমরা কিংবা সামরিক বাহিনীর কোনো বাঙালী অফিসার সে শূন্যতার সুযোগ নিতে না পারে। তাঁদের বক্তব্যে বোঝা গিয়েছিলো যে তাঁরা বেংগল রেজিমেন্টের কোনো কোনো কমান্ডার সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় এবং আশংকায় আছেন।

ভারতসহ বিদেশে অবস্থানরত বাঙালী প্রগতিশীলরাও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ করে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালীরা এ ব্যাপারে ছিলেন বিশিষ্ট ভূমিকায়।

কাজী জাফর আহমদ
মার্চ, ১৯৮৪।

ডঃ কামাল সিদ্দিকী

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি আমি নড়াইলে এস, ডি, ও হিসেবে যোগদান করি। নড়াইলে আসার পর বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্ব পালন করা অন্যতম ছিল। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাকিস্তানী সেনাবহিনীর সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে, যেহেতু রাজনৈতিক কর্মীদের আমি সবসময় জামিনে মুক্তি দিতাম। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এটা চাইত না। এবং তাদের অনুরোধ বা উপরোধ উপেক্ষা করার ফলে তারা আমাকে শুভ নজরে দেখত না। ১৯৭০ সালের সময় আমি নড়াইলেই ছিলাম। এই নির্বাচনকে সৎ নির্বাচন বলা যায় এবং আওয়ামী লীগ সামগ্রিকভাবে সমস্ত আসনে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে জয়লাভ হলেও পরিস্থিতি আমার কাছে ভাল ঠেকছিল না। মার্চের প্রথমদিকে আমি ঢাকায় আসি এবং সামগ্রিক

অবস্থা দেখে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাকিস্তানীদের সাথে আওয়ামী লীগের আলোচনা ব্যর্থ হবে। আমার এ ধারণ একক ছিল না। অনেকেরই এরূপ ধারণা ছিল। ৮ই মার্চ আমি নড়াইলে ফিরে যাই। সেখানেও উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং বিভিন্ন মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাঙালীরা রাজপথে তাদের মনোভাব প্রকাশ করছিল।

১১ই মার্চ একটি ঘটনা ঘটে যায়, ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। ঐ তারিখে আমি ক্যান্টনমেন্টে কোন কাজে গাড়ি নিয়ে যাই। আমার গাড়িতে কালো ফ্ল্যাগ ছিল। এই ফ্ল্যাগ দেখা মাত্র পাহারারত সৈনিক চীৎকার করে আমাকে নামতে বলে এবং গুলি করতে উদ্যত হয়। গাড়ি থামাবার পর সে আবার বলে কালো পতাকা নামাও। আমি উত্তর দিই যে, কিছুতেই আমি কালো পতাকা নামাবো না। সৈনিকটি তখন বলে কালো পতাকাসহ ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করা চলবে না। আমি বলি, কালো পতাকা ছাড়া ক্যান্টনমেন্টে আমি ঢুকতে পারি না এবং সেখান থেকেই ফিরে আসি। এ ব্যাপারে আমি প্রেসে একটি বিবৃতি দিই। তোফায়েল আহমদও এই ঘটনার ওপর একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

২৫শে মার্চ একটি জরুরী কাজে আমি খুলনায় অবস্থান করছিলাম। ২৫শের রাত্রির ঘটনার পর ২৬ তারিখে রূপসা নদী পার হয়ে আমি কালিয়ায় পৌঁছি। সেখানে একটি জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা দিই এবং বলি যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এখন লড়তে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত ছিল পূর্বপরিকল্পিত। ১৪ই মার্চ ঝিনাইদহে আমরা কয়েকজন সরকারী কর্মচারী মিলিত হই। এর মধ্যে ছিলেন তৌফিক এলাহি চৌধুরী, শাহ ফরিদ, মাহবুব (পুলিশ) এবং অন্য কয়েকজন। এখানে আমরা শপথ নিই যে, প্রয়োজন হলে দেশের জন্য আমরা অস্ত্র ধারণ করবো। ২৭শে মার্চ নড়াইলে ফিরে এসে দেখি যে, অবস্থা বেশ খারাপ। নড়াইল কম-বেশী জনশূন্য এবং লোকেরা অত্যন্ত ভীত। আমি একটি মাইক নিয়ে শহরের রাস্তায় নেমে পড়ি। এবং ৪টায় একটি সমাবেশের আহবান করি। এই সমাবেশে আমি ঘোষণা করি, নড়াইল স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যেহেতু রেডিওতে শুনেছিলাম জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সামরিক নেতৃত্ব দান করছেন আমরাও সৈনিক হিসেবে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এই সভাতে কয়েকজন সংসদ সদস্য নিয়ে একটি যুদ্ধ পরিচালনা কাউন্সিল গঠিত হয়। কয়েকজন আনসার এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। মানুষের মাঝে যে কি বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল তা বর্ণনা করা যায় না। নিম্নবর্ণের বেশ কিছু হিন্দু শুধুমাত্র তীর-ধনুক নিয়েই এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। যশোর এবং মাগুরা থেকে লোকজন এসেও এই গণবাহিনীর সদস্য হয়।

২১শে মার্চ প্রায় চার লক্ষ লোকের এই বিশাল গণবাহিনী যশোর আক্রমণ করে। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য পাকিস্তানীদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা সহজেই বুঝেছিল যে, এই বিশাল জনস্রোতকে সামনাসামনি পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এক কথায় তারা ভীতি ছড়িয়ে ছত্রভংগ হয়ে ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায়। বহু পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের হাতে ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এরই মধ্যে তারা লুটতরাজ ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছিল। বহু বিহারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদের অনেকেই আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে।

নড়াইলে ফিরে এসে আমরা জনগণকে সংগঠিত করার ভূমিকা গ্রহণ করি। সবাই এগিয়ে এসেছিল যার যা ছিল তা নিয়ে। খাদ্যদ্রব্যের প্রশ্ন তো বাদই দিলাম। জনগণের মধ্যে তখন একটাই ইচ্ছা ছিল এবং সেটি হচ্ছে মার্চ করে আক্রমণ করা।

কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে এত সহজেই হার মানানো সম্ভব নয়। তারা বিশাল কামান দিয়ে নড়াইলের ওপরে আক্রমণ চালায় এবং আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় তিনশত আনসার কামানের গুলিতে মারা যায়। এছাড়া বিমান বাহিনী প্রায় সারাক্ষণ নড়াইলের ওপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আমি অন্যদের সঙ্গে সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করি। এবং সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন

অভিযোগ শোনা হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং কয়েকশত বন্দীকে গুলি করে এই দণ্ড কার্যকর করা হয়।

আমরা পাকিস্তানী প্রশাসনযন্ত্রকে বিকল করে দিয়েছি, জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর ফলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন জনগণের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার কাজ। আমি সরকারী কর্মচারীদের ছয় মাসের বেতন দিয়ে বলি যে, অফিসে তারা যেন আর ফিরে না আসে। সক্ষম যোদ্ধাদের বলি সীমান্তের দিকে চলে যেতে যেহেতু নড়াইলকে আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এরপর আমি নড়াইল ত্যাগ করি। আমার ইচ্ছা ছিল বাবা-মার সাথে শেষবারের জন্য একবার দেখা করা এবং সে উদ্দেশ্যেই আমি এপ্রিল মাসের ৭/৮ তারিখে ঢাকায় আসি। ঢাকায় আমাদের বাসার দিকে যখন রওয়ানা হচ্ছি তখনই আমার একজন পরিচিত লোকের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে জানান যে, নড়াইলের সব ঘটনার খবরই ঢাকায় এসে পৌঁছে গেছে। সেনাবাহিনী জানে আমি বহু পাকিস্তানী হত্যা করেছি। যদি বাসায় যাই, আমাকে তো ধরে হত্যা করা হবেই, বাবা-মাও আর বাঁচবে না। একথা শোনার পর আমি স্কুটার নিয়ে নয়ারহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং রাজবাড়ী হয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে যেতে থাকি। পথের মধ্যে লক্ষ্য করি সব জায়গাতেই বিহারীরা অত্যন্ত তৎপর। চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যখন নৌকা করে যাচ্ছি তখন একটি বিমান এসে নৌকার ওপর গুলি ছোড়ে। আমি পানিতে লাফ দিয়ে জীবন রক্ষা করি এবং শেষে কলকাতায় পৌঁছি।

কলকাতায় গিয়ে কীড স্ট্রীটে সমবেত হই। এখানে বহু এমপির সাথে দেখা হয় এবং ১৭ই এপ্রিলের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কথাও জানতে পারি। এর পরে পাকিস্তানী দূতাবাসের জনাব হোসেন আলী এবং আনোয়ার করিম চৌধুরীর সাথে দেখা করি এবং সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিই। তাদের বক্তব্যও আমি শুনি। তবে আমার মনে হচ্ছিল যে, কলকাতায় আমার অবস্থানের কোন প্রয়োজন নেই, এবং আমি তখন খুলনা সীমান্তের গজাডাংগা ক্যাম্পে যোগদান করি। এই ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন।

মে এবং জুন মাস ট্রেনিং এবং ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনার মধ্যে কাটে। জুন মাসের শেষে জেনারেল ওসমানী এই ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন এবং আমার খোঁজ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, মুজিব নগর সচিবালয়ে আমার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আমার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও করার কিছু ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক। আমি কলকাতায় ফিরে আসি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে সাধারণ প্রশাসন বিভাগের সচিব জনাব নূরুল কাদের খানের সংগে দেখা করতে বলেন। তিনি আমাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব যোগদান করতে আদেশ দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশতাকের সাথে এর পূর্বে আমার কোন আলাপ ছিল না। যাই হোক তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করতে শুরু করি। আমার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া যারা বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করতে চাইতেন তাঁদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন আদেশ পৌঁছিয়ে দেয়া। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে যে সকল আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব দেখা করতে আসতেন তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেয়াও আমার কাজের অংশ ছিল। যেহেতু খন্দকার মোশতাক সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন সেহেতু সংসদ সদস্যদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন সংসদীয় উপদল এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও আমার দায়িত্বের মধ্যেই এসে পড়ে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দিকে খন্দকার মোশতাক মুজিব নগর সরকারের ভেতর কোণঠাসা হয়ে পরেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ছিল যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। অতএব, যদিও জাতিসংঘ প্রেরিত প্রতিনিধিদলে তাঁর নেতৃত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তাঁকে বাদ দেয়া হয় এবং তাঁর স্থলে দলের প্রধান হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে খন্দকার মোশতাকের ভূমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। তিনি মুজিব নগর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহলে তাঁর প্রভাব একেবারেই ছিল না। যখন থেকে এই অভিযোগ সবার মধ্যে প্রচারিত হলো যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সরকারের অনুমতি ছাড়া যোগাযোগ করেছেন তখন তিনি প্রায় গৃহবন্দী ছিলেন। একবার তিনি গঙ্গার পারে সান্ধ্য ভ্রমণের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেন।

সংসদ সদস্যদের ব্যাপারে আমার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল এবং সেই সূত্রে আমি জুলাই মাসে বাগডোগরায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা দেখে বিচলিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সদস্যরা নানাদলে-উপদলে বিভক্ত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সবার মনোভাব সমানভাবে সুদৃঢ় ছিল না। এমনকি অনেক সংসদ সদস্য ও নেতারা পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে আপোষ করার পক্ষেও মত প্রদান করেন। এইসব দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, এরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে হয়তো বা সবকিছু ভন্ডুল করে ফেলতে পারেন। একক উদ্দেশ্যে সবাই কাজ করছিলেন না। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতীয় রণনীতির পাশে এইসব প্রশ্নের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে আসে।

বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তিদের প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব বৈরী ছিল। নীতি হিসেবে নয় কিন্তু বহু আওয়ামী লীগ নেতা এদের বিরোধিতা করতেন। যেমন শিবপুর এলাকায় বামপন্থী নেতা মান্নান ভূঁইয়া একটি মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলেন। এটি অনেক আওয়ামী লীগের লোকজন সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি অবস্থা এক পর্যায়ে এতই খারাপ হয়েছিল যে, বহু সদস্য সরকারের কাছে দাবী তোলেন যে, মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যা করা হোক এবং তাঁর সংগঠন ধ্বংস করে দেয়া হোক। অন্য একটি ঘটনা যেটা এখানে উল্লেখ করা যায় সেটি হচ্ছে, কিছু সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ইসরাইলের অনুপ্রবেশের চেষ্টা। ইসরাইল সরকার ভারতীয় ডানপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা আবার বাংলাদেশের কিছু সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ইসরাইলী সাহয্যের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই খারাপ ঠেকে এবং আমি সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব বহির্ভূত একটি কাজ করি। আমি তথ্যটি সিপিএম-এর পত্রিকায় জানিয়ে দিই এবং খবরটি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর ফলে ইসরাইলী লবীর তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় মাওলানা ভাসানীর সংগেও আমার দেখা হয়। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তাঁর দেখাশুনা করার জন্য কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে তিনি কলকাতায় ছিলেন এক প্রকার বন্দীর মত। আমি নিজে থেকেই তাঁর কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করি। একটি ব্যাপার বেশ মনে পড়ে। তিনি এসবের মধ্যেও তাল টুপির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি সারা কলকাতা খুঁজে তাঁর জন্য এই টুপি সংগ্রহ করি।

এছাড়া মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন বক্তব্য আমি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতাম এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে খবর নিয়ে যেতাম। যথা-উপদেষ্টা পরিয়দের সদস্য হওয়ার অনুরোধ খন্দকার মোশতাকের পক্ষ থেকে আমি বহন করি। খন্দকার মোশতাক অবশ্য চেয়েছিলেন যে, মওলানা ভাসানী যদি এই পরিষদের সদস্য হন, তবে তাঁর নিজস্ব মতামত ভারতবিরোধী জাতীয়তাবাদ, আরো শক্তিশালী হবে। সে সময়ে অবশ্য খন্দকার মোশতাকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল।

ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সব জল্পনা-কল্পনা এবং কোন্দলের সমাপ্তি ঘটে। ১৬ তারিখ দেশ স্বাধীন হয় এবং ১৮ তারিখ খুলনায় ডি, সি, হিসেবে যোগদান করি।

ডঃ কামাল সিদ্দিকী
মার্চ, ১৯৮৪।

ডঃ কামাল হোসেন

Loss of men and territory in the 1965, with no gain to show for it, had already brought down Ayub's stock with the Punjabi army, since sizeable chunks of inhabited areas lost, as well as men, were Punjabi. The Tashkent Declaration through which Ayub attempted to salvage the situation and obtain restoration of territories, instead of retrieving his own position, did further damage to in since to the Punjabis, the Tashkent Declaration was presented as a 'sell out' a measure of appeasement towards India conceded under Soviet pressure. Bhutto, who by many, and indeed his own accounts, had been one of the men responsible for pushing Ayub into the unfortunate war, not only 'managed to escape from public censure for such a role, but also began to identify himself with the anti Tashkent sentiment and to dissociate himself from it. The old Punjabi Politicians, who had been sitting is out in the wings since 1958 saw in this situation an opportunity to align themselves with a discontented army, together to undermine Ayub.

In the Easter wing, the Bengalis had reacted entirely differently to the war. They had experienced a sense of total isolation, and felt 'exposed' and undefended. It was little consolation to be told by Bhutto that the eastern wings security had been left to assurances extended by the friendly Chinese. The Tashkent Declaration was therefore widely welcomed by almost all sections of the people in the East.

The Punjabi politicians became active in early 1966, seeking to rally opposition forces behind a demand for political concessions from Ayub and the formation of a 'national government' They realised that pressure on Ayub would be truly effective if the Bengalis could be associated with this demand. Their keenness to involve Sheikh Mujib was recounted by Manik Mia (Tafazzal Hussain), the influential editor of the largest circulation Bengali daily Ittefaq. He had attended a meeting of Punjab opposition leaders in Lahore in early 1966. The assembled Punjabi leaders had urged a common opposition front to be formed against Ayub and assured that they were 'confident' that the army would not stand in their way, giving the impression that the spoke on the basis of contacts with the army. they wanted Manik Mia to persuade Sheikh Mujib to join this front. But Manik Mia knew that the question which would be put to him in Dacca was whether a change from Ayub to a central government consisting of another set of Punjabi leaders could redress the accumulated injustices suffered by the Bengalis. He therefore pointedly asked whether those present would agree to proposals for transfer of the capital, or one of the services headquarters to East Bengal or to replace parity on representation with representation on the basis of population. To this question the reply offered was. "Let us wrest away power from Ayub, and then we will see how to see about distributing it among ourselves."

The Bengalis had not forgotten that these politicians had in their day, in the first decade of Pakistan systematically discriminated Against the Bengalis. 'One-Unit' and 'Parity' had been their brain-child. There was, therefore, some skepticism about the advantage to East Bengal of forming a common front of the kind proposed. Such a front could have some appeal for Bengalis if certain specific prior commitments were made to

the Bengalis on the question of province-centre relationships, or in other words, on the question of regional autonomy which the Bengalis demanded.

Soon after Manik Mia's return, Ayub came to Dacca at the end of January. He invited the Bengali opposition leaders to meet him. Among the leaders who were invited apart from Sheikh Mujib, then president of the Awami league, were a number of the 'old guard' leaders, Nurul Amin Yosuf Ali Chowdhury, Hamidul Huq Chowdhury and others. In informal consolations prior to a meeting Ayub, Sheikh Mujib decided to press the other Bengali leaders to agree to a common charter of demands to present to Ayub. He further pressed that in this carter there should be included a number of specific points defining the quantum of autonomy which the Bengalis considered to be essential for securing their interest. This was the occasion on which a number of specific points were put down on paper. Tajuddin Ahmed who was then the General Secretary of the Party, put these points down on paper. Sheikh Mujib pressed Nurul Amin to commit himself to them. Nurul Amin And the older leaders baulked at putting forward what they regarded as too radical a demand for a degree of autonomy which would be a 'red rag' to Ayub. This according to them, would reduce the chances of Ayub conceding to more 'moderate' demands such as 'democratisation of the Constitution', through introduction of direct elections on the basis of universal adult franchise, parliamentary form of Government and association of opposition elements in 'national government' Sheikh Mujib was firm and stated that if they were not going to commit themselves to those points-the precursor of the six points- he would present these himself. The meeting itself with Ayub ended in fiasco, since Hamidul Huq Chowdhury, who claimed to lead off as the spokesmen on behalf of the Bengali leaders was quickly disowned by Sheikh Mujib. Ayub left without any serious discussion taking place.

The Punjabi opposition leaders convened a national conference of opposition leaders in Lahore on 3 February Sheikh Mujib was among the Bengali leaders who were invited to attend Manik Mia pressed him to attend, for it was realised on all sides that his absence would mean that the most effective opposition force in the East was not represented at the conference. Manik Mia continued to urge moderation and attempted to persuade Sheikh Mujib not to press the specific point on autonomy. Sheikh however, remained determined to press these point.

At the Lahore conference when Sheikh attempted to present his 'six point' programme, Chowdhury Mohammed Ali, who was in the chair ruled it out of order. He would not even allow it to be included in the agenda. It was loudly whispered that the 'six point' programme was something which was being introduced with the 'encouragement' of the Government to divide the opposition leaders and to prevent opposition unity.

Sheikh Mujib upon being denied the opportunity to present his proposals to the conference, walked out and released the text of this statement to the press. The assembled opposition leaders were furious but realized that the Bengalis as represented by Sheikh , would not go along with them in the absence of a prior commitment on the quantum of autonomy. The Lahore meeting, therefore, broke up with a clear division

having emerged between the Punjabi ladders (with feeble support from old guard Bengali leaders on the one hand) and Sheikh Mujib representing the emerging Bengali nationalism, which expressed itself in a demand for substantial regional autonomy.

The Government was quick to appreciate and exploit the situation. By highlighting that a militant nationalist trend represented by Sheikh Mujib and his six point had emerged among the Bengalis the Government sought not only to discredit the Punjabi opposition leaders as much for their failure to forge a united east west opposition front as for betraying the Punjabi interest by association witch Sheikh Mujib whose six points presented a grave threat to that interest the government in this way aimed once again to restore unity among the west Pakistani (Punjab) ruling elite which had become divided and a section of which was seeking to secure its interest through an opposition role.

The fact the Government could exploit this situation to its advantage has led to the unfounded allegation, made by such persons as Bhutto and S.M. Zafar, Ayub's Law Minister that Sheikh Mujib had been influenced by persons close to the government to present third programme so as to wreck opposition unity. This allegation was palpably false as the savage repression by the Ayub government of the six point movement was to demonstrate.

The six point formula was set out in a written statement which was to have been placed before the Lahore conference. This statement was published under the title six point formula-Our Right to Live by Sheikh Mujibur Rahman on 23 March 1966. It was presented as a statement of basic principles of affirms solution of the countries inter wing political and economic problems it was emphasized that these demands were no new points invented afresh by me or any individual, but are in reality long standing demands of the people and pledges of their leaders awaiting fulfillment for decades.

The six point as formulated in this statement were:

Point 1: The Constitution should provide for a federation of Pakistan in its true sense on the basis of the Lahore Resolution, and parliamentary form of government with supremacy of legislature directly elected on the basis of universal adult franchise

Point 2: Federal Government shall deal with only two subjects, viz: Defiance and foreign affairs and all other residuary subjects shall vest in the federation States

Point 3: Either of the two following measures (should be adopted) with regard to currency:

A. Two separate but freely convertible currencies for the two wings may be introduced, or

B. One currency for the whole country may be maintained. In this case, effective constitutional provisions are to be made to stop flight of capital from East to west Pakistan. Separate Banking Reserve is to be made and separate fiscal and monetary policy to be adopted for East Pakistan.”

Point 4: Power of taxation and revenue collection shall vest in the federation units and the Federal center shall have no shall power. The Federation shall have a share in the state taxes for meeting their required expenditure. The Consolidated Federal Fund shall come out of a levy of certain percentage of all state taxes.

Point 5: (1) There shall be two separate accents of foreign exchange earnings of the two wings:

(2) Earning of East Pakistan shall be under the control of the East Pakistan Government and that of West Pakistan under the control of the West Pakistan Government

(3) Foreign exchange requirement of the Federal Government shall be met by the two wings either equally or in a ration to be fixed;

(4) Indigenous products shall move free of duty between two wings:

(5) The Constitution shall empower the unit governments to establish trade and commercial relations with set up trade missions in and enter into agreements with foreign countries

Point 6: A militia or Para military force shall be set up for East Pakistan

Point No. 1 gave expression to the basic demand for a parliamentary form or government to which almost everyone was committed. It acquired special significance in the context of the fact that in 1966. Ayub was governing under constitution which provided for an all powerful president in a presidential form of government. The demand for a federation on the basis of the Lahore resolution underlined the important point that the Resolution had contemplated that the Muslim majority provinces would be constituted into Sovereign autonomous states The Resolution thus provided the basis for the claim that the constituent units of Pakistan as envisaged by that resolution would be sovereign from this it followed that any association between them cloud only be on the basis of an agreement freely and voluntarily arrived at any federation which they agreed to form would be of such character as they agreed to give to it. There could be on preconceived model which could be thrust on them. Any federal government would only have such powers as were conferred on them by the sovereign constituent units. The sovereign units were free to concede as much as little to a federal government and could not be compelled to cede more to it than they consented to. In forming a federation the situation would not be one of previously unitary system being transformed into a federal one, through devolution of certain powers on organs of the constituent units as had taken place in British India under the Government of India Act, 1935 but a true federation where the constituent units by their common consent created a federal government by ceding, to it or conferring on it some of its powers.

This basic position was perhaps deliberately obscured in the twenty four years following the partition of India in 1947, when those who took it upon themselves to impose a constitution for Pakistan stood things on their head by thinking in term of grants of power to the provinces and not of sovereign constituent units granting powers

to any federal government which may be established by common agreement conferring power on that government. No doubt the ruling minority which had acquired control over the Central government vested with substantial powers as were granted to the central government under the Government of India Act 1935, found it in its own interest to protect this position. Indeed their consistent effort was to strengthen the position of the central government even further in the name of national integration. Indeed the Indian Independence act had provided that until the Constituent Assembly framed a Constitution of Pakistan (as also India) the government of India and would operate as a provisional constitution and provide the framework for relations between provinces and the center contributed towards obscuring the fact that the constituent units were in principle sovereign and not provinces enjoying devolved powers handed down by some all powerful center, as historically had been true of British India before 1947.

Point No. 2 Provided for a two subject center or if currency were to be included a three subject center. The antecedents of this demand were there In the Cabinet Mission Plat of 1946, which proposed a three subject centre entrusted only with Defiance Foreign Affairs and Communication. The Grand National Assembly of Democratic Forces a convention of political groups, in opposition to the government, which met in Decca in early 1950 also proposed a federation, called the United States of Pakistan, in which the center would only deal with three subjects Defense foreign Affairs and Communications The United Front which had been formed by the opposition parties to contest the ruling Muslim League in the provincial elections in East Bengal in 1954, had as one of the points on its 21 point manifesto that the constitution should provide for a federation in which the center would only have three subjects: defense, foreign affairs and currency. Thus the second point in the six point formula was a reiteration of a point which had been adopted as one of the basic points relating to the constitution viz. distribution of powers between the centre and the provinces under a federal constitution.

Point No. 3, 4 and 5 were specifically aimed at securing for the region, for the Bengalis, control over their own resources and the powers of managing the economy. The feeling that East Bengal, despite being the powers of managing the economy. The feeling that East Bengal, despite being the majority province was not obtaining a fair deal was widely shared since the earliest days of Pakistan. Initially there was a feeling of being discriminated against in the allocation of federal fund, in the allocation of foreign exchange and in the matter of recruitment to public services by the central government. The conviction grew that Est. Bengal was not getting its due. From the middle of the fifties through the sixties this view was given sharper definition through statistical demonstration of economic disparity in the writings of Bengali economists. These writings had highlighted the discriminatory policies which had resulted in the marked disparity in the economic development of the two wings of Pakistan, the East having been prejudiced by systematic discrimination in favors of the western wing.

The principal instrument through which a substantial transfer of resources from the eastern to the western wing had taken place was perceived to be federal control over economic management. The main thrust of the six point scheme was therefore to regionalize economic management.

The germ of the six point proposal as early as 1962 in a pamphlet entitled The Challenge of Disparity Published in Dacca It had urged that the only practical measures to redress disparity would be certain basic institutional changes which it outlined as follows: dismantling the central planning Commission and replacing it by two powerful regional planning bodies, and the bifurcation of the ministries of Finance and Economic Affairs. It was even suggested that aid requirements should be separately assessed region wise and that the regional bodies should actively participate in forming foreign aid policy. In this recommendation was the seeds of the idea of regionalizing economic management i.e. transfer to the regions of the power to tax, the power to make fiscal and monetary policy, the power to plan and control resources and to conduct foreign economic relations.

The analysis of the economists had shown that the main instruments through which transfer of resources had been made from eastern to the western wing were control over foreign trade, foreign exchange and foreign aid, The foreign exchange earned thorough exports of jute products from the east was consistently allocated for the economic development (including industrialization) of the western wing. Projects in the eastern wing were not promoted with the foreign aid agencies with the same vigour as were project in the western wing vast investments in irrigation, agriculture and industries of the western wing had kept on widening the disparity between the two wings.

It is important to understand this since when ultimately the six point formula was proposed, the most unyielding resistance which was offered to it related to the points involving foreign trade and aid. The western ruling elite were not prepared to relinquish the instruments through which they had been able to dominate the economy.

Ayub’s reaction, therefore, to the six point programme, was to repress it with force. He leveled the six point programme as a scheme for secession and declared that he would respond to it with the language of weapons”.

Sheikh Mujib and Awami League, sensing the mood of the Bengalis, took the six point programme to the people and a mass movement began to grow in its support. On April 18 Sheikh Mujib was arrested and on May 9 he was placed in detention under the Defense of Pakistan Rules. On June 7, 1966, a special protest day was observed in support of the six point movement. Ayub’s Government moved to suppress it with force. The demonstration was fired upon, claiming a number of lives. Large-scale arrests followed and the newspaper which was the main spokesman of the Bengalis, the daily `Ittefaq` was closed down its editor arrested and its press forfeited.

In the face of such repression, the movement faced a setback. The initial response was to make these matters to court through writ petitions in the High Court.

At the end of December 1967 the atmosphere suddenly became tense and the air was filled with rumors. Ayub Khan who was visiting the Eastern wing was due to visit the Dawood complex in Chandraghona in the Chittagong Hill tracts suddenly cancelled his visit. It was given out that the cancellation was due to apprehension of an assassination or kidnapping plot. That the cancellation had been a last minute one was evident from the

fact that Chittagong and the road to Chandraghona had been suitably decorated for the presidential motorcade: but no motorcade had passed that route.

Sometime in the last week of December a barrister colleague of mine, Amirul Islam reported that he had interviewed a client in jail who complained of having been subjected to severe torture and bore marks of torture on his person. He said that while subjected to torture he was pressed to implicate persons in a conspiracy case Amirul Islam was very worried and sought advice as to what he should do. It was suggested to him that steps should be taken immediately to bring this to the attention of the High court and press for a medical board to examine the person. The same evening a petition was prepared to the High court alleging torture and asking for a medical board to examine the victim. The petition created great interest, and the court was persuaded to constitute a medical board. The person in question was Kamaluddin Ahmad, who later was to be approver No. 'I in the Agartala Conspiracy Case'.

A few days later a series of arrests started. Ahmed Fazlur Rahman, Ruhul Quddus, Shamsur Rahman, all senior Bengali members of the Pakistan civil service and a number of Bengali armed forces personnel were arrested. Ahmed Fazlur Rahman was the first of the Agartala Conspiracy case accused to seek a lawyers interview, and named me as his lawyer. I met him in jail at the end of the last week of December 1967 or the first week of January 1968. He reported that immediately after his arrest he had been taken to a flat in the new residential area of Bonani in Dacca, where he was continuously interrogated of several days. The interrogators wanted him to implicate persons in a conspiracy case. While these arrests continued the atmosphere continued to grow tense. Indeed even lawyers acting for the arrested persons felt vulnerable to arrest. A habeas corpus application was moved for Ahmed Fazlur Rahman. The same day Barrister K.Z. Alam approached me to move an application on behalf of Lieutenant Commander Moazzem. He was advised that different lawyers should appear for each of the arrested persons as a common legal front would tend to show links between these person, an impression which should be avoided in a conspiracy case. Ishtiaq Ahmed had then taken up Lieutenant Commander Moazzems case. Kamaluddin Hossain, Ruhul Quddus brother-in-law, had taken up the petition for Ruhul Quddus. When the petition was moved in the high court, the government lawyers appeared and stated that some investigations were proceeding against these persons. The first of the Government press reports issued in early January did not name Sheikh Mujibur Rahman as an accused. It was the official press release on January 20, which for the first time named Sheikh Mujibur Rahman as the principal accused.

For the next five months the entire case was covered by a blanket of secrecy. No information was given about the location of the accused who had by then been shifted from jail and placed in military custody. An Ordinance was promulgated to provide for trial by a Special Tribunal. The special tribunal consisted of S.A. Rahman Judge of the Supreme Court, and two Bengali High Court Judges, MR. Khan and Maksumul Hakim. The trial seemed political from the very beginning. The main evidence presented was the testimony of approvers who, when produced at the trial, alleged torture and tended to turn into hostile witnesses.

Some time after the trial had commenced. Tom Williams QC MP, a British barrister engaged by Bengalis in London, arrived in Dhaka to join the team of defense counsel. Since there was already a full team of trial lawyers led by Salam Khan it was arranged that tom Williams should conduct the cross examination in the trial for one or two days and that thereafter he would serve a writ petition in the High Court. I was associated with Williams in the preparation of the writ petition and drafted the petition. The petition was moved by Williams and a rule was issued by the High Court. The High Court, however, declined to make any interim order. In the meantime Williams complained of being continuously Shadowed by Ayub's police and intelligence men. His car was being followed and worse was to come later when his room was broken into and his luggage and papers ransacked. He was also served with a demand for payment of income tax having spent about a week and suffered much harassment, it was agreed that tom Williams shoals return to England. His visit and participation in the case had served the purpose of drawing international attention to the case. Peter Hazlehurst the new correspondent of the Times (London) helped in this by sending a series of reports on the case and in particular the harassments to which tom Williams had been subjected.

The progress of the case and the daily publication of the verbatim proceedings of the trial sustained a high degree of popular interest in the case. If the Ayub Government had thought that this ease would discredit Sheikh Mujib, it had exactly the opposite effect. It generated sympathy as Sheikh Mujib presented the image of a leader who was being victimized for championing the cause of the Bengali people. The grievances of the Bengalis also received extensive publicity and contributed towards heightening their sense of injustices.

Ayub had been seriously ill in the early part of 1968, and this had served to weaken his grip on the administration. Speculation about a possible successor had begun. The Army Commander in Chief and ambitious men in the wings like Bhutto. Saw in Ayub's debility an opportunity for themselves.

Towards the end of 1968, with grievances accumulating in both wings objective conditions were ripe for poplar movement of against Ayub. In November 1968 police action against students in Peshawar triggered off demonstrations in which some students were injured. Bhutto, then present in Rawalpindi, capitalized on this incident and a popular agitation began to develop.

Towards the end of 1968, at the end of a public meeting, Maulana Bhashani gave a call for a hartal (strike) on the following day. The herbal was widely observed and had a tremendous affect in galvanizing popular forces in the eastern wing. Political leaders met to decide further steps they should take and decided to call a province wise herbal on December 13. Maulanas attempt to call for herbal on December 8 did not prove to be a success. At a time when the proclamation of emergency was in force in the country with the full vigor of the military to back it and with the entire resources of the government deployed to frustrate the herbal its total success demonstrated the extent of popular opposition to the government. The people obviously were ready for a movement. The students who had always been the militant and activist elements responded rapidly to this situation and organized themselves to lead a popular movement.

A Student Action Committee was formed with representatives of leading student organization in East Pakistan. It was the formation of this Committee that brought Tofael Ahmed, the Vice President of the Dacca University Central Students Union (DUCSU) into prominence as he became the convener of this Committee.

The Students Action Committee produced an 11 point charter of demands. Indeed, a breakdown of the 11 point programme would show that under point No. 1 alone more than 15 separate demands relating to separate aspects of education were included, ranging from "Tuition fees must be reduced by 50 per cent," "polytechnic students must be offered facilities of a condensed course," to such general demands as "the mother tongue must be used as medium of instruction at all levels of education" and "education must be made compulsory and free up to class VIII." These were followed by a comprehensive charter of political and economic demands. The substance of the Six-Point programme of the Awami League was fully embodied though with some interesting changes in formulation. It also called for full regional autonomy to be given to former provinces and for formation of a sub Federation in the withdrawal of the Agartala Conspiracy case was also demanded. In foreign affairs there was a demand for quitting CENTO, SEATO and "Pakistan-US Military Pacts" and to formulate a "neutral and independent foreign policy." In the economic sphere nationalization of banks insurance companies and all majored industries including jute was demanded. For the peasants reduction of tax and land revenue was called for and a demand was included for writing off arrears of land and loans outstanding form peasants. The minimum price of Rupees 40 per mound of jute was demanded for industrial workers fair wages and various welfare benefits were demanded together with repeal of "anti-worker black laws" Flood control measures were also demanded. The 11 point programme of students thus became a comprehensive charter of demands and with that before them, the students launched their movement.

Such a comprehensive charter of demands was significant on more counts than one. The inclusion of the substance of the six-point programmers meant that these were not only the demands made by one political party but that these had enlisted support form all the major student groups having divergent political affiliation and thus had become the basic political demand of the entire people of East Pakistan. By spelling out the economic demands the students were ensuring that any successful political struggle must also bring about economic salvation of the people which lay in the adoption of socialistic measures. The foreign policy element in the charter also set the goal for the country to make an independent and non aligned course.

The political leaders, in the meantime, were also holding meeting to charter out courses of action and were maintaining close contact with the students with Sheikh Mujib and the front rank Awami League leaders in jail, it was left to syed Nazrul Islam to represent the party in deliberation with other opposition leaders. Following a successful hartal on January 6, the opposition leaders both the east and the west wing representing the Awami League, National Awami Party (Requisitionist), KSP.

Awami League (PDM), Council Muslim League, Jamat-i-Islam, Nizam-e-Islam and the National Democratic Front-met on January 10 in Dacca.

I returned from a meeting of the Central Bar Council in Karachi to find that the leaders were still finding it difficult to agree upon a common charter of demands. The main obstacle to agreement arose from unwillingness of the Punjabi leaders to endorse the six point autonomy formula. There was also reluctance to press for withdrawal of the Agartala Conspiracy case. The Awami League leaders insisted upon the inclusion of these points in the common charter as a condition for their participation in the Democratic Action Committee which was proposed to be set up.

These deliberations among the opposition leaders of the two wings reflected the divergence in the aims of the political leaders of the two wings. This divergence was glossed over at this stage by including a common demand for a “federal parliamentary Government.” The 11 point programme on the basis of which the students had launched their popular movement however had already incorporated the substance of the six-point programme as an integral part of their programme.

The popular movement continued to escalate. The Democratic Action Committee which had been formed called a “National Protest Day” on January protest Day on January 17. It had decided it necessary to violate any order prohibiting processions under section 144 of the Criminal procedure code. Indeed the Democratic Acton Committee Leaders assembled in front of Bait-ul-Mukaarram in the center of the city and symbolically violated the Order under Section 144. This was significant enough since it was the first time that political leaders committed to constitutional politics had, by a deliberate act violated the lea. Students who represented the militant wing of the popular movement were not content with symbolic defiance. A massive procession of students set out from the University and was confronted by the police, who opened fire. An young student, Asad, was killed. The blood of martyrs is the most powerful fuel for popular movements. After Asad had laid down his life the leadership of the movement virtually rested with the students action Committee rather that the DAC. The agitation intensified throughout the eastern wing and despite the fact that a proclamation of emergency was still in force massive demonstrations and processions became the order of the day. Police firing claimed further young lives and the military were deployed to aid the police. Practically every order of the law enforcing agencies was met with defiance, the curfew imposed in the cities was violated every now and then and, in some cases, a kind of resistance was put up against the army. In their attempt to enforce law and order the army resorted to indiscriminate firing that killed among others a schoolboy in a procession, a housewife in her home, a child on her mother’s lap and a university teacher within the premises of his campus. The government had completely collapsed in the face of intense agitation. In the countryside the local action committees had virtually replaced the law enforcing agencies. In the urban areas the student leaders were invited to settle disputes between the management and the laborers who were demanding higher wages and better working conditions.

The popular agitation in the western wing had also been gathering momentum. It was clear that Ayub’s government which had only a few months ago celebrated the

completion of decade of progress under the armymen was now under heavy pressure from all corners to meet the demands of the people.

It was about this time that I into contact in connection with a court case with Manzoor Quader, who was in Dacca as the chief prosecutor in the Agartala Conspiracy case. Since he appeared to be disturbed by the mounting agitation, I took the opportunity to urge upon him that the Ayub Government should read the writing on the walls and concede to the popular demands rather than be guilty of offering the people too little too late He reacted by saying that he would press Ayub to concede to popular demands, but having said this fell back to a defence of the 1962, Constitution of which he was the architect. He went to the launching of the present agitation and thus seemed to claim credit for the popular awakening.

Ayub khan faced with this situation announced in his first-of-the month broadcast on February 1, 1969 that he would invite opposition political leaders for talks. These proposed talks soon came to be described as the ‘Round table conference’. Ayub addressed a letter to Nawabzada Nasrullah Khan as representing the Democratic Action committee to invite opposition leaders for talks in Rawalpindi on February 17, 1969.

This move was seen as demonstrating the strength of the popular movement and the growing weakness of Ayub. The Democratic action committee called for lifting of the martial law and release of all political prisoners as a condition precedent for coming to the negotiation table. In this context the withdrawal of the Agartala Conspiracy case and the release of Sheikh Mujib acquired particular urgency. The most important component of the Democratic Action Committee in the East, the Awami League made in clear that withdrawal of the case and release of Sheikh Mujib would be for them the minimum condition for joining the talks.

The Punjabi leaders of the Democratic Action committee and indeed some of the old guard Bengali leaders showed some ambivalence about pressing for withdrawal of the Agartala Conspiracy case and release of Sheikh Mujib. In discussion with Awami League, they hinted at legal difficulties and urged that the release of Sheikh Mujib and withdrawal of Agartala conspiracy case could be secured during the talks. It was clear that their opposition stemmed mainly from their realization that Sheikh Mujib’s participation meant that the six-point programme would become central to any negotiated political settlement. It was however realised, particularly by the other Bengali leaders that any attempt on their part to arrive at a settlement by passing the six point demands of Sheikh Mujib, would be repudiated by the Bengali people and leave them completely compromised Awami league continued to be firm about Sheikh Mujib’s release as a precondition for participation. Under such pressure, the Democratic Action committee raised this matter with Ayub. Ayub parried by saying that since Sheikh Mujib was under trial there were “legal difficulties” involved.

I was in close touch with the opposition leaders and in particular with Manik Mia, Editor of the daily ‘Ittefaq’ Having come close to him since June 1966 when he had been detained and the Ittefaq had been closed down and I had been engaged to take up these

matters in the high court. Manik Mia's house was the meeting place of the opposition leaders and in particular of the political and student leaders. Manik Mia attached importance to Sheikh Mujib's release and to his participation in the Round Table Conference. In discussion with him I indicated that legal maneuvers could be initiated to assail the and thereby create further pressure for the release of Sheikh Mujib.

While all this was under way, I received a massage that Sheikh Mujib wanted me to come to the court room, where the trail was taking place. I hastened on the following day to meet him in the Court Room. Sheikh Mujib appeared disturbed by the position adopted by Abdul Salam khan, his chief defense counsel, who represented the break away (PDM) wing of the Awami league. Salam khan had begun to press Sheikh Mujib not to insist on withdrawal of the case or his release as precondition for Awami leagues participation in the round Table Conference He had it appeared even extended a veiled threat that he would not be able to conduct the defense further if Sheikh maintained a "rigid position" Sheikh Mujib was angered by this and urged that I should formally enter appearance as a defense counsel and should also pursue legal steps to assail the trial. He also agreed that steps might be taken obtain assistance from A, K. Brohi, who had appeared in the Ittefaq case. I acted on these instructions.

With the movement acquiring greater and greater strength, the police and indeed Governor Monem Khan and his civil administration itself Bengal to recede into the background. It was General Muzaffaruddin, the General Officer Commanding, who began conspicuously to appear as the representative of the Islamabad authorities. It also seemed that Yahya. The commander in Chief of the army had begun to seek a direct appreciation of the situation in the east through his General Officer Commanding. I recall Muzaffaruddin in a meeting in January with Manik Miah impressing on him that Yahya had asked for an appreciation of the situation from him and he also believed that a political solution should be attempted. He undertook to convey any views that were expressed to Yahya. It seemed very significant that Yahya, who was commander-in-chief had already began to take what appeared to be independent initiatives. The importance of the withdrawal of the Agartala conspiracy case so that Sheikh Mujib would be free and only then could negotiations for a political settlement commence, was impressed upon the Genera Muzaffaruddin almost within 24 hours. Reported that he pad conveyed to Yahya the points made to him and that Yahya had indicated that if a legal way could be found for Sheikh Mujib's release, this could be considered.

I was urged by Manik Mia t take legal measures to assail the trial with this end in view, I flew for Karachi for legal consultations with Broil and arrived in Karachi on February 14, on which a nation-wide hartal was being observed, and was impressed to see that life was completely paralyzed in Karachi, I had to walk on foot from my hotel to Brohi's residence. Brohi readily agreed to help in formulating a legal attack on the trial but said that he must come to Dacca to examine all the papers including the evidence so far recorded in the case. I flew to Dacca the same evening and Brohi arrived the following morning. After going through the papers, it was found that a strong that a strong point was available to challenge the legal validity of the trial. By now it was clear that the proclamation of emergency was being revoked. Upon the revocation of that

Proclamation, the fundamental rights provisions of the 1962 Constitution would once again become operative. As soon as this happened, it would be argued that the trial could not proceed on the ground that the special tribunal with its special procedures, violated the fundamental right guaranteeing equality before the law and equal protection of the law to all citizens. A notice was therefore drawn up to be served on the government calling upon it to withdraw the case and to release Sheikh Mujib and other accused Brohi together and myself personally handed over this notice to Manzoor Quader. Manzoor Quader considered that there was substance in the point raised and undertook immediately to contact Ayub on the telephone.

While this matter was being discussed with Manzoor Quader he received a telephone call and appeared visibly agitated at what was reported to him over the telephone. He informed that he had just been told that Sgt. Zahurul Haque on of the accused in the Agartala conspiracy case, had been shot dead by a military guard and that two other accused persons had been injured. His agitation showed that he understood the gravity of the situation. It was clear that there would be popular outrage when this news would be revealed. I was personally very upset because Sgt. Zahurul Haque was the brother of a friend and colleague, Advocate Aminul Haque, who had indeed only a few days earlier, obtained my commitment to appear to present arguments on behalf of his brother. The urgency of the need for compliance with the notice served on him was impressed on Manzoor Quader.

Zahurul Haque's funeral was fixed for the afternoon. Immediately after the janaza (funeral prayers) at Paltan, I accompanied by a number of friends, left for the Azimpur burial-ground. At least two hours had passed and the body still did not arrived. This had begun to cause concern. It was learnt that the precisionists, while trying to get some flowers form the garden of a minister's house occupied by the ministers and followed it with attacks on other official residences, including one occupied by the presiding judge of the of Agartala Conspiracy case and set them on fire.

Immediately after the burial, I proceeded to the hotel where Brohi was staying and witnessed many houses burning on the way. I found Manzoor Quader with Brohi. He said that he had already spoken to Rawalpindi but had received no reply. Manzoor Quader was emphatic that the trial could no longer continue in view of the popular emotions released by the death of Zahurul Haque, which had already led to the burning of the residence of the presiding judge. Manzoor Quader claimed that it was no longer realistic to expect that the trial could continue. He even made a philosophic point namely that the object of trial was to convince the public that accused persons were guilty and that therefore justice demanded that they be punished. In a case, where the public had already made up its mind that the accused were not only not guilty but were 'heroes', as was evident from their behavior there was little point in continuing with the trial. It was agreed that both Manzoor Quader and Brohi would leave for Rawalpindi the following morning and pursue the matter of the legal notice served on the Government to withdraw proceeding and to release Sheikh Mujib and the other accused persons. Two days had already passed and no response had been received. Brohi had left for Karachi and

Informed me over the telephone that the notice was still being studied by the Law ministry.

Obviously the Round Table Conference could not start on 17 February and in view of the mounting tension I was urged to travel to Rawalpindi to make further efforts to secure the release of Sheikh Mujib. Tajuddin Ahmed, who had just been released from jail, Amirul Islam and myself reached Rawalpindi on 17 February. An air of crisis prevailed since Sheikh Mujib had not been released and consequently the Democratic Action Committee was unable to sit at the conference table with Ayub Manzar Bashir, an Advocate, who was associated with the opposition volunteered to see the Law Minister Zafar late at night to find out the position. I was informed almost at midnight that he could see Zafar the next morning. Zafar made some noises about "legal difficulties" but when pressed to respond to the legal notice, he said it was not only a matter of law but of a political decision at the highest level.

It was impressed upon him that the notice merited a clear reply and that on should be given without further delay. He said the matter was being considered by the cabinet the same morning and that he would let me have a reply by mid day he also asked for a further notice or a summary of the notice to be given to him. Within an hour a fresh notice was sent to him at around 12.30 Zafar telephoned me to say that he would meet him at the hotel where he was staying. He came and reported that after protracted discussion the Cabinet had decided in the negative namely that they could not accede to the demand contained in the notice my reaction was one of indignation which I shared with Manzoor Quader, who appeared on the scene. He, too, expressed displeasure at the negative attitude of the Government. He said he would talk to me later in the afternoon and then he began to talk to Zafar.

That afternoon Manzoor Quader telephoned to ask me to see him in his room in the same hotel. He had barely entered his room when Zafar arrived. They (Manzoor Quader and Zafar) then proposed that the government was ready to make an announcement that Sheikh Mujib could join the round table conference as a free man when asked to clarify the legal position Zafar was reticent and said that this was the only formula which he could persuade the government to accept. They urged that I should convey this to Sheikh Mujib.

Tajuddin, Amirul Islam and myself flew to Dacca via Lahore & Karachi, as that was the only route by which Dacca could be reached by the following morning. We were met by Asghar Khan at the airport at Lahore and Brohi at the airport in Karachi. Manzoor Quader had assured me before departure that he would try to see Ayub in the course of the evening once again to press him to accept the demand contained in the notice.

It was the night of the 18/19 February. A telephone fall was made to Manzoor Quader from the Karachi airport Manzoor Quader explained that he had been sitting throughout the evening to meet Ayub but was told that Ayub was engaged in a meeting. He expressed his amazement at the fact that Ayub was still closeted in a meeting even though it was past midnight. He said that was perhaps the only time when he had wanted

to see Ayub and been unable to do so. He confided that in the circumstances it seemed that some very extra ordinary meeting was taking place.

It later transpired that this was the fateful meeting in which Ayub had called in his three service chiefs. Ayub urged the service chiefs to support proclamation of martial law and the deployment of the military to suppress the popular movement. The service chiefs refused to go along. Obviously Ayub bad become a political liability and as events were to show, Yahya had his own ambitions. If the army had to be used to suppress the people, it would do so to serve the aims of Yahya and the coterie around him and not those of Ayub and his collapsing Government.

Yahya's adviser has corroborated this version of evidence when he reported on the meetings between Ayub and the armed forces leaders in February 1969 as follows:-

As I gathered from Yahya himself after I joined his cabinet in 1969, a series of meetings between Ayub and the top armed forces leaders took place in February 1969. This account was also substantiated by General Akbar and by some members of the presidential House staff, who can sometimes provide a better account of the “inside story”. The chiefs of the Army, Air force and Navy and their aides had joint and separate meeting with Ayub. The most crucial meeting took place in mid February when the three chiefs (General Yahya, Air Marshal Nur Khan and Vice Admiral Ahsan) were to tell Ayub to work for “a political Settlement” and not to rely on the military forces to suppress the revolutionary movement. The most interesting part of this crucial conference was: who was to break the unpleasant truth to the boss? There was pause hesitancy and silence. Ahsan of the Navy would not take the initiative, as he wanted to maintain his posture of neutrality; for Yahya it was a delicate time-Ayub had made him commander-in-Chief, by passing a few senior generals. Ultimately, the task fell to the outspoken chief of the Air force, Nur Khan. The army chiefs agreed to use the armed forces only to the minimum extent needed to keep the administration functioning and prevent the situation from being exploited by any foreign country presumably India.

For Ayub the advice to seek a political solution must on doubt have come as a shock. After being the unchallenged chief of the armed forces for the last eighteen years (1950-46) he was being repudiated by them. He is reported to have told a visiting dignitary perhaps they are now tired of seeing my face

While this abortive encounter was taking place between Ayub and the service chiefs my colleagues and I were travelling to Dacca to report to Sheikh Mujib on what had transpired at Rawalpindi.

Immediately on arrival at the airport, Manik Mia received us and we proceeded to the Cantonment. When Sheikh Mujib was told of Zafar's proposal that he could proceed to Rawalpindi on the basis of an announcement that he was a “free man”, Sheikh Mujib immediately rejected this as an unacceptable proposition. He said how was it possible for him to leave on this basis as his position would be that of a fugitive from custody and people would be free to shoot him down as they had shot Zahurul Haque. He said a legal

notice had already been served assailing the trial, and it was for them to accept it also he would not countenance walking out while the other accused remained in custody.

When I informed Genera Muzaffaruddin of this, he said that he should speak to Zafar over the telephone. Zafar was then told that the formula suggested by him was unacceptable to Sheikh Mujib and that whether he could accept the notice or the matter would be proceeded with in the high court and the high court could make an order of release. Zafar said that he would telephone after some time. He telephoned to say that the High court procedure would be time consuming and instead the Tribunal could be asked to sit and to grant an interim order to release Sheikh Mujib and this would be in the nature of a release on bail

Sheikh Mujib was informed of this development. He said that there was no question of his applying for bail. In the meantime, the two Bengali judges of the special tribunal had been brought to the Cantonment and also one of the prosecuting lawyers, who proposed that Sheikh Mujib may be released on bail. When my colleague, Amirul Islam, went to Sheikh Mujib to inform him of this development Sheikh Mujib firmly rejected the proposal to release him on bail. He was infuriated by a report which had been broadcast while Amirul was talking to him, to the effect that Sheikh Mujib was being released on bail.

Hearing that Sheikh Mujib might be released that evening, thousands of people had started walking down the Airport Road to the cantonment, In view of Sheikh Mujib firm refusal to be released on bail, a military vehicle had rushed out with loudspeakers to inform the people that no release was taking place in that evening. In the meantime Khawja Sahabuddin and Admiral A.R. Khan, members of Ayub’s cabinet, had arrived in Dacca. As I was leaving Sheikh Mujib after reporting to him that we had told the tribunal of his position, Admiral A.R. Khan and Khawja Sahabuddin were seen entering to talk to Sheikh Mujib.

If was clear that Ayub was floundering in retrospect, it is evident that the service Chiefs had made it clear to him that a military option was not open to him. He therefore had to negotiate with political leaders. This option was only available to him if Sheikh Mujib would be released since negotiation excluding him would have little relevance so far as the eastern wing was concerned.

The next morning at about 11.30 the report spread through Dacca that Sheikh Mujib was released. They had fallen back on the formula which had been suggested a month earlier in the legal notice that the trial was constitutionally invalid and therefore the entire trial had to be abandoned.

Sheikh Mujib emerged as a great National Hero and the unquestioned leader of the mass movement which had development in East Bengal. He took the position that he would only consider going to Rawalpindi for the Round Table conference after he bad addressed the people in a public meeting pledged in Dacca and received their mandate. A mammoth public meeting of over a milling pledged their support to his six point autonomy demand and conferred on him the title of ‘Bangabandhu’ (The friend of Bengal).

Sheikh Mujib then obtained from them a mandate to go to the Round table Conference, where he said that he should place the demands of the Bengali people. He pledged that if these demands were not accepted, he would return and continue the movement but would not compromise.

Sheikh Mujib accompanied by party leaders, left for Rawalpindi to join the opening session of the Round table Conference. I was asked to accompany the delegation by a curious coincidence, Bhutto and Sheikh Mujib were traveling by the same plane to Lahore. Bhutto and his colleagues were in the first class, while Sheikh Mujib and his delegation were in the economy class. This gave Sheikh an opportunity for the obvious dig that the Awami League was really the party of the people while the people's party was the "big people's party." Bhutto had met Sheikh Mujib in Dacca, and taken the position that he would not go to the round table conference (RTC), as he felt that it was bound to fail. It is noteworthy in this context that Moulana Bhashani had taken the same position. I recall the meeting between Nawabzada Nasrullah and Maulana Bhashani in February when Maulana while reiterating that he would not go to the RTC, but he wished it success for if any good came out of it he would share in it He had then raised his hands and prayed for the success of RTC.

At Lahore airport separate groups had come to receive Bhutto and Sheikh Mujib. Among those to receive Sheikh Mujib were Air Marshal Asghar Khan and General Azam. Bhutto suggested that Sheikh Mujib should come down from the plane together with him. Those who had come to receive Sheikh opposed this. Bhutto therefore disembarked from the plane and boarded a truck which followed by a substantial crowd, left the airport. Sheikh Mujib and his party then came down and, followed by a very large crowd, left in a separate procession towards the city, where a short stop-over had been arranged.

The party reached Rawalpindi the same evening. A meeting of the Democratic Action Committee (DAC) was held but because of the constraints of time no substantive discussion could be held. The following morning the formal opening of the round table Conference took place. Since Eid-ul-Azha was in the offing and need was felt for consultations among participant it was agreed that the conference should be adjourned for about 10 days to reconvene on 10March. It was decided that the Democratic action Committee should meet in Lahore for a couple of days before the Round Table Conference was resumed in order to enable the participants to consult and formulate a common negotiating position.

On returning to Dacca, Sheikh Mujib suggested that I should sit with a working group of experts (mainly economists and other academics) to formulate constitutional proposals to give effect to the six point scheme. This was felt to be necessary to meet the criticism that the six point scheme was unworkable and that no viable federal structure could be designed around it. The working group held several meetings during which specific constitutional proposals and alternative negotiating positions were formulated. Attempts were made to anticipate the objections which would be raised and to prepare answers to them.

Sheikh Mujib left with his colleagues for Lahore on 6 March 1969. I was asked to join the delegation in Lahore and to proceed to Rawalpindi as an adviser. It was also supposed that Dr. Sarwar Murshid and Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury should be requested to join the delegation. Upon reaching Lahore it was learnt that it was proving difficult for agreement to be reached on a common charter of demand as a basic divergence was emerging between the leaders representing the different regions.

Sheikh Mujib had avoided attending the DAC meeting and stayed back in his hotel room on the ground of indisposition. In fact he was keeping away from the discussions, which were tending to run into an impasse as the Punjabi leaders were vigorously opposing the inclusion of the six point autonomy demand in the common charter of demands. It was argued by the Awami League supported by national Awami party that the agreed eight points of the democratic action committee covered both the questions of regional autonomy and the undoing of one unit, since the democratic action Committee had committed itself to a “federal parliamentary government.” It was urged that “federal”, character had to be spelt out and for that purpose it was necessary for the Democratic action committee to take a position on the question of regional autonomy and dissolution of one unit. Chowdhury Muhammad Ali a redoubtable Punjabi a former senior civil servant indeed a former prime minister consistently opposed the adoption of a common position on regional autonomy or dissolution of One unit when it was put to him that it was necessary to spell out what was meant by ‘federal’ he countered by arguing that everyone knew what ‘federal’ meant and in any case the meaning could be looked up on the Oxford Dictionary! Sheikh Mujib and the Awami Legue supported by the National Awami insisted on the inclusion of the six Points demand for autonomy in the common charter of demands as a condition for their participation in the Round Table Conference. They pointed out that the Conference had been convened under the pressure of a mass movement. This movement had articulated its constitutional demands which were set out in the 11 point programme. This included regional autonomy on the basis of the six-points formula and dissolution of One Unit.

As a result of such a polarization within the Democratic Action Committee a meeting of the East Pakistan Regional Democratic Action Committee was hurriedly convened at Chamber House. It was impressed upon all the Bengali representatives that given the state of public opinion in the East and the tempo of the 11 point movement the Bengalis at least should adopt a common position on Bengali demands and in particular the demands for full regional autonomy. A unanimous resolution was adopted making a five paint recommendation to the Central Democratic Action Committee Among these five points were full regional autonomy and dismemberment of one unit the central Democratic action Committee had set up a special committee to hammer out if possible a common position on had steadfastly opposed regional autonomy on the basis of Six points. Metaphysics and jurisprudence were invoked to argue that neither the Democratic Action Committee nor Ayub’s legislature had a mandate to deal with the question of regional autonomy. This was countered by the argument that the democratic action committee and the legislature had as much competence to deal with regional autonomy as it did to consider other constitutional amendments which were being proposed.

In the meantime i had thought it would be useful to strengthen the team of experts by the addition of economists. Dr. Anisur Rahman who was then professor of economics at Islamabad, was invited to join the teamin Lahore .He together with professor Wahidul Haque, who was also in Islamabad and Dr. Muzaffar Ahmed chowdhury, who had arrived from Dacca, joined the team on the following day.

Following the deadlock in the subcommittee, the Punjabi leaders, including Maulana Maudoodi, Mumtaz Daulatana and Chaudhury Muhammad Ali, came to Sheik Mujib's room in the evening on march 8, and passed that the 'six-point' autonomy demand should not from part of the common charter of demands. Sheik Mujib was firm on the point that he and his party could not join the round table conference unless they could pass their demand for regional autonomy on the basis of the Six-Point formula. when some of the Punjabi leaders argued that the Six-Point scheme was unworkable, Sheikh Mujib said that he had brought with him experts who could sit with any experts which they (the Punjabi leaders) might nominate to discuss in detail the implications of the Six-Point formula. It was at that point that we sent for. A brief discussion was held between Chaudhir Muhammad Ali and some of Sheikh Mujib's experts. Chaudhri Mahammad Ali struck a posture that these issues were "too complex" for him and said that their said was not "lucky enough" to have to many experts.

A point of crisis was reached when the unyielding Punjabi leaders, adamant in their refusal to include the Six-Points autonomy formula in the common charter of demand, were confronted with an uncompromising Sheikh Mujib, who indicate that unless the Six-Point were included, he would return to Dacca the following morning instead of proceeding to Rawalpindi for the Round Table Conference. The Pathan and Baluchi leaders were prepared to support inclusion of the Six-Point demand and appreciated the Bengali support which was being extended to their demand for dissolution of one unit. There was intense discussion through the evening of March 8 with Air marshal Asghar khan, acting as a go between. Finally a compromise formula was evolved, under which the committee as a whole would present a minimum common charter of demands, leaving each party represent on committee ,free to press its own separate demands. Thus Sheikh Mujib and the Awami League would be able to present their demands before the Round Table Conference. It was on this basis that Sheikh Mujib agreed to attend the Round Table Conference.

Sheikh Mujib left for Rawalpindi on March 9by road, and after instructing us to prepare a comprehensive statement elaborating the demand for regional autonomy on the basis of Six-Point. Throughout the day, work continued on the draft, which was taken to Rawalpindi on the evening of March 9. in this statement Sheikh Mujib while supporting the common demand for establishment of a federal parliamentary democracy and direct election on the basis of the basis of universal adult franchise, put forward the demand for regional autonomy as defined in the six point formula. In this statement each of the six points were defined with precision and elaborated on the basis of basis of the formulations which had been made by the expert working group. Support was expressed for dismemberment of One Unit and it was urged that the representation in the federal legislature should be on the basis of population-one vote. As a demonstration of Awami League's

intentions to engage in serious negotiations, Sheikh Mujib proposed that a committee of experts be set up, composed of experts be set up, composed of experts to be nominated by each side, to work out the implications of granting regional autonomy on the basis of the Six-Pointe formula. His team of experts was fully prepared to enter into such negotiation. In addition to the experts who had accompanied him, Dr. Nuzrul Islam, then Director of the Pakistan Institute of development Economics, had also been alerted and stood in readiness to join the team, should negotiations have to be conducted in a committee of express.

Upon arrival in Rawalpindi I found that Manzoor Quader was also in Rawalpindi. He contacted me and informed that he had been asked by Ayub to be available in Rawalpindi, as an adviser. When told about Sheikh Mujib’s proposal and hopped that such a committee would be set up and in that event he expected to be on such a committee from the government side.

As events were to show, the Punjabi reaction was to close their ranks and to refuse even to discuss the Six-Point formula. It is known that the Punjabi opposition leaders were constantly in meeting with Ayub and his Law Minister Zafar. Indeed, even before Ayub himself raised objection to the Six-Point formula, Chaudhri Mahammad Ali, in his opening statement, stated that the Democratic Action committee’s demand for a federal parliamentary government did not envisage change in the parity basis of representation or dismemberment of one unit. He also contended that the Round Table Conference was not competent to go into this questions. .

Dr. Nurul Huda, then provincial Finance Minister, was member of Ayub's team. He, however, maintained contact with the Awami League advisers and provided some "inside reports" on what was going on in the Government camp. According to him, there was considerable division of opinion between the 'hawks', who did not wish to concede any-thing on the demand for autonomy or dismemberment of One Unit and opposed even the formation of a committee of experts, while the 'doves' favored the formation of a committee of experts to discuss regional autonomy. Zafar and Admiral A. R. Khan are named as the 'hawks', with Doha supporting them. It was reported that Manzoor Quader, however, was supporting the formation of a committee, as was Dr. Huda himself.

I was also maintaining contact with Manzoor Quader. When I met him on March 11, Manzoor Quader reported that he was supporting the formation of a committee of experts. He then mentioned that he had been examining the six-point formula and found difficulty with the point which called for two separate currencies. when told that in the statement presented at the conference, an alternative proposal for a single currency within a federal reserve system has been put forward, he expressed surprise, since in the transcript which he had received from the cabinet division this alternative proposal had not been mentioned. I informed him that Sheikh Mujib had made a written statement and copies had been distributed and therefore was no scope for was no scope for such a major error in the transcription. He expressed dismay, and requested that a copy of Sheikh Mujib's statement may be given to him. This was obtained and hundred over to him. The reports of March 11 were that, on balance the government side was said to be leaning in favour of

serious discussion of the regional autonomy issue and the formation of a committee of experts. Ayub was expected to make his opening statement on March 12.

Nothing of substance happened on March 12, since that day was taken up by protracted altercations between admiral A.R. khan and air marshal Asghar khan.

In the evening of march 12 reports began to be circulate by Dr. Huda and others, that the hawks were beginning to gain the upper hand. subsequently, it was confirmed that a meeting had been held on the night of March 12 at which the anti-autonomy elements i.e Panjabi opposition leaders as well as the hawks on the government side had sat together and decided to resist any concessions being made on regional autonomy or dismemberment of one unit.

On March 13, Ayub, looking weary and exhausted, read out a statement which made it clear that he had been prevailed upon by the hawks. According to an official, who was involved with these negotiations, Ayub has little freedom for manoeuvre, as Yahya and the army had by then decided to take over and were directing the negotiations behind the scene. since the emergence of the Army as the real power had been recognized, Sheikh Mujib had a separate meeting on 12 March with Yahya's and impressed upon him the importance attached by Bengalis to regional autonomy on the basis of the six-point scheme. Yahya had maintained an accommodating posture, and insinuated that Ayub and Monem khan had in their view been wrong in replying with the language of weapons’ to the six-point demand, rather than in dealing with it politically. In retrospect one sees this meeting as part of the preparation by Yahya for his entry into the political arena. While he ostensibly expressed the hope that the negotiations in the Conference might succeed, he wanted them to fail, and exerted the army’s pressure to ensure their failure. For such failure was a necessary condition for a take over by him.

Ayub proceeded to announce what was in effect a unilateral award. In a statement which contained echoes of the arguments of Chaudhri Muhammad Ali and the Punjabi leaders, he declined to respond to the demand of regional autonomy or dismemberment of one unit. He announced that he would initiate amendments to the 1962 Constitution to provide for a federal parliamentary form of government and direct elections on the basis of universal adult franchise. Ayub sought to justify has inability to deal with the question of regional autonomy and one unit on the ground that these were fundamental questions which could only be considered by elected representatives. Subsequent event were to prove that the position taken was purely tactical since when 21months later a body of elected representatives was ultimately constituted, the same Punjabi leaders took up the position that these questions were too fundamental to be dealt with by that body and should be resolved outside in a round table conference. No sooner had Ayub read out his award, the Punjabi leaders, even without waiting for a show of consultation among members of the Democratic action Committee hastened to congratulate Ayub. Since it was then quite clear that the anti autonomy forces had succeeded in shutting the door to negotiations on regional autonomy, Sheikh Mujib rejected the award. On returning from the conference hall, Sheikh sat with his senior colleagues to decide on the line of action to be followed. A press conference was called for 3 p.m. I was asked to

Prepare a statement for the press-the key points were to be rejection of the award. Withdrawal from DAC and for the movement to go on. The atmosphere was tense. while on the one hand, messages were being sent, one conveyed by Manzoor Quader to me that efforts wire still being made to see if negotiations could be resumed, the air was filled with rumours that the military was getting ready to take over.

At the press conference, Sheikh Mujib announced the withdrawal of the Awami League from DAC, and declared that the mass movement would go on. The democratic Action Committee was declared dissolved the same evening.

Sheikh Mujib called Dacca on the telephone as he was anxious to gauge the popular reaction, which he had correctly assessed would support his decision to reject Ayub’s award to carryon the movement. The public reaction of the Bengalis was electric: spontaneous demonstrations in Dacca denounced Ayub, the Punjabi leaders and those Bengali who had acquiesced in Ayub’s award, and pledge their support to the six-point movement. Sheikh Mujib's positions as the authentic spokesman for the Bengali people was confirmed by these demonstrations.

Ayub realized that the other Bengali leaders had little hold over the people or the situation in the Eastern win and therefore of the futility of doing business with them. He met Sheikh Mujib immediately after the breakdown of the conference and pleaded his inability to accept the six-point demands on the grounds that constitutional amendments to give effect of it would not muster enough support in National Assembly, Sheikh Mujib countered that, given the mood of the Bengalis could be expected to support them. Ayub then shifted ground and said that such amendments would take a great deal of time to work out. Sheikh Mujib assured him that draft amendments could be delivered within three weeks.

Sheikh Mujib, immediately on returning from that meeting, called his team of advisers and instructed them to produce these amendments as quickly as possible. On returning to Dacca, the working group labored night and day, to put together within three weeks, a set of amendments to the 1962 Constitution, which would give effect to the six point formula and dismember one-unit. It was decided that a Constitution amendment bill embodying these would be introduced in the National Assembly by toe Awami League members. Kamruzzaman carried copies with him to Rawalpindi, and an advance copy was delivered to Ayub on 22 March. Before these amendments could be considered by the National Assembly, Ayub’s response was to abdicate, giving as his reason his unwillingness to preside over the disintegration of the country. Yahya Khan, who had been preparing in the wings to relieve Ayub, stepped in the 1962 Constitution was abrogated, the National Assembly dissolved and Martial law was proclaimed.

Yahya had inherited the task of protecting the power structure which had been threatened by the mass upsurge. By the imposition of Martial Law, he had bought time. In his first speech he committed himself to transfer power to the elected representatives of the people. Shortly thereafter he began a round of bilateral consultations with political leaders. Sheikh Mujib proposed a constituent assembly consisting of elected representatives of the people, in which representation should be on the basis of

Population, as the only proper way, and indeed the only method acceptable to the Bengalis, for framing a constitution.

Twenty two years had passed without the constituent unit of Pakistan having agreed upon the basis on which they were to live together. The British had transferred power to a sovereign constituent assembly. This assembly had been dissolved through the intervention of the Punjabi army in October 1954. The 1956 Constitution had been adopted in circumstances which raised questions about the representative character of the body which adopted it. There was also little doubt that one-unit and parity between east and west as well as the particular distribution of powers between the centre and the regions were in effect imposed upon that body by threats of martial law. The 1962 Constitution had been promulgated by a presidential proclamation. The demand for a properly elected Constituent Assembly constituted on the basis of population was one of the points in the 21-point election manifesto of the United Front which had swept the polls in East Bengal in 1954. Now this fundamental issue, namely that the basis for living together among the different constituent units of Pakistan should be determined by the elected representatives of the people, could no longer be eluded. The Punjabi army had no legitimate basis to rule Pakistan. Indeed, it is not without a touch of irony, that the Pakistan Supreme Court ruled sometime in 1972, after the holocaust in Bangladesh, that Yahya was a usurper and that his assumption of power had been unconstitutional.

The Punjabi leaders who had argued in Ayub’s Round Table conference that only elected representatives would be competent to decide on such fundamental questions as the content of regional autonomy now changed their tune. Some among them began to press for the restoration of the 1956 Constitution, with a few amendments which were to be negotiated in a conference of political leaders. Others pressed for a promulgated Constitution like the 1962 Constitution. The prospect of a Punjabi minority being outvoted in my national body of elected representatives the nightmare of the Punjabis since the day Pakistan came into being was deeply disturbing to them. The Pathans and Baluchis and large sections of Sindhis concentrated on pressing for the immediate dismemberment of one-unit.

Yahya perceived that naked military rule could not be continued indefinitely in the face of the roused populace. He had to find some basis to legitimize his rule and to contain the pressures in both wings. His real challenge lay in the east where a strident Bengali nationalism and united the entire people behind a single leader. It had been made clear by Sheikh Mujib that the 1956 Constitution would be totally unacceptable to the Bengali people, as would any Constitution, promulgated by a decree. The consent of the Bengali people could only be secured to a Constitution framed by a Constituent Assembly consisting of directly elected representatives of the people. The Punjabi elite when threatened by an elected majority had tended to rely upon the army to secure their interests. They clearly received the threat posed by a Constituent Assembly, which might enact a Constitution which would denude the Centre of those powers which the regarded as a vital importance to them, in particular control over economic resources. The military which had been accustomed to steadily increasing defence expenditures no doubt shared this anxiety.

Faced with this situation, Yahya appeared to make certain concessions. On 28 November 1969, he declared that he would promulgate a legal frame work for setting up a constituent assembly. He conceded the principle of one main, one vote, or representation on the basis of population. This was to give the Eastern wing 169 seats in an Assembly of 313. He also announced his decision to dismember one-unit. The concession on one-unit was obviously aimed at defusing the main divisive issue in the west, and thus pre empting the possibility of the anit–one–unit forces in Sind, NWFP and Baluchistan joining forces with the Bengalis in the assembly. The ground was thus cleared for representatives of the western wing to close ranks, unitedly to face the Bengalis. A calculated risk had, however, been taken, namely that of a united body to Bengali representatives passing a constitution which provided for regional autonomy on the basis of the six-point formula.

There is no doubt that this remained a source of major concern for Yahya. Some unusual provisions in legal framework order, which was promulgated on 28 March 1970, reflected these anxieties and bore witness to the reassertion of the role of the army as the custodian of the interests of the ruling minority. Article 20 of the legal framework order provided that the constitution shall be so framed as to embody five fundamental principles which were enumerated. The fourth principle was formulated thus:

> All powers including legislative, administrative and financial shall be so distributed between the federal government and the provinces and the provinces shall have, maximum autonomy, that is to say maximum legislative, administrative and financial powers but the Federal Government shall also have adequate powers including legislative, administrative and financial powers to discharge its responsibilities in relation to external and internal affairs and preserve the independence and territorial integrity of the country.

Article 25 provided that the constitution Bill would have to be presented to the president for authentication. It was further provided that the assembly would stand dissolved if authentication were refused.

This provision was seen by the Bengalis as formally investing the Punjabi minority and the army with the power to veto decisions adopted by a majority in sovereing constituent assembly. Sheikh Mujib immediately declared that, while he welcomed the setting up of a constituent Assembly, consisting of representatives elected by the people on the basis of one man vote, in his view such a body would be sovereing and could not fettered in the exercise of its power to make a constitution by provisions such as Article 20 and 25. He called for the repeal of these provisions, and stated that in any event, such restrictions on people’s sovereignty were illegitimate and invalid.

Yahya proceeded with preparations for holding elections. He had made certain careful calculations. As noted earlier, the decision to dismember one-unit was aimed to unite the representatives of the western wing in opposing the Bengali demand for autonomy on the basis of six-points. He had further provided that if the assembly could frame a constitution within 120 days it would be transformed into a national legislature for five years; if it failed within that time limit to frame a constitution, it would stand

dissolved. This was expected to provide a strong incentive for members to arrive at a compromise –to compromise, it was hoped, on the demand for autonomy to the extent considered necessary by the ruling minority. If such a compromise were not arrived at, the president could refuse to authenticate. Apart from this, Yahya calculated that on party would get a clear majority in the eastern wing. In other words, that the Bengali majority would be fragmented, leaving him enough room to manipulate and manoeuver. This was a technique effectively used by the ruling minority in the fifties, and Yahya was encouraged to feel that this could serve him equally well. He was encouraged also b reports of the elderly Bengali politicians, like Hamidul Haq chowdhury, that Awami league would not win a strong majority.

As the pre-election campaign went on, it began to be increasingly calear that Awami league seemed to be emerging as a party with near universal support. Other parties began to sense that a groundswell was developing which was likely to give Awami league a sweeping majority. They, therefore, began to urge postponement of elections.

The occurrence of floods around august, provided an opportunity for leaders of different parties to press for postponement of the election date, which was October 5 1970. They felt that postponement of the elections might give them a chance to make up some ground. Their efforts to secure a postponement were successful. The date of the election was shifted from October 3 to December 7, 1970. The postponement, however acted in favor of the Awami league. The larger time enabled Sheikh Mujib to embark on a more extensive tour and personally to reach people in all parts of Bangladesh. Also, during this period, and event occurred which had a special impact upon the people and ultimately upon the election results, namely, the cyclone and tidal bore of November 1970, which swept the coastal areas of Bangladesh.

The magnitude of devastations and the death toll made it into a disaster which attracted headlines all over the world. The inaction displayed by Yahya and central Government was noticed both in the country and outside. Yahya stopped in Dacca on his return journey from China just after the cyclone, but did not stay back. Relief operations launched by the Government were slow and inadequate. This also provided Sheikh Mujib and Awami League with an opportunity to demonstrate both the capabilities in meeting such a situation and also to ventilate the sense of outrage felt by the Bengali people against the central Government.

Other parties again raised and chorus for postponement. The Awami League had voiced in the strongest possible terms, its opposition to such a postponement move. Indeed, Sheikh Mujib characterized such efforts at postponement as a conspiracy to obstruct transfer of power and warned that any such move would be resisted by the people. He stated that a million lives had already been lost and, if necessary, Bangalees would sacrifice a million more to frustrate the conspirators and to seize power, so that the people could be masters of their own destiny.

In the face of this situation, Yahya held back from further postponement. Only elections in the cyclone-affected areas (involving 17 seats) were postponed. Elections proceeded in accordance with the original schedule on December 7, 1970, in other places.

Awami League won 167 out of 169 seats in the East in a house of 315. The overwhelmingly decisive election results, giving an absolute majority to Sheikh Mujib, was a clear verdict in favor of Sheikh Mujib, the Awami League and its six-point programme. This result clearly put Yahya's whole strategy in dire disarray. He had obviously banked upon fragmented representation in the east, so that he would be free to manipulate and man oeuvre. He was now confronted with an absolute majority. He thus found that the initiative had totally passed out of his hands and his power to manoeuvre was all but lost. He had counted on a fragmented representation from the east; indeed he was faced with a monolithic majority. That such were his calculations is not only an inference from circumstances but has been corroborated by West Pakistani leaders and by foreign leaders in whom Yahya confided.

In the elections in the west, Bhutto had emerged with 83 seats out of 131 with majorities only in the provinces of Sind and Punjab. Bhutto's initial reaction to these results was revealing. His very first statement in the wake of elections was that no constitution could be made except with the agreement of the people's party. He asserted that Sind and Punjab were "bastions of power." This was followed by the statement that "majority alone does not count in national politics". It was clear that he saw that the only way to contain the Bengali majority in the National Assembly was to confront it outside the Assembly. There he could supplement his strength from the one source upon which the ruling minority had always fallen back in order to deal with the Bengali majority, namely the army. It was the same pattern that had manifested itself throughout the 24 years of Pakistan. A minority unable to contain a majority within any democratically constituted representative institution had always fallen back upon military force. The Awami League had an absolute majority; they could not concede the veto which Bhutto claimed. Yahya at this stage maintained an apparently conciliatory posture. It would seem that towards late December, the position might have been that Yahya would make his own independent and preliminary attempt to negotiate with the Awami League to press for modification of the six-point formula, so as to secure the interest of the ruling elite and of the army. If he would succeed, then he together perhaps with other (West Pakistani politicians,) might close ranks and Bhutto might find himself totally isolated.

While Yahya might have harboured such thoughts, Bhutto, it appeared, was busy with a section of the Generals. According to a version published by one of Yahya's advisers, Bhutto had and important ally, General Peerzada, the principal staff officer of the president. It seems that Generally Gul Hassan and some others who survived the purge at end of 1971 after Bhutto took over were part of this group. Their attitude at the time was significantly summed up by a general who after a sumptuous dinner at Government House in Dacca is reported by another Pakistani army officer to have declared: Don't worry...we will not allow these black backwards to rule over us"

Yahya come to Dacca in the middle of January. There was an initial meeting between Yahya and Sheikh Mujib at which meeting Yahya appeared to be maintaining an outwardly conciliatory posture but nonetheless sought clarifications about the six-point pragramme. This was obviously how he intended to open negotiations on the substance of six-points.

Yahya's adviser records that a detailed exercise had been done in Islamabad about the implication of six-points and indeed even a draft constitution had been prepared in December 1970. Therefore the request for explanation was, in fact, a polite invitation to negotiate on the substance of six- points. Sheikh Mujib and the Awami League were not prepared to enter into such negotiations. The elections had been declared a referendum on Six-Points by Mujib in June. The popular verdict was decisive. Sheikh Mujib had announced that ‘Six-Points’ was now the property of the people and that he had no authority to compromise on the substance of ‘Six-Points’. This position had been declared in the mammoth public meeting held in early January, when all Awami league members elected to the national and provincial assemblies had taken oath not to compromise on the Six-Points. Yahya met Sheikh Mujib along with his senior colleagues Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Monsur Ali, Khandker Mushtaque Ahmed, and A H M Kamruzzaman. They proceeded to explain the Six-point programme. They sought assure Yahya that the Six-Points scheme was workable and that it would be worked out so that the limited powers and functions that were left with the centre could be discharged within the framework of constitutional provisions which would ensure the necessary resources to the centre for the purpose of its allocated functions. It was explained that constitutional provisions would ensure that foreign exchange and revenue recourse needed by the centre would be automatically received by the centre which would thus not be at the mercy of the regions.

After this meeting, I was asked by Sheikh Mujib to meet Peerzada separately to explain the Six-Point programme. At this meeting, it was obvious that the main anxieties were with regard to the foreign exchange and revenue resources for the centre. Anxiety was also expressed about the control of foreign trade and aid by the regions. It was explained that constitutional provisions could ensure that a portion of the Central Government. About foreign trade and aid, it was explained that negotiations on these matters would be considered by the regions, within the framework of the foreign policy of the country. It was also pointed out that conflict could not possibly take place since the Awami League would be in control of the Central Government as well as the government in the East. Peerzada maintained a non-committal position, but significantly he went on say that Yahya had also to carry (West Pakistan) with him and therefore it would be desirable for Awami League as well as people’s Party would sail through the accelerate the transfer of power. Peerzada parting remarks indicated that Bhutto, Peerzada and at least a section of the army were in contact.

It is significant that straight from Dacca, Yahya flew straight to Larkana. Though it was described as a ‘ shooting ‘ trip, some of the Generals, a fair part of the ruling junta also flew into Larkana and an important meeting had taken place, confirmed by Bhutto in his Great Tragedy. There is little doubt that strategy was being evolved how to contain and frustrate the Bengali majority which had emerged in the elections. It was announced that Bhutto would be visiting Dacca shortly. Other West Pakistan leaders also being to come Dacca- Nawab Akbar khan Bughti, Maulana Noorani and Sardar Shaukat Hayat Khan.

Bhutto arrived in Dacca on 27 January. Several rounds of talks were held between Sheikh Mujib and Bhutto while separate parallel meeting were held between the Awami league team and the people’s party team consisting of J Rahim, Sheikh Abdur Rashid, Hanif Ramay, Abdul Hafeez Pirzada, and Rafi Raza. The Awami League team consisted of Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed Mansur Ali, Khandker Mushtaq Ahmed, A H M Kamruzzaman and myself. In the discussions between the teams, the Awami league members had thought that the discussions would focus on the substance of the six-point formula. The Awami league invited the people’s party leaders to state their objections against six-points. They were assured that detailed explanations would be presented on each of the points with a view to remove any misgiving they might have about them. The people’s party team however led by Rahim, instead of raising specific issues launched’ into abstract discussions about the meaning of socialism. Rahim, launched into an exposition of the need for a strong centre in order to build socialism. In this context, he referred to the strong centre in the Soviet Union and other socialist countries as being essential for central planning. The Awami league members pointed out to him that such comparisons were not relevant. Instead they pressed him specifically to tarn to the six-point scheme. The recollection of this meeting is that there was a marked reluctance to engage in discussions on the specific issues raised by the six- point scheme. Nor was any alternative constitutional scheme presented. The discussions therefore were totally unstructured and there was no real communication. I chided Hafiz Peerzada that as a lawyer he should appreciate the need to be more precise in discussions. He was urged to persuaded his colleagues to proceed in discussions point and to specifically state their objections, so that specific replies could be given. He reacted by making a jocular remark that Rahim was an old man who had to be indulged and that they would be prepare for fuller discussion when they came to Dacca for a second round of talks in February. Bhutto’s main concern, Sheikh Mujib, had requested to his colleagues as to whether he could be president, if h became prime minister; and what other posts could be secured by him and his parts if they were to form a coalition.

At the conclusion of the January talks, Bhutto addressed a press Conference in Dacca stating: “We have genuine difficulties and we need time at least up to the end of February to make a comment on it. “He also stated that “it was not necessary to enter into the Constituent assembly with an agreement on different issues because negotiations could continue event when the House was in session. “ It was significant that when asked whether the Awami League with its present absolute majority in the house was competent to frame a constitution, Bhutto said; “Legally speaking they can but the question has to be decided by the House as to whether the Constitution will be adopted by a simple majority or by two-third majority. Since the question of making a constitution and our geographical position is peculiar, the majority adopting the constitution should include the consensus.

At the time of leave-taking, Bhutto’s delegation members indicated that they would return for consultations with their party colleagues in the different provinces of West Pakistan and after such consultations they would return for further discussions with the Awami League in February, 1971.

The events of February 1971 and the postures which the people's party began to strike made it clear that they were not working towards resumption of dialogue but towards precipitating a crisis and ultimately, confrontation.

On 2nd February 1971, an interesting event took place. An Indian airlines Plane was hijacked to Lahore by two young men describing themselves as Kashmiri Freedom fighters. The reaction of Bhutto and his people's party to this event was to lionize these young men. Bhutto himself garlanded them and they were taken in a triumphal procession through the streets of Lahore. This also provides an occasion for a diatribe by Bhutto against India.

I clearly remember the reaction of Sheikh Mujib and the Awami League. The blowing up of the hijacked plane, even more than the hijacking itself, gave rise to suspicion. The suspicion was that elements interested in averting transfer of power to elected representatives were bent on creating abnormal conditions. A statement was issued by Sheikh Mujib deploring the blowing up of the plane stating:

Prompt and effective step by the authorities could have been taken to prevent its occurrence. It should have been realized that at this critical juncture in the nation's life, the creation of abnormal conditions can only serve the interest of saboteurs. I would urge the Government to hold an enquiry into this matter and to take effective measures to prevent interested quarters from exploiting the situation for their nefarious ends.

For some weeks the two young "commandos" continued to be lionized. The people's party immediately mounted a campaign directed against Awami League for deploring the hijacking and the blowing up of the plane. The Awami League's office in Lahore was attacked. Indeed, it began to be said that the divergent reactions to the hijacking of the Awami League and the people's party showed up how difficult it might be to evolve a common foreign policy-this in context of the fact that foreign affairs under the six-point scheme was to be a Federal subject.

Reacting to the pressure that Awami league should make no specific comments on the hijacking, Sheikh Mujibur Rahman pointed out that this could hardly be expected when the government had not taken any steps to brief him on precisely what had happened, even though he was admittedly the leader of the majority party. An interesting foot note is provided by the fact that Alive, the additional foreign secretary appeared in Dacca on 1 march, 1971 and sought and appointment on 2 March 1971 to brief Sheikh Mujib about the hijacking incident. Since 2 March marked the beginning of 'Non cooperation Movement', Alive found that his mission had been overtaken by events.

An important consequence of the hijacking that India suspended all over flights over Indian Territory by Pakistani aircraft. This meant that the only route by which aircraft could come from the west to the west was all the way around over the southern tip of the Indian peninsula over Ceylon, thus almost trebling the distance and the travelling time. This also meant making a military solution in the east very much more expensive and difficult, should the junta be disposed to opt for this.

The abortive talks with Bhutto and the delay in convening of the session of the national assembly had begun to feed the fear that Yahya and military junta might be seeking some pretext for not calling the national Assembly.

The suspension of the over fights did mean that troop movements, movements of arms and supplies to the military in the east would be impeded; thus affecting their capabilities.

It can now be recorded that the possibility of a declaration of independence was actively considered by Sheikh Mujib in a closed door meeting with main party leaders in early February 1971. The delay in the convening of the assembly inevitably led Awami league to consider its own options. A vanished declaration of independence was seen as an option. Careful calculations had to be made of the magnitude of the military response to such a declaration and the capacity of the people to withstand such an onslaught and to overcome it. Some calculations were made of existing military strength. The suspension of the over flight and the difficulty this created for augmenting men and material was also taken into account.

I was asked to draw up a draft declaration of independence. The text used as a precedent was the American declaration of independence which recited the injustices perpetrated by the British crown as justifying the act of declaring independence. a draft was duly prepared and handed to Sheikh Mujib around February, 10 which he then kept with him. Tajuddin had been associated in this drafting and he was also to outline the plan of action for implementing the decision to declare independence, should this course of action have to be adopted. The essentials of the plan, as discussed, were that massive popular demonstration would be launched in the main cities. Hundreds of thousands of people would be out on the street. While this would sufficiently distract the military, the main targets would be the radio station, the secretariat and government's house, where the governor should be prevailed upon to make an announcement formally transferring power to the elected representatives.

In the meantime, Awami league kept pressing for convening the national assembly. In a joint meeting of all Awami league members elected to the national and provincial assemblies and members of its working committee was called on 13 February would be called upon to consider the option of declaring independence. I remember foreign diplomats asking him on the eve of this meeting are you going to declare UDI at this meeting?”

On the very morning when the joint meeting was to take place and the atmosphere was already one of rising anger at the delay in convening the national assembly, Yahya announced that the meeting of the national assembly would be held in Dacca on 3 March, 1971.

Bhutto’s reaction to this announcement was to take a further step towards the crisis. In a statement in Peshawar on 15 February 1971, he expressed his party’s inability to attend the national assembly session on 3 march in Dacca, in the absence of an understanding for compromise or adjustment on the six-point . He further went on to say that his party-men would be in jeopardy in going to west Pakistan, stating that he could not be "a party in a position of double hostage because of Indian hostility and non-acceptance of the six-point." On 16 February in Karachi, Bhutto stated that his Party’s

decision not to attend the ensuing session of the National Assembly was unshakeable and irrevocable.”

On 17 February, Bhutto stated in Karachi that “under present circumstances, it was pointless for the people’s party to attend the ensuing National Assembly session.”Bhutto said that his party had tried its best to work out some agreed settlement and understanding with Awami League but now “there is no room for further negotiations with the Awami League.”Of the six-points of the Awami League, Bhutto stated that “the most difficult was the one pertaining to foreign trade and foreign aid.”

Thus Bhutto’s statement showed a clear hardening of his position and in contrast to the statement made by him at the end of January in Dacca, when he had stated that further negotiations would be conducted with Awami League and that such negotiations could be held even within the National Assembly. Instead, there was now a refusal to come to the National Assembly and an assertion that there was no room for further negotiations with the Awami League.

The apprehension of the Bengalis that the position of the military junta or at least a section of the junta, was hardening and that Bhutto may be linked with them, was reflected in a question put to Bhutto by the press which prompted Bhutto to deny that his party's decision not to attend the Assembly did not have any blessings from the present regime. He said that there was no question of any agreement “behind the scenes” between him and anybody else. That this apprehension, and the question put by the press, was well founded appears from a recent account from one of Yahya’s advisers, who writes that by the middle of February:

> Bhutto, by this time, knew his bargaining strength; powerful members of the junta were with him rather than with Yahya. As pointed out earlier, Yahya had a free hand in formulating a scheme for the transfer of power and holding elections, but the junta adopted a policy of ‘wait and see’; if Yahya was successful in maintaining the unity of the country by whatever constitutional devices, well and good, but from late January when Yahya had his abortive talks with Mujib, the junta was not prepared to remain as a passive spectator of the political and constitutional issues. From January, the process of decision-making changed...it is my assumption that in February, like Ahsan, Yahya might also have been replaced by Hamid; he would not perhaps have been unhappy to go, but for some reasons the junta had to carry on with Yahya, so Yahya continued to play his role on an untenable situation.

In the third week of February an atmosphere of crisis prevailed. Around 19 February, military movements were noticed in Dacca and a machine gun nest appeared in the mound in front of the National Assembly building in Dacca. This led Sheikh Mujibur gently to summon party leaders to a meeting to review this development. Some of the student leaders were also present at the meeting. I was present at this meeting, where reports were brought that a great deal of activity was noticed to the Cantonment and there was apprehension that some military action was in the offing. Faced with this situation, it was apprehension that some military action was in the offing. Faced with this situation, it was felt that no one should stay in his house that night and in the event of a military operation being launched, everyone was to leave Dacca and to mobilize the people in the

country side to resist. No military, however, took place, but tension continued to mount.

On 21 February (Shaheed Day), the atmosphere was tense and emotionally charged. There was once again the expectation that at the meeting at Shaheed Minar, Sheikh Mujib might declare Independence. At that meeting, however, Sheik Mujib' stated that the Bangalee people were united and determined and that if their demands were not conceded then they would shed blood to realize their aspirations.

In the meantime, various delegations representing other West Pakistani parties were arriving in Dacca for discussions. The position taken by the Awami League in these discussions was that while they were committed to making a constitution on the basis of Six-points, they would certainly discuss all aspects of the draft with other political parties and seek to dispel any misgivings that they might have about the impact of the Six-points scheme on the legitimate interests of the Punjab, Sind, NWFP and Baluchistan or the viability of the Federal Government. A major press statement was made by Sheikh Mujib on 24 February, in which the Awami League’s position was clearly explained. It was believed that just about this time a crucial meeting of the junta was held. Yahya’s adviser’s report of this meeting is as follows:

> After the fateful Larkana talks, the army junta met formally at Rawalpindi in mid February to discuss the political situation. It was at this meeting that the junta decided to challenge Mujib if he persisted in his uncompromising attitude, but significantly it ignored Bhutto’s provocative speeches. Bhutto was now regarded by the hawkish generals like Hamid, Omar and Gul Hasan, as well as by his trusted friend Peerzada, as the defender of the “national interest” of Pakistan, as interpreted by the ruling elite. It was at this meeting that the junta decided to dissolve the cabinet whose members had already expressed their desire to be relieved after the election. But at the cabinet meeting on December 8, 1970, Yahya decided to continue with it as some of its members were useful in acting as links with Mujib, while he needed the services of some others as long as constitutional dialogue persisted. But now Yahya’s hold over the junta, which had never been absolute, was declining because of his failure to modify Mujib’s policy. Both Ahsan and Yahya were discredited. Ahsan wanted to be relieved and the junta decided that he should be replaced by a hawk, Lieutenant General Tikka Khan. The cabinet was also dissolved on February 17, but within forty-eight hours Yahya invited some of its members, including myself, to continue as his advisers. Instead of a council minister he wanted to have a council of advisers. (But the Bengali members of the proposed council-with one exception-Ahsanul Huq, declined to continue any longer. Of the West Pakistan members of the cabinet, only Cornelius decided to stay).

The Awami League’s constitution Drafting Committee was working night and day to finalize the draft constitution bill and long meetings were being held to complete this task before 1 March. Yahya was expecting to reach Dacca on 1 March and we were told by Sheikh Mujib that an advance copy of the draft constitution was to be delivered to him on that date.

While the Constitution Drafting committee was engaged in this task, a senior Bengali Government official brought a message that a decision had already been taken to postpone the National Assembly session. He advised that Sheikh Mujib' should immediately see Governor Ahsan to remonstrate with him. Sheikh Mujib was informed of this and the same morning he met Ahsan who also appeared to be disturbed by this report. Sheikh Mujib informed Ahsan that such postponement would be seen by the Bengali people as a conspiracy to deprive them of their rights as a majority, and the situation would explode. Ahsan promised to convey this to Islamabad. Later he confirmed that he had conveyed this view but there was no change in the decision. Indeed, he said that he had on his own suggested that if there was to be a postponement, it should be for a specific number of days and not for an indefinite period. In a speech on 28 February, Sheikh Mujib' said that if any individual member of the Assembly said any reasonable thing, it should be accepted. On that day, Bhutto, in a long statement stated that he had narrowed down his disagreement to foreign trade and foreign aid, and that he could not give in on foreign trade and aid. He concluded by saying that either the Assembly Session should be postponed or 120 day time limit for Constitution-making should be removed.

Yahya's adviser's account of the immediate background of the postponement shows Bhutto was by now, working jointly in tending with the military junta. His report states:

> So Yahya continued to pay his role in an untenable situation. Following Bhutto's threat, the National Assembly, which had been scheduled to meet on March 3, was postponed indefinitely. Yahya's announcement on March 1 on the postponement of the Assembly could not have been more provocative or tragic. When I asked him about it on March 5, he looked vacant and helpless; I was convinced he had only been a signatory to it. Bhutto and Peerzada were reported to have drafted the statement. Yahya, unlike on previous occasions, did not broadcast it; it was only read out over the radio.
>
> Before Yahya left Rawalpindi for Karachi to persuade Bhutto to go to Dacca so that the National Assembly might not be postponed, he had already sent Peerzada, Ahsan and Yakub on the same mission to persuade to Bhutto to attend the National Assembly. He gave a solemn promise that if Mujib were to "thrust a Six-point constitution" against the wishes of the West Pakistan members and if his constitutional draft would mean splitting the country, he would at once prorogue the assembly; however nothing could satisfy Bhutto. When it became evident that as a result of Bhutto's threat of boycotting the assembly, the majority of the West Pakistan Assembly members would not attend the session, Yahya decided to postpone the summoning of the assembly, but he wanted to issue a statement which should cause the least provocation possible in East Pakistan. Though I was no longer a member of his cabinet, Yahya asked me to prepare a statement in a conciliatory vein. I immediately began to draft the proposed statement, which ran as follows:

In view of the complete deadlock between the two principal parties representing East and West Pakistan respectively, I am constrained to postpone the meeting of the National Assembly on March 3, 1971.I would however wish to make it absolutely clear that the postponement will not exceed two or three weeks and during this short period, I shall make all endeavors to bring rapprochement between the elected representatives of the two regions of our country. As you will recall, I have often said in the past and I want to reaffirm that 1 have no desire to impose a constitution either on East or on West Pakistan against the wishes of the people. A true federal constitution, to which the political parties and my regime are all committed, cannot be framed without the consensus of various federating units. I shall be the happiest person when a consensus on a federal union is arrived at, and on my part I assure my nation that I shall spare no efforts to achieve this supreme goal.

I sincerely hope and appeal to my brethren in East Pakistan to appreciate the gravity of the situation and allow me this short period of two or three weeks to work for an agreed formula. Insha Allah (By the Grace of god) we shall overcome this difficulty. Let us remember Quaid-e-Azam's immortal saying "Pakistan has come to say;"let us all dedicate over selves to the fulfillment of the desire of the Father of the Nation.

I personally handed over the draft of the statement at Islamabad airport as Yahya was leaving for Karachi. He subsequently gave it to Peerzada, who, in alliance with Bhutto, torpedoed it, I still feel regret that I did not accompany Yahya to Karachi. My reluctance was due to the fact that I was no longer a member of the cabinet; I also expressed my inability to accept his offer of being an "adviser" By accompanying Yahya to Karachi, I would have caused unnecessary speculation about my links with Yahya. But I now realize that Yahya's great weakness was his fickle mindedness; he approved my draft but in my absence, when Bhutto and Peerzada presented another draft, Yahya, true to his weak personality, accepted the provocative one. Though I cannot provide documentary evidence of this, I heard from the personal staff of the president, including the Military secretary that Yahya was most reluctant to sign the statement prepared by Peerzada in collusion with Bhutto. But the pressures were strong and Yahya yielded.

Clear and unambiguous signals had been conveyed to Yahya through Governor Ahsan that postponement of the Assembly would lead to a political explosion in the East. Ahsan confirmed that he had been transmitting these signals. On the night of February 28, there were still indications that Yahya might arrive in Dacca on March 1.The usual procedures which preceded the arrival of the president in Dacca were under way. The plane from Karachi which arrived on March 1, however, did not carry Yahya. A government official who travelled on that the departure of that plane had been twice delayed in Karachi as it was expected that Yahya would avail of that flight. Ultimately he had decided to stay back. It was reported that there had been extensive discussions with Bhutto on that night.

The entire Constitution Drafting Committee of the Awami League were assembled in the party office to put the finishing touches on the draft constitution bill. The Committee was still working to a 1 March dateline, and had very nearly completed its work, when one of the party workers came in to report that an important Radio broadcast was to be made at 1 p.m. work stopped and Sheikh Mujib and other party leaders then joined

members of the Constitution Drafting Committee. A radio set was brought in order to enable them to hear the broadcast.

At 1305 hours the voice of a radio announcer read out the text of a statement ascribed to Yahya. The operative statement was that it bad been decided to “postpone the summoning of the National assembly to a later date” It was thus an indefinite postponement. The reason given was that an accepted consensus on the main provisions of the future Constitution had not been arrived at between political leaders. He referred to a political confrontation between the leaders of East Pakistan keeping away from the Assembly...If he were to go ahead with the inaugural session on the 3rd March; the Assembly itself could have disintegrated. "It was further stated that "it was imperative to give more time to the political leaders to arrive at a reasonable understanding on the issue of Constitution making, a session of the Assembly would be called."

In other words, Yahya clearly signified that the ruling minority would have a veto on Constitution making and indeed unless there was a prior understanding with them, the Assembly would not be convened. The Bengalis, despite being a majority in the Assembly, thus were to be reduced to impotence.

The reaction of those listening to this broadcast was one of total outrage. There could be no greater affront to the Bengali people than was contained in that brief statement. Indeed, it was evident within minutes that the sense of outrage that was felt by everyone in the party office was widely shared by the people. Government offices; banks, Insurance and other commercial concerns, were also emptying out. A cricket match had been on in the stadium. The students were already out in the streets in spontaneous demonstrations.

Sheikh Mujib, on hearing the broadcast, directed that all parliamentary members of the Awami League should assemble at Hotel Purbani at 3 p.m. when he would address them on the future course of action.

There was no doubt that a decisive moment had been reached in our history. It was clear that the ruling minority was not prepared to submit to the Bengali majority and had thrown down a challenge. They had a mechanized army equipped with tanks and supported by an Air force. As against this, on the Bengali side, there was the near total unity of 75 million people, who reacted with a shared sense of outrage and a common determination not to submit. Yet they were unarmed and in any head on confrontation it was clearly perceived that a huge price in human life would be exacted.

It was clear that there was only one course for the Bengalis a reaction of defiance. Thus, the threat of confrontation was now imminent. It was not known whether the military onslaught might not begin that very day. By the time I reached the Purbani Hotel, militant processions were seen advancing towards Purbani Hotel from different

directions. The militance of the procession was evident from the fact that almost everyone had a bamboo or a stick in his hand and slogans were for 'Independence.'

In the context the reaction of the people was not surprising. The high hopes aroused in them by the success of the mass upsurge of 1969 were dashed to the grounds, first by the failure of the Round Table Conference, and then, by the imposition of the second martial law. It was again with a great deal of hope and a measure of bitterness against the central authority for its unsympathetic handling of the situation following the cyclone that they went to the polls and recorded their verdict. The protracted negotiations since the results of the elections were announced left them with little faith either in the goodwill of the military government or of its power base in the Punjab. The announcement of the postponement of the National Assembly eroded their faith both in the constitutional process and in the unity of Pakistan. Their experience of 1969 had given them a self confidence and now they were determined to play a more active role in shaping the course of history. The goal thus set was independence and they demanded the politicians to lead them to this destination.

The Awami League Parliamentarians were already assembled by 3 p.m. Sheikh Mujib, flanked by party leaders, arrived at 3.20 p.m. The atmosphere was tense. Hundreds of international pressmen were gathered, outside. Sheikh Mujib declared ... only for the sake of the minority party's disagreement the democratic process of Constitution making has been obstructed and the National Assembly session has been postponed sine die. This is most unfortunate. As far as we are concerned, we are the representatives of the majority of the people and we can't allow it to go unchallenged.

He announced a Non Cooperation Movement. A programme of action was announced for the next six days. A total strike in Dacca on 2, March, a country wide strike on 3 March and a public meeting on 7 March, 1971.

The initial challenge to the postponement of the National Assembly was, thus, presented in the form of a Non Cooperation Movement. In essence, this meant that no Bengali should co-operate, in any way, with Yahya or the military. Sheikh Mujib's statement on 2 march, 1971 declared;" It is the sacred duty of each and every Bengali in every walk of life, including Government officials not to cooperate with anti-people forces and indeed to do everything in their power to foil the conspiracy against Bangladesh". It was also declared that "representatives- elected by the people are the only legitimate source of authority. All authorities are expected to take note of this fact."

The task of the coming days was to direct the Non-Cooperation Movement so that it could achieve its object of paralyzing the administration but at the same time ensure that essential services and the economic life of the Eastern wing was not disrupted.

It was decided that directives should be issued centrally. Mr. Tajuddin, Amirul Islam and myself were entrusted with the task of drafting directives and issuing them after having these approved by Sheikh Mujib and party leaders.

The first directive issued on 2 March, called for a province –wide hartal from 3 to 6 March, 1971 from 6 a.m. to 2 p.m. in all spheres, including Government offices.

Secretariat, High Court and other Courts. Some Government and autonomous corporations, like Post Offices, Railways and other communication services, transport (private and public), mills, factories, industrial and commercial establishments and markets. Exemptions were extended only to ambulance, press cars, hospitals, medical shops, electricity and water supply. The offices, the Courts, the industries, totally came to a halt.

Each evening the military declared a curfew which was systematically defied. The army opened fire on some of the defying crowds and a number of casualties took place. It appears, however, that General Yakub, the military commander, was pressing for reinforcements, as in his view, the forces available to him were not adequate to suppress with a popular movement which had acquired massive proportions. It is said that it was this military judgment which had had him not to take the Non-Cooperation Movement head on, but to await arrival of reinforcements. In any event, he was replaced in the first week of March by Gen. Tikka Khan, who had acquired a reputation for carrying on a ruthless operation against civilians in Baluchistan.

At a meeting organized by students on 3 March, Sheikh Mujib demanded that the military should be pulled back to the barracks and power should be handed to the elected representatives of the people. If the people were denied self rule and suppressed by force, the people would not hesitate to sacrifice their lives. He also called for launching a no tax campaign.

The same evening there was a radio announcement from Islamabad proposing a sort of round table conference of political leaders to be convened by Yahya in Dacca on March 10. The junta had begun to sense the magnitude of the movement which was underway. The call of a round table conference seemed only a further provocation, since this would have to sit at a round table conference with other leaders whose claims and credentials to be there at all would be highly questionable. In the meantime, curfews and firing upon unarmed civilians continued.

I remember the pressure for an immediate rejection by Sheikh Mujib to this radio announcement. There were one or two voices suggesting that this proposal may not be rejected immediately but that the situation may be observed before a response is given. Some others suggested that at least the response may be deferred till the following day. Sheikh Mujib, however, reflecting the prevailing mood decided that an outright rejection should be announced immediately. I was asked to prepare a statement for immediate issuance and within minutes the invitation to a Conference was termed as ‘a cruel joke and rejected. Attention, both inside and outside the country, was now riveted to the meeting fixed for March 7. Foreign commentators had begun to predict that UDI would take place on March 7.

In the meantime, the Non-Cooperation Movement surged ahead. In view of the continued total compliance with the directive to continue the general strike, it soon became evident that in order to sustain a protracted movement, it would be necessary to ensure that essential services were maintained and certain essential economic activities

Were allowed to be continued, so that the people were saved from undergoing avoidable hardship. Since the Non- Cooperation Movement had started on 1 March. Many government and non–government employees had not been able to encash them. People from all walks of life came forward actively to support the Non-Cooperation Movement, pointing out the problems which were being thrown up, and suggesting ingenious solutions to them.

In order to meet problems as they arose, further directives were issued on March 4. These directives had now to be in the form of positive instructions, that is, it not merely asking people to refrain from doing certain things but specifically directing them to do certain actions or carry out certain functions, in accordance with the guidelines issued by the Awami League. This was the first step towards the Awami League assuming the functions of a de-facto Government in the Eastern wing. Thus, on March 4, specific directives were issued that government offices, where employees had not as yet been paid their salaries, should function between 2-30 p.m. and 4.30 p.m. only for the purpose of disbursing salaries. It was also directed that banks should function within the hours of 2.30 p.m. to 4.30 p.m. for the purpose of cash transactions within Bangladesh only in respect of salary cheques not exceeding 1500 rupees.

Since it was apprehended that opening of banks may lead to flight of funds to the West, it was specifically directed that no remittance should be effected outside Bangladesh and the State Bank was directed to take necessary action in this connection. The time was deliberately specified to be from 2-30 p. m. to 4-30 p. m. rather than in the morning, so that it would be clear to all that the offices were not opening in the normal course, but specifically under the directives of, and in accordance with the instructions issued by the Awami League. Further exemptions were issued to cover the cars of doctors, press cars, also fire services and local and trunk telephones within Bangladesh. These directives were strictly complied with and offices and banks functioned between 2-30 p. m. and 4-30 p. m. for the purpose. Further directives were issued to allow food godowns to remain open beyond 4-30 p.m. if necessary to complete delivery.

Members of some Trade Unions reported that in some cases a cheque for a substantially larger amount than 1500 rupees was required to be drawn representing the total wage bill of the workers in an establishment, who were then paid in cash. In order to meet these cases, directives to the banks were modified further to provide that a cheque for an amount higher than 1500 rupees may be drawn provided that the wage register showing the total amount to be drawn was produced along with the cheque. Indeed, since this also created administrative difficulties, it was in turn provided that such a cheque for an amount higher than 1500 rupees may be paid if it was certified by the trade unions of the industrial establishments concerned.

On March 6, I was contacted by a group of Civil Servants, led by Sanaul Haque, saying that they had decided collectively to declare their support to Sheikh Mujib and would like to call on him to state that henceforward they would act upon the directives of the elected representatives. I arranged a meeting at which delegation of civil servants led by Sanaul Haque, formally declared their commitment to comply with the directives of

The Awami League. Sheikh Mujib directed that they should liaise with me and that the three who had been entrusted with the task to preparing directives should meet daily with the civil servants. This became the nucleus of the administration which was to run affairs in the Eastern wing of the coming weeks.

On March 6, a meeting was called of the Working Committee members of the party at the residence of Sheikh Mujib to consider the position to be adopted at the public meeting on March 7. There were expectations inside the country that a declaration of Independence would be made on March 7. Indeed, the students and the younger elements strongly favored such a declaration. In fact by March 7, there was little doubt among party members that Independence alone could be an acceptable to students, the younger elements and indeed large sections of politically conscious people. But the burden of responsibility still lay with Sheikh Mujib and the party in this matter. The full implications of making a declaration of Independence on March 7 had to be carefully weighed.

Unilateral Declaration of Independence would mean directly engaging the full force of the military. They would not only have found the pretext for using force but would hit out with everything they had in order to impose their will by force. Could an unarmed population absorb the shock of such an onslaught and emerge victorious? What would be the reaction of the outside world? Would Governments come forward to recognize independent Bangladesh? Would an independent Bangladesh Governments be able to hold out for long enough in the face of an organized military onslaught to obtain such recognition? Apart from that, given the different global and regional interests of the powers, would they accord recognition and accept the emergence of an independent Bangladesh? These were among the many questions to which anxious consideration was given. In the meeting Sheikh Mujib heard different opinions which were expressed by different members and reserved judgment. The whole range of views was expressed, while the meeting was in progress. Yahya came on the air and broadcast a statement. It was a particularly provocative statement and highly offensive to Bengali sentiment. It blamed Sheikh Mujib and the Awami League for the prevailing situation. There was a menacing undertone from the statement.

> While realizing that an application of adequate force can effectively bring the situation under control, I have deliberately ordered the authorities in East Pakistan to use the absolute minimum force required to stop the law breakers from loot arson and murder….
>
> “Finally let me make it absolutely clear that no matter what happens, as long as I am in command of the Pakistani Army faces, I will ensure complete and absolute integrity of Pakistan. Let there be no doubt or mistake on this point. I have a duty towards millions of people of East and West Pakistan to preserve this country. They expect this from me and I shall not fail them. I will not allow a handful of people to destroy the homeland of millions of innocent Pakistanis. It is the duty of the Pakistan army forces to ensure this integrity, solidarity and security of Pakistan, a duty in which they have never failed.

Translated into less pompous language, the message was that Yahya believed that there was a military solution possible of the situation, and that he regarded himself as possessing both the authority and the capability to adopt any measure and to resort to any degree of force he considered necessary for the purpose of "protecting the integrity of Pakistan."

The treat contained in this message was clear. On the conclusion of this broadcast Sheikh Mujib directed that the meeting of the working committee members may be adjourned till late that evening and that in the meantime, he would decide on the line to be adopted the following day.

The burden of a decision rested squarely upon him. Sheikh Mujib asked the senior party leaders, M/s Tajuddin Ahmed, Syed, Nazrul Islam, Khondaker Mushtaq Ahmed, Capt. Mansoor Ali, A H M, Kamruzzaman, for consultations. I was also called to join them. The implications of making an explicit declaration of Independence were carefully weighed. The fact that such a declaration would provide the army the opportunity they were seeking for a military onslaught was clearly perceived. It was decided that such an opportunity should be denied to them. At the same time, the momentum of the movement must be maintained and pressure should be kept on Yahya to proceed to transfer power to the elected representatives of the people. It was calculated that if the tempo of the movement could be sustained and the unity of the people consolidated then it would become evident to Yahya and the military junta that use of military force could not result in their gaining any objective. It was therefore decided that the position to be taken should not be an explicit declaration of independence. In order to exert pressure on Yahya specific demands would be made, and the movement would be sustained in support of these demands, with 'Independence "as its ultimate goal. These demands would include withdrawal of army to the barracks, stopping further movement of troops from West to the Eastern wing and an enquiry into the killings. Sheikh Mujib directed that the two major demands should be highlighted, namely the immediate withdrawal of martial Law and immediate transfer of power to the elected representatives of the people.

I was asked to prepare the draft of a formal statement embodying this position, which would be released to the press after the public meeting of March 7. In view of the importance of the pronouncement it was decided that a written text should be kept ready to be released to the Press after Sheikh Mujib delivered his speech on March 7. A draft text was prepared by the same evening. The draft presented had included the point about termination of Martial Law and transfer of power to the elected representatives of the people and the last paragraph was as follows:

The objective of the present phase of the struggle is the immediate termination of Martial Law and the transfer of power to the elected representatives of the people. Till this objective is attained, our non-violent Non-Cooperation Movement must continue.

Sheikh Mujib directed that the text should be kept under the charge of Tajuddin and should be personally issued by him after making any amendments as may be necessary in the light of the speech as actually delivered.

The historic speech of March 7 lasted only 19 minutes. The operative sentence in that was;" Our struggle now is for independence, our struggle now is for freedom. "Also the immediate termination of martial law and transfer of power to the elected representatives were put forward as specific demand. The written text which was released was accordingly amended by Tajuddin to include these two points as specific demands. Thus, although independence was clearly set as the goal, Sheikh Mujib' stopped just short of a formal declaration since it was clear that the army had been mobilized and had conspicuously taken up positions at different vantage points in the city in order immediately to strike, should such a Declaration of independence be made. It may be mentioned that late the previous night (March 6) a Brigadier had called with a message from Yahya Khan, saying that he expected to come to Dacca soon and would hope to arrive at a settlement which would satisfy the Bengalis. This was a curious communication and was seen as trying to influence the position to be taken by Sheikh Mujib at the March 7 meeting. I was also seen as an attempt to create an alibi for himself; thus, if a declaration of independence were made, Yahya could turn round to the world and say that he had offered to go to Dacca and reach a peaceful settlement but it was Sheikh Mujib who had declared UDI and precipitated the use of force. This was another consideration in Sheikh Mujib's holding back from a formal declaration on March 7.

A further programme of action for the following week was announced. The "no-tax campaign was to continue. Further exemptions and specific directives were announced on March 7, and March 9, to allow essential economic activities to continue. It was directed that railways and ports may function, but railway workers and port workers were directed not to co-operate if railways or ports were used to mobilize forces for the purpose of coordinating repression against the people. The March 8 directives contained a number of specific directives to banks. These followed a round of meetings with Bengali bankers who reported numerous genuine difficulties which were being faced by parties. These new directives authorized banking transactions for purchase of industrial raw materials for running mills and also bonafide personal drawings of up to rupees 1000.00 In order to ensure that certain "essential" economic activities were maintained it was directed that relevant Government offices should remain open for purposes of supply of fertilizer and diesel to power pumps. It also directed that food supplies, supply of coal to brick fields and distribution of jute and rice seeds should be maintained.

A further meeting with bankers and with A K N Ahmed, a senior Bengali state Bank official, who came from Karachi, was held in order to work out a series of directives…..

Yahya arrived in Dacca on March 15. Sheikh Mujib met him on the morning of March 16. The meeting lasted for about an hour. When Sheikh returned, he called the senior leaders. I was also called in. Indeed for the coming weeks this was the procedure where after every meeting with Yahya or his advisers, a meeting was held to review the discussions. Sheikh Mujib reported that Yahya had begun by offering explanations for his action in postponing the National Assembly. Sheikh Mujib had charged him with a serious lapse in failing to consult Sheikh Mujib, who was the leader of the majority party before taking such a decision. Yahya then stated then stated that he would like to find a way out of

the present situation. Whereupon Sheikh had told him that in view of all that happened and the mood of the people, nothing short of acceptance of the demands raised by him on March 7, in particular immediate withdrawal of Martial Law, and transfer of power to the elected representatives of the people, would suffice. Yahya then said that he had been advised that there were legal difficulties in withdrawing martial law before constitution was framed. Sheikh Mujib thereupon had said that he would ask his legal experts to meet Yahya's advisers to discuss this matter and convince them that no legal difficulty would arise.

Following this, Sheikh directed that I should meet Lt. Gen. Peerzada the same evening, to discuss this point about the supposed legal difficulty. I met Peerzada that evening , and availed of the opportunity to charge Peerzada that they had been guilty of gross impropriety in postponing the Assembly in the way in which it had been done and told him that this had been taken as an affront to the entire Bengali people. He appeared uncomfortable and defensive. He then came to the question of the demands for immediate withdrawal of Martial Law and transfer of power to the elected representative. He argued that if Martial Law were withdrawn before any Constitution was framed, then there would be legal vacuum. I immediately countered this argument by saying that during the interim period between the withdrawal of Martial Law and the adoption of a Constitution, an Interim Arrangement's Order (in effect a provisional Constitution) could be in force and this could be promulgated by President/Chief Martial Law Administrator, by the same Order, which he revoked Martial Law. This argument was to feature prominently in the ensuing negotiations.

On the following morning, March 17, Sheikh Mujib met Yahya and reiterated his demand for withdrawal of Martial Law and transfer of power to elected representatives. Yahya again mentioned legal difficulties and stated that he has sent for Justice Cornelius, now his legal adviser, to consider these questions. A meeting between Yahya's advisers and the Awami League team was proposed. On the evening of 17 March, Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed and myself were deputed to sit in negotiations with Yahya's advisers namely, Peerzada, Cornelius and Col. Hassan (the Judge Advocate General). The meeting commenced with Peerzada observing that the discussions between Sheikh Mujib and Yahya that morning had proceeded on the basis that Yahya would make a Proclamation. He indicated certain basic elements which were to go into such a Proclamation had emerged from these discussions. According to him, Sheikh Mujib bad Proposed that a Constitution for the Eastern Wing should be drawn up by the Members from the Eastern wing separately and Constitution for Western Wing may be drawn up by the Members from the Eastern Wing separately and a Constitution for the Western Wing may be drawn up by the Members from the West and thereafter they should sit together to make a Constitution for Pakistan. It was also indicated that provision should be made for the East wing to enjoy autonomy on the basis of Six-Points. In the West the Provinces would enjoy autonomy to the extent enjoyed by a Province under the 1962 Constitution, the additional powers to remain with the Centre. Cornelius suggested that such an Instrument-a Provisional Constitution-should be brought into force by a Resolution of the National Assembly. It was then suggested that it would be best before the drafting of the Instrument was taken in hand, for the advisers both sides to sit in a plenary meeting with Sheikh Mujib and Yahya so that basic guidelines could be obtained from them.

It is not correct as stated in the Pakistan Government White Paper that on March 17, a martial Law Regulation had already been drafted providing for setting up of Council of Ministers to aid and advise the Governors of the Provinces or that such a regulation had provided for the Martial Law to recede into the background. The discussion, in fact, were exploratory and most of the time was spent in going over the ground relating to the question of legal vacuum which according to Cornelius and Peerzada would occur if Martial Law were to be revoked before a Constitution was adopted. The counter-argument was put that an Interim Arrangements Order could be brought into force by a Proclamation, which would provide the bridge between the withdrawals the withdrawal of Martial Law and the adoption of a Constitution.

It is now on record that following the meeting of March 17 Yahya khan asked General Tikka khan to “get ready” and, accordingly, on the morning of March 18, Major-Generals Khadim Husain Raja and Rao Farman Ali prepared the blueprint for Operation Searchlight-the codename given to the plan for a military crackdown all over the province to be effective on March 25.

On the morning of 19 March, Sheikh Mujib had another meeting with Yahya and emphasized that that the only solution was for withdrawal of Martial Law and transfer of power to the elected representatives. An Interim Arrangements Order could be in force during the interim period. Such an Order could be made by a Presidential Proclamation. The same evening Yahya’s Advisers sat with the Awami League team.

It is not correct as the Pakistan Government While paper states, that the President’s team had provided a Martial Law regulation to meet the demands of the Awami League “as far as was legally possible.”

There was no indication of the existence of many such Martial Law Regulation having been drafted. Indeed, the following morning a good deal of time was taken up over the argument as to the legal vacuum and it was only, thereafter, that the question of drafting of any Instrument at all came up in the discussion.

On the morning of 20 March, Sheikh Mujib met Yahya. On this occasion Sheikh Mujib took with him Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Capt. Mansoor Ali, Khandaker Mushtaq Ahmed, A H M Kamruzzaman and myself. On Yahya’s side, Peerzada, Cornelius and Col. Hassan were present.

On the previous day, while army trucks had been passing through Tongi, they had been attacked by the people, and an exchange of fire between the army and the people had taken place. Indeed, it was one of the first instances of the people having offered armed resistance to the military. The White Paper also reposts that people had obstructed what the White Paper calls the normal movement of army supplies by Pakistani Ship M.V. Swat, when to the Bangalees these ‘supplies’ represented arms intended to massacre the people. The atmosphere was tense. In some excitement, Yahya said, although he had come to negotiate and that he had the army to exercise restraint, he could not tolerate movement of military supplies’ being obstructed by the Awami League. Sheikh Mujib also reacted strongly, saying that while negotiations were going on, it was expected that the army should remain in the barracks. Yahya countered by saying that

even if they stayed in barracks, the movement of army supplies must continue. Sheikh Mujib then stated that the movement of such army personnel in trucks was a provocation to the people since earlier there had been so many incidents where innocent unarmed civilians had been fired upon by military personnel. Indeed, very near Jaydevpur where the latest encounter had taken place only a few days earlier, innocent young unarmed persons had been fired upon by army personnel killing some of them, so that the emotions of the local people had been aroused. Sheikh Mujib urged that, given the roused feelings of the people, the army should not offer provocations. He also said that you know if unarmed people kept being shot at, ultimately they may also be forced to take up arms to shoot back, therefore, it was desirable that there should be a political solution and no further blood-shed.

This strong statement by Sheikh Mujib seems to have had some effect on Yahya, who then reverted to the question of a political solution, by saying that he was a simple man and although he was ready in principle to accept Sheikh Mujib's demands, he had been told by this experts that the withdrawal of Martial Law before a Constitution came into force would create a legal vacuum. Cornelius picked up this point and read a short lecture on Constitutional Law and the need for there to be an ultimate source of authority in any legal system. I immediately countered by saying that there need be no such vacuum if an Instrument was promulgated by Yahya in the form of an Interim Arrangements Order which would be valid and remain in force till such time as the Constitution was adopted. Since arguments on this point tended to go on, I thought there might be a way out by suggesting that this point could be examined by a Constitutional expert, such as A K Brohi, whose views would be adopted by them .I knew that Brohi was in Dacca and was confident that his opinion would support the Awami Langue position, since it was legally sound. I also knew that Cornelius specially respected Brohi and was therefore likely to accept this suggestion. My assessment proved to be right, for Cornelius reacted by saying that such an opinion would be helpful. I undertook to obtain and forward such an opinion. Sheikh Mujib turned to Yahya and said that it was for experts to find a way to give effect to the political decision which they would arrive at "If we agree to give the necessary directions it will be the duty of experts to them" he asserted.

It was then proposed that the basic points which were to be incorporated in the proposed document to be drawn up should be noted down. These were to be worked out in the draft proclamation:

a) Withdrawal of Martial law
b) Transfer of power to elected representatives
c) Enjoyment of greater autonomy by Eastern wing (It was emphasized that this must be on the basis of the Six-Point scheme)

It was agreed that the President's Advisers would sit with the Awami League team the same evening to discuss how to give effect to this decision.

Yahya then raised the point that he thought that it would be necessary for him to consult West Pakistan leaders. Sheikh Mujib said that this was a matter for him to consult West Pakistan leaders. Sheik Mujib' said that this was a matter for him and he was free to proceed as he wished. Yahya said that he considered if essential for him to

seek concurrence of the West Pakistani political leaders as otherwise the responsibility would be too much for him. He also said that he wanted a signed letter from all the political leaders requesting him to make a Proclamation.

Yahya then said that he proposed to invite the West Pakistani Leaders, and in particular Bhutto. Sheikh Mujib' said that the President was free to do so and that was a matter for him to decide. Sheik Mujib, however, said that he would not directly meet Bhutto but that Yahya could meet him separately. This was in part an expression of resentment at the way in which Bhutto and his party had conducted themselves during and after the discussions held barely six weeks earlier. A more important reason was that Bhutto and Yahya were seen as basically representing the same interests, and, therefore, to allow them to negotiate separately would result in conceding to them a significant negotiating advantage.

I suggested that a working draft should be prepared by the government said, since they could draw upon the resources of the Law Ministry. It was suggested that the Legal Draftsmen of the Ministry of Law be sent for. A copy of the draft was to be sent to the Awami League team as soon as it was ready.

On the morning of 21 March I was sent for by Sheikh Mujib. He and Tajuddin were in the midst of a discussion and he put to me a view that he had been giving thought to the matter of transfer of power and he thought that it would be expedient to Press for immediate transfer of Power only in the provinces and that, given the mood of the Bangalee people, it would not be advisable for Awami League to be seen to take over power at the Centre. It seems there were several reasons which weighed with him in coming to this conclusion.

(1) The mood particularly among the students was that the people's movement should not be compromised and that Awami League should not for the sake of `power' compromise on its demands. Taking power at Center could well be projected as such a compromise. Indeed some of the student leaders, who had met Sheikh Mujib earlier, made this point forcefully.

(2) Taking Power at the Center in the absence of a Constitution would expose Awaim League to the risk of being ineffective at the Centre and thus discrediting themselves even before the Constitution could be framed.

(3) Taking power in the Province only would be a formula whereby the Awami League could consolidate its Position in the East without assuming responsibility for the center, which responsibility it would find difficult to discharge having regard to the preponderance of the Punjabi bureaucracy and army.

(4) This would also enable Awami League an opportunity to muster the resources of the provincial Government, and in particular the police and EPR, to face a situation of armed confrontation, the possibility of which had begun to loom large.

It appeared that Yahya might himself go along with this formula, since he could thereby retain his position at the Center. Accordingly, Sheik Mujib and Tajuddin sought

an immediate meeting with Yahya. They told Yahya that in the present circumstances provision should only be made for transfer of power in the provinces.

In the meantime, an exhaustive written opinion was formulated and signed by Brohi. This was delivered to Col. Hassan. The Pakistan Government White Paper is therefore guilty of blatant falsehood in asserting that Awami League failed to produce a Constitutional Expert to support point regarding the legal validity of the draft Proclamation.

On 21 March a draft Presidential Proclamation said to be prepared by Col. Hassn was ready and a person was sent to collect it. This draft was examined by the Awami League team. It had obviously been prepared hurriedly. Interestingly enough, it had provided for Members from the Eastern wing to sit as a separate committee to frame provided for Members provisions relating to that wing and similarly for Members from the Western wing to sit as a separate committee. It provided that the proclamation of Martial Law would stand revoked from the day on which Ministers of the provincial governments took oath. Upon scrutiny of this draft, the Awami League team found that the draft was incomplete in many respects and imprecise in a number of formulations. First of all, it was their view that the revocation should be more prompt and should not be a long-drawn out process taking effect on the taking of oath by Provincial Ministers, a process which could be protracted, given the fact that five provinces would be involved. It was felt that the proclamation should take effect more promptly. The Awami League team suggested a formula whereby the proclamation would take effect on appointment of Provincial Governors or on expiry of 7 days from promulgation, whichever was earlier.

Bhutto, in the meantime, had arrived on the afternoon of 21 March. I remember when the revised draft was presented; Cornelius had been moved to say that this was indeed an improved and more complete draft. I immediately stated that this should not be described as the Awami League draft. The entire task of drafting should be regarded as a joint exercise. A clause by clause reading of the amended draft proclamation then began. Peerzada mentioned that he would be meeting Bhutto's advisers and had earlier indicated that a copy of the revised draft had been sent to Bhutto.

In Bhutto's own language the position on his arrival was as follows:

> At 7.30 that evening I met President Yahya Khan, at President House. The President informed me of the series of meeting he had held with Sheikh Mujibur Rahman had addressed a press Conference on the 18 in which he said that progress had been achieved. As a result, the experts of the Awami League and of the President also held discussions on the proposed Constitutional arrangements. The President proceeded to inform me about the proposal made by the Awami League leader.
>
> The salient features of the proposal were that Martial Law be withdrawn immediately and power transferred in the five provinces without affecting a similar transfer in the Central Government. According to this proposal the President would continue running the Central Government as was being done at the time or, if he so chose with

the assistance of advisers not drawn from the peoples' representatives. It was also proposed that the National Assembly be divided ***ab initio*** into two committees, one for West Pakistan comprised of the elected representatives from West Pakistan and the other for Bangladesh in Dacca. The committee would prepare their separate reports with a stipulated period and submit their proposals to the National Assembly. It would then be that task of the National Assembly to discuss and debate the proposal of both the committees and find out ways and means of living together. Under an interim arrangement, which was to be amended form of the 1962 Constitution, East Pakistan would be given autonomy on the basis of Six Points and the Provinces of the West wing would have powers as provided in the 1962 Constitution, but would be free to work out their quantum of autonomy according to a mutually acceptable procedure, subject to the President's approval. The entire scheme was to be published in the form of a Presidential Proclamation.

Bhutto then goes on to state that:

After narrating the proposal, Yahya told me (Bhutto) that he had made it clear to Sheikh Mujib that Yahya's concurrence to the proposal would be subject Primarily to Bhutto's agreement, but that he (Yahya) would be more satisfied if other leaders of West Pakistan would give their consent.

On the morning of 22 March, Sheikh Mujib called on Yahya to resume discussions while the written text of the draft proclamation was under discussion between the two teams. The white Paper's account that the President prevailed upon Bhutto himself to meet Sheikh Mujib is not true. Indeed, Sheikh Mujib, when he had gone for a meeting with Yahya, found Bhutto present and took the opportunity to draw him aside to have a few words with him. According to Sheikh Mujib he suggested to Bhutto that it would be better for them to talk outside in the verandah so that they may not be overheard. Bhutto's own account of this meeting is the following words:

On the morning of the 22nd I arrived at President House a few minutes before the appointed time. Mujibur Rahman arrived promptly at 11 O'clock. We greeted each other and exchanged a few formal words.

After that we were escorted to the President. Once again there were formal greeting……….

Mujibur Rahman then turned to the President and asked him if he had given his final approval to the proposals of the Awami League. The President reminded him that it was necessary for me also to agree and for that reason I was present at the discussions. On that Mujibur Rahman remarked that the proposals had been communicated to the President and it was for the President to convince me, and went on to say that once Mr. Bhutto agreed in principle to the proposals, they could hold formal discussion, but until then the discussions were of an informal nature and on leaving the President he would tell he had met the President and that Mr. Bhutto also happened to be present The President replied that this was not good enough, but Mujibur Rahman remained adamant…..

> As we entered the Military Secretary's room on our way out, Sheikh Mujibur Rahman asked General Mohammed Umar, General Ishaque the Military Secretary to the President and the President's Naval aide-de-camp who were sitting in the room, to leave as he wanted o talk to me. I was a little surprised by this sudden change of attitude on his part. He grasped me by the hand and made me sit next to him . He told me that the situation was very grave and that he needed my help to overcome it. At this point, thinking the room might be bulged, we walked out to the verandha towards the back of the house and sat in the portico behind the President's salon.
>
> Sheikh Mujibur Rahman repeated that he told me in the Military Secretary's room, and went on to say that things had now gone too far and there was no turning back. According to him the best way out was for me to agree to his proposals. He emphasized that there was no other a alternative. He told me that he now realized that the People's Party was the only force in West Pakistan and the ether politicians Of West Pakistan were wasting his time .He volunteered the information that he had rebuked all of them except Khan Abdul Wail Khan, whose party at least represented one province, when they called on him. He said that he was now convinced that it was essential for the two of us to agree .He told me I could do whatever I wanted in West Pakistan, and he would support me. In return I should leave East Pakistan alone, and assist him in ensuring that the Awami League's proposal materialized. He suggested that I should become the Prime Minister of West Pakistan and he would look after East Pakistan. According to him this was the only of the impasse. He cautioned me against the military and told me not to trust them: if they destroy him first, they would also destroy me. I replied that I would much rather be destroyed by the military than by history. He pressed me to give my consent to his proposal and to agree to the setting up ***ab initio*** of the two committee….
>
> I told him that I would naturally give my most careful thought to his proposal and do everything possible o arrive at fair settlement. However, whatever the final shape of the proposal, it should be passed by the National Assembly, if necessary in the form of a resolution authorizing the issuing of the Presidential Proclamation. I further informed him that I was not prepared to give any letter in connection with p proposals made outside the Assembly……
>
> Mujibur Rahma rejected the idea of the Assembly meeting at all, even briefly. Whatever the nature of the arrangement he was now determined to have it concluded in full without the National Assembly sitting as an Assembly for the whole country. After expressing those views he got up to leave. I accompanied him to his car and we said goodbye to each other. This was my last meeting with the Awami League leader.

Bhutto's account confirms the basic position that was being maintained by Sheikh Mujib. The point, however, that is made about Bhutto's own insistence that the National Assembly must first meet and approve the inter-arrangements though subsequently asserted, had not at this stage been present. For after this encounter between Sheikh Mujib and Bhutto, the impression conveyed both inside and outside was that there was the glimmering of a possibility of political settlement. Indeed, Sheikh Mujib reporting to the Awami League team this encounter, said he felt that Yahya and Bhutto may have

realized that it was in their best interest to have a solution along with the lines that had been proposed. Their position at least in the Western wing was thus safeguarded. Yahya would remain president, Bhutto would get power in Punjab and Sind and since the Constitution for the Western wing would be made by a committee consisting of members from the west, Bhutto's party would in effect dominate that committee. I remember some foreign correspondents also saying that the 'two committees' approach may just be what Yahya and Bhutto wanted in order to secure their position in the west. The 22nd was a day of optimism the hint of a possibility of a settlement appeared to be in sight.

In the evening of 22 March, the Awami League team went through the draft proclamation in my office, where Sheikh Mujib and other party leaders came and a careful reading was given to the entire draft since it seemed that such a draft may ultimately become a proclamation. Throughout the night of 22March work went on to prepare a finished draft.

March 23 was an extraordinary day. This had previously been celebrated as 'Pakistan Day'. This was the day, however when thousands of Bangladesh flag were on sale. I remember as I drove out of my office at 6 a. m in the morning, with copies of the revised draft, 1 bought a Bangladesh flag at the Nawabpur railway crossing. I arrived at Sheikh Mujibur Rahman's house at about 7 I the morning with the revised draft. Soon many processions came there and hoisting of a Bangladesh flag in his house took place. Indeed, most of the houses and cars bore Bangladesh flags.

The Awami League team drove into president's house at 11-30 that morning with a Bangladesh flag on their car. The hostile reaction of military officers at president's House when they saw the flag was all too visible.

When the Awami League team entered, they were told that M.M. Ahmed and some other financial experts had been brought over by the Government to examine the implications of the financial and economic provisions. Indeed, M. M. Ahmed started by saying that he thought that the Six Point scheme could be given effect to with some minor practical adaptations. Peerzada proposed that M. M. Ahmed may sit with the Awami Langue financial experts and mentioned the name of Nurul Islam. Indeed the Awami League financial experts. Nurul Islam, Anis Rahman, Rehma Sobhan and others had been meeting daily at Nurul Islam's house and in fact, the financial and economic provisions in the Awami League revised draft had been voted by them. The Awami League team did not, however, wish to accept this proposal for a separate meeting between financial experts as it was seen as a time-killing man oeuvre. The Awami league team had begun to sense that Yahyas advisers were trying to prolong discussions on each cause and this was clearly see as a dilatory tactic. In the evening sitting of 23 March M M Ahmed produced a number of written slips by way of amendments and insertions to draft. Even in respect of foreign trade and aid, M. M. Ahmed showed some flexibility. He said foreign trade could be left with the Eastern wing without any difficulty. About aid, he said the difficulty could be over come if foreign policy aspects were left with the Centre. About the reconstruction of the State Bank he said this also could be done and that in the interim period the Dacca branch of the State Bank could function as the Reserve Bank of Bangladesh. There could also be a bifurcation of the

foreign exchange account the earnings generated by exports from the Eastern wing could be maintained in account with the Dacca branch. Bifurcation of taxi collection presented a more complex problem, and it was agreed that the Awami League team would present a practical scheme to deal with this matter in interim phase.

The Awami League team itself to join their economic experts who had been meeting continuously at Professor Nurul Islam's residence. The amendments prepared by M.M. Ahmed were discussed and carefully formulated provision dealing with the collection, management of the foreign exchange current, as well as mode of dealing with foreign aid negotiations were prepared for presentation to the government said of the meeting later that evening.

On the evening of March 23, when the Awami League team returned to resume discussion on this economic provision, they learnt that Yahya had been away from Presidents House for the whole day indeed, Peerzada mentioned something about this being in the Cantonment and subsequent evidence was to show that March 23 had been the day when the 'Generals' had been meeting. Now we know for certain that it was at this time that the plan for operation Searchlight was given final approval and that two of its authors personally undertook helicopter rides on 24 March to pass the instruction to Brigade Commanders of their trust outside Dacca. The inference from these circumstances seems irresistible that the discussions which M.M. Ahmed was having with the Awami League team regarding financial and economic provisions were being prolonged by the government said merely to consume time and to provide a cover while real preparations were afoot in the Cantonment for implementation of a 'military solution'. By the morning of 24 March, the Awami League team had concluded discussions of this economic provision and for all questional purposes a clause-by-clause reading of the entire draft Proclamation. When the Awami League team was leaving for the evening session on March 24, Sheikh Mujib indicated that for the name of the State, we should propose 'Confederation of Pakistan'. He indicated that should explain that this was necessary to meet the sentiments of the people. The proposal in part reflected the intensity of popular sentiment for independence, here particularly as this was articulated by the young militants who were in the vanguard of the mass movement which was surging ahead.

When this proposal was put to the government said, they strongly objected arguing that this represented a fundamental change in our stand. We argued that a change in the name did not amount to a fundamental change when all the substantive provisions remained intact, so that a limited but viable federal government had been adequately provided for. Cornelius seemed to appreciate the word "Union" could be taken as a substitute for "Confederation". The Awami League then re-iterated its position, starting, however, that this point of difference related to a single word, and if the issue was not resolved, this matter could be resolved at the meeting of Sheikh Mujib and Yahya later, when the final draft was placed before them for their consideration.

The Awami League team could also sense that the situation outside was becoming very grave as the Army had moved to unload the M V Swat in Chittagong by using

military force and hundreds of thousands of civilians were blocking their path in the road leading up to the Chittagong Port. Reports of military operations also came in from Rangpur. Reports were also reaching Dacca that the army was preparing to launch and onslaught. It was therefore felt that the 24th evening meeting should be a conclusive one, where the discussion should be brought to a close as there was little point in further prolonging technical discussions.

In the evening, the reading of all the clauses and the schedules of the draft was concluded. I then asked Peerzada, with a note of urgency, as to when the draft could be finalized? From the Awami League side it was proposed that I should sit with Cornelius that very night to finalize the draft, so that it could be put up before Sheikh Mujib and Yahya the next morning. Cornelius was agreeable but Peerzada held him back, saying "No, we have some discussions this evening, you may meet tomorrow morning." When I suggested that a time may be fixed on the following day, Peerzada again intervened to say that this could be done over the telephone and that he would be contacted over the phone. Then Peerzada turned to me and said, "When do you think the Proclamation should be made?", to which I replied that it should have been made 'the day before yesterday' and that the way things were going (I had in mind the situation in Chittagong and Rangpur, where the army had fired on civilians and Bengali policemen) time may be running out. It was in this context that Tajuddin said that Awami League team thought that they had exhaustively discussed everything and there was nothing more to discuss. All that remained to be done was for a draft to be put before Sheikh Mujiband Yahya for their ultimate approval. Once approved, the Proclamation could be promulgated. This statement of Tajuddin has been sought to be misconstrued to make it appear that it was Awami League that broke off the negotiations. In fact, this was far from the truth. Since exhaustive discussions had taken place, what is required was finalization of a draft to be put up before Sheikh Mujib and Yahya. I waited for a telephone call throughout the fateful 25th. This telephone call never came. Indeed, when I finally took leave of Sheikh Mujib at about 10.30 pm, on 25th March, Sheikh Mujib asked me whether I had received such a telephone call. I confirmed to him that I had not. A onslaught was launched by the army that night upon the Bangalee people, and the genocide and the bloodbath, the avoidance of which was the principal objective of holding the negotiations and seeking a negotiated political settlement, began.

ডঃ কামাল হোসেন
১৯৭৪।

খন্দকার আসাদুজ্জামান

যদিও সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবুও অনেকের মত আমার মনেও দ্বিধা ছিল যে, আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আদৌ ক্ষমতা লাভ করবে কিনা। বিশেষ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পরেও যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে পাকিস্তানীরা বিভিন্ন অজুহাতে গড়িমসি করতে লাগলো তখন এই ধারণা আমার আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। সবই মনে হচ্ছিল একটা সাজানো ব্যাপার, একটা সুদৃশ্য চালবাজি, যার মাধ্যমে গভীর কিছু ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চলছে।

আমি সে সময় রাজশাহীর জেলা প্রশাসক ছিলাম। জানুয়ারীর পরে আমাকে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ-বিভাগের যুগ্ম-সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আমি ঢাকায় এসে সার্কিট হাউসে উঠি এবং চারিদিকে খোঁজ খবর রাখতে থাকি। বাইশে ফেব্রুয়ারী যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভেংগে দেয়া হয় তখন আমার আশংকা আরো ঘনীভূত হয় যে অবস্থা হয়তোবা খুব খারাপ, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং এই সবই হচ্ছে তারই পূর্বপ্রস্তুতি। যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয় তখন বলা যায় আমরা এক প্রকার নিশ্চিত যে দুর্যোগ সামনেই রয়েছে। এই সময় যে গণআন্দোলনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল তাতে প্রায় সবাই সামিল হয়। সবাই চাইছিল কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে। আমরা যারা সরকারী চাকুরি করতাম এবং একই সাথে দেশ-সচেতন নাগরিক ছিলাম, তারা বিশেষভাবে আলোচনা করতে থাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত!

একটি সভায় আমরা একসাথে মিলিত হই এবং আলোচনার পর কয়েকটি সিদ্ধান্ত এবং ঐক্যমত্যে উপনীত হই। আসন্ন দুর্যোগ যে অভাবনীয় কিছু সেটা সবাই ধারণা করে এবং বুঝতে পারে এই চক্রান্তের পিছন একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে-সেটি হচ্ছে বাঙালীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে শেষ করে দেয়া। যেভাবেই হোক অসহযোগিতা বা প্রতিরোধ করতেই হবে। দেশ ও জাতির সংকট এমনই তীব্র যে সরকারী-বেসরকারী ছাপ প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। সমস্যা এবং বিপদ গোটা জাতির। আমাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় জনাব সানাউল হকের বাসায়। জনাব সালাউদ্দিন, জনাব মুজিবুল হক এবং আরো কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ঘটনার গতিধারা পর্যালোচনা করতে থাকি। খুব সহজেই অনুমিত হয় যে প্রস্তুতি পর্ব চরমে উঠেছে। এম ভি সোয়াতে অস্ত্র এসে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল যে ভয়াবহ কিছু ঘটার শুধু বাকি। যখন জয়দেবপুর, চাটগাঁ এবং আরো কয়েকটি জায়গায় সেনাবাহিনী মানুষ হত্যা করছে তখন ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তা পরিস্কার হতে থাকে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ২৩ তারিখে আমার গ্রামের বাড়ী টাংগাইলের উদ্দেশে রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সাথে আলাপ হয়। ২৪ তারিখে আমার শ্যালিকা ঢাকা ছেড়ে আসে এবং আমাদের জানায় যে, ঢাকা এখন একটা ভয়ের শহরে পরিণত হয়েছে। ২৫ তারিখে আলোচনা ভেংগে যায়। ২৬ তারিখে ঢাকার ঘটনা আমরা জানতে পাই। এই ঘটনা শোনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা একত্রিত হন এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন আগামী কর্মসূচীর। আমাকেও এই সভায় যোগদান করতে আহ্বান করা হয় এবং সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আমি উক্ত পরিষদের পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান করি। জনাব বদিউজ্জামান এই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হন। ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমরা সর্বাত্মকভাবে লড়বো।

আমি আমার বক্তব্য রাখি এবং বলি, যে সব মানুষ এলাকায় আছে তাদের দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যথা-ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ট্রেনিংবিহীন। এছাড়া আমরা পুলিশ ও আনসারদেরও যোগদান করতে অনুরোধ জানাই। এইভাবে বিভিন্ন কর্মীশিবির খোলা হয়। মূল সমস্যা অবশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে অস্ত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ডি,সি, এবং পুলিশ অফিসার উভয়ই অনুপস্থিত। তাঁদেরকে সংবাদ দেয়া হয় এবং তাঁরা এসে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এদিকে ট্রেসারীর দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি বলেন যে তাঁর নিজের অবস্থা বাঁচানোর জন্য একটা কিছু লিখিত দেয়া উচিত। ওই এলাকার সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি তাঁকে লিখিতভাবে আদেশ দেই। চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় এবং সবাই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। এক কথায় সবাই জড়িয়ে পড়ে কোন না কোন কাজে। এটা অত্যন্ত আনন্দজনক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হলেও নিয়মশৃংখলার সমস্যা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমরা যতদূর সম্ভব সুসংগঠিতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। আমি বুঝেছিলাম যে সরাসরি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না করলে অথবা অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার না হলে অবস্থা অসুবিধাজনক হতে পারে। এই সময় টাংগাইলের ছাত্রনেতা কাদের সিদ্দিকী আমার সাথে দেখা করেন এবং

বলেন যে তিনিও কিছু ছেলেকে ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং আমাকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। .... খবর নিয়ে জানা যায় যে জেলা সদর দপ্তরে বি,ডি,আর ক্যাম্প আছে এবং সেখানে প্রচুর অস্ত্র আছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি।

তারা আমাদের জানান যে, কোনভাবে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র নেয়ার চেষ্টা করলে তারা শুধুই দেবেনই না বরং সংগ্রামেও যোগদান করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের ওপর একটা ভুয়া আক্রমণের ব্যবস্থা করি। প্রায় সাথে সাথেই বি,ডি,আর সৈন্যরা পাকিস্তানীদের বন্দি করে এবং আমাদের সাথে যোগদান করে। এই ঘটনাটি ঘটে ২৮শে মার্চ তারিখে। আমরা সে সময় শুনতে পাই যে মেজর শফিউল্লাহ জয়দেবপুর থেকে বাঙালী সৈন্যদের নিয়ে বের হয়ে গেছেন এবং ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সিরাজগঞ্জ থেকে উক্ত এলাকার কর্মকর্তা জনাব শামসুদ্দীন আসেন। তিনি জানান যে সাংগঠনিক দিক থেকে তারা অনেক এগিয়েছেন কিন্তু তাদের কোন অস্ত্র নেই। আমরা জানাই যে আমরা ৫০টা রাইফেল তাদের দিতে পারি।

আমাদের নিজেদের এলাকায় আমরা আমাদের সীমিতসংখ্যক অস্ত্র বিলি করি। যতদূর সম্ভব সেইভাবে আর যেখানে যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে একটা দুটো করে অস্ত্র দেয়া হয়। এই সময়ে ময়মনসিংহ-এর অবস্থা জানার চেষ্টা করি। আমরা জানতে পারি যে সেখানকার ই,পি,আর বাহিনীও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শহর প্রায় জনশূন্য। অবশ্য সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের বাসায় পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাসান আহমদ এবং সিরাজউল্লাহ ছিলেন এই এলাকার সরকারী কর্মকর্তা। উক্ত সভায় রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া এবং সৈয়দ আব্দুস সুলতান উপস্থিত ছিলেন আমাদের সাথে। আমরা তাদেরকে জানাই টাংগাইলে কি ধরনের কর্মতৎপরতা চালানো হচ্ছে। আলোচনার পর ঠিক হয় যে যদি প্রতিরোধের প্রশ্ন আসে তবে আমরা মধুপুরেই প্রতিরোধ করবো যেহেতু রণকৌশলের দিক থেকে এই জায়গা আমাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হয়। সমস্যা অবশ্য তখনও একটাই ছিল, অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে।

টাংগাইল এসে খবর পাই যে পাক-সেনারা টাংগাইল অভিমুখে আসছে। পরে আবার খবর আসে যে মির্জাপুর পর্যন্ত এসে তারা ফিরে চলে গেছে।

ই,পি,আর-এর কিছু সৈন্য নিয়ে আমি মির্জাপুরের উদ্দেশ্য রওয়ানা হই। আমরা কালিহাতিতে এসে থামি এবং মির্জাপুর গিয়ে সংসদ সদস্য শওকত আলী খানের সাথে দেখা করি। তিনি আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং একমত হন যে প্রতিরোধ করলে মির্জাপুরের আগেই করতে হবে। এরপর মেয়েদেরকে কুমুদিনী কলেজ এবং হোস্টেল থেকে চলে যেতে বলা হয়। কালিয়াকৈর পর্যন্ত গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। ঠিক হয় পাক-সেনাদের গতিবিধির ওপর চোখ রাখা হবে। ওরা এপ্রিল গোলাগুলির আওয়াজ পাই। নাটিয়াপাড়া নামে একটা জায়গায় পাকিস্তানীরা আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ হয় এবং তারপর আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে গেলে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ এবং গ্রাম পোড়ানো। আমি টাংগাইল-এর আগেই ঠিক করে রেখেছিলোম আক্রমণ হলে কোথায় যেতে হবে।

আমাদের প্রধান কাজ ছিল অস্ত্র হেফাজতে রাখা। কাদের সিদ্দিকী এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। গিয়ে দেখি তিনি দুটো ট্রাকে অস্ত্র বোঝাই করছেন। নতুন সদর দপ্তরের উদ্দেশে আমরা রওনা হই। আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমার পরিবারকে গ্রামের বাড়ীতে রেখে আসবো, একসাথে থাকবো না। এখানো বলা যেতে পারে যে, এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায় আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। খবর পেলাম টাংগাইল পাকিস্তানীরা দখল করে নিয়েছে। তখন ঠিক করি যে জামালপুর যাবো। সেখানে এম, পি, নিজামউদ্দীনের সাথে দেখা হয়। অস্ত্রের অভাব পুনর্বার প্রকটভাবে জানতে পারি। এরপর আমি নিজ পৈতৃক নিবাসে যাই। গিয়ে দেখি ডাইনামাইট দিয়ে সেটা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং জানতে পারি যে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেই সিরাজগঞ্জ যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। সিরাজগঞ্জ আমাদের গ্রামের ঠিক উল্টো দিকেই

অবস্থিত। আমরা হেঁটেই পার হয়ে যাই। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে যায়। ডি, সি-র স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলের এবং তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। আমার পরিবারও তাঁর সাথে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়। বাবার ধারণা ছিল সেটাই ভালো হবে। পথিমধ্যে তাঁরা গোপালপুরে এসে জানতে পারেন যে, কারফিউ জারি রয়েছে। রাত্রে ওখানকার থানার ও,সি এসে জানায় যে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রয়েছে এবং আমাকে পেলে পাকসেনারা হয়ত সবাইকেই হত্যা করবে। তারা কোন রকমে সেখান থেকে ফিরে আসেন। আমরা আবার সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। জানতে পারি পাকিস্তানীরা আরিচা পর্যন্ত এসে গেছে। তখন আমরা বগুড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হই। এর মধ্যে নগরবাড়ীর পতন ঘটে ১১ই এপ্রিল।

উল্লাপাড়ায় গিয়ে দেখি বি,ডি,আর-এর সৈন্যরা ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বগুড়ায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শহর প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ একটা রিক্সায় জনাব গাজিউল হককে দেখি। আরো কিছু অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়। বগুড়া তখনও মুক্ত। এরই মধ্যে পাকিস্তানীদের সাথে ডুটো সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে সংগ্রাম পরিষদ সব দায়িত্ব পালন করছিল। তবে কতদিন এই প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখা যাবে তা নিয়ে সবাই বিচলিত ছিল। এম, আর, আখতার মুকুলের সাথে দেখা হয় সেখানে। তিনি ঢাকার খবর দিলেন। তিনিও আমাদের সাথে জয়পুরহাটের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে আমাদের পরিবারের লোকজনকে রেখে আমরা কয়েকজন ১৬ই এপ্রিল হিলি উপস্থিত হই ভারতীয় সীমান্তে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকজনদের সাথেও সেখানে দেখা হয়। অস্ত্রের প্রকট অভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ করি এবং অস্ত্রের সাহায্য কামনা করি কিন্তু সে সময় কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাদের কাছে নাকি কোন আদেশ ছিল না আমাদের সাহায্যের ব্যাপারে। অবশ্য আমরা নিজেরাও জানতাম না যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে।

এমন সময় খবর এলো যে জয়পুরহাট দিয়ে পাকিস্তানীরা আসছে হিলির দিকে। সেখানে মুকুল সাহেব ছিলেন, খবর পাঠালাম আমার এবং তাঁর নিজের পরিবারসহ হিলি চলে আসেত। কিন্তু খবর পাঠানোর বহুক্ষণ পরও কাউকে না আসতে দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। তখন কিছু লোক এবং অস্ত্র নিয়ে জয়পুরহাটের দিকে যেতে থাকি। পথিমধ্যে পাঁচবিবির কাছে হঠাৎ জীপ গাড়ীর আলো দেখি এবং তারপরই সবা সাথে দেখা হয়। জানতে পারি যে মুকুল সাহেবকে যে কোন কারণেই হোক পাঞ্জাবী বলে সন্দেহ করা হয় এবং অন্যদেরকে বিহারী মনে করা হয়। তাদেরকে থানায়ও নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ও,সি-র কথায় জনতা তাদেরকে মুক্তি দেয়। রাত ১২ কি: ১০টার দিকে আমরা সীমান্ত পার হই। আমার মানসিক অবস্থা যে কি ছিল তা বলার নয়। ভীষণ মন খারাপ। এভাবে যে দেশ ছাড়তে হবে তা কোনদিন ভাবিনি। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের কোন সংবাদ আমি তখনও জানতাম না।

মালদহ পৌঁছে ডি, সি-র সাথে দেখা করি। শুনলাম অন্য কয়েকজনও এসেছেন এই পথ দিয়েঁ। তাঁর কাছে কোন নির্দেশ আসেনি তিবে তিনি আমাকে মুজিবনগর সরকারের সংবাদ দিলেন। পরের দিন মুকুল সাহেবের সাথে কোলকাতায় উপস্থিত হই এবং জনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন ও কামরুজ্জামানের সাথে দেখা করি। তাদের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয। জনাব নুরুল কাদের খানের সাতে কথা হয় এবং আমাদের দুজনকে একটি সরকারের কাঠামো তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিছুদিন পর আমাদেরকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

এর কয়েকদিন পরই জনাব হোসেন আলী মুজিবনগর সরকারের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। আমি অর্থ সচিব নিয়োজিত হই এবং দূতাবাসের একটি কক্ষে আমার দপ্তর স্থাপন করি।

আমাদের অর্থের মূল উৎস ছিল বিভিন্ন ট্রেজারী থেকে লব্ধ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হায় হোসেন আলী সাহেবের নিয়ন্ত্রণাধীন দূতাবাসের টাকাগুলো। একাউন্ট রক্ষা করার এবং সরকারী অর্থের অডিট করা আমার বিভাগের প্রধান কাজ ছিল।

মুজিবনগর সরকারের কাজ ছিল প্রধানত দুটি-এক. যুদ্ধ করা, দুই. শরণার্থীদের দেখাশোনা করা। আমাদের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শরণার্থীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এই সাহায্য ছিল প্রধানত ভারতীয়। কিন্তু রিলিফ ক্যাম্পগুলো ছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে।

আমরা মাঝে মাঝেই এই শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেতাম। সেখানকার অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। আমার জীবনে এত মানুষকে এত কষ্টে জীবনযাপন করতে আমি দেখিনি। তবে ভারতীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এই দুরবস্থা কিছুটা লাঘব করার জন্য বহু কাজ করেছে।

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল মুক্তিফৌজ গড়ে তোলা। ছেলেদের প্রশিক্ষণ দান ছিল এই কর্মসূচীর প্রধান অংশ। এই লক্ষ্যে ''যুব নিয়ন্ত্রণ বোর্ড'' গঠিত হয়। উইং কমান্ডার মীর্জা এর প্রধান ছিলেন। ফ্লাইট লেঃ রেজা তাঁকে সহায়তা করতেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। লাখ লাখ তরুণ ও যুবক এসে তাতে যোগদান করে। এই যুবশিবিরগুলোকে মুজিবনগর সরকারের অর্থে চালানো হতো। শিবির এলাকা থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করা হতো কিন্তু সব খরব 'ফাইনানসিয়াল রুল' অনুযায়ী হতো। একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার যে নিয়মে তার টাকা বরাদ্দ ও খরচ করে, আমরা যতদূর সম্ভব, সেইভাবেই করতাম। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। যুদ্ধের খরচের ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতেন মন্ত্রী পরিষদ। এটি আমাদের বিষয় ছিল না।

জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আঞ্চলিক প্রশাসনিক এলাকাগুলো যেমন সেই এলাকার সব দায়িত্ব বহন করতো তেমনি এদের প্রায় সামগ্রিক অর্থ যোগানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের বিভাগের। তবে আমরা খুব টেনে খরচ করতাম যেহেতু আমাদের অর্থ ছিল কম এবং কেউই বলতে পারতো না যুদ্ধ কতদিন চলবে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার আমাদের সব হিসাবের সঠিক হিসাব গ্রহণ করে।

কিছু কিছু মুক্ত এলাকায় সীমিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করা হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল শত্রুকে জানানো যে আমরা ক্রমে প্রশাসন দখল করে নিচ্ছি। এছাড়া বেসরকারী কোন সংগঠন বা কোন দলের হাতে ক্ষমতা যাতে না যায় সে জন্যও। এই সব কাজেও আমাদের দপ্তর সাহায্য করতো ও নিয়ন্ত্রণ রাখতো।

মুজিবনগর সরকার একটি প্লানিং বোর্ড স্থাপন করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা যেতে পারে আগামী বাংলাদেশের একটি প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যে সব পরিকল্পনা এখানে তৈরী হয় তা ছিল সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলক। বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা তৈরী হয় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিকল্পনাগুলো ছিল স্বাধীন দেশের জন্য-সেই স্বাধীনতা যত দ্রুতই আসুক বা দীর্ঘকাল পরেই আসুক।

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করা যেতে পারে। জোনাল এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলগুলোকে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হতো অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। একই সাথে এটাও লক্ষ্য করা তাদের দায়িত্ব ছিল যে অন্য কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যেন চাঁদা সংগ্রহ অভিযান না চালায়। কেবলমাত্র তাদের চাঁদা সংগ্রহই বৈধ ছিল এবং তারাই সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

তবে আমরা এটাও জানতাম যে বিচ্ছিন্ন যেসব মুক্তি এলাকা ছিল বা যেখানে যোদ্ধারা ছিল সেখানে চাঁদা ওঠানো হবে। আমরা খবর পেতাম যে চাঁদা সংগ্রহ হতো খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। সাধারণ মানুষরা এই সব ক্ষেত্রে নিজেরাই এগিয়ে এসেছে সব ধরনের সাহায্য নিয়ে। জোনার এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল-এর ব্যাপারে আর একটা বলা যায়। সেটা হচ্ছে এই বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হতো তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য। কেননা এই ব্যবস্থা ছাড়া তদের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না। প্রায় সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদের ছিল। আমরা মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করতাম সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর। আমাদের সংগে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক এবং প্রয়োজনভিত্তিক।

সরাসরি কোন যোগাযোগ খুব কমই হতো। লিয়াজোঁ অফিসারের মাধ্যমে আমাদের কাজ সমাধা হতো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করা হতো।

আমরা জানতাম মুক্তিযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীই প্রধান ভূমিকা পালন করবে তবে আমরা একই সাথে সচেষ্ট ছিলাম একটি সক্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। যাতে প্রয়োজনের সময় আমরা একটি কার্যকরী সরকার তৎক্ষণাৎ চালু করতে পারি। প্রায় সব টাকা-পয়সা প্রদান করা হতো চেকের মাধ্যমে। এখানে বলা যায় যে সমগ্র মুজিবনগর সরকারের অধীনে এক হাজারেরও বেশী কর্মচারী ছিল। আমাদের টাকা-পয়সা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকেও রাখা হতো- যদিও সরকার হিসেবে আমাদের কোন আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কিত গোপনীয়তা চরমভাবে রক্ষা করা হতো। খুব কম লোকেই জানতো যুদ্ধ কখন শুরু হতে পারে যদিও সবার কম-বেশী একটা ধারণা ছিল যে যুদ্ধ বাধবেই। যেমন আমরা ১৯৭২ সালের বাজেটও প্রস্তুত করি যা পরে প্রয়োজন হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের কাছে যে অর্থ ছিল তা আমাদের হিসাবে দু'বছর পর্যন্ত সরকার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর অবশ্য নতুন অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন আসতো। আমরা অবশ্যই চাইছিলাম সমস্যার দ্রুত সমাধান। আমাদের মনে হতো যে, মুক্তিবাহিনী একা যুদ্ধ করলে কয়েক বছর লাগবে এবং এ যুদ্ধ ভারতীয় সাহায্য নিয়েই করতে হবে। যদি যৌথ কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধ হয় তবে তা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং কম ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ। এটা ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা।

উপসংহারে বলা যায় সময়টা ছিল একেবারেই বিশেষ ধরনের। নিজেদের শুধুমাত্র সরকারী চাকুরে বলে কখনও মনে হয়নি। আমরা ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ। কোন কষ্টই বড় কষ্ট ছিল না। কোন ত্যাগের প্রশ্নে ছিল না দ্বিধা। কখনও ভাবিনি আমাদের কি হবে। একটা কথাই কেবল মনে হতো- কাজটা যে করেই হোক সমাধা করতে হবে। তার জন্য যা করার দরকার সবই করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম অন্য সবার মত।

খন্দকার আসাদুজ্জামান
মার্চ, ১৯৮৪।

জয় গোবিন্দ ভৌমিক

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আমি তখন ঢাকায় জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার কোয়ার্টারটা ছিল পুরানো সার্কিট হাউস চত্বরে। আমার বাসার কাছেই কাকরাইলে অবস্থিত সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস। সেখানে স্থাপিত হল পাক বাহিনীর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার। মিলিটারীর খট্ খট্ পায়ের শব্দে আর বন্দুকের আস্ফালনে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে।

২৬শে মার্চ রেডিও মারফত ফরমান এলো থানায় বন্দুক জমা দাও। পায়ে হেঁটে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুক হাতে নিয়ে গেলাম রমনা থানায়

২৮শে মার্চ সবাইকে ১০টায় নিজ নিজ অফিসে অবশ্য হাজির হতে হবে। পুরানো সার্কিট হাউস চত্বর থেকে ঢাকা কোর্টের দুরত্ব আনুমানিক ৪/৫ মাইল। গাড়ী ঘোড়া চলছে না। লোকজন প্রাণের ভয়ে গ্রামাঞ্চলে পায়ে হেঁটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পায়ে হেঁটে জীবনকে হাতে নিয়ে আমিও চললাম পুরানো ঢাকার জর্জ কোর্ট চত্বরে অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে। আমার সঙ্গে ছিলেন আমারই ব্যাচমেন্ট তৎকালীন ঢাকাস্থ এডশনাল জেলা জজ আতিয়ার রহমান সাহেব। আমরা আদালত প্রাংগনে প্রবেশ করতে সংক্ষম হয়েছিলাম বহু কষ্টে কারণ, দারোয়ান বা নাইট গার্ডরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তার ঠিকানা নেই। তৎকালীন নেজারত থানায় আগুন লাগান হয়েছে। ফলে অনেক মূল্যবান দলিল পুড়ে গেছে। পশ্চিম দিকের তিন তলা ইমারতটি, যেখানে কিছুদিন আগেও সাময়িকভাবে জজ সাহেবের এজলাস বসত, সেখানে নীচতলায় মিটি মিটি আগুন

জ্বলছিল। আমরা বহুকষ্টে মূল্যবান মামলার রেকর্ডগুলি সরিয়ে এসে একটা টেবিলে জমা করি। কোন ঘরে আমরা প্রবেশ করতে পারিনি, কারণ দারোয়ানরা তালা লাগিয়ে পালিয়েছে। পরে বহু চেষ্টায় কাচের জানালা ভেঙ্গে দু'একটি অফিস কক্ষে প্রবেশ করি। মুন্সেফ, সাব জজ, এডিশনাল জজ সাহেবরা সকলে একটি কাগজে তাদের নাম লিখে আমার হাতে দিয়ে অফিসের হাজিরার দায়িত্ব পালন করেন।

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। পথের হয়রানি লেগেই আছে। পাকসৈন্যরা সবা কাছে পরিচয়পত্র চায়-আমরা পাকিস্তানের দুশমন কিনা জানতে চায়। তাই সবার নামে একটি করে 'আইডেন্টিটি কার্ড' প্রদান করতে হল যাতায়াতে যাতে করে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু প্রধান হিসেবে আমার নাম দস্তখত করলাম অস্পষ্টভাবে, পাক সেনারা যাতে জানতে না পারে যে আমি একজন হিন্দু। কারণ তাদের ধারণা হিন্দুরা কাফের এবং তারাই যত অনিষ্টের মূল। কোর্ট কাচারী তখন নামেই চলছিল। মক্কেল নেই, লোকজন প্রাণের ভয়ে কোর্টে আসত না। আমার ছোট একটা ফিয়েট মটর কার ছিল। ঐটায় তখন কোনমতে কোর্টে আর বাসায় যাতায়াত করতাম। গাড়ীর ভেতর রাখতাম 'জিন্নাহ ক্যাপ' যাতে করে কেউ টের না পায় আমি একজন হিন্দু জজ। আর কাগজে লিখে নিয়ে তিন-চারটা কলেমা মুখস্থ করে আওড়াতাম যাতে আমি পাক-সেনাদের বুঝাতে পারি একজন সাচ্চা মুসলমান।

পাক-সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয়ে ভীত অবস্থায় কয়েকটি দিন কাটিয়ে দিলাম কোন মতে। এর মধ্যে একদিন তৎকালীন জুনিয়র এডভোকেট জনাব বি, এ, খান এস বলেন, 'স্যার শীঘ্র ঢাকা থেকে অন্য চলে যান। আপনার নাম মিলিটারী জান্তার তালিকায় ৩ নং এ দেখলাম। ওরা 'কম্বিং অপারেশন' শুরু করতে যাচ্ছে।

সংবাদটা বড়ই করুণ। বুকটা কেঁপে উঠলো। ঢাকা ছেড়ে কোথায় যাব? ঢাকা জেলার না চিনি গ্রামগঞ্জ, না চিনি পথঘাট। চারিদিকে মিলিটারী আর মিলিটারী। মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। ঠিক এই সময় এডভোকেট আলী আমজাদ সাহেবের শ্যালক এম, এ সরোয়ার (খোকন) এসে হাজির। তিনি আমাদের অতি পরিচিত, ছেলেমেয়েদের খোকন ভাই। তিনি বললেন কোন ভয় নেই, গাড়ী রেডী আছে, পথঘাট সব ঠিক আছে, বৈদ্যের বাজার দিয়ে কুমিল্লা হয়ে আগরতলায় পৌঁছাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, বেলা ১০ টায় রওয়ানা হলে সন্ধ্যার আগেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, অতি সহজ ভাষায় বলে ফেললেন। আমিও তার কথা সহজভাবেই বিশ্বাস করে মুক্তি পথ খুঁজে পেলাম।

কয়েকটা হাতব্যাগের মধ্যে সোনাদানা, টাকা পয়সা, কয়েকটা মূল্যবান জামা কাপড় পরে নিয়ে ২/৩ দিনের মধ্যে ঢাকা ছাড়ার সংকল্প করলাম। আশপাশের অফিসাররা জানতে পারলে সমূহ বিপদ হবে। তাই কাউকে কিছু বলিনি। খোকন মিয়ার প্ল্যান অনুযায়ী আমি বেলা ১০টার আগেই আমার মটর কারে জজ কোর্টে চলে গেলাম। আমার পরিবারবর্গ খোকন মিয়ার কোন বন্ধুর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ১০-১৫ মিঃ-এর মধ্যে অপর একটি মটর কার এসে হাজির যেটি তাদেরকে ডেমরা ঘাটের নিকট পৌঁছে দিল। আর আমি ১০-৩০ মিঃ মধ্যে ঢাকা জজ কোর্ট হয়ে রওয়ানা হলাম ডেমরা ঘাটের দিকে। ড্রাইভার সাহাবুদ্দিনকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে খোকন মিয়ার সাহায্যে আমার গাড়ী নিয়ে ডেমরার দিকে ছুটলাম। অফিসে রেখে গেলাম একটা ৬ দিনের 'ক্যাজুয়াল লীভ'-এর দরখাস্ত। প্ল্যান মত ডেমরায় গিয়ে পরিবারবর্গের সংগে মিলিত হলাম। গাড়ী দুটিকেই ফিরিয়ে দিলাম।

বহু কষ্টে স্কুটার করে আমরা গিয়ে বৈদ্যের বাজার পৌঁছাই। তখন বেলা প্রায় ৪টা। খোকন মিয়ার কথানুযায়ী কোথায় সন্ধ্যার আগেই গিয়ে ভারতের আগরতলায় পৌঁছাব, তা না হয়ে বৈদ্যের বাজারেই পড়ে রইলাম বিকাল অবধি। চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লাম। সমূহ বিপদের ঘনঘটা দেখতে পেলাম। এখন উপায়?

অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছি। প্রায় না খেয়েই রওয়ানা দিয়েছি কোন সকালে। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। খাবার জিনিসের মধ্যে পেলাম কিছু লিচু। তাই কিনে নিলাম। বেলা ৫টার দিকে দেখলাম, দূর থেকে

একটা লঞ্চ আসছে। তাতে লোক ভর্তি, স্থান হবে না। লঞ্চটি তীরে ভিড়লো না। আমরা একটা ছোট ডিঙ্গিতে উঠে আস্তে আস্তে লঞ্চের কাছে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কোন মতে শরীরকে ঢুকিয়ে দিয়ে ক্যাবিনের ভেতরে প্রবেশ করলাম। রাত ৮-৩০ মিনিট নাগাদ যখন কুমিল্লা জেলার রামচন্দ্রপুর আসলাম, তখন লঞ্চের সারেং বলে উঠলো, যারা হিন্দু আছেন তারা যেন সেখানে নেমে যান। তাদেরকে আর নেয়া যাবে না। তখন অনেকে সেখানে নেমে গেল। আমরা নামলাম না, কারণ আমরা তো হিন্দুর পরিচয় দিচ্ছি না। যখন রামকৃষ্ণপুর পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। একটি বন্দরের মত জায়গা। সর্বত্র গভীর নিঝুম অন্ধকার। দু'একটা কুপি বাতি দোকানের মাঝখান থেকে জ্বলছে। আমরা নেমে পড়লাম। খোকন মিয়া আমাদেরকে গাইড করছেন। আমরা সবাই ভয়ে কাঁপছি। কিন্তু খোকন মিয়া আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, কোন ভয় নেই। একটা বুড়ো মাঝিকে ডেকে বললেন 'এই মাঝি, কামাল্যা গ্রাম চেনো? ঐ গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে যাব, তাদের ইষ্টি কুটুম ঢাকা থেকে এসেছেন।' সে কুমিল্লা জিলার কামাল্যা গ্রামের চৌধুরী বাড়ী চেনে।

আমাদের নৌকার ছৈ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চললো। সামনে একটা কুপি বাতি জ্বলছে টিপ টিপ্ করে। ভয়ে আমরা জড়সড়। কখন যে ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। দু'একটা হাঁকডাকও কানে গেলো। কিন্তু আমরা নিশ্চুপ।

যখন কামাল্যা গ্রামে এসে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় ১টা। ক্ষিধেয় আধমরা হয়ে গেছি। চৌধুরী বাড়ী গিয়ে উঠলাম। খোন মিয়া কানে কানে বলে দিল, ঢাকার জজ সাহেব। একটা অল্প বয়সী ভদ্রমহিলা সেই রাতেই আমাদের জন্য দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দিলেন। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তা খেলাম। রাত ভোর হতে বেশী বাকী ছিল না। আমরা একটা ভাংগা বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিলাম এবং কোন মতে একটু চোখ বুজলাম। পরদনি যাব, কিন্তু কোন নৌকা মিললো না। তাই সেদিন কামাল্যা গ্রামেই থাকতে হল। খুব ভোরে রওয়ানা হব। কিন্তু খোকন মিয়ার তাগিদ নেই। তিনি গ্রামে কানাঘুষা শুনেছেন, আমরা হিন্দু, কয়েক সের সোনাদানা এবং বহু টাকা পয়সা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছি। কিন্তু এ খবর তিনি চেপে গেছেন, যাতে আমরা ঘাবড়িয়ে না যাই। তিনি শুধু বলে উঠছেন, চা নাস্তা না খেয়ে যাচ্ছি না। যাক, বেলা ৭-৩০ মিঃ দিকে নৌকাযোগে রওয়ানা হলাম আগরতলার দিকে। কিন্তু দু'মাইল পথ না যেতেই আলগি গ্রামে একদল দুষ্কৃতকারী শোরগোল করে ছুটে এলো নৌকার দিকে লাঠি হাতে। আমাদের কাছে যা কিছু টাকা পয়সা সোনাদানা ছিল তা প্রায় লুট হয়ে গেল। এখন উপায়? ঢাকায় ফিরলেও মৃত্যু অবধারিত। তাই এগিয়েই চললাম, সামান্য কিছু পথের সম্বল নিয়ে যা আমার স্ত্রীর কাছে একান্ত গোপনে রাখা ছিল।

নৌকার মাঝি ৪/৫ মাইল যাবার পর এগাতে সাহস পেল না। সামনে নাকি পাক সেনার আস্তানা। কুমিল্লার একটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার নিকট নামিয়ে দিল। কিছুই চিনি না। জানলাম, সেখান থেকে মুরাদনগর থানার অধীন বাংগুরা গ্রাম নাকি বেশী দূরে নয়। তখন খোকন মিয়া একই কায়দায় সাহস দিয়ে বলে দিল, কোন ভয় নেই। বাংগুরার চেয়ারম্যান যে তার এক আত্মীয় কতাটা আদৌ হয়তা সত্য নয়। তবু ভরসা পেলাম। তারপর সেখান থেকে ৩/৪ মাইল পথ বহুকষ্টে পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠলাম বাংগুরা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাসায়। সেখানে আমার পরিচয় গোপন রাখলাম। চেয়ারম্যান সাহেব বয়স্ক মুসলিম লীগ নেতা। তিনি সর্বদা পাকিস্তানের খবর শুনছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আতিথেয়তার ত্রূটি করেননি বিন্দুমাত্র। তাঁর এক ছেলে সেখানকার হাই স্কুলের শিক্ষক। তিনি একটা নৌকা ঠিক করে দিলেন এবং একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত মুরুব্বিমত লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন যাতে পথে কোন অসুবিধে না হয়।

সেখানে রাত কাটিয়ে ভোরে রওয়ানা হলাম। কিছুদূর যাবার পর আবার একদল গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। কিন্তু ঐ মুরুব্বি লোকটা চেয়ারম্যানের লোক বলায় কোনমতে রক্ষা পেলাম। এমনিভাবে দুর্গম বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে আমরা কোনমতে পাহাড়ী পথ ধরে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম বহুলোক পায়ে হেঁটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে ভারতে প্রবেশ করছে। ঐ ভারত সীমন্তে আমার পরিচয় দিয়ে নাম

শরণার্থীদের তালিকাভুক্ত করে জীপযোগে রওয়ানা হলাম আগরতলায়,-সেখান থেকে ১০/১২ মাইল দূরে। আগরতলায় বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। অনেক পরিচিত নেতা এবং অফিসারের সাথে দেখা হল। মনে কিছুটা সান্ত্বনা অনুভব করলাম।

প্রায় ৩ দিন ৩ রাত আগরতলায় 'বিবেকানন্দ' হোটেলে কাটিয়ে সকালে রওয়ানা হলাম ধর্মনগরের দিকে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বাসযোগে প্রায় ১২৫ মাইল পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম ধর্মনগর রেল স্টেশনে। সেখানে জয়বাংলার লোকে লোকারণ্য। সবাই ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। রাত ৮টায় ট্রেন ছাড়ে। কোন মতে এক দালালের সাহায্যে জানালার ফাঁক দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করলাম। বসবার কোন স্থান নেই। লোকের চাপে জীবন প্রায় যায় যায়। তবু জীবন যায়নি। ঐ ট্রেনে চেপে এগোতে লাগলাম। 'জয় বাংলা'র কোন লোকই টিকিট কাটে না। আমরাও বিনা টিকিটেই রওয়ানা হলাম। কেউ আমাদের কাছে টিকিট চায়নি। লামডিং ও শিলিগুড়িতে ট্রেন বদল করলাম। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়ে, তিন দিন তিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছালাম শিয়ালদহ স্টেশনে। মনে হল জীবন ফিরে পেয়েছি। পরে লোকাল ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কলকাতায় এসে আমাদের হাইকমিশন ভবনে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, জয়বাংলার লোকের সমাগম। একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন, স্যার এসেছেন, শীঘ্র আপনার বায়োডাটা ফরমটা পূরণ করুন। দেখলাম দলে দলে লোক বায়োডাটা ফরম পূরণে ব্যস্ত। আমিও আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঐ ফরম পূরণের মাধ্যমে রেকর্ড করলাম। পরে আমার পরিচিত খন্দকার আসাদুজ্জামান (প্রাক্তন সি,এস,পি) ও আরও কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও এমপি-র সাথে দেখা হল। তাঁরা আমার আগেই এসে মুজিবনগর সরকারের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। আমাকে দেখে তাঁরা খুব খুশী হলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের সংকল্প দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে সে দিনের মত বিদায় নিলাম।

এক সপ্তাহ পর আবার কলকাতায় আসলাম বাংলাদেশ হাইকমিশন চত্বরে। অনেক চেনা মুখ পেলাম এবার। আমাদের দেশের অনেক অফিসার, ডাক্তার, উকিলের সমাগম। সবাই প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে এসেছেন, অনেকেই চাকুরির আশায় সেখানে ঘোরাফেরা করছেন। একজন ভদ্রলোক আমকে ডেকে বললেন, শীঘ্র আমাদের ট্রেজারী অফিসার জনাব মাখনলাল মাঝির (তৎকালীন ই,পি,সি,এস) সাথে দেখা করুন, আপনি কিছু এলাউন্স পাবেন। পকেট শূন্য। কিছু প্রাপ্তি যোগের কথা শুনে মনটা মেতে উঠলো। গেলাম মাখনলাল মাঝির সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, আমার নাকি ২৫০ টাকা প্রাপ্য। যারা মুজিবনগরে সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত নাই অথচ 'পূর্ব পাকিস্তানে' সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন তারা সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার অর্ধেক (অথবা পূর্বে ৫০০ টাকর কম বেতন পেলে তার অর্ধেক) এলাউন্স হিসেবে পাবেন। তাই তিনি ২৫০ টাকা গুনে আমার হাতে তুলে দিলেন। টাকাগুলি কিন্তু সব পাকিস্তানী মুদ্রায় দেয়া হল। ঐ গুলি ভারতীয় মুদ্রায় বদল করে নিতে হবে। পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার হার তখন প্রায় এক পর্যায়েই ছিল। টাকাগুলি ভাংগিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে ফিরে এলাম কৃষ্ণনগরে, যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মুজিবনগর সরকারের হাতে অনেক পাকিস্তানী মুদ্রা জমা পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য। অনেক অফিসার ও সংগ্রামী জনতা পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ব্যাংক, ট্রেজারী থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ঐ সরকারের হাতে জমা দেয়। সেই জমাকৃত টাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কিছুদিন অফিসারদেরকে এলাউন্স হিসেবে দেয়া হতো। তারপর মে মাসের মাঝামাঝি কি জুনের প্রথম দিকে, পাকিস্তান সরকার ১০০ ও ৫০০ টাকার পাকিস্তানী নোট অচল ঘোষণা করেন। ফলে মুজিবনগর সরকারের নিকট জমাকৃত প্রচুর নোট অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৭১ সনের মে মাসের শেষের দিক। মুজিবনগর সচিবালয় থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এলো আমার নামে, বায়োডাটায় দেয়া কৃষ্ণনগরের ঠিকানায়। আমাকে অতি শীঘ্র সচিবালয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। সেই মতে পরদিনই কলকাতায় চলে আসলাম। ৮নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত মুজিবনগর সচিবালয়। সেখানে গিয়ে দেখি তৎকালীন সচিবালয়ের সচিব জনাব নূরুল কাদের খান আগরতলায় ট্যুরে গেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান সাহেব সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে জানলাম তৎকালীন মন্ত্রীবর্গের ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা। আমার মতামত পেলে তাঁরা আমাকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগদান করবেন। আমি এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে, সানন্দে মত দান করলাম। কয়েকদিন পর, ভারতীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এবং সমগ্র রিলিফ অপারেশন প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনার সুবিধার্থে পদটিকে সচিব হিসেবে আখ্যায়িত না করে রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করেন। ফলে রিলিফ কমিশনারকে একদিকে যেমন সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হতো, অন্যদিকে আবার রিলিফ অপারেশনের দিকটাও দেখতে হতো।

পাক বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বাংলাদেশের ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ভারতে। এই এক কোটি জনগোষ্ঠীর ত্রাণকার্য পরিচালনা করা সহজসাধ্য নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রচেষ্টায় এই লোকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খাদ্য বস্ত্র কম্বল প্রভৃতি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে। মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রিলিফ কমিশনার হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের সাথে সংযোগ রক্ষা করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলিতে যাতে যথাযথভাবে পৌঁছে যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এ ব্যাপারে আমাকে বিভিন্ন ক্যাম্প (শিবির) পরিদর্শন করতে হয়েছে। তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিয়ে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বৈঠকে বসতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সচিব মিঃ কলহান ও অতিরিক্ত সচিব মিঃ লুথরা-র নাম উল্লেখ করতে চাই।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও অসহায় শরণার্থীকে তাৎক্ষণিক বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রী জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানের পরামর্শক্রমে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

জনাব মো: হোসেন আলী সাহেব ছিলেন তৎকালীন কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার। তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান দূতাবাস কর্মীদের মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তিনিই বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার হিসেবে কলকাতায় নিয়োজিত হন।

প্রথম অবস্থায় তাঁরই সহায়তায় মুবিজনগর সচিবালয়ের পত্তন হয় কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে। অল্প কিছুদিন পরই সচিবালয়টি স্থানান্তরিত করা হয় ৮নং থিয়েটার রোডের একটা বড় বাড়িতে। প্রধানত এখান থেকেই মুজিবনগর সচিবালয়ের কাজ পরিচারিত হতো। এখানেই বসতেন তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রী এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান সাহেব। শেষ পর্যায়ে সচিবালয়ের কর্মচারীর সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় স্থান সংকুলানের জন্য সচিবালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় বালিগঞ্জ এলাকায় শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় রোডে একটি বড় বাড়ীতে।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর সন্তানদের প্রতিদিনের কৃতিত্বের কথা আমাদের সচিবালয়ে নিয়মিত সরবরাহ করা হতো। মাঝে মাঝেই ক্যাবিনেট মিটিং বসতো এবং মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমরা পর্যালোচনায় বসতাম। এদিকে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় তাজউদ্দিন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় সৈয়দ নজরুল

ইসলাম ঐ সময় দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে কয়েকদফা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় বসেন এবং পরে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হন।

যখন ভারত সরকার ১৯৭১ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন না তখন অনেকের মধ্যেই হতাশা ও বেদনার সুর লক্ষ্য করেছি। তারপর ৬ই ডিসেম্বর সত্য সত্যই যখন ভারত সর্ব প্রথম বাংলাদেশ স্বীকৃতি দান করে তখন আমরা সবাই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

এরপর সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ ডিসেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা উচ্চ পর্যায়ের জরুরী বৈঠক ঢাকা হয় সকাল ১০ টায়, কলকাতাতে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন একজন ঊর্ধ্বতন সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট মিঃ আর গুপ্ত। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বহু ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব রুহুল কুদ্দুস, নূরুল কাদের খান, খন্দকার আসাদুজ্জামান, আমি নিজে এবং আরও কয়েকজন। সভা চলাকালীন আনুমানিক বেলা ১২টার দিকে হঠাৎ বৈঠক কক্ষের টেলিফোনটি বেজে উঠলো।

মিঃ গুপ্ত টেলিফোনটি ধরলেন এবং সবার সামনে টেলিফোনের বার্তা জানিয়ে দিলেন-বললেন, আপনাদের জন্য শুভ সংবাদ, পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করেছে। এ সংবাদে আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশ গিয়ে কি কার্যক্রম গ্রহণ করব সেই বিষয় নিয়ে অল্প কিছু সময় আলোচনার পর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

এই বৈঠকের পরপরই আমরা তৎকালীন প্রধানন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সংগে সচিবালয়ে তাঁর কক্ষে গিয়ে মিলিত হই। আমাদের পক্ষে পাক আর্মির আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কাকে ঢাকায় পাঠানো যায় এই নিয়ে জল্পনা হলো। আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলেন উঠলেন, ‘স্যার, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনারই উপস্থিত থাকা উচিত। পরে সিদ্ধান্ত হল সেনাবাহিনীর এ আত্মসমর্পণ অুনষ্ঠানে আমাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা উচিত একজন মিলিটারী অফিসারের। তখন জেনারেল ওসমানীকে পাঠানোর কথা উঠলো। কিন্তু তিনি যে তখন কলকাতার বাইরে। তৎক্ষণাৎ আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমাণ্ড জনাব এ কে খন্দকার এয়ারভাইস মার্শাল সাহেব বলে উঠলেন, ‘স্যার আমি প্রস্তুত আছি’।

তারপর তাঁকেই দুপুরের এক বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠান হলে আত্মসমর্পণের সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারতীয় একটি বিমানযোগে আমাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ-এর স্ত্রী জহুরা তাজউদ্দিন ও অন্যান্যসহ আমি দমদম বিমানবন্দর থেকে বহু আকাঙ্খিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সনে আমি ঢাকায় এসে সচিবের মর্যাদায় বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবেই কাজে যোগদান করি।

মুজিব নগর সচিবালয়ে যাঁরা মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের প্রধান কয়েকজনের নাম হলোঃ

জনাব নূরুল কাদের খান, সেক্রেটারী জেনারেল, এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান; সচিব, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (ইন্টিরিয়ার) মন্ত্রণালয়, বাবু জয় গোবিন্দ ভৌমিক, রিলিফ কমিশনার; জনাব আবদুস সামাদ, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব তৌফিক ইমাম; সচিব, মন্ত্রী পরিষদ; জনাব ড. টি হোসেন, সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়; জনাব হান্নান চৌধুরী, সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; জনাব আবদুল খালেক, পুলিশের আই,জি;

জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, ডি এস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন; জনাব মামুনুর রশিদ, ডেপুটি রিলিফ কমিশনার; জনাব সাদত হোসেন, পি এস, ফাইন্যান্স মিনিস্টার; জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, পি এস, ফরেন মিনিস্টার; জনাব কাজী লুৎফুল হক, পি এস, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি; জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী, ডি, এস, ফাইন্যান্স; জনাব আকবর আলী, ডি, এস; জনাব আহমদ আলী, ডি, এস স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনাব মাখন লাল মাঝি, ট্রেজারী অফিসার; ধীরাজ নাথ, পি, এস, ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রী; জনাব শিলাব্রত বড়ুয়া, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, (আরও অনেকে)।

শেষ পর্যায়ে জনাব রুহুল কুদ্দুস সাহেব (প্রাক্তন সিনিয়র সি, এস, পি,) মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদান করেন। কিছু দিনের মধ্যে সেক্রেটারী জেনারেল পদটি তুলে দিয়ে তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তখন নূরুল কাদের খান সাহেব শুধু সংস্থাপন বিভাগের সচিব থাকেন।

জোনাল এডমিনিস্ট্রেশনে যারা বিভিন্ন জোনে মুখ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম হলঃ জনাব ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, জনাব এস, এ, সামাদ, জনাব সামছুল হক, জনাব কাজী রফিক উদ্দিন, জনাব বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, জনাব আবদুল মোমেন, (আরও অনেকে)।

সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেককেই মন্তব্য করতে শুনি যে, যারা মুজিবনগরে গিয়ে সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেছেন তারা মহাসুখে দিন কাটিয়েছেন। কথাগুলি মোটেই সঠিক নয়। তাদের অধিকাংশই নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাদের না ছিল সুস্থ থাকার পরিবেশ, না ছিল আর্থিক সংগতি। মন্ত্রী থেকে প্রথম শ্রেণীর অফিসার পর্যন্ত সবাইকে দেয়া হোত সর্বমোট ৫০০/- টাকা, মাসিক এলাউন্স হিসেবে। তাই দিয়ে অফিসারগণ কোন মতে তাদের পরিবারসহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। মন্ত্রীবর্গ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জন্য অবশ্য থাকা-খাওয়ার অন্য ব্যবস্থা ছিল। সবার সঠিক খবর বলা কঠিন। তবে একান্ত ব্যক্তিগত হলেও আমি বলতে চাই বাংলাদেশের রিলিফ কমিশনার হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন আমি আমার এক পুত্র সমেত ৯৩/১এ বৈঠকখানা রোডে এক মেসে এক সিটে থাকতাম। মাসিক ভাড়া ৮ টাকা। কোনমতে কলকাতার মত স্থানে নিজেকে চালিয়ে বাকী টাকা পরিবারের জন্য পাঠাতে হতো। কষ্ট করেছি কম নয়। তবু এ কথা বলব, আমরা অনেকের চেয়েই ভালো ছিলাম। আমাদের মনে বুকভরা আনন্দ ছিল। দেশকে স্বাধীন করবো। স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে। তাই আমরা ধন্য।

জয় গোবিন্দ ভৌমিক
জুন, ১৯৮৪।

দেওয়ান ফরিদ গাজী

৭ই মার্চ থেকে এপ্রিলের ২৮ তারিখ পর্যন্ত আমি সিলেটের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম পরিষদ গঠন, স্বেচ্ছাসেবক, আনসার, সাবেক ই, পি, আর, পুলিশ, ছাত্রকর্মীদের সহযোগে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করি। সিলেট শহর, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর প্রমুখ স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেই। মেঘালয়ের করিমগঞ্জে অবস্থানকালে আমি প্রায় ৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন করে তাদের থাকা-খাওয়া ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। আমি বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারী উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করি। যুদ্ধ পরিচালনা এবং জনমত সৃষ্টি প্রভৃতি দায়িত্বও পালন করি। উত্তর-পূর্ব জোনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করি। মিত্রবাহিনির সহযোগে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাকিরগঞ্জ, খামাইঘাট, গোয়াইনঘাট,

জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি স্থানসমূহে একের পর এক দখল করে আমরা দখলকৃত বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং প্রতিটি জায়গায় বেসামরিক প্রশাসন গঠন করি।

গোয়াইনঘাট এবং জৈন্তাপুর এলাকা খান সেনারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে এবং সদর থানার উত্তরাঞ্চলও বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২৬শে মার্চ খান সেনারা সিলেট শহরে ত্রিশজনেরও অধিক লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুতুবউদ্দিন, আবদুল মুসাবিবর, পঞ্চা বাবু ও পাচু সেন। নয় মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শেরপুরের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজের সাহসিকতা। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আজিজ মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে খান সেনাদের একটি বিরাট বাহিনীর সংগে দীর্ঘ সাত দিন ধরে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন।

দেওয়ান ফরিদ গাজী
গণপরিষদ সদস্য
(সাবেক এম, এস, এ,সিলেট-৮)
২৪ জুন, ১৯৭৩।

দেবব্রত দত্ত গুপ্ত

১৯৭১ সনের ২৩শে মার্চ পর্যন্ত আমি নোয়াখালীর চৌমুহনী কলেজে অধ্যাপনা করেছি ২৩ শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি তৎকালীন কিছু স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ হতে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কুমিল্লা শহরে চলে আসি এবং ২৫শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শহর ছেড়ে কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চুড়লিয়া গ্রামে চলে যাই। গ্রামে স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ শেষ করে ১৫ই এপ্রিল '৭১ কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছুসংখ্যক যুবক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বুড়িচং থানার নাইঘর নয়নপুর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগরে গিয়ে পৌঁছি। তারপর বক্সনগর হতে সোনামুড়া হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে যাই এবং সেখানে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ মিশন ও প্রশাসনিক দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করি। সে সময় বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় বেসামরিক প্রশাসনিক দপ্তর ছিল আগরতলা কৃষ্ণনগর এলাকায় কয়েকটি বাড়ীতে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন আগরতলা শহরের 'কুঞ্জবন' এলাকায় এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই অবস্থান করতেন আগরতলার গোলবাজারের ''শ্রীধর ভিলায়''।

যেহেতু আমি অধ্যাপনা জীবনে বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম সুতরাং তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ও অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আমাকে ডঃ হাবিবুর রহমানসহ পূর্বাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সাধন এবং পরিচালনার দায়িত্বের সাথে জড়িত থাকতে অনুরোধ করেন। আমিও এই ধরনের একটি পবিত্র সুযোগের সন্ধানেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সুতরাং সুযোগ যখন এল, তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সানন্দে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সময়টা ছিল তখন ১৫ই মে, ১৯৭১ইং।

১৯৭১ সনের মার্চ মাসে, দেশের ভিতরে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, কৃষক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে, হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে, সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ভৌগলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের সীমান্তের অবস্থান অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী এবং সহজগম্য। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও

শরণার্থীগণ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল হতে এই অঞ্চল দিয়ে অতি সহজেই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বনাঞ্চলে এবং গ্রামে, আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান, রাস্তা-ঘাটের দুর্গমতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই অঞ্চলে আগমন করতে উৎসাহিত করেছিল। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতেই পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সরকার এবং তৎকালীন লিবারেশন কাউন্সিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করার সাথে সাথে বাংলাদেশের ভেতর হতে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের অস্ত্র প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ লক্ষ যুবকের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক যুবকের জন্য ৩ ধরনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১। অভ্যর্থনা কেন্দ্র (Reception Camp)

২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training Camp)

৩। সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Army Training Camp)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এবং প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে যে সব যুবক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেনি বা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুকও নয়, সে সব যুবককে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে, যুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গড়ার সৈনিকরূপে 'ভিত্তি ফৌজ' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, একটি স্কীম প্রণয়নের দায়িত্ব তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলঃ

জনাব ড. হাবিবুর রহমান ওরফে ড. আবু ইউসুফ, জনাব মাহবুব আলম, জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর, অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত।

উপরোক্ত এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেছেন ড. হাবিবুর রহমান। ড. রহমান স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে তিতাস গ্যাসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের গ্যাস, অয়েল ও মিনারেল রিসোর্সের ১৯৭৫ সন পর্যন্ত চেয়ারম্যান এবং সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আলম যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র সচিব এবং পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ সচিব, স্বনির্ভর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ঠাকুর যুদ্ধের সময় এম, এন, এ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন পরিচালক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিব নগর) একটি 'ইয়থ ট্রেনিং কন্টোল বোর্ড' গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মুজিবনগর, পূর্বাঞ্চল (ত্রিপুরা রাজ্যকেন্দ্রিক) ও পশ্চিমাঞ্চলের (পশ্চিম বঙ্গকেন্দ্রিক) এই দুইটি ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট গঠন করা হয়েছিল। তবে, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন কারণে তেমন 'শক্ত' এবং 'মজবুত' হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিম অঞ্চলের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আহমদ রেজা।

ইয়থ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর দৈনন্দিন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিলঃ

* ডঃ হাবিবুর রহমান, যুদ্ধের সময় ডঃ আবু ইউসুফ, এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

ক্যাম্প প্রধান (১) উপ-ক্যাম্প প্রধান (১); ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ক (২); ছাত্র প্রতিনিধি (২); স্বাস্থ্য অফিসার (২); পলিটেকিলে মটিভেটর (৪); ফিজিকেল ইনস্ট্রাকটর (৪)।

তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেকটরেট যে সব ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল, তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করা হলঃ

সর্বজনাব মাহবুব আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী; ড. হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ); অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী, এম, এন, এ; জনাব মুজাফফর আহমদ, এম,পি,এ; জনাব খারেদ মুহম্মদ আলী, এম, এন, এ; জনাব বজলুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা; অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত গুপ্ত, উপ-পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী; জনাব মোশারফ হোসেন, হিসাব রক্ষণ অফিসার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত কার্যক্রম, পরিচালনা ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক নীতি-পদ্ধতির মধ্যে পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছিল। কিন্তু সে সব পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না।

১। অভ্যর্থনা কেন্দ্র (Reception Camp)

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল-বিলসহ দুর্গম রাস্তা-ঘাট পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে অতিক্রম করে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় যখন হাজার হাজার যুবক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত, তখন এই সমস্ত রিসিপশন ক্যাম্পের মধ্যে যুবকদেরকে ৭ দিনের জন্য ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এই সময় যুবকেরা বিশ্রাম, খাওয়া, সাধারণ পোশাক, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার সুযোগ লাভ করত। এইসব ক্যাম্পের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সাধারণত বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তবে, অধিকাংশ দেশেই বাংলাদেশের পক্ষ হতে একজন এম,পি-এ/এম,এন,এ-কে, ক্যাম্প প্রধান/উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হত।

২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Youth Training Camp)

অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোতে ৭ দিনের বিশ্রাম, খাওয়া ও চিকিৎসার পর একটি সুনির্দিষ্ট প্রোফরমার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে ইচ্ছুক যুবকদেরকে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো নিম্নরূপ ছিলঃ

ক। পলিটিকেল মটিভেশন (Political Motivation)

এই ধরনের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক যুবকদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা।

খ। উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রশিক্ষণ (Base work Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় সম্পদ, শক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপনাসহ উৎপাদন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দেশের যুবশক্তি কি ভূমিকা পালন করতে পারে, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা। তাছাড়া, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে যাতে বাঙালী একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে নিজস্ব সম্পদ, শক্তি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব, কর্মপ্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রমের দ্বারা আপাতত শহুরে অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে (যেহেতু শহরগুলো শত্রুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল) নিজেরাই

নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়াও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গ। হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ (Light Arms Training)

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রশিক্ষণার্থী যুবকদেরকে পি,টি,করানো, ‘গ্রেনেড’ নিক্ষেপ, দেশের ভিতরে শত্রুদের যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ‘মাইন’ পোঁতা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ‘গেরিলা’সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামী যুবক, সৈনিক, পুলিশ, আসনার ও অন্যান্য পর্যায়ের লোকদের সাথে গোপন এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগসহ তত্ত্ব এবং তথ্য সরবরাহের কাজে (রেকি এবং ওপি করা) সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটা জনযুদ্ধ। সুতরাং এই জনযুদ্ধের প্রধান শক্তির উৎস ছিল দেশের আপামর সাধারণ মানুষ। যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন কারণে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিলাম সুতরাং এই যুদ্ধে দেশের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। কারণ, জনতা হলো ‘পানি’ এবং গেরিলারা হলো ‘মাছ’। সুতরাং পানি দূষিত হলে যেমন মাছ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি জনতার সহযোগিতা না পেলেও ‘গেরিলা’ পদ্ধতির জনযুদ্ধ কোনো অবস্থাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের সাধারণ মানুষ, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের গেরিলারূপী দামাল ছেলেদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয়, খাদ্য ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতা প্রদান করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ ছিল এই দেশের সাধারণ মানুষ।

ভিত্তি ফৌজ (V.F.) এবং যুব প্রশিক্ষণ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, দেশের ভিতর হতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র যুবক ও কৃষকেরা যখন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে উপস্থিত হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণেই শিবিরে অবস্থানকারী সব শ্রেণীর লোকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া বিদেশে থেকে যেমন এক বিপুলসংখ্যক অস্ত্র প্রার্থীর জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল, তেমনি Arms without command and control-অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, এইসব ধারণায় ভাবান্বিত হয়ে সবাইকে ‘অস্ত্র’ প্রশিক্ষণ না দেবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা পদ্ধতির ছিল সুতরাং কোন অবস্থাতেই Conventional Army-র সাথে সরাসরি মোকাবেলা করা যুদ্ধ-বিজ্ঞান সম্মত হতো না। দ্বিতীয়ত, একটি যুবককে হালকা (লাইট) এবং মাঝারি ধরনের অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হলেও কমপক্ষে ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী, সব যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এত সময় দেয়অ আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত এইসব সমস্যা ব্যতীত তৎকালে অন্যান্য বহুবিধ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শগত সমস্যা এবং কারণ ছিল, যার জন্যও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানকারী সব মানুষকে ‘অস্ত্র’ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন মনে করেননি। সুতরাং ‘অভ্যর্থনা শিবির’ হতে যে সমস্ত যুবককে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রিক্রুট করা হত, সে সব যুবকের মাঝ থেকে একমাত্র তাদেরকেই ‘সামরিক’ প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো যাদের শিক্ষাসহ শারীরিক, মানসিক ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক যোগ্যতা ছিল। এই পদ্ধতি ও ব্যবস্থার ফলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর যে হাজার হাজার যুবকদের সরাসরি সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হতো না, সে সব

যুবকদের ওপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ‘ভিত্তি ফৌজ’ (সামরিক ও অর্থনৈতিক) হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হত। এখানে ‘ভিত্তি’ বলতে মাটিকে এবং ‘ফৌজ’ বলতে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন এবং তৎকালে ভিত্তি ফৌজকে দেশের ভিতরে ও বাহিরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য যে আইডেন্টিটি কার্ড দেয়া হত, তার একটি নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বিপদ আশংকায় নষ্ট কর

বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর নির্দেশ পত্র

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নাম .... বয়স .... পিতা .... গ্রাম .... থানা .... জিলা .... কে বাংলাদেশ ভিত্তি-ফৌজ বাহিনীর .... নং স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হইল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অপর নির্দ্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্বাবলম্বী-কর্মশৃঙ্খলার ভিত্তিতে এবং পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে মুক্তিকামী জীবন যাপন (ও) সমাজ শৃঙ্খলার দূর্গ গঠনের প্রশিক্ষণ নির্দ্দেশ এই কর্মীকে দেওয়া হইল।

মোহর — বাংলাদেশ মুক্তি পরিষদের পক্ষ হইতে

স্বাক্ষর ....

তারিখ ....

যুব অভ্যর্থনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম ও স্থান

	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম	স্থান
১)	ইছামতি ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া অঞ্চল
২)	একীনপুর ওয়াই/টি	ঐ
৩)	বিলুনিয়া ওয়াই/টি	বিলুনিয়া মহকুমা
৪)	সাররুম ওয়াই/টি	সাররুম
৫)	সোনার বাংলা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৬)	মড়াটিলা ওয়াই/টি	ঐ
৭)	মাছিমা ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
৮)	বঙ্গবন্ধু ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
৯)	কাঁঠালিয়া ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১০)	বঙ্গশার্দুল ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
১১)	কৈশাশহর ওয়াই/টি	কৈলাশপুর মহকুমা
১২)	রাজনগর ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
১৩)	যমুনা ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
১৪)	বড়মুড়া ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
১৫)	হাতীমাড়া ওয়াই/টি	ঐ
১৬)	গোমতী ওয়াই/টি	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
১৭)	পালাটোনা ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা

	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম	স্থান
১৮)	শ্রীনগর ওয়াই/টি	বেলুনিয়া মহকুমা
১৯)	শীল ছড়া ওয়াই/টি	সাররুম মহকুমা
২০)	সোনাক্ষিরা ওয়াই/টি	করীমগঞ্জ মহকুমা
২১)	হারমা ওয়াই/টি*	বেলুনিয়া মহকুমা
২২)	বক্সনগর ওয়াই/টি	সোনামুড়া মহকুমা
২৩)	তিতাস ওয়াই/টি	হাঁপানিয়া
*২৪)	বিজনা ওয়াই/টি*	ঐ
২৫)	ব্রক্ষ পুত্র ওয়াই/টি	ঐ
২৬)	গোমতী ওয়াই/টি	ঐ
২৭)	চড়াই লাল ওয়াই/টি	উদয়পুর মহকুমা
২৮)	গকুল নগর ওয়াই/টি	সদর মহকুমা
২৯)	১নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	দুর্গা চৌধুরী পাড়া
৩০)	২নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ
৩১)	৩নং মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ঐ

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে সরাসরি জড়িত এম,পি ও এম,এস*, এদের নামঃ

	ক্রমিক ক্যাম্পের নাম	স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত এম পি এ এবং এম এন এ-দের নাম
১)	গোমতী-২	দুর্গা চৌধুরী পাড়া	জনাব আমীর হোসেন, এম পি এ
২)	বিজনা	ঐ	জনাব সৈয়দ এমদাতুল বারী, এম পি এ
৩)	ইছামতী	ঐ	জনাব জামাল উদ্দিন আহমদ, এম পি এ
৪)	ব্রক্ষ্মপুত্র	হাঁপানিয়া	জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া, এম পি এ
৫)	তিতাস	ঐ	জনাব কাজী আকবর উদ্দিন, এম পি এ
৬)	গোমতী-১	ঐ	জনাব আলী আজম, এম পি এ
৭)	মুনা	ঐ	জনাব সফীউদ্দিন, এম পি এ
৮)	সোনার বাংলা	ঐ	জনাব শামসুল হুদা, এম পি এ
৯)	বঙ্গ সারদুল	ঐ	জনাব দেওয়ান আবুল আববাস, এম পি এ
১০)	এম এ আজিজ*	হরিনা	জনাব মির্জা আবুল মনসুর, এম পি এ
১১)	হরিনা ওয়াই/সি	হরিনা	জনাব এম এ হান্নান, সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ

* তারকা চিহ্নিত ক্যাম্পগুলোকে ভাগ করে, এক একটি ভাগের নামকরণ বিভিন্ন নদীর নামে করা হয়েছিল।

ক্রমিক	ক্যাম্পের নাম	স্থানের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত এম পি এ এবং এম এন এ-দের নাম
১২)	পালাটোনা	উদয়পুর	ক্যাপ্টেন মুহম্মদ সুজাত আলী, এম এন এ
১৩)	রাজনগর	রাজনগর	অধ্যাপক এ হানিফ, এম এন এ
১৪)	বড়মুড়া	কাঁঠালিয়া	জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ, এম এন এ
১৫)	চড়ইলাম-১	চড়ইলাম	জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ, এম পি এ
১৬)	চড়ইলাম-২	চড়ইলাম	জনাব ওয়ালি উল্লাহ নওজোয়ান, এম এন এ
১৭)	পদ্মা	গকুল নগর	জনাব এস হক, এম পি এ
১৮)	কৈলাশহর	কৈলাশপুর	জনাব তৈবুর রহীম, এম পি এ
১৯)	আশারামবাড়ী	খোয়াই	জনাব মোস্তফা শহিদ, এম পি এ
২০)	ধর্মনগর	ধর্মনগর	জনাব মোশাররফ হোসেন, এম পি এ
২১)	এম এ আজিজ ওয়াই /সি-২	হরিণা	জনাব এ বি এম তালেব আলী, এম পি এ
২২)	চোতাখোলা	বিলোনিয়া	জনাব সিরাজুল ইসলাম, এম পি এ
২৩)	মিলিটারী হোল্ডিং ক্যাম্প	ডি সি পাড়া	জনাব রফিক উল্লাহ, এম পি এ
*২৪)	কাঁঠালিয়া	কাঁঠালিয়া	জনাব আলহাজ আলী আকবর, এম পি এ
২৫)	একীনপুর	একীনপুর	জনাব মো: আ: সোবহান, এম পি এ
২৬)	পালাটোনা-২	উদয়পুর	জনাব আবদুল্লা আল হারুন, এম পি এ
২৭)	মনু	খোয়াই	জনাব মো: ইলিয়াস, এম পি এ
২৮)	বাগাফা	বিলোনিয়া	জনাব আবু নাসের চৌধুরী, এম পি এ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত ‘ছদ্ম নামে’র তালিকাঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে, বিশেষত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে, এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম, অবস্থান, কর্মতৎপরতা এবং আনষঙ্গিক ঘটনাবলীর খবরাখবর কিছুটা শত্রুপক্ষের গোচরীভূত হয়ে পড়ে। ফলে কিছু সংখ্যক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ‘ছদ্মনাম’ ধারণ করতে হয়। নিম্নে যে সব যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে ‘ছদ্মনাম’ ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলঃ

ক্রমিক	পুরাতন নাম	স্থান	নতুন নাম
১)	পদ্মা	চড়ইলাম	ক্রিকেট
২)	মেঘনা	’’	গলফ
৩)	গংগা	গকুল নগর	টেনিস
৪)	যমুনা	’’	হকি
৫)	মুহুড়ী	হরিণা	ফুটবল
৬)	তিস্তা	বিজনা	পলো
৭)	কল্যাণপুর	খোয়াই	সুইমিং

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাম্পগুলোর ‘ছদ্ম নাম’ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নামানুসারে রাখা হয়েছিল।

* মরহুম জনাব এম এ আজিজ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁর নাম অনুসারে দুটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যেসব কর্মকর্তা সরাসরিভাবে জড়ি ছিলেন তাঁদের নামঃ

ব্রিগেডিয়ার মাস্টার-সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা; ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং-সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতা;;মেজর সুব্রামননিয়াম--সহকারী পরিচালক, সেন্ট্রাল রিলিফ; ক্যাপ্টেন বিভুরঞ্জন চ্যাটার্জী-চড়ইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; মেজর মিত্র-তত্ত্বাবধায়ক; ক্যাপ্টেন ডি পি ধর-কল্যাণপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন আর পি সিং-গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন এস কে শর্মা-চড়ইলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন ডি, এস মঈনী-বাগাফা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন জি এস রাওয়াত-গকুল নগর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ক্যাপ্টেন নাগ-চোতাখোলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত ভারত সরকারের বেসামরিক প্রতিনিধিদের নামঃ

ড. শ্রী ত্রিগুনা, সেন, শিক্ষামন্ত্রী (ভারত); শ্রী সচীন্দ্রলাল সিং, মুখ্যমন্ত্রী (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী কে, পি, দত্ত, পরিচালক, শিক্ষা দপ্তর, (ত্রিপুরা রাজ্য); শ্রী মনুভাই বিমানী, বাংলাদেশ এসিস্টেন্স কমিটি (ভারত)।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে একসাথে সাধারণত পাঁচশত থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত যুবককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্তা করা হযেছিল। এই সময় বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সর্বমোট প্রায় এক লক্ষ যুবককে প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হযেছিল। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার যুবককে ‘ভিত্তি ফৌজের’ উপযোগী করে, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশিষ্ট যুবকদেরকে প্রয়োজনীয় সময়, অর্থ, সম্পদ ও উপকরণের অভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাদের নামঃ

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম-১নং সেক্টর; ক্যাপ্টে জাফর ইমাম-১ নং সেক্টর; মেজর আবদুল মতিন-১নং সেক্টর; মেজর খালেদ মোশাররফ-২নং সেক্টর, মেজর সফিউল্লাহ-৩নং সেক্টর; ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান-৩নং সেক্টর, মিজর সি এর দত্ত-৪নং সেক্টর।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দঃ*

জনাব আ স ম আবদুর রব, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন, জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, তৎকালীন যুব নেতা; জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রাক্তন যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব সৈয়দ রোজউর রহমান, ছাত্র নেতা, কুমিল্লা, জনাব মাইনুল হুদা, ছাত্র নেতা, কুমিল্লা; শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরী, যুব ও ছাত্র নেতা; জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র নেতা, নোয়াখালী।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশের ব্যক্তিবর্গের নামঃ

জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এন এ (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, এম এন এ (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এন এ (দিনাজপুর), যুব প্রশিকষণ কেন্দ্রগুলোর পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি; অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এম এন এস (কুমিল্লা), অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, এম এন এ (কুমিল্লা);

---

* এখানে উল্লেখিত বাংলাদেশী সামরিক কর্মকর্তাগণ ব্যতীত আরও যে সব সামরিক অফিসার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা বিবরণ দাতার কাছে না থাকার দরুন এখানে উল্লেখ করতে পারেননি বলে তিনি প্রকাশ করেছেন।

জনাব আহমদ আলী, এম এন এ (নোয়াখালী), জনাব নূরুল হক, এম এন এ (নোয়াখালী), জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী, এম এন এ (নোয়াখালী; জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু, এম এন এ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া); জনাব আলী আজম , এম এন এ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া); জনাব মুহাম্মদ রাজা মিয়া, এম পি এ (কুমিল্লা), জনাব মো: আবদুল আউয়াল, এম এন এ (কুমিল্লা); জনাব হাজী আবুল হাসেম এম পি এ (কুমিল্লা); জনাব আবদুর রউফ, রাজনৈতিক নেতা (কুমিল্লা); জনাব মুহাম্মদ আফজাল খান, রাজনৈতিক কেনতা(কুমিল্লা); জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম, এম এন এ (কুমিল্লা); ফ্লাইট লেফটেনান্ট এ বি সিদ্দিকী, এম পি এ (কুমিল্লা); জনাব খাজা আহমদ, এম এন এস (নোয়াখালী); জনাব আবদুল মালেক উকিল, এম এন এ (নোয়াখালী). জনাব আবদুল করিম বেপারী (মুন্সিগঞ্জ), এডভোকেট হামিদুর রহমান, রাজনৈতিক নেতা (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া); কর্নেল আবদুর রব (পরে তিনি জেনারেল হয়েছেন); জনাব এইচ টি ইমাম, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি; জনাব রকিব উদদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন এস ডি ও (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), জনাব এম আর সিদ্দিকী, এম এন এ (চট্টগ্রাম); জনাব সাইদুর রহমান, সমাজকর্মী, (কুমিল্লা); জনাব আবু মিয়া, সমাজকর্মী, নেপোরমা, কুমিল্লা; শ্রী রাখাল ভট্টাচার্য, সরকারী কর্মচারী, বাংলাদেশ সরকার; ডা. আবদুছ ছাত্তার এম পি এ, জনাব জাবেল আলী মোক্তার (চাঁদপুর); জনাব মকবুল আহমদ এডভোকেট (চাঁদপুর); জনাব মীর হোসেন চৌধুরী (কুমিল্লা); জনাব আমীর হোসেন এম পি এ (কুমিল্লা); জনাব বিসমিল্লাহ মিঞা, এম পি এ (নোয়াখালী), জনাব শহীদ উদ্দীন ইস্কান্দার এম পি এ (নোয়াখালী); জনাব জালাল আহামদ, এম পি এ (কুমিল্লা; অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ, এম পি এ (চট্টগ্রাম); ক্যাপ্টেন আবুল কাসেম, এম পি এ (চট্টগ্রাম); জনাব মীর্জা আবুল মনসুর, এম পি এ (চট্টগ্রাম) জনাব আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এ, পি এ; ড. এ কে হাসান, আঞ্চলিক প্রশাসক, মুজিব নগর; জনাব মোশারফ হোসেন চৌধুরী, উপ-পরিচালক (একাউন্টস); জনাব গোলাম রফিক, (শিল্পী); জনাব শহীদ কাদরী, প্রোগ্রাম অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেনদ্র, জনাব আনোয়ার হোসেন স্টাফ অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেনদ্র, জনাব মুকতুল হোসেন, পিয়ন, যুব প্রশিক্ষণ কেনদ্র; জনাব শাহাব উদ্দিন, ড্রাইভার, যুব প্রশিক্ষণ কেনদ্র, জনাব অজিত কুমার নন্দি, হিসাব রক্ষক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; জনাব সঞ্জীব কুমার রায়, স্টেনোগ্রাফার, যুব প্রশিক্ষণ কেনদ্র, জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, রাজনৈতিক নেতা; শ্রী সুখলাল সাহা (পলিটিকলে মটিভেটর); জনাব আজিজুল হক, সমাজকর্মী (কসবা); জনাব অহীদ মিঞা, ড্রাইভার; অধ্যক্ষ আবু আহমদ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া); জনাব কুতুবুর রহমান, ছাত্র নেতা।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মাটিতে থেকে আরম্ভ করা সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। এমদসত্ত্বেও বীর বাঙালীরা এবং তাঁদের অকুতোভয় সন্তেনেরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সামান্য কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে তা নিংসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অন্যন্য সাধারণ ঘটনা। সুতরাং বাঙ্গালী জাতির এই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও শ্রমের তাৎপর্যকে বেঁচে থাকা দেশের অবশিষ্ট মানুষগুলো গভীরভাবে উপলদ্ধি করুক ইহাই বোধ হয় শহদািনের আত্মার একমাত্র আকুতি।

দেবব্রত দত্ত গুপ্ত
অক্টোবর, ১৯৮২

মণি সিং

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম। দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থেকে কাজ করার পর ১৯৬৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৬৯ সালের মহান গণঅভ্যুত্থানের সময় জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি দেশের আনাচে-কানাচে ধ্বনিত করে

তোলে, সেই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু সারিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর বন্দীরা রাজশাহী জেল ভেঙ্গে আমাকে বের করে নেয়ার আগে পর্যন্ত আমি আটক ছিলাম। কাজেই উল্লিখিত সময়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি যোগ দিতে পারিনি। তবে আমাদের পার্টির তখনকার ভূমিকা আমার জানা আছে, সেটা সংক্ষেপে বলছি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়। আমরা নির্বাচনের ফলাফলকে পূর্ব বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান এবং একটি আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশরূপে দেখি। আমাদের বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল যে নির্বাচনে আওয়ামীল লীগের ৬-দফার পক্ষে রায়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও বিকাশ লাভ করেছে এবং বাঙ্গালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পার্টি নীতিগতভাবেই সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠানকে ন্যায্য মনে করে এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্টিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ধ্বনিত করে।

নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমরা আরও দেখলিছাম যে আওয়ামী লীগ কেবল ''পূর্ব পাকিস্তানের'' জনগণেরই সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি, তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গোটা পাকিস্তানের সরকার গঠনের অধিকারও লাভ করেছে। কিন্তু আমরা মূল্যায়নে বলেছিলাম যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এবং এই শাসকদের মদদকারী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নেবে না এবং তা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে। বিশেষত ৬-দফার সঙ্গে ছাত্র সমাজের ১১-দফাও তখন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং বিজয়ী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১-দফাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছিল, ফলে তাঁর ঐ নির্বাচনের দাবি কিছুতেই মানতে পারে না। এ-কারণে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ছিল অনিশ্চিত এবং এমতাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই অগ্রসর হবে এবং সে সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের পার্টির এই বিশ্লেষণ পরবর্তী ঘটনাবলী সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং ভুট্টো প্রমুখের ষড়যন্ত্র পরিস্কার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ৩রা মার্চ হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে রাজনৈতিক দাবি হিসেবে ঘোষণা মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সেখানে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিসম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঐ শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি উত্থাপন করে। সে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে নির্বাচনের রায়কে কার্যকরী করতে না দেয়া হলে বাংলাদেশের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হবে বাঙালীদের জাতীয় আত্মনিন্ত্রণের নীতি অনুসারে ঐ সংগ্রামে শরীক থাকা এবং ঐ নীতি অনুসারে সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামকে সঠিক পথে চালিত করতে চেষ্টা করা।

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না-এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে দেখলাম। ঐ দিন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ছিল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। কিন্তু এটা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমাদের পার্টি বেআইনী এবং আত্মগোপনে ছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যতটুকু যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ছিল তা কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়েছি। পার্টির নামোল্লেখ না করে আমরা ‘একতা’ নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম তার মাধ্যমেও আমরা দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচার চালিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আমরা সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো আমাদের পার্টি ও জনগণকে প্রস্তুত করে তুলিছিলাম।

১লা মার্চের পর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের জনসমাবেশ থেকে ‘‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম’’ বলে ঘোষণা দিয়ে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন, আমরা তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলাম। ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তখন আলোচনার বিরোধিতা করাকে আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিনি, কিন্তু আমাদের পার্টির মুল্যায়ন ছিল যে ঐ আলোচনায় কোনো অপসরফা হবে না, কেননা জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে পারে না। আমাদের পার্টি তখন জনগণের সচেতনতা জাগরুক রাখার জন্য এবং আসন্ন যেকোনো ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকাসহ সম্ভব মতো দেশের সব জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। তখন ছাত্রসমাজের শক্তিশালী প্রগতিশীল সংগঠন ‘‘পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন’’ আমাদের পার্টির প্রভাব থাকায় তাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘ইউ ও টি সি’র- সহায়তায় তরুণ-তরুণীদের রাইফেল ট্রেনিং এবং কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল। ডেমরা এলাকার কিছুসংখ্যক শ্রমিককেও আমরা স্বেচ্ছাসেবক করে এ-ধরনের ট্রেনিং-এ যুক্ত করেছিলাম। এ-সব কার্যক্রমের উদ্দেম্য ছিল জনগণকে দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। এক কথায় ঐ সময়টাতে আমাদের পার্টির ভূমিকা ছিল অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাধ্যমতো সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ, জনগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫শে মার্চের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে অবস্থা ক্রমেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, ৯ই মার্চ ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রী কমিটির সদস্যদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের যথাসম্ভব প্রস্তুতির জন্য একটি সার্কুলার প্রচার করা হয়েছিল। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ্য সশ্রস্ত্র সংগ্রামের পরিস্থিতিতে কোনো কোনো জেলায় সার্কুলারটি বিলম্বে পৌঁছে এবং পার্টির তখনকার শক্তিসামর্থ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতির উপযুক্তও ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয়।

সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল এই যে জনগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে এবং বিশেষত সমগ্র পাকিস্তানে আওয়াম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এবং বাঙ্গালীদের জাতীয় অধিকারের দাবির সঙ্গে ১১-দফায় সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তানে একটা সরকার গঠন এবং বাঙালীদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অবস্থা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যাবে। সে জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করাই মুখ্য কাজ এবং তা খুব দ্রুত করতে হবে।

সামগ্রিক অবস্থা মুল্যায়নের আরও একটি দিক আমাদের পার্টির ছিল। তা হচ্ছেঃ আমরা সচেতন ছিলাম যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কতকগুলি দুর্বলতা থাকবে। মধ্যস্তরের জনগণের যে দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনার ঘাটতি ছিল। এবং শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের সংগঠন শক্তি ছিল দুর্বল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আমরা

অনিবার্য ঘটনা-ধারায় পিছনে না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারায় অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ঐ দুর্বলতাগুলো কাটানো প্রয়োজন বলেই তখন সিদ্ধান্ত করেছিলাম। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চের আগেই ঢাকায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা ও প্রচার চালানোর মাধ্যমে প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে প্রস্তুত করার চেষ্টার কথা আগেই বলেছি। ২৫শে মার্চ পাকবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হলে আমাদের পার্টির ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-স্বেচ্ছাসেবকরা যেখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ প্রভৃতি দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধরত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ এই প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে এবং পরে বাধ্য হয়ে আমাদের কর্মীরা ভারতে চলে যায়। তাঁরা আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনের সমর্থক ও ইচ্ছুক তরুণদেরও সংগঠতি করে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এর জন্য ভারত যেতে থাকেন। অনেক বিপন্ন পরিবারও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

সীমান্ত অতিক্রম করার প্রাক্কালে আমি রাজশাহী জেলে বন্দী ছিলাম। বাইরে সমগ্র জাতি যে মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম সামনে অপেক্ষা করছে এক নিদারুণ রক্তাক্ত সংগ্রাম। রাজশাহী শহরেই ই পি আর-এর ক্যাম্প ছিল। পাকবাহিনীর ক্যাম্পও ছিল। ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী ই পি আর ক্যাম্প আক্রমণ করে। ই পি আর প্রতিরোধ করে। আমি গোলাগুলির আওয়াজ শুনি এবং কিছু কিছু গোলাগুলি জেলখানার কাছে এসে পড়তে থাকে। ফলে বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গোলাগুলির মাঝ পড়ে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ঘটতে পারে। অন্য সকল আমাকে এসে বলে যে আপনি ডি আই জি-কে বলুন জেলের গেট কুলে সকলকে মুক্তি করে দিতে। ডি আই জি কে বললাম, কিন্তু রাজি হন না। তখন বন্দীরা সিদ্ধান্ত নেয় জেল ভেঙ্গে বের হবে। বাইরে জনতাও জেলা ভাঙ্গা সমর্থন করে। বন্দী ও জনতা মিলে জেলের ময়লা ফেলার দরজা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা বের হয়ে আসি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। জনতাই আমাদের পদ্মা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠিয়ে দেয় এবং বলে যে, শহরে থাকা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়, আপনারা নদীর ওপারে চলে যান। নৌকাযোগে নদী পার হয়ে বুঝতে পারি যে, আমরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি। কারণ পদ্মার ওপারেই ভারত।

এই সময়ে জেলের ভেতরের বিচিত্র কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মার্চ মাসের একটি অসাধারণ ঘটনা চিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে ডাক দেয়ার পর ঐ ভাষণ ও ঘোষণার জন্য আমি বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানিয়ে রাজশাহী জেল থেকে একটি টেলিগ্রাম করতে চাই। জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ''আপনি তো টেলিগ্রাম করতে পারবেন না, কারণ আপনি ডেটিনিউ। আপনার টেলিগ্রাম পাঠাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন লাগবে।'' আমি বললাম, ''তবে অনুমোদন নিয়ে আসুন''। তাঁরা বললে যে, ''এখন অনুমোদন আনা যাবে না, কারণ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে কেউ কাজ করছে না, তারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।'' পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতপূর্বে আর ছিল না। তখন জেলের ভেতর থেকে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

প্রতিরোধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের আত্মগোপনরত পার্টির সম্পর্ক ছিল। বিশেষত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) আমাদের পার্টির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক ছিল। ন্যাপের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক ভূমিকার জন্য আমাদের পার্টির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত মিল ছিল বেশী। অসহযোগ আন্দোল, প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন

পর্যায়ে এই দুই পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপের (এবং ছাত্র ইউনিয়নের) সঙ্গে মিলিতভাবে আমাদের পার্টি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। অনেক স্থানে একত্রে ক্যাম্প করা হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল অর্থাৎ আইউব-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই আমাদের পার্টির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। আমাদের পার্টি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হলেও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়টাতে আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় ও পরামর্শ হয়েছে। ১৯৭৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানী শাসকরা যে মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য এবং তা সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের পার্টি ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাঁর জন্য মূল্যবান হবে, কেননা আওয়ামী লীগের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। তিনি ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন্ তাঁর স্মৃতিতে স্মরণ করে আমি বলতে চাই কে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন ও প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা তা পূরণ করতে পেরেছি।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করার পরই দেশের ভেতর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমন্ডলীর উপস্থি সদস্যরা এক বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাগত জানায় এবং প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে। আমাদের পার্টির ঐ প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতি বিদেশে সংবাদপত্র ও বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা দেশে-বিদেশে জনগণ জানতে পারে। আমাদের পার্টির বহু সদস্য সমর্থক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছু কিছু দ্বিমত ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য দলের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননদের দলের সঙ্গেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। এরা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করলেও ২৫ মার্চের পর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যায়। এরা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন দিলেও আওয়ামী লীগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার শক্তিগুলোর ঐক্য এবং স্বাধীনসাতর আন্তর্জাতিক শত্রুমিত্র সম্পর্কে এঁদের নীতির সঙ্গে আমাদের প্রভূত পার্থক্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এঁরাসহ কিছু মাওবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে আমরা বিভেদাত্মক ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার প্রয়াসী বলে ভ্রান্ত মনে করে প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামী লীগসহ জাতীয় ঐক্য গঠনের নীতি অনুসরণ করি। স্বাধীনতার বিরোধীতাকারী দলগুলোকে আমরা শত্রুবলে চিহ্নিত করি।

২৫ মার্চের পরে জেল ভেঙ্গে মুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন সহকর্মীসহ আমার নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন উপলব্ধি করে জনতাই আমাদের ঠেলে নিয়ে পদ্মা পার করিয়ে দেয় একথা আগেই বলেছি। কাজেই দেশের ভিতরে আমাদের পার্টির সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে পারিনি।

আমাদের পার্টির অন্য নেতারা ২৫ মার্চের পর সঙ্গে সঙ্গেই দেশত্যাগ করেননি। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেতের থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অচিরেই ঢাকায় থাকা অসম্ভব এবং সকলের থাকা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী সাইফউদ্দিন মানিক, মনজুরুল আহসান খান প্রমুখ ঢাকা জেলার বেলাতো থানার রায়পুরায় ঘাঁটি করে অবস্থা করেন। কিছু কমরেডকে অধিকৃত রাজধানীতে রেখে যাওয়া হয়। রায়পুরা এলাকা পাকবাহিনীর পদানত হলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ভৈরবের দিকে আশুগঞ্জে সরে গিয়ে অবস্থান নেন। নৃেতবৃন্দ দেশে থেকে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে

সশস্ত্র প্রতিরোধ ভূমিকা পালনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে নেতৃবৃন্দের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে এলাকার জনগণ তাঁদেরকে ক্রমে সীমান্তের দিকে নিয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলা সংগঠনের জন্য নির্দেশ দিয়ে ক্যাডার পাঠাতে সক্ষম হন।

পাকবাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচার গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ ভারতে চলে যায়। আমাদের পার্টির বহু কর্মী-সমর্থক সপরিবারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কর্মীরাও চলে যায়। আমাদের হিসেবে আমাদের পার্টির নেতা, সমর্থক ও কর্মীগণ এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলিয়ে ৬ হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এই তিনটি ভারতীয় রাজ্যে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় গোটা পার্টির সংগঠন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলায় দেশের মধ্যে আমাদের কিছু কমরেড থেকে গিয়েছিলেন। প্রবাসে সকলের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং ভিতরে বাইরে সকল পর্যায়ের পার্টি সংগঠনের সাথে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সংগঠন গুছিয়ে নেয়া এবং সর্বোপরি কালবিলম্ব না করে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা প্রভৃতি অত্যন্ত দুরূহ কাজ তখন পার্টির সামনে ছিল। আমাদের নেতা-কর্মীদের সব কিছু দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে সহ্য করা, অসম সাহসিক প্রয়াস এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যের ফলে অতি অল্প সময়ে আমরা কাজগুলো গুছিয়ে তুলি। এ-পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হওয়ার কাজের ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ (ক) কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়েনের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন-ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহায়তায়-সীমান্তবতী ভারতের তিনটি রাজ্যেই এবং তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা। (খ) দু'ধরনের ক্যাম্প ছিল-পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ আশ্রয়ের জন্য এবং তরুণদের জন্য যাদেরকে লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে ও ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হবে। (গ) ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা গ্রহণ এবং আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ প্রেরণ। (ঘ) আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। এতে প্রথমে ট্রেনিং দানে প্রভূত 'টেকনিক্যাল' অসুবিধায় পড়তে হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা সম্ভব হয়। (ঙ) আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কোলকাতায়ও কেন্দ্রী কমিটির কার্যালয়ে গঠন করে কাজ করা। (চ) আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই দেশের ভেতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো। (ছ) দেশের ভেতরের সমরেডদের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপন এবং অনুপ্রবিষ্ট গেরিলাদের তাদের সহায়তা গ্রহণ। (জ) আমদের ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। (ঝ) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ও দেশের ভেতরেও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে ৫ হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো হয়। এছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা ১২ হাজার তরুণ সংগ্রহ ও সমাবেশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিবাহিনীতেই পাঠাই। অর্থাৎ আমরা মোট ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করি। তবে যুদ্ধের পরে এই তরুণরা অনেকে লেখাপড়া, অনেকে চাকরি, কৃষিকাজ ও ব্যবসা প্রভূতি নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায় এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ছিল না।

ভারতে যাওয়ার পরই ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয়ে এর প্রথম বৈঠকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রুমিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে একটি দলিল গ্রহণ করেছিল। ঐ দলিলে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক ধরনের শাসন-শোষণের স্বরূপ নির্দেশ করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মূল্যায়নে বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি। এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত, ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও

দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের স্বাধীনতার বন্ধু এবং অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই মূল্যায়ন সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

মে মাসের পরেও মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা সম্ভব হয়েছে, যদিও আমাদের কমরেডরা ভারতের তিনটি রাজ্যে ও দেশের মধ্যেও ছড়িয়ে থাকায় তা খুব কষ্টসাধ্য ছিল।

ভারতের তিনটি রাজ্যেই (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়) সীমান্তবর্তী শহরে আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প ছিল। দু'ধরনের ক্যাম্প ছিলঃ পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ এবং যুদ্ধে পাঠানোর জন্য তরুণদের 'ইয়ুথ ক্যাম্প'।

দেশ থেকে যাওয়ার সময় আমাদের কমরেডদের সঙ্গে যে যৎসামান্য অর্থসম্পদ ছিল তা-ই ছিল আমাদের প্রাথমিক সহায়। পরে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা গঠিত সহায়ক সমিতি থেকে আমরা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কিছু ক্যাম্প আমরা বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিলিয়ে দিয়েছিলাম। পরে অল্প সংখ্যক ক্যাম্পই আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এছাড়া ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রবাসী আমাদের পার্টির সমর্থকরা অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও বাঙালীদের সাহসিক যুদ্ধের খবর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষের মাসগুলোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহের কাজটা লন্ডনে আমাদের কমরেড ও সমর্থকরা সমন্বিত করে আমাদের কাছে অর্থ পাঠাতেন।

আমাদের ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশকেই যেহেতু সরকারী মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেয়া হত তাই খুব বেশী খরচের বোঝা আমাদের বহন করতে হয়নি। আর আমাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা দেশের ভেতরে এসে জনগণের সহায়তায় আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতো।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা আগেই কিছু বলেছি। সবচেয়ে বড় ঐকমত্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে; সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশ্নে আমরা একমত ছিলাম।

আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের "পরামর্শদাতা কমিটি" গঠিত হয় এবং তাতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরূপে আমি ছিলাম। সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায়ে আমাদের উভয় দলের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। আমরা মুক্ত এলাকা গড়ে তুলে সেখানে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মডেল জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতাম এবং ঐ রকম রণকৌশল গ্রহণের কথা বলতাম। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেবল সাধারণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম না। মেহনতী মানুষ শোষণ ও নির্যাতনমুক্ত সুখী জীবন গড়ার আকাঙ্খা থেকেই স্বাধীনতা চাইত। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের দৃঢ় ও শক্তিশালীরূপে সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেছিলাম। মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ কিছু নিতে পারলে সারা দেশের মেহনতী জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসতো। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করার ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আওয়ামী লীগের একাংশের তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী হবার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের কিছু অসুবিধা দেখা দিত। এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য পরে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছিল।

তবে সার্বিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবেই যে কোনো জাতির ন্যায্য সংগ্রাম-জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে। এই নীতি থেকে বস্তুত আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতে জনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করে। এ জন্য তাঁরা নিজেরাই প্রচার গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষত পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও গণহত্যা এবং প্রায় এক কোটি ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গভীর আবেগ সৃষ্টি করেছিল। তারা, বিশেষত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই জনমতকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য অবদান রেখেছে। ভারতের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছু কিছু বিভ্রান্তি ও বিরুদ্ধ মত ছিল। কোনো কোনো প্রশ্নে কংগ্রেসেরও দোদুল্যমানতা ছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে একটি রাজনৈতিক লড়াই ছিল। এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সি পিআই-র সুস্পষ্ট ভূমিকা দ্বারা আমাদের সংগ্রাম লাভবান হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, ২৫শে মার্চের আগেই আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর কাছে আমাদের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তার জন্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চিঠি পাঠাই। এরপর ভারতে যাওয়ার পর মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে বসে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত জানানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

সকলেই জানেন যে রণক্ষেত্র থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিবেশী ভারত ব্যতীত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি ও শান্তির শক্তিসমূহের সক্রিয় সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। আমাদের পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও শান্তির শক্তিসমূহের সমর্থন ও সাহায্য সমাবেশ করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের পার্টিই উদ্যোগী হয়ে এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী (ফেরার পথে দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডা. সারোয়ার আলী। এই ''শান্তি প্রতিনিধিদল'' ইউরোপের বিভিণ্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিল বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধিদল। তখন পর্যন্ত কোলকাতা ছাড়া বিদেশে কোথাও বাংলাদেশ সরকারের মিশন সংগঠিত হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে বিদেশে এমনকি প্রগতিশীল মহলেও আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন বিদ্যামন ছিল। বিদেশে পাকিস্তানীদের মিথ্যা প্রচার খণ্ডন করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জনগণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের সংগ্রাম যে ''বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা'' নয় ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য সংগ্রাম, একথাও বিদেশে প্রচারের প্রয়োজন ছিল। অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ''মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য অন্য দেশের ষড়যন্ত্র'' বলেও একটা বিভ্রান্তি ছিল। আমরা চিঠিপত্র ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে বিদেশে এইসব ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার কিছুকাল আগে হতেই আমরা নিশ্চিত

ছিলাম যে, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সমর্থনপুষ্ট বর্বর ইয়াহিয়া চক্রকে পরাভূত করা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই পার্টি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে বিশদ চিঠি পাঠানোর এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল জনমত সমবেত করার জন্য ও অন্য সকল সম্ভাব্য পন্থার জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতে প্রথমে পাক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার আগে ১৪ই মার্চ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ দুনিয়ার প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের পার্টির সে চিঠি হতেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের মাধ্যমে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মুক্তি সমর্থনকারী শান্তি ও প্রগতির শক্তিসমূহ এবং গণতান্ত্রিক জনগণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিল। এটি বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠায় ও আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেসের কথা আগে বলেছি সেখানে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদল ২২টি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা বলতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সমবেত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যথোচিত উগ্যোগ গ্রহন করেছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যথাসাধ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার কার্যকর ভূমিকা সংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির অবদানই সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতাযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল সমগ্র জাতির একতা এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে স্বাধীনতার সকল শক্তি বিশেষত আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টি স্পষ্টভাবে এইসব রাজনৈতিক দল সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আওয়াজ তুলেছিল এবং সে ফ্রন্ট গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা নিয়েছিল। বিশ্ব জনমত এবং ভারতের জনমতও বাংলাদেশের নিকট এরূপ জাতীয় ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ এ-ধরনের জাতীয় ঐক্য গঠনের গরুত্ব বিলম্বে উপলব্ধি করে। পাশাপাশি কয়েকটি মাওবাদী উপদল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে তথাকথিত ‘‘বামপন্থী ফ্রন্টের’’ নামে এক বিভেদাত্মক আওয়াজ তুলেছিল। এই দুই মনোভাবের বিরুদ্ধেই আমাদের পার্টির ঐক্যের নীতি তথা জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টে গঠনের নীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে কার্যকর হয় নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তদানীন্তন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একটি ‘‘পরামর্শদাতা কমিটি’’ গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতে আমাদের পার্টির প্রতিনিধি ছিলাম আমি।

এই পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের গরুত্ব ছিল এই যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ সেটা প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা গিয়েছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঐ কমিটি দেশের ভেতরে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ঐ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তির আরও সমঝোতা ও ঐক্য গড়ার ভিত্তিও সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের পার্টি ‘‘পরামর্শদাতা কমিটি’’ গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে ঐ কমিটি তেমন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি এবং ঐ ঐক্যের উচ্চতর কোনো বিকাশও ঘটেনি। এ বিষয়ে প্রধানত গুরুত্ব উপলব্ধিতে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও অনুৎসাহ ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত একটি পৃথক গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা, ভারত সরকারের সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ প্রভৃতির সামগ্রিক দায়িত্বে তখন ছিলেন আমাদের পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ। আমাদের গেরিলা টিম সকল জেলায় পাঠানো হয়েছিল। ঢাকার খোদ রাজধানী, নরসিংদী, রায়পুরা, কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে, চট্টগ্রামে, রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েকস্থানে আমাদের টিমগুলো গেরিলা অ্যাকশন করেছে এবং রণক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা প্রাণ দিয়েছেন। যারা ভারতে যাননি, সেই কমরেডরা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের সংগঠন গড়ে তুলছিলেন এবং এঁরাই ভারত থেকে আগত আমাদের গেরিলাদের অ্যাকশনে সাহায্য করেছেন। এখন বয়সের কারণে কোন সময় কোথায় কোথায় আমাদের টিম কিরূপ অ্যাকশন বা লড়াই করেছিল তা স্মৃতি থেকে আমার পক্ষে বিশদ বলা সম্ভব নয়। আমরা নিজেরা এবং বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় সাধ্যমতো সারা দেশে যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধ ছাড়া সংবাদ বহন, রেকি করা প্রভৃতি যুদ্ধের সহায়ক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের কমরেডরা করেছেন। কেবল নিচু পর্যায়ে নয়, উঁচু পর্যায়েও যুদ্ধের সংগঠনে আমাদের ভূমিকা ছিল। ছোটোখাটো গেরিলা অ্যাকশন ছাড়া আমাদের গেরিলারা চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়েছিল। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে বেতিয়ারা নামক স্থানে আমাদের কমরেড আজাদ, মুনির প্রমুখ আমাদের গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য পাকবাহিনীর সঙ্গে এক লড়াইয়ে নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে নিহত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের পার্টির কেন্দ্রী কমিটির সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সার ঢাকায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

মণি সিংহ
(বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি)
মার্চ, ১৯৮৪।

মনসুর আলী

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বেই আমরা খুলনাতে একটা আন্দোলন গড়ে তুলি এবং ৩রা মার্চ সভা শেষ করে একটি মিছিল বের করি। এ মিছিলে পাকবাহিনী গুলি চালায় এবং গুলিতে আজিজুল হক, খালেদসহ আরো কয়েকজন নিহত হয়। গুলির প্রতিবাদে ৫ই মার্চ মিছিল বের করি। পাক বাহিনী এ মিছিলেও গুলি চালায়। দু'জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। ৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আমরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করি। প্রত্যহ সকাল ১০টায় খুলনা পার্কে আমরা জমায়েত হতাম এবং বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। ১৪ই মার্চ তেরখাদায় একটি সভা করি এবং এখানে একটি হাসপাতাল স্থাপন করি। তাছাড়া এখানে গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি। খুলনার অন্যান্য থানায়ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। থানার পুলিশরা এ সময় ট্রেনিং প্রদান করতো এভাবে প্রায় ১০০০০ মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

২৬শে মার্চ থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রূপসাঘাট, সেনের বাজার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেই। এখানে পাক সৈন্যদের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়। ১লা এপ্রিল আমি তেরখাদায় চলে আসি। এ সময় আমরা খুলনার সঙ্গে যশোহরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধ করি। ৬ই এপ্রিল সমস্ত ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্ব থানার ওসি সাহেবের কাছে প্রদান করে আমি ভারতে উদ্দেশে রওয়ানা হই। ৭ই এপ্রিল কলকাতায় অবস্থান করি এবং সেখানে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করি। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করি। ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে নিজ এলাকায় ফিলে আসি। এ সময় পাক বাহিনী আমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে। ১৩ই মে প্রথমে পাক সেনারা তেরখাদা আক্রমন করে। ৪ঠা আগস্ট তেরখাদায় রাজাকার, পাঞ্জাবী পুলিশ ও পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের যুদ্ধ হয়। প্রায় ৫৭ জন লোকে পাকবাহিনী হত্যা করে। তবে ছাগলদা, ছাছিয়াদহ, চরকুরিয়া, চুনখোলা প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ যুদ্ধের সময় নিরাপদ ছিল।

৯ই আগস্ট আমি শেষবারের মতো ভারতে চলে যাই। টেট্যা যুব ক্যাম্পের ২০০ জন যুবককে গেরিলা ট্রেনিং এর জন্য চাকুলিয়া প্রেরণ করি। এ সময় তেরখাদা থানার ভিতরে পতলাতে একটি নতুন থানা স্থাপন এবং নিরঞ্জন সেন নামক একজনকে ওসি নিয়োগ করি। ১৫০০ জন গেরিলা সংগ্রহ করে তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই গেরিলাদের নিয়ে মঙ্গলা বন্দর অভিযান করি এবং একটি স্টীমার নিমজ্জিত করা হয়। ডাকবাংলোতে শান্তি কমিটির মিটিং চলাকালে গ্রেনেড চার্জ করা হয়। পাওয়ার হাউজেও আমরা একটি অভিযান চালাই এবং পাকসেনাদের একটি লঞ্চ ডুবিয়ে দেই। এ সমস্ত যুদ্ধ ছাড়াও ৭টি বৃহৎ গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন সেলিমসহ ৫৫ জন পাকসেনা এবং প্রায় একশত রাজাকার ও আলবদর মারা যায়। ইদ্রিস ও কালু নামে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয় এবং রতন, মোহাম্মদ ও খোকাসহ ৭ জন আহত হয়।

পাক বাহিনী আমার এলাকায় অনেক ক্ষতিসাধন করে। ছাচিয়াদহ বাজারে ১৩২টি তেরখাদায় ২০০টি সহ সম্পূর্ণ এলাকায় প্রায় ৩০০০ বাড়ীঘর তারা লুট করে এবং পুড়িয়ে দেয়। প্রায় ১৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। এদের মধ্যে তেরখাদা কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি সরফরাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। ১৪ই আগস্ট পাক বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। শোনা যায়, প্রথমে তাকে পাকিস্তান বাহিনী জিন্দাবাদ বলতে বলে। এতে তিনি রাজী না হওয়ায় তার বাম হাতে গুলি করা হয়। এতেও তিনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে রাজী না হওয়ায় তার অন্য হাতে গুলি করা হয়। সবশেষে তাকে একেবারে হত্যা করা হয়।

আমার এলাকার বোরহান উদ্দিন, ফহম উদ্দিন, আবদুল ওহাব, শামসুল হক, শেখ সেকান্দার আলী, নূরুল হক, আবু তালেব, প্রফুল্ল কুমার প্রমুখ নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষভাবে কাজ করেন।

ডা: মনসুর আলী
(সাবেক এম পি এ, খুলনা)
২৬ অক্টোবর, ১৯৭২

মমতাজ বেগম

২৫শে মার্চ রাত্রে আমি ঢাকার দীননাথ সেন রোডে ছিলাম। এখানে থেকে ১লা এপ্রিল কুমিল্লায় যাত্রা করি। কয়েকদিন আমি কসবায় অবস্থান করি। এখানে অবস্থানকালে জনসাধারণকে স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহিত করি এবং আনসার ও স্থানীয় ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে মেজর বাহার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হতে পালিয়ে প্রাক্তন সৈনিক, ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের একত্রিত করে বাংলাদেশের জন্য একটি সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করেন। এ সময় আমাদের কিছু সদস্য ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য একটি সরকার গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১০ এপ্রিল যখন সরকার গঠন করা হয় তখন সেখানে মহিলা সদস্যদের মধ্যে শুধু আমিই উপস্থিত ছিলাম। পরে সেই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মুজবনগর (কুষ্টিয়ার আম্রকাননে) শপথগ্রহণ করে। ১২ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আমার ছোট ভাই আজিজ, ফজলু, কুদ্দুস, কসবা ছাত্রলীগের সভাপতি কাইউম, দোতুল ও আরো কিছু সংখ্যক ছেলে ইলিয়টগঞ্জ পুল ও কোম্পানীগঞ্জ পুল ধ্বংস করার পরিকল্পনা নেয়। উক্ত দলটি ইলিয়টগঞ্জ পুল ধ্বংস করতে সক্ষম হয় কিন্তু কোম্পানীগঞ্জ পুল ধ্বংস করা যায়নি। ১৩ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমার সাথে যোগাযোগ করেন। পরের দিন অতর্কিতভাবে পাক বাহিনী কসবা এসে পড়লে আমরা আগরতলার দেবীপুরে চলে যাই।

আগরতলায় পূর্বের মতোই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করার কাজে সহায়তা করি। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে দেবীপুরে (আগরতলা) অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গাফফার ও তার বাহিনীর সহযোগিতায় শালদানদীর খাদ্য গুদাম থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য কয়েক হাজার বস্তা গম ও চাল সংগ্রহের ব্যাপারেও সক্রিয় ছিলাম। মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের সামরিক শিক্ষার জন্য এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের দেশের অভ্যন্তরে কুমিল্লায় খাদ্য আশ্রয় ও চিকিৎসার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিতেও সচেষ্ট ছিলাম। আমরা মহিলাদেরকেও মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। তাই মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাহানারা হক এই সংগঠনের সভানেত্রী ও ফরিদা মহিউদ্দিন সেক্রেটারী মনোনীত হন। এখানে মেয়েদের নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যও পরিচালনা করি।

চৌদ্দগ্রাম থানা, কতোয়ালীর বৃহৎ অংশ, বুড়িচং, মুরাদনগরের অংশ বিশেষ, কসবা, আখাউড়া, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্যস্থল ও পাকবাহিনীর দুর্ভেদ্য দূর্গ ছিল। সে সময় ঘরবাড়ী, মানুষ, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। কসবা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, লালমাই ও লাকসামে বেশ কয়েকটি গণকবর রচিত হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে কুমিল্লা পুলিশ লাইনের পুলিশ বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। রামমালার আনসার বাহিনীও প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে। লালমাই স্টেশনের সন্নিকটে কিছুসংখ্যক ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু লোক প্রায় ৫দিন পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। কসবা ও শালদা নদীতে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী বেশ কিছুদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, বুড়িচং, কসবা ও আখাউড়ায় সর্বাধিক নারী নির্যাতন হয়। আমার কসবাস্থ বাসস্থান বোমাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পাক সামরিক জান্তা বিনষ্ট করে।

যুদ্ধ চলাকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে যাওয়ার সময় কর্ণেল এম এ জি ওসমানী আমাদের কসবাস্থ বাসভবনে দুদিন অবস্থান করেন। প্রথম দিকে অবশ্য তাকে আমরা চিনতে পারিনি। কেননা তিনি পরিচয় গোপন রেখেছিলেন এবং তার সপরিচিত গোঁফ ছিল না। পরে তাকে চিনতে পারি এবং ভারতে যাবার ব্যাপারে সহায়তা করি। পথে এক জায়গায় পাঞ্জাবী মনে করে তাকে কয়েকজন বাঙ্গালী মারতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আমার এক আত্মীয়ের সনাক্তকরণের ফলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

মমতাজ বেগম
গণপরিষদ সদস্যা
(সাবেক এম এন এ, মহিলা আসন-৬)
৩০ জুন, ১৯৭৩।

মোশাররফ হোসেন

অসহযোগ আন্দোলনের শুরতেই আমি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও এক্সপ্লোসিভ যোগাড় করতে থাকি। ২৪ শে মার্চ কর্ণফুলী নদীতে অবস্থানরত 'সোয়াত', জাহাজ হতে শেল নিক্ষেপ করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট হতে বাঙ্গালী সৈন্যের একটি দল ক্যাপ্টেন রফিকের অধীনে কুমিরার দিকে যাত্রা করে। ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলি বিনিময় হয়।

ইতিমধ্যে আমি ও আমার সংগীরা শুভপুর ব্রীজটির আংশিকভাবে ক্ষতিসাধন করি। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দিকে আসার সময় লোকদিগকে রাস্তায় গাছপালা, ইটপাটকেল ইত্যাদি দিয়ে নানভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দেই। ২৬ তারিখে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক সেনাদের সঙ্গে কুমিরার ক্যাপ্টেন রফিকের দলের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে একজন ক্যাপ্টেনসহ অনেক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যায়। পরে মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে আর এক দল বাঙ্গালী সৈন্য কালূরঘাটের দিকে যাত্রা করে।

এদিকে সমস্ত চট্টগ্রাম আমাদের অধীনে চলে আসে। হান্নান সাহেবসহ আমি অনতিবিলম্বে কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হই এবং আমরা স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করি। হান্নান সাহেবই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বক্তা এবং তিনি বেলা দেড় ঘটিকার সময় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৬ তারিখ রাত্রে 'সোয়াত' জাহাজ হতে চট্টগ্রাম শহরে অবিরাম গুলিবর্ষণ হয়। আমরা চট্টগ্রাম শহরে ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাওকৃত বাঙ্গালী সৈন্যদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালাই্‌ তখন সমস্ত যুদ্ধ ব্যবস্থা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃতাধীন চলতে থাকে। ২৯ শে মার্চ তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে Head of the State' এবং নিজেকে 'Supreme Commander of the Bengali Armed forces' ঘোষণা করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের তৃতীয় দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের কিছু কিছু অংশ ব্যতীত সবটুকুই পাক সেনাদের অধীনে চলে যায়। আমরা তখন কালুরঘাট ছেড়ে রামগড়ে চলে যাই। আমাদের অবস্থান আরও দৃঢ় করার জন্য এখানে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। চট্টগ্রাম শহর দখল করেই পাক সেনারা চট্টগ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ৭ ই এপ্রিল কালুরঘাটের পতন হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম তখন ক্যাপ্টেন শমসের মবিনের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ চলছিল। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালী ও পাক সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। সীতাকুন্ডে পাক-বাহিনীর সঙ্গে একটি যুদ্ধ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন মবিনের সৈন্য বাহিনী চিনকি আস্তানায় চলে যায়। বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনী এরপর মীরশ্বরাই ব্রীজের ক্ষতিসাধনের জন্য এখানে সমবেত হয়। এপ্রিলের প্রথম দিকে আমাদের সৈন্যবাহিনী এক সপ্তাহ যাবত পাক হানাদারদের মোকাবেলা করেছিল। ১৭ তারিখে ব্রীজ হতে দূরে বাঙালী ও পাক বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়্‌ দুটি কনভয়সহ প্রায় ৪০০ জন পাক সৈন্য ধ্বংস হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙ্গালী সৈন্যরা বেলা দুটোর মধ্যে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একজন বাঙ্গালী সুবেদার মৃত্যুবরণ করেন এবং দুজন সেপাই আহত হন।

ঐদিন রাত্রেই আমরা মীরেশ্বরাই থেকে সামান্য উত্তরে মোস্তাননগরে ওঁৎ পেতে থাকি। ১৮ তারিখে পাক সেনাদের সাথে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে প্রায় ৩০/৪০ জনের মত পাক সৈন্য নিহত হয়। ১৮ তারিখ সন্ধ্যায় ঐ স্থান ছেড়ে বাঙালী সৈন্যরা করেরহাট চলে আসে এবং হিংগুলি ব্রীজটির ক্ষতিসাধন করে। মোস্তান নগর যুদ্ধের পর পাক সেনার আর বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। তারপর আমাদের সৈন্যরা রামগড় রাস্তার ওপর তুলাতুলি ব্রীজটি উড়িয়ে দেয়। এদিকে শুভপুর, তুলাতুলি, খাগড়াছড়ি ও ফটিকছড়ি প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ চলছিল এবং ক্রমান্বয়ে পাক সেনারা রামগড় ঘিরে ফেলে। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে সাবরুমে চলে যাই। পরে হরিনাতে গিয়ে একটি Army Camp ও পাশাপাশি 'Youth Camp' গঠন করি। উক্ত ক্যাম্পে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তারা বিভিন্ন গেরিলা দলে বিভক্ত

হয়ে অপারেশন চলে যায়। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের চাকুরিয়া ট্রেনিং সেন্টারেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অক্টোবরের ১৫ তারিখ হতে নভেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত মীরেশ্বরাই, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত স্পেশাল কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে অপারেশনে লিপ্ত ছিলাম। বাকী সময়টুকু হরিনা সেক্টর নং ১, হেডকোয়ার্টারে ছিলাম।

মীরেশ্বরাই থানার করেরহাট ও হিংগুল ইউনিয়ন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখানে পাক-সেনাদের হেডকোয়ার্টার ছিল। ঐ স্থানগুলি সীমান্তের কাছেই ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধে কেন্দ্র হিসেবে এখানে বহু হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। মীরেশ্বরাই থানার Wireless Station’- এর পাশে সবচেয়ে বেশী হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ধৃত লোকদিগকে এখানে আনা হত এবং বিভিন্ন পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হত। এখানে আজহারুস সোবাহান নামে এক ব্যক্তি জবাই করত এবং প্রতি জবাইতে পাঁচটি করে সিকে পয়সা পেত। এখানে আনুমানিক ৫০০ জনকে হত্যা করা হয়। ওসমানপুর ইউনিয়নে একসাথে ৫ জনকে লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। হিংগুলি ইউনিয়নেও একসাথে ১০জনকে হত্যা করা হয়।

মাতবরহাটে আমাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের হেডকোয়ার্টার ছিল। ইছাখালী ইউনিয়ন, কাঁটাছোড়া, ওসমনাপুর, মিঠানালা ও বগাদিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নে আমাদের অবস্থান দৃঢ় ছিল। এসমস্ত স্থান হতে আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাতাম।

মিয়াজান ঘাটের যুদ্ধ (জুন /জুলাই)

ওসমানপুর ইউনিয়নে মিয়াজান ঘাটে ১৮ ঘণ্টা ধরে এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে পাকিস্তানের একজন মেজর ও তিনজন সেপাই প্রাণ হারায়। মাত্র ১৫০ জন সৈন্য নিয়ে শেষ অবধি তারা পিছূ হটতে বাধ্য হয়।

দারোসা বাজারের যুদ্ধ (এপ্রিল/মে)

কাঁটাছেড়া ইউনিয়নের দারোসা বাজার হতে কিছু দূরে মাইন ফাটিয়ে মুক্তিবাহিনী পাক বাহিনীর একটি গাড়ী উড়িয়ে দেয়। মাইন ফাটলে প্রায় ৬ জন পাক বাহিনীর লোক মারা যায়। এরপর এখানে প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়। পরে ওরা পিছু হটতে শুরু করে এবং পলায়ন করার সময় কয়েকজন লোককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে হাজী দুলাল মিয়া অন্যতম।

মিঠানালা কম্যুনিটি সেন্টার, দুর্গাপুর হাইস্কুল ও আবু তোরাব হাইস্কুলে অবস্থানরত রাজাকার ও পাক বাহিনীর সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালিয়ে উৎখাত করা হয়। এসমস্ত অভিযানে আমাদের কিছু মুক্তিবাহিনীর লোকও মারা যায়। দুর্গাপুর হাইস্কুল অভিযানে ফরিদ আহমেদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাক সেনাদের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ার সময় হঠাৎ প্রতিপক্ষের একটি বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়।

হাদি ফকিরের হাটের যুদ্ধ (নভেম্বর)

শাহ আলমের অধীনে এক প্লাটুন মুক্তিবাহিনী একটি রাজাকার দলকে আক্রমণ করলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রচণ্ড আক্রমণে ৭ জন রাজাকার মারা যায়। পরে রাজাকারদের সাহায্যার্থে পাক বাহিনী চলে আসে। পাক সৈন্য আসলে ওদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তিবাহিনীর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শাহ আলম এক ধান ক্ষেতে আত্নগোপন করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু পাক বাহিনী শেষ অবধি তাকে ধরে ফেলে হত্যা করে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।

বাংলা বাজারের (পাকিস্তান বাজার) যুদ্ধ (মে/জুন)

জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা বাংলা বাজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধার পাকবাহিনীর দলটিকে অতর্কিত আক্রমণ করে এবং ১০ জনকে হত্যা করে। যুদ্ধ চলাকালে মুস্তাফিজুর রহমান বুলেটবিদ্ধ হন।

তেতুইয়া, তেমোহনী ও আবুর হাটের যুদ্ধ (অক্টোবর)

পাক বাহিনী উপরোক্ত মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সেন্টার আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ প্রায় দু'দিন স্থায়ী হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রধান যুদ্ধকেন্দ্র মাতার হাট পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। প্রধান গেরিলা সেন্টার ছেড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পিছু হটে যেতে হয়েছিল। পরে প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তান বাহিনী মাতার হাট ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বেশ কিছু লোক আহত ও নিহত হয়।

আবুর হাটে একজন সাধারণ পানের দোকানী দেশ স্বাধীন করার অদম্য এক ইচ্ছার নজির স্থাপন করেছেন।পাক বাহিনী বাংলাদেশে হানা দেয়ার প্রথম দিকে আবুর হাটের দিকে আসতে শূরু করলে লোকজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত দোকানদার তফাজ্জল হোসেন পাক সেনাদের সম্মুখে গিয়ে কয়েকটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। গ্রেনেড লক্ষ্যবস্তুতে না পড়লে কয়েকজন পাকসৈন্য আহত হয়।

২৬ শে মার্চ পাক বাহিনী যখন চট্টগ্রামের দিকে আসছিল তখন তারা রাস্তার দু'পাশের বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বড় তাকিয়া বাজারে উপস্থিত হয়ে পাক বাহিনী লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় এক সাহসী যুবক দা ও লাঠি নিয়ে একজন পাকসেনাকে আক্রমণ করে। তারপর পাকসেনারা তাকে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে।

চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান পাক বাহিনী সীতাকুন্ডে পৌঁছেই লোহাগাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। ১০/১২ জন পাক সৈন্য একটা মেয়েকে ধরে আনে এবং একটা পুকুর পাড়ে এনে উপর্যুপুরি ধর্ষণ করে। মেয়েটি কয়েকদিন মাত্র জীবিত ছিল, তারপর সে মারা যায়।

মোশাররফ হোসেন
গণপরিষদ সদস্য
(সাবেক এম, পি, এ চট্টগ্রাম)
১২ জুন, ১৯৭৩।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

২৪শে মার্চ আমি ঠাকুরগাঁ ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনীর কয়েকজন সুবেদার ও হাবিলদারের সঙ্গে গোপনে আলাপ করি এবং তাদের উপদেশ দেই পাক অফিসাররা তাদের অস্ত্র জমা দিতে তারা যেনো অস্ত্রগার দখল করে নেন। এতে তারা রাজী হন। দিনাজপুর ইপিআর বাহিনীর একজন সুবেদার যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই অস্ত্রাগার লুন্ঠন এবং পাক সৈন্য দের হত্যার জন্য আমার এবং জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছে অনুমতি চান। কিন্তু আমরা তার এ প্রস্তাবে রাজী হইনি। ২৫ শে মার্চ রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এবং অবাঙ্গালী বিহারীদের মধ্যে মিটিং হয়। এই মিটিং-এ বিহারীরা শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিহারী বাঙ্গালী ভাই ভাই প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। ২৫ শে মার্চের মধ্যরাতেই আমরা গুলির শব্দ মুনতে পাই। চারদিক থেকে 'জয় বাংলা'র প্রভৃতির শ্লোগান ও কানে ভেসে আসে। ভোর পর্যন্ত এ রকম ধ্বনি শুনতে পাই।২৬ মার্চ সকালে ফজরের নামাজান্তে আমার বাসার সামনে একটি হালকা কামান বসানো দেখতে পাই। পাঞ্জাবী সামরিক কর্মকর্তা আমাদের ডেকে নিয়ে যান এবং তাদের কথামতো কাজ করতে চাপ দেন। তারা আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাদের কথা না শুনলে যে কোন দন্ড তারা দিতে পারেন। এখান থেকে বাসায় না গিয়ে আওয়ামী লীগের এক নেতার বাসায় চলে যাই। ইতিমধ্যে শহরে কারফিউ জারি হয়ে গেছে। ২৭ শে মার্চ সকালে দু'ঘন্টার জন্য কারফিউ তুলে নেয়া হয়। এ সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থির হয় দিনাজপুর ইপিআর ৮ম বাহিনীর বাঙ্গালীদের দায়িত্বে

থাকবেন ক্যাপ্টেন নজরুল হক এবং ৯ম বাহিনীর দায়িত্বে থাকবেন সুবেদার মেজর আবদুর রউফ। আর আমি বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবো।

ঐ দিন পাক বাহিনী আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। আমি কাঞ্চন নদী পেরিয়ে গ্রামে এক আত্নীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেই । ২৮ শে মার্চ এখানে থেকে ঠাকুরগাঁয়ের ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য রওয়ানা হই। ২৯শে মার্চ ঠাকুরগাঁ পৌঁছি। সেখানেও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। এখানে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন এবং ঠাকুরগাঁ আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে একত্রে কাজ চালিয়ে যাই। সুগার মিলের জীপ নিয়ে দিনাজপুর ৯নং ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ২৯ তারিখেই রওয়ানা হই । ৩০শে মার্চ দিনাজপুরের কাঞ্চন নদীর ঘাটে মুক্তি বাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছে। ঐদিনই দিনাজপুর ইপিআর ঘাঁটির সব অস্ত্র আমরা লাভ করি। এসব অস্ত্রপাতি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র এবং মুজাহিদদের সহায়তা কাঞ্চন নদীর পশ্চিমে এক গ্রামে রেখে দিই। এখানে রফিক সাহেব, ফয়েজ সাহেব, নাজিম ভুঁইয়া, জজ, আব্দুল হান্নান চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন নজরুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। ভারতীয় বন্ধুগণ এখানে আমাদের রসদ সরবরাহ করতো।

৩১শে মার্চ ঠাকুরগাঁ ঘাঁটি আমাদের দখলে আসে। রাত দশটায় আমরা অস্ত্রগারের অস্ত্র নিজেদের অধিকারে আনি। ঠাকুরগাঁ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবুবকর খানও এই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। যুদ্বের শেষের দিকে তিনি শহীদ হন। ঐ রাতেই ঠাকুরগাঁ থেকে একটু দূরে আমাদের ঘাঁটি ও ট্রেঞ্চ বসাই। এ সময় স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের সর্বাত্মক সহায়তা করে। তারা মুক্তিয়োদ্বাদের সঙ্গে কাজ করে। এ সময় ভারতীয় সীমান্ত থেকে কিছু অস্ত্র এবং অয়ারলেস সংগ্রহ করি। আমি ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় এলাকার দায়িত্ব পালন করি। রেল লাইন অচল করে দেই এবং প্রাক্তন উইং কমান্ডার জনাব মির্জার সঙ্গে পরামর্শ করে শিবগঞ্জ বিমান ঘাঁটি নষ্ট করে দেই। ক্যাপ্টেন নজরুলের দেয়া অস্ত্রসহ আমরা এলাকাব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও সংগঠনে তৎপর হই।

২রা এপ্রিল সীমান্ত পার হয়ে অস্ত্রের জন্য ভারতে যাই। সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সুবেদার কাজিম উদ্দিনকে পাঠিয়ে আমি ঐ তারিখে গভীর রাতে আবার দেশ ফিরে আসি। ৩রা মার্চা দিনাজপুরে আমাদের যুদ্বঘাঁটি পরিদর্শন করি। ঐদিনই দিনাজপুরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর ক্যাপ্টেন আশরাফকে ঠাকুরগাঁয়ে ডেকে পাঠাই এবং মিটিং করে সৈয়দপুর ঘাঁটি সৈয়দপুর ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা নেই। ৫ই এপ্রিল আমি সেতাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জ ঘাঁটি অভিমুখে রওনা হই। ৬ ই এপ্রিল রাতে ভারতে যাই এবং কংগ্রেস নেতা বাবু আর দত্ত এম এন এ- এর সঙ্গে আলাপ করি। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, মিজানুর রহমান, মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গেও সেখানে সাক্ষাৎ হয়।

১৩ই এপ্রিল দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ফিরি এবং দিনাজপুর মহর উপকণ্ঠে প্রবেশের চেষ্টা করি। কিন্তু সে সময় পাক বাহিনী দিনাজপুরে প্রবেশ করে প্রবল গুলিবর্ষণ করে। রাত্রে ক্যাপ্টেন নজরুল হক, সুবেদার মেজর রউফ, ওসমান গণী সাহেবের সঙ্গে ভারত সীমান্তে সাক্ষাৎ হয়। এ সময় রাধিকাপুর স্টেশনে ভারতগামী হাজার হাজার শরণার্থীদেখতে পাই। এখান থেকে বিএসএফ ক্যাম্পে চলে যাই এবং সেখানে অবস্থান করি। ১৯ শে এপ্রিল মুক্তিবাহিনীসহ পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করি। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করি। শরণার্থী ক্যাম্পের যুবকদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং স্থাপন করি। আমার সঙ্গে এ সময় দিনাজপুরের জজ, ডাঃ নইম উদ্দিন, ছাত্রনেতা আজিজুল ইসলামও ছিলেন। মুজিবনগর সরকার এবং ভারতীয় বাহিনী আমাদের এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। এ সময় বাংলাদেশ সীমান্তে এম এন এ, এম পি এ-এর দের এক সম্মেলন হয়। আমাকে মুক্তিবাহিনীর ৬নং সেক্টরের বেসামরিক উপদেষ্টার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি এ দায়িত্ব পালন করি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ যুবশিবির, ইসলামপুর, গংগারামপুর, হামজাপুর, বালুঘাট প্রভৃতি যুবশিবির পরিদর্শন করে যুবকদের অনুপ্রাণিত করি এবং উৎসাহ দেই। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। যুবশিবিরে যুবকদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে তাদের বাছাই করে যুদ্ধের জন্য

বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করি। শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে তাদের অবস্থা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করি। পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী বাবু সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করি।

৫ ই ডিসেম্বর আমি ভারত থেকে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁও-এ প্রবেশ করি। এখানে বেশ কয়েকদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। ইতিমধ্যে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা দিনাজপুরে স্বাধীনতা উৎসব পালন করি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের নয় মাস আমাদের দিনাজপুর জেলায় পাক বাহিনী অসংখ্য নারী নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা চালায়। ১৩ই এপ্রিল পাক বাহিনী দিনাজপুর শহর পুর্নদখলকালে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। দিনাজপুর শহরের টেলিফোন ভবনে অনেক লোককে পাক সেনারা হত্যা করে। পীরগঞ্জে, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। পীরগঞ্জের ডাঃ সুজাউদ্দিন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ও একজন অধ্যাপককে পাক সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সেতাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ তমিজউদ্দিন চৌধুরী, মুনিরউদ্দিন, দিনাজপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক শাহ সুলেমান তৈয়ব পাক সেনাদের গুলিতে শহীদ হন। ঠাকুরগাঁও খানকা শরিফের পীরসাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রকেও তারা হত্যা করে। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে আওয়ামীলীগের সহ- সভাপতি আবু বকর খানকে দালালদের সহায়তা নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পাক সেনারা তেঁতুলিয়া ও বালিয়াডাংগীতেও অকথ্য অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালায়।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
গণপরিষদ সদস্য(সাবেক এম,এন,এ)
দিনাজপুর
২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই আমরা সিলেটে গণআন্দোলন গড়ে তুলি। মূলতঃ ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে আমরা বহুমুখী কর্মসূচী ও আন্দোলনের মাধ্যমে পাক স্বৈরাচার সরকারের বিরোধিতা করি এবং বৃহৎ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকি। ২রা মার্চ পথসভা ও মশাল মিছিল ,৩রা মার্চ হরতাল, ৪ঠা মার্চ মশাল মিছিল, ৫ই ও ৬ই মার্চ হরতাল ,১০ই মার্চ গণসমাবেশ ও জঙ্গী মিছিল বের করি। ১১ই মার্চ আমাকে আহবায়ক করে মৌলভীবাজার মহকুমাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১২ই মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত আন্দোলন, জনসভা , মিছিল ও কর্মীসভা আরো প্রবলভাবে চলতে থাকে।২৫ শে মার্চ বিকেল ৩ টায় শ্রীমঙ্গল থানার ভৈরববাজার স্কুল মাঠে শ্রমিক সমাবেশে আমি ভাষণ দেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান জানাই। প্রায় দু'হাজার শ্রমিক লাঠি, তীর , ধনুকসহ উক্ত জনসভায় উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই লাঠি উচুঁ করে শত্রুদের প্রতিরোধের শপথ নেয়। সভাশেষে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর রাত ১১টায় আমি মৌলভীবাজার নিজ বাড়িতে চলে যাই।

২৬ শে মার্চ ভোর ৪ টায় তৎকালীন অবাঙ্গালী এসডিও এবং এসডিপিও আমার বাড়িতে আসেন এবং থানায় নিয়ে যান। থানা থেকে আমাকে ব্যোমকেশ ঘোষ বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং তাকে সংগে করে আমাদের ট্যুরিষ্ঠ রেষ্ট হাউজে বন্দী করে রাখে। এখানে অবাঙ্গালী ও খানসেনারা আমাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার চালায়। ২৭ শে মার্চ আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আমার বাসায় চলে আসি। ঐ দিন বিকেলে কার্ফু ভঙ্গ করে হাজার হাজার জনতা মৌলভীবাজারের দিকে আসতে থাকে। পাক বাহিনী জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কার্ফু ভঙ্গের মিছিলে রোদন মিয়া, ছওমনা ঠাকুর, তারা মিয়া ও অজ্ঞাত নামা ৫জন শ্রমিক শহীদ হন এবং বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ তারিখ রাতেই জনৈক পাক ক্যাপ্টেন আবার আমাকে গ্রেফতার করে রেষ্ট

হাউজে নিয়ে যায় এবং লাঠি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে বেদম প্রহার করে। বহু নিরীহ বাঙালীকে কার্ফু ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করে খান সেনারা অমানুষিক নির্যাতন করে। রাতে পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার বাঙালীদের চিৎকার শুনতে পেয়েছি। সৈন্যরা রাত এগারটায় ব্যোমকেশ বাবু, গিয়াসনগর চা বাগানের ম্যানেজার এবং আমাকে সিলেট সার্কিট হাউজে বন্দী করে রাখে।

২৮ শে মার্চ সকালে কর্নেল সরফরাজ আমাকে ইন্টারগেশন করেন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের কে কোথায় আছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সমর্থন আছে কিনা এসব প্রশ্ন করে। আমি কর্নেলের কোন প্রশ্নের উত্তর না দেয়ায় আমাকে ভিতরের এক কক্ষে নিয়ে গিয়ে ৩ জন খান সেনা একযোগে ভীষণ প্রহার করেন। তাদের প্রহারে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে আসলে আমাকে পুনরায় কর্নেলের সম্মুখে হাজির করা হয় এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার জন্য চাপ দেয়। আমি তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৯ শে মার্চ বেলা ১টায় আমাকে সিলেট সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ৫ই এপ্রিল জেলের ভিতর থেকেই সিলেট শহরের চারদিকে গুলির শব্দ শুনতে পাই এবং দুপুরের পর কম করে হলেও তিনবার সিলেট শহরের ওপর বিমান হামলাচলে। ব্রাশের শেলের বকেটা টুকরা আমাদের কক্ষে এসে পড়ে। ৬ই এপ্রিল জেলের পূর্ব -উত্তর দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাক বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই চলে।ঐদিন প্রায় ৮বার পাক বিমান মুক্তিফোজের ওপর হামলা করে। ঐদিন জেলের সাধারণ কর্মীরা বিমান হামলার ভয়ে বাইরে রাখার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষের সাথে কথাকাটাকাটি হলে গুলি ছোড়া হয়। আমাদের জেলের দিকে প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করা হয়। সারারাত ধরে গোলাগুলি চলতে থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেদিন রক্ষা পাই।

৭ই এপ্রিল সকালে খবর পাই মুক্তিবাহিনী শহরের বেশ কিছু অংশ মুক্ত করে নিয়েছে। ২টার সময় দু’জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ৫ টায় সিলেটের সিরাজ সাহেব আমাদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। সন্ধ্যা ৬টায় মানিক চৌধুরী, এম, এন এ ,কর্নেল রেজা ও মেজর দত্তের সংগে চাঁদনিঘাটে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন করি।৮ থেকে ১০ই এপ্রিল ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রামে থাকার পর আমি মৌলভীবাজার আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হই। ১২ ই এপ্রিল নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সিলেট জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করা হয়।

(1) দেওয়ান ফরিদ গাজী, এম,এন,এ জেলা প্রশাসক।
(2) মোঃ ইলিয়াস এম,এন,এ মৌলভীবাজার মহকুমা প্রশাসক।
(3) মোস্তফা আলী এম,এন,এ হবিগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক।
(4) মাসুদ চৌধুরী এম,এন,এ সিলেট সদর মহকুমা প্রশাসক।
(5) জনাব আবদুল হক এম,এন,এ সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক।

উল্লেখ্য যে, মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সিলেট থেকে কর্নেল রব ও মানিক চৌধুরীকে ভারতে প্রেরণ করা হয়।

১২ই এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ চলতে থাকে। এইসব যুদ্ধে প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয় । এই ঘাঁটির দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল রব, কর্নেল রেজা ও মেজর সি আর দত্ত। সিলেট জেলার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে তারা এ ঘাটি থেকে সেনা পরিচালনা করতেন। শেরপুর মুক্তিবাহিনীর ঘাটির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আজিজ। ২৫ শে এপ্রিল রাতে ক্যাপ্টেন আজিজ শেরপুর যুদ্ধে আহত হলে তাকে কালীঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐদিনই শেরপুর সেক্টরের পতন ঘটে। ২৬ শে এপ্রিল রাতে প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী এবং ইলিয়াস সাহেবের ওপর মৌলভীবাজার

সোনালী ব্যাংকের সমস্ত টাকা নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেন। ভারতীয় ডেমোলিশন পার্টির এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্যাংকের স্ট্রং রুমের দরজা খুলতে গেলে সমস্ত রুম বিধ্বস্ত হয়। ব্যাংক থেকে ২ কোটি ৫লাখ ৩ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রায় ২কোটি টাকা আগরতলা ৯১ নং বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এম আর সিদ্দিকী ও কর্নেল রবের মাধ্যমে মজিব নগর সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়। এ অভিযানে ইলিয়াস সাহেব ছাড়াও মানিক চৌধুরী ও মেজর জামান অংশগ্রহণ করেন।

২৮ শে এপ্রিল মৌলভী বাজার শহর পাকবাহিনীর কবলে চলে যায়। ২৯ শে এপ্রিল আমরা শ্রীমঙ্গল হতে কয়েক হাজার ব্যারেল পেট্রল, ৩০লাখ সিগারেট, কয়েক হাজার মণ চাউল, ২৫০টি ট্রাক্টর, ৩০০টি ট্রাক, ২০০ জীপ ও মটরকার বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে নিয়ে যেতে সক্ষম হই।

আমি ভারতের কৈলাশ্বরে অবস্থান কালে শরণার্থীদের ক্যাম্পে পৌছিয়ে দেয়া এবং মুক্তিফৌজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করি। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ যোগানোর জন্য কৈলাশ্বর মুক্তিফৌজ হতে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি,মোজফফর সাহেব ও সুবেদার চৌধুরী মাঝে মাঝে পাক বাহিনীর ক্যাম্প গুলোতে আক্রমণ করতাম। কৈলাশ্বরে ভগবাননগরের যুব ক্যাম্প আমি স্থাপন করি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা করি।

সেপ্টেম্বর মাসে চাতলাপুর হতে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প টিলা বাজারে স্থাপিত হয়। তখন আমাদের ৪ নং সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল সি আর দত্ত এবং উক্ত সেক্টরের রাজনৈতিক লিয়াঁজো ছিলেন দেওয়ান ফরিদ গাজী। আমাকে কৈলাশ্বর ও ধরমনগরের রাজনৈতিক লিয়াঁজো অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে চীফ অব স্টাফ কর্নেল রবকে চেয়ানম্যান এবং ডক্টর হাসানকে প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করে হবিগঞ্জ জোনাল কাউন্সিল গঠন করা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে ২২ জন যুবককে আমার নেতৃত্বে ট্রেনিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়। তাদের ট্রেনিং শেষে কলকাতা হয়ে কৈলাশ্বরে পাঠিয়ে দেই। এ সময় আমি, মোজাফফর আহমেদ ,মেজর জেনারেল কে বি কেশব রাও-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করি। আমি প্রত্যক্ষভাবে মেরলীচড়া পাক ক্যাম্প, আলীনগর পাক ক্যাম্প, চাতলাপুর বি ও পি ইত্যাদি ক্যাম্পে বিভিন্ন সময় আক্রমণ করি।

২রা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে সমশেরনগর (কমলগঞ্জ থানা) আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং এ যুদ্ধে মেজর গুরুমসহ বেশ কয়েকজন মিত্রসৈন্যা ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ৩রা ডিসেম্বর সকালে তুয়াবুর রহীম,এমপিসহ আমি চাতলাপুর বিওপি ও সমশেরনগর স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। এসময় ভারতের মুক্তিছড়া থেকে মেজর আনোয়ারুজ্জামানের নেতৃত্বে ৩টি বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি কমলাগঞ্জ থানা হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। তাদের আমি ২০ জন গাইড সংগ্রহ করে দেই। ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেলে সিএনসি স্পেশাল ব্যাচ ও মুক্তিযোদ্ধাসহ আমরা কড়াইয়াহাড়ি মুক্তিযোদ্ধার প্রধান ক্যাম্পে এসে যোগ দেই । ৫ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সৈয়দ মহসীন আলীর নেতৃত্বাধীন এক কোম্পানী মুক্তিবাহিনী যেগি দেয় এবং মুন্সিবাজার (কমলাগঞ্জ থানা) পাক বাহনীর অবস্থানের ওপর হানা দেয়। যুদ্ধে পাক বাহিনীর পতন ঘটে এবং পাক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৬ই ডিসেম্বর রাজনগরের তেরকপাশা স্কুলে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি।৭ ই মুক্তিফৌজের কোম্পানীকে রাজনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। ৯ ই ডিসেম্বর মৌলভীবাজার আসি। ঐদিন মৌলভীবাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উঠানো হয়। তুয়াবুর রহীমকে মৌলভীবাজারের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০শে ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারী বিদ্যালয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে এক ডুঃখজনক ঘটনা ঘটে। একটি মাইন বিস্ফোরণের ফলে ক্যাম্পের কমান্ডার সোলায়মানসহ ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। আমি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুলাউড়া থানার শরীফপুর ইউনিয়নের দশ হাজার লোকের বসতিপূর্ণ অঞ্চল মুক্ত ছিল এবং এ অঞ্চলে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রশাসন চালানো হয়েছিল। প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন তুয়াবুর রহীম

এমপি সাহেব। মুক্তি বাহিনী সবসময় এ অঞ্চলে অবস্থান করতো এবং কোন সময় এ অঞ্চল পাক বাহিনী অধিকার করতে পারেনি।

বর্বর পাক বাহিনী যুদ্ধকালে সিলেটে অনেক নির্যাতন চালিয়েছে। শুধুমাত্র মৌলভীবাজারে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ৪০০ নিরীহ মানুষকে পাক বাহিনী হত্যা করে। ৪/৫ হাজার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। যুদ্ধ আমরা হারিয়েছি মুকিত, সহীদ, রানু, সুদর্শন নরেশ, অরুণ, মনির মিয়া, খোকা, কাজলসহ নাম না জানা আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম,পি,এ) সিলেট
২২ অক্টোবর, ১৯৭৩।

আবদুর রব,মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আমি এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। ১০ ই এপ্রিল ভারতে যাই এবং আগরতলা অবস্থান করি। ইষ্টার্ন জোনের এক থেকে চারটি সেক্টরের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। এখানে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করি। ভারতে জেনারেল মানেক শা, জেনারেল অরোরা,জেনারেল গিল,জেনারেল সরকার , জেনারেল কালকাট প্রমুখ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। ৭ই মে তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমি মুক্তিবাহিনী ইপিআর-দের নিয়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে অপারেশন চালাই। হবিগঞ্জ থেকে শুরু করে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, শমসেরনগর, শেরপুর,সিলেট প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি। পাক বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আমাদের দু'জন সৈন্য শহীদ হয়। অন্যদিকে পাক বাহিনীর ১৫/২০ জন সৈন্য মারা যায়।

পাক বর্বর বাহিনী মাখালকান্দি,জিলুয়া, কাটাখালী, আরিয়ামুগুর, বদরপুর, রাজেন্দ্রপুর ,রুমিয়া প্রভৃতি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা মাখালকান্দি গ্রামটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। পাক বাহিনী আমার এলাকায় প্রায় ৫০০ জন লোককে হত্যা করে। শুধুমাত্র মাখালকান্দিতেই ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১০/১৫ জন নারীকে পাক বর্বররা ধর্ষণ করে। তাছাড়া পাক বাহিনী ক্যাম্প নিয়েও অনেক লোকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

আবদুর রব, মেজর জেনারেল অবঃ
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম,পি,এ) সিলেট
৩১ অক্টোবর, ১৯৭২।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু এভেনিউ (তদানীন্তন জিন্নাহ এভেনিউ)-এর আলফা ইনসিওরেন্স অফিসের দোতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খাস কামরায় বসে আছি। আরো আছেন রাজশাহীর জনাব কামারুজ্জামান এম, এন, এ সাহেব এবং বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী। মধ্যমণি বঙ্গবন্ধু নিজে। আলোচ্য বিষয় দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। হালকা পরিবেশ। বেলা তখন প্রায় ১০টা। টেলিফোন বেজে উঠলে শেখ সাহেব ধরলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আলাপ করছেন। প্রায় ২/৩ মিনিট পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, এপিপি থেকে ফোন এসেছিল। ভারত

পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। ভারতীয় সেনা লাহোর শহরের উপকণ্ঠে শালিমার বাগান পর্যন্ত এসেছে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ফ্রন্টেরও কিছু কিছু প্রাথমিক খবর। তিনি বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সব রকমের যোগাযোগ বন্ধ। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপরেই বলে উঠলেন 'দেশটাকে বাঁচানো যায়'। একটা বড় সুযোগ এসে গেছে। 'আমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেই' বলে তিনি কিছুক্ষন থামলেন। যাহোক, তিনি খুবই উত্তেজিত অথচ পরিবেশটা এই আলোচনার উপযুক্ত নয়। হেনা ভাই (কামারুজ্জামান) আমার চোখের দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব বাথরুমে গেছেন। তিনি বললেন যে, নেতা খুবই উত্তেজিত, কথাবার্তা অসংলগ্ন হচ্ছে। তাকে এখান থেকে সরাতে হবে। শেখ সাহেব ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হেনা ভাই এবং আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রায় এক রকম জোর করে নীচে নিয়ে এলাম। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তার জীপে ৩২নং রোডের বাড়ীতে এসেই তাজউদ্দিন সাহেবকে ফোনে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। আমরা মোট চারজন। তাকে আমরা তিনজনই বুঝাতে চেষ্টা করলাম আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু এ রকম একটা কাজ করতে যাওয়ার আগে অনেকগুলো দিক খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে-তবে মনে হয় এখন তার উপযুক্ত সময় নয়। দেশবাসী এটার জন্য প্রস্তুত নয়। এটাই বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রকাশ্য স্বাধীনতার কথা আমি প্রথম শুনতে পাই।

১৯৬৬ সাল।পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা। ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের চলাচল বন্ধ। শ্রীলংকা ঘুরে বিমান ঢাকা-করাচী সংযোগ রক্ষা করছে। ২রা এপ্রিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা মোট ৬ জন যাচ্ছি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করতে। তাসখন্দ ঘোষণার পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতারা ডেকেছেন এই সম্মেলন। আলোচ্য বিষয়- তাসখন্দ ঘোষণা জাতীয় স্বার্থকে মারাত্মকভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে। আমাদের জোয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়লাভ করেছিল আইউব খাঁ আলোচনার টেবিলে তা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছেন। যাহোক আমরা শ্রীলংকা ঘুরে সকালের দিকে গিয়ে পৌঁ ছালাম করাচীতে। বিমান বন্দরে হাজার হাজার বাঙালী বঙ্গবন্ধু এবং তার দলকে অভ্যর্থনা জানালো। দলের মধ্যে (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (২) তাজউদ্দিন আহমদ, (৩) আব্দুল মালেক উকিল, (৪) আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, (৫) এবিএম নূরুল ইসলাম এমএনএ এবং (৬) আমি নিজে। সব বাঙালীর একটাই প্রশ্ন 'মুজিব ভাই, আমাদের বাঙালীদের কি হবে'। তিনি সবাইকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে বললেন, ''দেখ বাঙালী জাতির দাবিতো ন্যায্য দাবী। আমরা পথ খুঁজে পাবই।'' আমরা গিয়ে উঠলাম মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মান বেবীর বাসা বিখ্যাত ''লাখাম হাউসে''। সেখোনেও সারাদিন বহু লোকের আনাগোনা-বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে। সবারই একই প্রশ্ন এই সংকট উত্তরণের পথ কি? এর মধ্যে দুপুরের আহারের পর শেখ সাহেব আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেন এবং বললেন আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছুজরুরী আলোচনা আছে। তারপর তিনি সঙ্গে নিয়ে আসা '৬ দফার' কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বের করলেন।আমরা পড়লাম। তিনি আমাদের বিশদ বুঝানোর চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর আমি বললাম, ''আপনি আমাদের নেতা, বহু দিক বিবেচনা করার পর আপনি এই ৬ দফা প্রনয়ণ করেছেন এবং দেশবাসীর সামনে তা দিতে যাচ্ছেন। মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তান , বিশেষ করে পাঞ্জাব এই ৬ দফা মানবে না।'' আমি এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলবার চেষ্টা করলাম, '' এই ৬ দফা যদি অমননীয় হয় তাহলে এটা সরাসরি ১ দফার দিকেই চলে যাবে।, আমরা কি এর জন্য তৈরী হয়েছি?'' প্রায় সবাই একই মত প্রকাশ করলাম। তাজউদ্দিন ভাই মুচকি মুচকি হাসছিলেন। জানি না নেতার সঙ্গে তার পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কি-না। বঙ্গবন্ধু অনেক দিক দিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বললেন''আজ হোক কাল হোক পূর্ব পাকিস্তান কে একদিন আলাদা হতেই হবে। এ রকম কৃত্রিম ভৌগোলিক অবস্থান,আর্থসামাজিকও সাংস্কৃতিক ভিন্ন অবস্থা নিয়ে দুটা অংশ কতকাল দাড়িয়ে থাকবে। এটা সত্য কথা যে, আমরা দেশবাসীকে এখনও তৈরী করার কাজে হাত দেইনি। তবে বাঙ্গালীরা অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। সংগঠনের মাধ্যমে্টো করা যাবে। "এরপর লাহোরের সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনা হল এবং আমরা কোন লাইন গ্রহণ করবো তাও তিনি জানিয়ে দিলেন। এর পরের

কথা- পরদিন আমরা লাহোরে গেলাম সরাসরি সম্মেলন স্থানে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনের সামনের বিরাট লনে এই সম্মেলনের আয়োজন। নেতাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থণা করা হল। আমরা বসলাম। সম্মেলন তখনো শুরু হয়নি। সময় সকাল ৯-৩০মিঃ। সাবজেক্ট কমিটির সভা শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু মালেক ভাইকে পাঠালেন সাবজেক্ট কমিটির সভায়। তিনি সেখানে বক্তব্য রাখলেন- এটা যেহেতু জাতীয় সম্মেলন, সেহেতু জাতীয় সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমেই এখানে প্রতিফলিত হবে। তাসখন্দ ঘোষণা ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বন্যা, অর্থনৈতিক শোষণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, মারাত্মক বেকার সমস্যা এগুলিও আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং এগুলিও এই সম্মেলনে আলোচিত হবে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রবেশেরও অনেক সমস্যা আছে- সেগুলিই বা কেন এখানে আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর যুক্তি হল- এতগুলো সমস্যা আলোচনা করতে গেলে মূল আলোচ্য বিষয় (তাসখন্দ ঘোষণা) গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোন সমস্যারই আলোচনা হবে না এই কথার পর আওয়ামী লীগের অনমনীয় মনোভাবের ফলে সাবজেক্ট কমিটিতে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ওয়াক আউট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সম্মেলন ত্যাগের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার কাগজপত্র আমাদের হাতে দিলেন বিলি করার জন্য। বিখ্যাত ৬ দফা এইভাবেই লাহোরে প্রথম জনগণের হাতে গিয়ে পৌঁছুল। সম্মেলন স্থানের অনতিদূরে মালিক গোলাম জীলানী সাহেবের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রায় ৩/৪ শত পশ্চিম পাকিস্তানী, অবশ্য অধিকাংশই আমাদের আওয়ামী লীগ কর্মী, আমাদের ধাওয়া করে। আমরা দ্রুত হেঁটে জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম। মালিক জিলানী এবং আজম খান এই দুইজন শেখ সাহেবের দুই পার্শ্বে দেহরক্ষীর কাজ করেছিলেন। জিলানী সাহেবের বাসায় পৌঁছার পর আর এক দৃশ্য। আসলে আমরা সকাল থেকে কেউই চা নাস্তা করিনি। অনেক সকালে উঠে করাচী বিমান বন্দরে ছুটতে হয়েছিল লাহোরগামী বিমান ধরার জন্য। আমরা পাশের ঘরে চা খাচ্ছি তখন ভীষণ গোলমালের শব্দ কানে কানে আসে। ব্যাপার কি? জিলানী সাহেব এসে বললেন ৩/৪ শত লোক এসেছে বঙ্গবন্ধুর কাছে। তাদের প্রশ্ন আপনি এত বড় একটা সম্মেলন কেন বানচাল করে দিলেন এবং এর দ্বারা আপনি বিরোধী দলগুলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্মেলন কেন নষ্ট করে পরোক্ষভাবে আইউব খানকেই সাহায্য করলেন। তারা খুবই উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ এবং বিশৃঙ্খল। পরে অবশ্য তিনি সবারই বক্তব্য শোনার পর তার বক্তব্য দিলেন। ১ঘণ্টাব্যাপী এই বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানের এবং তারপর সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের নিপীড়িত বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের যে করুণ এবং মর্মান্তিক কাহিনী ব্যক্ত করলেন তা শুনে অনেকেই কেঁদে ফেললেন। বিশেষ করে বেলুচিস্তান এবং সীমান্তের কিছু নেতা বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নেতা নও- আমাদেরও নেতা। আমাদের কথা কেউই তো সাহসের সাথে এমন করে কোনদিন বলেনি। তারপরও তিনি ৬ দফার ওপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলিতে ৬ দফা নিয়ে ঝড় উঠতে শুরু করল।

১৯৬৬ সালের জাতীয় পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন বসেছে ঢাকায়। আমার একটা প্রস্তাব (Resolution) গৃহীত হল আলোচনার জন্য। বিষয়বস্তু ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আমদানী নীতি’ (Separate Import policy for East Pakistan)। আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, দুই অঞ্চলের অবস্থা, বিশেষ করে শিল্প- বাণিজ্যের অবস্থা এবং সমস্যা পৃথক বলেই একই নীতিতে দুই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান হবে না। বললাম, দুই পৃথক রোগীর জন্য একই প্রেসক্রিপশন চরতে পারে না। এর ওপর আলোচনার ঝড় উঠলো। আর তার চেয়েও বেশি ঝড় সৃষ্টি হল পশ্চিম পাকিস্তানের চলতে পারে না। এর ওপর আলোচনার ঝড় উঠলো। আর তার চেয়েও বেশি ঝড় সৃষ্টি হল পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে। Pakistan times তো সম্পাদকীয়তে বলেই ফেললো, অধ্যাপক ইউসুফ আলী আওয়ামী লীগের লোক- আওয়ামী লীগ ৬ দফার মাধ্যমে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। প্রস্তাবটি ভোটে হেরে গেলেও আমরা পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অবস্থা তুলে ধরবার চেষ্টায় মোটামুটি সফল হয়েছি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা গাউস

বক্স বেজেঞ্জো, খায়ের বক্স মারী, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গলসহ বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী এমএনএ এ কথা স্পষ্ট করে আমার কাছে বলেছেন যে, ইনসাফ কায়েম করতে না পারলে চিরদিনের জন্য একটা জাতিকে এভাবে রাখা সম্ভব নয়।

এরপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিব যখন ঢাকা সেনানিবাসে আটক, আমরা কয়েকজন প্রত্যেকদিন তার সাথে দেখা করতে যেতাম। অফিসারস মেসে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হত। কর্নেল এ,বি, নাসেরের ওপরে দায়িত্ব ছিল আমাদের মেহমানদারীর। সেখানে প্রায় দিনই নাসেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করত। শেখ সাহেব বলতেন, নাসের, দেখো, মামলায় আমার কি হবে আমি জানি না কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি। দেশের দুই অংশের সম্পর্কটাকে তোমরা এত বেশি নাজুক করে তুলেছো যে যত বেশি টানবে তত শীঘ্র ছিঁড়ে যাবার থাকবে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নির্বাচনে আমি পার্টির চীফ হুইপ হই। অন্য দুইজন ছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম। ৩রা মার্চ থেকে পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। স্বভাবতই চীফ হুইপ হিসেবে পরিষদ ভবনে সংসদ সদস্যগণের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আমি খুই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু সংসদ সদস্য ঢাকায় পৌঁছে গেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নেতা আমাকে তার ৩২ নং রোডের বাসায় ডেকে পাঠালেন। ঐ বাসায় সব সময় লোকজনের অসম্ভব ভীড়, আমি এলেই গাজী গোলাম মোস্তফা আমাকে বঙ্গবন্ধুর লাইব্রেরী রুমে পৌঁছে দিলেন। সেখানে দরজা বন্ধ রেখে বঙ্গবন্ধু আরেকজনের সাথে নীচুস্বরে আলাপ করছিলেন।আমি ঢুকতেই তিনি গাজী সাহেবকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে বললেন। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন আলী সাহেব, কোলকাতায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনার। তাঁদের মধ্যে যা আলোচনা হবার তা পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। তিনি সালাম জানিয়ে চলে গেলে নেতা আমাকে বললেন, বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ- আলোচনা করে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ওরা সবকিছু সহজভাবে এগিয়ে যেতে দিবে না। হয়তো একটা চরম পরিণতির দিকেই আমরা অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই জন্যেই আমি হোসেন আলী সাহেবকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যদি সে রকম একটা অবস্থার উদ্ভব হয়, তার চিন্তাভাবনা এবং ব্যবস্থা তো আগে থেকে কিছু করে রাখতে হবে। তারপর তিনি আমাকে অন্যান্য প্রস্তুতি কতদূর কি হলো জানতে চাইলে আমি তাকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করলাম।

২৪ শে মার্চ সকাল ৬টা। বাসার টেলিফোন বেজে উঠলো। দিনাজপুর সদর এসডিও আবদুল লতিফ সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। বাঙালীদের মেরে শেষ করে দিচ্ছে।

এর কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা দেশে একটা থমথমে ভাব। একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে আলোচনা চলছিল বঙ্গবন্ধু এবং ইয়াহিয়া খাঁর মধ্যে। উত্তেজিত ফেটে পড়েছে সারাদেশ। এর মধ্যে হঠাৎ সৈয়দপুরে বাঙালী- বিহারীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে তা আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যকে আরো দূরে ঠেলে দেবে। আমি ফোন করলাম জিলা আনসার কমান্ডার শরীফুল ইসলাম সাহেবকে। তাকে বললাম রাইফেল ক্লাবে কি কি অস্ত্র এবং গুলি আছে খুব তাড়াতাড়ি বের করে আনুন। বেশ কয়েকটি রাইফেল এবং কয়েক কার্টন গুলি নিয়ে এসডিও সাহেবের জিপে এগিয়ে চললাম সৈয়দপুরের দিকে। সৈয়দপুরের কাছাকাছি যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ আমাদের জানালো যে আসলে বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা নয়- সেনানিবাসের মিলিটারীরা সাদা পোষাকে বাঙালীদের নির্বিচারে হত্যা করছে এবং ইতিমধ্যে তারা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহতাব বেগ, তার পুত্র এবং আরো অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। বুঝলাম উচ্চতর মহলে যতই আলোচনা চলুক আসলে মিলিটারীরা দেশে একটি বিশৃঙ্খল ও জঙ্গী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় বা দেশকে আর্মি এ্যাকশন-এর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

দিনাজপুরে ফিরেই টেলিফোনে শেখ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বললেন ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করছে আলোচনা পণ্ড করার জন্যে। যা হোক তোমরা চেষ্টা করো যাতে সৈয়দপুরের অবস্থা দিনাজপুরে সংক্রমিত না হয়। আমি প্রতিদিনই ঢাকায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করে জানবার চেষ্টা করতাম আলোচনার অগ্রগতি এবং ঢাকার অবস্থা। সেদিন জানতে চাইলে তাঁর মনের হতাশা কিছুতেই চাপা থাকল না।

২৪ এবং ২৫ শে মার্চে সারাদিন আমরা কয়েকজনে মিলে দিনাজপুর শহরের বিহারী এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম যেন বাঙ্গালী- বিহারী সম্প্রীতি কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়। ২৫ শে মার্চ বিকেলে ই,পি,আর সেক্টর কমান্ডার তারেক রসুল কোরেশীর সাথে ফোনে আলাপ করলাম। তিনি বললেন- আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি অবস্থা শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

২৫ শে মার্চ সন্ধ্যার পর আমি বাসা থেকে বেরোচ্ছি আওয়ামী লীগ অফিসে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ বাইরের ঘরে ফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধুর সেই ভারী গলা- তিনি দিনাজপুরের অবস্থা জানতে চাইলে সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম ঢাকার কি অবস্থা। তিনি বললেন. মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করো। আরেকবার ঢাকার কথা জানতে চাইলে তিনি আবার বললেন 'সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাবে' বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য দিন অন্ততঃ দু'এক কথায় ঢাকার অবস্থা তিনি জানাতেন কিন্তু আজ কেন কিছুই বললেন না ভেবে মনটা আশঙ্কায় দুলে উঠলো। এরপর আওয়ামী লীগ অফিসে কয়েকজন বসে আছি। অনিশ্চিত ও থমথমে অবস্থা। একটু আগেই নিউ টাউন থেকে ফিরেছি। সেখানকার অবাঙালী নেতাদের খুব উদ্ধত মনে হলো অথচ ইতিপূর্বে কতই না বিনয়ের সাথে আমার সঙ্গে বরাবর ভাল ব্যবহার করেছে। যা হোক রাত তখন ঠিক ১২টা ৩ মিনিট। হঠাৎ গুলির শব্দ। কখনও মনে হয় নিউ টাউন জিলা স্কুলের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলির শব্দ আরো প্রবল হল। আওয়ামী লীগ অফিসে থাকাটা আমরা নিরাপদ মনে করলাম না। সবাই আপন আপন বাড়ির দিকে দ্রুত রওয়ানা হলাম। বাসায় এসে মোটরসাইকেলটা রেখে টেলিফোনের কাছে এলাম। ভাবলাম এসপি'র কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করি প্রকৃত ব্যাপারটা কি, ফোন তুলেই দেখি লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে থানার দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম।অতিরিক্ত এসপিকে পেলাম তিনিও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু এটুকু বললেন মিলিটারীরা ট্রাকে করে বেরিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করে বেড়াচ্ছে। এমনকি জিলা স্কুলের কাছে রাত্রিকালীন পাহারারত পুলিশের গাড়ীর দিকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ? আরো ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

বড় অস্বস্তির মধ্যে ঘুমহীন রাত কেটে গেলো। ভোর রাতে আজানের পরপরই মাইকে প্রচার শুনলাম বেলা ১১ টা থেকে কারফিউ। দিনটি ছিল শুক্রবার।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় ডিসি'র একজন পিয়ন সালাম জানিয়ে আমার হাতে একটা স্লিপ দিল। তাতে ডিসি (ফয়েজউদ্দিন সাহেব) লিখেছেন আমার বাসায় আমার সঙ্গে চা খেলে আমি খুব খুশী হব। আমি ৮ টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে ভোর বেলায় আমার মা বলেন যে, তিনি রাতে খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। রাস্তায় রাস্তায় কুকুর মানুষের লাশ ছিড়ে খাচ্ছে সুতরাং সবাইকে নিয়ে তখুনি গ্রামের বাড়ি চলে যেত চান। কিন্তু এই অবস্থায় আমি কি করে যাই ! তাই আমি, আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠা মেয়েটি বাদে বাসার সকলেই গ্রামের বাড়িতে চলে গেল।

বাসা থেকে বেরিয়ে থানার কাছে গিয়ে ওসিকে বললাম ডিসি'র বাংলোয় যেতে হবে কিন্তু যানবাহন তো নেই। এমনিতেই শুক্রবার দোকান-পাট বন্ধের দিন , তার ওপর কারফিউ ঘোষণা। এমন সময় অতিরিক্ত এসপি গাড়ী নিয়ে থানায় ঢুকলেন । তিনি বললেন, আমার মনটা কিন্তু সায় দিচ্ছে না যে আপনি ডিসি'র বাংলোয় যান। কারণ, পাশেই সার্কিট হাউস। মিলিটারীদের অস্থায়ী হেড অফিস। দেখাই যাক না কি হয় এই মনে করে তাঁর

গাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়। ডিসি'র বাংলোর গেট বন্ধ, পাশের সার্কিট হাউসের গেট খোলা। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গেটের পাহারাদার সৈনিক এমন অভদ্র এবং কর্কশভাবে আমাদের অভ্যর্থণা করে ভিতরে নিয়ে গেল যাতে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। গাড়ী বারান্দায় বেশ কয়েকজন মিলিটারী অফিসার। এক পাশে ডিসি। তিনি এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মেলাতেই শান্ত স্বরে বললেন আপনি কেন এলেন ? বলেই মুখ ফিরিয়ে আরেকদিকে চলে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার !(পরে ডিসি আমাকে বলেছিলেন যে অস্ত্রের মুখে তিনি সেই স্লিপটা লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন)।একটু পরে আরো ২/১ জন আওয়ামী লীগ নেতা এল লেঃ কঃ তারেক রসুল কোরেশী আমাদের নিয়ে বসলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন মেজর তারিক আমিন। কোরেশী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঢাকায় আপনাদের শেখ সাহেব প্রেসিডেন্টের সংগে আলাপে রয়েছেন। আলাপের ফলাফল যাই হোক কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি ,আপনার লোকজনকে জানিয়ে দিন, তারা যেন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। বলেই তিনি অন্যান্যদের চলে যেতে বললেন কিন্তু আমাকে থাকতে বললেন। মিলিটারী অফিসাররা সবাই উঠে চলে গেলে আমি একাই চুপচাপ বসে আছি। পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে থাকতে বললেন কি আরো কিছু আলাপ করার জন্য, নাকি চা খাওয়ানোর জন্য। এই মেজর আর কর্নেল যে কতদিন আমার বাসায় চা খেয়েছে, কত সহজ ব্যবহার করেছে কিন্তু আজকের ব্যবহারের সঙ্গে তার কত প্রভেদ। আজকে মনে হচ্ছে তারা যেন চেনেই না।

যাক, তখন প্রায় সাড়ে ১০টা বাজে। ১১টা থেকে কারফিউ। কারো পাত্তা নেই উঠে চলেই যাব কিনা ভাবছি। একবার উঠেই দাঁড়ালাম অমনি দরজায় স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটি ভাঙা গলায় হুকুম করলো"বয়ঠো"। আর কি মুশকিল। তার মিনিট পাঁচেক পরে কোরেশী এসে বললো, "আপনি বাসায় চলে যান। বাসাতেই থাকবেন।" তাঁকে বললাম , ১১টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট,রিকশা পাবার কোন আশা নেই। দয়া করে তোমার গাড়ি করে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলে বলতেই "সরি" বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আমার তো ব্যবহার দেখে অবাক হবার পালা। আমি দ্রুত বেরিয়ে হেঁটে বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। পরে ক্যাপ্টেন নজরুলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছি। নজরুল বাঙালী। তিনি পাশের ঘরেই অসুস্থ বলে মুখে কাপর ঢেকে শুয়ে ছিলেন। ঘটনাটি ছিল আমাকে নিয়ে কি করা হবে।৪/৫ জন মিলিটারী ফফিসার কিছুতেই একমত হতে পারছিল না। মেজর জিলানী নামে একজনের মত ছিল ঝামেলা করে লাভ নেই , এখন রেখে দিয়ে রাতে শেষ করে দেয়া হোক। কর্নেল তারেক রসুল কোরেশীর মত ছিল সৈয়দপুরের সেনানিবাসে পাঠিয়ে দেয়া হোক- যা করার সেখানেই আজকে রাতের মধ্যে করা যাবে (ইনিই আমার বাসায় চা খেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি)। শুধু মেজর তারিক আমিনের মত হল আমরা তার সম্পর্কে যখন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাইনি তাই এখন অন্য কিছু না করে বাসায় অভ্যন্তরীণ করে রাখা হোক (অথচ কয়েকদিন আগে ছাত্রদের একটা মিছিলের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড বাদানুবাদ হয়েছিল)। লেঃ দুররানী নামে একজন অফিসার তাকে সমর্থন করে এবং এই দররানীকেই দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে পাহারা দেয়ার জন্য।

বাসায় আছি।কারফিউ। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। সামনে দিয়ে কয়েক মিনিট পরপর মিলিটারী টহল। একটা অসহ্য অবস্থা। এর মধ্যেও যতটুকু সম্ভব আওয়ামী লীগসহ অন্যাণ্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলাম। আমি বিশেষ করে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলাম ইপিআর-এর সুবেদার মেজর রউফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কারণ বেশ কয়েক মাস, বিশেষ করে নির্বাচনের পর থেকেই, তার সঙ্গে আমার বহু গোপন বৈঠক হয়েছে। ইপিআর-এ যদিও কিছু বাঙালী অফিসার ছিল কিন্তু কেন যেন আমি তাদেরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই কারণে সুবেদার মেজর রউফ এবং তার মাধ্যমে দিনাজপুর ও রংপুর জিলার বাঙালি ইপিআর-দের সাথে এই বিষয়ে আমার পক্ষে গোপন যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। তখন দিনাজপুর ও রংপুর একই সেক্টরের অধীনে ছিল এবং দিনাজপুর ছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টার । এই অবস্থাতেই বাসার পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাড়োয়ারী পট্টিতে এক বাসায় তাঁর সাথে আমার সংক্ষিপ্ত

আলাপ হল। আমি শুধু জানতে চাইলাম আমাদের পূর্বপরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা এবং সেই মোতাবেক কাজ করতে কোনো বিশেষ অসুবিধা আছে কিনা। তিনি জানালেন সব ঠিক আছে। তখন সময় ২৬ শে মার্চ রাত ৯টা। সিদ্ধান্ত হলো ২৮ শে মার্চ দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। ইতিমধ্যে আমার করণীয় সম্পর্কেও তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমার কাজ ছিল দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীমান্তের ইপিআর ফাঁড়ি থেকে বাঙালি ইপিআর-দের উপরোক্ত সময়ের পূর্বেই এক জায়গায় জমায়েত করা। বাসায় ফিরেই আমার স্ত্রীকে বললাম আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় অথচ আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব বাইরে চলে যেতে হবে।

সকাল হল। বাইরের রাস্তায় মিলিটারী টহল। আমি বেলা ৯ টার দিকে আমার স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বাসার পেছন দিয়ে প্রাচীর টপকে রাস্তায় একটা রিকশা নিলাম। রিকশা দ্রুত চালাতে বললাম। প্রথমে যেতে বললাম মুন্সিপাড়া। এই চরম দুর্দিনে জুগলু এবং আব্দুর রহীম সাহেবের খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। হঠাৎ রিকশাওয়ালা আমাকে উর্দুতে বলল প্রফেসার সাহেব, আপনি যত শীঘ্র পারেন টাউন ছেড়ে চলে যান। আমি জানি আপনার খুবই বিপদ। এতক্ষণ এদিকে খেয়ালই ছিল না যে রিকশাওয়ালা অবাঙালি অথচ সেই আমাকে প্রাণ বাচাঁনোর জন্য সরে যেতে বলে। যাহোক, জুগলু এবং রহীম সাহেব নেই, তারা শহর ছেড়ে চলে যেতে পেরেছেন। তারপর শাহ মাহতাবের বাসায় যাই। তাকে আর এক বাসা থেকে খুজেঁ নিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললাম কাঞ্চন ঘাটের দিকে যেতে। সে বলল কাঞ্চন কলোণী এবং কাঞ্চন ঘাটে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। সে এক বাঁধের কাছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করে নদী পার হতে বললো। আমি রিকশাওয়ালার দিকে তাকালাম। সে বলল আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন।

বাঁধ পার হতেই দেখি নদীর পশ্চিম পাড়ে ২/৩ হাজার লোক লাঠিসোঁটা বল্লম ইত্যাদি নিয়ে জড় হয়েছে। ওরা আমার গ্রামের ও আশেপাশের লোক। ওরা শুনেছে আমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছে। আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার জন্যই ওরা সমবেত হচ্ছে। তাও আবার লাঠি-বল্লম নিয়ে মিলিটারীর মোকাবিলা- মনে মনে হাসলাম। আমাকে দেখেই ওরা আনন্দে উত্তেজনায় যেন পাগল হয়ে গেল। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ সইল না। হঠাৎ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ৫/৬ জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তিনজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। আর ২ জন গুরুতর আহত। বেশ দূরে একখানা জীপ থেকে নেমে আমাকে লক্ষ্য করেই গুলি । আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু আমারই জন্য কয়েকটা অমূল্য প্রাণ চলে গেল।

এদিকে আমি চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিলিটারীরা টের পেয়ে যায় যে আমি যেভাবেই হোক বাসার বাইরে চলে গেছি। তখনই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমার খোঁজে। বিশেষ করে আমার গ্রামের বাড়ি যাবার রাস্তায় কাঞ্চন ঘাটের কাছে যখন তারা আমার সন্ধান পেল তখন আমি কয়েক হাজার লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে জীপ থেকে নেমে কয়েক রাউন্ড গুলি করেই তারা চলে যায়। নদী পার হতে সব কাপড় ভিজে গিয়েছিল। ভেজা কাপড়েই কয়েক মাইল হেঁটে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছি। পৌঁছেই প্রথম কাজ হলো কয়েকজন লোককে মোটরসাইকেলে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করা। সেতাবগঞ্জের রউফ চৌধুরীকে লিখলাম তুমি সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের সব ক'খানা ট্রাক বিভিন্ন ইপিআর শিবিরে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে নিয়ে রাতের মধ্যে আমার গ্রামের কাছে সমবেত হও। রাত ২/৩ টার মধ্যেই ২/৩ খানা ট্রাকে ভর্তি ইপিআর দেওয়াদিঘী হাটখোলায় হাজির। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হল। তারা সকালের পূর্বেই কাঞ্চন ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে গ্রামের আড়ালে পজিশন নিল।

২৮শে মার্চ রবিবার। সেই বিশেষ মূহূর্তটি উপস্থিত হল যার জন্য কয়েক মাস কত গোপন আলোচনা, শলাপরামর্শ উত্তেজনা। বেলা তিনটা বাজার পূর্বে প্রথমেই ৬ পাউন্ডার এর গুলির শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে ঝড় সৃষ্টি হল যেন। আসলে অপারেশন শুরু হয়েছে বলে ২টা থেকেই। কুঠিবাড়ি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যত অবাঙালি ইপিআর জওয়ান এবং অফিসার ছিল তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে শেষ করতে হয়েছে। কারণ গুলির শব্দ হলেই

কয়েক শত গজ দূরে অবস্থান গ্রহনকারী মিলিটারীদের কাছে খবর পৌঁছে যেত। ইপিআর-দের টারগেট ছিল সার্কিট হাউসের পাশের ময়দান এবং বড় ময়দানের মাঝখানে অবস্থিত অফিসারস ক্লাব। এগুলিতেই মিলিটারীরা অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু বিপদ হল, সেখান থেকে গুলি কুঠিবাড়িতে আসছিল আরো দুটি স্থান থেকে। উপরোক্ত স্থান ছাড়াও রাজবাড়ীর কাঁটাপাড়া এবং সুইহারী ডিগ্রী কলেজের ছাদের ওপরেও যে মিলিটারীরা পজিশন নিয়েছিল সেটা ইইআর'রা জানতে পারেনি। তিন দিকের গুলির আক্রমণে তারা অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেল।তখন তারা নতুন একটা কৌশল গ্রহণ কনল। কুঠিবাড়ির পশ্চিম পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে তারানদীর বালুর ওপর অবস্থান নিয়ে সেখান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করল। এটা মিলিটারীরা টের পেলনা। এ সময়ে কাঞ্চন ঘাট, বাইশাপাড়া, কাঞ্চন রেলওয়ে ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে উঁচু লাইনের দু'পার্শ্বের নীচু জায়গায় হাজার হাজার উল্লসিত মানুষের ঢল। তাদের মাথার ওপর দিয়ে গোলাগুলি ছুটছে অথচ তার মধ্যেই নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে নদী পার হয়ে ছুটে যাচ্ছে কুঠিবাড়ির ভেতর। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলির ভারী বাক্সগুলি কয়েকজনে মিলে অনায়াসে নদী পার করে পশ্চিম পাড়ে এনে জমা করছে। সেখানে গোলাগুলিতে ক'জন লোক নিহত হয়। এ যেন জীবনকে বাজী রেখে মহোল্লাসে মেতে ওঠার তীব্র প্রতিযোগিতা।সেখান থেকে রাতের মধ্যে খোশালডাঙ্গা হাটে সব অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র এনে জড়ো করা হলো।

এর মধ্যেও শহরের কয়েকটি লক্ষ্যে বিশেষ করে উপশহরে (নিউ টাউনে) গোলা নিক্ষেপ চলতেই থাকে। কারণ, মিলিটারী ও অবাঙালি ইপিআর'রা পিছিয়ে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সারা রাতব্যাপী গোলাগুলি চলে।

পরের দিনই দুটো ঘটনা ঘটল। দিনাজপুর শহরের অমিয় কুটিয়ে সিকিউরিটিসহ মেজর রাজা থাকতো সপরিবারে। তার স্ত্রী কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নেতা জনাব সাদ আহমদ সাহেবের বোন। মেজর রাজা যখন অয়ারলেস সেটের সামনে বসে করাচী এবং অন্যান্য স্থানে খবর পাঠানোর চেষ্টা করছিল , ঠিক সেই সময়ে ইপিআর'রা তাকে ধরে নিয়ে আসে এবং দিনাজপুর হেমায়েত আলী হলের সামনে গুলি করে হত্যা করে।

মেজর তারিক আমিন সকাল বেলা ডিসি'র বাংলোয় এসে তার কাছে দেখা করে প্রাণ ভিক্ষা চায় এবং আশ্রয় চায়। অবশ্য ডিসি'র পক্ষে সেই পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব ছিল না। তার একদিন পরেই শহরের উপকণ্ঠে কসবা এলাকায় নদীর তীরে তাকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। লেঃ কর্নেল তারেক রসুল কোরেশী জনৈক স্থানীয় চেয়ারম্যান (পরবর্তীতে রাজাকার হিসেবে তাকে কারাগারে দীর্ঘ দিন থাকতে হয়েছিল)- এর সহায়তায় মোহনপুর ব্রীজ পার হয়ে আমবাড়ী দিয়ে রাতের অন্ধকারে পরবর্তীপুর পৌঁছে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর কয়েকদিনের জন্য কাঞ্চন ঘাট থেকে ২ মাইল পশ্চিমে ভবানীপুরে আফতাবউদ্দিন সরকার সাহেবের বাড়িতে সাময়িকভাবে জেলা সদর স্থানান্তরিত হয় এবং জেলা কর্মকর্তাগণ সেখান থেকেই সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় যতটা সরকারী কাজকর্ম, নির্দেশনামা জারী করতে থাকেন।

৩১ তারিখে দিনাজপুর ইনিস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক) অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, (খ) গোলাম রহমান, (গ)এ,এম আই জেড ইউসুফ এবং (ঘ) গুরুদাস তালুকদার- এই ক'জনের নামে একটি প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করতে হবে। প্রচারপত্রে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের দাবি করা হবে এবং জনগণকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো হবে।এই প্রচারপত্র ১লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এই সপ্তাহেই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত থেকে দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে অবিলম্বে কয়েকটি কাজ করতে হবে। সেগুলি হচ্ছে ভারতে গিয়ে ভারত সরকার এবং আন্তর্জতিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলাদেশের অবস্থানকে তুলে ধরা; বাংলাদেশের অন্যান্য নেতার সঙ্গে সম্ভব হলে যোগাযোগ স্থাপন করা; এবং আমাদের ইপিআর,

পুলিশ, আনসারসহ যুদ্ধরত জনগনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি ২ রা এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করি। এর পূর্বে দিনাজপুরের ডেপুটি কমিশনার আমার কাছে কিছু নির্দেশ চাইলে আমি তাকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী দেইঃ কোন অবস্থাতেই কোন ব্যাংকের স্ট্রং রুম থেকে যাতে নগদ অর্থ এবং সোনা রুপা গয়না লুটতরাজ না হয়; প্রয়োজন না হলে কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করা;দেশের ভেতরে সীমান্তের কাছাকাছি খাদ্যশস্য মওজুদ করা যাতে যুদ্ধরত লোকদের খোরাকীর কোন অসুবিধা না হয়।অতঃপর ভারতের উদ্দেশে আমি রওয়ানা হই।

সীমান্তের ওপারেই অবস্থিত রাধিকাপুর স্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার পুলিশ অফিসার। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল জেলাসদর বালুর ঘাটে। সেখানে এসপি'র অফিসে দীর্ঘক্ষণ সার্বিক পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের সংগে পাক সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের কৌশলগত দিক এবং বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। অতঃপর এসপি মিঃ হ্যারিস জেমস পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী মহাশয়ের একটি বার্তা আমাকে দেন। ঐ বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অবিলম্বে কোলকাতায় পৌছে তার সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি পরদিন স্থানীয় কংগ্রেস এমএলএ- এর সঙ্গে কোলকাতায় পৌছে সরাসরি কংগ্রেস অফিসে যাই। সেখানে আমাকে অভ্যর্থনা জানান শ্রী অরুণ মৈত্র (পরবর্তীতে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট) । অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় এবং কিছু আলাপ- আলোচনার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ৩৪ ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে ''বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির'' অফিস কক্ষে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জী পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা তাদের প্রধান সমস্যার কথা বললেন- বাংলাদেশের কোন সংবাদই তারা ভালভঅবে পাচ্ছেন না। বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত কিছু সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তারা পূর্ণাঙ্গ কর্মষূচী গ্রহণ করতে পারছেন না। সেই অবস্থায় এই অসুবিধা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের পক্ষেও পুরোপুরি বলা সম্ভব ছিল না বাংলাদেশের কোথায় কী ঘটছে। সবরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে সেই দিনগুলিতে আমি ছিলাম দেশের দূরতম এক সীমান্ত জেলা দিনাজপুরে। আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকার দেয়া সংবাদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমদের জানাবার ছিল না। তবু এর মধ্যে এই সহায়ক সমিতি একটি অফিস করেছেন এবং কিছু চাঁদা আদায় করে বালুঘাট বেনাপোল সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সাহায্য পৌঁছাচ্ছেন। এই সহায়ক সমিতি সর্বদলীয়ভাবে গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭১- এর শেষ পর্যন্ত এই সমিতি আমাদের প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা দান করেছিল। প্রথম দিনই অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মুখ্যমন্ত্রী আমার কাছে তার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই বলে যে , দু'তিন দিন আগে বাংলাদেশের দুইজন নেতা তার সংগে দেখা কর দিল্লী চলে গেছেন। তারা তাদের আসল পরিচয় না দিয়ে দুটি ছদ্মনাম মাহমুদ আলী ও রহমত আলী বলে চলে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা উপরোক্ত দু'জন নেতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রকৃত সংবাদ গোপন করেছেন। পরে জানতে পারি তাঁরা ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। শ্রী অজয় বাবু ছাড়াও এই সমিতিতে ছিলেন প্রাদেশিক মন্ত্রী সন্তোষ রায়, ডাঃ জয়নাল আবেদীন, শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র, কংগ্রেসের অরুণ মৈত্র, গোপালপুর কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন গৃহ এবং শ্রী বিজয় সিংহ নাহার প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।

আমার থাকবার জায়গা তাঁরা করে দিলেন কীড স্ট্রীটের এমএলএ ভবনে। তারপর চেষ্টা চলল নেতৃবৃন্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের। প্রথম দেখা হল জনাব কামারুজ্জামান সাহেবের সাথে বালিগঞ্জ এলাকার রাজেন্দ্র রোডের নর্দার্ন পার্কের একটি বাড়িতে ।পরতর্তীতে জানা গেল বাংলাদেশ থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য এই বাসাটি সংরক্ষিত ছিল। বাসাটির তিন তলায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার যন্ত্র ছাড়া যোগাযোগ স্থাপনের অন্যান্য উপকরণ দ্বারাও এটি সজ্জিত ছিল। এর পরে তাজউদ্দিন সাহেব ফিরে এলন দিল্লী থেকে।পরপরই এলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী,সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব। প্রথম দিকে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল ১০, লর্ড সিনহা রোডে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের

অনেক নেতা, এমএনএ, এমপিএ কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে ১০ নং লর্ড সিনহা রোডেই নেতৃবৃন্দ এবং অনেক এমএনএ, এমপিএ'দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর সরকার ও মন্ত্রিসভার কাঠামো এবং সদস্যগণের নাম ঠিক করা হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকতার রূপ গ্রহণ করে। সেখানেই স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার পর আমি মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে শপথ পাঠ করাই। শতাধিক দেশী-বিদেশী সংবাদ সংস্থার বেতার-টেলিভিশন-সাংবাদিকের উপস্থিতিতে একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রথম আইনানুগ আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সরকারের মাধ্যমেই সারা বিশ্বের জনগণের নিকট আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য-সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন কামনা করা হয়।

এরপরে নেতৃবৃন্দের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সপরিবারে থাকেন, সিআইটি রোডে আশু বাবুর বাড়ীতে। অবশ্য মন্ত্রী সাহেবরা বরাবর থিয়েটার রোডের অফিসে বসতেন। কোলকাতা মিশন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর সেখানে খন্দকার মোশতাক সাহেবের পররাষ্ট্র বিষয়ক অফিস বসে। আর বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে আমাকে সেখানে বসতে হত। বিদেশী চাঁদা ও সাহায্যের সমন্বয় করতেন মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলী। হোসেন আলী সাহেব, তাঁর স্ত্রী এই মিশনে থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কোলকাতায় ফিরে একটি নতুন দুশ্চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করল। চিন্তা করলাম মুজিবনগরে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠের সংবাদ শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের নয়, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদটি পাক সেনারা কিভাবে গ্রহণ করবে? আমি জানি না এই মুহূর্তে আমার পরিবারের লোকজন কে কোথায়! গ্রামের বাড়ি থেকে আসার সময় শুধু মা এবং স্ত্রীকে বলে এসেছিলাম 'যাচ্ছি'। কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরবো, আদৌ ফিরব কিনা সে মুহূর্তে সেই চিন্তার একেবারেই অবকাশ ছিল না। শরীরের কোন স্থানে কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হয় না- হয় পরে, ঠিক তেমনি সেই সময়ই এই চিন্তা আমাকে ভীত ও আতঙ্কিত তরে তুলল। কামরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁরও একই অবস্থা। আনন্দ বাজার পত্রিকার মালিক অশোক বাবু তাঁর গাড়ী এবং কিছু পথ খরচ আমার হাতে দিলেন। আমি এবং হেনা ভাই (কামরুজ্জামান সাহেব) রওয়ানা হলাম আপন আপন পারিবারের সন্ধানে ২০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে। রাতে এসে পৌঁছলাম কৃষ্ণনগর ডাক বাংলোয়। সেখানে শুরু হল ঝড়-বৃষ্টি। মনে ভীতি, অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বাইরে এই দুর্যোগের রাত। সেখানেই মধ্যরাতে আমাদের কাছে এসে পরিচয় দিয়ে দেখা করলেন চুয়াডাংগার আওয়ামী লীগ নেতা এবং একজন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আসহাবুল হক। তাঁর সাথে প্রায় সারারত ব্যাপী আলোচনা হল পশ্চিম সেক্টরে যুদ্ধের কথা। বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে আমরা পরদিন সকালে রওয়ানা হলাম। মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভাবতা' নামক স্থানে হেনা ভাই-এর পরিবারের সবারই খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি অনেকটা নিশ্চিত হন কিন্তু আমার অবস্থা! পরদিন বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির আমরা পরিদর্শন করলাম। পরিদর্শন মানে উদ্বাস্তুদের দুঃখ এবং সর্বনাশের করুণ কাহিনী শোনা। পরদিন পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এসে আমরা রাধিকাপুর-ডালিমগাঁও উদ্বাস্তু শিবিরে যাই। দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনার অনেক নেতার সাথে দেখা হল সেখানে। স্থির হলো ১লা মে তারিখে বেলা ১০ টায় রাধিকাপুর প্লাটফর্মে আমরা সকলে মিলে সভার করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহল করব। ইতিমধ্যে খোঁজ পেয়ে গেলাম আমার পরিবারের। রায়গঞ্জ শহরে এক বাসার বারান্দায় পেলাম আমার স্ত্রী এবং মেয়েদের। ছেলে দু'জন সেখানে ছিল না। তারা সীমান্তের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এরা কি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়দিনে কে দুঃখ দুর্গতির মধ্যে দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে তার কাহিনী আমি শুনলাম। তবে অনেক পরিবারের বুকফাটা কাহিনীর তুলনায় এ আর কতটুকু!

পরদিন ১লা তারিখে গেলাম রাধিকাপুরে সভা করতে। গিয়েই শুনলাম এক শিবিরে এক বৃদ্ধা মরণাপন্ন, মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটু দেখতে চায়। এদিকে সভার সময় হয়ে গেছে। তবু গেলাম মৃত্যুপথযাত্রীকে

শেষবারের মতো দেখতে। ঠিক বেলা ১০টা যে সময় সভা অনুষ্ঠানের কথা ছিল তখন আমি শিবিরে। ১০ টা বেজে ১৫ মিনিটের সময় সীমান্ত থেকে পাক সৈন্যরা শেলিং শুরু করল। টার্গেট আমাদের সভাস্থল। তাঁরা বোধহয় পূর্বাহ্ণেই খবর পেয়ে গিয়েছিল। রাধিকাপুর স্টেশন ঘরের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল এবং কয়েকজন লোকও মারা গেল। সেখানে ঐ সভার নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ে, উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিই বিশেষ গুরুত্বলাভ করল। অনেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জন্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া-অস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দুই তিন দির পর ফিরে গেলাম কোলকাতায়। সেখানে একটা যোগাযোগের অফিসের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রচেষ্টায় ৩/১ ক্যামাক স্ট্রীটে অফিস ঘর পাওয়া গেল। আমি সেই অফিসের দায়িত্ব নিলাম। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন ব্যারিষ্টার বাদল রশীদ। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে এটাই সর্বপ্রথম সংযোগ রক্ষাকারী অফিস। ক্যামাক স্ট্রীটে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ৪৫ প্রিন্সেস স্ট্রীটে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। আমাকে তখন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন জনাব কামরুজ্জামান সাহেব- আমি অনারারী মহাসচিব। আমাদের সাহায্য করার জন্য এই অফিসেই বসতেন সর্বজনাব আব্দুল মালেক উকিল, মোঃ সোহরাব হোসেন, আব্দুর রব সেরনিয়াবত, ব্যারিস্টার বাদল রশীদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে, 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপন করা হল। এগুলির কাজ ছিল সীমান্ত অতিক্রম করে আসা যুবকদের জন্য আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্লাস নেয়া, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য পিটিসহ অন্যান্য শারীরিক কসরত ও হালকা অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করা। ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রীকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মটিভেটর নিয়োগ, তাঁবু-বিছানা-বালিশ, কাপড়-চোপড়, রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম ও নিয়মিত রেশন সরবরাহ করতে হয়েছে। শিবির পরিচালকও আমরা নিয়োগ করতাম। মহাসচিব হিসেবে আমাকে এই শিবিরগুলিতে অর্থসহ যাবতীয় সরবরাহ প্রথমে সরাসরি এবং পরে জোনাল কাউন্সিলের মাধ্যমে করতে হত।

এছাড়াও আমাদের দায়িত্ব ছিল সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তু শিবিরগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভারত সরকারসহ বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র এবং সাহায্যদাতা সংস্থার সরঙ্গ যোগাযোগ করা। উদ্বাস্তুদের কার্ড ও অন্যান্য বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব আমাদেরই পালন করতে হত। মূল কথা, যেহেতু, এই সময় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, সরকারী কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের উদ্বাস্তুদের রিলিফের প্রয়োজন ছিল সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই অফিসকে সবদিকেই দৃষ্টি রাখতে হত।

যুব অভ্যর্থনা শিবির ছাড়াও তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনী, ইপিআর, আনসার মুজাহিদ যাঁরা প্রথম থেকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিলেন (কারণ তাঁরা ছিলেন শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না) তাঁদের শিবিরগুলির দায়িত্বও আমাদের মন্ত্রীকে নিতে হয়েছে, তাঁদের কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় সরবরাহ আমাদেরকেই করতে হয়েছে। এরপর এসেছে 'যুব শিবির' প্রকল্পটির ধারণা। এর মূল উদ্ভাবক ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা চরণ সেন। স্থির হল যুব অভ্যর্থনা শিবির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বাছাই করে এই যুব শিবিরে আনতে হবে। সেখানে উচ্চতর মোটিভেশনসহ মাঝারি ধরনের অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেখান থেকে সরাসরি তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে গেরিলা হিসেবে দেশের ভেতরে প্রেরণ করা হবে কিংবা কেউ যদি আরো উচ্চতর ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ করতে চায়, তাঁদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'প্রশিক্ষণ শিবির' নামে আরো কয়েকটি শিবির স্থাপন করা হয়। এসব যুব শিবির সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এগুলোতে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ। এগুলির পরিচালনা ও নিয়োগ-এর জন্য গঠন করা হয় 'Board of Control Youth Camps'। আমাকে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সদস্য ছিলেন (১) ডঃ মফিজ চৌধুরী, (২) ক্যাপ্টেন করীম, (৩) শ্রী গৌর চন্দ্র বালা। সচিব ছিলেন তৎকালীন সিএসপি জনাব নুরুল কাদের খান। ডিজি ছিলেন উইং কমান্ডার

এসআর মির্জা, ডাইরেক্টর ছিলেন আহামদ রেজা। এর অফিস ছিল ৮নং থিয়েটার রোড, মুজিবনগর কেন্দ্রীয় অফিস ভবনে।

কামরুজ্জামান সাহেব এবং আমি প্রায় এই 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' এবং 'যুব শিবিরগুলি' পরিদর্শন করতাম। আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে একটি হেলিকপ্টার নির্দিষ্ট করা ছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার হাসনাবাদ টাকী থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের আগরতলা সাবরুম পর্যন্ত সীমান্ত বরাবর দীর্ঘ এলাকাব্যাপী এই সমস্ত শিবির স্থাপিত ছিল। সুতরাং এগুলির পরিদর্শন কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না। 'যুব শিবির' কিংবা ত্রাণ ও পুর্নবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হত মুজিবনগর সরকারের বাজেট থেকে। এই হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্টাফ ছিল, সময় সময় এই হিসাব অডিট করা হত। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই অডিটের হিসাব বাংলাদেশ সরকারের নিকট দাখিল করা হয় এবং ব্যাংকে রক্ষিত টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রত্যর্পণ করা হয়।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। স্মৃতিতে বড় উজ্জ্বল হয়ে আছে দিনটি। ৩রা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রিন্সেস স্টীটের অফিসে বসে আছি হঠাৎ খবর এলো ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চারিদিকেই আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে গেল। অতি আনন্দে সবারই চোখ অশ্রুসজল। দীর্ঘ নয় মাসের কত মৃত্যু, কত রক্ত, কত বেদনা ও অশ্রুঘন কাহিনীর সকরুণ স্মৃতি। এই স্বীকৃতি আমাদের জন্য একটা পরিচয়- জাতি হিসেবে গৌরবময় পরিচয় এনে দিয়েছে। একটা নতুন রাষ্ট্র,একটা নতুন জাতির জন্ম পৃথিবীর বুকে স্বীকৃত হল।

খুব সম্ভব এদিনেই ফোন পেলাম। রিসিভারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের কণ্ঠস্বর। আমার প্রতি নির্দেশ- শরণার্থী প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে এক্ষণে উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে। আমাকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে বালিগঞ্জ বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলাম। আমার গাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএফ-এর এক কর্নেল এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলে আমি নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেলুট করলো। আশেপাশে দাঁড়ানো আরো কয়েকজন অফিসার একই ভাবে সেলুট দিল। সভাঘরের দরজায় আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা এবং কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এ কে রায়। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল- এর আগেও অনেকবার এই অফিসে এসেছি, এদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আগের তুলনায় আজকের ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়ে। এর কারণ, আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে সরকারী এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই অফিসে আমার আগমন। আলোচনার টেবিলে বসলাম। দু'পার্শ্বের দুই সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ। আমার সামনে বাংলাদেশের পতাকা টেবিলের স্ট্যান্ড দাঁড় করানো। বিপরীতে ভারতের পতাকা। আলোচনার বিষয় ভারতে আগত বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন। প্রথমে আমি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবং এই সভার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ভারত পক্ষে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রী, এ, কে, রায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শরণার্থী কিভাবে ফিরে যাবেন, তার একটা ফর্মূলা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। আলোচনা অগ্রসর হবার পূর্বেই আমি বললাম, এটা তো সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার। কারণ, প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন মর্যাদার সঙ্গেই আমি বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠাবো। সুতরাং, ফর্মূলা উদ্ভাবন করে নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। আমার এই কথায় হঠাৎ ভারত পক্ষ নীরব হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে তাঁর নির্দেশ লাভের জন্য শ্রী রায় কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ বন্ধ রাখলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি সভায় এসে বললেন প্রধানমন্ত্রী শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আনুসংগিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। বিভিন্ন স্থান থেকে সুবিধামত শরণার্থীর বাস, ট্রেন এবং অন্যান্য যানবাহনে দেশে ফিরবেন। ফেরার সময় হাঁড়ি, পাতিল, চাল

ইত্যাদি এবং কিছু নগদ টাকা প্রত্যেককে দেয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। এক কোটি বাংলাদেশের শরণার্থীকে সসম্মানে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় এবং এত বড় আয়োজনের ব্যবস্থা- এটা একটা সহজ কাজ ছিল না। মিসেস গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। আর একবার সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অফিসে ফিরে এলাম।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আনন্দ এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশের মাটির অভূতপূর্ব অনুভূতি তখনো সদ্য সজীব। এ অবস্থায় একটা প্রলয়ঙ্কারী ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যা দিনাজপুরবাসী কোন দিন বিস্মৃত হবে না। দিনাজপুরের মহারাজাদের তৈরি স্কুল। নাম মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল। বিস্তীর্ণ এলাকা। সামনে বিরাট খেলার মাঠ। বিরাট স্কুল গৃহ, মজবুত এবং দেখবার মত। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কোলকাতা রিপন কলেজের একটি শাখা দিনাজপুরে খোলা হয় এবং এই মহারাজা স্কুলেই সকালের শিফটে সেই কলেজ চলতো। পাক-বাহিনীর আত্মসমপর্ণের পর ৭নং সেক্টরের সব মুক্তিযোদ্ধা দিনাজপুর শহরে প্রবেশ করলে তাদের জন্য কয়েকটি শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে দিনাজপুর স্টেডিয়াম ও মহারাজা স্কুল গৃহ- এই দু'টিই ছিল বড় শিবির। মহারাজা স্কুলের সামনের মাঠে আন্ডার গ্রাউণ্ড ঘর তৈরি করে উদ্ধারকৃত সমস্ত অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতিদিন ট্রাকে করে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে এসে এখানেই জমা করা হতো। সেদিন ৬ই জানুয়ারী। হিলি সীমান্ত থেকে দুই ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র (বিভিন্ন প্রকারের তাজা বোমাসহ) নিয়ে এসে সেগুলো ট্রাক থেকে নামিয়ে মাটির নিচের ঘরে রাখার কাজ শুরু হয়। সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ। হয়ত অন্যমনস্কতার কারণে তাজা বোমা কারো হাত থেকে পড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এই বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ হয় যে সম্পূর্ণ স্কুলগৃহ ধ্বংস হয়ে যায়। স্কুলগৃহের সামনের মাঠটি একটি বিরাট পুকুরে পরিণত হয়। শুধু দিনাজপুর নয় এই শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে পাবর্তীপুর শহরেরও কিছু বাড়ীঘরের জানালার কাচ ভেঙ্গে যায়। ৪৫০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা সেখানে থাকতেন। দুর্ঘটনার পর আহতদের আর্তনাদে এক করুণ এবং মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডাক্তারদের কাছে পাঠানো ও নিহতদের লাশ উদ্ধার কার্যে শহরের হাজার হাজার মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে পুরো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি বলা চলে। প্রায় সকলেরই দেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক জায়গায় জমা করে মোটামুটি হিসাবে ১৬০ জনের মত নিহত মুক্তিযোদ্ধার লাশ সংগ্রহ করে শহরের তিন মাইল উত্তরে সুবিখ্যাত চেহেল গাজী মাজারের একপাশে দাফন করা হয়। ঘটনার ৬/৭ মাস পরে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার সময় আরো প্রায় ৪০ টি মাথার খুলি পাওয়া যায়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের যারা বীরের মত জয়লাভ করে স্বাধীনতার রক্তসূর্যকে ছিনিয়ে আনলো তাদেরকে সামান্য একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এরূপ মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল! বীরদের এই সকরুণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক সকরুণ মর্মন্তুদ অধ্যায় সৃষ্টি করে রাখবে।

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
নভেম্বর, ১৯৮৪

মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ

নওগাঁ ৭ উইং ই,পি,আর হেডকোয়ার্টারে ২৫শে মার্চের পূর্ব হতে ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের পাঞ্জাবী অফিসারবৃন্দের উপস্থিতির কারণে সংগ্রামের শুরুতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মার্চের শেষ ভাগে মেজর নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন বদলী হয়ে নওগাঁ আসেন এবং তাঁরা উভয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তাঁরা প্রথমেই উপরোক্ত পাঞ্জাবী মেজর, ক্যাপ্টেন ও তৎকালীন নওগাঁর পাঞ্জাবী এস,ডি,ও-কে গ্রেফতার করেন। এ সময় আমি নওগাঁ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলাম। আমার সক্রিয় সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যেই নওগাঁর বিভিন্ন ই,পি,আর ক্যাম্পের পাঞ্জাবী ও পাঠান সিপাহীদের গ্রেফতার

করা সম্ভব হয়। এবং এর ফলে সমগ্র নওগাঁ শত্রুমুক্ত হয়। আমার নেতৃত্বে এবং মেজর নাজমুল হক ও ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিনের পূর্ণ সহযোগিতায় বহুসংখ্যক যুবকদের সামরিক শিক্ষা দানের জন্য নওগাঁ কে,ডি স্কুল ও ডিগ্রী কলেজে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঐ সময় বগুড়ায় পাক-বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অর্থসম্ভার (Arms Ammunition dump) ছিল। রংপুর দিনাজপুর থেকে পাক বাহিনী উক্ত অস্ত্রশস্ত্র দখল করার জন্য বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ই,পি,আর ও কিছুসংখ্যক নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে নিয়ে বগুড়ার উত্তর ধারে খান সেনাদের অগ্রগতি রোধ করা হয়। তা;;র কিছুসংখ্যক সৈন্য মারা গেলে তারা পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধে নওগাঁর ১৪ বছর বয়স্ক বাবলু নামক এক তরুণ যোদ্ধা প্রথম শহীদ হন। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে ঐ সময় বগুড়া থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও ই,পি,আর জোয়ানদের নিয়ে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে পাঞ্জাবীদের তৎকালীন শক্ত কেন্দ্র (Strong hold) রাজশাহী সেক্টর আক্রমণ করা হয় এবং বহু পাঞ্জাবী সৈন্য খতম করা হয়। রাজশাহীর যুদ্ধ পরিচালনায় অস্ত্ররসদ সরবরাহ এবং সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনা শহীদ মেজর নাজমুল হক-এর নেতৃত্বে নওগাঁ হতে পরিচালিত হয়। এই পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমি সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করি।

এই সময়ে আর্টিলারীর অভাবে সংগ্রাম ব্যাহত হতে থাকলে এবং পাক-বাহিনীর আরিচা-নগরবাড়ী হয়ে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে পারে এই আশংকায় উন্নত ধরনের অস্ত্রপ্রাপ্তির আশায় আমি প্রথমে একাকী মালদহ শহরে ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর জন্য যাই। সেখানে নবাবগঞ্জের এম,সি,এ ডাক্তার মঈনউদ্দিন ওরফে মন্টু ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা হয়। সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে আলোচনার পর ঠিক হয় যে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অস্ত্র সরবরাহ করতে তাদের আপত্তি নেই । কিন্তু তৎপূর্বে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের আলোচনা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমি নওগাঁ ফিরি এবং মেজর নাজমুল হককে সাথে নিয়ে পুনরায় মালদহ যাই। এ সময়ে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন গিয়াস রাজশাহী সেনানিবাস দখলের প্রায় কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। অস্ত্র সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস নিয়ে আমি ও নাজমুল হক নওগাঁ ফিরে আসি। কিন্তু ২/১ দিনের মধ্যে পাক সৈন্য ভারী কামান ও অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নগরবাড়ী অতিক্রম করে পাবনা দখল করার পর ট্রেনযোগে নওগাঁ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা আত্মরক্ষার্থে ১৭ই এপ্রিল তারিখে মেজর নাজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে বালুর ঘাট হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করি।

উল্লেখ্য যে, এই এলাকার সমস্ত সংগ্রামের অধিনায়ক মেজর নাজমুল হক শিলিগুড়ি থেকে তরঙ্গপুর ফেরার পথে আকস্মিকভাবে স্বহস্তচালিত জীপ দুর্ঘটনায় শহীদ হন।

এরপর আমি পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জের মুক্তিফৌজের সামরিক শিক্ষা শিবিরে, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় শিক্ষানবিশ যুবকদেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন অবস্থান করি এবং ট্রেনিং ক্যাম্প হতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাচের মুক্তি সেনাদের নিয়ে 'শোবরা অপারেশন' শিবিরে অবস্থান করি। এবং তাদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে সঙ্গে থেকে তাদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন্ এলাকা সেক্টরে বিভক্ত করলে আমি তরঙ্গপুর 'শোবরা অপারেশন' ক্যাম্পের জন্য সিভিল লিয়াজোঁ অফিসার নিযুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি।

যে সমস্ত এলাকায় খান সেনাদের গেরিলা যুদ্ধে ঘায়েল করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বান্ধাইখড়া। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে এখানে ৫টি বিরাট নৌকাভর্তি প্রায় ৭০/৮০ জন খান সেনাকে তাদের অফিসারসহ ব্রাশ ফায়ারে খতম করা হয়। সাহাগোলা ব্রীজ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এবং সৈন্য বোঝাই একটি রেলগাড়ী বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়। এখানে প্রায় শতাধিক খান সেনা নিহত হয়। নওগাঁ-মহাদেবপুর হাই রোডের মধ্যে

হাপানিয়া গ্রামে মাইন বিস্ফোরণের দ্বারা একটি সৈন্য বোঝাই ট্রাক বিধ্বস্ত করা হয়। এতে ৮/৯ জন পাক সেনা মারা যায়। হাপানিয়ার দক্ষিণে আরেকটি বিস্ফোরণে দু'জন অফিসারসহ ৫/৬ জন পাক সৈন্য নিহত হয়।

মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ
গণপরিষদ সদস্য
(সাবেক এম, এন, এ) রাজশাহী
২২ অক্টোবর, ১৯৭২।

মোহাম্মদ শামসুল হক চৌধুরী

২৩শে মার্চ ভূরুঙ্গামারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম মহকুমা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ, আনসার মুজাহিদ, সাবেক ই,পি,আর, আওয়ামী লীগ কর্মী, নেতা এবং সর্বস্তরের জনগণের এক বিরাট সমাবেশে আমি সভাপতিত্ব করি। এই সমাবেশে ইয়াহিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত নস্যাৎ করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়। ঐ সমাবেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভূরুঙ্গামারীর ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু হলে ২৬ শে মার্চ আমরা জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় নেতাদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি এবং সমস্ত ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য জরুরী নির্দেশ প্রদান করি। বঙ্গবন্ধুর ৮ই মার্চের ভাষণ মোতাবেক সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্যও আমরা কর্মসূচী গ্রহণ করি।

ইতিমধ্যে ভূরঙ্গামারী থানার সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলোর সাবেক অবাঙ্গালী ইপিআর-রা সাবেক বাঙ্গালী ইপিআর-দের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। ইপিআর আনিস মোল্লা এবং রওশনুল বারীর নেতৃত্বে ইপিআরের সদস্যবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা কামনা করলে স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দসহ আমার ভূরঙ্গামারীর বাসস্থানে এক জরুরী বৈঠকে অবাঙ্গালী ইপিআরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাঙ্গালী ইপিআরদের সক্রিয় সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২৮শে মার্চ অবাঙ্গালী ইপিআরদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরদির ২৯শে মার্চ বাঙ্গালী ইপিআর এবং সম্মিলিত ছাত্র জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জয়মনির হাট ক্যাম্পের একজন অবাঙ্গালী সুবেদার, একজন ড্রাইভার এবং একজন অয়ারলেস অপারেটর নিহত হয়। উক্ত জয়মনিরহাট ক্যাম্পে অবাঙ্গালী ইপিআরদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী জয়মনিরহাটের একজন অবাঙ্গালী চক্ষু চিকিৎসক জনগণের হাতে নিহত হয়।

অত্র থানার অন্যান্য সীমান্ত ফাঁড়ি যেমন- কেদার, সোনাহাট, ধলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালী ইপিআরদের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন অবাঙ্গালী নিহত হয়। অবাঙ্গালী ইপিআরদের কবল থেকে জয়মনির হাট ক্যাম্প উদ্ধার করার সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রাদি আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং নাগেশ্বরী ও ভূরঙ্গামারী থানার সমস্ত বাঙ্গালী ইপিআরগণকে তাদের অস্ত্রসমেত উক্ত ক্যাম্পে জরুরী ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর সাবেক বাঙ্গালী ইপিআরগণের সঙ্গে আনসার, মুজাহিদ, এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী জয়মমনিরহাটে যোগ দেয়। ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ও এখানে যোগ দেয়। এদের সকলকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়ে আমরা হানাদার বাহিনী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি।

জয়মনিরহাটে সংঘবদ্ধ এই দলকে বিভিন্ন ক্যাম্পে এবং পুলিশ ফাঁড়ি থেকে প্রাপ্ত সামান্য অস্ত্র দিয়েই রংপুর সামরিক গ্যারিসন থেকে হানাদার বাহিনী যাতে অত্র অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিস্তাপুল প্রতিরোধ

কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এই সংঘবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াসহ যাতীয় আর্থিক দায়িত্ব আমি স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় পালন করেছি। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র যোগান দেয়াই ছিল বড় সমস্যা। ২৯শে মার্চ আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিম বঙ্গ সীমান্তে সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জ সীমান্ত ঘাঁটির সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাদের অনুরোধে উক্ত সেনাধ্যক্ষ প্রাথমিক বেসরকারী সাহায্য হিসেবে ১লা এপ্রিল মধ্যরাতে ২টি হাল্কা মেশিনগান, কিছুসংখ্যক রাইফেল এবং প্রচুর হাতবোমা প্রদান করেন। এসব অস্ত্র ও তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে প্রতিরোধ কেন্দ্রে সরাসরি পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে আমি সোনাহাট এবং সাহেবগঞ্জের ভারতীয় সীমান্ত ঘাঁটি থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠিয়েছি।

৫ই এপ্রিল ভূরুঙ্গামারী কলেজে আমরা প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলি। যুবক এবং ছাত্ররা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। শীঘ্রই বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র-যুবক এখানে আসতে থাকলে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা হয়। সমগ্র রংপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাঙ্গালী ইপিআরবৃন্দকে আমরা ভূরঙ্গামারী থানায় সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হই। বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে আগত ইপিআরদের দুই কোম্পানী ইপিআরকে তিস্তা প্রতিরোধ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেই। এক কোম্পানী ইপিআরকে ভূরঙ্গামারীতে সংরক্ষিত রাখা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ও প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ভূরঙ্গামারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হানাদার কবলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য গেরিলা যোদ্ধা তৈরি করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়েই গেরিলাদেরকে সরাসরি প্রতিরোধ ঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীকালে এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে অত্র থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এছাড়া ভারতীয় জনগণ ভূরঙ্গামারী থানার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে চাল, গম, আলু, কেরোসিন, পেট্রোল, সিগারেট, বিস্কুট, ঔষধপত্র প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন।

৮ ই এপ্রিল ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক জরুরী গোপন নির্দেশ আমি পাই। উক্ত নির্দেশে উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দকে অবিলম্বে ভারতের এক অজ্ঞাত স্থানে সম্মিলিত হয়ে স্থানীয় ভারতীয় কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। সে মোতাবেক ৯ই এপ্রিল আমি অত্র অঞ্চলের অপরাপর গণপরিষদ সদস্যদের নিয়ে ভারতের আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার সোনাহাট সীমান্ত ঘাঁটিতে উপস্থিত হই। অতঃপর সামরিক কতৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আমাদেরকে আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার রূপসা বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। এখানেই আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ বহু নেতার সাথে আমরা প্রথম মিলিত হই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ, কুষ্টিয়ার ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, শেখ ফজলুল হক মনি, ভারতের ইষ্টার্ণ কমান্ডের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা, আসাম ৮২তম সীমান্তরক্ষী ব্যাটালিয়নের সেনাধ্যক্ষ, কর্নেল আর দাস, রূপসা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন এবং আমাদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে উত্তরাঞ্চলের ভারতীয় সামরিক সাহায্য, মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধান ও তাদের সার্বিক দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। এই সময় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব মতিউর রহমানসহ সাবেক বাংলাদেশ বাহিনী প্রধান ওসমানী মুক্তাঞ্চল সফর করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এভাবে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণের সাহায্য সহযোগিতা এবং ভারতীয় জনগণ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে আমরা ২৬শে মে পর্যন্ত কুড়িগ্রাম শহরের উত্তরে ধরলা নদীর উত্তর তীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অটল রাখতে সক্ষম হই। ২৬শে মে রাতে পাক বাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে আমাদের পাটেশ্বরী প্রতিরোধ ঘাঁটি ভেঙ্গে গেলে আমরা ভারতে আশ্রয় গ্রহন করি।

ভারতে প্রবেশের পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করা হয়। ভারতের পশ্চিম বাংলা সীমান্তের সাহেবগঞ্জ ও আসামের সোনাহাটে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনুমোদনে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা অধিকৃত ভূরুঙ্গামারী এবং নাগেশ্বরী থানার বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের প্রতি আঘাত হানতে

থাকে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করার জন্য পশ্চিম বাংলা সীমান্তে যুবশিবির খোলার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথকি অবস্থায় এই যুবশিবিরগুলো স্থানীয় ভারতীয় জনগণের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার যুবশিবিরগুলো আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। যুবশিবিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর তাদের উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের অভ্যন্তরে পাঠানো হত।

দুধকুমার নদীর পূর্বতীরস্থ নাগেশ্বরী এবং ভূরঙ্গামারী থানার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হানাদারকবল মুক্ত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের সাহায্যের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি। মুক্তাঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার জন্য নাগেশ্বরী থানার সুবলপাড় বন্দরে এবং মাদারগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলা শহর উত্তরাঞ্চলের সাবেক গণপরিষদ সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের Northern Zone অফিস হবার পরপরই মুক্তাঞ্চলে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের তীব্র অভাব জরুরী ভিত্তিতে মিটানো হয়। মুক্তাঞ্চলের সোনাহাটে প্রধান মেডিকেল কেন্দ্র স্থাপন করে সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত মেডিকেল কেন্দ্র খোলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের কুচবিহারস্থ Northern Zone Medical Centre থেকে মুক্তাঞ্চলে ঔষধপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আসাম প্রদেশে ৮২তম ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে সেখান থেকে ঔষধপত্র লাভ করেছি এবং উক্ত অঞ্চলের জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। মুক্তাঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিলে আমি তা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে □orthern Zone-এর সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক গণপরিষদ সদস্য জনাব মতিয়র রহমানকে মুক্তাঞ্চল পরিদর্শন করতে আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি '৭১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সোনাহাটে এক বিরাট গণসমাবেশে ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। স্থানীয় কর্মীদের সহায়তায় উক্ত টাকা বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ সরকারের Northern Zone-এর প্রচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। মুক্তাঞ্চালের জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমরা সাধ্যমত চালিয়েছিলাম।

বাংলাদেশের সাবেক ই,পি,আর বাহিনীর ক্যাপ্টেন নওয়াজেদ-এর অধীনস্থ সাহেবগঞ্জ ঘাঁটির গেরিলা যোদ্ধা এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আসাম সীমান্তের সোনাহাট ঘাঁটির গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যদের এক যৌথ অভিযানের পর ১৭ই নভেম্বর ভূরঙ্গামারী মুক্ত হয়। এর পরই অত্র থানার আন্ধারীঝাড় বাজার থেকে পাক বাহিনী তাদের গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে পিছু হটে গেলে ভূরঙ্গামারী থানা শত্রুমুক্ত হয়। এই এলাকা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আশ্রিত জনগণ বিধ্বস্ত ভূরঙ্গামারীতে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। মাতৃভূমিতে পা দিয়েই জনগণের আনন্দ-উল্লাস আমাদেরকে অভিভূত করে। ডিসেম্বরে সারা বাংলাদেশের মুক্তির সাথে সাথে জনগণ এক অভূতপূর্ব আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে জনগণ বাঙ্গালী জাতির এক ঐতিহাসিক বিজয় বলে মনে করেছে।

শামসুল হক চৌধুরী
গণপরিষদ সদস্য, (সাবেক এম,পি,এ)
রংপুর-১২
১৭মে, ১৯৭৩।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক

স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রাক্কালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে পাক সামরিক জান্তার ক্রিয়াকলাপ অনেকের মত আমার

মনেও গভীর সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ পরিবর্তন এবং ঢাকার বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে ভুট্টোর অনীহা প্রকাশের ফলে বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়লে সারা দেশ ক্ষোভে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। এই পটভূমিতে ১৬ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-ভুট্টো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা চলে স্বভাবতই তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে তা আমরা অনুসরণ করছিলাম। আমার ধারণা ছিল এই চরম সংকট ও অচলাবস্থা নিরসনে তারা হয়তো একটা সমঝোতায় উপনীত হবেন।

অন্যদিকে সারাদেশে প্রতিদিনই জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল। ২৩ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র-শিক্ষক জনতার একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় ও প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে মিলিত হয়। এই জনসভায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকে গিয়েছিলাম। সভা চলাকালে খবর পেলাম, চট্টগ্রাম বন্দরে বাঙ্গালী শ্রমিকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করায় পাক বাহিনীর জোয়ানরা গোলাবর্ষণ করেছে। এরপর সভা মূলতবী হয়ে যায়। চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সময় এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ করি। তরুণ ও যুবকরা সেচ্ছাসেবকের প্রতীক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। দেখে মনে হল তারা পাক সামরিক অভিযান বাধা দিতে অকুতোভয় ক্যাম্পাসের দিকে এগুতে পারিনি। গ্রামের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ খুঁজে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে পৌঁছতে অনেক রাত হয়েছিল।

দেশের এই ক্রান্তিকালে যে কোন মুহূর্তে নতুন কোন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের উন্মোচন হতে পারে এরূপ একটা অবস্থায় গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতিদিন বেতারে খবর শুনলাম। ২৬ মার্চ সকালে রেডিও খুলতেই হঠাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা মনে হলো। ভারী কণ্ঠ, যা কোন বাঙ্গালীর বলে মনে হয়নি, ঘোষণা শুনতে পেলাম, ঢাকাতে কার্ফিউ জারি হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। সেই মুহূর্তে ঢাকায় কি ঘটছে তা জানা যায়নি। তবে সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে তা আঁচ করা যাচ্ছিল।

দ্বিপ্রহরের পর থেকে আকাশবাণীর খবরে ঢাকার কিছু কিছু সংবাদ পেলাম ইপিআর ও পুলিশ ক্যাম্প পাক সেনারা আক্রমণ করেছে, নিরীহ জনসাধারণের ওপরও তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনেক পরিচিতজনের নিহত হওয়ার কথাও শুনলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আমরা কি করব তা স্থির করতে পারিনি।

২৬ মার্চ রাত বারটার দিকে উপাচার্য ডঃ এ, আর, মল্লিক আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন আরো যাকে পান সঙ্গে নিয়ে আসবেন। গিয়ে দেখি অনেক ইপিআর (তদানীন্তন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল)-এর লোকজন রামগড় ও সন্নিহিত সীমান্ত এলাকায় তাদের স্থান ছেড়ে ক্যাম্পাসে এসে জড় হয়েছে। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করাই ছিল সেই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী কাজ। আমাকে সেই দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গেলাম। চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের খাওয়ার আয়োজন করা হল। এ অবস্থায় তারা কি করবে এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করা যায় কিনা এবং কি উপায়ে তা করা যাবে এ ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হল। উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ছিল কম।

ডঃ মল্লিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অবস্থা মোকাবেলার জন্য তার গোপন নির্দেশে আমরা মলোটভ ককটেল জাতীয় কিছু বোমা তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য সিএসআইআর-এর ডঃ আবদুর হাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। রসায়ন বিভাগের ডঃ মেসবাহউদ্দিন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের এখলাস উদ্দীনের সহায়তায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীতে আমরা এ ধরনের কিছু হাতবোমা তাৎক্ষণিকভাবে বানাতে সক্ষম হই এবং সেগুলো পরীক্ষামূলক ব্যবহার করি।

২৭ তারিখ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যায়। ঐ ঘোষণার প্রথমে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করেছিলেন পরে তিনি তা সংশোধন করে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করেন। তার নেতৃত্বে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা কালুরঘাটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বলেও আমরা খবর পাই। ডঃ মল্লিক কালুরঘাট স্টেশনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

এই বেতার ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করা আমাদের কারো পক্ষে আর নিরাপদ ছিল না। মল্লিক সাহেব ক্যাম্পাসে অবস্থানরত মহিলা ও শিশুদের আগে সরাবার ব্যবস্থা করেন। ৩০ মার্চ সকালের দিকে অন্যান্যদের সঙ্গে আমার পরিবার কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় হোস্টেলে আশ্রয় নেয়। অপরাহ্নে আমরাও মিলিত হই তাদের সঙ্গে। নিরাপত্তার আশঙ্কা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল সর্বত্র। ফজলুল কাদের চৌধুরীর লোকেরা সেখানে আমাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে শুরু করে। আমরা সত্ত্বর সে স্থান ত্যাগ করে নাজিরহাটে চলে যাই। এখানে মল্লিক সাহেব, ডঃ আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান এবং আরো অনেক শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। ডঃ মল্লিক চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান সাহেব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তারা সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ দেন। সকলে চলে যাবার পর আমরা প্রায় আরো এক সপ্তাহ সেখানে কাটাই। এ সময় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে সেতু উড়িয়ে তারা যোগাযোগ বিছিন্ন করতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটি পরিবার নৌকায় করে রামগড় টি এস্টেটে চলে যাই। সেখানে একরাত কাটাবার পরই হানাদার বাহিনীর অভিযানের সংবাদ ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। অতি সত্ত্বর আমরা নদী পার হয়ে ভারতের সাবরুমে একটি একটি প্রাইমারী স্কুলে এসে পৌঁছি। এখানে সপ্তাহখানেক অবস্থান করি। স্কুলের একেকটি কামরায় প্রায় ১০ টি করে পরিবারকে এই ক'দিন কোনমতে থাকতে হয়েছিল। এরপর আগরতলায় এসে ডঃ মল্লিক ও বাংলাদেশ থেকে আগত অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। একটি টেকনিক্যাল স্কুলের পরিত্যক্ত হোস্টেলে সপরিবারে আশ্রিত হই। মে মাসের প্রথম দিকে ডঃ মল্লিক কলকাতায় যান। সৈয়দ আলী আহসানও তার পরপরই চলে যান।

আগরতলায় শরণার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এসব ক্যাম্পে বাংলাদেশ থেকে আগত যুবক ও ছেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি এসব ক্যাম্পে যাতায়ত করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এখানে মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, মেমজর মীর শওকত আলী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও মাঝে মাঝে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হত। মেজর নুরুজ্জামান আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা এবং শরণার্থী শিক্ষকদেরকে নানাভাবে সহায়তা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ‘‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষকদের ঠিকানা ও বিবরণ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা ভারতে কোথাও কোনভাবে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে পারেন। তাঁদের এই আহ্বান অনুযায়ী আমি আমার বায়োডাটা পাঠিয়েছিলাম। কিছুদিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর আগরতলা এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ছিলেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে বললেন, তুমি তো বোঝই আমাদের এখানে চাকরির অনেক অসুবিধা। তবে তোমার জন্য বোধ হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলাম এবং সে সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছিলাম। তাই তিনি বোধ হয় আমাকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কলকাতা যেতে আহ্বান জানান এবং বিমানের টিকেট পাঠিয়ে দেন।

কলকাতায় গিয়ে আমি মুজিব নগর সরকারের অফিসে দেখা করি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল। তিনিও আমাকে আশ্বাস দিলেন। ইতিমধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবও শরণার্থী শিক্ষক-বুদ্ধিজীবিগণের জন্য বিদেশের একটি সাহায্য সংস্থা হতে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি আমার বায়োডাটা পাঠিয়েছিল পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাতে আমার ঠিকানা ছিল আগরতলার। জুনের শেষের দিকে আমি কলকাতায় আগরতলা থেকে পুনঃপ্রেরিত পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চিঠি পাই। বিভাগীয় প্রধান ঐ চিঠিতে আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেবার আহ্বান জানান। তিনি আরো জানান যে, এজন্য তারা আমাকে এক হাজার রুপী মাসিক বেতন দিতে পারবেন। এই প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করি এবং জুলাই মাসের ১ তারিখে পাতিয়ালা রওয়ানা হই। এর পর থেকে আমি বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

পাতিয়ালায় অবস্থানকালে আমি রেডিও মারফত মুক্তিযুদ্ধের খবর ও পরিস্থিতি সম্পর্কোবহিত থেকেছি। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। দেশ স্বাধীন হলে বর্তমান নেতৃত্ব সরকার পরিচালনায় সমর্থ হবেন কিনা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক এরূপ নানা সংশয় বিদ্যমান ছিল স্থানীয় লোকদের মধ্যে। পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা একটা ব্যাপক প্রোপাগান্ডা হিসেবে অনেকে মনে করতো। শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারণা ছিল। আমি তাদের যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমি এই ভাবে তাদের ধারণা পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছি যে, আমরা শিক্ষকরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো সরাসরি জড়িত ছিলাম না, তবে কেন আমাদেরকে এভাবে খালি হাতে দেশত্যাগ করতে হলো?

পাতিয়ালায় থাকাকালে ভারতের দূরবর্তী এলাকাসমূহে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনের আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করি। যেমন-সিনেমা হলগুলোতে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, শরণার্থীদের অন্তহীন দুর্ভোগ ও দুর্দশা সম্বলিত সংবাদচিত্র প্রদর্শনী, বাংলাদেশ সম্পর্কে নেয়া বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকারের ছবি ও ক্যাপশন প্রদর্শনী ইত্যাদি। এমনকি ইতিপূর্বে আগরতলা প্রবাসকালে ভারতীয় সংবাদপত্র আমার যেসব বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তার কিছু কিছু পাতিয়ালায়তেও প্রদর্শিত হয় বলে আমি জানতে পারি।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার পর আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি এবং ২৫ ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছি।

মোহাম্মদ শামসুল হক
(উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
জুন, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ

মেঘালয়ের তুরাতে এফ জে সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টারে দীর্ঘ আট মাস মোটিভেশনের দায়িত্বে ছিলাম। এই কয়মাসে প্রায় ১৬ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য আমার হাত দিয়ে শপথ নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঢোকে। আমি নিজেও দীর্ঘ চার মাস গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করি। টাঙ্গাইলের গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সর্বপ্রথম আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ট্রেনিং গ্রহণ করার পর টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের ভাল ভাল ছেলেদের সরাসরি কাদের সিদ্দিকীর নিকট পাঠিয়ে দেই।

কাদের সিদ্দিকীর জন্য কিছু (উচ্চমানের) অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ব্যাপারে আমি ভারতীয় উক্ত সেক্টরের বিগ্রেডিয়ার সাচ্চু সিংহের সঙ্গে দেনদরবার করি। এই খবর পাক বাহিনী পায়। ফলে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে বন্দী করে তাদেরকে কঠোর ইন্টারগেশন করে। অবশ্য অন্য কোন অত্যাচার না করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। আমি এই খবর ভারতে থেকে পাই। আরো জানতে পারি যে পাক সেনারা আমার পালক পুত্র (কলেজের ছাত্র) সোহরাব হোসেনকে বন্দী করে টাঙ্গাইল জেলে রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ আট মাসে মাইনকার চর, মহেন্দ্রগঞ্জ ও ডালুতে ঘুরে ঘুরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করে উদ্বুদ্ধ করতাম। তারা বজ্রশপথে মাতৃভূমি উদ্ধারকল্পে বাংলাদেশে ঢুকতো। নাটিয়াপাড়া, বাঐখোলা, পাটখাগুড়ি, বাসাইল, হাতিবান্ধা ও মিরিকপুরে ১২ জন নিহত হয়। এদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গণহত্যার স্থান ছিল মিরিকপুর, বাসাইল। আমার পালিত পুত্রের বাবা খন্দকার শামসুর রহমানকে শুধু আমারই পালক পুত্রের বাবা হওয়ার অপরাধে ধরে এনে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসের সামনে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করা হয়।

৩রা এপ্রিল (যেদিন পাক বাহিনী টাঙ্গাইলে প্রথম ঢোকে) নাটিয়াপাড়াতে পাক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তুমুল যুদ্ধ হয়। নাটিয়াপাড়া বাজার ও আশেপাশের বাড়িঘর পাক বাহিনী পুড়িয়ে দেয়। আমার স্ত্রী বেগম রিজিয়া খালিদ পাক বাহিনীর হাতে থেকে মুক্তি পাওয়ার পর লজ্জায় অপমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে চিকিৎসার জন্য তিনি ছদ্মনামে ঢাকা হলিফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হন। আমার প্রাক্তন ছাত্র (ডাঃ আবদুর রহমান) উক্ত হাসপাতালের ডাক্তার আমার স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারেননি। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল শুক্রবার সকাল ন'টায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মারা যাওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশ পেয়ে যায় যে তিনি আমারই স্ত্রী এবং যখন তার লাশ টাঙ্গাইলে নেয়ার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়, পাক বাহিনীর কাছে তা অগ্রাহ্য হয়। ফলে একদিন পর ৪ঠা ডিসেম্বর আজিমপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সে সময় ঢাকায় ভীষণভাবে বোমাবর্ষিত হচ্ছিল। আমার স্ত্রীর এই অকালমৃত্যুর খবর আমি ঘাটাইলে পাই ১৩ই ডিসেম্বর, সর্বপ্রথম যখন আমি ভারত থেকে টাঙ্গাইলের দিকে আসছিলাম। কাদের সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে সর্বপ্রথম যে জনসভা হয় সেই সভায় আমি কোরান তেলাওয়াত করি এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিই। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম জনসভা। এই সভায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আমি মোনাজাত পরিচালনা করি তাতে সমস্ত জনসভা যেন কান্নার রোলে ফেটে পড়ে।

অধ্যক্ষ
এমসিএ (সাবেক এম এন এ)
টাঙ্গাইল

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো নওগাঁতেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার পুরোমাত্রায় এসেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখাসমূহ তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রীয় সংগঠনের। নির্দেশ অনুযায়ী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সংগ্রাম ছিল সত্যিকার অর্থেই জনতার সংগ্রাম। অন্যান্য এলাকার মত নওগাঁবাসীদের অবদানও এতে কোন অংশেই কম ছিল না। ২৬ শে মার্চের আগেই নওগাঁর বুকেও স্বাধীনতার প্রতীক বাংলাদেশের পতাকা নওগাঁবাসীরা উড়িয়েছিল।

একাত্তরের ২৫শে মার্চের নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ ঘটনাবলীর খবর ঘটনার দু'একদিনের মধ্যেই টুকরো টুকরোভাবে বিভিন্ন সূত্রে নওগাঁতেও এসে পৌঁছেছিল। অনেকের মত আমারও কোন সন্দেহ ছিল না যে ঐ ঘটনা আমাদেরকে এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছে।

ঢাকা শত্রুকবলিত হওয়ায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো আর ''আমাদের ছিল'' না; ওগুলো দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচারণা চালাবার জন্য আমাদেরও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন রয়েছে মনে করেই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশেও রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা শহরের হোটেল পট্টির পাশে কাজীপাড়ার ছোট একটি হস্তচালিত প্রেস থেকে ১৯৭১-এর ৩০শে মার্চ তারিখে ক্ষুদ্রাকৃতি এক পাতার দৈনিক ''জয় বাংলা'' বের করি। বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ধ্বনিত''জয় বাংলা'' কথাটি

আমাদের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল বলে আমার পত্রিকার নামটিও ''জয় বাংলা'' রাখি। মুক্তিযুদ্ধের একটি মুখপত্রের জন্য এর চেয়ে কোন যোগ্য নাম আমার মনে আসেনি।

মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে এবং সুনিয়ন্ত্রিত এক সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে 'জয় বাংলা'য় লেখা হত। নানা রকম পরিস্থিতিতে জনগণের কি করণীয় সে সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করা হত। নিজেদের দোষ ত্রুটি এবং সকল প্রকার অনাচারের প্রতিও জোরালোভাবে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর রিপোর্ট সংগ্রহ ও প্রকাশের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি আমার একক প্রচেষ্টা ছিল। লেখা, রিপোর্ট সংগ্রহ, প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের ব্যবস্থাও আমিই করতাম। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও বিভিন্ন রিপোর্ট আমি সাধারণতঃ রাতে এবং খুব ভোরে লিখতাম। তারপর প্রায় সারাদিন ধরে প্রেসে বসে হাত-কম্পোজ শেষে প্রুফ দেখে ছাপা হবার পর বিকেলে পত্রিকার বাণ্ডিল নিয়ে প্রেস থেকে বের হতাম। মুসলিম লীগের সাবেক এম,পি,এ, জনাব কাজী শাহ মাহমুদের মালিকানাধীন প্রেসের জন্য কোন বিপদ না আসে সে কারণে কাজী সাহেবের অনুরোধে পত্রিকায় প্রেসের নাম ছাপা হত না। প্রেসের ম্যানেজার ও কম্পোজিটর যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ করতেন।

২৬শে মার্চ থেকেই আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন হিসেবে গণ্য করছিলাম। তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কোন সরকার গঠিত না হলেও এক গোপন সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে সংগ্রাম পরিষদগুলোকে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করার জন্য ''জয় বাংলা''র প্রথম সংখ্যাতেই মত প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত অপর কোন দৈনিক পত্রিকার অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা ছিল না (পরে প্রমানিত হয়েছে ঐ সময়ে সত্যি সত্যি আর কোন 'দৈনিক' পত্রিকা ছিল না) বলে ''জয় বাংলা''র নামের ওপরে ''স্বাধীন বাংলার একমাত্র মুখপত্র'' কথা কয়টি ছাপা হত।

''জয় বাংলা'' প্রথম থেকেই কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহলের হুমকি, এমনকি সম্পাদকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকিও তোয়াক্কা না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা এবং সকল প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

৫ই এপ্রিল রাতে আমি রাইফেল বাহিনীর গোলা বারুদের জীপে চড়ে বগুড়া যাই। বগুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তাঞ্চল সফর শেষে ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় নওগাঁ ফিরে আসি। এ কারণে ৬ই ও ৭ই এপ্রিল দু'দিন ''জয় বাংলা'' প্রকাশিত হয়নি। ৮ই এপ্রিল বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে ৮ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এ সফরকালে আমি বগুড়ার তৎকালীন ডিসি এবং এসডিও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বগুড়ায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

এ বিশেষ সংখ্যায় হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বগুড়া শহর রক্ষা এবং মুক্তিবাহিনী কর্তৃক আড়িয়ার বাজারে অবস্থিত পাক সেনাবাহিনী গোলা বারুদের ডিপো দখলের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়। এছাড়া মুক্তাঞ্চলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলোর কর্মীদের সহায়তায় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদানের কথাও লেখা হয়।

'জয় বাংলা'র ১১শ এবং শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১১ই এপ্রিল, ১৯৭১। এ সংখ্যায় যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য জবাসস (জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা) গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে যেসব খবর পাচ্ছিলাম সেগুলো একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এটি আমি গ্রহণ করি। আমাদের কোন নিজস্ব সংবাদ সংস্থা ছিল না এবং কেউ সে রকম কোন উদ্যোগ না নেয়ায় সীমিত সামর্থ্য নিয়েই 'জবাসস' গঠন করি। মুক্তাঞ্চলের কিছু টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এ কাজে জনাব সলিম মণ্ডল, পাঁচবিবি এক্সচেঞ্জের শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আরও অনেকে বগুড়া সাকিংট হাউজস্থিত মুক্তিযোদ্ধা

কন্ট্রোল রুমের রিটায়ার্ড সুবেদার দবিরউদ্দিন (ওস্তাদজী) ও হাবিলদার এমদাদুল হক ওরফে তোতাও এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। এছাড়া রাইফেল বাহিনীর স্থানীয় কমান্ডার মেজর নাজমুল হকও এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

দেশের অন্যান্য সীমান্তের মত নওগাঁ সীমান্তেও তখন উন্মুক্ত ছিল। কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকারও দু'এক কপি সীমান্ত পথে আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছিল। 'জয় বাংলা'র ১১শ সংখ্যায় 'জবাসস' সংগৃহীত এবং এসব পত্র পত্রিকা থেকে উদ্বৃত হয়ে কিছু সংবাদ ছাপানো হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার ৯ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে জানতে পারি যে, ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'সংবাদ' ও 'দি পিপল'-এর কার্যালয়গুলো ধ্বংস করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সাংবাদিক ও কর্মচারীদের হত্যা করা হয়েছে। আরও জানি 'দি পাকিস্তান অবজারভার','দি মনিং নিউজ', ,দৈনিক পাকিস্তান','আজাদ',ও পূর্বদেশ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছাপা হচ্ছে। 'জয় বাংলা'য় এ খবর উদ্বৃত করে মন্তব্য করা হয়- ''পশ্চিমা বর্বরেরা বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য উক্ত বিখ্যাত পত্রিকাগুলির নাম বা Goodwill ব্যবহার করিতেছি।'' এই সংখ্যায় জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর অফিস ধ্বংস ও সাংবাদিক হত্যার নিন্দা করা হয়।

হানাদারদের আক্রমণের ভয়ে নওগাঁ শহর তখন প্রায় ফাঁকা। কাজীপাড়ার যে ছোট প্রেস থেকে 'জয় বাংলা' ছাপা হচ্ছিল তার কর্মচারীদের অনেক বলে-কয়েও নওগাঁ থাকতে রাজী করান যাচ্ছিল না। সকলের মনেই ভীতি, -এই বুঝি হানাদাররা এসে পড়ে।অন্যান্য প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে 'জয়বাংলা' আর ছাপানো সম্ভব হয় নি।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ভেতর কিংবা বাইরে থেকে 'স্বাধীন বাংলা'র আর কোন দৈনিক পত্রিকা ছাপা হয়নি। দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম দিয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একাধিক সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল-কিন্তু 'দৈনিক' একটিও বের হয়নি।

নিজস্ব সীমিত পুঁজির ওপর নির্ভর করেই 'জয় বাংলা' প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলাম। কারও কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি। প্রেস কর্তৃপক্ষও কোন লাভ নিতেন না, শুধু কাগজ ও মুদ্রণের খরচ নিতেন। 'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা ধার্য হয়েছিল। এক ঘণ্টায় ২০০ কপি বিক্রিও হয়েছিল। কিন্তু এ সামান্য দাম আদায়ে ঝামেলার কারণে প্রথম সংখ্যার অবশিষ্ট কপি ও দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যার সকল কপিই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি। পরবর্তী সংখ্যাগুলোর কোনটা ১,৫০০ কোনটা ৩,০০০ কপি ছাপা হয়। সর্বমোট কপি সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০। খুলনা নিউজপ্রিন্টের হাফ ডিমাই সাইজের কাগজে জয় বাংলা ছাপানো হত। প্রথম কয়েক সংখ্যা এক পাতার এক পাশে এবং অবশিষ্টগুলো এক পাতার দু'পাশে ছাপা হতো। ঐ পরিস্থিতিতে ছোট হাতে চালানো প্রেস থেকে এর চেয়ে বড় আকারে পত্রিকা বের করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

'জয় বাংলা'র প্রথম সংখ্যাটি আমি নিজে আমার স্কুলজীবনের সহপাঠী জাহিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে নওগাঁ শহরে বিলি করেছিলাম- ৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে। এ পত্রিকা প্রকাশকালে নওগাঁর তৎকালীন এম এন এ জনাব বায়তুল্লাহ (পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার), নওগাঁ, রাজশাহী ও বগুড়া মুক্তাঞ্চলের তৎকালীন কমান্ডার রাইফেল (ইপিআর) বাহিনীর মেজর নাজমুল হক, বিভিন্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আরও অনেকেই উৎসাহ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। মেজর হকের অনুমতিক্রমেই তার বাহিনীর যানবাহনে নওগাঁর বাইরে 'জয় বাংলা'র বান্ডিল পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মুক্তাঞ্চলের একে একে আমাদের হাতছাড়া হতে থাকে। পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া ও অন্যান্য শহরগুলোতে হানাদার বাহিনী ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে

সক্ষম হয়। আমাদের অসংগঠিত, বিশৃংখল, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন এবং উপযুক্ত অস্ত্রবিহীন বাহিনী প্রথম পাল্টা আক্রমণেই পশ্চাদপসরণ করতে এবং নিরুপায় হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা না থাকায় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে, বলা চলে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এরই ফলে হানাদারদের হামলার মুখে সারাদেশ জুড়ে শুরু হয় মাঠঘাট, বন-বাদড়, নদী-নালা, টিলা-পাহাড় পেরিয়ে পরিকল্পনাহীনভাবে সকলের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রাণান্তকর ছুটাছুটি। সীমান্ত নিকটবর্তী শহর নওগাঁতেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

১৪ই এপ্রিল সকালে রাইফেল বাহিনীর গোলাবারুদসহ রাজশাহীগামী দুটি জীপের কনভয়ে রাজশাহী যাত্রা করি। অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। দুপুরের আগেই নদীর তীরে কালিকাপুর পৌঁছি। নদীর ওপারে মান্দা। নৌকায় জীপ পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানেই রাজশাহী এলাকা থেকে জীপ যোগে ফিরে আসা নওগাঁ এলাকার সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি রাজশাহী শহর হাতছাড়া হবার খবর দেন এবং কনভয়ে কয়েকজন সৈন্যকে একটি জীপ নিয়ে ঐ এলাকায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন গিয়াসের সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়ে অপরটিকে তার সঙ্গে নওগাঁ ফিরতে বলেন। রাজশাহী যাওয়া সম্ভব না বলে আমাকেও তার জীপে তুলে নেন। দুপুর ২টার দিকে আমরা নওগাঁর বলিহার হাউজে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসি। জীপে বসে মেজর হককে আমি নওগাঁ ঘাঁটি রক্ষার্থে সম্ভাব্য হামলার রাস্তাসমূহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার অধীনস্থ সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় প্রতিরক্ষা ব্যূহের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি। তিনি নিরাসক্তভাবে আমার বক্তব্য শোনেন। রাজশাহী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং শিগগিরই নওগাঁ আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন। হাতিয়ারের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন। যে কয়েকটা মেশিনগান তার বাহিনীর হাতে ছিল সেগুলোরও ফায়ারিং পিনের অভাব দেখা দিয়েছিল। হানাদারদের অস্ত্রবলের ধারণা তার ছিল কেননা মূলত তিনি আর্টিলারী কোরের সদস্য ছিলেন কিন্তু রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে ডেপুটেশনে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এসব কারণে আমার মত যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রস্তাবে তার কোন ভাবান্তর হয়নি। এরপরে সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সকলের মনেই নানারকম আশঙ্কা। প্রায় ফাঁকা নওগাঁ শহর বিকেলের মধ্যেই আরও ফাঁকা হয়ে যায়।

বিকেলে মেজর হকের সঙ্গে আবার দেখা করি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে কোন অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছেন কিনা। তিনি বলেন, এখনো তো তেমন কিছু পাচ্ছি না। আমি তখন তাঁকে সীমান্তের ওপারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করব কিনা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তাঁর সাথে আলোচনায় এবং হেডকোয়ার্টারের তেড়জোড় দেখে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে কোন মুহূর্তে তিনি ঘাঁটি ত্যাগ করবেন। সন্ধ্যার পর সংগ্রাম পরিষদের অফিসেও আর কাউকে পাওয়া গেল না। সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। 'মুক্তি' সিনেমার রাস্তার মাথায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জটিতে তখনও একজন অপারেটর ছিলেন। সেখান থেকে রাতে বলিহার হাউজের রাইফেল বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে ফোন করে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এ পরিস্থিতিতে আমি অপারেটরের সহায়তায় পাঁচবিবি, আত্রাই, জয়পুরহাট ও পত্নীতলা পিসিও বগুড়া সার্কিট হাউজে অবস্থিত বগুড়া কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং রাজশাহীর সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর দিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেই। নওগাঁর পরিস্থিতির ইংগিত দেই। পরদিন ১৫ই এপ্রিল সকালে হেডকোয়ার্টার শূন্য থাকার খবর পাওয়া গেল। আগের রাতেই রাইফেল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শহরও প্রায় শূন্য। প্রেসও বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে আমার শহরে থাকা মানে হানাদারদের হাতে পড়ে খামাখা জান দেয়া বিধায় একটি ব্যাগে কাগজপত্র ও একসেট বাড়তি কাপড় নিয়ে আমার বাসা-কাম-'জয় বাংলা'র দফতরে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। সীমান্ত এলাকায় তখন সুযোগমত লুটপাটের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দু'এক জায়গায় সন্দেহজনক লোকদের তথাকথিত 'চেকপোস্টে' আমার পরিচয় দিয়ে দলসহ ১৫ই এপ্রিল রাত প্রায় ১১টার দিকে প্রহরাবিহীন নওগাঁ-পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করি। ভারতে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রবেশ।

ভারতে প্রবেশের কিছুদিন পরে কোলকাতা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারীসহ কয়েকজন সদস্য আমাকে কোলকাতা থেকে 'জয় বাংলা' পুনঃপ্রকাশের পরামর্শ দেন। মুক্ত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'জয় বাংলা' সম্ভব হলে পুনরায় মুক্ত বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশিত হবে তাদেরকে আমার এ সিদ্ধান্তের কথা জানাই।

ভারত থেকে পরবর্তীকালে অন্যান্য বাংলাদেশী সাংবাদিকেরা বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক পত্রিকা বের করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১১ই মে, ১৯৭১ তারিখে দলীয় মুখপাত্র 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' প্রকাশ করেন। প্রকাশস্থলের নাম দেয়া হয় 'মুজিবনগর'। কোলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার ২১/এ বালুহাক্কাক লেনে এ পত্রিকার দফতর ছিল। কোলকাতাসহ ভারতের পত্রপত্রিকায় আমার ক্ষুদে 'দৈনিক জয়বাংলা'র ব্যাপক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ তাদের পত্রিকার নামও 'জয় বাংলা' রাখেন। এই দলীয় মুখপত্রটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। 'জয় বাংলা সংবাদ সংস্থা (জবাসস)' নামটি অবশ্য আর কেউ ব্যবহার করেননি।

একাত্তরের ১৫ই এপ্রিল মধ্যরাতে আমি ভারতের বালুরঘাট শহরে পৌঁছি। এটি পশ্চিম বাংলা রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সদর। পরদিন ১৬ই এপ্রিল নওগাঁয় মেজর হকের সঙ্গে ১৪ই এপ্রিলের আলোচনা মোতাবেক স্থানীয় এম এল এ শ্রী বীরেশ্বর রায় এবং পশ্চিম দিরাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাই। উভয়েই জানালেন বিষয়টি উচ্চতর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে কোন সাহায্য দানের ব্যাপারে তারা কিছুই অবগত নন। এরপরে ঐ দিনই খবরের কাগজ কিনে বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার' ও ইংরেজী দৈনিক 'অমৃত বাজার' পত্রিকার টেলিগ্রাফিক ঠিকানা সংগ্রহ করে বালুরঘাট থেকে 'জবাসস' নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট পাঠাই। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই কোলকাতা পৌঁছে গেছেন এবং পরদিন ভোরে এক্সপ্রেসে বাসে বালুরঘাট থেকে কোলকাতা রওয়ানা হই। কোলকাতায় পৌঁছে পত্রপত্রিকায় মুজিবনগর সরকার গঠনের খবর দেখলাম।

কোলকাতা আগে কখনও যাইনি। কাউকে চিনিও না। স্টেশন থেকে ট্রাক্সী নিয়ে সোজা 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে গেলাম। সম্পাদক শহরে ছিলেন না। বার্তা সম্পাদক কবি শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর ঠিকানা নিয়ে তার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে 'জয় বাংলা'র কপিগুলো দেই। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী বসু সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করে সব খবরাখবর নিলেন। তার বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঠিকানা সংগ্রহ করে কোলকাতা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী তারাশংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং 'জয় বাংলা'র কপি উপহার দেই। তিনি সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। এরপরে চৌরঙ্গীর কিড স্ট্রীটের স্টেট গেস্ট হাউজে যাই এবং ইনচার্জকে অনুরোধ করে রাতের জন্য একটি রুম পাই।

পরদিন ১৯শে এপ্রিল সকালেই বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং নওগাঁ এলাকার বিস্তারিত খবর জানাই। তাকে বলি এখনও চেষ্টা করলে নওগাঁ এলাকাটি আমাদের দখলে রাখা সম্ভব। তাকে আরও জানাই সক্রিয় সাহায্য পেলে আমাদের বাহিনী বাংলাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল দখলে রাখতে পারে এবং আমাদের সরকারও দেশের অভ্যন্তর থেকেই কাজ চালাতে পারে। তিনি আমাকে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য একটি লিখিত রিপোর্ট দিতে বলেন। আমি তখন মিশনের টাইপিস্ট দিয়ে দেশে থাকাকালীন মুদ্রিত 'জবাসস' -এর প্যাডে একটি রিপোর্ট টাইপ করিয়ে দুই কপি জনাব হোসেন আলীকে দেই। জনাব হোসেন আলী এ রিপোর্টটি আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে আমাবে বলেন। আমার কাছে কোন বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট নেই বিধায় আমাকে মিশন থেকে একটি পরিচয়পত্র দেয়া হয়। একই দিনে মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী জনাব আর আই চৌধুরী, প্রেস এ্যাটাশে জনাব মকসুদ আলীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। এর ৩/৪ দিন পরে পুনরায় জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে মিশনে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জানান ১৯ তারিখের 'জবাসসে'র রিপোর্টটি তিনি আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে পৌঁছে দিয়েছেন।

১৮ ও ১৯ তারিখ দু'দিন ষ্টেট গেষ্ট হাউসে থাকার পর সেখানে অবস্থানরত গণপরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সুপারিশে আমাকে আরও ৭ দিনের জন্য গেষ্ট হাউজে থাকতে দেয়া হয়।

১৯শে এপ্রিল কোলকাতার দৈনিক 'যুগান্তর' 'জবাসস' সম্পর্কিত এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দেশের বাইরে 'জবাসস' প্রাচারিত প্রতম সংবাদটি ছাপা হয়। এতে উত্তরাঞ্জলের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং অবিলম্বে সাহয্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ঐ দিনই ভারতের সর্ববৃহৎ সংবাদ সংস্থা পিটিআই- এর কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করি এবং বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বের লেখক এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত জোদার করার আহ্বান জায়য়ে বিবৃতি দেই। পিটিআই তোদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে এটি প্রচার করে। প রদিন ২০শে এপ্রিল প্রায় সব গুলো দৈনিকের প্রথম পাতায় এ বিবৃতিটি ছাপা হয়েছে দেখতে পাই। ২১শে এপ্রিল পিটিআই-এর মাধ্যমে প্রচারিত আরেকটি বিবৃতিতে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্দের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্ব বিবেকের প্রতি আহ্বান জানাই। এতে বাঙ্গালী মুসলমান নিধনযজ্ঞে পাকিস্তানী বর্বরদের সাহর্য না করার জন্য আরসিডি জোটভুক্ত ইরান ও তুরস্কের মুসলমান বাইদের প্রতিও আহান জানাই। এতে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্যও আবেদন জানানো হয়। এটিও ২২শে এপ্রিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। এরপরে ভারতের অপর সংবাদ সংস্থা উইএআই-এর কোলকাতা ব্যুরোর ম্যানেজার শ্রী ইউআর কালকুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব সম্পর্কিত আমরা 'জয়বাংলা'র বিশেষ সংখ্যার রির্পোটির উদ্ধৃতি দিয়ে ২৫শে এপ্রিল উইএনআই দুটি রিপোর্ট প্রচার করে। ২৬ এপ্রিল এ রিপোর্ট বিভিন্ন দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। যুগান্তরের হেডিং ছিল 'বীরের এ রক্ত স্রোত', Statesman -এর Student forced Pak Army Column to Retreat'; দিল্লীর Times of India –এর Many a Heroic Saga from Bangladesh ইত্যাদি।

এর আগে ১৯শে এপ্রিল আকাশবাণী, কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ২১শে এপ্রিলের সংবাদ পরিক্রমায় 'জয় বাংলা' সম্পর্কে এবং আমার প্রদত্ত বিবৃতিগুলোর উল্লেখ করা হয়।

এ সময়ের মধ্যেই কোলকাতার সব প্রথম শ্রেনীর পত্রিকা যথা- আনন্দবাজার পত্রিকা, Hindustan standard, যুগান্তর, Amrita Bazar Patrika, Statesman, সাপ্তাহিক দেশ, অমৃত ইত্যাদির সাংবাদিকসহ কোলকাতা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী ও সদস্যদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। এভাবেই ভারতীয় তথা বিশ্ব প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য বা আনুকূল্য ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও অরাজনৈতিক প্রচেষ্টায় ভারতে প্রবেশের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হই।

কোলকাতায় অবস্থানকালে সাংবাদিক ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কোলকাতা সফররত সর্বোদয় নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গেও ২৮শে এপ্রিল সাক্ষাত করি এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। শ্রী নারায়ণ তাঁর এই সফরকালে বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রী নারায়ণ এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সর্বোদয় ও গান্ধী আদর্শবাদী আন্দোলনের ভারতব্যাপী শত শত প্রতিষ্ঠানের শাখা-উপশাখাগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরগুলোতে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। শ্রী নারায়ণ ভারতে এবং ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং ব্যাপক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময়ে প্রায় প্রত্যেকদিনই প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। তিনি আমাকে বাংলাদেশের এক তরুণ সাংবাদিক হিসেবে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। একদিন সে তাঁর অফিসে তাঁর টেবিলের ওপর রক্ষিত রাশি রাশি কাগজপত্র দেখিয়ে আমাকে বললেন, ''দেখ রহমত' এসবই যুগান্তর এবং অমৃতের পাঠকদের কাছ থেকে পাওয়া তোমাদের

বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা, গান ইত্যাদি। এবং প্রতিদিনই আরও আসছে। দু'চারটি পড়ে দেখলাম, সবাই আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখা। এ কথা সত্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সকল বাংলা ভাষাভাষি বাঙ্গালীর মনকেই আবেগাপ্লুত করেছিল।

এপ্রিলের শেষে এক সন্ধ্যায় আবার আমাদের মিশন প্রধান জনাব হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। তাকেঁ বললাম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষ করে রাজধানী দিল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের নিজস্ব লোকজন নেই বললেই চলে। আর এসব এলাকাতে আমাদের বিপক্ষ পাকিস্তানীদের প্রচার চলছে। আমি দিল্লী থেকে এসব প্রচারণার পাল্টা জবাব এবং সর্বভারত এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারীভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে চাই। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন এবং আমাকে কোলকাতা ও দিল্লী মিশনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে বলেন।

দেশ ছাড়ার সময় আমার সঙ্গে যে স্বল্প টাকা ছিল তা বদলিয়ে ভারতীয় ২৫০ টাকার মত পেয়েঠিলাম। কোলকাতায় ১৯শে থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ষ্টেট গেষ্ট হাউজ থাকার সুযোগ হয়েছিল বলে থাকা বাবদ কোন ব্যয় হয়নি। তবে খাওয়া, যাতায়াত ব্যয়ে পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পশ্চিম বাংলার বিধানসভার অধিবেশনের সময় এগিয়ে আসছিল বলে ষ্টেট গেষ্ট হাউজ খালি করার সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ ভবনটি এম, এল,এ হোষ্টেল হিসেবেও ব্যবহৃত হত। এ পরিস্থিতিতে যুগান্তর-এর সাংবাদিক শ্রী পরেশ সাহা প্রাক্তন ঢাকা জেলাবসী পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত শ্রী তরুণ গুহের গোবড়া অঞ্চলের বাসায় আমার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। শ্রী গুহ আমার দিল্লী যাবার টিকেটের বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং তাঁর মহল্লার তরুণদের সমিতি 'আদর্শসংঘে'র সদস্যরা চাঁদা তুলে আমাকে ১০০ টাকা দেন। সাহিত্যিক শ্রী শংকর-এর সুপারিশে উল্টোরথে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি লেখা দিয়ে আরও ৫০ টাকা পাই। এভাবেই ৪ঠা মে ট্রেনযোগে দিল্লী রওয়ানা হয়ে পরদিন ৫ই মে দুপুরে দিল্লী পৌঁছি। দিল্লী ষ্টেশন থেকে শ্রী গুহের দেয়া ঠিকানায় তার ভাগ্নের বাসায় যাই। সেখানে থেকে যুগান্তরের দিল্লী অফিসে এবং তাদের পরামর্শমত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বাধীন দিল্লীর মহিলাদের 'বাংলাদেশ এ্যাসিসট্যান্স কমিটির অফিসে যাই। কমিটির সহায়তায় দিল্লীর জয়সিংহ রোডের ওয়াই, এম,সি,এ ট্যুরিষ্ট হোষ্টেলে এক সপ্তাহের জন্য আমার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

এখানে প্রথমেই দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক ও অন্যন্য সাময়িকী কিনে প্রচারণার গতিপ্রকৃতি আঁচ করে নেই। IENS ভবনে অবস্থিত কোলকাতার যুগান্তর, Amrita Bazar Patrika, আনন্দবাজার পত্রিকা ও Hindustan Standard- এর ব্যুরোর কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি রাজধানীর পত্রপত্রিকাগুলো আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল তবে প্রভাবশালী Hindustan Times- এর বিশেষ করে Letters column- এ বাংলাদেশ ও শেখ মুজব বিরোধী বিতর্ক চলছে। কয়েকদিনের পত্রিকা পড়ে আমার সে ধারণাই হয়ে ছিল। যেমন ৭ তারিখের পত্রিকায় লক্ষ্ণৌ থেকে তিন মুসলমান ভদ্রলোক লেখেনঃ

".......the majority of Indian Muslims must not be expected to encourage those who are torch bearers of disruptive tendencies in Pakistan ...." শেখ মুজিবের কার্যকলাপের নিন্দা করে লেখা হয়। "........the responsibility of the carnage and bloodshed in East Bengal lies entirely on him'' এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়।

৯ই মের সংখ্যায় Bangladesh and the Indian Press' নামে শিরোনামে প্রকাশিত ৩টি চিঠিতে লেখকেরা ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গণহত্যার ফলাও প্রচারের জন্য ভারতীয় পত্র-পত্রিকার নিন্দা করেন। তারা এ প্রচারকে অতিরঞ্জিত, নীতিবহির্ভূত বাড়াবাড়ি, পরোক্ষভাবে খোদ ভারতীয় অখণ্ডতারও প্রতিকূল বিধায় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন। এসব চিঠিপত্র এ পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমর্থনে লেখা হয়।

এসব বক্তব্যের বিপক্ষে এবং আমাদের স্বপক্ষে কোন লেখা ছাপা হচ্ছে না দেখে এ প্রচারণার একটি যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার সিদ্ধান্ত নেই এবং 'In Defense of Mujib' শীর্ষক একটি দীর্ঘ পত্র লিখে এ পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক মিঃ বি জি ভার্গিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। স্বাধীনচেতা এ সাংবাদিক সরকারী মতামতেরও খুব একটা তোয়াক্কা করতেন না। আমি তাঁকে বলি আপনার পত্রিকায় আমাদের বেশ সমালোচনা করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের স্বপক্ষে কিছুই দেখছি না। এই বলে ব্রীফকেস খুলে আমার টাইপ করা চিঠিটা তাঁর হাতে দেই । তিনি মনোযোগ দিয়ে চিঠিটি পড়েন। আমি চিঠিটি শেষ করেছিলাম 'Joy Bangabandhu! Joy Bangla!!' দিয়ে। তিনি বলেন, 'এ দু'টো বাদ দিতে হবে, এগুলো শ্লোগান'। আমি বলি প্রথমটি বাদ দিতে পারেন তবে দ্বিতীয়টি রাখতে হবে, কারন 'Joy Bangla' আমাদের জাতীয় শ্লোগান। তিনি আমাকে প্রথম শ্লোগানটি বাদে বাকী চিঠিটা হুবহু ছেপে দেবেন বলে জানান।

মিঃ ভার্গিজের কাছে যুক্তি সহকারে আমাদের সংগ্রামের কারণগুলোও ব্যাখ্যা করি। এরপরে তার পত্রিকার কলামে বাংলাদেশ বিরোধী বিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। ১০ মে তারিখে আমার চিঠিটি চাপা হয়, ১৩ মে আমাদেরকে সমর্থন এবং পাকিস্তানপন্থীদের নিন্দা করে একসাথে ৫টি চিঠি ছাপা হয় এবং ১৫ মে লক্ষ্ণৌর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হাবিবুল্লাহ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রফেসর কে এ ফারুকীর পাকিস্তানীদের নিন্দা এবং আমাদের আন্দোলন ও নেতাকে সমর্থন করে লিখিত ২টি চিঠি প্রাকাশের মধ্য দিয়ে প্রভাবশলী Hindustan Times এর পাতায় পাকিস্তানপন্থীদের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রফেসর ফারুকী পাকিস্তানী বাহিনীকে তৈমুর, চেংগীস ও হালাকু খানের মত বর্বর বলে আখ্যায়িত করেন।

একই সময়ে দিল্লীর প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য সাংবাদিক এবং সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। ১০ই মে ইউএনআই দিল্লী থেকে আমার রাজধানীতে অবস্থান এবং কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিন প্যারার একটি সংবাদ প্রচার করে। এছাড়া আকাশবাণীর (অল ইন্ডিয়া রেডিও) কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। আকাশবাণীর মহাপরিচালক শ্রী এ কে সেনের পরামর্শ অনুযায়ী আকশবাণীর বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, বিশেষ করে উর্দু সার্ভিসের জন্য আমাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কতগুলো কথিকা রচনা করি। একটি সিরিজ হিসেবে প্রচারের জন্য তিন ভাগে এগুলো লিখি। মূল শিরোনাম ছিল 'Recent events in Bangladesh' উপ-শিরোনামে ছিল- Historical Background (১৯৪৭ সালের আযাদী থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ঘটনার ভাবাবেগবর্জিত সংক্ষিপ্ত তথ্যমূলক বিশ্লেষণ); Election in Pakistan and Aftermath (নির্বাচনের ফলাফল, অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট); এবং শেষেরটি Genocide in Bangladesh (২৫শে মার্চের পরের গণহত্যার বিবরণ এবং পাকিস্তানী মিথ্যা প্রচারণার জবাব)। ইংরেজিতে লেখা এ কথিকাগুলো উর্দূতে অনুবাদ করে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের বহির্বিশ্ব উর্দু সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠানে ১৯৭১ এর ২, ৪, এবং ৮ই জুন প্রথম প্রচারিত হয় এবং পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। প্রতিটি কথিকার জন্য ১০ মিনিটের বেতার সময় বরাদ্দ ছিল। এছাড়া আকাশবাণী দিল্লীর 'হামারে মেহমান' অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর আমার একটি ১০ মিনিটের টিভি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় ১৪ মে তারখে। এটি উর্দুতে গৃহীত হয় এবং ভাংগা ভাংগা উর্দুতে আমার বক্তব্য পেশ করি। একই দিন দিল্লী টেলিভিশন তাদের 'আজকাল' অনুষ্ঠানে আমার একটি ১০ মিনিটের টিভি সাক্ষাৎকার প্রচার করে । মুক্তিযুদ্ধের ওপর এ সাক্ষাৎকারে একই সাথে দিল্লী সফররত আওয়ামী লীগের ধর্মীয় ফ্রন্ট আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি জনাব খায়রুল ইসলাম যশোরীর সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়। শ্রোতাদের সুবিধার্থে এটি হিন্দিতে গৃহীত হয় এবং আমরা ভাংগা ভাংগা হিন্দিতে শ্রোতাদের বোধগম্যভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করি। মওলানা যশোরী তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ভারতীয় ওলামাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এছাড়া তরুণদের জন্য সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান যুব বাণীতেও আমার আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলো উর্দু অনুবাদ সাংবাদিক জনাব নজমুল হাসান কয়েকটি উর্দু পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। মে এবং জুন এই দু'মাসে দিল্লীস্থ প্রচারমাধ্যম গুলোর সহায়তায় ব্যাপক প্রচার চালাই। আকাশবাণীতে প্রচারিত কথিকাগুলোর মূল ইংরেজী

স্ক্রীপ্ট সাইক্লোস্টাইল করে ‘জবাসস’ এর External Bureau নাম দিয়ে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য এলাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকার ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাই। দিল্লীর অনেক প্রবীণ সাংবাদিক বন্ধু আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করতেন, ‘‘রহমত, আপনার ‘জবাসস’ -এর External Bureau টা কোথায়?’’ আমিও হেসে জবাব দিতাম, ‘‘আমাদের সব কিছুই এখন চলমান, আজ একানে কাল ওখানে। আমরা হাতের ব্রীফকেসটাই আপাততঃ ‘জবাসস’ -এর চলমান ব্যুরো’’।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের একটি মুখপত্র AEON এর সম্পাদক তাদের বাংলাদেশ সংখ্যার জন্য আমরা একটি লেখা নেন। এ সময়েই একদিন দিল্লীতে যাত্রাবিরতিকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউজে অবস্থানরত ডঃ এ আর মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

দিল্লী যাবার পূর্বে কোলকাতা থেকে একজন উত্তর কোরীয় সাংবাদিককে সাথে নিয়ে বনগাঁও এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে ক্যাম্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। কয়েকটি ছবিও নিয়েছিলাম। এর ওপরে ভিত্তি করে ‘‘UN Must rush to the rescue of victims” নামে একটি সচিত্র রিপোর্ট তৈরী করি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজী, উর্দু, হিন্দি, মলয়ালম ইত্যাদি ভাষায় মুদ্রিত BLITZ-এর ১৫ই মে এটি প্রকাশিত হয়।

জবাসস-এর External Bureau নামে কিছু বাংলা দেশাত্মবোধক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সাইক্লোষ্টাইল করেও প্রচার করা হয়েছিল। এ সম্পর্কিত কিছু রিপোর্ট কোলকাতার অমৃত ও দেশ পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। দেশ পাত্রকার নিয়মত ফিচার ‘‘ঘরোয়া’’র লেখক ‘‘শ্রীমতি’’ (শ্রীমতি সুজয়া সেন)-এর সঙ্গেও আমার দিল্লীতে পরিচয় হয়েছিল। মাতৃসমা এ মহিলার স্নেহ আমার অনেকদিন মনে থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তিসগ্রামের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদ ছিল। জওয়াহরলাল নেহেরু প্রতিষ্ঠিত দৈনিক National Herald-এর সম্পাদকীয় পাতায় ‘জবাসস’ প্রচারিত ‘‘Bengaless are not Cowards” নামক একটি কবিতাও ছাপা হয় ১৩ মে তারিখে।

এছাড়া বাংগালোর ও হুবলী থেকে একযোগে প্রাকশিত ঐ এলাকার কানাড়া ভাষার Samyukta Karnataka Group of Papers মে’র শেষে আমরা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। দিল্লীর কয়েকজন মুসলমান সাংবাদিক বন্ধু কিছু উর্দু পত্র-পত্রিকাতেও আমার লেখার অনুবাদ পড়েছেন বলে আমাকে জানান। মোট কথা আমার সীমিত প্রচেষ্টায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই যতটা সম্ভব প্রচারকার্য চালিয়েছিলাম এবং দিল্লীর সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। এ সময়ে শ্রী ফণী মজুমদারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি সংসদীয় দল দিল্লী সফরে আসেন। বেগম নূরজাহান মুর্শেদও এ দলে ছিলেন। দিল্লী প্রেসক্লাব তাঁদের একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করে। শ্রী মজুমদার ও বেগম মুর্শেদ এ সভায় বক্তৃতা দেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

জয়সিংহ রোডের ট্যুরিস্ট হোষ্টেল থেকে সাংবাদিক বন্ধু শ্রী যতীন্দ্র ভাটনগরের বাসায় কিছুদিন থাকি। এরপরে বাকী সময় দিল্লীস্থ শান্তি পরিষদের আন্তর্জাতিক হোষ্টেলে তাদের মেহমান হিসেবে থাকি। কথিকা ও সাক্ষাৎকারের জন্য আকাশবাণী ও টেলিভিশন থেকে এবং অন্যান্য পত্রিকা থেকে দু’একটি লেখার জন্য প্রাপ্ত সম্মানীর টাকায় আমার খরচ চলে যায়। থাকার জন্য কোন খরচ হয়নি। খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু খরচ হয়েছে। যাতায়াত, পত্রপত্রিকা কেনা এবং ডাক খরচ সম্মানীর টাকা থেকে চালানো সম্ভব হয়েছিল।

গান্ধী শান্তি পরিষদের হোষ্টেলে অবস্থানকালে বেনারসের গান্ধীয়ান ইনষ্টিটিউট অব ষ্টাডিজ-এর যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক শ্রী সুগত দাশ গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এ প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক পরিচালক ছিলেন। অধ্যাপক দাশ গুপ্ত আমাকে তাদের ইনষ্টিটিউট-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি সময়মত যোগাযোগ করবার প্রতিশ্রুতি দেই। এ হোষ্টেলে অবস্থানকালে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সংগেও আমার পরিচয় হয়। তাদেরকেও

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেই। এছাড়া অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদ-এর সেক্রেটারী শ্রী জি এল পুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তার পরিষদও আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করেছিল।

দিল্লীতে অবস্থানকালে আমাদের কুটনৈতিক প্রতিনিধি পাকিস্তান হাইকশিনের দলত্যাগী সাবেক দ্বিতীয় সচিব জনাব কে এম শাহাবুদ্দিন-এর সঙ্গেও আমি যোগাযোগ রক্ষা করেছি। জুন মাসের মাঝামঝি খবর প্রচারিত হয়, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নতুন সমরাস্ত্রের চালান পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থবিরোধী এ আক্রমণের প্রতিবাদ করা হয়। দিল্লীতে ঐ সময়ে মাত্র কয়েকজন খাস বাংলাদেশী ছিলাম। সে কারণে অন্যান্য বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সমর্থকদের সহায়তায় ২৫শে জুন, ১৯৭১ মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। দিল্লীর সাংবাদিক বন্ধুদের সহায়তায় দেশী-বিদেশী সংবাদ সংস্থা এবং টেলিভিশন প্রতিনিধিদের দ্বারা এ মিছিলের খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা হয়। দূতাবাসের গেটে রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধির কাছে জনাব শাহাবুদ্দীন প্রতিবাদলিপি অর্পণ করেন। ভারতের সকল প্রধান প্রধান দৈনিকে এ বিক্ষোভের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

দিল্লীতে আমার কাজ-কর্মের বিস্তারিত রিপোর্ট কোলকাতা মিশনে জনাব হোসেন আলীর কাছে পাঠাতাম। জুনের শেষে দিল্লী থেকে কোলকাতা ফিরে এসে জনাব হোসেন আলী, প্রেস অ্যাটাশে জনাব মসকুদ আলী ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কোলকাতা ফেরার পর আকশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে ৩রা জুলাই ‘‘জানেন ওদের মতলবটা কি’’ শীর্ষক আমার একটি ১০ মিনিটের কথিকা পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় এবং পরে পুনঃপ্রচারিত হয়। এতে আমি বিভিন্ন সূত্রে থেকে প্রাপ্ত বঙ্গালীদেরকে জাতিগতভাবে পংগু করার পাকিস্তানী চক্রান্ত সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করে হুঁশিয়ার থাকবার অনুরোধ জানাই। এর পরে আমি যশোর সীমান্ত এলাকায় যাই এবং নানা প্রকার খবরাখবর সংগ্রহ করি। এছাড়া নওগাঁ এলাকার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বালুরঘাটে যাই। সেখানে নওগাঁর এম এস এ জনাব বায়তুল্লাহ ও অন্যান্যরা ছিলেন। ঐ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের অন্যতম সংগঠক নওগাঁর জনাব এম এ জলিলের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে দেখি এবং খবরাখবর সংগ্রহ করি।

কোলকাতায় এ যাত্রা অবস্থানকালে আমি গান্ধী শান্তি পরিষদের কোলকাতা কেন্দ্রের আতিথ্য লাভ করি। এ প্রতিষ্ঠানও সীমান্ত এলাকার শরণার্থী শিবিরগুলোতে ‘অক্সফাম’-এর সহযোগিতায় নানা রকম ত্রাণকার্য চালচ্ছিল। এ সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব এবং সরকারী ত্রাণ তৎপরতার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল পি, এস, লুথরার সঙ্গেও তাঁর কোলকাতার দপ্তরে পরিচয় হয়। ত্রাণ তৎপরতার ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁর কাছেই একটি ভাল ধারণা পাই।

জুলাইর শেষে উত্তর ভারতের বেনারস শহরের শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন Gandhian Institute of Studies এর বাংলাদেশ বিষয়ক কাজকর্মে যোগ দেবার জন্য দিল্লীতে থাকাকালীন যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক দাশগুপ্তের আমন্ত্রণ অনুযায়ী বেনারস যাই। কনসালট্যান্ট অন ভাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স হিসেবে প্রাথমিকভাবে তিন মাসেন জন্য ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকি। আমাকে ৫০০ টাকা সম্মানী (Honorarium) দেয়া হয়। এ ফেলোশীপটি তিন মাস পর আবার এক বৎসরের জন্য বাড়ানো হয়েছিল তবে বাড়তি সময়ের মধ্যে মাত্র দু’মাস কাটবার পরেই দেশে ফিরে আসি। ইনষ্টিটিউট-এর অবৈতনিক পরিচালক ও সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ১৮ থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী “International Conference on Bangladesh” দিল্লীতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ সমর্থক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এ কনফারেন্সে ব্যবহারের জন্য নানা রকম ওয়ার্কিং পেপার ইষ্টিটিউট থেকে তৈরী করা হয়। আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব পত্রপত্রিকার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে “Genocide in Bangladesh” “Bangladesh in world Press” শিরোনামে দুটি পুস্তিকা প্রস্তুত করি এবং অন্যান্য ওয়ার্কিং পেপার তৈরীতেও অন্যদের সাহায্য করি। এ পুস্তিকা দুটি এবং ওয়ার্কিং পেপারগুলো ঐ কনফারেন্সে বিতরণ করা হয়।

আগষ্ট মাসে খবর বের হয় যে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিচার করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকবান ব্যক্তিরা এর প্রতিবাদ করেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। উত্তর ভারতের বেনারসেও ইনষ্টিটিউট-এর যুগ্ম পরিচালক শ্রী সুগত দাস গুপ্তের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আমিও এতে যোগ দেই। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিরও অনেকে এত অংশ নেন।

সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখে বেনারসে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকালে শ্রী নারায়ণ আমাকে বলেন, ভারতের অবাঙ্গালী অধ্যুষিত অনেক এলাকাতেই পাকিস্তানপন্থীরা আপনাদের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চের আগেই বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বিহারী নিধনের অভিযোগ করে প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আপনাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখবার সময় আমাকেও মাঝে মাঝে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ অভিযোগ কতটা সত্যি? আমি তাকে জানাই ২৫শে মার্চের আগে বাঙ্গালীরা এ ধরনের কাজ ব্যাপক হারে করেছে এ অভিযোগ সত্য নয়। দু'এক জায়গায় এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা অবশ্য ঘটেছে তাতে উভয় পক্ষেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এটাকে ব্যাপক বিহারী হত্যা কোন মতেই চলা চলে না। কোন কোন এলাকায় বাঙ্গালীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে। তবে ২৫শে মার্চে পাকিস্তানী গণহত্যা শুরুর পরে আমাদের দখলাধীন কোন কোন জায়গায় কিছু বাড়াবড়ি হয়েছে সেটা সত্য । তবে তার জন্য দায়ী হানাদারেরা এবং তাদের সহযোগী বিহারীরা। এর উত্তরে তিনি বলেন, ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে নিশ্চিত হলাম। ২৫শের পরের ঘটনার দায়-দয়িত্ব তো পাকিস্তানীদের । যদিও পাকিস্তান সরকার তাদের 'শ্বেতপত্রে' আমাদের ঘাড়েই আবার দোষ চাপিয়েছে।'' এর পরে তিনি আমাদের ১ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা, পশ্চিম পাকিস্তান এবং কিছু নামকরা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে এ অভিযোগ খণ্ডন করে ব্যাপক প্রচারের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরী করার চেষ্টা করতে বলেন। তিনি বলেন, এ রিপোর্ট ভাবাবেগবর্জিত এবং নিরপেক্ষ হতে হবে। এ আলোচনার পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর বিদেশী পত্রিকার ঐ সময়ের কপি খুঁজবার জন্য দ্বিতীয়বার দিল্লী যাই। আমার রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য আমি দিল্লীর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ লাইব্রেরী, বৃটিম হাইকমিশন লাইব্রেরী এবং ইউ,এস, আই,এস লাইব্রেরীতে ঢাকা, পিণ্ডি, প্যারিস, লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের প্রধান প্রধান পত্রিকাসমূহ অনুসন্ধান করি।

এসব পত্রিকার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ''Pakistani Propaganda- Is it based on Facts?" - নামে একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা রচনা করি। এতে পাকিস্তান সরকারের ''শ্বেতপত্রে'' বিহারী নিধনের অভিযোগও খণ্ডন করা হয়ে। আমাদের কোলকাতা মিশনও আমার এ কাজে আগ্রহ দেখান এবং এ রিপোর্টের কপি পাঠাবার অনুরোধ জানান। আমি যথাসময়ে তা পাঠাই। ইনষ্টিটিউট থেকে মুদ্রিত করে এ রিপোর্টটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আমিও ডাকে আমরা বিভিন্ন সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এটি পাঠাই।

নভেম্বর মাসে পুনরায় কোলকাতা আসি। এ সময়ে জানতে পারি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী কোলকাতায় অবস্থান করছেন। আমি শিশন থেকে ঠিকানা নিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ষ্ট্রীটের হোটেল পূর্বরাগে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অনেক আলোচনা হয়। তিনি তখন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এবারে কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে মেঘালয় সীমান্ত পথে দেশের অভ্যন্তরে ঢোকার প্রস্তুতি নিয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাই। ততদিনে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে শিলিগুড়ি থেকে ফের কোলকাতা ফিরে এলাম। সীমান্তে জোরেশোরে লড়াই চলছে শুনে নভেম্বরের শেষে কোলকাতা ছেড়ে নওগাঁ সীমান্ত নিকটবর্তী ভারতীয় শহর বালুরঘাট রওয়ানা হই। কিন্তু বালুরঘাটে তখন পাকিস্তানী শেলিং-এর কারনে শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বলে মালদা থেকে পুনরায় কোলকাতা ফিরে আসি। খবর পাই ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একযোগে লড়াই চালাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর পরে ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে গান্ধীয়ান ইনষ্টিটিউট অব ষ্টাডিজের সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেনারসে যাই। সেখান থেকে শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য পাটনা যাই ১১ই ডিসেম্বর। শ্রী নারায়ণ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে ১৩ ডিসেম্বর কোলকাতা পৌঁছি। শত্রুমুক্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছিল। কোলকাতায় সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় এক্সপ্রেস বাসযোগে নওগাঁ সীমান্তের নিকটবর্তী বালুরঘাট রওয়ানা হই। বিকেলে বাসে বসেই রেডিওতে ঢাকায় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শুনি। ১৬ থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বালুরঘাট শহরে থাকি। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার রাস্তাঘাটে পাকিস্তানী মাইন পোঁতা ছিল এবং ভারতীয় বাহিনী মাইন অপসারণের কাজ চালচ্ছিল। ২২শে ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর জীপে বালুরঘাট ছেড়ে নওগাঁ শহরে ফিরে আসি।

মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ
সম্পাদক, দৈনিক জয়লাংলা' নওগাঁ
জুন, ১৯৮৪।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

My direct involvement with the Liberation struggle dates from after the election to the Pakistan National Assembly in December 1970. However prior to that, along with other economists from Bangladesh I had been drawn into the Bangladesh nationalist struggle as far back as a decade ago. The Bengali economists had been in the forefront in identifying the extent of the economic deprivation of Bangladesh as a result of the domination of the Pakistani state by a ruling elite based in West Pakistan. Throughout the 1960's I had occasion to articulate my views in various public forums and in professional and popular publications on the subject of regional disparity and the need to view Pakistan in terms of two economies. These views received Widespread publicity and earned the writer, along with other of his colleagues, considerable notoriety in the eyes of the Pakistani ruling class.

The views of the Bengali economists were vigorously and directly communicated to policymakers in Pakistan through our involvement in various seminars and committees. The seminar of the Second Five Years Plan in Rawalpindi in 1960 in which I participated along with Prof. Nurul Islam, the East Pakistan panel of Economists on the Second Plan in the same year, where Professors Akhlaqur Rahman, Mosharaf Hossain and myself were associated; the First Finance Commission in 1961, where Prof. Nurul Islam was a member and I was an adviser to the East Pakistan members; the panel of Economists on the Third Plan in 1965 where Mosharaf Hossain and myself were members; the Fourth five Year Plan in 1970 where Professors Mazharul Haq, Nurul islam, Akhlaqur Rahman, Anisur Rahman and myself were members; these were all occasions where sharp contradictions on economic policy were evident and bitter exchanges took place, between East wing economists and the planners and policymakers of Pakistan. In 1969-70 in my capacity as Executive Editor of the weekly Forum I had occasion to publicize my views to the public on the subject of the deprivation of Bangladesh and to also engage in a

number of publicized confrontations with the CMLA of that time, General Yahya Khan, and with his principal economic advisor Mr. M. M. Ahmed.

The research and public position on the rights of Bangladesh taken up by the Bengali economists inevitably drew them into more active association with the political struggle for Bengali nationalism. Some of us were frequently consulted by the political leadership of the nationalist movement of economic issues. The 6 point programme of the Awami League was influenced, by our writing, though as far as I am aware no economists actually participated in its preparation. At the time of the Round Table Conference in Pindi in early 1969. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, drew upon the services of prof. Nurul Islam, Prof. Anisur Rahman and Prof. Wahidul Haq to advise him in the preparation of the memorandum he presented to the confedence. In the summer of 1970, prof. Nrul Islam, Prof. Anisur Rahman Dr. A. R. Khan, Dr. Swadesh Bose, Dr. Hasan Imam and myself met in Karachi with Dr. kamal Hossain to draw up the Awami League election manifesto. Its radical orientation and analytical content owes in some measure to the efforts of this group.

Up to December 1970, however, our contribution was still spasmodic. However immediately after the massive electoral victory of the Awami Leaguer in December, 1970, Bangabandhu decided to move ahead with the task of framing a viable constitution which fully incorporated the provisions of the 6 point programme in which the Awami League had fought its election camping. he wanted to discuss in detail the implications of putting such a constitution into operation so that the 6 point programme could be taken beyond the level of election rhetoric and be presented at the negotiating table and to the National Assembly as a seriously thought out and workable constitutional programme for the country.

In the months after the election a series of meeting were convened by Bangabandhu to discuss the constitution. These meeting were attended by the high command of the Awami League made up of the Tajuddin Ahmed, Nazrul Islam, Capt. Monsoor Ali, Qamrzzaman and Khondhar Mushtaq Ahmed and by Dr. Kamal Hossain, Prof. Nurul Isam, Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury, prof. Sarwar Murshed, Prof. Anisur Rahman and myself. In these days long and intensive discussion, usually held in a house on the banks of the Buriganga, the academic participants, including Dr. Kamal Hossain played the most active role. However Tajuddin Ahmed was quite as fertile in his contribution as any of the academics demonstration deep political insight dialectical skill and an extraordinary capacity to absorb and break down complicated technical issues to their basic essentials. Bangabandhu was himself an active participant giving us the benefit of his political experience and shrewd commonsense. By the time the group had finished their exercise, the Awami League had a constitutional draft and a fully worked out negotiating position for any future political dialogue which may have ensued.

In order to ascertain if any of the leading political parties in West Pakistan had given any serious thought to the constitution or had decided to take the 6 points seriously I was requested by Bangababdhu and Tajuddin Ahmed to pay an informal Visit to West Pakistan in January 1971. During this visit in Lahore I met separately with Dr. Mubasher Hasan and with Mian Mahmud Ali Qasuri of the PPP who were meant to be the leading

brains of the party. Neither gave me the impression that they had given any serious thought to the task of constitution making and had little to offer but rhetorical pestering on the subject of national unity. I was interested to learn after liberation that some of my remarks made in conversation with Qasuri were subsequently passed on by him to Pakistan Military Intelligence who used them in their subsequent interrogation of Dr. Kamal Hossain when he was held in custody by them during the liberation war.

When I moved from Lahore to Karachi I had extensive discussions with Barrister Rafi Raza who was then functioning as the constitution adviser to Mr. Bhutto. From my talks with Raja I learnt that he had been entrusted by Bhutto with formulating the constitutional position of the PPP for the forthcoming assembly session. In practice, he had done little work on this largely because Bhutto was himself disinclined to go into the fine points of constitution making. Discussions with one of Bhutto’s principal lieutenants, Abdul Hafeez Peerzada, confirmed this point. On my return to Dhaka I could this report to Bangabandhu that the PPP was far from prepared for serious constitutional discussions.

This point was fully confirmed when the Bhutto accompanied by PPP entourage visited Dhaka at the end of Janrary 1971. From what I learnt of these talks from Tajuddin Ahmed, the PPP were more interested in their share of power rather than to discuss the implications of implementation a constitution based on 6 Points. During the PPP visit to Dhaka I had discussions with Rafi Raza and Mubasher Hasan and also with some of the PPP radicals such as Mehraj Mohammed Khan. Discussions tended to revolve around Quasi philosophical issues rather than specifics. Others are better equipped than me to give the details, of the PPP-Awami League talks though some of the principal protagonists have now been eternally silenced. My own impressions were that neither the PPP nor Yahya Khan had made any effort prior to March 1, 1971 to define a serious negotiating position on the subject of 6 Points. As far as I know, no discussion ever took place between the Awami League and any of the political leadership of West Pakistan on the concrete problems involved in implementing 6 points, when detailed discussions did get underway at 5 Minutes to midnight, in March of 1971, the constitutional issue had moved beyond 6 Points and the Generals had already decided to settle the issue by blood and fire.

In the tense period prior to March 1, I put some to the concerns indicated above into print in my writings for Forum. In this I tried to spell out in more explicit terms the implications implementation 6 Points and the issues at stake for the political leadership in West Pakistan. The universal theme of my writings in the columns of Forum was that the 6 Points were the last chance for a political realization to the Pakistany crisis. Beyond this lay the path of mass struggle and independence for Bangladesh. Few Bangalis at that time retained any sentimental attachment to the Pakistan concept. The only question appeared to be whether the parting of the ways would emerge through a process of constitutional evolution or through armed confrontation.

The decision by President Yahya Khan on March 1st, 1971 to postpone the meeting of the constituent Assembly in my mind marked the watershed which constitutes the political independence of Bangladesh. The non cooperation movement which was

initiated on that day throughout Bangladesh, at the call of Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, Repudiated the political authority of the Pakistan government within the territory of Bangladesh. This political authority was never again restored. All subsequent attempts by the Pakistan government after March 26, 1971 to restore their authority were seen by the masses of Bangladesh as acts of usurpation by foreign military occupation power.

The totality of the success realized by the call for non-cooperation immediately created a crisis for maintaining essential civic and economic services within Bangladesh. Once the entire labor force, administration and law enforcing authorities had answered Banababdhu's call for noncooperation the writ of the Pakistan Government in Bangladesh quite literally ceased to run outside the military cantonments. This vacuum had to be filled if social life in the country was not to break down completely. Bangabandhu had therefore assumed both political and administrative authority throughout the country once Yahya had ordered the Pakistan army to withdraw into the cantonments on 6 March 1971, From This day on Bangladesh assumed self rule for the first time since the Battle of Plessey in 1757.

During this period, some of the economists of Bangladesh were thrust into the peculiar position of looking into the problems of keeping the economy viable. Such questions as the enforcement of exchange controls on remittances to West Pakistan, the limits on the stocks of Pakistani currency arising out of the cutoff of supplies of money from the mint in Pakistan, policies towards export consignments and modes of payment, import of essentials and raw materials had to be worked out.

The residence of Prof. Nurul Islam in Dhanmondi become a sort of economic secretariat for the government of Sheikh Mujibur Rahman centered in Road No. 32 Dhanmandi. Dr. Kamal Hossain's residence in Circuit House Raw was the third center of administration. Some of us met daily at Prof. Islam's residence with some of the Bengali civil servants and bankers to review specific problems. Those were then incorporated into decrees or instructions which were passed on to the civil servants, bankers and for press circulation every evening by Tajuddin Ahmed and Kamal Hossain either at Road 32 or at Kamal Hossain's residence.

Apart from reviewing the state of the local economy, our other task was to brief the international press. Every day the elite of the foreign press crop came to these sessions. These included Tilmagn and Peggy Durdin of the New York Times, Sydney Schanberg of the New York Times whose coverage of the liberation war, had him expelled from Dhaka by the Pakistan military authorities and almost won him a Pulitzer Prize, Peter Preston, now Editor and Martin Adeney of the Guardian, Peter Hazelharst of the Times, Selling Harrison for the Washington Post, Henry Bradsher of the Washington Star. All these experienced journalist's were filling regular copy from Dhaka to their newspapers so that their readers were kept abrest of the unfolding drama in Bangladesh.

It was Peter Hazlehurst who told me that he had recently interviewed Bhutto in Larkana and had been told by him that this agitation in Bangladesh was a storm in a tea cup led buy a few urban based politicians. A massive use of force by the army which killed

and terrorized the demonstrators in Dhaka and jailed many of the leaders would lower the tempo of the agitation and create a climate for more reasonable negotiations. This piece of intelligence seemed to have a prophetic quality which Bhutto may have shared with Yahya Khan since it was this false assumption which appears to have drawn the army into military adventure on 25March, 1971.

During this period Col. Yasin of the Pakistan Army and Mr. S. Huda then in the T & T department both brothers in law to Prof. Nurul Islam were regular visitors to his house. Col. Yasin was in charge of supplies to the Pakistan forces in Dhaka. He was therefore in a position to supply a list of the food suppliers to the Pak army in Dhaka. This list was passed on to the party volunteers who then visited these suppliers and persuaded some of them to cut off supplies to the cantonment. There was a more sinister aftermath to these exchanges. After the army assault on 25 March, both Col. Yasin and Huda were picked up by the army. Huda was kept in custody in Dhaka where he was interrogated under torture and asked to confess to conspiring with Prof. Islam and myself and action on behalf of the Awami League to set up a telecommunications link with India. This totally fabricated charge found its way into the charge sheet for treason drawn up against Bangabandhu for which he was put on trial for his life during 1971.

Col. Yasin faced a worse fate. He was taken into custody. But in his case he was transferred to Lahore where he was interrogated under torture with a view to forcing him to bear false witness against Bangabandhu in his trial. Both these Victims owed their fate to their chance encounters with Prof. Islam and myself in those days in March.

From the time that negotiations were begun between Yahya and Mujib, some of us were drawn in to back up the Awami League team which consisted of Nazrul Islam, Tajuddin Ahmad and Kamal Hassain. The team was supposed to be negotiating an interim constitutional arrangement with Yahya’s teams of experts which was made up by Major General Peerzada, Justice Cornelius and M.M-Ahmed. We would sit with the AL team after each session to take note of suggestions made by Yahya’s team and to put forward our responses or our own substantive contribution. These involved long sessions including some with Bangabandhu. There was one climatic session which went on in the chamber of Dr. Kamal Hosssain in Motijheel, where the AL high command and its advisers worked all night to formulate the final negotiation position for the talks the next day. Our last contribution was to sit over the handwritten amendments of M.M. Ahmed to the proposal prepared the night before. The final position taken by the Yahya team indicated that at least on economic issues an agreement could be reached. The expectation was that on the 24th March, General Peerzada would convene the final session of the negotiations, following which an announcement would be made to the press. The next 2 days were spent waiting for the convening of this session. It was only on 25th that we learnt that M.M. Ahmed had already left for West Pakistan the night before. Apparently he too had been waiting for the meeting but was abruptly told by Peerzada that his work had been concluded that along with Justice Cornelius he could leave Dhaka. The substance of the negotiations is not discussed here as I have given my own indication of what went on in my article, ‘Negotiation for Bangladesh’ which I

wrote for South Asian Review later that year to put my knowledge, whilst still fresh, on the record. Dr. Kamal Hossain has separately given his own more authoritative version on the negotiation.

The negotiations were themselves going on against a progressively mounting environment of tension, created by the daily reinforcement of the Pakistani garrisons in Bangladesh and the growing political consciousness and militancy of the Bengali masses. Around the third week of March, a friend of ours, Muyeedul Hasan, told me he had an urgent message to deliver to Bangabandhu from sources within the Cantonment. He did not reveal this at the time but later told me that the source was Air vice Marshall Khondkar who was then a Group Captain in the Pakistan Air Force. I took Muyeed to Bangabandhu's residence at around 10 p.m. one night where he passed on the message that the Pakistan army was preparing to strike and was going into a state of combat readiness. Bangabandhu took note of this but said that he was already informed of these preparations.

During the period of the negotiation, I had occasion to meet with some of the National Awami Party (NAP) leaders from West Pakistan. If I recollect Abdul Wali Khan of NWFP and Ghous Bux Bizenjo of Baluchistan were staying with Ahmedul Kabir, the proprietor of Daily Sangbad. Both Wali Khan and Bizenjo conveyed their apprehensions to me that the talks between Yahya, Mujib and Bhutto were likely to override the interests of the smaller provinces of West Pakistan. The Pathan and Baluchi apprehension arose from the fact that Bhutto was in these discussions demanding a free hand in West Pakistan on the strength of his electoral majorities in Panjab and Sind. As a counterpoint to autonomy demanded by Mujib for the east wing, Bhutto wanted to be chief executive for all of West Pakistan rather than just Panjab of Sind. Since the Peoples Party had been defeated at the polls in both NWFP and Baluchistan, Bhutto feared that the Awami League majority in the parliament would side with the Pathans and Baluch to completely exclude the Peoples Party from power in the Centre and would push through autonomy for the provinces of West Pakistan which could emancipate them from Panjabi hegemony. The NAP leaders feared that in order to get a free band in the East wing Mujib would be persuaded to cede a free hand to Bhutto, at the expense of autonomy for the smaller regions of West Pakistan. As it turned our however, their apprehensions about the role of Mujib turns out to be academic. But the fear of losing out their autonomy to a Panjabi dominated West Pakistan, first under Bhutto and now the Pakistan Army; appear to have been fully justified by the passage of events.

I had some insight into the duplicity of the Pakistani Generals who, it appears, were conducting the negotiations to buy time to reinforce their garrisons in Bangladesh. On 24th March the NAP leaders and other political figures from the smaller West Pakistani parties left Dhaka. They indicated that they had been advised to do so by Yahya and that army action was imminent.

On the evening of 25th March, around 5-6 p.m, I took Mazhar Ali Khan, the father of Tariq Ali and a distinguished journalist in his right, who used to write a column for forum, to meet Bangabandhu at Road 32. At that time the house was besieged by

journalists, who had presumably sensed that the denouncement with the Pak army was close.

Mazhar ali Khan wanted to meet Bangabandhu so I took him in expecting to find a big crowd as there always was. Bangababdhu had known Mazhar from the days when the was the Editor of Pakistan Times in the days when it was owned by Mian Iftikharuddin, He greeted him warmly and emptied the room so that there were just two of us with him. Bangabandhu told us that the army had decided to go for a crackdown. He went on to say, I quote from memory, “Yahya thinks that he can crush the movement by killing me. But he is mistaken. An independent Bangladesh will be built on my grave.” Bangabandhu appeared to have a rather fatalistic attitude to what he seemed to accept as his imminent death. He suggested that a new generation would carry on the Liberation struggle. After this meeting, Mazhar Ali Khan wanted to find out what some of the PPP leaders had to say about the impending bloodbath. From Road 32 we went to the Hotel Intercontinental where we met Mahmud Ali Qasuri. In his usual rather blustering tone Qasuri immediately greeted me with the charge that, “It appears the Awami League do not want a settlement”. Since to my knowledge a draft agreement was already there waiting to be announced to the press, I asked him where he had received this confirmation. He told me that General Peerzada had told him this. Since again it was General Peerzada who had been a key figure in the negotiation, it was evident that they were feeding a different story to the West Pakistani political leaders and preparing the ground for a crackdown. Qasuri went on to say that the unity of the country was as Lincoln bad fought a Civil War to preserve the integrity of the United States. I left Qasuri with the observation that he was a well known jurist who had served on the Bertrand Ruseel War Crimes Tribunal to expose U.S. genocide in Vietnam. Since the Pakistan army was about to launch a genocide on the Bengali people I hoped that he would raise his voice in the same way that he did for the Viet Namese.

Following this confirmation of the duplicity of the Pakistani generals I went on to the house of Kamal Hossain in Circuit House Row to pass on the message that Peerzada had obviously fed a concocted version of the talks to the PPP and that the ground was now set for action. From there I went home to Gulshan. There were reports of army action which were given substance by the spectacle of some Awami League volunteers putting up make shift barricades on some of the roads. Sometime around 9-10 p.m. we heard the firtst sound of artillery fire which signaled that action by the Pakistan army against the EPR and Police barracks had begun. I phoned up a direct number I had to Road 32 to enquire after the welfare of Bangababdhu. I do not know who answered the phone but the voice at the phone indicated that he was there. Later calls went unanswered. After that all lines went dead.

For the next 36 hours we heard the sound of artillery and automatic weapons fire could see the glow in the distance from fires started by the army action and listened on the 26th to Yahya’s announcement. It was clear to all of us that the Liberation war had began. It was less apparent when it would end.

For the next 36 hours, confined to our house in Gulshan and cut off from telephonic contact we could only hear the sounds of genocide. On the morning of 27th March the curfew was lifted. For some reason the first thing I did that same morning was to walk across to the Ford Foundation guest house in Gulshan where Daniel Thorner, who was a visiting scholar from Sorbonne at the Pakistan Institute of Development Economics was staying. I asked him to immediately drive over to Dhanmondi to ascertain if the Nurul Islam were alright. When I returned home I found my friend Muyeedul Hasan and Mr. A Alam of Pakistan Tobacco waiting for me. Muyeed wanted me to leave the house immediately. According to him the army had already begun killing people on a large scale. He had contacted kamal Hossain's house and had heard that the army had been there to pick him up, but that Kamal had not been in the house.

I had not myself appreciated that I would be a target for the army since till that time One had assumed that the army would go for those who were political activists. Muyeed however advised against taking chances on this and suggested I should move out of my house.

I was reluctant to do this, feeling that this would leave no family exposed to danger but my wife fell that, if anything, my presence could be a danger to them and that she would in my case be freer to get out of the house and Dhaka to leave me free to contribute to the liberation war.

With much reluctance I therefore left my family and moved that morning to another house within Gulshan. Muyeed reported to me in the afternoon that he had been to the University quarters where there was evidence of a massacre. The block of flats occupied by Prof. Abdur Razzaque and Prof. Anisur Rahman, opposite Jagannath Hall, had a pool of blood on the floor and staircase and was deserted. There were reports that Prof. Razzaque had been killed by the army. This knowledge deeply disturbed me not only because he was one of our closest friends but that this indicated that the army had widened its target to include people who were not directly involved in current events.

I spent the night of 27th in my new refuge. The next morning Muyeed visited me and reported that the previous evening, just after curfew, the army had come to my house to pick me up. As I heard later from my wife two truckloads of Pakistani army troops, led by Col. Sayeeduddin, had come to our house. This Colonel Claimed the distinction of having led the assault party which took Bangabandhu into custody from his house on Road 32, Dhanmondi, on the night of 25th March.

My oldest son Taimur, who was then just 8 years old, was in our house when it was invaded by the troops of the Pakistan army. He was asked by Col. Sayeeduddin about my whereabouts and appears to have handled himself quite coolly in the face of these gun toting soldiers marauding around our house. My wife Salma, on hearing of the arrival of the troops and fearing for Taimur, had tried to rush back to the house but was prevented at gun point from entering it. Col. Sayeeduddin questioned our neighbors about my whereabouts. When he heard that I had only left the house this morning he wanted to take my wife and sons hostage to the cantonment in the hope that, 'this would flush me out' Our neighbors however persuaded him to leave them behind.

The knowledge that the Pakistan army had paid me the compliment of wanting to

pick me up within the first 48 hours of their operation indicated that I was now a designated target. Muyeed advised me that I should get out of Dhaka as there would be house to house search which would put into at risk anyone who gave me shelter. There was at that stage no foreknowledge of what course the war would take or our role in it. I sent a note to my wife asking her to get away from Dhaka and preferably abroad so that I could be more freely active in the cause of the Liberation struggle.

Preparatory to my getting out of Dhaka, Muyeed took me over to the residence of moklesur Rahman (Shidu Mian) in Gulshan. From there I move across the river from Gulshan to the village of Baraid, to the house of Shidu Mian’s father-in-law, Mr. Matin. Walking across the fields from Gulshan to the village of Baraid I merged with the vast exodus of the population of Dhaka feeling the city and heading for the Village In this exodus I ran into Anisur Rahman, from whom I heard of the horrors he had lived through on the night of 25/26 March. He narrated how the army had invaded their block of flats and shot dead Prof. Jotyrmoy Guha Thakurta of the English Department of Dhaka University who lived on the ground floor and Prof. Maniruzaman of statistics who lived on the top floor of the buildings. Prof. Razzaque was spared only by providence. Some Pakistani soldiers had banged at the door to his flat on the first floor of the flat. He took some time to come to open it. They took this to mean that his flat was empty and moved on before he could open it. Anis who lived opposite Prf. Razzaque, was spared by the fact that he had put a lock on one of the doors leading into his flat which again suggested from the outside that it was empty. Anis had spent two nights and a day on the floor of his flat with his wife and two daughters, with the army going up and downs the stairs carrying out the bodies of their victims.

At the village home of Mr. Matin in Baraid we came across a number of other friends such as Jamil Chowdhury and his family, Mokammel Haq who was son-in law to Mr. Matin and his family and Mostafa Monwar of Dhaka Television. At Baraid it was decided that since I was a direct target of the army and so might Anis be, we should get across the border into India and then launch a campaign to seek international support for the cause of Bangladesh.

In the early morning of 29th March, Anisur Rahman, Mostafa Monwar and myself, guided by a relation of Mr. Matin, Mr. Rahmatullah and Mr. Rasheed, who was a school teacher in the area, set out for Agartala across the border. We were seen off at the river’s edge by Shidu Mian and Muyeed.

From there we crossed the Sitalakhya by ‘nauka’ and headed for Narsingdi. All the way we came across people fleeing from Dhaka. At Narsinghdi we were to take a launch across the river to Brahmanbaria. Upto this point we had only seen a demoralized population fleeing army terror in Dhaka. We had heard rumours of resistance in Chittagong but nothing more to indicate that a full scale war of resistance had begun. The first direct signs of this appeared to us when we sighted the Bangladesh flag flown by the launch which came across the river Meghna to pick up passengers at Narsingdi..

After a while we found the launch pulling into the river bank across the river but a long way from Brahmanbaria. Here some students approached us and asked us to accompany them off the launch. Since at that stage both Anis and myself were not anxious to reveal our identities least Pakistani Intelligence operatives had been moving in these crowds, we were hesitant to so expose ourselves but eventually went ashore. Here we found ourselves in an unanticipated situation because some of the people there seemed to be uncertain about Our identity. Apprehending that this situation might get out of hand, Mustafa Monwar, with some presence of mind asked if there were any students of Dhaka University in the vicinity and if there were that they should be sent for immediately as they would be sure to establish the identity of their teachers.

Anis and myself asked that we be taken before the local leader of the Sangram Parishad so that we could reveal our identity in confidence rather than in the Middle of a big mob. At that stage a peon of Oxford University Press, Dhaka who had recognized me from my visits there spoke up so that the crowd was willing to give us a hearing. We were then taken into the local school by the head of the Sangram Prishad who was an Awami Leaguer and some others. There we sought to reveal our identity but still had no way of confirming that we were whom we claimed to be. Some of the people recognized my name but it took longer discourse for them finally to be convinced that we were the people we claimed to be. At that stage it was decided that we should go out and address the crowd now that our credentials had been established. As we went out we came across Muqtada, who had seen the direct student of Anis and myself in the Economics Department of Dhaka University and his cousin Mofakkher, a student of the History Department, They lived in the next village and when Mostafa Monwar's message to search out some Dhaka University students had finally reached them they ran all of several miles to get to us in order to proclaim our identity.

Once our bonafides had been established we became instant celebrities in the area. We moved to the house of the local Awami league leader. At that stage a rumour began to circulate in the village that large numbers of people from the area began descending on the place where we were staying. This rumor was eventually dispelled but any hope of retaining our anonymity had vanished and it was felt that we should move on.

we were told by the local leaders that he village masses had been in a state of alert to apprehend Pakistani saboteurs and paratroopers. The local population had armed themselves with whatever weapons came to hand and were in a state of high vigilance. This again, albeit at our own expense, was reassuring first hand evidence that the village masses of Bangladesh had in these last four weeks been sufficiently mobilized to willingly participate in the aimed struggle against the Pakistan army. Under local leadership, they had mobilized themselves all over the country.

From this area Muqtada and Mofakkher took us to their village to the home of Mofakkher's brother Prof. Noman, now Principal of Dhaka College. There it was decided that we should head for Brahmanbaria and should travel late at night by river as there was some apprehension the Pakistan army may be patrolling the rivers. We set out for
Brahmanbaria by 'nauka' in the early hours of 30th March accompanied by Muqtada, mofakkher and his older brother mohaddes who was in Radio Pakistan. We bid

farewell there to Rashid and Rahmatullah and asked them to take messages back to our families.

We landed in Brahmanbaria early in the morning of 30 March. One of the first things we noticed patrolling the streets of the town was an army jeep flying the Bangladesh flag. At that time Brahmanbaria was part of liberated Bangladesh. It appeared that the town was control of freedom fighters. We were given the opportunity to meet some of them. That same afternoon we were taken to the rest house of Titas Gas Company in Brahmanbaria. There for the first time I met Major Khaled Mosharaf of the Bengal Regiment. He told us how his, units bad arrested their Pakistani commanding officer and liberated Brahmanbaria which they were now planning to defend against attack by the Pakistani army.

Major Mosharaf took us on an inspection of the defenses of Brahmanbaria and then at night approached, took all three of us to his command post at the nearby Teliapara Tea Estate which he had taken over. The whole area was in darkness as a precaution against air attack by the Pakistan Air force. In the garden managers bunglow all light were blacked out. There Major Mosharaf narrated the odyssey of his battalion and informed us of the massacre of those of his Bengali Colleagues who had been in Comilla Cantonment where had originally been based. He was not in close contact with other areas of the resistance and appeared to have only some knowledge from his signals and the radio of the battle in Chittagong.

That night at the tea estate we heard together over the radio that overseas Bengalis were trying to collect money to buy arms for the Liberation struggle. Mosharaf suggested that we should go across the border and carry their request for the supply of more weaponry to the Indian authorities and should also help in the procurement of arms overseas from funds raised by the Probashi Bengalis. Mosharaf felt that whilst their resistance was strong the freedom fighters would be outgunned by the Pakistani army if they did not very soon get access to more arms and ammunition. He further told me that as of now he and his officers were in a state of insurgeny. They wanted direction from civilion authority. He suggested to me that in the name of sovereign government of Bangladesh all officers and men of the Bengal Regiment should be decommissioned into the army of an independent Bangladesh. Khaled was in as much ignorance as I was over who could constitute such an authority but suggested that if I met with any of the elected political leaders I should communicate his message to them. We were all at that stage deeply impressed by the commitment of these soldiers who had plagued their lives and risked the safety of their families left behind in the cantonments to fight for the Liberation of Bangladesh.

Early next morning, on 31st March, Major Mosharaf provided us with a jeep to take us across the border to Agartala in Tripura State. It seemed that by then the border had become quite pourus and people were moving across it with impunity.

At Agartala we learnt that a large contingent of Bangladeshis were located at the sports stadium. There we met M.R. Siddiqui, Taheruddin Thakur and a number of other

Awami league MPs, student and workers from the districts of Chittagong, Noakhali and Comilla. It appeared that M.R. Siddiqui and Thakur were flying that evening to Delhi with the Chief Minister of Tripura to put the facts of the genocide before the Indian government and to request help so that the resistance could be sustained. I learnt from Siddiqui that he had no knowledge whether other AL leaders were alive or their whereabouts. He himself had been involved in organizing resistance at Chittagong and had only just come over to Tripura to seek Military assistance to enable the defense of Chittagong to survive.

At the meeting with Siddiqui and Thakur, it appeared that they themselves knew few people of consequence in Delhi. They felt that the contacts which Anis and Myself had with some eminent Indian economist might help in securing an effective hearing for the Bangladesh cause. We were therefore persuaded to join M.R. Siddiqui on the flight to Delhi that same evening. To do so we had to be fitted out in borrowed Punjabi and pyjamas which were the only assets we carried with us on the flight from Agatala to Delhi.

On linding in Delhi on the night of 31 March 1971, Anis and I phoned Amartya sen who was at that time Professor at the Delhi school of Economics. He and his wife came over immediately and took us to their house in the Delhi University campuse. The next morning Prof. Sen took us to the residence of Dr. Ashok mitra now Finance Minister in the CPM government in West Bengal, but who was then Ecomic Adviser in the Ministry of Finance, Government of Indian. Dr. Mitra immediately invited Prof. P.N. Dhar, another well-known economists to come over. Prof. Dhar was then Secretary to the Prime Minister of India. To Prof. Dhar, Anis and myself provided a full narrative, as best know to us, of the background to the genocide, the accounts of the massacres in Dhaka and state of the resistance by the people of Bangladesh. Prof. Dhar took us Mr. P.N. Hasker, then Principle secretary to the Prime Minister, to whom we repeated our narrative.

We are not sure if this was the first full account of the background to the liberation war which had been communicated to the upper reaches of the Government of India. It appears that round about the times that we reached Delhi, Tajuddin Ahmed, accompanied by Barister Ameerul Islam had also reached Delhi and established amore authoritative basis for communication with the Government of India. I was put in touch with Mr. Tajuddin Ahmed shortly after my arrival. He told me that he himself had no knowledge about which of his collegues was alive. He told me how Ameerul Islam, Dr. kamal hossain and himself had gone to the residence of Bangabandhu on the night of 25th March, after the reports of imminent army movement had come in and had tried to persuade him to accompany them to a more secure place. But Bangladesh had refused to accompany them and advised them to go underground. Tajuddin and Islam had then parted company with kamal hossain, who had gone to a hideaway in Dhanmondi, after which they had lost contact. Tajuddin and Islam had subsequently made their way across the border via Kustia.

Whilist we were together in Delhi we were deeply distributed to hear over the radio that Dr. kamal hossain had just been captured up by the Pakistan army. However by then we

were getting news that one members of the Awami league high command had been getting across the border. Tajuddin Ahmed was anxious to fly immediate to the border to meet with his colleagues and them constitute the government of an independent Bangladesh to give leadership to the liberation war.

In order to proclaim such a government we felt that a formal proclamation of independence should be drafted. The declaration of independence Authorized by Bangabadhu which had been transmitted over the radio at Chittagong, first by abdul Hannan of the Awami league and then by Major Ziaur Rahman, now had to be incorporated into a formal proclamation of independence.

I was entrusted by Tajuddin Ahmed with the task of drafting the independence proclamation along with a separate statement setting out the background to the proclamation and the genocide launched by the Pakistani army on the people of Bangladesh. This task I undertook with some trepidation as these were likely to be historic documents. The proclamations of independence drafted by me incorporated the theme of the original declaration as well as Khaled Mosharaf's request that the Bengalis who had originally been with the armed services of Pakistan and had now decided to fight for Bangladesh after March 25, 1971 should be decommissioned into the newly formed army of the people's Republic of Bangladesh.

As I learnt later my original draft of the proclamation was amended to make it more in conformity with the juridical parlance of such documents but some elements of my original draft constituted the core of the proclamation. However my draft on the background to the events was kept intact and presented to the world by Tajuddin Ahmed as Prime Minister of independent Bangladesh on 14 April, after the government of Bangladesh officially came into being at the swearing ceremony in a grove in Kushtia which is now known as Mujibnagar. One of the phrases which has since been frequently quoted, 'Pakistan lies dead and buried under a mountain of corpses, reflected concisely my sentiments at that time and constituted the basis of all my subsequent actions'.

Whilst I was with Tajuddin and Islam we heard over the BBC that M. M. Ahmed, Economic Adviser to Yahya Khan, was flying to Washington on an emergency mission to seek renewed aid from the consortium of aid donors to Pakistan. Tajuddin felt that any attempt to finance Pakistan's war machine through aid must be resisted with all the political resources at our disposal. I was commissioned by Tajuddin to proceed to London and Washington as fast as I could to initiate a campaign on behalf of the Bangladesh government to seek the stoppage of aid to Pakistan by its principal donors. My second brief was to persuade all Bengal officers serving in the diplomatic missions of Pakistan to defect and proclaim allegiance to the government of Bangladesh. My particular target was the mission in the United States, where some of the most able of the Bengali service holders were located. Their defection would be of tremendous propaganda value as well as service to the Bangladesh cause.

I managed to get to London by mid-April. When I got to London I learnt that my wife and three sons had managed to get out of Pakistan and that they were now in Jordan with her sister. This knowledge gave me a feeling of complete freedom to speak out

openly on behalf of the liberation struggle. When in London I made contact with Justice Abu Sayed Chowdhury who was also Vice Chancellor, Dhaka University at the time. He had been in London at the time and was one of the first to proclaim his allegiance to the liberation struggle and to speak out against the genocide.

In London through my contacts with Brian Lapping, a journalist, I was put in touch with the British Labor Party and addressed a group of Labor MPs in the House of Commons where I stressed the importance of putting pressure on the Conservative government to withhold further aid to Pakistan. I had a very sympatric hearing and met subsequently with Denis Healy who was then Shadow spokesman for Foreign Affairs for the Labor Party in the House of Commons.

I sought to make contact with the Tory government though Sir Douglas Dodds Parker a senior Tory M. P. who was well known to my wife’s family and who could put me in touch with Sir Alec Douglas Home, the then Tory Foreign Secretary, who was also well known to my wife’s family. Dodds Parker said he would pass on the message of events in Bangladesh to the Foreign Secretary, which he did. But I could never quite get a direct hearing from the Foreign Secretary, who was reluctant to take the political risk of meeting with a spokesman for a ‘rebel’ government. I tried later on, again without success, through his Private Secretary, Nicholas Barrington, who was also well known to me. Barrington however remained a most helpful conduct for all information on the Bangladesh case, to be passed on to the Foreign Secretary.

The real action was however building up in Washington, around M. M. Ahmed’s visit. We had learnt that the external resources of the Pakistani Government were low and needed urgent replenishment from the donors. With the interruption of jute exports from Bangladesh and also of public revenues, new doses of aid were seen as essential to sustain the Pakistani war effort.

I arrived in the United States towards the end of April, where by chance, in New York, I ran into Prof. Nurul Islam and Prof. Anisur Rahman, both of whom had made their way there independently of me, Prof. Islam had himself had a dramatic journey out of Dhaka. He had met up with me Delhi before leaving for the United States.

I proceeded from New York to Washington with Harun-ur-Rashid, a CSP officer who was then working with the World Bank. In Washington I was received at the airport by A. M. A. Muhith who was then Economic Minister at the Pakistan Embassy. That same evening I met with the full component of the Bengalis in the Washington Embassy. They were an elite group led by the late Enayet Karim, Shamsul Kibria, who later became foreign secretary, Prof. Abu Rushd Matinuddin who was Educational Attache there, Moazzem Ali who was I think Third Secretary, a number of non-PFS officers such as Rustam Ali Razzaque Khan and Shariful Alam. At that stage none of these officers had defected. They all proclaimed their complete sympathy with the liberation struggle and had clandestinely been in touch with members of the U. S. Congress and even people in the state Department, to speak on behalf of the Bangladesh cause. I passed on to them Tajuddin Ahmed’s message to defect. They all appeared to be willing to do so but needed to be convinced of the commitment of the people of Bangladesh to the goals of full

independence and assurances about the practical problems arising out of their defection. Till then they were willing to go on speaking for Bangladesh but not openly.

During this period Razzaque Khan and Shariful Alam, along with a Bangladeshi student, Mohsin Siddiqui, came forward quite publicly to work with me in lining up contacts with the press and TV and with. Congress so that I could get my message across to them to stop aid to Pakistan. I was given a number of prime time TV appearances which gave valuable publicity to the Bangladesh cause. Warren Una, a well known journalist and TV commentator, was particularly helpful in this respect. Razzaque and Alam functioned as a sort of secretariat for me notwithstanding the fact that they were still on the Pakistan Embassy staff.

On the press front I met Henry Bradshar of the Washington Star, Lewis Simons of the Washington Post, Adam Clymer of the Baltimore Post, Ben Wells of the New York Times and Gilbert Harrison, editor of the prestigious weekly, New Republic. These were the main papers read in Washington and these columnists and their leader writers exercised considerable influence on shaping congressional opinion. It was therefore a major coup for the Bangladesh cause when, more or less simultaneously, all four papers came out with editorials, to coincide with the arrival of M. M. Ahmed in Washington, requesting the U. S. government to suspend their aid commitment to Pakistan as long as the genocide continued in Bangladesh.

I had also been active in the Congress. Here I had been put in touch with two of the most effective supporters of the Bangladesh cause during that period, Senator Edward Kennedy and Senator Frank Church, who was a ranking member of the Senate Foreign Relations Committee. Tom Dine, aide to Senator Church, along with Gerry Tinker and Dale Daihen, aides to Senator Kennedy, become close friends and active spokesman for the Bangladesh cause. Through them I met a number of other senators. At that time, led by Kennedy and Church, and Gallagher in the House of Representatives Congressman and Senators had begun to speak out on the floor of the house to denounce the genocide and to demand that U.S. aid to Pakistan be reviewed. Many of these statements, along with documents and letters sent by American’s who had come out from Bangladesh, after 26 March, were entered into the Congressional Record.

At that stage I was informed that some old time friends of Pakistan led by Senator Symington, were hosting a tea for M. M. Ahmed to put his views on the events in Pakistan to the Senators. He got a small turn out but it was felt by our friends on the Hill that we should match this. Since Church and Kennedy were leading figures of the Democratic Party it was felt that a less partisan figure in the Senate might be mobilized to host a lunch for me which could attract both Republicans and Democrats. Senator Saxby of Ohio agreed to host such a lunch. This turned out a bigger and more distinguished collection of Senators than had turned up to hear M. M. Ahmed. I had as my audience, amongst others, Senators Church, Fulbright, the Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and Senator Socott who was the Senate minority leader of the Republican Party. These distinguished figures of the American political establishment gave a patient hearing to the full facts behind the Pakistani genocide and the complicity of the U. S. government in this act as long as they remained the principal aid donors to

Pakistan. Out of these early initiatives in the Senate emerged the Saxby-Church amendment to the U. S. Foreign Aid bill, which aimed to stop U. S. aid to Pakistan as long as the genocide in Bangladesh continued. But this is a later part of the story and required a much larger mobilization.

Following our Success in the Senate we heard that M. M. Ahmed was scheduled to address a press conference at the National Press Club. We decided to beat him to it and managed, through the efforts of Razzaque Khan and his associates, to organize our own conference. This was well attended by the press, radio and TV media. Voice of America carried excerpts from my speech which were heard round the world. Nasim Ahmed correspondent of Dawn, who later became Information Secretary, under Bhutto, had been sent by Pakistan, along with another journalist, Qutubuddin Aziz, to counter my campaign. Nasim Ahmed was at my press conference but appeared more interested in monitoring who was there than in putting any serious questions to me. The success of the conference and the favorable publicity that Bangladesh was attracting in the media sufficiently discouraged M. M. Ahmed who subsequently cancelled his own press conference.

Whilst the U.S. Congress and media had given us a favorable hearing it was much more difficult to get through to the upper echelons of the Nixon administration. We had set our sight on making contact with Henry Kissinger who had taught a number of Bengalis in his International Seminar at Harvard and was thus thought likely to be more familiar with the background to the liberation struggle. We soon found that the U. S. administration was a closed door to Bangladeshis. I was advised to fly to Cambridge to meet with Kissinger’s former colleagues to see if they could get me an audience with him. Apart from some of the ranking economists such as Prof. Dorfman, I met with a colleague of Kissinger in the Dept. of government, Prof. Samuel Huntington and with Prof. Lodge at the Harvard Business School, supposedly another close friend of Kissinger. None of these contacts proved particularly useful.

At the official level in Washington the best I could do was to meet at the home of Enayet Karim, Craig Baxter, who was then the Bangladesh desk officer at the State Department. I also met through the good offices of Tom Hexner, a consultant to the World Bank, with Maurice Williams, who was then Deputy Director, U. S. Aid. I remember this meeting for the message communicated by Williams, that if Bangladesh expected its cause to be taken more seriously in Washington, it must demonstrate its military capability.

My other target in Washington was the World Bank who had till then been the leader of the Pakistan consortium and were indeed its principal spokesman in the international community.

My first contact in the Bank was with the Englishman, I. P. Cargill who was then a Vice President and the person who chaired the Pakistan Consortium. He was a close friend of M. M. Ahmed from their I. C. S. days and the most knowledgeable about affairs in Pakistan. In a recently concluded meeting of the Consortium in Paris, the members, under advice from Cargill and suspended further consideration of aid to Pakistan, till the

Bank-Fund mission to Pakistan had reported on its findings on the situation in the East Wing. Cargill gave me a long hearing and gave me the impression that new aid commitments were unlikely to be forthcoming until military activities in Bangladesh were stopped.

Beyond Cargill lay the Olympian figure of Robert McNamara, President of the World Bank. I was told that after much effort by friends within the Bank, McNamara had agreed to meet me. I was told that his computer oriented mind only absorbed facts which were to be presented as concisely as possible. To prepare for this, aided by other Bangladeshis in Washington, I put together a paper, arguing for the stoppage of aid to Pakistan. This paper was subsequently printed and widely circulated. I think paper was titled 'Aid to Pakistan: Background and Options'. As it transpired, in our short meeting Macnamara appeared to be more moved by the human dimensions of the problem and at least gave me the impression of having genuine concern for the nature of the crisis. It will be difficult to isolate the impact of macnamara's response to the Bangladesh situation on the Bank's role in the Pakistan aid consortium. All that can be observed is that the Bank did send out a mission to Pakistan and that this mission submitted a devastating report on the atrocities of the Pakistan army in Bangladesh and the complete breakdown of the development process in that area. The report of the mission, which was leaked by Harun-ur-Rashid to and published in the New York Times, was an important aide to lobbyists within the United States for the Saxby-Church amendment and in dissuading members of the Pakistan aid consortium from making fresh aid pledges in their meeting in Paris in June 1971.

Outside of my meetings with congress, the World Bank and the media I was also in contact with some of the groups which had sprung up amongst the large Bangladeshi community resident in the United states. The main group amongst the Bengalis, chaired by the late F.R.khan,was involved in mobilising public opinion within the United states in favour of the Bangladesh cause and in fund raising for supporting the liberation war.

One of the important tasks I had to face was to persuade the groups to make funds available to support the Bengalis in the Pakistan mission in Washington as well as the mission to the U.N.in New York once they had defected. There was some misunderstanding between the Bengali community and the mission members which I tried to immediate. My final task in Washington was to work out with all the members of the mission. an estimate of the financial requirements to support them and an establishment to enable them to function as representatives for Bangladesh. A date was also agreed to, I think it was 1st July,when they would together publicly renounce their allegiance to Pakistan and proclaim their commitment to the cause of Bangladesh. From Washington I went on to New York where I met with representatives of the Bengali community and also spoke to F.R. khan in Chicago to secure a pledge from them to fund the Bangladesh mission in the U.S.

Apart from these major involvements I used whatever residual time I had meeting with individuals or groups who might in anyway be mobilized in support of the Bangladesh cause. In New York I met with Jim Brown of the New York Times who subsequently wrote some important pieces critical of the Pakistan actions in Bangladesh. I also made some further TV appearances. I had a very valuable visit to Philadelphia at the invitation of sultana Alam. Krippendorf where I addressed a group which she had formed to support Bangladesh. Other such groups either of Bengalis or Americans who had Been mobilized by Bengalis were a ready audience.

At the end of my stay in the U.S. I flew into Ottawa for a day at the request of a Bengali action group there who felt that my presence as a spokesman for the Bangladesh government may be of some value. On arrival in Ottawa I addressed a well attended Press conference. Following this I had lunch with some members of Parliament in Ottawa, chaired by the shadow foreign minister from the opposition bench. In the afternoon I was taken off to a private club for a clandestine rendezvous with a member of the Cabinet. As a Minister he was reluctant to meet me openly but gave me a sympathetic hearing. In the evening I met with the Bengali community in Ottawa. My one day visit to Ottawa was one of the most productive days I had spent on this campaign.

I returned to London at the end of May. During my short stay in London I found the climate of public opinion moving much more strongly in favor of Bangladesh. I met with Judith Hart in her home in Kew Garedns. She was the Labour Front bench spokesman on foreign aid and subsequently became Minister for Overseas Development in the next Labor government. Following our meeting she made a powerful speech on the floor of the House of Commons when she demanded, On behalf of the Labor opposition, that aid to Pakistan from the U.K. should pledge no further aid to Pakistan till the genocide in Bangladesh was stopped and a dialogue opened with the elected leaders of Babgladesh.

I also had occasion to communicate my views to a number of Tory and Labour MP's and to again use my acquaintance with Nicholas Barrington to get our views across to Sir Alec Douglas Home. I also spoke to some of the officials from the Ministry of Overseas Development in the U.K. delegation to the Consortium meeting in Paris and gave them our memorandum.

This same proposition to cut off aid to Pakistan which had been argued in our presentation to Macnamara in Washington and with the U.S. Congress, had become the main campaign theme amongst the Bengali community in U.K. Bengalis were the most numerous of the `Probashi' Bengali communities and were active in raising funds and mobilising public opinion in the U. k. against aid to Pakistan. Justice Abu Sayed Chowdhury had by then been officially designated as the chief spokesman for the cause and had set up offices for the movement near Liverpool Street station in East London.

During this and subsequent visits to London, Tasadduuq Ahmad, proprietor of the Ganges Restaurant and his wufe Rosemary, were very helpful in setting up meetings for me and letting me use their store room above their restaurant in Gerrad Street as a sort of London office. I had a number of interesting encounters there. A meeting with him was set Phizo, the leader in exile of the Naga separatist movement. A meeting with him was set up for me on the assumption that he had some line to the Chinese regime in Beijing and might use his good offices to get the Chinese to be more receptive to the voice of the
Bangladesh movement than they had been so far. Phizo came with his daughter to the meeting with me at the Ganges. he seemed more anxious to convert me to the cause of the Nagas than to contribute his services to speak to the Chinese. The meeting was thus interesting but rather unproductive.

I took the opportunity of my stay in the U. K. to do some writing on the Bangladesh issue. I renewed my old contacts with the left wing weekly, the New Statesman and offered them an article on the genocide in Bangladesh and the role of foreign aid in sustaining the Yahya regime. The Editor of the New Statesman ultimately decided to use the material from my article as the substance for a front page editorial in his weekly which demanded suspension of all U. K. aid to Pakistan. At the request of the editor John White, I also wrote a piece for South Asian Review which for the first time put on record a full account of the negotiations leading to the army crack down. I also wrote a piece for the Guardian.

During my visit I participated in a large Teach-In at the Oxford University Union organized by two sympathetic Pakistanis. Akbar Norman and Tariq Abdullah. It was largely attended and addressed by Prof. Daniel Thornier who had been witness to the Pak army genocide whilst with PIDE in Dhaka and had on his return to the Sorbonne in Paris become a leading spokesman there for the Bangladesh cause. Apart from Daniel, another Pakistani, Tariq Ali was also bitterly critical of the Pakistani army action and spoke in support of an independent Bangladesh. He however saw this as a prelude to a revolutionary upsurge where the two Bengals may unite to form a socialist state. During his rather harsh remarks about the Pakistan army he was heckled from the gallery by someone who appeared to be a Pakistan army he was heckled from the gallery by someone who appeared to be a Pakistani military intelligence officer. The meeting was also addressed by a representative of Bhutto's Peoples Party. As may be expected the Pakistani cause did not get a very sympathetic hearing. I was the last speaker and received a fairly enthusiastic response from the audience. This was our general experience at all such public gatherings.

From London I moved on to Paris for the crucial meeting of the Pakistan Aid Consortium, scheduled if I remember, for 7 June. The Pakistanis were banking on this meeting to get a large new pledge of commodity aid, as their current import capacity had been seriously constrained by the war.

In Paris I stayed with Daniel and Alice Thorner. Also staying with the Thorners was Dr. Hasan Imam who had been with PIDE and had recently come over to Paris via India. Daniel, Hasan Imam and myself prepared a memorandum for the consortium based on my original memo presented to Macnamara. This was then distributed by us on the night before the meeting to the leader of every delegation to the Consortium. We also attempted to meet with the respective delegations. Some gave us a hearing. Others were inaccessible. I met with the Deputy head of the World Bank delegation, an American by the name of Votaw the night before the meeting. He told me that it was unlikely the consortium would pledge any new aid. I spoke over the phone to Peter Cargill the Vice President of the World Bank. He had just returned from Pakistan. He confirmed the view of his deputy but asked me at see him after the meeting was over.

Apart from our three man effort to lobby the consortium, a group of Bengalis had come over to Paris and led a procession in front of the building where the meeting was held armed with placards demanding that aid to Pakistan be cut off.

On the morning after the Consortium concluded I met with Peter Cargil over breakfast at his 5 Star Hotel, the Royal Monceau. He told me the good news that the consortium had declined to make any new pledges until normaley was restored in Bangladesh. They were influenced by Curgil's report of his visit to Dhaka and Islamabad. In the meeting he confirmed the highly unstable nature of the current

situation in Pakistan. Some other members made stronger observations at the meeting. But most, reacting to mounting domestic public pressure at home against the atrocities of the Pak army, were happy to use the excuse of the prevailing inhospitable climate for development in Pakistan to with old new aid pledges. The U. S. delegate made a moderating plea for some support to Pakistan but did not argue the case very strongly and went along with the decision of the Consortium.

The Consortium meeting was a serious setback for Pakistan and a modest triumph for the international mobilization which had taken place around the world in support of Bangladesh's liberation struggle.

Apart from our work with the Consortium. Daniel used my presence in Paris to present the Bangladesh cause to influential French intellectuals. I had some useful meetings with Journalists and some leading figures of the French intellectual establishment such as Raymond Arom, Louis Dumont the Social Anthropologist and the Arabist, Maxim Robinson. I also gave a seminar at the Sorbonne. We had learnt that the French Government had been an important source of arms supplies to Pakistan. Our target was to mobilize some influential opinion in France to get these sales suspended. As it turned out the more decisive influence on the French Government was the attempt of Pakistan to renew on their payment for the arms by seeking a rescheduling of their debt. This eventually led to a cut off in arms deliveries from France.

From Paris I moved in to Rome. During a short stay there I delivered a memo to the World Food Programme suggesting that Food aid to Pakistan, ostensibly meant for Bangladesh, should be diverted to the Bangladesh Government, who would supply it across the border to inhabitants in that area. Apart from this objective I also met with officials in the three major Italian political parties, the Christian Democrats Communist and Socialists to seek their support in securing a cut off in Italian aid to Pakistan. This was meant more as a gesture, since the Italian's had never been particularly large aid donors to Pakistan or any other developing country.

From Rome I returned to base to report in the results of my campaign to the Mujibnagar government. Whilst I was there during the month of July 1971 I found that a number of my friends and academic colleagues had surfaced. We felt it appropriate that some thought be given to the future direction of an independent Bangladesh. With this in view I submitted a proposal to the Bangladesh cabinet for the creation of a Bangladesh Planning Board. This was envisaged to have as members, Prof. Moshsraf Hossain, Prof. Sarwar Murshed, Dr. Anisuzzaman, Dr. Swadesh Bose and myself. The idea was

eventually accepted but it took some time for the proposal to take off. When I returned to Europe after a month at base, the brunt of the work was left to Prof. Hossain. When Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury finally surfaced, he was designated as Chairman of the Board. The board finally secured some office space and research assistance and towards the end of the war had begun work on some policy papers for the Cabinet.

Whilst at base I had occasion to meet up again with Major Khaled Mosharraf who had by now been commissioned into the army of Bangladesh and was a Sector Commander. He gave me his account of the Battle of Belonia; for this he had as witness, a British Television journalist, Vanya Kewley who had been advised by me earlier in London to meet Khaled if she wanted to see some action. During this visit I met for the first time with Major Ziaur Rahman, who was another of the Sector Commanders. Zia was then a much more withdrawn personality than Khaled. From Zia I heard his account of the battle for Chittagong and his analysis of the present war. I also met with General Osmany the C-in-C of the Mukti Bahini and with Group Captain Khondkar, who was Deputy Chief of Staff.

All those whom I met with from the Mukti Bahini spoke of the impressive mobilization of youths who were streaming in to join the resistance. The Majors told me of the way in which the guerilla war was being organized. They were all unanimous in their complaints that inadequacy in the quantity and sophistication of arms was the only constraint in the buildup of the resistance, from what I learnt later it was only in August that the policy decision was taken by the Indian government to step up the flow of weapons to the Mukti Bahini and to improve their fire power.

Having made my reports to the Bangladesh cabinet and presented my proposal for a Planning Board to them I returned to the task of mobilising opinion in Europe and the U. S. for stopping aid to Pakistan. This time, when I set out I was equipped with official credentials by the cabinet who designated me as ‘Envoie Extraordinaire in Charge of Economic Affairs’.

I returned to London in August to find that the campaign by the local Bengalis was in high tide. A mammoth rally had been organized by them in Trafalgar Square. Press support was strong, spokesman from all parties were vocal in Parliament against aid to Pakistan and the Tory government was compelled to confirm their refusal to pledge new aid.

I had been invited to address a meeting convened by the Royal Institute of International Affairs at Chatham House in London. This provided a rather prestigious audience. I could not return in time to meet this commitment so that my wife Salma, who had by now reached U. K. with my sons, spoke in my place along with the Labor M.P. Arthur Bottomed who had just returned from a visit to Pakistan as head of British Parliamentary delegation sent out to report on the situation. Salma gave a moving account of the situation and along with Bottomley’s first hand report, the occasion proved a most effective forum for the Bangladesh cause. I subsequently was invited by Chatham House to address them in October.

From U. K. I moved back to Washington. Around September the entire Bengali contingent in the embassies at Washington and to the UN finally declared their allegiance

to the Bangladesh government. It was a great diplomatic coup. Since they were a big group and had within their ranks some of the most able officers of the Pakistan foreign and civil service. S. A. Karim, who was Deputy Permanent Representative at Pakistan's mission to the U.N. and the senior most amongst them came in from New York and joined the group in a well attended press conference held to announce their decision. A conspicuous absentee from the press conference was Enayet Karim who a few days before had been hospitalized by a severe coronary attack. He had however, from his sick bed, declared his solidarity with the other Bengalis.

Earlier in June we have noted that the report of the World Bank-IMF fact mission to Pakistan bad been leaked to the New York Times by some officials of the World Bank. The report had a significant impact not just on the Consortium but on the U. S. public, Congress and donors outside the United States.

By this time the Bangladesh movement in the United State had become more organized in their lobbying efforts. Support amongst the U. S. public had crystallised in the form of a number of effective Volunteer organisations made up of committed and idealistic Americans who were willing to volunteer their time and energies to work for the Bangladesh cause. One of the most effective of these groups was the Bangladesh Information Center which was based in Washington. This group took on the task of coordinating the lobbying effort for the Sexby Church amendment.

The availability of this sizeable body of Bengali diplomats and the more widespread support for the Bangladesh cause amongst the people and Congress in the United States pursuaded the Bangladesh government to establish a permanent mission in Washington. This was located in offices at Connecticut Avenue in downtown Washington. M.R. Siddiqui was sent out to head the mission which was manned by a distinguished collection of defected diplomats. S.A. Karim was entrusted with the tasks in the U.N. and the New York area.

The newly formed mission in Washington and the Bangladesh Information Center became the focal point for the lobby effort In Washington for the Saxby-Church amendment. The amendment sought to attach a ryder on the U.S. Foreign Aid bill that all fresh commitments of U.S. aid to Pakistan be cut off till they stopped their genocide in Bangladesh and resumed a dialogue with the elected representatives of Bangladesh. This bi-partisan group in the U.S. Senate, led by a ranking Republican and a Democrat, had already attracted a large number of adherents within the Senate.

The political objective of the moment was to secure a majority vote for the amendment on the floor of the Senate. Whilst the amendment had attracted very strong support its supporters had to contend with strong counter-pressures from the U.S. administration. They had moved to justify their support for the Yahya regime on the plea that they wished to retain coverage on the yahya government and that any move to cut aid would prejudice their efforts to influence the Pakistanis. On this ground they had continued shipments of arms and spare parts to Pakistan, an exercise which had been exposed by Senator Kennedy on the floor of the Senate. An imaginative effort by a group

of American supporters to organise a boat picket of the ship docked in an East Coast port for carrying the arms shipments to Pakistan, attracted much public attention.

My own efforts on my return to Washington were thus concentrated on working on the Hill to secure support for the Saxby-Church amendment. In this task I worked closely both with the Bangladesh Mission and the Bangladesh Information Center. The BIC had taken on the staff work for the lobbying. This consisted of a well researched file index on each Congressman, which spelt out their reputed political positions and phobias. An explicit lobbying instructions was prepared. Bengalis and sympathetic Americans both in Washington and the country at large were pursuaded to come into Washington to contribute some time to the lobbying exercise. This mobilization attracted quite extensive support. People took leave from their work to come into Washington and spent a few days in the task of lobbying. Americans were sent off to their respective state senators shitst Bengalis wore each assigned specific members of the senate to approach.

Being closely involved in this lobbying exercise I came to acquire some insight into the intricacies of U.S. politics and the ways in which political opinion is mobilized in the United States. The dedication with which some of the American friends in the group and our now widening circle of friends amongst the staff on the Hill, worked for the cause of Bangladesh will remain an abiding memory. From the Bangladesh group I will particularly remember the work of Joan Dine, wife of Tom Dine one of our staunchest supporters on the Hill, Dave Weisberg a young graduate student who became the full time secretary of the BIC. They were aided by a young Bengali, Kaiser Haq who did good work in the office. On the Hill, Tom Dine, Gerry Tinkor and Dale Diehan who were friends from the early days, were joined by Mike Gertner, aide to Senator Saxby, Ever since the lunch he hosted for me in May, Senator Saxby had become one of the staunchest supporters of the Bangladesh cause, as was evident from his willingness to cosponsor an amendment to his own administration’s Foreign Aid bill. In stayins loyal to his commitment he faced up to a lot of pressure from the white House. During this phase his aide Mike Gestner was an indefatigable source of advice and support.

The lobbying effort behind the Saxby Church amendment reached its denouncement at a...debate on the floor of the Senate. Here a peculiar coalition emerged which bought together such liberal senators as Frank Church and the Southern conservatives. The liberals spoke of the misuse of U.S. Aid in supporting the genocide by Yahya Khan’s hoardes in Bangladesh. Virtually all liberal supporters of the amendment spokes in this vein. They were however now joined by the conservatives who had been outraged by the public enthusiasm on the floor of the General Assembly by some Third World countries over the admission of People’s for China to the United Nations. 1971 was indeed the year when Communist China displaced Taiwan from its seat in the United Nation’s some 22 Years after the victory of the Revolution. The whole episode in the U.N. rankled deeply amongst conservative Congressman who saw this as a display of political ingratitude by many U.S. aid dependant Third World countries. They were the mood to strike at them though a cut of in aid.

As it transpired then, the objective of securing passage for the Saxby Church amendment ended in the defeat of the whole Aid bill on the floor of the Senate. This of

course had more far reaching implications for the rest of the world. But it served as a victory of sorts for the Bangladesh lobbying effort since it effectively cut off all fresh commitments of U.S. aid to Pakistan, amongst other U.S. aid recipients.

This victory was however not enough to restrain the U.S. administration from finding other loopholes to get their aid through to Pakistan. By then the Nixon administration had amongst its NATO allies become the sole bulwark of support for the Yahya administration. The need to sustain our lobbying effort in Congress and amongst the U.S. public was thus an essential component of the strategy to at least contain the excesses of the U.S. administration on their commitment to the Pak junta.

Whilst the lobbying Washington continued, the donors aid consortium to Pakistan still remained an important arena of influence. The annual World Bank IMF meeting held in October, 1971 in the Sheraton Hotel in Washington became another target for our efforts. Although aid to Pakistan was not an item on the agenda of the meeting, we had been advised by friends that Pakistan would use the occasion to meet with the consortium to seek a rescheduling of its debts servicing obligations and seek once again to line up fresh commitments. A.M.A. Muhith and myself put together a fresh document spelling out Pakistan’s circumstances and the case for refraining from any fresh relief to Pakistan just when the liberation war was reaching a critical stage.

Muhith and myself took on the task of tackling the different delegations from the Consortium countries who were attending the meeting, to place our literature to them and to talk with them. Our efforts inside were on one day assisted by Prof. Nurul Islam who flew in from Yale where he was based. Outside the hotel BIC group had organised small demonstration. Amongst others Joan Dine, accompanied by her baby Amy, still in her pram, participated, on one occasion Muhith found himself linked with the demonstration outside the hotel and was evicted by the security guards from the premises of the Sheraton. Fortunately, I was at a distance from these proceedings and managed to rescue the bundle of literature with Muhith to resume our lobbying efforts within the hotel.

It was again a peculiar experience for us, trying to buttonhole delegates in the rooms and lobbys of the hotel in order to press our case. Some gave as a hearing, others avoided us. We had some strange encounters. On one such occasion I ran into an old classmate from Cambridge after all of 18 years, Shah pour Shirazi who was then Governor of the Bank Markazi in Iran. I used the occasion to question him on the subject of the Shah of Iran’s Military aid to Pakistan. Shahpour claimed that the Shah had interceded with Yahya to prevent the execution of Bangabandhu. I have no way of verifying the truth of this statement.

On another occasion we met through another friend from Cambridge, Lal Jayewardene, who was then Secretary, Economic Affairs in the Govt. of Sri Lanka. Lal arranged a meeting for Prof. Islam and myself with the Trotskyite, Finance Minister of Sri Lanka, N.M. Perera. We took him to task for Sri Lanka’s provision of landing rights to PIA and the Pakistan Air force to facilitate their carriage of arms and troops to Bangladesh. He denied this and promised to see that landing rights were not thus abused. Again I cannot vouch for his success in making good his promise.

The other main exercise with which I came to be associated at that time was the campaign at the United Nations. The Bangladesh government had nominated a delegation to the United Nations General Assembly session beginning in October 1971. The delegation was to be headed by Justice Abu Sayeed Chowdhury. I was nominated as a member of delegation along with Ambassador K.K. Panni who had defected from Manila, Ambassador A. Fateh who had defected from Iraq, and a number of other delegates such at Dr. A.R. Mallik who had come over to join the delegation. The lobbying exercise at the U.N. was more frustrating, since it aimed to generate support for a resolution in the General Assembly to stop the genocide in Bangladesh. This issue may have given occasion for some speeches in our favour on the floor of the Assembly and in some of the Committees, but not much more came of it largely because most U.N. members were reluctant to raise their voice against anything which appeared to interfere with the sovereignty of a member nation. Since at that stage none of the veto power states had sought to lend their public support to the cause of Bangladesh the lobbying effort in the initial phase of the session tended to yield insubstantial results.

During period I involved myself in a number of speaking engagements on behalf of Bangladesh. These included a well attended meeting at the University of Philadelphia another at the University of Syracuse, another at MIT in company with Justice Abu Sayeed Chowdhury and Dr. Mohiuddin Alamgir, one at Williams College organized for me by Prof. Anisur Rahman who was based there and one at Yale organized by Prof. Nurul Islam. In most of these functions the occasional group of Pakistanis would turn up perhaps to heckle but at the end to put a few plaintive questions more in sorrow than in anger.

I also continued to make some appearances and to write occasionally for periodicals. Two of my most interesting appearances on TV took place towards the end of my stay. The first of these was an appearance on Public Television in Boston. This programme is organized around a court case based on some highly topical public issue where two lawyers act as counsel for the prosecution and the defense. Each is permitted to bring three witnesses to speak in their cause. If I recollect correctly, on this occasion the issue was to discuss the case for the United States government extending support to the Bangladesh cause. I fail to remember the advocate for our cause. But the opposition was led by William Rusher the proprietor of the National Review one of the foremost conservative Weeklies in the United States, edited by the well known right wing figure William F. Buckley Jr. Resher was well to the right of Buckly and possibly to the right of Gengis Khan as well. His view of the subcontinent was frozen around the time of John Foster Dulles. He appeared to have difficulty in distinguishing the India of Indira Gandhi from that of her father in the 1950’s and still seemed to think that Krishan Menon was Foreign Minister of India.

The program did not have that a large TV audience but was interesting because it brought to the surface the various arguments for and against Bangladesh. Rusher had for his case sent out a television crew to Pakistan to interview Bhutto. This rather tendentious testimony was produced before us in the studio on a video screen. rusher also lined up Congressman Freylinghausen from New Jersery and a former U.S. Ambassador to the U.S. who was the Pepsi Cola magnate and had been sent out there in compensation for his

financial contribution to Nixon's election campaign. On the Bangladesh side our advocate had lined by John Stonehouse, the Labor M.P. who had in England been one of the most eloquent campaigners for Bangladesh, who was specially flown in from London for the programme. There was in addition, Ambassador M. K. Rasgotra who was the number two to L. K. Jha in the Indian Embassy in Washington and who is now Foreign Secretary in the government of India. Finally, there was myself as the only Bangladeshi on the programme. There was a full studio audience and I am told an enthusiastic audience of TV viewers.

My second TV appearance was at a more historic moment. Prior to this all of us at the UN delegation had become more active as the Bangladesh issue finally came before the Security Council and General Assembly following the outbreak of open hostilities between India and Pakistan. The escalation in the liberation war and the growing tension on the Bangladesh border had culminated in the aggression by the Pakistan Air force, through bombing attacks on targets in Northern India. Pakistan which had hitherto been fully committed to keep the Bangladesh issue of the UN agenda, now became active in internationalizing it as part of an Indo-Pakistan threat to peace rather than as a liberation struggle. The successful advance of the Indian army into Bangladesh and the disintegration of the Pakistan army compelled Pakistan to seek international support for a cease fire and a withdrawal of the Indian army back across the border. In this task they were strongly supported by the United States and China. The latter's advocacy of the Pakistani case was their first public action in the United Nations. The move to secure passage of a cease-fire and withdrawal of forces resolution had irresistible support both in the Security Council and in the General Assembly. Apparently most members can be moved to unite behind such a resolution lest they one day find themselves at the receiving end of a war. As a result the relevant resolution, moved jointly by the United States and China seeking a cease fire secured a clear majority in the Security Council. Its passage was only frustrated by a Soviet veto.

To circumvent the veto a similar resolution was brought before the General Assembly where the members are even more forth coming in support of any resolution seeking a cease-fire. Such a resolution was thus assured an overwhelming majority. I subsequently analyzed all the speeches made on this debate on the floor of the Assembly, and found that very few of the countries who voted for the resolution did so out of positive support for Pakistan, but voted more as supporters of peace as a general principle of conduct in international affairs.

we Bangladeshis were spectators to this drama in the UN which we witnessed from the galleries. Our efforts in the lobbies of the United Nations brought us much private Sympathy for the cause of Bangladesh, but little support on the floor of the Assembly. There most speakers were in lined to forget the 9-month aggression and genocide by the Pakistan army on the People and land of Bangladesh and were inclined to concentrate on the immediate outbreak of war between India and Pakistan.

Apart from my shared efforts at lobbying the delegates to the Security Council, I was invited to appear in New York public television, a channel which is distinguished by the fact that it is the only one to feature the proceedings of the General Assembly and

Security council. Our programme was designed to coincide with the debate on the General Assembly. There were two panels, one was made up of American. If I remember this included Tom Dine, Arnold de Borchgrave of Newsweek Magazine and one other well known personality. They were followed by what was meant to be a three-countered discussion between the Counsel-General for Pakistan in New York, Najmus Sakib Khan, the Council-General for India, and myself speaking for Bangladesh. The Pakistan Council General was instructed to decline to appear on the same platform with me so that he and his Indian counterpart went on the screen together ahead of me. Thus when I come on screen it turned out to be a solo appearance. By a strange coincidence, I come on just as the counting of the vote at the General Assembly was being announced. Just as I had launched myself into my statement the cameras switched from the studio to the General Assembly to report on the massive vote there in favor of an immediate cease fire and withdrawal of forces across national boundaries. The cameras than switched back to me and the interviewer invited me to give an instant reaction to what was clearly an event, which did no service to the cause of a liberated Bangladesh. To my recollection, I had to improvise very rapidly and state that 'Bangladesh which was the centre of this war as a result of the genocidal action of the Pakistan army, was not invited to participate in this debate in the General Assembly.The people and government of Bangladesh were therefore not party to these resolutions and would continue our war of liberation until such as the Pakistan aggression on the people of Bangladesh had been defeated'. My statement and subsequent observations on the situation arising out of the U.N.debate and situation in Bangladesh appeared to be well received. For days after that I was stopped on the streets of New York by strangers who had heard my speech on the subject and complimented for my forthright statement.

The role of TV celebrity was however ephemeral. The real drama was going on in Bangladesh and more peripherally in the United Nations. We had learnt that Mr.Zulfiqar Ali Bhutto. Who had at the eleventh hour inducted into government by Yahya Khan, was coming to New York to argue the Pakistan case before the Security Council. However Bhutto's flight to New York was being overtaking by events on the ground in Bangladesh. The spectacular advance of the Indian and Bangladesh forces and the imminent collapse of Pakistani defenses, were setting their own seal on the debate in the U. N.From a Bengali cypher clerk, who had on instructions stayed on the Pakistan U.N. Mission ,we learnt that top secret ciphers had come in resporting that General Niazi had sought permission to surrender to the advancing forces. We also learnt that Paul Mare Henri the U.N. representative in Dhaka had relayed a message from Rao Farman Ali to the Secretary General seeking his good offices in securing a surrender which guaranteed the safe withdrawal of Pakistani forces from Bangladesh.

Bhutto was greeted at the airport with this, for him, alarming piece of news. His promised coup de theatre in the Security Council was thus immediately in danger of being upstages. Being quite unprepared for this thus development for this development Bhutto went to ground and spent the next few days in close confabulation with the United States Representative to the U.N.George Bush,now Vice-President in the Reagan administration and with the newly designated Chinese representative to the U.N.,Huan Huang. It is not clear what was discussed by them in conclaves but for a while we heard no more of talks of

surrender. It appears that Niazi and Farman Ali had been overruled by Islamabad and were advised that new help was on the way. This suggested that china from the north and the U. S. from the sea may have held out promise to Yahya and Bhutto of such an intervention . Suddenly we found that another that session of the Security Council had been convened which was to be addressed by Bhutto.

Again the Bangladesh U. N. delegation remained spectators in t he galleries of the Security Council to Bhutto’s antics in the Security Council. Wes spent our time trying to get through to delegates from the member countries of the Security Council, to persuade them to moderate their position demanding a cease fire and impressing them with the inevitability of Bangladesh . In the lobbies most of the spokesman conceded that Bangladesh was a fact and that the best solution was the rapid victory of the allied forces leading to the early surrender of the Pakistan army. They conceded that the Security Council was a sideshow staged by the Americans and Chinese to create the impression that they were doing all they could in support of their Yahya Khan .In these meetings, another Oxford contemporary of mine from the Japanese delegation, regularly met me and kept us informed of the mood and development within the Security Council.

I witnessed the debate in the Council on the eya of the surrender of the Pak army. Whilst Bhutto was putting on his act in the Security Council there were reports that the U.S. Seventh Fleet had been ordered by Nixon to move to Bay of Bangal for as yet unspecified objectives. The U.S. administration had become more strident in its denunciations of India and it was not beyond imagination to visualise a last minute invention by the United States to bolster the fast depreciating position of the Pakistani forces in Bangladesh. The assumption was that had Niazi held out long enough such an intervention could have been engineered and used as a bisis for enforcing a cease fire and settlement which preserved the integrity of Pakistan. The Security Council drama was thus a sideshow to the bigger drama around Bangladesh.

The possibility of an intervention or a diversion by the Chinese in the North Eastern sector of India was also held out as an ancillary hope. We had heard of Bhutto’s air dash to Peking with a number of leading Generals of the Pakistan army to solicit such an intervention, I myself had been given some insight it into this possibility. In late October I had held a secret rendezvous in Paris with K M. Kaiser who was Pakistan’s ambassador to Beijing. Kaiser had come to Geneva for a conference of Pakistani Ambassadors convened by the Pakistani Foreign Minister. He had secretly flown to Paris to meet me and pass on the intelligence that china was not going to intervene militarily to save Pakistan. They would give them arms and diplomatic support but had secretly counseled for a political settlement with the Awami League whatever bluster they may make publicly in support of Pakistan. I was asked to convey all this information to the Bangladesh government. I duty did this. As I gathered latter I was not the only channel of such information since some of the Bengalis in the Pakistan embassy in Beijing had also been asked to pass on this information via the Indian embassy there. To what extent subsequent military strategies in the region were planned on this intelligence I cannot say.

Given these tease both within and without the Security Council concerted by the U.S., China and Pakistan, the resolution of the tension rested on the capacity of the allied

forces to secure a rapid surrender of the Pakistan army. This had been imminent around 10 December but had at the last minute been countermanded on orders from Islamabad in order to buy the outside maneuvers to be players go be played out. When I left New York for London on my way home, the atmosphere was surcharged with high tension. The possibility of new dimension to the war being opened up by the us. seventh Fleet was no longer in the realm of fantasy.

I was in Oxford when we heard the exhilarating news of the surrender of the Pakistan army and witnessed on television the spectacle niazi down his arms Before Lt. general singh Aurora at the Dhaka Race Coutse. It is as yet unrevealed whether the u.s Seventh fleet would have intervened had the armies of Gen. Niazi held out bit longer or this was another exercise in public relations by Nixon by Nixon to impress upon Pakistan was their true. Certainty domestic political support within the United States such intervention was totally lacking. The media had been auite vocal on this issue and jack Anderson had already published his much quoted expose of the leaked minutes of the National Council where Kissinger had reported on Nixon's instructions for the U.S State Department of take a strong stand against India. Members of Congress, led by Church, Kennedy and other friends of Bangladesh, had of course been active in mobilizing Congressional opinion against such an intervention. It may thus be speculated that had the U.S. public, media and Congressional opinion been less sympathetic or even indifferent of the Bangladesh cause the Nixon administration may well have gone much further in their support of Pakistan. To this extent the intensive campaign to go to over the head of the unsympathetic Nixon administration to the American people was not without significance to the Bangladesh cause.

We had to the end maintained communication with the donors to see that they did not reopen the question of fresh aid pledges to Pakistan, This had meant a final visit by me to Paris in early November for a meeting of the Pakistan Consortium. Another breakfast meeting with Cargill had confirmed that inspite of considerable U.S. pressure the members of the consortium were neither inclined to exclaimed to extend new pledges of aid or to commit themselves to a rescheduling of Pakistan's debt servicing ability. This stand had elicited a threat from Pakistan to declare a unilateral default their on their debt service obligations, Such a development would of course have immediately invoked a total cut off in aid the pipeline by such countries as Japan who were bound strong by strong legislative constraints in responding to the threat of default. The World Bank at this stage felt that they may have gone too far and were active too far and were active in trying to work out a compromise between Pakistan and the Consortium Which would have averted any overt default by Pakistan.

Here again an assessment of the campaign to persuade donors to cut off aid to Pakistan must be viewed as a moderate gain for Bangladesh. From the initiation of the campaign by me in May, to the liberation of Bangladesh 16 December 1971, none of the members of the Consortium actually pledge any new aid to Pakistan. There were however pledges of relief supplies in the way of food and transport equipment which was presented by donors as a humanitarian gesture to avert famine in Bangladesh. In actual practice however, Pakistan had a full pipeline of aid, its current import programme into the Bangladesh area had been drastically cut down, ti had been eating into its foreign

exchange reserves and it had slowed. Down onf its debt service payments even before it had threatened an over default. With resort to these expedients it expedients it was clear if Pakistan had as yet come to the point where their capacity to sustain an acceptable level of current imports and consumption at least into West Pakistan had indeed addressed itself to blocking the pipeline as well as withholding new aid pledges. But our attempts to convince donors to cut off already pledged aid was less successful since it was claimed by donors that this raised various legal problems with potential supplies.

Thus the impact of our campaign on Pakistan was more political and psychological than a tangible restraint on their actions. But they were all along on a fairly tight leash on the economic front and made to feel that the noose around their neck was drawing tight as the days went by without any further aid pledges. Had the liberation war been further prolonged there is little doubt that Pakistan would have faced a sufficiently severe economic crisis to had a direct impact on the economy and people of West Pakistan.

In my last visit to paris in November to monitor the final consortium meeting held there to service the ‘old’ Pakistan. I had special privilege of meeting with the distinguished French Nobel Laureate, Andre Malraux. We had earlier on read in the press that Malraux had publicly proclaimed his support for Bangladesh cause and had pledged that he would mobilize some of his former colleagues from the French war of resistance against the Germans, to join him in extending their services to the Mukti Bahini. Malraux was himself over 70 and not in good health so it was not clear how far this offer had practical possibilities. But Daniel Thornier felt that an official representative of the Bangladesh of the Bangladesh government I should at least call on him to communicate our appreciation for his gesture.

Daniel took me to Malraux’s residence on the outskirts of paris where I had the privilege of meeting this great man for the first time. Malraux spoke with great passion. He indicated that since the Spanish civil war, where he was a pilot who flew in the service of the Rupublic, he had never been so strongly moved over The affairs of a country other than own. He felt so committed to the justice of the Bangladesh cause that inspite of his advanced years and ill health he was willing to draw upon the services of ex-resistance fighters who had responded to his call to join him in fighting for Bangladesh. He indicated that they could provide valuable skills in matters of explosives and communications which were an essential element in any guerilla war. He was willing to take out such a team, fully equipped with explosives and communications equipment, to serve with the Mukti Bahini. He then involved me in an extensive down to earth technical discussion on the needs of the Mukti Bahini in this area and the practical problems of his involvement in the war. In this area I was regrettably somewhat under qualified to advise him. But I extended the sincere gratitude of the people and government of Bangladesh for his gesture and promised to convey his commitment to the Bangladesh government. Apart from his pledge to intervene directly he also promised to speak with former colleagues in the Gaullist cabinet to use his influence in seeing that France supplied no further arms to Pakistan. This had indeed been suspended because of Pakistan’s failure to service its debt. It would appear that in the matter of arms sales the

French were more likely to be moved by pressure on their packet book than on political grounds.

As indicated earlier, I was in Oxford when the news of the surrender of the Pakistan army on 16 December came through. I had earlier in the year been awarded a fellowship by Queen Elizabeth House, Oxford, which was Quite helpful in supporting my family in Oxford. I had myself done very little academic work in the service of this fellowship, having spent my entire time in the service of the Bangladesh liberation struggle. I therefore gave some thought to staying on in Oxford with my family and using the fellowship to write a book on the background and leading to the liberation of Bangladesh. However the sense of exhilaration and anticipation of the dawn which had been ushered for Bangladesh on its liberation made it inconceivable for me to stay back. I therefore set off home for Bangladesh via Calcutta since as no flights were going into Dhaka.

In to Calcutta I met up with Prof. Mosharaf Hossain, Dr. swadesh Bose and Dr. Anisuzzaman who had in the last months been much more active in drawing up policy papers on the rehabilitation of refugees and reconstruction of the war devastated economy of Bangladesh.

Mosharaf had already been into Dhaka with the Bangladesh Cabinet and had come back to organize the return of his family. On 31st December 1791, Mosharaf and myself, in the company of Mr. Qamruzzaman and his family and Begum Zohra Tajuddin and her family, flew into Dhaka airport in an ancient DC-3 of the Indian Airforce. We were met at airport by Tajuddin Ahmed, the first Prime Minister of Bangladesh. I had last seen him in April in those critical days when I had drafted his historic statement to the world. It was a cold winter’s morning but the sun was shining. At that stage it seemed to us that the new year held out promise for a new world of hope and opportunity for the long deprived and war devastated people of Bangladesh.

রেহমান সোবহান
ডিসেম্বর, ৮৩

শাহ জাহাঙ্গীর কবীর

আমার নির্বাচনী এলাকা ছিল রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার গবিন্দগঞ্জ থানা। আমি ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছি। এরপর পলাতক অবস্থায় রংপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি । আমি ভারতে যাইনি।

আমার এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর মাঝে সাইপাল, সাঁতারপাড়া, কাঁটাখালী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহিমাগঞ্জ নামক বিখ্যাত বন্দর এলাকাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখানকা বিভিন্ন পাটের গুদাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

কাঁটাখালী ব্রীজের কাছে ছিলো পাক বাহিনীর ক্যাম্প। সেখান খেকে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লোকজন ধরে এনে হত্যা করতো। আমার এলাকায় প্রায় এক থেকে দেড় হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। ছাত্রনেতা

লতিফ, আমজাদ নামক জনৈক ব্যক্তি, মাসুম চৌধুরী, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা , বাতাসু, এমদাতুদ্দিন কাদের সরকার প্রমুখ অনেক লোকই পাক বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়েছেন।

২৮শে মার্চ পাক-বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে কাঁটাখালী ব্রীজের আশপাশ এলাকা। গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার লোক ব্রীজটিকে অকেজো করে দেবার জন্যে এলে বগুড়া ক্যান্টেনমেন্ট থেকে পাক বাহিনী খবর পেয়ে এগিয়ে আসে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে তারা ব্যাপক গুলি চালায়। এতে অকুস্থলেই প্রায় ৬ জন শহীদ হন। এই শহীদদের মাঝে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মান্নানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাক বাহিনী চলে গেলে এ এলাকা আবার মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। এরপর ১৭ই এপ্রিল রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে একদল পাক সৈন্য ট্যাঙ্ক ও মর্টার নিয়ে এই এলাকা দখল করার জন্য এগিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী;ইপিআর বাহিনী প্রবল মর্টার আক্রমণের মুখে পশ্চাদপসরণ করে।

এরপর থেকেই মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন অথচ সুপরিকল্পিতভাবে পাক বাহিনীকে আক্রমন করেছে। মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য ছিল রেলওয়ে সেতু; সড়ক সেতু অকেজো করে দেয়া। এই তৎপরতায় মুক্তিবাহিনী ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ডিসেম্বরের প্রথমেই আমার এলাকা মুক্ত হয়। হিলি পুর্নদখল করে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী এগুতে থাকলে পাক বাহিনী ফাঁসিতোলা নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে। সেখানে তুমুল ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী বগুড়ার দিকে পশ্চাদপসরণ করার ফলে সম্পূর্ণ এলাকাটি মুক্ত হয়।

উল্লেখিত কাঁটাখালী ব্রীজের কাছে পাকবাহিনীর যে ঘাটি ছিলো সেখানে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে এনে মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতো। এই এলাকায় প্রায়শ শ'খানেক মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাসুম চৌধুরীকে হত্যার ঘটনাটিই আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আমাদের এলাকায় সবচেয়ে সজ্জন ব্যাক্তি ছিলেন। কামাদিয়া হাট থেকে পাক বাহিনী তাঁকে ধরে । হাটের লোকদের জড়ো করে পাক বাহিনী মাসুম চৌধুরীকে নির্দেশ দেয় এদের মাঝ থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের খুঁজে বের করে দিতে। বহু লোককে চেনা সত্ত্বেও এই জনদরদি ব্যাক্তি কাউকেই আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এরপর পাকবাহিনী তাঁকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট চলে যায়। স্বাধীনতার পর ক্যান্টনমেন্টের মাটি খুঁড়ে তাঁর লাশ আবিষ্কার করা হয়। এবং আশ্চর্য হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে; দীর্ঘ সময়েও তাঁরা লাশে কোন রুপ পচন ধরেনি। সম্পূর্ণ অবিকৃত লাশটিকে তুলে এনে আমরা তাঁর পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করি।

শাহ জাহাঙ্গীর কবির
(সাবেক গণপরিষদ সদস্য; রংপুর)
৭ জুন; ১৯৭৩।

সাঈদ-উর রহমান

১৯৭১সালের ১লা মার্চ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার শেষ দিন। ঐ দিন এম; এ শেষ পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বার বার শুনছিলাম করিডোর ও রাস্তায় ছাত্রদের মিছিলের শ্লোগান। পরীক্ষা শেষে হল ছেড়ে দেয়ার কথা ছিল। ভাবলাম আরো সপ্তাহখানেক থেকে পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরব। সাত তারিখে শেখ মুজিবের ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও নয় তারিখে মওলানা ভাসানীর পল্টন ময়দানের সভায় অংশ নিয়ে দশ তারিখে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলাম। পুনরায় পচিঁশ তারিখে ঢাকায় আসব ও একেবারে হল ছেড়ে দেব; সে ধরনের চিন্তা মাথায় ছিল।

ছাব্বিশ তারিখের সকালে ইয়াহিয়ার বক্তৃতা বিমূঢ় করে দিল; সাহস ফিরে পেলাম পরদিন মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনে। পরবর্তী এক মাস বাড়িতে কাটালাম । আমার বাড়ি কুমিল্লা শহর থেকে দুই মাইল উত্তরে; ভারত-সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং রেল লাইনের একেবারে লাগোয়। সুতরাং পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া প্রতিদিন দেখলাম।

মে মাসের প্রথম দিকে বুঝলাম; আমাদেরও বাড়ি ছাড়তে হবে। আমাদের বাড়ির মাইলখানেক উত্তরে ফকিরহাট রেল স্টেশন। ওখানে ঘাঁটি পেতেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তারা কুমিল্লা শহরে আসা-যাওয়া করে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। দেশ থাকা আর নিরাপদ মনে হল না। মে মাসের শেষ দিকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতেই চলে যাই।

দেশত্যাগ করে প্রথমে উঠলাম আত্মীয়ের বাড়িতে। ওখানে ছিলাম সপ্তাহখানেক। নিকটস্থ বক্সনগর যুবশিবির প্রতিদিন যেতাম ও দেখতাম মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক কসরৎ। ক্যাম্পের পরিচালকমন্ডলীর সঙ্গে পবিচয় হল। শিবির প্রধান অধ্যাপক আবুর রউফ আমার পুরনো পরিচিত। আমি চিন্তা করলাম আগরতলা যাবার । একদিন যুবশিবির থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে ভোরবেলা রওয়ানা হলাম আগরতলার উদ্দেশ্যে। পার্বত্য ঘন জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের অধ্যুষিত এলাকার ভেতর দিয়ে প্রায় পনের মাইল হেঁটে দুপুরের দিকে শহরে উপনীত হলাম। আগেই জেনেছিলাম যে কলেজের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধক্ষেত্রের সমন্বয়কারীদের কয়েকজনের অফিস আছে- তাদের একজন ছিলেন আবদুল মান্নান চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আমার পুরানো বন্ধু। বিকালে দিকে মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং তিনি আমাকে পাঠালেন সোনামুড়ায়; রাজনৈতিক যুবকর্মীদের কেন্দ্রস্থল। সেখানকার প্রধান ছিলেন সৈয়দ রেজাউর রহমান-তিনিও ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত। তিনি এবারে আমাকে পাঠালেন হাতিমারা যুবশিবির; শিবির প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে। সোনামুড়ায় একরাত কাটিয়ে পরদিন দুপুর বেলা আমি হাজির হলাম শিবিরে। যথারীতি অন্তর্ভুক্ত হলাম শিবির সদস্যরুপে। শুরু হলো নতুন জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাজনীতির প্রত্যক্ষ কার্যকলাপে আমার কোন যোগ ছিল না; তবে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলাম মিছিলে; মিটিংয়ে। বিভিন্ন সংগঠনের মতপার্থক্য সম্বন্ধে জানলেও তার তীব্রতা আগে বুঝিনি।

হাতিমারা পার্বত্য ত্রিপুরার একটি পরিচিত অঞ্চল। জঙ্গল বেশ ঘন গভীর। উচু নিচু টিলা মধ্যে প্রবাহিত ছোট নালা; মাঝে মাঝে টিলায় পার্বত্য উপজাতি টিপরাদের বসতি। নিকটেই একটি বাজার ও প্রাইমারী বিদ্যালয়।

রাস্তার সামান্য দূরে শিবির। প্রথম শিবিরের প্রধান ফটক। ভেতরে সারি সারি ব্যারাকসমূহ। শাল গাছের খুটি, বাঁশের বেড়া ও শনের ছাউনি দিয়ে দীর্ঘ ব্যারাকসমূহ তৈরি। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। কোনটি শিবির প্রধানের; কোনটি গুদাম। এসবে থাকেন বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালকবৃন্দ।

সুপারভাইজার হান্নান সাহেব গোড়া থেকে সংশ্লিষ্ট। তিনি প্রথম শিবিরটি চালু করেন। শিবির প্রধান আফজাল খান আসেন আগস্টের মাঝামাঝি। তিনি কুমিল্লার সুপরিচিত ছাত্রনেতা। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ইমাম আবু জাহিদ সেলিম। আমি এসে পেলাম । আমার এক পুরনো সহপাঠীকে- খায়রুল আলম বাদল। সামরিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন হাবিলদার মেজর আইউব।

শিবিরের প্রধান আকর্ষণ তরুন মুক্তিফৌজেরা। প্রতিদিন এরা আসছে। আর নাম লিখাচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে। কেউ আসে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে কেউ আসে ঢাকা-ফরিদপুরের মতো দূরের এলাকা থেকে। এদের মধ্যে পনের বছরের কিশোর আছে। আবার পঁয়ত্রিশের যুবকও নজরে পড়ে।

হাতিমারা একটি যুবশিবির। দেশত্যাগী তরুণরা প্রথমত এসবে আশ্রয় নেয় ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। রাইফেল, স্টেনগান ও গ্রেনেড ছোড়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া শরীরকে কুষ্টসহিষ্ণু করে সামরিক শিক্ষার

জন্যে উপযোগী করে তোলাই এসবের লক্ষ্য। ছেলেরা সর্ববিধ কাজ নিজেরা করে। পানি আনা, রান্না করা, জ্বালানী সংগ্রহ, শিবির প্রহরা সবই নিজেদের করতে হয়।

কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাথে খাওয়া -দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতা পালান করা হয়। সকাল বেলায় নাশতা একট আটার রুটি; সাথে কোনদিন সবুজ চা, বা অল্প ভাজি। দুপুরে বা সন্ধ্যায় এক বাসন ভাত, সাথে সামান্য ডাল বা তরকারী। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মাসান্তে অর্ধেক ডিম বা দু'এক টুকরা মাংস বা মাছ পাওয়া যায়।

ছেলেরা থাকে বাঁশের মাচায়। কেউ এর ওপর সতরঞ্চি বা চাদর বিছায়। বালিশ অনেকের নেই। বালিশের অভাবে কেউ কেউ মাথার নীচে কাপড়ের পুটুলি রাখে বা খাওয়ার প্লেটটি উপুর করে দেয়। মশারী অধিকাংশের নেই। পানি খাওয়ার জন্যে তারা ব্যবহার করে মগ, কেটলি বাঁশের চোঙগা বা মর্টারের খোল। টিলার নিচে একটি টিউবওয়েল আছে। স্নান করে নালাতে। এতে পানি থাকে কখনো এক বিঘত, কখনও এক হাটু। বৃষ্টির দিনে নালার জল কর্দমাক্ত, অন্য সময় নির্মল।

সকাল সাতটায় শিবিরের কাজ শুরু। পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের পর ব্যায়াম শিক্ষক ক্লাশ নেন। পুরো এক ঘণ্টা চলে প্যারেড ও দৈহিক অনুশীলন। তারপর সামন্য বিরতি ও নাশতা। নাশাতার পর আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষাদানের ক্লাশ। বেলা দশটায় রাজনীতির ক্লাশ, এগারোটার দিকে পূর্ণ বিরতি।

বিকালের দিকে শিবির পুনরায় জেগে ওঠে। বেলা চারটে হতে প্যারেড ও দৈহিক ব্যায়াম করে খেলাধুলা শুরু হয়। শিবিরে আছে দুটো ভলিবল। সন্ধ্যার দিকে ছেলেরা আসর জমায় অফিসের সামনে খোলা যায়গায়। দুটো জারুল গাছকে ঘিরে বাঁশের মাচা তৈরি হয়েছে। তার ওপর তারা বসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটা থেকে। অনেকেই অপেক্ষা করে চরমপত্রের জন্যে। এরপর ক্যাম্প নির্জন ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

শিবিরের কাজকর্মে চাঞ্চল্য আসে যেদিন কোন বিখ্যাত অতিথি আসেন বা রিক্রুটের জন্যে সামরিক কর্তার আগমন গটে। এমপি বা এমএনএ-রা আসেন, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেন, আশ্বাসের কথা শোনান। রিক্রুটিং অফিসার আসেন, ট্রেনিং-এর জন্যে ছেলে নির্বাচন করেন। দল বেঁধে ওরা চলে যায় আসামে বা দিল্লীতে। বাকি ছেলেরা অশ্রুসজল চোখে তাদের বিদায় জানায় আর ভাবে কবে নিজেদের সুযোগ আসবে। ...

ক'দিন পরে আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে বললাম আমার প্রশিক্ষণের কথা। এমনিতেই কর্মহীন জীবনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। তিনি আমাকে একটি বড় আশা দিলেন। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে আরো বড় একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে বিশেষ কারো কারো ক্ষেত্রে। দেরাদুনে জেনারেল ওভানের নেতৃত্বে তাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। এদর নাম বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি। যুদ্ধান্তে এদের মধ্য থেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হবে। তিনি ভরসা দিলেন যে আমাকে ঐ দলে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ তিনি এনে দিবেন। আমি আশায় আশায় থাকি।

হাতিমারা এলাকায় যুদ্ধের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। প্রায়ই তিনি বাদল ও আমাকে ডেকে পাঠাতেন তাঁর তাবুতে। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভক্ত ও মাওলানা ভাসানীর অনুসারী। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ফিরতাম পরদিন।

কিছুদিন পরে ফজলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আমার জ্ঞাতি ভাই ফিরে এল দেরাদুন ট্রেনিং নিয়ে। আমাদের ক্যাম্পেই উঠল। সে জানতে চাইল বাড়ির খবরাখবর; আমি জানতে চাইলাম তার ট্রেনিং এর খবর। আমি ঐ ট্রেনিং-এ যেতে চাই শুনে সে আতংকিত হল। বলল এই ট্রেনিং শুধুমাত্র বিশ্বস্ত বাছাই করা।

মুজিবভক্তদের জন্যে। স্বাধীনতার পর মুজিব-রাজত্ব নিরঙ্কুশ করার কাজে এদের ব্যবহার করা হবে। আপনি যেহেতু ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী; সেজন্যে আপনার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেরাদুন যেতে পারলেও; কোনভাবে আপনার মতিগতি জানতে পারলে পরিণতি বিপদজ্জনক হবে। সুতরাং এখানে আছেন ভাল। চুপচাপ থাকেন ও সময় কাটান।

কিন্তু সময় আর কাটেনা । ঠিক করলাম একবার বাড়িতে যাব। ক'দনি ধরে শুনছিলাম; এই শিবির পার্বত্য ত্রিপুরার আরো ভেতরে সরিয়ে নেয়া হবে। তাহলে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্য একদিন সকালবেলা রওয়ানা হলাম দেশের দিকে।

বারোটার দিকে বাংলাদেশের ভেতর ঢুকলাম। গ্রামের পর গ্রাম নির্জন; পরিত্যক্ত। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে, বাইরের উনুনগুলো ভেঙে পড়েছে। কলাগাছে পাকা কলা, খাবার লোক নেই। একটি বাড়িতে ডাব গাছ দেখে প্রবল তৃষ্ণা পেল। আমার সঙ্গী ছিল আমাদের পাশের বাড়ির রহিম। সে গাছে ওঠার উপক্রম করতে বাড়ির ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলেন এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ। তিনি ঘর থেকে ডাব ও বঁটি এনে দিলেন। পরিতৃপ্তি সহকারে তৃষ্ণা নিবারণ করে আমরা যাত্রা করলাম। আছরের নামাজের সময় বাড়িতে পৌছলাম। মা তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলেন, আমি গেলাম পুকুরঘাটে গোছল করতে। হঠাৎ চীৎকার উঠল মিলিটারী আসছে। ফকিরহাট ঘাঁটি থেকে রওনা দিয়ে তারা আমাদের গ্রামে এসে গেছে। দিলাম দৌড় পশ্চিম দিকে-মাঠ পেরিয়ে রেল লাইন অতিক্রম করে যেতে পারলে জানে বাঁচা যাবে। মাঠে পৌছে দেখলাম মাঠভর্তি লোক। সবাই দিগ্বিদিকে ছুটছে। বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী পুরুষ সবাই ছুটছে। আমার সাত বছরের ছোট বোন নুরুন্নাহারও কাপড়ের একটি পুটুলি নিয়ে মা ও চাচীদের পেছনে দৌড়ুচ্ছে।

মাইল দুয়েক দৌড়ুনোর পর আপাতত নিরাপদ স্থানে পৌছা গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে এত অবসন্ন ছিলাম যে ধান ক্ষেতের আলের ওপর শুয়ে পড়লাম। অনেক পরে, রাতের অন্ধকারে সন্তপর্ণে ফিরলাম বাড়িতে। তার দুদিন পা আবার হাতিমারা।

সম্ভবত আগস্ট মাসের শেষাশেষি শিবির সরিয়ে নেওয়া হয় পদ্মানগরে- আরো পনের বিশ মাইল অভ্যান্তরে। পূর্বোল্লিখিত বক্রনগর ক্যাম্পও একই জায়গায় নিয়ে আসা হয়। ইতিমেধ্যে আমি ট্রেনিং-এর আশা ছেড়ে দেয়েছিলাম; সুতরাং কর্তৃপক্ষ আমাকে political Motivator হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেন। প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে বক্তৃতা দেয়ার কথা বলা হল-উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে দীক্ষিত করা। এ কাজ করার জন্যে আমি ছোট একটি গ্রন্থাগার তৈরি করলাম এবং নিজেও পড়াশোনায় মন দিলাম। শিবিরের বাইরে একটি স্থান নির্বাচন করে নিলাম- প্রায় দুপুর কাটত সেখানে। বক্তৃতায় আমি বললাম মুক্তির কথা -'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'-ঐ কথার উল্লেখ করে। ছেলেরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনত। কোন কোনদিন হয়ত বলতাম সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের কথা- চারু মজুমদারের ও চে গুয়েভারার রণকৌশলও আলোচনায় আসত। সমাজতন্ত্র মানে, ইতিহাসের বিকাশ, শোষণ-মুক্ত প্রভৃতি সরল ভাষায় বলার চেষ্টা করতাম।

সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ির দুটো দুঃসংবাদ পাই। আমাদের গ্রামটি পুড়িয়ে দিয়েছে মিলিটারীরা, বিশেষ করে পুড়িয়েছে চাচার বছরখানেক আগে নির্মিত সুদৃশ্য বাড়িটি। আমাদের ঘরগুলো অধিকাংশ পুড়ে গেছে- একটি ঘর শুধু রক্ষা পেয়েছে। জ্ঞাতি ভাই ফজলু ও নুরুদের সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। (এরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল) দ্বিতীয়টি হল যে আব্বাকে, চাচাকে ও চাচাতো ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। প্রচুর নির্যাতন করেছে; তবে কেন জানি না প্রাণে মারেনি। আমাদের বাড়ির লোকেরা অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

অক্টোবর মাস থেকে ভাল খবর পেতে লাগলাম। বাড়ি থেকেও সুসংবাদ পেলাম। ফকিরহাটের ঘাঁটি ছেড়ে পাকিস্তানী বাহিনী চলে গেছে। গাঁয়ের সবাই বাড়িতে ফিরেছে। যুদ্ধেরও নাটকীয় মোড় ফেরা লক্ষণীয় হয়ে

উঠল। রাজনৈতিক নেতাদের আলাপে সালাপে মনে হল শুভ দিন সন্নিকটে। চটাকরে মনে পড়ল ক্যাপ্টেন দিদারুল আলমের তাঁবুতে এক ভারতীয় মেজরের কথা। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরতে পারব বলে তিনি আশা করেন।

তারপরে শুরু হলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। ডিসেম্বরের সাত তারিখে আমাদের শিবির বন্ধ বলে ঘোষিত হল। ছেলেরা রওয়ানা হল যার যার দেশে। আমি যাত্রা করলাম নয় তারিখে। সোনামুড়ার চৌকি দিয়ে কুমিল্লা প্রবেশ করলাম।সন্ধ্যায় হাজির হলাম নিজ বাড়িতে। পৌষের প্রসন্ন ভোরবেলায় আবার জমজমাট হয়ে উঠল অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ভিটে।

সাঈদ-উর রহমান
(সহকারী অধ্যাপক; বাংলা বিভাগ; ঢাকাবিশ্ববিদ্যায়)
জানুয়ারী; ১৯৮৪।

অধ্যাপক সারওয়ার মুর্শেদ

প্রথমে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একজন পর্যবেক্ষক এবং পরে এ আন্দোলনে একজন সক্রিয় অংশগ্রহনকারী হিসাবে; সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফাভিত্তিক খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী গ্রুপের একজন সিদস্য হিসাবে ২৫শে মার্চের বেশ আগেই উপলব্ধি করেছিলাম রক্তপাত হবেই, পাকিস্তানের কাঠামোতে স্বাযত্তশাসন নিশ্চিত করার গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হলেও তা কাগজের নক্সা হয়েই থাকবে। এবং স্বাধীনতাযুদ্ধ অনিবার্য। বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবরে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যখন ঘোষিত হল তখন পাকিস্তানীদের বাংলাদেশে genocide-এর পরিকল্পনাও সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জাহাজ বোঝাই সমরসম্ভার এবং সাদা পোশাকে বিমানযোগে পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানী, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মেশিগান ও কামানের নগ্ন উপস্থিতি । মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান আসন্ন; এ ধারনাকে আমার মনে দৃঢ়মূল করেছিল।

এ সময়ে একটি চিন্তা আমার মনকে বিশেষ জিজ্ঞাসাসঙ্কুল করেছিল : বাঙ্গালী জাতি উদ্বেলিত প্রত্যয় ও প্রচণ্ড আবেগে ঐক্যবদ্ধ এবং অগ্নিগর্ভ, কিন্তু একটি সশস্ত্র সংগ্রাম এবং প্রতিরোধের জন্য, সংগঠন এবং আয়োজনের দিক থেকে তৈরি কি? মার্চের মাঝামাঝি সময়ে এ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয়া সহজ ছিল না। চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য তথা কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে ছ'দফার দাবিকে কিছু নমনীয় করা কি তহলে যুক্তিযুক্ত নয়? কিন্তু একই সঙ্গে এও বুঝেছিলাম যে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার কঠিন ঝুকি নেয়া হলেও সেই মুহূর্তে ইতিহাস তার গতি মন্থর করবে। স্বাধীন বাঙালী সত্তার শত্রুরা বাঙ্গালীদের সময় দেবে, এমন চিন্তার নিশ্চিত কোনও ভিত্তি নেই।

সুতরাং গঠনতান্ত্রিক আলাপ- আলোচনার আড়ালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে যে একটি মৃত্যুযজ্ঞের আয়োজন করছিল এ বিষয়ে বিশ্বজনমতকে অবতিহত করার প্রচেষ্টা আমার কাছে প্রাধান্য পেল। ফরাসী দার্শনিজ জাঁ পল সার্ত্রে, হার্ভার্ড বিশ্ববদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ জন কেথে গলব্রেথ, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী এবং টাইমস ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর সম্পাদকসহ আরও অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি তারবার্তা পাঠাই। এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য যে কিসিঞ্জার-নিক্সনের পাকিস্তান সমর্থনের নীতি এবং বাংলার মাটিতে পরাশক্তিসমূহের অস্ত্রের উপস্থিতি এবং পাকিস্থানী শাসকদের বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে তা' ব্যবহারের ক্রুর সম্ভাবনা কিভাবে বাংলার মানুষকে বিপন্ন জনগণের বিরুদ্ধে তা' জানাবার জন্য পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে প্রফেসর হেনরী কিসিঞ্জারকে আমি ১৬ই মার্চ একখানা চিঠি লিখি। চিঠিটির অনুলিপি নিচে সন্নিবেশিত হল:

“I am writing to you at a moment of grave peril to my people . President Yahya has moved in guns and Tanks apparently to reinforce his and Mr. Bhutto’s Constitutional arguments. There has already been a good deal of wanton killing and move is promised by the situation. The holocaust that seems all but inevitable will destroy many Bengali lives and much else. It is clear to us that this country cannot survive the application of force and that the resulting chaos and instability in wide area was in the subcontinent will benefit neither our friends nor our enemies.

“We want the world to know that a military solutions to our constitutional problem is not only liable to be barren and disastrous ;but it is unnecessary. A political settlement is possible; provided the Bengali demand for changing the present colonial pattern of the relationship between the two wings was accepted by writing a constitution for the country, which would give them complete control over their economic resources. But of course; Mr. Bhutto ; backed by the army and the economic interests responsible for the deprivation of the Bengalis for the post twenty three years; continued to oppose this.

“The situation therefore has the elements of a sophoclean tragedy; with this difference that its denouement would affect the fate of real human beings who number seventy five million. What looms large in one’s mind at the moment of the bristling array of weapons to be seen in Bangladesh today and what they augur. These weapons; American; Russian and Chinese in origin are to be used against an unarmed people. Bengalis are united as never before in their history in their resolve to replace the old system of relationships in the country. Paradoxically, this makes the threat of massive use of force by Islamabad more real; for it has no other way of imposing its will on the Bengalis; although every dictate of sanity is against it.

“I should like to appeal to all men of goodwill; and you are a man of goodwill in high office in America; to do all they can to help avert this cruel possibility involving fellow human beings.

“I am writing this letter to you as a teacher and as one who had the great good fortune and honor of knowing you and feel sure that you could sympathies with the human aspect of our crisis. You would earn our eternal gratitude if you would exert your influence and help prevent the threatened mass slaughter of men. Women and children in East Pakistan”

(The weekly wave; 25 March1973)

চীন-আমেরিকা সম্পর্ক পুনঃনির্মাণের সেতু হিসেবে পাকিস্থানকে ব্যবহারের নীতির অন্যতম স্থপতি হেনরী কিসিঞ্জার যে বাংলাদেশের ঘটনাক্রমের ওপর কোনও শুভ প্রভাব বিস্তার করেননি তা’ আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমার এ চিঠির একটি Sequel আছে যার উল্লেখ প্রাসংগিক। এ চিঠির কয়েক মাস কিসিঞ্জার নয়াদিল্লীতে এলে আমি তাকে পশ্চিম বাংলায় আমাদের শরণার্থী শিবিরগুলোতে এসে আমেরিকার পাকিস্তান নীতির ফলাফলের একটি দিক স্বচক্ষে দেখে যেতে আমন্ত্রণ জানাই। মানবিক বা নৈতিক প্রশ্নে সম্পূর্ন উদাসীন এ ধুরন্ধর কূটনীতিক এবার আমার চিঠির জবাব দিলেন এবং সবিনয়ে সময়াভাবহেতু আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর যখন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য নিজের শক্তি অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিব।

বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা ছেড়ে কিছু দিন বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার পর যখন দেখলাম আশ্রয়দানকারীর সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে তখন একদিন নরসিংদীর পথে ভারত সীমান্তের দিকে রওয়ানা হই। ৪ঠা এপ্রিল কি ছিল সেদিনটি? তিতাসের ওপারে এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে যখন আমি পরিবারসহ সিংগারবিল যাওয়ার পথ খুঁজছি দৈবক্রমে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে কবি সানাউল হকের বাংলোয় নিয়ে আশ্রয় দেয়। এবং নদীর ওপারে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওপর যেদিন পাকিস্তানী প্লেন থেকে কয়েক দফা গুলি বর্ষিত হয় সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী এবং চার পুত্র কন্যা সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলার দিকে রওয়ানা হই। সম্ভবতঃ সেদিনটি ছিল ১৪ই এপ্রিল।

ভারতে অবস্থানকালে আমার তৎপরতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন;(২) অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের অভ্যন্তরে নানা সমাবেশ এবং সেমিনারে বাংলাদেশ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা; (৩) বাংলাদেশ শিক্ষা সমিতির প্রথমে আহবায়ক; পরে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে প্রয়োজনমত মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে সমিতির স্বতন্ত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহন। এছাড়াও এই সময়ে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের কোন কোন বক্তৃতা ও নীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের খসড়া ইংরেজিতে তৈরি করে দিয়েছি বা প্রয়োজনমতো বাংলায় করতেন ডক্টর আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার কয়েকটি জায়গায় কিছু স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে তা' উল্লেখ করব। আসামের বুদ্ধিজীবৗ 'স্বাধীন বাংলাদেশের তাৎপর্য' বিষয়ে শিলং সরকারী কলেজের মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আসাম সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রী ত্রিপাঠী। আমি সে উপলক্ষে যা বলেছিলাম তা' সংক্ষেপে এইঃ উপমাহাদেশের দুটি দেশ; ভারত এবং বাংলাদেশ; খুব স্বাভাবিক কারণে পরস্পরের বন্ধু হবে। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ইতিহাস; সংস্কৃতি ও ভূগোলের দিক দিয়ে যথেষ্ট নৈকট্য সত্বেও ভারত এবং পাকিস্তান স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সমরবাদীর ভারত বিদ্ধেষকে তাদের স্বৈরশাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণের স্বার্থে জিইয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার পর নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট এবং ভারতের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরিণত কান্ডজ্ঞান প্রবুদ্ধ স্বার্থচেতনা এবং পারস্পরিক সম্ভ্রন্ত এবং এই প্রক্রিয়ার ইতিহাসের একটি বড়রকমের বিকৃতি দূর হবে। দু দেশের যৌথ নদনদী। সহজ যাতায়াতের প্রয়োজন অর্থনৈতিক আদান প্রদান ও সহযোগিতার প্রশ্নাতীত যৌক্তিকতারও তা'ই দাবি করে। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের সহায়তা আমাদের বিপুলসংখ্যাক শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয় দান; একটি বড় গণতান্ত্রিক দেশের অন্য একটি গতন্ত্রকামী মানবগোষ্ঠীর প্রতি এ মহানুভব সমর্থন। এই নতুন সম্পর্কের শুভসূচনা। শুধু একটি কথা ভারত আয়তনে ; সম্পদে;শক্তিতে একটি বড় দেশ আর বাংলাদেশ সেসব দিক থেকে ক্ষুদ্র। এ অসমতা যেন দু'দেশের স্বাভাবিক বন্ধুতার পথে কোনদিনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে দু'দেশকে সজাগ থাকতে হবে। বক্তৃতা শেষ হলে মন্ত্রী মহোদয় আসন ছেড়ে এসে আমায় অভিন্দন জানিয়ে আমার করমর্দন করেন এবং আমার শ্রোতৃবৃন্দও আমার বক্তব্য ও তার আন্তরিকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এক আজব কাণ্ড করে বসে। তারা তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো রিপোর্টে দাবি করে যে বাংলাদেশ থেকে আগত এক নরাধম অধ্যাপক ভারতকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে হাঙ্গেরী রুপে কল্পনা করে ভারতকে একটি প্রতিবেশী দমনেচ্ছু আগ্রহী শক্তিরুপে চিত্রিত করেছে। পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি যাঁরা আমাকে জানতেন; আশ্রয়দানকারী সরকারের বিরাগ থেকে সে যাত্রা আমায় রক্ষা করেন।

আরেকটি অন্য ধরনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল অন্দ্র প্রদেশের এক দরিদ্র মুসলিম পল্লীতে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে। এই স্বল্প শিক্ষিত গরীব মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান ছিল

একটা বিশ্বাস এবং কল্পনার স্বর্গ; তারা সেখানে কোনদিন যেতে পারবে না; তবুও যে স্থানটি তাদের মনের মধ্যে লুকোন একটি আশ্বাস ও নিরাপত্তা। অনেকক্ষণ বক্তৃতার পরও দেখলাম মানুষগুলো পাহাড়ের মত নীরব নিরুত্তাপ ,তাদের চোখে শীতল ক্রোধের কাঠিন্য। কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল যখন আমি তাদের দিকে সঙ্গীনের মত কয়েকটি প্রশ্ন উদ্যত করলাম এবং জানতে চাইলাম ইসলামের কোন নির্দেশ আছে ধর্মের নামে কোনও মুসলমান সৈনিক পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করতে পারে, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ও শিশু হত্যা করতে পারে? প্রশ্নের পর পাকিস্তানী বর্বরতার কিছু বর্ণনা, তারপর আবার প্রশ্ন করলাম, এরই নাম কি ইসলাম? এই পাকিস্তানই কি আপনার প্রিয় পাকিস্তান? 'না' ভঙ্গিতে অনেকগুলো হাত এক সংগে উঠে গেল। আমার সে সন্ধ্যার বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই পাথর গলেছিল; সেই সরল বিশ্বাসী মুসলমানরা বুঝেছিল; কেন বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সপক্ষে কার্যক্ষেত্রে মুজিব নগর সরকারের সংগে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং সরকারসংশ্লিষ্ট তৎপরতার বাইরেও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করেছি- সেটা হল সংবাদমাধ্যমের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সংগে সহযোগিতা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁদেরকে বুদ্ধিজীবী বলেও আখ্যায়িত করা হয়, ভারতে অবস্থানকালে বাংলাদেশ আন্দলোনভিত্তিক তাদের একটা আলাদা অস্তিত্ব বা তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র রকম সংহতি ছিল বৈকি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি স্বতন্ত্র সংহতির একটি দৃষ্টান্ত।

দিল্লী আন্তর্জাতিক সেমিনারে পাঠ করার জন্য The Nature of Bengali Nationalism শিরোনামে আমাকে একটি paper তৈরি করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তবে সে সেমিনারে আমি যোগ দিতে অসমর্থ হই। কিন্তু প্রবন্ধটির জন্য যে কাজ শুরু করেছিলাম তা' বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি অনুমোদিত একটি গবেষণা প্রকল্পের রুপ নেয়। Perspectives on Bengal শিরোনামে রচিত এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ও উৎস নিরুপণ করা।

মুজিব নগর সরকার একটি পরিকল্পনা কশিন গঠন করেছিলেন। একটি Long Term একটি Mid termএবং Short term প্ল্যান তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই কমিশন কে। আমি এই কমিশনের একজন। সদস্য ছিলাম। কোন Long term বা mid term প্ল্যান নিয়ে কমিশন সদস্যদের মধ্যে কোনও গভীর বা ধারাবাহিক আলোচনা বা বিতর্ক হয়নি। তবে কিছু Short term প্ল্যান নিয়ে মত বিনিময় হয়েছে- যেমন যুদ্ধশেষে বিধ্বস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন বিষয়টি এবং এর কোনও কোনওটি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল। (মনে পড়ে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সমস্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমীক্ষা আমার তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল)। অস্থায়ী সরকার আওয়ামী লীগের পুরো আদর্শগত বর্ণালীর ধারক হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই যদ্ধ জয়ের শেষে এক কোটি শরণার্থীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তার কাছ থেকে কোন দীর্ঘমেয়াদী, এমনকি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরীর ভিত্তিগত দিকনির্দেশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। কার্যতঃ তা পাওয়াও যায়নি। মৌলিক বিষয়ে, আমার বিশ্বাস, কমিশনের সদস্যরাও একমত পোষণ করতেন না। স্বাধীন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক হবে এমন একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সে সমাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকবে, না ভূমির ব্যক্তি মালিকানা বাতিল বা পুনর্বন্টনের পথে আরও সুদূরগামী হবে, এ জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের যুদ্ধরত অস্থায়ী সরকার দেননি। সুতরাং কতকগুলো অবিতর্কমূলক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাতে কমিশন নিজের কাজকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। তার অর্থ এই নয় যে আলাদাভাবে কমিশনের সদস্যরা কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার রুপরেখা বিবেচনা করেননি-কিন্তু তা সহজবোধ্য কারণেই সরকারের দরবার পর্যন্ত পৌঁছেনি।

বিজয়ের পর কবে এবং কিভাবে আমি দেশে ফিরে আসি তার সঠিক তারিখ কিছুতেই মনে করতে পারছি না- একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে জেনারেল অরোরার সৌজন্যে তাঁর বিমানে করে ঢাকায় ফিরি । প্রায় দু'দিন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেও যখন ঢাকাগামী কোনও বিমানে জায়গা পেলাম না জানতে পারলাম জেনারেল অরোরা ঢাকায় যাচ্ছেন, তাঁকে অনুরোধ জানান মাত্র তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হন। ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার এবং কথা বলার একটি অমূল্য সুযোগ আমার এভাবে দৈবাৎ মিলে গিয়েছিল। মনে পড়ে সিলেটের ভারতীয় ছাউনিতে অফিসারদের সঙ্গে জেনারেল আরোরা তাদের মেসে এক মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন। তাঁর মেহমান হিসেবে আমিও এই ভোজে শরীক হই। এ উপলক্ষে আমার কয়েকজন জেনারেল এবং অন্ততঃ একজন এ্যাডমিরালের সঙ্গে আলাপ হয় । তাঁদের কিছু কথা এবং ইঙ্গিত আমাকে বিস্মৃত করেছিল। স্মরণযোগ্য যে স্বাধীনতা লাভের আগের মুহূর্তে 'আল বদর' পৈশাচিক নিপুণতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক ক'জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছিল। জাতির হৃদয়ে অনেক শোকের মধ্যে এ শোকটি বড় বেশীরকম আঘাত হেনেছিল। ভারতীয় অফিসারদের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছিল-তাঁদের ধারণায় আগেই এ ব্যাপারটি ঘটেনি এবং এ বাঙালীদের গুজব সৃজন কুশলতার আরেকটি প্রমাণ। আমি মরিয়া হয়ে অফিসারবৃন্দকে বলেছিলাম যে দীর্ঘ নিহতদের তালিকায় আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় অন্ততঃ চারজন অধ্যাপক ছিলেন এবং আমি নিশ্চিত করে জানি তাঁরা পাকিস্তান পরিচালিত আল বদরের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ হারিয়েছিল।

বিমান ভ্রমণের সময় জেনারেল অরোরার সঙ্গে আমার নানা বিষয়ে আলাপ হয়। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম; মিত্রবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের এত দ্রুত পরাজয়ের কারণ কি। জবাবে তিনি তিনটি প্রধান কারনের উল্লেখ করেছিলেনঃ

1. The command structure of the Pakistanis had collapsed.
2. The Mukti Bahini had worked havoc on their communication lines and sapped their morale in a war of attrition.
3. The Pakistanis were surrounded by a sea of hostility while the allied forces had the spontaneous support of the people of Bangladesh.

খান সারওয়ার মুর্শেদ
৯ নভেম্বর; ১৯৮৪

সিরাজুর রহমান

১৯৭১সালে বিবিসিতে কতকগুলি সমস্যা ছিল। আমাদের শ্রোতাদের সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে, সর্বশেষ এবং সঠিক খবর তাদের জানাতে হবে কিন্তু সেই খবরগুলো আমরা পাই কোথায়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকার ফলে সংবাদ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এই অসুবিধার ভেতর দিয়ে যথাসাধ্য আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এরুপক্ষেত্রে যা হয়, যেখানে সত্যিকারের সংবাদ পাওয়া কঠিন হয়ে যায় সেখানে মিথ্যা সংবাদ অজস্র আসতে থাকে, গুজবগুলো সংবাদের আকার নেয়। আমাদের পক্ষে আরো বড় সমস্যা ছিল যে, বাংলাদেশ- ভারতের বাংলাভাষী শ্রোতারা, যাদের নিয়ে আমাদের কাজ কারবার, বরাবরই তাদের জন্য আমাদের সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু যদি কখনো অজান্তে গুজবের বেসাতি করে আমরা এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করে ফেলি যে আমরা দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়ে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে কখনো শ্রোতারা

আমাদের বিশ্বাস করবেন না । এক দিকে যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমরা খবর অন্যান্যদের পরে দিচ্ছি, দ্বিতীয়ত আবার কেউ যাতে অভিযোগ করতে না পারে আমরা মিথ্যা খবর দিচ্ছি। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়েছে দু'কূল বজায় রেখেই সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে । এই ছিল আমাদের মূল সমস্যা। এছাড়া আমাদের অনুষ্ঠানের সময় ছিল খুব কম, বেশি খবর দেয়ার খুব একটা সুযোগ ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় বাড়ানো হয়েছিল।

আমরা বাংলা বিভাগে যারা ছিলাম সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলাম। আমাদের পক্ষে সবকিছু সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তখন আশেপাশে কিছু ছাত্র ছিলেন তাঁরা এ দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আমার মনে আছে আমার সহকর্মী শ্যামল লোধ, কমল বোসসহ কোন কোন সময়ে দিনের পর দিন আমরা সকাল ৯টার সময় এসেছি আবার রাত ২/৩টার সময় ট্রান্সমিশানগুলোর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরেছি।

এর মধ্যে আবেগেরও বহু ব্যাপার ছিল। দেশ থেকে অবিরাম খবর আসছে। দেশের জনসাধারনের দুঃখ দুর্দশা বৃহত্তর ভোগান্তি ইত্যাদি নানা কাহিনী শুনে আমাদের মন আবেগে মন আবেগে আপ্লুত হয়ে যেত। সে দিকটি তো ছিলই। তার ওপর আর একটা বড় সমস্যা ছিল- আমাদের হাজার হাজার বাঙ্গালী যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল। দেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার কোন উপায় ছিল না তাদের। দুই তরফ থেকে তারা আমাদের শরাপন্ন হয়েছিলেন। তখনই আমরা বুঝতে পারলাম বিবিসি বাংলা বিবাগের প্রতি তাদের ভালোবাসা কতটুকু। কারণ বেপরোয়া হয়ে তারা আমাদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। প্রথমত আমরা বাংলাদেশ থেকে পাওয়া কিছু চিঠি পাকিস্তানের আত্মীয়স্বজনদের অথবা পাকিস্তানে আটকে পড়াদের চিঠি বাংলাদেশের তাদের আত্মীয়স্বজনদের পাঠানোর চেষ্টা করেছি। বেশ কয়েক হাজার চিঠিপত্র এভাবে এদিক-ওদিক গিয়েছিল। আমাদের পর্যাপ্ত জনবল ছিল না এগুলো দেখাশুনা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমরা 'সেতু বন্ধন, সাগর পাড়ের বাণী' অনুষ্ঠানে তাদের খবরাখবর বিনিময় শুরু করলাম। অজস্র চিঠি আমরা সে সময় পেয়েছি। এর ভেতর দিয়ে আমাদের শ্রোতারা কত একাত্মবোধ করেছেন সেই প্রমাণ আমরা সেই সময়ে পেয়েছি।

আরো মনে পড়ে, যখন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা টের পেয়ে গেলাম যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় আত্নসমর্পণ করবে তখন আমরা নতুন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছিলাম। আমার মনে আছে যখন আমরা সেই অনুষ্ঠানটি প্রচার করি ঠিক সেই সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি কানে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনছিলাম এবং মুখে আমাদের শ্রোতাদের খবর দিয়ে যাচ্ছিলাম যে ইয়াহিয়া খান তখন কি করছেন- একই টেইপে। অর্থ্যাৎ ইয়াহিয়া খান যে মুহূর্তে বেতার ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজিতে সেই মুহুর্তে ভারত-বাংলাদেশে আমাদের বাংলা অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এই বিষয়ে অনুষ্ঠানটির মারফতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্নসমর্পণের খবরটা শুনতে পেরেছিলেন। আবেগে তখন মনটা এ রকম হয়ে পড়েছিল যে কান্না চাপাটাই খুব অসুবিধাকজনক হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি জানবেতার সাংবাদিকদের পক্ষে আবেগ-অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেয়া অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয়। কিন্তু তবুও সেদিন কান্না চেপে রাখা কষ্টকর ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দেশের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিশেষ ভুমিকা নিয়েছিলেন এটা বলতে হবে। এখানে আমার কিছু বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন, তারা একটা ছাত্র সংগ্রামে পরিষদ গড়ে তুললেন এবং আমার সাহায্য চাইলেন। সাব্যস্ত হলো আমি তাদের সাহায্য করবো জনসংযোগ ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে ছিলেন ওয়ালী আশরাফ,মাহমুদ হোসেন মঞ্জুর, মোশারফ হোসেন, বুলবুল মাহমুদ, মানিক চৌধুরী, শামসুদ্দীন প্রমুখ। সুরাইয়া খানমও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশ্বের জনসাধারণকে তাঁরা অবহিত করবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো সাংবাদিক, বেতার -সাংবাদিক শিক্ষাব্রতী এবং বিশেষ করে দেশের বাইরে যারা আছেন তাঁরা বিভিন্ন দেশের

পার্লামেন্ট সদস্য ও অন্যান্যদের বুঝাবেন। একটা উপায় স্থির করা হলো যে, তথ্য বুলেটিন বের করা হবে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের সে ব্যাপারে সাহায্য করতে । আমরা নিজেরা প্রচুর তথ্য বুলেটিন লিখেছি। আমার পুরো মনে নেই মনে হয় হাজার পাঁচেক প্রতিনিধির বাড়িতে, বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, সংবাদপত্র সম্পাদক, বেতার-টেলিভিশন, বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান-এদেঁর কাছে এবং লন্ডনে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রত্যেকের কাছে পাঠানো হতো। আমরা নিজেরা যা লিখতাম তা তো বটেই অন্যান্যরা বাংলাদেশের সপক্ষে লিখতেন সেগুলোও আমরা তাঁদের কাছে তুলে ধরতাম। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলতে পারি, একদিন এক বন্ধু আমাকে আমেরিকা থেকে টেলিফোন করে জানালেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বাংলাদেশের দাবীকে সমর্থন করে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তথ্য দলিল বের করেছেন। আমি বললাম সেটিই চাই। ডাঃ শামসমুল হক স্বয়ং নিয়ে এসেছিলেন সেই দলিলটি। আমার মনে আছে সে দিনের মধ্যেই ৩২ পৃষ্টার দলিল আমরা ৫ হাজার কপি বিতরণ করেছি। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যে তথ্য পুস্তকটি বের করেছিলেন তাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে এই অবস্থা হয়েছিল যে, পত্রপত্রিকাগুলো প্রায়ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোনা খবর পেলে তার বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কাছে ফোন করতেন রাতে-বিরাতে। বহুবার তাঁরা ফোন করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক কিছু করা হয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে একটা বিশেষ সন্তুষ্টির ব্যাপার ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন বাংলাদেশ আন্দোলন পক্ষে এখানে কাজ করছিলেন। তবে তাঁর কাজের ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের সঙ্গে এবং আর্ন্তজাতিক আইনজীবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। কারন, তিনি বিচারপতি ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। টেলিফোনে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা হলো। আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম। যে তাঁর প্রকাশ্যে কাজ করা উচিত। তিনি তখন ভাবছিলেন, তাঁর আত্মপরিচয় না দিয়ে যদি তিনি শিক্ষাব্রতী এবং বিচারকমণ্ডলীদের মধ্যে কাজ করেন ভাল কাজ হবে। এ সময়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর সদস্যদর রুদ্ধদার বৈঠকে বাংলাদেশ প্রশ্ন তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল যে, বৃটেনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করার জন্য, বিশেষ করে ২৫শে মার্চ তারিখের পর থেকে, আমাদের কর্মীর অভাব নেই, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেয়ার লোকের অভাব আছে। যা হোক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে আমি এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। বোধ হয়, এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে আমার সবচাইতে আত্মসন্তুষ্টির কারণ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমার যুক্তির সাথে একমত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে, তারপরে তিনি আত্মপ্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আমার সাংবাদিক বন্ধু পিটার গিল (পরবর্তীকালে যিনি উপমহাদেশের ‘ডেলি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার সংবাদদাতা হয়েছিলেন), আমার এখানে বসে বিচারপতি চৌধুরীর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং তাঁর একটি আধ ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম আমি।

আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে আর একটা সন্তুষ্টির কারণ এই যে; টেলিফোনে তৎকালীন পাকিস্তানের বাংলাদেশী কূটনীতিকরা, যাঁরা বিভিন্ন দূতাবাসে ছিলেন, আমি তাঁদের নাম বলতে চাইনা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয় তাঁরা সেই সময় বাংলাদেশের পক্ষে চাকরী ছাড়তে রাজী ছিলেন এবং পরে ছেড়েছিলেন।

আমার মনে আছে, বিভিন্ন সময় লন্ডনে যখন র‍্যালি করা হত, পার্লামেন্টে লবী করা হত, টেলিফোন করলে আমাদের বাংলাদেশীরা জিজ্ঞেস করতেন কত লোক দরকার। কখনও কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও তিন হাজার- আগে থেকেই আমরা ঠিক করে নিতাম কোথায় কত লোক পাঠানো হবে এবং সেই পরিমাণ লোক তাঁরা সংগ্রহ করে পাঠাতেন-দু’একদিনের নোটিশে।

সেই সময় বাংলাদেশ মহিলা সমিতি এখানে খুব কাজ করছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মহিলা সমিতির সদস্যরা পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় নিয়মিত গিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে বসে থাকতেন। সদস্যদের কাছ থেকে অবশেষে তারা শতধিক পার্লামেন্ট সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেনু বাংলাদেশের দাবি সমর্থন করে পার্লামেন্টে একটা প্রস্তাব আনার ব্যাপারে। সেখানে আবার আর একটা সংশ্লেষ আছে, তখন মহিলা সমিতির সাধারণ ছিলেন আমার স্ত্রী সুফিয়া রহমান।

সিরাজুর রহমন
বিবিসি,বাংলা বিভাগ
১৯৮০

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

একাত্তরের র্মাচ মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন তুমুল ভাবে চলেছে এবং ইয়াহিয়া মুজিব আলোচনার প্রহসনলীলা তুংগে উঠছে সে সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিষ্ক্রীয় ছিলাম না। আমি অনুভব করেছিলাম যে একটি দুযোর্গ আসছে। সুতারাং আমরা ছেলেমেয়েদের সকল কে আমি সন্নিকটে আনতে চেয়েছিলাম ।ঢাকায় আমার বড় মেয়ে মোহাম্মদপুরে তার নিজের বাড়িতে থাকত। এলাকাটি অবাঙ্গালীদের। তাদের বাড়িতে ঢিল পড়ত রাত্রে । কখনো কখনো সরাসরি হুমকী ও তাদের দেয়া হয়েছে। এখবর পেয়ে আমি **১৯৭১** সালের ২২শে মার্চ আমার গাড়ী নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি তবে বিকেলের দিকে মোহাম্মদপুর এলাকায় আমার মেয়ের বাড়ির কাছে মোড় ঘুরতে গিয়ে একটি অদ্ভুদ দৃশ্য চোখে পড়ল। একটি কাক তড়িতাহত হয়ে মাটিতে মরে পড়ে আছে। আর এক তলা বাড়ির কার্নিশে এক সারি কাক বসে আছে। একটি কাক কা কা করে মৃত কাকটির শরীর প্রায় ছুঁয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে সব কটি কাক একটি অর্ধবৃওের মতো আবর্ত রচনা করে একে একে উড়ে চলে গেল। কাকগুলো তাদের মৃতের প্রতি শেষ বেদনা নিবেদন করলো। দৃশ্যটি দেখেই আমার ছেলেকে গাড়ি থামাতে বলেছিলাম। আমি গাড়িতে মৃতের গাড়িতে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখলাম। সে র্দশ্যের কুশীলবরা হচেছ কাক এবং রংগমঞ্চ হচ্ছে বাড়ির কার্নিশ এবং গাড়ি চলাচলের রাস্তা। আমি হঠাৎ কেন যেন শংকিত হলাম। শুনেছি ইতর প্রাণীরা পূর্বাহ্নেই অনুভব করে যে সংকট আসছে। আমরা তখন মনে যে হল যে হয়তবা বিপদ শিগগিরই আসবে। সেদিন ছিল ২২শে মার্চ। আমি চট্টগ্রাম থেকে গাড়ি করে ঢাকায় এসেছিলাম। আমার বড় মেয়ে , জামাই এবং তাদের দু' টি সন্তানকে নিয়ে যেতে ।

মোহাম্মদপুরে মেয়ের বাসায় পোঁছে মুনীর চৌধরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম মনে আছে । মুনীর চৌধুরী রাত্রে দেখা করতে এসেছিলেন । পরদিন সকালে সবাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে চট্রগ্রামের পথে যাত্রা করলাম । এবারেও কোন বিঘ্ন ঘটেনি । শুধুমাত্র ব্রীজে ডাইভারশনের কাছে এসে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম ।আমাদের গাড়ি ডাইভারশনের পথে নেমে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যখন এসেছে তখন উল্টোদিকে থেকে আমাদের মুখোমুখি হর্ন বাজিয়ে একটি আর্মি জীপ উপস্থিত হল । আমরা সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে যেতে লাগলাম । কিন্তু জীপটি না এগিয়ে সেও পিছিয়ে গেল এবং আমাদের এগুতে বলল । আমরা যেই একটু এগিয়েছি তখন আবার নেমে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো । আমরা তখন পেছনে চালিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় উঠে অপেক্ষা করতে লাগলাম । জীপটিও পেছনে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের এগিয়ে আসতে বললো কিন্তু আমরা ভয়ে এগুলাম না। তখন জীপটি এল , বড় রাস্তায় পড়ল এবং আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে চললো । আমাদের গাড়ী পেরুবার সময় জীপের মধ্যে কয়েকজনের অট্ট হাসি শুনলাম এবং একটি শূন্য মদের বোতল রাস্তায় এসে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল । সৌভাগ্যক্রমে আমাদের গাড়ীতে কোন আঘাত লাগেনি । বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌছে দেখলাম , সারাদেশে একটা কিছু যেন

ঘটবে সকালেই তার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বিভিন্ন লোক, শিক্ষক এবং ছাত্র যূথবদ্ধ হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কথাবার্তা চলছে। আশা এবং আশাঙ্কা এ উ য়ের মিলন ঘটলে যে এক রহস্যময়তার সৃষ্টি হয় তখনকার সময়ে সেই রহস্যময়তা ছড়িয়ে ছিল। শুনলাম পরের দিন ২৪ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং শিক্ষক সম্মিলিতভাবে একটি সভা আহ্বান করেছে যে সভায় ছাত্ররা স্বাধীন বাংল দেশর পতাকা উত্তোলন করবে।

পরের দিন বিকেলে শহরে মিটিং ছিল আমরা সবাই সেখানে গেলাম। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হল। বক্তৃতা করেলেন অনেকে। সভা চলাকালে হঠাৎ খবর এলো সমুদ্র বন্দরে পাকিস্তান থেকে আগত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামানো হচ্ছে এবং বাঙ্গালী শ্রমিকদের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাদের সংঘর্ষ বেধেছে। আমরা খবর পেলাম যে জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামাতে আপত্তি করায় বাঙ্গালী শ্রমিকদের উপর গুলি চলানো হয়েছে এবং অনেক নিরীহ লোক নিহত হয়েছে । মাঝপথে আমাদের সভা ভেঙ্গে গেল। আমার ছোট মেয়ে এবং জামাতা দেব পাহড়ে থাকত ।আমি গাড়ী নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তাদেরকে আমার সঙ্গে ক্যাম্পাসে নিয়ে এলাম। দুর্ঘটনা একটা ঘটবে এটা আমরা সকলে অনুমান করেছিলাম। এই দুর্ঘটনার মুহূর্তে আমি আমার ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইনি । সবাইকে তাই একত্রিত করেছিলাম । বড় মেয়েকে তো আগের দিনই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলাম ।পরের দিন ছোট মেয়েকে। যাহোক সেদিন শহর থেকে বিশ্ববিদ্যলয় ক্যাম্পাস ফেরা খুব সহজ হয়নি। আমাদের যাবার পথে ক্যান্টনমেন্ট পড়ে। সেসব রাস্তায় চলাচল বন্ধ ছিল। বড় বড় গাছ কেটে এবং আড়াআড়িভাবে কিছু ট্রাক সাজিয়ে রাস্তার চলাচল কে বিঘ্নিত করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে গ্রামের কাঁচা মাটি এবং খোয়া ফেলানো পথ দিয়ে অনেক সময় নিয়ে রাত প্রায় ১২টার দিকে ক্যাম্পাসে ফিরলাম। রাত্রিবেলা গ্রামের পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। সুতরাং আশেপাশের জঙ্গল এবং বন্যফুলের সমারোহ চোখে পড়েনি কিন্তু তাদের গন্ধ পেয়েছিলাম। একজন ইংরেজ কবি এরকম বর্ণনা করেছেন এভাবে, শংকিত পথে অন্ধকারে ফুলগুলো কোন আশ্বাস আনেনা তাদের সুগন্ধক্রমশঃ হারিয়ে যায় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

পঁচিশ তারিখ সারাদিন মানুষের আনাগোনা চলছিল বিভিন্ন এলাকায়। শহর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের কেউ কেউ এসিছিলেন, সন্ধ্যার দিকে ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেলস - এর একটি প্লাটুন বর্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিল। গ্রমের লোকেরা এদের জন্য প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করল। তখন আমাদের সকালের মধ্যে একটি মাত্র বিশ্বাস সমুচ্চারিত যে আমরা বাংলা ভাষাভাষি এক ও অভিন্ন। যারা বাংলায় কথা বলে তাদের সকলেই এখন একত্রিত হবে একটি বিশ্বাসের সচলতায় যে এদেশ আমার। আমার মনে হয় তখন এই বিশ্বাসটি নির্মাণ করতে হয়নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবেগের অন্তঃসার হিসাবে উৎসারিত হযেছে। আমরা তখন চিন্তা করেছিলাম না ভবিষ্যৎ আমাদের কি হবে। আমরা একটি প্রবল আন্তরিক ভাবাগের প্রবাহকে আশ্রয় করেছিলাম। সারাদিন বিভিন্ন সময় আমরা ঢাকার সঙ্গে করছি। যোগাযোগের স্থান ছিল দুটো ইত্তেফাক অফিস ও বঙ্গবন্ধুর বাড়ী। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনই ভয় হয়। কিছু একটা ভয়ানক ঘটতে যাচ্ছে এটা অনুভব করছিলাম কিন্তু তা যে কত ভযাবহ এবং প্রচণ্ড হতে পারে তা আমাদের অনুমান করার সাধ্য ছিল না। বিপদের নম্ভাবনা আমরা ব্যাখ্যা করি ঝড় আসবে বলে। এদেশে আমরা প্রকৃতির তাণ্ডবকে তাই প্রকৃতির উপমা আনি। আমরা বলি ঝড় আসবে, প্রচণ্ড ঝড়, প্রকাণ্ড সব বৃক্ষ উৎপাটিত হবে, লোকেরা ধুলায় আচ্ছাদিত হবে, বন্যায় গৃহাঞ্চল প্লাবিত হবে। আমরা প্রকতির উপমা একারণেই দেই যে প্রকৃতির তাণ্ডবের মুখে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। সে বিপদ কে রোধ করতে পারে না। সে ভেসে যায় এবং ধ্বংসের লীলা নৈপুণ্যে সে নিশ্চিহ্ন হয়। আমার এক বিদেশী বন্ধু সবসময় বিপর্যয়ের সঙ্গে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার উপমা দিতেন। তিনি ছিলেন জার্মান, হাইডেলবার্গের লোক, চতুর্দিকে সবসময় পাহাড় দেখতেন তাই পাহাড়ের কথাটি তার অনিবার্যভাবে মনে পড়ত। তিনি বলতেন, পাহাড় যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন প্রস্তর খণ্ডগুলো প্রচণ্ড বেগে নিম্নাভিমুখে ছুটতে থাকে। তার গতিরোধ করার সাধ্য কারো থাকে না। পাথরগুলো প্রচণ্ড গতিতে সম্মুখের সমস্ত কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে ছুটে চলে, ধ্বংসের অনিবার্যতা তো একেই বলে।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা প্রায় সারা রাত জেগেই কাটিয়েছিলাম। রাত ১টা পর্যন্ত আমরা বিভিন্নজনের বাড়ীতে বসে আলাপ-আলোচনা করেছি কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে কিছুই নির্ধারণ করতে পারিনি। একটি প্রধান চিন্তা ছিল ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বিভিন্ন পরিবার কে কিভাবে রক্ষা করা যায়। এখানে তো সম্ভাব্য ভয়াবহতার চিত্র উদঘাটিত হয়নি। তাই আমরা দ্রুত রাত্রির অবসান চাচ্ছিলাম এবং দিনের আলোয় কর্তব্যের কথা চিন্তা করব ভেবেছিলাম। সেসময়, রুপক করে বলা যায়, আমাদের দক্ষিণ দিকে নিস্তব্ধতা, বাম দিকে নিস্তব্ধতা, আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে নিস্তব্ধতা। শুধু আমাদের মাথার উপরে আকাশে বাংলা বর্ণমালারা সবকটি অক্ষর ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই বেদনা এবং প্রতিবাদের শব্দগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

রাত্রি কাটালো সুগভীর নিদ্রায় নয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। প্রায়ই জেগে উঠেছি আশংকায় এবং বিমূঢ়তায় । সকালে শয্যা ছেড়ে মাঠে কবুতরের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলাম। এটা আমার রোজকার অভ্যাস। খাঁচার দরজা খুলে গম অথবা ধান মাঠে ছিটিয়ে দেই। কবুতর গুলো প্রচুর পবিত্র শুভ্রতায় শেফালী ফুলের মতো খাদ্য কণার উপর ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। কবুতরের ঘরের দরোজা খুলে দিয়ে মাঠের মধ্যে ধান ছড়িয়ে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু কবুতরগুলো খাবারের দিকে এগিয়ে এল না। ওরা খাঁচার সামনে একটু ঘুরে ওদের ঘরের ছাদের ওপর বসলো । ১২টির মত কবুতর ছিল, সব কটি প্রায় সাদা, একটি দুটি খয়েরি রঙের। হঠাৎ কবুতর কটি একসঙ্গে উড়তে লাগলো। পাখা ঝাপটিয়ে প্রথম একটি উড়লো, পরে দোতলা বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত উড়লো। পরে সব কটি পাহাড়ের মধ্যে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। আমি আমার জীবন এ রকম দৃশ্য কখনো দেখিনি। সে মুহূর্তে আমি জানলাম যে, ঢাকায় ভয়ানক কিছু ঘটেছে এবং আমাদের জীবনেও আমরা একটি সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে প্রায় লাগোয়া ছিল ক্যান্টনমেন্ট। আমরা রোজই দেখতাম যে হেলিকপ্টার উড়ে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছে। এবংযাবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বার কয়েক ঘুরে যাচ্ছে। তাছাড়া কুমিরার দিকে থেকে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচলের সংবাদ ও পাওয়া যাচ্ছিল। যদি ও প্রথমে কয়েকদিন চট্টগ্রাম শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনী কবলিত হয়নি এবং মেজর জিয়া নামক একজন সৈনিকের নাম তখন আমরা শুনেছিলাম যিনি কালুরঘাটে ঘাঁটি স্থাপন করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করছিলেন। কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ষ্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শুনতে পেয়েছিলাম। সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল। যখন চর্তুদিকে বিশৃঙ্খলা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের অভাব ঠিক সেই মুহূর্তে জিয়ার কণ্ঠস্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার দাবী একটি বিস্ময়কর মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। আমরা তখনই ভাবতে পেরেছিলাম যে, কোন কিছুই হারিয়ে যায়নি, আবার সবকিছু ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনবরত মানুষের আনাগোনা হচ্ছিল। উপাচার্য ডঃ মল্লিককে কেন্দ্র করে একটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বাসগৃহগুলে কে অরক্ষিত রেখেই ৩০শে মার্চ সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে। কুণ্ডেশ্বরী রাউজান থানার অন্তর্গত। কুণ্ডেশ্বরীর মালিক বাবু নতুন চন্দ্র সিংহ আমাদের সবার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আনন্দিত হয়েছিল। কুণ্ডেশ্বরী বিদ্যালয়টি একেবারেই বড় সড়কের পাশে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। রাত্রি বেলা প্রায়ই নানাবিধ শঙ্কায় আমাদের জেগে উঠতে হত। এদিকে - ওদিকে সৈন্য চলাচলের সংবাদ শুনতাম। কখনো বিদ্যালয় গৃহটি আক্রান্ত হবে এমন আশঙ্কার খবরও আসতো। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে আমরা কুণ্ডেশ্বরী পরিত্যাগ করে প্রথমে নাজিরহাট এবং পরে কাটাখালি হয়ে রামগড়ে উপস্থিত হলাম। আমরা কুণ্ডেশ্বরী ছাড়লাম ৭ই এপ্রিল তারিখে। সে সময় একটি সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম কোন গ্রামে আত্মগোপন করে থাকব কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় যে সীমান্ত এলাকায় যাওয়াই ভাল। কেননা সেনাবাহিনী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়েও আমরা রক্ষা পাব না। কিন্তু সীমান্তে যদি যাই তাহলে প্রয়োজনবোধে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌছে যাওয়ার সম্ভবপর। রামগড় তখন মেজর জিয়ার প্রতিরোধ কেন্দ্র ছিল। তিনি কালুরঘাট থেকে সরে এসে রামগড়ে অবস্থান নিয়েছিলাম। রামগড়ে

পৌঁছে জিয়াকে প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। তাঁর চোখে কালো চশমা ছিল এবং মুখ ছিল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং কখনো কখনো কাউকে কিছু নির্দের্শ দিচ্ছিলেন। আমাদের কারো সঙ্গেই তিনি বিশেষ কোন কথা বলেননি।

পহেলা বৈশাখ তারিখে আমরা সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ পেলাম। জিয়াউর রহমান আমাদের জানালেন যে, কোন সিভিলিয়ানের তখন আর রামগড় থাকা নিরাপদ নয়। কেননা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী সেখানে এসে পড়বে। আমাদের পরিবার পরিজনদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করে আমি, ডঃ মল্লিক, তৌফিক ইমাম এবং আরো কয়েকজন রামগড়ের সীমানা পেরিয়ে আমরা আগরতলার দিকে রওয়ানা হলাম। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সাবরুমের রাস্তায় একদল ভারতীয় স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছাত্ররা আমাদের জীপ থামিয়ে জীপের চারদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল, ‘‘আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে ’’। সিকান্দার আবু জাফর এই গানটি লিখেছিলেন কিছুদিন আগে তখন এই গানটি তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু অপরিচিত পরিমণ্ডলে শঙ্কিত সময়ের পদক্ষেপে গানটির বাণী আমার কাছে অসাধরণ তাৎপর্যবহ মনে হলো। আমার মনে হলো ঠিক এমন করে হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়ে কেউ হয়ত তার জাতির বেদনাকে রুপ দিতে পারেননি। সে মুহূর্তে ইমোশন প্রবল ছিল। তাই হয়ত গানটিকে অসাধারণ মনে হয়েছিল। তবে অসাধারণ তো বটেই তার কারণ, আমাদের সংকটের মুহূর্তে এ গানটি আমদের জন্য সমর্থন ও সহয়তা এনেছিল। আগরতলায় আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে। তিনি এবং মাহবুব আলম চাষী আগরতলায় একটি বাংলাদেশ মিশন খুলছিলেন। আমাদের পরিজনবর্গ আগরতলায় এসে পৌঁছোয় বিকেলবেলা। প্রথম রাতের জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আগরতলায় গ্রাণ্ড হোটেলে। নামটি গ্রাণ্ড কিন্তু কর্ম ব্যবস্থা অত্যন্ত সাধারণ এবং মলিন। হোটলটি ছিল আগরতলায় রাজপরিবারের। সে রাতেই আমাদের সংগে দেখা করেন মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। একটু বেশী রাতে এম আর সিদ্দিকী সাহেব ও হোটেলে এলেন এবং পরের দিন তিনি কলকাতায় যাবেন বললেন। আমাদের প্রস্তুত থাকতে বললেন। অমেরা এক রাতই গ্রাণ্ড হোটেলে ছিলাম। পরের দিন আগরতলায় সরকার নরসিংগড়ে একটি পলিটেকনিক স্কুলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আগর তলায় আমরা অবর্ণনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অধিকাংশের কাছে বিশেষ টাকা পয়সা ছিল না। পাকিস্তানী মুদ্রার বিনিময়ে হার দাঁড়িয়েছিল ১০০ টাকার স্থলে ভারতীয় ৪০ টাকা। অন্ততপক্ষে পোদ্দারদের কাছ থেকে আমরা এ হারই পাচ্ছিলাম। সে সময় আমার চিন্তা হল কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, যাঁরা দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, তাঁদের জন্য অর্থনৈতিক সংগতির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। প্যারিসে আমার কিছু পরিচয়ের সূত্র ছিল। একাডেমী ফ্রাঁন্স- এর সদস্য এবং বিখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী এবং কবি পীয়ের ইমানুয়েলকে আমি চিনতাম। তাঁর কাছে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। আমার চিঠি পীয়ের ইমানুয়েল পান ১৭মে তারিখ। ১৯ মে তারিখে ইমানুয়েলের পক্ষ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পাই। টেলিগ্রামের ভাষা ছিল নিম্নরুপঃ ‘‘পীয়ের ইমানুয়েল আপনার চিঠি পেয়েছে। চিঠির অংশবিশেষ প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশের অনুমতি চাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি ঘটবে’’। পরবর্তী চিঠিতে প্যারিস থেকে ষ্টিফেন স্পেনডারের ঠিকানা আমার কাছে পাঠানো হয়। তখন তিনি কানেকটিকাটে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন। বিখ্যাত স্পেনীয় দার্শনিক সালভাদর মাদারিয়গার ঠিকানাও আমি এভাবে পাই। এদের দু’জনের কাছে ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি চিঠি লিখি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সহানুভূতি কামনা করি। পীয়ের ইমানুয়েল বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জন্য আবেদন জানান। অবশেষে International Association for cultural freedom এর সভাপতি মিং শেফার্ড ষ্টোন আমাকে জানান যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাদের সাহায্যের জন্য পঁচিশ হাজার ডলার অনুমোদন করেছে। এ টাকা ‘‘The writers , scholars ,and Intellectuals who have forced out of their land into India ” তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে।

মে মাসের শেষে আমি কোলকাতায় যাই এবং পাম এভিনিউতে ব্যারিস্টার এ সালামের বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকি। সালাম সাহেবের ওখানে বাংলাদেশের তিনজন ছিলাম আমি, মওদুদ আহমদ এবং সাদেক খান। কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন আমার পুরনো বন্ধু বোম্বের এ বি শাহ। এ বি শাহ Secularist পত্রিকার সম্পাদক এবং Quest পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। এ বি শাহ কলকাতায় আসেন ৮ই জুন। সে তারিখে রাত্রে গ্রাণ্ড হোটেলে তাঁর সংগে আমার যোগযোগ হয়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রদত্ত টাকা যথাযথভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করি। কমিটির সভাপতি হন জাষ্টিস এস এম মাসুদ এবং সদস্য থাকেন অন্নদা শঙ্কর রায়, আমি, ডঃমল্লিক,সুশীল ভদ্র এবং সুশীল মুখার্জী। জাষ্টিস মাসুদ কর্তৃক অনুমোদিত ২১শে জুন তারিখের বুদ্ধিজীবীদের যে তলিকা আমার কাছে আছে তার মধ্যে জুন মাস থেকে দেশ স্বাধীন হবার সময় পর্যন্ত প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে যাঁরা সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের নাম আছে । এ নামগুলো হচ্ছে ডঃ এ আর মল্লিক, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃমাহমুদ শাহ কোরায়শী, ডঃ মোশাররফ হোসেন,ডঃকাজী আবদুল মান্নান, মিঃ ওসমান জামাল, মিঃআলী আশরাফ মাসুদ, মিঃআবু জাফর, অনুপম সেন, ডঃ মোতিলাল রায় , ডঃ বেলায়েত হোসেন, শওকাত ওসমান, বুলবুল ওসমান, গোলাম মোর্শেদ, আবদুল হাফিজ, ডঃফারুক আজিজ খান, ডঃজিয়াউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, বদরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মাহবুব তালুকদার, সাদেক খান, ডঃস্বদেশ বোস, ডঃমযহারুল ইসলাম , মোস্তফা মনোয়ার । এই তালিকায় পরে আরো অনেক নাম যুক্ত হয়েছিল যারা জুন মাসের পর কোলকাতায় এসেছিলেন। সে নাম গুলো আমার কাছে নেই। এদের মধ্যে ডঃ মুসলিম হুদার নাম মনে পড়েছে। আরো ক’জনের নাম মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে একজন ডঃমফিজউদ্দিন আহমদ, আরেকজন ডঃসফর আলী আকন্দ এবং ডঃসালেহ আহমদ।

২৫শে জুন এ সাহায্য সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি International Association for Cultural এর ভারতীয় শাখার director of programme এ, বি শাহ কর্তৃক পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল তার হুবহু প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

INTERNATIONAL ASSOCIATION CULTRAL FREEDOM

June 25,1971

For the favor of publication

The International Association for Cultural Freedom has made a special grant of 25,000 to provide assistance to emigre schools, intellectuals and writers from Bangladesh , the grant has been made from the fund for Intellectuals that the Association created in 1968 in the wake of soviet occupation of Czechoslovakia .

The grant will be operated by a Committee for Assistance to Bangladesh Intellectuals format for the purpose by the LACF office in India .the Committee consists of Mr . Justice S.A. Masud of Chancellor of Chittagong University, Professor Syed Ali Ahsan, Head of the Department of Bengali in Chittagong University and former Director of the Bengali Academy in Dacca, professor A .B . Shah , Director of Programmes of the LACF in India , Mr .Sushil Bhadra, Mr Sushil Mukherjea , social workers from Calcutta .

The Committee has already provided ad hoc financial assistance to 25 scholars from Bangladesh and is preparing a comprehensive list of others who have emigrated to India . The Committee is also trying to persuade some of the Indian Universities to offer

temporary assignments to Bangladesh scholars and secure the cooperation of India publishers to facilitate the publication of their manuscripts .

The Committee is also sponsoring a special issue of Quest, the well know intellectual and cultural journal , to be edited by Dr. A R Mullick and professor Syed Ali Ahsan .

Scholars , Writers and intellectuals from Bangladesh are requested to contact Mr. Sushil Mukherjea at the Committee's office at p 542 Raja Basanta Roy Road , Calcutta 29.

sd / - A. B. Shah
Director of Progammes , India .

এ সময় মিসেসী লী থ (Lee Thaw) নামক এক ভদ্রমহিলা কোলকাতায় আসেন এবং ওবেরয় গ্রাণ্ড হোটেল অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমিতির (International Refugee Organisation) প্রতিনিধি। তিনি লোককদের জন্য কিছু সাহয্য এনেছিলেন। তার অর্থদানের পাত্র ছিল সৃষ্টিধর্মী লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক। ৫-৭-৭১ তারিখ আমি মিসেস থ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে লেখক এবং সাংবাদিকদের একটি তালিকা তাকে প্রদান করি। সে তালিকা অনুসারে যারা পূর্বের সাহায্য সংস্থা থেকে কিছু পাননি এবং সৃষ্টিশীল লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিক তাদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ১১জন লেখক, শিল্পী এবং সাংবাদিককে ৫হাজার ৮শত টাকা দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২২হাজার ৫শত টাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। যারা সাহায্য পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে শিল্পী কামরুল হাসান, জহীর রায়হান, অভিনেত্রী সুমিতা এবং আরো অনেক ছিলেন। তবে একটি কথা এখানে না বললে অন্যায় হবে তা হচ্ছে লেখক ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ প্রথমে সাহায্য নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তার চেয়ে ও দুঃস্থ কোন লেখক এবং সাংবাদিকের আনুকূল্যে অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এ সময়ে আরেকটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা কোলকাতায় উপস্থিত হয়। উক্ত সংস্থা বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর সংগে যোগাযোগ করেন। এই সংস্থার নাম ছিল International Rescue Committee সংক্ষেপে I. R. C । উক্ত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ইহুদীদের প্রতিষ্ঠান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ থেকে যে সমস্ত ইহুদী পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, মূলতঃ তাদের সাহায্যের জন্য এ সংস্থাটি গড়ে ওঠে। আমাদের দুর্দশার সময় সংস্থাটি যখন কোলকাতায় আসে তখন এদের পশ্চাদভুমি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। যাই হোক, জনাব হোসেন আলী এ সংস্থার সংগে ডঃ মল্লিকের যোগসূত্র ঘটিয়ে দেন এবং তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সকলের সংগে পরামর্শ করে এই অর্থ বরাদ্দ করবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ সাহায্য পাবার ফলে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভস নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হই । আর্কাইভস- এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন ডঃ মল্লিক এবং আমি সভাপতি হয়েছিলাম। মোট ১৬ জন ব্যক্তি আর্কাইভস- এর কর্মপরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র এবং আমার সহকারী হিসাবে আর্কাইভস - এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আবু জাফর (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। আর্কাইভস ভারতীয় এবং বিদেশী সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সংক্রান্ত যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হত তা সংগ্রহ করতো। এই সংগৃহীত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করে একটি হওয়ার পর আমি বাংলাদেশ সরকারের আর্কইভস - এ দিয়ে দিয়েছি। আর্কাইভস এর পক্ষ থেকে একটি রেফারেন্স লাইব্রেরী সার্ভিস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাব এ পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়নি। ডঃ মযহারুল ইসলাম আই আর সি- র কাছ থেকে একটি অনুদান নিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত

বিবিধ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে ‘‘লোকলোর ’’সংগ্রহের জন্য । এই লোকলোর সংগ্রহের কাজে মযহারুল ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

এ সময় কোলকাতায় বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশ তথ্যানুসন্ধান কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সম্পাদক ছিলেন শ্রী শৈবালকুমার গুপ্ত । মূলতঃ এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে উক্ত দেশকে পুরোপুরি ইসলামী দেশ বানানো । তাঁর মুদ্রিত প্রশ্নাবলীর একটি প্রশ্ন ছিল ‘‘বাছিয়া হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠনের পরিকল্পনা ছিল এমন অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে কি? হিন্দু সম্পত্তি লুঠ হইয়া থাকিলে কাহারা করিয়াছে’’? আমার সংগে সে সময় ডঃ রমেশ মজুমদারের যোগাযোগ হয় এবং আমি তাঁর এই তথ্যানুসন্ধান ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করি। সৌভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যারা চলে এসেছিলেন এমন সব হিন্দুরা ডঃমজুমদারের সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধানের প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা অত্যাচার হয়ে ভারতে আশ্যয় নিয়েছে তারা হিন্দু ও নয়, মুসলমান ও নয়, তারা বাংলাদেশী এবং সকল বাংলাদেশী সম্মিলিত ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত। শেষ পর্যন্ত ডঃ রমেশ মজুমদার তাঁর সাম্প্রদায়িক অনুসন্ধান তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে ডঃ মজুমদারের লোকেরা ক্যাম্পে অবস্থানরত সাধারণ হিন্দুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তারা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আসেননি এবং তারা সাধারণ হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য রেখেছিলেন।

২৩শে জুলাই আমি বাঙালোর শহরের গান্ধী স্মারক নিধির আমন্ত্রণক্রমে বাঙালোরে যাই এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করি। বাঙালোর এবং মহীশুরে আমি বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর মোট দশটির মত বক্তৃতা করি। বাঙালোরে গান্ধী স্মারক নিধির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তারা বাংলাদেশের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

১লা আগস্ট তারিখে ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি বাংলাদেশের ওপর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি ছিলেন এবং ঔপন্যাসিক নরেন্দ্র নাথ মিত্র সভাপতি ছিলেন ।

১৪ থেকে ১৬ই আগস্ট দিল্লীতে জয় প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশর ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার আহ্বান করেন উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যর্থাথ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত করা। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ মল্লিকের নেতৃত্বে দশজন সদস্য দিল্লীতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে আমি ছিলাম, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ ছিলেন, ডঃ স্বদেশ বোস, ডঃ মোতিলাল লাল, মিঃ ওসমান, জামাল, মিঃ সাদেক খান, মিঃ মওদুদ আহমদ, মিঃ আলমগীর কবীর ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ১১তারিখ বিখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত প্রফেসর গলব্রেইথ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। সার্কাস এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশনে সাক্ষাৎকারটি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃমল্লিক, ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, ডঃআনিসজ্জামান এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্ভবতঃ আরো কয়েকজন ছিলেন আমরা এখন তাঁদের নাম স্মরণ নেই। গলব্রেইথ সাহেব বাংলাদেশ থেকে আগত বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন । আমরা বিনয়ের সংগে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করি । আমরা তাঁকে সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সংগে জানাই , আমাদের উদ্দেশ্য হচেছ স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়লাভ করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করা, আমাদের উদ্দেশ্য স্থায়ীভাবে বিদেশে পুনর্বাসন নয় । যখন গলব্রেইথ সাহেব আমাদের সামনে এ প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন সে সময় আমেরিকার হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয় একটি কমিটি

গঠিত হয়। উক্ত কমিটির নাম ছিল HARVARD SUMMER SCHOOL COMMITTEE EAST PAKISTAN REFUEES। এখবরটি প্রকাশিত হয় The Harvard Crimson নামক পত্রিকার ৩০ শে জুলাই সংখ্যায়।

২৯ আগস্ট থেকে ৭সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোলাকাতায় মহাজাতি সদন ভবনে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ - এর লোকগাথা অবলম্বনে কবি চন্দ্রবতী নামক একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এ অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্র জন্মশবার্ষিকী ও অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯ আগস্ট বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উদ্বোধন করি । উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য ডঃ অম্লান দও।

এ সময় হার্ভার্ড গ্রুপ- এর পক্ষ থেকে অর্থনীতিবিদ গুস্তাভ পাপানেক কোলকাতায় আমার সংগে যোগাযোগ করেন এবং কয়েকদিন বিস্তারিত আলোচনার পর একটি প্রস্তাব ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এর কাছে পেশ করেন। প্রস্তাবটি মেমোরেণ্ডাম আকারে ছিল এবং নাম ছিল ‘The longer term problem of Bengali refugee Intellectuals’। মেমোরেণ্ডামে পাপানেকের স্বাক্ষরের তারিখ হচ্ছে ১লা জুলাই ১৯৭১ । পাপানেকের এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। শুধু উচ্চতর গবেষণার জন্য বাংলাদেশের দু’ জন শিক্ষককে তিনি আমেরিকার অধ্যয়নের বৃত্তি দিতে সক্ষম হন। পাপানেক তাঁর মেমোরেণ্ডাম ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের জর্জ জাইগেনষ্টাইন-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

কোলকাতায় ওরিয়েন্ট লংগম্যানস এ সময় ‘বাংলাদেশ ষ্টোরি’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং আমি তাঁদের সংগে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি ।আমার সাথে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন টি মেলবুনি আমাকে অষ্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সংগে আমার আলোচনা হয়। ১১নভেম্বরে আমি অষ্ট্রেলিয়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু অবশেষে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আমি যাত্রা স্থগিত রাখি। শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রফেসর মেলবুনি অষ্টেলিয়ার মেলবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ষ্টাডিজ বলে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ইনষ্টিটিউট শেষ পর্যন্ত হয়নি।

বিখ্যাত ফরাসী সংবাদপত্র La Monde (লা মঁদ) এ সময় আমার সংগে যোগাযোগ করে এবং জানায় যে তারা বাংলাদেশের কবিতার ওপর একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। ১০ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সংখ্যায় লা মঁদ বাংলাদেশের কিছু কবিতার অনুবাদ এবং আলোচনা পত্রস্থ করেন। সেখানে আমার ‘প্রতিদিনের শব্দ’ কবিতার ফরাসী অনুবাদ মুদ্রতি হয়েছিল। বোম্বই এর Quest পত্রিকা বাংলাদেশ সংখ্যা প্রকাশ করে। উক্ত সংখ্যায় আমার একটি আলোচনা ছিল এবং একটি কবিতা ছিল। আমার প্রবন্ধটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ওপর এবং বাংলাদেশের জনগনের স্বাধীনতার আগ্রহ এবং তাৎপর্যের ওপর।

সবশেষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে ‘ইসলামের দৃষ্টিতে’ এই নামে কতকগুলি কথিকা প্রচার করি। উক্ত কথিকাগুলোর মধ্যে আমি কোরান শরীফ এবং হাদীস থেকে উদাহরণ উপস্থিত করে প্রমান করার চেষ্টা করেছিলাম যে’ বাংলাদেশের জনগনের প্রতি পাকিস্তানীদের আচরণ সর্বতোভাবে ইসলামবিরোধী। আমার আলোচনাগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল বলে শুনেছি এবং বাংলাদেশের মানুষ সেগুলো শুনেছেন এবং উৎসাহিত বোধ করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি কবিতাও পাঠ করেছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বেতার কেন্দ্রের দান যথেষ্ট। শুধুমাত্র উচ্চারিত বাণীর সাহয্যে মানুষের চৈতন্যকে যে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দিয়েছিল।

আমি স্বাধীনতার সংগে সংগে দেশে ফিরতে পারিনি। তখন সকলেই দ্রুতগতিতে দেশমুখী হচ্ছিলেন তাই ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এ পর্যায়ক্রমে সকলের ব্যবস্থ হয়েছিল। আমি জানুয়ারি মাসের ১১তারিখে দেশে ফিরেছি। দেশে ফিরে মনে হয়েছিল একটি নতুন প্রত্যুষে আমি যেন নতুন সূর্যোদয় দেখেছি। ঠিক সেই মুহুর্তের মানসিক অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করতে পারব না। একটি নতুন চৈতন্যের প্রান্তরে আমি নিজকে উপস্থিত দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

সৈয়দ আলী আহসান
১৯এপ্রিল , ১৯৮৪

ডঃ অজয় রায়

২৫ শে মার্চের কাল রাত্রিতে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের চাতুরিতে ঢাকায় শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়ার জানোয়ার মুখ উন্মোচিত হল। শুরু হল অপারেশন সার্চলাইট, হল নয় মাসব্যাপী গণহত্যাযজ্ঞের উদ্বোধন- বাংলার রক্তে, বাঙালীর রক্তে।

কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিকট কানফাটা গর্জনে সে রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়িছিল। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে গিয়েছিল জানালার কাঁচ। আর্ত মানুষের অসহায় চীৎকারকে ছাপিয়ে সারারাত ধরে শুনছিলাম আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ, ট্রাক ও ট্যাঙ্কের পদাচরণ ধ্বনি। শঙ্কিত চিত্তে আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহুর্তে পৈশাচিক বাহিনীর উপস্থিতি। বুঝতে কষ্ট হয়নি সারারাত ধরে কিসের হোলি উৎসব- কাদের রক্তে ঢাকার রাজপথ পরিণত হচ্ছে রক্ত নদীতে।

যা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম অবেশেষে তাই ঘটল। সারাদেশের সাথে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও অপেক্ষা করছিলাম উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে ইয়াহিয়া মুজিবের আলোচনার ফলাফল। অসহায়ভাবে লক্ষ্য করছিলাম ইয়াহিয়া সরকারের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। আমরা আশঙ্কা করছিলাম এ ধরেনের এক ভয়ংকর পরিস্থিতি, অনুমান করেছিলাম আসন্ন গণহত্যার পূর্বাভাষ। তাই মার্চের ২২/২৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে গণহত্যার পূর্বাভাষ জানিয়ে আমরা প্রেরণ করেছিলাম জরুরী বার্তা ইউ, এন ও-র সেক্রেটারি জেনারেল ও বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে। আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

সে রাত্রে পাকিস্তানের বীর জোয়ানেরা কত বাংগালীকে হত্যা করেছিল তার সংখ্যা হত্যাকারীরা ও বলতে পারবে না। শুধু এটুকু জানি- রাজারবাগে শত শত পুলিশ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে নীলক্ষেত কমলাপুর এলাকার শত শত বস্তিবাসী, আত্মাহুতি দিয়েছে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের অসহায় ছাত্ররা, রাস্তার অসহায় নিরস্ত্র মানুষ আর রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড তৈরীরত শত শত সাধারণ মানুষ ও অকুতোভয় শ্রমিকেরা।

সব রাতের শেষ আছে। ২৫ শে মার্চের কালরাত্রিও এক সময় পোহাল। দূরাগত আজানের ধ্বনি ভেসে আসল। না- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে সেদিন আজানের ধ্বনি উচ্চরিত হয়নি সাহস পাননি নামাজের আহ্বান জানাতে ধর্মপ্রাণ মুয়াজ্জিন। যেন মনে হল দূরাগত ঐ আজানের ধ্বনি মধ্যে সারা বাংলাদেশের কান্না ঝরে পড়ছে। এমন বিষদ আর ক্রন্দনময় আজান ধ্বনি জীবনে শুনিনি।

রাত পোহাল, সকাল হল, ২৬শে মার্চের সকাল। সূর্যদেব কি সেদিন আমাদের সাথেও কেঁদেছিল, না রোষে গর্জন করে ছড়িয়েছিল দাবাগ্নি! পর্দা সরিয়ে দেখলাম আমাদের এলাকায় বেশ কিছু সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উপস্থিত। দেখলাম মাঠের এককোণে জড় করা কয়েকটি মৃতদেহ, চোখের সামনে টেনে নিতে দেখলাম পাশের

ভবনে একতলার অধিবাসী মুকতাতিদরের মৃতদেহ। কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ এল এলাকাবাসীদের প্রতি- অবিলম্বে কালপতাকা আর বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলার। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম জনৈক সৈনিক আমাদের ভবন শীর্ষ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। ভবনটি কেঁপে উঠল। মনে পড়ে গেল আমাদের ভবন শীর্ষেও বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, ছেলেরা ২৩ মার্চ তারিখে উত্তোলন করেছিল আর নামায়নি। অতি সন্তর্পণে মিলিটারীর চক্ষু এড়িয়ে ছাদে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে পতাকাকে ধীরে নামিয়ে আনলাম। মুহূর্তে চিত্ত বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছিল। ভেবেছিলাম এই পতাকা কি আবার কোনদিন তুলতে পারব।

দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডঃ মুর্তজাকে দিয়ে ও আরও কয়েকজনকে দিয়ে আমাদের ভবনের দিকে এল। আতঙ্কে অপেক্ষা করছিলাম যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুদূতের আগমন। নীচের তলায় লোকজন ছিল না কিছুক্ষণ দরজায় লাথি মারল, সৌভাগ্য ওরা চারতলা পর্যন্ত উঠে এল না। একটু পরে লাশগুলি নিয়ে আমাদের উদ্দেশে পুনর্বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে ওরা স্থান ত্যাগ করল । আমরা বাচঁলাম।

রেডিওতে ঘোষিত হল, অবাঙালী কণ্ঠে, কর্কশ আর ভাংগা বাংলায় , সারাদেশ কঠোরভাবে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়েছে, রাস্তায় বা ঘরের বাইরে দেখা মাত্র গুলি করা হবে। পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেংগে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ম্লান মুখে সহধর্মিণী পাশে এসে দাঁড়াল। উদ্বেগ ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল 'বঙ্গবন্ধুর' খবর কি? কি জবাব দেব! আমি ও ভাঁবছিলাম তার কথা। পেরেছেন কি নিজেকে বাঁচাতে? নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছেন কি! ভাবছিলাম অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা, ছাত্র নেতাদের কথা। পরে সন্ধ্যায় শুনলাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রেডিও ভাষণ- সমগ্র পরিস্থিতির জন্য বাংগালী, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করে কুৎসিৎ ও অশালীণ ভাষায় আক্রমণ করলে। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন The man and his party are enemies of Pakistan He had attacked the solidarity and integrity of Pakistan this crime will not go unpunished'' সেই কণ্ঠ এতদিন পরে আজ ও আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

এত নিরাশার মধ্যেও আশার আলোর ঝলকানি বয়ে আনল 'আকাশবাণী'- ভেসে এল রেডিও তরংগে মধুর আশ্বাসবাণী ''সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। আকাশবাণী জানাল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার আশেপাশে, রংপুর, দিনাজপুর ,কুষ্টিয়া, য়শোর, চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালী মুক্তিফৌজের যুদ্ধ চলছে। রাত্রে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা ও শোনাল একই বার্তা। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ও আশ্বস্ত হলাম, না,বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে । মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

পরদিন ২৭শে মার্চ। কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল। ভীতসন্ত্রস্ত চিত্তে ছুটে গেলাম জগন্নাথ হলে ছোট ভাই বাবুর খোঁজ। বাবু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্র লীগের একজন সক্রিয় কর্মী। সারা হল এলাকা জনশূন্য-হল ভবনগুলি বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, রক্তাপ্লুত। নরমেধযজ্ঞের সাক্ষ্য হিসাবে তখন ও সিঁড়িতে, ছাদে, বিভিন্ন কক্ষে এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ, বেয়োনেটবিদ্ধ অসংখ্য ছাত্রদের লাশ। রক্ত, মৃতদেহ আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সামনে মাঠে সদ্যখাদিত এক গণকবর- অনেকেরই হাত পা বেরিয়ে রয়েছে। তখনকার মনোভাব আজ আর বুঝাতে পারবো না কেমন একটা আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বাবুর দোতালার ঘর পর্যন্ত। সারা ঘর বিপর্যস্ত রক্তাক্ত। পেলাম না তার মৃতদেহ সন্ধান। বুঝলাম বাবু আর ও অনেকের সাথে গণকবরের অভ্যন্তরে শায়িত।

দেখা করলাম তখন ও জীবিত গৃহ শিক্ষকদের সাথে- রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ নাথ, জগন্নাথ হলের নরমেধযজ্ঞের একজন নীরব সাক্ষী, দেখা হল সংস্কৃতির অধ্যাপক রবীন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের সাথে। মুখে কার ও কথা নেই, এরা সবাই দিশেহারা, স্তব্ধ, জীবন্মৃত। দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলে পথে নেমে পড়লাম। ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা- জগন্নাথ হল মিনার এলাকা, ইকবাল হল,

নীলক্ষেত এলাকা ঘুরে দেখলাম। খবর সংগ্রহ করলাম যথাসাধ্য। সব এলাকা অত্যাচারক্লিষ্ট। রমনা কালীবাড়ী, আনন্দময়ী আশ্রয়, শিববাড়ী, কোন এলাকাই রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি রোকেয়া হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর আবাস এলাকাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ভবন ও শক্তির দাপটের সাক্ষ্য বহন করেছে।

পথে পথে মিলিটারী- চোখ চোখ তাদের দানবীয় দৃষ্টি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়েছে ঘৃণা। তার মধ্য দিয়ে ক্লান্ত- ম্লান বিষণ্ণ মুখে ফিরে এলাম বাসায়। এলাকা প্রায় জনশূন্য। সহকর্মীরা চলে গেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। উদ্বিগ্ন মাতা, উৎকণ্ঠিতা স্ত্রী জানতে চাইলেন আমরা কোথায় যাব? বুঝতে পারছিলাম নিরাপত আশ্রয়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় যাব? ঢাকার, বাংলাদেশের কোন স্থান আজ নিরাপদ? একবার ভাবলাম নদীর ওপারে জিঞ্জিরার দিকে যাওয়ার, যেদিকে সবাই যাচ্ছে। কিন্তু মিলিটারী চক্রব্যূহ ভেদ করে হাঁটাপথে সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি অনেক, আর সেদিকের ও যেকি অবস্থা কে জানে। পরে শুনেছিলাম পলায়নপর নিরস্ত্র জনতার ওপর সদরঘাট এলাকায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে অসংখ্য নরনারী- এই পিশাচ বাহিনী।

বেলা বারোটার দিকে এলেন সহকর্মী অধ্যাপক রফিকুল্লাহ আমাদের খোঁজে। জানালেন তারা আশ্রয় নিয়েছে ওর বড় ভাইয়ের ওখানে- আমাদেরকেও সেখানে নিয়ে যেতে এসেছেন। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুনরাই কার্ফিউ জারী হবে, অতএব আর দ্বিধা না করে একরকম এক বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করলাম।

সেই কাল রাত্রিতে ও পরদিন জগন্নাথ হল ও তার আশেপাশের এলাকায় যে নির্মমতম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী জগন্নাথ হলের তৎকালীন ছাত্র কালীরঞ্জন শীল হলে থেকে ও সেদিন অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

শ্রী শীল সেই রাত্রে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলে ও পরদিন সকালে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে ও অন্যান্য অনেককে দিয়ে জগন্নাথ হল ও আশেপাশের এলাকা থেকে লাশ বহন করানো হয়েছিল। মিলিটারীর আনাগোনা কমলে তিনি সুইপারদের বস্তিতে একটি বাথরমে লুকিয়েছিলেন। পরে জনৈক ব্যক্তি সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বুড়িগংগার তীরে পৌঁছে দেয়। জগন্নাথ হলে আক্রমণের আর একজন সাক্ষী ঐ হলের গৃহশিক্ষক শ্রী গোপাল কৃষ্ণনাথ।

সেদিন পচিঁশে মার্চের রাত্রিতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের' মেঠোকর্মিরা ও অধিনায়কগণ অপারেশন সম্পর্কে অয়ারলেসের মাধ্যমে কথোপকথন করেছিলেন তা জনাব জামিল চৌধুরী (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীর পরিচালক) ও আর ও কয়েকজন রেকর্ড করেন।

২৭ শে মার্চ থেকে শুরু হল আমার পলাতক জীবন, আত্মগোপনের পালা। ঢাকার নানা স্থানে কখনও সপরিবারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছি। পরে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসে একাধিকবার মিলিটারী আমার সন্ধানে গিয়েছিল। বহুবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। তবু সাহস করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি সে সময়, দেখেছি ওদের অত্যাচারের নানা রুপ অসহায়ভাবে। ওদের নারকীয় কাণ্ডকারখানা আর অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেই দুঃসময়ে ঢাকার আত্মগোপনে যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আমাকে এবং আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, নানাভাবে সাহায্য করেছিল তাদের কথা কোনদিন ভুলব না। ভুলব না ডঃ আজাদের কথা, ডঃ ওবাইদুল হকের কথা, ডঃ মুর্তজার কথা, অধ্যাপক এ, বি এম হবিবুল্লাহর কথা।

অনেকবার বিপদের মধ্যে পড়েছি। একদিনের কথা বলি- দিনটি ছিল ১১ই এপ্রিল। ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকায় এক পরিচিত বন্ধু পাট ব্যবসায়ীর ওখানে সপরিবার আশ্রয় নিয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। বিকাল সাড়ে তিন বা চারটার দিকে একটি মিলিটারী জীপ কয়েকজন সেপাই ও অফিসারসহ বাসায় এল। আমরা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কাকুল চিত্তে অন্দরমহলে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণপরে পরে ওরা চলে গেল। গৃহকর্তা জানালেন ওরা জানতে চাইল এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক আশ্রয় নিয়েছে কিনা।

গৃহকর্তা অনেক কষ্টে তাদের বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন অন্ততঃ সাময়িকভাবে। তিনি আরও জানালেন আমাদের সেখানে আর থাকাটা নিরাপদ নয়। ভাবলাম আবার যদি তারা ফিরে আসে তবে সবাই বিপদে পড়ব। এদিকে বিকেল ৫টায় আবার কার্ফিউ বলবৎ হবে, নতুন আশ্রয় স্থল খোঁজার সময় নেই। বন্ধুকে জানালাম যে আজ রাতের জন্য আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসই হবে সবচাইতে নিরাপদ স্থান,কেননা, যদি ওরা আমরা সন্ধানেই এসে থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা ওখানে প্রথম খোঁজ করে এসেছে। ৫টার একটু আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় তখন শ্মশানের নীরবতা, জন প্রাণী নেই, দু'একটা কুকুর কেবল ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন বাতি না জ্বালিয়ে সেই রাতে আমরা কাটালাম ভয়ে ভয়ে।ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কোন বিপদ ঘটেনি।পরদিন আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধনে বেরিয়ে পড়লাম। আর একদিনের কথা- আজিমপুর এলাকায়। একটি গলির ভেতর একটি মেসে আশ্রয় নিয়েছি একা ।রাতে এগারটার দিকে বেশ হৈ চৈ- চারদিকে চুটাছুটি, বন্দুকের গুলি। কিছুক্ষণ পর বুঝা গেল সমস্ত এলাকা মিলিটারী কর্ডন করেছে ।ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে। মেসের অধিবাসী আমরা ক'জন আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করছি। কখন দুশমনদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আমাদের মেসে ওদের পদার্পণ ঘটেনি। পরদিন সকালে জানা গেল আশেপাশে এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন যুবক ও ছাত্রকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। ভাবলাম এদের মধ্যে ক'জন জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে !

২৭শে মার্চ সন্ধায় বিবিসি রেডিও অস্ট্রেলিয়ার বরাত দিয়ে জানাল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তিনি চট্টগ্রাম রয়েছেন। অপরদিকে রেডিও পাকিস্তান ক'দিন ধরেই বলে চলেছে শেখ সাহেবকে ২৬শে মার্চ তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২৮শে মার্চ বিকেল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা (শেখ সাহেবের পক্ষে) আমরা শুনলাম। এই দু'টি ঘোষণাই আমাদের বন্দী অসহায় জীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল বলাই বাহুল্য।

প্রায় প্রতিদিন কোন কোন এলাকায় নরহত্যা সংঘটনের খবর পেতে থাকলাম। শুনলাম ২৯শে মার্চ রাত্রে শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজার এলাকায় হিন্দু নরনারীদের শেয়াল কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিন সাহস করে একা একা তাঁতী বাজার গেলাম। সেখানে আমার পূর্বপরিচিত জগন্নাথ কলেজের প্রধান ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণ সাহা থাকেন তাঁর সন্ধানে। দেখলাম সারা এলাকা নিস্তব্ধ। ওর বাড়ী ফাঁকা। গলির মোড়ে এক পান বিড়ির দোকানে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওদের কথা। জানাল ওরা জিঞ্জিরায় চলে গেছে। নদীর ওপারে। সে আরও জানাল যে, তাঁতী বাজার আর শাঁখারী বাজার এলাকা এখন অবাঙালীরে দখলে, অধিকাংশ হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ী ওদের দখলে। আমাকে ওদিকে যেতে নিষেধ করল।শাঁখারী বাজার এখন 'টিক্কা খান রোড'।

২৮ শে মার্চ রাত্রে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে তোপ দেগে গুঁড়িয়ে দেয় হল ।আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক আমাদের সংগ্রামের প্রতীক এখন মসজিদে রুপান্তরিত। রিক্সা করে একদিন ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখলাম কারা যেন সবুজ রঙে বাংলা ও উর্দু বড় বড় হরফে লিখে রেখেছে ''মসজিদ-মসজিদ''। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক রাত্রে ডিনামাইট দিয়ে ঐতিহাসিক রমনা কালী মন্দির উড়িয়ে দেয় হল ধূলিস্যাৎ করা হলেআনন্দময়ী আশ্রম। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম মোহাম্মদপুর এলাকার অনেক বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। শোনা যেতে লাগল প্রতি রাত্রেই কোন না কোন অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে- এর সাথে চলছে লুটপাট, আর নারী নির্যাতন। শিশুরা ও বাদ পড়ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের ছাত্রীরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সারা ঢাকা শহর ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে একটি বন্দিশালায়।

এর মধ্যে আর একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। অবাঙালীদের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতিদিনই মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করতে শুরু করেছে পাক বাহিনী ও সরকারের

সমর্থনে। এদের অনেকেই চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত নৃশংসভাবে তথাকথিত অবাঙালী হত্যাকাণ্ড সর্ম্পকে অতিরঞ্জিত খবর পরিবেশন ও বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে শুরু করল। এর প্রতিক্রিয়া ঢাকাতে অনুসৃত হল আরও বাঙালী নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। শোনা যাচ্ছিল নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী নদীতে, ঢাকায় বুড়িগংগা নদীতে প্রতিদিনই অসংখ্য লাশ একত্রে বাঁধা অবস্থা ভেসে যায়। ঢাকা অবরুদ্ধ, বাংলাদেশ বাইরের জগতে থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। স্থির করলাম বাংলাদেশের প্রকৃত শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সম্পর্কে, গণহত্যা সম্পর্কে বহির্বিশ্বকে যে করেই হোক জানাতে হবে। নরহত্যা ও নির্যাতন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের একটি প্রতিবেদন তৈরি করলাম উপরোক্ত মেসের একজন রুমমেটকে দিয়ে। তার অফিস থেকে গোপনে কয়েক কপি টাইপ করলাম। যে করেই হোক এই প্রতিবেদন বাইরে পাঠাতে হবে। ডঃ আজাদের সাথে যোগাযোগ করলাম তাঁর প্রতিষ্ঠানে তখন ও ২/১ জন বিদেশী রয়েছন যারা এখনও ঢাকা ত্যাগ করেননি, তবে শীঘ্রই করবেন। একদিন বিকেলে ওদের একজনের সাথে ডঃ আজাদসহ দেখা করলাম। সবকিছু জানালাম এবং এ ব্যাপারে তার সহয়তা কামনা করলাম। তিনি সানন্দে রাজী হলেন এবং কিছু ছবিও তুলেছেন। এ সবই তিনি আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন এবং যাওয়ার সময় আরও তথ্য প্রদান করলে নিয়ে যাবেন সেখানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির সহায়তায়। এভোবেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের প্রথম কাজ শুরু হল। তিনিও জানালেন যে তিনি চলে গেলে ও একজনকে বলে যাবেন আমাদের সাথে যোগযোগ স্থাপনের জন্য।

এদিকে ২৬ শে মার্চ থেকেই নরহত্যার পাশাপাশি বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশর সর্বত্র পাক বাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।ইপিআর,পুলিশ,ইবিআর,প্রাক্তন সৈনিক, ছাত্র ,জনতার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয়ভাবে মুক্তিফৌজ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার মারফত স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।চট্টগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা মেহের পুর সীমান্তে মেজর ওসমানের নেতৃত্বে ;ময়মনসিংহে মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে;ব্রাক্ষণবাড়িয়া, আখাউড়া এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে; সিলেট অঞ্চলে মেজর দত্তের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এই নামগুলি সেদিন অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর ছিল প্রেরণার উৎস।তখনই স্থির করেছিলাম পাকিস্তানী অধিকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চাকুরী নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে কোন কাজ করাই হবে পবিত্রতম কর্তব্য। প্রথম দিকে স্থির করেছিলাম ঢাকাতেই আত্মগোপন করে অবস্থান করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ কারার চেষ্টা করব সীমিত সাধ্য নিয়ে। কেননা এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ টিকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। গেরিলা যুদ্ধই হবে আমদের ভরসা, আর এজন্য প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও থেকে যাওয়া। তাই সেই দুর্যোগকালে ও কয়েকজন সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম ঢাকায় থেকে প্রতিরোধের সপক্ষে কোন কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। কার ও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঢাকায় অবস্থান করাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রতিরাতেই ঢাকার কোন কোন এলাকা পাকিস্তানী হামলার শিকার হচ্ছিল।

বুঝতে পারছিলাম সপরিবার ঢাকায় আর থাকা নিরাপদ নয়। শুভানুধ্যায়ীরা বিশেষ করে ডঃআজাদ পরামর্শ দিলেন ঢাকা ছেড়ে মুক্তাঞ্চলে চলে যাওয়ার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অসুস্থ স্ত্রী আর বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে। ১১ই এপ্রিল আকাশবাণীর মারফৎ জানলাম মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছে-যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।পরে আগরতলায় আমার এক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা সঞ্জয়ের সাথে দেখা হওয়ায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা নোয়াখালী শহরে কিভাবে স্বাধীনতার কথা জানতে পারে। সে আমায় জানিয়েছিল যে,২৭শেমার্চ সকাল থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এ সম্পর্কে মাইকযোগে প্রচার করতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত একটি হ্যাণ্ডবিল জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।তার মতে বঙ্গবন্ধুর এই বাণীটি টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারীরা পান এবং তারা নেতৃবৃন্দকে জানান। এ ঘটনা থেকে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর

বাণীটি চট্টগ্রামে ধৃত হওয়ার পর টেলিগ্রাফ ও অয়ারলেসের কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তারা আবার অন্যান্য স্থানের সাথে যোগাযোগ করে। এই বাণী এভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হয়। আরও অনেকর কাছ থেকে একই ধরনের কথা শুনতে পাই।

২২শে এপপ্রিল।অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ যোগাযোগ করলেন একটি দুঃস্থ অসহায় হিন্দু পরিবারের জন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে। ভদ্রলোক একজন সরকারী চাকুরে। তাঁকে কয়েকদিন হল মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেননি। সকন্যা মহিলা বিপদে পড়েছেন। কন্যাটির প্রতি মিলিটারীর নজর পড়ছে।মিলিটারীর লোকজন প্রতিদিন আগাগোনা করছে, আর ভয় দেখাচ্ছে। টাকা দাবী করছে বাবাকে ছেড়ে দেবে এই বাবদে। মিসেস আব্বাসের সাথে যোগাযোগ করে ওদের একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম। আজিমপুরায় আমার এক পরিচিত হিন্দু সরকারী কর্মচারী পালাতে পারেননি, সরকারী নির্দেশে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালী তাকে ভয় দেখাচ্ছে, তারা বৈকালিক চা-পানের উদ্দেশ্যে। খবর পাঠিয়েছেন মেয়েটির জন্য কিছুদিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের।সুলতানার সাথে যোগাযোগ করলাম। ও রাজী হল মেয়েটির একটি সুব্যবস্থা করার। আজিমপুরায় যে মেসে থাকতাম সেখানকার একজন একদিন সন্ধ্যায় জানালেন- তাকে তার অফিসে জনৈক অবাঙ্গালী কর্মচারী ভয় দেখাচ্ছে যে তিনি মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছেন- টাকা চাইছে। স্থির করেছেন মুক্তাঞ্চলে চলে যাবেন, মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছেন।পরদিন সকালেই চলে যাবেন। সকালে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

স্থির হয়েছিল এপ্রিলের শেষে ঢাকা ত্যাগ করব। পুরানো এক রাজনৈতিক কর্মীবন্ধু মেসেজ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে মুক্তাঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য। আমার জন্য ঢাকায় থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নয়। বার্তাবাহক সব ব্যবস্থা করবেন।কিন্তু উদ্যোগ ব্যর্থ হল। মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। অর্ধপথ থেকে ফিরে এলাম আবার ঢাকায়। এবার অন্য সূত্র ধরলাম।দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ভিতরে এক গ্রামে আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক মামা থাকেন । সেখানে যাওয়া স্থির করলাম। ডঃওবাদুল হকের অফিসে ঐ অঞ্চলের কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল।সে খবর নিয়ে জানাল আমাদের আত্মীয়রা গ্রামে আছেন ওদিকে মিলিটারীর দৌরাত্ম্য নেই।মুক্তাঞ্চল বলা চলে।সে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে রাজী হল ।ওর নাম নুরুল ইসলাম। স্থির হল নারায়ণগঞ্জথেকে লঞ্চ বা নৌকায় আমরা ঐ গ্রামের দিকে যাব।ডঃআজাদ পরামর্শ দিলেন হিন্দু পরিচয়ে কিছুতেই যাওয়া যাবেনা। যেতে হলে মুসলমান পরিচয়ে।কিন্তুবিপত্তি হল মাকে নিয়ে। মা কিছুতেই প্রথম জিজ্ঞাসাতে মুসলমান নাম বলতে পারেন না ,মুখ দিয়ে আসল নাম বেরিয়ে আসে। অতএব স্থির হল আমরা রাস্তায় জিজ্ঞাসাবাদের পাল্লায় পড়লে নেটিভ ক্রিশ্চিয়ান পরিচয় দেব। নাম স্থির করার প্রয়োজন নেই। ক্রিশ্চিয়ানরা বাংলা নামেই পরিচয় দেয়। হলিক্রস কলেজের পরিচিত এক সিষ্টারের কাছ থেকে ‘ক্রশ’, কিছু বাংলা ও ইংরেজী বাইবেল ও অন্য পুস্তক যোগাড় হল।মা ও স্ত্রী ‘ক্রশ’ঝুলালেন গলায়। স্থির হল ১৫ই মে আমরা ঢাকা ত্যাগ করব। ডঃ আজাদ ওর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে পরিচয় পত্র জোগাড় করে দিলেন।

ঢাকা ত্যাগের কয়েকদিন আগে চক্ষু চিকিৎসক ডঃআলিম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি পূর্ব পরিচিতি অসহায় আন্দোলনের সময়েই তার সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁকে সব জানালাম। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে তাঁর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কোন পরিচয় নেই উপরন্ত তিনি চিকিৎসক, কাজেই ঢাকায় থাকা তাঁর জন্য অতটা বিপদজনক নয়। স্থির হল তিনি ঢাকায় আগত গেরিলাদের যোগাযোগকারী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করবেন। তাদের আশ্রয় ,প্রয়োজনে চিকিৎসা ঔষধ পত্রাদি যোগানোর ব্যাপারে- অন্যান্যদের সহায়তায়। ডঃআজাদের সাথে যোগাযোগ রাখার কথাও তাঁকে বললাম। আর ও কয়েকজনের সাথে এ ব্যাপারে দেখা করলাম। সরকার ঘোষণা করেছে ১লা জুলাইর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য। যাওয়ার কয়েকদিন আগে বিভাগীয় প্রধান ইন্নাস আলীর সাথে দেখা করলাম তাঁর আজিমপুরস্থ অস্থায়ী বাসভবনে। তিনি পাকিস্তানীদের গুলিতে

আহত হয়েছিলেন, তখন নিরাময়ের পথে। সাশ্রুনেত্রে বিদায় জানালেন, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে এল। ডঃআজাদ ও ডঃহক নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় জানাল- আশার বাণী উচ্চারণ করল আবার দেখা হবে- হয়তো মুক্তদেশে। ডঃআজাদকে আর একটি প্রতিবেদন হস্তান্তরিত করলাম বাইরে পাঠাবার জন্য। দেশ মুক্ত হবার পর অনেকের সাথে দেখা হয়েছিল কিন্তু এই নীরব দেশকর্মীর সাথে আর দেখা হল না। চিরতরে তিনি হারিয়ে গেলেন। পথে কোন বিপদ হয়নি। কেবল পাগলার ওখানে আমাদের গাড়ী আটকিয়ে জনৈক মিলিটারী অফিসার আমার পরিচয় ও কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করেছিল। মাকে দেখিয়ে বলেছিলাম ওঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনিয়েছিলাম- গ্রামে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা মুক্তি পেলাম। নদীর ধারে গেলাম অসংখ্য লাশ পড়ে রয়েছে। চারদিকে শকুনের উল্লাস। অনেকগুলি নারায়ণগঞ্জ অভিমুখি বাস আটকানো- যাত্রীদের পথের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। শেষ পর্যন্ত ওদের কি হয়েছিল জানি না।

অবশেষে নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ ও নৌকাযোগে আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছালাম নূরুল ইসলামের সহয়তায়। আসবার সময় শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীতে ভেসে যেতে দেখলাম অসংখ্য মৃতদেহ নূরুল ইসলাম জানাল দিন কয়েক আগে নারায়ণগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকায় মিলিটারী অপারেশন হয়েছে- এ তারই ফলশ্রুতি।

আমাদের আত্মীয়রা আমাদের গ্রহণ করল সাদরে। অনেকদিন পর মার মুখে দেখলাম আশ্বস্তির ঝিলিক। দাউদকান্দি থেকে বেশ কয়েক মাইল গভীরে গ্রামটি।যাতায়াতের সুবিধা নেই তাই আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের একটি ভাল আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।গ্রামবাসীদের অনেকে এবং আশেপাশের গ্রামসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে পলাতক এবং স্থানীয় ছাত্র আমার সাথে যেগাযোগ করল- ঢাকার অবস্থা জানতে চাইল। ওরা জানাল যে আশেপাশের গ্রাম মিলে ওরা একটি ছোটখাটো মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।কিন্তু প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের বড্ড অভাব। পরামর্শক্রমে ঠিক হল আপাততঃ সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এখন কেবল সংগঠন গড়ে তোলা আর চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ করে দাউদকান্দিতে ঘাঁটি স্থাপন করা পাক বাহিনীর গতিবিধির ওপর। স্থির হল ১০/১২ জনের একটি দল ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে চলে আসবে। ওরা ফিরে এলে আর একটি দল যাবে এবং ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া চলবে যতদিন না স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।

কয়েকদিন গ্রামে কাটালাম। একদিন রাতে দাউদকান্দি কুমিল্লা মহাসড়কের দু;পাশে কয়েকটি গ্রামে মিলিটারী অপারেশন চালাল। এর ঢেউ আমাদের গ্রামেও এসে লাগল । গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ । আমার আত্মীয়রাও স্থির করল ওরা ভারতে চলে যাবে কিছু দিনের মধ্যেই। তাই স্থির করলাম ভারতে গিয়েই মুক্তিযদ্ধের পক্ষে কাজ করার। স্থির হল ২২শে মে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। স্থানীয় মুক্তিবাহির একটি ছোট দল আমাদের সাথে যাবে তবে ওরা ভিন্ন পথে, আমরা মিলিত হব সি এণ্ড বি রোড পার হয়ে গোমতী নদীর ওপারে। গভীর রাত্রে একজন পথ প্রদর্শক সাথে নিয়ে আমরা আবার পথে নামলাম। দীর্ঘপথ কখনও হেঁটে, কখনও নৌকাযোগে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম চান্দিনার কাছে এক গরীব নাপিতের বাসায়। পরদিন রাত্রে আমরা অতিক্রম করলাম সবচাইতে বিপজ্জনক পথ চান্দিনা-কুমিল্লা রোড এবং পরে সি এণ্ড বি রোড। অতিক্রম করলাম গোমতী নদী ,ওপারে মুক্তিবাহিনীর দলটির সাথে দেখা হল। আমরা সেখান থেকে বুড়িচং হয়ে নয়নপুরের কাছ দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করলাম। প্রণাম জানালাম দেশের মাটিকে। চোখে জল এল। ভাবছিলাম আবার কি ফিরে যেতে পারব জম্মভূমির কোলে। দুপুরে আমরা পৌঁছালাম সীমান্ত শহর সোনামুড়ায় ২৪শে মে। ছোট শহরে ভরে গেছে বাংলাদেশ থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীতে। আপাততঃআশ্রয় পেলাম স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোনের বাসায়। দেখা হল আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সংসদ সদস্য অধ্যাপক খুরশীদ আলমের সাথে। তিনি পূর্বপরিচিত। মুক্তিবাহিনীর ছোট দলটির আগমনের

উদ্দেশ্য ওকে জানালাম, ওরা আশ্রয় পেল যুবশিবিরে। কয়েকদিন অধ্যাপক আলমের সাথে কাজ করলাম রিক্রুটিং সেন্টারে। দলে দলে যুবকরা আসছে সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। এদের রাজনৈতিক মতবাদ ভিন্ন, কিন্তু মাতৃভূমি উদ্ধারে দৃপ্ত শপথে সকলেই বলীয়ান। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সদাসতর্ক যেন উদ্বাস্তুদের সাথে পাকিস্তান চর বা গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ না করতে পারে। একদিনের ঘটনা- বিকেলে থানা থেকে জনৈক পুলিশ এসে আমাকে জরুরী প্রয়োজনে থানায় নিয়ে এল থানা অফিসার জানালেন যে তারা গোয়েন্দা সন্দেহে কয়েকজনকে আজ আটক করেছে- সবাই পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে। আমি সনাক্ত করতে পারি কি না। সন্দেহের কারণ ওদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রাস্তা ঘাট ও নদীপথের মানচিত্র। আমার সাথে ও ধরনের কিছু ম্যাপ ও কাগজপত্র ছিল। ডঃআজাদ অন্যান্যদের সহযোগিতায় জোগাড় করে ঢাকা ত্যাগের সময় আমাকে দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর লোকজনদের কাজে লাগাতে পারে এই ভরসায়। ছাত্রদের সাথে থানা হাজতে কথা বলে সন্দেহমুক্ত হলাম, ওরা প্রকৃতই ছাত্র। কয়েকজন আমাকে চিনতে ও পারল। ওরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে। অফিসারকে বলায় ওরা মুক্তি পেল কিছুক্ষণ পরে।

মুক্তিযুদ্ধে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চাই। তাই পরদিন আমরা এলাম আগরতলায়। সপরিবারে আশ্রয় নিলাম আগরতলায় কলেজের উদ্বাস্তু শিবিরে। কলেজের হোষ্টেলের একটি কামরায় আমাদের স্থান করে দিলেন সুপার শ্রী ভট্টাচর্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানা ভাবে এবং উদ্বাস্তুদের দেখাশুনার ব্যাপারে শ্রী ভট্টাচার্য যে অমূল্য অবদান রেখেছেন তা আমি আজ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। হাজার হাজার শরণার্থী- সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক। দেখা হল ছাত্রনেতা আবতুল কুদ্দুস মাখন সহ বেশ ক'জন ছাত্রনেতার সাথে, দেখা হল জনাব জিল্লুর রহমান ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে। নেতাদের জানালাম যে আমি ভারতে এসেছি উদ্বাস্তু হিসাবে থাকার জন্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে কাজ করতে।

সেদিন বিকেলে ভারতীয় চলচ্চিত্র, ডকুমেনটেশন বিভাগ আমার একটি সাক্ষাৎকার চিত্রায়িত করল। ঢাকা ও বাংলাদেশের যে গণহত্যা চলেছে তার একটি বিশদ বিবরণ দিলাম। এই চিত্রায়ন পরে ভারতের নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরদিন ছিল নজরুল জয়ন্তী, সত্যবাবুর উদ্যোগে উদ্বাস্তু ও যুবশিবিরের ছাত্ররা অনুষ্ঠান করল। আমরা অনেকেই বক্তৃতা করলাম। দেখা হল চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর সাথে। তাঁকে সব জানালাম। তিনি পরামর্শ দিলেন কোলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য। সেখানে মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকার ও ডঃ এ আর মল্লিকের সাথে দেখা করার জন্য। সেখানে আমাদের মত লোকের নাকি বিশেষ প্রয়োজন।

স্থির করলাম কোলকাতা চলে যাওয়ার। কয়েকদিন শরণার্থী শিবির ও যুবশিবির ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনদের কাছ থেকে বাহিনীর অত্যচার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। দেখা হয়েছিল দেবদাস চক্রবর্তী ও ডঃ এস আর বোসের সাথে। সমস্যা দেখা দিল অসুস্থ স্ত্রী ও মাকে নিয়ে। ওঁদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। স্থির হল আসামে শিবসাগরে কর্মরত বড় ভইয়ের কাছে মা ও স্ত্রীকে রেখে আমি কোলকাতায় চলে যাব। চিঠি লিখলাম কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে ডঃ এ আর মল্লিকের কাছে আমার আসামের ঠিকানা জানিয়ে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আসামে পৌঁছলাম কয়েকদিন পরে। কিন্তু আসামে এসে বিপদে পড়লাম আসাম কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করেছেন উদ্বাস্তুদের সব রকম চলাচল নিষিদ্ধ করে। বড় ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন আমার কোলকাতা যাওয়ার অনুমোদন লাভের। দেরী হচ্ছিল। এরই মধ্যে ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ডঃ মল্লিকের পক্ষ থেকে তার কন্যা আমার ছাত্রী সেলিনার চিঠি পেলাম। ত্বরিত কোলকাতা যাওয়ার কথা দু'জনেই লিখেছেন। অনেক নাকি কাজ। আসাম সরকারেরও অনুমতি পাওয়া গেল।

কোলকাতার পথে গৌহাটিতে একদিন অবস্থান করলাম। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী শিক্ষকদের সাথে দেখা করলাম। ওদের আসামে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে কাজ করার আবেদন জানালেন। তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একটি সভারও আয়োজন করল- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলাম, আসামবাসীদের সহযোগিতা কামনা করলাম। আসাম থেকে এলাম উওরবংগে। শিলিগুড়ি, রামগঞ্জ

প্রভৃতি সীমান্তে অবস্থিত শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ইত্যাদি ঘুরে দেখলাম। যতদুর পারি বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ঘুরে খেলাম আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদিবের সন্ধান। মুক্তিযুদ্ধে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২৫শে মার্চে তিনি ছিলেন দিনাজপুর, আর আমারা ঢাকায়। কোথাও তার সন্ধান মিলল না। আবশেষে দিনাজপুর সীমান্তের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধাদের এক শিবিরে তার সন্ধান পেলাম। দিনাজপুর শহরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানাল যে বাবা গ্রামের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা আরো জানাল যে সেই গ্রামটি বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ভাল আশ্রয়স্থল বাবা মুক্তিযোদ্ধদের নিরাপদ আশ্রয় দান ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

অবশেষে কোলকাতা পৌছলাম জুন মাসের মাঝামাঝিতে। আশ্রয় পেলাম মাসীমার ভবানীরপুরস্থ বাসায়্র। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে দেখা করলাম তিনি আমাকে বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। যোগাযোগ হল ডঃ এ আর মল্লিক ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ খান সারওয়ার মুর্শিদ, আধ্যাপক আলী আহসান ও আন্যান্য আনেকের সাথে। মুক্তিযুদ্ধের কাজে সর্বাত্বকভাবে নেমে পড়লাম। ডঃ আনিসুজ্জামান সরকারের বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ায় মে মাসে গঠিত বাংরাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ত আমার উপর বর্তাল।

অবরুদ্ধ ঢাকয় অবস্থানকালে ও বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নারকীয় হত্যার আকটি প্রতিদেন আমরা তৈরী করেছিলাম। তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখিত হল। এই প্রতিবেদনে আমরা পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ বহু ব্যাক্তি, সংঠন ও সরকারের কাছে প্রেরণ করি।

ঢাকর ঘটনাঃ ২৫শে মার্চ জগন্নাথ হল ও তৎপপার্শ্ববর্তী এলাকায় সংগঠিত হয় সবচাইতে বড় নরহত্যা। জগন্নাথ হলের যে সব নিহত ছাত্র ও কর্মচারির নাম সংগ্রহ করা হয়েছিল- সর্বশ্রী স্বপন চৌধুরী (ছাত্রনেতা গণপতি হালদার, সুশীল দাশ (সহ-সাধারন সম্পাদক), রমণীমোহন ভট্টাচার্য, রণদা রায়, সুভাষ চক্রবর্তী, প্রবীর পাল, কিশোর মোহন সরকার, ভবতোষ ভৌমিক, বরদা কান্ত তরদার, সত্যদাস, কার্তিক শীল পল্টনদাস, কেসব চন্দ্র হালদার, নির্মল কুমার রায়, সুজিত দত্ত, রবীন্দ্র রায়, বিধান ঘোষ, মৃনাল বোস, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অজিত রায় চৌধুরী, সত্যনাগ, রুপেন্দ্র সেন, মুরারী বিশ্বাস, বিমল রায়, প্রদিপ নারায়ণ রায় চৌধুরী, নিরঞ্জন চন্দ্র, সুব্রত সাহা, প্রিয়নাথ (৪র্থ শেনীর কর্মচারী), দুখী রাম (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), সুনিল দাস (৪থ শ্রেণীর কর্মচারী), শংকর মোদক (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী) খগেন্দ্র চন্দ্র দে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী,) মতিলাল দে (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), রাজভর (৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী), লতিফুর রহমান (অতিথি ছাত্র), বদরুদোজ্জা (অতিথি ছাত্র), মহতাব উদ্দিন (অতিথি ছাত্র), এবং আরও বহু ছাত্র যাদের নাম সংগ্রহ করা আর কোনদিনই হয়ত সম্ভব হবেনা।

এছাড়া ইকবাল হলেও বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং আশ্রয়প্রার্থী বস্তি এলাকার অসংখ্য নরনারী।

এই গনহত্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও যে সব কর্মচারী নিহত তারা হলেন: মধুদে- সকলের মধু দা, বিশ্বদ্যিালয়ের ক্যান্টিনের মালিক ও তার স্ত্রী, বড় ছেলে এবং পুত্রবধু, ননীরাজভর, রোকেয়া হলের দারোয়ান ও স্ত্রী ও সকল সন্তানসন্ততি, খগেন দে, দর্শন বিভাগের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, শামসুল মোল্লা ইকবাল হলের দারোয়ান, রোকেয়া হলের দারোয়ান মইনুদ্দিনের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধু, চুন্নু মিয়া, রোকেয়া হলের মালী আব্দুল খালেক, রোকেয়া হলের মালী, পিয়ার মোহাম্মদ, রেজিস্ট্রার অফিসের পিয়ন ২৭ শে মার্চ ঢাকা থেকে পালাতে গিয়ে রাস্তয় নিহত হয়।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব ভবনে পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদের ৪ জন হল ক্লাবের বেয়ারার, অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি- সম্ভবত ওদের কারও অতিথিঃ আব্দুল মজিদ, সিরাজুল হক, সোহরাব হোসেন, আলী হোসেন।

২৫শে মার্চ থেকে ২৯ শে মার্চের মধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যা বা আহত করা হয়েছিলঃ

প্রফেসর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ও দর্শন বিভাগের প্রধান। ২৬ শে মার্চ প্রাতঃকালে প্রার্থনারত অবস্থায় প্রথমে বন্দুকের গুলিতে পরে সঙ্গিনের খোঁচায় হত্যা করা হয়। তার মুসলিম পরক পুত্রকে ও হত্যা করা হয় একই সাথে। মুহাম্মদ মুনিরুজ্জমান, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান, তকে তার ভই, এক ছেলে ও ভইপোসহ ২৬ শে মার্চের সকালে হত্যা করা হয়। মুহাম্মদ মুকতাদির, ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড আবাসিক এলাকায় তার বাসভবনে ২৬ শে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়। শ্রী অনদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্চ, লেকচারার পলিত পদার্থবিদ্যা বিবাগের গৃহশিক্ষক জগন্নাথ হল। হলের মধ্যে তার বাস ভবনের বাথরুমের লুকিয়ে ছিলেন ২৫ শে মার্চ রাতে সেনবাহিনীর লোকজন ওখোনে তাঁকে হত্যা করে। ডক্টর জোতির্ময় গুহঠাকুরতা, রীডার ইংরেজী বিভাগ, প্রোভস্ট জগনাথ হল; ২৬ শে মার্চ সকালে হত্যা করা হয়। শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টচার্য অধ্যাপক রাজ্জাক ও মিসেস গুহঠাকুরতা তাবেবাসায় য়য়ে আসেন। ২৭ শে মার্চ সকালে হাসপাত নিয়ে যাওয়া হয়, ২৯শে মার্চ হাসপাতালে মারা যান। মুহাম্মদ সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক, ফুলার রোড এলাকায় তার বাসভবনে তাকে হত্যা করা হয়। ২৭ শে মার্চ সকালে তাকে বাসভবনের পিচনের মঠে কবরস্থ করা হয়। ড. ফজলুর রহমান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র ললেকচারার, তাকে এবং তার এক ভাইপোকে নীলক্ষেত এলাকায় তার বাসভবনে হত্যা করা হয়। একই সাথে এ ভবনের ছাদে আশ্রয় নেয়া অসংখ্য বস্তিবাসীকেও হত্যা করা হয়। ঐ সব লাশ দীর্ঘদিন ধরে ছাদে পড়ে ছিল। জনাব এ আর খান খাদিম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার, ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) সংলগ্ন কর্মচারীদের আবাসস্থলের তাকে ২৬শে মার্চ হত্যা করা হয়। জনাব শরাফত আলী লেকচারার গনিত বিভাগ, একই স্থানে একই সময় তাকে ও হত্যা করা হয়। এছাড়া এই স্থানে আরও তিনজকে হত্যা করা হয় যাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ড. মুহাম্মদ শহাদত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট সিনিয়র লেকচারার ২৬শে এপ্রিল ডাকা থেকে তার বাড়ী নরসিংদী যাওয়ার পথে পাক ফৌজের হাতে নিহত হন।

ঐ কাল রাত্রিতে এবং তৎপরবর্তী নিম্মলিখিত শিক্ষকগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেনঃ

প্রফেসর এম ইন্নাস আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। আধ্যাপক ও তদীয় পুত্র ফিরোজ আলীকে পাক বাহিনীর একটি দল ২৫শে মার্চ রাত্রে নীলক্ষেতস্ত বাসভবনে প্রবেশ করে তাদের প্রতি লক্ষ করে গুলি করে। এর ফলে তারা ইভয়েই আহত হন। পরে তাদের হাসপাতপলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে আরোগ্য লাভ করেন। অধ্যাপক এ কে রফিকুল্লাহ রীডার পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ৩১ শে মার্চ জিঞ্জিরা থেকে সপরিবারে নৌকাযোগে পলায়ন কালে পাক বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর এম এন হুদা অর্থনীতির অধ্যাপক, ২৫শে মার্চ রাত্র জগন্নাথ হলের নিকট তার বাসভবনে ঢুকে তার প্রতি গুলি ছোড়া হয়- সৌভাগ্যবশত তিনি রক্ষা পান। প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, ইতিহাসের অধ্যাপক ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট, শহীদ মিনারের নিকট তার বাসভবনে ২৫ শে মার্চ গভির রাত্রে আত্মগোপন করে রক্ষা পননি। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, রাষ্টবিজ্ঞাণ বিভাগের অধ্যাপক ২৫ শে মার্চ রাত্রে শহীদুজ্জামনের নিকটস্থ তার বাসভবনের একটি কক্ষে আত্মগোপন করে অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।

সে সময় ঢাকায় আর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেনঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন, তথাকথিত আগরতলা মামলা ২নং আসামী। ২৫ শে মার্চ রাত্রিতে তাকে তার বাসভবনে থেকে টেনে বের করে এনে উন্মুক্ত রাজপথে গুলি করে মারা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা উদ্দীপনায় কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের অবদান অমুল্য। অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত সধনা ঔষদালয়ের প্রতিষ্ঠাতা; ৩১ শে মার্চ গেন্ডারিয়ায় তার বাসভবনে এই অশীতিপর বৃদ্ধকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়। ড. এস দে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী; এপ্রিল মাসে গেন্ডারিয়ার বাসভবনের কাছে তাঁকে হত্যা করে তাঁর মৃতদহ লোহার পুলের কাছে ফেলে রাখা হয়। ড.শৈলেন ভদ্র, শল্যচিকিসক, শাখাঁরী বাজারের নিকটে তার বাসভবনে ৩১ শে মার্চ পাক বাহিনী তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা মির্জাপুর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, সম্ভবত এপপ্রিল মাসের মাঝমাঝি সময়ে তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে গভর্নর ভবনে ডেকে আনা হয় সেখান থেকে বের হবার পর সেনাবাহিনীর লেকজন ওদের ধরে নিয়ে যায়- সম্ভবত ক্যান্টনমেনটে পিতা পুত্র উভয়কে হত্যা করে। শহীদ সাহেবের, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কিছুদিন যাবৎ মানসিক রোগে ভুগচিলেন। ৩১ শে মার্চ সকালে সংবাদ অফিস ভবনে অগ্নিসংযোগ করে পাক বাহিনী সদস্যরা তাকে পুড়িরে মারে। জহিরুল আসলাম, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিক, সংগঠক, জিঞ্জিরায় ২রা এপ্রিল তারিখে পাক বাহিনী যে বর্বর নরহত্যাকান্ড চালায় তাতে তিনি অন্য অনেকের সাথে নিহত হন। মেহেরুন্নেছা, কবি ও রেডিও মেকানিক, ২ মে মার্চ তাকে বর্বর পাক বাহিনীর সদস্যরা মা ও ছোট ভাইসহ নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। আবু তালিব দৈনিক ইত্তিফাকের সাংবাদিক, ২৯শে মার্চ মিরপুর এলাকায় পাক বাহিনীর কতিপয় অবাঙ্গালী অনুচরদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ডা. আজহার আলী, রেডিওলজিষ্ট, নভেম্বরের মাঝামঝি সময়ে খুব সম্ভব ১৬ই নভেম্বর তাকে পাক বাহিনীর অনুচরেরা বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তার মৃতদেহ ফকিরাপুলের কাছে পাওয়া যায়। ডা. হুমায়ুন কবীর, সদ্য পাশ করা ডাক্তার, ডা. আজহার আলীর সাথে একই সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এ দুটি হত্যার খবর আমরা কলকাতয় পাই- ডাকায় যোগাযোগ রক্ষাকারী গেরিলা ইউনিটের কাছ থেকে নভেম্বারের শেষে। ২৮শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে ইত্তেফাক ,পিপলস ও সংবাদ অফিস ভবন পাক বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়। বেশ কজন লোক এইসব অফিসে নিহত হয়। ঢাকা থেকে আগত লোক মারফত খবর পাওয়া গেল নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের বেশ ক'জন বাঙালী কর্মচারীকে পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে।

অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গণহত্যার স্বাক্ষর

নানা সূত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ সংগ্রহ করিঃ

চট্টগ্রাম ও আশপাশের অঞ্চলঃ শ্রী পিসি বর্মন, লোকহিতৈষী চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসী, চট্টগ্রামে মাচের শেষের দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তার বাসভবনে পাক বাহিনী তকে নির্মমভাবে হত্যা করে । তাঁর পুত্রও সম্ভাবত নিহত হয়। জনাব আলী ইমাম, চট্টগ্রাম স্টেট ব্যাংক শাখার কর্মচারী; মার্চ- এপ্রিলে পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন। কাজী হাসান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছত্র; প্রতিরোধ যুদ্ধকালে লালখাঁ বাজারে স্বীয় বাসভবনে পাক হানাদারদের হাতে মৃত্যুবরন করেন। শ্রী নতুন চন্দ্র সিংহ, কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, একই সময়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠনে এই সত্তুর বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়। কাওসার আহমেদ, চট্টগ্রাম পিআইএ অফিসের তরুণ কর্মচারী। বর্বর পাক বাহীনীর সদস্যরা বিমান বন্দ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সঠিক সময় জানা য়ায়নি। শ্রী বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, প্রবর্তক সংঘের নিবেদিতপ্রাণ বৃদ্ধ পুরুষ; এপ্রিল -মে মাসে এই সংসারত্যাগী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা নির্মমভাবে হত্যা করে । শ্রী শান্তিময় খাস্তগীর, কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ; কলেজের অফিসে কর্মরত অবস্থায় পাক বাহিনীর নির্মম জল্লাদের গুলিতে শহীদ হন। ঘটনাটি ঘটে ৩১শে জুলাই্ শ্রী অবণীমোহন দত্ত, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক অবরুদ্ধঅবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। পালাননি বা পালিয়ে যেতে পারেননি। বাসা থেকে তাকে ও তার ভাইপোকে জল্লাদেরা ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরেত পারেননি। চিরতরের জন্য হারিয়ে গেছেন।

শামসুদ্দিন আহমদ, ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা, সম্ভবত জুলাই আগস্ট মাসে বর্বর পাক সৈন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব শামসুল হক, চট্টগ্রামের এসপি; স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে চট্টগ্রামে তকে পাক সৈন্যেরা হত্যা করে। শ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ চট্টগ্রাম সিগনেট লাইব্রেরীর মালিক। এপ্রিল-মে মাসের দিকে তিনি পাক বাহিনীর ঘাতকদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব আব্দুল খালেক, চট্টগ্রাম কোতোয়ালীর তরুণ ওসি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ইপিআর বাহিনী পশ্চাদপসারণ করলে তিনি চাচার বাসায় আশ্রয় নেন গ্রামে। সেখান থেকে ১৬ই এপ্রিল ধরে নিয়ে এসে অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে ২২শে এপ্রিলের দিকে তাকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়, আর কোন দিন ফিরে আসেননি। শামসুল আবেদীন, চট্টগ্রাম হাবিব ব্যাংক শাখার একজন অফিসার; তাঁকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাক বাহিনীর সৈন্যরা এপ্রিল-মে মাসের দিকে। ফিরতে পারেননি। ডা. শফি, দন্তচিকিৎসক, মার্চ-এপ্রিলে পাক বাহিনীর জল্লাদেরা তার জীবন নির্বাপিত করে দেয় বন্দুকের গুলিতে।

অবরুদ্ধকালে কুমিল্লা শহরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন তাদের মধ্যে সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেচিলাম তারা হলেনঃ

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ; মার্চ মাসে তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শ্রী অতীন্দ্র ভদ্র, শহরের বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী; একই সময়ে তকেও ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করা হয়। শ্রী অসীম রায়' কুমিল্লা ভিক্টরীয়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ল্যাব শিক্ষক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ অতীন রায়ের পুত্র, একই সময়ে পাক বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শোনা গিয়েছে কুমিল্লার তৎকালীন পুলিশ সুপার ও ডিসি নিহত হন সে সময়ে।

অন্যান্য অঞ্চলে নিহত বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গঃ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যারয়ের গনিত বিভাগের প্রধান, ১৬ই এপ্রিল তাঁকে সেনাবাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায়। আর ফিরে আসেননি। শ্রী সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীয় বাসভবন থেকে তাঁকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় জনাব মামুন, ডিআইজি, রাজশাহী, ২৬শে মার্চ তাঁকে থরে নিয়ে যাওয়া হয় পরে পাক জল্লাদ বাহিনী তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জনাব নজরুল হক সরকার, রাজশাহী বারের এডভোকেট, জেলা আওয়ামিলীগের সভাপতি, ২৫শে মার্চের পরে কোন এক সময় পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিহত হন। লেঃ কঃ মঞ্জুরুর রহমান অধ্যক্ষ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ' ১৮ই এপ্রিল তাঁরিখে তাঁর কলেজের বাংলোর সামনে মাঠে তাকে বর্বর পাক বাহিনী হত্যা করে। জনাব হালিম খান, অধ্যাপক ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; একই তারিখে একই স্থানে এই অধ্যাপককেও হত্যা করা হয়। এ সময় একই সাথে কলেজের কয়েকজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। জনাব মাশুকুর রহমান, গনিতজ্ঞ, চট্টগ্রামে একটি বীমা কোম্পানীর পদস্ত অফিসার ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে যশোরের বাড়ীতে চলে যান' মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে শহীদ হন। জনাব আব্দুল জব্বার, বগুড়া শহরের এডভোকেট; ১৭ই মে তাঁকে পাক হানাদার বাহিনী তাঁর গ্রামের বাড়ীতে হত্যা করে। ডা.জিকরুল হক,সৈয়দপুর শহরবাসী, সংস্কৃতিবান, আওয়য়ামী লীগ সদস্য, এপ্রিল মাসে তাঁকে আরও কয়েকজন সহকর্মীর সাথে পাকহানাদার বাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসে বন্দী করে রাখে, ১২ই এপ্রিল এদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। লেঃ মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজীম, উত্তরবঙ্গস্থ গোলাপুর সুগার মিলের প্রশসিক, ৫ই মে ঐ মিলে দ্বিশতাধিক শ্রমিক ও কয়েকজন অফিসারসহ তাকেও পাক বাহিনীর বর্বর সদস্যরা হত্যা করে। ডা. শামসুদ্দিন, সিলেট মেডিকেল কলেজের প্রফেসরঃ ৯ই এপ্রিল আরও কয়েকজন হাসপাতাল কর্মীর সাথে তাঁকে পাক বাহিনীর ঘাতকরা হত্যা করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডা. শ্যামলকান্তি লালা। ডা. লেঃ কঃ জিয়াউর রহমান, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ্য, জুলাই সাসের শেষ দিকে পাক হানাদার বাহিনী তাঁকে তাঁর বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেননি। ডা. লেঃ কঃ নুরুল আবসার মো: জাহাঙ্গীর; ৩০শে মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেসননি। খুব সম্ভব তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। মোহাম্মদ

ইসমাইল মিয়া, রংপুর শহরবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য, ৩০শে মে আরও কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনি পাক বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। এছাড়া এপ্রিল মাসে শহরের ১১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্রে বেধেঁ হত্যা করে নরপিশাচেরা। জনাব মশিউর রহমান, যশোরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা; ৪ঠা এপ্রিল তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। বেশ কিছুদিন তাঁকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে অমানুষিক অত্যাচারের পর সম্ভবত ২৮/২৯ এপ্রিল নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যশোর শহরের পলিটেকনিক স্কুলের প্রিন্সিপালকে ৬/৭ই এপ্রিল হত্যা করে। একই সাথে তাঁর বন্ধু ডঃ ওবায়তুল হককেও গুলি করে মারে পাক জল্লাদরা। জেলা জজ সাহেবের নাজির; তাঁকে একই সময়ে পথিমধ্যে পাক বাহিনীর সৈন্যরা হত্যা করে। জনাব আহসানুল্লাহ, খেজুরা গ্রাম, সম্ভ্রান্ত কৃষক, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঐ গ্রামে প্রবেশ করে পাক সৈন্যরা সস্ত্রীক আহসানুল্লাহকে হত্যা করে এবং তাঁর বাড়ী লুট করে। যশোরের কসবা এলাকায় পোষ্টাল সুপারিনটেন্ডন্টের পুত্রসহ সাতজনকে একই সাথে গুলি করে মারে পাক সৈন্যরা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে । জনাব এ করিম, সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, যশোহর; এপ্রিল মাসে তাঁকে কোর্টের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই সময়ে জনৈক বৃদ্ধ উকিলকেও নিহত করে পাক সেনারা। বসন্ত কুমার দাস, সাবজজ, যশোর; ১লা মে তারিখে আরও ১১ জন ব্যক্তির সাথে পাক বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া যশোর শহরের আরও ১৭ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করে এপ্রিল- মে মাসের মধ্যে। জনাব আহসান আলী, জামালপুরবাসী, ন্যাপ নেতা ও সাংবাদিক, ২৮শে জুলাই মাসে পাক বাহিনীর কুখ্যাত অনুচর আলবদরের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, বাগেরহাট পিসি কলেজের অর্থনীতি অধ্যাপক, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর নিহত হন পাক বাহিনীর অনুচরদের গুলিতে। অধ্যাপক ফজলুল হক, গণিতের অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয়, ২৫শে এপ্রিল তাঁর নওগাঁর বাসভবনে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। জল্লাদেরা একই সাথে তাঁর মা, বোন ও ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জনাব আব্দুল কাইয়ুম মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; নভেম্বর মাসে তাঁকে পাক হানাদার বাহিনীর নরপশুরা বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, দর্শনের অধ্যাপক, কুষ্টিয়া কলেজ; ২৮শে জুন তারিখে তাঁকে পাকিস্তনী সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আর কোনোদেন ফিরে আসেননি। জনাব মহসীন আলী দেওয়ান, বগুড়া- শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ্য ৩রা জুন বগুড়ার বাসভবন থেকে বর্বর পাক সেনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর ফেরেননি। শ্রী সুমঙ্গল কুন্ডু, দিনাজপুর বারের এডভোকেট, ৯/১০ই এপ্রিল দিনাজপুর শহরে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে তাঁকে পাক বাহিনীর অনুচরেরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়া দিনাজপুর শহরের আশেপাশে অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং অসংখ্য নারীপুরুষকে মেশিনগানের গুলিতে সারিবদ্ধভাবে হত্যা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র হাজার হাজার লোক ঐ সময় পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর গুলির শিকার হয়েছেন, বহু নারী নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন। এই হিসাব হয়তো আর কোনাদিদনই পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কর্ম তৎপরতাঃ ‘‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি’’ একাত্তরের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং- এ সর্বস্তরের দেশত্যাগী শিক্ষদের সমাবেশে গঠিত হয়। সে সভায় একটি কার্যকরী সংসদও নির্বাচিত হয়। সভাপতিঃ ডঃ এ আর মল্লিক, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকরী সভাপতিঃ জনাব কামারুজ্জামান, ঢাকা জুবিলি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সংসদ সদস্য । সহ-সভাপতিঃ ড. ফারুক খলিল, অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমেদ। সম্পাদকঃ ড. আনিসুজ্জামান, রীডার বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পরে জুলাই মাস থেকে ড. অজয় রায়, রীডার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়, সহসম্পাদকঃ জনাব গোলাম মুর্শিদ, শ্রী রাম বিহারী ঘোষ ও জনাব এস এম আনোয়ারুজ্জামান। কোষাধ্যক্ষঃ ড. খান সারওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য ১২ জন।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিলঃ (১) মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা। (২) ভারতবর্ষসহ দেশ-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের

পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। (৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংরাদেশ সম্পর্কিত তথ্যমুলক রচনা, পুস্তিকাদি প্রকাশ করা ও অন্য সংগঠনকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা। (৪) শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা ও সম্ভাব্য আর্থিক অনুদান। (৫) প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা দান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন রনাঙ্গনে প্রেরণ করা । (৬) প্রচারনা ও মনস্তাত্বিক যুদ্ধে সহায়তা করা।

ইতিপূর্বে এপ্রিল মাসে ''কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'' কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উদ্যোগে গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান কর্মকর্তারাছিলেনঃ সভাপতিঃ আধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ, উপচার্য, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।কার্যকরী সভাপতিঃ অধ্যাপক পিকে, বোস, উপ-উপচির্য (একাডেমিক) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কোষাধ্যক্ষঃ শ্রী এইচ এম মজুমদার, উপ-উপাচায (অর্থ সংক্রান্ত), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদকঃ অধ্যাপক দীলিপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অর্থণীতি বিভাগ, সিটি কলেজ, কোলকাতা। এখানে উল্লেখ্য যে এই দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে যায়। প্রায় একই সাথে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবিদের সংগঠন বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া গড়ে তোলা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদ, সম্পাদক সহসম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ও ড. বেলায়েত হোসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সংগঠনের প্রযোজনায় জহির রায়হান 'Stop Genocide' ছবিটি নির্মাণ করেন। তরুণ লেখক ও সাংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে গঠিত হয় ''বাংলাদেশ সাংসাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির প্রমুখ অনেকই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সংঠন মুলত কাজ করেছে- যেসব স্থানে শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সাথে স্থানীয় জনগণেরে শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার লক্ষে, তারা নানা স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রচার করত। এছাড়া গঠিত হয় সাংবাদিক সমিতি 'চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি' চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি' বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর প্রভৃতি।

শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়ার সাথেই সমিতির প্রতিনিধিরা শরণার্থী শিবিরসমুহে ঘুরে এবং তালিকাভূক্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যেঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১৫০ কলেজ শিক্ষ ১০৫০; স্কুল শিক্ষক ৫০০০। সমিতি গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই দুটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে । ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনা করে সমিতির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি প্রেরন করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী প্রতিনিধিদল অর্ন্তভুক্ত ছিলেনঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ড. এ আর মল্লিক ও ড. আনিসুজ্জামান, আর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে ড. অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক অনিল সরকার, সৌরিন্দ্রঃ ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামন ও জনাব কামরুজ্জমান।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করে সমিতি একটি ছাপানো আবেদনপত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের ও শিক্ষক সংগঠনের কাছে প্রেরণ করে। আবেদনটি ছিল নিম্নরুপঃ

BANGLADESH SIKSHAK SAMITI
(Bangladesh Teachers Association)
Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta-12, India

July 1, 1971

Dear Friend,

Perhaps you are aware that in face of unparalleled atrocities committed by the Pakistan Army on the people of Pakistan, now Bangladesh, a large number of

teachers of all levels has crossed into India. Since the communities of teachers had played a significant role for over two decades in the movement for democracy, secularism and a just social order in for in the country, its members became naturally enough a special target of the Pakistan Army, Many teachers have been killed, others who are trapped in the occupied Zone are being harassed and persecuted a few have been forced at gin point to issue statements in support of the action of Pakistan Army. As a result , members of this harassed community are trekking into India every day. The teachers from Bangladesh, now in temporary exile in India, have formed an association of their own, on whose behalf we are writing you today.

About 100 University teachers , 1000 College teachers, and 3000 school teachers have registered their names with us, Several thousand others in different bordering state of India are yet to make contact with the Association. Most of these teachers have come with their families and all without any means to support themselves.

Having regard to the contribution that this community has made in the past and their expectant role in the reconstruction of society as and when the country achieves freedom, it is felt that we make all efforts to save it from impending doom. We drawn up a number of schemes for providing the teachers with temporary academic occupation research Publication and teaching the evacuee children in the refugee camps. The execution of this programme will require financial assistance from non-Government sources, in addition to what the Government of India the Government of Bangladesh may be in a position to make.

In the circumstances we appeal to you the members of the academic community the world over to contribution generously to the fund of our association. Contributions may be sent to the Bangladesh Sikshak Samiti, Darbhanga Building, Calcutta University, Calcutta 12 India.

Sincerely yours
Dr. A R. Mallik
Vice-Chancellor,
University of Chittagong
&
Bangladesh Shikshak
Samiti.

সমিতি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা স্থানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সহায়মা কামনায় বিভিন্ন প্রতিনিধী প্রেরণ করে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ জুন মাসে প্রেরিত উত্তর ভারত প্রতিনিধিদল। ড. এ আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান ও জনাব সুবিদ আলী এমপিএ। এই দলটি এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লি-আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে। জুলাই মাসে প্রেরিত মধ্যপ্রদেশ প্রতিনিধিদলঃ মাজহারুল হক, ড.অজয় রায়, অধ্যাপক সামসুল আলম সায়িদ। এঁরা জববলপুর, ভূপাল, উজ্জয়িনী, রেয়া, রায়পুর প্রাভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে প্রেরিত মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদলঃ ডঃ এ আর মল্লিক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বম্বে সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়া ঐ মাসে অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম কেরালা ভ্রমণ করেন। এছাড়াও বাংলাদশ সম্পর্কিত নানা সভা ও সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এতে সমিতির ড. এ আর মল্লিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শরণার্থী শিক্ষকদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য সমিতি কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেঃ

(1) শিবিরসমুহে ক্যাম্প স্কুল স্থাপনঃ আগরতলাসহ মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সিমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবির সমুহে সমিতি বেশ কিছু ক্যাম্প স্কুল স্থাপন করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল ও শিক্ষকের অস্থায়ী প্রতি এলাকায় একজন করে উপপরিচালক ও ছিলেন। সার্বিক দায়িত্ব ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল, যার সদস্য ছিলেন ডঃ অজয় রায়, জনাব নূর মোহাম্মদ মিঞ্রা এবং শ্রীমতী সুচন্দ্রিমা রায়।

(2) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পঃ এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য আহরন ও যুদ্ধ শেষে উদ্বাস্তদের ত্বরিত পুনর্বসিনে সহয়তা দানের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ। এই প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন প্রফেসর মোশাররফ হোসেন।

(3) উদ্বাস্ত ও যুব শবিরসমুহে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিময়তা (Socio- Cultural Dynamics: এর পরিচালক ছিলেন ডঃ এ আর মল্লিক এবং উপপরিচালক ছিলেন শ্রী অনুপম সেন।

(4) ভাংলাদেশে স্কুল ও কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান সমস্যাঃ পরিচালক ছিলেন ড. অজয় রায়।

(5) উদ্বাস্ত শিবিরসমুহ থেকে লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগহঃ পরিচালক ড.মাজহারুল ইসলাম।

বাংলাদেশ সরকারের প্লানিং সেলের সহযোগিতায় এইসব প্রকল্প তৈরী করা হয়। এই সব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সমিতি বিপুলসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। আমাদের এই সব কর্মসূচিতে আর্থিক ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলঃ ইন্টারন্যাশনাল রেকিউ কমিটি (IRC) যার স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন শ্রী তরুণ মিত্র, শ্রী জয় কপ্রকাশ নারায়ণ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় শাখা।

এতদ্ব্যতীত সমিতি ভারতবর্ষে ও বিদেশে কিছু বিশ্ববিদ্যা য়ে ও গবেলণা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে অস্থায়ীভাবে সগায়তা করে। সমিতি মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দানের জন্য বেশকিছু স্কুল ও কলেজরে শিক্ষকের নাম সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এদের অনেককেই মুক্তাঞ্চলে গিয়ে প্রশাসনিক কার্যে অংশগ্রহণ করেছিল।

দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিও বাংলাদেশ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমিতি কতিপয় প্রকাশনা বের করে এবং অন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে । এই সব প্রকাশনায় বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। কতিপয় প্রকাশনার নাম এখানে উল্লেখিত হল।

(1) Bangladesh : A Reality, (2) Report on Bangladesh, (৩) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি । এই তিনটি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। (৪) Bangladesh- The Truth (5) Conflict in east Pakistan (৬) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ (৭) আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী- শেখ মুজিবুর রহমান (৮) Bangladesh- Throes of A New Life (9) Pakistanism and Bengali Culture (10) Bangladesh– Through the lens (১১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। (১২) Bleeding Bangladesh (13) Bangladesh: The Background, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত; (১৪) রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা (স্বাধীনবাংলা সাহিত্য পরিষদ) কর্তৃক প্রকাশিত; (১৫) জাগ্রত বাংলাদেশু আহমদ ছফা, বাংলাধেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত; (১৬) এবারের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম- গাজীউল হক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কোলকাতা, পাকশিত। এছাড়াও বিভিন্ন সমিবিবাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য ও মুক্তিযোদ্ধের পরিস্থিতি ও গণহত্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সঙবাদপত্র এত্যাদিতে প্রেরন করে। আমাদের এই কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংরাদেশ সহায়ক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা উদ্যোগে আমরা কতিপয় প্রতিনিধিদল বিদেশেও প্রেরন করি বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই দুই সমিতরি পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ন্নাথ ব্যানার্জী (১৯২২ সালে কাব লে ‘মকতবই হাবিবিয়ার শিক্ষক ছিলেন) আফগানিস্তান গমন করেন ‘৭১-এর অক্টোবর মাসে। তিনি সেখানের বাদশা খান ও তদীয় পুত্র ন্যাপ নেতা ওয়ারী খানের সাথে, তআফগান পার্লামেন্টের সদস্যদেশের পক্ষে মুক্তিযৃদ্ধের প্রতি সমর্থন লাভে চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাথে আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রচরণার কাজে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষাসমুহের বিভাগের প্রধান ফাদার পি ফাঁলো (P. Fallon) আমাদের দুই সমিতির পক্ষ থেকে জুন মাসে ভ্যাটিকান শহরের মহামান্য পোপের সাথে সাক্ষা করে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পের্কে পোপকে জ্ঞাত করান ববেং আমাদের সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরেন। পরে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। পরে তিনি একই উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমন করেন।

সমিতি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, পুস্তক, দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি গঠন করেন। বরে পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। এছাড়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় আমাদের বাংলাদেশ তথ্য ব্যাংক গঠন করি। এই ব্যাংক দেশী-বিদেশী দৈনিক পত্রিকা, জার্নাল প্রভৃতি থেকে বাংরাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যাস্ত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ১৪ জন ছত্র-ছত্রীকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব জামিল চৌধুরী। পরে ড. এ আর মজুমদারকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই প্রকল্পে আমরা প্রবিন ভারতীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাদাস তরফদার এবং শ্রী রামরায়ের অকুণ্ঠ সহোযোগিতা পাই। যুদ্ধ শেষে ব্যাংক সংগৃহীত তথ্যাবলী ঢাকা যাদুগরে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্কাইভস সংগৃহীহ কাগজপত্রাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যান্য সহযোগী সহায়ক সংগঠনের সহায়তায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে তিন প্রকার সহায়তা দানের চেষ্টা করি।

(১) সীমিত সাধ্যে কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অনুদান। (২) মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় বেসামরিক উপকরণ যেমন কম্বল, শীতবস্ত্র, পোশাক, জুতা ইত্যদি ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা যুবশিবিরসমুহে প্রেরনের ব্যাবস্থা। (৩) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা প্রোয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরণ। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর- এর সাথে একসঙ্গে কাজ করেছি। এ প্রসঙ্গে ঐ সংগঠনের পরিচালক জনাব আমিরুল ইসলাম ও উপপরিচালক জনাব মামুনুর রশীদ কর্মতৎপরতার কথা স্মরণযোগ্য।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির উদ্যোগে গঠিত মেডিকেল ইউনিট এ ব্যাপারে আমাদের সর্বাদিক সহায়তা করে। শ্রীমতি মৃন্ময়ী বোসের নেতৃত্বাধীন পরিচা্লক এই ইউনিট ভারতীয় রেড ক্রসের সহযোগিতায় এবং শ্রীমতি পদ্মজা নাইডুর ব্যক্তিগত প্রচেষাটা অব্যাহতভাবে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই প্রচেষ্টার নিরলসভাবে কাজ করেন বেশ কিছু সদস্য এদের মধ্যে নিহত গোপাল সাহা, সকুমার বিশ্বাস, ইমরুল কায়সার প্রভৃতির নাম এই মুহুর্তে মনে পড়ছে।

সমিতি গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাতে ও সহযোগিতা করছে। যুক্তরাষ্টে অধ্যাপক লতিফ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি যে অর্থ সংগ্রহ করে তা অস্ত্র সংগ্রহের কার্যে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সংগঠনের একজন প্রতিনিধি কোলকাতায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । আমরা মুক্তিবহিনীর প্রতিনিধির সাথে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেই এবং স্থির হয় যে, বাংলাদেশ সররকারের আমেরিকায় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে সঠিক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভর্সিটির ভারতীয় জাতীয় কমিটির কার্যকরী সম্পাদক শ্রী ভি এন থিয়াগ রাজন আমদের সাথে যোগাযোগড় ঘটিয়ে দেই। তিনি এ ব্যাপারে সর্বাত্মক ও কার্যকরী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরিল্লিখিত কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যারয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিচালিত বাংরাদেশ এইড কমিটি আমাদের সর্বত্মক সহযোগিতা প্রদান করে।

শিবির কর্মাধ্যক্ষদের অনুরোধে শিক্ষ সমিতি মুক্তিযুদ্ধে আদ্ধুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের শিক্ষ কে আমরা প্রেরণ করি। নিযুক্ত শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সাথে দের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মাঝে মাঝেই সমিতির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ ও করেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আব্দুল হাকিমের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য। আমি নিজেও সমিতির সম্পাদক হিসেবে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা শিবির পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করছি। একদিনের ঘটনা আমার বেশ মনে পড়ে। শিবিরটি মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্তে । আমরা ক'জন কিছু ঔষধ ও অন্যান্য বেসামরিক উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল ২২শে নভেম্বর। শিবিরে শোকের ছায়া। রাজশাহীর নবাবগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। আমরা হারিয়েছি ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আর বামাদের বাহিনী ২৫টি বাঙ্কার ধবংশ করেছে ও অসংখ্য পাক সৈন্যকে হৃদত্যা করেছে, আর ১২জন রাজাকারকেধরা হয়েছে। বন্দী রাজাকারদের দেখলাম। এর দিন কায়ক আগে নায়েক কাসেম শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানসহ দু'জন রাজাকারকে গ্রেফতার করে। ক্যাপ্টেন গিয়াস এই সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। নায়েক কাসেম ঐ দিনের বাঙ্কারে অবস্থিত পাক বাহিনীর একজন মেজর ও ক্যাপ্টেনকে ধরতে গিয়ে নিহত হন। এছাড়া ঐ দিনের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আর যারা শাহাদাৎবরণ করেছিলেন তারা হলেন- মোহর আলী (ইপিআর), জিল্লুর রহমান (মুজাহিদ), আব্দুল হক (ছাত্র) এবং আরও দুজন ছাত্র। বেশ ক'জন আহত হয়েছেন। আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। একজন ছাড়া আরও মৃতদেহ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। আমরা অভিবাদন জানালাম সেই বীর শহীদদের।

মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ও প্রচণা কাজের সাংগঠনিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মুখ্য ভুমিকা পালন করেন। ড. বেলায়েত হোসেন এ কাজের সাংগঠনিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও বেশ কিছু শিক্ষক যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আমরা যাদের নাম সংগ্রহ করেছলাম তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ছে। অধ্যাপক আব্দুল মান্নান (কর্মাষ, ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়), নূরুন্নবী (ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোয়াজ্জেম হোসেন (বাগেরহাট কলেজ), আবু বকর সিদ্দিক (আয়ুব ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী), হামিদুল হক (কচুয়া হাই স্কুল)। আবং অধ্যাপক হান্নান প্রমুখ। এদের মধ্যে মোয়াজ্জেম হোসেন ও জনাব আবু বকর সিদ্দিকী শাহাদাৎবরণ করেছিলেন আমরা সে সময় সংবাদ পেয়েছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধে ও সরকার পরিচালনায় সহায়তা দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্ল্যানিং সেল মুখ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সেলের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্টবিজ্ঞানের অধ্যাপক)। অণ্যান্য সদস্যরা হলেনঃ অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শেদ (ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,) অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন (অথৃণীতির অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ড.আনিসুজ্জামান (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. এস আর বোস। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আমি সেলের শিক্ষা বিভাগের সথে সংযুক্ত ছিলাম। আমাদের বিভাগের (Education and Social Service Division) অন্তর্ভূক্ত ছিলঃ (1) Formation of Education policy for Secular democratic Socialist Bangladesh (2) Collection of data and views in connection with reform of the examination system (3) Preparation of a report on the problems of Primary and Secondary Education in Bangladesh (4) Preparation of a on the problems of Scientific and Technical Education in Bangladesh (5) Estimating the damage caused to educational institutions in Bangladesh and studying the Socio- Psychological Problems of educational restoration and rehabilitation (6) Studying the problems of demobilized freedom fighters, students, non- students and permanently disabled in the liberation war.

আগষ্ট মাসে পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্টশিয়া যৌথ উদ্যোগে কোলকাতায় এক জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ তিছিলের আয়োজন করে (১৩ই আগস্ট)। সেদিন শহরের বেশ কিছু অংশ প্রদক্ষিন করে আমরা এই বিচার প্রহসন বন্ধকরার দাবীতে কোলকাতার সকল বিদেশী দূতাবাসে আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করি। এর পর পরই পৃথিবীর নান স্থানে শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষাভ প্রদর্শিত হতে থাকে এবং পাকিস্তানী সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ হতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে।

আগষ্ট মাসে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানতে ও উদ্বাস্তদদের অবস্থা পরিদর্শনের এলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ড.এ আর মলিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে একটি স্বারকলিপি প্রদান করে। এই স্বারকলিপিতে বাংলাদেশের অবস্থা জানিয়ে যুক্তরষ্টের জনগণ ও সরকারের সমর্থন কামনা করা হয়। এই স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি আমরা যুক্তরাষ্টের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রেরণ করি।

সেপ্টেম্বর মাসে তদান্তীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত শরণার্থী শিবিরসমুহ পরিদর্শনে এলে আমরা পুনরায় তার সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য আহ্বান জানাই। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের আশ্বাস দেন যে তা যতাসময়েই করা হবে।

এছাড়া জুলাই -আগষ্ট মাসের দিকে ড. হেনরী কিসিঞ্জার দিল্লী আগমন করলে আমাদের প্রতিনিধি ড. মযহারুল হক দিল্লি গমন করে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট সরকারের বাংলাধেশ নীতি পরিবর্তনের দাবীতে একটি স্মারকলিপি তাঁকে প্রদান করেন।

এতদসত্বেও আমেরিকান সরকারের বাংরাদেশ বিরোধী নীতি অব্যাহত থাকে এবং পাকিস্তান সরকারকে নানাভাবে সহায়তা দান চলতে থাকে। এই নীতির প্রতিবাদে সমিতির পক্ষ থেকে আমরা পুনরায কোলকাতাস্থ যুক্তরাষ্টীয় কনসাল জেনারেলের মাধ্যমে নিক্সন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নয় মাসব্যাপী যুদ্ধকালে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পরিদর্শক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং নানাভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি (International Rescue Committee); জুন মাসে এই কামিটির পক্ষে অ্যাম্বেস্যাডার অ্যাঞ্জিয়ার বিডল ডিউক (Ambassador Angier Biddle duke), মর্টন হামবুর্গ (Morton Hamburg, General Counsel- IRC) মিসেস লীথ (Mrs. Lee Thaw– Director, IRC), ড.দানিয়েল এল, ওয়ানডার (Dr. Daniel L. Wadner- prof. of Surgery, Albert Einst College of Medicine N.T) এবং মিঃ টমাস ডব্লিউ ফিপস (Mr.Thomas w. Phipps– an author) আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ওজঈ আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশেষ করে ক্যাম্প স্কুল প্রকল্পে সহায়তা দানে সম্মত হয়।

জাপানে গঠিত ‘বাংলাদেশ সলিডরিটি ফ্রন্ট- এর সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক সেৎসুরে সুরুসিমা (Set sure Tsurushima) ‘জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ অ্যাসোসিয়েশন’-এর কর্যকরী সংসদের একজন সদস্য মিঃ টি, সশিকে (T.susuki) এবং মিঃ তেসিকা (Temisuka– a TV / Cameraman) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । তাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত করান হয়।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ এল বাসাম (অ্যাসোসিয়েশন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) জুনমাসের দিকে আমাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং আমাদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান হয়। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় আমাদের হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিষ্ট অ্যসোসিয়েশন- এর সভাপতি অধ্যাপক ন্যূড নেইলসন (Knud Neilson) এবং WSCE, (Geneva)- এর মিঃ ঝ্যাক ল্যাকশির্ক (Jack Laksirch) সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আমাদের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদেরকে কয়েকটি শরণার্থী শিবির ঘুরিয়ে দেখান হয়।

স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলির কয়েকজন সাংবাদিক এস এ নেলসন (ষ্টকহোম) এ এম স্কিপার (A.M. Skipper- Denmark) ভিএসবি বলকার্ট (V.S.B Balkert-Denmark), এম আই ওয়জহা (M.I. Ojha-Sweden) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। তাঁরা মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁদের একাত্মতা প্রকাশ করেন।

মর্কিন যুক্তরাষ্টের শিকাগোয় গঠিত Friends of the Bangladesh Movement- এর পক্ষ থেকে মিসেস এভেলিন চৈৎকিন (Evelyn Chaitkin) কোলকাতায় এলে তাঁকে আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্প স্কুল ঘুরিয়ে দেখান হয়। তিনি এই প্রকল্পে আমাদের সহোযোগিতার আশ্বস প্রদান করেন।

সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বহু সহায়ক সংগঠন আমাদের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে- তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও তার ভুমিকার কথা আজ সবারই জানা। শরণার্থী প্রায় সকল শিল্পীই এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকরা ও এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেঃ নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে এবং বিপদকে মাথায় নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা নানাভাবে দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরোধ সংগ্রামে অশং নিয়েছেন। বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটের সহায়তায় আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট কয়েছি ও তথ্য সংগ্রহ করি।

ঢাকায় ডঃ আজাদ ও আন্যান্যদের সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সংবাদ পচ্ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের বেশ ক'জন শিক্ষক প্রতিরোধ-আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। শত বিপদের মধ্যেও তাঁরা একটি কাগজ গোপনে বের করেছেন। নাম 'প্রতিরোধ'। ঢাকায় আমার আর একটি যোগাযোগ বিন্দু সুলতানা (ছদ্মনাম)। তিনি আমাদের লন্ডন যোগাযোগ বিন্দুর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর নিয়মিত পাঠাতেন। থাঁর প্রেরিত খবরে ঝানা গিয়েছিল ১ লা জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শিক্ষককে যোগদান করতে বলা হলেও বেশকিছু শিক্ষক ঐ আদেশ উপেক্ষা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র উপস্থিতি খুব কম । তাঁর মাধ্যমে ও অন্য সুত্র থেকে তখন যে খবর আমরা পেয়েছিলামঃ অনুপস্থিত শিক্ষকদের একটি তালিকায় শহীদাশক্ষকদেরও অনুপস্থিত হিসেবে দেখান হচ্ছে। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষকদের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা গেল বেশ ক'জন শিক্ষক দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ ডঃ আহম্মদ শরীফ, ডঃ মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক আকরাম হোসেন (বাংরা বিভাগ); শহীদুল হক মুন্সি; অধ্যাপক নূরন্নবী ও অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন।

নতুন উপাচার্য হয়েছেন ডঃ সাজ্জাদ হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিন চলছে গেরিলা অপারেশন। সাথে সাথে পাকিস্থানীদের অত্যাচার।

রশীদুল হাসান ও আহসানুল হক (ইংরেজী বিভাগ), সালাউদ্দিন আহমদ (সমাজবিজ্ঞান), ডঃ আবুল খাযের (ইতিহাস), রফিকুল আসলাম (বাংরা), আ ন ম শহীদুল্লাহ (গনিত)- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ক'জন শিক্ষক ও বেশ ক'জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সরকারী পদস্থ অপিসারদের মধ্যে রয়েছেন লোমান হোসেন (টেলিফোন বিভাগ), জনাব ইউসুফ (শিক্ষা বিভাগ)। বহু শিক্ষ ও ডাকার বিশিষ্ট নাগরিককে পাকবাহিনীর অনুচরেরা প্রাণনাসের হুমকি দিয়ে চিঠি প্রদান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছেঃ অধ্যাপক এাব এম হাবিবুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস); অধ্যাপক মহম্মদ এনামুর হক (অতিরিক্ত শিক্ষক (বাংলা বিভাগ)। আর নীচের কয়েকজন শিক্ষককে সাবধান করে দেয়া হয়েছেঃ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ নিলীমা ইব্রাহীম (বাংলা) ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী)। এছাড়া ১ লা জুলাই থেকে অনুপস্থিত সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে তিনদিন তিনরাত্রি ধরে ঢাকার আশেপাশের গ্রামে বুড়িগঙ্গার ওপারে কামরঙ্গীরচর, নান্দাইল, কামার খাঁ, রুহিলা, বইৎপুর প্রভৃতি এলাকায় অসংখ্য নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডে অংশ নেয় পাক সৈন্যরা ও তাদের অনুচর রাজাকার বাহিণী। সাথে সাথে চলে নারী নির্যতন ও ধর্ষণ। সংবাদদাতার মতে প্রায় হাজার খানেক নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে।

খবর পাওয়া গেল ঢাকাবাসীরা বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগন পশ্চিম পাকিস্তনী দ্যব্য বর্জন করেছে, ঢাকায় জয়বাংরা বাজার বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছ।

অন্যান্য অঞ্চল থেকে খবরঃ আমার নিয়মিতভাবে খবর পাচ্ছিরাম যে টাংগাইল এলাকায় বিরাট মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী। আগস্টের ষে খবর এল যে, এই বাহিনী সিরাজকান্দি ঘাটে একটি অস্ত্র জাহাজ দখল করেছে। আমরা জানতে পেরিছিলাম এই বাহিনীর সাথে অধ্যাপক নূরুন্নবী ছাড়াও আরও কয়েকজন অধ্যাপক সক্ষে রয়েছেন। এরা হলেন কাগমারী কলেজের অধ্যাপক নূরুল আমীনও অধ্যাপক রফিক আজাদ।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা খবর পাচিছলাম ষংখ্যারঘু নাগরিকদের ওপর আবার নতুন করে অত্যাচার শুরু হয়েছে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষনণার পরও। তথাকথিত ক্ষমা ঘোষনায় বিশ্বাস করে যেসব সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এছাড়া যেসব সংখ্যালঘু বিশিষ্ট নাগরিক পালিয়ে আসতে পরেনি তাদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদের কছে থেকে টাক আদায় করা হচ্ছে, জমিজমা বাড়ীঘর দখল করা হচ্ছে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও চলছে। বিভিন্ন সুত্র থেকে খবর পাওয়া গেল যে নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তি বাধ্য হয়েছেন সপরিবারে মুসলমান নাম গ্রহণ করতেঃ

শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), ময়মনসিংহ এ এম কলেজ, শ্রী রবীন্দ্র চক্রবর্তী অধ্যাপক, শিক্ষক- প্রশিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ, শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দত্ত, পভাষক (মনস্তত্ব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রী সুখেন্দু সোম, অধ্যাপক (গনিত), বরিশাল কলেজ, শ্রী নিত্যগোপাল, অধ্যাপক (বানিজ্য), নাসিরাবাদ কলেজ ময়মনসিংহ।

খবর এল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দুজন শিক্ষ- জনাব মুজিবুর রহমান (গনিত) এবং জনাব সালেহ আহমেদ (সংখ্যাতত্ত্ব) কে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মাসের পর মাস ধরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালান হচ্ছে।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষদরে ভূমিকাঃ ২৩শে এপিল (১৯৭১) পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। সেদিন হানাদার বাহিনী রুখতে ছাত্র ও সৈনিকদর সাথে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমানের নতেৃত্বে তারা গড়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ একদিকে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধে সহায়তা করেছে, অন্যদিকে অরক্ষিত অসহায় অবাঙ্গালী নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছ। সেদিন এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্র ছাড়াও অরক্ষিত অবস্থায় অবাঙ্গালী নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। সেদিন এই প্রতিরোধ যুদ্ধে যেসব শিক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ শামসুল ইসলাম, ডঃ আব্দুল ওয়াদুদ, মোস্তফা হামিদ হোসেন, ডঃ আব্দুল লতিফ মিঞা, জনাব শামসুদ্দিন খান; আর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, শরিয়তউল্লহ, চাঁন মিয়া, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসেন। কিন্তু প্রতিরোধভেঙ্গে পড়ল- ২৩শে এপ্রিল পাক বাহিনী প্যবেশ করল ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হানাদার বাহিনী যেসব শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও শরীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল তাঁরা হলেনঃ ১। উপাচার্য ডঃ কাজী ফজলুর রহমান, ২। ডীন ডঃ শামসুল ইসলাম, ৩। ডঃ মুস্তফা হামিদ হোসেন, ৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব জাহিদুর রহিম, ৯। কর্মচরী জনাব জলিল ও মিঃ ডেভিড।

আর অধিকৃত আমলে যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী জল্লাদ বাহিনীর হাতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ

জনাব আশরাফুল ইসলাম ভূঁইয়া, শিক্ষক মুহাম্মদ আব্বাস আলী, ছাত্রাবাস কর্মচারী মধুসূদন, মৎস্য বিভাগের কর্মচারী, মুহাম্মদ নূরুল হক, ছাত্রাবাস কর্মচারী, গাজী ওয়াহিদুজ্জামান, কর্মচারী, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন ১৫ই নভেম্বর, মুহাম্মদ হাসান আলী, কীটতত্ব বিভাগের ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট, গিয়াসউদ্দিন, ছাত্রাবাস কর্মচারী।

কিন্তু এতেও পিছপা হননি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। গোপন সহযোতিা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন অবরুদ্ধ এলাকা থেকে। এর ফলে চাকরিচ্যুতির নির্দেশ আসে অনেক শিক্ষকের প্রতি। চাকরিচ্যুত হন। উপাচার্য স্বয়ং। শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক মোস্তফা হামিদ হোসেন (পদার্থবিদ্যা) , জনাব আলী নেওয়াজ (বাংলা), জনাব শামসুজ্জামান খান (বাংলা), জনাব আব্দুরজ্জাক (বাংলা), আব্দুল বাকী (উদ্ভিবিদ্যা), আব্দুল হক (উদ্ভিদবিদ্যা), আব্দুল হালিম (কৃষি শিক্ষা), মুহাম্মদ হোসেন (পরীক্ষাসমুহের নিয়ন্ত্রক)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লাম। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (IRC) স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী তরুন মিত্র , আমেরিকান মহলের সাথে বেশ জানাশুনা তাঁর। তাঁর সাথে দেখা করে সহকর্মীদের নাম দিলাম। অনুরোধ করলাম আই সি-র কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ঢাকা কর্তৃপক্ষকে

চাপ দিতে-অন্ততঃ তাদের জীবন যেন নিরাপদ থাকে। কথা দিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। মেসেজ ত্বরিত পাঠবেন আই আর সি-র হেড অফিসে। তাছাড়া যোগাযোগ করবেন আমেরিকান দূতাবাসের সংগেও। সমিতির সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন দুতাবাসে ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের কাছে (জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলসহ) জরুরী বার্তা পাঠালাম।

জয়নুল আবেদীন, রাষ্টবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ঢাকা থেকে চলে এসেছেন। ওঁর কাছ থেকে ঢাকার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেলে। ঢাকায় গেরিল দের কর্মতৎপরতার কথা জানা গেল। খবরে পাওয়া গেল মুনীর চৌধুরীর, অধ্যাপক হাবিবুল্লাহর কবি শামসুর রহমনের, হাসান হাফিজুর রহমানের। তিনি আরও জানালেন- ঢাকার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাহসিকতার সাথে।

ঢাকা থেকে আমার ছাত্র ও সহকর্মী ডঃ একরামুল ইসলমের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। ও জামালপুরের একটি স্থানীয় গেরিলা ইউনিটের সাথে কাজ করছে। ঢাকা থেকে টাকা পয়সা, ঔষধপত্র সরবরাহ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অস্ত্রের বেশী পয়োজন । যথাস্থানে যোগাযোগের ব্যাবস্থা করে দেয়া হল।

অবশেষে এল সেই দিন ৩রা ডিসেম্বর। সন্ধা সাতটায় এলগিন রোডে নেতাজীভবনে সম্বর্ধনা সভা- উত্তর ইউরোপীয় কয়েকটি দেমের ডেমোক্রেটিক সোস্যালিষ্টিদের একটি প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে। বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করান হচ্ছে তাদের । হঠাৎ শিক্ষক সমিতির জকৈ কর্মী সভা থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। জানাল, পাকিস্তানী বিমান ভারতের গভীরে নানস্থানে হামলা চালিয়েছে। আনমেদ চিকৎ করে উঠছিলাম সেদিন। আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন । যুদ্ধ শুরু হল। ভারতীয় বাহিনী যোগ দিলেন আমাদের সাথে মিত্র বাহিনীরূপে।

তারপর সাফল্য আর সাফল্য। প্রতিদিনআ পতন হতে লাগল বিভিন্ন শহরে। ঐস্বাধীনতা। ঢাকা আর কতধূর। যশোর মুক্ত। মুক্ত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ। ঢাকা অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে। গেরিলারা অভ্যনাতরে । বিজয় আসন্ন।

কিন্তু এরই মধ্যে হৃদয়বিদারক খবর এল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৩ ই ডিসেম্বর পাকসৈন্য ও তাদের অনুচরেরা হত্যা করেছে ৪০ জন বিশিষাট নাগরিককে। বিচলিত হয়ে পড়লাম, আসঙ্কা করলাম হয়তো ঢাকাতেও অনুরূপ ঘটেছে বা ঘটতে চলছে। কোলকাতায় মিত্র বাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে বি, এস এফ এরসাথে যোদাযোগ করে আবেদন জানালাম যে করেই হোক, ঢাকাস্থ বুদ্ধিজীবিদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন রক্ষা করতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘন ঘন আবেদন জানন হল- নাগিরিকদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। স্বাধীনতার প্রাকমুহুর্তে আমরা হারালাম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের-চরম মূল্য দিতে হল স্বাধীনতার।

তবু এর মধ্য দিয়ে এল স্বাদীনতা। মুক্তি। বিজয়। আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানী বাহিনী, বিনাশর্তে, যৌথ কম্যান্ডের কাছে। দিনটি ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

বিনা দ্বিধায় স্বীকার করব মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণৌজ্জ্বল দিন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার যে সুযোগ ঈশ্বর আমায় দিয়েছিলেন সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। নানা স্মৃতিতে ভাস্বর এই দিনগুলি কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি, কখনও হতাশায় ভুগেছি, আবার খখনও আনন্দেউদ্বেল চিত্তে শিহরিত হয়েছি। নানাজনের কাছে নানভাবে সহায়তা লাভ করেছি, এজীবনের জন্য নানাজনের কাছে কৃতজ্ঞ। নাম করতে গেলে তালিকা হবে দীর্ঘ, তাই কারও নাম কবর ন, সকলের কাছে ক্ষমা চাইব। কিন্তু তবু চান্দিনার কাছে একটি ছোট খালের ধারে, ঝোপের আড়ালে অবস্থিত পর্ণকুটিরে যে বৃদ্ধা মহিলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মায়ের স্নেহে, নিঃশঙ্কোচে, তার কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব ?

ডঃ অজয় রায়

নির্ঘন্ট

অ

অক্সফাম ২৬১
অন্ধ্রপ্রদেশ ৩০০
অপারেশন সার্চলাইট ৩১৩
অবাঙ্গালী অফিসার ৬৫, ৬৬, ২৩৯, ২৪৪
অবাঙ্গালী ইপিআর/জওয়ান ২৩৯,২৪৬
অবাঙ্গাল((বিহারী) ১৪, ৫৯, ৭৭, ১৪০-৪১, ২২৭, ২২৯, ২৬১-৬২, ৩১৮, ৩২৩
নাগরিক ৩৩৪
অভ্যর্থনা শিবির ৯৭
অমুসলমান বাঙালী ২৯
'অমৃত' ২৬০
অমৃত বাজার পত্রিকা ২৫৪
অরুন্ধতী, মিস ১০৮
অরোরা, জেনারেল, (ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার) ২২, ২৫, ২৩২, ২৪৩, ২৪৭, ৩০২-৩০৩
অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদ ২৬১
অসলো বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮
অসহযোগ আন্দোলন(অহিংস) ১৩, ১৫, ২৫, ৩১, ৫৩, ১২৭, ১৩৫, ২১৫, ২১৭, ২২৩, ২২৫
অষ্ট্রেলিয়া বেতার ৫৯
অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব ১২
অস্ত্র সংগ্রহ ১২০, ৩৩০

আ

আইয়ুব, হাবিলদার মেজর ২৯৫
আউয়াল, আব্দুল ৬
আওয়ামী লীগ
৩১,৩৮,৫০,৫৪,৫৫,৫৯,৬৬,৭১,৭৩,১২৭,১৩১,১৩৫-৪০,২১৪,২১৫-২১৭,২১৯,২২১,২৩৪-৩৫
আওয়ামী ওলামা লীগ ২৫৯
এম এন এ/এম পি এ(স্বতন্ত্র) কার্যকরী কমিটির বৈঠক ১০১, ১০৪-৫
কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি ৫৩
খসড়া শাসনতন্ত্র (পাকিস্তানের জন্য) ৫২,৫৫,
জেলা সংগ্রাম কমিটি ৫৩
নিখিল পাকিস্তান ৩৬
নীতি নির্দ্ধারণী হাই কম্যান্ড ৫৩,৫৬,৬৫,৭১
নেতা ও কর্মী ৫,৬,১৫,১৮,৬১,৬৫,৮০,৮৫-৮৭, ৯২, ৯৭, ৯৮, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৯৬, ২২৭-২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৪৫-৪৭, ৩১৮
নেতৃত্ব ৮৮, ২১৫
পরিষদ অধিবেশন (১৯৭১) ২৩৫
পরিষদ সদস্যদের সপথ ৫১
মহিলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ২২৪
শাসনতন্ত্র সাব কমিটি ৫১-৫২
সরকার ৩১
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৫৩, ২৪৫-৪৬
হোটেল পূর্বাণীর বৈঠক ৫২-৫৩
আকন্দ, সফর আলী , ডঃ ৩৩৫
আকবর, পাকিস্তানী জেনারেল ৫২
আকাশবাণী ২৪০, ২৪৯,২৫২-৫৩,২৬১,৩১৪,৩১৭
আক্কাছ, আজিজুর রহমান, এম এন এ ৪০
আখতারুজ্জামান, ডঃ চট্ট, বি, বি ৫
আগরতলা ৩৮, ৩০৯, ৭০, ৭৫-৭৯, ৮৪, ৮৭, ১০১, ১১২, ২০৫, ২২৪, ২৫০, ৩২৮
আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক ৭৯
সরকার ৩০৮
আজগরী ১১৩
আজাদ, আবুল কালাম ৩৩০
আজাদ, আবদুস সামাদ ১০, ৫০, ৮৩, ৯৫, ১৩৬, ২২০
আজিজ, ক্যাপ্টেন ২০৪,২৩০
আজিজ মুস্তফা, শিল্পী ১০৯
আজিমুদ্দিন, অধ্যাপক (শহীদ) ২৬
আতহার, এস এম ডঃ ১
আনওয়ারুজ্জামান, এস এম ৩২৫
আনওয়ারুজ্জামান, মেজর ২৩১
আনওয়ারুল আজীম, লেঃ ২৩৪
আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমিতি ৩১০
আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশন ৪৩

আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন ৪৬
আনা টেইলর মিসেস ১১৯
আনসার ১৪, ৩৪, ৩৭, ১০২, ১২৮, ১৪০, ২০৪, ২২৪, ২৪২, ২৪৫-৪৬
আনিস মোল্লা, ইপি, আর ২৪৬
আনিসুজ্জামান, ডঃ ১-৩,৫-৮,১০,৯০-৯১, ২৫০, ৩০০, ৩১২, ৩২০-২১, ৩২৫-৩২৬, ৩২৮, ৩৩১
আফতাব, ক্যাপ্টেন ৫
আবু, ক্যাপ্টেন (শহীদ) ২০
আবু জাফর , অধ্যাপক ৩০৯-৩১০
আবু তালিব ৩২৩
আবেদীন শামসুল ৩২৩
আবদুল রউফ, যুবনেতা ৭০,৭৭
আব্দুর রউপ, সুবেদার মেজর ২২৭, ২২৯
আবদুর রব, কর্নেল(অব) এমএনএ, চীফ অব ষ্টাফ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ২১, ৩৮, ২৩০-৩২
আব্দুর রব, আ স ম ৪৯, ৫৩, ৮৮
আবদুর রব, ছাত্র(চট্ট বি বি) ৫
আবদুর রহীম ২৩৮
আবদুর রাজ্জাক ৬১, ৭৩, ৮৮
আবদুর রাজ্জাক (কৃষি বি বি) ৩৩৪
আবদুর রাজ্জাক ,(অধ্যাপক) ৩২২
আবদুল আজিজ, শেখ ৫৩, ৬৫, ১০৫
আবদুল আলীম, আনসার কম্যান্ডার আবদুল ওয়াদুদ,ডঃ ৩৩৪
আবদুল করিম, অধ্যাপক ১-২
আবদুল কাইয়ুম অধ্যাপক ১১৫
আবদুল কাদের ২
আবদুল খালেক, আই,জি, পুলিশ ২৫-৩৪, ৯৮, ২০৪
আবদুল খালেক, ও সি ৩২৩
আবদুল গণি, সুবেদার ৩
আবদুল জাববার ৩৩
আবদুল জাববার, এ্যাডভোকেট ৩২৪
আবদুল বাকী ৩৩৪
আবদুল মান্নান ২৮, ৪৪, ৫৩, ৫৬, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৯, ১০৩, ১৩২, ২৩৫
আবদুল মান্নান, ডঃ কাজী ৩০৯
আবদুল মান্নান শেখ ৪৪
আবদুল মালেক উকিল, ৭, ৩৫-৪১, ১০১, ২৩৩, ২৩৪, ২৪২
আবদুল মোমেন ২০৪
আবদুল লতিফ, এস ডি ও, দিনাজপুর ৩৩৫
আবদুল হক ৩৩৪
আবদুল হক, এম এন এ ২৩০
আবদুল হক, এম পি এ ৯৮
আবদুল হাই, ডঃ ২৫০
আবদুল হাকিম , অধ্যাপক ৩৩০
আবদুল হাফিক ৩০৯
আবদুল হালিম ৩৩৪
আবদুল্লা, শেখ ৯৫
আবদুল হাকিম, এবস, পি (শহীদ) ৩৭
আবদুল হাকিম, ডাক্তার ৪৩
আবদুস সামাদ (সচিব) ২০৪
আবদুস সালাম ২১৭
আবদুস সুলতান, সৈয়দ ১০, ১১, ৫০, ৭১, ১১০, ১৯৫
আবুল খায়ের, ডঃ ৩৩৩
আবুল ফাতাহ ১০,৫০
আবুল বশর, ডাঃ ৫
আবুল বাশার ১৩৫
আবুল মঞ্জুর, মেজর ১৩৮-৩৯
আবেদীন, জয়নুল, অধ্যপক ৩৩৪
আমিরুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার ৮, ৪৪, ৫০-১১০, ২৪৭, ২৩৫, ২৪০, ৩৩০
আমেরিকান সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ১১৫
আরচার ব্লাড ১১৫
আর্নল্ড, অ্যালভিন, এফ ৩৩২
আলবদর ১৪, ৩০, ১১৪, ১৩৮, ২২৪, ৩০২, ৩২৫
আলম, আলোকচিত্রী ১০০
আলম, খুরশিদ ১৩, ৪৫, ১১৪
আলম খুরশিদ, এম পি এ ৩১৯
আলম দিদারুল, ক্যাপ্টেন ২৯৬
আলমগীর, মহিউদ্দীন, ডঃ ১৩, ১১৪-১৫, ১২১
আলম, শাসসুল ১৩৮
আল শামস ৩০
আলী, আকবর ২০৪
আলী, আজহার, ডঃ ৩২৩

আলী, আমীর ৪৭
আলী, আহমদ ২০৪
আলী, আহসান ৩২৫
আলী, আহসান সৈয়দ অধ্যাপক ১, ২, ৫-৭, ১০, ২৫০, ৩০৫-১২, ৩২৮-২৯
আলী, ইউসুফ, অধ্যাপক ৩৫, ৩৯, ৮১, ২২৭, ২৩২-৪৪, ২৫৭
আলী, ইন্নাস, ডঃ ৩১৮,৩২২
আলী, ইমাম ৩২৩
আলী, ওসমান, এম, খান সাহেব ৫৭
আলী, ছাবেদ, সুবেদার ১৩০
আলী, টি এম (সুবেদার মেজর) ১১৩
আলী, নাসিম ১৩৬
আলী নেওয়াজ ৩৩৪
আলী মাকসুদ ২৫৭
আলী মনসুর এম পি এ, খুলনা ২২৩-২২৪
আলী মনসুর, (আওয়ামী লীগ নেতা) ২৮, ২৯, ৩৪, ৪০, ৫৩, ৬১, ৭৩-৭৮, ৮০, ৮৩, ৯১, ১০৬, ১২৭, ২৪০
আলী মাহমুদ, বাঙ্গালী কূটনীতিক ৪৫, ৪৬, ১০৫
আলী, মাহমুদ (জাতিসংঘে পাক-প্রতিনিধি)১১, ১১৬-১১৭
আলী, মীর শওকত, মেজর ২০,২৫০
আলী, মুহম্মদ, অধ্যাপক ২
আলী মুস্তফা, এম এন এ ২৩০
আলী মোহর ইপিআর ৩৩০
আলী রহমত ৯১
আলী শরাফত ৩৩২
আলী শাহাদাত, ডঃ ৩২২
আলী, সরোয়ার ডাঃ ২২০
আলী, সুবিদ(এম পি এ) ৮, ৬৩, ৩২৮
আলী, হোসেন (কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান) ৭, ৩৮, ৮২, ৮৩, ১০৩, ১৪১, ২০২, ২৩৫, ২৪১, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ৩১০
বেগম আলী ৮২
আসাম ৩০, ১৭, ৩২৮
সরকার ৯৯
আহমেদ আফসার আলী, এম এন এ ১৩-১৪
আহমদ এজাজ, (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী পাকিস্তানী) ১১৯
আহমদ, এম, এম ১১৫-১৬
আহমেদ কাওসার ৩২৩
আহমেদ কামাল উদ্দিন ২০৪
আহমদ ছফা ৩২৮
আহমদ,জাকির ৩৮
আহমেদ, জিয়াউদ্দিন ২০৪
আহমদ তসদ্দুক ৮২
আহমদ,তাজউদ্দীন, প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ২২, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫৩-১১০, ১৩৫, ১৩৬, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩২, ২৩৩, ২৪১, ২৪৭, ৩১১, ৩১২, ৩২১, ৩২৬
আহমেদ তোফায়েল ৫৩, ৬১, ৭৩, ৭৫-৭৬, ৮৮, ১৪০
আহমদ,দেওয়ান, অধ্যক্ষ ৯৩, ৩২৫
আহমদ, ফয়েজ ৭, ২২৮, ৩০৬
আহমদ, ফয়েজউদ্দিন ২০৪, ২৩৭
আহমদ, মওদুদ ১০, ৮৪, ১০৩, ৩০৮, ৩০৯
আহমদ, মফিজউদ্দীন ডঃ ২০৪, ২৩৭
আহমদ মমতাজউদ্দীন, অধ্যাপক ২
আহমদ, মুজাফফর (ন্যাপ) ৫০, ১০৫
আহমদ রেজা ২৪২
আহমদ শফি, ডঃ ৩৩৪
আহমদ শরীফ, ডঃ ৩৩৩
আহমদ সামসুদ্দীন ৩২৩
আহমদ সাদউদ্দীন ৩৩৩
আহমেদ সাবের ১১১-১৩
আহমদ সালেহ, এম এন এ ১২০
আহমদ সালেহ,ডঃ ৩০৯, ৩৩৪
আহমদ হাসান ১৯৫
আহসান, মঞ্জুরুল ২১৭
ই
ইউ এন আই ২৫৭, ২৫৯
ইউ এস (যুক্তরাষ্ট্র) ৯, ৯৬, ১০৬-০৭
এইড ১২১
কংগ্রেস ১১৫-১৭,১২০
প্রেসিডেন্ট(নিক্সন) ১১৮-১৯, ৩৩১
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১১৮

পররাষ্ট্র বিভাগ (ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট) ১১৪-১৫
সরকার ১২, ১০৪, ১১৬, ৩৩২
হাইস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ১১৬
ইউনূস, ডঃ ১১৪
ইউসুফ ৩৩৩
ইউসুফ ১১০, ১১২
ইউসুফ এ এস আই জেড ২৩৯
ইকবাল, (মুক্তিযোদ্ধা)১৫
ইকবাল হল, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ১৮, ২৫, ৩১৪, ৩৩২
ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল গ্রেনেড নিক্ষেপ ১০২
ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডম ৩০৮-১০
ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ দিল্লী ২৬১, ৩১১
ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আই আর সি) ১১, ৩১০, ৩২৮, ৩৩২, ৩৩৪
ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি ৩১১
ই পি আর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল)/বিডিআর ৩, ৫, ১৪-১৬, ২৬, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৫৭, ৬৪-৬৬, ৯৭, ১১০, ১১১-১২
ইফতিখার, ছাত্র ৫
ই বি আর (ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ২-৩, ১১৩, ১২৯, ২১৬, ২২৪, ২৩১, ২৫০, ৩১৭
ইমামউদ্দিন, এম, পি এ ৬৪
ইলিয়াস মোঃ এমএনএ ২৩০
ইয়ানিত শেখ, হ্যান্স ৪৬
ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নিউইয়র্ক ১১৪
ইসরাইল ৪৬
ইসলাম, একরামুল , ডঃ ৩৩৫
ইসলাম, ওয়ালিউল ২০৪
ইসলাম, জহিরুল ৩২৩
ইসলাম, জহুরুল ৪৬
ইসলাম, নজরুল ১৪২
ইসলাম,মযহারুল, ডঃ ১০, ৩০৯-১০, ৩২৮
ইসলাম, রফিকুল, ক্যাপ্টেন ৯০, ৩১৭
ইসলাম রফিকুল, অধ্যাপক ৩৩৩
ইসলাম, রফিকুল (কুষ্টিয়া কলেজ) ৩২৫
ইসলাম, শরীফুল ২৩৫
ইসলাম, শহীদুল ৮২
ইসলাম শামসুল, ডঃ (কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ৩৩৪
ইসলাম সৈয়দ নজরুল অস্থায়ী রাষ্টপ্রতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৮, ২৯, ৩৮-৪০, ৫৩, ৬১, ৭৬-৭৮, ৮০, ৮১, ৯১, ১০১, ১০৮, ১১০, ১৯৬, ২০২, ২৪০, ২৪৩, ২৪৭
ইসলামাবাদী, শাহজাহান ১১২-১৩

উ
উইলিয়াম পিটারস ৪৩
উইলিয়াম, মরিস , ইউ ইস এইড ১১৯
উত্তর ভারত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ৩২৮

এ
একতা (সাপ্তাহিক) ২১৫
এখলাসউদ্দীন, ডঃ ২৫০
এগার(১১) দফা কর্মসূচী ১৩৪, ২১৪-১৫
এন্ডারসন পেপার ১১৯
এনাম, ক্যাপ্টেন ১১২-১৩, ১৩৮
এভেলিন, মিসেস চৈৎকিন ৩৩২
এম এস এ/এম পি এ (আওয়ামীলীগ) ৬৮, ৭৩, ৭৬, ৮০, ৯২, ৯৭, ১০৪, ২৪০
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ২১০-১১
শিলিগুড়ি বৈঠক ৯২
সম্মেলন, ২২৯
এমি, ৭
এয়ারপোর্ট(ঢাকা) ১৯
এয়ারফোর্সেস বাঙ্গালী অফিসার ১৯
এলভারস্যান ৮২
এস পি, পাবনা ১৫
এস ফোর্স ২২
ও
ওজহা, এম আই ৩৩২
ওভান, জেনারেল, ভারতীয় ৮৮, ২৯৬
ওয়াটবার্গে কিনটেন ৪৭
ওয়াডনার, দানিয়েল এল, ডঃ ৩৩২
ওয়ার অন ওয়ান্ট প্রতিনিধিদল ৮৯, ৯৩
ওয়াল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় কমিটি ৩২৮, ৩৩০
‘ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেলিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন’ ৩৩২

ওয়ালী আশরাফ ৩০৪
ওয়াল্টন, ট্রেভন, জে ৩৩২
ওসমান, মেজর ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৮৪, ৩১৭
বেগম, মেজর ওসমান ৬৯-৭০
ওসমান জামাল ২, ৫, ৬, ৮, ৩০৯
ওসমানী এম এ জি, কর্ণেল, অবঃ ৭, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৭৮-৮০, ৮৭-৮৯, ১০৪, ১৪১, ২০৩, ২২৪, ২৩০, ২৪৭, ২৫৭

ক
কবীর, আলমগীর ১৩৩, ৩১১
কবীর আহমেদুল ৫৭
কবীর, মফিজুল্লাহ, প্রফেসর ৩২২
কবীর, শাহরিয়ার ১৩২
কমিউনিষ্ট পার্টি ২১, ১০৫
‘কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি ১৩৪, ১৩৮
করিম, ক্যাপ্টেন ২৪২
করিম, এ (পুলিশ) ৩২৫
করিম, এনায়েত ৩৭, ১১৭
করিম, এস এ ১০, ৫০, ১১৭
করিম, ফজলুল অধ্যাপক ১১১
কলকাতা ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৮৭
প্রেসক্লাব ৮০-৮১
বেতার ৮২
হাইকোর্টের আইনজীবীরা ৮০
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ৭-৯, ৮৫, ৮৬, ১১০-১১, ৩২৫-২৬, ৩২৮-৩০
মেডিকেল ইউনিট ৩৩০
কলহান(সচিব, ভারত সরকার) ২০২
কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটারী, ওয়াশিংটন ১১৬
কাউল, টি এন ৯৬
কাজিমউদ্দিন, সুবেদার মেজর ২২৮
কাজী ইকবাল ১৩১
কাজী, জাফর আহমদ ১৩৪-৩৯, ২১৭
কাজী রফিকউদ্দিন ২০৪
কাজী লুৎফল হক ২০৪
কাজী হাসান ৩২৩
কাদের, ক্যাপ্টেন ৬
কামরুজ্জামান, এ এইচ(হেনা) আওয়ামী লীগ নেতা ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৯, ৫৩, ৬১, ৭৩, ৭৫-৭৮, ৮০, ৮৩, ৯১, ৯৭-৯৮, ১০৬, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩২, ৩১০-১২
কামরুজ্জামান এম পি ৭, ৮, ৯১, ৩২৫-২৬, ৩২৮
কামালউদ্দিন ২৮, ১০৪
কামাল আফসার, ব্যারিষ্টার ৫১
কামাল, শেখ ৬১
কামেল বখত, সৈয়দ ১৩৮
কালকাট, জেনারেল (ভারতীয়) ২৩২
কালকুর, শ্রী ইউ আর ২৫৭
কায়ছার, আতাউর রহমান ১২৯
কায়সার, ইমরুল ৩৩০
কিননীসাইত, স্যার হিউ ১১৮
কিসিঞ্জার, ডঃ হেনরী ৯৬, ১১৯, ২৯৮-৩০০, ৩৩২
কুন্ডু, শ্রী সুমঙ্গল, এ্যাডভোকেট ৩২৫
কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় হোষ্টেল ৫
কুমিল্লা সেনানিবাস ১২৮
কৃপালনী, শ্রী আচার্য ৪০
কৃষক ২৯, ৩১, ২১৫, ২
সমিতি ১৩৪
কৃষ্ণনগর ৮৬, ৮১
স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন ৯৩
কেইস, সিনেটর ১১৫
কেনেডী টেড ১০৩
কেনেডী, সিনেটর এডওয়ার্ড ১২, ১১৫, ১১৭, ২৯৮, ৩৩১
কে ফোর্স ২২
কেরালা ৩২৮
কৈরালা, বি পি, (নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) ১০
কোরেশী, তারেক রসুল, লেঃ কঃ পাক আর্মি ২৩৭-৩৯
কোরেশী, মাহমুদ শাহ, ডঃ ৫, ৬, ৩০৯
ক্রেইগ ব্যাক্সাটার ১১৪

ক্ষ
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ১০৪
ক্ষমতা হস্তান্তর ১৮, ৫২, ১১৬, ২১৪

ক্ষিতিশ, পুলিশ ইনসপেক্টর ২৮

খ

খন্দকার, আবদুল করিম ডেপুটি চীপ অব ষ্টাফ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ১৭-২২,৩৪,২০৩
খন্দকারা আসাদুজ্জমান ২৮, ২৯, ৩৪, ১৯৮, ২০১-০২, ২০৩-০৪
খন্দকার মুস্তাক আহমদ ২৮, ২৯, ৪০, ৫৩, ৭৬-৮০, ৮৩, ৯১, ১০৩-০৬, ১২৭, ২৪০-৪১
খাতুন, সানজিদা ১৩২
খাদিম, এ আর খান ৩২২
খান, আজম ২৩৪
খান, আফকাল ২৯৫
খান, আবদুল হালিম ৩২৪
খান, এ আর ১১৫
খান এ এম, ইয়াহিয়া, জেনারেল ১৭, ১৯, ২৬, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৯, ১০৮, ১১৬, ২১৩, ২১৫, ৩১৪
ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ৫৫
খান, এ কে ১২৯
খান, জি এ (এ্যাডভোকেট) ১৯৯
খান, জে, আর ১১, ১২
খান, টিক্কা, লেঃ জেনারেল ৬৩
খান নূরুল কাদের ২৮, ২৯, ৩৪, ৬৬, ৮৩, ১০০, ১৪১, ১৯৬, ২০২-০৪, ২৪৯
খান ফজলুর রহমান, (স্থপিত) ১২, ১১৬
খান ফারুক আজিজ ডঃ ৩০৯
খান মোহাম্মদ আইয়ুব (পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট) ২৩৩
খান রাজ্জাক ১১৯
খান শওকত আলী (সংসদ সদস্য) ১৯৫
খান সাদেক ৬, ৩০৮-০৯, ৩১৮
খান সারওয়ার মুর্শেদ ডঃ ১৭, ৮, ৯০-৯০, ১২০, ২৯৭-৩০৩, ৩০৯, ৩১১-১২, ৩২৫, ৩৩১
খান সিরাজুল আলম ৬১, ৮৮, ১৩৯
খানম সুরাইয়া ৩০৪
খায়ের,(সংসদ সদস্য) ১৩৩
খালেদ মোশাররফ, মেজর ৭, ২০, ৩৯, ৮৭, ৯০, ১০১, ১৩৮, ১৩৯, ২২৪, ৩১৪
খালেদ মোহাম্মদ আলী, এমএনএ ৩৯, ১২৮
খাস্তগীর, শ্রী শান্তিময় অধ্যক্ষ ৩২৩
খোন্দকার নূরুল ইসলাম ৫

গ

গণেশ কে আর, (ভারতীয় প্রতিমন্ত্রী) ৯
গফুর, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ৫৮
গবেষক ১১৪, ১২০
গলব্রেইথ, প্রফেসর জন কেনেথ ২৯৮, ৩১১-১২
গাঙ্গুলি, আমর ৩৮
গাঙ্গুলি, মণি ৩৮
গাজী গোলাম রহমান (পুলিশ ইনসপেক্টর) ২৯
গাটলিয়ের, প্রফেসর ১১৫
গান্ধী, মিসেস ইন্দিরা (দেখুন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী)
গান্ধিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ ২৬০-৬১
গান্ধী ফাউন্ডেশন ১০
গান্ধী শান্তি পরিষদ ২৬০-৬১
গান্ধীস্মারক নিধি, বাঙ্গালোর ৩১১
গাপপার, ক্যাপ্টেন ১০১, ২২৪
গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ২৪৪-৪৫, ২৫৫, ৩৩০
গিল, জেনারেল (ভারতীয়) ২৩২
গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত (যুব শিবির কর্মকর্তা)২০৫
গুপ্ত, মিঃ আর (ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা) ২০৩
গুপ্ত, শ্রী পান্নালাল দাস ৩৮, ৪০
গুপ্ত , শ্রী শৈবাল কুমার ৩১০
গুপ্ত, শ্রী সুগদাস, অধ্যাপক ২৬০-৬১
গুরুম, মেজর (ভারতীয়) ২৩১
গোমদন্ডী ১১৩
গোলাম কিবরিয়া, এমএন এ ৪০
গোলাম মোর্শেদ ৩০৯, ৩২৫
গোলাম রহমান ২৩৯
গোয়েন্দা বাহিনী ৩৩
গৌরী আইয়ুব ৭
গ্যালাগার সংশোধনী ১১৮
গ্রিনো, উইলিয়াম ১১৬

ঘ

ঘূর্ণিঝড় ৫৫, ১১৪, ১৩১, ১৩৪
ঘোড়াশাল, ন্যাশনাল জুট মিল ৩২৩
ঘোষ, কমল ৭
ঘোষ, ডি কে, (আই সি, এস) ৪১

ঘোষ, পি সি, ডঃ ৭
ঘোষ, যোগেশ চন্দ্র ৩২২
ঘোষ, শ্রী রামবিহানী ৩২৫

চ
চক্রবর্তী , জ্ঞান ২১৭
চক্রবর্তী দিলীপ ৭, ৮, ৮৫, ৮৬, ৯০, ৩২৬
চক্রবর্তী, দেবদাস ৩০৯
চক্রবর্তী ,শ্রী সুধীব ২৫৭
চট্টগ্রাম, ইউ, ও টি সি ৫
কালুরঘাট ১২৯-৩০
কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ৩, ৭০, ১২৯-৩০, ২২৫-২৬, ২৫০, ৩০৭
প্রতিরোধ ২৫, ১১০-১৩, ১২৭-৩১, ২২৫-২৬, ২৪৯-৫০, ৩০৬
বন্দর ২৩, ১২৮, ২৪৯, ৩০৬
বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংঘর্ষ ১, ১২৭
বিশ্ববিদ্যালয় ১-৫, ২৪৮-৫০, ৩০৫-০৭, ৩২৯
সংগ্রাম পরিষদ ২, ১২৭-২৮
সেনানিবাস ১২৮, ২২৫, ২৫০
চট্টপাধ্যায়, সরজিৎ, বি এস এফ ৬৮, ৭৩, ৭৯, ৮০, ৯১, ৯২
চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, অধ্যাপক ৮৭
চন্দ্র, রমেশ(বিশ্ব শান্তি পরিষদ) ৪৮, ২২০
চরমপত্র ৩৩, ২৯৬
চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতি ৩২৬
চাকার্তা (মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ১৬
চার্লাস কান ১১৯
চালনা বন্দর ২৩
চাষী, মাহবুব আলম ৩১, ৭৮, ৯১, ১০৩, ১১৮, ২০৬, ৩০৮
চীন ৯, ৮৮, ১৩৬, ১৩৯
চীন-মার্কিন সম্পর্ক ৯৬
চুয়াডাঙ্গা ৬৮, ৭৯, ৮৬
চেসওয়ার্থ ডোনাল্ড ৪৪, ৪৬, ৮২, ৮৪, ৮৯, ৯৯, ১০০, ১০৬-০৭
চৌধুরী, অরূপ ৭
চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ৪, ৩৮
চৌধুরী, আনওয়ারুল করিম ১৪১
চৌধুরী আবু সাঈদ বিচারপতি ৭, ১০, ১১-১২, ৪২-৫০, ৮২, ১০৬, ১১৬, ১১৮, ১২০, ৩০৪
চৌধুরী, আবদুল মান্নান ২৯৫
চৌধুরী, আব্দুল হান্নান ২০৪, ২২৮
চৌধুরী, আর আই ৮৩, ২৫৬
চৌধুরী আর আই ডঃ ২
চৌধুরী আলীম,ডঃ ৩১৮
চৌধুরী আশরাফ এম পি এ ৬৩
চৌধুরী ওসমান ৯০
চৌধুরী কবীর ৪৪
চৌধুরী খায়রুজ্জামান ২০৪
চৌধুরী জহুর আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা ২৬, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫৩, ৭৮, ১০১, ১১০, ১২৭
চৌধুরী জাকারিয়া ১১৫
চৌধুরী জাফরুল্লাহ, ডাক্তার ৪৩
চৌধুরী জামিল ১৩২
চৌধুরী জেনারেল (ভারতীয়) ১১৮
চৌধুরী তওফিক ইলাহী ৬৫-৬৭, ৬৯, ৮১, ৮৪, ৯০, ১০২, ১০৪, ১৩১, ১৪০
চৌধুরী নূরুল ইসলাম ২৩৩
চৌধুরী নূরুল ইসলাম, প্রফেসর ১১০
চৌধুরী মফিজ, ডঃ ৫০, ১২০, ২৪২
চৌধুরী মানিক (এম এন এ) ২৩০
চৌধুরী মাসুদ (এম পি এ) ২৩০
চৌধুরী মাহফুজুর রহমান (শহীদ মুক্তিযোদ্ধা) ১৪
চৌধুরী মাহি আলম, সার্জেন্ট ১৩, ১১৪
চৌধুরী মিজানুর রহমান ৩৭, ৭৩, ৭৫, ১০৫, ২৪৭
চৌধুরী মনির ৩০৫
চৌধুরী মোজাফফর আহমদ অধ্যাপক ৩২, ২৬২, ৩৩১
চৌধুরী মোনতাকিম, (ব্যারিষ্টার এমপি এ) ৯৮
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ২৩৩-৩৪
চৌধুরী রউফ ২৩৯
চৌধুরী রফিকুল ইসলাম ২৮, ৩০
চৌধুরী লতিফ, অধ্যাপক ৩৩০
চৌধুরী শমসের মবিন ১৩০
চৌধুরী শামসুল হক (এমপিএ) ২৪৫-৪৮
চৌধুরী শামসুল হুদা ১৩২
চৌধুরী শৈলেন্দ্র কিশোর (পুলিশ অফিসার) ২৬-২৮

চৌধুরী শ্রী বীরেন্দ্রলাল ৩২৩
চৌধুরী সুব্রত রায় ৮০, ৮৫, ৮৯
চৌধুরী স্বপন কুমার ১১১
চৌধুরী হামিদুল হক ১১৭
চৌধুরী হুমায়ুন রশীদ ১০৮
ছ
ছদ্মনাম ৪
দানিয়েল ৪
মুহাম্মদ আলী ৬০, ৭০, ২৪০
রহমত আলী ৬০, ৭০, ৮০, ৯৫, ২৪০
আবু ইউসুফ ২০৬
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত ২১১
সুলতানা ৩৩২
ছয়দফা ৩৬, ৫০-৫২, ১১৬, ২১৪, ২৩৩-৩৫, ২৯৭-৯৮
ছাত্র ১৫, ২৯, ৩২-৩৩, ১১৯-২০, ১১৮-২৯, ২০৪, ২১৫-১৬, ২২৮, ২৪৭, ২৪৯, ৩১২, ৩১৭, ৩১৯, ৩২৩, ৩৩০
ছাত্র ইউনিয়ন ২১, ৩২৫, ২১৭, ২১৮-১৯
ছাত্রলীগ ২১, ৫৩, ১১২, ৬৫
নেতা ও কর্মী ২২৪, ২৪৬
স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ ৫৩
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, লন্ডন ৩০৩
ছাত্র সমাজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৫-২৬
ছাত্র সেচ্ছাসেবা বাহিনী
চট্ট্র বি বি ৪, ৫
ছায়ানট ১৩১
ছিদ্দিক (শহীদ মুক্তিযোদ্ধা) ১৫
জ
জংগ নবাব ইয়ার আলী (মহারাষ্টের গভর্ণর) ১০
জগন্নাত হল ৩১৪-১৫, ৩২১
'জবাসস' (জয় বাংলা সংব্দ সংস্থা) ২৫৪, ২৫৬, ৩২৬, ২৫৭, ২৫৯-৬০
জলিল এম এ ১৯৪
জলিল এম এ মেজর ৮৯-৯০, ১৩৮
'জয় বাংলা' ১৬, ৮২, ১০০, ১১০, ১২৭, ২২৭
'জয় বাংলা' পত্রিকা সাপ্তিহিক ১৩২
জহিরউদ্দিন ৪৭
জহির রায়হান ৭, ৩৩, ১৩২-৩৩, ১৩৫, ৩১০, ৩২৬
জাইগেনষ্টাইন জর্জ ৩১২
জাতিসংঘ ৩১, ৪৬
মহাসচিব (উথান্ট) ৪৬
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১০, ১২০
জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি ১৩৬, ১৩৮
জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' ৫৩, ১০০, ১০২
জাতীয় সম্মেলন (লাহোর ১৯৬৬) ২৩২-৩৩
জাপান- বাংরাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এ্যাসোসিয়েশন ৩৩২
জাফর ইনাম ক্যাপ্টেন ২১১
জামান (কচি) ১১৯
জামান মেজর ২৩০
জামাল শেখ ৩৪, ৬১
জালাল উদ্দিন ১১৩
জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ নূরুল আবসার ডাঃ, লেঃ কঃ ৩২৪-২৫
জাহানারা হক ২২৪
জাহেদ (চট্টগ্রাম ষ্টীলমিল ম্যানেজার) ১২৮
জিনকিনস, প্রেফেসর ৪৩
জিলানী মেজর (পাক আর্মি) ২৩৮
জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ১৩৮
জেড ফোর্স ২২, ১৩৮
'জেনেসিস অব বাংলাদেশ' ৮০
জেমস, লর্ড ৪৩
জোনাল এডমিনিষ্ট্রেটিভ কাউন্সিল ১৯৭, ১৯৮, ৩২
জোয়ারদার,মোশারফ হোসেন, ডাঃ ৪৩
জ্যাঁ প্রাংক ৪৭
জ্যাক, ল্যাকশির্ক,মিঃ ৩৩২
ট
টরনটো সম্মেলন ১১৮
টাইমস অব ইন্ডিয়া ২৫৭
টাউনসেন্ড সোয়েজি, ইউ,এস,এইড ডিপার্টমেন্ট ১১৪
টাকি ৭৯
টারবিক, মিঃ ৪৭
ট্রাফলগার্ড স্কোয়ারের জনসভা ৪৬

ঠ
ঠাকুর,কর্পোরী (বিহারের রাজনৈতিক নেতা) ১০
ঠাকুর, তাহের উদ্দিন ৭৮, ৯১, ১০৫, ১১৪, ২০৬
ঠাকুর, রবীন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক ২৪৪
ঠাকুরগাঁও ২২৭-২৯
ঠাকুরতা, জ্যোতির্ময় গুহ অধ্যাপক ৩২২
ড
ডগলাসম্যান, অধ্যাপক ১১৫, ২১২
ডাউকি ৭৯
ডাচ পার্লামেন্ট ৪৭
ডাচ সরকার ৪৭
ডাম, এস, এ ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৭
ডালিম, মোচর ৮৩
ডিউক, অ্যাঞ্জিয়ার বিডল ৩৩২
ডেভিড ওয়াইজব্রড ১১৯
ডেভিড ন্যালিন ১১৯
ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা ১১৬
ডিফেন্স লীগ অব বাংলাদেশ শিকাগো ১১৬
ডিমক, অধ্যাপক ১৩
ডি,সি, পাবনা ১৫
ডেনষ্ট্যাম্প ৪৭
ডেনিশ টিভি ৪৭
ডেনিশ পার্লামেন্ট ৪৭

ঢ
ঢাকা, ১৯, ৫৮-৫৯
বিশ্ববিদ্যালয় ২৬, ৩১৩-১৫, ৩২১-২২
বেতার ভবন ৫৭
যাদুঘর ৩২৯
সংবাদপত্র ২৫২

ত
তপশিলী সম্প্রদায় ৪০
তরফদার,শ্রী দুর্গাদাস ৩২৯
তারাশংকর, শ্রী ২৫৬
তারিক আমিন মেজর পাক আর্মি ২৩৭, ২৩৯
তারেক, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ১০২
তালুকদার, আব্দুল মমিন এম এন এ ৪০
তালুকদার, গুরুদাস ২৩৯
তালুকদার, মাহবুব ২, ৩০৯
তাসখন্দ ঘোষণা ২৩২
তিস্তা প্রতিরোধ কোন্দ্র ১৪৬
তুরস্ক ১১৫
তেমিসুকা মিঃ ৩৩২
তেলিয়া পাড়া পাহাড় ২৩০
তৈয়ব মাহতাব ১১৮
তোরা পাহাড় ৭৯, ৯৮
ত্রিপাঠি, শ্রী ৩০০
থ
থাপা,শ্রী, নেপালেস প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৪০
থিয়াগ, শ্রী ভি এন, ৩৩০
দ
দত্ত, ডাঃ অম্লান, উপাচার্য ৩১২
দত্ত, শ্রী অবনী মোহন, অধ্যাপক ৩২৩
দত্ত,সি আর,মেজর ২৩০, ৩১৭
দবিরউদ্দীন,সুবেদার ২৫৪
দানেশ,হাজী মোহাম্মদ ১৩৫
দালাল ১৩, ১৪, ১১৩-১৪
দাশ ব্রজেন ৭
দিনাজপুর ২২৭-২৯
মহারাজা হাইস্কুল দুর্ঘটনা ২৪৪
দি পাকিস্তান অবজার্ভার ২৫৪
'দি পিপল' ২৫৪, ৩২৩
দি মনিং নিউজ ২৫৪
দিল্লী প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন ৯৫
দুররানী, লেঃ (পাক আর্মি) ২৩৮
দূতাবাস কর্মচারী, ওয়াশিংটন ১১৪-১৫
দেওয়ান ইদ্রিস ১৩১
দেওয়ান, এয়ার মার্শাল,(ভারতীয়) ২২
দেওয়ান ফরিদ গাজী, এম এন এ ২০৪, ২৩০-৩১
দেওয়ান, মহসিন আলী, অধ্যক্ষ ৩২৫
দেওয়ান মাহবুব আলী,(ন্যাপ) ২২০
দেব, গোবিন্দচন্দ্র, অধ্যাপক ৩২২
দেবদাস, চিত্রশিল্পী ৩২৬
দেবী, মৈত্রেয়ী ৭, ৮৪, ৮৭, ১৩১
দেরাদুন (মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ১৬, ২৯৬-৯৭
দেশ ২৬০

দৈনিক আজাদ ২৫৪
দৈনিক ইত্তেফাক ৩২৩
দৈনিক জয় বাংলা ২৫২-৭৭
দৈনিক পাকিস্তান ২৫৪
দৈনিক পূর্বদেশ ২৫৪
দৈনিক সংবাদ ২৫৪, ৩২৩
ধ
ধর, ক্যাপ্টেন ৩৯
ধর, ডি পি ২২, ১০৮
ধর, পি, এন ৯
ন
নইমউদ্দিন, ডাঃ ২২৯
নওয়াজেশ, ক্যাপ্টেন ২৪৮
নক্সাল ১৫, ৩০, ৮৭, ৮৯
নন্দিনী শতপথী ১১
নবী মিস্ত্রি ১২৮
নরওয়েতে বাংলাদেশ আন্দোলন ৪৮
নর্মান ব্রাউন, অধ্যাপক ১১
নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার ২৮
নাইডু, শ্রীমতী পদ্মজা ২৫৮, ৩৩০
নাজমুল হক, মেজর ২৪৪-৪৫
নাথ, ধীরাজ (পি, এস ত্রাণ মন্ত্রী) ২০৪
নাথ, সত্যেন্দ্রত, অধ্যাপক, উপাচার্য ৩২৫
নাথ, মিঃ ৮৯, ১০৮
নায়ার, কুলদীপ ৯৪
নারায়ন শ্রী জয় প্রকাশ (ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা) ৯, ১০, ৮৯, ২৫৭, ২৬০, ২৬৮, ৩১১, ৩২৮
নাসের, এ বি, কর্নেল (পাক আর্মি, নিউইয়র্ক টাইমস) ২২৯, ২৯৮
নিক্সন, ইউ, এস, প্রেসিডেন্ট ১১৮-১৯, ৩৩১
নিজামউদ্দীন (এমপি) ২৬৩
জিয়াজী, খান আমীর আবদুল্লাহ, জেনারেল (পাক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান) ২৫
নির্বাচন (১৯৭০) ২৫, ৩১, ৫০, ৫৫, ১৩৪, ২৪৮
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মূল্যায়ন ২১৩-১৪
নূরজাহান মোর্শেদ, এম, পি ৫৬
নূর মোহাম্মদ, প্রফেসর ১১২-১৩
নূরুজ্জামান, মেজর ৭৭, ৯০, ২৫০
নূরুন্নবী ৩৩০
নূরুল ইসলাম, এ বি এম ২৩৩
নূরুল ইসলাম, প্রফেসর ৮২, ১২১
নূরুল কাদের, ফ্লাইট লেফটেনান্ট ১৯, ২২
নেইলসন, ন্যুড, অধ্যাপক ৩৩২
নেতাজী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ৭
নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ আন্দোলন ৪৭
নোয়াখালী ৪১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) ১০৫, ১৩৪
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর) ১০৫, ২১৬-১৯, ২২১
ন্যাশনাল হেরাল্ড ২৬০

প
পদগোর্নি, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ৯৫-৯৬
পন্নী, খুররম খান ৫০
পরাশক্তি ৯৪
পশ্চিম পাকিস্তান ১২০, ২৩৩-৩৪
পশ্চিম পাকিস্তানী ২৩৪
বিরোধী দলীয় নেতা, ২৩২
সৈন্য ১৮
পশ্চিম বঙ্গ/বাংলা ৩০, ৮৬, ২৪৭, ৩২৮
পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ৩২৮, ৩৩০
'পশ্চিম বঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিক সহায়ক সমিতি' ৭০
পশ্চিম বাংলার মুসলমান ৮৯
পাকিস্তান ৩১, ৩৩, ৭১, ৭৬, ১০৮, ৪৬, ১১৯, ৩৩০
অর্থনৈতিক সাহায্য বিল ১২০
এইড কনসরটিয়াম ১২০
গণ/জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ৫২, ৫৩, ২১৪
দূতাবাস, ওয়াশিংটন ১২০, ১১৬
প্রজাতন্ত্র দিবস (২৩ মার্চ) ১৭, ৫৫-৫৬
শাসনতন্ত্র রচনা(৬দফা ভিত্তিক) ৫১-৫২, ২১৪
সরকার ৩০, ৫৫, ১৩০,২ ০২
সামরিক বাহিনী/ জান্তা ৫১-৫২, ৫৫
স্বায়ত্তশাসন ২৯৮

পাকিস্তানী ১২০
গণহত্যা ১৯, ৫৮-৫৯, ২৪৫, ২৬২, ২৯৮, ৩১৯-২২, ৩২০-৩২৫
পুলিশ ১১৩, ১২৩
মনোভাব ১৯
সামরিক কর্মকর্তা ২২৭
পাঞ্জানী সৈন্য ৩৭, ৫০, ৫৭, ১১৩, ১২৭, ১৪০, ১৯৯, ২২৩-২৪, ২৯৫, ২৪৪-৪৫
পাকিস্তানী সেনা/ হানাদার বাহিনী ১৫, ১৭, ২৭, ৩৩-৩৪, ৩৯, ৫৪, ৫৫, ৫০-৬০, ৬৪, ৭৯, ৮১, ৮৪, ৯২, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০৮-১৪, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৩৭, ২০৩, ২১৫, ২২৩-২৪, ২২৯, ২৩১-৩২, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৫, ২৬২, ২৯৩-৯৪, ২৯৮, ৩০৮, ৩১৪, ৩১৭

হত্যা/লুঠ/নির্যাতন/অগ্নিসংযোগ ৫, ৮, ২৬, ৪০, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৮৫, ৯১-৯৩, ৯৯, ১১১, ১১৩, ১২৭-২৯, ১৩৩, ১৩৫, ১৯৫, ২০২, ২০৪, ২২৩-২৪, ২২৭-৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৫১, ২৯৩-৯৪, ২৯৭, ৩১৩-২৫

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান ২৪, ১৯, ৩৩-৩৪, ২০৩, ৩০৩
পাতিয়ালা ২৫১
পাপানেক, গুস্তাভ ১০৬-০৭, ৩১২
পাল, মতিলাল ১২১
পাহাড়তলী অয়ারলেস কলোনী ১২৭
পিটার গিল ৪৩,৩০৪
পিটার শোর, বৃটেনের লেবার পার্টি নেতা ১০৭
পি টি আই ২৫৭
পিয়ের ওল্ড, (নরওয়ের প্রধান বিচারপতি) ৪৮
পিলখানা, ই পি আর হেড কোয়ার্টার ২৬
পীয়ের ইমানুয়েল, কবি ৩০৮
পুরী, শ্রী জি এল ২৬১
পূর্ব পাকিস্তান ১৮, ২৩৩
সমস্যা ২৩৪

‘পূর্ব পাকিস্তানে’ খাদ্য সাহায্য ১১৯
পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ২৫
‘পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’ ১৩৪
পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ১৩৪
প্রতিরোধ (সংগ্রামী বাঙ্গালী জনতার) কসবা ২২৪
কুড়িগ্রাম ২৪৮
কুমিরা ১১০
কুমিল্লা ২২৪
কুষ্টিয়া ৬৫-৬৬
খুলনা ২২৩
গোপালগঞ্জ ১৩৩, ২০৪
চট্টগ্রাম ১-৫, ১২৭-৩০, ৩০৬
চুয়াডাঙ্গা ৬৫
ঝিনাইদগ ১৪০
ঠাকুরগাঁও ২১৭-২৯
ঢাকা ১৯, ৫২-৫৩, ৫৭
দিনাজপুর ২২৭-২৯, ২৩৮-৩৯
নওগাঁ ২৪৪-৪৫, ২৫২, ২৫৫
নড়াইল ১৪০
নাটিয়াপাড়া ১৯৫, ২৫১
পটিয়া ১১০-১২
পাবনা ১৫-১৬
ফরিদপুর ৬৪
বগুড়া ১৯৬
ভুরুঙ্গামারী ২৪৫-৪৭
মৌলভী বাজার ২০৪, ২২৯, ২৩২
যশোর ৬৫-৬৬, ১৪০
রংপুর ১৪
রাঙ্গামাটি ৫
রাজশাহী ২১৬
শেরপুর ২০৪
শ্রীমঙ্গল ২৩২
সারদা ২৫-২৬
সিলেট ২০৪, ২৩২
হবিগঞ্জ ২৪৪
প্রবাসী বাঙ্গালী
যুক্তরাষ্ট্র ১১৪, ২৮১
লন্ডন ১৩৯, ২৮১
প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলন
ওয়াশিংটন ১১৪
ফ্রান্স ৪৬
ব্রিটেন ৪৩

ফ

ফজলু, হাবিলদার ১১৩
ফরহাদ, মোহাম্মদ (কমিউনিষ্ট পার্টি) ২১৭, ২২২

ফরিদা মহিউদ্দিন ২২৪
ফাঁলো, ফাদার পি ৩২৯
ফাতেমা সাদেক, ডঃ ১১
ফারুক খলিল, ডঃ ৩২৫
ফারুক, কে এ, প্রফেসর ২৫৯
ফারুখ, ডাঃ ১১০
ফিপস টমাস ডব্লিউ ৩৩২
ফিরোজ (বোষ্টন) ১১৫
ফিরোজশাহ কলোনী ১২৭
ফোর্ড ফাউন্ডেশন ৩০৮-০৯, ৩১২
'ফিডম ফাইটার' ২২
ফ্রেজার, ম্যালকম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ৮
'ফ্রেন্ডস অব ইষ্ট বেঙ্গল' ফিলাডেলফিয়া ১১৯

ব
বকুল (আঃ লীগ নেতা) ১৫-১৬
বগা মিয়া (আব্দুর রব, এমপি এ) ১৫
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, (কোলকাতা) ৩১২
বঙ্গোপসাগরে ফ্রগম্যান গেরিলা অপারেশন ১১৪
বড়ুয়া শিলাব্রত ২০৪
বণিক, রাখাল চন্দ্র ১২৯
বদরুন্নেছা আহমদ ৫৬
বর্মন, শ্রী পি সি ৩২৩
বসু, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন ২৫৬-৫৭
বসু স্বদেশ, ডঃ ৮
বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ১৩৪-৩৫
বাংলাদেশ ৯৫
সরকার গঠন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুজিব নগর সরকার) ২৯, ৩১-৩২, ৩৮-৩৯, ৪৭, ৬৩, ৬৯, ৭০-৭৯, ৮৮, ৯২, ১১৭, ১৩৭, ১৯৬-৯৮, ২০২, ২১৭, ২৩৪, ২২৯-৩০, ২৪০, ৩০১, ৩১৭
বাংলাদেশ সরকার
উপদেষ্টা পরিষদ ১০৫
পররাষ্ট্র দপ্তর ১০৩
'পরামর্শদাতা কমিটি' ২১৯, ২২১-২২
পরিকল্পনা কমিশন/বোর্ড/সেল ৮, ৩২, ১২১, ৩০০-০২, ৩২৮, ৩৩০
পার্লামেন্টের সদস্য সমাবেশ ৩১-৩২
প্রচার সেল ১০৩
বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা ১০৯, ২০৪
মন্ত্রিসভা/ পরিষদ ৮৭, ১০৮, ১৯৭, ২৪০
মন্ত্রী সভার আনুষ্ঠানিক শপথ ৭৯-৮২, ২৪০
সাহায্যের আবেদন ৬৭, ৭১
স্বীকৃতির আবেদন ৮, ৮৩, ১০৮, ২৫৭, ৩৩১-৩২
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ২২, ২৪২
নিয়মিত বাহিনী ৮৭, ৯৭-৯৮, ১৩৮
নৌবাহিনী ৯৭
পুলিশ বাহিনী ১৪, ১৬, ২২, ২৫-২৬, ২৯, ৩১, ৩৩-৩৪, ৩৭, ৬৪-৬৬, ৯৭-৯৮, ২০৪, ২১৭, ২২৩-২৪, ২৩৬, ২৪৫, ৩১৭
বিমান বাহিনী ২২-২৩, ৯৭, ১২০, ২২২
যৌথ বাহিনী ১০৮, ১৯৮
সামরিক বাহিনী ১০৪
সেনাবাহিনী ২২, ৩১, ৬৬, ৯৭, ২২৪-২৫
বাংলাদেশর পররাষ্ট্রনীতি ৭১
স্বাধীনতাযুদ্ধ ৭১, ৭৩
সার্বভৌমত্ব ৭১
বাংলাদেশ শরণার্থী/রিফিউজী/উদ্বাস্তু ৭৩, ৮৩, ১০১, ১০৮, ১১২, ১২০, ১৯৬, ২০২, ১৩৩, ২২৯, ২৪২, ৩১৯, ৩২৮
প্রত্যাবর্তন ২৪৩-৪৪
শিবির ৮৭, ১৩৪, ১৯৬, ২০২, ২০৬, ২৪১, ২৫০, ২৫৮, ৩২৮, ৩৩২
শিশু-কিশোর ৯৩-৯৪
সমস্যা ৯, ৮৫-৮৭
বাংলাদেশ আর্কাইভস ৩১০, ৩২৯
বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার ওয়াশিংটন ১১৬, ১১৯-২০
বাংলাদেশ এইড কমিটি ৩৩০
বাংলাদেশ এ্যাসিসট্যান্স কমিটি ২৫৮
বাংলাদেশ কংগ্রেস ২২১
বাংলাদেশ তথ্য ব্যাঙ্ক ৩২৯
বাংলাদেশ তথ্যনুসন্ধান কমিটি ৩১০
বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল
জাতিসংঘ ১০, ১২০, ৩১০
নেপাল ৪০
ভারতীয় সংসদ ৯৫
মধ্যপ্রদেশ ৩২৮
মস্কোর শান্তি সম্মেলনে ৯৫
মহারাষ্ট্রে ৩২৮

বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার্স কোর ৩২৬, ৩৩০
বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস,(বি ভি এস) ৮৯, ৯৩-৯৪, ১০২
বাংলাদেশ মহিলা সমিমি, লন্ডন ৩০৪
বাংলাদেশ মিশন
আমেরিকা ১২০
কোলকাতা ৩৯, ৮৩, ৯১, ২৪১
লন্ডন ৪৬
বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি ২৪০, ৩১২
‘ বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’
বাংলাদেশ লিবারেশন কউিন্সিল আব
ইন্টেলিজেন্টসিয়া, ৩২৬, ৩৩১
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ৮, ৯১, ৩০০-০১, ৩২০
কর্ম তৎপরতা ৩২৫-৩২
বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি ৩৩০
বাংলাদেশ সম্মেলন, দিল্লী(‘ওয়ার্ল্ড মীট অন বাংলাদেশ’) ১০, ৩০১
বাংলাদেশ সলিডারিটি ফ্রন্ট, জাপান ৩৩২
বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি (নেপাল) ৪০
বাগডোগরা ৩২
বাঙ্গালী ১৮, ৩২, ৬২, ৯৫, ১২০, ১৪০, ২৩৩, ২৬২
জনতা(সংগ্রামী) ১৬, ৬৫-৬৭, ১২৮-২৯, ১৪০, ২০২, ২১৫, ২৮৪, ২১৭, ২১৯, ২৩৮, ২৪৫, ২৪৯, ৩১৭
জাতি ৫৪, ২৯৮
জাতীয়তাবাদী চেতনা ২১৪
নাবিকের পলায়ন ১১৫
বাদল রশীদ, ব্যারিষ্টার ২৪২
বাবু (মুক্তিযোদ্ধা)১৫
বাবু আশোক, (মালিক, আনন্দ বাজার পত্রিকা) ২৪১
বাযু জিতেন (কৃষক নেতা) ৬৩
বাবু শচীন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ৩৮
‘বামপন্থী ফ্রন্ট’ ২২১
বামপন্থী (রাজনীতিক) ১৩৫-৩৭
বায়তুল্লাহ মোহাম্মদ, (এমএনএ) ২৪৪-৪৫, ২৫৫, ২৬১
বার্নস, পিটার ৯৯
বার্নস, মাইকেল, বৃটিশ এম পি ৮৯, ১১৪
বারী, মাহফুজুল ৯৯
বারি শাসসুল ১১৪
বারী রওশনুল ২৪৬
বারুদী (সৌদি রাষ্টদূত) ৪৬
বালা গৌর চন্দ্র ২৪২
বালাট, সিলেট সীমান্ত ৯৮, ১০৩
বাশার, উইং কমান্ডার ১৯, ২২
বাসাম এ এল অধ্যাপক
অস্ট্রেলীয়, ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় ৮, ২৭৬
বাহার মেজর ২২৪
বিটল ১০৫
বিদেশী সাংবাদিক ১০৯
বিদেশী
সাহায্য সংস্থা ২৪২, ২৫০
বিপ্লবী কাউন্সিল ৭৪-৭৫
বিবিসি ৩৭, ৪২-৪৩, ১১৫, ২৪০, ৩০৩-০৪, ৩১৪-১৫
বিশ্বব্যাঙ্ক ১১৫, ১২১
প্রতিনিধিদল ১০২
বিশ্বাস, অনিল, শ্রী (অমৃতবাজার পত্রিকা) ৩৭
বিশ্বাস, কনিকা, (সংসদ সদস্য) ১৩৩-৩৪
বিশ্বাস, নরেণ অধ্যাপক ৩২৬
বিশ্বাস, বিভূতি ভূষণ ২০২
বিশ্বাস, সুকুমার ৩৩০
বীণাদাস ৪০
বুদ্ধিজীবী ৭, ১১৯, ২৫০, ২৬১, ৩০১, ৩০৮, ৩১০-১৩, ৩২৮, ৩৩০
আসামের ৩০০
বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ
(লিবারেশন কাউন্সিল অব ইনটেলিজেন্টসিয়া) ৭-৮
বুদ্ধিজীবী হত্যা ১৩, ১২১, ৩০২
বুল, মিঃ নরওয়েের ছাত্র নেতা ৪৮
বুলক, স্যার এ্যালেন ৪৩
বুলবন ওসমান ৩০৯
বুলবুল মাহমুদ ৩০৪
বৃটিশ এমপি
জনষ্টোন হাউস ৪৪-৪৫, ৯৯-১০০
বটমলি ১০৩
বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর ৫০
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪২-৪৩

প্রেস ৪৬
সংসদীয় প্রতিনিধিদল ৩৪
কনসাল জেনারেল (রয় ফক্স) ৪৮
বেগম আমিরুল ইসলাম ৯৩-৯৪
বেগম, এনায়েত করিম ১১৮
বেগম জোহরা তাজউদ্দিন ৯১, ২০৩
বেগম, মমতাজ মোর্শে, এম পি এ ৯০, ৯৫, ২৬০
বেগম, মমতাজ, সংসদ সদস্যা ৭৭, ২২৪-২৫
বেগম, লুলু বিলকিস বানু ৪৪
বেঙ্গল লিবারেশন আর্মি ২৯৬
বেতারকর্মী ৩৩
বেতার ষ্টেশন ৮৭
বেনজামিন ওয়েলস, নিউইয়র্ক টাইমস ১১৮
বেজেঞ্জো, গাউস বক্স ২৩৫
বেনু ১৩২
বেবী, আখতার সোলায়মান ২৩৩
বে-সামরিক কম্যান্ড কাউন্সিল ৩১
বৈদ্যনাথতলা, (আমবাগান) মেহেরপুর ৩৯, ৭৯, ৮১-৮২
বোস, এস আর, ডঃ ৩৩১
বোস কমল ৩০৩
বোস, পি কে, অধ্যাপক ৩২৫
বোস, বিমান ৯৯
বোস, স্বদেশ,ডঃ ৯০, ৯৩, ১০৩, ৩০৯
ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ৩২৯
ব্যারিংটন, জে ৪২-৪৩
ব্রান্ট, উইলি (জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলার) ৪৬
ব্লিৎজ (Blitz) ২৬০
ভ
ভদ্র, শ্রী অতীন্দ্র, এ্যাডভোকেট ৩২৩
ভট্টাচার্য, শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ৩২২
ভট্টাচার্য, শ্রী সত্য ৩১৯
ভট্টাচার্য, শ্রী সুধাংশু ৩২৩
ভট্টাচার্য সৌরেন্দ্রনাথ ৮, ৩২৬
ভদ্র, শৈলেন, ডঃ ৩২৩
ভদ্র, সুশীল ৩০৯
ভয়েস অব আমেরিকা ৩৭, ২৪০, ৩১৪
ভার্গিজ, মিঃ বি জি ৯৪, ২৫৯
ভারত ২৪, ৩৩, ১৩৯, ২০২, ২১৯
সরকার ৯, ৭৩, ৭৬, ৮৭-৮৮, ৯৪, ১০১, ১০৮, ১৩৫, ১৯৮, ২০২-০৩
সোভিয়েত মৈত্রি চুক্তি
ভারতীয় আমলাতন্ত্র ৮৯
কংগ্রেস ১০৫, ২২০
কংগ্রেস নেত/নেতৃত্ব/নেতৃবৃন্দ ৯, ১৩, ৪০, ৪৮-৫০, ৬৭, ৭১, ৮৭, ৮৯, ১০৬-০৮, ২০২, ২৩২, ২৪৩-৪৪, ৩২৬, ৩৩১-৩২,
বি এস এফ ৬৮-৬৯, ৮৩, ১৩১, ২২৯
ভূমিকা ৩৩
মনোভাব (মুক্তিযুদ্ধের প্রতি) ২৯
মিত্র বাহিনী ২২৯, ২৩১, ২৯৪,
সেনা ও সশস্ত্র বাহিনী ৩৩, ১০০, ১০৮-০৯, ১৩৭, ১৩৯, ২২৯, ২৪২, ২৪৮, ২৬৩
স্বীকৃতি বাংলাদেশের প্রতি ৯, ১০, ১৮১, ২০৩, ২৪৪
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি
সি পি এম ২৩৯
সি পি আই ২১৮, ২২০
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস
(কোচিনে অনুষ্ঠিত) ২২০
ভাসানী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ১০৫, ১৩৫, ১৩৬, ২২১, ২৯৫
ভিত্তি ফৌজ ২০৬, ২০৮
ভূঁইয়া, আজিজুর হক ৪৪
ভূঁইয়া, আবদুল মান্নান ১৩৫, ১৩৮
ভূঁইয়া,ক্যাপ্টেন ৩, ৪, ৬, ২২৪
ভূঁইয়া, নাজিম ২২৮
ভূঁইয়া, রফিকউদ্দিন ৩৫, ৭১, ১৯৫, ৩৯
ভূঁএঞা, রুহুল আমিন ৩৯
ভুট্টো, জুলফিকার আলী, পি পি পি নেতা ৫১-৫২, ২১৪, ২১৫, ২৪৮
ভুরোঙ্গামারী ৭৯, ২৪৫-৪৮
ভোটা, গ্রেগরি বিশ্বব্যাঙ্ক ১১৫
ভৌমিক, জয় গোবিন্দ ৩৯, ১৯৮-২০৪
ভ্যান, উস্তেন ৪৭

ম
মঙ্গলা বন্দর গেরিলা অভিযান ২১
মজিদ এম এ, এম এন এ ১২৮
মজুমদার , এ আর, ডঃ ৩২৯
মজুমদার ওবায়দুল্লাহ ১১২
মজুমদার গোলক, বি এস এফ-এর আঞ্চলিক প্রধান ১৬৭-৬৮, ৭০, ৭১, ৭৬, ৭৯, ১০৮
মজুমদার ফণিভূষণ ১০, ৫০, ৯৫, ১২০
মজুমদার, রমেশচন্দ্র ডঃ ৩১০-১১
মজুমদার, শ্রী এইচ এম ৩২৬
মণি, শেখ ফজলুল হক ৬১, ৭৩-৭৭, ৮৮, ১০৫, ১৩৯, ২৪৭
মনজুর, নূরুল ইসলাম ৫৯
মঞ্জুর, মাহমুদ হোসেন ৩০৪
মনযুর-উল-করিম, ডি সি নোয়াখালী ৩৬-৩৭
মনসুর মির্জা ১১০
মর্টন হামবুর্গ ৩৩২
মল্লিক, এ আর, অধ্যাপক ১-৮, ৫০, ৯০-৯১, ১০৩, ১২০, ১৩৩, ২৪৯-৫০, ৩০৭-১২, ৩২০, ৩২৫-৩৩, ৩২৮, ৩৩১
মল্লিক, বিমান ৮৪
মস্কো ৯৫-৯৬
মহসিন ১১৩
সহিউদ্দীন ৪৪, ৪৬, ৮৭
মহিউদ্দীন, এম পি এ ৮৯
মাখন, আবদুল কুদ্দুস ৫৩, ৩১৯
মাঝি, মাখনলাল ২০১, ২০৪
মানিক, সাইফুদ্দিন ২১৭
মানেকশা, জেনারেল (ভারতীয়) ২৩২
মান্নান, এম এ, আওয়ামী লীগ নেতা ১১০, ১১৪, ১২৭, ১২৯
মান্নান, ডাঃ ১১০
মামুন মাহমুদ, (শহীদ পুলিশ অফিসার) ২৫, ৩২৪
মার্ক গায়ান ৪০
মার্কিন জনগণ ১০৩
জনমত ১২
নাগরিক ১২০
পত্র-প্রত্রিকা ১০৩
মার্গালিন, মিঃ১১৫
মারগুব, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ১৯
মারী, খায়ের বক্স ২৩৫
মালরো, আঁদ্রে ১০৭
মালিক গোলাম জিলানী ২৩৪
মাসুদ, আলী আশরাফ ৩০৯
মাসুদ, এয়ার কমোডর (পাক এয়ার ফোর্স) ১৭
মাসুদ, এস এম, বিচারপতি ৭, ৩০৯
মাহফুজ, ক্যাপ্টেন ১১২
মাহবুবউল্লাহ ১৩৪
মাহবুব, ক্যাপ্টেন ১৩৮
মাহবুবউদ্দিন, (এস ডি পি ও) ৬৫-৬৭, ১৩১, ১৪০
মাহমুদ, আব্দুল ওয়াহেদ, অধ্যাপক৭
মাহমুদ, সুলতান, স্কোয়াড্রন লীযার (বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধান) ২৩
মিঞা, নূর মোহাম্মদ ৩২৮
মিজো ১১২-১৩
মিজোরাম ৩০
মিত্র, আশোক (আই সি এস) ৮
মিত্র, আশোক, ডঃ ৮
মিত্র, গৌরাঙ্গ ৩৩০
মিত্র, জ্যোতিন্দ্র ১৩৩
মিত্র, নরেন্দ্রনাথ ৩১১
মিত্র, শ্রী তরুণ ৩২৮
মিত্র, শ্রী সুবোধ ৪০
মিনহাউদ্দিন ৪৪, ৭০
মিয়া, মোহাম্মদ ইসমাঈল ৩২৫
মির্জা আবু মনসুর ১২৯
মির্জা, উইং কমান্ডার (প্রাক্তন) ১৯৭, ২২৮
মির্জা এস আর, প্রাক্তন উইং কমান্ডার ২৪৩
মির্জা সামাদ ১৩১
মিরডাল গুণার (অর্থনীতিবিদ) ৪৮
মীরণ মিঃ ৭০
মুক্ত এলাকা ১২৫
মুক্তধারা ৩২৮
মুকতাদির, মুহাম্মদ ৩২২
মুক্তাঞ্চল ১০০
সিলেট ৯৮
পাটগ্রাম ৯৮
পচাগড় ৯৯-১০০

ভুরুঙ্গামারী ১০০, ২৪০-৫১
শরীফপুর (কুরাউড়া) ২৩১-৩২
নাগেশ্বরী ২৪৮
মুক্তিযুদ্ধ ২২, ২৯, ৩১, ৩৩, ৬৮-৬৯, ৭৩, ৮৬, ৮৮, ৯৬-৯৮, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৭-০৮, ১১৫, ১৯৮, ২০২, ২১৬, ২১৮-১৯, ২৫০-৫১, ২৫৭, ৩০৪, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৮, ৩২৯-৩০

যুদ্ধ পরিকল্পনা ২২, ৭৮-৭৯, ৯৫
মুক্তিফৌজ ২২, ১৯৭, ২২৩, ২৩১, ৩১৪, ৩১৭
মুক্তিবাহিনী ১৯, ২২, ২৯, ৩৩, ৮৭, ৯৯, ১০১, ১০৮, ১৩৫-৬৫, ১৯৮, ২১৯, ২২৪, ২৩০, ২৩১-৩২, ২৫০-৫১, ২৫৪, ২৯৪, ৩১৯, ৩৩০

মুক্তিযোদ্ধা ১৫, ২২, ৩১-৩৩, ৩৯, ৫৪, ৬৬, ৬৮, ৮১, ৮৪-৮৫, ৯৪, ৯৮, ১০০-০২, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১৩০, ১৩৩, ২১৮-১৯, ২২৩-২৪, ২২৮, ২৩০-৩২, ২৪২, ২৪৪-৪৮, ২৫৩, ২৬৪, ২৫৯-৬০

চিকিৎসা ৩৩০
পুনর্বাসন ৩০১
প্রশিক্ষণ ২২, ৭৩, ৮৭-৮৮, ৯০, ৯৭, ১০০, ১১২-১৩, ১৯৭, ২০৪, ২২৩, ২৩০-৩২, ২৪৫, ৩১৯
প্রশিক্ষণ ক্যাম্প/ঘাঁটি ৩৫, ১০০, ২০৬, ২২৩, ২২৯, ৩৩০, ২৪৭, ২৫১
রিক্রুট নীতি ২১-২২
মুকুল, এম আর আখতার ৩৩, ১৩২, ১৯৬
মুখার্জী, শ্রী অজয়, (পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) ২৪০
মুখার্জী, সুশীল ৩০৯
মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার, অধ্যাপক ৩১০
মুজাহিদ ২২৮, ২৪২, ২৪৬-৪৭
'মুজিব নগর' ৮১
নেতৃত্ব ১২০
সচিবালয় ২০২
সচিবালয় কর্মকর্তবৃন্দ ২০৪
মুজিব বাহিনী ২২, ৩৩, ৮৮, ১০৪, ১০৮, ১৩৮, ২১৯, ২২৪
প্রশিক্ষণ ২৩, ৮৮
মুনিরুজ্জামান, মুহাম্মদ, অধ্যাপক ৩২২
মুন্সিরহাট ১১৩
মুর্তজা, ডঃ ৩১৪-১৫
মুলাডুলি ৩৩
মুসা, মোহাম্মদ ৫৭
মুহিত, এ এম এ ১০, ৪৬, ৫০, ৮২, ১১৪-২১
মেঘালয় ৩০, ৮৪, ৩২৮
মুখ্যমন্ত্রী ৯৮
মেঙ্গল, আতাউল্লাহ খান ২৩৫
মেনন, রাশেদ খান ১৩৪-৩৬, ২১৭
মেনহুইন ১০৭
মেলবুনি, জন টি, প্রফেসর ৩১২
মেসবাহউদ্দীন, ডঃ ২৫০
মেহতা, শ্রী বংশীভাই ৩২৯
মেহতা, শ্রীমতী সুশীলা ৩২৯
মেহেরুন্নেছা, কবি ৩২৩
মৈত্র, শ্রী অরুণ (কংগ্রেস নেতা) ২৪০
মোখলেসউদ্দিন ৪০
মোমেসত্যাগ ৪৭
মোর্শেদ, হাজী গোলাম ৫৫
মোল্লা আফতাব ১৩৮
মোস্তফা মনোয়ার ১৩২-৩৩, ৩০৯
ম্যাক্কুলক, মাইল, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ১১৫
ম্যাকডোনাল্ড, ডন ইউ এস এইড ১১৫
ম্যাকনামারা, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট ১১৫
ম্যাসন, মিঃ ১১৫

য
যশোর সেনানিবাস ৬৫-৬৬, ৬৮, ১০৯
যশোরী, খায়রুল ইসলাম ২৫৯
যুক্তরাজ্য সরকার ৪৪
যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র/শিবির ২০৬-০৭, ২০৯, ২৪২
'যুব নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' ১৯৭
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/শিবির ২০৬-১৩, ২৪২
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২১০-১৩
যুব শিবির/ইয়ুথ ক্যাম্প ৯৭-৯৮, ১৯৭, ২১৯, ২২৯, ২৪২, ২৪৮, ৩৩০
যুব শিবির ও প্রক্ষিণ ক্যাম্প
করিমগঞ্জ ২০৪
কচুয়াডাঙ্গা ১৬
কৃষ্ণনগর ৮১, ৯৩, ১০২, ২০২
কৈলাশ্বর ২৩০-৩১
গজাডাঙ্গা ১৪১
চব্বিশপরগণা ৮৭, ৮৯, ১০৩

চাতলাপুর ২৩০
জয়মণিরহাট ২৪৬
টাটি ৮৯, ১০৩
টিরাবজার ২৩০
টেট্যা ২২৩
তুরা ২৫১
ঘিলিয়া রতনপুর ১৭
দেওয়ানগঞ্জ ১৪
অলাপাড়া ৩৫
পদ্মনগর ২৯৭
বক্সনগর ২৯৫, ২৯৭
বনগাঁ ২৫৯
বয়রা ৮১, ৯০
মামাভাগ্নে ৮১
মুর্শিদাবাদে ৮৭
শিকারপুর ৮১, ১০২
শোবরা ২৪৫
হরিণা ১০১, ১১২, ১৩০
হাতিমারা ২৯৫-৯৬
যুগান্তর ২৫৭
যুব লীগ ২১
যোশী, মিসেস সুভদ্রা , এম পি ৪০
র
‘র’ (RAW) ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৭০, ৮৮, ১০৮, ১৩৭, ৩০০
রউফ সুবেদর মেজর, ইপিআর ৩০৭
রকিবউদ্দিন ৪৪
রনো, হায়দার আকবর খান ১৩৫-৩৬
রফি ১১৩
রফিক, ক্যাপ্টেন ৩-৫, ৩৭, ১০১, ১১২-১৪ ১২৯, ২২৫
রফিকুল্লাহ অধ্যাপক ৩১৫, ৩২২
রবি শঙ্কর ১৩, ৩৭৯
রবীন্দ্র থবার্ষিকী (১৯৬১) ১৩০
রয়, মিঃ ৮৯, ১০৮
রশীদ, ক্যাপ্টেন ২৬-২৭
রশদ, মামুনুর ৯৩, ২০৪, ৩৩০
রহমান, অহিদুর ১৩৮
রহমান, আজিজুর, ম্যাজিস্ট্রেট ২৬
রহমান, আতিয়ার, (জজ) ১৯৮
রহমান, আনিসুর, অধ্যাপক ৭০, ৭২, ১২১
রহমান, আবিদুর ১০
রহমান, খলিলূর ২
রহমান, জিয়াউর, ডাঃ লেঃ কঃ ৩২৪
রহমান, জিয়াউর, মেজর, ৩-৫, ৭, ২৯, ৩৭, ৫৫, ৭০, ৮৯, ১০৪, ১১০, ১২৯, ১৩৮-৩৯, ১৪০, ২২৫, ২৫০, ২৯৫, ৩০৭-০৮, ৩১৭
রহমান, জিল্লুর ৩১৯
রহমান জিল্লুর মুজাহিদ ৩৩০
রহমান, ফজলুর ২৯৬
রহমান, ফজলুর ডাঃ ৩২২
রহমান, বজলূর এ, পি রাঙ্গামিটি ৬
রহমান, মতিউর ২৪৩
রহমান, মঞ্জুরর, লেঃ কঃ ৩২৪
রহমান, শফিউর ৩১
রহমান মাশুকুর ৩২৪
রহমান, মোস্তাফিজুর ৪০
রহমান, শামসুর ৪৪
রহমান, শাহ আজিজুর, (জাতিসংঘে পাক প্রতিনিধি) ১০
রহমান, শেখ মুজবুর, বঙ্গবন্ধু ২, ১০, ১২, ২২, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩-৪৫, ৫৩, ৫৭, ৬০, ৬৭, ৭১, ৭৩, ৮১-৮২, ৯৫, ১০৯, ১২০, ১২৭-২৯, ১৩৫, ২১৩-১৪, ২১৭, ২৩২-৩৬, ২৬৮, ৩১৫
ইয়াহিয়া-মজিব আলোচনা ৫৫, ১১৬, ২১৫, ২৯৮, ৩০৫, ৩১৩
ভুট্টো-মজিব আলোজনা ৫১, ১১৬
বাস ভবন ৫৩, ৫৫-৫৭, ৫৯, ৬০
বিচার প্রহসন ১০৬, ১১৮-১১৯, ২৬১, ৩৩১
সাতই মার্চের ঘোসনা/ভাষণ ২৫, ৩১, ৩৬, ৫৩, ৫৫, ১৩৫, ২১৫-১৬, ২২৬, ২৪৫
রহমান, সাদেকুল ১৮৩
রহমান সিরাজুর ৪৪
রহমান, সৈয়দ, রেজউর ২৯৫
রহমান, হাবিবুর ৪৩
রহমান, হাবিবুর, ডাঃ (যুব শিবির কর্মকর্তা) ২০৫- ৬
রহমান, হাবিবুর, অধ্যাপক ৩২৪
রহীম, তুয়াবুর ২৩১
রাও, কে বি কেশব, মেজর জেনারেল (ভারতীয়) ২৩১

রাজা, মেজর (পাক আর্মী) ২৩৯
রাজ্জাক ৪৮
রাজ নারায়ণ (ভারতের বিরোধী দলীয় নেতা) ১০
রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ১০০
রাজনৈতিক নেতৃত্ব ১০৪
রাজশাহী নেসননিবাস ২৫৪
রাজা, মীর্জা সুলতান ৮৬
রাজাকার ১৩, ১৬-১৭, ৩০, ১১৩, ১২০, ১৩৮, ২২৩-২৪, ৩৩০
রাজারবাগ পুলিশ লইন ২৬
রাজিয়া ফয়েজ ১১রানা মল্লিক ৭
রামগড় ২২৫, ২৪৯, ৩০৮
রাম গোলাম, সিউ সাগর, (মরিসাসেন প্রধান মন্ত্রী) ৪৬
রায়, অজয়, ডঃ ৮, ৩২৫, ৩২৮
রায়, অনিরুদ্ধ, ডঃ ৮, ৩২৬
রায়, অন্নদা শঙ্কর ৩০৯
রায়, শ্রী এ কে, (ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা) ২৪৩
রায়, খোকা, (কমিউনিস্ট পার্টি) ২১৭
রায়, বনয় (ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী) ১৩৩
রায়, মতিলাল ডঃ ৩০৯
রায়, শ্রী অসীম ৩২৪
রায়, শ্যাী পুর্ণেন্দু নারায়ণ ৩২৯
রায়, শ্রী রাম ৩২৯
রায়, সিদ্ধার্থ শঙ্কও ৬, ৮, ১৩
পশ্চিম রঙ্গ প্রধানমন্ত্রী ২২৯
রায়, সুচন্দ্রিমা, শ্রীমততী ৩২৮
রাশিয়া ৩১
রিজভী, ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা ৫৫-৫৬
রিলিফ কমিশনার ১২৯-৩০
রুশ-বারত সম্পর্ক ৯৬
রুস্তমজী, বিএরসএফ প্রধান ৬৭-৬৯, ৭১, ৮৮
রুহুল, কুদ্দুস ৩৪, ২০৩-০৪
রেড্ডী, ব্রহ্মানন্দ ৯
রেজা আলী (বিটিঙ্গী) ১৩১
রেজা, কর্ণেল ২৩০
রেজা, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ২০, ১৯৬
রেডিও অস্ট্রেলিয়অ ৩১৫
রেহমান, সোবহান, অধ্যাপক ১০, ৫০, ৭০, ৭২, ১০৭, ১১৫, ১১৯
রেডি, জন ১১৬
রোনাল্ড কোভেন, ওয়াশিংটন পোষ্ট ১১৫, ১১৮

ল

লামঁদ ৯০, ৩৫২
লাল, কে বি ভারথীয় প্রতিরক্ষা সচিব ২২
লাল, পি সি, এয়ার মার্শাল, ভারতীয় ২২
লাল, ডাৎ শ্যামল কান্তি ৩২৪
লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ১৩৪
লিটু, আবুল খায়ের ১৩১
লিবারেশন কাউন্সিল ২০৬
‘লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেন্টসিয়া’ ১৩৩
লিয়াকত, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ২২
লী, থ, সসেস ৩১০
লুথরা, মিঃ (সচিব, ভারত সরকার) ২০২, ২৬১
লেখক ৩১০
লেবার পার্টি ৪৫৬
লোধ, শ্যামল ৪৪৪, ৩০৩
ল্যামবাটর্প, রিচার্ড ১১

শ

শওকত ওসমান ৩০৯
শওকত, মীর মেজর ৬, ১২৯
শন শ্যকব্রাডডি১০৬
শফি, ডাঃ ৩২৩
শফিউল্লাহ, মেজর ৬, ৮৭, ৯০, ১০১, ১০৪, ১৯৫
শমসের, মবি, ক্যাপ্টেন ২২৫
শহীদ মিনার ৩১৫
শান্তি কমিটি ৩৩০
‘শান্তি প্রতিনিধিদল’ ২২১
শাফয়েত জামিল, মেজর ২০
শামসুজ্জোহা, এ কে এম ৯১-৯২
শামসুদ্দীন ১২৯, ২৩৪
শামসুদ্দীন কাজী ১১৪
শামসুদ্দীন, ডাঃ ১১৭, ৩২৪
শামসুদ্দীন, মেজর ৫-৬
শামসুর রহমান কাজী, (জেলা দায়রা জজ) ৩৬-৩৭
শাস্ত্রী, বিষ্ণুকান্ত ৮, ৩২৬
শাহ আবদুল মজিদ, পুলিশ সুপার (শহীদ) ২৫

শাহ, এ বি ৩০৯
শাহ ফরিদ ৬৫, ১৪০
শাহাবুদ্দিন, কে, এম ১০৮, ২৬১
শাহীন মহমুদ ১৩২
শিকদার, দেবেন ১৩৫-৩৬
শিকারপুর ৮১
শিক্ষক ২, ২৯, ৩১, ১১৯-২০, ২৪৯
বাংলাদেশের শরণার্থী শিক্ষখ ৭-৮, ২৫০, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩০
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০৮, ৩১৩, ৩২৮, ৩৩০
মুক্তিযোদ্ধা ৩৩০
শবগঞ্জ বিমান ঘাঁটি ২২৮
শিলং ৯৮
শিলা, লগুন টি ভি প্রতিনিধি ৯০
শিলিগুড়ি ৭৯, ১০০
শিল্পী ৭, ৩৩, ১০০
শিশু, নূরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মিলিটারী সেক্রেটারী ১০৪
শীল কালি রঞ্জন ৩১৫
শ্বেতপত্র (পাকিস্তান সরকারের) ২৬২
শ্রমিক ২৯, ৩১, ৬৪, ১২৮, ২১৫-১৬, ২২৯, ২৪৯, ৩২৪

ষ
ষ্টিফেন স্পেনডার ৩০৮
স্টিয়ারিং কমিটি ৪৪
ষ্টেটসম্যান ৭, ২৫৭
ষ্টোন, মিঃ শেফার্ড ৩০৮
ষ্টোনহাউস, জন ৪৪, ৪৫, ৯৯-১০০

স
সংগ্রাম পরিষদ
টাঙ্গাইল ৩৪
নোয়াখালী ৩৫, ৩৭
ফরিদপুর ৬৫
চট্টগ্রাম ২, ১১০, ১২৭-২৯
বগুড়া ১৯৬
সিলেট ২০৪
মৌলভীবাজার ২২৯
নওগাঁ ২৪৪
ভুরুঙ্গামারী ২৪৫-৪৬
রংপুর ১৩
সংস্ক্রৃতিকর্মী ৭, ১৩০
সখীপুর মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র ৩৫
সপ্তম নৌবহর ৩৪, ১২০
সমশের নগর যুদ্ধ ২৩১
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (বাংলাদেশের জন্য) ৩২, ৩৩
সমাদ্দার শ্রী সুখরঞ্জন ৩২৪
সরওয়ার, ডাঃ ১৩১
সাকরা, অনিল অধ্যাপক ৮, ৩২৬
সরকার আফতাবুদ্দিন ২৩৯
সরকার, জেনারেল (ভারতীয়) ১০৮, ২৩২
সরকার, নজমুল হক ৩২৪
সরকারী আধা সরাকারী কর্মচারী ৩৩, ৩৭, ৩৮, ১১৪, ১৯৭
সরকারী কর্মকর্তা ১১২, ২০২
সরকার আমজাদ হোসেন ২৬
রসফরাজ, কর্ণেল (পাক বাহিনী ২৩০
সরফরাজ, মালিক, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ৫২
সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবী ১০৫
সশস্ত্র সংগ্রাম ৫৫, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২৯৮
সাঈফ-উদদাহার, ডঃ ১৩৫, ৩৬
সাংবাদিক ৩৩, ৬৯, ২৪০, ৩১০
সাংবাদিক সম্মেলন, ওয়াশিংটন ১১৫, ১১৮
সাংবাদিক সমিতি ৩২৬
সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৩০
সাত্তার, পঃবঙ্গ কং নেতা ১০৮
সাদারল্যান্ড, ইয়ান ৪২-৪৩
সাদেক, মুহাম্মদ ৩২২
'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' ২৫৬
সাফদার ১১৪
সাবরুম ৯৯, ১৩০, ২৫০
সামরিক অফিসার ৩৩
সামরিক পরিকল্পনা ৬৯
সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (গোলাপুর জেলাস্কুল মাঠ) ১৫
সামাদ, এস এ ২০৪
সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা ১১০
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১০৮
সায়িদ, শামসুল আলম অধ্যাপক ৩২৮
সারওয়ার, মুস্তাফা ৯২, ৯৯, ১০৩, ১৪৯

সাত্রে, জাঁ পল ২৯৮
সারদা ১৬
একাডেমী ২৫-২৬
সারা ব্রিজ ৬৬
সারোয়াতলী ১১৩
সালভাদও মাদরিয়াগা ৩০৮
সালাম, এ, ব্যারিষ্টার ৩০৮
সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন ১৪১
সাহা, রণদা প্রসাদ ৩২৩
ষাহা, শ্রী অমর ৪০
সাহা, শ্রী ঋষিকেশ, নেপালের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ৪০
সাহা, শ্রী, শ্যামাপ্রদ ৬৮
সাহাবুদ্দিন, কে এম ৪০
সাহাবুদ্দিন, ফকির ১০, ৫০
সাহা, সরিৎ কুমার, অধ্যাপক ৫
সাহায্য সংস্থা
ভারতীয় ১৯৭
আন্তর্জাতিক ১৯৭
সাহিত্যিক ৩৩
সি, আই, এ ১০৬-০৭
সিং কালকাত, ভারথীয় জেনারেল ২০
সিং নগেন্দ্র, অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় জেনারেল ৭৩, ৭৫, ৭৮-৭৯
সিং মণি ১০৫, ২১৩-২২
সিংহ নূতন চন্দ্র ৫, ৩০৭-০৮, ৩২৩
সিংহ, সান্ধু, ব্রিগেডিয়ার (ভারতীয়) ২৫১
সিকান্দার আবু জাফর ৩০৮
সিডনী সেনবার্গ ৯০
সিদ্দিকী, আবু বকর ৩৩০
সিদ্দিকী, আবদুল বাসেত ৩৪-৩৫
সিদ্দিকী, আরহাম ৫৭
দিদ্দিকী, ইউ এন ২২৩
সিদ্দিকী, এম আর (আওয়ামী লীগ নেতা) ৩, ৬, ১০, ৩১, ৫০, ৫৩, ৭০, ৭৮, ১১৮, ১২৭, ১২৯, ২৩০, ৩০৮, ৩২০
সিদ্দিকী, কাদেও ৩৫,১৩৮, ১৯৫, ২৫১-৫২
সিদ্দিকী, কামাল ১৩১, ৬৫, ১৪০, ২০৪,
সিদ্দিকী নূরে আলম ৫৩
সিদ্দিকী মহসিন ১১৯
সিনেট ১১৬
স্যাক্সবী-চর্চা পারস্তাব ১১৬
সিনেটর
চার্চ ১২
মনডেল ১১৫
স্যাক্সবী ১২, ১২০
হ্যারিস ১১৫
সিলেট জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল ২৩০
সি পি আই ৯৫, ১০৫
সি পি আই (এম) ১০৫
সিরাজ, (নেভাল) ১৩৮
সিরাজউল্লাহ ১৯৫
সিরাজ শাজাহান ৫৩
সুজাত আলী, ক্যাপ্টেন, এম এন এ ৩৯
সুফিয়া রহমান ২৩৫
সুব্রাহমনিয়াম, মিঃ ১৩৭
সুমিতা (অভিনেতী) ৩১০
সুলতান, ফ্লাইট লেঃ ১১৩
সুলতান শরীফ ৪৩
সুলতানা ১১৯
সুশুকি মিঃ টি ৩৩২
সেক্টর কমান্ডার ৩১, ৩৩, ৩৯, ১০৪
সেক্টর টুপস ২২
সেতসুরে সুরুসিমা, অধ্যাপক ৩৩২
সেন, অনুপম ৩০৯, ৩২৮
সেন, অমরেশ ১০
সেন, শ্রী, অমল ৩৮, ১৩৫-৩৬
সেন, ত্রিগুনা চরন, ডাঃ (ভারতীয় মন্ত্রী) ৭, ৮৯, ২৪২
সেন, শ্রী বাদল ৩৮
সেন শ্রী এ কে ২, ৫০
সেন, শ্রীমতী সুজয়া ২৬০
সেন, সত্যেন্দ্র, ভিসি, কলি, বিবি
সেরনিয়াবত, আবদুর রব ১০৫, ২৪২
সেলিম, ইমাম আবু জাহিদ ২৯৫
সৈয়দ আহমদ, মৌলী ১১২
সৈয়দপুর বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা ২৩৫
সোয়াত, পাক সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ২
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৯৬, ২১৯, ২২০
সোভিয়েত দূতাবাস, দিল্লী ৯৫

সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ৯৫
সোলাপুল ইথিয়েল ডি ৫০
সোয়াত, পাকিস্তানী অস্ত্রবাহী জাহাজ ৫৫, ১২৮, ২২৫
সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ৪৬
স্যাক্সরী, জুনিয়াস ১২
স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ৪৪
স্ক্রীনিং কমিটি ৩২
স্প্রিঙ্গার, স্যার হিউ ৪৩
স্মিথ, আর্নল্ড ৪৩
স্বাতীনতার ঘোষণা
বঙ্গবন্ধু ৩, ৩৬-৩৭, ৬৩, ১২৯, ৩৩২, ৩১৫, ৩১৮,
মেজর জিয়ার ৩,৬৩, ১২৯, ২৫০, ৩০৭, ৩১৫
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র/সনদ ২৮, ৭৯, ১৫১, ২৪০
স্বধনি জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা ১৩৪
স্বাধীন বাংলঅ চাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৫৫
স্বাধীন বাংলাদেশের
পতাকা ৫৩, ৫৫, ৮২, ৯৫, ৯৮, ১০২, ১১০, ১৩১, ২৩১-৩২, ৩০৬
পতাকা উত্তেলন ১৫-১৭, ৩১৪
প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিকল্পনা ৩২ ৮, ১২০-২১, ১৯৭, ৩০১-০২
সংস্কার পরিকলপনা ৩২
স্বাধীন বাংলা বেতার ৩, ৭, ১০, ৩৬, ৬৫, ৭৩, ৮৯, ১০৫, ২২৫, ২৯৬, ৩১২, ৩১৫, ৩১৭,
স্বীকার , মিঃ ৪৭
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ২১৫-১৬

হ
হক, আমজাদুল ৪০
হাক, আসাবুল মৈলেভী
হক, আসহাবুল ডাঃ (এমপিএ) ১০-১২, ৬৭
হক, এমদাদুল হাবিলদার ২৫৪
হক, ওয়াহিদুল ১৩০
হক, ওবায়দুল ডঃ ৩১৫, ৩১৮
হক, গাজিউল ১৯৬, ৩২৮
হক, জহুরুল ১১৩
হক, জিকরুল ডাঃ ৩২৪
হক-তোয়াহা ১৩৬
হক, নজমুল , মেজর ২৫৪, ২৫৫-৫৬
হক, নজরুল, ক্যাপ্টেন ২২৭-২৯, ২৩৮
হক, নুরুল, এম পি এ ৮১
হক, নূরুল (টেলিফোন বিভাগীয় কর্মকর্তা) ৫৩
হক, ফজলূল অঅধ্যাপক ৩২৪
হক, মাজহারুল ১১৯, ৩২৮, ৩৩২
হক, মোহাম্মদ শামসুল অধ্যাপক ২৪৮
হক, রশিদুল অধ্যাপক ১,৫,৬
হক, শামসুল ২০৪
হক, শামসুল আধ্যাপক ১, ৫, ৬
হক, শামসুল এস পি চট্টগ্রাম ২, ৩, ১২৯
হক, শামসুল , ডিসি কুমিল্লা ২
হক, শামসুল ১০৮
হক, শামসুল এসপি ৩২৩
হক, শামষুল ডঃ ৩০৪
হক, সানউল কবি ৩০০
হক, সিরাজুল এডভোকেট ১০, ১১, ৬০, ৭০
হক, হামিদুল ৩৩০
হবিগঞ্জ জোনাল কাউন্সিল ২৩২
হাই, আবদুল ডঃ ১, ৩
হাওয়ার্ড হেনরী ৪০
হাকসার , পি এল ৯
হানানান, অধ্যাপক ৩৩০
হান্নান, জেলা প্রশাসক রাজশাহী ৮৩
হান্নান এম এ আঃ গীঘ নেতা ২৫২, ১০১, ১১০-১৩, ১২৭-৩০, ২২৫, ২৫০
হাবিবুল্লাহ এ বি এম অধ্যাপক ৩১৪, ২৪৮
হাবিবুল্লাহ, ভারতীয় মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ২৫৯
হার্ভার্ড সামার স্কুল কমিটি
ফর ইষ্ট পাস্তিান রিফিউসীস ৩১২
হায়দার, ক্যাপ্টে ৩৯, ১৩৮
হায়দার মোস্তফা জামাল ১৩৪
হার্ট, জুডিথ ১১৮
হার্টলিংক ৪৮
হার্ডেলসন, ফাদার ৮৯
হার্ভার্ড পপুলেশান সেন্টার ১২১
হারুণ , ক্যাপেটন ১১১, ১২৯, ১৩০
হারুন রশীদ ৪৬, ১১৫, ১১৯, ১২১, ৪৪, ৮২,
হাসান ডঃ ২৩১
জারার ইমাম ৩৩, ১৩১

হাসান, কাজী রেজাউল ৫০
হাসান কামরুল শিল্পী ৭, ৩৩, ৯৩, ১৩২, ৩০৯-১০
হাসান তৌফিক ইমাম (সচিব) ৩, ৬, ৩১, ৩৭, ২০৪, ৩০৮,
হানান, নুরুল ডঃ (ভারতের শিক্ষামন্ত্রী) ৮,৯
হানাস, নুরুল প্রফেসর ১১৮
হাসান. বদরুল ৩০৯
হাসান, মঈদুল ৯১, ৯৫
হাসেম ১১১-১২
হিউম, লর্ড, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪২, ৪২
হিন্দু ৩১১, ৩১৯
হিন্দু মুসলিম সম্প্রপ্রীতি ৪০
হিন্দুস্তান টাইমস ২৫৮-৫৯
হুদা, এম এস, প্রফেসর ৩২২
হুদা, ক্যাপ্টেন ১৬, ৩৯, ১০৯
হুদা, মুসলিম ডাঃ ৩০৯
হুদা, নজমুল ৯০
হুমায়ুন খালিদ , অধ্যাপক, এম এস এ ৩৪
হেজেল হার্স্ট, পিটার ৪০, ৮৯-৯০, ১০৭
হেনরী অস্টিন (কংগ্রেস নেতা) ৪০
হেলষ্টসকি প্রস্তাব ১২০
হোলডেন ফারভার ১১
হোসেন, আকবর ক্যাপ্টেন ১৮২
হোসেন কামাল, ডঃ ৫৩, ৫৬-৫৮, ৫৪, ৭২
হোসেন টি, ড' সচিব ৭৮-৭৯, ৮৩, ১০৩, ২০৪
হোসেন, ফজলী ১
হোসেন, বেলায়েত ডঃ ৩০৯, ৩২৬, ৩৩০
হোসেন, মারুফ ১৩৫
হোসেন, মোয়াজ্জেম, কমান্ডার ৩২২
হোসেন, মোয়াজ্জেম, শিক্ষক ৩৩০
হোসেন, মোশাররফ অধ্যাপক ১২, ৩২, ৯০, ৯৩, ৩০৯, ৩২৮, ৩৩১
হোসেন, মোশাররফ এম পি এ ১২৮-২৯, ২২৫-২৭
হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম ৯৫, ১০৫, ২৪২
হোসেন, সাদত ২০৪
হোসেন, সোহরাব ২৮, ৬৫, ২৪২

INDEX

A
Abdullah Haroon 124
Abdur Rashid Sheikh of PPP 169
Abdur Razzaque, Prof. 270-71
Abu Zafar, Dr. 123
Action Coun=cil (sangaram Parishad) 122-23
Adam Clymer, (of Baltimore post) 277
Agartala, 125-26, 274
'Conspircy case' 149, 15-52, 153-55
ahmed, AKN 184
Ahmed Fazlur Rahman 149
ahmed Kamaluddin 149
Ahmed, MM 191-92, 264, ,267, 275, 276-78
Ahmed Nasim, (of Dawn) 278
Ahmed Tajuddin, (Prme mINISTER (PRB) 125-26, 144, 156-57, 169, 172, 178, 182-85, 187, 193, 264, 266-67, 268-69, 277
Ahmed Tasadduq 280
Ahmed Tafael 151
Ahsan, Vice-Admiral (Governor E,Pak) 157, 175, 176
Aid to Pakistan
Campaign to Cutt off 291-*92
Akbar, (Pak-general) 157
Akbar, Noman 280
alamgir Mohuddin 287
Alam, A 221
Alam, K. Z, Barrister 149
Alam Moinul 123
Aiam, Shariful 277
Ali, Mansur, AL Leader 125, 169, 182 185,264
Ali, Moazzem 276
Ali, Rao Farman 289
Ali, Syed Moazzem 127
Amieicans 126
Anderson, Jack 291
Anna Taylor 126
Armold, de Borchgrave, (of Newsweek) 289
Arthur Bottomley, (labour MP) 283
Asad 152
Asaduzzaman 126
Aurora, Jagjit Singh, Lt. /Gen. 291
Autonomy 166, 184, 187, 189, 266
Awami League 123-24, 148, 151-54, 159-61, 164, 167-74, 180-81, 184, 186-88,190-93, 264-65, 267-69
Constitution drafting Committee 175, 177
Directives 178-81, 183-84
Election Manifesto 264
High Command 264
Leaders 151-52, 274
Parliamentary members' meeting at Hotel Purbani 178
Volunteers 269
B
Baluchis 166, 268
Baluchistan 174
bangladesh, (Independent) 269
Declaration of Indepaendence (Draftion of) 275
Fromation of Govt. 125,275
Freedom Fighters 273
Future planning of 124,282-83
Lireration Army 126
Lireration Struggle/war 269 ,27-73, 277, 278-79, 282, 289
Liberated 273
Movement in USA 284
Bangladesh Flag 191, 272
'Bangladesh Information Centre 126, 283-84
Bangladesh Mission in USA and Canada 126, 279, 284
Bangladesh Planning Board 283
BBC 275
Bengali
Economists 148, 263-66
Leaders 148, 154, 235
Nationalism 145, 166 ,264
Bengalis/bengali People 122, 143-45, 147, 150, 159-60, 163-67, 17375, 177-80, 185, 187, 268
Resistance of 185- 86, 272-74, 283

Bengalis in
Ottawa 280
U.D. 280
U.S.A 126, 279
Washington Embassy 276-77,279,283
Bengal Regiment 124, 273
ben wells (of NY Times) 277
Bhashani, Moulana 15, 174
Bhutto, Z. A. Chairman PPP 123, 143-45, 150-51,
159, 168-76, 187, 188-91, 198-200, 289-90
bhuyan, Captain 124
bizenjo, Ghous Bux 268
Bose, Swaesh, Dr, 264
Boston TV, Progrmme 278
Brahmanraria 272-73
Brian Lappin (journalist) 276
British
House of Commons 276
Labour Party 276
MPs 276
Brohi, A.K/ Justice 154-57, 186, 187
bughti, Nawaqb Akbar Khan 169
C
Cabinet Mission Plan (1946) 147
Calctta 126
Cease fire 289
NENTO 151
Chashi, Mahbub Alam 126
China 285, 288-90
Chittagong 122
Action Council, (Sangram Parishad) 95,123
Cantonment 123-24
Port 123
Radio station staff 123
Cjpwdiru. ABu Syed, Justice 274,280
Chowdhury Amin Ahmed, Captain 123
Chowdhury hamidul Huq 144,167

Chowdhury , Jamil 271
Chowdhury, M.R. Col 124
Chowdhury Mohammad Ali 145, 160-63
Chowdhury , Muzaffar Ahmad, Dr. 160, 264
Chowdhury, Yusur Ali 144
Chowdhury, Zahur Ahmad 124
Comilla Cantonment 273
Commandos 126
Cornelius, Justice 175, 184-86, 188, 190-93, 267-68
Craig Baxter 278, 291
Cyclone, (1970) 167
D
Daily Ittefaq 148, 154

Daniel Thorner, Prof. 269, 280-81, 292
Alice Trorner 281
David Nalin, Dr. 126
Dale Diehan 277, 285
Dave Weisbro 285
Democratic Action committee 152-54, 159-60, 162, 263-64
Denis healy 276
Dhar, P.N. 274
Dorfman, Prof. 278
Douglas Dodds Parker, Tory Mp. 276
DUCSU 151
Dutta, major 126
E
East Bengal 144, 147-48
East Pakistan 245-46, 189, 151
Peoples of Election (1971) 167-69
E.P.R 123-24, 131, 187, 269

F
Foreing Press 266
French intellectuals 282

G
Gandhi Mrs. Indira
Indian Prime Minister 125
Genocide 193, 269, 280
George Bush 289
Gerry Tinker 277, 285
Gilbert Harrison (ed. weekly New Republic) 277
Covernment of India Act (1935) 146-47
Greenough. Dr. 126

Guardian 266, 280
Gul Hasan, (Pak) General 169, 174

H
Hakser. P.N. 274
hamid (Pak. General) 173-74
Hanif Ramay, of PPP 169
Hannan. M.A. 123, 275
Haque, Aminul, advocate 155
Haque, Kaiser 285
haque, Mazharul 264
Maque Mokammel 2371
Haque,Sanaul 181
haque, Wahidul, Professor 160, 264
Haque, Zahurul , Sgt. 155, 157
Hasan, Col. 184-185, 187
Hasan Imam, Dre. 264, 281
Hasan, Mubasher, Dr. 265
Hasan, Muyeedul 268,281
Henry Bradsher 266,277
Hijacking of Indian Airlinves Plane 171-72
home, Sir Alec Douglas 276,280
Hossain , Kamalm Dr/ 142-93, 264-70, 275
Hossain, Kamaluddin 149
Hossain, Mosharraf, Professor 264, 273, 293
Huda, Nurul, Dr. 262-63
Huda, s 266-67
Huq. Ahsanul 175
husain, Khadim, Maj Gen. 185
I
India 157, 171-72
Indian Government 126
Indian Independent Act (1974) 147
Iran's Military Aid to Pakistan 287
Ishaque, Pak-General 190
Islam, Amirul, Barrister 125,148, 156-58, 178, 269
Islam, Nurul, Dr. 162, 191-92, 264, 266-67, 269, 277, 286-88
Islam, Syed Nazrul (Acting President PRB) 125-26, 151, 169, 182, 184-85, 264, 267
Jamat-i-Islami 151
jhan, L.K. 287
Jim Brfown (of N.Y. Times) 280
Joan Dine 285-86
John Stonehouse 287
John White 280
'Joy Bangla' office 126
Judith Hart 280
K
Kabir, ahmedul 268
Kaiser, K.M. 290
Kalurghat radio Staion 123
Kamaruzzaman, a.H.M. (al Leader) 125, 169, 164, 182, 185, 264
Karim, Enayet 127, 276, 278, 283
Karim, S.A. 283-84
Khalid Mohd. Prof. M.N.A. 126
Khalid Mosharraf, Major 126, 273-75, 283
Khan, Abdul Monem (former,E. Pak. Governor) 154, 163
Khan, Abdul Wali Khan 190, 200
Khan Abdus Salam 150, 154
Khan, A.M. 123
Khan A.M. Yahya, General, (President of Pakistan) 123, 154, 157, 163-93, 264, 365-68, 289

Larkana 'Shooting' Trip 169, 174
Staement on 6th March 181

Khan, A.R.Aadmiral 158, 163
Khan, A.R.Dr. 264
Khan, Asghar, Air Marshal 157, 151, 161, 163
Khan, Ataur Rahman 124
Khan, Axam, Pak General 159
Khan F.R, (Architect) 126, 279
Khan, Mazhar Ali 269
Khan, Md. Ayub. fromer President of Pakistan 142-44, 146, 148, 150 , 153-54, 157, 160, 162-64
Movement against 151-153

Khan, Mehraj Mohammad 265
Khan, M/R.. (Judge) 150
Khan Najmus Saqib 289

Khan, Nawabzada Nasrullah 153, 159
Khan, Nur, Air Marshal 157
Khan, Razzaque 277-78
Khan, Sarder Shukat Hayat 169
Khan, Tikka Lt. Gen 175, 179, 185
Khondkar, AK Group Captain 268, 283
Khondkar, Moshtaque Ahmad 125-26, 169, 182, 185, 264

Kibria, Shamsul 276
Kissinger, Henry, Dr. 278
K.S. P. 151
L
Lahore Conference (1966) 144-45
Lahore Resolution, (1940) 145-46
Lal, Jaywardene 287
Legal Framework Order 166
Lodge, Prof. 278
M
Macnamara, Robert, President
World Bank 278-81
Majumdar, Brigadier 123
Maksumul Hakim, (judge) 150
Malrux, Abdre, French nobel Laureate 292
Manik Mia 143-44, 154, 157
Manzoor Quader 153, 155-57, 162-63,
Martial Law by Pak, generals
164-65, 178, 184-85, 182-88
Withdrwal of
Matinuddin, Abu Rushd 127, 276
Maudoodi, Moulana 161
Maurice William 278
Martion Abeney 266

Mike Gertner 285
Mitra, Ashok, Dr. 274
Moazzim, Lt. Commander 149
Mostafa Monwar 271-72
Muhith, A.M.A. 127, 276, 286
Muzaffaraddin, Pak, general 154, 157
Mukti Babibi 114, 283
Mumtaz daulatana 161
Murshed, Sarwar, Dr. 160, 264
Muslim League 147
Council 151
N
National Awami Party (NAP) 160, 268 ,
Leaders 269
National Awami Party (Requistionist) 151
National democratic Front 151
'Ntional protest Day' 152
New Statesman 280

New Youk Public Television 289
New York Times 266, 279, 283
Niazi, Pak, General 289-291
Nicholas Barrington 276, 280
Nizam –e Islam 151
Non-Bengali, (bihari) 122
Non-Co-operation Movement
122, 172, 178-81, 183 , 165
Noorani, Moulana 161
Nurul amin 144
N.W.F.A 174
O
Omar Mohammad, (Pak-General) 174, 190
'One Unit' 144, 151, 160-66,
anti forces 166
Osmany M. A. G. Col, Retd.
C-in C Bangladesh Liberation Froces
75, 78, 283
P
Pakistan
Central Govt. 145, 147-48, 167 ,
169, 178, 188, 265,
Centre 169, 187, 192
constitution of 145-47, 166, 169-71,
184-85, 187, 191, 264-65
Constituent & National Assembly 122,
164-66,
168, 170-72, 184, 189-90, 264-65
Constitution of 1956, 165, 166
Constitution of 1962, 153, 154, 164-65, 189
Federation 145-47
Federal \Govt. Parliamentary 145-47,
152, 160, 162, 162, 163, 166, 174
Federal Legislture 162
Parity 143, 144, 165
presidential Proclamation 187-90
Regional Autonomy 144-45, 151, 160-66
Regional Desparity 148
Relation between Province & Centre 147

Transer of power 167, 169, 171, 178,
182, 184-88
Pakistan Air force 287
attack 271, 288
Pakistan Army 123, 143, 153, 168-71, 275,
289

Genocide 123
Military operation 192-93
Opertion Searchlight 192
Surrender of
Pakistan aid Consortium 289-90,
293, 279 -82, 286, 291
'Pakistan day' (23rd March) 191
Pakistan Government
White paper 184-85, 187, 189
Pakistan
Mass Movement against 151-53,
157, 160, 164, 178
Pakistan Peoples Party 168-71,
190, 265, 268, 269
Leaders 269
Pakistan us Military Pact, 151
Pakistani Generals 269
Pathans 172, 268
Paul Marc henry 289
peelkhana EPR 123
Peerzada, Pak, General 169, 174-76,
184-85, 188, 192, 193, 267, 269
Peerzada, Abdul Hafeez, (PPP) 169-70, 265
Peggy Durdin 266
police 123-24, 187, 269
Punjabi army 165, 187
Punjabi bureaucracy 187
Punjabi elite 163
Q
Qasuir, Mian Mahmud Ali 265, 269-92
Qutabuddin Aziz 278

R
Rafiq, Captain 123, 124
Rafi Raza, (of PPP) 16, 265

Rahim J. of (PPP) 169-70
Rahman , Akhlaqur
Professor 264
Rahman Anisur, Dr, 125, 160,
192, 264, 271-72, 274, 276, 287
Rhaman Mklesur, (Shidu Mian) 271-72
Rahman Mustafizur
(DC Chittagong) 123
Rahman, S.A. (Judge) 151
Rahman, SK. Mujibur, Bangabandhu
122-23, 143-93, 264-75
Declaration of 7th March 128, 181-83
Proposal for Confederation 192
Wireless message 123
Rahman, Shamsur 149
Rhaman, Ziaru, Major 123-24, 126, 275, 283
Jajarbagh police Camp 123
Rasgotra, M.K Ambassador 287
Rashid Hurun ur 276, 279
Refygees 126
Rehman Sobhan , Professor 125, 192, 253-93
Round Table Conference 153-54,
156-61, 163, 265, 178, 210
Ruhu Quddus 149
S
Sadhin Bangla betar Kendra 126
Samuel Huntiongon , Prof. 278
Sangram Parishak 272
Sayeeduddin, (Pak Col) 270
Seato 151
Sector Commanders 128,283
Seling Harrison 266
Sen, a martiya 274
Sen triguna, Dr. 125
Shafiullah, Major 126
Shahabuddin, kHawja 158
Shirazi, Shapur 287
Siddique, mohsin 277
Siddique MR 122-27, 274, 274,
Sind 16, 174, 268
singha, Sachindra, Chief Minister of Tripura
125
Six Point Programme / Fromula 145-48
151-54, 174, 184, 189, 191, 264-65
Autonomy demand 159-63, 166
Movement 145, 164
South Asian Review 280

Students 151, 174, 178, 181, 187
Action Committee 151, 152
Eleven (ii) pOINTS pROGRMME 151-52, 160,
Leaders 153, 187
Sultana Alam 280
Swat, M.V. Pak Arms Ship 123, 185/86, 192
sydney Schanberg 266
yakub, Pak general 175, 171

T
Tariq Abdullah 280
Tariq ali 281
Tashkent Declaration 142-43
Taufiq Imam 126
Teliqpara 273
Tahkur, Taheruddin 126, 274
Tilmagn 266
Times 266
Tom Dine 126, 277, 285, 287
Tom Hexner 278
TomWilliams 9british BHarrister) 150
Two economies 264

U
UK Aid to Pkistan 280, 283
United front (of 1954) 147
21 Point election menifesto 165
United Nations (UN)
Bangladeh Govet. Delegation to 287, 288
Campaing at 287
General Assembly 288-89
Security Council 288-89
United States US
Aid to Pakistan 278, 284
Congress 126, 277, 278,280
Foreign Aid bill 278, 284-85
Government 126
House of Representatiove 277
Meda/Press 126, 278
Nixon/US Administration 278, 284, 286, 290-91
People 126
Senage 126
Seventh Fleet 290
State Department 291
US Congreesman 277-78
Gallagher 126, 277
US Senators 277-78
Church 126, 277-788, 285, 291
Fulbright 278
Kennedy 126, 277-78, ,284, 291
Percy 126
Sexby 126, 278, 285
Scott 278
Symington 278
Saxby –Church Amendment 99, 278/79, 283-86

V
Voice of america 278
Votaw 281

W
Waren Una 277
Washingtion post 266
Washington Star 266, 277
Weekly Forum 264-65
West Pakistan
Political Leadership 264-69
Political Parties, in
West Pakistani Leaders 1268, 169, 174, 187, 189-90, 2
William Rusher 287
World Bank Report of 278, 286, 283

Y
Ysin , Pak – Col 366-67
youth Camps 126

Z
Zafar, S,M, (Ayub’s Law Minister) 145, 156-58, 162-63